রামায়ণম্ ।

শ্রীমন্মহর্ষি-বাল্মীকি-বিরচিতম্ ।

সংস্কৃত মূল ও বঙ্গানুবাদ সমেত ।

ভট্টপল্লীনিবাসি-

পণ্ডিতপ্রবর শ্রীপঞ্চানন তর্করত্ন

সম্পাদিত ।

চতুর্থ সংস্করণ ।

কলিকাতা,

৩৮।২ নং ভবানীচরণ দত্তের ষ্ট্রীট, "বঙ্গবাসী-ইলেক্ট্রো-মেসিন-প্রেসে"

শ্রীনটবর চক্রবর্ত্তী দ্বারা

মুদ্রিত ও প্রকাশিত ।

সন ১৩১৫ সাল ।

[illegible] ১০৲ দশ টাকা ।

বিজ্ঞাপনম্।

ইদমাদিকবেস্তত্রভবতো ভগবতো বাল্মীকের্ভারতীনিষ্যন্দং শ্রীমদ্রামায়ণমধিকৃত্য তাবদস্মাদৃশামর্ব্বাচাং রসমাধুরীগুণগরিমাদিসদ্ভাবপ্রতিপাদিকা অপি যাঃ কাশ্চিদুক্তয়ঃ কেবলমুপলক্ষয়ন্তি চাপল্যং প্রতিপাদয়িতৄণামযথা তত্তাঞ্চ প্রতিপাদ্যস্য. তিমিতিমিঙ্গিলাদিভিরপ্যগম্যভূতং সর্ব্বমূর্ত্তাতিবৃত্তেরূপস্য তস্যস্বয়মবগচ্ছন্তু হি কথঙ্কারং পল্বলচরী শফরী। ইত্যতস্ততো বিরতবতাং নো বিজ্ঞাপ্যং কিঞ্চিদিদং কুর্ব্বন্তু বিদ্বাংসঃ।

অস্যাদিকাব্যস্যাতিপ্রাচীনতয়া এবং পাঠভেদাঃ সঞ্জাতাঃ—যৎপ্রস্তাবতো দেশদ্বয়ীয়য়োঃ পুস্তকয়োরেককর্ত্তৃকত্ববুদ্ধিরেব সহসা ন সম্পদ্যতে। তেষান্তু পাঠানাং প্রাচীনৈর্ব্যাখ্যাতানাং তদব্যাখ্যাতানাং বা বহুপুস্তকসম্মতানাং গরীয়স্ত্বং মন্যমানৈরস্মাভিস্ত এবান্তর্মূলং নিবেশিতাঃ। যে পুনরাদর্শেষু নানাদিগ্দেশতঃ সুবহুষু পুস্তকেষ্বেকত্রাপ্যনুপলভ্যমানাঃ, টীকাকৃতা চ ব্যাচচক্ষিরে ন চ নিবেশিতাস্তে হি পাঠাঃ, সত্যাং সামঞ্জস্যাভাবে অদোষাবং দোষ ইত্যনভ্যুপগচ্ছদ্ভিঃ। বিমতবন্মতে মূল ইব টীকায়ামপি পাঠান্তরাণ্যস্য সত্ত্বাবশ্যকতা মূলচ্ছেদাদধর্ম্মজনকতা চ তদনভ্যুপগমবীজম্।

ইত্যেবমতিকষ্টৈরস্মাভিস্তিরপ্রমাদমনুষ্ঠেয়েঽস্মিন্ বিষয়ে যত্নতত্ত্বরূপা অপি দত্তহস্তা অসম্যক্চরিতার্থত্বেঽপি ধন্যম্মন্যা ভবেম যদি কস্যাপ্যুপকৃতিলেশমাধাতুং শক্নুয়ামেত্যলমতি-[illegible]।

সম্পাদক-টীকা-সংস্কর্ত্তৃ-

শ্রীপঞ্চানন-দেবশর্ম্মণঃ

ভট্টপল্লী-নিবাসিনঃ

সূচিপত্র।

আদিকাণ্ড।

আদিকাণ্ড সূচীপত্র সমাপ্ত।

অযোধ্যাকাণ্ড।

অযোধ্যাকাণ্ড সূচিপত্র সমাপ্ত।

অরণ্যকাণ্ড।

কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ড।

কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ড-সূচীপত্র সমাপ্ত।

সুন্দরকাণ্ড।

সুন্দরকাণ্ড-সূচীপত্র সমাপ্ত।

লঙ্কাকাণ্ড।

লঙ্কাকাণ্ড সূচীপত্র সমাপ্ত।

উত্তরকাণ্ড।

সূচীপত্র সমাপ্ত।

রামায়ণম্।

আদিকাণ্ডম্।

প্রথমঃ সর্গঃ।

তপঃস্বাধ্যায়নিরতং তপস্বী বাগ্বিদাং বরম্।
নারদং পরিপপ্রচ্ছ বাল্মীকির্মুনিপুঙ্গবম্॥ ১
কো ন্বস্মিন্ সাম্প্রতং লোকে গুণবান্ কশ্চ বীর্য্যবান্।
ধর্ম্মজ্ঞশ্চ কৃতজ্ঞশ্চ সত্যবাক্যো দৃঢ়ব্রতঃ॥ ২
চারিত্রেণ চ কো যুক্তঃ সর্ব্বভূতেষু কো হিতঃ।
বিদ্বান্ কঃ কঃ সমর্থশ্চ কশ্চৈকপ্রিয়দর্শনঃ॥ ৩
আত্মবান্ কো জিতক্রোধো দ্যুতিমান্ কোঽনসূয়কঃ।
কস্য বিভ্যতি দেবাশ্চ জাতরোষস্য সংযুগে॥ ৪
এতদিচ্ছাম্যহং শ্রোতুং পরং কৌতূহলং হি মে।
মহর্ষে ত্বং সমর্থোঽসি জ্ঞাতুমেবংবিধং নরম্॥ ৫
শ্রুত্বা চৈতত্ত্রিলোকজ্ঞো বাল্মীকের্নারদো বচঃ।
শ্রূয়তামিতি চামন্ত্র্য প্রহৃষ্টো বাক্যমব্রবীৎ॥ ৬
বহবো দুর্লভাশ্চৈব যে ত্বয়া কীর্ত্তিতা গুণাঃ।
মুনে বক্ষ্যাম্যহং বুদ্ধ্বা তৈর্যুক্তঃ শ্রূয়তাং নরঃ॥ ৭
ইক্ষ্বাকুবংশপ্রভবো রামো নাম জনৈঃ শ্রুতঃ।
নিয়তাত্মা মহাবীর্য্যো দ্যুতিমান্ ধৃতিমান্ বশী॥ ৮
বুদ্ধিমান্ নীতিমান্ বাগ্মী শ্রীমান্ শত্রুনিবর্হণঃ।
বিপুলাংসো মহাবাহুঃ কম্বুগ্রীবো মহাহনুঃ॥ ৯
মহোরস্কো মহেষ্বাসো গূঢ়জত্রুররিন্দমঃ।
আজানুবাহুঃ সুশিরাঃ সুললাটঃ সুবিক্রমঃ॥ ১০
সমঃ সমবিভক্তাঙ্গঃ স্নিগ্ধবর্ণঃ প্রতাপবান্।
পীনবক্ষা বিশালাক্ষো লক্ষ্মীবান্ শুভলক্ষণঃ॥ ১১
ধর্ম্মজ্ঞঃ সত্যসন্ধশ্চ প্রজানাঞ্চ হিতে রতঃ।

প্রথম সর্গ।

তপঃপরায়ণ বাল্মীকি,—স্বাধ্যায়-নিরত তপোনিষ্ঠ বাগ্মিপ্রবর মুনিপুঙ্গব নারদকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—অধুনা এই ভূমণ্ডলে এমন কে আছেন, যিনি গুণবান্, বীর্য্যবান্, ধর্ম্মজ্ঞ, কৃতজ্ঞ, সত্যবাদী, দৃঢ়ব্রত, সচ্চরিত্র, সকল প্রাণীর হিতৈষী, বিদ্বান্, সর্ব্ববিষয়ে দক্ষ, অদ্বিতীয় প্রিয়দর্শন, সংযতচিত্ত, জিতক্রোধ, দীপ্তিমান্ ও অসূয়াশূন্য এবং সমরক্ষেত্রে কাহার ক্রোধ দর্শনে সুরগণও শঙ্কিত হইয়া থাকেন, আমি তাহা শ্রবণ করিতে ইচ্ছা করিতেছি, এই বিষয় শ্রবণ করিবার জন্য আমার পরম কৌতূহল হইয়াছে; অতএব, হে মহর্ষে! আপনি সর্ব্বজ্ঞ, আপনিই এতাদৃশ পুরুষের বিষয় জানিতে পারেন। ১—৫। ত্রিলোকজ্ঞ নারদ, বাল্মীকির বাক্য শ্রবণে হৃষ্ট হইয়া, "শ্রবণ কর" বলিয়া তাঁহাকে আমন্ত্রণপূর্ব্বক কহিতে লাগিলেন, হে মুনে! তুমি যে সকল গুণের কথা কীর্ত্তন করিলে, তৎসমুদয় একাধারে দুর্লভ; এজন্য বহু চিন্তার পর স্মরণ হইল, এতাদৃশ গুণশালী একমাত্র ব্যক্তি আছেন; তাঁহার কথা বলিতেছি, শ্রবণ কর। তোমার জিজ্ঞাসিত সকল গুণবিশিষ্ট এক ব্যক্তি ইক্ষ্বাকুবংশে জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন। তাঁহার নাম রাম; তাঁহার কথা মনুষ্য মাত্রেই শুনিয়াছেন। তিনি জিতেন্দ্রিয়, সংযতচিত্ত, দ্যুতিমান্, ধৃতিমান্, বুদ্ধিমান, মহাবীর্য্যবান্, নীতিজ্ঞ, বাগ্মী, শত্রু-নিহন্তা ও শ্রীমান্; তাঁহার স্কন্ধযুগল বিপুল, বাহুদ্বয় আজানুলম্বিত গ্রীবাদেশ রেখাত্রয় সমন্বিত, হনু অতি প্রশস্ত, বক্ষঃস্থল সুবিস্তীর্ণ, স্কন্ধসন্ধি নিমগ্ন, ললাট বহুরেখাযুক্ত, মস্তক অতিসুন্দর, সমস্ত অঙ্গ সমবিভক্ত এবং তাঁহার পরিমাণ নাতি-খর্ব্ব নাতি দীর্ঘ। এই সর্ব্বাঙ্গসুন্দর শ্যামবর্ণ পুরুষ-মহাধনুর্দ্ধারী, অরিদমনকারী, প্রতাপবান্, উন্নতবক্ষা, বিশাল-নয়ন, সর্ব্বশুভলক্ষণান্বিত, ধর্ম্মজ্ঞ, সত্যসন্ধ, প্রজাহিতৈষী

যশস্বী জ্ঞানসম্পন্নঃ শুচির্ব্বশ্যঃ সমাধিমান্॥ ১২
প্রজাপতিসমঃ শ্রীমান্ ধাতা রিপুনিসূদনঃ।
রক্ষিতা জীবলোকস্য ধর্ম্মস্য পরিরক্ষিতা॥ ১৩
রক্ষিতা স্বস্য ধর্ম্মস্য স্বজনস্য চ রক্ষিতা।
বেদবেদাঙ্গতত্ত্বজ্ঞো ধনুর্ব্বেদে চ নিষ্ঠিতঃ॥ ১৪
সর্ব্বশাস্ত্রার্থতত্ত্বজ্ঞঃ স্মৃতিমান্ প্রতিভানবান্।
সর্ব্বলোকপ্রিয়ঃ সাধুরদীনাত্মা বিচক্ষণঃ॥ ১৫
সর্ব্বদাভিগতঃ সদ্ভিঃ সমুদ্র ইব সিন্ধুভিঃ।
আর্য্যঃ সর্ব্বসমশ্চৈব সদৈব প্রিয়দর্শনঃ॥ ১৬
স চ সর্ব্বগুণোপেতঃ কৌশল্যানন্দবর্দ্ধনঃ।
সমুদ্র ইব গাম্ভীর্য্যে ধৈর্য্যেণ হিমবানিব॥ ১৭
বিষ্ণুনা সদৃশো বীর্য্যে সোমবৎ প্রিয়দর্শনঃ।
কালাগ্নিসদৃশঃ ক্রোধে ক্ষময়া পৃথিবীসমঃ॥ ১৮
ধনদেন সমস্ত্যাগে সত্যে ধর্ম্ম ইবাপরঃ।
তমেবং গুণসম্পন্নং রামং সত্যপরাক্রমম্॥ ১৯
জ্যেষ্ঠং শ্রেষ্ঠগুণৈর্যুক্তং প্রিয়ং দশরথঃ সুতম্।
প্রকৃতীনাং হিতৈর্যুক্তং প্রকৃতিপ্রিয়কাম্যয়া॥ ২০
যৌবরাজ্যেন সংযোক্তুমৈচ্ছৎ প্রীত্যা মহীপতিঃ।
তস্যাভিষেকসম্ভারান্ দৃষ্ট্বা ভার্য্যাথ কৈকয়ী॥ ২১
পূর্ব্বং দত্তবরা দেবী বরমেনমযাচত।
বিবাসনঞ্চ রামস্য ভরতস্যাভিষেচনম্॥ ২২

স সত্যবচনাদ্রাজা ধর্ম্মপাশেন সংযতঃ।
বিবাসয়ামাস সুতং রামং দশরথঃ প্রিয়ম্॥ ২৩
স জগাম বনং বীরঃ প্রতিজ্ঞামনুপালয়ন্।
পিতুর্ব্বচননির্দ্দেশাৎ কৈকেয্যাঃ প্রিয়কারণাৎ॥ ২৪
তং ব্রজন্তং প্রিয়ো ভ্রাতা লক্ষ্মণোঽনুজগাম হ।
স্নেহাদ্বিনয়সম্পন্নঃ সুমিত্রানন্দবর্দ্ধনঃ॥ ২৫
ভ্রাতরং দয়িতো ভ্রাতুঃ সৌভ্রাত্রমনুদর্শয়ন্।
রামস্য দয়িতা ভার্য্যা নিত্যং প্রাণসমা হিতা॥ ২৬
জনকস্য কুলে জাতা দেবমায়েব নির্ম্মিতা।
সর্ব্বলক্ষণসম্পন্না নারীণামুত্তমা বধূঃ॥ ২৭
সীতাপ্যনুগতা রামং শশিনং রোহিণী যথা।
পৌরৈরনুগতো দূরং পিত্রা দশরথেন চ॥ ২৮
শৃঙ্গবেরপুরে সূতং গঙ্গাকূলে ব্যসর্জ্জয়ৎ।
গুহমাসাদ্য ধর্ম্মাত্মা নিষাদাধিপতিং প্রিয়ম্॥ ২৯
গুহেন সহিতো রামো লক্ষ্মণেন চ সীতয়া।
তে বনেন বনং গত্বা নদীস্তীর্ত্ত্বা বহূদকাঃ॥ ৩০
চিত্রকূটমনুপ্রাপ্য ভরদ্বাজস্য শাসনাৎ।
রম্যমাবসথং কৃত্বা রমমাণা বনে ত্রয়ঃ॥ ৩১
দেবগন্ধর্ব্বসঙ্কাশাস্তত্র তে ন্যবসন্ সুখম্।

যশস্বী, জ্ঞানসম্পন্ন, পবিত্রাত্মা বিনীতস্বভাব, সমাধি-নিরত, প্রজাপতি-তুল্য, লক্ষ্মীবান, সৎকার্য্যের বিধান-কর্ত্তা, রিপুনাশক, ধর্ম্ম ও জীবলোকের রক্ষক, স্বধর্ম্ম ও স্বজনের প্রতিপালক, বেদবেদাঙ্গতত্ত্বজ্ঞ, ধনুর্ব্বেদকুশল, সর্ব্বশাস্ত্র-অভিজ্ঞ, স্মৃতিশক্তিশালী, প্রত্যুৎপন্নমতি সর্ব্বলোকপ্রিয়, সাধু-স্বভাব, অক্ষুব্ধচিত্ত, সুবিচক্ষণ, সর্ব্বপূজ্য, সর্ব্ববস্তু-সমদর্শী এবং সদা-প্রিয়দর্শন। যেরূপ সমুদ্র সকল মহাসমুদ্রের অনুগত হইয়া আছে, সেইরূপ সাধুগণ সর্ব্বদা ইঁহার অনুগত হইয়া রহিয়াছেন। কৌশল্যাদেবীর এই সর্ব্বগুণান্বিত চন্দ্রের ন্যায় প্রিয়-দর্শন তনয়, গাম্ভীর্য্যে সমুদ্রের তুল্য, ধৈর্য্যে হিমাচলের তুল্য, পরাক্রমে বিষ্ণুর তুল্য, ক্রোধে কালাগ্নির তুল্য, ক্ষমায় পৃথিবীর তুল্য, দানে ধনদের তুল্য ও সত্যে ধর্ম্মের ন্যায় প্রসিদ্ধ। মহীপতি দশরথ ঈদৃশগুণযুক্ত সত্যপরাক্রম মহাগুণশালী প্রজাবর্গের হিতৈষী অতি প্রিয় জ্যেষ্ঠ তনয় রামকে প্রকৃতিবর্গের প্রিয় কামনায় প্রীতিপূর্ব্বক যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করিতে মনস্থ করিলেন। রাজমহিষী কৈকেয়ী দেবী পূর্ব্বে দশরথ তাঁহাকে যে দুইটী বর দিবেন বলিয়া অঙ্গীকার করিয়াছেন, এক্ষণে রামের যৌবরাজ্যাভিষেকের উদ্যোগ হইতেছে দেখিয়া, নরপতির নিকট রামের বনগমন ও ভরতের যৌবরাজ্যাভিষেক-রূপ সেই বরদ্বয় প্রার্থনা করিলেন। ৬—২২। সত্যবাদী দশরথ ধর্ম্মপাশে আবদ্ধ ছিলেন; সুতরাং অগত্যা প্রিয়তম তনয় রামকে বনবাসে প্রেরণ করিলেন। বীরবর রামও পিতার প্রতিজ্ঞা রক্ষার জন্য এবং কৈকেয়ীর প্রীতির নিমিত্ত পিতৃ-আজ্ঞানুসারে বনে গমন করিলেন। তখন বিনয়ী ভ্রাতৃপ্রিয় সুমিত্রা-নন্দবর্দ্ধন লক্ষ্মণ, ভ্রাতৃস্নেহপ্রযুক্ত ও সৌভ্রাত্র প্রদর্শনার্থ তাঁহার সহগামী হইলেন। রামের প্রাণতুল্য প্রিয়-তমা ও হিতকারিণী পত্নী সর্ব্বশুভ-লক্ষণসম্পন্না ও নারীগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠা বধূ জনককুলে আবির্ভূতা সীতাও, শশীর অনুগামিনী রোহিণীর ন্যায় রামের সহিত গমন করিলেন। রাজা দশরথ ও পুরবাসিগণ বহুদূর পর্য্যন্ত রামের অনুগমন করিলেন। ২৩—২৮। ধর্ম্মাত্মা রাম, সীতা ও লক্ষ্মণ সমভিব্যাহারে, গঙ্গাতীর-বর্ত্তী শৃঙ্গবের-নামক পুরে উপস্থিত হইয়া প্রিয়তম নিষাদপতি গুহকে প্রাপ্ত হইলেন; পরে দেব-গন্ধর্ব্ব তুল্য সেই তিনজন, গুহ ও সুমন্ত্র সারথিকে বিদায় দিয়া বহু জলপূর্ণ নদী উত্তীর্ণ হইয়া বনে বনে গমন করত চিত্রকূট পর্ব্বতে গমনপূর্ব্বক ভরদ্বাজ মুনির উপদেশানুসারে সেই কাননে রমণীয় পর্ণকুটীর নির্ম্মাণ,

চিত্রকূটং গতে রামে পুত্রশোকাতুরস্তথা॥ ৩২
রাজা দশরথঃ স্বর্গং জগাম বিলপন্ সুতম্।
গতে তু তস্মিন্ ভরতো বসিষ্ঠপ্রমুখৈর্দ্বিজৈঃ॥ ৩৩
নিযুজ্যমানো রাজ্যায় নৈচ্ছদ্রাজ্যং মহাবলঃ।
স জগাম বনং বীরো রামপাদপ্রসাদকঃ॥ ৩৪
গত্বা তু স মহাত্মানং রামং সত্যপরাক্রমম্।
অযাচদ্ভ্রাতরং রামমার্য্যভাবপুরস্কৃতঃ॥ ৩৫
ত্বমেব রাজা ধর্ম্মজ্ঞ ইতি রামং বচোঽব্রবীৎ।
রামোঽপি পরমোদারঃ সুমুখঃ সুমহাযশাঃ॥ ৩৬
ন চৈচ্ছৎ পিতুরাদেশাদ্রাজ্যং রামো মহাবলঃ।
পাদুকে চাস্য রাজ্যায় ন্যাসং দত্ত্বা পুনঃপুনঃ॥ ৩৭
নিবর্ত্তয়ামাস ততো ভরতং ভরতাগ্রজঃ।
স কামমনবাপ্যৈব রামপাদাবুপস্পৃশন্॥ ৩৮
নন্দিগ্রামেঽকরোদ্রাজ্যং রামাগমনকাঙ্ক্ষয়া।
গতে তু ভরতে শ্রীমান্ সত্যসন্ধো জিতেন্দ্রিয়ঃ॥ ৩৯
রামস্তু পুনরালক্ষ্য নাগরস্য জনস্য চ।
তত্রাগমনমেকাগ্রো দণ্ডকান্ প্রবিবেশ হ॥ ৪০
প্রবিশ্য তু মহারণ্যং রামো রাজীবলোচনঃ।

বিরাধং রাক্ষসং হত্বা শরভঙ্গং দদর্শ হ॥ ৪১
সুতীক্ষ্ণঞ্চাপ্যগস্ত্যঞ্চ অগস্ত্যভ্রাতরং তথা।
অগস্ত্যবচনাচ্চৈব জগ্রাহৈন্দ্রং শরাসনম্॥ ৪২
খড়্গঞ্চ পরমং প্রীতস্তূণী চাক্ষয়সায়কৌ।
বসতস্তস্য রামস্য বনে বনচরৈঃ সহ॥ ৪৩
ঋষয়োঽভ্যাগমন্ সর্ব্বে বধায়াসুররক্ষসাম্।
স তেষাং প্রতি শুশ্রাব রাক্ষসানাং তদা বনে॥ ৪৪
প্রতিজ্ঞাতশ্চ রামেণ বধঃ সংযতি রক্ষসাম্।
ঋষীণামগ্নিকল্পানাং দণ্ডকারণ্যবাসিনাম্॥ ৪৫
তেন তত্রৈব বসতা জনস্থাননিবাসিনী।
বিরূপিতা শূর্পণখা রাক্ষসী কামরূপিণী॥ ৪৬
ততঃ শূর্পণখাবাক্যাদুদ্যুক্তান্ সর্ব্বরাক্ষসান্।
খরং ত্রিশিরসঞ্চৈব দূষণঞ্চৈব রাক্ষসম্॥ ৪৭
নিজঘান রণে রামস্তেষাঞ্চৈব পদানুগান্।
বনে তস্মিন্নিবসতা জনস্থাননিবাসিনাম্॥ ৪৮
রক্ষসাং নিহতান্যাসন্ সহস্রাণি চতুর্দ্দশ।
ততো জ্ঞাতিবধং শ্রুত্বা রাবণঃ ক্রোধমূর্চ্ছিতঃ॥ ৪৯
সহায়ং বরয়ামাস মারীচং নাম রাক্ষসম্।
বার্য্যমাণঃ সুবহুশো মারীচেন স রাবণঃ॥ ৫০
ন বিরোধো বলবতা ক্ষমো রাবণ তেন তে।

করিয়া, বসতি করত সুখে বিহার করিতে লাগিলেন। রাম, চিত্রকূটে গমন করিলে, পুত্রশোককাতর দশরথ পুত্রের জন্য বিলাপ করিতে করিতে স্বর্গে গমন করিলেন। রাজা দশরথ স্বর্গগত হইলে, বসিষ্ঠপ্রভৃতি দ্বিজগণ ভরতকে রাজ্যরক্ষার্থ নিয়োগ করিলেন; কিন্তু মহাবলসম্পন্ন বীর্য্যবান্ ভরত রাজ্যভার গ্রহণে অনিচ্ছুক হইয়া, পূজ্য রামকে প্রসন্ন করিবার নিমিত্ত বনে গমন করিলেন। তিনি বিনীতবেশে সত্য-পরাক্রম মহাত্মা ভ্রাতা রামের সমীপবর্ত্তী হইয়া, তাঁহাকে রাজ্যগ্রহণার্থ প্রার্থনা করিয়া কহিলেন, আপনি জ্যেষ্ঠ; ধর্ম্মবিষয়ে অভিজ্ঞ; সুতরাং আপনিই ধর্ম্মানুসারে রাজা। কিন্তু পরমোদার-চরিত অম্লানবদন মহাযশস্বী রাম পিতৃ-আজ্ঞা-ভঙ্গ-ভয়ে রাজ্যভার গ্রহণ করিতে অনিচ্ছুক হইলেন। পরে ভরত পুনঃপুনঃ রামকে রাজ্য-করণার্থ প্রার্থনা করিতে লাগিলে, মহাবলসম্পন্ন ভরতাগ্রজ রাম, ভরতকে রাজ্য করিবার নিমিত্ত ন্যাস-স্বরূপ স্বীয় পাদুকাদ্বয় প্রদান করিয়া প্রতিনিবর্ত্তিত করিলেন। ভরত সফলকাম না হইয়াও, অগত্যা রামের পদযুগল স্পর্শপূর্ব্বক নন্দিগ্রামে গিয়া তাঁহার আগমন-প্রতীক্ষায় রাজ্য করিতে লাগিলেন। ভরত প্রতিগমন করিলে, জিতেন্দ্রিয় সত্যসন্ধ শ্রীমান্ রাম, চিত্রকূট পর্ব্বতে ভরত ও পুরবাসীদিগের পুনরাগমন-সম্ভাবনা বুঝিয়া সসজ্জ হইয়া, দণ্ডকারণ্যে প্রবেশ করিলেন। রাজীবলোচন রাম দণ্ডকনামক মহারণ্যে প্রবিষ্ট হইয়া বিরাধাখ্য রাক্ষসকে হনন করিয়া, শরভঙ্গ, সুতীক্ষ্ণ, অগস্ত্য ও অগস্ত্য-ভ্রাতার সহিত সাক্ষাৎ করিলেন; এবং অগস্ত্য ঋষির বাক্যানুসারে সানন্দচিত্তে ঐন্দ্র ধনু, অক্ষয়শরযুক্ত তূণদ্বয় ও উৎকৃষ্ট খড়্গ গ্রহণ করিয়া, দণ্ডক-কাননে মুনিদিগের সহিত বাস করিতে লাগিলেন। এই সময়ে অনেক ঋষি, অসুর ও রাক্ষসগণের নিধন-প্রার্থনায় রামের নিকট আগমন করিলেন। রামও দণ্ডকারণ্যনিবাসী অগ্নিতুল্য তেজস্বী ঋষিগণের প্রার্থনায় যুদ্ধে রাক্ষসগণকে বিনাশ করিব' বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিলেন। ২৯—৪৫। অনন্তর দণ্ডকারণ্যবাসী রাম নাসিকা-কর্ণ-ছেদনপূর্ব্বক, জনস্থাননিবাসিনী কামরূপিণী শূর্পণখা রাক্ষসীকে বিরূপা করিলেন। পরে খর, দূষণ ও ত্রিশিরা নামক রাক্ষসত্রয়, শূর্পণখা-বাক্যে সহচরবর্গের সহিত সসজ্জ হইয়া যুদ্ধার্থ উপস্থিত হইলে, রাম তাহাদিগকে যুদ্ধে নিহত করিলেন। রামকর্ত্তৃক জনস্থাননিবাসী চতুর্দ্দশসহস্র রাক্ষস, এই যুদ্ধে নিধন প্রাপ্ত হইয়াছিল। অনন্তর রাবণ, জ্ঞাতিবধ শ্রবণে ক্রোধে অধীর হইয়া, মারীচ-নামক রাক্ষসকে তাহার সহায় হইবার নিমিত্ত বরণ করিল।

অনাদৃত্য তু তদ্বাক্যং রাবণঃ কালচোদিতঃ ॥ ৫১
জগাম সহমারীচস্তস্যাশ্রমপদং তদা ।
তেন মায়াবিনা দূরমপবাহ্য নৃপাত্মজৌ ॥ ৫২
জহার ভার্য্যাং রামস্য গৃধ্রং হত্বা জটায়ুষম্ ।
গৃধ্রঞ্চ নিহতং দৃষ্ট্বা হৃতাং শ্রুত্বা চ মৈথিলীম্ ॥ ৫৩
রাঘবঃ শোকসন্তপ্তো বিললাপাকুলেন্দ্রিয়ঃ ।
ততস্তেনৈব শোকেন গৃধ্রং দগ্ধ্বা জটায়ুষম্ ॥ ৫৪
মার্গমাণো বনে সীতাং রাক্ষসং সন্দদর্শ হ ।
কবন্ধং নাম রূপেণ বিকৃতং ঘোরদর্শনম্ ॥ ৫৫
তং নিহত্য মহাবাহুর্দদাহ স্বর্গতশ্চ সঃ ।
স চাস্য কথয়ামাস শবরীং ধর্ম্মচারিণীম্ ॥ ৫৬
শ্রমণীং ধর্ম্মনিপুণামভিগচ্ছেতি রাঘব ।
সোহভ্যাগচ্ছন্মহাতেজাঃ শবরীং শত্রুসূদনঃ ॥ ৫৭
শবর্য্যা পূজিতঃ সম্যক্ রামো দশরথাত্মজঃ ।
পম্পাতীরে হনুমতা সঙ্গতো বানরেণ হ ॥ ৫৮
হনুমদ্বচনাচ্চৈব সুগ্রীবেণ সমাগতঃ ।
সুগ্রীবায় চ তৎ সর্ব্বং শংসদ্রামো মহাবলঃ ॥ ৫৯
আদিতস্তদ্ যথাবৃত্তং সীতায়াশ্চ বিশেষতঃ ।
সুগ্রীবশ্চাপি তৎ সর্ব্বং শ্রুত্বা রামস্য বানরঃ ॥ ৬০
চকার সখ্যং রামেণ প্রীতশ্চৈবাগ্নিসাক্ষিকম্ ।
ততো বানররাজেন বৈরানুকথনং প্রতি ॥ ৬১
রামায়াবেদিতং সর্ব্বং প্রণয়াদ্দুঃখিতেন চ ।
প্রতিজ্ঞাতঞ্চ রামেণ তদা বালিবধং প্রতি ॥ ৬২
বালিনশ্চ বলং তত্র কথয়ামাস বানরঃ ।
সুগ্রীবঃ শঙ্কিতশ্চাসীন্নিত্যং বীর্য্যেণ রাঘবে ॥ ৬৩
রাঘবপ্রত্যয়ার্থন্তু দুন্দুভেঃ কায়মুত্তমম্ ।
দর্শয়ামাস সুগ্রীবো মহাপর্ব্বতসন্নিভম্ ॥ ৬৪
উৎস্ময়িত্বা মহাবাহুঃ প্রেক্ষ্য চাস্থি মহাবলঃ ।
পাদাঙ্গুষ্ঠেন চিক্ষেপ সম্পূর্ণং দশযোজনম্ ॥ ৬৫
বিভেদ চ পুনস্তালান্ সপ্তৈকেন মহেষুণা ।
গিরিং রসাতলঞ্চৈব জনয়ন প্রত্যয়ং তদা ॥ ৬৬
ততঃ প্রীতমনাস্তেন বিশ্বস্তঃ স মহাকপিঃ ।
কিষ্কিন্ধ্যাং রামসহিতো জগাম চ গুহাং তদা ॥ ৬৭
ততোহগর্জ্জদ্ধরিবরঃ সুগ্রীবো হেমপিঙ্গলঃ ।
তেন নাদেন মহতা নির্জ্জগাম হরীশ্বরঃ ॥ ৬৮
অনুমান্য তদা তারাং সুগ্রীবেণ সমাগতঃ ।
নিজঘান চ তত্রৈনং শরেণৈকেন রাঘবঃ ॥ ৬৯

মারীচ রাবণকে "হে রাবণ! তোমার অতিবলবান্ রামের সহিত বিরোধ করা যুক্ত এবং হিতজনক নয়" এই কথা বারম্বার বলিতে লাগিল; কিন্তু কালপ্রেরিত রাবণ মারীচবাক্যে অনাদর করিয়া তাহাকে সঙ্গে লইয়া রামের আশ্রমে গেল। পরে সে, মায়াবী মারীচের দ্বারা রাজনন্দন রাম ও লক্ষ্মণকে অতিদূরে অপসারিত করত এবং জটায়ু-নামক গৃধ্রকে নিহতপ্রায় করিয়া রামভার্য্যা সীতাকে হরণ করিয়া লইয়া গেল। তদনন্তর গৃধ্রকে আহত দেখিয়া এবং তন্মুখে সীতাকে অপহৃতা শ্রবণ করিয়া রাম শোকসন্তপ্ত ও আকুলেন্দ্রিয় হইয়া বিলাপ করিতে লাগিলেন; পরে গৃধ্র জটায়ুকে. অগ্নিসংস্কারপূর্ব্বক বনে সীতাকে অন্বেষণ করিতে করিতে কবন্ধ নামক বিকৃতরূপ ঘোরদর্শন এক রাক্ষসকে দেখিতে পাইলেন। ৪৬—৫৫। মহাবাহু রাম তাহাকে নিহত করিয়া দগ্ধ করিলেন। সে দিব্য দেহ ধারণ করিয়া রামকে বলিল, হে রাঘব! আপনি সর্ব্বধর্ম্মজ্ঞা ও ধর্ম্ম-পরায়ণা তাপসী শবরীর নিকট গমন করুন। পরে শত্রুদমন মহাতেজা রাম, শবরীর নিকট গমন করিলে, শবরী তাঁহাকে যথাবিধি পূজা করিল। অনন্তর দশরথতনয় পম্পানদীতীরে হনুমান্ নামক বানরের সহিত সম্মিলিত হইলেন; এবং হনুমদ্বাক্যানুসারে সুগ্রীবের সহিত মিলিত হইয়া, তাহার নিকট আদ্যোপান্ত স্বীয় তাবৎ বৃত্তান্ত এবং বিশেষ করিয়া সীতার সকল বিবরণ বর্ণন করিলেন। সুগ্রীব বানর, রামের সেই সমস্ত বৃত্তান্ত শ্রবণ করত প্রীতিপূর্ব্বক, অগ্নি সাক্ষী করিয়া তাঁহার সহিত মিত্রতা করিল। তৎপরে রাজ্য ও পত্নীবিয়োগ-জন্য দুঃখিত বানররাজ সুগ্রীব প্রণয় প্রযুক্ত রামের নিকট বালীর সহিত শত্রুতা প্রভৃতি সমস্ত বিবরণ বর্ণন করিল। রাম "বালীকে বধ করিব" বলিয়া প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইলেন। বালীর অসীমবলহেতু সতত সঙ্কিতচিত্ত বানররাজ সুগ্রীব তৎকালে, রাম বীর্য্যে বালিতুল্য কি না, এরূপ সন্দেহাক্রান্ত হইয়া, বালীর বল বর্ণন করিল এবং রামের প্রত্যয় জন্মাইবার নিমিত্ত বালিকর্ত্তৃক নিহত দুন্দুভিনামক দৈত্যের মহাপর্ব্বততুল্য প্রকাণ্ড শরীর দেখাইল। মহাবাহু মহাবল রাম সেই অস্থি দেখিয়া, ঈষৎ হাস্যপূর্ব্বক পাদাঙ্গুষ্ঠ দ্বারা তাহা পূর্ণ দশ-যোজন দূরে নিক্ষেপ করিলেন এবং এক মহাবাণে সাতটী তালবৃক্ষ, পর্ব্বত ও রসাতল ভেদ করিয়া, সুগ্রীবের প্রত্যয় জন্মাইলেন। ৫৬—৬৬। অনন্তর মহাকপি সুগ্রীব বিশ্বস্ত ও প্রীতমনা হইয়া রামের সহিত কিষ্কিন্ধ্যানাম্নী গুহার নিকট গমন করিল। পরে সুবর্ণতুল্য-পিঙ্গলবর্ণ কপিপ্রবর সুগ্রীব গর্জ্জন করিতে লাগিলে, বানররাজ বালী সেই মহাশব্দ শুনিয়া, তারার অনুমতি গ্রহণপূর্ব্বক নির্গত হইয়া

ততঃ সুগ্রীববচনাদ্ধত্বা বালিনমাহবে।
সুগ্রীবমেব তদ্রাজ্যে রাঘবঃ প্রত্যপাদয়ৎ ॥ ৭০
স চ সর্ব্বান্ সমানীয় বানরান্ বানরর্ষভঃ।
দিশঃ প্রস্থাপয়ামাস দিদৃক্ষুর্জ্জনকাত্মজাম্ ॥ ৭১
ততো গৃধ্রস্য বচনাৎ সম্পাতের্হনুমান্ বলী।
শতযোজনবিস্তীর্ণং পুপ্লুবে লবণার্ণবম্ ॥ ৭২
তত্র লঙ্কাং সমাসাদ্য পুরীং রাবণপালিতাম্।
দদর্শ সীতাং ধ্যায়ন্তীমশোকবনিকাগতাম্ ॥ ৭৩
নিবেদয়িত্বাভিজ্ঞানং প্রবৃত্তিং বিনিবেদ্য চ।
সমাশ্বাস্য চ বৈদেহীং মর্দ্দয়ামাস তোরণম্ ॥ ৭৪
পঞ্চ সেনাগ্রগান্ হত্বা সপ্ত মন্ত্রিসুতানপি।
শূরমক্ষঞ্চ নিষ্পিষ্য গ্রহণং সমুপাগমৎ ॥ ৭৫
অস্ত্রেণোন্মুক্তমাত্মানং জ্ঞাত্বা পৈতামহাদ্বরাৎ।
মর্ষয়ন্ রাক্ষসান্ বীরো যন্ত্রিণস্তান্ যদৃচ্ছয়া ॥ ৭৬
ততো দগ্ধা পুরীং লঙ্কামৃতে সীতাঞ্চ মৈথিলীম্।
রামায় প্রিয়মাখ্যাতুং পুনরায়ান্মহাকপিঃ ॥ ৭৭
সোঽভিগম্য মহাত্মানং কৃত্বা রামং প্রদক্ষিণম্।
ন্যবেদয়দমেয়াত্মা দৃষ্টা সীতেতি তত্ত্বতঃ ॥ ৭৮
ততঃ সুগ্রীবসহিতো গত্বা তীরং মহোদধেঃ।
সমুদ্রং ক্ষোভয়ামাস শরৈরাদিত্যসন্নিভৈঃ ॥ ৭৯
দর্শয়ামাস চাত্মানং সমুদ্রঃ সরিতাং পতিঃ।
সমুদ্রবচনাচ্চৈব নলং সেতুমকারয়ৎ ॥ ৮০
তেন গত্বা পুরীং লঙ্কাং হত্বা রাবণমাহবে।
রামঃ সীতামনুপ্রাপ্য পরাং ব্রীড়ামুপাগমৎ ॥ ৮১
তামুবাচ ততো রামঃ পরুষং জনসংসদি।
অমৃষ্যমাণা সা সীতা বিবেশ জ্বলনং সতী ॥ ৮২
ততোঽগ্নিবচনাৎ সীতাং জ্ঞাত্বা বিগতকল্মষাম্।
বভৌ রামঃ সম্প্রহৃষ্টঃ পূজিতঃ সর্ব্বদৈবতৈঃ ॥ ৮৩
কর্ম্মণা তেন মহতা ত্রৈলোক্যং সচরাচরম্।
সদেবর্ষিগণং তুষ্টং রাঘবস্য মহাত্মনঃ ॥ ৮৪
অভিষিচ্য চ লঙ্কায়াং রাক্ষসেন্দ্রং বিভীষণম্।
কৃতকৃত্যস্তদা রামো বিজ্বরঃ প্রমুমোদ হ ॥ ৮৫
দেবতাভ্যো বরং প্রাপ্য সমুত্থাপ্য চ বানরান্।
অযোধ্যাং প্রস্থিতো রামঃ পুষ্পকেণ সুহৃদ্বৃতঃ ॥ ৮৬
ভরদ্বাজাশ্রমং গত্বা রামঃ সত্যপরাক্রমঃ।
ভরতস্যান্তিকে রামো হনূমন্তং ব্যসর্জ্জয়ৎ ॥ ৮৭

সুগ্রীবের সহিত সংসক্ত হইল। তখন রাম একবাণে বালীকে বধ করিলেন। রঘুকুলনন্দন রাম সুগ্রীববাক্যে যুদ্ধসময়ে এইরূপে বালীকে বধ করিয়া সেই রাজ্যে সুগ্রীবকে অধিষ্ঠিত করিলেন। অনন্তর কপীশ্বর সুগ্রীব জনকদুহিতা সীতার উদ্দেশার্থ, সমস্ত বানরগণকে আহ্বান করিয়া চতুর্দ্দিকে প্রেরণ করিল। তৎপরে বলবান্ হনুমান্ সম্পাতি-নামক গৃধ্রের বাক্যানুসারে শতযোজন-বিস্তীর্ণ লবণসমুদ্র উল্লঙ্ঘনপূর্ব্বক রাবণ-পালিতা লঙ্কাপুরীতে গিয়া, অশোকবনে ধ্যানপরায়ণা সীতাকে দেখিতে পাইল এবং রামের অঙ্গুরীয়রূপ অভিজ্ঞান প্রদান ও তাঁহার সমস্ত বৃত্তান্ত বর্ণন করিয়া, জানকীকে আশ্বাস-দানপূর্ব্বক অশোকবন বিধ্বস্ত ও তাহার বহির্দ্বার ভগ্ন করিয়া ফেলিল। পরে সে পিঙ্গল-নেত্র প্রভৃতি পাঁচ জন সেনাপতি ও জম্বুমালী প্রভৃতি সাত জন মন্ত্রিপুত্রকে নিহত এবং মহাবলশালী রাবণপুত্র অক্ষকে নিষ্পেষিত করিয়া, ইন্দ্রজিতের ব্রহ্মাস্ত্রে বন্ধন প্রাপ্ত হয়। মহাবীর হনুমান্, পিতা-মহবরে অস্ত্র-প্রভাব হইতে আপনাকে মুক্ত জানিয়া, ইচ্ছানুসারে যাহারা বন্ধনপূর্ব্বক তাহাকে লইয়া যাইতেছিল, সেই সকল রাক্ষসকে ক্ষমা করিল। ৬৭—৭৬। অনন্তর সে সীতার বাসস্থান ব্যতীত সমস্ত লঙ্কাপুরী দগ্ধ করিয়া, রামের নিকট এই সমস্ত প্রিয়বার্ত্তা বর্ণনার্থ প্রত্যাগমন করিল। অমিতবলশালী হনুমান্ রামের নিকট গমনপূর্ব্বক তাঁহাকে প্রদক্ষিণ করিয়া নিবেদন করিল যে, আমি সীতাকে বস্তুতই দর্শন করিয়াছি। অনন্তর রাম, সুগ্রীবের সহিত সমুদ্রতীরে গিয়া, সূর্য্যতুল্য-তেজোময় বাণসমূহ দ্বারা সমুদ্রকে আলোড়িত করিলেন। তখন সরিৎপতি সমুদ্র তাঁহাকে দর্শন দিলেন। পরে রাম সমুদ্রবাক্যে কপিবর নল দ্বারা সেতু নির্ম্মাণপূর্ব্বক তদ্দ্বারা লঙ্কায় গিয়া যুদ্ধে রাবণকে বিনাশ করত সীতাকে প্রাপ্ত হইয়া অতিশয় লজ্জিত হইলেন এবং তত্রত্য সমস্ত ব্যক্তির সম্মুখে সীতাকে অতি পরুষ বাক্য বলায়, পতিব্রতা সীতা ঐ বাক্য সহ্য করিতে না পারিয়া, অগ্নিতে প্রবিষ্ট হইলেন। ৭৭—৮২। অনন্তর রাম, অগ্নি-বাক্যে সীতাকে নিষ্পাপা জানিয়া, সন্তুষ্টচিত্তে গ্রহণ করিলেন। মহাত্মা রঘুকুলতিলক রামের এই সুমহৎ কর্ম্মে দেবগণ ও মুনিগণ, স্থাবর-জঙ্গমাত্মক ত্রৈলোক্যের সহিত সন্তোষ লাভ করিলেন। তখন রাম দেববর্গ-কর্ত্তৃক পূজিত হইয়া, অতিশয় দীপ্তি পাইতে লাগিলেন। তৎপরে রাম, রাক্ষসশ্রেষ্ঠ বিভীষণকে লঙ্কারাজ্যে অভি-ষিক্ত করিয়া কৃতকৃত্য ও ভাবনা-বিহীন হইয়া সাতিশয় আমোদ লাভ করিলেন এবং মৃত বানরগণকে দেববরে পুনর্জীবিত করিয়া, সুহৃদ্গণের সহিত পুষ্পক রথে আরোহণপূর্ব্বক অযোধ্যাভিমুখে যাত্রা করিলেন। সত্য-পরাক্রম রাম ভরদ্বাজ-মুনির আশ্রমে গিয়া ভরতের

পুনরাখ্যায়িকাং জল্পন্ সুগ্রীবসহিতস্তদা।
পুষ্পকং তৎ সমারুহ্য নন্দিগ্রামং যযৌ তদা॥ ৮৮
নন্দিগ্রামে জটাং হিত্বা ভ্রাতৃভিঃ সহিতোঽনঘঃ।
রামঃ সীতামনুপ্রা·, রাজ্যং পুনরবাপ্তবান্॥ ৮৯
পালয়ামাস চৈবেমাঃ পিতৃবন্মুদিতাঃ প্রজাঃ।
অযোধ্যাধিপতিঃ শ্রীমান্ রামো দশরথাত্মজঃ॥ ৯০
প্রহৃষ্টমুদিতো লোকস্তুষ্টঃ পুষ্টঃ সুধার্ম্মিকঃ।
নিরাময়ো হ্যরোগশ্চ দুর্ভিক্ষভয়বর্জ্জিতঃ॥ ৯১
ন পুত্রমরণং কেচিদ্দ্রক্ষ্যন্তি পুরুষাঃ ক্বচিৎ।
নার্য্যশ্চাবিধবা নিত্যং ভবিষ্যন্তি পতিব্রতাঃ॥ ৯২
ন চাগ্নিজং ভয়ং কিঞ্চিন্নাপ্সু মজ্জন্তি জন্তবঃ।
ন বাতজং ভয়ং কিঞ্চিন্নাপি জ্বরকৃতং তথা॥ ৯৩
ন চাপি ক্ষুদ্ভয়ং তত্র ন তস্করভয়ং তথা।
নগরাণি চ রাষ্ট্রাণি ধনধান্যযুতানি চ॥ ৯৪
নিত্যং প্রমুদিতাঃ সর্ব্বে যথা কৃতযুগে তথা।
অশ্বমেধশতৈরিষ্ট্বা তথা বহুসুবর্ণকৈঃ॥ ৯৫
গবাং কোট্যযুতং দত্ত্বা বিদ্বদ্ভ্যো বিধিপূর্ব্বকম্।
অসংখ্যেয়ং ধনং দত্ত্বা ব্রাহ্মণেভ্যো মহাযশাঃ॥ ৯৬

নিকট হনুমান্‌কে প্রেরণ করিলেন। তদনন্তর রাম সুগ্রীবাদির সহিত সেই পুষ্পকরথে আরোহণ করিয়া অতীত-বৃত্তান্তবিষয়ক কথোপকথন করিতে করিতে নন্দিগ্রামে গমন করিলেন। পরে অনঘ রাম নন্দিগ্রামে ভ্রাতৃগণের সঙ্গে জটা মুণ্ডন করত সীতার সহিত রাজ্য প্রাপ্ত হইলেন। ৮৩—৮৯। অযোধ্যাধিপতি শ্রীমান্ দশরথাত্মজ রাম এইরূপে রাজ্য লাভ করিয়া সম্প্রতি পিতার ন্যায় প্রমুদিত প্রজাগণকে পালন করিতেছেন। রামের রাজত্বে সমস্ত প্রজালোক হর্ষান্বিত, প্রমুদিত, তুষ্ট, পুষ্ট ও অতিধার্ম্মিক হইবে; কাহারও আধি, ব্যাধি কি দুর্ভিক্ষ-জনিত ভয় থাকিবে না; কোন স্থানে কোন পুরুষকেই পুত্রের মরণ দেখিতে হইবে না; কোন রমণীকেই বৈধব্য-যন্ত্রণা ভোগ করিতে হইবে না; সকল রমণী পতিব্রতা হইবে; কাহারও অগ্নি, বায়ু, ক্ষুধা, তস্কর কি জ্বর-হেতু কিছুমাত্র ভয় থাকিবে না এবং কেহই জলে নিমগ্ন হইয়া প্রাণত্যাগ করিবে না; আর রাষ্ট্র ও নগরসকল ধনধান্যে পূর্ণ হইবে। পরন্তু তাঁহার রাজত্বে প্রজাগণ সত্যযুগের ন্যায় সদা প্রমুদিত থাকিবে। রঘুকুলতিলক মহাযশা রাম বহুসুবর্ণ-দক্ষিণক শতসংখ্যক অশ্বমেধ যাগ করিয়া বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণদিগকে যথাবিধি দশসহস্র-কোটি গো ও অন্যান্য ব্রাহ্মণদিগকে সংখ্যাতীত ধন দান করিবেন।

রাজবংশান্ শতগুণান্ স্থাপয়িষ্যতি রাঘবঃ।
চাতুর্ব্বর্ণ্যঞ্চ লোকেঽস্মিন্ স্বে স্বে ধর্ম্মে নিযোক্ষ্যতি॥ ৯৭
দশ বর্ষসহস্রাণি দশ বর্ষশতানি চ।
রামো রাজ্যমুপাসিত্বা ব্রহ্মলোকং প্রযাস্যতি॥ ৯৮
ইদং পবিত্রং পাপঘ্নং পুণ্যং বেদৈশ্চ সম্মিতম্।
যঃ পঠেদ্রামচরিতং সর্ব্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে॥ ৯৯
এতদাখ্যানমায়ুষ্যং পঠন্ রামায়ণং নরঃ।
সপুত্রপৌত্রঃ সগণঃ প্রেত্য স্বর্গে মহীয়তে॥ ১০০
পঠন্ দ্বিজো বাগৃষভত্বমীয়াৎ,
স্যাৎ ক্ষত্রিয়ো ভূমিপতিত্বমীয়াৎ।
বণিগ্জনঃ পণ্যফলত্বমীয়াৎ,
জনশ্চ শূদ্রোঽপি মহত্ত্বমীয়াৎ॥ ১০১

ইত্যার্ষে রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে
বালকাণ্ডে প্রথমঃ সর্গঃ॥ ১॥

দ্বিতীয়ঃ সর্গঃ।

নারদস্য তু তদ্বাক্যং শ্রুত্বা বাক্যবিশারদঃ।
পূজয়ামাস ধর্ম্মাত্মা সহশিষ্যো মহামুনিম্॥ ১
যথাবৎ পূজিতস্তেন দেবর্ষির্নারদস্তথা।
আপৃচ্ছ্যৈবাভ্যনুজ্ঞাতঃ স জগাম বিহায়সম্॥ ২

ইনি ব্রাহ্মণ প্রভৃতি বর্ণচতুষ্টয়কে স্ব স্ব ধর্ম্মে নিয়োগ করিয়া, শতগুণ রাজবংশ স্থাপন করিবেন এবং এগার হাজার বৎসর রাজ্য ভোগ করিয়া বৈকুণ্ঠলোকে গমন করিবেন। ৯০—৯৮। যিনি এই পাপবিনাশন পবিত্র পুণ্যতম দ্বিতীয় বেদস্বরূপ রামচরিত পাঠ করেন, তিনি অখিল পাপ হইতে বিমুক্ত হন। মনুষ্য এই আয়ুর্ব্বর্দ্ধক রামায়ণকথা পাঠ করিলে, পুত্রপৌত্র ও দাসদাসীগণের সহিত ইহকালে বিবিধসুখভোগান্তে দেহ ত্যাগ করিয়া স্বর্গলোকে স্বর্গীয় ব্যক্তিসমূহকর্ত্তৃক সৎকৃত হইয়া প্রমুদিত হন। ব্রাহ্মণ এই আখ্যান পাঠ করিলে বাগীশ্বর, ক্ষত্রিয় পাঠ করিলে ভূপতি, বৈশ্য পাঠ করিলে বাণিজ্যে সমধিক লাভবান্ এবং শূদ্র পাঠ করিলে মহত্ত্বশালী হন। ৯৯—১০১।

দ্বিতীয় সর্গ।

বাক্যবিশারদ পুণ্যাত্মা বাল্মীকি, মহর্ষি নারদের সেই বাক্য শুনিয়া, শিষ্যগণ সহিত তাঁহাকে পূজা করিলেন। তখন দেবর্ষি নারদ, বাল্মীকিকর্ত্তৃক যথাবিধি পূজিত এবং গমনার্থ অনুমতি প্রার্থনানন্তর সমভিজ্ঞাত

স মুহূর্ত্তং গতে তস্মিন্ দেবলোকং মুনিস্তদা।
জগাম তমসাতীরং জাহ্নব্যাস্ত্ববিদূরতঃ॥ ৩
স তু তীরং সমাসাদ্য তমসায়া মুনিস্তদা।
শিষ্যমাহ স্থিতং পার্শ্বে দৃষ্ট্বা তীর্থমকর্দ্দমম্॥ ৪
অকর্দ্দমমিদং তীর্থং ভরদ্বাজ নিশাময়।
রমণীয়ং প্রসন্নাম্বু সন্মনুষ্যমনো যথা॥ ৫
ন্যস্যতাং কলসস্তাত দীয়তাং বল্কলং মম।
ইদমেবাবগাহিষ্যে তমসাতীর্থমুত্তমম্॥ ৬
এবমুক্তো ভরদ্বাজো বাল্মীকেন মহাত্মনা।
প্রাযচ্ছত মুনেস্তস্য বল্কলং নিয়তো গুরোঃ॥ ৭
স শিষ্যহস্তাদাদায় বল্কলং নিয়তেন্দ্রিয়ঃ।
বিচচার হ পশ্যংস্তৎ সর্ব্বতো বিপুলং বনম্॥ ৮
তস্যাভ্যাসে তু মিথুনং চরন্তমনপায়িনম্।
দদর্শ ভগবাংস্তত্র ক্রৌঞ্চয়োশ্চারুনিঃস্বনম্॥ ৯
তস্মাত্তু মিথুনাদেকং পুমাংসং পাপনিশ্চয়ঃ।
জঘান বৈরনিলয়ো নিষাদস্তস্য পশ্যতঃ॥ ১০
তং শোণিতপরীতাঙ্গং চেষ্টমানং মহীতলে।
ভার্য্যা তু নিহতং দৃষ্ট্বা রুরাব করুণাং গিরম্॥ ১১
বিযুক্তা পতিনা তেন দ্বিজেন সহচারিণা।
তাম্রশীর্ষেণ মত্তেন পত্রিণা সহিতেন বৈ॥ ১২
তথাবিধং দ্বিজং দৃষ্ট্বা নিষাদেন নিপাতিতম্।
ঋষের্ধর্ম্মাত্মনস্তস্য কারুণ্যং সমপদ্যত॥ ১৩
ততঃ করুণবেদিত্বাদধর্ম্মোঽয়মিতি দ্বিজঃ।
নিশাম্য রুদতীং ক্রৌঞ্চীমিদং বচনমব্রবীৎ॥ ১৪
মা নিষাদ প্রতিষ্ঠাং ত্বমগমঃ শাশ্বতীঃ সমাঃ।
যৎ ক্রৌঞ্চমিথুনাদেকমবধীঃ কামমোহিতম্॥ ১৫
তস্যৈবং ব্রুবতশ্চিন্তা বভূব হৃদি বীক্ষতঃ।
শোকার্ত্তেনাস্য শকুনেঃ কিমিদং ব্যাহৃতং ময়া॥ ১৬
চিন্তয়ন্ স মহাপ্রাজ্ঞশ্চকার মতিমান্মতিম্।
শিষ্যঞ্চৈবাব্রবীদ্বাক্যমিদং স মুনিপুঙ্গবঃ॥ ১৭
পাদবদ্ধোঽক্ষরসমস্তন্ত্রীলয়সমন্বিতঃ।
শোকার্ত্তস্য প্রবৃত্তো মে শ্লোকো ভবতু নান্যথা॥ ১৮
শিষ্যস্তু তস্য ব্রুবতো মুনের্ব্বাক্যমনুত্তমম্।
প্রতিজগ্রাহ সন্তুষ্টস্তস্য তুষ্টোঽভবন্মুনিঃ॥ ১৯
সোঽভিষেকং ততঃ কৃত্বা তীর্থে তস্মিন্ যথাবিধি।
তমেব চিন্তয়ন্নর্থমুপাবর্ত্তত বৈ মুনিঃ॥ ২০
ভরদ্বাজস্ততঃ শিষ্যো বিনীতঃ শ্রুতবান্ গুরোঃ।
কলসং পূর্ণমাদায় পৃষ্ঠতোঽনুজগাম হ॥ ২১

আকাশপথে গমন করিলেন। নারদের দেবলোকে গমনের মুহূর্ত্তকাল পরে, বাল্মীকি মুনি গঙ্গার অদূরবর্ত্তিনী তামসানদী-তীরে উপস্থিত হইলেন। পরে তিনি তমসানদীতীরে উপনীত হইয়া, কর্দ্দমহীন তমসাতীর্থ দেখিয়া, পার্শ্ববর্ত্তী শিষ্যকে কহিলেন, "হে ভরদ্বাজ! দেখ, এই স্বচ্ছসলিলবিশিষ্ট রমণীয় তীর্থ সাধুব্যক্তির মনের ন্যায় অতিশয় নির্ম্মল; আমি এই সুশোভন তমসা-তীর্থেই স্নানাবগাহন করিব; হে তাত! এই স্থানে কলস রাখিয়া তুমি আমাকে বল্কল প্রদান কর। ১—৬। গুরুসেবানিরত ভরদ্বাজ বাল্মীকিমুনির এই কথা শুনিয়া তাঁহাকে বল্কল প্রদান করিলেন। জিতেন্দ্রিয় মুনিবর বাল্মীকি, শিষ্যহস্ত হইতে বল্কল গ্রহণ করিয়া, নদীতীরস্থ সুবিস্তীর্ণ বনের চারিদিক্ দর্শন করিতে করিতে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। তিনি বিচরণশীল আধিব্যাধিশূন্য মনোহর-শব্দায়মান ক্রৌঞ্চ-মিথুন সেই বনের নিকট দেখিলেন। ভগবান্ বাল্মীকি দেখিতেছেন, ইত্যবসরে পাপাশয়, নিরপরাধীর প্রতিও বৈরকারী, কোন এক নিষাদ সেই ক্রৌঞ্চমিথুনের মধ্যে পুং-ক্রৌঞ্চকে নিহত করিল। তখন ক্রৌঞ্চী প্রমত্তভাবে সুরতাসক্ত, বিস্তৃতপক্ষ নিত্যসহচর তাম্রশীর্ষ দ্বিজবর পতির বিয়োগে কাতরা হইয়া এবং তাহাকে নিহত শোণিতাক্ত ও ভূমিতলে পুনঃপুনঃ বিলুণ্ঠিত দেখিয়া করুণস্বরে বিলাপ করিতে লাগিল। ব্যাধকর্ত্তৃক নিহত ক্রৌঞ্চকে তাদৃশ অবস্থাপন্ন এবং ক্রৌঞ্চীকে রোদন-পরায়ণা দেখিয়া, সেই ধর্ম্মাত্মা বাল্মীকির হৃদয়ে করুণার আবির্ভাব হইল। পরে তিনি দয়াপ্রযুক্ত এই কর্ম্মকে পাপ কর্ম্ম নিশ্চয় করিয়া, ব্যাধকে বলিলেন,—"রে নিষাদ! যে হেতু তুই, এই ক্রৌঞ্চমিথুনমধ্যে কামমোহিত ক্রৌঞ্চকে বধ করিয়াছিস্, অতএব তুই চিরকাল প্রতিষ্ঠা লাভ করিবি না।" ৭—১৫। অনন্তর এই কথা বলিবামাত্র বাল্মীকির হৃদয়ে এরূপ চিন্তার উদয় হইল,—"আমি এই পক্ষীর শোকে কাতর হইয়া ইহা কি বলিলাম।" মহাবিজ্ঞ মতিমান্ বাল্মীকি এরূপ চিন্তা করত নির্ণয় করিয়া শিষ্যকে বলিলেন, "এই চতুষ্পাদবদ্ধ, প্রতিপাদে সমানাক্ষর ও বীণালয়-সমন্বিত বাক্য, শোকসময়ে আমার মুখ হইতে নির্গত হইয়াছে; অতএব ইহা শ্লোকই হউক, অন্যথা না হউক;" বাল্মীকি ইহা বলিলে, শিষ্য ভরদ্বাজ সন্তুষ্টচিত্তে তাহা স্বীকার করিলে বাল্মীকিও তাঁহার প্রতি সন্তুষ্ট হইলেন। অনন্তর বাল্মীকি সেই তীর্থে যথাবিধি স্নানাদি করিয়া, ঐ বিষয় চিন্তা করিতে করিতে তথা হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইলেন এবং [illegible]

স প্রবিশ্যাশ্রমপদং শিষ্যেণ সহ ধর্ম্মবিৎ।
উপবিষ্টঃ কথাশ্চান্যাশ্চকার ধ্যানমাস্থিতঃ॥ ২২
আজগাম ততো ব্রহ্মা লোককর্ত্তা স্বয়ং প্রভুঃ।
চতুর্ম্মুখো মহাতেজা দ্রষ্টুং তং মুনিপুঙ্গবম্॥ ২৩
বাল্মীকিরথ তং দৃষ্ট্বা সহসোত্থায় বাগ্যতঃ।
প্রাঞ্জলিঃ প্রযতো ভূত্বা তস্থৌ পরমবিস্মিতঃ॥ ২৪
পূজয়ামাস তং দেবং পাদ্যার্ঘ্যাসনবন্দনৈঃ।
প্রণম্য বিধিবচ্চৈনং পৃষ্ট্বা চৈনং নিরাময়ম্॥ ২৫
অথোপবিশ্য ভগবানাসনে পরমার্চ্চিতে।
বাল্মীকয়ে চ ঋষয়ে সন্দিদেশাসনং ততঃ॥ ২৬
ব্রহ্মণা সমনুজ্ঞাতঃ সোঽপ্যুপাবিশদাসনে।
উপবিষ্টে তদা তস্মিন্ সাক্ষাল্লোকপিতামহে॥ ২৭
তদ্গতেনৈব মনসা বাল্মীকির্ধ্যানমাস্থিতঃ।
পাপাত্মনা কৃতং কষ্টং বৈরগ্রহণবুদ্ধিনা॥ ২৮
যত্তাদৃশং চারুরবং ক্রৌঞ্চং হন্যাদকারণাৎ।
শোচন্নেব পুনঃ ক্রৌঞ্চীমুপশ্লোকমিমং জগৌ॥ ২৯
পুনরন্তর্গতমনা ভূত্বা শোকপরায়ণঃ।
তমুবাচ ততো ব্রহ্মা প্রহসন্ মুনিপুঙ্গবম্॥ ৩০

শ্লোক এবাস্ত্বয়ং বদ্ধো নাত্র কার্য্যা বিচারণা।
মচ্ছন্দাদেব তে ব্রহ্মন্ প্রবৃত্তেয়ং সরস্বতী॥ ৩১
রামস্য চরিতং কৃৎস্নং কুরু ত্বমৃষিসত্তম।
ধর্ম্মাত্মনো গুণবতো লোকে রামস্য ধীমতঃ॥ ৩২
বৃত্তং কথয় রামস্য যথা তে নারদাচ্ছ্রুতম্।
রহস্যঞ্চ প্রকাশঞ্চ যদ্বৃত্তং তস্য ধীমতঃ॥ ৩৩
রামস্য সহ সৌমিত্রে রাক্ষসানাঞ্চ সর্ব্বশঃ।
বৈদেহ্যাশ্চৈব যদ্বৃত্তং প্রকাশং যদি বা রহঃ॥ ৩৪
তচ্চাপ্যবিদিতং সর্ব্বং বিদিতন্তে ভবিষ্যতি।
ন তে বাগনৃতা কাব্যে কাচিদত্র ভবিষ্যতি॥ ৩৫
কুরু রামকথাং পুণ্যাং শ্লোকবদ্ধাং মনোরমাম্।
যাবৎ স্থাস্যন্তি গিরয়ঃ সরিতশ্চ মহীতলে॥ ৩৬
তাবদ্রামায়ণকথা লোকেষু প্রচরিষ্যতি।
যাবদ্রামস্য চ কথা ত্বৎকৃতা প্রচরিষ্যতি॥ ৩৭
তাবদূর্দ্ধমধশ্চ ত্বং মল্লোকেষু নিবৎস্যসি।
ইত্যুক্ত্বা ভগবান্ ব্রহ্মা তত্রৈবান্তরধীয়ত॥ ৩৮
ততঃ সশিষ্যো ভগবান্ মুনির্ব্বিস্ময়মাযযৌ।
তস্য শিষ্যাস্ততঃ সর্ব্বে জগুঃ শ্লোকমিমং পুনঃ।
মুহুর্ম্মুহুঃ প্রীয়মাণাঃ প্রাহুশ্চ ভৃশবিস্মিতাঃ॥ ৩৯

ভরদ্বাজও জলপূর্ণ কলস লইয়া তাঁহার পরে অনুগমন করিল। মুনিবর বাল্মীকি শিষ্যের সহিত আশ্রমে গিয়া উপবিষ্ট হইয়া, অন্তরে সেই বিষয় ধ্যান করত অন্যান্য কথা কহিতে লাগিলেন। ১৬—২২। এই সময়ে মহাতেজস্বী লোকস্রষ্টা প্রভু চতুরানন ব্রহ্মা সেই মুনিবর বাল্মীকিকে সন্দর্শন করিতে আগমন করিলেন। পরে বাল্মীকি সহসা ব্রহ্মাকে দেখিয়া পরমবিস্ময় সহকারে গাত্রোত্থানপূর্ব্বক যতবাক্ ও কৃতাঞ্জলি হইয়া, বিনম্রভাবে সেই দেবদেব ব্রহ্মাকে যথাবিধি প্রণামানন্তর পাদ্য, অর্ঘ্য, আসন ও বন্দন দ্বারা পূজা করত দণ্ডায়মান রহিলেন। অনন্তর পরমার্চ্চিত ভগবান্ ব্রহ্মা আসন গ্রহণ করিয়া বাল্মীকি ঋষিকে কুশল জিজ্ঞাসাপূর্ব্বক আসনে উপবেশন করিতে আদেশ করিলেন। এইরূপে সাক্ষাৎ লোকপিতামহ ব্রহ্মা উপবিষ্ট হইলে তাঁহার আদেশানুসারে বাল্মীকি ঋষিও বসিলেন। পরে বাল্মীকি মুনি সেই বিষয়ে নিবিষ্টচিত্ত হইয়া ক্রৌঞ্চীর নিমিত্ত শোক করত "সেই পাপাত্মা হিংস্রবুদ্ধি নিষাদ অকারণে মনোহরস্বর সেই ক্রৌঞ্চকে বিনাশ করিয়া কষ্টদায়ক কর্ম্ম করিয়াছে" এইরূপ অনুধ্যান করিতে করিতে পুনরুদ্দীপিত সেই শোকে অভিভূত ও তদ্গত বাহ্যজ্ঞানশূন্য হইয়া, ব্রহ্মার সমীপেই পুনর্ব্বার সেই শ্লোক গান করিলেন। অনন্তর ব্রহ্মা হাসিয়া সেই মুনিশ্রেষ্ঠ বাল্মীকিকে কহিলেন,

"হে ব্রহ্মন্! তোমার এই চতুষ্পাদবদ্ধ বাক্য শ্লোকই হউক, ইহাতে বিচারণা করিও না; আমার ইচ্ছাতেই তোমার মুখ হইতে এই বাক্য নির্গত হইয়াছে। হে ঋষিবর! এরূপ বাক্যেই তুমি ধর্ম্মাত্মা ধীশক্তিসম্পন্ন লোকাভিরাম রামের সমস্ত বিবরণ বর্ণন কর। তুমি নারদের নিকট রামের যেরূপ প্রকাশ্য ও রহস্য বৃত্তান্ত সকল শুনিয়াছ, সেইরূপে তৎসমুদয় বর্ণন কর। রাম, লক্ষ্মণ, সীতা এবং রাক্ষসদিগের যে সকল প্রকাশ্য কিম্বা রহস্য বিবরণ তোমার অজ্ঞাত আছে, তৎসমস্তই তোমার বিদিত হইবে। এই কাব্যে তোমার একটী বাক্যও মিথ্যা হইবে না। ২৩—৩৫। তুমি পুণ্যতম মনোহর রামের কাহিনী শ্লোকবদ্ধ কর। যত দিন ভূতলে পর্ব্বত ও নদী সকল বর্ত্তমান থাকিবে, তত দিন মর্ত্যলোকে তোমার রচিত রামায়ণ-কথা প্রচার থাকিবে; যে পর্য্যন্ত তোমার কৃত রামায়ণ প্রবল প্রচার থাকিবে, তাবৎকাল পর্য্যন্ত তুমি সর্ব্বত্র অপ্রতিহতগতি হইয়া, আমার লোকে বাস করিবে।" ভগবান্ ব্রহ্মা ইহা বলিয়া অন্তর্দ্ধান করিলেন। অনন্তর সশিষ্য ভগবান্ বাল্মীকি বিস্ময়াপন্ন হইলেন। পরে তাঁহার শিষ্যগণ মুহুর্ম্মুহু প্রীতিসহকারে উক্ত শ্লোক গান করিতে লাগিল এবং পরম বিস্মিত হইয়া পুনঃপুনঃ কহিতে লাগিল, "মহর্ষি বাল্মীকি উৎকৃষ্ট

সমক্ষরৈশ্চতুর্ভির্যঃ পাদৈর্গীতো মহর্ষিণা।
সোঽনুব্যাহরণাদ্ভূয়ঃ শোকঃ শ্লোকত্বমাগতঃ ॥ ৪০
তস্য বুদ্ধিরিয়ং জাতা মহর্ষের্ভাবিতাত্মনঃ।
কৃৎস্নং রামায়ণং কাব্যমীদৃশৈঃ করবাণ্যহম্ ॥ ৪১
উদারবৃত্তার্থপদৈর্মনোরমৈ-
স্তদাস্য রামস্য চকার কীর্ত্তিমান্।
সমাক্ষরৈঃ শ্লোকশতৈর্যশস্বিনো,
যশস্করং কাব্যমুদারদর্শনঃ ॥ ৪২
তদুপগতসমাসসন্ধিযোগং
সমমধুরোপনতার্থবাক্যবদ্ধম্।
রঘুবরচরিতং মুনিপ্রণীতং,
দশশিরসশ্চ বধং নিশাময়ধ্বম্ ॥ ৪৩

ইতি বালকাণ্ডে দ্বিতীয়ঃ সর্গঃ ॥ ২ ॥

তৃতীয়ঃ সর্গঃ।

শ্রুত্বা বস্তু সমগ্রং তদ্ধর্ম্মার্থসহিতং হিতম্।
ব্যক্তমন্বেষতে ভূয়ো যদ্বৃত্তং তস্য ধীমতঃ ॥ ১
উপস্পৃশ্যোদকং সম্যঙ্মুনিঃ স্থিত্বা কৃতাঞ্জলিঃ।
প্রাচীনাগ্রেষু দর্ভেষু ধর্ম্মেণান্বেষতে গতিম্ ॥ ২
রামলক্ষ্মণসীতাভী রাজ্ঞা দশরথেন চ
সভার্য্যেণ সরাষ্ট্রেণ যৎ প্রাপ্তং তত্র তত্ত্বতঃ ॥ ৩
হসিতং ভাষিতঞ্চৈব গতির্যাবচ্চ চেষ্টিতম্।
তৎ সর্ব্বং ধর্ম্মবীর্য্যেণ যথাবৎ সম্প্রপশ্যতি ॥ ৪
স্ত্রীতৃতীয়েন চ তথা যৎ প্রাপ্তং চরতা বনে।
সত্যসন্ধেন রামেণ তৎসর্ব্বঞ্চান্ববৈক্ষত ॥ ৫
ততঃ পশ্যতি ধর্ম্মাত্মা তৎ সর্ব্বং যোগমাস্থিতঃ।
পুরা যত্তত্র নির্বৃত্তং পাণাবামলকং যথা ॥ ৬
তৎ সর্ব্বং তত্ত্বতো দৃষ্ট্বা ধর্ম্মেণ স মহামতিঃ।
অভিরামস্য রামস্য তৎ সর্ব্বং কর্ত্তুমুদ্যতঃ ॥ ৭
কামার্থগুণসংযুক্তং ধর্ম্মার্থগুণবিস্তরম্।
সমুদ্রমিব রত্নাঢ্যং সর্ব্বশ্রুতিমনোহরম্ ॥ ৮
স যথা কথিতং পূর্ব্বং নারদেন মহাত্মনা।
রঘুবংশস্য চরিতং চকার ভগবান্ মুনিঃ ॥ ৯
জন্ম রামস্য সুমহদ্বীর্য্যং সর্ব্বানুকূলতাম্।
লোকস্য প্রিয়তাং ক্ষান্তিং সৌম্যতাং সত্যশীলতাম্ ॥ ১০
নানা চিত্রাঃ কথাশ্চান্যা বিশ্বামিত্রসহায়নে।
জানক্যাশ্চ বিবাহঞ্চ ধনুষশ্চ বিভেদনম্ ॥ ১১

শোকের সময়ে যে সমাক্ষর চতুষ্পাদযুক্ত বিপুল শোকবাক্য গান করিয়াছেন, তাহা শ্লোক হইয়াছে।" ৩৬—৪০। অনন্তর পবিত্রাত্মা মহর্ষি বাল্মীকি এইরূপ বিবেচনা করিলেন যে, সমুদয় রামায়ণ-কাব্য ঈদৃশ করুণরস-পূর্ণ শ্লোকে রচনা করিব। এখন উদারদর্শন, কীর্ত্তিমান্ বাল্মীকি, উদারবৃত্তবোধক-পদযুক্ত সমাক্ষর মনোরম শ্লোকের দ্বারা সেই অতি যশস্বী রামের যশস্কর কাব্য রচনা করিলেন। হে মানবগণ! তোমরা সকলে ব্যাকরণাদি শাস্ত্রের অনুমোদিত সমাস সন্ধি প্রকৃতি-প্রত্যয়াদি-সমন্বিত, প্রতিপাদে সমানাক্ষর, মাধুর্য্যগুণযুক্ত সরলার্থ বাক্যসমূহে গ্রথিত,—বাল্মীকিপ্রণীত রামচরিত-সম্বলিত সেই রাবণ-বধ-নামক কাব্য শ্রবণ কর। ৪১—৪৩।

তৃতীয় সর্গ।

বাল্মীকি শ্রীশক্তিসম্পন্ন রামের ধর্ম্মাদি ত্রিবর্গ-সমন্বিত মোক্ষরূপ পরমকল্যাণপ্রদ সমস্ত বৃত্তান্ত শুনিয়া পুনরায় তাহা স্পষ্টরূপে হৃদগম্য করিবার জন্য উদ্যোগী হইলেন। তিনি প্রাগগ্র কুশাসনে উপবেশন করিয়া, যথাবিধি আচমনপূর্ব্বক কৃতাঞ্জলি হইয়া যোগ-মার্গে তদ্বৃত্তান্ত অন্বেষণ করিতে লাগিলেন। তখন বাল্মীকি যোগবলে রাজা দশরথ, তাঁহার ভার্য্যাগণ, রাম, লক্ষ্মণ, সীতা এবং পৌরগণের হাস্য আলাপ ভাষা ও গতি প্রভৃতি সমস্ত বিষয় যথার্থরূপে দেখিতে পাইলেন এবং সত্যসন্ধ রাম, লক্ষ্মণ ও সীতাদেবী বনে থাকিয়া যাহা যাহা আচরণ করিয়াছিলেন, তাহাও দেখিলেন। ধর্ম্মাত্মা মুনিবর বাল্মীকি যোগস্থিত হইয়া, রাম প্রভৃতি সকলের অতীত ও ভাবী বিবরণ সকল করস্থ আমলকের ন্যায় দেখিতে পাইলেন। ১—৬। পরে মহামতি বাল্মীকি যোগবলে, অভিরাম রামের সমস্ত বৃত্তান্ত সুস্পষ্টরূপে সন্দর্শন করিয়া, তৎসমুদায় ধর্ম্ম, কাম এবং অর্থরূপ গুণসংযুক্ত, সমুদ্রের ন্যায় রত্নবহুল এবং সকলের শ্রুতিমনোহর প্রবন্ধে প্রকটিত করিতে উদ্যত হইলেন। ভগবান্ বাল্মীকি মহাত্মা নারদের মুখে রঘুকুলচূড়ামণি রামের চরিত যেরূপ শ্রবণ করিয়াছিলেন, তদনুযায়ী প্রবন্ধ রচনা করিলেন। প্রথমতঃ তিনি এই প্রবন্ধে রামের জন্ম, অতিবীর্য্যবত্তা, সর্ব্বানুকূলতা, ক্ষান্তিমত্তা, সৌম্যতা ও সত্যনিষ্ঠা বর্ণনা করেন। পরে রামের বিশ্বামিত্রের সহিত গমনকালে পথে যে সকল নানাবিধ বিচিত্র কথা হইয়াছিল, তৎসমস্ত এবং রামের হরধনুর্ভঙ্গ, জনক-দুহিতা সীতার সহিত বিবাহ,

রামরামবিবাদঞ্চ গুণান্ দাশরথেস্তথা।
তথাভিষেকং রামস্য কৈকেয্যা দুষ্টভাবনাম্ ॥ ১২
বিঘাতঞ্চাভিষেকস্য রামস্য চ বিবাসনম্।
রাজ্ঞঃ শোকং বিলাপঞ্চ পরলোকস্য চাশ্রয়ম্ ॥ ১৩
প্রকৃতীনাং বিষাদঞ্চ প্রকৃতীনাং বিসর্জ্জনম্ ।
নিষাদাধিপসংবাদং সূতোপবর্ত্তনং তথা ॥ ১৪
গঙ্গায়াশ্চাপি সন্তারং ভরদ্বাজস্য দর্শনম্ ।
ভরদ্বাজাভ্যনুজ্ঞানাচ্চিত্রকূটস্য দর্শনম্ ॥ ১৫
বাস্তুকর্ম্মনিবেশঞ্চ ভরতাগমনং তথা ।
প্রসাদনঞ্চ রামস্য পিতুশ্চ সলিলক্রিয়াম্ ॥ ১৬
পাদুকাগ্র্যাভিষেকঞ্চ নন্দিগ্রামনিবাসনম্।
দণ্ডকারণ্যগমনং বিরাধস্য বধং তথা ॥ ১৭
দর্শনং শরভঙ্গস্য সুতীক্ষ্ণেন সমাগমম্।
অনসূয়াসমাস্যাং চ অঙ্গরাগস্য চার্পণম্ ॥ ১৮
দর্শনং চাপ্যগস্ত্যস্য ধনুষো গ্রহণং তথা।
শূর্পণখ্যাশ্চ সংবাদং বিরূপকরণং তথা ॥ ১৯
বধং খরত্রিশিরসোরুত্থানং রাবণস্য চ।
মারীচস্য বধং চৈব বৈদেহ্যা হরণং তথা ॥ ২০

রাঘবস্য বিলাপঞ্চ গৃধ্ররাজনিবর্হণম্।
কবন্ধদর্শনঞ্চৈব পম্পায়াশ্চাপি দর্শনম্ ॥ ২১
শবরীদর্শনং চৈব ফলমূলাশনং তথা
প্রলাপঞ্চৈব পম্পায়াং হনুমদ্দর্শনং তথা ॥ ২২
ঋষ্যমূকস্য গমনং সুগ্রীবেণ সমাগমম্।
প্রত্যয়োৎপাদনং সখ্যং বালিসুগ্রীববিগ্রহম্ ॥
বালিপ্রমথনং চৈব সুগ্রীবপ্রতিপাদনম্।
তারাবিলাপং সময়ং বর্ষরাত্রনিবাসনম্ ॥ ২৪
কোপং রাঘবসিংহস্য বলানামুপসংগ্রহম্।
দিশঃ প্রস্থাপনঞ্চৈব পৃথিব্যাশ্চ নিবেদনম্ ॥ ২৫
অঙ্গুলীয়কদানঞ্চ ঋক্ষস্য বিলদর্শনম্।
প্রায়োপবেশনঞ্চৈব সম্পাতেশ্চাপি দর্শনম্ ॥ ২৬
পর্ব্বতারোহণঞ্চাপি সাগরস্যাপি লঙ্ঘনম্।
সমুদ্রবচনাচ্চৈব মৈনাকস্য চ দর্শনম্ ॥ ২৭
রাক্ষসীতর্জ্জনং চৈব ছায়াগ্রাহস্য দর্শনম্।
সিংহিকায়াশ্চ নিধনং লঙ্কামলয়দর্শনম্ ॥ ২৮
রাত্রৌ লঙ্কাপ্রবেশঞ্চ একস্যাপি বিচিন্তনম্।
আপানভূমিগমনমবরোধস্য দর্শনম্ ॥ ২৯
দর্শনং রাবণস্যাপি পুষ্পকস্য চ দর্শনম্।
অশোকবনিকাযানং সীতায়াশ্চাপি দর্শনম্ ॥ ৩০

পরশুরামের সহিত বিবাদ প্রভৃতি বিবিধ গুণ বর্ণন করেন। তৎপরে রামের যৌবরাজ্য-অভিষেকের আয়োজন এবং তদ্দর্শনে কৈকেয়ীদেবীর দুষ্টচিন্তা, রামের অভিষেক নিবারণ ও তাঁহার বন-গমন বর্ণিত হয়। রামের বনে গমনের পর রাজা দশরথের শোক বিলাপ ও স্বর্গারোহণ এবং প্রজাগণের বিষাদ বর্ণন করেন। পরে রামের প্রজাবর্গ-বিসর্জ্জন, নিষাদপতি গুহের সহিত সংবাদ, সুমন্ত্র সারথির প্রত্যাবর্ত্তন, গঙ্গার পরপারে গমন, ভরদ্বাজ ঋষির সহিত সাক্ষাৎ এবং তাঁহার আদেশক্রমে চিত্রকূট-পর্ব্বত-দর্শন ও তথায় বাসস্থান-নির্ম্মাণ বর্ণিত হয়। তৎপরে ভরতের চিত্রকূট পর্ব্বতে আগমন, রাম-প্রসাদন এবং জনকোদ্দেশে রামের সলিল-প্রদান বর্ণন করেন। ৭—১৬। অনন্তর তাঁহার পাদুকা-অভিষেক ও নন্দিগ্রামে বাস, সীতাদেবী ও অনসূয়ার কথোপকথন এবং অনসূয়ার নিকট হইতে সীতাদেবীর অলঙ্কারপ্রাপ্তি বর্ণন করেন। পরে রামের দণ্ডকারণ্যে প্রবেশ, বিরাধ বধ, শরভঙ্গের সহিত সাক্ষাৎ, সুতীক্ষ্ণ মুনির সহিত সমাগম, অগস্ত্য-সন্দর্শন, তাঁহার অনুমতিক্রমে কার্ম্মুক গ্রহণ, শূর্পণখার সহিত কথোপকথন, তাহার নাসিকাচ্ছেদন এবং খরদূষণ প্রভৃতি রাক্ষসবধ বর্ণন করেন। তদনন্তর রাবণের জানকী-হরণোদ্যোগ এবং রামের মারীচ বধ ও রাবণের সীতাহরণ বর্ণন করেন। পরে রামের বিলাপ, গৃধ্ররাজ জটায়ুর অগ্নিসংকার, কবন্ধ ও পম্পানদী সন্দর্শন, শবরী-দর্শন, শবরীর নিকটে ফল-মূল ভক্ষণ, পম্পানদীতীরে বিলাপ ও হনুমদ্-দর্শন, ঋষ্যমূকপর্ব্বতে গমন, সুগ্রীবের সহিত সমাগম ও সখ্য-সম্পাদন এবং তাহার প্রত্যয়োৎপাদন বর্ণন করেন। অনন্তর বালী ও সুগ্রীবের যুদ্ধ এবং রামকর্ত্তৃক বালি-হনন ও সুগ্রীবের কিষ্কিন্ধ্যা রাজ্যে অভিষেক এবং বালিপত্নী তারার বিলাপ; পরে রঘুকুলতিলক রামের সুগ্রীবের সহিত শরৎকালে যাত্রানিয়ম ও তথায় বর্ষা-কাল অতিবর্ত্তন। ১৭—২৪। পরে নিয়মাতিরেকে রামের কোপ এবং সুগ্রীবের সৈন্য-সংগ্রহ, চতুর্দ্দিকে সৈন্য প্রেরণ ও পৃথিবীসংস্থান-কথন বর্ণন করেন। পরে রামের অঙ্গুরীয়ক-প্রদান এবং বানরদিগের ভল্লুক-বিবর-দর্শন, সমুদ্রতীরে অনশনে উপবেশন ও সম্পাতিসন্দর্শন বর্ণন করেন। পরে হনুমানের পর্ব্বতে আরোহণ, সাগর-লঙ্ঘন, সমুদ্রবাক্যে উত্থিত মৈনাক-গিরি-দর্শন, রাক্ষসী-তর্জ্জন, ছায়াগ্রাহিণী সিংহিকা দর্শন, সিংহিকা-বধ, লঙ্কা ও মলয়-দর্শন, রাত্রিকালে লঙ্কাপ্রবেশ "অসহায় হইয়া কি করি" এরূপ চিন্তন, মদ্যপান-সভায় গমন, রাবণের অন্তঃপুর, রাবণ ও

অভিজ্ঞানপ্রদানঞ্চ সীতায়াশ্চাপি ভাষণম্।
রাক্ষসীতর্জ্জনঞ্চৈব ত্রিজটাস্বপ্নদর্শনম্॥ ৩১
মণিপ্রদানং সীতায়া বৃক্ষভঙ্গং তথৈব চ।
রাক্ষসীবিদ্রবং চৈব কিঙ্করাণাং নিবর্হণম্॥ ৩২
গ্রহণং বায়ুসূনোশ্চ লঙ্কাদাহাভিগর্জ্জনম্।
প্রতিপ্লবনমেবাথ মধূনাং হরণং তথা॥ ৩৩
রাঘবাশ্বাসনং চৈব মণিনির্যাতনং তথা।
সঙ্গমং চ সমুদ্রেণ নলসেতোশ্চ বন্ধনম্॥ ৩৪
প্রতারং চ সমুদ্রস্য রাত্রৌ লঙ্কাবরোধনম্।
বিভীষণেন সংসর্গং বধোপায়নিবেদনম্॥ ৩৫
কুম্ভকর্ণস্য নিধনং মেঘনাদনিবর্হণম্।
রাবণস্য বিনাশঞ্চ সীতাবাপ্তিমরেঃ পুরে॥ ৩৬
বিভীষণাভিষেকং চ পুষ্পকস্য চ দর্শনম্।
অযোধ্যায়াশ্চ গমনং ভরদ্বাজসমাগমম্॥ ৩৭
প্রেষণং বায়ুপুত্রস্য ভরতেন সমাগমম্।
রামাভিষেকাভ্যুদয়ং সর্ব্বসৈন্যবিসর্জ্জনম্।
স্বরাষ্ট্ররঞ্জনং চৈব বৈদেহ্যাশ্চ বিসর্জ্জনম্॥ ৩৮
অনাগতং চ যৎ কিঞ্চিদ্রামস্য বসুধাতলে
তচ্চকারোত্তরে কাব্যে বাল্মীকির্ভগবানৃষিঃ॥ ৩৯

ইতি বালকাণ্ডে তৃতীয়ঃ সর্গঃ॥ ৩॥

চতুর্থঃ সর্গঃ।

প্রাপ্তরাজ্যস্য রামস্য বাল্মীকির্ভগবানৃষিঃ।
চকার চরিতং কৃৎস্নং বিচিত্রপদমর্থবৎ॥ ১
চতুর্ব্বিংশসহস্রাণি শ্লোকানামুক্তবানৃষিঃ।
তথা সর্গশতান্ পঞ্চ ষট্‌কাণ্ডানি তথোত্তরম্॥ ২
কৃত্বা তু তন্মহাপ্রাজ্ঞঃ সভবিষ্যং সহোত্তরম্।
চিন্তয়ামাস কো ন্বেতৎ প্রযুঞ্জীয়াদিতি প্রভুঃ॥ ৩
তস্য চিন্তয়মানস্য মহর্ষের্ভাবিতাত্মনঃ।
অগৃহ্নীতাং ততঃ পাদৌ মুনিবেশৌ কুশীলবৌ॥ ৪
কুশীলবৌ তু ধর্ম্মজ্ঞৌ রাজপুত্রৌ যশস্বিনৌ।
ভ্রাতরৌ স্বরসম্পন্নৌ দদর্শাশ্রমবাসিনৌ॥ ৫
স তু মেধাবিনৌ দৃষ্ট্বা বেদেষু পরিনিষ্ঠিতৌ।
বেদোপবৃংহণার্থায় তাবগ্রাহয়ত প্রভুঃ॥ ৬
কাব্যং রামায়ণং কৃৎস্নং সীতায়াশ্চরিতং মহৎ।
পৌলস্ত্যবধ ইত্যেবং চকার চরিতব্রতঃ॥ ৭
পাঠ্যে গেয়ে চ মধুরং প্রমাণৈস্ত্রিভিরন্বিতম্।
জাতিভিঃ সপ্তভির্যুক্তং তন্ত্রীলয়সমন্বিতম্॥ ৮

পুষ্পক রথ সন্দর্শন, অশোক-বনে গমন, তথায় সীতা-দর্শন। ২৫—৩০। পরে সীতাকে রামপ্রদত্ত অভিজ্ঞান অঙ্গুরীয়ক প্রদান এবং সীতাদেবীর হনূমানের সহিত সম্ভাষণ ও তাহাকে মণি-প্রদান বর্ণন করেন। পরে ত্রিজটা-নাম্নী রাক্ষসীর স্বপ্নদর্শনাখ্যান, সীতার প্রতি চেড়ী রাক্ষসীগণের তর্জ্জন ও বন-ভঞ্জন বর্ণন করেন। পরে রাক্ষসীগণের পলায়ন এবং হনূমান্ কর্তৃক বহুতর রাবণকিঙ্কর-হনন, ইন্দ্রজিৎকর্তৃক গ্রহণ, লঙ্কা-দাহন, অভিগর্জ্জন, মধু-হরণ, সমুদ্র-লঙ্ঘন এবং রামকে আশ্বাস ও মণি-প্রদানকথা বর্ণন করেন। পরে রামের সাগরের সহিত সমাগম, নল-বানর দ্বারা সেতু-নির্ম্মাণ, সাগর-পারে গমন, নিশাকালে লঙ্কা-অবরোধন, বিভীষণের সহিত মিলন এবং বিভীষণের রামকে রাবণ-বধোপায় নিবেদন, বর্ণন করেন। পরে রামের কুম্ভকর্ণ-বধ, লক্ষ্মণকর্তৃক মেঘনাদ-বধ, রাবণ-বধ, অরিপুরে সীতা-প্রাপ্তি, বিভীষণের রাজ্যাভিষেক, পুষ্পক রথ-দর্শন, অযোধ্যায় গমন, ভরদ্বাজ ঋষির সহিত মিলন, ভরতের নিকট হনূমানকে প্রেরণ, ভরতের সহিত সমাগম, রাজ্যাভিষেক-সমারোহ, সমস্ত সৈন্য-বিসর্জ্জন, রাজ্যরঞ্জন ও সীতাদেবীকে বনে প্রেরণ বর্ণন করেন। পরে ভগবান্ বাল্মীকি রামের ভূমণ্ডলে অনাগত সমস্ত কথা উত্তর বাক্যে বর্ণন করেন।৩১—৩৯।

চতুর্থ সর্গ।

ভগবান্ বাল্মীকি, লব্ধরাজ্য রামের সমস্ত চরিত, বিচিত্রপদ ও সুপ্রশস্তার্থ-সমন্বিত প্রবন্ধে বর্ণন করেন। মুনিবর এই প্রবন্ধে প্রথমত ছয় কাণ্ড, পঞ্চশত সর্গ ও চতুর্ব্বিংশতি সহস্র শ্লোক এবং শেষে উত্তর কাণ্ড নির্দ্দেশ করিয়াছেন। মহাপ্রাজ্ঞ প্রভু বাল্মীকি রামের অতীত ও ভবিষ্যৎ সকল ঘটনাযুক্ত এই প্রবন্ধ রচনা করিয়া, চিন্তা করিতে লাগিলেন যে, কোন্ ব্যক্তি ইহা প্রয়োগ করিবে? সেই বিশুদ্ধাত্মা মহর্ষি এরূপ চিন্তাকুল আছেন, এমন সময়ে মুনিবেশধারী কুশী ও লব তাঁহার পদ বন্দন করিলেন। তিনি, আশ্রম-বাসী, যশস্বী, বেদকুশল, ধর্ম্মজ্ঞ, রাজপুত্র দুই ভ্রাতা কুশী ও লবকে সুস্বর-সম্পন্ন এবং মেধাবী দেখিয়া স্বকৃত প্রবন্ধ প্রয়োগের উপযুক্ত পাত্র স্থির করিলেন। চরিতব্রত বাল্মীকি, সেই দুই জনকে বেদের তাৎপর্য্যার্থ-গ্রহণার্থ রাম ও সীতার সকল চরিত-সম্বলিত রাবণ-বধনামক এই কাব্য শিখাইলেন। ১—৭। এই কাব্য পাঠ ও গানে মধুর, দ্রুত, মধ্য ও বিলম্বিতরূপে ত্রিবিধ-প্রমাণ-সংযুক্ত ষড়্জ ও মধ্যম প্রভৃতি সপ্তস্বর-

রসৈঃ শৃঙ্গারকরুণহাস্যরৌদ্রভয়ানকৈঃ।
বীরাদিভী রসৈর্যুক্তং কাব্যমেতদগায়তাম্॥ ৯
তৌ তু গান্ধর্ব্বতত্ত্বজ্ঞৌ স্থানমূর্চ্ছনকোবিদৌ।
ভ্রাতরৌ স্বরসম্পন্নৌ গন্ধর্ব্বাবিব রূপিণৌ॥ ১০
রূপলক্ষণসম্পন্নৌ মধুরস্বরভাষিণৌ।
বিম্বাদিবোত্থিতৌ বিম্বৌ রামদেহাত্তথাপরৌ॥ ১১
তৌ রাজপুত্রৌ কার্ৎস্ন্যেন ধর্ম্ম্যমাখ্যানমুত্তমম্।
বাচোবিধেয়ং তৎ সর্ব্বং কৃত্বা কাব্যমনিন্দিতৌ॥ ১২
ঋষীণাঞ্চ দ্বিজাতীনাং সাধূনাঞ্চ সমাগমে।
যথোপদেশং তত্ত্বজ্ঞৌ জগতুস্তৌ সমাহিতৌ॥ ১৩
মহাত্মনৌ মহাভাগৌ সর্ব্বলক্ষণলক্ষিতৌ।
তৌ কদাচিৎ সমেতানামৃষীণাং ভাবিতাত্মনাম্॥ ৪১
মধ্যেসভং সমীপস্থাবিদং কাব্যমগায়তাম্।
তচ্ছ্রুত্বা মুনয়ঃ সর্ব্বে বাষ্পপর্য্যাকুলেক্ষণাঃ॥ ১৫
সাধুসাধ্বিতি তাবূচুঃ পরং বিস্ময়মাগতাঃ।
তে প্রীতমনসঃ সর্ব্বে মুনয়ো ধর্ম্মবৎসলাঃ॥ ১৬
প্রশশংসুঃ প্রশস্তব্যৌ গায়মানৌ কুশীলবৌ।
অহো গীতস্য মাধুর্য্যং শ্লোকানাঞ্চ বিশেষতঃ॥ ১৭
চিরনির্ব্বৃত্তমপ্যেতৎ প্রত্যক্ষমিব দর্শিতম্।
প্রবিশ্য তাবুভৌ সুষ্ঠু তথাভাবমগায়তাম্॥ ১৮
সহিতৌ মধুরং রক্তং সম্পন্নং স্বরসম্পদা।
এবং প্রশস্যমানৌ তৌ তপঃশ্লাঘ্যৈর্মহর্ষিভিঃ॥ ১৯
সংরক্ততরমত্যর্থং মধুরং তাবগায়তাম্।
প্রীতঃ কশ্চিন্মুনিস্তাভ্যাং সংস্থিতঃ কলসং দদৌ॥ ২০
প্রসন্নো বল্কলং কশ্চিদ্দদৌ তাভ্যাং মহাযশাঃ।
অন্যঃ কৃষ্ণাজিনমদাদ্যজ্ঞসূত্রং তথাপরঃ॥ ২১
কশ্চিৎ কমণ্ডলুং প্রাদান্মৌঞ্জীমন্যো মহামুনিঃ।
বৃষীমন্যস্তদা প্রাদাৎ কৌপীনমপরো মুনিঃ॥
তাভ্যাং দদৌ তদা হৃষ্টঃ কুঠারমপরো মুনিঃ।
কাষায়মপরো বস্ত্রং চীরমন্যো দদৌ মুনিঃ॥ ২৩
জটাবন্ধনমন্যস্তু কাষ্ঠরজ্জুং মুদান্বিতঃ।
যজ্ঞভাণ্ডমৃষিঃ কশ্চিৎ কাষ্ঠভারং তথাপরঃ॥ ২৪
ঔদুম্বরীং বৃষীমন্যঃ স্বস্তি কেচিত্তদাবদন্।
আয়ুষ্যমপরে প্রাহুর্মুদা তত্র মহর্ষয়ঃ॥ ২৫
দদুশ্চৈবং বরান্ সর্ব্বে মুনয়ঃ সত্যবাদিনঃ।
আশ্চর্য্যমিদমাখ্যানং মুনিনা সম্প্রকীর্ত্তিতম্॥ ২৬
পরং কবীনামাধারং সমাপ্তঞ্চ যথাক্রমম্।
অভিগীতমিদং গীতং সর্ব্বগীতেষু কোবিদৌ॥ ২৭

সংযুক্ত; বীণালয়-বিশুদ্ধ এবং শৃঙ্গার, করুণ, হাস্য, রৌদ্র, ভয়ানক ও বীর প্রভৃতি সমুদয়-রসসংযুক্ত। স্থান ও মূর্চ্ছনাভিজ্ঞ, গান্ধর্ব্ববিদ্যাভিজ্ঞ কুশী ও লব তাহা গাহিতে লাগিলেন। গন্ধর্ব্বের ন্যায় স্বরসম্পন্ন, পরমসৌন্দর্য্যশালী, সর্ব্বাঙ্গসুন্দর, সর্ব্বসুলক্ষণসম্পন্ন, সুমধুরকণ্ঠ সেই দুই ভ্রাতা, যেমন বিম্ব হইতে অনুরূপ প্রতিবিম্বের উৎপত্তি হয়, সেইরূপ রামদেহ হইতে যেন রামদেহের অনুরূপদেহশালী হইয়া সম্ভূত হইয়াছেন। সেই অনিন্দ্য রাজপুত্রদ্বয় এই উত্তমাখ্যান ধর্ম্ম্য-কাব্যের আদি হইতে অন্ত পর্য্যন্ত সমস্ত বিষয় অভ্যাস করিলেন। মুনিগণ ও সাধু ব্রাহ্মণগণ সমাগত হইলে, সেই গানতত্ত্বজ্ঞ রাজপুত্রদ্বয় সুস্থির চিত্তে তাঁহাদিগের নিকটে এই বাক্য উপদেশানুরূপ গাহিতেন ৭—১৩। একদা সেই মহাভাগ, সর্ব্বসুলক্ষণসম্পন্ন মহাত্মদ্বয় বিনীত হইয়া সমবেত বিশুদ্ধাত্মা মুনিগণের সভামধ্যে এই কাব্য-কথা গাহিলেন, সেই সকল মুনিরাও তাহা শুনিয়া পরম বিস্মিত ও আনন্দাশ্রুপূর্ণলোচন হইয়া তাঁহাদিগকে "সাধু সাধু" বলিয়া প্রশংসা করিলেন। সেই ধর্ম্মবৎসল মুনিসমূহ আহ্লাদিত হইয়া, প্রশংসনীয় গায়ক কুশী ও লবকে প্রশংসা করত কহিলেন, "আহা গানের কি অপূর্ব্ব মাধুর্য্য! বিশেষতঃ শ্লোকেরই বা কি মধুরতা! আহা! ইহারা উভয়ে মিলিত ও [illegible]

মনোহর উচ্চস্বরে এবং সুনিয়মে এই সুমধুর গীতি গান করিতেছেন। অতিপূর্ব্বতন ঘটনাবলীও প্রত্যক্ষের ন্যায় প্রতীয়মান হইতেছে। তপঃশ্লাঘনীয় মহর্ষিগণ রাজপুত্রদ্বয়কে এইরূপে প্রশংসা করিলে তাঁহারা অত্যুচ্চ স্বরে সুমধুর গান করিতে লাগিলেন। তখন সেই সভাস্থিত কোন মুনি প্রসন্ন হইয়া তাহাদিগকে কলস দান করিলেন; কোন মহাযশস্বী মুনি সন্তুষ্ট হইয়া তাহাদিগকে বল্কল, কৃষ্ণাজিন, কেহ যজ্ঞসূত্র, কেহ কমণ্ডলু, কোন মহামুনি মৌঞ্জী, কেহ কেহ বা কৌপীন ও কেহ বা আসন অর্পণ করিলেন। ১৪—২২। কোন মুনি হৃষ্ট হইয়া তাঁহাদিগকে কুঠার, কেহ কাষায়-বর্ণ বস্ত্র, কেহ চীরবসন, কেহ জটাবন্ধনের নিমিত্ত রজ্জু এবং কেহ বা প্রমোদান্বিত হইয়া কাষ্ঠবন্ধনের নিমিত্ত রজ্জু দিলেন। কোন মুনি কাষ্ঠ-ভার, কেহ যজ্ঞভাণ্ড এবং কেহ বা উডুম্বর-কাষ্ঠনির্ম্মিত পীঠ দান করিলেন। সেই সভাস্থ কোন কোন মহর্ষি "মঙ্গল হউক," কেহ কেহ বা "পরমায়ু বৃদ্ধি হউক," এই বাক্যে আশীর্ব্বাদ করিলেন। এইরূপে তত্রস্থ সত্যবাদী সমুদয় মুনিই কুশী ও লবকে নানাবিধ অভিলষিত দ্রব্য প্রদান করিলেন। [illegible]

আয়ুষ্যং পুষ্টিজননং সর্ব্বশ্রুতিমনোহরম্।
প্রশস্যমানৌ সর্ব্বত্র কদাচিত্তত্র গায়কৌ ॥ ২৮
রথ্যাসু রাজমার্গেষু দদর্শ ভরতাগ্রজঃ।
স্ববেশ্ম চানীয় ততো ভ্রাতরৌ স কুশীলবৌ ॥ ২৯
পূজয়ামাস পূজার্হৌ রামঃ শত্রুনিবর্হণঃ।
আসীনঃ কাঞ্চনে দিব্যে স চ সিংহাসনে প্রভুঃ ॥ ৩০
উপোপবিষ্টৈঃ সচিবৈর্ভ্রাতৃভিশ্চ সমন্বিতঃ।
দৃষ্ট্বা তু রূপসম্পন্নৌ বিনীতৌ ভ্রাতরাবুভৌ ॥ ৩১
উবাচ লক্ষ্মণং রামঃ শত্রুঘ্নং ভরতং তথা।
শ্রূয়তামেতদাখ্যানমনয়োর্দ্দেববর্চ্চসোঃ ॥ ৩২
বিচিত্রার্থপদং সম্যগ্ গায়কৌ সমচোদয়ৎ।
তৌ চাপি মধুরং রক্তং স্বচিত্তায়তনিঃস্বনম্ ॥ ৩৩
তন্ত্রীলয়বদত্যর্থং বিশ্রুতার্থমগায়তাম্।
হ্লাদয়ৎ সর্ব্বগাত্রাণি মনাংসি হৃদয়ানি চ।
শ্রোত্রাশ্রয়সুখং গেয়ং তদ্বভৌ জনসংসদি ॥ ৩৪
ইমৌ মুনী পার্থিবলক্ষণান্বিতৌ,
কুশীলবৌ চৈব মহাতপস্বিনৌ।
মমাপি তদ্ভূতিকরং প্রচক্ষতে,
মহানুভাবং চরিতং নিবোধত ॥ ৩৫
ততস্তু তৌ রামবচঃপ্রচোদিতা-
বগায়তাং মার্গবিধানসম্পদা।
স চাপি রামঃ পরিষদ্গতঃ শনৈ-
র্বুভূষয়াসক্তমনা বভূব হ ॥ ৩৬

ইতি বালকাণ্ডে চতুর্থঃ সর্গঃ ॥ ৪ ॥

পঞ্চমঃ সর্গঃ।

সর্ব্বা পূর্ব্বমিয়ং যেষামাসীৎ কৃৎস্না বসুন্ধরা।
প্রজাপতিমুপাদায় নৃপাণাং জয়শালিনাম্ ॥ ১
যেষাং স সগরো নাম সাগরো যেন খানিতঃ।
ষষ্টিপুত্রসহস্রাণি যং যান্তং পর্য্যবারয়ন্ ॥ ২
ইক্ষ্বাকূণামিদং তেষাং রাজ্ঞাং বংশে মহাত্মনাম্
মহদুৎপন্নমাখ্যানং রামায়ণমিতি শ্রুতম্ ॥ ৩
তদিদং বর্ত্তয়িষ্যাবঃ সর্ব্বং নিখিলমাদিতঃ।
ধর্ম্মকামার্থসহিতং শ্রোতব্যমনসূয়তা ॥ ৪
কোশলো নাম মুদিতঃ স্ফীতো জনপদো মহান্।
নিবিষ্টঃ সরযূতীরে প্রভূতধনধান্যবান্ ॥ ৫

মুনিদিগের নিকট আয়ুষ্য, অভ্যুদয়সাধন, সর্ব্বশ্রোত্র-মনোহর এবং কবিদিগের নিকট পরমবর্ণনাধার-স্বরূপ অপূর্ব্বাখ্যান এই সুমধুর গীতিকাব্য আদ্যন্ত গান করিলেন। পরে তাঁহারা সর্ব্বত্র প্রশংসাভাজন হইয়া একদা অযোধ্যানগরীর রাজপথ ও রথ্যাসকলে গান করিতে লাগিলেন। পরে অরিন্দম পূজার্হ রাম, সমাদরের যোগ্য কুশী ও লব-নামক সেই দুই ভ্রাতাকে দেখিতে পাইয়া, স্বগৃহে আনয়নপূর্ব্বক তাঁহাদিগকে যথোচিত সমাদর করিলেন। পরে রাম সুবর্ণনির্ম্মিত দিব্য সিংহাসনে উপবিষ্ট হইলে, তাঁহার ভ্রাতৃগণ এবং অমাত্যবর্গও তৎসমীপে যথাযোগ্য স্থানে বসিলেন। তখন রাম পরমরূপবান্ বিনীতস্বভাব সেই উভয় ভ্রাতাকে দর্শন করত ভরত, লক্ষ্মণ ও শত্রুঘ্নকে কহিলেন,—"তোমরা দেবতুল্য তেজস্বী এই দুই জনের বিচিত্রপদ-বিন্যস্ত বিচিত্রার্থসমন্বিত এই আখ্যায়িকা শ্রবণ কর।" ইহা বলিয়া সঙ্গীতে সুনিপুণ সেই দুই ভ্রাতাকে গান করিতে অনুমতি করিলেন। তখন তাঁহারা সামর্থ্যানুরূপ উচ্চস্বরে সুস্পষ্টরূপে বীণালয়-বিশুদ্ধ এবং শ্রোতৃবর্গের সমস্ত শরীর মন এবং হৃদয়ের আহ্লাদকর মধুর গান করিতে লাগিলেন। সেই জন-সমাজে ঐ গান, শ্রোতৃবর্গের অতিশয় শ্রোত্রসুখকর হইল। তৎকালে রাম, লক্ষ্মণ প্রভৃতিকে কহিলেন,"এই রাজলক্ষণসম্পন্ন মুনি কুশী ও লব মদীয় মহানুভব-চরিত-গাথা গান করিতেছেন, তাহা তোমরা শ্রবণ কর; কারণ, বৃদ্ধগণ বলিয়া থাকেন, রামায়ণ শ্রবণ করিলে ঐহিক ও পারত্রিক মঙ্গল হয়।" পরে কুশী ও লব রামবাক্যে নিয়োজিত হইয়া, সংস্কৃত গানের রীত্যনুসারে গান গাহিতে লাগিলেন। তখন সভায় রামও এই প্রবন্ধের চিরস্থায়িত্ব-কামনায় ক্রমশঃ অতীব আসক্তমনা হইতে লাগিলেন। ২৩—৩৬।

পঞ্চম সর্গ।

এই সমস্ত ভূমণ্ডল,—প্রজাপতি বৈবস্বত মনু হইতে যে সমুদয় জয়শালী রাজাদিগের অধীনে ছিল এবং যিনি সাগর খনন করিয়াছিলেন ও ৬০ হাজার পুত্রে পরিবৃত হইয়া গমন করিতেন, সেই সগর রাজা যে বংশে জন্ম গ্রহণ করেন,—সেই ইক্ষ্বাকু-বংশীয় মহাত্মা নৃপতিগণের বংশে রামায়ণ নামে বিখ্যাত এই সুমহৎ উপাখ্যান উৎপন্ন হইয়াছে। আমরা ধর্ম্মকামার্থ-সাধন এই উপাখ্যান আদ্যন্ত সমস্ত নিঃশেষরূপে গান করিব; আপনারা অসূয়া পরিত্যাগ-পূর্ব্বক শ্রবণ করুন। সরযূতীরে নিবিষ্ট, প্রমোদান্বিত, প্রচুরধনধান্যশালী, অতিমহৎ ও ক্রমশঃ বর্দ্ধমান

অযোধ্যা নাম নগরী তত্রাসীল্লোকবিশ্রুতা ।
মনুনা মানবেন্দ্রেণ যা পুরী নির্ম্মিতা স্বয়ম্ ॥ ৬
আয়তা দশ চ দ্বে চ যোজনানি মহাপুরী ।
শ্রীমতী ত্রীণি বিস্তীর্ণা সুবিভক্তমহাপথা ॥ ৭
রাজমার্গেণ মহতা সুবিভক্তেন শোভিতা ।
মুক্তপুষ্পাবকীর্ণেন জলসিক্তেন নিত্যশঃ ॥ ৮
তাং তু রাজা দশরথো মহারাষ্ট্রবিবর্দ্ধনঃ ।
পুরীমাবাসয়ামাস দিবি দেবপতির্যথা ॥৯
কপাটতোরণবতীং সুবিভক্তান্তরাপণাম্ ।
সর্ব্বযন্ত্রায়ুধবতীমুষিতাং সর্ব্বশিল্পিভিঃ ॥ ১০
সূতমাগধসম্বাধাং শ্রীমতীমতুলপ্রভাম্ ।
উচ্চাট্টালধ্বজবতীং শতঘ্নীশতসঙ্কুলাম্ ॥ ১১
বধূনাটকসঙ্ঘৈশ্চ সংযুক্তাং সর্ব্বতঃ পুরীম্ ।
উদ্যানাম্রবণোপেতাং মহতীং শালমেখলাম্ ॥ ১২
দুর্গগম্ভীরপরিখাং দুর্গামন্যৈর্দুরাসদাম্ ।
বাজিবারণসম্পূর্ণাং গোভিরুষ্ট্রৈঃ খরৈস্তথা ॥ ১৩
সামন্তরাজসঙ্ঘৈশ্চ বলিকর্ম্মভিরাবৃতাম্ ।
নানাদেশনিবাসৈশ্চ বণিগ্‌ভিরুপশোভিতাম্ ॥ ১৪

প্রাসাদৈ রত্নবিকৃতৈঃ পর্ব্বতৈরিব শোভিতাম্ ।
কূটাগারৈশ্চ সম্পূর্ণামিন্দ্রস্যেবামরাবতীম্ ॥ ১৫ ॥
চিত্রামষ্টাপদাকারাং বরনারীগণায়ুতাম্ ।
সর্ব্বরত্নসমাকীর্ণাং বিমানগৃহশোভিতাম্ ॥ ১৬
গৃহগাঢামবিচ্ছিদ্রাং সমভূমৌ নিবেশিতাম্ ।
শালিতণ্ডুলসম্পূর্ণামিক্ষুকাণ্ডরসোদকাম্ ॥ ১৭
দুন্দুভীভির্মৃদঙ্গৈশ্চ বীণাভিঃ পণবৈস্তথা ।
নাদিতাং ভৃশমত্যর্থং পৃথিব্যাং তামনুত্তমাম্ ॥ ১৮
বিমানমিব সিদ্ধানাং তপসাধিগতং দিবি ।
সুনিবেশিতবেশ্মান্তাং নরোত্তমসমাবৃতাম্ ॥ ১৯
যে চ বাণৈর্ন বিধ্যন্তি বিবিক্তমপরাপরম্ ।
শব্দবেধ্যঞ্চ বিততং লঘুহস্তা বিশারদাঃ ॥ ২০
সিংহব্যাঘ্রবরাহাণাং মত্তানাং নদতাং বনে ।
হন্তারো নিশিতৈঃ শস্ত্রৈর্বলাদ্বাহুবলৈরপি ॥ ২১
তাদৃশানাং সহস্রৈস্তামভিপূর্ণাং মহারথৈঃ ।
পুরীমাবাসয়ামাস রাজা দশরথস্তদা ॥ ২২
তামগ্নিমদ্ভির্গুণবদ্ভিরাবৃতাং
দ্বিজোত্তমৈর্বেদষড়ঙ্গপারগৈঃ ।

কোশলনামক দেশে সর্ব্বলোকবিখ্যাতা অযোধ্যানাম্নী নগরী আছে। যে নগরীকে মানবেন্দ্র মনু স্বয়ং নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন, যে মহাপুরী সুবিভক্ত মহাপথে সুশোভিতা, দ্বাদশ-যোজনায়তা, ত্রিযোজনবিস্তৃতা ও অতিশয়-শোভাবতী এবং যাহার সুন্দর সুবিভক্ত বৃহৎ বৃহৎ রাজপথগুলি সর্ব্বদা সলিলসিক্ত ও প্রস্ফুটিত পুষ্পে বিকীর্ণ থাকিত। ১—৮। যেরূপ দেবরাজ ইন্দ্র স্বর্গলোকের বসতি বৃদ্ধি করেন, তদ্রূপ মহারাষ্ট্র-বর্দ্ধন রাজা দশরথ, সেই নগরীর অনেক বসতি বৃদ্ধি করেন; সেই নগরীকবাট-তোরণান্বিতা, সুবিভক্ত-ক্ষুদ্রপথপরিশোভিতা, সমস্ত-যন্ত্র-সমন্বিতা, অতুলপ্রভা-বতী, সর্ব্বায়ুধবতী এবং অতি শ্রীমতী। তাহাতে সর্ব্ব-শিল্পবিদ্যা-বিশারদ ব্যক্তি এবং অনেক সূত ও মাগধ বাস করিত। তাহাতে ধ্বজশালী উচ্চ উচ্চ অট্টা-লক, শত শত শতঘ্নী, উদ্যান ও আম্রকানন ছিল। তাহার চতুর্দ্দিকে মেখলার ন্যায় শালবৃক্ষের সারি ছিল। তাহার সর্ব্বত্রই সীমন্তিনীদিগের নাট্য-শালা ছিল। সেই নগরী গম্ভীরজল-দুর্গম-পরিখা-পরি-ব্যাপ্তা থাকাপ্রযুক্ত সকলেরই দুর্গম্যা; বিশেষতঃ শত্রুগণ তাহার নিকটেও গমন করিতে পারিত না। সেই নগরীতে বহুসংখ্যক অশ্ব ও হস্তী, অনেক গো, বহুসংখ্যক উষ্ট্র ও গর্দ্দভ, অনেক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র করদ রাজা, নানাদেশাগত বণিক্‌গণ, পর্ব্বততুল্য অত্যুচ্চ রত্ননির্ম্মিত অট্টালিকাসমূহ এবং যেরূপ ইন্দ্রের অমরা-বতী নগরীতে স্ত্রীদিগের ক্রীড়াগৃহ আছে, সেইরূপ নারীগণের অনেক ক্রীড়াভবন ছিল। ৯—১৫। সুবর্ণ-মণ্ডিতা, সর্ব্বরত্নসমাকীর্ণা, সপ্ততলগৃহশোভিতা ও সম-ভূমি-নিবেশিতা সেই অপূর্ব্ব নগরীতে অনেক সুন্দরী রমণী ছিল। গৃহসমূহ নিকটে নিকটে অবস্থিত ছিল; তাহার কোন স্থানই বাসগৃহশূন্য ছিল না। সেই নগরী ধান্য ও তণ্ডুল-পরিপূরিতা এবং ইক্ষুরস-তুল্য-সুস্বাদু-জলশালিনী। তাহাতে দুন্দুভি, মৃদঙ্গ, বীণা ও পণবসকল মুহুর্মুহু ধ্বনিত হওয়ায় সেই নগরী পৃথিবীর সমস্ত নগরী হইতে শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করে। সমস্ত গৃহের বহির্দ্দেশে সুনিবেশিত এবং অনেক নরোত্তম ব্যক্তি ছিলেন; অতএব সেই নগরী সিদ্ধ-গণের তপস্যালব্ধ স্বর্গীয় বিমানের সাদৃশ্য লাভ করে এবং সেই নগরীতে অস্ত্র-শস্ত্র-প্রয়োগ-বিশারদ লঘুহস্ত সহস্র সহস্র মহারথ ছিলেন; তাঁহারা উদা-সীন, লুক্কায়িত, অসহায় ও পলায়িত ব্যক্তিকে অস্ত্রাঘাত করিতেন না এবং যাঁহারা বনে প্রমত্ত শব্দায়মান সিংহ, ব্যাঘ্র ও বরাহগণকে বাহুবলে অথবা নিশিত শস্ত্রবলে হনন করিতে সমর্থ ছিলেন। রাজা দশরথ সেই অযোধ্যানগরীতে অনেক বসতি বৃদ্ধি করেন। সেই নগরীতে দ্বিজকুলতিলক, বেদবেদাঙ্গ-পারগ, আহিতাগ্নি, গুণবান্, সত্যব্রত, সহস্রদানশীল,

সহস্রদৈঃ সত্যরতৈর্মহাত্মভি-
র্মহর্ষিকল্পৈর্ঋষিভিশ্চ কেবলৈঃ ॥ ২৩॥
ইতি বাল্মকাণ্ডে পঞ্চমঃ সর্গঃ ॥ ৫ ॥

ষষ্ঠঃ সর্গ।

তস্যাং পুর্য্যামযোধ্যায়াং বেদবিৎ সর্ব্বসংগ্রহঃ।
দীর্ঘদর্শী মহাতেজাঃ পৌরজানপদপ্রিয়ঃ ॥ ১
ইক্ষ্বাকূণামতিরথো যজ্বা ধর্ম্মপরো বশী।
মহর্ষিকল্পো রাজর্ষিস্ত্রিষু লোকেষু বিশ্রুতঃ ॥ ২
বলবান্নিহতামিত্রো মিত্রবান্ বিজেতেন্দ্রিয়ঃ।
ধনৈশ্চ সঞ্চয়ৈশ্চান্যৈঃ শক্রবৈশ্রবণোপমঃ ॥ ৩
যথা মনুর্ম্মহাতেজা লোকস্য পরিরক্ষিতা।
তথা দশরথো রাজা লোকস্য পরিরক্ষিতা ॥ ৪
তেন সত্যাভিসন্ধেন ত্রিবর্গমনুতিষ্ঠতা।
পালিতা সা পুরী শ্রেষ্ঠা ইন্দ্রেণেবামরাবতী ॥ ৫
তস্মিন্ পুরবরে হৃষ্টা ধর্ম্মাত্মানো বহুশ্রুতাঃ।
নরাস্তুষ্টা ধনৈঃ স্বৈঃ স্বৈরলুব্ধাঃ সত্যবাদিনঃ ॥ ৬
নাল্পসন্নিচয়ঃ কশ্চিদাসীত্তস্মিন্ পুরোত্তমে।
কুটুম্বী যো হ্যসিদ্ধার্থোহগবাশ্বধনধান্যবান্ ॥ ৭
কামী বা ন কদর্য্যো বা নৃশংসঃ পুরুষঃ ক্বচিৎ।
দ্রষ্টুং শক্যমযোধ্যায়াং নাবিদ্বান্ ন চ নাস্তিকঃ ॥ ৮
সর্ব্বে নরাশ্চ নার্য্যশ্চ ধর্ম্মশীলাঃ সুসংযতাঃ।
মুদিতাঃ শীলবৃত্তাভ্যাং মহর্ষয় ইবামলাঃ ॥ ৯
নাকুণ্ডলী নামুকুটী নাস্রগ্বী নাল্পভোগবান্।
নামৃষ্টো ন নলিপ্তাঙ্গো নাসুগন্ধশ্চ বিদ্যতে ॥ ১০
নামৃষ্টভোজী নাদাতা নাপ্যনঙ্গদনিষ্কধৃক্।
নাহস্তাভরণো বাপি দৃশ্যতে নাপ্যনাত্মবান্ ॥ ১১
নানাহিতাগ্নির্নাযজ্বা ন ক্ষুদ্রো বা ন তস্করঃ।
কশ্চিদাসীদযোধ্যায়াং ন চাবৃত্তো ন সঙ্করঃ ॥ ১২
স্বকর্ম্মনিরতা নিত্যং ব্রাহ্মণা বিজিতেন্দ্রিয়াঃ।
দানাধ্যয়নশীলাশ্চ সংযতাশ্চ প্রতিগ্রহে ॥ ১৩
নাস্তিকো নানৃতী বাপি ন কশ্চিদবহুশ্রুতঃ।
নাসূয়কো ন চাশক্তো নাবিদ্বান্ বিদ্যতে ক্বচিৎ ॥ ১৪
নাষড়ঙ্গবিদত্রাস্তি নাব্রতো নাসহস্রদঃ।
ন দীনঃ ক্ষিপ্তচিত্তো বা ব্যথিতো বাপি কশ্চন ॥ ১৫
কশ্চিন্নরো বা নারী বা না শ্রীমান্নাপ্যরূপবান্।
দ্রষ্টুং শক্যমযোধ্যায়াং নাপি রাজন্যভক্তিমান্ ॥ ১৬
বর্ণেষ্বগ্র্যচতুর্থেষু দেবতাতিথিপূজকাঃ।
কৃতজ্ঞাশ্চ বদান্যাশ্চ শূরা বিক্রমসংযুতাঃ ॥ ১৭

শ্রেষ্ঠ এবং মহর্ষিকল্প অনেক মহাত্মা ঋষি বিরাজ করিতেন। ১৬—২৩।

ষষ্ঠ সর্গ।

সেই অযোধ্যাপুরীতে অপরিমিত চতুরঙ্গ বলাদির সংগ্রহকারী বেদবিৎ মহাতেজস্বী পরিণামদর্শী এবং পুরবাসী ও জনপদবাসীদিগের প্রিয় রাজা দশরথ বাস করিতেন। ইক্ষ্বাকুবংশীয় মহারথ সেই রাজর্ষি ত্রিলোক-খ্যাত শত্রুহন্তা, বলবান্, মিত্রবান্ জিতেন্দ্রিয় এবং ধর্ম্মানুষ্ঠান, যজন ও ইন্দ্রিয়-সংযমে মহর্ষির ন্যায়। তিনি ধনে কুবেরসদৃশ, অন্যান্য সঞ্চয়ে ইন্দ্রসদৃশ এবং মহা-তেজস্বী মনুর ন্যায় লোকের পরিরক্ষিতা। ত্রিবর্গানুষ্ঠায়ী সত্যসন্ধ রাজা দশরথকর্ত্তৃক শাসিতা হইয়া অযোধ্যা-নগরী ইন্দ্র-পালিতা, অমরাবতীর ন্যায় উৎকর্ষ প্রাপ্ত হয়। সেই নগরীতে সমস্ত ব্যক্তিই হৃষ্ট, স্ব স্ব ধনে পরিতুষ্ট, লোভপরিশূন্য, ধর্ম্মাত্মা, সত্যবাদী ও বহুবিদ্যায় পারদর্শী ছিল। ১—৬। সেই সর্ব্বসুখময়ী অযোধ্যা-পুরীতে ধনধান্যবিত কোন ব্যক্তিই অল্পসঞ্চয়ী, প্রয়োজন সাধনাসমর্থ কিম্বা গো, অশ্ব, ধন ও ধান্যবিহীন ছিল না। অযোধ্যানগরীতে নারী কি নর সকলেই ধর্ম্মশীল, জিতেন্দ্রিয়, প্রমুদিত এবং শীল ও চরিত্রে মহর্ষির ন্যায় ছিল; অতএব কখন কেহ সেই নগরীতে কামতৎপর, নৃশংস, কদর্য্য-স্বভাব, মূর্খ কি নাস্তিক পুরুষকে দেখিতে পাইত না। সেই নগরীতে কেহ কুণ্ডল-বিহীন, মুকুটশূন্য, মাল্যরহিত, অল্পভোগী, মলিন, চন্দনাদি-লেপহীন দেহযুক্ত, গন্ধদ্রব্যবিরহিত, অপ-বিত্রান্ন-ভোজী, দানকর্ম্মবিরত, অঙ্গদহীন, উরোভূষণ ও হস্তাভরণশূন্য বা অবিশুদ্ধবুদ্ধি ছিল না। অযোধ্যাতে কেহ অনাহিতাগ্নি, যাগবিহীন, সঙ্কীর্ণ-স্বভাব, তস্করতা-পরায়ণ, অসদাচারী কি সাঙ্কর্য্যদোষদূষিত ছিল না। ৭—১২। সেই নগরীতে ব্রাহ্মণেরা নিত্য-স্বকর্ম্ম-নিরত জিতেন্দ্রিয়, দানাধ্যয়নশীল ও বিশুদ্ধপ্রতিগ্রাহী ছিলেন। সেই নগরীর কোন স্থানে কোন এক ব্রাহ্মণও নাস্তিক, অসত্যবাদী, বেদাদিতে অল্প-জ্ঞানবান্, অসূয়াকারী অর্থসাধনাসমর্থ, অবিদ্বান্, অবেদাঙ্গবিৎ, অব্রতী, সহস্রদানহীন, দীন, ক্ষিপ্তচিত্ত অথবা রুগ্ন ছিলেন না। অযোধ্যাতে স্ত্রী কি পুরুষ কেহই শ্রীহীন, রূপরহিত কি রাজভক্তিবিহীন দৃষ্ট হইত না। সেই শ্রেষ্ঠ নগরীতে ব্রাহ্মণ প্রভৃতি চতুর্ব্বর্ণমধ্যে যে সকল শৌর্য্যসম্পন্ন বিক্রমশালী ব্যক্তি জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহারা সকলেই পুত্র, পৌত্র ও পত্নীগণের সহিত দীর্ঘায়, দেবপূজক, অতিথি-

দীর্ঘায়ুষো নরাঃ সর্ব্বে ধর্ম্মং সত্যঞ্চ সংশ্রিতাঃ।
সহিতাঃ পুত্রপৌত্রৈশ্চ নিত্যং স্ত্রীভিঃ পুরোত্তমে ॥ ১৮
ক্ষত্রং ব্রহ্মমুখং চাসীৎ বৈশ্যাঃ ক্ষত্রমনুব্রতাঃ।
শূদ্রাঃ স্বকর্ম্মনিরতাঃ ত্রীন্ বর্ণানুপচারিণঃ ॥ ১৯
সা তেনেক্ষ্বাকুনাথেন পুরী সুপরিরক্ষিতা।
যথা পুরস্তাৎ মনুনা মানবেন্দ্রেণ ধীমতা ॥ ২০
যোধানামগ্নিকল্পানাং পেশলানামমর্ষিণাম্।
সম্পূর্ণা কৃতবিদ্যানাং গুহা কেশরিণামিব ॥ ২১
কাম্বোজবিষয়ে জাতৈর্বাহ্লীকৈশ্চ হয়োত্তমৈঃ।
বনায়ুজৈর্নদীজৈশ্চ পূর্ণা হরিহয়োত্তমৈঃ ॥ ২২
বিন্ধ্যপর্ব্বতজৈর্মত্তৈঃ পূর্ণা হৈমবতৈরপি।
মদান্বিতৈরতিবলৈর্মাতঙ্গৈঃ পর্ব্বতোপমৈঃ ॥ ২৩
ঐরাবতকুলীনৈশ্চ মহাপদ্মকুলৈস্তথা।
অঞ্জনাদপি নিষ্ক্রান্তৈর্বামনাদপি চ দ্বিপৈঃ ॥ ২৪
ভদ্রৈর্মন্দ্রৈর্মৃগৈশ্চৈব ভদ্রমন্দ্রমৃগৈস্তথা।
ভদ্রমন্দ্রৈর্ভদ্রমৃগৈর্মৃগমন্দ্রৈশ্চ সা পুরী ॥ ২৫
নিত্যমত্তৈঃ সদা পূর্ণা নাগৈরচলসন্নিভৈঃ।
সা যোজনে দ্বে চ ভূয়ঃ সত্যনামা প্রকাশতে ॥ ২৬
তাং পুরীং স মহাতেজা রাজা দশরথো মহান্।
শশাস শমিতামিত্রো নক্ষত্রাণীব চন্দ্রমাঃ ॥ ২৭

তাং সত্যনামাং দৃঢ়তোরণার্গলাং,
গৃহৈর্বিচিত্রৈরুপশোভিতাং শিবাম্।
পুরীমযোধ্যাং নৃসহস্রসঙ্কুলাং,
শশাস বৈ শক্রসমো মহীপতিঃ ॥ ২৮

ইতি বালকাণ্ডে ষষ্ঠঃ সর্গঃ ॥ ৬ ॥

সপ্তমঃ সর্গঃ।

তস্যামাত্যা গুণৈরাসন্নিক্ষ্বাকোঃ সুমহাত্মনঃ।
মন্ত্রজ্ঞাশ্চেঙ্গিতজ্ঞাশ্চ নিত্যং প্রিয়হিতে রতাঃ ॥ ১
অষ্টৌ বভূবুর্বীরস্য তস্যামাত্যা যশস্বিনঃ।
শুচয়শ্চানুরক্তাশ্চ রাজকৃত্যেষু নিত্যশঃ ॥ ২
ধৃষ্টির্জয়ন্তো বিজয়ঃ সুরাষ্ট্রো রাষ্ট্রবর্দ্ধনঃ।
অকোপো ধর্ম্মপালশ্চ সুমন্ত্রশ্চাষ্টমোঽর্থবিৎ ॥ ৩
ঋত্বিজৌ দ্বাবভিমতৌ তস্যাস্তামৃষিসত্তমৌ।
বসিষ্ঠো বামদেবশ্চ মন্ত্রিণশ্চ তথাপরে ॥ ৪
সুযজ্ঞোঽপ্যথ জাবালিঃ কাশ্যপোঽপ্যথ গৌতমঃ।
মার্কণ্ডেয়স্তু দীর্ঘায়ুস্তথা কাত্যায়নো দ্বিজঃ ॥ ৫
এতৈর্ব্রহ্মর্ষিভির্নিত্যমৃত্বিজস্তস্য পৌর্ব্বকাঃ।
বিদ্যাবিনীতা হ্রীমন্তঃ কুশলা নিয়তেন্দ্রিয়াঃ ॥ ৬

সেবানিরত, ধর্ম্মরত ও সত্যপরায়ণ ছিলেন এবং সেই নগরীতে ক্ষত্রিয়গণ ব্রাহ্মণের অনুজ্ঞাবহ, বৈশ্যগণ ক্ষত্রিয়ের আজ্ঞাবহ, শূদ্রগণ ত্রিবর্ণ-সেবারূপ স্বকর্ম্মে নিরত ছিল। ১৩—১৯। অযোধ্যানগরী পূর্ব্বে যেরূপ ধীমান্ মানবেন্দ্র মনুকর্ত্তৃক সুরক্ষিতা ছিল, নরবর দশরথকর্ত্তৃকও সেইরূপ সুরক্ষিতা হইয়াছিল। যেমন মৃগেন্দ্রসমূহে গুহা পরিপূরিতা থাকে, তদ্রূপ সেই নগরী অমর্ষণ-স্বভাব, কৃতবিদ্য, কুটিলতা-বিহীন ও অগ্নিকল্প যোদ্ধৃবর্গে পরিপূরিতা থাকিত। সেই নগরী. কাম্বোজ বাহ্লীক ও বনায়ু-নামক দেশে এবং সিন্ধুনদের সমীপবর্ত্তী দেশসমূহে উৎপন্ন উচ্চৈঃশ্রবার ন্যায় উৎকৃষ্ট অশ্বগণে পরিব্যাপ্ত থাকিত। অযোধ্যানগরী বিন্ধ্যাচলসম্ভূত ও হিমালয়-পর্ব্বতজাত, পর্ব্বততুল্য নিত্য-প্রমত্ত, মদান্বিত, অতিবলশালী এবং ভদ্র, মন্দ্র, মৃগ, ভদ্রমন্দ্রমৃগ, ভদ্রমন্দ্র, ভদ্রমৃগ ও মৃগমন্দ্ররূপ নানা জাতীয়, ঐরাবত-কুলোদ্ভব, মহাপদ্মকুল-জাত, অঞ্জনবংশীয় ও বামন-কুলোৎপন্ন মত্ত মাতঙ্গগণে সর্ব্বদা পরিপূরিতা থাকিত। শত্রুগণ সেই অযোধ্যার চতুর্দ্দিকে আরও দুই যোজন পর্য্যন্ত অযোধ্যা বলিয়া অনুমান করিত এবং ঐ নগরী শত্রুগণের যুদ্ধ দ্বারা আক্রমণীয় ছিল না, বলিয়াই. উহার অযোধ্যা নাম সার্থক হইয়াছিল। চন্দ্র যেরূপ নক্ষত্রগণ শাসন করেন, সেইরূপ সেই শত্রুদমনকারী সুমহাতেজা মহারাজ দশরথ সেই নগরী শাসন করিতেন। বিচিত্র গৃহে শোভিতা, সুদৃঢ় তোরণ ও অর্গলযুক্তা, সহস্র সহস্র মানবে পরিব্যাপ্তা, সার্থকনামা, কল্যাণ-পূর্ণা, অযোধ্যানগরী ইন্দ্রসম রাজা দশরথের শাসনে ছিল। ২০—২৮।

সপ্তম সর্গ।

ইক্ষ্বাকুবংশীয় অতিমহাত্মা বীরবর সেই রাজা দশরথের সতত প্রিয় ও হিতানুষ্ঠায়ী এবং ইঙ্গিতজ্ঞ ধৃষ্টি, জয়ন্ত, বিজয়, সুরাষ্ট্র, রাষ্ট্রবর্দ্ধন, অকোপ, ধর্ম্মপাল ও অর্থশাস্ত্রজ্ঞ সুমন্ত্র-নামক আট জন অমাত্য ছিলেন। তাঁহারা সকলেই অমাত্যগুণে ভূষিত, যশস্বী, পবিত্রচরিত্র এবং সর্ব্বদা রাজকার্য্যে অনুরক্ত। সেই রাজা দশরথের বসিষ্ঠ ও বামদেব-নামক দুই জন অভিমত, প্রধান ঋত্বিক্ এবং সুযজ্ঞ, জাবালি, কাশ্যপ, গৌতম, দীর্ঘায়ু-মার্কণ্ডেয় ও কাত্যায়ন ঋষি অপর ঋত্বিক্ ও বসিষ্ঠ প্রভৃতি সকলেই মন্ত্রী ছিলেন। দশরথ রাজার এই সমস্ত ব্রহ্মর্ষিগণের সহিত পূর্ব্ব-

শ্রীমন্তশ্চ মহাত্মানঃ শস্ত্রজ্ঞা দৃঢ়বিক্রমাঃ।
কীর্ত্তিমন্তঃ প্রণিহিতাঃ যথাবচনকারিণঃ॥ ৭
তেজঃক্ষমাযশঃপ্রাপ্তাঃ স্মিতপূর্ব্বাভিভাষিণঃ।
ক্রোধাৎ কামার্থহেতোর্ব্বা ন ব্রূয়ুরনৃতং বচঃ॥ ৮
তেষামবিদিতং কিঞ্চিৎ স্বেষু নাস্তি পরেষু বা।
ক্রিয়মাণং কৃতং বাপি চারেণাপি চিকীর্ষিতম্॥ ৯
কুশলা ব্যবহারেষু সৌহৃদেষু পরীক্ষিতাঃ।
প্রাপ্তকালং যথাদণ্ডং ধারয়েয়ুঃ সুতেষ্বপি॥ ১০
কোশসংগ্রহণে যুক্তা বলস্য চ পরিগ্রহে।
অহিতং চাপি পুরুষং ন হিংস্যুরবিদূষকম্॥ ১১
বীরাশ্চ নিয়তোৎসাহা রাজশাস্ত্রমনুষ্ঠিতাঃ।
শুচীনাং রক্ষিতারশ্চ নিত্যং বিষয়বাসিনাম্॥ ১২
ব্রহ্মক্ষত্রমহিংসন্তস্তে কোষং সমপূরয়ন্।
সুতীক্ষ্ণদণ্ডাঃ সম্প্রেক্ষ্য পুরুষস্য বলাবলম্॥ ১৩
শুচীনামেকবুদ্ধীনাং সর্ব্বেষাং সম্প্রজানতাম্।
নাসীৎ পুরে বা রাষ্ট্রে বা মৃষাবাদী নরঃ ক্বচিৎ॥ ১৪
কশ্চিন্ন দুষ্টস্তত্রাসীৎ পরদাররতির্নরঃ।
প্রশান্তং সর্ব্বমেবাসীৎ রাষ্ট্রং পুরবরঞ্চ তৎ॥ ১৫
সুবাসসঃ সুবেশাশ্চ তে চ সর্ব্বে শুচিব্রতাঃ।
হিতার্থাশ্চ নরেন্দ্রস্য জাগ্রতো নয়চক্ষুষা॥ ১৬
গুরোর্গুণগৃহীতাশ্চ প্রখ্যাতাশ্চ পরাক্রমৈঃ।
বিদেশেষ্বপি বিজ্ঞাতাঃ সর্ব্বতো বুদ্ধিনিশ্চয়াঃ॥ ১৭
অভিতো গুণবন্তশ্চ ন চাসন্ গুণবর্জ্জিতাঃ।
সন্ধিবিগ্রহতত্ত্বজ্ঞাঃ প্রকৃত্যা সম্পদান্বিতাঃ॥ ১৮
মন্ত্রসংবরণে শক্তাঃ শক্তাঃ সূক্ষ্মাসু বুদ্ধিষু।
নীতিশাস্ত্রবিশেষজ্ঞাঃ সততং প্রিয়বাদিনঃ॥ ১৯
ঈদৃশৈস্তৈরমাত্যৈশ্চ রাজা দশরথোঽনঘঃ।
উপপন্নো গুণোপেতৈরন্বশাসদ্বসুন্ধরাম্॥ ২০
অবেক্ষমাণশ্চারেণ প্রজা ধর্ম্মেণ রক্ষয়ন্।
প্রজানাং পালনং কুর্ব্বন্নধর্ম্মং পরিবর্জ্জয়ন্॥ ২১
বিশ্রুতস্ত্রিষু লোকেষু বদান্যঃ সত্যসঙ্গরঃ।
স তত্র পুরুষব্যাঘ্রঃ শশাস পৃথিবীমিমাম্॥ ২২
নাধ্যগচ্ছদ্বিশিষ্টং বা তুল্যং বা শত্রুমাত্মনঃ।
মিত্রবাননতসামন্তঃ প্রতাপহতকণ্টকঃ।
স শশাস জগদ্রাজা দিবি দেবপতির্যথা॥ ২৩

স্পরাগত. আরও অনেক বিদ্যাবিনয়-সম্পন্ন কার্য্যদক্ষ জিতেন্দ্রিয় হ্রীযুক্ত ঋত্বিক্ ছিলেন। নৃপবর দশরথের ঐ অমাত্যগণ শ্রীমান্, কীর্ত্তিমান্, মহাত্মা, ধনুর্ব্বেদবিৎ, সুদৃঢ়বিক্রমশালী, রাজকার্য্যে সবিশেষ সাবধান, তেজস্বী, যশস্বী, ক্ষমাসম্পন্ন ও স্মিতভাষী; তাঁহারা ক্রোধ, কাম কি কোন প্রয়োজন-বশতঃ কদাচ মিথ্যা কথা বলিতেন না; তাঁহাদিগের শত্রু কি মিত্রের কোন বৃত্তান্ত অজ্ঞাত ছিল না; তাঁহারা শত্রু ও মিত্রের চিকীর্ষিত, ক্রিয়মাণ বা কৃত কর্ম্ম, চার প্রমুখাৎ বিদিত হইতেন; তাঁহারা সৌহার্দ্দ-ব্যবহার ও কার্য্যকুশলতায় রাজা দশরথকর্ত্তৃক সুপরীক্ষিত হইয়াছেন; অপরাধী হইলে পুত্রদিগের প্রতিও তাঁহারা সমুচিত দণ্ড নির্দ্ধারণ করিতেন। তাঁহারা কোষপূরণে ও সৈন্যসংগ্রহে অতিশয় উদ্যুক্ত থাকিতেন; তাঁহারা নিরপরাধী হইলে শত্রুকেও হিংসা করিতেন না এবং তাঁহারা বীর, নিত্যোৎসাহসম্পন্ন, নীতিশাস্ত্রানুসারী এবং রাষ্ট্রবাসী পবিত্র-স্বভাব ব্যক্তিগণের প্রতিপালক। ১—১২ তাঁহারা ব্রাহ্মণ বা ক্ষত্রিয়ের হিংসা না করিয়া রাজকোষ পূর্ণ করিয়াছেন এবং পুরুষের বলাবল সম্যক্ পরীক্ষা করিয়া তীক্ষ্ণদণ্ড বিধান করিতেন। প্রজাগণের সমস্ত বৃত্তান্তবিজ্ঞ ঐকমত্যাবলম্বী সেই সমস্ত সুপবিত্রচরিত্র মন্ত্রীদিগের নয়বলে সেই শ্রেষ্ঠ নগর ও সমস্ত রাষ্ট্র নির্ব্বিঘ্ন ছিল।—রাষ্ট্রে বা পুরে কোন স্থানে কোন পুরুষ মিথ্যাবাদী, দুষ্টস্বভাব কি পরদারনিরত ছিল না। সেই সমস্ত সুবেশ, সুবসন, শুচিব্রত অমাত্য রাজা দশরথের হিতার্থী হইয়া, নীতিরূপ নয়নে সর্ব্বদাই জাগরিত থাকিতেন। তাঁহারা স্ব স্ব আচার্য্যের কেবল গুণমাত্র গ্রহণ করিয়াছেন। তাঁহারা পরাক্রমে লোক-বিখ্যাত। তাঁহারা বুদ্ধিবলে বিদেশীয় সমস্ত বিষয় জানিতে পারিতেন। ১৩—১৭। তাঁহাদিগের সমস্ত গুণই ছিল; কোন গুণেরই অভাব ছিল না। তাঁহারা সন্ধি ও বিগ্রহ-তত্ত্বে অভিজ্ঞ এবং সাত্ত্বিকী আদি ত্রিগুণসম্পদ্‌যুক্ত ছিলেন। তাঁহারা নীতিশাস্ত্রে সবিশেষ ব্যুৎপন্ন, মন্ত্রসংরক্ষণসমর্থ, সর্ব্বদা প্রিয়বাদী ও সূক্ষ্ম বিচারে নিপুণ। পাপশূন্য রাজা দশরথ এতাদৃশ গুণশালী সেই সকল অমাত্যদিগের সহিত পৃথিবী শাসন করিতেন। ত্রিলোক-বিখ্যাত, রণে সত্যপ্রতিজ্ঞ, বদান্য, পুরুষশ্রেষ্ঠ রাজা দশরথ অযোধ্যাতে থাকিয়াই চার দ্বারা স্বদেশ ও বিদেশের বিবরণ সন্দর্শন করত ধর্ম্মানুসারে প্রজা-পালন ও তাহাদিগকে স্ব স্ব ধর্ম্মে প্রবর্ত্তনপূর্ব্বক, এই সমুদায় পৃথিবী শাসন করেন। তিনি আত্মতুল্য বা আত্মাধিক বীর্য্যাদিসম্পন্ন শত্রু প্রাপ্ত হন নাই। যেরূপ দেবরাজ ইন্দ্র নিষ্কণ্টকে সর্ব্বলোক শাসন করেন, সেইরূপ সেই প্রণত-সামন্ত মিত্রবান্ রাজা দশরথ, বল দ্বারা দস্যু প্রভৃতি সমুদায় কণ্টক নিরাকৃ-

তৈর্মন্ত্রিভির্মন্ত্রহিতে নিবিষ্টৈ-
র্বৃতোঽনুরক্তৈঃ কুশলৈঃ সমর্থৈঃ।
স পার্থিবো দীপ্তিমবাপ যুক্ত-
স্তেজোময়ৈর্গোভিরিবোদিতোঽর্কঃ॥ ২৪
ইতি বালকাণ্ডে সপ্তমঃ সর্গঃ॥ ৭॥

অষ্টমঃ সর্গঃ।

তস্য চৈবংপ্রভাবস্য ধর্ম্মজ্ঞস্য মহাত্মনঃ।
সুতার্থং তপ্যমানস্য নাসীৎ বংশকরঃ সুতঃ॥ ১
চিন্তয়ানস্য তস্যৈবং বুদ্ধিরাসীন্মহাত্মনঃ।
সুতার্থং বাজিমেধেন কিমর্থং ন যজাম্যহম্॥ ২
স নিশ্চিতাং মতিং কৃত্বা যষ্টব্যমিতি বুদ্ধিমান্।
মন্ত্রিভিঃ সহ ধর্ম্মাত্মা সর্ব্বৈরপি কৃতাত্মভিঃ॥ ৩
ততোঽব্রবীন্মহাতেজাঃ সুমন্ত্রং মন্ত্রিসত্তমম্।
শীঘ্রমানয় মে সর্ব্বান্ গুরূংস্তান্ সপুরোহিতান্॥ ৪
ততঃ সুমন্ত্রস্ত্বরিতং গত্বা ত্বরিতবিক্রমঃ।
সমানয়ৎ স তান্ সর্ব্বান্ সমস্তান্ বেদপারগান্॥ ৫
সুযজ্ঞং বামদেবঞ্চ জাবালিমথ কাশ্যপম্।
পুরোহিতং বসিষ্ঠঞ্চ যে চান্যে দ্বিজসত্তমাঃ॥ ৬
তান্ পূজয়িত্বা ধর্ম্মাত্মা রাজা দশরথস্তদা।
ইদং ধর্ম্মার্থসহিতং শ্লক্ষ্ণং বচনমব্রবীৎ॥ ৭
মম লালপ্যমানস্য সুতার্থং নাস্তি বৈ সুখম্
তদর্থং হয়মেধেন যক্ষ্যামীতি মতির্মম॥ ৮
তদহং যষ্টুমিচ্ছামি শাস্ত্রদৃষ্টেন কর্ম্মণা।
কথং প্রাপ্স্যামহং কামং বুদ্ধিরত্র বিচিন্ত্যতাম্॥ ৯
ততঃ সাধ্বিতি তদ্বাক্যং ব্রাহ্মণাঃ প্রত্যপূজয়ন্।
বসিষ্ঠপ্রমুখাঃ সর্ব্বে পার্থিবস্য মুখেরিতম্॥ ১০
ঊচুশ্চ পরমপ্রীতাঃ সর্ব্বে দশরথং বচঃ।
সম্ভারাঃ সম্ভ্রিয়ন্তান্তে তুরগশ্চ বিমুচ্যতাম্॥ ১১
সরয্বাশ্চোত্তরে তীরে যজ্ঞভূমির্বিধীয়তাম্।
সর্ব্বথা প্রাপ্স্যসে পুত্রানভিপ্রেতাংশ্চ পার্থিব॥ ১২
যস্য তে ধার্ম্মিকী বুদ্ধিরিয়ং পুত্রার্থমাগতা।
ততস্তুষ্টোঽভবদ্রাজা শ্রুত্বৈতদ্দ্বিজভাষিতম্॥ ১৩
অমাত্যানব্রবীদ্রাজা হর্ষব্যাকুললোচনঃ।
সম্ভারাঃ সম্ভ্রিয়ন্তাং মে গুরূণাং বচনাদিহ॥ ১৪
সমর্থাধিষ্ঠিতশ্চাশ্বঃ সোপাধ্যায়ো বিমুচ্যতাম্।
সরয্বাশ্চোত্তরে তীরে যজ্ঞভূমির্বিধীয়তাম্॥ ১৫॥

করিয়া এই লোক শাসন করেন। সূর্য্য যেমন কিরণ-জালে শোভিত হন, সেইরূপ সদ্‌বৃত্ত রাজা দশরথ, বিচারসাধ্য হিতসাধনে দক্ষ, সূক্ষ্মার্থদর্শননিপুণ, সূক্ষ্মার্থ-সাধন-দক্ষ এবং অনুরক্ত সেই তেজস্বী মন্ত্রিগণে পরিবেষ্টিত হইয়া সবিশেষ শোভা পাইতেন। ১৮—২৪।

অষ্টম সর্গ।

সেই মহাত্মা ধর্ম্মজ্ঞ নরপতি দশরথ, এইপ্রকার প্রভাবসম্পন্ন হইয়াও বংশধর পুত্র ছিল না বলিয়া সর্ব্বদা অনুতপ্ত থাকিতেন। "কি উপায়ে পুত্র হইবে" এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে মহাত্মা দশরথ এরূপ বিবেচনা করিলেন যে, আমি তনয়ের নিমিত্ত কেন অশ্বমেধ যজ্ঞ করিতেছি না। মহাতেজা বুদ্ধিমান রাজা দশরথ সেই সমস্ত পবিত্রচিত্ত মন্ত্রীদিগের সহিত "অশ্বমেধ যাগ করা উচিত" এরূপ স্থির করিয়া, মন্ত্রিশ্রেষ্ঠ সুমন্ত্রকে কহিলেন, "তুমি আমার সেই সমস্ত গুরু ও পুরোহিতদিগকে শীঘ্র আনয়ন কর।" ১—৪। সেই শীঘ্রগামী সুমন্ত্র সত্বর গমন করিয়া, সেই সমস্ত বেদজ্ঞ গুরু ও পুরোহিতকে এক সঙ্গে আনয়ন করিলেন। তখন ধর্ম্মাত্মা রাজা দশরথ, পুরোহিত বসিষ্ঠ, সুযজ্ঞ, বামদেব, জাবালি, কাশ্যপ এবং অন্যান্য দ্বিজসত্তমদিগকে যথাবিধি অর্চ্চনা করিয়া, তাঁহাদিগকে ধর্ম্মার্থসমন্বিত এই সুমধুর বাক্য বলিলেন,—"পুত্রাভাব-জন্য বিলাপেই আমার সমস্ত সময় অতিবাহিত হইতেছে! আমি ক্ষণকালও সুখী নই। অতএব আমি নিশ্চয় করিয়াছি যে, পুত্রলাভার্থ অশ্বমেধ যজ্ঞ করিব; পরন্তু আমার অভিলাষ এই যে, উক্ত যাগ শাস্ত্রানুসারে নির্ব্বাহিত হয়; কিরূপে আমার এই অভিলাষ সফল হয়, আপনারা তদ্বিষয় স্থির করুন।" ৫—৯। অনন্তর বসিষ্ঠপ্রভৃতি সেই সমস্ত ব্রাহ্মণ পরম প্রীতি-লাভ করিয়া দশরথ রাজার মুখ-নির্গত সেই বাক্য "সাধু সাধু" বলিয়া অভিনন্দন পূর্ব্বক তাঁহাকে কহিলেন,—আপনি যজ্ঞের আয়োজন, অশ্ববিমোচন এবং সরযূনদীর উত্তর তীরে যজ্ঞভূমি নির্ম্মাণ করান; রাজন্! অবশ্যই আপনি অভিলষিত বহু পুত্র লাভ করিবেন। কারণ পুত্রনিমিত্ত আপনার এইরূপ সৎ বুদ্ধি হইয়াছে। অনন্তর রাজা দশরথ ব্রাহ্মণদিগের ঈদৃশ বাক্য শ্রবণানন্তর পরম সন্তুষ্ট হইয়া হর্ষব্যাকুল-নয়নে অমাত্যদিগকে বলিলেন,—এক্ষণে তোমরা গুরুগণের বাক্যানুসারে আমার যজ্ঞের আয়োজন, অশ্বরক্ষণ-সমর্থ যোদ্ধগণ ও উপাধ্যায়ের

শান্তয়শ্চাপি বর্দ্ধন্তাং যথাকল্পং যথাবিধি।
শক্যঃ প্রাপ্তুময়ং যজ্ঞঃ সর্ব্বেণাপি মহীক্ষিতা॥ ১৬
নাপরাধো ভবেৎ কষ্টো যদ্যস্মিন্ ক্রতুসত্তমে।
ছিদ্রং হি মৃগয়ন্তে স্ম বিদ্বাংসো ব্রহ্মরাক্ষসাঃ॥ ১৭
বিধিহীনস্য যজ্ঞস্য সদ্যঃ কর্ত্তা বিনশ্যতি।
তদ্যথা বিধিপূর্ব্বং মে ক্রতুরেষ সমাপ্যতে॥ ১৮
তথা বিধানং ক্রিয়তাং সমর্থাঃ করণেষ্বিতি।
তথেতি চাব্রুবন্ সর্ব্বে মন্ত্রিণঃ প্রতিপূজিতাঃ॥ ১৯
পার্থিবেন্দ্রস্য তদ্বাক্যং যথাপূর্ব্বং নিশম্য তে।
তথা দ্বিজাস্তে ধর্ম্মজ্ঞা বর্দ্ধয়ন্তো নৃপোত্তমম্॥ ২০
অনুজ্ঞাতাস্ততঃ সর্ব্বে পুনর্জগ্মুর্যথাগতম্।
বিসর্জ্জয়িত্বা তান্ বিপ্রান্ সচিবানিদমব্রবীৎ॥ ২১
ঋত্বিগ্ভিরুপসন্দিষ্টো যথাবৎ ক্রতুরাপ্যতাম্।
ইত্যুক্ত্বা নৃপশার্দ্দূলঃ সচিবান্ সমুপস্থিতান্॥ ২২
বিসর্জ্জয়িত্বা স্বং বেশ্ম প্রবিবেশ মহামতিঃ।
ততঃ স গত্বা তাঃ পত্নীর্নরেন্দ্রো হৃদয়ঙ্গমাঃ॥ ২৩
উবাচ দীক্ষাং বিশত যক্ষ্যেঽহং সুতকারণাৎ।
তাসাং তেনাতিকান্তেন বচনেন সুবর্চ্চসাম্॥ ২৪
মুখপদ্মান্যশোভন্ত পদ্মানীব হিমাত্যয়ে॥ ২৫

ইতি বালকাণ্ডে অষ্টমঃ সর্গঃ॥ ৮॥

সহিত অশ্ববিমোচন ও সরয়ূনদীর উত্তর তীরে যজ্ঞভূমি নির্ম্মাণ কর এবং যথাবিধি বিঘ্ন-নিবারক কর্ম্মের অনুষ্ঠান আরম্ভ কর। যজ্ঞ-ছিদ্রানুসন্ধায়ী ব্রহ্মরাক্ষসেরা যজ্ঞের ছিদ্র অন্বেষণ করে, এজন্য যজ্ঞে সচরাচর বিঘ্ন ঘটিয়া থাকে; যদি এই শ্রেষ্ঠ যজ্ঞে কোনরূপ বিঘ্ন না ঘটিত, তবে সমস্ত নরপতিই এই যজ্ঞ করিতে পারিতেন। যাঁহার যজ্ঞে বিঘ্ন হয়, তিনি অচিরেই বিনষ্ট হন, অতএব যেরূপে আমার এই যজ্ঞের যথাবিধি পরিসমাপ্তি হয়, তোমরা এরূপ বিধান কর; তোমাদিগের তাদৃশ বিধান করিবার সামর্থ্য আছে।" অমাত্যগণ নৃপতিকর্ত্তৃক পূজিত হইয়া, তাঁহার সমস্ত কথা আনুপূর্ব্বিক শ্রবণানন্তর বলিলেন, "অনুজ্ঞানুরূপ কার্য্য করিব।" ১০—১৯। অনন্তর সেই সমস্ত ধর্ম্মজ্ঞ ব্রাহ্মণ নৃপসত্তম দশরথের আজ্ঞা পাইয়া তাঁহাকে আশীর্ব্বাদ দ্বারা সংবর্দ্ধন করত, স্ব স্ব স্থানে গমন করিলেন। নরপতিশ্রেষ্ঠ মহামতি দশরথ সেই সমস্ত দ্বিজকে বিদায়পূর্ব্বক, সমুপস্থিত সচিবগণকে "আমি ঋত্বিগ্গণকর্ত্তৃক 'আপনি যথাবিধি যজ্ঞ সমাপ্ত করুন' এরূপ আদিষ্ট হইয়াছি" এই কথা বলিয়া তাঁহাদিগকে বিদায় দিয়া স্বগৃহে গমন করিলেন। পরে সেই নরেন্দ্র স্বীয় অন্তঃপুরে গিয়া মনোমত পত্নীদিগকে কহিলেন; "আমি পুত্রনিমিত্ত যজ্ঞ করিব, এজন্য তোমরা দীক্ষিতা হও।" ঐ মনোরম বাক্য শ্রবণ করিয়া, সেই সুকান্তি-মতী রাজপত্নীদিগের মুখমণ্ডল হিমান্তে পঙ্কজসকল যেরূপ শোভা প্রাপ্ত হয়, সেইরূপ শোভা পাইতে লাগিল। ২০—২৫।

নবমঃ সর্গঃ।

এতচ্ছ্রুত্বা রহঃ সূতো রাজানমিদমব্রবীৎ।
শ্রূয়তাং তৎ পুরাবৃত্তং পুরাণে চ যথা শ্রুতম্॥ ১
ঋত্বিগ্ভিরুপদিষ্টোঽয়ং পুরাবৃত্তো ময়া শ্রুতঃ।
সনৎকুমারো ভগবান্ পূর্ব্বং কথিতবান্ কথাম্॥ ২
ঋষীণাং সন্নিধৌ রাজংস্তব পুত্রাগমং প্রতি।
কাশ্যপস্য চ পুত্রোঽস্তি বিভাণ্ডক ইতি শ্রুতঃ॥ ৩
ঋষ্যশৃঙ্গ ইতি খ্যাতস্তস্য পুত্রো ভবিষ্যতি।
স বনে নিত্যসংবৃদ্ধো মুনির্বনচরঃ সদা॥ ৪
নান্যং জানাতি বিপ্রেন্দ্রো নিত্যং পিত্রনুবর্ত্তনাৎ।
দ্বৈবিধ্যং ব্রহ্মচর্য্যস্য ভবিষ্যতি মহাত্মনঃ॥ ৫
লোকেষু প্রথিতং রাজন্ বিপ্রৈশ্চ কথিতং সদা।
তস্যৈবং বর্ত্তমানস্য কালঃ সমভিবর্ত্তত॥ ৬
অগ্নিং শুশ্রূষমাণস্য পিতরঞ্চ যশস্বিনম্।

নবম সর্গ।

সেই কথা শ্রবণ করিয়া সুমন্ত্র সারথি নির্জ্জনে নৃপতি দশরথকে বলিলেন, ঋত্বিগ্গণ আপনার পুত্রপ্রাপ্তির এই যে উপায় স্থির করিয়াছেন, আমি পৌরাণিক ইতিহাসে তাহার কিঞ্চিৎ বিশেষ শ্রবণ করিয়াছি। আমি যে ইতিহাস শ্রবণ করিয়াছি, তাহা বলিতেছি। মহারাজ! পূর্ব্বে ভগবান্ সনৎকুমার-ঋষি, ঋষিদিগের নিকটে আপনার পুত্রপ্রাপ্তি-বিষয়ে এই কথা বলিয়াছিলেন।—কাশ্যপঋষির বিভাণ্ডক নামে এক পুত্র আছেন। তাঁহার ঋষ্যশৃঙ্গনামে এক পুত্র হইবে। তিনি বনেতেই জনককর্ত্তৃক পালিত ও বর্দ্ধিত হইবেন। সেই সদা বনচর বিপ্রেন্দ্র মহাত্মা ঋষ্যশৃঙ্গ মুনি অনবরত পিতৃসঙ্গে থাকিয়া, মুখ্য ও গৌণ, দ্বিবিধ ব্রহ্মচর্য্যই অনুষ্ঠান করিবেন; অন্য কিছুই জানিবেন না। রাজন্! তাঁহার এই চরিত্র ব্রাহ্মণগণকর্ত্তৃক সর্ব্বদা কথিত এবং সমস্ত লোকে প্রসিদ্ধ হইবে। তিনি এইরূপে অবস্থিতি করিয়া, অগ্নি ও যশস্বী পিতাকে সেবা করত কাল

এতস্মিন্নেব কালে তু রোমপাদঃ প্রতাপবান্ ॥ ৭
অঙ্গেষু প্রথিতো রাজা ভবিষ্যতি মহাবলঃ।
তস্য ব্যতিক্রমাদ্রাজ্ঞো ভবিষ্যতি সুদারুণা ॥ ৮
অনাবৃষ্টিঃ সুঘোরা বৈ সর্ব্বলোকভয়াবহা।
অনাবৃষ্ট্যান্তু বৃত্তায়াং রাজা দুঃখসমন্বিতঃ ॥ ৯
ব্রাহ্মণান্ শ্রুতসংবৃদ্ধান্ সমানীয় প্রবক্ষ্যতি।
ভবন্তঃ শ্রুতকর্ম্মাণো লোকচারিত্রবেদিনঃ ॥ ১০
সমাদিশন্তু নিয়মং প্রায়শ্চিত্তং যথা ভবেৎ।
ইত্যুক্তাস্তে ততো রাজ্ঞা সর্ব্বে ব্রাহ্মণসত্তমাঃ ॥ ১১
বক্ষ্যন্তি তে মহীপালং ব্রাহ্মণা বেদপারগাঃ।
বিভাণ্ডকসুতং রাজন্ সর্ব্বোপায়ৈরিহানয় ॥ ১২
আনায্য তু মহীপাল ঋষ্যশৃঙ্গং সুসৎকৃতম্।
বিভাণ্ডকসুতং রাজন্ ব্রাহ্মণং বেদপারগম্ ॥ ১৩
প্রযচ্ছ কন্যাং শান্তাং বৈ বিধিনা সুসমাহিতঃ।
তেষান্তু বচনং শ্রুত্বা রাজা চিন্তাং প্রপৎস্যতে ॥ ১৪
কেনোপায়েন বৈ শক্যমিহানেতুং স বীর্য্যবান্ ॥ ১৫
ততো রাজা বিনিশ্চিত্য সহমন্ত্রিভিরাত্মবান্।
পুরোহিতমমাত্যাংশ্চ প্রেষয়িষ্যতি সৎকৃতান্ ॥ ১৬

তে তু রাজ্ঞো বচঃ শ্রুত্বা ব্যথিতাবনতাননাঃ।
ন গচ্ছেম ঋষের্ভীতা অনুনেষ্যন্তি তং নৃপম্ ॥ ১৭
বক্ষ্যন্তি চিন্তয়িত্বা তে তস্যোপায়াংশ্চ তান্ ক্ষমান্।
আনেষ্যামো বয়ং বিপ্রং ন চ দোষো ভবিষ্যতি ॥ ১৮
এবমঙ্গাধিপেনৈব গণিকাভির্ঋষেঃ সুতঃ।
আনীতোঽবর্ষয়দ্দেবঃ শান্তা চাস্মৈ প্রদীয়তে ॥ ১৯
ঋষ্যশৃঙ্গস্তু জামাতা পুত্রাংস্তব বিধাস্যতি।
সনৎকুমারকথিতমেতাবদ্ব্যাহৃতং ময়া ॥ ২০
অথ হৃষ্টো দশরথঃ সুমন্ত্রং প্রত্যভাষত।
যথর্ষ্যশৃঙ্গস্ত্বানীতো যেনোপায়েন সোচ্যতাম্ ॥ ২১
ইতি বালকাণ্ডে নবমঃ সর্গঃ ॥ ৯ ॥

দশমঃ সর্গঃ।

সুমন্ত্রশ্চোদিতো রাজ্ঞা প্রোবাচেদং বচস্তদা।
যথর্ষ্যশৃঙ্গস্ত্বানীতো যেনোপায়েন মন্ত্রিভিঃ।
তন্মে নিগদিতং সর্ব্বং শৃণু মে মন্ত্রিভিঃ সহ ॥ ১

অতিবাহিত করিবেন। সেই সময়ে অঙ্গদেশে প্রতাপশালী, সুবিখ্যাত, মহাবল, রোমপাদনামক এক রাজা হইবেন। সেই রাজার অধর্ম্মবশতঃ সর্ব্বলোকভয়াবহ সুদারুণ অতিঘোর অনাবৃষ্টি হইবে, অনাবৃষ্টি হইলে রাজা দুঃখিত হইয়া বেদাধ্যয়নসংবৃদ্ধ ব্রাহ্মণদিগকে আনয়নপূর্ব্বক বলিবেন, 'আপনারা লোকব্যবহার সকল বিদিত আছেন, সুতরাং যে জন্য অনাবৃষ্টি হইয়াছে, তাহাও অবশ্যই জ্ঞাত আছেন; অতএব যাহাতে আমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত হয়, এরূপ কোন নিয়ম আদেশ করুন।' অনন্তর সেই সমস্ত বেদজ্ঞ দ্বিজসত্তম ব্রাহ্মণ নরপতিকর্ত্তৃক এরূপ উক্ত হইয়া তাঁহাকে বলিবেন, রাজন্! আপনি যে কোন উপায়ে হউক, এখানে বিভাণ্ডক-তনয় ঋষ্যশৃঙ্গকে আনয়ন করুন। ১—১২। রাজন্! আপনি বেদপারগ ব্রাহ্মণ বিভাণ্ডকপুত্র ঋষ্যশৃঙ্গকে আনয়ন করিয়া, সুসৎকারপূর্ব্বক সুসমাহিত হইয়া, যথাবিধি শান্তানাম্নী কন্যা তাঁহার হস্তে সমর্পণ করুন। রাজা রোমপাদ তাঁহাদিগের বাক্য শ্রবণান্তে সেই বীর্য্যবান্ ঋষ্যশৃঙ্গকে কি উপায়ে এখানে আনা যাইতে পারে, এরূপ চিন্তাকুল হইবেন। পরে সেই বিশুদ্ধাত্মা রাজা মন্ত্রিগণের সহিত স্থির করত পুরোহিত ও অমাত্যদিগকে সৎকার করিয়া, ঋষ্যশৃঙ্গকে তাঁহার রাজধানীতে আনয়নার্থ নিয়োগ করিবেন। পুরোহিত এবং অমাত্যেরা রাজার বাক্য শ্রবণপূর্ব্বক ব্যথিত হইয়া, অবনতমুখে 'আমরা বিভাণ্ডক ঋষি হইতে ভীত হইতেছি, আমরা যাইতে পারিব না,' ইহা বলিয়া সেই নরপতিকে অনুনয় করিবেন। অনন্তর তাঁহারা সকলে চিন্তা করিয়া, ঋষ্যশৃঙ্গকে আনয়নের সমুচিত উপায় সকল চিন্তা করত রোমপাদকে বলিবেন, 'আমরা ঐ সকল উপায়ে মুনিবর ঋষ্যশৃঙ্গকে আনিতে সমর্থ হইব এবং ইহাতে কোন দোষও হইবে না'। ১৩—১৮। তাঁহাদিগের পরামর্শানুসারে অঙ্গদেশাধিপতি রোমপাদ বেশ্যাগণ দ্বারা ঋষিপুত্র ঋষ্যশৃঙ্গকে আনয়ন করিবেন এবং ইন্দ্রনিদেশে বৃষ্টি হইবে। রাজা ঋষ্যশৃঙ্গকে শান্তানাম্নী কন্যা সম্প্রদান করিবেন। রাজা দশরথের জামাতা সেই ঋষ্যশৃঙ্গ তাঁহার অনেক পুত্র বিধান করিবেন। আমি সনৎকুমারের কথিত এই বিবরণ আপনাকে বলিলাম। অনন্তর রাজা দশরথ প্রহৃষ্ট হইয়া সুমন্ত্রকে বলিলেন, "যে উপায়ে ও যে প্রকারে মুনিবর ঋষ্যশৃঙ্গ রোমপাদভবনে আনীত হইয়াছেন, তাহা বর্ণন কর।" ১৯—২১।

দশম সর্গ।

সুমন্ত্র, নৃপতির বাক্যানুসারে এই কথা বলিতে লাগিলেন; ঋষ্যশৃঙ্গ ঋষি যে উপায়ে ও যে প্রকারে মন্ত্রিগণকর্ত্তৃক আনীত হইয়াছেন, আমি তৎসমস্ত

রোমপাদমুবাচেদং সহামাত্যঃ পুরোহিতঃ।
উপায়ো নিরপায়োঽয়মস্মাভিরভিচিন্তিতঃ॥ ২
ঋষ্যশৃঙ্গো বনচরস্তপঃস্বাধ্যায়সংযুতঃ।
অনভিজ্ঞস্তু নারীণাং বিষয়াণাং সুখস্য চ॥ ৩
ইন্দ্রিয়ার্থৈরভিমতৈর্নরচিত্তপ্রমাথিভিঃ।
পুরমানায়য়িষ্যামঃ ক্ষিপ্রঞ্চাধ্যবসীয়তাম্॥ ৪
গণিকাস্তত্র গচ্ছন্তু রূপবত্যঃ স্বলঙ্কৃতাঃ।
প্রলোভ্য বিবিধোপায়ৈরানেষ্যন্তীহ সংকৃতাঃ॥ ৫
শ্রুত্বা তথেতি রাজা চ প্রত্যুবাচ পুরোহিতম্।
পুরোহিতো মন্ত্রিণশ্চ তদা চক্রুশ্চ তে তথা॥ ৬
বারমুখ্যাস্তু তচ্ছ্রুত্বা বনং প্রবিবিশুর্মহৎ।
আশ্রমস্যাবিদূরেঽস্মিন্ যত্নং কুর্ব্বন্তি দর্শনে॥ ৭
ঋষেঃ পুত্রস্য ধীরস্য নিত্যমাশ্রমবাসিনঃ।
পিতুঃ স নিত্যসন্তুষ্টো নাতিচক্রাম চাশ্রমাৎ॥ ৮
ন তেন জন্মপ্রভৃতি দৃষ্টপূর্ব্বং তপস্বিনা।
স্ত্রী বা পুমান্ বা যচ্চান্যৎ সত্ত্বং নগররাষ্ট্রজম্॥ ৯

ততঃ কদাচিত্তং দেশমাজগাম যদৃচ্ছয়া।
বিভাণ্ডকসুতস্তত্র তাশ্চাপশ্যদ্বরাঙ্গনাঃ॥ ১০
তাশ্চিত্রবেশাঃ প্রমদা গায়ন্ত্যো মধুরস্বরম্।
ঋষিপুত্রমুপাগম্য সর্ব্বা বচনমব্রুবন্॥ ১১
কস্ত্বং কিং বর্ত্তসে ব্রহ্মন্ জ্ঞাতুমিচ্ছামহে বয়ম্।
একস্ত্বং বিজনে দূরে বনে চরসি শংস নঃ॥ ১২
অদৃষ্টরূপাস্তাস্তেন কাম্যরূপা বনে স্ত্রিয়ঃ।
হার্দ্দাত্তস্য মতির্জ্জাতা আখ্যাতুং পিতরং স্বকম্॥ ১৩
পিতা বিভাণ্ডকোঽস্মাকং তস্যাহং সুত ঔরসঃ।
ঋষ্যশৃঙ্গ ইতি খ্যাতং নাম কর্ম্ম চ মে ভুবি॥ ১৪
ইহাশ্রমপদোঽস্মাকং সমীপে শুভদর্শনাঃ।
করিষ্যে বোঽত্র পূজাং বৈ সর্ব্বেষাং বিধিপূর্ব্বকম্॥ ১৫
ঋষিপুত্রবচঃ শ্রুত্বা সর্ব্বাসাং মতিরাস বৈ।
তদাশ্রমপদং দ্রষ্টুং জগ্মুঃ সর্ব্বাস্ততোঽঙ্গনাঃ॥ ১৬
গতানান্তু ততঃ পূজামৃষিপুত্রশ্চকার হ।
ইদমর্ঘ্যমিদং পাদ্যমিদং মূলং ফলঞ্চ নঃ॥ ১৭

বলিতেছি, আপনি অমাত্যগণের সহিত শ্রবণ করুন। পুরোহিত ও অমাত্যেরা রোমপাদকে বলিলেন, আমরা এক উপায় উদ্ভাবন করিয়াছি, উহাতে কোন বাধা-বিঘ্নের সম্ভ নাই। তপঃস্বাধ্যায়-নিরত বনচর ঋষ্যশৃঙ্গ,—রমণী ও বিষয় জনিত সুখের বিষয়ে নিতান্ত অনভিজ্ঞ; অতএব তাঁহাকে প্রাণিমাত্রের চিত্তপ্রমাথী ও অভিমত ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য গীতাদি দ্বারা আনয়ন করা যাইতে পারে। আপনি শীঘ্র আদেশ করুন,—রূপবতী বেশ্যারা অলঙ্কারে সুশোভিতা ও সংকৃতা হইয়া তথায় গমন করুক। সেই বারাঙ্গনারাই বিবিধ উপায়ে সেই ঋষিকে প্রলোভিত করিয়া এ স্থানে আনয়ন করিবে। ১—৫। নৃপবর তদ্বাক্য শ্রবণে পুরোহিতকে তদ্রূপ কার্য্য করিতে আদেশ করিলেন। তৎপরে পুরোহিত মন্ত্রীদিগকে তৎসাধনে আদেশ করায়, তাঁহারাও সেই কার্য্যে উদ্যত হইলেন। পরে প্রধান বারাঙ্গনারা তাহা শ্রবণ করিয়া সেই মহাবনে প্রবেশ-পূর্ব্বক বিভাণ্ডক ঋষির আশ্রমের সন্নিকটে থাকিয়া ঋষ্যশৃঙ্গের সহিত সাক্ষাৎলাভের নিমিত্ত যত্ন করিতে লাগিল। সেই সুধীর ঋষ্যশৃঙ্গ পিতৃলালনাদিতে নিত্য সন্তুষ্ট ছিলেন, অতএব তিনি সর্ব্বদা আশ্রমেই থাকিতেন, কখন আশ্রম হইতে দূরে যাইতেন না। সেই তপস্বী ঋষ্যশৃঙ্গ জন্মাবধি একাল-পর্য্যন্ত কখন স্ত্রী, পুরুষ কি নগর বা রাষ্ট্রজাত অন্যান্য কোন বস্তু

অনন্তর ঋষ্যশৃঙ্গ যদৃচ্ছাক্রমে সেই প্রদেশে আগমন করিলেন এবং তথায় সেই সকল বারাঙ্গনাকে দেখিতে পাইলেন। সে সকল শোভনবেশা প্রমদা মধুর স্বরে গান করিতে করিতে ঋষিতনয়ের নিকটে আসিয়া বলিল, আপনি কে, কি কর্ম্ম করিয়া থাকেন এবং কি জন্যই বা এই নির্জ্জন দূর বনে বিচরণ করিতেছেন, ইহা আমরা জানিতে ইচ্ছা করি। আপনি আমাদিগকে তাহা প্রকাশ করিয়া বলুন। ৬—১২। ঋষিবর ঋষ্যশৃঙ্গ ইতঃপূর্ব্বে সেই কাননে কখন তাদৃশ কমনীয়রূপা কামিনীদিগকে অবলোকন করেন নাই, সুতরাং নববস্তু-সন্দর্শন-জন্য প্রীতিবশতঃ স্বীয় পিতার বিষয় তাহাদের নিকট বর্ণন করিতে অভিলাষী হইলেন। তিনি কহিলেন, হে শুভ-দর্শনাগণ! আমার পিতা বিভাণ্ডক, আমি তাঁহার ঔরস পুত্র; আমার নাম ঋষ্যশৃঙ্গ এবং আমার কর্ম্মও পৃথিবীতে বিখ্যাত আছে। এই বনের নিকটে আমাদিগের আশ্রম; চল, সেই স্থানে লইয়া গিয়া আমি তোমাদিগের সকলকে যথা-বিধি পূজা করিব। ঋষিতনয়ের বাক্য শ্রবণ করিয়া তাঁহার আশ্রম-দর্শনার্থ বারাঙ্গনাগণের অভিলাষ জন্মিল। অনন্তর তাহারা সকলেই তাঁহার আশ্রমে গমন করিল। তাহারা আশ্রমে উপস্থিত হইলে ঋষ্যশৃঙ্গ 'এই পাদ্য, এই অর্ঘ্য এবং এই আমাদিগের ভক্ষ্য মূল ও ফল' এইরূপ বর্ণন করত তদ্দ্বারা তাহা-

প্রতিগৃহ্য তু তাং পূজাং সর্ব্বা এব সমুৎসুকাঃ।
ঋষের্ভীতাশ্চ শীঘ্রন্তু গমনায় মতিং দধুঃ ॥ ১৮
অস্মাকমপি মুখ্যানি ফলানীমানি হে দ্বিজ।
গৃহাণ বিপ্র ভদ্রন্তে ভক্ষয়স্ব চ মা চিরম্ ॥ ১৯
ততস্তাস্তং সমালিঙ্গ্য সর্ব্বা হর্ষসমন্বিতাঃ।
মোদকান্ প্রদদুস্তস্মৈ ভক্ষ্যাংশ্চ বিবিধান্ শুভান্ ॥ ২০
তানি চাস্বাদ্য তেজস্বী ফলানীতি স্ম মন্যতে।
অনাস্বাদিতপূর্ব্বাণি বনে নিত্যনিবাসিনাম্ ॥ ২১
আপৃচ্ছ্য চ তদা বিপ্রং ব্রতচর্য্যাং নিবেদ্য চ।
গচ্ছন্তি স্মাপদেশাত্তা·ভীতাস্তস্য পিতুঃ স্ত্রিয়ঃ ॥ ২২
গতাসু তাসু সর্ব্বাসু কাশ্যপস্যাত্মজো দ্বিজঃ।
অস্বস্থহৃদয়শ্চাসীৎ দুঃখাচ্চ পরিবর্ত্ততে ॥ ২৩
ততোঽপরেদ্যুস্তং দেশমাজগাম স বীর্য্যবান্।
বিভাণ্ডকসুতঃ শ্রীমান্ মনসা চিন্তয়ন্মুহুঃ ॥ ২৪
মনোজ্ঞা যত্র তা দৃষ্টা বারমুখ্যাঃ স্বলঙ্কৃতাঃ।
দৃষ্টৈব চ ততো বিপ্রমায়ান্তং হৃষ্টমানসাঃ ॥ ২৫
উপসৃত্য ততঃ সর্ব্বাস্তাস্তমূচুরিদং বচঃ।
এহ্যাশ্রমপদং সৌম্য অস্মাকমিতি চাব্রুবন্ ॥ ২৬

চিত্রাণ্যত্র বহূনি স্যুর্ম্মূলানি চ ফলানি চ।
তত্রাপ্যেষ বিশেষেণ বিধির্হি ভবিতা ধ্রুবম্ ॥ ২৭
শ্রুত্বা তু বচনং তাসাং সর্ব্বাসাং হৃদয়ঙ্গমম্।
গমনায় মতিং চক্রে তঞ্চ নিন্যুস্তথা স্ত্রিয়ঃ ॥ ২৮
তত্র চানীয়মানে তু বিপ্রে তস্মিন্মহাত্মনি।
ববর্ষ সহসা দেবো জগৎ প্রহ্লাদয়ংস্তদা ॥ ২৯
বর্ষেণৈবাগতং বিপ্রং তাপসং স নরাধিপঃ।
প্রত্যুদ্গম্য মুনিং প্রহ্বঃ শিরসা চ মহীং গতঃ ॥ ৩০
অর্ঘ্যঞ্চ প্রদদৌ তস্মৈ ন্যায়তঃ সুসমাহিতঃ।
বব্রে প্রসাদং বিপ্রেন্দ্রাৎ মা বিপ্রং মন্যুরাবিশেৎ ॥ ৩১
অন্তঃপুরং প্রবেশ্যাস্মৈ কন্যাং দত্ত্বা যথাবিধি।
শান্তাং শান্তেন মনসা রাজা হর্ষমবাপ সঃ ॥ ৩২
এবং স ন্যবসত্তত্র সর্ব্বকামৈঃ সুপূজিতঃ।
ঋষ্যশৃঙ্গো মহাতেজাঃ শান্তয়া সহ ভার্য্যয়া ॥ ৩৩

ইতি বালকাণ্ডে দশমঃ সর্গঃ ॥ ১০ ॥

সমুৎসুকা হইয়া, সেই পূজা গ্রহণপূর্ব্বক বিভাণ্ডক ঋষির ভয়ে শীঘ্র গমন করিতে অভিলাষ করিল এবং 'হে বিপ্র! আমাদিগের এই সকল উত্তম উত্তম ফল গ্রহণ করুন এবং ভক্ষণ করুন, বিলম্ব করিবেন না, হে দ্বিজ! আপনার মঙ্গল হউক' ইহা বলিয়া তাঁহাকে আলিঙ্গনপূর্ব্বক হর্ষযুক্ত হইয়া বিবিধ উত্তম উত্তম সুভক্ষ্য মোদক প্রদান করিল। তেজস্বী ঋষ্যশৃঙ্গ তাহা ভক্ষণ করিয়া ফলবিশেষ বিবেচনা করিলেন। যেহেতু নিত্যবনবাসীরা মোদকাদি নগরজাত দ্রব্যের আস্বাদ· অনভিজ্ঞ। অনন্তর সেই রমণীরা বিভাণ্ডক ঋষির ভয়ে বিপ্র ঋষ্যশৃঙ্গকে ব্রতানুষ্ঠানের সময় নিবেদনপূর্ব্বক আমন্ত্রণ করিয়া, সেই ছলে তথা হইতে প্রস্থান করিল। তাহারা প্রস্থান করিলে, কাশ্যপতনয় দ্বিজ ঋষ্যশৃঙ্গ ব্যাকুলচিত্ত হইয়া কষ্টপ্রযুক্ত এক স্থানে থাকিতে অক্ষম হইলেন। ১৮—২৩। অনন্তর তৎপর দিবস সেই শ্রীমান্ বীর্য্যবান্ বিভাণ্ডকপুত্র ঋষ্যশৃঙ্গ বারাঙ্গনাদিগের দর্শনস্পর্শন প্রভৃতি ব্যাপার সমুদয় বারংবার মনে মনে স্মরণ করত, যে স্থানে পূর্ব্ব দিবসে তিনি সেই সকল শোভনালঙ্কারভূষিতা পরম রূপবতী বারাঙ্গনাকে দেখিয়াছিলেন, তথায় উপস্থিত হইলেন। অনন্তর গণিকাগণ ঋষ্যশৃঙ্গকে আসিতে দেখিয়াই পরম পরিতোষ লাভ করিল এবং তাঁহার নিকটে গিয়া সকলেই তাঁহাকে বলিল, 'শুভদর্শন! আপনি আমাদিগের আশ্রমে আগমন করুন; যদিচ এস্থানে বিচিত্র সুখাদ্য অনেক ফল ও মূল আছে, তথাপি তথাকার ভোজনবিধি এস্থান হইতে নিশ্চয়ই উৎকৃষ্টতর হইবে।' তৎপরে ঋষ্যশৃঙ্গ সেই সকল বারাঙ্গনার মনোহর বাক্য শ্রবণ করিয়া তথায় যাইবার নিমিত্ত অভিলাষী হওয়ায় তাহারাও তাঁহাকে লইয়া প্রস্থান করিল। সেই মহাত্মা বিপ্র ঋষ্যশৃঙ্গ অঙ্গদেশে আনীত হইলে, ইন্দ্রদেব সহসা জগৎ প্রসন্ন করত বর্ষণ করিতে লাগিলেন। নরপতি রোমপাদ সুসমাহিত হইয়া স্বীয় রাজ্যে বৃষ্টির সহিত সমাগত বিপ্রতনয় ঋষ্যশৃঙ্গ মুনির নিকটে কৃতাঞ্জলিপুটে গমনপূর্ব্বক তাঁহাকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিয়া যথারীতি অর্ঘ্য প্রদানপূর্ব্বক প্রার্থনা করিলেন যে, আপনি ও আপনার জনক আমার প্রতি প্রসন্ন হউন; যেন আমার প্রতি আপনাদিগের ক্রোধ না হয়। পরে সেই রোমপাদ রাজা তাঁহাকে অন্তঃপুরে লইয়া গিয়া শাস্ত্রোক্ত বিধান অনুসারে শান্তমনে শান্তানাম্নী কন্যাকে দান করিয়া পরম পরিতোষ লাভ করিলেন। সেই মহাতেজস্বী ঋষ্যশৃঙ্গও রোমপাদকর্ত্তৃক সমস্ত কাম্যবস্তু দ্বারা সুপূজিত হইয়া পত্নী শান্তার সহিত অঙ্গদেশে বসবাস করিতে লাগিলেন। ২৪—৩৩।

একাদশঃ সর্গঃ।

ভূয় এবাহ রাজেন্দ্র! শৃণু মে বচনং হিতম্।
যথা স দেবপ্রবরঃ কথয়ামাস বুদ্ধিমান্॥ ১
ইক্ষ্বাকূণাং কুলে জাতো ভবিষ্যতি সুধার্ম্মিকঃ।
নাম্না দশরথো রাজা শ্রীমান্ সত্যপ্রতিশ্রবঃ॥ ২
অঙ্গরাজেন সখ্যঞ্চ তস্য রাজ্ঞো ভবিষ্যতি।
কন্যা চাস্য মহাভাগা শান্তা নাম ভবিষ্যতি॥ ৩
পুত্রস্ত্বঙ্গস্য রাজ্ঞস্তু রোমপাদ ইতি শ্রুতঃ।
তং স রাজা দশরথো গমিষ্যতি মহাযশাঃ॥ ৪
অনপত্যোঽস্মি ধর্ম্মাত্মন্ শান্তাভর্ত্তা মম ক্রতুম্।
আহরেত ত্বয়াজ্ঞপ্তঃ সন্তানার্থং কুলস্য চ॥ ৫
শ্রুত্বা রাজ্ঞোঽথ তদ্বাক্যং মনসা চ বিচিন্ত্য চ।
প্রদাস্যতে পুত্রবন্তং শান্তাভর্ত্তারমাত্মবান্॥ ৬
প্রতিগৃহ্য চ তং বিপ্রং স রাজা বিগতজ্বরঃ।
আহরিষ্যতি তং যজ্ঞং প্রহৃষ্টেনান্তরাত্মনা॥ ৭
তঞ্চ রাজা দশরথো যশস্কামঃ কৃতাঞ্জলিঃ।
ঋষ্যশৃঙ্গং দ্বিজশ্রেষ্ঠং বরয়িষ্যতি ধর্ম্মবিৎ॥ ৮
যজ্ঞার্থং প্রসবার্থঞ্চ স্বর্গার্থঞ্চ নরেশ্বরঃ।
লভতে চ স তং কামং দ্বিজমুখ্যাদ্বিশাম্পতিঃ॥ ৯
পুত্রাশ্চাস্য ভবিষ্যন্তি চত্বারোঽমিতবিক্রমাঃ।
বংশপ্রতিষ্ঠানকরাঃ সর্ব্বভূতেষু বিশ্রুতাঃ॥ ১০
এবং স দেবপ্রবরঃ পূর্ব্বং কথিতবান্ কথাম্।
সনৎকুমারো ভগবান্ পুরা দেবযুগে প্রভুঃ॥ ১১
স ত্বং পুরুষশার্দ্দূল সমানয় সুসৎকৃতম্।
স্বয়মেব মহারাজ গত্বা সবলবাহনঃ॥ ১২
সুমন্ত্রস্য বচঃ শ্রুত্বা হৃষ্টো দশরথোঽভবৎ।
অনুমান্য বসিষ্ঠঞ্চ সূতবাক্যং নিশাম্য চ॥ ১৩
সান্তঃপুরঃ সহামাত্যঃ প্রযযৌ যত্র স দ্বিজঃ।
বনানি সরিতশ্চৈব ব্যতিক্রম্য শনৈঃ শনৈঃ॥ ১৪
অভিচক্রাম তং দেশং যত্র বৈ মুনিপুঙ্গবঃ।
আসাদ্য তং দ্বিজশ্রেষ্ঠং রোমপাদসমীপগম্॥ ১৫
ঋষিপুত্রং দদর্শাথ দীপ্যমানমিবানলম্।
ততো রাজা যথাযোগ্যং পূজাং চক্রে বিশেষতঃ॥ ১৬
সখিত্বাত্তস্য বৈ রাজ্ঞঃ প্রহৃষ্টেনান্তরাত্মনা।
রোমপাদেন চাখ্যাতমৃষিপুত্রায় ধীমতে॥ ১৭
সখ্যং সম্বন্ধকঞ্চৈব তদা তং প্রত্যপূজয়ৎ।
এবং সুসৎকৃতস্তেন সহোষিত্বা নরর্ষভঃ॥ ১৮
সপ্তাষ্টদিবসান্ রাজা রাজানমিদমব্রবীৎ।

একাদশ সর্গ।

সুমন্ত্র কহিলেন, রাজন্! সেই বুদ্ধিমান্ দেববর সনৎকুমার আরও যে আপনার হিত-সাধন কথা বলিয়াছিলেন, তাহা আমি বলিতেছি। ইক্ষ্বাকুবংশে ধার্ম্মিক সত্য-প্রতিজ্ঞ শ্রীমান্ দশরথ নামে রাজা হইবেন; তাঁহার মহাসৌভাগ্যবতী শান্তানাম্নী কন্যা হইবে; তিনি অঙ্গরাজের সহিত সখ্য স্থাপন করিবেন। অঙ্গরাজপুত্র রোমপাদ নামে বিখ্যাত হইবেন। মহাযশস্বী রাজা দশরথ তাঁহার নিকটে গিয়া তাঁহাকে বলিবেন, হে ধর্ম্মাত্মন্! আমি অপত্য-বিহীন; আপনি শান্তা-স্বামী ঋষ্যশৃঙ্গকে আমাদিগের বংশবৃদ্ধির নিমিত্ত যজ্ঞ করিতে নিয়োগ করুন। ১—৫। বিশুদ্ধাত্মা রোমপাদ, রাজা দশরথের বাক্য শ্রবণানন্তর মনে মনে তাহার অবশ্য কর্ত্তব্যতা চিন্তা করিয়া দশরথকে পুত্রবান্ শান্তাপতি ঋষ্যশৃঙ্গকে প্রদান করিবেন। অনন্তর রাজা দশরথ নিশ্চিন্ত হইয়া, সেই বিপ্রকে লইয়া হৃষ্টান্তঃকরণে সেই যজ্ঞ আহরণ করিবেন। যশঃপ্রার্থী ধর্ম্মজ্ঞ রাজা দশরথ দ্বিজ-শ্রেষ্ঠ ঋষ্যশৃঙ্গকে কৃতাঞ্জলিপুটে স্বর্গ ও পুত্রকামনায় যজ্ঞ করিতে বরণ করিবেন। নরপতি দশরথ দ্বিজবর ঋষ্যশৃঙ্গের প্রসাদে অভিলষিত বিষয় লাভ করিবেন—তাঁহার প্রভূতপরাক্রমশালী বংশপ্রতিষ্ঠাতা, সর্ব্ব-লোকবিখ্যাত চারিটী পুত্র জন্মিবেন। সত্যযুগে দেববর ভগবান্ সনৎকুমার এই কথা কহিয়াছিলেন। হে নরশার্দ্দূল মহারাজ! আপনি বল ও বাহনের সহিত স্বয়ংই তথায় গমন করিয়া সৎকারপূর্ব্বক ঋষ্যশৃঙ্গকে আনয়ন করুন। ৬—১২। রাজা দশরথ সুমন্ত্রের বাক্য শ্রবণ করিয়া অতিহৃষ্ট হইলেন এবং মহর্ষি বসিষ্ঠকে তদীয় সুমন্ত্রের কথা বলিয়া অনুমতি গ্রহণপূর্ব্বক অন্তঃপুরবাসিনী রমণীগণ ও সচিবগণ-সমভিব্যাহারে ক্রমে ক্রমে অনেক বন ও নদ-নদী অতিক্রমপূর্ব্বক ঋষ্যশৃঙ্গ মুনি সন্নিধানে উপস্থিত হইলেন এবং রোমপাদের নিকট উপবিষ্ট দ্বিজশ্রেষ্ঠ ঋষ্যশৃঙ্গকে দীপ্যমান অনলের ন্যায় তেজস্বী দেখিলেন। অনন্তর রাজা রোমপাদ সখ্য-তাহেতু হৃষ্টান্তঃকরণে দশরথকে সবিশেষ পূজা করিলেন এবং ধীমান্ ঋষিতনয় ঋষ্যশৃঙ্গের নিকট, রাজা দশরথের সহিত স্বকীয় সখ্যভাব ও সম্বন্ধ নির্দ্দেশ করিলে, ঋষ্যশৃঙ্গও তাঁহাকে পূজা করিলেন। নরশার্দ্দূল রাজা দশরথ এইরূপে সৎকৃত হইয়া, সাত আটদিন তথায় বাস করিয়া রোমপাদ রাজাকে বলিলেন, "রাজন্! আমার

শান্তা তব সুতা রাজন্ সহ ভর্ত্রা বিশাম্পতে ॥ ১৯
মদীয়ং নগরং যাতু কার্য্যং হি মহদুদ্যতম্।
তথেতি রাজা সংশ্রুত্য গমনং তস্য ধীমতঃ ॥ ২০
উবাচ বচনং বিপ্রং গচ্ছ ত্বং সহ ভার্য্যয়া।
ঋষিপুত্রঃ প্রতিশ্রুত্য তথেত্যাহ নৃপং তদা ॥ ২১
স নৃপেণাভ্যনুজ্ঞাতঃ প্রযযৌ সহ ভার্য্যয়া।
তাবন্যোন্যাঞ্জলিং কৃত্বা স্নেহাৎ সংশ্লিষ্য চোরসা ॥ ২২
ননন্দতুর্দশরথো রোমপাদশ্চ বীর্য্যবান্।
ততঃ সুহৃদমাপৃচ্ছ্য প্রস্থিতো রঘুনন্দনঃ ॥ ২৩
পৌরেষু প্রেষয়ামাস দূতান্ বৈ শীঘ্রগামিনঃ।
ক্রিয়তাং নগরং সর্ব্বং ক্ষিপ্রমেব স্বলঙ্কৃতম্ ॥ ২৪
ধূপিতং সিক্তসংমৃষ্টং পতাকাভিরলঙ্কৃতম্।
ততঃ প্রহৃষ্টাঃ পৌরাস্তে শ্রুত্বা রাজানমাগতম্ ॥ ২৫
তথা চক্রুশ্চ তৎ সর্ব্বং রাজ্ঞা যৎ প্রেষিতং তদা।
ততঃ স্বলঙ্কৃতং রাজা নগরং প্রবিবেশ হ ॥ ২৬
শঙ্খদুন্দুভিনির্হ্রাদৈঃ পুরস্কৃত্য দ্বিজর্ষভম্।
ততঃ প্রমুদিতাঃ সর্ব্বে দৃষ্ট্বা বৈ নাগরা দ্বিজম্ ॥ ২৭
প্রবেশ্যমানং সৎকৃত্য নরেন্দ্রেণেন্দ্রকর্ম্মণা।
যথা দিবি সুরেন্দ্রেণ সহস্রাক্ষেণ কাশ্যপম্ ॥ ২৮
অন্তঃপুরং প্রবেশ্যৈনং পূজাং কৃত্বা চ শাস্ত্রতঃ।
কৃতকৃত্যং তদাত্মানং মেনে তস্যোপবাহনাৎ ॥ ২৯
অন্তঃপুরাণি সর্ব্বাণি শান্তাং দৃষ্ট্বা তথাগতাম্।
সহ ভর্ত্রা বিশালাক্ষীং প্রীত্যানন্দমুপাগমৎ ॥ ৩০
পূজ্যমানা তু তাভিঃ সা রাজ্ঞা চৈব বিশেষতঃ।
উবাস তত্র সুখিতা কঞ্চিৎ কালং সহর্ত্বিজা ॥ ৩১

ইতি বালকাণ্ডে একাদশঃ সর্গঃ ॥ ১১ ॥

দ্বাদশঃ সর্গঃ।

ততঃ কালে বহুতিথে কস্মিংশ্চিৎ সুমনোহরে।
বসন্তে সমনুপ্রাপ্তে রাজ্ঞো যষ্টুং মনোঽভবৎ ॥ ১
ততঃ প্রণম্য শিরসা তং বিপ্রং দেববর্ণিনম্।
যজ্ঞায় বরয়ামাস সন্তানার্থং কুলস্য চ ॥ ২
তথেতি চ স রাজানমুবাচ বসুধাধিপম্।
সম্ভারাঃ সম্ভ্রিয়ন্তাং তে তুরগশ্চ বিমুচ্যতাম্ ॥ ৩
সরয্বাশ্চোত্তরে তীরে যজ্ঞভূমির্বিধীয়তাম্।

সুমহৎ কর্ম্ম উপস্থিত, অতএব আপনার দুহিতা শান্তাকে পতির সহিত মদীয় নগরে গমন করিতে হইবে।” রাজা রোমপাদ ধীমান্ রাজা দশরথের বাক্যে অঙ্গীকারপূর্ব্বক ঋষ্যশৃঙ্গকে কহিলেন, আপনি ভার্য্যা-সহ রাজার সহিত গমন করুন এবং ঋষিপুত্র ঋষ্যশৃঙ্গ তদ্বাক্য-শ্রবণে রোমপাদকে কহিলেন, তাহাই করিব। ১৩—২১। অনন্তর ঋষ্যশৃঙ্গ, নরপতি রোমপাদের আজ্ঞানুসারে ভার্য্যার সহিত গমনে উদ্যত হইলেন। বীর্য্যবান্ দশরথ এবং রোমপাদ রাজা স্নেহপূর্ণ-হৃদয়ে পরস্পরকে আলিঙ্গনপূর্ব্বক পরস্পর বদ্ধাঞ্জলি হইয়া, অপার আনন্দ উপভোগ করিতে লাগিলেন। পরে রঘুকুলনন্দন দশরথ, বন্ধু রোমপাদ রাজাকে আমন্ত্রণ করিয়া অযোধ্যাভিমুখে প্রতিগমন করিলেন এবং পৌরগণের নিকটে সমস্ত নগর অতি-শীঘ্র জলসিক্ত, সম্মার্জ্জিত, ধূপগন্ধে সুবাসিত, পতাকা দ্বারা সুশোভিত এবং উত্তমরূপে সুসজ্জিত করিতে বলিয়া শীঘ্রগামী বহুতর দূত প্রেরণ করিলেন। অনন্তর পুরবাসিগণ দূতবাক্য শ্রবণ করিয়া, রাজাকে সমাগত জানিয়া রাজাদেশানুরূপ নগর শোভিত করিল। রাজা দশরথ সমলঙ্কৃত নগরে শঙ্খ ও দুন্দুভি বাজাইয়া দ্বিজশ্রেষ্ঠ ঋষ্যশৃঙ্গকে অগ্রে করিয়া প্রবেশ করিলেন। তখন পৌরগণ স্বর্গে দেবরাজ ইন্দ্রকর্ত্তৃক কাশ্যপ বামন যেরূপ প্রবেশিত হইয়াছিলেন, ইন্দ্র-সাহায্যকারী নরেন্দ্র দশরথকর্ত্তৃক দ্বিজোত্তম ঋষ্যশৃঙ্গকে সেইরূপ সৎকারপূর্ব্বক প্রবেশ্যমান দেখিয়া প্রচুর প্রমোদ লাভ করিল। তদনন্তর রাজা দশরথ ঋষ্য-শৃঙ্গকে অন্তঃপুরে লইয়া গিয়া যথাশাস্ত্র পূজা করিয়া তাঁহার সমাগমে স্বীয় আত্মাকে কৃতার্থ জ্ঞান করিলেন এবং অন্তঃপুরবাসিনী মহিলাগণ আয়তলোচনা শান্তাকে পতির সহিত আগত দেখিয়া অতিশয় আনন্দ অনুভব করিল। শান্তাও পতির সহিত রাজা ও রাজ্ঞীগণ কর্ত্তৃক বিশেষরূপে সমাদৃতা হইয়া, পরম সুখে কিছুকাল সেই স্থানে রহিলেন। ২২—৩১।

দ্বাদশ সর্গ।

অনন্তর বহুদিন গত হইলে, একদা মনোহর বসন্তকালে রাজা দশরথের অশ্বমেধ যজ্ঞ অনুষ্ঠান করিবার অভিলাষ হইল। তিনি দেবতুল্য তেজস্বী সেই দ্বিজোত্তম ঋষ্যশৃঙ্গকে অবনতমস্তকে প্রণাম করিয়া, বংশবৃদ্ধির নিমিত্ত যজ্ঞ করিতে নিয়োগ করিলেন। ঋষ্যশৃঙ্গও দশরথ রাজাকে তথাস্তু বলিয়া যজ্ঞের আয়োজন, অশ্ব-বিমোচন ও সরযূ নদীর উত্তর তীরে যজ্ঞভূমি নির্ম্মাণ করিতে আদেশ করিলেন।

ততোঽব্রবীন্নৃপো বাক্যং ব্রাহ্মণান্ বেদপারগান্॥ ৪
সুমন্ত্রাবাহয় ক্ষিপ্রম্ ঋত্বিজো ব্রহ্মবাদিনঃ।
সুযজ্ঞং বামদেবঞ্চ জাবালিমথ কাশ্যপম্॥ ৫
পুরোহিতং বসিষ্ঠঞ্চ যে চান্যে দ্বিজসত্তমাঃ।
ততঃ সুমন্ত্রস্ত্বরিতং গত্বা ত্বরিতবিক্রমঃ॥ ৬
সমানয়ৎ স তান্ সর্ব্বান্ সমস্তান্ বেদপারগান্।
তান্ পূজয়িত্বা ধর্ম্মাত্মা রাজা দশরথস্তদা॥ ৭
ধর্ম্মার্থসহিতং যুক্তং শ্লক্ষ্ণং বচনমব্রবীৎ।
মম তাতপ্যমানস্য পুত্রার্থং নাস্তি বৈ সুখম্॥ ৮
পুত্রার্থং হয়মেধেন যক্ষ্যামীতি মতির্মম।
তদহং যষ্টুমিচ্ছামি হয়মেধেন কর্ম্মণা॥ ৯
ঋষিপুত্রপ্রভাবেণ কামান্ প্রাপ্স্যামি চাপ্যহম্।
ততঃ সাধ্বিতি তদ্বাক্যং ব্রাহ্মণাঃ প্রত্যপূজয়ন্॥ ১০
বসিষ্ঠপ্রমুখাঃ সর্ব্বে পার্থিবস্য মুখাচ্চ্যুতম্।
ঋষ্যশৃঙ্গপুরোগাশ্চ প্রত্যূচুর্নৃপতিং তদা॥ ১১
সম্ভারাঃ সম্ভ্রিয়ন্তাং তে তুরগশ্চ বিমুচ্যতাম্।
সরয্বাশ্চোত্তরে তীরে যজ্ঞভূমির্বিধীয়তাম্॥ ১২
সর্ব্বথা প্রাপ্স্যসে পুত্রাংশ্চতুরোঽমিতবিক্রমান্।
যস্য তে ধার্ম্মিকী বুদ্ধিরিয়ং পুত্রার্থমাগতা॥ ১৩
ততঃ প্রীতোঽভবদ্রাজা শ্রুত্বা তু দ্বিজভাষিতম্।
অমাত্যানব্রবীদ্রাজা হর্ষেণেদং শুভাক্ষরম্॥ ১৪
গুরূণাং বচনাচ্ছীঘ্রং সম্ভারাঃ সম্ভ্রিয়ন্তু মে।
সমর্থাধিষ্ঠিতশ্চাশ্বঃ সোপাধ্যায়ো বিমুচ্যতাম্॥ ১৫
সরয্বাশ্চোত্তরে তীরে যজ্ঞভূমির্বিধীয়তাম্।
শান্তয়শ্চাভিবর্দ্ধন্তাং যথাকল্পং যথাবিধি॥ ১৬
শক্যঃ কর্ত্তুময়ং যজ্ঞঃ সর্ব্বেণাপি মহীক্ষিতা।
নাপরাধো ভবেৎ কষ্টো যদ্যস্মিন্ ক্রতুসত্তমে॥ ১৭
ছিদ্রং হি মৃগয়ন্ত্যেতে বিদ্বাংসো ব্রহ্মরাক্ষসাঃ।
বিধিহীনস্য যজ্ঞস্য সদ্যঃ কর্ত্তা বিনশ্যতি॥ ১৮
তদ্যথা বিধিপূর্ব্বং মে ক্রতুরেষ সমাপ্যতে।
তথা বিধানং ক্রিয়তাং সমর্থাঃ করণেষ্বিহ॥ ১৯
তথেতি চ ততঃ সর্ব্বে মন্ত্রিণঃ প্রত্যপূজয়ন্।
পার্থিবেন্দ্রস্য তদ্বাক্যং যথাজ্ঞপ্তমকুর্ব্বত॥ ২০
ততো দ্বিজাস্তে ধর্ম্মজ্ঞমস্তুবন্ পার্থিবর্ষভম্।
অনুজ্ঞাতাস্ততঃ সর্ব্বে পুনর্জগ্মুর্যথাগতম্॥ ২১
গতানাং তেষু বিপ্রেষু মন্ত্রিণস্তান্ নরাধিপঃ।
বিসর্জয়িত্বা স্বং বেশ্ম প্রবিবেশ মহামতিঃ॥ ২২

ইতি বালকাণ্ডে দ্বাদশঃ সর্গঃ॥ ১২॥

পরে নরপতি সুমন্ত্রকে বলিলেন, সুমন্ত্র! বেদপারগামী ব্রহ্মবাদী ঋত্বিক্ সুযজ্ঞ, বামদেব, জাবালি, কাশ্যপ এবং পুরোহিত বসিষ্ঠ ও অন্যান্য দ্বিজসত্তম ব্রাহ্মণদিগকে শীঘ্র আনয়ন কর। তদনন্তর দ্রুতগামী সুমন্ত্র ত্বরিতগমনে সেই বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণদিগকে আনয়ন করিলে, ধর্ম্মাত্মা দশরথ রাজা, তাঁহাদিগকে যথাবিধি অর্চনাপূর্ব্বক ধর্ম্মার্থসাধন যুক্তিযুক্ত এই মনোরম বাক্য বলিলেন, "আমি পুত্রাভাব-প্রযুক্ত সন্তপ্ত হইয়া ক্ষণমাত্রও সুখ লাভ করিতেছি না। অতএব স্থির করিয়াছি, পুত্র-প্রাপ্তির নিমিত্ত অশ্বমেধযজ্ঞের অনুষ্ঠান করিব। ১—৯। আমার সমস্ত কামনাই ঋষিতনয়ের তেজঃপ্রভাবে সু-সিদ্ধ হইবে, সংশয় নাই।" অনন্তর বসিষ্ঠ ও ঋষ্যশৃঙ্গ প্রভৃতি ব্রাহ্মণগণ, নরপতি দশরথের মুখনির্গত সেই বাক্য "সাধু সাধু" বলিয়া অভিনন্দনপূর্ব্বক তাঁহাকে কহিলেন, "আপনি যজ্ঞের আয়োজন, অশ্ববিমোচন এবং সরযূনদীর উত্তর তীরে যজ্ঞভূমি নির্ম্মাণ করুন; আপনি অবশ্যই অতিবিক্রমশালী চারিটী পুত্র প্রাপ্ত হইবেন; যেহেতু পুত্রপ্রাপ্তির নিমিত্ত আপনার ঈদৃশ সাধু সঙ্কল্প হইয়াছে।" তৎপরে রাজা দশরথ ব্রাহ্মণদিগের সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া পরম প্রীত হইলেন এবং হৃষ্টান্তঃকরণে আমাত্যদিগকে কহিলেন, "তোমরা গুরুদিগের বাক্যানুসারে শীঘ্র আমার যজ্ঞের আয়োজন, অশ্বরক্ষণ-সমর্থ যোধগণ ও উপাধ্যায়ের সহিত অশ্ব-বিমোচন এবং সরযূ নদীর উত্তর তীরে যজ্ঞভূমি নির্ম্মাণ কর; আর যজ্ঞ-বিঘ্ননিবারক কর্ম্ম সকলের বিধি ও ক্রমানুসারে অনুষ্ঠান আরম্ভ কর। যজ্ঞচ্ছিদ্রানুসন্ধান-পটু ব্রহ্মরাক্ষসেরা যজ্ঞের ছিদ্র অনুসন্ধান করে, সুতরাং সচরাচর যজ্ঞের বিঘ্ন ঘটিয়া থাকে। যদি এই শ্রেষ্ঠ যজ্ঞে কষ্টদায়ক বিঘ্ন না ঘটিত, তবে সমস্ত মহীপালই এই যজ্ঞ করিতে পারিতেন। যাঁহার যজ্ঞে বিঘ্ন ঘটে, তিনি সদ্যই বিনষ্ট হন। অতএব যেরূপ আমার এই যজ্ঞ যথাবিধি পরিসমাপ্ত হয়, তোমরা এরূপ বিধানের অনুষ্ঠান কর; তোমরা তাদৃশ কার্য্যে সক্ষম। অনন্তর আমাত্যেরা নরেন্দ্র দশরথের বাক্য 'তাহাই বটে' বলিয়া অভিনন্দনপূর্ব্বক আজ্ঞানুরূপ কার্য্য করিলেন। পরে সেই সকল ব্রাহ্মণ ধর্ম্মজ্ঞ ভূপতি দশরথকে প্রশংসা করিয়া তাঁহার অনুমতি-ক্রমে স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করিলেন। সেই সকল ব্রাহ্মণ গমন করিলে, মহামতি নরপতি দশরথ, সেই অমাত্যদিগকে বিদায় দিয়া স্বগৃহে প্রবেশ করিলেন। ১০—২২।

ত্রয়োদশঃ সর্গঃ।

পুনঃ প্রাপ্তে বসন্তে তু পূর্ণঃ সংবৎসরোঽভবৎ।
প্রসবার্থং গতো যষ্টুং হয়মেধেন বীর্য্যবান্॥ ১
অভিবাদ্য বসিষ্ঠঞ্চ ন্যায়তঃ প্রতিপূজ্য চ।
অব্রবীৎ প্রশ্রিতং বাক্যং প্রসবার্থং দ্বিজোত্তমম্॥ ২
যজ্ঞো মে ক্রিয়তাং ব্রহ্মন্ যথোক্তং মুনিপুঙ্গব।
যথা ন বিঘ্নাঃ ক্রিয়ন্তে যজ্ঞাঙ্গেষু বিধীয়তাম্॥ ৩
ভবান্ স্নিগ্ধঃ সুহৃন্মহ্যং গুরুশ্চ পরমো মহান্।
বোঢ়ব্যো ভবতা চৈব ভারো যজ্ঞস্য চোদ্যতঃ॥ ৪
তথেতি চ স রাজানমব্রবীদ্ দ্বিজসত্তমঃ।
করিষ্যে সর্ব্বমেবৈতদ্ ভবতা যৎ সমর্থিতম্॥ ৫
ততোঽব্রবীদ্দ্বিজান্ বৃদ্ধান্ যজ্ঞকর্ম্মসু নিষ্ঠিতান্।
স্থাপত্যে নিষ্ঠিতাংশ্চৈব বৃদ্ধান্ পরমধার্ম্মিকান্॥ ৬
কর্ম্মান্তিকান্ শিল্পকরান্ বর্দ্ধকীন্ খনকানপি।
গণকান্ শিল্পিনশ্চৈব তথৈব নটনর্ত্তকান্॥ ৭
তথা শুচীন্ শাস্ত্রবিদঃ পুরুষান্ সুবহুশ্রুতান্।
যজ্ঞকর্ম্ম সমীহন্তাং ভবন্তো রাজশাসনাৎ॥ ৮
ইষ্টকা বহুসাহস্রী শীঘ্রমানীয়তামিতি।
ঔপকার্য্যাঃ ক্রিয়ন্তাং চ রাজ্ঞাং বহুগুণান্বিতাঃ॥ ৯
ব্রাহ্মণাবসথাশ্চৈব কর্ত্তব্যাঃ শতশঃ শুভাঃ।
ভক্ষ্যান্নপানৈর্ব্বহুভিঃ সমুপেতাঃ সুনিষ্ঠিতাঃ॥ ১০
পৌরজানপদস্যাপি কর্ত্তব্যাশ্চ সুবিস্তরাঃ।
আগতানাং সুদূরাচ্চ পার্থিবানাং পৃথক্ পৃথক্॥ ১১
বাজিবারণশালাশ্চ তথা শয্যাগৃহাণি চ।
ভটানাং মহদাবাসা বৈদেশিকনিবাসিনাম্॥ ১২
আবাসা বহুভক্ষ্যা বৈ সর্ব্বকামৈরুপস্থিতাঃ।
তথা পৌরজনস্যাপি জনস্য বহুশোভনম্॥ ১৩
দাতব্যমন্নং বিধিবৎ সৎকৃত্য ন তু লীলয়া।
সর্ব্বে বর্ণা যথা পূজাং প্রাপ্নুবন্তি সুসংকৃতাঃ॥ ১৪
ন চাবজ্ঞা প্রয়োক্তব্যা কামক্রোধবশাদপি।
যজ্ঞকর্ম্মসু যে ব্যগ্রাঃ পুরুষাঃ শিল্পিনস্তথা॥ ১৫
তেষামপি বিশেষেণ পূজা কার্য্যা যথাক্রমম্।
যে স্যুঃ সম্পূজিতাঃ সর্ব্বে বসুভির্ভোজনেন চ॥ ১৬
যথা সর্ব্বং সুবিহিতং ন কিঞ্চিৎ পরিহীয়তে।
তথা ভবন্তঃ কুর্ব্বন্তু প্রীতিস্নিগ্ধেন চেতসা॥ ১৭
(তে চ স্যুঃ সুহৃদঃ সর্ব্বে বসুভির্ভোজনেন চ।)
ততঃ সর্ব্বে সমাগম্য বসিষ্ঠমিদমব্রুবন্।

ত্রয়োদশ সর্গ।

পুনরায় বসন্তকালের আগমনে সংবৎসর পূর্ণ হইল। তখন বীর্যবান্ রাজা দশরথ পুত্রলাভের নিমিত্ত অশ্বমেধ যজ্ঞার্থ বসিষ্ঠ ঋষির নিকটে গমন করিলেন। পরে তিনি দ্বিজোত্তম বসিষ্ঠকে যথাবিধি পূজা করিয়া সবিনয়ে এই কথা বলিলেন, হে মুনিপুঙ্গব! আপনি যথাশাস্ত্র আমার যজ্ঞ অনুষ্ঠান করত এরূপ বিধান করুন, যাহাতে ব্রহ্মরাক্ষস প্রভৃতি যজ্ঞবিঘ্নকারীরা যজ্ঞের কোন অঙ্গে কোন বিঘ্ন করিতে না পারে। হে ব্রহ্মন্! আপনি আমার পরম গুরু ও একান্ত সুহৃৎ এবং আমার প্রতি আপনি স্নেহও করিয়া থাকেন, অতএব আপনাকে এই যজ্ঞের ভার অবশ্যই বহন করিতে হইবে। অনন্তর সেই দ্বিজসত্তম বসিষ্ঠ, রাজার বাক্যে সম্মত হইয়া তাঁহাকে কহিলেন, আমি আপনার প্রার্থনানুরূপ সমস্ত কার্য্যই সম্পন্ন করিব। ১—৫। তৎপরে, বসিষ্ঠ ঋষি, যজ্ঞকর্ম্মকুশল বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ, পরমধার্ম্মিক বৃদ্ধ রথকার-কর্ম্ম-কুশল ব্যক্তি, কর্ম্মকারক ভৃত্য, চর্ম্মকার প্রভৃতি শিল্পী, চিত্রাদি শিল্পকারক, সূত্রধর, কূপাদি খনক, গণক, নট, নর্ত্তক এবং বহুশ্রুত শুচি শাস্ত্রজ্ঞ ব্যক্তিদিগকে কহিলেন, তোমরা রাজাজ্ঞায় যজ্ঞোপযোগী সমুদায় কার্য্য নির্ব্বাহ কর,—তোমরা বহুসংখ্যক ইষ্টক আনয়ন করিয়া, নানাগুণ-সমন্বিত রাজযোগ্য বহুল গৃহ ব্রাহ্মণদিগের বাসযোগ্য বহুবিধ ভক্ষ্য এবং অন্ন ও পানযুক্ত শত শত সুদৃঢ় উত্তম গেহ, পৌরগণের বাসযোগ্য অনেক আবাস, বহুদূরস্থ প্রদেশ হইতে সমাগত নরপতিগণের পৃথক্ পৃথক্ শয্যাগৃহ এবং অশ্ব ও হস্তিশালা, স্বদেশী ও বিদেশী ভটদিগের বৃহৎ বৃহৎ বহু আবাসগৃহ এবং ইতর পৌর ব্যক্তিদিগের বাসনিমিত্ত সমস্ত কাম্যবস্তুসমন্বিত বিবিধভক্ষ্যশালী সুশোভন অনেক গৃহ নির্ম্মাণ কর। তোমরা সকলেই যথাবিধি সংকারপূর্ব্বক অন্ন প্রদান করিও; যেন চাতুর্বর্ণের ব্যক্তিরা সংকৃত হইয়া পূজা প্রাপ্ত হয়; কোনমতে অশ্রদ্ধা প্রকাশ করিও না; যেহেতু কাম কি ক্রোধ-বশতঃ কাহারও প্রতি অবজ্ঞা প্রকাশ করা উচিত নহে। যে সকল শিল্পী ও অন্যান্য ব্যক্তি যজ্ঞকর্ম্মে ব্যগ্র থাকিবে, তাহাদিগকে যথাক্রমে সবিশেষ পূজা করিবে। কারণ, যে সকল ভৃত্য ধন ও ভোজ্যাদি দ্বারা বিশেষ সমাদৃত হয়, তাহাদিগের সমুদয় কার্য্যই সুবিহিত হইয়া থাকে; কিছুমাত্র ত্রুটি হয় না। তোমরা প্রীত মনে, যাহাতে সমস্ত কার্য্যই উত্তমরূপে নির্ব্বাহিত হয়, সেইরূপ বিধান করিও। যেন কোন একটী কার্য্যও অঙ্গহীন না হয়। ৬—১৭। তৎপরে তাহারা সকলে মিলিত হইয়া

যথেষ্টং তৎ সুবিহিতং ন কিঞ্চিৎ পরিহীয়তে। ১৮
যথোক্তং তৎ করিষ্যামো ন কিঞ্চিৎ পরিহাস্যতে।
ততঃ সুমন্ত্রমাহুয় বসিষ্ঠো বাক্যমব্রবীৎ। ১৯
নিমন্ত্রয়স্ব নৃপতীন্ পৃথিব্যাং যে চ ধার্ম্মিকাঃ।
ব্রাহ্মণান্ ক্ষত্রিয়ান্ বৈশ্যান্ শূদ্রাংশ্চৈব সহস্রশঃ। ২০
সমানয়স্ব সৎকৃত্য সর্ব্বদেশেষু মানবান্।
মিথিলাধিপতিং শূরং জনকং সত্যবাদিনম্। ২১
তমানয় মহাভাগং স্বয়মেব সুসৎকৃতম্।
পূর্ব্বসম্বন্ধিনং জ্ঞাত্বা ততঃ পূর্ব্বং ব্রবীমি তে। ২২
তথা কাশিপতিং স্নিগ্ধং সততং প্রিয়বাদিনম্।
সদ্বৃত্তং দেবসঙ্কাশং স্বয়মেবানয়স্ব হ। ২৩
তথা কেকয়রাজানং বৃদ্ধং পরমধার্ম্মিকম্।
শ্বশুরং রাজসিংহস্য সপুত্রং তমিহানয়। ২৪
তথা কোশলরাজানং ভানুমন্তং সুসৎকৃতম্।
অঙ্গেশ্বরং মহেষ্বাসং রোমপাদং সুসৎকৃতম্। ২৫
বয়স্যং রাজসিংহস্য সমানয় যশস্বিনম্।
মগধাধিপতিং শূরং সর্ব্বশাস্ত্রবিশারদম্। ২৬
প্রাপ্তিজ্ঞং পরমোদারং সৎকৃতং পুরুষর্ষভম্।
রাজ্ঞঃ শাসনমাদায় চোদয়স্ব নৃপর্ষভান্। ২৭
প্রাচীনান্ সিন্ধুসৌবীরান্ সৌরাষ্ট্রেয়াংশ্চ পার্থিবান্।
দাক্ষিণাত্যান্ নরেন্দ্রাংশ্চ সমস্তানানয়স্ব হ। ২৮
সন্তি স্নিগ্ধাশ্চ যে চান্যে রাজানঃ পৃথিবীতলে। ২৯
তানানয় যথা ক্ষিপ্রং সানুগান্ সহবান্ধবান্।
এতান্ দূতৈর্মহাভাগৈরানয়স্ব নৃপাজ্ঞয়া। ৩০
বসিষ্ঠবাক্যং তৎ শ্রুত্বা সুমন্ত্রস্ত্বরিতং তদা।
ব্যাদিশৎ পুরুষাংস্তত্র রাজ্ঞামানয়নে শুভান্। ৩১
স্বয়মেব হি ধর্ম্মাত্মা প্রযযৌ মুনিশাসনাৎ।
সুমন্ত্রস্ত্বরিতো ভূত্বা সমানেতুং মহীক্ষিতঃ। ৩২
তে চ কর্ম্মান্তিকাঃ সর্ব্বে বসিষ্ঠায় চ ধীমতে।
সর্ব্বং নিবেদয়ন্তি স্ম যজ্ঞে যদুপকল্পিতম্। ৩৩
ততঃ প্রীতো দ্বিজশ্রেষ্ঠস্তান্ সর্ব্বান্ মুনিরব্রবীৎ।
অবজ্ঞয়া ন দাতব্যং কস্যচিৎ লীলয়াপি বা। ৩৪
অবজ্ঞয়া কৃতং হন্যাৎ দাতারং নাত্র সংশয়ঃ।
ততঃ কৈশ্চিদহোরাত্রৈরুপযাতা মহীক্ষিতঃ। ৩৫
বহূনি রত্নান্যাদায় রাজ্ঞো দশরথস্য হ।
ততো বসিষ্ঠঃ সুপ্রীতো রাজানমিদমব্রবীৎ। ৩৬
উপযাতা নরব্যাঘ্র রাজানস্তব শাসনাৎ।
ময়াপি সৎকৃতাঃ সর্ব্বে যথার্হং রাজসত্তমাঃ। ৩৭

বসিষ্ঠকে কহিল, "আপনার অভিপ্রায়ানুরূপ সকল কার্য্যই সুবিহিত হইবে; কোন কার্য্যই অঙ্গহীন হইবে না; আপনি যেরূপ বলিলেন, আমরা সেইরূপই করিব, কোন বিষয়ে অন্যথা হইবে না। অনন্তর বসিষ্ঠ ঋষি, সুমন্ত্রকে আহ্বানপূর্ব্বক বলিলেন, "পৃথিবীমধ্যে যে সকল ধার্ম্মিক ভূপতি আছেন, তুমি তাঁহাদিগকে এবং সমস্তদেশীয় সহস্র সহস্র ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রদিগকে সংকার-পূর্ব্বক আনয়ন কর। তুমি মিথিলাধিপতি সত্যনিষ্ঠ মহাভাগ বীর্য্যসম্পন্ন জনক রাজাকে স্বয়ং আনয়ন কর। যোগবলে আমি জানিলাম যে, তিনি রাজা দশরথের বৈবাহিক হইবেন; সুতরাং তাঁহাকেই প্রথমে আনয়ন করিতে বলিতেছি। তুমি সতত প্রিয়বাদী স্নিগ্ধ-স্বভাব দেবতুল্য সাধু-চরিত্র কাশীরাজ, রাজসিংহ দশরথের-শ্বশুর সেই পরম-ধার্ম্মিক বৃদ্ধ সপুত্র কেকয়-রাজ, রাজেন্দ্র দশরথের প্রিয়বয়স্য অঙ্গাধিপতি মহে-ষ্বাস সপুত্র রোমপাদ, কোশলরাজ ভানুমান্ এবং সর্ব্বশাস্ত্রবিৎ পরমোদারচরিত শৌর্য্যসম্পন্ন প্রাপ্তিবিষয়াভিজ্ঞ নরশ্রেষ্ঠ মগধেশ্বরকে সংকারপূর্ব্বক স্বয়ং এখানে আনয়ন কর; আর তুমি রাজাজ্ঞানুসারে মহাভাগ কার্য্যদক্ষ দূত দ্বারা রাজশাসন জ্ঞাপন করিয়া, প্রাচ্য দাক্ষিণাত্য এবং সিন্ধু সৌবীর ও সুরাষ্ট্রদেশীয় প্রধান প্রধান নরপতিদিগকে, এতদ্ভিন্ন পৃথিবী-মধ্যে অন্যান্য যে সমস্ত স্নিগ্ধস্বভাব রাজা আছেন, তাঁহা-দিগকে অনুচর ও বান্ধব-বর্গের সহিত আনয়ন কর।" ১৮—৩০। তখন সুমন্ত্র বসিষ্ঠের বাক্য শ্রবণ করিয়া রাজাদিগকে আনয়নার্থ অনতিবিলম্বে কার্য্যদক্ষ পুরুষ-দিগকে আদেশ করিলেন। পরে ধর্ম্মাত্মা সুমন্ত্রও বসিষ্ঠের আদেশানুসারে সত্বর হইয়া, সেই সকল রাজাকে আনয়নার্থ নিজেই গমন করিলেন। অনন্তর সেই সকল কার্য্যকারক যজ্ঞ-নিমিত্ত যাহা যাহা আয়ো-জন করিয়াছিল, মহর্ষি বসিষ্ঠকে তৎসমুদয় নিবেদন করিলেন। পরে দ্বিজশ্রেষ্ঠ ঋষি তাহাদিগকে কহিলেন, তোমরা কাহাকেও অনাদর বা অশ্রদ্ধাপূর্ব্বক কিছু প্রদান করিও না; কারণ অবজ্ঞাপূর্ব্বক দান করিলে দাতা ব্যক্তি বিনষ্ট হন, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। তৎপরে কতিপয় দিবসের মধ্যে সেই নিমন্ত্রিত ভূপালগণ দশরথের জন্য উত্তমোত্তম বস্তু সকল লইয়া অযোধ্যায় উপস্থিত হইলে, ঋষিবর বসিষ্ঠ প্রীতিপ্রফুল্ল হৃদয়ে দশরথকে বলিলেন, হে নরশার্দ্দূল! আপনার শাসনানু-সারে নিমন্ত্রিত নৃপতিগণ সমাগত হইয়াছেন; আমিও সেই নরপতিদিগকে যথাযোগ্য সংকার করিয়াছি এবং

যজ্ঞীয়ঞ্চ কৃতং সর্ব্বং পুরুষৈঃ সুসমাহিতৈঃ।
নির্যাতু চ ভবান্ যষ্টুং যজ্ঞায়তনমন্তিকাৎ ॥ ৩৮
সর্ব্বকামৈরুপহৃতৈরুপেতং বৈ সমন্ততঃ।
দ্রষ্টুমর্হসি রাজেন্দ্র মনসেব বিনির্ম্মিতম্ ॥ ৩৯
তথা বসিষ্ঠবচনাদৃষ্যশৃঙ্গস্য চোভয়োঃ।
দিবসে শুভনক্ষত্রে নির্যাতো জগতীপতিঃ ॥ ৪০
ততো বসিষ্ঠপ্রমুখাঃ সর্ব্ব এব দ্বিজোত্তমাঃ।
ঋষ্যশৃঙ্গং পুরস্কৃত্য যজ্ঞকর্ম্মারভংস্তদা ॥ ৪১
যজ্ঞবাটং গতাঃ সর্ব্বে যথাশাস্ত্রং যথাবিধি।
শ্রীমাংশ্চ সহ পত্নীভী রাজা দীক্ষামুপাবিশৎ ॥ ৪২

ইতি বালকাণ্ডে ত্রয়োদশঃ সর্গঃ ॥ ১৩ ॥

চতুর্দ্দশঃ সর্গঃ।

অথ সংবৎসরে পূর্ণে তস্মিন্ প্রাপ্তে তুরঙ্গমে।
সরয্বাশ্চোত্তরে তীরে রাজ্ঞো যজ্ঞোঽভ্যবর্ত্তত ॥ ১
ঋষ্যশৃঙ্গং পুরস্কৃত্য কর্ম্ম চক্রুর্দ্বিজর্ষভাঃ।
অশ্বমেধে মহাযজ্ঞে রাজ্ঞোঽস্য সুমহাত্মনঃ ॥ ২
কর্ম্ম কুর্ব্বন্তি বিধিবদ্-যাজকা বেদপারগাঃ।
যথাবিধি যথান্যায়ং পরিক্রামন্তি শাস্ত্রতঃ ॥ ৩ ॥
প্রবর্গ্যং শাস্ত্রতঃ কৃত্বা তথৈবোপসদং দ্বিজাঃ।
চক্রুশ্চ বিধিবৎ সর্ব্বমধিকং কর্ম্ম শাস্ত্রতঃ ॥ ৪
অভিপূজ্য তদা হৃষ্টাঃ সর্ব্বে চক্রুর্যথাবিধি।
প্রাতঃসবনপূর্ব্বাণি কর্ম্মাণি মুনিপুঙ্গবাঃ ॥ ৫
ঐন্দ্রশ্চ বিধিবদ্দত্তো রাজা চাভিষুতোঽনঘঃ।
মধ্যন্দিনং চ সবনং প্রাবর্ত্তত যথাক্রমম্ ॥ ৬
তৃতীয়সবনঞ্চৈব রাজ্ঞোঽস্য সুমহাত্মনঃ।
চক্রুস্তে শাস্ত্রতো দৃষ্ট্বা যথা ব্রাহ্মণপুঙ্গবাঃ ॥ ৭
আহ্বয়াঞ্চক্রিরে তত্র শক্রাদীন্ বিবুধোত্তমান্।
ঋষ্যশৃঙ্গাদয়ো মন্ত্রৈঃ শিক্ষাক্ষরসমন্বিতৈঃ ॥ ৮
গীতিভির্মধুরৈঃ স্নিগ্ধৈর্মন্ত্রাহ্বানৈর্যথার্হতঃ।
হোতারো দদুরাবাহ্য হবির্ভাগান্ দিবৌকসাম্ ॥ ৯
ন চাহুতমভূত্তত্র স্খলিতং বা ন কিঞ্চন।
দৃশ্যতে ব্রহ্মবৎ সর্ব্বং ক্ষেমযুক্তং হি চক্রিরে ॥ ১০
ন তেষ্বহঃসু শ্রান্তো বা ক্ষুধিতো বা ন দৃশ্যতে।
নাবিদ্বান্ ব্রাহ্মণঃ কশ্চিন্নাশতানুচরস্তথা ॥ ১১
ব্রাহ্মণা ভুঞ্জতে নিত্যং নাথবন্তশ্চ ভুঞ্জতে।
তাপসা ভুঞ্জতে চাপি শ্রমণাশ্চৈব ভুঞ্জতে ॥ ১২
বৃদ্ধাশ্চ ব্যাধিতাশ্চৈব স্ত্রীবালাশ্চ তথৈব চ।

কর্ম্মকারক ব্যক্তিরাও যজ্ঞের আবশ্যকীয় সমস্ত দ্রব্য আহরণ করিয়াছে; আপনিও যজ্ঞ করিবার নিমিত্ত যজ্ঞভূমিতে গমন করুন। হে রাজেন্দ্র! যজ্ঞভূমির সকল স্থানেই কাম্য বস্তু সকল এরূপ ভাবে বিন্যস্ত হইয়াছে যে, দেখিলেই বোধ হয়, যেন উহা মনঃকল্পিত; এক্ষণে আপনি দর্শনার্থ চলুন। দশরথ বশিষ্ঠের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া ঋষ্যশৃঙ্গের সম্মতিতে শুভনক্ষত্রযুক্ত দিবসে নির্গত হইলেন। পরে বসিষ্ঠ প্রভৃতি দ্বিজোত্তমেরা ঋষ্যশৃঙ্গকে অগ্রে করিয়া যজ্ঞভূমিতে গিয়া, যথাশাস্ত্র যজ্ঞারম্ভের উদ্যোগ করিলেন। শ্রীমান্ রাজা দশরথও পত্নীগণের সহিত যজ্ঞে দীক্ষিত হইলেন। ৩৮—৪২।

চতুর্দ্দশ সর্গ।

অনন্তর সংবৎসর পূর্ণ ও সেই অশ্ব প্রত্যাগত হইলে, সরযূ নদীর উত্তর তীরে রাজা দশরথের যজ্ঞ আরম্ভ হইল। মহাত্মা রাজা দশরথের অশ্বমেধ-নামক মহাযজ্ঞে দ্বিজোত্তমগণ ঋষ্যশৃঙ্গকে অগ্রে করিয়া যজ্ঞ কার্য্য আরম্ভ করিলেন। বেদজ্ঞ যাজকেরা শাস্ত্রানুসারে [illegible], যথাকাল ও যথাসময়ে যজ্ঞীয় কর্ম্ম অনুষ্ঠান করিতে লাগিলেন। সেই ব্রাহ্মণেরা প্রবর্গ্য ও উপসদ-নামক দুইটী কর্ম্ম যথাবিধি সমাধা করিয়া, শাস্ত্রানুসারে অন্যান্য কর্ম্মসকল নির্ব্বাহ করিলেন। পরে সেই মুনিগণ পূর্ব্বোক্ত কর্ম্ম সকলের অধিষ্ঠাতা দেবতাদিগকে পূজা করিয়া, সন্তুষ্টচিত্তে যথাবিধি প্রাতঃসবন প্রভৃতি কর্ম্ম সম্পন্ন করিলেন। ১—৫। তাঁহারা যথাবিধি ইন্দ্রকে যজ্ঞীয় হবিঃ প্রদান করিয়া প্রস্তর দ্বারা সোমলতা পেষিত করিয়া তাহার রস বাহির করিলেন। অনন্তর মহাত্মা দ্বিজগণ মধ্যদিবসের যাগ যথাক্রমে সম্পাদন-পূর্ব্বক তৃতীয় সবনও শাস্ত্রানুসারে নির্ব্বাহ করিলেন। ঋষ্যশৃঙ্গ প্রভৃতি সেই ব্রাহ্মণেরা ইন্দ্রাদি দেবতাদিগকে যথাক্রমে সামবেদোক্ত সুমধুর বিহিতস্বরবর্ণ-সমন্বিত-সুস্নিগ্ধ আহ্বানমন্ত্র দ্বারা আহ্বান করিলেন। তখন যজ্ঞা-হুতিদাতাগণ সেই দেবগণকে আহ্বানপূর্ব্বক যথাবিধি আহুতি প্রদান করিলেন। সেই যজ্ঞে তাঁহারা যথাবিধি আহুতি প্রদান করায়, কোন বিষয়ই অযথা আহুতি-দান বা স্খলন লক্ষিত হয় নাই বলিয়া সমস্ত কার্য্যই উপযুক্ত মন্ত্রদ্বারা সংস্কৃত ও বিঘ্নবিহীন হইতে লাগিল। সেই ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে কেহই অবিদ্বান্ বা শতসেবক-রহিত ছিলেন না এবং সেই সকল দিবসে তাঁহাদিগের মধ্যে কোন একটী ব্রাহ্মণও পরিশ্রান্ত বা ক্ষুধিত অনু-ভূত হন নাই। ৬—১১। সেই যজ্ঞোপলক্ষে ব্রাহ্

অনিশং ভুজ্যমানানাং ন তৃপ্তিরুপলভ্যতে ॥ ১৩
দীয়তাং দীয়তামন্নং বাসাংসি বিবিধানি চ।
ইতি সঞ্চোদিতাস্তত্র তথা চক্রুরনেকশঃ ॥ ১৪
অন্নকূটাশ্চ দৃশ্যন্তে বহবঃ পর্ব্বতোপমাঃ।
দিবসে দিবসে তত্র সিদ্ধস্য বিধিবত্তদা ॥ ১৫
নানাদেশাদনুপ্রাপ্তাঃ পুরুষাঃ স্ত্রীগণাস্তথা।
অন্নপানৈঃ সুবিহিতাস্তস্মিন্ যজ্ঞে মহাত্মনঃ ॥ ১৬
অন্নং হি বিধিবৎ স্বাদু প্রশংসন্তি দ্বিজর্ষভাঃ।
অহো তৃপ্তাঃ স্ম ভদ্রন্তে ইতি শুশ্রাব রাঘবঃ ॥ ১৭
অলঙ্কৃতাশ্চ পুরুষা ব্রাহ্মণান্ পর্য্যবেশয়ন্।
উপাসন্তে চ তানন্যে সুমৃষ্টমণিকুণ্ডলাঃ ॥ ১৮
কর্ম্মান্তরে তদা বিপ্রা হেতুবাদান্ বহূনপি।
প্রাহুঃ সুবাগ্মিনো ধীরাঃ পরস্পরজিগীষয়া ॥ ১৯
দিবসে দিবসে তত্র সংস্তরে কুশলা দ্বিজাঃ।
সর্ব্বকর্ম্মাণি চক্রুস্তে যথাশাস্ত্রং প্রচোদিতাঃ ॥ ২০
নাষড়ঙ্গবিদত্রাসীন্নাব্রতী নাবহুশ্রুতঃ।
সদস্যাস্তস্য বৈ রাজ্ঞো নাবাদকুশলা দ্বিজাঃ ॥ ২১

প্রাপ্তে যূপোচ্ছ্রয়ে তস্মিন্ ষড় বৈল্বাঃ খাদিরাস্তথা।
তাবন্তো বিল্বসহিতাঃ পর্ণিনশ্চ তথাপরে ॥ ২২
শ্লেষ্মাতকময়ো দিষ্টো দেবদারুময়স্তথা।
দ্বাবেব তত্র বিহিতৌ বাহুব্যস্তপরিগ্রহৌ ॥ ২৩
কারিতাঃ সর্ব্ব এবৈতে শাস্ত্রজ্ঞৈর্যজ্ঞকোবিদৈঃ।
শোভার্থং তস্য যজ্ঞস্য কাঞ্চনালঙ্কৃতা ভবন্ ॥ ২৪
একবিংশতিযূপাস্তে একবিংশত্যরত্নয়ঃ।
বাসোভিরেকবিংশদ্ভিরেকৈকং সমলঙ্কৃতাঃ ॥ ২৫
বিন্যস্তা বিধিবৎ সর্ব্বে শিল্পিভিঃ সুদৃঢ়াঃ কৃতাঃ।
অষ্টাশ্রয়ঃ সর্ব্ব এব শ্লক্ষ্ণরূপসমন্বিতাঃ ॥ ২৬
আচ্ছাদিতাস্তে বাসোভিঃ পুষ্পৈর্গন্ধৈশ্চ পূজিতাঃ।
সপ্তর্ষয়ো দীপ্তিমন্তো বিরাজন্তে যথা দিবি ॥ ২৭
ইষ্টকাশ্চ যথান্যায়ং কারিতাশ্চ প্রমাণতঃ।
চিতোঽগ্নির্ব্রাহ্মণৈস্তত্র কুশলৈঃ শিল্পকর্ম্মণি ॥ ২৮
স চিত্যো রাজসিংহস্য সঞ্চিতঃ কুশলৈর্দ্বিজৈঃ।
গরুড়ো রুক্মপক্ষো বৈ ত্রিগুণোঽষ্টাদশাত্মকঃ ॥ ২৯
নিযুক্তাস্তত্র পশবস্তত্তদুদ্দিশ্য দৈবতম্।
উরগাঃ পক্ষিণশ্চৈব যথাশাস্ত্রং প্রচোদিতাঃ ॥ ৩০

ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র, তাপস, সন্ন্যাসী, বৃদ্ধ বালক, রমণী এবং রুগ্ন ব্যক্তিগণ নিয়ত ভোজন করিত, এরূপ সুস্বাদ অন্নব্যঞ্জনাদি প্রস্তুত হইত যে, দিবারাত্রি ভোজন করিয়াও কেহ আহারে অনিচ্ছা বা অরুচি বোধ করিত না। ভৃত্যবর্গ অধ্যক্ষগণ কর্ত্তৃক পুনঃপুনঃ "অন্ন ও বিবিধ বস্ত্র প্রদান কর," এইরূপ নিয়োজিত হইয়া, প্রচুর পরিমাণে প্রদান করিত; প্রতিদিন রন্ধনশাস্ত্রোক্ত নিয়মানুসারে প্রস্তুত অন্নাদির পর্ব্বত-তুল্য স্তূপসমূহ দৃশ্যমান হইত। মহাত্মা দশরথের সেই যজ্ঞে নানা দেশ হইতে সমাগত পুরুষ ও মহিলাগণ অন্ন-পান দ্বারা বিশেষ তৃপ্তি লাভ করিতেন। রঘুকুলতিলক দশরথ, প্রধান প্রধান দ্বিজগণের প্রমুখাৎ অন্নাদির এইরূপ প্রশংসাবাদ শ্রবণ করিতেন,—"আহা! অন্নাদি কি সুনিয়মে প্রস্তুত ও কি সুস্বাদ হইয়াছে। আমরা অতিশয় তৃপ্তি লাভ করিলাম। আপনার মঙ্গল হউক।" ১২—১৭। পরিবেশক পুরুষেরা উত্তমরূপে অলঙ্কৃত হইয়া ব্রাহ্মণদিগকে পরিবেশন করিত; অন্যান্য সুমার্জ্জিত-মণিকুণ্ডলধারী পুরুষেরা তাহাদিগের সহায়তা করিত। কর্ম্মসমাধানান্তে সুধীর বাগ্মী ব্রাহ্মণেরা পরস্পর জয়-কামনায় অনেক হেতুবাদপূর্ব্বক বিচার করিতেন। সেই যজ্ঞ-কার্য্যকুশল ব্রাহ্মণেরা প্রতিদিন শাস্ত্রানুরূপ সেই যজ্ঞের সমস্ত কর্ম্ম সম্পাদন করিতেন। দশরথের সেই যজ্ঞে ষড়ঙ্গ-জ্ঞানবিধুর, ব্রতানুষ্ঠানবিহীন বহুদর্শনশূন্য বা বাদ-কৌশলবিহীন কোন ব্রাহ্মণকেই সদস্যপদে বরণ করা হয় নাই। ১৮—২১। সেই যজ্ঞে যূপ-দারু উত্থাপনের সময় উপস্থিত হইলে, শিল্পকারেরা বিল্ব-কাষ্ঠনির্ম্মিত ছয়টী, খদিরকাষ্ঠনির্ম্মিত ছয়টী এবং বিল্ব-নির্ম্মিত যূপের সমীপে স্থাপনীয় পলাশকাষ্ঠনির্ম্মিত ছয়টী, শ্লেষ্মাতক-কাষ্ঠনির্ম্মিত একটী ও যাহার বেড় বিস্তৃত, বাহুযুগল পরিমিত, এতাদৃশ দেবদারুকাষ্ঠ-নির্ম্মিত দুইটী, এই সুগঠিত একবিংশতি যূপ যথাবিধি বিন্যাস করিল, সেই সমস্ত যূপ যজ্ঞকার্য্যকুশল শিল্প-শাস্ত্রজ্ঞ ব্যক্তিগণকর্ত্তৃক গঠিত হইয়াছিল এবং তাহাদের পরিমাণ একবিংশতি অরত্নি ছিল। সেই সুন্দরদর্শন, মসৃণ, অষ্টকোণবিশিষ্ট, সুদৃঢ় একবিংশতি যূপ সুবর্ণে ভূষিত, প্রত্যেক একবিংশতি বসনে অলঙ্কৃত ও গন্ধ-পুষ্প দ্বারা পূজিত হইয়া দীপ্তিশালী সপ্তর্ষিরা স্বর্গ-লোকে যেরূপ বিরাজমান রহিয়াছেন, সেইরূপ বিরাজ-মান হইল। ২২—২৭। তখন শিল্পকার্য্যকুশল ব্রাহ্মণেরা শাস্ত্রীয় পরিমাণানুসারে নির্ম্মিত ইষ্টক দ্বারা দশ-রথের অগ্নিকুণ্ড নির্ম্মাণ করিলেন। সেই অগ্নিকুণ্ড গরুড়ের ন্যায় ত্রিকোণাকৃতি রুক্মপক্ষসমন্বিত এবং অষ্টা-দশ-হস্তপরিমিত হইল। অনন্তর সেই যজ্ঞে পশুনিয়োগ-কর্ম্মের সময় উপস্থিত হইলে সেই সকল ঋষি, শাস্ত্রে যে যে দেবতায় যে যে বলি বিহিত আছে, সেই সেই দেবতার উদ্দেশে সেই সেই বলি প্রদান করিলেন।

শামিত্রে তু হয়স্তত্র তথা জলচরাশ্চ যে।
ঋত্বিগ্‌ভিঃ সর্ব্বমেবৈতন্নিযুক্তং শাস্ত্রতস্তদা ॥ ৩১
পশূনাং ত্রিশতং তত্র যূপেষু নিয়তং তদা।
অশ্বরত্নোত্তমং তত্র রাজ্ঞো দশরথস্য হ ॥ ৩২
কৌশল্যা তং হয়ং তত্র পরিচর্য্য সমন্ততঃ।
কৃপাণৈর্ব্বিশশাসৈনং ত্রিভিঃ পরময়া মুদা ॥ ৩৩
পতত্রিণা তদা সার্দ্ধং সুস্থিতেন চ চেতসা।
অবসদ্রজনীমেকাং কৌশল্যা ধর্ম্মকাম্যয়া ॥ ৩৪
হোতাধ্বর্য্যুস্তথোদ্গাতা হয়েন সমযোজয়ন্।
মহিষ্যা পরিবৃত্ত্যাথ বাবাতামপরাং তথা ॥ ৩৫
পতত্রিণস্তস্য বপামুদ্ধৃত্য নিয়তেন্দ্রিয়ঃ।
ঋত্বিক্ পরমসম্পন্নঃ শ্রপয়ামাস শাস্ত্রতঃ ॥ ৩৬
ধূমগন্ধং বপায়াস্তু জিঘ্রতি স্ম নরাধিপঃ।
যথাকালং যথান্যায়ং নির্ণুদন্ পাপমাত্মনঃ ॥ ৩৭
হয়স্য যানি চাঙ্গানি তানি সর্ব্বাণি ব্রাহ্মণাঃ।
অগ্নৌ প্রাস্যন্তি বিধিবৎ সমস্তাঃ ষোড়শর্ত্বিজঃ ॥ ৩৮
প্লক্ষশাখাসু যজ্ঞানামন্যেষাং ক্রিয়তে হবিঃ।
অশ্বমেধস্য যজ্ঞস্য বৈতসো ভাগ ইষ্যতে ॥ ৩৯
ত্র্যহোঽশ্বমেধঃ সংখ্যাতঃ কল্পসূত্রেণ ব্রাহ্মণৈঃ।
চতুষ্টোমমহস্তস্য প্রথমং পরিকল্পিতম্ ॥ ৪০

উক্থ্যং দ্বিতীয়ং সংখ্যাতমতিরাত্রং তথোত্তরম্।
কারিতাস্তত্র বহবো বিহিতাঃ শাস্ত্রদর্শনাৎ ॥ ৪১
জ্যোতিষ্টোমায়ুষী চৈবমতিরাত্রৌ চ নির্ম্মিতৌ।
অভিজিদ্বিশ্বজিচ্চৈবমাপ্তোর্য্যামো মহাক্রতুঃ ॥ ৪২
প্রাচীং হোত্রে দদৌ রাজা দিশং স্বকুলবর্দ্ধনঃ।
অধ্বর্য্যবে প্রতীচীন্তু ব্রহ্মণে দক্ষিণাং দিশম্ ॥ ৪৩
উদ্গাত্রে তু তথোদীচীং দক্ষিণৈষা বিনির্ম্মিতা।
অশ্বমেধে মহাযজ্ঞে স্বয়ম্ভূবিহিতে পুরা ॥ ৪৪
ক্রতুং সমাপ্যতু তদা ন্যায়তঃ পুরুষর্ষভঃ।
ঋত্বিগ্‌ভ্যো হি দদৌ রাজা ধরাস্তাং কুলবর্দ্ধনঃ ॥ ৪৫
এবং দত্ত্বা প্রহৃষ্টোঽভূৎ শ্রীমানিক্ষ্বাকুনন্দনঃ।
ঋত্বিজস্ত্বব্রুবন্ সর্ব্বে রাজানং গতকিল্বিষম্ ॥ ৪৬
ভবানেব মহীং কৃৎস্নামেকো রক্ষিতুমর্হতি।
ন ভূম্যা কার্য্যমস্মাকং নহি শক্তাঃ স্ম পালনে ॥ ৪৭
রতাঃ স্বাধ্যায়করণে বয়ং নিত্যং হি ভূমিপ।
নিষ্ক্রয়ং কিঞ্চিদেবেহ প্রযচ্ছতু ভবানিতি ॥ ৪৮
মণিরত্নং সুবর্ণং বা গাবো যদ্বা সমুদ্যতম্।
তৎ প্রযচ্ছ নৃপশ্রেষ্ঠ ধরণ্যা ন প্রয়োজনম্ ॥ ৪৯

তখন বহুতর জলচর, ভুজঙ্গ, পশু, পক্ষী ও সেই অশ্ব বলি প্রদত্ত হইল এবং সেই সকল যূপে সেই তিন শত পশু ও শ্রেষ্ঠ অশ্বরত্নকে বন্ধন করিলেন। পরে রাজমহিষী কৌশল্যাদেবী পরম-প্রমোদসহকারে সর্ব্বতোভাবে সেই অশ্বের পরিচর্য্যা করিয়া, তাহাকে তিনখানি খড়্গ দ্বারা ছেদন করিলেন। তিনি ধর্ম্মকামনা করিয়া সুস্থিরচিত্তে একরাত্র সেই অশ্বের সহিত যাপন করিলেন। ২৮—৩৪। তদনন্তর হোতা, উদ্গাতা এবং অধ্বর্য্যুরা দশরথমহিষী এবং বৈশ্যজাতীয়া পত্নী ও শূদ্রজাতীয়া পত্নীকে সেই অশ্বের সহিত সংযোগ করিলেন। পরে বৈদিক-প্রয়োগচতুর সংযতেন্দ্রিয় ঋত্বিক্ সেই অশ্বের বপা উদ্ধরণ করিয়া অগ্নিতে হবন করিলেন। তখন নরপতি দশরথ আত্মপাপ-বিনাশার্থ শাস্ত্রোক্ত নিয়মানুসারে সেই বপার ধূমগন্ধ আঘ্রাণ করিলেন, পরে সেই ষোড়শ দ্বিজবর ঋত্বিক্ মিলিত হইয়া, অশ্বের যে যে অঙ্গ হবনার্থ শাস্ত্রে উক্ত আছে, তৎসমুদায় যথাবিধি অগ্নিতে হবন করিলেন। অশ্বমেধ যজ্ঞের প্রধান যাগের হবির্ভাগ বেতস-নির্ম্মিত কটে এবং অন্যান্য যাগের হবির্ভাগ প্লক্ষপত্রে রাখিয়া অর্পণ করিতে হয়। ব্রাহ্মণেরা কল্পসূত্রে অশ্বমেধ যজ্ঞের প্রথম দিবসে অগ্নিষ্টোম সবন, দ্বিতীয় দিবসে উক্থ্যসবন ও তৃতীয় দিবসে অতিরাত্র সবন, এই তিনদিনমধ্যে তিনটী সবন, নির্দ্দেশ করিয়াছেন। দশরথের যজ্ঞে সেই ব্রাহ্মণেরা পূর্ব্বোক্ত বিধানানুসারে জ্যোতিষ্টোম, আয়ুষ্টোম, অভিজিৎ, বিশ্বজিৎ, অতিরাত্র ও আপ্তোর্য্যাম, এই বেদবিহিত মহাক্রতু সকল যথাশাস্ত্র অনুষ্ঠান করিলেন; তাঁহারা শাস্ত্রানুসারে অতিরাত্র ও আপ্তোর্য্যাম, এই দুই যাগ দুইবার অনুষ্ঠান করিলেন। ৩৫—৪২। তদনন্তর ইক্ষ্বাকুকুলবর্দ্ধন দশরথ ন্যায়ানুসারে যজ্ঞ সমাপনপূর্ব্বক হোতাকে পূর্ব্বদেশ, অধ্বর্য্যুকে পশ্চিমদেশ, ব্রহ্মাকে দক্ষিণদেশ, এবং উদ্গাতাকে উত্তরদেশ, দক্ষিণা প্রদান করিলেন, যেহেতু পূর্ব্বে স্বয়ম্ভু ব্রহ্মা মহাযজ্ঞ অশ্বমেধের এরূপ দক্ষিণা বিধান করিয়াছেন। তখন শ্রীমান্ পুরুষবর দশরথ ঋত্বিক্ প্রভৃতি ব্রাহ্মণদিগকে সমস্ত পৃথিবী দক্ষিণা প্রদান করিয়া অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইলেন। অনন্তর ঋত্বিক্‌গণ বিগতপাপ রাজা দশরথকে বলিলেন, "রাজন্! আমরা পৃথিবী গ্রহণের আকাঙ্ক্ষা করি না; যেহেতু আমরা নিয়ত স্বাধ্যায়ে নিযুক্ত থাকি; সুতরাং পৃথিবী পালন করি[illegible] পারিব না। হে নৃপবর! আপনিই একাকী স[illegible] পৃথিবী পালন করিতে সমর্থ; আপনি ইহার কিঞ্চিৎ মূল্য প্রদান করুন; আপনি মণি, স্বর্ণ, গো অথবা বসন,—যাহা উপস্থিত থাকে,

এবমুক্তো নরপতির্ব্রাহ্মণৈর্বেদপারগৈঃ।
গবাং শতসহস্রাণি দশ তেভ্যো দদৌ নৃপঃ॥ ৫০
দশ কোটিং সুবর্ণস্য রজতস্য চতুর্গুণম্।
ঋত্বিজস্তু ততঃ সর্ব্বে প্রদদুঃ সহিতা বসু॥ ৫১
ঋষ্যশৃঙ্গায় মুনয়ে বসিষ্ঠায় চ ধীমতে।
ততস্তে ন্যায়তঃ কৃত্বা প্রবিভাগং দ্বিজোত্তমাঃ॥ ৫২
সুপ্রীতমনসঃ সর্ব্বে প্রত্যূচুর্মুদিতা ভৃশম্।
ততঃ প্রসর্পকেভ্যস্তু হিরণ্যং সুসমাহিতঃ॥ ৫৩
জাম্বুনদং কোটিসংখ্যং ব্রাহ্মণেভ্যো দদৌ তদা।
দরিদ্রায় দ্বিজায়াথ হস্তাভরণমুত্তমম্।
কস্মৈচিদ্‌যাচমানায় দদৌ রাঘবনন্দনঃ॥ ৫৪
ততঃ প্রীতেষু বিধিবদ্ দ্বিজেষু দ্বিজবৎসলঃ।
প্রণামমকরোত্তেষাং হর্ষব্যাকুলিতেন্দ্রিয়ঃ॥ ৫৫
তস্যাশিষোঽথ বিবিধা ব্রাহ্মণৈঃ সমুদাহৃতাঃ।
উদারস্য নৃবীরস্য ধরণ্যাং পতিতস্য চ॥ ৫৬
ততঃ প্রীতমনা রাজা প্রাপ্য যজ্ঞমনুত্তমম্॥ ৫৭
পাপাপহং স্বর্নয়নং দুস্তরং পার্থিবর্ষভৈঃ।
ততোঽব্রবীদৃষ্যশৃঙ্গং রাজা দশরথস্তদা॥ ৫৮
কুলস্য বর্দ্ধনং তত্তু কর্ত্তুমর্হসি সুব্রত।

তথেতি চ স রাজানমুবাচ দ্বিজসত্তমঃ॥ ৫৯
ভবিষ্যন্তি সুতা রাজংশ্চত্বারস্তে কুলোদ্বহাঃ॥ ৬০
স তস্য বাক্যং মধুরং নিশম্য
প্রণম্য তস্মৈ প্রযতো নৃপেন্দ্রঃ।
জগাম হর্ষং পরমং মহাত্মা
তমৃষ্যশৃঙ্গং পুনরপ্যুবাচ॥ ৬১

ইতি বালকাণ্ডে চতুর্দ্দশঃ সর্গঃ॥ ১৪॥

পঞ্চদশঃ সর্গঃ।

মেধাবী তু ততো ধ্যাত্বা স কিঞ্চিদিদমুত্তরম্।
লব্ধসংজ্ঞস্ততস্তং তু বেদজ্ঞো নৃপমব্রবীৎ॥ ১
ইষ্টিং তেঽহং করিষ্যামি পুত্রীয়াং পুত্রকারণাৎ।
অথর্ব্বশিরসি প্রোক্তৈর্মন্ত্রৈঃ সিদ্ধাং বিধানতঃ॥ ২
ততঃ প্রাক্রমদিষ্টিং তাং পুত্রীয়াং পুত্রকারণাৎ।
জুহাবাগ্নৌ চ তেজস্বী মন্ত্রদৃষ্টেন কর্ম্মণা॥ ৩
ততো দেবাঃ সগন্ধর্ব্বাঃ সিদ্ধাশ্চ পরমর্ষয়ঃ।
ভাগপ্রতিগ্রহার্থং বৈ সমবেতা যথাবিধি॥ ৪
তাঃ সমেত্য যথান্যায়ং তস্মিন্ সদসি দেবতাঃ।

প্রদান করিয়া পৃথিবী গ্রহণ করুন; আমাদিগের পৃথিবীতে প্রয়োজন নাই।' ৪৩—৪৯। বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণগণ এই কথা বলিলে, রাজা দশরথ তাঁহাদিগকে দশলক্ষ গো, দশকোটি সুবর্ণ ও চত্বারিংশৎকোটি রজত প্রদান করিলেন। পরে সেই সমস্ত ঋত্বিক্ মিলিত হইয়া বিভাগের জন্য মুনিবর ধীমান্ বসিষ্ঠ ও ঋষ্যশৃঙ্গকে সেই ধনসম্পত্তি প্রদান করিলেন। অনন্তর সেই ব্রাহ্মণেরা বসিষ্ঠ ও ঋষ্যশৃঙ্গের দ্বারা তাহা বিভাগ করাইয়া লইয়া, অতিপ্রীতচিত্তে মহীপতিকে কহিলেন, "আমরা অতিশয় আনন্দিত হইয়াছি।" অনন্তর দশরথ সুসমাহিত হইয়া অভ্যাগত ব্রাহ্মণদিগকে কোটি সুবর্ণ প্রদান করিলেন। পরে রঘুকুলনন্দন দশরথ জনৈক যাচমান দরিদ্র ব্রাহ্মণকে স্বীয় উৎকৃষ্ট হস্তাভরণ দান করিলেন। তদনন্তর ব্রাহ্মণেরা যথাযোগ্য প্রীতি লাভ করিলে, দ্বিজবৎসল রাজা দশরথ হর্ষ-ব্যাকুল হৃদয়ে তাঁহাদিগকে প্রণাম করিলেন। ব্রাহ্মণেরাও সেই উদার-স্বভাব ধরণী-পতি নর-বীর দশরথকে নানাবিধ আশীর্ব্বাদ করিলেন। যে যজ্ঞ প্রধান প্রধান নরপতিগণও সমাধা করিতে পারেন না, ভূপতি দশরথ সেই পাপবিনাশন স্বর্গজনক অত্যুত্তম যজ্ঞ সমাধা করিয়া অতি প্রীত হইলেন। অনন্তর দশরথ ঋষ্যশৃঙ্গকে কহিলেন, "হে সুব্রত! আপনি আমাদিগের কুল-বৃদ্ধি করুন।" তখন দ্বিজসত্তম ঋষ্যশৃঙ্গ রাজার বাক্য স্বীকার করিয়া তাঁহাকে বলিলেন; 'রাজন্! আপনি কুলোদ্বহ চারিটী পুত্র প্রাপ্ত হইবেন।' নৃপেন্দ্র মহাত্মা দশরথ তাঁহার সেই মধুর বাক্য শ্রবণ করিয়া পরম পরিতোষ লাভ করত তাঁহাকে প্রণামপূর্ব্বক কহিলেন, "আপনি তৎকর্ম্ম-সাধনে উদ্যোগী হউন।" ৫০—৬১।

পঞ্চদশ সর্গ।

সেই মেধাবী বেদজ্ঞ ঋষ্যশৃঙ্গ কিয়ৎকাল সমাধিস্থ হইয়া অনুষ্ঠেয় বিষয় স্থির করিলেন। পরে সমাধি ভঙ্গানন্তর তিনি নৃপতি দশরথকে কহিলেন, "আমি আপনার পুত্রপ্রাপ্তিনিমিত্ত কল্পসূত্রোক্ত বিধানানুসারে অথর্ব্ববেদোক্ত মন্ত্র দ্বারা পুত্রেষ্টি যাগ করিব; সেই যাগ করিলে, অবশ্যই পুত্র জন্মিবে। অনন্তর রাজা দশরথের পুত্রপ্রাপ্তি নিমিত্ত তেজস্বী ঋষ্যশৃঙ্গ পুত্রেষ্টি যাগ আরম্ভ করিলেন। তিনি কল্পসূত্রোক্ত নিয়মানুসারে বেদোক্ত মন্ত্রদ্বারা অগ্নিতে আহুতি প্রদান করিলেন দেব, গন্ধর্ব্ব, সিদ্ধ ও পরমর্ষিগণ স্ব স্ব ভাগ গ্রহণার্থ যথানিয়মে সমবেত হইলেন। সেই দেবতারা সে-

অব্রুবন্‌ লোককর্ত্তারং ব্রহ্মাণং বচনং ততঃ ॥ ৫
ভগবন্‌ ত্বৎপ্রসাদেন রাবণো নাম রাক্ষসঃ।
সর্ব্বান্নো বাধতে বীর্য্যাচ্ছাসিতুং তং ন শক্নুমঃ ॥ ৬
ত্বয়া তস্মৈ বরো দত্তঃ প্রীতেন ভগবংস্তদা।
মানয়ন্তশ্চ তন্নিত্যং সর্ব্বং তস্য ক্ষমামহে ॥ ৭
উদ্বেজয়তি লোকাংস্ত্রীনুচ্ছ্রিতান্‌ দ্বেষ্টি দুর্ম্মতিঃ।
শক্রং ত্রিদশরাজানং প্রধর্ষয়িতুমিচ্ছতি ॥ ৮
ঋষীন্‌ যক্ষান্‌ সগন্ধর্ব্বান্‌ ব্রাহ্মণানসুরাংস্তথা।
অতিক্রামতি দুর্দ্ধর্ষো বরদানেন মোহিতঃ ॥ ৯
নৈনং সূর্য্যঃ প্রতপতি পার্শ্বে বাতি ন মারুতঃ।
চলোর্ম্মিমালী তং দৃষ্ট্বা সমুদ্রোঽপি ন কম্পতে ॥ ১০
তন্মহন্নো ভয়ং তস্মাদ্রাক্ষসাদ্‌ ঘোরদর্শনাৎ।
বধার্থং তস্য ভগবন্নুপায়ং কর্ত্তুমর্হসি ॥ ১১
এবমুক্তঃ সুরৈঃ সর্ব্বৈশ্চিন্তয়িত্বা ততোঽব্রবীৎ।
হন্তায়ং বিদিতস্তস্য বধোপায়ো দুরাত্মনঃ ॥ ১২
তেন গন্ধর্ব্বযক্ষাণাং দেবতানাঞ্চ রক্ষসাম্‌।
অবধ্যোঽস্মীতি বাগুক্তা তথেত্যুক্তঞ্চ তন্ময়া ॥ ১৩
নাকীর্ত্তয়দবজ্ঞানাত্তদ্রক্ষো মানুষাংস্তদা।
তস্মাৎ স মানুষাদ্বধ্যো মৃত্যুর্নান্যোঽস্য বিদ্যতে ॥ ১৪
এতচ্ছ্রুত্বা প্রিয়ং বাক্যং ব্রহ্মণা সমুদাহৃতম্‌।
দেবা মহর্ষয়ঃ সর্ব্বে প্রহৃষ্টাস্তেঽভবংস্তদা ॥ ১৫
এতস্মিন্নন্তরে বিষ্ণুরুপযাতো মহাদ্যুতিঃ।
শঙ্খচক্রগদাপাণিঃ পীতবাসা জগৎপতিঃ ॥ ১৬
বৈনতেয়ং সমারুহ্য ভাস্করস্তোয়দং যথা।
তপ্তহাটককেয়ূরো বন্দ্যমানঃ সুরোত্তমৈঃ ॥ ১৭
ব্রহ্মণা চ সমাগত্য তত্র তস্থৌ সমাহিতঃ।
তমব্রুবন্‌ সুরাঃ সর্ব্বে সমভিষ্টূয় সন্নতাঃ ॥ ১৮
ত্বাং নিযোক্ষ্যামহে বিষ্ণো লোকানাং হিতকাম্যয়া।
রাজ্ঞো দশরথস্য ত্বমযোধ্যাধিপতের্ব্বিভো ॥ ১৯
ধর্ম্মজ্ঞস্য বদান্যস্য মহর্ষিসমতেজসঃ।
অস্য ভার্য্যাসু তিসৃষু হ্রীশ্রীকীর্ত্ত্যুপমাসু চ ॥ ২০
বিষ্ণো পুত্রত্বমাগচ্ছ কৃত্বাত্মানং চতুর্ব্বিধম্‌।
তত্র ত্বং মানুষো ভূত্বা প্রবৃদ্ধং লোককণ্টকম্‌ ॥ ২১
অবধ্যং দৈবতৈর্বিষ্ণো সমরে জহি রাবণম্‌।
স হি দেবান্‌ সগন্ধর্ব্বান্‌ সিদ্ধাংশ্চ ঋষিসত্তমান্‌ ॥ ২২

সভাতে যথানিয়মে সমবেত হইয়া লোককর্ত্তা ব্রহ্মাকে বলিলেন, ভগবন্‌! আপনার প্রসাদে বর লাভ করিয়া রাবণনামক রাক্ষস বীর্য্যবলে আমাদিগের সকলকে প্রপীড়িত করিতেছে; আমরা তাহাকে দমন করিতে পারিতেছি না; সুতরাং অগত্যা আমরা আপনার সেই বর মান্য করিয়া তাহার সমুদায় দৌরাত্ম্য সহ্য করিতেছি। সেই দুরাত্মা রাক্ষস স্বর্গ মর্ত্ত্য ও পাতাল এই তিন লোকই উদ্বিগ্ন করিতেছে; সে সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদিগের প্রতি দ্বেষ করিয়া থাকে; সে দেবরাজ শক্রকেও ধর্ষণ করিতে ইচ্ছা করে। ভবদীয় বরে সেই দুর্দ্ধর্ষ রাবণ মোহান্ধ হইয়া, যক্ষ, গন্ধর্ব্ব, অসুর, ব্রাহ্মণ ও ঋষিদিগকে অতিক্রম করিতেছে; সূর্য্য ইহাকে সন্তাপিত করে না; বায়ুও ইহার পার্শ্বে প্রখর হইয়া প্রবাহিত হয় না এবং ইহাকে দেখিয়া চঞ্চল-স্বভাব তরঙ্গায়িত সমুদ্রও প্রকম্পিত হয় না। ভগবন্‌! সেই ঘোরদর্শন রাক্ষস হইতে আমাদিগের সুমহৎ ভয় উপস্থিত; আপনি শীঘ্র তাহার নিধনের উপায় বিধান করুন। ১—১১। অনন্তর সেই দেবতাগণ এইরূপ বলিলে ব্রহ্মা ক্ষণেক চিন্তা করিয়া কহিলেন, "সেই দুরাত্মা রাবণের বধের এই উপায় স্থির করিয়াছি,—সে বর প্রার্থনার সময়ে 'আমি দেব, গন্ধর্ব্ব, যক্ষ ও রাক্ষসগণের অবধ্য হই' এইরূপ বর প্রার্থনা করিয়াছিল; আমিও তাহাকে সেইরূপই বর প্রদান করিয়াছিলাম। সেই রাক্ষস, মনুষ্যকে তুচ্ছ জ্ঞান করিয়া তৎকালে 'আমি মনুষ্য হইতে অবধ্য হই' এরূপ বর প্রার্থনা করে নাই; সুতরাং সে মনুষ্যেরই বধ্য, তাহার বধের অন্য উপায় নাই।" তখন সেই দেবতা ও মহর্ষিগণ ব্রহ্মার কথিত এই প্রিয়বাক্য শ্রবণ করিয়া যথেষ্ট হর্ষ লাভ করিলেন। ১২—১৫। এই অবসরে মহাদ্যুতিমান্‌ তপ্তকাঞ্চন-নির্ম্মিত-কেয়ূরধারী পীতাম্বর-পরিধায়ী জগৎপতি শঙ্খচক্রগদাধর দেবকার্য্যরত বিষ্ণু জলদজালমধ্যে সমুদিত ভাস্করের ন্যায় গরুড়পৃষ্ঠে আরূঢ় হইয়া, সভা মধ্যে সমাগত হইলেন। তিনি দেবগণকর্ত্তৃক বন্দ্যমান হইয়া, ব্রহ্মার নিকটে উপবেশন করিলেন। অনন্তর দেবতাগণ অবনতমস্তকে তাঁহাকে স্তুতিবাদপূর্ব্বক কহিলেন,—হে বিষ্ণো! আমরা লোকের হিত-কামনায় আপনাকে নিয়োগ করিতেছি,—প্রভো! আপনি আত্মাকে চতুর্ধা করিয়া, এই বদান্য ধর্ম্মজ্ঞ মহর্ষিতুল্য তেজস্বী অযোধ্যাধিপতি রাজা দশরথের, হ্রী, শ্রী ও কীর্ত্তিসদৃশী তিন ভার্য্যাতে পুত্ররূপে জন্ম-পরিগ্রহ করুন। বিষ্ণো! আপনি মানুষভাবাপন্ন হইয়া যুদ্ধে দেবগণের অবধ্য, প্রবৃদ্ধ লোককণ্টক সেই রাবণকে বধ করুন। সেই মূর্খ রাক্ষস রাবণ বীর্য্যাধিক্য-বশতঃ দেব, গন্ধর্ব্ব, সিদ্ধ ও ঋষিসত্তমদিগকে

রাক্ষসো রাবণো মূর্খো বীর্য্যোদ্রেকেণ বাধতে।
ঋষয়শ্চ ত্বত্বেন গন্ধর্ব্বাপ্সরসস্তথা ॥ ২৩
ক্রীড়ন্তো নন্দনবনে রৌদ্রেণ বিনিপাতিতাঃ।
বধার্থং বয়মায়াতাস্তস্য বৈ মুনিভিঃ সহ ॥ ২৪
সিদ্ধগন্ধর্ব্বযক্ষাশ্চ ততস্ত্বাং শরণং গতাঃ।
ত্বং গতিঃ পরমা দেব সর্ব্বেষাং নঃ পরন্তপ ॥ ২৫
বধায় দেবশত্রূণাং নৃণাং লোকে মনঃ কুরু।
এবং স্তুতস্তু দেবেশো বিষ্ণুস্ত্রিদশপুঙ্গবঃ ॥ ২৬
পিতামহপুরোগাংস্তান্ সর্ব্বলোকনমস্কৃতঃ।
অব্রবীত্রিদশান্ সর্ব্বান্ সমেতান্ ধর্ম্মসংহিতান্ ॥ ২৭
ভয়ং ত্যজত ভদ্রং বো হিতার্থং যুধি রাবণম্।
সপুত্রপৌত্রং সামাত্যং সমন্ত্রিজ্ঞাতিবান্ধবম্ ॥ ২৮
হত্বা ক্রূরং দুরাধর্ষং দেবর্ষীণাং ভয়াবহম্।
দশ বর্ষসহস্রাণি দশ বর্ষশতানি চ ॥ ২৯
বৎস্যামি মানুষে লোকে পালয়ন্ পৃথিবীমিমাম্।
এবং দত্বা বরং দেবো দেবানাং বিষ্ণুরাত্মবান্ ॥ ৩০
মানুষ্যে চিন্তয়ামাস জন্মভূমিমথাত্মনঃ।
ততঃ পদ্মপলাশাক্ষঃ কৃত্বাত্মানং চতুর্ব্বিধম্।
পিতরং রোচয়ামাস তদা দশরথং নৃপম্ ॥ ৩১
ততো দেবর্ষিগন্ধর্ব্বাঃ সরুদ্রাঃ সাপ্সরোগণাঃ।
স্তুতিভির্দিব্যরূপাভিস্তুষ্টুবুর্মধুসূদনম্ ॥ ৩২
তমুদ্ধতং রাবণমুগ্রতেজসং
প্রবৃদ্ধদর্পং ত্রিদশেশ্বরদ্বিষম্।
বিরাবণং সাধুতপস্বিকণ্টকং
তপস্বিনামুদ্ধর তং ভয়াবহম্ ॥ ৩৩
তমেব হত্বা সবলং সবান্ধবং
বিরাবণং রাবণমুগ্রপৌরুষম্।
স্বর্লোকমাগচ্ছ গতজ্বরশ্চিরং
সুরেন্দ্রগুপ্তং গতদোষকল্মষম্ ॥ ৩৪
ইতি বালকাণ্ডে পঞ্চদশঃ সর্গঃ ॥ ১৫ ॥

ষোড়শঃ সর্গঃ।

ততো নারায়ণো বিষ্ণুর্নিযুক্তঃ সুরসত্তমৈঃ।
জানন্নপি সুরানেবং শ্লক্ষ্ণং বচনমব্রবীৎ ॥ ১
উপায়ঃ কো বধে তস্য রাক্ষসাধিপতেঃ সুরাঃ।
যমহং তং সমাস্থায় নিহন্যামৃষিকণ্টকম্ ॥ ২
এবমুক্তাঃ সুরাঃ সর্ব্বে প্রত্যূচুর্বিষ্ণুমব্যয়ম্।
মানুষং রূপমাস্থায় রাবণং জহি সংযুগে ॥ ৩
স হি তেপে তপস্তীব্রং দীর্ঘকালমরিন্দমঃ।
যেন তুষ্টোঽভবদ্ব্রহ্মা লোককৃল্লোকপূর্ব্বজঃ ॥ ৪

উৎপীড়িত করিতেছে এবং সেই রৌদ্রকর্ম্মা রাক্ষস নন্দনবনে ক্রীড়াশীল ঋষি, অপ্সরা ও গন্ধর্ব্বদিগকে বিনাশ করিয়াছে; অতএব তাহার বধের নিমিত্ত আমরা সিদ্ধ, মুনি, গন্ধর্ব্ব ও যক্ষগণের সহিত এখানে আগমন করিয়াছি। হে পরন্তপ দেব! আপনিই আমাদিগের সকলেরই পরম গতি; আমরা আপনার শরণাগত হইলাম; আপনি দেবশত্রুদিগের বধের নিমিত্ত নরলোকে অবতীর্ণ হইবার অভিলাষ করুন। তৎকালে দেবগণ সর্ব্বলোকনমস্কৃত সুরসত্তম ভগবান্ বিষ্ণুকে এইরূপ স্তুতি করিলে নারায়ণ, ব্রহ্মাদি দেবগণকে ধর্ম্মসংহিত বাক্যে বলিলেন, "হে দেবগণ! আমি তোমাদিগের হিতনিমিত্ত দেব ও ঋষিদিগের ভীতিজনক দুরাধর্ষ ক্রূরকর্ম্মা রাবণকে পুত্র, পৌত্র, জ্ঞাতি, বান্ধব, মন্ত্রী ও সহচরদিগের সহিত যুদ্ধে বিনাশ করিয়া পৃথিবী পালন করত একাদশসহস্র বর্ষ নরলোকে বাস করিব; তোমরা শঙ্কা পরিত্যাগ কর, তোমাদিগের মঙ্গল হইবে।" ভগবান্ বিষ্ণু, দেবতাদিগকে এইরূপ অভয় দান করিয়া, "নরলোকে কোথায় জন্ম গ্রহণ করি" এইরূপ চিন্তা করিতে লাগিলেন। অনন্তর পদ্মপলাশলোচন বিষ্ণু, আপনাকে চারি অংশে বিভক্ত করিয়া, রাজা দশরথকেই পিতৃরূপে স্বীকার করিবার মানস করিলেন। তখন রুদ্র, দেব, ঋষি, অপ্সরা ও গন্ধর্ব্বগণ মধুসূদনকে দিব্যরূপ স্তব করিয়া কহিলেন, আপনি সাধু তপস্বীদিগের ভয়াবহ কণ্টকস্বরূপ সেই সুরেশ্বরদ্বেষী উগ্রতেজস্বী মহাদর্পশালী উদ্ধতস্বভাব লোকরাবণ রাবণকে সমূলে উৎপাটিত করুন। সুরেন্দ্র! আপনি সেই উগ্রপৌরুষসম্পন্ন লোকরাবণ রাবণকে বল ও বান্ধবের সহিত নিধনপূর্ব্বক নিশ্চিন্ত হইয়া, সুরগুপ্ত নিরস্তপাপাদিকল্মষহীন স্বর্গলোকে আগমন করুন। ১৬—৩৪।

ষোড়শ সর্গ।

তখন নারায়ণ বিষ্ণু সুরসত্তমগণ কর্ত্তৃক নিযুক্ত হইয়া সমস্ত অবগত থাকিয়াও, দেবতাদিগকে এই মধুর বাক্য বলিলেন হে সুরগণ! সেই রাক্ষসাধিপতি রাবণের বধের উপায় কি, তাহা তোমরা বল; আমি সেই উপায় অবলম্বন করিয়া ঋষিকণ্টক রাবণকে সংহার করিব। নারায়ণ এইরূপ বলিলে দেবতাগণ তাঁহাকে কহিলেন, "হে পরন্তপ! আপনি মানবদেহ ধারণ করিয়া রাবণকে যুদ্ধে হনন করুন। সেই শত্রুদমন রাবণ অনেক কাল এরূপ

সন্তুষ্টঃ প্রদদৌ তস্মৈ রাক্ষসায় বরং প্রভুঃ।
নানাবিধেভ্যো ভূতেভ্যো ভয়ং নান্যত্র মানুষাৎ॥ ৫
অবজ্ঞাতাঃ পুরা তেন বরদানে হি মানবাঃ।
এবং পিতামহাত্তস্মাদ্বরদানেন গর্ব্বিতঃ॥ ৬
উৎসাদয়তি লোকাংস্ত্রীন্ স্ত্রিয়শ্চাপ্যপকর্ষতি।
তস্মাত্তস্য বধো দৃষ্টো মানুষেভ্যঃ পরন্তপ॥ ৭
ইত্যেতদ্বচনং শ্রুত্বা সুরাণাং বিষ্ণুরাত্মবান্।
পিতরং রোচয়ামাস তদা দশরথং নৃপম্॥ ৮
স চাপ্যপুত্রো নৃপতিস্তস্মিন্ কালে মহাদ্যুতিঃ।
অযজৎ পুত্রিয়ামিষ্টিং পুত্রেপ্সুররিসূদনঃ॥ ৯
স কৃত্বা নিশ্চয়ং বিষ্ণুরামন্ত্র্য চ পিতামহম্।
অন্তর্দ্ধানং গতো দেবৈঃ পূজ্যমানো মহর্ষিভিঃ॥ ১০
ততো বৈ যজমানস্য পাবকাদতুলপ্রভম্।
প্রাদুর্ভূতং মহদ্ভূতং মহাবীর্য্যং মহাবলম্॥ ১১
কৃষ্ণং রক্তাম্বরধরং রক্তাস্যং দুন্দুভিস্বনম্।
স্নিগ্ধহর্য্যক্ষতনুজ-শ্মশ্রুপ্রবরমূর্দ্ধজম্॥ ১২
শুভলক্ষণসম্পন্নং দিব্যাভরণভূষিতম্।
শৈলশৃঙ্গসমুৎসেধং দৃপ্তশার্দ্দূলবিক্রমম্॥ ১৩
দিবাকরসমাকারং দীপ্তানলশিখোপমম্।

তপ্তজাম্বূনদময়ীং রাজতান্তপরিচ্ছদাম্॥ ১৪
দিব্যপায়সসম্পূর্ণাং পাত্রীং পত্নীমিব প্রিয়াম্।
প্রগৃহ্য বিপুলাং দোর্ভ্যাং স্বয়ং মায়াময়ীমিব॥ ১৫
সমবেক্ষ্যাব্রবীদ্বাক্যমিদং দশরথং নৃপম্।
প্রাজাপত্যং নরং বিদ্ধি মামিহাভ্যাগতং নৃপ॥ ১৬
ততঃ পরন্তদা রাজা প্রত্যুবাচ কৃতাঞ্জলিঃ।
ভগবন্ স্বাগতং তেঽস্তু কিমহং করবাণি তে॥ ১৭
অথো পুনরিদং বাক্যং প্রাজাপত্যো নরোঽব্রবীৎ।
রাজন্নর্চ্চয়তা দেবানদ্য প্রাপ্তমিদং ত্বয়া॥ ১৮
ইদন্তু নৃপশার্দ্দূল পায়সং দেবনির্ম্মিতম্।
প্রজাকরং গৃহাণ ত্বং ধন্যমারোগ্যবর্দ্ধনম্॥ ১৯
ভার্য্যাণামনুরূপাণামশ্নীতেতি প্রযচ্ছ বৈ।
তাসু ত্বং লপ্স্যসে পুত্রান্ যদর্থং যজসে নৃপ॥ ২০
তথেতি নৃপতিঃ প্রীতঃ শিরসা প্রতিগৃহ্য তাম্।
পাত্রীং দেবান্নসম্পূর্ণাং দেবদত্তাং হিরণ্ময়ীম্ ২১
অভিবাদ্য চ তদ্ভূতমদ্ভুতং প্রিয়দর্শনম্।
মুদা পরময়া যুক্তশ্চকারাভিপ্রদক্ষিণম্॥ ২২
ততো দশরথঃ প্রাপ্য পায়সং দেবনির্ম্মিতম্।

কঠোর তপস্যা করিয়াছিল যে, সমস্ত লোকের পূর্ব্ব-জাত লোককর্ত্তা ব্রহ্মা সন্তুষ্ট হইয়া সেই রাক্ষসকে এরূপ বর দিয়াছিলেন,—মনুষ্য ব্যতীত নানাবিধ জীব হইতে তোমার কোন ভয় নাই। সেই রাবণ পিতা-মহের নিকট এরূপ বরলাভে গর্ব্বিত হইয়া, ত্রিলোক ছারখার করিতেছে এবং স্ত্রীদিগকেও আকর্ষণ করি-তেছে। বরগ্রহণকালে রাবণ মানবদিগকে অবজ্ঞা করিয়াছিল; অতএব হে পরন্তপ! মনুষ্য হইতেই সে নিহত হইবে, ইহা নির্ণীত হইয়াছে।” ১—৭। বিষ্ণু দেবতাদিগের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া, রাজা দশরথকে পিতা করিতে কৃতসংকল্প হইলেন। এই সময়ে সেই অরিসূদন অপুত্রক নৃপতি দশরথও পুত্র-লাভার্থ পুত্রেষ্টি যাগ করিতেছিলেন। বিষ্ণু এরূপ নিশ্চয় করিয়া পিতামহকে আমন্ত্রণপূর্ব্বক দেব ও মহর্ষিগণকর্ত্তৃক পূজ্যমান হইয়া অন্তর্হিত হইলেন। অনন্তর যাগকর্ত্তা দশরথের যজ্ঞীয় অগ্নিকুণ্ড হইতে মহাবলসম্পন্ন, অতুলপ্রভাবশালী, মহাবীর্য্যবান্, কৃষ্ণবর্ণ, লোহিতবদন, রক্তাম্বরপরিহিত, দুন্দুভি-তুল্য-শব্দকারী, সিংহের ন্যায় স্নিগ্ধ শ্মশ্রু এবং দেহজাত চিবুকজাত লোমযুক্ত, শুভলক্ষণলক্ষিত, দিব্যালঙ্কার-ভূষিত, পর্ব্বততুল্য উচ্চ, গর্ব্বিতশার্দ্দূলসম-গামী, রবির ন্যায় উজ্জ্বলদেহ-সম্পন্ন ও প্রদীপ্ত অনল-শিখার ন্যায় জ্যোতিষ্মান্ মহান্ এক প্রাণী, যেরূপ দুই হস্তে প্রেয়সী পত্নীকে গ্রহণ করা যায়, সেইরূপ দুই হস্তে দিব্য পায়সপূর্ণ এক পাত্র গ্রহণ করিয়া প্রাদুর্ভূত হইলেন। সেই পাত্র বিশুদ্ধ সুবর্ণে নির্ম্মিত এবং তাহার অন্তভাগ রজতে ভূষিত ছিল; সুতরাং তাহা এত মনোহর যে, দেখিলে হঠাৎ ‘ইন্দ্রজাল-নির্ম্মিত’ বলিয়া বোধ হয়। পরে সেই প্রাণী, নরপতি দশরথকে দেখিয়া কহিলেন, “রাজন্! আমি প্রজাপতির নিয়োগে এখানে আসিয়াছি।” ৮—১৬। তৎপরে রাজা দশরথ কৃতাঞ্জলিপুটে তাঁহাকে বলিলেন, ভগবন্! আপনার আগমন শুভ হউক,—আমাকে কি করিতে হইবে, আদেশ করুন। অনন্তর সেই প্রজাপতিপ্রেরিত ব্যক্তি দশরথকে কহিলেন, “নৃপশার্দ্দূল! অদ্য তুমি দেবপূজার এই লব্ধ ফল গ্রহণ কর। এই দেবনির্ম্মিত সুপ্রশস্ত পায়স প্রজাকর ও আরোগ্যবর্দ্ধক। রাজন্ তুমি অনুরূপ ভার্য্যাদিগকে ‘ভক্ষণ কর’ বলিয়া এই পায়স দান কর; তাহা হইলে তুমি যে অভিলাষে যাগ করিতেছ, তাহা সফল হইবে;—তুমি সেইসকল পত্নীর গর্ভে অনেকপুত্র লাভ করিবে।” অনন্তর দশরথ প্রীত হইয়া “যে আজ্ঞা” বলিয়া সেই দেবদত্ত দেবান্নপূর্ণ হিরণ্ময় পাত্র গ্রহণ করিলেন এবং পরম প্রমোদিত হইয়া সেই অদ্ভুতাকার প্রিয়দর্শন প্রাণীকে পুনঃপুনঃ প্রদক্ষিণপূর্ব্বক অভিবাদন করিলেন। রাজা দশরথ সেই দেব-প্রেরিত পায়স

বভূব পরমপ্রীতঃ প্রাপ্য বিত্তমিবাধনঃ ॥ ২৩
ততস্তদদ্ভুতপ্রখ্যং ভূতং পরমভাস্বরম্।
সংবর্ত্তয়িত্বা তৎ কর্ম্ম তত্রৈবান্তরধীয়ত ॥ ২৪
হর্ষরশ্মিভিরুদ্যোতং তস্যান্তঃপুরমাবভৌ।
শারদস্যাভিরামস্য চন্দ্রস্যেব নভোংশুভিঃ ॥ ২৫
সোহন্তঃপুরং প্রবিশ্যৈব কৌশল্যামিদমব্রবীৎ।
পায়সং প্রতিগৃহ্ণীষ পুত্রীয়ং ত্বিদমাত্মনঃ ॥ ২৬
কৌসল্যায়ৈ নরপতিঃ পায়সার্দ্ধং দদৌ তদা।
অর্দ্ধাদর্দ্ধং দদৌ চাপি সুমিত্রায়ৈ নরাধিপঃ ॥ ২৭
কৈকেয্যৈ চাবশিষ্টার্দ্ধং দদৌ পুত্রার্থকারণাৎ।
প্রদদৌ চাবশিষ্টার্দ্ধং পায়সস্যামৃতোপমম্ ॥ ২৮
অনুচিন্ত্য সুমিত্রায়ৈ পুনরেব মহামতিঃ।
এবন্তাসাং দদৌ রাজা ভার্য্যাণাং পায়সং পৃথক্ ॥ ২৯
তাশ্চৈবং পায়সং প্রাপ্য নরেন্দ্রস্যোত্তমাঃ স্ত্রিয়ঃ।
সম্মানং মেনিরে সর্ব্বাঃ প্রহর্ষোদিতচেতসঃ ॥ ৩০

ততস্তু তাঃ প্রাশ্য তদুত্তমাঃ স্ত্রিয়ো
মহীপতেরুত্তমপায়সং পৃথক্।
হুতাশনাদিত্যসমানতেজসো-
ঽচিরেণ গর্ভান্ প্রতিপেদিরে তদা ॥ ৩১
ততস্তু রাজা প্রতিবীক্ষ্য তাঃ স্ত্রিয়ঃ
প্ররূঢ়গর্ভাঃ প্রতিলব্ধমানসঃ।
বভূব হৃষ্টস্ত্রিদিবে যথা হরিঃ
সুরেন্দ্রসিদ্ধর্ষিগণাভিপূজিতঃ ॥ ৩২
ইতি বালকাণ্ডে ষোড়শঃ সর্গঃ ॥ ১৬ ॥

সপ্তদশঃ সর্গঃ।

পুত্রত্বন্তু গতে বিষ্ণৌ রাজ্ঞস্তস্য মহাত্মনঃ।
উবাচ দেবতাঃ সর্ব্বাঃ স্বয়ম্ভূর্ভগবানিদম্ ॥ ১
সত্যসন্ধস্য বীরস্য সর্ব্বেষাং নো হিতৈষিণঃ।
বিষ্ণোঃ সহায়ান্ বলিনঃ সৃজধ্বং কামরূপিণঃ ॥ ২
মায়াবিদশ্চ শূরাংশ্চ বায়ুবেগসমান্ জবে।
নয়জ্ঞান্ বুদ্ধিসম্পন্নান্ বিষ্ণুতুল্যপরাক্রমান্ ॥ ৩
অসংহার্য্যানুপায়জ্ঞান্ দিব্যসংহননান্বিতান্।
সর্ব্বাস্ত্রগুণসম্পন্নানমৃতপ্রাশনানিব ॥ ৪
অপ্সরঃসু চ মুখ্যাসু গন্ধর্ব্বীণাং তনুষু চ।
যক্ষপন্নগকন্যাসু ঋক্ষবিদ্যাধরীসু চ ॥ ৫
কিন্নরীণাঞ্চ গাত্রেষু বানরীণাং তনুষু চ
সৃজধ্বং হরিরূপেণ পুত্রাংস্তুল্যপরাক্রমান্ ॥ ৬
পূর্ব্বমেব ময়া সৃষ্টো জাম্ববান্ ঋক্ষপুঙ্গবঃ।
জৃম্ভমাণস্য সহসা মম বক্ত্রাদজায়ত ॥ ৭
তে তথোক্তা ভগবতা তৎ প্রতিশ্রুত্য শাসনম্।

পাইয়া, নির্দ্ধন পুরুষ ধন পাইয়া যেরূপ সন্তোষ লাভ করে, সেইরূপ পরম সন্তোষ লাভ করিলেন। সেই অদ্ভুতাকার পরমভাস্বর প্রাণীও সেই কর্ম্ম সাধন করিয়া, অন্তর্হিত হইলেন। ১৭—২৪। তদনন্তর নরাধিপতি দশরথ, শরৎকালীন রমণীয় সুধাকরের কিরণে নভোমণ্ডল যেরূপ সুনির্ম্মল হয়, তদ্রূপ হর্ষসম্ভূত মুখকান্তি দ্বারা পরিশোভিত হইয়া অন্তঃপুরে প্রবেশ করিয়াই কৌশল্যাকে "তুমি এই স্বীয় পুত্রজনক পায়স গ্রহণ কর' এই কথা বলিয়া সেই পায়সের অর্দ্ধাংশ প্রদান করিলেন এবং সেই অর্দ্ধাংশ পায়স চারি ভাগে বিভক্ত করিয়া তাহার এক ভাগ সুমিত্রাকে দিলেন। মহামতি দশরথ পুত্রলাভার্থ অবশিষ্ট বিভাগত্রয় অর্দ্ধাংশ পায়স কৈকেয়ীকে প্রদান করিয়া সেই অমৃততুল্য অবশিষ্ট চতুর্থাংশ পায়স চিন্তা পূর্ব্বক পুনশ্চ সুমিত্রাকেই দিলেন। রাজা দশরথ এই রূপে পত্নীদিগকে পৃথক্ পৃথক্ পায়স-প্রদান করিলেন, দশরথের সেই শ্রেষ্ঠ মহিষীরাও পায়স পাইয়া, হর্ষ-বিকশিতমানসা হইয়া সম্মান বোধ করত সেই উত্তম, পায়স পৃথক্ পৃথক্ ভক্ষণ করিয়া অবিলম্বে আদিত্য ও হুতাশন তুল্য তেজস্বী গর্ভ ধারণ করিলেন। দশরথ, সেই পত্নীদিগকে গর্ভিণী দেখিয়া সফলকাম ও সন্তুষ্ট হইলেন এবং স্বর্গলোকে সুরবর, সিদ্ধ ও ঋষিগণ কর্ত্তৃক অভিপূজিত মহেন্দ্রের ন্যায় হর্ষ লাভ করিলেন। ২৫—৩২।

সপ্তদশ সর্গ।

বিষ্ণু,—মহাত্মা রাজা দশরথের পুত্রতা প্রাপ্ত হইলে, ভগবান্ স্বয়ম্ভূ ব্রহ্মা দেবতাদিগকে এই কথা বলিলেন, তোমরা আমাদিগের সকলের হিতৈষী, বীর্য্য-সম্পন্ন, সত্যসন্ধ বিষ্ণুর, মহাবলপরাক্রান্ত, ইচ্ছানুরূপ রূপধারণে সমর্থ, মায়াবিশারদ, শৌর্য্যসম্পন্ন, বায়ুবেগ-তুল্য শীঘ্রগামী, বিষ্ণুর ন্যায় পরাক্রমশালী, নীতিজ্ঞ, দুরাধর্ষণীয়, উপায়াভিজ্ঞ, দিব্যশরীরসম্পন্ন ও অমরের ন্যায় সমস্ত অস্ত্রনিবারণে সক্ষম, সহায় সকল সৃজন কর; তোমারা বানররূপী হইয়া মুখ্য মুখ্য অপ্সরা, গন্ধর্ব্বী যক্ষী, পন্নগী, ভল্লুকী, বিদ্যাধরী, কিন্নরী ও বানরীতে স্বতুল্য পরাক্রমসম্পন্ন পুত্রনিচয় উৎপন্ন কর। আমি পূর্ব্বেই জাম্ববান্ নামে ঋক্ষবরকে সৃজন করিয়াছি,—আমার জৃম্ভণসময়ে মুখ হইতে সহসা সে উৎপন্ন হই-য়াছে। ১—৭। ভগবান্ ব্রহ্মা দেবতাদিগকে এই কথা কহিলে, তাঁহারা তাঁহার সেই আজ্ঞা অঙ্গীকারপূর্ব্বক

জনয়ামাসুরেবন্তে পুত্রান্ বানররূপিণঃ ॥ ৮
ঋষয়শ্চ মহাত্মানঃ সিদ্ধবিদ্যাধরোরগাঃ ।
চারণাশ্চ সুতান্ বীরান্ সসৃজুর্ব্বনচারিণঃ ॥ ৯
বানরেন্দ্রং মহেন্দ্রাভমিন্দ্রো বালিনমাত্মজম্ ।
সুগ্রীবং জনয়ামাস তপনস্তপতাং বরঃ ॥ ১০
বৃহস্পতিস্ত্বজনয়ত্তারং নাম মহাকপিম্ ।
সর্ব্ববানরমুখ্যানাং বুদ্ধিমন্তমনুত্তমম্ ॥ ১১
ধনদস্য সুতঃ শ্রীমান্ বানরো গন্ধমাদনঃ ।
বিশ্বকর্ম্মা ত্বজনয়ৎ নলং নাম মহাকপিম্ ॥ ১২
পাবকস্য সুতঃ শ্রীমান্ নীলোঽগ্নিসদৃশপ্রভঃ ।
তেজসা যশসা বীর্য্যাদত্যরিচ্যত বীর্য্যবান্ ॥ ১৩
রূপদ্রবিণসম্পন্নাবশ্বিনৌ রূপসম্মতৌ ।
মৈন্দঞ্চ দ্বিবিদঞ্চৈব জনয়ামাসতুঃ স্বয়ম্ ॥ ১৪
বরুণো জনয়ামাস সুষেণং নাম বানরম্ ।
শরভং জনয়ামাস পর্জ্জন্যস্তু মহাবলঃ ॥ ১৫
মারুতস্যৌরসঃ শ্রীমান্ হনুমান্নাম বানরঃ ।
বজ্রসংহননোপেতো বৈনতেয়সমো জবে ॥ ১৬ ॥
সর্ব্ববানরমুখ্যেষু বুদ্ধিমান্ বলবানপি ।
তে সৃষ্টা বহুসাহস্রা দশগ্রীববধোদ্যতাঃ ॥ ১৭
অপ্রমেয়বলা বীরা বিক্রান্তাঃ কামরূপিণঃ ।
তে গজাচলসঙ্কাশা বপুষ্মন্তো মহাবলাঃ ॥ ১৮
ঋক্ষবানরগোপুচ্ছাঃ ক্ষিপ্রমেবাভিজজ্ঞিরে ।
যস্য দেবস্য যদ্রূপং বেশো যশ্চ পরাক্রমঃ ॥ ১৯
অজায়ত সমং তেন তস্য তস্য পৃথক্ পৃথক্ ।
গোলাঙ্গুলেষু চোৎপন্নাঃ কিঞ্চিদুন্নতবিক্রমাঃ ॥ ২০
ঋক্ষীষু চ তথা জাতা বানরাঃ কিন্নরীষু চ ।
দেবা মহর্ষিগন্ধর্ব্বাস্তার্ক্ষ্যা যক্ষা যশস্বিনঃ ॥ ২১
নাগাঃ কিম্পুরুষাশ্চৈব সিদ্ধবিদ্যাধরোরগাঃ ।
বহবো জনয়ামাসুর্হৃষ্টাস্তত্র সহস্রশঃ ॥ ২২
চারণাশ্চ সুতান্ বীরান্ সসৃজুর্বনচারিণঃ ।
বানরান্ সুমহাকায়ান্ সর্ব্বান্ বৈ বনচারিণঃ ॥ ২৩
অপ্সরঃসু চ মুখ্যাসু তথা বিদ্যাধরীষু চ ।
নাগকন্যাসু চ তদা গন্ধর্ব্বীণাং তনুষু চ ।
কামরূপবলোপেতা যথাকামবিচারিণঃ ॥ ২৪
সিংহশার্দ্দূলসদৃশা দর্পেণ চ বলেন চ ।
শিলাপ্রহরণাঃ সর্ব্বে সর্ব্বে পর্ব্বতযোধিনঃ ॥ ২৫
নখদংষ্ট্রায়ুধাঃ সর্ব্বে সর্ব্বে সর্ব্বাস্ত্রকোবিদাঃ ।
বিচালয়েয়ুঃ শৈলেন্দ্রান্ ভেদয়েয়ুঃ স্থিরান্ দ্রুমান্ ॥ ২৬
ক্ষোভয়েয়ুশ্চ বেগেন সমুদ্রং সরিতাম্পতিম্ ।
দারয়েয়ুঃ ক্ষিতিং পদ্ভ্যামাপ্লবেয়ুর্মহার্ণবান্ ॥ ২৭

বানররূপী পুত্রসকল উৎপন্ন করিলেন এবং মহাত্মা ঋষি সিদ্ধ বিদ্যাধর ভুজঙ্গ ও চারণেরাও বীর্য্যসম্পন্ন বনচারী পুত্র সকল উৎপাদন করিলেন।—মহেন্দ্রের স্বতুল্য দীপ্তিশালী বানরেন্দ্র বালী পুত্র হইল। তপনবর প্রভাকর সুগ্রীবকে জন্মাইলেন; বৃহস্পতি সমস্ত মুখ্য বানরদিগের মধ্যে অত্যুত্তম বুদ্ধিশালী তার-নামক মহাকপিকে উৎপাদন করিলেন; কুবেরের শ্রীসম্পন্ন গন্ধমাদন-নামক বানর পুত্র হইল; বিশ্বকর্ম্মাও নল-নামক মহাকপিকে সৃজন করিলেন; অগ্নির স্বতুল্য-প্রভাশালী বীর্য্যবান্ শ্রীসম্পন্ন নীল নামে পুত্র হইল; সে তেজ, যশ, ও বীর্য্যে অগ্নিকে অতিক্রম করিল; প্রশস্তরূপশালী অশ্বিনীকুমারযুগল স্বয়ং নিজানুরূপ মৈন্দ ও দ্বিবিদনামক দুই কপিকে উৎপাদন করিলেন। বরুণ সুষেণ-নামক বানরকে উৎপাদন করিলেন; মহাবল পর্জ্জন্য শরভ-নামক বানরকে উৎপন্ন করিলেন। ৮—১৫। বায়ুর ঔরসে শ্রীসম্পন্ন হনূমান্ নামে বানর উৎপন্ন হইল; সে সমস্ত মুখ্য বানরের মধ্যে উৎকৃষ্ট বুদ্ধিমান্ ও অতিশয় বলবান্, তাহার শরীর বজ্রের ন্যায় কঠিন এবং সে বিনতা-নন্দন গরুড়ের ন্যায় দ্রুতগামী। এইরূপে দেবগণকর্ত্তৃক যাহারা দশগ্রীবের বধে উদ্যত হইবে, তাদৃশ কামরূপী বীর্য্যসম্পন্ন অপ্রমেয়বলশালী ও সুবিক্রান্ত বহুসংখ্যক বানর সৃষ্ট হইল। সেই মহাবলশালী পর্ব্বত ও হস্তীর ন্যায় বৃহদাকারসম্পন্ন ঋক্ষ ও গোলাঙ্গুলাভিধেয় বানরেরা অবিলম্বে উৎপন্ন হইল। যে যে দেবতার যেমন যেমন রূপ, অবয়ব-সংস্থান ও পরাক্রম, সেই সেই দেবতার পৃথক্ পৃথক্ তাদৃশ রূপ, অবয়ব-সংস্থান ও পরাক্রমশালী পুত্র জন্মিল। গোলাঙ্গুলজাতীয় বানরী ও কিন্নরীতে যে সকল বানর এবং ঋক্ষীতে যে সকল ভল্লূক উৎপন্ন হইল, তাহারা স্ব স্ব জনক হইতে কিঞ্চিদধিক-বলসম্পন্ন হইল। সেই সময়ে যশস্বী দেব, সিদ্ধ, মহর্ষি, গন্ধর্ব্ব, বিদ্যাধর, কিন্নর, নাগ, তার্ক্ষ্য, ভুজঙ্গ ও যক্ষ প্রভৃতি অনেকে হৃষ্ট হইয়া, সহস্র সহস্র পুত্র উৎপাদন করিলেন। তখন চারণেরাও প্রধান প্রধান অপ্সরা, বিদ্যাধরী, নাগকন্যা ও গন্ধর্ব্বীতে বৃহদাকারবিশিষ্ট বনচর মহাবীর বানর পুত্র সকল সৃজন করিলেন। সেই সময়ে যাহারা ইচ্ছানুরূপ বলশালী, যথাভিলষিত বিচরণশীল, কামানুরূপ দেহধারী, শিলাপ্রহারী, পর্ব্বত দ্বারা যুদ্ধকারী ও সর্ব্বাস্ত্রনিবারী; যাহারা দর্পে ও বলে সিংহ ও শার্দ্দূলের সদৃশ; যাহাদিগের নখ ও দংষ্ট্রাই অস্ত্র এবং যাহারা সুবৃহৎ পর্ব্বতকে সঞ্চালিত করিতে, প্রকাণ্ডবৃক্ষ সকল ভগ্ন করিতে, বেগ দ্বারা নদীপতি

নতভলং বিশেষুশ্চ গৃহ্লীয়ুরপি তোয়দান্।
গৃহ্লীয়ুরপি মাতঙ্গান্ মত্তান্ প্রব্রজতো বনে। ২৮
নর্দমানাংশ্চ নাদেন পাতয়েয়ুর্বিহঙ্গমান্।
ঈদৃশানাং প্রসূতানি হরীণাং কামরূপিণাম্। ২৯
শতং শতসহস্রাণি যূথপানাং মহাত্মনাম্।
তে প্রধানেষু যূথেষু হরীণাং হরিযূথপাঃ। ৩০
জজ্ঞুর্যূথপশ্রেষ্ঠান্ বীরাংশ্চাজনয়ন্ হরীন্।
অন্যে ঋক্ষবতঃ প্রস্থানুপতস্থুঃ সহস্রশঃ। ৩১
অন্যে নানাবিধান্ শৈলান্ কাননানি চ ভেজিরে।
সূর্য্যপুত্রঞ্চ সুগ্রীবং শক্রপুত্রঞ্চ বালিনম্। ৩২
ভ্রাতরাবুপতস্থুস্তে সর্ব্বে চ হরিযূথপাঃ।
নলং নীলং হনূমন্তমন্যাংশ্চ হরিযূথপান্। ৩৩
তে তার্ক্ষ্যবলসম্পন্নাঃ সর্ব্বে যুদ্ধবিশারদাঃ।
বিচরন্তোঽর্দ্দয়ন্ সর্ব্বান্ সিংহব্যাঘ্রমহোরগান্। ৩৪
মহাবলো মহাবাহুর্বালী বিপুলবিক্রমঃ।
জুগোপ ভুজবীর্য্যেণ ঋক্ষগোপুচ্ছবানরান্। ৩৫
তৈরিয়ং পৃথিবী শূরৈঃ সপর্ব্বতবনার্ণবা।
কীর্ণা বিবিধসংস্থানৈর্নানাব্যঞ্জনলক্ষণৈঃ। ৩৬

সমুদ্রকে বিলোড়িত করিতে, চরণ দ্বারা পৃথিবী বিদারণ করিতে, লম্ফ দ্বারা মহাসমুদ্র সকল উত্তরণ করিতে, আকাশে প্রবেশ করিতে, তোয়দগণ ও বনে ধাবমান মত্ত মাতঙ্গদিগকে গ্রহণ করিতে এবং নাদ দ্বারা বিহঙ্গমদিগকে ভূতলে পাতিত করিতে সমর্থ, তাদৃশ যূথপতি কামরূপী মহাত্মা এক কোটি বানর উৎপন্ন হইল। সেই বানর যূথপতি বানরেরা প্রধান প্রধান বানরদিগের যূথের অধিপতি হইল এবং অনেক যূথপতি বীর্য্যসম্পন্ন শ্রেষ্ঠ বানরদিগকেও উৎপাদন করিল। তাহাদিগের মধ্যে সহস্র সহস্র বানর ঋক্ষবান্ পর্ব্বতের সানুদেশ আশ্রয় করিল। অপর বানরেরা বহুতর পর্ব্বত ও কাননে বাস করিল। সেই সকল বানরযূথপতি বানরেরা ইন্দ্রতনয় বালী ও সূর্য্যতনয় সুগ্রীব, এই দুই ভ্রাতার অধীন হইল; পরন্তু তন্মধ্যে অনেকে সাক্ষাৎ এবং অনেকে বানর-যূথপতি হনূমান্, নল, নীল ও অপরাপর বানরদিগের অধীনে থাকিয়া, সেই দুই ভ্রাতার অধীন হইল। ১৬—৩৩। গরুড়ের স্থায় বলসম্পন্ন যুদ্ধবিদ্যাবিশারদ সেই বানরগণ বিচরণ করিতে করিতে সিংহ, ব্যাঘ্র ও মহাসর্পদিগকে পীড়িত করিতে লাগিল। মহাবাহু মহাবলী বিপুলবিক্রমশালী বালী বাহুবীর্য্যে গোলাঙ্গুল প্রভৃতি বানর ও ঋক্ষদিগকে রক্ষা করিত। সেই বিবিধাকার পৃথক্ পৃথক্ লক্ষণ-সম্পন্ন বানরগণ পর্ব্বত, বন ও সমুদ্রের সহিত ভূমণ্ডল ব্যাপিয়া

তৈর্মেঘবৃন্দাচলকূটসন্নিভৈ-
র্মহাবলৈর্বানরযূথপাধিপৈঃ।
বভূব ভূর্ভীমশরীররূপৈঃ
সমাবৃতা রামসহায়হেতোঃ। ৩৭
ইতি বালকাণ্ডে সপ্তদশঃ সর্গঃ। ১৭।

অষ্টাদশঃ সর্গঃ।

নির্বৃত্তে তু ক্রতৌ তস্মিন্ হয়মেধে মহাত্মনঃ।
প্রতিগৃহামরা ভাগান্ প্রতিজগ্মুর্যথাগতম্। ১
সমাপ্তদীক্ষানিয়মঃ পত্নীগণসমন্বিতঃ।
প্রবিবেশ পুরীং রাজা সভৃত্যবলবাহনঃ। ২
যথার্হং পূজিতাস্তেন রাজ্ঞা চ পৃথিবীশ্বরাঃ।
মুদিতাঃ প্রযযুর্দেশান্ প্রণম্য মুনিপুঙ্গবম্। ৩
শ্রীমতাং গচ্ছতাং তেষাং স্বগৃহাণি পুরাত্ততঃ।
বলানি রাজ্ঞাং শুভ্রাণি প্রহৃষ্টানি চকাশিরে। ৪
গতেষু পৃথিবীশেষু রাজা দশরথঃ পুনঃ।
প্রবিবেশ পুরীং শ্রীমান্ পুরস্কৃত্য দ্বিজোত্তমান্। ৫
শান্তয়া প্রযযৌ সার্দ্ধমৃষ্যশৃঙ্গঃ সুপূজিতঃ।
অনুগম্যমানো রাজ্ঞা চ সানুযাত্রেণ ধীমতা। ৫

ফেলিল,—রামের সাহায্যার্থ দেবগণকর্ত্তৃক উৎপাদিত এবং মেঘবৃন্দ ও পর্ব্বতশৃঙ্গসদৃশ ভয়াবহ শরীর ও রূপ-সম্পন্ন সেই মহাবলশালী বানরযূথপতি বানরগণ কর্ত্তৃক পৃথিবী পরিব্যাপ্ত হইল। ৩৪—৩৭।

অষ্টাদশ সর্গ।

এইরূপে মহাত্মা দশরথের পুত্রেষ্টিযাগের সহিত অশ্বমেধ যজ্ঞ সমাপ্ত হইলে, দেবতারা স্ব স্ব নির্দ্দিষ্ট ভাগ গ্রহণ করিয়া, সকলে নিজ নিজ স্থানে গমন করিলেন। রাজা দশরথও দীক্ষা-নিয়ম সমাপন-পূর্ব্বক পত্নী, ভৃত্য, সৈন্য ও বাহনগণের সহিত পুরী প্রবেশ করিতে উদ্যত হইলেন এবং সেই নরপতিরাও রাজা দশরথকর্ত্তৃক পূজিত হইয়া, মুনিবর বসিষ্ঠ ও ঋষ্যশৃঙ্গকে প্রণাম করিয়া প্রমোদ-সহকারে স্বদেশাভিমুখে গমন করিলেন। অযোধ্যানগরী হইতে সেই শ্রীমান্ ভূপতিদিগের স্বদেশগমনকালে, সৈন্যগণ দশরথ-দত্ত বস্ত্র ও অলঙ্কারে ভূষিত হইয়া হৃষ্টান্তঃকরণে পরম শোভা পাইতে লাগিল। মহীপতিরা প্রস্থান করিলে, শ্রীমান্ দশরথ রাজা, বসিষ্ঠ প্রভৃতি দ্বিজোত্তমদিগকে অগ্রে করিয়া পুরীতে প্রবেশ করিলেন। ঋষ্যশৃঙ্গ ঋষিও শান্তার সহিত সানুচর রাজা দশরথ কর্ত্তৃক

এবং বিসৃজ্য তান্ সর্ব্বান্ রাজা সম্পূর্ণমানসঃ।
উবাস সুখিতস্তত্র পুত্রোৎপত্তিং বিচিন্তয়ন্ ॥ ৭
ততো যজ্ঞে সমাপ্তে তু ঋতূনাং ষট্ সমত্যয়ুঃ।
ততশ্চ দ্বাদশে মাসে চৈত্রে নাবমিকে তিথৌ ॥ ৮
নক্ষত্রেঽদিতিদৈবত্যে স্বোচ্চসংস্থেষু পঞ্চসু।
গ্রহেষু কর্কটে লগ্নে বাক্‌পতাবিন্দুনা সহ ॥ ৯
প্রোদ্যমানে জগন্নাথং সর্ব্বলোকনমস্কৃতম্।
কৌসল্যাজনয়দ্রামং দিব্যলক্ষণসংযুতম্ ॥ ১০
বিষ্ণোরর্দ্ধং মহাভাগং পুত্রমৈক্ষ্বাকুনন্দনম্।
লোহিতাক্ষং মহাবাহুং রক্তোষ্ঠং দুন্দুভিস্বনম্ ॥ ১১
কৌসল্যা শুশুভে তেন পুত্রেণামিততেজসা।
যথা বরেণ দেবানামদিতির্বজ্রপাণিনা ॥ ১২
ভরতো নাম কৈকেয্যাং জজ্ঞে সত্যপরাক্রমঃ।
সাক্ষাদ্বিষ্ণোশ্চতুর্ভাগঃ সর্ব্বৈঃ সমুদিতো গুণৈঃ ॥ ১৩
অথ লক্ষ্মণশত্রুঘ্নৌ সুমিত্রাজনয়ৎ সুতৌ।
বীরৌ সর্ব্বাস্ত্রকুশলৌ বিষ্ণোরর্দ্ধসমন্বিতৌ ॥ ১৪
পুষ্যে জাতস্তু ভরতো মীনলগ্নে প্রসন্নধীঃ।
সার্পে জাতৌ তু সৌমিত্রী কুলীরেঽভ্যুদিতে রবৌ ॥ ১৫

রাজ্ঞঃ পুত্রা মহাত্মানশ্চত্বারো জজ্ঞিরে পৃথক্।
গুণবন্তঃ সুরূপাশ্চ রুচ্যা প্রোষ্ঠপদোপমাঃ ॥ ১৬
জগুঃ কলঞ্চ গন্ধর্ব্বা ননৃতুশ্চাপ্সরোগণাঃ।
দেবদুন্দুভয়ো নেদুঃ পুষ্পবৃষ্টিশ্চ খাৎ পতৎ ॥ ১৭
উৎসবশ্চ মহানাসীদযোধ্যায়াং জনাকুলঃ।
রথ্যাশ্চ জনসম্বাধা নটনর্ত্তকসঙ্কুলাঃ ॥ ১৮
গায়নৈশ্চ বিরাবিণ্যো বাদনৈশ্চ তথাপরৈঃ।
বিরেজুর্বিপুলাস্তত্র সর্ব্বরত্নসমন্বিতাঃ ॥ ১৯
প্রদেয়াংশ্চ দদৌ রাজা সূতমাগধবন্দিনাম্।
ব্রাহ্মণেভ্যো দদৌ বিত্তং গোধনানি সহস্রশঃ ॥ ২০
অতীত্যৈকাদশাহন্তু নামকর্ম্ম তথাকরোৎ।
জ্যেষ্ঠং রামং মহাত্মানং ভরতং কৈকয়ীসুতম্ ॥ ২১
সৌমিত্রিং লক্ষ্মণমিতি শত্রুঘ্নমপরন্তথা।
বসিষ্ঠঃ পরমপ্রীতো নামানি কুরুতে তদা ॥ ২২
ব্রাহ্মণান্ ভোজয়ামাস পৌরজানপদানপি।
অদদদ্ব্রাহ্মণানাঞ্চ রত্নৌঘমমলং বহু ॥ ২৩

পূজিত হইয়া স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন। রাজা দশরথ এইরূপে সকলকে বিদায় দান করিয়া, পূর্ণমনোরথ ও পরম সুখী হইয়া 'কবে পুত্র হইবে' এইরূপ চিন্তা করত কালক্ষেপ করিতে লাগিলেন। ১—৭। যজ্ঞ-সমাপনানন্তর ছয় ঋতু অতীত হইলে, চৈত্রমাসে নবমী তিথিতে, পুনর্ব্বসু নক্ষত্রে, কর্কট লগ্নে, কৌশল্যা দেবী দিব্যলক্ষণ-সম্পন্ন লোহিতনয়ন রামাভিধেয় ইক্ষ্বাকুকুলনন্দন তনয় প্রসব করিলেন। সেই মহাভাগ রক্তোষ্ঠসম্পন্ন দুন্দুভিতুল্য-গম্ভীর-নিস্বন মহাবাহু রাম সর্ব্বলোক-নমস্কৃত জগন্নাথ; তিনি বিষ্ণুর অর্দ্ধাংশ। তাঁহার জন্মকালে রবি মেষ রাশিতে, মঙ্গল মকর রাশিতে, শনি তুলা রাশিতে, বৃহস্পতি ও চন্দ্র কর্কট রাশিতে এবং শুক্র মীন রাশিতে ছিলেন। দেবশ্রেষ্ঠ ইন্দ্রের জন্মে অদিতি যেরূপ শোভা পাইয়াছিলেন, সেইরূপ সেই অমিততেজস্বী পুত্রের জন্মে কৌশল্যা দেবী শোভা পাইলেন। কৈকেয়ী দেবী সত্যপরাক্রম-সম্পন্ন ভরত-নামক পুত্র প্রসব করিলেন। ভরত বিষ্ণুর চারি অংশের একাংশ এবং তাঁহার সমস্ত গুণে বিভূষিত; সুমিত্রা দেবী লক্ষ্মণ ও শত্রুঘ্ননামক দুই পুত্র প্রসব করিলেন। সুমিত্রা দেবীর সেই দুই নন্দন অতি বীর্য্যসম্পন্ন, সর্ব্বাস্ত্রদক্ষ এবং প্রত্যেকে বিষ্ণুর অষ্টাংশের একাংশ। প্রসন্নাত্মা ভরত মীনলগ্নে পুষ্যানক্ষত্রে এবং সুমিত্রানন্দন লক্ষ্মণ ও শত্রুঘ্ন কর্কটলগ্নে ও অশ্লেষা নক্ষত্রে জন্মপরিগ্রহ করেন; লক্ষ্মণ ও শত্রুঘ্নের জন্মকালে রবিও মেষরাশিতে ছিলেন। মহাত্মা রাজা দশরথের প্রত্যেক অনুরূপ-গুণসম্পন্ন চারিটী পুত্র উৎপন্ন হইলেন। তাঁহারা প্রত্যেকে কান্তিতে পূর্ব্বভাদ্রপদ ও উত্তরভাদ্রপদ নক্ষত্রের তুল্য। ৮—১৬। সেই সময়ে অমরাবতীতে দেবদুন্দুভি সকল নিনাদিত হইল; গন্ধর্ব্বেরা সুমধুর গান ও অপ্সরাগণ নৃত্য করিতে লাগিল এবং অযোধ্যা নগরীতে বিমান হইতে পুষ্পবৃষ্টি পতিত হইল এবং মহাসমারোহে মহোৎসব হইল,—নগরীর সুবিপুল ও ক্ষুদ্রপথ সকল নট ও নর্ত্তকগণে এরূপ পরিব্যাপ্ত হইল যে, ঐ সকল পথে মনুষ্যের সমাগম রুদ্ধ হইল, এবং ঐ সকল পথ গায়ক ও বাদকগণের গানে ও বাদ্যে ধ্বনিত ও তাহাদিগের পুরস্কারার্থ প্রদত্ত নানাবিধ রত্ন-সমুদায়ে পরিব্যাপ্ত হইয়া শোভান্বিত হইল। সেই সময়ে রাজা দশরথও ব্রাহ্মণদিগকে সহস্র সহস্র, গোধন ও বহু ধনরত্ন এবং সূত, মাগধ ও বন্দীদিগকে পারি-তোষিক প্রদান করিলেন। অনন্তর ত্রয়োদশ দিবসে রাজা দশরথ পুত্রদিগের নামকরণ করিলেন। তখন বসিষ্ঠ পরম প্রীত হইয়া সর্ব্বজ্যেষ্ঠ মহাত্মা কৌশল্যা-নন্দনের নাম রাম, কৈকেয়ী-পুত্রের নাম ভরত এবং সুমিত্রার জ্যেষ্ঠ তনয়ের নাম লক্ষ্মণ ও কনিষ্ঠ তনয়ের শত্রুঘ্ন নাম রাখিলেন। তিনি রাজা দশরথের অনুজ্ঞানুসারে সমস্ত ব্রাহ্মণ, পৌর ও জানপদদিগকে ভোজন করাইলেন এবং ব্রাহ্মণদিগকে বিবিধ বিমল

তেষাং জন্মক্রিয়াদীনি সর্ব্বকর্ম্মাণ্যকারয়ৎ।
তেষাং কেতুরিব জ্যেষ্ঠো রামো রতিকরঃ পিতুঃ ॥ ২৪
বভূব ভূয়ো ভূতানাং স্বয়ম্ভূরিব সম্মতঃ।
সর্ব্বে বেদবিদঃ শূরাঃ সর্ব্বে লোকহিতে রতাঃ ॥ ২৫
সর্ব্বে জ্ঞানোপসম্পন্নাঃ সর্ব্বে সমুদিতা গুণৈঃ।
তেষামপি মহাতেজা রামঃ সত্যপরাক্রমঃ ॥ ২৬
ইষ্টঃ সর্ব্বস্য লোকস্য শশাঙ্ক ইব নির্ম্মলঃ।
গজস্কন্ধেঽশ্বপৃষ্ঠে চ রথচর্য্যাসু সম্মতঃ ॥ ২৭
ধনুর্ব্বেদে চ নিরতঃ পিতুঃ শুশ্রূষণে রতঃ।
বাল্যাৎ প্রভৃতি সুস্নিগ্ধো লক্ষ্মণো লক্ষ্মিবর্দ্ধনঃ ॥ ২৮
রামস্য লোকরামস্য ভ্রাতুর্জ্যেষ্ঠস্য নিত্যশঃ।
সর্ব্বপ্রিয়করস্তস্য রামস্যাপি শরীরতঃ ॥ ২৯
লক্ষ্মণো লক্ষ্মিসম্পন্নো বহিঃ প্রাণ ইবাপরঃ।
ন চ তেন বিনা নিদ্রাং লভতে পুরুষোত্তমঃ ॥ ৩০
মৃষ্টমন্নমুপানীতমশ্নাতি ন হি তং বিনা।
যদা হি হয়মারূঢ়ো মৃগয়াং যাতি রাঘবঃ ॥ ৩১
অথৈনং পৃষ্ঠতোঽভ্যেতি সধনুঃ পরিপালয়ন্।
ভরতস্যাপি শত্রুঘ্নো লক্ষ্মণাবরজো হি সঃ ॥ ৩২
প্রাণৈঃ প্রিয়তরো নিত্যং তস্য চাসীত্তথা প্রিয়ঃ।
স চতুর্ভির্মহাভাগৈঃ পুত্রৈর্দশরথঃ প্রিয়ৈঃ ॥ ৩৩
বভূব পরমপ্রীতো দেবৈরিব পিতামহঃ।
তে যদা জ্ঞানসম্পন্নাঃ সর্ব্বে সমুদিতা গুণৈঃ ॥ ৩৪
হ্রীমন্তঃ কীর্ত্তিমন্তশ্চ সর্ব্বজ্ঞা দীর্ঘদর্শিনঃ।
তেষামেবম্প্রভাবাণাং সর্ব্বেষাং দীপ্ততেজসাম্ ॥ ৩৫
পিতা দশরথো হৃষ্টো ব্রহ্মা লোকাধিপো যথা।
তে চাপি মনুজব্যাঘ্রা বৈদিকাধ্যয়নে রতাঃ ॥ ৩৬
পিতৃশুশ্রূষণরতা ধনুর্ব্বেদে চ নিষ্ঠিতাঃ ॥ ৩৭
অথ রাজা দশরথস্তেষাং দারক্রিয়াং প্রতি।
চিন্তয়ামাস ধর্ম্মাত্মা সোপাধ্যায়ঃ সবান্ধবঃ ॥ ৩৮
তস্য চিন্তয়মানস্য মন্ত্রিমধ্যে মহাত্মনঃ।
অভ্যাগচ্ছন্মহাতেজা বিশ্বামিত্রো মহামুনিঃ।
স রাজ্ঞো দর্শনাকাঙ্ক্ষী দ্বারাধ্যক্ষানুবাচ হ ॥ ৩৯
শীঘ্রমাখ্যাত মাং প্রাপ্তং কৌশিকং গাধিনঃ সুতম্।
তচ্ছ্রুত্বা বচনং তস্য রাজ্ঞো বেশ্ম প্রদুদ্রুবুঃ ॥ ৪০
সম্ভ্রান্তমনসঃ সর্ব্বে তেন বাক্যেন চোদিতাঃ।
তে গত্বা রাজভবনং বিশ্বামিত্রমৃষিং তদা ॥ ৪১
প্রাপ্তমাবেদয়ামাসুর্নৃপায়েক্ষ্বাকবে তদা।

রত্নরাজি দান করিলেন। ১৭—২৩। বশিষ্ঠ ঋষি রামাদির জাতক্রিয়া প্রভৃতি সমস্ত ক্রিয়াই যথাকালে রাজা দশরথের দ্বারা সম্পাদন করাইলেন। রাজা দশরথের সেই পুত্রদিগের মধ্যে ইক্ষ্বাকুকুলের অভ্যুদয়-পতাকা-স্বরূপ জ্যেষ্ঠ রাম পিতার আনন্দদায়ক এবং স্বয়ম্ভু ব্রহ্মার ন্যায় সমস্ত প্রাণীরই সম্মত হইলেন। দশরথের সকল পুত্রই বেদজ্ঞ, শৌর্য্যসম্পন্ন লোকের হিতাকাঙ্ক্ষী, বিজ্ঞ ও ক্ষত্রিয়োচিত সমস্ত গুণে বিভূষিত হইলেন; পরন্তু রাম সর্ব্বাপেক্ষা সমধিক মহাতেজস্বী, সত্যপরাক্রমী, নির্ম্মল শশধরের ন্যায় লোকপ্রিয়, ধনুর্ব্বেদরত, পিতৃশুশ্রূষা-তৎপর এবং হস্তী, অশ্ব ও রথারোহণে দক্ষ হইলেন। লক্ষ্মণ বাল্যকালাবধি জ্যেষ্ঠ-ভ্রাতা লোকাভিরাম রামের নিরত অনুগত, শ্রীসম্পাদনে নিরত ও প্রিয়ানুষ্ঠানে তৎপর হইলেন। অধিক কি, তিনি রামের প্রিয় কার্য্য সম্পাদনের নিমিত্ত শরীর ত্যাগ করিতেও সম্মত ছিলেন। লক্ষ্মীসম্পন্ন লক্ষ্মণ যেন রামের বাহ্যসঞ্চারী অপর প্রাণ ছিলেন; যেহেতু পুরুষোত্তম রাম, স্বসমীপে আনীত সুমিষ্ট অন্নও লক্ষ্মণব্যতীত একাকী ভোজন করিতেন না এবং নিদ্রাও যাইতেন না। যখন রাম অশ্বারোহণে মৃগয়ার্থ গমন করিতেন, তখন লক্ষ্মণ ধনুর্দ্ধারণ করিয়া, রামকে রক্ষা করত তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিতেন। লক্ষ্মণের কনিষ্ঠ ভ্রাতা শত্রুঘ্ন ভরতের প্রাণ হইতেও প্রিয়তম এবং ভরতও তাঁহার প্রাণ হইতেও সর্ব্বদা প্রিয় হইলেন। যেরূপ পিতামহ ব্রহ্মা দিক্‌পালচতুষ্টয়ে প্রীতিপ্রাপ্ত হন, সেইরূপ রাজা দশরথ প্রিয় মহাভাগ চারিটী তনয়ে প্রীত হইলেন। দশরথের শ্রীমান্ অনুদ্ধতস্বভাব প্রদীপ্ত-অনলতুল্য-তেজস্বী তনয়চতুষ্টয় ক্ষত্রিয়ের অভিজ্ঞেয় সমস্ত বিষয় অবগত, তদুচিত সমুদায় গুণে ভূষিত, দীর্ঘদর্শী, বিখ্যাতপৌরুষ এবং সকল বিষয়ে অভিজ্ঞ হইলেন। তাঁহারা এরূপ প্রভাবসম্পন্ন হইলে ব্রহ্মলোকের অধিপতি ব্রহ্মা যেরূপ নিরত আনন্দ উপভোগ করেন, পিতা রাজা দশরথ তদ্রূপ আনন্দ লাভ করিলেন। ধনুর্ব্বেদবিজ্ঞ পুরুষশ্রেষ্ঠেরাও বেদাধ্যয়নে এবং পিতৃশুশ্রূষণে নিরত হইলেন। ২৪—৩৭। অনন্তর ধর্ম্মাত্মা রাজা দশরথ উপাধ্যায় ও বান্ধববর্গের সহিত সেই পুত্রদিগের বিবাহের নিমিত্ত চিন্তিত হইলেন। মহাত্মা রাজা দশরথ অমাত্যগণের মধ্যে সেই চিন্তা করিতেছেন, এমত সময়ে মহাতেজস্বী মহামুনি বিশ্বামিত্র তথায় আগমন করিলেন। তিনি রাজা দশরথের দর্শনাভিলাষী হইয়া দ্বারীদিগকে কহিলেন, আমি কুশবংশীয় গাধিনন্দন বিশ্বামিত্র, শীঘ্র তোমরা রাজসমীপে গিয়া আমার আগমনবার্ত্তা জ্ঞাপন কর। দ্বারাধ্যক্ষগণ বিশ্বামিত্রের

তেষাং তদ্বচনং শ্রুত্বা স পুরোধাঃ সমাহিতঃ ॥ ৪২
প্রত্যুজ্জগাম সংহৃষ্টো ব্রহ্মাণমিব বাসবঃ।
স দৃষ্ট্বা জ্বলিতং দীপ্ত্যা তাপসং সংশিতব্রতম্ ॥ ৪৩
প্রহৃষ্টবদনো রাজা ততোঽর্ঘ্যমুপহারয়ৎ।
স রাজ্ঞঃ প্রতিগৃহ্যার্ঘ্যং শাস্ত্রদৃষ্টেন কর্ম্মণা ॥ ৪৪
কুশলং চাব্যয়ং চৈব পর্য্যপৃচ্ছন্নরাধিপম্।
পুরে কোশে জনপদে বান্ধবেষু সুহৃৎসু চ ॥ ৪৫
কুশলং কৌশিকো রাজ্ঞঃ পর্য্যপৃচ্ছৎ সুধার্ম্মিকঃ।
অপি তে সন্নতাঃ সর্ব্বে সামন্তা রিপবো জিতাঃ ॥ ৪৬
দৈবঞ্চ মানুষং চৈব কর্ম্ম তে সাধ্বনুষ্ঠিতম্ ॥ ৪৭
বশিষ্ঠঞ্চ সমাগম্য কুশলং মুনিপুঙ্গবঃ।
ঋষীংশ্চ তান্ যথান্যায়ং মহাভাগ উবাচ হ ॥ ৪৮
তে সর্ব্বে হৃষ্টমনসস্তস্য রাজ্ঞো নিবেশনম্।
বিবিশুঃ পূজিতাস্তেন নিষেদুশ্চ যথার্হতঃ ॥ ৪৯
অথ হৃষ্টমনা রাজা বিশ্বামিত্রং মহামুনিম্।
উবাচ পরমোদারো হৃষ্টস্তমভিপূজয়ন্।
যথামৃতস্য সম্প্রাপ্তির্যথা বর্ষমনূদকে ॥ ৫০
যথা সদৃশদারেষু পুত্রজন্মাপ্রজস্য বৈ।
প্রনষ্টস্য যথা লাভো যথা হর্ষো মহোদয়ঃ ॥ ৫১
তথৈবাগমনং মন্যে স্বাগতং তে মহামুনে।
কঞ্চ তে পরমং কামং করোমি কিমু হর্ষিতঃ ॥ ৫২
পাত্রভূতোঽসি মে ব্রহ্মন্ দিষ্ট্যা প্রাপ্তোঽসি মানদ।
অদ্য মে সফলং জন্ম জীবিতঞ্চ সুজীবিতম্ ॥ ৫৩
যস্মাদ্বিপ্রেন্দ্রমদ্রাক্ষং সুপ্রভাতা নিশা মম।
পূর্ব্বং রাজর্ষিশব্দেন তপসা দ্যোতিতপ্রভঃ ॥ ৫৪
ব্রহ্মর্ষিত্বমনুপ্রাপ্তঃ পূজ্যোঽসি বহুধা ময়া।
তদদ্ভুতমভূদ্বিপ্র পবিত্রং পরমং মম ॥ ৫৫
শুভক্ষেত্রগতশ্চাহং তব সন্দর্শনাৎ প্রভো।
ব্রূহি যৎ প্রার্থিতং তুভ্যং কার্য্যমাগমনং প্রতি ॥ ৫৬
ইচ্ছাম্যনুগৃহীতোঽহং ত্বদর্থপরিবৃদ্ধয়ে।
কার্য্যস্য ন বিমর্শঞ্চ গন্তুমর্হসি সুব্রত ॥ ৫৭
কর্ত্তা চাহমশেষেণ দৈবতং হি ভবান্ মম।

নিয়োগ-বাক্য শ্রবণ করিয়া সসম্ভ্রমে রাজার গৃহাভিমুখে গমন করিল। তাহারা তখনই রাজভবনে উপস্থিত হইয়া, দশরথকে নিবেদন করিল,—"বিশ্বামিত্র ঋষি আগমন করিয়াছেন।" রাজা দশরথ তাঁহাদিগের সেই বাক্য শ্রবণ করিবামাত্র অতীব হৃষ্ট হইলেন এবং পুরোহিতের সহিত সমাহিত হইয়া, মহেন্দ্র যেরূপ বৃহস্পতির প্রত্যুদ্গমন করেন, সেইরূপ বিশ্বামিত্রের প্রত্যুদ্গমন করিলেন। অনন্তর সেই সুতীক্ষ্ণ-নিয়মী তপস্বী অতিতেজস্বী বিশ্বামিত্রকে দর্শন করিয়া দশরথের বদন হর্ষোৎফুল্ল হইল। তিনি তাঁহাকে অর্ঘ্য উপহার দিলেন। সুধার্ম্মিক কৌশিক বিশ্বামিত্রও শাস্ত্রোক্ত বিধানানুসারে নরাধিপ দশরথের অর্ঘ্য গ্রহণ করিয়া নগর, রাজ্য, কোষ সুহৃৎ ও বান্ধববিষয়ক কুশল জিজ্ঞাসানন্তর তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনার সামন্তেরা ত সম্যক্ অনুগত ও শত্রুগণ পরাজিত হইয়া রহিয়াছেন এবং দৈব ও মানুষিক সমস্ত কর্ম্মই ত উত্তমরূপ অনুষ্ঠিত হইতেছে? ৩৮—৪৭। অনন্তর সেই মহাভাগ মুনিবর বিশ্বামিত্র বসিষ্ঠের সহিত সমাগত হইয়া; তাঁহাকে কুশল জিজ্ঞাসাপূর্ব্বক সেই ঋষিদিগের সহিত যথাক্রমে মিলিত হইয়া কুশল জিজ্ঞাসিলেন। সেই ঋষিরাও বিশ্বামিত্রকর্ত্তৃক সমাদৃত হইয়া, হৃষ্টচিত্তে তাঁহার সহিত রাজভবনে প্রবেশপূর্ব্বক যথাযোগ্য স্থানে উপবিষ্ট হইলেন। তদনন্তর উদারচেতা দশরথ হৃষ্টান্তঃকরণে সেই মহামুনি বিশ্বামিত্রকে অভিনন্দন করত প্রফুল্ল হইয়া কহিলেন, মহামুনে! যেরূপ অমৃতের প্রাপ্তি, অনাবৃষ্টিতে বৃষ্টি, অপুত্র-ব্যক্তির ধর্ম্মরতা ভার্য্যাতে পুত্রজন্ম, নষ্ট-দ্রব্যের পুনঃপ্রাপ্তি ও পুত্রজন্মাদিনিবন্ধন মহোৎসবজনিত হর্ষ অতি দুর্লভ, সেইরূপ আমি আপনার আগমন অতিদুর্লভ বিবেচনা করিতেছি। হে মানদ ব্রহ্মন্! আমার সেই ভাগ্যবশতই আপনি এখানে আগমন করিয়াছেন; আপনার আগমন শুভ হউক;—আপনি আদেশ করুন, আমি সন্তুষ্টচিত্তে, কি উপায়ে, আপনার কোন্ পরম অভিলাষ পূর্ণ করি; সর্ব্বতোভাবেই আপনি আমার সেবা-গ্রহণের যোগ্য। হে দ্বিজশার্দ্দূল! অদ্য নিশ্চয়ই আমার রাত্রি সুপ্রভাত হইয়াছে, অদ্য আমার জন্ম ও জীবন সফল হইল, যেহেতু অদ্য আমি আপনার সন্দর্শন লাভ করিলাম। আপনি প্রথমতঃ তপস্যা দ্বারা রাজর্ষিত্ব লাভ করিয়া রাজর্ষি শব্দে বিখ্যাত ও যশস্বী হন; পরে তপস্যা দ্বারা ব্রহ্মর্ষিত্ব লাভ করিয়াছেন; সুতরাং আপনি সর্ব্বপ্রকারেই আমার পূজ্য। প্রভো! আপনার দর্শনমাত্রেই আমার শরীর ও রাজ্যাদি সমস্তই পবিত্র হইয়াছে। হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ! এ নগরীতে আপনার শুভাগমন অতীব আশ্চর্য্য ব্যাপার। অতএব আপনি বলুন, কি অভিপ্রায়ে এখানে আগমন করিয়াছেন; আমি আপনার অভিলষিত বিষয় পূরণ করিয়া কৃতার্থম্মন্য হইতে বাসনা করি। হে সুব্রত! আপনি আমার দেবতা, আপনার কার্য্যাকার্য্য বিবেচনা

মম চায়মনুপ্রাপ্তো মহানভ্যুদয়ো দ্বিজ।
তবাগমনজঃ কৃৎস্নো ধর্ম্মশ্চানুত্তমো দ্বিজ॥ ৫৮
ইতি হৃদয়সুখং নিশম্য বাক্যং
শ্রুতিসুখমাত্মবতা বিনীতমুক্তম্।
প্রথিতগুণযশা গুণৈর্বিশিষ্টঃ
পরমঋষিঃ পরমং জগাম হর্ষম্॥ ৫৯
ইতি বালকাণ্ডে অষ্টাদশঃ সর্গঃ॥ ১৮॥

একোনবিংশঃ সর্গঃ।

তচ্ছ্রুত্বা রাজসিংহস্য বাক্যমদ্ভুতবিস্তরম্।
হৃষ্টরোমা মহাতেজা বিশ্বামিত্রোঽভ্যভাষত॥ ১
সদৃশং রাজশার্দ্দূল তবৈতদ্ভুবি নান্যতঃ।
মহাবংশপ্রসূতস্য বসিষ্ঠব্যপদেশিনঃ॥ ২
যত্তু মে হৃদ্গতং বাক্যং তস্য কার্য্যস্য নিশ্চয়ম্।
কুরুষ্ব রাজশার্দ্দূল ভব সত্যপ্রতিশ্রবঃ॥ ৩
অহং নিয়মমাতিষ্ঠে সিদ্ধ্যর্থং পুরুষর্ষভ।
তস্য বিঘ্নকরৌ দ্বৌ তু রাক্ষসৌ কামরূপিণৌ॥ ৪
ব্রতে তু বহুশশ্চীর্ণে সমাপ্ত্যাং রাক্ষসাবিমৌ।
মারীচশ্চ সুবাহুশ্চ বীর্য্যবন্তৌ সুশিক্ষিতৌ॥ ৫
তৌ মাংসরুধিরৌঘেণ বেদিং তামভ্যবর্ষতাম্।
অবধূতে তথাভূতে তস্মিন্নিয়মনিশ্চয়ে॥ ৬
কৃতশ্রমো নিরুৎসাহস্তস্মাদ্দেশাদপাক্রমে।
ন চ মে ক্রোধমুৎস্রষ্টুং বুদ্ধির্ভবতি পার্থিব॥ ৭
তথাভূতা হি সা চর্য্যা ন শাপস্তত্র মুচ্যতে।
স্বপুত্রং রাজশার্দ্দূল রামং সত্যপরাক্রমম্॥ ৮
কাকপক্ষধরং বীরং জ্যেষ্ঠং মে দাতুমর্হসি।
শক্তো হ্যেষ ময়া গুপ্তো দিব্যেন স্বেন তেজসা॥ ৯
রাক্ষসা যে বিকর্ত্তারস্তেষামপি বিনাশনে।
শ্রেয়শ্চাস্মৈ প্রদাস্যামি বহুরূপং ন সংশয়ঃ॥ ১০
ত্রয়াণামপি লোকানাং যেন খ্যাতিং গমিষ্যতি।
ন চ তৌ রামমাসাদ্য শক্তৌ স্থাতুং কথঞ্চন॥ ১১
ন চ তৌ রাঘবাদন্যো হন্তুমুৎসহতে পুমান্।
বীর্য্যোৎসিক্তৌ হি তৌ পাপৌ কালপাশবশঙ্গতৌ॥ ১২
রামস্য রাজশার্দ্দূল ন পর্য্যাপ্তৌ মহাত্মনঃ।
ন চ পুত্রগতং স্নেহং কর্ত্তুমর্হসি পার্থিব॥ ১৩
দশরাত্রং হি যজ্ঞস্য তস্মিন্ রামেণ রাক্ষসৌ।
হন্তব্যৌ বিঘ্নকর্ত্তারৌ মম যজ্ঞস্য বৈরিণৌ॥ ১৪

প্রয়োজন নাই; আপনি যাহা আদেশ করিবেন, আমি তাহাই পালন করিব। হে দ্বিজবর! আপনার সমাগমে আমি সমুদায় উৎকৃষ্ট ধর্ম্ম লাভ করিয়াছি এবং আমার মহোৎসব-সময় উপস্থিত হইয়াছে।" তখন শমাদিগুণ-বিশিষ্ট বিখ্যাতগুণশালী অতি-যশস্বী মহর্ষি বিশ্বামিত্র, বিশুদ্ধাত্মা রাজা দশরথকথিত হৃদয়া-নন্দবর্দ্ধক শ্রবণ-সুখদায়ক ঈদৃশ সবিনয় বাক্য শ্রবণ করিয়া, সাতিশয় হর্ষ লাভ করিলেন। ৪৮।৫৯

ঊনবিংশ সর্গ।

মহাতেজা বিশ্বামিত্র রাজসিংহ দশরথের সেই অত্যাশ্চর্য্য বাক্প্রপঞ্চ শ্রবণ করিয়া, হর্ষপুলকিত-কলেবর হইয়া তাঁহাকে বলিলেন, "রাজ-শার্দ্দূল! আপনি মহাবংশে জন্মিয়াছেন এবং মহর্ষি বসিষ্ঠের উপদেশানুসারে চলেন, সুতরাং এবংবিধ নিয়ম ব্যব-হার আপনারই উপযুক্ত। হে রাজশার্দ্দূল! আপনি সত্যপ্রতিজ্ঞ হউন, আমার যে একটী মনোগত বক্তব্য বিষয় আছে, আপনি তাহা পালনে অঙ্গীকার করুন। হে পুরুষবর! আমি যাগকরণাভিলাষে দীক্ষিত হই-য়াছি; পরন্তু মারীচ ও সুবাহু নামে ইচ্ছারূপী দুই রাক্ষস সেই যাগের বিঘ্ন জন্মাইতেছে। রাজন্! অনেক বার নিয়ম সমাপ্তপ্রায় হইলে, যজ্ঞসমাপনকালে সেই যজ্ঞবিঘ্নকর রাক্ষসদ্বয় আমার যজ্ঞীয় বেদী রুধিরে প্লাবিত করিয়াছে; ব্রতসঙ্কল্প ভগ্ন ও যজ্ঞ নষ্ট হওয়ায় আমি পণ্ডশ্রম ও নিরুদ্যম হইয়া অগত্যা সেস্থান হইতে প্রস্থান করিয়াছি। রাজশার্দ্দূল! তাহা-দিগকে শাপ দিতে আমার ইচ্ছা হয় না, যেহেতু যজ্ঞে দীক্ষিত হইলে, কাহাকেও অভিশাপ দিতে নাই, অতএব আপনি কাকপক্ষধর, বীর্য্যসম্পন্ন, সত্যপরাক্রম ভবদীয় জ্যেষ্ঠতনয় রামকে আমারে প্রদান করুন। ইনি মৎকর্ত্তৃক রক্ষিত হইয়া, স্বীয় অমানুষিক তেজে, যে যে রাক্ষসেরা যজ্ঞবিঘ্ন জন্মাইতে উদ্যত হইবে, তৎসমুদায়কেই নিহত করিতে সমর্থ হইবেন। আমি ইহাঁর নানাবিধ কল্যাণ বিধান করিব। তাহাতে ইনি অবশ্যই ত্রিলোকমধ্যে খ্যাতি লাভ করিবেন। সেই রাক্ষসদ্বয় রামের সহিত যুদ্ধে কোন ক্রমেই স্থির থাকিতে পারিবে না।১—১১। নৃপশার্দ্দূল! রাম ব্যতীত এমত আর কেহই নাই, যে সেই রাক্ষসদ্বয়কে সংহার করিতে উৎসাহান্বিত হয়, কারণ তাহারা অতিশয় পাপপরায়ণ এবং বলগর্ব্বিত। তাহারা কালপাশে বদ্ধ হইয়া, কখনই মহাত্মা রামের সমকক্ষ হইতে পারিবে না। অতএব হে নরেন্দ্র! আপনি দশ দিনের জন্য পুত্রস্নেহ পরিত্যাগ করিয়া রামকে আমার সহিত প্রদান করুন। তথায় রাম যজ্ঞবিঘ্নকারী বৈরিদ্বয়কে

অহং তে প্রতিজানামি হতৌ তৌ বিদ্ধি রাক্ষসৌ।
অহং বেদ্মি মহাত্মানং রামং সত্যপরাক্রমম্॥ ১৫
বশিষ্ঠোঽপি মহাতেজা যে চেমে তপসি স্থিতাঃ।
যদি তে ধর্ম্মলাভন্তু যশশ্চ পরমং ভুবি॥ ১৬
স্থিরমিচ্ছসি রাজেন্দ্র রামং মে দাতুমর্হসি।
যদ্যভ্যনুজ্ঞাং কাকুৎস্থ দদতে তব মন্ত্রিণঃ॥ ১৭
বশিষ্ঠপ্রমুখাঃ সর্ব্বে ততো রামং বিসর্জ্জয়।
অভিপ্রেতমসংসক্তমাত্মজং দাতুমর্হসি॥ ১৮
দশরাত্রং হি যজ্ঞস্য রামং রাজীবলোচনম্।
নাত্যেতি কালো যজ্ঞস্য যথায়ং মম রাঘব॥ ১৯
তথা কুরুষ ভদ্রন্তে মা চ শোকে মনঃ কৃথাঃ।
ইত্যেবমুক্ত্বা ধর্ম্মাত্মা ধর্ম্মার্থসহিতং বচঃ॥ ২০
বিররাম মহাতেজা বিশ্বামিত্রো মহ মতিঃ।
স তন্নিশম্য রাজেন্দ্রো বিশ্বামিত্রবচঃ শুভম্॥ ২১
শোকেন মহতাবিষ্টশ্চচাল চ মুমোহ চ।
লব্ধসংজ্ঞস্ততোত্থায় ব্যষীদত ভয়ান্বিতঃ॥ ২২
ইতি স হৃদয়মনোবিদারণং,
মুনিবচনং তদতীব শুশ্রুবান্।
নরপতিরভবন্মহান্মহাত্মা
ব্যথিতমনাঃ প্রচচাল চাসনাৎ॥ ২৩
ইতি বালকাণ্ডে একোনবিংশঃ সর্গঃ॥ ১৯॥

দমন করিবেন, তাহাতে কোন সন্দেহই নাই। আমি প্রতিজ্ঞাপূর্ব্বক বলিতেছি যে, আপনি সেই রাক্ষসদ্বয়কে বিনষ্ট বলিয়া জানুন। সত্যপরাক্রম রাম যে কে, ইহা আমি জানি এবং মহাতেজস্বী বসিষ্ঠ ঋষি ও এই সকল তপোনিরত ঋষিও জানেন। রাজেন্দ্র! যদি আপনি ধর্ম্ম ও পৃথিবীতে স্থিরতর যথেষ্ট যশ লাভেচ্ছু হন, তবে রামকে আমাকে দান করুন। হে কাকুৎস্থ! যদি বসিষ্ঠ প্রভৃতি আপনার সমস্ত সচিব অনুমতি করেন, তবে যজ্ঞীয় দশ দিনের জন্য আপনি আমার অভিপ্রেত স্বীয় তনয় রাজীবলোচন আসক্তিশূন্য রামকে আমাকে প্রদান করুন। হে রাঘব! আপনি শোকাকুল হইবেন না, আপনার মঙ্গল হইবে; যাহাতে আমার যজ্ঞের কাল অতীত না হয়, আপনি তাহাই করুন।" মহাতেজস্বী মহামতি ধর্ম্মাত্মা বিশ্বামিত্র এই ধর্ম্মার্থযুক্ত বাক্য বলিয়া মৌন হইলেন। যদ্যপি বিশ্বামিত্রের সেই বাক্য কল্যাণকর তথাপি তাহা শ্রবণ করিয়া, রাজেন্দ্র দশরথ নিতান্ত শোকাবিষ্ট হইয়া বিচলিত এবং মোহপ্রাপ্ত হইলেন। পরে তিনি সংজ্ঞা লাভ করত উত্থিত হইয়া, পুত্রবিরহ-ভয়ে কাতর হইলেন ও অতীব বিষণ্ণ হইলেন। সম্রাট্ দশরথ

বিংশঃ সর্গঃ।

তচ্ছ্রুত্বা রাজশার্দ্দূলো বিশ্বামিত্রস্য ভাষিতম্।
মুহূর্ত্তমিব নিঃসংজ্ঞঃ সংজ্ঞাবানিদমব্রবীৎ॥ ১
ঊনষোড়শবর্ষো মে রামো রাজীবলোচনঃ।
ন যুদ্ধযোগ্যতামস্য পশ্যামি সহ রাক্ষসৈঃ॥ ২
ইয়মক্ষৌহিণী সেনা যস্যাহং পতিরীশ্বরঃ।
অনয়া সহিতো গত্বা যোদ্ধাহং তৈর্নিশাচরৈঃ॥ ৩
ইমে শূরাশ্চ বিক্রান্তা ভৃত্যা মেঽস্ত্রবিশারদাঃ।
যোগ্যা রক্ষোগণৈর্যোদ্ধুং ন রামং নেতুমর্হসি॥ ৪
অহমেব ধনুষ্পাণির্গোপ্তা সমরমূর্দ্ধনি।
যাবৎ প্রাণান্ ধারয়ামি তাবদ্‌যোৎস্যে নিশাচরৈঃ॥ ৫
নির্ব্বিঘ্না ব্রতচর্য্যা সা ভবিষ্যতি সুরক্ষিতা।
অহং তত্র গমিষ্যামি ন রামং নেতুমর্হসি॥ ৬
বালো হ্যকৃতবিদ্যশ্চ ন চ বেত্তি বলাবলম্।
ন চাস্ত্রবলসংযুক্তো ন চ যুদ্ধবিশারদঃ॥ ৭
ন চাসৌ রক্ষসাং যোগ্যঃ কূটযুদ্ধা হি রাক্ষসাঃ।

মহাত্মা হইয়াও বিশ্বামিত্র মুনির সেই হৃদয় ও মনের পীড়াজনক বাক্য শ্রবণপূর্ব্বক নিতান্ত ব্যথিত-হৃদয় হইয়া আসন হইতে বিচলিত হইলেন। ১২—২৩।

বিংশ সর্গ।

ভূপতিশ্রেষ্ঠ দশরথ, বিশ্বামিত্রের সেই বাক্য শ্রবণে মুহূর্ত্তকাল অজ্ঞান থাকিয়া পুনরায় সংজ্ঞা লাভ করত বিশ্বামিত্রকে বলিলেন,—"আমার রাজীবলোচন রামের বয়ঃক্রম পঞ্চদশ বৎসর, আমি রাক্ষসদিগের সহিত তাহার যুদ্ধ করিবার শক্তি দেখিতেছি না। এই আমার অক্ষৌহিণী সেনা,—আমি ইহার অধিপতি; আমি ইহার সহিত তথায় যাইয়া সেই সকল রাক্ষসদিগের সহিত যুদ্ধ করিব; এই সমস্ত অস্ত্রবিশারদ শৌর্য্য-সম্পন্ন বিক্রমশালী ভৃত্য, রাক্ষসগণের সহিত যুদ্ধ করিতে সমর্থ; আপনার রামকে লইয়া যাওয়া উচিত নহে। হে মুনিশার্দ্দূল! আমি স্বয়ং তথায় যাইয়া হস্তে ধনু লইয়া সমরক্ষেত্রে, যাবৎ দেহে প্রাণ থাকিবে, তাবৎ সেই নিশাচরদিগের সহিত যুদ্ধ করত আপনাকে রক্ষা করিব; আপনার সেই ব্রতানুষ্ঠানও মৎকর্ত্তৃক সুরক্ষিত হইয়া নির্ব্বিঘ্নে পরিসমাপ্ত হইবে; অতএব আপনার রামকে লইয়া যাইবার আবশ্যক কি? রাম অতি বালক; একণও কৃতবিদ্য হয় নাই; বলাবলও জানে না; অস্ত্রসামর্থ্যও অবগত নহে এবং

বিপ্রযুক্তো হি রামেণ মুহূর্ত্তমপি নোৎসহে ॥ ৮
জীবিতুং মুনিশার্দ্দূল ন রামং নেতুমর্হসি।
যদি বা রাঘবং ব্রহ্মন্নেতুমিচ্ছসি সুব্রত ॥ ৯
চতুরঙ্গসমাযুক্তং ময়া সহ চ তং নয়।
ষষ্টিবর্ষসহস্রাণি জাতস্য মম কৌশিক ॥ ১০
কৃচ্ছ্রেণোৎপাদিতশ্চায়ং ন রামং নেতুমর্হসি।
চতুর্ণামাত্মজানাং হি প্রীতিঃ পরমিকা মম ॥ ১১
জ্যেষ্ঠে ধর্ম্মপ্রধানে চ ন রামং নেতুমর্হসি।
কিংবীর্য্যা রাক্ষসাস্তে চ কস্য পুত্রাশ্চ কে চ তে ॥ ১২
কথং প্রমাণাঃ কে চৈতান্ রক্ষন্তি মুনিপুঙ্গব।
কথঞ্চ প্রতিকর্ত্তব্যং তেষাং রামেণ রক্ষসাম্ ॥ ১৩
মামকৈর্বা বলৈর্ব্রহ্মন্ ময়া বা কূটযোধিনাম্।
সর্ব্বং মে শংস ভগবন্ কথং তেষাং ময়া রণে ॥ ১৪
স্থাতব্যং দুষ্টভাবানাং বীর্য্যোৎসিক্তা হি রাক্ষসাঃ।
তস্য তদ্বচনং শ্রুত্বা বিশ্বামিত্রোঽভ্যভাষত ॥ ১৫
পৌলস্ত্যবংশপ্রভবো রাবণো নাম রাক্ষসঃ।
স ব্রহ্মণা দত্তবরস্ত্রৈলোক্যং বাধতে ভৃশম্ ॥ ১৬
মহাবলো মহাবীর্য্যো রাক্ষসৈর্বহুভির্বৃতঃ।
শ্রূয়তে চ মহারাজ রাবণো রাক্ষসাধিপঃ ॥ ১৭
সাক্ষাদ্বৈশ্রবণভ্রাতা পুত্রো বিশ্রবসো মুনেঃ।
যদা ন খলু যজ্ঞস্য বিঘ্নকর্ত্তা মহাবলঃ ॥ ১৮
তেন সঞ্চোদিতৌ তৌ তু রাক্ষসৌ চ মহাবলৌ।
মারীচশ্চ সুবাহুশ্চ যজ্ঞবিঘ্নং করিষ্যতঃ ॥ ১৯
ইত্যুক্তো মুনিনা তেন রাজোবাচ মুনিং তদা।
ন হি শক্তোঽস্মি সংগ্রামে স্থাতুং তস্য দুরাত্মনঃ ॥ ২০
স ত্বং প্রসাদং ধর্ম্মজ্ঞ কুরুষ্ব মম পুত্রকে।
মম চৈবাল্পভাগ্যস্য দৈবতং হি ভবান্ গুরুঃ ॥ ২১
দেবদানবগন্ধর্ব্বা যক্ষাঃ পতগপন্নগাঃ।
ন শক্তা রাবণং সোঢ়ুং কিং পুনর্মানবা যুধি ॥ ২২
স তু বীর্য্যবতাং বীর্য্যমাদত্তে যুধি রাবণঃ।
তেন চাহং ন শক্তোঽস্মি সংযোদ্ধুং তস্য বা বলৈঃ ॥ ২৩
সবলো বা মুনিশ্রেষ্ঠ সহিতো বা মমাত্মজৈঃ।
কথমপ্যমরপ্রখ্যং সংগ্রামাণামকোবিদম্ ॥ ২৪
বালং মে তনয়ং ব্রহ্মন্নৈব দাস্যামি পুত্রকম্।
অথ কালোপমৌ যুদ্ধে সুতৌ সুন্দোপসুন্দয়োঃ ॥ ২৫
যজ্ঞবিঘ্নকরৌ তৌ তে নৈব দাস্যামি পুত্রকম্।

যুদ্ধ করিতেও অক্ষম নয়। ১—৭। সুতরাং সেই কূটযোদ্ধা রাক্ষসদিগের সহিত যুদ্ধ করিতে সমর্থ হইবে না; বিশেষতঃ আমি রাম ব্যতিরেকে একক্ষণও জীবনধারণে সক্ষম নহি, অতএব মুনিবর! রামকে লইয়া যাওয়া আপনার উচিত হয় না। হে সুব্রত ব্রহ্মন্! যদি আপনি রঘুকুলনন্দন রামকে লইয়া যাইতেই অভিলাষ করেন, তবে চতুরঙ্গ বলের সহিত আমাকেও তৎসমভিব্যাহারে লইয়া চলুন। হে কৌশিক মুনিপুঙ্গব! ষষ্টি সহস্র বৎসর হইল, আমি জন্মগ্রহণ করিয়াছি, অতিকষ্টে এতকালে আমার পুত্র জন্মিয়াছে; বিশেষতঃ চারিটী তনয়ের মধ্যে সেই ধর্ম্ম-প্রধান জ্যেষ্ঠতনয় রামের প্রতি আমার অতিশয় স্নেহ; অতএব আপনার কেবল রামকে লইয়া যাওয়া উচিত হয় না। হে ভগবন্ ব্রহ্মন্! সেই রাক্ষসেরা কাহার পুত্র, তাহাদের নাম কি, শরীরের প্রমাণ কিরূপ ও বলই বা কত, কাহারা তাহাদিগকে রক্ষা করিয়া থাকে, কিরূপেই বা আমার সৈন্যগণ রাম এবং আমি সেই কূটযোদ্ধা রাক্ষসদিগের উপদ্রব প্রতীকার করিব এবং সেই দুষ্টভাব-সম্পন্ন বীর্য্যোৎসিক্ত রাক্ষস-দিগের সহিত যুদ্ধকালে কিরূপেই বা আমাদিগকে থাকিতে হইবে, আপনি এই সকল বিবরণ বর্ণন করুন।" বিশ্বামিত্র ঋষি তাঁহার সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, মহারাজ! পৌলস্ত্যবংশসম্ভূত মহা-বাহু মহাবীর্য্যবান্ রাবণ নামক রাক্ষস ব্রহ্মার নিকট হইতে বর লাভ করিয়া, বহু রাক্ষসে পরিবৃত হইয়া তিন লোককেই উৎপীড়িত করিতেছে। শুনিতে পাই যে, সেই রাক্ষসাধিপতি রাবণ, বিশ্রবা মুনির পুত্র ও কুবেরের বৈমাত্রভ্রাতা। যখন সেই মহাবল-পরাক্রম রাক্ষস তুচ্ছজ্ঞানে স্বয়ং যজ্ঞ-বিঘ্ন করিতে ক্ষান্ত হয়, তখন সে মারীচ ও সুবাহু-নামক সেই দুই মহাবল রাক্ষসকে যজ্ঞ-বিঘ্ন-করণার্থ প্রেরণ করিয়া থাকে। ৮—১৯। বিশ্বামিত্র এরূপ বলিলে তখন রাজা দশরথ তাঁহাকে বলিলেন,—"হে ধর্ম্মজ্ঞ! আমি সেই দুরাত্মা রাক্ষসের সংগ্রামে স্থির হইতে পারিব না! আপনি আমার দেবতা এবং গুরু, আপনি এই হতভাগ্যের পুত্রের প্রতি প্রসন্ন হউন। হে মুনিবর! সেই রাবণ যুদ্ধকালে অতিবীর্য্যবান্ ব্যক্তি-দিগকেও নির্বীর্য্য করে, সুতরাং মনুষ্যদিগের কথা আর কি বলিব? দেব, দানব, গন্ধর্ব্ব, যক্ষ, পক্ষী এবং অহিকুলও যুদ্ধকালে রাবণের পরাক্রম সহ্য করিতে পারেন না; অতএব যখন আমি সৈন্য ও পুত্রদিগের সহিতও সেই রাক্ষস বা তাহার সৈন্যগণের সহিত যুদ্ধ করিতে সমর্থ হইব না, তখন আমি সংগ্রামানভিজ্ঞ বালক দেবতুল্য সুন্দর স্বীয় তনয়কে কোনক্রমেই আপনাকে প্রদান করিতে পারি না। যুদ্ধে কালোপম, সুন্দ ও উপসুন্দ-তনয় সেই মারীচ

মারীচশ্চ সুবাহুশ্চ বীর্য্যবন্তৌ সুশিক্ষিতৌ ॥ ২৬
তয়োরন্যতরং যোদ্ধুং যাস্যামি সসুহৃদ্গণঃ।
অন্যথা ত্বনুনেষ্যামি ভবন্তং সসুহৃজ্জনঃ ॥ ২৭
ইতি নরপতিজল্পনাৎ দ্বিজেন্দ্রং
কুশিকসুতং সুমহান্ বিবেশ মন্যুঃ।
সুহুত ইব মখেঽগ্নিরাজ্যসিক্তঃ,
সমভবদুজ্জ্বলিতো মহর্ষিবহ্নিঃ ॥ ২৮

ইতি বালকাণ্ডে বিংশঃ সর্গঃ ॥ ২০ ॥

একবিংশঃ সর্গঃ।

তচ্ছ্রুত্বা বচনং তস্য স্নেহপর্য্যাকুলাক্ষরম্।
সমন্যুঃ কৌশিকো বাক্যং প্রত্যুবাচ মহীপতিম্ ॥ ১
পূর্ব্বমর্থং প্রতিশ্রুত্য প্রতিজ্ঞাং হাতুমিচ্ছসি।
রাঘবাণামযুক্তোঽয়ং কুলস্যাস্য বিপর্য্যয়ঃ ॥ ২
যদীদং তে ক্ষমং রাজন্ গমিষ্যামি যথাগতম্।
মিথ্যাপ্রতিজ্ঞঃ কাকুৎস্থ সুখী ভব সুহৃদ্বৃতঃ ॥ ৩
তস্য রোষপরীতস্য বিশ্বামিত্রস্য ধীমতঃ।
চচাল বসুধা কৃৎস্না দেবাংশ্চ ভয়ং মহৎ ॥ ৪
ত্রস্তরূপন্তু বিজ্ঞায় জগৎ সর্ব্বং মহামুনিঃ।
নৃপতিং সুব্রতো ধীরো বসিষ্ঠো বাক্যমব্রবীৎ ॥ ৫
ইক্ষ্বাকূণাং কুলে জাতঃ সাক্ষাদ্ধর্ম্ম ইবাপরঃ।
ধৃতিমান্ সুব্রতঃ শ্রীমান্ ন ধর্ম্মং হাতুমর্হসি ॥ ৬
ত্রিষু লোকেষু বিখ্যাতো ধর্ম্মাত্মা ইতি রাঘবঃ।
স্বধর্ম্মং প্রতিপদ্যস্ব নাধর্ম্মং বোঢ়ুমর্হসি ॥ ৭
প্রতিশ্রুত্য করিষ্যেতি উক্তং বাক্যমকুর্ব্বতঃ।
ইষ্টাপূর্ত্তবধো ভূয়াত্তস্মাদ্রামং বিসর্জ্জয় ॥ ৮
কৃতাস্ত্রমকৃতাস্ত্রং বা নৈনং শক্ষ্যন্তি রাক্ষসাঃ।
গুপ্তং কুশিকপুত্রেণ জ্বলনেনামৃতং যথা ॥ ৯
এষ বিগ্রহবান্ ধর্ম্ম এষ বীর্য্যবতাং বরঃ।
এষ বিদ্যাধিকো লোকে তপসশ্চ পরায়ণম্ ॥ ১০
এষোঽস্ত্রান্ বিবিধান্ বেত্তি ত্রৈলোক্যে সচরাচরে।
নৈবমন্যঃ পুমান্ বেত্তি ন চ বেৎস্যন্তি কেচন ॥ ১১
ন দেবা নর্ষয়ঃ কেচিন্নামরা ন চ রাক্ষসাঃ।
গন্ধর্ব্বযক্ষপ্রবরাঃ সকিন্নরমহোরগাঃ ॥ ১২
সর্ব্বাস্ত্রাণি কৃশাশ্বস্য পুত্রাঃ পরমধার্ম্মিকাঃ।

ও সুবাহু আপনার যজ্ঞে বিঘ্ন করুক, তথাপি আমি পুত্র প্রদান করিব না। হয়, আমি বান্ধববর্গের সহিত আপনাকে অনুনয় করিয়াই প্রসন্ন করিব, না হয় সেই সুশিক্ষিত বীর্য্যবান্ মারীচ ও সুবাহু, এই দুই জনের মধ্যে যাহার সঙ্গে হউক, যুদ্ধ করিতে আমিই বান্ধব-বর্গের সহিত তথায় যাইব।" কুশবংশীয় দ্বিজেন্দ্র বিশ্বামিত্র নরপতির এই বাক্যে অতিশয় ক্রুদ্ধ হইলেন; এমন কি, সেই অগ্নিতুল্য তেজস্বী মহর্ষি, যেরূপ যজ্ঞের সুহুতবহ্নি হব্য দ্বারা সিক্ত হইয়া জ্বলিত হয়, তিনি ক্রোধে সেইরূপ প্রজ্বলিত হইয়া উঠিলেন।২০—২৮।

একবিংশ সর্গ।

কৌশিক বিশ্বামিত্র, রাজা দশরথের সেই স্নেহপূর্ণ বাক্য শুনিয়া সক্রোধে তাঁহাকে বলিলেন, "রাজন্! পূর্ব্বে প্রতিজ্ঞা করিয়া এক্ষণ আপনি প্রতিজ্ঞা পরিত্যাগ করিতে ইচ্ছা করিতেছেন, ইহা রঘুকুলের নিতান্ত গর্হিত আচরণ; ইহাই যদি আপনি উপযুক্ত বোধ করেন তাহা হইলে আমি নিজস্থানে প্রতিগমন করি, আপনিও বৃথাপ্রতিজ্ঞ হইয়া বন্ধুগণের সহিত সুখে অবস্থান করুন।" এই কথা বলিতে বলিতে ধীমান্ বিশ্বামিত্র ঋষি এরূপ রাগান্বিত হইলেন যে, সমস্ত ভূমণ্ডল প্রকম্পিত ও দেবতাদিগেরও মহতী ভীতির সঞ্চার হইল। পরে ধীর সুব্রতানুষ্ঠায়ী মহর্ষি বসিষ্ঠ সমস্ত জগৎ সশঙ্কিত দেখিয়া রাজাকে বলিলেন, রাঘব! আপনি ইক্ষ্বাকুকুলে জন্মিয়াছেন এবং শ্রীমান্ অতিবীর্য্যশালী ও সুব্রতানুষ্ঠায়ী; অধিক কি, আপনাকে সাক্ষাৎ ধর্ম্ম বলিয়া জ্ঞান হয়; সুতরাং আপনার ধর্ম্ম পরিত্যাগ করা উপযুক্ত হয় না। ত্রিলোকমধ্যে আপনি "ধর্ম্মাত্মা" বলিয়া প্রসিদ্ধ হইয়াছেন, অতএব আপনি স্বধর্ম্ম রক্ষা করুন, অধর্ম্ম অর্জ্জন করা আপনার অনুচিত। ১—৭। প্রতিজ্ঞানুযায়ী কর্ম্ম না করিলে, ইষ্টাপূর্ত্ত বিনষ্ট হয়, অতএব আপনি রামকে বিশ্বামিত্রের হস্তে সমর্পণ করুন। রাম অস্ত্রকুশল হউন বা না হউন, রাক্ষসেরা রামের বীর্য্য সহ্য করিতে পারিবে না; কারণ পাবক-দ্বারা যেরূপ অমৃত সুরক্ষিত আছে, কৌশিক বিশ্বামিত্রকর্তৃক ইনি তদ্রূপ সুরক্ষিত হইবেন। রাজন্! বিশ্বামিত্র দেহধারী ঋষি, সাক্ষাৎ ধর্ম্ম; ইঁহার তুল্য বিদ্বান্ বা বীর্য্যবান্ কোন ব্যক্তিই জগতে নাই; ইনি তপস্যার আশ্রয়স্থল এবং ইনি যে সকল অস্ত্র বিজ্ঞাত আছেন, তৎসমুদায় সচরাচর ত্রৈলোক্যের অন্য কোন ব্যক্তিই পরিজ্ঞাত নহেন; পরন্তু দেব, ঋষি, যক্ষ, রাক্ষস, গন্ধর্ব্ব, অমর, কিন্নর ও নাগগণও জানেন না এবং কোন ব্যক্তিও তৎসমুদায় জানিবেন না। ৮—১২ কুশিক-নন্দন বিশ্বামিত্রের রাজ্য-

কৌশিকায় পুরা দত্তা যদা রাজ্যং প্রশাসতি ॥ ১৩
তেঽপি পুত্রাঃ কৃশাশ্বস্য প্রজাপতিসুতাসুতাঃ।
নৈকরূপা মহাবীর্য্যা দীপ্তিমন্তো জয়াবহাঃ ॥ ১৪
জয়া চ সুপ্রভা চৈব দক্ষকন্যে সুমধ্যমে।
তে সুতেঽস্ত্রাণি শস্ত্রাণি শতং পরমভাস্বরম্ ॥ ১৫
পঞ্চাশতং সুতান্ লেভে জয়া লব্ধবরা বরান্।
বধায়াসুরসৈন্যানামপ্রমেয়ানরূপিণঃ ॥ ১৬
সুপ্রভাজনয়চ্চাপি পুত্রান্ পঞ্চশতং পুনঃ।
সংহারান্নাম দুর্দ্ধর্ষান্ দুরাক্রামান্ বলীয়সঃ ॥ ১৭
তানি চাস্ত্রাণি বেত্ত্যেব যথাবৎ কুশিকাত্মজঃ।
অপূর্ব্বাণাঞ্চ জননে শক্তো ভূয়শ্চ ধর্ম্মবিৎ ॥ ১৮
তেনাস্য মুনিমুখ্যস্য ধর্ম্মজ্ঞস্য মহাত্মনঃ।
ন কিঞ্চিদস্ত্যবিদিতং ভূতং ভব্যঞ্চ রাঘব ॥ ১৯
এবংবীর্য্যো মহাতেজা বিশ্বামিত্রো মহাযশাঃ।
ন রামগমনে রাজন্ সংশয়ং গন্তুমর্হসি ॥ ২০
তেষাং নিগ্রহণে শক্তঃ স্বয়ঞ্চ কুশিকাত্মজঃ।
তব পুত্রহিতার্থায় ত্বামুপেত্যাভিযাচতে ॥ ২১
ইতি মুনিবচনাৎ প্রসন্নচিত্তো,
রঘুবৃষভশ্চ মুমোদ পার্থিবঃ।
গমনমভিরুরোচ রাঘবস্য
প্রথিতযশাঃ কুশিকাত্মজায় বুদ্ধ্যা ॥ ২২

ইতি বালকাণ্ডে একবিংশঃ সর্গঃ ॥ ২১ ॥

দ্বাবিংশঃ সর্গঃ।

তথা বসিষ্ঠে ব্রুবতি রাজা দশরথঃ স্বয়ম্।
প্রহৃষ্টবদনো রামমাজুহাব সলক্ষ্মণম্ ॥ ১
কৃতস্বস্ত্যয়নং মাত্রা পিত্রা দশরথেন চ।
পুরোধসা বসিষ্ঠেন মঙ্গলৈরভিমন্ত্রিতম্ ॥ ২
স পুত্রং মূর্দ্ধ্যুপাঘ্রায় রাজা দশরথস্তদা।
দদৌ কুশিকপুত্রায় সুপ্রীতেনান্তরাত্মনা ॥ ৩
ততো বায়ুঃ সুখস্পর্শো নীরজস্কো ববৌ তদা।
বিশ্বামিত্রগতং রামং দৃষ্ট্বা রাজীবলোচনম্ ॥ ৪
পুষ্পবৃষ্টির্মহত্যাসীদ্দেবদুন্দুভিনিস্বনৈঃ।
শঙ্খদুন্দুভিনির্ঘোষঃ প্রযাতে তু মহাত্মনি ॥ ৫
বিশ্বামিত্রো যযাবগ্রে ততো রামো মহাযশাঃ।
কাকপক্ষধরো ধন্বী তঞ্চ সৌমিত্রিরন্বগাৎ ॥ ৬

শাসনকালে স্বয়ং মহাদেব ইহাঁকে কৃশাশ্ব প্রজাপতির পরমধার্ম্মিক পুত্রস্বরূপ তাবৎ অস্ত্রই দিয়াছিলেন। বিবিধাকার মহাবীর্য্যবান্ দীপ্তিমান্ জয়াবহ ঐ সকল অস্ত্র,—প্রজাপতি কৃশাশ্বের ঔরসে প্রজাপতি দক্ষ-তনয়ার গর্ভে উৎপন্ন হইয়াছেন,—দক্ষ প্রজাপতির জয়া ও সুপ্রভা নামে সুমধ্যমা দুহিতাদ্বয় শত শত পরমভাস্বর অস্ত্র ও শস্ত্র প্রসব করেন,—জায়া, বর লাভ করিয়া অসুরসৈন্যবধের জন্য বিশিষ্ট অপ্রমেয়-প্রভাব অদৃশ্যমান শ্রেষ্ঠ অস্ত্ররূপ পঞ্চাশৎ তনয় লাভ করেন এবং সুপ্রভাও বলসম্পন্ন দুরাধর্ষ সংহারনামক পঞ্চ-শত অমোঘ অস্ত্র প্রসব করেন; এই ধর্ম্মজ্ঞ কৌশিক বিশ্বামিত্র সেই সমস্ত অস্ত্রই বিজ্ঞাত আছেন এবং অভূতপূর্ব্ব অস্ত্র সকলেরও উৎপাদনে পারদর্শী। অতএব রাঘব! ভূত বা ভবিষ্যৎ, কোন অস্ত্রই এই ধর্ম্মজ্ঞ মহাত্মা মুনিবরের অবিদিত নাই। রাজন্! এই মহাতেজস্বী, মহাযশস্বী বিশ্বামিত্র এবম্বিধপ্রভাব-সম্পন্ন, অতএব রামকে আপনি ইহাঁর সঙ্গে গমনের অনুমতি দিতে সংশয় করিবেন না। অধিক আর কি বলিব, এই কৌশিক বিশ্বামিত্র একাই সেই রাক্ষসদিগের সংহারে সমর্থ; তবে কেবল ইনি আপনার পুত্রের হিতাকাঙ্ক্ষী হইয়াই আপনার নিকট আসিয়া প্রার্থনা করিতেছেন। প্রখ্যাতকীর্ত্তি রঘুকুলতিলক নৃপতি দশরথ, মহামুনি বসিষ্ঠের এইরূপ বাক্যে সন্তুষ্ট হইয়া "বিশ্বামিত্রের সহিত রামকে প্রদান করা উচিত" এরূপ স্থির করিয়া, প্রসন্নচিত্তে রামকে বিশ্বামিত্রের সহিত যাইবার অনুমতি দিতে অভিলাষী হইলেন। ১৩—২২।

দ্বাবিংশ সর্গ।

রাজা দশরথ, বসিষ্ঠ, ঋষির সেই হিতকর বাক্য শ্রবণ করিয়া, প্রফুল্লমুখে স্বয়ং রাম ও লক্ষ্মণকে আহ্বান করিলেন। অনন্তর জননী কৌশল্যা ও পিতা দশরথ রামের মঙ্গলাচরণ করিলে, পুরোহিত বসিষ্ঠও মাঙ্গল্য মন্ত্র দ্বারা রামকে অভিমন্ত্রিত করিলেন। অনন্তর রাজা দশরথ তনয়ের মস্তকাঘ্রাণপূর্ব্বক প্রীতমনে বিশ্বামিত্রকে পুত্র প্রদান করিলেন। পরে রাজীবলোচন রাম, বিশ্বামিত্রের অনুগমন করিবার উদ্যোগী হইয়াছেন দেখিয়া, আরামদায়ক সুখস্পর্শশালী বায়ু প্রবাহিত হইতে লাগিল। মহাত্মা রাম গমনোন্মুখ হইলে অমরাবতীতে বাদিত্র বাজিতে লাগিল, অযোধ্যায় শঙ্খ ও দুন্দুভির ধ্বনি হইতে লাগিল এবং আকাশ হইতে পুষ্পবৃষ্টি হইল। পরে বিশ্বামিত্র অগ্রে অগ্রে চলিলেন, রাম তাঁহার পশ্চাদ্‌গামী হইলেন এবং কাকপক্ষধারী লক্ষ্মণও ধনুর্দ্ধারণ করত রামের পশ্চাৎ গমন

কলাপিনৌ ধনুষ্পাণী শোভয়ানৌ দিশো দশ।
বিশ্বামিত্রং মহাত্মানং ত্রিশীর্ষাবিব পন্নগৌ॥ ৭
অনুজগ্মতুরক্ষুদ্রৌ পিতামহমিবাশ্বিনৌ।
অনুযাতৌ শ্রিয়া দীপ্তৌ শোভয়ন্তাবনিন্দিতৌ॥ ৮
তদা কুশিকপুত্রন্তু ধনুষ্পাণী স্বলঙ্কৃতৌ।
বদ্ধগোধাঙ্গুলিত্রাণৌ খড়্গবন্তৌ মহাদ্যুতী॥ ৯
কুমারৌ চারুবপুষৌ ভ্রাতরৌ রামলক্ষ্মণৌ।
অনুযাতৌ শ্রিয়া দীপ্তৌ শোভয়েতামনিন্দিতৌ॥ ১০
স্থাণুং দেবমিবাচিন্ত্যং কুমারাবিব পাবকী।
অধ্যর্দ্ধযোজনং গত্বা সরয্বা দক্ষিণে তটে॥ ১১
রামেতি মধুরাং বাণীং বিশ্বামিত্রোঽভ্যভাষত।
গৃহাণ বৎস সলিলং মা ভূৎ কালস্য পর্য্যয়ঃ॥ ১২
মন্ত্রগ্রামং গৃহাণ ত্বং বলামতিবলাং তথা।
ন শ্রমো ন জ্বরো বা তে ন রূপস্য বিপর্য্যয়ঃ॥ ১৩
ন চ সুপ্তং প্রমত্তং বা ধর্ষয়িষ্যন্তি নৈর্ঋতাঃ।
ন বাহ্বোঃ সদৃশো বীর্য্যে পৃথিব্যামস্তি কশ্চন॥ ১৪
ত্রিষু লোকেষু বা রাম ন ভবেৎ সদৃশস্তব।
বলামতিবলাঞ্চৈব পঠতস্তাত রাঘব॥ ১৫

ন সৌভাগ্যে ন দাক্ষিণ্যে ন জ্ঞানে বুদ্ধিনিশ্চয়ে।
নোত্তরে প্রতিবক্তব্যে সমো লোকে তবানঘ॥ ১৬
এতদ্বিদ্যাদ্বয়ে লব্ধে ন ভবেৎ সদৃশস্তব।
বলা চাতিবলা চৈব সর্ব্বজ্ঞানস্য মাতরৌ॥ ১৭
ক্ষুৎপিপাসে ন তে রাম ভবিষ্যেতে নরোত্তম।
বলামতিবলাঞ্চৈব পঠতঃ পথি রাঘব॥ ১৮
বিদ্যাদ্বয়মধীয়ানে যশশ্চাথ ভবেদ্ভুবি।
পিতামহসুতে হ্যেতে বিদ্যে তেজঃসমন্বিতে॥ ১৯
প্রদাতুং তব কাকুৎস্থ সদৃশস্ত্বং হি পার্থিব।
কামং বহুগুণাঃ সর্ব্বে ত্বয্যেতে নাত্র সংশয়ঃ॥ ২০
তপসা সংভৃতে চৈতে বহুরূপে ভবিষ্যতঃ।
ততো রামো জলং স্পৃষ্ট্বা প্রহৃষ্টবদনঃ শুচিঃ॥ ২১
প্রতিজগ্রাহ তে বিদ্যে মহর্ষের্ভাবিতাত্মনঃ।
বিদ্যাসমুদিতো রামঃ শুশুভে ভীমবিক্রমঃ॥ ২২
সহস্ররশ্মির্ভগবান্ শরদীব দিবাকরঃ।
গুরুকার্য্যাণি সর্ব্বাণি নিযুজ্য কুশিকাত্মজে।
ঊষুস্তাং রজনীং তত্র সরয্বাং সুসুখং ত্রয়ঃ॥ ২৩

করিলেন। ১—৬। অশ্বিনীকুমারদ্বয় দশদিক্ শোভান্বিত করত যেরূপ পিতামহ ব্রহ্মার অনুগমন করেন, পৃষ্ঠদেশে মস্তকবৎ সমুন্নত তূণীর-যুগ্মধারী, সুতরাং ত্রিশীর্ষ সর্পের ন্যায় শোভমান শ্রীসম্পন্ন দীপ্তিশালী ধনুর্দ্ধর উদারস্বভাব রাজকুমার রাম ও লক্ষ্মণ, দশদিক্ উদ্ভাসিত করত তদ্রূপ মহাত্মা বিশ্বামিত্রের অনুগামী হইলেন। যেরূপ অগ্নিনন্দন স্কন্দ ও বিশাখনামক কুমারদ্বয় অচিন্ত্যদেব রুদ্রকে শোভিত করত তাঁহার অনুগমন করেন, সেইরূপ সেই মনোহর শরীর-সম্পন্ন কান্তিপ্রদীপ্ত অনিন্দিত মহাদ্যুতিশালী রাজকুমার রাম ও লক্ষ্মণাভিধেয় ভ্রাতৃদ্বয়, বদ্ধগোধাঙ্গুলিত্রাণ ও খড়্গ ধারণ করিয়া বিশ্বামিত্রকে শোভিত করত তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিলেন। অনন্তর মুনিবর বিশ্বামিত্র ছয়ক্রোশ দূরবর্ত্তী সরযূতীরে উপস্থিত হইয়া মধুর বাক্যে রামকে কহিলেন,—"বৎস! অনর্থক সময় নষ্ট করিবার প্রয়োজন নাই; তুমি আচমনপূর্ব্বক শীঘ্র বলা ও অতিবলা-নাম্নী দুইটী বিদ্যা ও অন্যান্য মন্ত্র সকল গ্রহণ কর। তাত রাঘব! তুমি বলা ও অতিবলা-নাম্নী এই দুই বিদ্যা পাঠ করিলে তোমার কোনরূপ পরিশ্রম, জ্বর বা রূপবিকার হইবে না; তুমি প্রমত্তই থাক বা প্রসুপ্তই থাক, তোমাকে রাক্ষসেরা ধর্ষণ করিতে পারিবে না এবং পৃথিবীমধ্যে বাহুবলে কেহ তোমার তুল্য হইবে না। ৭—১৪। অনঘ! বলা ও অতিবলা-নাম্নী এই দুই বিদ্যা সর্ব্বপ্রকার জ্ঞানের প্রসূতি; তুমি এই দুই বিদ্যা লাভ করিলে পৃথিবীমধ্যে সৌভাগ্যে, ইতিকর্ত্তব্যতা-নিশ্চয়ে দাক্ষিণ্যে, প্রত্যুত্তরদানে, জ্ঞানে বা অন্যান্য গুণে কেহই তোমার তুল্য থাকিবে না। রঘুকুল-নন্দন নরোত্তম রাম! বলা ও অতিবলা পাঠ করিলে, তোমার ক্ষুৎপিপাসা হইবে না; এবং পৃথিবীমধ্যে তুমি পরমযশস্বী হইবে। রাজন্! যদ্যপি তোমার এই সকল ও অন্যান্য বহুবিধ গুণ আছে সত্য, তথাপি আমি তোমাকে এই দুই তেজস্বিনী প্রজাপতিনন্দিনী বিদ্যা দান করিতে ইচ্ছুক হইয়াছি; কারণ তুমিই এই দুই বিদ্যা-গ্রহণ করিবার উপযুক্ত পাত্র। রাম! তুমি এই দুই বিদ্যা গ্রহণ করিলে ইহা সমধিক ফলপ্রদ হইবে।" তদনন্তর রাম হৃষ্টান্তঃকরণে, আচমনপূর্ব্বক শুচি হইয়া মহর্ষি বিশ্বামিত্রের নিকট হইতে সেই দুই বিদ্যা গ্রহণ করিলেন। তখন প্রবলপ্রতাপশালী রাম সেই দুই বিদ্যায় বিদ্বান্ হইয়া, শরৎকালীন ভগবান্ সহস্রকিরণ সূর্য্যের ন্যায় শোভা ধারণ করিলেন। রাম, বিশ্বামিত্রের প্রতি, 'যেরূপ গুরুর প্রতি কার্য্য করিতে হয়' সেইরূপ সমস্ত কার্য্য সম্পন্ন করিলেন। তাঁহারা তিন জনে সেই রাত্র সরযূ নদীর দক্ষিণ-তীরে অবস্থান করিলেন। দশরথের সেই দুই

দশরথনৃপসূনুসত্তমাভ্যাং
তৃণশয়নেঽনুচিতে তদোষিতাভ্যাম্।
কুশিকসুতবচোঽনুলালিতাভ্যাং
সুখমিব সা বিবভৌ বিভাবরী ॥ ২৪

ইতি বালকাণ্ডে দ্বাবিংশঃ সর্গঃ ॥ ২২ ॥

ত্রয়োবিংশঃ সর্গঃ।

প্রভাতায়াং তু শর্ব্বর্য্যাং বিশ্বামিত্রো মহামুনিঃ।
অভ্যভাষত কাকুৎস্থৌ শয়ানৌ পর্ণসংস্তরে ॥ ১
কৌসল্যা সুপ্রজা রাম পূর্ব্বা সন্ধ্যা প্রবর্ত্ততে।
উত্তিষ্ঠ নরশার্দ্দূল কর্ত্তব্যং দৈবমাহ্নিকম্ ॥ ২
তস্যর্ষেঃ পরমোদারং বচঃ শ্রুত্বা নরোত্তমৌ।
স্নাত্বা কৃতোদকৌ বীরৌ জেপতুঃ পরমং জপম্ ॥ ৩
কৃতাহ্নিকৌ মহাবীর্য্যৌ বিশ্বামিত্রং তপোধনম্।
অভিবাদ্যাভিসংহৃষ্টৌ গমনায়োপতস্থতুঃ ॥ ৪
তৌ প্রয়াতৌ মহাবীর্য্যৌ দিব্যাং ত্রিপথগাং নদীম্।
দদৃশাতে ততস্তত্র সরয্বাঃ সঙ্গমে শুভে ॥ ৫
তত্রাশ্রমপদং পুণ্যমৃষীণাং ভাবিতাত্মনাম্।
বহুবর্ষসহস্রাণি তপ্যতাং পরমং তপঃ ॥ ৬
তং দৃষ্ট্বা পরমপ্রীতৌ রাঘবৌ পুণ্যমাশ্রমম্।
ঊচতুস্তং মহাত্মানং বিশ্বামিত্রমিদং বচঃ ॥ ৭
কস্যায়মাশ্রমঃ পুণ্যঃ কো ন্বস্মিন্ বসতে পুমান্।
ভগবন্ শ্রোতুমিচ্ছাবঃ পরং কৌতূহলং হি নৌ ॥ ৮
তয়োস্তদ্বচনং শ্রুত্বা প্রহস্য মুনিপুঙ্গবঃ।
অব্রবীচ্ছ্রূয়তাং রাম যস্যায়ং পূর্ব্ব আশ্রমঃ ॥ ৯
কন্দর্পো মূর্ত্তিমানাসীৎ কাম ইত্যুচ্যতে বুধৈঃ।
তপস্যন্তমিহ স্থাণুং নিয়মেন সমাহিতম্ ॥ ১০
কৃতোদ্বাহন্তু দেবেশং গচ্ছন্তং সমরুদ্গণম্।
ধর্ষয়ামাস দুর্ম্মেধা হুঙ্কৃতশ্চ মহাত্মনা ॥ ১১
অবধ্যাতশ্চ রুদ্রেণ চক্ষুষা রঘুনন্দন।
ব্যশীর্য্যন্ত শরীরাৎ স্বাৎ সর্ব্বগাত্রাণি দুর্ম্মতেঃ ॥ ১২
তত্র গাত্রং হতং তস্য নির্দ্দগ্ধস্য মহাত্মনা।
অশরীরঃ কৃতঃ কামঃ ক্রোধাদ্দেবেশ্বরেণ হ ॥ ১৩
অনঙ্গ ইতি বিখ্যাতস্তদা প্রভৃতি রাঘব।
স চাঙ্গবিষয়ঃ শ্রীমান্ যত্রাঙ্গং স মুমোচ হ ॥ ১৪ ॥
তস্যায়মাশ্রমঃ পুণ্যস্তস্যেমে মুনয়ঃ পুরা।

শ্রেষ্ঠ তনয় অনভ্যস্ত তৃণশয্যাতে শয়ন করিয়াও, বিশ্বামিত্রের বাক্যে অবহিত হইয়া, পরমসুখে সেই রজনী যাপন করিলেন। ১৫—২৪।

ত্রয়োবিংশ সর্গ।

রাত্রি প্রভাত হইলে, মহর্ষি বিশ্বামিত্র পর্ণশয্যায় শয়ান রাম ও লক্ষ্মণকে কহিলেন, নরশ্রেষ্ঠ রাম! কৌশল্যা দেবী তোমার দ্বারা সৎপুত্রবতী হউন,—এক্ষণে প্রাতঃসন্ধ্যাকাল উপস্থিত, এ সময়ে আহ্নিক ও দৈবকর্ম্ম নির্ব্বাহ করা বিধেয়, অতএব তুমি শয্যা ত্যাগ কর।” মহাবীর্য্যশালী বীরবর নরশ্রেষ্ঠ রাম ও লক্ষ্মণ,—বিশ্বামিত্রের এই পরমোদার বাক্য শুনিয়া, স্নানাবগাহনপূর্ব্বক অন্যান্য কর্ত্তব্য কর্ম্ম সমাধানান্তে সাবিত্রী জপ করিলেন। আহ্নিকাদি সমাপনপূর্ব্বক তাঁহারা তপোধন বিশ্বামিত্রকে অভিবাদন করত হৃষ্টচিত্তে গমনে উদ্যোগী হইলেন। পরে শূরশ্রেষ্ঠ রঘুকুলনন্দন রাম ও লক্ষ্মণ, সরযূ ও গঙ্গার সঙ্গমস্থানে উপস্থিত হইয়া ত্রিপথগা গঙ্গা নদী দেখিলেন এবং তথায় সহস্র সহস্র বৎসরাবধি পরমতপস্যানিরত বিশুদ্ধাত্মা মুনি-ঋষিদিগের পুণ্য আশ্রম সকল দেখিতে পাইলেন। ১—৬। তাঁহারা সেই পুণ্যাশ্রম সন্দর্শনে পরম প্রীতি লাভ করিয়া মহাত্মা বিশ্বামিত্রকে বলিলেন, “ভগবন্! এই পুণ্য আশ্রম কাহার?—এখানে কোন্ ঋষি বাস করেন? ইহা শুনিবার জন্য আমাদিগের একান্ত কৌতূহল হইতেছে। ৭। ৮। বিশ্বামিত্র তাঁহাদিগের কথা শুনিয়া হাসিতে হাসিতে বলিলেন, “রাম! পূর্ব্বে এই আশ্রম যাঁহার ছিল, তাহা বলিতেছি শ্রবণ কর। রঘুকুলনন্দন! মদন পূর্ব্বে মূর্ত্তিমান্ ছিল; বুধগণ তাহাকে ‘কাম’ (মনোহর) বলিয়া অভিহিত করিতেন। বহুদিন গত হইল, দেবদেব রুদ্র এই স্থানে যথানিয়মে তপস্যা-করত সমাধিস্থ হইয়াছিলেন। একদা সমাধিভঙ্গ হইলে, তিনি মরুদ্গণের সহিত রমণীয় প্রদেশে ভ্রমণ করিতেছিলেন, এমত সময়ে দুষ্টবুদ্ধি মদন তাঁহাকে ধর্ষণ করিয়াছিল। তখন মহাত্মা রুদ্র হুঙ্কারসহকারে রৌদ্রনয়নে তাহাকে অবলোকন করিবামাত্র মদনের দেহ হইতে সমস্ত অবয়ব বিশীর্ণ হইয়াছিল। এই স্থানে দেবদেব মহাত্মা রুদ্র মদনকে ক্রোধভরে দগ্ধ করিয়া তাহার অঙ্গ বিনষ্ট করায় কাম শরীরবিহীন হইয়াছিল; এই জন্য তদবধি সে অনঙ্গ নামে বিখ্যাত হইয়াছে। মহাদেবের ভয়ে পলায়ন-পরায়ণ হইয়া, মদন যে প্রদেশে গিয়া অঙ্গ পরিত্যাগ করিয়াছিল, সেই প্রদেশ ‘অঙ্গরাজ্য’ বলিয়া বিখ্যাত। বীরবর! এই পুণ্যাশ্রম পূর্ব্বে মহাদেবের ছিল;

শিষ্যা ধর্ম্মপরা বীর তেষাং পাপং ন বিদ্যতে ॥ ১৫ ॥
ইহাদ্য রজনীং রাম বসেম শুভদর্শন।
পুণ্যয়োঃ সরিতোর্মধ্যে শ্বস্তরিষ্যামহে বয়ম্ ॥ ১৬
অভিগচ্ছামহে সর্ব্বে শুচয়ঃ পুণ্যমাশ্রমম্।
ইহ বাসঃ পরোঽস্মাকং সুখং বৎস্যামহে নিশাম্ ॥ ১৭
স্নাতাশ্চ কৃতজপ্যাশ্চ হুতহব্যা নরোত্তম।
তেষাং সংবদতাং তত্র তপোদীর্ঘেণ চক্ষুষা ॥ ১৮ ॥
বিজ্ঞায় পরমপ্রীতা মুনয়ো হর্ষমাগমন্।
অর্ঘ্যং পাদ্যং তথাতিথ্যং নিবেদ্য কুশিকাত্মজে ॥ ১৯
রামলক্ষ্মণয়োঃ পশ্চাদকুর্ব্বন্নতিথিক্রিয়াম্।
সৎকারং সমনুপ্রাপ্য কথাভিরভিরঞ্জয়ন্ ॥ ২০
যথার্হমজপন্ সন্ধ্যামৃষয়স্তে সমাহিতাঃ।
তত্রবাসিভিরানীতা মুনিভিঃ সুব্রতৈঃ সহ ॥ ২১
ন্যবসন্ সুসুখং তত্র কামাশ্রমপদে তদা।
কথাভিরভিরামাভিরভিরামৌ নৃপাত্মজৌ ॥ ২২
রময়ামাস ধর্ম্মাত্মা কৌশিকো মুনিপুঙ্গবঃ ॥ ২৩
ইতি বালকাণ্ডে ত্রয়োবিংশঃ সর্গঃ ॥ ২৩

এবং এই সকল ধর্ম্মপরায়ণ মহর্ষিরাও তাঁহার শিষ্য ছিলেন, ইহাঁদিগের শরীরে কিঞ্চিন্মাত্রও পাপ স্পর্শে নাই। শুভদর্শন! অদ্য আমরা এই পুণ্যনদী-দ্বয়ের মধ্য প্রদেশে থাকিয়া রজনী অতিবাহিত করত নদী উত্তীর্ণ হইব। নরশ্রেষ্ঠ! এই স্থানেই অদ্য আমাদিগের অবস্থান করা উত্তমকল্প, এখানে থাকিয়া আমরা পরমসুখে রজনী যাপন করিতে পারিব; চল, আমরা স্নান, জপ ও হোম সমাধানপূর্ব্বক শুচি হইয়া এই পুণ্য আশ্রমে প্রবেশ করি।" ১—১৭। তাঁহারা এরূপ কথোপকথন করিতেছেন, এমত সময়ে উক্ত আশ্রমবাসী মুনিগণ তপোবলে তাঁহাদিগকে আগত জানিয়া পরম প্রীত হইলেন এবং আনন্দসহকারে প্রথমতঃ কুশনন্দন বিশ্বামিত্রকে পাদ্য অর্ঘ্য ও আতিথ্য দ্রব্য নিবেদনপূর্ব্বক পরে রাম ও লক্ষ্মণের আতিথ্য-সৎকার করিলেন। সেই ঋষিগণ তাঁহাদিগকে উপযুক্ত সৎকারপূর্ব্বক সাদরবাক্যে সন্তুষ্ট করত নদীতীরে গিয়া সন্ধ্যা উপাসনা করিলেন। বিশ্বামিত্র, রাম ও লক্ষ্মণ সেই আশ্রমবাসী সুব্রতানুষ্ঠায়ী মুনিগণকর্ত্তৃক অনঙ্গ-আশ্রমে নীত হইয়া, সুখে বাস করিলেন। তখন কৌশিক ধর্ম্মাত্মা মুনিবর বিশ্বামিত্র অভিরাম ভূপনন্দনযুগলকে রমণীয় বাক্য দ্বারা প্রীত করিলেন। ১৮—২৩।

চতুর্ব্বিংশঃ সর্গঃ।

ততঃ প্রভাতে বিমলে কৃতাহ্নিকমরিন্দমৌ।
বিশ্বামিত্রং পুরস্কৃত্য নদ্যাস্তীরমুপাগতৌ ॥ ১
তে চ সর্ব্বে মহাত্মানো মুনয়ঃ সংশিতব্রতাঃ।
উপস্থাপ্য শুভাং নাবং বিশ্বামিত্রমথাব্রুবন্ ॥ ২
আরোহতু ভবান্নাবং রাজপুত্রপুরস্কৃতঃ।
অরিষ্টং গচ্ছ পন্থানং মা ভূৎ কালস্য পর্য্যয়ঃ ॥ ৩
বিশ্বামিত্রস্তথেত্যুক্ত্বা তান্ ঋষীন্ প্রতিপূজ্য চ।
ততার সহিতস্তাভ্যাং সরিতং সাগরঙ্গমাম্ ॥ ৪
তত্র শুশ্রাব বৈ শব্দং তোয়সংরম্ভবর্দ্ধিতম্।
মধ্যমাগম্য তোয়স্য তস্য শব্দস্য নিশ্চয়ম্ ॥ ৫
জ্ঞাতুকামো মহাতেজাঃ সহ রামঃ কনীয়সা।
অথ রামঃ সরিন্মধ্যে পপ্রচ্ছ মুনিপুঙ্গবম্ ॥ ৬
বারিণো ভিদ্যমানস্য কিময়ং তুমুলো ধ্বনিঃ।
রাঘবস্য বচঃ শ্রুত্বা কৌতূহলসমন্বিতম্ ॥ ৭
কথয়ামাস ধর্ম্মাত্মা তস্য শব্দস্য নিশ্চয়ম্।
কৈলাসপর্ব্বতে রাম মনসা নির্ম্মিতং পরম্ ॥ ৮
ব্রহ্মণা নরশার্দ্দূল তেনেদং মানসং সরঃ।
তস্মাৎ সুস্রাব সরসঃ সাযোধ্যামুপগূহতে ॥ ৯

চতুর্ব্বিংশ সর্গ।

অনন্তর সুবিমল প্রভাতকালে অরিন্দম রাম ও লক্ষ্মণ কৃতাহ্নিক বিশ্বামিত্রকে অগ্রে করিয়া গমন করত গঙ্গাতীরে উপস্থিত হইলেন। পরে সেই সকল সংশিতব্রত মহাত্মা মুনিগণ নৌকা আনয়ন করাইয়া বিশ্বামিত্রকে কহিলেন, "আপনি বৃথা কাল ক্ষেপণ করিবেন না; শীঘ্র রাজপুত্রদ্বয়ের সহিত নৌকায় আরোহণ করুন; আপনার গমনকালে পথ সকল শুভপ্রদ হউক।" ১—৩। বিশ্বামিত্র তাঁহাদিগের বাক্যে 'তথাস্তু' বলিয়া তাহাদিগকে সংকৃত করিয়া সেই নৃপনন্দনদ্বয়ের সহিত সমুদ্রগামিনী গঙ্গানদী উত্তীর্ণ হইতে উদ্যত হইলেন। পরে মহাতেজা রাম, লক্ষ্মণের সহিত নদীর মধ্যস্থলে গিয়া তরঙ্গসজ্ঘাতবর্দ্ধিত বারিধ্বনি শুনিয়া তাহার কারণ জানিবার জন্য মুনিবর বিশ্বামিত্রকে জিজ্ঞাসিলেন,—"জল কি জন্য ভিদ্যমান হইয়া এরূপ ভীষণ নিনাদ করিতেছে?" বিশ্বামিত্র রঘুকুলনন্দন রামের এই কৌতূহলপূর্ণ প্রশ্ন শুনিয়া তাহার কারণ বলিতে লাগিলেন,—"নরশার্দ্দূল রাম! ব্রহ্মা কৈলাসপর্ব্বতে মানস দ্বারা একটী সরোবর নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। সেই সরোবর মানসনির্ম্মিত বলিয়া 'মানস' নামে বিখ্যাত হয়। সেই সরোবর হইতে একটী নদীর

সরঃ প্রবৃত্তা সরয়ূঃ পুণ্যা ব্রহ্মসরশ্চ্যুতা।
তস্যায়মতুলঃ শব্দো জাহ্নবীমভিবর্ততে॥ ১০
বারিসংক্ষোভজো রাম প্রণামং নিয়তঃ কুরু।
তাভ্যাং তু তাবুভৌ কৃত্বা প্রণামমতিধার্ম্মিকৌ॥ ১১
তীরং দক্ষিণমাসাদ্য জগ্মতুর্লঘুবিক্রমৌ।
স বনং ঘোরসঙ্কাশং দৃষ্ট্বা নরবরাত্মজঃ॥ ১২
অবিপ্রহতমৈক্ষ্বাকঃ পপ্রচ্ছ মুনিপুঙ্গবম্।
অহো বনমিদং দুর্গং ঝিল্লিকাগণসংযুতম্॥ ১৩
ভৈরবৈঃ শ্বাপদৈঃ কীর্ণং শকুন্তৈর্দারুণারবৈঃ।
নানাপ্রকারৈঃ শকুনৈর্বাশ্যদ্ভির্ভৈরবস্বনৈঃ॥ ১৪
সিংহব্যাঘ্রবরাহৈশ্চ বারণৈশ্চাপি শোভিতম্।
ধবাশ্বকর্ণককুভৈর্বিল্বতিন্দুকপাটলৈঃ॥ ১৫
সঙ্কীর্ণং বদরীভিশ্চ কিং ন্বিদং দারুণং বনম্।
তমুবাচ মহাতেজা বিশ্বামিত্রো মহামুনিঃ॥ ১৬
শ্রূয়তাং বৎস কাকুৎস্থ যস্যৈতদ্দারুণং বনম্।
এতৌ জনপদৌ স্ফীতৌ পূর্ব্বমাস্তাং নরোত্তম॥ ১৭
মলদাশ্চ করূষাশ্চ দেবনির্ম্মাণনির্ম্মিতৌ।
পুরা বৃত্রবধে রাম মলেন সমভিপ্লুতম্॥ ১৮

ক্ষুধা চৈব সহস্রাক্ষং ব্রহ্মহত্যা সমাবিশৎ।
তমিন্দ্রং মলিনং দেবা ঋষয়শ্চ তপোধনাঃ॥ ১৯
কলশৈঃ স্নপয়ামাসুর্মলঞ্চাস্য প্রমোচয়ন্।
ইহ ভূম্যাং মলং দত্ত্বা দেবাঃ কারূষমেব চ॥ ২০
শরীরজং মহেন্দ্রস্য ততো হর্ষং প্রপেদিরে।
নির্ম্মলো নিষ্করূষশ্চ শুদ্ধ ইন্দ্রো যথাভবৎ॥ ২১
ততো দেশস্য সুপ্রীতো বরং প্রাদাদনুত্তমম্।
ইমৌ জনপদৌ স্ফীতৌ খ্যাতিং লোকে গমিষ্যতঃ॥ ২২
মলদাশ্চ করূষাশ্চ মমাঙ্গমলধারিণৌ।
সাধু সাধ্বিতি তং দেবাঃ পাকশাসনমব্রুবন্॥ ২৩
দেশস্য পূজাং তাং দৃষ্ট্বা কৃতাং শক্রেণ ধীমতা।
এতৌ জনপদৌ স্ফীতৌ দীর্ঘকালমরিন্দম॥ ২৪
মলদাশ্চ করূষাশ্চ মুদিতা ধনধান্যতঃ।
কস্যচিত্ত্বথ কালস্য যক্ষিণী কামরূপিণী॥ ২৫
বলং নাগসহস্রস্য ধারয়ন্তী তদা হ্যভূৎ।
তাড়কা নাম ভদ্রন্তে ভার্য্যা সুন্দস্য ধীমতঃ॥ ২৬
মারীচো রাক্ষসঃ পুত্রো যস্যাঃ শক্রপরাক্রমঃ।
বৃত্তবাহুর্মহাশীর্ষো বিপুলাস্যতনুর্মহান্॥ ২৭
রাক্ষসো ভৈরবাকারো নিত্যং ত্রাসয়তে প্রজাঃ।
ইমৌ জনপদৌ নিত্যং বিনাশয়তি রাঘব॥ ২৮

উৎপত্তি হইয়াছে। সেই নদী ব্রহ্ম-সরোবর হইতে উৎপন্ন হওয়া প্রযুক্ত অতিপুণ্যতমা এবং সরোবর হইতে উৎপন্ন হওয়া নিবন্ধন তাহার 'সরয়ূ' নাম হইয়াছে। রাম! সরয়ূ নদী অযোধ্যানগরী আবরণ করিয়া রহিয়াছে; তাহার জলসংক্ষোভজনিত এই অনুপমের শব্দ জাহ্নবীতে প্রতিধ্বনিত হইতেছে। তুমি সংযতচিত্তে এই দুই নদীকে প্রণাম কর।" পরে ধার্ম্মিক রাম ও লক্ষ্মণ উভয়েই সেই দুই নদীকে প্রণাম করিয়া সেই লঘুগমা রাজনন্দনদ্বয় জাহ্নবীর দক্ষিণতীরে উপস্থিত হওত যাইতে লাগিলেন। ইক্ষ্বাকু-বংশীয় রাজনন্দন রাম যাইতে যাইতে মনুষ্যগমাগম-চিহ্নশূন্য ভীষণদর্শন বন দেখিয়া মুনিবর বিশ্বামিত্রকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "অহো! এই বন কি দুর্গম! এই বন সিংহ, ব্যাঘ্র, বরাহ ও হস্তী প্রভৃতি শ্বাপদগণে পরিব্যাপ্ত, ঝিল্লিকাসমূহে সমাকীর্ণ, ভীষণ শব্দায়মান ভীমকণ্ঠ বিবিধ পক্ষিসমূহে পূর্ণ এবং ধব, অশ্বকর্ণ, অর্জ্জুন, পাটলী, বদরী, তিন্দুক ও বিল্ব-প্রভৃতি বৃক্ষনিচয়ে পরিব্যাপ্ত। কিরূপে এরূপ দারুণ বন জন্মিয়াছে?" মহাতেজস্বী মহামুনি বিশ্বামিত্র তাঁহাকে কহিলেন, "বৎস রাম! যে রূপে নিদারুণ বনের উৎপত্তি হইয়াছে, তাহা শ্রবণ কর। নরোত্তম! পূর্ব্বে এই স্থানে দেবনির্ম্মিত উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত মলদ ও করূষ নামে দুইটী জনপদ ছিল।

পূর্ব্বে দেবরাজ ইন্দ্র বৃত্রাসুরকে বধ করিয়া ব্রহ্মহত্যা-কলুষিত মলিন ও ক্ষুধাক্রান্ত হইয়াছিলেন। তখন দেবতা ও তপোধন ঋষিগণ, মলদমন্বিত মহেন্দ্রকে গঙ্গাজলে স্নান করাইয়া তাঁহার মল ধৌত করিয়াছিলেন। এই স্থানে দেবতাগণ মহেন্দ্রের শরীরস্থ মল ও করূষ (ক্ষুধা) নিক্ষেপপূর্ব্বক হর্ষ লাভ করিয়াছেন। তখন মহেন্দ্রও নির্ম্মল এবং করূষহীন হইয়া বিশুদ্ধ ও এই দেশের প্রতি প্রীত হইয়া এই দেশকে এই অত্যুত্তম বর দান করিলেন যে, 'যেহেতু এই প্রদেশে আমার দেহের মল ও করূষ ধারণ করিল, অতএব এই প্রদেশে উত্তরোত্তর-বর্দ্ধমান দুইটী জনপদ হইয়া মলদ ও করূষনামে বিখ্যাত হইবে।' ধীমান্ মহেন্দ্র এতদ্দেশের এইরূপ সৎকার করিলে দেবতারা তাঁহাকে 'সাধু' 'সাধু' বলিলেন। অরিন্দম! এই প্রদেশে বহুকাল মলদ ও করূষ নামে ধনধান্য-পরিপূর্ণ উত্তরোত্তরবর্দ্ধমান প্রমুদিত দুইটী জনপদ ছিল। কিছুকাল পরে ধীমান্ সুন্দের সহস্র-মাতঙ্গ-বলধারিণী কামরূপিণী তাড়কানাম্নী এক যক্ষিণী ভার্য্যা হইল। ৪—২৬। তাহার গর্ভে বৃত্তবাহুশালী সুবৃহৎ কায়বিশিষ্ট ইন্দ্রতুল্য-পরাক্রমী মহামস্তকসমন্বিত বিপুল-বদন মহান্ মারীচনামক রাক্ষস পুত্র জন্মে;

মলদাংশ্চ করূষাংশ্চ তাড়কা দুষ্টচারিণী ।
সেয়ং পন্থানমাবৃত্য বসত্যত্যর্দ্ধযোজনে ॥ ২৯
অতএব চ গন্তব্যং তাড়কায়া বনং যতঃ ।
স্ববাহুবলমাশ্রিত্য জহীমাং দুষ্টচারিণীম্ ॥ ৩০
মন্নিয়োগাদিমং দেশং কুরু নিষ্কণ্টকং পুনঃ ।
ন হি কশ্চিদিমং দেশং শক্তো হ্যাগন্তুমীদৃশম্ ॥ ৩১
যক্ষিণ্যা ঘোরয়া রাম উৎসাদিতমসহ্যয়া ।
এতত্তে সর্ব্বমাখ্যাতং যথৈতদ্দারুণং বনম্ ।
যক্ষ্যা চোৎসাদিতং সর্ব্বমদ্যাপি ন নিবর্ত্ততে ॥ ৩২

ইতি বালকাণ্ডে চতুর্ব্বিংশঃ সর্গঃ ॥ ২৪ ॥

পঞ্চবিংশঃ সর্গঃ ।

অথ তস্যাপ্রমেয়স্য মুনের্বচনমুত্তমম্ ।
শ্রুত্বা পুরুষশার্দ্দূলঃ প্রত্যুবাচ শুভাং গিরম্ ॥ ১
অল্পবীর্য্যা যদা যক্ষী শ্রূয়তে মুনিপুঙ্গব ।
কথং নাগসহস্রস্য ধারয়ত্যবলা বলম্ ॥ ২
ইত্যুক্তং বচনং শ্রুত্বা রাঘবস্যামিতৌজসঃ ।
হর্ষয়ন্ শ্লক্ষ্ণয়া বাচা সলক্ষ্মণমরিন্দমম্ ॥ ৩
বিশ্বামিত্রোঽব্রবীদ্বাক্যং শৃণু যেন বলোৎকটা ।
বরদানকৃতং বীর্য্যং ধারয়ত্যবলা বলম্ ॥ ৪
পূর্ব্বমাসীৎ মহাযক্ষঃ সুকেতুর্নাম বীর্য্যবান্ ।
অনপত্যঃ শুভাচারঃ স চ তেপে মহাতপঃ ॥ ৫
পিতামহস্তু সুপ্রীতস্তস্য যক্ষপতেস্তদা ।
কন্যারত্নং দদৌ রাম তাড়কা নাম নামতঃ ॥ ৬
দদৌ নাগসহস্রস্য বলঞ্চাস্যাঃ পিতামহঃ ।
ন ত্বেব পুত্রং যক্ষায় দদৌ চাসৌ মহাযশাঃ ॥ ৭
তাং তু বালাং বিবর্দ্ধন্তীং রূপযৌবনশালিনীম্ ।
জম্ভপুত্রায় সুন্দায় দদৌ ভার্য্যাং যশস্বিনীম্ ॥ ৮
কস্যচিত্ত্বথ কালস্য যক্ষী পুত্রং ব্যজায়ত ।
মারীচং নাম দুর্দ্ধর্ষং যঃ শাপাদ্রাক্ষসোঽভবৎ ॥ ৯
সুন্দে তু নিহতে রাম অগস্ত্যমৃষিসত্তমম্ ।
তাড়কা সহ পুত্রেণ প্রধর্ষয়িতুমিচ্ছতি ॥ ১০
ভক্ষ্যার্থং জাতসংরম্ভা গর্জ্জন্তী সাভ্যধাবত ।
আপতন্তীং তু তাং দৃষ্ট্বা অগস্ত্যো ভগবানৃষিঃ ॥ ১১
রাক্ষসত্বং ভজস্বেতি মারীচং ব্যাজহার সঃ ।

সেই ভীষণাকার রাক্ষস নিয়ত লোকগণকে বিত্রস্ত করিয়া থাকে। রাঘব! সেই দুষ্টাচারিণী তাড়কা, মলদ ও করূষ-নামক এই দুই জনপদে নিয়ত উৎপীড়ন করিতেছে। সে এ স্থান হইতে অর্দ্ধযোজনান্তরে পথ আবরণ করিয়া রহিয়াছে; যে বনে তাড়কা বাস করে, অতঃপর আমাদিগকে ও সেই বনে যাইতে হইবে। রাম! তুমি আমার নিয়োগ-ক্রমে স্বীয় বাহুবল-প্রভাবে সেই দুষ্টচারিণী যক্ষিণীকে বিনাশ করিয়া এই প্রদেশকে নিষ্কণ্টক কর; দুর্ব্বিসহ পরাক্রম-শালিনী, ঘোররূপিণী সেই যক্ষিণী, এই স্থান উৎসন্ন করিয়াছে; তথাপি সে আজিও নিবৃত্ত হয় নাই। সম্প্রতি এই প্রদেশ এতাদৃশ ভয়াবহ হইয়াছে যে, এখানে কাহারও আগমন করিবার শক্তি নাই। এই প্রদেশ যেরূপে বনে পরিণত হইয়াছে, এই আমি তৎসমুদয় তোমার নিকট বর্ণন করিলাম।" ২৭—৩২।

পঞ্চবিংশ সর্গ।

অনন্তর সু-প্রভাবশালী মুনিবর বিশ্বামিত্রের এতাদৃশ সদ্বাক্য শুনিয়া, পুরুষশ্রেষ্ঠ রাম তাঁহাকে এই শুভ বাক্য বলিলেন, "মুনিবর! শুনিয়াছি, যক্ষজাতি অল্পবলা হইয়া থাকে; তাহাতে আবার তাড়কা অবলা; সুতরাং কিরূপে সে সহস্র হস্তীর বল ধারণ করে? বিশ্বামিত্র, অমিততেজস্বী রঘুকুলনন্দন রামের কথা শুনিয়া, অরিন্দম রাম ও লক্ষ্মণকে মধুর বচনে আনন্দিত করত বলিলেন,—"তাড়কা যেরূপে তাদৃশ বল ধারণ করে, তাহা বলিতেছি, শ্রবণ কর। তাড়কা অবলা হইয়াও বরপ্রভাবে তাদৃশ বল প্রাপ্ত হইয়াছে। পূর্ব্বে সুকেতু নামে সদাচারী বীর্য্যবান্ এক মহান্ যক্ষ ছিল; তাহার সন্তানাদি ছিল না; এজন্য সে কঠোর তপস্যা করিয়া-ছিল। তখন পিতামহ ব্রহ্মা সেই যক্ষশ্রেষ্ঠের প্রতি প্রীত হইয়া তাহাকে তাড়কা-নাম্নী একটী কন্যারত্ন দান করিলেন। ১—৬। পিতামহ সেই কন্যাকে সহস্র মাতঙ্গের বল প্রদান করিলেন; তথাপি পুত্র দান করিলেন না। ক্রমে সেই যশস্বিনী কন্যা, বর্দ্ধিতা হইয়া ষোড়শবর্ষীয়া ও রূপযৌবনশালিনী হইল। তখন যক্ষপতি সুন্দনামক জম্ভপুত্রের হস্তে সেই কন্যাকে সম্প্রদান করিলেন। কিছুকাল পরে সেই যক্ষীর মারীচ নামে দুরাধর্ষ এক পুত্র জন্মিল, সেই পুত্র শাপপ্রযুক্ত রাক্ষসত্ব লাভ করে। রাম! অগস্ত্যশাপে সুন্দ নিহত হইলে, তাড়কা পুত্রের সহিত ঋষিসত্তম অগস্ত্যকে ধর্ষণ করিবার নিমিত্ত তাঁহাকে ভক্ষণ করিতে উদ্যত হইয়া গর্জ্জন করত তাঁহার প্রতি প্রধাবিত হইল। ভগবান্ অগস্ত্য মহাযক্ষী তাড়কাকে অভিমুখে ধাবমানা

গস্ত্যঃ পরমামর্ষস্তাড়কামপি শপ্তবান্॥ ১২
পুরুষাদী মহাযক্ষী বিকৃতা বিকৃতাননা।
ইদং রূপং বিহায়াশু দারুণং রূপমস্তু তে॥ ১৩
সৈষা শাপকৃতামর্ষা তাড়িকা ক্রোধমূর্চ্ছিতা।
দেশমুৎসাদয়ত্যেনমগস্ত্যাচরিতং শুভম্॥ ১৪
এনাং রাঘব দুর্বৃত্তাং যক্ষীং পরমদারুণাম্।
গোব্রাহ্মণহিতার্থায় জহি দুষ্টপরাক্রমাম্॥ ১৫
নহ্যেনাং শাপসংসৃষ্টাং কশ্চিদুৎসহতে পুমান্।
নিহন্তুং ত্রিষু লোকেষু ত্বামৃতে রঘুনন্দন॥ ১৬
ন হি তে স্ত্রীবধকৃতে ঘৃণা কার্য্যা নরোত্তম।
চাতুর্ব্বর্ণ্যহিতার্থং হি কর্ত্তব্যং রাজসূনুনা॥ ১৭
নৃশংসমনৃশংসং বা প্রজারক্ষণকারণাৎ।
পাতকং বা সদোষং বা কর্ত্তব্যং রক্ষতা সদা॥ ১৮
রাজ্যভারনিযুক্তানামেষ ধর্ম্মঃ সনাতনঃ।
অধর্ম্ম্যাং জহি কাকুৎস্থ ধর্ম্মো হ্যস্যাং ন বিদ্যতে॥ ১৯
শ্রূয়তে হি পুরা শক্রো বিরোচনসুতাং নৃপ।
পৃথিবীং হন্তুমিচ্ছন্তীং মন্থরামভ্যসূদয়ৎ॥ ২০
বিষ্ণুনা চ পুরা রাম ভৃগুপত্নী পতিব্রতা।
অনিন্দ্রং লোকমিচ্ছন্তী কাব্যমাতা নিষূদিতা॥ ২১
এতৈশ্চান্যৈশ্চ বহুভী রাজপুত্রৈর্মহাত্মভিঃ।
অধর্ম্মসহিতা নার্য্যো হতাঃ পুরুষসত্তমৈঃ।
তস্মাদেনাং ঘৃণাং ত্যক্ত্বা জহি মচ্ছাসনান্নৃপ॥ ২২

ইতি বালকাণ্ডে পঞ্চবিংশঃ সর্গঃ॥ ২৫

ষড়্‌বিংশঃ সর্গঃ।

মুনের্বচনমক্লীবং শ্রুত্বা নরবরাত্মজঃ।
রাঘবঃ প্রাঞ্জলির্ভূত্বা প্রত্যুবাচ দৃঢ়ব্রতঃ॥ ১
পিতুর্বচননির্দ্দেশাৎ পিতুর্বচনগৌরবাৎ।
বচনং কৌশিকস্যেতি কর্ত্তব্যমবিশঙ্কয়া॥ ২
অনুশিষ্টোঽস্ম্যযোধ্যায়াং গুরুমধ্যে মহাত্মনা।
পিত্রা দশরথেনাহং নাবজ্ঞেয়ং হি তদ্বচঃ॥ ৩
সোঽহং পিতুর্বচঃ শ্রুত্বা শাসনাদ্‌ব্রহ্মবাদিনঃ।
করিষ্যামি ন সন্দেহস্তাড়কাবধমুত্তমম্॥ ৪
গোব্রাহ্মণহিতার্থায় দেশস্য চ হিতায় চ।
তব চৈবাপ্রমেয়স্য বচনং কর্ত্তুমুদ্যতঃ॥ ৫
এবমুক্ত্বা ধনুর্মধ্যে বদ্ধা মুষ্টিমরিন্দমঃ।

দেখিয়া মহাক্রুদ্ধ হইয়া তাহাকে "শীঘ্র তোর ভীষণ রূপ, হউক,—তুই এই রূপ পরিত্যাগ করিয়া বিকৃত-রূপা ও বিকৃতবদনা হইয়া রাক্ষসী হ" এরূপ অভিশাপ দিয়া মারীচকেও 'তুই রাক্ষসত্ব লাভ কর্' এইরূপ বলিলেন। সেই তাড়কা এইরূপে অভিশপ্তা হইয়া পরমক্রোধসহকারে অগস্ত্যপ্রতিষ্ঠিত এই শুভ প্রদেশ উৎসন্ন করিয়াছে। ৭—১৪। রাম! তুমি সেই দুর্ব্বৃত্তা পরম-দারুণা দুষ্টপরাক্রমশালিনী যক্ষীকে গো ও ব্রাহ্মণগণের হিতনিমিত্ত, বধ কর রঘুনন্দন! তোমা ব্যতিরেকে এই ত্রিলোকমধ্যে এমন কেহ নাই যে সেই শাপগ্রস্তা যক্ষীকে নিহত করিতে উৎসাহী হয়। নরোত্তম! তুমি স্ত্রীহত্যাভয়ে তাড়কাকে বধ করিতে ঘৃণা করিও না, কারণ রাজগণকে প্রজা-রক্ষণও চাতুর্ব্বর্ণ্যহিতানুষ্ঠাননিমিত্ত নৃশংস ও অনৃশংস উভয় বিধ কর্ম্মই করিতে হয়; যেহেতু সর্ব্বদা প্রজারক্ষণার্থ দোষসম্বলিত ও পাতকসাধন কর্ম্ম করাও রাজ্যভারনিযুক্ত রাজাদিগের সনাতন ধর্ম্ম। বিশেষতঃ সেই যক্ষীর ধর্ম্ম নাই; অতএব তুমি সেই পাপ-চারিণী যক্ষিণীকে নিহত কর। নরপালক রাম! বিরোচননন্দিনী মন্থরা পৃথিবীর সমুদয় প্রাণিগণকে সংহার করিতে উদ্যতা হইলে, মহেন্দ্র তাহাকে বধ করেন এবং শুক্রজননী পতিব্রতা ভৃগুপত্নী ইন্দ্রশূন্য লোক ইচ্ছা করিলে বিষ্ণু তাহাকে বধ করেন, ইহা শুনা যায়। নরপালক! ইহাঁরা এবং অনেক পুরুষসত্তম মহাত্মা রাজকুমার অধর্ম্মচারিণী রমণীদিগকে বিনাশ করিয়াছেন; অতএব তুমি আমার নিদেশক্রমে ঘৃণা পরিহারপূর্ব্বক এই যক্ষিণীকে সংহার কর।" ১৫—২২।

ষড়্‌বিংশ সর্গ।

রঘুকুলরাজনন্দন দৃঢ়ব্রত রাম, বিশ্বামিত্র মুনির সেই প্রাগল্‌ভ্যপূর্ণ বাক্য শ্রবণে কৃতাঞ্জলি হইয়া তাঁহাকে প্রত্যুক্তিস্বরূপ কহিলেন, "পিতৃবাক্য পালন সকলেরই অবশ্যকর্ত্তব্য; অতএব যখন অযোধ্যা-নগরীতে গুরুগণমধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পিতা দশরথ আমাকে 'তুমি কৌশিক বিশ্বামিত্রের বাক্যে বিচার না করিয়াই তদনুরূপ কার্য্য করিবে তাঁহার বাক্যে কখন অনাদর করিবে না' এইরূপ আদেশ করিয়াছেন, তখন অবশ্যই তাঁহার শাসনানুসারে আপনার নিদেশে আমি এই তাড়কাবধরূপ শুভকর্ম্ম সম্পাদন করিব। বিশেষতঃ একে ত আপনি অপ্রমেয়-প্রভাবসম্পন্ন ব্রহ্মবাদী; আপনি কদাচ অন্যায় আদেশ করিবেন না, তাহাতে আবার এই কর্ম্মে গো, ব্রাহ্মণ ও এই প্রদেশের হিত সাধিত হইবে।" ১—৫। অরিন্দম রাম বিশ্বামিত্রকে ঐ কথা

জ্যাঘোষমকরোত্তীব্রং দিশঃ শব্দেন নাদয়ন্॥ ৬
তেন শব্দেন বিত্রস্তাস্তাড়কাবনবাসিনঃ।
তাড়কা চ সুসংক্রুদ্ধা তেন শব্দেন মোহিতা॥ ৭
তং শব্দমভিনিধ্যায় রাক্ষসী ক্রোধমূর্চ্ছিতা।
শ্রুত্বা চাভ্যদ্রবৎ ক্রুদ্ধা যত্র শব্দো বিনিঃসৃতঃ॥ ৮
তাং দৃষ্ট্বা রাঘবঃ ক্রুদ্ধাং বিকৃতাং বিকৃতাননাম্।
প্রমাণেনাতিবৃদ্ধাং চ লক্ষ্মণং সোঽভ্যভাষত॥ ৯
পশ্য লক্ষ্মণ যক্ষিণ্যা ভৈরবং দারুণং বপুঃ।
ভিদ্যেরন্ দর্শনাদস্যা ভীরূণাং হৃদয়ানি চ॥ ১০
এতাং পশ্য দুরাধর্ষাং মায়াবলসমন্বিতাম্।
বিনিবৃত্তাং করোম্যদ্য হৃতকর্ণাগ্রনাসিকাম্॥ ১১
ন হ্যেনামুৎসহে হন্তুং স্ত্রীস্বভাবেন রক্ষিতাম্।
বীর্য্যঞ্চাস্যা গতিঞ্চৈব হন্যামিতি হি মে মতিঃ॥ ১২
এবং ব্রুবাণে রামে তু তাড়কা ক্রোধমূর্চ্ছিতা।
উদ্যম্য বাহূ গর্জ্জন্তী রামমেবাভ্যধাবত॥ ১৩
বিশ্বামিত্রস্তু ব্রহ্মর্ষির্হুঙ্কারেণাভিভর্ৎস্য তাম্।
স্বস্তি রাঘবয়োরস্তু জয়ঞ্চৈবাভ্যভাষত॥ ১৪
উদ্ধূন্বানা রজো ঘোরং তাড়কা রাঘবাবুভৌ।
রজোমেঘেন মহতা মুহূর্ত্তং সা ব্যমোহয়ৎ॥ ১৫
ততো মায়াং সমাস্থায় শিলাবর্ষেণ রাঘবৌ।
অবাকিরৎ সুমহতা ততশ্চুক্রোধ রাঘবঃ॥ ১৬
শিলাবর্ষং মহত্তস্যাঃ শরবর্ষেণ রাঘবঃ।
প্রতিবার্য্যোপধাবন্ত্যাঃ করৌ চিচ্ছেদ পত্রিভিঃ॥ ১৭
ততশ্ছিন্নভুজাগ্রাং তামভ্যাসে পরিগর্জ্জতীম্।
সৌমিত্রিরকরোৎ ক্রোধাদ্ধৃতকর্ণাগ্রনাসিকাম্॥ ১৮
কামরূপধরা সা তু কৃত্বা রূপাণ্যনেকশঃ।
অন্তর্দ্ধানং গতা যক্ষী মোহয়ন্তী স্বমায়য়া॥ ১৯
অশ্মবর্ষং বিমুঞ্চন্তী ভৈরবং বিচচার সা।
ততস্তাবশ্মবর্ষেণ কীর্য্যমাণৌ সমন্ততঃ॥ ২০
দৃষ্ট্বা গাধিসুতঃ শ্রীমানিদং বচনমব্রবীৎ।
অলং তে ঘৃণয়া রাম পাপৈষা দুষ্টচারিণী॥ ২১
যজ্ঞবিঘ্নকরী যক্ষী পুরা বর্দ্ধেত মায়য়া।
বধ্যতাং তাবদেবৈষা পুরা সন্ধ্যা প্রবর্ত্ততে॥ ২২
রক্ষাংসি সন্ধ্যাকালে তু দুর্দ্ধর্ষাণি ভবন্তি হি।
ইত্যুক্তঃ স তু তাং যক্ষীমশ্মবৃষ্ট্যাভিবর্ষিণীম্॥ ২৩
দর্শয়ন্ শব্দবেধিত্বং তাং রুরোধ স সায়কৈঃ।
সা রুদ্ধা বাণজালেন মায়াবলসমন্বিতা॥ ২৪
অভিদুদ্রাব কাকুৎস্থং লক্ষ্মণঞ্চ বিনেদুষী।

বলিয়া ধনুর্দ্ধারণপূর্ব্বক চতুর্দ্দিক্ প্রতিধ্বনিত করত, ঘোরতর জ্যাশব্দ করিলেন। সেই শব্দে সমগ্র তাড়কাবনবাসীরা অতীব ভীত হইল এবং তাড়কাও সেই শব্দ শুনিয়া মোহপ্রযুক্ত ভীষণ-ক্রোধ-সহকারে, যে প্রদেশ হইতে সেই শব্দ নিঃসৃত হইতেছিল, শব্দানুসারে সেই প্রদেশাভিমুখে ধাবিতা হইল। রঘুকুলনন্দন রাম সেই বিকৃতাকারা, বৃহৎকায়সম্পন্না, বিকৃতবদনা, ক্রুদ্ধা রাক্ষসীকে দেখিয়া লক্ষ্মণকে কহিলেন, "লক্ষ্মণ! দেখ, এই যক্ষিণীর শরীর কি ভয়াবহ! ইহাকে দেখিবামাত্রই ভীরু ব্যক্তিদিগের হৃদয় বিদীর্ণ হয়। দেখ, এই মায়া-বল-সমন্বিতা দুরাধর্ষণীয়া রাক্ষসীর নাসিকা ও কর্ণ-চ্ছেদনপূর্ব্বক ইহাকে পলায়নপরায়ণা করি। আমি ইহাকে সংহার করিতে অভিলাষ করি না; যেহেতু এ স্ত্রীস্বভাবে রক্ষিতা হইয়াছে। তবে ইহার পরাক্রম ও গতিশক্তি বিনাশ করাই আমার ইচ্ছা।" ৬—১২। রাম এইরূপ বলিতেছেন, এমত সময়ে তাড়কারাক্ষসী ক্রোধান্বিতা হইয়া বাহু উত্তোলনপূর্ব্বক গর্জ্জন করত রামের দিকেই ধাবমানা হইল। তখন ব্রহ্মর্ষি বিশ্বামিত্র হুঙ্কার দ্বারা ভর্ৎসনা করিয়া "রাম এবং লক্ষ্মণের মঙ্গল ও জয় হউক," ইহা বলিলেন। পরে তাড়কা ঘোরতর ধূলি নিক্ষেপ করত মুহূর্ত্তমধ্যে রঘুনন্দন রাম ও লক্ষ্মণকে ধূলিসম্ভূত অন্ধকারে বিমুগ্ধ করিয়া, মায়া দ্বারা সুমহৎ শিলাবর্ষণে আকীর্ণ করিয়া ফেলিল। তখন রঘুকুল-নন্দন রাম অতীব ক্রোধান্বিত হইয়া তাহার সেই সুমহৎ শিলাবর্ষণ শরদ্বারা নিবারণপূর্ব্বক তদভিমুখে ধাবমানা সেই রাক্ষসীর দুই হস্ত বাণে ছেদন করিলেন। পরে সুমিত্রানন্দন লক্ষ্মণও ক্রুদ্ধ হইয়া গর্জ্জনপরায়ণা ছিন্নহস্তা রাক্ষসীর নাসিকা ও কর্ণের অগ্রভাগ ছেদন করিলেন। তখন সেই কামরূপধারিণী যক্ষিণী বিবিধ রূপ ধারণ করিয়া তাঁহাদিগকে আত্মমায়া দ্বারা বিমোহিত করিল; এবং তথা হইতে অন্তর্হিতা হইয়া ভয়ানক শিলাবর্ষণ করত বিচরণ করিতে লাগিল। পরে শ্রীমান্ গাধিনন্দন বিশ্বামিত্র তাঁহাদিগের চতুর্দ্দিকে অসংখ্যশিলাবর্ষণ হইতে দেখিয়া বলিলেন, "রাম! সন্ধ্যাকাল উপস্থিতপ্রায়, সন্ধ্যা হইলে এ অত্যধিক বল লাভ করিবে; যেহেতু সন্ধ্যাকালে রাক্ষসেরা দুরাধর্ষণীয় হইয়া থাকে। অতএব তুমি ঘৃণা ত্যাগ করিয়া শীঘ্র ইহাকে বধ কর; এই পাপীয়সী রাক্ষসী যজ্ঞের বিঘ্ন-কারিণী ও অতীব দুষ্টচারিণী।" বিশ্বামিত্র রামকে এরূপ বলিলে, তিনি স্বীয় শব্দবেধিতাসামর্থ্য প্রকাশ করত সেই শিলাবর্ষণকারিণী তাড়কাকে শরজালে অবরোধ করিলেন। সে রামকর্ত্তৃক বাণজালে অবরুদ্ধা

তামাপতন্তীং বেগেন বিক্রান্তামশনীমিব॥ ২৫
শরেণোরসি বিব্যাধ পপাত চ মমার চ।
তাং হতাং ভীমসঙ্কাশাং দৃষ্ট্বা সুরপতিস্তদা॥ ২৬
সাধুসাধ্বিতি কাকুৎস্থং সুরাশ্চাপ্যভিপূজয়ন্।
উবাচ পরমপ্রীতঃ সহস্রাক্ষঃ পুরন্দরঃ॥ ২৭
সুরাশ্চ সর্ব্বে সংহৃষ্টা বিশ্বামিত্রমথাব্রুবন্।
মুনে কৌশিক ভদ্রং তে সেন্দ্রাঃ সর্ব্বে মরুদ্গণাঃ॥ ২৮
তোষিতাঃ কর্ম্মণানেন স্নেহং দর্শয় রাঘবে।
প্রজাপতেঃ কৃশাশ্বস্য পুত্রান্ সত্যপরাক্রমান্॥ ২৯
তপোবলভৃতো ব্রহ্মন্ রাঘবায় নিবেদয়।
পাত্রভূতশ্চ তে ব্রহ্মন্ তবানুগমনে রতঃ॥ ৩০
কর্ত্তব্যং সুমহৎ কর্ম্ম সুরাণাং রাজসূনুনা।
এবমুক্ত্বা সুরাঃ সর্ব্বে জগ্মুর্হৃষ্টা বিহায়সম্॥ ৩১
বিশ্বামিত্রং পূজয়ন্তস্ততঃ সন্ধ্যা প্রবর্ত্ততে।
ততো মুনিবরঃ প্রীতস্তাড়কাবধতোষিতঃ॥ ৩২
মূর্দ্ধ্নি রামমুপাঘ্রায় ইদং বচনমব্রবীৎ।
ইহাদ্য রজনীং রাম বসামঃ শুভদর্শন॥ ৩৩
শ্বঃ প্রভাতে গমিষ্যামস্তদাশ্রমপদং মম।
বিশ্বামিত্রবচঃ শ্রুত্বা হৃষ্টো দশরথাত্মজঃ॥ ৩৪
উবাস রজনীং তত্র তাড়কায়া বনে সুখম্।
মুক্তশাপং বনং তচ্চ তস্মিন্নেব তদাহনি।
রমণীয়ং বিবভ্রাজ যথা চৈত্ররথং বনম্॥ ৩৫
নিহত্য তাং যক্ষসুতাং স রামঃ
প্রশস্যমানঃ সুরসিদ্ধসঙ্ঘৈঃ।
উবাস তস্মিন্মুনিনা সহৈব
প্রভাতবেলাং প্রতিবোধ্যমানঃ॥ ৩৬

ইতি বালকাণ্ডে ষড়্বিংশঃ সর্গঃ॥ ২৬॥

হইয়া মায়াবল ধারণপূর্ব্বক রাম ও লক্ষ্মণের অভিমুখে ধাবমানা হইল। রাম, বজ্রের ন্যায় অতিবেগে অভিমুখে আগমনপরায়ণা সেই বিক্রমসম্পন্না রাক্ষসীর হৃদয়ে শরবিদ্ধ করিলে, সে ভূপাতিতা হইয়া প্রাণ পরিত্যাগ করিল। তখন দেবাধিপতি ইন্দ্র ও অমরগণ সেই ভীমরূপিণী যক্ষিণীকে নিহতা দেখিয়া রামকে "সাধু সাধু" বলিয়া অভিনন্দন করিলেন। পরে সহস্রাক্ষ পুরন্দর ও দেবগণ পরমপ্রীতি-সহকারে বিশ্বামিত্রকে কহিলেন, "ব্রহ্মর্ষে! ইন্দ্র ও মরুদ্গণ প্রভৃতি আমরা সকলেই রঘুকুলনন্দন রামের এই কর্ম্মে অতীব সন্তোষ লাভ করিয়াছি, তোমার মঙ্গল হউক,—তুমি ইঁহার প্রতি স্নেহ প্রকাশ কর, —তুমি ইঁহাকে কৃশাশ্ব প্রজাপতির সত্যপরাক্রমসম্পন্ন তপোবলসম্ভূত অস্ত্ররূপ পুত্রসকল প্রদান কর। ব্রহ্মন্! এই রাজনন্দনই তোমার অস্ত্রপ্রদানের উপযুক্ত পাত্র, কারণ ইনি তোমার অনুগত; বিশেষতঃ ইঁহাকে দেবতাদিগেরও সুমহৎ হিতকর কার্য্য করিতে হইবে।" দেবতারা হর্ষপূর্ব্বক বিশ্বামিত্রকে ঐ কথা বলিয়া অভিনন্দন করত আকাশে গমন করিলেন। তাঁহারা প্রস্থান করিলে, সন্ধ্যাকাল উপস্থিত হইল। তখন মুনিবর বিশ্বামিত্র তাড়কা-বধে অতীব প্রীত হইয়া রামের মস্তকে আঘ্রাণ করত কহিলেন, "শুভদর্শন রাম! আমরা আজ এখানেই রাত্রিযাপন করি; কল্য প্রভাতেই মদীয় আশ্রমে গমন করিব।" দশরথতনয় রাম বিশ্বামিত্রের বাক্য শুনিয়া প্রীতমনে তাড়কার বনে সেই রাত্রি সুখে অতিবাহিত করিলেন। সেই দিনেই উক্ত বন নিরুপদ্রব হইয়া চৈত্ররথবনের ন্যায় রমণীয়রূপে সুপ্রকাশ হইল। রাম, যক্ষতনয়া তাড়কাকে বধ করায় দেবতা ও সিদ্ধগণকর্ত্তৃক প্রশস্যমান হইয়া, সেই বনে বিশ্বামিত্র মুনির সহিত রাত্রিযাপনপূর্ব্বক প্রাতঃকালে তৎকর্ত্তৃক প্রবোধিত হইয়া গাত্রোত্থান করিলেন। ১৩—৩৬।

সপ্তবিংশঃ সর্গঃ।

অথ তাং রজনীমুষ্য বিশ্বামিত্রো মহাযশাঃ।
প্রহস্য রাঘবং বাক্যমুবাচ মধুরস্বরম্॥ ১
পরিতুষ্টোঽস্মি ভদ্রং তে রাজপুত্র মহাযশঃ।
প্রীত্যা পরময়া যুক্তো দদাম্যস্ত্রাণি সর্ব্বশঃ॥ ২
দেবাসুরগণান্ বাপি সগন্ধর্ব্বোরগান্ ভুবি।
যৈরমিত্রান্ প্রসহ্যাজৌ বশীকৃত্য জয়িষ্যসি॥ ৩
তানি দিব্যানি ভদ্রং তে দদাম্যস্ত্রাণি সর্ব্বশঃ।

সপ্তবিংশ সর্গ।

মহাযশা বিশ্বামিত্র, প্রভাতকালে সহাস্যে মধুরস্বরে রামকে কহিলেন, "মহাযশস্বি রাজপুত্র! আমি তোমার কার্য্যে যথেষ্ট পরিতুষ্ট হইয়াছি, তোমার মঙ্গল হউক। অতএব এক্ষণে পরমপ্রীতির সহিত তোমাকে সমুদয় অস্ত্র প্রদান করিতেছি;—সেই সকল অস্ত্রে তোমার মঙ্গল হইবে,—সেই সকল অস্ত্রে তুমি দেব, দানব, গন্ধর্ব্ব ও নাগগণও যদি শত্রুতা আচরণ করেন, তবে তাঁহাদিগকেও বলপূর্ব্বক যুদ্ধে পরাজয় করিয়া বশীভূত করিবে,—সেই সকল দিব্য অস্ত্র আমি তোমাকে

দণ্ডচক্রং মহদ্দিব্যং তব দাস্যামি রাঘব ॥ ৪
ধর্ম্মচক্রং ততো বীর কালচক্রং তথৈব চ।
বিষ্ণুচক্রং তথাত্যুগ্রমৈন্দ্রচক্রং তথৈব চ ॥ ৫
বজ্রমস্ত্রং নরশ্রেষ্ঠ শৈবং শূলবরং তথা।
অস্ত্রং ব্রহ্মশিরশ্চৈব ঐষীকমপি রাঘব ॥ ৬
দদামি তে মহাবাহো ব্রাহ্মমস্ত্রমনুত্তমম্।
গদে দ্বে চৈব কাকুৎস্থ মোদকী শিখরী শুভে ॥ ৭
প্রদীপ্তে নরশার্দ্দূল প্রযচ্ছামি নৃপাত্মজ।
ধর্ম্মপাশমহং রাম কালপাশং তথৈব চ ॥ ৮
বারুণং পাশমস্ত্রঞ্চ দদাম্যহমনুত্তমম্।
অশনী দ্বে প্রযচ্ছামি শুষ্কার্দ্রে রঘুনন্দন ॥ ৯
দদামি চাস্ত্রং পৈনাকমস্ত্রং নারায়ণং তথা।
আগ্নেয়মস্ত্রং দয়িতং শিখরং নাম নামতঃ ॥ ১০
বায়ব্যং প্রথমং নাম দদানি তব চানঘ।
অস্ত্রং হয়শিরো নাম ক্রৌঞ্চমস্ত্রং তথৈব চ ॥ ১১
শক্তিদ্বয়ং চ কাকুৎস্থ দদামি তব রাঘব।
কঙ্কালং মুষলং ঘোরং কাপালমথ কিঙ্কিণীম্ ॥ ১২
বধার্থং রক্ষসাং যানি দদাম্যেতানি সর্ব্বশঃ।
বৈদ্যাধরং মহাস্ত্রঞ্চ নন্দনং নাম নামতঃ ॥ ১৩
অসিরত্নং মহাবাহো দদামি নৃবরাত্মজ।
গান্ধর্ব্বমস্ত্রং দয়িতং মোহনং নাম নামতঃ ॥ ১৪
প্রস্বাপনং প্রশমনং দদ্মি সৌম্যঞ্চ রাঘব।
বর্ষণং শোষণঞ্চৈব সন্তাপনবিলাপনে ॥ ১৫
মাদনং চৈব দুর্দ্ধর্ষং কন্দর্পদয়িতং তথা।
গান্ধর্ব্বমস্ত্রং দয়িতং মানবং নাম নামতঃ ॥ ১৬
পৈশাচমস্ত্রং দয়িতং মোহনং নাম নামতঃ।
প্রতীচ্ছ নরশার্দ্দূল রাজপুত্র মহাযশঃ ॥ ১৭
তামসং নরশার্দ্দূল সৌমনঞ্চ মহাবলম্।
সংবর্ত্তঞ্চৈব দুর্দ্ধর্ষং মৌষলঞ্চ নৃপাত্মজ ॥ ১৮
সত্যমস্ত্রং মহাবাহো তথা মায়াময়ং পরম্।
সৌরং তেজঃপ্রভং নাম পরতেজোঽপকর্ষণম্ ॥ ১৯
সোমাস্ত্রং শিশিরং নাম ত্বাষ্ট্রমস্ত্রং সুদারুণম্।
দারুণঞ্চ ভগস্যাপি শীতেষুমথ মানবম্ ॥ ২০
এতান্ রাম মহাবাহো কামরূপান্মহাবলান্।
গৃহাণ পরমোদারান্ ক্ষিপ্রমেব নৃপাত্মজ ॥ ২১
স্থিতস্তু প্রাঙ্মুখো ভূত্বা শুচির্মুনিবরস্তদা।
দদৌ রামায় সুপ্রীতো মন্ত্রগ্রামমনুত্তমম্ ॥ ২২
সর্ব্বসংগ্রহণং যেষাং দৈবতৈরপি দুর্লভম্।
তান্যস্ত্রাণি তদা বিপ্রো রাঘবায় ন্যবেদয়ৎ ॥ ২৩
জপতস্তু মুনেস্তস্য বিশ্বামিত্রস্য ধীমতঃ।
উপতস্থুর্মহার্হাণি সর্ব্বাণ্যস্ত্রাণি রাঘবম্ ॥ ২৪
উচুশ্চ মুদিতা রামং সর্ব্বে প্রাঞ্জলয়স্তদা।
ইমে চ পরমোদার কিঙ্করাস্তব রাঘব ॥ ২৫
যদ্যদিচ্ছসি ভদ্রং তে তৎ সর্ব্বং করবাম বৈ।
ততো রামঃ প্রসন্নাত্মা তৈরিত্যুক্তো মহাবলৈঃ। ২৬

দিতেছি;—হে রঘুবংশীয় মহাবীর রাজনন্দন! আমি তোমাকে সুমহৎ দিব্য দণ্ডচক্র, কালচক্র, ধর্ম্মচক্র, অত্যুগ্র বিষ্ণুচক্র, অসহ্যবিক্রমসম্পন্ন ইন্দ্রচক্র, বজ্র অস্ত্র, শূলবর-নামক শৈব অস্ত্র, ব্রহ্মশিরা অস্ত্র, ঐষিক বাণ, অত্যুত্তম ব্রহ্মাস্ত্র, মোদকী ও শিখরী-নাম্নী শুভ-দায়িনী জাজ্বল্যমানা দুই গদা, ধর্ম্মপাশ, কালপাশ, অত্যুত্তম বারুণ পাশাস্ত্র, শুষ্ক ও আর্দ্র এই দুই প্রকার অশনি, পাশুপত অস্ত্র, অতিপ্রিয় শিখর-নামক আগ্নেয় বাণ, নারায়ণ অস্ত্র, হয়শিরা নামে প্রসিদ্ধ বাণ, উত্তম বায়ব্যাস্ত্র, ক্রৌঞ্চবাণ, দুইটী শক্তি, কঙ্কালনামক ভয়ঙ্কর মুষল, কপাল ও কিঙ্কিণী অস্ত্র, নন্দন-নামক বিদ্যাধর সম্বন্ধীয় মহাস্ত্র, উত্তম অসিমোহন-নামক অতিপ্রিয় গান্ধর্ব্ব অস্ত্র, প্রস্বাপন ও প্রশমন-নামক অস্ত্র, চান্দ্রবাণ, বর্ষণ ও শোষণ অস্ত্র, সন্তাপন অস্ত্র, বিলাপন অস্ত্র, কন্দর্পপ্রিয় দুরাধর্ষণীয় মদননামক বাণ, মানব-নামক দয়িত গান্ধর্ব্ব বাণ, মোহন-নামক দয়িত পৈশাচ অস্ত্র, তামস অস্ত্র, মহাবলসম্পন্ন সৌমন নামক বাণ, দুরাধর্ষ সংবর্ত্তক অস্ত্র, দুরাধর্ষণীয় মৌষল অস্ত্র, সত্য অস্ত্র, মায়াময় বাণ, পরবীর্য্যাপকর্ষক তেজঃপ্রভ-নামক সৌর অস্ত্র, শিশির-নামক চান্দ্র বাণ, সুদারুণ ত্বাষ্ট্র অস্ত্র, ভগদেবসম্বন্ধীয় সম্মানপ্রদ শীতেষু নামক দারুণ বাণ এবং যে সকল অস্ত্রে অনায়াসে রাক্ষস-দিগকে বিনাশ করা যায়, সেই সমুদায় অস্ত্র-শস্ত্র আমি তোমাকে দিতেছি, শীঘ্র গ্রহণ কর, এই সকল অস্ত্র-শস্ত্রের অসীম শক্তি ও ইহারা কামরূপী।” ৭—২১। অনন্তর মুনিবর বিশ্বামিত্র শুচি হইয়া পূর্ব্বমুখে উপবেশনপূর্ব্বক রামকে সেই সকল শ্রেষ্ঠ অস্ত্র ও তৎসমুদায়ের মন্ত্র সকল প্রদান করিলেন। দেবতাদিগেরও সেই সমুদয় অস্ত্র সংগ্রহ করা দুর্লভ। সেই ধীমান্ বিশ্বামিত্র মুনি পূর্ব্বোক্ত অস্ত্র সকলকে ধ্যান করিলে, সেই সমুদয় মহার্হ অস্ত্র বিশ্বামিত্রের নিকট প্রকাশমান হইয়া, তাঁহার নিয়োগানুসারে সানন্দে করজোড়ে রঘুনন্দন রামকে বলিল, “হে পরমোদারচরিত রঘুকুলনন্দন রাম! আপনার মঙ্গল হউক, আমরা আপনার কিঙ্কর,—আপনি যাহা যাহা আদেশ করিবেন, আমরা তৎসমুদায়ই করিব।” রাম সেই সকল অস্ত্রকর্তৃক এরূপ উক্ত হইয়া প্রীতচিত্ত

প্রতিগৃহ্য চ কাকুৎস্থঃ সমালভ্য চ পাণিনা।
মনসা মে ভবিষ্যধ্বমিতি তান্যভ্যচোদয়ৎ ॥ ২৭
ততঃ প্রীতমনা রামো বিশ্বামিত্রং মহামুনিম্।
অভিবাদ্য মহাতেজা গমনায়োপচক্রমে ॥ ২৮
ইতি বালকাণ্ডে সপ্তবিংশঃ সর্গঃ ॥ ২৭ ॥

অষ্টাবিংশঃ সর্গঃ।

প্রতিগৃহ্য ততোঽস্ত্রাণি প্রহৃষ্টবদনঃ শুচিঃ।
গচ্ছন্নেব চ কাকুৎস্থো বিশ্বামিত্রমথাব্রবীৎ ॥ ১
গৃহীতাস্ত্রোঽস্মি ভগবন্ দুরাধর্ষঃ সুরৈরপি।
অস্ত্রাণাং ত্বহমিচ্ছামি সংহারং মুনিপুঙ্গব ॥ ২
এবং ব্রুবতি কাকুৎস্থে বিশ্বামিত্রো মহাতপাঃ।
সংহারান্ ব্যাজহারাথ ধৃতিমান্ সুব্রতঃ শুচিঃ ॥ ৩
সত্যবন্তং সত্যকীর্ত্তিং ধৃষ্টং রভসমেব চ।
প্রতিহারতরং নাম পরাঙ্মুখমবাঙ্মুখম্ ॥ ৪
লক্ষ্যালক্ষ্যাবিমৌ চৈব দৃঢ়নাভসুনাভকৌ।
দশাক্ষশতবক্ত্রৌ চ দশশীর্ষশতোদরৌ ॥ ৫
পদ্মনাভমহানাভৌ দুন্দুনাভসুনাভকৌ।
জ্যোতিষং শকুনঞ্চৈব নৈরাস্যবিমলাবুভৌ ॥ ৬
যৌগন্ধরবিনিদ্রৌ চ দৈত্যপ্রমথনৌ তথা।
শুচিবাহুর্ম্মহাবাহুর্নিষ্কলির্বিরুচস্তথা ॥ ৭
সার্চ্চির্ম্মালী ধৃতিমালী বৃত্তিমান্ রুচিরস্তথা।
পিত্র্যঃ সৌমনসশ্চৈব বিধূতমকরাবুভৌ।
করবীরং রতিঞ্চৈব ধনধান্যৌ চ রাঘব ॥ ৮
কামরূপং কামরুচিং মোহমাবরণং তথা।
জৃম্ভকং সর্পনাথঞ্চ পন্থানবরুণৌ তথা ॥ ৯
কৃশাশ্বতনয়ান্ রাম ভাস্বরান্ কামরূপিণঃ।
প্রতীচ্ছ মম ভদ্রং তে পাত্রভূতোঽসি রাঘব ॥ ১০
বাঢ়মিত্যেব কাকুৎস্থঃ প্রহৃষ্টেনান্তরাত্মনা।
দিব্যভাস্বরদেহাশ্চ মূর্ত্তিমন্তঃ সুখপ্রদাঃ ॥ ১১
কেচিদঙ্গারসদৃশাঃ কেচিদ্ধূমোপমাস্তথা।
চন্দ্রার্কসদৃশাঃ কেচিৎ প্রহ্বাঞ্জলিপুটাস্তথা ॥ ১২
রামং প্রাঞ্জলয়ো ভূত্বাব্রুবন্মধুরভাষিণঃ।
ইমে স্ম নরশার্দ্দূল শাধি কিং করবাম তে ॥ ১৩
গম্যতামিতি তানাহ যথেষ্টং রঘুনন্দনঃ।
মানসাঃ কার্য্যকালেষু সাহায্যং মে করিষ্যথ ॥ ১৪
অথ তে রামমামন্ত্র্য কৃত্বা চাপি প্রদক্ষিণম্।
এবমস্ত্বিতি কাকুৎস্থমুক্ত্বা জগ্মুর্যথাগতম্ ॥ ১৫
স চ তান্ রাঘবো জ্ঞাত্বা বিশ্বামিত্রং মহামুনিম্।
গচ্ছন্নেবাথ মধুরং শ্লক্ষ্ণং বচনমব্রবীৎ ॥ ১৬

হইলেন এবং তৎসমুদয়ায় গ্রহণপূর্ব্বক হস্ত দ্বারা উপস্পর্শন করত "তোমরা আমার মানসবর্ত্তী হইয়া থাক" এরূপ নিয়োগ করিলেন। অনন্তর মহাতেজস্বী রাম প্রফুল্লান্তঃকরণে মহামুনি বিশ্বামিত্রকে অভিবাদনপূর্ব্বক যাইতে উদ্যত হইলেন। ২২—২৮।

অষ্টাবিংশ সর্গ।

অনন্তর রাম, সেই সকল অস্ত্র গ্রহণ করিয়া প্রফুল্লমুখে পথে যাইতে যাইতে বিশ্বামিত্রকে কহিলেন, "ভগবন্! আমি গৃহীতাস্ত্র হইয়া অমরগণেরও দুরাধর্ষণীয় হইয়াছি; পরন্তু আমার অভিলাষ এই যে সেই সমুদায়ের সংহার অবগত হই।" রাম এই কথা বলিলে, সুব্রতানুষ্ঠায়ী ধৃতিশালী মহামুনি বিশ্বামিত্র পবিত্র হইয়া সেই সকল অস্ত্রের সংহার উপদেশপূর্ব্বক তাঁহাকে কহিলেন, 'রঘুকুলনন্দন রাম! তোমার মঙ্গল হউক,—তুমি আমার নিকট সত্যবান্ সত্যকীর্ত্তি, ধৃষ্ট, রভস, প্রতিহারতর, পরাঙ্মুখ, অবাঙ্মুখ, লক্ষ্য, অলক্ষ্য, দৃঢ়নাভ, সুনাভক, দশাক্ষ, শতবক্ত্র, দশশীর্ষ, শতোদর, পদ্মনাভ, মহানাভ, দুন্দুনাভ, সুনাভক, জ্যোতিষ, শকুন, নৈরাস্য, বিমল, দৈত্যপ্রমথন, যৌগন্ধর, বিনিদ্র, শুচিবাহু, মহাবাহু, নিষ্কলি, বিরুচ, অর্চ্চিমালী, ধৃতিমালী, ধৃতিমান্, রুচির, পিত্র্য, সৌমনস, বিধূত, মকর, করবীর, রতি, ধন, ধান্য, কামরূপ, কামরুচি, মোহ, আবরণ, জৃম্ভক, সর্পনাথ, পন্থান এবং বরুণ এই সমস্ত নামে প্রসিদ্ধ অতিদীপ্তিশালী, কামরূপী, কৃশাশ্বপুত্র অস্ত্র সকল গ্রহণ কর। তুমি এই সকল অস্ত্র গ্রহণ করিবার উপযুক্ত যোগ্য পাত্র।" ১—১০। রাম তখন বিশ্বামিত্রকে 'যে আজ্ঞা' বলিয়া প্রহৃষ্টান্তঃকরণে তৎসমুদায় গ্রহণ করিলেন। সেই সকল উজ্জ্বল-দিব্যদেহ-ধারী সুখপ্রদ অস্ত্রমধ্যে কেহ কৃষ্ণবর্ণ, কেহ ধূমবর্ণ এবং কেহ কেহ সূর্য্য ও চন্দ্রের ন্যায় উজ্জ্বল গৌরবর্ণ। তাহারা নম্র ও বদ্ধাঞ্জলি হইয়া মধুর স্বরে রামকে বলিল, নরশার্দ্দূল! এই আমরা আসিয়াছি; আমাদিগকে কি করিতে হইবে, আদেশ করুন। তখন রঘুনন্দন রাম সেই সকল অস্ত্রকে "এক্ষণে তোমরা যে স্থানে বাসনা হয়, সেই স্থানে গমন কর, কার্য্যকালে আমার মনে সন্নিহিত হইয়া আমার সাহায্য করিও" এরূপ বলিলেন। তৎপরে সেই সকল অস্ত্র রামকে "যে আজ্ঞা" বলিয়া আমন্ত্রণপূর্ব্বক প্রদক্ষিণ করিয়া, নিজ নিজ স্থানে গমন করিল। ১১—১৫। পরে রঘুনন্দন সেই সমস্ত অস্ত্র অবগত

কিমেতন্মেঘসঙ্কাশং পর্ব্বতস্যাবিদূরতঃ।
বৃক্ষখণ্ডমিতো ভাতি পরং কৌতূহলং হি মে॥ ১৭
দর্শনীয়ং মৃগাকীর্ণং মনোহরমতীব চ।
নানাপ্রকারৈঃ শকুনৈর্ব্বল্গুভাষৈরলঙ্কৃতম্॥ ১৮
নিঃসৃতাঃ স্ম মুনিশ্রেষ্ঠ কান্তারাদ্রোমহর্ষণাৎ।
অনয়া ত্ববগচ্ছামি দেশস্য সুখবত্তয়া॥ ১৯
সর্ব্বং মে শংস ভগবন্ কস্যাশ্রমপদং ত্বিদম্।
সম্প্রাপ্তা যত্র তে পাপা ব্রহ্মঘ্না দুষ্টচারিণঃ॥ ২০
তব যজ্ঞস্য বিঘ্নায় দুরাত্মানো মহামুনে।
ভগবংস্তস্য কো দেশঃ সা যত্র তব যাজ্ঞিকী॥ ২১
রক্ষিতব্যা ক্রিয়া ব্রহ্মন্ ময়া বধ্যাশ্চ রাক্ষসাঃ।
এতৎ সর্ব্বং মুনিশ্রেষ্ঠ শ্রোতুমিচ্ছাম্যহং প্রভো॥ ২২
ইতি বালকাণ্ডে অষ্টাবিংশঃ সর্গঃ॥ ২৮॥

একোনত্রিংশঃ সর্গঃ।

অথ তস্যাপ্রমেয়স্য বচনং পরিপৃচ্ছতঃ।
বিশ্বামিত্রো মহাতেজা ব্যাখ্যাতুমুপচক্রমে॥ ১
ইহ রাম মহাবাহো বিষ্ণুর্দেবনমস্কৃতঃ।
বর্ষাণি সুবহূন্যত্র তথা যুগশতানি চ॥ ২
তপশ্চরণযোগার্থমুবাস সুমহাতপাঃ।
এষ পূর্ব্বাশ্রমো রাম বামনস্য মহাত্মনঃ॥ ৩
সিদ্ধাশ্রম ইতি খ্যাতঃ সিদ্ধো হ্যত্র মহাতপাঃ।
এতস্মিন্নেব কালে তু রাজা বৈরোচনির্ব্বলিঃ॥ ৪
নির্জ্জিত্য দৈবতগণান্ সেন্দ্রান্ সহমরুদ্গণান্।
কারয়ামাস তদ্রাজ্যং ত্রিষু লোকেষু বিশ্রুতম্॥ ৫
যজ্ঞঞ্চকার সুমহানসুরেন্দ্রো মহাবলঃ।
বলেস্তু যজমানস্য দেবাঃ সাগ্নিপুরোগমাঃ।
সমাগম্য স্বয়ঞ্চৈব বিষ্ণুমূচুরিহাশ্রমে॥ ৬
বলির্বৈরোচনির্বিষ্ণো যজতে যজ্ঞমুত্তমম্।
অসমাপ্তব্রতে তস্মিন্ স্বকার্য্যমভিপদ্যতম্॥ ৭
যে চৈনমভিবর্ত্তন্তে যাচিতার ইতস্ততঃ।
যচ্চ যত্র যথাবচ্চ সর্ব্বং তেভ্যঃ প্রযচ্ছতি॥ ৮
স ত্বং সুরহিতার্থায় মায়াযোগমুপাশ্রিতঃ।
বামনত্বং গতো বিষ্ণো কুরু কল্যাণমুত্তমম্॥ ৯
এতস্মিন্নন্তরে রাম কশ্যপোঽগ্নিসমপ্রভঃ।
অদিত্যা সহিতো রাম দীপ্যমান ইবৌজসা॥ ১০
দেবীসহায়ো ভগবান্ দিব্যং বর্ষসহস্রকম্।
ব্রতং সমাপ্য বরদং তুষ্টাব মধুসূদনম্॥ ১১

হইয়া, পথে যাইতে যাইতে কোমল ও মধুর বাক্যে বিশ্বামিত্রকে বলিলেন, "মহামুনে! ঐ পর্ব্বতের সন্নিহিত স্থান এরূপ নিবিড়তরুরাজিসমাকুল যে, এখান হইতে মেঘমালার স্থায় বোধ হইতেছে; ঐ প্রদেশ কি? ব্রহ্মন্! ঐ মৃগগণসমাকীর্ণ প্রদেশ বহুবিধ কলকণ্ঠ পক্ষিগণে অলঙ্কৃত হওয়ায় অতীব মনোহর ও শুভদর্শন; দেখিয়া বোধ হইতেছে যে, আমরা সেই দুস্তর কান্তার হইতে নির্গত হইলাম; বোধ হয়, ঐ প্রদেশ কোন আশ্রম হইবে। উহা কাহার আশ্রম? মুনিবর! যে প্রদেশে সেই ব্রহ্মঘাতী পাপচারী দুষ্টস্বভাব রাক্ষসেরা আপনার যজ্ঞবিঘ্নকরণার্থ আসিয়া থাকে এবং সেই রাক্ষসগণকে নিহত করিয়া যে স্থানে আমাকে আপনার যজ্ঞ-ক্রিয়া রক্ষা করিতে হইবে, সে প্রদেশ কোথায়? ইহাই কি সেই প্রদেশ? প্রভো! আমি এই সকল বিষয় শুনিতে ইচ্ছা করি এবং ইহা শুনিবার জন্য আমার অতীব কুতূহল হইতেছে; আপনি সেই সকল বিষয় বর্ণন করুন।" ১৭—২২।

ঊনত্রিংশ সর্গ।

মহাতেজস্বী বিশ্বামিত্র ঋষি সেই অপ্রমেয়-প্রভাববান্ প্রশ্নতৎপর রামের বাক্য শুনিয়া বলিতে লাগিলেন, মহাবাহো রাম! মহাত্মা বামনের উৎপত্তির পূর্ব্বে এই আশ্রম 'সিদ্ধাশ্রম' বলিয়া প্রসিদ্ধ ছিল; কারণ এখানে মহাতপস্বী বিষ্ণু তপঃসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন। এখানে সর্ব্বদেব-নমস্কৃত মহাতপস্বী বিষ্ণু অনেক বৎসর যুগশত-পরিমিত কাল, তপস্যা করিবার জন্য বাস করিয়াছিলেন। তৎকালে সুমহান্ অসুরেন্দ্র, বিরোচন-তনয় মহাবলী বলি রাজা, মহেন্দ্র ও মরুদ্গণ প্রভৃতি দেবতাগণকে পরাজয় করত সেই ত্রিলোক-বিখ্যাত দেবরাজ্যে রাজত্ব করেন। ১—৫। একদা সেই অসুরেন্দ্র যজ্ঞ আরব্ধ করিলে, অগ্নি প্রভৃতি সমস্ত দেবতারা স্বয়ং এই আশ্রমে আসিয়া বিষ্ণুকে কহিলেন, "বিষ্ণো! বৈরোচনি বলি মহান্ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিতেছে; সেই যজ্ঞোপলক্ষে চতুর্দ্দিক্ হইতে সমাগত যাজকেরা বলির নিকট যখন যাহা যাচ্ঞা করিতেছে, সে যথানিয়মে তখনই তাহাদিগকে তাহা প্রদান করিতেছে। অতএব সেই যজ্ঞ সমাপ্ত হইতে না-হইতেই আপনি স্বকার্য্য সম্পাদন করুন,—আপনি আমাদিগের মঙ্গলের জন্য মায়া দ্বারা বামনরূপী হইয়া বলির নিকট যাচ্ঞা করিয়া আমাদিগের হিত বিধান করুন।" ৬—৯। রাম এই সময়ে অগ্নিতুল্য-প্রভাশালী তেজোদীপ্ত ভগবান্ কশ্যপ মুনিও অদিতি দেবীর সহিত সহস্রদিব্যবর্ষানুষ্ঠেয় ব্রত সমাপনপূর্ব্বক বরপ্রদ মধু-

তপোময়ং তপোরাশিং তপোমূর্ত্তিং তপাত্মকম্ ।
তপসা ত্বাং সুতপ্তেন পশ্যামি পুরুষোত্তমম্ ॥ ১২
শরীরে তব পশ্যামি জগৎ সর্ব্বমিদং প্রভো ।
ত্বমনাদিরনির্দ্দেশ্যস্ত্বামহং শরণং গতঃ ॥ ১৩
তমুবাচ হরিঃ প্রীতঃ কশ্যপং ধৃতকল্মষম্ ।
বরং বরয় ভদ্রং তে বরার্হোঽসি মতো মম ॥ ১৪
তচ্ছ্রুত্বা বচনং তস্য মারীচঃ কশ্যপোঽব্রবীৎ ।
অদিত্যা দেবতানাঞ্চ মম চৈবানুযাচিতম্ ॥ ১৫
বরং বরদ সুপ্রীতো দাতুমর্হসি সুব্রত ।
পুত্রত্বং গচ্ছ ভগবন্নদিত্যা মম চানঘ ॥ ১৬
ভ্রাতা ভব যবীয়াংস্ত্বং শক্রস্যাসুরসূদন ।
শোকার্ত্তানাং তু দেবানাং সাহায্যং কর্ত্তুমর্হসি ॥ ১৭
অয়ং সিদ্ধাশ্রমো নাম প্রসাদাত্তে ভবিষ্যতি ।
সিদ্ধে কর্ম্মণি দেবেশ উত্তিষ্ঠ ভগবন্নিতঃ ॥ ১৮
অথ বিষ্ণুর্ম্মহাতেজা অদিত্যাং সমজায়ত ।
বামনং রূপমাস্থায় বৈরোচনিমুপাগমৎ ॥ ১৯
ত্রীন্ পদানথ ভিক্ষিত্বা প্রতিগৃহ্য চ মেদিনীন্ ।
আক্রম্য লোকান্ লোকার্থী সর্ব্বলোকহিতে রতঃ ॥ ২০
মহেন্দ্রায় পুনঃ প্রাদান্নিয়ম্য বলিমোজসা ।
ত্রৈলোক্যং স মহাতেজাশ্চক্রে শক্রবশং পুনঃ ॥ ২১
তেনৈব পূর্ব্বমাক্রান্ত আশ্রমঃ শ্রমনাশনঃ ।
ময়াপি ভক্ত্যা তস্যৈব বামনস্যোপভুজ্যতে ॥ ২২
এনমাশ্রমমায়ান্তি রাক্ষসা বিঘ্নকারিণঃ ।
অত্র তু পুরুষব্যাঘ্র হন্তব্যা দুষ্টচারিণঃ ॥ ২৩
অদ্য গচ্ছামহে রাম সিদ্ধাশ্রমমনুত্তমম্ ।
তদাশ্রমপদং তাত তবাপ্যেতদ্‌যথা মম ॥ ২৪
ইত্যুক্ত্বা পরমপ্রীতো গৃহ্য রামং সলক্ষ্মণম্ ।
প্রবিশন্নাশ্রমপদং ব্যরোচত মহামুনিঃ ॥ ২৫
শশীব গতনীহারঃ পুনর্ব্বসুসমন্বিতঃ ।
তং দৃষ্ট্বা মুনয়ঃ সর্ব্বে সিদ্ধাশ্রমনিবাসিনঃ ।
উৎপত্যোৎপত্য সহসা বিশ্বামিত্রমপূজয়ন্ ॥ ২৬
যথার্হং চক্রিরে পূজাং বিশ্বামিত্রায় ধীমতে ।
তথৈব রাজপুত্রাভ্যামকুর্ব্বন্নতিথিক্রিয়াম্ ॥ ২৭
মুহূর্ত্তমথ বিশ্রান্তৌ রাজপুত্রাবরিন্দমৌ ।
প্রাঞ্জলী মুনিশার্দ্দূলমূচতু রঘুনন্দনৌ ॥ ২৮

সূদনকে স্তব করিলেন 'প্রভো! আমি সুতপ্ত তপোদ্বারা দেখিতে পাইতেছি যে, আপনিই তপোময়, তপোরাশি, তপোমূর্ত্তি, তপঃস্বরূপ, অনাদি, অনির্দ্দেশ্য ও পুরুষোত্তম এবং আপনার শরীরে সমস্ত জগৎ অবলোকন করিতেছি; অতএব আপনার শরণাপন্ন হইলাম। হরি,—নিষ্পাপ কশ্যপের স্তবে সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে কহিলেন 'তোমার মঙ্গল হউক,—তুমি বর প্রার্থনা কর; আমি তোমাকে বরপ্রদানের যোগ্য পাত্র বোধ করিতেছি। ১০—১৪। মরীচিতনয় কশ্যপ বিষ্ণুর সেই বাক্য শুনিয়া বলিলেন, 'হে অসুরসূদন সুব্রত বরদ ভগবন্! যদি আপনি প্রসন্ন হইয়া থাকেন, তবে অদিতি, দেবতাগণ ও আমার প্রার্থিত এই বর প্রদান করুন,—আপনি অদিতি ও আমার পুত্র এবং ইন্দ্রের কনিষ্ঠ ভ্রাতা হউন এবং শোকার্ত্ত দেবগণের সাহায্য করুন। দেবেশ ভগবন্! আপনার তপোনুষ্ঠান সিদ্ধ হইয়াছে, অতএব দেবগণের হিতার্থে এস্থান হইতে উত্থান করুন; আপনার তপঃসিদ্ধ হেতু এই আশ্রম 'সিদ্ধাশ্রম' বলিয়া বিখ্যাত হইবে। অনন্তর মহাতেজস্বী বিষ্ণু বামনরূপ গ্রহণ করিয়া, অদিতিগর্ভে জন্মগ্রহণ করিলেন। সেই লোকহিতব্রত মহাতেজস্বী বামনরূপী বিষ্ণু পাদ দ্বারা ত্রিলোক-আক্রমণার্থী হইয়া বৈরোচনি বলির সন্নিধানে গমন করিলেন। পরে তিনি তথায় যাইয়া বলির নিকট —ত্রিপদপরিমিত ভূমি যাচ্ঞা করিয়া পদ দ্বারা সমস্ত লোক আক্রমণপূর্ব্বক গ্রহণ করত, বলপূর্ব্বক বলিকে বন্ধন করিয়া, মহেন্দ্রকে তাহা পুনঃপ্রদান করিলেন,—তিনি আবার ত্রৈলোক্যকে ইন্দ্রের অধীন করিয়া দিলেন। ১৫—২১। নরব্যাঘ্র! পূর্ব্বে সেই বামনরূপী বিষ্ণু এই শ্রমবিনাশন আশ্রমে বসতি করিয়াছিলেন; সম্প্রতি আমি তাঁহার প্রতি ভক্তিপ্রযুক্ত এই আশ্রম উপভোগ করিতেছি। এই আশ্রমেই সেই যজ্ঞ-বিঘ্নকারী রাক্ষসেরা আসিয়া থাকে। এই স্থানেই তোমাকে সেই দুষ্টাচারীদিগকে সংহার করিতে হইবে। হে রাম! আজ আমরা সিদ্ধাশ্রম নামে বিখ্যাত বিষ্ণুর সেই রমণীয় আশ্রমে উপস্থিত হইতেছি। তাত! এই আশ্রম যেমন আমার, তোমারও তদ্রূপ।" বিশ্বামিত্র রামকে এই কথা বলিয়া পরমপ্রীতসহকারে রাম ও লক্ষ্মণকে লইয়া আশ্রমে প্রবেশ করিলেন। তৎকালে পুনর্ব্বসুনক্ষত্রদ্বয়ে মিলিত হিমানীমুক্ত নির্ম্মল শশধরের ন্যায় তাঁহার শোভা হইল। সিদ্ধাশ্রমবাসী মুনিগণ বিশ্বামিত্রকে সমাগত দেখিয়া সহসা উত্থানপূর্ব্বক তাঁহাকে অর্চ্চনা করিলেন। তাঁহারা বিশ্বামিত্রকে যেরূপ যথাযোগ্য পূজা করিলেন, তদ্রূপ সেই দুই রাজনন্দনেরও যথাযোগ্য আতিথ্য সংকার করিলেন। ২২—২৭। অনন্তর রঘুনন্দন অরিন্দম রাজতনয়দ্বয় মুহূর্ত্তকাল —বিশ্রাম করিয়া কৃতাঞ্জলিপূর্ব্বক মুনিবর বিশ্বামিত্রকে

অদ্যৈব দীক্ষাং প্রবিশ ভদ্রং তে মুনিপুঙ্গব।
সিদ্ধাশ্রমোঽয়ং সিদ্ধঃ স্যাৎ সত্যমস্তু বচস্তব॥ ২৯
এবমুক্তো মহাতেজা বিশ্বামিত্রো মহানৃষিঃ।
প্রবিবেশ তদা দীক্ষাং নিয়তো নিয়তেন্দ্রিয়ঃ॥ ৩০
কুমারাবপি তাং রাত্রিমুষিত্বা সুসমাহিতৌ।
প্রভাতকালে চোত্থায় পূর্ব্বাং সন্ধ্যামুপাস্য চ॥ ৩১
প্রশুচী পরমং জপ্যং সমাপ্য নিয়মেন চ।
হুতাগ্নিহোত্রমাসীনং বিশ্বামিত্রমবন্দতাম্॥ ৩২
ইতি বালকাণ্ডে একোনত্রিংশঃ সর্গঃ॥ ২৯॥

ত্রিংশঃ সর্গঃ।

অথ তৌ দেশকালজ্ঞৌ রাজপুত্রাবরিন্দমৌ।
দেশে কালে চ বাক্যজ্ঞাবব্রূতাং কৌশিকং বচঃ॥ ১
ভগবন্ শ্রোতুমিচ্ছাবো যস্মিন্ কালে নিশাচরৌ।
সংরক্ষণীয়ৌ তৌ ব্রূহি নাতিবর্ত্তেত তৎক্ষণম্॥ ২
এবং ব্রুবাণৌ কাকুৎস্থৌ ত্বরমাণৌ যুযুৎসয়া।
সর্ব্বে তে মুনয়ঃ প্রীতাঃ প্রশশংসুর্নৃপাত্মজৌ॥ ৩
অদ্য প্রভৃতি ষড়্‌রাত্রং রক্ষতাং রাঘবৌ যুবাম্।
দীক্ষাং গতো হ্যেষ মুনির্ম্মৌনিত্বং চ গমিষ্যতি॥ ৪
তৌ তু তদ্বচনং শ্রুত্বা রাজপুত্রৌ যশস্বিনৌ।
অনিদ্রং ষড়হোরাত্রং তপোবনমরক্ষতাম্॥ ৫
উপাসাঞ্চক্রতুর্বীরৌ যত্তৌ পরমধন্বিনৌ।
ররক্ষতুর্মুনিবরং বিশ্বামিত্রমরিন্দমম্॥ ৬
অথ কালে গতে তস্মিন্ ষষ্ঠেঽহনি তদাগতে।
সৌমিত্রিমব্রবীদ্রামো যত্তো ভব সমাহিতঃ॥ ৭
রামস্যৈবং ব্রুবাণস্য ত্বরিতস্য যুযুৎসয়া।
প্রজজ্বাল ততো বেদিঃ সোপাধ্যায়পুরোহিতা॥ ৮
সদর্ভচমসস্রুক্কা সসমিৎকুসুমোচ্চয়া।
বিশ্বামিত্রেণ সহিতা বেদির্জজ্বাল সর্ত্বিজা॥ ৯
মন্ত্রবচ্চ যথান্যায়ং যজ্ঞোঽসৌ সম্প্রবর্ত্ততে।
আকাশে চ মহাশব্দঃ প্রাদুরাসীদ্ভয়ানকঃ॥ ১০
আবার্য্য গগনং মেঘো যথা প্রাবৃষি দৃশ্যতে।
তথা মায়াং বিকুর্ব্বাণৌ রাক্ষসাবভ্যধাবতাম্॥ ১১
মারীচশ্চ সুবাহুশ্চ তয়োরনুচরাস্তথা।
আগম্য ভীমসঙ্কাশা রুধিরৌঘানবাসৃজন্॥ ১২

কহিলেন, "মুনিপুঙ্গব! অদ্যই আপনি যজ্ঞার্থ দীক্ষিত হউন; আপনার মঙ্গল হউক,—আপনার কথা সকল সফল হউক, এবং এই সিদ্ধাশ্রম-নামক আশ্রমও সার্থক-নামা হউক, অর্থাৎ আমাদিগের বীর্য্যবলে আপনার যজ্ঞ নির্ব্বিঘ্নে সম্পন্ন হউক।" মহাতেজস্বী নিয়তেন্দ্রিয় মহর্ষি বিশ্বামিত্রও এই কথা শুনিয়া নিয়তান্তঃকরণ হইয়া যজ্ঞার্থ দীক্ষিত হইলেন। পরে স্কন্দ ও বিশাখের ন্যায় শ্রীমান্ রাম ও লক্ষ্মণ সেই রজনী যাপনপূর্ব্বক প্রাতঃকালে গাত্রোত্থান করিয়া শুচি ও সমাহিত হইয়া প্রাতঃসন্ধ্যা উপাসনান্তে যথা-নিয়মে গায়ত্রী জপ করিলেন। পরে তাঁহারা, অগ্নি-হোত্র সমাধানপূর্ব্বক সমাসীন বিশ্বামিত্রকে বন্দনা করিলেন। ২৮—৩২।

ত্রিংশ সর্গ।

অনন্তর দেশকালাভিজ্ঞ দেশকালানুসারে কথনশীল অরিন্দম রাজনন্দনদ্বয়, বিশ্বামিত্রকে কহিলেন, "ভগবন্! কোন্ সময়ে সেই দুই রাক্ষসের অত্যাচার হইতে যজ্ঞ রক্ষা করিতে হইবে, ইহা আমরা জানিতে ইচ্ছা করি, আপনি তাহা নির্দ্দেশ করুন; আমাদিগের অসাবধানতাবশতঃ যেন সেই সময় অতিক্রান্ত না হয়।" সেই রাজনন্দনদ্বয় যুদ্ধার্থ সত্বর হইয়া এরূপ বলিলে, মুনিগণ সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাদিগকে প্রশংসাপূর্ব্বক কহিলেন, "রঘুনন্দনদ্বয়! এই মুনি যজ্ঞার্থ দীক্ষিত হইয়াছেন, ইনি আজ হইতে ছয় দিন মৌনী হইয়া থাকিবেন, তোমরা এই কয়েক দিবস ইহাঁকে রক্ষা কর।" সেই বীর্য্যশালী যশস্বী মহাধনুর্দ্ধারী রাজ-নন্দনদ্বয় তৎশ্রবণে সন্নদ্ধ হইয়া নিদ্রা পরিহারপূর্ব্বক ছয়দিনই তপোবন রক্ষা করেন,—তাঁহারা, শত্রুদমন মুনিবর বিশ্বামিত্রের নিকটে থাকিয়া, তাঁহাকে রক্ষা করিতে লাগিলেন। ১—৬। ক্রমে পাঁচ দিন গত এবং ষষ্ঠ দিবস আগত হইলে, রাম, লক্ষ্মণকে বলি-লেন, তুমি একাগ্রচিত্তে যুদ্ধার্থ সজ্জিত হইয়া থাক। রাম যুদ্ধাভিলাষে সত্বর হইয়া এরূপ বলিতেছেন, সেই সময় ঋত্বিকেরা যজ্ঞের অগ্নি জ্বালিলেন। তখন দর্ভ, চমস, স্রুক্, সমিৎ ও কুসুম সমুচ্চয়ে পরিব্যাপ্ত সেই বেদি উপাধ্যায়, পুরোহিত,৮ ঋত্বিক্ এবং বিশ্বা-মিত্রের সহিত জাজ্বল্যমানা হইয়া উঠিল। অতঃপর যথাবিধি বেদমন্ত্র দ্বারা সেই যজ্ঞ নির্ব্বাহিত হইতে লাগিল; এমন সময় সহসা গগনে ভীষণ শব্দ উত্থিত হইল। বর্ষাকালে মেঘ যেরূপ গগন আচ্ছাদনপূর্ব্বক বেগে ধাবমান হয়, তদ্রূপ মারীচ ও সুবাহুনামক রাক্ষসদ্বয় মায়া বিস্তার করত গগনমণ্ডল আচ্ছাদন করিয়া তদভিমুখে ধাবমান হইল। পরে তাহারা ও তাহাদিগের ভীষণদর্শন অনুচরগণ তথায় আসিয়া

তাং তেন রুধিরৌঘেণ বেদিং বীক্ষ্য সমুক্ষিতাম্।
সহসাভিদ্রুতো রামস্তানপশ্যত্ততো দিবি॥ ১৩
তাবাপতন্তৌ সহসা দৃষ্ট্বা রাজীবলোচনঃ।
লক্ষ্মণং ত্বভিসম্প্রেক্ষ্য রামো বচনমব্রবীৎ॥ ১৪
পশ্য লক্ষ্মণ দুর্ব্বৃত্তান্ রাক্ষসান্ পিশিতাশনান্।
মানবাস্ত্রসমাধূতাননিলেন যথা ঘনান্॥ ১৫
করিষ্যামি ন সন্দেহো নোৎসহে হন্তুমীদৃশান্।
ইত্যুক্ত্বা বচনং রামশ্চাপে সন্ধায় বেগবান্॥ ১৬
মানবং পরমোদারমস্ত্রং পরমভাস্বরম্।
চিক্ষেপ পরমক্রুদ্ধো মারীচোরসি রাঘবঃ॥ ১৭
স তেন পরমাস্ত্রেণ মানবেন সমাহতঃ।
সম্পূর্ণং যোজনশতং ক্ষিপ্তঃ সাগরসংপ্লবে॥ ১৮
বিচেতনং বিঘূর্ণন্তং শীতেষুবলপীড়িতম্।
নিরস্তং দৃশ্য মারীচং রামো লক্ষ্মণমব্রবীৎ॥ ১৯
পশ্য লক্ষ্মণ শীতেষুং মানবং মনুসংহিতম্।
মোহয়িত্বা নয়ত্যেনং ন চ প্রাণৈর্বিযুজ্যতে॥ ২০
ইমানপি বধিষ্যামি নির্ঘৃণান্ দুষ্টচারিণঃ।
রাক্ষসান্ পাপকর্ম্মস্থান্ যজ্ঞঘ্নান্ রুধিরাশনান্॥ ২১
ইত্যুক্ত্বা লক্ষ্মণঞ্চাশু লাঘবং দর্শয়ন্নিব।
বিগৃহ্য সুমহচ্চাস্ত্রমাগ্নেয়ং রঘুনন্দনঃ॥ ২২
সুবাহূরসি চিক্ষেপ স বিদ্ধঃ প্রাপতদ্ভুবি।
শেষান্ বায়ব্যমাদায় নিজঘান মহাযশাঃ।
রাঘবঃ পরমোদারো মুনীনাং মুদমাবহন্॥ ২৩
স হত্বা রাক্ষসান্ সর্ব্বান্ যজ্ঞঘ্নান্ রঘুনন্দনঃ।
ঋষিভিঃ পূজিতস্তত্র যথেন্দ্রো বিজয়ে পুরা॥ ২৪
অথ যজ্ঞে সমাপ্তে তু বিশ্বামিত্রো মহামুনিঃ।
নিরীতিকা দিশো দৃষ্ট্বা কাকুৎস্থমিদমব্রবীৎ॥ ২৫
কৃতার্থোঽস্মি মহাবাহো কৃতং গুরুবচস্ত্বয়া।
সিদ্ধাশ্রমমিদং সত্যং কৃতং বীর মহাযশঃ।
স হি রামং প্রশস্যৈবং তাভ্যাং সন্ধ্যামুপাগমৎ॥ ২৬
ইতি বালকাণ্ডে ত্রিংশঃ সর্গঃ॥ ৩০॥

একত্রিংশঃ সর্গঃ।

অথ তাং রজনীং তত্র কৃতার্থৌ রামলক্ষ্মণৌ।
উষতুর্মুদিতৌ বীরৌ প্রহৃষ্টেনান্তরাত্মনা॥ ১
প্রভাতায়ান্তু শর্ব্বর্য্যাং কৃতপৌর্ব্বাহ্নিকক্রিয়ৌ।

রুধিরধারা বর্ষণ করিতে লাগিল। ৭—১২. তখন রাম, সেই বেদির নিকট সহসা শোণিতরাশি পতিত হইতে দেখিয়া তদভিমুখে দ্রুতপদে যাইয়া আকাশে সেই রাক্ষসদিগকে দেখিতে পাইলেন। রাজীব-লোচন রাম, মারীচ ও সুবাহুকে সহসা অভিমুখে ধাবমান দেখিয়া লক্ষ্মণের দিকে চাহিয়া তাঁহাকে কহিলেন, "লক্ষ্মণ! তুমি দেখ, আমি নিশ্চয় এই মাংসাশী দুর্ব্বৃত্ত রাক্ষসদিগকে, অনিল দ্বারা মেঘ যেরূপ কম্পিত হয়, সেইরূপ মানবাস্ত্র দ্বারা প্রকম্পিত করি, আমি ঈদৃশ রাক্ষসদিগকে হনন করিতে ইচ্ছা করি; না।" রঘুনন্দন রাম লক্ষ্মণকে ইহা বলিয়া অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া ধনুতে অত্যুত্তম দীপ্তিশালী মানবশর সন্ধানপূর্ব্বক বায়ুবেগে মারীচের বক্ষঃস্থলে নিক্ষেপ করিলেন। তখন মারীচ সেই পরম মানবাস্ত্রের আঘাতে শতযোজন দূরবর্ত্তী সমুদ্রের মধ্যে পতিত হইল। তখন রাম শীতেষুনামক মানব-অস্ত্রে পীড়িত মারীচকে বিঘূর্ণিত, অচেতন ও যুদ্ধনিরস্ত দেখিয়া লক্ষ্মণকে বলিলেন, "তুমি দেখ, ঐ মানব—মনুপ্রযুক্ত শীতেষুনামক অস্ত্র মারীচকে বিমোহিত করিয়া লইয়া যাইতেছে, কিন্তু ইহার প্রাণসংহার করিতেছে না। আমি অপরাপর পাপকর্ম্মানুষ্ঠায়ী, রুধিরপায়ী, দুষ্টা-চারী, যজ্ঞবিঘ্নকারী, নির্দয় রাক্ষসদিগকেও বধ করিব। ১৩—২১। রাম লক্ষ্মণকে ঐ কথা বলিয়া শীঘ্র-কারিতা প্রদর্শন করত তৎক্ষণাৎ সুমহৎ আগ্নেয়াস্ত্র গ্রহণপূর্ব্বক সুবাহুর হৃদয়ে নিক্ষেপ করিলেন। সে শর-বিদ্ধ হইয়া ভূপতিত হইল। অনন্তর পরমোদার-স্বভাব মহাযশা রঘুনন্দন রাম মুনিদিগের সন্তোষ সম্পাদন করত বায়ব্য অস্ত্র গ্রহণপূর্ব্বক অন্যান্য রাক্ষসদিগকে হনন করিলেন। তিনি সেই সকল যজ্ঞবিঘ্নকারী রাক্ষসদিগকে সংহার করিয়া, পূর্ব্বে বাসব যেরূপ বিজয় লাভ করিয়া দেবগণকর্ত্তৃক পূজিত হইয়াছিলেন, তদ্রূপ মুনিগণকর্ত্তৃক পূজিত হইলেন। পরে যজ্ঞ সমাপ্ত হইলে, মহামুনি বিশ্বামিত্র সমস্ত দিক্ নির্ব্বাধা দেখিয়া রামকে, "বীর! তুমি গুরুর আদেশ প্রতি-পালন করিলে,—এই সিদ্ধাশ্রমের নামও সার্থক করিলে। যশস্বিন্! আমি কৃতার্থ হইলাম" এই কথা বলিয়া প্রশংসা করিলেন। পরে তিনি রাম ও লক্ষ্মণের সহিত সন্ধ্যা উপাসনা করি-লেন। ২২—২৬।

একত্রিংশ সর্গ।

পরে বীর্য্যশালী রাম ও লক্ষ্মণ কৃতার্থতা লাভে মুদিত হইয়া প্রহৃষ্টান্তঃকরণে তথায় সেই নিশা অতি-

বিশ্বামিত্রমৃষীংশ্চান্যান্ সহিতাবভিজগ্মতুঃ ॥ ২
অভিবাদ্য মুনিশ্রেষ্ঠং জ্বলন্তমিব পাবকম্।
উচতুঃ পরমোদারং বাক্যং মধুরভাষিণৌ ॥ ৩
ইমৌ স্ম মুনিশার্দ্দূল কিঙ্করৌ সমুপাগতৌ।
আজ্ঞাপয় মুনিশ্রেষ্ঠ শাসনং করবাব কিম্ ॥ ৪
এবমুক্তে তয়োর্বাক্যে সর্ব্ব এব মহর্ষয়ঃ।
বিশ্বামিত্রং পুরস্কৃত্য রামং বচনমব্রুবন্ ॥ ৫
মৈথিলস্য নরশ্রেষ্ঠ জনকস্য ভবিষ্যতি।
যজ্ঞঃ পরমধর্ম্মিষ্ঠঃ তত্র যাস্যামহে বয়ম্ ॥ ৬
ত্বং চৈব নরশার্দ্দূল সহাস্মাভির্গমিষ্যসি।
অদ্ভুতঞ্চ ধনূরত্নং তত্র ত্বং দ্রষ্টুমর্হসি ॥ ৭
তদ্ধি পূর্ব্বং নরশ্রেষ্ঠ দত্তং সদসি দৈবতৈঃ।
অপ্রমেয়বলং ঘোরং মখে পরমভাস্বরম্ ॥ ৮
নাস্য দেবা ন গন্ধর্ব্বা নাসুরা ন চ রাক্ষসাঃ।
কর্ত্তুমারোপণং শক্তা ন কথঞ্চন মানুষাঃ ॥ ৯
ধনুষস্তস্য বীর্য্যং হি জিজ্ঞাসন্তো মহীক্ষিতঃ।
ন শেকুরারোপয়িতুং রাজপুত্রা মহাবলাঃ ॥ ১০
তদ্ধনুর্নরশার্দ্দূল মৈথিলস্য মহাত্মনঃ।
তত্র দ্রক্ষ্যসি কাকুৎস্থ যজ্ঞঞ্চ পরমাদ্ভুতম্ ॥ ১১
তদ্ধি যজ্ঞফলং তেন মৈথিলেনোত্তমং ধনুঃ।
যাচিতং নরশার্দ্দূল সুনাভং সর্ব্বদৈবতৈঃ ॥ ১২
আযাগভূতং নৃপতেস্তস্য বেশ্মনি রাঘব।
অর্চ্চিতং বিবিধৈর্গন্ধৈর্ধূপৈশ্চাগুরুগন্ধিভিঃ ॥ ১৩
এবমুক্ত্বা মুনিবরঃ প্রস্থানমকরোত্তদা।
সর্ষিসঙ্ঘঃ সকাকুৎস্থ আমন্ত্র্য বনদেবতাঃ ॥ ১৪
স্বস্তি বোঽস্তু গমিষ্যামি সিদ্ধঃ সিদ্ধাশ্রমাদহম্।
উত্তরে জাহ্নবীতীরে হিমবন্তং শিলোচ্চয়ম্ ॥ ১৫
ইত্যুক্ত্বা মুনিশার্দ্দূলঃ কৌশিকঃ স তপোধনঃ।
উত্তরাং দিশমুদ্দিশ্য প্রস্থাতুমুপচক্রমে ॥ ১৬
তং ব্রজন্তং মুনিবরমন্বগাদনুসারিণাম্।
শকটীশতমাত্রন্তু প্রয়াণে ব্রহ্মবাদিনাম্ ॥ ১৭
মৃগপক্ষিগণাশ্চৈব সিদ্ধাশ্রমনিবাসিনঃ।
অনুজগ্মুর্মহাত্মানো বিশ্বামিত্রং তপোধনম্ ॥ ১৮
নিবর্ত্তয়ামাস ততঃ সর্ষিসঙ্ঘঃ স পক্ষিণঃ।
তে গত্বা দূরমধ্বানং লম্বমানে দিবাকরে ॥ ১৯
বাসঞ্চক্রুর্মুনিগণাঃ শোণাকূলে সমাহিতাঃ।
তেঽস্তং গতে দিনকরে স্নাত্বা হুতহুতাশনাঃ ॥ ২০

যাহিত করিলেন। রাত্রি প্রভাত হইলে, তাঁহারা আহ্নিক ক্রিয়া সমাপনান্তে মিলিত হইয়া বিশ্বামিত্র ও অন্যান্য ঋষিদিগের নিকট গেলেন। মিষ্টভাষী রাম ও লক্ষ্মণ, বহ্নির ন্যায় তেজঃপ্রদীপ্ত মুনিবর বিশ্বামিত্রকে অভিবাদনপূর্ব্বক মধুর বাক্যে বলিলেন, মুনিশার্দ্দূল! আপনার এই ভৃত্য উপস্থিত; এই ক্ষণ আপনার আদেশানুসারে আমাদিগকে যাহা করিতে হইবে, তাহা আজ্ঞা করুন। তাঁহারা এই কথা বলিলে, সেই মহর্ষিরা বিশ্বামিত্রকে অগ্রে করিয়া রামকে বলিলেন, "নরশ্রেষ্ঠ! মিথিলাধিপতি জনক রাজার পরাধর্ম্মসম্পাদক যজ্ঞ হইবে, আমরা তথায় গমন করিব এবং তুমিও আমাদিগের সঙ্গে তথায় চল; যেহেতু সেখানে একটী পরম অদ্ভুত রত্নস্বরূপ ধনু আছে, তাহা তোমার দেখা কর্ত্তব্য। নরশ্রেষ্ঠ! পূর্ব্বে যজ্ঞকালে সভাতে দেবতারা জনককে সেই ধনু প্রদান করিয়াছিলেন; সেই ধনু অপরিমিত বলসম্পন্ন ও পরমোজ্জ্বল এবং অতি ভীষণ; দেব, গন্ধর্ব্ব, অসুর, রাক্ষস বা মানব কেহই তাহাতে গুণ আরোপণ করিতে সমর্থ নহেন। ১—৯। বহু মহাবল-সম্পন্ন রাজনন্দনেরা সেই ধনুর বিক্রম জানিতে ইচ্ছুক হইয়াছিলেন, কিন্তু সেই ধনুতে জ্যারোপণ করিতে কাহারও শক্তি হয় নাই। রাজনন্দন! তুমি সেই স্থানে মিথিলাধিপতি মহাত্মা জনকের সেই পরমাদ্ভুত যজ্ঞ ও ধনু দেখিতে পাইবে। নরব্যাঘ্র! সেই মৈথিলপতি জনক দেবতাগণের নিকট সেই সুনাভ-নামক ধনূরূপ যজ্ঞফল চাহিয়া লন। রাঘব! সেই রাজার গৃহে যজনীয় দেবতাস্বরূপ ধূপ অগুরু ও নানাবিধ সুগন্ধি গন্ধদ্রব্য দ্বারা সেই ধনু অর্চ্চিত হইয়া থাকে।" ১০—১৩। তখন মুনিবর বিশ্বামিত্র ঐরূপ বলিয়া ঋষিগণ, রাম ও লক্ষ্মণের সহিত তথা হইতে প্রস্থান করিবার উদ্‌যোগ করিলেন। তিনি বনদেবতাদিগকে "আমি এই সিদ্ধাশ্রমে সিদ্ধ হইয়া এস্থান হইতে হিমালয়পর্ব্বতবর্ত্তিনী জাহ্নবী নদীর তীরে যাইতে উদ্যত হইয়াছি; তোমাদিগের মঙ্গল হউক" ইহা বলিয়া আমন্ত্রণপূর্ব্বক তপোধনগণের সহিত উত্তরাভি-মুখে যাইতে লাগিলেন। তৎকালে অসংখ্য ব্রহ্মবাদী মহর্ষি,গমনোদ্যত ঋষিশ্রেষ্ঠ বিশ্বামিত্রের অনুগমন করি-লেন। তাঁহাদের অগ্নিহোত্রাদি সম্ভার সকল শত শকটে বাহিত হইবার উপযোগী। তৎকালে সিদ্ধাশ্রমবাসী বৃহদাকারবিশিষ্ট পশু ও পক্ষীরাও তপোধন বিশ্বামিত্রের পশ্চাৎ গমন করিল। পরে ঋষিকর্ত্তৃক পরিবৃত বিশ্বামিত্র সেই মৃগ ও পক্ষীদিগকে প্রতিনিবৃত্ত করিলেন। সেই সকল অমিত-তেজস্বী মুনিগণ সমাহিত হইয়া বহুদূর গমন করত সূর্য্য অস্তাচলে যাইবার উপক্রম করিলে শোণা নদীর তীরে বাস করিলেন। দিনকর অস্তগত-

বিশ্বামিত্রং পুরস্কৃত্য নিষেদুরমিতৌজসঃ।
রামোঽপি সহসৌমিত্রির্মুনীংস্তানভিপূজ্য চ॥ ২১
অগ্রতো নিষসাদাথ বিশ্বামিত্রস্য ধীমতঃ।
অথ রামো মহাতেজা বিশ্বামিত্রং তপোনিধিম্॥ ২২
পপ্রচ্ছ মুনিশার্দ্দূলং কৌতূহলসমন্বিতঃ।
ভগবন্ কো ন্বয়ং দেশঃ সমৃদ্ধবনশোভিতঃ॥ ২৩
শ্রোতুমিচ্ছামি ভদ্রং তে বক্তুমর্হসি তত্ত্বতঃ।
চোদিতো রামবাক্যেন কথয়ামাস সুব্রতঃ।
তস্য দেশস্য নিখিলমৃষিমধ্যে মহাতপাঃ॥ ২৪

ইতি বালকাণ্ডে একত্রিংশঃ সর্গঃ॥ ৩১॥

দ্বাত্রিংশঃ সর্গঃ।

ব্রহ্মযোনির্মহানাসীৎ কুশো নাম মহাতপাঃ।
অক্লিষ্টব্রতধর্ম্মজ্ঞঃ সজ্জনপ্রতিপূজকঃ॥ ১
স মহাত্মা কুলীনায়াং যুক্তায়াং সুমহাবলান্।
বৈদর্ভ্যাং জনয়ামাস চতুরঃ সদৃশান্ সুতান্॥ ২
কুশাম্বং কুশনাভঞ্চ অমূর্ত্তরজসং বসুম্।
দীপ্তিযুক্তান্ মহোৎসাহান ক্ষত্রধর্ম্মচিকীর্ষয়া॥ ৩
তানুবাচ কুশঃ পুত্রান্ ধর্ম্মিষ্ঠান্ সত্যবাদিনঃ।
ক্রিয়তাং পালনং পুত্রা ধর্ম্মং প্রাপ্স্যথ পুষ্কলম্॥ ৪
কুশস্য বচনং শ্রুত্বা চত্বারো লোকসত্তমাঃ।
নিবেশঞ্চক্রিরে সর্ব্বে পুরাণাং নৃবরাস্তদা॥ ৫
কুশাম্বস্তু মহাতেজা কৌশাম্বীমকরোৎ পুরীম্।
কুশনাভস্তু ধর্ম্মাত্মা পুরং চক্রে মহোদয়ম্॥ ৬
অমূর্ত্তরজসো নাম ধর্ম্মারণ্যং মহামতিঃ।
চক্রে পুরবরং রাজা বসুর্নাম গিরিব্রজম্॥ ৭
এষা বসুমতী নাম বসোস্তস্য মহাত্মনঃ।
এতে শৈলবরাঃ পঞ্চ প্রকাশন্তে সমন্ততঃ॥ ৮
সুমাগধী নদী রম্যা মগধান্ বিশ্রুতা যযৌ।
পঞ্চানাং শৈলমুখ্যানাং মধ্যে মালেব শোভতে॥ ৯
সৈষা হি মাগধী রাম বসোস্তস্য মহাত্মনঃ।
পূর্ব্বাভিচরিতা রাম সুক্ষেত্রা শস্যমালিনী॥ ১০
কুশনাভস্তু রাজর্ষিঃ কন্যাশতমনুত্তমম্।
জনয়ামাস ধর্ম্মাত্মা ঘৃতাচ্যাং রঘুনন্দন॥ ১১
তাস্তু যৌবনশালিন্যো রূপবত্যঃ স্বলঙ্কৃতাঃ।
উদ্যানভূমিমাগম্য প্রাবৃষীব শতহ্রদাঃ॥ ১২

প্রাপ্ত হইলে তাঁহারা অবগাহন-পূর্ব্বক হুতাশনে হবন করিয়া বিশ্বামিত্রকে অগ্রে করত উপবিষ্ট হইলেন। রামও লক্ষ্মণের সহিত, সেই মুনিদিগকে অভিবাদন করিয়া ধীমান্ বিশ্বামিত্রের অগ্রে উপবেশন করিলেন। পরে মহাতেজস্বী রাম কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া তপোনিধি মুনিবর বিশ্বামিত্রকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "ভগবন্! আপনার মঙ্গল হউক,—এই দেশ সমৃদ্ধবনে শোভিত হইয়া রহিয়াছে, ইহা কোন্ প্রদেশ, তাহা আমি শ্রবণ করিতে বাসনা করি, আপনি যথার্থরূপে নির্দ্দেশ করুন।" মহাতপস্বী সুব্রতানুষ্ঠায়ী বিশ্বামিত্র রামবাক্যে নিয়োজিত হইয়া, ঋষিদিগের মধ্যে সেই প্রদেশের সমস্ত বিবরণ বর্ণন করিতে লাগিলেন। ১৪—২৪।

দ্বাত্রিংশ সর্গ।

"সুব্রতানুষ্ঠায়ী, মহাতপস্বী, মহাত্মা, সজ্জনপূজক কুশনামক জনৈক সুপ্রতিষ্ঠিত ব্রহ্মতনয় ছিলেন। তিনি সদৃশী কুলীনা পত্নী বৈদর্ভীতে কুশাম্ব, কুশনাভ, অমূর্ত্তরজস ও বসুনামক আত্মতুল্য মহাবলসম্পন্ন চারিটী পুত্র উৎপাদন করেন। সেই দীপ্তিশালী, সত্যবাদী মহোৎসাহসম্পন্ন ধর্ম্মিষ্ঠ পুত্রদিগকে ক্ষাত্রধর্ম্মের বৃদ্ধি-করণাভিলাষে কুশ কহিলেন, "পুত্রগণ! তোমরা প্রজা পালন কর, তাহাতে তোমাদিগের বিপুল ধর্ম্ম হইবে। তৎকালে সেই চারি জন লোকসত্তম নরপালেরা কুশের কথা শুনিয়া সকলেই নগর সংস্থাপন করিলেন; মহাতেজস্বী কুশাম্ব কৌশাম্বী-নাম্নী নগরী সন্নিবেশ করিলেন; ধর্ম্মাত্মা কুশনাভ মহোদয়নামক নগর নির্ম্মাণ করিলেন; মহামতি অমূর্ত্তরজস ধর্ম্মারণ্য-নামক নগর সন্নিবেশ করিলেন এবং বসু রাজা গিরিব্রজ নামে উত্তম পুর নির্ম্মাণ করিলেন। রাম! সেই মহাত্মা বসুকর্ত্তৃক গিরিব্রজ নগর রচিত হইয়াছিল বলিয়া তাহার অপর নাম 'বসুমতী।' রাম! ঐ যে চতুর্দ্দিকে পাঁচটী পর্ব্বত দেখা যাইতেছে, এই শোণ নদী এ পাঁচটী প্রধান পর্ব্বতের মধ্যদেশ দিয়া রমণীয় মালার ন্যায় শোভমানা হইয়া মগধ দেশ দিয়া প্রবাহিত হইয়া যাইতেছে, এজন্য ইহার আর একটী নাম 'মাগধী।' রাম! এই মাগধী নদী মহাত্মা বসুর নগরের পূর্ব্বদিক্ দিয়া প্রবাহিতা হইতেছে এবং ইহার উভয় পার্শ্বে শস্যশালী উত্তম উত্তম ক্ষেত্র সকল মালার ন্যায় শোভমান রহিয়াছে। ১—১০। রঘুনন্দন! ধর্ম্মাত্মা রাজর্ষি কুশনাভ ঘৃতাচীনাম্নী অপ্সরাতে একশত পরমরূপ-গুণ-সম্পন্না কন্যা উৎপাদন করেন। রাঘব! ক্রমে সেই সমস্ত রূপবতী কন্যারা যৌবনশালিনী হইয়া উত্তমাভরণে ভূষিতা হওত একদা উদ্যানে গমনপূর্ব্বক বর্ষাকালে বিদ্যুৎ যেমন তিমিরাচ্ছন্ন জগৎ আলোকিত করে,

গায়ন্ত্যো নৃত্যমানাশ্চ বাদয়ন্ত্যস্তু রাঘব।
আমোদং পরমং জগ্মুর্বরাভরণভূষিতাঃ॥ ১৩
অথ তাশ্চারুসর্ব্বাঙ্গ্যো রূপেণাপ্রতিমা ভুবি।
উদ্যানভূমিমাগম্য তারা ইব ঘনান্তরে॥ ১৪
তাঃ সর্ব্বা গুণসম্পন্না রূপযৌবনসংযুতাঃ।
দৃষ্ট্বা সর্ব্বাত্মকো বায়ুরিদং বচনমব্রবীৎ॥ ১৫
অহং বঃ কাময়ে সর্ব্বা ভার্য্যা মম ভবিষ্যথ।
মানুষস্ত্যজ্যতাং ভাবো দীর্ঘমায়ুরবাপ্স্যথ॥ ১৬
চলং হি যৌবনং নিত্যং মানুষেষু বিশেষতঃ।
অক্ষয়ং যৌবনং প্রাপ্তা অমর্য্যশ্চ ভবিষ্যথ॥ ১৭
তস্য তদ্বচনং শ্রুত্বা বায়োরক্লিষ্টকর্ম্মণঃ।
অপহাস্য ততো বাক্যং কন্যাশতমথাব্রবীৎ॥ ১৮
অন্তশ্চরসি ভূতানাং সর্ব্বেষাং সুরসত্তম।
প্রভাবজ্ঞাশ্চ তে সর্ব্বাঃ কিমর্থমবমন্যসে॥ ১৯
কুশনাভসুতা দেব সমস্তাঃ সুরসত্তম।
স্থানাচ্চ্যাবয়িতুং দেবং রক্ষামস্তু তপো বয়ম্॥ ২০
মা ভূৎ স কালো দুর্ম্মেধঃ পিতরং সত্যবাদিনম্।
অবমন্য স্বধর্ম্মেণ স্বয়ংবরমুপাস্মহে॥ ২১
পিতা হি প্রভুরস্মাকং দৈবতং পরমঞ্চ সঃ।
যস্য নো দাস্যতি পিতা স নো ভর্ত্তা ভবিষ্যতি॥ ২২
তাসাং তু বচনং শ্রুত্বা হরিঃ পরমকোপনঃ।
প্রবিশ্য সর্ব্বগাত্রাণি বভঞ্জ ভগবান্ প্রভুঃ॥ ২৩
তাঃ কন্যা বায়ুনা ভগ্না বিবিশুর্নৃপতের্গৃহম্।
প্রবিশ্য চ সুসম্ভ্রান্তাঃ সলজ্জাঃ সাস্রলোচনাঃ॥ ২৪
স চ তা দয়িতা ভগ্নাঃ কন্যাঃ পরমশোভনাঃ।
দৃষ্ট্বা দীনাস্তদা রাজা সম্ভ্রান্ত ইদমব্রবীৎ॥২৫
কিমিদং কথ্যতাং পুত্র্যঃ কো ধর্ম্মমবমন্যতে।
কুব্জাঃ কেন কৃতাঃ সর্ব্বাশ্চেষ্টন্ত্যো নাভিভাষথ॥ ২৬
এবং রাজা বিনিশ্বস্য সমাধিং সন্দধে ততঃ॥ ২৭
ইতি বালকাণ্ডে দ্বাত্রিংশঃ সর্গঃ॥ ৩২॥

সেইরূপ সেই উদ্যান উজ্জ্বলীকৃত করত নৃত্য-গীত-বাদ্যে আমোদ-প্রমোদ করিতে লাগিলেন। অনন্তর মেঘান্তরালে তারাগণের ন্যায় বিরাজমানা, ভূমণ্ডল-মধ্যে অনুপম-রূপশালিনী, সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী, পরমগুণবতী, নব-যুবতী রাজকুমারীদিগকে দেখিয়া সর্ব্বাত্মা বায়ু তাঁহাদিগকে বলিলেন, 'আমি তোমাদের সকলকে বিবাহ করিতে অভিলাষ করিতেছি; তোমরা মানুষভাব পরিত্যাগ করিয়া আমার ভার্য্যা হইয়া দীর্ঘায়ু লাভ কর,—তোমাদিগের মৃত্যু হইবে না; বিশেষতঃ মনুষ্যদিগের যৌবন নিয়ত চঞ্চল, তোমরা অক্ষয় যৌবন লাভ করিবে এবং অমর হইবে। ১১—১৭। সেই অক্লিষ্ট-কর্ম্মা বায়ুর কথা শুনিয়া, সেই শত কন্যারা তাঁহাকে পরিহাস করত বলিলেন, সুরসত্তম! আমরা সকলেই তোমার প্রভাব অবগত আছি। তোমার ত এইমাত্র প্রভাব যে, তুমি সকল প্রাণীরই অন্তরে বিচরণ করিয়া থাক, সুতরাং সকলের স্বভাব জানিয়াও কেন তুমি আমাদিগকে অপমান করিতে উদ্যত হইয়াছ? আমরা রাজর্ষি কুশনাভের দুহিতা, আমরা এক্ষণেই তোমাকে স্বস্থান হইতে বিচ্যুত করিতে পারি; তবে কেবল আমরা তপস্যা-সংরক্ষার্থ সেরূপ করিতেছি না, রে দুর্ব্বুদ্ধে! জনকই আমাদিগের প্রভু ও পরমদেবতা, তিনি যাঁহার হস্তে আমাদিগকে সম্প্রদান করিবেন তিনিই আমাদিগের পতি হইবেন। কামবশতঃ সত্যবাদী পিতাকে অবমাননা করিয়া আমাদিগের স্বয়ংবরা হইবার প্রবৃত্তি হউক, এরূপ সময় যেন উপস্থিত না হয়। ১৮—২২। এই কথা শুনিয়া ভগবান্ প্রভু বায়ু, সাতিশয় ক্রোধ-প্রযুক্ত তাঁহাদিগের শরীরে প্রবেশপূর্ব্বক সমস্ত অবয়ব ভগ্ন করিয়া ফেলিলেন। সেই কন্যাগণ বায়ুকর্ত্তৃক ভগ্না হইয়া সসম্ভ্রমে নরপতি কুশনাভের গৃহে প্রবেশপূর্ব্বক সলজ্জভাবে অশ্রুজল বিমোচন করিতে লাগিলেন। তখন সেই পরম-শোভনা দয়িতা কন্যাদিগকে ভগ্না ও দীনা দেখিয়া রাজা কুশনাভ সম্ভ্রান্ত হইয়া তাঁহাদিগকে বলিলেন, 'হে পুত্রীগণ! তোমরা যে চেষ্টা করিয়াও বলিতে পারিতেছ না। এ কি ব্যাপার,—ধর্ম্মকে অবমাননা করত কে তোমাদিগকে কুব্জা করিয়াছে, তাহা তোমরা প্রকাশ করিয়া বল।' তিনি এরূপ জিজ্ঞাসা করিয়া দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগপূর্ব্বক মৌনী হইলেন। ২৩—২৭।

ত্রয়স্ত্রিংশঃ সর্গঃ।

তস্য তদ্বচনং শ্রুত্বা কুশনাভস্য ধীমত;।
শিরোভিশ্চরণৌ স্পৃষ্ট্বা কন্যাশতমভাষত॥ ১
বায়ুঃ সর্ব্বাত্মকো রাজন্ প্রধর্ষয়িতুমিচ্ছতি।
অশুভং মার্গমাস্থায় ন ধর্ম্মং প্রত্যবেক্ষতে॥ ২
পিতৃমত্যঃ স্ম ভদ্রং তে স্বচ্ছন্দে ন বয়ং স্থিতাঃ।

ত্রয়স্ত্রিংশ সর্গ।

"ধীমান্ কুশনাভের কথা শুনিয়া, সেই শত কন্যারা মস্তক দ্বারা পিতৃচরণে প্রণামপূর্ব্বক বলিলেন, "রাজন্! সর্ব্বাত্মগত বায়ু, ধর্ম্মের প্রতি অবহেলা করিয়া অশুভ মার্গ অবলম্বনপূর্ব্বক আমাদিগকে ধর্ষণা করিতে বাসনা

পিতরং নো বৃণীষ্ব ত্বং যদি নো দাস্যতে তব ॥ ৩
তেন পাপানুবন্ধেন বচনং ন প্রতীচ্ছতা।
এবং ব্রুবত্যঃ সর্ব্বাঃ স্ম বায়ুনাভিহতা ভৃশম্ ॥ ৪
তাসাং তু বচনং শ্রুত্বা রাজা পরমধার্ম্মিকঃ।
প্রত্যুবাচ মহাতেজাঃ কন্যাশতমনুত্তমম্ ॥ ৫
ক্ষান্তং ক্ষমাবতাং পুত্র্যঃ কর্ত্তব্যং সুমহৎ কৃতম্।
ঐকমত্যমুপাগম্য কুলঞ্চাবেক্ষিতং মম ॥ ৬
অলঙ্কারো হি নারীণাং ক্ষমা তু পুরুষস্য বা।
দুষ্করং তচ্চ বৈ ক্ষান্তং ত্রিদশেষু বিশেষতঃ ॥ ৭
যাদৃশী বঃ ক্ষমা পুত্র্যঃ সর্ব্বাসামবিশেষতঃ।
ক্ষমা দানং ক্ষমা সত্যং ক্ষমা যজ্ঞশ্চ পুত্রিকাঃ ॥ ৮
ক্ষমা যশঃ ক্ষমা ধর্ম্মঃ ক্ষমায়াং নিষ্ঠিতং জগৎ।
বিসৃজ্য কন্যাঃ কাকুৎস্থ রাজা ত্রিদশবিক্রমঃ ॥ ৯
মন্ত্রজ্ঞো মন্ত্রয়ামাস প্রদানং সহ মন্ত্রিভিঃ।
দেশে কালে চ কর্ত্তব্যং সদৃশে প্রতিপাদনম্ ॥ ১০
এতস্মিন্নেব কালে তু চূলী নাম মহাদ্যুতিঃ।
ঊর্দ্ধরেতাঃ শুভাচারো ব্রাহ্ম্যং তপ উপাগমৎ ॥ ১১
তপস্যন্তমৃষিং তত্র গন্ধর্ব্বী পর্য্যুপাসতে।
সোমদা নাম ভদ্রং তে ঊর্ম্মিলাতনয়া তদা ॥ ১২
সা চ তং প্রণতা ভূত্বা শুশ্রূষণপরায়ণা।
উপাসকালে ধর্ম্মিষ্ঠা তস্যাস্তুষ্টোঽভবদ্গুরুঃ ॥ ১৩
স চ তাং কালযোগেন প্রোবাচ রঘুনন্দন।
পরিতুষ্টোঽস্মি ভদ্রন্তে কিং করোমি তব প্রিয়ম্ ॥ ১৪
পরিতুষ্টং মুনিং জ্ঞাত্বা গন্ধর্ব্বী মধুরস্বরম্।
উবাচ পরমপ্রীতা বাক্যজ্ঞা বাক্যকোবিদম্ ॥ ১৫
লক্ষ্ম্যা সমুদিতো ব্রাহ্ম্যা ব্রহ্মভূতো মহাতপাঃ।
ব্রাহ্মেণ তপসা যুক্তং পুত্রমিচ্ছামি ধার্ম্মিকম্ ॥ ১৬
অপতিশ্চাস্মি ভদ্রন্তে ভার্য্যা চাস্মি ন কস্যচিৎ।
ব্রাহ্মেণোপগতায়াশ্চ দাতুমর্হসি মে সুতম্ ॥ ১৭
তস্যাঃ প্রসন্নো ব্রহ্মর্ষির্দদৌ ব্রাহ্ম্যমনুত্তমম্।
ব্রহ্মদত্ত ইতি খ্যাতং মানসং চূলিনঃ সুতম্ ॥ ১৮
স রাজা ব্রহ্মদত্তস্তু পুরীমধ্যবসত্তদা।
কাম্পিল্যাং পরয়া লক্ষ্ম্যা দেবরাজো যথা দিবম্ ॥ ১৯
স বুদ্ধিং কৃতবান্ রাজা কুশনাভঃ সুধার্ম্মিকঃ।

করিয়াছিল। আমরাও তাহাকে "আমাদিগের পিতা আছেন, সুতরাং আমরা স্বাধীনা নহি; যদি পিতা তোমার হস্তে প্রদান করেন, তবে আমরা তোমারই হইব; তোমার মঙ্গল হউক—তুমি পিতার নিকট আমাদিগের পাণিপ্রার্থনা কর" এই কথা বলিয়াছিলাম। সেই পাপমতি বায়ু আমাদিগের উক্ত বাক্য অগ্রাহ্য করিয়া আমাদের সকলকেই ভগ্ন করিয়াছে।" পরম ধার্ম্মিক মহাতেজস্বী রাজা কুশনাভ, কন্যাদিগের বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, 'পুত্রীগণ! তোমরা সকলে যে একমত অবলম্বনপূর্ব্বক কুলের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া ক্ষমা করিয়াছ, ইহাতে তোমাদিগের সুমহৎ কার্য্য করা হইয়াছে। ১—৬। পুত্রীগণ! ক্ষমাবান্ ব্যক্তিদিগের পক্ষে ক্ষমা অবশ্য কর্ত্তব্য; যেহেতু ক্ষমা, স্ত্রী কি পুরুষ সকলেরই অলঙ্কার। তোমরা যেরূপ ক্ষমাগুণ দেখাইয়াছ, ইহা দেবগণেও দুর্লভ; প্রার্থনা করি, সৎকুলসঞ্জাত সকলেরই যেন এইরূপ ক্ষমাগুণ হয়, কারণ ক্ষমাই দান, ক্ষমাই সত্য, ক্ষমাই যজ্ঞ, ক্ষমাই যশস্কর, ক্ষমাই ধর্ম্ম এবং ক্ষমাতেই জগৎ অধিষ্ঠিত রহিয়াছে। কাকুৎস্থ! দেবতুল্য-বিক্রমসম্পন্ন রাজা কুশনাভ এই কথা বলিয়া কন্যাদিগকে বিদায় দিলেন। পরে মন্ত্রণাকুশল রাজা কুশনাভ মন্ত্রিগণের সহিত কন্যা-সম্প্রদান বিষয়ে মন্ত্রণা করিতে লাগিলেন; যেহেতু পিতার দেশ ও কাল বিবেচনা করিয়া উপযুক্ত পাত্রে দান করা কর্ত্তব্য। ৭—১০। রাম! তৎকালে ঊর্দ্ধরেতা, শুভাচারী দ্যুতিশালী মহর্ষি চূলী ব্রহ্মবিষয়ক চিত্তৈকাগ্রতারূপ তপস্যা করিতেছিলেন এবং সেই সময় সোমদা-নাম্নী ঊর্ম্মিলানন্দিনী গন্ধর্ব্বী তাঁহার সেবা করিয়াছিল। সেই ধর্ম্মনিরতা কন্যা প্রণতা হইয়া সেই ঋষির শুশ্রূষা করত বহুকাল তথায় বাস করিয়াছিল। রঘুনন্দন! কালক্রমে সেই গৌরবসম্পন্ন মহর্ষি তাহার প্রতি প্রীত হইয়া তাহাকে সময়োচিত বাক্যে বলিলেন, 'আমি তোমার প্রতি অতীব সন্তুষ্ট হইয়াছি; তোমার মঙ্গল হউক। আমাকে তোমার কি প্রিয়ানুষ্ঠান করিতে হইবে?' তখন সেই বাক্‌চতুরা গন্ধর্ব্বী, বাগ্মিবর মুনির বাক্য শ্রবণে তাঁহাকে পরিতুষ্ট জানিয়া পরম প্রীতি লাভ করিল এবং বলিল 'আপনি মহাতপস্বী ও ব্রহ্মতেজঃসম্পন্ন, এমন কি সাক্ষাৎ ব্রহ্ম-স্বরূপ; অতএব আমি আপনার নিকট ব্রাহ্ম্যতপোযুক্ত সুধার্ম্মিক পুত্র লাভ করিবার অভিলাষ করি, আপনি ব্রাহ্ম্য নিয়মে আমাকে তাদৃশ পুত্র দান করুন। আমার পতি নাই,—আমি কাহারও ভার্য্যা নহি, বিশেষতঃ আমি আপনার অনুগতা হইয়াছি। ব্রহ্মর্ষি চূলী তাহার বাক্য শ্রবণ করিয়া প্রীতিপূর্ব্বক তাহাকে ব্রহ্মদত্ত নামে বিখ্যাত ব্রাহ্ম্যতপঃসমন্বিত অতিশ্রেষ্ঠ মানস পুত্র প্রদান করিয়াছিলেন। ১১—১৮। সেই নৃপতি ব্রহ্মদত্ত ঐ সময়ে সুরপুরে দেবরাজের ন্যায় পরম শোভান্বিত হইয়া কাম্পিলী-নামক পুরীতে বাস করিতেছিলেন। কাকুৎস্থ! সুধার্ম্মিক রাজা

ব্রহ্মদত্তায় কাকুৎস্থ দাতুং কন্যাশতং তদা ॥ ২০
তমাহূয় মহাতেজা ব্রহ্মদত্তং মহীপতিঃ।
দদৌ কন্যাশতং রাজা সুপ্রীতেনান্তরাত্মনা ॥ ২১
যথাক্রমং তথা পাণিং জগ্রাহ রঘুনন্দন।
ব্রহ্মদত্তো মহীপালস্তাসাং দেবপতির্যথা ॥ ২২
স্পৃষ্টমাত্রে তদা পাণৌ বিকুব্জা বিগতজ্বরাঃ।
যুক্তং পরময়া লক্ষ্ম্যা বভৌ কন্যাশতং তথা ॥ ২৩
স দৃষ্ট্বা বায়ুনা মুক্তাঃ কুশনাভো মহীপতিঃ।
বভূব পরমপ্রীতো হর্ষং লেভে পুনঃপুনঃ ॥ ২৪
কৃতোদ্বাহন্তু রাজানং ব্রহ্মদত্তং মহীপতিম্।
সদারং প্রেষয়ামাস সোপাধ্যায়গণং তদা ॥ ২৫
সোমদাপি তু সংহৃষ্টা পুত্রস্য সদৃশীং ক্রিয়াম্।
যথান্যায়ঞ্চ গন্ধর্ব্বী স্নুষাস্তাঃ প্রত্যনন্দত ॥ ২৬
স্পৃষ্ট্বা স্পৃষ্ট্বা চ তাঃ কন্যাঃ কুশনাভং প্রশস্য চ ॥ ২৭

ইতি বালকাণ্ডে ত্রয়স্ত্রিংশঃ সর্গঃ ॥ ৩৩ ॥

চতুস্ত্রিংশঃ সর্গঃ।

কৃতোদ্বাহে গতে তস্মিন্ ব্রহ্মদত্তে চ রাঘব।
অপুত্রঃ পুত্রলাভায় পৌত্রীমিষ্টিমকল্পয়ৎ ॥ ১
ইষ্ট্যাঞ্চ বর্ত্তমানায়াং কুশনাভং মহীপতিম্।
উবাচ পরমোদারঃ কুশো ব্রহ্মসুতস্তদা ॥ ২
পুত্রস্তে সদৃশঃ পুত্র ভবিষ্যতি সুধার্ম্মিকঃ।
গাধিং প্রাপ্স্যসি তেন ত্বং কীর্ত্তিং লোকে চ শাশ্বতীম্ ॥ ৩
এবমুক্ত্বা কুশো রাম কুশনাভং মহীপতিম্।
জগামাকাশমাবিশ্য ব্রহ্মলোকং সনাতনম্ ॥ ৪
কস্যচিত্ত্বথ কালস্য কুশনাভস্য ধীমতঃ।
জজ্ঞে পরমধর্ম্মিষ্ঠো গাধিরিত্যেব নামতঃ ॥ ৫
স পিতা মম কাকুৎস্থ গাধিঃ পরমধার্ম্মিকঃ।
কুশবংশপ্রসূতোঽস্মি কৌশিকো রঘুনন্দন ॥ ৬
পূর্ব্বজা ভগিনী চাপি মম রাঘব সুব্রতা।
নাম্না সত্যবতী নাম ঋচীকে প্রতিপাদিতা ॥ ৭
সশরীরা গতা স্বর্গং ভর্ত্তারমনুবর্ত্তিনী।
কৌশিকী পরমোদারা প্রবৃত্তা চ মহানদী ॥ ৮
দিব্যা পুণ্যোদকা রম্যা হিমবন্তমুপাশ্রিতা।
লোকস্য হিতকার্য্যার্থং প্রবৃত্তা ভগিনী মম ॥ ৯
ততোঽহং হিমবৎপার্শ্বে বসামি নিয়তঃ সুখম্।
ভগিন্যাং স্নেহসংযুক্তঃ কৌশিক্যাং রঘুনন্দন ॥ ১০
সা তু সত্যবতী পুণ্যা সত্যে ধর্ম্মে প্রতিষ্ঠিতা।
পতিব্রতা মহাভাগা কৌশিকী সরিতাং বরা ॥ ১১

কুশনাভ সেই ব্রহ্মদত্ত রাজাকেই শত কন্যা দান করিতে কৃতনিশ্চয় হইয়া ব্রহ্মদত্ত রাজাকে আহ্বান করত সুপ্রীত-মানসে তাঁহাকে সেই শত কন্যা সম্প্রদান করিলেন। রঘুনন্দন! সেই দেবপতি-তুল্য-প্রভাবসম্পন্ন মহীপাল ব্রহ্মদত্তও যথাক্রমে তাঁহাদিগের পাণিগ্রহণ করিলেন। ব্রহ্মদত্ত সেই কন্যাদিগের পাণি স্পর্শ করিবামাত্র, তাঁহারা বিকুব্জা বিগতজ্বরা ও পরমশোভা-সম্পন্না হইলেন। মহীপতি কুশনাভ কন্যাদিগকে বায়ু-কৃত-দোষ-শূন্যা দেখিয়া পরম প্রীত হইলেন, এমন কি, তাঁহার অন্তরে পুনঃপুনঃ প্রীতিসঞ্চার হইতে লাগিল। অনন্তর তিনি কৃতোদ্বাহ সপত্নীক ব্রহ্মদত্ত রাজাকে উপাধ্যায়গণের সহিত স্বস্থানে প্রেরণ করিলেন। সোমদা গন্ধর্ব্বী পুত্রকে এবং পুত্রের উপযুক্ত উদ্বাহ-ক্রিয়া অবলোকন করিয়া আনন্দসহকারে কুশনাভ রাজাকে প্রশংসাপূর্ব্বক যথাক্রমে সেই সকল পুত্রবধূদিগকে স্পর্শ করত অভিনন্দন করিলেন। ১৯—২৭।

চতুস্ত্রিংশ সর্গ।

রাঘব! রাজা ব্রহ্মদত্ত কৃতোদ্বাহ হইয়া গমন করিলে, অপুত্রক রাজা কুশনাভ পুত্রলাভার্থ পুত্রেষ্টি যজ্ঞ আরম্ভ করিলেন। তখন সেই পুত্রেষ্টি যাগ প্রবর্ত্তিত হইলে, পরমোদার-চরিত্র ব্রহ্মনন্দন কুশ তথায় আসিয়া মহীপতি কুশনাভকে বলিলেন,—'পুত্র! তোমার সদৃশ সুধার্ম্মিক পুত্র জন্মিবে,—তুমি গাধি নামে পুত্র প্রাপ্ত হইবে এবং সেই পুত্র দ্বারা লোকে চিরস্থায়িনী কীর্ত্তি লাভ করিবে। এই কথা বলিয়া আকাশমার্গ অবলম্বন করিয়া সনাতন ব্রহ্মলোকে গমন করিলেন। অনন্তর কিছু দিন গত হইলে, ধীমান্ কুশনাভের গাধি নামে পরম ধার্ম্মিক পুত্র জন্মিল। রঘুনন্দন! সেই পরম-ধার্ম্মিক গাধিই আমার জনক। আমি কুশবংশে জন্মিয়াছি বলিয়া 'কৌশিক' নামে বিখ্যাত। ১—৬। রাঘব! সুব্রতানুষ্ঠায়িনী সত্যবতী-নাম্নী আমার জ্যেষ্ঠা ভগিনী ঋচীকের পত্নী; সেই পরমোদারা কৌশিকী পতির অনুগামিনী হইয়া স্বর্গলোকে মহানদীরূপে পরিণতা হন,—আমার ভগিনী, লোকের কল্যাণ হেতু রমণীয়া পুণ্যান্বিত-জল-সম্পন্না দিব্যা নদী হইয়া হিমালয় পর্ব্বত আশ্রয় করিয়া প্রবাহিতা হন। আমার ভগিনী নদীশ্রেষ্ঠা মহাভাগা, পতিব্রতা কৌশিকী সত্যবতী অতিপুণ্যজননী ও সত্য-ধর্ম্মপ্রতিষ্ঠাকারিণী ; অতএব আমি তাঁহার প্রতি স্নেহ-প্রযুক্ত হিমালয় পর্ব্বতের পার্শ্বদেশে সদা সুখে বাস

অহং হি নিয়মাত্রাম হিত্বা তাং সমুপাগতঃ।
সিদ্ধাশ্রমমনুপ্রাপ্য সিদ্ধোঽস্মি তব তেজসা॥ ১২
এষা রাম মমোৎপত্তিঃ স্বস্য বংশস্য কীর্ত্তিতা।
দেশস্য হি মহাবাহো যন্মাং ত্বং পরিপৃচ্ছসি॥ ১৩
গতোঽর্দ্ধরাত্রঃ কাকুৎস্থ কথাঃ কথয়তো মম।
নিদ্রামভ্যেহি ভদ্রং তে মা ভূদ্বিঘ্নোঽধ্বনীহ নঃ॥ ১৪
নিষ্পন্দাস্তরবঃ সর্ব্বে নিলীনা মৃগপক্ষিণঃ।
নৈশেন তমসা ব্যাপ্তা দিশশ্চ রঘুনন্দন॥ ১৫
শনৈর্বিসৃজ্যতে সন্ধ্যা নভো নেত্রৈরিবাবৃতম্।
নক্ষত্রতারাগহনং জ্যোতির্ভিরবভাসতে॥ ১৬
উত্তিষ্ঠতে চ শীতাংশুঃ শশী লোকতমোনুদঃ।
হ্লাদয়ন্ প্রাণিনাং লোকে মনাংসি প্রভয়া স্বয়া॥ ১৭
নৈশানি সর্ব্বভূতানি প্রচরন্তি ততস্ততঃ।
যক্ষরাক্ষসসঙ্ঘাশ্চ রৌদ্রাশ্চ পিশিতাশনাঃ॥ ১৮
এবমুক্ত্বা মহাতেজা বিররাম মহামুনিঃ।
সাধু সাধ্বিতি তে সর্ব্বে মুনয়ো হ্যভ্যপূজয়ন্॥ ১৯
কুশিকানাময়ং বংশো মহান্ ধর্ম্মপরঃ সদা।
ব্রহ্মোপমা মহাত্মানঃ কুশবংশ্যা নরোত্তমাঃ॥ ২০
বিশেষেণ ভবানেব বিশ্বামিত্র মহাযশঃ।
কৌশিকী সরিতাং শ্রেষ্ঠা কুলোদ্যোতকরী তব॥ ২১
মুদিতৈর্মুনিশার্দ্দূলৈঃ প্রশস্তঃ কুশিকাত্মজঃ।
নিদ্রামুপাগমৎ শ্রীমানস্তং গত ইবাংশুমান্॥ ২২
রামোঽপি সহসৌমিত্রিঃ কিঞ্চিদাগতবিস্ময়ঃ।
প্রশস্য মুনিশার্দ্দূলং নিদ্রাং সমুপসেবতে॥ ২৩
ইতি বালকাণ্ডে চতুস্ত্রিংশঃ সর্গঃ॥ ২৪॥

পঞ্চত্রিংশঃ সর্গঃ।

উপাস্য রাত্রিশেষন্তু শোণাকূলে মহর্ষিভিঃ।
নিশায়াং সুপ্রভাতায়াং বিশ্বামিত্রোঽভ্যভাষত॥ ১
সুপ্রভাতা নিশা রাম পূর্ব্বা সন্ধ্যা প্রবর্ত্ততে।
উত্তিষ্ঠোত্তিষ্ঠ ভদ্রং তে গমনায়াভিরোচয়॥ ২
তচ্ছ্রুত্বা বচনং তস্য কৃতপূর্ব্বাহ্নিকক্রিয়ঃ।
গমনং রোচয়ামাস বাক্যঞ্চেদমুবাচ হ॥ ৩
অয়ং শোণঃ শুভজলোঽগাধঃ পুলিনমণ্ডিতঃ।
কতরেণ পথা ব্রহ্মন্ সন্তরিষ্যামহে বয়ম্॥ ৪
এবমুক্তস্তু রামেণ বিশ্বামিত্রোঽব্রবীদিদম্।
এষ পন্থা ময়োদ্দিষ্টো যেন যান্তি মহর্ষয়ঃ॥ ৫

করিয়া থাকি। রঘুনন্দন রাম! আমি নিয়মবশতঃ তাঁহাকে পরিত্যাগপূর্ব্বক সিদ্ধাশ্রমে আসিয়া তোমার প্রভাবে সিদ্ধ হইয়াছি। ৭—১২। মহাবলসম্পন্ন রাম! তোমার প্রশ্নানুসারে এই দেশের এবং প্রসঙ্গক্রমে আমার ও আমার বংশের উৎপত্তি-বিবরণ আমি কীর্ত্তন করিলাম। কাকুৎস্থ! আমার এই কথা বলিতে বলিতে প্রায় অর্দ্ধরাত্র বিগত হইল। সার্দ্ধপ্রহর অতীত হইয়াছে, তরুগণ নিষ্পন্দ, মৃগ ও পক্ষীরা স্তব্ধ, দিক্‌সকল নিশান্ধকারব্যাপ্ত এবং আকাশমণ্ডল নক্ষত্র ও তারাগণে পরিব্যাপ্ত হইয়া সহস্রাক্ষের ন্যায় নেত্রপরিবৃত ও তাহার কিরণে জ্যোতিষ্মান্ হইয়াছে; লোকতমোনিবারণ শীতরশ্মি চন্দ্র স্বীয় প্রভাবে পৃথিবীস্থ প্রাণিগণের মন প্রফুল্ল করত উদিত হইতেছেন এবং যক্ষ ও রাক্ষস প্রভৃতি মাংসাশী নিশাচর রৌদ্র প্রাণীরা ইতস্ততঃ বিচরণ করিতেছে। রঘুনন্দন! তোমার মঙ্গল হউক,—তুমি নিদ্রা যাও, যেন আমাদিগের কল্য পথে অনিদ্রানিবন্ধন ব্যাঘাত না ঘটে। ১৩—১৮। মহাতেজস্বী মহর্ষি বিশ্বামিত্র সেই কথা বলিয়া মৌনাবলম্বন করিলেন। তখন সেই মুনিগণ তাঁহাকে "সাধু সাধু" বলিয়া অভিনন্দন করিলেন এবং "হে মহাযশস্বি বিশ্বামিত্র! এই কৌশিকবংশ নিয়ত পরমধর্ম্মান্বিত—যাহারা এই বংশে জন্মিয়াছেন, তাঁহারা সকলেই মহাত্মা নরোত্তম ও সদাচারে ব্রহ্মোপম; বিশেষতঃ নদীপ্রবরা কৌশিকী সত্যবতী এবং আপনি আপনাদিগের কুলের অতীব খ্যাতি বিস্তার করিয়াছেন," ইহা বলিয়া তাঁহাকে প্রশংসা করিলেন। শ্রীমান্ কুশনন্দন বিশ্বামিত্র সেই সকল মুনিবরকর্ত্তৃক প্রশংসিত হইয়া অস্তগত আদিত্যের ন্যায় নিদ্রিত হইলেন এবং রাম ও সুমিত্রানন্দন লক্ষ্মণও কিঞ্চিদ্বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া মুনিশার্দ্দূল বিশ্বামিত্রকে প্রশংসা করিয়া নিদ্রিত হইলেন। ১৯—২৩।

পঞ্চত্রিংশ সর্গ।

সেই মহর্ষিদিগের সহিত শোণা-নদীর তীরে অবশিষ্ট রজনী অতিবাহন করিয়া রাত্রি প্রভাত হইলে বিশ্বামিত্র রামকে বলিলেন, "রাম! রজনী প্রভাতা ও প্রাতঃসন্ধ্যা-সময় উপস্থিত হইয়াছে, তোমার মঙ্গল হউক—তুমি গাত্রোত্থান কর এবং গমনে উদ্যোগী হও।" রাম বিশ্বামিত্রের বাক্য শ্রবণপূর্ব্বক পূর্ব্বাহ্ণিকী ক্রিয়া সমাপনান্তে যাইতে উদ্যত হইয়া বিশ্বামিত্রকে বলিলেন, এই পুলিনমণ্ডিত শুভসলিলা শোণ-নদী অগাধজলশালিনী; সুতরাং কোন্ পথ দিয়া আমরা ইহার পরপারে যাইব? বিশ্বামিত্র রামকর্ত্তৃক এরূপ উক্ত হইয়া বলিলেন, ঐ যে পথ দিয়া মহর্ষিরা

তে গত্বা দূরমধ্বানং গতেঽর্দ্ধদিবসে তদা।
জাহ্নবীং সরিতাং শ্রেষ্ঠাং দদৃশুর্মুনিসেবিতাম্ ॥ ৬
তাং দৃষ্ট্বা পুণ্যসলিলাং হংসসারসসেবিতাম্ ।
বভূবুর্মুনয়ঃ সর্ব্বে মুদিতাঃ সহরাঘবাঃ ॥ ৭
তস্যাস্তীরে তদা সর্ব্বে চক্রুর্বাসপরিগ্রহম্ ।
ততঃ স্নাত্বা যথান্যায়ং সন্তর্প্য পিতৃদেবতাঃ ॥ ৮
হুত্বা চৈবাগ্নিহোত্রাণি প্রাশ্য চামৃতবদ্ধবিঃ ।
বিবিশুর্জাহ্নবীতীরে শুভা মুদিতমানসাঃ ॥ ৯
বিশ্বামিত্রং মহাত্মানং পরিবার্য্য সমন্ততঃ ।
বিষ্ঠিতাশ্চ যথান্যায়ং রাঘবৌ চ যথার্হতঃ ॥ ১০
সম্প্রহৃষ্টমনা রামো বিশ্বামিত্রমথাব্রবীৎ ।
ভগবন্ শ্রোতুমিচ্ছামি গঙ্গাং ত্রিপথগাং নদীম্ ।
ত্রৈলোক্যং কথমাক্রম্য গতা নদনদীপতিম্ ॥ ১১
চোদিতো রামবাক্যেন বিশ্বামিত্রো মহামুনিঃ ।
বৃদ্ধিং জন্ম চ গঙ্গায়া বক্তুমেবোপচক্রমে ॥ ১২
শৈলেন্দ্রো হিমবান্ রাম ধাতূনামাকরো মহান্ ।
তস্য কন্যাদ্বয়ং রাম রূপেণাপ্রতিমং ভুবি ॥ ১৩
যা মেরুদুহিতা রাম তয়োর্মাতা সুমধ্যমা ।
নাম্না মেনা মনোজ্ঞা বৈ পত্নী হিমবতঃ প্রিয়া ॥ ১৪

তস্যাং গঙ্গেয়মভবজ্জ্যেষ্ঠা হিমবতঃ সুতা।
উমা নাম দ্বিতীয়াভূৎ কন্যা তস্যৈব রাঘব ॥ ১৫
অথ জ্যেষ্ঠাং সুরাঃ সর্ব্বে দেবকার্য্যচিকীর্ষয়া।
শৈলেন্দ্রং বরয়ামাসুর্গঙ্গাং ত্রিপথগাং নদীম্ ॥ ১৬
দদৌ ধর্ম্মেণ হিমবান্ তনয়াং লোকপাবনীম্ ।
স্বচ্ছন্দপথগাং গঙ্গাং ত্রৈলোক্যহিতকাম্যয়া ॥ ১৭
প্রতিগৃহ্য ত্রিলোকার্থং ত্রিলোকহিতকাঙ্ক্ষিণঃ।
গঙ্গামাদায় তেঽগচ্ছন্ কৃতার্থেনান্তরাত্মনা ॥ ১৮
যা চান্যা শৈলদুহিতা কন্যাসীদ্রঘুনন্দন।
উগ্রং সুব্রতমাস্থায় তপস্তেপে তপোধনা ॥ ১৯
উগ্রেণ তপসা যুক্তাং দদৌ শৈলবরঃ সুতাম্।
রুদ্রায়াপ্রতিরূপায় উমাং লোকনমস্কৃতাম্ ॥ ২০
এতে তে শৈলরাজস্য সুতে লোকনমস্কৃতে।
গঙ্গা চ সরিতাং শ্রেষ্ঠা উমা দেবী চ রাঘব ॥ ২১
এতত্তে সর্ব্বমাখ্যাতং যথা ত্রিপথগামিনী ।
খং গতা প্রথমং তাত গতিং গতিমতাং বর ॥ ২২
সুরলোকং সমারূঢ়া বিপাপা জলবাহিনী ॥ ২৩
ইতি বালকাণ্ডে পঞ্চত্রিংশঃ সর্গঃ ॥ ৩৫ ॥

যাইতেছেন, উহাই আমার নির্দ্দিষ্ট পথ।” ১—৫। অনন্তর তাঁহারা বহুদূর অতিক্রম করিয়া মধ্যাহ্ন-সময়ে সরিদ্বরা মুনি-সেবিতা জাহ্নবী নদী দেখিতে পাইলেন। সেই মুনিরা রাঘবের সহিত সেই হংস-সারস-সেবিতা পুণ্যজলা জাহ্নবী নদী অবলোকন করিয়া প্রীত হইলেন। তাঁহারা সকলে সেই নদীর তীরে অবস্থান করিলেন। পরে সেই সমস্ত শুভাচারী মহর্ষিরা আনন্দিতচিত্তে অবগাহনপূর্ব্বক যথাবিধি অগ্নি-হোত্র-হবন, দেব ও পিতৃগণ-সন্তর্পণ এবং অমৃততুল্য হবি ভক্ষণ করিয়া তীরে উপবেশন করিলেন,—তাঁহারা মহাত্মা বিশ্বামিত্রকে বেষ্টন করিয়া চতুর্দ্দিকে যথান্যায়ে উপবিষ্ট হইলেন এবং রঘুনন্দনরাম এবং লক্ষ্মণও যথা-যোগ্য স্থানে উপবেশন করিলেন। পরে রাম হৃষ্টচিত্ত হইয়া বিশ্বামিত্রকে কহিলেন, “ভগবন্! ত্রিপথগা জাহ্নবী কি প্রকারে ত্রিলোক আক্রমণ করিয়া সাগরে গমন করিয়াছেন, ইহা আমি শুনিতে ইচ্ছা করি।” ৬—১১। মহামুনি বিশ্বামিত্র রামের কথায় নিয়োজিত হইয়া গঙ্গার জন্ম ও ত্রৈলোক্য ব্যাপিয়া গমন-বিবরণ বর্ণন করিতে লাগিলেন—রাম! সর্ব্ব ধাতুর আকর হিমবান্ নামে এক অতি মহান্ পর্ব্বতরাজ আছেন। তিনি মেরুদুহিতা সুমধ্যমা মেনা-নাম্নী মনোজ্ঞা প্রেয়সী পত্নীর গর্ভে দুইটী কন্যা লাভ করেন, ভূমণ্ডলে তাঁহা-দিগের রূপের তুলনা হয় না। রাঘব! সেই হিমবান্ পর্ব্বতের পত্নীর গর্ভে এই গঙ্গা জ্যেষ্ঠা ও উমা নামে আর একটী কনিষ্ঠা কন্যা জন্ম গ্রহণ করেন। অনন্তর দেবতাগণ দেবকার্য্য-সাধনেচ্ছুক হইয়া নগশ্রেষ্ঠ হিমা-লয়ের নিকট তাঁহার জ্যেষ্ঠা নন্দিনী ত্রিপথগা নদী গঙ্গাকে প্রার্থনা করিলেন। হিমবান্ পর্ব্বতও ত্রৈলো-ক্যের হিতেচ্ছু হই৷ লোকপাবনী স্বচ্ছন্দগামিনী স্বীয় তনয়া গঙ্গাকে ধর্ম্মানুসারে তাঁহাদিগকে প্রদান করি-লেন। সেই ত্রিলোক-হিতাকাঙ্ক্ষী দেবগণ লোকের কল্যাণার্থ গঙ্গাকে গ্রহণ করিয়া কৃতার্থম্মন্য হইলেন এবং গঙ্গাকে লইয়া প্রস্থান করিলেন। ১২—১৮। রঘুনন্দন! সেই হিমালয় পর্ব্বতের উমা নামে যে আর একটী কন্যা ছিলেন, তিনি তপস্বিনী হইয়া অত্যুগ্র শোভনব্রত অবলম্বনপূর্ব্বক কিয়ৎকাল তপস্যা করেন। পরে নাগ-রাজ হিমালয়, অপ্রতিম-রূপবিশিষ্ট রুদ্রদেবকে সেই উগ্রতপোযুক্তা সর্ব্বলোক-নমস্কৃতা কন্যা সম্প্রদান করি-লেন। রাঘব! এই শ্রেষ্ঠা সর্ব্বলোক-নমস্কৃতা সরিৎ-প্রবরা গঙ্গা ও সেই উমাদেবী শৈলরাজের তনয়া। গতিমৎপ্রবর তাত! যেরূপে সেই ত্রিপথগামিনী পাপনাশিনী জলবাহিনী গঙ্গা প্রথমত আকাশমার্গ অবলম্বন করিয়া দেবলোকে সমারোহণ করেন, তৎ-সমুদায় বিবরণ আমি বর্ণন করিলাম।” ১৯—২৩।

ষট্‌ত্রিংশঃ সর্গঃ।

উক্তবাক্যে মুনৌ তস্মিন্নুভৌ রাঘবলক্ষ্মণৌ।
প্রতিনন্দ্য কথাং বীরাবূচতুর্মুনিপুঙ্গবম্ ॥ ১
ধর্ম্মযুক্তমিদং ব্রহ্মন্ কথিতং পরমং ত্বয়া।
দুহিতুঃ শৈলরাজস্য জ্যেষ্ঠায়া বক্তুমর্হসি।
বিস্তরং বিস্তরজ্ঞোঽসি দিব্যমানুষসম্ভবম্ ॥ ২
ত্রীন্ পথো হেতুনা কেন প্লাবয়েল্লোকপাবনী।
কথং গঙ্গা ত্রিপথগা বিশ্রুতা সরিদুত্তমা ॥ ৩
ত্রিষু লোকেষু ধর্ম্মজ্ঞ কর্ম্মভিঃ কৈঃ সমন্বিতা ॥ ৪
তথা ব্রুবতি কাকুৎস্থে বিশ্বামিত্রস্তপোধনঃ।
নিখিলেন কথাং সর্ব্বামৃষিমধ্যে ন্যবেদয়ৎ ॥ ৫
পুরা রাম কৃতোদ্বাহঃ শিতিকণ্ঠো মহাতপাঃ।
দৃষ্ট্বা চ ভগবান্ দেবীং মৈথুনায়োপচক্রমে ॥ ৬
তস্য সংক্রীড়মানস্য মহাদেবস্য ধীমতঃ।
শিতিকণ্ঠস্য দেবস্য দিব্যং বর্ষশতং গতম্ ॥ ৭
ন চাপি তনয়ো রাম তস্যামাসীৎ পরন্তপ।
সর্ব্বে দেবাঃ সমুদ্যুক্তাঃ পিতামহপুরোগমাঃ ॥ ৮
যদিহোৎপদ্যতে ভূতং কস্তৎ প্রতিসহিষ্যতি।
অভিগম্য সুরাঃ সর্ব্বে প্রণিপত্যেদমব্রুবন্ ॥ ৯
দেবদেব মহাদেব লোকস্যাস্য হিতে রত।
সুরাণাং প্রণিপাতেন প্রসাদং কর্ত্তুমর্হসি ॥ ১০
ন লোকা ধারয়িষ্যন্তি তব তেজঃ সুরোত্তম।
ব্রাহ্মেণ তপসা যুক্তো দেব্যা সহ তপশ্চর ॥ ১১
ত্রৈলোক্যহিতকামার্থং তেজস্তেজসি ধারয়।
রক্ষ সর্ব্বানিমান্ লোকান্নালোকং কর্ত্তুমর্হসি ॥ ১২
দেবতানাং বচঃ শ্রুত্বা সর্ব্বলোকমহেশ্বরঃ।
বাঢ়মিত্যব্রবীৎ সর্ব্বান্ পুনশ্চেদমুবাচ হ ॥ ১৩
ধারয়িষ্যাম্যহং তেজস্তেজসৈব সহোময়া।
ত্রিদশাঃ পৃথিবী চৈব নির্ব্বাণমধিগচ্ছতু ॥ ১৪
যদিদং ক্ষুভিতং স্থানান্মম তেজো হ্যনুত্তমম্।
ধারয়িষ্যতি কস্তন্মে ব্রুবন্তু সুরসত্তমাঃ ॥ ১৫
এবমুক্তাস্ততো দেবাঃ প্রত্যূচুর্ব্বৃষভধ্বজম্।
যত্তেজঃ ক্ষুভিতং তেঽদ্য তদ্ধরা ধারয়িষ্যতি ॥ ১৬
এবমুক্তঃ সুরপতিঃ প্রমুমোচ মহাবলঃ।
তেজসা পৃথিবী যেন ব্যাপ্তা সগিরিকাননা ॥ ১৭
ততো দেবাঃ পুনরিদমূচুশ্চাপি হুতাশনম্।

ষট্‌ত্রিংশ সর্গ।

বিশ্বামিত্র সেই কথা বলিলে, বীরশ্রেষ্ঠ রাম ও লক্ষ্মণ উভয়েই তাঁহার কথা অভিনন্দন করিয়া তাঁহাকে বলিলেন, "ব্রহ্মন্! আপনি এই ধর্ম্মযুক্ত পরমাদ্ভুত আখ্যান কীর্ত্তন করিলেন; পরন্তু সেই হিমালয়ের জ্যেষ্ঠ নন্দিনী লোকপাবনী সরিদ্বরা গঙ্গা কিহেতু তিন পথ প্লাবিত করেন? ধর্ম্মজ্ঞ! তিনি কি প্রকারে কোন্ কোন্ কর্ম্মদ্বারা ত্রিলোকমধ্যে ত্রিপথগা বলিয়া বিখ্যাত হইয়াছেন? ইহা আপনি সবিস্তার বর্ণন করুন। আপনি দেব ও মানুষসম্ভূত সকল বিবরণই সবিস্তারিত অবগত আছেন।" তাঁহারা ঐরূপ বলিলে, তপোধন বিশ্বামিত্র ঋষিগণমধ্যে সেই কথা আদ্যন্ত বর্ণন করিয়া কহিলেন, "রাম! পূর্ব্বে মহাতপা ভগবান্ মহেশ্বর বিবাহান্তে একদা দেবীকে দেখিয়া রমণ করিবার উপক্রম করিলেন। ১—৬। পরন্তপ রাম! সেই ধীমান্ মহাদেব শিতিকণ্ঠদেবের রতিক্রীড়া করিতে করিতে দেবপরিমিত শতবর্ষ বিগত হইল, তথাপি তাঁহার সেই দেবীতে পুত্রোৎপত্তি হইল না, অর্থাৎ তাঁহার শুক্রক্ষরণ হইল না। পরন্তপ! তৎকালে পিতামহ ব্রহ্মা প্রভৃতি সমস্ত দেবতারা "এই বীর্য্যে যে প্রাণী উৎপন্ন হইবে, কে তাহাকে ধারণ করিবে?" এইরূপ বিচার করিয়া সাতিশয়-ব্যাকুলতা-সহকারে মহাদেবের নিকট গমনপূর্ব্বক তাঁহাকে প্রণামপুরঃসর এই কথা বলিলেন, লোকহিতনিরত দেবদেব মহাদেব! আপনি দেবতাগণের প্রণিপাতে প্রসন্ন হউন। সুরসত্তম! এই সকল লোক আপনার তেজ ধারণ করিতে সমর্থ হইবে না, অতএব আপনি ব্রাহ্মতপোযুক্ত হইয়া দেবীর সহিত তপস্যা আচরণ করত ত্রৈলোক্যের মঙ্গলের জন্য তেজ ধারণ করুন এবং সমস্ত লোক রক্ষা করুন। এই সকল লোক বিনাশ করা আপনার কর্ত্তব্য নহে।" ৭—১২। সর্ব্বলোকমহেশ্বর মহাদেব, দেবতাদিগের কথা শুনিয়া 'তাহাই করিব' বলিয়া পুনশ্চ তাঁহাদিগকে বলিলেন, সুরসত্তম দেবগণ! আমি উমার সহিত স্বীয় তেজেই তেজ ধারণ করিব, তোমারা ও পৃথিবী সকলেই শান্তি লাভ কর। কিন্তু আমার এই অনুত্তম তেজ যে স্বস্থান হইতে বিচলিত হইয়াছে, তাহা কে ধারণ করিবে, ইহা তোমরা নির্দ্দেশ কর।' তখন দেবতারা বৃষধ্বজের এই কথা শুনিয়া তাঁহাকে 'এক্ষণে আপনার তেজ ক্ষুব্ধ হইয়াছে, পৃথিবী তাহা ধারণ করিবে' এই কথা বলিলেন। মহাবল সুরপতি মহাদেবও দেবগণকর্ত্তৃক এরূপ উক্ত হইয়া বীর্য্য পরিত্যাগ করিলেন। সেই তেজে পৃথিবী গিরি ও কাননের সহিত পরি-

আবিশ ত্বং মহাতেজো রৌদ্রং বায়ুসমন্বিতম্॥ ১৮
তদগ্নিনা পুনর্ব্যাপ্তং সঞ্জাতং শ্বেতপর্ব্বতম্।
দিব্যং শরবণঞ্চৈব পাবকাদিত্যসন্নিভম্।
তত্র জাতো মহাতেজাঃ কার্ত্তিকেয়োঽগ্নিসম্ভবঃ॥ ১৯
অথোমাঞ্চ শিবঞ্চৈব দেবাঃ সর্ষিগণাস্তথা।
পূজয়ামাসুরত্যর্থং সুপ্রীতমনসস্তদা॥ ২০
অথ শৈলসুতা রাম ত্রিদশানিদমব্রবীৎ।
সমন্যুরশপৎ সর্ব্বান্ ক্রোধসংরক্তলোচনা॥ ২১
যস্মান্নিবারিতা চাহং সঙ্গতা পুত্রকাম্যয়া।
অপত্যং স্বেষু দারেষু নোৎপাদয়িতুমর্হথ॥ ২২
অদ্য প্রভৃতি যুষ্মাকমপ্রজাঃ সন্তু পত্নয়ঃ॥ ২৩
এবমুক্ত্বা সুরান্ সর্ব্বান্ শশাপ পৃথিবীমপি।
অবনে নৈকরূপা ত্বং বহুভার্য্যা ভবিষ্যসি॥ ২৪
ন চ পুত্রকৃতাং প্রীতিং মৎক্রোধকলুষীকৃতা।
প্রাপ্স্যসে ত্বং সুদুর্ম্মেধে মম পুত্রমনিচ্ছতী॥ ২৫
তান্ সর্ব্বান্ পীড়িতান্ দৃষ্ট্বা সুরান্ সুরপতিস্তদা।
গমনায়োপচক্রাম দিশং বরুণপালিতাম্॥ ২৬
স গত্বা তপ আতিষ্ঠৎ পার্শ্বে তস্যোত্তরে গিরেঃ।
হিমবৎপ্রভবে শৃঙ্গে সহ দেব্যা মহেশ্বরঃ॥ ২৭
এষ তে বিস্তরো রাম শৈলপুত্র্যা নিবেদিতঃ।
গঙ্গায়াঃ প্রভবং চৈব শৃণু মে সহলক্ষ্মণঃ॥ ২৮

ইতি বালকাণ্ডে ষট্‌ত্রিংশঃ সর্গঃ॥ ৩৬॥

ব্যাপ্ত হইল। তখন দেবতারা অগ্নিকে বলিলেন, 'তুমি বায়ুর সহ মিলিত হইয়া ঐ সুমহৎ রৌদ্র তেজে প্রবিষ্ট হও,' অগ্নিও দেবগণের অভিপ্রায়ানুসারে তাহাতে প্রবেশ করিলেন। তখন সেই বীর্য্য অগ্নি কর্ত্তৃক ব্যাপ্ত হইয়া শ্বেত পর্ব্বতরূপে পরিণত হইল, এবং সেই পর্ব্বতে পাবক ও আদিত্য-তুল্য প্রজ্বল্যমান দিব্য শরবণ জন্মিল; সেই শরবণে মহাতেজস্বী অগ্নিনন্দন কার্ত্তিকেয় জন্ম গ্রহণ করেন। ১৩—১৯। পরে দেবতারা ঋষিগণের সহিত প্রসন্নচিত্তে শিব ও উমাকে পূজা করিলেন। রাম! পরে শৈলনন্দিনী উমা ক্রোধান্বিতা হইয়া আরক্তলোচনে "যেহেতু আমি পুত্রকামনা করিয়া স্বামীর সহিত সঙ্গতা হইয়াছিলাম তোমরা আমার সেই অভিলাষ বিফল করিলে; অতএব অদ্য হইতে তোমরা স্বীয় পত্নীতে পুত্র উৎপাদন করিতে পারিবে না,—তোমাদিগের পত্নীর অপত্য লাভ করিবে না," এই কথা বলিয়া দেবতাদিগকে অভিশাপ প্রদান করিলেন। তিনি দেবতাদিগকে ঐরূপ শাপ দিয়া পৃথিবীকেও অভিশাপ দিলেন, 'দুর্ব্বুদ্ধি পৃথিবি! যেহেতু তুমি আমার পুত্র হওয়া ইচ্ছা করিলে না, অতএব তুমি আমার ক্রোধে মলিনা হইয়া বহুলোকের ভার্য্যা ও বহুরূপা হইবে এবং কখন পুত্রনিবন্ধন সুখ লাভ করিবে না।' পরে সুরপতি মহাদেব সেই দেবতাগণকে পীড়িত দেখি পশ্চিমাভিমুখে গমন করিলেন। তিনি হিমালয় পর্ব্বতের উত্তর পার্শ্বস্থ শৃঙ্গে উপস্থিত হইয়া উমার সহিত তপশ্চরণে প্রবৃত্ত হইলেন। রাম! কনিষ্ঠা শৈলনন্দিনীর প্রস্তাব বিস্তারিতরূপে আমি তোমার নিকট বর্ণন করিলাম, এক্ষণে গঙ্গার প্রস্তাব বলিতেছি, তুমি লক্ষ্মণের সহিত তাহা শ্রবণ কর।" ২০—২৮।

সপ্তত্রিংশঃ সর্গঃ।

তপ্যমানে তদা দেবে সেন্দ্রাঃ সাগ্নিপুরোগমাঃ।
সেনাপতিমভীপ্সন্তঃ পিতামহমুপাগমন্॥ ১
ততোঽব্রুবন্ সুরাঃ সর্ব্বে ভগবন্তং পিতামহম্।
প্রণিপত্য সুরা রাম সেন্দ্রাঃ সাগ্নিপুরোগমাঃ॥ ২
যেন সেনাপতির্দেব দত্তো ভগবতা পুরা।
স তপঃ পরমাস্থায় তপ্যতে স্ম সহোময়া॥ ৩
যদত্রানন্তরং কার্য্যং লোকানাং হিতকাম্যয়া।
সংবিধৎস্ব বিধানজ্ঞ ত্বং হি নঃ পরমা গতিঃ॥ ৪
দেবতানাং বচঃ শ্রুত্বা সর্ব্বলোকপিতামহঃ।
সান্ত্বয়ন্মধুরৈর্ব্বাক্যৈস্ত্রিদশানিদমব্রবীৎ॥ ৫
শৈলপুত্র্যা যদুক্তং তন্ন প্রজাঃ স্বাসু পত্নিষু।
তস্যা বচনমক্লিষ্টং সত্যমেব ন সংশয়ঃ॥ ৬

সপ্তত্রিংশ সর্গ।

"রাম! দেবদেব তপস্যানিরত হইলে, ইন্দ্র ও অগ্নি প্রভৃতি সমস্ত দেবতারা, সেনাপতি-লাভার্থ ভগবান্ পিতামহের নিকট গমন করত তাঁহাকে প্রণিপাতপূর্ব্বক বলিলেন,—দেব! ইতঃপূর্ব্বে যে ভগবান্ দেব আমাদিগকে বীজরূপ সেনাপতি দিয়াছেন, সেই দেব দেব এক্ষণে মৌনী হইয়া উমার সহিত তপস্যা করিতেছেন; সম্প্রতি আমাদিগের যাহা কর্ত্তব্য, সমস্ত লোকের হিতাকাঙ্ক্ষী হইয়া আপনি তদ্রূপ বিধান করুন,—আপনিই আমাদিগের পরম গতি। সর্ব্বলোক-মহেশ্বর ব্রহ্মা দেবতাদিগের কথা শুনিয়া তাঁহাদিগকে সুমধুরবাক্যে সান্ত্বনা করত কহিলেন,—শৈলনন্দিনী তোমাদিগকে যাহা বলিয়াছেন, তাহা সত্য, উহা

ইয়মাকাশগঙ্গা চ যস্যাং পুত্রং হুতাশনঃ।
জনয়িষ্যতি দেবানাং সেনাপতিমরিন্দমম্॥ ৭
জ্যেষ্ঠা শৈলেন্দ্রদুহিতা মানয়িষ্যতি তং সুতম্।
উমায়াস্তদ্বহুমতং ভবিষ্যতি ন সংশয়ঃ॥ ৮
তচ্ছ্রুত্বা বচনং তস্য কৃতার্থা রঘুনন্দন।
প্রণিপত্য সুরাঃ সর্ব্বে পিতামহমপূজয়ন্॥ ৯
তে গত্বা পর্ব্বতং রাম কৈলাসং ধাতুমণ্ডিতম্।
অগ্নিং নিয়োজয়ামাসুঃ পুত্রার্থং সর্ব্বদেবতাঃ॥ ১০
দেবকার্য্যমিদং দেব সমাধৎস্ব হুতাশন।
শৈলপুত্র্যাং মহাতেজা গঙ্গায়াং তেজ উৎসৃজ॥ ১১
দেবতানাং প্রতিজ্ঞায় গঙ্গামভ্যেত্য পাবকঃ।
গর্ভং ধারয় বৈ দেবি দেবতানামিদং প্রিয়ম্॥ ১২
ইত্যেতদ্বচনং শ্রুত্বা দিব্যং রূপমধারয়ৎ।
স তস্যা মহিমাং দৃষ্ট্বা সমন্তাদবকীর্য্যত॥ ১৩
সমন্ততস্তদা দেবীমভ্যষিঞ্চত পাবকঃ।
সর্ব্বস্রোতাংসি পূর্ণানি গঙ্গায়া রঘুনন্দন॥ ১৪
তমুবাচ ততো গঙ্গা সর্ব্বদেবপুরোগমম্।
অশক্তা ধারণে দেব তেজস্তব সমুদ্ধতম্॥ ১৫
দহ্যমানাগ্নিনা তেন সম্প্রব্যথিতচেতনা।
অথাব্রবীদিদং গঙ্গাং সর্ব্বদেবহুতাশনঃ॥ ১৬
ইহ হৈমবতে পার্শ্বে গর্ভোঽয়ং সন্নিবেশ্যতাম্।
শ্রুত্বা ত্বগ্নিবচো গঙ্গা তং গর্ভমতিভাস্বরম্॥ ১৭
উৎসসর্জ্জ মহাতেজাঃ স্রোতোভ্যো হি তদানঘ।
যদস্যা নির্গতং তস্মাত্তপ্তজাম্বূনদপ্রভম্॥ ১৮
কাঞ্চনং ধরণীং প্রাপ্তং হিরণ্যমতুলপ্রভম্।
তাম্রং কার্ষ্ণায়সঞ্চৈব তৈক্ষ্ণ্যাদেবাভিজায়ত॥ ১৯
মলং তস্যাভবত্তত্র ত্রপুসীসকমেব চ।
তদেতদ্ধরণীং প্রাপ্য নানাধাতুরবর্দ্ধত॥ ২০
নিক্ষিপ্তমাত্রে গর্ভে তু তেজোভিরভিরঞ্জিতম্।
সর্ব্বং পর্ব্বতসন্নদ্ধং সৌবর্ণমভবদ্বনম্॥ ২১
জাতরূপমিতি খ্যাতং তদা প্রভৃতি রাঘব।
সুবর্ণং পুরুষব্যাঘ্র হুতাশনসমপ্রভম্॥ ২২
তং কুমারং ততো জাতং সেন্দ্রাঃ সহমরুদ্গণাঃ।
ক্ষীরসম্ভাবনার্থায় কৃত্তিকাঃ সমযোজয়ন্॥ ২৩
তাঃ ক্ষীরং জাতমাত্রস্য কৃত্বা সময়মুত্তমম্।
দদুঃ পুত্রোঽয়মস্মাকং সর্ব্বাসামিতি নিশ্চিতাঃ॥ ২৪

অন্বয়ার্থ—ইহাতে কোন সংশয় নাই; এই আকাশ-গঙ্গাতে হুতাশন অরিদমনকারী দেবসেনাপতি পুত্র উৎপাদন করিবেন। শৈলেন্দ্রের জ্যেষ্ঠা নাম্নী গঙ্গা সেই পুত্রকে সম্মানে রাখিবেন; এই ব্যাপার উমা দেবীরও যে আদরণীয় হইবে, তাহাতে সন্দেহ নাই। ১—৮। রঘুনন্দন রাম! দেবগণ পিতামহের এই কথাশ্রবণে কৃতার্থ হইয়া তাঁহাকে প্রণিপাতপূর্ব্বক পূজা করিলেন। রাম! অনন্তর সেই দেবগণ ধাতুমণ্ডিত কৈলাস পর্ব্বতে যাইয়া অগ্নিকে "হে মহাতেজস্বি হুতাশন দেব! তুমি দেবগণের এই কার্য্য নির্ব্বাহ কর;—তুমি শৈলনন্দিনী গঙ্গাতে শিব-বীর্য্য পরিত্যাগ কর" এই কথা বলিয়া পুত্রোৎপাদনার্থ নিয়োগ করিলেন। পাবকও দেবতাদিগের নিকট তৎসম্পাদনে প্রতিজ্ঞা করত গঙ্গার নিকট যাইয়া তাঁহাকে কহিলেন, দেবি! তুমি দেবতাদিগের প্রিয় এই গর্ভ ধারণ কর; গঙ্গা দেবী তদ্বাক্যানুসারে দিব্য রূপ ধারণ করিলেন। রঘুনন্দন! অগ্নি দেব তাঁহার সেই মহিমা অবলোকন করিয়া শিব-বীর্য্য পরিত্যাগ করিলে সেই বীর্য্যে গঙ্গা-দেবী সর্ব্বতোভাবে অভিষিক্তা হইলেন। সেই বীর্য্যে গঙ্গার সমস্ত নাড়ী পরিব্যাপ্তা হইয়া পড়িল। ৯—১৪। পরে গঙ্গা দেবগণের পুরোগামী হুতাশনকে, "দেব! আমি তোমার সেই অগ্নিময় শিব-তেজে দাহ্যমানা হইয়া ব্যথিতচেতনা হইয়াছি; তোমার সেই অত্যুগ্র তেজ ধারণ করিবার শক্তি আমার নাই," এই কথা বলিলেন। পরে, লোকেরা দেবগণের উদ্দেশে যে যে দ্রব্য হবন করিয়া থাকেন, তৎসমস্তভক্ষণকারী অগ্নি গঙ্গাকে বলিলেন 'হিমালয়ের এই পার্শ্বেই এই গর্ভ স্থাপন কর' অনঘ! গঙ্গাদেবী অগ্নির বাক্য শ্রবণ করিয়া তখনই সমস্ত নাড়ী হইতে আকর্ষণপূর্ব্বক সেই মহাতেজস্বী অত্যুজ্জ্বল গর্ভ পরিত্যাগ করিলেন। পুরুষব্যাঘ্র রঘুনন্দন! গঙ্গাকর্তৃক সেই গর্ভ নিক্ষিপ্ত হইবা মাত্র তাহার তেজে সেই পর্ব্বতের প্রদেশস্থ সমস্ত বন অভিরঞ্জিত হইয়া সুবর্ণবর্ণ ধারণ করিল। এইজন্যই তৎকালাবধি হুতাশনতুল্য প্রভাবশালী সুবর্ণ 'জাতরূপ' বলিয়া বিখ্যাত। গঙ্গার উদর হইতে নির্গত সেই গর্ভের তপ্ত জাম্বূনদতুল্য প্রভাবিশিষ্ট অতিরিক্ত তেজ পৃথিবীতে পতিত হইয়া তত্রত্য দ্রব্যসংযোগে নানাবিধ ধাতুরূপে পরিণত হইল,—তাহা কোন বস্তুসংযোগে কাঞ্চনরূপে, কোন বস্তুসংযোগে অতুল্য-প্রভ রজতরূপে এবং কোন কোন কঠিন বস্তুসংযোগে লৌহ ও তাম্ররূপে এবং তাহার মল ত্রপু ও সীসক-রূপে পরিণত হইল। ১৫—২২। পরে ক্রমে সেই গর্ভ হইতে কুমার উৎপন্ন হইলে, ইন্দ্র প্রভৃতি দেবতারা সেই কুমারকে ক্ষীর পান করাইবার নিমিত্ত কৃত্তিকা-দিগকে নিয়োগ করিলেন। কৃত্তিকারাও 'এইটী আমাদিগের, সকলেরই পুত্র' এরূপ নিয়ম স্থির করিয়া সেই কুমারের

ততস্তু দেবতাঃ সর্ব্বাঃ কার্ত্তিকেয় ইতি ব্রুবন্।
পুত্রস্ত্রৈলোক্যবিখ্যাতো ভবিষ্যতি ন সংশয়ঃ ॥ ২৫
তেষাং তদ্বচনং শ্রুত্বা স্কন্নং গর্ভপরিস্রবে।
স্নাপয়ন্ পরয়া লক্ষ্ম্যা দীপ্যমানং যথানলম্ ॥ ২৬
স্কন্দ ইত্যব্রুবন্ দেবাঃ স্কন্নং গর্ভপরিস্রবে।
কার্ত্তিকেয়ং মহাবাহুং কাকুৎস্থ জ্বলনোপমম্ ॥ ২৭
প্রাদুর্ভূতং ততঃ ক্ষীরং কৃত্তিকানামনুত্তমম্।
ষণ্ণাং ষড়াননো ভূত্বা জগ্রাহ স্তনজং পয়ঃ ॥ ২৮
গৃহীত্বা ক্ষীরমেকাহ্না সুকুমারবপুস্তদা।
অজয়ৎ স্বেন বীর্য্যেণ দৈত্যসৈন্যগণান্ বিভুঃ ॥ ২৯
সুরসেনাগণপতিমভ্যষিঞ্চন্মহাদ্যুতিম্।
ততস্তমমরাঃ সর্ব্বে সমেত্যাগ্নিপুরোগমাঃ ॥ ৩০
এষ তে রাম গঙ্গায়া বিস্তরোঽভিহিতো ময়া।
কুমারসম্ভবশ্চৈব ধন্যঃ পুণ্যস্তথৈব চ ॥ ৩১
ভক্তশ্চ যঃ কার্ত্তিকেয়ে কাকুৎস্থ ভুবি মানবঃ।
আয়ুষ্মান্ পুত্রপৌত্রৈশ্চ স্কন্দসালোক্যতাং ব্রজেৎ ॥ ৩২

ইতি বালকাণ্ডে সপ্তত্রিংশঃ সর্গঃ ॥ ৩৭ ॥

উৎপত্তির অব্যবহিত পরেই তাঁহাকে দুগ্ধ প্রদান করেন। পরে দেবগণ তাঁহাদিগকে এই কথা বলিলেন, তোমাদিগের এই পুত্র ত্রিলোকমধ্যে 'কার্ত্তিকেয়' নামে বিখ্যাত হইবে; ইহাতে সন্দেহ নাই।" কৃত্তিকারা দেবতাদিগের সেই কথা শুনিয়া উমা ও মহেশ্বরের প্রক্ষিপ্ত বীর্য্যে, গঙ্গার উৎকৃষ্ট গর্ভে উৎপন্ন এবং অনলের ন্যায় পরমতেজস্বী সেই দুস্পর্শনীয় কুমারকে স্নান করাইলেন। কাকুৎস্থ! তখন দেবগণ, যে হেতু সেই অগ্নিতুল্য তেজস্বী মহাবাহু কার্ত্তিকেয় উমা ও মহেশ্বরের স্কন্ন (স্খলিত) বীর্য্যে এবং গঙ্গার উৎকৃষ্ট গর্ভে জন্ম গ্রহণ করেন, তজ্জন্য তাঁহাকে 'স্কন্দ' এই নামেও অভিহিত করিলেন। অনন্তর সেই ছয় কৃত্তিকারই স্তনে অত্যুত্তম দুগ্ধ সঞ্চার হইল, তখন কার্ত্তিকেয় ষড়ানন হইয়া তাঁহাদিগের সকলেরই স্তন্য দুগ্ধ পান করিলেন। সেই মহাদ্যুতিশালী বিভু কার্ত্তিকেয় একদিন দুগ্ধ পান করিয়াই, তৎকালে সুকুমারশরীর হইয়াও, স্বীয় বীর্য্যে দৈত্যসৈন্যগণকে পরাজিত করিলেন। পরে অগ্নিপ্রভৃতি সমস্ত দেবগণ মিলিত হইয়া তাঁহাকে দেব-সেনাপতি-পদে অভিষেক করিলেন। রাম! গঙ্গার বিস্তারিত আকাশ-গমন-বিবরণ এবং যশস্য ও পুণ্য কুমারোৎপত্তি-বিবরণ এই আমি কীর্ত্তন করিলাম। কাকুৎস্থ! পৃথিবীতে যে ব্যক্তি কার্ত্তিকেয়ের ভক্ত হন, ইহলোকে তিনি পুত্র-পৌত্রাদির সহিত মিলিত ও আয়ুষ্মান্ হন এবং দেহত্যাগান্তে স্কন্দ-লোকে গমন করেন।" ২৩—৩২।

অষ্টত্রিংশঃ সর্গঃ।

তাং কথাং কৌশিকো রামে নিবেদ্য মধুরাক্ষরাম্।
পুনরেবাপরং বাক্যং কাকুৎস্থমিদমব্রবীৎ ॥ ১
অযোধ্যাধিপতির্বীরঃ পূর্ব্বমাসীন্নরাধিপঃ।
সগরো নাম ধর্ম্মাত্মা প্রজাকামঃ স চাপ্রজঃ ॥ ২
বৈদর্ভদুহিতা রাম কেশিনী নাম নামতঃ।
জ্যেষ্ঠা সগরপত্নী সা ধর্ম্মিষ্ঠা সত্যবাদিনী ॥ ৩
অরিষ্টনেমিদুহিতা সুপর্ণভগিনী তু সা।
দ্বিতীয়া সগরস্যাসীৎ পত্নী সুমতিসংজ্ঞিতা ॥ ৪
তাভ্যাং সহ মহারাজঃ পত্নীভ্যাং তপ্তবাংস্তপঃ।
হিমবন্তং সমাসাদ্য ভৃগুপ্রস্রবণে গিরৌ ॥ ৫
অথ বর্ষশতে পূর্ণে তপসারাধিতো মুনিঃ।
সগরায় বরং প্রাদাদ্ভৃগুঃ সত্যবতাং বরঃ ॥ ৬
অপত্যলাভঃ সুমহান্ ভবিষ্যতি তবানঘ।
কীর্ত্তিং চাপ্রতিমাং লোকে প্রাপ্স্যসে পুরুষর্ষভ ॥ ৭
একা জনয়িতা তাত পুত্রং বংশকরং তব।
ষষ্টিং পুত্রসহস্রাণি অপরা জনয়িষ্যতি ॥ ৮
ভাষমাণং নরব্যাঘ্রং রাজপুত্র্যৌ প্রসাদ্য তম্।

অষ্টত্রিংশ সর্গ।

বিশ্বামিত্র, কাকুৎস্থ রামকে তাদৃশ সুমধুর বাক্য বলিয়া পুনরপি তাঁহাকে এই কথা বলিলেন, রাম! পূর্ব্বে সগর নামে জনৈক ধর্ম্মাত্মা বীর নরপতি অযোধ্যার অধিপতি ছিলেন। তাঁহার কেশিনী নামে সত্যবাদিনী বৈদর্ভনন্দিনী ধর্ম্মিষ্ঠা জ্যেষ্ঠা মহিষী এবং সুপর্ণভগিনী অরিষ্টনেমিনন্দিনী সুমতি নামে কনিষ্ঠা মহিষী ছিলেন। সেই মহারাজ সগর অপুত্রক ছিলেন, এজন্য তিনি সন্তান-কামনায় সেই দুই পত্নীর সহিত হিমালয় পর্ব্বতে যাইয়া মুনিবর ভৃগুর অধিষ্ঠিত তত্রত্য প্রস্রবণ সমীপে তপস্যা করিতে লাগিলেন। ১—৫। পরে শতবর্ষ পূর্ণ হইলে, সত্যানুষ্ঠায়ি-প্রবর ভৃগু মুনি সগর কর্ত্তৃক তপোদ্বারা সম্যক্ আরাধিত হইয়া তাঁহাকে এই বর প্রদান করিলেন যে, "অনঘ নরশার্দ্দূল! তুমি বহু পুত্র লাভ করিবে এবং সেই পুত্রগণ দ্বারা লোকে তোমার অপ্রতিমা কীর্ত্তি সংস্থাপিত হইবে। তাত! তোমার এক পত্নী একটী বংশকর পুত্র এবং আর একটী পত্নী ষষ্টিসহস্র পুত্র উৎপাদন করিবেন।" তখন

উচতুঃ পরমপ্রীতে কৃতাঞ্জলিপুটে তদা॥ ৯
একঃ কস্যাঃ সুতো ব্রহ্মন কা বহূন জনয়িষ্যতি।
শ্রোতুমিচ্ছাবহে ব্রহ্মন্ সত্যমস্তু বচস্তব॥ ১০
তয়োস্তদ্বচনং শ্রুত্বা ভৃগুঃ পরমধার্ম্মিকঃ।
উবাচ পরমাং বাণীং স্বচ্ছন্দোঽত্র বিধীয়তাম্॥ ১১
একো বংশকরো বাস্তু বহবো বা মহাবলাঃ।
কীর্ত্তিমন্তো মহোৎসাহাঃ কা বা কং বরমিচ্ছতি॥ ১২
মুনেস্তু বচনং শ্রুত্বা কেশিনী রঘুনন্দন।
পুত্রং বংশকরং রাম জগ্রাহ নৃপসন্নিধৌ॥ ১৩
ষষ্টিং পুত্রসহস্রাণি সুপর্ণভগিনী তদা।
মহোৎসাহান্ কীর্ত্তিমতো জগ্রাহ সুমতিঃ সুতান্॥ ১৪
প্রদক্ষিণমৃষিং কৃত্বা শিরসাভিপ্রণম্য তম্।
জগাম স্বপুরং রাজা সভার্য্যো রঘুনন্দন॥ ১৫
অথ কালে গতে তস্য জ্যেষ্ঠা পুত্রং ব্যজায়ত।
অসমঞ্জ ইতি খ্যাতং কেশিনী সগরাত্মজম্॥ ১৬
সুমতিস্তু নরব্যাঘ্র গর্ভতুম্বং ব্যজায়ত।
ষষ্টিপুত্রসহস্রাণি তুম্বভেদাদ্বিনিঃসৃতাঃ॥ ১৭
ঘৃতপূর্ণেষু কুম্ভেষু ধাত্র্যস্তান্ সমবর্দ্ধয়ন্।
কালেন মহতা সর্ব্বে যৌবনং প্রতিপেদিরে॥ ১৮
অথ দীর্ঘেণ কালেন রূপযৌবনশালিনঃ।
ষষ্টিপুত্রসহস্রাণি সগরস্যাভবংস্তদা॥ ১৯
স চ জ্যেষ্ঠো নরশ্রেষ্ঠ সগরস্যাত্মসম্ভবঃ।
বালান্ গৃহীত্বা তু জলে সরয্বা রঘুনন্দন॥ ২০
প্রক্ষিপ্য প্রাহসন্নিত্যং মজ্জতস্তান্নিরীক্ষ্য বৈ।
এবং পাপসমাচারঃ সজ্জনপ্রতিবাধকঃ॥ ২১
পৌরাণামহিতে যুক্তঃ পিত্রা নির্ব্বাসিতঃ পুরাৎ।
তস্য পুত্রোঽংশুমান্নাম অসমঞ্জস্য বীর্য্যবান্॥ ২২
সম্মতঃ সর্ব্বলোকস্য সর্ব্বস্যাপি প্রিয়ংবদঃ।
ততঃ কালেন মহতা মতিঃ সমভিজায়ত॥ ২৩
সগরস্য নরশ্রেষ্ঠ যজেয়মিতি নিশ্চিতা।
স কৃত্বা নিশ্চয়ং রাজা সোপাধ্যায়গণস্তদা॥ ২৪
যজ্ঞকর্ম্মণি বেদজ্ঞো যষ্টুং সমুপচক্রমে॥ ২৫

ইতি বালকাণ্ডে অষ্টত্রিংশঃ সর্গঃ॥ ৩৮॥

একোনচত্বারিংশঃ সর্গঃ।

বিশ্বামিত্রবচঃ শ্রুত্বা কথান্তে রঘুনন্দনঃ।
উবাচ পরমপ্রীতো মুনিং দীপ্তমিবানলম্॥ ১
শ্রোতুমিচ্ছামি ভদ্রং তে বিস্তরেণ কথামিমাম্।

সেই নরব্যাঘ্র ভৃগু ঐরূপ বর প্রদান করিলে, সেই দুই রাজমহিষী পরমপ্রীতিসহকারে কৃতাঞ্জলিপুটে তাঁহাকে সুপ্রসন্ন করত বলিলেন, 'ব্রহ্মন্! আপনার বাক্য সত্য হউক; পরন্তু কাহার এক পুত্র হইবে এবং কে বহুপুত্রবতী হইবে, তাহা শুনতে ইচ্ছা করি।' ৬—১০। পরম ধার্ম্মিক ভৃগু তাঁহাদিগের এই কথা শুনিয়া তাঁহাদিগকে এই পরমশোভন বাক্য বলিলেন, 'এ বিষয়ে তোমাদিগের অভিলাষই মূল,—তোমাদিগের ইচ্ছানুসারে একের বংশকর এক পুত্র ও অপরের মহাবল মহোৎসাহ-সম্পন্ন কীর্ত্তিমান্ বহু পুত্র হইবে; তোমারা কে কি বর প্রার্থনা কর?' রঘুনন্দন রাম! ভৃগু মুনির সেই কথা শুনিয়া নরপতি সগরের সম্মুখেই কেশিনী তাঁহার নিকট বংশকর এক পুত্র প্রার্থনা করিলেন এবং সুপর্ণভগিনী সুমতি মহোৎসাহসম্পন্ন কীর্ত্তিশালী ষষ্টিসহস্র পুত্র প্রার্থনা করিলেন। রঘুনন্দন! সগররাজ ভার্য্যাদ্বয়ের সহিত সেই ভৃগু ঋষিকে প্রদক্ষিণপূর্ব্বক সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিয়া স্বীয় পুরে গমন করিলেন। পরে কিছুকাল গত হইলে, সেই নরপতি সগরের জ্যেষ্ঠা মহিষী কেশিনী তাঁহার ঔরসে অসমঞ্জ নামে বিখ্যাত পুত্র উৎপাদন করিলেন। নরব্যাঘ্র! সুমতিও তুম্বাকার একটী গর্ভ-পিণ্ড প্রসব করিলেন; সেই তুম্ব ভেদ করিয়া ষষ্টিসহস্র পুত্র নির্গত হইল। তখন ধাত্রীগণ সেই ষষ্টিসহস্র পুত্র-দিগকে ঘৃতপূর্ণ কুম্ভে রাখিয়া সংবর্দ্ধিত করিতে লাগিল; পরে ক্রমশঃ দীর্ঘকালে সগরের সেই ষষ্টিসহস্র পুত্র রূপযৌবনশালিনী হইয়া উঠিল। ১১—১৯। রঘুনন্দন! নরশ্রেষ্ঠ সগররাজের জ্যেষ্ঠ পুত্র অসমঞ্জ বালকদিগকে গ্রহণপূর্ব্বক সরযূ-সলিলে নিক্ষেপ করিয়া তাহাদিগকে জলমগ্ন হইতে দেখিয়া হাস্য করিত। সেই পুত্র এতাদৃশ পাপাচারী সজ্জনবাধক ও পৌরবর্গের অহিতনিরত হইলে, সগররাজা তাহাকে পুর হইতে নির্ব্বাসন করিলেন। সেই অসমঞ্জের পুত্র বীর্য্যবান্ অংশুমান্ সকললোকেরই সম্মত ও সকললোকের নিকটেই প্রিয়বাদী হইলেন। নরশ্রেষ্ঠ! ক্রমে বহুকাল গত হইলে সগরের 'আমি যাগ করিব' এইরূপ নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধি হইল। পরে সেই বেদজ্ঞ রাজা উপাধ্যায়গণের সহিত যজ্ঞক্রিয়া অনুষ্ঠান করিতে কৃতনিশ্চয় হইয়া যোগ করিবার উপক্রম করিলেন।" ২০—২৫।

ঊনচত্বারিংশ সর্গ।

প্রজ্বলিত-অগ্নিতুল্য মুনিবর বিশ্বামিত্রের কথা শুনিয়া রঘুনন্দন রাম হৃষ্টান্তঃকরণে তাঁহাকে কহিলেন, ব্রহ্মন্! আপনার মঙ্গল হউক,—আমার পূর্ব্বপুরুষ

পূর্ব্বজো মে কথং ব্রহ্মন্ যজ্ঞং বৈ সমুপাহরৎ ॥ ২
তস্য তদ্বচনং শ্রুত্বা কৌতূহলসমন্বিতঃ ।
বিশ্বামিত্রস্তু কাকুৎস্থমুবাচ প্রহসন্নিব ।
শ্রুয়তাং বিস্তরো রাম সগরস্য মহাত্মনঃ ॥ ৩
শঙ্করশ্বশুরো নাম্না হিমবানিতি বিশ্রুতঃ ।
বিন্ধ্যপর্ব্বতমাসাদ্য নিরীক্ষেতে পরস্পরম্ ॥ ৪
তয়োর্ম্মধ্যে সমভবৎ যজ্ঞঃ স পুরুষোত্তম ।
স হি দেশো নরব্যাঘ্র প্রশস্তো যজ্ঞকর্ম্মণি ॥ ৫
তস্যাশ্বচর্য্যাং কাকুৎস্থ দৃঢ়ধন্বা মহারথঃ ।
অংশুমানকরোত্তাত সগরস্য মতে স্থিতঃ ॥ ৬
তস্য পর্ব্বণি তং যজ্ঞং যজমানস্য বাসবঃ ।
রাক্ষসীং তনুমাস্থায় যজ্ঞীয়াশ্বমপাহরৎ ॥ ৭
হ্রিয়মাণে তু কাকুৎস্থ তস্মিন্নশ্বে মহাত্মনঃ ॥ ৮
উপাধ্যায়গণাঃ সর্ব্বে যজমানমথাব্রুবন্ ।
অয়ং পর্ব্বণি বেগেন যজ্ঞীয়াশ্বোঽপনীয়তে ॥ ৯
হর্ত্তারং জহি কাকুৎস্থ হয়শ্চৈবোপনীয়তাম্ ।
যজ্ঞচ্ছিদ্রং ভবত্যেতৎ সর্ব্বেষামশিবায় নঃ ॥ ১০
তত্তথা ক্রিয়তাং রাজন্ যজ্ঞোঽচ্ছিদ্রঃ কৃতো ভবেৎ ।
সোপাধ্যায়বচঃ শ্রুত্বা তস্মিন্ সদসি পার্থিবঃ ॥ ১১
ষষ্টিপুত্রসহস্রাণি বাক্যমেতদুবাচ হ ।
গতিং পুত্রা ন পশ্যামি রাক্ষসাং পুরুষর্ষভাঃ ॥ ১২
মন্ত্রপূতৈর্মহাভাগৈরাস্থিতো হি মহাক্রতুঃ ।
তদ্গচ্ছথ বিচিন্বধ্বং পুত্রকা ভদ্রমস্তু বঃ ॥ ১৩
সমুদ্রমালিনীং সর্ব্বাং পৃথিবীমনুগচ্ছথ ।
একৈকং যোজনং পুত্রা বিস্তারমভিগচ্ছথ ॥ ১৪
যাবত্তুরগসন্দর্শস্তাবৎ খনত মেদিনীম্ ।
তমেব হয়হর্ত্তারং মার্গমাণা মমাজ্ঞয়া ॥ ১৫
দীক্ষিতঃ পৌত্রসহিতঃ সোপাধ্যায়গণস্ত্বহম্ ।
ইহ স্থাস্যামি ভদ্রং বো যাবত্তুরগদর্শনম্ ॥ ১৬
তে সর্ব্বে হৃষ্টমনসো রাজপুত্রা মহাবলাঃ ।
জগ্মুর্মহীতলং রাম পিতুর্বচনযন্ত্রিতাঃ ॥ ১৭
যোজনায়ামবিস্তারমেকৈকো ধরণীতলম্ ॥
বিভিদুঃ পুরুষব্যাঘ্রা বজ্রস্পর্শসমৈর্ভুজৈঃ ॥ ১৮

সগর কিরূপে যজ্ঞ করেন, তাহা আমারা বিস্তারিতরূপে শুনিতে ইচ্ছা করি।" বিশ্বামিত্র কাকুৎস্থ রামের কথা শ্রবণে কৌতুহল-সমন্বিত হইয়া হাসিতে হাসিতে তাঁহাকে কহিলেন, রাম! মহাত্মা সগরের যজ্ঞবিবরণ বিস্তারিতরূপে বর্ণন করিতেছি, শ্রবণ কর।১—৩। নরবর! শঙ্করের শ্বশুর হিমবান্ নামে খ্যাত পর্ব্বতশ্রেষ্ঠ এবং বিন্ধ্যাচল পরস্পর উচ্চতায় সাম্য লাভ করিয়া পরস্পরকে নিরীক্ষণ করিতেছেন। পুরুষোত্তম! সেই পর্ব্বতের মধ্যদেশে আর্য্যাবর্ত্ত নামে ভূভাগে নরপতি সগরের যজ্ঞ আরব্ধ হইয়াছিল, যেহেতু সেই প্রদেশ যজ্ঞানুষ্ঠানের জন্য সুপ্রশস্ত। তাত কাকুৎস্থ! সুধন্বা মহারথ অংশুমান্, সগরের অনুমত্যনুসারে সেই যজ্ঞীয় অশ্ব সংরক্ষণনিমিত্ত তাহার অনুসরণ করিলেন। পরে সেই যজ্ঞে অশ্বালম্ভনের দিবস উপস্থিত হইল। সেই দিন ইন্দ্র যজ্ঞার্থী সগরের সেই যজ্ঞ নষ্ট করিবার জন্য রাক্ষসদেহ ধারণ করিয়া যজ্ঞীয় অশ্ব অপহরণ করিলেন। কাকুৎস্থ! সেই মহাত্মা যজমান সগরের যজ্ঞীয় অশ্ব অপহরণ করিলে উপাধ্যায়েরা সগরকে কহিলেন, কাকুৎস্থ! অদ্য অশ্বালম্ভনের দিবস উপস্থিত, কিন্তু সহসা যজ্ঞীয় অশ্ব অপহৃত হইয়াছে। অতএব অশ্বাপহারককে সংহার করিয়া ত্বরায় অশ্ব আনয়ন করুন; নতুবা এই যজ্ঞচ্ছিদ্র আমাদিগের সকলেরই অশুভের কারণ হইবে। সুতরাং হে রাজন্! যাহাতে যজ্ঞের কোন বিঘ্ন না হয়, তাহার অনুষ্ঠান করুন। সগররাজ উপাধ্যায়গণের কথা শুনিয়া সেই সভাতেই তাঁহার ষষ্টিসহস্র পুত্রকে বলিলেন, পুরুষশ্রেষ্ঠ পুত্রগণ! তোমাদিগের মঙ্গল হউক, এই মহাক্রতু অশ্বমেধ মন্ত্রশুদ্ধ মহাভাগ মহর্ষিগণ কর্ত্তৃক সমাহিত হইতেছে, সুতরাং এই যজ্ঞে রাক্ষসগণ আসিতে পারে, এরূপ বোধ হয় না। আমার বোধ হইতেছে যে, কোন দেবতাই সেই অশ্ব অপহরণ করিয়াছেন। তোমরা যাও এবং সেই অশ্বহর্ত্তাকে অনুসন্ধান কর—তোমরা আমার আজ্ঞাক্রমে সেই অশ্বহর্ত্তাকে অনুসন্ধান করিতে করিতে, যে পর্য্যন্ত সেই অশ্ব দেখিতে না পাও, তাবৎকাল পর্য্যন্ত সমুদ্রমালিনী সমগ্রা পৃথিবী পরিভ্রমণ কর এবং সমগ্রা পৃথিবী অন্বেষণ করিয়াও যদি সেই অশ্বহর্ত্তাকে না পাও, তবে রসাতল অন্বেষণার্থ প্রত্যেকে এক এক যোজন বিস্তীর্ণ ভূভাগ খনন করিও। আমি দীক্ষিত হইয়াছি, সুতরাং যে পর্য্যন্ত সেই অশ্ব দেখিতে না পাই, সে পর্য্যন্ত আমি উপাধ্যায়বর্গ ও পৌত্রের সহিত এই স্থানেই থাকিব। তোমাদিগের মঙ্গল হউক। ৪—১৬। রাম! সেই মহাবলশালী পুরুষশ্রেষ্ঠ রাজকুমারেরা পিতার নিদেশবাক্যানুসারে সানন্দচিত্তে ভূমণ্ডল অন্বেষণার্থ প্রস্থান করিলেন। তাঁহারা পৃথিবীতে সেই অশ্বহর্ত্তাকে দেখিতে না পাইয়া, রসাতল অন্বেষণার্থ প্রত্যেকে এক এক যোজনবিস্তীর্ণ ভূভাগ বজ্রতুল্য কঠিনস্পর্শ বিবিধায়ুধযুক্ত হস্ত দ্বারা

শূলৈরশনিকল্পৈশ্চ হলৈশ্চাপি সুদারুণৈঃ।
ভিদ্যমানা বসুমতী ননাদ রঘুনন্দন ॥ ১৯
নাগানাং বধ্যমানানামসুরাণাঞ্চ রাঘব।
রাক্ষসানাং দুরাধর্ষং সত্ত্বানাং নিনদোঽভবৎ ॥ ২০
যোজনানাং সহস্রাণি ষষ্টিন্তু রঘুনন্দন।
বিভিদুর্ধরণীং রাম রসাতলমনুত্তমম্ ॥ ২১
এবং পর্ব্বতসংবাধং জম্বুদ্বীপং নৃপাত্মজাঃ।
খনন্তো নৃপশার্দ্দূল সর্ব্বতঃ পরিচক্রমুঃ ॥ ২২
ততো দেবাঃ সগন্ধর্ব্বাঃ সাসুরাঃ সহপন্নগাঃ।
সম্ভ্রান্তমনসঃ সর্ব্বে পিতামহমুপাগমন্ ॥ ২৩
তে প্রসাদ্য মহাত্মানং বিষণ্ণবদনাস্তদা।
ঊচুঃ পরমসন্ত্রস্তাঃ পিতামহমিদং বচঃ ॥ ২৪
ভগবন্ পৃথিবী সর্ব্বা খন্যতে সগরাত্মজৈঃ।
বহবশ্চ মহাত্মানো বধ্যন্তে জলচারিণঃ ॥ ২৫
অয়ং যজ্ঞহরোঽস্মাকমনেনাশ্বোঽপনীয়তে।
ইতি তে সর্ব্বভূতানি হিংসন্তি সগরাত্মজাঃ ॥ ২৬

ইতি বালকাণ্ডে একোনচত্বারিংশঃ সর্গঃ ॥ ৩৯

খনন করিতে লাগিলেন। রঘুনন্দন! তখন বসুমতী অশনিতুল্য সুদারুণ হল ও শূলদ্বারা ভিদ্যমানা হওয়ায় তাহা হইতে ভীষণ শব্দ উত্থিত হইল এবং নাগ, অসুর, রাক্ষস ও অন্যান্য প্রাণীরা সগরনন্দনগণকর্ত্তৃক বধ্যমান হইয়া ভীষণ চীৎকার করিতে লাগিল। ১৭—২০। রঘুনন্দন রাম! দুরম্য সগরনন্দনেরা রসাতল অন্বেষণার্থ একবারে ষষ্টিসহস্র-যোজন-পরিমিত ভূভাগ খনন করিলেন। নৃপশার্দ্দূল রাজনন্দনেরা নিবিড় পর্ব্বতাচ্ছন্ন সমগ্র জম্বুদ্বীপ এইরূপে খনন করত সর্ব্বত্র বিচরণ করিতে লাগিলেন। পরে দেবতাগণ গন্ধর্ব্ব, অসুর ও নাগগণের সহিত ভীতচিত্তে পিতামহ ব্রহ্মার নিকট গমন করিলেন। পরে অতিভীত দেবগণ বিষণ্নবদনে তাঁহাকে প্রসাদনপূর্ব্বক এই কথা বলিলেন, 'ভগবন্! আমাদিগের মধ্যে ইনি, সগরের যজ্ঞে বিঘ্ন জন্মাইয়াছেন,—তাঁহার যজ্ঞীয় অশ্ব অপহরণ করিয়াছেন; এজন্ত যেই সগর-নন্দনেরা সমস্ত ভূতকে হিংসা করিতেছে,—সমগ্র ভূমণ্ডল খনন করত অনেক মহাকায়-সম্পন্ন স্থলচর ও জলচর জীবকে বধ করিতেছে।" ২১—২৬।

চত্বারিংশঃ সর্গঃ।

দেবতানাং বচঃ শ্রুত্বা ভগবান্ বৈ পিতামহঃ।
প্রত্যুবাচ সুসন্ত্রস্তান্ কৃতান্তবলমোহিতান্ ॥ ১
যস্যেয়ং বসুধা কৃৎস্না বাসুদেবস্য ধীমতঃ।
মহিষী মাধবস্যৈষা স এব ভগবান্ প্রভুঃ ॥ ২
কাপিলং রূপমাস্থায় ধারয়ত্যনিশং ধরাম্।
তস্য কোপাগ্নিনা দগ্ধা ভবিষ্যন্তি নৃপাত্মজাঃ ॥ ৩
পৃথিব্যাশ্চাপি নির্ভেদো দৃষ্ট এব সনাতনঃ।
সগরস্য চ পুত্রাণাং বিনাশো দীর্ঘদর্শিনাম্ ॥ ৪
পিতামহবচঃ শ্রুত্বা ত্রয়স্ত্রিংশদরিন্দমাঃ।
দেবাঃ পরমসংহৃষ্টাঃ পুনর্জগ্মুর্যথাগতম্ ॥ ৫
সগরস্য চ পুত্রাণাং প্রাদুরাসীন্মহাস্বনঃ।
পৃথিব্যাং ভিদ্যমানায়াং নির্ঘাতসমনিস্বনঃ ॥ ৬
ততো ভিত্ত্বা মহীং সর্ব্বাং কৃত্বা চাপি প্রদক্ষিণম্।
সহিতাঃ সাগরাঃ সর্ব্বে পিতরং বাক্যমব্রুবন্ ॥ ৭
পরিক্রান্তা মহী সর্ব্বা সত্ত্ববন্তশ্চ সূদিতাঃ।
দেবদানবরক্ষাংসি পিশাচোরগপন্নগাঃ ॥ ৮
ন চ পশ্যামহেঽশ্বং তে অশ্বহর্ত্তারমেব চ।

চত্বারিংশ সর্গ।

"অনন্তর সর্ব্বলোক-উচ্ছেদকারী সগর-নন্দনগণের শক্তিদর্শনে ভীত ও বিমুগ্ধ সেই দেবগণের বাক্য শুনিয়া ভগবান্ পিতামহ ব্রহ্মা তাঁহাদিগকে বলিলেন 'যাঁহার সমগ্র বসুমতী,—যিনি এই বসুমতীর অধীশ্বর, সেই ভগবান্ ধীমান্ প্রভু বাসুদেব মাধব কপিলরূপ ধারণ করিয়া নিরন্তর যোগবলে ধরা ধারণ করিতেছেন; তাঁহার কোপরূপ অগ্নিতেই সেই রাজনন্দনগণ ভস্মীভূত হইবে। দূরদর্শী ব্যক্তিরা পূর্ব্বেই সগরনন্দনদিগের এইরূপে বিনাশ হওয়া স্থির করিয়াছেন এবং এই পৃথিবী খননও প্রতিকল্পেই অবশ্যম্ভাবী, ইহা নির্দ্দিষ্ট আছে।' ১—৪। অরিদমনকারী ত্রয়স্ত্রিংশৎ দেবতারা পিতামহের বাক্য শ্রবণ করিয়া পরম হৃষ্ট হইয়া, যথাস্থানে প্রস্থান করিলেন। এদিকে পৃথিবী-খননকালে সগরপুত্রদিগের নির্ঘাততুল্য ভীষণ কোলাহল উত্থিত হইতে লাগিল। সগর-নন্দনগণ ক্রমে সমগ্র পৃথিবীতল খনন করিয়া পরিভ্রমণ করিলেন, তথাপি অশ্বহর্ত্তাকে লাভ করিলেন না, সুতরাং সকলে মিলিত হইয়া পিতার নিকট যাইয়া তাঁহাকে বলিলেন, 'আমরা সমগ্র ভূমণ্ডল পরিভ্রমণ করিলাম এবং দেব, দানব, রাক্ষস, পিশাচ উরগ ও পন্নগ প্রভৃতি অনেক বলবান্ প্রাণীকে বধ করিলাম,

কিং করিষ্যাম ভদ্রং তে বুদ্ধিরত্র বিচার্য্যতাম্॥ ৯
তেষাং তদ্বচনং শ্রুত্বা পুত্রাণাং রাজসত্তমঃ।
সমন্যুরব্রবীদ্বাক্যং সগরো রঘুনন্দন॥ ১০
ভূয়ঃ খনত ভদ্রং বো নির্ভেদ্য বসুধাতলম্।
অশ্বহর্ত্তারমাসাদ্য কৃতার্থাশ্চ নিবর্ত্তত॥ ১১
পিতুর্ব্বচনমাসাদ্য সগরস্য মহাত্মনঃ।
ষষ্টিঃ পুত্রসহস্রাণি রসাতলমভিদ্রবন্॥ ১২
খন্যমানে ততস্তস্মিন্ দদৃশুঃ পর্ব্বতোপমম্।
দিশাগজং বিরূপাক্ষং ধারয়ন্তং মহীতলম্॥ ১৩
সপর্ব্বতবনাং কৃৎস্নাং পৃথিবীং রঘুনন্দন।
ধারয়ামাস শিরসা বিরূপাক্ষো মহাগজঃ॥ ১৪
যদা পর্ব্বণি কাকুৎস্থ বিশ্রামার্থং মহাগজঃ।
খেদাচ্চালয়তে শীর্ষং ভূমিকম্পস্তদা ভবেৎ॥ ১৫
তে তং প্রদক্ষিণং কৃত্বা দিশাপালং মহাগজম্।
মানয়ন্তো হি তে রাম জগ্মুর্ভিত্ত্বা রসাতলম্॥ ১৬
ততঃ পূর্ব্বাং দিশং ভিত্ত্বা দক্ষিণাং বিভিদুঃ পুনঃ।
দক্ষিণস্যামপি দিশি দদৃশুস্তে মহাগজম্॥ ১৭
মহাপদ্মং মহাত্মানং সুমহৎ পর্ব্বতোপমম্।
শিরসা ধারয়ন্তং গাং বিস্ময়ং জগ্মুরুত্তমম্॥ ১৮
তে তং প্রদক্ষিণং কৃত্বা সগরস্য মহাত্মনঃ।
ষষ্টিঃ পুত্রসহস্রাণি পশ্চিমাং বিভিদুর্দিশম্॥ ১৯
পশ্চিমায়ামপি দিশি মহান্তমচলোপমম্।
দিশাগজং সৌমনসং দদৃশুস্তে মহাবলাঃ॥ ২০
তে তং প্রদক্ষিণং কৃত্বা পৃষ্ট্বা চাপি নিরাময়ম্।
খনন্তঃ সমুপাক্রান্তা দিশং সোমবতীং তদা॥ ২১
উত্তরস্যাং রঘুশ্রেষ্ঠ দদৃশুর্হিমপাণ্ডুরম্।
ভদ্রং ভদ্রেণ বপুষা ধারয়ন্তং মহীমিমাম্॥ ২২
সমালভ্য ততঃ সর্ব্বে কৃত্বা চৈনং প্রদক্ষিণম্।
ষষ্টিঃ পুত্রসহস্রাণি বিভিদুর্বসুধাতলম্॥ ২৩
ততঃ প্রাগুত্তরাং গত্বা সাগরাঃ প্রথিতাং দিশম্।
রোষাদভ্যখনন্ সর্ব্বে পৃথিবীং সগরাত্মজাঃ॥ ২৪
তে তু সর্ব্বে মহাত্মানো ভীমবেগা মহাবলাঃ।
দদৃশুঃ কপিলং তত্র বাসুদেবং সনাতনম্॥ ২৫
হয়ঞ্চ তস্য দেবস্য চরন্তমবিদূরতঃ।
প্রহর্ষমতুলং প্রাপ্তাঃ সর্ব্বে তে রঘুনন্দন॥ ২৬
তে তং যজ্ঞহনং জ্ঞাত্বা ক্রোধপর্য্যাকুলেক্ষণাঃ।
খনিত্রলাঙ্গলধরা নানাবৃক্ষশিলাধরাঃ॥ ২৭

কিন্তু সেই অশ্ব অথবা অশ্বহর্ত্তাকে দেখিতে পাইলাম না; আপনার মঙ্গল হউক,—সম্প্রতি এ বিষয়ে যাহা করিতে হইবে, তাহা আপনি স্থির করিয়া বলুন।’ রঘুনন্দন! রাজসত্তম সগর, পুত্রদিগের সেই বাক্য শুনিয়া ক্রোধসহকারে তাঁহাদিগকে বলিলেন, ‘তোমরা এখনই যাইয়া পুনরায় পৃথিবী খনন করিতে আরম্ভ কর। তোমরা পৃথিবী খনন-পূর্ব্বক সেই অশ্বহর্ত্তাকে প্রাপ্ত হইয়া কৃত-কৃতার্থ হইয়া প্রত্যাগমন করিও; তোমাদিগের মঙ্গল হউক।’ ৫—১১। মহাত্মা সগরের সেই ষষ্টিসহস্র পুত্রেরা পিতার বাক্য শ্রবণ করিয়া রসাতল অন্বেষণার্থ দ্রুত গমন করিলেন। তাঁহারা পৃথিবী খনন-কালে ধরাধারণ-কারী, পর্ব্বততুল্য, বিরূপাক্ষনামক দিগ্‌গজকে দেখিতে পাইলেন। রঘুনন্দন! সেই মহাগজ বিরূপাক্ষ পর্ব্বত ও বনের সহিত সমগ্র ভূমণ্ডল নিজ মস্তকে ধারণ করেন; যে সময়ে সেই মহাগজ ক্লান্ত হইয়া বিশ্রামার্থ মস্তক সঞ্চালন করেন, সেই সময়ে ভূমিকম্প হইয়া থাকে। ১২—১৫। রাম! সগর-নন্দনের সেই দিক্‌পাল মহাগজকে প্রদক্ষিণপূর্ব্বক সম্মানিত করত পৃথিবী খনন করিয়া রসাতলে গমন করিলেন; তাঁহারা পূর্ব্বদিক্ ভেদ করিয়া পুনরায় দক্ষিণদিক্ খনন করিতে করিতে দক্ষিণদিকেও মহাগজকে দেখিতে পাইলেন এবং মস্তক দ্বারা ধরা ধারণকারী মহাপর্ব্বত-সদৃশ শরীরশালী মহাপদ্মনামক মহাগজকে দেখিয়া সাতিশয় বিস্মিত হইলেন। মহাত্মা সগরের ষষ্টিসহস্র পুত্রেরা সেই গজকে প্রদক্ষিণ করিয়া পশ্চিমদিক্ খনন করিতে লাগিলেন। সেই মহাবলশালী সগরনন্দনেরা পশ্চিমদিকেও পর্ব্বততুল্য সৌমনা নামে মহাগজকে দেখিলেন। ১৫—২০। তাঁহারা সেই গজকে প্রদক্ষিণ করিয়া অনাময় জিজ্ঞাসা পূর্ব্বক উত্তরদিক্ খনন করিতে আরম্ভ করিলেন। রঘুশ্রেষ্ঠ! সেই ষষ্টিসহস্র সগরনন্দনেরা উত্তরদিকেও তুষারতুল্য পাণ্ডুবর্ণসম্পন্ন ভদ্রশরীরদ্বারা ধরাধারণ-কারী ভদ্রনামক গজকে দেখিতে পাইয়া প্রদক্ষিণপূর্ব্বক তাহাকে স্পর্শ করত পৃথিবী খনন করিতে আরম্ভ করিলেন। ২১—২৩। পরে সর্ব্ব কর্ম্মে প্রশস্ত বলিয়া প্রসিদ্ধ ঈশানদিকে যাইয়া সগরাত্মজেরা ক্রোধসহকারে পৃথিবী খনন করিতে লাগিলেন। হে রঘুনন্দন! সেই ভীমবেগসম্পন্ন মহাবল, পরাক্রান্ত মহাত্মা সগরনন্দনেরা রসাতলে কপিলরূপধারী সনাতন দেব বাসুদেবকে এবং তাঁহার নিকটে সেই অশ্বকে বিচরণ করিতে দেখিয়া অতুল হর্ষ লাভ করিলেন। ২৪—২৬। তাঁহারা সেই কপিল দেবকে যজ্ঞবিঘ্নকারী বিবেচনায় নিরতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া খনিত্র, লাঙ্গল, নানাবিধ বৃক্ষ ও

অভ্যধাবন্ত সংক্রুদ্ধাস্তিষ্ঠ তিষ্ঠেতি চাব্রুবন্ ।
অস্মাকং ত্বং হি তুরগং যজ্ঞিয়ং হৃতবানসি ॥ ২৮
দুর্মেধস্ত্বং হি সম্প্রাপ্তান্ বিদ্ধি নঃ সগরাত্মজান্ ।
শ্রুত্বা তদ্বচনং তেষাং কপিলো রঘুনন্দন ॥ ২৯
রোষেণ মহতাবিষ্টো হুঙ্কারমকরোত্তদা ।
ততস্তেনাপ্রমেয়েণ কপিলেন মহাত্মনা ।
ভস্মরাশীকৃতাঃ সর্ব্বে কাকুৎস্থ সগরাত্মজাঃ ॥ ৩০

ইতি বালকাণ্ডে চত্বারিংশঃ সর্গঃ ॥ ৪০ ॥

একচত্বারিংশঃ সর্গঃ ।

পুত্রাংশ্চিরগতান্ জ্ঞাত্বা সগরো রঘুনন্দন ।
নপ্তারমব্রবীদ্রাজা দীপ্যমানং স্বতেজসা ॥ ১
শূরশ্চ কৃতবিদ্যশ্চ পূর্ব্বৈস্তুল্যোঽসি তেজসা ।
পিতৄণাং গতিমন্বিচ্ছ যেন চাশ্বোঽপবাহিতঃ ॥ ২
অন্তর্ভৌমানি সত্ত্বানি বীর্য্যবন্তি মহান্তি চ ।
তেষান্তু প্রতিঘাতার্থং সাসিং গৃহ্নীষ্ব কার্ম্মুকম্ ॥ ৩
অভিবাদ্যাভিবাদ্যাংশ্চ হত্বা বিঘ্নকরানপি ।
সিদ্ধার্থঃ সন্নিবর্ত্তস্ব মম যজ্ঞস্য পারগঃ ॥ ৪
এবমুক্তোঽংশুমান্ সম্যক্ সগরেণ মহাত্মনা ।
ধনুরাদায় খড়্গঞ্চ জগাম লঘুবিক্রমঃ ॥ ৫
স খাতং পিতৃভির্মার্গমন্তর্ভৌমং মহাত্মভিঃ ।
প্রাপদ্যত নরশ্রেষ্ঠ তেন রাজ্ঞাভিচোদিতঃ ॥ ৬
দেবদানবরক্ষোভিঃ পিশাচপতগোরগৈঃ ।
পূজ্যমানং মহাতেজা দিশাগজমপশ্যত ॥ ৭
স তং প্রদক্ষিণং কৃত্বা পৃষ্ট্বা চৈব নিরাময়ম্ ।
পিতৄন্ স পরিপপ্রচ্ছ বাজিহর্ত্তারমেব চ ॥ ৮
দিশাগজস্তু তচ্ছ্রুত্বা প্রত্যুবাচ মহামতিঃ ।
আসমঞ্জ কৃতার্থস্ত্বং সহাশ্বঃ শীঘ্রমেষ্যসি ॥ ৯
তস্য তদ্বচনং শ্রুত্বা সর্ব্বানেব দিশাগজান্ ।
যথাক্রমং যথান্যায়ং প্রষ্টুং সমুপচক্রমে ॥ ১০
তৈশ্চ সর্ব্বৈর্দিশাপালৈর্বাক্যজ্ঞৈর্বাক্যকোবিদৈঃ ।
পূজিতঃ সহয়শ্চৈবাগন্তাসীত্যভিচোদিতঃ ॥ ১১
তেষাং তদ্বচনং শ্রুত্বা জগাম লঘুবিক্রমঃ ।
ভস্মরাশীকৃতা যত্র পিতরস্তস্য সাগরাঃ ॥ ১২
স দুঃখবশমাপন্নস্ত্বসমঞ্জসুতস্তদা ।
চুক্রোশ পরমার্ত্তস্তু বধাত্তেষাং সুদুঃখিতঃ ॥ ১৩

শিলা ধারণপূর্ব্বক ক্রোধব্যাকুললোচনে তদভিমুখে ধাবমান হইয়া তাঁহাকে কহিলেন, "রে দুর্ম্মতে! থাম্ থাম্, তুই আমাদিগের যজ্ঞের অশ্ব অপহরণ করিয়াছিস্! আমরা সগরের পুত্র, এখানে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছি ইহা তুই অবগত হ।' রঘুনন্দন! তখন কপিলদেব তাঁহাদিগের সেই কথা শুনিয়া মহাকোপাবিষ্ট হইয়া হুঙ্কার করিলেন। কাকুৎস্থ! অপ্রমেয়-প্রভাবসম্পন্ন মহাত্মা কপিল দেবের সেই হুঙ্কারে সমস্ত সগরতনয়ই ভস্মীভূত হইয়া গেলেন।" ২৭—৩০।

একচত্বারিংশ সর্গ।

রঘুনন্দন! এদিকে সগর রাজা বহুকাল পুত্রদিগকে আসিতে না দেখিয়া স্বীয় তেজোদ্বারা দেদীপ্যমান পৌত্রকে বলিলেন, 'তুমি কৃতবিদ্য, শূর ও পিতৃগণের ন্যায় তেজস্বী হইয়াছ; তুমি রসাতলস্থ বীর্য্যবান্ মহান্ প্রাণীদিগের প্রতিঘাতার্থ কার্ম্মুক ও অসি লইয়া পিতৃব্যগণের বৃত্তান্ত এবং অশ্বাপহরণকারীর অনুসন্ধান কর এবং অভিবাদ্য ব্যক্তিদিগকে অভিবাদন ও বিঘ্নকারী ব্যক্তিগণকে হননপূর্ব্বক কৃতকার্য্য হইয়া এখানে প্রতিনিবৃত্ত হওত আমার যজ্ঞ সম্পূর্ণ কর।' ১—৪।

নরশ্রেষ্ঠ! মহাতেজস্বী অংশুমান্ মহাত্মা সগরকর্ত্তৃক ঐরূপে সম্যক্ আদিষ্ট হইয়া ধনু ও খড়্গ গ্রহণ করত ধীরে ধীরে যাইতে লাগিলেন। তিনি সগররাজের আদেশানুসারে মহাত্মা পিতৃব্যগণকৃত পথ ধরিয়া পাতালে যাইয়া উপস্থিত হইলেন এবং দেব, দানব, রাক্ষস, পিশাচ, উরগ ও পতগগণকর্ত্তৃক পূজিত দিগ্গজকে দেখিয়া প্রদক্ষিণপূর্ব্বক তাঁহাকে অনাময় জিজ্ঞাসার পর পিতৃব্যগণের ও সেই অশ্বাপহারকের সংবাদ জিজ্ঞাসা করিলেন। অংশুমানের কথা শুনিয়া সেই মহামতি দিক্পতি গজও তাঁহাকে বলিলেন, 'অসমঞ্জনন্দন! শীঘ্রই তুমি কৃতার্থ হইয়া অশ্বের সহিত প্রতিনিবৃত্ত হইবে। বাগ্বিশারদ অংশুমান্ তাঁহার সেই বাক্য শ্রবণানন্তর যাইতে যাইতে ক্রমে ক্রমে সমস্ত দিগ্গজকেই যথান্যায়ে পিতৃব্যগণের ও সেই অশ্বহর্ত্তার সংবাদ জিজ্ঞাসা করিলেন। সেই সমস্ত দেশ কালোচিত-বক্তব্যাভিজ্ঞ দিক্পালেরাও ক্রমে ক্রমে অসমঞ্জ-নন্দন কর্ত্তৃক পূজিত হইয়া তাঁহাকে বলিলেন, 'তুমি অশ্বের সহিত প্রতিনিবৃত্ত হইবে।' ৫—১১। তাঁহাদিগের কথা শুনিয়া অসমঞ্জপুত্র অংশুমান্ ধীরে ধীরে যাইতে যাইতে, যে স্থানে তাঁহার পিতৃব্য সগরনন্দনগণ ভস্মীভূত হইয়াছিলেন, তথায় গিয়া উপনীত হইলেন। পরে অংশুমান্ অতীব দুঃখিত ও পরম আর্ত্ত হইয়া পিতৃব্যগণের তাদৃশ

যজ্ঞিয়ঞ্চ হয়ং তত্র চরন্তমবিদূরতঃ ।
দদর্শ পুরুষব্যাঘ্রো দুঃখশোকসমন্বিতঃ ॥ ১৪
স তেষাং রাজপুত্রাণাং কর্ত্তুকামো জলক্রিয়াম্‌ ।
স জলার্থী মহাতেজা ন চাপশ্যজ্জলাশয়ম্‌ ॥ ১৫
বিসার্য্য নিপুণাং দৃষ্টিং ততোঽপশ্যৎ খগাধিপম্‌ ।
পিতৄণাং মাতুলং রাম সুপর্ণমনিলোপমম্‌ ॥ ১৬
স চৈনমব্রবীদ্বাক্যং বৈনতেয়ো মহাবলঃ ।
মা শুচঃ পুরুষব্যাঘ্র বধোঽয়ং লোকসম্মতঃ ॥ ১৭
কপিলেনাপ্রমেয়েণ দগ্ধা হীমে মহাবলাঃ ।
সলিলং নার্হসে প্রাজ্ঞ দাতুমেষাং হি লৌকিকম্‌ ॥ ১৮
গঙ্গা হিমবতো জ্যেষ্ঠা দুহিতা পুরুষর্ষভ ।
তস্যাং কুরু মহাবাহো পিতৄণাং সলিলক্রিয়াম্‌ ॥ ১৯
ভস্মরাশীকৃতানেতান্‌ প্লাবয়েল্লোকপাবনী ।
তয়া ক্লিন্নমিদং ভস্ম গঙ্গয়া লোককান্তয়া ॥ ২০
ষষ্টিং পুত্রসহস্রাণি স্বর্গলোকং গমিষ্যতি ।
নির্গচ্ছাশ্বং মহাভাগ সংগৃহ্য পুরুষর্ষভ ।
যজ্ঞং পৈতামহং বীর নির্বর্ত্তয়িতুমর্হসি ॥ ২১
সুপর্ণবচনং শ্রুত্বা সোঽংশুমানতিবীর্য্যবান্‌ ।
ত্বরিতং হয়মাদায় পুনরায়ান্মহাতপাঃ ॥ ২২
ততো রাজানমাসাদ্য দীক্ষিতং রঘুনন্দন ।
ন্যবেদয়দ্যথাবৃত্তং সুপর্ণবচনং তথা ॥ ২৩
তচ্ছ্রুত্বা ঘোরসঙ্কাশং বাক্যমংশুমতো নৃপঃ ।
যজ্ঞং নির্বর্ত্তয়ামাস যথাকল্পং যথাবিধি ॥ ২৪
স্বপুরং ত্বগমচ্ছ্রীমানিষ্টযজ্ঞো মহীপতিঃ ।
গঙ্গায়াশ্চাগমে রাজা কালেন মহতা মহান্‌ ।
ত্রিংশদ্বর্ষসহস্রাণি রাজ্যং কৃত্বা দিবং গতঃ ॥ ২৬

ইতি বালকাণ্ডে একচত্বারিংশঃ সর্গঃ ॥ ৪১ ॥

দ্বিচত্বারিংশঃ সর্গঃ ।

কালধর্ম্মং গতে রাম সগরে প্রকৃতীজনাঃ ।
রাজানং রোচয়ামাসুরংশুমন্তং সুধার্ম্মিকম্‌ ॥ ১
স রাজা সুমহানাসীদংশুমান্‌ রঘুনন্দন ।
তস্য পুত্রো মহানাসীদ্দিলীপ ইতি বিশ্রুতঃ ॥ ২
তস্মৈ রাজ্যং সমাদিশ্য দিলীপে রঘুনন্দন ।
হিমবচ্ছিখরে রম্যে তপস্তেপে সুদারুণম্‌ ॥ ৩

বিনাশ হেতু ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। তৎপরে সেই শোকার্ত্ত দুঃখিত পুরুষব্যাঘ্র অংশুমান্‌ অদূরে বিচরণশীল সেই যজ্ঞীয় অশ্ব দেখিতে পাইলেন। পরে মহাতেজা অংশুমান্‌ সেই রাজনন্দনদিগের তর্পণ করিতে মানস করিয়া জল অন্বেষণ করিতে লাগিলেন, কিন্তু কোথাও জলাশয় দেখিতে পাইলেন না। রাম! পরে তিনি চতুর্দ্দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে করিতে, পিতৃব্যগণের মাতুল বায়ুতুল্যবেগসম্পন্ন খগাধিপতি সুপর্ণকে দেখিতে পাইলেন। ১২—১৬। সেই মহাবল বৈনতেয় তাঁহাকে বলিলেন, পুরুষব্যাঘ্র! তুমি শোক করিও না, যেহেতু এই মহাবলসম্পন্ন রাজনন্দনদিগের এরূপ বধ সকল লোকেরই হিতজনক। প্রাজ্ঞ! ইহারা অপ্রমেয়-প্রভাবসম্পন্ন কপিলদেবের প্রভাবে ভস্ম হইয়াছেন, সুতরাং লৌকিক সলিল দ্বারা ইহাদিগের তর্পণ করা উচিত নয়। হিমালয় পর্ব্বতের জ্যেষ্ঠনন্দিনী গঙ্গার জলে ইহাদিগের তর্পণ করা বিধেয়। মহাবাহু পুরুষশার্দ্দূল! সেই লোকপাবনী লোককান্তা গঙ্গা যদি ষষ্টিসহস্র ভস্মীভূত সগরপুত্রকে স্বীয় সলিলে প্লাবিত করেন, তাহা হইলে ইহাদিগের স্বর্গলাভ হইবে। বীর্য্যসম্পন্ন মহাভাগ পুরুষব্যাঘ্র! তুমি অশ্ব লইয়া প্রতিনিবৃত্ত হও এবং যাইয়া পিতামহের যজ্ঞ সমাপন কর। ১৭—২১। মহাতপস্বী অতিবীর্য্যবান্‌ অংশুমান্‌ সুপর্ণের কথা শুনিয়া সেই অশ্ব গ্রহণপূর্ব্বক ত্বরায় প্রতিগমন করিলেন। রঘুনন্দন! পরে তিনি যজ্ঞার্থ দীক্ষিত সগর রাজার নিকটে উপস্থিত হইয়া যথাবৎ পিতৃব্যবৃত্তান্ত এবং সুপর্ণবাক্য নিবেদন করিলেন। নরপতি সগর অংশুমানের সেই নিদারুণ বাক্য শুনিয়া দুঃখিতচিত্তে কল্পসূত্রোক্ত নিয়মানুসারে যজ্ঞ সমাপন করিলেন। শ্রীমান্‌ মহীপতি সগর যজ্ঞ সমাপন করিয়া স্বনগরে প্রত্যাগমন করিলেন। তিনি গঙ্গাকে ভূমণ্ডলে আনয়নের উপায় স্থির করিতে পারিলেন না। ভূপতি সগর বহুকালেও ভূমণ্ডলে গঙ্গা আনিবার উপায় স্থির করিতে না পারিয়াই ত্রিংশৎসহস্র বৎসর রাজত্ব করত স্বর্গলোকে গমন করিলেন।" ২২—২৬।

দ্বিচত্বারিংশ সর্গ ।

রাম! সগরের মৃত্যু হইলে, প্রজাবর্গ সুধার্ম্মিক অংশুমানকে রাজা করিতে ইচ্ছা করিলেন। রঘুনন্দন! পরে সেই অংশুমান্‌ মহারাজ হইলেন। তৎপরে দিলীপ নামে তাঁহার এক বিখ্যাত মহাত্মা পুত্র জন্মিল। রাঘব! অংশুমান্‌ সেই দিলীপের প্রতি রাজ্যভার অর্পণ করত হিমালয় পর্ব্বতের রমণীয় শিখরে যাইয়া কঠোর তপস্যা করিতে

দ্বাত্রিংশচ্ছতসাহস্রং বর্ষাণি সুমহাযশাঃ।
তপোবনগতো রাজা স্বর্গং লেভে তপোধনঃ॥ ৪
দিলীপস্তু মহাতেজাঃ শ্রুত্বা পৈতামহং বধম্।
দুঃখোপহতয়া বুদ্ধ্যা নিশ্চয়ং নাধ্যগচ্ছত॥ ৫
কথং গঙ্গাবতরণং কথং তেষাং জলক্রিয়া
তারয়েয়ং কথং চৈতানিতি চিন্তাপরোঽভবৎ॥ ৬
তস্য চিন্তয়তো নিত্যং ধর্ম্মেণ বিদিতাত্মনঃ।
পুত্রো ভগীরথো নাম জজ্ঞে পরমধার্ম্মিকঃ॥ ৭
দিলীপস্তু মহাতেজা যজ্ঞৈর্বহুভিরিষ্টবান্।
ত্রিংশদ্বর্ষসহস্রাণি রাজা রাজ্যমকারয়ৎ॥ ৮
অগত্বা নিশ্চয়ং রাজা তেষামুদ্ধরণং প্রতি।
ব্যাধিনা নরশার্দূল কালধর্ম্মমুপেয়িবান্॥ ৯
ইন্দ্রলোকং গতো রাজা স্বার্জ্জিতেনৈব কর্ম্মণা।
রাজ্যে ভগীরথং পুত্রমভিষিচ্য নরর্ষভঃ॥ ১০
ভগীরথস্তু রাজর্ষির্ধার্ম্মিকো রঘুনন্দন।
অনপত্যো মহারাজঃ প্রজাকামঃ স চ প্রজাঃ॥ ১১
মন্ত্রিষ্বাধায় তদ্রাজ্যং গঙ্গাবতরণে রতঃ।
তপো দীর্ঘং সমাতিষ্ঠদ্গোকর্ণে রঘুনন্দন॥ ১২

ঊর্দ্ধবাহুঃ পঞ্চতপা মাসাহারো জিতেন্দ্রিয়ঃ।
তস্য বর্ষসহস্রাণি ঘোরে তপসি তিষ্ঠতঃ॥ ১৩
অতীতানি মহাবাহো তস্য রাজ্ঞো মহাত্মনঃ।
সুপ্রীতো ভগবান্ ব্রহ্মা প্রজানাং প্রভুরীশ্বরঃ॥ ১৪
ততঃ সুরগণৈঃ সার্দ্ধমুপাগম্য পিতামহঃ।
ভগীরথং মহাত্মানং তপ্যমানমথাব্রবীৎ॥ ১৫
ভগীরথ মহারাজ প্রীতস্তেঽহং জনাধিপ।
তপসা চ সুতপ্তেন বরং বরয় সুব্রত॥ ১৬
তমুবাচ মহাতেজাঃ সর্ব্বলোকপিতামহম্।
ভগীরথো মহাবাহুঃ কৃতাঞ্জলিপুটঃ স্থিতঃ॥ ১৭
যদি মে ভগবান্ প্রীতো যদ্যস্তি তপসঃ ফলম্।
সগরস্যাত্মজাঃ সর্ব্বে মত্তঃ সলিলমাপ্নুয়ুঃ॥ ১৮
গঙ্গায়াঃ সলিলক্লিন্নে ভস্মন্যেষাং মহাত্মনাম্।
স্বর্গং গচ্ছেয়ুরত্যন্তং সর্ব্বে চ প্রপিতামহাঃ॥ ১৯
দেব যাচে হ সন্তত্যৈ নাবসীদেৎ কুলঞ্চ নঃ।
ইক্ষ্বাকূণাং কুলে দেব এষ মেঽস্তু বরঃ পরঃ॥ ২০
উক্তবাক্যং তু রাজানং সর্ব্বলোকপিতামহঃ।
প্রত্যুবাচ শুভাং বাণীং মধুরাং মধুরাক্ষরাম্॥ ২১

লাগিলেন। সেই মহাযশস্বী রাজা অংশুমান্ তপোবনে থাকিয়া দ্বাত্রিংশৎসহস্র বৎসর তপস্যা করিয়া দেবলোকে গমন করিলেন। ১—৪। এদিকে মহাতেজস্বী রাজা দিলীপ পিতামহদিগের সেইরূপ নিধন শ্রবণ করিয়া দুঃখিতান্তঃকরণে অনবরত "আমি কিরূপে পিতামহদিগের পরিত্রাণ করিব?—কিরূপে ভূমণ্ডলে গঙ্গার অবতরণ হইবে এবং কিরূপে বা আমি সেই জলে তাঁহাদিগের তর্পণ করিব?" এরূপ চিন্তা করিতে লাগিলেন, কিন্তু তাহার কোন উপায় স্থির করিতে পারিলেন না। পরে কালক্রমে সেই প্রসিদ্ধ ধার্ম্মিকবর মহীপতি দিলীপের ভগীরথ নামক পরম ধার্ম্মিক পুত্র জন্মিল। সেই মহাতেজস্বী নরপতি দিলীপ নানাবিধ যজ্ঞ করত ত্রিংশৎসহস্র বর্ষ রাজত্ব করিলেন। সেই পুরুষশ্রেষ্ঠ নরপতি দিলীপ পিতামহগণের উদ্ধারের কোন উপায় স্থির করিতে না পারিয়াই ব্যাধিপ্রযুক্ত দেহান্তর লাভ করিলেন,—তিনি পুত্রকে রাজ্যে অভিষিক্ত করিয়া স্বীয় অর্জ্জিত কর্ম্ম দ্বারা ইন্দ্রলোকে গমন করিলেন। ৫—১০। রঘুনন্দন! পরে পরম ধার্ম্মিক রাজর্ষি ভগীরথ সেই সুমহৎ রাজ্যে রাজত্ব করিতে লাগিলেন। বহুকাল বিগত হইলেও তাঁহার পুত্র জন্মিল না, এজন্য তিনি পুত্রার্থী ও ভূমণ্ডলে গঙ্গার অবতারণ করিতে অভিলাষী হইয়া অমাত্যদিগের প্রতি সেই রাজ্যভার অর্পণ করিয়া গোকর্ণে যাইয়া ইন্দ্রিয়জয়পূর্ব্বক, ঊর্দ্ধবাহু হওত, মাসান্তে আহার করত পঞ্চাগ্নিমধ্যে থাকিয়া বহুকালানুষ্ঠেয় তপস্যা করিতে লাগিলেন। মহাবাহো! সুদারুণ তপস্যা করিতে করিতে সেই মহাত্মা রাজা ভগীরথের সহস্রবৎসর বিগত হইল। তখন সমস্ত প্রাণীর ঈশ্বর প্রভু ভগবান্ পিতামহ ব্রহ্মা, ভগীরথের প্রতি সাতিশয় প্রীত হইয়া দেবগণের সহিত তথায় আসিয়া তপঃপরায়ণ মহাত্মা ভগীরথকে বলিলেন, সুব্রত নরপাল ভগীরথ! তোমার সুতপ্ত তপোদ্বারা আমি প্রীত হইয়াছি; তুমি বর প্রার্থনা কর। ১১—১৬। তখন মহাবাহু, মহাতেজস্বী ভগীরথ কৃতাঞ্জলিপুটে সর্ব্বলোকপিতামহ ব্রহ্মাকে কহিলেন, ভগবন্ দেব! আপনি যদি আমার প্রতি প্রীত হইয়া থাকেন এবং যদি আমার তপস্যার ফল থাকে, তবে আমার প্রপিতামহ সেই সগরনন্দনেরা আমা হইতে সলিল লাভ করুন,—তাঁহাদিগের ভস্ম গঙ্গোদকে আপ্লাবিত হউক, তাঁহারা স্বর্গলোকে গমন করুন। আমি এই বর আপনার নিকট যাচ্ঞা করি এবং আমি ইক্ষ্বাকুকুলে জন্মিয়াছি, যেন আমাদিগের সেই কুল সন্তানাভাবে উৎসন্ন না যায়, ইহাও আমার প্রার্থনীয় বর। ১৭—২০। রাজা ভগীরথ ঐ কথা বলিলে, লোকপিতামহ ব্রহ্মা, তাঁহাকে হিতকর, সুমধুর বাক্যে বলিলেন, ইক্ষ্বাকু-

মনোরথো মহানেষ ভগীরথ মহারথ।
এবং ভবতু ভদ্রং তে ইক্ষ্বাকুকুলবর্দ্ধন ॥ ২২
ইয়ং হৈমবতী জ্যেষ্ঠা গঙ্গা হিমবতঃ সুতা।
তাং বৈ ধারয়িতুং রাজন্ হরস্তত্র নিযুজ্যতাম্ ॥ ২৩
গঙ্গায়াঃ পতনং রাজন্ পৃথিবী ন সহিষ্যতে।
তাং বৈ ধারয়িতুং রাজন্নান্যং পশ্যামি শূলিনঃ ॥ ২৪
তমেবমুক্ত্বা রাজানং গঙ্গাং চাভাষ্য লোককৃৎ।
জগাম ত্রিদিবং দেবৈঃ সহ সর্ব্বৈর্মরুদ্গণৈঃ ॥ ২৫

ইতি বালকাণ্ডে দ্বিচত্বারিংশঃ সর্গঃ ॥ ৪২ ॥

ত্রিচত্বারিংশঃ সর্গঃ ।

দেবদেবে গতে তস্মিন্ সোঽঙ্গুষ্ঠাগ্রনিপীড়িতাম্।
কৃত্বা বসুমতীং রাম বৎসরং সমুপাসত ॥ ১
অথ সংবৎসরে পূর্ণে সর্ব্বলোকনমস্কৃতঃ।
উমাপতিঃ পশুপতী রাজানমিদমব্রবীৎ ॥ ২
প্রীতস্তেঽহং নরশ্রেষ্ঠ করিষ্যামি তব প্রিয়ম্।
শিরসা ধারয়িষ্যামি শৈলরাজসুতামহম্ ॥ ৩
ততো হৈমবতী জ্যেষ্ঠা সর্ব্বলোকনমস্কৃতা।
তদা সাতিমহদ্রূপং কৃত্বা বেগঞ্চ দুঃসহম্ ॥ ৪
আকাশাদপতদ্রাম শিবে শিবশিরস্যুত।
অচিন্তয়চ্চ সা দেবী গঙ্গা পরমদুর্দ্ধরা ॥ ৫
বিশাম্যহং হি পাতালং স্রোতসা গৃহ্য শঙ্করম্।
তস্যাবলেপনং জ্ঞাত্বা ক্রুদ্ধস্তু ভগবান্ হরঃ ॥ ৬
তিরোভাবয়িতুং বুদ্ধিং চক্রে ত্রিনয়নস্তদা।
সা তস্মিন্ পতিতা পুণ্যা পুণ্যে রুদ্রস্য মূর্দ্ধনি ॥ ৭
হিমবৎপ্রতিমে রাম জটামণ্ডলগহ্বরে।
সা কথঞ্চিন্মহীং গন্তুং নাশক্নোদ্যত্নমাস্থিতা ॥ ৮
নৈব সা নির্গমং লেভে জটামণ্ডলমন্ততঃ।
তত্রৈবাবাভ্রমদ্দেবী সংবৎসরগণান্ বহূন্ ॥ ৯
তামপশ্যৎ পুনস্তত্র তপঃ পরমমাস্থিতঃ।
স তেন তোষিতশ্চাসীদত্যন্তং রঘুনন্দন ॥ ১০
বিসসর্জ্জ ততো গঙ্গাং হরো বিন্দুসরঃ প্রতি।
তস্যাং বিসৃজ্যমানায়াং সপ্ত স্রোতাংসি জজ্ঞিরে ॥ ১১
হ্লাদিনী পাবনী চৈব নলিনী চ তথৈব চ।
তিস্রঃ প্রাচীং দিশং জগ্মুর্গঙ্গাঃ শিবজলাঃ শুভাঃ ॥ ১২
সুচক্ষুশ্চৈব সীতা চ সিন্ধুশ্চৈব মহানদী।

কুলবর্দ্ধন মহারথ ভগীরথ! তোমার এই মনোরথ অতিপ্রশস্ত, সুতরাং তোমার মঙ্গল হউক, তোমার ঐ অভিলাষ সিদ্ধ হউক। রাজন্! ইনি হিমালয়ের জ্যেষ্ঠা দুহিতা গঙ্গা। ইহাঁকে ধারণ করিবার নিমিত্ত মহাদেবকে উক্ত কর্ম্মে নিয়োগ কর, যেহেতু পৃথিবী ইহাঁর পতনবেগ সহ্য করিতে পারিবে না এবং মহাদেব ব্যতীত আর কাহারও ইহাঁর বেগ ধারণের সামর্থ্যও নাই।' লোককর্ত্তা ব্রহ্মা, রাজা ভগীরথকে এই কথা বলিয়া, গঙ্গাকে 'তুমি সময়ানুসারে এই রাজার প্রতি অনুগ্রহ করিও' এরূপ বলিয়া, মরুদ্গণপ্রভৃতি দেবগণের সহিত স্বর্গে গমন করিলেন।" ২১—২৫।

ত্রিচত্বারিংশ সর্গ ।

"রাম! সেই দেবদেব ব্রহ্মা প্রস্থান করিলে, পৃথিবীতে কেবল অঙ্গুষ্ঠমাত্র স্থাপন করিয়া একবৎসর কাল ভগীরথ মহাদেবের আরাধনা করেন। ক্রমে সংবৎসর পূর্ণ হইলে, সর্ব্বলোকপূজ্য উমাপতি পশুপতি মহাদেব তথায় আসিয়া, রাজা ভগীরথকে বলিলেন, 'নরশ্রেষ্ঠ! আমি তোমার প্রতি প্রীত হইয়াছি, আমি তোমার প্রিয়কার্য্য অনুষ্ঠান করিব—আমি মস্তক দ্বারা শৈলরাজ-সুতা গঙ্গাকে ধারণ করিব।' রাম! পরে হিমালয়ের জ্যেষ্ঠা দুহিতা সেই সর্ব্বলোকপ্রণতা দুঃসহবেগশালিনী গঙ্গা দেবী 'আমি স্রোতোদ্বারা শঙ্করকে গ্রহণ করিয়া পাতালে প্রবেশ করি' এরূপ চিন্তা করিয়া সুমহান্ রূপ ও দুঃসহ বেগ ধারণপূর্ব্বক আকাশ হইতে মহাদেবের শোভনমস্তকে পড়িতে লাগিলেন। তখন ভগবান্ ত্রিলোচন হর, গঙ্গার সেই অভিভবেচ্ছা জানিয়া, ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহাকে স্বীয় জটামণ্ডলমধ্যে তিরোভূতা করিবার অভিপ্রায় করিলেন। রাম! পুণ্যা গঙ্গা দেবী, মহাদেবের সেই জটামণ্ডল-রূপ-গহ্বরসম্পন্ন হিমালয়তুল্য বৃহৎ পুণ্য মস্তকে পতিতা হইয়া বহুযত্ন দ্বারাও কোনপ্রকারেই তদীয় মস্তক হইতে ভূতলে যাইতে সমর্থা হইলেন না। এমন কি, তিনি জটামণ্ডলের প্রান্তভাগে আসিয়াও নির্গতা হইতে পারিলেন না; প্রত্যুত তাঁহাকে বহু বৎসর ধরিয়া তথায় ভ্রমণ করিতে হইল। ১—৯। রঘুনন্দন! এদিকে ভগীরথ গঙ্গাকে দেখিতে না পাইয়া পুনরায় কঠোর তপস্যা করিতে লাগিলেন, তখন ভগবান্ শঙ্কর, ভগীরথের তপস্যায় তুষ্ট হইয়া, গঙ্গাকে বিন্দুসরোবরে নিক্ষেপ করিলেন। মহাদেবকর্ত্তৃক ত্যক্তা গঙ্গা দেবীর সাতটী স্রোত জন্মিল। তখন গঙ্গাদেবীর হ্লাদিনী, পাবনী ও নলিনী নামে তিনটী শিবজলা ও শুভধারা পূর্ব্বদিক দিয়া প্রবাহিতা হইল. তাঁহার সুচক্ষু. সীতা ও

ভদ্রশ্চৈতা দিশং জগ্মুঃ প্রতীচীন্তু দিশং শুভাঃ ॥ ১৩
প্তমী চান্বগাত্তাসাং ভগীরথরথং তদা।
গীরথোঽপি রাজর্ষির্দিব্যং স্যন্দনমাস্থিতঃ ॥ ১৪
য়াযাদগ্রে মহাতেজা গঙ্গা তং চাপ্যনুব্রজৎ।
গনাচ্ছঙ্করশিরস্ততো ধরণিমাগতা ॥ ১৫
সর্পত জলং তত্র তীব্রশব্দপুরস্কৃতম্।
ৎস্যকচ্ছপসঙ্ঘৈশ্চ শিশুমারগণৈস্তথা ॥ ১৬
তদ্ভিঃ পতিতৈশ্চৈব ব্যরোচত বসুন্ধরা।
তো দেবর্ষিগন্ধর্ব্বা যক্ষসিদ্ধগণাস্তথা ॥ ১৭
লোকয়ন্ত তে তত্র গগনাদ্‌গাং গতাং তদা।
বমানৈর্নগরাকারৈর্হয়ৈর্গজবরৈস্তদা ॥ ১৮
রিপ্লবগতাশ্চাপি দেবতাস্তত্র বিষ্ঠিতাঃ।
দদ্ভুতমিমং লোকে গঙ্গাবতরমুত্তমম্ ॥ ১৯
দৃক্ষবো দেবগণাঃ সমীয়ুরমিতৌজসঃ।
ম্পাতদ্ভিঃ সুরগণৈস্তেষ ক্বাভরণৌজসা ॥ ২০
তাদিত্যমিবাভাতি গগনং গততোয়দম্।
শুমারোরগগণৈর্মীনৈরপি চ চঞ্চলৈঃ ॥ ২১
বদ্যুদ্ভিরিব বিক্ষিপ্তৈরাকাশমভবত্তদা।
পাণ্ডুরৈঃ সলিলোৎপীড়ৈঃ কীর্য্যমাণৈঃ সহস্রধা ॥ ২২
শারদাভ্রৈরিবাকীর্ণং গগনং হংসসংপ্লবৈঃ।
ক্বচিদ্দ্রুততরং যাতি কুটিলং ক্বচিদায়তম্ ॥ ২৩
বিনতং ক্বচিদুদ্ভূতং ক্বচিদ্‌যাতি শনৈঃ শনৈঃ।
সলিলেনৈব সলিলং ক্বচিদভ্যাহতং পুনঃ ॥ ২৪
মুহুরূর্দ্ধপথং গত্বা পপাত বসুধাং পুনঃ।
তচ্ছঙ্করশিরোভ্রষ্টং ভ্রষ্টং ভূমিতলে পুনঃ ॥ ২৫
ব্যরোচত তদা তোয়ং নির্ম্মলং গতকল্মষম্।
তত্রর্ষিগণগন্ধর্ব্বা বসুধাতলবাসিনঃ ॥ ২৬
ভবাঙ্গপতিতং তোয়ং পবিত্রমিতি পস্পৃশুঃ।
শাপাৎ প্রপতিতা যে চ গগনাদ্বসুধাতলম্ ॥ ২৭
কৃত্বা তত্রাভিষেকং তে বভূবুর্গতকল্মষাঃ।
ধৃতপাপাঃ পুনস্তেন তে য়েনাথ শুভান্বিতাঃ ॥ ২৮
পুনরাকাশমাবিশ্য স্বান্ লোকান্ প্রতিপেদিরে।
মুমুদে মুদিতো লোকস্তেন তোয়েন ভাস্বতা ॥ ২৯
কৃতাভিষেকো গঙ্গায়াং বভূব গতকল্মষঃ।
ভগীরথো হি রাজর্ষির্দিব্যং স্যন্দনমাস্থিতঃ ॥ ৩০
প্রায়াদগ্রে মহারাজস্তং গঙ্গা পৃষ্ঠতোঽন্বগাৎ।

হ্লাদিনী সিন্ধু নামে তিনটী শুভসলিলশালিনী ধারা পশ্চিমদিক্ দিয়া প্রবাহিতা হইল এবং তাঁহার সপ্তম ধারা ভগীরথের রথের পশ্চাৎ পশ্চাৎ প্রবাহিত হইল,—মহাতেজস্বী রাজর্ষি ভগীরথ দিব্যরথে আরোহণ করিয়া অগ্রে অগ্রে গমন করিতে লাগিলে, গঙ্গা দেবীও তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিতে লাগিলেন। গঙ্গাদেবী প্রথমতঃ আকাশ হইতে মহাদেবের মস্তকে পতিত হন। পরে তথা হইতে ভূতলে পতিতা বলিয়া, তৎকালে তাঁহার জলরাশি পরস্পর প্রতিহত হইয়া তুমুল ধ্বনি করিতে করিতে প্রবাহিত হইতেছিল; তখন পতনোদ্যত ও পতিত মৎস্য, কচ্ছপ এবং শিশুমারসমূহে বসুন্ধরা পরম শোভান্বিতা হইয়াছিলেন। তৎকালে দেব, ঋষি, গন্ধর্ব্ব, যক্ষ ও সিদ্ধগণ ত্রস্ত হইয়া, কেহ নগরাকার বৃহৎ বিমানে, কেহ অশ্বে এবং কেহ হস্তীতে আরোহণপূর্ব্বক তথায় আসিয়া অবস্থিতি করত গগন হইতে পৃথিবীতে গঙ্গার পতন দেখিতে লাগিলেন। অমিততেজস্বী দেবগণ ইহলোকে গঙ্গার ঈদৃশ অবতরণ সন্দর্শনাভিলাষী হইয়া তথায় সমাগত হইলে তাঁহাদিগের দীপ্তদেহ ও আভরণ প্রভায় বোধ হইল যেন মেঘশূন্য নির্ম্মল গগনমণ্ডলে শত শত দিবাকরের উদয় হইয়াছে। চঞ্চল শিশুমার সর্প ও মীন সকল তড়িন্মালার ন্যায় শোভা পাইতেছে এবং ইতস্ততঃ সহস্রধা প্রসৃত শুভ্রবর্ণ ফেননিচয় ও হংসসমূহ শরৎকালীন শুভ্র মেঘখণ্ডের ন্যায় বিরাজমান হইতেছে। তৎকালে মহাদেবের জটাভ্রষ্ট সেই পবিত্র সলিলরাশি, কোন স্থানে দ্রুতগামী, কোন স্থানে লঘুগামী, কোন স্থানে বক্রগামী হইয়া, কোন স্থানে বিস্তৃতভাবে ও কোন স্থানে সঙ্কুচিতভাবে গমন করত এবং কোন স্থানে পরস্পর অভ্যাহত হইয়া বারংবার ঊর্দ্ধ পথে যাইয়া পুনশ্চ ভূতলে পতিত হওত মনোহর শোভা ধারণ করিল। পরে ধরাবাসী ঋষি ও গন্ধর্ব্বগণ পরম পবিত্রবোধে শিবাঙ্গচ্যুত সেই সলিল স্পর্শ করিতে লাগিলেন এবং যাহারা অভিসম্পাতবশতঃ স্বর্গভ্রষ্ট হইয়া ভূতলে বাস করিতেছিলেন, তাঁহারা সেই পবিত্রজলে স্নানাবগাহন করিয়া নিষ্পাপ হইলেন; অপিচ, সেই জলের মহিমায় পাপবিহীন ও পরমকল্যাণভাক্ হইয়া তৎক্ষণাৎ গগনমার্গ অবলম্বনপূর্ব্বক স্ব স্ব লোকে গমন করিলেন। মানবেরা সেই নির্ম্মল গঙ্গাজল দেখিয়া সানন্দচিত্তে তাহাতে অভিষেক করিয়া নিষ্পাপ এবং চরমে পরম প্রমোদ লাভ করিবার উপযুক্ত হইল। রাম! এদিকে মহারাজ রাজর্ষি ভগীরথ দিব্যরথে আরোহণ করিয়া অগ্রে অগ্রে গমন

দেবাঃ সর্ষিগণাঃ সর্ব্বে দৈত্যদানবরাক্ষসাঃ ॥ ৩১
গন্ধর্ব্বযক্ষপ্রবরাঃ সকিন্নরমহোরগাঃ।
সর্ব্বাশ্চাপ্সরসো রাম ভগীরথরথানুগাঃ ॥ ৩২
গঙ্গামন্বগমন্ প্রীতাঃ সর্ব্বে জলচরাশ্চ যে।
যতো ভগীরথো রাজা ততো গঙ্গা যশস্বিনী ॥ ৩৩
জগাম সরিতাং শ্রেষ্ঠা সর্ব্বপাপপ্রণাশিনী।
ততো হি যজমানস্য জহ্নোরদ্ভুতকর্ম্মণঃ ॥ ৩৪
গঙ্গা সংপ্লাবয়ামাস যজ্ঞবাটং মহাত্মনঃ।
তস্যাবলেপনং জ্ঞাত্বা ক্রুদ্ধো জহ্নুশ্চ রাঘব ॥ ৩৫
অপিবত্তু জলং সর্ব্বং গঙ্গায়াঃ পরমাদ্ভুতম্।
ততো দেবাঃ সগন্ধর্ব্বা ঋষয়শ্চ সুবিস্মিতাঃ ॥ ৩৬
পূজয়ন্তি মহাত্মানং জহ্নুং পুরুষসত্তমম্।
গঙ্গাং চাপি নয়ন্তি স্ম দুহিতৃত্বে মহাত্মনঃ ॥ ৩৭
ততস্তুষ্টো মহাতেজাঃ শ্রোত্রাভ্যামসৃজৎ প্রভুঃ।
তস্মাজ্জহ্নুসুতা গঙ্গা প্রোচ্যতে জাহ্নবীতি চ ॥ ৩৮
জগাম চ পুনর্গঙ্গা ভগীরথরথানুগা।
সাগরঞ্চাপি সম্প্রাপ্তা সা সরিৎপ্রবরা তদা ॥ ৩৯
রসাতলমুপাগচ্ছৎ সিদ্ধ্যর্থং তস্য কর্ম্মণঃ।
ভগীরথোঽপি রাজর্ষির্গঙ্গামাদায় যত্নতঃ ॥ ৪০
পিতামহান্ ভস্মকৃতানপশ্যদ্গতচেতনঃ।
অথ তদ্ভস্মনাং রাশিং গঙ্গাসলিলমুত্তমম্ ॥ ৪১
প্লাবয়ৎ পূতপাপ্মানঃ স্বর্গং প্রাপ্তা রঘূত্তম ॥ ৪২

ইতি বালকাণ্ডে ত্রিচত্বারিংশঃ সর্গঃ ॥ ৪৩ ॥

চতুশ্চত্বারিংশঃ সর্গঃ।

স গত্বা সাগরং রাজা গঙ্গয়ানুগতস্তদা।
প্রবিবেশ তলং ভূমের্যত্র তে ভস্মসাৎ কৃতাঃ ॥ ১
ভস্মন্যথাপ্লুতে রাম গঙ্গায়াঃ সলিলেন বৈ।
সর্ব্বলোকপ্রভুর্ব্রহ্মা রাজানমিদমব্রবীৎ ॥ ২
তারিতা নরশার্দ্দূল দিবং যাতাশ্চ দেববৎ।
ষষ্টিঃ পুত্রসহস্রাণি সগরস্য মহাত্মনঃ ॥ ৩
সাগরস্য জলং লোকে যাবৎ স্থাস্যতি পার্থিব।
সগরস্যাত্মজাঃ সর্ব্বে দিবি স্থাস্যন্তি দেববৎ ॥ ৪
ইয়ঞ্চ দুহিতা জ্যেষ্ঠা তব গঙ্গা ভবিষ্যতি।
ত্বৎকৃতেন চ নাম্নাথ লোকে স্থাস্যতি বিশ্রুতা ॥ ৫
গঙ্গা ত্রিপথগা নাম দিব্যা ভাগীরথীতি চ।
ত্রীন্ পথো ভাবয়ন্তীতি তস্মাৎ ত্রিপথগা স্মৃতা ॥ ৬

করিতেছিলেন, গঙ্গা দেবীও তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাইতেছিলেন এবং সমস্ত দেব, ঋষি, দৈত্য, দানব, রাক্ষস, গন্ধর্ব্ব, কিন্নর, উরগ ও অপ্সরা প্রীতিসহকারে ভগীরথের রথের সহিত গঙ্গার অনুগমন করিতেছিলেন এবং জলচরেরাও তাঁহার অনুগমন করিতেছিল। এইরূপে রাজা ভগীরথ যে দিকে যাইতেছিলেন, সর্ব্বপাপনাশিনী যশস্বিনী সরিদ্বরা গঙ্গা দেবীও সেই দিকেই যাইতেছিলেন। রাঘব! পরে গঙ্গাদেবী অদ্ভুতকর্ম্মা যজ্ঞদীক্ষিত মহাত্মা জহ্নুর যজ্ঞস্থানে আসিয়া তাহা প্লাবিত করিলে মহর্ষি জহ্নু গঙ্গাকৃত সেই অপমান সন্দর্শন করিয়া তাঁহার সমস্ত জল পান করিয়া ফেলিলেন, ইহা এক পরমাদ্ভুত ব্যাপার হইয়া পড়িল। তখন দেব, গন্ধর্ব্ব ও ঋষিরা পরম বিস্মিত হইয়া পুরুষসত্তম মহাত্মা জহ্নুকে পূজা করিলেন এবং গঙ্গাকে তাঁহার কন্যা বলিয়া স্বীকার করিলেন। পরে মহাতেজস্বী প্রভু জহ্নু তুষ্ট হইয়া শ্রোত্রদ্বারা গঙ্গাকে বাহির করিলেন, সেই জন্য বুধগণ গঙ্গাকে জহ্নুসুতা ও জাহ্নবী বলিয়া কীর্ত্তন করেন। রঘূত্তম! অনন্তর গঙ্গা দেবী পুনরায় ভগীরথের রথের অনুগামিনী হইয়া যাইতে লাগিলেন। ক্রমে সেই সরিদ্বরা গঙ্গা দেবী সগর-নন্দনগণকৃত বিষয়ে উপস্থিত হইয়া তাঁহাদিগকে উদ্ধার করিবার নিমিত্ত রসাতলে যাইয়া উপস্থিত হইলেন। রাজর্ষি ভগীরথ যত্নসহকারে গঙ্গাকে লইয়া গিয়া প্রপিতামহদিগকে ভস্মীভূত দেখিয়া অচেতনবৎ হইলেন। পরে গঙ্গা দেবী স্বীয় সলিলদ্বারা সগরনন্দনদিগের সেই ভস্মরাশি প্লাবিত করিলেন, এবং তাঁহারাও স্বর্গ লাভ করিলেন। ১০—৪২।

চতুশ্চত্বারিংশ সর্গ।

"রাম! এইরূপে সেই রাজা ভগীরথ গঙ্গার সহিত সাগরে যাইয়া রসাতলের যে প্রদেশে সেই সগর-নন্দনেরা ভস্মীভূত হইয়াছিলেন, তথায় প্রবেশ করিলেন এবং গঙ্গাসলিলদ্বারা সেই ভস্মরাশি প্লাবিত হইলে, সর্ব্বলোকপ্রভু ব্রহ্মা, রাজা ভগীরথকে বলিলেন, নরশার্দ্দূল! তুমি মহাত্মা সগরের ষষ্টিসহস্র পুত্রকে উদ্ধার করিলে; সগরনন্দনেরা দেবের ন্যায় স্বর্গলোকে গমন করিল। রাজন্! লোকে যে কাল পর্য্যন্ত সাগরের জল থাকিবে, সে কাল পর্য্যন্ত সমস্ত সগর-নন্দনেরাই দেবের ন্যায় স্বর্গে বাস করিবে। এই গঙ্গা দেবী তোমার জ্যেষ্ঠা কন্যাস্বরূপা হইবেন এবং তোমার কৃত নামদ্বারা লোকে খ্যাতি লাভ করিবেন,—তোমার তনয়া এই দিব্য নদী গঙ্গা 'ত্রিপথগা' ভাগীরথী নামে লোকে বিখ্যাতা হইবেন,—

পিতামহানাং সর্ব্বেষাং ত্বমত্র মনুজাধিপ।
কুরুষ সলিলং রাজন্ প্রতিজ্ঞামপবর্জ্জয় ॥ ৭
পূর্ব্বকেণ হি তে রাজন্ তেনাতিযশসা তদা।
ধর্ম্মিণাং প্রবরেণাথ নৈষ প্রাপ্তো মনোরথঃ ॥ ৮
তথৈবাংশুমতা বৎস লোকেঽপ্রতিমতেজসা।
গঙ্গাং প্রার্থয়তা নেতুং প্রতিজ্ঞা নাপবর্জ্জিতা ॥ ৯
রাজর্ষিণা গুণবতা মহর্ষিসমতেজসা।
মত্তুল্যতপসা চৈব ক্ষত্রধর্ম্মস্থিতেন চ ॥ ১০
দিলীপেন মহাভাগ তব পিত্রাতি তেজসা।
পুনর্ন শকিতা নেতুং গঙ্গাং প্রার্থয়তানঘ ॥ ১১
সা ত্বয়া সমতিক্রান্তা প্রতিজ্ঞা পুরুষর্ষভ।
প্রাপ্তোঽসি পরমং লোকে যশঃ পরমসম্মতম্ ॥ ১২
তচ্চ গঙ্গাবতরণং ত্বয়া কৃতমরিন্দম।
অনেন চ ভবান্ প্রাপ্তো ধর্ম্মস্যায়তনং মহৎ ॥ ১৩
প্লাবয়স্ব ত্বমাত্মানং নরোত্তম সদোচিতে।
সলিলে পুরুষশ্রেষ্ঠ শুচিঃ পুণ্যফলো ভব ॥ ১৪
পিতামহানাং সর্ব্বেষাং কুরুষ সলিলক্রিয়াম্।
স্বস্তি তেঽস্তু গমিষ্যামি স্বং লোকং গম্যতাং নৃপ ॥ ১৫

ইত্যেবমুক্ত্বা দেবেশঃ সর্ব্বলোকপিতামহঃ।
যথাগতং তথাগচ্ছদ্দেবলোকং মহাযশাঃ ॥ ১৬
ভগীরথস্তু রাজর্ষিঃ কৃত্বা সলিলমুত্তমম্।
যথাক্রমং যথান্যায়ং সাগরাণাং মহাযশাঃ ॥
কৃতোদকঃ শুচী রাজা স্বপুরং প্রবিবেশ হ।
সমৃদ্ধার্থো নরশ্রেষ্ঠঃ স্বরাজ্যং প্রশশাস হ ॥ ১৮
প্রমুমোদ চ লোকস্তং নৃপমাসাদ্য রাঘব।
নষ্টশোকঃ সমৃদ্ধার্থো বভূব বিগতজ্বরঃ। ১৯
এষ তে রাম গঙ্গায়া বিস্তরোঽভিহিতো ময়া।
স্বস্তি প্রাপ্নুহি ভদ্রং তে সন্ধ্যাকালোঽতিবর্ত্ততে ॥ ২০
ধন্যং যশস্যমায়ুষ্যং পুত্র্যং স্বর্গ্যমথাপি চ।
যঃ শ্রাবয়তি বিপ্রেষু ক্ষত্রিয়েষ্বিতরেষু চ ॥ ২১
প্রীয়ন্তে পিতরস্তস্য প্রীয়ন্তে দৈবতানি চ।
ইদমাখ্যানমায়ুষ্যং গঙ্গাবতরণং শুভম্ ॥ ২২
যঃ শৃণোতি চ কাকুৎস্থ সর্ব্বান্ কামানবাপ্নুয়াৎ।
সর্ব্বে পাপাঃ প্রণশ্যন্তি আয়ুঃ কীর্ত্তিশ্চ বর্দ্ধতে ॥ ২৩

ইতি বালকাণ্ডে চতুশ্চত্বারিংশঃ সর্গঃ ॥ ৪৪ ॥

ইনি তিন পথ দিয়া প্রবাহিতা হইলেন, এই জন্য ইঁহার "ত্রিপথগা" এই নাম লোকে প্রচারিত হইবে। ১—৬। জনপালক রাজন্! তুমি মনোরথ পূর্ণ কর,—তুমি এই জলে তোমার প্রপিতামহদিগের তর্পণ কর। রাজন্! পূর্ব্বে তোমার পূর্ব্বপুরুষ সেই অতিযশস্বী ধার্ম্মিকবর সগরও এই অভিলাষ-পূরণে সমর্থ হন নাই; অপিচ বৎস! ভূমণ্ডলে যাঁহার প্রভাবের তুলনার স্থান নাই, সেই ক্ষাত্রধর্ম্মানুষ্ঠায়ী গুণশালী, মহর্ষিতুল্য-তেজস্বী ও আমার তুল্য তপস্বী মহাপ্রভাবসম্পন্ন রাজর্ষি অংশুমান্ ইহলোকে গঙ্গাকে আনয়ন করিতে প্রয়াসী হইয়াও প্রতিজ্ঞা পূরণ করিতে পারেন নাই। অনঘ, মহাভাগ! তোমার পিতা অতি তেজস্বী দিলীপ গঙ্গাকে ইহ লোকে আনয়নে সমর্থ হন নাই। পুরুষর্ষভ! তুমি সেই প্রতিজ্ঞা পূরণ করিলে এবং জগতে সর্ব্বজন-সম্মত পরম যশ লাভ করিলে। অরিন্দম! তুমি ইহলোকে গঙ্গার অবতরণ করিয়া ধর্ম্মপ্রাপ্য অতি শ্রেষ্ঠ ব্রহ্মলোক-গমনের অধিকারী হইলে। নরোত্তম! তুমি সদাস্নানোচিত এই গঙ্গাজলে আত্মাকে প্লাবিত করিয়া শুচি ও লব্ধপুণ্য হও এবং সমস্ত প্রপিতামহ-দিগের তর্পণ কর। নরশ্রেষ্ঠ! তোমার মঙ্গল হউক,—আমি স্বীয় লোকে গমন করি। তুমিও স্বীয় কার্য্য সমাধা করিয়া স্বরাজ্যে গমন কর। ৭—১৫। মহাযশস্বী, সর্ব্বলোক-পিতামহ, দেবেশ্বর ব্রহ্মা, ভগীরথকে এইরূপ বলিয়া, দেবলোকে গমন করিলেন। অনন্তর নরবর মহাযশস্বী রাজর্ষি ভগীরথও প্রপিতামহ সগরনন্দনদিগের জ্যেষ্ঠানুক্রমে যথাক্রমে সেই পুণ্যজলে তর্পণ করিয়া কৃতকৃত্য ও শুচি হইয়া স্বীয় নগরে প্রবেশপূর্ব্বক স্বরাজ্য পালন করিতে লাগিলেন। রাঘব! সমস্ত প্রজাবর্গ সেই নরপতিকে লাভ করত শোকশূন্য, নিশ্চিন্ত ও পূর্ণমনোরথ হইয়া অতীব প্রমোদান্বিত হইল। রাম! এই আমি তোমার নিকট বিস্তারিতরূপে গঙ্গার ত্রিপথগমনাদি বিবরণ বর্ণন করিলাম। তোমার মঙ্গল হউক,—তুমি কল্যাণ লাভ কর, এক্ষণে সন্ধ্যাকাল অতীত হইতেছে। কাকুৎস্থ! যিনি এই যশস্কর আয়ুস্কর, পুত্রফলপ্রদ, স্বর্গপ্রদ ধর্ম্ম আখ্যান, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় বা অন্যান্য ব্যক্তি-দিগকে শ্রবণ করান, তাঁহার প্রতি দেবগণ ও তাঁহার পিতৃগণ প্রীত হন এবং যিনি এই গঙ্গাবতরণরূপ আয়ুস্কর শুভ আখ্যান শ্রবণ করেন, তিনি সমস্ত অভিলষিত বিষয় লাভ করেন এবং তাঁহার সমস্ত পাপ বিনষ্ট ও আয়ুঃকীর্ত্তি বর্দ্ধিত হয়।" ১৬—২৩।

পঞ্চচত্বারিংশঃ সর্গঃ ।

বিশ্বামিত্রবচঃ শ্রুত্বা রাঘবঃ সহলক্ষ্মণঃ ।
বিস্ময়ং পরমং গত্বা বিশ্বামিত্রমথাব্রবীৎ ॥ ১
অত্যদ্ভুতমিদং ব্রহ্মন্ কথিতং পরমং ত্বয়া ।
গঙ্গাবতরণং পুণ্যং সাগরস্যাপি পূরণম্ ॥ ২
ক্ষণভূতেব নৌ রাত্রিঃ সংবৃত্তেয়ং পরন্তপ ।
ইমাং চিন্তয়তঃ সর্ব্বাং নিখিলেন কথাং তব ॥ ৩
তস্য সা শর্ব্বরী সর্ব্বা মম সৌমিত্রিণা সহ ।
জগাম চিন্তয়ানস্য বিশ্বামিত্রকথাং শুভাম্ ॥ ৪
ততঃ প্রভাতে বিমলে বিশ্বামিত্রং তপোধনম্ ।
উবাচ রাঘবো বাক্যং কৃতাহ্নিকমরিন্দমঃ ॥ ৫
গতা ভগবতী রাত্রিঃ শ্রোতব্যং পরমাদ্ভুতম্ ।
তরাম সরিতাং শ্রেষ্ঠাং পুণ্যাং ত্রিপথগাং নদীম্ ॥ ৬
নৌরেষা হি সুখাস্তীর্ণা ঋষীণাং পুণ্যকর্ম্মণাম্ ।
ভগবন্তমিহ প্রাপ্তং জ্ঞাত্বা ত্বরিতমাগতা ॥ ৭
তস্য তদ্বচনং শ্রুত্বা রাঘবস্য মহাত্মনঃ ।
সন্তারং কারয়ামাস সর্ষিসঙ্ঘস্য কৌশিকঃ ॥ ৮
উত্তরং তীরমাসাদ্য সম্পূজ্যার্ষিগণং ততঃ ।

পঞ্চচত্বারিংশ সর্গ ।

রঘুনন্দন রাম, লক্ষ্মণের সহিত বিশ্বামিত্রের সেই বাক্য শ্রবণে পরম বিস্ময়াপন্ন হইয়া তাঁহাকে কহিলেন, "ব্রহ্মন্! আপনি যে ভূমণ্ডলে গঙ্গার পুণ্যজনক অবতরণ ও গঙ্গাদ্বারা সাগরের পূরণ-বিবরণ কীর্ত্তন করিলেন, তাহা অতীব অদ্ভুত। পরন্তপ! আপনার সেই সকল কথা আদ্যন্ত চিন্তা করিতে করিতে আমাদিগের উভয়েরই এই রাত্রি ক্ষণেকের ন্যায় অতিবাহিত হইবে, বোধ হইতেছে।" তখন বিশ্বামিত্রকে ঐরূপ বলিয়া, সেই শুভ কথা চিন্তা করিতে করিতে রাম ও লক্ষ্মণ সমস্ত রাত্রিই অতিবাহিত করিলেন। বিমল প্রভাত কাল উপস্থিত হইলে, তপোধন বিশ্বামিত্র আহ্নিক ক্রিয়া সমাপনপূর্ব্বক উপবিষ্ট হইলে, রঘুনন্দন অরিন্দম রাম তাঁহাকে বলিলেন, "আমরা পরম শ্রোতব্য বিষয় শ্রবণ করিয়াছি, আমাদিগের সেই কল্যাণদায়িনী রজনী অতিবাহিত হইয়াছে; সম্প্রতি চলুন, আমরা সকলে সরিদ্বরা ত্রিপথগা পুণ্যনদী গঙ্গার পরপারবর্ত্তী হই। ভগবন্! আপনি এখানে আসিয়াছেন, ইহা জানিয়া পুণ্যকর্ম্মা মহর্ষিদিগের ঐ শুভশয্যাশালিনী নৌকা ত্বরায় এখানে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে।" ১—৭। বিশ্বামিত্র, মহাত্মা রঘুনন্দন রামের কথা শুনিয়া রাম, লক্ষ্মণ ও ঋষিগণের সহিত

গঙ্গাকূলে নিবিষ্টাস্তে বিশালাং দদৃশুঃ পুরীম্ ॥ ৯
ততো মুনিবরস্তূর্ণং জগাম সহরাঘবঃ ।
বিশালাং নগরীং রম্যাং দিব্যাং স্বর্গোপমাং তদা ॥ ১০
অথ রামো মহাপ্রাজ্ঞো বিশ্বামিত্রং মহামুনিম্ ।
পপ্রচ্ছ প্রাঞ্জলির্ভূত্বা বিশালামুত্তমাং পুরীম্ ॥ ১১
কতমো রাজবংশোহয়ং বিশালায়াং মহামুনে ।
শ্রোতুমিচ্ছামি ভদ্রং তে পরং কৌতূহলং হি মে ॥ ১২
তস্য তদ্বচনং শ্রুত্বা রামস্য মুনিপুঙ্গবঃ ।
আখ্যাতুং তৎ সমারেভে বিশালায়াঃ পুরাতনম্ ॥ ১৩
শ্রূয়তাং রাম শক্রস্য কথাং কথয়তঃ শ্রুতাম্ ।
অস্মিন্ দেশে হি যদ্বৃত্তং শৃণু তত্ত্বেন রাঘব ॥ ১৪
পূর্ব্বং কৃতযুগে রাম দিতেঃ পুত্রা মহাবলাঃ ।
অদিতেশ্চ মহাভাগা বীর্য্যবন্তঃ সুধার্ম্মিকাঃ ॥ ১৫
ততস্তেষাং নরব্যাঘ্র বুদ্ধিরাসীন্মহাত্মনাম্ ।
অমরা বিজরাশ্চৈব কথং স্যামো নিরাময়াঃ ॥ ১৬
তেষাং চিন্তয়তাং তত্র বুদ্ধিরাসীদ্বিপশ্চিতাম্ ।
ক্ষীরোদমথনং কৃত্বা রসং প্রাপ্স্যাম তত্র বৈ ॥ ১৭

গঙ্গার অপরপারে গমন করিলেন। তাঁহারা গঙ্গার উত্তর তীরে উপস্থিত হইয়া তত্রত্য ঋষিদিগকে সম্বর্দ্ধনাপূর্ব্বক তথায় উপবেশন করিলেন এবং বিশালা নগরী দেখিতে পাইলেন। পরে মুনিবর বিশ্বামিত্র ত্বরান্বিত হইয়া রঘুনন্দন রাম ও লক্ষ্মণের সহিত স্বর্গতুল্য রমণীয়া সেই দিব্যনগরী বিশালার দিকে গেলেন। পরে মহাপ্রজ্ঞাশালী রাম প্রাঞ্জলিপূর্ব্বক মহর্ষি বিশ্বামিত্রকে সেই অত্যুত্তম বিশালা নগরীর বিষয় জিজ্ঞাসা করিলেন, "মহামুনে! আপনার মঙ্গল হউক,—সম্প্রতি বিশালা নগরীতে কোন্ রাজবংশীয় রাজা রাজত্ব করিতেছেন, ইহা শ্রবণ করিতে আমার অত্যন্ত কুতূহল হইতেছে; সুতরাং আপনি তাহা বর্ণন করুন।" ৮—১২। মুনিবর বিশ্বামিত্র রামের কথা শুনিয়া বিশালা নগরী স্থাপনের পূর্ব্বতন বিবরণ অবধি বর্ণন করিতে লাগিলেন,—"রাঘব! এই নগরী সন্নিবেশের পূর্ব্বে এই প্রদেশে যাহা ঘটিয়াছিল, তাহা আমি ইন্দ্রের নিকট শুনিয়াছি; তোমাকে তাহা যথার্থরূপে কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। রাম! পূর্ব্বে সত্যযুগে অদিতি ও দিতির অনেক মহাবলসম্পন্ন, মহাভাগ্যশালী, অতিধার্ম্মিক ও বীর্য্যবান্ পুত্র জন্মিয়াছিলেন। একদা সেই সকল বিজ্ঞ অমিততেজস্বী মহাত্মা আদিত্য ও দৈত্যগণ মনে মনে চিন্তা করিলেন, কিরূপে আমরা জরামরণ-হীন ও রোগশূন্য হই। নরব্যাঘ্র! পরে তাঁহাদিগের, 'আমরা ক্ষীরোদ

ততো নিশ্চিত্য মথনং যোক্ত্রং কৃত্বা চ বাসুকিম্।
মন্থানং মন্দরং কৃত্বা মমন্থুরমিতৌজসঃ॥ ১৮
অথ বর্ষসহস্রেণ যোক্ত্রসর্পশিরাংসি চ।
বমন্তোঽতিবিষং তত্র দদংশুর্দশনৈঃ শিলাঃ॥ ১৯
উৎপপাতাগ্নিসঙ্কাশং হালাহলমহাবিষম্।
তেন দগ্ধং জগৎ সর্ব্বং সদেবাসুরমানুষম্॥ ২০
অথ দেবা মহাদেবং শঙ্করং শরণার্থিনঃ।
জগ্মুঃ পশুপতিং রুদ্রং ত্রাহি ত্রাহীতি তুষ্টুবুঃ॥ ২১
এবমুক্তস্ততো দেবৈর্দেবদেবেশ্বরঃ প্রভুঃ।
প্রাদুরাসীৎ ততোঽত্রৈব শঙ্খচক্রধরো হরিঃ॥ ২২
উবাচৈনং স্মিতং কৃত্বা রুদ্রং শূলধরং হরিঃ।
দৈবতৈর্মথ্যমানে তু যৎ পূর্ব্বং সমুপস্থিতম্॥ ২৩
তত্ত্বদীয়ং সুরশ্রেষ্ঠ সুরাণামগ্রতো হি যৎ।
অগ্রপূজামিহ স্থিত্বা গৃহাণেদং বিষং প্রভো॥ ২৪
ইত্যুক্ত্বা চ সুরশ্রেষ্ঠস্তত্রৈবান্তরধীয়ত।
দেবতানাং ভয়ং দৃষ্ট্বা শ্রুত্বা বাক্যন্তু শার্ঙ্গিণঃ॥ ২৫
হালাহলং বিষং ঘোরং সঞ্জগ্রাহামৃতোপমম্।
দেবান্ বিসৃজ্য দেবেশো জগাম ভগবান্ হরঃ॥ ২৬
ততো দেবাসুরাঃ সর্ব্বে মমন্থূ রঘুনন্দন।
প্রবিবেশাথ পাতালং মন্থানঃ সর্ব্বতোত্তমঃ॥ ২৭
ততো দেবাঃ সগন্ধর্ব্বাস্তুষ্টুবুর্মধুসূদনম্।
ত্বং গতিঃ সর্ব্বভূতানাং বিশেষেণ দিবৌকসাম্॥ ২৮
পালয়াস্মান্ মহাবাহো গিরিমুদ্ধর্তুমর্হসি।
ইতি শ্রুত্বা হৃষীকেশঃ কামঠং রূপমাস্থিতঃ॥ ২৯
পর্ব্বতং পৃষ্ঠতঃ কৃত্বা শিশ্যে তত্রোদধৌ হরিঃ।
পর্ব্বতাগ্রন্তু লোকাত্মা হস্তেনাক্রম্য কেশবঃ॥ ৩০
দেবানাং মধ্যতঃ স্থিত্বা মমন্থ পুরুষোত্তমঃ।
অথ বর্ষসহস্রেণ আয়ুর্ব্বেদময়ঃ পুমান্॥ ৩১
উদতিষ্ঠৎ সুধর্ম্মাত্মা সদণ্ডঃ সকমণ্ডলুঃ।
অথ ধন্বন্তরির্নাম অপ্সরাশ্চ সুবর্চ্চসঃ॥ ৩২
অপ্সু নির্মথনাদেব রসাত্তস্মাদ্বরস্ত্রিয়ঃ।
উৎপেতুর্মনুজশ্রেষ্ঠ তস্মাদপ্সরসোঽভবন্॥ ৩৩
ষষ্টিঃ কোট্যোঽভবংস্তাসামপ্সরাণাং সুবর্চ্চসাম্।

সমুদ্র মন্থন করিয়া তাহা হইতে রস (অমৃত) লাভ করিব' এরূপ বুদ্ধি হইল। পরে তাঁহারা ক্ষীরোদ-সমুদ্র-মন্থনে কৃতনিশ্চয় হইয়া বাসুকিকে মন্থনরজ্জু ও মন্দর পর্ব্বতকে মন্থনদণ্ড করত ক্ষীরোদ সমুদ্র মন্থন করিতে আরম্ভ করিলেন। ১৩—১৮। পরে সহস্র বৎসর পূর্ণ হইলে, মন্থনরজ্জুভূত বাসুকির ফণাসকল তীব্র বিষ উদ্গিরণ করিতে করিতে সেই মন্দরপর্ব্বতের শিলাতে দংশন করিতে লাগিল। তখন অগ্নিতুল্য হলাহল মহাবিষ উত্থিত হইল এবং সেই বিষে দেবতা, অসুর ও মানবের সহিত সমগ্র জগৎ দগ্ধ হইবার উপক্রম হইল। পরে দেবগণ শরণার্থী হইয়া ভূতনাথ মহাদেব শঙ্কর রুদ্রের নিকট গিয়া তাঁহাকে স্তব করত 'রক্ষা করুন, রক্ষা করুন' বলিতে লাগিলেন। দেব-দেবেশ্বর প্রভু হরও দেবগণের উক্ত স্তবে তথায় প্রাদুর্ভূত হইলেন। অনন্তর সুরশ্রেষ্ঠ শঙ্খচক্রধারী হরিও তথায় আবির্ভূত হইয়া ঈষৎ হাস্যসহকারে ত্রিশূলধর হরকে কহিলেন, 'প্রভো! আপনি দেবগণের অগ্রগণ্য, সুতরাং দেবতারা যাহা লাভ করেন, তাহা সর্ব্বাগ্রে আপনারই; অতএব দেবতারা ক্ষীরোদসাগর মন্থন করিয়া অগ্রে যে এই বিষ লাভ করিয়াছেন, আপনি এখানে থাকিয়া অগ্রপূজাস্বরূপ তাহা গ্রহণ করুন,' ইহা বলিয়া তিনি অন্তর্হিত হইলেন। পরে দেবেশ্বর ভগবান্ মহাদেব শার্ঙ্গধারী, বিষ্ণুর কথা শুনিয়া এবং দেবতাদিগকে ভীত দেখিয়া সেই ঘোরতর হলাহল বিষ অমৃতের ন্যায় পান করিলেন এবং দেবতা-দিগকে বিদায় দিয়া স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন। ১৯—২৬। রঘুনন্দন! পরে সমুদয় দেবাসুরগণ মিলিত হইয়া পুনরায় সমুদ্রমন্থনে প্রবৃত্ত হইলেন। তৎপরে সেই মন্থনদণ্ড পর্ব্বতশ্রেষ্ঠ মন্দর পাতালে প্রবেশ করিল। তখন দেব ও গন্ধর্ব্বেরা মধুসূদন বিষ্ণুকে "মহাবাহো! আপনিই সকল প্রাণীর গতি: পরন্ত দেবগণেরও পরম গতি; সুতরাং এই মন্দর পর্ব্বতকে উত্তোলনপূর্ব্বক আপনি আমাদিগকে রক্ষা করুন" এরূপ স্তব করিলেন। পরে সর্ব্বলোকাত্মা পুরুষোত্তম হৃষীকেশ হরি, দেবতাদিগের সেই স্তব শুনিয়া এক অংশে কচ্ছপরূপ ধারণপূর্ব্বক সেই সমুদ্রে প্রবিষ্ট হইয়া, স্বীয় পৃষ্ঠে সেই পর্ব্বত ধারণ করত অবস্থিতি করিলেন এবং স্বয়ং দেবগণের মধ্যে থাকিয়া হস্তদ্বারা সেই পর্ব্বতের অগ্রভাগ ধারণ করিয়া, মন্থন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। এইরূপে সহস্র বৎসর পূর্ণ হইলে, সেই সমুদ্র হইতে সুধার্ম্মিক, আয়ুর্ব্বেদবিজ্ঞ ধন্বন্তরি নামে জনৈক পুরুষ, দণ্ড ও কমণ্ডলু গ্রহণপূর্ব্বক উত্থিত হইলেন এবং অনেক উত্তম-দ্যুতিশালিনী বরাঙ্গনারা উত্থিত হইল। নরবর! সেই ক্ষীররূপ অপ্ (উদক) মন্থনহেতু, তাহার সারভূত রস হইতে উত্থিত হওয়ায়, তাহারা অপ্সরা নামে প্রসিদ্ধ। ২৭—৩৩। কাকুৎস্থ! সেই উত্তমদ্যুতিশালিনী কামিনীদিগের সংখ্যা ষষ্টিকোটি এবং তাহাদিগের

অসংখ্যেয়াস্ত কাকুৎস্থ যাস্তাসাং পরিচারিকাঃ ॥ ৩৪
ন তাঃ স্ম প্রতিগৃহ্ণন্তি সর্ব্বে তে দেবদানবাঃ।
অপ্রতিগ্রহণাদেব তা বৈ সাধারণাঃ স্মৃতাঃ ॥ ৩৫
বরুণস্য ততঃ কন্যা বারুণী রঘুনন্দন।
উৎপপাত মহাভাগা মার্গমাণা পরিগ্রহম্ ॥ ৩৬
দিতেঃ পুত্রা ন তাং রাম জগৃহুর্ব্বরুণাত্মজাম্।
অদিতেস্তু সুতা বীর জগৃহুস্তামনিন্দিতাম্ ॥ ৩৭
অসুরাস্তেন দৈতেয়াঃ সুরাস্তেনাদিতেঃ সুতাঃ।
হৃষ্টাঃ প্রমুদিতাশ্চাসন্ বারুণীগ্রহণাৎ সুরাঃ ॥ ৩৮
উচ্চৈঃশ্রবা হয়ঃ শ্রেষ্ঠো মণিরত্নঞ্চ কৌস্তুভম্।
উদতিষ্ঠন্নরশ্রেষ্ঠ তথৈবামৃতমুত্তমম্ ॥ ৩৯
অথ তস্য কৃতে রাম মহানাসীৎ কুলক্ষয়ঃ।
অদিতেস্তু ততঃ পুত্রা দিতিপুত্রানযোধয়ন্ ॥ ৪০
একতামগমন্ সর্ব্বে অসুরা রাক্ষসৈঃ সহ।
যুদ্ধমাসীন্মহাঘোরং বীর ত্রৈলোক্যমোহনম্ ॥ ৪১
যদা ক্ষয়ং গতং সর্ব্বং তদা বিষ্ণুর্মহাবলঃ।
অমৃতং সোঽহরত্তূর্ণং মায়ামাস্থায় মোহিনীম্ ॥ ৪২
যে গতাভিমুখং বিষ্ণুমক্ষরং পুরুষোত্তমম্।
সম্পিষ্টাস্তে তদা যুদ্ধে বিষ্ণুনা প্রভবিষ্ণুনা ॥ ৪৩
অদিতেরাত্মজা বীরা দিতেঃ পুত্রান্নিজঘ্নিরে।
অস্মিন্ ঘোরে মহাযুদ্ধে দৈতেয়াদিত্যয়োর্ভৃশম্ ॥ ৪৪
নিহত্য দিতিপুত্রাংস্তু রাজ্যং প্রাপ্য পুরন্দরঃ।
শশাস মুদিতো লোকান্ সর্ষিসঙ্ঘান্ সচারণান্ ॥ ৪৫

ইতি বালকাণ্ডে পঞ্চচত্বারিংশঃ সর্গঃ ॥ ৪৫ ॥

ষট্‌চত্বারিংশঃ সর্গঃ।

হতেষু তেষু পুত্রেষু দিতিঃ পরমদুঃখিতা।
মারীচং কশ্যপং রাম ভর্ত্তারমিদমব্রবীৎ ॥ ১
হতপুত্রাস্মি ভগবংস্তব পুত্রৈর্মহাবলৈঃ।
শক্রহন্তারমিচ্ছামি পুত্রং দীর্ঘতপোঽর্জ্জিতম্ ॥ ২
সাহং তপশ্চরিষ্যামি গর্ভং মে দাতুমর্হসি।
ঈশ্বরং শক্রহন্তারং ত্বমনুজ্ঞাতুমর্হসি ॥ ৩
তস্যাস্তদ্বচনং শ্রুত্বা মারীচঃ কশ্যপস্তদা।
প্রত্যুবাচ মহাতেজা দিতিং পরমদুঃখিতাম্ ॥ ৪
এবং ভবতু ভদ্রং তে শুচির্ভব তপোধনে।
জনয়িষ্যসি পুত্রং ত্বং শক্রহন্তারমাহবে ॥ ৫

পরিচারিকাগণের সংখ্যা করা যায় না। সেই সকল দেব ও দানবদিগের মধ্যে কেহ তাহাদিগকে গ্রহণ না করায় তাহারা সাধারণী হইল। রঘুনন্দন! তৎপরে সেই সমুদ্র হইতে সুরার অধিষ্ঠাত্রী বারুণী নামে বরুণের মহাভাগা কন্যা, কেহ তাঁহাকে গ্রহণ করেন এই অভিলাষে উত্থিতা হইলেন। বীর্য্যশালী রাম! দিতির পুত্রেরা, অনিন্দিতা সুরাধিষ্ঠাত্রী বরুণ কুমারীকে গ্রহণ না করায় অসুর ও অদিতিনন্দনেরা গ্রহণ করায় সুর নামে প্রসিদ্ধি লাভ করিলেন। সুরেরা বারুণী গ্রহণ করিয়া প্রহৃষ্ট ও প্রমুদিত হইলেন। নরবর! পরে সেই সমুদ্র হইতে উচ্চৈঃশ্রবা-নামক শ্রেষ্ঠ অশ্ব, কৌস্তুভ-নামক শ্রেষ্ঠ মণি ও উত্তম অমৃত উত্থিত হইল। ৩৪—৩৯। রাম! অনন্তর সেই অমৃত গ্রহণ করিবার নিমিত্ত মহান্ কুলক্ষয়কারক সমর উপস্থিত হইল। তখন আদিত্যেরা দৈত্যদিগের সহিত যুদ্ধ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন এবং সমস্ত অসুরেরাও রাক্ষসগণের সহিত মিলিত হইয়া তাঁহাদিগের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিল। বীর! তখন সেই ত্রৈলোক্যমোহনকারী মহাঘোর যুদ্ধ বাধিয়া উঠিল। যখন উভয় পক্ষেই অনেকে নিধন লাভ করিল, তখন মহাবল বিষ্ণু, মোহিনী মায়া অবলম্বন করিয়া শীঘ্র সেই অমৃত অপহরণ করিলেন। যাহারা তখন সেই অক্ষর পুরুষোত্তম প্রভবিষ্ণু বিষ্ণুর অভিমুখবর্ত্তী হইল, তাহারা সকলেই তাঁহার সহিত যুদ্ধে বিনষ্ট হইল। আদিত্য ও দৈত্যবর্গের এই ঘোরতর মহাযুদ্ধে, বীর্য্যসম্পন্ন আদিত্যগণ বহুতর দৈত্যদিগকে হনন করিয়া ফেলিলেন। পরে পুরন্দর সেই সকল দৈত্যদিগকে বধ করিয়া রাজ্য প্রাপ্ত হইলেন এবং প্রমোদসহকারে ঋষি ও চারণগণ-সমন্বিত সমস্ত লোক শাসন করিতে লাগিলেন।” ৪০—৪৫।

ষট্‌চত্বারিংশ সর্গ।

“রাম! সমস্ত পুত্র নিহত হইলে, দিতি পরমদুঃখিতা হইয়া স্বীয় পতি মরীচিনন্দন কশ্যপকে বলিলেন, ভগবন্! আপনার মহাত্মা পুত্রগণ আমাকে পুত্রশূন্য করিয়াছে; অতএব সুদীর্ঘ তপস্যা দ্বারা শক্রহন্তা পুত্র লাভ করিতে আমার ইচ্ছা হইয়াছে; সুতরাং আমি তপস্যা করিব, আপনি আমাকে শক্রহন্তা সর্ব্বশক্তিমান্ পুত্র প্রদান করুন। তখন মহাতেজস্বী মারীচ কশ্যপ সেই পরমদুঃখিতা দিতির সেই কথা শুনিয়া তাঁহাকে বলিলেন, তপোধনে! তোমার মঙ্গল হউক,—তোমার প্রার্থনা ফলবতী হউক। তুমি শুচি হইয়া থাক, তাহা হইলেই ‘যুদ্ধে শক্রনিহন্তা’

পূর্ণে বর্ষসহস্রে তু শুচির্যদি ভবিষ্যসি।
পুত্রং ত্রৈলোক্যহন্তারং মত্তস্ত্বং জনয়িষ্যসি॥ ৬
এবমুক্ত্বা মহাতেজাঃ পাণিনা সম্মমার্জ্জ তাম্।
তামালভ্য ততঃ স্বস্তি ইত্যুক্ত্বা তপসে যযৌ॥ ৭
গতে তস্মিন্নরশ্রেষ্ঠ দিতিঃ পরমহর্ষিতা।
কুশপ্লবং সমাসাদ্য তপস্তেপে সুদারুণম্॥ ৮
তপস্তস্যাং হি কুর্ব্বন্ত্যাং পরিচর্য্যাং চকার হ।
সহস্রাক্ষো নরশ্রেষ্ঠ পরয়া গুণসম্পদা॥ ৯
অগ্নিং কুশান্ কাষ্ঠমপঃ ফলং মূলং তথৈব চ।
ন্যবেদয়ৎ সহস্রাক্ষো যচ্চান্যদপি কাঙ্ক্ষিতম্॥ ১০
গাত্রসংবাহনৈশ্চৈব শ্রমাপনয়নৈস্তথা।
শক্রঃ সর্ব্বেষু কালেষু দিতিং পরিচচার হ॥ ১১
পূর্ণে বর্ষসহস্রে সা দশোনে রঘুনন্দন।
দিতিঃ পরমসংহৃষ্টা সহস্রাক্ষমথাব্রবীৎ॥ ১২
তপশ্চরন্ত্যা বর্ষাণি দশ বীর্য্যবতাং বর।
অবশিষ্টানি ভদ্রং তে ভ্রাতরং দ্রক্ষ্যসে ততঃ॥ ১৩
যমহং ত্বৎকৃতে পুত্র তমাধাস্যে জয়োৎসুকম্।
ত্রৈলোক্যবিজয়ং পুত্র সহ ভোক্ষ্যসি বিজ্বরঃ॥ ১৪

যাচিতেন সুরশ্রেষ্ঠ পিত্রা তব মহাত্মনা।
বরো বর্ষসহস্রান্তে মম দত্তঃ সুতং প্রতি॥ ১৫
ইত্যুক্ত্বা চ দিতিস্তত্র প্রাপ্তে মধ্যং দিনেশ্বরে।
নিদ্রয়াপহৃতা দেবী পাদৌ কৃত্বাথ শীর্ষতঃ॥ ১৬
দৃষ্ট্বা তামশুচিং শক্রঃ পাদয়োঃ কৃতমূর্দ্ধজাম্।
শিরঃস্থানে কৃতৌ পাদৌ জহাস চ মুমোদ চ॥ ১৭
তস্যাঃ শরীরবিবরং প্রবিবেশ পুরন্দরঃ।
গর্ভঞ্চ সপ্তধা রাম চিচ্ছেদ পরমাত্মবান্॥ ১৮
ভিদ্যমানস্ততো গর্ভো বজ্রেণ শতপর্ব্বণা।
রুরোদ সুস্বরং রাম ততো দিতিরবুধ্যত॥ ১৯
মা রুদো মা রুদশ্চেতি গর্ভং শক্রোঽভ্যভাষত।
বিভেদ চ মহাতেজা রুদন্তমপি বাসবঃ॥ ২০
ন হন্তব্যং নহন্তব্যমিত্যেব দিতিরব্রবীৎ।
নিষ্পপাত ততঃ শক্রো মাতুর্ব্বচনগৌরবাৎ।
প্রাঞ্জলির্বজ্রসহিতো দিতিং শক্রোঽভ্যভাষত।
অশুচির্দেবি সুপ্তাসি পাদয়োঃ কৃতমূর্দ্ধজা॥ ২২

পুত্র উৎপাদন করিতে পারিবে। যদি তুমি সম্পূর্ণ সহস্র বৎসরকাল শুচি হইয়া থাকিতে পার তবে আমার ঔরসে ত্রৈলোক্যের অধিপতি, ইন্দ্রের নিধনকারী পুত্র প্রসব করিবে। ১—৬। নরশ্রেষ্ঠ! মহাতেজস্বী কশ্যপ, দিতিকে ঐকথা বলিয়া হস্ত দ্বারা সম্মার্জ্জন করিলেন। পরে তিনি তাঁহাকে স্পর্শপূর্ব্বক 'তোমার মঙ্গল হউক,' বলিয়া তপস্যা করিতে গমন করিলেন। তিনি গমন করিলে দিতিও পরমহর্ষসহকারে কুশপ্লব-নামক তপোবনে যাইয়া কঠোর তপ করিতে আরম্ভ করিলেন। নরশ্রেষ্ঠ! দিতি তপস্যা করিতে আরম্ভ করিলে, সহস্রাক্ষ ইন্দ্র, তাঁহাকে পরিচর্য্যোপযোগী উপায়দ্বারা পরিচর্য্যা করিতে প্রবৃত্ত হইলেন,—তিনি প্রয়োজনানুসারে তাঁহাকে জল,কুশ, কাষ্ঠ, অগ্নি, ফল, মূল, যাহা যাহা অভিলাষ করিতেন, তৎসমস্ত সম্পাদন এবং গাত্রমর্দ্দন প্রভৃতি দ্বারা তাঁহার শ্রম অপনয়ন করিতে লাগিলেন,—এইরূপ সকল সময়ে তাঁহার পরিচর্য্যাতে উৎসুক থাকিলেন। ৭—১১। রঘুনন্দন! অনন্তর ক্রমে সহস্র বৎসর পূর্ণ হইবার দশ বৎসর কাল অবশিষ্ট থাকিতে, দিতি পরমহর্ষসহকারে সহস্রাক্ষকে কহিলেন,—"বীরশ্রেষ্ঠ! আমার তপস্যার নিয়মিত সহস্রবর্ষকাল পূর্ণ হইবার আর দশবর্ষকাল অবশিষ্ট আছে; সেই দশবর্ষ অতীত হইলেই তোমার মঙ্গল হইবে,—তুমি ভ্রাতাকে দেখিতে পাইবে। সুরশ্রেষ্ঠ পুত্র! আমি তোমার বিনাশার্থ তোমার মহাত্মা পিতার নিকট একটী পুত্র যাচ্ঞা করিয়াছিলাম, তিনিও আমাকে, 'তোমার সহস্র বৎসরান্তে তাদৃশ পুত্র হইবে,' এরূপ বর দিয়াছিলেন। ত্রিলোকপাল! পরন্তু আমি তোমার হননকারী সেই তনয়কে তোমার অনুকাঙ্ক্ষী করিয়া দিব, তুমিও তাহার সহিত নিশ্চিন্ত মনে ত্রৈলোক্যবিজয়সুখ ভোগ করিবে।" রাম! দিতি দেবী, দেবেন্দ্রকে ঐরূপ বলিয়া মধ্যাহ্ন কাল উপস্থিত হইলে, মস্তকস্থাপনের স্থানে পদদ্বয় রাখিয়া নিদ্রাক্রান্তা হইলেন। দিতি, মস্তক স্থাপনের স্থানে পদদ্বয় ও পদদ্বয় স্থাপনের স্থানে মস্তক রাখিয়া নিদ্রিতা হইলে, ইন্দ্র তাঁহাকে অশুচি দেখিয়া প্রহৃষ্ট হইলেন এবং হাস্য করিলেন। পরে পুরন্দর সাবধান হইয়া দিতির যোনিবিবরে প্রবেশপূর্ব্বক তাঁহার গর্ভকে সপ্তধা ছেদন করেন। তৎকালে সেই গর্ভ ইন্দ্রকর্তৃক শতপর্ব্বসমন্বিত বজ্রদ্বারা ছিদ্যমান হইয়া উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে লাগিল। মহাতেজস্বী বাসবও সেই রোদনকারী গর্ভকে 'রোদন করিও না' এই কথা বলিতে বলিতে ছেদন করিলেন। দিতিও সেই শব্দে জাগরিত হইয়া ইন্দ্রকে, 'গর্ভ হনন করিও না' বলিলেন। অনন্তর বজ্রধারী বাসব মাতৃবাক্যের গৌরববশতঃ তথা হইতে নির্গত হইলেন, এবং কৃতাঞ্জলি হইয়া তাঁহাকে বলিলেন, "দেবি! আপনি পদদ্বয় স্থাপনের স্থানে মস্তক রাখিয়া, অশুচি হইয়া নিদ্রিতা হইলেন, আমি

তদহমহং লব্ধা শক্রহন্তারমাহবে।
অচ্ছিদং সপ্তধা দেবি তন্মে ত্বং ক্ষন্তুমর্হসি ॥ ২৩

ইতি বালকাণ্ডে ষট্‌চত্বারিংশঃ সর্গঃ ॥ ৪৬ ॥

সপ্তচত্বারিংশঃ সর্গঃ।

সপ্তধা তু কৃতে গর্ভে দিতিঃ পরমদুঃখিতা।
সহস্রাক্ষং দুরাধর্ষং বাক্যং সানুনয়াব্রবীৎ ॥ ১
মমাপরাধাদ্‌গর্ভোঽয়ং সপ্তধা শকলীকৃতঃ।
নাপরাধো হি দেবেশ তবাত্র বলসূদন ॥ ২
প্রিয়ং ত্বৎকৃতমিচ্ছামি মম গর্ভবিপর্য্যয়ে।
মরুতাং সপ্তসপ্তানাং স্থানপালা ভবন্তু তে ॥ ৩
বাতস্কন্ধা ইমে সপ্ত চরন্তু দিবি পুত্রক।
মারুতা ইতি বিখ্যাতা দিব্যরূপা মমাত্মজাঃ ॥ ৪
ব্রহ্মলোকং চরত্বেক ইন্দ্রলোকং তথাপরঃ।
দিব্যবায়ুরিতিখ্যাতস্তৃতীয়োঽপি মহাযশাঃ ॥ ৫
চত্বারস্তু সুরশ্রেষ্ঠ দিশো বৈ তব শাসনাৎ।
সঞ্চরিষ্যন্তি ভদ্রং তে কালেন হি মমাত্মজাঃ ॥ ৬
ত্বৎকৃতেনৈব নাম্না বৈ মারুতা ইতি বিশ্রুতাঃ।
তস্যাস্তদ্বচনং শ্রুত্বা সহস্রাক্ষঃ পুরন্দরঃ ॥ ৭
উবাচ প্রাঞ্জলির্ব্বাক্যমিতীদং বলসূদনঃ।
সর্ব্বমেতদ্‌যথোক্তং তে ভবিষ্যতি ন সংশয়ঃ ॥ ৮
বিচরিষ্যন্তি ভদ্রং তে দেবরূপাস্তবাত্মজাঃ।
এবং তৌ নিশ্চয়ং কৃত্বা মাতাপুত্রৌ তপোবনে ॥ ৯
জগ্মতুস্ত্রিদিবং রাম কৃতার্থাবিতি নঃ শ্রুতম্।
এষ দেশঃ স কাকুৎস্থ মহেন্দ্রাধ্যুষিতঃ পুরা ॥ ১০
দিতিং যত্র তপঃসিদ্ধামেবং পরিচচার সঃ।
ইক্ষ্বাকোস্তু নরব্যাঘ্র পুত্রঃ পরমধার্ম্মিকঃ ॥ ১১
অলম্বুষায়ামুৎপন্নো বিশাল ইতি বিশ্রুতঃ।
তেন চাসীদিহ স্থানে বিশালেতিপুরী কৃতা ॥ ১২
বিশালস্য সুতো রাম হেমচন্দ্রো মহাবলঃ।
সুচন্দ্র ইতি বিখ্যাতো হেমচন্দ্রাদনন্তরম্ ॥ ১৩
সুচন্দ্রতনয়ো রাম ধূম্রাশ্ব ইতি বিশ্রুতঃ।
ধূম্রাশ্বতনয়শ্চাপি সৃঞ্জয়ঃ সমপদ্যত ॥ ১৪
সৃঞ্জয়স্য সুতঃ শ্রীমান্ সহদেবঃ প্রতাপবান্।
কুশাশ্বঃ সহদেবস্য পুত্রঃ পরমধার্ম্মিকঃ ॥ ১৫
কুশাশ্বস্য মহাতেজাঃ সোমদত্তঃ প্রতাপবান্।
সোমদত্তস্য পুত্রস্তু কাকুৎস্থ ইতি বিশ্রুতঃ ॥ ১৬
তস্য পুত্রো মহাতেজাঃ সম্প্রত্যেষ পুরীমিমাম্।
আবসৎ পরমপ্রখ্যঃ সুমতির্নাম দুর্জয়ঃ ॥ ১৭

সেই অবকাশে, যুদ্ধে আমার নিধনকারী সেই গর্ভকে সপ্তধা ছেদন করিয়াছি, আপনি আমার সেই অপরাধ ক্ষমা করুন।” ১২—২৩।

সপ্তচত্বারিংশ সর্গ।

“এইরূপে গর্ভ সপ্তধা ছিন্ন হইলে, দিতি সাতিশয় দুঃখিতা হইয়া সানুনয়ে দুরাধর্ষ সহস্রাক্ষ ইন্দ্রকে এই কথা বলিলেন,” ‘বলসূদন দেবেশ! আমারই অপরাধে এই গর্ভ সপ্তধা ছিন্ন হইয়াছে, ইহাতে তোমার কোন অপরাধ নাই; পরন্তু আমার ইচ্ছা এই যে, তুমি এই বিপর্য্যস্ত গর্ভের প্রিয় সম্পাদন কর,—মদীয় পুত্রগণ তোমার অধীনে সপ্ত মরুল্লোকের অধিপতি হইয়া বাতস্কন্ধ-নামক সপ্তধা বিভক্ত গগনমণ্ডলে বিচরণ করুক এবং দিব্য রূপ ধারণ করত মারুত নামে বিখ্যাত হউক। সুরশ্রেষ্ঠ! তোমার মঙ্গল হউক, কালক্রমে তোমার শাসনানুসারে এক পুত্র ব্রহ্মলোকে, অন্য এক পুত্র ইন্দ্রলোকে, অন্য এক পুত্র দিব্য বায়ু হইয়া বিখ্যাত হওত আকাশে এবং অপর চারিটী

সহস্রাক্ষ পুরন্দর, তাঁহার বাক্যশ্রবণে কৃতাঞ্জলি হইয়া তাঁহাকে বলিলেন ‘আপনার মঙ্গল হইবে,—আপনি যাহা যাহা বলিলেন, নিঃসন্দেহ এৎসমুদায়ই হইবে,—আপনার পুত্রেরা, অবশ্যই দিব্যরূপসম্পন্ন হইয়া সেই সকল লোকে বিচরণ করিবে।” রাম! সেই তপোবনে মাতা ও পুত্র উভয়ে সেইরূপ নিশ্চয় করত কৃতার্থ হইয়া স্বর্গলোকে গমন করেন, ইহা আমি শুনিয়াছি। কাকুৎস্থ! যেখানে বাস করিয়া মহেন্দ্র, তপঃসিদ্ধা দিতিকে সেইরূপে পরিচর্য্যা করিয়াছিলেন, এই সেই প্রদেশ; পূর্ব্বে এখানে সেই তপোবন ছিল। নরব্যাঘ্র! অনন্তর কিছুকালের পর ইক্ষ্বাকু নরপতির অলম্বুষা-নাম্নী ভার্য্যার গর্ভে ‘বিশাল’ নামে বিখ্যাত পরম ধার্ম্মিক পুত্র জন্মে, তিনি এই স্থানে বিশালা নামে নগরী স্থাপন করেন। ৭—১২। রাম! সেই বিশালের পুত্র মহাবলসম্পন্ন হেমচন্দ্র, তাঁহার পুত্র সুচন্দ্র নামে বিখ্যাত হন; তাঁহার পুত্র ধূম্রাশ্ব নামে খ্যাতি লাভ করেন, তাঁহার পুত্র সৃঞ্জয়; তাঁহার পুত্র শ্রীমান্ ও প্রতাপবান্ সহদেব; তাঁহার পুত্র পরম ধার্ম্মিক কুশাশ্ব; তাঁহার পুত্র মহাতেজস্বী ও প্রতাপবান্ সোমদত্ত এবং তাঁহার পুত্র কাকুৎস্থ নামে বিখ্যাত হন। সেই নরপতি

ইক্ষ্বাকোস্তু প্রসাদেন সর্ব্বে বৈশালিকা নৃপাঃ।
দীর্ঘায়ুষো মহাত্মানো বীর্য্যবন্তঃ সুধার্ম্মিকাঃ॥ ১৮
ইহাদ্য রজনীমেকাং সুখং স্বপ্স্যামহে বয়ম্।
শ্বঃ প্রভাতে নরশ্রেষ্ঠ জনকং দ্রষ্টুমর্হসি॥ ১৯
সুমতিস্তু মহাতেজা বিশ্বামিত্রমুপাগতম্।
শ্রুত্বা নরবরশ্রেষ্ঠঃ প্রত্যাগচ্ছন্মহাযশাঃ॥ ২০
পূজাঞ্চ পরমাং কৃত্বা সোপধ্যায়ঃ সবান্ধবঃ।
প্রাঞ্জলিঃ কুশলং পৃষ্ট্বা বিশ্বামিত্রমথাব্রবীৎ॥ ২১
ধন্যোঽস্ম্যনুগৃহীতোঽস্মি যস্য মে বিষয়ং মুনে।
সম্প্রাপ্তো দর্শনং চৈব নাস্তি ধন্যতরো মম॥ ২২
ইতি বালকাণ্ডে সপ্তচত্বারিংশঃ সর্গঃ॥ ৪৭॥

অষ্টচত্বারিংশঃ সর্গঃ।

পৃষ্ট্বা তু কুশলং তত্র পরস্পরসমাগমে।
কথান্তে সুমতির্ব্বাক্যং ব্যাজহার মহামুনিম্॥ ১
ইমৌ কুমারৌ ভদ্রং তে দেবতুল্যপরাক্রমৌ।
গজসিংহগতী বীরৌ শার্দ্দূলবৃষভোপমৌ॥ ২
পদ্মপত্রবিশালাক্ষৌ খড়্গতূণীধনুর্দ্ধরৌ।
অশ্বিনাবিব রূপেণ সমুপস্থিতযৌবনৌ॥ ৩
যদৃচ্ছয়ৈব গাং প্রাপ্তৌ দেবলোকাদিবামরৌ।
কথং পদ্ভ্যামিহ প্রাপ্তৌ কিমর্থং কস্য বা মুনে॥ ৪
ভূষয়ন্তাবিমং দেশং চন্দ্রসূর্য্যাবিবাম্বরম্।
পরস্পরেণ সদৃশৌ প্রমাণেঙ্গিতচেষ্টিতৈঃ॥ ৫
কিমর্থঞ্চ নরশ্রেষ্ঠৌ সম্প্রাপ্তৌ দুর্গমে পথি।
বরায়ুধধরৌ বীরৌ শ্রোতুমিচ্ছামি তত্ত্বতঃ॥ ৬
তস্য তদ্বচনং শ্রুত্বা যথাবৃত্তং ন্যবেদয়ৎ।
বিশ্বামিত্রবচঃ শ্রুত্বা রাজা পরমবিস্মিতঃ॥ ৭
অতিথী পরমৌ প্রাপ্তৌ পুত্রৌ দশরথস্য তৌ।
পূজয়ামাস বিধিবৎ সৎকারার্হৌ মহাবলৌ॥ ৮
ততঃ পরমসৎকারং সুমতেঃ প্রাপ্য রাঘবৌ।
উষ্য তত্র নিশামেকাং জগ্মতুর্ম্মিথিলাং ততঃ॥ ৯
তাং দৃষ্ট্বা মুনয়ঃ সর্ব্বে জনকস্য পুরীং শুভাম্।
সাধু সাধ্বিতি শংসন্তো মিথিলাং সমপূজয়ন্॥ ১০
মিথিলোপবনে তত্র আশ্রমং দৃশ্য রাঘবঃ।
পুরাণং নির্জ্জনং রম্যং পপ্রচ্ছ মুনিপুঙ্গবম্॥ ১১

তনয় সম্প্রতি এই পুরীতে বসতি করিতেছেন। ইক্ষ্বাকু নরপতির প্রসাদে বিশাল দেশের সমস্ত নরপালেরাই দীর্ঘায়ু, পরমধার্ম্মিক, মহাত্মা ও বীর্য্যবান্ হন। নরশ্রেষ্ঠ! অদ্য আমরা এই স্থানে সুখ-রজনী অতিবাহন করিব; কল্যই প্রভাতে তুমি জনক রাজাকে দেখিতে পাইবে।” ১৩—১৯। এদিকে বিশ্বামিত্র আসিতেছেন শুনিয়া মহাযশস্বী, মহাতেজস্বী নরবরাগ্রগণ্য সুমতি,—উপাধ্যায় ও বান্ধববর্গের সহিত প্রাঞ্জলিপূর্ব্বক তাঁহার প্রত্যুদ্গমন করিলেন এবং তাঁহাকে সম্যক্ পূজা করিয়া কুশল জিজ্ঞাসাপূর্ব্বক বলিলেন, “মুনে! আমি ধন্য হইলাম, যেহেতু আপনি আমার রাজ্যে উপস্থিত এবং দর্শনপথের পথিক হইয়া আমার প্রতি অনুগ্রহ প্রকাশ করিলেন। অতএব আমার বোধ হইতেছে যে, আমা হইতে আর কেহই ধন্যতর নহে।” ২০—২২।

অষ্টচত্বারিংশ সর্গ।

রাজা সুমতি, মহামুনি বিশ্বামিত্রকে সমাগম-নিবন্ধন আবশ্যকর্তব্য কুশল-প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়া, কথাপ্রসঙ্গে বলিলেন “মুনে! আপনার মঙ্গল হউক,—গজের ন্যায় ধীর, মন্থর এবং সিংহের ন্যায় অপ্রতিহতগমনশীল, দেবতুল্যপরাক্রমসম্পন্ন পদ্মপত্রবৎ আয়তলোচন, খড়্গ, তূণ ও ধনুর্দ্ধারী, নবযৌবনান্বিত রূপে অশ্বিনীকুমারযুগলের ন্যায় এবং শৌর্য্যে শার্দ্দূল ও বৃষভের তুল্য এই দুইটি কুমার কে? সূর্য্য ও চন্দ্র যেরূপ আকাশের শোভা সম্পাদন করে, তদ্রূপ ইহাঁরা আসিয়া এই প্রদেশের শোভা সম্পাদন করিয়াছেন। ইহাঁরা পদব্রজে কিপ্রকারে এখানে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন, কিজন্যই বা আসিয়াছেন এবং কাহারই বা কুমার? মুনে! ইহাঁদিগকে দেখিলে বোধ হয় যে, যেন দুইটী অমর স্বর্গলোক হইতে যদৃচ্ছাক্রমে পৃথিবীতে আসিয়াছেন। এই উত্তম আয়ুধধারী বীর কুমার দ্বয় পরস্পর চেষ্টিত, ইঙ্গিত ও প্রমাণে সমতুল্য; ইহাঁরা কি জন্য এই দুর্গম পথে আসিয়াছেন, আমার এই সমস্ত বিবরণ সবিশেষ শুনিতে বাসনা হইতেছে, আপনি নির্দ্দেশ করুন।” ১—৬। বিশ্বামিত্র, তাঁহার কথা শুনিয়া প্রকৃত বিবরণ বর্ণন করিলেন; রাজা সুমতি, বিশ্বামিত্রের বাক্যশ্রবণে পরম বিস্মিত হইয়া সেই দুই সমুপস্থিত পরম অতিথি, মহাবল-সম্পন্ন সৎকারার্হ দশরথ-তনয়কে যথাবিধি পূজা করিলেন। পরে সেই রঘুনন্দনদ্বয় সুমতির নিকট সমুচিত সৎকার লাভ করিয়া এক রাত্রি তথায় যাপনপূর্ব্বক মিথিলাভিমুখে প্রস্থান করিলেন। মুনিগণ পরে রাজর্ষি জনকের সেই মিথিলনাম্নী শুভ পুরী দেখিতে পাইয়া “সাধু সাধু” বলিয়া তাহার প্রশংসা করত সৎকার করিলেন। পরে রঘুনন্দন রাম, মিথিলার উপবনে

ইদমাশ্রমসঙ্কাশং কিং ত্বিদং মুনিবর্জ্জিতম্।
শ্রোতুমিচ্ছামি ভগবন্ কস্যায়ং পূর্ব্ব আশ্রমঃ॥ ১২
তচ্ছ্রুত্বা রাঘবেণোক্তং বাক্যং বাক্যবিশারদঃ।
প্রত্যুবাচ মহাতেজা বিশ্বামিত্রো মহামুনিঃ॥ ১৩
হন্ত তে কথয়িষ্যামি শৃণু তত্ত্বেন রাঘব।
যস্যৈতদাশ্রমপদং শপ্তং কোপান্মহাত্মনঃ॥ ১৪
গৌতমস্য নরশ্রেষ্ঠ পূর্ব্বমাসীন্মহাত্মনঃ।
আশ্রমো দিব্যসঙ্কাশঃ সুরৈরপি সুপূজিতঃ।
স চাত্র তপ আতিষ্ঠদহল্যাসহিতঃ পুরা।
বর্ষপূগান্যনেকানি রাজপুত্র মহাযশঃ॥ ১৬
তস্যান্তরং বিদিত্বা চ সহস্রাক্ষঃ শচীপতিঃ।
মুনিবেষধরো ভূত্বা অহল্যামিদমব্রবীৎ॥ ১৭
ঋতুকালং প্রতীক্ষন্তে নার্থিনঃ সুসমাহিতে।
সঙ্গমং ত্বহমিচ্ছামি ত্বয়া সহ সুমধ্যমে॥ ১৮
মুনিবেষং সহস্রাক্ষং বিজ্ঞায় রঘুনন্দন।
মতিঞ্চকার দুর্ম্মেধা দেবরাজকুতূহলাৎ॥ ১৯
অথাব্রবীৎ সুরশ্রেষ্ঠং কৃতার্থেনান্তরাত্মনা।
কৃতার্থাস্মি সুরশ্রেষ্ঠ গচ্ছ শীঘ্রমিতঃ প্রভো॥ ২০
আত্মানং মাঞ্চ দেবেশ সর্ব্বথা রক্ষ গৌরবাৎ।
ইন্দ্রস্তু প্রহসন্ বাক্যমহল্যামিদমব্রবীৎ॥ ২১
সুশ্রোণি পরিতুষ্টোঽস্মি গমিষ্যামি যথাগতম্।
এবং সঙ্গম্য তু তদা নিশ্চক্রামোটজাত্ততঃ॥ ২২
স সম্ভ্রমাত্ত্বরন্ রাম শঙ্কিতো গৌতমং প্রতি।
গৌতমং সন্দদর্শাথ প্রবিশন্তং মহামুনিম্॥ ২৩
দেবদানবদুর্দ্ধর্ষং তপোবলসমন্বিতম্।
তীর্থোদকপরিক্লিন্নং দীপ্যমানমিবানলম্॥ ২৪
গৃহীতসমিধং তত্র সকুশং মুনিপুঙ্গবম্।
অথ দৃষ্ট্বা সহস্রাক্ষং মুনিবেশধরং মুনিঃ।
দুর্ব্বৃত্তং বৃত্তসম্পন্নো রোষাদ্বচনমব্রবীৎ। ২৬
মম রূপং সমাস্থায় কৃতবানসি দুর্ম্মতে।
অকর্ত্তব্যমিদং যস্মাদ্বিফলস্ত্বং ভবিষ্যসি॥ ২৭
গৌতমেনৈবমুক্তস্য সরোষেণ মহাত্মনা।
পেততুর্বৃষণৌ ভূমৌ সহস্রাক্ষস্য তৎক্ষণাৎ॥ ২৮
তথা দৃষ্ট্বা চ বৈ শক্রং ভার্য্যামপি চ শপ্তবান্।
ইহ বর্ষসহস্রাণি বহূনি নিবসিষ্যসি॥ ২৯

একটী নির্জ্জন পুরাতন রমণীয় আশ্রম দেখিতে পাইয়া মুনিবর বিশ্বামিত্রকে জিজ্ঞাসা করিলেন "ভগবন্! ঐ স্থানটী আশ্রমের ন্যায় বোধ হইতেছে; কিন্তু সম্প্রতি উহাতে কোন ঋষি নাই; পূর্ব্বে ঐ আশ্রম কাহার ছিল, তাহা শুনিতে আমার অভিলাষ হইতেছে।" ৭—১২। বাক্য-বিশারদ মহাতেজস্বী মহামুনি বিশ্বামিত্র, রামের সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া তাঁহাকে বলিলেন, "রাঘব। যে মহাত্মা মহর্ষি কোপবশতঃ এই আশ্রমের প্রতি শাপ দিয়াছেন, তৎসম্বন্ধে আমি যথাতত্ত্ব বর্ণন করিতেছি, তুমি শ্রবণ কর। নরবর! পূর্ব্বে এই দিব্য আশ্রম মহাত্মা গৌতমের ছিল; দেবতারাও ইহার সৎকার করিতেন। রাজপুত্র! মহাযশস্বী গৌতম, বহুবৎসর এই আশ্রমে অহল্যার সহিত তপস্যা করিয়াছিলেন। ১৩—১৬। রঘুনন্দন! একদা গৌতমের অবর্ত্তমানে উপযুক্ত সময় বোধে, শচীপতি সহস্রাক্ষ মহেন্দ্র তাঁহার বেশ ধারণপূর্ব্বক অহল্যার নিকটে গিয়া তাঁহাকে বলিলেন, "সুমধ্যমে! তুমি সঙ্গমোচিত অলঙ্কারে অলঙ্কৃতা হইয়া রহিয়াছ, সুতরাং তোমার সহিত সঙ্গম করিতে আমার বাসনা হইতেছে, রমণার্থী ব্যক্তি রতিবিষয়ে বিহিত কালের প্রতীক্ষা করিতে পারে না।" অহল্যা তাঁহাকে গৌতম-বেশধারী সহস্রাক্ষ ইন্দ্র বলিয়া জানিতে পারিয়াও দুর্ব্বুদ্ধিহেতু দিব্যরমণে কুতূহলবশতঃ তাদৃশ কর্ম্ম করিতে অভিপ্রায় করিলেন। অনন্তর তিনি পূর্ণমনোরথা হইয়া সুরশ্রেষ্ঠকে কহিলেন, 'প্রভো সুরবর! আমি কৃতার্থা হইলাম। এখন শীঘ্র এখান হইতে প্রস্থান কর এবং সর্ব্বপ্রকারে আমার ও আপনার গৌরব রক্ষা কর।' মহেন্দ্রও হাসিতে হাসিতে তাঁহাকে বলিলেন, 'সুশ্রোণি! আমি তোমার প্রতি অতীব পরিতুষ্ট হইয়াছি; যে স্থান হইতে আসিয়াছি, এই আমি সেই স্থানে চলিলাম', রাম! তখন মহেন্দ্র, এইরূপে অহল্যার সহিত সঙ্গম করিয়া গৌতমের ভয়ে ব্যস্তভাবে সত্বর সেই পর্ণশালা হইতে বহির্গত হইলেন। তিনি বহির্গত হইয়াই সুরাসুরগণের দুরাধর্ষণীয় তপোবলসমন্বিত এবং অনলের ন্যায় দীপ্তিশালী মুনিবর গৌতমকে, তীর্থোদকে স্নান করিয়া সমিৎ ও কুশ গ্রহণপূর্ব্বক আশ্রমে প্রবেশ করিতে দেখিয়াই ত্রস্ত ও বিষণ্নবদন হইলেন। পরে সেই সদাচারী মুনি, দুর্ব্বৃত্ত সহস্রাক্ষকে, আত্মবেশধারী দর্শনে ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহাকে বলিলেন, "রে দুর্ম্মতে! যেহেতু তুই আমার রূপ ধারণ করিয়া এই অকর্ত্তব্য কর্ম্ম করিয়াছিস্, অতএব তুই অণ্ডকোষবিহীন হইবি।" ১৭—২৭। মহাত্মা গৌতম, ক্রুদ্ধ হইয়া ঐরূপ বলিলে, সহস্রাক্ষের অণ্ডদ্বয় তখনই পতিত হইল। মহর্ষি গৌতম, ইন্দ্রের তাদৃশ অবস্থা দেখিয়া ভার্য্যাকে এরূপ অভিশাপ দিলেন,—"রে দুর্ব্বৃত্তে! তুই এই আশ্রমে বহুসহস্র বৎসর নিরাহারা

বাতভক্ষ্যা নিরাহারা তপ্যন্তী ভস্মশায়িনী।
অদৃশ্যা সর্ব্বভূতানামাশ্রমেঽস্মিন্ বসিষ্যসি॥ ৩০
যদৈতচ্চ বনং ঘোরং রামো দশরথাত্মজঃ।
আগমিষ্যতি দুর্দ্ধর্ষস্তদা পূতা ভবিষ্যসি॥ ৩১
তস্যাতিথ্যেন দুর্ব্বৃত্তে লোভমোহবিবর্জ্জিতা।
মৎসকাশং মুদা যুক্তা স্বং বপুর্ধারয়িষ্যসি॥ ৩২
এবমুক্ত্বা মহাতেজা গৌতমো দুষ্টচারিণীম্।
ইমমাশ্রমমুৎসৃজ্য সিদ্ধচারণসেবিতে॥ ৩৩
হিমবচ্ছিখরে রম্যে তপস্তেপে মহাতপাঃ॥ ৩৪
ইতি বালকাণ্ডে অষ্টচত্বারিংশঃ সর্গঃ॥ ৪৮॥

একোনপঞ্চাশঃ সর্গঃ।

অফলস্তু ততঃ শক্রো দেবানগ্নিপুরোগমান্।
অব্রবীত্ত্রস্তনয়নঃ সিদ্ধগন্ধর্ব্বচারণান্॥ ১
কুর্ব্বতা তপসো বিঘ্নং গৌতমস্য মহাত্মনঃ।
ক্রোধমুৎপাদ্য হি ময়া সুরকার্য্যমিদং কৃতম্॥ ২
অফলোঽস্মি কৃতস্তেন ক্রোধাৎ সা চ নিরাকৃতা।
শাপমোক্ষেণ মহতা তপোঽস্যাপহৃতং ময়া॥ ৩
তস্মাৎ সুরবরাঃ সর্ব্বে সর্ষিসঙ্ঘাঃ সচারণাঃ।
সুরকার্য্যকরং যূয়ং সফলং কর্ত্তুমর্হথ॥ ৪
শতক্রতোর্বচঃ শ্রুত্বা দেবাঃ সাগ্নিপুরোগমাঃ।
পিতৃদেবানুপেত্যাহুঃ সর্ব্বে সহ মরুদ্গণৈঃ॥ ৫
অয়ং মেষঃ সবৃষণঃ শক্রো হ্যবৃষণঃ কৃতঃ।
মেষস্য বৃষণৌ গৃহ্য শক্রায়াশু প্রযচ্ছত॥ ৬
অফলস্তু কৃতো মেষঃ পরাং তুষ্টিং প্রদাস্যতি।
ভবতাং হর্ষণার্থঞ্চ যে চ দাস্যন্তি মানবাঃ।
অক্ষয়ং হি ফলং তেষাং যূয়ং দাস্যথ পুষ্কলম্॥ ৭
অগ্নেস্তু বচনং শ্রুত্বা পিতৃদেবাঃ সমাগতাঃ।
উৎপাট্য মেষবৃষণৌ সহস্রাক্ষে ন্যবেশয়ন্॥ ৮
তদা প্রভৃতি কাকুৎস্থ পিতৃদেবাঃ সমাগতাঃ।
অফলান্ ভুঞ্জতে মেষান্ ফলৈস্তেষামযোজয়ন্॥ ৯
ইন্দ্রস্তু মেষবৃষণস্তদা প্রভৃতি রাঘব।
গৌতমস্য প্রভাবেণ তপসা চ মহাত্মনঃ॥ ১০
তদাগচ্ছ মহাতেজ আশ্রমং পুণ্যকর্ম্মণঃ।
তারয়ৈনাং মহাভাগামহল্যাং দেবরূপিণীম্॥ ১১
বিশ্বামিত্রবচঃ শ্রুত্বা রাঘবঃ সহলক্ষ্মণঃ।
বিশ্বামিত্রং পুরস্কৃত্য আশ্রমং প্রবিবেশ হ॥ ১২
দদর্শ চ মহাভাগাং তপসা দ্যোতিতপ্রভাম্।

বাতভক্ষ্যা, ভস্মশায়িনী ও সমস্ত প্রাণীর অদৃশ্যা হইয়া অনুতাপ করত বাস করিবি। যখন এই ঘোর বনে দশরথ-নন্দন দুর্দ্ধর্ষ রামের আগমন হইবে, তখনই তুই পবিত্রা হইবি,—তুই তাঁহার আতিথ্য করিয়া, লোভ-মোহবিবর্জ্জিতা হইয়া স্বীয় রূপ লাভপূর্ব্বক সানন্দে আমার নিকটে আগমন করিবি। মহাতেজস্বী মহাতপস্বী গৌতম, দুষ্টচারিণী অহল্যাকে ঐরূপ শাপ দিয়া এই আশ্রম পরিত্যাগপূর্ব্বক সিদ্ধ-চারণ-সেবিত রমণীয় হিমালয়শৃঙ্গে যাইয়া তপস্যা করিতে লাগিলেন।" ২৮—৩৪।

ঊনপঞ্চাশ সর্গ।

এদিকে অণ্ডবিহীন ইন্দ্র দীননয়নে অগ্নি প্রভৃতি দেব, সিদ্ধ, গন্ধর্ব্ব ও চারণগণকে বলিলেন, 'সুরবরগণ! আমি, মহাত্মা, গৌতমের তপস্যার বিঘ্নসম্পাদনার্থ তাঁহার ক্রোধ উৎপাদনপূর্ব্বক সুরকার্য্য সাধন করিয়াছি,—গৌতম ক্রুদ্ধ হইয়া আমাকে অণ্ডহীন ও অহল্যাকে ত্যাগ করিয়াছেন, আমি তাঁহাকে ঐরূপ কঠিন অভিশাপ প্রদান করাইয়া তাঁহার তপস্যা অপহরণ করিয়াছি; অতএব তোমরা সকলে ঋষি ও চারণগণের সহিত আমাকে সমুষ্ক করত সুরকার্য্য সাধন কর। ইন্দ্রবাক্যশ্রবণে পুরোগামী অগ্নিপ্রভৃতি দেবগণ, মরুদ্গণের সহিত পিতৃদেবগণের নিকট যাইয়া তাঁহাদিগকে কহিলেন, 'সম্প্রতি ইন্দ্র অণ্ডহীন হইয়াছেন; এই মেষের মুষ্ক আছে, তোমরা শীঘ্র ইহার মুষ্ক গ্রহণ করিয়া মহেন্দ্রের দেহে সংযোগ কর। তোমরা এই মেষকে মুষ্কহীন করিলে, এ তোমাদিগের সন্তোষ বিধান করিবে; পরন্তু যে সকল মানবেরা, তোমাদিগের সন্তোষ-সম্পাদনার্থ তোমাদিগকে তাদৃশ মেষ প্রদান করিবে, তোমরা তাহাদিগকে অক্ষয় উত্তম ফল প্রদান করিও।' ১—৭। কাকুৎস্থ! পিতৃদেবেরা অগ্নির বাক্য শ্রবণ করিয়া, সেই মেষের মুষ্কদ্বয় গ্রহণপূর্ব্বক সহস্রাক্ষের দেহে সন্নিবেশ করিলেন। রঘুনন্দন! তাঁহারা মেষের মুষ্ক মহেন্দ্রে যোগ করিয়া তৎকালাবধি মিলিত হইয়া, মুষ্কহীন মেষসকল ভক্ষণ করিতে লাগিলেন, ইন্দ্রও মহাত্মা গৌতমের তপস্যাপ্রভাবে তৎকালাবধি মেষবৃষণ হইলেন। অতএব মহাতেজঃসম্পন্ন রাম! তুমি পুণ্যকর্ম্মা গৌতমের আশ্রমে চল এবং তথায় গিয়া সেই মহাভাগা দেবরূপিণী অহল্যাকে উদ্ধার কর।" বিশ্বামিত্রের কথা শুনিয়া রঘুনন্দন রাম, লক্ষ্মণের সহিত তাঁহাকে অগ্র করিয়া সেই আশ্রমে প্রবেশ

লোকৈরপি সমাগম্য দুর্নিরীক্ষ্যাং সুরাসুরৈঃ ॥ ১৩
প্রযত্নান্নির্ম্মিতাং ধাত্রা দিব্যাং মায়াময়ীমিব ।
ধূমেনাভিপরীতাঙ্গীং দীপ্তামগ্নিশিখামিব ॥ ১৪
সতুষারাবৃতাং সাভ্রাং পূর্ণচন্দ্রপ্রভামিব ।
মধ্যেঽম্ভসো দুরাধর্ষাং দীপ্তাং সূর্য্যপ্রভামিব ॥ ১৫
সা হি গৌতমবাক্যেন দুর্নিরীক্ষ্যা বভূব হ ।
ত্রয়াণামপি লোকানাং যাবদ্রামস্য দর্শনম্ ॥ ১৬
শাপস্যান্তমুপাগম্য তেষাং দর্শনমাগতা ॥ ১৭
রাঘবৌ তু তদা তস্যাঃ পাদৌ জগৃহতুর্ম্মুদা ।
স্মরন্তী গৌতমবচঃ প্রতিজগ্রাহ সা হি তৌ ॥ ১৮
পাদ্যমর্ঘ্যং তথাতিথ্যং চকার সুসমাহিতা ।
প্রতিজগ্রাহ কাকুৎস্থো বিধিদৃষ্টেন কর্ম্মণা ॥ ১৯
পুষ্পবৃষ্টির্মহত্যাসীৎ দেবদুন্দুভিনিঃস্বনৈঃ ।
গন্ধর্ব্বাপ্সরসাং চৈব মহানাসীৎ সমুৎসবঃ ॥ ২০
সাধু সাধ্বিতি দেবাস্তামহল্যাং সমপূজয়ন্ ।
তপোবলবিশুদ্ধাঙ্গীং গৌতমস্য বশানুগাম্ ॥ ২১
গৌতমোঽপি মহাতেজা অহল্যাসহিতঃ সুখী ।
রামং সম্পূজ্য বিধিবৎ তপস্তেপে মহাতপাঃ ২২
রামোঽপি পরমাং পূজাং গৌতমস্য মহামুনেঃ ।
সকাশাদ্বিধিবৎ প্রাপ্য জগাম মিথিলাং ততঃ ॥ ২৩

ইতি বালকাণ্ডে একোনপঞ্চাশঃ সর্গঃ ॥ ৪৯ ॥

পঞ্চাশঃ সর্গঃ ।

ততঃ প্রাগুত্তরাং গত্বা রামঃ সৌমিত্রিণা সহ ।
বিশ্বামিত্রং পুরস্কৃত্য যজ্ঞবাটমুপাগমৎ ॥ ১
রামস্তু মুনিশার্দ্দূলমুবাচ সহলক্ষ্মণঃ ।
সাধ্বী যজ্ঞসমৃদ্ধির্হি জনকস্য মহাত্মনঃ ॥ ২
বহূনীহ সহস্রাণি নানাদেশনিবাসিনাম্ ।
ব্রাহ্মণানাং মহাভাগ বেদাধ্যয়নশালিনাম্ ॥ ৩
ঋষিবাটাশ্চ দৃশ্যন্তে শকটীশতসঙ্কুলাঃ ।
দেশো বিধীয়তাং ব্রহ্মন্ যত্র বৎস্যামহে বয়ম্ ॥ ৪
রামস্য বচনং শ্রুত্বা বিশ্বামিত্রো মহামুনিঃ ।
নিবাসমকরোদ্দেশে বিবিক্তে সলিলান্বিতে ॥ ৫
বিশ্বামিত্রমনুপ্রাপ্তং শ্রুত্বা নৃপবরস্তদা ।
শতানন্দং পুরস্কৃত্য পুরোহিতমনিন্দিতঃ ॥ ৬

পূর্ব্বক তপঃপ্রভায় উদ্ভাসিতাঙ্গী মহাভাগা অহল্যাকে দেখিলেন। বিধাতা তাঁহাকে এরূপ প্রযত্নে নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন যে, দেখিলে আপাততঃ 'মায়াময়ী' বলিয়া অনুভূত হইত এবং এতকাল সুরাসুর প্রভৃতি সমস্ত ত্রিলোকবাসী প্রাণীরা মিলিত হইয়াও তাঁহাকে দেখিতে পাইতেন না; সেই মনোহরাঙ্গী অহল্যাকে তৎকালে ধূমপরীতা প্রদীপ্তা অনলশিখার ন্যায় প্রতীয়মানা, মেঘ ও তুষারাবৃতা পূর্ণচন্দ্র-কান্তির ন্যায় প্রকাশমানা ও জলমধ্যে পতিতা দুর্দ্দর্শনীয়া প্রদীপ্ত-সূর্য্যপ্রভার ন্যায় দেদীপ্যমানা বোধ হইতেছিল। ৮—১৫। গৌতমের অভিশাপে রাম-সন্দর্শন না হওয়া পর্য্যন্ত অহল্যা ত্রৈলোক্যের দৃষ্টির বহির্ভূতা হইয়াছিলেন। তৎকালে পাপের অবসান হওয়ায় সমস্ত প্রাণীরই প্রত্যক্ষগোচরীভূতা হইলেন। তখন রঘুনন্দন রাম ও লক্ষ্মণ সানন্দে তাঁহার পাদ বন্দনা করিলেন। পরে অহল্যা গৌতমের বাক্য স্মরণ করত রামপদমূলে প্রণামপূর্ব্বক সুসমাহিতা হইয়া তাঁহাদিগকে পাদ্য অর্ঘ দিয়া আতিথ্যসৎকার করিলে, কাকুৎস্থনন্দন রামও যথাবিধি তাহা প্রতিগ্রহ করিলেন। তৎকালে দেবলোকে দেবদুন্দুভি সকল বাজিতে লাগিল এবং গন্ধর্ব্ব ও অপ্সরাদিগের মহান্ মহোৎসব ও স্বর্গ হইতে সেই আশ্রমে পুষ্পবৃষ্টি হইল। দেবতারা সেই তপোবলবিশুদ্ধাঙ্গী গৌতমের বশীভূতা ও অনুগামিনী পত্নী অহল্যাকে "সাধু সাধু" বলিয়া প্রশংসা করিলেন। পরে মহাতেজস্বী গৌতম, অহল্যার সহিত মিলিত হইয়া সুখী হইলেন ও রামকে যথাবিধি সৎকার করিয়া তপস্যা করিতে লাগিলেন এবং রামও মহামুনি গৌতমের নিকট যথাবিধি পরম-পূজা লাভ করিয়া মিথিলাপুরী অভিমুখে গমন করিলেন। ১৬—২৩।

পঞ্চাশ সর্গ।

রাম, লক্ষ্মণের সহিত বিশ্বামিত্রকে অগ্রে করিয়া সেই আশ্রমের ঈশানদিক্ দিয়া জনকের যজ্ঞস্থলে উপস্থিত হইয়া, মুনিবর বিশ্বামিত্রকে বলিলেন, "মহাভাগ! আমি দেখিতেছি, ঋষিগণের আবাসস্থল সকল শত শত অগ্নিহোত্রাদি-সম্ভারবাহক শকটে পরিব্যাপ্ত রহিয়াছে; সুতরাং আমার বোধ হইতেছে যে, মহাত্মা জনকের এই যজ্ঞে নানাদেশনিবাসী বেদাধ্যায়ী বহুসংখ্যক ব্রাহ্মণ আগমন করিয়াছেন; অতএব ইহার যজ্ঞসমৃদ্ধি অতীব মহতী। ব্রহ্মন্! আপনি আমাদিগের বাসস্থান অবধারণ করুন। মহামুনি বিশ্বামিত্র রামের কথা শুনিয়া সলিলান্বিত নির্জ্জন স্থানে আবাস স্থির করিলেন। ১—৫। এদিকে বিশ্বামিত্রের আগমনবার্ত্তা শ্রবণে নৃপবর জনক বিনীত ও ত্বরান্বিত হইয়া তখনই পুরোহিত শতানন্দ ও মহাত্মা

ঋত্বিজোঽপি মহাত্মানস্ত্বর্ঘ্যমাদায় সত্বরম্।
প্রত্যুজ্জগাম সহসা বিনয়েন সমন্বিতঃ॥ ৭
বিশ্বামিত্রায় ধর্ম্মেণ দদৌ ধর্ম্মপুরস্কৃতম্।
প্রতিগৃহ্য তু তাং পূজাং জনকস্য মহাত্মনঃ॥ ৮
পপ্রচ্ছ কুশলং রাজ্ঞো যজ্ঞস্য চ নিরাময়ম্।
স তাংশ্চাথ মুনীন্ পৃষ্ট্বা সোপাধ্যায়পুরোধসঃ॥ ৯
যথার্হমৃষিভিঃ সর্ব্বৈঃ সমাগচ্ছৎ প্রহৃষ্টবৎ।
অথ রাজা মুনিশ্রেষ্ঠং কৃতাঞ্জলিরভাষত॥ ১০
আসনে ভগবানাস্তাং সহৈভির্মুনিপুঙ্গবৈঃ।
জনকস্য বচঃ শ্রুত্বা নিষসাদ মহামুনিঃ॥ ১১
পুরোধা ঋত্বিজশ্চৈব রাজা চ সহ মন্ত্রিভিঃ।
আসনেষু যথান্যায়মুপবিষ্টাঃ সমন্ততঃ॥ ১২
দৃষ্ট্বা স নৃপতিস্তত্র বিশ্বামিত্রমথাব্রবীৎ।
অদ্য যজ্ঞসমৃদ্ধির্মে সফলা দৈবতৈঃ কৃতা॥ ১৩
অদ্য যজ্ঞফলং প্রাপ্তং ভগবদ্দর্শনান্ময়া।
ধন্যোঽস্ম্যনুগৃহীতোঽস্মি যস্য মে মুনিপুঙ্গব॥ ১৪
যজ্ঞোপসদনং ব্রহ্মন্ প্রাপ্তোঽসি মুনিভিঃ সহ।
দ্বাদশাহন্তু ব্রহ্মর্ষে দীক্ষামাহুর্মনস্বিনঃ॥ ১৫
ততো ভাগার্থিনো দেবান্ দ্রষ্টুমর্হসি কৌশিক।
ইত্যুক্ত্বা মুনিশার্দ্দূলং প্রহৃষ্টবদনস্তদা॥ ১৬
পুনস্তং পরিপপ্রচ্ছ প্রাঞ্জলিঃ প্রযতো নৃপঃ।
ইমৌ কুমারৌ ভদ্রং তে দেবতুল্যপরাক্রমৌ॥ ১৭
গজসিংহগতী বীরৌ শার্দ্দূলবৃষভোপমৌ।
পদ্মপত্রবিশালাক্ষৌ খড়্গতূণীধনুর্দ্ধরৌ॥
অশ্বিনাবিব রূপেণ সমুপস্থিতযৌবনৌ॥ ১৮
যদৃচ্ছয়েব গাং প্রাপ্তৌ দেবলোকাদিবামরৌ।
কথং পদ্ভ্যামিহ প্রাপ্তৌ কিমর্থং কস্য বা মুনে॥ ১৯
বরায়ুধধরৌ বীরৌ কস্য পুত্রৌ মহামুনে।
ভূষয়ন্তাবিমং দেশং চন্দ্রসূর্য্যাবিবাম্বরম্॥ ২০
পরস্পরস্য সদৃশৌ প্রমাণেঙ্গিতচেষ্টিতৈঃ।
কাকপক্ষধরৌ বীরৌ শ্রোতুমিচ্ছামি তত্ত্বতঃ॥ ২১
তস্য তদ্বচনং শ্রুত্বা জনকস্য মহাত্মনঃ।
ন্যবেদয়দমেয়াত্মা পুত্রৌ দশরথস্য তৌ॥ ২২
সিদ্ধাশ্রমনিবাসঞ্চ রাক্ষসানাং বধং তথা।
তত্রাগমনমব্যগ্রং বিশালায়াশ্চ দর্শনম্॥ ২৩
অহল্যাদর্শনঞ্চৈব গৌতমেন সমাগমম্।

ঋত্বিক্‌দিগকে অগ্রে করিয়া যথাবিধি অর্ঘ্য গ্রহণপূর্ব্বক হৃষ্টচিত্তে তাঁহার প্রত্যুদ্গমন করিলেন এবং ধর্ম্মানুসারে তাঁহাকে সেই অর্ঘ্য দিলেন। বিশ্বামিত্রও মহাত্মা জনক রাজার সেই পূজা গ্রহণ করিয়া তদীয় মঙ্গল ও যজ্ঞের কুশল জিজ্ঞাসা করিলেন এবং সেই সমস্ত ঋত্বিক্ ও পুরোহিত প্রভৃতি মুনিগণকে কুশল প্রশ্নপূর্ব্বক যথান্যায়ে, সানন্দ-চিত্তে তাঁহা দগের সহিত মিলিত হইলেন। পরে জনকরাজ, কৃতাঞ্জলিপূর্ব্বক মুনিবর বিশ্বামিত্রকে বলিলেন, 'ভগবন্! সমভিব্যাহারী মুনিগণের সহিত আপনি আসনে উপবেশন করুন।" পরে মহামুনি বিশ্বামিত্র, জনকের বাক্যানুসারে উপবিষ্ট হইলে নরপতি জনক, পুরোহিত, ঋত্বিক্ ও অমাত্যগণের সহিত তাঁহাকে বেষ্টন করিয়া উপবিষ্ট হইলেন। বিশ্বামিত্রকে বলিলেন, 'ব্রহ্মন্! অদ্য আমি আপনার সন্দর্শনে লাভ করিয়া ধন্য হইলাম। মুনিবর! আমার এই যজ্ঞও দেবগণকর্তৃক সফলীকৃত হইল।—আমি যজ্ঞফল লাভ করিলাম; যেহেতু আপনি আমার প্রতি অনুগ্রহ প্রকাশ করিয়া মুনিগণের সহিত যজ্ঞস্থলে সমাগত হইয়াছেন। "ব্রহ্মর্ষে! মনস্বী উপাধ্যায়েরা আমাকে বলিয়াছেন যে, আমার দীক্ষার নিয়মিত আর দ্বাদশ দিবস মাত্র অবশিষ্ট আছে, তৎপরে দেবতারা স্ব স্ব হবির্ভাগ গ্রহণ করিবার জন্য এখানে উপস্থিত হইবেন। তাঁহাদিগকে দর্শন করা আপনার কর্তব্য।" নরপতি জনক, মুনিবর বিশ্বামিত্রকে ইহা বলিয়া প্রযত ও প্রাঞ্জলি হইয়া প্রহৃষ্টাননে পুনরায় তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "মহামুনে! আপনার মঙ্গল হউক,—এই দুই কুমার শার্দ্দূল ও বৃষভের ন্যায় শৌর্য্যসম্পন্ন, বীর্য্যশালী, কাকপক্ষধারী, গজসদৃশগামী, দেবতুল্য-পরাক্রমশালী, নবীন যুবক—অশ্বিনীকুমারদ্বয়ের ন্যায় সুরূপ এবং পরস্পর শরীরপরিমাণ চেষ্টিত ও ইঙ্গিত-বিষয়ে সমতুল্য; পদ্মপত্রবৎ আয়তনেত্র, খড়্গ তূণ ও ধনুর্দ্ধারী, দিব্যায়ুধ-সম্পন্ন ও বীর; ইহাদিগকে দেখিয়া বোধ হয় যে, দেবলোক হইতে যেন দুই অমর যদৃচ্ছাক্রমে ভূতলে অবতীর্ণ হইয়াছেন। ইহাঁরা কে? কাহার পুত্র? সূর্য্য ও চন্দ্র যেরূপ আকাশের শোভা সম্পাদন করেন, তদ্রূপ ইহাঁরা এই প্রদেশ শোভান্বিত করিয়াছেন। ইহারা কি নিমিত্ত এখানে আসিয়াছেন এবং কি প্রকারেই বা পদব্রজে আসিয়াছেন? মুনে! আমি এই সকল বিবরণ যথার্থরূপে শুনিতে ইচ্ছা করি। ৮—২১। অপ্রমেয়াত্মা বিশ্বামিত্র, মহাত্মা জনকের কথা শুনিয়া তাঁহাকে বলিলেন, "ইহাঁরা দশরথের পুত্র। ইহাঁরা নিরাপদে সিদ্ধাশ্রমে আসিয়া অনেক রাক্ষস বধ করিয়াছেন। তৎপরে বিশালা নগরী ও অহল্যাকে সন্দর্শন করিয়া এবং

মহাধনুষি জিজ্ঞাসাং কর্ত্তুমাগমনং তথা ॥ ২৪
এতৎ সর্ব্বং মহাতেজা জনকায় মহাত্মনে।
নিবেদ্য বিররামাথ বিশ্বামিত্রো মহামুনিঃ ॥ ২৫
ইতি বালকাণ্ডে পঞ্চাশঃ সর্গঃ ॥ ৫০ ॥

একপঞ্চাশঃ সর্গঃ।

তস্য তদ্বচনং শ্রুত্বা বিশ্বামিত্রস্য ধীমতঃ।
হৃষ্টরোমা মহাতেজাঃ শতানন্দো মহাতপাঃ ॥ ১
গৌতমস্য সুতো জ্যেষ্ঠস্তপসা দ্যোতিতপ্রভঃ।
রামসন্দর্শনাদেব পরং বিস্ময়মাগতঃ ॥ ২
এতৌ নিষণ্ণৌ সম্প্রেক্ষ্য শতানন্দো নৃপাত্মজৌ।
সুখাসীনৌ মুনিশ্রেষ্ঠং বিশ্বামিত্রমথাব্রবীৎ ॥ ৩
অপি তে মুনিশার্দ্দূল মম মাতা যশস্বিনী।
দর্শিতা রাজপুত্রায় তপো দীর্ঘমুপাগতা ॥ ৪
অপি রামে মহাভাগা মম মাতা যশস্বিনী।
বন্যৈরুপাহরৎ পূজাং পূজার্হে সর্ব্বদেহিনাম্ ॥ ৫
অপি রামায় কথিতং যদ্‌বৃত্তং তৎ পুরাতনম্।
মম মাতুর্মহাতেজো দৈবেন দুরনুষ্ঠিতম্ ॥ ৬
অপি কৌশিক ভদ্রং তে গুরুণা মম সঙ্গতা।
মম মাতা মুনিশ্রেষ্ঠ রামসন্দর্শনাদিতঃ ॥ ৭
অপি মে গুরুণা রামঃ পূজিতঃ কুশিকাত্মজ।
ইহাগতো মহাতেজাঃ পূজাং প্রাপ্য মহাত্মনঃ ॥ ৮
অপি শান্তেন মনসা গুরুর্মে কুশিকাত্মজ।
ইহাগতেন রামেণ পূজিতেনাভিবাদিতঃ ॥ ৯
তচ্ছ্রুত্বা বচনং তস্য বিশ্বামিত্রো মহামুনিঃ।
প্রত্যুবাচ শতানন্দং বাক্যজ্ঞো বাক্যকোবিদম্ ॥ ১০
নাতিক্রান্তং মুনিশ্রেষ্ঠ যৎ কর্ত্তব্যং কৃতং ময়া।
সঙ্গতা মুনিনা পত্নী ভার্গবেণেব রেণুকা ॥ ১১
তচ্ছ্রুত্বা বচনং তস্য বিশ্বামিত্রস্য ধীমতঃ।
শতানন্দো মহাতেজা রামং বচনমব্রবীৎ ॥ ১২
স্বাগতং তে নরশ্রেষ্ঠ দিষ্ট্যা প্রাপ্তোঽসি রাঘব।
বিশ্বামিত্রং পুরস্কৃত্য মহর্ষিমপরাজিতম্ ॥ ১৩
অচিন্ত্যকর্ম্মা তপসা ব্রহ্মর্ষিরমিতপ্রভঃ।
বিশ্বামিত্রো মহাতেজা বেৎস্যেনং পরমাং গতিম্ ॥ ১৪
নাস্তি ধন্যতরো রাম ত্বত্তোঽন্যো ভুবি কশ্চন।
গোপ্তা কুশিকপুত্রস্তে যেন তপ্তং মহত্তপঃ ॥ ১৫
শ্রূয়তাং চাভিধাস্যামি কৌশিকস্য মহাত্মনঃ।
যথা বলং যথাতত্ত্বং তন্মে নিগদতঃ শৃণু ॥ ১৬
রাজাসীদেষ ধর্ম্মাত্মা দীর্ঘকালমরিন্দমঃ।

গৌতমের সহিত সমাগত হইয়া আপনার সেই শ্রেষ্ঠ ধনুর বিষয় অবগত হইবার নিমিত্ত এখানে আসিয়াছেন। মহাতেজস্বী মহামুনি বিশ্বামিত্র, মহাত্মা জনককে ঐ সমস্ত বিবরণ নিবেদন করিয়া মৌনী হইলেন। ২২—২৫।

একপঞ্চাশ সর্গ।

ধীমান্ বিশ্বামিত্রের কথা শুনিয়া মহাতেজস্বী ও মহাতপস্বী তপঃপ্রদীপ্ত-দেহ, কান্তিসমন্বিত, গৌতমের জ্যেষ্ঠ পুত্র শতানন্দ, রামকে দেখিয়া পরম বিস্মিত ও রোমাঞ্চিত-কলেবর হইলেন। পরে তিনি সেই নৃপনন্দনদ্বয়, রাম ও লক্ষ্মণকে সুখাসীন দেখিয়া মুনিবর বিশ্বামিত্রকে কহিলেন, "মহাতেজস্বি মুনিশার্দ্দূল! আপনার মঙ্গল হউক, আপনি ত এই রাজকুমার রামকে আমার সেই যশস্বিনী দীর্ঘ-তপোনিরতা মাতাকে সন্দর্শন করাইয়াছেন? আমার যশস্বিনী মহাভাগা জননী ত সমস্ত প্রাণীরই পূজ্য এই রামকে বন্য ফল-মূলাদির দ্বারা অর্চ্চনা করিয়াছেন? কৌশিক মহাতেজস্বি মুনিশার্দ্দূল! পূর্ব্বে আমার মাতার ইন্দ্র-নিবন্ধন যে অসদাচরণ হইয়াছিল, তাহা ত আপনি রামকে কহিয়াছেন? রাম-দর্শন হেতু শাপান্ত হওয়ায় আমার মাতা আমার পিতার সহিত ত মিলিতা হইয়াছেন। এই মহাতেজস্বী রাম ত আমার মহাত্মা জনককর্ত্তৃক পূজিত হইয়া প্রশান্তমনে তাঁহাকে অভিবাদন করিয়া এখানে আসিয়াছেন? আপনি এ সমস্ত বিবরণ বর্ণন করুন।" ১—৯। মহামুনি বাগ্মী বিশ্বামিত্র, বাক্যবিশারদ শতানন্দের কথা শুনিয়া তাঁহাকে বলিলেন, "মুনিশ্রেষ্ঠ! আমি কর্ত্তব্য কর্ম্ম বিস্মৃত হই নাই; সমস্তই সম্পাদন করিয়াছি,—ভার্গবের সহিত রেণুকার ন্যায় তোমার মাতা তোমার পিতার সহিত পুনর্ম্মিলিতা হইয়াছেন।" ধীমান্ বিশ্বামিত্রের কথা শুনিয়া মহাতেজস্বী শতানন্দ, রামকে বলিলেন, রঘুনন্দন নরবর! আপনি আমার ভাগ্যক্রমেই, অপরাজিত মহর্ষি বিশ্বামিত্রকে, অগ্রে করিয়া এখানে আসিয়াছেন, এই অমিততেজা মহর্ষি বিশ্বামিত্র, তপোবলে বিবিধ অচিন্তনীয় কর্ম্ম সম্পাদন করিয়াছেন, ইহাঁকে জগতের পরম হিতৈষী জানিবে। রাম! ভূমণ্ডলে আপনা অপেক্ষা ধন্যতর আর কেহই নাই। যেহেতু এই মহাতপস্বী গাধিনন্দন বিশ্বামিত্র আপনার রক্ষক হইয়াছেন। এই মহাত্মা কৌশিক বিশ্বামিত্রের যেরূপ সামর্থ্য, তাহা আমি শক্তিঅনুসারে যথাতত্ত্ব বর্ণন করিতেছি, আপনি শ্রবণ করুন। পূর্ব্বে এই ধর্ম্মাত্মা

ধর্ম্মজ্ঞঃ কৃতবিদ্যশ্চ প্রজানাং চ হিতে রতঃ॥ ১৭
প্রজাপতিসুতস্ত্বাসীৎ কুশো নাম মহীপতিঃ।
কুশস্য পুত্রো বলবান্ কুশনাভঃ সুধার্ম্মিকঃ॥ ১৮
কুশনাভসুতস্ত্বাসীদ্‌গাধিরিত্যেব বিশ্রুতঃ।
গাধেঃ পুত্রো মহাতেজা বিশ্বামিত্রো মহামুনিঃ॥ ১৯
বিশ্বামিত্রো মহাতেজাঃ পালয়ামাস মেদিনীম্।
বহুবর্ষসহস্রাণি রাজা রাজ্যমকারয়ৎ॥ ২০
কদাচিত্তু মহাতেজা যোজয়িত্বা বরূথিনীম্।
অক্ষৌহিণীপরিবৃতঃ পরিচক্রাম মেদিনীম্॥ ২১
নগরাণি চ রাষ্ট্রাণি সরিতশ্চ মহাগিরীন্।
আশ্রমান্ ক্রমশো রাজা বিচরন্নাজগাম হ॥ ২২
বসিষ্ঠস্যাশ্রমপদং নানাপুষ্পলতাদ্রুমম্।
নানামৃগগণাকীর্ণং সিদ্ধচারণসেবিতম্॥ ২৩
দেবদানবগন্ধর্ব্বৈঃ কিন্নরৈরুপশোভিতম্।
প্রশান্তহরিণাকীর্ণং দ্বিজসঙ্ঘনিষেবিতম্॥ ২৪
ব্রহ্মর্ষিগণসঙ্কীর্ণং দেবর্ষিগণসেবিতম্।
তপশ্চরণসংসিদ্ধৈরগ্নিকল্পৈর্ম্মহাত্মভিঃ॥ ২৫
সততং সঙ্কুলং শ্রীমদ্‌ব্রহ্মকল্পৈর্ম্মহাত্মভিঃ।
অব্‌ভক্ষৈর্বায়ুভক্ষৈশ্চ শীর্ণপর্ণাশনৈস্তথা॥ ২৬
ফলমূলাশনৈর্দ্দান্তৈর্জ্জিতদোষৈর্জ্জিতেন্দ্রিয়ৈঃ।
ঋষিভির্ব্বালখিল্যৈশ্চ জপহোমপরায়ণৈঃ॥ ২৭
অন্যৈর্বৈখানসৈশ্চৈব সমন্তাদুপশোভিতম্।
বসিষ্ঠস্যাশ্রমপদং ব্রহ্মলোকমিবাপরম্।
দদর্শ জয়তাং শ্রেষ্ঠো বিশ্বামিত্রো মহাবলঃ॥ ২৮

ইতি বালকাণ্ডে একপঞ্চাশঃ সর্গঃ॥ ৫১॥

দ্বিপঞ্চাশঃ সর্গঃ।

তং দৃষ্ট্বা পরমপ্রীতো বিশ্বামিত্রো মহাবলঃ।
প্রণতো বিনয়াদ্‌বীরো বসিষ্ঠং জপতাং বরম্॥ ১
স্বাগতং তব চেত্যুক্তো বসিষ্ঠেন মহাত্মনা।
আসনং চাস্য ভগবান্ বসিষ্ঠো ব্যাদিদেশ হ॥ ২
উপবিষ্টায় চ তদা বিশ্বামিত্রায় ধীমতে।
যথান্যায়ং মুনিবরঃ ফলমূলমুপাহরৎ॥ ৩
প্রতিগৃহ্য চ তাং পূজাং বসিষ্ঠাদ্রাজসত্তমঃ।
তপোঽগ্নিহোত্রশিষ্যেষু কুশলং পর্য্যপৃচ্ছত।
বিশ্বামিত্রো মহাতেজা বনস্পতিগণে তদা॥ ৪
সর্ব্বত্র কুশলং প্রাহ বসিষ্ঠো রাজসত্তমম্॥ ৫
সুখোপবিষ্টং রাজানং বিশ্বামিত্রং মহাতপাঃ।
পপ্রচ্ছ জপতাং শ্রেষ্ঠো বসিষ্ঠো ব্রহ্মণঃ সুতঃ॥ ৬
কচ্চিত্তে কুশলং রাজন্ কচ্চিদ্ধর্ম্মেণ রঞ্জয়ন্।

অরিন্দম বিশ্বামিত্র বহুকাল রাজত্ব করিয়াছেন। রাম। ইহার পূর্ব্বপুরুষ ধর্ম্মজ্ঞ, কৃতবিদ্য, প্রজাহিতনিরত, প্রজাপতিনন্দন কুশ নামে রাজা ছিলেন; তাঁহার পুত্র বলবান্ সুধার্ম্মিক কুশনাভ; এবং তাঁহার পুত্র গাধি-নামে বিখ্যাত হন। এই মহামুনি অতিতেজস্বী বিশ্বামিত্র, সেই গাধির পুত্র। ইনি রাজা হইয়া বহুসহস্রবর্ষ পৃথিবী পালন করত রাজ্য ভোগ করিয়াছিলেন। ১০—২০। একদা রাজত্বসময়ে এই মহাবলশালী বীরবর মহাতেজস্বী বিশ্বামিত্র, সৈন্য-উদ্‌যোগ করিয়া অক্ষৌহিণী-পরিমিত সৈন্যে পরিবৃত হইয়া পৃথিবী পরিভ্রমণ করিতে লাগিলেন। ইনি বিচরণ করিতে করিতে বহু নগর, রাষ্ট্র, সরিৎ, মহাগিরি ও আশ্রম পরিত্যাগ করিয়া মহর্ষি বসিষ্ঠের আশ্রমে আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং দেখিতে পাইলেন যে, সেই আশ্রম যেন দ্বিতীয় ব্রহ্মলোক—তাহা বিবিধ পুষ্প, লতা ও বৃক্ষসমন্বিত, সিদ্ধ-চারণ-সেবিত, কিন্নরগণে শোভিত, দেব-দানব গন্ধর্ব্ব ও বিবিধ মৃগগণে সমাকীর্ণ, প্রশান্ত হরিণগণে পরিব্যাপ্ত, ব্রাহ্মণগণ শোভিত, দেবর্ষিগণ-সেবিত ব্রহ্মর্ষি-সমূহে পরিব্যাপ্ত, শ্রীসম্পন্ন, তপঃসিদ্ধ অগ্নিতুল্য তেজস্বী ব্রহ্মকল্প মহাত্মা মহর্ষিগণে সর্ব্বদা সমাকীর্ণ এবং সলিলাহারী বায়ুভক্ষ, শীর্ণপর্ণভোজী, রাগাদিদোষ-শূন্য, জিতেন্দ্রিয়, দান্ত, ফলমূলাশী, জপ-হোমপরায়ণ বালখিল্য ও বৈখানস প্রভৃতি ঋষিগণে চতুর্দ্দিকে পরিশোভিত রহিয়াছে।" ২১—২৮।

দ্বিপঞ্চাশ সর্গ।

"মহাবল বিশ্বামিত্র, সেই আশ্রমসন্দর্শনে পরম প্রীতি লাভ করিয়া সবিনয়ে মুনিবর বসিষ্ঠের সমীপে গমনপূর্ব্বক তাঁহাকে অভিবাদন করিলেন। পরে ভগবান্ মহাত্মা বসিষ্ঠ "আপনার শুভাগমন ত?" এইরূপ জিজ্ঞাসা করিয়া শিষ্যগণকে তাঁহার জন্য আসন প্রদান করিতে কহিলেন। ধীমান্ বিশ্বামিত্র উপবিষ্ট হইলে, মুনিবর বসিষ্ঠ তাঁহাকে যথান্যায়ে ফল মূল উপহার দিলেন। মহাতেজস্বী রাজসত্তম বিশ্বামিত্র, বসিষ্ঠের নিকট সেই পূজা লাভ করিয়া, তাঁহার তপস্যা, অগ্নিহোত্র ও শিষ্যগণের কুশল জিজ্ঞাসাপূর্ব্বক তাঁহাকে তত্রত্য বৃক্ষসমুদায়েরও কুশল জিজ্ঞাসিলেন। তখন মহাতপস্বী মুনিবর ব্রহ্মনন্দন বসিষ্ঠ তাঁহাকে বলিলেন 'সকল বিষয়েই মঙ্গল'। অনন্তর তিনি সুখাসীন রাজা বিশ্বামিত্রকে জিজ্ঞাসিলেন, 'পরন্তপ ধার্ম্মিক

প্রজাঃ পালয়সে রাজন্ রাজবৃত্তেন ধার্ম্মিক ॥ ৭
কচ্চিত্তে সন্তুতা ভৃত্যাঃ কচ্চিত্তিষ্ঠন্তি শাসনে।
কচ্চিত্তে বিজিতাঃ সর্ব্বে রিপবো রিপুসূদন ॥ ৮
কচ্চিদ্বলেষু কোশেষু মিত্রেষু চ পরন্তপ।
কুশলং তে নরব্যাঘ্র পুত্রপৌত্রে তথানঘ ॥ ৯
সর্ব্বত্র কুশলং রাজা বসিষ্ঠং প্রত্যুদাহরৎ।
বিশ্বামিত্রো মহাতেজা বসিষ্ঠং বিনয়ান্বিতঃ ॥ ১০
কৃত্বা তৌ সুচিরং কালং ধর্ম্মিষ্ঠৌ তাঃ কথাস্তদা।
মুদা পরমযা যুক্তৌ প্রীয়েতাং তৌ পরস্পরম্ ॥ ১১
ততো বসিষ্ঠো ভগবান্ কথান্তে রঘুনন্দন।
বিশ্বামিত্রমিদং বাক্যমুবাচ প্রহসন্নিব ॥ ১২
আতিথ্যং কর্ত্তুমিচ্ছামি বলস্যাস্য মহাবল।
তব চৈবাপ্রমেয়স্য যথার্হং সম্প্রতীচ্ছ মে ॥ ১৩
সৎক্রিয়াং হি ভবানেতাং প্রতীচ্ছতু ময়া কৃতাম্।
রাজংস্ত্বমতিথিশ্রেষ্ঠঃ পূজনীয়ঃ প্রযত্নতঃ ॥ ১৪
এবমুক্তো বসিষ্ঠেন বিশ্বামিত্রো মহামুনিঃ।
কৃতমিত্যব্রবীদ্রাজা পূজাবাক্যেন মে ত্বয়া ॥ ১৫
ফলমূলেন ভগবন্ বিদ্যতে যত্তবাশ্রমে।
পাদ্যেনাচমনীয়েন ভগবদ্দর্শনেন চ ॥ ১৬
সর্ব্বথা চ মহাপ্রাজ্ঞ পূজার্হেণ সুপূজিতঃ।
নমস্তেঽস্তু গমিষ্যামি মৈত্রেণেক্ষস্ব চক্ষুষা ॥ ১৭
এবং ব্রুবন্তং রাজানং বসিষ্ঠঃ পুনরেব হি।
ন্যমন্ত্রয়ত ধর্ম্মাত্মা পুনঃপুনরুদারধীঃ ॥ ১৮
বাঢ়মিত্যেব গাধেয়ো বসিষ্ঠং প্রত্যুবাচ হ।
যথা প্রিয়ং ভগবতস্তথাস্তু মুনিপুঙ্গব ॥ ১৯
এবমুক্তস্তথা তেন বসিষ্ঠো জপতাং বরঃ।
আজুহাব ততঃ প্রীতঃ কল্মাষীং ধূতকল্মষাম্ ॥ ২০
এহ্যেহি শবলে ক্ষিপ্রং শৃণু চাপি বচো মম।
সবলস্যাস্য রাজর্ষেঃ কর্ত্তুং ব্যবসিতোঽস্ম্যহম্ ॥ ২১
ভোজনেন মহার্হেণ সৎকারং সংবিধৎস্ব মে।
যস্য যস্য যথাকামং ষড়্‌রসেষ্বভিপূজিতম্ ॥ ২২
তৎসর্ব্বং কামধুগ্ দিব্যে অভিবর্ষ কৃতে মম।
রসেনান্নেন পানেন লেহ্যচোষ্যেণ সংযুতম্।
অন্নানাং নিচয়ং সর্ব্বং সৃজস্ব শবলে ত্বর ॥ ২৩

ইতি বালকাণ্ডে দ্বিপঞ্চাশঃ সর্গঃ ॥ ৫২ ॥

রাজসত্তম! আপনার মঙ্গল ত?—আপনি ত রাজ-ধর্ম্মানুসারে প্রজারঞ্জন করিয়া ন্যায়ানুসারে তাহাদিগকে পালন করিতেছেন? আপনার ভৃত্যেরা বেতনাদিদ্বারা সম্যক্ সন্তুত হইয়া আপনার শাসনানুসারে চলিতেছে ত? রিপুদমন! আপনি ত সমস্ত শত্রুগণকেই পরাজয় করিয়াছেন? এবং আপনার পুত্র, পৌত্র, মিত্র, সৈন্য ও কোষের ত মঙ্গল?" ১—৯। মহাতেজস্বী রাজা বিশ্বামিত্র, বিনয়ান্বিত হইয়া বসিষ্ঠকে 'সকল বিষয়ই মঙ্গল' বলিলেন। তখন সেই ধর্ম্মিষ্ঠ বসিষ্ঠ ও বিশ্বামিত্র পরস্পর পরমপ্রমোদসহকারে বহুক্ষণ পর্য্যন্ত তাদৃশ কথোপকথন করিয়া পরম প্রীতি লাভ করিলেন। রঘুনন্দন! অনন্তর কথার অবসর পাইয়া ভগবান্ বসিষ্ঠ হাসিতে হাসিতে বিশ্বামিত্রকে বলিলেন, 'অপ্রমেয়প্রভাব মহাবল-সম্পন্ন রাজন্! আমি আপনার ও আপনার এই সমস্ত সৈন্যের যথাবিধি অতিথিসৎকার করিতে বাসনা করি; আপনি আমার কৃত এই সৎকার গ্রহণ করুন; আপনি অতিথিশ্রেষ্ঠ, সুতরাং প্রযত্ন-সহকারে পূজনীয়। ১০—১৪। মহামুনি বসিষ্ঠ সেইরূপ বলিলে, রাজা বিশ্বামিত্র তাঁহাকে বলিলেন,—'পূজনীয় মহাপ্রাজ্ঞ! আপনার ঐ সৎকারানুকূল বাক্যেই আমার সৎকার করা হইয়াছে; বিশেষতঃ আপনার দর্শন, পাদ্য, আচমনীয়, ফল, মূল এবং আশ্রমের অন্যান্য বস্তুদ্বারা সর্ব্বপ্রকারেই আপনি আমাকে পূজা করিয়াছেন। ভগবন্! এক্ষণে আমি যাই, আপনাকে নমস্কার, আপনি সকরুণনয়নে আমাকে অবলোকন করুন। বিশ্বামিত্র সেইরূপ বলিলে, উদারচেতা ধর্ম্মাত্মা বসিষ্ঠ, পুনরায় বারংবার তাঁহাকে নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিবার নিমিত্ত আগ্রহ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। তখন গাধিনন্দন বিশ্বামিত্র, তাঁহাকে তথাস্তু বলিয়া বলিলেন, 'মুনি-পুঙ্গব ভগবন্! আপনার প্রিয়কার্য্য সম্পাদিত হউক। ১৫—১৯। অনন্তর মুনিশ্রেষ্ঠ বসিষ্ঠ, বিশ্বামিত্রকর্ত্তৃক ঐরূপ উক্ত হইয়া প্রীতিসহকারে নিষ্পাপা চিত্রবর্ণা হোমধেনুকে আহ্বানপূর্ব্বক বলিলেন, 'কামধুক্ শবলে! এস, শীঘ্র এস এবং আমার বাক্য শ্রবণ কর। দেবি! আমি, এই সসৈন্য রাজর্ষি বিশ্বামিত্রকে মহার্হ ভোজন দ্বারা সৎকার করিবার প্রয়াসী হইয়াছি, তুমি আমার সেই উদ্যম সফল কর,—তুমি আমার নিমিত্ত ইঁহার সৈন্যগণের মধ্যে ছয় প্রকার রসের ভিতর যাহার যে রসে অভিরুচি, তাহার জন্য সেই রস সৃষ্টি কর,—শীঘ্র সরস অন্ন লেহ্য, চোষ্য ও পেয়সমন্বিত সর্ব্ব-প্রকার খাদ্য দ্রব্য সৃজন কর।" ২০—২৩।

ত্রিপঞ্চাশঃ সর্গঃ।

এবমুক্তা বসিষ্ঠেন শবলা শত্রুসূদন।
বিদধে কামধুক্কামান্ যস্য যস্যেপ্সিতং যথা ॥ ১
ইক্ষূন্মধূংস্তথা লাজান্ মৈরেয়াংশ্চ বরাসবান্।
পানানি চ মহার্হাণি ভক্ষ্যাংশ্চোচ্চাবচানপি ॥ ২
উষ্ণাঢ্যস্যৌদনস্যাত্র রাশয়ঃ পর্ব্বতোপমাঃ।
মৃষ্টান্নানি সূপাশ্চ দধিকুল্যাস্তথৈব চ ॥ ৩
নানাস্বাদুরসানাঞ্চ খাণ্ডবানাং তথৈব চ।
ভোজনানি সুপূর্ণানি গৌড়ানি চ সহস্রশঃ ॥ ৪
সর্ব্বমাসীৎ সুসন্তুষ্টং হৃষ্টপুষ্টজনায়ুতম্।
বিশ্বামিত্রবলং রাম বসিষ্ঠেন সুতর্পিতম্ ॥ ৫
বিশ্বামিত্রো হি রাজর্ষির্হৃষ্টপুষ্টস্তদাভবৎ।
সান্তঃপুরবরো রাজা সব্রাহ্মণপুরোহিতঃ ॥ ৬
সামাত্যো মন্ত্রিসহিতঃ সভৃত্যঃ পূজিতস্তদা।
যুক্তঃ পরমহর্ষেণ বসিষ্ঠমিদমব্রবীৎ ॥ ৭
পূজিতোঽহং ত্বয়া ব্রহ্মন্ পূজার্হেণ সুসৎকৃতঃ।
শ্রূয়তামভিধাস্যামি বাক্যং বাক্যবিশারদ ॥ ৮
গবাং শতসহস্রেণ দীয়তাং শবলা মম।
রত্নং হি ভগবন্নেতদ্রত্নহারী চ পার্থিবঃ ॥ ৯
তস্মান্মে শবলাং দেহি মমৈষা ধর্ম্মতো দ্বিজ।
এবমুক্তস্তু ভগবান্ বসিষ্ঠো মুনিপুঙ্গবঃ ॥ ১০
বিশ্বামিত্রেণ ধর্ম্মাত্মা প্রত্যুবাচ মহীপতিম্।
নাহং শতসহস্রেণ নাপি কোটিশতৈর্গবাম্ ॥ ১১
রাজন্ দাস্যামি শবলাং রাশিভী রজতস্য বা।
ন পরিত্যাগমর্হেয়ং মৎসকাশাদরিন্দম ॥ ১২
শাশ্বতী শবলা মহ্যং কীর্ত্তিরাত্মবতো যথা।
অস্যাং হব্যঞ্চ কব্যঞ্চ প্রাণযাত্রা তথৈব চ ॥ ১৩
আয়ত্তমগ্নিহোত্রঞ্চ বলির্হোমস্তথৈব চ।
স্বাহাকারবষট্কারৌ বিদ্যাশ্চ বিবিধাস্তথা।
আয়ত্তমত্র রাজর্ষে সর্ব্বমেতন্ন সংশয়ঃ ॥ ১৪
সর্ব্বস্বমেতৎ সত্যেন মম তুষ্টিকরী তথা।
কারণৈর্বহুভী রাজন্ন দাস্যে শবলাং তব ॥ ১৫
বসিষ্ঠেনৈবমুক্তস্তু বিশ্বামিত্রোঽব্রবীত্তদা।
সংরব্ধতরমত্যর্থং বাক্যং বাক্যবিশারদঃ ॥ ১৬
হৈরণ্যকক্ষ্যাগ্রৈবেয়ান্ সুবর্ণাঙ্কুশভূষিতান্।
দদামি কুঞ্জরাণাং তে সহস্রাণি চতুর্দ্দশ ॥ ১৭
হৈরণ্যানাং রথানাঞ্চ শ্বেতাশ্বানাং চতুর্যুজাম্।
দদামি তে শতান্যষ্টৌ কিঙ্কিণীকবিভূষিতান্ ॥ ১৮
হয়ানাং দেশজাতানাং কুলজানাং মহৌজসাম্।

ত্রিপঞ্চাশ সর্গ।

"শত্রুদমন রাম! বসিষ্ঠ, কামধুক্ শবলাকে ইহা কহিলে, তিনি সকলেরই ইচ্ছানুরূপ কমনীয় বস্তু সকল উৎপাদন করিলেন—তিনি অনেক ইক্ষু, মধু লাজ, মৈরেয় মদ, উত্তম উত্তম মদ্য সকল, বিবিধ বহুমূল্য পেয় ও নানাবিধ ভক্ষ্য দ্রব্য সৃজন করিলেন। তখন উষ্ণ অন্নের অনেক পর্ব্বততুল্যরাশি, নানাবিধ বিশুদ্ধ পায়স, বিবিধ সূপ, অনেক দধিকুল্যা এবং নানাবিধ সুস্বাদু সরস খাণ্ডব-নামক খাদ্যবিশেষে পরিপূর্ণ সহস্র সহস্র রজতনির্ম্মিত ভোজনপাত্র দৃষ্ট হইল। রাম! অনন্তর বিশ্বামিত্রের সমস্ত সৈন্যই বসিষ্ঠকর্ত্তৃক সম্যক্ তর্পিত হইয়া প্রহৃষ্ট হইল এবং পুষ্টি লাভ করিল। তখন রাজর্ষি বিশ্বামিত্রও পুরোহিত ব্রাহ্মণ, অন্তঃপুরবাসী প্রবরজন, মন্ত্রী অমাত্য এবং ভৃত্যবর্গের সহিত বসিষ্ঠকর্ত্তৃক পূজিত হইয়া হৃষ্টপুষ্ট হইলেন এবং পরমপ্রীতিসহকারে তাঁহাকে বলিলেন, পূজনীয় ব্রহ্মন্! আমি আপনাকর্ত্তৃক পূজিত ও সম্যক্ সৎকৃত হইয়াছি; বাক্যবিশারদ! আমি আপনাকে একটী কথা বলিতেছি, শ্রবণ করুন। ১—৮। ভগবন্! আপনি একলক্ষ গাভীর বিনিময়ে আমাকে শবলা প্রদান করুন। দ্বিজবর! এই শবলানাম্নী গাভীটী রত্নস্বরূপ রাজাও রত্নের অধিকারী; এজন্য রাজা বলপূর্ব্বকও রত্ন হরণ করিয়া থাকেন; অতএব ঐ গাভিটী ধর্ম্মানুসারে আমরাই প্রাপ্য হইতেছে; সুতরাং আপনি আমাকে উহা প্রদান করুন। ধর্ম্মাত্মা ভগবান্ মুনিশ্রেষ্ঠ বসিষ্ঠ মহীপতি বিশ্বামিত্রের এই কথা শুনিয়া তাঁহাকে কহিলেন 'অরিন্দম রাজর্ষে! আমি শত সহস্র বা শত শত কোটি গো অথবা অনেক রজতরাশির বিনিময়েও শবলাকে দিব না, যেহেতু এই শবলা আত্মবান্ ব্যক্তির কীর্ত্তির ন্যায় আমার চির সহচরী, সুতরাং ইহাকে পরিত্যাগ করা আমার উচিত নয়; বিশেষতঃ আমার হব্য, কব্য, জীবন, অগ্নিহোত্র, বলি, হোম, স্বাহাকার বষট্কার ও বিবিধ বিদ্যা, এ সমস্তই শবলার আয়ত্ত, ইহাতে সংশয় নাই; অধিক কি আমি সত্য করিয়া শপথ করিতেছি, যে, এই শবলাই আমার সর্ব্বস্ব ও সন্তোষের নিদান। রাজন্! আমি এই সব কারণে তোমাকে শবলা প্রদান করিব না।' ৯—১৫। বসিষ্ঠ এইরূপ কহিলে বাক্যবিশারদ বিশ্বামিত্র, অত্যন্ত আগ্রহসহকারে তাঁহাকে বলিলেন, সুব্রত! আমি আপনাকে সুবর্ণের কণ্ঠভূষণ ও সুবর্ণের অঙ্কুশাদিভূষিত চতুর্দ্দশসহস্র হস্তী, শ্বেতাশ্বচতুষ্টয়-বহনীয় কিঙ্কিণী-জালভূষিত অষ্টশত রথ, সুদেশোৎপন্ন

সহস্রমেকং দশ চ দদামি তব সুব্রত॥ ১৯
নানাবর্ণবিভক্তানাং বয়ঃস্থানাং তথৈব চ।
দদাম্যেকাং গবাং কোটিং শবলা দীয়তাং মম॥ ২০
য.যদিচ্ছসি রত্নানি হিরণ্যং বা দ্বিজোত্তম।
তাবদ্দদামি তে সর্ব্বং দীয়তাং শবলা মম॥ ২১
এবমুক্তস্ত ভগবান্ বিশ্বামিত্রেণ ধীমতা।
ন দাস্যামীতি শবলাং প্রাহ রাজন্ কথঞ্চন॥ ২২
এতদেব হি মে রত্নমেতদেব হি মে ধনম্।
এতদেব হি সর্ব্বস্বমেতদেব হি জীবিতম্॥ ২৩
দর্শশ্চ পৌর্ণমাসশ্চ যজ্ঞাশ্চৈবাপ্তদক্ষিণা।
এতদেবহি মে রাজন্ বিবিধাশ্চ ক্রিয়াস্তথা॥ ২৪
অতোমূলা ক্রিয়াঃ সর্ব্বা মম রাজন্ ন সংশয়ঃ।
বহুনা কিং প্রলাপেন ন দাস্যে কামদোহিনীম্॥ ২৫

ইতি বালকাণ্ডে ত্রিপঞ্চাশঃ সর্গঃ॥ ৫৩॥

চতুঃপঞ্চাশঃ সর্গঃ।

কামধেনুং বসিষ্ঠোঽপি যদা ন ত্যজতে মুনিঃ।
তদাস্য শবলাং রাম বিশ্বামিত্রোঽন্বকর্ষত॥ ১
নীয়মানা তু শবলা রাম রাজ্ঞা মহাত্মনা।
দুঃখিতা চিন্তয়ামাস রুদন্তী শোককর্ষিতা॥২
পরিত্যক্তা বসিষ্ঠেন কিমহং সুমহাত্মনা।
যাহং রাজভৃত্যৈর্দীনা হ্রিয়েয় ভৃশদুঃখিতা॥ ৩
কিং ময়াপকৃতং তস্য মহর্ষের্ভাবিতাত্মনঃ।
যন্মামনাগসং দৃষ্ট্বা ভক্তাং ত্যজতি ধার্ম্মিকঃ॥ ৪
ইতি সঞ্চিন্তয়িত্বা তু নিশ্বস্য চ পুনঃপুনঃ।
জগাম বেগেন তদা বসিষ্ঠং পরমৌজসম্॥ ৫
নির্ধূয় তাংস্তদা ভৃত্যান্ শতশঃ শত্রুসূদন।
জগামানিলবেগেন পাদমূলং মহাত্মনঃ॥ ৬
শবলা সা রুদন্তী চ ক্রোশন্তী চেদমব্রবীৎ।
বসিষ্ঠস্যাগ্রতঃ স্থিত্বা রুদন্তী মেঘনিস্বনা॥ ৭
ভগবন্ কিং পরিত্যক্তা ত্বয়াহং ব্রহ্মণঃ সুত॥
যস্মাদ্রাজভটা মাং হি নয়ন্তে ত্বৎসকাশতঃ॥ ৮
এবমুক্তস্তু ব্রহ্মর্ষিরিদং বচনমব্রবীৎ।
শোকসন্তপ্তহৃদয়াং স্বসারমিব দুঃখিতাম্॥ ৯
ন ত্বাং ত্যজামি শবলে নাপি মেঽপকৃতং ত্বয়া।
এষ ত্বাং নয়তে রাজা বলান্মত্তো মহাবলঃ॥ ১০

সুন্দর সৎ-জাতীয় মহাতেজস্বী একসহস্র দশটী অশ্ব এবং এককোটি বিবিধবর্ণের প্রাপ্তবয়স্কা ধেনু প্রদান করিতেছি, আমাকে শবলা প্রদান করুন। দ্বিজোত্তম! অধিক কি, আপনি আরও যত রত্ন ও সুবর্ণে আকাঙ্ক্ষা করেন, আমি আপনাকে রত্ন ও কাঞ্চন প্রদান করিব; আপনি আমাকে শবলা প্রদান করুন।' ভগবান্ বসিষ্ঠ ধীমান্ বিশ্বামিত্রের সেই কথা শুনিয়া তাঁহাকে কহিলেন, 'রাজন্! আমি কোন ক্রমেই শবলা প্রদান করিব না; যেহেতু এই শবলাই আমার রত্ন ও হিরণ্য এবং সর্ব্বস্ব; অধিক কি, উহাই আমার জীবন, উহাই আমার দর্শ ও পৌর্ণমাস প্রভৃতি যাবতীয় সদক্ষিণ যজ্ঞের নিদান এবং উহার দ্বারাই আমি সমস্ত ক্রিয়া সম্পাদন করি, ইহাতে সংশয় নাই। রাজন্! আর অধিক বলিবার আবশ্যক কি! আমি কোন মতেই এই কামদোহিনী শবলাকে প্রদান করিব না।" ১৯—২৫।

চতুঃপঞ্চাশ সর্গ।

"রাম! যখন মুনিবর বসিষ্ঠ কোন মতেই কামধেনু শবলাকে দিলেন না, তখন বিশ্বামিত্র ভৃত্যদ্বারা বলপূর্ব্বক শবলাকে লইয়া চলিলেন। রাম! শবলা মহাত্মা নরপতি বিশ্বামিত্রকর্ত্তৃক নীত হইয়া শোকসন্তপ্তা ও দুঃখিতা হইলেন এবং রোদন করিতে করিতে চিন্তা করিলেন, 'মহাত্মা বসিষ্ঠ কি আমাকে পরিত্যাগ করিয়াছেন? রাজার অনুচরবর্গ অতি-দুঃখিতা ও দীনা দেখিয়াও বলপূর্ব্বক আমাকে লইয়া যাইতেছে। আমি সেই বিশুদ্ধাত্মা মহর্ষির নিকট এমন কি গুরুতর অপরাধ করিয়াছি যে, তিনি নিষ্পাপা এবং ভক্তিপরায়ণা দেখিয়াও আমাকে পরিত্যাগ করিলেন?' শত্রুদমন! তখন শবলা ঐরূপ চিন্তাপূর্ব্বক বারংবার দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগপূর্ব্বক সবেগে মহাতেজস্বী মহাত্মা বসিষ্ঠের নিকট গমন করিলেন,—তিনি সেই শত শত রাজভৃত্যদিগকে অপসারিত করিয়া রোদন ও চীৎকার করিতে করিতে বায়ুবেগে মহাত্মা বসিষ্ঠের নিকট গমনপূর্ব্বক তাঁহার সম্মুখে দাঁড়াইয়া রোদন করত মেঘতুল্য গম্ভীর নিস্বনে তাঁহাকে কহিলেন, 'ব্রহ্মনন্দন ভগবন্! আপনি কি আমাকে পরিত্যাগ করিয়াছেন যে, এজন্য রাজভৃত্যেরা আপনার নিকট হইতে আমাকে লইয়া যাইতেছে? ১—৮। ব্রহ্মর্ষি-বশিষ্ঠ, শবলার এই কথা শুনিয়া দুঃখিতা কন্যার ন্যায় শোকসন্তপ্ত-হৃদয়া সেই শবলাকে বলিলেন, শবলে! তুমি আমার কোন অপকার কর নাই এবং আমিও তোমাকে পরিত্যাগ করি নাই। এই মহাবল-সম্পন্ন রাজা, বলপূর্ব্বক আমার নিকট হইতে তোমাকে

ন হি তুল্যং বলং মহ্যং রাজা ত্বদ্য বিশেষতঃ।
বলী রাজা ক্ষত্রিয়শ্চ পৃথিব্যাঃ পতিরেব চ ॥ ১১
ইয়মক্ষৌহিণী পূর্ণা গজবাজিরথাকুলা।
হস্তিধ্বজসমাকীর্ণা তেনাসৌ বলবত্তমঃ ॥ ১২
এবমুক্তা বসিষ্ঠেন প্রত্যুবাচ বিনীতবৎ।
বচনং বচনজ্ঞা সা ব্রহ্মর্ষিমতুলপ্রভম্ ॥ ১৩
ন বলং ক্ষত্রিয়স্যাহুর্ব্রাহ্মণা বলবত্তরাঃ।
ব্রহ্মন্ ব্রহ্মবলং দিব্যং ক্ষত্রাচ্চ বলবত্তরম্ ॥ ১৪
অপ্রমেয়বলং তুভ্যং ন ত্বয়া বলবত্তরঃ।
বিশ্বামিত্রো মহাবীর্য্যস্তেজস্তব দুরাসদম্ ॥ ১৫
নিযুঙ্ক্ষ মাং মহাতেজস্ত্বং ব্রহ্মবলসম্ভৃতাম্।
তস্য দর্পং বলং যত্নং নাশয়ামি দুরাত্মনঃ ॥ ১৬
ইত্যুক্তস্তু তয়া রাম বসিষ্ঠস্তু মহাযশাঃ।
সৃজস্বেতি তদোবাচ বলং পরবলার্দ্দনম্ ॥ ১৭
তস্য তদ্বচনং শ্রুত্বা সুরভিঃ সাসৃজত্তদা।
তস্যা হুম্ভারবোৎসৃষ্টাঃ পহ্লবাঃ শতশো নৃপ ॥ ১৮
নাশয়ন্তি বলং সর্ব্বং বিশ্বামিত্রস্য পশ্যতঃ।
স রাজা পরমক্রুদ্ধঃ ক্রোধবিস্ফারিতেক্ষণঃ ॥ ১৯
পহ্লাবান্নাশয়ামাস শস্ত্রৈরুচ্চাবচৈরপি।
বিশ্বামিত্রার্দ্দিতান্ দৃষ্ট্বা পহ্লবান্ শতশস্তদা ॥ ২০
ভূয় এবাসৃজদ্ঘোরান্ শকান্ যবনমিশ্রিতান্।
তৈরাসীৎ সংবৃতা ভূমিঃ শকৈর্যবনমিশ্রিতৈঃ ॥ ২১
প্রভাবদ্ভির্মহাবীর্য্যৈর্হেমকিঞ্জল্কসন্নিভৈঃ।
তীক্ষ্ণাসিপট্টিশধরৈর্হেমবর্ণাম্বরাবৃতৈঃ ॥ ২২
নির্দ্দগ্ধং তদ্বলং সর্ব্বং প্রদীপ্তৈরিব পাবকৈঃ।
ততোঽস্ত্রাণি মহাতেজা বিশ্বামিত্রো মুমোচ হ ॥ ২৩
তৈস্তে যবনকাম্বোজা বর্ব্বরাশ্চাকুলীকৃতাঃ ॥ ২৪

ইতি বালকাণ্ডে চতুঃপঞ্চাশঃ সর্গঃ ॥ ৫৪

পঞ্চপঞ্চাশঃ সর্গঃ।

ততস্তানাকুলান্ দৃষ্ট্বা বিশ্বামিত্রাস্ত্রমোহিতান্।
বসিষ্ঠশ্চোদয়ামাস কামধুক্ সৃজ যোগতঃ ॥ ১
তস্যা হুম্ভারতো জাতাঃ কাম্বোজা রবিসন্নিভাঃ।
ঊধসশ্চাথ সম্ভূতা বর্ব্বরাঃ শস্ত্রপাণয়ঃ ॥ ২
যোনিদেশাচ্চ যবনাঃ শকৃদ্দেশাচ্ছকাঃ স্মৃতাঃ

লইয়া যাইতেছেন। আমি উঁহার বলে সমকক্ষ নহি; উনি বলশালী ক্ষত্রিয় রাজা—পৃথিবীর পতি, বিশেষতঃ হস্তী, অশ্ব রথ, ও গজপৃষ্ঠস্থিত ধ্বজসমূহে পরিব্যাপ্ত এই অক্ষৌহিণী-পরিমিত সৈন্যে পরিবৃত হইয়া সাতিশয় বলসম্পন্ন হইয়াছে।' বাক্যবিশারদা, শবলা, অতুলপ্রভাবশালী ব্রহ্মর্ষি বসিষ্ঠের কথা শুনিয়া বিনয়সহকারে তাঁহাকে এইরূপ প্রত্যুত্তর করিলেন, ব্রহ্মন্! মনীষিগণ বলিয়া থাকেন,—ব্রাহ্মণের নিকট ক্ষত্রিয়েরা শক্তিতে সমকক্ষ নহেন। ব্রাহ্মণেরাই বলবত্তর,—ব্রাহ্মণদিগের দিব্যবল, ক্ষত্রিয়বল হইতে অত্যন্ত অধিক, ইহা পণ্ডিতেরা বলিয়া থাকেন; সুতরাং আপনি অপ্রমেয়বলসম্পন্ন,—আপনার বীর্য্য কেহ সহ্য করিতে পারে না; অতএব এই বিশ্বামিত্র মহাবীর্য্যসম্পন্ন হইয়াও আপনা হইতে অধিক বলশালী নহেন। মহাতেজস্বিন্! আমি ব্রহ্মবলসমন্বিতা, আপনি আমাকে নিয়োগ করুন, আমি এক্ষণই এই দুরাত্মা বিশ্বামিত্রের দর্প উদ্যম, ও সমস্ত বল বিনষ্ট করিতেছি।৯—১৬। রাম! তখন মহাযশস্বী বসিষ্ঠ, শবলার বাক্য শুনিয়া তাঁহাকে বলিলেন, 'তুমি পরসৈন্য-বিনাশিক সৈন্য সৃষ্টি কর।' শবলা তাঁহার সেই কথা শুনিয়া তৎক্ষণাৎ সৈন্য সৃষ্টি করিলেন। নৃপ! তাঁহার 'হম্বা' রবে শত শত পহ্লবেরা উৎপন্ন হইয়া বিশ্বামিত্রের সমক্ষেই তদীয় সৈন্যসকল বিনাশ করিতে লাগিল। তখন রাজা বিশ্বামিত্র পরমকোপাবিষ্ট হইয়া ক্রোধবিস্ফারিত লোচনে বিবিধ শস্ত্র দ্বারা সেই সমস্ত পহ্লবদিগকে নাশ করিলেন। পরে শবলা বিশ্বামিত্রকর্ত্তৃক পহ্লবদিগকে বিনষ্ট হইতে দেখিয়া পুনরপি শত শত ভীমরূপ শক ও যবনদিগকে সৃষ্টি করিলেন। সেই সকল মহাবীর্য্যসমন্বিত, হেমকিঞ্জল্কসদৃশ-প্রভাসম্পন্ন শক ও যবনসমূহে ভূমণ্ডল পরিপূর্ণ হইল। সেই সমস্ত সুতীক্ষ্ণ অসি ও পট্টিশধারী হেমবর্ণ-বস্ত্রপরিধায়ী শক ও যবনেরা প্রদীপ্ত হুতাশনের ন্যায় বিশ্বামিত্রের সৈন্যগণকে দগ্ধ করিয়া ফেলিল। পরে মহাতেজস্বী বিশ্বামিত্র বিবিধ অস্ত্র পরিত্যাগ করায় সেই অস্ত্রে, সমস্ত যবন, কম্বোজ, ও বর্ব্বরগণ আহত হইয়া ব্যাকুল হইল।' ১৭—২৪।

পঞ্চপঞ্চাশ সর্গ।

পরে বসিষ্ঠ, বিশ্বামিত্রের অস্ত্রে সেই সমস্ত শক প্রভৃতিকে মোহিত হইয়া পলায়ন করিতে দেখিয়া শবলাকে 'কামদোহিনি! তুমি যোগদ্বারা সৈন্য সৃষ্টি কর' এই বলিয়া নিয়োগ করিলেন। পরে শবলার হুম্বারে রবিতুল্য-তেজস্বী অনেক কম্বোজ, স্তন হইতে শস্ত্রধারী অনেক বর্ব্বর, যোনিদেশ হইতে অনেক যবন, গুহ্য-

রোমকূপেষু ম্লেচ্ছাশ্চ হারীতাঃ সকিরাতকাঃ ॥ ৩
তৈস্তৈর্নিষূদিতং সর্ব্বং বিশ্বামিত্রস্য তৎক্ষণাৎ।
সপদাতিগজং সাশ্বং সরথং রঘুনন্দন ॥ ৪
দৃষ্ট্বা নিষূদিতং সৈন্যং বসিষ্ঠেন মহাত্মনা।
বিশ্বামিত্রসুতানান্তু শতং নানাবিধায়ুধম্ ॥ ৫
অভ্যধাবৎ সুসংক্রুদ্ধং বসিষ্ঠং জপতাং বরম্।
হুঙ্কারেণৈব তান্ সর্ব্বান্ নির্দ্দদাহ মহানৃষিঃ ॥ ৬
তে সাশ্বরথপাদাতা বসিষ্ঠেন মহাত্মনা,
ভস্মীকৃতা মুহূর্ত্তেন বিশ্বামিত্রসুতাস্তথা ॥ ৭
দৃষ্ট্বা বিনাশিতান্ সর্ব্বান্ বলঞ্চ সুমহাযশাঃ।
সব্রীড়ং চিন্তয়াবিষ্টো বিশ্বামিত্রোঽভবত্তদা ॥ ৮
সমুদ্র ইব নির্ব্বেগো ভগ্নদংষ্ট্র ইবোরগঃ।
উপরক্ত ইবাদিত্যঃ সদ্যো নিষ্প্রভতাং গতঃ ॥ ৯
হতপুত্রবলো দীনো লূনপক্ষ ইব দ্বিজঃ।
হতসর্ব্ববলোৎসাহো নির্ব্বেদং সমপদ্যত ॥ ১০
স পুত্রমেকং রাজ্যায় পালয়েতি নিযুজ্য চ।
পৃথিবীং ক্ষত্রধর্ম্মেণ বনমেবাভ্যপদ্যত ॥ ১১
স গত্বা হিমবৎপার্শ্বে কিন্নরোরগসেবিতে।
মহাদেবপ্রসাদার্থং তপস্তেপে মহাতপাঃ ॥ ১২

কেনচিৎ ত্বথ কালেন দেবেশো বৃষভধ্বজঃ।
দর্শয়ামাস বরদো বিশ্বামিত্রং মহামুনিম্ ॥ ১৩
কিমর্থং তপ্যসে রাজন্ ব্রূহি যৎ তে বিবক্ষিতম্।
বরদোঽস্মি বরো যস্তে কাঙ্ক্ষিতঃ সোঽভিধীয়তাম্ ॥ ১৪
এবমুক্তস্তু দেবেন বিশ্বামিত্রো মহাতপাঃ।
প্রণিপত্য মহাদেবং বিশ্বামিত্রোঽব্রবীদিদম্ ॥ ১৫
যদি তুষ্টো মহাদেব ধনুর্ব্বেদো মমানঘ।
সাঙ্গোপাঙ্গোপনিষদঃ সরহস্যঃ প্রদীয়তাম্ ॥ ১৬
যানি দেবেষু চাস্ত্রাণি দানবেষু মহর্ষিষু।
গন্ধর্ব্বযক্ষরক্ষঃসু প্রতিভান্তু মমানঘ ॥ ১৭
তব প্রসাদাদ্ভবতু দেবদেব মমেপ্সিতম্।
এবমস্ত্বিতি দেবেশো বাক্যমুক্ত্বা গতস্তদা ॥ ১৮
প্রাপ্য চাস্ত্রাণি দেবেশাদ্বিশ্বামিত্রো মহাবলঃ।
দর্পেণ মহতা যুক্তো দর্পপূর্ণোঽভবত্তদা ॥ ১৯
বিবর্দ্ধমানো বীর্য্যেণ সমুদ্র ইব পর্ব্বণি।
হতং মেনে তদা রাম বসিষ্ঠমৃষিসত্তমম্ ॥ ২০
ততো গত্বাশ্রমপদং মুমোচাস্ত্রাণি পার্থিবঃ।
যৈস্তত্তপোবনং নাম নির্দ্দগ্ধং চাস্ত্রতেজসা ॥ ২১

দেশ হইতে অনেক শক এবং রোমকূপ হইতে অনেক হারীত ও কিরাত প্রভৃতি ম্লেচ্ছেরা উৎপন্ন হইল। রঘুনন্দন! তাহারা তৎক্ষণাৎ বিশ্বামিত্রের হস্তী অশ্ব রথ ও পদাতিসমন্বিত সমস্ত সৈন্য সংহার করিয়া ফেলিল। তখন তপস্বিশ্রেষ্ঠ মহাত্মা বসিষ্ঠকর্ত্তৃক সৈন্যবিনাশ হইতে দেখিয়া বিশ্বামিত্রের একশত পুত্র পরমক্রোধান্বিত হইয়া নানাবিধ অস্ত্র ধারণপূর্ব্বক তাঁহার প্রতি ধাবিত হইলে, মহর্ষি বসিষ্ঠ হুঙ্কারদ্বারা তাঁহাদিগকে দগ্ধ করিয়া ফেলিলেন—সেই সকল বিশ্বামিত্র-নন্দনেরা অশ্ব, রথ ও পদাতিবর্গের সহিত মুহূর্ত্তকালের মধ্যে মহাত্মা বসিষ্ঠকর্ত্তৃক ভস্মীভূত হইলেন ১—৭। অনন্তর মহাযশস্বী বিশ্বামিত্র, পুত্রগণকে ও সমস্ত সৈন্য বিনষ্ট দেখিয়া সলজ্জভাবে চিন্তাকুল হইলেন; অধিক কি, তিনি সদ্যই তরঙ্গহীন সমুদ্রের ন্যায় বেগশূন্য এবং ভগ্নদংষ্ট্র সর্প ও রাহুগ্রস্ত সূর্য্যের ন্যায় নিষ্প্রভ হইলেন। বিশ্বামিত্র, হতপুত্র ও হতসৈন্য হইয়া ছিন্নপক্ষ—পক্ষীর ন্যায় হতবল ও হতোৎসাহ হওত, নিরতিশয় মনঃক্লেশ পাইলেন এবং এক পুত্রকে 'তুমি ক্ষাত্রধর্ম্মানুসারে পৃথিবী পালন কর' বলিয়া রাজ্য করিতে নিয়োগ করিয়া বনে গমনপূর্ব্বক কিন্নর ও সর্পগণসেবিত হিমালয়ের পার্শ্বদেশে যাইয়া মহাদেবের প্রসাদার্থ সুমহৎ তপস্যাচরণ আরম্ভ করিলেন। ৮—১২। অনন্তর কিছুকালের পর দেবদেব বৃষভধ্বজ মহাদেব, বরদানার্থ মহামুনি বিশ্বামিত্রের দৃষ্টিগোচর হইয়া তাঁহাকে কহিলেন, 'রাজন্! তোমাকে বর দান করিবার নিমিত্ত আমি এখানে আসিয়াছি; তুমি কি হেতু তপস্যা করিতেছ?—তুমি তপোদ্বারা কি বর লাভ করিতে মানস করিয়াছ বল।' মহাদেব ঐরূপ জিজ্ঞাসা করিলে, মহাতপা বিশ্বামিত্র তাঁহাকে প্রণতিপূর্ব্বক বলিলেন "অনঘ দেবদেব মহাদেব! যদি আপনি আমার প্রতি সদয় হইয়া থাকেন, তবে আমার এই অভিলাষ সফল হউক,—আপনি আমাকে মন্ত্র ও রহস্যের সহিত সাঙ্গোপাঙ্গ ধনুর্ব্বেদ প্রদান করুন,—আপনার প্রসাদে, আমার অন্তরে—দেব, গন্ধর্ব্ব, মহর্ষি, যক্ষ, দানব ও রাক্ষস প্রভৃতিদিগের যে সকল অস্ত্র আছে, তৎসমুদয় অস্ত্রই প্রতিভাত হউক।" তখন দেবদেব মহাদেব, 'তথাস্তু' বলিয়া অন্তর্দ্ধান করিলেন। মহাবল-সম্পন্ন বিশ্বামিত্র রাজাও মহাদেবের নিকট অস্ত্র সকল লাভ করিয়া অতীব দর্পিত হইলেন; রাম! এমন কি, তিনি দর্পপূর্ণ হইয়া উঠিলেন,—তিনি পর্ব্বকালে সমুদ্রের ন্যায় বীর্য্য সংবর্দ্ধিত হইলেন এবং ঋষিসত্তম বসিষ্ঠকে নিহত বলিয়া বোধ করিলেন। ১৩—২০। পরে তিনি বসিষ্ঠের আশ্রমে যাইয়া বিবিধ অস্ত্র নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। রাম! সেই সমস্ত অস্ত্রের তেজে সেই তপোবন দগ্ধপ্রায় হই

উদীর্য্যমাণমস্ত্রং তদ্বিশ্বামিত্রস্য ধীমতঃ।
দৃষ্ট্বা বিপ্রদ্রুতা ভীতা মুনয়ঃ শতশো দিশঃ॥ ২২
বসিষ্ঠস্য চ যে শিষ্যা যে চ বৈ মৃগপক্ষিণঃ।
বিদ্রবন্তি ভয়াদ্ভীতা নানাদিগ্‌ভ্যঃ সহস্রশঃ॥ ২৩
বসিষ্ঠস্যাশ্রমপদং শূন্যমাসীৎ মহাত্মনঃ।
মুহূর্ত্তমিব নিঃশব্দমাসীদীরিণসন্নিভম্॥ ২৪
বদতো বৈ বসিষ্ঠস্য মা ভৈরিতি মুহুর্মুহুঃ।
নাশয়াম্যদ্য গাধেয়ং নীহারমিব ভাস্করঃ॥ ২৫
এবমুক্ত্বা মহাতেজা বসিষ্ঠো জপতাং বরঃ।
বিশ্বামিত্রং তদা বাক্যং সরোষমিদমব্রবীৎ॥ ২৬
আশ্রমং চিরসংবৃদ্ধং যদ্বিনাশিতবানসি।
দুরাচারো হি যন্মূঢ় তস্মাত্ত্বং ন ভবিষ্যসি॥ ২৭
ইত্যুক্ত্বা পরমক্রুদ্ধো দণ্ডমুদ্যম্য সত্বরঃ।
বিধূম ইব কালাগ্নির্যমদণ্ডমিবাপরম্॥ ২৮॥
ইতি বালকাণ্ডে পঞ্চপঞ্চাশঃ সর্গঃ॥ ৫৫॥

ষট্‌পঞ্চাশঃ সর্গঃ।

এবমুক্তো বসিষ্ঠেন বিশ্বামিত্রো মহাবলঃ।
আগ্নেয়মস্ত্রমুৎক্ষিপ্য তিষ্ঠ তিষ্ঠেতি চাব্রবীৎ॥ ১
ব্রহ্মদণ্ডং সমুদ্যম্য কালদণ্ডমিবাপরম্।
বসিষ্ঠো ভগবান্ ক্রোধাদিদং বচনমব্রবীৎ॥ ২
ক্ষত্রবন্ধো স্থিতোঽস্ম্যেষ যদ্বলং তদ্বিদর্শয়।
নাশয়াম্যদ্য তে দর্পং শাস্ত্রস্য তব গাধিজ॥ ৩
ক্ব চ তে ক্ষত্রিয়বলং ক্ব চ ব্রহ্মবলং মহৎ।
পশ্য ব্রহ্মবলং দিব্যং মম ক্ষত্রিয়পাংসন॥ ৪
তস্যাস্ত্রং গাধিপুত্রস্য ঘোরমাগ্নেয়মুত্তমম্।
ব্রহ্মদণ্ডেন তচ্ছান্তমগ্নের্বেগ ইবাম্ভসা॥ ৫
বারুণঞ্চৈব রৌদ্রঞ্চ ঐন্দ্রং পাশুপতং তথা।
ঐষীকঞ্চাপি চিক্ষেপ কুপিতো গাধিনন্দনঃ॥ ৬
মানবং মোহনং চৈব গান্ধর্ব্বং স্বাপনং তথা।
জৃম্ভণং মোহনং চৈব সন্তাপনবিলাপনে॥ ৭
শোষণং দারুণং চৈব বজ্রমস্ত্রং সুদুর্জ্জয়ম্।
ব্রহ্মপাশং কালপাশং বারুণং পাশমেব চ॥ ৮
পিনাকমস্ত্রং দয়িতং শুষ্কার্দ্রে অশনী তথা।
দণ্ডাস্ত্রমথ পৈশাচং ক্রৌঞ্চমস্ত্রং তথৈব চ॥ ৯
ধর্ম্মচক্রং কালচক্রং বিষ্ণুচক্রং তথৈব চ।
বায়ব্যং মথনঞ্চৈব অস্ত্রং হয়শিরস্তথা॥ ১০
শক্তিদ্বয়ঞ্চ চিক্ষেপ কঙ্কালং মুষলং তথা।
বৈদ্যাধরং মহাস্ত্রঞ্চ কালাস্ত্রমথ দারুণম্॥ ১১

পড়িল। তখন ধীমান্ বিশ্বামিত্রের নিক্ষিপ্ত সেই সকল অস্ত্র দেখিয়া, শত শত মুনি ও বসিষ্ঠের শিষ্য এবং সহস্র সহস্র মৃগ ও পক্ষী প্রভৃতিরা, বসিষ্ঠ বারংবার 'ভয় নাই ভয় নাই' এরূপ বলা সত্ত্বেও সেই সকল অস্ত্রের ভয়ে ভীত হইয়া নানাদিকে পলায়ন করিলেন। এমন কি, মহাত্মা বসিষ্ঠের আশ্রম মুহূর্ত্তকালের মধ্যে শূন্য ও নিঃশব্দ হইয়া উষরভূমির ন্যায় বোধ হইতে লাগিল। তখন মহাতেজস্বী মহাতপস্বী বসিষ্ঠ, পলায়নপর ব্যক্তিদিগকে, 'দিবাকর যেরূপ শিশির বিনাশ করেন, সেইরূপ গাধিনন্দন বিশ্বামিত্রকে, অদ্য আমি বিনাশ করিব' এরূপ বলিয়া সরোষে বিশ্বামিত্রকে 'রে দুরাচার মূঢ়! যেহেতু তুই আমার এই চিরসংবৃদ্ধ আশ্রম নষ্ট করিলি, সেই জন্য তুই জীবিত থাকিবি না' এই বাক্য বলিলেন। তিনি বিশ্বামিত্রকে ঐরূপ বলিয়া, পরম ক্রোধভরে শীঘ্র যমদণ্ডের ন্যায় দণ্ড উত্তোলন করত ধূমহীন কালানলের ন্যায় প্রকাশমান হইলেন। ২১—২৮।

ষট্‌পঞ্চাশ সর্গ।

বিশ্বামিত্র, বসিষ্ঠের সেই কথা শুনিয়া বসিষ্ঠের প্রতি আগ্নেয় অস্ত্র প্রয়োগ করিতে কৃতনিশ্চয় হইয়া তাঁহাকে 'থাক্ থাক্' বলিলে, ভগবান্ বসিষ্ঠও সেই বাক্যে ক্রুদ্ধ হইয়া, কালদণ্ডের ন্যায় ব্রহ্মদণ্ড ধারণপূর্ব্বক বিশ্বামিত্রকে বলিলেন "রে ক্ষত্রিয়াধম গাধিপুত্র! আমি দাঁড়াইয়াছি, তোর যত শক্তি থাকে তাহা দেখা! অদ্য আমি তোর ও তোর অস্ত্র সকলের দর্প নাশ করিব। রে ক্ষত্রিয়াধম! কোথায় আমার সুমহৎ দিব্য ব্রহ্মবল, আর কোথায় তোর ক্ষত্রবল! তুই আমার ব্রহ্মবল দেখ।" ১—৪। বসিষ্ঠ এইরূপ বলিয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। অনন্তর তাঁহার ব্রহ্মদণ্ড প্রভাবে বিশ্বামিত্রের সেই মহাঘোর আগ্নেয় অস্ত্র, জলদ্বারা যেরূপ অগ্নির বেগ প্রশান্ত হয়, সেইরূপ প্রশান্ত হইল। তদ্দর্শনে বিশ্বামিত্র ক্রুদ্ধ হইয়া বারুণ ভয়ানক ঐন্দ্র, পাশুপত, ঐষীক, মানব, মোহন-নামক গান্ধর্ব্ব, স্বাপন, সন্তাপন, বিলাপন, জৃম্ভণ, মোহন, দারুণ, শোষণ সুদুর্জ্জয় বজ্র, ব্রহ্মপাশ, অতিপ্রিয় পৈনাক, পৈশাচ ক্রৌঞ্চ, বায়ব্য, মথন, হয়শির দারুণ কালসম্বন্ধীয় ভয়ানক কাপাল, কিঙ্কিণী এবং বিদ্যাধর সম্বন্ধীয় সুমহৎ বাণ এবং শুষ্ক ও আর্দ্র দুই প্রকার অশনি কালপাশ, বরুণপাশ, দণ্ড, ধর্ম্মচক্র, বিষ্ণুচক্র, ভৈটী শক্তি, কঙ্কালনামক মুষল

ত্রিশূলমস্ত্রং ঘোরঞ্চ কাপালমথ কিঙ্কিণীম্।
এতান্যস্ত্রাণি চিক্ষেপ সর্ব্বাণি রঘুনন্দন ॥ ১২
বসিষ্ঠে জপতাং শ্রেষ্ঠে তদদ্ভুতমিবাভবৎ।
তানি সর্ব্বাণি দণ্ডেন গ্রসতে ব্রহ্মনঃ সুতঃ ॥ ১৩
তেষু শান্তেষু ব্রহ্মাস্ত্রং ক্ষিপ্তবান্ গাধিনন্দনঃ।
তদস্ত্রমুদ্যতং দৃষ্ট্বা দেবাঃ সাগ্নিপুরোগমাঃ ॥ ১৪
দেবর্ষয়শ্চ সম্ভ্রান্তা গন্ধর্ব্বাঃ সমহোরগাঃ।
ত্রৈলোক্যমাসীৎ সন্ত্রস্তং ব্রহ্মাস্ত্রে সমুদীরিতে ॥ ১৫
তদপ্যস্ত্রং মহাঘোরং ব্রাহ্মং ব্রাহ্মেণ তেজসা।
বসিষ্ঠো গ্রসতে সর্ব্বং ব্রহ্মদণ্ডেন রাঘব ॥ ১৬
ব্রহ্মাস্ত্রং গ্রসমানস্য বসিষ্ঠস্য মহাত্মনঃ।
ত্রৈলোক্যমোহনং রৌদ্রং রূপমাসীৎ সুদারুণম্ ॥ ১৭
রোমকূপেষু সর্ব্বেষু বসিষ্ঠস্য মহাত্মনঃ।
মরীচ্য ইব নিষ্পেতুরগ্নের্ধূমাকুলার্চ্চিষঃ ॥ ১৮
প্রাজ্বলদ্ ব্রহ্মদণ্ডশ্চ বসিষ্ঠস্য করোদ্যতঃ।
বিধূম ইব কালাগ্নির্যমদণ্ড ইবাপরঃ ॥ ১৯
ততোঽস্তুবন্মুনিগণা বসিষ্ঠং জপতাং বরম্।
অমোঘং তে বলং ব্রহ্মংস্তেজো ধারয় তেজসা ॥ ২০
নিগৃহীতস্ত্বয়া ব্রহ্মন্ বিশ্বামিত্রো মহাবলঃ।
অমোঘস্তে বলং শ্রেষ্ঠং লোকাঃ সন্তু গতব্যথাঃ ॥ ২১
এবমুক্তো মহাতেজাঃ শমং চক্রে মহাতপাঃ।
বিশ্বামিত্রো বিনিকৃতো বিনিশ্বস্যেদমব্রবীৎ ॥ ২২
ধিগ্‌বলং ক্ষত্রিয়বলং ব্রহ্মতেজো বলং বলম্।
একেন ব্রহ্মদণ্ডেন সর্ব্বাস্ত্রাণি হতানি মে ॥ ২৩
তদেতৎ প্রসমীক্ষ্যাহং প্রসন্নেন্দ্রিয়মানসঃ।
তপো মহৎ সমাস্থাস্যে যদ্বৈ ব্রহ্মত্বকারণম্ ॥ ২৪

ইতি বালকাণ্ডে ষট্‌পঞ্চাশঃ সর্গঃ ॥ ৫৬ ॥

সপ্তপঞ্চাশঃ সর্গঃ

ততঃ সন্তপ্তহৃদয়ঃ স্মরন্নিগ্রহমাত্মনঃ।
বিনিশ্বস্য বিনিশ্বস্য কৃতবৈরো মহাত্মনা ॥ ১
স দক্ষিণাং দিশং গত্বা মহিষ্যা সহ রাঘব।
তাতাপ পরমং ঘোরং বিশ্বামিত্রো মহাতপাঃ ॥ ২
ফলমূলাশনো দান্তশ্চচার পরমং তপঃ।
অথাস্য জজ্ঞিরে পুত্রাঃ সত্যধর্ম্মপরায়ণাঃ ॥ ৩
হবিষ্যন্দো মধুষ্যন্দো দৃঢ়নেত্রো মহারথঃ।
পূর্ণে বর্ষসহস্রে তু ব্রহ্মা লোকপিতামহঃ ॥ ৪

ও ভয়ানক ত্রিশূল এই সকল অস্ত্র ক্রমে ক্রমে মুনিবর বসিষ্ঠের প্রতি নিক্ষেপ করিলেন। ব্রহ্মনন্দন বসিষ্ঠও দণ্ড দ্বারা সেই সমস্ত অস্ত্রই নিবারণ করিলেন; এই এক আশ্চর্য্য ব্যাপার হইল। ৫—১৩। রঘুনন্দন! মহর্ষি বসিষ্ঠ, বিশ্বামিত্রপ্রক্ষিপ্ত অস্ত্র সকল এইরূপে বিফল করিলে, গাধিনন্দন বিশ্বামিত্র ব্রহ্মাস্ত্র ত্যাগ করিতে উদ্যত হইলেন। সেই ব্রহ্মাস্ত্র উদ্যত দেখিয়া অগ্নিপ্রভৃতি দেব, দেবর্ষি, গন্ধর্ব্ব ও মহা মহা নাগগণ উদ্‌ভ্রান্তচিত্ত হইলেন; অধিক কি, সেই অস্ত্রক্ষেপণের উদ্যমে ত্রিলোকবাসী সকলে অত্যন্ত ত্রাসযুক্ত হইল। বসিষ্ঠ স্বীয় ব্রাহ্মতেজঃপ্রভাবে ব্রহ্মদণ্ড দ্বারাই সেই মহাঘোর ব্রহ্মাস্ত্রও সম্যক্‌রূপে গ্রাস করিয়া ফেলিলেন। সেই অস্ত্রগ্রাসকালে মহাত্মা বসিষ্ঠের মূর্ত্তি ত্রিলোকের মোহকর অতিদারুণ ভয়াবহ বলিয়া বোধ হইল। তাঁহার সমস্ত রোমকূপ হইতে অগ্নির ধূমপরীতা শিখার ন্যায় শিখা নির্গতা হইতে লাগিল। এবং তাঁহার হস্তস্থিত কালদণ্ডতুল্য ব্রহ্মদণ্ডও নির্ধূম কালাগ্নির ন্যায় প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল। পরে মুনিগণ মহর্ষি বসিষ্ঠকে এইরূপ স্তব করিলেন—ব্রহ্মন্! আপনার বল অব্যর্থ, পরন্তু আপনি স্বীয় তেজে তেজ ধারণ করুন এবং ত্রিলোকও শান্ত হউক। ব্রহ্মন্! এই বিশ্বামিত্র মহাবল-সম্পন্ন হইয়াও আপনাকর্ত্তৃক নিগৃহীত হইলেন, সুতরাং আপনার বলই অতিশ্রেষ্ঠ ও অমোঘ। ১৪—২১। মহাতেজস্বী মহাতপস্বী বসিষ্ঠ, মুনিগণকর্ত্তৃক এইরূপ সংস্তুত হইয়া প্রশান্ত হইলেন। বিশ্বামিত্র বসিষ্ঠকর্ত্তৃক নিগৃহীত হইয়া, দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগপূর্ব্বক মনে মনে বলিতে লাগিলেন, "ক্ষত্রিয়ের বলে ধিক্! ব্রহ্মবলই পরম বল! কেননা, এক ব্রহ্মদণ্ড দ্বারাই আমার সমস্ত অস্ত্র বিনষ্ট হইল। এই ব্যাপার দর্শনে আমার ইন্দ্রিয়নিচয়, অন্তঃকরণ উগ্র কাত্রভাবত্যাগে প্রসন্ন হইল। সম্প্রতি যে তপস্যা দ্বারা ব্রাহ্মণত্ব লাভ হয়, আমি তাদৃশ সুমহৎ তপ করিব।"২২—২৪।

সপ্তপঞ্চাশ সর্গ

"রাঘব! অনন্তর বসিষ্ঠবৈরী মহাতপস্বী বিশ্বামিত্র, মহাত্মা বসিষ্ঠকৃত সেই আত্মনিগ্রহ স্মরণ করত সন্তপ্ত-হৃদয়ে বারংবার দীর্ঘনিঃশ্বাস পরিত্যাগপূর্ব্বক মহিষীর সহিত দক্ষিণদিকে যাইয়া, ফল-মূলভোজী ও দান্ত হওত কঠোরতপ করিতে লাগিলেন! পরে তাঁহার হবিষ্যন্দ মধুষ্যন্দ ও দৃঢ়নেত্র নামে তিনটী মহারথ সত্য ধর্ম্ম-পরায়ণ পুত্র জন্মিল। অনন্তর ক্রমে সহস্র বৎসর

অব্রবীন্মধুরং বাক্যং বিশ্বামিত্রং তপোধনম্।
জিতা রাজর্ষিলোকাস্তে তপসা কুশিকাত্মজ ॥ ৫
অনেন তপসা ত্বাং হি রাজর্ষিরিতি বিদ্মহে।
এবমুক্ত্বা মহাতেজা জগাম সহ দৈবতৈঃ ॥ ৬
ত্রিবিষ্টপং ব্রহ্মলোকং লোকানাং পরমেশ্বরঃ।
বিশ্বামিত্রোঽপি তচ্ছ্রুত্বা হ্রিয়া কিঞ্চিদবাঙ্মুখঃ ॥ ৭
দুঃখেন মহতাবিষ্টঃ সমন্যুরিদমব্রবীৎ।
তপশ্চ সুমহত্তপ্তং রাজর্ষিরিতি মাং বিদুঃ ॥ ৮
দেবাঃ সর্ষিগণাঃ সর্ব্বে নাস্তি মন্যে তপঃফলম্।
এবং নিশ্চিত্য মনসা ভূয় এব মহাতপাঃ ॥ ৯
তপশ্চচার ধর্ম্মাত্মা কাকুৎস্থ পরমাত্মবান্।
এতস্মিন্নেব কালে তু সত্যবাদী জিতেন্দ্রিয়ঃ ॥ ১০
ত্রিশঙ্কুরিতি বিখ্যাত ইক্ষ্বাকুকুলবর্দ্ধনঃ।
তস্য বুদ্ধিঃ সমুৎপন্না যজেয়মিতি রাঘব ॥ ১১
গচ্ছেয়ং সশরীরেণ দেবতানাং পরাং গতিম্।
বসিষ্ঠং স সমাহূয় কথয়ামাস চিন্তিতম্ ॥ ১২
অশক্যমিতি চাপ্যুক্তো বসিষ্ঠেন মহাত্মনা।
প্রত্যাখ্যাতো বসিষ্ঠেন স যযৌ দক্ষিণাং দিশম্ ॥ ১৩

পূর্ণ হইলে সর্ব্বলোক-পিতামহ ব্রহ্মা আসিয়া তপোধন বিশ্বামিত্রকে মধুরবাক্যে কহিলেন, 'কুশিকাত্মজ! এই তপস্যার ফলে আমরা তোমাকে যথার্থ 'রাজর্ষি' বলিয়া বোধ করিলাম,—এই তপস্যাদ্বারা তুমি রাজর্ষি লোক সকল স্বায়ত্ত করিলে।' কাকুৎস্থ! মহাতেজস্বী সর্ব্বলোক-প্রভু ব্রহ্মা বিশ্বামিত্রকে ঐরূপ বলিয়া, দেবগণের সহিত ব্রহ্মলোকে গমন করিলেন। বিশ্বামিত্রও ব্রহ্মার কথা শুনিয়া লজ্জায় অধোবদন এবং সাতিশয় দুঃখিত হইয়া ক্রোধপূর্ণহৃদয়ে ভাবিলেন, 'আমি ত সুমহৎ তপস্যা করিয়াছি; ইহাতেও আমাকে সমস্ত দেব ও ঋষিগণ 'রাজর্ষি' বলিয়া মনে করিলেন; বোধ করি, তপস্যার কোন ফল হয় নাই।' মহাতপস্বী ধর্ম্মাত্মা বিশ্বামিত্র মনে মনে ঐরূপ স্থির করিয়া পুনরায় যত্নের সহিত তপস্যা করিতে লাগিলেন। রাঘব! ইতিমধ্যে ইক্ষ্বাকুকুলবর্দ্ধন সত্যবাদী জিতেন্দ্রিয় ত্রিশঙ্কু-নামক নরপতির এইরূপ বুদ্ধি হইল যে, এমত কোন যজ্ঞ করা যাউক, যাহাতে সশরীরে দেবগণের পরম স্থান স্বর্গধামে গমন করিতে পারি। তৎপরে তিনি বসিষ্ঠকে আহ্বান করিয়া তাঁহার নিকট আত্ম-বাসনা প্রকাশ করিলে, মহাত্মা বসিষ্ঠ তাঁহাকে বলিলেন, 'ইহা হইবার নহে।' নরপতি ত্রিশঙ্কু বসিষ্ঠকর্ত্তৃক এইরূপ প্রত্যাখ্যাত হইয়া দক্ষিণদিকে গমন করিলেন। ১—১৩।

ততস্তৎকর্ম্মসিদ্ধ্যর্থং পুত্রাংস্তস্য গতো নৃপঃ।
বাসিষ্ঠা দীর্ঘতপসস্তপো যত্র হি তেপিরে ॥ ১৪
ত্রিশঙ্কুস্তু মহাতেজাঃ শতং পরমভাস্বরম্।
বসিষ্ঠপুত্রান্ দদৃশে তপ্যমানান্মনস্বিনঃ ॥ ১৫
সোঽভিগম্য মহাত্মানঃ সর্ব্বানেব গুরোঃ সুতান্।
অভিবাদ্যানুপূর্ব্ব্যেণ হ্রিয়া কিঞ্চিদবাঙ্মুখঃ ॥ ১৬
অব্রবীৎ স মহাত্মানঃ সর্ব্বানেব কৃতাঞ্জলিঃ।
শরণং বঃ প্রপন্নোঽহং শরণ্যান্ শরণং গতঃ ॥ ১৭
প্রত্যাখ্যাতো হি ভদ্রং বো বসিষ্ঠেন মহাত্মনা।
যষ্টুকামো মহাযজ্ঞং তদনুজ্ঞাতুমর্হথ ॥ ১৮
গুরুপুত্রানহং সর্ব্বান্নমস্কৃত্য প্রসাদয়ে।
শিরসা প্রণতো যাচে ব্রাহ্মণাংস্তপসি স্থিতান্ ॥ ১৯
তে মাং ভবন্তঃ সিদ্ধ্যর্থং যাজয়ন্তু সমাহিতাঃ।
সশরীরো যথাহং বৈ দেবলোকমবাপ্নুয়াম্ ॥ ২০
প্রত্যাখ্যাতো বসিষ্ঠেন গতিমন্যাং তপোধনাঃ।
গুরুপুত্রানৃতে সর্ব্বান্নাহং পশ্যামি কাঞ্চন ॥ ২১
ইক্ষ্বাকূণাং হি সর্ব্বেষাং পুরোধাঃ পরমা গতিঃ।
তস্মাদনন্তরং সর্ব্বে ভবন্তো দৈবতং মম ॥ ২২

ইতি বালকাণ্ডে সপ্তপঞ্চাশঃ সর্গঃ ॥ ৫৭

অনন্তর তিনি সেই কর্ম্ম সমাধা করিবার নিমিত্ত বসিষ্ঠের দীর্ঘ তপস্যাকারী পুত্রদিগের উদ্দেশে, তাঁহাদের তপস্যা স্থানে গমন করিলেন। পরে মহাতেজস্বী ত্রিশঙ্কু, তপঃপ্রভাসম্পন্ন শতসংখ্যক মনস্বী বসিষ্ঠ পুত্রদিগকে তপস্যানিরত দেখিতে পাইলেন। তিনি সেই সকল মহাত্মা গুরুপুত্রদিগের নিকটে যাইয়া, আনুপূর্ব্বিক অভিবাদন করিয়া, লজ্জায় কিঞ্চিৎ অধোবদন ও কৃতাঞ্জলি হইয়া তাঁহাদিগকে বলিলেন, 'তপস্যা-তৎপর গুরুপুত্রগণ! আপনারা শরণাগতবৎসল, এজন্য আমি আপনাদিগের শরণাগত হইলাম। আমি মহাযজ্ঞ অনুষ্ঠান করিবার মনস্থ করিয়া মহাত্মা বসিষ্ঠের নিকট যাইয়া প্রত্যাখ্যাত হইয়াছি। আপনাদিগের মঙ্গল হউক, আপনারা তাদৃশ যজ্ঞ করিবার আদেশ করুন; সম্প্রতি আপনাদিগকে অবনত মস্তকে প্রণাম করিয়া প্রসাদনপূর্ব্বক আপনাদিগের নিকট প্রার্থনা করিতেছি যে,—যাহাতে আমি সশরীরে স্বর্গে যাইতে পারি, আপনারা আমার ইষ্টসিদ্ধির নিমিত্ত সমাহিত হইয়া তদ্রূপ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করুন।—হে তপোধন গুরুপুত্রগণ! আমি বসিষ্ঠকর্ত্তৃক প্রত্যাখ্যাত হইয়া আপনাদিগকে ছাড়িয়া আর কোন গতি দেখিতেছি না, যেহেতু ইক্ষ্বাকুবংশীয় সকলেরই

অষ্টপঞ্চাশঃ সর্গঃ।

ততস্ত্রিশঙ্কোর্বচনং শ্রুত্বা ক্রোধসমন্বিতম্।
ঋষিপুত্রশতং রাম রাজানমিদমব্রবীৎ ॥ ১
প্রত্যাখ্যাতোঽসি দুর্ম্মেধো গুরুণা সত্যবাদিনা।
তং কথং সমতিক্রম্য শাখান্তরমুপেয়িবান্ ॥ ২
ইক্ষ্বাকূণাং হি সর্ব্বেষাং পুরোধাঃ পরমা গতিঃ।
ন চাতিক্রমিতুং শক্যং বচনং সত্যবাদিনঃ ॥ ৩
অশক্যমিতি সোবাচ বসিষ্ঠো ভগবানৃষিঃ।
তং বয়ং বৈ সমাহর্ত্তুং ক্রতুং শক্তাঃ কথঞ্চন ॥ ৪
বালিশস্ত্বং নরশ্রেষ্ঠ গম্যতাং স্বপুরং পুনঃ।
যাজনে ভগবান্ শক্তস্ত্রৈলোক্যস্যাপি পার্থিব ॥ ৫
অবমানং কথং কর্ত্তুং তস্য শক্ষ্যামহে বয়ম্।
তেষাং তদ্বচনং শ্রুত্বা ক্রোধপর্য্যাকুলাক্ষরম্ ॥ ৬
স রাজা পুনরেবৈতানিদং বচনমব্রবীৎ।
প্রত্যাখ্যাতো ভগবতা গুরুপুত্রৈস্তথৈব হি ॥ ৭
অন্যাং গতিং গমিষ্যামি স্বস্তি বোঽস্তু তপোধনাঃ।
ঋষিপুত্রাস্তু তচ্ছ্রুত্বা বাক্যং ঘোরাভিসংহিতম্ ॥ ৮
শেপুঃ পরমসংক্রুদ্ধাশ্চণ্ডালত্বং গমিষ্যসি।
ইত্যুক্ত্বা তে মহাত্মানো বিবিশুঃ স্বং স্বমাশ্রমম্ ॥ ৯
অথ রাত্র্যাং ব্যতীতায়াং রাজা চণ্ডালতাং গতঃ।
নীলবস্ত্রধরো নীলঃ পরুষো ধ্বস্তমূর্দ্ধজঃ ॥ ১০
চিত্যমাল্যাঙ্গরাগশ্চ আয়সাভরণোঽভবৎ।
তং দৃষ্ট্বা মন্ত্রিণঃ সর্ব্বে ত্যক্ত্বা চণ্ডালরূপিণম্ ॥ ১১
প্রাদ্রবন্ সহিতা রাম পৌরা যেঽস্যানুগামিনঃ।
একো হি রাজা কাকুৎস্থ জগাম পরমাত্মবান্ ॥ ১২
দহ্যমানো দিবারাত্রং বিশ্বামিত্রং তপোধনম্।
বিশ্বামিত্রস্তু তং দৃষ্ট্বা রাজানং বিফলীকৃতম্ ॥ ১৩
চণ্ডালরূপিণং রাম মুনিঃ কারুণ্যমাগতঃ।
কারুণ্যাৎ স মহাতেজা বাক্যং পরমধার্ম্মিকঃ ॥ ১৪
ইদং জগাদ ভদ্রং তে রাজানং ঘোরদর্শনম্।
কিমাগমনকার্য্যং তে রাজপুত্র মহাবল ॥ ১৫
অযোধ্যাধিপতে বীর শাপাচ্চণ্ডালতাং গতঃ।
অথ তদ্বাক্যমাকর্ণ্য রাজা চণ্ডালতাং গতঃ ॥ ১৬
অব্রবীৎ প্রাঞ্জলির্বাক্যং বাক্যজ্ঞো বাক্যকোবিদম্।

পুরোহিত বসিষ্ঠই পরম গতি, আপনারা তাঁহার পুত্র, সুতরাং আমার ইষ্টদেবতাস্বরূপ।" ১৪—২২।

অষ্টপঞ্চাশ সর্গ।

রাম! ত্রিশঙ্কু রাজার বাক্য শুনিয়া বসিষ্ঠ ঋষির শত পুত্রই ক্রোধান্বিত হইয়া তাঁহাকে বলিলেন, 'রে দুর্ব্বুদ্ধে! সত্যবাদী গুরু বসিষ্ঠ তোমাকে প্রত্যাখ্যান করিয়াছেন, এই নিমিত্ত তুমি তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া কি প্রকারে অন্য ব্যক্তির শরণাগত হইলে? কারণ তিনিই ইক্ষ্বাকুবংশীয় সকলেরই পরম গতি। এজন্য সেই সত্যবাদীর বাক্য অতিক্রম করা কোন ক্রমেই উচিত নহে। ঋষিবর ভগবান্ বসিষ্ঠ যখন 'ইহা হইবার নহে' এরূপ বলিয়াছেন, তখন আমরা কোন প্রকারেই সেই যজ্ঞ আহরণ করিতে সমর্থ নহি। নরশ্রেষ্ঠ! তুমি বুদ্ধিহীন হইয়াছ,—তুমি স্বীয় পুরে প্রতিগমন কর। ভগবান্ বসিষ্ঠ ত্রৈলোক্য যাজন করিতে সমর্থ, সুতরাং হে পার্থিব! কি প্রকারে আমরা তাঁহার অপমান করিতে পারি?' নরপতি ত্রিশঙ্কু, তাঁহাদিগের সেই ক্রোধ-সমন্বিত বাক্য শুনিয়া পুনরায় তাঁহাদিগকে বলিলেন 'তপোধনগণ! আপনাদিগের মঙ্গল হউক; আমি ভগবান্ বসিষ্ঠকর্ত্তৃক প্রত্যাখ্যাত হইয়াছি এবং আপনারা তাঁহার পুত্র আপনারাও আমাকে প্রত্যাখ্যান করিলেন, সুতরাং আমাকে অন্য উপায় অবলম্বন করিতে হইতেছে। মহর্ষি বসিষ্ঠের মহাত্মা পুত্রেরা তাঁহার সুদারুণ বাক্যশ্রবণে সাতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া 'তুই চণ্ডালত্ব লাভ করিবি' এই বলিয়া তাঁহাকে অভিশাপ দিয়া স্ব স্ব আশ্রমে প্রবেশ করিলেন। ১—৯। অনন্তর রাত্রি প্রভাত হইলেন. ত্রিশঙ্কু রাজা চণ্ডালত্ব প্রাপ্ত হইলেন,—তখন তিনি নীলবর্ণ, নীলবর্ণ-বস্ত্রপরিধায়ী, বিধ্বস্তকেশপাশ, শ্মশানোৎপন্ন-পুষ্পমালাধারী, চিতাভস্ম-বিভূষিতদেহ ও লৌহনির্ম্মিত ভূষণসমন্বিত হইলেন। রাম! তখন মন্ত্রিগণ ও তাঁহার অনুগামী পৌর ব্যক্তিরা তাঁহাকে চণ্ডালরূপী দেখিয়া, ঐকমত্য অবলম্বনপূর্ব্বক তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন করিলেন। কাকুৎস্থ! পরে ধীর রাজা ত্রিশঙ্কু সেই দুঃখে একাকী দিবারাত্র প্রপীড়িত হওত তপোধন বিশ্বামিত্রের নিকট গমন করিলেন। রাম! মহাতেজস্বী পরমধার্ম্মিক মুনিবর বিশ্বামিত্র, সেই রাজাকে চণ্ডালরূপী ও বিফলকর্ম্মা দেখিয়া দয়ান্বিত হইলেন। কারুণ্যবশতঃ তিনি সেই ঘোরদর্শন রাজাকে বলিলেন, 'মহাবলসম্পন্ন রাজপুত্র! তোমার মঙ্গল হইবে, আমি দিব্য চক্ষে দেখিতেছি যে, তুমি মহাবল-সম্পন্ন অযোধ্যাধিপতি, তুমি অভিশাপ-বশতঃ চণ্ডাল হইয়াছ; অতএব তুমি যে কার্য্য সাধন-উদ্দেশে আমার নিকট আসিয়াছ, তাহা বল। তৎপরে, বাক্যবিশারদ চণ্ডালরূপী রাজা ত্রিশঙ্কু, বাগ্মী বিশ্বামিত্রের

প্রত্যাখ্যাতোঽস্মি গুরুণা গুরুপুত্রৈস্তথৈব চ ॥ ১৭
অনবাপ্যৈব তং কামং ময়া প্রাপ্তো বিপর্য্যয়ঃ।
সশরীরো দিবং যায়ামিতি মে সৌম্যদর্শন ॥ ১৮
ময়া চেষ্টং ক্রতুশতং তচ্চ নাবাপ্যতে ফলম্।
অনৃতং নোক্তপূর্ব্বং মে ন চ বক্ষ্যে কদাচন ॥ ১৯
কৃচ্ছ্রেষ্বপি গতঃ সৌম্য ক্ষত্রধর্ম্মেণ তে শপে।
যজ্ঞৈর্বহুবিধৈরিষ্টং প্রজা ধর্ম্মেণ পালিতা ॥ ২০
গুরবশ্চ মহাত্মানঃ শীলবৃত্তেন তোষিতাঃ।
ধর্ম্মে প্রযতমানস্য যজ্ঞং চাহর্ত্তুমিচ্ছতঃ ॥ ২১
পরিতোষং ন গচ্ছন্তি গুরবো মুনিপুঙ্গব।
দৈবমেব পরং মন্যে পৌরুষং তু নিরর্থকম্ ॥ ২২
দৈবেনাক্রম্যতে সর্ব্বং দৈবং হি পরমা গতিঃ।
তস্য মে পরমার্ত্তস্য প্রসাদমভিকাঙ্ক্ষতঃ।
কর্ত্তুমর্হসি ভদ্রং তে দৈবোপহতকর্ম্মণঃ ॥ ২৩
নান্যাং গতিং গমিষ্যামি নান্যচ্ছরণমস্তি মে।
দৈবং পুরুষকারেণ নিবর্ত্তয়িতুমর্হসি ॥ ২৪

ইতি বালকাণ্ডে অষ্টপঞ্চাশঃ সর্গঃ ॥ ২৫ ॥

বাক্যশ্রবণে প্রাঞ্জলি হইয়া তাঁহাকে বলিলেন, "শুভদর্শন! আমার 'যজ্ঞ করিয়া সশরীরে স্বর্গে যাই' এই অভিলাষ; অপিচ গুরু ও গুরুপুত্রগণকর্তৃক আমি প্রত্যাখ্যাত হইয়াছি; অধিক কি সেই অভিলষিত বিষয় ত লাভ করিতে পারিই নাই, পরন্তু এইরূপ দুর্দ্দশা-গ্রস্ত হইয়াছি। ১০—১৮। সৌম্য! আমি শত শত যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়াছি এবং ক্ষাত্র ধর্ম্মদ্বারা শপথ করিয়া আপনার নিকট বলিতেছি যে, কখন আমি বিপদে পড়িয়াও মিথ্যা কথা বলি নাই এবং বলিবও না, তথাপি আমার সেই বাসনা ফলবতী হইতেছে না। মুনিবর! আমি ধর্ম্মে প্রযতমনা হইয়া বিবিধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান, ধর্ম্মানুসারে প্রজাদিগের পালন এবং সদাচার ও সদ্গুণদ্বারা মহাত্মা গুরুদিগের সন্তোষ বিধান করিয়াছি; কিন্তু এই যজ্ঞ অনুষ্ঠান করিতে অভিলাষী আমার প্রতি, গুরুগণ সন্তুষ্ট হইতেছেন না। অতএব আমি বিবেচনা করি যে, পৌরুষ নিরর্থক, দৈবই শ্রেষ্ঠ:—সকল বিষয়ই দৈবকর্তৃক আক্রান্ত রহিয়াছে; সুতরাং দৈবই পরম গতি। মহামুনে! আপনার মঙ্গল হউক,—আমি দৈবকর্তৃক বিফলকর্ম্মা বিধায় পরম আর্ত্ত হইয়া আপনারই শরণ লইয়া প্রসন্নতা ভিক্ষা করিতেছি; আপনি আমার প্রতি প্রীত হউন,—আপনা ব্যতীত আমার আর কেহই শরণ্য নাই, সুতরাং আমি আর অন্য কাহারও আশ্রয় লইব না পুরুষকারদ্বারা আপনি দৈবকে নিবর্ত্তিত করুন।' ১৯—২৪।

একোনষষ্টিতমঃ সর্গঃ।

উক্তবাক্যং তু রাজানং কৃপয়া কুশিকাত্মজঃ।
অব্রবীন্মধুরং বাক্যং সাক্ষাচ্চণ্ডালতাং গতম্ ॥ ১
ইক্ষ্বাকো স্বাগতং বৎস জানামি ত্বাং সুধার্ম্মিকম্।
শরণং তে প্রদাস্যামি মা ভৈষীর্নৃপপুঙ্গব ॥ ২
অহমামন্ত্রয়ে সর্ব্বান্ মহর্ষীন্ পুণ্যকর্ম্মণঃ।
যজ্ঞসাহ্যকরান্ রাজংস্ততো যক্ষ্যসি নির্বৃতঃ ॥ ৩
গুরুশাপকৃতং রূপং যদিদং ত্বয়ি বর্ত্ততে।
অনেন সহ রূপেণ সশরীরো গমিষ্যসি ॥ ৪
হস্তপ্রাপ্তমহং মন্যে স্বর্গং তব নরাধিপ।
যস্ত্বং কৌশিকমাগম্য শরণ্যং শরণাগতঃ ॥ ৫
এবমুক্ত্বা মহাতেজাঃ পুত্রান্ পরমধার্ম্মিকান্।
ব্যাদিদেশ মহাপ্রাজ্ঞান্ যজ্ঞসম্ভারকারণাৎ ॥ ৬
সর্ব্বান্ শিষ্যান্ সমাহূয় বাক্যমেতদুবাচ হ।
সর্ব্বানৃষীন্ সবাশিষ্ঠানানয়ধ্বং মমাজ্ঞয়া ॥ ৭
সশিষ্যান্ সুহৃদশ্চৈব সর্ত্বিজঃ সুবহুশ্রুতান্।
যদন্যো বচনং ব্রূয়ান্মদ্বাক্যবলচোদিতঃ ॥ ৮

উনষষ্টিতম সর্গ

"প্রত্যক্ষচণ্ডালত্ব-প্রাপ্ত রাজা ত্রিশঙ্কু উহা বলিলে গাধিনন্দন বিশ্বামিত্র করুণাসহকারে তাঁহাকে সুমধুর বাক্যে বলিলেন, 'বৎস! তোমার আগমন শুভ হউক। আমি জানি, তুমি পরম ধার্ম্মিক এবং ইক্ষ্বাকুবংশীয় নরপতিদিগের অগ্রগণ্য; সুতরাং আমি তোমাকে আশ্রয় প্রদান করিব, তোমার শঙ্কা নাই। গুরুর অভিশাপবশতঃ তোমার এই যে রূপ হইয়াছে, তুমি এইরূপেই সশরীরে স্বর্গে গমন করিবে। রাজন্! সম্প্রতি আমি যজ্ঞকার্য্যে সাহায্যকারী পুণ্যকর্ম্মা মহর্ষিগণকে আমন্ত্রণ করি, পরে তুমি নিশ্চিন্ত হইয়া যজ্ঞ করিও। নরাধিপ! যখন তুমি শরণ্য কৌশিকের শরণ লইয়াছ, তখন স্বর্গ তোমার হস্তগত হইয়াছে বলিয়াই অনুমিত হইতেছে।' মহাতেজস্বী বিশ্বামিত্র, ত্রিশঙ্কুকে সেইরূপ বলিয়া, পরমধার্ম্মিক মহাপ্রাজ্ঞ পুত্রদিগকে যজ্ঞের আয়োজন করিতে আদেশ করিলেন, এবং সমস্ত শিষ্যদিগকে আহ্বান পূর্ব্বক বলিলেন, 'তোমরা আমার আজ্ঞাক্রমে ঋত্বিক্ ও বশিষ্ঠনন্দনগণ প্রভৃতি সমস্ত বহুশ্রুত ঋষিদিগকে সুহৃৎ ও শিষ্যবর্গের সহিত আনয়ন কর। আহূত বা অনাহূত

তৎ সর্ব্বমখিলেনোক্তং মমাখ্যেয়মনাদৃতম্।
তস্য তদ্বচনং শ্রুত্বা শিষ্যা জগ্মুস্তদাজ্ঞয়া ॥ ৯
আজগ্মুরথ দেশেভ্যঃ সর্ব্বেভ্যো ব্রহ্মবাদিনঃ।
তে চ শিষ্যাঃ সমাগম্য মুনিং জ্বলিততেজসম্ ॥ ১০
উচুশ্চ বচনং সর্ব্বং সর্ব্বেষাং ব্রহ্মবাদিনাম্।
শ্রুত্বা তে বচনং সর্ব্বে সমায়ান্তি দ্বিজাতয়ঃ ॥ ১১
সর্ব্বদেশেষু চাগচ্ছন্ বর্জ্জয়িত্বা মহোদয়ম্।
বাসিষ্ঠং যচ্ছতং সর্ব্বং ক্রোধপর্য্যাকুলাক্ষরম্ ॥ ১২
যথাহ বচনং সর্ব্বং শৃণু ত্বং মুনিপুঙ্গব।
ক্ষত্রিয়ো যাজকো যস্য চণ্ডালস্য বিশেষতঃ ॥ ১৩
কথং সদসি ভোক্তারো হবিস্তস্য সুরর্ষয়ঃ ॥
ব্রাহ্মণা বা মহাত্মানো ভুক্ত্বা চাণ্ডালভোজনম্ ॥ ১৪
কথং স্বর্গং গমিষ্যন্তি বিশ্বামিত্রেণ পালিতাঃ।
এতদ্বচননৈষ্ঠুর্য্যমূচুঃ সংরক্তলোচনাঃ ॥ ১৫
বাসিষ্ঠা মুনিশার্দ্দূল সর্ব্বে সমহোদয়াঃ।
তেষাং তদ্বচনং শ্রুত্বা সর্ব্বেষাং মুনিপুঙ্গবঃ ॥ ১৬
ক্রোধসংরক্তনয়নঃ সরোষমিদমব্রবীৎ।
যদ্দূষয়ন্ত্যদুষ্টং মাং তপ উগ্রং সমাস্থিতম্ ॥ ১৭
ভস্মীভূতা দুরাত্মানো ভবিষ্যন্তি ন সংশয়ঃ।
অদ্য তে কালপাশেন নীতা বৈবস্বতক্ষয়ম্ ॥ ১৮
সপ্তজাতিশতান্যেব মৃতপাঃ সম্ভবন্তু তে।
শ্বমাংসনিয়তাহারা মুষ্টিকা নাম নির্ঘৃণাঃ ॥ ১৯
বিকৃতাশ্চ বিরূপাশ্চ লোকাননুচরন্ত্বিমান্।
মহোদয়শ্চ দুর্ব্বুদ্ধির্মামদূষ্যং হ্যদূষয়ৎ ॥ ২০
দূষিতঃ সর্ব্বলোকেষু নিষাদত্বং গমিষ্যতি।
প্রাণাতিপাতনিরতো নিরনুক্রোশতাং গতঃ ॥ ২১
দীর্ঘকালং মম ক্রোধাৎ দুর্গতিং বর্ত্তয়িষ্যতি।
এতাবদুক্ত্বা বচনং বিশ্বামিত্রো মহাতপাঃ।
বিররাম মহাতেজা ঋষিমধ্যে মহামুনিঃ ॥ ২২
ইতি বালকাণ্ডে একোনষষ্টিতমঃ সর্গঃ ॥ ৫৯ ॥

ষষ্টিতমঃ সর্গঃ।

তপোবলহতান্ জ্ঞাত্বা বাসিষ্ঠান্ সমহোদয়ান্।
ঋষিমধ্যে মহাতেজা বিশ্বামিত্রোঽভ্যভাষত ॥ ১
অয়মিক্ষ্বাকুদায়াদস্ত্রিশঙ্কুরিতি বিশ্রুতঃ।
ধর্ম্মিষ্ঠশ্চ বদান্যশ্চ মাং চৈব শরণং গতঃ ॥ ২
স্বেনানেন শরীরেণ দেবলোকজিগীষয়া

যে ব্যক্তি নিন্দাকর বাক্য বলিবে, তোমরা আমার নিকট তৎসমুদায় নিঃশেষরূপে কীর্ত্তন করিও' শিষ্যেরা তাঁহার কথা শুনিয়া তদীয় আদেশ অনুসারে সকলদিকে গমন করিলেন ১—৯। পরে নানা দেশ হইতে ব্রহ্মবাদী মহর্ষিরা আগমন করিতে লাগিলেন এবং সেই শিষ্যেরাও প্রত্যাগমনপূর্ব্বক তেজোদ্বারা জাজ্বল্যমান বিশ্বামিত্র মুনিকে সমুদায় ব্রহ্মবাদীদিগের কথাই নিবেদন করিয়া বলিলেন 'মুনিপুঙ্গব! আপনার আমন্ত্রণ পাইয়া সর্ব্বদেশীয় ব্রাহ্মণেরাই আগমন করিতেছেন; অনেকে আসিয়া উপস্থিতও হইয়াছেন; কেবল মহোদয়-নামক ঋষি ও বসিষ্ঠনন্দনেরা আইসেন নাই। তাঁহারা সকলে রোষসহকারে যে বাক্য বলিয়াছেন, তাহা বলিতেছি, শ্রবণ করুন। মুনি-শার্দ্দূল! বসিষ্ঠপুত্রগণ এবং মহোদয় ঋষি, ক্রোধপূর্ণ-নেত্রে আপনাকে উদ্দেশ করিয়া 'যাহার যাজক ক্ষত্রিয় বিশেষতঃ যে স্বয়ং চণ্ডাল। তাহার যজ্ঞে দেবতা এবং ঋষিগণ কি প্রকারে হবিঃ ভোজন করিতে পারেন? মহাত্মা ব্রাহ্মণেরাই বা চণ্ডালার ভোজন করিয়া কিরূপে স্বর্গে যাইবেন? তাঁহারা কি বিশ্বামিত্রকর্তৃক পালিত হইয়া স্বর্গে যাইবেন?' ঈদৃশ নিষ্ঠুর কথা বলিয়াছেন। মুনিপুঙ্গব বিশ্বামিত্র, তাঁহাদিগের কথা শুনিয়া আরক্তলোচন হইয়া রোষসহকারে বলিলেন, আমি উগ্র তপস্যার সম্যক্ অনুষ্ঠান করিয়াছি সুতরাং আমি নির্দ্দোষ; অতএব যখন সেই দুরাত্মা বসিষ্ঠপুত্রেরা বিনাদোষে আমাকে দূষিত করিতেছে, তখন তাহারা নিঃসন্দেহ আর জীবিত থাকিবে না, অদ্যই তাহারা কালপাশে আবদ্ধ হইয়া যমদূতকর্তৃক যমলোকে নীত হইবে এবং বিকৃতাকার, বিরূপ, ঘৃণাবিধুর কুক্কুরমাংসাহারী ও শববস্ত্রাদিহারক মুষ্টিক (ডোম) হইয়া সপ্ত জন্মশত লাভ করত এই সকল লোকে বিচরণ করিবে; আর দুর্ব্বুদ্ধি মহোদয়ও যখন বিনাদোষে আমাকে দূষিত করিয়াছে, তখন আমার ক্রোধে সমস্ত লোকে দূষিত হইয়া ব্যাধ হইবে এবং নির্দ্দয় হইয়া প্রাণীদিগের প্রাণ বিনাশ করত বহুকাল দুর্গতি ভোগ করিবে। মহাতেজস্বী মহাতপস্বী মহর্ষি বিশ্বামিত্র, ঋষিগণ-মধ্যে সেইরূপ বলিয়া নির্ব্বাক্ হইলেন।" ১০—২২।

ষষ্টিতম সর্গ।

তৎপরে মহাতেজস্বী বিশ্বামিত্র, যোগবলে মহোদয় ও বসিষ্ঠপুত্রদিগকে তপোবলনিহত জানিয়া ঋষিগণমধ্যে বলিলেন, "এই ত্রিশঙ্কুনামে বিশ্রুত, বদান্য, ধার্ম্মিক, ইক্ষ্বাকুনন্দন, সশরীরে স্বর্গগমনেচ্ছায় আমার শরণাগত হইয়াছেন; অতএব ইনি যে যজ্ঞদ্বারা সশরীরে

যথায়ং স্বশরীরেণ দেবলোকং গমিষ্যতি ॥ ৩
তথা প্রবর্ত্ত্যতাং যজ্ঞো ভবদ্ভিশ্চ ময়া সহ।
বিশ্বামিত্রবচঃ শ্রুত্বা সর্ব্ব এব মহর্ষয়ঃ ॥ ৪
উচুঃ সমেতাঃ সহসা ধর্ম্মজ্ঞা ধর্ম্মসংহিতম্।
অয়ং কুশিকদায়াদো মুনিঃ পরমকোপনঃ ॥ ৫
যদাহ বচনং সম্যগেতৎ কার্য্যং ন সংশয়ঃ।
অগ্নিকল্পো হি ভগবান শাপং দাস্যতি রোষতঃ ॥ ৬
তস্মাৎ প্রবর্ত্ত্যতাং যজ্ঞঃ সশরীরো যথা দিবি।
গচ্ছেদিক্ষ্বাকুদায়াদো বিশ্বামিত্রস্য তেজসা ॥ ৭
ততঃ প্রবর্ত্ত্যতাং যজ্ঞঃ সর্ব্বে সমধিতিষ্ঠত।
এবমুক্ত্বা চ ঋষয়ঃ সঞ্জহ্রুস্তাঃ ক্রিয়াস্তদা ॥ ৮
যাজকশ্চ মহাতেজা বিশ্বামিত্রোঽভবৎ ক্রতৌ।
ঋত্বিজশ্চানুপূর্ব্বেণ মন্ত্রবন্মন্ত্রকোবিদাঃ ॥ ৯
চক্রুঃ সর্ব্বাণি কর্ম্মাণি যথাকল্পং যথাবিধি।
ততঃ কালেন মহতা বিশ্বামিত্রো মহাতপাঃ ॥ ১০
চকারাবাহনং তত্র ভাগার্থং সর্ব্বদেবতাঃ।
নাভ্যাগমংস্তদা তত্র ভাগার্থং সর্ব্বদেবতাঃ ॥ ১১
ততঃ কোপসমাবিষ্টো বিশ্বামিত্রো মহামুনিঃ।
স্রুবমুদ্যম্য সক্রোধস্ত্রিশঙ্কুমিদমব্রবীৎ ॥ ১২
পশ্য মে তপসো বীর্য্যং স্বার্জ্জিতস্য নরেশ্বর।
এষ ত্বাং স্বশরীরেণ নয়ামি স্বর্গমোজসা ॥ ১৩
দুষ্প্রাপং স্বশরীরেণ স্বর্গং গচ্ছ নরেশ্বর।
স্বার্জ্জিতং কিঞ্চিদপ্যস্তি ময়া হি তপসঃ ফলম্ ॥ ১৪
রাজংস্ত্বং তেজসা তস্য সশরীরো দিবং ব্রজ।
উক্তবাক্যে মুনৌ তস্মিন্ সশরীরো নরেশ্বরঃ ॥ ১৫
দিবং জগাম কাকুৎস্থ মুনীনাং পশ্যতাং তদা।
স্বর্গলোকং গতং দৃষ্ট্বা ত্রিশঙ্কুং পাকশাসনঃ ॥ ১৬
সহ সর্ব্বৈঃ সুরগণৈরিদং বচনমব্রবীৎ।
ত্রিশঙ্কো গচ্ছ ভূয়স্ত্বং নাসি স্বর্গকৃতালয়ঃ ॥ ১৭
গুরুশাপহতো মূঢ় পত ভূমিমবাক্‌শিরাঃ।
এবমুক্তো মহেন্দ্রেণ ত্রিশঙ্কুরপতৎ পুনঃ ॥ ১৮
বিক্রোশমানস্ত্রাহীতি বিশ্বামিত্রং তপোধনম্।
তচ্ছ্রুত্বা বচনং তস্য ক্রোশমানস্য কৌশিকঃ ॥ ১৯
রোষমাহারয়ৎ তীব্রং তিষ্ঠ তিষ্ঠেতি চাব্রবীৎ।
ঋষিমধ্যে স তেজস্বী প্রজাপতিরিবাপরঃ ॥ ২০
সৃজন্ দক্ষিণমার্গস্থান্ সপ্তর্ষীনপরান্ পুনঃ।
নক্ষত্রবংশমপরমসৃজৎ ক্রোধমূর্চ্ছিতঃ ॥ ২১

স্বর্গে যাইতে পারেন, আপনারা আমার সহিত সেই যজ্ঞের অনুষ্ঠান আরম্ভ করুন।” বিশ্বামিত্রের এই কথা শুনিয়া সেই সকল ধার্ম্মিক মহর্ষিরা তৎক্ষণাৎ সমবেত হইয়া পরস্পর এই ধর্ম্ম-সঙ্গত বাক্য বলিলেন, ‘এই অগ্নিতুল্য গাধিনন্দন ভগবান্ বিশ্বামিত্র পরম কোপনস্বভাব; সুতরাং ইনি যাহা বলিলেন, নিঃসন্দেহ ক্রমে তাহা সম্যক্ অনুষ্ঠান করাই উচিত, যেহেতু না করিলে ইনি ক্রুদ্ধ হইয়া আমাদিগকেও শাপ দিবেন; অতএব যজ্ঞ আরব্ধ করা যাউক,—যে যজ্ঞদ্বারা বিশ্বামিত্রের তপোবলে এই ইক্ষ্বাকুকুলনন্দন সশরীরে স্বর্গে যাইতে পারেন, তাদৃশ যজ্ঞ অনুষ্ঠিত হউক, আমরা সকলে স্ব স্ব ক্রিয়া অনুষ্ঠান করিতে আরম্ভ করি।’ তখন সেই ঋষিরা, পরস্পর বলাবলি করিয়া স্ব স্ব ক্রিয়া সম্পাদন করিতে আরম্ভ করিলেন। মহাতেজস্বী বিশ্বামিত্র সেই যজ্ঞের অধ্বর্য্যু হইলেন মন্ত্রকোবিদ ঋত্বিকেরা কল্পশাস্ত্রোক্ত নিয়মানুসারে যথাবিধি সমুদয় কর্ম্ম আনুপূর্ব্বিক-ক্রমে নির্ব্বাহ করিতে লাগিলেন। এইরূপে বহুকালের পর মহাতপা বিশ্বামিত্র যজ্ঞীয়ভাগ গ্রহণার্থ সমুদয় দেবগণকে আবাহন করিলেন; কিন্তু তাঁহারা কেহই সেই যজ্ঞে আগমন করিলেন না। ১—১১। তখন। মহামুনি বিশ্বামিত্র রোষসহকারে স্রুব উত্তোলন করিয়া ত্রিশঙ্কুকে এই কথা বলিলেন, ‘নরেশ্বর! তুমি আমার অর্জ্জিত তপস্যার বীর্য্য দেখ! এই আমি স্বীয় তেজে তোমাকে সশরীরে স্বর্গলোকে প্রেরণ করি!—রাজন্! তুমি মদীয়তেজে সশরীরে দুষ্প্রাপ্য স্বর্গধামে গমন কর।—আমি তপস্যাদ্বারা যে কিছু ফল লাভ করিয়াছি, তাহার প্রভাবে তুমি সশরীরে স্বর্গ লাভ কর।’ কাকুৎস্থ! বিশ্বামিত্র মুনি সেইরূপ বলিলে, নরপতি ত্রিশঙ্কু সেই সকল মুনিদিগের সম্মুখে এখনই সশরীরে স্বর্গে গমন করিলেন। পাকশাসন ইন্দ্র সমস্ত দেবগণের সহিত, ত্রিশঙ্কুকে স্বর্গ প্রাপ্ত দেখিয়া বলিলেন, ‘রে মূঢ় ত্রিশঙ্কো! স্বর্গে তোর স্থান নাই, যেহেতু গুরুশাপে তুই অভিভূত হইয়াছিস্; অতএব আবার তুই মর্ত্ত্যলোকে গমন কর—তুই অধোমস্তক হইয়া ভূতলে পতিত হ।’ মহেন্দ্র ত্রিশঙ্কুকে ঐ কথা বলিলে ত্রিশঙ্কু তপোধন বিশ্বামিত্র-উদ্দেশে ‘ত্রাণ করুন’ বলিতে বলিতে পৃথিবীতে পড়িতে লাগিলেন। প্রজাপতিতুল্য তেজস্বী, ঋষিগণ-মধ্যবর্ত্তী, মহাযশস্বী বিশ্বামিত্র, করুণস্বরে শব্দায়মান ত্রিশঙ্কুর তদ্বাক্যশ্রবণে অতীব ক্রুদ্ধ হইলেন এবং তাঁহাকে ‘থাক থাক’ এই কথা বলিলেন। ১২—২০। পরে তিনি ক্রোধমূর্চ্ছিত হইয়া দ্বিতীয় সৃষ্টি করিতে উদ্‌যোগী হইয়া দক্ষিণদিক্ অবলম্বনপূর্ব্বক দক্ষিণ মার্গস্থ অপর সপ্তর্ষিমণ্ডল ও অপর

দক্ষিণাং দিশমাস্থায় ঋষিমধ্যে মহাযশাঃ।
সৃষ্ট্বা নক্ষত্রবংশঞ্চ ক্রোধেন কলুষীকৃতঃ॥ ২২
অন্যমিন্দ্রং করিষ্যামি লোকো বা স্যাদনিন্দ্রকঃ।
দৈবতান্যপি স ক্রোধাৎ স্রষ্টুং সমুপচক্রমে॥ ২৩
ততঃ পরমসম্ভ্রান্তাঃ সর্ষিসঙ্ঘাঃ সুরাসুরাঃ।
বিশ্বামিত্রং মহাত্মানমূচুঃ সানুনয়ং বচঃ॥ ২৪
অয়ং রাজা মহাভাগ গুরুশাপপরিক্ষতঃ।
সশরীরো দিবং যাতুং নার্হত্যেব তপোধন॥ ২৫
তেষাং তদ্বচনং শ্রুত্বা দেবানাং মুনিপুঙ্গবঃ।
অব্রবীৎ সুমহদ্বাক্যং কৌশিকঃ সর্বদেবতাঃ॥ ২৬
সশরীরস্য ভদ্রং বস্ত্রিশঙ্কোরস্য ভূপতেঃ।
আরোহণং প্রতিজ্ঞাতং নানৃতং কর্তুমুৎসহে॥ ২৭
স্বর্গোঽস্তু সশরীরস্য ত্রিশঙ্কোরস্য শাশ্বতঃ।
নক্ষত্রাণি চ সর্বাণি মামকানি ধ্রুবাণ্যথ॥ ২৮
যাবল্লোকা ধরিষ্যন্তি তিষ্ঠন্ত্বেতানি সর্বশঃ।
মৎকৃতানি সুরাঃ সর্বে তদনুজ্ঞাতুমর্হথ॥ ২৯
এবমুক্তাঃ সুরাঃ সর্বে প্রত্যুচুর্মুনিপুঙ্গবম্।
এবং ভবতু ভদ্রং তে তিষ্ঠন্ত্বেতানি সর্বশঃ॥ ৩০
গগনে তান্যনেকানি বৈশ্বানরপথাদ্বহিঃ।
নক্ষত্রাণি মুনিশ্রেষ্ঠ তেষু জ্যোতিঃষু জাজ্বলন্॥ ৩১
অবাকৃশিরাস্ত্রিশঙ্কুশ্চ তিষ্ঠত্বমরসন্নিভঃ
অনুযাস্যন্তি চৈতানি জ্যোতীংষি নৃপসত্তম॥ ৩২
কৃতার্থং কীর্তিমন্তঞ্চ স্বর্গলোকগতং যথা।
বিশ্বামিত্রস্তু ধর্মাত্মা সর্বদেবৈরভিষ্টুতঃ॥ ৩৩
ঋষিমধ্যে মহাতেজা বাঢ়মিত্যেব দেবতাঃ।
ততো দেবা মহাত্মানো ঋষয়শ্চ তপোধনাঃ॥ ৩৪
জগ্মুর্যথাগতং সর্বে যজ্ঞস্যান্তে নরোত্তম॥ ৩৫

ইতি বালকাণ্ডে ষষ্টিতমঃ সর্গঃ॥ ৬০

একষষ্টিতমঃ সর্গঃ।

বিশ্বামিত্রো মহাতেজাঃ প্রস্থিতান্ বীক্ষ্য তানৃষীন্।
অব্রবীন্নরশার্দ্দূল সর্বাংস্তান্ বনবাসিনঃ॥ ১
মহান্ বিঘ্নঃ প্রবৃত্তোঽয়ং দক্ষিণামাস্থিতো দিশম্।
দিশমন্যাং প্রপৎস্যামস্তত্র তপ্স্যামহে তপঃ॥ ২
পশ্চিমায়াং বিশালায়াং পুষ্করেষু মহাত্মনঃ।
সুখং তপশ্চরিষ্যামঃ সুখং তদ্ধি তপোবনম্॥ ৩
এবমুক্ত্বা মহাতেজাঃ পুষ্করেষু মহামুনিঃ।

সপ্তর্ষিগণও নক্ষত্রমালা সৃষ্টি করিলেন। সেই ঋষিগণ-মধ্যবর্ত্তী ক্রোধাবিষ্ট বিশ্বামিত্র নক্ষত্রগণ সৃষ্টি করিয়া 'এই লোকে অপর একটী ইন্দ্র সৃষ্টি করি, না এই লোক ইন্দ্রবিহীন হইবে' এরূপ চিন্তা করত শেষ পক্ষ স্থির করিলেন এবং ক্রোধ-সহকারে অপর দেবগণেরও সৃষ্টি করিবার উপক্রম করিলেন। পরে সুরাসুরগণ ঋষিগণের সহিত অতীব সম্ভ্রান্ত হইয়া মহাত্মা বিশ্বামিত্রের নিকট আগমন পূর্ব্বক অনুনয়সহকারে তাঁহাকে বলিলেন, 'মহাভাগ তপোধন! এই রাজা গুরুশাপে অভিশপ্ত হইয়াছে, সুতরাং এ ব্যক্তি সশরীরে স্বর্গে যাইবার অধিকারী নহে।' ২১—২৫। মুনিবর বিশ্বামিত্র, সেই দেবতাদিগের কথা শুনিয়া তাঁহাদিগকে এই সুমহৎ বাক্য বলিলেন "সুরগণ! আপনাদিগের মঙ্গল হউক; আমি এই ত্রিশঙ্কু ভূপতির সশরীরে স্বর্গারোহণ প্রতিজ্ঞা করিয়াছি, তাহা মিথ্যা হউক এরূপ ইচ্ছা করি না; এই রাজা সশরীরে চিরকাল স্বর্গসুখ ভোগ করুন এবং যে পর্য্যন্ত সমস্ত লোক বর্ত্তমান থাকিবে, তাবৎ আমার সৃষ্ট নক্ষত্র সকল ইহাঁর চতুর্দ্দিকে অবস্থিত করুক, আপনারা এ বিষয়ে অনুমতি প্রদান করুন।' দেবগণ, মুনিবর বিশ্বামিত্রের কথা শুনিয়া তাঁহাকে বলিলেন, 'মুনিবর! আপনার মঙ্গল হউক,—আপনার অভিলাষ সফল হউক,—এই সকল নক্ষত্রেরা আকাশমণ্ডলে জ্যোতিশ্চক্র-মার্গের বহির্দেশে অবস্থিতি করুক; ত্রিশঙ্কুও অধোমস্তক হইয়া সেই সকল উজ্জ্বল নক্ষত্রের মধ্যে দেবতার ন্যায় অবস্থিতি করুক এবং নক্ষত্রেরা যেরূপ স্বর্গগত ব্যক্তির অনুগমন করিয়া থাকে, সেইরূপ এই সকল নক্ষত্রেরা এই কৃতকৃত্য ও কীর্ত্তিমান্ নৃপসত্তম ত্রিশঙ্কুর নিয়ত অনুগমন করুক।' মহাতেজস্বী ধর্ম্মাত্মা বিশ্বামিত্র, ঋষিগণমধ্যে দেবগণকর্ত্তৃক সেইরূপ স্তুত হইয়া 'তথাস্তু' বলিয়া তাঁহাদিগের বাক্য স্বীকার করিলেন। নরোত্তম! পরে সেই যজ্ঞ শেষ হইলে, সমস্ত দেবতা ও মহাত্মা তপোধন ঋষিরা, স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করিলেন।" ২৬—৩৫।

একষষ্টিতম সর্গ।

"নরব্যাঘ্র রাম! মহাতেজা বিশ্বামিত্র, সেই বনবাসী ঋষিদিগকে গমনোদ্যত দেখিয়া বলিলেন, মহাপ্রাণ! এই দক্ষিণদিকে আমার তপস্যার মহান্ বিঘ্ন উপস্থিত হইল, এজন্য আমরা অন্য দিকে যাইয়া তপস্যা করিব,—আমি পশ্চিমদিকে যাইয়া সুখজনক পুষ্করতীরবর্ত্তী বিশাল তপোবনে সুখে তপস্যা করিব। তাঁহাদিগকে এরূপ বলিয়া পুষ্কর-তীরবর্ত্তী তপোবনে

তপ উগ্রং দুরাধর্ষং তেপে মূলফলাশনঃ ॥ ৪
এতস্মিন্নেব কালে তু অযোধ্যাধিপতির্মহান্।
অম্বরীষ ইতি খ্যাতো যষ্টুং সমুপচক্রমে ॥ ৫
তস্য বৈ যজমানস্য পশুমিন্দ্রো জহার হ।
প্রনষ্টে তু পশৌ বিপ্রো রাজানমিদমব্রবীৎ ॥ ৬
পশুরভ্যাহৃতো রাজন্ প্রনষ্টস্তব দুর্নয়াৎ।
অরক্ষিতারং রাজানং ঘ্নন্তি দোষা নরেশ্বর ॥ ৭
প্রায়শ্চিত্তং মহদ্ধ্যেতন্নরং বা পুরুষর্ষভ।
আনয়স্ব পশুং শীঘ্রং যাবৎ কর্ম্ম প্রবর্ত্ততে ॥ ৮
উপাধ্যায়বচঃ শ্রুত্বা স রাজা পুরুষর্ষভ।
অন্বিয়েষ মহাবুদ্ধিঃ পশুং গোভিঃ সহস্রশঃ ॥ ৯
দেশান্ জনপদাংস্তাংস্তান্নগরাণি বনানি চ।
আশ্রমাণি চ পুণ্যানি মার্গমাণো মহীপতিঃ ॥ ১০
স পুত্রসহিতং তাত সভার্য্যং রঘুনন্দন।
ভৃগুতুঙ্গে সমাসীনমৃচীকং সন্দদর্শ হ ॥ ১১
তমুবাচ মহাতেজাঃ প্রণম্যাভিপ্রসাদ্য চ।
ব্রহ্মর্ষিং তপসা দীপ্তং রাজর্ষিরমিতপ্রভঃ ॥ ১২
পৃষ্ট্বা সর্ব্বত্র কুশলমৃচীকং তমিদং বচঃ।
গবাং শতসহস্রেণ বিক্রীণীষে সুতং যদি ॥ ১৩
পশোরর্থে মহাভাগ কৃতকৃত্যোঽস্মি ভার্গব।
সর্ব্বে পরিগতা দেশা যজ্ঞিয়ং ন লভে পশুম্ ॥ ১৪
দাতুমর্হসি মূল্যেন সুতমেকমিতো মম।
এবমুক্তো মহাতেজা ঋচীকস্ত্বব্রবীদ্বচঃ ॥ ১৫
নাহং জ্যেষ্ঠং নরশ্রেষ্ঠ বিক্রীণীয়াং কথঞ্চন।
ঋচীকস্য বচঃ শ্রুত্বা তেষাং মাতা মহাত্মনাম্ ॥ ১৬
উবাচ নরশার্দ্দূলমম্বরীষমিদং বচঃ।
অবিক্রেয়ং সুতং জ্যেষ্ঠং ভগবানাহ ভার্গবঃ ॥ ১৭
মমাপি দয়িতং বিদ্ধি কনিষ্ঠং শুনকং প্রভো।
তস্মাৎ কনীয়সং পুত্রং ন দাস্যে তব পার্থিব ॥ ১৮
প্রায়েণ হি নরশ্রেষ্ঠ জ্যেষ্ঠাঃ পিতৃষু বল্লভাঃ।
মাতৃণাঞ্চ কনীয়াংসস্তস্মাদ্রক্ষে কনীয়সম্ ॥ ১৯
উক্তবাক্যে মুনৌ তস্মিন্ মুনিপত্ন্যাং তথৈব চ।
শুনঃশেফঃ স্বয়ং রাম মধ্যমো বাক্যমব্রবীৎ ॥ ২০
পিতা জ্যেষ্ঠমবিক্রেয়ং মাতা চাহ কনীয়সম্।
বিক্রেয়ং মধ্যমং মন্যে রাজপুত্র নয়স্ব মাম্ ॥ ২১

গমনপূর্ব্বক ফল মূলভোজী হইয়া তিনি দুরাধর্ষণীয় কঠোর তপস্যা আরম্ভ করিলেন। এই সময়ে অম্বরীষ নামে বিখ্যাত অযোধ্যাপতি যজ্ঞ করিতে প্রবৃত্ত হইলে, ইন্দ্র সেই যজমান অম্বরীষের যজ্ঞীয় পশু অপহরণ করিলেন। পশু অপহৃত হইলে, পুরোহিত রাজাকে বলিলেন, 'নরেশ্বর! যজ্ঞীয় পশু অপহৃত হইয়াছে; আপনার দুর্নীতিতেই এই যজ্ঞ নষ্ট হইল। পুরুষশার্দ্দূল! যে রাজা যজ্ঞ রক্ষা না করেন, সেই যজ্ঞবিঘ্ন-জনিত দোষসকল তাঁহাকে বিনষ্ট করিয়া থাকে; সুতরাং দোষের প্রায়শ্চিত্ত করা বিধেয়। রাজন্! একটী মনুষ্যবলি প্রদান করাই ইহার সুমহৎ প্রায়শ্চিত্ত, অতএব এই যজ্ঞ বর্ত্তমান থাকিতে থাকিতে আপনি শীঘ্র সেই পশু বা নরবলি আনয়ন করুন।' ১—৮। পুরুষশার্দ্দূল রাম! সেই মহাবুদ্ধি নরপতি অম্বরীষ, উপাধ্যায়ের কথা শুনিয়া সহস্র সহস্র গবী দ্বারাও একটী নর ক্রয় করিতে অভিলাষী হইয়া তাহার অন্বেষণ করিতে লাগিলেন। তাত রঘুনন্দন! সেই মহীপতি অতুল্য-প্রভাশালী রাজর্ষি অম্বরীষ, নানা জনপদ, দেশ, নগর, বন ও পুণ্য আশ্রম সকল অন্বেষণ করিতে করিতে ভৃগুতুঙ্গনামক স্থানে আসিয়া, পত্নী ও পুত্রগণের সহিত সমাসীন তপোদ্বারা জাজ্বল্যমান ব্রহ্মর্ষি ঋচীককে দেখিতে পাইলেন এবং তাঁহাকে প্রণাম ও প্রসাদনপূর্ব্বক সকল বিষয়ের কুশল জিজ্ঞাসা করিয়া এই কথা বলিলেন, 'মহাভাগ ভৃগুনন্দন! আমি যজ্ঞার্থ একটী মনুষ্যবলি ক্রয় করিবার নিমিত্ত সকল দেশ পরিভ্রমণ করিয়াছি, কিন্তু তাদৃশ যজ্ঞীয় বলি লাভ করি নাই; যদি আপনি শতসহস্রগাভী মূল্যে একটী পুত্র বিক্রয় করেন, তবে আমি কৃতার্থ হই; আপনার এই তিনটী পুত্র আছে, আপনি মূল্য লইয়া আমাকে একটী পুত্র প্রদান করিতে পারেন।' মহাতেজস্বী ঋচীক, নরপতির সেই কথা শুনিয়া তাঁহাকে বলিলেন; 'নরশ্রেষ্ঠ! আমি জ্যেষ্ঠ পুত্রকে কোনমতেই বিক্রয় করিব না' এবং সেই মহাত্মা পুত্রদিগের জননীও তাঁহার সেই কথা শুনিয়া নরশ্রেষ্ঠ অম্বরীষকে বলিলেন, 'প্রভো! ভগবান্ ভৃগুনন্দন বলিলেন, 'আমি জ্যেষ্ঠপুত্রকে প্রদান করিব না' আমারও এই কনিষ্ঠ পুত্র শুনক অতি প্রিয় জানিবেন। রাজন্! সেই জন্য আমি আপনাকে এই কনিষ্ঠ পুত্রটী প্রদান করিব না। নরশার্দ্দূল! প্রায় জগতে জ্যেষ্ঠ নন্দনেরা জনকের এবং কনিষ্ঠ নন্দনেরা জননীর প্রিয় হইয়া থাকে; অতএব আমি কনিষ্ঠ পুত্রটীকে রাখিব।' ৯—১৯। রাম! সেই ঋচীক মুনি ও তাঁহার ভার্য্যা তদ্রূপ বলিলে, মধ্যম পুত্র শুনঃশেফ স্বয়ং রাজাকে এই কথা বলিলেন, 'রাজপুত্র! আমার পিতা বলিলেন, 'জ্যেষ্ঠ পুত্র অবিক্রেয়' এবং মাতা বলিলেন, 'কনিষ্ঠ পুত্র অতি প্রিয়' সুতরাং বোধ

অথ রাজা মহাবাহো বাক্যান্তে ব্রহ্মবাদিনঃ।
হিরণ্যস্য সুবর্ণস্য কোটিভীরত্নরাশিভিঃ॥ ২২
গবাং শতসহস্রেণ শুনঃশেফং নরেশ্বরঃ।
গৃহীত্বা পরমপ্রীতো জগাম রঘুনন্দন॥ ২৩
অম্বরীষস্তু রাজর্ষী রথমারোপ্য সত্বরঃ।
শুনঃশেফং মহাতেজা জগামাশু মহাযশাঃ॥ ২৪

ইতি বালকাণ্ডে একষষ্টিতমঃ সর্গঃ॥ ৬১॥

দ্বিষষ্টিতমঃ সর্গঃ।

শুনঃশেফং নরশ্রেষ্ঠং গৃহীত্বা তু মহাযশাঃ।
ব্যশ্রমৎ পুষ্করে রাজা মধ্যাহ্নে রঘুনন্দনঃ॥ ১
তস্য বিশ্রমমাণস্য শুনঃশেফো মহাযশাঃ।
পুষ্করং জ্যেষ্ঠমাগম্য বিশ্বামিত্রং দদর্শ হ॥ ২
তপ্যন্তমৃষিভিঃ সার্দ্ধং মাতুলং পরমাতুরঃ।
বিষণ্ণবদনো দীনস্তৃষ্ণয়া চ শ্রমেণ চ॥ ৩
পপাতাঙ্কে মুনে রাম বাক্যঞ্চেদমুবাচ হ।
ন মেঽস্তি মাতা ন পিতা জ্ঞাতয়ো বান্ধবাঃ কুতঃ॥ ৪
ত্রাতুমর্হসি মাং সৌম্য ধর্ম্মেণ মুনিপুঙ্গব।
ত্রাতা ত্বং হি নরশ্রেষ্ঠ সর্ব্বেষাং ত্বং হি ভাবনঃ॥ ৫
রাজা চ কৃতকার্য্যঃ স্যাদহং দীর্ঘায়ুরব্যয়ঃ।
স্বর্গলোকমুপাশ্নীয়াং তপস্তপ্ত্বা হ্যনুত্তমম্‌॥ ৬
স মে নাথো হ্যনাথস্য ভব ভব্যেন চেতসা।
পিতেব পুত্রং ধর্ম্মাত্মংস্ত্রাতুমর্হসি কিল্বিষাৎ॥ ৭
তস্য তদ্বচনং শ্রুত্বা বিশ্বামিত্রো মহাতপাঃ।
সান্ত্বয়িত্বা বহুবিধং পুত্রানিদমুবাচ হ॥ ৮
যৎকৃতে পিতরঃ পুত্রান্‌ জনয়ন্তি শুভার্থিনঃ।
পরলোকহিতার্থায় তস্য কালোঽয়মাগতঃ॥ ৯
অয়ং মুনিসুতো বালো মত্তঃ শরণমিচ্ছতি।
অস্য জীবিতমাত্রেণ প্রিয়ং কুরুত পুত্রকাঃ॥ ১০
সর্ব্বে সুকৃতকর্ম্মাণঃ সর্ব্বে ধর্ম্মপরায়ণাঃ।
পশুভূতা নরেন্দ্রস্য তৃপ্তিমগ্নেঃ প্রযচ্ছত॥ ১১
নাথবাংশ্চ শুনঃশেফো যজ্ঞশ্চাবিঘ্নতো ভবেৎ।
দেবতাস্তর্পিতাশ্চ স্যুর্মম চাপি কৃতং বচঃ॥ ১২

হইতেছে, আমি মধ্যম,—আমিই বিক্রেয়, আপনি আমাকে লইয়া যান।' মহাবাহুসম্পন্ন রঘুনন্দন! সেই ব্রহ্মবাদী শুনঃশেফের বাক্য শেষ হইলে, নরপতি মহাতেজস্বী রাজর্ষি অম্বরীষ বহুকোটি সুবর্ণ, অনেক রত্নরাশি ও শতসহস্র গাভী দিয়া তাঁহাকে গ্রহণপূর্ব্বক পরমপ্রীতি সহকারে গমনে উদ্যত হইয়া, শুনঃশেফকে রথে আরোহণ করাইয়া শীঘ্র নগরোদ্দেশে প্রস্থান করিলেন।" ২০—২৪।

দ্বিষষ্টিতম সর্গ।

"রঘুনন্দন! মহাযশস্বী রাজা অম্বরীষ, নরশ্রেষ্ঠ শুনঃশেফকে সঙ্গে করিয়া যাইতে যাইতে মধ্যাহ্নকালে পুষ্করতীরস্থ তপোবনে আসিয়া বিশ্রাম করিতে লাগিলেন। রাম! তিনি তথায় বিশ্রাম করিতে লাগিলে, পরিশ্রম ও পিপাসায় বিষণ্ণবদন এবং পরমাতুর, দীনভাবাপন্ন, মহাযশস্বী সেই শুনঃশেফ, জ্যেষ্ঠ মাতুল বিশ্বামিত্র মুনিকে ঋষিগণের সহিত তপস্যা-পরায়ণ দেখিতে পাইয়া তাঁহার সমীপে গমনপূর্ব্বক তদীয় অঙ্কে পতিত হইয়া তাঁহাকে বলিলেন, 'শুভদর্শন মুনিপুঙ্গব! জ্ঞাতি-বান্ধবের কথা কি আর বলিব; আমার মাতা-পিতাও আমার পক্ষে নাই. সুতরাং আমি অনাথ; আমি আপনার শরণাগত হইলাম; আপনি আমার পিতৃতুল্য; আপনি করুণার্দ্র চিত্তে আমার সহায় হইয়া, ধর্ম্মবলে পিতা যেমন পুত্রকে রক্ষা করেন, তদ্রূপ আমাকে পরিত্রাণ করুন, যেহেতুক আপনি শরণাগত ব্যক্তিদিগকে পরিত্রাণ করিয়া থাকেন, সুতরাং আমাকে এই প্রাণ-বিপত্তিরূপ পাপ হইতে পরিত্রাণ করা আপনার উচিত। ধর্ম্মাত্মন্‌! আপনি সকলেরই অভিলাষ পূর্ণ করিয়া থাকেন; অতএব আপনি একরূপ বিধান করুন, যাহাতে আমিও আপনার প্রসাদে দীর্ঘায়ু ও অক্ষয় হইয়া, অত্যুত্তম তপোনুষ্ঠান করত স্বর্গসুখ ভোগ করিতে পারি এবং এই রাজাও কৃতকার্য্য হন'। ১—৭। মহাতপস্বী বিশ্বামিত্র, তাঁহার এই প্রকার বাক্যশ্রবণে তাঁহাকে নানা উপায়ে সান্ত্বনা করিয়া স্বীয় পুত্রদিগকে বলিলেন, 'পুত্রগণ! মঙ্গলার্থী পিতারা পরলোকের হিতনিমিত্তই পুত্র উৎপাদন করিয়া থাকেন; তোমাদিগেরও সম্প্রতি, আমার পরলোকের মঙ্গল সম্পাদন করিবার সময় উপস্থিত হইয়াছে; এই বালক মুনিপুত্র, আমার শরণাগত হইয়াছে, তোমরা ইহার প্রাণরক্ষা করিয়া আমার প্রিয় কার্য্য সম্পাদন কর। তোমরা সকলেই সুকৃতকারী ও ধর্ম্মপরায়ণ, তোমরা এই নরেন্দ্রের বলি হইয়া অগ্নির তৃপ্তি সম্পাদন কর, তাহা হইলে এই রাজার যজ্ঞও নির্ব্বিঘ্নে পরিসমাপ্ত হয়, দেবগণও পরিতৃপ্ত হন, এই শুনঃশেফও সনাথ হয় এবং আমার বাক্যও

মুনেস্তদ্বচনং শ্রুত্বা মধুচ্ছন্দাদয়ঃ সুতাঃ।
সাভিমানং নরশ্রেষ্ঠ সলীলমিদমব্রুবন্॥ ১৩
কথমাত্মসুতান্ হিত্বা ত্রায়সেহন্যসুতং বিভো।
অকার্য্যমিব পশ্যামঃ শ্বমাংসমিব ভোজনে॥ ১৪
তেষাং তদ্বচনং শ্রুত্বা পুত্রাণাং মুনিপুঙ্গবঃ।
ক্রোধসংরক্তনয়নো ব্যাহর্ত্তুমুপচক্রমে॥ ১৫
নিঃসাধ্বসমিদং প্রোক্তং ধর্ম্মাদপি বিগর্হিতম্।
অতিক্রম্য তু মদ্বাক্যং দারুণং রোমহর্ষণম্॥ ১৬
শ্বমাংসভোজিনঃ সর্ব্বে বাসিষ্ঠা ইব জাতিষু।
পূর্ণং বর্ষসহস্রন্তু পৃথিব্যামনুবৎস্যথ॥ ১৭
কৃত্বা শাপসমাযুক্তান্ পুত্রান্ মুনিবরস্তদা।
শুনঃশেফমুবাচার্ত্তং কৃত্বা রক্ষাং নিরাময়ান্॥ ১৮
পবিত্রপাশৈরাবদ্ধো রক্তমাল্যানুলেপনম্।
বৈষ্ণবং যূপমাসাদ্য বাগ্ভিরগ্নিমুদাহর॥ ১৯
ইমে চ গাথে দ্বে দিব্যে গায়েথা মুনিপুত্রক।
অম্বরীষস্য যজ্ঞেহস্মিংস্ততঃ সিদ্ধিমবাপ্স্যসি॥ ২০
শুনঃশেফো গৃহীত্বা তে দ্বে গাথে সুসমাহিতঃ।
ত্বরয়া রাজসিংহং তমম্বরীষমুবাচ হ॥ ২১
রাজসিংহ মহাবুদ্ধে শীঘ্রং গচ্ছামহে বয়ম্।
নিবর্ত্তয়স্ব রাজেন্দ্র দীক্ষাং চ সমুপাহর॥ ২২
তদ্বাক্যং ঋষিপুত্রস্য শ্রুত্বা হর্ষসমন্বিতঃ।
জগাম নৃপতিঃ শীঘ্রং যজ্ঞবাটমতন্দ্রিতঃ॥ ২৩
সদস্যানুমতে রাজা পবিত্রকৃতলক্ষণম্।
পশুং রক্তাম্বরং কৃত্বা যূপে তং সমবন্ধয়ৎ॥ ২৪
স বদ্ধো বাগ্ভিরগ্র্যাভিরভিতুষ্টাব বৈ সুরৌ।
ইন্দ্রমিন্দ্রানুজঞ্চৈব যথাবন্মুনিপুত্রকঃ॥ ২৫
ততঃ প্রীতঃ সহস্রাক্ষো রহস্যস্তুতিতোষিতঃ।
দীর্ঘমায়ুস্তদা প্রাদাচ্ছুনঃশেফায় বাসবঃ॥ ২৬
স চ রাজা নরশ্রেষ্ঠ যজ্ঞস্য চ সমাপ্তবান্।
ফলং বহুগুণং রাম সহস্রাক্ষপ্রসাদজম্॥ ২৭
বিশ্বামিত্রোহপি ধর্ম্মাত্মা ভূয়স্তেপে মহাতপাঃ।
পুষ্করেষু নরশ্রেষ্ঠ দশবর্ষশতানি চ॥ ২৮

ইতি বালকাণ্ডে দ্বিষষ্টিতমঃ সর্গঃ॥ ৬২॥

প্রতিপালিত হয়। ৮—১২। নরশ্রেষ্ঠ! বিশ্বামিত্র মুনির সেই কথা শুনিয়া মধুচ্ছন্দ প্রভৃতি পুত্রেরা অভিমান-সহকারে, পরিহাসপূর্ব্বক তাঁহাকে বলিলেন, 'বিভো! আপনি কিপ্রকারে স্বীয় পুত্রদিগকে পরিত্যাগ করিয়া অন্যব্যক্তির পুত্রকে পরিত্রাণ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন! আমরা দেখিতেছি যে, উহা আত্মমাংস-ভক্ষণের ন্যায় অতীব অকর্ত্তব্য কর্ম্ম। মুনিপুঙ্গব বিশ্বামিত্র পুত্রদিগের এই কথাশ্রবণে ক্রোধসংরক্ত-লোচন হইয়া তাঁহাদিগকে বলিলেন, তোরা যখন নির্ভয়ে আমার বাক্য লঙ্ঘনপূর্ব্বক ধর্ম্ম-বিগর্হিত দারুণ লোমহর্ষণ এইরূপ কথা বলিলি, তখন তোরা বসিষ্ঠপুত্রদিগের ন্যায় মুষ্টিকজাতিতে বহুবার জন্ম গ্রহণ করত কুক্কুরমাংসভোজী হইয়া সম্পূর্ণ সহস্রবর্ষ পৃথিবীতে বিচরণ কর। ১৩—১৭। পরে মুনিবর বিশ্বামিত্র, পুত্রদিগকে সেইরূপ অভিশাপ প্রদান করিয়া, পরমার্ত্ত শুনঃশেফের বিঘ্ন-নিবারণার্থ রক্ষা বিধানপূর্ব্বক তাঁহাকে বলিলেন, 'মুনিপুত্র! তুমি যখন অম্বরীষের যজ্ঞে রক্তমাল্যধারী ও রক্তানুলেপিত হইয়া বৈষ্ণবযূপে পবিত্র পাশ দ্বারা আবদ্ধ হইবে, তখন আগ্নেয় মন্ত্রে অগ্নিকে স্তব করিও এবং এই দিব্য গাথা গান করিও, তাহা হইলেই তুমি সিদ্ধি লাভ করিবে। শুনঃশেফ সমাহিত হইয়া সেই দুইটী গাথা গ্রহণ করিলেন এবং সত্বর রাজসিংহ অম্বরীষের নিকটে যাইয়া তাঁহাকে বলিলেন, মহাবুদ্ধিসম্পন্ন রাজসিংহ! চলুন, আমরা শীঘ্র গমন করি। রাজেন্দ্র! আপনি রাজ্যে যাইয়া যজ্ঞ সমাপনপূর্ব্বক দীক্ষার নিবৃত্তি করুন। নরপতি অম্বরীষ, তাঁহার কথা শুনিয়া হৃষ্টচিত্তে, আলস্য পরিত্যাগপূর্ব্বক শীঘ্র যজ্ঞ-ভূমিতে গমন করিলেন। ১৮—২৩। অনন্তর সেই রাজা সদস্যদিগের অনুমোদনানুসারে শুনঃশেফকে রক্তাম্বর পরিধান করাইয়া পবিত্র কুশ রজ্জুতে বন্ধন-পূর্ব্বক, পশুস্বরূপ করিয়া যূপে বন্ধন করিলেন। সেই মুনিনন্দন, যূপে বদ্ধ হইয়া আগ্নেয়মন্ত্রদ্বারা অগ্নিকে স্তব করিয়া, ইন্দ্র ও ইন্দ্রানুজ বিষ্ণু এই দুই দেবকে সেই দুই গাথাদ্বারা যথাবৎ স্তব করিলেন। নরশ্রেষ্ঠ রাম! পরে বিষ্ণু ও সহস্রাক্ষ বাসব, শুনঃশেফের রহস্যস্তুতিদ্বারা তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে দীর্ঘ-আয়ু প্রদান করিলেন। সেই রাজাও তাঁহাদিগের প্রসাদে, সেই যজ্ঞের বহুগুণ ফল লাভ করিলেন। নরবর রাম! এদিকে মহাতপস্বী ধর্ম্মাত্মা বিশ্বামিত্র, পুষ্কর-তীরস্থ তপোবনে পুনরায় সহস্র বৎসর তপস্যা করিলেন।" ২৪—২৮।

ত্রিষষ্টিতমঃ সর্গঃ।

পূর্ণে বর্ষসহস্রে তু ব্রতস্নাতং মহামুনিম্।
অভ্যাগচ্ছন্ সুরাঃ সর্ব্বে তপঃফলচিকীর্ষবঃ ॥ ১
অব্রবীৎ সুমহাতেজা ব্রহ্মা সুরুচিরং বচঃ।
ঋষিস্ত্বমসি ভদ্রং তে স্বার্জ্জিতৈঃ কর্ম্মভিঃ শুভৈঃ ॥ ২
তমেবমুক্ত্বা দেবেশস্ত্রিদিবং পুনরভ্যগাৎ।
বিশ্বামিত্রো মহাতেজা ভূয়স্তেপে মহত্তপঃ ॥ ৩
ততঃ কালেন মহতা মেনকা পরমাপ্সরাঃ।
পুষ্করেষু নরশ্রেষ্ঠ স্নাতুং সমুপচক্রমে ॥ ৪
তাং দদর্শ মহাতেজা মেনকাং কুশিকাত্মজঃ।
রূপেণাপ্রতিমাং তত্র বিদ্যুতং জলদে যথা ॥ ৫
কন্দর্পদর্পবশগো মুনিস্তামিদমব্রবীৎ।
অপ্সরঃ স্বাগতং তেহস্তু বস চেহ মমাশ্রমে ॥ ৬
অনুগৃহ্নীষ্ব ভদ্রং তে মদনেন বিমোহিতম্।
ইত্যুক্তা সা বরারোহা তত্রাবাসমথাকরোৎ ॥ ৭
তপসো হি মহাবিঘ্নো বিশ্বামিত্রমুপাগমৎ।
তস্যাং বসন্ত্যাং বর্ষাণি পঞ্চ পঞ্চ চ রাঘব ॥ ৮
বিশ্বামিত্রাশ্রমে সৌম্যে সুখেন ব্যতিচক্রমুঃ।
অথ কালে গতে তস্মিন্ বিশ্বামিত্রো মহামুনিঃ ॥ ৯
সব্রীড় ইব সংবৃত্তশ্চিন্তাশোকপরায়ণঃ।
বুদ্ধির্মুনেঃ সমুৎপন্না সামর্ষা রঘুনন্দন ॥ ১০
সর্ব্বং সুরাণাং কর্ম্মৈতত্তপোহপহরণং মহৎ।
অহোরাত্রাপদেশেন গতাঃ সংবৎসরা দশ ॥ ১১
কামমোহাভিভূতস্য বিঘ্নোহয়ং প্রত্যুপস্থিতঃ।
স নিশ্বসন্মুনিবরঃ পশ্চাত্তাপেন দুঃখিতঃ ॥ ১২
ভীতামপ্সরসং দৃষ্ট্বা বেপন্তীং প্রাঞ্জলিং স্থিতাম্।
মেনকাং মধুরৈর্ব্বাক্যৈর্বিসৃজ্য কুশিকাত্মজঃ ॥ ১৩
উত্তরং পর্ব্বতং রাম বিশ্বামিত্রো জগাম হ।
স কৃত্বা নৈষ্ঠিকীং বুদ্ধিং জেতুকামো মহাযশাঃ ॥ ১৪
কৌশিকীতীরমাসাদ্য তপস্তেপে দুরাসদম্।
তস্য বর্ষসহস্রাণি ঘোরং তপ উপাসতঃ ॥ ১৫
উত্তরে পর্ব্বতে রাম দেবতানামভূদ্ভয়ম্।
আমন্ত্রয়ন্ সমাগম্য সর্ব্বে সর্ষিগণাঃ সুরাঃ ॥ ১৬
মহর্ষিশব্দং লভতাং সাধ্বয়ং কুশিকাত্মজঃ।
দেবতানাং বচঃ শ্রুত্বা সর্ব্বলোকপিতামহঃ ॥ ১৭

ত্রিষষ্টিতম সর্গ।

"সহস্র বৎসর পূর্ণ হইলে, মহামুনি বিশ্বামিত্র ব্রত-স্নান করিলে ব্রহ্মা প্রভৃতি দেবগণ, বিশ্বামিত্রকে তপঃফল প্রদান করিবার মানসে তাঁহার নিকট উপস্থিত হইলেন। অনন্তর দেবদেব মহাতেজস্বী ব্রহ্মা তাঁহাকে 'তোমার মঙ্গল হইল,—তুমি স্বীয় অর্জ্জিত শুভকর্ম্মদ্বারা ঋষিত্ব লাভ করিলে' এই রুচিকর বাক্য বলিলেন। তাঁহাকে সেইরূপ বলিয়া তিনি সুরপুরে প্রত্যাগমন করিলে, মহাতেজস্বী বিশ্বামিত্রও পুনরায় অতিকঠোর তপস্যা করিতে আরম্ভ করিলেন। নরশ্রেষ্ঠ! অনন্তর বহুকালের পর মেনকানাম্নী প্রধানা অপ্সরা, পুষ্করতীর্থে আসিয়া স্নান করিবার উপক্রম করিল ১—৪। তখন মহাতেজা কুশিকাত্মজ বিশ্বামিত্র, সেই অনুপমরূপলাবণ্যবতী মেনকাকে মেঘমধ্যে বিদ্যুতের ন্যায়, সরোবরমধ্যে বিরাজিতা দেখিয়া সন্তপ্ত হইয়া তাহাকে কহিলেন, অপ্সরে! তোমার মঙ্গল হউক;—তোমার আগমন শুভ হউক,—তুমি আমার এই আশ্রমে বাস করিয়া মদনবিমোহিত আমাকে কৃপা কর। সেই বরারোহা মেনকা, বিশ্বামিত্রের কথা শুনিয়া তথায় বাস করিল, সেই কারণে বিশ্বামিত্রের তপস্যার মহান্ বিঘ্ন উপস্থিত হইল। রঘুনন্দন! বিশ্বামিত্রের সেই শুভদর্শন আশ্রমে, মেনকা-অপ্সরার সহিত সুখে বাস করিতে করিতে দশবৎসর কাল অতীত হইলে মহামুনি বিশ্বামিত্র, লজ্জান্বিত, চিন্তাযুক্ত ও শোকপরায়ণ হইলেন এবং দেবগণের প্রতি তাহার এতাদৃশী অমর্ষসমন্বিতা বুদ্ধি হইল, এ সমস্তই দেবতাদিগের কার্য্য—তাঁহারাই এইরূপে আমার সুমহৎ তপ অপহরণ করিয়াছেন। তদ্ব্যতীত কি দশবর্ষকাল এক অহোরাত্রের ন্যায় বিগত হইতে পারে? মুনিবর দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিতে করিতে 'আমি কাম ও মোহে অভিভূত হওয়াতেই, আমার এই বিঘ্ন উপস্থিত হইয়াছে' অতি দুঃখিত হইয়া এইরূপ অনুতাপ করিতে লাগিলেন। ৫—১২। রাম! তৎকালে মেনকা-অপ্সরাকে ভীতা, কম্পিতা ও অঞ্জলি বদ্ধ করিয়া দণ্ডায়মানা দেখিয়া মহাযশস্বী গাধিনন্দন বিশ্বামিত্র, তাহাকে মধুরবাক্যে সান্ত্বনা করত বিদায় দিলেন। পরে তিনি কামজয় করিতে অভিলাষী হইয়া, উৎকট ব্রহ্মচর্য্য-বিষয়িণী বুদ্ধি করিয়া উত্তর-দিকে হিমালয় পর্ব্বতে যাইয়া কৌশিকী নদীর তীরে অতি কঠোর তপস্যা আরম্ভ করিলেন। রাম! উত্তরদিকের পর্ব্বতে বিশ্বামিত্র মুনির মহাঘোর তপ করিতে করিতে সহস্র সহস্র বৎসর কাটিয়া গেল। তখন দেবগণ, ঋষিগণের সহিত ভীত হইয়া সকলে সম্যক্ মন্ত্রণাপূর্ব্বক ব্রহ্মার নিকট যাইয়া তাঁহাকে বলিলেন 'এই গাধিনন্দন মঙ্গলকর মহর্ষিত্ব লাভ করুন।' লোক-

অব্রবীন্মধুরং বাক্যং বিশ্বামিত্রং তপোধনম্।
মহর্ষে স্বাগতং বৎস তপসোগ্রেণ তোষিতঃ ॥ ১৮
মহত্ত্বমৃষিমুখ্যত্বং দদামি তব কৌশিক।
ব্রহ্মণস্তু বচঃ শ্রুত্বা বিশ্বামিত্রস্তপোধনঃ ॥ ১৯
প্রাঞ্জলিঃ প্রণতো ভূত্বা প্রত্যুবাচ পিতামহম্।
ব্রহ্মর্ষিশব্দমতুলং স্বার্জ্জিতৈঃ কর্ম্মভিঃ শুভৈঃ ॥ ২০
যদি মে ভগবানাহ ততোহহং বিজিতেন্দ্রিয়ঃ।
তমুবাচ ততো ব্রহ্মা ন তাবত্ত্বং জিতেন্দ্রিয়ঃ ॥ ২১
যতস্ব মুনিশার্দ্দূল ইত্যুক্ত্বা ত্রিদিবং গতঃ।
বিপ্রস্থিতেষু দেবেষু বিশ্বামিত্রো মহামুনিঃ ॥ ২২
ঊর্দ্ধবাহুর্নিরালম্বো বায়ুভক্ষস্তপশ্চরন্।
ঘর্ম্মে পঞ্চতপা ভূত্বা বর্ষাস্বাকাশসংশ্রয়ঃ ॥ ২৩
শিশিরে সলিলেশায়ী রাত্র্যহানি তপোধনঃ।
এবং বর্ষসহস্রং হি তপো ঘোরমুপাগমৎ ॥ ২৪
তস্মিন্ সন্তপ্যমানে তু বিশ্বামিত্রে মহামুনৌ।
সন্তাপঃ সুমহানাসীৎ সুরাণাং বাসবস্য চ ॥ ২৫
রম্ভামপ্সরসং শক্রঃ সহ সর্ব্বৈঃ মরুদ্গণৈঃ।
উবাচাত্মহিতং বাক্যমহিতং কৌশিকস্য চ ॥ ২৬

ইতি বালকাণ্ডে ত্রিষষ্টিতমঃ সর্গঃ ॥ ৬৩ ॥

চতুঃষষ্টিতমঃ সর্গঃ।

সুরকার্য্যমিদং রম্ভে কর্ত্তব্যং সুমহত্ত্বয়া।
লোভনং কৌশিকস্যেহ কামমোহসমন্বিতম্ ॥ ১
তথোক্তা সাপ্সরা রাম সহস্রাক্ষেণ ধীমতা।
ব্রীড়িতা প্রাঞ্জলির্বাক্যং প্রত্যুবাচ সুরেশ্বরম্ ॥ ২
অয়ং সুরপতে ঘোরো বিশ্বামিত্রো মহামুনিঃ।
ক্রোধমুৎস্রক্ষ্যতে ক্রূরং ময়ি দেব ন সংশয়ঃ ॥ ৩
ততো হি মে ভয়ং দেব প্রসাদং কর্ত্তুমর্হসি।
এবমুক্তস্তয়া রাম সভয়ং ভীতয়া তদা ॥ ৪
তামুবাচ সহস্রাক্ষো বেপমানাং কৃতাঞ্জলিম্।
মা ভৈষী রম্ভে ভদ্রং তে কুরুষ্ব মম শাসনম্ ॥ ৫
কোকিলো হৃদয়গ্রাহী মাধবে রুচিরদ্রুমে।
অহং কন্দর্পসহিতঃ স্থাস্যামি তব পার্শ্বতঃ ॥ ৬
ত্বং হি রূপং বহুগুণং কৃত্বা পরমভাস্বরম্।
তমৃষিং কৌশিকং ভদ্রে ভেদয়স্ব তপস্বিনম্ ॥ ৭
সা শ্রুত্বা বচনং তস্য কৃত্বা রূপমনুত্তমম্।

পিতামহ ব্রহ্মা, দেবতাদিগের বাক্যশ্রবণে, বিশ্বামিত্রের নিকট আসিয়া তাঁহাকে বলিলেন, 'বৎস! তোমার এই প্রদেশে আগমন শুভ হউক,—হে কৌশিক মহর্ষে! আমি তোমার এই উগ্র তপে সন্তুষ্ট হইয়াছি, এজন্য আমি তোমাকে মহত্ত্ব—ঋষিমুখ্যত্ব প্রদান করিতেছি। তপোধন বিশ্বামিত্র পিতামহ ব্রহ্মার সেই কথা শুনিয়া তাঁহাকে প্রণিপাতপূর্ব্বক কৃতাঞ্জলি হইয়া প্রত্যুক্তি করিলেন, ভগবন্! আপনি যখন আমাকে আমার স্বীয় শুভকর্ম্মলভ্য ব্রহ্মর্ষি বলিয়া সম্বোধন করেন নাই, তখন বুঝিয়াছি আমি এখনও জিতেন্দ্রিয় হই নাই। পরে ব্রহ্মা তাঁহাকে 'মুনিশার্দ্দূল! তুমি এখনও জিতেন্দ্রিয় হও নাই জিতেন্দ্রিয় হইতে যত্ন কর' এই কথা বলিয়া স্বর্গে গমন করিলেন। দেবতারা প্রস্থান করিলে, মহামুনি তপোধন বিশ্বামিত্রও ঊর্দ্ধবাহু, নিরালম্বন ও বায়ুভুক্ হইয়া তপস্যা করিতে লাগিলেন,—তিনি অহোরাত্র গ্রীষ্মকালে পঞ্চতপা ও শীতকালে সলিলশায়ী হইয়া এবং বর্ষাকালে অনাবৃতপ্রদেশে থাকিয়া সহস্রবর্ষানুষ্ঠেয় মহাঘোর তপস্যা করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। মুনিবর বিশ্বামিত্র তদ্রূপ তপস্যা করিতে লাগিলে, বাসব ও দেবগণের মহাভীতি-সঞ্চার হইল। তখন ইন্দ্র, মরুদ্গণপ্রভৃতি সমস্ত দেবগণের সহিত রম্ভাকে স্বীয় হিত-জনক ও কৌশিক বিশ্বামিত্রের অহিতজনক বাক্য বলিলেন।" ১৩—২৬।

চতুঃষষ্টিতম সর্গ।

"রাম! ধীশক্তিসম্পন্ন দেবরাজ সহস্রাক্ষ, রম্ভাকে বলিলেন,—রম্ভে! তুমি এই সুমহৎ দেবকার্য্য সম্পাদন কর,—তুমি কৌশিক বিশ্বামিত্রের কামজনিত চিত্তবিকার সম্পাদনপূর্ব্বক তাঁহাকে প্রলোভিত কর। ইহা শুনিয়া সেই অপ্সরা সলজ্জভাবে অঞ্জলি বদ্ধ করিয়া তাঁহাকে বলিল সুরেশ্বর! এই মহামুনি বিশ্বামিত্র অতি ভীষণ আমার প্রতি ক্রুদ্ধ হইয়া আমাকে ঘোরতর অভিশাপ প্রদান করিবেন, ইহাতে সংশয় নাই; দেব! আমার অতিশয় ভয় হইতেছে, অতএব আপনি আমার প্রতি অনুগ্রহ প্রকাশ করুন। রাম! সেই অপ্সরা ত্রাসান্বিতা হইয়া করজোড়ে কাঁপিতে কাঁপিতে সহস্রাক্ষকে এই ভীতিসমন্বিত বাক্য বলিলে, তিনি তাঁহাকে বলিলেন, রম্ভে! তোমার মঙ্গল হউক,—তুমি আমার অনুরোধ রক্ষা কর, ভয় করিও না; কারণ আমি বসন্তকালে হৃদয়াকর্ষী কোকিল হইয়া কন্দর্পের সহিত তোমার পার্শ্বে রুচির মধুক বৃক্ষে থাকিব। ১—৬। ভদ্রে! তুমি হাব-ভাবাদি-সমন্বিত পরমসমুজ্জ্বলরূপে সেই তপস্যাকারী কৌশিক বিশ্বামিত্র ঋষির চিত্তবিকার সম্পাদন কর। রম্ভা

শোভয়ামাস ললিতা বিশ্বামিত্রং শুচিস্মিতা ॥ ৮
কোকিলস্য তু শুশ্রাব বল্গু ব্যাহরতঃ স্বনম্।
সম্প্রহৃষ্টেন মনসা স চৈনামন্ববৈক্ষত ॥ ৯
অথ তস্য চ শব্দেন গীতেনাপ্রতিমেন চ।
দর্শনেন চ রম্ভায়া মুনিঃ সন্দেহমাগতঃ ॥ ১০
সহস্রাক্ষস্য তৎ সর্ব্বং বিজ্ঞায় মুনিপুঙ্গবঃ।
রম্ভাং ক্রোধসমাবিষ্টঃ শশাপ কুশিকাত্মজঃ ॥ ১১
যন্মাং লোভয়সে রম্ভে কামক্রোধজয়ৈষিণম্।
দশ বর্ষসহস্রাণি শৈলী স্থাস্যসি দুর্ভগে ॥ ১২
ব্রাহ্মণঃ সুমহাতেজাস্তপোবলসমন্বিতঃ।
উদ্ধরিষ্যতি রম্ভে ত্বাং মৎক্রোধকলুষীকৃতাম্ ॥ ১৩
এবমুক্ত্বা মহাতেজা বিশ্বামিত্রো মহামুনিঃ।
অশক্নুবন্ ধারয়িতুং কোপং সন্তাপমাত্মনঃ ॥ ১৪
তস্য শাপেন মহতা রম্ভা শৈলী তদাভবৎ।
বচঃ শ্রুত্বা চ কন্দর্পো মহর্ষেঃ স চ নির্গতঃ ॥ ১৫
কোপেন চ মহাতেজাস্তপোঽপহরণে কৃতে।
ইন্দ্রিয়ৈরজিতৈ রাম ন লেভে শান্তিমাত্মনঃ ॥ ১৬
বভূবাস্য মনশ্চিন্তা তপোঽপহরণে কৃতে।
নৈবং ক্রোধং গমিষ্যামি ন চ বক্ষ্যে কথঞ্চন ॥ ১৭
অথ বা নোচ্ছ্বসিষ্যামি সংবৎসরশতান্যপি।
অহং হি শোষয়িষ্যামি আত্মানং বিজিতেন্দ্রিয়ঃ ॥ ১৮
তাবদ্যাবদ্ধি মে প্রাপ্তং ব্রাহ্মণ্যং তপসার্জ্জিতম্।
অনুচ্ছ্বসন্নভুঞ্জানস্তিষ্ঠেয়ং শাশ্বতীঃ সমাঃ ॥ ১৯
ন হি মে তপ্যমানস্য ক্ষয়ং যাস্যন্তি মূর্ত্তয়ঃ।
এবং বর্ষসহস্রস্য দীক্ষাং স মুনিপুঙ্গবঃ।
চকারাপ্রতিমাং লোকে প্রতিজ্ঞাং রঘুনন্দন ॥ ২০

ইতি বালকাণ্ডে চতুঃষষ্টিতমঃ সর্গঃ ॥ ৬৪ ॥

পঞ্চষষ্টিতমঃ সর্গঃ।

অথ হৈমবতীং রাম দিশং ত্যক্ত্বা মহামুনিঃ।
পূর্ব্বাং দিশমনুপ্রাপ্য তপস্তেপে সুদারুণম্ ॥ ১
মৌনং বর্ষসহস্রস্য কৃত্বা ব্রতমনুত্তমম্।
চকারাপ্রতিমং রাম তপঃ পরমদুষ্করম্ ॥ ২
পূর্ণে বর্ষসহস্রে তু কাষ্ঠভূতং মহামুনিম্।
বিঘ্নৈর্বহুভিরাধূতং ক্রোধো নান্তরমাবিশৎ ॥ ৩

ইন্দ্রের কথা শুনিয়া অত্যুত্তম রূপ ধারণ করত মৃদু-মধুর হাস্য করিতে করিতে বিশ্বামিত্রকে প্রলোভিত করিতে উদ্যতা হইল। তখন মুনিপুঙ্গব গাধি-নন্দন বিশ্বামিত্র, সেই মধুরকণ্ঠ কোকিলের শব্দ শুনিয়া হৃষ্টচিত্তে রম্ভাকে অবলোকন করিলেন। পরে তিনি রম্ভাকে দেখিয়া এবং তাহার কণ্ঠ-নিঃসৃত সুমধুর গান ও সেই কোকিলের কুহুরব শ্রবণ করিয়া সন্দেহাকুল হইলেন এবং 'এ সমস্ত সহস্রাক্ষের কর্ম্ম' ইহা বুঝিতে পারিয়া রোষাবিষ্ট হইয়া রম্ভাকে এইরূপ অভিশাপ প্রদান করিলেন যে, রে রম্ভে! সম্প্রতি আমি কাম ও ক্রোধ জয় করিবার চেষ্টা করিতেছি, এ সময়ে যখন তুই আমাকে প্রলোভিত করিতে উদ্যত হইয়াছিস, তখন তুই দশসহস্র বৎসর প্রস্তরময়ী হইয়া থাকিবি! রে দুর্ভাগ্যে! কোন্ মহাতেজস্বী তপোবল-সমন্বিত ব্রাহ্মণ, মদীয় ক্রোধ-দূষিতা তোরে দুরবস্থা হইতে উদ্ধার করিবেন? ৭—১৩। মহাতেজস্বী, মহাতপস্বী বিশ্বামিত্র, ক্রোধ সম্বরণ করিতে না পারায় সেইরূপ বলিয়া সন্তপ্ত হইলেন। মহেন্দ্র ও কন্দর্প, মহর্ষি বিশ্বামিত্রের সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন এবং রম্ভাও বিশ্বামিত্রের সেই অব্যর্থ অভিশাপে তখনই পাষাণময়ী হইল। রাম! পরে কোপবশতঃ তপস্যা বিনষ্ট হইলে, মহাতেজস্বী বিশ্বামিত্র, ইন্দ্রিয়-পরাজিত না হওয়াতে মনের শান্তি লাভ করিতে পারিলেন না; পরন্তু তপস্যা বিনষ্ট হওয়া প্রযুক্ত তাঁহার মনে চিন্তা হইল, 'আর আমি কদাচ এরূপ ক্রুদ্ধ হইব না এবং কোনমতেই এরূপ শাপ-বাক্যও বলিব না; অথবা আমি শত শত বৎসর নিশ্বাস বদ্ধ করিয়াই থাকিব,—আমি ইন্দ্রিয় জয় করিবার নিমিত্ত অনাহারী ও অনুচ্ছ্বাস হইয়া যতদিন পর্য্যন্ত তপস্যাদ্বারা ব্রাহ্মণ্য লাভ করিতে না পারিব, ততদিন তপস্যাদ্বারা শরীর শোষণ করিব, তাদৃশ তপস্যা-প্রভাবেই আমার শরীর ক্ষয়প্রাপ্ত হইবে না।' রঘু-নন্দন! পরে মুনিবর বিশ্বামিত্র, তদ্রূপ সহস্র-বর্ষব্যাপিনী অনুপমা দীক্ষা অবলম্বন করিতে প্রতিজ্ঞা করিলেন। ১৪—২০।

পঞ্চষষ্টিতম সর্গ।

"রাম! মহামুনি বিশ্বামিত্র, উত্তরদিক্ পরিত্যাগ-পূর্ব্বক পূর্ব্বদিকে যাইয়া সুদারুণ তপস্যা আরম্ভ করিলেন। তিনি সহস্রবৎসরব্যাপী অত্যুত্তম মৌন ব্রত গ্রহণ করিয়া, অপ্রতিম পরম দুষ্কর তপশ্চরণে প্রবৃত্ত হইলেন। সেই মহামুনি বিশ্বামিত্র এরূপ অধ্যবসায়-সহকারে, কাষ্ঠপ্রায় হইয়া এরূপ অপূর্ব্ব তপ করিলেন যে, সম্পূর্ণ সহস্রবৎসরের মধ্যে বহুবিধ

স কৃত্বা নিশ্চয়ং রাম তপ আতিষ্ঠতাব্যয়ম্।
তস্য বর্ষসহস্রস্য ব্রতে পূর্ণে মহাব্রতঃ॥ ৪
ভোক্তুমারব্ধবানন্নং তস্মিন্ কালে রঘূত্তম।
ইন্দ্রো দ্বিজাতির্ভূত্বা তং সিদ্ধমন্নমযাচত॥ ৫
তস্মৈ দত্ত্বা তদা সিদ্ধং সর্ব্বং বিপ্রায় নিশ্চিতঃ॥ ৬
নিঃশেষিতেঽন্নে ভগবানভুক্ত্বৈব মহাতপাঃ।
ন কিঞ্চিদবদদ্বিপ্রং মৌনব্রতমুপাস্থিতঃ।
তথৈবাসীৎ পুনর্ম্মৌনমনুচ্ছ্বাসং চকার হ॥ ৭
অথ বর্ষসহস্রঞ্চ নোচ্ছ্বসন্মুনিপুঙ্গবঃ।
তস্যানুচ্ছ্বসমানস্য মূর্দ্ধ্নি ধূমো ব্যজায়ত॥ ৮
ত্রৈলোক্যং যেন সন্ত্রান্তমাতাপিতমিবাভবৎ।
ততো দেবর্ষিগন্ধর্ব্বাঃ পন্নগোরগরাক্ষসাঃ॥ ৯
মোহিতাস্তপসা তস্য তেজসা মন্দরশ্ময়ঃ।
কশ্মলোপহতাঃ সর্ব্বে পিতামহমথাব্রুবন্॥ ১০
বহুভিঃ কারণৈর্দ্দেব বিশ্বামিত্রো মহামুনিঃ।
লোভিতঃ ক্রোধিতশ্চৈব তপসা চাভিবর্দ্ধতে॥ ১১
ন হ্যস্য বৃজিনং কিঞ্চিৎ দৃশ্যতে সূক্ষ্মমপ্যত।
ন দীয়তে যদি ত্বস্য মনসা যদভীপ্সিতম্॥ ১২
বিনাশয়তি ত্রৈলোক্যং তপসা সচরাচরম্।
ব্যাকুলাশ্চ দিশঃ সর্ব্বা ন চ কিঞ্চিৎ প্রকাশতে॥ ১৩
সাগরাঃ ক্ষুভিতাঃ সর্ব্বে বিশীর্য্যন্তে চ পর্ব্বতাঃ।
প্রকম্পতে চ বসুধা বায়ুর্ব্বাতীহ সঙ্কুলঃ॥ ১৪
ব্রহ্মন্ ন প্রতিজানীমো নাস্তিকো জায়তে জনঃ।
সম্মূঢ়মিব ত্রৈলোক্যং সম্প্রক্ষুভিতমানসম্।
ভাস্করো নিষ্প্রভশ্চৈব মহর্ষেস্তস্য তেজসা॥ ১৫
বুদ্ধিং ন কুরুতে যাবন্নাশে দেব মহামুনিঃ।
তাবৎ প্রসাদ্যো ভগবানগ্নিরূপো মহাদ্যুতিঃ॥ ১৬
কালাগ্নিনা যথা পূর্ব্বং ত্রৈলোক্যং দহ্যতেঽখিলম্॥ ১৭
দেবরাজ্যং চিকীর্ষেত দীয়তামস্য যন্মনঃ।
ততঃ সুরগণাঃ সর্ব্বে পিতামহপুরোগমাঃ॥ ১৮
বিশ্বামিত্রং মহাত্মানং বাক্যং মধুরমব্রুবন্।
ব্রহ্মর্ষে স্বাগতং তেঽস্তু তপসা স্ম সুতোষিতাঃ॥ ১৯
ব্রাহ্মণ্যং তপসোগ্রেণ প্রাপ্তবানসি কৌশিক।
দীর্ঘমায়ুশ্চ তে ব্রহ্মন্ দদামি সমরুদ্গণঃ॥ ২০

বিঘ্নে পড়িয়াও তাঁহার অন্তরে ক্রোধ প্রবেশ করিবার অবকাশ লাভ করিতে পারিল না। রঘুনন্দন! পরে সেই সহস্র-বৎসরানুষ্ঠেয় ব্রত পূর্ণ হইলে মহা-ব্রতানুষ্ঠায়ী বিশ্বামিত্র, অন্ন ভোজন করিতে উদ্যত হইলেন; তখন ইন্দ্র ব্রাহ্মণরূপ ধারণ করিয়া তাঁহার নিকট সেই সিদ্ধ অন্ন যাচ্ঞা করিলেন। তখন মহাতপা ভগবান্ বিশ্বামিত্র, সেই সিদ্ধ অন্ন প্রদান করিতে নিশ্চয় করিয়া তখনই তাঁহাকে সমস্ত অন্ন প্রদান করিলেন কিন্তু মৌন ছিলেন বলিয়া সেই বিপ্রকে কিছুই বলিলেন না; প্রত্যুত অন্ন নিঃশেষিত হওয়াপ্রযুক্ত ভোজন না করিয়া সেই অবস্থাতেই পুন-রায় নিশ্বাস রোধ করত মৌন অবলম্বন করিয়া রহি-লেন। ১—৭। মুনিপুঙ্গব বিশ্বামিত্র সেইরূপে নিশ্বাস বন্ধ করিয়া সহস্র বৎসর অতিবাহন করিলেন। পরে সেই বদ্ধনিশ্বাস বিশ্বামিত্রের মস্তক হইতে সধূম অগ্নি-নিঃসৃত হইতে লাগিল এবং তদ্দ্বারা ত্রিভুবন অগ্নি-সন্তপ্তের ন্যায় ক্লিষ্ট হইয়া পড়িল। তখন দেব, ঋষি, গন্ধর্ব্ব, পন্নগ, উরগ এবং রাক্ষসেরাও তাঁহার তপস্যার তেজে কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় ও নিষ্প্রভ হইয়া পিতামহ ব্রহ্মার নিকটে গমনপূর্ব্বক তাঁহাকে কহিলেন, দেব! মহামুনি বিশ্বামিত্র নানাপ্রকারে লুব্ধ এবং ক্রুদ্ধ হইয়াও ক্রমশঃ তপস্যাদ্বারা সংবর্দ্ধিতই হইতেছেন, ইঁহার অতিসূক্ষ্ম কিঞ্চিন্মাত্র পাপও দেখা যাইতেছে না; অতএব যদি ইঁহাকে ইচ্ছানুরূপ বর প্রদান করা না যায়, তবে ইনি তপস্যাদ্বারা সচরাচর ত্রৈলোক্যই বিনষ্ট করিয়া ফেলিবেন। ব্রহ্মন্! দেখুন দিক্‌সকল তমোব্যাপ্ত হইয়া পড়িয়াছে,—কিছুই প্রকাশমান হইতেছে না। ৮—১৩। সমুদ্র সকল আলোড়িত, পর্ব্বতনিচয় বিশীর্ণ সমগ্র পৃথিবী কম্পমানা এবং বায়ুও সঙ্কুলভাবে প্রবাহিত হইতেছে। এক্ষণে ত্রিলোক-বাসী অখিল প্রাণিগণই ব্যাকুলচিত্তবশতঃ যেন জ্ঞানহারা হইয়াছে। তাহারা নাস্তিক ব্যক্তির ন্যায় নিজ নিজ কর্ত্তব্যকর্ম্মশূন্য হইয়া পড়িয়াছে। অধিক কি সূর্য্যও নিষ্প্রভ। দেব! এই সকল বিষয়ের প্রতি-কারোপায় আমাদিগের বুদ্ধিগম্য হইতেছে না, অতএব যে পর্য্যন্ত এই অগ্নিতুল্য-প্রভাবশালী মহামুনি ভগবান্ বিশ্বামিত্র যেরূপ পূর্ব্বে কালাগ্নি সমগ্র জগৎ দগ্ধ করিয়াছিল, সেইরূপ জগৎ দগ্ধ করিতে অভিপ্রায় না করেন, তন্মধ্যেই ইঁহাকে প্রসন্ন করা উচিত; সুতরাং ইনি দেবরাজ্য অথবা আর যাহা অভিলাষ করেন, তাহাই আপনি ইঁহাকে প্রদান করুন। পরে দেবগণ ব্রহ্মাকে অগ্রে করিয়া মহাত্মা বিশ্বামিত্রের নিকটে আগমনপূর্ব্বক মধুরবচনে তাঁহাকে বলিলেন, ব্রহ্মর্ষে! তোমার এই প্রদেশে আগমন শুভ হউক। কৌশিক ব্রহ্মন্! তুমি এই উগ্র তপোদ্বারা ব্রাহ্মণ্য লাভ করিলে; পরন্তু আমরা তোমার তপস্যায় সাতিশয় সন্তোষ লাভ করিয়াছি, এজন্য আমরা দেবগণের সহিত তোমাকে দীর্ঘ আয়ুও প্রদান করিলাম।

ঋষি প্রাপ্নুহি ভদ্রং তে গচ্ছ সৌম্য যথাসুখম্ ।
পিতামহবচঃ শ্রুত্বা সর্ব্বেষাং ত্রিদিবৌকসাম্ ॥ ২১
কৃত্বা প্রণামং মুদিতো ব্যাজহার মহামুনিঃ ।
ব্রাহ্মণ্যং যদি মে প্রাপ্তং দীর্ঘমায়ুস্তথৈব চ ॥ ২২
ওঙ্কারোঽথ বষট্‌কারো বেদাশ্চ বরয়ন্তু মাম্ ।
ক্ষত্রবেদবিদাং শ্রেষ্ঠো ব্রহ্মবেদবিদামপি ॥ ২৩
ব্রহ্মপুত্রো বসিষ্ঠো মামেবং বদতু দেবতাঃ ।
যদ্যেবং পরমঃ কামঃ কৃতো যান্তু সুরর্ষভাঃ ॥ ২৪
ততঃ প্রসাদিতো দেবৈর্ব্বসিষ্ঠো জপতাং বরঃ ।
সখ্যং চকার ব্রহ্মর্ষিরেবমস্ত্বিতি চাব্রবীৎ ॥ ২৫
ব্রহ্মর্ষিত্বং ন সন্দেহঃ সর্ব্বং সম্পদ্যতে তব ।
ইত্যুক্ত্বা দেবতাশ্চাপি সর্ব্বা জগ্মুর্যথাগতম্ ॥ ২৬
বিশ্বামিত্রোঽপি ধর্ম্মাত্মা লব্ধ্বা ব্রাহ্মণ্যমুত্তমম্ ।
পূজয়ামাস ব্রহ্মর্ষির্ব্বসিষ্ঠং জপতাং বরম্ ॥ ২৭
কৃতকামো মহীং সর্ব্বাং চচার তপসি স্থিতঃ ।
এবং ত্বনেন ব্রাহ্মণ্যং প্রাপ্তং রাম মহাত্মনা ॥ ২৮
এষ রাম মুনিশ্রেষ্ঠ এষ বিগ্রহবাংস্তপঃ ।
এষ ধর্ম্মপরো নিত্যং বীর্য্যস্যৈষ পরায়ণম্ ॥ ২৯
এবমুক্ত্বা মহাতেজা বিররাম দ্বিজোত্তমঃ ।
শতানন্দবচঃ শ্রুত্বা রামলক্ষ্মণসন্নিধৌ ॥ ৩০
জনকঃ প্রাঞ্জলির্ব্বাক্যমুবাচ কুশিকাত্মজম্ ।
ধন্যোঽস্ম্যনুগৃহীতোঽস্মি যস্য মে মুনিপুঙ্গব ॥ ৩১
যজ্ঞং কাকুৎস্থসহিতঃ প্রাপ্তবানসি কৌশিক ।
পাবিতোঽহং ত্বয়া ব্রহ্মন্ দর্শনেন মহামুনে ॥ ৩২
গুণা বহুবিধাঃ প্রাপ্তাস্তব সন্দর্শনান্ময়া ।
বিস্তরেণ চ বৈ ব্রহ্মন্ কীর্ত্ত্যমানং মহত্তপঃ ॥ ৩৩
শ্রুতং ময়া মহাতেজো রামেণ চ মহাত্মনা ।
সদস্যৈঃ প্রাপ্য চ সদঃ শ্রুতাস্তে বহবো গুণাঃ ॥ ৩৪
অপ্রমেয়ং তপস্তুভ্যমপ্রমেয়ঞ্চ তে বলম্ ।
অপ্রমেয়া গুণাশ্চৈব নিত্যং তে কুশিকাত্মজ ॥ ৩৫
তৃপ্তিরাশ্চর্য্যভূতানাং কথানাং নাস্তি মে বিভো ।
কর্ম্মকালো মুনিশ্রেষ্ঠ লম্বতে রবিমণ্ডলম্ ॥ ৩৬
শ্বঃ প্রভাতে মহাতেজো দ্রষ্টুমর্হসি মাং পুনঃ ।
স্বাগতং জপতাং শ্রেষ্ঠ মামনুজ্ঞাতুমর্হসি ॥ ৩৭
এবমুক্তো মুনিবরঃ প্রশস্য পুরুষর্ষভম্ ।
বিসর্জ্জাশু জনকং প্রীতং প্রীতমনাস্তদা ॥ ৩৮

তত্ত্বদর্শিন্! তোমার অভিলাষ সফল হইয়াছে; সম্প্রতি তুমি যথাসুখে বিচরণ কর এবং কল্যাণ প্রাপ্ত হও। মহামুনি বিশ্বামিত্র, পিতামহ প্রভৃতি দেবগণের বাক্য শ্রবণে প্রীত হইয়া তাঁহাদিগকে প্রণামপূর্ব্বক কহিলেন, সুরবরগণ! যদি আমি ব্রাহ্মণ্য ও দীর্ঘ আয়ু লাভ করিলাম, তবে চতুর্বেদ, ওঙ্কার ও বষট্‌কারে আমার ব্রাহ্মণের ন্যায় অধিকার হউক এবং ক্ষত্রবেদবিৎ ও ব্রহ্মবেদজ্ঞদিগের শ্রেষ্ঠ ব্রহ্মপুত্র বসিষ্ঠ আমাকে ব্রহ্মর্ষি বলিয়া স্বীকার করুন। দেবগণ! যদি এরূপ হয়, তবে আপনাদিগের, আমার পরম অভিলাষ সফল করা হয় এবং আপনারাও নিশ্চিন্ত হইয়া প্রস্থান করিতে পারেন। ১৯—২৪। পরে দেবগণ তপস্বি-প্রবর ব্রহ্মর্ষি বসিষ্ঠকে তজ্জন্য প্রসন্ন করিলে, তিনি বিশ্বামিত্রের সহিত সখ্য সংস্থাপন করিলেন এবং তাঁহাকে 'তোমার অভিপ্রায় সফল হউক' এই কথা বলিলেন। পরে দেবতারাও তাঁহাকে 'তুমি ব্রহ্মর্ষি হইয়াছ; ব্রাহ্মণের যাহা কিছু প্রয়োজন তৎসমস্তই তোমার সিদ্ধ হইয়াছে ইহাতে সন্দেহ নাই, ইহা বলিয়া স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করিলেন। অনন্তর ধর্ম্মাত্মা ব্রহ্মর্ষি বিশ্বামিত্র শ্রেষ্ঠব্রাহ্মণ্য লাভ করিয়া তপস্বিপ্রবর বসিষ্ঠকে পূজা করিলেন। এইরূপে তিনি সফলকাম হইয়া, তপস্যানিরত থাকিয়া সমস্ত পৃথিবী বিচরণ করিতে লাগিলেন। রাম! এই মহাত্মা বিশ্বামিত্র এইরূপে ব্রাহ্মণ্য লাভ করিয়াছেন। ইনি মুনিদিগের অগ্রগণ্য মূর্ত্তিমান্ তপঃস্বরূপ এবং ইনি সদা ধর্ম্মরত ও বীর্য্যশালীদিগের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ।" ২৫—২৯। মহাতেজস্বী দ্বিজবর শতানন্দ এইরূপ বলিয়া বিরত হইলে, রাজা জনক, রাম ও লক্ষ্মণের সহিত শতানন্দের কথা শুনিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে গাধিপুত্র বিশ্বামিত্রকে বলিলেন, ব্রহ্মন্! আপনি এই দুই কাকুৎস্থের সহিত আমার যজ্ঞভূমিতে আগমন করিয়াছেন বলিয়া আমি ধন্য ও অনুগৃহীত হইলাম;— কৌশিক মুনিবর! দর্শন-দানে আপনি আমাকে পবিত্র করিলেন,—আমি আপনার সন্দর্শন লাভ করিয়া বিবিধ গুণ লাভ করিলাম। মহাতেজঃসম্পন্ন মহামুনে! আমি শতানন্দকর্ত্তৃক বিস্তৃতরূপে কীর্ত্তিত আপনার সুমহৎ তপ ও বহুবিধ গুণগ্রাম শুনিলাম এবং এই মহাত্মা রাম ও এই সকল সভাস্থ সদস্যেরাও শুনিলেন। কুশিকাত্মজ! আপনার তপোনুষ্ঠান ও তপোবল এবং নিত্য বিরাজমান গুণাবলী অতুলনীয়। মুনিশ্রেষ্ঠ বিভো! আপনার পরমাশ্চর্য্য চরিত-আখ্যান শুনিয়া আমার তৃপ্তি হইতেছে না; পরন্তু দিবাকর অস্তগমনোন্মুখ হইতেছেন, সুতরাং আমার যজ্ঞক্রিয়ার সময় অতিবাহিত হইতেছে; এজন্য আপনি আমাকে ক্রিয়া নির্ব্বাহ করিতে অনুজ্ঞা করুন। মহাতেজঃসম্পন্ন তপস্বিপ্রবর! কল্য প্রভাতে আমাকে দর্শন দিবেন। আপনার আগমন শুভ হউক। মিথিলাধিপতি বৈদেহ

এবমুক্তো মুনিশ্রেষ্ঠং বৈদেহো মিথিলাধিপঃ।
প্রদক্ষিণং চকারাশু সোপাধ্যায়ঃ সবান্ধবঃ॥ ৩৯
বিশ্বামিত্রোঽপি ধর্ম্মাত্মা সহরামঃ সলক্ষ্মণঃ।
স্ববাসমভিচক্রাম পূজ্যমানো মহর্ষিভিঃ॥ ৪১

ইতি বালকাণ্ডে পঞ্চষষ্টিতমঃ সর্গঃ॥ ৬৫॥

ষট্‌ষষ্টিতমঃ সর্গঃ।

ততঃ প্রভাতে বিমলে কৃতকর্ম্মা নরাধিপঃ।
বিশ্বামিত্রং মহাত্মানমাজুহাব সরাঘবম্॥ ১
তমর্চ্চয়িত্বা ধর্ম্মাত্মা শাস্ত্রদৃষ্টেন কর্ম্মণা।
রাঘবৌ চ মহাত্মানৌ তদা বাক্যমুবাচ হ॥ ২
ভগবন্ স্বাগতং তেঽস্তু কিং করোমি তবানঘ।
ভবানাজ্ঞাপয়তু মামাজ্ঞাপ্যো ভবতা হ্যহম্॥ ৩
এবমুক্তঃ স ধর্ম্মাত্মা জনকেন মহাত্মনা।
প্রত্যুবাচ মুনিশ্রেষ্ঠো বাক্যং বাক্যবিশারদঃ॥ ৪
পুত্রৌ দশরথস্যেমৌ ক্ষত্রিয়ৌ লোকবিশ্রুতৌ।
দ্রষ্টুকামৌ ধনুঃশ্রেষ্ঠং যদেতত্ত্বয়ি তিষ্ঠতি॥ ৫
এতদ্দর্শয় ভদ্রং তে কৃতকামৌ নৃপাত্মজৌ।
দর্শনাদস্য ধনুষো যথেষ্টং প্রতিপংস্যতঃ॥ ৬
এবমুক্তস্তু জনকঃ প্রত্যুবাচ মহামুনিম্।
শ্রূয়তামস্য ধনুষো যদর্থমিহ তিষ্ঠতি॥ ৭
দেবরাত ইতি খ্যাতো নিমের্জ্যেষ্ঠো মহীপতিঃ।
ন্যাসোঽয়ং তস্য ভগবন্ হস্তে দত্তো মহাত্মনঃ॥ ৮
দক্ষযজ্ঞবধে পূর্ব্বং ধনুরায়ম্য বীর্য্যবান্।
বিধ্বস্য ত্রিদশান্ রোষাৎ সলীলমিদমব্রবীৎ॥ ৯
যস্মাদ্ভাগার্থিনো ভাগান্ নাকল্পয়ত মে সুরাঃ।
বরাঙ্গাণি মহার্হাণি ধনুষা শাতয়ামি বঃ॥ ১০
ততো বিমনসঃ সর্ব্বে দেবা বৈ মুনিপুঙ্গব।
প্রসাদয়ন্ত দেবেশং তেষাং প্রীতোঽভবদ্ভবঃ॥ ১১
প্রীতিযুক্তস্তু সর্ব্বেষাং দদৌ তেষাং মহাত্মনাম্।
তদেতদ্দেবদেবস্য ধনূরত্নং মহাত্মনঃ॥ ১২
ন্যাসভূতং তদা ন্যস্তমস্মাকং পূর্ব্বজে বিভো।
অথ মে কৃষতঃ ক্ষেত্রং লাঙ্গলাদুত্থিতা ততঃ॥ ১৩
ক্ষেত্রং শোধয়তা লব্ধা নাম্না সীতেতি বিশ্রুতা।

জনক, মুনিবর বিশ্বামিত্রকে উহা বলিয়া উপাধ্যায় ও বান্ধববর্গের সহিত ত্বরায় তাঁহাকে প্রদক্ষিণ করিলেন। পরে মুনিশার্দ্দূল ধর্ম্মাত্মা বিশ্বামিত্র প্রীতচিত্ত পুরুষবর জনকের সেই কথা শুনিয়া হৃষ্টচিত্তে, প্রশংসা পূর্ব্বক তাঁহাকে বিদায় দিলেন। পরে তিনি মহাত্মা ঋষিগণ-কর্ত্তৃক পূজিত হইয়া রাম ও লক্ষ্মণের সহিত স্বীয় আবাসস্থলে গমন করিলেন। ৩০—৪১।

ষট্‌ষষ্টিতম সর্গ।

অনন্তর সুবিমল প্রভাতকালে রাজা জনক নিত্য কার্য্য সমাপন করিয়া মহাত্মা বিশ্বামিত্রকে, রঘুনন্দন রাম ও লক্ষ্মণের সহিত আহ্বান করিলেন। পরে বিশ্বামিত্র এবং সেই দুই মহাত্মা রাঘবকে শাস্ত্রোক্ত নিয়মানুসারে পূজা করিয়া ধার্ম্মিক জনক রাজা বিশ্বামিত্রকে কহিলেন ভগবন্! আপনার আগমন শুভ হউক,—অনঘ! আমি ভবদীয় আজ্ঞাকারী, আমাকে যে কার্য্য সম্পাদন করিতে হইবে, তাহা আপনি আজ্ঞা করুন। বাক্যবিশারদ ধর্ম্মাত্মা মুনিশ্রেষ্ঠ বিশ্বামিত্র, মহাত্মা জনকের কথা শুনিয়া তাঁহাকে বলিলেন, ইহাঁরা লোকপ্রসিদ্ধ ক্ষত্রিয় রাজা দশরথের পুত্র। আপনার গৃহে যে শ্রেষ্ঠ ধনু আছে, তাহা দর্শন করিবার নিমিত্ত ইহাঁরা এখানে আসিয়াছেন। আপনার মঙ্গল হউক,—আপনি ইহাঁদিগকে সেই ধনু প্রদর্শন করান, ইহাঁরাও সেই ধনু দর্শন করত পূর্ণ-মনোরথ হইয়া যাহা অভিলাষ হয়, তাহা করুন। ১—৬। জনক, সেই কথা শুনিয়া তাঁহাকে প্রত্যুত্তর করিলেন, ভগবন্! সেই ধনু যে নিমিত্ত আমার নিকট আছে, তাহা বলিতেছি শ্রবণ করুন। পূর্ব্বে বিখ্যাত নিমির জ্যেষ্ঠ পুত্র মহাত্মা দেবরাত নামে নরপতি ছিলেন; তাঁহার হস্তে ঐ ধনু ন্যাসস্বরূপ প্রদত্ত হইয়াছিল। দক্ষযজ্ঞ বিনাশকালে বীর্য্যবান্ মহাদেব, দক্ষযজ্ঞ ধ্বংস করিয়া ধনু আকর্ষণপূর্ব্বক লীলাসহকারে দেবতাদিগকে কহিয়াছিলেন, সুরগণ! যেহেতু, আমি হবির্ভাগার্থী হইলেও তোমরা আমার ভাগ নির্দ্দেশ কর নাই, তজ্জন্য আমি তোমাদিগের সর্ব্বলোক-পূজনীয় মস্তক এই ধনু দ্বারাই ছেদন করিব। মুনিপুঙ্গব! পরে দেবগণ, বিমনা হইয়া দেবাদিদেব হরকে প্রসন্ন করায় তিনি, প্রীত হইয়া তাঁহাদিগকে সেই ধনু প্রদান করিয়াছিলেন। বিভো! মহাত্মা দেবদেব মহাদেবের সেই ধনু তৎকালে দেব-গণকর্ত্তৃক ন্যাসস্বরূপ আমার পূর্ব্বজাত দেবরাতের হস্তে ন্যস্ত হইয়াছিল। মুনিপুঙ্গব! একদা আমি ক্ষেত্র কর্ষণ করিতেছিলাম, সেই সময়ে আমার লাঙ্গল-পদ্ধতি হইতে একটী কন্যা উত্থিতা হয়। ক্ষেত্র কর্ষণ করিবার সময় সীতা (লাঙ্গল-পদ্ধতি) হইতে সেই কন্যা পাইয়াছিলাম বলিয়া, সে সীতা নামে

ভূতলাদুত্থিতা সা তু ব্যবর্দ্ধত মমাত্মজা ॥ ১৪
বীর্য্যশুল্কেতি মে কন্যা স্থাপিতেয়মযোনিজা।
ভূতলাদুত্থিতাং তাস্তু বর্দ্ধমানাং মমাত্মজাম্ ॥ ১৫
বরয়ামাসুরাগত্য রাজানো মুনিপুঙ্গব।
তেষাং বরয়তাং কন্যাং সর্ব্বেষাং পৃথিবীক্ষিতাম্ ॥ ১৬
বীর্য্যশুল্কেতি ভগবন্ন দদামি সুতামহম্।
ততঃ সর্ব্বে নৃপতয়ঃ সমেত্য মুনিপুঙ্গব ॥ ১৭
মিথিলামপ্যুপাগম্য বীর্য্যং জিজ্ঞাসবস্তদা।
তেষাং জিজ্ঞাসমানানাং শৈবং ধনুরুপাহৃতম্ ॥ ১৮
ন শেকুর্গ্রহণে তস্য ধনুষস্তোলনেঽপি বা।
তেষাং বীর্য্যবতাং বীর্য্যমল্পং জ্ঞাত্বা মহামুনে ॥ ১৯
প্রত্যাখ্যাতা নৃপতয়স্তন্নিবোধ তপোধন।
ততঃ পরমকোপেন রাজানো মুনিপুঙ্গব ॥ ২০
অরুন্ধন্মিথিলাং সর্ব্বে বীর্য্যসন্দেহমাগতাঃ।
আত্মানমবধূতং মে বিজ্ঞায় নৃপপুঙ্গবাঃ ॥ ২১
রোষেণ মহতাবিষ্টাঃ পীড়য়ন্ মিথিলাং পুরীম্।
ততঃ সংবৎসরে পূর্ণে ক্ষয়ং যাতানি সর্ব্বশঃ ॥ ২২
সাধনানি মুনিশ্রেষ্ঠ ততোঽহং ভৃশদুঃখিতঃ।

ততো দেবগণান্ সর্ব্বাংস্তপসাহং প্রসাদয়ম্ ॥ ২৩
দদুশ্চ পরমপ্রীতাশ্চতুরঙ্গবলং সুরাঃ।
ততো ভগ্না নৃপতয়ো হন্যমানা দিশো যযুঃ ॥ ২৪
অবীর্য্যা বীর্য্যসন্দিগ্ধাঃ সামাত্যাঃ পাপকারিণঃ।
তদেতন্মুনিশার্দ্দূল ধনুঃ পরমভাস্বরম্ ॥ ২৫
রামলক্ষ্মণয়োশ্চাপি দর্শয়িষ্যামি সুব্রত।
যদ্যস্য ধনুষো রামঃ কুর্য্যাদারোপণং মুনে ॥ ২৬
সুতামযোনিজাং সীতাং দদ্যাং দাশরথেরহম্ ॥ ২৭
ইতি বালকাণ্ডে ষট্‌ষষ্টিতমঃ সর্গঃ ॥ ৬৬ ॥

সপ্তষষ্টিতমঃ সর্গঃ।

জনকস্য বচঃ শ্রুত্বা বিশ্বামিত্রো মহামুনিঃ।
ধনুর্দর্শয় রামায় ইতি হোবাচ পার্থিবম্ ॥ ১
ততঃ স রাজা জনকঃ সচিবান্ ব্যাদিদেশ হ।
ধনুরানীয়তাং দিব্যং গন্ধমাল্যানুলেপিতম্ ॥ ২
জনকেন সমাদিষ্টাঃ সচিবাঃ প্রাবিশন্ পুরম্।
তদ্ধনুঃ পুরতঃ কৃত্বা নির্জগ্মুরমিতৌজসঃ ॥ ৩
নৃণাং শতানি পঞ্চাশদ্ব্যায়তানাং মহাত্মনাম্।
মঞ্জুষামষ্টচক্রাং তাং সমূহুস্তে কথঞ্চন ॥ ৪

বিখ্যাত হইয়াছে। ভূতল হইতে উত্থিতা আমার সেই নন্দিনী ক্রমশঃ বাড়িতে লাগিল। আমি সেই অযোনিসম্ভবা কন্যাকে বীর্য্যশুল্কা (যিনি বীর্য্যবলে সেই ধনুতে জ্যারোপণাদি করিতে পারিবেন, তিনি এই কন্যা লাভ করিবেন, এরূপ পণে আবদ্ধা) করিয়া রাখিলাম। মুনিপুঙ্গব! পরে ভূতল হইতে উত্থিতা আমার সেই কন্যা যৌবনসম্পন্না হইলে, অনেক রাজা আসিয়া তাহার পাণি প্রার্থনা করিলে, বীর্য্যশুল্কা বলিয়া আমি তাঁহাদিগকে আমার কন্যা প্রদান করি নাই। মুনি-শার্দ্দূল! তৎপরে সেই সকল নরপতি মিলিত হইয়া মিথিলাতে আগমনপূর্ব্বক পণ জিজ্ঞাসা করিলে আমি সেই সকল জিজ্ঞাসু নৃপতিদিগকে সেই শৈব ধনু প্রদর্শন করাইলাম; তাঁহারা সেই ধনু, উত্তোলিত বা পরিচালিত করিতেও পারিলেন না। মহামুনে! আমি সেই সকল নরপতিদিগের বীর্য্য অল্প দেখিয়া তাঁহাদিগকে প্রত্যাখ্যান করিলাম। তপোধন! পরে যাহা ঘটিল শ্রবণ করুন। অনন্তর সেই সকল নৃপবর, মৎকর্ত্তৃক আত্মকে অবমানিত বোধ করিয়া অত্যন্ত কোপান্বিত হইলেন,—ধনুতে জ্যারোপণরূপ বীর্য্যবিষয়ে সন্দিগ্ধচিত্ত হইয়া পরমক্রোধসহকারে মিথিলাপুরী অবরোধ করত উৎপীড়ন করিতে লাগিলেন। মুনিশ্রেষ্ঠ! পরে সংবৎসর পূর্ণ হইলে, আমার সমস্ত সাধন ক্ষয়প্রাপ্ত হইল। তখন আমি নিতান্ত দুঃখিত হইয়া, তপস্যাদ্বারা সমস্ত দেবগণকে প্রসন্ন করিলাম, তাঁহারাও পরম প্রীত হইয়া আমাকে চতুরঙ্গ সৈন্য প্রদান করিলেন। অনন্তর সেই সকল পাপাচারী বীর্য্যহীন অথচ বীর্য্যসন্দিগ্ধ রাজারা অমাত্যগণের সহিত সেই চতুরঙ্গ সৈন্যকর্ত্তৃক নিহতপ্রায় এবং ভগ্নোৎসাহ হইয়া নানা দিকে গমন করিলেন। সুব্রতানুষ্ঠায়ি মুনিশার্দ্দূল! আমি সেই পরম প্রদীপ্ত ধনু, রাম ও লক্ষ্মণকে দেখাইতেছি। মুনে! যদি এই দাশরথি রাম সেই ধনু আকর্ষণ করিতে পারেন, তাহা হইলে ইহাঁকে আমি আমার অযোনিজা কন্যা সীতাকে সমর্পণ করিব। ৭—২৭।

সপ্তষষ্টিতম সর্গ।

মহর্ষি বিশ্বামিত্র, জনকরাজার কথা শুনিয়া তাঁহাকে বলিলেন—আপনি রামকে সেই ধনু দর্শন করান। পরে জনক রাজা, সচিবদিগকে আদেশ করিলেন,—তোমরা সেই মাল্যবিভূষিত গন্ধানুলেপিত ধনু আনয়ন কর। অমিততেজা সচিবগণ জনকের আদেশানুসারে পুরমধ্যে প্রবেশপূর্ব্বক সেই ধনু অগ্রে করত বহির্গত হইলেন। অতি দীর্ঘ মহাবলশালী পাঁচহাজার লোক অতি কষ্টে, যে অষ্টচক্র-সমন্বিতা মঞ্জুষাতে সেই ধনু

তামাদায় সুমঞ্জুষামায়সীং যত্র তদ্ধনুঃ।
সুরোপমং তে জনকমূচুর্নৃপতিমন্ত্রিণঃ॥ ৫
ইদং ধনুর্ব্বরং রাজন্ পূজিতং সর্ব্বরাজভিঃ।
মিথিলাধিপ রাজেন্দ্র দর্শনীয়ং যদীচ্ছসি॥ ৬
তেষাং নৃপো বচঃ শ্রুত্বা কৃতাঞ্জলিরভাষত।
বিশ্বামিত্রং মহাত্মানং তাবুভৌ রামলক্ষ্মণৌ॥ ৭
ইদং ধনুর্ব্বরং ব্রহ্মন্ জনকৈরভিপূজিতম্।
রাজভিশ্চ মহাবীর্য্যৈরশক্তৈঃ পূরিতুং তদা॥ ৮
নৈতৎ সুরগণাঃ সর্ব্বে নাসুরা ন চ রাক্ষসাঃ।
গন্ধর্ব্বযক্ষপ্রবরাঃ সকিন্নরমহোরগাঃ॥ ৯
ক্ব গতির্মানুষাণাঞ্চ ধনুষোঽস্য প্রপূরণে।
আরোপণে সমাযোগে বেপনে তোলনে তথা॥ ১০
তদেতদ্ধনুষাং শ্রেষ্ঠমানীতং মুনিপুঙ্গব।
দর্শয়ৈতন্মহাভাগ অনয়ো রাজপুত্রয়োঃ॥ ১১
বিশ্বামিত্রঃ স ধর্ম্মাত্মা শ্রুত্বা জনকভাষিতম্।
বৎস রাম ধনুঃ পশ্য ইতি রাঘবমব্রবীৎ॥ ১২
মহর্ষের্ব্বচনাদ্রামো যত্র তিষ্ঠতি তদ্ধনুঃ।
মঞ্জুষাং তামপাবৃত্য দৃষ্ট্বা ধনুরথাব্রবীৎ॥ ১৩
ইদং ধনুর্ব্বরং দিব্যং সংস্পৃশামীহ পাণিনা।
যত্নবাংশ্চ ভবিষ্যামি তোলনে পূরণেঽপি বা॥ ১৪
বাঢ়মিত্যব্রবীদ্রাজা মুনিশ্চ সমভাষত।
লীলয়া স ধনুর্মধ্যে জগ্রাহ বচনান্মুনেঃ॥ ১৫
পশ্যতাং নৃসহস্রাণাং বহূনাং রঘুনন্দনঃ।
আরোপয়ৎ স ধর্ম্মাত্মা সলীলমিব তদ্ধনুঃ॥ ১৬
আরোপয়িত্বা মৌর্ব্বীঞ্চ পূরয়ামাস তদ্ধনুঃ।
তদ্বভঞ্জ ধনুর্মধ্যে নরশ্রেষ্ঠো মহাযশাঃ॥ ১৭
তস্য শব্দো মহানাসীন্নির্ঘাতসমনিস্বনঃ।
ভূমিকম্পশ্চ সুমহান্ পর্ব্বতস্যেব দীর্য্যতঃ॥ ১৮
নিপেতুশ্চ নরাঃ সর্ব্বে তেন শব্দেন মোহিতাঃ।
বর্জ্জয়িত্বা মুনিবরং রাজানং তৌ চ রাঘবৌ॥ ১৯
প্রত্যাশ্বস্তে জনে তস্মিন্ রাজা বিগতসাধ্বসঃ।
উবাচ প্রাঞ্জলির্ব্বাক্যং বাক্যজ্ঞো মুনিপুঙ্গবম্॥ ২০
ভগবন্ দৃষ্টবীর্য্যো মে রামো দশরথাত্মজঃ।
অত্যদ্ভুতমচিন্ত্যঞ্চ অতর্কিতমিদং ময়া॥ ২১

ছিল, সেই মঞ্জুষা বহন করিল। দেবতুল্য জনক-নরপতির মন্ত্রিগণ সেই অষ্টপ্রকার লৌহদ্বারা নির্ম্মিত মঞ্জুষা আনয়ন করাইয়া দেবোপম জনককে কহিলেন, রাজন্! এই সেই সমগ্র রাজগণপূজিত মহাধনু। মিথিলাধিপ রাজেন্দ্র! যদি আপনার ইচ্ছা হয়, ইহা-দিগকে দেখান। ১—৬। নরপতি জনক তাঁহাদিগের কথা শুনিয়া কৃতাঞ্জলিপূর্ব্বক রাম ও লক্ষ্মণ-উদ্দেশে মহাত্মা বিশ্বামিত্রকে কহিলেন, ব্রহ্মন্! এই শ্রেষ্ঠ ধনু, জনকবংশীয় সকলেরই পূজিত এবং তৎকালে যে সকল মহাবীর্য্যসম্পন্ন সীতাপরিণয়াভিলাষী রাজারা ইহা উত্তোলন করিতে পারেন নাই, তাঁহাদিগেরও পূজিত। মহাভাগ মুনিবর! এই মহাধনু, জনক-বংশীয়দিগের এবং উত্তোলনাদিতে অসমর্থ তাৎকালিক মহাবীর্য্যশালী রাজগণেরও পরম পূজিত। মুনিপুঙ্গব! মনুষ্যগণের ত কথাই নাই মহামহা দেব, দানব, গন্ধর্ব্ব, যক্ষ, রাক্ষস, কিন্নর ও উরগগণও ইহা আকর্ষণ বা উত্তোলন করিতে অথবা ইহাতে জ্যারোপণ, শরসন্ধান বা টঙ্কার দিতে পারে না। এক্ষণে আপনার অনুমতিক্রমেই ইহা আনীত হইয়াছে, আপনি ইহা এই রাজকুমারদ্বয়কে সন্দর্শন করান। ৭—১১। বিশ্বামিত্র, রঘুনন্দন রামের সহিত জনকের সেই কথা শুনিয়া রামকে কহিলেন, বৎস রাম! তুমি এই ধনু দর্শন কর। রামও মহর্ষি বিশ্বামিত্রের নিয়ো-গানুসারে, যে মঞ্জুষাতে সেই ধনু ছিল, সেই মঞ্জুষা উদ্ঘাটনপূর্ব্বক ধনু সন্দর্শন করত সকলের সমক্ষেই বলিলেন—আমি এই দিব্য শ্রেষ্ঠ ধনু হস্ত দ্বারা গ্রহণ করি এবং ইহা উত্তোলন করিতে ও ইহাতে টঙ্কার দিতেও যত্ন করিব। তখন বিদেহরাজ জনক ও বিশ্বামিত্র মুনি, তাঁহাকে "ভাল! তাহাই কর" ইহা বলিলে, সেই নরশ্রেষ্ঠ মহাযশস্বী ধর্ম্মাত্মা রঘুনন্দন রাম, বিশ্বামিত্র মুনির নিদেশানুসারে বহুসহস্র দর্শকের সমক্ষে অবলীলাক্রমেই সেই ধনুর মধ্যভাগ গ্রহণ করিয়া তাহাতে গুণ সংযোজন করিলেন এবং টঙ্কার দিলেন, পরে সেই ধনু ভাঙ্গিয়া ফেলিলেন। তৎকালে সেই ধনুর নির্ঘাততুল্য তুমুল শব্দ হইল; পর্ব্বত বিদীর্ণ হইবার সময়ে তথায় যেরূপ ভূমিকম্প হইয়া থাকে, তদ্রূপ সেই প্রদেশে ভূমিকম্প হইল এবং মুনি-বর বিশ্বামিত্র, রাজা জনক ও সেই রঘুনন্দন ব্যতীত তথাকার সকল ব্যক্তিই সেই শব্দে মোহাভিভূত হইয়া ভূতলে নিপতিত হইল। ১২—১৯। অনন্তর সেই সকল ব্যক্তি আশ্বাসিত হইলে, বাগ্মী রাজা জনক, নিশ্চিন্তমনে মুনিবর বিশ্বামিত্রকে বলিলেন, ভগবন্! ঐ ধনুতে গুণ আরোপণ করা অচিন্তনীয় ও পরমাশ্চর্য্য ব্যাপার,—কেহ উহাতে জ্যা আরোপণ করিতে পারিবে, আমি কখনও এরূপ বিবেচনা করি নাই, সুতরাং দশরথতনয় রামের বীর্য্য আমি সম্যক্ অব-

জনকানাং কুলে কীর্ত্তিমাহরিষ্যতি মে সুতা ।
সীতা ভর্ত্তারমাসাদ্য রামং দশরথাত্মজম্ ॥ ২২
মম সত্যপ্রতিজ্ঞা সা বীর্য্যশুল্কেতি কৌশিক ।
সীতা প্রাণৈর্ব্বহুমতা দেয়া রামায় মে সুতা ॥২৩
ভবতোঽনুমতে ব্রহ্মন্ শীঘ্রং গচ্ছন্তু মন্ত্রিণঃ ।
মম কৌশিক ভদ্রং তে অযোধ্যাং ত্বরিতাং রথৈঃ ॥ ২৪
রাজানং প্রশ্রিতৈর্ব্বাক্যৈরানয়ন্তু পুরং মম ।
প্রদানং বীর্য্যশুল্কায়াঃ কথয়ন্তু চ সর্ব্বশঃ ॥ ২৫
মুনিগুপ্তৌ চ কাকুৎস্থৌ কথয়ন্তু নৃপায় বৈ ।
প্রীতিযুক্তং তু রাজানমানয়ন্তু সুশীঘ্রগাঃ ॥ ২৬
কৌশিকস্তু তথেত্যাহ রাজা চ ভাষ্য মন্ত্রিণঃ ।
অযোধ্যাং প্রেষয়ামাস ধর্ম্মাত্মা কৃতশাসনান্ ॥ ২৭
যথাবৃত্তং সমাখ্যাতুমানেতুঞ্চ নৃপং তথা ॥ ২৮

ইতি বালকাণ্ডে সপ্তষষ্টিতমঃ সর্গঃ ॥ ৬৭

প্রত হইলাম। অতএব আমার নন্দিনী সীতা যে ইহাঁকে পতি লাভ করিয়া জনক-কুলের কীর্ত্তি বৃদ্ধি করিবেন, তাহাতে সংশয় নাই। কৌশিক ব্রহ্মন্! 'আমার তনয়া সীতা বীর্য্যশুল্কা' আমি এই যে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলাম তাহা সত্য হইল; আমি রামকে আমার প্রাণপ্রিয়তমা নন্দিনী সীতা সম্প্রদান করিব; ব্রহ্মন্! আপনার মঙ্গল হউক,—আপনার অনুমতি হইলেই মন্ত্রিগণ ত্বরায় রথারোহণে অযোধ্যাধামে গমনপূর্ব্বক, সবিনয়বাক্যে নরপতি দশরথকে এখানে আনয়ন করেন। তাঁহারা অতীব ত্বরিতগমনে তথায় যাইয়া আমার নন্দিনী বীর্য্যশুল্কা সীতার বিবাহবিষয়ক বৃত্তান্ত এবং রাম ও লক্ষ্মণ আপনাকর্ত্তৃক সম্যক্ রক্ষিত হইয়াছেন, ইহা নিবেদন ক[illegible]ক প্রীতিসমন্বিত রাজা দশরথকে শীঘ্র আমার নগরীতে আনয়ন করুন। পরে কৌশিক বিশ্বামিত্র, ধর্ম্মাত্মা জনকরাজকে 'তাহাই হউক' বলিলে, জনক মন্ত্রীদিগকে আহ্বানপূর্ব্বক রাজা দশরথকে যাহা যাহা বলিতে হইবে, তৎসমুদয় নির্দ্দেশ করিয়া, নরপতি দশরথকে যথাভূত বৃত্তান্ত নিবেদনপূর্ব্বক আনয়ন করিবার নিমিত্ত তাঁহাদিগকে প্রেরণ করিলেন। ২০—২৮।

অষ্টষষ্টিতমঃ সর্গঃ ।

জনকেন সমাদিষ্টা দূতাস্তে ক্লান্তবাহনাঃ ।
ত্রিরাত্রমুষিত্বা মার্গে তেঽযোধ্যাং প্রাবিশন্ পুরীম্ ॥ ১
তে রাজবচনাদ্‌গত্বা রাজবেশ্ম প্রবেশিতাঃ ।
দদৃশুর্দেবসঙ্কাশং বৃদ্ধং দশরথং নৃপম্ ॥ ২
বদ্ধাঞ্জলিপুটাঃ সর্ব্বে দূতা বিগতসাধ্বসাঃ ।
রাজানং প্রশ্রিতং বাক্যমব্রুবন্ মধুরাক্ষরম্ ॥ ৩
মৈথিলো জনকো রাজা সাগ্নিহোত্রপুরস্কৃতঃ ।
মুহুর্মুহুর্ম্মধুরয়া স্নেহসংরক্তয়া গিরা ॥ ৪
কুশলং চাব্যয়ঞ্চৈব সোপাধ্যায়পুরোহিতম্ ।
জনকস্ত্বাং মহারাজ পৃচ্ছতে সপুরঃসরম্ ॥ ৫
পৃষ্ট্বা কুশলমব্যগ্রং বৈদেহো মিথিলাধিপঃ ।
কৌশিকানুমতে বাক্যং ভবন্তমিদমব্রবীৎ ॥ ৬
পূর্ব্বং প্রতিজ্ঞা বিদিতা বীর্য্যশুল্কা মমাত্মজা ।
রাজানশ্চ কৃতামর্ষা নির্ব্বীর্য্যা বিমুখীকৃতাঃ ॥ ৭
সেয়ং মম সুতা রাজন্ বিশ্বামিত্রপুরস্কৃতৈঃ ।
যদৃচ্ছয়াগতৈ রাজন্ নির্জ্জিতা তব পুত্রকৈঃ ॥ ৮

অষ্টষষ্টিতম সর্গ ।

জনকের দৌত্যকার্য্যে নিযুক্ত সেই সমস্ত মন্ত্রী, বাহন সকল ক্লান্ত হওয়ায় পথিমধ্যে তিন রাত্রি বাস করিয়া অযোধ্যাপুরীতে প্রবেশ করিলেন। পরে তাঁহার রাজদ্বারে গমনপূর্ব্বক জনক রাজা আমাদিগকে প্রেরণ করিয়াছেন বলিয়া, দ্বারপালগণকর্ত্তৃক রাজভবনে সমানীত হইয়া দেবতুল্য নরপতি বৃদ্ধ রাজা দশরথকে দেখিতে পাইলেন এবং বদ্ধাঞ্জলি হইয়া নির্ভয়ে সবিনয়ে মধুরাক্ষর-সমন্বিত বাক্যে তাঁহাকে বলিলেন, মহারাজ! মিথিলাধিপতি বৈদেহ রাজা জনক, ঋত্বিক্‌দিগের সহিত বারংবার স্নেহপূর্ণবাক্যে ভবদীয় এবং ভবদীয় পুরোহিত উপাধ্যায় ও ভৃত্যবর্গের অনাময় ও কুশল জিজ্ঞাসা করিয়াছেন। ১—৫। তিনি আপনার অক্ষয় কুশল জিজ্ঞাসা করিয়া কৌশিক বিশ্বামিত্রের মতানুসারে আপনাকে এই কথা বলিয়াছেন, 'রাজন্! আপনি অবশ্যই পূর্ব্বে বিদিত হইয়াছেন যে, 'যিনি হরধনু আকর্ষণাদি করিতে পারিবেন, তাঁহাকেই আমি স্বীয় তনয়া সীতা প্রদান করিব' এরূপ প্রতিজ্ঞা করিয়াছি এবং তৎপরে অনেক রাজা সীতার অভিলাষে এখানে আসিয়া অল্পবীর্য্য-প্রযুক্ত মৎকর্ত্তৃক প্রত্যাখ্যাত হইয়া ক্রুদ্ধ হইলে আমি তাঁহাদিগকে বাহুবলে পরাঙ্মুখ করিয়াছি। মহাবাহো! সম্প্রতি আপনার পুত্র মহাত্মা রাম, বিশ্বামিত্রের অনুবর্ত্তী হইয়া যদৃচ্ছাক্রমে এখানে আসিয়া

তচ্চ রত্নং ধনুর্দিব্যং মধ্যে ভগ্নং মহাত্মনা।
রামেণ হি মহাবাহো মহত্যাং জনসংসদি ॥ ৯
অস্মৈ দেয়া ময়া সীতা বীর্য্যশুল্কা মহাত্মনে।
প্রতিজ্ঞাং তর্ত্তুমিচ্ছামি তদনুজ্ঞাতুমর্হসি ॥ ১০
সোপাধ্যায়ো মহারাজ পুরোহিতপুরস্কৃতঃ।
শীঘ্রমাগচ্ছ ভদ্রং তে দ্রষ্টুমর্হসি রাঘবৌ ॥ ১১
প্রতিজ্ঞাং মম রাজেন্দ্র নির্বর্ত্তয়িতুমর্হসি।
পুত্রয়োরুভয়োরেব প্রীতিং ত্বমুপলপ্স্যসে ॥ ১২
এবং বিদেহাধিপতির্মধুরং বাক্যমব্রবীৎ।
বিশ্বামিত্রাভ্যনুজ্ঞাতঃ শতানন্দমতে স্থিতঃ ॥ ১৩
দূতবাক্যন্তু তচ্ছ্রুত্বা রাজা পরমহর্ষিতঃ।
বসিষ্ঠং বামদেবঞ্চ মন্ত্রিণশ্চৈবমব্রবীৎ ॥ ১৪
গুপ্তঃ কুশিকপুত্রেণ কৌশল্যানন্দবর্দ্ধনঃ।
লক্ষ্মণেন সহ ভ্রাত্রা বিদেহেষু বসত্যসৌ ॥ ১৫
দৃষ্টবীর্য্যস্তু কাকুৎস্থো জনকেন মহাত্মনা।
সম্প্রদানং সুতায়াস্তু রাঘবে কর্ত্তুমিচ্ছতি ॥ ১৬
যদি বো রোচতে বৃত্তং জনকস্য মহাত্মনঃ।
পুরীং গচ্ছামহে শীঘ্রং মা ভূৎ কালস্য পর্য্যয়ঃ ॥ ১৭

মন্ত্রিণো বাঢ়মিত্যাহুঃ সহ সর্ব্বৈর্মহর্ষিভিঃ।
সুপ্রীতশ্চাব্রবীদ্রাজা শ্বো যাত্রেতি চ মন্ত্রিণঃ ॥ ১৮
মন্ত্রিণস্তু নরেন্দ্রস্য রাত্রিং পরমসৎকৃতাঃ।
উষুঃ প্রমুদিতাঃ সর্ব্বে গুণৈঃ সর্ব্বৈঃ সমন্বিতাঃ। ১৯

ইতি বালকাণ্ডে অষ্টষষ্টিতমঃ সর্গঃ ॥ ৬৮ ॥

একোনসপ্ততিতমঃ সর্গঃ।

ততো রাত্র্যাং ব্যতীতায়াং সোপাধ্যায়ঃ সবান্ধবঃ।
রাজা দশরথো হৃষ্টঃ সুমন্ত্রমিদমব্রবীৎ ॥ ১
অদ্য সর্ব্বে ধনাধ্যক্ষ ধনমাদায় পুষ্কলম্।
ব্রজন্ত্বগ্রে সুবিহিতা নানারত্নসমন্বিতাঃ ॥ ২
চতুরঙ্গবলঞ্চাপি শীঘ্রং নির্য্যাতু সর্ব্বশঃ।
মমাজ্ঞাসমকালঞ্চ যানং যুগ্যমনুত্তমম্ ॥ ৩
বসিষ্ঠো বামদেবশ্চ জাবালিরথ কশ্যপঃ।
মার্কণ্ডেয়শ্চ দীর্ঘায়ুর্ঋষিঃ কাত্যায়নস্তথা ॥ ৪
এতে দ্বিজাঃ প্রযান্ত্বগ্রে স্যন্দনং যোজয়স্ব মে।
যথা কালাত্যয়ো ন স্যাৎ দূতা হি ত্বরয়ন্তি মাম্ ॥ ৫
বচনাচ্চ নরেন্দ্রস্য সেনা চ চতুরঙ্গিণী।

বহুজন-সমক্ষে সেই দিব্য রত্নস্বরূপ ধনুর মধ্যভাগ ভগ্ন-করিয়া আমার সেই কন্যাকে জয় করিয়াছেন; সুতরাং আমার ঐ মহাত্মাকে বীর্য্যশুল্কা সীতা দান করা বিধেয় হইয়াছে মহারাজ! আমি প্রতিজ্ঞা পালন করিতে অভিলাষ করিতেছি, আপনি তদ্বিষয়ে অনুমতি প্রদান করুন,—রাজেন্দ্র! আপনি উপাধ্যায় ও পুরোহিতের সহিত শীঘ্র এখানে আসিয়া রাম ও লক্ষ্মণকে দর্শন করুন এবং আমার প্রতিজ্ঞা পূরণ করুন; তাহা হইলে আপনার মঙ্গল হইবে,—আপনি উভয় পুত্রেরই বিবাহ-নিবন্ধন প্রীতি লাভ করিবেন।' বিদেহরাজ জনক বিশ্বামিত্রকর্ত্তৃক অনুজ্ঞাত হইয়া শতানন্দের মতানুসারে আপনাকে একপ মধুর বাক্য বলিয়াছেন।" ৬—১৩। রাজা দশরথ সেই দূত-বাক্য শ্রবণে অতিশয় আনন্দিত হইয়া বশিষ্ঠ বামদেব ও মন্ত্রীদিগকে বলিলেন, 'সেই রঘুনন্দন কৌশল্যানন্দবর্দ্ধন রাম, গাধিপুত্রকর্ত্তৃক রক্ষিত হইয়া লক্ষ্মণের সহিত বিদেহনগরে বাস করিতেছেন। মহাত্মা জনক তদীয় বীর্য্য দেখিয়া তাহাকে কন্যা দান করিতে অভিলাষ করিয়াছেন। যদি আপনারা মহাত্মা জনকের চরিত্র আমাদিগের যৌনসম্বন্ধের উপযুক্ত বিবেচনা করেন, তবে আমরা শীঘ্র তাহার নগরীতে গমন করি, মিথ্যা কালাতিক্রম করা কর্ত্তব্য নয়।

মন্ত্রিগণ মহর্ষিদিগের সহিত তাঁহার বাক্য স্বীকার করিলে রাজা অত্যন্ত প্রীত হইয়া মন্ত্রীদিগকে বলিলেন, "কল্য যাত্রা করা যাইবে"। জনক রাজার সেই সমস্ত গুণসমন্বিত মন্ত্রীরা নরেন্দ্র দশরথকর্ত্তৃক পরম সৎকৃত হইয়া প্রমোদসহকারে সেই রজনী যাপন করিলেন। ১৪—১৯।

ঊনসপ্ততিতম সর্গ।

অনন্তর রাত্রি প্রভাত হইলে, রাজা দশরথ উপাধ্যায় ও বান্ধববর্গের সহিত হর্ষসহকারে সুমন্ত্রকে বলিলেন, 'অদ্য সমস্ত ধনাধ্যক্ষেরা বহু ধন ও নানাবিধ রত্ন গ্রহণ করত সৈনিকবর্গে সম্যক্ রক্ষিত হইয়া অগ্রে গমন করুন; চতুরঙ্গ সৈন্য শীঘ্র নির্গত হউক; এখনই অত্যুত্তম যান ও অশ্বাদি বাহন, বসিষ্ঠ প্রভৃতিকে বহনার্থ গমন করুক; বসিষ্ঠ, বামদেব, জাবালি, কাশ্যপ, দীর্ঘায়ু মার্কণ্ডেয় ও কাত্যায়ন ঋষি এই সকল ব্রাহ্মণেরা অগ্রে গমন করুন এবং তুমি আমার রথ-যোজনা কর। জনকদূতেরা আমাকে ত্বরান্বিত করিতেছে, সুতরাং যাহাতে কালবিলম্ব না হয়, তজ্জন্য তুমি এই সকল বিষয় অতি শীঘ্র নির্ব্বাহ কর।" ১—৫। রাজা দশরথের আদেশানুসারে চতুরঙ্গিণী সেনা, ঋষি-

রাজানমৃষিভিঃ সার্দ্ধং ব্রজন্তং পৃষ্ঠতোহন্বগাৎ ॥ ৬
গত্বা চতুরহং মার্গে বিদেহানভ্যুপেয়িবান্।
রাজা চ জনকঃ শ্রীমান্ শ্রুত্বা পূজামকল্পয়ৎ ॥ ৭
ততো রাজানমাসাদ্য বৃদ্ধং দশরথং নৃপম্।
মুদিতো জনকো রাজা প্রহর্ষং পরমং যযৌ ॥ ৮
উবাচ বচনং শ্রেষ্ঠো নরশ্রেষ্ঠং মুদান্বিতম্।
স্বাগতং তে নরশ্রেষ্ঠ দিষ্ট্যা প্রাপ্তোহসি রাঘব ॥ ৯
পুত্রয়োরুভয়োঃ প্রীতিং লপ্স্যসে বীর্য্যনির্জ্জিতাম্।
দিষ্ট্যা প্রাপ্তো মহাতেজা বসিষ্ঠো ভগবানৃষিঃ ॥ ১০
সহ সর্ব্বৈর্দ্বিজশ্রেষ্ঠৈর্দেবৈরিব শতক্রতুঃ।
দিষ্ট্যা মে নির্জ্জিতা বিঘ্না দিষ্ট্যা মে পূজিতং কুলম্ ॥ ১১
রাঘবৈঃ সহ সম্বন্ধাদ্বীর্য্যশ্রেষ্ঠৈর্মহাবলৈঃ।
শ্বঃ প্রভাতে নরেন্দ্র ত্বং সংবর্ত্তয়িতুমর্হসি ॥ ১২
যজ্ঞস্যান্তে নরশ্রেষ্ঠ বিবাহমৃষিসত্তমৈঃ।
তস্য তদ্বচনং শ্রুত্বা ঋষিমধ্যে নরাধিপঃ ॥ ১৩
বাক্যং বাক্যবিদাং শ্রেষ্ঠঃ প্রত্যুবাচ মহীপতিম্।
প্রতিগ্রহো দাতৃবশঃ শ্রুতমেতন্ময়া পুরা ॥ ১৪
যথা বক্ষ্যসি ধর্ম্মজ্ঞ তৎ করিষ্যামহে বয়ম্।
তদ্ধর্ম্মিষ্ঠং যশস্যঞ্চ বচনং সত্যবাদিনঃ ॥ ১৫
শ্রুত্বা বিদেহাধিপতিঃ পরং বিস্ময়মাগতঃ।
ততঃ সর্ব্বে মুনিগণাঃ পরস্পরসমাগমে ॥ ১৬
হর্ষেণ মহতা যুক্তাস্তাং রাত্রিমবসন্ সুখম্।
রাজা চ রাঘবৌ পুত্রৌ নিশাম্য পরিহর্ষিতঃ ॥ ১৭
উবাস পরমপ্রীতো জনকেনাভিপূজিতঃ।
জনকোহপি মহাতেজাঃ ক্রিয়াধর্ম্মেণ তত্ত্ববিৎ।
যজ্ঞস্য চ সুতাভ্যাঞ্চ কৃত্বা রাত্রিমুবাস হ ॥ ১৮

ইতি বালকাণ্ডে একোনসপ্ততিতমঃ সর্গঃ ॥ ৬৯ ॥

গণের সহিত সেই গমনকারী নরেন্দ্রের পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিল। রাজা দশরথ চারিদিবস পথিমধ্যে বাস করিয়া বিদেহদেশে যাইয়া উপস্থিত হইলেন। শ্রীমান্ রাজা জনকও দশরথের আগমনবার্ত্তা শুনিয়া তাঁহার পূজার আয়োজন করিলেন। পরে পার্থিবশ্রেষ্ঠ জনক প্রমোদসহকারে নরপালবৃদ্ধ দশরথ রাজার নিকটে যাইয়া পরম হর্ষ লাভ করিলেন এবং নরশ্রেষ্ঠ দশরথকে সানন্দে বলিলেন, "রঘুনন্দন! আপনি আমার ভাগ্যানুসারেই এখানে আসিয়াছেন; পথে আপনার কোন কষ্ট হয় নাই ত? আপনি উভয় পুত্রকেই বীর্য্য-লব্ধ প্রীতি লাভ করিতে দেখিলেন দেবগণের সহিত দেবরাজের ন্যায় মহাতেজা ভগবান্ বসিষ্ঠও দ্বিজগণের সহিত আমার ভাগ্যানুসারেই এখানে আসিয়াছেন। আমার ভাগ্যানুসারেই আমার কন্যাদানের প্রতিবন্ধক সকল পরাভূত হইল এবং আমার ভাগ্যানুসারেই মহাবলসম্পন্ন বীরাগ্রগণ্য রাঘবদিগের সহিত কন্যার সম্বন্ধ হওয়ায় আমার কুল অভিপূজিত হইল। নরেন্দ্র! কল্য প্রভাতে—এই যজ্ঞের অবসানে আপনি ঋষিগণের সহিত বৈবাহিক ক্রিয়া সম্পাদন করুন।" বাগ্মী রাজা দশরথ, মহীপতি জনকের কথা শুনিয়া ঋষিগণমধ্যে তাঁহাকে বলিলেন, "ধর্ম্মজ্ঞ! আমি পূর্ব্বে শুনিয়াছি, 'প্রতিগ্রহ, দাতার আয়ত্ত' সুতরাং আপনি যাহা বলিবেন, আমরা তাহাই করিব।" বিদেহাধিপতি জনক, সত্যবাদী দশরথের সেই ধর্ম্মসঙ্গত যশস্কর বাক্য শুনিয়া পরম বিস্ময়ান্বিত হইলেন। পরে পরস্পর-সমাগমে সমস্ত মুনিগণ মহাহর্ষ-সমন্বিত হইয়া সুখে সেই রাত্রি যাপন করিলেন। রাজা দশরথও জনককর্ত্তৃক সৎকৃত হইয়া এবং পুত্রদ্বয়কে দেখিয়া পরমপ্রীতিসহকারে সেই রজনী যাপন করিলেন। মহাতেজস্বী তত্ত্বজ্ঞ জনকরাজাও ধর্ম্মানুসারে যজ্ঞের অবশিষ্ট ক্রিয়াসকল ও সেই দুহিতাদ্বয়ের বিবাহোপলক্ষে যাহা যাহা করিতে হয়, তৎসমস্ত নির্ব্বাহ করিয়া রজনী অতিবাহন করিলেন। ৬—১৮।

সপ্ততিতমঃ সর্গঃ।

ততঃ প্রভাতে জনকঃ কৃতকর্ম্মা মহর্ষিভিঃ।
উবাচ বাক্যং বাক্যজ্ঞঃ শতানন্দং পুরোহিতম্ ॥ ১
ভ্রাতা মম মহাতেজা বীর্য্যবানতিধার্ম্মিকঃ।
কুশধ্বজ ইতি খ্যাতঃ পুরীমধ্যবসৎ শুভাম্ ॥ ২
বার্য্যাফলকপর্য্যন্তাং পিবন্নিক্ষুমতীং নদীম্।
সাঙ্কাশ্যাং পুণ্যসঙ্কাশাং বিমানমিব পুষ্পকম্ ॥ ৩
তমহং দ্রষ্টুমিচ্ছামি যজ্ঞগোপ্তা স মে মতঃ।

সপ্ততিতম সর্গ।

অনন্তর প্রভাত হইলে বাক্যজ্ঞ জনক, মহর্ষিগণের সহিত আহ্নিক কৃত্য সমাপন করিয়া পুরোহিত শতানন্দকে বলিলেন, "আমার মহাতেজস্বী বীর্য্যবান্ অতিধার্ম্মিক কুশধ্বজ নামে বিখ্যাত ভ্রাতা, স্বর্গোপমা সর্ব্বকল্যাণময়ী সাঙ্কাশ্য নগরীতে ইক্ষুমতী নদীর জল পান করত বাস করিতেছেন; সেই পুরী, পুষ্পকরথের সদৃশ এবং তাহার প্রাচীর-পরিসর পরসৈন্য-নিবারণার্থ যন্ত্রফলকে পরিব্যাপ্ত রহিয়াছে। আমার সেই মহাতেজস্বী ভ্রাতা, মদীয় যজ্ঞ রক্ষা করিয়া থাকেন

প্রীতিং সোঽপি মহাতেজা ইমাং ভোক্তা ময়া সহ ॥ ৪
এবমুক্তে তু বচনে শতানন্দস্য সন্নিধৌ।
আগতাঃ কেচিদব্যগ্রা জনকস্তান্ সমাদিশৎ ॥ ৫
শাসনাত্তু নরেন্দ্রস্য প্রযযুঃ শীঘ্রবাজিভিঃ।
সমানেতুং নরব্যাঘ্রং বিষ্ণুমিন্দ্রাজ্ঞয়া যথা ॥ ৬
সাঙ্কাশ্যাং তে সমাগম্য দদৃশুশ্চ কুশধ্বজম্।
ন্যবেদয়ন্ যথাবৃত্তং জনকস্য চ চিন্তিতম্ ॥ ৭
তদ্বৃত্তং নৃপতিঃ শ্রুত্বা দূতশ্রেষ্ঠৈর্মহাজবৈঃ।
আজ্ঞয়া তু নরেন্দ্রস্য আজগাম কুশধ্বজঃ ॥ ৮
স দদর্শ মহাত্মানং জনকং ধর্ম্মবৎসলম্।
সোঽভিবাদ্য শতানন্দং জনকং চাতিধার্ম্মিকম্ ॥ ৯
রাজার্হং পরমং দিব্যমাসনং সোঽধ্যরোহত।
উপবিষ্টাবুভৌ তৌ তু ভ্রাতরাবমিতদ্যুতী ॥ ১০
প্রেষয়ামাসতুর্ব্বীরৌ মন্ত্রিশ্রেষ্ঠং সুদামনম্।
"গচ্ছ মন্ত্রিপতে শীঘ্রমিক্ষ্বাকুমমিতপ্রভম্ ॥ ১১
আত্মজৈঃ সহ দুর্দ্ধর্ষমানয়স্ব সমন্ত্রিণম্।
ঔপকার্য্যং স গত্বা তু রঘূণাং কুলবর্দ্ধনম্ ॥ ১২
দদর্শ শিরসা চৈনমভিবাদ্যেদমব্রবীৎ।
অযোধ্যাধিপতে বীর বৈদেহো মিথিলাধিপঃ ॥ ১৩
স ত্বাং দ্রষ্টুং ব্যবসিতঃ সোপাধ্যায়পুরোহিতম্।
মন্ত্রিশ্রেষ্ঠবচঃ শ্রুত্বা রাজা সর্ষিগণস্তদা ॥ ১৪
সবন্ধুবর্গমস্তত্র জনকো যত্র বর্ত্ততে।
রাজা চ মন্ত্রিসহিতঃ সোপাধ্যায়ঃ সবান্ধবঃ ॥ ১৫
বাক্যং বাক্যবিদাং শ্রেষ্ঠো বৈদেহমিদমব্রবীৎ।
বিদিতং তে মহারাজ ইক্ষ্বাকুকুলদৈবতম্ ॥ ১৬
বক্তা সর্ব্বেষু কৃত্যেষু বসিষ্ঠো ভগবানৃষিঃ।
বিশ্বামিত্রাভ্যনুজ্ঞাতঃ সহ সর্ব্বৈর্মহর্ষিভিঃ ॥ ১৭
এষ বক্ষ্যতি ধর্ম্মাত্মা বসিষ্ঠো মে যথাক্রমম্।
তূষ্ণীম্ভূতে দশরথে বসিষ্ঠো ভগবানৃষিঃ ॥ ১৮
উবাচ বাক্যং বাক্যজ্ঞো বৈদেহং সপুরোধসম্।
অব্যক্তপ্রভবো ব্রহ্মা শাশ্বতো নিত্য অব্যয়ঃ ॥ ১৯
তস্মান্মরীচিঃ সঞ্জজ্ঞে মরীচেঃ কশ্যপঃ সুতঃ।
বিবস্বান্ কশ্যপাজ্জজ্ঞে মনুর্বৈবস্বতঃ স্মৃতঃ ॥ ২০
মনুঃ প্রজাপতিঃ পূর্ব্বমিক্ষ্বাকুশ্চ মনোঃ সুতঃ।
তমিক্ষ্বাকুমযোধ্যায়াং রাজানং বিদ্ধি পূর্ব্বকম্ ॥ ২১
ইক্ষ্বাকোস্তু সুতঃ শ্রীমান্ কুক্ষিরিত্যেব বিশ্রুতঃ।

আমি এক্ষণ তাঁহাকে দেখিতে বাসনা করি, কেননা, তাঁহারও আমার সহিত এই সীতাবিবাহ-নিবন্ধন প্রীতি ভোগ করা উচিত।" ১—৪। জনক শতানন্দের সন্নিধানে ঐরূপ বলিলে কয়েকজন সমর্থ পুরুষ তথায় সমাগত হইল। তখন তিনি, তাহাদিগকে কুশধ্বজকে আনয়ন করিতে আদেশ করিলেন। সেই সকল পুরুষ, নরেন্দ্র-জনকের আদেশানুসারে, ইন্দ্রানুচরেরা যেমন ইন্দ্রের আজ্ঞায় বিষ্ণুকে আনয়নার্থ গমন করিয়াছিল, সেইরূপ সেই নরব্যাঘ্র কুশধ্বজকে আনয়ন করিতে শীঘ্রগামী অশ্বারোহণে গমন করিল। এবং সাঙ্কাশ্যা নগরীতে উপস্থিত হইয়া কুশধ্বজকে সন্দর্শনপূর্ব্বক তাঁহাকে সেই সকল বিবরণ ও জনকের অভিলাষ নিবেদন করিল। সেই শীঘ্রগামী কার্য্যদক্ষ দূতদিগের প্রমুখাৎ সকল বৃত্তান্ত শুনিয়া নরপতি কুশধ্বজ, নরেন্দ্র জনকের আজ্ঞানুসারে মিথিলা নগরীতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং মহাত্মা ধর্ম্মবৎসল জনককে দেখিতে পাইয়া তাঁহাকে ও ধার্ম্মিকবর শতানন্দকে অভিবাদনপূর্ব্বক রাজযোগ্য পরম দিব্য আসনে উপবেশন করিলেন। বীর্য্যসম্পন্ন অমিত-প্রভাশালী সেই ভ্রাতৃদ্বয় উপবিষ্ট হইয়া মন্ত্রিশ্রেষ্ঠ সুদামকে "মন্ত্রিপতে! তুমি দুর্দ্ধর্ষ ইক্ষ্বাকুনন্দন অমিতপ্রভাশালী রাজা দশরথের নিকটে যাইয়া তাঁহাকে পুত্র ও মন্ত্রীদিগের সহিত এখানে আনয়ন কর" এই কথা বলিয়া প্রেরণ করিলেন। সেই মন্ত্রী, রঘুকুলবর্দ্ধন দশরথের শিবিরে গমনপূর্ব্বক তাঁহাকে দেখিয়া অভিবাদনান্তে কহিলেন, "বীর অযোধ্যাধিপতে! মিথিলাধিপতি বৈদেহ জনক, আপনাকে উপাধ্যায় ও পুরোহিতের সহিত দেখিতে বাসনা করিতেছেন।" রাজা দশরথ, জনকের সেই প্রধান মন্ত্রীর বাক্য শুনিয়া ঋষি ও বন্ধুগণের সহিত তখনই জনকের সন্নিধানে গমন করিলেন। ৫—১৫। অনন্তর বাগ্মিপ্রবর রাজা দশরথ, উপাধ্যায়, বান্ধব ও অমাত্যগণের সহিত বৈদেহকে বলিলেন, "মহারাজ! আপনি অবগত আছেন, ইক্ষ্বাকুবংশীয়দিগের কুল-দেবতা-স্বরূপ 'ভগবান্ বসিষ্ঠ,' সকল বিষয়েই বক্তা; সুতরাং এই ধর্ম্মাত্মা বসিষ্ঠ, বিশ্বামিত্রের মতানুসারে সমুদয় মহর্ষিগণের সহিত আমার বংশাবলী যথাক্রমে কীর্ত্তন করিবেন।" রাজা দশরথ এইরূপ বলিয়া মৌন অবলম্বন করিলে বাগ্মী ভগবান্ বসিষ্ঠ ঋষি, বৈদেহ জনককে পুরোহিতের সহিত এই কথা বলিলেন, "নিত্য শাশ্বত ক্ষয়রহিত ব্রহ্মা, মায়াসমন্বিত পরব্রহ্ম হইতে উৎপন্ন হইয়াছেন। সেই ব্রহ্মা হইতে মরীচি জন্ম লাভ করেন। মরীচির পুত্র কশ্যপ। কশ্যপ হইতে সূর্য্য উৎপন্ন হন। তাঁহার "মনু" বলিয়া বিখ্যাত পুত্র হয়; তিনি পূর্ব্বে প্রজাপতি ছিলেন। তাঁহার পুত্র ইক্ষ্বাকু। তিনি অযোধ্যার পূর্ব্বতন রাজা

কুক্ষেরথাত্মজঃ শ্রীমান্ বিকুক্ষিরুদপদ্যত ॥ ২২
বিকুক্ষেস্তু মহাতেজা বাণঃ পুত্রঃ প্রতাপবান্।
বাণস্য তু মহাতেজা অনরণ্যঃ প্রতাপবান্ ॥ ২৩
অনরণ্যাৎ পৃথুর্জজ্ঞে ত্রিশঙ্কুস্তু পৃথোরপি।
ত্রিশঙ্কোরভবৎ পুত্রো ধুন্ধুমারো মহাযশাঃ ॥ ২৪
ধুন্ধুমারান্মহাতেজা যুবনাশ্বো মহারথঃ।
যুবনাশ্বসুতশ্চাসীৎ মান্ধাতা পৃথিবীপতিঃ ॥ ২৫
মান্ধাতুস্তু সুতঃ শ্রীমান্ সুসন্ধিরুদপদ্যত।
সুসন্ধেরপি পুত্রৌ দ্বৌ ধ্রুবসন্ধিঃ প্রসেনজিৎ ॥ ২৬
যশস্বী ধ্রুবসন্ধেস্তু ভরতো নাম নামতঃ।
ভরতাত্তু মহাতেজা অসিতো নাম জায়ত ॥ ২৭
যস্যৈতে প্রতিরাজান উদপদ্যন্ত শত্রবঃ।
হৈহয়াস্তালজঙ্ঘাশ্চ শূরাশ্চ শশবিন্দবঃ ॥ ২৮
তাংশ্চ সম্প্রতিযুধ্যন বৈ যুদ্ধে রাজ্যা প্রবাসিতঃ।
হিমবন্তমুপাগম্য ভার্য্যাভ্যাং সহিতস্তদা ॥ ২৯
অসিতোঽল্পবলো রাজা কালধর্ম্মমুপেয়িবান্।
দ্বে চাস্য ভার্য্যে গর্ভিণ্যৌ বভূবতুরিতি শ্রুতিঃ ॥ ৩০
একা গর্ভবিনাশার্থং সপত্ন্যৈ সগরং দদৌ

ততঃ শৈলবরে রম্যে বভূবাভিরতো মুনিঃ ॥ ৩১
ভার্গবশ্চ্যবনো নাম হিমবন্তমুপাশ্রিতঃ।
তত্র চৈকা মহাভাগা ভার্গবং দেববর্চ্চসম্ ॥ ৩২
ববন্দে পদ্মপত্রাক্ষী কাঙ্ক্ষন্তী সুতমুত্তমম্।
তমৃষিং সাভ্যুপাগম্য কালিন্দী চাভ্যবাদয়ৎ ॥ ৩৩
স তামভ্যবদদ্বিপ্রঃ পুত্রেপ্সুং পুত্রজন্মনি।
তব কুক্ষৌ মহাভাগে সুপুত্রঃ সুমহাবলঃ ॥ ৩৪
মহাবীর্য্যো মহাতেজা অচিরাৎ সঞ্জনিষ্যতি।
গরেণ সহিতঃ শ্রীমান্ মা শুচঃ কমলেক্ষণে ॥ ৩৫
চ্যবনঞ্চ নমস্কৃত্য রাজপুত্রী পতিব্রতা।
পতিশোকাতুরা তস্মাৎ পুত্রং দেবী ব্যজায়ত ॥ ৩৬
সপত্ন্যা তু গরস্তস্যৈ দত্তো গর্ভজিঘাংসয়া।
সহ তেন গরেণৈব সঞ্জাতঃ সগরোঽভবৎ ॥ ৩৭
সগরস্যাসমঞ্জস্তু অসমঞ্জাদথাংশুমান।
দিলীপোঽংশুমতঃ পুত্রো দিলীপস্য ভগীরথঃ ॥ ৩৮
ভগীরথাৎ ককুৎস্থশ্চ ককুৎস্থাচ্চ রঘুস্তথা
রঘোস্তু পুত্রস্তেজস্বী প্রবৃদ্ধঃ পুরুষাদকঃ ॥ ৩৯

জানিবেন তাঁহার "কুক্ষি" নামে বিখ্যাত পুত্র হয়। তিনি অতীব শ্রীমান্ ছিলেন। তাঁহার শ্রীসম্পন্ন বিকুক্ষি নামক পুত্র হয়। তাঁহার পুত্র মহাতেজস্বী প্রতাপবান্ বাণ। বাণের পুত্র মহাতেজস্বী প্রতাপ-সম্পন্ন অনরণ্য। অনরণ্য হইতে পৃথু জন্মগ্রহণ করেন। পৃথু হইতে ত্রিশঙ্কু উৎপন্ন হন। তাঁহার পুত্র মহাযশস্বী ধুন্ধুমার। ধুন্ধুমার হইতে মহাতেজস্বী মহারথ যুবনাশ্ব উৎপত্তি লাভ করেন। তাঁহার পুত্র পৃথিবীতে মান্ধাতা। মান্ধাতা হইতে শ্রীমান্ সুসন্ধি উৎপন্ন হন। তাঁহার ধ্রুবসন্ধি ও প্রসেনজিৎ নামে দুই পুত্র হয়। ধ্রুবসন্ধি হইতে মহাযশস্বী ভরত উৎপন্ন হন। ভরত হইতে মহাতেজস্বী অসিত জন্ম লাভ করেন। ১৮—২৭। শৌর্য্যসম্পন্ন তালজঙ্ঘ হৈহয় ও শশবিন্দুদেশীয় নরপতিসকল তাঁহার বিপক্ষ ছিলেন। একদা তাঁহারা, তাঁহার সহিত শত্রুতা আচরণ করিতে উদ্যত হন। তখন সেই অসিত রাজা তাঁহাদিগের সহিত যুদ্ধ করেন, কিন্তু অল্পবল-প্রযুক্ত সেইসকল নরপতিকর্ত্তৃক যুদ্ধে পরাস্ত হইয়া রাজ্য হইতে নির্ব্বাসিত হন। পরে তিনি দুই ভার্য্যার সহিত হিমালয়ে যাইয়া বাস করেন এবং কালক্রমে কালকবলে পতিত হন। শুনিয়াছি যে, তৎকালে তাঁহার সেই দুই ভার্য্যাই গর্ভবতী ছিলেন। সেই অসিত রাজার এক পত্নী, সপত্নীর গর্ভ বিনাশ করিবার মানসে তাঁহাকে গরলমিশ্রিত খাদ্য দ্রব্য প্রদান করেন। সেই সময়ে মুনিবর ভার্গব চ্যবন, রমণীয় শৈলবর হিমালয়ে তপস্যা-নিরত ছিলেন। যে মহাভাগ্যবতী পদ্মপলাশাক্ষী অসিতপত্নী, সপত্নীদত্ত গরল ভক্ষণ করিয়াছিলেন, তিনি সেই দেবতুল্যতেজঃসম্পন্ন ভৃগুনন্দন চ্যবন ঋষির সমীপে গমনপূর্ব্বক তাঁহাকে বন্দনা করেন,—সেই কালিন্দী দেবী, অত্যুত্তম পুত্র লাভ করিতে অভিলাষ করিয়া তাঁহার শরণাপন্ন হইয়া তাঁহাকে অভিবাদন করিলে, সেই বিপ্রশ্রেষ্ঠ ভৃগুনন্দন চ্যবন, পুত্রার্থিনী কালিন্দীকে পুত্রজন্ম-বিষয়ে এই কথা বলেন, 'মহাভাগে! তোমার গর্ভে মহাতেজস্বী মহাবলশালী মহাবীর্য্যসম্পন্ন শ্রীমান্ পুত্র আছে, অচিরকালেই তোমার সেই পুত্র গরলের সহিত উৎপন্ন হইবে। কমললোচনে! তুমি শোক করিও না। ২৮—৩৫। পরে সেই পতিব্রতা, বিধবা রাজপুত্রী কালিন্দীদেবী চ্যবন ঋষিকে নমস্কার করেন। এবং তাঁহার প্রসাদে যথাকালে পুত্র প্রসব করেন। তাঁহার সপত্নী, গর্ভ বিনাশ করিবার মানসে তাঁহাকে গর (গরল) প্রদান করিয়াছিলেন; তাঁহার পুত্র সেই গরের সহিত উৎপন্ন হইয়াছিল, এজন্য তিনি 'সগর' নামে বিখ্যাত হন। সেই সগর রাজার পুত্র অসমঞ্জ। অসমঞ্জ হইতে অংশুমান্ উৎপন্ন হন। তাঁহার পুত্র দিলীপ। দিলীপের পুত্র ভগীরথ। পরে ভগীরথ হইতে ককুৎস্থ ও ককুৎস্থ হইতে রঘু উৎপন্ন হন।

কল্মাষপাদোঽপ্যভবত্তস্মাজ্জাতস্তু শঙ্খণঃ।
সুদর্শনঃ শঙ্খণস্য অগ্নিবর্ণঃ সুদর্শনাৎ ॥ ৪০
শীঘ্রগস্ত্বগ্নিবর্ণস্য শীঘ্রগস্য মরুঃ সুতঃ।
মরোঃ প্রশুশ্রুকস্ত্বাসীদম্বরীষঃ প্রশুশ্রুকাৎ ॥ ৪১
অম্বরীষস্য পুত্রোঽভূন্নহুষশ্চ মহীপতিঃ।
নহুষস্য যযাতিস্তু নাভাগস্তু যযাতিজঃ ॥ ৪২
নাভাগস্য বভূবাজঃ অজাদ্দশরথোঽভবৎ।
অস্মাদ্দশরথাজ্জাতৌ ভ্রাতরৌ রামলক্ষ্মণৌ ॥ ৪৩
আদিবংশবিশুদ্ধানাং রাজ্ঞাং পরমধর্ম্মিণাম্।
ইক্ষ্বাকুকুলজাতানাং বীরাণাং সত্যবাদিনাম্ ॥ ৪৪
রামলক্ষ্মণয়োরর্থে ত্বৎসুতে বরয়ে নৃপ।
সদৃশাভ্যাং নরশ্রেষ্ঠ সদৃশে দাতুমর্হসি ॥ ৪৫
ইতি বালকাণ্ডে সপ্ততিতমঃ সর্গঃ ॥ ৭০

একসপ্ততিতমঃ সর্গঃ।

এবং ব্রুবাণং জনকঃ প্রত্যুবাচ কৃতাঞ্জলিঃ।
শ্রোতুমর্হসি ভদ্রং তে কুলং নঃ পরিকীর্ত্তিতম্ ॥ ১
প্রদানে হি মুনিশ্রেষ্ঠ কুলং নিরবশেষতঃ।
বক্তব্যং কুলজাতেন তন্নিবোধ মহামতে ॥ ২
রাজাভূৎত্রিষু লোকেষু বিশ্রুতঃ স্বেন কর্ম্মণা।
নিমিঃ পরমধর্ম্মাত্মা সর্ব্বসত্ত্ববতাং বরঃ ॥ ৩
তস্য পুত্রো মিথির্নাম জনকো মিথিপুত্রকঃ।
প্রথমো জনকো রাজা জনকাদপ্যুদাবসুঃ ॥ ৪
উদাবসোস্তু ধর্ম্মাত্মা জাতো বৈ নন্দিবর্দ্ধনঃ।
নন্দিবর্দ্ধসুতঃ শূরঃ সুকেতুর্নাম নামতঃ ॥ ৫
সুকেতোরপি ধর্ম্মাত্মা দেবরাতো মহাবলঃ।
দেবরাতস্য রাজর্ষের্বৃহদ্রথ ইতি স্মৃতঃ ॥ ৬
বৃহদ্রথস্য শূরোঽভূন্মহাবীরঃ প্রতাপবান্।
মহাবীরস্য ধৃতিমান্ সুধৃতিঃ সত্যবিক্রমঃ ॥ ৭
সুধৃতেরপি ধর্ম্মাত্মা ধৃষ্টকেতুঃ সুধার্ম্মিকঃ।
ধৃষ্টকেতোশ্চ রাজর্ষের্হর্য্যশ্ব ইতি বিশ্রুতঃ ॥ ৮
হর্য্যশ্বস্য মরুঃ পুত্রো মরোঃ পুত্রঃ প্রতীন্ধকঃ।
প্রতীন্ধকস্য ধর্ম্মাত্মা রাজা কীর্ত্তিরথঃ সুতঃ ॥ ৯
পুত্রঃ কীর্ত্তিরথস্যাপি দেবমীঢ় ইতি স্মৃতঃ।
দেবমীঢ়স্য বিবুধো বিবুধস্য মহীধ্রকঃ ॥ ১০
মহীধ্রকসুতো রাজা কীর্ত্তিরাতো মহাবলঃ।
কীর্ত্তিরাতস্য রাজর্ষের্মহারোমা ব্যজায়ত ॥ ১১

তাঁহার পুত্র তেজস্বী কল্মাষপাদ, তিনি অভিশাপবশতঃ প্রবৃদ্ধ-নামক রাক্ষস হইয়াছিলেন। কল্মাষপাদ হইতে শঙ্খণ জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পুত্র সুদর্শন। সুদর্শন হইতে অগ্নিবর্ণ উৎপন্ন হন। তাঁহার পুত্র শীঘ্রগ। শীঘ্রগের পুত্র মরু। তাঁহার পুত্র প্রশুশ্রুক, প্রশুশ্রুক হইতে অম্বরীষ উৎপত্তি লাভ করেন। তাঁহার পুত্র মহীপতি নহুষ। নহুষের পুত্র যযাতি। যযাতির পুত্র নাভাগ ও নাভাগের পুত্র অজ। সেই অজ হইতে দশরথ উৎপন্ন হইয়াছেন এবং এই দশরথ হইতে রাম ও লক্ষ্মণ এই দুই ভ্রাতা জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। নরপাল! যাঁহাদিগের বংশ প্রথমাবধি অতি বিশুদ্ধ, সেই ইক্ষ্বাকুবংশীয় সত্যবাদী বীর্য্যশালী অতিধার্ম্মিক রাজাদিগের বংশে উৎপন্ন এই রাম ও লক্ষ্মণের নিমিত্ত আপনার দুই কন্যাকে প্রার্থনা করিতেছি। হে নরশ্রেষ্ঠ! আপনি এই দুই সদৃশ পাত্রে সদৃশী কন্যাদ্বয় সম্প্রদান করুন।” ৩৬—৪৫।

একসপ্ততিতম সর্গ।

বসিষ্ঠ এইরূপ বলিলে, তাঁহাকে জনক রাজা কৃতাঞ্জলিপুটে কহিলেন, মুনিশ্রেষ্ঠ! আপনার মঙ্গল হউক,—আমি স্বীয় বংশ কীর্ত্তন করিতেছি, আপনি শ্রবণ করুন। মহামতে! কন্যাদান-বিষয়ে সদ্বংশজাত ব্যক্তির কুল আদ্যন্ত কীর্ত্তন করা উচিত, সুতরাং আমি কীর্ত্তন করিতেছি, আপনি অবধান করুন। স্বকর্ম্মদ্বারা ত্রিলোক-বিখ্যাত, মহাত্মাদিগের অগ্রগণ্য নিমি নামে পরম ধার্ম্মিক রাজা ছিলেন; তাঁহার পুত্র মিথি। তাঁহার পুত্র জনক; তিনিই প্রথম জনক রাজা,—তিনিই, আমাদিগের সকলের “জনক” বলিয়া খ্যাত হইবার মূল। জনক হইতে উদাবসু উৎপন্ন হন। উদাবসু হইতে ধর্ম্মাত্মা নন্দিবর্দ্ধন জন্ম লাভ করেন। তাঁহার সুকেতু নামে শৌর্য্য-সম্পন্ন পুত্র জন্মে। সুকেতু হইতে ধর্ম্মাত্মা মহাবল সম্পন্ন রাজর্ষি দেবরাত জন্মগ্রহণ করেন। রাজর্ষি দেবরাতের ‘বৃহদ্রথ’ বলিয়া বিখ্যাতপুত্র হয়। বৃহদ্রথ হইতে শৌর্য্যসম্পন্ন প্রতাপশালী মহাবীর উৎপন্ন হন। তাঁহার অব্যর্থ-বিক্রমশালী, ধৈর্য্য-সম্পন্ন, সুধৃতি নামে পুত্র হয়। ১—৭। তাঁহার পুত্র ধর্ম্মাত্মা ধৃষ্টকেতু। ধৃষ্টকেতুর ‘হর্য্যশ্ব’ বলিয়া বিখ্যাত সুধার্ম্মিক পুত্র হয়। তাঁহার পুত্র মরু; তাঁহার পুত্র প্রতীন্ধক, তাঁহার পুত্র ধর্ম্মাত্মা রাজা কীর্ত্তিরথ। তাঁহার ‘দেবমীঢ়’ বলিয়া বিখ্যাত পুত্র হয়। দেবমীঢ় হইতে বিবুধ জন্ম লাভ করেন। তাঁহার পুত্র মহীধ্রক। তাঁহার পুত্র রাজর্ষি কীর্ত্তিরথ; তিনি মহাবল-সম্পন্ন রাজা ছিলেন। তাঁহার

মহারোমস্তু ধর্ম্মাত্মা স্বর্ণরোমা ব্যজায়ত ।
স্বর্ণরোম্নস্তু রাজর্ষেহ্রস্বরোমা ব্যজায়ত ॥ ১২
তস্য পুত্রদ্বয়ং রাজ্ঞো ধর্ম্মজ্ঞস্য মহাত্মনঃ ।
জ্যেষ্ঠোঽহমনুজো ভ্রাতা মম বীরঃ কুশধ্বজঃ ॥ ১৩
মান্তু জ্যেষ্ঠং পিতা রাজ্যে সোঽভিষিচ্য পিতা মম ।
কুশধ্বজং সমাবেশ্য ভারং ময়ি বনং গতম্ ॥ ১৪
বৃদ্ধে পিতরি স্বর্যাতে ধর্ম্মেণ ধুরমাবহম্ ।
ভ্রাতরং দেবসঙ্কাশং স্নেহাৎ পশ্যন্ কুশধ্বজম্ ॥ ১৫
কস্যচিত্ত্বথ কালস্য সাঙ্কাশ্যাদাগতঃ পুরাৎ ।
সুধন্বা বীর্য্যবান্ রাজা মিথিলামবরোধকঃ ॥ ১৬
স চ মে প্রেষয়ামাস শৈবং ধনুরনুত্তমম্ ।
সীতা চ কন্যা পদ্মাক্ষী মহ্যং বৈ দীয়তামিতি ॥ ১৭
তস্যাপ্রদানাদ্ব্রহ্মর্ষে যুদ্ধমাসীন্ময়া সহ ।
স হতো বিমুখো রাজা সুধন্বা তু ময়া রণে ॥ ১৮
নিহত্য তং মুনিশ্রেষ্ঠ সুধন্বানং নরাধিপম্ ।
সাঙ্কাশ্যে ভ্রাতরং শূরমভিষিঞ্চং কুশধ্বজম্ ॥ ১৯
কনীয়ানেষ মে ভ্রাতা অহং জ্যেষ্ঠো মহামুনে ।
দদামি পরমপ্রীতো বধ্বৌ তে মুনিপুঙ্গব ॥ ২০

সীতাং রামায় ভদ্রং তে উর্ম্মিলাং লক্ষ্মণায় বৈ ।
বীর্য্যশুল্কাং মম সুতাং সীতাং সুরসুতোপমাম্ ॥ ২১
দ্বিতীয়ামূর্ম্মিলাং চৈব ত্রির্বদামি ন সংশয়ঃ ।
দদামি পরমপ্রীতো বধ্বৌ তে মুনিপুঙ্গব ॥ ২২
রামলক্ষ্মণয়ো রাজন্ গোদানং কারয়স্ব হ ।
পিতৃকার্য্যঞ্চ ভদ্রং তে ততো বৈবাহিকং কুরু ॥ ২৩
মঘা হ্যদ্য মহাবাহো তৃতীয়দিবসে প্রভো ।
ফল্গুন্যামুত্তরে রাজংস্তস্মিন্ বৈবাহিকং কুরু ॥ ২৪
রামলক্ষ্মণয়োরর্থে দানং কার্য্যং সুখোদয়ম্ ॥ ২৫
ইতি বালকাণ্ডে একসপ্ততিতমঃ সর্গঃ ॥ ৭১ ॥

দ্বিসপ্ততিতমঃ সর্গঃ ।

তমুক্তবন্তং বৈদেহং বিশ্বামিত্রো মহামুনিঃ ।
উবাচ বচনং বীরং বসিষ্ঠসহিতো নৃপম্ ॥ ১
অচিন্ত্যান্যপ্রমেয়াণি কুলানি নরপুঙ্গব ।
ইক্ষ্বাকূণাং বিদেহানাং নৈষাং তুল্যোঽস্তি কশ্চন ॥ ২

মহারোমা নামে এক পুত্র হয়। তাঁহার পুত্র ধর্ম্মাত্মা রাজর্ষি স্বর্ণরোমা। তাঁহার হ্রস্বরোমা নামে পুত্র হয় এবং সেই মহাত্মা, ধর্ম্মজ্ঞ রাজা হ্রস্বরোমার দুই পুত্র হয় ;—আমি জ্যেষ্ঠ এবং এই বীরবর কুশধ্বজ আমার কনিষ্ঠ ভ্রাতা। আমার পিতা 'জ্যেষ্ঠ' বলিয়া আমাকে রাজ্যে অভিষিক্ত এবং কুশধ্বজের ভার আমার প্রতি ন্যস্ত করিয়া বনে গমন করেন। বৃদ্ধ পিতা পরলোকে গমন করিলে, আমি এই দেবতুল্য নিষ্পাপ ভ্রাতা কুশধ্বজকে সস্নেহ-নয়নে অবলোকন করত রাজ্যভার বহন করিতে লাগিলাম। ৮—১৫। ব্রহ্মর্ষে! অনন্তর কিছুকালের পর সাঙ্কাশ্যা নগরী হইতে বীর্য্যবান্ রাজা সুধন্বা আসিয়া এই মিথিলা পুরী অবরোধপূর্ব্বক অত্যুত্তম শৈব ধনু ও তোমার কন্যা পদ্মনয়না সীতাকে আমাকে প্রদান কর' ইহা বলিয়া আমার নিকট দূত প্রেরণ করিলেন। ব্রহ্মর্ষে! কিন্তু তাঁহার প্রার্থিত বিষয় প্রদান না করায়, আমার সহিত তাঁহার যুদ্ধ হইল। তখন আমি, সেই নরপতি সুধন্বাকে যুদ্ধে বিমুখ করিয়া নিহত করিলাম। মুনিশ্রেষ্ঠ! আমি তাঁহাকে নিহত করিয়া সাঙ্কাশ্যা নগরীতে এই শৌর্য্য-সম্পন্ন ভ্রাতা কুশধ্বজকে অভিষিক্ত করিলাম। ১৬—১৯। মহামুনে! আমি জ্যেষ্ঠ এবং এই কুশধ্বজ আমার কনিষ্ঠ ভ্রাতা। মুনিশার্দ্দূল! আপনার মঙ্গল হউক। আমি পরমপ্রীতি-সহকারে আপনাকে দুইটী বধূ প্রদান করিব,—আমি রামকে সীতা এবং লক্ষ্মণেরে উর্ম্মিলাকে প্রদান করিব,—মুনিপুঙ্গব! আমি তিনবার সত্য করিয়া বলিতেছি যে, আপনাকে পরমপ্রীতিসহকারে দুইটী বধূ প্রদান করিব,—দেবকন্যার ন্যায় রূপ ও গুণশালিনী আমার নন্দিনী বীর্য্যশুল্কা সীতাকে রামের এবং আমার উর্ম্মিলানাম্নী দ্বিতীয়া তনয়া লক্ষ্মণকে প্রদান করিব, ইহাতে সন্দেহ নাই।" অনন্তর জনক দশরথ-উদ্দেশে বলিলেন, "রাজন্! আপনার মঙ্গল হউক,—রাম ও লক্ষ্মণের নিমিত্ত গো-দান ও বিবাহ-নিবন্ধন নান্দীমুখ শ্রাদ্ধ করিয়া বৈবাহিক কার্য্য সমাধা করুন। মহাবাহুশালি রাজন্! আপনি প্রভু; অদ্য মঘা নক্ষত্র, সুতরাং তৃতীয় দিবসে উত্তরফল্গুনী নক্ষত্রে আপনি বৈবাহিক কার্য্য সম্পাদন করুন। রাম ও লক্ষ্মণের অভ্যুদয়নিমিত্ত গো-ভূমি-হিরণ্যাদি দান করা আপনার কর্ত্তব্য।" ২০—২৫।

দ্বিসপ্ততিতম সর্গ ।

বীর্য্যশালী নৃপতি জনক এইরূপ কহিলে, মহামুনি বিশ্বামিত্র বসিষ্ঠের সহিত তাঁহাকে এই কথা বলিলেন, "নরপুঙ্গব! ইক্ষ্বাকুদিগের ও বৈদেহদিগের বংশ অচিন্তনীয় ও অপ্রমেয়, এই দুই বংশের, তুল্য আর কোন বংশই নাই; রাজন্! অতএব আপনাদিগের

সদৃশো ধর্ম্মসম্বন্ধঃ সদৃশো রূপসম্পদা।
রামলক্ষ্মণয়ো রাজন্ সীতা চোর্ম্মিলয়া সহ ॥ ৩
বক্তব্যঞ্চ নরশ্রেষ্ঠ শ্রূয়তাং বচনং মম।
ভ্রাতা যবীয়ান্ ধর্ম্মজ্ঞ এষ রাজা কুশধ্বজঃ ॥ ৪
অস্য ধর্ম্মাত্মনো রাজন্ রূপেণাপ্রতিমং ভুবি।
সুতাদ্বয়ং নরশ্রেষ্ঠ পত্ন্যর্থং বরয়ামহে ॥ ৫
ভরতস্য কুমারস্য শত্রুঘ্নস্য চ ধীমতঃ।
বরয়ে তে সুতে রাজংস্তয়োরর্থে মহাত্মনোঃ ॥ ৬
পুত্রা দশরথস্যেমে রূপযৌবনশালিনঃ।
লোকপালসমাঃ সর্ব্বে দেবতুল্যপরাক্রমাঃ ॥ ৭
উভয়োরপি রাজেন্দ্র সম্বন্ধেনানুবধ্যতাম্।
ইক্ষ্বাকুকুলমব্যগ্রং ভবতঃ পুণ্যকর্ম্মণঃ ॥ ৮
বিশ্বামিত্রবচঃ শ্রুত্বা বসিষ্ঠস্য মতে তদা।
জনকঃ প্রাঞ্জলির্বাক্যমুবাচ মুনিপুঙ্গবৌ ॥ ৯
কুলং ধন্যমিদং মন্যে যেষাং নো মুনিপুঙ্গবৌ।
সদৃশং কুলসম্বন্ধং যদাজ্ঞাপয়তঃ স্বয়ম্ ॥ ১০
এবং ভবতু ভদ্রং বঃ কুশধ্বজসুতে ইমে।
পত্ন্যৌ ভজেতাং সহিতৌ শত্রুঘ্নভরতাবুভৌ ॥ ১১
একাহ্না রাজপুত্রীণাং চতসৃণাং মহামুনে।
পাণীন্ গৃহ্ণন্তু চত্বারো রাজপুত্রা মহাবলাঃ ॥ ১২
উত্তরে দিবসে ব্রহ্মন্ ফল্গুনীভ্যাং মনীষিণঃ।
বৈবাহিকং প্রশংসন্তি ভগো যত্র প্রজাপতিঃ ॥ ১৩
এবমুক্ত্বা বচঃ সৌম্যং প্রত্যুত্থায় কৃতাঞ্জলিঃ।
উভৌ মুনিবরৌ রাজা জনকো বাক্যমব্রবীৎ ॥ ১৪
পরো ধর্ম্মঃ কৃতো মহ্যং শিষ্যোঽস্মি ভবতোস্তথা।
ইমান্যাসনমুখ্যানি আস্যতাং মুনিপুঙ্গবৌ ॥ ১৫
যথা দশরথস্যেয়ং তথাযোধ্যা পুরী মম।
প্রভুত্বে নাস্তি সন্দেহো যথার্হং কর্ত্তুমর্হথ ॥ ১৬
তথা ব্রুবতি বৈদেহে জনকে রঘুনন্দনঃ।
রাজা দশরথো হৃষ্টঃ প্রত্যুবাচ মহীপতিম্ ॥ ১৭
যুবামসংখ্যেয়গুণৌ ভ্রাতরৌ মিথিলেশ্বরৌ।
ঋষয়ো রাজসঙ্ঘাশ্চ ভবদ্ভ্যামভিপূজিতাঃ ॥ ১৮
স্বস্তি প্রাপ্নুহি ভদ্রং তে গমিষ্যামঃ স্বমালয়ম্।
শ্রাদ্ধকর্ম্মাণি বিধিবদ্বিধাস্য ইতি চাব্রবীৎ ॥ ১৯
তমাপৃষ্ট্বা নরপতিং রাজা দশরথস্তদা।

বৈবাহিক সম্বন্ধ পরস্পর অনুরূপ, বিশেষতঃ রামের সীতা এবং লক্ষ্মণের ঊর্ম্মিলা রূপেতেও সদৃশী। নরশ্রেষ্ঠ! সম্প্রতি আমার কিঞ্চিৎ বক্তব্য আছে, শ্রবণ করুন। নরবর বিদেহরাজ! আপনার এই কনিষ্ঠ ভ্রাতা ধর্ম্মজ্ঞ পুণ্যকর্ম্মা কুশধ্বজের দুইটী কন্যা আছে, তাহাদিগের রূপের তুলনা স্থান পৃথিবীতে নাই। রাজন্! যেরূপ মহাত্মা রাম ও লক্ষ্মণের নিমিত্ত সীতা ও ঊর্ম্মিলাকে প্রার্থনা করিয়াছি, সেইরূপ আমি, সেই দুই কুশধ্বজ-কন্যাকে ভরত ও শত্রুঘ্ন এই দুই ধীসম্পন্ন কুমারের পত্নীর জন্য প্রার্থনা করিতেছি। দশরথ রাজার সকল পুত্রই পরম রূপবান্ যুবা, দেবতুল্যপরাক্রমশালী এবং লোকপালের ন্যায় মহাধনুর্দ্ধর; অতএব রাজেন্দ্র! আপনি পুণ্যকর্ম্মা, আপনি এই উভয় ভ্রাতার সহিত বৈবাহিক সম্বন্ধ স্থাপন করিয়া পবিত্র ইক্ষ্বাকুকুলকে আরও আবদ্ধ করুন।" ১—৮। তখন জনক বসিষ্ঠের মতানুযায়ী বিশ্বামিত্রের বাক্য শ্রবণ করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে সেই দুই মুনিবরকে বলিলেন—"মুনি-পুঙ্গবদ্বয়! আমি বিবেচনা করি আমাদিগের কুল ধন্য; কেন না, আপনারা স্বয়ং আমাকে সদৃশ কুলে সম্বন্ধ করিতে অনুজ্ঞা করিতেছেন। আপনাদিগের মঙ্গল হউক,—এইরূপই হউক—কুশধ্বজের দুই তনয়া ভরত ও শত্রুঘ্নের পত্নী হইয়া উঁহাদিগকে ভজনা করুক। মহামুনে! একদিবসেই এই মহা-বলসম্পন্ন রাজপুত্রচতুষ্টয়, এই চারিটী রাজ-পুত্রীর পাণিগ্রহণ করুন। ব্রহ্মন্! পরশ্বদিবসে উত্তরফল্গুনী নক্ষত্র হইবে; সুতরাং ঐ দিবস বিবাহে অতিপ্রশস্ত; যেহেতু মনীষীরা বিবাহ-বিষয়ে ভগদৈবত উত্তরফল্গুনী নক্ষত্রের প্রশংসা করিয়া থাকেন। ৯—১৩। রাজা জনক ঐরূপ মধুর বাক্য বলিয়া, গাত্রোত্থানপূর্ব্বক কৃতাঞ্জলিপুটে পুনরায় সেই মুনিবরযুগলকে কহিলেন—"মুনিপুঙ্গবদ্বয়! আপনারা আমার পরম ধর্ম্ম সম্পাদন করিলেন, সুতরাং আমি আপনাদিগের শিষ্য হইলাম, আপনারা এই মুখ্য আসনে উপবেশন করুন। অযোধ্যা নগরীতে যেমন আমার প্রভুত্ব হইয়াছে, দশরথ রাজারও সেইরূপ এই মিথিলা পুরীতে প্রভুত্ব হইয়াছে, ইহাতে সন্দেহ নাই; অতএব আপনারা যাহা উপযুক্ত বোধ করেন, তদ্রূপ বিধান করুন। বৈদেহ মহীপতি জনক সেই-রূপ বলিলে, রঘুনন্দন রাজা দশরথ, হর্ষসহকারে তাঁহাকে বলিলেন, "মিথিলাধিপতি আপনারা উভয় ভ্রাতাই অসীমগুণশালী। আপনারা ঋষি ও রাজ-গণকে সম্যক্ পূজা করিয়া থাকেন; আপনাদিগের মঙ্গল হউক—আপনারা কল্যাণ লাভ করুন"। পরে পুনরপি বলিলেন, "অদ্য আমাকে যথাবিধি শ্রাদ্ধক্রিয়া সম্পাদন করিতে হইবে, সুতরাং আমি স্বীয় আবাসে গমন করি।" ১৪—১৯। মহা-যশস্বী রাজা দশরথ, সেই নরপতিকে আমন্ত্রণপূর্ব্বক

মুনীন্দ্রৌ তৌ পুরস্কৃত্য জগামাশু মহাযশাঃ ॥ ২০
স গত্বা নিলয়ং রাজা শ্রাদ্ধং কৃত্বা বিধানতঃ ।
প্রভাতে কাল্যমুত্থায় চক্রে গোদানমুত্তমম্ ॥ ২১
গবাং শতসহস্রঞ্চ ব্রাহ্মণেভ্যো নরাধিপঃ ।
একৈকশো দদৌ রাজা পুত্রানুদ্দিশ্য ধর্ম্মতঃ ॥ ২২
সুবর্ণশৃঙ্গাঃ সম্পন্নাঃ সবৎসাঃ কাংস্যদোহনাঃ ।
গবাং শতসহস্রাণি চত্বারি পুরুষর্ষভঃ ॥ ২৩
বিত্তমন্যচ্চ সুবহু দ্বিজেভ্যো রঘুনন্দনঃ ।
দদৌ গোদানমুদ্দিশ্য পুত্রাণাং পুত্রবৎসলঃ ॥ ২৪
স সুতৈঃ কৃতগোদানৈর্বৃতঃ সন্ নৃপতিস্তদা ।
লোকপালৈরিবাভাতি বৃতঃ সৌম্যঃ প্রজাপতিঃ ॥ ২৫

ইতি বালকাণ্ডে দ্বিসপ্ততিতমঃ সর্গঃ ॥ ৭২ ॥

ত্রিসপ্ততিতমঃ সর্গঃ ।

যস্মিংস্তু দিবসে রাজা চক্রে গোদানমুত্তমম্ ।
তস্মিংস্তু দিবসে বীরো যুধাজিৎ সমুপেয়িবান্ ॥ ১
পুত্রঃ কেকয়রাজস্য সাক্ষাদ্ভরতমাতুলঃ ।
দৃষ্ট্বা পৃষ্ট্বা চ কুশলং রাজানমিদমব্রবীৎ ॥ ২
কেকয়াধিপতী রাজা স্নেহাৎ কুশলমব্রবীৎ ।
যেষাং কুশলকামোঽসি তেষাং সম্প্রত্যনাময়ম্ ॥ ৩
স্বস্রীয়ং মম রাজেন্দ্র দ্রষ্টুকামো মহীপতিঃ ।
তদর্থমুপযাতোঽহমযোধ্যাং রঘুনন্দন ॥ ৪
শ্রুত্বা ত্বহমযোধ্যায়াং বিবাহার্থং তবাত্মজান্ ।
মিথিলামুপযাতাংস্তু ত্বয়া সহ মহীপতে ॥ ৫
ত্বরয়াভ্যুপযাতোঽহং দ্রষ্টুকামঃ স্বসুঃ সুতম্ ।
অথ রাজা দশরথঃ প্রিয়াতিথিমুপস্থিতম্ ॥ ৬
দৃষ্ট্বা পরমসৎকারৈঃ পূজনার্হমপূজয়ৎ ।
ততস্তামুষিতো রাত্রিং সহ পুত্রৈর্মহাত্মভিঃ ॥ ৭
প্রভাতে পুনরুত্থায় কৃত্বা কর্ম্মাণি তত্ত্ববিৎ ।
ঋষীংস্তদা পুরস্কৃত্য যজ্ঞবাটমুপাগমৎ ॥ ৮
যুক্তে মুহূর্ত্তে বিজয়ে সর্ব্বাভরণভূষিতৈঃ ।
ভ্রাতৃভিঃ সহিতো রামঃ কৃতকৌতুকমঙ্গলঃ ॥ ৯
বসিষ্ঠং তু পুরস্কৃত্য মহর্ষীনপরানপি ।
বসিষ্ঠো ভগবানেত্য বৈদেহমিদমব্রবৎ ॥ ১০
রাজা দশরথো রাজন্ কৃতকৌতুকমঙ্গলৈঃ
পুত্রৈর্নরবরশ্রেষ্ঠো দাতারমভিকাঙ্ক্ষতে ॥ ১১

তখনই সেই দুই মুনিবরকে অগ্রে করিয়া স্বীয় আবাসে গমন করিলেন। তিনি আবাসে যাইয়া যথাবিধি শ্রাদ্ধক্রিয়া সম্পাদনান্তে প্রভাতে গাত্রোত্থান-পূর্ব্বক প্রাতঃকালকর্ত্তব্য গোদানরূপ অত্যুত্তম কর্ম্ম সম্পাদন করিলেন,—সেই পুত্রবৎসল নরপাল রঘুনন্দন রাজা দশরথ, পুত্রদিগের মঙ্গলের নিমিত্ত ধর্ম্মানুসারে চারিটী ব্রাহ্মণের প্রত্যেককে একলক্ষ সুবর্ণশৃঙ্গ ও কাংস্যদোহনসমন্বিত বহু দুগ্ধশালিনী সবৎসা গাভী প্রদান করিলেন এবং পুত্রদিগের মঙ্গলার্থী হইয়া, উক্ত গোদানরূপ কার্য্য উপলক্ষে ব্রাহ্মণদিগকে অন্য বহু ধন দান করিলেন। পরে সেই নরপতি, গো দান করত পুত্রগণে পরিবৃত হইয়া লোকপাল-পরিবৃত শুভদর্শন প্রজাপতির ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। ২০—২৫।

ত্রিসপ্ততিতম সর্গ ।

যে দিন রাজা দশরথ গোদানরূপ মহৎ কর্ম্ম সম্পাদন করিলেন, সেই দিন ভরতের মাতুল কেকয়রাজ-পুত্র বীর্য্যশালী যুধাজিৎ তথায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং রাজা দশরথকে কুশল জিজ্ঞাসা করিয়া এই কথা বলিলেন,—"রাজেন্দ্র! কেকয়রাজ হৃদ্যতাবশতঃ আপনাকে স্বীয় কুশল বলিয়াছেন, এবং আপনি যাঁহাদিগের কুশল কামনা করিয়া থাকেন, তাঁহাদিগেরও সম্প্রতি কুশল জানিবেন রঘুনন্দন মহীপতে। সেই নরপতি আমার ভাগিনেয় ভরতকে দেখিতে অভিলাষ করিয়াছেন এবং তজ্জন্য আমি অযোধ্যায়ও গিয়াছিলাম। ১—৪। পরে আমি সেখানে 'আপনি পুত্রদিগের বিবাহ দিবার নিমিত্ত পুত্রগণের সহিত মিথিলাতে আসিয়াছেন শুনিয়া ভাগিনেয়কে দেখিবার ইচ্ছায় সত্বর এখানে আসিয়াছি।' রাজা দশরথ পূজার্হ প্রিয় অতিথি যুধাজিৎকে দেখিয়া পরমসৎকার-পূর্ব্বক তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিলেন। পরে কর্ত্তব্যতা-বিষয়ে অভিজ্ঞ রাজা দশরথ, মহাত্মা পুত্রগণের সহিত সেই রজনী যাপন করিয়া প্রাতঃকালে গাত্রোত্থান করিয়া কর্ত্তব্য-কর্ম্ম সকল সমাধান-পূর্ব্বক ঋষিদিগকে অগ্রে করিয়া জনকের যজ্ঞভূমিতে যাইয়া উপস্থিত হইলেন। তৎসঙ্গে রামও সর্ব্বাভরণ-ভূষিত ভ্রাতৃগণের সহিত কৃত মঙ্গলাচার হইয়া শুভলক্ষণাদিযুক্ত বিজয়াখ্য মুহূর্ত্তে বসিষ্ঠ ও অপরাপর মহর্ষিদিগকে অগ্রে করত তথায় গমন করিলেন। তখন ভগবান্ বসিষ্ঠ বৈদেহ জনকের নিকট যাইয়া তাঁহাকে বলিলেন, "রাজন্! নরবর রাজা দশরথ কৃতমঙ্গলাচার পুত্রগণের সহিত দ্বারদেশে উপস্থিত হইয়া, দাতার

দাতৃপ্রতিগৃহীতৃভ্যাং সর্ব্বার্থাঃ সম্ভবন্তি হি।
স্বধর্ম্মং প্রতিপদ্যস্ব কৃত্বা বৈবাহ্যমুত্তমম্॥ ১২
ইত্যুক্তঃ পরমোদারো বসিষ্ঠেন মহাত্মনা।
প্রত্যুবাচ মহাতেজা বাক্যং পরমধর্ম্মবিৎ॥ ১৩
কঃ স্থিতঃ প্রতিহারো মে কস্যাজ্ঞাং সম্প্রতীক্ষতে।
স্বগৃহে কো বিচারোঽস্তি যথা রাজ্যমিদং তব॥ ১৪
কৃতকৌতুকসর্ব্বস্বা বেদিমূলমুপাগতাঃ।
মম কন্যা মুনিশ্রেষ্ঠ দীপ্তা বহ্নেরিবার্চ্চিষঃ॥ ১৫
সদ্যোঽহং ত্বৎপ্রতীক্ষোঽস্মি বেদ্যামস্যাং প্রতিষ্ঠিতম্।
অবিঘ্নং ক্রিয়তাং সর্ব্বং কিমর্থং হি বিলম্ব্যতে॥ ১৬
তদ্বাক্যং জনকেনোক্তং শ্রুত্বা দশরথস্তদা।
প্রবেশয়ামাস সুতান্ সর্ব্বানৃষিগণানপি॥ ১৭
ততো রাজা বিদেহানাং বসিষ্ঠমিদমব্রবীৎ।
কারয়স্ব ঋষে সর্ব্বামৃষিভিঃ সহ ধার্ম্মিক॥ ১৮
রামস্য লোকরামস্য ক্রিয়াং বৈবাহিকীং প্রভো।
তথেত্যুক্ত্বা তু জনকং বসিষ্ঠো ভগবানৃষিঃ॥ ১৯
বিশ্বামিত্রং পুরস্কৃত্য শতানন্দঞ্চ ধার্ম্মিকম্।
প্রপামধ্যে তু বিধিবদ্বেদিং কৃত্বা মহাতপাঃ॥ ২০

অনুমতি অপেক্ষা করিতেছেন। দাতা ও প্রতিগ্রহীতার সংযোগ হইলেই সমস্ত দান-ধর্ম্ম সম্পন্ন হয়; অতএব আপনি বিবাহোপযোগী শুভ কার্য্য সকল সম্পাদন-পূর্ব্বক তাঁহাদিগের প্রবেশানুমতিরূপ দাতৃধর্ম্ম রক্ষা করুন।” ৫—১২। মহাতেজস্বী, পরমোদার-স্বভাব পরম ধর্ম্মাত্মা রাজা জনক, মহাত্মা বসিষ্ঠের কথা শুনিয়া তাঁহাকে বলিলেন, “আমার দ্বারে এমন দ্বারপাল কে আছে যে, তাঁহার প্রবেশে বাধা দেয়?—তিনি কার অনুমতির অপেক্ষা করিতেছেন? নিজ গৃহে প্রবেশ করিতে আবার বিচার কি! তাঁহার যেমন স্বরাজ্য এই রাজ্যও তদ্রূপ। মুনিশ্রেষ্ঠ! দেখুন! সম্প্রতি তাঁহার আগমন প্রতীক্ষায় আমি এই বেদিমধ্যে অবস্থিত রহিয়াছি এবং আমার কন্যারাও কৃতমঙ্গলাচারা হইয়া, অগ্নির প্রদীপ্ত শিখাচতুষ্টয়ের ন্যায় বেদিমধ্যে বিরাজ করিতেছে। তিনি আসিয়া নির্ব্বিঘ্নে সকল কার্য্য সমাধা করুন; তিনি বিলম্ব করিতেছেন কি জন্য? পরে রাজা দশরথ, বসিষ্ঠের প্রমুখাৎ জনকের তাদৃশ বাক্যশ্রবণে সমস্ত ঋষিগণ ও পুত্রদিগকে তথায় প্রবেশিত করিলেন। পরে বিদেহরাজ জনক, বসিষ্ঠকে বলিলেন, “ধার্ম্মিক মহর্ষে! আপনি ঋষিগণের সহিত লোকাভিরাম রামের বৈবাহিক কার্য্যসকল নির্ব্বাহ করুন।” মহাতপা ভগবান্ বসিষ্ঠ ঋষি, জনক রাজাকে “তাহাই হউক” বলিয়া ধার্ম্মিক বিশ্বামিত্র ও

অলঞ্চকার তাং বেদিং গন্ধপুষ্পৈঃ সমন্ততঃ।
সুবর্ণপালিকাভিশ্চ চিত্রকুম্ভৈশ্চ সাঙ্কুরৈঃ॥ ২১
অঙ্কুরাঢ্যৈঃ শরাবৈশ্চ ধূপপাত্রৈঃ সধূপকৈঃ।
শঙ্খপাত্রৈঃ স্রুবৈঃ স্রুগ্ভিঃ পাত্রৈরর্ঘ্যাদিপূজিতৈঃ॥ ২২
লাজপূর্ণৈশ্চ পাত্রীভিরক্ষতৈরপি সংস্কৃতৈঃ।
দর্ভৈঃ সমৈঃ সমাস্তীর্য্য বিধিবন্মন্ত্রপূর্ব্বকম্॥ ২৩
অগ্নিমাধায় বেদ্যাং তু বিধিমন্ত্রপুরস্কৃতম্।
জুহাবাগ্নৌ মহাতেজা বসিষ্ঠো মুনিপুঙ্গবঃ॥ ২৪
ততঃ সীতাং সমানীয় সর্ব্বাভরণভূষিতাম্।
সমক্ষমগ্নেঃ সংস্থাপ্য রাঘবাভিমুখে তদা॥ ২৫
অব্রবীজ্জনকো রাজা কৌশল্যানন্দবর্দ্ধনম্।
ইয়ং সীতা মম সুতা সহধর্ম্মচরী তব॥ ২৬
প্রতীচ্ছ চৈনাং ভদ্রং তে পাণিং গৃহ্নীষ্ব পাণিনা।
পতিব্রতা মহাভাগা ছায়েবানুগতা সদা॥ ২৭
ইত্যুক্ত্বা প্রাক্ষিপদ্রাজা মন্ত্রপূতং জলং তদা।
সাধু সাধ্বিতি দেবানামৃষীণাং বদতাং তদা॥ ২৮
দেবদুন্দুভিনির্ঘোষঃ পুষ্পবর্ষো মহানভূৎ।
এবং দত্ত্বা সুতাং সীতাং মন্ত্রোদকপুরস্কৃতাম্॥ ২৯

শতানন্দপুরঃসর মণ্ডপমধ্যে যথাবিধি বেদি নির্ম্মাণ করিয়া সেই বেদির চতুর্দ্দিক্ গন্ধ পুষ্প ও সুবর্ণনির্ম্মিত কোষধারা অলঙ্কৃতা করিলেন এবং তাহার চতুর্দ্দিকে অঙ্কুরসমন্বিত অনেক চিত্রকুম্ভ, অঙ্কুর-প্রভৃতিসমন্বিত অনেক শরাব, ধূপ-সমন্বিত অনেক ধূপপাত্র, শঙ্খযুক্ত অনেক শঙ্খপাত্র, স্রুব স্রুক্, অর্ঘ্যাদিসমন্বিত বহুপাত্র, অনেক লাজপূর্ণপাত্র, সংস্কৃত অক্ষত ও অনেক সমপরিমাণ কুশ রাখিলেন। পরে মহাতেজস্বী মুনিশ্রেষ্ঠ বসিষ্ঠ, সেই বেদিতে কল্পসূত্রোক্ত নিয়মানুসারে বেদমন্ত্র পাঠপূর্ব্বক অগ্নি স্থাপন করিয়া সেই অগ্নিতে বিধি-মন্ত্রানুসারে হোম করিলেন। ১৪—২৪। পরে রাজা জনক, সর্ব্বাভরণভূষিতা সীতাকে আনয়ন করিয়া অগ্নির সমীপে রঘুনন্দন কৌশল্যানন্দবর্দ্ধন রামের অভিমুখে স্থাপনপূর্ব্বক তাঁহাকে বলিলেন; “তোমার মঙ্গল হউক,—আমার এই তনয়া সীতা তোমার সহধর্ম্মিণী হউক—তুমি ইহার হস্ত, হস্তদ্বারা গ্রহণ কর; এই মহাভাগ্যবতী সীতা অতিশয় পতিব্রতা হইবে—ছায়ার ন্যায় সর্ব্বদা তোমার অনুগতা হইয়া থাকিবে।” তিনি এইরূপ বলিয়া রামের হস্তে মন্ত্রপূত জল নিক্ষেপ করিলেন। তখন অন্তরীক্ষস্থিত দেবগণ ও ঋষিদিগের মুখ হইতে “সাধু, সাধু” শব্দ নির্গত হইল। দেব-দুন্দুভি বাজিতে লাগিল এবং সেই প্রদেশে অতি

অব্রবীজ্জনকো রাজা হর্ষেণাভিপরিপ্লুতঃ।
লক্ষ্মণাগচ্ছ ভদ্রং তে উর্ম্মিলামুদ্যতাং ময়া ॥ ৩০
প্রতীচ্ছ পাণিং গৃহ্লীষ্ব মা ভূৎ কালস্য পর্য্যয়ঃ।
তমেবমুক্ত্বা জনকো ভরতঞ্চাভ্যভাষত ॥ ৩১
গৃহাণ পাণিং মাণ্ডব্যাঃ পাণিনা রঘুনন্দন।
শত্রুঘ্নঞ্চাপি ধর্ম্মাত্মা অব্রবীন্মিথিলেশ্বরঃ ॥ ৩২
শ্রুতকীর্ত্তের্মহাবাহো পাণিং গৃহ্লীষ্ব পাণিনা।
সর্ব্বে ভবন্তঃ সৌম্যাশ্চ সর্ব্বে সুচরিতব্রতাঃ ॥ ৩৩
পত্নীভিঃ সন্তু কাকুৎস্থা মা ভূৎ কালস্য পর্য্যয়ঃ।
জনকস্য বচঃ শ্রুত্বা পাণীন্ পাণিভিরস্পৃশন্ ॥ ৩৪
চত্বারস্তে চতসৃণাং বসিষ্ঠস্য মতে স্থিতাঃ।
অগ্নিং প্রদক্ষিণং কৃত্বা বেদিং রাজানমেব চ ॥ ৩৫
ঋষীংশ্চাপি মহাত্মানঃ সহভার্য্যা রঘূদ্বহাঃ।
যথোক্তেন ততশ্চক্রুর্বিবাহং বিধিপূর্ব্বকম্ ॥ ৩৬
পুষ্পবৃষ্টির্মহত্যাসীদন্তরিক্ষাৎ সুভাস্বরা।
দিব্যদুন্দুভিনির্ঘোষৈর্গীতবাদিত্রনিস্বনৈঃ ॥ ৩৭
ননৃতুশ্চাপ্সরঃসঙ্ঘা গন্ধর্ব্বাশ্চ জগুঃ কলম্।
বিবাহে রঘুমুখ্যানাং তদদ্ভুতমদৃশ্যত ॥ ৩৮
ঈদৃশে বর্ত্তমানে তু তূর্য্যোদ্ঘুষ্টনিনাদিতে।
ত্রিরগ্নিং তে পরিক্রম্য উহুর্ভার্য্যা মহৌজসঃ ॥ ৩৯
অথোপকার্য্যং জগ্মুস্তে সভার্য্যা রঘুনন্দনাঃ।
রাজাপ্যনুযযৌ পশ্যন্ সর্ষিসঙ্ঘঃ সবান্ধবঃ ॥ ৪০

ইতি বালকাণ্ডে ত্রিসপ্ততিতমঃ সর্গঃ ॥ ৭৩

চতুঃসপ্ততিতমঃ সর্গঃ।

অথ রাত্র্যাং ব্যতীতায়াং বিশ্বামিত্রো মহামুনিঃ।
আপৃষ্ট্বা তৌ চ রাজানৌ জগামোত্তর পর্ব্বতম্ ॥ ১
বিশ্বামিত্রে গতে রাজা বৈদেহং মিথিলাধিপম্।
অপৃষ্ট্বৈব জগামাশু রাজা দশরথঃ পুরীম্ ॥ ২
অথ রাজা বিদেহানাং দদৌ কন্যাধনং বহু
গবাং শতসহস্রাণি বহূনি মিথিলেশ্বরঃ ॥ ৩
কম্বলানাঞ্চ মুখ্যানাং ক্ষৌমান্ কোট্যম্বরাণি চ।
হস্ত্যশ্বরথপাদাতং দিব্যরূপং স্বলঙ্কৃতম্ ॥ ৪
দদৌ কন্যাশতং তাসাং দাসীদাসমনুত্তমম্।
হিরণ্যস্য সুবর্ণস্য মুক্তানাং বিদ্রুমস্য চ ॥ ৫

মহতী পুষ্পবৃষ্টি হইল। পরে রাজা জনক, সেইরূপে মন্ত্রপূত জলদ্বারা রামকে স্বীয় তনয়া সীতা প্রদানপূর্ব্বক হর্ষপরিপ্লুত হইয়া লক্ষ্মণকে কহিলেন "লক্ষ্মণ! আইস, তোমার মঙ্গল হউক,—আমি তোমাকে এই উর্ম্মিলা প্রদান করিতেছি, তুমি গ্রহণ কর,—শীঘ্র ইহার পাণি গ্রহণ কর, কাল অতিক্রান্ত না হউক।' মিথিলাপতি ধর্ম্মাত্মা জনক লক্ষ্মণকে সেইরূপ বলিয়া ভরতকে "রঘুনন্দন। হস্তদ্বারা মাণ্ডবীর হস্ত গ্রহণ কর" ইহা বলিয়া শত্রুঘ্নকে বলিলেন "মহাবাহো! শ্রুতকীর্ত্তির হস্ত, হস্তদ্বারা গ্রহণ কর।" পরিশেষে সকলকে কহিলেন, কাকুৎস্থগণ! তোমরা সকলেই শুভদর্শন এবং সকলেই সম্যক্ ব্রহ্মচর্য্যাদি ব্রত আচরণ করিয়াছ; অধুনা সত্বর হইয়া পত্নীদিগের সহিত মিলিত হও।" জনকের বাক্য শ্রবণ করিয়া মহাত্মা রঘুনন্দন চতুষ্টয়, বসিষ্ঠের মতানুসারে সেই চারি রাজকুমারীর হস্ত, হস্তদ্বারা গ্রহণ করিলেন। পরে তাঁহারা, ভার্য্যাদিগের সহিত অগ্নি বেদি, রাজা জনক ও ঋষিদিগকে প্রদক্ষিণ করিয়া শাস্ত্রোক্ত নিয়মানুসারে যথাবিধি বৈবাহিক কার্য্য সমাধা করিলেন। রঘুবর রাজকুমারদিগের বিবাহোদ্দেশে স্বর্গে গন্ধর্ব্বেরা মনোহর গান ও অপ্সরাগণ নৃত্য করিতে লাগিল; এবং মিথিলা নগরীতে অন্তরীক্ষ হইতে অতীব ভাস্বরা মহতী পুষ্পবৃষ্টি হইতে লাগিল এবং দেবদুন্দুভি-নির্ঘোষ ও স্বর্গীয় গীতবাদ্য-শব্দ তথাকার জনগণের শ্রুতিগোচর হইল; ইহা এক অদ্ভুত ব্যাপারের ন্যায় পরিদৃশ্যমান হইল। তূরীশব্দ-সমন্বিত এইরূপ মনোহর সময়ে, সেই মহাতেজস্বী রাজনন্দনেরা তিনবার অগ্নিকে প্রদক্ষিণ করিয়া পত্নী লাভ করিলেন। পরে সেই রঘুনন্দনেরা ভার্য্যাদিগের সহিত শিবিরে গমন করিলেন। রাজা দশরথও ঋষি ও বান্ধবগণের সহিত দেখিতে দেখিতে তাঁহাদিগের অনুগামী হইলেন। ২৫—৪০

চতুঃসপ্ততিতম সর্গ।

পরে রাত্রি প্রভাত হইলে, মহামুনি বিশ্বামিত্র সেই দুই রাজা দশরথ ও জনককে আমন্ত্রণ করিয়া হিমালয় পর্ব্বতে প্রস্থান করিলেন। বিশ্বামিত্র গমন করিলে, রাজা দশরথও মিথিলাধিপতি বৈদেহ জনককে আমন্ত্রণপূর্ব্বক সত্বর হইয়া অযোধ্যাপুরী-গমনে উদ্যত হইলেন। মিথিলাধিপতি বিদেহরাজ জনক, হৃষ্টচিত্তে কন্যাদিগকে এক লক্ষ গো, অনেক উৎকৃষ্ট কম্বল, অনেক ক্ষৌম বস্ত্র, এক কোটী সামান্য বস্ত্র, উত্তম উত্তম বহু দাস, দাসী হিরণ্যনিচয়, বহু সুবর্ণ, অনেক মুক্তা, বহু বিদ্রুম সম্যক্ অলঙ্কৃত হস্তী, অশ্ব ও পদাতি-সমন্বিত দিব্য সৈন্য এবং সেই প্রত্যেককে একশত করিয়া সখী-

দদৌ রাজা সুসংহৃষ্টঃ কন্যাধনমনুত্তমম্।
দত্ত্বা বহুবিধং রাজা সমনুজ্ঞাপ্য পার্থিবম্॥ ৬
প্রবিবেশ স্বনিলয়ং মিথিলাং মিথিলেশ্বরঃ।
রাজাপ্যযোধ্যাধিপতিঃ সহপুত্রৈর্মহাত্মভিঃ॥ ৭
ঋষীন্ সর্বান্ পুরস্কৃত্য জগাম সবলানুগঃ।
গচ্ছন্তং নরব্যাঘ্রং সর্ষিসঙ্ঘং সরাঘবম্॥ ৮
ঘোরাস্তু পক্ষিণো বাচো ব্যাহরন্তি সমন্ততঃ।
ভৌমাশ্চৈব মৃগাঃ সর্বে গচ্ছন্তি স্ম প্রদক্ষিণম্॥ ৯
তান্ দৃষ্ট্বা রাজশার্দূলো বসিষ্ঠং পর্যপৃচ্ছত।
অসৌম্যাঃ পক্ষিণো ঘোরা মৃগাশ্চাপি প্রদক্ষিণাঃ॥ ১০
কিমিদং হৃদয়োৎকম্পি মনো মম বিষীদতি।
রাজ্ঞো দশরথস্যৈতচ্ছ্রুত্বা বাক্যং মহানৃষিঃ॥ ১১
উবাচ মধুরাং বাণীং শ্রূয়তামস্য যৎ ফলম্।
উপস্থিতং ভয়ং ঘোরং দিব্যং পক্ষিমুখাচ্চ্যুতম্॥ ১২
মৃগাঃ প্রশময়ন্ত্যেতে সন্তাপস্ত্যজ্যতাময়ম্।
তেষাং সংবদতাং তত্র বায়ুঃ প্রাদুর্বভূব হ॥ ১৩
কম্পয়ন্মেদিনীং সর্বাং পাতয়ংশ্চ মহাদ্রুমান্।
তমসা সংবৃতঃ সূর্য্যঃ সর্বে নাবেদিষুর্দিশঃ॥ ১৪
ভস্মনা চাবৃতং সর্বং সম্মূঢ়মিব তদ্বলম্।
বসিষ্ঠ ঋষয়শ্চান্যে রাজা চ সসুতস্তদা॥ ১৫
সসংজ্ঞা ইব তত্রাসন্ সর্বমন্যদ্বিচেতনম্।
তস্মিংস্তমসি ঘোরে তু ভস্মচ্ছন্নেব সা চমূঃ॥ ১৬
দদর্শ ভীমসঙ্কাশং জটামণ্ডলধারিণম্।
ভার্গবং জামদগ্ন্যেয়ং রাজা রাজবিমর্দনম্॥ ১৭
কৈলাসমিব দুর্ধর্ষং কালাগ্নিমিব দুঃসহম্।
জ্বলন্তমিব তেজোভির্দুর্নিরীক্ষ্যং পৃথগ্জনৈঃ॥ ১৮
স্কন্ধে চাসজ্য পরশুং ধনুর্বিদ্যুদ্গণোপমম্।
প্রগৃহ্য শরমুগ্রঞ্চ ত্রিপুরঘ্নং যথা শিবম্॥ ১৯
তং দৃষ্ট্বা ভীমসঙ্কাশং জ্বলন্তমিব পাবকম্।
বসিষ্ঠপ্রমুখা বিপ্রা জপহোমপরায়ণাঃ॥ ২০
সঙ্গতা মুনয়ঃ সর্বে সঞ্জজল্পুরথো মিথঃ।
কচ্চিৎ পিতৃবধামর্ষী ক্ষত্রং নোৎসাদয়িষ্যতি॥ ২১
পূর্বং ক্ষত্রবধং কৃত্বা গতমন্যুর্গতজ্বরঃ।
ক্ষত্রস্যোৎসাদনং ভূয়ো ন খল্বস্য চিকীর্ষিতম্॥ ২২
এবমুক্ত্বার্ঘ্যমাদায় ভার্গবং ভীমদর্শনম্।
ঋষয়ো রাম রামেতি মধুরং বাক্যমব্রুবন্॥ ২৩

স্বরূপা কন্যা যৌতুক দিলেন। তিনি, কন্যাদিগকে বহুবিধ যৌতুক দিয়া রাজা দশরথের অনুমতিক্রমে মিথিলাতে স্বীয় ভবনে প্রবেশ করিলেন। অযোধ্যাপতি রাজা দশরথ, মহাত্মা পুত্র, সহচর ও সৈন্যগণের সহিত ঋষিগণ-পুরঃসর অযোধ্যা অভিমুখে প্রস্থান করিলেন। নরবর দশরথের ঋষি ও পুত্রগণের সহিত গমনকালে, চারিদিক্ হইতে পক্ষী সকল ঘোরতর শব্দ এবং মৃগগণ তাঁহাকে প্রদক্ষিণ করিয়া গমন করিতে লাগিল। তাহা দেখিয়া নৃপবর দশরথ বসিষ্ঠকে জিজ্ঞাসা করিলেন—'পক্ষী সকল ভয়ানক শব্দ করিতেছে এবং মৃগসকল আমাকে প্রদক্ষিণ করিয়া যাইতেছে দেখিয়া আমার মন অবসন্ন হইতেছে; এ কি হৃদয়ভয়াবহ ব্যাপার?" মহর্ষি বসিষ্ঠ রাজা দশরথের সেই কথা শুনিয়া তাঁহাকে মধুরবাক্যে বলিলেন—"রাজন্! ইহার যাহা ফল তাহা বলিতেছি, শ্রবণ করুন পক্ষীগণের মুখ নিঃসৃত শব্দ 'উৎকট ঘোরতর ভয় উপস্থিত হইবে' ইহাই জানাইতেছে এবং মৃগগণ প্রদক্ষিণ করিয়া সেই ভয় অপনয়ন করিতেছে; অতএব আপনি এজন্য দুশ্চিন্তা পরিত্যাগ করুন।" তাঁহারা সেইরূপ বলাবলি করিতেছেন, এমত সময়ে তাঁহাদিগের সম্মুখে প্রচণ্ড বায়ু ভূমণ্ডল প্রকম্পিত ও সুবৃহৎ বৃক্ষসকল ভগ্ন করত প্রবাহিত হইতে লাগিল; সূর্য্য অন্ধকারাবৃত হইলেন; সকলেরই দিগ্‌ভ্রম হইল। ১—১৪। তখন, দশরথের সকল সৈন্যগণও ভস্মাবৃত হইয়া অজ্ঞানের ন্যায় হইল। তৎকালে বসিষ্ঠ, অন্যান্য ঋষি ও সপুত্র রাজা দশরথ ইঁহারাই সজ্ঞান ছিলেন, অপর সকলেই অচেতন হইয়াছিল। অধিক কি, সেই ঘোরতর অন্ধকারের সময়ে রাজা দশরথের সেই সৈন্য ভস্মাচ্ছাদিতের ন্যায় প্রতীয়মান হইয়াছিল। পরে, রাজা দশরথ, কৈলাসের ন্যায় দুর্দ্ধর্ষ, কালাগ্নির ন্যায় দুঃসহ, স্বীয় তেজে জাজ্বল্যমান, সামান্য জনের দুর্নিরীক্ষ্য, ক্ষত্রিয়ান্তকারী, জটামণ্ডলধারী ও ভয়ঙ্করাকার ভৃগুনন্দন জামদগ্ন্য পরশুরামকে, স্কন্ধে পরশু এবং হস্তে বিদ্যুৎপুঞ্জসমপ্রভ ধনু ও একটী ভীষণ শর ধারণ করিয়া, ত্রিপুরান্তকর শঙ্করের ন্যায় তদভিমুখে আগমন করিতে দেখিতে পাইলেন। ১৫—১৯। জপহোম পরায়ণ বসিষ্ঠ প্রভৃতি সমস্ত মুনিগণ, সেই [illegible] জাজ্বল্যমান ভয়ঙ্করাকার পরশুরামকে দর্শন[illegible] হইয়া পরস্পর "ইনি পিতৃবধ-জনিত ক্রোধপরবশ হইয়া পুনরায় সমস্ত ক্ষত্রিয় নিধন করিবেন না কি? ইনি ত পূর্ব্বে ক্ষত্রিয় বধ করিয়া বিগতক্রোধ ও নিশ্চিন্ত হইয়াছিলেন; আবার কি ইঁহার ক্ষত্রিয় উৎসাদন করিতে ইচ্ছা হইয়াছে?" এরূপ বলাবলি করিয়া অর্ঘ্য গ্রহণপূর্ব্বক সেই ভীমদর্শন ভার্গবকে 'রাম! রাম!' বলিয়া সম্বোধনান্তে তাহা প্রদান

প্রতিগৃহ্য তু তাং পূজামৃষিদত্তাং প্রতাপবান্ ।
রামং দাশরথিং রামো জামদগ্ন্যোঽভ্যভাষত ॥ ২৪

ইতি বালকাণ্ডে চতুঃসপ্ততিতমঃ সর্গঃ ॥ ৭৪ ॥

পঞ্চসপ্ততিতমঃ সর্গঃ ।

রাম দাশরথে বীর বীর্য্যং তে শ্রূয়তেঽদ্ভুতম্ ।
ধনুষো ভেদনঞ্চৈব নিখিলেন ময়া শ্রুতম্ ॥ ১
তদদ্ভুতমচিন্ত্যঞ্চ ভেদনং ধনুষস্তথা ।
তচ্ছ্রুত্বাহমনুপ্রাপ্তো ধনুর্গৃহ্যাপরং শুভম্ ॥ ২
তদিদং ঘোরসঙ্কাশং জামদগ্ন্যং মহদ্ধনুঃ ।
পূরয়স্ব শরেণৈব স্ববলং দর্শয়স্ব চ ॥ ৩
তদহং তে বলং দৃষ্ট্বা ধনুষোঽপ্যস্য পূরণে ।
দ্বন্দ্বযুদ্ধং প্রদাস্যামি বীর্য্যশ্লাঘ্যমহং তব ॥ ৪
তস্য তদ্বচনং শ্রুত্বা রাজা দশরথস্তদা ।
বিষণ্ণবদনো দীনঃ প্রাঞ্জলির্বাক্যমব্রবীৎ ॥ ৫
ক্ষত্ররোষাৎ প্রশান্তস্ত্বং ব্রাহ্মণশ্চ মহাতপাঃ ।
বালানাং মম পুত্রাণামভয়ং দাতুমর্হসি ॥ ৬
ভার্গবাণাং কুলে জাতঃ স্বাধ্যায়ব্রতশালিনাম্ ।
সহস্রাক্ষে প্রতিজ্ঞায় শস্ত্রং প্রক্ষিপ্তবানসি ॥ ৭
স ত্বং ধর্ম্মপরো ভূত্বা কশ্যপায় বসুন্ধরাম্ ।
দত্ত্বা বনমুপাগম্য মহেন্দ্রকৃতকেতনঃ ॥ ৮
মম সর্ব্ববিনাশায় সম্প্রাপ্তস্ত্বং মহামুনে ।
ন চৈকস্মিন্ হতে রামে সর্ব্বে জীবামহে বয়ম্ ॥ ৯
ব্রুবত্যেবং দশরথে জামদগ্ন্যঃ প্রতাপবান্ ।
অনাদৃত্য তু তদ্বাক্যং রামমেবাভ্যভাষত ॥ ১০
ইমে দ্বে ধনুষী শ্রেষ্ঠে দিব্যে লোকাভিপূজিতে ।
দৃঢ়ে বলবতী মুখ্যে সুকৃতে বিশ্বকর্ম্মণা ॥ ১১
অনুসৃষ্টং সুরৈরেকং ত্র্যম্বকায় যুযুৎসবে ।
ত্রিপুরঘ্নং নরশ্রেষ্ঠ ভগ্নং কাকুৎস্থ যত্ত্বয়া ॥ ১২
ইদং দ্বিতীয়ং দুর্দ্ধর্ষং বিষ্ণোর্দত্তং সুরোত্তমৈঃ ।
তদিদং বৈষ্ণবং রাম ধনুঃ পরপুরঞ্জয়ম্ ॥ ১৩
সমানসারং কাকুৎস্থ রৌদ্রেণ ধনুষা ত্বিদম্ ।
তদা তু দেবতাঃ সর্ব্বাঃ পৃচ্ছন্তি স্ম পিতামহম্ ॥ ১৪
শিতিকণ্ঠস্য বিষ্ণোশ্চ বলাবলনিরীক্ষয়া ।
অভিপ্রায়স্তু বিজ্ঞায় দেবতানাং পিতামহঃ ॥ ১৫
বিরোধং জনয়ামাস তয়োঃ সত্যবতাং বরঃ ।
বিরোধে তু মহাযুদ্ধমভবদ্রোমহর্ষণম্ ॥ ১৬
শিতিকণ্ঠস্য বিষ্ণোশ্চ পরস্পরজয়ৈষিণোঃ

করিলেন। প্রতাপবান্ রাম ঋষিদত্ত অর্ঘ্য গ্রহণ করিয়া দাশরথি রামকে কহিলেন। ২০—২৪।

পঞ্চসপ্ততিতম সর্গ।

"বীর দশরথ-নন্দন রাম! তোমার অদ্ভুত বীর্য্যের কথা এবং হরধনুর্ভঙ্গের বিষয় সমস্তই আমি শুনিয়াছি যেইরূপে সেই ধনু ভগ্ন করা অদ্ভুত ও অচিন্ত্য ব্যাপার, সুতরাং আমি তাহা শুনিয়া অপর একটি ধনু লইয়া এখানে আসিয়াছি; তুমি এই 'মদীয় পিতা জমদগ্নির নিকটে লব্ধ' ভীষণাকার মহাধনু আকর্ষণপূর্ব্বক ইহাতে শর সংযোগ করিয়া স্বীয় বল প্রদর্শন করাও। তুমি এই ধনু আকর্ষণ করিতে পারিলে, আমি তোমার বল জ্ঞাত হইয়া তোমার সহিত বীরগণের প্রশংসনীয় দ্বন্দ্বযুদ্ধে প্রবৃত্ত হইব।" রামের প্রতি পরশুরামের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া, রাজা দশরথ বিষণ্ণবদন ও দীন-চিত্ত হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে তাঁহাকে বলিলেন, "মহামুনে! আপনি স্বাধ্যায়ব্রতসমন্বিত ভার্গবদিগের কুলে উৎপন্ন হইয়াছেন এবং নিজেও মহাতপস্বী ব্রহ্মজ্ঞানী; বিশেষতঃ আপনার ক্ষত্রিয়ের প্রতি যে রোষ সমুদ্ভূত হইয়াছিল, তাহা প্রশমিত হইয়াছে; অতএব আমার বালক পুত্রদিগকে অভয় দান করুন দেবরাজের নিকট প্রতিজ্ঞা করিয়া আপনি শস্ত্র পরিত্যাগ করিয়াছেন এবং কশ্যপকে বসুন্ধরা প্রদান করিয়া তপস্যার জন্য বনে যাইয়া মাহেন্দ্র পর্ব্বতে বাস করিতেছেন; অতএব আপনি ধার্ম্মিক হইয়া কি প্রকারে আমার সর্ব্বস্ব বিনাশ করিবার মানসে এখানে আগমন করিয়াছেন? এক রামের বিনাশে আমরা যে কেহই জীবিত থাকিব না।" ১—৯। রাজা দশরথ ইহা বলিলেও প্রতাপবান্ জামদগ্ন্য পরশুরাম তাঁহার বাক্য উপেক্ষা করিয়া রামকেই পুনরায় বলিলেন, নরশ্রেষ্ঠ! বিশ্বকর্ম্মা, প্রযত্ন-সহকারে সর্ব্বলোকাভিপূজিত, শত্রুদলনসামর্থ্য-সমন্বিত দৃঢ় উৎকৃষ্ট দিব্য দুইটী ধনু নির্ম্মাণ করেন। কাকুৎস্থ! সুরগণ তন্মধ্যে একটী ধনু ত্রিপুরবিনাশার্থ যুদ্ধোদ্যত ত্র্যম্বক মহাদেবকে দিয়াছিলেন; সেই ধনু তুমি ভগ্ন করিয়াছ এবং দেবতারা এই দুর্দ্ধর্ষ দ্বিতীয় ধনুটী বিষ্ণুকে দিয়াছিলেন। রাম! এই পরপুর বিজয়ী বৈষ্ণব ধনু, শৈব ধনুর তুল্য সারবৎ। কাকুৎস্থ! তৎকালে দেবতারা বিষ্ণু ও শিতিকণ্ঠ মহাদেবের শক্তি জানিবার জন্য পিতামহকে তাঁহাদিগের বলাবল জিজ্ঞাসা করেন। সত্যসন্ধ পিতামহ তাঁহাদিগের অভিপ্রায় বুঝিয়া বিষ্ণু ও মহাদেবের মধ্যে বিরোধ ঘটাইয়া দেন। তাঁহাদিগের বিরোধ উপস্থিত হইলে, তাঁহারা পরস্পরকে পরাজয় করিবার অভিলাষে রোমহর্ষণ মহাযুদ্ধ করেন। তখন

তদা তু জৃম্ভিতং শৈবং ধনুর্ভীমপরাক্রমম্॥ ১৭
হুঙ্কারেণ মহাদেবঃ স্তম্ভিতোঽথ ত্রিলোচনঃ।
দেবৈস্তদা সমাগম্য সর্ষিসঙ্ঘৈঃ সচারণৈঃ॥ ১৮
যাচিতৌ প্রশমং তত্র জগ্মতুস্তৌ সুরোত্তমৌ।
জৃম্ভিতং তদ্ধনুর্দৃষ্ট্বা শৈবং বিষ্ণুপরাক্রমৈঃ॥ ১৯
অধিকং মেনিরে বিষ্ণুং দেবাঃ সর্ষিগণাস্তথা।
ধনূ রুদ্রস্তু সংক্রুদ্ধো বিদেহেষু মহাযশাঃ॥ ২০
দেবরাতস্য রাজর্ষের্দদৌ হস্তে সসায়কম্।
ইদঞ্চ বৈষ্ণবং রাম ধনুঃ পরপুরঞ্জয়ম্॥ ২১
ঋচীকে ভার্গবে প্রাদাদ্ বিষ্ণুঃ সন্ন্যাসমুত্তমম্।
ঋচীকস্তু মহাতেজাঃ পুত্রস্যাপ্রতিকর্ম্মণঃ।
পিতুর্মম দদৌ দিব্যং জমদগ্নের্মহাত্মনঃ॥ ২২
ন্যস্তশস্ত্রে পিতরি মে তপোবলসমন্বিতে।
অর্জ্জুনো বিদধে মৃত্যুং প্রাকৃতাং বুদ্ধিমাস্থিতঃ॥ ২৩
বধমপ্রতিরূপন্তু পিতুঃ শ্রুত্বা সুদারুণম্।
ক্ষত্রমুৎসাদয়ং রোষাজ্জাতঞ্জাতমনেকশঃ॥ ২৪
পৃথিবীঞ্চাখিলাং প্রাপ্য কশ্যপায় মহাত্মনে।
যজ্ঞস্যান্তে দদৌ রাম দক্ষিণাং পুণ্যকর্ম্মণে॥ ২৫
দত্ত্বা মহেন্দ্রনিলয়স্তপোবলসমন্বিতঃ।

শ্রুত্বা তু ধনুষো ভেদং ততোঽহং দ্রুতমাগতঃ॥ ২৬
তদিদং বৈষ্ণবং রাম পিতৃপৈতামহং মহৎ।
ক্ষত্রধর্ম্মং পুরস্কৃত্য গৃহ্লীষ ধনুরুত্তমম্॥ ২৭
যোজয়স্ব ধনুঃশ্রেষ্ঠে শরং পরপুরঞ্জয়ম্।
যদি শক্তোঽসি কাকুৎস্থ দ্বন্দ্বং দাস্যামি তে ততঃ॥ ২৮
ইতি বালকাণ্ডে পঞ্চসপ্ততিতমঃ সর্গঃ॥ ৭৫॥

ষট্সপ্ততিতমঃ সর্গঃ।

শ্রুত্বা তু জামদগ্ন্যস্য বাক্যং দাশরথিস্তদা।
গৌরবাদ্যন্ত্রিতকথঃ পিতূ রামমথাব্রবীৎ॥ ১
শ্রুতবানস্মি যৎ কর্ম্ম কৃতবানসি ভার্গব।
অনুরুধ্যামহে ব্রহ্মন্ পিতুরানৃণ্যমাস্থিতঃ॥ ২
বীর্য্যহীনমিবাশক্তং ক্ষত্রধর্ম্মেণ ভার্গব।
অবজানাসি মে তেজঃ পশ্য মেঽদ্য পরাক্রমম্॥ ৩
ইত্যুক্ত্বা রাঘবঃ ক্রুদ্ধো ভার্গবস্য বরায়ুধম্।
শরঞ্চ প্রতিজগ্রাহ হস্তাল্লঘুপরাক্রমঃ॥ ৪
আরোপ্য স ধনূ রামঃ শরং সজ্যং চকার হ।
জামদগ্ন্যং ততো রামং রামঃ ক্রুদ্ধোঽব্রবীদিদম্॥ ৫

বিষ্ণুর হুঙ্কারে ত্রিলোচন মহাদেব, স্তব্ধ হইয়া পড়েন এবং তাহার সেই ভীমপরাক্রম ধনুটীও শিথিল হইয়া পড়ে। পরে দেবতারা ঋষি ও চারণগণের সহিত নিকটে যাইয়া সেই দুই সুরোত্তমকে প্রার্থনা করিয়া প্রশান্ত করেন এবং বিষ্ণুর পরাক্রমে সেই শৈব ধনুকে শ্লথিত হইতে দেখিয়া বিষ্ণুকে সমধিক বলবান্ বোধ করেন। রোষপরবশ মহাযশা ভগবান্ রুদ্র, এই রূপে প্রসন্ন হইয়া বাণের সহিত ধনু বৈদেহ রাজর্ষি দেবরাতের হস্তে সমর্পণ করেন এবং বিষ্ণুও সেই স্বীয় ধনু ন্যাসস্বরূপ ভার্গব ঋচীককে দেন; ইহাই সেই পরপুরাবজয়ী বৈষ্ণব ধনু। মহাতেজস্বী ঋচীক, সেই দিব্য ধনু প্রত্যুপকারের বাসনাবিহীন স্বীয় পুত্র মহাত্মা জমদগ্নিকে প্রদান করেন, তিনি আমার পিতা। ১০—২২। আমার পিতা শস্ত্র পরিত্যাগ করিয়া সর্ব্বদা তপস্যানিরত থাকিতেন। একদা কার্ত্তবীর্য্য অর্জ্জুন, নীচবুদ্ধি অবলম্বন করিয়া তাঁহাকে বধ করে। আমি তাদৃশ সুদারুণ অসঙ্গত পিতৃবধ-সংবাদ-শ্রবণে, ক্রুদ্ধ হইয়া অনেকবার ক্ষত্রিয় জাতি উৎসন্ন করিয়াছি। এমন কি, সদ্যোজাত ও গর্ভস্থ ক্ষত্রিয়-বালক পর্য্যন্ত বিনাশ করিয়াছি। এই-রূপে আমি সমগ্র ভূমণ্ডল অধিকারপূর্ব্বক যজ্ঞ করিয়া তদবসানে মহাত্মা কশ্যপকে সমগ্র পৃথিবী দক্ষিণাস্বরূপ প্রদান করিয়াছি। পৃথিবী-দানান্তে আমি মহেন্দ্রপর্ব্বতে যাইয়া তপোবল-সমন্বিত হইয়া বাস করিতেছি, সম্প্রতি তুমি হরধনু ভঙ্গ করিয়াছ শুনিয়া দ্রুতপদে এখানে আসিয়াছি। রাম! ইহা সেই সুমহৎ বৈষ্ণব ধনু, আমি পৈতৃক বলিয়া লাভ করিয়াছি; ক্ষাত্র ধর্ম্মানুসারে তুমি এই উৎকৃষ্ট ধনু গ্রহণ করত ইহাতে এই পরপুরবিনাশ-সমর্থ বাণ যোজনা কর। কাকুৎস্থ! যদি তাহা করিতে পার, তবে তোমার সহিত আমি দ্বন্দ্বযুদ্ধ করিব।' ২৩—২৮।

ষট্সপ্ততিতম সর্গ।

দাশরথি রাম, জামদগ্ন্য পরশুরামের কথা শুনিয়া গৌরববশতঃ যতবাক্ হইয়া তাঁহাকে বলিলেন, "ভার্গব! তুমি পিতার নিকট অঋণী হইবার জন্য যে কাজ করিয়াছ, তাহা শুনিয়াছি ও সহ্য করিয়াছি; কিন্তু ব্রহ্মন্! তুমি যে আমাকে হীনবীর্য্যের ন্যায় 'ক্ষাত্র ধর্ম্মে অশক্ত' বলিয়া অবজ্ঞা করিতেছ, তাহা অসহ্য; এক্ষণে তুমি আমার তেজ এবং পরাক্রম দেখ।" রঘুনন্দন রাম এই বলিয়া সক্রোধে ভৃগুনন্দন পরশু-রামের হস্ত হইতে, সেই শ্রেষ্ঠ ধনু ও শর অল্প বলেই গ্রহণ করিলেন এবং তাহাতে জ্যা আরোপণপূর্ব্বক সেই শর সন্ধান করিয়া ক্রোধভরে জামদগ্ন্য রামকে বলিলেন

ব্রাহ্মণোঽসীতি পূজ্যো মে বিশ্বামিত্রকৃতেন চ ।
তস্মাচ্ছক্তো ন তে রাম মোক্তুং প্রাণহরং শরম্ ॥ ৬
ইমাং বা ত্বদ্গতিং রাম তপোবলসমন্বিতাম্ ।
লোকানপ্রতিমান্ বাপি হনিষ্যামীতি মে মতিঃ ॥ ৭
ন হ্যয়ং বৈষ্ণবো দিব্যঃ শরঃ পরপুরঞ্জয়ঃ ।
মোঘঃ পততি বীর্য্যেণ বলদর্পবিনাশনঃ ॥ ৮
বরায়ুধধরং রামং দ্রষ্টুং সর্ষিগণাঃ সুরাঃ ।
পিতামহং পুরস্কৃত্য সমেতাস্তত্র সর্ব্বশঃ ॥ ৯
[গন্ধর্ব্বাপ্সরসশ্চৈব সিদ্ধচারণকিন্নরাঃ ।
যক্ষরাক্ষসনাগাশ্চ তদ্দ্রষ্টুং মহদদ্ভুতম্ ॥ ১০
জড়ীকৃতে তদা লোকে রামে বরধনুর্দ্ধরে ।
নির্ব্বীর্য্যো জামদগ্ন্যোঽসৌ রামো রামমুদৈক্ষত ॥ ১১
তেজোভির্গতবীর্য্যত্বাজ্জামদগ্ন্যো জড়ীকৃতঃ ।
রামং কমলপত্রাক্ষং মন্দং মন্দমুবাচ হ ॥ ১২
কশ্যপায় ময়া দত্তা যদা পূর্ব্বং বসুন্ধরা ।
বিষয়ে মে ন বস্তব্যমিতি মাং কশ্যপোঽব্রবীৎ ॥ ১৩
সোঽহং গুরুবচঃ কুর্ব্বন্ পৃথিব্যাং ন বসে নিশাম্ ।
তদা প্রভৃতি কাকুৎস্থ কৃতা মে কশ্যপস্য হ ॥ ১৪
তামিমাং মদ্গতিং বীর হন্তুং নার্হসি রাঘব ।
মনোজবং গমিষ্যামি মহেন্দ্রং পর্ব্বতোত্তমম্ ॥ ১৫
লোকাস্ত্বপ্রতিমা রাম নির্জ্জিতাস্তপসা ময়া ।
জহি তাঞ্ছরমুখ্যেন মা ভূৎ কালস্য পর্য্যয়ঃ ॥ ১৬
অক্ষয্যং মধুহন্তারং জানামি ত্বাং সুরেশ্বরম্ ।
ধনুষোঽস্য পরামর্শাৎ স্বস্তি তেঽস্তু পরন্তপ ॥ ১৭
এতে সুরগণাঃ সর্ব্বে নিরীক্ষন্তে সমাগতাঃ ।
ত্বামপ্রতিমকর্ম্মাণমপ্রতিদ্বন্দ্বমাহবে ॥ ১৮
ন চেয়ং মম কাকুৎস্থ ব্রীড়া ভবিতুমর্হতি ।
ত্বয়া ত্রৈলোক্যনাথেন যদহং বিমুখীকৃতঃ ॥ ১৯
শরমপ্রতিমং রাম মোক্তুমর্হসি সুব্রত ।
শরমোক্ষে গমিষ্যামি মহেন্দ্রং পর্ব্বতোত্তমম্ ॥ ২০
তথা ব্রুবতি রামে তু জামদগ্ন্যে প্রতাপবান্ ।
রামো দাশরথিঃ শ্রীমান্ চিক্ষেপ শরমুত্তমম্ ॥ ২১
স হতান্ দৃশ্য রামেণ স্বান্ লোকান্ তপসার্জ্জিতান্ ।
জামদগ্ন্যো জগামাশু মহেন্দ্রং পর্ব্বতোত্তমম্ ॥ ২২
ততো বিতিমিরাঃ সর্ব্বা দিশশ্চোপদিশস্তথা ।
সুরাঃ সর্ষিগণা রামং প্রশশংসুরুদায়ুধম্ ॥ ২৩

"রাম! একেত তুমি ব্রাহ্মণ, তাহে আবার বিশ্বামিত্রের ভগিনীর পৌত্র, সুতরাং আমার পূজনীয়;—এজন্য তোমার প্রাণবিনাশকর শর ত্যাগ করিতে পারিনা; অতএব আমার এইরূপ বাসনা হইতেছে যে, তোমার গতিশক্তি কিংবা তোমার স্বকর্ম্মার্জ্জিত অপ্রতিম লোকসকল বিনাশ করি। কারণ বীর্য্যদ্বারা পরবলদর্প-বিনাশকারী ও পরপুরবিজয়ী এই দিব্য বৈষ্ণব শর কখনও ব্যর্থ হয় না।" ১—৮। সেই সময়ে দেবতারা ঋষিগণের সহিত পিতামহ ব্রহ্মাকে অগ্রে করিয়া, সেই বরায়ুধধারী দশরথ-নন্দন রামকে দর্শনার্থ তথায় আগমন করিলেন এবং গন্ধর্ব্ব, অপ্সরা, সিদ্ধ, চারণ, যক্ষ, রাক্ষস ও নাগেরাও সেই পরমাদ্ভুত ব্যাপার দেখিতে তথায় আসিলেন। পরে সেই শ্রেষ্ঠধনুর্দ্ধারী দাশরথি রাম, পরশুরামের তেজ হরণ করিয়া তাঁহাকে জড়ীভূত করিলেন। তখন বিষ্ণুতেজ এবং বীর্য্যবিগত হওয়ায়, সেই জড়ীভূত জামদগ্ন্য রাম, নির্ব্বীর্য্য হইয়া কিয়ৎকাল কেবল সেই কমলপত্রাক্ষ দাশরথি রামকেই অবলোকন করিতে লাগিলেন। পরে তাঁহাকে ধীরে ধীরে কহিলেন, কাকুৎস্থ! যখন আমি কশ্যপকে বসুন্ধরা প্রদান করিয়াছিলাম, তখনই আমার গুরু সেই কশ্যপ আমাকে বলিয়াছিলেন, 'আমার রাজ্যে বাস করিও না।' কাকুৎস্থ! আমি যে অবধি গুরু কশ্যপকে বসুন্ধরা প্রদান করিয়াছি, তদবধি তাঁহার বাক্যানুসারে কখন এই পৃথিবীতে নিশা অতিবাহন করি না, সুতরাং আমাকে মনের ন্যায় দ্রুতগমনে মহেন্দ্রপর্ব্বতে যাইতে হইবে; অতএব আমার গতিশক্তি বিনাশ করিবেন না।৯—১৫। শৌর্য্যসম্পন্ন রঘুনন্দন রাম! আমি তপস্যাদ্বারা যে সকল অপ্রতিম লোক অর্জ্জন করিয়াছি, তৎসমুদায় ঐ দিব্যবাণ দ্বারা শীঘ্র নিহত করুন, যেন কাল অতিক্রান্ত না হয়। পরন্তপ! আপনি এই ধনু গ্রহণ ও আকর্ষণ করাতে আমি বুঝিলাম যে, আপনি অক্ষয় মধুহন্তা সুরেশ্বর বিষ্ণু; আপনার মঙ্গল হউক। কাকুৎস্থ! আপনি ত্রৈলোক্যের অধীশ্বর এবং যুদ্ধে অপ্রতিমকর্ম্মা,—কেহই আপনার সহিত স্থির হইয়া যুদ্ধ করিতে পারে না; ঐ দেখুন, ঐ সুরগণ আপনাকে দর্শন করিবার জন্য সমাগত হইয়াছেন; অতএব আপনি আমাকে বিমুখ করায় আমার লজ্জা হইতে পারে না। সুব্রত রাম! সম্প্রতি আপনি ঐ অপ্রতিম শর ত্যাগ করুন; আপনি ঐ শর ত্যাগ করিলে, আমি মহেন্দ্রপর্ব্বতে যাইব।" ১৬—২০। জামদগ্ন্য রাম সেইরূপ বলিলে, শ্রীমান্ প্রতাপবান্ দশরথনন্দন রাম সেই দিব্য শর ক্ষেপণ করিলেন। তখন প্রভু জামদগ্ন্য রামও স্বীয় তপোর্জ্জিত স্বর্গলোক সকল দাশরথি রামকর্তৃক নিহত দেখিয়া শীঘ্র মহেন্দ্র পর্ব্বতে গমন করিলেন; তিনি দাশরথি রাম কর্তৃক নমস্কৃত হইয়া

রামং দাশরথিং রামো জামদগ্ন্যঃ প্রপূজিতঃ।
ততঃ প্রদক্ষিণীকৃত্য জগামাত্মগতিং প্রভুঃ॥ ২৪
ইতি বালকাণ্ডে ষট্সপ্ততিতমঃ সর্গঃ॥ ৭৬॥

তাঁহাকে প্রদক্ষিণপূর্ব্বক স্বস্থানে গমন করিলেন। অনন্তর দিক্ ও বিদিক্ সকল অন্ধকারবিহীন হইল এবং দেবগণ, ঋষিগণের সহিত সেই ধনুর্দ্ধারী দাশরথি রামকে প্রশংসা করিতে লাগিলেন। ২১—২৪।

সপ্তসপ্ততিতম সর্গঃ।

গতে রামে প্রশান্তাত্মা রামো দাশরথির্ধনুঃ।
বরুণায়াপ্রমেয়ায় দদৌ হস্তে মহাযশাঃ॥ ১
অভিবাদ্য ততো রামো বসিষ্ঠপ্রমুখানৃষীন্।
পিতরং বিকলং দৃষ্ট্বা প্রোবাচ রঘুনন্দনঃ॥ ২
জামদগ্ন্যো গতো রামঃ প্রযাতু চতুরঙ্গিণী।
অযোধ্যাভিমুখী সেনা ত্বয়া নাথেন পালিতা॥ ৩
রামস্য বচনং শ্রুত্বা রাজা দশরথঃ সুতম্।
বাহুভ্যাং সম্পরিষ্বজ্য মূর্দ্ধ্ন্যাঘ্রায় রাঘবম্॥ ৪
গতো রাম ইতি শ্রুত্বা হৃষ্টঃ প্রমুদিতো নৃপঃ।
পুনর্জাতং তদা মেনে পুত্রমাত্মানমেব চ॥ ৫
চোদয়ামাস তাং সেনাং জগামাশু ততঃ পুরীম্।
পতাকাধ্বজিনীং রম্যাং তূর্য্যোদ্ঘুষ্টনিনাদিতাম্॥ ৬
সিক্তরাজপথারম্যাং প্রকীর্ণকুসুমোৎকরাম্।
রাজপ্রবেশসুমুখৈঃ পৌরৈর্মঙ্গলপাণিভিঃ॥ ৭
সম্পূর্ণাং প্রাবিশদ্রাজা জনৌঘৈঃ সমলঙ্কৃতাম্।
পৌরৈঃ প্রত্যুদ্গতো দূরং দ্বিজৈশ্চ পুরবাসিভিঃ॥ ৮
পুত্রৈরনুগতঃ শ্রীমান্ শ্রীমদ্ভিশ্চ মহাযশাঃ।
প্রবিবেশ গৃহং রাজা হিমবৎসদৃশং প্রিয়ম্॥ ৯
ননন্দ স্বজনৈ রাজা গৃহে কামৈঃ সুপূজিতঃ।
কৌশল্যা চ সুমিত্রা চ কৈকেয়ী চ সুমধ্যমা॥ ১০
বধূপ্রতিগ্রহে যুক্তা যাশ্চান্যা রাজযোষিতঃ।
ততঃ সীতাং মহাভাগামূর্ম্মিলাঞ্চ যশস্বিনীম্॥ ১১
কুশধ্বজসুতে চোভে জগৃহুর্নৃপযোষিতঃ।
মঙ্গলালাপনৈর্হোমৈঃ শোভিতাঃ ক্ষৌমবাসসঃ॥ ১২
দেবতায়তনান্যাশু সর্ব্বাস্তাঃ প্রত্যপূজয়ন্।
অভিবাদ্যাভিবাদ্যাংশ্চ সর্ব্বা রাজসুতাস্তদা॥ ১৩
রেমিরে মুদিতাঃ সর্ব্বা ভর্ত্তৃভিঃ সহিতা রহঃ।
কৃতদারাঃ কৃতাস্ত্রাশ্চ সধনাঃ সসুহৃজ্জনাঃ॥ ১৪
শুশ্রূষমাণাঃ পিতরং বর্ত্তয়ন্তি নরর্ষভাঃ।
কস্যচিত্ত্বথ কালস্য রাজা দশরথঃ সুতম্॥ ১৫

জামদগ্ন্য রাম প্রস্থান করিলে, মহাযশস্বী দাশরথি রাম প্রশান্তচিত্ত হইয়া অপ্রমেয় বরুণদেবকে সেই ধনু প্রদান করিলেন। পরে রঘুনন্দন রাম বসিষ্ঠ-প্রভৃতি ঋষিদিগকে অভিবাদনপূর্ব্বক পিতাকে বিকল দেখিয়া বলিলেন, "পিতঃ! জামদগ্ন্য রাম গমন করিয়াছেন; সম্প্রতি আপনার এই চতুরঙ্গিণী সেনা আপনাকর্ত্তৃক পালিতা হইয়া অযোধ্যার অভিমুখে গমন করুক।" রাজা দশরথ স্বীয় পুত্র রঘুনন্দন রামের কথা শুনিয়া তাঁহাকে আলিঙ্গনপূর্ব্বক তাঁহার মস্তক আঘ্রাণ করিলেন এবং 'জামদগ্ন্য রাম গিয়াছেন, ইহা শুনিয়া হৃষ্ট ও পুলকিত হইলেন ও তৎকালে আপনাকে ও পুত্রকে পুনর্জ্জাত বোধ করিলেন। ১—৫। পরে তিনি সেই সেনাকে যাইতে আদেশ দিলেন; সৈন্যগণও শীঘ্র অযোধ্যায় যাইয়া উপস্থিত হইল। সেই সময়ে সেই রমণীয় অযোধ্যা নগরী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ও বৃহৎ বৃহৎ পতাকাসমূহে সুশোভিতা, হস্তদ্বারা মাঙ্গল্য-দ্রব্যধারী রাজদর্শনেচ্ছু পৌর ব্যক্তিসমূহে পরিব্যাপ্তা এবং স্থানান্তর হইতে সমাগত জনসমূহে সম্যক্ অলঙ্কৃতা ছিল; তাহার রাজপথ সকল জলসিক্ত ও রাশি রাশি কুসুমে সমাকীর্ণ ছিল এবং সেই নগরীর সর্ব্বত্রই তূর্য্য প্রভৃতি বাদ্যযন্ত্র সকল বাদিত হইতেছিল। শ্রীমান্ মহাযশস্বী রাজা দশরথ, অনুগামী শ্রীমান্ পুত্রদিগের সহিত সেই পুরীতে প্রবেশ করিলেন। তৎকালে পুরবাসী দ্বিজগণ ও অন্যান্য পৌর-ব্যক্তিরা বহুদূর হইতে তাঁহার প্রত্যুদ্গমন করিলেন। পরে রাজা দশরথ হিমালয়সমান উচ্চ স্বকীয় অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন। ৬—৯। পরে তথায় স্বজনকর্ত্তৃক নানাবিধ কাম্যবস্তু দ্বারা পূজিত হইয়া প্রীত হইলেন। তখন কৌশল্যা, সুমিত্রা, কৈকেয়ী ও অন্যান্য রাজমহিষীরা ক্ষৌমবাস পরিধান-পূর্ব্বক, হোমচিহ্নে ভূষিতা হইয়া মহাভাগা যশস্বিনী সীতা, ঊর্ম্মিলা ও সেই দুই কুশধ্বজতনয়াকে মঙ্গল আলাপনপূর্ব্বক গ্রহণ করিলেন। সেই রাজকুমারীরাও অভিবাদ্যদিগকে অভিবাদন করিয়া শীঘ্র সমস্ত দেবালয়ে পূজা করিলেন এবং পতিগণের সহিত প্রমোদসহকারে একান্তে রমণ করিতে লাগিলেন এবং সেই সকল কৃতজ্ঞ কৃতদার নরবর রাজ-নন্দনেরাও পিতার শুশ্রূষা করত সুহৃদ্গণের সহিত কালযাপন করিতে লাগিলেন। কিছুকাল পরে রঘু-

ভরতং কেকয়ীপুত্রমব্রবীদ্রঘুনন্দনঃ।
অয়ং কৈকয়রাজস্য পুত্রো বসতি পুত্রক॥ ১৬
ত্বাং নেতুমাগতো বীরো যুধাজিন্মাতুলস্তব।
শ্রুত্বা দশরথস্যৈতদ্ভরতঃ কৈকয়ীসুতঃ॥ ১৭
গমনায়াভিচক্রাম শত্রুঘ্নসহিতস্তদা।
আপৃচ্ছ্য পিতরং শূরো রামং চাক্লিষ্টকারিণম্॥
মাতৄশ্চাপি নরশ্রেষ্ঠঃ শত্রুঘ্নসহিতো যযৌ।
যুধাজিৎ প্রাপ্য ভরতং সশত্রুঘ্নং প্রহর্ষিতঃ॥ ১৯
স্বপুরং প্রাবিশদ্বীরঃ পিতা তস্য তুতোষ হ।
গতে চ ভরতে রামো লক্ষ্মণশ্চ মহাবলঃ॥ ২০
পিতরং দেবসঙ্কাশং পূজয়ামাসতুস্তদা।
পিতুরাজ্ঞাং পুরস্কৃত্য পৌরকার্য্যাণি সর্ব্বশঃ॥ ২১
চকার রামঃ সর্ব্বাণি প্রিয়াণি চ হিতানি চ।
মাতৃভ্যো মাতৃকার্য্যাণি কৃত্বা পরমযন্ত্রিতঃ॥ ২২
গুরূণাং গুরুকার্য্যাণি কালে কালেঽন্ববৈক্ষত।
এবং দশরথঃ প্রীতো ব্রাহ্মণা নৈগমাস্তথা॥ ২৩
রামস্য শীলবৃত্তেন সর্ব্বে বিষয়বাসিনঃ।
তেষামতিযশা লোকে রামঃ সত্যপরাক্রমঃ॥ ২৪
স্বয়ম্ভুরিব ভূতানাং বভূব গুণবত্তরঃ।
রামশ্চ সীতয়া সার্দ্ধং বিজহার বহূনৃতূন্॥ ২৫
মনস্বী তদ্গতমনাস্তস্যা হৃদি সমর্পিতঃ।
প্রিয়া তু সীতা রামস্য দারাঃ পিতৃকৃতা ইতি॥ ২৬
গুণাদ্রূপগুণাচ্চাপি প্রীতির্ভূয়ো বিবর্দ্ধতে।
তস্যাশ্চ ভর্ত্তা দ্বিগুণং হৃদয়ে পরিবর্ত্ততে॥ ২৭
অন্তর্গতমপি ব্যক্তমাখ্যাতি হৃদয়ং হৃদা।
তস্য ভূয়ো বিশেষেণ মৈথিলী জনকাত্মজা।
দেবতাভিঃ সমা রূপে সীতা শ্রীরিব রূপিণী॥ ২৮
তয়া স রাজর্ষিসুতোঽভিকাময়া
সমেয়িবানুত্তমরাজকন্যয়া।
অতীব রামঃ শুশুভে মুদান্বিতো
বিভুঃ শ্রিয়া বিষ্ণুরিবামরেশ্বরঃ॥ ২৯
ইতি বালকাণ্ডে সপ্তসপ্ততিতমঃ সর্গঃ॥ ৭৭॥

নন্দন রাজা দশরথ, কৈকেয়ীপুত্র ভরতকে কহিলেন, "পুত্র! এই তোমার মাতুল কেকয়রাজপুত্র বীর্য্যবান্ যুধাজিৎ তোমাকে লইয়া যাইতে আসিয়াছেন।" কৈকেয়ীপুত্র ভরত, রাজা দশরথের তাদৃশ কথা শুনিয়া তখনই শত্রুঘ্নের সহিত তথায় যাইতে উদ্যোগ করিলেন। সেই শৌর্য্যসম্পন্ন ভরত নরশ্রেষ্ঠ পিতা দশরথ, মাতৃগণ ও অক্লিষ্টকর্ম্মা জ্যেষ্ঠভ্রাতা রামকে আমন্ত্রণ করিয়া শত্রুঘ্নের সহিত তথায় গমন করিলেন। বীর্য্যসম্পন্ন যুধাজিৎ ভরত ও শত্রুঘ্নকে লইয়া সানন্দচিত্তে স্বীয় নগরে প্রবেশ করিলে, তাঁহার পিতাও পরম সন্তোষ লাভ করিলেন। এদিকে ভরত গমন করিলে,মহাবল রাম ও লক্ষ্মণ,দেবতুল্য পিতা দশরথকে পূজা করিতে লাগিলেন। রাম বেদাদি মর্য্যাদার অতীব অনুবর্ত্তী হইয়া পিতার আজ্ঞানুসারে পৌরদিগের প্রিয় ও হিতজনক কার্য্যসকল সম্পাদন করত সময়ে সময়ে মাতৃকার্য্য ও গুরুকার্য্য নির্ব্বাহ করিতে লাগিলেন। রামের সেইরূপ স্বভাবে ব্রাহ্মণগণ ও বণিক্ সকল অতিশয় প্রীত হইলেন; অধিক কি, রাম তদ্দেশনিবাসী সকলেরই প্রীতিভাজন হইলেন। সেই অতিযশস্বী, সত্যপরাক্রমশালী রাম, যেমন ব্রহ্মা সকল প্রাণী হইতে সমধিক গুণশালী, সেইরূপ সকল ভ্রাতা হইতে সমধিক গুণবান্ হইলেন। সেই মনস্বী রাম সতত সীতার হৃদয়মন্দিরে বিরাজমান ও সীতাগতপ্রাণ হইয়া তাঁহার সহিত দ্বাদশবর্ষকাল বিহার করিলেন। একে ত সীতা 'পিতৃকৃত পত্নী' বলিয়াই রামের অতি প্রিয়তমা ছিলেন, তাহে আবার তাঁহার রূপ ও গুণে রামের প্রতি তাঁহার প্রীতি দিন দিন বর্দ্ধিতা হইতে লাগিল এবং মূর্ত্তিমতী লক্ষ্মীস্বরূপা, দেবতার ন্যায় অলৌকিক রূপলাবণ্যবতী জনকাত্মজা সীতা স্বীয় হৃদয়ে শ্রীরামের হৃদয়াভিপ্রায় বিশেষরূপে জানিতে পারিতেন বলিয়া বোধ হইত যেন তাঁহার হৃদয়ে পতির রূপ ও গুণ হইতে পতি দ্বিগুণতররূপে বিরাজ করিতেছেন। রাজর্ষি দশরথের পুত্র রাম সেই মনোমুগ্ধকারিণী, অলৌকিক-রূপগুণশালিনী রাজকুমারী সীতার সহিত মিলিত হইয়া অতীব প্রমোদান্বিত হইলেন এবং লক্ষ্মীর সহিত মিলিত অমরেশ্বর বিভু বিষ্ণুর ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। ১০—২৯।

বালকাণ্ডং সম্পূর্ণম্।

রামায়ণম্।

অযোধ্যাকাণ্ডম্।

প্রথমঃ সর্গঃ।

গচ্ছতা মাতুলকুলং ভরতেন তদানঘঃ।
শত্রুঘ্নো নিত্যশত্রুঘ্নো নীতঃ প্রীতিপুরস্কৃতঃ॥ ১
স তত্র ন্যবসদ্ ভ্রাতা সহ সৎকারসৎকৃতঃ।
মাতুলেনাশ্বপতিনা পুত্রস্নেহেন লালিতঃ॥ ২
তত্রাপি নিবসন্তৌ তৌ তর্প্যমাণৌ চ কামতঃ।
ভ্রাতরৌ স্মরতাং বীরৌ বৃদ্ধং দশরথং নৃপম্॥ ৩
রাজাপি তৌ মহাতেজাঃ সস্মার প্রোষিতৌ সুতৌ।
উভৌ ভরতশত্রুঘ্নৌ মহেন্দ্রবরুণোপমৌ॥ ৪
সর্ব্ব এব তু তস্যেষ্টাশ্চত্বারঃ পুরুষর্ষভাঃ।
স্বশরীরাদ্বিনির্বৃত্তাশ্চত্বার ইব বাহবঃ॥ ৫
তেষামপি মহাতেজা রামো রতিকরঃ পিতুঃ।
স্বয়ম্ভূরিব ভূতানাং বভূব গুণবত্তরঃ॥ ৬
স হি দেবৈরুদীর্ণস্য রাবণস্য বধার্থিভিঃ।
অর্থিতো মানুষে লোকে জজ্ঞে বিষ্ণুঃ সনাতনঃ॥ ৭
কৌসল্যা শুশুভে তেন পুত্রেণামিততেজসা।
যথা বরেণ দেবানামদিতির্ব্বজ্রপাণিনা॥ ৮
স হি রূপোপপন্নশ্চ বীর্য্যবাননসূয়কঃ।
ভূমাবনুপমঃ সূনুর্গুণৈর্দ্দশরথোপমঃ॥ ৯
স চ নিত্যং প্রশান্তাত্মা মৃদুপূর্ব্বং চ ভাষতে।
উচ্যমানোঽপি পরুষং নোত্তরং প্রতিপদ্যতে॥ ১০
কদাচিদুপকারেণ কৃতেনৈকেন তুষ্যতি।
ন স্মরত্যপকারাণাং শতমপ্যাত্মবত্তয়া॥ ১১
শীলবৃদ্ধৈর্জ্ঞানবৃদ্ধৈর্ব্বয়োবৃদ্ধৈশ্চ সজ্জনৈঃ।

১।

প্রথম সর্গ।

ভরত মাতুলালয়ে গমনকালে, কামদ্বেষাদি-নিত্য-শত্রুজিৎ পবিত্রাত্মা ভ্রাতৃবৎসল শত্রুঘ্নকে প্রণয়বশতঃ অগ্রবর্ত্তী করিয়া লইয়া যান। পরে তিনি মাতুলালয়ে যাইয়া মাতুল অশ্বপতিকর্ত্তৃক ভ্রাতার সহিত তুল্য-সৎকারে সৎকৃত ও পুত্রবৎ স্নেহসহকারে পালিত হইয়া বাস করিতে লাগিলেন। তাঁহারা মাতুলালয়ে সমুদয় অভীষ্ট বিষয়লাভে সন্তুষ্ট হইলেও সেই দুই বীর্য্যসম্পন্ন [illegible]গ অনবরত বৃদ্ধ পিতা দশরথকে স্মরণ করিতেন; তেজস্বী রাজা দশরথও অনবরত বাসব ও বরুণসদৃশ [illegible]শয় পুত্রদ্বয় ভরত ও শত্রুঘ্নকে স্মরণ করিতেন; [illegible]মা, যেরূপ চতুর্ভুজ পুরুষের শরীর হইতে বহির্গত [illegible]টী বাহুই প্রিয় হইয়া থাকে, তদ্রূপ তাঁহার সেই [illegible]টী পুরুষশ্রেষ্ঠ পুত্র সকলেই ছিলেন; পরন্তু [illegible] ব্রহ্মার ন্যায় সর্ব্বপ্রাণী অপেক্ষা সমধিক গুণশালী বলিয়া মহাতেজা রাম তাঁহার সকল পুত্রাপেক্ষা সমধিক স্নেহাস্পদ ছিলেন। তাঁহার এইরূপ গুণশালী হইবার কারণ সেই রাম সনাতন বিষ্ণু. দর্পোদ্ধত রাবণের সংহারেচ্ছু দেবগণের প্রার্থনানুসারেই ভূমণ্ডলে জন্ম-গ্রহণ করেন; এজন্য কৌশল্যা দেবীও সেই অমিত. তেজস্বী পুত্রের দ্বারা অদিতি দেবী যেমন স্বীয় পুত্র বজ্র-পাণি দেবরাজের দ্বারা শোভা পাইয়াছেন, সেইরূপ শোভা প্রাপ্ত হন। ১—৮। পরমরূপবান্ বীর্য্যশালী রাম গুণে দশরথের তুল্য ছিলেন; তিনি কখন কাহারও অসূয়া করিতেন না; পৃথিবীতে তাঁহার উপমার স্থান ছিল না; তিনি সতত প্রশান্তচিত্ত ছিলেন,—সর্ব্বদা বিনীতভাবে কথা কহিতেন; এমন কি, কেহ তাঁহাকে পরুষ বাক্য বলিলে, তাহার প্রত্যুত্তর দিতেন না। তিনি এরূপ বিশুদ্ধাত্মা ছিলেন যে, কেহ যদি কখন তাঁহার কিঞ্চিৎ উপকার করিত, তাহাতেই পরম পরি-তুষ্ট হইতেন, কিন্তু শত শত অপকার করিলেও তাহা মনে করিতেন না। তিনি অস্ত্রশিক্ষাকালে পরিশ্রমের

কথয়ন্নপি বৈ নিত্যমস্ত্রযোগ্যান্তরেষ্বপি ॥ ১২
বুদ্ধিমান্ মধুরাভাষী পূর্ব্বভাষী প্রিয়ংবদঃ।
বীর্য্যবান্ন চ বীর্য্যেণ মহতা স্বেন বিস্মিতঃ ॥ ১৩
ন চানৃতকথো বিদ্বান্ বৃদ্ধানাং প্রতিপূজকঃ।
অনুরক্তঃ প্রজাভিশ্চ প্রজাশ্চাপ্যনুরজ্যতে ॥ ১৪
সানুক্রোশো জিতক্রোধো ব্রাহ্মণপ্রতিপূজকঃ।
দীনানুকম্পী ধর্ম্মজ্ঞো নিত্যং প্রগ্রহবান্ শুচিঃ ॥ ১৫
কুলোচিতমতিঃ ক্ষাত্রং স্বধর্ম্মং বহু মন্যতে।
মন্যতে পরয়া কীর্ত্ত্যা মহৎ স্বর্গফলং ততঃ ॥ ১৬
নাশ্রেয়সি রতো যশ্চ ন বিরুদ্ধকথারুচিঃ।
উত্তরোত্তরযুক্তীনাং বক্তা বাচস্পতির্যথা ॥ ১৭
অরোগস্তরুণো বাগ্মী বপুষ্মান্ দেশকালবিৎ।
লোকে পুরুষসারজ্ঞঃ সাধুরেকো বিনির্ম্মিতঃ ॥ ১৮
স তু শ্রেষ্ঠৈর্গুণৈর্যুক্তঃ প্রজানাং পার্থিবাত্মজঃ।
বহিশ্চর ইব প্রাণো বভূব গুণতঃ প্রিয়ঃ ॥ ১৯
সর্ব্ববিদ্যাব্রতস্নাতো যথাবৎ সাঙ্গবেদবিৎ।
ইম্বস্ত্রে চ পিতুঃ শ্রেষ্ঠো বভূব ভরতাগ্রজঃ ॥ ২০
কল্যাণাভিজনঃ সাধুরদীনঃ সত্যবাগৃজুঃ।
বৃদ্ধৈরভিবিনীতশ্চ দ্বিজৈর্ধর্ম্মার্থদর্শিভিঃ ॥ ২১
ধর্ম্মকামার্থতত্ত্বজ্ঞঃ স্মৃতিমান্ প্রতিভানবান্।
লৌকিকে সময়াচারে কৃতকল্পো বিশারদঃ ॥ ২২
নিভৃতঃ সংবৃতাকারো গুপ্তমন্ত্রঃ সহায়বান্।
অমোঘক্রোধহর্ষশ্চ ত্যাগসংযমকালবিৎ ॥ ২৩
দৃঢ়ভক্তিঃ স্থিরপ্রজ্ঞো নাসদ্গ্রাহী ন দুর্ব্বচঃ।
নিস্তন্দ্রীরপ্রমত্তশ্চ স্বদোষপরদোষবিৎ ॥ ২৪
শাস্ত্রজ্ঞশ্চ কৃতজ্ঞশ্চ পুরুষান্তরকোবিদঃ।
যঃ প্রগ্রহানুগ্রহয়োর্যথান্যায়ং বিচক্ষণঃ ॥ ২৫
সৎসংগ্রহানুগ্রহণে স্থানবিন্নিগ্রহস্য চ।
আয়কর্ম্মণ্যুপায়জ্ঞঃ সন্দৃষ্টব্যয়কর্ম্মবিৎ ॥ ২৬
শ্রৈষ্ঠ্যং শাস্ত্রসমূহেষু প্রাপ্তো ব্যামিশ্রকেষু চ।
অর্থধর্ম্মৌ চ সংগৃহ্য সুখতন্ত্রো ন চালসঃ ॥ ২৭

সময়েও বয়োবৃদ্ধ ও জ্ঞানবৃদ্ধ সৎস্বভাব-সম্পন্ন সজ্জনগণের সহিত শিষ্টালাপ করিতেন; তিনি বুদ্ধিমান্ ও প্রিয়বাদী ছিলেন; তিনি অগ্রেই মধুরবাক্যে সম্ভাষণ করিতেন; তিনি অতিশয় বীর্য্যবান্ ছিলেন, তথাপি স্বীয় বীর্য্যে গর্ব্বিত ছিলেন না; তিনি অতীব বিদ্বান্ ছিলেন; তিনি বৃদ্ধদিগের সম্মান করিতেন; তিনি প্রজাদিগের প্রতি অনুরক্ত ছিলেন, প্রজাগণও তাঁহার অতি অনুরক্ত ছিল; তিনি মিথ্যা কথা বলিতেন না; তিনি সকলেরই প্রতি দয়া করিতেন, বিশেষতঃ দীনের প্রতি সমধিক দয়াবান্ ছিলেন। তিনি জিতেন্দ্রিয় ও অতি ধার্ম্মিক ছিলেন; সর্ব্বদাই শুচি থাকিতেন; এবং ব্রাহ্মণদিগকে বিশেষ মান্য করিতেন। ৯—১৫। তিনি কুলোচিত মতি অবলম্বন করিয়া ক্ষাত্র ধর্ম্মকেই শ্রেষ্ঠ বোধ করিতেন; সুতরাং শত্রু-পরাজয় ও প্রজাপালনজনিত যশ হইতেই সুমহৎ স্বর্গফল লাভ করা যায়, ইহা বোধ করিতেন; তিনি শাস্ত্রনিষিদ্ধ অমঙ্গলকর কার্য্য করিতেন না, এমন কি, শাস্ত্রবিরুদ্ধ কথাও শ্রবণ করিতেন না; তিনি বৃহস্পতির ন্যায় স্বপক্ষ-সংরক্ষণ-নিমিত্ত উত্তরোত্তর হেতুবাদ করিতে পারদর্শী ছিলেন। সেই সবক্তা দেশকালতত্ত্বজ্ঞ নীরোগ-প্রশস্ত দেহসম্পন্ন তরুণবয়স্ক রাম এতাদৃশ সারজ্ঞ ছিলেন যে, বিধাতা যেন অদ্বিতীয় সাধুরূপে তাঁহাকে সৃজন করিয়াছেন, ইহা সকলেরই বোধ হইত। সেই অলৌকিক-গুণশালী রাজকুমার স্বীয় গুণে প্রজাদিগের মানসকারী অপর প্রাণের তুল্য প্রিয় হইয়াছিলেন। তিনি যথানিয়মে সমগ্র বেদ ও বেদাঙ্গ অধ্যয়ন করিয়াছিলেন; অধিক কি, সকল বিদ্যারই অপেক্ষিত ব্রহ্মচর্য্য ব্রত সমাবর্ত্তন করিয়াছিলেন। ভরতাগ্রজ রাম সমগ্র ও নির্ম্মল অস্ত্রজ্ঞানবিষয়ে পিতা হইতেও শ্রেষ্ঠ হইয়াছিলেন। কল্যজন্মা, সরলস্বভাব, সত্যবাদী, সাধুচরিত্র, অদীনচিত্ত, রাম ধর্ম্মার্থদর্শী বৃদ্ধ ব্রাহ্মণগণ-কর্ত্তৃক সম্যক্ শিক্ষিত হইয়াছিলেন। ১৬—২১। তাঁহার অপরিমিত স্মৃতিশক্তি ও বুদ্ধির প্রতিভা ছিল। তিনি ধর্ম্মকামার্থতত্ত্বজ্ঞ, লৌকিকব্যবহারদক্ষ, সময়োচিত-আচার-কুশল, গূঢ়াভিপ্রায়, বিনীতস্বভাব, দৃঢ়ভক্তি-সম্পন্ন; স্থিরপ্রজ্ঞ, নানাশাস্ত্রাভিজ্ঞ, প্রমাদবিহীন, আলস্যশূন্য, কৃতজ্ঞ ও পুরুষচিত্তজ্ঞানবিচক্ষণ ছিলেন। অনেক মন্ত্রজ্ঞ গুপ্তচর তাঁহার সহায় ছিল। তিনি অসদ্গ্রাহী ছিলেন না; তিনি কখনও দুর্ব্বাক্য বলিতেন না। তাঁহার ক্রোধ ও হর্ষ কখনও ব্যর্থ হইত না; তিনি অর্থ উপার্জ্জন ও ব্যয় করিবার প্রকৃত সময় অবগত ছিলেন; তিনি, কি স্বকীয় কি পরকীয় সকল দোষই জানিতে পারিতেন। তিনি যথোচিত অনুগ্রহ ও নিগ্রহ করিতেন। তিনি ধর্ম্মানুসারে প্রজাগণের নিকট হইতে অর্থ সংগ্রহ, পোষ্য-প্রতিপালন ও দুষ্টদমন বিষয়ে দেশকালাভিজ্ঞ ছিলেন। তিনি অর্থ উপার্জ্জনের সমস্ত উপায় অবগত ও শাস্ত্রানুসারে অর্থ ব্যয় করিবারও সময়জ্ঞ ছিলেন। তিনি নানা শাস্ত্র ও প্রাকৃতাদি নানাভাষা-সমন্বিত নাটক প্রভৃতি গ্রন্থ পরিজ্ঞানেও শ্রেষ্ঠতা লাভ

বৈহারিকাণাং শিল্পানাং বিজ্ঞাতার্থবিভাগবিৎ।
আরোহে বিনয়ে চৈব যুক্তো বারণবাজিনাম্ ॥ ২৮
ধনুর্ব্বেদবিদাং শ্রেষ্ঠো লোকেঽতিরথসম্মতঃ।
অভিযাতা প্রহর্ত্তা চ সেনানয়বিশারদঃ ॥ ২৯
অপ্রধৃষ্যশ্চ সংগ্রামে ক্রুদ্ধৈরপি সুরাসুরৈঃ।
অনসূয়ো জিতক্রোধো ন দৃপ্তো ন চ মৎসরী ॥ ৩০
নাবজ্ঞেয়শ্চ ভূতানাং ন চ কালবশানুগঃ।
এবং শ্রেষ্ঠৈর্গুণৈর্যুক্তঃ প্রজানাং পার্থিবাত্মজঃ ॥ ৩১
সম্মতস্ত্রিষু লোকেষু বসুধায়াঃ ক্ষমাগুণৈঃ।
বুদ্ধ্যা বৃহস্পতেস্তুল্যো বীর্য্যে চাপি শচীপতেঃ ॥ ৩২
তথা সর্ব্বপ্রজাকান্তৈঃ প্রীতিসঞ্জননৈঃ পিতুঃ।
গুণৈর্বিরুরুচে রামো দীপ্তঃ সূর্য্য ইবাংশুভিঃ ॥ ৩৩
তমেবং বৃত্তসম্পন্নমপ্রধৃষ্যপরাক্রমম্।
লোকনাথোপমং নাথমকাময়ত মেদিনী ॥ ৩৪
এতৈস্তু বহুভির্যুক্তং গুণৈরনুপমৈঃ সুতম্।
দৃষ্ট্বা দশরথো রাজা চক্রে চিন্তাং পরন্তপঃ ॥ ৩৫

অথ রাজ্ঞো বভূবৈবং বৃদ্ধস্য চিরজীবনঃ।
প্রীতিরেষা কথং রামো রাজা স্যান্ময়ি জীবতি ॥ ৩৬
এষা হ্যস্য পরা প্রীতির্হৃদি সম্পরিবর্ত্ততে।
কদা নাম সুতং দ্রক্ষ্যাম্যভিষিক্তমহং প্রিয়ম্ ॥ ৩৭
বৃদ্ধিকামো হি লোকস্য সর্ব্বভূতানুকম্পকঃ।
মত্তঃ প্রিয়তরো লোকে পর্জ্জন্য ইব বৃষ্টিমান্ ॥ ৩৮
যমশক্রসমো বীর্য্যে বৃহস্পতিসমো মতৌ।
মহীধরসমো ধৃত্যাং মত্তশ্চ গুণবত্তরঃ ॥ ৩৯
মহীমহমিমাং কৃৎস্নামধিতিষ্ঠন্তমাত্মজম্।
অনেন বয়সা দৃষ্ট্বা যথা স্বর্গমবাপ্নুয়াম্ ॥ ৪০
ইত্যেবং বিবিধৈস্তৈস্তৈরন্যপার্থিবদুর্লভৈঃ।
শিষ্টৈরপরিমেয়ৈশ্চ লোকে লোকোত্তমৈর্গুণৈঃ ॥ ৪১
তং সমীক্ষ্য তদা রাজা যুক্তং সমুদিতৈর্গুণৈঃ।
নিশ্চিত্য সচিবৈঃ সার্দ্ধং যৌবরাজ্যমমন্যত ॥ ৪২
দিব্যন্তরিক্ষে ভূমৌ চ ঘোরমুৎপাতজং ভয়ম্।
সঞ্চচক্ষেঽথ মেধাবী শরীরে চাত্মনো জরাম্ ॥ ৪৩
পূর্ণচন্দ্রাননস্যাথ শোকাপনুদমাত্মনঃ।

করিয়াছিলেন। সেই আলস্যবিহীন রাজনন্দন ধর্ম্ম ও অর্থের অবিরোধে বিষয় সুখ-সম্ভোগ করিতেন। তিনি বিহারোপযুক্ত শিল্পকার্য্য সম্পাদন করিতে সমর্থ ছিলেন। তিনি ধর্ম্মাদির উদ্দেশে অর্থ বিভাগ করিবার অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছিলেন। সেই ধনুর্ব্বেদজ্ঞ শ্রেষ্ঠ রাজপুত্র মনুষ্যলোকে 'অতিরথ' বলিয়া বিখ্যাত হইয়াছিলেন। তিনি সেনাপরিচালনে দক্ষ, শত্রুর অভিমুখে গমন করিয়া প্রহার করিতে পটু এবং গজ ও অশ্ব আরোহণ ও পরিচালন করিতে সমর্থ ছিলেন। ক্রোধসমন্বিত সুর কি অসুর, কাহারও তাঁহাকে সংগ্রামে ধর্ষণ করিবার সামর্থ্য ছিল না। সেই সরলস্বভাব, অজাতরোষ, মৎসর ও অসূয়াবিহীন রাজনন্দন কোন প্রাণীরই অবজ্ঞা-ভাজন ছিলেন না। তিনি ত্রিলোকবাসী সকল প্রাণীরই অভিমত ছিলেন; তিনি কখনও দর্প করিতেন না; তিনি কালের বশীভূত ছিলেন না। এইরূপ অলৌকিক গুণ-সম্পন্ন সেই রাজনন্দন ক্ষমাপ্রভৃতি গুণে পৃথিবীর, বুদ্ধিতে বৃহস্পতির ও বীর্য্যে ইন্দ্রের তুল্য ছিলেন। সেই রাজনন্দন পিতার প্রীতিবর্দ্ধক ও প্রজাদিগের কমনীয় সেই সকল গুণে, সূর্য্য যেরূপ কিরণ দ্বারা শোভা পান, সেইরূপ শোভা পাইতেন। পৃথিবী দেবী তাঁহাকে সেইরূপ চরিত্রসম্পন্ন, অপ্রধৃষ্যপরাক্রম ও লোকনাথ-সদৃশ দেখিয়া স্বীয় প্রভু করিতে অভিলাষিণী হইয়াছিলেন। ২২—৩৪। শত্রুতাপন রাজা দশরথ সেই পুত্রকে সেই সকল অনুপম নানাবিধ গুণে বিভূষিত দেখিয়া মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন,—আমি বৃদ্ধ হইয়াছি বটে, কিন্তু এখনও আমাকে বহুকাল জীবিত থাকিতে হইবে। অতএব আমি জীবিত থাকিতে কি প্রকারে রাম রাজা হইতে পারে; কিরূপেই বা আমি তজ্জন্য প্রীতি লাভ করিতে পারি। আমি কবে প্রিয়পুত্র রামকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত দেখিব। আমার রাম সকল লোকেরই বৃদ্ধি কামনা করিয়া থাকে; এমন কি, সে মেঘের ন্যায় চতুর্দ্দিকে করুণা বর্ষণ করিয়া আমা অপেক্ষাও লোকের প্রিয়তম হইয়াছে এবং সে বীর্য্যে ইন্দ্র ও যমের সমান, বুদ্ধিতে বৃহস্পতির তুল্য এবং ধৈর্য্যে ভূধরের সদৃশ। রাম আমা অপেক্ষা সমধিক গুণশালী; অতএব আমি এই বৃদ্ধবয়সে সেই পুত্রকে এই ভূমণ্ডল শাসন করিতে দেখিয়া কি প্রকারে যথাকালে স্বর্গ লাভ করিব? পরে রাজা দশরথ পুত্রকে সেই সকল অন্যরাজদুর্লভ গুণে এবং অন্যান্য যে সকল গুণ লোকে উত্তম বলিয়া প্রসিদ্ধ আছে, সেই সকল নানাবিধ অনুপম গুণে ভূষিত দেখিয়া, মন্ত্রিগণের সহিত মন্ত্রণা করত তাঁহাকে যৌবরাজ্যে অভিষেক করিতে কৃতনিশ্চয় হইলেন। পরে সেই বুদ্ধিসম্পন্ন রাজা দশরথ সেই মন্ত্রীদিগকে কহিলেন, "দেখ! স্বর্গে, অন্তরীক্ষে ও পৃথিবীতে ঘোরতর উৎপাত পরিদৃশ্যমান হইতেছে, আমারও শরীর জরাকর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়াছে, সুতরাং রামকে যৌবরাজ্যে অভিষেক করিতে আর বিলম্ব করা বিধেয় বোধ হইতেছে

লোকে রামস্য বুবুধে সম্প্রিয়ত্বং মহাত্মনঃ ॥ ৪৪
আত্মনশ্চ প্রজানাং চ শ্রেয়সে চ প্রিয়েণ চ।
প্রাপ্তে কালে স ধর্ম্মাত্মা ভক্ত্যা ত্বরিতবান্‌ নৃপঃ ॥ ৫৫
নানানগরবাস্তব্যান্‌ পৃথগ্‌জানপদানপি।
সমানিনায় মেদিন্যাঃ প্রধানান্‌ পৃথিবীপতিঃ ॥ ৪৬
তান্‌ বেশ্ম-নানাভরণৈর্যথার্হং প্রতিপূজিতান্‌।
দদর্শালঙ্কৃতো রাজা প্রজাপতিরিব প্রজাঃ ॥ ৪৭
ন তু কেকয়রাজানং জনকং বা নরাধিপঃ।
ত্বরয়া চানয়ামাস পশ্চাত্তৌ শ্রোষ্যতঃ প্রিয়ম্‌ ॥ ৪৮
অথোপবিষ্টে নৃপতৌ তস্মিন্‌ পরপুরার্দ্দনে।
ততঃ প্রবিবিশুঃ শেষা রাজানো লোকসম্মতাঃ ॥ ৪৯
অথ রাজ্ঞা বিতীর্ণেষু বিবিধেষ্বাসনেষু চ।
রাজানমেবাভিমুখা নিষেদুর্নিয়তা নৃপাঃ ॥ ৫০
স লব্ধমানৈর্বিনয়ান্বিতৈর্নৃপৈঃ
পুরালয়ৈর্জানপদৈশ্চ মানবৈঃ।
উপোপবিষ্টৈর্নৃপতির্বৃতো বভৌ
সহস্রচক্ষুর্ভগবানিবামরৈঃ ॥ ৫১
ইত্যযোধ্যাকাণ্ডে প্রথমঃ সর্গঃ ॥ ১ ॥

না।" পরে তাঁহাদিগের বাক্যে অবগত হইলেন যে, মহাত্মা পূর্ণচন্দ্রানন রামের যৌবরাজ্যে অভিষেকে সকলেই আনন্দিত হইবে। ৩৫—৪৪। অনন্তর ধর্ম্মাত্মা নৃপতি দশরথ উপযুক্ত সময় বুঝিয়া আপনার ও প্রজাদিগের কল্যাণ ও আনন্দ নিমিত্ত প্রীতিসহকারে রামকে যৌবরাজ্যে অভিষেক করিতে ত্বরান্বিত হইলেন। পৃথিবীপতি রাজা দশরথ স্বাধিকার-ভুক্ত বহু নগর-বাসী ও অন্যান্য জনপদবাসী পৃথিবীমান্য মহীপালদিগকে মন্ত্রী দ্বারা আনয়ন করাইলেন। প্রজাপতি ব্রহ্মা যেরূপ প্রজাদিগকে অবলোকন করেন, রাজা দশরথ সেইরূপ সেই সকল নরপতিকে যথাযোগ্য আবাস ও নানাবিধ আভরণ দ্বারা অমাত্যগণকর্ত্তৃক সংকৃত দেখিলেন। পরন্তু তিনি ত্বরাপ্রযুক্ত "জনক ও কেকয়রাজ এই প্রিয় সংবাদ পরে শ্রবণ করিবেন" এইরূপ বিবেচনা করিয়া তাঁহাদিগকে আনয়ন করিলেন না। পরে পরপুরবিনাশী নরপতি দশরথ উপবেশন করিলে, অপরাপর লোকমান্য নরপতিগণ তথায় উপস্থিত হইয়া কেবল দশরথের মুখের প্রতি দৃষ্টি সংস্থাপন করত তাঁহার অভিমুখে তৎপ্রদর্শিত বিবিধ আসনে উপবিষ্ট হইলেন। তখন নরপতি দশরথ সেই সকল বিনয়ান্বিত প্রাপ্ত-সম্মান রাজা এবং নগরবাসী ও জনপদবাসী ব্যক্তিবর্গে পরিবৃত হইয়া ভগবান্‌ শতক্রতু যেমন অমরগণে পরিবৃত হইয়া প্রকাশমান হন, সেইরূপ প্রকাশমান হইলেন। ৪৫—৫১।

দ্বিতীয়ঃ সর্গঃ।

ততঃ পরিষদং সর্ব্বামামন্ত্র্য বসুধাধিপঃ।
হিতমুদ্ধর্ষণং চৈবমুবাচ প্রথিতং বচঃ ॥ ১
দুন্দুভিস্বরকল্পেন গম্ভীরেণানুনাদিনা।
স্বরেণ মহতা রাজা জীমূত ইব নাদয়ন্‌ ॥ ২
রাজলক্ষণযুক্তেন কান্তেনানুপমেন চ।
উবাচ রসযুক্তেন স্বরেণ নৃপতির্নৃপান্‌ ॥ ৩
বিদিতং ভবতামেতদ্‌যথা মে রাজ্যমুত্তমম্‌।
পূর্ব্বকৈর্মম রাজেন্দ্রৈঃ সুতবৎ পরিপালিতম্‌ ॥ ৪
সোঽহমিক্ষ্বাকুভিঃ সর্ব্বৈর্নরেন্দ্রৈঃ প্রতিপালিতম্‌।
শ্রেয়সা যোক্তুমিচ্ছামি সুখার্হমখিলং জগৎ ॥ ৫
ময়াপ্যাচরিতং পূর্ব্বৈঃ পন্থানমনুগচ্ছতা।
প্রজা নিত্যমনিদ্রেণ যথাশক্ত্যভিরক্ষিতাঃ ॥ ৬
ইদং শরীরং কৃৎস্নস্য লোকস্য চরতা হিতম্‌।
পাণ্ডুরস্যাতপত্রস্য ছায়ায়াং জরিতং ময়া ॥ ৭
প্রাপ্য বর্ষসহস্রাণি বহূন্যায়ূংষি জীবিতঃ।
জীর্ণস্যাস্য শরীরস্য বিশ্রান্তিমভিরোচয়ে ॥ ৮
রাজপ্রভাবজুষ্টাঞ্চ দুর্ব্বহামজিতেন্দ্রিয়ৈঃ।
পরিশ্রান্তোঽস্মি লোকস্য গুর্ব্বীং ধর্ম্মধুরং বহন্‌ ॥ ৯

দ্বিতীয় সর্গ।

অনন্তর নরপতি দশরথ সেই সভাস্থ সকল ব্যক্তিকে সম্বোধনপূর্ব্বক দুন্দুভি-স্বরতুল্য মহাগম্ভীর অথচ রাজোপযুক্ত অনুপম কমনীয় অদ্ভুত রসপূর্ণ স্বরে মেঘের ন্যায় চতুর্দ্দিক্‌ নিনাদিত করত আত্মহিতজনক ও সকলেরই প্রীতিদায়ক, শ্রবণযোগ্য এই বাক্য বলিলেন, "আমার এই উত্তম রাজ্য মদীয় পূর্ব্বপুরুষ রাজেন্দ্রগণকর্ত্তৃক যে পুত্রবৎ প্রতিপালিত হইয়া আসিতেছে, তাহা আপনারা সকলেই জানেন। সম্প্রতি আমি ইক্ষ্বাকুবংশীয় নরেন্দ্রগণের প্রতিপালিত সুখভাজন সমগ্র জগতের কল্যাণ-বিধানে বাসনা করিয়াছি। ১—৫। আমিও আমার পূর্ব্বপুরুষদিগের অনুষ্ঠিত পথ অবলম্বন করিয়া নিদ্রা পরিত্যাগপূর্ব্বক নিরন্তর যথাশক্তি প্রজাদিগকে পালন করিয়াছি এবং দীর্ঘ পরমায়ু লাভ করিয়া বহুসহস্র বৎসরকাল পাণ্ডুবর্ণ ছত্রের ছায়াতে থাকিয়া সমস্ত লোকের হিত অনুষ্ঠান করিতে করিতে আমরা এই শরীর জীর্ণ করিয়াছি; অতএব অধুনা এই জীর্ণশরীরের বিশ্রাম সাধন করিতে অভিলাষী হইয়াছি; অজিতেন্দ্রিয় ব্যক্তিরা যে ভার বহন করিতে অক্ষম এবং যে ভার বহন করিতে শৌর্য্য

সোঽহং বিশ্রামমিচ্ছামি পুত্রং কৃত্বা প্রজাহিতে।
সন্নিকৃষ্টানিমান্ সর্ব্বাননুমান্য দ্বিজর্ষভান্॥ ১০
অনুজাতো হি মাং সর্ব্বৈর্গুণৈঃ শ্রেষ্ঠো মমাত্মজঃ।
পুরন্দরসমো বীর্য্যে রামঃ পরপুরঞ্জয়ঃ॥ ১১
তং চন্দ্রমিব পুষ্যেণ যুক্তং ধর্ম্মভৃতাং বরম্।
যৌবরাজ্যে নিযোক্তাস্মি প্রাতঃ পুরুষপুঙ্গবম্॥ ১২
অনুরূপঃ স বো নাথো লক্ষ্মীবান্ লক্ষ্মণাগ্রজঃ।
ত্রৈলোক্যমপি নাথেন যেন স্যান্নাথবত্তরম্॥ ১৩
অনেন শ্রেয়সা সদ্যঃ সংযোজ্যোঽহমিমাং মহীম্।
গতক্লেশো ভবিষ্যামি সুতে তস্মিন্নিবেশ্য বৈ॥ ১৪
যদিদং মেঽনুরূপার্থং ময়া সাধু সুমন্ত্রিতম্।
ভবন্তো মেঽনুমন্যন্তাং কথং বা করবাণ্যহম্॥ ১৫
যদ্যপ্যেষা মম প্রীতির্হিতমন্যদ্বিচিন্ত্যতাম্।
অন্যা মধ্যস্থচিন্তা তু বিমর্দ্দাভ্যধিকোদয়া॥ ১৬
ইতি ব্রুবন্তং মুদিতাঃ প্রত্যনন্দন্ নৃপা নৃপম্।
বৃষ্টিমন্তং মহামেঘং নর্দ্দন্ত ইব বর্হিণঃ॥ ১৭

স্নিগ্ধোঽনুনাদঃ সঞ্জজ্ঞে ততো হর্ষসমীরিতঃ।
জনৌঘোদ্ঘুষ্টসন্নাদো মেদিনীং কম্পয়ন্নিব॥ ১৮
তস্য ধর্ম্মার্থবিদুষো ভাবমাজ্ঞায় সর্ব্বশঃ।
ব্রাহ্মণা বলমুখ্যাশ্চ পৌরজানপদৈঃ সহ॥ ১৯
সমেত্য তে মন্ত্রয়িতুং সমতাগতবুদ্ধয়ঃ।
ঊচুশ্চ মনসা জ্ঞাত্বা বৃদ্ধং দশরথং নৃপম্॥ ২০
অনেকবর্ষসাহস্রো বৃদ্ধস্ত্বমসি পার্থিব।
স রামং যুবরাজানমভিষিঞ্চস্ব পার্থিবম্॥ ২১
ইচ্ছামো হি মহাবাহুং রঘুবীরং মহাবলম্।
গজেন মহতা যান্তং রামং ছত্রাবৃতাননম্॥ ২২
ইতি তদ্বচনং শ্রুত্বা রাজা তেষাং মনঃপ্রিয়ম্।
অজানন্নিব জিজ্ঞাসুরিদং বচনমব্রবীৎ॥ ২৩
শ্রুত্বৈতদ্বচনং যন্মে রাঘবং পতিমিচ্ছথ।
রাজানঃ সংশয়োঽয়ং মে তদিদং ব্রূত তত্ত্বতঃ॥ ২৪
কথম্ ময়ি ধর্ম্মেণ পৃথিবীমনুশাসতি।
ভবন্তো দ্রষ্টুমিচ্ছন্তি যুবরাজং মহাবলম্॥ ২৫

প্রভৃতি রাজপ্রস্তাবের আবশ্যকতা আছে, আমি সেই লোক-হিতানুষ্ঠানরূপ গুরুতর ধর্ম্মভার বহন করত পরিশ্রান্ত হইয়াছি; এজন্য আমি এই সকল সন্নিহিত ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠদিগের অনুমতি লইয়া পুত্রকে প্রজাগণের হিতসাধনে নিযুক্ত করত বিশ্রাম করিতে ইচ্ছা করিতেছি। আমার ইন্দ্রতুল্য বীর্য্যসম্পন্ন পরপুরবিজয়ী পুত্র রাম মদীয় যাবতীয় গুণেই অলঙ্কৃত, বরং অনেক বিষয়ে আমা হইতেও শ্রেষ্ঠতা লাভ করিয়াছে; আমি সেই পুষ্যানক্ষত্র-সমন্বিত চন্দ্রের ন্যায় সর্ব্বকার্য্য-সিদ্ধিদাতা ধর্ম্মাত্মা পুরুষশ্রেষ্ঠ পুত্রকে কল্য যৌবরাজ্যে অভিষেক করিব। ৬—১২। সেই লক্ষ্মীসম্পন্ন লক্ষ্মণাগ্রজ রাম তোমাদিগের অনুরূপ নাথ হইবে, কেননা সেই রাম নাথ হইলে বোধ হয় ত্রৈলোক্যই আপনাকে 'প্রকৃষ্ট-নাথবান্' বলিয়া বোধ করিবে। অতএব আমি তাহাকেই সদ্যই যৌবরাজ্যে অভিষেকপূর্ব্বক তাহার প্রতি রাজ্যভার সন্নিবেশিত করিয়া এই পৃথিবীর কল্যাণ বিধান করিব এবং আপনি ও ক্লেশবিহীন হইব। যদি আমার এই মন্ত্রণা সাধু এবং আপনাদিগেরও হিতকর বলিয়া বোধ হয়, তবে আপনারা আমাকে এ বিষয়ে অনুমতি প্রদান করুন। আর যদি এই মন্ত্রণা কেবল আমারই প্রীতিদায়িনী হয়, তবে যাহাতে সকলের মঙ্গল হয়, তাহা বিচার করিয়া আমাকে বলুন; কারণ মধ্যস্থেরা নিরপেক্ষভাবে পূর্ব্ব ও পরপক্ষ বিচারপূর্ব্বক প্রকৃত হিত অনুসন্ধান করেন; এইজন্য তাঁহাদের বিবেচনা সমধিক উৎকৃষ্ট হইয়া থাকে।" ১৩—১৬।

নরপতি দশরথ এইরূপ বলিলে, সভাস্থ ভূপালগণ আনন্দসহকারে, ময়ূরেরা যেরূপ কেকারব করত বর্ষণকারী মেঘকে অভিনন্দন করিয়া থাকে, তাঁহাকে সেইরূপ অভিনন্দন করিলেন। তৎকালে জনগণের হর্ষকোলাহল-ধ্বনি যেন সমগ্র মেদিনীকে প্রকম্পিত করত মধুর প্রতিধ্বনিত হইল। পরে সেই ধর্ম্মার্থতত্ত্বজ্ঞ রাজা দশরথের অভিপ্রায় জানিয়া সেই নরপতিগণ, ব্রাহ্মণ ও সৈন্যাধ্যক্ষেরা পৌর ও জানপদদিগের সহিত মিলিত হইয়া ঐকমত্য অবলম্বনপূর্ব্বক মন্ত্রণা করিলেন। পরে নিশ্চয় করিয়া, বৃদ্ধ নরপতি দশরথকে কহিলেন, পার্থিব! আপনার বয়স বহুসহস্র বৎসর হইয়াছে, সুতরাং আপনি বৃদ্ধ হইয়াছেন; অতএব আপনি রামকে যৌবরাজ্যে অভিষেক করুন। রাজন্! মহাবাহুশালী, মহাবলসম্পন্ন রঘুবীর রাম রাজ্যাভিষিক্ত হইয়া মহাগজে আরোহণপূর্ব্বক রাজচ্ছত্রে সুশোভিত হইয়া গমন করেন, ইহা দেখিতে আমাদিগেরও অভিলাষ হইতেছে। তাঁহাদিগের কথা শুনিয়া রাজা দশরথ 'রামের অভিষেক সকলেরই মনোগত প্রিয়' ইহা জানিয়াও স্পষ্টতররূপে জানিবার জন্য তাঁহাদিগকে বলিলেন, "রাজগণ! আপনাদিগের বাক্য শ্রবণ করিয়া, আমার এই সংশয় জন্মিতেছে যে, বোধ হয় আপনারা আমার ইচ্ছানুসারেই রঘুনন্দন রামকে রাজা করিতে বাসনা করিতেছেন; কারণ আমি ধর্ম্মানুসারে পৃথিবী পালন করিতেছি, তথাপি আপনারা কেন মহাবলসম্পন্ন রামকে যৌবরাজ্যাভিষিক্ত দেখিতে

তে তমূচুর্মহাত্মানঃ পৌরজানপদৈঃ সহ।
বহবো নৃপ কল্যাণগুণাঃ সন্তি সুতস্য তে॥ ২৬
গুণা‍ন্ গুণবতো দেব দেবকল্পস্য ধীমতঃ।
প্রিয়ানানন্দনান্ কৃৎস্নান্ প্রবক্ষ্যামোঽদ্য তান্ শৃণু॥ ২৭
দিব্যৈর্গুণৈঃ শক্রসমো রামঃ সত্যপরাক্রমঃ।
ইক্ষ্বাকুভ্যোঽপি সর্ব্বেভ্যো হ্যতিরিক্তো বিশাম্পতে॥ ২৮
রামঃ সৎপুরুষো লোকে সত্যঃ সত্যপরায়ণঃ।
সাক্ষাদ্রামাদ্বিনির্বৃত্তো ধর্ম্মশ্চাপি শ্রিয়া সহ॥ ২৯
প্রজাসুখত্বে চন্দ্রস্য বসুধায়াঃ ক্ষমাগুণৈঃ।
বুদ্ধ্যা বৃহস্পতেস্তুল্যো বীর্য্যে সাক্ষাৎ শচীপতেঃ॥ ৩০
ধর্ম্মজ্ঞঃ সত্যসন্ধশ্চ শীলবাননসূয়কঃ।
ক্ষান্তঃ সান্ত্বয়িতা শ্লক্ষ্ণঃ কৃতজ্ঞো বিজিতেন্দ্রিয়ঃ॥ ৩১
মৃদুশ্চ স্থিরচিত্তশ্চ সদা ভব্যোঽনসূয়কঃ।
প্রিয়বাদী চ ভূতানাং সত্যবাদী চ রাঘবঃ॥ ৩২
বহুশ্রুতানাং বৃদ্ধানাং ব্রাহ্মণানামুপাসিতা।
তেনাস্যেহাতুলা কীর্ত্তির্যশস্তেজশ্চ বর্দ্ধতে॥ ৩৩
দেবাসুরমনুষ্যাণাং সর্ব্বাস্ত্রেষু বিশারদঃ।
সম্যগ্‌বিদ্যাব্রতস্নাতো যথাবৎ সাঙ্গবেদবিৎ॥ ৩৪
গান্ধর্ব্বে চ ভুবি শ্রেষ্ঠো বভূব ভরতাগ্রজঃ।
কল্যাণাভিজনঃ সাধুরদীনাত্মা মহামতিঃ॥ ৩৫
দ্বিজৈরভিবিনীতশ্চ শ্রেষ্ঠৈর্ধর্ম্মার্থ নৈপুণৈঃ।
যদা ব্রজতি সংগ্রামং গ্রামার্থে নগরস্য বা॥ ৩৬
গত্বা সৌমিত্রিসহিতো নাবিজিত্য নিবর্ত্ততে।
সংগ্রামাৎ পুনরাগত্য কুঞ্জরেণ রথেন বা॥ ৩৭
পৌরান্ স্বজনবন্নিত্যং কুশলং পরিপৃচ্ছতি।
পুত্রেষ্বগ্নিষু দারেষু প্রেষ্যশিষ্যগণেষু চ॥ ৩৮
নিখিলেনানুপূর্ব্ব্যা চ পিতা পুত্রানিবৌরসান্।
শুশ্রূষন্তে চ বঃ শিষ্যাঃ কচ্চিদ্বর্ম্মসু দংশিতাঃ॥ ৩৯
ইতি বঃ পুরুষব্যাঘ্রঃ সদা রামোঽভিভাষতে।
ব্যসনেষু মনুষ্যাণাং ভৃশং ভবতি দুঃখিতঃ॥ ৪০
উৎসবেষু চ সর্ব্বেষু পিতেব পরিতুষ্যতি।
সত্যবাদী মহেষ্বাসো বৃদ্ধসেবী জিতেন্দ্রিয়ঃ॥ ৪১

বাসনা করিতেছেন? আপনারা ইহার প্রকৃত উত্তর প্রদান করুন।" ১৭—২৫। সেই কথা শুনিয়া মহাত্মা নরপতিগণ পৌর ও জানপদদিগের সহিত তাঁহাকে বলিলেন, 'রাজন্! আপনার পুত্রের প্রজা-হিতকর অনেক গুণ আছে। দেব! সেই দেবতাসদৃশ গুণশালী ধীসম্পন্ন রামের গুণ সকলকে আনন্দিত করিয়া সকলেরই প্রিয় হইয়াছে, এক্ষণে আমরা তৎ-সমুদায় কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ করুন। নরপাল! সত্যপরাক্রম রাম স্বীয় অমানুষ গুণসমুদায়ে মহেন্দ্রের তুল্য; সুতরাং ইক্ষ্বাকুবংশীয় সমুদয় নরপতি হইতেই শ্রেষ্ঠ; সেই সত্যপরায়ণ রাম সত্য ব্যবহারে জগতে 'সাধু পুরুষ' বলিয়া বিখ্যাত হইয়াছেন; অধিক কি বোধ হয় যে, তিনি সাক্ষাৎ ধর্ম্ম ও অর্থের নিদানস্বরূপ; চন্দ্র যেরূপ প্রাণীদিগকে আনন্দিত করিয়া থাকেন, সেইরূপ তিনিও প্রজাদিগকে আনন্দিত করেন। তিনি ক্ষমাতে পৃথিবীর, বুদ্ধিতে বৃহস্পতির ও বীর্য্যে শচীপতির তুল্য; সেই ধর্ম্মজ্ঞ, সত্যসন্ধ, সচ্চরিত্র, ক্ষমাশালী, জিতেন্দ্রিয়, কৃতজ্ঞ ও প্রিয়বাদী রাম সকলকেই সান্ত্বনা করিয়া থাকেন; তিনি কখন কাহাকেও দ্বেষ করেন না; তাঁহার বুদ্ধি কখন ব্যাকুল হয় না; সেই মৃদুস্বভাব শান্তিময় রঘুনন্দন রাম সকল প্রাণীকেই সত্য বাক্য বলিয়া থাকেন, অথচ কাহাকেও অপ্রিয় বাক্য বলেন না। তিনি বহুশ্রুত বৃদ্ধ ব্রাহ্মণদিগকে উপাসনা করিয়া থাকেন বলিয়া ইহলোকে তাঁহার তেজ, কীর্ত্তি ও যশ ক্রমশই বৃদ্ধি পাইতেছে।

২৬—৩৩। তিনি দৈব, আসুর ও মানুষ সমস্ত অস্ত্রই অবগত হইয়াছেন; তিনি যথানিয়মে বেদ ও বেদাঙ্গ অধ্যয়ন করিয়াছেন; তাঁহার সমস্ত বিদ্যারই নিয়মিত ব্রহ্মচর্য্য ব্রত সম্যক্ অনুষ্ঠান করা হইয়াছে; এমন কি তিনি সঙ্গীত বিদ্যাতেও ভূমণ্ডলে শ্রেষ্ঠতা লাভ করিয়াছেন। সেই মহামতি, সাধুস্বভাব, ভরতাগ্রজ রাম সর্ব্বপ্রকার কল্যাণের আকর। কোনরূপ ক্ষোভের কারণ উপস্থিত হইলেও তিনি ক্ষুব্ধ হন না। তিনি ধর্ম্মার্থনিপুণ ব্রাহ্মণগণকর্ত্তৃক সম্যক্ সুশিক্ষিত হইয়াছেন। সেই পুরুষশার্দ্দূল রাম নগর বা গ্রামের রক্ষার্থ লক্ষ্মণের সহিত সংগ্রাম করিতে গমন করিলে সংগ্রাম জয় না করিয়া কখনই প্রতিনিবৃত্ত হন না, তিনি হস্তী বা রথে আরোহণ করিয়া সংগ্রাম প্রতিনিবৃত্ত হইয়া স্বজনের ন্যায় পৌরদিগেরও দারা, পুত্র, অগ্নি, শিষ্য ও ভৃত্যবর্গের কুশল জিজ্ঞাসা করিয়া থাকেন। যেরূপ পিতা পুত্রদিগের প্রতি কুশল প্রশ্ন করিয়া থাকেন, তদ্রূপ তিনি সর্ব্বদাই ব্রাহ্মণদিগের সহিত, 'আপনাদিগের শিষ্যেরা ত সম্যক্ শুশ্রূষা করিয়া থাকে?' ও ক্ষত্রিয়দিগের সহিত 'তোমাদিগের ভৃত্যেরা ত শুশ্রূষা করিবার নিমিত্ত সম্যক্ উপযুক্ত হইয়া থাকে?' এইরূপ জিজ্ঞাসা করিয়া থাকেন এবং ঐরূপে সকল জাতিরই সহিত যথাযোগ্য প্রিয় সম্ভাষণ করেন। সেই অতিধর্ম্মাত্মা, বৃদ্ধসেবী, সত্যবাদী মহাধনুর্দ্ধর, জিতেন্দ্রিয় রাম, মানুষের বিপদে অতীব দুঃখিত এবং সম্পদে পিতার ন্যায় সন্তুষ্ট হন। তিনি

স্মিতপূর্ব্বাভিভাষী চ ধর্ম্মং সর্ব্বাত্মনাশ্রিতঃ।
সম্যগ্‌যোক্তা শ্রেয়সাঞ্চ ন বিগৃহ্য কথারুচিঃ॥ ৪২
উত্তরোত্তরযুক্তৌ চ বক্তা বাচস্পতির্যথা।
সুভ্রূরায়তভাম্রাক্ষঃ সাক্ষাদ্বিষ্ণুরিব স্বয়ম্॥ ৪৩
রামো লোকাভিরামোহয়ং শৌর্য্যবীর্য্যপরাক্রমৈঃ।
প্রজাপালনসংযুক্তো ন রাগোপহতেন্দ্রিয়ঃ॥ ৪৪
শক্তস্ত্রৈলোক্যমপ্যেষ ভোক্তুং কিন্নু মহীমিমাম্।
নাস্য ক্রোধঃ প্রসাদশ্চ নিরর্থোঽস্তি কদাচন॥ ৪৫
হন্ত্যেষ নিয়মাদ্বধ্যানবধ্যেষু ন কুপ্যতি।
যুনক্ত্যর্থৈঃ প্রহৃষ্টশ্চ তমসৌ যত্র তুষ্যতি॥ ৪৬
দান্তৈঃ সর্ব্বপ্রজাকান্তৈঃ প্রীতিসঞ্জননৈর্নৃণাম্।
গুণৈর্বিরোচতে রামো দীপ্তঃ সূর্য্য ইবাংশুভিঃ॥ ৪৭
তমেবং গুণসম্পন্নং রামং সত্যপরাক্রমম্।
লোকপালোপমং নাথমকাময়ত মেদিনী॥ ৪৮
বৎসঃ শ্রেয়সি জাতস্তে দিষ্ট্যাঽসৌ তব রাঘবঃ।
দিষ্ট্যা পুত্রগুণৈর্যুক্তো মারীচ ইব কশ্যপঃ॥ ৪৯

বলমারোগ্যমায়ুশ্চ রামস্য বিদিতাত্মনঃ।
দেবাসুরমনুষ্যেষু সগন্ধর্ব্বোরগেষু চ॥ ৫০
আশংসতে জনঃ সর্ব্বো রাষ্ট্রে পুরবরে তথা।
আভ্যন্তরশ্চ বাহ্যশ্চ পৌরজানপদো জনঃ॥ ৫১
স্ত্রিয়ো বৃদ্ধাস্তরুণ্যশ্চ সায়ম্প্রাতঃসমাহিতাঃ।
সর্ব্বান্ দেবান্নমস্যন্তি রামস্যার্থে যশস্বিনঃ॥ ৫২
তেষাং তদ্‌যাচিতং দেব ত্বৎপ্রসাদাৎ সমৃধ্যতাম্।
রামমিন্দীবরশ্যামং সর্ব্বশত্রুনিবর্হণম্॥ ৫৩
পশ্যামো যৌবরাজ্যস্থং তব রাজোত্তমাত্মজম্॥ ৫৪
তং দেবদেবোপমমাত্মজং তে
সর্ব্বস্য লোকস্য হিতে নিবিষ্টম্।
হিতায় নঃ ক্ষিপ্রমুদারজুষ্টং
মুদাভিষেক্তুং বরদ ত্বমর্হসি॥ ৫৫
ইত্যযোধ্যাকাণ্ডে দ্বিতীয়ঃ সর্গঃ॥ ২॥

তৃতীয়ঃ সর্গঃ।

তেষামঞ্জলিপদ্মানি প্রগৃহীতানি সর্ব্বশঃ।
প্রতিগৃহ্যাব্রবীদ্রাজা তেভ্যঃ প্রিয়হিতং বচঃ॥ ১॥

সকল কথাই ঈষৎ হাস্যসহকারে বলিয়া থাকেন। তিনি বৃহস্পতির ন্যায় নিজের মত সংস্থাপনার্থ উত্তরোত্তর তর্ক করিতে সমর্থ, অথচ বৃথা কলহ করিয়া স্বীয় মত সংস্থাপনে তাঁহার অভিরুচি নাই। তিনি সকলকেই কল্যাণপথে নিয়োগ করিয়া থাকেন। সেই আয়ত-লোহিত-লোচন উত্তম-ভ্রূসম্পন্ন লোকাভিরাম রাম শৌর্য্য বীর্য্য ও পরাক্রমে সাক্ষাৎ বিষ্ণুস্বরূপ এবং তিনি প্রজাপালন-বিষয়ে আসক্তচিত্ত; বিশেষতঃ তাঁহার কোন ইন্দ্রিয়ও বিষয়ানুরাগে আবদ্ধ নহে,—তাঁহার কখন বৃথা ক্রোধ বা সন্তুষ্টি হয় না,—তিনি বধ্যদিগকে নিয়মানুসারে বধ করিয়া থাকেন এবং অবধ্যদিগের প্রতিও ক্রোধ করেন না, প্রত্যুত তাহারা যে বিষয়ে সন্তোষ লাভ করে, সেই বিষয়ে নিয়োগ করেন। ৩৪—৪৬। অতএব পৃথিবীর কথা কি, রামচন্দ্র ত্রিভুবন-পালনে সমর্থ। রাম আত্মমনোদমন এবং সমস্ত মানবের প্রীতিদায়ক ও কমনীয় গুণে সূর্য্য যেরূপ স্বীয় প্রদীপ্তকিরণদ্বারা শোভমান হন সেইরূপ শোভা পাইতেছেন; এবং সেই সত্যপরাক্রম-সম্পন্ন লোকনাথোপম রামকে ঈদৃশ গুণসম্পন্ন দেখিয়া পৃথিবীর সকলে তাঁহাকে নাথ করিতে অভিলাষী হইয়াছেন। রঘুনন্দন! আমাদিগের ভাগ্যক্রমেই আপনার সেই পুত্র প্রজাপালন-কল্যাণ-পথের পথিক হইয়াছেন,—আপনার ভাগ্যক্রমে ভবদীয় পুত্র মরীচিনন্দন কশ্যপের ন্যায় সমস্ত পুত্রোচিত গুণে ভূষিত হইয়াছেন। অধিক কি, দেব, দানব, গন্ধর্ব্ব, উরগ ও মানবগণের মধ্যে সকলেই সেই সর্ব্বজনবিদিত শ্রীরামের পরমায়ু বল ও আরোগ্য কামনা করিয়া থাকে এবং কি পুরবাসী, কি রাষ্ট্রবাসী, কি জনপদবাসী, অন্তরঙ্গ বা বহিরঙ্গ, সকল ব্যক্তিই এমন কি বৃদ্ধা ও তরুণী স্ত্রীলোকেরাও সমাহিত হইয়া তাঁহার যৌবরাজ্যে অভিষেক-কামনায় প্রত্যহ প্রভাত ও সায়ংকালে দেবতাদিগকে নমস্কার করে। আপনার প্রসাদে তাহাদিগের সেই প্রার্থনা ফলবতী হউক। নৃপশার্দ্দূল! আপনার পুত্র শত্রুনিধনকারী ইন্দীবর-শ্যাম রামকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত অবলোকন করিতে আমাদিগের সকলেরই বাসনা হইয়াছে। আপনি সকলেরই অভিলাষ পূরণ করিয়া থাকেন, সুতরাং দেব! সত্বর হইয়া দেবতুল্য সর্ব্বলোক-হিতনিরত, উদার-গুণ-সমন্বিত, স্বীয় তনয় রামকে প্রমোদ-সহকারে যৌবরাজ্যে অভিষেক করিয়া আমাদিগের সেই অভিলাষ পূর্ণ করুন। ৪৭—৫৫।

তৃতীয় সর্গ।

সেই সকল জনগণ অঞ্জলিবন্ধন করত এইরূপ প্রার্থনা করিলে নৃপবর দশরথও প্রত্যঞ্জলিবন্ধনাদি দ্বারা তাহাদিগের সেই মস্তকধৃত অঞ্জলিপদ্ম যথাযোগ্য

অহোঽস্মি পরমপ্রীতঃ প্রভাবশ্চাতুলো মম।
যন্মে জ্যেষ্ঠং প্রিয়ং পুত্রং যৌবরাজ্যস্থমিচ্ছথ॥ ॥ ২
ইতি প্রত্যর্চ্চিতান্ রাজা ব্রাহ্মণানিদমব্রবীৎ।
বসিষ্ঠং বামদেবঞ্চ তেষামেবোপশৃণ্বতাম্ ॥ ৩
চৈত্রঃ শ্রীমানয়ং মাসঃ পুণ্যঃ পুষ্পিতকাননঃ!
যৌবরাজ্যায় রামস্য সর্ব্বমেবোপকল্প্যতাম্॥ ৪
রাজ্ঞূপরতে বাক্যে জনঘোষে মহানভূৎ।
শনৈস্তস্মিন প্রশান্তে চ জনঘোষে জনাধিপঃ॥ ৫
বসিষ্ঠং মুনিশার্দ্দূলং রাজা বচনমব্রবীৎ।
অভিষেকায় রামস্য যৎ কর্ম্ম সপরিচ্ছদম্॥ ৬
তদদ্য ভগবন্ সর্ব্বমাজ্ঞাপয়িতুমর্হসি।
তচ্ছ্রুত্বা ভূমিপালস্য বসিষ্ঠো মুনিসত্তমঃ॥ ৭
আদিদেশাগ্রতো রাজ্ঞঃ স্থিতান্ যুক্তান্ কৃতাঞ্জলীন্।
সুবর্ণাদীনি রত্নানি বলীন্ সর্ব্বৌষধীরপি॥ ৮
শুক্লমাল্যানি লাজাংশ্চ পৃথক্ চ মধুসর্পিষী।
অহতানি চ বাসাংসি রথং সর্ব্বায়ুধান্যপি॥ ৯
চতুরঙ্গবলঞ্চৈব গজঞ্চ শুভলক্ষণম্।
চামরব্যজনে চোভে ধ্বজং ছত্রঞ্চ পাণ্ডুরম্॥ ১০
শতঞ্চ শাতকুম্ভানাং কুম্ভানামগ্নিবর্চ্চসাম্।
হিরণ্যশৃঙ্গং বৃষভং সমগ্রং ব্যাঘ্রচর্ম্ম চ॥ ১১
যচ্চান্যৎ কিঞ্চিদেষ্টব্যং তৎ সর্ব্বমুপকল্প্যতাম্।
উপস্থাপয়ত প্রাতরগ্ন্যাগারে মহীপতেঃ॥ ১২
অন্তঃপুরস্য দ্বারাণি সর্ব্বস্য নগরস্য চ।
চন্দনস্রগ্ভিরর্চ্চ্যন্তাং ধূপৈশ্চ ঘ্রাণহারিভিঃ॥ ১৩
প্রশস্তমন্নং গুণবদ্দধিক্ষীরোপসেচনম্।
দ্বিজানাং শতসাহস্রং যৎ প্রকামমলং ভবেৎ॥ ১৪
সৎকৃত্য দ্বিজমুখ্যানাং শ্বঃ প্রভাতে প্রদীয়তাম্।
ঘৃতং দধি চ লাজাংশ্চ দক্ষিণাশ্চাপি পুষ্কলাঃ॥ ১৫
সূর্য্যেঽভ্যুদিতমাত্রে শ্বো ভবিতা স্বস্তিবাচনম্।
ব্রাহ্মণাশ্চ নিমন্ত্র্যন্তাং কল্প্যন্তামাসনানি চ॥ ১৬
আবধ্যন্তাং পতাকাশ্চ রাজমার্গশ্চ সিচ্যতাম্।
সর্ব্বে চ তালাপচরা গণিকাশ্চ স্বলঙ্কৃতাঃ॥ ১৭
কক্ষ্যাং দ্বিতীয়মাসাদ্য তিষ্ঠন্তু নৃপবেশ্মনঃ।
দেবায়তনচৈত্যেষু সান্নভক্ষ্যাঃ সদক্ষিণাঃ॥ ১৮

অঙ্গীকারপূর্ব্বক তাঁহাদিগকে প্রিয় ও হিতকর বাক্যে বলিলেন,—"তোমরা যে আমার প্রিয় জ্যেষ্ঠ তনয় রামের যৌবরাজ্যাভিষেক বাসনা করিতেছ, ইহাতে আমি পরম প্রীত হইলাম এবং আমার প্রভাবের তুলনা নাই, ইহা বোধ করিলাম।" তিনি ঐরূপ তাঁহাদিগকে সৎকৃত করিয়া তাঁহাদিগের সমক্ষেই বসিষ্ঠ ও বামদেব-প্রভৃতি ব্রাহ্মণদিগকে কহিলেন, "এই চৈত্রমাস অতি কমনীয়, যেহেতু এ সময়ে প্রায় সকল পুষ্পবৃক্ষই পুষ্পিত হইয়া থাকে; বিশেষতঃ এই সময় পুণ্যকর্ম্মানুষ্ঠানে অতিপ্রশস্ত, অতএব এই সময় রামকে যৌবরাজ্যে অভিষেক করা উচিত, সুতরাং আপনারা তদ্বিষয়ে যাহা যাহা আয়োজন করিতে হয়, করুন।" ১—৪। তাঁহার কথা শেষ হইলে শ্রোতৃবর্গের আনন্দধ্বনিতে তুমুল কোলাহল উত্থিত হইল। ক্রমে সেই কোলাহল থামিলে নরপতি দশরথ পুনরায় মুনিশ্রেষ্ঠ বসিষ্ঠ ও বামদেবকে কহিলেন, "মহাত্মাগণ! রামের যৌবরাজ্যাভিষেকের নিমিত্ত যে যে উপকরণ সংগ্রহ করিতে হইবে, অদ্যই আপনারা ইহাদিগকে তাহা সংগ্রহ করিতে আদেশ করুন।" ভূপতির কথা শুনিয়া মুনিশ্রেষ্ঠ বসিষ্ঠ ও বামদেব অভিমুখে কৃতাঞ্জলি হইয়া অবস্থিত সাবহিত সচিবদিগকে আদেশ করিলেন,—"আপনারা কল্য প্রাতেই মহীপতির অগ্নিহোত্র-গৃহে সুবর্ণ-প্রভৃতি ধাতু সকল, বিবিধ রত্ন, আবশ্যকীয় পূজোপকরণ দ্রব্য সকল, সর্ব্বৌষধি, অনেক শ্বেতমাল্য, ঘৃত, মধু, লাজ, অনেক সদ্যোজাত বস্ত্র, রথ, সমস্ত আয়ুধ, চতুরঙ্গ সৈন্য, শুভলক্ষণাক্রান্ত একটী হস্তী, চমরপুচ্ছনির্ম্মিত দুইটী ব্যজন, ধ্বজা, পাণ্ডুরবর্ণ ছত্র, একশত অগ্নিতুল্য-প্রভাশালী সুবর্ণনির্ম্মিত ঘট সুবর্ণশৃঙ্গশোভিত একটী বৃষ, অখণ্ড ব্যাঘ্রচর্ম্ম এবং অন্যান্য আবশ্যকীয় দ্রব্যাদি যথাযোগ্যস্থানে স্থাপন করিয়া রাখিবেন। ৫—১২। আপনারা অন্তঃপুর ও নগর-দ্বার সকল চন্দন-চর্চ্চিত মাল্যদ্বারা সুশোভিত ও ঘ্রাণ-মনোহর ধূপদ্বারা সুবাসিত করিবেন এবং এত প্রচুর সম্যক্ সংস্কৃত সুপ্রশস্ত অন্ন, ক্ষীর ও দধি প্রস্তুত রাখিবেন যে, তাহাতে লক্ষ ব্রাহ্মণ পর্য্যাপ্তরূপে ভোজন করিয়া পরিতৃপ্ত হইতে পারেন। আপনারা কল্য প্রভাতে প্রধান প্রধান ব্রাহ্মণদিগকে সৎকারপূর্ব্বক প্রচুর দক্ষিণা এবং ঘৃত, দধি ও লাজ প্রদান করিবেন। কল্য সূর্য্য উঠিবামাত্র স্বস্তিবাচন করিতে হইবে; সুতরাং আপনারা অদ্যই ব্রাহ্মণদিগকে নিমন্ত্রণ করুন এবং আসনসকল প্রস্তুত করিয়া রাখুন। আপনারা রাজপথ সকল জলসিক্ত ও পতাকা সকল উড্ডীয়মান করুন এবং অদ্য গায়ক ও নর্ত্তকী বেশ্যাদিগকে শোভন অলঙ্কারে ভূষিত হইয়া অন্তঃপুরের দ্বিতীয় কক্ষাতে অবস্থান করিতে ও শৌর্য্যসম্পন্ন যোদ্ধাদিগকে পরিষ্কৃত বসন পরিধানপূর্ব্বক সন্নদ্ধ হইয়া কটিদেশে দীর্ঘ অসি বন্ধন করিয়া, মহারাজের অন্তঃপুরের মহোৎসবপূর্ণ

উপস্থাপয়িতব্যাঃ স্যুর্মাল্যযোগ্যাঃ পৃথক্ পৃথক্।
...সিবদ্ধগোধশ্চ সন্নদ্ধা মৃষ্টবাসসঃ॥ ১৯
মহারাজাঙ্গনং শূরাঃ প্রবিশন্তু মহোদয়ম্।
এবং ব্যাদিশ্য বিপ্রৌ তৌ ক্রিয়াস্তত্র বিনিষ্ঠিতৌ॥ ২০
চক্রতুশ্চৈব যচ্ছেষং পার্থিবায় নিবেদ্য চ।
কৃতমিত্যেব চাব্রূতামভিগম্য জগৎপতিম্॥ ২১
যথোক্তবচনং প্রীতৌ হর্ষযুক্তৌ দ্বিজোত্তমৌ।
ততঃ সুমন্ত্রং দ্যুতিমান্ রাজা বচনমব্রবীৎ॥ ২২
রামঃ কৃতাত্মা ভবতা শীঘ্রমানীয়তামিতি।
স তথেতি প্রতিজ্ঞায় সুমন্ত্রো রাজশাসনাৎ॥ ২৩
রামং তত্রানয়াঞ্চক্রে রথেন রথিনাং বরম্।
অথ তত্র সহাসীনাস্তদা দশরথং নৃপম্॥ ২৪
প্রাচ্যোদীচ্যাঃ প্রতীচ্যাশ্চ দাক্ষিণাত্যাশ্চ ভূমিপাঃ।
ম্লেচ্ছাশ্চার্য্যাশ্চ যে চান্যে বনশৈলান্তবাসিনঃ॥ ২৫
উপাসাঞ্চক্রিরে সর্ব্বে তং দেবা ইব বাসবম্।
তেষাং মধ্যে স রাজর্ষির্মরুতামিব বাসবঃ॥ ২৬
প্রাসাদস্থো দশরথো দদর্শায়ান্তমাত্মজম্।

গন্ধর্ব্বরাজপ্রতিমং লোকে বিখ্যাতপৌরুষম্॥ ২৭
দীর্ঘবাহুং মহাসত্ত্বং মত্তমাতঙ্গগামিনম্।
চন্দ্রকান্তাননং রামমতীবপ্রিয়দর্শনম্॥ ২৮
রূপৌদার্য্যগুণৈঃ পুংসাং দৃষ্টিচিত্তাপহারিণম্।
ঘর্ম্মাভিতপ্তাঃ পর্জ্জন্যং হ্লাদয়ন্তমিব প্রজাঃ॥ ২৯
ন ততর্প সমায়ান্তং পশ্যমানো নরাধিপঃ।
অবতার্য্য সুমন্ত্রস্তু রাঘবং স্যন্দনোত্তমাৎ॥ ৩০
পিতুঃ সমীপং গচ্ছন্তং প্রাঞ্জলিঃ পৃষ্ঠতোঽন্বগাৎ।
স তং কৈলাসশৃঙ্গাভং প্রাসাদং রঘুনন্দনঃ॥ ৩১
আরুরোহ নৃপং দ্রষ্টুং সহসা তেন রাঘবঃ।
স প্রাঞ্জলিরভিপ্রেত্য প্রণতঃ পিতুরন্তিকে॥ ৩২
নাম স্বং শ্রাবয়ন্ রামো ববন্দে চরণৌ পিতুঃ।
তং দৃষ্ট্বা প্রণতং পার্শ্বে কৃতাঞ্জলিপুটং নৃপঃ॥ ৩৩
গৃহ্যাঞ্জলৌ সমাকৃষ্য সস্বজে প্রিয়মাত্মজম্।
তস্মৈ চাভ্যুদিতং সম্যক্ মণিকাঞ্চনভূষিতম্॥ ৩৪
দিদেশ রাজা রুচিরং রামায় পরমাসনম্।
তদাসনবরং প্রাপ্য ব্যদীপয়ত রাঘবঃ॥ ৩৫
স্বয়ৈব প্রভয়া মেরুমুদয়ে বিমলো রবিঃ।

অঙ্গন মধ্যে থাকিতে আদেশ করুন এবং অযোধ্যা-নগরীতে যে সকল দেবালয় ও চৈত্য বৃক্ষ আছে, তাহার প্রত্যেক স্থানে আপনারা উপযুক্ত ব্যক্তিদিগকে অন্ন দক্ষিণার সহিত গন্ধ ও পুষ্প প্রভৃতি পূজার উপকরণ এবং অন্যান্য ভক্ষ্য দ্রব্য সকল গ্রহণ করিয়া অবস্থান করিতে অনুমতি প্রদান করুন।" সেই কার্য্যকুশল দ্বিজোত্তম বসিষ্ঠ ও বামদেব সেইরূপে তাঁহাদিগের কর্ত্তব্য নির্দ্দেশ করিয়া অপর যাহা যাহা করিতে হয়, তৎসমস্ত রাজাকে পরিজ্ঞাত করিয়া সমাধা করিলেন। পরে তাঁহারা পরম প্রীতিসহকারে নরপতি দশরথের নিকট যাইয়া তাঁহাকে বলিলেন "যাহা বলিয়াছিলেন, তাহা করা হইয়াছে।" পরে দ্যুতিমান্ রাজা দশরথ, সুমন্ত্রকে বলিলেন "তুমি বিশুদ্ধাত্মা রামকে এখানে শীঘ্র আনয়ন কর।" সুমন্ত্রও যে আজ্ঞা বলিয়া রাজশাসনানুসারে ত্বরায় রথিশ্রেষ্ঠ রামকে রথে আরোহণ করাইয়া আনয়ন করিতে গমন করিলেন। পূর্ব্বদেশীয়, পশ্চিমদেশীয়, উত্তরদেশীয় ও দক্ষিণদেশীয়, আর্য্যজাতীয় ও ম্লেচ্ছজাতীয় মহীপালগণ এবং পার্ব্বতীয় রাজারা দশরথের সন্নিকটে সমাসীন হইয়া, দেবগণ যেরূপ মহেন্দ্রের উপাসনা করিয়া থাকেন, সেইরূপ তাঁহার উপাসনা করিতে লাগিলেন। প্রাসাদোপরি সেই নরপতিদিগের মধ্যে রাজর্ষি দশরথ, দেবগণের মধ্যে বিরাজমান বাসবের ন্যায় বিরাজ করিতে লাগিলেন। ১৯—২৬। পরে তিনি সৌন্দর্য্য ও গুণে গন্ধর্ব্বসদৃশ, লোকে বিখ্যাতপৌরুষ, আজানুলম্বিত বাহু, মত্তমাতঙ্গসদৃশ-গমনকারী, মহাসত্ত্বসম্পন্ন, চন্দ্রতুল্য-কমনীয়-বদন, অতীব প্রিয়দর্শন এবং গ্রীষ্মাভিতপ্ত ব্যক্তিবৃন্দের আহ্লাদকারী মেঘের ন্যায় প্রজাবর্গের আনন্দকর স্বীয় তনয় রামকে অভিমুখে আসিতে দেখিলেন; কিন্তু তাঁহাকে দেখিয়া তাঁহার দর্শনপিপাসার শান্তি হইল না। এদিকে সুমন্ত্র, রঘুনন্দন রামকে সেই শ্রেষ্ঠ রথ হইতে অবতারণ করিলেন। পরে রাম পিতার সমীপে যাইতে লাগিলে, তিনি বদ্ধাঞ্জলি হইয়া তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলেন। পিতৃদর্শনাকাঙ্ক্ষী রঘুনন্দন রাম, সুমন্ত্রের সহিত সেই কৈলাসশৃঙ্গসদৃশ, প্রভাসমন্বিত প্রাসাদোপরি আরোহণ করিলেন। পরে তিনি করজোড়ে পিতার নিকট যাইয়া স্বীয় নাম কীর্ত্তনপূর্ব্বক ভূমিলুণ্ঠিত হইয়া তাঁহার চরণ বন্দনা করিলেন। তিনি প্রণামান্তে বদ্ধাঞ্জলি হইয়া পার্শ্বদেশে দণ্ডায়মান হইলে, নরপতি দশরথ প্রিয় পুত্র রামের হস্ত ধারণ করিয়া তাঁহাকে স্বাভিমুখে আনয়নপূর্ব্বক ভৃত্যকর্ত্তৃক আনীত মণি-কাঞ্চন-ভূষিত স্বচ্ছ মনোহর পরম আসনে উপবেশন করিতে আদেশ করিলেন। সেই আসন তাদৃশ উৎকৃষ্ট হইলেও, রঘুনন্দন রাম তাহাতে উপবেশন করিয়া স্বীয় প্রভা দ্বারা, উদয়কালে নির্ম্মল রবি যেরূপ স্বীয় প্রভায় স্বর্ণময় মেরুপর্ব্বতের শোভা বৃদ্ধি করেন, সেই

তেন বিভ্রাজিতা তত্র সা সভাপি ব্যরোচত ॥ ৩৬
বিমলগ্রহনক্ষত্রা শারদী দ্যৌরিবেন্দুনা ।
তং পশ্যমানো নৃপতিস্তুতোষ প্রিয়মাত্মজম্ ॥ ৩৭
অলঙ্কৃতমিবাত্মানমাদর্শতলসংস্থিতম্ ।
স তং সুস্থিতমাভাষ্য পুত্রং পুত্রবতাং বরঃ ।
উবাচেদং বচো রাজা দেবেন্দ্রমিব কশ্যপঃ ।
জ্যেষ্ঠায়ামসি মে পত্ন্যাং সদৃশ্যাং সদৃশঃ সুতঃ ॥ ৩৯
উৎপন্নস্ত্বং গুণৈর্জ্যেষ্ঠো মম রামাত্মজঃ প্রিয়ঃ ।
ত্বয়া যতঃ প্রজাশ্চেমাঃ স্বগুণৈরনুরঞ্জিতাঃ ॥ ৪০
তস্মাত্ত্বং পুষ্যযোগেন যৌবরাজ্যমবাপ্নুহি ।
কামতস্ত্বং প্রকৃত্যৈব নির্ণীতো গুণবানিতি ॥ ৪১
গুণবত্যপি তু স্নেহাৎ পুত্র বক্ষ্যামি তে হিতম্ ।
ভূয়ো বিনয়মাস্থায় ভব নিত্যং জিতেন্দ্রিয়ঃ ॥ ৪২
কামক্রোধসমুত্থানি ত্যজস্ব ব্যসনানি চ ।
পরোক্ষয়া বর্তমানো বৃত্ত্যা প্রত্যক্ষয়া তথা ॥ ৪৩
অমাত্যপ্রভৃতীঃ সর্ব্বাঃ প্রজাশ্চৈবানুরঞ্জয় ।
কোষ্ঠাগারায়ুধাগারৈঃ কৃত্বা সন্নিচয়ান্ বহূন্ ॥ ৪৪
ইষ্টানুরক্তপ্রকৃতির্যঃ পালয়তি মেদিনীম্ ।
তস্য নন্দন্তি মিত্রাণি লব্ধ্বামৃতমিবামরাঃ ॥ ৪৫
তস্মাৎ পুত্র ত্বমাত্মানং নিয়ম্যৈবং সমাচর ।
তচ্ছ্রুত্বা সুহৃদস্তস্য রামস্য প্রিয়কাঙ্ক্ষিণঃ ॥ ৪৬
ত্বরিতাঃ শীঘ্রমাগত্য কৌসল্যায়ৈ ন্যবেদয়ন্ ।
সা হিরণ্যঞ্চ গাশ্চৈব রত্নানি বিবিধানি চ ॥ ৪৭
ব্যাদিদেশ প্রিয়াখ্যেভ্যঃ কৌসল্যা প্রমদোত্তমা ।
অথাভিবাদ্য রাজানং রথমারুহ্য রাঘবঃ
যযৌ স্বং দ্যুতিমদ্বেশ্ম জনৌঘৈঃ প্রতিপূজিতঃ ॥ ৪৮

তে চাপি পৌরা নৃপতের্বচস্তৎ
শ্রুত্বা তদা লাভমিবেষ্টমাশু ।
নরেন্দ্রমামন্ত্র্য গৃহাণি গত্বা
দেবান্ সমানর্চ্চুরভিপ্রহৃষ্টাঃ ॥ ৪৯

ইত্যযোধ্যাকাণ্ডে তৃতীয়ঃ সর্গঃ ॥ ৩ ॥

রূপ তাঁহার শোভা বৃদ্ধি করিলেন এবং চন্দ্র যেমন শরৎকালীন গ্রহ ও নক্ষত্রশোভিত বিমল আকাশ-মণ্ডল শোভিত করেন, সেইরূপ সেই সভাকেও সমধিক শোভা-সমন্বিত করিলেন। যেরূপ মানবগণ সম্যক্ অলঙ্কৃত হইয়া দর্পণে আত্ম-প্রতিবিম্ব দর্শন করত সন্তোষ লাভ করিয়া থাকে, নরপতি দশরথও সেইরূপ সেই প্রিয় পুত্র রামকে দেখিয়া প্রীত হইলেন। তৎপরে রাম স্থিরভাবে উপবেশন করিলে, সৎপুত্রশালী রাজা দশরথ তাঁহাকে সম্বোধনপূর্ব্বক কশ্যপ যেরূপ দেবরাজকে বলিয়া থাকেন, সেইরূপ এই কথা বলিলেন, "রাম! তুমি আমার জ্যেষ্ঠা সদৃশী পত্নীতে জন্ম লাভ করিয়াছ, আমারও সদৃশ হইয়াছ এবং আমার সকল পুত্র অপেক্ষা সমধিক গুণ-সম্পন্ন হইয়া আমার প্রীতি-ভাজন হইয়াছ; বিশেষতঃ স্বীয় গুণে প্রজাগণকেও অনুরক্ত করিয়াছ; অতএব তুমি পুষ্যযোগে যৌবরাজ্য গ্রহণ কর। পুত্র! তুমি স্বভাবতই অতীব গুণবান্ হইয়াছ, তথাপি আমি স্নেহ-বশতঃ যাহাতে তোমার মঙ্গল হইবে তাহা বলিতেছি, —তুমি আরও বিনয় অবলম্বনপূর্ব্বক জিতেন্দ্রিয় হইবে, —তুমি কামক্রোধ-জনিত ব্যসনসকল পরিত্যাগ করিবে এবং স্বয়ং ও দূত দ্বারা প্রকৃত বিবরণ অনুসন্ধান করিয়া অমাত্য প্রভৃতি প্রজাবর্গকে অনুরক্ত করিবে; কেননা যে নরপতি বহুতর ধনাগার, রত্নাগার ও শস্যা-গার পরিপূরিত করিয়া প্রকৃতিবর্গকে স্বীয় প্রিয় ও অনুরক্ত করত যথান্যায়ে পৃথিবী পালন করেন, তাঁহার মিত্রগণ (যে সকল তদ্রাজ্যপ্রজা শাসনানুসারে চলিয়া থাকেন তাঁহারা) সুরগণ যেরূপ অমৃতলাভে আনন্দিত রহিয়াছেন, সেইরূপ আনন্দিত থাকেন অর্থাৎ দেবগণ যেরূপ অমৃত লাভ করিয়া, অসংশয়িত-জীবন হইয়া আনন্দ ভোগ করেন, সেইরূপ সেই রাজার রাজ্যে থাকিয়া প্রজাগণ নিঃশঙ্ক-চিত্ত হইয়া সুখ ভোগ করে। ২৭--৪৫। পুত্র! অতএব তুমি নিয়তচিত্তে ঐরূপ আচ-রণ করিবে। তদ্বাক্য শ্রবণে রামের মঙ্গলকাঙ্ক্ষী বন্ধুগণ ত্বরায় কৌশল্যার নিকট যাইয়া তাঁহাকে সেই বিবরণ নিবেদন করিলেন। রমণীশ্রেষ্ঠা কৌশল্যা দেবীও সেই সকল প্রিয়সংবাদদাতাকে বিবিধ রত্ন এবং সুবর্ণ ও বহু গাভী প্রদান করিলেন। এদিকে রঘুনন্দন রাম রাজা দশরথকে প্রণামান্তে রথে আরোহণপূর্ব্বক সেই জনসমূহকর্ত্তৃক প্রতিপূজিত হইয়া স্বীয় সমুজ্জ্বল আবাস গৃহে গমন করিলেন। সেই সকল পৌর ব্যক্তিরাও নরপতি দশরথের বাক্য শ্রবণ করিয়া ইষ্টলাভ বোধ করত অতীব হৃষ্টান্তঃকরণে তাঁহাকে সম্ভাষণপূর্ব্বক শীঘ্র স্বীয় স্বীয় গৃহে যাইয়া সেই কার্য্যের সিদ্ধিনিমিত্ত ইষ্টদেব পূজা করিতে লাগিলেন। ৪৬—৪৯।

চতুর্থঃ সর্গঃ।

গতেষথ নৃপো ভূয়ঃ পৌরেষু সহ মন্ত্রিভিঃ।
মন্ত্রয়িত্বা ততশ্চক্রে নিশ্চয়জ্ঞঃ স নিশ্চয়ম্॥ ১
শ্ব এব পুষ্যো ভবিতা শ্বোঽভিষেচ্যস্তু মে সুতঃ।
রামো রাজীবপত্রাক্ষো যুবরাজ ইতি প্রভুঃ॥ ২
অথান্তর্গৃহমাবিশ্য রাজা দশরথস্তদা।
সূতমামন্ত্রয়ামাস রামং পুনরিহানয়॥ ৩
প্রতিগৃহ্য স তদ্বাক্যং সূতঃ পুনরুপাযযৌ।
রামস্য ভবনং শীঘ্রং রামমানয়িতুং পুনঃ॥ ৪
দ্বাঃস্থৈরাবেদিতং তস্য রামায়াগমনং পুনঃ।
শ্রুত্বৈব চাপি রামস্তং প্রাপ্তং শঙ্কান্বিতোঽভবৎ॥ ৫
প্রবেশ্য চৈনং ত্বরিতো রামো বচনমব্রবীৎ।
যদাগমনকৃত্যং তে ভূয়স্তদ্ব্রূহ্যশেষতঃ॥ ৬
তমুবাচ ততঃ সূতো রাজা ত্বাং দ্রষ্টুমিচ্ছতি।
শ্রুত্বা প্রমাণং তত্র ত্বং গমনায়েতরায় বা॥ ৭
ইতি সূতবচঃ শ্রুত্বা রামোঽপি ত্বরয়ান্বিতঃ।
প্রযযৌ রাজভবনং পুনর্দ্রষ্টুং নরেশ্বরম্॥ ৮
তং শ্রুত্বা সমনুপ্রাপ্তং রামং দশরথো নৃপঃ।
প্রবেশয়ামাস গৃহং বিবক্ষুঃ প্রিয়মুত্তমম্॥ ৯
প্রবিশন্নেব চ শ্রীমান্ রাঘবো ভবনং পিতুঃ।
দদর্শ পিতরং দূরাৎ প্রণিপত্য কৃতাঞ্জলিঃ॥ ১০
প্রণমন্তং সমুত্থাপ্য সম্পরিষ্বজ্য ভূমিপঃ।
প্রদিশ্য চাসনঞ্চাস্মৈ রামঞ্চ পুনরব্রবীৎ॥ ১১
রাম বৃদ্ধোঽস্মি দীর্ঘায়ুর্ভুক্তা ভোগা যথেপ্সিতাঃ।
অন্নবদ্ভিঃ ক্রতুশতৈস্তথেষ্টং ভূরিদক্ষিণৈঃ॥ ১২
জাতমিষ্টমপত্যং মে ত্বমদ্যানুপমং ভুবি।
দত্তমিষ্টমধীতঞ্চ ময়া পুরুষসত্তম॥ ১৩
অনুভূতানি চেষ্টানি ময়া বীর সুখান্যপি।
দেবর্ষিপিতৃবিপ্রাণামনৃণোঽস্মি তথাত্মনঃ॥ ১৪
ন কিঞ্চিন্মম কর্তব্যং তবান্যত্রাভিষেচনাৎ।
অতো যত্ত্বামহং ব্রূয়াং তন্মে ত্বং কর্তুমর্হসি॥ ১৫
অদ্য প্রকৃতয়ঃ সর্বাস্ত্বামিচ্ছন্তি নরাধিপম্।
অতস্ত্বাং যুবরাজানমভিষেক্ষ্যামি পুত্রক॥ ১৬
অপি চাদ্যাশুভান্ পুত্র স্বপ্নান্ পশ্যামি রাঘব।
সনির্ঘাতা দিবোল্কাশ্চ পতন্তি হি মহাস্বনাঃ॥ ১৭
অবষ্টব্ধঞ্চ মে রাম নক্ষত্রং দারুণৈর্গ্রহৈঃ।

চতুর্থ সর্গ।

পৌরবর্গ গমন করিলে, কার্য্যোপযোগী দেশ-কালাদিবিষয়ে অভিজ্ঞ রাজা দশরথ পুনরায় মন্ত্রিগণের সহিত মন্ত্রণপূর্ব্বক এরূপ স্থির করিলেন যে, 'কল্য পুষ্যানক্ষত্র হইবে, কল্যই যুবরাজোপযুক্ত রাজীবলোচন রামকে যৌবরাজ্যে অভিষেক করা বিধেয়।' পরে রাজা দশরথ অন্তঃপুরে যাইয়া পুনর্ব্বার রামকে আনয়নার্থ সুমন্ত্র-সারথিকে আদেশ করিলেন। সুমন্ত্র সারথি, রাজাদেশে পুনরায় রামকে আনিবার নিমিত্ত শীঘ্র তাঁহার ভবনে গমন করিলেন। দ্বারপালগণ, রামকে সুমন্ত্রের আগমন-বিবরণ নিবেদন করিল। সারথি আসিয়াছেন শুনিয়া রাম শঙ্কান্বিত হইলেন এবং ত্বরায় তাঁহাকে প্রবেশিত করিয়া বলিলেন; "তোমার আবার আসিবার কারণ কি বিশেষরূপে বল"। ১—৬। সারথি সুমন্ত্র তাঁহাকে কহিলেন "মহারাজ আপনাকে দেখিতে ইচ্ছা করিয়াছেন, ইহা শুনিয়া এক্ষণে তথায় যাওয়া না যাওয়া বিষয়ে আপনিই প্রমাণ।" সারথির কথা শুনিয়া রাম পুনর্ব্বার মহীপালকে দর্শনার্থে ত্বরায় রাজভবনে গমন করিলেন। পরে দৌবারিক-প্রমুখাৎ রাম আসিয়াছেন' শুনিয়া নরপতি দশরথ তাঁহার নিকট স্বীয় অভিপ্রায় ব্যক্ত করিবার মানসে তাঁহাকে গৃহে প্রবেশিত করিলেন। শ্রীমান্ রঘুনন্দন রাম পিতৃভবনে প্রবেশপূর্ব্বক দূর হইতে তাঁহাকে অবলোকন করিবামাত্র বদ্ধাঞ্জলি হইয়া প্রণাম করিলেন। রাম প্রণাম করিলে, মহীপাল দশরথ তাঁহাকে উত্থাপিত করিয়া আলিঙ্গনপূর্ব্বক আসনে উপবেশন করিতে অনুমতি দিয়া কহিলেন, পুরুষসত্তম রাম! এক্ষণে আমি বৃদ্ধ হইয়াছি; আমার পরমায়ু অতিদীর্ঘ, এজন্য আমি ক্রমে নানাবিধ্য উপার্জ্জন ও স্বেচ্ছানুসারে নানাবিষয় ভোগ করিয়াছি—আমার অভিলষিত সমুদয় সুখ উপভোগ করা হইয়াছে। যে সকল যজ্ঞে বিপুল অন্ন ব্যয় হইয়া থাকে, যথাস্থানে তাদৃশ শতশত ভূরিদক্ষিণ যজ্ঞের অনুষ্ঠান ও অর্থীদিগকে অভিলষিত বিষয় প্রদান করিয়াছি এবং আমার ভূমণ্ডলে অনুপমগুণ-শালী পুত্র তুমি জন্মিয়াছ; সুতরাং আমি দেব, ঋষি, বিপ্র পিতৃবর্গ ও আত্মার ঋণ হইতে বিমুক্ত হইয়াছি। অতএব তোমাকে যৌবরাজ্যে অভিষেক করা ব্যতীত আমার আর অন্য কর্তব্য নাই; এজন্য আমি তোমাকে যাহা বলিতেছি, তাহা তোমার করা উচিত। ৭—১৫। পুত্র! এক্ষণে তুমি রাজা হও, ইহাই প্রজাবর্গের অভিলাষ; অতএব আমি তোমাকে যৌবরাজ্যে অভিষেক করিব; কিন্তু রাম! দৈবজ্ঞেরা বলিয়াছেন, আমার জন্মনক্ষত্র দারুণ গ্রহ সূর্য্য, মঙ্গল ও রাহুকর্তৃক আক্রান্ত হইয়াছে এবং আমিও অদ্য নানাবিধ অশুভ স্বপ্ন সন্দর্শন করিয়াছি;

আবেদয়ন্তি দৈবজ্ঞাঃ সূর্য্যাঙ্গারকরাহুভিঃ ॥ ১৮
প্রায়েণৈব নিমিত্তানামীদৃশানাং সমুদ্ভবে।
রাজা হি মৃত্যুমাপ্নোতি ঘোরাঞ্চাপদমৃচ্ছতি ॥ ১৯
তদ্‌যাবদেব মে চেতো ন বিমুহ্যতি রাঘব।
তাবদেবাভিষিঞ্চস্ব চলা হি প্রাণিনাং মতিঃ ॥ ২০
অদ্য চন্দ্রোঽভ্যুপগমৎ পুষ্যাৎ পূর্ব্বং পুনর্ব্বসুম্।
শ্বঃ পুষ্যযোগং নিয়তং বক্ষ্যন্তে দৈবচিন্তকাঃ ॥ ২১
তত্র পুষ্যেঽভিষিঞ্চস্ব মনস্ত্বরয়তীব মাম্।
শ্বস্ত্বাহমভিষেক্ষ্যামি যৌবরাজ্যে পরন্তপ ॥ ২২
তস্মাত্ত্বয়াদ্যপ্রভৃতি নিশেয়ং নিয়তাত্মনা।
সহ বধ্বোপবস্তব্যা দর্ভপ্রস্তরশায়িনা ॥ ২৩
সুহৃদশ্চাপ্রমত্তাস্ত্বাং রক্ষন্ত্বদ্য সমন্ততঃ।
ভবন্তি বহুবিঘ্নানি কার্য্যাণ্যেবংবিধানি হি ॥ ২৪
বিপ্রোষিতশ্চ ভরতো যাবদেব পুরাদিতঃ।
তাবদেবাভিষেকস্তে প্রাপ্তকালো মতো মম ॥ ২৫
কামং খলু সতাং বৃত্তে ভ্রাতা তে ভরতঃ স্থিতঃ।
জ্যেষ্ঠানুবর্ত্তী ধর্ম্মাত্মা সানুক্রোশো জিতেন্দ্রিয়ঃ ॥ ২৬
কিন্তু চিত্তং মনুষ্যাণামনিত্যমিতি মে মতম্।
সতাঞ্চ ধর্ম্মনিত্যানাং কৃতশোভি চ রাঘব ॥ ২৭
ইত্যুক্তঃ সোঽভ্যনুজ্ঞাতঃ শ্বোভাবিন্যভিষেচনে।
ব্রজেতি রামঃ পিতরমভিবাদ্যাভ্যযাদ্‌গৃহম্ ॥ ২৮
প্রবিশ্য চাত্মনো বেশ্ম রাজ্ঞোদ্দিষ্টেঽভিষেচনে।
তৎক্ষণাদেব নিষ্ক্রম্য মাতুরন্তঃপুরং যযৌ ॥ ২৯
তত্র তাং প্রবণামেব মাতরং ক্ষৌমবাসিনীম্।
বাগ্যতাং দেবতাগারে দদর্শায়াচতীং শ্রিয়ম্ ॥ ৩০
প্রাগেব চাগতা তত্র সুমিত্রা লক্ষ্মণস্তথা।
সীতা চানায়িতা শ্রুত্বা প্রিয়ং রামাভিষেচনম্ ॥ ৩১
তস্মিন্ কালেঽপি কৌসল্যা তস্থাবামীলিতেক্ষণা।
সুমিত্রয়ান্বাস্যমানা সীতয়া লক্ষ্মণেন চ ॥ ৩২
শ্রুত্বা পুষ্যে চ পুত্রস্য যৌবরাজ্যাভিষেচনম্।
প্রাণায়ামেন পুরুষং ধ্যায়মানা জনার্দ্দনম্ ॥ ৩৩
তথা সনিয়মামেব সোঽভিগম্যাভিবাদ্য চ।
উবাচ বচনং রামো হর্ষয়ংস্তামিদং বরম্ ॥ ৩৪

তাহাতে আবার আকাশ হইতে মহাশব্দকারিণী উল্কা সকল পতিত হইতেছে এবং নির্ঘাতশব্দ হইতেছে; প্রায় এইরূপ দুর্লক্ষণ সকল প্রাদুর্ভূত হইলে, মহীপতি ঘোরতর বিপদে পতিত হইয়া কাল-কবলিত হইয়া থাকেন, এনিমিত্ত আমার জীবনের প্রতি সংশয় হইয়াছে। বিশেষতঃ প্রাণীদিগের মনোবৃত্তি সর্ব্বদা একরূপ থাকে না; অতএব রাঘব! যে কোন প্রকারে হউক আমার চিত্ত বিমুগ্ধ হইতে না হইতেই তুমি শীঘ্র যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত হও। ১৮—২০। দৈবজ্ঞেরা বলিয়া থাকেন যে, চন্দ্র পুনর্ব্বসু নক্ষত্র হইতে পুষ্য-নক্ষত্রে গমন করেন, সুতরাং যখন অদ্য চন্দ্র পুনর্ব্বসু নক্ষত্রে গমন করিয়াছেন, তখন অবশ্যই কল্য পুষ্যা-নক্ষত্রে যাইবেন, আমি সেই পুষ্য-যোগে তোমাকে যৌবরাজ্যে অভিষেক করিব,—কল্যই তুমি যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত হও; কেননা আমাকে আমার মন এ বিষয়ে অতীব ত্বরান্বিত করিতেছে। রাম! তোমার এক্ষণ হইতে সংযতচিত্ত হইয়া রাত্রে পত্নীর সহিত উপবাস করিয়া কুশশয্যাতে শয়ন করা বিধেয়। অদ্য তোমার বন্ধুবর্গ অপ্রমত্তচিত্তে সর্ব্বতোভাবে তোমাকে রক্ষা করুন, যেহেতু এইরূপ কার্য্যেই নানাবিধ বিঘ্ন ঘটিয়া থাকে; এই জন্য যদিও তোমার কনিষ্ঠ ভ্রাতা ধর্ম্মাত্মা ভরত সাধুদিগের মতের অনুবর্ত্তী হইয়াছে এবং যদিও সে জিতেন্দ্রিয় জ্যেষ্ঠের আজ্ঞাবহ ও দয়াবান্, তথাপি আমার মতে তাহার অবর্ত্তমানেই তোমার যৌবরাজ্যে অভিষেক হওয়া উচিত। কেননা, আমার দৃঢ় বিশ্বাস আছে যে, মনুষ্যদিগের চিত্ত সর্ব্বদা সমভাবে থাকে না,— ধর্ম্মাত্মা সাধুদিগেরও চিত্ত, রাগ ও দ্বেষে আক্রান্ত হইয়া থাকে।" ২১—২৭। দশরথ পর দিবস যৌব-রাজ্যাভিষেকের বিষয় এইরূপ কহিলে, রাম তাঁহার "এক্ষণে গমন কর" এইরূপ অনুজ্ঞানুসারে তাঁহাকে আমন্ত্রণপূর্ব্বক সীতাকে উক্ত বিষয় বলিবার নিমিত্ত স্বীয় গৃহে গমন করিলেন এবং তথায় সীতাকে দেখিতে না পাইয়া, তৎক্ষণাৎ গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া মাতার অন্তঃপুরে গমন করিলেন। তিনি তথায় যাইয়া দেখিলেন যে, তাঁহার মাতা তাঁহার রাজলক্ষ্মী কামনা

মৌনাবলম্বন করত দেবতার আরাধনা করিতেছেন। পূর্ব্বেই তথায় সুমিত্রা দেবী ও লক্ষ্মণ আসিয়া কৌশল্যাকে সেই প্রিয়সংবাদ প্রদান করেন। কৌসল্যা দেবীও অতিপ্রিয় রামাভিষেক বিবরণ শুনিয়া তথায় সীতাকে আনয়ন করেন। কল্য পুষ্যযোগে রামের যৌবরাজ্যে অভিষেক হইবে শুনিয়া, কৌসল্যা প্রাণায়াম দ্বারা পরম পুরুষ জনার্দনকে ধ্যান করিতে প্রবৃত্তা হন। রাম আগমন করিলেও কৌসল্যা দেবী, সুমিত্রা সীতা ও লক্ষ্মণকর্তৃক উপাস্যমানা হইয়া, নয়ন মুদ্রিত করত বিষ্ণুর ধ্যান করিতেছিলেন। রাম তাদৃশ নিয়মবতী মাতার নিকটে যাইয়া, তাঁহাকে অভিবাদন পূর্ব্বক মধুরবচনে আনন্দিতা করত বলিলেন,—

অদ্য পিত্রা নিযুক্তোঽস্মি প্রজাপালনকর্ম্মণি।
ভবিতা শ্বোঽভিষেকো মে যথা মে শাসনং পিতুঃ॥ ৩৫
সীতয়াপ্যুপবস্তব্যা রজনীয়ং ময়া সহ।
এবমুক্তমুপাধ্যায়ৈঃ স হি মামুক্তবান্ পিতা॥ ৩৬
যানি যান্যত্র যোগ্যানি শ্বোভাবিন্যভিষেচনে।
তানি মে মঙ্গলান্যদ্য বৈদেহ্যাশ্চৈব কারয়॥ ৩৭
এতচ্ছ্রুত্বা তু কৌসল্যা চিরকালাভিকাঙ্ক্ষিতম্।
হর্ষবাষ্পাকুলং বাক্যমিদং রামমভাষত॥ ৩৮
বৎস রাম চিরঞ্জীব হতাস্তে পরিপন্থিনঃ।
জ্ঞাতীন্মে ত্বং শ্রিয়া যুক্তঃ সুমিত্রায়াশ্চ নন্দয়॥ ৩৯
কল্যাণে বত নক্ষত্রে ময়া জাতোঽসি পুত্রক।
যেন ত্বয়া দশরথো গুণৈরারাধিতঃ পিতা॥ ৪০
অমোঘং বত মে ক্ষান্তং পুরুষে পুষ্করেক্ষণে।
যেয়মিক্ষ্বাকুরাজ্যশ্রীঃ পুত্র ত্বাং সংশ্রয়িষ্যতি॥ ৪১
ইত্যেবমুক্তো মাত্রা তু রামো ভ্রাতরমব্রবীৎ।
প্রাঞ্জলিং প্রহ্বমাসীনমভিবীক্ষ্য স্ময়ন্নিব॥ ৪২
লক্ষ্মণেমাং ময়া সার্দ্ধং প্রশাধি ত্বং বসুন্ধরাম্।
দ্বিতীয়ং মেঽন্তরাত্মানং ত্বামিয়ং শ্রীরুপস্থিতা॥ ৪৩
সৌমিত্রে ভুঙ্‌ক্ষ্ব ভোগাংস্ত্বমিষ্টান্ রাজ্যফলানি চ।
জীবিতঞ্চাপি রাজ্যঞ্চ ত্বদর্থমভিকাময়ে॥ ৪৪
ইত্যুক্ত্বা লক্ষ্মণং রামো মাতরাবভিবাদ্য চ।
অভ্যনুজ্ঞাপ্য সীতাঞ্চ যযৌ স্বঞ্চ নিবেশনম্॥ ৪৫

ইত্যযোধ্যাকাণ্ডে চতুর্থঃ সর্গঃ॥ ৪॥

পঞ্চমঃ সর্গঃ।

সন্দিশ্য রামং নৃপতিঃ শ্বোভাবিন্যভিষেচনে।
পুরোহিতং সমাহূয় বসিষ্ঠমিদমব্রবীৎ॥ ১
গচ্ছোপবাসং কাকুৎস্থং কারয়াদ্য তপোধন।
শ্রেয়সে রাজ্যলাভায় বধ্বা সহ যতব্রত॥ ২
তথেতি চ স রাজানমুক্ত্বা বেদবিদাং বরঃ।
স্বয়ং বসিষ্ঠো ভগবান্ যযৌ রামনিবেশনম্॥ ৩
উপবাসয়িতুং বীরং মন্ত্রবিন্মন্ত্রকোবিদম্।
ব্রাহ্মং রথবরং যুক্তমাস্থায় সুধৃতব্রতঃ॥ ৪
স রামভবনং প্রাপ্য পাণ্ডুরাভ্রঘনপ্রভম্।
তিস্রঃ কক্ষা রথেনৈব বিবেশ মুনিসত্তমঃ॥ ৫
তমাগতমৃষিং রামস্ত্বরন্নিব সসম্ভ্রমম্।

"জননি! পিতা আমাকে প্রজাপালন-কার্য্যে নিযুক্ত করিয়াছেন,—তিনি আমাকে আদেশ করিয়াছেন যে, কল্য তোমার যৌবরাজ্যে অভিষেক হইবে। উপাধ্যায়গণ পিতাকে বলিয়াছিলেন, 'অদ্য রামকে সীতার সহিত উপবাস করিয়া রজনী যাপন করিতে হইবে' সুতরাং পিতা আমাকে সেইরূপ আদেশ করিয়াছেন। মা! অভিষেকের পূর্ব্বদিনে যে সকল শুভকার্য্য করিতে হয়, আপনি আমার ও জানকীর নিমিত্ত সেই সকল কার্য্য সমাধা করুন। ২৮—৩৭। রামের মুখে চিরাকাঙ্ক্ষিত এই কথা শুনিয়া কৌসল্যা দেবী আনন্দ-গদ্গদস্বরে বলিলেন, "বৎস রাম! তুমি চিরকাল জীবিত থাক, তোমার শত্রুসকল নিহত হউক এবং তুমি রাজলক্ষ্মীসম্পন্ন হইয়া আমার ও সুমিত্রাদেবীর বান্ধবগণকেও আনন্দিত কর। পুত্র! অতি শুভ নক্ষত্রে আমি তোমাকে প্রসব করিয়াছি, যেহেতু তুমি স্বীয় গুণে পিতা দশরথকে প্রীত করিয়াছ। পুত্র! আমি নিষ্কামা হইয়া পদ্মপলাশনেত্রে পরমপুরুষ বিষ্ণুর উদ্দেশে যে সকল ব্রত করিয়াছি, তাহা সফল হইল; কেননা, ইক্ষ্বাকুবংশীয় রাজলক্ষ্মী কল্য তোমাকে আশ্রয় করিবেন।" ৩৮—৪১। রাম জননীর কথা শুনিয়া বিনীতভাবে কৃতাঞ্জলিপুটে অভিমুখে অবস্থিত ভ্রাতাকে দেখিয়া ঈষৎহাস্যসহকারে কহিলেন,—"সুমিত্রানন্দন লক্ষ্মণ! তুমি আমার দ্বিতীয় অন্তরাত্মা, সুতরাং তোমাকেও এই রাজলক্ষ্মী আশ্রয় করিয়াছেন; তুমি আমার সহিত এই পৃথিবী শাসন ও অভিলষিত বিষয় সকল ভোগ কর এবং ধর্ম্ম ও অর্থ প্রাপ্ত হও, আমি তোমার জন্যই জীবন ও রাজ্য প্রার্থনা করিতেছি।" রাম লক্ষ্মণকে ঐরূপ বলিয়া কৌসল্যা ও সুমিত্রা দেবীকে অভিবাদনপূর্ব্বক তাঁহাদিগের অনুমতিক্রমে সীতার সহিত স্বীয় গৃহে গমন করিলেন। ৪২—৪৫।

পঞ্চম সর্গ।

রাজা দশরথ, রামকে অভিষেক-বিষয়ক কর্ত্তব্য কার্য্যের আদেশ করিয়া পুরোহিত বসিষ্ঠকে আহ্বান-পূর্ব্বক বলিলেন, নিয়তব্রত তপোধন! অদ্য আপনি রামকে নির্ব্বিঘ্নে রাজ্যলাভার্থ পত্নীর সহিত উপবাসে প্রবৃত্ত করুন"। বেদবিদ্‌গণের অগ্রগণ্য, আচরিত-ব্রত ভগবান্ বসিষ্ঠ, নরপতিকে 'তথাস্তু' বলিয়া স্বয়ং মন্ত্রজ্ঞ বীর্য্যসম্পন্ন রামকে উপবাসে প্রবৃত্ত করিতে ব্রাহ্মণের আরোহণযোগ্য অশ্বযুক্ত শ্রেষ্ঠ রথে আরোহণ করিয়া তাঁহার গৃহে গমন করিলেন। ১—৪। মুনি-সত্তম বসিষ্ঠ পাণ্ডুরবর্ণ মেঘতুল্যনিবিড়-প্রভাশালী রামভবনে উপস্থিত হইয়া রথারোহণেই তাঁহার তৃতীয় কক্ষাতে প্রবেশ করিলেন। রাম সসম্ভ্রমে সত্বরই

মানয়িষ্যন্ স মানার্হং নিশ্চক্রাম নিবেশনাৎ ॥ ৬
অভ্যেত্য ত্বরমাণোঽথ রথাভ্যাশং মনীষিণঃ ।
ততোঽবতারয়ামাস পরিগৃহ্য রথাৎ স্বয়ম্ ॥ ৭
স চৈনং প্রশ্রিতং দৃষ্ট্বা সম্ভাষ্যাভিপ্রসাদ্য চ ।
প্রিয়ার্হং হর্ষয়ন্ রামমিত্যুবাচ পুরোহিতঃ ॥ ৮
প্রসন্নস্তে পিতা রাম যত্ত্বং রাজ্যমবাপ্স্যসি
উপবাসং ভবানদ্য করোতু সহ সীতয়া ॥ ৯
প্রাতস্ত্বামভিষেক্তা হি যৌবরাজ্যে নরাধিপঃ ।
পিতা দশরথঃ প্রীত্যা যযাতিং নহুষো যথা ॥ ১০
ইত্যুক্ত্বা স তদা রামমুপবাসং যতব্রতঃ ।
মন্ত্রবৎ কারয়ামাস বৈদেহ্যা সহিতং শুচিঃ ॥ ২১
ততো যথাবদ্রামেণ স রাজ্ঞো গুরুরর্চিতঃ ।
অভ্যনুজ্ঞাপ্য কাকুৎস্থং যযৌ রামনিবেশনাৎ ॥ ১২
সুহৃদ্ভিস্তত্র রামোঽপি সহাসীনঃ প্রিয়ংবদৈঃ ।
সভাজিতো বিবেশাথ তাননুজ্ঞাপ্য সর্বশঃ ॥ ১৩
হৃষ্টনারীনরযুতং রামবেশ্ম তদা বভৌ ।
যথা মত্তদ্বিজগণং প্রফুল্লনলিনং সরঃ ॥ ১৪
স রাজভবনপ্রখ্যাত্তস্মাদ্রামনিবেশনাৎ ।
নির্গত্য দদৃশে মার্গং বসিষ্ঠো জনসংবৃতম্ ॥ ১৫
বৃন্দবৃন্দৈরযোধ্যায়াং রাজমার্গাঃ সমন্ততঃ ।
বভূবুরভিসম্বাধাঃ কুতূহলজনৈর্বৃতাঃ ॥ ১৬
জনবৃন্দোর্মিসংঘর্ষহর্ষস্বনবতস্তদা ।
বভূব রাজমার্গস্য সাগরস্যেব নিস্বনঃ ॥ ১৭
সিক্তসম্মৃষ্টরথ্যা হি তথা চ বনমালিনী ।
আসীদযোধ্যা তদহঃ সমুচ্ছ্রিতগৃহধ্বজা ॥ ১৮
তদা হ্যযোধ্যানিলয়ঃ সস্ত্রীবালাকুলো জনঃ ।
রামাভিষেকমাকাঙ্ক্ষন্নাকাঙ্ক্ষন্নুদয়ং রবেঃ ॥ ১৯
প্রজালঙ্কারভূতং চ জনস্যানন্দবর্দ্ধনম্ ।
উৎসুকোঽভূজ্জনো দ্রষ্টুং তমযোধ্যামহোৎসবম্ ॥ ২০
এবং তজ্জনসম্বাধং রাজমার্গং পুরোহিতঃ ।
ব্যূহন্নিব জনৌঘং তং শনৈ রাজকুলং যযৌ ॥ ২১
সিতাভ্রশিখরপ্রখ্যং প্রাসাদমধিরুহ্য চ ।
সমীয়ায় নরেন্দ্রেণ শক্রেণেব বৃহস্পতিঃ ॥ ২২
তমাগতমভিপ্রেক্ষ্য হিত্বা রাজাসনং নৃপঃ ।

মহর্ষি বসিষ্ঠকে সম্মানিত করিবার নিমিত্ত গৃহ হইতে বাহির হইলেন। পরে তিনি সত্বর হইয়া মনীষী বসিষ্ঠের রথের নিকট হইয়া, স্বয়ং হস্তদ্বারা তাঁহার হস্ত গ্রহণপূর্ব্বক তাঁহাকে রথ হইতে অবতারিত করিলেন। পরে পুরোহিত বসিষ্ঠ সেই প্রিয়-বাক্যার্হ রামকে তাদৃশ নিয়মাবলম্বী দেখিয়া, সন্তুষ্ট চিত্তে সম্ভাষণপূর্ব্বক স্তুতিদ্বারা তাঁহাকে প্রসন্ন করত বলিলেন,—"রাম! তোমার পিতা নরপতি দশরথ তোমার প্রতি প্রসন্ন হইয়াছেন, এজন্য তিনি কল্য প্রাতে, মহীপতি নহুষ যেরূপ প্রীতি-সহকারে যযাতিকে অভিষিক্ত করিয়াছিলেন, সেইরূপ প্রীতিসহকারে তোমাকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করিবেন,—তুমি কল্য যৌবরাজ্য লাভ করিবে; অতএব অদ্য তুমি সীতার সহিত উপবাসী হইয়া থাক।" ৫—১০। নিয়তব্রত পবিত্রাত্মা বসিষ্ঠ সেইরূপ বলিয়া মন্ত্রানুসারে রামকে পত্নীর সহিত উপবাসে প্রবৃত্ত করিলেন। পরে রাজগুরু বসিষ্ঠ, কাকুৎস্থ রামকর্ত্তৃক যথানিয়মে অর্চ্চিত হইয়া তাঁহার অনুজ্ঞা লইয়া তদীয় ভবন হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন। তৎকালে প্রিয়বাদী বন্ধুবর্গের সহিত সমাসীন রাম সেইসকল বন্ধুকর্ত্তৃক আলিঙ্গিত হইয়া তাঁহাদিগকে গমনে অনুমতি দিয়া অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন। তখন রাজভবন প্রফুল্ল-চিত্ত নরনারীগণে সমাকীর্ণ হইয়া বিকসিতপদ্মসমন্বিত সরোবর যেরূপ ভ্রমরকুলে আকুল হইয়া শোভিত হয়, সেইরূপ শোভা পাইতে লাগিল। ১১—১৪। এদিকে বসিষ্ঠ রাজভবন-তুল্য রামভবন হইতে নির্গত হইয়া দেখিলেন, রাজপথ সকল জনগণে পরি-ব্যাপ্ত হইয়াছে; এমন কি, অযোধ্যার সমুদায় রাজপথ অভিষেক-সন্দর্শনকৌতূহল-সমন্বিত মানবসমূহে পরি-বৃত হইয়া লোকের গমনাগমনে বাধা দিতেছে; সাগরে ঊর্ম্মিসমুদায়ের পরস্পর ঘাত-প্রতিঘাত-নিবন্ধন যেরূপ তুমুল কোলাহল হইয়া থাকে, সেইরূপ সেই সমস্ত রাজপথে মানবসমূহের সুতুমুল আনন্দধ্বনি হইতেছে; অযোধ্যা নগরীর সমুদয় গৃহই ধ্বজা-সমন্বিত এবং সেই সকল ভবনেরই বহির্দ্বার সকল বনমালাদ্বারা বিভূষিত হইয়াছে; তাহার পথ সকলও সম্যক্ পরি-ষ্কৃত ও জলসিক্ত হইয়াছে এবং অযোধ্যা-নিবাসী স্ত্রী ও বালক-প্রভৃতি সমুদয় লোকই রামের অভিষেক কামনা করিয়া সূর্য্যোদয়ের আকাঙ্ক্ষা করিতেছে এবং আপনাদিগের শোভা-সম্পাদক ও আনন্দবর্দ্ধন সেই মহোৎসব দেখিতে উৎসুক হইয়াছে। পুরোহিত বসিষ্ঠ রাজপথে সেই জন-গণের গমনাগমনের বাধাদায়ক জনসমূহকে মার্গের একপার্শ্বে অবস্থিত করাইয়া ধীরে ধীরে রাজভবনাভি-মুখে গমন করিলেন। তিনি হিমালয়-শিখর-সদৃশ রাজভবনে অধিরোহণ করিয়া, বৃহস্পতি যেরূপ মহে-ন্দ্রের সহিত মিলিত হন, সেইরূপ রাজেন্দ্র দশরথের সহিত মিলিত হইলেন। তাঁহাকে সমাগত দেখিয়া

পপ্রচ্ছ স্বমতং তস্মৈ কৃতমিত্যভিবেদয়ৎ ॥ ২৩
তেন চৈব তদা তুল্যং সহাসীনাঃ সভাসদঃ।
আসনেভ্যঃ সমুত্তস্থুঃ পূজয়ন্তঃ পুরোহিতম্ ॥ ২৪
গুরুণা ত্বভ্যনুজ্ঞাতো মনুজৌঘং বিসৃজ্য তম্।
বিবেশান্তঃপুরং রাজা সিংহো গিরিগুহামিব ॥ ২৫

তদগ্র্যবেষপ্রমদাজনাকুলং
মহেন্দ্রবেশ্মপ্রতিমং নিবেশনম্।
ব্যদীপয়ংশ্চারু বিবেশ পার্থিবঃ
শশীব তারাগণসঙ্কুলং নভঃ ॥ ২৬

ইত্যযোধ্যাকাণ্ডে পঞ্চমঃ সর্গঃ ॥ ৫ ॥

ষষ্ঠঃ সর্গঃ।

গতে পুরোহিতে রামঃ স্নাতো নিয়তমানসঃ।
সহ পত্ন্যা বিশালাক্ষ্যা নারায়ণমুপাগমৎ ॥ ১
প্রগৃহ্য শিরসা পাত্রীং হবিষো বিধিবত্ততঃ।
মহতে দৈবতায়াজ্যং জুহাব জ্বলিতানলে ॥ ২
শেষঞ্চ হবিষস্তস্য প্রাশ্যাশাস্যাত্মনঃ প্রিয়ম্।
ধ্যায়ন্নারায়ণং দেবং স্বাস্তীর্ণে কুশসংস্তরে ॥ ৩

নরপতি দশরথ আসন হইতে উত্থিত হইলেন এবং তৎকালে যে সকল সভ্য তাঁহার নিকট সমাসীন ছিলেন, তাঁহারাও পুরোহিত বসিষ্ঠকে সম্মান করত আসন হইতে উত্থিত হইলেন। পরে রাজা পুরোহিতকে জিজ্ঞাসিলেন, 'সেই কার্য্য ত করা হইয়াছে?' বসিষ্ঠও তাঁহাকে সম্মতি জ্ঞাপন করিলেন। রাজা দশরথ পুরোহিতকর্ত্তৃক অনুজ্ঞাত হইয়া, সেই জনগণকে বিদায় দিয়া সিংহ যেমন গিরিগুহাতে প্রবেশ করে, সেইরূপ অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন। তৎকালে চন্দ্র যেমন তারাগণসমাকুল আকাশমণ্ডল উদ্দীপিত করেন, সেইরূপ তিনি মহেন্দ্র গেহসদৃশ উত্তম বেশভূষায় সজ্জিত প্রমদাগণে পরিব্যাপ্ত মনোহর অন্তঃপুর উদ্দীপিত করত প্রবিষ্ট হইলেন। ১৫—২৬।

ষষ্ঠ সর্গ।

এদিকে পুরোহিত প্রস্থান করিলে, রাম স্নান করিয়া একাগ্রচিত্তে পত্নীর সহিত নারায়ণের উপাসনা করিলেন। পরে তিনি আত্মশুভ কামনা করিয়া বিধিপূর্ব্বক মস্তকদ্বারা ঘৃতপাত্র গ্রহণ করত শ্রেষ্ঠ নারায়ণের উদ্দেশে প্রজ্বলিত অগ্নিতে ঘৃতাহুতি প্রদান করিলেন এবং অবশিষ্ট ঘৃত ভক্ষণ করিয়া বৈদেহীর সহিত মৌনাবলম্বনপূর্ব্বক একাগ্রমনে নারায়ণকে ধ্যান

বাগ্যতঃ সহ বৈদেহ্যা ভূত্বা নিয়তমানসঃ।
শ্রীমত্যায়তনে বিষ্ণোঃ শিশ্যে নরবরাত্মজঃ ॥ ৪
একযামাবশিষ্টায়াং রাত্র্যাং প্রতিবিবুধ্য সঃ।
অলঙ্কারবিধিং সম্যক্কারয়ামাস বেশ্মনঃ ॥ ৫
তত্র শৃণ্বন্ সুখা বাচঃ সূতমাগধবন্দিনাম্।
পূর্ব্বাং সন্ধ্যামুপাসীনো জজাপ সুসমাহিতঃ ॥ ৬
তুষ্টাব প্রণতশ্চৈব শিরসা মধুসূদনম্।
বিমলক্ষৌমসংবীতো বাচয়ামাস স দ্বিজান্ ॥ ৭
তেষাং পুণ্যাহঘোষোঽথ গম্ভীরমধুরস্তথা।
অযোধ্যাং পূরয়ামাস তূর্য্যঘোষানুনাদিতঃ ॥ ৮
কৃতোপবাসন্তু তদা বৈদেহ্যা সহ রাঘবম্।
অযোধ্যানিলয়ঃ শ্রুত্বা সর্ব্বঃ প্রমুদিতো জনঃ ॥ ৯
ততঃ পৌরজনঃ সর্ব্বঃ শ্রুত্বা রামাভিষেচনম্।
প্রভাতাং রজনীং দৃষ্ট্বা চক্রে শোভয়িতুং পুরীম্ ॥ ১০
সিতাভ্রশিখরাভেষু দেবতায়তনেষু চ।
চতুষ্পথেষু রথ্যাসু চৈত্যেষট্টালকেষু চ ॥ ১১
নানাপণ্যসমৃদ্ধেষু বণিজামাপণেষু চ।
কুটুম্বিনাং সমৃদ্ধেষু শ্রীমৎসু ভবনেষু চ ॥ ১২
সভাসু চৈব সর্ব্বাসু বৃক্ষেষ্বালক্ষিতেষু চ।

করত, অন্তঃপুরবর্ত্তী সুশোভিত বিষ্ণুগৃহে উত্তমরূপে কুশশয্যা রচনা করিয়া তাহাতে শয়ন করিলেন। রাত্রি প্রভাত হইতে এক প্রহর মাত্র অবশিষ্ট আছে, এমন সময়ে তিনি জাগরিত হইয়া সূত, মাগধ ও বন্দীদিগের মধুর বাক্য সকল শ্রবণ করত ভৃত্যদ্বারা গৃহ পরিষ্কারপূর্ব্বক সুশোভিত করিলেন। পরে প্রভাত হইলে, তিনি একাগ্রমনে প্রাতঃসন্ধ্যার উপাসনা করত গায়ত্রী জপ করিলেন। ১—৬। পরে অবনতমস্তকে মধুসূদনকে স্তব করিলেন এবং নির্ম্মল ক্ষৌম বস্ত্র পরিধানপূর্ব্বক ব্রাহ্মণগণকর্ত্তৃক স্বস্তিবাচন করাইলেন। তখন সেই সকল ব্রাহ্মণের গম্ভীর ও মধুর পুণ্যাহ-শব্দে ও তূর্য্যশব্দে অযোধ্যানগরী পরিপূরিত হইল। তৎকালে অযোধ্যাবাসী সমস্ত ব্যক্তিই 'রাম বৈদেহীর সহিত উপবাস করিয়াছেন' ইহা শুনিয়া পরমানন্দিত হইল। প্রভাত হইয়াছে দেখিয়া এবং রামের অভিষেকের আয়োজন হইতেছে শুনিয়া সমস্ত পৌরজনই সেই অযোধ্যাপুরী সুশোভিত করিবার উদ্যোগ করিতে লাগিল। তখন অযোধ্যানগরীর হিমাদ্রি-শৃঙ্গোপম দেবালয়, চতুষ্পথ, রথ্যা, চৈত্যবৃক্ষ, অট্টালিকা, সভা, অত্যুচ্চ বৃক্ষ, নানাবিধ পণ্যদ্রব্যসুশোভিত বিপণী এবং সুসমৃদ্ধ শোভাসম্পন্ন গৃহস্থ-

ধ্বজাঃ সমুচ্ছ্রিতাঃ সাধু পতাকাশ্চাভবংস্তথা ॥ ১৩
নটনর্ত্তকসঙ্ঘানাং গায়কানাঞ্চ গায়তাম্।
মনঃকর্ণসুখা বাচঃ শুশ্রাব জনতা ততঃ ॥ ১৪
রামাভিষেকযুক্তাশ্চ কথাশ্চক্রুর্মিথো জনাঃ।
রামাভিষেকে সম্প্রাপ্তে চত্বরেষু গৃহেষু চ ॥ ১৫
বালা অপি ক্রীড়মানা গৃহদ্বারেষু সঙ্ঘশঃ।
রামাভিষবসংযুক্তাশ্চক্রুরেব কথা মিথঃ ॥ ১৬
কৃতপুষ্পোপহারশ্চ ধূপগন্ধাধিবাসিতঃ।
রাজমার্গঃ কৃতঃ শ্রীমান্ পৌরৈ রামাভিষেচনে ॥ ১৭
প্রকাশীকরণার্থঞ্চ নিশাগমনশঙ্কয়া।
দীপবৃক্ষাংস্তথা চক্রুরনুরথ্যাসু সর্ব্বশঃ ॥ ১৮
অলঙ্কারং পুরস্যৈবং কৃত্বা তৎপুরবাসিনঃ।
আকাঙ্ক্ষমাণা রামস্য যৌবরাজ্যাভিষেচনম্ ॥ ১৯
সমেত্য সঙ্ঘশঃ সর্ব্বে চত্বরেষু সভাসু চ।
কথয়ন্তো মিথস্তত্র প্রশশংসুর্জনাধিপম্ ॥ ২০
অহো মহাত্মা রাজায়মিক্ষাকুকুলনন্দনঃ।
জ্ঞাত্বা বৃদ্ধং স্বমাত্মানং রামং রাজ্যেঽভিষেক্ষ্যতি ॥ ২১
সর্ব্বে হ্যনুগৃহীতাঃ স্ম যন্নো রামো মহীপতিঃ।
চিরায় ভবিতা গোপ্তা দৃষ্টলোকপরাবরঃ ॥ ২২
অনুদ্ধতমনা বিদ্বান্ ধর্ম্মাত্মা ভ্রাতৃবৎসলঃ।
যথা চ ভ্রাতৃষু স্নিগ্ধস্তথাস্মাস্বপি রাঘবঃ ॥ ২৩
চিরং জীবতু ধর্ম্মাত্মা রাজা দশরথোঽনঘঃ।
যৎপ্রসাদেনাভিষিক্তং রামং দ্রক্ষ্যামহে বয়ম্ ॥ ২৪
এবংবিধং কথয়তাং পৌরাণাং শুশ্রুবুঃ পরে।
দিগ্‌ভ্যো বিশ্রুতবৃত্তান্তাঃ প্রাপ্তা জানপদা জনাঃ ॥ ২৫
তে তু দিগ্‌ভ্যঃ পুরীং প্রাপ্তা দ্রষ্টুং রামাভিষেচনম্।
রামস্য পূরয়ামাসুঃ পুরীং জানপদা জনাঃ ॥ ২৬
জনৌঘৈস্তৈর্বিসর্পদ্ভিঃ শুশ্রুবে তত্র নিস্বনঃ।
পর্ব্বসূদীর্ণবেগস্য সাগরস্যেব নিস্বনঃ ॥ ২৭

ততস্তদিন্দ্রক্ষয়সন্নিভং পুরং
দিদৃক্ষুভির্জানপদৈরুপাহিতৈঃ।
সমন্ততঃ সস্বনমাকুলং বভৌ
সমুদ্রযাদোভিরিবার্ণবোদকম্ ॥ ২৮

ইত্যযোধ্যাকাণ্ডে ষষ্ঠঃ সর্গঃ ॥ ৬ ॥

তখন সমুদায়ে ধ্বজা ও পতাকাসকল উত্থাপিত করা হইল। ৭—১৩। অযোধ্যার জনসমুদায় নট, নর্ত্তক ও গায়কগণের কর্ণ-প্রীতিকর মনোহর গীত শ্রবণ করিতে লাগিল। রামের অভিষেক হইবে শুনিয়া পৌরবর্গ গৃহ ও চত্বরমধ্যে পরস্পর মিলিত হইয়া রামাভিষেক-বিষয়ক কথোপকথন করিতে লাগিল; অধিক কি, বালকগণও দলে দলে গৃহদ্বারে ক্রীড়া করত তদ্বিষয়ক কথোপকথন করিতে লাগিল। তৎকালে রামাভিষেকের উদ্দেশে পুরবাসীরা রাজপথসকল পুষ্প-গুচ্ছদ্বারা অলঙ্কৃত ও ধূপগন্ধদ্বারা সুবাসিত করিয়া শোভিত করিল এবং রাত্রিকালে সমুদয় পুরী আলোকিত করিয়া রাখিবার নিমিত্ত রথ্যা সমুদায়ের উভয় পার্শ্বে দীপবৃক্ষ সকল স্থাপিত করিল।১৪—১৮। এইরূপে অযোধ্যা নগরী সুশোভিত করিয়া, পৌরবর্গ, রামের যৌবরাজ্যাভিষেক ইচ্ছা করিয়া সভা ও প্রাঙ্গনে দলে দলে সমবেত হইয়া নরপতি দশরথের প্রশংসাবাদ করিয়া পরস্পর কথোপকথন করিতে লাগিল—"আহা! আমাদিগের এই মহারাজ ইক্ষাকু-কুলনন্দন দশরথ কি মহাত্মা! ইনি আপনাকে বৃদ্ধ জানিয়া রামকে যৌবরাজ্যে অভিষেক করিবেন। সেই অনুদ্ধত, ধর্ম্মাত্মা, ভ্রাতৃবৎসল, বিদ্বান্, রঘুনন্দন রাম ভ্রাতৃগণের প্রতি যেরূপ স্নেহবান্ থাকেন, আমাদিগের প্রতিও সেইরূপ স্নেহ করেন এবং প্রাণীদিগের দোষ গুণ উত্তমরূপ বুঝিতে পারেন; অতএব যখন তিনি আমাদিগের রাজা হইয়া চিরকাল আমাদিগের রক্ষা করিবেন, তখন যে আমরা সকলে ঈশ্বরকর্ত্তৃক সম্যক্ অনুগৃহীত হইয়াছি, ইহাতে সন্দেহ নাই। নিষ্পাপ ধর্ম্মাত্মা রাজা দশরথ দীর্ঘজীবী হউন, যাঁহার প্রসাদে আমরা রামকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত দেখিব।" ১৯—২৪। রামের যৌবরাজ্যাভিষেক-বৃত্তান্ত শুনিয়া যে সকল জনপদবাসীরা তাঁহাকে দেখিবার নিমিত্ত নানাদিক্ হইতে তথায় আসিয়াছিল, তাহারা কথোপ-কথনকারী পৌরবর্গের সেই কথা শুনিল। তৎকালে এত জনপদবাসী তথায় সমাগত হইয়াছিল যে, তৎসমুদায়ে অযোধ্যা নগরী একেবারে পরিপূরিতা হইয়া উঠিল। যেরূপ পর্ব্বকালে ঘোরতরঙ্গশালী সাগরের শব্দ হয়, সেইরূপ তখন সেই সকল জনপদবাসীদিগের ইতস্ততঃ গমনাগমনে তুমুল শব্দ উত্থিত হইল। যেরূপ সমুদ্র জলচরগণদ্বারা শব্দায়মান হইয়া শোভা পায়, সেইরূপ সেই ইন্দ্রপুরী-সদৃশ অযোধ্যাপুরী রামাভিষেকদর্শনার্থ সমাগত জনপদগণে সমাকুল ও শব্দিত হইয়া শোভিত হইল। ২৫—২৮।

সপ্তমঃ সর্গঃ।

জ্ঞাতিদাসী যতো জাতা কৈকেয্যা তু সহোষিতা।
প্রাসাদং চন্দ্রসঙ্কাশমারুরোহ যদৃচ্ছয়া ॥ ১
সিক্তরাজপথাং কৃৎস্নাং প্রকীর্ণকমলোৎপলাম্।
অযোধ্যাং মন্থরা তস্মাৎ প্রাসাদাদম্ববৈক্ষত ॥ ২
পতাকাভির্বরার্হাভির্ধ্বজৈশ্চ সমলঙ্কৃতাম্।
সিক্তাং চন্দনতোয়ৈশ্চ শিরঃস্নাতজনৈর্যুতাম্ ॥ ৩
মাল্যমোদকহস্তৈশ্চ দ্বিজেন্দ্রৈরভিনাদিতাম্।
শুক্লদেবগৃহদ্বারাং সর্ব্ববাদিত্রনাদিতাম্ ॥ ৪
সম্প্রহৃষ্টজনাকীর্ণাং ব্রহ্মঘোষনিনাদিতাম্।
প্রহৃষ্টবরহস্ত্যশ্বাং সম্প্রনর্দ্দিতগোবৃষাম্ ॥ ৫
হৃষ্টপ্রমুদিতৈঃ পৌরৈরুচ্ছ্রিতধ্বজমালিনীম্।
অযোধ্যাং মন্থরা দৃষ্ট্বা পরং বিস্ময়মাগতা ॥ ৬
সা হর্ষোৎফুল্লনয়নাং পাণ্ডুরক্ষৌমবাসিনীম্।
অবিদূরে স্থিতাং দৃষ্ট্বা ধাত্রীং পপ্রচ্ছ মন্থরা ॥ ৭
উত্তমেনাভিসংযুক্তা হর্ষেণার্থপরা সতী।
রামমাতা ধনং কিন্নু জনেভ্যঃ সম্প্রযচ্ছতি ॥ ৮
অতিমাত্রং প্রহর্ষঃ কিং জনস্যাস্য চ শংস মে।
কারয়িষ্যতি কিং বাপি সম্প্রহৃষ্টো মহীপতিঃ ॥ ৯
বিদীর্য্যমাণা হর্ষেণ ধাত্রী তু পরয়া মুদা।
আচচক্ষেঽথ কুব্জায়ৈ ভূয়সীং রাঘবে শ্রিয়ম্ ॥ ১০
শ্বঃ পুষ্যেণ জিতক্রোধং যৌবরাজ্যেন চানঘম্।
রাজা দশরথো রামমভিষেক্তা হি রাঘবম্ ॥ ১১
ধাত্র্যাস্তু বচনং শ্রুত্বা কুব্জা ক্ষিপ্রমমর্ষিতা।
কৈলাসশিখরাকারাৎ প্রাসাদাদবরোহত ॥ ১২
সা দহ্যমানা ক্রোধেন মন্থরা পাপদর্শিনী।
শয়ানামেব কৈকেয়ীমিদং বচনমব্রবীৎ ॥ ১৩
উত্তিষ্ঠ মূঢ়ে কিং শেষে ভয়ং ত্বামভিবর্ত্ততে।
উপপ্লুতমঘৌঘেন নাত্মানমববুধ্যসে ॥ ১৪
অনিষ্টে সুভগাকারে সৌভাগ্যেন বিকত্থসে।
চলং হি তব সৌভাগ্যং নদ্যাঃ স্রোত ইবোষ্ণগে ॥ ১৫
এবমুক্তা তু কৈকেয়ী রুষ্টয়া পরুষং বচঃ।
কুব্জয়া পাপদর্শিন্যা বিষাদমগমৎ পরম্ ॥ ১৬

সপ্তম সর্গ।

এদিকে রাজা দশরথ অন্তঃপুরে যাইবার পূর্ব্বে কৈকেয়ীর পিতৃদত্ত-দাসী মন্থরা যদৃচ্ছাক্রমে চন্দ্রতুল্য-কমনীয় প্রাসাদের উপরে আরোহণ করিল; মন্থরা সর্ব্বদা কৈকেয়ীর নিকটে থাকিত; কেহই তাহার মাতা, পিতা ও জন্মভূমির বিবরণ অবগত ছিল না। মন্থরা সেই প্রাসাদে আরোহণ করিয়া দেখিল,—'অযোধ্যা নগরীর সমুদায় রাজপথই জলসিক্ত এবং শ্বেত ও নীলবর্ণ কমলদলে পরিব্যাপ্ত রহিয়াছে; সেই পুরী ধ্বজা ও শ্রেষ্ঠ পতাকা-সমূহে সুশোভিত, চন্দন-মিশ্রিত জলে সংসিক্ত ও সুস্নাতজনগণে পরিব্যাপ্ত হইয়াছে। কোথাও ব্রাহ্মণগণ মাল্য ও মোদকহস্তে উচ্চৈঃস্বরে স্তুতি পাঠ করিতে করিতে চলিয়াছে; সর্ব্বত্র বাদ্যধ্বনি হইতেছে; দেবালয়সমূহের দ্বারদেশ সুধাধবলিত করা হইয়াছে। সেই নগরী পরম হৃষ্ট মানবগণে পরিব্যাপ্ত হইয়াছে; অধিক কি, তথায় শ্রেষ্ঠ হস্তী, অশ্ব, গাভী ও বৃষভগণও হৃষ্ট হইয়া আনন্দধ্বনি করিতেছে; সর্ব্বত্র বেদধ্বনি হইতেছে এবং সেই নগরীতে পৌরবর্গ আনন্দে পুলকিত হইয়া ধ্বজাসমূহ উত্থাপিত করিয়াছে। মন্থরা অযোধ্যা নগরীকে তাদৃশ শোভিতা দেখিয়া অত্যন্ত বিস্মিত হইল। ১—৬। পরে সেই মন্থরা, পাণ্ডুবর্ণ ক্ষৌমবস্ত্র-পরিহিতা হর্ষোৎফুল্লনয়না রামধাত্রীকে কিঞ্চিৎ দূরে অপর প্রাসাদের উপরে অবস্থিত দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "রামের মাতা অতীব হৃষ্টা হইয়া লোকদিগকে ধন প্রদান করিতেছেন কেন? রাজা প্রীত হইয়া তাঁহাকে কোন বিশেষ কার্য্য করাইবেন না কি? এবং ঐ সকল ব্যক্তিরাই বা কি কারণে অতীব হৃষ্ট হইয়াছে? এ সমস্ত তুমি আমাকে বল।" তাহা শুনিয়া রামের ধাত্রী আহ্লাদে অভিভূতা হইয়া কুব্জাকে কহিল—"নিষ্পাপ ক্রোধবিহীন রামের মহতী রাজলক্ষ্মী হইবে,—মহারাজ দশরথ কল্য পুষ্যযোগে তাঁহাকে যৌবরাজ্যে অভিষেক করিবেন।" ধাত্রীর কথা শুনিয়া কুব্জা সাতিশয় ক্রুদ্ধা হইয়া সেই কৈলাস-শিখরসদৃশ প্রাসাদ হইতে শীঘ্র অবতরণ করিল। ৭—১২। মন্থরা রামের রাজ্যাভিষেকে কৈকেয়ীপুত্র ভরতের অনিষ্ট আশঙ্কা করিয়া ক্রোধান্বিত হইয়া শয়নাগারে গমনপূর্ব্বক কৈকেয়ীকে বলিল, মূঢ়ে! তুমি এখনও কি প্রকারে শুইয়া রহিয়াছ। শীঘ্র শয্যা ত্যাগ কর; তোমার ভয় উপস্থিত হইয়াছে। যথার্থ অনিষ্টকারী ভর্ত্তাকে প্রিয়কারী বোধ করিয়া তুমি সৌভাগ্যের গর্ব্ব করিয়া থাক; তোমার সৌভাগ্য গ্রীষ্মকালীন নদীস্রোতের ন্যায় চঞ্চল; কিন্তু তোমার যে সমূহবিপদ্ উপস্থিত, তাহা তুমি জানিতে পারিতেছ না। অনিষ্টাশঙ্কিনী ক্রুদ্ধা কুব্জাকর্ত্তৃক ঐরূপ পরুষবাক্যে সম্ভাষিতা হইয়া, কৈকেয়ী অতীব বিষণ্ণা হইলেন এবং তাহাকে বলিলেন, "মন্থরে!

কৈকেয়ী ত্বব্রবীৎ কুব্জাং কচ্চিৎ ক্ষেমং ন মন্থরে।
বিষণ্ণবদনাং হি ত্বাং লক্ষয়ে ভৃশদুঃখিতাম্॥ ১৭
মন্থরা তু বচঃ শ্রুত্বা কৈকেয্যা মধুরাক্ষরম্।
উবাচ ক্রোধসংযুক্তা বাক্যং বাক্যবিশারদা॥ ১৮
সা বিষণ্ণতরা ভূত্বা কুব্জা তস্যাং হিতৈষিণী।
বিষাদয়ন্তী প্রোবাচ ভেদয়ন্তী চ রাঘবম্॥ ১৯
অক্ষয়ং সুমহদ্দেবি প্রবৃত্তং ত্বদ্বিনাশনম্।
রামং দশরথো রাজা যৌবরাজ্যেঽভিষেক্ষ্যতি॥ ২০
সাস্ম্যগাধে ভয়ে মগ্না দুঃখশোকসমন্বিতা।
দহ্যমানানলেনেব ত্বদ্ধিতার্থমিহাগতা॥ ২১
তব দুঃখেন কৈকেয়ি মম দুঃখং মহদ্ভবেৎ।
ত্বদ্বৃদ্ধৌ মম বৃদ্ধিশ্চ ভবেদিহ ন সংশয়ঃ॥ ২২
নরাধিপকুলে জাতা মহিষী ত্বং মহীপতেঃ।
উগ্রত্বং রাজধর্ম্মাণাং কথং দেবি ন বুধ্যসে॥ ২৩
ধর্ম্মবাদী শঠো ভর্ত্তা শ্লক্ষ্ণবাদী চ দারুণঃ।
শুদ্ধভাবেন জানীষে তেনৈবমতিসন্ধিতা॥ ২৪
উপস্থিতঃ প্রযুঞ্জানস্ত্বয়ি সান্ত্বমনর্থকম্।
অর্থেনৈবাদ্য তে ভর্ত্তা কৌশল্যাং যোজয়িষ্যতি॥ ২৫

অপবাহ্য তু দুষ্টাত্মা ভরতং তব বন্ধুষু।
কাল্যে স্থাপয়িতা রামং রাজ্যে নিহতকণ্টকে॥ ২৬
শত্রুঃ পতিপ্রবাদেন মাত্রেব হিতকাম্যয়া।
আশীবিষ ইবাঙ্কেন বালে পরিধৃতস্ত্বয়া॥ ২৭
যথা হি কুর্য্যাচ্ছত্রুর্ব্বা সর্পো বা প্রত্যুপেক্ষিতঃ।
রাজ্ঞা দশরথেনাদ্য সপুত্রা ত্বং তথা কৃতা॥ ২৮
পাপেনানৃতসান্ত্বেন বালে নিত্যং সুখোচিতা।
রামং স্থাপয়তা রাজ্যে সানুবন্ধা হতা হ্যসি॥ ২৯
সা প্রাপ্তকালং কৈকেয়ি ক্ষিপ্রং কুরু হিতং তব।
ত্রায়স্ব পুত্রমাত্মানং মাঞ্চ বিস্ময়দর্শনে॥ ৩০
মন্থরায়া বচঃ শ্রুত্বা শয়নাৎ সা শুভাননা।
উত্তস্থৌ হর্ষসম্পূর্ণা চন্দ্রলেখেব শারদী॥ ৩১
অতীব সা তু সন্তুষ্টা কৈকেয়ী বিস্ময়ান্বিতা।
দিব্যমাভরণং তস্যৈ কুব্জায়ৈ প্রদদৌ শুভম্॥ ৩২
দত্ত্বা ত্বাভরণং তস্যৈ কুব্জায়ৈ প্রমদোত্তমা।
কৈকেয়ী মন্থরাং দৃষ্ট্বা পুনরেবাব্রবীদিদম্॥ ৩৩
ইদন্তু মন্থরে মহ্যমাখ্যাতং পরমং প্রিয়ম্।

তোমাকে অতীব দুঃখিতা ও বিষণ্ণ-বদনা দেখিতেছি; আমার ত কোন অমঙ্গল ঘটে নাই?" ১৩—১৭। কৈকেয়ীর মধুর বাক্য শুনিয়া তাঁহার হিতৈষিণী বাক্য-বিশারদা মন্থরা রামের প্রতি তাঁহার স্নেহ দূর করিবার নিমিত্ত আরও বিষণ্ণ হইয়া তাঁহাকেও বিষণ্ণ করত সরোষে বলিল,"দেবি! এইবার তোমার অক্ষয় সৌভাগ্য ভাঙ্গিবার উপক্রম হইয়াছে,—রাজা দশরথ রামকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করিবেন, অতএব আমি দুঃখ ও শোকে ব্যাকুলা হইয়া অগাধ ভয়ে নিমগ্না হইয়াছি, কেননা, তোমার দুঃখে আমার অতীব দুঃখ হয় এবং তোমার সুখে আমার সুখ হয়, ইহাতে সংশয় নাই; সুতরাং আমি অগ্নিতে দগ্ধ হওয়ার ন্যায় তোমাকে হিত উপদেশ প্রদান করিবার নিমিত্ত এখানে আসিয়াছি। দেবি কৈকেয়ি! তুমি রাজকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছ, এবং রাজমহিষী হইয়াছ; তথাপি রাজধর্ম্মের উগ্রত্ব কেন জানিতে পারিতেছ না? তোমার স্বামী কথাতেই ধার্ম্মিক, ফলে তিনি শঠ এবং তিনি মুখে মধুর বাক্য বলিয়া থাকেন, কিন্তু অন্তরে অতিশয় ক্রূর; তথাপি তুমি তাঁহাকে বিশুদ্ধস্বভাব বলিয়া বোধ কর, সেই জন্য তুমি বঞ্চিত হইলে। ১৮—২৪। তোমার স্বামী তোমাকে কেবল তত্তৎকালোচিত নিরর্থক প্রিয় বচনই বলিয়া থাকেন; কেননা এক্ষণে তিনি কৌশল্যাকেই রাজ্যরূপ অর্থ প্রদান করিতেছেন।

সেই দুষ্টাত্মা ত্বদীয় স্বামী, ভরতকে তোমার বান্ধববর্গের নিকট রাখিয়া কণ্টক দূর করিয়াছেন, কল্যই রামকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করিবেন। কেকেয়ি! তুমি বালিকা বলিয়াই সর্পের ন্যায় ক্রূরস্বভাব শত্রুকে পতিবোধে অঙ্কে ধারণ করিয়াছ। বলিকে! শত্রু ও সর্প উপেক্ষিত হইলে যেরূপ আচরণ করিয়া থাকে, রাজা দশরথ এক্ষণে তোমার ও তোমার পুত্রের প্রতি সেইরূপ ব্যবহার করিয়াছেন। ২৫—২৮। তুমি সর্ব্বদা সুখভোগেই অভ্যস্তা, কখনও দুঃখের মুখ দেখ নাই, কিন্তু মিথ্যা-প্রিয়ভাষী পাপিষ্ঠ দশরথ রামকে রাজ্যে অভিষিক্ত করিয়া তোমাকে সপরিবারে নিহত করিলেন। তুমি এখনও বুঝিতে পার নাই, তাই আমার কথায় এরূপ বিস্মিত হইতেছ। এখনও সময় আছে। শীঘ্র আপনার হিতচেষ্টা কর,—তুমি আপনাকে ভরতকে ও আমাকে রক্ষা কর।" মন্থরার কথা শুনিয়া সেই সুবদনা কৈকেয়ী আকস্মিক রামের অভিষেক সংবাদে বিস্মিতা ও আনন্দ-উৎফুল্লা হইয়া শরৎ-কালীন চন্দ্রকলার ন্যায় প্রকাশমানা হওত তখনই শয্যা হইতে গাত্রোত্থান করিয়া পরমানন্দে সেই কুব্জাকে দিব্য উত্তম আভরণ প্রদান করিলেন। সুন্দরী কৈকেয়ী কুব্জাকে আভরণ প্রদান করিয়া হর্ষ-সহকারে তাহাকে কহিলেন। ২৯—৩৩। "মন্থরে! তুমি আমাকে এই প্রিয় সংবাদ দিলে—এই পরম

এতন্মে প্রিয়মাখ্যাতং কিং বা ভূয়ঃ করোমি তে ॥ ৩৪
রামে বা ভরতে বাহং বিশেষং নোপলক্ষয়ে।
তস্মাত্তুষ্টাস্মি যদ্রাজা রামং রাজ্যেঽভিষেক্ষ্যতি ॥ ৩৫
ন মে পরং কিঞ্চিদিতো বরং পুনঃ
প্রিয়ং প্রিয়ার্হে সুবচং বচোঽমৃতম্।
তথাহ্যবোচস্ত্বমতঃ প্রিয়োত্তরং
বরং পরং তে প্রদদামি তং বৃণু ॥ ৩৬
ইত্যযোধ্যাকাণ্ডে সপ্তমঃ সর্গঃ ॥ ৭ ॥

অষ্টমঃ সর্গঃ।

মন্থরা ত্বভ্যসূয়ৈনামুৎসৃজ্যাভরণং হি তৎ।
উবাচেদং ততো বাক্যং কোপদুঃখসমন্বিতা ॥ ১
হর্ষং কিমর্থমস্থানে কৃতবত্যসি বালিশে।
শোকসাগরমধ্যস্থং নাত্মানমববুধ্যসে ॥ ২
মনসা প্রহসামি ত্বাং দেবি দুঃখার্দ্দিতা সতী।
যচ্ছোচিতব্যে হৃষ্টাসি প্রাপ্য ত্বং ব্যসনং মহৎ ॥ ৩
শোচামি দুর্ম্মতিত্বং তে কা হি প্রাজ্ঞা প্রহর্ষয়েৎ।
অরেঃ সপত্নীপুত্রস্য বৃদ্ধিং মৃত্যোরিবাগতাম্ ॥ ৪

প্রিয় বিবরণ কীর্ত্তন করিলে, সুতরাং আমি তোমার আরও উপকার করিতে বাসনা করি; তোমাকে আর কি পুরস্কার দিব? আমি রাম ও ভরতে কিছুমাত্র পার্থক্য দেখি না; অতএব রাজা দশরথ যে রামকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করিবেন, তাহাতে আমি প্রীতি লাভ করিলাম। তুমি যে অমৃতস্বরূপ প্রিয় বাক্য বলিলে, ততোধিক প্রিয় আমার আর কিছুই নাই; সুতরাং তোমাকে আমার প্রিয় পুরস্কার প্রদান করা উচিত; অতএব তুমি যাহা প্রার্থনা করিবে, আমি তাহাই প্রদান করিব" ৩৪—৩৬।

অষ্টম সর্গ।

মন্থরা দুঃখিতা ও ক্রুদ্ধা হইয়া সেই আভরণ পরিত্যাগপূর্ব্বক অসূয়াবশতঃ কৈকেয়ীকে বলিল, "নির্ব্বোধ! তুমি অস্থানবিষয়ে কি প্রকারে হর্ষ-লাভ করিলে? তুমি শোকসাগরের মধ্যে পতিত, তাহা কি বুঝিতে পারিতেছ না? দেবি! আমি তোমার দুঃখে দুঃখিতা হইয়া তোমার এই অযথা আহ্লাদ দেখিয়া মনে মনে হাস্য করিতেছি। তোমার মহতী বিপত্তি উপস্থিত, কিন্তু শোকের পরিবর্ত্তে তুমি হর্ষ লাভ করিলে। কোন্ বুদ্ধিমতী কামিনী যমের ন্যায় শত্রু সপত্নীপুত্রের অভ্যুদয়ে হর্ষ লাভ করিয়া থাকে?

ভরতাদেব রামস্য রাজ্যসাধারণাদ্ভয়ম্।
তদ্বিচিন্ত্য বিষণ্ণাস্মি ভয়ং ভীতাদ্ধি জায়তে ॥ ৫
লক্ষ্মণো হি মহাবাহু রামং সর্ব্বাত্মনা গতঃ।
শত্রুঘ্নশ্চাপি ভরতং কাকুৎস্থং লক্ষ্মণো যথা ॥ ৬
প্রত্যাসন্নক্রমেণাপি ভরতস্যৈব ভামিনি।
রাজ্যক্রমো বিসৃষ্টস্তু তয়োস্তাবদ্যবীয়সোঃ ॥ ৭
বিদুষঃ ক্ষত্রচরিত্রে প্রাজ্ঞস্য প্রাপ্তকারিণঃ।
ভয়াৎ প্রবেপে রামস্য চিন্তয়ন্তী তবাত্মজম্ ॥ ৮
সুভগা কিল কৌসল্যা যস্যাঃ পুত্রোঽভিষেক্ষ্যতে।
যৌবরাজ্যেন মহতা শ্বঃ পুষ্যেণ দ্বিজোত্তমৈঃ ॥ ৯
প্রাপ্তাং বসুমতীং প্রীতিং প্রতীতাং হতবিদ্বিষম্।
উপস্থাস্যসি কৌসল্যাং দাসীবত্ত্বং কৃতাঞ্জলিঃ ॥ ১০

সুতরাং তোমার দুর্ম্মতি হইয়াছে, তাই তোমার জন্য আমি শোক করিতেছি। রাজ্যে ভরত ও রামের সমান অধিকার, এই কারণে ভরত হইতেই রামের অনিষ্টাশঙ্কা আছে; ইহা বিবেচনা করিয়া আমি বিষণ্ণা হইয়াছি; কেননা ভীত ব্যক্তি হইতে ভয় হইয়া থাকে অর্থাৎ যে ব্যক্তি যাহা হইতে ভীত হয়, সে তাহাকে সাধ্যানুসারে বিনাশ করিতে চেষ্টা করিয়া থাকে। ভামিনি! মহাবাহু লক্ষ্মণ সর্ব্বতোভাবে রামের অনুগত, সুতরাং লক্ষ্মণ হইতে রামের ভয় নাই এবং শত্রুঘ্ন ও লক্ষ্মণ যেরূপ রামের অনুগত সেইরূপ ভরতের অনুগত, এ জন্য শত্রুঘ্ন হইতেও তাঁহার অন্য ভয় নাই। কেননা, ভরতের বিনাশেই সেই ভয় বিনষ্ট হইতে পারে; বিশেষতঃ লক্ষ্মণ ও শত্রুঘ্ন কনিষ্ঠ এ কারণে তাহাদের রাজ্যে অধিকারই নাই, ভরত মধ্যম সুতরাং ক্রমানুসারে রাজ্যে তাঁহার অধিকার আছে; অতএব ভরত-ব্যতীত রামের অপর কোন ভ্রাতা হইতেই ভয় নাই। ১—৭। একে ত রাম বিদ্বান্, তাহাতে আবার ক্ষত্রিয়দিগের আচারে অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছেন। বিশেষতঃ রাম, যখন যাহা কর্ত্তব্য, তাহা তৎক্ষণাৎ সম্পন্ন করিতে দক্ষ হইয়াছেন; অতএব তিনি নির্ভয় হইবার নিমিত্ত অবশ্যই ভরতের অনিষ্ট করিবেন; ইহা চিন্তা করিয়া, আমি ভয়ে কম্পিতা হইতেছি। কৌসল্যা অতি সৌভাগ্যবতী; তাঁহার পুত্র কল্য পুষ্যযোগে ব্রাহ্মণগণকর্তৃক বিশাল যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত হইবেন, কৌসল্যা দেবী রাজ্যলাভ করিয়া সাতিশয় প্রীতা হইবেন, সম্যক্ খ্যাতি লাভ করিবেন এবং আর কোন সপত্নীই তাঁহার উপরে সপত্নীর ন্যায় ব্যবহার করিতে পারিবে না; এমন কি, তোমাকেও দাসীর ন্যায় কৃতাঞ্জলি হইয়া তাঁহার উপাসনা করিবে

এবঞ্চ ত্বং সহাস্মাভিস্তস্যাঃ প্রেষ্যা ভবিষ্যসি।
পুত্রশ্চ তব রামস্য প্রেষ্যত্বং হি গমিষ্যতি॥ ১১
হৃষ্টাঃ খলু ভবিষ্যন্তি রামস্য পরমাঃ স্ত্রিয়ঃ।
অপ্রহৃষ্টা ভবিষ্যন্তি স্নুষাস্তে ভরতক্ষয়ে॥ ১২
তাং দৃষ্ট্বা পরমপ্রীতাং ব্রুবন্তীং মন্থরাং ততঃ।
রামস্যৈব গুণান্ দেবী কৈকেয়ী প্রশশংস হ॥ ১৩
ধর্ম্মজ্ঞো গুণবান্ দান্তঃ কৃতজ্ঞঃ সত্যবান্ শুচিঃ।
রামো রাজসুতো জ্যেষ্ঠো যৌবরাজ্যমতোঽর্হতি॥ ১৪
ভ্রাতৄন্ ভৃত্যাংশ্চ দীর্ঘায়ুঃ পিতৃবৎ পালয়িষ্যতি।
সন্তপ্যসে কথং কুব্জে শ্রুত্বা রামাভিষেচনম্॥ ১৫
ভরতশ্চাপি রামস্য ধ্রুবং বর্ষশতাৎ পরম্।
পিতৃপৈতামহং রাজ্যমবাপ্স্যতি নরর্ষভঃ॥ ১৬
সা ত্বমভ্যুদয়ে প্রাপ্তে দহ্যমানেব মন্থরে।
ভবিষ্যতি চ কল্যাণে কিমিদং পরিতপ্যসে॥ ১৭
যথা বৈ ভরতো মান্যস্তথা ভূয়োঽপি রাঘবঃ।
কৌসল্যাতোঽতিরিক্তঞ্চ মম শুশ্রূষতে বহু॥ ১৮
রাজ্যং যদি হি রামস্য ভরতস্যাপি তত্তদা।
মন্যতে হি যথাত্মানং তথা ভ্রাতৄংশ্চ রাঘবঃ॥ ১৯

কৈকেয্যা বচনং শ্রুত্বা মন্থরা ভৃশদুঃখিতা।
দীর্ঘমুষ্ণঞ্চ নিঃশ্বস্য কৈকেয়ীমিদমব্রবীৎ॥ ২০
অনর্থদর্শিনী মৌর্খ্যান্নাত্মানমববুধ্যসে।
শোকব্যসনবিস্তীর্ণে মজ্জন্তী দুঃখসাগরে॥ ২১
ভবিতা রাঘবো রাজা রাঘবস্য চ যঃ সুতঃ।
রাজবংশাত্তু ভরতঃ কৈকেয়ি পরিহাস্যতে॥ ২২
ন হি রাজ্ঞঃ সুতাঃ সর্ব্বে রাজ্যে তিষ্ঠন্তি ভামিনি।
স্থাপ্যমানেষু সর্ব্বেষু সুমহাননয়ো ভবেৎ॥ ২৩
তস্মাজ্জ্যেষ্ঠে হি কৈকেয়ি রাজ্যতন্ত্রাণি পার্থিবাঃ।
স্থাপয়ন্ত্যনবদ্যাঙ্গি গুণবৎস্বিতরেষ্বপি॥ ২৪
অসাবত্যন্তনির্ভগ্নস্তব পুত্রো ভবিষ্যতি।
অনাথবৎ সুখেভ্যশ্চ রাজবংশাচ্চ বৎসলে॥ ২৫
সাহং ত্বদর্থে সম্প্রাপ্তা ত্বং তু মাং নাববুধ্যসে।
সপত্নীবৃদ্ধৌ যা মে ত্বং প্রদেয়ং দাতুমর্হসি॥ ২৬
ধ্রুবং তু ভরতং রামঃ প্রাপ্য রাজ্যমকণ্টকম্।
দেশান্তরং নায়য়িতা লোকান্তরমথাপি বা॥ ২৭
বাল এব তু মাতুল্যং ভরতো নায়িতস্ত্বয়া।

হইবে। এইরূপে তুমি আমাদিগের সহিত তাঁহার দাসী হইবে এবং তোমার পুত্রও রামের দাসত্ব করিবে। রামের পত্নী পরিচারিকাবর্গের সহিত পরম আমোদ প্রাপ্ত হইবেন এবং ভরত হীনপ্রভ হওয়াতে তাঁহার পত্নী পরিচারিকাবর্গের সহিত দুঃখিতা হইবেন। ৮—১২। মন্থরা অত্যন্ত দুঃখিতা হইয়া সেইরূপ বলিলে, কৈকেয়ী দেবী রামেরই প্রশংসা করত তাহাকে কহিলেন, কুব্জে! জ্যেষ্ঠ রাজকুমার রাম কৃতজ্ঞ, গুণবান্, দান্ত, সত্যব্যবহারী, পবিত্রস্বভাব ও ধর্ম্মজ্ঞ হইয়াছেন, সুতরাং তিনিই যুবরাজ হইবার উপযুক্ত পাত্র; বিশেষতঃ তিনি পিতার ন্যায়, ভ্রাতৃগণ ও ভৃত্যবর্গকে প্রতিপালন করিবেন; তিনি দীর্ঘায়ু হইয়া থাকুন। তুমি রামাভিষেক সংবাদ শুনিয়া কেন দুঃখিত হইতেছ? নরশ্রেষ্ঠ ভরতও শতবর্ষ পরে পিতৃ-পিতামহ (বংশপরম্পরাগত) রাজ্য প্রাপ্ত হইবেন; অতএব ভাবী কল্যাণের নিদানস্বরূপ এই আনন্দকর ব্যাপার উপস্থিত হওয়াতে, কেন তুমি অনলে দগ্ধ হওয়ার ন্যায় পরিতাপ করিতেছ? মন্থরে! তুমি ভরতকে যেরূপ প্রিয় বোধ করিয়া থাক, রঘুনন্দন রামকে ততোধিক প্রিয় বোধ করিবে, যেহেতু রাম কৌসল্যা অপেক্ষাও আমার অধিক শুশ্রূষা করিয়া থাকেন। রামের যদি রাজ্য হয়, তবে ভরতেরও হইবে; কেননা, সেই রঘুনন্দন রাম, ভ্রাতাদিগকেও নিজের আত্মার ন্যায় প্রিয় বোধ করিয়া থাকেন।" ১৩—১৯। কৈকেয়ীর কথা শুনিয়া মন্থরা অতীব দুঃখিত হইয়া, দীর্ঘ ও উষ্ণ নিশ্বাস পরিত্যাগ করত তাঁহাকে বলিল, "কৈকেয়ি! তুমি বিপত্তিশোকবিস্তৃত দুঃখসাগরে নিমগ্না হইয়াও অজ্ঞতাবশতঃ অনিষ্টকে ইষ্ট ভাবিয়া আত্মাকে তাদৃশ দুরবস্থাপন্ন বুঝিতে পারিতেছ না। রাম রাজা হইবেন, তাঁহার পুত্র হইলে তিনিই তৎপরে রাজা হইবেন, সুতরাং ভরত একেবারে রাজবংশ হইতে পৃথক্ হইবেন। ভামিনি! কোন রাজাই সকল পুত্রকে রাজ্যে স্থাপন করেন না; কেননা সকলে রাজ্যে স্থাপিত হইলে মহতী দুর্নীতির প্রাদুর্ভাব হয়; মনোহরাঙ্গি কৈকেয়ি! এই জন্যই রাজারা অপর পুত্রগণ গুণবান্ হইলেও জ্যেষ্ঠ পুত্রের উপরেই রাজ্যভার অর্পণ করিয়া থাকেন। ২০—২৪। পুত্রবৎসলে! অতএব তোমার সেই পুত্র রাজ্যচ্যুত হইয়া সমস্ত সুখ হইতেই বঞ্চিত হইবেন, এই জন্য আমি তোমাকে উপদেশ দিবার নিমিত্ত এখানে আসিয়াছি; কিন্তু তুমি আমার অভিপ্রায় বুঝিলে না; কেননা, সপত্নীর অভ্যুদয় শ্রবণ করিয়া, তুমি আমাকে পারি-তোষিক প্রদান করিলে! রাম নিষ্কণ্টকে রাজ্য লাভ করিয়া, নিশ্চয়ই ভরতকে নিহত বা নির্ব্বাসিত করিবেন। স্থাবর বস্তুও সর্ব্বদা নিকটে থাকিলে তাহার প্রতি লোকের মমতা জন্মিয়া থাকে; ভরত, রাজার নিকটে থাকিলে বোধ হয় রামের প্রতি তাঁহার এরূপ

সন্নিকর্ষাচ্চ সৌহার্দ্দং জায়তে স্থাবরেষপি ॥ ২৮
ভরতানুগতঃ সোঽপি শত্রুঘ্নস্তৎসমং গতঃ।
লক্ষ্মণোঽপি যথা রামং তথায়ং ভরতং গতঃ॥ ২৯
শ্রূয়তে হি দ্রুমঃ কশ্চিচ্ছেত্তব্যো বনজীবনৈঃ।
সন্নিকর্ষাদিষীকাভির্মোচিতঃ পরমাদ্ভয়াৎ ॥ ৩০
গোপ্তা হি রামং সৌমিত্রির্লক্ষ্মণং চাপি রাঘবঃ।
অশ্বিনোরিব সৌভ্রাত্রং তয়োর্লোকেষু বিশ্রুতম্ ॥ ৩১
তস্মান্ন লক্ষ্মণে রামঃ পাপং কিঞ্চিৎ করিষ্যতি।
রামস্তু ভরতে পাপং কুর্য্যাদেব ন সংশয়ঃ ॥ ৩২
তস্মাদ্রাজগৃহাদেব বনং গচ্ছতু রাঘবঃ।
এতদ্ধি রোচতে মহ্যং ভৃশঞ্চাপি হিতং তব ॥ ৩৩
এবং তে জ্ঞাতিপক্ষস্য শ্রেয়শ্চৈব ভবিষ্যতি।
যদিচেদ্ভরতো ধর্ম্মাৎ পিত্র্যং রাজ্যমবাপ্স্যতি ॥ ৩৪
স তে সুখোচিতো বালো রামস্য সহজো রিপুঃ।
সমৃদ্ধার্থস্য নষ্টার্থো জীবিষ্যতি কথং বশে॥ ৩৫
অভিদ্রুতমিবারণ্যে সিংহেন গজযূথপম্।
প্রচ্ছাদ্যমানং রামেণ ভরতং ত্রাতুমর্হসি ॥ ৩৬

দর্পান্নিরাকৃতা পূর্ব্বং ত্বয়া সৌভাগ্যবত্তয়া।
রামমাতা সপত্নী তে কথং বৈরং ন যাপয়েৎ ॥ ৩৭
যদা চ রামঃ পৃথিবীমবাপ্স্যতি
প্রভূতরত্নাকরশৈলসংযুতাম্।
তদা গমিষ্যস্যশুভং পরাভবং
সহৈব দীনা ভরতেন ভামিনি ॥ ৩৮
যদা হি রামঃ পৃথিবীমবাপ্স্যতি
ধ্রুবং প্রনষ্টো ভরতো ভবিষ্যতি।
অতো হি সঞ্চিন্তয় রাজ্যমাত্মজে
পরস্য চৈবাস্য বিবাসকারণম্ ॥ ৩৯
ইত্যযোধ্যাকাণ্ডে অষ্টমঃ সর্গঃ ॥ ৮ ॥

নবমঃ সর্গঃ।

এবমুক্তা তু কৈকেয়ী ক্রোধেন জ্বলিতাননা।
দীর্ঘমুষ্ণঞ্চ নিশ্বস্য মন্থরামিদমব্রবীৎ ॥ ১
অদ্য রামমিতঃ ক্ষিপ্রং বনং প্রস্থাপয়াম্যহম্।
যৌবরাজ্যেন ভরতং ক্ষিপ্রমেবাভিষেচয়ে ॥ ২
ইদং ত্বিদানীং সম্পশ্য কেনোপায়েন সাধয়ে।
ভরতঃ প্রাপ্নুয়াদ্রাজ্যং ন তু রামঃ কথঞ্চন ॥ ৩
এবমুক্তা তু সা দেব্যা মন্থরা পাপদর্শিনী।

পক্ষপাত হইত না। তুমি এমনই বুদ্ধিহীনা যে, ভরতকে বাল্যাবস্থাতেই মাতুলালয়ে প্রেরণ করিয়া রাখিয়াছ এবং যেরূপ লক্ষ্মণ রামের অনুগত, সেইরূপ শত্রুঘ্নও ভরতের অনুগত, এজন্য তিনি থাকিলেও বোধ হয় এরূপ ঘটনা ঘটিত না; কারণ, এরূপ শুনিতে পাওয়া যায় যে, কাঠুরিয়া কোন গাছ কাটিতে গিয়াছে, পরে সেই গাছ কণ্টকাকীর্ণ দেখিয়া আর কাটিতে পারে নাই; কিন্তু তিনিও ভরতের অনুগত বলিয়া তাঁহার সহিত গিয়াছেন। রাম, লক্ষ্মণকে রক্ষা করিবেন এবং লক্ষ্মণও রামকে রক্ষা করিবেন; কেননা, তাঁহাদিগের পরস্পর ভ্রাতৃস্নেহ অশ্বিনীকুমারযুগলের ন্যায় লোক-মধ্যে বিখ্যাত হইয়াছে। ২৫—৩১। এজন্য লক্ষ্মণের প্রতি রামের পাপাচরণ করিবার সম্ভাবনা নাই; পরন্তু তিনি ভরতের প্রতি পাপাচরণ করিবেন, ইহাতে সন্দেহ নাই; অতএব আমি বিবেচনা করি, রাম বনে গেলেই তোমার সমস্ত মঙ্গল হইতে পারে, যেহেতু, যদি ভরত পিতৃ-নিদেশানুসারে রাজ্য লাভ করেন, তবেই তোমার বান্ধববর্গের কল্যাণ হইবে, নচেৎ তোমার মঙ্গলের সম্ভাবনা নাই। কেননা, তোমার পুত্র বালক ভরত রামের স্বাভাবিক শত্রু, সুতরাং রাম রাজা হইলে ভরত সুখোচিত হইয়া অর্থহীন হওত কি প্রকারে তাঁহার বশে থাকিয়া জীবন যাপন করিবেন? অতএব বনে সিংহ যেমন গজ-যূথপতিকে আক্রমণ করে, সেইরূপ রাম ভরতকে আক্রমণ করিবেন; এই আক্রমণ হইতে ভরতকে রক্ষা করা তোমার উচিত। ৩২—৩৬। ভামিনি! তুমি পূর্ব্বে সৌভাগ্যগর্ব্বে স্বীয় সপত্নী রামজননী কৌশল্যাকে পরাভব করিয়াছ, সুতরাং তিনি অবশ্যই এক্ষণে বৈরনির্য্যাতন করিবেন; অতএব রাম নানারত্নাকর-পর্ব্বতসমাযুক্তা পৃথিবী লাভ করিলে, তুমি দীনা হইয়া পুত্রের সহিত অকল্যাণকর পরাভব প্রাপ্ত হইবে। রাম রাজা হইলে, ভরত একেবারেই বিনষ্ট হইবেন; অতএব তুমি পুত্রের রাজ্য-লাভের ও রামের বনবাসের উপায় অবধারণ কর।" ৩৭—৩৯।

নবম সর্গ।

মন্থরার কথা শুনিয়া কৈকেয়ীর বদন ক্রোধে আরক্ত হইয়া উঠিল। তিনি দীর্ঘ ও উষ্ণ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিতে করিতে মন্থরাকে বলিলেন,—অদ্য আমি সত্বর রামকে এখান হইতে বনে প্রেরণ করিব এবং অদ্যই ভরতকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করিব; কিন্তু যে উপায়ে রাম কোনরূপেই রাজ্য লাভ করিতে না পারেন এবং ভরত রাজ্য লাভ করিতে পারে, এক্ষণে তুমি সেই উপায় স্থির কর। অভিষেকাভিলাষী মন্থরা

রামার্থমুপহিংসন্তী কৈকেয়ীমিদমব্রবীৎ ॥ ৪
হন্তেদানীং প্রপশ্য ত্বং কৈকেয়ি শ্রূয়তাঞ্চ মে।
যথা তে ভরতো রাজ্যং পুত্রঃ প্রাপ্স্যতি কেবলম্ ॥ ৫
কিন্ন স্মরসি কৈকেয়ি স্মরন্তী বা নিগূহসে।
যদুচ্যমানমাত্মার্থং মত্তস্ত্বং শ্রোতুমিচ্ছসি ॥ ৬
ময়োচ্যমানং যদি তে শ্রোতুং ছন্দো বিলাসিনি।
শ্রূয়তামভিধাস্যামি শ্রুত্বা চৈতদ্বিধীয়তাম্ ৭
শ্রুত্বৈবং বচনং তস্যা মন্থরায়াস্তু কৈকয়ী।
কিঞ্চিদুত্থায় শয়নাৎ স্বাস্তীর্ণাদিদমব্রবীৎ ॥ ৮
কথয় ত্বং মমোপায়ং কেনোপায়েন মন্থরে।
ভরতঃ প্রাপ্নুয়াদ্রাজ্যং ন তু রামঃ কথঞ্চন ॥ ৯
এবমুক্তা তদা দেব্যা মন্থরা পাপদর্শিনী।
রামার্থমুপহিংসন্তী কৈকেয়ীমিদমব্রবীৎ ॥ ১০
পুরা দেবাসুরে যুদ্ধে সহ রাজর্ষিভিঃ পতিঃ।
অগচ্ছত্ত্বামুপাদায় দেবরাজস্য সাহ্যকৃৎ ॥ ১১
দিশমাস্থায় কৈকেয়ি দক্ষিণং দণ্ডকান্ প্রতি।
বৈজয়ন্তমিতি খ্যাতং পুরং যত্র তিমিধ্বজঃ ॥ ১২
স শম্বর ইতি খ্যাতঃ শতমায়ো মহাসুরঃ।
দদৌ শক্রস্য সংগ্রামং দেবসঙ্ঘৈরনির্জিতঃ ॥ ১৩
তস্মিন্মহতি সংগ্রামে পুরুষান্ ক্ষতবিক্ষতান্।
রাত্রৌ প্রসুপ্তান্ ঘ্নন্তি স্ম তরসাপাস্য রাক্ষসাঃ ॥ ১৪
তত্রাকরোন্মহাযুদ্ধং রাজা দশরথস্তদা।
অসুরৈশ্চ মহাবাহুঃ শস্ত্রৈশ্চ শকলীকৃতঃ ॥ ১৫
অপবাহ্য ত্বয়া দেবি সংগ্রামান্নষ্টচেতনঃ।
তত্রাপি বিক্ষতঃ শস্ত্রৈঃ পতিস্তে রক্ষিতস্ত্বয়া ॥ ১৬
তুষ্টেন তেন দত্তৌ তে দ্বৌ বরৌ শুভদর্শনে।
স ত্বয়োক্তঃ পতির্দেবি যদিচ্ছেয়ং তদা বরম্ ॥ ১৭
গৃহ্নীয়াং তু তদা ভর্ত্তস্তথেত্যুক্তং মহাত্মনা।
অনভিজ্ঞা হ্যহং দেবি ত্বয়ৈব কথিতা পুরা ॥ ১৮
কথৈষা তব তু স্নেহান্মনসা ধার্য্যতে ময়া।
রামাভিষেকসম্ভারান্নিগৃহ্য বিনিবর্ত্তয় ॥ ১৯
তৌ চ যাচস্ব ভর্ত্তারং ভরতস্যাভিষেচনম্।
প্রব্রাজনঞ্চ রামস্য বর্ষাণি চ চতুর্দশ ॥ ২০

কৈকেয়ীর কথা শুনিয়া রামের অনিষ্টাচরণে সুমৎসুক হওত তাঁহাকে বলিল, "কৈকেয়ি! এক্ষণে যে উপায়ে তোমার পুত্র ভরতই সমস্ত রাজ্য লাভ করেন, তাহা আমি বলিতেছি তুমি শ্রবণ করত বিবেচনা কর। ১—৫। কৈকেয়ি! তুমি কি ভুলিয়া গিয়াছ যে, আমার নিকট আত্ম হিতসাধন উপায় শ্রবণ করিতে ইচ্ছা করিতেছ? না, স্মরণ-পথে থাকিলেও, আমার অভিপ্রায় জানিবার জন্য গোপন করিতেছ? বিলাসিনি! সে যাহা হউক, যদি তোমার আমার নিকট হইতেই শুনিতে ইচ্ছা হইয়া থাকে তবে বলিতেছি, শুনিয়া সেইরূপ কার্য্য কর।" মন্থরার সেই কথা শুনিয়া কৈকেয়ী উত্তম আস্তীর্ণ শয্যা হইতে কিঞ্চিৎ উত্থিত হইয়া তাহাকে বলিলেন "মন্থরে! যে উপায়ে রাম কোন মতেই রাজ্য লাভ করিতে না পারেন এবং ভরত রাজ্য লাভ করেন, সেই উপায় তুমি বল। কৈকেয়ী দেবী এইরূপ বলিলে পাপদর্শিনী মন্থরা রামের অনিষ্টাচরণে সমুৎসুকা হওত তাঁহাকে বলিল। ৬—১০। "কৈকেয়ি! পূর্ব্বে দক্ষিণদিকে দণ্ডকনামক দেশে বৈজয়ন্ত নামে বিখ্যাত এক নগর ছিল। সেই নগরে তিমিধ্বজ-নামা এক অতি মায়াবী শ্রেষ্ঠ দৈত্য রাজা ছিল; সেই দৈত্য শম্বর নামেও খ্যাতি লাভ করিয়াছিল। শম্বর দৈত্য, বাসব ও দেবগণের সহিত যুদ্ধ করিয়াছিল। তোমার স্বামী তোমাকে সঙ্গে লইয়া দেবরাজ বাসবের সাহায্যার্থ অপরাপর রাজর্ষিদিগের সহিত সেই দেবাসুরযুদ্ধে গমন করিয়াছিলেন। সেই মহাসংগ্রামে যাহারা ক্ষতবিক্ষতাঙ্গ হইয়া রাত্রিকালে গাঢ়নিদ্রিত হয়, রাক্ষসেরা তাহাদিগকে শয্যা হইতে বলপূর্ব্বক আকর্ষণ করিয়া বিনাশ করিতে আরম্ভ করে। তৎকালে মহাবাহু রাজা দশরথ সেই অসুরদিগের সহিত তুমুল যুদ্ধ করেন এবং সেই অসুরগণকর্ত্তৃক সর্ব্বাঙ্গ ক্ষতবিক্ষত হইয়া অচেতন হইয়া পড়েন। দেবি! তখন তুমি তাঁহাকে যুদ্ধস্থল হইতে কিয়ৎ দূরে লইয়া গিয়া রক্ষা করিয়াছিলে এবং সেই স্থানেও তোমার স্বামীর অঙ্গে অসুরগণ শস্ত্রসমূহ নিক্ষেপ করিতে থাকিলে, তুমি তাঁহাকে আরও দূরে লইয়া গিয়া রক্ষা করিয়াছিলে। ১১—১৬। শুভদর্শনে! তোমার মহাত্মা স্বামী তৎকালে তোমার প্রতি প্রীত হইয়া তোমাকে দুইটী বর দিয়াছিলেন। দেবি! তুমি তখন তাঁহাকে বলিয়াছিলে 'স্বামিন্! আমি যখন ইচ্ছা করিব, তখন ঐ দুইটী বর গ্রহণ করিব' এবং তিনিও তখন "তথাস্তু" বলিয়া তোমার নিকট প্রতিশ্রুত হইয়াছেন! দেবি! আমি এ সকল বিবরণ জানিতাম না, তুমিই আমাকে বলিয়াছিলে; আমি তদবধি তোমার প্রতি স্নেহবশতঃ এই কথা অন্তরে ধারণ করিয়া রাখিয়াছি। অশ্বপতিনন্দিনি! এক্ষণে তুমি সেই বরের প্রভাবে স্বামীকে নিগ্রহ করিয়া রামের অভিষেক নিবারণ কর। তুমি স্বামীর নিকট এক বরে রামের চতুর্দ্দশবৎসর বনবাস এবং দ্বিতীয় বরে ভরতের যৌবরাজ্যাভিষেক প্রার্থনা কর।

চতুর্দ্দশ হি বর্ষাণি রামে প্রব্রাজিতে বনম্।
প্রজাভাবগতস্নেহঃ স্থিরঃ পুত্রো ভবিষ্যতি ॥ ২১
ক্রোধাগারং প্রবিশ্যাদ্য ক্রুদ্ধেবাশ্বপতেঃ সুতে।
শেষ্বানন্তর্হিতায়াং ত্বং ভূমৌ মলিনবাসিনী ॥ ২২
মাস্মৈনং প্রত্যুদীক্ষেথা মা চৈনমভিভাষথাঃ।
রুদতী পার্থিবং দৃষ্ট্বা জগত্যাং শোকলালসা ॥ ২৩
দয়িতা ত্বং সদা ভর্ত্তুরত্র মে নাস্তি সংশয়ঃ।
ত্বৎকৃতে চ মহারাজো বিশেদপি হুতাশনম্ ॥ ২৪
ন ত্বাং ক্রোধয়িতুং শক্তো ন ক্রুদ্ধাং প্রত্যুদীক্ষিতুম্।
তব প্রিয়ার্থং রাজা তু প্রাণানপি পরিত্যজেৎ ॥ ২৫
ন হ্যতিক্রমিতুং শক্তস্তব বাক্যং মহীপতিঃ।
মন্দস্বভাবে বুধ্যস্ব সৌভাগ্যবলমাত্মনঃ ॥ ২৬
মণিমুক্তাসুবর্ণানি রত্নানি বিবিধানি চ।
দদ্যাদ্দশরথো রাজা মাস্ম তেষু মনঃ কৃথাঃ ॥ ২৭
যৌ তৌ দেবাসুরে যুদ্ধে বরৌ দশরথো দদৌ।
তৌ স্মারয় মহাভাগে সোহর্থো ন ত্বা ক্রমেদতি ॥ ২৮
যদা তু তে বরং দদ্যাৎ স্বয়মুত্থাপ্য রাঘবঃ।
ব্যবস্থাপ্য মহারাজং ত্বমিমং বৃণুয়া বরম্ ॥ ২৯
রামং প্রব্রাজয়ারণ্যে নব বর্ষাণি পঞ্চ চ।
ভরতঃ ক্রিয়তাং রাজ্যং পৃথিব্যাং পার্থিবর্ষভ ॥ ৩০
চতুর্দ্দশ হি বর্ষাণি রামে প্রব্রাজিতে বনম্।
রূঢ়শ্চ কৃতমূলশ্চ শেষং স্থাস্যতি তে সুতঃ ॥ ৩১
রামপ্রব্রাজনঞ্চৈব দেবি যাচস্ব তং বরম্।
এবং সেৎস্যতি পুত্রস্য সর্ব্বার্থাস্তব কামিনি ॥ ৩২
এবং প্রব্রাজিতশ্চৈব রামোঽরামো ভবিষ্যতি।
ভরতশ্চ হতামিত্রস্তব রাজা ভবিষ্যতি ॥ ৩৩
যেন কালেন রামশ্চ বনাৎ প্রত্যাগমিষ্যতি।
অন্তর্বহিশ্চ পুত্রস্তে কৃতমূলো ভবিষ্যতি ॥ ৩৪
সংগৃহীতমনুষ্যশ্চ সুহৃদ্ভিঃ সাকমাত্মবান্।
প্রাপ্তকালন্তু মন্যেঽহং রাজানং বীতসাধ্বসা ॥ ৩৫
রামাভিষেকসঙ্কল্পান্নিগৃহ্য বিনিবর্ত্তয়।
অনর্থমর্থরূপেণ গ্রাহিতা সা ততস্তয়া ॥ ৩৬
হৃষ্টা প্রতীতা কৈকেয়ী মন্থরামিদমব্রবীৎ।
সা হি বাক্যেন কুব্জায়াঃ কিশোরীবোৎপথং গতা ॥ ৩৭
কৈকেয়ী বিস্ময়ং প্রাপ্তা পরং পরমদর্শনা।

১৭—২০। রাম চৌদ্দ বৎসরের জন্য বনে গেলে তোমার পুত্র প্রজাগণের প্রীতিভাজন হইয়া রাজ্যে স্থির থাকিবেন। এক্ষণে তুমি ক্রুদ্ধা হইয়া মলিন বস্ত্র পরিধানপূর্ব্বক ক্রোধাগারে প্রবেশ করিয়া, ভূতলে শয়ন কর এবং নরপতি দশরথকে দেখিয়াও দেখিও না ও সম্ভাষণ করিও না। প্রত্যুত শোকপরায়ণা হইয়া রোদন করত ভূতলে লুণ্ঠিত হইও। ভীরু! তুমি আত্মসৌভাগ্যের প্রতি দৃষ্টি কর; আমি জানি যে, নরপতি দশরথ তোমার নিমিত্ত অগ্নিতেও প্রবেশ করিতে পারেন, অথবা যে কোনপ্রকারে হউক, তোমার প্রিয়কার্য্য সাধনার্থ প্রাণ পরিত্যাগ করিতে পারেন; কিন্তু তিনি কোন কারণেই তোমাকে ক্রুদ্ধা করিতে পারেন না। তোমাকে ক্রুদ্ধা করা দূরে থাকুক, তোমাকে ক্রুদ্ধা দেখিতেও পারেন না; সুতরাং তুমি যে তাঁহার সর্ব্বদাই প্রিয়তমা, এ বিষয়ে আমার কোন সন্দেহ নাই; অতএব তিনি কখনই তোমার বাক্য লঙ্ঘন করিতে পারিবেন না। ২১—২৬। রাজা দশরথ তোমাকে বিবিধ রত্ন, মণি মুক্তা ও সুবর্ণ দিতে চাহিবেন; কিন্তু তুমি তাহা লইতে চাহিও না। মহাভাগে! দেবাসুর-যুদ্ধে রাজা দশরথ তোমাকে যে দুইটী বর দিতে স্বীকার করিয়াছিলেন, তুমি তাঁহাকে সেই দুইটী বরের বিষয় স্মরণ করাইবে; দেখ! যেন স্বীয় প্রয়োজন ভুলিয়া যাইও না। যখন রঘুনন্দন মহারাজ দশরথ স্বয়ং তোমাকে উত্তোলন করিয়া বর দিতে উদ্যত হই-বেন, তখন তুমি তাঁহাকে শপথ করাইয়া তাঁহার নিকট 'পার্থিবশ্রেষ্ঠ! আপনি রামকে চতুর্দ্দশ বৎসরের জন্য বনে প্রেরণ করুন এবং ভরতকে পৃথিবীর রাজা করুন, এই বর প্রার্থনা করিও। দেবি! রাম চতুর্দ্দশ বৎ-সরের জন্য বনে গমন করিলে, তোমার পুত্র, অমাত্য সৈন্য-সামন্ত প্রভৃতি সকলকে বশীভূত করিয়া নিষ্ক-ণ্টকে রাজ্যভোগ করিবেন; অতএব তুমি দশরথের নিকট রামের বনবাসবর প্রার্থনা করিও, তাহা হই-লেই তোমার পুত্রের সমস্ত প্রয়োজন সিদ্ধ হইবে। ২৭—৩২। রাম এইরূপে নির্ব্বাসিত হইলে, প্রজা-দিগের অপ্রিয় হইবেন এবং তোমার ভরতও শত্রু-হীন হইয়া রাজত্ব করিবেন। যতদিনে রাম বন হইতে প্রত্যাগমন করিবে, ততদিন ভরত প্রজাগণের বাহ্য ও আন্তরিক স্নেহের পাত্র হইয়া এবং তাহাদিগকে সুপালন দ্বারা বশীভূত করিয়া বন্ধুবর্গের সহিত রাজ্যে বদ্ধমূল হইবেন। এক্ষণে সময় উপস্থিত হইয়াছে, তুমি ভয় পরিত্যাগ করিয়া বলপূর্ব্বক দশরথের রামাভিষেক-বাসনা নিবৃত্তি কর।' এইরূপে কুব্জা অনর্থকে অর্থ-রূপে বুঝাইয়া দিলে, বিস্ময়ান্বিতা কৈকেয়ী তাহাতে বিশ্বাস করিয়া আনন্দিত হইলেন এবং নিজে বুদ্ধি-মতী হইয়াও কুব্জার বাক্যে নির্ব্বুদ্ধির ন্যায় তাঁহার বুদ্ধিবিপর্য্যয় ঘটিল। তিনি বলিলেন, মন্থরে!

প্রজ্ঞাং তে নাবজানামি শ্রেষ্ঠে শ্রেষ্ঠাভিধায়িনি ॥ ৩৮
পৃথিব্যামসি কুব্জানামুত্তমা বুদ্ধিনিশ্চয়ে।
ত্বমেব তু মমার্থেষু নিত্যযুক্তা হিতৈষিণী ॥ ৩৯
নাহং সমববুধ্যেয়ং কুব্জে রাজ্ঞশ্চিকীর্ষিতম্।
সন্তি দুঃসংস্থিতাঃ কুব্জে বক্রাঃ পরমপাপিকাঃ ॥ ৪০
ত্বং পদ্মমিব বাতেন সন্নতা প্রিয়দর্শনা।
উরস্তেঽভিনিবিষ্টং বৈ যাবৎ স্কন্ধাৎ সমুন্নতম্ ॥ ৪১
অধস্তাচ্চোদরং শান্তং সুনাভমিব লজ্জিতম্।
পরিপূর্ণঞ্চ জঘনং সুপীনৌ চ পয়োধরৌ ॥ ৪২
বিমলেন্দুসমং বক্ত্রমহো রাজসি মন্থরে।
জঘনং তব নির্ঘুষ্টং রসনাদামভূষিতম্ ॥ ৪৩
জঙ্ঘে ভৃশমুপন্যস্তে পাদৌ চ ব্যায়তাবুভৌ।
ত্বমায়তাভ্যাং সক্থিভ্যাং মন্থরে ক্ষৌমবাসিনী ॥ ৪৪
অগ্রতো মম গচ্ছন্তী রাজসেঽতীবশোভনে।
আসন্ যাঃ শম্বরে মায়াঃ সহস্রমসুরাধিপে ॥ ৪৫
হৃদয়ে তে নিবিষ্টাস্তা ভূয়শ্চান্যাঃ সহস্রশঃ।
তদেব স্থগু যদ্দীর্ঘং রথঘোণমিবায়তম্ ॥ ৪৬
মতয়ঃ ক্ষত্রবিদ্যাশ্চ মায়াশ্চাত্র বসন্তি তে।
অত্র তেঽহং প্রমোক্ষ্যামি মালাং কুব্জে হিরণ্ময়ীম্ ॥ ৪৭
অভিষিক্তে চ ভরতে রাঘবে চ বনং গতে।
জাত্যেন চ সুবর্ণেন সুনিষ্টপ্তেন সুন্দরি ॥ ৪৮
লব্ধার্থা চ প্রতীতা চ লেপয়িষ্যামি তে স্থগু।
মুখে চ তিলকং চিত্রং জাতরূপময়ং শুভম্ ॥ ৪৯
কারয়িষ্যামি তে কুব্জে শুভান্যাভরণানি চ।
পরিধায় শুভে বস্ত্রে দেবতেব চরিষ্যসি ॥ ৫০
চন্দ্রমাহ্বয়মানেন মুখেনাপ্রতিমাননা।
গমিষ্যসি গতিং মুখ্যাং গর্ব্বয়ন্তী দ্বিষজ্জনে ॥ ৫১
তবাপি কুব্জাঃ কুব্জায়াঃ সর্ব্বাভরণভূষিতাঃ।
পাদৌ পরিচরিষ্যন্তি যথৈব ত্বং সদা মম ॥ ৫২
ইতি প্রশস্যমানা সা কৈকেয়ীমিদমব্রবীৎ।
শয়ানাং শয়নে শুভ্রে বেদ্যামগ্নিশিখামিব ॥ ৫৩
গতোদকে সেতুবন্ধো ন কল্যাণি বিধীয়তে।

পৃথিবীতে য়ত কুব্জা আছে, তুমি কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য-নিশ্চয়-বিষয়ে সকল কুব্জা হইতেই শ্রেষ্ঠা; কেননা, তুমি যাহা বলিলে তাহা মঙ্গলকর, সুতরাং আমি তোমার বুদ্ধিকে অশ্রদ্ধা করিতে পারি না। কুব্জে! তুমি আমার হিতৈষিণী হইয়া সর্ব্বদা সকল বিষয়ে সতর্কা রহিয়াছ বলিয়াই আমি রাজার অভিপ্রায় জানিতে পারিলাম, নতুবা তাহা আমি জানিতে পারিতাম না। পৃথিবীতে বিকলাঙ্গ অশুভদর্শনা অনেক কুব্জা আছে, কিন্তু তুমি বায়ুভরে অবনত কমলিনীর ন্যায় অতি প্রিয়দর্শনা। ৩৩—৪০। মন্থরে! তোমার বদন বিমল চন্দ্রের ন্যায় আহ্লাদকর; তোমার বক্ষঃস্থল স্কন্ধ হইতে উন্নত হইয়া ক্রমশঃ অবনত হইয়াছে; তোমার স্তন-দুটী অতি স্থূল, তোমার উত্তম-নাভিবিশিষ্ট উদর লজ্জিতের ন্যায় সন্নত হইয়াছে; তোমার জঘন একেত অতিবিস্তীর্ণ ও নির্দ্দোষ, তাহাতে আবার কাঞ্চীদামে বিভূষিত হইয়া আরও মনোহর হইয়াছে: তোমার জঙ্ঘা দুটী অতি প্রশংসনীয় এবং তোমার উভয় পদ-তলই সম্যক্ প্রশস্ত; আহা! তোমার কি শোভা! মন্থরে! তোমার জঙ্ঘা দুটী সম্যক্ আয়তা, এজন্য যখন তুমি ক্ষৌমবাস পরিধান করিয়া আমার অগ্রে অগ্রে গমন কর, তখন তোমার অতীব শোভা হয়। অসুরাধিপতি শম্বরের যে সকল মায়া ছিল, তোমার হৃদয়ে সেই সকল ও অন্য অন্য সহস্র সহস্র মায়া নিবিষ্টা রহিয়াছে। কুব্জে! তোমার ঐ যে রথ-চক্রের ন্যায় আয়ত স্থগু (কুজ) উহাতে নানাবিধ মতি, ক্ষত্রবিদ্যা সকল ও সেই সমস্ত মায়া রহিয়াছে; অতএব রঘুনন্দনরাম বনে গেলে এবং ভরত যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত হইলে আমি তোমার ঐ স্থগু হিরণ্ময়ী মালা দিয়া সাজাইয়া দিব। সুন্দরি! আমার মনোরথ সফল হইলে, আমি প্রীত হইয়া তোমার ঐ কুঁজ উত্তম সুবর্ণ দিয়া বাঁধাইয়া দিব এবং তোমার জন্য নানাবিধ উত্তম আভরণ ও তোমার মুখের শোভা-নিমিত্ত একটী বিচিত্র অকৃত্রিম স্বর্ণের তিলক প্রস্তুত করাইব, তুমি সেই সমস্ত অলঙ্কারে ভূষিত হইয়া উত্তম বসন পরিধান করিয়া দেবতার ন্যায় বিচরণ করিবে। ৪১—৫০ কুব্জাসুন্দরি! তোমার বদনের তুলনা নাই; চন্দ্র ইহার নিকটে নিকৃষ্ট বস্তু। তুমি এ হেন সুন্দর বদনের সৌন্দর্য্য ছড়াইয়া মদমন্দ গমনে শত্রুগণের নিকট গর্ব্ব প্রকাশ করিতে করিতে বিচরণ করিবে। কুব্জে! তুমি যেমন আমার চরণ সেবা করিয়া থাক, সেইরূপ অনেক কুব্জা সর্ব্বালঙ্কারে ভূষিতা হইয়া সর্ব্বদা তোমার চরণসেবা করিবে।" কৈকেয়ী মন্থরাকে সেইরূপ প্রশংসা করিলে, সে বেদিমধ্যগতা অগ্নিশিখার ন্যায় প্রকাশমানা হইয়া শুভ শয্যাতে শয়ান ও বেদিমধ্যস্থা বহ্নিশিখার ন্যায় দেদীপ্যমানা কেকয়ীকে কহিল—জল বহির্গত হইয়া গেলে সেতুবন্ধন যেমন নিষ্ফল সেইরূপ এই সময় বিগত হইলে সকল যত্নই বিফল হইবে; অতএব

উত্তিষ্ঠ কুরু কল্যাণং রাজানমনুদর্শয় ॥ ৫৪
তথা প্রোৎসাহিতা দেবী গত্বা মন্থরয়া সহ।
ক্রোধাগারং বিশালাক্ষী সৌভাগ্যমদগর্ব্বিতা ॥ ৫৫
অনেকশতসাহস্রং মুক্তাহারং বরাঙ্গনা।
অবমুচ্য বরার্হাণি শুভান্যাভরণানি চ ॥ ৫৬
তদা হেমোপমা তত্র কুব্জাবাক্যবশং গতা।
সংবিশ্য ভূমৌ কৈকেয়ী মন্থরামিদমব্রবীৎ ॥ ৫৭
ইহ বা মাং মৃতাং কুব্জে নৃপায়াবেদয়িষ্যসি।
বনন্তু রাঘবে প্রাপ্তে ভরতঃ প্রাপ্স্যতে ক্ষিতিম্ ॥ ৫৮
সুবর্ণেন ন মে হ্যর্থো ন রত্নৈর্ন চ ভোজনৈঃ।
এষ মে জীবিতস্যান্তো রামো যদ্যভিষিচ্যতে ॥ ৫৯

অথো পুনস্তাং মহিষীং মহীক্ষিতো
বচোভিরত্যর্থমহাপরাক্রমৈঃ।
উবাচ কুব্জা ভরতস্য মাতরং
হিতং বচো রামমুপেত্য চাহিতম্ ॥ ৬০
প্রপৎস্যতে রাজ্যমিদং হি রাঘবো
যদি ধ্রুবং ত্বং সসুতা চ তপ্স্যসে।
অতো হি কল্যাণি যতস্ব তত্তথা
যথা সুতস্তে ভরতোঽভিষেক্ষ্যতে ॥ ৬১
তথাতিবিদ্ধা মহিষীতি কুব্জয়া
সমাহতা বাগিষুভির্মুহুর্মুহুঃ।
নিধায় হস্তৌ হৃদয়েঽতিবিস্মিতা
শশংস কুব্জাং কুপিতা পুনঃপুনঃ ॥ ৬২
যমস্য বা মাং বিষয়ং গতামিতো
নিশম্য কুব্জে প্রতিবেদয়িষ্যসি।
বনং গতে বা সুচিরায় রাঘবে
সমৃদ্ধকামো ভরতো ভবিষ্যতি ॥ ৬৩
অহং হি নৈবাস্তরণানি ন স্রজো
ন চন্দনং নাঞ্জনপানভোজনম্।
ন কিঞ্চিদিচ্ছামি ন চেহ জীবিতং
ন চেদিতো গচ্ছতি রাঘবো বনম্ ॥ ৬৪
অথৈবমুক্ত্বা বচনং সুদারুণং
নিধায় সর্ব্বাভরণানি ভামিনী।
অসংবৃতামাস্তরণেন মেদিনীং
তদাধিশিশ্যে পতিতেব কিন্নরী ॥ ৬৫
উদীর্ণসংরম্ভতমোবৃতাননা
তদাবমুক্তোত্তমমাল্যভূষণা।
নরেন্দ্রপত্নী বিমনা বভূব সা
তমোবৃতা দ্যৌরিব মগ্নতারকা ॥ ৬৬

ইত্যযোধ্যাকাণ্ডে নবমঃ সর্গঃ ॥ ৯ ॥

তুমি শীঘ্র গাত্রোত্থান কর এবং ক্রোধাগারে যাইয়া রাজা দশরথকে স্বীয় মনোভাব জ্ঞাপন করিয়া অভীষ্ট সিদ্ধ কর।" সৌভাগ্যমদগর্ব্বিতা হেমবর্ণা বিশাল-নয়না কৈকেয়ী মন্থরাকর্ত্তৃক এইরূপ উৎসাহিতা হইয়া তাহার বাক্যের বশবর্ত্তিনী হইলেন;—তিনি কুব্জার সহিত ক্রোধাগারে যাইয়া বহুলক্ষ টাকা মূল্যের মুক্তাহার ও বহুমূল্য মনোহর আভরণসকল পরিত্যাগ করিয়া ভূতলে শয়ন করিলেন এবং তাহাকে বলিলেন "কুব্জে! আমার আর সুবর্ণ, রত্ন, কি উত্তম উত্তম খাদ্য দ্রব্য কিছুতেই প্রয়োজন নাই; যদি রাম রাজ্য-লাভ করেন, তবে আমার মৃত্যু হইবে সন্দেহ নাই; সুতরাং হয় রাম বনে গমন করিবে এবং ভরত পৃথিবী লাভ করিবে, তুমি আসিয়া ইহা আমাকে জানাইবে, না হয় মহারাজের নিকট আমার মৃত্যু সংবাদ প্রদান করিবে।" ৫১—৫৯। কুব্জা পুনশ্চ রাজমহিষী ভরত-জননী কৈকেয়ীকে ভরতের হিতকর, রামের অহিত-কর বাক্য সকল কহিতে লাগিল। "কল্যাণি! যদি রঘুনন্দন রাম রাজ্য লাভ করেন, তবে তুমি পুত্রের সহিত সন্তপ্ত হইবে সন্দেহ নাই, সুতরাং যাহাতে তোমার পুত্র ভরতই যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত হন, তুমি এরূপ যত্ন কর।" রাজমহিষী কৈকেয়ী কুব্জাকর্ত্তৃক সেই সকল বাক্যরূপ বাণদ্বারা উত্তেজিত হইয়া হৃদয়ে হস্ত স্থাপনপূর্ব্বক মহারাজ আমাকে এরূপ প্রতারণা করিয়াছেন? ইহা ভাবিয়া বিস্মিত হইলেন এবং ক্রমে অতীব কুপিতা হইয়া তাহাকে বলিলেন। ৬০—৬২। "কুব্জে! হয় রঘুনন্দন রাম বহুকালের জন্য বনে গমন করিলে, তুমি আসিয়া আমাকে জানাইবে, 'ভরত সফলমনোরথ হইলেন' না হয় তুমি আমার মৃত্যু দেখিয়া মহীপতিকে তাহা জ্ঞাপন করিবে। কেননা, যদি রাম এখান হইতে বনে গমন না করেন, তবে আমি উত্তম বসন, মালা, চন্দন, অঞ্জন, পান বা ভোজন কিছুতেই বাসনা করি না। অধিক কি, আমি বাঁচিতেও ইচ্ছা করি না।" কৈকেয়ী কুব্জাকে সেইরূপ নিদারুণ বাক্য বলিয়া সমস্ত আভরণ পরিত্যাগপূর্ব্বক মৃত্তিকাশয্যায় শয়ন করিয়া রহিলেন; তাঁহাকে দেখিয়া বোধ হইল যেন কোন কিন্নরী স্বর্গভ্রষ্ট হইয়া ভূতলে পতিতা রহিয়াছে। তৎকালে সেই ক্রুদ্ধহৃদয়া নরেন্দ্রপত্নী কৈকেয়ী উৎকট ক্রোধান্ধকারে আবৃতমুখী হইয়া এবং উত্তম মাল্য ও আভরণ সকল পরিত্যাগ করিয়া, নক্ষত্র সকল ডুবিয়া গিয়াছে, কেবল চারিদিকে গাঢ় অন্ধকারাবৃত...

দশমঃ সর্গঃ।

বিদর্শিতা যদা দেবী কুব্জয়া পাপয়া ভৃশম্।
তদা শেতে স্ম সা ভূমৌ দিগ্ধবিদ্ধেব কিন্নরী॥ ১
নিশ্চিত্য মনসা কৃত্যং সা সম্যগিতি ভামিনী।
মন্থরায়ৈ শনৈঃ সর্ব্বমাচচক্ষে বিচক্ষণা॥ ২
সা দীনা নিশ্চয়ং কৃত্বা মন্থরাবাক্যমোহিতা।
নাগকন্যেব নিশ্বস্য দীর্ঘমুষ্ণঞ্চ ভামিনী॥ ৩
মুহূর্ত্তং চিন্তয়ামাস মার্গমাত্মসুখাবহম্।
সা সুহৃচ্চার্থকামা চ তং নিশম্য বিনিশ্চয়ম্
বভূব পরমপ্রীতা সিদ্ধিং প্রাপ্যেব মন্থরা॥ ৪
অথ সা রুষিতা দেবী সম্যক্ কৃত্বা বিনিশ্চয়ম্।
সংবিবেশাবলা ভূমৌ নিবেশ্য ভ্রূকুটিং মুখে॥ ৫
ততশ্চিত্রাণি মাল্যানি দিব্যান্যাভরণানি চ।
অপবিদ্ধানি কৈকেয্যা তানি ভূমিং প্রপেদিরে॥ ৬
তয়া তান্যপবিদ্ধানি মাল্যান্যাভরণানি চ।
অশোভয়ন্ত বসুধাং নক্ষত্রাণি যথা নভঃ॥ ৭
ক্রোধাগারে চ পতিতা সা বভৌ মলিনাম্বরা।
একবেণীং দৃঢ়াং বদ্ধা গতসত্ত্বেব কিন্নরী॥ ৮
আজ্ঞাপ্য তু মহারাজো রাঘবস্যাভিষেচনম্।
উপস্থানমনুজ্ঞাপ্য প্রবিবেশ নিবেশনম্॥ ৯
অদ্য রামাভিষেকো বৈ প্রসিদ্ধ ইতি জজ্ঞিবান্।
প্রিয়ার্হাং প্রিয়মাখ্যাতুং বিবেশান্তঃপুরং বশী॥ ১০
স কৈকেয্যা গৃহং শ্রেষ্ঠং প্রবিবেশ মহাযশাঃ।
পাণ্ডুরাভ্রমিবাকাশং রাহুযুক্তং নিশাকরঃ॥ ১১
শুকবর্হিসমাযুক্তং ক্রৌঞ্চহংসরুতায়ুতম্।
বাদিত্ররবসঙ্ঘুষ্টং কুব্জাবামনিকাযুতম্॥ ১২
লতাগৃহৈশ্চিত্রগৃহৈশ্চম্পকাশোকশোভিতৈঃ।
দান্তরাজতসৌবর্ণবেদিকাভিঃ সমাযুতম্॥ ১৩
নিত্যপুষ্পফলৈর্বৃক্ষৈর্বাপীভিরুপশোভিতম্।
দান্তরাজতসৌবর্ণৈঃ সংবৃতং পরমাসনৈঃ॥ ১৪
বিবিধৈরন্নপানৈশ্চ ভক্ষ্যৈশ্চ বিবিধৈরপি।
উপপন্নং মহার্হৈশ্চ ভূষণৈস্ত্রিদিবোপমম্॥ ১৫
স প্রবিশ্য মহারাজঃ স্বমন্তঃপুরমৃদ্ধিমৎ। ১৬

এমন গগনস্থলীর ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। ৬৩—৬৬।

দশম সর্গ।

পাপীয়সী কুব্জা অনর্থকে অর্থরূপে বুঝাইয়া দিলে, কৈকেয়ী দেবী, বিষলিপ্ত-বাণ-আহতা কিন্নরীর ন্যায় ভূমিতে শয়ন করিলেন। বিচক্ষণা কৈকেয়ী মন্থরার বাক্যে মোহিতা হইয়া দীনভাবে নাগকন্যার ন্যায় দীর্ঘ ও উষ্ণ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া মুহূর্ত্তকাল নিজ অভীষ্ট সিদ্ধির উপায় চিন্তা করিতে লাগিলেন। তিনি মনে মনে ইতিকর্ত্তব্যতা স্থির করিয়া মন্থরাকে ধীরে ধীরে তৎসমস্ত বলিলেন। কৈকেয়ীর হিতৈষিণী মন্থরা তাঁহার অধ্যবসায় শ্রবণ করিয়া অভীষ্টসিদ্ধ হইলে যেরূপ আনন্দ হয়, সেইরূপ পরম আনন্দ লাভ করিল। পরে কৈকেয়ী দেবী ক্রুদ্ধা হইয়া কর্ত্তব্যস্থির করিয়া, ভ্রূভঙ্গী করত ভূমিতে শয়ন করিলেন। ১—৫। পরে তাঁহার পরিত্যক্ত বিচিত্র মাল্য ও দিব্য আভরণ সকল ভূমিতে পতিত হইল। যেরূপ নক্ষত্রসকল আকাশের শোভা সম্পাদন করে, সেইরূপ কৈকেয়ীর পরিত্যক্ত মাল্য ও আভরণ সকল পৃথিবীর শোভা সম্পাদন করিল। তখন কৈকেয়ী দেবী মলিন বসন পরিধানপূর্ব্বক দৃঢ়বদ্ধ এক-বেণী ধারণ করত ক্রোধাগারে পতিতা হইয়া অচেতনা কিন্নরীপ্রায় হইলেন। ৬—৮। এদিকে মহারাজ দশরথ অমাত্য প্রভৃতি সকলকে রামের অভিষেকের আয়োজন করিতে আদেশ করিয়া তাঁহাদিগকে স্ব স্ব গৃহে যাইতে অনুমতি প্রদানপূর্ব্বক অন্তঃপুরে গমন করিলেন— অদ্যই রামের অভিষেক-বার্ত্তা লোকে প্রচারিত হইবে, বোধ করিয়া জিতেন্দ্রিয় রাজা দশরথ কৈকেয়ীকে সেই প্রিয় বিবরণ বলিবার নিমিত্ত অন্তঃপুরে গমন করিলেন। মহাযশা রাজা দশরথ কৈকেয়ীর সেই উৎকৃষ্ট অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলে বোধ হইল যেন পাণ্ডুবর্ণমেঘাচ্ছন্নগগনে রাহুর নিকট চন্দ্রমা উপস্থিত হইলেন। তথায় অনেক লতা-নির্ম্মিত গৃহ এবং অশোক ও চম্পকবৃক্ষে শোভিত বিচিত্র অট্টালিকা ছিল; তাহাতে অনেক গজদন্তরজতময় ও সুবর্ণরচিত বেদি এবং গজদন্ত-নির্ম্মিত ও সুবর্ণরচিত উৎকৃষ্ট আসন ছিল; সেই অন্তঃপুর ক্রৌঞ্চ ও হংস-রবে প্রতিধ্বনিত, সরোবরসমূহে সুশোভিত ছিল। উহাতে সর্ব্বদা ফলপুষ্পসমন্বিত বহু বৃক্ষ এবং শুক ও ময়ূর পক্ষী ছিল; সেই অন্তঃপুর বিবিধ বাদ্যরবে প্রতিধ্বনিত ছিল; উহাতে অনেক কুব্জা ও খর্ব্বাকারা দাসী ছিল এবং সেই অন্তঃপুরে নানাবিধ অন্ন, পেয়, মোদক-প্রভৃতি ভক্ষ্য দ্রব্য এবং অনেক মহামূল্য অলঙ্কার ছিল; অধিক কি, সেই অন্তঃপুর সকল বিষয়েই স্বর্গের তুল্য ছিল। ৯—১৫। মহীপতি দশরথ সেই সুসমৃদ্ধ অন্তঃপুরে প্রবেশিয়া উৎকৃষ্ট-

স দদর্শ প্রিয়াং রাজা কৈকেয়ীং শয়নোত্তমে।
স কামবলসংযুক্তো রত্যর্থী মনুজাধিপঃ॥ ১৭
অপশ্যন্ দয়িতাং ভার্য্যাং পপ্রচ্ছ বিষসাদ চ।
ন হি তস্য পুরা দেবী তাং বেলামত্যবর্ত্তত।
ন চ রাজা গৃহং শূন্যং প্রবিবেশ কদাচন॥ ১৮
ততো গৃহগতো রাজা কৈকেয়ীং পর্য্যপৃচ্ছত।
যথা পুরমবিজ্ঞায় স্বার্থলিপ্সুমপণ্ডিতাম্॥ ১৯
প্রতিহারী ত্বথোবাচ সন্ত্রস্তা সুকৃতাঞ্জলিঃ।
দেব দেবী ভৃশং ক্রুদ্ধা ক্রোধাগারমভিদ্রুতা॥ ২০
প্রতিহার্য্যা বচঃ শ্রুত্বা রাজা পরমদুর্ম্মনাঃ।
বিষসাদ পুনর্ভূয়ো লুলিতব্যাকুলেন্দ্রিয়ঃ॥ ২১
তত্র তাং পতিতাং ভূমৌ শয়ানামতথোচিতাম্।
প্রতপ্ত ইব দুঃখেন সোঽপশ্যজ্জগতীপতিঃ॥ ২২
স বৃদ্ধস্তরুণীং ভার্য্যাং প্রাণেভ্যোঽপি গরীয়সীম্।
অপাপঃ পাপসঙ্কল্পাং দদর্শ ধরণীতলে॥ ২৩
লতামিব বিনিষ্কৃত্তাং পতিতাং দেবতামিব।
কিন্নরীমিব নির্দ্ধূতাং চ্যুতামপ্সরসং যথা॥ ২৪
মায়ামিব পরিভ্রষ্টাং হরিণীমিব সংযতাম্।
করেণুমিব দিগ্ধেন বিদ্ধাং মৃগয়ুণা বনে॥ ২৫
মহাগজ ইবারণ্যে স্নেহাৎ পরমদুঃখিতঃ।
পরিমৃজ্য চ পাণিভ্যামভিসন্ত্রস্তচেতনঃ॥ ২৬
কামী কমলপত্রাক্ষীমুবাচ বনিতামিদম্।
ন তেঽহমভিজানামি ক্রোধমাত্মনি সংশ্রিতম্॥ ২৭
দেবি কেনাভিযুক্তাসি কেন বাসি বিমানিতা।
যদিদং মম দুঃখায় শেষে কল্যাণি পাংশুষু॥ ২৮
ভূমৌ শেষে কিমর্থং ত্বং ময়ি কল্যাণচেতসি।
ভূতোপহতচিত্তেব মম চিত্তপ্রমাথিনি॥ ২৯
সন্তি মে কুশলা বৈদ্যা হ্যভিতুষ্টাশ্চ সর্ব্বশঃ।
সুখিতাং ত্বাং করিষ্যন্তি ব্যাধিমাচক্ষ্ব ভামিনি॥ ৩০
কস্য বাপি প্রিয়ং কার্য্যং কেন বা বিপ্রিয়ং কৃতম্।
কঃ প্রিয়ং লভতামদ্য কো বা সুমহদপ্রিয়ম্॥ ৩১

শয্যায় কৈকেয়ীকে দেখিতে পাইলেন না। সেই কামোন্মত্ত রমণার্থী রাজা দশরথ প্রিয়-ভার্য্যাকে দেখিতে না পাইয়া বিষণ্ণ হইলেন এবং তাঁহার অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। কৈকেয়ী দেবী পূর্ব্বে প্রায় কখন অন্য স্থানে থাকিয়া সেই সময় অতিক্রম করিতেন না; সুতরাং নরপতি দশরথকে প্রায় কখন সে সময়ে আসিয়া অন্তঃপুর কৈকেয়ীশূন্য দর্শন করিতে হয় নাই; এই কারণে কখন এরূপ ঘটনা ঘটিলে, যেরূপ জিজ্ঞাসা করিতেন, সেইরূপ মহীপতি দশরথ শূন্যগৃহে প্রবেশিয়া কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য-বিবেকজ্ঞান-বিহীনা কৈকেয়ীকে নিতান্ত স্বার্থতৎপরা জানিতে না পারিয়া, প্রতীহারীকে তাঁহার বৃত্তান্ত জিজ্ঞাসা করিলেন। প্রতীহারী ভীতা হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে তাঁহাকে কহিল,—“দেব! দেবী অতীব ক্রুদ্ধা হইয়া অত্যন্ত দ্রুতবেগে ক্রোধাগারে গিয়াছেন।” দৌবারিকীর কথা শুনিয়া, রাজা দশরথ লুব্ধ ও ব্যাকুল হইয়া অধিকতর বিষণ্ণ হইলেন। ১৭—২১। পরে তিনি অতীব দুঃখ-সন্তপ্ত হইয়া সেই ক্রোধাগারে যাইয়া উত্তমশয্যা-শয়নোচিতা কৈকেয়ীকে ভূমিতে শয়ানা দেখিলেন,—সেই নিষ্পাপ, বৃদ্ধ রাজা দশরথ প্রাণ অপেক্ষা প্রিয়তমা তরুণী ভার্য্যা, ভূতলশায়িনী পাপমতি কৈকেয়ীকে, ছিন্ন লতা, স্বর্গ হইতে ভূতলে পতিতা দেবতা, পুণ্যক্ষয়ে স্বীয় লোক হইতে ভ্রষ্টা কিন্নরী, স্বর্গ-পরিভ্রষ্টা অপ্সরা, আবদ্ধা হরিণী এবং স্বর্গপরিভ্রষ্টা মূর্ত্তিমতী মায়ার ন্যায় দেখিলেন। পরে সেই কামমোহিত রাজা দশরথ অতীব দুঃখিত ও ভীত হইয়া, যেরূপ অরণ্যে হস্তী ব্যাধ কর্ত্তৃক বিষলিপ্ত বাণদ্বারা আহতা হস্তিনীর গাত্র স্নেহসহকারে শুণ্ড দ্বারা মার্জ্জনা করে সেইরূপ স্নেহসহকারে কমল-নয়না কৈকেয়ীকে হস্তদ্বারা মার্জ্জনা করিলেন এবং কহিলেন, দেবি! যাহাতে তোমার ক্রোধ হইতে পারে, আমি এমন কোন কার্য্যই করি নাই; সুতরাং বোধ হইতেছে যে, কেহ তোমাকে পরাভব করিয়াছে, অথবা কেহ তোমার নিন্দা করিয়াছে, তজ্জন্যই তুমি আমাকে দুঃখ দিবার অভিলাষে ধূলিতে শয়ন করিয়া রহিয়াছ। কল্যাণি! আমি তোমার প্রিয়লাভে যত্নবান্ রহিয়াছি, তথাপি কেন তুমি ভূতাবিষ্টার ন্যায় আমাকে সাতিশয় কষ্ট দিয়া ভূমিতে শয়ন করিয়া রহিয়াছ? ভামিনি! যদি তোমার কোন ব্যাধি হইয়া থাকে, তবে তাহা প্রকাশ করিয়া বল। উহাতে পারিশ্রমিক পাইয়া সন্তুষ্ট হইয়া রহিয়াছেন এরূপ অনেক সুদক্ষ বৈদ্য আমার গৃহে আছেন, তাঁহারা এখনই রোগ দূর করিয়া তোমাকে সুস্থ করিবেন। আমি এবং আমার অনুগত সকলেই তোমার বশবর্ত্তী, কেহই তোমার মতের বহির্ভূত নহে; তোমার অভীষ্ট সাধন করিতে যদি আমার জীবন যায় তাহাতেও আমি সম্মত আছি, অতএব তুমি রোদন করিও না এবং অনাহারে শরীর শোষণ করিও না। তোমার অভিপ্রায় কি তাহা ব্যক্ত কর,—কে তোমার প্রিয় কার্য্য করিয়াছে—আমি কাহার প্রিয়কার্য্য সাধন করিব এবং কেই বা তোমার অপ্রিয় কার্য্য

যা রৌপ্যবীর্য্যা চ কার্যাস্তং দেবি সর্ব্বং বিশেষয়ম্।
অবধ্যো বধ্যতাং কো বা বধ্যঃ কো বা বিমুচ্যতাম্॥ ৩২
দরিদ্রঃ কো ভবেদাঢ্যো দ্রব্যবান্ বাপ্যকিঞ্চনঃ।
অহঞ্চ হি মদীয়াশ্চ সর্ব্বে তব বশানুগাঃ॥ ৩৩
ন তে কঞ্চিদভিপ্রায়ং ব্যাহন্তুমহমুৎসহে।
আত্মনো জীবিতেনাপি ব্রূহি যন্মনসি স্থিতম্॥ ৩৪
বলমাত্মনি জানন্তী ন মাং শঙ্কিতুমর্হসি॥ ৩৫
করিষ্যামি তব প্রীতিং সুকৃতেনাপি তে শপে।
যাবদাবর্ত্ততে চক্রং তাবতী মে বসুন্ধরা॥ ৩৬
দ্রাবিড়াঃ সিন্ধুসৌবীরাঃ সৌরাষ্ট্রা দক্ষিণাপথাঃ।
বঙ্গাঙ্গমাগধা মৎস্যাঃ সমৃদ্ধাঃ কাশিকোশলাঃ॥ ৩৭
তত্র জাতং বহুদ্রব্যং ধনধান্যমজাবিকম্।
ততো বৃণীষ কৈকেয়ি যদ্যত্ত্বং মনসেচ্ছসি॥ ৩৮
কিমায়াসেন তে ভীরু উত্তিষ্ঠোত্তিষ্ঠ শোভনে।
তত্ত্বং মে ব্রূহি কৈকেয়ি যতস্তে ভয়মাগতম্॥ ৩৯
তত্তে ব্যপনয়িষ্যামি নীহারমিব রশ্মিবান্।
তথোক্তা সা সমাশ্বস্তা বক্তুকামা তদপ্রিয়ম্॥ ৪০
পরিপীড়য়িতুং ভূয়ো ভর্ত্তারমুপচক্রমে॥ ৪১
ইত্যযোধ্যাকাণ্ডে দশমঃ সর্গঃ॥ ১০॥

করিয়াছে,—আমাকে কাহারই বা অতীব অপ্রিয় কার্য্য করিতে হইবে, আমার কোন বধ্য ব্যক্তিকে প্রাণ দান করিতে হইবে বা কোন দরিদ্র ব্যক্তিকে ধনবান্ করিতে হইবে এবং কোন অবধ্য ব্যক্তিকে বধ করিতে হইবে বা কোন ধনবান্ ব্যক্তিকে নির্ধন করিতে হইবে, তাহা তুমি বল ২২—৩৪। ভীরু! আমি তোমার প্রেমপাশে কিরূপ আবদ্ধ তাহা জানিয়া আমার প্রতি তোমার শঙ্কা করাই উচিত নয়, তাহাতে আবার আমি নিজপুণ্য শপথ করিয়া বলিতেছি যে, তোমার প্রিয়কার্য্য সম্পাদন করিব; অতএব শোভনে! তোমার এরূপ আয়াস করিবার আবশ্যক নাই; তুমি শীঘ্র গাত্রোত্থান কর; সূর্য্য যতদূর প্রকাশ করিয়া থাকেন, ততদূর পর্য্যন্ত আমার পৃথিবীতে অধিকার আছে,—সুসমৃদ্ধ দ্রাবিড় সিন্ধু সৌবীর, কোশল, কাশী, সৌরাষ্ট্র মৎস্য বঙ্গ, অঙ্গ, মাগধ এবং দক্ষিণরাজ্য প্রভৃতি সমুদয় রাষ্ট্রই আমার অধীন এবং ঐ সকল জনপদে ছাগ, মেষ, ধন ও ধান্য প্রভৃতি নানাবিধ দ্রব্য জন্মিয়া থাকে; তুমি সেই সকল দ্রব্যের মধ্যে যে যে দ্রব্য লইতে অভিলাষ কর তাহা আমার নিকট প্রার্থনা কর, আমি তোমাকে প্রদান করিব। কৈকেয়ি! যদি তোমার কোন ভয় হইয়া থাকে, তবে যে কারণে তোমার ভয় জন্মিয়াছে তাহা যথার্থরূপে বল; যেরূপ সূর্য্যদেব শিশির নষ্ট করিয়া থাকেন, সেইরূপ আমি সেই কারণের উচ্ছেদ করিব।" পতি তদ্রূপ সম্ভাষণ করিলে কৈকেয়ী আশ্বস্তা হইলেন এবং সেই অপ্রিয় বিষয় বলিতে অভিলাষিণী হইয়া তাঁহাকে আরও পীড়িত করিতে আরম্ভ করিলেন॥ ৩৫—৪১॥

একাদশঃ সর্গঃ।

তং মন্মথশরৈর্বিদ্ধং কামবেগবশানুগম্।
উবাচ পৃথিবীপালং কৈকেয়ী দারুণং বচঃ॥ ১
নাস্মি বিপ্রকৃতা দেব কেনচিন্নাবমানিতা।
অভিপ্রায়স্তু মে কশ্চিত্তমিচ্ছামি ত্বয়া কৃতম্॥ ২
প্রতিজ্ঞাং প্রতিজানীষ যদি ত্বং কর্ত্তুমিচ্ছসি।
অথ তে ব্যাহরিষ্যামি যথাভিপ্রার্থিতং ময়া॥ ৩
তামুবাচ মহারাজঃ কৈকেয়ীমীষদুৎস্ময়ঃ।
কামী হস্তেন সংগৃহ্য মূর্দ্ধজেষু ভুবি স্থিতাম্॥ ৪
অবলিপ্তে ন জানাসি ত্বত্তঃ প্রিয়তরো মম।
মনুজো মনুজব্যাঘ্রাদ্রামাদন্যো ন বিদ্যতে॥ ৫
তেনাজয্যেন মুখ্যেন রাঘবেণ মহাত্মনা।
শপে তে জীবনার্হেণ ব্রূহি যন্মনসেপ্সিতম্॥ ৬

একাদশ সর্গ।

কৈকেয়ী দেবী সেই মদনবাণবিদ্ধ কামাতুর রাজা দশরথকে এই সুদারুণ বাক্য বলিলেন, "দেব! কেহ আমাকে পরাভব করে নাই বা কেহ আমাকে নিন্দাও করে নাই; তবে আমার একটী ইচ্ছা আছে, আপনি যদি আমার সেই ইচ্ছা পূর্ণ করিতে ইচ্ছা করেন, তবে আমার নিকট প্রতিজ্ঞা করুন; পরে আমি নিজ অভিলাষ ব্যক্ত করিব" ১—৩। পরে কামাতুর মহারাজ দশরথ ঈষৎ হাসিয়া ভূতলশায়িনী কৈকেয়ীর মস্তক হস্তদ্বারা উত্তোলন করত তাঁহাকে কহিলেন, "বুদ্ধিহীনে! তুমি কি জান না যে রাম ব্যতীত তোমা অপেক্ষা আমার আর অধিক প্রিয় কেহই নাই, আমি সেই জীবনস্বরূপ রঘুবর মহাত্মা অপরাজিত রামের শপথ করিয়া বলিতেছি যে, তোমার বাক্য রক্ষা করিব;—কৈকেয়ি! আমি যাহাকে অপর পুত্রগণ ও আপনা অপেক্ষা অধিক প্রিয় জ্ঞান করি, এমন কি,

যং মুহূর্ত্তমপশ্যংস্তু ন জীবেয়মহং ধ্রুবম্।
তেন রামেণ কৈকেয়ি শপে তে বচনক্রিয়াম্॥ ৭
আত্মনা চাত্মজৈশ্চান্যৈর্বৃণে যং মনুজর্ষভম্।
তেন রামেণ কৈকেয়ি শপে তে বচনক্রিয়াম্॥ ৮
ভদ্রে হৃদয়মপ্যেতদনুমৃশ্যোদ্ধরস্ব মে।
এতৎ সমীক্ষ্য কৈকেয়ি ব্রূহি যৎ সাধু মন্যসে॥ ৯
বলমাত্মনি পশ্যন্তী ন বিশঙ্কিতুমর্হসি।
করিষ্যামি তব প্রীতিং সুকৃতেনাপি তে শপে॥ ১০
সা তদর্থমনা দেবী তমভিপ্রায়মাগতম্।
নির্ম্মাধ্যস্থ্যাচ্চ হর্ষাচ্চ বভাষে দুর্বচং বচঃ॥ ১১
তেন বাক্যেন সংহৃষ্টা তমভিপ্রায়মাত্মনঃ।
ব্যাজহার মহাঘোরমভ্যাগতমিবান্তকম্॥ ১২
যথা ক্রমেণ শপসি বরং মম দদাসি চ।
তচ্ছৃণ্বন্তু ত্রয়স্ত্রিংশদ্দেবাঃ সেন্দ্রপুরোগমাঃ॥ ১৩
চন্দ্রাদিত্যৌ নভশ্চৈব গ্রহা রাত্র্যহনী দিশঃ।
জগচ্চ পৃথিবী চেয়ং সগন্ধর্ব্বা সরাক্ষসা॥ ১৪
নিশাচরাণি ভূতানি গৃহেষু গৃহদেবতাঃ।
যানি চান্যানি ভূতানি জানীযুর্ভাষিতং তব॥ ১৫
সত্যসন্ধো মহাতেজা ধর্ম্মজ্ঞঃ সত্যবাক্ শুচিঃ।
বরং মম দদাত্যেষ সর্ব্বে শৃণ্বন্তু দৈবতাঃ॥ ১৬
ইতি দেবী মহেষ্বাসং পরিগৃহ্যাভিশস্য চ।
ততঃ পরমুবাচেদং বরদং কামমোহিতম্॥ ১৭
স্মর রাজন্ পুরা বৃত্তং তস্মিন্ দেবাসুরে রণে।
তত্র ত্বাং চ্যাবয়চ্ছত্রুস্তবজ্ঞ বিতমন্তরা॥ ১৮
তত্র চাপি ময়া দেব যত্ত্বং সমভিরক্ষিতঃ।
জাগ্রত্যা যতমানায়াস্ততো মে প্রদদৌ বরৌ॥ ১৯
তৌ দত্তৌ চ বরৌ দেব নিক্ষেপৌ মৃগয়াম্যহম্।
তবৈব পৃথিবীপাল সকাশে রঘুনন্দন॥ ২০
তৎ প্রতিশ্রুত্য ধর্ম্মেণ ন চেদ্দাস্যসি মে বরম্।
অদ্যৈব হি প্রহাস্যামি জীবিতং ত্বদ্বিমানিতা॥ ২১
বাঙ্মাত্রেণ তদা রাজা কৈকেয্যা স্ববশে কৃতঃ।
প্রচস্কন্দ বিনাশায় পাশং মৃগ ইবাত্মনঃ॥ ২২
ততঃ পরমুবাচেদং বরদং কামমোহিতম্।

যাহাকে মুহূর্ত্তকাল দেখিতে না পাইলে জীবিত থাকি না, আমি সেই রামের শপথ করিয়া বলিতেছি যে, তোমার বাক্য রক্ষা করিব। ভদ্রে! রাম আমার অত্যন্ত প্রিয়; সুতরাং যখন আমি তাহার শপথ করিলাম, তখন অবশ্যই আমার মন তোমার প্রিয়কার্য্য সাধনে উদ্যত হইয়াছে, ইহা বিবেচনা করিয়া তুমি আমাকে এই দুঃখ হইতে উদ্ধার কর,—যাহা ইষ্ট বোধ করিতেছ, তাহা বল। কৈকেয়ি! আমাকে নিতান্ত আসক্ত জানিয়া, আমার প্রতি শঙ্কা করাই তোমার উচিত নয়, তথাপি আমি ধর্ম্ম শপথ করিয়া বলিতেছি যে, তোমার প্রিয়কার্য্য সম্পাদন করিবই করিব; তুমি নিজ অভিপ্রায় ব্যক্ত কর।' ৪—১০। স্বার্থ-সাধন-তৎপরা কেকেয়ী দেবী স্বীয় অভিপ্রায় সাধনে রাজা দশরথের আগ্রহ জানিয়া নিতান্ত স্বার্থপরতাপ্রযুক্ত হর্ষসহকারে, তাঁহাকে বলিবার অযোগ্য কথা বলিলেন। তিনি রাজা দশরথের সেই বাক্যে অতীব হৃষ্ট হইয়া, তাঁহার উপস্থিত মৃত্যুস্বরূপ সেই মহাঘোর অভিপ্রায় ব্যক্ত করিয়া বলিলেন,—"আপনি যে আমার অভিপ্রায় সাধনের নিমিত্ত পুনঃপুনঃ শপথ করিলেন ইহা ত্রেত্রিশ কোটি দেবতারা সকলে শ্রবণ করুন এবং চন্দ্র, সূর্য্য, গ্রহ আকাশ, দিবা, রজনী দিক্ গন্ধর্ব্ব, রাক্ষস, পৃথিবী, জগৎ গৃহদেবতা, নিশাচর প্রাণী ও অন্যান্য জীবসকল আপনার সেই প্রতিজ্ঞা-বাক্য অবগত হউক" এবং দেবগণকে উদ্দেশ করিয়া বলিলেন, "দেবগণ! এই সত্যসন্ধ, সত্যবাদী, ধর্ম্মজ্ঞ, পবিত্র-স্বভাব মহাতেজস্বী মহীপতি দশরথ আমাকে অভিলষিত বর প্রদান করিতে উদ্যত হইয়াছেন, আপনারা সকলে অবগত হউন।" ১১—১৬। কেকয়ী দেবী সেইরূপে কামবিমোহিত বরপ্রদানোদ্যত উত্তম তূণীরধারী রাজা দশরথকে প্রশংসাপূর্ব্বক আরও দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করাইয়া বলিলেন, রাজন্! পূর্ব্বে দেবাসুরযুদ্ধে রাত্রে যাহা ঘটিয়াছিল, তাহা স্মরণ করুন। দেব! সেই যুদ্ধে শম্বর অসুর আপনাকে এরূপ আহত করিয়াছিল যে, কেবল আপনার প্রাণমাত্র অবশিষ্ট ছিল। সেই সময় আমি বহু শুশ্রূষা করিয়া আপনাকে রক্ষা করিয়াছিলাম, তজ্জন্য আপনি আমাকে দুইটী বর দিয়াছিলেন। রঘুনন্দন! তৎকালে আমি আপনার প্রদত্ত সেই দুই বর আপনার নিকটেই গচ্ছিত রাখিয়াছিলাম। দেব! পূর্ব্বে আপনি আমাকে সেই দুই বর প্রদান করিতে ধর্ম্মানুসারে প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন এক্ষণে যদি তাহা প্রদান না করেন, তবে আমি নিতান্ত অপমানিতা হইয়া এখনই প্রাণ পরিত্যাগ করিব।" ১৭—২১। কেকেয়ীর সেই বাক্যজালে বশীভূত হইয়া, মৃগ যেরূপ ব্যাধের পাশে বশীভূত হইয়া, আত্মবিনাশার্থ পাশাভিমুখে গমন করে, রাজা দশরথ সেইরূপ আত্মবিনাশার্থ কৈকেয়ীর বশে হইয়া পড়িলেন। পরে কেকেয়ী দেবী সেই কামবিমোহিত বরদানোদ্যত

বরৌ যে মৌ ত্বয়া দেব তদা দত্তৌ মহীপতে। ২৩
তৌ তাবদহমদ্যৈব বক্ষ্যামি শৃণু মে বচঃ।
অভিষেকসমারম্ভো রাঘবস্যোপকল্পিতঃ। ২৪
অনেনৈবাভিষেকেণ ভরতো মেঽভিষিচ্যতাম্।
যো দ্বিতীয়ো বরো দেব দত্তঃ প্রীতেন মে ত্বয়া। ২৫
তদা দেবাসুরে যুদ্ধে তস্য কালোঽয়মাগতঃ।
নব পঞ্চ চ বর্ষাণি দণ্ডকারণ্যমাশ্রিতঃ। ২৬
চীরাজিনধরো ধীরো রামো ভবতু তাপসঃ।
ভরতো ভজতামদ্য যৌবরাজ্যমকণ্টকম্। ২৭
এষ মে পরমঃ কামো দত্তমেব বরং বৃণে।
অদ্য চৈব হি পশ্যেয়ং প্রযান্তং রাঘবং বনে। ২৮
স রাজরাজো ভব সত্যসঙ্গরঃ
কুলঞ্চ শীলঞ্চ হি জন্ম রক্ষ চ।
পরত্র বাসে হি বদন্ত্যনুত্তমং
তপোধনাঃ সত্যবচো হিতং নৃণাম্। ২৯

ইত্যযোধ্যাকাণ্ডে একাদশঃ সর্গঃ। ১১ ॥

রাজা দশরথকে বলিলেন “দেব! আপনি পূর্ব্বে আমাকে যে দুইটী বর অঙ্গীকার করিয়াছেন, এখন আমি সেই দুইটী বর প্রার্থনা করিতেছি; সুতরাং এক্ষণে আমাকে সেই দুইটী বর দেওয়া আপনার উচিত হইয়াছে; আপনি আমার প্রার্থনা শ্রবণ করুন। রঘুনন্দন রামের অভিষেকের জন্য যে আয়োজন করা হইয়াছে, তাহার দ্বারাই ভরতকে যৌবরাজ্যে অভিষেক করুন। অপিচ সেই দেবাসুরযুদ্ধে আপনি আমার প্রতি প্রীত হইয়া আমাকে যে আর একটী বর দিতে অঙ্গীকার করিয়াছিলেন, এক্ষণে উপযুক্ত সময় বোধে তাহাও প্রার্থনা করিতেছি যে, ধৈর্য্যশালী রাম, চীর ও অজিনধারী হইয়া চতুর্দ্দশ বৎসরের নিমিত্ত দণ্ডকারণ্যে বাস করত তপস্বী হইয়া থাকেন। অদ্যই আমি রামকে বনে যাইতে দেখি এবং অদ্যই ভরত নিষ্কণ্টকে যৌবরাজ্য লাভ করেন, ইহাই আমার পরম অভিলাষ। আপনি পূর্ব্বে আমাকে বর দিতে অঙ্গীকার করিয়াছিলেন, তজ্জন্যই প্রার্থনা করিলাম। মহারাজ! ‘সত্যকথা মানবগণের পরকালে অতীব হিতকর হয়,’ তপোধনেরা ইহা বলিয়া থাকেন; অতএব আপনি সত্যপ্রতিজ্ঞ হউন এবং সত্যবাক্যদ্বারা আপনার কুল, শীল ও জন্ম রক্ষা করুন। ২২—২৯।

দ্বাদশঃ সর্গঃ।

ততঃ শ্রুত্বা মহারাজঃ কৈকেয্যা দারুণং বচঃ।
চিন্তামভিসমাপেদে মুহূর্ত্তং প্রতভাপ চ। ১
কিং নু মেঽয়ং দিবাস্বপ্নশ্চিত্তমোহোঽপি বা মম।
অনুভূতোপসর্গো বা মনসো বাপ্যুপদ্রবঃ।
ইতি সঞ্চিন্ত্য তদ্রাজা নাধ্যগচ্ছত্তদা সুখম্। ২
প্রতিলভ্য ততঃ সংজ্ঞাং কৈকেয়ীবাক্যতাপিতঃ।
ব্যথিতো বিক্লবশ্চৈব ব্যাঘ্রীং দৃষ্ট্বা যথা মৃগঃ। ৩
অসংবৃতায়ামাসীনো জগত্যাং দীর্ঘমুচ্ছ্বসন্।
মণ্ডলে পন্নগো রুদ্ধো মন্ত্রৈরিব মহাবিষঃ। ৪
অহো ধিগিতি সামর্ষো বাচমুক্ত্বা নরাধিপঃ।
মোহমাপেদিবান্ ভূয়ঃ শোকোপহতচেতনঃ। ৫
চিরেণ তু নৃপঃ সংজ্ঞাং প্রতিলভ্য সুদুঃখিতঃ।
কৈকেয়ীমব্রবীৎ ক্রুদ্ধো নির্দ্দহন্নিব তেজসা। ৬
নৃশংসে দুষ্টচারিত্রে কুলস্যাস্য বিনাশিনি।
কিং কৃতং তব রামেণ পাপে পাপং ময়াপি বা। ৭

দ্বাদশ সর্গ।

মহারাজ দশরথ কৈকেয়ীর সেই কথা শুনিয়া মুহূর্ত্তকাল অত্যন্ত সন্তপ্ত হইলেন। পরে তিনি সেই সন্তাপে বিমুগ্ধচিত্ত হইয়া তাহা ভ্রান্তি বিবেচনা করিয়া তাহার হেতু নির্ণয়ার্থ চিন্তা করিতে লাগিলেন—“আমার কি চিত্তবিভ্রম ঘটিয়াছে,—আমার কি ভূতাবেশ-প্রযুক্ত চিত্তের বৈলক্ষণ্য জন্মিয়াছে! না, আমি দিবসে স্বপ্ন দেখিতেছি!” কিন্তু চিন্তা করত সেই দুই ভ্রমহেতুরই অসদ্ভাব দেখিয়া অতীব দুঃখে মূর্চ্ছিত হইলেন। পরে সংজ্ঞা লাভ করিয়া, কৈকেয়ী-বাক্য-তাপিত রাজা দশরথ কৈকেয়ীকে দেখিয়া ব্যথিত হইলেন; অধিক কি, মৃগ যেমন ব্যাঘ্রীকে দেখিয়া বিকলচিত্ত হইয়া থাকে, সেইরূপ বিকলচিত্ত হইয়া পড়িলেন। পরে যেরূপ মন্ত্রদ্বারা মণ্ডলমধ্যে আবদ্ধ মহাবিষধর সর্প ক্রুদ্ধ হইয়া কেবল গর্জ্জন-গর্জ্জনমাত্র করে, সেইরূপ আস্তরণবিহীন ভূতলে উপবিষ্ট নরপতি দশরথ ক্রুদ্ধ হইয়া দীর্ঘ নিশ্বাসমাত্র পরিত্যাগ করিয়া, “হায় আমাকে ধিক্!” এইমাত্র বলিয়াই পুনরায় শোক-সঙ্কুলচিত্তবশতঃ মোহ প্রাপ্ত হইলেন। পরে সেই অতীব দুঃখিত রাজা দশরথ বহুক্ষণের পর সংজ্ঞা লাভ করিয়া ক্রোধসহকারে যেন কৈকেয়ীকে তেজোদ্বারা দগ্ধ করত এই কথা বলিলেন। ১—৬। “রে দুরাচারে! রে নৃশংসে! রাম তোমার কি অপকার করিয়াছে, আমিই বা তোমার কি

সদা তে জননীতুল্যাং বৃত্তিং বহতি রাঘবঃ।
তস্যৈবং ত্বমনর্থায় কিং নিমিত্তমিহোদ্যতা ॥ ৮
ত্বং মযাত্মবিনাশায় ভবনং স্বং নিবেশিতা।
অবিজ্ঞানান্নৃপসুতা ব্যালী তীক্ষ্ণবিষা যথা ॥ ৯
জীবলোকো যদা সর্ব্বো রামস্যাহ গুণস্তবম্ ॥ ১০
অপরাধং কমুদ্দিশ্য ত্যক্ষ্যামীষ্টমহং সুতম্।
কৌসল্যাঞ্চ সুমিত্রাঞ্চ ত্যজেয়মপি বা শ্রিয়ম্ ॥ ১১
জীবিতং চাত্মনো রামং ন ত্বেব পিতৃবৎসলম্।
পরা ভবতি মে প্রীতিদৃষ্ট্বা তনয়মগ্রজম্ ॥ ১২
অপশ্যতস্তু মে রামং নষ্টং ভবতি চেতনম্।
তিষ্ঠেল্লোকো বিনা সূর্য্যং শস্যং বা সলিলং বিনা॥ ১৩
ন তু রামং বিনা দেহে তিষ্ঠেত্তু মম জীবিতম্।
তদলং ত্যজ্যতামেষ নিশ্চয়ঃ পাপনিশ্চয়ে ॥ ১৪
অপি তে চরণৌ মূর্দ্ধ্না স্পৃশাম্যেষ প্রসীদ মে।
কিমর্থং চিন্তিতং পাপে ত্বয়া পরমদারুণম্ ॥ ১৫
অথ জিজ্ঞাসসে মাং ত্বং ভরতস্য প্রিয়াপ্রিয়ে।
অস্তু যত্তত্ত্বয়া পূর্ব্বং ব্যাহৃতং রাঘবং প্রতি ॥ ১৬
স মে জ্যেষ্ঠসুতঃ শ্রীমান্ ধর্ম্মজ্যেষ্ঠ ইতীব মে।
তত্ত্বয়া প্রিয়বাদিন্যা সেবার্থং কথিতং ভবেৎ ॥ ১৭
তচ্ছ্রুত্বা শোকসন্তপ্তা সন্তাপয়সি মাং ভৃশম্।
আবিষ্টাসি গৃহে শূন্যে সা ত্বং পরবশং গতা ॥ ১৮
ইক্ষ্বাকূণাং কুলে দেবি সম্প্রাপ্তঃ সুমহানয়ম্।
অনয়ো নয়সম্পন্নে যত্র তে বিকৃতা মতিঃ ॥ ১৯
ন হি কিঞ্চিদযুক্তং বা বিপ্রিয়ং বা পুরা মম।
অকরোস্ত্বং বিশালাক্ষি তেন ন শ্রদ্দধামি তে ॥ ২০
ননু তে রাঘবস্তুল্যো ভরতেন মহাত্মনা।
বহুশো হি স্ম বালে ত্বং কথাঃ কথয়সে মম ॥ ২১
তস্য ধর্ম্মাত্মনো দেবি বনে বাসং যশস্বিনঃ।
কথং রোচয়সে ভীরু নব বর্ষাণি পঞ্চ চ ॥ ২২
অত্যন্তসুকুমারস্য তস্য ধর্ম্মে কৃতাত্মনঃ।
কথং রোচয়সে বাসমরণ্যে ভৃশদারুণে ॥ ২৩
রোচয়সি ভিরামস্য রামস্য শুভলোচনে।

অপকার করিয়াছি যে তুমি আমাদের বংশ লোপ করিতে উদ্যতা হইয়াছ। রঘুনন্দন রাম স্বীয় জননীর প্রতি যেরূপ ব্যবহার করিয়া থাকে, তোমার প্রতিও তদ্রূপ ব্যবহার করে, তথাপি তুমি তাহার অনিষ্ট-নিমিত্ত কি জন্য এরূপ উদ্‌যোগ করিয়াছ? তুমি তীব্রবিষা কালসর্পীর ন্যায় ইহা না জানিয়া, আমি আত্মবিনাশ-নিমিত্তই রাজনন্দিনীবোধে তোমাকে গৃহে আনিয়াছি। যখন সমুদয় জীবলোকেই রামের গুণের প্রশংসা করিয়া থাকে, তখন কি অপ-রাধে সেই প্রিয়পুত্র রামকে পরিত্যাগ করি! আমি কৌসল্যা, সুমিত্রা এবং রাজলক্ষ্মীকেও পরিত্যাগ করিতে পারি, অধিক কি, আমি স্বয়ংই স্বীয় প্রাণত্যাগ করিতে পারি, কিন্তু পিতৃবৎসল রামকে পরিত্যাগ করিতে পারি না। সেই জ্যেষ্ঠ-পুত্র রামকে দেখিলে আমার অতিশয় প্রীতি হয় এবং না দেখিলে আমার চৈতন্য লোপ হয়। সূর্য্য ব্যতিরেকে লোক থাকিতে পারে এবং জল ব্যতিরেকে ধান্যাদি বৃক্ষও জীবিত থাকিতে পারে, কিন্তু রাম-ব্যতিরেকে একমুহূর্ত্তও আমার দেহে জীবন থাকিতে পারে না; অতএব পাপমনোরথে! আমি মস্তকদ্বারা তোমার চরণ স্পর্শ করিতেছি, তুমি আমার প্রতি প্রসন্ন হও,—তুমি এই অসৎ অভিলাষ পরিত্যাগ কর। পাপ-ব্রতবে! তুমি কিজন্ত এরূপ পরম দারুণ অধ্যবসায় করিয়াছ? ৭—১৫। রঘুনন্দন ভরত আমার প্রিয় কি না, যদি ইহাই আমার প্রতি তোমার জিজ্ঞাস্য হইয়া থাকে, তবে তুমি ভরতের প্রতি যাহা বলিলে, তাহাই হউক। তুমি যে আমাকে 'সেই ধর্ম্মশ্রেষ্ঠ শ্রীসম্পন্ন রাম আমার জ্যেষ্ঠ তনয়' এই আমার প্রিয় বাক্য বলিতে, এক্ষণে বোধ হইতেছে যে তাহা কেবল আমার দ্বারা সেবা করাইয়া লইবার অভিপ্রায়েই বলিতে, যেহেতু রামের অভিষেকবার্ত্তা শুনিয়া তুমি শোক-সন্তপ্তা হইয়া আমাকে অতীব সন্তাপিত করিতেছ। দেবি! তুমি নীতিশাস্ত্রে অভিজ্ঞা হইয়াও যে, ইক্ষ্বাকুকুলের এই মহতী অনীতি ঘটনার হেতু হইতেছ, তোমার চিত্তবিকার ব্যতীত ইহার কারণ আর কি হইতে পারে? কেননা ইতিপূর্ব্বে তুমি কখন আমার অপ্রিয় বা যাহা করিবার অযোগ্য এরূপ কোন কার্য্যই কর নাই; সুতরাং স্বাভাবিক অবস্থায় তোমার যেরূপ অভিপ্রায় হইয়াছে, ইহা আমার বিশ্বাস হয় না। ১৬—২০। অতএব বিশাল-লোচনে! আমার বোধ হইতেছে যে, শূন্যগৃহে থাকা-প্রযুক্ত তুমি ভূতকর্ত্তৃক আবিষ্টা হইয়াছ, সেই কারণে তোমার বুদ্ধি লোপ হইয়াছে। বালে! তুমি আমাকে অনেকবার বলিয়াছ,—আমার নিকটে মহাত্মা ভরতও যেমন, রঘুনন্দন রামও তেমন; অতএব ভীরু! সেই ধর্ম্মাত্মা যশস্বী রামের চতুর্দ্দশ বৎসর বনবাস কিরূপে তোমার অভিলষিত হইল? দেবি! সেই ধর্ম্মাত্মা রাম নিতান্ত সুকুমার, সুতরাং তুমি কিরূপে তাঁহার অতিদারুণ বনবাস কামনা করিলে? দেবি! আমি তোমার প্রতি রাম অপেক্ষা ভরতের ভক্তি-

তব শুশ্রূষমাণস্য কিমর্থং বিপ্রবাসনম্ ॥ ২৪
রামো হি ভরতাদ্ভূয়স্তব শুশ্রূষতে সদা।
বিশেষং ত্বয়ি তস্মাত্তু ভরতস্য ন লক্ষয়ে ॥ ২৫
শুশ্রূষাং গৌরবঞ্চৈব প্রমাণং বচনক্রিয়াম্।
কস্তু ভূয়স্তরং কুর্য্যাদন্যত্র পুরুষর্ষভাৎ ॥ ২৬
বহূনাং স্ত্রীসহস্রাণাং বহূনাঞ্চোপজীবিনাম্।
পরিবাদোঽপবাদো বা রাঘবে নোপপদ্যতে ॥ ২৭
সান্ত্বয়ন্ সর্ব্বভূতানি রামঃ শুদ্ধেন চেতসা।
গৃহ্ণাতি মনুজব্যাঘ্রঃ প্রিয়ৈর্বিষয়বাসিনঃ ॥ ২৮
সত্যেন লোকান্ জয়তি দ্বিজান্ দানেন রাঘবঃ।
গুরূন্ শুশ্রূষয়া বীরো ধনুষা যুধি শাত্রবান্ ॥ ২৯
সত্যং দানং তপস্ত্যাগো মিত্রতা শৌচমার্জ্জবম্।
বিদ্যা চ গুরুশুশ্রূষা ধ্রুবাণ্যেতানি রাঘবে ॥ ৩০
তস্মিন্নার্জ্জবসম্পন্নে দেবি দেবোপমে কথম্।
পাপমাশংসসে রামে মহর্ষিসমতেজসি ॥ ৩১
ন স্মরাম্যপ্রিয়ং বাক্যং লোকস্য প্রিয়বাদিনঃ।
স কথং ত্বৎকৃতে রামং বক্ষ্যামি প্রিয়মপ্রিয়ম্ ॥ ৩২
ক্ষমা যস্মিন্ তপস্ত্যাগঃ সত্যং ধর্ম্মঃ কৃতজ্ঞতা।
অপ্যহিংসা চ ভূতানাং তমৃতে কা গতির্মম ॥ ৩৩
মম বৃদ্ধস্য কৈকেয়ি গতান্তস্য তপস্বিনঃ।
দীনং লালপ্যমানস্য কারুণ্যং কর্ত্তুমর্হসি ॥ ৩৪
পৃথিব্যাং সাগরান্তায়াং যৎ কিঞ্চিদধিগম্যতে।
তৎ সর্ব্বং তব দাস্যামি মা চ ত্বং মৃত্যুমাবিশ ॥ ৩৫
অঞ্জলিং কুর্ম্মি কৈকেয়ি পাদৌ চাপি স্পৃশামি তে।
শরণং ভব রামস্য মাধর্ম্মো মামিহ স্পৃশেৎ ॥ ৩৬
ইতি দুঃখাভিসন্তপ্তং বিলপন্তমচেতনম্।
ঘূর্ণমানং মহারাজং শোকেন সমভিপ্লুতম্ ॥ ৩৭
পারং শোকার্ণবস্যাশু প্রার্থয়ন্তং পুনঃপুনঃ।
প্রত্যুবাচাথ কৈকেয়ী রৌদ্রা রৌদ্রতরং বচঃ ॥ ৩৮
যদি দত্ত্বা বরৌ রাজন্ পুনঃ প্রত্যনুতপ্যসে।
ধার্ম্মিকত্বং কথং বীর পৃথিব্যাং কথয়িষ্যসি ॥ ৩৯
যদা সমেতা বহবস্ত্বয়া রাজর্ষয়ঃ সহ।
কথয়িষ্যন্তি ধর্ম্মজ্ঞ তত্র কিং প্রতিবক্ষ্যসি ॥ ৪০

তাবের কিছুমাত্র আধিক্য অনুভব করি না; কেননা ভরত তোমার যেরূপ শুশ্রূষা করেন, রাম সর্ব্বদাই তোমার ততোধিক শুশ্রূষা করিয়া থাকেন; অতএব শুভলোচনে! তুমি কি প্রকারে সেই নিয়ত-শুশ্রূষা-তৎপর অভিরাম রামের বনবাস কামনা করিতেছ? ২১—২৫। এই ভূমণ্ডলে সেই পুরুষশ্রেষ্ঠ রাম ব্যতীত কোন ব্যক্তি অধিক শুশ্রূষা, গৌরবরক্ষা, অঙ্গীকার-পালন এবং লোকে প্রতিপত্তি করিতে সমর্থ হয়? সহস্র সহস্র রমণী আছে; কিন্তু কোন রমণীই রামের নিন্দা করে না এবং আমার অনেক ভৃত্য আছে, তন্মধ্যে কোন ভৃত্যও অসূয়াপরবশ হইয়া তাঁহার প্রতি বৃথা অপবাদও দেয় না। সেই পুরুষবর বীর্য্যসম্পন্ন রঘুনন্দন রাম, জনপদবাসী সকল প্রাণীকেই বিশুদ্ধ চিত্তে সান্ত্বনা করিয়া প্রিয়কার্য্যদ্বারা বশীভূত করিয়া থাকেন,—তিনি ধন দান করিয়া ব্রাহ্মণগণকে, শুশ্রূষা করিয়া গুরুগণকে, যুদ্ধ করিয়া, শত্রুদিগকে এবং সত্যগুণদ্বারা সমুদয় লোককে বশীভূত করেন; আর সত্য, দান, তপস্যা, নির্লোভতা, মিত্রতা, পবিত্রতা, সরলতা, বিদ্যা ও গুরুশুশ্রূষা এই সকল গুণ সেই রামে সর্ব্বদা রহিয়াছে; অতএব তুমি কি প্রকারে সেই মহর্ষিতুল্য তেজস্বী, সরলপ্রকৃতি, দেব-তুল্য রামের প্রতি পাপাচরণে অভিলাষিণী হইয়াছ? ২৬—৩১। রাম সকল প্রাণীকেই প্রিয়বাক্য বলিয়া থাকেন; তিনি কখন কাহাকে অপ্রিয় বলিয়াছেন, আমার এরূপ মনে হয় না; সুতরাং আমি তোমার নিমিত্ত কি প্রকারে সেই প্রিয় তনয় রামকে অপ্রিয় বাক্য বলিব? যে রামে ক্ষমা, দান, তপস্যা, সত্যব্যবহার, ধর্ম্ম, কৃতজ্ঞতা এবং প্রাণীদিগের প্রতি হিংসা-রাহিত্য, এই সকল গুণ নিয়ত বিদ্যমান আছে, সেই রাম ব্যতিরেকে আমার কি গতি হইবে? কৈকেয়ি! আমি বৃদ্ধ হইয়াছি,—আমার শোচনীয়-শেষ-দশা উপস্থিত হইয়াছে এবং আমি কাতরভাবে বিলাপ করিতেছি; সুতরাং আমার প্রতি তোমার দয়া করা উচিত। সাগরমেখলা পৃথিবীতে যে সকল দ্রব্য পাওয়া যায়, আমি তৎসমুদায়ই তোমাকে প্রদান করিব; তুমি আমার মৃত্যুরূপ এই পাপ ইচ্ছা পরিত্যাগ কর। কৈকেয়ি! আমি তোমার নিকট অঞ্জলি বদ্ধ করিতেছি এবং তোমার চরণদ্বয় স্পর্শ করিতেছি; তুমি রামের আশ্রয় হও, যেন আমাকে অধর্ম্ম স্পর্শ করিতে না পারে অর্থাৎ তুমি এই পাপ মনোরথ পরিত্যাগ কর, তাহা হইলে আমাকে প্রতিজ্ঞা লঙ্ঘন করিয়া অধর্ম্মের ভাগী হইতে হইবে না।" ৩২—৩৬। শোকদুঃখ সমাবৃত মহারাজ দশরথ কম্পিতকলেবরে বিমূর্চ্ছিতে বিলাপ করত বারংবার সেই শোকসাগর হইতে পরিত্রাণ নিমিত্ত প্রার্থনা করিলে ক্রুদ্ধা কৈকেয়ী তাঁহাকে অতি দারুণ বাক্যে প্রত্যুত্তর দিলেন,—'রাজন্! যখন তুমি বর দিতে স্বীকার করিয়াও দিবার সময় অনুতপ্ত হইতেছ, তখন পৃথিবীমধ্যে কি প্রকারে আপনাকে ধার্ম্মিক বলিয়া পরিচয় দিবে? যখন অনেক রাজর্ষি সমবেত

যস্যাঃ প্রসাদে জীবামি যা চ মামভ্যপালয়ৎ।
তস্যাঃ কৃতা ময়া মিথ্যা কৈকেয্যা ইতি বক্ষ্যসি ॥ ৪১
কিল্বিষং ত্বং নরেন্দ্রাণাং করিষ্যসি নরাধিপ।
যো দত্ত্বা বরমদ্যৈব পুনরন্যানি ভাষসে ॥ ৪২
শৈব্যঃ শ্যেনকপোতীয়ে স্বমাংসং পক্ষিণে দদৌ
অলর্কশ্চক্ষুষী দত্ত্বা জগাম গতিমুত্তমাম্ ॥ ৪৩
সাগরঃ সময়ং কৃত্বা ন বেলামতিবর্ত্ততে।
সময়ং মানৃতং কার্ষীঃ পূর্ব্ববৃত্তমনুস্মরন্ ॥ ৪৪
স ত্বং ধর্ম্মং পরিত্যজ্য রামং রাজ্যেঽভিষিচ্য চ।
সহ কৌসল্যয়া নিত্যং রন্তুমিচ্ছসি দুর্ম্মতে ॥ ৪৫
ভবত্বধর্ম্মো ধর্ম্মো বা সত্যং বা যদি বানৃতম্।
যত্ত্বয়া সংশ্রুতং মহ্যং তস্য নাস্তি ব্যতিক্রমঃ ॥ ৪৬
অহং হি বিষমদ্যৈব পীত্বা বহু তবাগ্রতঃ।
পশ্যতস্তে মরিষ্যামি রামো যদ্যভিষিচ্যতে ॥ ৪৭
একাহমপি পশ্যেয়ং যদ্যহং রামমাতরম্।
অঞ্জলিং প্রতিগৃহ্নন্তীং শ্রেয়ো ননু মৃতির্ম্মম ॥ ৪৮
ভরতেনাত্মনা চাহং শপে তে মনুজাধিপ।
যথা নান্যেন তুষ্যেয়মৃতে রামবিবাসনাৎ ॥ ৪৯
এতাবদুক্ত্বা বচনং কৈকেয়ী বিররাম হ।
বিলপন্তঞ্চ রাজানং ন প্রতিব্যাজহার সা ॥ ৫০
শ্রুত্বা তু রাজা কৈকেয্যা বাক্যং পরমশোভনম্।
রামস্য চ বনে বাসমৈশ্বর্য্যং ভরতস্য চ ॥ ৫১
নাভ্যভাষত কৈকেয়ীং মুহূর্ত্তং ব্যাকুলেন্দ্রিয়ঃ।
প্রৈক্ষতানিমিষো দেবীং প্রিয়ামপ্রিয়বাদিনীম্ ॥ ৫২
তাং হি বজ্রসমাং বাচমাকর্ণ্য হৃদয়াপ্রিয়াম্।
দুঃখশোকময়ীং শ্রুত্বা রাজা ন সুখিতোঽভবৎ ॥ ৫৩
স দেব্যা ব্যবসায়ঞ্চ ঘোরঞ্চ শপথং কৃতম্।
ধ্যাত্বা রামেতি নিশ্বস্য ছিন্নস্তরুরিবাপতৎ ॥ ৫৪
নষ্টচিত্তো যথোন্মত্তো বিপরীতো যথাতুরঃ।
হৃততেজা যথা সর্পো বভূব জগতীপতিঃ ॥ ৫৫
দীনয়াতুরয়া বাচা ইতি হোবাচ কৈকয়ীম্।
অনর্থমিমমর্থাভং কেন ত্বমুপদেশিতা।
ভূতোপহতচিত্তেব ব্রুবন্তী মাং ন লজ্জসে ॥ ৫৬

হইয়া তোমাকে আমার এই বিষয় জিজ্ঞাসা করিবেন, তখন তুমি কি প্রত্যুত্তর দিবে? তখন কি তুমি 'যিনি আমাকে রক্ষা করিয়াছেন,—যাঁহার প্রসাদে আমি জীবিত রহিয়াছি সেই কৈকেয়ীর নিকট যাহা প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলাম, তাহা পালন করি নাই' এরূপ প্রত্যুত্তর করিবে? শ্যেন-কপোতীয় উপাখ্যানে কথিত আছে যে, রাজা শৈব্য প্রতিজ্ঞারক্ষার্থ শ্যেন পক্ষীকে স্বীয় মাংস প্রদান করিয়াছেন, রাজা অলর্ক প্রতিজ্ঞারক্ষার্থ কোন ব্রাহ্মণকে স্বীয় নয়নযুগল প্রদান করিয়াছিলেন, তজ্জন্য উত্তম-গতি লাভ করিয়াছেন এবং সাগর পূর্ব্বে 'আমি তীর লঙ্ঘন করিব না' এরূপ প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন, তজ্জন্যই এখনও তীর অতিক্রম করেন না। রাজন্! তুমি এই সকল পুরাতন বৃত্তান্ত স্মরণ করিয়া প্রতিজ্ঞা লঙ্ঘন করিও না। ৩৭—৪৪। দুর্ম্মতে! তুমি সত্যধর্ম্ম পরিত্যাগপূর্ব্বক রামকে রাজ্যে অভিষিক্ত করিয়া কৌসল্যার সহিত রমণ করিবার বাসনা করিতেছ। তুমি যাহা আমাকে প্রদান করিতে প্রতিজ্ঞা করিয়াছ, অর্থাৎ তোমার প্রতিজ্ঞানুসারে আমি যাহা প্রার্থনা করিয়াছি, তাহা ধর্ম্মই হউক আর অধর্ম্মই হউক এবং সত্যই হউক আর অসত্যই হউক, তাহার অন্যথা হইবে না। যদি রাম রাজ্যে অভিষিক্ত হয়, তবে আমি তোমার সমক্ষেই বিষ পান করিয়া প্রাণত্যাগ করিব। যদি আমি একদিনও রামের জননীকে সকললোকের সমক্ষে প্রতিগ্রহণ করিতে দেখি, তবে আমি কোন কার্য্যই করিব না, অর্থাৎ আমি জীবন ত্যাগ করিব। নরপতে! প্রাণ-স্বরূপ ভরতের দ্বারা শপথ করিয়া আমি তোমার নিকট বলিতেছি যে, রামের বনবাস ব্যতীত আর কিছুতেই আমার সন্তোষ হইবে না। ৪৫—৪৯। ইহা বলিয়া কৈকেয়ী দেবী মৌন অবলম্বন করিলেন। মহীপতি দশরথ বিলাপ করিতে লাগিলেও, তিনি তাঁহাকে কোনও প্রত্যুত্তর দিলেন না। নরপতি দশরথ, কৈকেয়ীর সেই রামের বনবাস ও ভরতের রাজ্যলাভ প্রার্থনাবিষয়ক বাক্য শ্রবণ করিয়া মুহূর্ত্তকাল তাঁহাকে কিছুই বলিতে পারিলেন না পরন্তু ব্যাকুলেন্দ্রিয় হইয়া অনিমিষ লোচনে কেবল সেই অপ্রিয়বাদিনী প্রিয়তমা কৈকেয়ী দেবীকেই দেখিতে লাগিলেন। সেই দুঃখ ও শোকজনক বজ্রসদৃশ অতীব অপ্রিয় বাক্য শ্রবণ করিয়া, রাজা দশরথ সুখী হইলেন না; প্রত্যুত তিনি কৈকেয়ী দেবীর সেই ভীষণ অভিপ্রায় এবং আপনার শপথ চিন্তা করত "হা রাম!" এই বলিয়া দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া, ছিন্নমূল তরুর ন্যায় পতিত হইলেন এবং উন্মত্তের ন্যায়—জ্ঞানবিহীন রোগীর ন্যায়, বিপরীত-স্বভাব ও মন্ত্রদ্বারা আবদ্ধ সর্পের ন্যায় হীনবীর্য্য হইয়া পড়িলেন। ৫০—৫৫। পরে সেই পৃথিবীপতি দশরথ দীন ও আতুর বাক্যে কৈকেয়ীকে বলিলেন—"কে তোমাকে এই ন্যায়বৎ প্রতীয়মান বাস্তবিক অনর্থ-বিষয়ের উপদেশ দিয়াছে?, যাহাতে তুমি ভূতাবিষ্টার ন্যায় আমার নিকট ঐরূপ

শীলব্যসনমেতত্তে নাভিজানাম্যহং পুরা।
যালায়াস্ত্বিদানীং তে লক্ষয়ে বিপরীতবৎ ॥ ৫৭
কুতো বা তে ভয়ং জাতং যা ত্বমেবংবিধং বরম্।
রাষ্ট্রে ভরতমাসীনং বৃণীষে রাঘবং বনে ॥ ৫৮
বিরমৈতেন ভাবেন ত্বমেতেনানৃতেন চ।
যদি ভর্ত্তুঃ প্রিয়ং কার্য্যং লোকস্য ভরতস্য চ ॥ ৫৯
নৃশংসে পাপসঙ্কল্পে ক্ষুদ্রে দুষ্কৃতকারিণি।
কিন্নু দুঃখমলীকং বা ময়ি রামে চ পশ্যসি ॥ ৬০
ন কথঞ্চিদৃতে রামাদ্ভরতো রাজ্যমাবসেৎ।
রামাদপি হি তং মন্যে ধর্ম্মতো বলবত্তরম্ ॥ ৬১
কথং বক্ষ্যামি রামস্য বনং গচ্ছেতি ভাষিতে।
মুখবর্ণং বিবর্ণন্তু যথৈবেন্দুমুপপ্লুতম্ ॥ ৬২
তাং তু মে সুকৃতাং বুদ্ধিং সুহৃদ্ভিঃ সহ নিশ্চিতাম্।
কথং দ্রক্ষ্যাম্যপাবৃত্তাং পরৈরিব হতাং চমূম্ ॥ ৬৩
কিং মাং বক্ষ্যন্তি রাজানো নানাদিগ্ভ্যঃ সমাগতাঃ।
বালো বতায়মৈক্ষ্বাকশ্চিরং রাজ্যমকারয়ৎ ॥ ৬৪
যদা হি বহবো বৃদ্ধা গুণবন্তো বহুশ্রুতাঃ।
পরিপ্রক্ষ্যন্তি কাকুৎস্থং বক্ষ্যামি কিমহং তদা ॥ ৬৫
কৈকেয্যা ক্লিশ্যমানেন রামঃ প্রব্রাজিতো ময়া।
যদি সত্যং ব্রবীম্যেতত্তদসত্যং ভবিষ্যতি ॥ ৬৬
কিং মাং বক্ষ্যতি কৌসল্যা রাঘবে বনমাস্থিতে।
কিঞ্চৈনাং প্রতিবক্ষ্যামি কৃত্বা বিপ্রিয়মীদৃশম্ ॥ ৬৭
যদা যদা চ কৌসল্যা দাসীবচ্চ সখীব চ।
ভার্য্যাবদ্ভগিনীবচ্চ মাতৃবচ্চোপতিষ্ঠতে ॥ ৬৮
সততং প্রিয়কামা মে প্রিয়পুত্রা প্রিয়ংবদা।
ন ময়া সৎকৃতা দেবী সৎকারার্হা কৃতে তব ॥ ৬৯
ইদানীং তত্তপতি মাং যন্ময়া সুকৃতং ত্বয়ি।
অপথ্যব্যঞ্জনোপেতং ভুক্তমন্নমিবাতুরম্ ॥ ৭০
বিপ্রকারঞ্চ রামস্য সম্প্রয়াণং বনস্য চ।
সুমিত্রা প্রেক্ষ্য বৈ ভীতা কথং মে বিশ্বসিষ্যতি ॥ ৭১
কৃপণং বত বৈদেহী শ্রোষ্যতি দ্বয়মপ্রিয়ম্।
মাঞ্চ পঞ্চত্বমাপন্নং রামঞ্চ বনমাশ্রিতম্ ॥ ৭২
বৈদেহী বত মে প্রাণান্ শোচন্তী ক্ষপয়িষ্যতি।
হীনা হিমবতঃ পার্শ্বে কিন্নরেণেব কিন্নরী ॥ ৭৩

বাক্য বলিয়াও লজ্জিতা হইতেছ না? তোমার স্বভাব যে এত মন্দ, তাহা আমি পূর্ব্বে তোমার যৌবনাবস্থাতে জানিতে পারি নাই; এক্ষণে তোমার প্রৌঢ়াবস্থাতে স্বভাবের বৈপরীত্য দেখিতেছি। কি কারণে রাম হইতে তোমার ভয় জন্মিয়াছে যে, তুমি রামের বনবাস ও ভরতের রাজ্যাভিষেকের বর প্রার্থনা করিতেছ? পাপমনোরথে! যদি তুমি আমার, ভরতের ও সমুদয় লোকের প্রিয় কার্য্য করিতে বাসনা কর, তবে এই মন্দ অভিপ্রায় পরিত্যাগ কর। নৃশংসে! ক্ষুদ্রস্বভাবে! আমি তোমার কি দুঃখজনক কার্য্য করিয়াছি বা তোমার নিকট কি অপরাধ করিয়াছি এবং রামই বা তোমার কি দুঃখজনক কার্য্য করিয়াছেন, অথবা তোমার নিকট কি অপরাধ করিয়াছেন; যাহা তুমি দেখিয়াছ! অর্থাৎ যাহা দেখিয়া, তুমি এরূপ মন্দ অভিপ্রায় করিয়াছ? দুষ্কর্ম্মকারিণি! রাম-ব্যতিরেকে ভরত কোনক্রমেই রাজা হইবেন না কেননা, আমি জানি যে, ভরত রাম অপেক্ষাও অধিক ধার্ম্মিক। আমি রামকে 'বনে গমন কর' ইহা বলিলে, যখন তাহার মুখ, রাহুগ্রস্ত চন্দ্রের ন্যায় বিবর্ণ হইবে, তখন তাহা আমি কিরূপে দেখিব? ৫৬—৬২। আমি বন্ধুবর্গের সহিত পরামর্শ করিয়া যে অভিপ্রায় দৃঢ়রূপে স্থির করিয়াছি, তাহা শত্রুকর্ত্তৃক পরাহত সৈন্যের ন্যায়, কিপ্রকারে তোমাদ্বারা প্রতিনিবর্ত্তিত দেখিব? হা! নানাদিক্ হইতে সমাগত মহীপতিগণ আমাকে উদ্দেশিয়া "এই বালক ইক্ষ্বাকুনন্দন, দশরথ কিপ্রকারে বহুকাল রাজ্যপালন করিয়াছে!" ইহা বলিবেন! যখন বহুশ্রুত গুণবান্ বৃদ্ধগণ আমাকে 'কাকুৎস্থ' রাম কোথায়?' ইহা জিজ্ঞাসা করিবেন, তখন আমি কি প্রত্যুত্তর দিব? তখন যদিও তাঁহাদিগকে আমি কৈকেয়ীকর্ত্তৃক পরি-ক্লেশিত হইয়া 'তাঁহাকে বনে প্রেরণ করিয়াছি' এই সত্য বাক্য বলিব, কিন্তু তাহা অসত্য হইবে, অর্থাৎ তাহা তাঁহাদিগের বিশ্বাস হইবে না। রঘুনন্দন রাম বনে গেলে, কৌসল্যা আমাকে কি বলিবেন এবং ঈদৃশ অপ্রিয় কার্য্য করিয়া, আমিই বা তাহাকে কি বলিব? সেই প্রিয়বাদিনী পুত্রপ্রণয়িনী কৌসল্যা দেবী সর্ব্বদাই আমার প্রিয় কামনা করিয়া থাকেন,—তিনি সময়ানুসারে মাতা, ভগিনী, ভার্য্যা, সখী ও দাসীর ন্যায় আমার সেবা করেন; সুতরাং তাঁহাকে সৎকার করা আমার কর্ত্তব্য; কিন্তু আমি তোমার জন্য তাঁহাকে কখন সৎকার করি নাই। ৬৩—৬৯। যেমন পীড়িত ব্যক্তি বিবিধ-ব্যঞ্জনযুক্ত কুপথ্য অন্ন ভোজন করিলে কষ্ট পায়, সেইরূপ আমি পূর্ব্বে তোমার প্রতি যে সদ্ব্যবহার করিয়াছি, তাহা এক্ষণে আমাকে সন্তাপিত করিতেছে। রামের প্রতি বনপ্রেরণরূপ অত্যাচার দেখিয়া, সুমিত্রা দেবী ভীতা হইয়া আমাকে আর বিশ্বাস করিবেন না। হা! বৈদেহী সীতা একেবারে আমার মৃত্যু ও রামের বনবাস, এই অতি কষ্টদায়ক বিবরণ শ্রবণ করিবেন। হিমালয়ের পার্শ্বে কিন্নর-বিহীনা

ন হি রামমহং দৃষ্ট্বা প্রবসন্তং মহাবনে।
চিরঞ্জীবিতুমাশংসে রুদন্তীং নাপি মৈথিলীম্॥ ৭৪
সা নূনং বিধবা রাজ্যং সপুত্রা কারয়িষ্যসি। ৭৫
সতীং ত্বামহমত্যন্তং ব্যবস্যাম্যসতীং সতীম্।
রূপিণীং বিষসংযুক্তাং পীত্বেব মদিরাং নরঃ॥ ৭৬
অনৃতৈর্বত মাং সান্ত্বৈঃ সান্ত্বয়ন্তী স্ম ভাষসে।
গীতশব্দেন সংরুধ্য লুব্ধো মৃগমিবাবধীঃ॥ ৭৭
অনার্য্য ইতি মামার্য্যাঃ পুত্রবিক্রায়কং ধ্রুবম্।
বিকরিষ্যন্তি রথ্যাসু সুরাপং ব্রাহ্মণং যথা॥ ৭৮
অহো দুঃখমহো কৃচ্ছ্রং যত্র বাচঃ ক্ষমে তব।
দুঃখমেবংবিধং প্রাপ্তং পুরাকৃতমিবাশুভম্॥ ৭৯
চিরং খলু ময়া পাপে ত্বং পাপেনাভিরক্ষিতা।
অজ্ঞানাদুপসম্পন্না রজ্জুরুদ্বন্ধনী যথা॥ ৮০
রমমাণস্ত্বয়া সার্দ্ধং মৃত্যুং ত্বাং নাভিলক্ষয়ে।
বালো রহসি হস্তেন কৃষ্ণসর্পমিবাস্পৃশম্॥ ৮১
তন্তু মাং জীবলোকোঽয়ং নূনমাক্রোষ্টুমর্হতি।
ময়া হ্যপিতৃকঃ পুত্রঃ স মহাত্মা দুরাত্মনা॥ ৮২
বালিশো বত কামাত্মা রাজা দশরথো ভৃশম্।
স্ত্রীকৃতে যঃ প্রিয়ং পুত্রং বনং প্রস্থাপয়িষ্যতি॥ ৮৩
বেদৈশ্চ ব্রহ্মচর্য্যৈশ্চ গুরুভিশ্চোপকর্শিতঃ।
ভোগকালে মহৎ কৃচ্ছ্রং পুনরেব প্রপৎস্যতে॥ ৮৪
নালং দ্বিতীয়ং বচনং পুত্রো মাং প্রতিভাষিতুম্।
স বনং প্রব্রজেত্যুক্তো বাঢ়মিত্যেব বক্ষ্যতি॥ ৮৫
যদি মে রাঘবঃ কুর্য্যাদ্বনং গচ্ছেতি চোদিতঃ।
প্রতিকূলং প্রিয়ং মে স্যান্ন তু বৎসঃ করিষ্যতি॥ ৮৬
রাঘবে হি বনং প্রাপ্তে সর্ব্বলোকস্য ধিক্কৃতম্।
মৃত্যুরক্ষমণীয়ং মাং নয়িষ্যতি যমক্ষয়ম্॥ ৮৭
মৃতে ময়ি গতে রামে বনং মনুজপুঙ্গবে।
ইষ্টে মম জনে শেষে কিং পাপং প্রতিপৎস্যসে॥ ৮৮

কিন্নরীর যেরূপ অবস্থা হয়, বৈদেহী সীতা, রামব্যতিরেকে সেইরূপ অবস্থাপন্না হইয়া শোক করিতে থাকিলে আমি কখনই জীবিত থাকিব না; কেননা আমি রামকে মহাবিজনবাসী এবং সীতাকে রোদনপরায়ণা দেখিয়া অধিক কাল বাঁচিতে অভিলাষ করি না। দেবি! রাম বনে গেলে আমি কোনক্রমেই জীবন ধারণ করিব না; অতএব নিশ্চয়ই তোমাকে বিধবা হইয়া পুত্রের সহিত রাজত্ব করিতে হইবে। যেরূপ মনুষ্য বিষযুক্ত মদ্য প্রিয়দর্শন-বোধে পান করিয়া পরিণামে তাহাকে বিষসংযুক্ত বলিয়া নিশ্চয় করে সেইরূপ তুমি অসতী হইলেও পূর্ব্বে তোমাকে সতী বলিয়া বোধ করত এক্ষণে ত্বদীয় আচরণে তোমাকে অতীব অসতী বলিয়া আমার বোধ হইল। হা! যেরূপ ব্যাধ সংগীত-শব্দে মৃগকে আকৃষ্ট করিয়া বধ করে, সেইরূপ তুমি আমাকে বৃথা সান্ত্বনাপূর্ব্বক প্রিয়সম্ভাষণদ্বারা বশীভূত করিয়া বধ করিলে। আমি তোমার অনুরোধে রামকে বনে পাঠাইলে, আর্য্যগণ রথ্যা সকলে সমবেত হইয়া আমাকে সুরাপায়ী ব্রাহ্মণের ন্যায় 'অনার্য্য' বলিয়া নিন্দা করিবেন। ৭৩—৭৮। হায় কি দুঃখ! হায় কি দুঃখ! যে, তোমার সকল বাক্যও আমাকে ক্ষমা করিতে হইতেছে। আমি পূর্ব্বজন্মে অত্যন্ত অশুভ কর্ম্ম করিয়াছি তজ্জন্যই ইহজন্মে এই অপরিহার্য্য দুঃখ পাইলাম! হে পাপমনোরথে! আমি তোমাকে ক্লেশদায়িনী জানিতে না পারিয়া কণ্ঠসংলগ্ন রজ্জুর ন্যায় চিরকাল রক্ষা করিয়াছি। যেরূপ বালক অজ্ঞানতাবশতঃ ক্রীড়া করিবার মানসে নির্জ্জন প্রদেশে হস্ত দিয়া কৃষ্ণ সর্পকে স্পর্শ করে, সেইরূপ তোমাকে স্বীয় মৃত্যুস্বরূপ জানিতে না পারিয়াই আমি রমণথী হইয়া তোমাকে স্পর্শ করিয়াছি অর্থাৎ বালক যেমন সর্পকে স্পর্শ করিয়া কালগ্রাসে পতিত হয়, সেইরূপ তোমার সহিত প্রণয় করিয়া, আমি মৃত্যুর অধীন হইয়াছি! হা! আমি কি দুরাচার যে, জীবিত থাকিয়াও সেই মহাত্মা পুত্র রামকে পিতৃহীন করিলাম! সুতরাং সকল লোকেই অবশ্য আমাকে 'রাজা দশরথ অত্যন্ত বুদ্ধিহীন ও কামতৎপর; কেননা, তিনি রমণীর জন্য প্রিয় তনয় রামকে বনে প্রেরণ করিলেন' এরূপ বলিয়া নিন্দা করিতে পারে। হা! কোথায় রাম এখন নানাবিধ বিষয় উপভোগ করিবেন, না তাঁহাকে এমন গুরুতর ব্রহ্মচর্য্য-ব্রতানুষ্ঠানদ্বারা কৃশ হইয়া বনবাসজনিত ভীষণ ক্লেশ সহ্য করিতে হইবে। ৭৯—৮৪। আমি রামকে 'বনে গমন কর' ইহা বলিলে, তিনি কখনই তৎপ্রতিকূল বাক্য প্রয়োগ করিবেন না; প্রত্যুত 'যে আজ্ঞা' ইহাই বলিবেন। আমি রঘুনন্দন রামকে 'বনে গমন কর' ইহা বলিলে, যদি তিনি তৎপ্রতিকূল বাক্য প্রয়োগ করেন, তবে তাহা আমার প্রীতিজনক হয়, কিন্তু তাহা তিনি করিবেন না। সেই বিশুদ্ধস্বভাব রাম আমার অভিপ্রায় জানিতে পারিবেন না; সুতরাং আমি তাঁহাকে 'পুত্র! তুমি বনে গমন কর' ইহা বলিলে, তিনি আর দ্বিরুক্ত করিবেন না। রঘুনন্দন রাম বনে গেলে সকল লোকেই আমাকে নিন্দা করিবে, আমিও তাহা সহ্য করিতে পারিব না; সুতরাং মৃত্যু আমাকে যমালয়ে লইয়া যাইবে।

কৌসল্যা মাঞ্চ রামঞ্চ পুত্রৌ চ যদি হাস্যতি ।
দুঃখান্যসহতী দেবী মামেবানুমরিষ্যতি ॥ ৮৯
কৌসল্যাঞ্চ সুমিত্রাঞ্চ মাঞ্চ পুত্রৈস্ত্রিভিঃ সহ ।
প্রক্ষিপ্য নরকে সা ত্বং কৈকেয়ী সুখিতা ভব ॥ ৯০
ময়া রামেণ চ ত্যক্তং শাশ্বতং সংকৃতং গুণৈঃ।
ইক্ষ্বাকুকুলমক্ষোভ্যমাকুলং পালয়িষ্যসি ॥ ৯১
প্রিয়ঞ্চেদ্ভরতস্যৈতদ্রামপ্রব্রাজনং ভবেৎ।
মাস্ম মে ভরতঃ কার্ষীৎ প্রেতকৃত্যং গতায়ুষঃ ॥ ৯২
মৃতে ময়ি গতে রামে বনং পুরুষপুঙ্গবে ।
সেদানীং বিধবা রাজ্যং সপুত্রা কারয়িষ্যসি ॥ ৯৩
ত্বং রাজপুত্রী দৈবেন ন্যবসো মম বেশ্মনি ।
অকীর্ত্তিশ্চাতুলা লোকে ধ্রুবঃ পরিভবশ্চ মে ।
সর্ব্বভূতেষু চাবজ্ঞা যথা পাপকৃতস্তথা ॥ ৯৪
কথং রথৈর্ব্বিভুর্যাত্বা গজাশ্বৈশ্চ মুহুর্ম্মুহুঃ ।
পদ্ভ্যাং রামো মহারণ্যে বৎসো মে বিচরিষ্যতি ॥ ৯৫
যস্য চাহারসময়ে সূদাঃ কুণ্ডলধারিণঃ ।
অহম্পূর্ব্বাঃ পচন্তি স্ম প্রশস্তং পানভোজনম্ ॥ ৯৬
স কথং নু কষায়াণি তিক্তানি কটুকানি চ ।
ভক্ষয়ন্ বন্যমাহারং সুতো মে বর্ত্তয়িষ্যতি ॥ ৯৭
মহার্হবস্ত্রসংবীতো ভূত্বা চিরসুখোচিতঃ ।
কাষায়পরিধানস্তু কথং ভূমৌ নিবৎস্যতি ॥ ৯৮
কস্যৈতদ্দারুণং বাক্যমেবংবিধমচিন্তিতম্ ।
রামস্যারণ্যগমনং ভরতস্যাভিষেচনম্ ॥ ৯৯
ধিগস্তু যোষিতো নাম শঠাঃ স্বার্থপরায়ণাঃ ।
ন ব্রবীমি স্ত্রিয়ং সর্ব্বা ভরতস্যৈব মাতরম্ ॥ ১০০
অনর্থভাবেঽর্থপরে নৃশংসে
মমানুতাপায় নিবেশিতাসি ।
কিমপ্রিয়ং পশ্যসি মন্নিমিত্তং
হিতানুকারিণ্যথবাপি রামে ॥ ১০১
পরিত্যজেয়ুঃ পিতরোঽপি পুত্রান্
ভার্য্যাঃ পতীংশ্চাপি কৃতানুরাগাঃ ।
কৃৎস্নং হি সর্ব্বং কুপিতং জগৎ স্যাৎ
দৃষ্ট্বৈব রামং ব্যসনে নিমগ্নম্ ॥ ১০২
অহং পুনর্দেবকুমাররূপ-
মলঙ্কৃতং তং সুতমাব্রজন্তম্ ।

মানবশ্রেষ্ঠ রাম বনে গেলে এবং আমি মরিলে, তুমি আমার অপরাপর প্রিয়জনের প্রতি কি পাপাচরণ করিবে? কৌসল্যা দেবী আমার ও রামের বিচ্ছেদ-জনিত দুঃখ সহ্য করিতে না পারিয়া আমার অনুগামিনী হইবেন এবং সুমিত্রা দেবীও আমার ও পুত্রদ্বয়ের বিচ্ছেদজনিত দুঃখ সহিতে না পারিয়া আমার অনুগমন করিবেন; অতএব কৈকেয়ি! তুমি আমাকে এবং কৌসল্যা, সুমিত্রা, রাম, লক্ষ্মণ ও শত্রুঘ্নকে অত্যন্ত দুঃখে নিক্ষেপ করিয়া সুখ অনুভব কর। ৮৫—৯০। এই ইক্ষ্বাকুকুল সামদানাদি গুণে ভূষিত হইয়া চির-অক্ষোভ্য ছিল, এক্ষণে মৎকর্তৃক ও রামকর্তৃক পরিত্যক্ত হইয়া তোমার পালনে অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হইয়া পড়িবে। রামকে বনে প্রেরণ করা যদি ভরতের অভিপ্রেত হয়, তবে আমি মরিলে সে যেন আমার শ্রাদ্ধাদি না করে। অনার্য্যে! তুমি আমার অনিষ্ট করিয়া সফল-মনোরথা হও। কৈকেয়ি! পুরুষশ্রেষ্ঠ রাম বনে গেলে আমি মরিব সুতরাং তোমাকে বিধবা হইয়া পুত্রের সহিত রাজত্ব করিতে হইবে। রাজনন্দিনি! আমার দুর্দৃষ্টবশতই তুমি আমার গৃহে আসিয়াছ, কেননা, তোমার দ্বারা পাপী ন্যায় আমার ইহলোকে অতুল অযশ ও অক্ষয়ানন্দা হইল এবং আমাকে সকল লোকেরই অবজ্ঞাভাজন হইতে হইল। আহা! আমার প্রিয়তনয় সর্ব্বগুণসম্পন্ন রাম সর্ব্বদা রথ গজ বা অশ্বে আরোহণ করিয়া বিচরণ করিয়াছেন, এখন কি প্রকারে মহাবিজনমধ্যে পদব্রজে বিচরণ করিবেন। হা! কুণ্ডলধারী সূদগণ যাঁহার আহারের নিমিত্ত 'আমি রাঁধিব,' 'আমি রাঁধিব' বলিয়া আগ্রহ প্রকাশপূর্ব্বক প্রশস্ত ভক্ষ্য ও পেয় দ্রব্য রন্ধন করিত, এক্ষণে আমার সেই তনয় রাম কিরূপে কটু তিক্ত বা কষায় রসযুক্ত বন্য ভোজ্য ভোজন করিয়া সময় অতিবাহিত করিবেন। ৯১—৯৭। হা! রাম চিরকাল মহামূল্য বসন পরিধান করিয়াছেন এবং চিরকাল সুখশয্যায় শয়ন করিয়াছেন, এখন কি প্রকারে কাষায় বসন পরিধান করিবেন এবং ভূমিতে শয়ন করিবেন! রামের বনগমন এবং ভরতের রাজ্যাভিষেক-প্রার্থনা-বিষয়ক এই অতিদারুণ বাক্য কে বলিবে? এ কি কৈকেয়ীর বাক্য? ধিক্! ধিক্! রমণীগণ অতিস্বার্থপরায়ণ ও শঠ! আমি সকল রমণীকে এরূপ বলিতেছি না, কেবল ভরতের জননীকেই বলিতেছি। নৃশংসে! স্বার্থতৎপরে! আমিই বা তোমার কি অপ্রিয় কার্য্য করিয়াছি এবং সেই সর্ব্বলোকহিতকারী রামই বা তোমার কি অপ্রিয় কার্য্য করিয়াছেন, যাহার জন্য তুমি এই অনর্থজনক অভিপ্রায় করিয়া আমাকে অনুতাপিত করিতে অভিলাষিণী হইয়াছ। ৯৮—১০১। রামকে ঈদৃশ বিপদে নিমগ্ন দেখিয়া, পিতারাও পুত্রদিগকে পরিত্যাগ করিবে; অনুরাগিণী ভার্য্যারা আপন আপন পতি পরিত্যাগ করিবে এবং সমুদয়

নন্দামি পশ্যন্নিব দর্শনেন
ভবামি দৃষ্ট্বৈব পুনর্যুবেব॥ ১০৩
বিনা হি সূর্য্যেণ ভবেৎ প্রবৃত্তি-
রবর্ষতা বজ্রধরেণ বাপি।
রামং তু গচ্ছন্তমিতঃ সমীক্ষ্য
জীবের কশ্চিত্ত্বিতি চেতনা মে॥ ১০৪
বিনাশকামামহিতামমিত্রা-
মাবাসয়ং মৃত্যুমিবাত্মনস্ত্বাম্।
চিরং বতাঙ্কেন ধৃতাসি সর্পী
মহাবিষা তেন হতোঽস্মি মোহাৎ॥ ১০৫
ময়া চ রামেণ সলক্ষ্মণেন
প্রশাস্তু হীনো ভরতস্ত্বয়া সহ।
পুরঞ্চ রাষ্ট্রঞ্চ নিহত্য বান্ধবান্
মমাহিতানাঞ্চ ভবাভিভাষিণী॥ ১০৬
নৃশংসবৃত্তে ব্যসনপ্রহারিণি
প্রসহ্য বাক্যং যদিহাদ্য ভাষসে।
ন নাম তে কেন মুখাৎ পতন্ত্যধো
বিশীর্য্যমাণা দশনাঃ সহস্রধা॥ ১০৭

ন কিঞ্চিদাহাহিতমপ্রিয়ং বচো
ন বেত্তি রামঃ পরুষাণি ভাষিতুম্।
কথং তু রামে হ্যভিরামবাদিনি
ব্রবীষি দোষান্ গুণনিত্যসম্মতে॥
প্রতাম্য বা প্রজ্বল বা প্রণশ্য বা
সহস্রশো বা স্ফুটিতাং মহীং ব্রজ।
ন তে করিষ্যামি বচঃ সুদারুণং
মমাহিতং কেকয়রাজপাংসনে॥ ১০৯
ক্ষুরোপমাং নিত্যমসৎপ্রিয়ংবদাং
প্রদুষ্টভাবাং স্বকুলোপঘাতিনীম্।
ন জীবিতুং ত্বাং বিষহে মনোরমাং
দিধক্ষমাণাং হৃদয়ং সবন্ধনম্॥ ১১০
ন জীবিতং মেঽস্তি কুতঃ পুনঃ সুখং
বিনাত্মজেনাত্মবতাং কুতো রতিঃ।
মমাহিতং দেবি ন কর্ত্তুমর্হসি
স্পৃশামি পাদাবপি তে প্রসীদ মে॥ ১১১
স ভূমিপালো বিলপন্ননাথবৎ
স্ত্রিয়া গৃহীতো হৃদয়েঽতিমাত্রয়া।

কদাচও তোমার প্রতি ক্রুদ্ধ হইতে পারে। আমি দেবকুমারতুল্য রূপসম্পন্ন রামকে অলঙ্কৃত হইয়া আমার অভিমুখে আসিতে দেখিয়া এরূপ আনন্দ লাভ করি যে, আমার বোধ হয়, যেন আমার পুনরায় যৌবনদশা উপস্থিত হইয়াছে; সুতরাং তাঁহাকে না দেখিয়া আমি কিরূপে জীবন ধারণ করিব। কেবল আমিই নহি, আমার এরূপ দৃঢ় বিশ্বাস আছে যে, সূর্য্য উদিত না হইলেও যদি লৌকিক ব্যবহার নিষ্পন্ন হইতে পারে এবং ইন্দ্র বৃষ্টি না করিলেও যদি লোক সকল বাঁচিয়া থাকিতে পারে, তথাপি রামকে বিজনাভিমুখে গমন করিতে দেখিয়া কেহই জীবিত থাকিতে পারে না। ১০২—১০৪। হা! তুমি আমার অহিতাভিলাষিণী, এমন কি, মরণাকাঙ্ক্ষিণী সাক্ষাৎ মৃত্যুরূপিণী শত্রু হইলেও আমি তোমাকে স্বীয় গৃহে বাস করাইয়াছি! হা! আমি মোহপ্রযুক্ত চিরকাল মহাবিষসম্পন্না ভুজঙ্গীকে হৃদয়ে ধারণ করিয়াছি; সেই জন্যই নিহত হইলাম! আমি, রাম ও লক্ষ্মণ, এই তিনে বিহীন হইয়া, ভরত কেবল তোমার সহিত রাজ্য পালন করুক এবং তুমিও আমার বান্ধবগণকে, এমন কি, পৌর ও জানপদ ব্যক্তিদিগকেও হনন করিয়া আমার শত্রুবর্গের সহিত সম্ভাষণ কর! নৃশংসচরিতে! তুমি এই বৃদ্ধাবস্থায় আমাকে প্রহার করত গর্ব্বিতভাবে যে ঈদৃশ বাক্য বলিতেছ, তাহাতেও কেন পড়িতেছে না! প্রিয়বাদী রাম তোমাকে কোন অহিতকর বা অপ্রিয় বাক্য বলেন নাই; কেননা, তিনি কখন কাহাকে পরুষ বাক্য বলেন না; বিশেষত বিবিধ সদ্গুণে তিনি সকলেরই অতি প্রিয়; অতএব তুমি কিপ্রকারে তাঁহার দোষ কীর্ত্তন করিতেছ? ১০৫—১০৮। কেকয়রাজ-কুলকলঙ্কিনি! তুমি দুঃখিতাই হও বা অগ্নিতে প্রবেশিয়াই প্রাণ পরিত্যাগ কর, অথবা বিষ পান করিয়াই মর, কিংবা ভূগর্ভেই প্রবেশ কর, আমি তোমার সেই নিদারুণ বাক্যানুসারে কার্য্য করিব না; কেননা, তাহা আমার অত্যন্ত অহিতকর। নিয়ত মিথ্যাপ্রিয়বাদিনি! তুমি দেবকন্যার সদৃশী হইয়া আমার মনোমোহিনী হইলেও এক্ষণে আমি আর তোমার জীবিত থাকা অভিলাষ করি না; যেহেতু তোমার অভিপ্রায় অতি মন্দ—তুমি আমার প্রাণ ও মন দাহন করিতে অভিপ্রায় করিয়াছ; অধিক কি, আমার বংশপর্য্যন্ত হনন করিতে উদ্যতা হইয়াছ। দেবি! সেই বিশুদ্ধাত্মা রামব্যতিরেকে আমি কদাচ জীবিত থাকিব না; সুতরাং আমার আর সুখ বা রতির সম্ভাবনা কি? আমার অহিত করা তোমার উচিতই নয়, তথাপি আমি তোমার চরণ স্পর্শ করিতেছি; তুমি আমার প্রতি প্রসন্না হও।" সেই মর্য্যাদাতিক্রমকারিণী মর্ম্মঘাতিনী পত্নীকর্তৃক অনুরুদ্ধ মহীপতি দশরথ

পপাত দেব্যাশ্চরণৌ প্রসারিতা-
বুভাবসম্প্রাপ্য যথাতুরস্তথা ॥ ১১২
ইত্যযোধ্যাকাণ্ডে দ্বাদশঃ সর্গঃ ॥ ১২ ॥

ত্রয়োদশঃ সর্গঃ ।

অতদর্হং মহারাজং শয়ানমতথোচিতম্ ।
যযাতিমিব পুণ্যান্তে দেবলোকাৎ পরিচ্যুতম্ ॥ ১
অনর্থরূপাসিদ্ধার্থা হ্যভীতা ভয়দর্শিনী ।
পুনরাকারয়ামাস তমেব বরমঙ্গনা ॥ ২
ত্বং কত্থসে মহারাজ সত্যবাদী দৃঢ়ব্রতঃ ।
মম চেমং বরং কস্মাদ্বিধারয়িতুমিচ্ছসি ॥ ৩
এবমুক্তস্তু কৈকেয্যা রাজা দশরথস্তদা ।
প্রত্যুবাচ ততঃ ক্রুদ্ধো মুহূর্ত্তং বিহ্বলন্নিব ॥ ৪
মৃতে ময়ি গতে রামে বনং মনুজপুঙ্গবে ।
হন্তানার্য্যে মমামিত্রে সকামা সুখিনী ভব ॥ ৫
স্বর্গেঽপি খলু রামস্য কুশলং দৈবতৈরহম্ ।
প্রত্যাদেশাদভিহিতং ধারয়িষ্যে কথং বত ॥ ৬
কৈকেয্যাঃ প্রিয়কামেন রামঃ প্রব্রাজিতো বনম্ ।
যদি সত্যং ব্রবীম্যেতত্তদসত্যং ভবিষ্যতি ॥ ৭
অপুত্রেণ ময়া পুত্রঃ শ্রমেণ মহতা মহান্ ।
রামো লব্ধো মহাতেজাঃ স কথং ত্যজ্যতে ময়া ॥ ৮
শূরশ্চ কৃতবিদ্যশ্চ জিতক্রোধঃ ক্ষমাপরঃ ।
কথং কমলপত্রাক্ষো ময়া রামো বিবাস্যতে ॥ ৯
কথমিন্দীবরশ্যামং দীর্ঘবাহুং মহাবলম্ ।
অভিরামমহং রামং স্থাপয়িষ্যামি দণ্ডকান্ ॥ ১০
সুখানামুচিতস্যৈব দুঃখৈরনুচিতস্য চ ।
দুঃখং নামানুপশ্যেয়ং কথং রামস্য ধীমতঃ ॥ ১১
যদি দুঃখমকৃত্বা তু মম সংক্রমণং ভবেৎ ।
অদুঃখার্হস্য রামস্য ততঃ সুখমবাপ্নুয়াম্ ॥ ১২
নৃশংসে পাপসঙ্কল্পে রামং সত্যপরাক্রমম্ ।
কিং বিপ্রিয়েণ কৈকেয়ি প্রিয়ং যোজয়সে মম ॥ ১৩
অকীর্ত্তিরতুলা লোকে ধ্রুবং পরিভবিষ্যতি ।
তথা বিলপতস্তস্য পরিভ্রমিতচেতসঃ ॥ ১৪

তোমার দন্তসকল খণ্ড খণ্ড হইয়া মুখ হইতে ভূতলে অনাথের ন্যায়, সেইরূপ বিলাপ করিয়া তাঁহার প্রসারিত উভয় চরণ স্পর্শ করিতে উদ্যত হইয়া আতুরের ন্যায়, তাহা স্পর্শ করিতে না পারিয়াই মূর্চ্ছিত হইয়া ভূতলে পতিত হইলেন। ১০৯—১১২।

ত্রয়োদশ সর্গ।

রাম হইতে ভরতের অনিষ্টাশঙ্কাকারিণী এবং ইক্ষ্বাকুকুলের সাক্ষাৎ অনর্থরূপিণী, লোকাপবাদভয়-বিহীনা কৈকেয়ী স্বীয় প্রয়োজন সিদ্ধ না হওয়ায় সেই বর উদ্দেশ করিয়া অনুচিত ভূ-শয্যায় শয়ান, পুণ্য-ভোগান্তে স্বর্গ হইতে পরিভ্রষ্ট যযাতি-সদৃশ, তাদৃশ-বিলাপ-করণাযোগ্য মহারাজ দশরথকে সম্বোধন করত কহিলেন, "মহারাজ! তুমি আপনাকে সত্যবাদী ও দৃঢ়ব্রত বলিয়া শ্লাঘা করিয়া থাক, তবে এখনই আমাকে বর প্রদান করিতে স্বীকৃত হইয়া কেন তাহা প্রদান করিতে অসম্মত হইতেছ?" কৈকেয়ীর সেই উক্তি শুনিয়া রাজা দশরথ মুহূর্ত্তকাল বিহ্বল হইয়া রহিলেন। পরে তিনি সক্রোধে তাঁহাকে প্রত্যুত্তর দিলেন,—"অনার্য্যে! অমিত্রে! পুরুষবর রাম বনে গমন করিলে এবং আমি মরিলে, তুমি সফলমনোরথা হইয়া সুখ লাভ কর। ১—৫। হায়! স্বর্গে দেবগণ যখন আমাকে রামের কুশল জিজ্ঞাসা করিবেন, তখন আমি কি বলিব, বাস্তবিক তাঁহাদিগের অবিশ্বাস হইবে না? তখন যদি আমি 'কৈকয়ীকে অবশ্যদেয় তাঁহার প্রিয় বর প্রদান করিবার নিমিত্ত আমায় রামকে বনে প্রেরণ করিতে হইয়াছে' এই সত্য কথা বলি, তবে উহা অসত্য হইবে, অর্থাৎ তাঁহাদিগের বিশ্বাসযোগ্য হইবে না। হা! আমি বৃদ্ধাবস্থা পর্য্যন্ত অপুত্রক থাকিয়া পরে সেই বিশুদ্ধস্বভাব মহাবাহু রামকে পুত্র লাভ করিয়াছি; সুতরাং আমি তাঁহাকে কিপ্রকারে পরিত্যাগ করিব? বিশেষতঃ সেই কমললোচন রাম শৌর্য্যসম্পন্ন, বিদ্যাপারদর্শী, জিতক্রোধ ও ক্ষমা-তৎপর; অতএব আমি কিপ্রকারে সেই সর্ব্বগুণা-লঙ্কৃত পুত্রকে নির্ব্বাসিত করিব? হায়! আমি কি প্রকারে সেই ইন্দীবর-শ্যাম মহাবলশালী দীর্ঘবাহু অভিরাম রামকে দণ্ডকারণ্যে প্রেরণ করিব? ৬—১০। হায়! যিনি সততসুখ-সম্ভোগের যোগ্য এবং যাঁহার অণুমাত্রও দুঃখ হওয়া উচিত নয়, আমি সেই ধীসম্পন্ন রামের দুঃখজনক বনবাস কিরূপে দেখিব? সেই রামের অণুমাত্রও দুঃখ হওয়া অনুচিত; সুতরাং যদি আমি তাঁহার দুঃখজনক বনবাসের হেতু না হইয়া লোকান্তর প্রাপ্ত হই, তবে আমি সুখ লাভ করি। কৈকেয়ি! রাম বনে গমন করিলে জগতে আমার অতুল অযশ ও অক্ষয় অপবাদ হইবে; অতএব পাপমনোরথে। নৃশংসচরিত্রে! কেন তুমি আমার প্রিয় সেই সত্যপরাক্রম রামকে বনগমনরূপ অপ্রিয় বিষয়ে নিয়োগ করিতেছ?" বিভ্রান্তচিত্ত রাজা দশরথের সেইরূপ বিলাপ করিতে করিতে

অস্তমভ্যাগমৎ সূর্য্যো রজনী চাভ্যবর্ত্তত।
সা ত্রিযামা তদার্ত্তস্য চন্দ্রমণ্ডলমণ্ডিতা ॥ ১৫
রাজ্ঞো বিলপমানস্য ন ব্যভাসত শর্ব্বরী।
তদৈবোষ্ণং বিনিশ্বস্য বৃদ্ধো দশরথো নৃপঃ ॥ ১৬
বিললাপার্ত্তবদ্দুঃখং গগনাসক্তলোচনঃ।
ন প্রভাতং ত্বয়েচ্ছামি নিশে নক্ষত্রভূষিতে ॥ ১৭
ক্রিয়তাং মে দয়া ভদ্রে ময়ায়ং রচিতোঽঞ্জলিঃ।
অথবা গম্যতাং শীঘ্রং নাহমিচ্ছামি নির্ঘৃণাম্ ॥ ১৮
নৃশংসাং কৈকয়ীং দ্রষ্টুং যৎকৃতে ব্যসনং মম।
এবমুক্ত্বা ততো রাজা কৈকয়ীং সংযতাঞ্জলিঃ ॥ ১৯
প্রসাদয়ামাস পুনঃ কৈকেয়ীং রাজধর্ম্মবিৎ।
সাধুবৃত্তস্য দীনস্য ত্বদ্গতস্য গতায়ুষঃ ॥ ২০
প্রসাদঃ ক্রিয়তাং ভদ্রে দেবি রাজ্ঞো বিশেষতঃ।
শূন্যেন খলু সুশ্রোণি ময়েদং সমুদাহৃতম্ ॥ ২১

সূর্য্য অস্তগত হইলেন এবং রাত্রি হইল। সেই ত্রিযামা নিশা চন্দ্রমণ্ডলে ভূষিতা হইয়াও সেই বিলাপকারী রাজা দশরথের সুখদায়িনী হইল না। তখন বৃদ্ধ নরপতি দশরথ উষ্ণ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া আর্ত্তের ন্যায়, আকাশের দিকে চাহিয়া রজনীকে উদ্দেশিয়া দুঃখসহকারে বিলাপ করত কহিলেন,"নক্ষত্রভূষিতে রজনি! আমি তোমার অবসান কামনা করিতেছি না, তজ্জন্য এই আমি তোমার নিকট অঞ্জলি বদ্ধ করিতেছি; অতএব ভদ্রে! তুমি আমার প্রতি দয়া কর, অর্থাৎ তুমি চিরকাল বর্ত্তমান থাক যেন তোমার অবসান না হয়। অথবা তুমি শীঘ্র গমন কর, আমি আর নৃশংস-স্বভাবা দয়াবিহীনা কৈকেয়ীকে দেখিতে বাসনা করি না; কেননা, তাহার জন্য আমার মহৎ ব্যসন উপস্থিত হইয়াছে।" রাজা দশরথ ঐরূপ বলিয়া, বদ্ধাঞ্জলি হইয়া আবার কৈকেয়ীকে প্রসন্ন করিবার জন্য কহিলেন, "দেবি! আমি তোমার একান্ত অনুগত এবং তোমার প্রতি কিছুমাত্র অন্যায় ব্যবহারও করি নাই; অপিচ আমার আর পরমায়ুও অত্যল্পমাত্র অবশিষ্ট আছে; বিশেষতঃ আমি মহীপতি, অর্থাৎ আমার প্রতিজ্ঞাহানি হওয়া উচিত নয়; অতএব হে ভদ্রে! তুমি আমার প্রতি দয়া কর, অর্থাৎ এই অভিপ্রায় পরিত্যাগ কর। সুশ্রোণি! আমি রামকে যৌবরাজ্যে অভিষেক করিতে যে প্রতিজ্ঞা করিয়াছি, তাহা কিছু আর নির্জ্জন প্রদেশে করি নাই; প্রত্যুত রাজসভায় করিয়াছি, সুতরাং তাহার অন্যথা হইলে সকল সভ্যই আমাকে উপহাস করিবেন। ১১—২১। অতএব, বালে! সহৃদয়ত্ব-প্রযুক্ত আমার প্রতি তোমার প্রসন্ন হওয়া উচিত। দেবি! তুমি প্রসন্না হও এবং রামও তোমার প্রদত্ত অক্ষয় রাজ্য লাভ করুন; অসিতাপাঙ্গি! তাহা হইলে তোমার পরম যশ হইবে। চারুবদনে! চারুনয়নে! রাম রাজ্য লাভ করেন, ইহা বসিষ্ঠ প্রভৃতি গুরুগণের আমার, রামের ও ভরতের, অধিক কি, সকল লোকেরই প্রিয়; অতএব পৃথুশ্রোণি! তুমি এই প্রিয় কার্য্য কর।" সেই অশ্রুপূর্ণ-লোহিত-লোচন বিশুদ্ধ-ভাবসমন্বিত রাজা দশরথের সেই সকরুণ বিচিত্র বিলাপবাক্য শুনিয়া দুষ্টস্বভাবা নৃশংসচরিত্রা কৈকেয়ী, স্বামীর বাক্যানুরূপ কার্য্য করিলেন না। অনন্তর রাজা দশরথ সেই প্রেয়সী কৈকেয়ীকে তাদৃশ বিনয় করাতেও অসন্তুষ্টা ও প্রতিকূলভাষিণী দেখিয়া রামনির্ব্বাসন অকাট্য ভাবিয়া অতীব দুঃখিত হইয়া মূর্চ্ছিত হইলেন এবং সংজ্ঞাবিহীন হইয়া ভূতলে নিপতিত হইলেন। সেই নরপতিপুঙ্গব মনস্বী দশরথের অবশ হইয়া ভয়ানক নিশ্বাস পরিত্যাগ করিতে করিতে সেই রাত্রি শেষ হইল। পরে সূত-মাগধ প্রভৃতি স্তুতিপাঠকবর্গ স্তুতিদ্বারা রাজা দশরথকে প্রতিবোধিত করিতে লাগিলে, তিনি তাহাদিগকে স্তুতি পাঠ করিতে নিবারণ করিলেন। ২২—২৬।

কুরু সাধু প্রসাদং মে বালে সহৃদয়া হ্যসি।
প্রসীদ দেবি রামো মে ত্বদ্দত্তং রাজ্যমব্যয়ম্ ॥ ২২
লভতামসিতাপাঙ্গি যশঃ পরমবাপ্স্যসি।
মম রামস্য লোকস্য গুরূণাং ভরতস্য চ।
প্রিয়মেতদ্গুরুশ্রোণি কুরু চারুমুখেক্ষণে ॥ ২৩
বিশুদ্ধভাবস্য হি দুষ্টভাবা
দীনস্য তাম্রাশ্রুকলস্য রাজ্ঞঃ।
শ্রুত্বা বিচিত্রং করুণং বিলাপং
ভর্ত্তুর্নৃশংসা ন চকার বাক্যম্ ॥ ২৪
ততঃ স রাজা পুনরেব মূর্চ্ছিতঃ
প্রিয়ামতুষ্টাং প্রতিকূলভাষিণীম্।
সমীক্ষ্য পুত্রস্য বিবাসনং প্রতি
ক্ষিতৌ বিসংজ্ঞো নিপপাত দুঃখিতঃ ॥ ২৫
ইতীব রাজ্ঞো ব্যথিতস্য সা নিশা
জগাম ঘোরং শ্বসতো মনস্বিনঃ।
বিবোধ্যমানঃ প্রতিবোধনং তদা
নিবারয়ামাস স রাজসত্তমঃ ॥ ২৬
ইত্যযোধ্যাকাণ্ডে ত্রয়োদশঃ সর্গঃ ॥ ১৩ ॥

চতুর্দ্দশঃ সর্গঃ।

পুত্রশোকার্দ্দিতং পাপা বিসংজ্ঞং পতিতং ভুবি।
বিচেষ্টমানমুৎপ্রেক্ষ্য ঐক্ষ্বাকমিদমব্রবীৎ ॥ ১
পাপং কৃত্বেব কিমিদং মম সংশ্রুত্য সংশ্রবম্।
শেষে ক্ষিতিতলে সন্নঃ স্থিত্যাং স্থাতুং ত্বমর্হসি ॥ ২
আহুঃ সত্যং হি পরমং ধর্ম্মং ধর্ম্মবিদো জনাঃ।
সত্যমাশ্রিত্য চ ময়া ত্বং ধর্ম্মং প্রতি চোদিতঃ ॥ ৩
সংশ্রুত্য শৈব্যঃ শ্যেনায় স্বাং তনুং জগতীপতিঃ।
প্রদায় পক্ষিণে রাজা জগাম গতিমুত্তমাম্ ॥ ৪
তথা হ্যলর্কস্তেজস্বী ব্রাহ্মণে বেদপারগে।
যাচমানে স্বকে নেত্রে উদ্ধৃত্যাবিমনা দদৌ ॥ ৫
সরিতাস্তু পতিঃ স্বল্পাং মর্য্যাদাং সত্যমন্বিতঃ।
সত্যানুরোধাৎ সময়ে বেলাং স্বাং নাতিবর্ত্ততে ॥ ৬
সত্যমেকপদং ব্রহ্ম সত্যে ধর্ম্মঃ প্রতিষ্ঠিতঃ।
সত্যমেবাক্ষয়া বেদাঃ সত্যেনাবাপ্যতে পরম্ ॥ ৭
সত্যং সমনুবর্ত্তস্ব যদি ধর্ম্মে ধৃতা মতিঃ।
স বরঃ সফলো মেহস্তু বরদো হ্যসি সত্তম ॥ ৮
ধর্ম্মস্যৈবাভিকামার্থং মম চৈবাভিচোদনাৎ।
প্রব্রাজয় সুতং রামং ত্রিঃ খলু ত্বাং ব্রবীম্যহম্ ॥ ৯
সময়ঞ্চ মমার্য্যেমং যদি ত্বং ন করিষ্যসি।
অগ্রতস্তে পরিত্যক্তা পরিত্যক্ষ্যামি জীবিতম্ ॥ ১০
এবমুক্তোহচোদিতো রাজা কৈকেয্যা নির্ব্বিশঙ্কয়া।
নাশকৎ পাশমুন্মোক্তুং বলিরিন্দ্রকৃতং যথা ॥ ১১
উদ্ভ্রান্তহৃদয়শ্চাপি বিবর্ণবদনোহভবৎ।
স ধুর্য্যো বৈ পরিস্পন্দন্ যুগচক্রান্তরং যথা ॥ ১২
বিকলাভ্যাঞ্চ নেত্রাভ্যামপশ্যন্নিব ভূমিপঃ।
কৃচ্ছ্রাদ্ধৈর্য্যেণ সংস্তভ্য কৈকেয়ীমিদমব্রবীৎ ॥ ১৩
যস্তে মন্ত্রকৃতঃ পাণির্গ্নৌ পাপে ময়া ধৃতঃ।
সন্ত্যজামি স্বজঞ্চৈব তব পুত্রং সহ ত্বয়া ॥ ১৪
প্রযাতা রজনী দেবী সূর্য্যস্যোদয়নং প্রতি।

চতুর্দ্দশ সর্গ।

পুত্রশোক-কাতর ইক্ষ্বাকুনন্দন দশরথকে সংজ্ঞা-বিহীন ও ভূতলে নিপতিত হইয়া বিলুণ্ঠিত হইতে দেখিয়াও, সেই পাপমনোরথা কৈকেয়ী তাঁহাকে বলিলেন, "তুমি আমাকে বর দান করিতে প্রতিশ্রুত হইয়া তাহা না করিয়াই যে অবসন্ন হইয়া ভূতলে শয়ন করিতেছ, ইহা উচিত নহে, এক্ষণে তোমার ধৈর্য্য অবলম্বন করা বিধেয়, অর্থাৎ ধৈর্য্য অবলম্বন করিয়া প্রতিজ্ঞা পালন করা উচিত। কারণ ধর্ম্মজ্ঞ ব্যক্তিরা সত্য ব্যবহারকেই পরম ধর্ম্ম বলিয়া থাকেন; তজ্জন্যই আমি তোমাকে সত্য-ব্যবহাররূপ ধর্ম্ম অবলম্বন করিতে বলিতেছি। দেখ! সত্যব্যবহার রক্ষা করিবার নিমিত্তই, মহীপতি শৈব্য অঙ্গীকার করিয়া শ্যেনপক্ষীকে স্বীয় শরীর প্রদান করিয়াছিলেন এবং তজ্জন্য উত্তম গতি লাভ করিয়াছিলেন; তেজস্বী অলর্ক বেদজ্ঞ যাচমান ব্রাহ্মণকে স্বীয় নেত্রদ্বয় প্রদান করিতে অঙ্গীকার করিয়া ব্যাকুলচিত্তে স্বীয় নয়নদ্বয় উৎপাটন করিয়া তাঁহাকে প্রদান করিয়াছিলেন এবং নদীপতি সমুদ্রও 'সীমা অতিক্রম করিব না' এরূপ প্রতিজ্ঞা করিয়া তদনুরোধে অদ্যাবধি পর্ব্বকালেও অত্যল্পমাত্র স্বীয় সীমা বেলাভূমি অতিক্রম করেন না। ১—৬। সত্যই প্রণব-স্বরূপ ব্রহ্ম, অর্থাৎ সত্য-ব্যবহারদ্বারাই ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হওয়া যায়; সত্যেই ধর্ম্ম প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে অর্থাৎ সত্যব্যবহারদ্বারাই ধর্ম্ম প্রাপ্ত হওয়া যায়; সত্যই অক্ষয় বেদসকল অর্থাৎ সত্য-ব্যবহারই সমুদায় বেদের প্রতিপাদ্য এবং সত্যদ্বারাই পরম পদ লাভ হয়, অর্থাৎ সত্যব্যবহার দ্বারাই মানবগণের সংসার হইতে মুক্তি হয়; অতএব হে সত্তম! যদি তোমার ধর্ম্মে আস্থা থাকে, তবে তুমি সত্য-ব্যবহারী হও,—তুমি সকলেরই প্রার্থনা পূরণ করিয়া থাক, সুতরাং আমার সেই বর সফল কর। হে আর্য্য! তুমি ধর্ম্মপালনার্থ আমার নিয়োগানুসারে স্বীয় তনয় রামকে নির্ব্বাসিত কর; আমি তিনবার শপথ করিয়া বলিতেছি যে, যদি তুমি আমার নিকট অঙ্গীকৃত ঐ বিষয় সম্পাদন না কর, তবে আমি তোমা কর্ত্তৃক অপমানিতা হওয়াপ্রযুক্ত জীবন পরিত্যাগ করিব।" ৭—১০। শঙ্কা-হীনা কৈকেয়ীকর্ত্তৃক সেই বাক্যে নিয়োজিত হইয়া রাজা দশরথ, যেরূপ বলিরাজা ইন্দ্রের পাশ হইতে বিমুক্ত হইতে পারেন নাই সেইরূপ সেই সত্যপাশ হইতে বিমুক্ত হইতে পারিলেন না; প্রত্যুত তিনি ধাবনকারী রথযোজিত অশ্বের ন্যায়, উদ্‌ভ্রান্তহৃদয় ও বিবর্ণবদন হইয়া পড়িলেন এবং নয়নদ্বয়ের ব্যাকুলতা-প্রযুক্ত অন্ধপ্রায় হইলেন। পরে তিনি অতিকষ্টে ধৈর্য্যদ্বারা বিহ্বল চিত্তকে স্তম্ভিত করিয়া কৈকেয়ীকে বলিলেন, "রে পাপাচারিণি! আমি অগ্নির সমক্ষে মন্ত্র পাঠ করিয়া তোর যে হস্ত ধারণ করিয়াছি, তাহা পরিত্যাগ করিলাম এবং তোর গর্ভে আমার যে পুত্র উৎপন্ন হইয়াছে, তাহাকেও তোর সহিত পরিত্যাগ করিলাম। রাত্রি অবসান হইয়াছে,

অভিষেকং গুরুজনস্ত্বরয়িষ্যতি মাং ধ্রুবম্ ॥ ১৩
রামাভিষেকসম্ভারৈস্তদর্থমুপকল্পিতৈঃ ।
রামঃ কারয়িতব্যো মে মৃতস্য সলিলক্রিয়াম্ ॥ ১৬
সপুত্রয়া ত্বয়া নৈব কর্ত্তব্যা সলিলক্রিয়া ।
ব্যাহন্তাস্যশুভাচারে যদি রামাভিষেচনম্ ॥ ১৭
ন শক্তোঽদ্যাস্ম্যহং দ্রষ্টুং দৃষ্ট্বা পূর্ব্বং তথা মুখম্ ।
হতহর্ষং তথানন্দং পুনর্জ্জনমবাঙ্মুখম্ ॥ ১৮
তাং তথা ব্রুবতস্তস্য ভূমিপস্য মহাত্মনঃ ।
প্রভাতা শর্ব্বরী পুণ্যা চন্দ্রনক্ষত্রমালিনী ॥ ১৯
ততঃ পাপসমাচারা কৈকেয়ী পার্থিবং পুনঃ ।
উবাচ পরুষং বাক্যং বাক্যজ্ঞা রোষমূর্চ্ছিতা ॥ ২০
কিমিদং ভাষসে রাজন্ বাক্যং গররুজোপমম্ ।
আনায়য়িতুমক্লিষ্টং পুত্রং রামমিহার্হসি ॥ ২১
স্থাপ্য রাজ্যে মম সুতং কৃত্বা রামং বনেচরম্ ।
নিঃসপত্নাঞ্চ মাং কৃত্বা কৃতকৃত্যো ভবিষ্যসি ॥ ২২
স তুন্ন ইব তীক্ষ্ণেন প্রতোদেন হয়োত্তমঃ ।
রাজা প্রচোদিতোঽভীক্ষ্ণং কৈকেয্যা বাক্যমব্রবীৎ ॥ ২৩
ধর্ম্মবন্ধেন বদ্ধোঽস্মি নষ্টা চ মম চেতনা ।
জ্যেষ্ঠং পুত্রং প্রিয়ং রামং দ্রষ্টুমিচ্ছামি ধার্ম্মিকম্ ॥ ২৪
ততঃ প্রভাতাং রজনীমুদিতে চ দিবাকরে ।
পুণ্যে নক্ষত্রযোগে চ মুহূর্ত্তে চ সমাগতে ॥ ২৫
বসিষ্ঠো গুণসম্পন্নঃ শিষ্যৈঃ পরিবৃতস্তদা ।
উপগৃহ্যাশু সম্ভারান্ প্রবিবেশ পুরোত্তমম্ ॥ ২৬
সিক্তসম্মার্জ্জিতপথাং পতাকোত্তমভূষিতাম্ ।
সংহৃষ্টমনুজোপেতাং সমৃদ্ধবিপণাপণাম্ ॥ ২৭
মহোৎসবসমাযুক্তাং রাঘবার্থে সমুৎসুকাম্ ।
চন্দনাগুরুধূপৈশ্চ সর্ব্বতঃ পরিধূপিতাম্ ॥ ২৮
তাং পুরীং সমতিক্রম্য পুরন্দরপুরোপমাম্ ।
দদর্শান্তঃপুরং শ্রীমন্নানাধ্বজগণাযুতম্ ॥ ২৯
পৌরজানপদাকীর্ণং ব্রাহ্মণৈরুপশোভিতম্ ।
যষ্টিমদ্ভিঃ সুসম্পূর্ণং সদশ্বৈঃ পরমার্চ্চিতৈঃ ॥ ৩০
তদন্তঃপুরমাসাদ্য ব্যতিচক্রাম তং জনম্ ।

এখনই সূর্য্যোদয় হইবে, তখন বসিষ্ঠ প্রভৃতি গুরুজনেরা আসিয়া আমাকে অবশ্যই রামের অভিষেকার্থ সত্বর করিবেন; তৎকালে যদি তুই তাঁহার অভিষেকের ব্যাঘাত করিস, তবে আমার নিশ্চয়ই মৃত্যু হইবে, যেহেতু আমি পূর্ব্বে সমুদয় পৌরব্যক্তিকেই রামের অভিষেকবার্ত্তা শ্রবণ করিয়া অত্যন্ত সুখী হইতে দেখিয়া, এক্ষণে আর তাহাদিগকে তাহার অন্যথা দর্শনে নিরানন্দ ও অধোবদন হইতে দেখিতে পারিব না, অতএব অশুভাচারিণি! আমার মৃত্যু হইলে বসিষ্ঠপ্রভৃতি গুরুজনেরাই রামকে তাঁহার অভিষেকার্থ উপকল্পিত উপকরণদ্বারা আমার উদক-কার্য্য সম্পাদন করাইবেন। তুই আমার উদকক্রিয়া করিস্ না এবং তোর পুত্রকেও করিতে দিস্ না। ১১—১৭। সেই ভূপতি মহাত্মা দশরথ কৈকেয়ীকে সেইরূপ বলিতে বলিতে, চন্দ্রনক্ষত্রশালিনী পুণ্যা রজনী বিগতা হইল এবং প্রভাতকাল উপস্থিত হইল। অনন্তর পাপচারিণী বাক্যকৌশলাভিজ্ঞা কৈকেয়ী ক্রোধ-ব্যাকুলা হইয়া মহীপতি দশরথকে আবার পরুষ বাক্যে বলিলেন, "রাজন্! তুমি বিষজর্জ্জরিত ব্যক্তির ন্যায়, এ কি বলিতেছ? এক্ষণে তোমার অক্লিষ্টকর্ম্মা রামকে এখানে আনয়ন করা উচিত; তুমি আমার পুত্র ভরতকে রাজ্যে স্থাপিত এবং রামকে বিজনবাসী করিয়া আমাকে শত্রুবিহীনা করত কৃতকৃত্য হইবে; অন্যথা তোমার নিষ্কৃতি নাই।" অশ্ব যেরূপ কশাহত হইলে অশ্বারোহীর আয়ত্ত হয়, রাজা দশরথ সেইরূপ কৈকেয়ীর সেই বাক্যরূপ তীক্ষ্ণ কশাঘাতে সমাহত হওত আয়ত্ত হইয়া তাঁহাকে এইমাত্র বলিলেন "আমি ধর্ম্ম-পাশে আবদ্ধ হইয়াছি এবং আমা[র] চেতন-শক্তিও বিনষ্টা হইয়াছে; আমি আর অধি[ক] বলিতে পারি না। এক্ষণ আমি সেই জ্যেষ্ঠ তন[য়] ধার্ম্মিক রামকে দেখিতে বাসনা করি।" ১৮—২৪ অনন্তর সূর্য্যদেব উদিত হইলেন এবং পুষ্যানক্ষত্রযু[ক্ত] পুণ্য মুহূর্ত্ত উপস্থিত হইল। তখন রাত্রি প্রভা[ত] দেখিয়া গুণশালী বসিষ্ঠ, শিষ্যগণে পরিবৃত হই[য়া] শীঘ্র কুশপ্রভৃতি আবশ্যকীয় দ্রব্যসকল গ্রহণপূর্ব্ব[ক] অযোধ্যায় প্রবেশ করিলেন। তৎকালে সেই নগরী[র] সমস্ত রাজপথই সম্মার্জ্জিত ও জলসিক্ত ছিল তাহাতে সমুদায় বিপণীই সুসমৃদ্ধ ছিল; ঐ নগ[রী] রামের অভিষেকার্থ সমুৎসুক জনগণে পরিব্যাপ্তা শ্রেষ্ঠ শ্রেষ্ঠ ধ্বজসমূহে ভূষিতা ছিল; তাহাতে সে[ই] মহোৎসব-দর্শনাকাঙ্ক্ষী আনন্দযুক্ত প্রাণীরা ইতস্তত[ঃ] বিচরণ করিতেছেন এবং সেই নগরীর সমুদায় প্রদেশ চন্দন, অগুরু ও ধূপগন্ধে সুবাসিত ছিল। সে[ই] ইন্দ্রপুরীসদৃশী পুরী অতিক্রম করিয়া, মহর্ষি বসি[ষ্ঠ] মহারাজের নানাবিধ ধ্বজসমূহে সমাকীর্ণ শোভাসম্প[ন্ন] অন্তঃপুর দেখিতে পাইলেন। তখন সেই অন্তঃপু[র] পৌর ও জানপদ ব্যক্তিবর্গে সমাকীর্ণ, পরম পূজি[ত] বেদজ্ঞ সদস্যবর্গে ব্যাপ্ত এবং অন্যান্য ব্রাহ্মণগ[ণে] সুশোভিত ছিল। ২৫—৩০। পরমর্ষিগণে পরিবৃ[ত] মহর্ষি বসিষ্ঠ অন্তঃপুরের দ্বিতীয় কক্ষে প্রবেশি[য়া]

বসিষ্ঠঃ পরমপ্রীতঃ পরমর্ষিভিরাবৃতঃ ॥ ৩১
স ত্বপশ্যদ্বিনিষ্ক্রান্তং সুমন্ত্রং নাম সারথিম্।
দ্বারে মনুজসিংহস্য সচিবং প্রিয়দর্শনম্ ॥ ৩২
তমুবাচ মহাতেজাঃ সূতপুত্রং বিশারদম্।
বসিষ্ঠঃ ক্ষিপ্রমাচক্ষ্ব নৃপতের্মামিহাগতম্ ॥ ৩৩
ইমে গঙ্গোদকঘটাঃ সাগরেভ্যশ্চ কাঞ্চনাঃ।
ঔদুম্বরং ভদ্রপীঠমভিষেকার্থমাহৃতম্ ॥ ৩৪
সর্ববীজানি গন্ধাশ্চ রত্নানি বিবিধানি চ।
ক্ষৌদ্রং দধি ঘৃতং লাজা দর্ভাঃ সুমনসঃ পয়ঃ ॥ ৩৫
অষ্টৌ চ কন্যা রুচিরা মত্তশ্চ বরবারণঃ।
চতুরশ্বো রথঃ শ্রীমান্ নিস্ত্রিংশো ধনুরুত্তমম্ ॥ ৩৬
বাহনং নরসংযুক্তং ছত্রঞ্চ শশিসন্নিভম্।
শ্বেতে চ বালব্যজনে ভৃঙ্গারঞ্চ হিরণ্ময়ম্ ॥ ৩৭
হেমদামপিনদ্ধশ্চ ককুদ্মান্ পাণ্ডুরো বৃষঃ।
কেশরী চ চতুর্দংষ্ট্রো হরিশ্রেষ্ঠো মহাবলঃ ॥ ৩৮
সিংহাসনং ব্যাঘ্রতনুঃ সমিধশ্চ হুতাশনঃ।
সর্ব্বে বাদিত্রসঙ্ঘাশ্চ বেশ্যাশ্চালঙ্কৃতাঃ স্ত্রিয়ঃ ॥ ৩৯
আচার্য্যা ব্রাহ্মণা গাবঃ পুণ্যাশ্চ মৃগপক্ষিণঃ।
পৌরজানপদশ্রেষ্ঠা নৈগমাশ্চ গণৈঃ সহ ॥ ৪০
এতে চান্যে চ বহবঃ প্রীয়মাণাঃ প্রিয়ংবদাঃ।
অভিষেকায় রামস্য সহ তিষ্ঠন্তি পার্থিবৈঃ ॥ ৪১
ত্বরয়স্ব মহারাজং যথা সমুদিতেঽহনি।
পুষ্যে নক্ষত্রযোগে চ রামো রাজ্যমবাপ্নুয়াৎ ॥ ৪২
ইতি তস্য বচঃ শ্রুত্বা সূতপুত্রো মহাবলঃ।
স্তুবন্ নৃপতিশার্দ্দূলং প্রবিবেশ নিবেশনম্ ॥ ৪৩
তস্তু পূর্ব্বোদিতং বৃদ্ধং দ্বারস্থা রাজসম্মতাঃ।
ন শেকুরভিসংরোদ্ধুং রাজ্ঞঃ প্রিয়চিকীর্ষবঃ ॥ ৪৪
স সমীপস্থিতো রাজ্ঞস্তামবস্থামজ্ঞিবান্।
বাগ্ভিঃ পরমতুষ্টাভিরভিষ্টোতুং প্রচক্রমে ॥ ৪৫
ততঃ সূতো যথাপূর্ব্বং পার্থিবস্য নিবেশনে।
সুমন্ত্রঃ প্রাঞ্জলির্ভূত্বা তুষ্টাব জগতীপতিম্ ॥ ৪৬
যথা নন্দতি তেজস্বী সাগরো ভাস্করোদয়ে।
প্রীতঃ প্রীতেন মনসা তথা নন্দয় নস্ততঃ ॥ ৪৭
ইন্দ্রমস্যাং তু বেলায়ামভিতুষ্টাব মাতলিঃ।
সোঽজয়দ্দানবান্ সর্ব্বাংস্তথা ত্বাং বোধয়াম্যহম্ ॥ ৪৮

সেই সকল ব্যক্তিকে অতিক্রম করিয়া তাহার তৃতীয় কক্ষের দ্বারদেশে উপস্থিত হইলেন এবং মানবপ্রবর দশরথের অমাত্য সুমন্ত্র সারথিকে তৃতীয় কক্ষ হইতে বহির্গত হইতে দেখিলেন। পরে মহাতেজা বসিষ্ঠ, সেই সর্ব্বকার্য্যদক্ষ সূতপুত্র সুমন্ত্রকে বলিলেন,—"তুমি শীঘ্র মহীপতি দশরথকে আমার আগমনবার্ত্তা প্রদান কর। রামের অভিষেকের নিমিত্ত এই সকল গঙ্গাজল-পূর্ণ ও সাগরজলপূরিত কাঞ্চননির্ম্মিত ঘট, ঔদুম্বর-কাষ্ঠরচিত উত্তম পীঠ, যবসর্ষপাদি আবশ্যকীয় বীজ সকল, গন্ধ, বিবিধ রত্ন, দধি, দুগ্ধ, ঘৃত, মধু, লাজ পুষ্প, কুশ, মদমত্ত হস্তী, অশ্ব-চতুষ্টয়-যোজিত রথ, শ্রীসম্পন্ন খড়্গ, উত্তম ধনু, শিবিকা, চন্দ্রসদৃশ কমনীয় ছত্র, শ্বেতবর্ণ দুইটী চামর, সুবর্ণনির্ম্মিত ভৃঙ্গার, স্বর্ণ-দামভূষিত প্রশস্ত-ককুৎসম্পন্ন পাণ্ডুবর্ণ বৃষ, দংষ্ট্রাচতু-ষ্টয়সম্পন্ন সিংহ, মহাবলশালী শ্রেষ্ঠ অশ্ব, সিংহাসন, ব্যাঘ্রচর্ম্ম, সমিধ্ এবং অগ্নি এই সকল দ্রব্য আহরণ করা হইয়াছে এবং আটটী মনোহরাঙ্গী কন্যা, কতক-গুলি সালঙ্কারা সধবা স্ত্রী ও নৃত্যগীতপরায়ণা অনেক বেশ্যাকে আনয়ন করা হইয়াছে। ৩১—৩৯। অপিচ আচার্য্য, ব্রাহ্মণ, গো, পবিত্র পক্ষী, প্রধান প্রধান পুরবাসিগণ, প্রধান প্রধান জনপদবাসিগণ, নরপতি ও স্বজন-পরিবৃত বণিক্ ইহারা এবং অপরাপর প্রিয়বাদী অনেক ব্যক্তিই রামের অভিষেক-সন্দর্শনার্থ প্রীতি-সহকারে অবস্থান করিতেছেন। অদ্য রামাভি-ষেকের নির্দ্ধারিত দিন, সুতরাং এই পুষ্যানক্ষত্রযুক্ত মুহূর্ত্তে যাহাতে রাম রাজ্য লাভ করেন, তদ্বিষয়ে মহারাজ দশরথকে তুমি সত্বর কর।" সেই মহাত্মা বসিষ্ঠের কথা শুনিয়া সূতপুত্র সুমন্ত্র, নরপতিশার্দ্দূল দশরথকে স্তব করত তাঁহার গৃহে প্রবেশ করিলেন। রাজা দশরথের সম্মত ও প্রিয়-চিকীর্ষু দ্বারপালেরা সেই বৃদ্ধ সুমন্ত্রকে প্রবেশ করিতে বাধা দিল না; কেননা, তাঁহাকে প্রবেশিতে বাধা দিতে দশরথের নিষেধ ছিল। ৪০—৪৪। পরে সুমন্ত্র সারথি গৃহমধ্যে প্রবেশপূর্ব্বক রাজা দশরথের সমীপস্থ হইয়া তাঁহার সেই অবস্থার হেতু জানিতে না পারিয়া তাঁহাকে সন্তোষজনক বাক্যে স্তব করিতে লাগিলেন। তিনি বদ্ধাঞ্জলি হইয়া পূর্ব্বের ন্যায় মহীপতি দশরথকে স্তব করিতে লাগিলেন, "যেরূপ সূর্য্য উদিত হইলে, সাগর প্রফুল্ল হইয়া জলচর জন্তুদিগের আনন্দবর্দ্ধন করেন, সেইরূপ সূর্য্য উদিত হইয়াছেন, এক্ষণে আপনি প্রীত হইয়া প্রীতিযুক্ত মনে আমাদিগকে আনন্দিত করুন। যেরূপ এই প্রভাতকালে মাতলি, ইন্দ্রকে বোধিত করিবার জন্য স্তব করিয়াছিলেন এবং ইন্দ্র তাঁহার স্তবে উদ্বুদ্ধ হইয়া দানবগণকে পরাজয় করিয়াছিলেন, সেইরূপ আমিও আপনাকে বোধিত করিবার নিমিত্ত স্তব করিতেছি, আপনি উদ্বুদ্ধ হইয়া জয়শ্রী হউন।

বেদাঃ সহাঙ্গা বিদ্যাশ্চ যথা হ্যাত্মভুবং প্রভুম্।
ব্রাহ্মণং বোধয়ন্ত্যদ্য তথা ত্বাং বোধয়াম্যহম্॥ ৪৯
আদিত্যঃ সহ চন্দ্রেণ যথা ভূতধরাং শুভাম্।
বোধয়ত্যদ্য পৃথিবীং তথা ত্বাং বোধয়াম্যহম্॥ ৫০
উত্তিষ্ঠ সুমহারাজ কৃতকৌতুকমঙ্গলঃ।
বিরাজমানো বপুষা মেরোরিব দিবাকরঃ॥ ৫১
উপতিষ্ঠত রামস্য সমগ্রমভিষেচনম্।
পৌরজানপদাশ্চাপি নৈগমশ্চ কৃতাঞ্জলিঃ॥ ৫২
অয়ং বসিষ্ঠো ভগবান্ ব্রাহ্মণৈঃ সহ তিষ্ঠতি।
ক্ষিপ্রমাজ্ঞাপ্যতাং রাজন্ রাঘবস্যাভিষেচনম্॥ ৫৩
যথা হ্যপালাঃ পশবো যথা সেনা হ্যনায়কাঃ।
যথা চন্দ্রং বিনা রাত্রির্যথা গাবো বিনা বৃষম্॥ ৫৪
এবং হি ভবিতা রাষ্ট্রং যত্র রাজা ন দৃশ্যতে।
এবং তস্য বচঃ শ্রুত্বা সান্ত্বপূর্ব্বমিবার্থবৎ॥ ৫৫
অভ্যকীর্য্যত শোকেন ভূয় এব মহীপতিঃ।
ততস্তু রাজা তং সূতং সন্নহর্ষঃ সুতং প্রতি॥ ৫৬
শোকরক্তেক্ষণঃ শ্রীমানুদ্বীক্ষ্যোবাচ ধার্ম্মিকঃ।
বাক্যৈস্তু খলু মর্ম্মাণি মম ভূয়ো নিকৃন্তসি॥ ৫৭
সুমন্ত্রঃ করুণং শ্রুত্বা দৃষ্ট্বা দীনঞ্চ পার্থিবম্।
প্রগৃহীতাঞ্জলিঃ কিঞ্চিত্তস্মাদ্দেশাদপাক্রমৎ॥ ৫৮
যদা বক্তুং স্বয়ং দৈন্যান্ন শশাক মহীপতিঃ।
তদা সুমন্ত্রং মন্ত্রজ্ঞা কৈকেয়ী প্রত্যুবাচ হ॥ ৫৯
সুমন্ত্র রাজা রজনীং রামহর্ষসমুৎসুকঃ।
প্রজাগরপরিশ্রান্তো নিদ্রাবশমুপাগতঃ॥ ৬০
তদ্গচ্ছ ত্বরিতং সূত রাজপুত্রং যশস্বিনম্।
রামমানয় ভদ্রং তে নাত্র কার্য্যা বিচারণা॥ ৬১
অশ্রুত্বা রাজবচনং কথং গচ্ছামি ভামিনি।
তচ্ছ্রুত্বা মন্ত্রিণো বাক্যং রাজা মন্ত্রিণমব্রবীৎ॥ ৬২
সুমন্ত্র রামং দ্রক্ষ্যামি শীঘ্রমানয় সুন্দরম্।
স মন্যমানঃ কল্যাণং হৃদয়েন ননন্দ চ॥ ৬৩
নির্জ্জগাম চ স প্রীত্যা ত্বরিতো রাজশাসনাৎ।

যেরূপ বেদ, বেদাঙ্গ ও সমুদায় বিদ্যা স্বয়ম্ভূ প্রভু ব্রহ্মাকে সৃষ্টি-সময়ে উদ্বোধিত করেন, সেইরূপ অদ্য আমি আপনাকে উদ্বোধিত করিতেছি। যেরূপ চন্দ্র ও সূর্য্য, পৃথিবীস্থ সমুদয় লোককে উদ্বোধিত করেন, সেইরূপ অদ্য আমি আপনাকে উদ্বোধিত করিতেছি। মহারাজ! যেরূপ সূর্য্য, মেরু হইতে উত্থিত হইয়া বিরাজমান হন, সেইরূপ আপনি শয্যা হইতে উত্থিত হউন এবং কৃতমঙ্গলাচার হইয়া বিরাজমান হউন। ৪৯—৫১। কাকুৎস্থ! মহাদেব, ইন্দ্র, অগ্নি, বরুণ, কুবের, সূর্য্য ও চন্দ্র আপনাকে বিজয়ী করুন। রাজর্ষে! ভগবতী রজনীর অবসান হইয়াছে এবং কল্যাণজনক দিন উপস্থিত হইয়াছে, একণে রামাভিষেকরূপ মহৎ কার্য্য সমাধান করা উচিত; অতএব আপনি প্রবুদ্ধ হউন। রাজন্! রামের অভিষেকার্থ সমস্ত আভিষেচনিক দ্রব্যই আহৃত হইয়াছে এবং ভগবান্ বশিষ্ঠও ব্রাহ্মণগণের এবং বিত্তশালী বণিক্, পৌর জানপদ ব্যক্তিবর্গের সহিত দ্বারদেশে অবস্থান করিতেছেন; অতএব আপনি শীঘ্র রামাভিষেকের আদেশ করুন। বিশেষতঃ পালকব্যতিরেকে পশুগণ, সেনাপতিব্যতিরেকে সৈনিকবর্গ, চন্দ্রব্যতিরেকে রজনী এবং বৃষব্যতিরেকে গাভীগণ যেরূপ হইয়া থাকে, রাজার অদর্শনে রাজ্যও সেইরূপ হইয়া থাকে; অতএব আপনিও তথায় চলুন।” সুমন্ত্র সারথির ঐ অর্থযুক্ত বিনয়োপেত বাক্য শুনিয়া মহীপতি দশরথ আরও শোকে আকুল হইলেন। পরে সেই পুত্রশোককাতর ধার্ম্মিক লোহিতলোচন শ্রীমান্ রাজা দশরথ, সুমন্ত্র সারথিকে অবলোকন করিয়া বলিলেন, “তুমি বাক্যদ্বারা আমার মর্ম্মস্থান আরও ভেদ করিতেছ।” ৫২—৫৭। মহীপতি দশরথের ঐ সকরুণ বাক্য শুনিয়া এবং তাঁহাকে অতি দীনভাবাপন্ন দেখিয়া, সুমন্ত্র সারথি অঞ্জলি বদ্ধ করত সেখান হইতে কিঞ্চিৎ অপসৃত হইলেন। অনন্তর যখন রাজা দশরথ দীনতাপ্রযুক্ত স্বয়ং সুমন্ত্রকে কিছুই বলিতে পারিলেন না, তখন মন্ত্রণাভিজ্ঞা কৈকেয়ী সুমন্ত্রকে এরূপ প্রত্যুত্তর দিলেন, “সুমন্ত্র! রাজা দশরথ রামাভিষেকজনিত হর্ষে সমুৎসুক হইয়া জাগিয়া থাকিয়াই রাত্রি যাপন করিয়াছেন, সুতরাং একণে পরিশ্রান্ত হইয়া নিদ্রার আয়ত্ত হইয়াছেন; অতএব সূত! তোমার বিচার করিবার আবশ্যক নাই, তুমি শীঘ্র গমন করত যশস্বী রাজনন্দন রামকে এখানে আনয়ন কর তোমার মঙ্গল হউক।” ৫৮—৬১। অনন্তর সুমন্ত্র মন্ত্রী, কৈকেয়ীকে “ভামিনি! আমি রাজার বাক্য শ্রবণ না করিয়া কি প্রকারে গমন করি?” এরূপ বলিলে, রাজা দশরথ তাহা শুনিয়া তাঁহাকে বলিলেন “সুমন্ত্র! আমি সেই সুন্দর রামকে দর্শন করিতে বাসনা করিতেছি, তুমি শীঘ্র তাঁহাকে আনয়ন কর।” সুমন্ত্র, মহীপতির বাক্যে কল্যাণ বোধ করিয়া প্রীতচিত্ত হইলেন এবং রাজশাসনানুসারে প্রীতিসহকারে শীঘ্র নির্গত হইলেন। মহাতেজা সুমন্ত্র

সুমন্ত্রশ্চিন্তয়ামাস ত্বরিতঞ্চোদিতস্তয়া ॥ ৬৪
ব্যক্তং রামাভিষেকার্থ ইহায়াস্যতি ধর্ম্মরাট্ ।
ইতি সূতো মতিং কৃত্বা হর্ষেণ মহতা পুনঃ ॥ ৬৫
নির্জ্জগাম মহাতেজা রাঘবস্য দিদৃক্ষয়া ।
সাগরহ্রদসঙ্কাশাৎ সুমন্ত্রোহন্তঃপুরাচ্ছুভাৎ ॥ ৬৬
ততঃ পুরস্তাৎ সহসা বিনিঃসৃতো
মহীপতের্দ্বারগতান্ বিলোকয়ন্।
দদর্শ পৌরান্ বিবিধান্মহাজনান্
উপস্থিতান্ দ্বারমুপেত্য বিষ্ঠিতান্ ॥ ৬৭
ইত্যযোধ্যাকাণ্ডে চতুর্দ্দশঃ সর্গঃ ॥ ১৪ ॥

পঞ্চদশঃ সর্গঃ।

তে তু তাং রজনীমুষ্য ব্রাহ্মণা বেদপারগাঃ ।
উপতস্থুরুপস্থানং সহরাজপুরোহিতাঃ ॥ ১
অমাত্যা বলমুখ্যাশ্চ মুখ্যা যে নিগমস্য চ।
রাঘবস্যাভিষেকার্থে প্রীয়মাণাঃ সুসঙ্গতাঃ ॥ ২
উদিতে বিমলে সূর্য্যে পুষ্যে চাভ্যাগতেঽহনি ।
লগ্নে কর্কটকে প্রাপ্তে জন্ম রামস্য চ স্থিতে ॥ ৩
অভিষেকায় রামস্য দ্বিজেন্দ্রৈরুপকল্পিতম্ ।
কাঞ্চনা জলকুম্ভাশ্চ ভদ্রপীঠং স্বলঙ্কৃতম্ ॥ ৪
রথশ্চ সম্যগাস্তীর্ণো ভাস্বতা ব্যাঘ্রচর্ম্মণা ।
গঙ্গাযমুনয়োঃ পুণ্যাৎ সঙ্গমাদাহৃতং জলম্ ॥ ৫
যাশ্চান্যাঃ সরিতঃ পুণ্যা হ্রদাঃ কূপাঃ সরাংসি চ ।
প্রাগ্বহাশ্চোর্দ্ধবাহাশ্চ তির্য্যগ্বাহাশ্চ ক্ষীরিণঃ ॥ ৬
তাভ্যশ্চৈবাহৃতং তোয়ং সমুদ্রেভ্যশ্চ সর্ব্বশঃ ।
ক্ষৌদ্রং দধি ঘৃতং লাজা দর্ভাঃ সুমনসঃ পয়ঃ ॥ ৭
অষ্টৌ চ কন্যা রুচিরা মত্তশ্চ বরবারণঃ ।
সজলাঃ ক্ষীরিভিশ্ছন্না ঘটাঃ কাঞ্চনরাজতাঃ ॥ ৮
পদ্মোৎপলযুতা ভান্তি পূর্ণাঃ পরমবারিণা ।
চন্দ্রাংশুবিকচপ্রখ্যং পাণ্ডুরং রত্নভূষিতম্ ॥ ৯
সজ্জং তিষ্ঠতি রামস্য বালব্যজনমুত্তমম্ ।
চন্দ্রমণ্ডলসঙ্কাশমাতপত্রঞ্চ পাণ্ডুরম্ ॥ ১০
সজ্জং দ্যুতিকরং শ্রীমদভিষেকপুরঃসরম্ ।
পাণ্ডুরশ্চ বৃষঃ সজ্জঃ পাণ্ডুরাশ্বশ্চ সংস্থিতঃ ॥ ১১

সারথি কৈকেয়ীকর্তৃক শীঘ্র রামকে আনয়ন করিতে নিযোজিত হইয়া "কেন ইনি শীঘ্র রামকে আনতে বলিতেছেন?" এরূপ চিন্তা করত "ধার্ম্মিক দশরথ রামের অভিষেকার্থ অত্যন্ত প্রয়াসী আছেন এজন্যই ইনি আমায় রামকে শীঘ্র এখানে আনয়ন করিতে বলিতেছেন" এরূপ নিশ্চয় করিয়া, অতীব হৃষ্ট হইয়া রঘুনন্দন রামের দর্শনাকাঙ্ক্ষী হওত সেই সাগর হ্রদ-তুল্য শুভ অন্তঃপুর হইতে বাহির হইলেন। তিনি মহীপতির সেই অন্তঃপুর হইতে বাহির হইয়া দ্বারপাল-দিগকে অবলোকন করত অনেক প্রধান প্রধান পৌর ব্যক্তিকে দ্বারদেশে অবস্থিত দেখিলেন। ৬২—৬৭।

পঞ্চদশ সর্গ।

সেই সকল রাজাদিষ্ট বেদপারগ ব্রাহ্মণেরা রাত্রি যাপন করিয়া রাজপুরোহিত বসিষ্ঠের সহিত রাজদ্বারে উপস্থিত হইলেন। অমাত্য, প্রধান প্রধান সৈনিক ও শ্রেষ্ঠ বণিক্‌গণ, রঘুনন্দন রামের অভিষেক-সন্দর্শনার্থ প্রীতিসহকারে রাজদ্বারে আসিলেন। বিমল সূর্য্য উদিত এবং পুষ্যানক্ষত্রযুক্ত ও রামের জন্মকালস্থ কর্কটলগ্নসমন্বিত মুহূর্ত্ত উপস্থিত হইলে, বসিষ্ঠ প্রভৃতি দ্বিজগণ, সমস্ত উপকরণ আহরণ করিলেন। তখন সেই অন্তঃপুরের দ্বিতীয় কক্ষে রামের অভিষেকার্থ কাঞ্চননির্ম্মিত অনেক জলপূর্ণ কুম্ভ, সম্যক্ অলঙ্কৃত একটী উত্তম পীঠ এবং একটী রথ স্থাপিত হইয়াছিল, সেই রথের উপবেশনস্থানে সমুজ্জ্বল ব্যাঘ্রচর্ম্ম পাতিত ছিল। অতিপুণ্যজনক গঙ্গাযমুনাসঙ্গম, পূর্ব্ববাহিনী বক্রগামিনী ঘোরতরঙ্গশালিনী পুণ্য-জননী বৃহৎ বৃহৎ প্রশস্ত জলসম্পন্না নদীসমস্ত এবং পৃথিবী-মণ্ডলে পুণ্যজনক যে সকল হ্রদ, কূপ ও সরোবর আছে, তৎসমুদায় ও সমস্ত সমুদ্র হইতে জল আনাইয়া সেই সকল উৎকৃষ্ট জলে কাঞ্চননির্ম্মিত ও রজতরচিত অনেক ঘট পরিপূরিত করিয়া, ক্ষীরী-বৃক্ষের পল্লবে আচ্ছাদিত করত স্থাপন করা হইয়াছিল। সেই সকল ঘটের উপরি পদ্ম ও নীলপদ্ম স্থাপিত হওয়ায় তাহারা অতীব শোভমান হইয়াছিল। ঘৃত, মধু, দধি, দুগ্ধ, লাজ, কুশ ও পুষ্প যথাস্থানে রক্ষিত হইয়াছিল। ১—৭। একটী মদমত্ত উত্তম হস্তী এবং আটটী মনোহরাঙ্গী কন্যা আনীত হইয়াছিল; চন্দ্রকিরণসদৃশ দ্যুতিসম্পন্ন রত্নভূষিত কাঞ্চন-নির্ম্মিত, গন্ধপুষ্পাদিদ্বারা অলঙ্কৃত দণ্ড, রামকে বীজন করিবার জন্য একটী উত্তম চামর, চন্দ্রমণ্ডলসদৃশ দ্যুতিসমন্বিত পাণ্ডুবর্ণসম্পন্ন গন্ধ-পুষ্পাদিদ্বারা অলঙ্কৃত একটী সুশোভিত ছত্র, মদমত্ত শ্রীসম্পন্ন রাজবহনকারী হস্তী, গন্ধ-পুষ্পাদিদ্বারা অলঙ্কৃত একটী পাণ্ডুরবর্ণ অশ্ব এবং গন্ধ-পুষ্পাদিদ্বারা শোভিত পাণ্ডুরবর্ণ বৃষ যথাস্থানে স্থাপিত হইয়া-

বাদিত্রাণি চ সর্ব্বাণি বন্দিনশ্চ তথাপরে।
ইক্ষ্বাকূণাং যথা রাজ্যে সম্ভ্রিয়েতাভিষেচনম্।
তথাজাতীয়মাদায় রাজপুত্রাভিষেচনম্॥ ১২
তে রাজবচনাত্তত্র সমবেতা মহীপতিঃ।
অপশ্যন্তোঽব্রুবন্ কো নু রাজ্ঞো নঃ প্রতিবেদয়েৎ॥ ১৩
ন পশ্যামশ্চ রাজানমুদিতশ্চ দিবাকরঃ।
যৌবরাজ্যাভিষেকশ্চ সজ্জো রামস্য ধীমতঃ॥ ১৪
ইতি তেষু ব্রুবাণেষু সর্ব্বাংস্তাংশ্চ মহীপতীন্।
অব্রবীত্তানিদং বাক্যং সুমন্ত্রো রাজসৎকৃতঃ॥ ১৫
রামং রাজ্ঞো নিয়োগেন ত্বরয়া প্রস্থিতো হ্যহম্।
পূজ্যা রাজ্ঞো ভবন্তশ্চ রামস্য তু বিশেষতঃ॥ ১৬
অয়ং পৃচ্ছামি বচনাৎ সুখমায়ুষ্মতামহম্।
রাজ্ঞঃ সম্প্রতিবুদ্ধস্য চানাগমনকারণম্॥ ১৭
ইত্যুক্ত্বান্তঃপুরদ্বারমাজগাম পুরাণবিৎ।
সদাসক্তঞ্চ তদ্বেশ্ম সুমন্ত্রঃ প্রবিবেশ হ॥ ১৮
তুষ্টাবাস্য তদা বংশং প্রবিশ্য স বিশাম্পতেঃ।
শয়নীয়ং নরেন্দ্রস্য তদাসাদ্য ব্যতিষ্ঠত॥ ১৯
সোঽত্যাসাদ্য তু তদ্বেশ্ম তিরস্করণিমন্তরা।
আশীর্ভির্গুণযুক্তাভিরভিতুষ্টাব রাঘবম্॥ ২০
সোমসূর্য্যৌ চ কাকুৎস্থ শিববৈশ্রবণাবপি।
বরুণশ্চাগ্নিরিন্দ্রশ্চ বিজয়ং প্রদিশন্তু তে॥ ২১
গতা ভগবতী রাত্রিরহঃ শিবমুপস্থিতম্।
বুধ্যস্ব নরশার্দ্দূল কুরু কার্য্যমনন্তরম্॥ ২২
ব্রাহ্মণা বলমুখ্যাশ্চ নৈগমাশ্চাগতাস্ত্বিহ।
দর্শনং তেঽভিকাঙ্ক্ষন্তে প্রতিবুধ্যস্ব রাঘব॥ ২৩
স্তুবন্তং তং তদা সূতং সুমন্ত্রং মন্ত্রকোবিদম্।
প্রতিবুধ্য ততো রাজা ইদং বচনমব্রবীৎ॥ ২৪
রামমানয় সূতেতি যদস্যভিহিতোময়া।
কিমিদং কারণং যেন মমাজ্ঞা প্রতিহন্যতে॥ ২৫
ন চৈব সম্প্রসুপ্তোঽহমানয়েহাশু রাঘবম্।
ইতি রাজা দশরথঃ সূতং তত্রান্বশাৎ পুনঃ॥ ২৬
স রাজবচনং শ্রুত্বা শিরসা প্রতিপূজ্য তম্।

ছিল এবং অটটী মঙ্গলচারকারিণী সর্ব্বাভরণভূষিতা কন্যা, সমুদায় বাদ্যব্যবসায়ী ও বন্দী সকল আনীত হইয়াছিল। অপিচ তৎকালে ইক্ষ্বাকু-বংশীয়দিগের রাজ্যাভিষেকসময়ে যেরূপ দ্রব্য সকল উপহার দেওয়া উচিত, রাজনন্দন রামের অভিষেক-উপলক্ষে উপ-ঢৌকন দিবার নিমিত্ত সেইরূপ দ্রব্যসকল গ্রহণ করিয়া, মহীপতিগণ রাজা দশরথের আদেশানুসারে সেই প্রদেশে সমাগত হইয়া, তাঁহাকে দেখিতে না পাইয়া এরূপ বলাবলি করিতেছিলেন "দিবাকর উদিত হইয়াছেন এবং ধীসম্পন্ন রামের সমুদায় আভিষেচনিক দ্রব্যও আহৃত হইয়াছে; কিন্তু রাজা দশরথকে দেখিতেছি না, সম্প্রতি আমাদিগের আগমন-বার্ত্তা কে তাঁহাকে প্রদান করে?" ৮—১৪। সেই সকল সার্ব্বভৌম মহীপতিরা সেইরূপ বলাবলি করিতেছেন, এমন সময়ে রাজসংকৃত সুমন্ত্র তথায় আসিয়া তাঁহাদিগকে বলিলেন, "আয়ুষ্মদ্‌গণ! যদ্যপি আমি রাজা দশরথের আদেশানুসারেই রামকে আনিবার জন্য যাইতেছি, তথাপি আপনারা রাজা দশরথের ও রামের বিশেষরূপে পূজনীয়; সুতরাং আপনাদিগের আদেশানুসারে এই আমি প্রতিনিবৃত্ত হইয়া, মহীপতি দশরথ প্রতিবুদ্ধ হইয়াও যে এখানে আগমন করিলেন না, তাহার হেতু তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করি।" ১৫—১৭। অভিবৃদ্ধ সুমন্ত্র সেই সকল মহীপতিকে সেইরূপ বলিয়া অন্তঃপুরের তৃতীয় কক্ষের দ্বারদেশে যাইয়া প্রবেশিতে নিবারণ না থাকা প্রযুক্ত অভ্যন্তরে প্রবেশ করিলেন। পরে তিনি মহীপতি দশরথের শয়নাগারে যাইয়া উপস্থিত হইলেন এবং তদীয় বংশের স্তব করিতে লাগিলেন। সুমন্ত্র সেই শয়নাগারের অতিসন্নিহিত হইয়া যবনিকার বহির্ভাগে থাকিয়া রঘুনন্দন দশরথকে গুণযুক্ত আশীর্ব্বচন-সহকারে এরূপ স্তব করিলেন, "কাকুৎস্থ! মহাদেব ইন্দ্র, অগ্নি, বরুণ, কুবের, সূর্য্য ও চন্দ্র আপনাকে বিজয়ী করুন। ধৈর্য্যসম্পন্ন পুরুষপ্রবর! যেরূপ বেদ ও বেদাঙ্গ ব্রহ্মাকে উদ্বোধিত করেন, সেইরূপ আমিও আপনাকে উদ্বোধিত করিতেছি; আপনি গাত্রোত্থান করুন,—ভগবতী রজনী বিগতা হইয়াছেন এবং কল্যাণজনক দিনও উপস্থিত হইয়াছে, অতএব হে নরশ্রেষ্ঠ! আপনি প্রবুদ্ধ হউন এবং আবশ্যকীয় কার্য্য সমাধান করুন। রঘুনন্দন! ব্রাহ্মণ, নরপতি, প্রধান প্রধান সৈনিক ও বণিক্‌গণ দ্বারদেশে সমাগত হইয়া আপনাকে দর্শন করিতে ইচ্ছা করিতেছেন; অতএব আপনি প্রবুদ্ধ হউন।" মন্ত্রকোবিদ সূতপুত্র সুমন্ত্র রাজা দশরথকে সেইরূপ স্তব করিলে, তিনি প্রবুদ্ধ হইয়া তাঁহাকে "কৈকেয়ী দেবী আমার আদেশানুসারে তোমাকে 'হে সূত! তুমি শীঘ্র রামকে এখানে আনয়ন কর' এরূপ বলিয়াছিলেন। কিন্তু কি কারণে তুমি আমার সেই আজ্ঞা পালন করিলে না?" এই বাক্য বলিয়া আবার এরূপ আদেশ করিলেন, "আমি নিদ্রিত নহি, তুমি শীঘ্র যাইয়া রামকে আনয়ন কর।" ১৮—২৬। রাজা দশরথের

নির্জগাম নৃপাবাসান্মন্যমানঃ প্রিয়ং মহৎ॥ ২৭
প্রপন্নো রাজমার্গঞ্চ পতাকাধ্বজশোভিতম্।
হৃষ্টঃ প্রমুদিতঃ সূতো জগামাশু বিলোকয়ন্॥ ২৮
স সূতস্তত্র শুশ্রাব রামাধিকরণাঃ কথাঃ।
অভিষেচনসংযুক্তাঃ সর্ব্বলোকস্য হৃষ্টবৎ॥ ২৯
ততো দদর্শ রুচিরং কৈলাসসদৃশপ্রভম্।
রামবেশ্ম সুমন্ত্রস্তু শক্রবেশ্মসমপ্রভম্॥ ৩০
মহাকপাটপিহিতং বিতর্দ্দিশতশোভিতম্।
কাঞ্চনপ্রতিমৈকাগ্রং মণিবিদ্রুমতোরণম্॥ ৩১
শারদাভ্রঘনপ্রখ্যং দীপ্তং মেরুগুহাসমম্।
মণিভির্বরমাল্যানাং সুমহদ্ভিরলঙ্কৃতম্॥ ৩২
মুক্তামণিভিরাকীর্ণং চন্দনাগুরুভূষিতম্।
গন্ধান্ মনোজ্ঞান্ বিসৃজদ্দার্দ্দুরং শিখরং যথা॥ ৩৩
সারসৈশ্চ ময়ূরৈশ্চ বিনদদ্ভির্বিরাজিতম্।
সুকৃতেহামৃগাকীর্ণং সুৎকীর্ণং ভক্তিভিস্তথা॥ ৩৪
মনশ্চক্ষুশ্চ ভূতানামাদদত্তিগ্মতেজসা।
চন্দ্রভাস্করসঙ্কাশং কুবেরভবনোপমম্॥ ৩৫
মহেন্দ্রধামপ্রতিমং নানাপক্ষিসমাকুলম্॥ ৩৬
মেরুশৃঙ্গসমং সূতো রামবেশ্ম দদর্শ হ।
উপস্থিতৈঃ সমাকীর্ণং জনৈরঞ্জলিকারিভিঃ॥ ৩৭
উপাদায় সমাক্রান্তৈস্তদা জানপদৈর্জনৈঃ।
রামাভিষেকসুমুখৈরুন্মুখৈঃ সমলঙ্কৃতম্॥ ৩৮
মহামেঘসমপ্রখ্যমুদগ্রং সুবিরাজিতম্।
নানারত্নসমাকীর্ণং কুব্জকৈরপি চাবৃতম্॥ ৩৯

স বাজিযুক্তেন রথেন সারথিঃ
সমাকুলং রাজকুলং বিরাজয়ন্।
বরূথিনা কামগৃহাভিপাতিনা
পুরস্য সর্ব্বস্য মনাংসি হর্ষয়ন্॥ ৪১
ততঃ সমাসাদ্য মহাধনং মহৎ
প্রহৃষ্টরোমা স বভূব সারথিঃ।
মৃগৈর্ময়ূরৈশ্চ সমাকুলোল্বণং
গৃহং বরার্হস্য শচীপতেরিব॥ ৪২
স তত্র কৈলাসনিভাঃ স্বলঙ্কৃতাঃ
প্রবিশ্য কক্ষ্যাস্ত্রিদশালয়োপমাঃ।

সেই আদেশ শুনিয়া সূতপুত্র সুমন্ত্র নতমস্তক হইয়া তাঁহাকে "এই চলিলাম" বলিয়া রামাভিষেকরূপ প্রিয় বিষয়ের অবশ্যম্ভাবিতা বোধ করত সেই শয়নাগার হইতে নির্গত হইলেন এবং রাজমার্গে উপস্থিত হইয়া তাহা ধ্বজ ও পতাকায় সুশোভিত দেখিয়া প্রমোদান্বিত ও পুলকিতাঙ্গ হইয়া চতুর্দ্দিক্ দেখিতে দেখিতে দ্রুতপদে যাইতে লাগিলেন। তিনি যাইতে যাইতে সকল লোকেরই প্রমুখাৎ রামাভিষেক-বিষয়ক আনন্দসূচক বাক্য সকল শুনিতে পাইলেন। ক্রমে কৈলাসসদৃশ দ্যুতিসম্বিত মনোহর রামভবনের সন্নিহিত হইলে, সুমন্ত্র দেখিলেন যে, ইন্দ্রালয়সদৃশ বৃহৎ-কপাটযুক্ত দ্যুতিসমন্বিত ভবনের চতুর্দ্দিকস্থ প্রাচীরের উপরিভাগ শত বেদিকায় শোভিত এবং তাহাতে অনেক কাঞ্চননির্ম্মিত প্রতিমা স্থাপিত রহিয়াছে; তাহার বহির্দ্বার মণি ও বিদ্রুমে-খচিত; সেই শরৎকালীন মেঘের ন্যায় নিবিড় প্রভাশালী প্রদীপ্ত ভবন মণি-মুক্তাসমূহে সমাকীর্ণ এবং স্বর্ণনির্ম্মিত পুষ্প-মাল্যদাম ও তদন্তর্বর্ত্তী মহাদীপ্তি-সমন্বিত মণিসকল অলঙ্কৃত হইয়া মেরুগুহার সাদৃশ্য লাভ করিয়াছে; তাহা চন্দন ও অগুরুগন্ধে সুবাসিত হইয়া, মলয়গিরির ন্যায় মনোহর গন্ধ বিস্তার করিতেছে; তাহা শব্দকারী সারস ও ময়ূরগণে বিরাজিত, সুবর্ণ প্রভৃতি ধাতুনির্ম্মিত, বৃকসমূহে সমাকীর্ণ এবং সূত্রধর-কোদিত সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম চিত্রযুক্ত-কাষ্ঠ ফলকে সুশোভিত রহিয়াছে এবং সেই কুবেরভবন-সদৃশ রামালয় দীপ্তিতে সূর্য্য ও চন্দ্রের সাদৃশ্য লাভ করিয়া স্বীয় প্রভাদ্বারা সকল প্রাণীরই মন ও চক্ষু আকর্ষণ করিতেছে ২৭—৩৫। পরে সুমন্ত্র সারথি উৎকৃষ্ট ঘোটকযোজিত শত্রুপ্রহার-নিবারক প্রাবরণ-সমন্বিত রথদ্বারা জনাকীর্ণ রাজপথ-বিরাজিত ও তত্রত্য পৌরবর্গকে আনন্দিত করত রামালয়ের অভিমুখে যাইতে যাইতে ক্রমে দেখিতে পাইলেন যে, ইন্দ্রালয়ের ন্যায় নানাবিধ পক্ষিগণে সমাকুল, শরৎকালীন নিবিড় মেঘের ন্যায় প্রভাসম্পন্ন এবং মেরুশৃঙ্গের ন্যায় বিবিধ রত্নে সমাকীর্ণ, উচ্চ ও বিরাজমান, কুব্জ দাসগণে পরিব্যাপ্ত সেই রামভবনে রামাভিষেক-দর্শনার্থ সমুৎসুক ও প্রফুল্লবদন সমৃদ্ধি-সম্পন্ন জানপদ ব্যক্তিগণ উপঢৌকন-দ্রব্য গ্রহণপূর্ব্বক সমাগত হইয়া তাহার আরও শোভা বৃদ্ধি করিতেছেন এবং অপরাপর অনেক ব্যক্তি কৃতাঞ্জলিপুটে যথারীতি দণ্ডায়মান হইয়া, তাহাকে শোভিত করিতেছে। পরে তিনি ইন্দ্রালয়ের ন্যায়, ইতস্তত বিচরণকারী ময়ূর ও মৃগগণে সমধিক শোভাসম্পন্ন এবং বহুধনসমন্বিত সেই বৃহৎ আলয়ের নিকটস্থ হইয়া তাহার শোভায় রোমাঞ্চিত-কলেবর হইলেন। পরে সুমন্ত্র সারথি রথ-দ্বারাই সেই ভবনে প্রবেশিয়া তাহার, ইন্দ্রালয়ের ন্যায় সম্যক্ অলঙ্কৃত ও দ্যুতিশালী কক্ষসকল এবং রামের

প্রিয়ান্বয়ান্ রামমতে স্থিতান্ বহূন্
ব্যপোহ্য শুদ্ধান্তমুপস্থিতো রথী ॥ ৪৩

স তত্র শুশ্রাব চ হর্ষযুক্তো
রামাভিষেকার্থকৃতাং জনানাম্।
নরেন্দ্রসূনোরভিমঙ্গলার্থাঃ
সর্ব্বস্য লোকস্য গিরঃ প্রহৃষ্টাঃ ॥ ৪৪

মহেন্দ্রসদ্মপ্রতিমঞ্চ বেশ্ম
রামস্য রম্যং মৃগপক্ষিজুষ্টম্।
দদর্শ মেরোরিব শৃঙ্গমুচ্চং
বিভ্রাজমানং প্রভয়া সুমন্ত্রঃ ॥ ৪৫

উপস্থিতৈরঞ্জলিকারিভিশ্চ
সোপায়নৈর্জানপদৈর্জনৈশ্চ।
কোট্যা পরার্দ্ধৈশ্চ বিমুক্তযানৈঃ
সমাকুলং দ্বারপথং দদর্শ ॥ ৪৬

ততো মহামেঘমহীধরাভং
প্রভিন্নমত্তং কুশমত্যসহ্যম্।
রামোপবাহ্যং রুচিরং দদর্শ
শত্রুঞ্জয়ং নাগমুদগ্রকায়ম্ ॥ ৪৭

স্বলঙ্কৃতান্ সাশ্বরথান্ সকুঞ্জরান্
অমাত্যমুখ্যাংশ্চ দদর্শ বল্লভান্।
ব্যপোহ্য সূতঃ স হি তান্ সমন্ততঃ
সমৃদ্ধমন্তঃপুরমাবিবেশ হ ॥ ৪৮

মতানুবর্ত্তী ও প্রিয় সেই সেই কক্ষস্থিত অনেক ব্যক্তিকে অতিক্রম করিয়া অন্তঃপুরের দ্বারদেশে উপস্থিত হইলেন এবং সেই প্রদেশে রাজনন্দন রামের অভিষেকের সামগ্রী-সংগ্রহকারী ও অপরাপর সমস্ত ব্যক্তির প্রমুখাৎ তাঁহার সর্ব্বাঙ্গীণ-মঙ্গলপ্রার্থনা-বিষয়ক আনন্দনির্গত বাক্য সকল শুনিতে লাগিলেন। ৩৬—৪৪। অপিচ, তিনি দেখিলেন যে, ইন্দ্রালয়ের ন্যায় মনোহর মৃগ ও পক্ষিগণে সমাকুল সেই রমণীয় অন্তঃপুর, প্রভাতে সমধিক শোভাসম্পন্ন মেরুশৃঙ্গের সদৃশ এবং তাহার দ্বারদেশ কোটিপরিমিত পরার্দ্ধ-সংখ্যক-উপঢৌকন-দ্রব্যধারী যানাবতীর্ণ সমৃদ্ধিসম্পন্ন জানপদ এবং শ্রেণীবদ্ধ হইয়া দণ্ডায়মান অপরাপর জনগণে সমাকীর্ণ রহিয়াছে। সুমন্ত্র সারথি সেই প্রদেশে আরও অত্যুচ্চ পর্ব্বতের ন্যায় অত্যুচ্চ দেহসম্পন্ন, অসহ্য-পরাক্রমশালী, শত্রুবিজয়ী, গলিতমদ ও নিরঙ্কুশ একটী দুর্নিবার অথচ মনোহর রামবাহী হস্তী এবং অপরাপর সম্যক্ সুসজ্জিত অনেক হস্তী, অশ্ব ও রথ দেখিলেন এবং রামের প্রিয় অনেক প্রধান প্রধান অমাত্য তাঁহার নয়ন-গোচর হইলেন। সুমন্ত্র

ততোঽদ্রিকূটাচলমেঘসন্নিভং
মহাবিমানোপমবেশ্মসংযুতম্।
অবার্য্যমাণঃ প্রবিবেশ সারথিঃ
প্রভূতরত্নং মকরো যথার্ণবম্ ॥ ৪৯

ইত্যযোধ্যাকাণ্ডে পঞ্চদশঃ সর্গঃ ॥ ১৫ ॥

ষোড়শঃ সর্গঃ।

স তদন্তঃপুরদ্বারং সমতীত্য জনাকুলম্।
প্রবিবিক্তাং ততঃ কক্ষ্যামাসসাদ পুরাণবিৎ ॥ ১
প্রাসকার্ম্মুকবিভ্রদ্ভির্যুবভির্মৃষ্টকুণ্ডলৈঃ।
অপ্রমাদিভিরেকাগ্রৈঃ স্বনুরক্তৈরধিষ্ঠিতাম্ ॥ ২
তত্র কাষায়িণো বৃদ্ধান্ বেত্রপাণীন্ স্বলঙ্কৃতান্।
দদর্শ বিষ্ঠিতান্ দ্বারি স্ত্র্যধ্যক্ষান্ সুসমাহিতান্ ॥ ৩
তে সমীক্ষ্য সমায়ান্তং রামপ্রিয়চিকীর্ষবঃ।
সহসোৎপতিতাঃ সর্ব্বে হ্যাসনেভ্যঃ সসম্ভ্রমাঃ ॥ ৪
তানুবাচ বিনীতাত্মা সূতপুত্রঃ প্রদক্ষিণঃ।
ক্ষিপ্রমাখ্যাত রামায় সুমন্ত্রো দ্বারি তিষ্ঠতি ॥ ৫

সারথি সেই সকল ব্যক্তিকে অতিক্রম করিয়া সমৃদ্ধ অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন। যেরূপ কেহ মকরকে রত্নরত্নসমন্বিত সাগরে প্রবেশিতে বাধা দেয় না, সেইরূপ কেহ তাঁহাকে সেই অন্তঃপুরে প্রবেশিতে বাধা দিল না। সেই অন্তঃপুর, পর্ব্বতশৃঙ্গ ও অচল মেঘের সদৃশ এবং তাহাতে শ্রেষ্ঠ বিমান হইতেও উৎকৃষ্ট গৃহসকল ছিল। ৪৫—৪৯।

ষোড়শ সর্গ।

সেই অতিবৃদ্ধ সুমন্ত্র সারথি অন্তঃপুরের জনতা-সমন্বিত দ্বারদেশ অতিক্রম করিয়া জনতাবিহীন কক্ষে উপস্থিত হইলেন। সেই কক্ষে রামের অত্যন্ত অনুরক্ত, প্রমাদবিহীন, স্থিরচিত্ত এবং প্রাস ও কার্ম্মুক প্রভৃতি শস্ত্রধারী অনেক স্বচ্ছকুণ্ডলসম্পন্ন যুবা রক্ষক ছিল। পরে সুমন্ত্র শুদ্ধান্তপুরের দ্বারদেশে রামের শুভাকাঙ্ক্ষী সম্যক্ অলঙ্কৃত, সুসমাহিত, কাষায়-বসন-পরিধায়ী ও বেত্রধারী অনেক বৃদ্ধ অন্তঃপুর-রক্ষককে দেখিতে পাইলেন। তাহারাও সকলে তাঁহাকে অভিমুখে আসিতে দেখিয়া সসম্ভ্রমে স্ব স্ব আসন হইতে সহসা উত্থিত হইল। সর্ব্বকার্য্যদক্ষ বিনীতস্বভাব সূতপুত্র সুমন্ত্র তাহাদিগকে বলিলেন, তোমরা শীঘ্র রামকে 'সুমন্ত্র দ্বারদেশে অবস্থান করিতেছেন, 'ইহা

তে রামমুপসঙ্গম্য ভর্ত্তুঃ প্রিয়চিকীর্ষবঃ।
সভার্য্যায় চ রামায় ক্ষিপ্রমেবাচচক্ষিরে ॥ ৬
প্রতিবেদিতমাজ্ঞায় সূতমভ্যন্তরং পিতুঃ।
তত্রৈবানায়য়ামাস রাঘবঃ প্রিয়কাম্যয়া ॥ ৭
তং বৈশ্রবণসঙ্কাশমুপবিষ্টং স্বলঙ্কৃতম্।
দদর্শ সূতঃ পর্য্যঙ্কে সৌবর্ণে সোত্তরচ্ছদে ॥ ৮
বরাহরুধিরাভেণ শুচিনা চ সুগন্ধিনা।
অনুলিপ্তং পরার্দ্ধ্যেন চন্দনেন পরন্তপম্ ॥ ৯
স্থিতয়া পার্শ্বতশ্চাপি বালব্যজনহস্তয়া।
উপেতং সীতয়া ভূয়শ্চিত্রয়া শশিনং যথা ॥ ১০
তং তপন্তমিবাদিত্যমুপপন্নং স্বতেজসা।
ববন্দে বরদং বন্দী বিনয়জ্ঞো বিনীতবৎ ॥ ১১
প্রাঞ্জলিঃ সুমুখং দৃষ্ট্বা বিহারশয়নাসনে।
রাজপুত্রমুবাচেদং সুমন্ত্রো রাজসৎকৃতম্ ॥ ১২
কৌসল্যা সুপ্রজা রাম পিতা ত্বাং দ্রষ্টুমিচ্ছতি।
মহিষ্যা সহ কৈকেয্যা গম্যতাং তত্র মা চিরম্ ॥ ১৩
এবমুক্তস্তু সংহৃষ্টো নরসিংহো মহাদ্যুতিঃ।
ততঃ সম্মানয়ামাস সীতামিদমুবাচ হ ॥ ১৪
দেবি দেবশ্চ দেবী চ সমাগম্য মদন্তরে।
মন্ত্রয়েতে ধ্রুবং কিঞ্চিদভিষেচনসংহিতম্ ॥ ১৫
লক্ষয়িত্বা হ্যভিপ্রায়ং প্রিয়কামা সুদক্ষিণা।
সঞ্চোদয়তি রাজানং মদর্থমসিতেক্ষণা ॥ ১৬
সা প্রহৃষ্টা মহারাজং হিতকামানুবর্ত্তিনী।
জননী চার্থকামা মে কেকয়াধিপতেঃ সুতা ॥ ১৭
দিষ্ট্যা খলু মহারাজো মহিষ্যা প্রিয়য়া সহ।
সুমন্ত্রং প্রাহিণোদ্দূতমর্থকামকরং মম ॥ ১৮
যাদৃশী পরিষত্তত্র তাদৃশো দূত আগতঃ।
ধ্রুবমদ্যৈব মাং রাজা যৌবরাজ্যেঽভিষেক্ষ্যতি ॥ ১৯
হন্ত শীঘ্রমিতো গত্বা দ্রক্ষ্যামি চ মহীপতিম্।
সহ ত্বং পরিবারেণ সুখমাস্স্ব রমস্ব চ ॥ ২০
পতিসম্মানিতা সীতা ভর্ত্তারমসিতেক্ষণা।
আদ্বারমনুবব্রাজ মঙ্গলান্যভিদধ্যুষী ॥ ২১
রাজ্যং দ্বিজাতিভির্জুষ্টং রাজসূয়াভিষেচনম্।
কর্ত্তুমর্হতি তে রাজা বাসবস্যেব লোককৃৎ ॥ ২২

নিবেদন কর। সেই সকল স্বামিহিতৈষী রক্ষকেরাও তখনই ভার্য্যার সহিত সমাসীন রামের সমীপে যাইয়া তাঁহাকে তাহা নিবেদন করিল। রঘুনন্দন রাম তাহাদিগের কথা শুনিয়া পিতার অত্যন্ত আত্মীয় সূতপুত্র সুমন্ত্রের প্রিয়ানুষ্ঠান মানসে তাহাকে সেইখানেই আনাইলেন। সূতপুত্র সুমন্ত্র তথায় প্রবিষ্ট হইয়া সেই কুবেরসদৃশ সম্যক্ অলঙ্কৃত রামকে উৎকৃষ্ট আস্তরণে আচ্ছাদিত সুবর্ণনির্ম্মিত পর্য্যঙ্কে সমাসীন দেখিলেন। তৎকালে শত্রুবিজয়ী রামের সর্ব্বাঙ্গ বরাহরক্তাভ সুগন্ধি ও পবিত্র অত্যুৎকৃষ্ট চন্দনে অনুলিপ্ত ছিল এবং তাঁহার পার্শ্বে সীতা দেবী চামর বীজন করত উপবিষ্টা ছিলেন; সুতরাং সুমন্ত্র তাঁহাকে চিত্রানক্ষত্রের সহিত মিলিত চন্দ্রের ন্যায় বোধ করিলেন। ৬—১০। পরে দশরথসৎকৃত সুবিনীত সুমন্ত্র বন্দনা বাক্য পাঠ করত সবিনয়ে তাপদায়ী আদিত্যের ন্যায় তেজোদ্বারা জাজ্বল্যমান-শরীর সেই সর্ব্বকামপ্রদ রাজনন্দন রামের চরণ বন্দনা করিলেন এবং তাঁহাকে ক্রীড়াপর্য্যঙ্কে সমাসীন ও প্রসন্নবদন দেখিয়া, বদ্ধাঞ্জলি হইয়া বলিলেন, 'রাম! কৌসল্যা সৎপুত্রবতী হউন; আপনার পিতা মহিষী কৈকেয়ীর সহিত আপনাকে দর্শন করিতে বাসনা করিতেছেন, সুতরাং আপনি তথায় গমন করুন, বিলম্ব করিবেন না।" মহাদ্যুতি-সম্পন্ন নরসিংহ রাম, সুমন্ত্রের সেই কথা শুনিয়া সীতাকে আদরপূর্ব্বক বলিলেন, "দেবি! আমার বোধ হইতেছে যে, রাজা দশরথ ও কৈকেয়ী দেবী, ইঁহারা নিশ্চয়ই আমার জন্য পরস্পর মিলিত হইয়া আমার অভিষেক-বিষয়ে কোন মঙ্গল চিন্তা করিতেছেন। ১১—১৫। মদিরেক্ষণে। আমার ভাগ্যানুসারেই সেই আমার শুভাকাঙ্ক্ষিণী জননী কেকয়রাজ-নন্দিনী মহারাজ দশরথের অনুবর্ত্তিনী ও প্রিয়হিতাভিলাষিণী সর্ব্বকার্য্যকুশলা কৈকেয়ী দেবী তাঁহার অভিপ্রায় অবগত হইয়া তাঁহাকে আমার জন্য কোন বিষয়ে নিয়োগ করিয়াছেন এবং মহারাজ দশরথও সেই-প্রিয়মহিষী কৈকেয়ীর মতানুসারে আমার অভিলষিত-বিষয়-সাধন-তৎপর সুমন্ত্রকে আমার নিকট পাঠাইয়াছেন। যেরূপ সেই সমাজও আমার হিতসাধন-তৎপর, সেইরূপ অর্থসাধন-তৎপর দূতও তথা হইতে এখানে সমাগত হইয়াছে; সুতরাং আমার বোধ হইতেছে যে, মহারাজ দশরথ নিশ্চয়ই অদ্য আমাকে যৌবরাজ্যে অভিষেক করিবেন; অতএব আমি এখনই তাঁহাকে দেখিবার জন্য এখান হইতে যাইতেছি; তুমি পরিজনের সহিত এখানে সুখে থাক ও আরাম কর।" ১৮—২০। স্বামিকর্ত্তৃক সেইরূপে সম্মানিতা হইয়া অসিতনয়না সীতা দেবী, "যেরূপ লোককর্ত্তা ব্রহ্মা বাসবকে রাজসূয়-সমুচিত অভিষেক করিয়াছেন, সেইরূপ রাজা দশরথ ব্রাহ্মণগণ-নিষেবিত রাজ্যে তোমাকে রাজসূয়সমুচিত অভিষেক করুন। আমি

দীক্ষিতং ব্রতসম্পন্নং বরাজিনধরং শুচিম্ ।
কুরঙ্গশৃঙ্গপাণিঞ্চ পশ্যন্তী ত্বাং ভজাম্যহম্ ॥ ২৩
পূর্ব্বাং দিশং বজ্রধরো দক্ষিণাং পাতু তে যমঃ ।
বরুণঃ পশ্চিমামাশাং ধনেশস্তূত্তরাং দিশম্ ॥ ২৪
অথ সীতামনুজ্ঞাপ্য কৃতকৌতুকমঙ্গলঃ ।
নিশ্চক্রাম সুমন্ত্রেণ সহ রামো নিবেশনাৎ ॥ ২৫
পর্ব্বতাদিব নিষ্ক্রম্য সিংহো গিরিগুহাশয়ঃ ।
লক্ষ্মণং দ্বারি সোঽপশ্যৎ প্রহ্বাঞ্জলিপুটং স্থিতম্ ॥ ২৬
অথ মধ্যমকক্ষ্যায়াং সমাগচ্ছৎ সুহৃজ্জনৈঃ ।
স সর্ব্বানর্থিনো দৃষ্ট্বা সমেত্য প্রতিনন্দ্য চ ॥ ২৭
ততঃ পাবকসঙ্কাশমারুরোহ রথোত্তমম্ ।
বৈয়াঘ্রং পুরুষব্যাঘ্রো রাজিতং রাজনন্দনঃ ॥ ২৮
মেঘনাদমসম্বাধং মণিহেমবিভূষিতম্ ।
মুষ্ণন্তমিব চক্ষূংষি প্রভয়া মেরুবর্চ্চসম্ ॥ ২৯
করেণুশিশুকল্পৈশ্চ যুক্তং পরমবাজিভিঃ ।
হরিযুক্তং সহস্রাক্ষো রথমিন্দ্র ইবাশুগম্ ।
প্রযযৌ তূর্ণমাস্থায় রাঘবো জ্বলিতঃ শ্রিয়া ॥ ৩০
স পর্জ্জন্য ইবাকাশে স্বনবানভিনাদয়ন্ ।
নিকেতান্নির্যযৌ শ্রীমান্ মহাভ্রাদিব চন্দ্রমাঃ ॥ ৩১
চিত্রচামরপাণিস্তু লক্ষ্মণো রাঘবানুজঃ ।
জুগোপ ভ্রাতরং ভ্রাতা রথমাস্থায় পৃষ্ঠতঃ ॥ ৩২
ততো হলহলাশব্দস্তুমুলঃ সমজায়ত ।
তস্য নিষ্ক্রমমাণস্য জনৌঘস্য সমন্ততঃ ॥ ৩৩
ততো হয়বরা মুখ্যা নাগাশ্চ গিরিসন্নিভাঃ ।
অনুজগ্মুস্তদা রামং শতশোঽথ সহস্রশঃ ॥ ৩৪
অগ্রতশ্চাস্য সন্নদ্ধাশ্চন্দনাগুরুভূষিতাঃ ।
খড়্গচাপধরাঃ শূরা জগ্মুরাশংসবো জনাঃ ॥ ৩৫
ততো বাদিত্রশব্দাশ্চ স্তুতিশব্দাশ্চ বন্দিনাম্ ।
সিংহনাদাশ্চ শূরাণাং ততঃ শুশ্রুবিরে পথি ॥ ৩৬
হর্ম্ম্যবাতায়নস্থাভির্ভূষিতাভিঃ সমন্ততঃ ।
কীর্য্যমাণঃ সুপুষ্পৌঘৈর্যযৌ স্ত্রীভিররিন্দমঃ ॥ ৩৭
রামং সর্ব্বানবদ্যাঙ্গ্যো রামপিপ্রীষয়া ততঃ ।
বচোভিরগ্র্যৈর্হর্ম্ম্যস্থাঃ ক্ষিতিস্থাশ্চ ববন্দিরে ॥ ৩৮
নূনং নন্দতি তে মাতা কৌসল্যা মাতৃনন্দন ।
পশ্যন্তী সিদ্ধযাত্রং ত্বাং পিত্র্যং রাজ্যমুপস্থিতম্ ॥ ৩৯
সর্ব্বসীমন্তিনীভ্যশ্চ সীতাং সীমন্তিনীবরাম্ ।
অমন্যন্ত হি তা নার্য্যো রামস্য হৃদয়প্রিয়াম্ ॥ ৪০

তোমাকে দীক্ষিত, নিয়ম-সম্পন্ন, শুচি, কুরঙ্গশৃঙ্গধারী ও উৎকৃষ্টচর্ম্ম-পরিধায়ী দর্শন করত ভজনা করিব। সম্প্রতি তোমার পূর্ব্বদিক্ ইন্দ্র, পশ্চিমদিক্ বরুণ, উত্তরদিক্ কুবের এবং দক্ষিণদিক্ যম রক্ষা করুন” এই সকল সুসঙ্গত বাক্য বলিতে বলিতে দ্বারদেশ পর্য্যন্ত তাঁহার অনুগমন করিলেন। পরে কৃতমঙ্গলাচার রাম সীতার অনুমতি লইলেন। ২১—২৫। যেরূপ গিরিগুহাশায়ী সিংহ পর্ব্বত হইতে বহির্গত হয় সেইরূপ অন্তঃপুর হইতে বহির্গত হইয়া তিনি দ্বারদেশে দেখিলেন যে, লক্ষ্মণ বদ্ধাঞ্জলি হইয়া অবস্থিত রহিয়াছেন। পরে সেই নরব্যাঘ্র রাজনন্দন মধ্যম কক্ষে আসিয়া বান্ধববর্গের সহিত মিলিত হইলেন এবং দর্শন ও অভিনন্দন করত সমুদায় দর্শনাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তির সহিত মিলিত হইলেন। পরে তিনি রজত-নির্ম্মিত, ব্যাঘ্রচর্ম্মে আচ্ছাদিত, অগ্নিসদৃশ-দ্যুতিসম্পন্ন হস্তিশিশু-তুল্য উৎকৃষ্ট-অশ্বযোজিত রথে আরোহণ করিলেন। মণি ও হেমবিভূষিত, প্রভাতের সূর্য্য-সদৃশ এবং শব্দে মেঘতুল্য সেই সুপ্রশস্ত রথ, প্রভা-দ্বারা সকলেরই চক্ষু হরণ করিতেছিল। যেরূপ সহস্রলোচন মহেন্দ্র দিব্যঘোটক-যোজিত সত্বরগামী রথে আরোহণ করিয়া গমন করেন, সেইরূপ রঘুনন্দন রাম সেই রথে আরোহণ করিয়া শীঘ্র গমনে প্রবৃত্ত হইলেন। যেরূপ শব্দায়মান মেঘ, আকাশমণ্ডল নিনাদিত করত গমন করে, সেইরূপ শ্রীসম্পন্ন রাম সেই ভবন মুখরিত করত মেঘমণ্ডলী হইতে চন্দ্রের ন্যায় তথা হইতে নির্গত হইলেন। ২৬—৩১। তখন লক্ষ্মণ বিচিত্র চামর ধারণপূর্ব্বক রথে আরোহণ করিয়া তাঁহার অনুগামী হইয়া পৃষ্ঠদেশ রক্ষা করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। রামের নির্গমনকালে তত্রত্য জনমণ্ডলীর তুমুল কোলাহল উত্থিত হইল। চন্দন ও অগুরু-ভূষিত এবং খড়্গ ও চাপধারী রামহিতাকাঙ্ক্ষী শূরেরা বদ্ধসন্নাহ হইয়া তাঁহার অগ্রে অগ্রে গমন করিতে লাগিল এবং শত শত ও সহস্র সহস্র শ্রেষ্ঠ পর্ব্বততুল্য হস্তী এবং উৎকৃষ্ট অশ্ব তাঁহার অনুগমনে প্রবৃত্ত হইল। পথিমধ্যে বাদিত্রশব্দ, বন্দীদিগের স্তুতিশব্দ এবং শূরদিগের সিংহনাদ রামের শ্রবণ-গোচর হইতে লাগিল। অরিন্দম রাম গবাক্ষ-দ্বারস্থিত বিবিধালঙ্কার-ভূষিত স্ত্রীগণকর্ত্তৃক চতুর্দ্দিক্ হইতে পুষ্পসমূহে সমা-কীর্ণ হইয়া যাইতে লাগিলেন। তখন হর্ম্ম্যস্থিত ও ভূতলস্থ মনোহরাঙ্গী মহিলারা রামকে প্রীত করিবার আশয়ে, 'জননীহর্ষবর্দ্ধন! তোমার জননী কৌসল্যা তোমাকে সফলগমন—পৈতৃকরাজ্য প্রাপ্ত দেখিয়া অব-শ্যই আনন্দ লাভ করিবেন' এই উৎকৃষ্ট বাক্য বলিয়া বন্দনা করিল। সেই সকল নারী, রামের অতীব প্রেয়সী সীতাকে সকল রমণী হইতেই শ্রেষ্ঠ বোধ

তয়া সুচরিতং দেব্যা পুরা নূনং মহত্তপঃ।
রোহিণীব শশাঙ্কেন রামসংযোগমাপ যা॥ ৪১
ইতি প্রাসাদশৃঙ্গে তু প্রমদাভির্নরোত্তমঃ।
শুশ্রাব রাজমার্গস্থঃ প্রিয়া বাচ উদাহৃতাঃ॥ ৪২

স রাঘবস্তত্র কথাপ্রলাপান্
শুশ্রাব লোকস্য সমাগতস্য।
আত্মাধিকারা বিবিধাশ্চ বাচঃ
প্রহৃষ্টরূপস্য পুরে জনস্য॥ ৪৩
এষ শ্রিয়ং গচ্ছতি রাঘবোঽদ্য
রাজপ্রসাদাদ্বিপুলং গমিষ্যন্।
এতে বয়ং সর্ব্বসমৃদ্ধকামা
যেষাময়ং নো ভবিতা প্রশাস্তা॥ ৪৪
লাভো জনস্যাস্য যদেষ সর্ব্বং
প্রপৎস্যতে রাষ্ট্রমিদং চিরায়ুঃ।
নহ্যপ্রিয়ং কিঞ্চন জাতু কশ্চিৎ
পশ্যেন্ন দুঃখং মনুজাধিপেঽস্মিন্॥ ৪৫
স ঘোষবদ্ভিশ্চ হয়ৈঃ সুনাগৈঃ
পুরঃসরৈঃ স্বস্তিকসূতমাগধৈঃ।
মহীয়মানঃ প্রবরৈশ্চ বাদকৈ-
রভিষ্টুতো বৈশ্রবণো যথা যযৌ॥ ৪৬
করেণুমাতঙ্গরথাশ্বসঙ্কুলং
মহাজনৌঘৈঃ প্রতিপূর্ণচত্বরম্।
প্রভূতরত্নং বহুপণ্যসঞ্চয়ং
দদর্শ রামো বিমলং মহাপথম্॥ ৪৭
ইত্যযোধ্যাকাণ্ডে ষোড়শঃ সর্গঃ॥ ১৬॥

সপ্তদশঃ সর্গঃ।

স রামো রথমাস্থায় সম্প্রহৃষ্টসুহৃজ্জনঃ।
পতাকাধ্বজসম্পন্নং মহার্হাগুরুধূপিতম্॥ ১
অপশ্যন্নগরং শ্রীমান্নানাজনসমাকুলম্।
স গৃহৈরভ্রসঙ্কাশৈঃ পাণ্ডুরৈরুপশোভিতম্॥ ২
রাজমার্গং যযৌ রামো মধ্যেনাগুরুধূপিতম্।
চন্দনানাঞ্চ মুখ্যানামগুরূণাঞ্চ সঞ্চয়ৈঃ॥ ৩
উত্তমানাঞ্চ গন্ধানাং ক্ষৌমকৌশাম্বরস্য চ।
আবিদ্ধাভিশ্চ মুক্তাভিরুত্তমৈঃ স্ফাটিকৈরপি॥ ৪
শোভমানমসম্বাধং তং রাজপথমুত্তমম্।
সংবৃতং বিবিধৈঃ পুষ্পৈর্ভক্ষ্যৈরুচ্চাবচৈরপি॥ ৫
দদর্শ তং রাজপথং দিবি দেবপতির্যথা।
দধ্যক্ষতহবির্লাজৈর্ধূপৈরগুরুচন্দনৈঃ॥ ৬
নানামাল্যোপগন্ধৈশ্চ সদাভ্যর্চ্চিতচত্বরম্।
আশীর্ব্বাদান্ বহূন শৃণ্বন্ সুহৃদ্ভিঃ সমুদীরিতান্॥ ৭

করিল এবং পরস্পর "সীতা দেবী পূর্ব্বে অবশ্যই সুমহৎ তপস্যা করিয়াছিলেন, তজ্জন্য, যেরূপ রোহিণী চন্দ্রের সহিত মিলিতা হইয়াছে, তদ্রূপ রামের সহিত মিলিতা হইয়াছেন।" এরূপ বলাবলি করিতে লাগিল। নরোত্তম রাম রাজপথে যাইতে যাইতে প্রাসাদস্থিত মহিলাগণকর্ত্তৃক কথিত ঐরূপ প্রীতিজনক বাক্য সকল শুনিলেন। ৩২—৪২। এবং "এই রঘুনন্দন রাম এক্ষণে দশরথের প্রসাদে রাজ্য লাভ করিবার নিমিত্ত গমন করিতেছেন; আমরা সকলে সফলমনোরথ হইলাম, যেহেতু ইনি আমাদিগের শাসনকর্ত্তা হইবেন। ইনি যে চিরকালের জন্য এই সমগ্র রাজ্য-লাভ করিবেন, তাহাতে সকলেরই সম্পূর্ণ লাভ হইবে; কেননা, ইনি রাজা হইলে কাহারও অপ্রীতিজনক কি দুঃখজনক ব্যাপার ঘটিবে না" রাজপথে সমাগত পুলকিতাঙ্গ পৌরবর্গের ইত্যাদি প্রকার আত্মবিষয়ক নানাবিধ কথাবার্ত্তা শুনিতে লাগিলেন। তিনি কুবেরের ন্যায় সূত, মাগধ, বন্দী ও শ্রেষ্ঠ বাদকগণকর্ত্তৃক স্তূয়মান এবং অগ্রগামী শ্রেষ্ঠ শ্রেষ্ঠ হয়গজারোহী সৈনিকনিচয়ে পরিবৃত হইয়া যাইতে যাইতে হস্তী, হস্তিনী, রথ ও অশ্বগণে সমাকুল, জনসমূহে পরিব্যাপ্ত নানারত্ন-সমন্বিত এবং বিবিধ পণ্য দ্রব্যে সমাকুল বিমল রাজপথ দেখিতে লাগিলেন। ৪৩—৪৭।

সপ্তদশ সর্গ।

সেই শ্রীমান্ রাম রথে আরোহণ করিয়া সুহৃদ্বর্গকে আনন্দিত করত পতাকা ও ধ্বজগণে শোভিত, বহুমূল্য অগুরুগন্ধে সুবাসিত এবং বহুজন-সমাকুল নগর দর্শন করিতে করিতে মেঘসদৃশ-পাণ্ডুবর্ণ-সম্পন্ন পার্শ্বস্থিত প্রাসাদসমূহে শোভিত রাজপথের মধ্যভাগ দিয়া যাইতে লাগিলেন। তিনি দেখিলেন যে, সেই রাজ-পথ স্বর্গীয় পথের তুল্য,—তাহা উৎকৃষ্ট চন্দন, উৎকৃষ্ট অগুরু ও অন্যান্য সুগন্ধি দ্রব্যসমুদয়দ্বারা সুবাসিত, বহুবিধ পণ্য দ্রব্যে সমাকুল, নানাবিধ ভক্ষ্য দ্রব্যে পরিব্যাপ্ত এবং নিশ্ছিদ্র মুক্তা, উত্তম স্ফটিক, পট্টবস্ত্র ও কৌশাম্বর-সমূহে শোভিত রহিয়াছে। আর সেই রাজপথ সর্ব্বদা দধি, অক্ষত, হবিঃ, লাজ, ধূপ, অগুরু, চন্দন, অন্যান্য সুগন্ধি দ্রব্য ও মাল্যসমূহে শোভিত থাকিত। রাম, সুহৃদ্গণকর্ত্তৃক কথিত "আপনি অভিষিক্ত হইয়া পিতামহ ও প্রপিতামহের আচরিত পথ অবলম্বন করিয়া আমাদিগকে প্রতিপালন করুন"

যথার্হঞ্চাপি সম্পূজ্য সর্ব্বানেব নরান্ যযৌ।
পিতামহৈরাচরিতং তথৈব প্রপিতামহৈঃ ॥ ৮
অদ্যোপাদায় তং মার্গমভিষিক্তোঽনুপালয়।
যথা স্ম পোষিতাঃ পিত্রা যথা সর্ব্বৈঃ পিতামহৈঃ।
ততঃ সুখতরং সর্ব্বে রামে বৎস্যাম রাজনি ॥ ৯
অলমদ্য হি ভুক্তেন পরমার্থৈরলঞ্চ নঃ।
যথা পশ্যাম নির্যান্তং রামং রাজ্যে প্রতিষ্ঠিতম্ ॥ ১০
ততো হি নঃ প্রিয়তরং নান্যৎ কিঞ্চিদ্ভবিষ্যতি।
যথাভিষেকো রামস্য রাজ্যেনামিততেজসঃ ॥ ১১
এতাশ্চান্যাশ্চ সুহৃদামুদাসীনঃ শুভাঃ কথাঃ।
আত্মসম্পূজনীঃ শৃণ্বন্ যযৌ রামো মহাপথম্ ॥ ১২
ন হি তস্মান্মনঃ কশ্চিচ্চক্ষুষী বা নরোত্তমাৎ।
নরঃ শক্নোত্যপাক্রষ্টুমতিক্রান্তেঽপি রাঘবে ॥ ১৩
যশ্চ রামং ন পশ্যেত্তু যং চ রামো ন পশ্যতি।
নিন্দিতঃ সর্ব্বলোকেষু স্বাত্মাপ্যেনং বিগর্হতে ॥ ১৪
সর্ব্বেষাং স হি ধর্ম্মাত্মা বর্ণানাং কুরুতে দয়াম্।
চতুর্ণাং হি বয়স্থানাং তেন তে তমনুব্রতাঃ ॥ ১৫
চতুষ্পথান্ দেবপথাংশ্চৈত্যাংশ্চায়তনানি চ।
প্রদক্ষিণং পরিহরন্ জগাম নৃপতেঃ সুতঃ ॥ ১৬
স রাজকুলমাসাদ্য মেঘসঙ্ঘোপমৈঃ শুভৈঃ।
প্রাসাদশৃঙ্গৈর্বিবিধৈঃ কৈলাসশিখরোপমৈঃ ॥ ১৭
আবারয়দ্ভির্গগনং বিমানৈরিব পাণ্ডুরৈঃ।
বর্দ্ধমানগৃহৈশ্চাপি রত্নজালপরিষ্কৃতৈঃ ॥ ১৮
তৎ পৃথিব্যাং গৃহবরং মহেন্দ্রসদনোপমম্।
রাজপুত্রঃ পিতুর্বেশ্ম প্রবিবেশ শ্রিয়া জ্বলন্ ॥ ১৯
স কক্ষ্যা ধন্বিভির্গুপ্তাস্তিস্রোঽতিক্রম্য বাজিভিঃ।
পদাতিরপরে কক্ষ্যে দ্বে জগাম নরোত্তমঃ ॥ ২০
স সর্ব্বাঃ সমতিক্রম্য কক্ষ্যা দশরথাত্মজঃ।
সন্নিবর্ত্ত্য জনং সর্ব্বং শুদ্ধান্তঃপুরমভ্যগাৎ ॥ ২১

তস্মিন্ প্রবিষ্টে পিতুরন্তিকং তদা
জনঃ স সর্ব্বো মুদিতো নৃপাত্মজে।
প্রতীক্ষতে তস্য পুনঃ স্ম নির্গমং
যথোদয়ং চন্দ্রমসঃ সরিৎপতিঃ ॥ ২২

ইত্যযোধ্যাকাণ্ডে সপ্তদশঃ সর্গঃ ॥ ১৭ ॥

অষ্টাদশঃ সর্গঃ।

স দদর্শাসনে রামো নিষণ্ণং পিতরং শুভে।
কৈকেয্যা সহিতং দীনং মুখেন পরিশুষ্যতা ॥ ১

ইত্যাদি নানাপ্রকার আশীর্ব্বাদযুক্ত বাক্য শুনিয়া তাঁহাদিগকে যথানিয়মে পূজা করত সেই রাজপথ দিয়া যাইতে লাগিলেন। "আমরা রামের পিতা ও পিতামহ প্রভৃতিকর্তৃক প্রতিপালিত হইয়া যেরূপ সুখে ছিলাম, রাম রাজা হইলে ততোধিক সুখে থাকিব। অদ্য আমরা রামকে বহুমূল্য অলঙ্কারে অলঙ্কৃত হইয়া রাজ্যে অভিষিক্ত হইবার জন্য গমন করিতে দেখিতেছি, সুতরাং আমাদিগের আর ভোজনের আবশ্যক কি? যেহেতু অমিত-তেজা রামের রাজ্যাভিষেক অপেক্ষা আমাদিগের আর প্রিয়তম ব্যাপার কিছুই হইবে না।" ১—১১। বন্ধুগণের আত্মপ্রশংসাসমন্বিত এই সকল এবং অপরাপর মনোহর বাক্য শুনিতে শুনিতে, রাম সেই রাজপথ দিয়া যাইতে লাগিলেন। নরশ্রেষ্ঠ রঘুনন্দন রাম দৃষ্টিপথ অতিক্রম করিলেও কেহই তাঁহা হইতে মন বা দৃষ্টি প্রত্যাবর্ত্তন করিতে পারিল না। রাম চাতুর্ব্বর্ণিক সমস্ত ব্যক্তির প্রতিই অবস্থানুরূপ দয়া করেন, এজন্য সকলেই তাঁহার অনুগত; সুতরাং তৎকালে তিনি যাহাকে দেখেন নাই এবং যে তাঁহাকে দেখে নাই, সে সকল লোকেরই নিন্দাভাজন; অধিক কি, তাহার অন্তরাত্মাও তাহাকে নিন্দা করে। রাজনন্দন রাম চতুষ্পথ, দেবপথ, চৈত্যবৃক্ষ ও দেবালয়সকল প্রদক্ষিণ করিয়া যাইতে লাগিলেন। ১২—১৬। পরে তিনি ক্রমে রাজালয়ের নিকট উপস্থিত হইলেন। সেই রাজভবন শরৎকালীন-নিবিড় মেঘসদৃশ ও কৈলাসশৃঙ্গতুল্য নানাপ্রকার মনোহর প্রাসাদশিখর এবং গগনস্পর্শী বিমানতুল্য পাণ্ডুরবর্ণ ও রত্নসমূহ শোভিত ক্রীড়াগৃহে শোভিত ছিল এবং পৃথিবীতে তাহার উপমার স্থান ছিল না। রাজনন্দন জাজ্বল্যমান তেজস্বী রাম ইন্দ্রালয়সদৃশ পিতৃভবনে প্রবেশ করিলেন। তিনি রথদ্বারা ধানুকিগণ-রক্ষিত কক্ষত্রয় অতিক্রম করিয়া পদব্রজে অপর দুই কক্ষ অতিক্রম করিলেন। নরশ্রেষ্ঠ রাজনন্দন রাম কক্ষসকল অতিক্রম করিয়া অনুগামী ব্যক্তিদিগকে নিবর্ত্তিত করত অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন। যেরূপ চন্দ্র অস্ত গেলে নদীপতি সমুদ্র তাঁহার উদয় আকাঙ্ক্ষা করে, সেইরূপ রাজনন্দন রাম পিতার নিকটে গমন করিলে, বাহিরের সকললোকই আনন্দে তাঁহার নির্গমন আকাঙ্ক্ষা করিতে লাগিল। ১৭—২২।

অষ্টাদশ সর্গ।

রাম, উৎকৃষ্ট আসনে পিতাকে কৈকেয়ী দেবীর সহিত উপবিষ্ট দীনভাবাপন্ন ও শুষ্কবদন দেখিলেন। তিনি

স পিতুশ্চরণৌ পূর্ব্বমভিবাদ্য বিনীতবৎ।
ততো ববন্দে চরণৌ কৈকেয্যাঃ সুসমাহিতঃ ॥ ২
রামেত্যুক্ত্বা তু বচনং বাষ্পপর্য্যাকুলেক্ষণঃ।
শশাক নৃপতির্দীনো নেক্ষিতুং নাভিভাষিতুম্ ॥ ৩
তদপূর্ব্বং নরপতের্দৃষ্ট্বা রূপং ভয়াবহম্।
রামোঽপি ভয়মাপন্নঃ পদা স্পৃষ্ট্বেব পন্নগম্ ॥ ৪
ইন্দ্রিয়ৈরপ্রহৃষ্টৈস্তং শোকসন্তাপকর্শিতম্।
নিঃশ্বসন্তং মহারাজং ব্যথিতাকুলচেতসম্ ॥ ৫
ঊর্ম্মিমালিনমক্ষোভ্যং ক্ষুভ্যন্তমিব সাগরম্।
উপপ্লুতমিবাদিত্যমুক্তানৃতমৃষিং যথা ॥ ৬
অচিন্ত্যকল্পং নৃপতেস্তং শোকমুপধারয়ন্।
বভূব সংরব্ধতরঃ সমুদ্র ইব পর্ব্বণি ॥ ৭
চিন্তয়ামাস চতুরো রামঃ পিতৃহিতে রতঃ।
কিংস্বিদদ্যৈব নৃপতির্ন মাং প্রত্যভিনন্দতি ॥ ৮
অন্যদা মাং পিতা দৃষ্ট্বা কুপিতোঽপি প্রসীদতি।
তস্য মামদ্য সম্প্রেক্ষ্য কিমায়াসঃ প্রবর্ত্ততে ॥ ৯
স দীন ইব শোকার্ত্তো বিষণ্ণবদনদ্যুতিঃ।
কৈকেয়ীমভিবাদ্যৈব রামো বচনমব্রবীৎ ॥ ১০

সম্যক্ সমাহিত হইয়া বিনয়-সহকারে অগ্রে পিতার চরণ বন্দনা করিয়া পরে কৈকেয়ী দেবীর চরণ বন্দনা করিলেন। তখন দীন-ভাবাপন্ন নরপতি দশরথ, রামকে 'কেবল "রাম!" এইটুকু বলিয়া আর কিছুই বলিতে পারিলেন না; এমন কি, লোচন অশ্রুপূর্ণ হওয়ায় তিনি তাঁহাকে দেখিতেও পারিলেন না। রাম, মহারাজ দশরথকে শোকসন্তাপ-সমন্বিত, ব্যথিতচিত্ত, সন্তাপিতহৃদয়, রাহুগ্রস্ত রবির ন্যায়, মিথ্যা-কথনহেতু হতপ্রভ ঋষিতুল্য এবং ঊর্ম্মিমালাসম্পন্ন অক্ষুব্ধ সাগর আলোড়িত হইলে, যেরূপ হয়, সেইরূপ অবস্থাপন্ন হইয়া দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগপূর্ব্বক অবলোকন করিলেন এবং তাঁহার ইন্দ্রিয়গণকেও অত্যন্ত অপ্রসন্ন দেখিলেন। যেরূপ মানুষ পদ-দ্বারা সর্পকে স্পর্শ করিয়া ভীত হয়, তদ্রূপ তিনি নরপতি দশরথের সেই ভয়াবহ অপূর্ব্ব মূর্ত্তি দেখিয়া ভীত হইলেন। ১—৬। রাম, পিতার সেই অচিন্তনীয় শোকের কারণ চিন্তা করিতে করিতে, যেরূপ পর্ব্বকালে সমুদ্র চঞ্চল হয়, সেইরূপ চঞ্চল হইলেন। পরে পিতৃহিত-নিরত রাম ভাবিলেন যে "অদ্য রাজা দশরথ কেন আমাকে অভিনন্দন করিলেন? পিতা অন্য সময়ে ক্রুদ্ধ থাকিলেও, আমাকে দেখিয়া প্রসন্ন হইতেন, অদ্য আমাকে দেখিয়া উঁহার কি দুঃখ উপস্থিত হইল? পরে

কচ্চিন্ময়া নাপরাদ্ধমজ্ঞানাদ্যেন মে পিতা।
কুপিতস্তন্মমাচক্ষ্ব ত্বমেবৈনং প্রসাদয় ॥ ১১
অপ্রসন্নমনাঃ কিন্নু সদা মাং প্রতি বৎসলঃ।
বিবর্ণবদনো দীনো ন হি মাং প্রতি ভাষতে ॥ ১২
শারীরো মানসো বাপি কচ্চিদেনং ন বাধতে।
সন্তাপো বাভিতাপো বা দুর্লভং হি সদা সুখম্ ॥ ১৩
কচ্চিন্ন কিঞ্চিদ্ভরতে কুমারে প্রিয়দর্শনে।
শত্রুঘ্নে বা মহাসত্ত্বে মাতৃণাং বা মমাশুভম্ ॥ ১৪
অতোষয়ন্মহারাজমকুর্ব্বন্ বা পিতুর্বচঃ।
মুহূর্ত্তমপি নেচ্ছেয়ং জীবিতুং কুপিতে নৃপে ॥ ১৫
যতো মূলং নরঃ পশ্যেৎ প্রাদুর্ভাবমিহাত্মনঃ।
কথং তস্মিন্ন বর্ত্তেত প্রত্যক্ষে সতি দৈবতে ॥ ১৬
কচ্চিত্তে পরুষং কিঞ্চিদভিমানাৎ পিতা মম।
উক্তো ভবত্যা কোপেন যেনাস্য লুলিতং মনঃ ॥ ১৭
এতদাচক্ষ্ব মে দেবি তত্ত্বেন পরিপৃচ্ছতঃ।
কিন্নিমিত্তমপূর্ব্বোঽয়ং বিকারো মনুজাধিপে ॥ ১৮

রাম শোকার্ত্ত, দীনভাবাপন্ন ও বিষণ্ণ হইয়া কৈকেয়ীকে অভিবাদন করিয়া বলিলেন। ৭—১০। "আমি অজ্ঞানতাবশতঃ পিতার নিকট ত কোন অপরাধ করি নাই যে উনি আমার প্রতি ক্রুদ্ধ হইয়াছেন, ইহা আপনি আমাকে বলুন এবং যদি আমার প্রতি উঁহার ক্রোধ হইয়া থাকে, তবে আপনিই উঁহাকে প্রসন্ন করুন। পিতা সর্ব্বদাই আমাকে অত্যন্ত প্রিয় বোধ করিয়া থাকেন; কিন্তু এক্ষণে অপ্রসন্ন মানস, বিষণ্ণ-বদন ও দীন হইয়া আমার সহিত সম্ভাষণ করিতেছেন না, এ কি ব্যাপার! সকলেরই সর্ব্বদা সুখ হওয়া অতি দুর্লভ, এ নিমিত্ত ত ইঁহার শারীরিক বা মানসিক সন্তাপ উপস্থিত হয় নাই? আমার মাতৃগণ, প্রিয়দর্শন কুমার ভরত বা মহাসত্ত্ব-সম্পন্ন শত্রুঘ্নের ত কোন অনিষ্ট ঘটে নাই? আমি পিতার বাক্য পালন করিতে কি পিতাকে সন্তুষ্ট করিতে না পারিলে, অথবা অন্য কোন কারণে পিতা আমার প্রতি রুষ্ট হইলে, আমি মুহূর্ত্তকালও বাঁচিতে অভিলাষ করি না! যেহেতু যাঁহা হইতে উৎপত্তি সেই প্রত্যক্ষ দেবতাস্বরূপ পিতার প্রতি কোন্ ব্যক্তি সদ্ব্যবহার না করিয়া থাকে? আপনি ত অভিমানিনী হইয়া ক্রোধবশতঃ পিতাকে কিছু পরুষ বাক্য বলেন নাই? যাহাতে উঁহার মন অবসন্ন হইয়াছে। দেবি! নরপতি দশরথের এই অপূর্ব্ব বিকার কি জন্য হইয়াছে ইহা আপনার নিকট জিজ্ঞাসা করিতেছি; আপনি

এবমুক্তা তু কৈকেয়ী রাঘবেণ মহাত্মনা।
উবাচেদং সুনির্লজ্জা ধৃষ্টমাত্মহিতং বচঃ॥ ১৯
ন রাজা কুপিতো রাম ব্যসনং নাস্য কিঞ্চন।
কিঞ্চিন্মনোগতং ত্বস্য ত্বদ্ভয়ান্নানুভাষতে॥ ২০
প্রিয়ং ত্বামপ্রিয়ং বক্তুং বাণী নাস্য প্রবর্ত্ততে।
তদবশ্যং ত্বয়া কার্য্যং যদনেন শ্রুতং মম॥ ২১
এষ মহ্যং বরং দত্ত্বা পুরা মামভিপূজ্য চ।
স পশ্চাত্তপ্যতে রাজা যথান্যঃ প্রাকৃতস্তথা॥ ২২
অতিসৃজ্য দদামীতি বরং মম বিশাম্পতিঃ।
স নিরর্থং গতজলে সেতুং বন্ধিতুমিচ্ছতি॥ ২৩
ধর্ম্মমূলমিদং রাম বিদিতঞ্চ সতামপি।
তৎ সত্যং ন ত্যজেদ্রাজা কুপিতস্ত্বৎকৃতে যথা॥ ২৪
যদি তদ্বক্ষ্যতে রাজা শুভং বা যদি বাশুভম্।
করিষ্যসি ততঃ সর্ব্বমাখ্যাস্যামি পুনস্ত্বহম্॥ ২৫
যদি ত্বভিহিতং রাজ্ঞা ত্বয়ি তন্ন বিপৎস্যতে।
ততোঽহমভিধাস্যামি ন হ্যেষ ত্বয়ি বক্ষ্যতি॥ ২৬

যথার্থরূপে কীর্ত্তন করুন।" ১১—১৮। মহাত্মা রঘু-নন্দন রাম সেইরূপ কহিলে লজ্জা-হীনা কৈকেয়ী তাঁহাকে প্রাগল্ভ্য-সহকারে এই আত্মহিত-জনক বাক্য কহিলেন, "রাম! রাজা দশরথের কোন অহিত-হয় নাই এবং উনি ক্রুদ্ধও হন নাই; তবে উঁহার একটী মনোগত অভিপ্রায় আছে, তাহা তোমার ভয়ে প্রকাশ করিতে পারিতেছেন না—তুমি উঁহার অত্যন্ত প্রিয় এজন্য উনি তোমাকে অপ্রিয় বাক্য বলিতে পারিতেছেন না, কিন্তু উনি আমার নিকট যাহা প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন, তাহা তোমার অবশ্যকর্ত্তব্য। রাম! এই রাজা দশরথ পূর্ব্বে আমাকে সৎকার করিয়া বর দিতে অঙ্গীকার করিয়াছিলেন, এক্ষণে প্রদানকালে সামান্য ব্যক্তির ন্যায় অনুতাপ করিতে-ছেন। যেরূপ জল বহির্গত হইয়া গেলে, বাঁধ বাঁধা নিষ্ফল, এক্ষণে রাজা দশরথ যে তাহার অন্যথা করিতে চেষ্টা করিতেছেন, ইহাও নিষ্ফল। রাম! সত্যই ধর্ম্মের মূল, কারণ ইহা সাধুমাত্রেই জানেন; এজন্য আমি তোমাকে বলিতেছি যে তুমি এরূপ কর, যাহাতে রাজা দশরথ তোমার নিমিত্ত আমার উপর রাগ করিয়া সেই সত্য পরিত্যাগ না করেন। রাজা দশরথ তোমাকে যাহা বলিবেন, ভালই হউক, আর মন্দই হউক, যদি তুমি তাহা কর, তবে পর আমি তোমাকে সবিশেষ বলিব।—যদি রাজা দশরথের কথিত বিষয়ের অন্যথা না কর, তবে আমিই তোমাকে উঁহার বক্তব্য বলিব, উনি কখনই তোমাকে বলিতে পারি-

এতত্তু বচনং শ্রুত্বা কৈকেয্যা সমুদাহৃতম্।
উবাচ ব্যথিতো রামস্তাং দেবীং নৃপসন্নিধৌ॥
অহো ধিঙ্নার্হসে দেবি বক্তুং মামীদৃশং বচঃ।
অহং হি বচনাদ্রাজ্ঞঃ পতেয়মপি পাবকে॥ ২৮
ভক্ষয়েয়ং বিষং তীক্ষ্ণং মজ্জেয়মপি চার্ণবে।
নিযুক্তো গুরুণা পিত্রা নৃপেণ চ বিশেষতঃ॥ ২৯
তদ্ব্রূহি বচনং দেবি রাজ্ঞো যদভিকাঙ্ক্ষিতম্।
করিষ্যে প্রতিজানে চ রামো দ্বির্নাভিভাষতে॥ ৩০
তমার্জ্জবসমাযুক্তমনার্য্যা সত্যবাদিনম্।
উবাচ রামং কৈকেয়ী বচনং ভৃশদারুণম্॥ ৩১
পুরা দেবাসুরে যুদ্ধে পিত্রা তে মম রাঘব।
রক্ষিতেন বরৌ দত্তৌ সশল্যেন মহারণে॥ ৩২
তত্র মে যাচিতো রাজা ভরতস্যাভিষেচনম্।
গমনং দণ্ডকারণ্যে তব চৈবাদ্য রাঘব॥ ৩৩
যদি সত্যপ্রতিজ্ঞং ত্বং পিতরং কর্ত্তুমিচ্ছসি।
আত্মানঞ্চ নরশ্রেষ্ঠ মম বাক্যমিদং শৃণু॥ ৩৪
সন্নিদেশে পিতুস্তিষ্ঠ যথানেন প্রতিশ্রুতম্।
ত্বয়ারণ্যং প্রবেষ্টব্যং নব বর্ষাণি পঞ্চ চ॥ ৩৫

বেন না।" ১৯—২৬। কৈকেয়ী দেবীর সেই কথা শুনিয়া, রাম ব্যথিত হইয়া নরপতি দশরথকে এই কথা বলিলেন "হা ধিক্ দেবি! আপনার আমাকে এই কথা বলা উচিত হয়না, কেননা, রাজা দশরথ আমার পিতা ও গুরু, বিশেষতঃ উনি রাজা সুতরাং উঁহার আদেশে আমি অগ্নিতে পড়িতে পারি, হলাহল বিষ খাইতে পারি এবং সমুদ্রেও ডুবিতে পারি; অতএব দেবি! আপনি আমাকে রাজার অভিপ্রেত বাক্য বলুন; আমি প্রতিজ্ঞা করিতেছি যে, অবশ্যই তাহা পালন করিব; আমি একবার যাহা বলি কোনমতেই তাহার অন্যথা করি না।" ২৭—৩০। পরে অনার্য্যা কৈকেয়ী দেবী সেই সরল সত্যবাদী রামকে এই অতি দারুণ বাক্য বলিলেন,—রাঘব! পূর্ব্বে দেবাসুর-সংগ্রামে মহাযুদ্ধে তোমার পিতা অসুরগণকর্তৃক শল্য-দ্বারা বিদ্ধ হন, তখন আমি উঁহাকে রক্ষা করিয়াছি-লাম; এজন্য উনি আমাকে দুইটী বর দিতে অঙ্গী-কার করিয়াছিলেন। রঘুনন্দন! এক্ষণে আমি মহী-পতি দশরথের নিকট সেই দুই বরের মধ্যে এক বরে 'ভরতের রাজ্যাভিষেক' ও অপর বরে তোমার 'দণ্ড-কারণ্য গমন' প্রার্থনা করিয়াছি নরশ্রেষ্ঠ! যদি তুমি পিতাকে ও আপনাকে সত্যপ্রতিজ্ঞ করিতে অভিলাষ কর, তবে আমার এই বাক্য শ্রবণ কর। ৩১—৩৪। রাঘব! তোমাকে চতুর্দ্দশ বৎসর বনে

ভরতশ্চাভিষিচ্যেত যদেতদভিষেচনম্।
ত্বদর্থে বিহিতং রাজ্ঞা তেন সর্ব্বেণ রাঘব ॥ ৩৬
সপ্ত সপ্ত চ বর্ষাণি দণ্ডকারণ্যমাশ্রিতঃ।
অভিষেকমিদং ত্যক্ত্বা জটাচীরধরো ভব ॥ ৩৭
ভরতঃ কোসলপুরে প্রশাস্তু বসুধামিমাম্।
নানারত্নসমাকীর্ণাং সবাজিরথকুঞ্জরাম্ ॥ ৩৮
এতেন ত্বাং নরেন্দ্রোঽয়ং কারুণ্যেন সমাপ্লুতঃ।
শোকৈঃ সংক্লিষ্টবদনো ন শক্নোতি নিরীক্ষিতুম্ ॥ ৩৯
এতৎ কুরু নরেন্দ্রস্য বচনং রঘুনন্দন।
সত্যেন মহতা রাম তারয়স্ব নরেশ্বরম্ ॥ ৪০
ইতীব তস্যাং পরুষং বদন্ত্যাং
ন চৈব রামঃ প্রবিবেশ শোকম্।
প্রবিব্যথে চাপি মহাপ্রভাবো
রাজা চ পুত্রব্যসনাভিতপ্তঃ ॥ ৪১
ইত্যযোধ্যাকাণ্ডে অষ্টাদশঃ সর্গঃ ॥ ১৮ ॥

বাস করিতে হইবে এবং তোমার অভিষেকের জন্য যে সকল দ্রব্য আহরণ করা হইয়াছে সেই সকল দ্রব্য দ্বারা ভরতকে অভিষেক করিতে হইবে, ইহা তোমার পিতা আমার নিকট প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন, তুমি পিতার সেই প্রতিজ্ঞা পূরণ কর,—তুমি এই অভিষেক পরিত্যাগ করিয়া জটাধারী ও চীরপরিধায়ী হইয়া দণ্ডকারণ্যে চৌদ্দবৎসর বাস কর এবং ভরত কোশলপুরে অভিষিক্ত হইয়া অশ্ব, হস্তী ও রথসমূহে সমাকুল এই নানারত্ন-সমাকীর্ণ ভূমণ্ডল শাসন করুক। নরেন্দ্র দশরথ এই কারণেই শোক-মলিনবদন ও করুণান্বিত হইয়া তোমাকে দেখিতে পারিতেছেন না। রঘুনন্দন রাম! তুমি নরপতি দশরথের ঐ বাক্য পালন কর,—গুরুতর-সত্যপালনদ্বারা নরপতি দশরথকে পরিত্রাণ কর। কৈকেয়ী দেবী সেইরূপ পরুষ বাক্য বলিলে রামের বিছুমাত্র শোক বা ব্যথা হইল না; কিন্তু মহাপ্রভাব-সম্পন্ন রাজা দশরথ ভাবি-পুত্রবিয়োগ-জনিত দুঃখে কাতর হইলেন। ৩৫—৪১।

একোনবিংশঃ সর্গঃ।

তদপ্রিয়মমিত্রঘ্নো বচনং মরণোপমম্।
শ্রুত্বা ন বিব্যথে রামঃ কৈকেয়ীঞ্চেদমব্রবীৎ ॥ ১
এবমস্তু গমিষ্যামি বনং বস্তুমহং ত্বিতঃ।
জটাচীরধরো রাজ্ঞঃ প্রতিজ্ঞামনুপালয়ন্ ॥ ২
ইদন্তু জ্ঞাতুমিচ্ছামি কিমর্থং মাং মহীপতিঃ।
নাভিনন্দতি দুর্দ্ধর্ষো যথাপূর্ব্বমরিন্দমঃ ॥ ৩
মন্যুর্ন চ ত্বয়া কার্য্যো দেবি ব্রূমি তবাগ্রতঃ।
যাস্যামি ভব সুপ্রীতা বনং চীরজটাধরঃ ॥ ৪
হিতেন গুরুণা পিত্রা কৃতজ্ঞেন নৃপেণ চ।
নিযুজ্যমানো বিশ্রব্ধঃ কিং ন কুর্য্যামহং প্রিয়ম্ ॥ ৫
অলীকং মানসং ত্বেকং হৃদয়ং দহতীব মে।
স্বয়ং যন্নাহ মাং রাজা ভরতস্যাভিষেচনম্ ॥ ৬
অহং হি সীতাং রাজ্যঞ্চ প্রাণানিষ্টান্ ধনানি চ।
হৃষ্টো ভ্রাত্রে স্বয়ং দদ্যাং ভরতায় প্রচোদিতঃ ॥ ৭
কিং পুনর্ম্মনুজেন্দ্রেণ স্বয়ং পিত্রা প্রচোদিতঃ।

ঊনবিংশ সর্গ।

অরিন্দম রাম, কৈকেয়ী দেবীর সেই অপ্রিয়, এমন কি, মৃত্যুতুল্য-যাতনাদায়ক কথা শুনিয়া কিছুমাত্রও ব্যথিত না হইয়া তাঁহাকে বলিলেন—তাহাই হউক। আমি রাজা দশরথের প্রতিজ্ঞা পালন করিবার জন্য জটাধারী ও চীরপরিধায়ী হইয়া বনবাসী হইবার জন্য এখান হইতে গমন করিব। কিন্তু অরিদমন দুরাধর্ষণীয় মহীপতি দশরথ যে, আমাকে কি জন্য পূর্ব্বের ন্যায় অভিনন্দন করিতেছেন না, ইহা জানিতে আমার অত্যন্ত ইচ্ছা হইতেছে। দেবি! আপনি আমার এই জিজ্ঞাসায় অন্য আশঙ্কা করিয়া আমার প্রতি রাগ করিবেন না; আমি আপনার নিকটে বলিতেছি যে, নিশ্চয় আমি জটাধারী ও চীর পরিধান করিয়া বনে যাইব; সুতরাং আপনি বিশ্বস্ত হউন। রাজা দশরথ আমার পিতা গুরু ও হিতকর; সুতরাং তিনি অনুকৃত উপকারের প্রত্যুপকার করণার্থ আমাকে আদেশ করিলে, এমন কোন কার্য্যই নাই, যাহা আমি নির্ভীক চিত্তে প্রীতিসহকারে করিতে না পারি; অতএব রাজা দশরথ যে, স্বয়ং আমাকে ভরতের অভিষেকের কথা বলিতেছেন না, এই অলীক মনোদুঃখ আমার অন্তর দগ্ধ করিতেছে। ১—৬। ভরত আমার কনিষ্ঠ ভ্রাতা, সুতরাং আমি স্বয়ংই সানন্দে তাহাকে রাজ্য ও ধন-সমস্ত প্রদান করিতে পারি; এমন কি, সীতা ও অতি-প্রিয় প্রাণপর্য্যন্তও প্রদান করিতে পারি; অতএব

তব চ প্রিয়কামার্থং প্রতিজ্ঞামনুপালয়ন্ ॥ ৮
তদাশ্বাসয় হ্রীমস্তং কিং ত্বিদং যন্মহীপতিঃ।
বসুধাসক্তনয়নো মন্দমশ্রূণি মুঞ্চতি ॥ ৯
গচ্ছন্তু চৈবানয়িতুং দূতাঃ শীঘ্রজবৈর্হয়ৈঃ।
ভরতং মাতুলকুলাদদ্যৈব নৃপশাসনাৎ ॥ ১০
দণ্ডকারণ্যমেষোঽহং গচ্ছাম্যেব হি সত্বরঃ।
অবিচার্য্য পিতুর্ব্বাক্যং সমা বস্তুং চতুর্দ্দশ ॥ ১১
সা হৃষ্টা তস্য তদ্বাক্যং শ্রুত্বা রামস্য কৈকয়ী।
প্রস্থানং শ্রদ্দধানা সা ত্বরয়ামাস রাঘবম্ ॥ ১২
এবং ভবতু যাস্যন্তি দূতাঃ শীঘ্রজবৈর্হয়ৈঃ।
ভরতং মাতুলকুলাদিহাবর্ত্তয়িতুং নরাঃ ॥ ১৩
তব ত্বহং ক্ষমং মন্যে নোৎসুকস্য বিলম্বনম্।
রাম তস্মাদিতঃ শীঘ্রং বনং ত্বং গন্তুমর্হসি ॥ ১৪
ব্রীড়ান্বিতঃ স্বয়ং যচ্চ নৃপস্ত্বাং নাভিভাষতে।
নৈতৎ কিঞ্চিন্নরশ্রেষ্ঠ মন্যুরেষোঽপনীয়তাম্ ॥ ১৫
যাবত্ত্বং ন বনং যাতঃ পুরাদস্মাদতি ত্বরন্।
পিতা তাবন্ন তে রাম স্নাস্যতে ভোক্ষ্যতেঽপি বা ॥ ১৬
ধিক্কষ্টমিতি নিঃশস্য রাজা শোকপরিপ্লুতঃ।
মূর্চ্ছিতো ন্যপতত্তস্মিন্ পর্য্যঙ্কে হেমভূষিতে ॥ ১৭
রামোঽপ্যুত্থাপ্য রাজানং কৈকেয্যাভিপ্রচোদিতঃ।
কশয়েব হতো বাজী বনং গন্তুং কৃতত্বরঃ ॥ ১৮
তদপ্রিয়মনার্য্যায়া বচনং দারুণোদয়ম্।
শ্রুত্বা গতব্যথো রামঃ কৈকেয়ীং বাক্যমব্রবীৎ ॥ ১৯
নাহমর্থপরো দেবি লোকমাবস্তুমুৎসহে।
বিদ্ধি মামৃষিভিস্তুল্যং বিমলং ধর্ম্মমাস্থিতম্ ॥ ২০
যত্তত্রভবতঃ কিঞ্চিচ্ছক্যং কর্ত্তুং প্রিয়ং ময়া।
প্রাণানপি পরিত্যজ্য সর্ব্বথা কৃতমেব তৎ ॥ ২১
ন হ্যতো ধর্ম্মচরণং কিঞ্চিদস্তি মহত্তরম্।
যথা পিতরি শুশ্রূষা তস্য বা বচনক্রিয়া ॥ ২২
অনুক্তোঽপ্যত্রভবতা ভবত্যা বচনাদহম্।
বনে বৎস্যামি বিজনে বর্ষাণীহ চতুর্দ্দশ ॥ ২৩
ন নূনং ময়ি কৈকেয়ি কিঞ্চিদাশংসসে গুণম্।
যদ্রাজানমবোচস্ত্বং মমেশ্বরতরা সতী ॥ ২৪
যাবন্মাতরমাপৃচ্ছে সীতাং চানুনয়াম্যহম্।

আমি আত্মপ্রতিজ্ঞা ও পিতৃনিয়োগ রক্ষার্থ এবং আপনার প্রিয় কার্য্য সম্পাদন করিবার জন্য ভরতকে যে রাজ্য দিতে পারি, ইহাতে আর সন্দেহ কি? অতএব আপনি রাজা দশরথকে আশ্বাসিত করুন; উনি কেন মিথ্যা লজ্জিত হইয়া ভূতলের দিকে দৃষ্টি-পাত করত মন্দ মন্দ অশ্রু মোচন করিতেছেন? অপিচ, এক্ষণেই রাজশাসনানুসারে দূতগণ শীঘ্রগামী অশ্বে আরোহণ করিয়া ভরতকে মাতুলালয় হইতে এখানে আনিবার জন্য গমন করুক এবং আমিও পিতৃবাক্যের অপেক্ষা না করিয়া চতুর্দ্দশ বৎসর বনে বাস করিবার জন্য সত্বর এখান হইতে দণ্ডকারণ্যে গমন করিতেছি।" ৭—১১। রঘুনন্দন রামের সেই কথা শুনিয়া কৈকেয়ী দেবী তাঁহার বনগমন-বিষয়ে বিশ্বাস লাভ করত তাঁহাকে সত্বর করিবার অভিপ্রায়ে বলিলেন, রাম! তাহাই হউক।—দূতেরা শীঘ্রগামী অশ্বে আরোহণ করিয়া ভরতকে মতুলালয় হইতে এখানে আনিবার জন্য গমন করিবে; কিন্তু সম্প্রতি তোমার বনে যাইতে ঔৎসুক্য হইয়াছে, সুতরাং আমার মতে তোমার আর বিলম্ব করা উচিত নহে; অতএব তুমি শীঘ্র এখান হইতে বনে গমন কর। নরবর! রাজা দশরথ লজ্জিত হওয়াতেই তোমাকে স্বয়ং কিছুই বলিতে পারিতেছেন না; বস্তুতঃ ইহা কিছুই নহে, তুমি সেজন্য খেদ করিও না। রাম! তুমি ত্বরান্বিত হইয়া যে পর্য্যন্ত এখান হইতে বনে গমন না করিবে ততক্ষণ পর্য্যন্ত তোমার পিতা স্নান বা ভোজন করিবেন না।" কৈকেয়ীর কথা শুনিয়া রাজা দশরথ অত্যন্ত শোকার্ত্ত হইয়া "হায় কি কষ্ট" বলিয়া দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগপূর্ব্বক মূর্চ্ছিত হইয়া সেই স্বর্ণভূষিত পর্য্যঙ্কে পতিত হইলেন। অনার্য্যা কৈকেয়ী দেবীর এই অপ্রিয় বাক্য শ্রবণ করিয়া, রামের কিছুমাত্রই ব্যথা হইল না; পরন্তু যেরূপ কশাঘাতে আহত অশ্ব গমনে সত্বর হয়, সেইরূপ কৈকেয়ীর সেই দারুণ অপ্রিয়বাক্যে নিয়োজিত হইয়া, তিনি বনগমনে সত্বর হইলেন এবং রাজা দশরথকে উত্থাপিত করিয়া কৈকেয়ী দেবীকে বলিলেন, "দেবি! আমি স্বার্থপর হইয়া ইহলোকে বাস করিতে ইচ্ছা করি না; পরন্তু আমি ঋষিদিগের ন্যায় কেবল ধর্ম্মনিরত, ইহা আপনি অবগত হউন। পিতৃশুশ্রূষা ও পিতৃবাক্য পালন করা হইতে মহত্তম ধর্ম্মাচরণ আর কিছুই নাই; অতএব আমি প্রাণপর্য্যন্ত পরিত্যাগ করিয়াও পরমপূজনীয় পিতার যে কোন প্রিয়কার্য্য সম্পাদন করিতে পারি, তাহা অবশ্যই করিয়া থাকি। পূজনীয় পিতা আমাকে নিজে না বলিলেও আমি আপনারই বাক্যানুসারে চতুর্দ্দশ বৎসরকাল নির্জ্জন বনে বাস করিব।১২—২৩ কৈকেয়ি! আমার নিশ্চয় বোধ হইতেছে যে, আপনি আমাকে নিতান্ত নির্গুণ বোধ করেন; কারণ আমার উপরে আপনার সম্পূর্ণ আধিপত্য থাকিলেও আপনি স্বয়ং আমাকে তাহা আদেশ না করিয়া আমার প্রতি

ততোঽদ্যৈব গমিষ্যামি দণ্ডকানাং মহদ্বনম্॥ ২৫
ভরতঃ পালয়েদ্রাজ্যং শুশ্রূষেচ্চ পিতুর্যথা।
তথা ভবত্যা কর্ত্তব্যং স হি ধর্ম্মঃ সনাতনঃ॥ ২৬
রামস্য তু বচঃ শ্রুত্বা ভৃশং দুঃখগতঃ পিতা।
শোকাদশক্নুবন্ বক্তুং প্ররুরোদ মহাস্বনম্॥ ২৭
বন্দিত্বা চরণৌ রাজ্ঞো বিসংজ্ঞস্য পিতুস্তদা।
কৈকেয্যাশ্চাপ্যনার্য্যায়া নিষ্পপাত মহাদ্যুতিঃ॥ ২৮
স রামঃ পিতরং কৃত্বা কৈকেয়ীঞ্চ প্রদক্ষিণম্।
নিষ্ক্রম্যান্তঃপুরাত্তস্মাৎ স্বং দদর্শ সুহৃজ্জনম্॥ ২৮
তং বাষ্পপরিপূর্ণাক্ষঃ পৃষ্ঠতোঽনুজগাম হ।
লক্ষ্মণঃ পরমক্রুদ্ধঃ সুমিত্রানন্দবর্দ্ধনঃ॥ ৩০
আভিষেচনিকং ভাণ্ডং কৃত্বা রামঃ প্রদক্ষিণম্।
শনৈর্জগাম সাপেক্ষো দৃষ্টিং তত্রাবিচালয়ন্॥ ৩১
ন চাস্য মহতীং লক্ষ্মীং রাজ্যনাশোঽপকর্ষতি।
লোককান্তস্য কান্তত্বাচ্ছীতরশ্মেরিব ক্ষয়ঃ॥ ৩২
ন বনং গন্তুকামস্য ত্যজতশ্চ বসুন্ধরাম্।
সর্ব্বলোকাতিগস্যেব লক্ষ্যতে চিত্তবিক্রিয়া॥ ৩৩
প্রতিষিধ্য শুভং ছত্রং ব্যজনে চ স্বলঙ্কৃতে।
বিসর্জ্জয়িত্বা স্বজনং রথং পৌরাংস্তথা জনান্॥ ৩৪
ধারয়ন্ মনসা দুঃখমিন্দ্রিয়াণি নিগৃহ্য চ।
প্রবিবেশাত্মবান্ বেশ্ম মাতুরপ্রিয়শংসিবান্॥ ৩৫
সর্ব্বোঽপ্যভিজনঃ শ্রীমান্ শ্রীমতঃ সত্যবাদিনঃ।
নালক্ষয়ত রামস্য কিঞ্চিদাকারমাননে॥ ৩৬
উচিতঞ্চ মহাবাহুর্ন জহৌ হর্ষমাত্মবান্।
শারদঃ সমুদীর্ণাংশুশ্চন্দ্রস্তেজ ইবাত্মজম্॥ ৩৭
বাচা মধুরয়া রামঃ সর্ব্বং সম্মানয়ন্ জনম্।
মাতুঃ সমীপং ধর্ম্মাত্মা প্রবিবেশ মহাযশাঃ॥ ৩৮
তং গুণৈঃ সমতাং প্রাপ্তো ভ্রাতা বিপুলবিক্রমঃ।
সৌমিত্রিরনুবব্রাজ ধারয়ন্ দুঃখমাত্মজম্॥ ৩৯

প্রবিশ্য বেশ্মাতিভৃশং মুদা যুতং
সমীক্ষ্য তাং চার্থবিপত্তিমাগতাম্।
ন চৈব রামোঽত্র জগাম বিক্রিয়াং
সুহৃজ্জনস্যাত্মবিপত্তিশঙ্কয়া॥ ৪০

ইত্যযোধ্যাকাণ্ডে একোনবিংশঃ সর্গঃ॥ ১৯॥

পিতাকে আদেশ করিতে বলিয়াছেন। অদ্যই আমি মাতার অনুমতি লইয়া এবং সীতাকে অনুনয় করিয়া দণ্ডকনামক মহারণ্যে গমন করিব। এইক্ষণে ভরত যাহাতে রাজ্যপালন করেন এবং পিতাকে শুশ্রূষা করেন, ইহাই আপনার কর্ত্তব্য; কেননা, উহাই সনাতন ধর্ম্ম।" ২৪—২৬। রামের সেই কথা শুনিয়া রাজা দশরথ অতীব দুঃখান্বিত হইয়া, শোকাবেগে কিছু বলিতে না পারিয়া একেবারে চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিলেন। তৎকালে মহাদ্যুতিসম্পন্ন রাম, সংজ্ঞা-বিহীন পিতা রাজা দশরথের এবং অনার্য্যা কৈকেয়ী দেবীর চরণবন্দনা করিয়া তথা হইতে নির্গত হইলেন। তিনি পিতাকে ও মাতাকে প্রদক্ষিণ করিয়া সেই অন্তঃপুর হইতে বহির্গত হইয়া বান্ধবদিগকে দর্শন করিলেন; তখন সুমিত্রানন্দন লক্ষ্মণ অতীবক্রোধান্বিত ও অশ্রুপূর্ণলোচনে তাঁহার অনুগমন করিলেন। বনবাস-গমনোদ্যত রাম অভিষেকের দ্রব্যসম্দায়কে প্রদক্ষিণপূর্ব্বক সেই সকল দ্রব্যের প্রতি দৃষ্টিপাত না করিয়া ধীরে ধীরে যাইতে লাগিলেন। যেরূপ চন্দ্রের ক্ষয়ে, তাহার কমনীয়তাপ্রযুক্ত শোভা বিনষ্ট করিতে পারে না, সেইরূপ লোক-কমনীয় রামের কমনীয়তাপ্রযুক্ত রাজ্যনাশ তাঁহার মহতী শোভা বিনাশ করিতে পারিল না। রাজ্য পরি-ত্যাগ করিয়া বনগমনোদ্যত রামের, প্রিয় ও অপ্রিয়বস্তু-বিহীন যোগীর ন্যায়, কিছুমাত্রই চিত্ত-বিকার দেখা গেল না। বিশুদ্ধাত্মা রাম ইন্দ্রিয়-নিগ্রহ-পূর্ব্বক অন্তরে দুঃখ ধারণ করত অনুচরদিগকে শুভ্র ছত্র ও সম্যক্ অলঙ্কৃত চামরদ্বয় ধারণ করিতে নিষেধ করিয়া এবং বান্ধব ও পৌরবর্গকে বিদায় দিয়া মাতাকে সেই অপ্রিয় বাক্য বলিবার জন্য পদব্রজে তাঁহার অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন। ২৭—৩৫। যেরূপ শরৎকালীন সমুদিত চন্দ্র নিজের স্বাভাবিক শোভা পরি-ত্যাগ করেন না, সেইরূপ মহাবাহু সত্যবাদী বিশুদ্ধাত্মা রাম স্বাভাবিক হর্ষ পরিত্যাগ করেন নাই; অত-এব তখন তথাকার কোন ব্যক্তিই তাঁহার অণুমাত্র মুখের বিকার দেখিতে পাইল না। ধর্ম্মাত্মা মহাযশস্বী রাম তথাকার সমুদায় ব্যক্তিকে মধুরবাক্যে সম্মানিত করিয়া মাতার গৃহে প্রবেশ করিলেন মহাপরাক্রমশালী সুমিত্রা-নন্দন লক্ষ্মণ, গুণে রামের তুল্য ছিলেন, সুতরাং তিনিও তখন নিজের দুঃখ গোপন করিয়া তাঁহার অনুগামী হইলেন। সেই আগতপ্রায় আত্ম-বিপদ্ দর্শন করিয়া রামের কিছুমাত্রই চিত্তবিকার হয় নাই; কিন্তু সেই অতীব আনন্দপূর্ণ গৃহে প্রবেশিয়া বান্ধব-গণের প্রাণনাশের আশঙ্কায় তাঁহার চিত্ত-বিকার উপ-স্থিত হইল। ৩৬—৪০।

বিংশঃ সর্গঃ।

তস্মিংস্তু পুরুষব্যাঘ্রে নিষ্ক্রামতি কৃতাঞ্জলৌ।
আর্ত্তশব্দো মহান্ জজ্ঞে স্ত্রীণামন্তঃপুরে তদা॥ ১
কৃত্যেষ্বচোদিতঃ পিত্রা সর্ব্বস্যান্তঃপুরস্য চ।
গতির্যঃ শরণঞ্চাসীৎ স রামোঽদ্য প্রবৎস্যতি॥ ২
কৌসল্যায়াং যথা যুক্তো জনন্যাং বর্ত্ততে সদা।
তথৈব বর্ত্ততেঽস্মাসু জন্মপ্রভৃতি রাঘবঃ॥ ৩
ন ক্রুধ্যত্যভিশপ্তোঽপি ক্রোধনীয়ানি বর্জ্জয়ন্।
ক্রুদ্ধান্ প্রসাদয়ন্ সর্ব্বান্ স ইতোঽদ্য প্রবৎস্যতি॥ ৪
অবুদ্ধির্বত নো রাজা জীবলোকং চরত্যয়ম্।
যো গতিং সর্ব্বভূতানাং পরিত্যজতি রাঘবম্॥ ৫
ইতি সর্ব্বা মহিষ্যস্তা বিবৎসা ইব ধেনবঃ।
পতিমাচুক্রুশুশ্চাপি সস্বনং চাপি চুক্রুশুঃ॥ ৬
স হি চান্তঃপুরে ঘোরমার্ত্তশব্দং মহীপতিঃ।
পুত্রশোকাভিসন্তপ্তঃ শ্রুত্বা ব্যালীয়তাসনে॥ ৭
রামস্তু ভৃশমায়স্তো নিশ্বসন্নিব কুঞ্জরঃ
জগাম সহিতো ভ্রাত্রা মাতুরন্তঃপুরং বশী॥ ৮
সোঽপশ্যৎ পুরুষং তত্র বৃদ্ধং পরমপূজিতম্।
উপবিষ্টং গৃহদ্বারি তিষ্ঠতশ্চাপ্যনেকশঃ॥ ৯
দৃষ্ট্বৈব তু তদা রামং তে সর্ব্বে সমুপস্থিতাঃ।
জয়েন জয়তাং শ্রেষ্ঠং বর্দ্ধয়ন্তি স্ম রাঘবম্॥ ১০
প্রবিশ্য প্রথমাং কক্ষ্যাং দ্বিতীয়ায়াং দদর্শ সঃ।
ব্রাহ্মণান্ বেদসম্পন্নান্ বৃদ্ধান্ রাজ্ঞাভিসৎকৃতান্॥ ১১
প্রণম্য রামস্তান্ বৃদ্ধাংস্তৃতীয়ায়াং দদর্শ সঃ।
স্ত্রিয়ো বালাশ্চ বৃদ্ধাশ্চ দ্বাররক্ষণতৎপরাঃ॥ ১২
বর্দ্ধয়িত্বা প্রহৃষ্টাস্তাঃ প্রবিশ্য চ গৃহং স্ত্রিয়ঃ।
ন্যবেদয়ন্ত ত্বরিতা রামমাতুঃ প্রিয়ং তদা॥ ১৩
কৌসল্যাপি তদা দেবী রাত্রিং স্থিত্বা সমাহিতা।
প্রভাতে ত্বকরোৎ পূজাং বিষ্ণোঃ পুত্রহিতৈষিণী॥ ১৪
সা ক্ষৌমবসনা হৃষ্টা নিত্যং ব্রতপরায়ণা।
অগ্নিং জুহোতি স্ম তদা মন্ত্রবৎ কৃতমঙ্গলা॥ ১৫
প্রবিশ্য তু তদা রামো মাতুরন্তঃপুরং শুভম্।
দদর্শ মাতরং তত্র হাবয়ন্তীং হুতাশনম্॥ ১৬
দেবকার্য্যনিমিত্তঞ্চ তত্রাপশ্যৎ সমুদ্যতম্।

বিংশ সর্গ।

রাম বদ্ধাঞ্জলি হইয়া কৈকেয়ীর অন্তঃপুর হইতে বহির্গত হইতেছেন, এমত সময়ে তথাকার অপরাপর রাজমহিলাদিগের মহান্ ক্রন্দনধ্বনি উত্থিত হইল "হায়! যে রাম, পিতার আদেশব্যতিরেকেও আমাদিগের অভিপ্রেত কার্য্য সম্পাদন করিতেন এবং যিনি আমাদিগের গতি ও আশ্রয়-স্থান ছিলেন, সেই রাম অদ্য প্রবাসে গমন করিবেন! কেহ ক্রুদ্ধ হইয়া অভিশাপ দিলেও, রঘুনন্দন রাম তাহার প্রতি ক্রুদ্ধ হন না, প্রত্যুত লোকের ক্রোধ-সময়ে যাহাতে ক্রোধ হইয়াছে, তাহা পরিত্যাগ করিয়া সকলকেই প্রসন্ন করেন; বিশেষতঃ তিনি সর্ব্বদা যেরূপ নিজের জননী কৌসল্যার প্রতি ব্যবহার করিয়া থাকেন, আমাদিগের প্রতিও জন্মাবধি সেইরূপ ব্যবহার করিয়া আসিতেছেন! হা! আমাদিগের সেই তনয় অদ্য প্রবাসী হইবেন। হায়! আমাদিগের দুর্ব্বুদ্ধি স্বামী রাজা দশরথ সকল লোকের গতি-স্বরূপ রঘুনন্দন রামকে পরিত্যাগ করিয়া জীবলোক বিনাশিতে উদ্যত হইয়াছেন" ১—৫। এই প্রকারে সেই সকল রাজমহিষীরা পতিকে নিন্দা করিতে লাগিলেন এবং বৎসবিহীনা ধেনু যেরূপ উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করে, সেইরূপ উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে লাগিলেন। মহিষীদিগের সেই ঘোরতর ক্রন্দনশব্দ শুনিয়া রাজা দশরথ পুত্রশোকে আরও কাতর হইয়া একেবারে আসনে বিলীন হইয়া পড়িলেন। জিতেন্দ্রিয় রামও স্বজনদুঃখে খিন্ন হইয়া হস্তীর ন্যায় নিশ্বাস পরিত্যাগ করিতে করিতে ভ্রাতার সহিত মাতার অন্তঃপুরে গমন করিলেন। তিনি তথায় উপস্থিত হইয়া দ্বারদেশে একজন বৃদ্ধ পরমসৎকৃত দ্বারাধ্যক্ষকে ও অপরাপর অনেক দৌবারিককে অবস্থিত দেখিলেন। তাহারাও সকলে জয়িশ্রেষ্ঠ রঘুনন্দন রামকে দর্শন করিবামাত্র তাঁহার সন্নিহিত হইয়া "আপনার জয় হউক" বলিয়া তাঁহাকে সংবর্দ্ধনা করিল। ৬—১০। রাম প্রথম কক্ষ অতিক্রম করিয়া দ্বিতীয়কক্ষে প্রবেশিয়া তথায় রাজ-সৎকৃত বেদজ্ঞ বৃদ্ধ ব্রাহ্মণদিগকে অবস্থিত দেখিয়া তাঁহাদিগকে প্রণাম করিলেন। পরে তিনি তৃতীয়কক্ষে প্রবেশিয়া বালা ও বৃদ্ধা মহিলাদিগকে দ্বার রক্ষা করিতে দেখিলেন সেই সকল মহিলারাও রামকে "আপনার জয় হউক" বলিয়া সংবর্দ্ধনা করিয়া সত্বর তাঁহার জননীর সন্নিধানে যাইয়া তাঁহাকে রামের আগমনরূপ প্রিয় সংবাদ নিবেদন করিল। নিয়তব্রতপরায়ণা বরবর্ণিনী কৌসল্যা দেবী রাত্রি যাপনপূর্ব্বক প্রত্যূষে শুক্লবর্ণ ক্ষৌমবসন পরিধান করত পুত্রের হিতাভিলাষে কৃতমঙ্গলাচারা ও সম্যক্ সমাহিতা হইয়া বিষ্ণুপূজা করিয়া ঋত্বিক্‌দ্বারা মন্ত্রানুসারে তখন অগ্নিহোত্র হবন করিতেছিলেন। ১১—১৬। রঘুনন্দন রাম, মাতার সেই মনোহর অন্তঃপুরে প্রবেশিয়া

দধ্যক্ষতঘৃতঞ্চৈব মোদকান্ হবিষস্তথা ॥ ১৭
লাজান্ মাল্যানি শুক্লানি পায়সং কৃশরং তথা।
সমিধঃ পূর্ণকুম্ভাংশ্চ দদর্শ রঘুনন্দনঃ ॥ ১৮
তাং শুক্লক্ষৌমসংবীতাং ব্রতযোগেন কর্ষিতাম্।
তর্পয়ন্তীং দদর্শাদ্ভির্দেবতাং বরবর্ণিনীম্ ॥ ১৯
সা চিরস্যাত্মজং দৃষ্ট্বা মাতৃনন্দনমাগতম্।
অভিচক্রাম সংহৃষ্টা কিশোরং বড়বা যথা ॥ ২০
স মাতরমুপক্রান্তামুপসংগৃহ্য রাঘবঃ।
পরিষক্তশ্চ বাহুভ্যামবঘ্রাতশ্চ মূর্দ্ধনি ॥ ২১
তমুবাচ দুরাধর্ষং রাঘবং সুতমাত্মনঃ।
কৌসল্যা পুত্রবাৎসল্যাদিদং প্রিয়হিতং বচঃ ॥ ২২
বৃদ্ধানাং ধর্ম্মশীলানাং রাজর্ষীণাং মহাত্মনাম্।
প্রাপ্নুহ্যায়ুশ্চ কীর্ত্তিঞ্চ ধর্ম্মঞ্চাপ্যুচিতং কুলে ॥ ২৩
সত্যপ্রতিজ্ঞং পিতরং রাজানং পশ্য রাঘব।
অদ্যৈব ত্বাং স ধর্ম্মাত্মা যৌবরাজ্যেঽভিষেক্ষ্যতি ॥ ২৪
দত্তমাসনমালভ্য ভোজনেন নিমন্ত্রিতঃ।
মাতরং রাঘবঃ কিঞ্চিৎ প্রসার্য্যাঞ্জলিমব্রবীৎ ॥ ২৫
স স্বভাববিনীতশ্চ গৌরবাচ্চ তদানতঃ।
প্রস্থিতো দণ্ডকারণ্যমাপ্রষ্টুমুপচক্রমে ॥ ২৬
দেবি নূনং ন জানীষে মহদ্ভয়মুপস্থিতম্।
ইদং তব চ দুঃখায় বৈদেহ্যা লক্ষ্মণস্য চ ॥ ২৭
গমিষ্যে দণ্ডকারণ্যং কিমনেনাসনেন মে।
বিষ্টরাসনযোগ্যো হি কালোঽয়ং মামুপস্থিতঃ ॥ ২৮
চতুর্দ্দশ হি বর্ষাণি বৎস্যামি বিজনে বনে।
কন্দমূলফলৈর্জীবন্ হিত্বা মুনিবদামিষম্ ॥ ২৯
ভরতায় মহারাজো যৌবরাজ্যং প্রযচ্ছতি।
মাং পুনর্দণ্ডকারণ্যং বিবাসয়তি তাপসম্ ॥ ৩০
স ষট্‌চাষ্টৌ চ বর্ষাণি বৎস্যামি বিজনে বনে।
আসেবমানো বন্যানি ফলমূলৈশ্চ বর্ত্তয়ন্ ॥ ৩১
সা নিকৃত্তেব শালস্য যষ্টিঃ পরশুনা বনে।
পপাত সহসা দেবী দেবতেব দিবশ্চ্যুতা ॥ ৩২
তামদুঃখোচিতাং দৃষ্ট্বা পতিতাং কদলীমিব।
রামস্তূত্থাপয়ামাস মাতরং গতচেতসম্।
উপাবৃত্ত্যোত্থিতাং দীনাং বড়বামিব বাহিতাম্।

তাঁহাকে স্বয়ং জলদ্বারা দেবতা-তর্পণ ও ঋত্বিক্‌দ্বারা অগ্নিহোত্র-হবন করিতে দেখিলেন এবং ইহাও দেখিলেন যে, তাঁহার মন কেবল ব্রতানুষ্ঠানেই নিমগ্ন রহিয়াছে। অপিচ, তথায় দেবকার্য্যের উদ্দেশে রক্ষিত ঘৃত, অক্ষত, মোদক, দধি, হবিঃ, লাজ, শুক্ল বর্ণ মালা, সমিধ্, পূর্ণকুম্ভ, কৃশর (তিল, তণ্ডুল ও মুদ্গনিষ্পন্ন অন্ন) ও পায়স তাঁহার নয়নগোচর হইল। কৌসল্যা দেবী স্বীয় আনন্দবর্দ্ধন নন্দনকে বহুকালের পর সমাগত দেখিয়া, যেরূপ ঘোটকী হর্ষসহকারে স্বীয় তনয়ের প্রতি ধাবিত হয়, সেইরূপ হর্ষসমন্বিতা হইয়া তাঁহার অভিমুখে গমন করিলেন। ১৭—২০। রঘুনন্দন রামও অভিমুখে আগমনপরায়ণা মাতার চরণবন্দনা করিলেন। কৌসল্যা দেবীও পুত্রবাৎসল্যপ্রযুক্ত সেই বীর দুরাধর্ষণীয় তনয় রঘুনন্দন রামকে আলিঙ্গন করিয়া তাঁহার মস্তক আঘ্রাণ করিলেন এবং তাঁহাকে প্রিয় ও হিতজনক বাক্যে বলিলেন, "রঘুনন্দন! তুমি মহাত্মা ধর্ম্মশীল বৃদ্ধ রাজর্ষিদিগের আয়ু ও কীর্ত্তি লাভ কর এবং কুলোচিত ধর্ম্মের অনুবর্ত্তী হও। তোমার পিতা ধর্ম্মাত্মা রাজা দশরথ যে, কেমন সত্য-প্রতিজ্ঞ, তাহা তুমি দেখ; তিনি অদ্যই তোমাকে যৌবরাজ্যে অভিষেক করিবেন।' ২১—২৪। কৌসল্যা দেবী রামকে সেইরূপ বলিয়া আসন প্রদানপূর্ব্বক ভোজনার্থ নিমন্ত্রণ করিলেন। তখন স্বভাবতই অতিবিনয়ী রঘুনন্দন রাম দণ্ডকারণ্যে গমনজন্য তাঁহার অনুমতি লইতে উদ্যত হইয়া সেই আসন স্পর্শমাত্র করিয়া মাতৃগৌরব-বশতঃ আরও অবনত হইয়া কিঞ্চিৎ অঞ্জলি প্রসারণপূর্ব্বক তাঁহাকে কহিলেন, "দেবি! আপনার ব্যবহারে আমার নিশ্চয়ই বোধ হইতেছে যে, আপনার বৈদেহীর ও লক্ষ্মণের দুঃখজনক যে অতি ভয়ানক ব্যাপার উপস্থিত হইয়াছে, তাহা আপনি জানেন না। জননি! আমাকে চতুর্দ্দশ বৎসর, মুনির ন্যায় আমিষ পরিত্যাগ করিয়া কন্দ ফল-মূল দ্বারা জীবন ধারণ করত নির্জ্জন বনে বাস করিতে হইবে; একারণে এখনই আমি দণ্ডকারণ্যে যাইব, সুতরাং আমার কুশনির্ম্মিত আসনে উপবেশন করিবার সময় উপস্থিত হইয়াছে; আমার আর এ আসনে প্রয়োজন কি? মহারাজ দশরথ, ভরতকে যৌবরাজ্য প্রদানপূর্ব্বক আমাকে তপস্বীর ন্যায় দণ্ডকারণ্যে নির্ব্বাসিত করিতেছেন; অতএব আমি চতুর্দ্দশ বৎসর বল্কল পরিধান করিয়া ফল মূল ভক্ষণপূর্ব্বক জীবন ধারণ করত নির্জ্জন বনে বাস করিব।' ২৫—২৯। যেরূপ বনে শালযষ্টি, পরশুদ্বারা ছিন্ন হইয়া পতিতা হয়, সেইরূপ কৌসল্যা দেবী সেই রামবাক্যদ্বারা আহতা হইয়া ভূতলে পতিতা হইলেন। তৎকালে স্বর্গ হইতে পতিতা দেবতার ন্যায় তাঁহার শোভা হইল। যাঁহার কখন দুঃখ হওয়া উচিত নয়, সেই মাতাকে কদলীর ন্যায় ভূতলে পতিতা দেখিয়া রাম তাঁহাকে উঠাইলেন এবং তাঁহার ধূলি মুছাইতে লাগিলেন। তৎকালে কৌসল্যা দেবীর

পাংশুগুণ্ঠিতসর্ব্বাঙ্গী বিমমর্শ চ পাণিনা ॥ ৩৪
সা রাঘবমুপাসীনমসুখার্ত্তা সুখোচিতা ।
উবাচ পুরুষব্যাঘ্রমুপশৃণ্বতি লক্ষ্মণে ॥ ৩৫
যদি পুত্র ন জায়েথা মম শোকায় রাঘব ।
ন স্ম দুঃখমতো ভূয়ঃ পশ্যেয়মহমপ্রজা ॥ ৩৬
এক এব হি বন্ধ্যায়াঃ শোকো ভবতি মানসঃ ।
অপ্রজাস্মীতি সন্তাপো ন হ্যন্যঃ পুত্র বিদ্যতে ॥ ৩৭
ন দৃষ্টপূর্ব্বং কল্যাণং সুখং বা পতিপৌরুষে ।
অপি পুত্রে বিপশ্যেয়মিতি রামাস্থিতং ময়া ॥ ৩৮
সা বহূন্যমনোজ্ঞানি বাক্যানি হৃদয়চ্ছিদাম্ ।
অহং শ্রোষ্যে সপত্নীনামবরাণাং পরা সতী ॥ ৩৯
অতো দুঃখতরং কিং নু প্রমদানাং ভবিষ্যতি ।
মম শোকো বিলাপশ্চ যাদৃশোঽয়মনন্তকঃ ॥ ৪০
ত্বয়ি সন্নিহিতেঽপ্যেবমহমাসং নিরাকৃতা ।
কিং পুনঃ প্রোষিতে তাত ধ্রুবং মরণমেব মে ॥ ৪১
অত্যন্তং নিগৃহীতাস্মি ভর্ত্তুর্নিত্যমসম্মতা ।
পরিবারেণ কৈকেয্যাঃ সমা বাপ্যথবাবরা ॥ ৪২
যো হি মাং সেবতে কশ্চিদপি বাপ্যনুবর্ত্ততে ।
কৈকেয্যাঃ পুত্রমন্বীক্ষ্য স জনো নাভিভাষতে ॥ ৪৩
নিত্যং ক্রোধতয়া তস্যাঃ কথং নু খরবাদিনম্ ।
কৈকেয্যা বদনং দ্রষ্টুং পুত্র শক্ষ্যামি দুর্গতা ॥ ৪৪
দশ সপ্ত চ বর্ষাণি জাতস্য তব রাঘব ।
অতীতানি প্রকাঙ্ক্ষন্ত্যা ময়া দুঃখপরিক্ষয়ম্ ॥ ৪৫
তদক্ষয়ং মহদ্দুঃখং নোৎসহে সহিতুং চিরম্ ।
বিপ্রকারং সপত্নীনামেবং জীর্ণাপি রাঘব ॥ ৪৬
অপশ্যন্তী তব মুখং পরিপূর্ণশশিপ্রভম্ ।
কৃপণা বর্ত্তয়িষ্যামি কথং কৃপণজীবিকা ॥ ৪৭
উপবাসৈশ্চ যোগৈশ্চ বহুভিশ্চ পরিশ্রমৈঃ ।
দুঃখং সংবর্দ্ধিতো মোঘং ত্বং হি দুর্গতয়া ময়া ॥ ৪৮
স্থিরং নু হৃদয়ং মন্যে মমেদং যন্ন দীর্য্যতে ।
প্রাবৃষীব মহানদ্যাঃ স্পৃষ্টং কূলং নবাম্ভসা ॥ ৪৯

মমৈব নূনং মরণং ন বিদ্যতে
ন চাবকাশোঽস্তি যমক্ষয়ে মম ।
যদন্তকোঽদ্যৈব ন মাং জিহীর্ষতি
প্রসহ্য সিংহো রুদতীং মৃগীমিব ॥ ৫০

ভারবহনান্তে ভূমি লুণ্ঠন করিয়া ঘোটকীর যেরূপ অবস্থা হয়, সেইরূপ অবস্থা হইয়াছিল। সেই নিয়ত-সুখোচিতা অথচ তখন অতিদুঃখার্ত্তা কৌসল্যা দেবী নিকটস্থ পুরুষশ্রেষ্ঠ রামকে লক্ষ্মণের সমক্ষেই এই কথা বলিলেন। ৩০—৩৫। "পুত্র! বন্ধ্যাদিগের 'আমার পুত্র হয় নাই' এই একই মনোদুঃখ হইয়া থাকে, আর কোন সন্তাপ হয় না; অতএব পুত্র! যদি তুমি আমাকে কেবল দুঃখ দিবার জন্য আমার গর্ভে জন্মগ্রহণ না করিতে, তবে বন্ধ্যা হইয়া আমাকে সেই দুঃখ অপেক্ষা সমধিক যাতনাদায়ক এই দুঃখ সহিতে হইত না। রাম! আমি স্বামীর রাজত্বে কল্যাণ বা সুখ লাভ করি না। 'পুত্রের পৌরুষে সুখ লাভ করিব' এই মনে করিয়া এতদিন জীবন ধারণ করিয়াছি; কিন্তু তোমার পৌরুষ-প্রকাশের সময় উপস্থিত হইলেও প্রধানা হইয়া আমাকে অপ্রধানা হৃদয়-বিদারিণী সপত্নীদিগের উক্ত অমনোজ্ঞ বাক্য সকল শুনিতে হইবে। হা! আমার যেরূপ অসীম-দুঃখ, মহিলাদিগের ইহা হইতে অধিকতর আর কি দুঃখ হইতে পারে? তাত! তুমি নিকটে থাকিতেই আমি যাদৃশ সপত্নীকর্ত্তৃক এইরূপে নিরাকৃত হইলাম! তুমি বিদেশে গেলে আমার আর কি ঘটিবে? নিশ্চয়ই মৃত্যু উপস্থিত বোধ হয়। ৩৬—৪১। আমি চিরকালই স্বামীর অপ্রিয়, তিনি আমাকে অত্যন্ত নিগ্রহ করিয়াছেন, অধিকন্তু আমাকে কৈকেয়ীর দাসীর সমান—কি তদপেক্ষাও নিকৃষ্ট করিয়াছেন! হা! যাহারা আমার সেবা বা অনুবর্ত্তন করিয়া থাকে, তাহারা কৈকেয়ীর পুত্রকে দেখিয়া আমার সহিত আলাপ করে না। পুত্র! তোমার বিরহে দুর্দ্দশাপন্না হইয়া, আমি কি প্রকারে সেই নিয়তকোপনা কটুভাষিণী কৈকেয়ীর মুখ দেখিব? রঘুনন্দন! তোমার দশম বর্ষে উপনয়ন হয়, তদবধি আমি দুঃখের অবসান আকাঙ্ক্ষা করিয়া সপ্তদশ বৎসর কাটাইয়াছি; কিন্তু এক্ষণে আমি এইরূপ জীর্ণা হইয়া আর বহুকাল সেই অসীম-দুঃখ-জনক সপত্নীদিগের কুব্যবহার সহিতে পারি না। হা! আমি তোমার পূর্ণচন্দ্রতুল্য বদন না দেখিয়া দীনা হইয়া কি প্রকারে দীনজীবিকা অবলম্বন করিয়া জীবন ধারণ করিব? ৪২—৪৭। পুত্র! আমি তোমাকে উপবাস, যোগ ও নানাবিধ পরিশ্রমদ্বারা অতিদুঃখে সংবর্দ্ধিত করিয়াছিলাম; কিন্তু আমার দুর্ভাগ্যবশতঃ সকলই বৃথা হইল! যেরূপ বর্ষাকালে মহানদীর নবজল স্পর্শে তীর ভাঙ্গিয়া যায়, সেইরূপ তোমার বিয়োগবার্ত্তা শুনিয়াও আমার হৃদয় যে বিদীর্ণ হইল না, ইহাতে আমি এরূপ বিবেচনা করি যে, আমার হৃদয় অতি কঠিন! পুত্র! আমার নিশ্চয়ই বোধ হইতেছে যে, আমার মরণ নাই,—যমালয়ে আমার থাকিবার স্থান নাই! অন্তথা যম এক্ষণেও কেন আমাকে, যেরূপ সিংহ বলপূর্ব্বক রোদন-পরা-

স্থিরং হি নূনং হৃদয়ং মমায়সং
ন ভিদ্যতে যদ্ভুবি নাবদীর্য্যতে ।
অনেন দুঃখেন চ দেহমর্পিতং
ধ্রুবং হ্যকালে মরণং ন বিদ্যতে ॥ ৫১
ইদন্তু দুঃখং যদনর্থকানি মে
ব্রতানি দানানি চ সংযমাশ্চ হি ।
তপশ্চ তপ্তং যদপত্যকাম্যয়া
সুনিষ্ফলং বীজমিবোপ্তমূষরে ॥ ৫২
যদি হ্যকালে মরণং যদৃচ্ছয়া
লভেত কশ্চিদ্‌গুরুদুঃখকর্ষিতঃ ।
গতাহমদ্যৈব পরেতসংসদং
বিনা ত্বয়া ধেনুরিবাত্মজেন বৈ ॥ ৫৩
অথাপি কিং জীবিতমদ্য মে বৃথা
ত্বয়া বিনা চন্দ্রনিভাননপ্রভ ।
অনুব্রজিষ্যামি বনং ত্বয়ৈব গৌঃ
সুদুর্ব্বলা বৎসমিবাভিকাঙ্ক্ষয়া ॥ ৫৪
ভৃশমসুখমমর্ষিতা তদা
বহু বিললাপ সমীক্ষ্য রাঘবম্ ।
ব্যসনমুপনিশাম্য সা মহৎ
সুতমিব বদ্ধমবেক্ষ্য কিন্নরী ॥ ৫৫
ইত্যযোধ্যাকাণ্ডে বিংশঃ সর্গঃ ॥ ২০ ॥

একবিংশঃ সর্গঃ ।

তদা তু বিলপন্তীং তাং কৌসল্যাং রামমাতরম্ ।
উবাচ লক্ষ্মণো দীনস্তৎকালসদৃশং বচঃ ॥ ১
ন রোচতে মমাপ্যেতদার্য্যে যদ্রাঘবো বনম্ ।
ত্যক্ত্বা রাজ্যশ্রিয়ং গচ্ছেৎ স্ত্রিয়া বাক্যবশংগতঃ ॥ ২
বিপরীতশ্চ বৃদ্ধশ্চ বিষয়ৈশ্চ প্রধর্ষিতঃ ।
নৃপঃ কিমিব ন ব্রূয়াচ্চোদ্যমানঃ সমন্মথঃ ॥ ৩
নাস্যাপরাধং পশ্যামি নাপি দোষং তথাবিধম্ ।
যেন নির্ব্বাস্যতে রাষ্ট্রাদ্বনবাসায় রাঘবঃ ॥ ৪
ন তং পশ্যাম্যহং লোকে পরোক্ষমপি যো নরঃ ।
স্বমিত্রোঽপি নিরস্তোঽপি যোঽস্য দোষমুদাহরেৎ ॥ ৫
দেবকল্পমৃজুং দান্তং রিপূণামপি বৎসলম্ ।
অবেক্ষমাণঃ কো ধর্ম্মং ত্যজেৎ পুত্রমকারণাৎ ॥ ৬
তদিদং বচনং রাজ্ঞঃ পুনর্বাল্যমুপেয়ুষঃ ।

[illegible] মৃগীকে হরণ করে, সেইরূপ হরণ করিতে ইচ্ছা করিতেছেন না। হা! আমার হৃদয় অবিনাশী ও [illegible] লৌহনির্ম্মিত; যেহেতু এই দুঃখেও আমার হৃদয় বিদীর্ণ হইল না এবং শরীরও ভূতলে পতিত হইয়া বিদীর্ণ হইল না, ইহাতে নিশ্চয়ই বোধ হইতেছে যে, অকালে কখনই মৃত্যু হয় না। ৪৮—৫১। আমি পুত্রের হিতাভিলাষে যে সকল ব্রত, নিয়ম, দান ও তপস্যা করিয়াছি, সে সমস্তই ঊষর ভূমিতে [illegible] বীজের ন্যায় নিষ্ফল হইল, ইহাই আমার [illegible] দুঃখ। পুত্র! যদি কোন ব্যক্তি গুরুতর দুঃখে পীড়িত হইয়া অকালে যদৃচ্ছাক্রমে মরিতে পারিত, তাহা হইলে তোমার বিরহে আমি বৎস-বিহীনা ধেনুর [illegible] অদ্যই মৃত্যুলোকে যাইতাম, কিন্তু তাহা হইবার [illegible] অতএব চন্দ্রতুল্যকমনীয়বদন! যেরূপ ধেনু [illegible] দুর্ব্বলা হইয়াও বনে বৎসের অনুগামিনী হইয়া থাকে, সেইরূপ সামর্থ্য না থাকিলেও আমি বনে তোমার অনুগমন করিব; কেননা, তোমাবিহনে আমার জীবনে প্রয়োজন কি? তাহা নিতান্ত নিষ্ফল।" কৌসল্যা দেবী সেই মহাবিপত্তির কথা শুনিয়া তজ্জনিত অতিমাত্র দুঃখ সহ্য করিতে না পারিয়া, যেরূপ কিন্নরী বদ্ধ পুত্রকে অবলোকন করত বিলাপ করে, সেইরূপ রঘুনন্দন রামকে দর্শন করত নানাবিধ বিলাপ করিলেন। ৫২—৫৫।

একবিংশ সর্গ ।

তখন লক্ষ্মণ সেই বিলাপকারিণী রামজননী কৌসল্যা দেবীকে দীনভাবে তৎকালোচিত এই বাক্য বলিলেন, "আর্য্যে! ইহাতে আমারও অভিরুচি হয় না যে রঘুনন্দন রাম, স্ত্রীলোকের কথায় রাজ্যশ্রী পরিত্যাগ করিয়া বনে যান। রাজা দশরথ বিপরীত-বুদ্ধি ও বিষয়াকৃষ্ট-চিত্ত; বিশেষতঃ উনি বৃদ্ধ হইয়া নিতান্ত কামুক হইয়াছেন; সুতরাং উনি স্ত্রীলোকের অনুরোধে কি না বলিতে পারেন? আমি রঘুনন্দন রামের এমন কোন অপরাধ বা দোষ দেখিতেছি না, যাহাতে নিজ রাজ্য হইতে নির্ব্বাসিত হইয়া, অরণ্য-বাসী হইতে পারেন। লোকমধ্যে এমন কোন ব্যক্তিই আমি দেখি না, যে পরোক্ষেও রামকে নিন্দা করে; অধিক কি, তিনি যাহাদিগকে দোষের জন্য [illegible] করেন, অথবা যাহারা সর্ব্বদা তাঁহার অহিত [illegible] আচরণ করে, তাহাদিগকেও তাঁহার নিন্দা করিতে দেখা যায় না। ১—৫। কোন্ ধার্ম্মিক [illegible] প্রতি উপেক্ষা করিয়া, শত্রুদিগের প্রতিও [illegible] দেবতুল্য সরল-স্বভাব ও জিতেন্দ্রিয় [illegible] পরিত্যাগ করিতে পারেন? সুতরাং মহীপতি [illegible]রথ বাল্যভাবাপন্ন হইয়াই সেই কথা [illegible]

পুত্রঃ কো হৃদয়ে কুর্য্যাদ্রাজবৃত্তমনুস্মরন্॥ ৭
যাবদেব ন জানাতি কশ্চিদর্থমিমং নরঃ।
তাবদেব ময়া সার্দ্ধমাত্মস্থং কুরু শাসনম্॥ ৮
ময়া পার্শ্বে সধনুষা তব গুপ্তস্য রাঘব।
কঃ সমর্থোঽধিকং কর্ত্তুং কৃতান্তস্যেব তিষ্ঠতঃ॥ ৯
নির্ম্মনুষ্যামিমাং সর্ব্বামযোধ্যাং মনুজর্ষভ।
করিষ্যামি শরৈস্তীক্ষ্ণৈর্যদি স্থাস্যতি বিপ্রিয়ে॥ ১০
ভরতস্যাথ পক্ষ্যো বা যো বাস্য হিতমিচ্ছতি।
সর্ব্বাংস্তাংশ্চ বধিষ্যামি মৃদুর্হি পরিভূয়তে॥ ১১
প্রোৎসাহিতোঽয়ং কৈকেয্যা সন্তুষ্টো যদি নঃ পিতা।
অমিত্রভূতো নিঃশঙ্কং বধ্যতাং বধ্যতামপি॥ ১২
গুরোরপ্যবলিপ্তস্য কার্য্যাকার্য্যমজানতঃ।
উৎপথং প্রতিপন্নস্য কার্য্যং ভবতি শাসনম্॥ ১৩
বলমেষ কিমাশ্রিত্য হেতুং বা পুরুষোত্তম।
দাতুমিচ্ছতি কৈকেয্যা উপস্থিতমিদং তব॥ ১৪
ত্বয়া চৈব ময়া চৈব কৃত্বা বৈরমনুত্তমম্।
কাস্য শক্তিঃ শ্রিয়ং দাতুং ভরতায়ারিশাসন॥ ১৫
অনুরক্তোঽস্মি ভাবেন ভ্রাতরং দেবি তত্ত্বতঃ।
সত্যেন ধনুষা চৈব দত্তেনেষ্টেন তে শপে॥ ১৬
দীপ্তমগ্নিমরণ্যং বা যদি রামঃ প্রবেক্ষ্যতি।
প্রবিষ্টং তত্র মাং দেবি ত্বং পূর্ব্বমবধারয়॥ ১৭
হরামি বীর্য্যাদ্দুঃখং তে তমঃ সূর্য্য ইবোদিতঃ।
দেবী পশ্যতু মে বীর্য্যং রাঘবশ্চৈব পশ্যতু॥ ১৮
হনিষ্যে পিতরং বৃদ্ধং কৈকেয্যাসক্তমানসম্।
কৃপণঞ্চ স্থিতং বাল্যে বৃদ্ধভাবেন গর্হিতম্॥ ১৯
এতত্তু বচনং শ্রুত্বা লক্ষ্মণস্য মহাত্মনঃ।
উবাচ রামং কৌসল্যা রুদতী শোকলালসা॥ ২০
ভ্রাতুস্তে বদতঃ পুত্র লক্ষ্মণস্য শ্রুতং ত্বয়া।
যদত্রানন্তরং তত্ত্বং কুরুষ্ব যদি রোচতে॥ ২১
ন চাধর্ম্ম্যং বচঃ শ্রুত্বা সপত্ন্যা মম ভাষিতম্।
বিহায় শোকসন্তপ্তাং গন্তুমর্হসি মামিতঃ॥ ২২
ধর্ম্মজ্ঞ যদি ধর্ম্মিষ্ঠ ধর্ম্মং চরিতুমিচ্ছসি।
শুশ্রূষ মামিহস্থস্ত্বং চর ধর্ম্মমনুত্তমম্॥ ২৩

কোন্ পুত্র মহীপতিদিগের আচরণ স্মরণ করত সেই আদেশ প্রতিপালনে অভিলাষ করিতে পারে?—অতএব রঘুনন্দন রাম! যে পর্য্যন্ত এই বিষয় কেহই জানিতে না পারে, তাহার পূর্ব্বেই আপনি আমার সহিত এই রাজ্য হস্তগত করুন। আমি ধনুর্ধারণপূর্ব্বক আপনার পার্শ্বদেশে থাকিয়া আপনাকে রক্ষা করিতে লাগিলে, প্রহারকারী কৃতান্তের সমীপস্থিত ব্যক্তির ন্যায় আপনার কেহই কিছু করিতে পারিবে না। পুরুষশ্রেষ্ঠ! মৃদু ব্যক্তিকে সকলেই পরাভব করিয়া থাকে; অতএব যদি অযোধ্যাবাসী প্রাণীরা আপনার অনিষ্টাচরণে চেষ্টা করে; তবে আমি তীক্ষ্ণ শরসমূহদ্বারা অযোধ্যাকে মনুষ্যশূন্য করিব। ৮—১০। যাহারা ভরতের পক্ষাবলম্বী বা যাহারা তাহার হিতাভিলাষী, আমি তাহাদিগের সকলকেই বধ করিব; অধিক কি, গুরুও যদি কার্য্যাকার্য্যবিবেকবিহীন হইয়া অহঙ্কারবশতঃ কদাচারী হন, তবে তাঁহারও দণ্ড করা উচিত; অতএব যদি আমাদিগের পিতা রাজা দশরথ, ভরতকে রাজ্যদান-বিষয়ে কৈকেয়ী-কর্ত্তৃক উৎসাহিত হইয়া সন্তুষ্টচিত্তে আমাদিগের সহিত শত্রুর ন্যায় ব্যবহার করেন, তবে তিনিও আমাদিগের বধযোগ্য বা বন্ধনযোগ্য হইবেন, ইহাতে সংশয় নাই। পুরুষোত্তম! রাজা দশরথ কি বল বা হেতু আশ্রয় করিয়া আপনার প্রাপ্য বিষয় কৈকেয়ীকে দিতে অভিলাষ করিয়াছেন? অরিন্দম! আপনার ও আমার সহিত শত্রুতা করিয়া ভরতকে রাজ্য দান করিতে উঁহার কি শক্তি আছে? দেবি! আমি সত্য, দান, ধনু ও ইষ্ট বিষয়দ্বারা শপথ করিয়া বলিতেছি যে, আমি সর্ব্বান্তঃকরণে প্রকৃতরূপে ভ্রাতা রামের অনুরক্ত। ১১—১৬। দেবি! যদি তিনি জ্বলন্ত অনলে বা অরণ্যে প্রবেশ করেন, তবে আমি তাঁহার পূর্ব্বেই তাহাতে প্রবেশ করিব, ইহা আপনি অবগত হউন। দেবি! এক্ষণে আপনি এবং রঘুনন্দন রাম আমার পরাক্রম অবলোকন করুন; যেরূপ সূর্য্য ঘন অন্ধকার দূর করেন, সেইরূপ আমি আপনার দুঃখ দূর করিব,—আমি বৃদ্ধ অথচ বাল্যভাবানুবর্ত্তী, কুৎসিতস্বভাব, কৈকেয়ীতে আসক্তমনা ও আমাদিগের প্রতি নিতান্ত নির্দ্দয়, রাজা দশরথকে হনন করিব। ১৭—১৯। মহাত্মা লক্ষ্মণের সেই কথা শুনিয়া শোকাকুলা কৌসল্যা দেবী রোদন করিতে করিতে রামকে বলিলেন, "পুত্র! তুমি লক্ষ্মণের বাক্য ত শুনিলে, ইহাতে তোমার যাহা করা উপযুক্ত বোধ হইতেছে; যদি তোমার তাহাতে অভিরুচি হয়, তবে কর। পুত্র! আমি শোকে নিতান্ত সন্তপ্তা হইয়া পড়িয়াছি; আমার সপত্নীর কথা শুনিয়া আমাকে পরিত্যাগপূর্ব্বক এখান হইতে গমন করা তোমার উচিত নয়। ধর্ম্মানুষ্ঠান-তৎপর! তুমি সমস্ত ধর্ম্মই অবগত আছ; যদি তোমার ধর্ম্ম অনুষ্ঠান করিতে অভিলাষ হইয়া থাকে, তবে এখানে থাকিয়াই আমার শুশ্রূষা করত তুমি অনুত্তম ধর্ম্ম

তপস্যুর্জননীং পুত্রঃ স্বগৃহে নিয়তো বসন্।
পরেণ তপসা যুক্তঃ কাশ্যপস্ত্রিদিবং গতঃ ॥ ২৪
যথৈব রাজা পূজ্যস্তে গৌরবেণ তথা হ্যহম্।
ত্বাং নাহং নানুজানামি ন গন্তব্যমিতো বনম্ ॥ ২৫
ত্বদ্বিয়োগান্ন মে কার্য্যং জীবিতেন সুখেন বা।
ত্বয়া সহ মম শ্রেয়স্তৃণানামপি ভক্ষণম্ ॥ ২৬
যদি ত্বং যাস্যসি বনং ত্যক্ত্বা মাং শোকলালসাম্।
অহং প্রায়মিহাসিষ্যে ন চ শক্ষ্যামি জীবিতুম্ ॥ ২৭
ততস্ত্বং প্রাপ্স্যসে পুত্র নিরয়ং লোকবিশ্রুতম্।
ব্রহ্মহত্যামিবাধর্ম্মাৎ সমুদ্রঃ সরিতাং পতিঃ ॥ ২৮
বিলপন্তীং তথা দীনাং কৌসল্যাং জননীং ততঃ।
উবাচ রামো ধর্ম্মাত্মা বচনং ধর্ম্মসংহিতম্ ॥ ২৯
নাস্তি শক্তিঃ পিতুর্ব্বাক্যং সমতিক্রমিতুং মম।
প্রসাদয়ে ত্বাং শিরসা গন্তুমিচ্ছাম্যহং বনম্ ॥ ৩০
ঋষিণা চ পিতুর্ব্বাক্যং কুর্ব্বতা বনচারিণা।
গৌর্হতা জানতা ধর্ম্মং কণ্ডুনা চ বিপশ্চিতা ॥ ৩১
অস্মাকঞ্চ কুলে পূর্ব্বং সগরস্যাজ্ঞয়া পিতুঃ।
খনদ্ভিঃ সাগরৈর্ভূমিমবাপ্তঃ সুমহান্ বধঃ ॥ ৩২

জামদগ্ন্যেন রামেণ রেণুকা জননী স্বয়ম্।
কৃত্তা পরশুনারণ্যে পিতুর্ব্বচনকারণাৎ ॥ ৩৩
এতৈরন্যৈশ্চ বহুভির্দ্দেবি দেবসমৈঃ কৃতম্।
পিতুর্ব্বচনমক্লীবং করিষ্যামি পিতুর্হিতম্ ॥ ৩৪
ন খল্বেতন্ময়ৈকেন ক্রিয়তে পিতৃশাসনম্।
এতৈরপি কৃতং দেবি যে ময়া পরিকীর্ত্তিতাঃ ॥ ৩৫
নাহং ধর্ম্মমপূর্ব্বং তে প্রতিকূলং প্রবর্ত্তয়ে।
পূর্ব্বৈরয়মভিপ্রেতো গতো মার্গোঽনুগম্যতে ॥ ৩৬
তদেতত্তু ময়া কার্য্যং ক্রিয়তে ভুবি নান্যথা।
পিতুর্হি বচনং কুর্ব্বন্ন কশ্চিন্নাম হীয়তে ॥ ৩৭
তামেবমুক্ত্বা জননীং লক্ষ্মণং পুনরব্রবীৎ।
বাক্যং বাক্যবিদাং শ্রেষ্ঠঃ শ্রেষ্ঠঃ সর্ব্বধনুষ্মতাম্ ॥ ৩৮
তব লক্ষ্মণ জানামি ময়ি স্নেহমনুত্তমম্।
বিক্রমঞ্চৈব সত্ত্বঞ্চ তেজশ্চ সুদুরাসদম্ ॥ ৩৯
মম মাতুর্ম্মহদ্দুঃখমতুল্যং শুভলক্ষ্মণ।
অভিপ্রায়ং ন বিজ্ঞায় সত্যস্য চ শমস্য চ ॥ ৪০

অনুষ্ঠান কর। ২০—২৩। দেখ! সুপুত্র কাশ্যপ গৃহে থাকিয়া নিয়মপূর্ব্বক মাতৃশুশ্রূষারূপ পরম তপস্যা করিয়াই স্বর্গে গিয়াছিলেন। রাজা দশরথ তোমার যেরূপ পূজনীয়, আমি তোমার ততোধিক পূজ্যতমা; আমি তোমাকে বনে যাইতে অনুমতি দিতেছি না সুতরাং তোমার বনে যাওয়া উচিত নয়। পুত্র! তোমার সহিত তৃণ ভক্ষণ করাও আমার শ্রেয়, কিন্তু তোমার বিরহে, সুখে—এমন কি জীবনেও প্রয়োজন নাই; অতএব আমাকে শোকে আকুলা দেখিয়াও যদি তুমি আমাকে পরিত্যাগ করিয়া বনে যাও, তবে আমি জীবন ধারণ করিতে পারিব না; আমাকে অগত্যা অনশন ব্রত অবলম্বন করিতে হইবে। পুত্র! তাহা হইলে, যেরূপ নদীপতি সমুদ্র মাতাকে দুঃখ দেওয়া-জনিত ব্রহ্মহত্যানিবন্ধন দুঃখ পান, সেইরূপ লোক-বিখ্যাত মহৎ দুঃখ পাইবে। ২৪—২৮। পরে ধর্ম্মাত্মা রাম, দীনভাবাপন্না হইয়া বিলাপকারিণী জননী কৌসল্যা দেবীকে এই ধর্ম্মসঙ্গত বাক্য বলিলেন "জননি! আমার পিতৃবাক্য অতিক্রম করিবার সামর্থ্য নাই, সুতরাং বনে যাইতে আমার ইচ্ছা হইতেছে; অতএব নতমস্তকে আপনাকে প্রসাদন করিতেছি [illegible] অভিজ্ঞ কণ্ডু ঋষি ধর্ম্ম জানিয়াও পিতৃবাক্য প্রতিপালনার্থ গোবধ করিয়াছিলেন; আমাদিগের পূর্ব্বপুরুষ সগর রাজার পুত্রেরা তাঁহার আদেশে পৃথিবী খনন করিয়া অদ্ভুতরূপে নিহত হইয়াছিলেন, এবং জমদগ্নিনন্দন রাম, পিতার আদেশবর্ত্তী হইয়া অরণ্যে স্বীয় জননী রেণুকাকে স্বয়ং পরশুদ্বারা ছেদন করিয়াছিলেন। ২৯—৩৩। ঐ সকল ও অপরাপর অনেক দেবতুল্য সদাচারী ব্যক্তিরা অকাতরে পিতৃবাক্য পালন করিয়াছেন; অতএব অবশ্যই আমি পিতার হিতকর বাক্য প্রতিপালন করিব। দেবি! আমি কিছু একাকীই পিতৃশাসন পালন করিতেছি, এরূপ নয়; পূর্ব্বে আমি যাঁহাদের নাম কীর্ত্তন করিয়াছি, তাঁহারাও করিয়াছেন,—পূর্ব্বতন প্রাণিগণের পিতৃবাক্য পালনরূপ ধর্ম্ম অভিমত ছিল তাঁহারা এই ধর্ম্মপথে গমন করিয়াছেন, সুতরাং আমিও যাইতেছি; আমি কিছু পূর্ব্বতন প্রাণিদিগের অনাচরিত ও আপনার অনভিপ্রেত ধর্ম্ম প্রবর্ত্তিত করিতেছি না। জননি! পিতৃবাক্য পালন করিয়া কোন ব্যক্তিই ধর্ম্মচ্যুত হয় না, সুতরাং [illegible] সকলেরই পিতৃবাক্য পালন করা বিধেয়। [illegible] আমি তাহা করিতেছি, আমি কিছু [illegible] প্রবৃত্ত হইতেছি না।" ৩৪—৩৭। [illegible] বাক্যবিদবর রাম জননীকে সেইরূপ [illegible] বলিলেন, "লক্ষ্মণ! আমার প্রতি তোমার [illegible] প্রীতি, তাহা এবং তোমার বল, বিক্রম ও [illegible] তেজ, আমি সকলই অবগত আছি। [illegible] আমার সত্য ও শান্তিবিষয়ক অভিপ্রায় [illegible] আমার মাতার অতুল মহৎ দুঃখ উপস্থিত হইয়াছে;

স মাতরঞ্চৈব বিসংজ্ঞকল্প-
মার্ত্তঞ্চ সৌমিত্রিমভিপ্রতপ্তম্।
ধর্ম্মে স্থিতো ধর্ম্ম্যমুবাচ বাক্যং
যথা স এবার্হতি তত্র বক্তুম্॥ ৫৫
অহং হি তে লক্ষ্মণ নিত্যমেব
জানামি ভক্তিঞ্চ পরাক্রমঞ্চ।
মম ত্বভিপ্রায়মসন্নিরীক্ষ্য
মাত্রা সহাভ্যর্দ্দসি মা সুদুঃখম্॥ ৫৬
ধর্ম্মার্থকামাঃ খলু জীবলোকে
সমীক্ষিতা ধর্ম্মফলোদয়েষু।
যে তত্র সর্ব্বে স্যুরসংশয়ং মে
ভার্য্যেব বশ্যাভিমতা সপুত্রা॥ ৫৭
যস্মিংস্তু সর্ব্বে স্যুরসন্নিবিষ্টা
ধর্ম্মো যতঃ স্যাত্তদুপক্রমেত।
দ্বেষ্যো ভবত্যর্থপরো হি লোকে।
কামাত্মতা খল্বপি ন প্রশস্তা॥ ৫৮
গুরুশ্চ রাজা চ পিতা চ বৃদ্ধঃ
ক্রোধাৎ প্রহর্ষাদথবাপি কামাৎ।
যদ্ব্যাদিশেৎ কার্য্যমবেক্ষ্য ধর্ম্মং
কস্তং ন কুর্য্যাদনৃশংসবৃত্তিঃ॥ ৫৯
স তেন শক্নোমি পিতুঃ প্রতিজ্ঞা-
মিমাং ন কর্ত্তুং সকলাং যথাবৎ।
স হ্যাবয়োস্তাত গুরুর্নিয়োগে
দেব্যাশ্চ ভর্ত্তা স গতিশ্চ ধর্ম্মঃ॥ ৬০
তস্মিন্ পুনর্জীবতি ধর্ম্মরাজে
বিশেষতঃ স্বে পথি বর্ত্তমানে।
দেবী ময়া সার্দ্ধমিতোঽভিগচ্ছেৎ
কথংস্বিদন্যা বিধবেব নারী॥ ৬১
সা মানুমন্যস্ব বনং ব্রজন্তং
কুরুষ নঃ স্বস্ত্যয়নানি দেবি।
যথা সমাপ্তে পুনরাব্রজেয়ং
যথা হি সত্যেন পুনর্যযাতিঃ॥ ৬২
যশো হ্যহং কেবলরাজ্যকারণাৎ
ন পৃষ্ঠতঃ কর্ত্তুমলং মহোদয়ম্।
অদীর্ঘকালে ন তু দেবি জীবিতে
বৃণে বরামদ্য মহীমধর্ম্মতঃ॥ ৬৩
প্রসাদয়ন্ নরবৃষভঃ স মাতরং
পরাক্রমাজ্জিগমিষুরেব দণ্ডকান্।
অথানুজং ভৃশমনুশাস্য দর্শনং
চকার তাং হৃদি জননীং প্রদক্ষিণম্॥ ৬৪

ইত্যযোধ্যাকাণ্ডে একবিংশঃ সর্গঃ॥ ২১॥

ভয়ানক অবস্থায় সেই ধর্ম্মতৎপর রামের, দুঃখসন্তপ্ত লক্ষ্মণ ও কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য-বিবেকবিহীনা মাতাকে যেরূপ ধর্ম্মসঙ্গত বাক্য বলা উচিত, তিনি তাঁহাদিগকে সেইরূপই বাক্য বলিলেন, "লক্ষ্মণ! তোমার যেরূপ পরাক্রম ও আমার প্রতি চিরকাল যাদৃশ ভক্তি আছে, তাহা আমি বিলক্ষণ জানি; জননীর ন্যায় তুমিও আমার অভিপ্রায় বুঝিতে না পারিয়া আমাকে নিতান্ত ব্যথিত করিতেছ। ভাই! যে ধর্ম্ম, অর্থ ও কাম, ধর্ম্মফলভূত লৌকিক সুখ সকলের হেতু বলিয়া বিবেচিত হইয়াছে, তৎসমুদায়ই একমাত্র ধর্ম্মের অন্তর্গত, ইহাতে আমার কিছুমাত্র সংশয় নাই;—যেরূপ ভার্য্যা বশীভূতা হইয়া ধর্ম্ম, অভিমতা হইয়া কাম ও পুত্রবতী হইয়া অর্থ উৎপাদন করে, সেইরূপ ধর্ম্মও ধর্ম্ম, কাম এবং অর্থ উৎপাদন করে। যেসকল কর্ম্মে ধর্ম্ম, অর্থ ও কাম, এই তিনের সমাবেশ নাই, সেই সকল কর্ম্মের মধ্যে যে যে কর্ম্মে কেবল ধর্ম্ম আছে, তৎসমস্তই কর্ত্তব্য; যেহেতু যেসকল কর্ম্মে কেবল অর্থ আছে, তৎসমস্ত অনুষ্ঠান করিলে লোকের বিদ্বেষভাজন হইতে হয় এবং যে সকল কর্ম্মে কেবল কাম আছে, তৎসমস্ত অনুষ্ঠান করিলে লোকে প্রশংসা করে না। ৫৫—৫৮। যিনি পিতা অথচ বৃদ্ধ, গুরু এবং রাজা, তিনি কাম, ক্রোধ বা হর্ষবশতঃ যাহা করিতে আদেশ করেন, তাহা কোন্ সাধুচরিত ব্যক্তি ধর্ম্মের প্রতি উপেক্ষা করত না করিয়া থাকিতে পারেন? অতএব ভাই! আমি পিতার এই প্রতিজ্ঞা যথাযথরূপে প্রতিপালন না করিয়া থাকিতে পারিব না। তিনি আমাদিগের আদেশকর্ত্তা গুরু এবং কৌসল্যা দেবীর স্বামী, ধর্ম্ম ও গতি; অতএব সেই সত্যমার্গ[illegible] ধর্ম্মরাজ জীবিত থাকিতে, কৌসল্যা দেবী আমার সহিত কেমন করিয়া সামান্য বিধবা নারীর ন্যায় এস্থান হইতে যাইতে পারেন? দেবি! আপনি আমাকে বনগমনে অনুমতি প্রদান করুন এবং কার্য্য [illegible] হইলে, যাহাতে আমি, যযাতির সত্যদ্বারা [illegible] স্বর্গ-গমনের ন্যায়, এখানে প্রত্যাগমন করিতে পারি, এরূপ মাঙ্গল্য কার্য্য সমস্ত অনুষ্ঠান করুন। দেবি! মনুষ্যজীবন নিতান্ত ক্ষণস্থায়ী, সুতরাং কেবল রাজ্যের জন্য আমি মহাফলপ্রদ [illegible] পরিত্যাগ করিতে পারি না; অতএব আমি অধর্ম্মানুসারে তুচ্ছ পৃথিবী-রাজ্য [illegible] করি না।" নরবর রাম সেইরূপে [illegible] অভিমত ধর্ম্ম-যুক্ত উপদেশ ও জননীকে [illegible]

দ্বাবিংশঃ সর্গঃ ।

অথ তং ব্যথয়া দীনং সবিশেষমমর্ষিতম্ ।
সরোষমিব নাগেন্দ্রং রোষবিস্ফারিতেক্ষণম্ ॥ ১
আসাদ্য রামঃ সৌমিত্রিং সুহৃদং ভ্রাতরং প্রিয়ম্ ।
উবাচেদং স ধৈর্য্যেণ ধারয়ন্ সত্ত্বমাত্মবান্ ॥ ২
নিগৃহ্য রোষং শোকঞ্চ ধৈর্য্যমাক্রম্য কেবলম্ ।
অবমানং নিরস্যৈনং গৃহীত্বা হর্ষমুত্তমম্ ॥ ৩
উপক্লৃপ্তং যদেতন্মে অভিষেকার্থমুত্তমম্ ।
সর্ব্বং নিবর্ত্তয় ক্ষিপ্রং কুরু কার্য্যং নিরব্যয়ম্ ॥ ৪
সৌমিত্রে যোঽভিষেকার্থে মম সম্ভারসম্ভ্রমঃ ।
অভিষেকনিবৃত্ত্যর্থে সোঽস্তু সম্ভারসম্ভ্রমঃ ॥ ৫
যস্যা মদভিষেকার্থে মানসং পরিতপ্যতে ।
মাতা নঃ সা যথা ন স্যাৎ সবিশঙ্কা তথা কুরু ॥ ৬
তস্যাঃ শঙ্কাময়ং দুঃখং মুহূর্ত্তমপি নোৎসহে ।
মনসি প্রতিসঞ্জাতং সৌমিত্রেঽহমুদীক্ষিতুম্ ॥ ৭
ন বুদ্ধিপূর্ব্বং নাবুদ্ধং স্মরামীহ কদাচন ।
মাতৃণাং বা পিতুর্ব্বাহং কৃতমল্পঞ্চ বিপ্রিয়ম্ ॥ ৮
সত্যঃ সত্যাভিসন্ধশ্চ নিত্যং সত্যপরাক্রমঃ ।
পরলোকভয়াদ্ভীতো নির্ভয়োঽস্তু পিতা মম ॥ ৯
তস্যাপি হি ভবেদস্মিন্ কর্ম্মণ্যপ্রতিসংহৃতে ।
সত্যং নেতি মনস্তাপস্তস্য তাপস্তপেচ্চ মাম্ ॥ ১০
অভিষেকবিধানন্তু তস্মাৎ সংহৃত্য লক্ষ্মণ ।
অন্বগেবাহমিচ্ছামি বনং গন্তুমিতঃ পুনঃ ॥ ১১
মম প্রব্রাজনাদদ্য কৃতকৃত্যা নৃপাত্মজা ।
সুতং ভরতমব্যগ্রমভিষেচয়তাং ততঃ ॥ ১২
ময়ি চীরাজিনধরে জটামণ্ডলধারিণি ।
গতেঽরণ্যঞ্চ কৈকেয্যা ভবিষ্যতি মনঃসুখম্ ॥ ১৩
বুদ্ধিঃ প্রণীতা যেনেয়ং মনশ্চ সুসমাহিতম্ ।
তন্তু নার্হামি সংক্লেষ্টুং প্রব্রজিষ্যামি মা চিরম্ ॥ ১৪
কৃতান্ত এব সৌমিত্রে দ্রষ্টব্যো মৎপ্রবাসনে ।
রাজ্যস্য চ বিতীর্ণস্য পুনরেব নিবর্ত্তনে ॥ ১৫
কৈকেয্যাঃ প্রতিপত্তির্হি কথং স্যান্মম বেদনে ।
যদি তস্যা ন ভাবোঽয়ং কৃতান্তবিহিতো ভবেৎ ॥ ১৬

করিয়া তাঁহার অনভিমতেই দণ্ডকবনে যাইতে অভিলাষী হইয়া মনে মনে তাঁহাকে প্রদক্ষিণ করিলেন। ৫১—৬৪।

দ্বাবিংশ সর্গ।

রামের প্রিয় ও হিতকারী ভ্রাতা লক্ষ্মণ তাঁহার রাজ্য-হানি-জনিত দুঃখে দীনভাবাপন্ন হইলে এবং তাহা নিতান্ত অসহ্য হওয়ায় ক্রোধে নয়ন বিস্ফারিত করত, [illegible] ন্যায় দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিতে লাগিলে, জিতাত্মা রাম ধৈর্য্যবলে অবিকৃতচিত্ত হইয়া তাঁহাকে [illegible] করত কহিলেন, "লক্ষ্মণ! তুমি কেবল [illegible]পূর্ব্বক শোক ও রোষ পরিত্যাগ করত [illegible] অপমান-জনক বিবেচনা না করিয়া [illegible] নির্দ্দোষ কার্য্য কর,—আমার [illegible] যে সকল উত্তম উত্তম দ্রব্য সংগ্রহ [illegible], তুমি তৎসমস্ত শীঘ্র বিসর্জ্জন কর। [illegible] আমার অভিষেকের উদ্যোগ নিমিত্ত [illegible] যে উৎসাহ হইয়াছে, তাহা এক্ষণে অভিষেক-নিবৃত্তির উদ্যোগার্থ পরিণত হউক। ১—৫। সৌমিত্রে! আমার অভিষেকের নিমিত্ত যাঁহার মন পরিতপ্ত হইতেছে, আমাদিগের সেই মাতা যাহাতে আমার অমঙ্গল-বিষয়ে শঙ্কা না করেন তুমি এরূপ কর; যেহেতু আমি তাঁহার মুহূর্ত্তপরিমিত [illegible] আন্তরিক দুঃখও অবলোকন করিতে পারি না; আমার এরূপ স্মরণ হয় না যে, কখন আমি জ্ঞান বা অজ্ঞানপূর্ব্বক পিতা কি মাতৃগণের অপ্রীতিকর অত্যল্পমাত্র কার্য্যও করিয়াছি। সতত সত্যবাদী, সত্যপ্রতিজ্ঞ ও সত্যপরাক্রম মদীয় পিতা পরলোকভয়জনক অসত্য হইতে ভীত হইয়াছেন, তিনিও নির্ভয় হউন। ৬—৯। এই অভিষেকের আয়োজন নিবর্ত্তিত না হইলে, পিতারও 'আমার বাক্য সত্য হইবে কি না?' এরূপ আশঙ্কা-জনিত মনস্তাপ হইতে পারে, তাঁহার সেই মনস্তাপও আমাকে সন্তপ্ত করিবে; অতএব লক্ষ্মণ! অভিষেকের আয়োজন নিবর্ত্তিত করিয়া আমি শীঘ্রই এখান হইতে বনে যাইতে ইচ্ছা করি। নৃপনন্দিনী কৈকেয়ী দেবী আমাকে বনে পাঠাইয়া কৃতকার্য্যা হইয়া অব্যাকুলচিত্তে স্বীয় তনয় ভরতকে রাজ্যে অভিষেক করুন। আমি চীরাজিন-পরিধায়ী ও জটা-ধারী হইয়া বনে গেলেই কৈকেয়ী দেবীর অন্তরে সুখ হইবে। যে বিধাতার প্রভাবে কৈকেয়ী দেবীর এরূপ বুদ্ধি জন্মিয়াছে এবং মনও তদ্বিষয়ে দৃঢ়নিশ্চয় হইয়াছে, তাঁহাকে তোমার ক্লেশ দেওয়া উচিত নয়; আমি অচিরেই বনে যাইব। ১০—১৪। সুমিত্রা-নন্দন! দৈবই আমার প্রাপ্তরাজ্যের নিবৃত্তি ও বন-গমনের হেতু, ইহা তুমি জানিও; কারণ কৈকেয়ীর এই ভাব যদি দৈববিহিত না হইত, তবে আমাকে পীড়া দিতে কি প্রকারে তাঁহার [illegible]

জানাসি হি যথা সৌম্য ন মাতৃষু মমান্তরম্ ।
ভূতপূর্ব্বং বিশেষো বা তস্যা ময়ি সুতেঽপি বা ॥ ১৭
সোঽভিষেকনিবৃত্ত্যর্থৈঃ প্রবাসার্থৈশ্চ দুর্ব্বচৈঃ ।
উগ্রৈর্ব্বাক্যৈরহং তস্যা নান্যদ্দৈবাৎ সমর্থয়ে ॥ ১৮
কথং প্রকৃতিসম্পন্না রাজপুত্রী তথাগুণা ।
ব্রূয়াৎ সা প্রাকৃতেব স্ত্রী মৎপীড়াং ভর্ত্তৃসন্নিধৌ ॥ ১৯
যদচিন্ত্যন্তু তদ্দৈবং ভূতেষ্বপি ন হন্যতে ।
ব্যক্তং ময়ি চ তস্যাঞ্চ পতিতো হি বিপর্য্যয়ঃ ॥ ২০
কশ্চ দৈবেন সৌমিত্রে যোদ্ধুমুৎসহতে পুমান্ ।
যস্য ন গ্রহণং কিঞ্চিৎ কর্ম্মণোঽন্যত্র দৃশ্যতে ॥ ২১
সুখদুঃখে ভয়ক্রোধৌ লাভালাভৌ ভবাভবৌ ।
যচ্চ কিঞ্চিত্তথাভূতং ননু দৈবস্য কর্ম্ম তৎ ॥ ২২
ঋষয়োঽপ্যুগ্রতপসো দৈবেনাভিপ্রচোদিতাঃ ।
উৎসৃজ্য নিয়মাংস্তীব্রান্ ভ্রশ্যন্তে কামমন্যুভিঃ ॥ ২৩
অসঙ্কল্পিতমেবেহ যদকস্মাৎ প্রবর্ত্ততে ।
নিবর্ত্ত্যারব্ধমারম্ভৈর্ননু দৈবস্য কর্ম্ম তৎ ॥ ২৪
এতয়া তত্ত্বয়া বুদ্ধ্যা সংস্তভ্যাত্মানমাত্মনা ।
ব্যাহতেঽপ্যভিষেকে মে পরিতাপো ন বিদ্যতে ॥ ২৫
তস্মাদপরিতাপঃ সন্ ত্বমপ্যনুবিধায় মাম্ ।
প্রতিসংহারয় ক্ষিপ্রমাভিষেচনিকীং [illegible] ॥ ২৬
এভিরেব ঘটৈঃ সর্ব্বৈরভিষেচনসম্ভৃতৈঃ ।
মম লক্ষ্মণ তাপস্যে ব্রতস্নানং ভবিষ্যতি ॥ ২৭
অথবা কিং মমৈতেন রাজদ্রব্যময়েন তু ।
উদ্ধৃতং মে স্বয়ং তোয়ং ব্রতাদেশং করিষ্যতি ॥ ২৮
মা চ লক্ষ্মণ সন্তাপং কার্ষীর্লক্ষ্ম্যা বিপর্য্যয়ে ।
রাজ্যং বা বনবাসো বা বনবাসো মহোদয়ঃ ॥ ২৯
ন লক্ষ্মণাস্মিন্ মম রাজ্যবিঘ্নে
মাতা যবীয়স্যভিশঙ্কিতব্যা ।
দৈবাভিপন্না ন পিতা কথঞ্চি-
জ্জানাসি দৈবং হি তথাপ্রভাবম্ ॥ ৩০

ইত্যযোধ্যাকাণ্ডে দ্বাবিংশঃ সর্গঃ ॥ ২২ ॥

ত্রয়োবিংশঃ সর্গঃ ।

ইতি ব্রুবতি রামে তু লক্ষ্মণোঽবাক্শিরা ইব ।
ধ্যাত্বা মধ্যং জগামাশু মনসা দৈন্যহর্ষয়োঃ ॥ ১

পারিত ? শুভদর্শন ! তুমি ইহা জান যে, যেরূপ আমার মাতৃগণের প্রতি ভক্তির প্রভেদ নাই, সেইরূপ কৈকেয়ী দেবীরও ভরতে ও আমাতে কিছুমাত্র স্নেহের তারতম্য ছিল না ; অতএব তিনি রাজা দশরথকে আমার অভিষেক-নিবৃত্তি ও বনগমনের প্ররোচক যে সকল দুর্ব্বাক্য বলিয়াছেন, আমি দৈবব্যতীত অপর কাহাকেও তৎসমুদায়ের প্রযোজক বলিয়া বোধ করি না ।১৫—১৮। কৈকেয়ী দেবী তাদৃশ গুণবতী রাজনন্দিনী হইয়া, প্রকৃতিসম্পন্না থাকিয়া কি প্রকারে সামান্যা রমণীর ন্যায় স্বামি-সন্নিধানে আমার পীড়া-জনক বাক্য বলিতে পারেন ? সুতরাং নিশ্চয়ই তাঁহাতে ও আমাতে দৈব-নিবন্ধন বিপর্য্যয় ঘটিয়াছে ; যাহা অচিন্তনীয় এবং যাহার প্রভাব কোন প্রাণী হইতেই প্রতিহত হয় না, তাহাই দৈব। সুখ দুঃখ, ভয় ক্রোধ, লাভ অলাভ, উৎপত্তি ও বিনাশ এবং সেইরূপ আর যাহা আছে, তৎসমস্তই দৈবের কার্য্য ; ঐ সকল কার্য্য ভিন্ন দৈবকে জানিবার আর কোন উপায় নাই ; অতএব কোন্ ব্যক্তি সেই অপরিজ্ঞাত দৈবের সহিত যুদ্ধ করিতে পারে ? ১৯—২২। উগ্রতপা ঋষিগণও দৈব-পীড়িত হইয়া কাম ও ক্রোধাদির আয়ত্ত হওত কঠোর নিয়ম সকল পরিত্যাগ করিয়া ভ্রষ্ট হন। যে বিষয় সঙ্কল্পিত না হইয়াও আরব্ধ কার্য্য নিবর্ত্তিত করিয়া অকস্মাৎ প্রবৃত্ত হয়, তাহা দৈবেরই কার্য্য। আমার অভিষেকের ব্যাঘাত ঘটিলেও ঐ তত্ত্বজ্ঞানদ্বারা চিত্তে চিত্ত নিয়মিত করা প্রযুক্তই পরিতাপ হইতেছে না। তুমিও অনুগমন করত সেই বুদ্ধিযোগবলে পরিতাপশূন্য হইয়া আমার অভি-ষেকের আয়োজন নিবর্ত্তন কর। লক্ষ্মণ ! আমার অভিষেকের জন্য যেসকল সজল ঘট আহরণ করা হইয়াছে, সেই ঘটের দ্বারাই আমার তাপস-ব্রতস্নান হইবে, অথবা আমার ঐ রাজ্যাভিষেক-বিষয়ক [illegible] আবশ্যক কি ? আমি স্বয়ং জল উত্তোলন [illegible] তাহাতে ব্রত-স্নান করিব। লক্ষ্মণ ! তুমি আমার রাজ্য-নাশ হওয়া প্রযুক্ত সন্তাপ করিও না ; [illegible] ও বনে বাস করার মধ্যে আমার পক্ষে [illegible] মহাফলজনক। লক্ষ্মণ ! আমার রাজ্যনাশ-[illegible] জননী কৈকেয়ী দেবীকে তোমার শঙ্কা করা [illegible] না ; যেহেতু তুমি ইহা বিলক্ষণ অবগত আছ যে, দৈব অপ্রতিহতপ্রভাব এবং তৎকর্তৃক নিয়োজিত হইয়াই লোকসকল পরের অনিষ্টাচরণ করে।" ইত্যাদি।

ত্রয়োবিংশ সর্গ ।

লক্ষ্মণ [illegible] হইয়া রামের সেই কথা শুনিয়া [illegible] অন্তরে যুগপৎ সুখ ও দুঃখ উদিত হইল। পরে সেই-

তদা তু বদ্ধ্বা ভ্রুকুটীং ভ্রুবোর্মধ্যে নরর্ষভঃ।
নিশশ্বাস মহাসর্পো বিলস্থ ইব রোষিতঃ ॥ ২
তস্য দুষ্প্রতিবীক্ষ্যং তদ্ ভ্রুকুটীসহিতং তদা।
বভৌ ক্রুদ্ধস্য সিংহস্য মুখস্য সদৃশং মুখম্ ॥ ৩
অগ্রহস্তং বিধুন্বংস্তু হস্তী হস্তমিবাত্মনঃ।
তির্য্যগূর্দ্ধং শরীরে চ পাতয়িত্বা শিরোধরাম্ ॥ ৪
অগ্রাক্ষ্ণা বীক্ষমাণস্তু তির্য্যগ্ভ্রাতরমব্রবীৎ ॥ ৫
অস্থানে সম্ভ্রমো যস্য জাতো বৈ সুমহানয়ম্।
ধর্ম্মদোষপ্রসঙ্গেন লোকস্যানতিশঙ্কয়া ॥ ৬
কথং হ্যেতদসম্ভ্রান্তস্ত্বদ্বিধো বক্তুমর্হতি।
যথা হ্যেবমশৌটীরং শৌটীরঃ ক্ষত্রিয়র্ষভঃ ॥ ৭
কিং নাম কৃপণং দৈবমশক্তমভিশংসসি।
পাপয়োস্তে কথং নাম তয়োঃ শঙ্কা ন বিদ্যতে ॥ ৮
সন্তি ধর্ম্মোপধাসক্তা ধর্ম্মাত্মন্ কিং ন বুধ্যসে।
তয়োঃ সুচরিতং স্বার্থং শাঠ্যাৎ পরিজিহীর্ষতোঃ ॥ ৯
যদি নৈবং ব্যবসিতং স্যাদ্ধি প্রাগেব রাঘব।
তয়োঃ প্রাগেব দত্তশ্চ স্যাদ্বরঃ প্রকৃতশ্চ সঃ ॥ ১০
লোকবিদ্বিষ্টমারব্ধং ত্বদন্যস্যাভিষেচনম্।
নোৎসহে সহিতুং বীর তত্র মে ক্ষন্তুমর্হসি ॥ ১১
যেনৈবমাগতা দ্বৈধং তব বুদ্ধির্ম্মহামতে।
সোঽপি ধর্ম্মো মম দ্বেষ্যো যৎপ্রসঙ্গাদ্বিমুহ্যসি ॥ ১২
কথং ত্বং কর্ম্মণা শক্তঃ কৈকেয়ীবশবর্ত্তিনঃ।
করিষ্যসি পিতুর্বাক্যমধর্ম্মিষ্ঠং বিগর্হিতম্ ॥ ১৩
যদয়ং কিল্বিষাদ্ভেদঃ কৃতোঽপ্যেবং ন গৃহ্যতে।
জায়তে তত্র মে দুঃখং ধর্ম্মসঙ্গশ্চ গর্হিতঃ ॥ ১৪
তবায়ং ধর্ম্মসংযোগো লোকস্যাস্য বিগর্হিতঃ।
মনসাপি কথং কামং কুর্য্যাস্ত্বং কামবৃত্তয়োঃ।
তয়োস্ত্বহিতয়োর্নিত্যং শত্রোঃ পিত্রভিধানয়োঃ ॥ ১৫
যদ্যপি প্রতিপত্তিস্তে দৈবী চাপি তয়োর্ম্মতম্।
তথাপ্যুপেক্ষণীয়ং তে ন মে তদপি রোচতে ॥ ১৬
বিক্লবো বীর্য্যহীনো যঃ স দৈবমনুবর্ত্ততে।
বীরাঃ সম্ভাবিতাত্মানো ন দৈবং পর্য্যুপাসতে ॥ ১৭

নরশ্রেষ্ঠ ভ্রূকুটী করিয়া, গর্ত্তস্থিত ক্রুদ্ধ সর্পের ন্যায় দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন। তখন তাঁহার সেই ভ্রূকুটীযুক্ত দুর্দ্দর্শনীয় বদন, ক্রুদ্ধ সিংহের বদনের ন্যায় দেখাইল। পরে তিনি সর্ব্বাগ্রে গ্রীবাভঙ্গ করিয়া, যেরূপ হস্তী স্বীয় শুণ্ড পরিচালন করে, সেইরূপ হস্তের অগ্রভাগ পরিচালনপূর্ব্বক ভ্রাতা রামকে বক্রভাবে কটাক্ষদ্বারা অবলোকন করত বলিলেন, 'ধর্ম্মহানি-সম্ভাবনা এবং আমি পিতৃবাক্য পালন না করিলে, পাছে অন্যলোকেও তাহা না করে, তবে সমস্ত জগৎই বিনষ্ট হইবে এই আশঙ্কায় আপনার যে অসময়ে বিষম ভ্রম উপস্থিত হইয়াছে, তাহা নিতান্তই ভুল। ১—৬। আপনি যেরূপ বলিলেন, আপনার ন্যায় দক্ষ ক্ষত্রিয়শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি ভ্রান্ত না হইয়া কিপ্রকারে দয়ার্দ্রচিত্ত নির্ব্বোধের ন্যায় সেইরূপ বলিতে পারেন? যে দৈবের স্বয়ং কোন কার্য্যই সমাধান করিবার শক্তি নাই, যে সকল কার্য্য-সাধনেই পুরুষকারের প্রতীক্ষা করে, আপনি সেই দৈবের কি মিথ্যা প্রশংসা করিতেছেন। ধর্ম্মাত্মন্! জগতে যে অনেকেই ছলধর্ম্মপরায়ণ হইয়া থাকে, ইহা কেন আপনি বুঝিতে পারিতেছেন না?—সেই পাপাত্মা দশরথ ও কৈকেয়ীর প্রতি কেন আপনার সন্দেহ হইতেছে না? দেখুন, তাঁহারা স্বকার্য্যসাধনার্থ শঠতা করিয়া বিনাদোষে আপনাকে বনবাসী করিতে ইচ্ছা করিয়াছে। রঘুনন্দন! যদি তাঁহাদিগের পূর্ব্ব হইতেই এরূপ অভিপ্রায় না থাকিত, তবে পূর্ব্বেই অবশ্য ঐ বর প্রদত্ত হইত; তাহা হইলে উপযুক্ত হইত। বীর! এক্ষণে আপনাকে পরিত্যাগ করিয়া যে অপরকে অভিষেক করিবার উদ্যোগ হইতেছে, ইহাতে সকল লোকেরই দ্বেষ হইতে পারে। অতএব আমি যে, তাহা সহ্য করিতে ইচ্ছা করিতেছি না, তদ্বিষয়ে আপনার আমাকে ক্ষমা করা উচিত। ৭—১১। মহামতে! যে ধর্ম্ম হইতে আপনার বুদ্ধির দ্বৈধীভাব ঘটিয়াছে এবং যাহা হইতে আপনার মোহ উপস্থিত হইয়াছে, সেই ধর্ম্মও আমার দ্বেষ্য; যেহেতু আপনি সমস্ত কার্য্যসাধনে ক্ষমতাশালী হইয়া কি প্রকারে কৈকেয়ীবশীভূত পিতা দশরথের লোক-নিন্দিত অধর্ম্মবাক্য প্রতিপালন করিবেন? আপনি যে, দশরথ ও কৈকেয়ীর কপটকৃত এই অভিষেক-বিঘাত-রূপ ভেদ বুঝিতে পারিতেছেন না এবং তজ্জন্য আপনার যে এরূপ গর্হিত ধর্ম্মাসক্তি হইয়াছে, ইহাতে আমার নিতান্ত দুঃখ হইতেছে। ১২—১৪। এই জগতে আপনা ব্যতীত কেহই সেই নিয়ত অহিতকারী কাম-চারী পিতৃমাতৃ-নামধারী শত্রুদিগের অভিলাষ-সকলের কথা মনেও স্থান দেয় না; সুতরাং আপনার এরূপ ধর্ম্মাসক্তি সকললোকেরই নিন্দিত। যদ্যপি আপনার দৈব হইতেই সেই পিতা-মাতার তাদৃশী বুদ্ধি হইয়াছে, এরূপ দৃঢ়নিশ্চয় হইয়া থাকে, তথাপি সেই নিশ্চয়ের প্রতি আপনার উপেক্ষা করা উচিত; কারণ তাদৃশ বিরুদ্ধকারী দৈবের প্রতিই আমার অভিরুচি হইতেছে না। ১৫—১৬। দুর্ব্বল ও জ্ঞানশূন্য ব্যক্তিরাই দৈবের অনুগামী হইয়া থাকে; যাহাদের শৌর্য্যবীর্য্য

নৈবং পুরুষকারেণ যঃ সমর্থঃ প্রবাধিতুম্।
ন দৈবেন বিপন্নার্থঃ পুরুষঃ সোঽবসীদতি ॥ ১৮
দ্রক্ষ্যন্তি ত্বদ্য দৈবস্য পৌরুষং পুরুষস্য চ ।
দৈবমানুষয়োরদ্য ব্যক্তা ব্যক্তির্ভবিষ্যতি ॥ ১৯
অদ্য মৎপৌরুষহতং দৈবং দ্রক্ষ্যন্তি বৈ জনাঃ ।
যৈর্দ্দৈবাদাহতং তেঽদ্য দৃষ্টং রাজ্যাভিষেচনম্ ॥ ২০
অত্যঙ্কুশমিবোদ্দামং গজং মদজলোদ্ধতম্।
প্রধাবিতমহং দৈবং পৌরুষেণ নিবর্ত্তয়ে ॥ ২১
লোকপালাঃ সমস্তাস্তে নাদ্য রামাভিষেচনম্।
ন চ কৃৎস্নাস্ত্রয়ো লোকা বিহন্যুঃ কিংপুনঃ পিতা ॥ ২২
যৈর্বিবাসস্তবারণ্যে মিথো রাজন্ সমর্থিতঃ।
অরণ্যে তে বিবৎস্যন্তি চতুর্দ্দশ সমাস্তথা ॥ ২৩
অহং তদাশাং ধক্ষ্যামি পিতুস্তস্যাশ্চ যা তব ।
অভিষেকবিঘাতেন পুত্ররাজ্যায় বর্ত্ততে ॥ ২৪
মদ্বলেন বিরুদ্ধায় ন স্যাদ্দৈববলং তথা।
প্রভবিষ্যতি দুঃখায় যথোগ্রং পৌরুষং মম ॥ ২৫
ঊর্দ্ধং বর্ষসহস্রান্তে প্রজাপাল্যমনন্তরম্।
আর্য্যপুত্রাঃ করিষ্যন্তি বনবাসং গতে ত্বয়ি ॥ ২৬
পূর্ব্বরাজর্ষিবৃত্ত্যা হি বনবাসোঽভিধীয়তে।
প্রজা নিক্ষিপ্য পুত্রেষু পুত্রবৎ পরিপালনে ॥ ২৭
স চেদ্রাজন্যনেকাগ্রে রাজ্যবিভ্রমশঙ্কয়া।
নৈবমিচ্ছসি ধর্ম্মাত্মন্ রাজ্যং রাম ত্বমাত্মনি ॥ ২৮
প্রতিজানে চ তে বীর মা ভূবং বীরলোকভাক্।
রাজ্যঞ্চ তব রক্ষেয়মহং বেলেব সাগরম্ ॥ ২৯
মঙ্গলৈরভিষিঞ্চস্ব তত্র ত্বং ব্যাপৃতো ভব।
অহমেকো মহীপালানলং বারয়িতুং বলাৎ ॥ ৩০
ন শোভার্থাবিমৌ বাহূ ন ধনুর্ভূষণায় মে।
নাসিরাবন্ধনার্থায় নো শরাঃ স্তম্ভহেতবঃ।
অমিত্রমথনার্থং মে সর্ব্বমেতচ্চতুষ্টয়ম্ ॥ ৩১
ন চাহং কাময়েঽত্যর্থং যঃ স্যাচ্ছত্রুর্মতো মম।
অসিনা তীক্ষ্ণধারেণ বিদ্যুচ্চলিতবর্চসা ॥ ৩২
প্রগৃহীতেন বৈ শত্রুং বজ্রিণং বা ন কল্পয়ে ॥ ৩৩
খড়্গনিষ্পেষনিষ্পিষ্টৈর্গহনা দুশ্চরা চ মে।
হস্ত্যশ্বরথিহস্তোরুশিরোভির্ভবিতা মহী ॥ ৩৪
খড়্গধারাহতা মেঽদ্য দীপ্যমানা ইবাগ্নয়ঃ।

প্রভৃতি লোকবিখ্যাত, তাদৃশ বীরেরা কখনই দৈবের উপাসনা করেন না। যে পুরুষের পৌরুষদ্বারা দৈবকে বাধা দিবার ক্ষমতা আছে; তিনি দৈবনিবন্ধন বিপন্ন হইয়াও অবসন্ন হন না। অদ্য দৈব ও মানুষের ক্ষমতা প্রকাশ হইবে!—অদ্য সকলেই দৈব ও মানুষের ক্ষমতা দর্শন করিবে!—যে দৈব হইতে আপনার রাজ্যাভিষেকের ব্যাঘাত ঘটিয়াছে,—অদ্য সকলেই সেই দৈবকে আমার পৌরুষদ্বারা নিহত দর্শন করিবে; অদ্য আমি পৌরুষদ্বারা নিরঙ্কুশ ও শৃঙ্খলাতিক্রমকারী মদোদ্ধত হস্তীর ন্যায় ধাবমান দৈবকে নিবর্ত্তিত করিব। ১৭—২১। রাম! পিতার কথা দূরে থাকুক, সমস্ত লোকপাল অথবা ত্রিলোকবাসী সমুদায় প্রাণীরাও আপনার অভিষেকের ব্যাঘাত জন্মাইতে পারিবেন না। রাজন্! যাহারা পরস্পর একবাক্য হইয়া আপনার বনবাস অবধারণ করিয়াছে তাহাদিগকেই চতুর্দ্দশ বর্ষ বনে বাস করিতে হইবে পিতার এবং যে আপনার অভিষেকের ব্যাঘাত করিয়া পুত্রের রাজ্যনিমিত্ত যত্ন করিতেছে, আমি সেই কৈকেয়ীর আশা বিফল করিব। আমি যাহার বিরোধী, আমার উগ্র পৌরুষ হইতে তাহার যেরূপ দুঃখ হইবে সেইরূপ দৈববল হইতে তাহার সুখ হইবার সম্ভাবনা নাই। ২২—২৫। আর্য্য! এখনকার কথা দূরে থাকুক, পূর্ব্বতন রাজর্ষিগণের আচারানুসারে পুত্রদিগের প্রতি প্রজাদিগকে, পুত্রের ন্যায় পালন করিবার ভার দিয়া বনে বাস করা কর্ত্তব্য; একারণ সহস্র-বৎসরান্তে যখন আপনি বনে যাইয়া বাস করিবেন, তখনও আপনার পুত্রেরাই প্রজাপালন করিবেন, রাজ্যে অপরের অধিকার নাই। রাম! রাজা দশরথ অব্যবস্থিতচিত্ত হইলেও, যদি আপনার রাষ্ট্রবিভ্রমের আশঙ্কাতেই রাজত্ব করিতে ইচ্ছা না হয়, তবে আপনি ঐ আশঙ্কা পরিত্যাগ করুন; আমি আপনার নিকট প্রতিজ্ঞা করিয়া বলিতেছি যে, বেলাভূমি যেমন সমুদ্রকে রক্ষা করে, তদ্রূপ আমি আপনার রাজ্য রক্ষা করিব; না করিলে, বীরলোকভাগী হইব না। ২৬—২৯। আপনি মঙ্গলদ্রব্যদ্বারা অভিষিক্ত হইয়া রাজত্ব করিতে উদ্যত হউন, আমি একাকীই নিজ বলে সমস্ত মহীপতিগণকে নিবারণ করিব। আমার এই ভুজদ্বয় শোভার্থ, [illegible] ভূষণার্থ, অসি কটীবন্ধনার্থ ও শরসকল স্তম্ভার্থ নহে; শত্রুনাশার্থ ই আমার ঐ চতুর্বিধ বস্তু আছে। [illegible] যে শত্রু আমার তুল্য যোদ্ধা বলিয়া [illegible] হইবে, তাহার অস্তিত্ব আমি অধিক [illegible] না,—আমি কেবল বিদ্যুৎতুল্য [illegible] ধার অসি গ্রহণ করিয়া শত্রুভাবাপন্ন ইন্দ্রকেও [illegible] করি না। অদ্য আমার খড়্গাঘাতে ছিন্ন হস্তী, [illegible] রথ এবং মানবগণের হস্ত ঊরু ও মস্তকে [illegible] হইয়া পৃথিবী দুর্গম [illegible]

পতিষ্যন্তি দ্বিষো ভূমৌ মেঘা ইব সবিদ্যুতঃ। ৩৫
বদ্ধগোধাঙ্গুলিত্রাণে প্রগৃহীতশরাসনে।
কথং পুরুষমানী স্যাৎ পুরুষাণাং ময়ি স্থিতে। ৩৬
বহুভিশ্চৈকমত্যস্যন্নেকেন চ বহূন্ জনান্।
বিনিযোক্ষ্যাম্যহং বাণান্নৃবাজিগজমর্ম্মসু। ৩৭
অদ্য মেঽস্ত্রপ্রভাবস্য প্রভাবঃ প্রভবিষ্যতি।
রাজ্ঞশ্চাপ্রভুতাং কর্ত্তুং প্রভুত্বঞ্চ তব প্রভো। ৩৮
অদ্য চন্দনসারস্য কেয়ূরামোক্ষণস্য চ।
বসূনাঞ্চ বিমোক্ষস্য সুহৃদাং পালনস্য চ। ৩৯
অনুরূপাবিমৌ বাহূ রাম কর্ম্ম করিষ্যতঃ।
অভিষেচনবিঘ্নস্য কর্ত্তৄণাং তে নিবারণে। ৪০

ব্রবীহি কোঽদ্যৈব ময়া বিযুজ্যতাং
তবাসুহৃৎ প্রাণযশঃসুহৃজ্জনৈঃ।
যথা তবেয়ং বসুধা বশা ভবে-
ত্তথৈব মাং শাধি তবাস্মি কিঙ্করঃ। ৪১
বিমৃজ্য বাষ্পং পরিসান্ত্ব্য চাসকৃৎ
স লক্ষ্মণং রাঘববংশবর্দ্ধনঃ।
উবাচ পিত্রোর্ব্বচনে ব্যবস্থিতং
নিবোধ মামেষ হি সৌম্য সৎপথঃ। ৪২

ইত্যযোধ্যাকাণ্ডে ত্রয়োবিংশঃ সর্গঃ। ২৩।

অগ্নিতুল্য দীপ্তিসমন্বিত শত্রুগণ আমার খড়্গাঘাতে ছিন্নভিন্ন হইয়া, বিদ্যুৎসমন্বিত মেঘের ন্যায় পতিত হইবে। আমি গোধা ও অঙ্গুলিত্রাণ ধারণপূর্ব্বক শরাসন গ্রহণ করিয়া যুদ্ধে অবস্থিত থাকিলে ভূমণ্ডলে যত পুরুষ আছে, তন্মধ্যে কাহারও পৌরুষাভিমান থাকিবে না। আমি কখন বহুবাণে একজনকে কখন একবাণে বহুজনকে পাতিত করত মনুষ্য, হস্তী ও অশ্বের মর্ম্মস্থান-সমূহে বাণসকল নিক্ষেপ করিব। অদ্য আপনার প্রভুত্বস্থাপন ও রাজা দশরথের প্রভুত্ববিলোপার্থ আমার অস্ত্রবলের প্রভাব প্রকাশিত হইবে। রাম! আপনার অভিষেকের বিঘ্নকারীদিগের নিবারণবিষয়ে আমার এই চন্দনানুলেপন, কেয়ূরধারণ, ধনবিতরণ ও বন্ধুগণের প্রতিপালনের উপযুক্ত বাহুদ্বয় সমুচিত কার্য্য করিবে। অদ্য আমি আপনার কোন্ শত্রুকে প্রাণ, যশ ও বন্ধুবান্ধব হইতে বিযুক্ত করিব, তাহা আপনি আমাকে বলুন। আমি আপনার কিঙ্কর, সুতরাং আপনি পৃথিবীকে যাহা করিলে আপনার বশগত হয়, তাহা করিতে আমাকে আদেশ করুন। রঘুবংশবর্দ্ধন রাম, লক্ষ্মণের অশ্রুমার্জ্জনাপূর্ব্বক

চতুর্ব্বিংশঃ সর্গঃ।

তং সমীক্ষ্য ব্যবসিতং পিতুর্নির্দ্দেশপালনে।
কৌশল্যা বাষ্পসংরুদ্ধা বচো ধর্ম্মিষ্ঠমব্রবীৎ। ১
অদৃষ্টদুঃখো ধর্ম্মাত্মা সর্ব্বভূতপ্রিয়ংবদঃ।
ময়ি জাতো দশরথাৎ কথমুঞ্ছেন বর্ত্তয়েৎ। ২
যস্য ভৃত্যাশ্চ দাসাশ্চ মৃষ্টান্যন্নানি ভুঞ্জতে।
কথং স ভোক্ষ্যতে রামো বনে মূলফলান্যয়ম্। ৩
ক এতচ্ছ্রদ্দধে শ্রুত্বা কস্য বা ন ভবেদ্ভয়ম্।
গুণবান্ দয়িতো রাজ্ঞঃ কাকুৎস্থো যদ্বিবাস্যতে। ৪
নূনং তু বলবান্ লোকে কৃতান্তঃ সর্ব্বমাদিশন্।
লোকে রামাভিরামস্ত্বং বনং যত্র গমিষ্যসি। ৫
অয়ং তু মামাত্মভবস্তবাদর্শনমারুতঃ।
বিলাপদুঃখসমিধো রুদিতাশ্রুহুতাহুতিঃ। ৬
চিন্তাবাষ্পমহাধূমস্তবাগমনচিন্তজঃ।
কর্শয়িত্বা ভৃশং পুত্র নিঃশ্বাসায়াসসম্ভবঃ। ৭
ত্বয়া বিহীনামিহ মাং শোকাগ্নিরতুলো মহান্।

তাঁহাকে বারংবার সান্ত্বনা করিয়া বলিলেন, শুভদর্শন! পিতৃমাতৃবাক্যে অবস্থিতি করা সাধুদিগের আচরিত পথ, এজন্য আমি তাহাতেই অবস্থিত আছি, ইহা তুমি জানিও। ৩৫—৪২।

চতুর্ব্বিংশ সর্গ।

কৌসল্যা দেবী ধর্ম্মনিরত রামকে পিতৃ-আদেশ-পালনে কৃতনিশ্চয় দেখিয়া বাষ্পগদ্গদস্বরে তাঁহাকে বলিলেন,—সর্ব্বভূত-প্রিয়বাদিন্! তুমি রাজা দশরথ হইতে আমাতে জন্মগ্রহণ করিয়াছ এবং কখন দুঃখের মুখও দর্শন কর নাই, তুমি কিপ্রকারে উঞ্ছবৃত্তি অবলম্বন করিয়া জীবন ধারণ করিবে? হা! যে রামের ভৃত্য ও দাসগণও বিশুদ্ধ অন্ন ভোজন করে, সেই রাম, বনে কি প্রকারে ফল ও মূল ভোজন করিবেন! "গুণবান্ রঘুনন্দন সর্ব্বলোকপ্রিয় রাম বিবাসিত হইতেছেন, এই সংবাদ শুনিয়া কেই বা বিশ্বাস করিবে এবং বিশ্বাস হইলে, কাহারই বা ভয় না হইবে? রাম! আমার নিশ্চয় বোধ হইতেছে যে, সর্ব্বনিয়ন্তা দৈবই লোকমধ্যে বলবান্, যেহেতু তুমি সমস্ত লোকের মনোহর হইয়াও তাহারই প্রভাবে বনে গমন করিবে। ১—৫। পুত্র! তোমার বিরহে, তোমার অদর্শন-জনিত চিন্তায় এবং আমার বিলাপ ও দুঃখরূপ ইন্ধনে উপচিত ও নিশ্বাস প্রয়াসদ্বারা উদ্দীপিত এই তুলনা-বিহীন মহান্ শোকাগ্নি আমার

প্রধক্ষ্যতি যথা কক্ষং চিত্রভানুর্হিমাত্যয়ে॥ ৮
কথং হি ধেনুঃ স্বং বৎসং গচ্ছন্তমনুগচ্ছতি।
অহং ত্বানুগমিষ্যামি যত্র বৎস গমিষ্যসি॥ ৯
যথানিগদিতং মাত্রা তদ্বাক্যং পুরুষর্ষভঃ।
শ্রুত্বা রামোঽব্রবীদ্বাক্যং মাতরং ভৃশদুঃখিতাম্॥ ১০
কৈকেয্যা বঞ্চিতো রাজা ময়ি চারণ্যমাশ্রিতে।
ভবত্যা চ পরিত্যক্তো ন নূনং বর্ত্তয়িষ্যতি॥ ১১
ভর্ত্তুঃ পুনঃ পরিত্যাগো নৃশংসঃ কেবলং স্ত্রিয়াঃ।
স ভবত্যা ন কর্ত্তব্যো মনসাপি বিগর্হিতঃ॥ ১২
যাবজ্জীবতি কাকুৎস্থঃ পিতা মে জগতীপতিঃ।
শুশ্রূষা ক্রিয়তাং তাবৎ স হি ধর্ম্মঃ সনাতনঃ॥ ১৩
এবমুক্তা তু রামেণ কৌসল্যা শুভদর্শনা।
তথেত্যুবাচ সুপ্রীতা রামমক্লিষ্টকারিণম্॥ ১৪
এবমুক্তস্তু বচনং রামো ধর্ম্মভৃতাংবরঃ।
ভূয়স্তামব্রবীদ্বাক্যং মাতরং ভৃশদুঃখিতাম্॥ ১৫
ময়া চৈব ভবত্যা চ কর্ত্তব্যং বচনং পিতুঃ।
রাজা ভর্ত্তা গুরুঃ শ্রেষ্ঠঃ সর্ব্বেষামীশ্বরঃ প্রভুঃ॥ ১৬
ইমানি তু মহারণ্যে বিহৃত্য নব পঞ্চ চ।
বর্ষাণি পরমপ্রীত্যা স্থাস্যামি বচনে তব॥ ১৭
এবমুক্তা প্রিয়ং পুত্রং বাষ্পপূর্ণাননা তদা।
উবাচ পরমার্ত্তা তু কৌসল্যা সুতবৎসলা॥ ১৮
আসাং রাম সপত্নীনাং মধ্যে বস্তুং ন মে ক্ষমম্।
নয় মামপি কাকুৎস্থ বনং বন্যাং মৃগীমিব॥ ১৯
যদি তে গমনে বুদ্ধিঃ কৃতা পিতুরপেক্ষয়া।
তাং তথা রুদতীং রামো রুদন্ বচনমব্রবীৎ॥ ২০
জীবন্ত্যা হি স্ত্রিয়া ভর্ত্তা দৈবতং প্রভুরেব চ।
ভবত্যা মম চৈবাদ্য রাজা প্রভবতি প্রভুঃ॥ ২১
ন হ্যনাথা বয়ং রাজ্ঞা লোকনাথেন ধীমতা।
ভরতশ্চাপি ধর্ম্মাত্মা সর্ব্বভূতপ্রিয়ংবদঃ॥ ২২
ভবতীমনুবর্ত্তেত স হি ধর্ম্মরতঃ সদা।
যথা ময়ি তু নিষ্ক্রান্তে পুত্রশোকেন পার্থিবঃ॥ ২৩
শ্রমং নাবাপ্নুয়াৎ কিঞ্চিদপ্রমত্তা তথা কুরু।
দারুণশ্চাপ্যয়ং শোকো যথৈনং ন বিনাশয়েৎ॥ ২৪

রোদনাগ্নিরূপ হব্যদ্বারা হত ও তোমার অদর্শনরূপ বায়ুদ্বারা পরিবর্দ্ধিত হইয়া যেরূপ শীতকালে সূর্য্য তৃণ সকল শোষণপূর্ব্বক দগ্ধ করে, সেইরূপ আমাকে অত্যন্ত শোষিত করিয়া দগ্ধ করিবে; অতএব বৎসের অনুগামিনী গাভীর ন্যায়, আমি তোমার অনুগামিনী হইব।" ৮—৯। নিতান্ত-দুঃখিতা জননীর সেই বাক্য শুনিয়া পুরুষশ্রেষ্ঠ রাম তাঁহাকে বলিলেন, "জননি! একে রাজা দশরথ কৈকেয়ীকর্ত্তৃক বঞ্চিত হইয়াছেন, তাহার উপরে আবার আপনি যদি তাঁহাকে পরিত্যাগ করেন, তবে আমি বনে গমন করিলে তিনি নিশ্চয়ই জীবিত থাকিবেন না; বিশেষতঃ স্ত্রীলোকের স্বামীকে পরিত্যাগ করা নিতান্ত গর্হিত কার্য্য; অতএব আপনার সেই লোকগর্হিত কার্য্য করিতে মনস্থ করা উচিত নয়; সুতরাং যে পর্য্যন্ত পিতা পৃথিবীপতি কাকুৎস্থ দশরথ জীবিত থাকেন, তত দিন পর্য্যন্ত আপনি তাঁহাকে শুশ্রূষা করুন, কেননা স্বামিশুশ্রূষাই মহিলাগণের সনাতন ধর্ম্ম।" শুভদর্শনা কৌসল্যা দেবী, অক্লিষ্ট-কর্ম্মা রামের সেই কথা শুনিয়া প্রীতসহকারে তাঁহাকে "তাহাই হইবে" ইহা বলিলেন। ধার্ম্মিকপ্রবর রাম নিতান্ত দুঃখিতা মাতার কথা শুনিয়া তাঁহাকে আবার বলিলেন, "জননি! সর্ব্বলোকশ্রেষ্ঠ রাজা দশরথ সকল লোকেরই নিয়ন্তা ও প্রভু; বিশেষতঃ তিনি আপনার স্বামী, গুরু এবং আমারও জন্মদাতা গুরু; অতএব তাঁহার আদেশ পালন করা আমাদিগের অবশ্যকর্ত্তব্য। আমি পরমপ্রীতিসহকারে মহারণ্যে বিহার করত এই চতুর্দ্দশ বৎসর অতিবাহনানন্তর ফিরিয়া আসিয়া আপনার আদেশানুসারে চলিব।" ১০—১৭। পুত্রবৎসলা পরমদুঃখিতা কৌসল্যা দেবী, প্রিয়তনয় রামের সেই কথা শুনিয়া বাষ্পপূর্ণ-লোচনে তাঁহাকে বলিলেন, "রাম! যদি তোমার, পিতার অভিলাষানুসারে বনে যাইতেই ইচ্ছা হইল, তবে আমাকেও বন্যা মৃগীর ন্যায় সঙ্গে লইয়া চল; কেননা, আমি ঐ সকল সপত্নীদিগের মধ্যে বাস করিতে পারিব না।" কৌসল্যা দেবী ইহা বলিয়া রোদন করিতে লাগিলে, রামও রোদন করত তাঁহাকে বলিলেন, "মহিলাগণের জীবিতাবস্থায় স্বামীই গুরু ও দেবতা; সুতরাং ধীসম্পন্ন লোকনাথ রাজা অদ্যই আপনার এবং পিতৃত্বপ্রযুক্ত আমারও প্রভু, তিনি জীবিত থাকিতে আমরা অনাথ নহি,—তাঁহার অমতে কার্য্য করিতে পারি না; বিশেষতঃ ধর্ম্মাত্মা ভরতও সকল লোকেরই প্রীতিকর কার্য্য করিয়া থাকেন এবং ধর্ম্মেও তাঁহার চিরকালই অত্যন্ত আস্থা আছে; সুতরাং তিনি অবশ্যই আপনার অনুবর্ত্তী হইবেন, তাহা হইলে সপত্নীগণ হইতে আপনার কোন অপকারের সম্ভাবনা নাই; অতএব আমি এস্থান হইতে গমন করিলে, যাহাতে আমার শোকে রাজা দশরথ কিছুমাত্রও ক্লান্ত না হন, আপনি প্রমাদরহিতা হইয়া সেইরূপ যত্ন করুন,—আপনি সমাহিতা হইয়া, যাহাতে এই নিদারুণ শোকে বৃদ্ধ মহীপতি দশরথ

রাজ্ঞো বৃদ্ধস্য সততং হিতং চর সমাহিতা।
ব্রতোপবাসনিরতা যা নারী পরমোত্তমা॥ ২৫
ভর্তারং নানুবর্ত্তেত সা চ পাপগতির্ভবেৎ।
ভর্ত্তুঃ শুশ্রূষয়া নারী লভতে স্বর্গমুত্তমম্॥ ২৬
অপি যা নির্নমস্কারা নিবৃত্তা দেবপূজনাৎ।
শুশ্রূষামেব কুর্ব্বীত ভর্ত্তুঃ প্রিয়হিতে রতা॥ ২৭
এষ ধর্ম্মঃ স্ত্রিয়া নিত্যো বেদে লোকে শ্রুতঃ স্মৃতঃ।
অগ্নিকার্য্যেষু চ সদা সুমনোভিশ্চ দেবতাঃ॥ ২৮
পূজ্যাস্তে মৎকৃতে দেবি ব্রাহ্মণাশ্চৈব সৎকৃতাঃ।
এবং কালং প্রতীক্ষস্ব মমাগমনকাঙ্ক্ষিণী॥ ২৯
নিয়তা নিয়তাহারা ভর্তৃশুশ্রূষণে রতা।
প্রাপ্স্যসে পরমং কামং ময়ি প্রত্যাগতে সতি॥ ৩০
যদি ধর্ম্মভৃতাং শ্রেষ্ঠো ধারয়িষ্যতি জীবিতম্।
এবমুক্তা তু রামেণ বাষ্পপর্য্যাকুলেক্ষণা॥ ৩২
কৌসল্যা পুত্রশোকার্ত্তা রামং বচনমব্রবীৎ।
গমনে সুকৃতাং বুদ্ধিং ন তে শক্নোমি পুত্রক॥ ৩২
বিনিবর্ত্তয়িতুং বীর নূনং কালো দুরত্যয়ঃ।
গচ্ছ পুত্র ত্বমেকাগ্রো ভদ্রং তেঽস্তু সদা বিভো॥ ৩৩

পুনস্ত্বয়ি নিবৃত্তে তু ভবিষ্যামি গতক্লমা।
প্রত্যাগতে মহাভাগে কৃতার্থে চরিতব্রতে॥ ৩৪
পিতুরানৃণ্যতাং প্রাপ্তে স্বপিষ্যে পরমং সুখম্।
কৃতান্তস্য গতিঃ পুত্র দুর্বিভাব্যা সদা ভুবি॥ ৩৫
যস্ত্বাং সঞ্চোদয়তি মে বচ আবিধ্য রাঘব।
গচ্ছেদানীং মহাবাহো ক্ষেমেণ পুনরাগতঃ॥ ৩৬
নন্দয়িষ্যসি মাং পুত্র সাম্না শ্লক্ষ্ণেন চারুণা।
অপীদানীং স কালঃ স্যাদ্বনাৎ প্রত্যাগতং পুনঃ।
যত্ত্বাং পুত্রক পশ্যেয়ং জটাবল্কলধারিণম্॥ ৩৭
তথাহি রামং বনবাসনিশ্চিতং
দদর্শ দেবী পরমেণ চেতসা।
উবাচ রামং শুভলক্ষণং বচো
বভূব চ স্বস্ত্যয়নাভিকাঙ্ক্ষিণী॥ ৩৮
ইত্যযোধ্যাকাণ্ডে চতুর্বিংশঃ সর্গঃ॥ ২৪॥

পঞ্চবিংশঃ সর্গঃ।

সা বিনীয় তমায়াসমুপস্পৃশ্য জলং শুচি।
চকার মাতা রামস্য মঙ্গলানি মনস্বিনী॥ ১

বিনষ্ট না হন, তাঁহার প্রতি তাদৃশ হিতসাধনে যত্নবতী হউন; কেননা, যে নারী সর্ব্বগুণালঙ্কৃতা ও ব্রত এবং উপবাসরতা হইয়াও স্বামীর অনুবর্ত্তিনী না হয়, সে পাপলোক লাভ করে এবং যে নারী দেবতা-পূজা করে না, এমন কি, যিনি দেবতাকে নমস্কারও করেন না, কিন্তু স্বামীর শুশ্রূষা করিয়া থাকেন, তিনি উত্তম গতি লাভ করেন। মা! স্বামীর প্রিয় ও হিতকর কার্য্যসাধনে যত্নপরায়ণা হইয়া মহিলাদিগের কেবল তাঁহার শুশ্রূষাই করা উচিত। ১৮—২৭। যেহেতু নারীগণের উহাই বেদ ও পুরাণোক্ত সনাতন ধর্ম্ম, অতএব আপনি নিয়তচিত্তা ও নিয়তাহারা হইয়া স্বামীর শুশ্রূষা করুন এবং আমার মঙ্গলার্থে পুষ্পদ্বারা অগ্নিহোত্রে দেবতাগণ-তর্পণ ও সুব্রতানুষ্ঠায়ী ব্রাহ্মণদিগকে পূজা করুন। জননি! আপনি আমার আগমনাকাঙ্ক্ষিণী হইয়া ঐরূপে সময়ের প্রতীক্ষা করুন; যদি আমার প্রত্যাগমন-কালাবধি ধার্ম্মিকবর রাজা দশরথ জীবিত থাকেন, তবে আমি ফিরিয়া আসিলে আপনি পরম অভীষ্ট লাভ করিবেন।" রামের কথা শুনিয়া পুত্রশোকে কাতরা কৌসল্যা দেবীও বাষ্পপূর্ণ-নয়নে তাঁহাকে বলিলেন, "পুত্র! আমার নিশ্চয়ই বোধ হইতেছে যে, দৈব নিতান্তই অখণ্ডনীয়; তজ্জন্যই আমি তোমার বনগমন-বিষয়ে দৃঢ়নিশ্চিত বুদ্ধির নিবৃত্তি করিতে পারিলাম না। পুত্র! তুমি বনে যাইতে সমুৎসুক হইয়াছ,—যাও, তোমার সর্ব্বদা মঙ্গল হউক; তুমি ফিরিয়া আসিলে আমার সকল কষ্ট দূর হইবে। চরিতব্রত মহাভাগ! তুমি চতুর্দ্দশ বৎসর বনে বাস করত পিতাকে অঋণী করিয়া ফিরিয়া আসিলে তোমাকে দেখিয়া আমার পরম সুখ হইবে। রঘুনন্দন! কালের গতি চিরকালই দুরতিলঙ্ঘিত প্রাণীদিগের বুদ্ধির অগোচর। ২৮—৩৫। সেই কালই তোমাকে আমার বাক্য অতিক্রম করিয়া বনগমনে প্রবর্ত্তিত করিতেছে। মহাবাহো! এক্ষণে তুমি গমন কর, কল্যাণে প্রতিনিবৃত্ত হইয়া নির্ম্মল চিত্ত ও মধুর বাক্যদ্বারা আমাকে আনন্দিত কর। পুত্র! যে কালে তুমি জটা ও বল্কলধারী হইয়া বন হইতে ফিরিয়া আসিয়া আমার নয়নগোচর হইবে, প্রার্থনা করি, এক্ষণই সেই কাল উপস্থিত হউক।" শুভলক্ষণ রামকে বনগমনে দৃঢ়সঙ্কল্প দেখিয়া কৌসল্যা দেবী সাদরচিত্তে তাঁহাকে সেই বাক্য বলিলেন এবং তাঁহার শুভোদ্দেশে স্বস্ত্যয়ন করিতে উদ্যতা হইলেন। ৩৬—৩৮।

পঞ্চবিংশ সর্গ।

রামের জননী মনস্বিনী কৌসল্যা দেবী সেই ক্লেশ পরিত্যাগ করিয়া পবিত্র জলে আচমনপূর্ব্বক তাঁহার

ন শক্যসে বারয়িতুং গচ্ছেদানীং রঘূত্তম।
শীঘ্রঞ্চ বিনিবর্ত্তস্ব বর্ত্তস্ব চ সতাং ক্রমে॥ ২
যং পালয়সি ধর্ম্মং ত্বং প্রীত্যা চ নিয়মেন চ।
স বৈ রাঘবশার্দ্দূল ধর্ম্মস্ত্বামভিরক্ষতু॥ ৩
যেভ্যঃ প্রণমসে পুত্র দেবেষ্বায়তনেষু চ।
তে চ ত্বামভিরক্ষন্তু বনে সহ মহর্ষিভিঃ॥ ৪
যানি দত্তানি তেঽস্ত্রাণি বিশ্বামিত্রেণ ধীমতা।
তানি ত্বামভিরক্ষন্তু গুণৈঃ সমুদিতং সদা॥ ৫
পিতৃশুশ্রূষয়া পুত্র মাতৃশুশ্রূষয়া তথা।
সত্যেন চ মহাবাহো চিরং জীবাভিরক্ষিতঃ॥ ৬
সমিৎকুশপবিত্রাণি বেদ্যশ্চায়তনানি চ।
স্থণ্ডিলানি চ বিপ্রাণাং শৈলা বৃক্ষাঃ ক্ষুপা হ্রদাঃ॥ ৭
পতঙ্গাঃ পন্নগাঃ সিংহাস্ত্বাং রক্ষন্তু নরোত্তম।
স্বস্তি সাধ্যাশ্চ বিশ্বে চ মরুতশ্চ মহর্ষিভিঃ॥ ৮
স্বস্তি ধাতা বিধাতা চ স্বস্তি পূষা ভগোঽর্য্যমা।
লোকপালাশ্চ তে সর্ব্বে বাসবপ্রমুখাস্তথা॥ ৯
ঋতবঃ ষট্ চ তে সর্ব্বে মাসাঃ সংবৎসরাঃ ক্ষপাঃ।
দিনানি চ মুহূর্ত্তাশ্চ স্বস্তি কুর্ব্বন্তু তে সদা॥ ১০
শ্রুতিঃ স্মৃতিশ্চ ধর্ম্মশ্চ পাতু ত্বাং পুত্র সর্ব্বতঃ।
স্কন্দশ্চ ভগবান্ দেবঃ সোমশ্চেন্দ্রো বৃহস্পতিঃ॥ ১১
সপ্তর্ষয়ো নারদশ্চ তে ত্বাং রক্ষন্তু সর্ব্বতঃ।
তে চাপি সর্ব্বতঃ সিদ্ধা দিশশ্চ সদিগীশ্বরাঃ॥ ১২
স্তুতা ময়া বনে তস্মিন্ পান্তু ত্বাং পুত্র নিত্যশঃ।
শৈলাঃ সর্ব্বে সমুদ্রাশ্চ রাজা বরুণ এব চ॥ ১৩
দ্যৌরন্তরীক্ষং পৃথিবী বায়ুশ্চ সচরাচরঃ।
নক্ষত্রাণি চ সর্ব্বাণি গ্রহাশ্চ সহ দৈবতৈঃ॥ ১৪
অহোরাত্রে তথা সন্ধ্যে পান্তু ত্বাং বনমাশ্রিতম্।
ঋতবশ্চাপি ষট্ চান্যে মাসাঃ সংবৎসরাস্তথা॥ ১৫
কলাশ্চ কাষ্ঠাশ্চ তথা তব শর্ম্ম দিশন্তু তে।
মহাবনেঽপি চরতো মুনিবেশস্য ধীমতঃ॥ ১৬
তথা দেবাশ্চ দৈত্যাশ্চ ভবন্তু সুখদাঃ সদা।
রাক্ষসানাং পিশাচানাং রৌদ্রাণাং ক্রূরকর্ম্মণাম্॥ ১৭
ক্রব্যাদানাঞ্চ সর্ব্বেষাং মা ভূৎ পুত্রক তে ভয়ম্॥ ১৮
প্লবগা বৃশ্চিকা দংশা মশকাশ্চৈব কাননে।
সরীসৃপাশ্চ কীটাশ্চ মা ভূবন্ গহনে তব।
মহাদ্বিপাশ্চ সিংহাশ্চ ব্যাঘ্রা ঋক্ষাশ্চ দংষ্ট্রিণঃ॥ ১৯
মহিষাঃ শৃঙ্গিণো রৌদ্রা ন তে দ্রুহ্যন্তু পুত্রক।
নৃমাংসভোজনা রৌদ্রা যে চান্যে সর্ব্বজাতয়ঃ॥ ২০
মা চ ত্বাং হিংসিষুঃ পুত্র ময়া সম্পূজিতাস্ত্বিহ।
আগমাস্তে শিবাঃ সন্তু সিধ্যন্তু চ পরাক্রমাঃ॥ ২১
সর্ব্বসম্পত্তয়ো রাম স্বস্তিমান্ গচ্ছ পুত্রক।

মঙ্গলজনক এই বাক্য বলিলেন, "রাঘবশ্রেষ্ঠ! আমি তোমাকে নিবারণ করিতে পারিলাম না; এক্ষণে তুমি বনে গমন কর এবং সাধুদিগের পথাবলম্বী হও; কিন্তু শীঘ্র প্রত্যাগমন করিও। রাঘবপ্রবর! তুমি ধৈর্য্য-সহকারে যথানিয়মে যে ধর্ম্ম পালন করিতেছ সেই ধর্ম্ম তোমাকে বনে রক্ষা করুন। পুত্র! তুমি চৈত্যবৃক্ষ ও দেবালয়-সমুদায়ে যে সকল দেবতাকে প্রণাম করিয়া থাক সেই দেবতারা ও মহর্ষিগণ তোমাকে বিপিনে রক্ষা করুন। বহুগুণালঙ্কৃত! ধীসম্পন্ন বিশ্বামিত্র তোমাকে যে সকল অস্ত্র দিয়াছিলেন, সেই সমস্ত অস্ত্রকর্ত্তৃক সর্ব্বদা তুমি রক্ষিত হও। ১—৫। মহাবাহু পুত্র! তুমি জনক-জননী-শুশ্রূষা ও সত্য ব্যবহারকর্ত্তৃক রক্ষিত হইয়া চিরকাল বাঁচিয়া থাক। নরোত্তম! সমিধ, কুশ, পবিত্র, বেদী, দেবালয়, ব্রাহ্মণদিগের স্থণ্ডিল, আবাসস্থান, পর্ব্বত, বৃক্ষ, হ্রদ, পতঙ্গ, সর্প ও সিংহকর্ত্তৃক তুমি রক্ষিত হও। মহেন্দ্র প্রভৃতি লোকপালগণ, বিশ্বদেব, সাধ্যগণ, ধাতা, বিধাতা, মরুৎ, মহর্ষি, পূষা, ভগ, অর্য্যমা, ঋতু, দ্বাদশ মাস, সংবৎসর, দিন, রজনী, মুহূর্ত্ত, নক্ষত্র সকল এবং অধিষ্ঠাতা দেবগণের সহিত গ্রহগণ সর্ব্বদা তোমার মঙ্গল করুন। পুত্র! শ্রুতি, স্মৃতি, ধর্ম্ম, ভগবান্ স্কন্দদেব, ইন্দ্র, চন্দ্র, বৃহস্পতি, নারদ, সপ্তঋষি এবং দিক্‌পালদিগের সহিত দিক্‌সকল তোমাকে সর্ব্বতোভাবে রক্ষা করুন। ৬—১২। পুত্র! আমি চল ও অচল, বায়ু, কুবের বরুণ, পৃথিবী, অন্তরীক্ষ, স্বর্গ এবং সমুদ্র ও পর্ব্বত সকলকে স্তব করিলাম, ইঁহারা তোমাকে নিয়ত রক্ষা করুন। দিবা, রাত্রি, সন্ধ্যা তোমার রক্ষক হউন। কলা ও কাষ্ঠা তোমার কল্যাণ বিধান করুন। ধীমন্! তুমি মুনিবেশ-ধারী মহাবনচারী হইলে, দেব ও দানবগণই তোমার নিয়ত সুখপ্রদ হউন। পুত্র! ক্রূরকর্ম্মা পিশাচ, ক্রব্যাদ, দৈত্য ও রাক্ষসগণ হইতে তোমার ভীতি নিবারিত হউক। প্লবঙ্গ, বৃশ্চিক, মশক, দংশ, কীট, ও সরীসৃপ সকল গহনবনে তোমার ক্লেশপ্রদ না হউক। পুত্র! সিংহ, ব্যাঘ্র, ভল্লুক, বরাহ, বৃহৎ বৃহৎ হস্তী এবং মহিষ ও অপরাপর ভয়ানক শৃঙ্গী তোমার প্রতি বিদ্রোহাচরণ না করুক। ১৩—২০। পুত্র! আমি নরমাংসভোজী ভয়ানক ক্রূরস্বভাব জন্তুদিগকে পূজা করিলাম, তাহারা তোমার হিংসক না হউক। পুত্র! তোমার গমনকালে পথ সকল শুভ, পরাক্রম সকল ও ফলমূলাদি বন্য সম্পত্তি সমস্ত সুলভ হউক,—রাম!

স্বস্তি তেঽস্ত্বন্তরীক্ষেভ্যঃ পার্থিবেভ্যঃ পুনঃপুনঃ ॥ ২২
সর্ব্বেভ্যশ্চৈব দেবেভ্যো যে চ তে পরিপন্থিনঃ।
শুক্রঃ সোমশ্চ সূর্য্যশ্চ ধনদোঽথ যমস্তথা ॥ ২৩
পান্তু ত্বামর্চ্চিতা রাম দণ্ডকারণ্যবাসিনম্।
অগ্নির্বায়ুস্তথা ধূমো মন্ত্রাশ্চর্ষিমুখাচ্চ্যুতাঃ ॥ ২৪
উপস্পর্শনকালে তু পান্তু ত্বাং রঘুনন্দন।
সর্ব্বলোকপ্রভুর্ব্রহ্মা ভূতকর্ত্তা তথর্ষয়ঃ ॥ ২৫
যে চ শেষাঃ সুরাস্তে তু রক্ষন্তু বনবাসিনম্ ॥ ২৬
ইতি মাল্যৈঃ সুরগণান্ গন্ধৈশ্চাপি যশস্বিনী।
স্তুতিভিশ্চানুরূপাভিরানর্চ্চায়তলোচনা ॥ ২৭
জ্বলনং সমুপাদায় ব্রাহ্মণেন মহাত্মনা।
হাবয়ামাস বিধিনা রামমঙ্গলকারণাৎ ॥ ২৮
ঘৃতং শ্বেতানি মাল্যানি সমিধঃ শ্বেতসর্ষপান্।
উপসম্পাদয়ামাস কৌসল্যা পরমাঙ্গনা ॥ ২৯
উপাধ্যায়ঃ সবিধিনা হুত্বা শান্তিমনাময়ম্।
হুতহব্যাবশেষেণ বাহ্যং বলিমকল্পয়ৎ ॥ ৩০
মধুদধ্যক্ষতঘৃতৈঃ স্বস্তি-বাচ্যং দ্বিজাংস্ততঃ।
বাচয়ামাস রামস্য বনে স্বস্ত্যয়নক্রিয়াম্ ॥ ৩১
ততস্তস্মৈ দ্বিজেন্দ্রায় রামমাতা যশস্বিনী।
দক্ষিণাং প্রদদৌ কাম্যাং রাঘবং চেদমব্রবীৎ ॥ ৩২
যন্মঙ্গলং সহস্রাক্ষে সর্ব্বদেবনমস্কৃতে।
বৃত্রনাশে সমভবৎ তত্তে ভবতু মঙ্গলম্ ॥
যন্মঙ্গলং সুপর্ণস্য বিনতাকল্পয়ৎ পুরা।
অমৃতং প্রার্থয়ানস্য তত্তে ভবতু মঙ্গলম্ ॥ ৩৪
অমৃতোৎপাদনে দৈত্যান্ ঘ্নতো বজ্রধরস্য যৎ।
অদিতির্মঙ্গলং প্রাদাত্তত্তে ভবতু মঙ্গলম্ ॥ ৩৫
ত্রিবিক্রমান্ প্রক্রমতো বিষ্ণোরতুলতেজসঃ।
যদাসীন্মঙ্গলং রাম তত্তে ভবতু মঙ্গলম্ ॥ ৩৬
ঋষয়ঃ সাগরা দ্বীপা বেদা লোকা দিশশ্চ তাঃ।
মঙ্গলানি মহাবাহো দিশন্তু শুভমঙ্গলম্ ॥ ৩৭
ইতি পুত্রস্য শেষাংশ্চ কৃত্বা শিরসি ভামিনী।
গন্ধৈশ্চাপি সমালভ্য রামমায়তলোচনা ॥ ৩৮
ঔষধিঞ্চ সুসিদ্ধার্থাং বিশল্যকরণীং শুভাম্।
চকার রক্ষাং কৌসল্যা মন্ত্রৈরভিজজাপ চ ॥
উবাচাপি প্রহৃষ্টেব সা দুঃখবশবর্ত্তিনী।
বাঙ্মাত্রেণ ন ভাবেন বাচা সংসজ্জমানয়া ॥ ৪০
আনম্য মূর্দ্ধ্নি চাঘ্রায় পরিষজ্য যশস্বিনী।
অবদৎ পুত্র সিদ্ধার্থো গচ্ছ রাম যথাসুখম্ ॥ ৪১

তুমি কুশলী হইয়া গমন কর। পৃথিবী ও অন্তরীক্ষচারী প্রাণী, সমস্ত দেবতা এবং তোমার শত্রুবর্গ হইতে তোমার মঙ্গল হউক। রাম! শুক্র, সূর্য্য, চন্দ্র, কুবের ও যম, আমি ইহাঁদিগকে অর্চ্চনা করিলাম, দণ্ডকারণ্যে বাসকালে ইহাঁরা তোমার রক্ষক হউন। রঘুশ্রেষ্ঠ! অগ্নি, বায়ু, ধূম এবং মহর্ষিগণ-মুখনির্গত মন্ত্রসকল স্নানকালে তোমাকে রক্ষা করুন। রাম! সর্ব্বলোকপ্রভু সর্ব্বলোকস্রষ্টা এবং অপরাপর দেব ও ঋষিগণ বনবাসকালে তোমার রক্ষক হউন।" ২১—২৫। আয়তলোচনা যশস্বিনী কৌসল্যা দেবী, রামকে সেইরূপ বলিয়া দেবগণকে মাল্যদ্বারা পূজা করিয়া তাঁহাদিগের অনুরূপ স্তব করিলেন এবং রামের মঙ্গলনিমিত্ত মহাত্মা ব্রাহ্মণদ্বারা অগ্নি আহরণ করিয়া অগ্নিতে হোম করিলেন। উত্তমাঙ্গনা কৌসল্যা দেবী স্বয়ং হোমের নিমিত্ত শ্বেতমাল্য, শ্বেত সর্ষপ, সমিধ্ ও ঘৃত আহরণ করিলেন। পরে উপাধ্যায়, রামের বিঘ্নাভাব ও শান্তির উদ্দেশে যথাবিধি সেই সকল দ্রব্য অগ্নিতে হবন করিয়া হুতাবশিষ্ট দ্রব্যদ্বারা বাহ্যবলি প্রদান করিলেন এবং তিনি মধু, দধি, ঘৃতমিশ্রিত অক্ষত ব্রাহ্মণদিগের হস্তে দিয়া তাঁহাদিগকে স্বস্তিবাচন ও রামের বনবাসের মঙ্গলনিমিত্ত মাঙ্গল্য স্তব পাঠ করাইলেন। অনন্তর যশস্বিনী রামজননী কৌসল্যা দেবী সেই দ্বিজবরকে তাঁহার অভিলাষানুরূপ দক্ষিণা প্রদান করিয়া রঘুনন্দন রামকে বলিলেন, "পুত্র! বৃত্রনাশকালে সর্ব্বদেব-নমস্কৃত মহেন্দ্রের যেরূপ মঙ্গল হইয়াছিল, তোমার সেইরূপ মঙ্গল হউক। পূর্ব্বে অমৃতাহরণ-কালে বিনতা দেবী গরুড়ের যে মঙ্গল কামনা করিয়াছিলেন তোমার সেই মঙ্গল হউক। অমৃতমন্থন-কালে অদিতি দেবী, দৈত্যগণহননকারী বজ্রধারী মহেন্দ্রের যে মঙ্গল বিধান করিয়াছিলেন, তোমার সেই মঙ্গল হউক এবং রাম! ত্রিপদদ্বারা ত্রিভুবন-আক্রমণকারী অনুপমতেজস্বী বামনরূপে অবতীর্ণ বিষ্ণুদেবের যে মঙ্গল হইয়াছিল, তোমার সেই মঙ্গল হউক। মহাবাহো! বেদ, ঋষি, সাগর, দিক্, লোক, দ্বীপ সকল তোমার কল্যাণ বিধান করুন।" ২৬—৩৭। আয়তলোচনা কৌসল্যা দেবী রামকে সেইরূপ বলিয়া তাঁহার মস্তকে সিদ্ধার্থা বিশল্যকরণী ঔষধি ও অক্ষত রাখিয়া তাঁহাকে গন্ধদ্বারা অনুলিপ্ত করিয়া তাঁহার রক্ষা বিধান করিলেন এবং তাঁহার মাঙ্গল্যমন্ত্র জপ করিলেন। পরে সেই দুঃখবশবর্ত্তিনী যশস্বিনী কৌসল্যা দেবী যেন প্রহৃষ্টা হইয়া রামকে দুই অনভিপ্রেত মৌখিক বাক্য বলিলেন,—তিনি রামকে অবনত করত তাঁহার মস্তক আঘ্রাণপূর্ব্বক তাঁহাকে আলিঙ্গন করিয়া বলিলেন, "রাম! তুমি যথাসুখে

আরোগ্যং সর্ব্বসিদ্ধার্থমযোধ্যাং পুনরাগতম্।
পশ্যামি ত্বাং সুখং বৎস সন্ধিতং রাজবর্ত্মসু॥ ৪২
প্রনষ্টদুঃখসঙ্কল্পা হর্ষবিদ্যোতিতাননা।
দ্রক্ষ্যামি ত্বাং বনাৎ প্রাপ্তং পূর্ণচন্দ্রমিবোদিতম্॥ ৪৩
ভদ্রং ভদ্রাসনগতং বনবাসাদিহাগতম্।
দ্রক্ষ্যামি ত্বাং মুদঃ পুত্র তীর্ণবন্তং পিতুর্ব্বচঃ॥ ৪৪
মঙ্গলৈরুপসম্পন্নো বনবাসাদিহাগতঃ।
বধ্বাশ্চ মম নিত্যং ত্বং কামান্ সংবর্দ্ধ যাহি ভো॥ ৪৫
ময়াৰ্চ্চিতা দেবগণাঃ শিবাদয়ো
মহর্ষয়ো ভূতগণাঃ সুরোরগাঃ।
অভিপ্রয়াতস্য বনং চিরায় তে
হিতায় কাঙ্ক্ষন্তু দিশশ্চ রাঘব॥ ৪৬
অতীব চাশ্রুপ্রতিপূর্ণলোচনা
সমাপ্য চ স্বস্ত্যয়নং যথাবিধি।
প্রদক্ষিণঞ্চাপি চকার রাঘবং
পুনঃপুনশ্চাপি নিরীক্ষ্য সস্বজে॥ ৪৭
তয়া হি দেব্যা চ কৃতপ্রদক্ষিণো
নিপীড্য মাতুশ্চরণৌ পুনঃপুনঃ।
জগাম সীতানিলয়ং মহাযশাঃ
স রাঘবঃ প্রজ্বলিতস্তয়া শ্রিয়া॥ ৪৮
ইত্যযোধ্যাকাণ্ডে পঞ্চবিংশঃ সর্গঃ॥ ২৫॥

ষড়্‌বিংশঃ সর্গঃ।

অভিবাদ্য তু কৌসল্যাং রামঃ সম্প্রস্থিতো বনম্।
কৃতস্বস্ত্যয়নো মাত্রা ধর্ম্মিষ্ঠে বর্ত্মনি স্থিতঃ॥ ১
বিরাজয়ন্ রাজসুতো রাজমার্গং নরৈর্বৃতম্।
হৃদয়ান্যামমন্থেব জনস্য গুণবত্তয়া॥ ২
বৈদেহী চাপি তৎসর্ব্বং ন শুশ্রাব তপস্বিনী।
তদেব হৃদি তস্যাশ্চ যৌবরাজ্যাভিষেচনম্॥ ৩
দেবকার্য্যং স্ম সা কৃত্বা কৃতজ্ঞা হৃষ্টচেতনা।
অভিজ্ঞা রাজধর্ম্মাণাং রাজপুত্রী প্রতীক্ষতী॥ ৪
প্রবিবেশাথ রামস্তু স্ববেশ্ম সুবিভূষিতম্।
প্রহৃষ্টজনসম্পূর্ণং হ্রিয়া কিঞ্চিদবাঙ্মুখঃ॥ ৫
অথ সীতা সমুৎপত্য বেপমানা চ তং পতিম্।
অপশ্যচ্ছোকসন্তপ্তং চিন্তাব্যাকুলিতেন্দ্রিয়ম্॥ ৬
তাং দৃষ্ট্বা সহি ধর্ম্মাত্মা ন শশাক মনোগতম্।
তং শোকং রাঘবঃ সোঢ়ুং ততো বিবৃততাং গতঃ॥ ৭
বিবর্ণবদনং দৃষ্ট্বা তং প্রস্বিন্নমমর্ষণম্।
আহ দুঃখাভিসন্তপ্তা কিমিদানীমিদং প্রভো॥ ৮
অদ্য বার্হস্পতঃ শ্রীমান্ যুক্তঃ পুষ্যেণ রাঘব।

গমন কর; তোমার মনোরথ সফল হউক। বৎস! কবে আমি তোমাকে নীরোগ হইয়া প্রয়োজনসমাধানান্তে অযোধ্যায় প্রত্যাগমনপূর্ব্বক রাজমার্গে অবস্থিত দেখিয়া সুখলাভ করিব?—কবে তুমি বন হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইয়া উদিত পূর্ণচন্দ্রের ন্যায়, আমার নয়নগোচর হইলে, আমার সকল দুঃখ দূর ও বদন হর্ষপ্রফুল্ল হইবে? ৩৮—৪৩। পুত্র! তুমি এখন বনে গমন কর, সত্বর এখানে প্রত্যাগত ও রাজোচিত ভূষণে ভূষিত হইয়া আমার বধূ জানকীর অভিলাষ সকল নিয়ত পূরণ করিও। রাঘব! আমি মহাদেব প্রভৃতি দেব, মহর্ষি, দিক্, ভূত ও দেবনাগগণকে পূজা করিলাম; তাঁহারা তোমার দীর্ঘকাল বনবাস সময়ে হিত আকাঙ্ক্ষা করুন।” কৌসল্যা দেবী অশ্রুপরিপূর্ণনয়না হইয়া, রঘুনন্দন রামের স্বস্ত্যয়নকার্য্য যথাবিধি সমাপন করিয়া, তাঁহাকে বারংবার অবলোকন করত আলিঙ্গন করিলেন। মহাযশস্বী রঘুনন্দন রাম, জননীকর্ত্তৃক সেইরূপে প্রদক্ষিণীকৃত ও মাঙ্গল্যদ্রব্যজনিত শোভাসমন্বিত হইয়া পুনঃপুনঃ তাঁহার চরণ বন্দনা করিয়া সীতার ভবনে গমন করিলেন। ৪৪—৪৮।

ষড়্‌বিংশ সর্গ।

জননীকর্ত্তৃক এইরূপে মঙ্গল অনুষ্ঠিত হইলে ধর্ম্ম্যপথাবলম্বী বনগমনোদ্যত রাম জনাকীর্ণ রাজপথ শোভিত করত যাইতে যাইতে স্বীয় গুণবার্ত্তাদ্বারা তত্রত্য মানবদিগের চিত্ত ক্ষোভিত করিতে লাগিলেন। এদিকে রাজধর্ম্মাভিজ্ঞা ও পট্টমহিষী কর্ত্তব্যকার্য্যজ্ঞানবতী ব্রতপরায়ণা বিদেহ-নন্দিনী সীতা দেবী সেই সকল বিষয় শ্রবণ করেন নাই; সুতরাং তাঁহার মনে ‘রামের যৌবরাজ্যাভিষেক হইবে’ ইহাই জাগরূক ছিল; অতএব তিনি তখন দেবকার্য্যসমাধানান্তে হৃষ্টচিত্তে রামের আগমন প্রতীক্ষা করিতেছিলেন। ১—৪। রাম লজ্জায় কিঞ্চিৎ অধোমুখ হইয়া সেই হৃষ্টজন-সমাকুল সম্যক্‌ভূষিত অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন। অনন্তর সীতা দেবী আসন হইতে উঠিয়া স্বামীকে, শোকসন্তপ্ত ও চিন্তাকুলেন্দ্রিয় দেখিয়া কম্পিতা হইলেন। ধর্ম্মাত্মা রঘুনন্দন রামও তাঁহাকে দেখিয়া আর সেই মনোগত শোক গোপন করিয়া রাখিতে পারিলেন না; সুতরাং তাহা প্রকাশিত হইয়া পড়িল। স্বামীকে বিবর্ণবদন, ঘর্ম্মাক্ত ও ব্যাকুল দেখিয়া, সীতা দেবী তাঁহাকে বলিলেন, “প্রভো! এই হর্ষের সময়ে তোমার এরূপ দুঃখিতভাব কেন হইল? রঘুনন্দন! অদ্য পুষ্যা

প্রোচ্যতে ব্রাহ্মণৈঃ প্রাজ্ঞৈঃ কেন ত্বমসি দুর্ম্মনাঃ ॥ ৯
ন তে শতশলাকেন জলফেননিভেন চ।
আবৃতং বদনং বল্গু চ্ছত্রেণাভিবিরাজতে ॥ ১০
ব্যজনাভ্যাঞ্চ মুখ্যাভ্যাং শতপত্রনিভেক্ষণম্।
চন্দ্রহংসপ্রকাশাভ্যাং বীজ্যতে ন তবাননম্ ॥ ১১
বাগ্মিনো বন্দিনশ্চাপি প্রহৃষ্টাস্ত্বাং নরর্ষভ।
স্তুবন্তো নাদ্য দৃশ্যন্তে মঙ্গলৈঃ সূতমাগধাঃ ॥ ১২
ন তে ক্ষৌদ্রঞ্চ দধি চ ব্রাহ্মণা বেদপারগাঃ।
মূর্দ্ধ্নি মূর্দ্ধাভিষিক্তস্য দদতি স্ম বিধানতঃ ॥ ১৩
ন ত্বাং প্রকৃতয়ঃ সর্ব্বাঃ শ্রেণীমুখ্যাশ্চ ভূষিতাঃ।
অনুব্রজিতুমিচ্ছন্তি পৌরজানপদাস্তথা ॥ ১৪
চতুর্ভির্বেগসম্পন্নৈর্হয়ৈঃ কাঞ্চনভূষণৈঃ।
মুখ্যঃ পুষ্পরথো যুক্তঃ কিং ন গচ্ছতি তেঽগ্রতঃ ॥ ১৫
ন হস্তী চাগ্রতঃ শ্রীমান্ সর্ব্বলক্ষণপূজিতঃ।
প্রয়াণে লক্ষ্যতে বীর কৃষ্ণমেঘগিরিপ্রভঃ ॥ ১৬
ন চ কাঞ্চনচিত্রং তে পশ্যামি প্রিয়দর্শনম্।
ভদ্রাসনং পুরস্কৃত্য যান্তং বীর পুরঃসরম্ ॥ ১৭
অভিষেকো যদা সজ্জঃ কিমিদানীমিদং তব।
অপূর্ব্বো মুখবর্ণশ্চ ন প্রহর্ষশ্চ লক্ষ্যতে ॥ ১৮
ইতীব বিলপন্তীং তাং প্রোবাচ রঘুনন্দনঃ।
সীতে তত্রভবাংস্তাতঃ প্রব্রাজয়তি মাং বনম্ ॥ ১৯
কুলে মহতি সম্ভূতে ধর্ম্মজ্ঞে ধর্ম্মচারিণি।
শৃণু জানকি যেনেদং ক্রমেণাদ্যাগতং মম ॥ ২০
রাজ্ঞা সত্যপ্রতিজ্ঞেন পিত্রা দশরথেন বৈ।
কৈকেয্যৈ মম মাত্রে তু পুরা দত্তৌ মহাবরৌ ॥ ২১
তয়াদ্য মম সজ্জেঽস্মিন্নভিষেকে নৃপোদ্যতে।
প্রচোদিতঃ স সময়ো ধর্ম্মেণ প্রতিনির্জ্জিতঃ ॥ ২২
চতুর্দ্দশ হি বর্ষাণি বস্তব্যং দণ্ডকে ময়া।
পিত্রা মে ভরতশ্চাপি যৌবরাজ্যে নিয়োজিতঃ ॥ ২৩
সোঽহং ত্বামাগতো দ্রষ্টুং প্রস্থিতো বিজনং বনম্।
ভরতস্য সমীপে তে নাহং কথ্যঃ কদাচন ॥ ২৪
ঋদ্ধিযুক্তা হি পুরুষা ন সহন্তে পরস্তবম্।
তস্মান্ন তে গুণাঃ কথ্যা ভরতস্যাগ্রতো মম ॥ ২৫
অহং তে নানুবক্তব্যো বিশেষেণ কদাচন।
অনুকূলতয়া শক্যং সমীপে তস্য বর্ত্তিতুম্ ॥ ২৬

নক্ষত্রসমন্বিত বৃহস্পতিবার; বিজ্ঞ ব্রাহ্মণগণকর্ত্তৃক অদ্যই ত তোমার অভিষেক নির্দ্ধারিত হইয়াছে; তবে কেন তুমি দুঃখিত হইয়াছ? তোমার মনোহর বদনমণ্ডল কেন শতশলাকা-সমন্বিত ফেনতুল্য স্বচ্ছ ছত্রে সমাবৃত হইয়া বিরাজিত হইতেছে না? তোমার পদ্মপত্র-তুল্য নয়ন-সমন্বিত মুখমণ্ডল কেন চন্দ্র ও হংসসদৃশ দ্যুতিযুক্ত উৎকৃষ্ট ব্যজনদ্বয়দ্বারা বীজিত হইতেছে না? ৫—১১। নরশ্রেষ্ঠ! বক্তৃতা-পটু বন্দী, সূত ও মাগধদিগকে মাঙ্গল্যবাক্যদ্বারা কেন তোমার স্তব করিতে দেখা যাইতেছে না? বেদপারগ ব্রাহ্মণেরা কেন তোমার মস্তকে মধু ও দধি যথাবিধি প্রদান করিতেছেন না? মুখ্য মুখ্য সামাজিক, পৌর জানপদ ও অমাত্যগণ কেন তোমার অনুগমন করিতেছেন না? চারিটী বেগসম্পন্ন কাঞ্চনালঙ্কারভূষিত মুখ্য অশ্বযোজিত পুষ্পরচিত রথ কেন তোমার অগ্রে অগ্রে যাইতেছে না? বীর! সমস্ত শুভলক্ষণলক্ষিত, শ্রীযুক্ত এবং কৃষ্ণ মেঘ ও পর্ব্বততুল্য প্রভাশালী হস্তীকে কেন তোমার অগ্রগামী দেখা যাইতেছে না? বীর! কোন ভৃত্যকে কাঞ্চনচিত্রিত প্রিয়দর্শন ভদ্রাসন গ্রহণপূর্ব্বক কেন তোমার অনুগমন করিতে দেখিতেছি না? তোমার অভিষেকের আয়োজন হইয়াছে, সুতরাং তোমার আনন্দের সময় উপস্থিত; কিন্তু তোমার মুখবর্ণ, পূর্ব্বে কখন যেরূপ দেখা যায় নাই, এক্ষণে তাদৃশ মলিন দেখা যাইতেছে, ইহার কারণ কি?" ১২—১৮। রঘুনন্দন রাম সেইরূপ বিলাপকারিণী সীতা দেবীকে কহিলেন, সীতে! পূজ্যপাদ পিতা আমাকে বনে প্রেরণ করিতেছেন। মহাকুলসম্ভূতে সর্ব্বধর্ম্মাভিজ্ঞে ধর্ম্মচারিণি জানকি! সম্প্রতি যে প্রকারে এরূপ ঘটনা ঘটিয়াছে, তাহা বলিতেছি, তুমি শ্রবণ কর। পূর্ব্বে পিতা, সত্যপ্রতিজ্ঞ রাজা দশরথ আমার বিমাতা কৈকেয়ী দেবীকে দুইটী বর দিতে অঙ্গীকার করিয়াছিলেন; এক্ষণে রাজা দশরথের আদেশানুসারে আমার অভিষেকের আয়োজন হইলে কৈকেয়ী দেবী সেই দুইটী বরের বিষয় স্মরণ করাইয়া তাঁহাকে আয়ত্ত করিয়াছেন। আমার পিতা রাজা দশরথ চতুর্দ্দশ বৎসরের জন্য ভরতকে যৌবরাজ্য প্রদান করিয়াছেন; আমাকে ঐ চতুর্দ্দশ বৎসর দণ্ডকবনে বাস করিতে হইবে। ১৯—২৩। অতএব আমি বনগমনে উদ্যত হইয়া তোমাকে দেখিতে আসিয়াছি। তুমি ভরতের নিকট আমার প্রশংসা করিও না, সমৃদ্ধিশালী পুরুষেরা পরের প্রশংসা সহ্য করিতে পারেন না; এজন্য তুমি ভরতের নিকট আমার গুণ-সকলের প্রশংসা করিও না। তোমাকে ভরণ করা ভরতের অবশ্য কর্ত্তব্য কার্য্য নহে; সুতরাং তোমাকে তাঁহার অনুকূল ব্যবহার করিয়াই তাঁহার নিকট থাকিতে হইবে। সীতে! রাজা দশরথ

তস্মৈ দত্তং নৃপতিনা যৌবরাজ্যং সনাতনম্।
স প্রসাদ্যস্ত্বয়া সীতে নৃপতিশ্চ বিশেষতঃ ॥ ২৭
অহং চাপি প্রতিজ্ঞাং তাং গুরোঃ সমনুপালয়ন্।
বনমদ্যৈব যাস্যামি স্থিরীভব মনস্বিনি ॥ ২৮
যাতে চ ময়ি কল্যাণি বনং মুনিনিষেবিতম্।
ব্রতোপবাসপরয়া ভবিতব্যং ত্বয়ানঘে ॥ ২৯
কল্যমুত্থায় দেবানাং কৃত্বা পূজাং যথাবিধি।
বন্দিতব্যো দশরথঃ পিতা মম জনেশ্বরঃ ॥ ৩০
মাতা চ মম কৌসল্যা বৃদ্ধা সন্তাপকর্ষিতা।
ধর্ম্মমেবাগ্রতঃ কৃত্বা ত্বত্তঃ সম্মানমর্হতি ॥ ৩১
বন্দিতব্যা ত্বয়া নিত্যং যাঃ শেষা মম মাতরঃ।
স্নেহপ্রণয়সম্ভোগৈঃ সমা হি মম মাতরঃ ॥ ৩২
ভ্রাতৃপুত্রসমৌ চাপি দ্রষ্টব্যৌ চ বিশেষতঃ।
ত্বয়া ভরতশত্রুঘ্নৌ প্রাণৈঃ প্রিয়তরৌ মম ॥ ৩৩
বিপ্রিয়ঞ্চ ন কর্ত্তব্যং ভরতস্য কদাচন।
স হি রাজা চ বৈদেহি দেশস্য চ কুলস্য চ ॥ ৩৪
আরাধিতা হি শীলেন প্রযত্নৈশ্চোপসেবিতাঃ।
রাজানঃ সম্প্রসীদন্তি প্রকুপ্যন্তি বিপর্য্যয়ে ॥ ৩৫
ঔরসানপি পুত্রান্ হি ত্যজন্ত্যহিতকারিণঃ।
সমর্থান্ প্রতিগৃহ্নন্তি জনানপি নরাধিপাঃ ॥ ৩৬
সা ত্বং বসেহ কল্যাণি রাজ্ঞঃ সমনুবর্ত্তিনী।
ভরতস্য রতা ধর্ম্মে সত্যব্রতপরায়ণা ॥ ৩৭
অহং গমিষ্যামি মহাবনং প্রিয়ে
ত্বয়া হি বস্তব্যমিহৈব ভামিনি।
যথা ব্যলীকং কুরুষে ন কস্যচিৎ
তথা ত্বয়া কার্য্যমিদং বচো মম ॥ ৩৮

ইত্যযোধ্যাকাণ্ডে ষড়্বিংশঃ সর্গঃ ॥ ২৬

সপ্তবিংশঃ সর্গঃ।

এবমুক্তা তু বৈদেহী প্রিয়ার্হা প্রিয়বাদিনী।
প্রণয়াদেব সংক্রুদ্ধা ভর্ত্তারমিদমব্রবীৎ ॥ ১
কিমিদং ভাষসে রাম বাক্যং লঘুতয়া ধ্রুবম্।
ত্বয়া যদপহাস্যং মে শ্রুত্বা নরবরোত্তম ॥ ২
বীরাণাং রাজপুত্রাণাং শস্ত্রাস্ত্রবিদুষাং নৃপ।
অনর্হমযশস্যঞ্চ ন শ্রোতব্যং ত্বয়েরিতম্ ॥ ৩
আর্য্যপুত্র পিতা মাতা ভ্রাতা পুত্রস্তথা স্নুষা।

ভরতকে সনাতন যৌবরাজ্য প্রদান করিয়াছেন, সুতরাং তিনি রাজা হইয়াছেন; অতএব তোমার বিশেষরূপে তাঁহাকে প্রসন্ন করা উচিত। মনস্বিনি! আমি পরম গুরু পিতার প্রতিজ্ঞা-পালনার্থ অদ্যই বনে যাইব; তুমি তজ্জন্য ব্যাকুলা হইও না। কল্যাণি! আমি মুনিগণসেবিত বনে গেলে, তুমি ব্রত, উপবাস ও লৌকিক কার্য্যসমুদয় অনুষ্ঠান করত সময় অতিবাহন করিও। ২৪—২৯। নিষ্পাপে! তুমি প্রত্যহ প্রত্যূষে গাত্রোত্থানপূর্ব্বক যথাবিধি দেবগণের পূজা করিয়া আমার পিতা রাজা দশরথকে বন্দনা করিও। মদীয় শোকে কাতরা বৃদ্ধা জননী কৌশল্যা দেবীকে তোমার সম্মান করা উচিত, সুতরাং তাঁহাকেও প্রত্যহ বন্দনা করিও এবং আমার অপরাপর যে সকল মাতা আছেন, তাঁহারাও তোমার বন্দনীয়া, কারণ তাঁহারা সকলেই স্নেহ, প্রীতি ও প্রতিপালন করা প্রযুক্ত আমার তুল্য মাননীয়া। ভরত ও শত্রুঘ্ন, উভয়েই আমার প্রাণ হইতেও প্রিয়তম; সুতরাং তোমার উহাদিগকে ভ্রাতা এবং পুত্রের সমান দেখা উচিত। বৈদেহি! এক্ষণে ভরত এই দেশ ও আমাদিগের বংশের প্রভু হইয়াছেন সুতরাং তাঁহার অপ্রিয় আচরণ করা তোমার উচিত নহে; যেহেতু প্রযত্নপূর্ব্বক সেবা ও সচ্চরিত্রদ্বারা আরাধিত হইলেই রাজারা প্রসন্ন হইয়া থাকেন এবং তাহার অন্যথা হইলে কুপিত হন। ৩০—৩৫। নরপতিগণ অহিতকারী ঔরস পুত্রদিগকেও পরিত্যাগ করেন এবং হিতকারী সম্পর্কবিহীন ব্যক্তিকেও গ্রহণ করিয়া থাকেন; অতএব কল্যাণি! তুমি ধর্ম্ম ও সত্যব্রত-নিরতা এবং ভরতের অনুবর্ত্তিনী হইয়া এখানে বাস কর। প্রিয়ে! আমি এখনই মহাবনে গমন করিব এবং তোমাকে এখানেই থাকিতে হইবে। ভামিনি! এক্ষণে তোমাকে আমার ইহাই বক্তব্য যে, যে সকল কার্য্যে কাহারও অনিষ্ট না হয়, তাদৃশ কার্য্যই তুমি করিও।" ৩৬—৩৮।

সপ্তবিংশ সর্গ।

সেই প্রিয়বচনপাত্রী প্রিয়বাদিনী বিদেহনন্দিনী সীতা দেবী, পতিকর্ত্তৃক সেইরূপ সম্ভাষণ শুনিয়া প্রণয়হেতু কোপসমন্বিতা হওত তাঁহাকে বলিলেন, "নরবরোত্তম! তুমি আমাকে ক্ষুদ্র ভাবিয়া এ কি বলিলে! তোমার কথা শুনিয়া আমার হাসি পাইতেছে। নৃপ! তুমি যাহা বলিলে, অস্ত্রশস্ত্রবিৎ বীর রাজপুত্রদিগের তাহা বলা নিতান্ত অযশস্কর ও অনুচিত; অতএব তাহা শুনিবার যোগ্যই নহে। আর্য্যপুত্র! পিতা, মাতা, ভ্রাতা, ও পুত্রবধূ ইহারা

স্বানি পুণ্যানি ভুঞ্জানাঃ স্বং স্বং ভাগ্যমুপাসতে ॥ ৪
ভর্ত্তুর্ভাগ্যন্তু নার্য্যেকা প্রাপ্নোতি পুরুষর্ষভ।
অতশ্চৈবাহমাদিষ্টা বনে বস্তব্যমিত্যপি ॥ ৫
ন পিতা নাত্মজো নাত্মা ন মাতা ন সখীজনঃ।
ইহ প্রেত্য চ নারীণাং পতিরেকো গতিঃ সদা ॥ ৬
যদি ত্বং প্রস্থিতো দুর্গং বনমদ্যৈব রাঘব।
অগ্রতস্তে গমিষ্যামি মৃদ্নন্তী কুশকণ্টকান্ ॥ ৭
ঈর্ষ্যারোষৌ বহিষ্কৃত্য পীতশেষমিবোদকম্।
নয় মাং বীর বিস্রব্ধঃ পাপং ময়ি ন বিদ্যতে ॥ ৮
প্রাসাদাগ্রৈর্বিমানৈর্ব্বা বৈহায়সগতেন বা।
সর্ব্বাবস্থাগতা ভর্ত্তুঃ পাদচ্ছায়া বিশিষ্যতে ॥ ৯
অনুশিষ্টাস্মি মাত্রা চ পিত্রা চ বিবিধাশ্রয়ম্।
নাস্মি সম্প্রতিবক্তব্যা বর্ত্তিতব্যং যথা ময়া ॥ ১০
অহং দুর্গং গমিষ্যামি বনং পুরুষবর্জ্জিতম্।
নানামৃগগণাকীর্ণং শার্দ্দূলগণসেবিতম্ ॥ ১১
সুখং বনে নিবৎস্যামি যথৈব ভবনে পিতুঃ।
অচিন্তয়ন্তী ত্রীন্ লোকান্ চিন্তয়ন্তী পতিব্রতম্ ॥ ১২
শুশ্রূষমাণা তে নিত্যং নিয়তা ব্রহ্মচারিণী।
সহ রংস্যে ত্বয়া বীর বনেষু মধুগন্ধিষু ॥ ১৩
ত্বং হি কর্ত্তুং বনে শক্তো রাম সম্পরিপালনম্।
অন্যস্যাপি জনস্যেহ কিং পুনর্মম মানদ ॥ ১৪
সাহং ত্বয়া গমিষ্যামি বনমদ্য ন সংশয়ঃ।
নাহং শক্যা মহাভাগ নিবর্ত্তয়িতুমুদ্যতা ॥ ১৫
ফলমূলাশনা নিত্যং ভবিষ্যামি ন সংশয়ঃ।
ন তে দুঃখং করিষ্যামি নিবসন্তী ত্বয়া সহ ॥ ১৬
অগ্রতস্তে গমিষ্যামি ভোক্ষ্যে ভুক্তবতি ত্বয়ি।
ইচ্ছামি সরিতঃ শৈলান্ পল্বলানি সরাংসি চ ॥ ১৭
দ্রষ্টুং সর্ব্বত্র নির্ভীতা ত্বয়া নাথেন ধীমতা।
হংসকারণ্ডবাকীর্ণাঃ পদ্মিনীঃ সাধুপুষ্পিতাঃ ॥ ১৮
ইচ্ছেয়ং সুখিনী দ্রষ্টুং ত্বয়া বীরেণ সঙ্গতা।
অভিষেকং করিষ্যামি তাসু নিত্যমনুব্রতা ॥ ১৯
সহ ত্বয়া বিশালাক্ষ রংস্যে পরমনন্দিনী।
এবং বর্ষসহস্রাণি শতং বাপি ত্বয়া সহ ॥ ২০
ব্যতিক্রমং ন বেৎস্যামি স্বর্গোঽপি হি ন মে মতঃ।
স্বর্গেঽপি চ বিনা বাসো ভবিতা যদি রাঘব।

স্ব স্ব ভাগ্যানুসারে সুখ দুঃখাদি ভোগ করিয়া থাকেন; কিন্তু পুরুষশ্রেষ্ঠ! কেবল নারীরাই ভর্ত্তার ভাগ্যানুসারে সুখ-দুঃখাদি ভোগ করেন; অতএব আমিও বনবাসার্থ আদিষ্টা হইয়াছি। ১—৫। নারীর ইহকালে বা পরকালে সর্ব্বদা পতিই গতি; কোন কালেই আত্মা, পিতা, মাতা, পুত্র, কি সখীজন, কেহই তাহাদিগের আশ্রয়স্থান নহে। রঘুনন্দন! যদি তুমি এখনই দুর্গম কাননে যাও তবে আমিও কুশ-কণ্টক সকল মর্দ্দন করত তোমার আগে আগে যাইব। বীর! আমাতে কিছুমাত্র পাপ নাই; তুমি রাগ ও দ্বেষ পরিত্যাগপূর্ব্বক নিঃশঙ্ক হইয়া বৃহৎকান্তারগামী ব্যক্তির পানাবশিষ্ট জলগ্রহণের ন্যায় আমায় গ্রহণ কর। স্বামী সদবস্থ বা দুরবস্থ হউন, তাহার পদতলে থাকাই নারীর পার্থিব ও স্বর্গীয় সুখজনক বস্তুসমুদায় এবং অণিমাদি অষ্টবিধ সিদ্ধি অপেক্ষাও সমধিক সুখজনক। স্বামীর প্রতি আমার যেরূপ ব্যবহার কর্ত্তব্য, তাহা মাতা-পিতা আমাকে যথাশাস্ত্র উপদেশ দিয়াছেন, এক্ষণে তোমায় আমাকে তদ্বিষয়ে উপদেশ প্রদান করিতে হইবে না। আমি নিশ্চয়ই তোমার পশ্চাৎ পশ্চাৎ মনুষ্যগণ-বর্জ্জিত মৃগকুল-সমাকুল ও শার্দ্দূলসমূহসেবিত দুর্গম বনে গমন করিব। ৬—১১। আমি ত্রৈলোক্যবিষয়ক চিন্তা পরিত্যাগপূর্ব্বক কেবল পাতিব্রত্য-ব্রতচিন্তায় নিমগ্না হইয়া বনেও, 'পূর্ব্বে পিতৃগৃহে যেরূপ সুখে ছিলাম' সেইরূপ সুখে থাকিব। বীর! আমি বিনয়পূর্ব্বক তপস্যা ও তোমার শুশ্রূষা করত তোমার সহিত মধুগন্ধে সুবাসিত বনসমূহে বিহার করিব। সম্মানপ্রদ! তুমি বনে থাকিয়াও সমুদয় জীবের প্রতিপালন করিতে পার! সুতরাং আমায় যে, প্রতিপালন করিতে পারিবে, ইহাতে সন্দেহ কি? মহাভাগ! আমি নিশ্চয়ই আজ তোমার সহিত বনে যাইব। বনগমনে আমার নিতান্ত উদ্যম হইয়াছে, সুতরাং তুমি আমাকে তাহা হইতে ক্ষান্ত করিতে পারিবে না। আমি ফল ও মূল ভোজন করিয়াই তোমার সহিত বনে বাস করিব; আমার আহারাদির জন্য তোমাকে কোন ক্লেশ পাইতে হইবে না। ১২—১৬। আমি তোমার আগে আগে যাইব এবং তোমার ভোজনের পর ভোজন করিব। ধীমান্! আমি তোমার নিকটে থাকিয়া ভয়হীনা হইয়া শৈল, নদী, সরোবর ও পল্বল সকল দেখিব। বীর! আমি তোমার সহিত মিলিতা ও সুখসমন্বিতা হইয়া হংস ও কারণ্ডবগণে সমাকীর্ণ এবং মনোহর পদ্মপুষ্পসমূহে শোভিত সরোবর সকল দেখিতে ইচ্ছা করি; বিশাললোচন! আমি তোমার অনুবর্ত্তিনী হইয়া সেই সকল সরোবরে স্নান করিব। রঘুনন্দন! আমি এইরূপে তোমার সহিত শত বা সহস্র বৎসর কাল বনে বাস করিতেও কিছুমাত্র কষ্ট বোধ করিব না; কিন্তু তোমা-ব্যতিরেকে স্বর্গও আমার বাঞ্ছিত

ত্বয়া মম নরব্যাঘ্র নাহং তদপি রোচয়ে ॥ ২১

অহং গমিষ্যামি বনং সুদুর্গমং
মৃগায়ুতং বানরবারণৈশ্চ ।
বনে নিবৎস্যামি যথা পিতুর্গৃহে
তবৈব পাদাবুপগৃহ্য সম্মতা ॥ ২২
অনন্যভাবামনুরক্তচেতসং
ত্বয়া বিযুক্তাং মরণায় নিশ্চিতাম্ ।
নয়স্ব মাং সাধু কুরুষ্ব যাচনাং
নাতো ময়া তে গুরুতা ভবিষ্যতি ॥ ২৩
তথা ব্রুবাণামপি ধর্ম্মবৎসলাং
ন চ স্ম সীতাং নৃবরো নিনীষতি ।
উবাচ চৈনাং বহু সন্নিবর্ত্তনে
বনে নিবাসস্য চ দুঃখতাং প্রতি ॥ ২৪

ইত্যযোধ্যাকাণ্ডে সপ্তবিংশঃ সর্গঃ ॥ ২৭

অষ্টাবিংশঃ সর্গঃ ।

স এবং ব্রুবতীং সীতাং ধর্ম্মজ্ঞাং ধর্ম্মবৎসলঃ ।
ন নেতুং কুরুতে বুদ্ধিং বনে দুঃখানি চিন্তয়ন্ ।
সান্ত্বয়িত্বা ততস্তাং তু বাষ্পদূষিতলোচনাম্ ।
নিবর্ত্তনার্থে ধর্ম্মাত্মা বাক্যমেতদুবাচ হ ॥ ২
সীতে মহাকুলীনাসি ধর্ম্মে চ নিরতা সদা ।
ইহাচর স্বধর্ম্মং ত্বং যথা মে মনসঃ সুখম্ ॥ ৩
সীতে যথা ত্বাং বক্ষ্যামি তথা কার্য্যং ত্বয়াবলে ।
বনে দোষা হি বহবো বসতস্তান্নিবোধ মে ॥ ৪
সীতে বিমুচ্যতামেষা বনবাসকৃতা মতিঃ ।
বহুদোষং হি কান্তারং বনমিত্যভিধীয়তে ॥ ৫
হিতবুদ্ধ্যা খলু বচো ময়ৈতদভিধীয়তে ।
সদা সুখং ন জানামি দুঃখমেব সদা বনম্ ॥ ৬
গিরিনির্ঝরসম্ভূতা গিরিনির্দ্দরিবাসিনাম্ ।
সিংহানাং নিনদা দুঃখাঃ শ্রোতুং দুঃখমতো বনম্ ॥ ৭
ক্রীড়মানাশ্চ বিস্রব্ধা মত্তাঃ শূন্যে তথা মৃগাঃ ।
দৃষ্ট্বা সমভিবর্ত্তন্তে সীতে দুঃখমতো বনম্ ॥ ৮
সগ্রাহাঃ সরিতশ্চৈব পঙ্কবত্যঃ সুদুস্তরাঃ ।
মত্তৈরপি গজৈর্নিত্যমতো দুঃখতরং বনম্ ॥ ৯
লতাকণ্টকসঙ্কীর্ণাঃ কৃকবাকুপনাদিতাঃ ।

হইবে না,—নরব্যাঘ্র! তোমার সঙ্গরহিত হইয়া স্বর্গেও যদি আমাকে বাস করিতে হয়, তথাপি তাহাতে আমার অভিরুচি হইবে না। ১৭—২১। আমি তোমার আদেশানুবর্ত্তিনী হইয়া বানর, হস্তী ও মৃগগণে পরিব্যাপ্ত দুর্গম বনে গমন করিব এবং তথায় তোমার চরণ সেবা করত পূর্ব্বে পিতৃগৃহে যেরূপ সুখে ছিলাম, সেইরূপ সুখে থাকিব। তোমার প্রতি আমার হৃদয় নিতান্ত আসক্ত, কখনই আমার হৃদয়ে অন্য ভাব উদিত হয় না; এজন্য তুমি আমাকে পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলে আমি নিশ্চয়ই জীবন পরিত্যাগ করিব। অতএব তুমি আমার প্রার্থনা পূরণ কর,—আমাকে সঙ্গে লইয়া চল; আমাকে সঙ্গে লইয়া যাইতে তোমার কিছুমাত্র কষ্ট সহিতে হইবে না। ধর্ম্মবৎসলা সীতা দেবী সেইরূপ বলিলেও নরবর রাম তাঁহাকে সঙ্গে লইয়া যাইতে ইচ্ছা করিলেন না; পরন্তু তাঁহাকে তদ্বিষয়ে নিবৃত্তা করিবার নিমিত্ত বনবাসের দুঃখ সকল বর্ণন করিলেন। ২২—২৪।

অষ্টাবিংশ সর্গ ।

[illegible] ধর্ম্মবৎসল রাম বনবাসের দুঃখ কষ্ট চিন্তা করিয়া তাদৃশ বাক্যবাদিনী সীতা দেবীকে সঙ্গে লইয়া যাইতে অভিলাষ করিলেন না; প্রত্যুত সেই বাষ্পপূর্ণলোচনা সীতা দেবীকে সান্ত্বনা করিয়া তদ্বিষয়ে নিবৃত্তা করিবার অভিপ্রায়ে তাঁহাকে বলিলেন, "সীতে! তুমি শ্রেষ্ঠ বংশে জন্মিয়াছ এবং সর্ব্বদা ধর্ম্ম-অনুষ্ঠানেই ব্যাপৃতা রহিয়াছ; অতএব সীতে! আমি তোমাকে যাহা বলি, তাহাই তোমার করা উচিত; তুমি এই খানে থাকিয়াই ধর্ম্ম আচরণ কর, তাহা হইলেই আমার মনে সুখ হইবে। অবলে! বনে নানাবিধ দোষ ঘটিয়া থাকে, আমি সে সকল বলিতেছি, তুমি শ্রবণ কর। সীতে! গহন কানন বহুদোষের আকর বলিয়া মনীষিগণ কীর্ত্তন করিয়া থাকেন; অতএব তুমি বনবাসবিষয়ক অভিলাষ পরিত্যাগ কর। ১—৫। বন চিরকালই দুঃখপ্রদ, কোন কালেই সুখপ্রদ নহে, ইহা আমি জানি, এই জন্যই আমি তোমার হিত-আকাঙ্ক্ষা করিয়া তোমাকে ঐ বাক্য বলিতেছি। কাননে গিরিকন্দরবাসী সিংহদিগের ধ্বনি, গিরিনির্ঝর-শব্দে মিলিত হইয়া শ্রুতিগোচর হইয়া থাকে, তাহাতে সকলেরই কষ্ট বোধ হয়, অতএব উহা অতি দুঃখ-জনক। সীতে! নির্জ্জন বনে শঙ্কাবিহীন ও প্রমত্ত হইয়া ক্রীড়াপরায়ণ মৃগগণ মানুষ দেখিলেই হনন করিতে ধাবিত হয়, অতএব উহা অতি দুঃখপ্রদ। যে সকল নদী অত্যন্ত পঙ্কিলা ও নক্রসমাকুলা এবং প্রমত্তহস্তীরাও যে সকল নদীর পর-পার-গমনে অসমর্থ, বনে এইরূপ বহু নদী আছে; অতএব উহা

নিরপায়শ্চ সুদুঃখাশ্চ মার্গা দুঃখমতো বনম্ ॥ ১০
সুপ্যতে পর্ণশয্যাসু স্বয়ং ভগ্নাসু ভূতলে।
রাত্রিষু শ্রমখিন্নেন তস্মাদ্দুঃখতরং বনম্ ॥ ১১
অহোরাত্রঞ্চ সন্তোষঃ কর্ত্তব্যো নিয়তাত্মনা।
ফলৈর্বৃক্ষাবপতিতৈঃ সীতে দুঃখমতো বনম্ ॥ ১২
উপবাসশ্চ কর্ত্তব্যো যথাপ্রাণেন মৈথিলি।
জটাভারশ্চ কর্ত্তব্যো বল্কলাম্বরধারণম্ ॥ ১৩
দেবতানাং পিতৃণাঞ্চ কর্ত্তব্যং বিধিপূর্ব্বকম্।
প্রাপ্তানামতিথীনাঞ্চ নিত্যশঃ প্রতিপূজনম্ ॥ ১৪
কার্য্যস্ত্রিরভিষেকশ্চ কালে কালে চ নিত্যশঃ।
চরতাং নিয়মেনৈব তস্মাদ্দুঃখতরং বনম্ ॥ ১৫
উপহারশ্চ কর্ত্তব্যঃ কুসুমৈঃ স্বয়মাহৃতৈঃ।
আর্ষেণ বিধিনা বেদ্যাং সীতে দুঃখমতো বনম্ ॥ ১৬
যথালব্ধেন কর্ত্তব্যঃ সন্তোষস্তেন মৈথিলি।
যথাহারৈর্বনচরৈঃ সীতে দুঃখমতো বনম্ ॥ ১৭
অতীববাতস্তিমিরং বুভুক্ষা চাস্তি নিত্যশঃ।
ভয়ানি চ মহান্ত্যত্র ততো দুঃখতরং বনম্ ॥ ১৮
সরীসৃপাশ্চ বহবো বহুরূপাশ্চ ভামিনি।
চরন্তি পথি তে দর্পাত্ততো দুঃখতরং বনম্ ॥ ১৯
নদীনিলয়নাঃ সর্পা নদীকুটিলগামিনঃ।
তিষ্ঠন্ত্যাবৃত্য পন্থানমতো দুঃখতরং বনম্ ॥ ২০
পতঙ্গা বৃশ্চিকাঃ কীটা দংশাশ্চ মশকৈঃ সহ।
বাধন্তে নিত্যমবলে সর্ব্বং দুঃখমতো বনম্ ॥ ২১
দ্রুমাঃ কণ্টকিনশ্চৈব কুশাঃ কাশাশ্চ ভামিনি।
বনে ব্যাকুলশাখাগ্রাস্তেন দুঃখমতো বনম্ ॥ ২২
কায়ক্লেশাশ্চ বহবো ভয়ানি বিবিধানি চ।
অরণ্যবাসে বসতো দুঃখমেব সদা বনম্ ॥ ২৩
ক্রোধলোভৌ বিমোক্তব্যৌ কর্ত্তব্যা তপসে মতিঃ।
ন ভেতব্যঞ্চ ভেতব্যে দুঃখং নিত্যমতো বনম্ ॥ ২৪
তদলং তে বনং গত্বা ক্ষেমং ন হি বনং তব।
বিমৃশন্নিব পশ্যামি বহুদোষকরং বনম্ ॥ ২৫
বনন্তু নেতুং ন কৃতা মতির্যদা
বভূব রামেণ তদা মহাত্মনা।
ন তস্য সীতা বচনং চকার তং
ততোঽব্রবীদ্রামমিদং সুদুঃখিতা ॥ ২৬
ইত্যযোধ্যাকাণ্ডে অষ্টাবিংশঃ সর্গঃ ॥ ২৮ ॥

অতি দুঃখপ্রদ। লতা ও কণ্টকে সমাকুল এবং বনকুক্কুটশব্দে প্রতিধ্বনিত বন্য পথসকলে প্রায়ই জলাশয় দুর্লভ, সুতরাং ঐ সকল পথ দিয়া যাইতে অত্যন্ত ক্লেশ হইয়া থাকে; অতএব বন অতি দুঃখপ্রদ। রাত্রে বনে মানবদিগকে শ্রমকাতর হইয়া বৃক্ষ হইতে স্বয়ংপতিত পত্রের শয্যাতে শয়ন করিতে হয়; অতএব উহা অতিদুঃখপ্রদ। ৬—১১। সীতে! বনে মানবদিগকে নিয়তচিত্ত হইয়া কি দিন, কি রাত্রি সর্ব্বদাই কেবল বৃক্ষচ্যুত ফল ভক্ষণ করিয়া সন্তুষ্ট থাকিতে হয়। অতএব উহা অতি দুঃখপ্রদ। মৈথিলি! গার্হস্থ্য-নিয়মানুসারে সময়যাপনকারী মানবদিগকে বনেও দেব ও পিতৃযজ্ঞ অনুষ্ঠান এবং নিয়ত সমাগত অতিথিদিগের পূজা করিতে হয়। বিশেষত তথায় নিয়ত জটাভার বহন, বল্কল পরিধান, সময়ে সময়ে তিনবার স্নান ও সাধ্যানুসারে উপবাস করিতে হয়। অতএব উহা অতি দুঃখপ্রদ। ১২—১৫। সীতে! বনে মানবদিগকে নিজে ফুল তুলিয়া আর্য্যবিধানানুসারে বেদিতে পূজা করিতে হয়; অতএব উহা অতি দুঃখপ্রদ। মৈথিলি! বন্য ফলমূলাদি যাহা কিছু পাওয়া যায়, তাহাই ভক্ষণ করিয়া বনবাসীদিগকে পরিতৃপ্ত হইতে হয়; অতএব বন অতি দুঃখপ্রদ। বনে প্রায় সর্ব্বদাই অত্যন্ত অন্ধকার হইয়া থাকে, প্রবল বায়ু বহিয়া থাকে এবং অত্যন্ত ক্ষুধাও হইয়া থাকে; সে সকল অতীব ভয়ানক; অতএব উহা অতি দুঃখপ্রদ। ভামিনি! নানাবিধরূপবিশিষ্ট সর্পগণ দর্পসহকারে বনে বিচরণ করিয়া থাকে, অতএব উহা অতি দুঃখপ্রদ। নদীর ন্যায় কুটিলগামী নদীমধ্যবর্ত্তী সর্পেরা মনুষ্য-গমনাগমনের পথ অবরোধ করিয়া অবস্থিতি করে; অতএব বন অতি দুঃখপ্রদ। ১৬—২০। ভামিনি! বনে কুশ, কাশ ও কণ্টকময় বৃক্ষ সকল আছে এবং সকল বৃক্ষের শাখার অগ্রভাগ প্রায়ই কম্পিত হইতে থাকে; অতএব উহা অতি দুঃখপ্রদ। অবলে! বনে পতঙ্গ, বৃশ্চিক, মশক, দংশ ও কীট সকল নিয়ত মানবদিগকে কষ্ট দিয়া থাকে; অতএব উহা অতি দুঃখপ্রদ। অরণ্যবাসী ব্যক্তিদিগের নানাবিধ শারীরিক কষ্ট ও বিবিধ ভয় হইয়া থাকে; অতএব বন অতি দুঃখপ্রদ। বনবাসী ব্যক্তিদিগের ক্রোধ ও লোভ পরিত্যাগপূর্ব্বক কেবল তপস্যাতেই দৃঢ় অধ্যবসায় কর্ত্তব্য এবং ভয়ের কারণ উপস্থিত হইলেও ভয় কর্ত্তব্য নয়; অতএব উহা অতি দুঃখপ্রদ। সীতে! আমি বিবেচনা করিয়া দেখিলাম, বন বহুদোষের আকর; সুতরাং তোমার হিতকর নহে। অতএব তোমার তথায় গমন করা উচিত নয়।” মহাত্মা রাম, সীতাকে সঙ্গে লইয়া বনে যাইতে অভিপ্রায় না করিয়া সেইরূপ বলিলেন; কিন্তু সীতাদেবী তাঁহার কথা রক্ষা

একোনত্রিংশঃ সর্গঃ।

এতত্তু বচনং শ্রুত্বা সীতা রামস্য দুঃখিতা।
প্রসক্তাশ্রুমুখী মন্দমিদং বচনমব্রবীৎ ॥ ১
যে ত্বয়া কীর্ত্তিতা দোষা বনে বস্তব্যতাং প্রতি।
গুণানিত্যেব তান্ বিদ্ধি তব স্নেহপুরস্কৃতা ॥ ২
মৃগাঃ সিংহা গজাশ্চৈব শার্দ্দূলাঃ শরভাস্তথা।
চামরাঃ সৃমরাশ্চৈব যে চান্যে বনচারিণঃ ॥ ৩
অদৃষ্টপূর্ব্বরূপত্বাৎ সর্ব্বে তে তব রাঘব।
রূপং দৃষ্ট্বাপসর্পেয়ুস্তব সর্ব্বে হি বিভ্যতি ॥ ৪
ত্বয়া চ সহ গন্তব্যং ময়া গুরুজনাজ্ঞয়া।
ত্বদ্বিয়োগেন মে রাম ত্যক্তব্যমিহ জীবিতম্ ॥ ৫
ন হি মাং ত্বৎসমীপস্থামপি শক্রোঽপি রাঘব।
সুরাণামীশ্বরঃ শক্তঃ প্রধর্ষয়িতুমোজসা ॥ ৬
পতিহীনা তু যা নারী সা ন শক্ষ্যতি জীবিতুম্।
কামমেবংবিধং রাম ত্বয়া মম নিদর্শিতম্ ॥ ৭
অথাপি চ মহাপ্রাজ্ঞ ব্রাহ্মণানাং ময়া শ্রুতম্।
পুরা পিতৃগৃহে সত্যং বস্তব্যং কিল মে বনে ॥ ৮
ব্রাহ্মণেভ্যো দ্বিজাতিভ্যঃ শ্রুত্বাহং বচনং গৃহে।
বনবাসকৃতোৎসাহা নিত্যমেব মহাবল ॥ ৯
আদেশো বনবাসস্য প্রাপ্তব্যঃ স ময়া কিল।
সা ত্বয়া সহ তত্রাহং যাস্যামি প্রিয় নান্যথা ॥ ১০
কৃতাদেশা ভবিষ্যামি গমিষ্যামি সহ ত্বয়া।
কালশ্চায়ং সমুৎপন্নঃ সত্যবাগ্ভবতু দ্বিজঃ ॥ ১১
বনবাসে হি জানামি দুঃখানি বহুধা কিল।
প্রাপ্যন্তে নিয়তং বীর পুরুষৈরকৃতাত্মভিঃ ॥ ১২
কন্যয়া চ পিতুর্গেহে বনবাসঃ শ্রুতো ময়া।
ভিক্ষিণ্যাঃ শমবৃত্তায়া মম মাতুরিহাগ্রতঃ ॥ ১৩
প্রসাদিতশ্চ বৈ পূর্ব্বং ময়া বহুবিধং প্রভো।
গমনং বনবাসস্য কাঙ্ক্ষিতং হি সহ ত্বয়া ॥ ১৪
কৃতক্ষণাহং ভদ্রং তে গমনং প্রতি রাঘব।
বনবাসস্য শূরস্য মম চর্য্যা হি রোচতে ॥ ১৫
শুদ্ধাত্মন্ প্রেমভাবাদ্ধি ভবিষ্যামি বিকল্মষা।
ভর্ত্তারমনুগচ্ছন্তী ভর্ত্তা হি মম দৈবতম্ ॥ ১৬
প্রেত্যভাবে হি কল্যাণঃ সঙ্গমো মে সদা ত্বয়া।

করিলেন না, প্রত্যুত দুঃখিতা হইয়া তাঁহাকে বলিলেন। ২১—২৬।

ঊনত্রিংশ সর্গ।

রামের কথা শুনিয়া সীতা দেবী দুঃখিতা হইলেন এবং নয়নজলে বদনমণ্ডল প্লাবিত করত ধীরে ধীরে তাঁহাকে বলিলেন, "রঘুনন্দন! তুমি বনবাসবিষয়ে যে সকল দোষ কীর্ত্তন করিলে, আমার প্রতি স্নেহ থাকা প্রযুক্ত, সেই সমস্ত দোষই আমার পক্ষে গুণবৎ হইবে, ইহা তুমি জানিও। সিংহ, ব্যাঘ্র, হস্তী, মৃগ, চমর, গবয় ও অপরাপর বনচারী জন্তু সকল তোমার অদৃষ্টপূর্ব্ব রূপ দর্শন করিয়াই পলায়ন করিবে; কারণ সকল প্রাণীই তোমাকে ভয় করিয়া থাকে। স্বামিন্! আমি তোমার বিরহে জীবন ধারণ করিতে পারিব না; অতএব গুরুজনের অনুমতি লইয়া আমাকে তোমার সহিত যাইতে হইবে। ১—৫। রাঘব! আমি তোমার নিকটে থাকিলে, দেবগণের ঈশ্বর মহেন্দ্রও বল প্রকাশ করিয়া আমাকে ধর্ষণা করিতে পারিবেন না। প্রভো! তুমি আমাকে তোমার বিরহ সহ করিয়া বাঁচিয়া থাকিতে উপদেশ দিলে; কিন্তু সাধ্বী স্ত্রী পতিবিহীনা হইয়া জীবন ধারণ করিতে পারেন না; বিশেষতঃ পূর্ব্বে পিতৃগৃহে বাসকালে আমি ব্রাহ্মণগণের মুখে শুনিয়াছি যে, আমাকে নিশ্চয়ই বনে বাস করিতে হইবে। মহাবল! সেই সকল সামুদ্রিকবিদ্যা-পারদর্শী ব্রাহ্মণগণের কথা শুনিয়া, আমারও তদবধি নিয়ত বনবাসে উৎসাহ আছে এবং যখন ব্রাহ্মণগণ, আমাকে বনে বাস করিতে হইবে, এরূপ বলিয়াছেন, তখন অবশ্য আমাকে বনে বাস করিতে হইবেই, অতএব প্রিয়! আমি অবশ্যই তোমার সহিত বনে যাইব, ইহার অন্যথা হইবে না। ৬—১০। ব্রাহ্মণগণের বাক্য সফল হইবার এই সময় উপস্থিত হইয়াছে, সুতরাং তাঁহাদিগের বাক্য সফল হউক,—আমি তোমার সহিত বনে যাইয়া তাঁহাদিগের বাক্য সফল করি। বীর! আমি বিলক্ষণ অবগত আছি যে, অবিশুদ্ধ মানবেরাই বনে নিয়ত নানাবিধ কষ্ট পাইয়া থাকে। পূর্ব্বে কন্যাবস্থায় পিতৃগৃহে বাসকালে আমি জননীর নিকট বিশুদ্ধাচার-সম্পন্না ভিক্ষুকীর মুখে বনবাসের দোষ-গুণ শুনিয়াছি। প্রভো! তোমার সহিত বনে বাস করা আমার চির অভিলষিত; তজ্জন্য পূর্ব্বে অনেকবার আমি তোমাকে প্রসন্ন করিয়াছি এবং বনবাসকালে তোমার পরিচর্য্যা করিতে অভিলাষিণী হইয়া নিয়তই তোমার বনগমনের প্রতীক্ষা করিয়া রহিয়াছি; অতএব সৌভাগ্যশালিন্ রঘুনন্দন! তোমার মঙ্গল হউক,—তুমি আমাকে তাহাতে অনুমতি দেও। বিশুদ্ধাত্মন্ স্বামিন্! তুমিই আমার দেবতা; সুতরাং প্রণয়প্রযুক্ত তোমার অনুগমন করিয়াই আমি নিষ্পাপা হইব এবং পরলোকের

শ্রুতিহি শ্রূয়তে পুণ্যা ব্রাহ্মণানাং যশস্বিনাম্ ॥ ১৭
ইহ লোকে চ পিতৃভির্যা স্ত্রী যস্য মহাবল।
অদ্ভির্দত্তা স্বধর্ম্মেণ প্রেত্যভাবেঽপি তস্য সা ॥ ১৮
এবমস্মাৎ স্বকাং নারীং সুবৃত্তাং হি পতিব্রতাম্।
নাভিরোচয়সে নেতুং ত্বং মাং কেনেহ হেতুনা ॥ ১৯
ভক্তাং পতিব্রতাং দীনাং মাং সমাং সুখদুঃখয়োঃ।
নেতুমর্হসি কাকুৎস্থ সমানসুখদুঃখিনীম্ ॥ ২০
যদি মাং দুঃখিতামেবং বনং নেতুং ন চেচ্ছসি।
বিষমগ্নিং জলং বাহমাস্থাস্যে মৃত্যুকারণাৎ ॥ ২১
এবং বহুবিধং তং সা যাচতে গমনং প্রতি।
নানুমেনে মহাবাহুস্তাং নেতুং বিজনং বনম্ ॥ ২২
এবমুক্তা তু সা চিন্তাং মৈথিলী সমুপাগতা।
স্নাপয়ন্তীব গামুষ্ণৈরশ্রুভির্নয়নচ্যুতৈঃ ॥ ২৩
চিন্তয়ন্তীং তদা তাং তু নিবর্ত্তয়িতুমাত্মবান্।
ক্রোধাবিষ্টাং তু বৈদেহীং কাকুৎস্থো বহ্বসান্ত্বয়ন্ ॥ ২৪
ইত্যযোধ্যাকাণ্ডে একোনত্রিংশঃ সর্গঃ ॥ ২৯ ॥

তোমার সহিত সুখ-জনক সমাগম লাভ করিব; যেহেতু, মহামতে! আমি ব্রাহ্মণগণের নিকট এরূপ শ্রুতি শ্রবণ করিয়াছি যে, পিতা মাতা প্রভৃতি প্রতিপালকবর্গ-কর্ত্তৃক স্ব স্ব ধর্ম্মানুসারে যে স্ত্রী যে পুরুষে প্রদত্তা হন, সেই স্ত্রী ইহলোকে যেমন সেই পুরুষেরই থাকেন, সেইরূপ পরলোকেও তাঁহারই থাকেন। ১১—১৮। কাকুৎস্থ! আমি তোমার ধর্ম্মপত্নী; তুমি কেন আমাকে সমভিব্যাহারে লইতে স্বীকার করিতেছ না? স্বামিন্! আমার চরিত্রে কিছুমাত্র দোষ নাই,—আমি তোমাকে ভজনা করত তোমারই সুখে সুখ ও তোমারই দুঃখে দুঃখ বোধ করিয়া পাতিব্রত্য ধর্ম্ম পালন করিতেছি, সুতরাং আমাকে সমভিব্যাহারে লওয়া তোমার আবশ্যকর্ত্তব্য। নাথ! আমি নিতান্ত দুঃখিতা হইলেও যদি তুমি আমাকে সমভিব্যাহারে লইতে অভিলাষ নাই কর, তবে মৃত্যুর নিমিত্ত বিষপান অথবা অগ্নিতে, কিংবা জলে প্রবেশ করিব।" জনকনন্দিনী সেইরূপ নানাপ্রকারে রামের নিকট, তাঁহার সমভিব্যাহারে যাইবার জন্য প্রার্থনা করিলেন; কিন্তু মহাবাহু রাম তাঁহাকে বিজন বনে লইয়া যাইতে স্বীকার করিলেন না, প্রত্যুত অরণ্যগমনাভিলাষ পরিত্যাগ করিতে কহিলেন। অনন্তর বৈদেহ-দুহিতা সীতা অতীব চিন্তাযুক্তা হইলেন এবং নয়ন-বিগলিত উষ্ণ অশ্রুধারা পৃথিবীকে সিক্ত করিতে লাগিলেন। তখন বিশুদ্ধাত্মা কাকুৎস্থ রাম সেই চিন্তাম্বিতা কুপিতা জনকদুহিতা সীতাকে বনগমন হইতে নিবৃত্ত করিবার নিমিত্ত নানাপ্রকার সান্ত্বনা করিলেন। ১৯—২৪।

ত্রিংশঃ সর্গঃ।

সান্ত্ব্যমানা তু রামেণ মৈথিলী জনকাত্মজা।
বনবাসনিমিত্তার্থং ভর্ত্তারমিদমব্রবীৎ ॥ ১
সা তমুত্তমসংবিগ্না সীতা বিপুলবক্ষসম্।
প্রণয়াচ্চাভিমানাচ্চ পরিচিক্ষেপ রাঘবম্ ॥ ২
কিং ত্বামন্যত বৈদেহঃ পিতা মে মিথিলাধিপঃ।
রাম জামাতরং প্রাপ্য স্ত্রিয়ং পুরুষবিগ্রহম্ ॥ ৩
অনৃতং বত লোকোঽয়মজ্ঞানাদ্‌যদি বক্ষ্যতি।
তেজো নাস্তি পরং রামে তপতীব দিবাকরে ॥ ৪
কিং হি কৃত্বা বিষণ্ণস্ত্বং কুতো বা ভয়মস্তি তে।
যৎ পরিত্যক্তুকামস্ত্বং মামনন্যপরায়ণাম্ ॥ ৫
দ্যুমৎসেনসুতং বীরং সত্যবন্তমনুব্রতাম্।
সাবিত্রীমিব মাং বিদ্ধি ত্বমাত্মবশবর্ত্তিনীম্ ॥ ৬
ন ত্বহং মনসা ত্বন্যং দ্রষ্টাস্মি ত্বদৃতেঽনঘ।
ত্বয়া রাঘব গচ্ছেয়ং যথান্যা কুলপাংসনী ॥ ৭

ত্রিংশ সর্গ।

রামকর্ত্তৃক সেইরূপে সান্ত্ব্যমানা হইয়া, জনকনন্দিনী সীতা দেবী বনবাসগমনে অনুমতি লইবার নিমিত্ত তাঁহাকে বলিলেন,—এবং তিনি অতীব ভীতা হইয়া প্রণয় ও অভিমানবশতঃ বিপুল-বক্ষঃস্থল রঘুনন্দন রামকে এরূপ আক্ষেপ বাক্য বলিলেন, "মদীয় পিতা মিথিলাধিপতি বৈদেহ তোমাকে জামাতা করিয়া পরে, তুমি যে কেবল পুরুষচিহ্নমাত্র ধারণ করিয়াছ, কার্য্যে স্ত্রীলোকের ন্যায় তাহা কি জানিতে পারিয়াছেন? রাম! প্রভা যেমন সূর্য্যের স্বাভাবিক, সেইরূপ অনুত্তম প্রতাপ তোমার স্বভাবসিদ্ধ, তথাপি তুমি আমাকে সঙ্গে না লইলে যদি লোক অজ্ঞানবশতঃ "রামের পরাক্রম নাই!' এরূপ মিথ্যা অপবাদ রটায়, তাহা কি সামান্য দুঃখের বিষয়! স্বামিন্! তোমার কাহা হইতে ভয় আছে? তুমি কি ভাবিয়া বিষণ্ণ হইয়াছ যে, এই অনন্যপরায়ণা ললনাকে পরিত্যাগ করিতে অভিলাষ করিয়াছ?১—৫। নিষ্পাপ রঘুনন্দন! তুমি ইহা জানিও যে যেরূপ সাবিত্রী দ্যুমৎসেননন্দন বীর্য্যসম্পন্ন সত্যবানের বশবর্ত্তিনী ছিলেন, আমিও তদ্রূপ তোমার বশবর্ত্তিনী; আমি কুলনাশিনী কামিনীর ন্যায় মনেও অপর পুরুষকে সন্দর্শন করি না;

স্বয়ং তু ভার্য্যাং কৌমারীং চিরমধ্যুষিতাং সতীম্।
শৈলূষ ইব মাং রাম পরেভ্যো দাতুমিচ্ছসি॥ ৮
যস্য পথ্যঞ্চ রামাত্থ যস্য চার্থেঽবরুধ্যসে।
ত্বং তস্য ভব বশ্যশ্চ বিধেয়শ্চ সদানঘ॥ ৯
স মামনাদায় বনং ন ত্বং প্রস্থাতুমর্হসি।
তপো বা যদিবারণ্যং স্বর্গো বা স্যাত্ত্বয়া সহ॥ ১০
ন চ মে ভবিতা তত্র কশ্চিৎ পথি পরিশ্রমঃ।
পৃষ্ঠতস্তব গচ্ছন্ত্যা বিহারশয়নেষ্বিব॥ ১১
কুশকাশশরেষীকা যে চ কণ্টকিনো দ্রুমাঃ।
তূলাজিনসমস্পর্শা মার্গে মম সহ ত্বয়া॥ ১২
মহাবাতসমুদ্ভূতং যন্মামবকরিষ্যতি।
রজো রমণ তন্মন্যে পরার্দ্ধ্যমিব চন্দনম্॥১৩
শাদ্বলেষু যদা শিষ্যে বনান্তে বনগোচরা।
কুথাস্তরণযুক্তেষু কিং স্যাৎ সুখতরং ততঃ॥ ১৪
পত্রং মূলং ফলং যত্তু অল্পং বা যদি বা বহু।
দাস্যসে স্বয়মাহৃত্য তন্মেঽমৃতরসোপমম্॥ ১৫

অতএব আমি তোমাব্যতিরেকে এখানে থাকিতে পারিব না; আমি নিশ্চয়ই তোমার সহিত যাইব। রাম! তুমি শৈলূষের ন্যায় কুমারী অবস্থায় পরিণীতা ও বহুকাল সহবাসিনী এই সতী পত্নীকে অপরকে প্রদান করিতে অভিলাষ করিতেছ? অনঘ রাম! যে ভরতের জন্য তোমার অভিষেক নিবারিত হইয়াছে এবং যাহার হিতসাধন করিতে আমাকে উপদেশ দিলে তুমিই তাহার বশবর্ত্তী হইয়া প্রিয়কার্য্য সমাধান কর। স্বামিন্! তোমার সহিতই আমার তপোনুষ্ঠান বা স্বর্গে কি অরণ্যে বাস করা উচিত; অতএব আমাকে সঙ্গে না লইয়া তোমার বনগমন বিধেয় নহে। ৮—১০। যেরূপ বিহার-শয্যায় শয়ন করিতে আমার কিছুমাত্র পরিশ্রম হয় না, সেইরূপ তোমার পশ্চাৎ পশ্চাৎ বনপথ দিয়া গমন করিতেও আমার কিছুমাত্র পরিশ্রম হইবে না। তোমার সহিত যাইবার সময় পথের কুশ, কাশ, শর, ঈষিকা কণ্টক, লতা ও বৃক্ষসকল আমার পক্ষে, তুলা ও মৃগচর্ম্মের ন্যায় সুখস্পর্শ হইবে। মনোরমণ! মহাবায়ু পরিচালিত রেণু দ্বারা আমার অঙ্গ সমাকীর্ণ হইলে, আমি বোধ করিব যে, আমার শরীর সুগন্ধি চন্দনে অনুলিপ্ত হইল। স্বামিন্! তোমার নয়নপথে থাকিয়া তৃণ-শয্যায় শয়ন করা অপেক্ষা তোমার বিরহে বিচিত্র কম্বলাস্তরণে শোভিত শয্যায় শয়ন করা কি সমধিক সুখজনক হইতে পারে? অল্পই হউক, বা অধিকই হউক, তুমি স্বয়ং সংগ্রহ করিয়া পত্র, মূল, কি ফল,

ন মাতুর্ন পিতুস্তত্র স্মরিষ্যামি ন বেশ্মনঃ।
আর্ত্তবান্যুপভুঞ্জানা পুষ্পাণি চ ফলানি চ॥ ১৬
ন চ তত্র ততঃ কিঞ্চিদ্দ্রষ্টুমর্হসি বিপ্রিয়ম্।
মৎকৃতে ন চ তে শোকো ন ভবিষ্যামি দুর্ভরা॥ ১৭
যস্ত্বয়া সহ স স্বর্গো নিরয়ো যস্ত্বয়া বিনা।
ইতি জানন্ পরাং প্রীতিং গচ্ছ রাম ময়া সহ॥ ১৮
অথ মামেবমব্যগ্রাং বনং নৈব নয়িষ্যসে।
বিষমদ্যৈব পাস্যামি মা বশং দ্বিষতাং গমম্॥ ১৯
পশ্চাদপি হি দুঃখেন মম নৈবাস্তি জীবিতম্।
উজ্‌ঝিতায়াস্ত্বয়া নাথ তদৈব মরণং বরম্॥ ২০
ইমং হি সহিতুং শোকং মুহূর্ত্তমপি নোৎসহে।
কিং পুনর্দশবর্ষাণি ত্রীণি চৈকঞ্চ দুঃখিতা॥ ২১
ইতি সা শোকসন্তপ্তা বিলপ্য করুণং বহু।
চুক্রোশ পতিমায়স্তা ভৃশমালিঙ্গ্য সস্বরম্॥ ২২
সা বিদ্ধা বহুভির্বাক্যৈর্দিগ্ধৈরিব গজাঙ্গনা।
চিরসন্নিয়তং বাষ্পং মুমোচাগ্নিমিবারণিঃ॥ ২৩
তস্যাঃ স্ফটিকসঙ্কাশং বারি সন্তাপসম্ভবম্।

যাহা দিবে, তাহাই আমার অমৃততুল্য হইবে। ১১—১৫। বনে থাকিয়া গ্রীষ্মাদি সময়ে তত্তৎকালীন পুষ্প ও ফল উপভোগ করতই আমি মাতা, পিতা বা অযোধ্যা নগরী স্মরণ করিব না; বনে আহারাদির জন্য আমি তোমাকে বিরক্ত করিব না; আমাকে ভরণ-পোষণ করিতে তোমার কোন কষ্ট হইবে না; তোমার সমীপে বাস করাই আমার স্বর্গধাম এবং তোমাব্যতিরেকে বাস করা আমার নরকবাস। আমার এরূপ দৃঢ় প্রণয় জানিয়া তুমি আমার সহিত বনগমন কর। নাথ! আমি বনগমনে কৃতনিশ্চয়া হইয়াছি; কিন্তু যদি তুমি আমাকে সঙ্গে না লও, তবে শত্রুবর্গের বশীভূত হইয়া থাকিব না, অদ্যই আমি বিষ পান করিব। যেহেতু তুমি পরিত্যাগ করিবামাত্রই আমার মৃত্যু হওয়া উত্তম; কেননা, তুমি আমাকে পরিত্যাগ করিলে, তখনই আমার জীবন গেলেও তোমার বিয়োগ-দুঃখ বহুকাল সহিতে হইবে না। ১৬—২০। রাম! আমি মুহূর্ত্তকালও তোমার বিয়োগজন্য শোক সহ্য করিতে পারি না; সুতরাং চতুর্দ্দশ বৎসর তোমার বিরহ কি প্রকারে সহ্য করিব?" শোকসন্তপ্তা খেদ-সমন্বিতা সীতা দেবী সেইরূপ নানাবিধ সকরুণ বিলাপ করিয়া স্বামীকে গাঢ়তর আলিঙ্গনপূর্ব্বক উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে লাগিলেন,—তিনি রামের বহুতর বাক্য-বাণে আহতা হইয়া বিষলিপ্ত বাণবিদ্ধা গজাঙ্গনার ন্যায়, অরণিবিনির্গত অগ্নিসদৃশ চিরনিরুদ্ধ বাষ্পবারি মোচন,

নেত্রাভ্যাং পরিসুস্রাব পঙ্কজাভ্যামিবোদকম্ ॥ ২৪
তৎ সিতামলচন্দ্রাভং মুখমায়তলোচনম্
পর্য্যশুষ্যত বাষ্পেণ জলোদ্ধৃতমিবাম্বুজম্ ॥ ২৫
তাং পরিষজ্য বাহুভ্যাং বিসংজ্ঞামিব দুঃখিতাম্ ।
উবাচ বচনং রামঃ পরিবিশ্বাসয়ংস্তদা ॥ ২৬
ন দেবি তব দুঃখেন স্বর্গমপ্যভিরোচয়ে ।
ন হি মেঽস্তি ভয়ং কিঞ্চিৎ স্বয়ম্ভোরিব সর্ব্বতঃ ॥ ২৭
তব সর্ব্বমভিপ্রায়মবিজ্ঞায় শুভাননে ।
বাসং ন রোচয়েঽরণ্যে শক্তিমানপি রক্ষণে ॥ ২৮
যৎ সৃষ্টাসি ময়া সার্দ্ধং বনবাসায় মৈথিলি ।
ন বিহাতুং ময়া শক্যা প্রীতিরাত্মবতা যথা ॥ ২৯
ধর্ম্মস্তু গজনাসোরু সদ্ভিরাচরিতঃ পুরা ।
তং চাহমনুবর্ত্তিষ্যে যথা সূর্য্যং সুবর্চ্চলা ॥ ৩০
ন খল্বহং ন গচ্ছেয়ং বনং জনকনন্দিনি ।
বচনং নয়তি মাং পিতুঃ সত্যোপবৃংহিতম্ ॥ ৩১
এষ ধর্ম্মশ্চ সুশ্রোণি পিতুর্মাতুশ্চ বশ্যতা ।
আজ্ঞাঞ্চাহং ব্যতিক্রম্য নাহং জীবিতুমুৎসহে ॥ ৩২
অস্বাধীনং কথং দৈবং প্রকারৈরভিরাধ্যতে ।
স্বাধীনং সমতিক্রম্য মাতরং পিতরং গুরুম্ ॥ ৩৩
যত্র ত্রয়ং ত্রয়ো লোকাঃ পবিত্রং তৎসমং ভুবি ।
নান্যদস্তি শুভাপাঙ্গে তেনেদমভিরাধ্যতে ॥ ৩৪
ন সত্যং দানমানৌ বা যজ্ঞো বাপ্যাপ্তদক্ষিণাঃ ।
তথা বলকরাঃ সীতে যথা সেবা পিতুর্মতা ॥ ৩৫
স্বর্গো ধনং বা ধান্যং বা বিদ্যাঃ পুত্রাঃ সুখানি চ ।
গুরুবৃত্ত্যনুরোধেন ন কিঞ্চিদপি দুর্লভম্ ॥ ৩৬
দেবগন্ধর্ব্বগোলোকান্ ব্রহ্মলোকাংস্তথাপরান্ ।
প্রাপ্নুবন্তি মহাত্মানো মাতাপিতৃপরায়ণাঃ ॥ ৩৭
স মাং পিতা যথা শাস্তি সত্যধর্ম্মপথে স্থিতঃ ।
তথা বর্ত্তিতুমিচ্ছামি স হি ধর্ম্মঃ সনাতনঃ ॥ ৩৮
মম সন্না মতিঃ সীতে নেতুং ত্বাং দণ্ডকাবনম্ ।

করিতে লাগিলেন। যেরূপ জলোদ্ধৃত পদ্মদ্বয় হইতে বারি নির্গত হয়, তখন জানকী দেবীর নয়নদ্বয় হইতে সেইরূপ স্ফটিকতুল্য সন্তাপসমুদ্ভূত বাষ্পবারি বাহির হইতে লাগিল। ক্রমে বাষ্প নির্গত হইতে হইতে তাঁহার সেই নির্ম্মল পূর্ণচন্দ্রসদৃশ দ্যুতিশালী ও আয়তলোচনসম্পন্ন বদনমণ্ডল চিরজলোদ্ধৃত পদ্মের ন্যায় শুকাইয়া পড়িল। ২১—২৫। তখন রাম সেই নিতান্ত দুঃখিতা সংজ্ঞাবিহীনা সীতা দেবীকে আলিঙ্গন করিয়া আশ্বাস প্রদান করত কহিলেন, দেবি! যদি দুঃখ তোমার হয়, তবে আমি স্বর্গও অভিলাষ করি না। শুভাননে! যেরূপ স্বয়ম্ভু ব্রহ্মার সমুদয় প্রাণীর মধ্যে কোন প্রাণী হইতেই ভয় নাই, সেইরূপ আমার কাহা হইতেও কিছুমাত্র ভয় নাই, আমি অরণ্যেও তোমাকে রক্ষা করিতে পারি; কিন্তু তোমার সকল অভিপ্রায় না জানিয়া তোমাকে অরণ্যবাসিনী করিতে অভিলাষ করি নাই। এখন জানিলাম যে, বিধাতা তোমাকে আমার সহিত বনবাসিনী হইবার নিমিত্তই জনককুলে সৃষ্টি করিয়াছেন; সুতরাং আমি আর তোমাকে, যেমন আত্মবান্ ব্যক্তি স্বাভাবিক প্রীতিকে পরিত্যাগ করিতে পারেন না, সেইরূপ পরিত্যাগ করিতে পারি না। এক্ষণে যেরূপ পূর্ব্বতন রাজর্ষিগণ সপত্নীক হইয়া বানপ্রস্থধর্ম্ম অনুষ্ঠান করিয়াছেন, সেইরূপ আমি সপত্নীক হইয়া বানপ্রস্থধর্ম্ম অনুষ্ঠান করিব। অতএব করিবোরু! যেরূপ সুবর্চ্চলা দেবী আমাদের পূর্ব্বপুরুষ সূর্য্যদেবের অনুবর্ত্তিনী হইয়াছেন, সেইরূপ তুমি আমার অনুবর্ত্তিনী হও। জনকনন্দিনি! আমি যে বনে যাইব না, এরূপ কখনই হইবে না; কারণ পিতার সেই প্রতিজ্ঞা-বিষয়ক বাক্য অবশ্যই আমাকে তথায় লইয়া যাইবে। সুনিতম্বে! পিতা ও মাতার বশীভূত হওয়া সনাতন ধর্ম্ম; সুতরাং তাঁহাদিগের আজ্ঞা লঙ্ঘন করিয়া আমি জীবিত থাকিতে ইচ্ছা করি না। সুলভ উপায়ে আরাধনীয় প্রত্যক্ষ দেবতা পরম গুরু পিতামাতাকে অতিক্রম করিয়া যম-নিয়মাদি কষ্টকর উপায়ে আরাধনীয় পরোক্ষ দৈবের আরাধনাতেই বা কি প্রকারে প্রবৃত্ত হওয়া যায়? শুভাপাঙ্গি! পিতা ও মাতাকে আরাধনা করিলেই ধর্ম্ম, অর্থ ও কাম এবং ত্রিলোক লাভ করা যায়, সুতরাং তাঁহাদিগের তুল্য পবিত্র আর কেহই নাই; এই কারণেই আমি তাঁহাদিগের আরাধনা করিতেছি। সীতে! পিতৃসেবা যেরূপ পরলোক-সুখসাধিকা সত্য, দান, মান বা দত্তদক্ষিণ যজ্ঞসকল তাদৃশ পরলোকসুখ-সাধক নহে। ৩১—৩৫। পিতার সেবা করিলে, স্বর্গ, ধন, ধান্য, বিদ্যা, পুত্র ও সুখ কিছুই দুর্লভ হয় না। যে সকল মহাত্মা পিতামাতার সেবা করিয়া থাকেন, তাঁহারা দেবলোক, গন্ধর্ব্বলোক, গোলোক ও ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হন। সত্যধর্ম্ম-নিরত পিতার আদেশানুবর্ত্তী হওয়া সনাতন ধর্ম্ম; সুতরাং সত্যধর্ম্ম-পথাবলম্বী পিতা আমাকে যেরূপ আদেশ করেন আমি সেইরূপই চলিতে ইচ্ছা করি। সীতে! 'আমি অরণ্যে বাস করিব' বলিয়া তুমি আমার অনুগামিনী হইতে দৃঢ় নিশ্চয় করিয়াছ; সুতরাং তোমাকে দণ্ডকারণ্যে লইয়া যাইতে

বসিষ্যামীতি সা ত্বং মামনুযাতুং সুনিশ্চিতা॥ ৩৯
সা হি দিষ্টানবদ্যাঙ্গি বনায় মদিরেক্ষণে।
অনুগচ্ছস্ব মাং ভীরু সহধর্ম্মচরী ভব॥ ৪০
সর্ব্বথা সদৃশং সীতে মম স্বস্য কুলস্য চ।
ব্যবসায়মনুক্রান্তা কান্তে ত্বমতিশোভনম্॥ ৪১
আরভস্ব শুভশ্রোণি বনবাসক্ষমাঃ ক্রিয়াঃ।
নেদানীং ত্বদৃতে সীতে স্বর্গোঽপি মম রোচতে॥ ৪২
ব্রাহ্মণেভ্যশ্চ রত্নানি ভিক্ষুকেভ্যশ্চ ভোজনম্।
দেহি চাশংসমানেভ্যঃ সত্বরস্ব চ মা চিরম্॥ ৪৩
ভূষণানি মহার্হাণি বরবস্ত্রাণি যানি চ।
রমণীয়াশ্চ যে কেচিৎ ক্রীড়ার্থাশ্চাপ্যুপস্করাঃ॥ ৪৪
শয়নীয়ানি যানানি মম চান্যানি যানি চ।
দেহি স্বভৃত্যবর্গস্য ব্রাহ্মণানামনন্তরম্॥ ৪৫
অনুকূলং তু সা ভর্ত্তুর্জ্ঞাত্বা গমনমাত্মনঃ।
ক্ষিপ্রং প্রমুদিতা দেবী দাতুমেব প্রচক্রমে॥ ৪৬

ইত্যযোধ্যাকাণ্ডে ত্রিংশঃ সর্গঃ॥ ৩০॥

আমার অভিপ্রায় হইয়াছে। অনবদ্যাঙ্গি! তোমাকে বনে গমন করিতে আমি অনুমতি করিতেছি; মত্তখঞ্জন-নয়নে! তুমি আমার অনুগামিনী হও এবং আমার সহিত বানপ্রস্থ ধর্ম্ম আচরণ কর। ৩৬—৪০। প্রিয়ে সীতে! তুমি যে আমার সহিত যাইতে ইচ্ছা করিয়াছ, ইহা তোমার ও আমার বংশের উপযুক্ত হইয়াছে। তোমার অভিপ্রায় অতি উত্তম। গুরুনিতম্বে! তুমি এখনই বনবাসোদ্দেশে দানাদি কার্য্য সমাধানে যত্ন কর। সীতে! অধুনা তোমাকে পরিত্যাগ করিয়া আমার আর স্বর্গে যাইতেও ইচ্ছা করিতেছে না; অতএব তুমি ত্বরান্বিত হইয়া ব্রাহ্মণ ও ভিক্ষুকদিগকে প্রার্থনানুরূপ রত্ন ও ভোজন প্রদান কর, বিলম্ব করিও না। তুমি ব্রাহ্মণদিগকে ধন রত্ন প্রদান করিয়া, তোমার ও আমার যে সকল মহামূল্য ভূষণ, উত্তম উত্তম বস্ত্র, ক্রীড়ানিমিত্ত রমণীয় শিল্পদ্রব্য, শয্যা ও যান এবং যে সকল অপরাপর ব্যবহার্য্য বস্তু আছে, তৎসমুদায় স্বীয় ভৃত্যবর্গকে প্রদান কর।" সীতা দেবী স্বীয় বনগমন-বিষয়ে স্বামীর অনুকূল অভিপ্রায় জানিয়া প্রমোদান্বিতা হইয়া তখনই প্রদান করিতে উপক্রম করিলেন। সেই মনস্বিনী, যশস্বিনী সীতা দেবী স্বামীর কথা শুনিয়া সফল-মনোরথা ও প্রমোদান্বিতা হইয়া ধার্ম্মিকদিগকে ধন রত্ন প্রদান করিতে আরম্ভ করিলেন। ৪১—৪৬।

একত্রিংশঃ সর্গঃ।

এবং শ্রুত্বা তু সংবাদং লক্ষ্মণঃ পূর্ব্বমাগতঃ।
বাষ্পপর্য্যাকুলমুখঃ শোকং সোঢ়ুমশক্নুবন্॥ ১
স ভ্রাতুশ্চরণৌ গাঢ়ং নিপীড্য রঘুনন্দনঃ।
সীতামুবাচাতিযশাং রাঘবং চ মহাব্রতম্॥ ২
যদি গন্তুং কৃতা বুদ্ধির্বনং মৃগগজাযুতম্।
অহং ত্বানুগমিষ্যামি বনমগ্রে ধনুর্দ্ধরঃ॥ ৩
ময়া সমেতোঽরণ্যানি রম্যাণি বিচরিষ্যসি।
পক্ষিভির্ভৃঙ্গযূথৈশ্চ সংঘুষ্টানি সমন্ততঃ॥ ৪
ন দেবলোকাক্রমণং নামরত্বমহং বৃণে।
ঐশ্বর্য্যং চাপি লোকানাং কাময়ে ন ত্বয়া বিনা॥ ৫
এবং ব্রুবাণঃ সৌমিত্রির্বনবাসায় নিশ্চিতঃ।
রামেণ বহুভিঃ সান্ত্বৈর্নিষিদ্ধঃ পুনরব্রবীৎ॥ ৬
অনুজ্ঞাতস্তু ভবতা পূর্ব্বমেব যদাস্ম্যহম্।
কিমিদানীং পুনরপি ক্রিয়তে মে নিবারণম্॥ ৭
যদর্থং প্রতিষেধো মে ক্রিয়তে গন্তুমিচ্ছতঃ।
এতদিচ্ছামি বিজ্ঞাতুং সংশয়ো হি মমানঘ॥ ৮

একত্রিংশ সর্গ।

রঘুনন্দন লক্ষ্মণ রাম ও সীতার কথোপকথনের পূর্ব্বেই তথায় সমাগত হইয়াছিলেন; সুতরাং তাঁহাদের সমস্ত কথাবার্ত্তাই তিনি শুনিলেন। পরে তিনি শোক সহ্য করিতে না পারিয়া নয়নজলে বদনমণ্ডল প্লাবিত করত মহাব্রত ভ্রাতা রামের চরণদ্বয় গাঢ়তর নিষ্পীড়নপূর্ব্বক তাঁহাকে এবং যশস্বিনী সীতা দেবীকে কহিলেন, "যদি আপনাদিগের মৃগগণসমাকুল বনে যাইতেই অভিপ্রায় হইল, তবে আমি ধনুক ধারণ-পূর্ব্বক আপনাদিগের অগ্রে অগ্রে যাইব। আপনারা আমার সহিত মৃগ ও পক্ষিগণের রবে প্রতিধ্বনিত রম্য অরণ্য-সমুদায়ে বিচরণ করিবেন। আমি আপনাদিগকে ছাড়িয়া স্বর্গ-গমন অমরত্ব বা সমুদায় লোকের ঐশ্বর্য্যও কামনা করি না।" ১—৫। সুমিত্রানন্দন লক্ষ্মণ বনবাসে কৃতনিশ্চয় হইয়া সেইরূপ বলিলে, রাম তাঁহাকে বহুতর সান্ত্বনাবাক্যে নিষেধ করিলেন। তখন লক্ষ্মণ তাঁহাকে আবার বলিলেন, অনঘ! আপনি পূর্ব্বে আমাকে সকলসময়েই আপনার অনুগামী হইতে আজ্ঞা করিয়াছেন, এক্ষণে বনগমনসময়ে কেন অনুগামী হইতে নিবারণ করিতেছেন? আমার এরূপ সংশয় উপস্থিত হইয়াছে; সুতরাং আপনি যে কারণে, আমি গমনাভিলাষী হইলেও আমাকে তদ্বিষয়ে নিষেধ করিতেছেন, তাহা আমি জানিতে ইচ্ছা করি;

ততোঽব্রবীন্মহাতেজা রামো লক্ষ্মণমগ্রতঃ।
স্থিতং প্রাগ্‌গামিনং ধীরং যাচমানং কৃতাঞ্জলিম্‌ ॥ ৮
স্নিগ্ধো ধর্ম্মরতো ধীরঃ সততং সৎপথে স্থিতঃ।
প্রিয়ঃ প্রাণসমো বশ্যো বিধেয়শ্চ সখা চ মে ॥ ১০
ময়াদ্য সহ সৌমিত্রে ত্বয়ি গচ্ছতি তদ্বনম্‌।
কো ভজিষ্যতি কৌসল্যাং সুমিত্রাং বা যশস্বিনীম্‌ ॥ ১১
অভিবর্ষতি কামৈর্যঃ পর্জ্জন্যঃ পৃথিবীমিব।
স কামপাশপর্য্যস্তো মহাতেজা মহীপতিঃ ॥ ১২
সা হি রাজ্যমিদং প্রাপ্য নৃপস্যাশ্বপতেঃ সুতা।
দুঃখিতানাং সপত্নীনাং ন করিষ্যতি শোভনম্‌ ॥ ১৩
ন স্মরিষ্যতি কৌসল্যাং সুমিত্রাঞ্চ সুদুঃখিতাম্‌।
ভরতো রাজ্যমাসাদ্য কৈকেয্যাং পর্য্যবস্থিতঃ ॥ ১৪
তামার্য্যাং স্বয়মেবেহ রাজানুগ্রহণেন বা।
সৌমিত্রে ভর কৌসল্যামুক্তমর্থমমুং চর ॥ ১৫
এবং ময়ি চ তে ভক্তির্ভবিষ্যতি সুদর্শিতা।
ধর্ম্মজ্ঞ গুরুপূজায়াং ধর্ম্মশ্চাপ্যতুলো মহান্‌ ॥ ১৬
এবং কুরুষ সৌমিত্রে মৎকৃতে রঘুনন্দন।
অস্মাভির্বিপ্রহীণায়া মাতুর্নো ন ভবেৎ সুখম্‌ ॥ ১৭
এবমুক্তস্তু রামেণ লক্ষ্মণঃ শ্লক্ষ্ণয়া গিরা।
প্রত্যুবাচ তদা রামং বাক্যজ্ঞো বাক্যকোবিদম্‌ ॥ ১৮
তবৈব তেজসা বীর ভরতঃ পূজয়িষ্যতি।
কৌসল্যাঞ্চ সুমিত্রাঞ্চ প্রযতো নাত্র সংশয়ঃ ॥ ১৯
যদি দুঃস্থো ন রক্ষেত ভরতো রাজ্যমুত্তমম্‌।
প্রাপ্য দুর্ম্মনসা বীর গর্ব্বেণ চ বিশেষতঃ ॥ ২০
তমহং দুর্ম্মতিং ক্রূরং বধিষ্যামি ন সংশয়ঃ।
তৎপক্ষানপি তান্‌ সর্ব্বান্‌ ত্রৈলোক্যমপি কিন্তু সা ॥ ২১
কৌসল্যা বিভৃয়াদার্য্যা সহস্রং মদ্বিধানপি।
যস্যাঃ সহস্রং গ্রামাণাং সম্প্রাপ্তমুপজীবিনাম্‌ ॥ ২২
তদাত্মভরণে চৈব মম মাতুস্তথৈব চ।
পর্য্যাপ্তা মদ্বিধানাং চ ভরণায় মনস্বিনী ॥ ২৩
কুরুষ মামনুচরং বৈধর্ম্ম্যং নেহ বিদ্যতে।
কৃতার্থোঽহয়ং ভবিষ্যামি তব চার্থঃ প্রকল্পতে ॥ ২৪

আপনি প্রকাশ করিয়া বলুন।’ ৬—৮। এই বলিয়া লক্ষ্মণ কৃতাঞ্জলিপুটে অগ্রভাগে উপবেশন-পূর্ব্বক অরণ্যে অনুগামী হইবার অনুমতি প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। তৎপরে মহাতেজস্বী রাম, তাঁহাকে কহিলেন, “সৌমিত্রে! তুমি বীর্য্যসম্পন্ন, স্নিগ্ধস্বভাব, নিরত সৎপথে স্থিত, ধর্ম্মনিরত এবং আমার প্রাণতুল্য প্রিয় ও বশীভূত ভ্রাতা ও সখা। ভাই! তুমি আমার সহিত বনে গেলে যশস্বিনী কৌসল্যা ও সুমিত্রা দেবীকে কে প্রতিপালন করিবে? যেরূপ মেঘ পৃথিবীকে প্রচুর বারি প্রদান করে, সেইরূপ যে মহাতেজস্বী মহীপতি তাঁহাদিগকে প্রচুর পরিমাণে কাম্যবস্তু সকল দিতেন, এক্ষণে তিনি কৈকেয়ীর অনুরাগেই আবদ্ধ হইয়াছেন; সুতরাং এরূপ বোধ হয় না যে, তিনি আর তাঁহাদিগকে ভরণ-পোষণে যত্ন করিবেন। সেই নরপতি-প্রেয়সী অশ্বপতিনন্দিনী কৈকেয়ী দেবীও এই সমগ্র রাজ্য লাভ করিয়া দুঃখিনী সপত্নীদিগের প্রতি ভাল ব্যবহার করিবেন না এবং ভরতও রাজ্য লাভ করিয়া এবং কৈকেয়ীর মতানুবর্ত্তী হইয়া অতি দুঃখিনী কৌশল্যা ও সুমিত্রা দেবীকে স্মরণ করিবেন না। ৯—১৪। অতএব সুমিত্রা-নন্দন! তুমি এখানে থাকিয়া, স্বয়ংই অথবা তাঁহা-দিগের প্রতি রাজা দশরথের অনুগ্রহ সম্পাদন করিয়া তাঁহাদিগকে প্রতিপালন কর। ধর্ম্মজ্ঞ! তোমাকে যাহা বলিলাম, তুমি তাহাই কর, তাহা করিলেই, তোমার যে আমার প্রতি দৃঢ় ভক্তি আছে, তাহা প্রদর্শিত হইবে এবং গুরুদিগের পূজা করা প্রযুক্ত তুলনা-রহিত উৎকৃষ্ট ধর্ম্ম লাভ হইবে। রঘুনন্দন! তুমি আমার নিমিত্তই সেইরূপ কর; সৌমিত্রে! তোমার ও আমার, উভয়ের বিরহে যেন আমাদিগের জননীকে কষ্ট পাইতে না হয়।” বক্তৃতাপটু রামের সেই কথা শুনিয়া বাক্য-কৌশলাভিজ্ঞ লক্ষ্মণ এই মনোহর বাক্যে তাঁহাকে প্রত্যুক্তি করিলেন। ১৫—১৮। “বীর! আপনার পরাক্রমপ্রভাবে ভরতই প্রযত হইয়া কৌসল্যা ও সুমিত্রা দেবীকে পূজা করিবে, ইহাতে সন্দেহ নাই। যদি সে এই উৎকৃষ্ট রাজ্য লাভ করিয়া মন্দমতি, গর্ব্বিত, ক্রূরতাসম্পন্ন ও কুপথবর্ত্তী হইয়া, তাঁহাকে রক্ষা না করে, তবে আমি তাহাকে ও তৎপক্ষীয় সকলকে বধ করিব; এমন কি, তাহার পক্ষ অবলম্বন করিলে, ত্রৈলোক্য-বাসী সমস্ত প্রাণীও মৎকর্তৃক নিহত হইবে, সন্দেহ নাই। কিন্তু আর্য্য! কাহাকেও সেই কৌসল্যা দেবীর ভরণ-পোষণ করিতে হইবে না; তিনিই মাদৃশ সহস্র ব্যক্তির প্রতিপালনে সমর্থা। মনস্বিনী কৌসল্যা দেবী, আশ্রিত ব্যক্তিবর্গের প্রতিপালনার্থ সহস্র গ্রাম প্রাপ্ত হইয়াছেন; সুতরাং তিনি অনায়াসেই আপনার, মদীয় জননীর ও মাদৃশ সহস্র ব্যক্তির ভরণ-পোষণ করিতে পারেন; আপনি তজ্জন্য চিন্তা করিবেন না, আমাকে সহচর করুন; তাহাতে আপনার কিছুমাত্র ধর্ম্মহানি হইবে না, বরং আমা হইতে আপনার ফলমূলাহরণ প্রভৃতি আবশ্যকীয় কার্য্য সকল

ধনুরাদায় সগুণং খনিত্রপিটকাধরঃ।
অগ্রতস্তে গমিষ্যামি পন্থানং তব দর্শয়ন্ ॥ ২৫
আহরিষ্যামি তে নিত্যং মূলানি চ ফলানি চ।
বন্যানি চ তথান্যানি স্বাহার্হাণি তপস্বিনাম্ ॥ ২৬
ভবাংস্তু সহ বৈদেহ্যা গিরিসানুষু রংস্যসে।
অহং সর্ব্বং করিষ্যামি জাগ্রতঃ স্বপতশ্চ তে ॥ ২৭
রামস্তনেন বাক্যেন সুপ্রীতঃ প্রত্যুবাচ তম্।
ব্রজাপৃচ্ছস্ব সৌমিত্রে সর্ব্বমেব সুহৃজ্জনম্ ॥ ২৮
যে চ রাজ্ঞো দদৌ দিব্যে মহাত্মা বরুণঃ স্বয়ম্।
জনকস্য মহাযজ্ঞে ধনুষী রৌদ্রদর্শনে ॥ ২৯
অভেদ্যে কবচে দিব্যে তূণী চাক্ষয়সায়কৌ।
আদিত্যবিমলাভৌ দ্বৌ খড়্গৌ হেমপরিষ্কৃতৌ ॥ ৩০
সৎকৃত্য নিহিতং সর্ব্বমেতদাচার্য্যসদ্মনি।
সর্ব্বমায়ুধমাদায় ক্ষিপ্রমাব্রজ লক্ষ্মণ ॥ ৩১
স সুহৃজ্জনমামন্ত্র্য বনবাসায় নিশ্চিতঃ।
ইক্ষ্বাকুগুরুমাগম্য জগ্রাহায়ুধমুত্তমম্ ॥ ৩২
তদ্দিব্যং রাজশার্দ্দূলঃ সৎকৃতং মাল্যভূষিতম্।
রামায় দর্শয়ামাস সৌমিত্রিঃ সর্ব্বমায়ুধম্ ॥ ৩৩
তমুবাচাত্মবান্ রামঃ প্রীত্যা লক্ষ্মণমাগতম্।
কালে ত্বমাগতঃ সৌম্য কাঙ্ক্ষিতে মম লক্ষ্মণ ॥ ৩৪
অহং প্রদাতুমিচ্ছামি যদিদং মামকং ধনম্।
ব্রাহ্মণেভ্যস্তপস্বিভ্যস্ত্বয়া সহ পরন্তপ ॥ ৩৫
বসন্তীহ দৃঢ়ং ভক্ত্যা গুরুষু দ্বিজসত্তমাঃ।
তেষামপি চ মে ভূয়ঃ সর্ব্বেষাং চোপজীবিনাম্ ॥ ৩৬

বসিষ্ঠপুত্রং তু সুযজ্ঞমার্য্যং
ত্বমানয়াশু প্রবরং দ্বিজানাম্।
অভিপ্রয়াস্যামি বনং সমস্তান্
অভ্যর্চ্চ্য শিষ্টানপরান্ দ্বিজাতীন্ ॥ ৩৭

ইত্যযোধ্যাকাণ্ডে একত্রিংশঃ সর্গঃ ॥ ৩১ ॥

দ্বাত্রিংশঃ সর্গঃ।

ততঃ শাসনমাজ্ঞায় ভ্রাতুঃ প্রিয়করং হিতম্।
গত্বা স প্রবিবেশাশু সুযজ্ঞস্য নিবেশনম্ ॥ ১
তং বিপ্রমগ্ন্যগারস্থং বন্দিত্বা লক্ষ্মণোঽব্রবীৎ।
সখেঽভ্যাগচ্ছ পশ্য ত্বং বেশ্ম দুষ্করকারিণঃ ॥ ২

নিষ্পাদিত হইবে এবং আমিও কৃতার্থ হইব। ১৯—২৪। আমি সগুণ-ধনুক ও খনিত্রধারী হইয়া পেটী গ্রহণপূর্ব্বক পথ প্রদর্শন করত আপনার অগ্রে অগ্রে যাইব এবং সতত আপনার নিমিত্ত ফল, মূল ও অপরাপর যে সকল বন্য বস্তুদ্বারা তপস্বিগণ হোম করিয়া থাকেন, তৎসমুদায় আহরণ করিব; অধিক কি, আপনি কেবল পর্ব্বতসানুসমুদায়ে বৈদেহীর সহিত রমণ করিবেন, আমি আপনার জাগরণ ও নিদ্রা সকল সময়েই আবশ্যকীয় কার্য্য সম্পাদন করিব। রাম, লক্ষ্মণের সেই বাক্যে অত্যন্ত প্রীত হইলেন এবং তাঁহাকে এরূপ প্রত্যুক্তি করিলেন, "সুমিত্রানন্দন! তুমি বনগমন-বিষয়ে বন্ধুবর্গের সম্মতি গ্রহণপূর্ব্বক আমার অনুগামী হও। লক্ষ্মণ! মহাত্মা বরুণদেব মহাযজ্ঞে সন্তুষ্ট হইয়া মহীপতি জনককে যে দুই অতি ভয়ানক দিব্য ধনু দিব্য অভেদ্য কবচ, অক্ষয়-সায়ক তূণ, আদিত্যতুল্য প্রভান্বিত হেমচিত্রিত খড়্গ প্রদান করিয়াছিলেন, রাজর্ষি জনক, তৎসমুদয় আমাদিগকে বিবাহকালে যৌতুকস্বরূপ দিয়াছিলেন; আমি সেই সকল অস্ত্র পূজা করিয়া আচার্য্যগৃহে স্থাপন করিয়াছি; তুমি তৎসমুদায় গ্রহণ করিয়া সত্বর প্রত্যাগত হও।' ২৫—৩১। পরে ক্ষত্রিয়শ্রেষ্ঠ সুমিত্রানন্দন লক্ষ্মণ বনবাসে কৃতনিশ্চয় হইয়া সুহৃদ্বর্গের অনুমতি গ্রহণপূর্ব্বক ইক্ষ্বাকুকুলগুরু বসিষ্ঠের নিকট যাইয়া সেই উৎকৃষ্ট অস্ত্র-সমুদয় গ্রহণ করিলেন। তৎপরে তিনি রামভবনে গমন করিয়া সেই মাল্যভূষিত ও চন্দনাদি-দ্বারা পূজিত দিব্য অস্ত্র সকল রামকে দেখাইলেন। পরে বিশুদ্ধাত্মা রাম সমাগত লক্ষ্মণকে প্রীতিপূর্ব্বক কহিলেন, "শুভদর্শন লক্ষ্মণ! তুমি আমার অভিলষিত সময়েই আসিয়াছ,—শত্রুতাপন! এখন আমি তোমার সহিত ব্রাহ্মণ ও তপস্বীদিগকে আমার সমস্ত ধন প্রদান করিতে ইচ্ছা করিয়াছি,—যে সমস্ত শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণেরা দৃঢ়ভক্তি-সহকারে আমাদিগের গুরুগণের সেবা করিয়া থাকেন, তাঁহাদিগকে ও অনুগত সকলকে সমধিক ধন দান করিতে অভিলাষী হইয়াছি। ভাই! তুমি শীঘ্র দ্বিজবর বসিষ্ঠনন্দন আর্য্য সুযজ্ঞকে এখানে লইয়া আইস; আমি তাঁহাকে ও অপরাপর সচ্চরিত্র ব্রাহ্মণগণকে অর্চ্চনা করিয়া বনে যাইব। ৩২—৩৭।

দ্বাত্রিংশ সর্গ।

অনন্তর লক্ষ্মণ, ভ্রাতার সেই প্রীতিজনক ও হিতকর শাসনবাক্য শুনিয়া সত্বর গমন করত সুযজ্ঞের আলয়ে প্রবেশ করিলেন। পরে তিনি সেই অগ্নিশালাস্থিত দ্বিজবর সুযজ্ঞের চরণবন্দনা করিয়া তাঁহাকে কহিলেন,—"সখে! আপনি রামের আলয়ে চলুন এবং তিনি কিরূপ দুষ্কর কার্য্য করিতেছেন, একবার

ততঃ সন্ধ্যামুপাস্যায় গত্বা সৌমিত্রিণা সহ।
জুষ্টং স প্রাবিশল্লক্ষ্ম্যা রম্যং রামনিবেশনম্॥ ৩
তমাগতং বেদবিদং প্রাঞ্জলিঃ সীতয়া সহ।
সুযজ্ঞমভিচক্রাম রাঘবোঽগ্নিমিবার্চ্চিতম্॥ ৪
জাতরূপময়ৈর্মুখ্যৈরঙ্গদৈঃ কুণ্ডলৈঃ শুভৈঃ।
সহেমসূত্রৈর্মণিভিঃ কেয়ূরৈর্বলয়ৈরপি॥ ৫
অন্যৈশ্চ রত্নৈর্বহুভিঃ কাকুৎস্থঃ প্রত্যপূজয়ৎ।
সুযজ্ঞং স তদোবাচ রামঃ সীতাপ্রচোদিতঃ॥ ৬
হারঞ্চ হেমসূত্রঞ্চ ভার্য্যায়ৈ সৌম্য হারয়।
রশনাঞ্চাথ সা সীতা দাতুমিচ্ছতি তে সখী॥ ৭
অঙ্গদানি চ চিত্রাণি কেয়ূরাণি শুভানি চ।
প্রযচ্ছতি সখে তুভ্যং ভার্য্যায়ৈ গচ্ছতী বনম্॥ ৮
পর্য্যঙ্কমগ্র্যাস্তরণং নানারত্নবিভূষিতম্।
তমপীচ্ছতি বৈদেহী প্রতিষ্ঠাপয়িতুং ত্বয়ি॥ ৯
নাগঃ শত্রুঞ্জয়ো নাম মাতুলোঽয়ং দদৌ মম।
তং তে নিষ্কসহস্রেণ দদামি দ্বিজপুঙ্গব॥ ১০
ইত্যুক্তঃ স তু রামেণ সুযজ্ঞঃ প্রতিগৃহ্য তৎ।
রামলক্ষ্মণসীতানাং প্রযুযোজাশিষঃ শিবাঃ॥ ১১
অথ ভ্রাতরমব্যগ্রং প্রিয়ং রামঃ প্রিয়ংবদম্।
সৌমিত্রিং তমুবাচেদং ব্রহ্মেব ত্রিদশেশ্বরম্॥ ১২
আগস্ত্যং কৌশিকঞ্চৈব তাবুভৌ ব্রাহ্মণোত্তমৌ।
অর্চ্চয়াহূয় সৌমিত্রে রত্নৈঃ শস্যমিবাম্বুভিঃ॥ ১৩
তর্পয়স্ব মহাবাহো গোসহস্রেণ রাঘব।
সুবর্ণরজতৈশ্চৈব মণিভিশ্চ মহাধনৈঃ॥ ১৪
কৌসল্যাঞ্চ য আশীর্ভির্ভক্তঃ পর্য্যুপতিষ্ঠতি।
আচার্য্যস্তৈত্তিরীয়াণামভিরূপশ্চ বেদবিৎ॥ ১৫
তস্য যানঞ্চ দাসীশ্চ সৌমিত্রে সম্প্রদাপয়।
কৌশেয়ানি চ বস্ত্রাণি যাবত্তুষ্যতি স দ্বিজঃ॥ ১৬
সূতশ্চিত্ররথশ্চার্য্যঃ সচিবঃ সুচিরোষিতঃ।
তোষয়ৈনং মহার্হৈশ্চ রত্নৈর্বস্ত্রৈর্ধনৈস্তথা॥ ১৭
পশুকাভিশ্চ সর্ব্বাভির্গবাং দশশতেন চ।
যে চেমে কঠকালাপা বহবো দণ্ডমানবাঃ॥ ১৮
নিত্যস্বাধ্যায়শীলত্বান্নান্যৎ কুর্ব্বন্তি কিঞ্চন।
অলসাঃ স্বাদুকামাশ্চ মহতাং চাপি সম্মতাঃ॥ ১৯
তেষামশীতিযানানি রত্নপূর্ণানি দাপয়।
শালিবাহসহস্রঞ্চ দ্বে শতে ভদ্রকাংস্তথা।

আসিয়া দেখুন।” তাহা শুনিয়া সুযজ্ঞ সন্ধ্যার উপাসনাপূর্ব্বক সুমিত্রানন্দন লক্ষ্মণের সহিত সম্যক্ শোভাসমন্বিত রমণীয় রামালয়ে প্রবেশ করিলেন। যেরূপ যাজ্ঞিকেরা হোমকালে অর্চ্চিত অগ্নির অভ্যর্থনা করিয়া থাকেন, সেইরূপ রঘুনন্দন রাম, সীতার সহিত বদ্ধাঞ্জলি হইয়া সেই সমাগত বেদজ্ঞ সুযজ্ঞের অভ্যর্থনা করিলেন। অনন্তর কাকুৎস্থ রাম, সুযজ্ঞকে স্বর্ণময় শ্রেষ্ঠ অঙ্গদ, মনোহর কুণ্ডল, হেমসূত্রে গ্রথিত মণিমালা, কেয়ূর, বলয় ও অনেক রত্নদ্বারা পূজা করিলেন এবং সীতার নিয়োগানুসারে তাঁহাকে কহিলেন। ১—৬। “শুভদর্শন! আপনার সখী সীতা দেবী বনগমনে উদ্যতা হইয়া আপনার ভার্য্যাকে হার, হেমসূত্র, কাঞ্চীদাম, বিচিত্র অঙ্গদ, মনোহর কেয়ূর ও নানারত্নবিভূষিত শ্রেষ্ঠ আস্তরণ-সমন্বিত পর্য্যঙ্ক প্রদান করিতেছেন, আপনি ভৃত্যদ্বারা তাঁহার নিকট তৎসমস্ত প্রেরণ করুন। দ্বিজবর! মদীয় মাতুল আমাকে এই শত্রুঞ্জয়নামা হস্তী প্রদান করিয়াছিলেন, আমি সহস্রনিষ্কের সহিত ইহা আপনাকে দান করিতেছি।” ৭—১০। রাম সেইরূপ বলিলে, সুযজ্ঞ সেই সমস্ত ধন গ্রহণ করিয়া তাঁহাকে এবং লক্ষ্মণ ও সীতাকে শুভাশীর্ব্বাদ করিলেন। পরে ব্রহ্মা যেরূপে ত্রিদশেশ্বর পুরন্দরকে উক্তি করেন, সেইরূপে রাম, স্বীয় প্রিয় ও প্রিয়ংবদ ভ্রাতা, অব্যগ্রচিত্ত সুমিত্রানন্দন লক্ষ্মণকে বলিলেন, “মহাবাহুসম্পন্ন সুমিত্রানন্দন! আগস্ত্য ও কৌশিক, ব্রাহ্মণদিগের শ্রেষ্ঠ; তুমি উঁহাদিগকে আহ্বান করিয়া অর্চ্চনাপূর্ব্বক, যেরূপ লোকে জলদ্বারা শস্যকে তর্পিত করে, সেইরূপ সহস্র গো, সুবর্ণ, রজত এবং বহুতর রত্ন ও মহামূল্য মণিদ্বারা তর্পিত কর। রাঘব! রাজভক্তিসম্পন্ন বেদজ্ঞ তিত্তিরি-শাখাধ্যয়নকারীদিগের আচার্য্য, ভক্তিসহকারে নিত্য কৌসল্যা-দেবীর মঙ্গল আকাঙ্ক্ষা করিয়া থাকেন; অতএব সুমিত্রানন্দন! তিনি যত যান, দাসী ও কৌশেয় বস্ত্র পাইয়া সন্তুষ্ট হন, তুমি তাঁহাকে তত যান, দাসী ও কৌশেয় বস্ত্র দান কর” ১১—১৬। চিত্ররথ বহুকাল হইতে আমার প্রীতি সম্পাদন করত মন্ত্রিত্ব ও সারথ্য কার্য্য করিতেছেন; সুতরাং তুমি তাঁহাকে ধন, মহামূল্য রত্ন, বহুমূল্য বস্ত্র, সহস্র গো ও ছাগ-মহিষ-প্রভৃতি অপরাপর বহুতর পশু প্রদান করিয়া সন্তুষ্ট কর। লক্ষ্মণ! যে মহাত্মাদিগের সম্মত উপনয়নাবধি-ব্রহ্মচারী দণ্ডধারী ভিক্ষান্নোপজীবী ব্রাহ্মণেরা নিয়ত কঠশাখা অধ্যয়ন করিয়া থাকেন, যাঁহারা বেদাধ্যয়নব্যতীত সকল কার্য্যেই অলস,—যাঁহারা কেবল বেদাধ্যয়নই করিয়া থাকেন, অপর কোন কার্য্যই করেন না; তুমি তাঁহাদিগকে রত্নপূর্ণ অশীতি উষ্ট্র, শালিপূর্ণ সহস্র বৃষ, সমুচিত

ব্রহ্মচার্যক সৌমিত্রে গোসহস্রমুপাকুরু ॥ ২০
মেখলীনাং মহাসঙ্ঘঃ কৌসল্যাং সমুপস্থিতঃ ॥ ২১
তেষাং সহস্রং সৌমিত্রে প্রত্যেকং সম্প্রদাপয়।
অম্বা যথা নো নন্দেচ্চ কৌসল্যা মম দক্ষিণাম্ ॥ ২২
তথা দ্বিজাতীংস্তান্ সর্ব্বান্ লক্ষ্মণার্চ্চয় সর্ব্বশঃ।
ততঃ পুরুষশার্দ্দূলস্তদ্ধনং লক্ষ্মণঃ স্বয়ম্ ॥ ২৩
যথোক্তং ব্রাহ্মণেন্দ্রাণামদদদ্ধনদো যথা।
অথাব্রবীদ্বাষ্পকলাংস্তিষ্ঠতশ্চোপজীবিনঃ ॥ ২৪
স প্রদায় বহু দ্রব্যমেকৈকস্যোপজীবনম্।
লক্ষ্মণস্য চ যদ্বেশ্ম গৃহঞ্চ যদিদং মম ॥ ২৫
অশূন্যং কার্য্যমেকৈকং যাবদাগমনং মম।
ইত্যুক্ত্বা দুঃখিতং সর্ব্বং জনং তমুপজীবিনম্ ॥ ২৬
উবাচেদং ধনাধ্যক্ষং ধনমানীয়তাং মম।
ততোঽস্য ধনমাজহ্রুঃ সর্ব্ব এবোপজীবিনঃ ॥ ২৭
স রাশিঃ সুমহাংস্তত্র দর্শনীয়ো হ্যদৃশ্যত।
ততঃ স পুরুষব্যাঘ্রস্তদ্ধনং সহলক্ষ্মণঃ ॥ ২৮
দ্বিজেভ্যো বালবৃদ্ধেভ্যঃ কৃপণেভ্যো হ্যদাপয়ৎ।
তত্রাসীৎ পিঙ্গলো গার্গ্যস্ত্রিজটো নাম বৈ দ্বিজঃ ॥ ২৯
ক্ষতবৃত্তির্বনে নিত্যং ফালকুদ্দাললাঙ্গলী।
তং বৃদ্ধং তরুণী ভার্য্যা বালানাদায় দারকান্ ॥ ৩০
অব্রবীদ্ব্রাহ্মণং বাক্যং স্ত্রীণাং ভর্ত্তা হি দেবতা।
অপাস্য ফালং কুদ্দালং কুরুষ্ব বচনং মম ॥ ৩১
রামং দর্শয় ধর্ম্মজ্ঞং যদি কিঞ্চিদবাপ্স্যসে।
স ভার্য্যায়া বচঃ শ্রুত্বা শাটীমাচ্ছাদ্য দুশ্ছদাম্ ॥ ৩২
স প্রাতিষ্ঠত পন্থানং যত্র রামনিবেশনম্।
ভৃগ্বঙ্গিরঃসমং দীপ্ত্যা ত্রিজটং জনসংসদি ॥ ৩৩
আ পঞ্চমায়াঃ কক্ষ্যায়া নৈনং কশ্চিদবারয়ৎ।
স রামমাসাদ্য তদা ত্রিজটো বাক্যমব্রবীৎ ॥ ৩৪
নির্দ্ধনো বহুপুত্রোঽস্মি রাজপুত্র মহাযশঃ।
ক্ষতবৃত্তির্বনে নিত্যং প্রত্যবেক্ষস্ব মামিতি ॥ ৩৫
তমুবাচ ততো রামঃ পরিহাসসমন্বিতম্।
গবাং সহস্রমপ্যেকং ন চ বিশ্রাণিতং ময়া ॥ ৩৬

তদ্রূক (চর্ম্মমুদ্গ প্রভৃতি উপকরণ) এবং দধিদুগ্ধাদির নিমিত্ত সহস্র গাভী প্রদান কর। ১৭—২০। যে সকল ব্রহ্মচারী ব্রাহ্মণ, বিবাহ করিবার নিমিত্ত অর্থাভিলাষী হইয়া জননী কৌসল্যা দেবীর উপাসনা করিতেছেন; লক্ষ্মণ! তুমি তাঁহাদিগের প্রত্যেককে সহস্র গো প্রদান কর এবং জননী কৌসল্যা দেবী যাহাতে সন্তোষ লাভ করেন, তাদৃশ প্রচুর পরিমাণে দক্ষিণা-স্বরূপ ধন প্রদান করিয়া তাঁহাদিগের সকলকে অর্চ্চনা কর।" পরে পুরুষ-প্রধান লক্ষ্মণ, কুবেরের ন্যায়, ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠদিগকে ভ্রাতার কথিত সেই সমস্ত ধন স্বয়ং প্রদান করিলেন। তৎপরে রাম, বাষ্পরুদ্ধ-কণ্ঠ হইয়া অবস্থিত ভৃত্যবর্গকে, যাহাতে প্রত্যেকের উত্তম-রূপে চতুর্দ্দশবর্ষ-কাল জীবিকা নির্ব্বাহ হইতে পারে, এরূপ বহু দ্রব্য দিয়া বলিলেন, "যে পর্য্যন্ত আমরা ফিরিয়া না আসি, তদবধি তোমরা আমার ও লক্ষ্মণের গৃহে সর্ব্বদাই অবস্থান করিও"। সেই সকল দুঃখী উপজীবীকে ঐরূপ বলিয়া, তিনি ধনাধ্যক্ষকে "ধন আনয়ন কর" এরূপ আদেশ করিলেন। পরে তাঁহার ভৃত্যেরা তথায় সমুদয় ধন আনয়ন করিলে, সেই ধনরাশি সম্যক্ শোভমান হইয়া পরিদৃশ্যমান হইল। পুরুষশ্রেষ্ঠ রাম, লক্ষ্মণের সহিত সেই ধনরাশি ব্রাহ্মণ এবং দীন, বালক ও বৃদ্ধদিগকে দিতে লাগিলেন। ২১—২৮। সেই সময়ে তথাকার নিকটস্থ প্রদেশে পিঙ্গলবর্ণ ত্রিজটনামা এক গর্গগোত্রীয় ব্রাহ্মণ ছিলেন; তিনি খনন-লব্ধ কন্দমূলাদি দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেন, সুতরাং সর্ব্বদা কুঠার, কুদ্দাল ও হলাকার দণ্ডবিশেষ লইয়া বনে থাকিতেন। রামের প্রভূত দানের কথা শুনিয়া দারিদ্র্য-দুঃখ-পীড়িতা তরুণী ভার্য্যা, শিশু সন্তান সকল গ্রহণ পূর্ব্বক নিকটে যাইয়া, তাঁহাকে বলিলেন,—"আমার কথানুসারে কার্য্য কর,—সত্বর কুঠার ও কুদ্দাল পরিত্যাগ করিয়া রামের নিকট যাইয়া আপনার ও আমাদিগের অবস্থা নিবেদন কর, তাহা হইলে কিঞ্চিৎ লাভ করিতে পারিবে।" ভার্য্যার কথা শুনিয়া সেই ত্রিজট-নামা ব্রাহ্মণ তখনই যদ্দ্বারা কথঞ্চিৎও দেহ আবৃত হয় না, তাদৃশী অতিজীর্ণ শাটী উত্তরীয় বসন পরিধান করত, যে পথ দিয়া রামভবনে গমন করা যায়, সেই পথে প্রস্থিত হইলেন। তিনি জনসমাজে ভৃগু অঙ্গিরার ন্যায় তেজস্বী হইয়া প্রকাশমান হইতেন, সুতরাং কেহই তাঁহাকে পঞ্চমকক্ষ পর্য্যন্ত গমনেও নিবারণ করিল না; তিনি অনায়াসেই রাজনন্দন রামের সমীপে যাইয়া তাঁহাকে বলিলেন। ২৯—৩৪। "মহাযশঃসম্পন্ন রাজপুত্র! আমি অতি দরিদ্র,—আমি নিয়ত বনে থাকিয়া খনন-লব্ধ কন্দমূলাদিদ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিয়া থাকি, সুতরাং আমি অতি দুঃখী এবং আমার অনেকগুলি পুত্রও আছে; আপনি আমার প্রতি কৃপা-কটাক্ষ বিতরণ করুন।" রাম সেই ব্রাহ্মণকে এই পরিহাসযুক্ত বাক্য বলিলেন,—"সরযূ নদীর পরপারে আমার বহুসহস্র গো আছে, তন্মধ্যে এক সহস্র

পরিক্ষিপসি দণ্ডেন যাবত্তাবদবাপ্স্যসে।
স শাটীং ত্বরিতঃ কট্যাং সম্ভ্রান্তঃ পরিবেষ্ট্য তাম্ ॥ ৩৭
আবিধ্য দণ্ডং চিক্ষেপ সর্ব্বপ্রাণেন বেগতঃ।
স তীর্ত্বা সরযূপারং দণ্ডস্তস্য করাচ্চ্যুতঃ ॥ ৩৮
গোব্রজে বহুসাহস্রে পপাতোক্ষণসন্নিধৌ।
তং পরিষজ্য ধর্ম্মাত্মা আ তস্মাৎ সরযূতটাৎ ॥ ৩৯
আনয়ামাস তা গাবস্ত্রিজটস্যাশ্রমং প্রতি।
উবাচ চ তদা রামস্তং গার্গ্যমভিসান্ত্বয়ন্ ॥ ৪০
মন্যুর্ন খলু কর্ত্তব্যঃ পরিহাসো হ্যয়ং মম ॥ ৪১
ইদং হি তেজস্তব যদ্দুরত্যয়ং
তদেব জিজ্ঞাসিতুমিচ্ছতা ময়া।
ইদং ত্বমর্থমভিপ্রচোদিতো
বৃণীষ্ব কিঞ্চেদপরং ব্যবস্যসি ॥ ৪২
ব্রবীমি সত্যেন ন তেঽস্তি যন্ত্রণা
ধনং হি যদ্যন্মম বিপ্রকারণাৎ।
ভবৎসু সম্যক্ প্রতিপাদনেন
ময়ার্জ্জিতঞ্চৈব যশস্করং ভবেৎ ॥ ৪৩
ততঃ সভার্য্যস্ত্রিজটো মহামুনি-
র্গবামনীকং প্রতিগৃহ্য মোদিতঃ।
যশোবলপ্রীতিসুখোপবৃংহিনী-
স্তদাশিষঃ প্রত্যবদন্মহাত্মনঃ ॥ ৪৪
স চাপি রামঃ পরিপূর্ণপৌরুষো
মহাধনং ধর্ম্মবলৈরুপার্জ্জিতম্।
নিযোজয়ামাস সুহৃজ্জনেঽচিরাৎ
যথার্হসম্মানবচঃপ্রচোদিতঃ ॥ ৪৫
দ্বিজঃ সুহৃদ্ভৃত্যজনোঽথ বা তদা
দরিদ্রভিক্ষাচরণশ্চ যো ভবেৎ।
ন তত্র কশ্চিন্ন বভূব তর্পিতো
যথার্হসম্মাননদানসম্ভ্রমৈঃ ॥ ৪৬
ইত্যযোধ্যাকাণ্ডে দ্বাত্রিংশঃ সর্গঃ ॥ ৩২ ॥

ত্রয়স্ত্রিংশঃ সর্গঃ।

দত্ত্বা তু সহ বৈদেহ্যা ব্রাহ্মণেভ্যো ধনং বহু।
জগ্মতুঃ পিতরং দ্রষ্টুং সীতয়া সহ রাঘবৌ ॥ ১
ততো গৃহীতে প্রেষ্যাভ্যামশোভেতাং তদাযুধে।
মালাদামভিরাসক্তে সীতয়া সমলঙ্কৃতে ॥ ২
ততঃ প্রাসাদহর্ম্ম্যাণি বিমানশিখরাণি চ।
অভিরুহ্য জনঃ শ্রীমানুদাসীনো ব্যলোকয়ৎ ॥ ৩

গাভীও আমি এখন পর্য্যন্ত কাহাকেও প্রদান করি নাই; আপনি ঐ দণ্ড নিক্ষেপ করিয়া উক্ত গোগৃহের যতদূর অতিক্রম করিতে পারিবেন, তন্মধ্যে যত গো থাকিবে আপনি তৎসমস্ত লাভ করিবেন।” তখন ত্রিজট অতি ব্যাকুলচিত্ত হইয়া সত্বর সেই শাটী কটিদেশে বেষ্টন করিয়া সেই দণ্ড ভ্রামণপূর্ব্বক যথাশক্তি বেগসহকারে নিক্ষেপ করিলেন। তাঁহার করবিমুক্ত সেই দণ্ড সরযূনদীর পরপারে যাইয়া বহু সহস্র গোগৃহ অতিক্রম করিয়া বৃষদিগের আবাসসমীপে পতিত হইল। পরে ধর্ম্মাত্মা রাম সেই গর্গগোত্রীয় ত্রিজটকে আলিঙ্গন করিয়া তাঁহার আশ্রমে সরযূপরপারস্থ সেই গোসমুদায় পাঠাইয়া দিয়া তাঁহাকে সান্ত্বনা করত এই কথা বলিলেন। ৩৪—৪০। আপনি রাগ করিবেন না; আমি আপনার সহিত পরিহাস করিয়াছি,—আপনার এই যে দূরপাতিত্বরূপ সামর্থ্য, ইহাই জানিতে ইচ্ছুক হইয়া, আমি আপনাকে ঐরূপ করিতে বলিয়াছি আমি, সত্যদ্বারা শপথ করিয়া বলিতেছি যে, আমার উপার্জ্জিত ধনসমুদায় আপনাদিগের কার্য্যে লাগিলেই, আমি সমধিক প্রীতি ও যশ লাভ করি; সুতরাং আমার যে যে ধন আছে, তৎসমস্ত আপনাদিগের নিমিত্তই রক্ষিত রহিয়াছে; অতএব আপনি যদি আরও কিছু লইতে ইচ্ছা করেন, তবে বিনা সঙ্কোচে প্রার্থনা করুন।” পরে মহামুনি ত্রিজট গোসকল গ্রহণ করিয়া ভার্য্যার সহিত প্রমোদ-সহকারে মহাত্মা রামকে বল, যশ, প্রীতি ও সুখবৃদ্ধিবিধায়ক আশীর্ব্বাদ করিলেন অপ্রতিহত-পরাক্রম রাম ধর্ম্মানুসারে স্ববীর্য্যার্জ্জিত মহামূল্য ধনরাশি অচিরকালমধ্যেই সুহৃদ্বর্গকে প্রদান করিলেন এবং সুহৃদ্বর্গকর্ত্তৃক যথোপযুক্ত সম্মানজনক বাক্যে সমাভাষিত হইলেন। সেই সময়ে তথায় যে সকল ব্রাহ্মণ, ভিক্ষাজীবী দরিদ্র এবং রামের সুহৃৎ ও ভৃত্য ছিলেন, রাম তাঁহাদিগের সকলকেই যথাসম্ভ্রম সম্মানসহকারে ধন দান করিয়া তর্পিত করিলেন। ৪১—৪৬।

ত্রয়স্ত্রিংশ সর্গ।

রঘুনন্দন রাম ও লক্ষ্মণ, বিদেহনন্দিনী সীতা দেবীর সহিত ব্রাহ্মণগণকে প্রচুর ধন বিতরণ করিয়া, পিতাকে দর্শন করিবার নিমিত্ত তাঁহার আলয়াভিমুখে গমন করিলেন। পথিমধ্যে তাঁহাদিগের ভৃত্যদ্বয়কর্ত্তৃক গৃহীত, সীতাদেবীকর্ত্তৃক চন্দনাদিদ্বারা সম্যক্ অলঙ্কৃত এবং মাল্যদামে শোভিত আয়ুধ সমস্ত অত্যন্ত শোভা পাইতে লাগিল। তখন শ্রীসম্পন্ন নাগরিক

ন হি রথ্যাঃ সুশক্যন্তে গন্তুং বহুজনাকুলাঃ।
আরুহ্য তস্মাৎ প্রাসাদান্দীনাঃ পশ্যন্তি রাঘবম্॥ ৪
পদাতিং সানুজং দৃষ্ট্বা সসীতঞ্চ জনাস্তদা।
উচুর্বহুজনা বাচঃ শোকোপহতচেতসঃ॥ ৫
যং যান্তমনুযাতি স্ম চতুরঙ্গবলং মহৎ।
তমেকং সীতয়া সার্দ্ধমনুযাতি স্ম লক্ষ্মণঃ॥ ৬
ঐশ্বর্য্যস্য রসজ্ঞঃ সন্ কামানাঞ্চাকরো মহান্।
নেচ্ছত্যেবানৃতং কর্ত্তুং বচনং ধর্ম্মগৌরবাৎ॥ ৭
যা ন শক্যা পুরা দ্রষ্টুং ভূতৈরাকাশগৈরপি।
তামদ্য সীতাং পশ্যন্তি রাজমার্গগতা জনাঃ॥ ৮
অঙ্গরাগোচিতাং সীতাং রক্তচন্দনসেবিনীম্।
বর্ষমুষ্ণঞ্চ শীতঞ্চ নেষ্যন্ত্যাশু বিবর্ণতাম্॥ ৯
অদ্য নূনং দশরথঃ সত্ত্বমাবিশ্য ভাষতে।
ন হি রাজা প্রিয়ং পুত্রং বিবাসয়িতুমর্হতি॥ ১০
নির্গুণস্যাপি পুত্রস্য কথং স্যাদ্বিনিবাসনম্।
কিং পুনর্যস্য লোকোঽয়ং জিতো বৃত্তেন কেবলম্॥ ১১
আনৃশংস্যমনুক্রোশঃ শ্রুতং শীলং দমঃ শমঃ।
রাঘবং শোভয়ন্ত্যেতে ষড়্গুণাঃ পুরুষর্ষভম্॥ ১২
তস্মাত্তস্যোপঘাতেন প্রজাঃ পরমপীড়িতাঃ।
ঔদকানীব সত্ত্বানি গ্রীষ্মে সলিলসংক্ষয়াৎ॥ ১৩
পীড়য়া পীড়িতং সর্ব্বং জগদস্য জগৎপতেঃ।
মূলস্যেবোপঘাতেন বৃক্ষঃ পুষ্পফলোপগঃ॥ ১৪
মূলং হ্যেষ মনুষ্যাণাং ধর্ম্মসারো মহাদ্যুতিঃ।
পুষ্পং ফলঞ্চ পত্রঞ্চ শাখাশ্চাস্যেতরে জনাঃ॥ ১৫
তে লক্ষ্মণ ইব ইব ক্ষিপ্রং সপত্ন্যঃ সহবান্ধবাঃ।
গচ্ছন্তমনুগচ্ছামো যেন গচ্ছতি রাঘবঃ॥ ১৬
উদ্যানানি পরিত্যজ্য ক্ষেত্রাণি চ গৃহাণি চ।
একদুঃখসুখা রামমনুগচ্ছাম ধার্ম্মিকম্॥ ১৭
সমুদ্ধৃতনিধানানি পরিধ্বস্তাজিরাণি চ।
উপাত্তধনধান্যানি হৃতসারাণি সর্ব্বশঃ॥ ১৮
রজসাভ্যবকীর্ণানি পরিত্যক্তানি দৈবতৈঃ।
মূষকৈঃ পরিধাবদ্ভিরুদ্বিলৈরাবৃতানি চ॥ ১৯
অপেতোদকধূমানি হীনসম্মার্জ্জনানি চ।
প্রনষ্টবলিকর্ম্মেজ্যামন্ত্রহোমজপানি চ॥ ২০

ব্যক্তিগণ প্রাসাদ, হর্ম্ম্য ও সপ্তভূমিক গৃহের উপরি উঠিয়া উদাস মনে রামকে দেখিতে লাগিলেন,—তৎকালে জনাকীর্ণ রথ্যা সকল দুর্গম হইয়াছিল, একারণে নগরবাসী সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিরা স্ব স্ব প্রাসাদে আরোহণ করিয়া অত্যন্ত দুঃখের সহিত রঘুনন্দন রামকে দেখিতে লাগিলেন। পরে রামকে সীতা ও লক্ষ্মণের সহিত পদব্রজে যাইতে দেখিয়া অনেকে শোকাকুলচিত্ত হইয়া বলিতে লাগিলেন। ১—৫। 'হায়! যাহার যাইবার সময় মহৎ চতুরঙ্গ সৈন্য অনুগমন করিত, অদ্য কেবল লক্ষ্মণ ও সীতা দেবী সেই রামের অনুগমন করিতেছেন! রাম রাজ্যভোগে লালসাযুক্ত ও অর্থীদিগের অভীষ্টধনপ্রদ হইয়াও ধর্ম্মপালন-জন্য পিতৃবাক্য অবহেলা করিতে ইচ্ছা করিতেছেন না। হায়! পূর্ব্বে আকাশগামী প্রাণীরাও যে সীতা দেবীকে দেখিতে পাইত না, অদ্য রাজপথস্থিত মানবেরাও তাঁহাকে দেখিতেছে। হায়! যে সীতা রক্তচন্দনাদি অনুলেপনদ্রব্যে রঞ্জিতা হইবেন, সেই সীতা শীত, গ্রীষ্ম ও বর্ষায় শীঘ্র বিবর্ণ হইয়া যাইবেন। নিশ্চয়ই বোধ হইতেছে যে, রাজা দশরথ ভূতাবিষ্ট হইয়াই এরূপ বলিতেছেন; অন্যথা তিনি কি প্রকারে প্রিয়পুত্র রামকে নির্ব্বাসিত করিতে পারেন? ৬—১০। কেননা, নির্গুণ পুত্রকেও ত্যাগ করা উচিত নহে; সুতরাং যে পুত্র কেবল স্বীয় সদ্ব্যবহারদ্বারা সর্ব্বলোক বশীভূত করিয়াছেন, তিনি কিপ্রকারে নির্ব্বাসনযোগ্য হইতে পারেন? হিংসারাহিত্য, দয়া, শাস্ত্রজ্ঞান, সচ্চরিত্র ইন্দ্রিয়নিগ্রহ ও শান্তি এই ছয় শ্রেষ্ঠগুণই পুরুষপ্রবর রঘুনন্দন রামকে শোভিত করিতেছে। অতএব তাঁহার অভিষেকব্যাঘাতে যেরূপ গ্রীষ্মকালে জলের ব্যাঘাতে জলচর প্রাণিগণ পীড়িত হয়, সেইরূপ সমস্ত প্রজাই সাতিশয় পীড়িত হইয়াছে। এই মহাদ্যুতি জগৎপতি ধর্ম্মাত্মা রাম মনুষ্যদিগের মূলস্বরূপ; অপরাপর মনুষ্য সকল ইঁহার শাখা পত্র, পুষ্প ও ফলস্বরূপ; অতএব যেরূপ মূলের ব্যাঘাতে পুষ্প-ফল-সমন্বিত সমগ্র বৃক্ষই ব্যাহত হয়, সেইরূপ ইঁহার পীড়াতে পৃথিবীস্থ সমস্ত জীবই পীড়িত হইয়াছে। ১১—১৫। এই রঘুনন্দন রাম, যে পথে যাইবেন, আমরা সকলে পত্নী ও বান্ধববর্গের সহিত, লক্ষ্মণের ন্যায় সত্বর সেই পথ দিয়া উঁহার অনুগমন করি,—আমরা রঘুনন্দন রামের সুখে সুখ ও দুঃখে দুঃখ জ্ঞান করিয়া উদ্যান, ক্ষেত্র ও গৃহ পরিত্যাগপূর্ব্বক উঁহার অনুগমন করি। আমরা রত্ন, ধন ও ধান্য প্রভৃতি সারবস্তু-সকল গ্রহণপূর্ব্বক পরিত্যাগ করিলে যে গৃহ অমার্জ্জিত, রজঃপরিব্যাপ্ত, দেবগণ-পরিত্যক্ত, গর্ত্ত হইতে উত্থিত ইতস্ততঃ ধাবমান মূষিক-সমূহে সমাবৃত, ধূমরহিত, জলবিহীন এবং যেরূপ রাষ্ট্র-বিপ্লব ও দৈব দুর্ঘটনার সময়ে গৃহসকল ভগ্ন ও ভগ্নপাত্রে পরিব্যাপ্ত হইয়া থাকে, সেইরূপ আমাদের গৃহও ভগ্ন ও ভগ্নপাত্রে সমাকুল হইবে এবং যে সকল

তৃণকালেনেব ভস্মানি ভিন্নভাজনবন্তি চ।
অস্মত্ত্যক্তানি বেশ্মানি কৈকেয়ী প্রতিপদ্যতাম্ ॥ ২১
বনং নগরমেবাস্তু যেন গচ্ছতি রাঘবঃ।
অস্মাভিশ্চ পরিত্যক্তং পুরং সম্পদ্যতাং বনম্ ॥ ২২
বিলানি দংষ্ট্রিণঃ সর্ব্বে সানূনি মৃগপক্ষিণঃ।
ত্যজন্ত্বস্মদ্ভয়াদ্ভীতা গজাঃ সিংহা বনান্যপি ॥ ২৩
অস্মত্ত্যক্তং প্রপদ্যন্তু সেব্যমানং ত্যজন্তু চ।
তৃণমাংসফলাদানং দেশং ব্যালমৃগদ্বিজম্ ॥ ২৪
প্রপদ্যতাং হি কৈকেয়ী সপুত্রা সহ বান্ধবৈঃ।
রাঘবেণ বয়ং সর্ব্বে বনে বৎস্যাম নির্বৃতাঃ ॥ ২৫
ইত্যেবং বিবিধা বাচো নানাজনসমীরিতাঃ।
শুশ্রাব রাঘবঃ শ্রুত্বা ন বিচক্রেঽস্য মানসম্ ॥ ২৬
স তু বেশ্ম পিতুর্দূরাৎ কৈলাসশিখরপ্রভম্।
অভিচক্রাম ধর্ম্মাত্মা মত্তমাতঙ্গবিক্রমঃ ॥ ২৭
বিনীতবীরপুরুষং প্রবিশ্য তু নৃপালয়ম্।
দদর্শাবস্থিতং দীনং সুমন্ত্রমবিদূরতঃ ॥ ২৮
প্রতীক্ষমাণোঽভিজনং তদার্ত্ত-
মনার্ত্তরূপঃ প্রহসন্নিবাথ।
জগাম রামঃ পিতরং দিদৃক্ষুঃ
পিতুর্নিদেশং বিধিবচ্চিকীর্ষুঃ ॥ ২৯
তৎপূর্ব্বমৈক্ষ্বাকসুতো মহাত্মা
রামো গমিষ্যন্নুপমার্ত্তরূপম্।
ব্যতিষ্ঠত প্রেক্ষ্য তদা সুমন্ত্রং
পিতুর্মহাত্মা প্রতিহারণার্থম্ ॥ ৩০
পিতুর্নিদেশেন তু ধর্ম্মবৎসলো
বনপ্রবেশে কৃতবুদ্ধিনিশ্চয়ঃ।
স রাঘবঃ প্রেক্ষ্য সুমন্ত্রমব্রবীৎ
নিবেদয়স্বাগমনং নৃপায় মে ॥ ৩১
ইত্যযোধ্যাকাণ্ডে ত্রয়স্ত্রিংশঃ সর্গঃ ॥ ৩৩ ॥

চতুস্ত্রিংশঃ সর্গঃ।

ততঃ কমলপত্রাক্ষঃ শ্যামো নিরুপমো মহান্।
উবাচ রামস্তং সূতং পিতুরাখ্যাহি মামিতি ॥ ১
স রামপ্রেষিতঃ ক্ষিপ্রং সন্তাপকলুষেন্দ্রিয়ম্।
প্রবিশ্য নৃপতিং সূতো নিশ্বসন্তং দদর্শ হ ॥ ২
উপরক্তমিবাদিত্যং ভস্মচ্ছন্নমিবানলম্।
তড়াগমিব নিস্তোয়ং সোঽপশ্যজ্জগতীপতিম্ ॥ ৩
আলোক্য চ মহাপ্রাজ্ঞঃ পরমাকুলচেতসম্।
রামমেবানুশোচন্তং সূতঃ প্রাঞ্জলিরব্রবীৎ ॥ ৪

গৃহে বলিকর্ম্ম অনুষ্ঠান, দেবযজন, যথামন্ত্র হবন ও ইষ্টমন্ত্রজপ না হইবে; কৈকেয়ী দেবী সেই সমস্ত গৃহই প্রাপ্ত হউন। রঘুনন্দন রাম, যে বনে যাই-বেন, তাহা নগর হউক এবং আমাদের পরিত্যাগ করা প্রযুক্ত এই নগর বন হউক। আমাদিগের ভয়ে সর্পসকল গর্ত্ত, মৃগ ও পক্ষি-সমূহ গিরিসানু এবং সিংহ ও গজসকল বন পরিত্যাগ করুক। তাহারা আমাদিগের সেবিত বনস্থল পরিত্যাগ করিয়া আমাদিগের পরিত্যক্ত এই নগরী আশ্রয় করুক। আমরা সকলে নির্বৃত হইয়া রঘুনন্দন রামের সহিত বনে বাস করি; এবং যে প্রদেশ মৃগ, পক্ষী ও সর্প-সমূহে সমাকুল এবং যথায় তৃণ, মাংস ও ফলমাত্র লভ্য হয়, কৈকেয়ী দেবী পুত্র ও বান্ধবদিগের সহিত সেই প্রদেশ লাভ করুন।” ১৮—২৫। রঘুনন্দন রাম পথে যাইতে যাইতে বহুজন-কথিত ঐরূপ নানা কথা শুনিলেন; কিন্তু তাহা শুনিয়াও তাঁহার কিছুমাত্র চিত্তবিকার হইল না। সেই মত্তমাতঙ্গসদৃশ বিক্রমশালী ধর্ম্মাত্মা রাম, দূর হইতে কৈলাসশিখরের ন্যায় প্রকাশমান পিতৃভবনাভিমুখে যাইতে লাগিলেন। পরে তিনি সেই বিনীতবীরপুরুষসমূহে সমাকুল রাজভবনে প্রবেশ করিয়া অনতিদূরে দীনভাবে অব-স্থিত সুমন্ত্রকে অবলোকন করিলেন। যথাবিধি পিতৃ-বাক্যপালনোদ্যত রাম আত্মীয়বর্গকে দুঃখিত অব-লোকন করিয়াও দুঃখিত না হইয়া যেন হাসিতে হাসিতে পিতাকে দেখিবার অভিলাষে যাইতে লাগি-লেন। পরে দুঃখসমাবৃত পিতা নরপতি দশরথের আদেশানুসারে বনগমনে কৃতনিশ্চয় হইয়া তাঁহার নিকটে গমনাভিলাষী সেই ইক্ষ্বাকুনন্দন মহাত্মা ধর্ম্ম-বৎসল রাম তাঁহার নিকট সংবাদপ্রেরণ করিবার ইচ্ছায় সুমন্ত্রকে অতি নিকটে দেখিয়া দাঁড়াইলেন এবং তাঁহার দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া “নরপতিকে মদীয় আগমন-বার্ত্তা প্রদান কর” ইহা বলিলেন। ২৬—৩১।

চতুস্ত্রিংশ সর্গ।

শ্যামবর্ণ, কমললোচন, মহাত্মা রাম, “পিতাকে মদীয় আগমন-বার্ত্তা প্রদান কর” বলিয়া সুমন্ত্র সার-থিকে প্রেরণ করিলে, তিনি শীঘ্র প্রবেশিয়া নরপতি দশরথকে, সন্তাপাকুলেন্দ্রিয় হইয়া দীর্ঘনিশ্বাস-পরায়ণ এবং রাহুগ্রস্ত রবি, ভস্মসমাচ্ছন্ন অনল ও নির্জ্জল তড়াগের ন্যায় অবস্থাপন্ন দেখিলেন। মহাপ্রাজ্ঞ সুমন্ত্র সারথি, অতীব ব্যাকুলচিত্ত হইয়া রামের জন্য শোক করিতে দেখিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে আবরু-

তং বৰ্দ্ধয়িত্বা রাজানং পূৰ্ব্বং সূতো জয়াশিষা।
ভয়বিক্লবয়া বাচা মন্দয়া শ্লক্ষ্ণয়াব্রবীৎ ॥ ৫
অয়ং স পুরুষব্যাঘ্রো দ্বারি তিষ্ঠতি তে সুতঃ।
ব্রাহ্মণেভ্যো ধনং দত্ত্বা সৰ্ব্বং চৈবোপজীবিনাম্ ॥ ৬
স ত্বাং পশ্যতু ভদ্রং তে রামঃ সত্যপরাক্রমঃ।
সৰ্ব্বান্ সুহৃদ আপৃচ্ছ্য ত্বাং হীদানীং দিদৃক্ষতে ॥ ৭
গমিষ্যতি মহারণ্যং তং পশ্য জগতীপতে।
বৃতং রাজগুণৈঃ সৰ্ব্বৈরাদিত্যমিব রশ্মিভিঃ ॥ ৮
স সত্যবাক্যো ধৰ্ম্মাত্মা গাম্ভীৰ্য্যাৎ সাগরোপমঃ।
আকাশ ইব নিষ্পঙ্কো নরেন্দ্রঃ প্রত্যুবাচ তম্ ॥ ৯
সুমন্ত্রানয় মে দারান্ যে কেচিদিহ মামকাঃ।
দারৈঃ পরিবৃতঃ সৰ্ব্বৈর্দ্রষ্টুমিচ্ছামি রাঘবম্ ॥ ১০
সোঽন্তঃপুরমতীত্যৈব স্ত্রিয়স্তা বাক্যমব্রবীৎ।
আৰ্য্যো হ্বয়তি বো রাজা গম্যতাং তত্র মা চিরম্ ॥ ১১
এবমুক্তাঃ স্ত্রিয়ঃ সৰ্ব্বাঃ সুমন্ত্রেণ নৃপাজ্ঞয়া।
প্রচক্রমুস্তদ্ভবনং ভর্ত্তুরাজ্ঞায় শাসনম্ ॥ ১২
অৰ্দ্ধসপ্তশতাস্তাস্তু প্রমদাস্তাম্রলোচনাঃ।
কৌসল্যাং পরিবাৰ্য্যাথ শনৈর্জগ্মুর্ধৃতব্রতাঃ ॥ ১৩
আগতেষু চ দারেষু সমবেক্ষ্য মহীপতিঃ।
উবাচ রাজা তং সূতং সুমন্ত্রানয় মে সুতম্ ॥ ১৪
স সূতো রামমাদায় লক্ষ্মণং মৈথিলীং তথা।
জগামাভিমুখস্তূর্ণং সকাশং জগতীপতেঃ ॥ ১৫
স রাজা পুত্রমায়ান্তং দৃষ্ট্বা দূরাৎ কৃতাঞ্জলিম্।
উৎপপাতাসনাত্তূর্ণমার্ত্তঃ স্ত্রীজনসংবৃতঃ ॥ ১৬
সোঽভিদুদ্রাব বেগেন রামং দৃষ্ট্বা বিশাম্পতিঃ।
তমসম্প্রাপ্য দুঃখার্ত্তঃ পপাত ভুবি মূৰ্চ্ছিতঃ ॥ ১৭
তং রামোঽভ্যপতৎ ক্ষিপ্রং লক্ষ্মণশ্চ মহারথঃ।
বিসংজ্ঞমিব দুঃখেন সশোকং নৃপতিং তদা ॥ ১৮
স্ত্রীসহস্রনিনাদশ্চ সঞ্জজ্ঞে রাজবেশ্মনি।
হা হা রামেতি সহসা ভূষণধ্বনিমিশ্রিতঃ ॥ ১৯
তং পরিষ্বজ্য বাহুভ্যাং তাবুভৌ রামলক্ষ্মণৌ।
পৰ্য্যঙ্কে সীতয়া সাৰ্দ্ধং রুদন্তঃ সমবেশয়ন্ ॥ ২০
অথ রামো মুহূৰ্ত্তস্য লব্ধসংজ্ঞং মহীপতিম্।
উবাচ প্রাঞ্জলির্বাষ্প শোকার্ণবপরিপ্লুতম্ ॥ ২১
আপৃচ্ছে ত্বাং মহারাজ সৰ্ব্বেষামীশ্বরোঽসি নঃ।

সহকারে প্রথমে তাঁহাকে জয়বাক্যে বৰ্দ্ধিত করিলেন, পরে ধীরে ধীরে এই ভয়ব্যাকুল মনোহর বাক্যে সম্ভাষণ করিলেন, "রাজন্! আপনার পুত্র পুরুষপ্রবর সত্যপরাক্রমসম্পন্ন বনগমনোদ্যত রাম ব্রাহ্মণ ও উপজীবীদিগকে সমস্ত ধন দান করিয়া দ্বারদেশে আসিয়া দাঁড়াইয়া আছেন। তিনি সুহৃদ্গণের অনুমতি লইয়া অধুনা কেবল আপনাকে দর্শন করিতে অভিলাষী হইয়াছেন; আপনার মঙ্গল হউক—তিনি আপনাকে দর্শন করুন। রশ্মিসমূহ-সমন্বিত সূৰ্য্যের ন্যায়, সমস্তরাজগুণসম্পন্ন রাম এখনই মহারণ্যে গমন করিবেন; সুতরাং এই সময়ে আপনি একবার তাঁহাকে দেখুন।" ১—৮। পরে সাগরের ন্যায় গম্ভীর ও আকাশের ন্যায় নিৰ্ম্মল সেই সত্যবাদী ধৰ্ম্মাত্মা নরেন্দ্র দশরথ সুমন্ত্রকে প্রত্যুত্তর দিলেন— "সুমন্ত্র! এখানে আমার যে সকল ভাৰ্য্যা আছেন, তুমি তাঁহাদিগকে আনয়ন কর; আমি ভাৰ্য্যাবর্গে পরিবৃত হইয়া রঘুনন্দন রামকে দেখিতে ইচ্ছা করি।" তখন সুমন্ত্র অতিবেগে অন্তঃপুরে যাইয়া তাঁহাদিগকে বলিলেন,—"মাস্তবর রাজা দশরথ আপনাদিগকে আহ্বান করিয়াছেন, সুতরাং আপনারা তথায় চলুন; বিলম্ব করিবেন না।" মহীপতির আদেশানুসারে সুমন্ত্রকর্ত্তৃক সেইরূপ আভাষিত হইয়া, সেই মহিলাগণ স্বামীর আদেশ অবগত হইয়া তাঁহার ভবনে যাইতে লাগিলেন। রাম-বিয়োগদুঃখে রোদন করায় লোহিত-লোচনা সেই সাৰ্দ্ধসপ্তশত পতিব্রতা প্রমদাগণ কৌসল্যাকে চতুর্দ্দিকে বেষ্টন করিয়া ধীরে ধীরে যাইতে লাগিলেন। ৯—১৩। পরে পৃথিবীপতি দশরথ, পত্নীদিগকে সমাগতা দেখিয়া সুমন্ত্র সারথিকে বলিলেন, "সুমন্ত্র! তুমি আমার পুত্রকে এখানে লইয়া আইস।" সুমন্ত্র সারথি, মহীপতির আদেশক্রমে বহির্দ্দেশে যাইয়া রাম, লক্ষ্মণ ও সীতা দেবীকে সঙ্গে লইয়া তাঁহার অভিমুখে গমন করিলেন। ভাৰ্য্যাবর্গে পরিবৃত রাজা দশরথ দূর হইতে পুত্রকে কৃতাঞ্জলি হইয়া তাঁহার দিকে আসিতে দেখিয়া দুঃখিতচিত্তে তখনই আসন হইতে উত্থিত হইয়া তাঁহার দিকে অতিদ্রুত গেলেন এবং কয়েক পদ যাইয়াই নিতান্ত দুঃখার্ত্ত হইয়া চতুর্দ্দিকে অন্ধকার দেখিয়া, মূৰ্চ্ছিত হইয়া ভূপতিত হইলেন। তখন মহারথ রাম ও লক্ষ্মণ সত্বর হইয়া, অত্যন্ত দুঃখপ্রযুক্ত সংজ্ঞাবিহীনের ন্যায় অবস্থাপন্ন সেই শোক-সমন্বিত নরপতি দশরথের নিকটে গেলেন। সেই সময়ে রাজভবনে সহসা মহিলাগণের অলঙ্কারশব্দ সম্বলিত 'হা রাম!' এই ধ্বনি উত্থিত হইল। পরে রাম ও লক্ষ্মণ উভয়ে সীতাদেবীর সহিত রোদন করত তাঁহাকে বাহুদ্বারা আলিঙ্গনপূৰ্ব্বক অঙ্কে ধারণ করিলেন। মুহূৰ্ত্তকাল পরে সেই শোকসাগর-নিমগ্ন মহীপতি দশরথ চেতনা-প্রাপ্ত হইলে, রাম কৃতাঞ্জলিপুটে তাঁহাকে বলিলেন।

অধিষ্ঠিতং দণ্ডকারণ্যং পশ্য ত্বং কুশলেন মাম্ ॥ ২২
লক্ষ্মণঞ্চানুজানীহি সীতা চান্বেতু মাং বনম্ ।
কারণৈর্বহুভিস্তথ্যৈর্বার্য্যমাণৌ ন চেচ্ছতঃ ॥ ২৩
অনুজানীহি সর্ব্বান্নঃ শোকমুৎসৃজ্য মানদ ।
লক্ষ্মণং মাঞ্চ সীতাঞ্চ প্রজাপতিরিবাত্মজান্ ॥ ২৪
প্রতীক্ষমাণমব্যগ্রমনুজ্ঞাং জগতীপতেঃ ।
উবাচ রাজা সম্প্রেক্ষ্য বনবাসায় রাঘবম্ ॥ ২৫
অহং রাঘব কৈকেয্যা বরদানেন মোহিতঃ ।
অযোধ্যায়াং ত্বমেবাদ্য ভব রাজা নিগৃহ্য মাম্ ॥ ২৬
এবমুক্তো নৃপতিনা রামো ধর্ম্মভৃতাং বরঃ ।
প্রত্যুবাচাঞ্জলিং কৃত্বা পিতরং বাক্যকোবিদঃ ॥ ২৭
ভবান্ বর্ষসহস্রায়ুঃ পৃথিব্যা নৃপতে পতিঃ ।
অহং ত্বরণ্যে বৎস্যামি ন মে রাজ্যস্য কাঙ্ক্ষিতা ॥ ২৮
নব পঞ্চ চ বর্ষাণি বনবাসে বিহৃত্য তে ।
পুনঃ পাদৌ গ্রহীষ্যামি প্রতিজ্ঞান্তে নরাধিপ ॥ ২৯
রুদন্নার্ত্তঃ প্রিয়ং পুত্রং সত্যপাশেন সংযতঃ ।
কৈকেয্যা চোদ্যমানস্তু মিথো রাজা তমব্রবীৎ ॥ ৩০
শ্রেয়সে বৃদ্ধয়ে তাত পুনরাগমনায় চ ।
গচ্ছস্বারিষ্টমব্যগ্রঃ পন্থানমকুতোভয়ম্ ॥ ৩১
ন হি সত্যাত্মনস্তাত ধর্ম্মাভিমনসস্তব ।
সন্নিবর্ত্তয়িতুং বুদ্ধিঃ শক্যতে রঘুনন্দন ॥ ৩২
অদ্য ত্বিদানীং রজনীং পুত্র মা গচ্ছ সর্ব্বথা
একাহং দর্শনেনাপি সাধু তাবচ্চরাম্যহম্ ॥ ৩৩
মাতরং মাঞ্চ সম্পশ্যন্ বসেমামদ্য শর্ব্বরীম্ ।
তর্পিতঃ সর্ব্বকামৈস্ত্বং শ্বঃ কল্যে সাধয়িষ্যসি ॥ ৩৪
দুষ্করং ক্রিয়তে পুত্র সর্ব্বথা রাঘব প্রিয় ।
ত্বয়া হি মৎপ্রিয়ার্থস্তু বনমেবমুপাশ্রিতম্ ॥ ৩৫
ন চৈতন্মে প্রিয়ং পুত্র শপে সত্যেন রাঘব ।
ছন্নয়া চলিতস্ত্বস্মি স্ত্রিয়া ভস্মাগ্নিকল্পয়া ॥ ৩৬
বঞ্চনা যা তু লব্ধা মে তাং ত্বং নিস্তর্ত্তুমিচ্ছসি ।
অনয়া বৃত্তসাদিন্যা কৈকেয্যাভিপ্রচোদিতঃ ॥ ৩৭

১৮—২১। "মহারাজ! আপনি আমাদিগের সকলেরই প্রভু, সুতরাং আমি দণ্ডকারণ্যে যাইতে উদ্যত হইয়া আপনার অনুমতির অপেক্ষা করিতেছি, আপনি করুণাকটাক্ষে আমার প্রতি দৃষ্টিপাত করুন। এই সীতা দেবী ও লক্ষ্মণকে আমি বিবিধ সদ্যুক্তি প্রদর্শন করিয়া বনগমনে নিবারণ করিয়াছি; কিন্তু ইঁহারা কোনক্রমেই এখানে থাকিতে চাহেন না; অতএব উঁহাদিগকেও আমার সহিত যাইতে অনুজ্ঞা করুন। সম্মানপ্রদ! যেরূপ প্রজাপতি ব্রহ্মা শোক না করিয়া সনকাদিকে বনগমনে অনুজ্ঞা দিয়াছিলেন, সেইরূপ আপনিও শোক পরিত্যাগ করিয়া লক্ষ্মণ, সীতা ও আমি, আমাদিগের সকলকে বনগমনে অনুমতি করুন।" রাজা দশরথ, রঘুনন্দন রামকে বনগমনোদ্যত হইয়া কেবল অনুমতির অপেক্ষা করিতে দেখিয়া বলিলেন, "রঘুনন্দন! আমি কৈকেয়ীর বরদানপ্রযুক্ত বিমুগ্ধ হইয়াছি; অধুনা আমাকে নিগৃহীত করিয়া, তুমি স্বয়ংই অযোধ্যা নগরীতে রাজা হও।" ২২—২৬। ধার্ম্মিকবর বাগ্মিশ্রেষ্ঠ রাম, রাজা দশরথের সেই কথা শুনিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে তাঁহাকে প্রত্যুত্তর দিলেন, "রাজন্! আমি আপনাকে মিথ্যাবাদী করিতে পারি না, সুতরাং আমি অরণ্যে বাস করিব; আপনি সহস্রবর্ষপরিমিত পরমায়ু লাভ করিয়া পৃথিবীর পতি হইয়া থাকুন। নরাধিপ! আমি চতুর্দ্দশ বৎসর বনে বাস করিয়া আপনার প্রতিজ্ঞাপালনান্তে ফিরিয়া আসিয়া আবার আপনার চরণ বন্দনা করিব।" পরে সেই সত্যপাশে আবদ্ধ রাজা দশরথ অপরের অপরিজ্ঞাত-ভাবে কৈকেয়ী দেবীকর্ত্তৃক "অদ্যই রামকে বনে প্রেরণ কর" এরূপ নিয়োজিত হইয়া দুঃখপ্রযুক্ত রোদন করিতে করিতে সেই প্রিয়তনয় রামকে বলিলেন, "রঘুনন্দন! তুমি ধর্ম্মাত্মা ও সত্যনিষ্ঠ, সুতরাং তোমার বুদ্ধি পরিবর্ত্তিত করা অসাধ্য; অতএব তাত! তুমি ইহলোক ও পরলোকের হিত এবং পুনরাগমন-নিমিত্ত ব্যগ্রতাবিহীন হইয়া মঙ্গলে মঙ্গলে, যে পথে কাহা হইতেও ভয় পাইবার সম্ভাবনা নাই, সেই পথ দিয়া যাও। ২৭—৩১। কিন্তু পুত্র! অদ্য রাত্রে তুমি যাইও না; কারণ তোমাকে দেখিয়া, আমি একদিনও সুখে থাকিব। পুত্র! তুমি আমাকে ও তোমার জননীকে দেখিয়া অদ্য এইখানেই রাত্রি অতিবাহিত কর; আমি তোমাকে সমস্ত কাম্যবস্তুদ্বারা তৃপ্ত করিব—তর্পিত হইয়া কল্য প্রাতে স্বকার্য্য-সাধনে প্রবৃত্ত হইও। রঘুনন্দন! আমার প্রিয়সম্পাদনার্থ নিজের প্রিয় সমস্ত পরিত্যাগ করিয়া বিজন বনে যাইতে প্রবৃত্ত হইয়া, তুমি অত্যন্ত দুষ্কর-কার্য্য সাধনে উদ্যত হইয়াছ! এই ব্যাপার আমার প্রিয় নহে, ইহা আমি শপথ করিয়া বলিতেছি; কিন্তু কি করি, এই প্রচ্ছন্নভাবা ভস্মাচ্ছাদিত-বহ্নিতুল্যা মহিলাকর্ত্তৃক আমি বঞ্চিত হইয়াছি! আমি যে বঞ্চনা প্রাপ্ত হইয়াছি, তুমি এই কুলোচিত-চারিত্রনাশিনী কৈকেয়ীকর্ত্তৃক নিয়োজিত হইয়াই সেই বঞ্চনার নিস্তারবিধানে

ন চৈতদাশ্চর্য্যতমং যত্ত্বং জ্যেষ্ঠঃ সুতো মম ।
অপানৃতকথং পুত্র পিতরং কর্ত্তুমিচ্ছসি ॥ ৩৮
অথ রামস্তদা শ্রুত্বা পিতুরার্ত্তস্য ভাষিতম্ ।
লক্ষ্মণেন সহ ভ্রাত্রা দীনো বচনমব্রবীৎ ॥ ৩৯
প্রাপ্স্যামি যানদ্য গুণান্ কো মে শ্বস্তান্ প্রদাস্যতি ।
অপক্রমণমেবাতঃ সর্ব্বকামৈরহং বৃণে ॥ ৪০
ইয়ং সরাষ্ট্রা সজনা ধনধান্যসমাকুলা ।
ময়া বিসৃষ্টা বসুধা ভরতায় প্রদীয়তাম্ ॥ ৪১
বনবাসকৃতা বুদ্ধির্ন চ মেঽদ্য চলিষ্যতি ।
যস্তু যুদ্ধে বরো দত্তঃ কৈকেয্যৈ বরদ ত্বয়া ॥ ৪২
দীয়তাং নিখিলেনৈব সত্যস্ত্বং ভব পার্থিব ।
অহং নিদেশং ভবতো যথোক্তমনুপালয়ন্ ॥ ৪৩
চতুর্দ্দশ সমা বৎস্যে বনে বনচরৈঃ সহ ।
মা বিমর্শো বসুমতী ভরতায় প্রদীয়তাম্ ॥ ৪৪
ন হি মে কাঙ্ক্ষিতং রাজ্যং সুখমাত্মনি বা প্রিয়ম্ ।
যথা নিদেশং কর্ত্তুং বৈ তব বৈ রঘুনন্দন ॥ ৪৫
অপগচ্ছতু তে দুঃখং মা ভূর্বাষ্পপরিপ্লুতঃ ।
ন হি ক্ষুভ্যতি দুর্দ্ধর্ষঃ সমুদ্রঃ সরিতাং পতিঃ ॥৪৬
নৈবাহং রাজ্যমিচ্ছামি ন সুখং ন চ মেদিনীম্ ।
নৈব সর্ব্বানিমান্ কামান্ ন স্বর্গং ন চ জীবিতম্ ॥ ৪৭
ত্বামহং সত্যমিচ্ছামি নানৃতং পুরুষর্ষভ ।
প্রত্যক্ষং তব সত্যেন সুকৃতেন চ তে শপে ॥ ৪৮
ন চ শক্যং ময়া তাত স্থাতুং ক্ষণমপি প্রভো ।
স শোকং ধারয়স্বেমং ন হি মেঽস্তি বিপর্য্যয়ঃ ॥ ৪৯
অর্থিতো হ্যস্মি কৈকেয্যা বনং গচ্ছেতি রাঘব ।
ময়া চোক্তং ব্রজামীতি তৎ সত্যমনুপালয়ে ॥ ৫০
মা চোৎকণ্ঠাং কৃথা দেব বনে রংস্যামহে বয়ম্ ।
প্রশান্তে হরিণাকীর্ণে নানাশকুনিনাদিতে ॥ ৫১
পিতা হি দৈবতং তাত দেবতানামপি স্মৃতম্ ।
তস্মাদ্দৈবতমিত্যেব করিষ্যামি পিতুর্ব্বচঃ ॥ ৫২
চতুর্দ্দশসু বর্ষেষু গতেষু নৃপসত্তম ।
পুনর্দ্রক্ষ্যসি মাং প্রাপ্তং সন্তাপোঽয়ং বিমুচ্যতাম্ ॥ ৫৩
যেন সংস্তম্ভনীয়োঽয়ং সর্ব্বো বাষ্পাকুলো জনঃ ।
স ত্বং পুরুষশার্দ্দূল কিমর্থং বিক্রিয়াং গতঃ ॥ ৫৪

অভিলাষী হইয়াছ! তুমি আমার জ্যেষ্ঠ পুত্র; সুতরাং তুমি যে আমাকে সত্যবাদী করিতে অভিলাষ করিয়াছ, তাহা আশ্চর্য্য নহে।" ৩২—৩৮। পরে দুঃখার্ত্ত পিতার সেই কথা শুনিয়া রাম, ভ্রাতা লক্ষ্মণের সহিত অতি দীনভাবে তাঁহাকে বলিলেন,—"অদ্য আমি যে সকল সুখাদ্য লাভ করিব, কল্য তাহা আমাকে কে দিবে? অতএব আমি সর্ব্বান্তঃকরণের সহিত অদ্যই এস্থান হইতে প্রস্থান করিবার জন্য প্রার্থনা করি। রাজন্! কোনমতেই আমার এই বনবাস-বিষয়িণী বুদ্ধির অন্যথা হইবে না; আপনি আমার রাষ্ট্র ও প্রজাবর্গের সহিত এই ধনধান্য-সমাকুল-ভূমণ্ডল ভরতকে দান করুন। বরপ্রদ! আপনি পূর্ব্বে সন্তুষ্ট হইয়া কৈকেয়ী দেবীকে যে বর দিতে অঙ্গীকার করিয়াছেন, তাহা তাঁহাকে সম্পূর্ণরূপে প্রদান করিয়া সত্যবাদী হউন। আমি সর্ব্বতোভাবে আপনার আদেশ প্রতিপালন করত চতুর্দ্দশ বৎসর বনচরগণের সহিত বনে বাস করিব; আপনি বিচার-শূন্য হইয়া ভরতকে পৃথিবী প্রদান করুন। ৩৯—৪৪। রঘুনন্দন! আমি আত্মসুখ বা আত্মীয়বর্গের প্রীতি সম্পাদন-মানসে রাজ্যকামনা করি নাই; আপনার আজ্ঞা পালন করিবার জন্যই অভিলাষ করিয়াছিলাম; অতএব আপনার দুঃখ দূর হউক। আপনি নয়নজলে প্লাবিত হইবেন না; দুরাধর্ষ নদীপতি সমুদ্র কখন ক্ষুব্ধ হন না; আপনি কেন দুঃখিত হইতেছেন? পুরুষশ্রেষ্ঠ! আমি আপনার সমক্ষে সত্য ও সুকৃতদ্বারা শপথ করিয়া বলিতেছি যে, আমি কেবল আপনাকে অনৃতমুক্ত ও সত্যযুক্ত করিতে বাসনা করি,—রাজ্য, সুখ, সমস্ত কাম্যবস্তু, জনক-নন্দিনী সীতা বা স্বর্গ অভিলাষও করি না; এমন কি, আমার জীবনেও বাসনা নাই; অতএব প্রভো! আমি আর ক্ষণমাত্রও এখানে থাকিতে পারি না, সুতরাং আপনি আমার গমনজন্য শোক পরিত্যাগ করুন; আমার সঙ্কল্পিত বিষয়ের অন্যথা হইবে না। রঘুনন্দন! আমি কৈকেয়ীকর্ত্তৃক 'তুমি বনে গমন কর' এরূপ প্রার্থিত হইয়া তাঁহাকে 'গমন করিব' এরূপ বলিয়াছি; সেই প্রতিজ্ঞাও আমাকে রক্ষা করিতে হইবে। ৪৫—৫০। দেব! আমরা বহুবিধ পক্ষিরবে প্রতিধ্বনিত, হরিণগণ-পরিব্যাপ্ত প্রশান্ত বনে মনের সুখে বিহার করিব, আপনি আমাদিগের জন্য ব্যগ্র হইবেন না। তাত! দেবগণেরও পিতাই দেবতা, ইহা স্মৃতিশাস্ত্র-কথিত; সুতরাং জীবমাত্রের পিতাই দেবতা; অতএব আমি অবশ্যই আপনার বাক্য প্রতিপালন করিব। নরসত্তম! চতুর্দ্দশবৎসর গত হইলেই, আপনি আপনাকে এখানে সমাগত দেখিবেন; সুতরাং আপনি এই দুঃখ পরিত্যাগ করুন। পুরুষপ্রবর! এক্ষণে আপ-নাকে এই সকল রোদনপরায়ণ ব্যক্তিদিগের চিত্ত স্তম্ভিত করিতে হইবে, আপনি কেন বিকারপ্রাপ্ত

পুরঞ্চ রাষ্ট্রঞ্চ মহী চ কেবলা
ময়া বিসৃষ্টা ভরতায় দীয়তাম্।
অহং নিদেশং ভবতোঽনুপালয়ন্
বনং গমিষ্যামি চিরায় সেবিতুম্॥ ৫৫
ময়া বিসৃষ্টাং ভরতো মহীমিমাং
সশৈলখণ্ডাং সপুরোপকাননাম্।
শিবাসু সীমাস্বনুশাস্তু কেবলং
ত্বয়া যদুক্তং নৃপতে তথাস্তু তৎ॥ ৫৬
ন মে তথা পার্থিব ধীয়তে মনো
মহৎসু কামেষু ন চাত্মনঃ প্রিয়ে।
যথা নিদেশে তব শিষ্টসম্মতে
ব্যপৈতু দুঃখং তব মৎকৃতেঽনঘ॥ ৫৭
তদদ্য নৈবানঘ রাজ্যমব্যয়ং
ন সর্ব্বকামান্ বসুধাং ন মৈথিলীম্।
ন চিন্তিতং ত্বামনৃতেন যোজয়ন্
বৃণীয় সত্যং ব্রতমস্তু তে তথা॥ ৫৮
ফলানি মূলানি চ ভক্ষয়ন্ বনে
গিরীংশ্চ পশ্যন্ সরিতঃ সরাংসি চ।
বনং প্রবিশ্যৈব বিচিত্রপাদপং
সুখী ভবিষ্যামি তবাস্তু নির্বৃতিঃ॥ ৫৯
এবং স রাজা ব্যসনাভিপন্ন-
স্তাপেন দুঃখেন চ পীড্যমানঃ।
আলিঙ্গ্য পুত্রং সুবিনষ্টসংজ্ঞো
ভূমিং গতো নৈব বিবেদ কিঞ্চিৎ॥ ৬০
দেব্যঃ সমস্তা রুরুদুঃ সমেতা-
স্তাং বর্জ্জয়িত্বা নরদেবপত্নীম্।
রুদন্ সুমন্ত্রোঽপি জগাম মূর্চ্ছাং
হাহাকৃতং তত্র বভূব সর্ব্বম্॥ ৬১
ইত্যযোধ্যাকাণ্ডে চতুস্ত্রিংশঃ সর্গঃ॥ ৩৪॥

পঞ্চত্রিংশঃ সর্গঃ।

ততো নির্ধূয় সহসা শিরো নিশ্বস্য চাসকৃৎ।
পাণিং পাণৌ বিনিষ্পিষ্য দন্তান্ কটকটায্য চ॥ ১
লোচনে কোপসংরক্তে বর্ণং পূর্ব্বোচিতং জহৎ।
কোপাভিভূতঃ সহসা সন্তাপমশুভং গতঃ॥ ২
মনঃ সমীক্ষমাণশ্চ সূতো দশরথস্য সঃ।
কম্পয়ন্নিব কৈকেয্যা হৃদয়ং বাক্‌শরৈঃ শিতৈঃ॥ ৩
বাক্যবজ্রৈরনুপমৈর্নির্ভিন্দন্নিব চাশুগৈঃ।
কৈকেয্যাঃ সর্ব্বমর্ম্মাণি সুমন্ত্রঃ প্রত্যভাষত॥ ৪
যস্যাস্তব পতিস্ত্যক্তো রাজা দশরথঃ স্বয়ম্।
ভর্ত্তা সর্ব্বস্য জগতঃ স্থাবরস্য চরস্য চ॥ ৫

হইতেছেন? নরপাল! আপনি ভরতকে আমার পরিত্যক্ত পুর ও রাষ্ট্রপ্রভৃতি সমগ্র ভূমণ্ডল প্রদান করুন এবং আমিও এখনই আপনার আদেশ পালন করিবার জন্য বহুকাল বনে বাস করিতে গমন করি; এক্ষণে ভরত আমার পরিত্যক্ত মঙ্গলাকর পুর কানন ও পর্ব্বত প্রভৃতি সমগ্র পৃথিবী সুখে প্রতিপালন করুক; আপনার সকল বাক্যই সফল হউক। ৫১—৫৬। অনঘ! আপনার আদেশ পালন করা সাধুজন-সম্মত, সুতরাং তাহাতে আমার মন যেরূপ নবিষ্ট হইয়াছে, এইক্ষণে উত্তম উত্তম কাম্যবস্তু বা আত্মপ্রিয় বিষয়ে আমার মন তাদৃশ নিবিষ্ট নহে; অতএব আমার জন্য আপনার যে দুঃখ হইতেছে, তাহা দূরীভূত হউক। অনঘ! আমি আপনাকে এখন মিথ্যাবাদী করিয়া অক্ষয় রাজ্য, সমস্ত কাম্যবস্তু, সমগ্র পৃথিবী, বিদেহ-নন্দিনী সীতা বা জীবনও কামনা করি না; কেবল আপনার ব্রত সফল হউক, ইহাই কামনা করি; অতএব আমি বিচিত্র-পাদপ-সমন্বিত বিপিনে প্রবেশ করিয়া গিরি, সরোবর ও নদী সকল দর্শন এবং ফল ও মূল খাইয়াই সুখী হইব, আপনি সুখী হউন।” পুত্র সেইরূপ বলিলে সেই ব্যসনপ্রাপ্ত রাজা দশরথ সন্তাপ ও দুঃখে পীড়িত হইয়া তাঁহাকে আলিঙ্গনপূর্ব্বক ভূতলে পতিত এবং মূর্চ্ছিত হইলেন,—বিন্দুমাত্রই জ্ঞানগোচর রহিল না। তখন কৈকেয়ী ব্যতীত তাঁহার অপরাপর পত্নীরা সকলে মিলিত হইয়া রোদন করিতে লাগিলেন; এবং সুমন্ত্রও রোদন করিতে করিতে মূর্চ্ছিত হইলেন। তৎকালে তথায় সকল ব্যক্তিরই মুখ হইতে হাহারব নির্গত হইতে লাগিল। ৫৭—৬১।

পঞ্চত্রিংশ সর্গ।

পরে সুমন্ত্র সারথি, রাজা দশরথের মন জানিয়া সহসা অশুভ-সন্তাপ-সমন্বিত, ক্রোধাভিভূত ও ক্রোধরক্ত-লোচন হইয়া, স্বাভাবিক বর্ণ পরিত্যাগ করিয়া দীর্ঘ-নিশ্বাস পরিত্যাগ করিতে করিতে বারংবার হস্তে-হস্তে নিষ্পেষণপূর্ব্বক মস্তক ঘূর্ণিত ও দন্ত কটমট করত বাক্য-রূপ সুশাণিত বাণে কৈকেয়ীর হৃদয় কম্পিত করিতে লাগিলেন। যেরূপ বাণের দ্বারা মর্ম্মভেদ করে, সেইরূপ তিনি বাক্যরূপ অনুপম বজ্রদ্বারা কৈকেয়ীর সমস্ত মর্ম্ম ভেদ করত তাঁহাকে বলিলেন। ১—৪। “দেবি! তুমি যখন নিজের স্বামী, চরাচরাত্মক সমুদয় জগৎপ্রতি-

ন হ্যকার্য্যতমং কিঞ্চিত্তব দেবীহ বিদ্যতে।
পতিঘ্নীং ত্বামহং মন্যে কুলঘ্নীমপি চান্ততঃ॥ ৬
যন্মহেন্দ্রমিবাজয্যং দুষ্প্রকম্প্যমিবাচলম্।
মহোদধিমিবাক্ষোভ্যং সন্তাপয়সি কর্ম্মভিঃ॥ ৭
মাবমংস্থা দশরথং ভর্ত্তারং বরদং পতিম্।
ভর্ত্তুরিচ্ছা হি নারীণাং পুত্রকোট্যা বিশিষ্যতে॥ ৮
যথাবয়ো হি রাজ্যানি প্রাপ্নুবন্তি নৃপক্ষয়ে।
ইক্ষ্বাকুকুলনাথেঽস্মিংস্তং লোপয়িতুমিচ্ছসি॥ ৯
রাজা ভবতু তে পুত্রো ভরতঃ শাস্তু মেদিনীম্।
বয়ং তত্র গমিষ্যামো যত্র রামো গমিষ্যতি॥ ১০
ন চ তে বিষয়ে কশ্চিদ্ব্রাহ্মণো বস্তুমর্হতি।
তাদৃশং ত্বমমর্য্যাদমদ্য কর্ম্ম করিষ্যসি॥ ১১
নূনং সর্ব্বে গমিষ্যামো মার্গং রামনিষেবিতম্।
ত্যক্তয়া বান্ধবৈঃ সর্ব্বৈর্ব্রাহ্মণৈঃ সাধুভিঃ সদা॥ ১২
কা প্রীতী রাজ্যলোভেন তব দেবি ভবিষ্যতি।
তাদৃশং ত্বমমর্য্যাদং কর্ম্ম কর্ত্তুং চিকীর্ষসি॥ ১৩
আশ্চর্য্যমিব পশ্যামি যস্যাস্তে বৃত্তমীদৃশম্।
আচরন্ত্যা ন বিবৃতা সদ্যো ভবতি মেদিনী॥ ১৪
মহাব্রহ্মর্ষিসৃষ্টা বা জ্বলন্তো ভীমদর্শনাঃ।
ধিক্‌বাগ্‌দণ্ডা ন হিংসন্তি রামপ্রব্রাজনে স্থিতাম্॥ ১৫
আম্রং ছিত্ত্বা কুঠারেণ নিম্বং পরিচরেৎ তু যঃ।
যশ্চৈনং পয়সা সিঞ্চেন্নৈবাস্য মধুরো ভবেৎ॥ ১৬
আভিজাত্যং হি তে মন্যে যথা মাতুস্তথৈব তে।
ন হি নিম্বাৎ স্রবেৎ ক্ষৌদ্রং লোকে নিগদিতং বচঃ॥ ১৭
তব মাতুরসদ্‌গ্রাহং বিদ্মঃ পূর্ব্বং যথাশ্রুতম্।
পিতুস্তে বরদঃ কশ্চিদ্দদৌ বরমনুত্তমম্॥ ১৮
সর্ব্বভূতরুতং তস্মাৎ সঞ্জজ্ঞে বসুধাধিপঃ।
তেন তির্য্যগ্‌গতানাঞ্চ ভূতানাং বিদিতং বচঃ॥ ১৯
ততো জৃম্ভস্য শয়নে বিরুতাদ্ভূরিবর্চ্চসঃ।
পিতুস্তে বিদিতো ভাবঃ স তত্র বহুধাহসৎ॥ ২০
তত্র তে জননী ক্রুদ্ধা মৃত্যুপাশমভীপ্সতী।
হাসং তে নৃপতে সৌম্য জিজ্ঞাসামিতি চাব্রবীৎ॥ ২১
নৃপশ্চোবাচ তাং দেবীং হাসং শংসামি তে যদি।
ততো মে মরণং সদ্যো ভবিষ্যতি ন সংশয়ঃ॥ ২২

পালক, রাজা দশরথকে পরিত্যাগ করিলে, তখন ইহলোকে তোমার আর অকার্য্য কিছুই নাই। তোমাকে আমি পতিনাশিনী ও কুলকলঙ্কিনী বিবেচনা করি; যেহেতু তুমি ইন্দ্রের ন্যায় অজেয়, পর্ব্বতের ন্যায় অকম্পনীয় ও সমুদ্রের ন্যায় অক্ষোভণীয় রাজা দশরথকে তোমার কর্ম্মদ্বারা দুঃখ দিতেছ। তুমি পোষণকর্ত্তা ও অভীষ্টবরদাতা পতি দশরথের অবমাননা করিও না; কেননা, স্ত্রীলোকদিগের পুত্র পক্ষপাতিনী হওয়া অপেক্ষা স্বামীর অভিপ্রায়ানুবর্ত্তিনী হওয়া উত্তম। এই ইক্ষ্বাকুবংশে এরূপ নিয়ম আছে যে, জ্যেষ্ঠেরাই রাজ্য লাভ করিয়া থাকেন; এই ইক্ষ্বাকুকুলনাথ দশরথ জীবিত থাকিতেই, তুমি সেই নিয়ম লোপ করিবার অভিলাষ করিতেছ! তোমার পুত্র-রাজা হউক —ভরত পৃথিবী শাসন করুক; কিন্তু রাম যেখানে যাইবেন, আমরা সেইখানেই যাইব! ৫—১০। যেহেতু, অধুনা তুমি এরূপ কার্য্য করিতে উদ্যতা হইয়াছ যে, তোমার রাজ্যে কোন ব্রাহ্মণই আর বাস করিতে পারেন না। তুমি এইরূপ অকার্য্য করিতে উদ্যতা হইলেও যে, তোমার জন্য পৃথিবী বিদীর্ণা হইতেছে না, ইহাতে আমি আশ্চর্য্যান্বিত হইতেছি। তুমি রামকে নির্ব্বাসিত করিতে উদ্যতা হইলেও যে, বিশুদ্ধব্রহ্মর্ষিগণ-সৃষ্ট ভয়ানকদর্শন অগ্নি-তুল্য জাজ্বল্যমান বাগ্‌দণ্ডসকল তোমাকে হিংসা করিতেছে না; তজ্জন্য তাঁহাদিগকে ধিক্। ১১—১৫। কোন্ ব্যক্তি কুঠারদ্বারা আম্রবৃক্ষ কাটিয়া তথায় নিম্ববৃক্ষ রোপণপূর্ব্বক তাহার পরিচর্য্যা করেন? যে নিম্ববৃক্ষে জল সেচন করে, নিম্ববৃক্ষ কদাচ তাহাকে মধুর ফল দেয় না। আমি বিবেচনা করি, আভিজাত্য তোমার মাতারও যেরূপ, তোমারও সেইরূপ; কেননা, ইহা সকল লোকেই বলিয়া থাকে যে, নিম হইতে কখনই মধু ঝরে না। আমরা তোমার মাতার এক ঘোরতর পাপাভিসন্ধির বিষয় জানি; যেরূপ শুনিয়াছি বলিতেছি। কোন বরপ্রদ ব্রাহ্মণ তোমার পিতা কেকয়াধিপতিকে একটী উৎকৃষ্ট বর দিয়াছিলেন; তাহার প্রভাবে তিনি সকল জন্তুরই বাক্যবোধে সমর্থ হন; এমন কি, তির্য্যগ্‌যোনিগত ভূতবর্গেরও কথা জানিতে সক্ষম হন। কিছুদিন পরে তোমার পিতা শয্যায় শয়ন করিয়া স্বর্ণের ন্যায় কান্তিবিশিষ্ট জৃম্ভনামক পক্ষীর বাক্য শুনিয়া তাহার ভাব বোধ করত বারংবার হাসিতে লাগিলেন। ১৬—২০। তখন তোমার জননীও সেই শয্যায় শুইয়াছিলেন। তিনি তাহার সেই অকারণ হাস্য-দর্শনে ক্রোধসমন্বিতা ও মৃত্যুমুখে পতিতা হইতে অভিলাষিণী হইয়া তাঁহাকে বলিলেন, "শুভদর্শন নরনাথ! আমি তোমার হাসির কারণ জানিতে ইচ্ছা করি।" তখন কেকয়রাজও সেই দেবীকে বলিলেন, "আমি যদি তোমাকে ইহার কারণ বলি, তবে এখনই আমার মৃত্যু হইবে, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। পরে

মাতা তে পিতরং দেবী পুনঃ কেকয়মব্রবীৎ।
শংস মে জীব বা মা বা ন মাং ত্বং প্রহসিষ্যসি॥ ২৩
প্রিয়য়া চ তথোক্তঃ স কেকয়ঃ পৃথিবীপতিঃ।
তস্মৈ তং বরদায়ার্থং কথয়ামাস তত্ত্বতঃ॥ ২৪
ততঃ স বরদঃ সাধু রাজানং প্রত্যভাষত।
ম্রিয়তাং ধ্বংসতাং বেয়ং মা শংসীস্ত্বং মহীপতে॥ ২৫
স তচ্ছ্রুত্বা বচস্তস্য প্রসন্নমনসো নৃপঃ।
মাতরং তে নিরস্যাশু বিজহার কুবেরবৎ॥ ২৬
তথা ত্বমপি রাজানং দুর্জ্জনাচরিতে পথি।
অসদ্‌গ্রাহমিমং মোহাৎ কুরুষে পাপদর্শিনী॥ ২৭
সত্যশ্চাত্র প্রবাদোঽয়ং লৌকিকঃ প্রতিভাতি মা।
পিতৄন্ সমনুজায়ন্তে নরা মাতরমঙ্গনাঃ॥ ২৮
নৈবং ভব গৃহাণেদং যদাহ বসুধাধিপঃ।
ভর্ত্তুরিচ্ছামুপাস্যেহ জনস্যাস্য গতির্ভব॥ ২৯
মা ত্বং প্রোৎসাহিতা পাপৈর্দেবরাজসমপ্রভম্।
ভর্ত্তারং লোককর্ত্তারমসদ্ধর্ম্মমুপাদধঃ॥ ৩০
ন হি মিথ্যা প্রতিজ্ঞাতং করিষ্যতি তবানঘঃ।
শ্রীমান্ দশরথো রাজা দেবি রাজীবলোচনঃ॥ ৩১
জ্যেষ্ঠো বদান্যঃ কর্ম্মণ্যঃ স্বধর্ম্মস্যাপি রক্ষিতা।
রক্ষিতা জীবলোকস্য বলী রামোঽভিষিচ্যতাম্॥
পরিবাদো হি তে দেবি মহান্ লোকে চরিষ্যতি।
যদি রামো বনং যাতি বিহায় পিতরং নৃপম্॥ ৩৩
স্বরাজ্যং রাঘবঃ পাতু ভব ত্বং বিগতজ্বরা।
ন হি তে রাঘবাদন্যঃ ক্ষমঃ পুরবরে বসন্॥ ৩৪
রামে হি যৌবরাজ্যস্থে রাজা দশরথো বনম্।
প্রবেক্ষ্যতি মহেষ্বাসঃ পূর্ব্ববৃত্তমনুস্মরন্॥ ৩৫
ইতি সান্ত্বৈশ্চ তীক্ষ্ণৈশ্চ কৈকেয়ীং রাজসংসদি।
ভূয়ঃ সংক্ষোভয়ামাস সুমন্ত্রস্তু কৃতাঞ্জলিঃ॥ ৩৬
নৈব সা ক্ষুভ্যতে দেবী ন চ স্ম পরিদূয়তে॥
ন চাস্যা মুখবর্ণস্য লক্ষ্যতে বিক্রিয়া তদা॥ ৩৭

ইত্যযোধ্যাকাণ্ডে পঞ্চত্রিংশঃ সর্গঃ॥ ৩৫॥

ষট্‌ত্রিংশঃ সর্গঃ।

ততঃ সুমন্ত্রমৈক্ষ্বাকঃ পীড়িতোঽত্র প্রতিজ্ঞয়া।
সবাষ্পমতিনিশ্বস্য জগাদেদং পুনর্বচঃ॥ ১

তোমার জননী, তোমার পিতা কেকয়রাজকে "আমাকে আর ঠাট্টা করিতে হইবে না; তুমি বাঁচ আর মর সেই কথাটী বল" এই কথা বলিলেন। প্রেয়সী ভার্য্যা সেইরূপ বলিলে কেকয়রাজ সেই বরপ্রদাতা ব্রাহ্মণের নিকট উক্ত বিষয় বর্ণন করিলেন। পরে সেই বরদাতা সাধু পুরুষ তাঁহাকে "মহারাজ! তোমার স্ত্রী মরুক, বা স্থানান্তরেই গমন করুক, তুমি কদাচ তাহার কথামত কাজ করিও না।" এরূপ প্রত্যুক্তি করিলেন। সেই প্রসন্নমানস ঋষির কথা শুনিয়া কেকয়াধিপতি তোমার জননীকে নিগ্রহ করিয়া কুবেরের ন্যায় বিহার করিতে লাগিলেন। ২১—২৬। পাপদর্শিনি! সেইরূপ তুমিও মোহপ্রযুক্ত দুষ্টজনাচরিত পথ অবলম্বন করিয়া এই দশরথ রাজাকে অসৎকার্য্যে নিযুক্ত করিতেছ। ইহলোকে পুরুষেরা পিতার ও রমণীরা জননীর স্বভাবানুসারে জন্মিয়া থাকে এই যে, একটী প্রবাদ আছে, তাহা এতদিনে আমার নিকট সত্য বলিয়া বোধ হইতেছে। সে যাহা হউক, তুমি এইক্ষণে বিনীতা হও, মহীপতি দশরথ যাহা বলেন, তাহাই কর। তুমি স্বামীর ইচ্ছার অনুবর্ত্তিনী হইয়া এই সকল লোকের আশ্রয় হও, পাপচারী কর্তৃক উৎসাহিতা হইয়া এই লোকপ্রতিপালক দেবরাজতুল্য প্রভাবশালী স্বামী দশরথকে অধর্ম্মে নিয়োগ করিও না। ২৭—৩০। এই নিষ্পাপ শ্রীমান্ রাজীবলোচন দশরথ তোমার নিকট যাহা প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন, তাহা মিথ্যা করিবেন না। দেবি! রাম একে জ্যেষ্ঠ, তাহাতে আবার কর্ম্মকুশল বদান্য, ধর্ম্মপ্রতিপালক, ও জীবলোক-রক্ষক; সুতরাং তিনিই অভিষিক্ত হউন। দেবি! যদি রঘুনন্দন রাম, পিতাকে ছাড়িয়া বনে যান, তবে জগতে তোমার এক ভয়ানক অপবাদ প্রচারিত হইবে; বিশেষতঃ রাম ব্যতিরেকে নগরবাসী অপর কেহ তোমার শুভানুধ্যায়ীও হইবে না; অতএব তিনি রাজ্য পালন করুন, তুমিও চিন্তাজ্বরবিমুক্তা হও। রাম যৌবরাজ্যাভিষিক্ত হইলে, মহাধনুর্দ্ধর রাজা দশরথ পূর্ব্বপুরুষদিগের আচরণ স্মরণ করিয়া বনে যাইবেন, তখন ভরত অবশ্যই যুবরাজ হইবেন।" সুমন্ত্র কৃতাঞ্জলি হইয়া রাজা দশরথের নিকটে কৈকেয়ী দেবীকে সেই সামযুক্ত অথচ তীক্ষ্ণ বাক্যে অত্যন্ত আকুলিত করিলেন; কিন্তু তিনি কিছুমাত্র ক্ষুব্ধা বা দুঃখিতা হইলেন না; অধিক কি তাঁহার মুখবর্ণ-বিকারও হইল না। ৩১—৩৭।

ষট্‌ত্রিংশ সর্গ।

ইক্ষ্বাকুনন্দন দশরথ প্রতিজ্ঞাপীড়িত হইয়া দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া সুমন্ত্রকে বাষ্পগদগদ-বাক্যে

সূত রত্নসুসম্পূর্ণা চতুর্ব্বিধবলা চমূঃ।
রাঘবস্যানুযাত্রার্থং ক্ষিপ্রং প্রতিবিধীয়তাম্॥ ২
রূপাজীবাশ্চ বাদিন্যো বণিজশ্চ মহাধনাঃ।
শোভয়ন্তু কুমারস্য বাহিনীঃ সুপ্রসারিতাঃ॥ ৩
যে চৈনমুপজীবন্তি রমতে যৈশ্চ বীর্য্যতঃ।
তেষাং বহুধনং দত্ত্বা তানপ্যত্র নিযোজয়॥ ৪
আয়ুধানি চ মুখ্যানি নাগরাঃ শকটানি চ।
অনুগচ্ছন্তু কাকুৎস্থং ব্যাধাশ্চারণ্যকোবিদাঃ॥ ৫
নিঘ্নন্ মৃগান্ কুঞ্জরাংশ্চ পিবংশ্চারণ্যকং মধু।
নদীশ্চ বিবিধাঃ পশ্যন্ন রাজ্যং সংস্মরিষ্যতি॥ ৬
ধান্যকোশশ্চ যঃ কশ্চিদ্ধনকোশশ্চ মামকঃ।
তৌ রামমনুগচ্ছেতাং বসন্তং নির্জ্জনে বনে॥ ৭
যজন্ পুণ্যেষু দেশেষু বিসৃজংশ্চাপ্তদক্ষিণাঃ।
ঋষিভিশ্চাপি সঙ্গম্য প্রবৎস্যতি সুখং বনে॥ ৮
ভরতশ্চ মহাবাহুরযোধ্যাং পালয়িষ্যতি।
সর্ব্বকামৈঃ পুনঃ শ্রীমান্ রামঃ সংসাধ্যতামিতি॥ ৯
এবং ব্রুবতি কাকুৎস্থে কৈকেয্যা ভয়মাগতম্।
মুখঞ্চাপ্যগমচ্ছোষং স্বরশ্চাপি ব্যরুধ্যত॥ ১০
সা বিষণ্ণা চ সন্ত্রস্তা মুখেন পরিশুষ্যতা।
রাজানমেবাভিমুখী কৈকেয়ী বাক্যমব্রবীৎ॥ ১১
রাজ্যং গতধনং সাধো পীতমণ্ডাং সুরামিব।
নিরাস্বাদ্যতমং শূন্যং ভরতো নাভিপৎস্যতে॥ ১২
কৈকেয্যাং মুক্তলজ্জায়াং বদন্ত্যামতিদারুণম্।
রাজা দশরথো বাক্যমুবাচায়তলোচনাম্॥ ১৩
বহন্তং কিং তুদসি মাং নিযুজ্য ধুরি মাহিতে।
অনার্য্যে কৃতমারব্ধং কিন্ন পূর্ব্বমুপারুধঃ॥ ১৪
তস্যৈতং ক্রোধসংযুক্তমুক্তং শ্রুত্বা বরাঙ্গনা।
কৈকেয়ী দ্বিগুণং ক্রুদ্ধা রাজানমিদমব্রবীৎ॥ ১৫
তবৈব বংশে সগরো জ্যেষ্ঠং পুত্রমুপারুধৎ।
অসমঞ্জ ইতি খ্যাতং তথায়ং গন্তুমর্হতি॥ ১৬
এবমুক্তো ধিগিত্যেব রাজা দশরথোঽব্রবীৎ।
ব্রীড়িতশ্চ জনঃ সর্ব্বঃ সা চ তন্নাববুধ্যত॥ ১৭
তত্র বৃদ্ধো মহামাত্রঃ সিদ্ধার্থো নাম নামতঃ।
শুচির্বহুমতো রাজ্ঞঃ কৈকেয়ীমিদমব্রবীৎ॥ ১৮
অসমঞ্জো গৃহীত্বা তু ক্রীড়তঃ পথি দারকান্।
সরয্বাং প্রক্ষিপন্নপ্সু রমতে তেন দুর্ম্মতিঃ॥ ১৯

বলিলেন, "সূত! তুমি সত্বর রঘুনন্দন রামের সঙ্গী হইবার জন্য রথি-প্রভৃতি চতুর্ব্বিধ সৈনিক-পুরুষে সমাকুলা রত্ন-পরিপূরিতা সেনা নিয়োগ কর। মিষ্ট-ভাষিণী গণিকা ও বহুধনসম্পন্ন বণিকগণ স্ব স্ব পণ্যদ্রব্য বিস্তার করত সেই সেনা শোভিত করুক! কুমার রাম যে মল্লদিগের বীর্য্যে সন্তুষ্ট আছেন এবং যাহারা তাহাকে অবলম্বন করিয়াই জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেছে, তুমি তাহাদিগকেও বহু ধন প্রদান করিয়া সেই সেনামধ্যে নিযুক্ত কর। এই নগর মধ্যে অরণ্যপথপ্রজ্ঞ যে সকল ব্যাধ আছে, তাহারাও উত্তম উত্তম অস্ত্র ও শকট লইয়া কাকুৎস্থ রামের অনুগামী হউক।১—৫। রাম, কুঞ্জর ও মৃগ সমস্ত হনন, বিবিধ নদী দর্শন ও আরণ্যক মধু পান করত রাজ্যের জন্য কষ্ট বোধ করিবেন না; পরন্তু রাজ্যভোগের বিষয় ভুলিয়া থাকিবেন। আমার ধনকোষ ও ধান্যসঞ্চয় নির্জ্জন বনবাসী রামের অনুগামী হউক। তিনি বনেও ঋষিদিগের সহিত মিলিত হইয়া পুণ্য-প্রদেশসমূহে যাগ অনুষ্ঠান করত ঋত্বিক্‌দিগের যথাশাস্ত্রোক্ত দক্ষিণা দান করিয়া সুখে থাকিবেন। মহাবাহু ভরত অযোধ্যা পালন করিবেন; অধুনা শ্রীসম্পন্ন রামকে সমস্ত কাম্যবস্তু-সমন্বিত করিয়া প্রস্থাপিত কর।" কাকুৎস্থ দশরথ এই কথা বলিলে, কৈকেয়ী দেবী ভয় পাইলেন। তখন তাঁহার মুখ শুকাইল ও স্বর অবরুদ্ধ হইল। অত্যন্ত ভীতা ও বিষাদসমন্বিতা কৈকেয়ী দেবী, রাজা দশরথের অভিমুখী হইয়া শুষ্কমুখে তাঁহাকে কহিলেন,—"সাধো! ভরত, পীতসারাংশ মদিরার ন্যায়, অনুপভোগ্য এই ধনশূন্য অসার রাজ্য লইবেন না।" বিস্তৃতলোচনা কৈকেয়ী দেবী, লজ্জাবিহীনা হইয়া সেই রূপ নিদারুণ বাক্য বলিলে, রাজা দশরথ তাঁহাকে কহিলেন, "অমঙ্গলকারিণি! তুমি আমাকে যে ভার বহনে নিযুক্ত করিয়াছ, আমি তাহাই বহিতেছি, তবে কেন আর আমার মর্ম্মস্থান ভেদ করিতেছ? অনার্য্যে! এইক্ষণ আমি যে কার্য্য আরম্ভ করিয়াছি, পূর্ব্বেই কেন তাহা করিতে আমাকে নিষেধ কর নাই?৬—১৪। রাজা দশরথের সেই ক্রোধপূর্ণ কথা শুনিয়া, বরাঙ্গনা কৈকেয়ী দেবী দ্বিগুণক্রোধান্বিতা হইয়া তাঁহাকে কহিলেন,—"পূর্ব্বে তোমারই বংশে সগর রাজা জ্যেষ্ঠ পুত্র অসমঞ্জকে যেরূপ নির্ব্বাসিত করিয়াছিলেন,রামের সেইরূপই নির্ব্বাসিত হওয়া উচিত।" কৈকেয়ী-কর্ত্তৃক সেইরূপ কথিত হইয়া, রাজা দশরথ কেবল "ধিক্!" এইটুকু বলিলেন এবং তথাকার সকল লোকই লজ্জিত হইল; কিন্তু কৈকেয়ী দেবী তাহার মর্ম্ম বোধ করিতে সক্ষম হইলেন না। তখন রাজা দশরথের অভিমত পবিত্র-স্বভাব সিদ্ধার্থ-নামা জনৈক প্রধান ব্যক্তি, কৈকেয়ীকে কহিলেন।১৫—১৮। "সেই অসমঞ্জ অতি দুর্ম্মতি ছিল,—সে পথে ক্রীড়াসক্ত

তং দৃষ্ট্বা নাগরাঃ সর্ব্বে ক্রুদ্ধা রাজানমব্রুবন্।
অসমঞ্জং বৃণীষ্বৈকমস্মান্ বা রাষ্ট্রবর্দ্ধন ॥ ২০
তানুবাচ ততো রাজা কিংনিমিত্তমিদং ভয়ম্।
তাশ্চাপি রাজ্ঞা সংপৃষ্টা বাক্যং প্রকৃতয়োঽব্রুবন্ ॥ ২১
ক্রীড়তস্ত্বেষ নঃ পুত্রান্ বালানুদ্‌ভ্রান্তচেতসঃ।
সরয্বাং প্রক্ষিপন্মৌর্খ্যাদতুলাং প্রীতিমশ্নুতে ॥ ২২
স তাসাং বচনং শ্রুত্বা প্রকৃতীনাং নরাধিপঃ।
তং তত্যাজাহিতং পুত্রং তাসাং প্রিয়চিকীর্ষয়া ॥ ২৩
তং যানং শীঘ্রমারোপ্য সভার্য্যং সপরিচ্ছদম্।
যাবজ্জীবং বিবাস্যোঽয়মিতি তানন্বশাৎ পিতা ॥ ২৪
স ফালপিটকং গৃহ্য গিরিদুর্গাণ্যলোকয়ৎ।
দিশঃ সর্ব্বাস্ত্বনুচরন্ স যথা পাপকর্ম্মকৃৎ ॥ ২৫
ইত্যেনমত্যজদ্রাজা সগরো বৈ সুধার্ম্মিকঃ।
রামঃ কিমকরোৎ পাপং যেনৈবমুপরুধ্যতে ॥ ২৬
ন হি কঞ্চন পশ্যামো রাঘবস্যাগুণং বয়ম্।
দুর্লভো হ্যস্য নিরয়ঃ শশাঙ্কস্যেব কল্মষম্ ॥ ২৭
অথবা দেবি ত্বং কঞ্চিদ্দোষং পশ্যসি রাঘবে।
তমদ্য ব্রূহি তত্ত্বেন তদা রামো বিবাস্যতে ॥ ২৮
অদুষ্টস্য হি সন্ত্যাগঃ সৎপথে নিরতস্য চ।
নির্দ্দহেদপি শক্রস্য দ্যুতিং ধর্ম্মবিরোধনাৎ ॥ ২৯
তদলং দেবি রামস্য শ্রিয়া বিহতয়া ত্বয়া।
লোকতোঽপি হি তে রক্ষ্যঃ পরিবাদঃ শুভাননে ॥ ৩০
শ্রুত্বা তু সিদ্ধার্থবচো রাজা শ্রান্ততরস্বরঃ।
শোকোপহতয়া বাচা কৈকেয়ীমিদমব্রবীৎ ॥ ৩১
এতদ্বচো নেচ্ছসি পাপরূপে
হিতং ন জানাসি মমাত্মনোঽথবা।
আস্থায় মার্গং কৃপণং কুচেষ্টা
চেষ্টা হি তে সাধুপথাদপেতা ॥ ৩২
অনুব্রজিষ্যাম্যহমদ্য রামং
রাজ্যং পরিত্যজ্য সুখং ধনঞ্চ।
সর্ব্বে চ রাজ্ঞা ভরতেন চ ত্বং
যথাসুখং ভুঙ্ক্ষ্ব চিরায় রাজ্যম্ ॥ ৩৩
ইত্যযোধ্যাকাণ্ডে ষট্‌ত্রিংশঃ সর্গঃ ॥ ৩৬

বালকদিগকে ধরিয়া সরযূনদীতে নিক্ষেপ করিয়া আহ্লাদিত হইত। নগরবাসিগণ তাহাকে সেইরূপ কদাচারী দেখিয়া সক্রোধে মহীপতি সগরকে বলিয়াছিলেন, "রাষ্ট্রবর্দ্ধন! হয়, আপনি কেবল অসমঞ্জকেই এই নগরমধ্যে রাখুন অথবা আমাদিগের সকলকেই রাখুন।" পরে সগর রাজা তাঁহাদিগকে 'কিজন্য তোমাদিগের এরূপ ভয় হইয়াছে' এরূপ বলিয়াছিলেন। নরপতি ঐরূপ জিজ্ঞাসা করিলে সেই পুরবাসীরা তাঁহাকে প্রত্যুত্তর দিয়াছিলেন, "এই অসমঞ্জ মূর্খতাপ্রযুক্ত, আমাদের ক্রীড়াপরায়ণ বিহ্বলচিত্ত বালক পুত্রদিগকে সরযূনদীতে নিক্ষেপ করিয়া অতুল আহ্লাদলাভ করিয়া থাকে।" ১৯—২২। প্রজাদিগের সেই কথা শুনিয়া, নরপতি সগর তাঁহাদিগের প্রিয় সম্পাদন-মানসে সেই অমঙ্গলকারী পুত্রকে পরিত্যাগ করিয়াছিলেন,—তিনি তখনই বনে জীবিকানির্ব্বাহের উপযোগী কুঠারাদি প্রদান করিয়া, তাঁহাকে সপত্নীক যানে আরোপণপূর্ব্বক স্বীয় ভৃত্যবর্গকে আদেশ করিয়াছিলেন 'তোমরা শীঘ্র ইহাকে যাবজ্জীবন নির্ব্বাসিত কর।' সেই অসমঞ্জ যেরূপ পাপাচারী ছিল, তাহাকে সেইরূপ কুঠার ও পেটী গ্রহণপূর্ব্বক চতুর্দ্দিকে পরিভ্রমণ করত অতিকষ্টে জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে হইয়াছিল। দেবি! অতি ধার্ম্মিক সগর রাজা, পূর্ব্বোক্ত কারণে আপন সন্তানকে সেইরূপে পরিত্যাগ করিয়াছিলেন; রাম কি পাপাচরণ করিয়াছেন যে, তিনিও সেইরূপে নির্ব্বাসিত হইতে পারেন? ২৩—২৬। আমরা ত রঘুনন্দন রামচন্দ্রের কোনও দোষ দেখিতে পাই না,—যেরূপ চন্দ্রে মলিনতা দেখা যায় না, সেইরূপ ইঁহাতেও পাপ দৃষ্ট হয় না। দেবি! তবে যদি আপনি উঁহার কোন দোষ দেখিয়া থাকেন, তবে অদ্য তাহ ঠিক করিয়া বলুন; দোষী হইলে, রাম অবশ্যই নির্ব্বাসিত হইবেন। মহেন্দ্রও যদি সৎপথনিরত সাধু ব্যক্তিকে পরিত্যাগ করেন, তবে সেই ধর্ম্মবিগর্হিত কার্য্য করা প্রযুক্ত তাঁহারও দ্যুতি নষ্ট হয়। অতএব দেবি! আপনি বিনাদোষে রামের রাজ্যলাভের বিরুদ্ধাচরণ করিবেন না; শুভাননে! যদিও আপনার ধর্ম্মবিরোধী কার্য্যানুষ্ঠানে ভয় না থাকে, তথাপি আপনার লোকাপবাদ অবশ্য পরিত্যাগ করা কর্ত্তব্য।" ২৭—৩০। সিদ্ধার্থের কথা শুনিয়া, রাজা দশরথ কৈকেয়ী দেবীকে অতি মৃদুস্বরে এই শোকযুক্ত কথা কহিলেন, "পাপরূপিণি! তুমি এই হিতকর বাক্য গ্রাহ্য করিতেছ না এবং নিজের বা আমার হিত বুঝিতেছ না; কেবল কুপথ অবলম্বন করিয়া কুকার্য্য সাধনের চেষ্টা করিতেছ,—তোমার এই চেষ্টা নিতান্ত সাধুপথের বহির্ভূতা; অতএব আমি রাজ্য, ধন, সুখ পরিত্যাগ করিয়া রামের অনুগমন করিব; তোমার পুত্র ভরত রাজা হউক, তুমি তাহার সহিত যথাসুখে চিরদিন রাজ্য ভোগ কর।" ৩১—৩৩।

সপ্তত্রিংশঃ সর্গঃ।

মহামাত্রবচঃ শ্রুত্বা রামো দশরথং তদা।
অন্বভাষত বাক্যং তু বিনয়জ্ঞো বিনীতবৎ॥ ১
ত্যক্তভোগস্য মে রাজন্ বনে বন্যেন জীবতঃ।
কিং কার্য্যমনুযাত্রেণ ত্যক্তসঙ্গস্য সর্ব্বতঃ॥ ২
যো হি দত্ত্বা দ্বিপশ্রেষ্ঠং কক্ষ্যায়াং কুরুতে মনঃ।
রজ্জুস্নেহেন কিং তস্য ত্যজতঃ কুঞ্জরোত্তমম্॥ ৩
তথা মম সতাং শ্রেষ্ঠ কিং ধ্বজিন্যা জগৎপতে।
সর্ব্বাণ্যেবানুজানামি চীরাণ্যেবানয়ন্তু মে॥ ৪
খনিত্রপিটকে চোভে সমানয়ত গচ্ছত।
চতুর্দ্দশ বনে বাসং বর্ষাণি বসতো মম॥ ৫
অথ চীরাণি কৈকেয়ী স্বয়মাহৃত্য রাঘবম্।
উবাচ পরিধৎস্বেতি জনৌঘে নিরপত্রপা॥ ৬
স চীরে পুরুষব্যাঘ্রঃ কৈকেয্যাঃ প্রতিগৃহ্য তে।
সূক্ষ্মবস্ত্রমবক্ষিপ্য মুনিবস্ত্রাণ্যবস্ত হ॥ ৭
লক্ষ্মণশ্চাপি তত্রৈব বিহায় বসনে শুভে।
তাপসাচ্ছাদনে চৈব জগ্রাহ পিতুরগ্রতঃ॥ ৮
অথাত্মপরিধানার্থং সীতা কৌশেয়বাসিনী।
সংপ্রেক্ষ্য চীরং সন্ত্রস্তা পৃষতী বাগুরামিব॥ ৯
সা ব্যপত্রপমাণেব প্রগৃহ্য চ সুদুর্ম্মনাঃ।
কৈকেয্যাঃ কুশচীরে তে জানকী শুভলক্ষণা॥ ১০
অশ্রুসম্পূর্ণনেত্রা চ ধর্ম্মজ্ঞা ধর্ম্মদর্শিনী।
গন্ধর্ব্বরাজপ্রতিমং ভর্ত্তারমিদমব্রবীৎ॥ ১১
কথং নু চীরং বধ্নন্তি মুনয়ো বনবাসিনঃ।
ইতি হ্যকুশলা সীতা সা মুমোহ মুহুর্ম্মুহুঃ॥ ১২
কৃত্বা কণ্ঠে স্ম সা চীরমেকমাদায় পাণিনা।
তস্থৌ হ্যকুশলা তত্র ব্রীড়িতা জনকাত্মজা॥ ১৩
তস্যাস্তৎ ক্ষিপ্রমাগম্য রামো ধর্ম্মভৃতাং বরঃ।
চীরং ববন্ধ সীতায়াঃ কৌশেয়স্যোপরি স্বয়ম্॥ ১৪
রামং প্রেক্ষ্য তু সীতায়া বধ্নন্তং চীরমুত্তমম্।
অন্তঃপুরচরা নার্য্যো মুমুচুর্বারি নেত্রজম্॥ ১৫
উচুশ্চ পরমায়ত্তা রামং জ্বলিততেজসম্।
বৎস নৈবং নিযুক্তেয়ং বনবাসে মনস্বিনী॥ ১৬
পিতুর্বাক্যানুরোধেন গতস্য বিজনং বনম্।
তাবদ্দর্শনমস্যা নঃ সফলং ভবতু প্রভো॥ ১৭

সপ্তত্রিংশ সর্গ।

সিদ্ধার্থের কথা শুনিয়া বিনয়-বিজ্ঞ রাম, বিনীত ভাবে রাজা দশরথকে বলিলেন, রাজন্! আমাকে বনে বনজাত ফল মূলাদিদ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে হইবে, সুতরাং আমি নাগরিক ভোগ সমস্ত পরিত্যাগ করিয়াছি; এক্ষণে আমার কোনবিষয়েই আসক্তি নাই; অতএব আমার অনুগামী সৈন্যে আবশ্যক কি? যে ব্যক্তি শ্রেষ্ঠ হস্তী দান করিয়াছে, তাহার আর হস্তিবন্ধনরজ্জুতে মমতা রাখিয়া কি হইবে? সাধুশ্রেষ্ঠ! সেইরূপ আমি ভরতকে সমস্ত বস্তু দিতে সম্মতি দিয়াছি, আমার অনুগামী সৈন্যগণে প্রয়োজন কি? রাজন্! এইক্ষণ আপনি দাসীদিগকে আমার জন্য চীর আনিতে আদেশ করুন। ১—৪। অনন্তর রঘুনন্দন রাম দাসীদিগকে 'আমাকে চতুর্দ্দশ বৎসর বনে বাস করিতে হইবে, তোমরা গিয়া সত্বর আমার জন্য দুইখানি খনিত্র ও পেটী আনয়ন কর' এই কথা বলিলে কৈকেয়ী দেবী নিজেই চীর গ্রহণ করিয়া সেই লোকগণের মধ্যেই নির্লজ্জভাবে তাঁহাকে "পরিধান কর" বলিয়া তাহা দিলেন। তখন পুরুষশ্রেষ্ঠ রাম তাঁহার নিকট হইতে সেই দুই খণ্ড মুনি-পরিধেয় চীর গ্রহণপূর্ব্বক সূক্ষ্ম বস্ত্র ছাড়িয়া তাহা পরিধান করিলেন। লক্ষ্মণও নিজের পরিহিত শুভ বসনদ্বয় পিতার সম্মুখেই ছাড়িয়া দুই খণ্ড মুনিপরিধেয় চীর পরিধান করিলেন। ৫—৮। পরে কৌশেয় বসন-ধারিণী সীতা দেবী নিজের পরিধানার্থ সেই চীর বসন দেখিয়া মৃগী যেরূপ জাল দেখিয়া ভীতা হয়, সেইরূপ ভীতা হইলেন। সেই ধর্ম্মজ্ঞানবতী, ধর্ম্মদর্শিনী, শুভ-লক্ষণা জানকী কৈকেয়ীর নিকট হইতে কুশ ও সেই দুই খণ্ড চীর লইয়া লজ্জাবিতার ন্যায় অতিশয় ব্যাকুল হইলেন; পরে তিনি অশ্রুপূর্ণ নয়নে গন্ধর্ব্বরাজ-সদৃশ স্বামীকে বলিলেন 'বনবাসী মুনিরা কেমন করিয়া চীর পরিয়া থাকেন এবং নিজের অকুশলতার জন্য পুনঃপুনঃ মোহপ্রাপ্তা হইতে লাগিলেন। বল্কলপরিধানে অনিপুণা সীতাদেবী কণ্ঠদেশে একখণ্ড চীর বিন্যাস করিয়া অপর একখণ্ড চীর হাতে লইয়া লজ্জিতার ন্যায় দাঁড়াইয়া রহিলেন। ৯—১৩। পরে ধার্ম্মিকবর রাম, ত্বরায় সীতা দেবীর নিকটে যাইয়া স্বয়ং তাঁহার কৌশেয় বস্ত্রের উপর সেই চীরখণ্ড বন্ধন করিলেন। রাম সীতাকে সেই উত্তম চীর পরাইতেছেন দেখিয়া, অন্তঃপুরচারিণী মহিলাগণ নয়নবারি মোচন করিতে লাগিলেন এবং অমিততেজা রামকে সখেদে বলিলেন, "বৎস! এই মনস্বিনী সীতা দেবী এরূপ বনবাসে নিযুক্তা হন নাই; অতএব প্রভো! তুমি পিতৃবাক্যানুরোধে বনে যাইয়া যতদিন প্রতিনিবৃত্ত না হও, ততদিন আমাদিগের জীবন-পরিতৃপ্তিরূপ ইঁহার দর্শন সফল হউক। রাম!

লক্ষ্মণেন সহায়েন বনং গচ্ছস্ব পুত্রক।
নেয়মর্হতি কল্যাণী বস্তুং তাপসবদ্বনে ॥ ১৮
কুরু নো যাচনাং পুত্র সীতা তিষ্ঠতু ভামিনী।
ধর্ম্মনিত্যঃ স্বয়ং স্থাতুং ন হীদানীং ত্বমিচ্ছসি ॥ ১৯
তাসামেবংবিধা বাচঃ শৃণ্বন্ দশরথাত্মজঃ।
ববন্ধৈব তদা চীরং সীতয়া তুল্যশীলয়া ॥ ২০
চীরে গৃহীতে তু তয়া সবাষ্পো নৃপতেগুরুঃ।
নিবার্য্য সীতাং কৈকেয়ীং বসিষ্ঠো বাক্যমব্রবীৎ ॥ ২১
অতিপ্রবৃত্তে দুর্ম্মেধে কৈকেয়ি কুলপাংসনি।
বঞ্চয়িত্বা তু রাজানং ন প্রমাণেঽবতিষ্ঠসি ॥ ২২
ন গন্তব্যং বনং দেব্যা সীতয়া শীলবর্জ্জিতে।
অনুষ্ঠাস্যতি রামস্য সীতা প্রকৃতমাসনম্ ॥ ২৩
আত্মা হি দারাঃ সর্ব্বেষাং দারসংগ্রহবর্ত্তিনাম্।
আত্মেয়মিতি রামস্য পালয়িষ্যতি মেদিনীম্ ॥ ২৪
অথ যাস্যতি বৈদেহী বনং রামেণ সঙ্গতা।
বয়মত্রানুযাস্যামঃ পুরং চেদং গমিষ্যতি ॥ ২৫
অন্তঃপালাশ্চ যাস্যন্তি সদারো যত্র রাঘবঃ।
সহোপজীব্যং রাষ্ট্রঞ্চ পুরঞ্চ সপরিচ্ছদম্ ॥ ২৬
ভরতশ্চ সশত্রুঘ্নশ্চীরবাসা বনেচরঃ।
বনে বসন্তং কাকুৎস্থমনুবৎস্যতি পূর্ব্বজম্ ॥ ২৭
ততঃ শূন্যাং গতজনাং বসুধাং পাদপৈঃ সহ।
ত্বমেকা শাধি দুর্ব্বৃত্তা প্রজানামহিতে রতা ॥ ২৮
ন হি তদ্ভবিতা রাষ্ট্রং যত্র রামো ন ভূপতিঃ।
তদ্বনং ভবিতা রাষ্ট্রং যত্র রামো নিবৎস্যতি ॥ ২৯
ন হ্যদত্তাং মহীং পিত্রা ভরতঃ শাস্তুমিচ্ছতি।
ত্বয়ি বা পুত্রবদ্বস্তুং যদি জাতো মহীপতেঃ ॥ ৩০
যদ্যপি ত্বং ক্ষিতিতলাদ্গগনং চোৎপতিষ্যতি।
পিতৃবংশচরিত্রজ্ঞঃ সোঽন্যথা ন করিষ্যতি ॥ ৩১
তত্ত্বয়া পুত্রগর্দ্ধিন্যা পুত্রস্য কৃতমপ্রিয়ম্।
লোকে ন হি স বিদ্যেত যো ন রামমনুব্রতঃ ॥ ৩২
দ্রক্ষ্যস্যদ্যৈব কৈকেয়ি পশুব্যালমৃগদ্বিজান্।
গচ্ছতঃ সহ রামেণ পাদপাংশ্চ তদুন্মুখান্ ॥ ৩৩
অথোত্তমান্যাভরণানি দেবি
দেহি স্নুষায়ৈ ব্যপনীয় চীরম্।

তুমি সতত ধর্ম্ম-নিরত; সুতরাং যদি স্বয়ং এক্ষণে এখানে থাকিতে ইচ্ছা না কর, তবে লক্ষ্মণের সহিত বনে যাও; এই কল্যাণী সীতা দেবীর তাপসের ন্যায় বনে বাস করা উচিত নহে; অতএব তুমি আমাদিগের প্রার্থনা পূরণ কর; এই ভামিনী সীতা দেবী এখানেই থাকুন।" ১৩—১৯। দশরথতনয় রাম তাঁহাদিগের সেই কথা শুনিতে শুনিতে তুল্যস্বভাবা সীতা দেবীর সহিত সেই চীরখণ্ড বন্ধন করিতে লাগিলেন। সীতা দেবী চীর ধারণ করিলেন দেখিয়া, রাজগুরু বসিষ্ঠ তাঁহাকে নিবারণ করিয়া কৈকেয়ীকে বলিলেন, "কুলকলঙ্কিনি কৈকেয়ি! তুমি দুর্ব্বুদ্ধিবশতঃ নিজের মর্য্যাদা লঙ্ঘন করিয়া কার্য্য করিতে প্রবৃত্তা হইয়াছ! —রাজা দশরথকে বঞ্চনা করিয়া যেন সাধুকারিণীর ন্যায় অবস্থান করিতেছ! সৎস্বভাববর্জ্জিতে! সীতা দেবীকে বনে যাইতে হইবে না; উনি রামের প্রকৃত-প্রাপ্য ঐ আসনে উপবেশন করিবেন,—পত্নীসকল গৃহস্থেরই আত্মা, সুতরাং এই সীতা দেবীও রামের আত্মা; ইনিই পৃথিবী পালন করিবেন। আর যদি ইনি রামের সহিত মিলিতা হইয়া বনেই যান, তবে আমরা ইঁহার সঙ্গে যাইব এবং পুরবাসী সমস্ত লোকই ইঁহাদের সঙ্গে যাইবে। রঘুনন্দন রাম, সপত্নীক যেখানে যাইবেন, অন্তঃপুররক্ষক এবং পুর ও রাষ্ট্রনিবাসী প্রাণিগণও ধনধান্যাদি লইয়া দাসী-দাসাদির সহিত তথায় যাইবে। অপিচ বোধ হই-তেছে যে, ভরতও শত্রুঘ্নের সহিত চীরবসন ধারণ করত বনচর হইয়া এই বনবাসী জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা কাকুৎস্থ রামের সহিত বাস করিবেন। অতএব প্রজাদিগের মন্দনিরতে কুচরিতে! তোমাকে একা-কিনীই এই মনুষ্যশূন্য বৃক্ষপূর্ণ অযোধ্যা শাসন করিতে হইবে। রাম যে রাজ্যে রাজা থাকিবেন না, তাহা রাজ্য থাকিবে না, অর্থাৎ বন হইবে এবং যে বনে রাম বসতি করিবেন, তাহা রাজ্য হইবে। বিশেষতঃ যদি ভরত, রাজা দশরথ হইতে জন্ম গ্রহণ করিয়া থাকেন, তবে তিনি কখনই পিতার ইচ্ছানু-সারে অদত্ত এই মহীমণ্ডল শাসন করিতে অভিলাষী হইবেন না এবং তোমার প্রতি পুত্রবৎ ব্যবহারও করিবেন না,—তুমি যদি পৃথিবীতল হইতে আকাশেও গমন কর, অর্থাৎ প্রাণও পরিত্যাগ কর, তথাপি সেই পিতৃবংশ-চরিত্র-বিজ্ঞ ভরত কখনই তাহার অন্যথা করিবেন না। ২৬—৩১। অতএব দেবি! তুমি পুত্রহিতার্থে এই যে কার্য্য করিলে ইহা তোমার পুত্রের অতীব অহিতকর। কৈকেয়ি! রামের অনুগত নহে, অধুনা ইহলোকে এরূপ কোন এক ব্যক্তিও নাই; তুমি এখনই দেখিতে পাইবে যে পশু, পক্ষী, মৃগ ও সর্পেরাও রামের অনুগমন করিবে এবং বৃক্ষেরাও তাঁহার অনুগমনোন্মুখ হইবে।" তৎপরে সেই বসিষ্ঠ ঋষি কৈকেয়ী দেবীকে "দেবি! তুমি এই

ন চীরমস্যাঃ প্রবিধীয়তেতি
ন্যবারয়ত্তদ্বসনং বসিষ্ঠঃ॥ ৩৪
একস্য রামস্য বনে নিবাস-
স্ত্বয়া বৃতঃ কেকয়রাজপুত্রি।
বিভূষিতেয়ং প্রতিকর্ম্মনিত্যা
বসত্বরণ্যে সহ রাঘবেণ॥ ৩৫
যানৈশ্চ মুখ্যৈঃ পরিচারকৈশ্চ
সুসংবৃতা গচ্ছতু রাজপুত্রী।
বস্ত্রৈশ্চ সর্ব্বৈঃ সহিতৈর্বিধানৈ-
র্নেয়ং বৃতা তে বরসম্প্রদানে॥ ৩৬
তস্মিংস্তথা জল্পতি বিপ্রমুখ্যে
গুরৌ নৃপস্যাপ্রতিমপ্রভাবে।
নৈব স্ম সীতা বিনিবৃত্তভাবা
প্রিয়স্য ভর্ত্তুঃ প্রতিকারকামা॥ ৩৭

ইত্যযোধ্যাকাণ্ডে সপ্তত্রিংশঃ সর্গঃ॥ ৩৭॥

অষ্টত্রিংশঃ সর্গঃ।

তস্যাং চীরং বসানায়াং নাথবত্যামনাথবৎ।
প্রচুক্রোশ জনঃ সর্ব্বো ধিক্ ত্বাং দশরথস্ত্বিতি॥ ১

তেন তত্র প্রণাদেন দুঃখিতঃ স মহীপতিঃ।
চিচ্ছেদ জীবিতে শ্রদ্ধাং ধর্ম্মে যশসি চাত্মনঃ॥ ২
স নিশ্বস্যোষ্ণমৈক্ষ্বাকস্তাং ভার্য্যামিদমব্রবীৎ।
কৈকেয়ি কুশচীরেণ ন সীতা গন্তুমর্হতি॥ ৩
সুকুমারী চ বালা চ সততঞ্চ সুখোচিতা।
নেয়ং বনস্য যোগ্যেতি সত্যমাহ গুরুর্ম্মম॥ ৪
ইয়ং হি কস্যাপকরোতি কিঞ্চিৎ
তপস্বিনী রাজবরস্য পুত্রী।
যা চীরমাসাদ্য জনস্য মধ্যে
স্থিতা বিসংজ্ঞা শ্রমণীব কাচিৎ॥ ৫
চীরাণ্যপাস্যাজ্জনকস্য কন্যা
নেয়ং প্রতিজ্ঞা মম দত্তপূর্ব্বা।
যথাসুখং গচ্ছতু রাজপুত্রী
বনং সমগ্রা সহ সর্ব্বরত্নৈঃ॥ ৬
অজীবনার্হেণ ময়া নৃশংসা
কৃতা প্রতিজ্ঞা নিয়মেন তাবৎ।
ত্বয়া হি বাল্যাৎ প্রতিপন্নমেতৎ
তন্মা দহেদ্বেণুমিবাত্মপুষ্পম্॥ ৭

পুত্রবধূর চীর-পরিধান নিবারণ করিয়া ইহাঁকে উত্তম উত্তম আভরণ ও বসন প্রদান কর; কেননা ইহাঁর চীর পরিধান উপযুক্ত নহে।” ইহা বলিয়া তাঁহাকে সেই বস্ত্র দিতে নিষেধ করিলেন এবং বলিলেন কৈকেয়ি! তুমি বর লইবার সময় একমাত্র রামেরই বনবাস কামনা করিয়াছিলে, রাজতনয়া সীতা দেবীর বনবাস প্রার্থনা কর নাই; অতএব উহাঁর ঐরূপ দীনভাবে বনগমন উচিত নহে; উনি পরিধানসামগ্রী-সহিত সর্ব্বপ্রকার বসন গ্রহণপূর্ব্বক ভৃত্যবর্গ ও মুখ্য মুখ্য যানসমূহ লইয়া অরণ্যে গমন করুক এবং বস্ত্রালঙ্কারে অলঙ্কৃতা হইয়া রঘুনন্দন রামের সহিত তথায় বাস করুন। সেই অপ্রতিমপ্রভাবসম্পন্ন দ্বিজবর রাজগুরু বসিষ্ঠ ঐরূপ বলিলেও প্রিয়তম স্বামী রামের সর্ব্বতো-ভাবে অনুকরণাভিলাষিণী সেই সীতা দেবীর সঙ্কল্পের কিছুমাত্র অন্যথা ভাব হইল না। ৩২—৩৭।

অষ্টত্রিংশ সর্গ।

সমাধিনী সীতা দেবীকে অনাথার ন্যায় চীরবসন পরিধান করিতে দেখিয়া তথাকার সকল লোকই “দশরথ! তোমায় ধিক্!” এই বলিয়া রোদন করিয়া উঠিলেন। তাঁহাদিগের রোদন-ধ্বনি শুনিয়া, ইক্ষাকুনন্দন মহীপতি দশরথ অতিশয় দুঃখিত হইয়া ধর্ম্ম ও যশোলাভের ইচ্ছা ত্যাগ করিলেন; এমন কি, জীবনধারণেও বীতস্পৃহ হইলেন এবং উষ্ণ নিশ্বাস ফেলিয়া কৈকেয়ীকে বলিলেন, “কৈকেয়ি! আমার গুরু বসিষ্ঠ এই ‘নিয়ত সুখোচিতা, সুকুমারী বালিকা সীতা দেবীর বনবাসযোগ্য চীরাদি-পরিধান অত্যন্ত অনুচিত’ এই যে কথা বলিতেছেন, তাহা সত্য, অতএব ইহাঁর কুশ ও চীর পরিধান করিয়া বনে যাওয়া উচিত নহে। হা! এই নিরপরাধিনী নৃপবরনন্দিনী সীতা দেবী কি কাহারও কিছুমাত্র অনিষ্ট করিয়াছেন যে, চীর পরিধান করিয়া এই বহুজনমধ্যে আসিয়া, অপরিচিতা তাপসীর ন্যায়, অবস্থিতা হইয়াছেন। ১—৫। দেবি! আমি কিছু পূর্ব্বে তোমার নিকট ‘এইজনক-দুহিতা সীতাকেও মুনিবেশ ধারণ করিয়া বনে যাই’তে হইবে’ এরূপ প্রতিজ্ঞা করি নাই; অতএব ইনি চীর পরিত্যাগ করিয়া বহুবিধরত্নসমন্বিতা ও সম্যক্ বিভূষিতা হইয়া যথাসুখে বনে গমন করুন। হা! আমি মৃত্যুর ইচ্ছাতেই যে, তোমার নিকট ‘তুমি যাহা চাহিবে, তাহাই দিব’ এই নিয়মে’ অতি ভয়ানক প্রতিজ্ঞা করিয়াছি, অজ্ঞানতাপ্রযুক্ত তুমি তাহাই সপ্রমাণ করিলে। সে যাহা হউক, এক্ষণে যেরূপ বংশপুষ্প বংশকে দগ্ধ করে, সেইরূপ উহা আমাকে দগ্ধ করুক।

রামেণ যদি তে পাপে কিঞ্চিৎ কৃতমশোভনম্।
অপকারঃ ক ইহ তে বৈদেহ্যা দর্শিতোঽধমে॥ ৮
মৃগীবোৎফুল্লনয়না মৃদুশীলা মনস্বিনী।
অপকারং কিমিব তে করোতি জনকাত্মজা॥ ৯
ননু পর্য্যাপ্তমেতত্তে পাপে রামবিবাসনম্।
কিমেভিঃ কৃপণৈর্ভূয়ঃ পাতকৈরপি তে কৃতৈঃ॥ ১০
প্রতিজ্ঞাতং ময়া তাবৎ ত্বয়োক্তং দেবি শৃণ্বতা।
রামং যদভিষেকায় ত্বমিহাগতমব্রবীঃ॥ ১১
তত্ত্বেতৎ সমতিক্রম্য নিরয়ং গন্তুমিচ্ছসি।
মৈথিলীমপি যা হি ত্বমীক্ষসে চীরবাসিনীম্॥ ১২
এবং ব্রুবন্তং পিতরং রামঃ সম্প্রস্থিতো বনম্।
অবাক্‌শিরসমাসীনমিদং বচনমব্রবীৎ॥ ১৩
ইয়ং ধার্ম্মিক কৌসল্যা মম মাতা যশস্বিনী।
বৃদ্ধা চাক্ষুদ্রশীলা চ ন চ ত্বাং দেব গর্হতে॥
ময়া বিহীনাং বরদ প্রপন্নাং শোকসাগরম্।
অদৃষ্টপূর্ব্বব্যসনাং ভূয়ঃ সম্মন্তুমর্হসি॥ ১৫

পাপিনি! যদিও রাম তোমার কোন অপরাধ করিয়া থাকেন তথাপি এই কুরঙ্গীর ন্যায় প্রফুল্লনয়না মৃদুস্বভাবা মনস্বিনী, বিদেহনন্দিনী সীতা দেবী হইতে তোমার কি অনিষ্ট হইয়াছে,—ইনি তোমার কি অপরাধ করিয়াছেন, যাহাতে তুমি ইহাঁকেও ঐরূপ হীনভাবে বনবাস পাঠাইতে ইচ্ছা করিয়াছ? পাপচারিণি! তুমি রামকে বনবাস দিয়াই যথেষ্ট পাপাচরণ করিয়াছ, আর সীতাকে এরূপ দীনভাবে প্রব্রাজিত করা-রূপ অতীব নিন্দিত পাপানুষ্ঠানের প্রয়োজন কি? দেবি! "অভিষেকের নিমিত্ত রাম এখানে আসিলে, তুমি আমার সম্মুখে তাঁহাকে যে কথা বলিয়াছিলে, আমি তৎক্ষণাৎ বরদানে প্রতিজ্ঞা করিয়াছি; এইক্ষণ তুমি তাহা অতিক্রম করিয়া সীতা দেবীকেও চীরধারিণী দেখিতে অভিলাষিণী হইয়া নরকে যাইবার ইচ্ছা করিতেছ।"৮—১২। সেই পুত্র-ব্যসন-ক্লুব্ধ মহাত্মা রাজা দশরথ, কৈকেয়ী দেবীকে সেইরূপ বলিয়া শোকনিবারণের কোন উপায় না দেখিয়া অতীব কাতর হইয়া ভূপতিত হইলেন। পরে বনগমোদ্যত রাম, সেই কথা বলিয়া পূর্ব্বশিরা হইয়া সমাসীন পিতা দশরথকে বলিলেন, 'ধার্ম্মিক! এই বৃদ্ধা আমার জননী যশস্বিনী কৌশল্যা দেবী নীচ-স্বভাবা নহেন, আপনাকে নিন্দাও করেন না; অতএব দেব! এক্ষণে আপনার ইহাঁর প্রতি অনুগ্রহ করা কর্ত্তব্য। বরপ্রদ! জননী আমার পূর্ব্বে কখন কোন দুঃখ পান নাই, সুতরাং আমার বিরহে একবারে

ইমাং মহেন্দ্রোপমজাতগর্দ্ধিনীং
তথা বিধাতুং জননীং মমার্হসি।
যথা বনস্থে ময়ি শোককর্শিতা
ন জীবিতং ন্যস্য যমক্ষয়ং ব্রজেৎ॥ ১৬

ইত্যযোধ্যাকাণ্ডে অষ্টত্রিংশঃ সর্গঃ॥ ৩৮॥

একোনচত্বারিংশঃ সর্গঃ।

রামস্য তু বচঃ শ্রুত্বা মুনিবেশধরঞ্চ তম্।
সমীক্ষ্য সহ ভার্য্যাভী রাজা বিগতচেতনঃ॥ ১
নৈনং দুঃখেন সন্তপ্তঃ প্রত্যবৈক্ষত রাঘবম্।
ন চৈনমভিসম্প্রেক্ষ্য প্রত্যভাষত দুর্ম্মনাঃ॥ ২
স মুহূর্ত্তমিবাসংজ্ঞো দুঃখিতশ্চ মহীপতিঃ।
বিললাপ মহাবাহু রামমেবানুচিন্তয়ন্॥ ৩
মন্যে খলু ময়া পূর্ব্বং বিবৎসা বহবঃ কৃতাঃ।
প্রাণিনো হিংসিতা বাপি তস্মামিদমুপস্থিতম্॥ ৪
ন ত্বেবানাগতে কালে দেহাচ্চ্যবতি জীবিতম্।
কৈকেয্যা ক্লিশ্যমানস্য মৃত্যুর্মম ন বিদ্যতে॥ ৫

গভীর শোকসাগরে নিমগ্ন হইবেন; অতএব যেরূপ সম্মান করিলে ইনি আমার বিরহজন্য শোক অনুভব করিয়া আমার মঙ্গল আকাঙ্ক্ষায় তপ অনুষ্ঠানপূর্ব্বক জীবন ধারণ করিতে পারেন, আপনি ইহাঁকে ততো-ধিক সম্মান করুন। মহেন্দ্রতুল্য! আমি বনে গেলে এই পুত্রপ্রাণা আমার জননী আমার বিরহশোকে কাতরা হইয়া প্রাণ পরিত্যাগ না করেন, আপনি ইহাঁর প্রতি সেইরূপ ব্যবহার করুন।" ১৩—১৬।

ঊনচত্বারিংশ সর্গ।

রাজা দশরথ, ভার্য্যাগণের সহিত রামের সেই কথা শুনিয়া এবং তাঁহাকে মুনিবেশধারী দেখিয়া অচৈতন্য হইলেন,—তিনি দুঃখসন্তপ্ত ও বিমনা হইয়া রঘুনন্দন রামকে দেখিতেও পারিলেন না এবং দেখিয়াও প্রত্যুত্তর দিতেও পারিলেন না। সেই অতিশয় দুঃখিত মহাবাহু নরপতি দশরথ মুহূর্ত্তকাল অচেতনের ন্যায় থাকিয়া পরে রামকে চিন্তা করত বিলাপ করিতে লাগিলেন,—"বোধ করি আমি পূর্ব্বে অনেক গাভীকে বৎসহীনা করিয়াছি এবং অসংখ্য প্রাণিহিংসাও করিয়াছি, তাহার ফলে আমার এই দুঃখ উপস্থিত হইয়াছে। সময় না হইলে, কোনমতেই দেহ হইতে জীবন বাহির হয় না, তজ্জন্য

যোঽহং পাবকসঙ্কাশং পশ্যামি পুরতঃ স্থিতম্।
বিহায় বসনে সূক্ষ্মে তাপসাচ্ছাদমাত্মজম্ ॥ ৬
একস্যাঃ খলু কৈকেয্যাঃ কৃতেঽয়ং ক্লিশ্যতে জনঃ।
স্বার্থে প্রযতমানায়াঃ সংশ্রিত্য নিকৃতিং ত্বিমাম্ ॥ ৭
এবমুক্ত্বা তু বচনং বাষ্পেণ পিহিতেন্দ্রিয়ঃ।
রামেতি সকৃদেবোক্ত্বা ব্যাহর্তুং ন শশাক সঃ ॥ ৮
সংজ্ঞাং তু প্রতিলভ্যৈব মুহূর্তাৎ স মহীপতিঃ।
নেত্রাভ্যামশ্রুপূর্ণাভ্যাং সুমন্ত্রমিদমব্রবীৎ ॥ ৯
ঔপবাহ্যং রথং যুক্ত্বা ত্বমায়াহি হয়োত্তমৈঃ।
প্রাপয়ৈনং মহাভাগমিতো জনপদাৎ পরম্ ॥ ১০
এবং মন্যে গুণবতাং গুণানাং ফলমুচ্যতে।
পিত্রা মাত্রা চ যৎ সাধুর্বীরো নির্বাস্যতে বনম্ ॥ ১১
রাজ্ঞো বচনমাজ্ঞায় সুমন্ত্রঃ শীঘ্রবিক্রমঃ।
যোজয়িত্বা যযৌ তত্র রথমশ্বৈরলঙ্কৃতম্ ॥ ১২
তং রথং রাজপুত্রায় সূতঃ কনকভূষিতম্।
আচচক্ষেঽঞ্জলিং কৃত্বা যুক্তং পরমবাজিভিঃ ॥ ১৩
রাজা সত্বরমাহূয় ব্যাপৃতং বিত্তসঞ্চয়ে।
উবাচ দেশকালজ্ঞো নিশ্চিতং সর্বতঃ শুচিঃ ॥ ১৪

বাসাংসি চ বরার্হাণি ভূষণানি মহান্তি চ।
বর্ষাণ্যেতানি সংখ্যায় বৈদেহ্যাঃ ক্ষিপ্রমানয় ॥ ১৫
নরেন্দ্রেণৈবমুক্তস্তু গত্বা কোষগৃহং ততঃ।
প্রাযচ্ছৎ সর্বমাহৃত্য সীতায়ৈ ক্ষিপ্রমেব তৎ ॥ ১৬
সা সুজাতা সুজাতানি বৈদেহী প্রস্থিতা বনম্।
ভূষয়ামাস গাত্রাণি তৈর্বিচিত্রৈর্বিভূষণৈঃ ॥ ১৭
ব্যরাজয়ত বৈদেহী বেশ্ম তৎ সুবিভূষিতা।
উদ্যতোঽংশুমতঃ কালে খং প্রভেব বিবস্বতঃ ॥ ১৮
তাং ভুজাভ্যাং পরিষ্বজ্য শ্বশ্রূর্বচনমব্রবীৎ।
অনাচরন্তীং কৃপণং মূর্ধ্ন্যুপাঘ্রায় মৈথিলীম্ ॥ ১৯
অসত্যঃ সর্বলোকেঽস্মিন্ সততং সৎকৃতাঃ প্রিয়ৈঃ।
ভর্তারং নাভিমন্যন্তে বিনিপাতগতং স্ত্রিয়ঃ ॥ ২০
এষ স্বভাবো নারীণামনুভূয় পুরা সুখম্।
অল্পামপ্যাপদং প্রাপ্য দুষ্যন্তি প্রজহত্যপি ॥ ২১
অসত্যশীলা বিকৃতা দুর্গা অহৃদয়াঃ সদা
অসত্যঃ পাপসঙ্কল্পাঃ ক্ষণমাত্রবিরাগিণঃ ॥ ২২

কৈকেয়ী এরূপ কষ্ট দিলেও আমার মৃত্যু হইতেছে না; এই জন্যই আমাকে এই সম্মুখবর্ত্তী পাবককল্প পবিত্র পুত্রেরও সূক্ষ্ম-বসন পরিত্যাগান্তে চীরপরিধান দেখিতে হইল! হা! এই বররূপ ছলপূর্ব্বক স্বার্থসাধনে যত্নবতী এক কৈকেয়ীর জন্য সকলেই কষ্ট পাইতেছে। ১—৭। ভূপতি দশরথ সেইরূপ বিলাপ করিয়া রামকে "রাম!" বলিয়া একবার সম্বোধন মাত্র করত বাষ্পরুদ্ধকণ্ঠ হইয়া বক্তব্যবিষয়ের কিছুমাত্রও বলিতে পারিলেন না; প্রত্যুত মুহূর্ত্তকাল অচেতন হইয়া রহিলেন। পরে তিনি চেতনা পাইয়া অশ্রুপূর্ণনেত্রে সুমন্ত্র সারথিকে বলিলেন, "সুমন্ত্র! তুমি যাইয়া বহনমাত্রযোগ্য রথ উৎকৃষ্ট অশ্বগণে যোজিত করিয়া আইস এবং এই মহাভাগ রামকে তাহাতে আরোহণ করাইয়া জনপদের বাহিরে লইয়া যাও। রাম, বীর ও সাধুচরিত্র হইয়াও যে পিতা-মাতাকর্ত্তৃক নির্ব্বাসিত হইতেছেন, ইহাতে আমার বোধ হয়,—শাস্ত্রে গুণবান ব্যক্তিদের ফল এইরূপই কথিত হইয়াছে। ৮—১১। রাজা দশরথের কথা শুনিয়া সুমন্ত্র সারথি দ্রুত গমনে সম্যক্ অলঙ্কৃত রথে অশ্ব যোজনা করিয়া তথায় ফিরিয়া আসিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে রাজনন্দন রামকে বলিলেন "এই স্বর্ণভূষিত রথে উৎকৃষ্ট অশ্ব যোজিত হইয়াছে।" পরে সর্ব্বপ্রকার শুচি সেই দেশকালাভিজ্ঞ রাজা দশরথ কোষাধ্যক্ষকে তাঁহার অভিপ্রেত বাক্য বলিলেন —"তুমি শীঘ্র বিদেহনন্দিনী সীতার জন্য এই চতুর্দ্দশ বৎসরের উপযুক্ত মহামূল্য বসন ও উৎকৃষ্ট ভূষণ সকল আনয়ন কর।" ১২—১৫। কোষাধ্যক্ষ রাজা দশরথকর্ত্তৃক সেইরূপ আদিষ্ট হইয়া তখনই কোষাগারে যাইয়া আহরণপূর্ব্বক সীতা দেবীকে সেই সকল প্রদান করিলেন। বন-গমনোদ্যতা, শুভলক্ষণজাতা, বিদেহদুহিতা সীতা দেবীও সেই সকল বিচিত্র ভূষণে শুভলক্ষণসম্পন্ন অঙ্গ অলঙ্কৃত করিলেন এবং সম্যক্ বিভূষিতা হইয়া, উদয়কালে সূর্য্যের আভা যেরূপ আকাশ শোভিত করে, সেইরূপ সেই গৃহ শোভিত করিলেন। পরে সেই ক্ষুদ্রাচার-হীনা মিথিলারাজদুহিতা সীতা দেবীর শ্বশ্রূ কৌশল্যা দেবী তাঁহাকে আলিঙ্গনপূর্ব্বক তাঁহার মস্তকের ঘ্রাণ লইয়া তাঁহাকে বলিলেন। ১৬—১৯। "যে সকল স্ত্রীলোকেরা স্বামিকর্ত্তৃক নিয়ত সংকৃত হইয়া বিপৎকালে স্বামীর সম্মান না করে, সকলে তাহাদিগকে অসতী বলিয়া কীর্ত্তন করে। সেই অসতী নারীদিগের এইরূপ স্বভাব যে, তাহারা পূর্ব্বে যথেষ্ট সুখভোগ করিয়া বিপৎকালে অত্যল্পমাত্র দুঃখ পাইয়াই স্বামীর প্রতি বহু দুর্ব্বাক্য প্রয়োগ করিয়া থাকে; এমন কি, অবশেষে স্বামীকে পরিত্যাগও করে। কেহই মন্দস্বভাবা পাপমনোরথা যুবতীদিগের আন্তরিক অভিপ্রায় জানিতে পারে না; কেননা, তাহাদিগের অন্তঃকরণ সর্ব্বদা দৃঢ় থাকে না,—তাহারা ক্ষণমাত্রেই বিকারপ্রাপ্তা হইয়া পূর্ব্বানুরাগ পরিত্যাগ

ন কুলং ন কৃতং বিদ্যা ন দত্তং নাপি সংগ্রহঃ।
স্ত্রীণাং গৃহ্ণাতি হৃদয়মনিত্যহৃদয়া হি তাঃ ॥ ২৩
সাধ্বীনাং তু স্থিতানান্তু শীলে সত্যে শ্রুতে স্থিতে।
স্ত্রীণাং পবিত্রং পরমং পতিরেকো বিশিষ্যতে ॥ ২৪
স ত্বয়া নাবমন্তব্যঃ পুত্রঃ প্রব্রাজিতো বনম্।
তব দেবসমস্ত্বেষ নির্দ্ধনঃ সধনোঽপি বা ॥ ২৫
বিজ্ঞায় বচনং সীতা তস্যা ধর্ম্মার্থসংহিতম্।
কৃতাঞ্জলিরুবাচেদং শ্বশ্রূমভিমুখে স্থিতা ॥ ২৬
করিষ্যে সর্ব্বমেবাহং আর্য্যা যদনুশাস্তি মাম্।
অভিজ্ঞাস্মি যথা ভর্ত্তুর্বর্ত্তিতব্যং শ্রুতঞ্চ মে ॥ ২৭
ন মামসজ্জনেনার্য্যে সমানয়িতুমর্হতি।
ধর্ম্মাদ্বিচলিতুং নাহমলং চন্দ্রাদিব প্রভা ॥ ২৮
নাতন্ত্রী বিদ্যতে বীণা নাচক্রো বিদ্যতে রথঃ।
নাপতিঃ সুখমেধেত যা স্যাদপি শতাত্মজা ॥ ২৯
মিতং দদাতি হি পিতা মিতং ভ্রাতা মিতং সুতঃ।
অমিতস্য তু দাতারং ভর্ত্তারং কা ন পূজয়েৎ ॥ ৩০

সাহমেবং গতা শ্রেষ্ঠা শ্রুতধর্ম্মপরাবরা।
আর্য্যে কিমবমন্যেঽহং স্ত্রীণাং ভর্ত্তা হি দৈবতম্ ॥ ৩১
সীতায়া বচনং শ্রুত্বা কৌশল্যা হৃদয়ঙ্গমম্।
শুদ্ধসত্ত্বা মুমোচাশ্রু সহসা দুঃখহর্ষজম্ ॥ ৩২
তাং প্রাঞ্জলিরভিপ্রেক্ষ্য মাতৃমধ্যেঽতিসৎকৃতাম্।
রামঃ পরমধর্ম্মাত্মা মাতরং বাক্যমব্রবীৎ ॥ ৩৩
অম্ব মা দুঃখিতা ভূত্বা পশ্যেস্ত্বং পিতরং মম।
ক্ষয়োঽপি বনবাসস্য ক্ষিপ্রমেব ভবিষ্যতি ॥ ৩৪
সুপ্তায়াস্তে গমিষ্যন্তি নব বর্ষাণি পঞ্চ চ।
সমগ্রমিহ সম্প্রাপ্তং মাং দ্রক্ষ্যসি সুহৃদ্বৃতম্ ॥ ৩৫
এতাবদভিনীতার্থমুক্ত্বা স জননীং বচঃ।
ত্রয়ঃশতশতার্দ্ধা হি দদর্শাবেক্ষ্য মাতরঃ ॥ ৩৬
তাশ্চাপি স তথৈবার্ত্তা মাতৄর্দশরথাত্মজঃ।
ধর্ম্মযুক্তমিদং বাক্যং নিজগাদ কৃতাঞ্জলিঃ ॥ ৩৭
সংবাসাৎ পরুষং কিঞ্চিদজ্ঞানাদপি যৎ কৃতম্।

করে; তখন স্বামীর কুল, বিদ্যা, উপকার, ভূষণাদি-দান এবং দোষ দেখিয়া উপেক্ষা প্রভৃতি সদ্গুণ-সমূহ তাহাদিগের মনোবৃত্তিরোধ করিতে পারে না। ২০—২৩। যাঁহারা গুরুদিগের আদেশক্রমে কুলোচিত নিয়মানুবর্ত্তী থাকেন, সেই সদাচারা পতিব্রতা সত্যবাদিনী রমণীদিগের দৃঢ় বিশ্বাস এই যে, একমাত্র স্বামীই পরম পুণ্যজনক; তাঁহা ব্যতীত আর কেহই সমধিক পুণ্যসম্পাদক নহে। অতএব তুমি আমার এই বনবাসিত পুত্রের অবমাননা করিও না; ইনি ধনীই হউন, বা দরিদ্রই হউন্, তোমার ইষ্টদেব-তুল্য।' ২৪—২৫। সেই সম্মুখবর্ত্তিনী শ্বশ্রূ কৌশল্যা দেবীর পূর্ব্বোক্ত ধর্ম্মার্থযুক্ত বাক্য শুনিয়া সীতা দেবী কৃতাঞ্জলিপুটে তাঁহাকে বলিলেন, "আর্য্যে! আপনি আমাকে যাহা যাহা আদেশ করিলেন, আমি তাহা সবই করিব; পরন্তু স্বামীর প্রতি যেরূপ ব্যবহার করা কর্ত্তব্য, সেবিষয়ে আমি অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছি; পূর্ব্বে তদ্বিষয়ে মাতা-পিতা আমাকে যথেষ্ট উপদেশ দিয়াছেন। আর্য্যে! আপনি আমাকে অসতীদিগের সহিত তুলনা করিবেন না; যেরূপ চন্দ্র হইতে প্রভা বিচলিত হয় না, সেইরূপ আমিও ধর্ম্ম হইতে বিচলিতা হইব না। যেরূপ তন্ত্রীহীন বীণা বাজে না এবং চক্রবিহীন রথ যাইতে পারে না, সেইরূপ পতিবিহীনা ললনা শত পুত্র-সত্ত্বেও সুখ-ভোগে সমর্থা হয় না। কি পিতা, কি ভ্রাতা, কি পুত্র, সকলেই পরিমিত সুখ দিয়া থাকেন, স্বামীই কেবল অপরিমিত সুখ দেন; সুতরাং কোন্ ললনা তাঁহাকে পূজা না করিয়া থাকিতে পারে? ২৬—৩০। মাননীয়ে! আমি গুরুদিগের মুখে পতিব্রতাদিগের সামান্য ও বিশেষ ধর্ম্মের কথা শুনিয়াছি এবং 'নারীদিগের স্বামীই দেবতা' ইহাও জানি; আমি কি স্বামীকে অবমাননা করিতে পারি?" সীতা দেবীর সেই হৃদয়ানন্দদায়ক কথা শুনিয়া, বিশুদ্ধসত্ত্বসম্পন্না কৌশল্যা দেবীর লোচনদ্বয় হইতে যুগপৎ শোক এবং হর্ষজনিত অশ্রুধারা নির্গত হইল। পরে পরমধর্ম্মাত্মা রাম সেই মাতৃবর্গমধ্যে অতীব মান্যা নিজের জননী কৌশল্যা দেবীকে প্রদক্ষিণ করিয়া বলিলেন, "মাতঃ! আপনি দুঃখিত হইয়া পিতা দশরথের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিবেন না; কেননা শীঘ্রই আমার বনবাস-কাল ফুরাইবে,—আপনি এই চতুর্দ্দশ বৎসর একযুগ নিদ্রাতেই (অতি শীঘ্রই) অতিবাহিত করিয়া দিবেন এবং তৎপরেই আপনি আমাকে কুশলী ও বন্ধুবর্গ-পরিবৃত হইয়া এখানে সমাগত দেখিতে পাইবেন।" ৩১—৩৫। দশরথনন্দন রাম, জননীকে সেইরূপ নীতিসম্মত কথা বলিয়া সেই সাড়েসাতশত বিমাতা-দিগের প্রত্যেককে সেই সময়োচিত রীতি-অনুসারে দর্শন করিলেন এবং তাঁহাদিগের প্রত্যেককর্ত্তৃক সেইরূপে দৃষ্ট হইলেন। পরে তিনি কৃতাঞ্জলি হইয়া আপনার গর্ভধারিণী জননীর ন্যায় সেই দুঃখিতা বিমাতাদিগকে ধর্ম্মযুক্ত বাক্য বলিলেন, জননীগণ! নিয়ত একত্র বাসহেতু অজ্ঞানবশতঃ যদি আমি আপনাদিগকে কোন পরুষ বাক্য বলিয়া থাকি, অথবা

তন্মে সমুপজানীত সর্ব্বাশ্চামন্ত্রয়ামি বঃ॥ ৩৮
বচনং রাঘবস্যৈতদ্ধর্ম্মযুক্তং সমাহিতম্।
শুশ্রুবুস্তাঃ স্ত্রিয়ঃ সর্ব্বাঃ শোকোপহতচেতসঃ॥ ৩৯
জজ্ঞেঽথ তাসাং সন্নাদঃ ক্রৌঞ্চীনামিব নিস্বনঃ।
মানবেন্দ্রস্য ভার্য্যাণামেবং বদতি রাঘবে॥ ৪০
মুরজপণবমেঘঘোষবদ্-
দশরথবেশ্ম বভূব যৎ পুরা।
বিলপিতপরিদেবনাকুলং
ব্যসনগতং তদভূৎ সুদুঃখিতম্॥ ৪১

ইত্যযোধ্যাকাণ্ডে একোনচত্বারিংশঃ সর্গঃ॥ ৩৯

চত্বারিংশঃ সর্গঃ।

অথ রামশ্চ সীতা চ লক্ষ্মণশ্চ কৃতাঞ্জলিঃ।
উপসংগৃহ্য রাজানং চক্রুর্দীনাঃ প্রদক্ষিণম্॥ ১
তং চাপি সমনুজ্ঞাপ্য ধর্ম্মজ্ঞঃ সহ সীতয়া।
রাঘবঃ শোকসংমূঢ়ো জননীমভ্যবাদয়ৎ॥ ২
অন্বক্ষং লক্ষ্মণো ভ্রাতুঃ কৌসল্যামভ্যবাদয়ৎ।
অথ মাতুঃ সুমিত্রায়া জগ্রাহ চরণৌ পুনঃ॥ ৩

আপনাদিগের কোন অনিষ্ট করিয়া থাকি, তবে এক্ষণে আপনারা সেই আমার দোষ ক্ষমা করুন; আপনাদিগের নিকট আমি ক্ষমা চাহিতেছি। ৩৬—৩৮। সেই সকল মহিলারা, রঘুনন্দন রামের সেই ধর্ম্মযুক্ত সময়োচিত বাক্য শুনিয়া শোকে কাতর হইলেন। রঘুনন্দন রাম ইহা বলিলে, নরেন্দ্র দশরথের সেই পত্নীদিগের, ক্রৌঞ্চীগণের ন্যায় শোকজনিত ধ্বনি উত্থিত হইল। যে দশরথের গৃহ পূর্ব্বে মুরজ, পণব ও মেঘনাদক বাদ্যযন্ত্রের ধ্বনিতে মুখরিত হইয়া আনন্দিত থাকিত, এইক্ষণ তাহাই মহিলাগণের বিলাপ ও রোদনধ্বনিতে প্রতিধ্বনিতে হইয়া বিপদ্-গ্রস্ত ও অত্যন্ত দুঃখিত হইল। ৩৯—৪১।

চত্বারিংশ সর্গ।

পরে রাম, লক্ষ্মণ ও সীতা দেবী কৃতাঞ্জলিপুটে, দীনভাবে রাজা দশরথকে প্রণামান্তে প্রদক্ষিণ করিলেন। রাম ধর্ম্মানুসারে বনগমনে তাঁহার আজ্ঞা লইয়া মাতৃশোকে কাতর হইয়া সীতা দেবীর সহিত তাঁহাকে অভিবাদন করিলেন। তখন লক্ষ্মণ, অগ্রে রাম-মাতা কৌসল্যা দেবীকে অভিবাদন করিয়া পরে স্বীয় জননী সুমিত্রা দেবীরও চরণ বন্দনা করিলেন।

তং বন্দমানং রুদতী মাতা সৌমিত্রিমব্রবীৎ।
হিতকামা মহাবাহুং মূর্দ্ধ্ন্যুপাঘ্রায় লক্ষ্মণম্॥ ৪
সৃষ্টস্ত্বং বনবাসায় স্বনুরক্তঃ সুহৃজ্জনে।
রামে প্রমাদং মা কার্ষীঃ পুত্র ভ্রাতরি গচ্ছতি॥ ৫
ব্যসনী বা সমৃদ্ধো বা গতিরেষ তবানঘ।
এষ লোকে সতাং ধর্ম্মো যজ্জ্যেষ্ঠবশগো ভবেৎ॥ ৬
ইদং হি বৃত্তমুচিতং কুলস্যাস্য সনাতনম্।
দানং দীক্ষা চ যজ্ঞেষু তনুত্যাগো মৃধেষু হি॥ ৭
রামং দশরথং বিদ্ধি মাং বিদ্ধি জনকাত্মজাম্।
অযোধ্যামটবীং বিদ্ধি গচ্ছ তাত যথাসুখম্॥ ৮
লক্ষ্মণং ত্বেবমুক্ত্বাসৌ সংসিদ্ধং প্রিয়রাঘবম্।
সুমিত্রা গচ্ছ গচ্ছেতি পুনঃপুনরুবাচ তম্॥ ৯
ততঃ সুমন্ত্রঃ কাকুৎস্থং প্রাঞ্জলির্বাক্যমব্রবীৎ।
বিনীতো বিনয়জ্ঞশ্চ মাতলির্বাসবং যথা॥ ১০
রথমারোহ ভদ্রং তে রাজপুত্র মহাযশঃ।
ক্ষিপ্রং ত্বাং প্রাপয়িষ্যামি যত্র মাং রাম বক্ষ্যসে॥ ১১
চতুর্দ্দশ হি বর্ষাণি বস্তব্যানি বনে ত্বয়া।

পুত্র-হিতার্থিনী সুমিত্রা দেবীও কাঁদিতে কাঁদিতে বন্দনাতৎপর স্বীয় আনন্দবর্দ্ধন নন্দন মহাবাহু লক্ষ্মণের মস্তক আঘ্রাণ করিয়া তাঁহাকে বলিলেন। ১—৪। "পুত্র! তুমি রামের অত্যন্ত অনুরক্ত; অতএব আমি তোমাকে বনবাসের জন্য অনুমতি দিলাম। নিষ্পাপ! তুমি ঐ বনগামী জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা রামের সেবায় অমনোযোগ করিও না; কেন না, ইহলোকে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার অনুবর্ত্তী হওয়াই পরম ধর্ম্ম সাধুগণ ইহা কহিয়াছেন; সুতরাং উনি সমৃদ্ধিশালীই হউন আর বিপদ্‌গ্রস্তই হউন, উনিই তোমার গতি। এই ইক্ষ্বাকুবংশীয়দিগের দান, যজ্ঞ, দীক্ষাগ্রহণ ও যুদ্ধে প্রাণত্যাগ এ সমস্ত বংশ-পরম্পরাগত অবশ্য-কর্ত্তব্য চিরন্তন পদ্ধতি; তুমি তাহা পালন করিতে যত্নবান্ হও। পুত্র! তুমি রামকে দশরথতুল্য, জনকনন্দিনী সীতাকে আমার ন্যায় এবং অরণ্যকে অযোধ্যাবৎ জ্ঞান করিয়া সুখে গমন কর।" ৫—৮। সুমিত্রা দেবী বনগমনে দৃঢ়সঙ্কল্প প্রিয় পুত্র রঘুকুল-নন্দন লক্ষ্মণকে ঐরূপ বলিয়া তাঁহাকে বারংবার "যাও! যাও!" বলিতে লাগিলেন। পরে মাতলি মহেন্দ্রকে যেরূপে বলেন, সেইরূপে বিনয়কুশল সুমন্ত্র সারথি বিনয়াবনত ও কৃতাঞ্জলি হইয়া কাকুৎস্থ রামকে বলিলেন, "মহাযশঃ রাজনন্দন! কৈকেয়ী দেবীর নিয়োগপ্রযুক্ত আপনাকে যে চতুর্দ্দশ বৎসর বনে বাস করিতে হইবে, আজ

তান্যুপক্রমিতব্যানি যানি দেব্যা প্রচোদিতঃ॥ ১২
তং রথং সূর্য্যসঙ্কাশং সীতা হৃষ্টেন চেতসা।
আরুরোহ বরারোহা কৃত্বালঙ্কারমাত্মনঃ॥ ১৩
বনবাসং হি সংখ্যায় বাসাংস্যাভরণানি চ।
ভর্ত্তারমনুগচ্ছন্ত্যৈ সীতায়ৈ শ্বশুরো দদৌ॥ ১৪
তথৈবায়ুধজাতানি ভ্রাতৃভ্যাং কবচানি চ।
রথোপস্থে প্রবিন্যস্য সচর্ম্ম কঠিনঞ্চ যৎ॥ ১৫
অথো জ্বলনসঙ্কাশং চামীকরবিভূষিতম্।
তাবারুরুহতুস্তূর্ণং ভ্রাতরৌ রামলক্ষ্মণৌ॥ ১৬
সীতাতৃতীয়ানারূঢ়ান্ দৃষ্ট্বা রথমচোদয়ৎ।
সুমন্ত্রঃ সম্মতানশ্বান্ বায়ুবেগসমান্ জবে॥ ১৭
প্রয়াতে তু মহারণ্যং চিররাত্রায় রাঘবে।
বভূব নগরে মূর্চ্ছা বলমূর্চ্ছা জনস্য চ॥ ১৮
তৎ সমাকুলসম্ভ্রান্তং মত্তসঙ্কুপিতদ্বিপম্।
হয়শিঞ্জিতনির্ঘোষং পুরমাসীন্মহাস্বনম্॥ ১৯
ততঃ সবালবৃদ্ধা সা পুরী পরমপীড়িতা।
রামমেবাভিদুদ্রাব ঘর্ম্মার্ত্তঃ সলিলং যথা॥ ২০
পার্শ্বতঃ পৃষ্ঠতশ্চাপি লম্বমানাস্তদুন্মুখাঃ।
বাষ্পপূর্ণমুখাঃ সর্ব্বে তমূচুর্ভৃশনিস্বনাঃ॥ ২১
সংযচ্ছ বাজিনাং রশ্মীন্ সূত যাহি শনৈঃ শনৈঃ।
মুখং দ্রক্ষ্যাম রামস্য দুর্দর্শং নো ভবিষ্যতি॥ ২২
আয়সং হৃদয়ং নূনং রামমাতুরসংশয়ম্।
যদ্দেবগর্ভপ্রতিমে বনং যাতি ন ভিদ্যতে॥ ২৩
কৃতকৃত্যা হি বৈদেহী ছায়েবানুগতা পতিম্।
ন জহাতি রতা ধর্ম্মে মেরুমর্কপ্রভা যথা॥ ২৪
অহো লক্ষ্মণ সিদ্ধার্থঃ সততং প্রিয়বাদিনম্।
ভ্রাতরং দেবসঙ্কাশং যস্ত্বং পরিচরিষ্যসি॥ ২৫
মহত্যেষা হি তে বুদ্ধিরেষ চাভ্যুদয়ো মহান্।
এষ স্বর্গস্য মার্গশ্চ যদেনমনুগচ্ছসি॥ ২৬
এবং বদন্তস্তে সেহুঃ ন শেকুর্বাষ্পমাগতম্।
নরাস্তমনুগচ্ছন্তঃ প্রিয়মিক্ষ্বাকুনন্দনম্॥ ২৭
অথ রাজা বৃতঃ স্ত্রীভির্দীনাভির্দীনচেতনঃ।

হইতেই আপনার সেই বনবাস আরম্ভ করা উচিত, অতএব আপনার মঙ্গল হউক,—আপনি এই রথে আরোহণ করুন; রাম! আপনি আমাকে যেখানে লইয়া যাইতে বলিবেন, আমি আপনাকে সত্বর সেইখানেই লইয়া যাইব।" ৯—১২। তৎপরে বরারোহা সীতাদেবী অলঙ্কার পরিধান করি। প্রীতচিত্তে সেই সূর্য্যসম-দীপ্তিশালী রথে আরোহণ করিলেন। পরে রাম ও লক্ষ্মণ এই দুই ভ্রাতাও শীঘ্র সেই স্বর্ণ-ভূষিত বহ্নির ন্যায় দ্যুতি সম্পন্ন রথে উঠিলেন। পরে শ্বশুর রাজা দশরথ স্বামীর অনুগামিনী সীতা দেবীকে গণনাপূর্ব্বক চতুর্দ্দশ বৎসরের উপযুক্ত যে সকল বস্ত্র ও আভরণ দিয়াছিলেন, তৎসমস্ত এবং রাম ও লক্ষ্মণ এই দুই ভ্রাতা যে সকল অস্ত্র ও কবচ আনিয়াছিলেন, তৎসমুদায় ও চর্ম্মবদ্ধ পেটক রথে রাখিয়া তাঁহারা সকলে তাহাতে আরোহণ করিলেন দেখিয়া সুমন্ত্র সারথি সেই বায়ুতুল্য দ্রুতগামী অশ্বদিগকে চালিত করিলেন। ১৩—১৭। রঘুনন্দন রাম দীর্ঘকালের জন্য নিবিড় কাননে যাইতে প্রবৃত্ত হইলে, অযোধ্যাবাসী মানুষ, অশ্ব ও গজ প্রভৃতি সমস্ত প্রাণীরই মোহ হইল; সেই নগরী, ইতিকর্ত্তব্যতা-বিহীন ও রামের সঙ্গে যাইবার জন্য ত্বরান্বিত প্রমত্ত মানবগণে এবং রাম বিয়োগে ক্রোধযুক্ত হস্তিগণে সমাকুলা এবং অশ্বভূষণশব্দে প্রতিধ্বনিতা হইয়া তুমুল শব্দের আশ্রয়স্থান হইল। পরে সেই নগরনিবাসী বালক ও বৃদ্ধ প্রভৃতি সকল ব্যক্তিই অত্যন্ত পীড়িত হইয়া গ্রীষ্মার্ত্তব্যক্তিগণের জলাশয়াভিমুখে গমনের ন্যায় রামের অভিমুখে দ্রুত গমন করিল। অনেকে সেই রথের পার্শ্ব ও পৃষ্ঠদেশ আশ্রয়পূর্ব্বক লম্বমান হইয়া সুমন্ত্রের দিকে চাহিয়া অশ্রুজলে বদনমণ্ডল প্লাবিত করত উচ্চৈঃস্বরে তাঁহাকে বলিল, "সূত! তুমি অশ্বগণের রশ্মি সংযত কর এবং ধীরে ধীরে যাও; আমরা একবার রামের মুখখানি দেখিতে ইচ্ছা করি; কেননা অল্পক্ষণ পরে তাহা আর আমরা দেখিতে পাইব না। ১৮—২২। এই দেবকুমার সদৃশ রাম বনগমনে প্রবৃত্ত হইলেও যে ইহার মায়ের হৃদয় ফাটিয়া যাইতেছে না, ইহাতে আমরা নিশ্চয়ই বোধ করিতেছি যে, তাঁহার হৃদয় লৌহনির্ম্মিত। যেমন সূর্য্যকিরণ মেরু গিরিকে পরিত্যাগ করে না, সেইরূপ এই ধর্ম্মনিরতা বিদেহ-দুহিতা সীতা দেবী স্বামীকে পরিত্যাগ না করিয়া সতত স্বামীর অনুগামিনী ছায়ার ন্যায় তাঁহার অনুগতা হইয়া সম্যক্‌রূপে কর্ত্তব্য কার্য্য পালন করিতেছেন।—লক্ষ্মণ! তুমিও বনে এই নিয়ত-প্রিয়বাদী দেবোপম ভ্রাতা রামের পরিচর্য্যা করিতে উদ্যত হইয়া কৃতকার্য্য হইয়াছ! লক্ষ্মণ! তুমি যে বুদ্ধি অনুসারে রামের সঙ্গে যাইতেছ, তোমার সেই বুদ্ধি অতীব উত্তম; কেননা উহাই ইহলোকে পর্য্যাপ্ত ঐশ্বর্য্যলাভ ও পরকালে স্বর্গপ্রাপ্তির কারণ।" এইরূপ বলিতে বলিতে সেই প্রিয় ইক্ষ্বাকুনন্দন রামের অনুগামী ব্যক্তিগণ নয়নজল আর রোধ করিতে পারিল না। ২৩—২৭। পরে

নির্জগাম প্রিয়ং পুত্রং দ্রক্ষ্যামীতি ব্রুবন্ গৃহাৎ ॥ ২৮
শুশ্রুবে চাগ্রতঃ স্ত্রীণাং রুদতীনাং মহাস্বনঃ ।
যথা নাদঃ করেণূনাং বদ্ধে মহতি কুঞ্জরে ॥ ২৯
পিতা হি রাজা কাকুৎস্থঃ শ্রীমান্ সন্নস্তদা বভৌ ।
পরিপূর্ণঃ শশী কালে গ্রহেণোপপ্লুতে যথা ॥ ৩০
স চ শ্রীমানচিন্ত্যাত্মা রামো দশরথাত্মজঃ ।
সূতং সঞ্চোদয়ামাস ত্বরিতং বাহ্যতামিতি ।
রামো যাহীতি তং সূতং তিষ্ঠেতি চ জনস্তদা ।
উভয়ং নাশকৎ সূতঃ কর্ত্তুমধ্বনি চোদিতঃ ॥ ৩২
নির্গচ্ছতি মহাবাহৌ রামে পৌরজনাশ্রুভিঃ ।
পতিতৈরভ্যবহিতং প্রশশাম মহীরজঃ ॥ ৩৩
রুদিতাশ্রুপরিদ্যূনং হাহাকৃতমচেতনম্
প্রয়াণে রাঘবস্যাসীৎ পুরং পরমপীড়িতম্ ॥ ৩৪
সুস্রাব নয়নৈঃ স্ত্রীণামস্রমায়াসসম্ভবম্ ।
মীনসঙ্ক্ষোভচলিতৈঃ সলিলং পঙ্কজৈরিব ॥ ৩৫
দৃষ্ট্বা তু নৃপতিঃ শ্রীমানেকচিত্তগতং পুরম্ ।
নিপপাতৈব দুঃখেন কৃত্তমূল ইব দ্রুমঃ ॥ ৩৬
ততো হলহলাশব্দো জজ্ঞে রামস্য পৃষ্ঠতঃ ।
নরাণাং প্রেক্ষ্য রাজানং সীদন্তং ভৃশদুঃখিতম্ ॥ ৩৭
হা রামেতি জনাঃ কেচিদ্রামমাতেতি চাপরে ।
অন্তঃপুরসমৃদ্ধঞ্চ ক্রোশন্তং পর্য্যদেবয়ন্ ॥ ৩৮
অন্বীক্ষমাণো রামস্তু বিষণ্ণং ভ্রান্তচেতসম্ ।
রাজানং মাতরঞ্চৈব দদর্শানুগতৌ পথি ॥ ৩৯
স বদ্ধ ইব পাশেন কিশোরো মাতরং যথা ।
ধর্ম্মপাশেন সংযুক্তঃ প্রকাশং নাভ্যুদৈক্ষত ॥ ৪০
পদাতিনৌ চ যানার্হাবদুঃখার্হৌ সুখোচিতৌ ।
দৃষ্ট্বা সঞ্চোদয়ামাস শীঘ্রং যাহীতি সারথিম্ ॥ ৪১
ন হি তৎ পুরুষব্যাঘ্রো দুঃখজং দর্শনং পিতুঃ ।
মাতুশ্চ সহিতুং শক্তস্তোত্ত্রৈর্নুন্ন ইব দ্বিপঃ ॥ ৪২
প্রত্যগারমিবায়ান্তী সবৎসা বৎসকারণাৎ ।
বদ্ধবৎসা যথা ধেনূ রামমাতাভ্যধাবত ॥ ৪৩
তথা রুদন্তীং কৌসল্যাং রথং তমনুধাবতীম্ ।
ক্রোশন্তীং রাম রামেতি হা সীতে লক্ষ্মণেতি চ ॥ ৪৪
রামলক্ষ্মণসীতার্থং স্রবন্তীং বারি নেত্রজম্ ।

দীনচিত্ত রাজা দশরথ, দীনা ললনাগণে পরিবৃত হইয়া "প্রিয় পুত্রকে দেখিব" ইহা বলিতে বলিতে গৃহ হইতে বাহির হইলেন। তখন যেরূপ সর্ব্বপ্রধান হস্তী বদ্ধ হইলে করিণীগণ তুমুল শব্দ করিয়া থাকে, সেইরূপ সেই রোদনকারিণী মহিলাগণ তুমুল শব্দ করিতে লাগিলেন। পর্ব্বকালে পূর্ণচন্দ্র রাহুগ্রস্ত হইয়া যেরূপ অবসন্ন হন, শ্রীমান্ কাকুৎস্থ রাম-পিতা রাজা দশরথও তৎকালে সেইরূপ অবসন্নভাবে প্রকাশমান হইতে লাগিলেন। পরে সেই শ্রীমান্ অচিন্ত্যাত্মা দশরথনন্দন রাম, সুমন্ত্র সারথিকে বলিলেন "শীঘ্র রথ চালাও" এবং দর্শকগণ তাঁহাকে "রথ রাখ" ইহা বলিতে লাগিল; কিন্তু পথি-মধ্যে সেইরূপ উভয়বিধ কার্য্যে নিযুক্ত হইয়া, তিনি একটী কার্য্যও সুচারুরূপে সম্পন্ন করিতে পারিলেন না। মহাবাহু রাম, পুরী হইতে বহির্গমন করিতে প্রবৃত্ত হইলে, পৌরগণের নয়নসলিলে পথের ধূলি-পটল প্রশান্ত হইল। তৎকালে সেই নগরীর সকল স্থানই পরম-পীড়িত ও অচেতনবৎ হইয়া হাহাকার-শব্দে রোদনকারী পৌরগণের অশ্রুজলে অভিষিক্ত হইল। যেরূপ মীন-সঞ্চালিত পদ্ম হইতে জল ক্ষরিত হয়, সেইরূপ তখন অন্তঃপুরচারিণী কামিনীগণেরও নয়ন হইতে শোকাশ্রু ঝরিতে লাগিল। ২৮—৩৫। পরে সেই শ্রীমান্ নরপতি দশরথ, সমস্ত পুরবাসীদিগকেই রামবিয়োগে সমানদুঃখিত দেখিয়া অতিশয় দুঃখিত হইয়া, ছিন্নমূল বৃক্ষের ন্যায় ভূপতিত হইলেন। পরে রাজা দশরথকে বিষম দুঃখে মূর্চ্ছিত হইতে দেখিয়া রামের পশ্চাৎদেশবর্ত্তী লোকদিগের মুখ হইতে তুমুল কোলাহল-ধ্বনি উত্থিত হইল। পরে রাজা দশরথকে, উঠিয়া পত্নীবর্গের সহিত রোদন করিতে দেখিয়া অনেকে "হা রাম!" এবং অনেকে "রাম! রাম!" বলিয়া বিলাপ করিতে লাগিল। তখন রাম পশ্চাৎদিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া ভ্রান্তচিত্ত ও অতিবিষণ্ণ পিতা ও মাতাকে রাজপথপর্য্যন্ত আসিতে দেখিলেন; কিন্তু পাশে আবদ্ধ ঘোটকশিশু যেরূপ স্বীয় জননীর প্রতি প্রকাশ্যভাবে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে পারে না, সেইরূপ তিনিও তৎকালে ধর্ম্মপাশে আবদ্ধ থাকায় প্রকাশ্যভাবে পিতা মাতাকে দেখিতে পারিলেন না; প্রত্যুত যান আরোহণে যাঁহাদিগের গমনাগমন হওয়া উচিত, সেই নিয়তসুখোচিত ও দুঃখ-ভোগের অযোগ্য মাতা-পিতাকে হাঁটিতে দেখিয়া সারথিকে "শীঘ্র যাও" এরূপ বলিলেন; কেননা অঙ্কুশ-আহত হস্তী যেমন সেই আঘাত সহ্য করিতে পারে না, সেইরূপ পুরুষশ্রেষ্ঠ রাম, মাতা ও পিতার সেইরূপ দুঃখজনক মূর্ত্তি দেখিয়া তাহা সহ্য করিতে পারিলেন না। ৩৬—৪২। তৎকালে যেরূপ বৎস-বৎসলা গাভী গোপ কর্ত্তৃক গৃহাভিমুখে নীয়মান স্বীয় বৎসের জন্য সেইদিকে ধাবমানা হয়, সেইরূপ রামজননী কৌসল্যা দেবী, রামেরই অভিমুখে ধাবিতা হইতে লাগিলেন। তিনি "হা রাম! হা সীতে! হা লক্ষ্মণ!" এই বলিয়া চীৎকারপূর্ব্বক

অসকৃৎ প্রৈক্ষত তদা নৃত্যন্তীমিব মাতরম্॥ ৪৫
তিষ্ঠেতি রাজা চুক্রোশ যাহি যাহীতি রাঘবঃ।
সুমন্ত্রস্য বভূবাত্মা চক্রয়োরিব চান্তরা॥ ৪৬
নাশ্রৌষমিতি রাজানমুপালব্ধোঽপি বক্ষ্যসি।
চিরং দুঃখস্য পাপিষ্ঠমিতি রামস্তমব্রবীৎ॥ ৪৭
স রামস্য বচঃ কুর্ব্বন্ননুজ্ঞাপ্য চ তং জনম্।
ব্রজতোঽপি হয়ান্ শীঘ্রং চোদয়ামাস সারথিঃ॥ ৪৮
ন্যবর্ত্তত জনো রাজ্ঞো রামং কৃত্বা প্রদক্ষিণম্।
মনসাপ্যাশুবেগেন ন ন্যবর্ত্তত মানুষম্॥ ৪৯
যমিচ্ছেৎ পুনরায়ান্তং নৈনং দূরমনুব্রজেৎ।
ইত্যমাত্যা মহারাজমূচুর্দশরথং বচঃ॥ ৫০
তেষাং বচঃ সর্ব্বগুণোপপন্নং
প্রস্বিন্নগাত্রঃ প্রবিষণ্ণরূপঃ।
নিশম্য রাজা কৃপণঃ সভার্য্যো
ব্যবস্থিতস্তং সুতমীক্ষমাণঃ॥ ৫১
ইত্যযোধ্যাকাণ্ডে চত্বারিংশঃ সর্গঃ॥ ৪০॥

তাঁহাদিগের জন্য অশ্রুজল পরিত্যাগ করিয়া রোদন করিতে করিতে যেন নৃত্য করত সেই রথের অনুগমন করিলেন। তখন রঘুনন্দন রাম নিজের জননীকে বারংবার দেখিতে লাগিলেন। ৪৩—৪৫। সেই সময়ে সুমন্ত্র সারথিকে, একদিকে রাজা দশরথ "রাখ রাখ" বলিতেছিলেন এবং অন্যদিকে রঘুনন্দন রাম "যাও! যাও"!" বলিতেছেন; অতএব তাঁহার চিত্ত চক্রদ্বয়ের মধ্যবর্ত্তী দণ্ডের ন্যায় অচল ছিল পরে রাম তাঁহাকে বলিলেন "বহুকালস্থায়ী দুঃখ অতিশয় অসহ্য হইয়া থাকে; সুতরাং তুমি দ্রুত গমন কর। পরে ফিরিয়া আসিয়া "আমি বারংবার থামিতে বলিলেও কেন তুমি রথ থামাও নাই" ভূপতি এইরূপ তিরস্কার করিলে তাঁহাকে "আমি শুনিতে পাই নাই" ইহা বলিও।" পরে সুমন্ত্র সারথি, রামেরই আদেশপালনে কৃতনিশ্চয় হইয়া সেই সকল ব্যক্তিকে প্রতিনিবৃত্ত হইতে বলিয়া সেই গমনশীল অশ্বদিগকে শীঘ্র গমনার্থ প্রেরণ করিলেন। তখন রাজভৃত্যগণ, রামকে প্রদক্ষিণ করিয়া তাঁহার অনুগমনে নিরস্ত হইল; কিন্তু তাহাদিগের চিত্ত ও অশ্রুবেগ নিবৃত্ত হইল না। পরে রাজা দশরথ, রামের অনুগামী হইলে অমাত্যগণ তাঁহাকে বলিলেন, "যাঁহার পুনরাগমন অভিলষিত, বহুদূর পর্য্যন্ত তাঁহার অনুগমন করা উচিত নহে" তাঁহাদিগের সেই বহুগুণ-যুক্ত কথা শুনিয়া, রাজা দশরথও পত্নীগণের সহিত বিষণ্ণ ও ঘর্ম্মাক্তদেহে দেখিতে দেখিতে দীনভাবে সেই স্থানেই থাকিলেন। ৪৬—৫১।

একচত্বারিংশঃ সর্গঃ।

তস্মিংস্তু পুরুষব্যাঘ্রে নিষ্ক্রামতি কৃতাঞ্জলৌ।
আর্ত্তশব্দো হি সঞ্জজ্ঞে স্ত্রীণামন্তঃপুরে মহান্॥ ১
অনাথস্য জনস্যাস্য দুর্ব্বলস্য তপস্বিনঃ।
যো গতিঃ শরণং চাসীৎ স নাথঃ ক নু গচ্ছতি॥ ২
ন ক্রুধ্যত্যভিশস্তোঽপি ক্রোধনীয়ানি বর্জ্জয়ন্।
ক্রুদ্ধান্ প্রসাদয়ন্ সর্ব্বান্ সমদুঃখঃ ক গচ্ছতি॥ ৩
কৌশল্যায়াং মহাতেজা যথা মাতরি বর্ত্ততে।
তথা যো বর্ত্ততেঽস্মাসু মহাত্মা ক নু গচ্ছতি॥ ৪
কৈকেয্যা ক্লিশ্যমানেন রাজ্ঞা সঙ্কোদিতো বনম্।
পরিত্রাতা জনস্যাস্য জগতঃ ক নু গচ্ছতি॥ ৫
অহো নিশ্চেতনো রাজা জীবলোকস্য সঙ্ক্ষয়ম্।
ধর্ম্মং সত্যব্রতং রামং বনবাসে প্রবৎস্যতি॥ ৬
ইতি সর্ব্বা মহিষ্যস্তা বিবৎসা ইব ধেনবঃ।
রুরুদুশ্চৈব দুঃখার্ত্তাঃ সস্বরঞ্চ বিচুক্রুশুঃ॥ ৭
স তমন্তঃপুরে ঘোরমার্ত্তশব্দং মহীপতিঃ।
পুত্রশোকাভিসন্তপ্তঃ শ্রুত্বা চাসীৎ সুদুঃখিতঃ॥ ৮

একচত্বারিংশ সর্গ।

বিনীত-স্বভাব,পুরুষশ্রেষ্ঠ রাম দ্রুতবেগে নগরী হইতে বহির্গমন করিতে উদ্যত হইলে,অন্তঃপুরচারিণী মহিলাদিগের দুঃখজনিত তুমুল কোলাহল উত্থিত হইল!—'যিনি এই সকল অনাথ বলবিহীন শোচনীয়াবস্থ ব্যক্তিদিগের গতি ও আশ্রয়স্থান ছিলেন, সেই প্রভু রাম আজ কোথায় যাইতেছেন! যিনি অভিশপ্ত হইয়াও ক্রোধ করিতেন না; বরং ক্রোধজনক কার্য্য পরিত্যাগ করিয়া সকলেরই ক্রোধ-শান্তি করিতেন এবং সকলেরই দুঃখে দুঃখী হইতেন,সেই রাম এক্ষণে কোথায় যাইতেছেন! যিনি নিজের জননী কৌসল্যা দেবীর সহিত যেরূপ ব্যবহার করিতেন, আমাদিগের সহিতও তদ্রূপ ব্যবহার করিতেন, সেই মহাতেজা মহাত্মা রাম এক্ষণে কোথায় যাইতেছেন। যিনি সকল জগতের পরিত্রাণকর্ত্তা ছিলেন; সেই রাম কৈকেয়ীকর্ত্তৃক ক্লিষ্ট রাজা দশরথকর্ত্তৃক বনগমনে নিয়োজিত হইয়া কোথায় যাইতেছেন!১—৫ হায়! এই রাজা দশরথ কি অজ্ঞান! যে, এই সমুদয় লোকের সুখহেতু সত্যব্রত সাক্ষাৎ ধর্ম্মস্বরূপ রামকে বনবাসে পাঠাইতেছেন!" এই বলিয়া সেই রাজমহিষীরা বৎসহারা গাভীর ন্যায় সাতিশয় দুঃখিত হইয়া উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে লাগিলেন। রাজা দশরথ একে পুত্রশোকে অত্যন্ত দুঃখিত ছিলেন, তাহাতে আবার মহিষীগণের সেই ঘোরতর বিলাপধ্বনি শুনিয়া আরও অধিক দুঃখিত হইলেন। রাম বনে গেলে

নাগ্নিহোত্রাণ্যহূয়ন্ত সূর্য্যশ্চান্তরধীয়ত।
ব্যসৃজন্ কবলান্নাগা গাবো বৎসান্ন পায়য়ন্॥ ৯
ত্রিশঙ্কুর্লোহিতাঙ্গশ্চ বৃহস্পতিবুধাবপি।
দারুণাঃ সোমমভ্যেত্য গ্রহাঃ সর্ব্বে ব্যবস্থিতাঃ॥ ১০
নক্ষত্রাণি গতার্চ্চীংষি গ্রহাশ্চ গততেজসঃ।
বিশাখাশ্চ সধূমাশ্চ নভসি প্রচকাশিরে॥ ১১
কালিকানিলবেগেন মহোদধিরিবোত্থিতঃ।
রামে বনং প্রব্রজিতে নগরং প্রচচাল তৎ॥ ১২
দিশঃ পর্য্যাকুলাঃ সর্ব্বাস্তিমিরেণেব সংবৃতাঃ।
ন গ্রহো নাপি নক্ষত্রং প্রচকাশে ন কিঞ্চন॥ ১৩
অকস্মান্নাগরঃ সর্ব্বো জনো দৈন্যমুপাগমৎ।
আহারে বা বিহারে বা ন কশ্চিদকরোন্মনঃ॥ ১৪
শোকপর্য্যায়সন্তপ্তঃ সততং দীর্ঘমুচ্ছ্বসন্।
অযোধ্যায়াং জনঃ সর্ব্বশ্চুকোপ জগতীপতিম্॥ ১৫
বাষ্পপর্য্যাকুলমুখো রাজমার্গগতো জনঃ।
ন হৃষ্টো লক্ষ্যতে কশ্চিৎ সর্ব্বঃ শোকপরায়ণঃ॥ ১৬
ন বাতি পবনঃ শীতো ন শশী সৌম্যদর্শনঃ।
ন সূর্য্যস্তপতে লোকং সর্ব্বং পর্য্যাকুলং জগৎ॥ ১৭
অনর্থিনঃ সুতাঃ স্ত্রীণাং ভর্ত্তারো ভ্রাতরস্তথা।
সর্ব্বে সর্ব্বং পরিত্যজ্য রামমেবান্বচিন্তয়ন্॥ ১৮
যে তু রামস্য সুহৃদঃ সর্ব্বে তে মূঢ়চেতসঃ।
শোকভারেণ চাক্রান্তাঃ শয়নং নৈব ভেজিরে॥ ১৯
ততস্ত্বযোধ্যা রহিতা মহাত্মনা
পুরন্দরেণেব মহী সপর্ব্বতা।
চচাল ঘোরং ভয়শোকদীপিতা
সনাগযোধাশ্বগণা ননাদ চ॥ ২১
ইত্যযোধ্যাকাণ্ডে একচত্বারিংশঃ সর্গঃ॥ ৪১॥

দ্বিচত্বারিংশঃ সর্গঃ।

যাবত্তু নির্যতস্তস্য রজোরূপমদৃশ্যত।
নৈবেক্ষ্বাকুবরস্তাবৎ সঞ্জহারাত্মচক্ষুষী॥ ১
যাবদ্রাজা প্রিয়ং পুত্রং পশ্যত্যত্যন্তধার্ম্মিকম্।
তাবৎ ব্যবর্দ্ধতেবাস্য ধরণ্যাং পুত্রদর্শনে॥ ২
ন পশ্যতি রজোঽপ্যস্য যদা রামস্য ভূমিপঃ।
তদার্ত্তশ্চ বিষণ্ণশ্চ পপাত ধরণীতলে॥ ৩
তস্য দক্ষিণমন্বগাৎ কৌসল্যা বাহুমঙ্গনা।

সূর্য্য (অকালেই) অন্তর্হিত হইলেন; অগ্নিহোত্রি-গণ অগ্নিহোত্র হোম করিলেন না। ধেনুরা বৎসদিগকে দুগ্ধ পান করাইল না; হস্তীরা আহার করিল না; ত্রিশঙ্কু, মঙ্গল, বুধ ও বৃহস্পতি এই সমস্ত দারুণ গ্রহ, চন্দ্রের নিকটে অবস্থিত হইল। ৯—১০। আকাশমণ্ডলে গ্রহসকল তেজোবিহীন, বিরুদ্ধমার্গস্থিত ও ধূমসমন্বিত এবং নক্ষত্রসকল নিষ্প্রভ হইয়া প্রকাশমান হইল; মেঘমালা বায়ু-বেগে আন্দোলিত হইয়া উচ্ছ্বলিত সমুদ্রের ন্যায়, দেখা যাইতে লাগিল, অযোধ্যানগরী কাঁপিতে লাগিল; সকলদিক্ অন্ধকারে সমাচ্ছন্ন হইল, সুতরাং কেহই দিক্‌নির্ণয়ে সমর্থ হইল না; গ্রহ ও নক্ষত্রাদি কিছুই প্রকাশিত হইল না, সুতরাং সহসা পুরবাসী ব্যক্তি-গণের দীনভাব সমুৎপন্ন হইল,—কেহই আহারে বা বিহারে ইচ্ছা করিল না; অযোধ্যাবাসী সকল ব্যক্তিই শোকসন্তপ্ত হইয়া দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিতে ফেলিতে রাজা দশরথের প্রতি কুপিত হইল। ১১—১৫। রাজপথে কোন ব্যক্তিকেও আহ্লাদিত দেখা গেল না, সকলেই শোকাকুল ও অশ্রুব্যাপ্ত-বদন লক্ষিত হইল; শীতল বায়ু বহিল না; চন্দ্রের চারুদর্শনত্ব গুণ তিরোহিত হইল এবং সূর্য্যও লোক সকলকে তাপ দিতে বিরত হইলেন; এমন কি সমুদয় জগৎই বিপরীত ভাবাক্রান্ত হইয়া পড়িল, পুত্রেরা মাতা পিতা-দিগের, পতিরা পত্নীদিগের এবং ভ্রাতারা ভ্রাতাদিগের অপেক্ষা করিল না; প্রত্যুত সকলেই সকল বিষয় ছাড়িয়া একমাত্র রামের চিন্তায় নিমগ্ন রহিল, এবং যাঁহারা রামের সুহৃৎ, তাঁহারা সকলেই শোকে আক্রান্ত ও বিমুগ্ধচিত্ত হইয়া আহার নিদ্রা পরিত্যাগ করিলেন। যেরূপ পর্ব্বতসহিত পৃথিবী, ত্রিলোকপতি মহেন্দ্র ব্যতিরেকে ভীত ও শোকসমন্বিত হইয়া কম্পিত হয়, সেইরূপ অযোধ্যানগরী মহাত্মা রামের বিরহে ভীত ও শোকসমন্বিত হইয়া কম্পিত হইল এবং তথা-কার যোদ্ধা, হস্তী ও অশ্বসকল চীৎকার করিতে লাগিল। ১৬—২১।

দ্বিচত্বারিংশ সর্গ।

যতক্ষণ পর্য্যন্ত রামের রথগমন জন্য সমুত্থিত ধূলি-পটল দেখিতে পাইলেন, ততক্ষণ পর্য্যন্ত ইক্ষ্বাকুকুলনাথ দশরথ সেই দিকেই নির্নিমেষ নয়নে চাহিয়া রহিলেন। যতক্ষণ তিনি সেই প্রিয়পুত্র অতিধার্ম্মিক রামকে দেখিতে পাইলেন, ততক্ষণ তাঁহার দেহ যেন পুত্রদর্শনের নিমিত্ত সমুৎসুক হইয়া বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। পরে সেই নরপতি যখন আর রামের রথধূলি পর্য্যন্তও দেখিতে পাইলেন না, তখন দুঃখিত ও বিষণ্ণ হইয়া

পর্য্যঙ্কাস্তারণাৎ পার্শ্বং কৈকেয়ী সা সুমধ্যমা॥ ৪
তাং নয়েন চ সম্পন্না ধর্ম্মেণ বিনয়েন চ।
উবাচ রাজা কৈকেয়ীং সমীক্ষ্য ব্যথিতেন্দ্রিয়ঃ॥ ৫
কৈকেয়ি মামকাঙ্গানি মা স্প্রাক্ষীঃ পাপনিশ্চয়ে।
ন হি ত্বাং দ্রষ্টুমিচ্ছামি ন ভার্য্যা ন চ বান্ধবী॥ ৬
যে চ ত্বামনুজীবন্তি নাহং তেষাং ন তে মম।
কেবলার্থপরাং হি ত্বাং ত্যক্তধর্ম্মাং ত্যজাম্যহম্॥ ৭
অগৃহ্ণাং যচ্চ তে পাণিমগ্নিং পর্য্যণয়ঞ্চ যৎ।
অনুজানামি তৎ সর্ব্বমস্মিন্ লোকে পরত্র চ॥ ৮
ভরতশ্চেৎ প্রতীতঃ স্যাদ্রাজ্যং প্রাপ্যৈতদব্যয়ম্।
যন্মে স দদ্যাৎ পিত্রর্থং মা মাং তদ্দত্তমাগমৎ॥ ৯
অথ রেণুসমুদ্ধ্বস্তং সমুত্থাপ্য নরাধিপম্।
ন্যবর্ত্তত তদা দেবী কৌশল্যা শোককর্শিতা॥ ১০
হত্বেব ব্রাহ্মণং কামাৎ স্পৃষ্ট্বাগ্নিমিব পাণিনা।
অন্বতপ্যত ধর্ম্মাত্মা পুত্রং সঞ্চিন্ত্য রাঘবম্॥ ১১
নিবৃত্ত্যৈব নিবৃত্ত্যৈব সীদতো রথবর্ত্মসু।
রাজ্ঞো নাতিবভৌ রূপং গ্রস্তস্যাংশুমতো যথা॥ ১২
বিললাপ স দুঃখার্ত্তঃ প্রিয়ং পুত্রমনুস্মরন্।
নগরান্তমনুপ্রাপ্তং বুদ্ধ্বা পুত্রমথাব্রবীৎ॥ ১৩
বাহনানাঞ্চ মুখ্যানাং বহতাং তং মমাত্মজম্।
পদানি পথি দৃশ্যন্তে স মহাত্মা ন দৃশ্যতে॥ ১৪
যঃ সুখেনোপধানেষু শেতে চন্দনরূষিতঃ।
বীজ্যমানো মহার্হাভিঃ স্ত্রীভির্মম সুতোত্তমঃ॥ ১৫
স নূনং ক্বচিদেবাদ্য বৃক্ষমূলমুপাশ্রিতঃ।
কাষ্ঠং বা যদি বাশ্মানমুপধায় শয়িষ্যতে॥ ১৬
উত্থাস্যতি চ মেদিন্যাঃ কৃপণঃ পাংশুগুণ্ঠিতঃ।
বিনিশ্বসন্ প্রস্রবণাৎ করেণূনামিবর্ষভঃ॥ ১৭
দ্রক্ষ্যন্তি নূনং পুরুষা দীর্ঘবাহুং বনেচরাঃ।
রামমুত্থায় গচ্ছন্তং লোকনাথমনাথবৎ॥ ১৮
সা নূনং জনকস্যেষ্টা সুতা সুখসদোচিতা।
কণ্টকাক্রমণক্রান্তা বনমদ্য গমিষ্যতি॥ ১৯
অনভিজ্ঞা বনানাং সা নূনং ভয়মুপৈষ্যতি।
শ্বাপদানর্দিতং শ্রুত্বা গম্ভীরং রোমহর্ষণম্॥ ২০
সকামা ভব কৈকেয়ি বিধবা রাজ্যমাবস!

ভূতলে পতিত হইলেন। পরে বরাঙ্গনা কৌশল্যা দেবী তাঁহার দক্ষিণ হস্ত ধরিলেন এবং সুমধ্যমা কৈকেয়ী দেবী তাঁহার বাম পার্শ্ব ধরিলেন। সেই নীতিজ্ঞ বিনয়ী অতিধার্ম্মিক রাজা দশরথ কৈকেয়ীকে দেখিয়া ব্যথিতেন্দ্রিয় হইয়া তাঁহাকে বলিলেন, "রে পাপ-মনোরথে কৈকেয়ি! তুমি আমার অঙ্গ স্পর্শ করিও না, আমি আর তোমাকে দেখিতে চাহি না; এখন আর তুমি আমার স্ত্রী নহ এবং বন্ধুও নহ; অধিক কি, যাহারা তোমার আশ্রয়ে জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেছে, তাহারা আমার ভৃত্য নহে এবং আমিও তাহাদিগের প্রভু নহি। তুমি ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া কেবল অর্থসাধনে তৎপরা হইয়াছ; সুতরাং আমি তোমাকে পরিত্যাগ করিলাম। আমি যে তোমার পাণি গ্রহণ করিয়াছি এবং অগ্নি প্রদক্ষিণপূর্ব্বক তোমাকে বিবাহ করিয়াছি, ইহলোকে ও পরলোকের জন্য তাহা স্বীকার করিতেছি; কিন্তু তোমার গর্ভজাত ভরত যদি এই অক্ষয় রাজ্য পাইয়া সুখী হয়, তবে আমার উদ্দেশে তাহার প্রদত্ত দ্রব্যাদি যেন আমার ভোগে না আইসে।" ১—৯। পরে পুত্রশোকে কাতরা কৌশল্যা দেবী সেই ধূলিধূসরিতাঙ্গ রাজা দশরথকে উঠাইয়া তাঁহার সহিত প্রতিনিবৃত্তা হইলেন। তখন সেই ধর্ম্মাত্মা রাজা দশরথ, কুলতিলক পুত্রের বিষয় চিন্তা করিয়া স্বেচ্ছাকৃত ব্রাহ্মণঘাতী ও হস্তদ্বারা অগ্নিস্পর্শকারী ব্যক্তির ন্যায় অনুতাপ করিতে লাগিলেন এবং প্রতিনিবৃত্ত হইবার সময় রামের রথচিহ্ন দেখিয়া এইরূপ বিষণ্ণ হইতে লাগিলেন যে, তাঁহার সেই কান্তি রাহুগ্রস্ত মলিন সূর্য্যের ন্যায় হইল। পরে তিনি সেই প্রিয়পুত্রকে নগর-বহির্গত বোধ করিয়া তদ্বিষয় চিন্তাপূর্ব্বক দুঃখিত হইয়া বিলাপ করত বলিলেন, "যে সকল উৎকৃষ্ট অশ্ব আমার মহাত্মা পুত্রকে বহন করিতেছে, পথিমধ্যে তাহাদিগের পদচিহ্ন সকল দেখা যাইতেছে; কিন্তু তাঁহাকে দেখিতে পাইতেছি না। হায়! যিনি চন্দনচর্চ্চিত ও উত্তমাঙ্গনাগণকর্ত্তৃক বীজনদ্বারা বীজিত হইয়া উৎকৃষ্ট উপাধানে মস্তক রাখিয়া শয়ন করিতেন, আমার সেই শ্রেষ্ঠ পুত্র রামকে এখন কোন বৃক্ষমূল আশ্রয়পূর্ব্বক কাষ্ঠ বা প্রস্তর উপাধান করিয়া শয়ন করিতে হইবে। ১০—১৬। এবং প্রস্রবণ-নামক পর্ব্বত হইতে করিণীদিগের অধিপতি হস্তীর ন্যায়, ধূলিধূসরিত কলেবরে দীনভাবে ঘন ঘন নিশ্বাস পরিত্যাগ করিতে করিতে পৃথিবী-শয্যা হইতে গাত্রোত্থান করিতে হইবে—বনচারী পুরুষেরা নিশ্চয়ই সেই দীর্ঘবাহু লোকনাথ রামকে, অনাথের ন্যায় স্বয়ং উত্থিত হইয়া পদব্রজে গমন করিতে দেখিবে। হায়! সেই সতত সুখোচিতা জনকদুহিতা সীতাকেও নিশ্চয়ই কণ্টকাঘাতে ক্লান্ত হইয়া বনে যাইতে হইবে! তিনি বনের বিষয় কিছুই জানেন না; সুতরাং শ্বাপদগণের রোমাঞ্চজনক গম্ভীর ধ্বনি শুনিয়া অবশ্যই ভয় পাইবেন। কৈকেয়ি! এক্ষণে তোমার মনের বাসনা

ন হি তং পুরুষব্যাঘ্রং বিনা জীবিতুমুৎসহে ॥ ২১
ইত্যেবং বিলপন্ রাজা জনৌঘেনাভিসংবৃতঃ ।
অপস্নাত ইবারিষ্টং প্রবিবেশ গৃহোত্তমম্ ॥ ২২
শূন্যচত্বরবেশ্মান্তাং সংবৃতাপণবেদিকাম্ ।
ক্লান্তদুর্ব্বলদুঃখার্ত্তাং নাত্যাকীর্ণমহাপথাম্ ॥ ২৩
তামবেক্ষ্য পুরীং সর্ব্বাং রামমেবানুচিন্তয়ন্ ।
বিলপন্ প্রাবিশদ্রাজা গৃহং সূর্য্য ইবাম্বুদম্ ॥ ২৪
মহাহ্রদমিবাক্ষোভ্যং সুপর্ণেন হৃতোরগম্ ।
রামেণ রহিতং বেশ্ম বৈদেহ্যা লক্ষ্মণেন চ ॥ ২৫
অথ গদ্গদশব্দস্তু বিলপন্ বসুধাধিপঃ ।
উবাচ মৃদু মন্দার্থং বচনং দীনমস্বরম্ ॥ ২৬
কৌসল্যায়া গৃহং শীঘ্রং রামমাতুর্নয়ন্তু মাম্ ।
ন হ্যন্যত্র মমাশ্বাসো হৃদয়স্য ভবিষ্যতি ॥ ২৭
ইতি ব্রুবন্তং রাজানমনয়ন্ দ্বারদর্শিনঃ ।
কৌসল্যায়া গৃহং তত্র প্রবেশ্যত বিনীতবৎ ॥ ২৮
ততস্তত্র প্রবিষ্টস্য কৌসল্যায়া নিবেশনম্ ।
অধিরুহ্যাপি শয়নং বভূব লুলিতং মনঃ ॥ ২৯
পুত্রদ্বয়বিহীনঞ্চ স্নুষয়া চ বিবর্জ্জিতম্ ।
অপশ্যদ্ভবনং রাজা নষ্টচন্দ্রমিবাম্বরম্ ।
তচ্চ দৃষ্ট্বা মহারাজো ভুজমুদ্যম্য বীর্য্যবান্ ।
উচ্চৈঃস্বরেণ প্রাক্রোশদ্ধা রাম বিজহাসি নৌ ॥ ৩১
সুখিতা বত তং কালং জীবিষ্যন্তি নরোত্তমাঃ ।
পরিষ্বজন্তো যে রামং দ্রক্ষ্যন্তি পুনরাগতম্ ॥ ৩২
অথ রাত্র্যাং প্রপন্নায়াং কালরাত্র্যামিবাত্মনঃ ।
অর্দ্ধরাত্রে দশরথঃ কৌসল্যামিদমব্রবীৎ ॥ ৩৩
ন ত্বাং পশ্যামি কৌসল্যে সাধু মাং পাণিনা স্পৃশ ।
রামং মেহন্বগতা দৃষ্টিরদ্যাপি ন নিবর্ত্ততে ॥ ৩৪

তং রামমেবানুবিচিন্তয়ন্তং
সমীক্ষ্য দেবী শয়নে নরেন্দ্রম্ ।
উপোপবিশ্যাধিকমার্ত্তরূপা
বিনিশ্বসন্তং বিললাপ কৃচ্ছ্রম্ ॥ ৩৫

ইত্যযোধ্যাকাণ্ডে দ্বিচত্বারিংশঃ সর্গঃ ॥ ৪২ ॥

পূর্ণ হইল,—বিধবা হইয়া রাজ্য ভোগ কর। আমি আর সেই পুরুষশ্রেষ্ঠ রাম ব্যতিরেকে বাঁচিতে ইচ্ছা করি না!" ১৭—২১। রাজা দশরথ সেইরূপ বিলাপ করিতে করিতে জনসমূহে পরিবৃত হইয়া, স্নানান্তে শবদাহকারী ব্যক্তির ন্যায় দুঃখিতহৃদয়ে পুরীতে প্রবেশ করিলেন। তিনি সেই নগরীকে ক্লান্ত ও দুর্ব্বল ব্যক্তিদিগের দুঃখে দুঃখিত এবং তথায় বিপণীসকল রুদ্ধ ও তত্রত্য গৃহসকলের মধ্য ও প্রান্তভাগ শূন্য দেখিয়া রামবিষয়ক চিন্তা করত বিলাপ করিতে করিতে যেরূপ সূর্য্য মেঘমধ্যে প্রবেশ করেন সেইরূপ গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলেন। ২২—২৪। তৎকালে সেই গৃহ রাম, লক্ষ্মণ ও বিদেহদুহিতা সীতা-শূন্য হইয়া যেরূপ মহাহ্রদ হইতে সুপর্ণকর্ত্তৃক সর্প হৃত হইলে, তাহা ক্ষোভণীয় হইয়া থাকে, তদ্রূপ ক্ষোভণীয় হইয়াছিল। পরে মহীপতি দশরথ দ্বাররক্ষীদিগকে বিলাপসহকারে ধীরে ধীরে দীন ও মৃদুবাক্যে বলিলেন,—"তোমরা আমাকে রামজননী কৌশল্যা দেবীর গৃহে লইয়া চল; এক্ষণে আর অন্য কোথাও আমার হৃদয়ের পরিতাপ-শান্তির সম্ভাবনা নাই!" ২৫—২৭। রাজা দশরথ-ইহা বলিলে, দ্বাররক্ষকেরা তাঁহাকে সবিনয়ে কৌসল্যা দেবীর গৃহে লইয়া গেল এবং তথায় পর্য্যঙ্কোপরি বসাইল; পরন্তু কৌসল্যা দেবীর গৃহে প্রবেশ ও তদীয় শয্যাতে থাকিয়াও তাঁহার মন সেইরূপই কলুষিত রহিল। মহারাজ বীর্য্যসম্পন্ন দশরথ পুত্রদ্বয় ও পুত্রবধূ-বিহীন গৃহকে, চন্দ্রবিহীন আকাশমণ্ডলের ন্যায় নিষ্প্রভ বলিয়া বোধ করিলেন। পরে তিনি হাত তুলিয়া "হা রাম! তুমি আমাকে পরিত্যাগ করিলে" এই বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিলেন এবং বলিলেন, "আহা! যাঁহারা রামের প্রত্যাগমনকাল পর্য্যন্ত জীবিত থাকিয়া তাঁহাকে আলিঙ্গন করত তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিবেন, তাঁহারাই ধন্য ও সুখী।" ২৮—৩২। পরে রাজা দশরথের কালস্বরূপিণী রাত্রি আসিল। ক্রমে সেই রজনীর অর্দ্ধভাগ অতীত হইলে তিনি কৌসল্যা দেবীকে বলিলেন, "কৌসল্যে! আমার দর্শনশক্তি রামের সঙ্গে গিয়াছে, এখন পর্য্যন্তও ফিরিয়া আসে নাই, সুতরাং আমি তোমাকে দেখিতে পাইতেছি না; তুমি একবার হস্তদ্বারা আমাকে স্পর্শ কর।" নরেন্দ্র দশরথকে রামেরই চিন্তা করিতে দেখিয়া কৌসল্যাদেবী শয্যার উপরে তাঁহার নিকট উপবেশন করিয়া আরও সমধিক আর্ত্তা হইয়া ঘন ঘন নিশ্বাস পরিত্যাগ করিতে করিতে কষ্টসহকারে বিলাপ করিতে লাগিলেন। ৩৩—৩৫।

ত্রিচত্বারিংশঃ সর্গঃ।

ততঃ সমীক্ষ্য শয়নে সন্নং শোকেন পার্থিবম্।
কৌশল্যা পুত্রশোকার্ত্তা তমুবাচ মহীপতিম্॥ ১
রাঘবে নরশার্দ্দূল বিষং ক্ষিপ্ত্বা হি জিহ্মগা।
বিচরিষ্যতি কৈকেয়ী নির্ম্মুক্তেব হি পন্নগী॥ ২
বিবাস্য রামং সুভগা লব্ধকামা সমাহিতা।
ত্রাসয়িষ্যতি মাং ভূয়ো দুষ্টাহিরিব বেশ্মনি॥ ৩
অথাস্মিন্নগরে রামশ্চরন্ ভৈক্ষ্যং গৃহে বসেৎ।
কামকারো বরং দাতুমপি দাসং মমাত্মজম্॥ ৪
পাতয়িত্বা তু কৈকেয্যা রামং স্থানাদ্যথেষ্টতঃ।
প্রবিদ্ধো রক্ষসাং ভাগঃ পর্ব্বণী বাহিতাগ্নিনা॥ ৫
নাগরাজগতির্বীরো মহাবাহুর্ধনুর্দ্ধরঃ।
বনমাবিশতে নূনং সভার্য্যঃ সহলক্ষ্মণঃ॥ ৬
বনে ত্বদৃষ্টদুঃখানাং কৈকেয্যনুমতে ত্বয়া।
ত্যক্তানাং বনবাসায় কা ন্ববস্থা ভবিষ্যতি॥ ৭
তে রত্নহীনাস্তরুণাঃ ফলকালে বিবাসিতাঃ।
কথং বৎস্যন্তি কৃপণাঃ ফলমূলৈঃ কৃতাশনাঃ॥ ৮

ত্রিচত্বারিংশ সর্গ।

পুত্রশোক-কাতরা কৌসল্যা দেবী, শয্যাস্থ রাজা দশরথকে শোকে অবসন্ন দেখিয়া তাঁহাকে বলিতে লাগিলেন, "সম্প্রতি সেই কুটিলচারিণী কৈকেয়ী নরবর রঘুনন্দন রামের প্রতি বিষ নিক্ষেপ করিয়া মুক্তকঞ্চুকা ভুজঙ্গীর ন্যায় বিচরণ করিবে! সেই সৌভাগ্যবতী স্বকার্য্যসাধনে অতিশয় সতর্কা রামকে বনবাসে পাঠাইয়া সফলমনোরথা হইয়া গৃহস্থিত দুষ্ট সর্পের ন্যায় আমাকে ভীত করিবে! রাম বনবাসী না হইয়া যদি এই নগরে ভিক্ষাজীবী হইয়া গৃহে বাস করিতেন, তাহা হইলে পুত্রের দাসত্ব বর দেওয়াও আমার অভিমত হইত! পরন্তু আহিতাগ্নি ব্যক্তি যেমন রাক্ষসদিগের উপহার কল্পিত করিয়া তাহা প্রক্ষিপ্ত করেন, সেইরূপ কৈকেয়ী ইচ্ছানুসারে রামকে স্থানচ্যুত করিয়া সুদূরে নিক্ষিপ্ত করিল। ১—৫। হা! সেই নাগরাজতুল্য বীর্য্যসম্পন্ন মহাবাহু রাম এক্ষণে নিশ্চয়ই ধনুক ধারণপূর্ব্বক ভার্য্যা ও লক্ষ্মণের সহিত বনে প্রবেশ করিতেছেন! আপনি কৈকেয়ীর মতানুসারে রাম, লক্ষ্মণ ও সীতাকে বনবাসে পাঠাইলেন; কিন্তু তাঁহারা কখন বনদুঃখ পান নাই; অতএব এক্ষণে তাঁহাদিগের দশা কি হইবে?—হায়! তাঁহারা এক্ষণে যুবা, এই তাঁহাদিগের উপভোগের সময়; এখন বনে নির্ব্বাসিত ও রত্নবিহীন হইয়া ফল-

অপীদানীং স কালঃ স্যান্মম শোকক্ষয়ঃ শিবঃ।
সভার্য্যং যৎ সহ ভ্রাত্রা পশ্যেয়মিহ রাঘবম্॥ ৯
শ্রুত্বৈবোপস্থিতৌ বীরৌ কদাযোধ্যা ভবিষ্যতি।
যশস্বিনী হৃষ্টজনা মুচ্ছ্রিতধ্বজমালিনী॥ ১০
কদা প্রেক্ষ্য নরব্যাঘ্রাবরণ্যাৎ পুনরাগতৌ।
ভবিষ্যতি পুরী হৃষ্টা সমুদ্র ইব পর্ব্বণি॥ ১১
কদাযোধ্যাং মহাবাহুঃ পুরীং বীরঃ প্রবেক্ষ্যতি।
পুরস্কৃত্য রথে সীতাং বৃষভো গোবধূমিব॥ ১২
কদা প্রাণিসহস্রাণি রাজমার্গে মমাত্মজৌ।
লাজৈরবকরিষ্যন্তি প্রবিশন্তাবরিন্দমৌ॥ ১৩
প্রবিশন্তৌ কদাযোধ্যাং দ্রক্ষ্যামি শুভকুণ্ডলৌ।
উদগ্রায়ুধনিস্ত্রিংশৌ সশৃঙ্গাবিব পর্ব্বতৌ॥ ১৪
কদা সুমনসঃ কন্যা দ্বিজাতীনাং ফলানি চ।
প্রবিশন্তঃ পুরীং হৃষ্টাঃ করিষ্যন্তি প্রদক্ষিণম্॥ ১৫
কদা পরিণতো বুদ্ধ্যা বয়সা চামরপ্রভঃ।
অভ্যুপৈষ্যতি ধর্ম্মাত্মা সুবর্ষ ইব লালয়ন্॥ ১৬
নিঃসংশয়ং ময়া মন্যে পুরা বীর কদর্য্যয়া।

মূল ভোজন করত কিপ্রকারে দীনভাবে দিনযাপন করিবেন! হায়! এক্ষণেই যদি আমার শোকক্ষয়কারক মঙ্গলময় সময় উপস্থিত হয়, তবে আমি ভ্রাতা ও পত্নীর সহিত রঘুনন্দন রামকে এইখানেই দেখিতে পাই। হায়! কবে সেই দুই বীর ভ্রাতাকে ফিরিয়া আসিতে দেখিয়া যশস্বিনী অযোধ্যানগরী হৃষ্টজনগণ-সমাকুলা ও সুপরিষ্কৃত-ধ্বজসমূহ-সমন্বিতা হইবে! ৬—১০। কবে সেই দুই নরশ্রেষ্ঠ ভ্রাতাকে বন হইতে ফিরিয়া আসিতে দেখিয়া এই নগরী, পর্ব্বকালীন সমুদ্রের ন্যায় হর্ষ-সমন্বিতা হইবে!—কবে সেই মহাবাহু বীর রাম, বৃষভ যেমন গাভীকে অগ্রে করিয়া পুরে প্রবেশ করে, সেইরূপ সীতাকে অগ্রে করিয়া রথারোহণে এই পুরীতে প্রবেশ করিবেন!—কবে রাজ-পথস্থিত সহস্র সহস্র লোকেরা পুরী-প্রবেশোদ্যত আমার সেই অরিন্দম কুমারের উপরে লাজ নিক্ষেপ করিবে!—কবে আমি সেই শুভকুণ্ডলধারী রাম ও লক্ষ্মণকে উচ্ছ্রিত আয়ুধ ও অসি ধারণপূর্ব্বক শৃঙ্গসমন্বিত পর্ব্বতসদৃশ হইয়া এই পুরীতে প্রবেশ করিতে দেখিব! কবে ব্রাহ্মণকন্যারা রামাগমনজনিত-হর্ষসমন্বিতা হইয়া পুষ্প ও ফল সকল ছড়াইয়া নগরী প্রদক্ষিণ করিবেন! কবে সেই অমরতুল্য দ্যুতিমান্ ধর্ম্মাত্মা রাম, পরিণতবুদ্ধি ও পরিণতবয়স্ক হইয়াও তিনবৎসরের বালকের ন্যায় বিলাসযুক্ত হইয়া আমার নিকটে আসিবেন! বীর!

পাতুকামেষু বৎসেষু মাতৄণাং শাতিতাঃ স্তনাঃ ॥ ১৭
অহং গৌরিব সিংহেন বিবৎসা বৎসলা কৃতা।
কৈকেয্যা পুরুষব্যাঘ্র বালবৎসেব গৌর্বলাৎ ॥ ১৮
ন হি তাবদ্গুণৈর্জুষ্টং সর্ব্বশাস্ত্রবিশারদম্।
একপুত্রা বিনা পুত্রমহং জীবিতুমুৎসহে ॥ ১৯
ন হি মে জীবিতে কিঞ্চিৎ সামর্থ্যমিহ কল্প্যতে।
অপশ্যন্ত্যাঃ প্রিয়ং পুত্রং লক্ষ্মণঞ্চ মহাবলম্ ॥ ২০
অয়ং হি মাং দীপয়তে সমুত্থিত-
স্তনূজশোকপ্রভবো হুতাশনঃ।
মহীমিমাং রশ্মিভিরুদ্ধতপ্রভো
যথা নিদাঘে ভগবান্ দিবাকরঃ ॥ ২১
ইত্যযোধ্যাকাণ্ডে ত্রিচত্বারিংশঃ সর্গঃ ॥ ৪৩ ॥

চতুশ্চত্বারিংশঃ সর্গঃ।

বিলপন্তীং তথা তাং তু কৌসল্যাং প্রমদোত্তমাম্।
ইদং ধর্ম্মে স্থিতা ধর্ম্ম্যং সুমিত্রা বাক্যমব্রবীৎ ॥ ১
তবার্য্যে সদ্গুণৈর্যুক্তঃ স পুত্রঃ পুরুষোত্তমঃ।
কিং তে বিলপিতেনৈবং কৃপণং রুদিতেন বা ॥ ২

আমার নিশ্চয় বোধ হইতেছে যে, পূর্ব্বে বৎসসকল দুগ্ধ পান করিতে গেলে, আমি কদর্য্যস্বভাববশতঃ তাহাদিগের জননী গাভীদিগের স্তন ছেদন করিয়াছি, সেই জন্যই বৎসগণের প্রতি স্নেহবতী গাভী সিংহ-কর্ত্তৃক নিহতবৎসা হইলে যেরূপ হইয়া থাকে, আমিও কৈকেয়ীকর্ত্তৃক বিয়োজিততনয়া হইয়া সেইরূপ হইয়াছি! একমাত্র রামব্যতীত আমার আর পুত্র নাই; অতএব আমি সেই সর্ব্বগুণসমন্বিত সর্ব্বশাস্ত্র-বিশারদ পুত্রের বিরহে বাঁচিয়া থাকিতে ইচ্ছা করি না। পুরুষশ্রেষ্ঠ! সেই প্রিয়পুত্র মহাবল রাম ও লক্ষ্মণকে না দেখিয়া আমার বাঁচিয়া থাকিবার কোন প্রয়োজন দেখা যাইতেছে না। গ্রীষ্মকালে ভগবান্ প্রখর-কিরণ তপন যেরূপ রশ্মিদ্বারা এই ভূমণ্ডল দগ্ধ করেন, সেইরূপ পুত্রশোক-সমুদ্ভূত অগ্নি আমাকে দগ্ধ করিতেছে। ১১—২১

চতুশ্চত্বারিংশ সর্গ।

ধর্ম্মশীলা সুমিত্রা দেবী, সেইরূপ বিলাপকারিণী রমণীদিগের অগ্রগণ্যা কৌসল্যা দেবীকে ধর্ম্মসঙ্গতবাক্যে বলিলেন,—"আপনার পুত্র সমস্ত সদ্গুণযুক্ত ও পুরুষশ্রেষ্ঠ, সুতরাং তাঁহার কষ্ট হইবার সম্ভাবনা নাই; অতএব তাঁহার জন্য দীনভাবে এরূপ বিলাপ ও

যস্তবার্য্যে গতঃ পুত্রস্ত্যক্ত্বা রাজ্যং মহাবলঃ।
সাধু কুর্ব্বন্ মহাত্মানং পিতরং সত্যবাদিনম্ ॥ ৩
শিষ্টৈরাচরিতে সম্যক্ শশ্বৎ প্রেত্যফলোদয়ে।
রামো ধর্ম্মে স্থিতঃ শ্রেষ্ঠো ন স শোচ্যঃ কদাচন ॥ ৪
বর্ত্ততে চোত্তমাং বৃত্তিং লক্ষ্মণোঽস্মিন্ সদানঘঃ।
দয়াবান্ সর্ব্বভূতেষু লাভস্তস্য মহাত্মনঃ ॥ ৫
অরণ্যবাসে যদ্দুঃখং জানতী বৈ সুখোচিতা।
অনুগচ্ছতি বৈদেহী ধর্ম্মাত্মানং তবাত্মজম্ ॥ ৬
কীর্ত্তিভূতাং পতাকাং যো লোকে ভ্রাময়তি প্রভুঃ।
দমসত্যব্রতপরঃ কিং ন প্রাপ্তস্তবাত্মজঃ ॥ ৭
ব্যক্তং রামস্য বিজ্ঞায় শৌচং মাহাত্ম্যমুত্তমম্।
ন গাত্রমংশুভিঃ সূর্য্যঃ সন্তাপয়িতুমর্হতি ॥ ৮
শিবঃ সর্ব্বেষু কালেষু কাননেভ্যো বিনিঃসৃতঃ।
রাঘবং যুক্তশীতোষ্ণঃ সেবিষ্যতি সুখোঽনিলঃ ॥ ৯
শয়ানমনঘং রাত্রৌ পিতেবাভিপরিষ্বজন্।
রশ্মিভিঃ সংস্পৃশন্ শীতৈশ্চন্দ্রমা হ্লাদয়িষ্যতি ॥ ১০

রোদন করিয়া কি হইবে? আর্য্যে! আপনার পুত্র সেই শ্রেষ্ঠগুণসম্পন্ন মহাবল রাম, সাধুগণ-কর্ত্তৃক নিয়ত সেবিত পরলোক-সুখদায়ক ধর্ম্মানুমোদিত পথে থাকিয়া মহাত্মা পিতাকে যথার্থরূপে সত্যবাদী করিবার উদ্দেশে রাজ্য হস্তগত হইলেও তাহা পরিত্যাগ করিয়া বনে গিয়াছেন; অতএব তাঁহার জন্য কখনই আপনার শোক করা কর্ত্তব্য নহে! সর্ব্বভূতে দয়াবান্ অনঘ লক্ষ্মণ সর্ব্বদাই সেই মহাত্মা রামের প্রতি ভাল ব্যবহার করিতেছেন, সুতরাং তাঁহার বিনা-ক্লেশেই সমস্ত আবশ্যকীয় বস্তু লাভ হইতেছে। ১—৫। এবং সেই বিদেহ-দুহিতা সীতা দেবী সতত সুখোচিতা হইয়াও বনে বাস করিলেই নানারূপ দুঃখ ঘটিয়া থাকে, তাহা বিলক্ষণ জানিয়াই তাঁহার অনুগামিনী হইতেছেন; অতএব তাঁহার জন্য চিন্তা কেন? আপনার সেই কার্য্যদক্ষ পুত্র জিতেন্দ্রিয় ও সত্যব্রতনিরত হইয়া এই লোকমধ্যে কীর্ত্তিপতাকা উড্ডীন করিবেন; সুতরাং তাঁহার আর কল্যাণ-লাভের প্রয়োজন কি? আমার নিশ্চয়ই বোধ হইতেছে যে সূর্য্যদেব, রঘুনন্দন রামের পবিত্রতা ও উত্তম মাহাত্ম্য দেখিয়া কিরণদ্বারা তাঁহার অঙ্গ সন্তাপিত করিবেন না, বায়ুও তাঁহার আবশ্যক মত উষ্ণ ও শীতস্পর্শযুক্ত হইয়া সকলকালেই মঙ্গলময় ও সুখপ্রদরূপে তাঁহার সেবা করিবেন এবং রাত্রে চন্দ্রদেবও রশ্মিরূপ করদ্বারা শয়নকালে তাঁহার অঙ্গ স্পর্শ করত তাঁহাকে পিতার ন্যায় আলিঙ্গন করিয়া আনন্দিত

দদৌ চাস্ত্রাণি দিব্যানি যস্মৈ ব্রহ্মা মহৌজসে।
দানবেন্দ্রং হতং দৃষ্ট্বা তিমিধ্বজসুতং রণে॥ ১১
স শূরঃ পুরুষব্যাঘ্রঃ স্ববাহুবলমাশ্রিতঃ।
অসন্ত্রস্তো হ্যরণ্যেঽসৌ বেশ্মনীব নিবৎস্যতে॥ ১২
যস্যেষুপথমাসাদ্য বিনাশং যান্তি শত্রবঃ।
কথং ন পৃথিবী তস্য শাসনে স্থাতুমর্হতি॥ ১৩
যা শ্রীঃ শৌর্য্যঞ্চ রামস্য যা চ কল্যাণসত্ত্বতা।
নিবৃত্তারণ্যবাসঃ স্বং ক্ষিপ্রং রাজ্যমবাপ্স্যতি॥ ১৪
সূর্য্যস্যাপি ভবেৎ সূর্য্যো হ্যগ্নেরগ্নিঃ প্রভোঃ প্রভুঃ।
শ্রিয়ঃ শ্রীশ্চ ভবেদগ্র্যা কীর্ত্ত্যাঃ কীর্ত্তিঃ ক্ষমাক্ষমা॥ ১৫
দৈবতং দেবতানাঞ্চ ভূতানাং ভূতসত্তমঃ।
তস্য কে হ্যগুণা দেবি বনে বাপ্যথবা পুরে॥ ১৬
পৃথিব্যা সহ বৈদেহ্যা শ্রিয়া চ পুরুষর্ষভঃ।
ক্ষিপ্রং তিসৃভিরেতাভিঃ সহরামোঽভিষেক্ষ্যতে॥ ১৭
দুঃখজং বিসৃজত্যশ্রু নিষ্ক্রামন্তমুদীক্ষ্য যম্।
অযোধ্যায়াং জনঃ সর্ব্বঃ শোকবেগসমাহতঃ॥ ১৮
কুশচীরধরং দেবং গচ্ছন্তমপরাজিতম্।
সীতেবানুগতা লক্ষ্মীস্তস্য কিং নাম দুর্লভম্॥ ১৯

ধনুর্গ্রহবরো যস্য বাণখড়্গাস্ত্রভৃৎ স্বয়ম্।
লক্ষ্মণো ব্রজতি হ্যগ্রে তস্য কিং নাম দুর্লভম্॥ ২০
নিবৃত্তবনবাসং তং দ্রষ্টাসি পুনরাগতম্।
জহি শোকঞ্চ মোহঞ্চ দেবি সত্যং ব্রবীমি তে॥ ২১
শিরসা চরণাবেতৌ বন্দমানমনিন্দিতে।
পুনর্দ্রক্ষ্যসি কল্যাণি পুত্রং চন্দ্রমিবোদিতম্॥ ২২
পুনঃ প্রবিষ্টং দৃষ্ট্বা তমভিষিক্তং মহাশ্রিয়ম্।
সমুৎস্রক্ষ্যসি নেত্রাভ্যাং শীঘ্রমানন্দজং জলম্॥ ২৩
মা শোকো দেবি দুঃখং বা ন রামে দৃশ্যতেঽশিবম্।
ক্ষিপ্রং দ্রক্ষ্যসি পুত্রং ত্বং সসীতং সহলক্ষ্মণম্॥ ২৪
ত্বয়াশেষো জনশ্চায়ং সমাশ্বাস্যো যতোঽনঘে।
কিমিদানীমিদং দেবি করোষি হৃদি বিক্লবম্॥ ২৫
নার্হা ত্বং শোচিতুং দেবি যস্যাস্তে রাঘবঃ সুতঃ।
ন হি রামাৎ পরো লোকে বিদ্যতে সৎপথে স্থিতঃ॥ ২৬
অভিবাদয়মানং তং দৃষ্ট্বা সসুহৃদং সুতম্।
মুদাশ্রু মোক্ষ্যসে ক্ষিপ্রং মেঘরেখেব বার্ষিকী॥ ২৭

করিবেন। ৬—১০। সেই শৌর্য্যশালী পুরুষশ্রেষ্ঠ মহাতেজা রাম, যুদ্ধে দানবেন্দ্র তিমিধ্বজনন্দনকে হনন করিয়া ব্রহ্মার নিকট হইতে অনেক দিব্য অস্ত্র লাভ করিয়াছেন; সুতরাং তিনি স্বীয় বাহুবল অবলম্বন করিয়াই বনেও গৃহের ন্যায় নির্ভয়চিত্তে বাস করিবেন। শত্রুগণ যাঁহার অস্ত্রপাতপথের পথিক হইয়াই বিনষ্ট হয়, এই পৃথিবী নিশ্চয়ই তাঁহার শাসনাধীনে থাকিবে। রামের যেরূপ অঙ্গ-শোভা, যেরূপ শৌর্য্য ও যেরূপ উৎকট বল, তাহাতে তিনি নিশ্চয়ই সত্বর বন হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইয়া নিজের রাজ্য লাভ করিবেন। দেবি! সূর্য্য হইতে সূর্য্য অগ্নি হইতে অগ্নি, প্রভু হইতে প্রভু, শ্রী হইতে শ্রী কীর্ত্তি হইতে কীর্ত্তি, পৃথিবী হইতে পৃথিবী, দেবতা হইতে দেবতা এবং প্রাণী হইতে প্রাণী, শ্রেষ্ঠ হইতে পারে; কিন্তু নগরেই হউক বা বনেই হউক, সেই রাম অপেক্ষা কেহই শ্রেষ্ঠ হইতে পারে না। ১১—১৬। সেই পুরুষশ্রেষ্ঠ রাম শীঘ্রই বিদেহনন্দিনী সীতা, পৃথিবী ও শ্রী, এই তিন পত্নীর সহিত অভিষিক্ত হই-বেন। যাঁহাকে নগর হইতে বহির্গত হইতে দেখিয়া অযোধ্যাবাসী সমস্ত ব্যক্তিই শোকাকুল ও দুঃখিত হইয়া রোদন করিয়াছিল, তিনি যে রাজা হইবেন, তাহাতে আর সন্দেহ কি? লক্ষ্মী দেবীও সীতার ন্যায় কুশ-চীর-পরিধায়ী হইয়া বনগমনোদ্যত অপরাজিত দ্যুতিশালী রামের অনুগামিনী হইয়াছেন; সুতরাং কিছুই তাঁহার দুর্লভ হইবে না। ধনুর্দ্ধারিশ্রেষ্ঠ লক্ষ্মণ খড়্গ, বাণ ও অস্ত্র ধারণপূর্ব্বক যাঁহার অগ্রে অগ্রে যাইতেছেন, তাঁহার আর কি দুর্লভ হইতে পারে? দেবি! আমি আপনাকে সত্যই বলিতেছি যে, বনবাসের সময় শেষ হইলেই আপনি সেই রামকে এইখানে সমাগত দেখিবেন; অতএব শোক ও মোহ পরিত্যাগ করুন। ১৭—২১। কল্যাণি! যেরূপ আনন্দসহকারে উদিত চন্দ্রকে দেখা যায়, সেইরূপ আহ্লাদসহকারে আপনি সেই পুত্রকে মস্তকদ্বারা আপনার ঐ পদদ্বয় বন্দনা করিতে দেখিতে পাইবেন। অনিন্দিতে! আপনি শীঘ্রই সেই রামকে নগরীতে প্রত্যাগত ও অভিষিক্ত হইয়া মহাশোভা-সমন্বিত দেখিয়া আনন্দাশ্রু মোচন করিবেন। দেবি! রামের যে কিছুমাত্র অমঙ্গল ঘটিবে, এরূপ বোধ হয় না, আপনি শীঘ্রই তাঁহাকে সীতা ও লক্ষ্মণের সহিত কুশলী দেখিতে পাইবেন; অতএব শোক ও দুঃখ পরিত্যাগ করুন। পাপস্পর্শ বিহীনে! সম্প্রতি আপনার এই সকল ব্যক্তিদিগকে আশ্বাস দিতে হইবে; এখন কি আপনার চিত্তকে এরূপ ব্যাকুল করা উচিত? দেবি! আপনার পুত্র রাম এই রঘুবংশের তিলকস্বরূপ! সম্প্রতি ইহলোকে তাঁহার ন্যায় সৎপথ নিরত ব্যক্তি আর কেহই নাই; অতএব আপনার পুত্রের জন্য শোক করা কর্ত্তব্য নহে। ২২—২৬। সেই পুত্রকে আত্মীয়বর্গের সহিত স্বীয় চরণ বন্দনা করিতে দেখিয়া, শীঘ্রই আপনাকে সহর্ষে

পুত্রস্তে বরদঃ ক্ষিপ্রমযোধ্যাং পুনরাগতঃ।
করাভ্যাং মৃদুপীনাভ্যাং চরণৌ পীড়য়িষ্যতি ॥ ২৮
অভিবাদ্য নমস্যন্তং শূরং সসুহৃদং সুতম্।
মুদাস্রৈঃ প্রোক্ষসে পুত্রং মেঘরাজিরিবাচলম্ ॥ ২৯
আশ্বাসয়ন্তী বিবিধৈশ্চ বাক্যৈ-
র্বাক্যোপচারে কুশলানবদ্যা।
রামস্য তাং মাতরমেবমুক্ত্বা
দেবী সুমিত্রা বিররাম রামা ॥ ৩০
নিশম্য তল্লক্ষ্মণমাতৃবাক্যং
রামস্য মাতুর্নরদেবপত্ন্যাঃ।
সদ্যঃ শরীরে বিননাশ শোকঃ
শরদ্গতো মেঘ ইবাল্পতোয়ঃ ॥ ৩১
ইত্যযোধ্যাকাণ্ডে চতুশ্চত্বারিংশঃ সর্গঃ ॥ ৪৪ ॥

পঞ্চচত্বারিংশঃ সর্গঃ।

অনুরক্তা মহাত্মানং রামং সত্যপরাক্রমম্।
অনুজগ্মুঃ প্রয়ান্তং তং বনবাসায় মানবাঃ ॥ ১
নিবর্ত্তিতেঽতীব বলাৎ সুহৃদ্ধর্ম্মেণ রাজনি।
নৈব তে সন্ন্যবর্ত্তন্ত রামস্যানুগতা রথম্ ॥ ২
অযোধ্যানিলয়ানাং হি পুরুষাণাং মহাযশাঃ।
বভূব গুণসম্পন্নঃ পূর্ণচন্দ্র ইব প্রিয়ঃ ॥ ৩
স যাচ্যমানঃ কাকুৎস্থস্তাভিঃ প্রকৃতিভিস্তদা।
কুর্ব্বাণঃ পিতরং সত্যং বনমেবাম্বপদ্যত ॥ ৪
অবেক্ষমাণঃ সস্নেহং চক্ষুষা প্রপিবন্নিব।
উবাচ রামঃ সস্নেহং তাঃ প্রজাঃ স্বাঃ প্রজা ইব ॥ ৫
যা প্রীতির্বহুমানশ্চ ময্যযোধ্যানিবাসিনাম্।
মৎপ্রিয়ার্থং বিশেষেণ ভরতে সা বিধীয়তাম্ ॥ ৬
স হি কল্যাণচারিত্রঃ কৈকেয্যানন্দবর্দ্ধনঃ।
করিষ্যতি যথাবদ্বঃ প্রিয়াণি চ হিতানি চ ॥ ৭
জ্ঞানবৃদ্ধো বয়োবালো মৃদুর্বীর্য্যগুণান্বিতঃ।
অনুরূপঃ স বো ভর্ত্তা ভবিষ্যতি ভয়াপহঃ ॥ ৮
স হি রাজগুণৈর্যুক্তো যুবরাজঃ সমীক্ষিতঃ।
অপি চাপি ময়া শিষ্টৈঃ কার্য্যং বো ভর্ত্তৃশাসনম্ ॥ ৯
ন সন্তপেদ্যথা চাসৌ বনবাসং গতে ময়ি।
মহারাজস্তথা কার্য্যো মম প্রিয়চিকীর্ষয়া ॥ ১০

বর্ষাকালে মেঘমালার ন্যায় আনন্দাশ্রু মোচন করিতে হইবে। আপনার সেই বরপ্রদ পুত্র রাম শীঘ্রই অযোধ্যা নগরীতে প্রত্যাগত হইয়া স্থূল ও কোমল করযুগলদ্বারা আপনার চরণদ্বয় স্পর্শ করিবেন। আপনার সেই শৌর্য্যশালী পুত্র সুহৃদ্গণের সহিত আপনার পদদ্বয় স্পর্শপূর্ব্বক আপনাকে নমস্কার করিতে প্রবৃত্ত হইলে, আপনি তাঁহাকে, যেমন মেঘপঙ্ক্তি পর্ব্বতকে জলদ্বারা আর্দ্র করে সেইরূপ সহর্ষে আনন্দাশ্রুদ্বারা আর্দ্র করিবেন।" সেই বাক্যরচনা-নিপুণা অনিন্দিতা রমণীয়া সুমিত্রা দেবী, রামজননী কৌসল্যা দেবীকে বহুবিধ বাক্যে আশ্বাস দিয়া মৌন অবলম্বন করিলেন। লক্ষ্মণজননী সুমিত্রা দেবীর সেই কথা শুনিয়া দশরথপত্নী রামমাতা কৌসল্যা দেবীর শোকও শরৎকালীন অল্পজলশালী মেঘের ন্যায় অচিরেই বিনষ্ট হইয়া গেল। ২৭—৩১।

পঞ্চচত্বারিংশ সর্গ।

এদিকে সত্য-পরাক্রম মহাত্মা রাম বনের দিকে যাইতে লাগিলেন এবং তাঁহার অনুরক্ত লোকেরা তাঁহার অনুগামী হইলেন। অমাত্যগণকর্ত্তৃক বল-পূর্ব্বক রাজা দশরথ ও তৎপরিবারবর্গ নিবর্ত্তিত হইলেও সেই সমস্ত পৌর ব্যক্তিরা নিবৃত্ত হইলেন না, প্রত্যুত রামের রথের সঙ্গে যাইতে লাগিলেন। সেই বহুগুণসম্পন্ন মহাযশা কাকুৎস্থ রাম পূর্ণচন্দ্রের ন্যায় অযোধ্যাবাসী ব্যক্তিমাত্রেরই প্রিয় ছিলেন, অতএব তাঁহারা সকলেই তাঁহাকে "আপনি ফিরিয়া চলুন।" এরূপ প্রার্থনা করিতে লাগিলেন; কিন্তু তিনি সে কথায় মনোযোগ না করিয়া পিতাকে সত্যবাদী করিবার মানসে অরণ্যাভিমুখেই যাইতে লাগিলেন। পরে রাম স্বীয় পুত্রগণের ন্যায় সেই প্রজাদিগকে যেন নয়নদ্বারা পান করত সস্নেহে অবলোকন করিতে করিতে বলিলেন। ১—৫। অযোধ্যাবাসিগণ! আমার প্রতি তোমাদিগের যেরূপ প্রীতি আছে এবং তোমরা আমাকে যেরূপ মান্য করিয়া থাক, এক্ষণে আমার প্রিয়সম্পাদনমানসে ভরতের প্রতি সেইরূপ প্রীত এবং তাঁহাকে সেইরূপ সম্মান কর। কৈকেয়ীর আনন্দবর্দ্ধন সেই শোভন-চরিত্রসম্পন্ন ভরত তোমাদিগের যথোচিত প্রিয় ও হিতকর কার্য্য করিবেন। যদিও বয়সে তিনি প্রবীণ হন নাই, তথাপি জ্ঞানে প্রবীণ হইয়াছেন এবং অতিশয় বীর্য্যশালী হইয়াও স্বভাবতঃ নিতান্ত মৃদু; অতএব তোমাদিগের উপযুক্ত ভয়ত্রাতা প্রতিপালক হইবেন। সাধুচরিত্র প্রজাগণ! ভরত, সমস্ত রাজগুণ-বিশিষ্ট ও যুবরাজ হইবার সম্পূর্ণ উপযুক্ত, ইহা আমি বিলক্ষণ জানি; অতএব তোমরা তাঁহার আদেশপালনে কৃতসঙ্কল্প হও এবং আমি বনবাসী হইলেও, আমার প্রিয়-সম্পাদন-মানসে আমার পিতা মহারাজ দশরথের

যথা যথা দাশরথির্ধর্ম্মমেবাশ্রিতোঽভবৎ।
তথা তথা প্রকৃতয়ো রামং পতিমকাময়ন্ ॥ ১১
বাষ্পেণ পিহিতং দীনং রামঃ সৌমিত্রিণা সহ।
চকর্ষেব গুণৈর্বদ্ধং জনং পুরনিবাসিনম্ ॥ ১২
তে দ্বিজাস্ত্রিবিধং বৃদ্ধা জ্ঞানেন বয়সৌজসা।
বয়ঃপ্রকম্পশিরসো দূরাদূচুরিদং বচঃ ॥ ১৩
বহন্তো জবনা রামং ভো ভো জাত্যাস্তুরঙ্গমাঃ।
নিবর্ত্তধ্বং ন গন্তব্যং হিতা ভবত ভর্ত্তরি ॥ ১৪
কর্ণবন্তি হি ভূতানি বিশেষেণ তুরঙ্গমাঃ।
যূয়ং তস্মান্নিবর্ত্তধ্বং যাচনাং প্রতিবেদিতাঃ ॥ ১৫
ধর্ম্মতঃ স বিশুদ্ধাত্মা বীরঃ শুভদৃঢ়ব্রতঃ।
উপবাহ্যস্তু বো ভর্ত্তা নাপবাহ্যঃ পুরাদ্বনম্ ॥ ১৬
এবমার্ত্তপ্রলাপাংস্তান্ বৃদ্ধান্ প্রলপতো দ্বিজান্।
অবেক্ষ্য সহসা রামো রথাদবততার হ ॥ ১৭
পদ্ভ্যামেব জগামাথ সসীতঃ সহলক্ষ্মণঃ।
সন্নিকৃষ্টপদন্যাসো রামো বনপরায়ণঃ ॥ ১৮
দ্বিজাতীন্ হি পদাতীংস্তান্ রামশ্চারিত্রবৎসলঃ।
ন শশাক ঘৃণাচক্ষুঃ পরিমোক্তুং রথেন সঃ ॥ ১৯
গচ্ছন্তমেব তং দৃষ্ট্বা রামং সম্ভ্রান্তমানসাঃ।
উচুঃ পরমসন্তপ্তা রামং বাক্যমিদং দ্বিজাঃ ॥ ২০
ব্রাহ্মণ্যং কৃৎস্নমেব ত্বাং ব্রহ্মণ্যমনুগচ্ছতি।
দ্বিজস্কন্ধাধিরূঢ়াস্ত্বামগ্নয়োঽপ্যনুযান্ত্যমী ॥ ২১
বাজপেয়সমুত্থানি ছত্রাণ্যেতানি পশ্য নঃ।
পৃষ্ঠতোঽনুপ্রয়াতানি মেঘানীব জলাত্যয়ে ॥ ২২
অনবাপ্তাতপত্রস্য রশ্মিসন্তাপিতস্য তে।
এভিশ্ছায়াং করিষ্যামঃ স্বচ্ছত্রৈর্বাজপেয়কৈঃ ॥ ২৩
যা হি নঃ সততং বুদ্ধির্বেদমন্ত্রানুসারিণী।
ত্বৎকৃতে সা কৃতা বৎস বনবাসানুসারিণী ॥ ২৪
হৃদয়েম্ববতিষ্ঠন্তে বেদা যে নঃ পরং ধনম্।
বৎস্যন্ত্যপি গৃহেম্বেব দারাশ্চারিত্ররক্ষিতাঃ ॥ ২৫
ন পুনর্নিশ্চয়ঃ কার্য্যস্ত্বদ্গতৌ সুকৃতা মতিঃ।
ত্বয়ি ধর্ম্মব্যপেক্ষে তু কিং স্যাদ্ধর্ম্মপথে স্থিতম্ ॥ ২৬
যাচিতো নো নিবর্ত্তস্ব হংসশুক্লশিরোরুহৈঃ।

প্রিয়কার্য্য-সম্পাদনে এরূপ যত্ন কর, যাহাতে তিনি দুঃখিত না হন। ৮—১০। দশরথনন্দন রাম যতই ধর্ম্ম আশ্রয় করিতে লাগিলেন, প্রজাগণও ততই তাঁহার শাসনে থাকিতে অভিলাষী হইতে লাগিল। তৎকালে রাম, সুমিত্রানন্দন লক্ষ্মণের সহিত যেন সেই সকল অশ্রুসিক্তদেহ দীন পুরবাসীদিগকে গুণ-দ্বারা বদ্ধ করিয়া আকর্ষণ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। পরে বয়োবৃদ্ধ, জ্ঞানবৃদ্ধ, তপোবৃদ্ধ ও বয়োধর্ম্মে কম্পিত-মস্তক ব্রাহ্মণেরা দূর হইতে সেই রামবহনকারী দ্রুতগামী উত্তমজাতীয় অশ্বদিগকে বলিলেন, "তুরঙ্গম-গণ! তোমার স্বামীর হিতকারী হও,—আর যাইও না, শীঘ্র ফের; অশ্বগণ! প্রাণিমাত্রেরই কর্ণ আছে; কিন্তু তোমাদিগের কর্ণ অতি উৎকৃষ্ট, অতএব তোমরা আমাদিগের প্রার্থনা শুনিয়া প্রত্যাবৃত্ত হও। তোমাদিগের ঐ স্বামী রাম বীর্য্যবান্ বিশুদ্ধাত্মা ও দৃঢ়কল্যাণব্রত, সুতরাং ধর্ম্মানুসারে উঁহাকে নগর হইতে বনে বাহির করিয়া দেওয়া আমাদিগের উচিত নয়; প্রত্যুত নগরীমধ্যে লইয়া যাওয়াই বিধেয়। ১১—১৬। সেই বৃদ্ধ ব্রাহ্মণদিগকে আর্ত্তের ন্যায় প্রলাপবাক্য বলিতে দেখিয়া সাধু-চরিত্র-বৎসল সদয়নয়ন রাম সহসা রথ হইতে অবতীর্ণ হইলেন এবং লক্ষ্মণ ও সীতা দেবীর সহিত ধীরে ধীরে পদব্রজে অরণ্যাভিমুখে যাইতে লাগিলেন। কেননা, সেই সমস্ত পাদচারী ব্রাহ্মণদিগকে দ্রুতগামী রথদ্বারা অতিক্রম করিয়া যাওয়া তিনি উচিত বোধ করিলেন না। পরে সেই ব্রাহ্মণেরা রামকে বনাভিমুখেই যাইতে দেখিয়া পরম সন্তপ্ত হইয়া ব্যাকুলচিত্তে তাঁহাকে বলিলেন। ১৭—২০। বৎস! সমস্ত ব্রহ্মনিষ্ঠ ব্রাহ্মণবর্গ তোমার পশ্চাৎ যাইতেছেন এবং ঐ অগ্নিসকলও ব্রাহ্মণদিগের স্কন্ধে আরোহণ করিয়া তোমার অনুগামী হইতেছেন। ঐ দেখ, আমাদের বাজপেয়যাগলব্ধ শরৎকালীন-মেঘসদৃশ পাণ্ডুরবর্ণ ছত্রসকল পশ্চাৎ পশ্চাৎ আসিতেছে; তোমার ছত্র নাই, অতএব যখন তুমি আতপ-তাপে ক্লান্ত হইবে, তখন আমরা তোমাকে আমাদিগের বাজপেয়-যাগলব্ধ ঐ সকল ছত্রদ্বারা আচ্ছাদন করিব। বৎস! আমাদিগের যে বুদ্ধি সর্ব্বদা কেবল বেদমন্ত্র পর্য্যা-লোচনেই ব্যাপৃতা ছিল, সম্প্রতি আমরা তোমার জন্য সেই বুদ্ধিকে বনবাসবিষয়ে ব্যাপৃতা করিয়াছি। বেদই আমাদিগের পরম ধন, তাহা ত আমাদিগের হৃদয়েই নিহিত আছে। আমাদিগের পত্নীরা নিজ নিজ সচ্চরিত্র-বলে আত্মরক্ষা করত গৃহে বসতি করিবেন, এবং আমরাও তোমার সহিত যাইতে দৃঢ়নিশ্চয় হইয়াছি। এক্ষণে আর আমাদিগের সে বিষয়ে নিশ্চয় করিতে হইবে না; পরন্তু আমাদিগের বক্তব্য এই যে, যদি তুমি ধর্ম্মের অপেক্ষা না কর, তবে কে আর ধর্ম্মের অপেক্ষা করিবে? অতএব বিনীতাচার-সম্পন্ন! আমরা দেবারাধন-সময়ে ভূতললুণ্ঠনহেতু ধূলিব্যাপ্ত ও হংসতুল্য-শুক্লবর্ণ-কেশাবলিযুক্ত মস্তকে

শিরোভির্নিভৃতাচার মহীপতনপাংশুলৈঃ ॥ ২৭
বহূনাং বিততা যজ্ঞা দ্বিজানাং য ইহাগতাঃ ।
তেষাং সমাপ্তিরায়ত্তা তব বৎস নিবর্ত্তনে ॥ ২৮
ভক্তিমন্তীহ ভূতানি জঙ্গমাজঙ্গমানি চ ।
যাচমানেষু তেষু ত্বং ভক্তিং ভক্তেষু দর্শয় ॥ ২৯
অনুগন্তুমশক্তাস্ত্বাং মূলৈরুদ্ধতবেগিনঃ ।
উন্নতা বায়ুবেগেন বিক্রোশন্তীব পাদপাঃ ॥ ৩০
নিশ্চেষ্টাহারসঞ্চারা বৃক্ষৈকস্থাননিশ্চিতাঃ ।
পক্ষিণোঽপি প্রযাচন্তে সর্ব্বভূতানুকম্পনম্ ॥ ৩১
এবং বিক্রোশতাং তেষাং দ্বিজাতীনাং নিবর্ত্তনে ।
দদৃশে তমসা তত্র বারয়ন্তীব রাঘবম্ ॥ ৩২

ততঃ সুমন্ত্রোঽপি রথাদ্বিমুচ্য
শ্রান্তান্ হয়ান্ সম্পরিবর্ত্য শীঘ্রম্ ।
পীতোদকাংস্তোয়পরিপ্লুতাঙ্গা-
নচারয়দ্বৈ তমসাবিদূরে ॥ ৩৩

ইত্যযোধ্যাকাণ্ডে পঞ্চচত্বারিংশঃ সর্গঃ ॥৪৫ ॥

নমস্কার করিয়া প্রার্থনা করিতেছি, তুমি নিবৃত্ত হও। বৎস! এই যে সকল ব্রাহ্মণেরা এখানে আসিয়াছেন, ইহাঁদিগের মধ্যে অনেকেই যজ্ঞ আরম্ভ করিয়াছেন; কিন্তু সেই সমস্ত যজ্ঞের সমাপ্তি তুমি নিবৃত্ত হইলেই হইবে। সে যাহা হউক, ইহলোকে স্থাবর ও জঙ্গম সকলেই তোমাকে ভক্তি করিয়া থাকে; সুতরাং তুমি নিবৃত্ত হইয়া নিবৃত্তি-প্রার্থনাকারী সেই সমস্ত ভক্তের প্রতি স্নেহ প্রদর্শন কর। হে সদয়-স্বভাব! ঐ দেখ! বৃক্ষ সকল মূলকর্ত্তৃক গতিশক্তি-রহিত হওয়ায় তোমার অনুগামী হইতে না পারিয়া বায়ুবেগে সঞ্চালিত হইয়া যেন রোদন করিতেছে। ২১—৩০। আর ঐ দেখ, পক্ষিগণ আহারচেষ্টা পরিত্যাগ করিয়া ও নিশ্চলদেহ হইয়া বৃক্ষোপরি উপবেশন করত তোমারই নিবৃত্তি প্রার্থনা করিতেছে।” ব্রাহ্মণগণ রঘুনন্দন রামকে ফিরাইবার ইচ্ছায় সেইরূপ বলিলে, অনতিদূরে তমসা নদী যেন রামকে গমনে নিবারণ করত দেখা দিল। পরে সুমন্ত্র সারথি সত্বর সেই ক্লান্ত অশ্বগণকে রথ হইতে মোচনপূর্ব্বক ভূতলে লুণ্ঠিত করাইয়া তমসা নদীতে অবগাহন ও জল পান করাইলেন এবং তাহাদিগকে সেই নদীতীরে চরাইতে লাগিলেন। ৩১—৩৩

ষট্‌চত্বারিংশঃ সর্গঃ ।

ততস্তু তমসাতীরং রম্যমাশ্রিত্য রাঘবঃ ।
সীতামুদ্বীক্ষ্য সৌমিত্রিমিদং বচনমব্রবীৎ ॥ ১
ইয়মদ্য নিশা পূর্ব্বা সৌমিত্রে প্রহিতা বনম্ ।
বনবাসস্য ভদ্রং তে ন চোৎকণ্ঠিতুমর্হসি ॥ ২
পশ্য শূন্যান্যরণ্যানি রুদন্তীব সমন্ততঃ ।
যথা নিলয়মায়দ্ভির্নিলীনানি মৃগপক্ষিভিঃ ॥ ৩
অদ্যাযোধ্যা তু নগরী রাজধানী পিতুর্ম্মম ।
সস্ত্রীপুংসা গতানস্মান্ শোচিষ্যতি ন সংশয়ঃ ॥ ৪
অনুরক্তা হি মনুজা রাজানং বহুভির্গুণৈঃ ।
ত্বাঞ্চ মাঞ্চ নরব্যাঘ্র শত্রুঘ্নভরতৌ যথা ॥ ৫
পিতরঞ্চানুশোচামি মাতরঞ্চ যশস্বিনীম্ ।
অপি নান্ধৌ ভবেতাং নৌ রুদন্তৌ তাবভীক্ষ্ণশঃ ॥ ৬
ভরতঃ খলু ধর্ম্মাত্মা পিতরং মাতরঞ্চ মে ।
ধর্ম্মার্থকামসহিতৈর্ব্বাক্যৈরাশ্বাসয়িষ্যতি ॥ ৭
ভরতস্যানৃশংসত্বং সঞ্চিন্ত্যাহং পুনঃপুনঃ ।
নানুশোচামি পিতরং মাতরঞ্চ মহাভুজ ॥ ৮

ষট্‌চত্বারিংশ সর্গ ।

রঘুনন্দন রাম সেই রমণীয় তমসাতীরে বাস স্থির করিয়া সীতার দিকে চাহিয়া সুমিত্রানন্দন লক্ষ্মণকে বলিলেন,—“সৌমিত্রে! অদ্যই আমরা বনে বিবাসিত হইয়াছি, এই আমাদিগের বনবাসের প্রথম রাত্রি আসিতেছে। তোমার মঙ্গল হউক,—তুমি উৎকণ্ঠিত হইও না। ঐ দেখ, মৃগ বিহঙ্গগণ নিজ নিজ আবাসে যাওয়াতে, অরণ্য শূন্য হইয়া রোদন করিতেছে! নরশ্রেষ্ঠ! অদ্য আমাদিগের পিতার রাজধানী অযোধ্যা নগরীতে নরনারী প্রভৃতি সকল ব্যক্তিই আমাদিগের বনগমনজন্য শোক করিবে, ইহাতে সংশয় নাই; কেননা, তাহারা সকলেই বহুগুণশালী রাজা দশরথের, ভরতের, শত্রুঘ্নের তোমার এবং আমার প্রতি অনুরক্ত। ১—৫। সে যাহা হউক, এখন আমার পিতা ও যশস্বিনী মাতার জন্যই শোক হইতেছে; তাঁহারা আমাদিগের জন্য অনবরত রোদন করিতে করিতে অন্ধ না হন, তবেই মঙ্গল; পরন্তু মহাবাহো! ভরত নিতান্ত ধর্ম্মাত্মা, তিনি অবশ্যই ধর্ম্ম, অর্থ ও কামযুক্ত বাক্য-দ্বারা মাতা-পিতাকে আশ্বাসিত করিবেন। আমি বারংবার ভরতের সরলতার বিষয় চিন্তা করিয়া মাতা-পিতার জন্য বিশেষ শোক করিতেছি না। লক্ষ্মণ!

শুশ্রূষা কার্য্যং নরব্যাঘ্র যামনুব্রজতা কৃতম্।
অবেক্ষ্যা হি বৈদেহ্যা রক্ষণার্থং সহায়তা ॥ ৯
অদ্ভিরেব হি সৌমিত্রে বৎস্যাম্যত্র নিশামিমাম্।
এতদ্ধি রোচতে মহ্যং বন্যেঽপি বিবিধে সতি ॥ ১০
এবমুক্ত্বা তু সৌমিত্রিং সুমন্ত্রমপি রাঘবঃ।
অপ্রমত্তস্ত্বমশ্বেষু ভব সৌম্যেত্যুবাচ হ ॥ ১১
সোঽশ্বান্ সুমন্ত্রঃ সংযম্য সূর্য্যেঽস্তং সমুপাগতে।
প্রভূতযবসান্ কৃত্বা বভূব প্রত্যনন্তরঃ ॥ ১২
উপাস্য তু শিবাং সন্ধ্যাং দৃষ্ট্বা রাত্রিমুপস্থিতাম্।
রামস্য শয়নং চক্রে সূতঃ সৌমিত্রিণা সহ ১৩
তাং শয্যাং তমসাতীরে বীক্ষ্য বৃক্ষদলৈর্কৃতাম্॥
রামঃ সৌমিত্রিণা সার্দ্ধং সভার্য্যঃ সংবিবেশ হ ॥ ১৪
সভার্য্যং সম্প্রসুপ্তন্তু ভ্রাতরং সম্প্রেক্ষ্য লক্ষ্মণঃ।
কথয়ামাস সূতায় রামস্য বিবিধান্ গুণান্ ॥ ১৫
জাগ্রতোরেব তাং রাত্রিং সৌমিত্রেরুদিতো রবিঃ।
সূতস্য তমসাতীরে রামস্য ব্রুবতো গুণান্ ॥ ১৬
গোকুলাকুলতীরায়াস্তমসায়া বিদূরতঃ।
অবসত্তত্র তাং রাত্রিং রামঃ প্রকৃতিভিঃ সহ ॥ ১৭

উত্থায় তু মহাতেজাঃ প্রকৃতীস্তা নিশাময্য চ।
অব্রবীদ্ভ্রাতরং রামো লক্ষ্মণং পুণ্যলক্ষণম্ ॥ ১৮
অস্মদ্ব্যপেক্ষান্ সৌমিত্রে নিরপেক্ষান্ গৃহেষ্বপি।
বৃক্ষমূলেষু সংসক্তান্ পশ্য লক্ষ্মণ সাম্প্রতম্ ॥ ১৯
যথৈতে নিয়মং পৌরাঃ কুর্ব্বন্ত্যস্মন্নিবর্ত্তনে।
অপি প্রাণান্ ন্যসিষ্যন্তি ন তু ত্যক্ষ্যন্তি নিশ্চয়ম্ ॥ ২০
যাবদেব তু সংসুপ্তাস্তাবদেব বয়ং লঘু।
রথমারুহ্য গচ্ছামঃ পন্থানমকুতোভয়ম্ ॥ ২১
অতো ভূয়োঽপি নেদানীমিক্ষ্বাকুপুরবাসিনঃ।
স্বপেয়ুরনুরক্তা মাং বৃক্ষমূলেষু সংশ্রিতাঃ ॥ ২২
পৌরা হ্যাত্মকৃতাদ্দুঃখাদ্বিপ্রমোক্ষ্যা নৃপাত্মজৈঃ।
ন তু খল্বাত্মনা যোজ্যা দুঃখেন পুরবাসিনঃ ॥ ২৩
অব্রবীল্লক্ষ্মণো রামং সাক্ষাদ্ধর্ম্মমিব স্থিতম্।
রোচতে মে তথা প্রাজ্ঞ ক্ষিপ্রমারুহ্যতামিতি ॥ ২৪
অথ রামোঽব্রবীৎ সূতং শীঘ্রং সংযুজ্যতাং রথঃ।
গমিষ্যামি ততোঽরণ্যং গচ্ছ শীঘ্রমিতঃ প্রভো ॥ ২৫
সূতস্ততঃ সন্ত্বরিতঃ স্যন্দনং তৈর্হয়োত্তমৈঃ।
যোজয়িত্বা তু রামস্য প্রাঞ্জলিঃ প্রত্যবেদয়ৎ ॥ ২৬

তুমি আমার সঙ্গে আসিয়া ভাল কাজই করিয়াছ। কেননা, বিদেহদুহিতা সীতা দেবীর রক্ষার জন্য আমাকে অবশ্যই অন্যের সাহায্য লইতে হইবে। সৌমিত্রে! এই বনে বহুবিধ ফল রহিয়াছে, তথাপি আমার ইচ্ছা হইতেছে যে, অদ্য কেবল জলপান করিয়াই রজনী অতিবাহন করিব।"৮—১০। রঘুনন্দন রাম লক্ষ্মণকে সেইরূপ বলিয়া সুমন্ত্র সারথিকে বলিলেন—"সৌম্য! তুমি অশ্বগণের রক্ষায় সাবধান হও।" সুমন্ত্রও অশ্বদিগকে বন্ধন করিয়া তাহাদিগের সমীপে প্রচুর ঘাস রাখিয়া সূর্য্যাস্ত-সময়ে তাঁহার নিকটবর্ত্তী হইলেন। পরে তিনি শুভ সন্ধ্যার উপাসনা করিয়া রাত্রি হইয়াছে দেখিয়া লক্ষ্মণের সহিত রামের জন্য শয্যা প্রস্তুত করিলেন। সেই তমসানদীতীরে লক্ষ্মণ ও সুমন্ত্র সারথিকর্ত্তৃক বৃক্ষপত্রদ্বারা শয্যা রচিত হইয়াছে দেখিয়া, রাম ভার্য্যার সহিত তাহাতে শয়ন করিলেন। অনন্তর ভ্রাতা রামকে ভার্য্যার সহিত ঘুমাইতে দেখিয়া লক্ষ্মণ সুমন্ত্রসারথির নিকট তাঁহার বহুবিধ গুণ কীর্ত্তন করিলেন। সেই তমসানদী-তীরে লক্ষ্মণ ও সুমন্ত্র সারথি জাগ্রত থাকিয়া গুণ কীর্ত্তন করিতে করিতেই রজনী অতিবাহিত করিলেন। ১১—১৬। তমসাতীরে যে স্থান গোকুলসমূহে পরিব্যাপ্ত ছিল, তথাকার অনতিদূরে মহাতেজা রাম প্রজাবর্গের সহিত সেই রাত্রি যাপন করিলেন। পরে

তিনি উত্থিত হইয়া সেই প্রজাদিগকে নিদ্রিত দেখিয়া পুণ্যলক্ষণ-সম্পন্ন ভ্রাতা লক্ষ্মণকে বলিলেন,—'সুমিত্রা-নন্দন লক্ষ্মণ! দেখ, এই সমস্ত পৌরেরা গৃহাদির অপেক্ষা না রাখিয়া আমাদের অপেক্ষায় এক্ষণ পর্য্যন্ত বৃক্ষমূলে শয়ন করিয়া আছেন। ইহাঁরা আমাদিগকে লইয়া যাইবার জন্য যেরূপ যত্ন করিতেছেন, তাহাতে বোধ হইতেছে যে, ইহারা প্রাণ-পর্য্যন্তও পরিত্যাগ করিবেন, তথাচ সঙ্কল্প ত্যাগ করিবেন না; অতএব যেপর্য্যন্ত ইহাঁরা ঘুমাইয়া থাকেন, আইস, আমরা তন্মধ্যেই শীঘ্র রথে উঠিয়া অকুতোভয়ে রাজ-পথ দিয়া প্রস্থান করি; যেন ঐ সমস্ত ইক্ষ্বাকুপুরবাসীদিগকে আমার অনুরক্ত হইয়া বৃক্ষমূল আশ্রয় করিয়া শয়ন করিতে না হয়! পুরবাসীদিগের আত্মকৃত দুঃখ মোচন করা রাজপুত্রদিগের কর্ত্তব্য; কিন্তু তাহাদিগকে আত্ম-দুঃখে দুঃখিত করা উচিত নহে। ১৭—২৩। তৎপরে লক্ষ্মণ সাক্ষাৎ ধর্ম্মের ন্যায় অবস্থিত রামকে বলিলেন, "প্রাজ্ঞ! আপনি যাহা বলিলেন, তাহাই আমার বিবেচনায় উপযুক্ত বোধ হইতেছে, সুতরাং চলুন, শীঘ্র রথে আরোহণ করা যাউক।" পরে রাম, সুমন্ত্র সারথিকে কহিলেন "সূত কার্য্যদক্ষ! আমি এখনই বনে যাইব, সুতরাং তুমি শীঘ্র রথ যোজনা কর।" তখন সুমন্ত্র সারথি সত্বর সেই শ্রেষ্ঠ অশ্বগণে রথ যোজিত করিয়া তাঁহার অভিমুখীন ও কৃতাঞ্জলি হইয়া তাঁহাকে

অয়ং যুক্তো মহাবাহো রথস্তে রথিনাং বর।
ত্বরয়ারোহ ভদ্রং তে সসীতঃ সহলক্ষ্মণঃ॥ ২৭
তং স্যন্দনমধিষ্ঠায় রাঘবঃ সপরিচ্ছদঃ।
শীঘ্রগামাকুলাবর্ত্তাং তমসামতরন্নদীম্॥ ২৮
স সন্তীর্য্য মহাবাহুঃ শ্রীমান্ শিবমকণ্টকম্।
প্রাপদ্যত মহামার্গমভয়ং ভয়দর্শিনাম্॥ ২৯
মোহনার্থং তু পৌরাণাং সূতং রামোঽব্রবীদ্বচঃ।
উদঙ্মুখঃ প্রয়াহি ত্বং রথমাস্থায় সারথে॥ ৩০
মুহূর্ত্তং ত্বরিতং গত্বা নিবর্ত্তয় রথং পুনঃ।
যথা ন বিদ্যুঃ পৌরা মাং তথা কুরু সমাহিতঃ॥ ৩১
রামস্য তু বচঃ শ্রুত্বা তথা চক্রে চ সারথিঃ।
প্রত্যাগম্য চ রামস্য স্যন্দনং প্রত্যবেদয়ৎ॥ ৩২
তৌ সম্প্রযুক্তং তু রথং সমাস্থিতৌ
তদা সসীতৌ রঘুবংশবর্দ্ধনৌ।
প্রচোদয়ামাস ততস্তুরঙ্গমান্
স সারথির্যেন পথা তপোবনম্॥ ৩৩
ততঃ সমাস্থায় রথং মহারথঃ
সসারথির্দাশরথির্বনং যযৌ।
উদঙ্মুখং তন্তু রথং চকার সঃ
প্রয়াণমাঙ্গল্যনিমিত্তদর্শনাৎ॥ ৩৪
ইত্যযোধ্যাকাণ্ডে ষট্‌চত্বারিংশঃ সর্গঃ॥ ৪৬

বলিলেন "রথিপ্রবর মহাবাহো! এই রথ যোজিত হইয়াছে; আপনার মঙ্গল হউক,—আপনি সীতা দেবী ও লক্ষ্মণের সহিত ইহাতে আরোহণ করুন।" ২৪—২৭। পরে রঘুনন্দন রাম সেই রথে অস্ত্রশস্ত্র প্রভৃতি আবশ্যকীয় দ্রব্য সকল রাখিয়া সীতা ও লক্ষ্মণের সহিত তাহাতে আরোহণ করিয়া তদ্দ্বারা দ্রুতগামিনী আবর্ত্তসমাকুলা তমসানদীর পরপারে গেলেন। সেই মহাবাহু শ্রীসম্পন্ন রাম তমসানদী উত্তীর্ণ এবং যথায় ভীরুস্বভাব ব্যক্তিদিগেরও কোন ভয়ের সম্ভাবনা নাই, সেই কণ্টকবিহীন মঙ্গলময় রাজপথে যাইয়া রথ হইতে অবতীর্ণ হইলেন। পরে তিনি পৌরগণকে বঞ্চনা করিবার মানসে সুমন্ত্র সারথিকে বলিলেন, "সারথে! তুমি রথে আরোহণ করিয়াই উত্তরদিকে যাও এবং শীঘ্র মুহূর্ত্তকালমাত্র উত্তরাভিমুখে যাইয়া রথ ফিরাইও। অধিক আর কি বলিব! যাহাতে পৌরগণ আমার গন্তব্য পথ জানিতে না পারেন, তুমি সাবধান হইয়া সেইরূপ কর।" ২৮—৩১। রামের কথা শুনিয়া সুমন্ত্র সারথি সেইরূপ কার্য্য সমাধানপূর্ব্বক প্রতিনিবৃত্ত হইয়া তাঁহাকে রথে আরোহণ করিতে নিবেদন করিলেন। তখন রঘুবংশবর্দ্ধন রাম ও লক্ষ্মণ, সীতা দেবীর সহিত সেই সুসজ্জিত রথে আরোহণ করিলেন। পরে যে পথে বনে যাওয়া যায়, সুমন্ত্র সারথি সেই পথ দিয়া অশ্ব চালনা করিলেন। প্রথমতঃ সুমন্ত্র বনপ্রস্থানের মাঙ্গল্য নিমিত্ত রথকে উত্তরমুখ করিলেন, পরে মহারথ দশরথতনয় রাম সেই রথে আরোহণ করিয়া সারথির সহিত বনাভিমুখে যাইতে লাগিলেন। ৩২—৩৪।

সপ্তচত্বারিংশঃ সর্গঃ।

প্রভাতায়ান্তু শর্ব্বর্য্যাং পৌরাস্তে রাঘবং বিনা।
শোকোপহতনিশ্চেষ্টা বভূবুর্হতচেতসঃ॥ ১
শোকজাশ্রুপরিদ্যূনা বীক্ষমাণাস্ততস্ততঃ।
আলোকমপি রামস্য ন পশ্যন্তি স্ম দুঃখিতাঃ॥ ২
তে বিষাদার্ত্তবদনা রহিতাস্তেন ধীমতা।
কৃপণাঃ করুণা বাচো বদন্তি স্ম মনীষিণঃ॥ ৩
ধিগস্তু খলু নিদ্রাং তাং যয়াপহৃতচেতনাঃ।
নাদ্য পশ্যামহে রামং পৃথুরস্কং মহাভুজম্॥ ৪
কথং রামো মহাবাহুঃ স তথাবিতথক্রিয়ঃ।
ভক্তং জনমভিত্যজ্য প্রবাসং রাঘবো গতঃ॥ ৫
যো নঃ সদা পালয়তি পিতা পুত্রানিবৌরসান্।
কথং রঘূণাং স শ্রেষ্ঠস্ত্যক্ত্বা নো বিপিনং গতঃ॥ ৬

সপ্তচত্বারিংশ সর্গ।

এদিকে রাত্রি প্রভাত হইলে পৌরগণ, রঘুনন্দন রামকে দেখিতে না পাইয়া শোকাকুল ও নিশ্চেষ্ট হইয়া সংজ্ঞাবিহীন হইলেন। পরে তাঁহারা দুঃখিত ও শোকজনিত-অশ্রুপারব্যাপ্ত হইয়া চারিদিকে দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন; কিন্তু রামের রথচিহ্নও দেখিতে পাইলেন না। তখন সেই সকল মনীষী পৌরেরা রামের বিরহজনিত-বিষাদ-প্রযুক্ত আর্ত্ত-বদন ও দীনভাবে পরস্পর এরূপ করুণাসমন্বিত বাক্য বলিলেন, "আমরা যে নিদ্রায় চেতন-শক্তি অপহৃত হওয়ায় এক্ষণে সেই বিপুলবক্ষঃস্থল, মহাবাহু রামকে দেখিতে পাইতেছি না, আমাদিগের সেই নিদ্রাকেই ধিক্! হায়! সেই অমোঘকার্য্য রঘুনন্দন মহাবাহু রাম, কেমন করিয়া এই সকল অনুগত ব্যক্তিদিগকে ছাড়িয়া প্রবাসী হইলেন! পিতা যেমন পুত্রগণকে প্রতিপালন করিয়া থাকেন, তদ্রূপ যিনি সর্ব্বদা আমাদিগকে পালন করিতেন, সেই রাঘবশ্রেষ্ঠ রাম কিরূপে আমাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া বনে গেলেন! সেই রাম

ইহৈব নিধনং যামো মহাপ্রস্থানমেব বা।
রামেণ রহিতানাং হি কিমর্থং জীবিতং হিতম্ ॥৭
সন্তি শুষ্কাণি কাষ্ঠানি প্রভূতানি মহান্তি চ।
তৈঃ প্রজ্বাল্য চিতাং সর্ব্বে প্রবিশামোহথ পাবকম্ ॥ ৮
কিং বক্ষ্যামো মহাবাহুরনসূয়ঃ প্রিয়ংবদঃ।
নীতঃ স রাঘবোঽস্মাভিরিতি বক্তুং কথং ক্ষমম্ ॥ ৯
সা নূনং নগরী দীনা দৃষ্ট্বাস্মান্ রাঘবং বিনা।
ভবিষ্যতি নিরানন্দা সস্ত্রীবালবয়োঽধিকা ॥ ১০
নির্যাতাস্তেন বীরেণ সহ নিত্যং মহাত্মনা।
বিহীনাস্তেন চ পুনঃ কথং দ্রক্ষ্যাম তাং পুরীম্ ॥ ১১
ইতীব বহুধা বাচো বাহুমুদ্যম্য তে জনাঃ।
বিলপন্তি স্ম দুঃখার্ত্তা হৃতবৎসা ইবাগ্রগাঃ ॥ ১২
ততো মার্গানুসারেণ গত্বা কিঞ্চিত্ততঃ ক্ষণম্।
মার্গনাশাদ্বিষাদেন মহতা সমভিপ্লুতাঃ ॥ ১৩
রথমার্গানুসারেণ ন্যবর্ত্তন্ত মনস্বিনঃ।
কিমিদং কিং করিষ্যামো দৈবেনোপহতা ইতি ॥ ১৪
ততো যথাগতেনৈব মার্গেণ ক্লান্তচেতসঃ।
অযোধ্যামগমন্ সর্ব্বে পুরীং ব্যথিতসজ্জনাম্ ॥ ১৫
আলোক্য নগরীং তাঞ্চ ক্ষয়ব্যাকুলমানসাঃ।
আবর্ত্তয়ন্ত তেঽশ্রূণি নয়নৈঃ শোকপীড়িতৈঃ ॥ ১৬
এষা রামেণ নগরী রহিতা নাতিশোভতে।
আপগা গরুড়েনেব হ্রদাদুদ্ধৃতপন্নগা ॥ ১৭
চন্দ্রহীনমিবাকাশং তোয়হীনমিবার্ণবম্।
অপশ্যন্নিহতানন্দং নগরং তে বিচেতসঃ ॥ ১৮

তে তানি বেশ্মানি মহাধনানি
দুঃখেন দুঃখোপহতা বিশন্তঃ।
নৈব প্রজজ্ঞুঃ স্বজনং পরং বা
নিরীক্ষমাণাঃ প্রবিনষ্টহর্ষাঃ ॥ ১৯

ইত্যযোধ্যাকাণ্ডে সপ্তচত্বারিংশঃ সর্গঃ ॥ ৪৭ ॥

অষ্টচত্বারিংশঃ সর্গঃ।

তেষামেবং বিষণ্ণানাং পীড়িতানামতীব চ।
বাষ্পবিপ্লুতনেত্রাণাং সশোকানাং মুমূর্ষয়া ॥ ১
অভিগম্য নিবৃত্তানাং রামং নগরবাসিনাম্।
উদ্গতানীব সত্ত্বানি বভূবুরমনস্বিনাম্ ॥ ২

ব্যতিরেকে আমাদিগের জীবনে কোন প্রয়োজন নাই; সুতরাং এক্ষণে আমাদিগের এখানে কোন প্রকারে প্রাণ পরিত্যাগ করা বা মরিবার জন্য কৃতনিশ্চয় হইয়া উত্তরাভিমুখে যাওয়াই উচিত। ১—৭। এখানে অনেক বৃহৎ বৃহৎ শুষ্ক কাষ্ঠ আছে; আইস আমরা সকলে উহাদ্বারা চিতা প্রস্তুত করিয়া তাহাতে অগ্নিসংযোগ করত তন্মধ্যে প্রবেশ করি। আমরা অযোধ্যায় ফিরিয়া যাইয়া তত্রত্য লোকদিগকে কি বলিব? সেই অসূয়া-বিহীন প্রিয়বাদী মহাবাহু রামকে বনে লইয়া গিয়াছি। ইহাই বা কি প্রকারে বলা যাইতে পারে? স্ত্রী বালক ও বৃদ্ধ প্রভৃতি অযোধ্যানিবাসী সকল লোকই রাম-ব্যতিরেকে আমাদিগকে আসিতে দেখিয়া নিশ্চিতই নিরানন্দ হইবে। আমরা সেই বীর্য্যসম্পন্ন মহাত্মা রামের সহিত নিয়ত থাকিবার ইচ্ছায় পুরী হইতে বাহির হইয়াছিলাম, এক্ষণে তৎকর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হইয়া কেমন করিয়া যাইয়া আবার সেই নগরী অবলোকন করিব? ৮—১১। সেই মনস্বী পুরবাসী ব্যক্তিগণ বাহু উত্তোলন করিয়া দুঃখার্ত্ত হইয়া বৎস-বিহীনা গাভীর ন্যায়, সেইরূপ নানাপ্রকার বাক্যে বিলাপ করিলেন। পরে তাঁহারা রথচক্ররেখানুসারে কিয়দ্দূর যাইয়া পরিশেষে চক্রচিহ্ন আর দেখিতে না পাইয়া অতীব বিষণ্ণ হইয়া এ আবার কি? এক্ষণে আমরা কি করি! হা! আমরা নিশ্চয়ই দৈবকর্ত্তৃক হত হইয়াছি! এই বলিয়া সেই রেখানুসারেই প্রতিনিবৃত্ত হইলেন। পরে তাঁহারা সকলে ক্লান্ত হইয়া, যে পথ দিয়া আসিতেছিলেন, সেই পথ দিয়াই, যথায় সাধু ব্যক্তি-মাত্রেই ব্যথিত ছিলেন, সেই অযোধ্যা নগরীতে গেলেন এবং তাহার অবস্থা দেখিয়া, 'কেমন করিয়া গৃহে বাস করিব?' এই চিন্তায় ব্যাকুলচিত্ত হইয়া শোকপীড়িতনয়ন হইতে বাষ্প বিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন। ১২—১৬। তৎকালে সেই নগরী রামবিহীন হইয়া, হ্রদ হইতে গরুড়কর্ত্তৃক অপহৃত উপন্নগ নদীর ন্যায় বিশ্রী হইয়াছিল; সুতরাং পৌরগণ তাহাকে চন্দ্রহীন আকাশমণ্ডল ও জল-বিহীন সমুদ্রের ন্যায় নিরানন্দ দেখিয়া ব্যাকুলচিত্ত হইলেন। পরে তাঁহারা নিতান্ত নিরানন্দ হইয়া আত্মীয় ও অনাত্মীয় ব্যক্তিদিগকে দেখিয়াও কাহার সহিত আলাপ করিতে গেলেন না; প্রত্যুত দুঃখিত-ভাবে স্ব স্ব গৃহে প্রবেশ করিলেন। ১৭—১৯।

অষ্টচত্বারিংশ সর্গ।

রামের সঙ্গে যাইয়াও প্রতিনিবৃত্ত হওয়াপ্রযুক্ত শোক-সমন্বিত, অতি দুঃখিত, বিষণ্ণ, খিন্নচিত্ত, বাষ্প-ব্যাপ্ত-নয়ন ও মুমূর্ষু দশাপ্রাপ্ত সেই পুরবাসী ব্যক্তি-দিগের গৃহপ্রবেশকালে যেন প্রাণ বহির্গতপ্রায় হইল।

স্বং স্বং নিলয়মাগম্য পুত্রদারৈঃ সমাবৃতাঃ।
অশ্রূণি মুমুচুঃ সর্ব্বে বাষ্পেণ পিহিতাননাঃ॥ ৩
ন চাহৃষ্যন্ন চামোদন্ বণিজো ন প্রসারয়ন্।
ন চাশোভন্ত পণ্যানি নাপচন্ গৃহমেধিনঃ॥ ৪
নষ্টং দৃষ্ট্বা নাভ্যনন্দন্ বিপুলং বা ধনাগমম্।
পুত্রং প্রথমজং লব্ধ্বা জননী নাভ্যনন্দত॥ ৫
গৃহে গৃহে রুদন্ত্যশ্চ ভর্ত্তারং গৃহমাগতম্।
ব্যগর্হয়ন্ত দুঃখার্ত্তা বাগ্ভিস্তোত্রৈরিব দ্বিপান্॥ ৬
কিং নু তেষাং গৃহৈঃ কার্য্যং কিং দারৈঃ কিং ধনেন বা।
পুত্রৈর্ব্বা কিং সুখৈর্ব্বাপি যে ন পশ্যন্তি রাঘবম্॥ ৭
একঃ সৎপুরুষো লোকে লক্ষ্মণঃ সহ সীতয়া।
যোঽনুগচ্ছতি কাকুৎস্থং রামং পরিচরন্ বনে॥ ৮
আপগাঃ কৃতপুণ্যাস্তাঃ পদ্মিন্যশ্চ সরাংসি চ।
যেষু যাস্যতি কাকুৎস্থো বিগাহ্য সলিলং শুচি॥ ৯
শোভয়িষ্যন্তি কাকুৎস্থমটব্যো রম্যকাননাঃ।
আপগাশ্চ মহানূপাঃ সানুমন্তশ্চ পর্ব্বতাঃ॥ ১০
কাননং বাপি শৈলং বা যং রামোঽনুগমিষ্যতি।
প্রিয়াতিথিমিব প্রাপ্তং নৈনং শক্ষ্যন্ত্যনর্চ্চিতুম্॥ ১১
বিচিত্রকুসুমাপীড়া বহুমঞ্জরিধারিণঃ।
রাঘবং দর্শয়িষ্যন্তি নগা ভ্রমরশালিনঃ॥ ১২
অকালে চাপি মুখ্যানি পুষ্পাণি চ ফলানি চ।
দর্শয়িষ্যন্ত্যনুক্রোশাদ্গিরয়ো রামমাগতম্॥ ১৩
প্রস্রবিষ্যন্তি তোয়ানি বিমলানি মহীধরাঃ।
বিদর্শয়ন্তো বিবিধান্ ভূয়শ্চিত্রাংশ্চ নির্ঝরান্॥ ১৪
পাদপাঃ পর্ব্বতাগ্রেষু রময়িষ্যন্তি রাঘবম্।
যত্র রামো ভয়ং নাত্র নাস্তি তত্র পরাভবঃ॥ ১৫
স হি শূরো মহাবাহুঃ পুত্রো দশরথস্য চ।
পুরা ভবতি নো দূরাদনুগচ্ছাম রাঘবম্॥ ১৬
পাদচ্ছায়া সুখং ভর্ত্তুস্তাদৃশস্য মহাত্মনঃ।
স হি নাথো জনস্যাস্য স গতিঃ স পরায়ণম্।
বয়ং পরিচরিষ্যামঃ সীতাং যূয়ঞ্চ রাঘবম্॥ ১৭
ইতি পৌরস্ত্রিয়ো ভর্ত্তৄন্ দুঃখার্ত্তাস্তত্তদব্রুবন্॥ ১৮
যুষ্মাকং রাঘবোঽরণ্যে যোগক্ষেমং বিধাস্যতি।
সীতা নারীজনস্যাস্য যোগক্ষেমং করিষ্যতি॥ ১৯

পরে তাঁহারা সকলে গৃহে প্রবেশপূর্ব্বক পত্নী ও পুত্রদিগের সহিত মিলিত হইয়া অশ্রু-মোচন করত উদ্গ্র বদনমণ্ডল প্লাবিত করিতে লাগিলেন। তৎকালে কাহারও চিত্তে হর্ষোদয় হইল না,—কেহই হর্ষলক্ষণে লক্ষিত হইলেন না। এমন কি, বাণিজ্য-ব্যবসায়ীরাও স্ব স্ব পণ্য দ্রব্য সকল যথারীতি বিস্তার করিলেন না, সুতরাং তাঁহাদিগের বিস্তৃত পণ্যসকল শোভিত হইল না; গৃহস্থেরা বেদপাঠ ছাড়িলেন; যে বিপুল অর্থলাভের কিছুমাত্র উপায় ছিল না, সেই অর্থলাভেও কাহারও চিত্ত প্রফুল্ল হইল না; প্রথমোৎপন্ন পুত্র লাভ করিয়াও জননী আনন্দিতা হইলেন না। ১—৫। সেই সময়ে গৃহে গৃহেই মহিলাগণ দুঃখার্ত্ত হইয়া মাহুত যেমন অঙ্কুশদ্বারা হস্তীকে তাড়না করে, সেইরূপ বাক্যদ্বারা স্ব স্ব গৃহাগত স্বামীকে ভৎর্সনা করিতে লাগিলেন, যাঁহারা রামকে দর্শন করেন না তাঁহাদিগের গৃহ, ধন, দান ও সুখে প্রয়োজন কি? সম্প্রতি এই পৃথিবীতে লক্ষ্মণই একমাত্র সাধুপুরুষ আছেন, যিনি সেই সপত্নীক কাকুৎস্থ রামের পরিচর্য্যা করত বনেও অনুগমন করিয়াছেন। কাকুৎস্থ রাম যে সকল নদী, পুষ্করিণী ও সরোবরের নির্ম্মল জলে অবগাহন করিয়া গমন করিবেন, তাহারাই পুণ্যবান্। মনোরম কানন-সমন্বিত অরণ্য, সানুমান্ পর্ব্বত ও জলপ্রায়দেশমধ্যবাহিনী নদীসমূহ কাকুৎস্থ রামকে শোভিত করিবে। ৬—১০ যেখানে রাম যাইবেন, কানন ও পর্ব্বত সেই প্রদেশেই তাঁহাকে, সমাগত প্রিয় অতিথির ন্যায় অর্চ্চনা না করিয়া থাকিতে পারিবে না। বহু-মঞ্জরী-বিশিষ্ট, বিবিধকুসুমরূপ-শিরোভূষণ-সমন্বিত ও ভ্রমরগণসমাকুল বৃক্ষসকল রঘুনন্দন রামকে আত্মশোভা প্রদর্শন করাইবে। পর্ব্বতসকল তাঁহাকে আসিতে দেখিয়া সদয় হইয়া অসময়ে উত্তম উত্তম পুষ্প ফল সমস্ত প্রদর্শন করিবে এবং অতীব বিচিত্র নির্ঝর সমস্ত প্রদর্শন করত নির্ম্মল জল বিসর্জ্জন করিবে এবং পর্ব্বতাগ্রস্থিত বৃক্ষ সকলও সেই রঘুনন্দন রামকে প্রীত করিবে। সেই দশরথ-নন্দন শৌর্য্যসম্পন্ন, মহাবাহু, মহাত্মা রাম যেখানে বাস করিবেন, তথায় কোন প্রাণী হইতে পরাজয় বা ভয় হইবার সম্ভাবনা নাই; অতএব যতক্ষণ পর্য্যন্ত তিনি আমাদিগের বহুদূরবর্ত্তী না হন, আইস আমরা ইত্যবসরেই তাঁহার অনুগামী হই। ১১—১৬। সেই মহাত্মা রামই আমাদের আশ্রয়, গতি ও রক্ষক; সুতরাং তাঁহার চরণসেবা করাই আমাদিগের হিতকর; অতএব তোমরা তাঁহার পরিচর্য্যা করিবে এবং আমরাও সীতাদেবীর পরিচর্য্যা করিব;" তৎকালে সেইসকল পৌরবনিতারা দুঃখার্ত্তা হইয়া আপন আপন স্বামীকে সেইরূপ বলিয়া আবার বলিলেন, 'বনেও রঘুনন্দন রাম তোমাদিগের অভিলষিত অর্থপ্রাপ্তি ও প্রাপ্ত অর্থরক্ষণের উপায় বিধান করিলেন এবং সীতাদেবী আমাদিগের অভি-

কো হ্যনেনাপ্রতীতেন সোৎকণ্ঠিতজনেন চ ।
সম্প্রীয়েতামনোজ্ঞেন বাসেন হৃতচেতসা ॥ ২০
কৈকেয্যা যদি চেদ্রাজ্যং স্যাদধর্ম্ম্যমনাথবৎ ।
নহি নো জীবিতেনার্থঃ কুতঃ পুত্রৈঃ কুতো ধনৈঃ ॥ ২১
যয়া পুত্রশ্চ ভর্ত্তা চ ত্যক্তাবৈশ্বর্য্যকারণাৎ ।
কং সা পরিহরেদন্যং কৈকেয়ী কুলপাংসনী ॥ ২২
কৈকেয্যা ন বয়ং রাজ্যে ভৃতকা হি বসেমহি ।
জীবন্ত্যা জাতু জীবন্ত্যঃ পুত্রৈরপি শপামহে ॥ ২৩
যা পুত্রং পার্থিবেন্দ্রস্য প্রবাসয়তি নির্ঘৃণা ।
কস্তাং প্রাপ্য সুখং জীবেদধর্ম্ম্যাং দুষ্টচারিণীম্ ॥ ২৪
উপদ্রুতমিদং সর্ব্বমনালম্বমনায়কম্ ।
কৈকেয্যাস্তু কৃতে সর্ব্বং বিনাশমুপযাস্যতি ॥ ২৫
নহি প্রব্রজিতে রামে জীবিষ্যতি মহীপতিঃ ।
মৃতে দশরথে ব্যক্তং বিলোপস্তদনন্তরম্ ॥ ২৬
তে বিষং পিবতালোড্য ক্ষীণপুণ্যাঃ সুদুঃখিতাঃ ।
রাঘবং বানুগচ্ছধ্বমশ্রুতিং বাপি গচ্ছত ॥ ২৭
মিথ্যাপ্রব্রাজিতো রামঃ সভার্য্যঃ সহলক্ষ্মণঃ ।
ভরতে সন্নিবদ্ধাঃ স্ম সৌনিকে পশবো যথা ॥ ২৮
পূর্ণচন্দ্রাননঃ শ্যামো গূঢজত্রুররিন্দমঃ ।
আজানুবাহুঃ পদ্মাক্ষো রামো লক্ষ্মণপূর্ব্বজঃ ॥ ২৯
পূর্ব্বাভিভাষী মধুরঃ সত্যবাদী মহাবলঃ ।
সৌম্যশ্চ সর্ব্বলোকস্য চন্দ্রবৎ প্রিয়দর্শনঃ ॥ ৩০
নূনং পুরুষশার্দ্দূলো মত্তমাতঙ্গবিক্রমঃ ।
শোভয়িষ্যত্যরণ্যানি বিচরন্ স মহারথঃ ॥ ৩১
তাস্তথা বিলপন্ত্যস্তু নগরে নাগরস্ত্রিয়ঃ ।
চুক্রুশুর্দুঃখসন্তপ্তা মৃত্যোরিব ভয়াগমে ॥ ৩২
ইত্যেবং বিলপন্তীনাং স্ত্রীণাং বেশ্মসু রাঘবম্ ।
জগামাস্তং দিনকরো রজনী চাভ্যবর্ত্তত ॥ ৩৩
নষ্টজ্বলনসন্তাপা প্রশান্তাধ্যায়সৎকথা ।
তিমিরেণানুলিপ্তেব তদা সা নগরী বভৌ ॥ ৩৪
উপশান্তবণিক্পণ্যা নষ্টহর্ষা নিরাশ্রয়া ।
অযোধ্যা নগরী চাসীন্নষ্টতারমিবাম্বরম্ ॥ ৩৫

লক্ষিত অর্থপ্রাপ্তি ও প্রাপ্ত অর্থ রক্ষণের উপায় বিধান করিবেন। কোন্ ব্যক্তি এরূপ অপরিচিত অমনোহর, অসুখকর ও উৎকণ্ঠিত জনগণ সমাকুল বাসস্থানে থাকিয়া সুখী হইতে পারে? ১৭—২০। যদি কৈকেয়ীর এই রাজ্য হয়, তবে নাথবিহীন হইয়া এই রাজ্য অধর্ম্মাক্রান্ত হইবে, অতএব সে রাজ্যে আমাদিগের পুত্র ও ধন অনর্থক হইবে; এমন কি, জীবনও অনর্থকর হইয়া পড়িবে! যে কুলকলঙ্কিনী কৈকেয়ী ঐশ্বর্য্যলাভের জন্য স্বামী ও পুত্রকে পরিত্যাগ করিয়াছে, তন্নিমিত্ত আর কাহাকে না পরিত্যাগ করিতে পারে? আমরা পুত্রগণদ্বারা শপথ করিয়া বলিতেছি যে আমরা জীবন থাকিতে সেই কৈকেয়ীর আজ্ঞানুবর্ত্তিনী হইয়া এখানে বাস করিতে পারিব না; কেননা, যে নির্দ্দয়-স্বভাবা অধর্ম্মনিরতা অসাধু-কারিণী কৈকেয়ী রাজেন্দ্র দশরথের পুত্রকে বনবাসে পাঠাইল, তাহার অধীনে থাকিয়া কোন ব্যক্তি সুখে জীবন ধারণ করিতে পারে? এই রাজ্য কৈকেয়ীর নিমিত্ত অনাথ হইয়া বিবিধ উপদ্রবগ্রস্ত হইবে এবং রাজ্যে আর যজ্ঞাদি অনুষ্ঠিত হইবে না; অধিক কি অবশেষে ইহা বিনষ্টও হইবে ২১—২৫। দেখ যখন রঘুনন্দন রাম বনবাসী হইলেন, তখন দশরথ কখনই আর অধিক দিন বাঁচিবেন না; সুতরাং তাঁহার মৃত্যু হইলে, নিশ্চয়ই যাগযজ্ঞাদি সমস্ত ক্রিয়া লোপ হইবে। অতএব তোমাদিগের পুণ্য ক্ষয় হইয়াছে,—তোমাদিগের অতিদুঃখের সময় উপস্থিত হইয়াছে, সুতরাং হয়, তোমরা সপরিবারে বিষ পান কর, অথবা রঘুনন্দন রামের অনুগামী হও, কিংবা যথায় কৈকেয়ীর নামপর্য্যন্ত শুনিতে পাওয়া যায় না তথায় যাও। হায়! অকারণে রাম ভ্রাতার সহিত বিবাসিত হইয়াছেন এবং আমরাও, পশুঘাতী ব্যাধের নিকটে গচ্ছিত পশুর ন্যায় ভরতের নিকটে অর্পিত হইয়াছি। সেই অরিন্দম, পূর্ণচন্দ্রানন, চন্দ্রতুল্য-প্রিয়দর্শন, শ্যামবর্ণ, আজানুলম্বিতবাহু, গূঢ়জত্রু, পূর্ব্বভাষী, সত্যবাদী, মধুরভাষী, মত্তমাতঙ্গ-তুল্য বিক্রমশালী এবং সমস্তলোকের চিত্তজ্ঞানকুশল, মহাবল, মহারথ, পুরুষশ্রেষ্ঠ, লক্ষ্মণাগ্রজ রাম নিশ্চয়ই অধুনা বিচরণ করিয়া অরণ্যসকল শোভিত করিবেন।" ২৬—৩১। পৌরনারীরা দুঃখিতা হইয়া সেইরূপ বিলাপ করিতে করিতে, মৃত্যুজনক ভয় উপস্থিত হইলে মনুষ্যেরা যেমন ক্রন্দন করিয়া থাকে, তদ্রূপ ক্রন্দন করিয়া উঠিলেন। গৃহে গৃহে রামকে উদ্দেশ করিয়া পৌরমহিলাদিগের সেইরূপ বিলাপ করিতে করিতে সূর্য্য অস্ত গেলেন এবং রাত্রি উপস্থিত হইল। অধ্যয়ন ও সৎকথা প্রসঙ্গ না থাকায়, বিশেষতঃ হোমাদিকার্য্যের অভাবে অগ্নি প্রজ্বলিত না হওয়ায় এবং সকললোকই নিরানন্দ ও নিরাশ্রয় বলিয়া। বণিকদিগের ক্রয়বিক্রয় পর্য্যন্ত রহিত হওয়ায়, সেই নগরী তৎকালে অন্ধকারময় বলিয়া বোধ হইল এবং তারকাবিহীন নভোমণ্ডলের সাদৃশ্য

তথা স্ত্রিয়ো রামনিমিত্তমাতুরা
যথা সুতে ভ্রাতরি বা বিবাসিতে।
বিলপ্য দীনা রুরুদুর্বিচেতসঃ
সুতৈর্হি তাসামধিকোঽপি সোঽভবৎ ॥ ৩৬
প্রশান্তগীতোৎসবনৃত্যবাদনা
বিভ্রষ্টহর্ষা পিহিতাপণোদয়া।
তথা হ্যযোধ্যানগরী বভূব সা
মহার্ণবঃ সঙ্ক্ষপিতোদকো যথা ॥ ৩৭
ইত্যযোধ্যাকাণ্ডে অষ্টচত্বারিংশঃ সর্গঃ ॥ ৪৭ ॥

একোনপঞ্চাশঃ সর্গঃ।

রামোঽপি রাত্রিশেষেণ তেনৈব মহদন্তরম্।
জগাম পুরুষব্যাঘ্রঃ পিতুরাজ্ঞামনুস্মরন্ ॥ ১
তথৈব গচ্ছতস্তস্য ব্যপায়াদ্রজনী শিবা।
উপাস্য তু শিবাং সন্ধ্যাং বিষয়ান্তং ব্যগাহত ॥ ২
গ্রামান্ বিকৃষ্টসীমান্তান্ পুষ্পিতানি বনানি চ।
পশ্যন্নতিযযৌ শীঘ্রং শনৈরিব হয়োত্তমৈঃ ॥ ৩
শৃণ্বন্ বাচো মনুষ্যাণাং গ্রামসংবাসবাসিনাম্।
রাজানং ধিগ্ দশরথং কামস্য বশমাগতম্ ॥ ৪
হা নৃশংসাদ্য কৈকেয়ী পাপা পাপানুবন্ধিনী।
তীক্ষ্ণা সম্ভিন্নমর্য্যাদা তীক্ষ্ণকর্ম্মণি বর্ত্ততে ॥ ৫
যা পুত্রমীদৃশং রাজ্ঞঃ প্রবাসয়তি ধার্ম্মিকম্।
বনবাসে মহাপ্রাজ্ঞং সানুক্রোশং জিতেন্দ্রিয়ম্ ॥ ৬
অহো দশরথো রাজা নিস্নেহঃ স্বসুতং প্রতি।
প্রজানামনঘং রামং পরিত্যক্তুমিহেচ্ছতি ॥ ৭
এতা বাচো মনুষ্যাণাং গ্রামসংবাসবাসিনাম্।
শৃণ্বন্নতিযযৌ বীরঃ কোশলান্ কোশলেশ্বরঃ ॥ ৮
ততো বেদশ্রুতিং নাম শিববারিবহাং নদীম্।
উত্তীর্য্যাভিমুখঃ প্রায়াদগস্ত্যাধ্যুষিতাং দিশম্ ॥ ৯
গত্বা তু সুচিরং কালং ততঃ শীতবহাং নদীম্।
গোমতীং গোযুতানূপামতরৎ সাগরঙ্গমাম্ ॥ ১০
গোমতীঞ্চাপ্যতিক্রম্য রাঘবঃ শীঘ্রগৈর্হয়ৈঃ।
ময়ূরহংসাভিরুতামতরৎ স্যন্দিকাং নদীম্ ॥ ১১
স মহীং মনুনা রাজ্ঞা দত্তামিক্ষ্বাকবে পুরা।
স্ফীতাং রাষ্ট্র তাং রামো বৈদেহীমন্বদর্শয়ৎ ॥ ১২
সূত ইত্যেব চাভাষ্য সারথিং তমভীক্ষ্ণশঃ।
হংসমত্তস্বরঃ শ্রীমানুবাচ পুরুষোত্তমঃ ॥ ১৩
কদাহং পুনরাগম্য সরয্বাঃ পুষ্পিতে বনে।

ধারণ করিল। রাম পৌরবনিতাদিগের পুত্র না হইলেও অত্যন্ত প্রীতিপাত্র ছিলেন; সুতরাং তাঁহারা তাঁহার বিবাসনেই পুত্র বা ভ্রাতা বিবাসিত হইলে দীন ও অচৈতন্য হইয়া বিলাপপূর্ব্বক যেরূপ রোদন করা উচিত সেইরূপ দীনা ও চৈতন্যবিহীনা হইয়া বিলাপসহকারে রোদন করিতে লাগিলেন। সকলেরই নিরানন্দতা হেতু বাদ্য, নৃত্য, গীত ও অন্যান্য আনন্দজনক ব্যাপার রহিত এবং বিপণিসকল রুদ্ধ হওয়ায় সেই নগরী স্বল্পসলিল সাগরের ন্যায় বোধ হইতে লাগিল। ৩২—৩৭।

ঊনপঞ্চাশ সর্গ।

এদিকে পুরুষশ্রেষ্ঠ রাম পিতৃবাক্য স্মরণ করিয়া সেই অবশিষ্ট রাত্রিমধ্যেই বহুদূর গমন করিলেন। সেইরূপে যাইতে যাইতেই তাঁহার সেই মঙ্গলময় রাত্রি প্রভাত হইল। পরে তিনি প্রাতঃকৃত্য সমাপন করিয়া, কোশলপ্রদেশের শেষসীমায় গমন করিলেন। তিনি ক্রূরস্বভাবা কৈকেয়ীর ক্রূরকার্য্যানুষ্ঠানজন্য নিন্দাকারী গ্রামবাসীদিগের নানা কথা লোকমুখে শুনিতে শুনিতে শ্যেনপক্ষিতুল্য দ্রুতগামী অশ্বযোজিত রথদ্বারা বৃহৎ বৃহৎ গ্রাম ও পুষ্পশোভিত অরণ্যসকল শীঘ্র শীঘ্র অতিক্রম করিতে লাগিলেন। কামাসক্ত রাজা দশরথকে ধিক্! হায়! যে এরূপ ধার্ম্মিক দয়াশীল জিতেন্দ্রিয় মহাপ্রাজ্ঞ রামকে বনবাসে পাঠাইয়াছে সেই তীক্ষ্ণ ও পাপস্বভাবা পাপমনোরথা কুটিলচারিণী, ধর্ম্মমর্য্যাদাতিক্রমকারিণী কৈকেয়ী কি তীক্ষ্ণকার্য্যসাধনে উদ্যতা হইয়াছে। ১—৬। হায়! রাজা দশরথ প্রজাগণের হিতকারী রামকে অরণ্যে পাঠাইয়া পুত্রের প্রতি কি নির্দ্দয় ব্যবহার করিয়াছেন! কোশলপতি বীর্য্যসম্পন্ন রাম, গ্রামবাসী ব্যক্তিগণের ঐসকল কথা শুনিতে শুনিতে কোশল প্রদেশ অতিক্রম করিলেন। পরে তিনি স্বচ্ছ-জলশালিনী বেদশ্রুতিনাম্নী মহানদী পার হইয়া অগস্ত্য-সেবিত দক্ষিণদিগভিমুখে যাইতে লাগিলেন। ৭—৯। পরে রাম বহুক্ষণ গমন করিয়া সাগরগামিনী শীতল-জলবাহিনী গোব্যাপ্ত-তীরপ্রদেশ-ভূষিতা গোমতী নদী উত্তীর্ণ হইলেন। তিনি শীঘ্রগামি-অশ্বযোজিত রথারোহণেই হংস ও ময়ূরগণ শব্দে প্রতিধ্বনিতা গোমতী নদী অতিক্রম করিয়া স্যন্দিকানাম্নী নদীরও পরপারে গমন করিলেন। পরে সেই শ্রীসম্পন্ন পুরুষশ্রেষ্ঠ রাম সীতাকে, মনু ইক্ষ্বাকুকে যে বিবিধ-নগরশোভিত বৃহৎ রাজ্য প্রদান করিয়াছিলেন, তাহা দেখাইলেন এবং মত্তহংসতুল্যস্বরে সুমন্ত্র সারথিকে 'সূত' বলিয়া সম্বোধন করত এই কথা বলিলেন। ১০—১৩।

মৃগয়াং পর্য্যটিষ্যামি মাত্রা পিত্রা চ সঙ্গতঃ ॥ ১৪
নাত্যর্থমভিকাঙ্ক্ষামি মৃগয়াং সরযূবনে।
রতির্হ্যেষাতুলা লোকে রাজর্ষিগণসম্মতা ॥ ১৫
রাজর্ষীণাং হি লোকেঽস্মিন রত্যর্থং মৃগয়া বনে।
কালে কৃতাং তাং মনুজৈর্ধন্বিনামভিকাঙ্ক্ষিতাম্ ॥ ১৬
স তমধ্বানমৈক্ষ্বাকঃ সূতং মধুরয়া গিরা।
তং তমর্থমভিপ্রেত্য যযৌ বাক্যমুদীরয়ন্ ॥ ১৭
ইত্যযোধ্যাকাণ্ডে একোনপঞ্চাশঃ সর্গঃ ॥ ৪৯ ॥

পঞ্চাশঃ সর্গঃ।

বিশালান্ কোশলান্ রম্যান্ যাত্বা লক্ষ্মণপূর্ব্বজঃ।
অযোধ্যাভিমুখো ধীমান্ প্রাঞ্জলির্বাক্যমব্রবীৎ ॥ ১
আপৃচ্ছে ত্বাং পুরি শ্রেষ্ঠে কাকুৎস্থপরিপালিতে।
দৈবতানি চ যানি ত্বাং পালয়ন্ত্যাবসন্তি চ ॥ ২
নিবৃত্তবনবাসস্ত্বামনৃণো জগতীপতেঃ।
পুনর্দ্রক্ষ্যামি মাত্রা চ পিত্রা চ সহ সঙ্গতঃ ॥ ৩
ততো রুচিরতাম্রাক্ষো ভুজমুদ্যম্য দক্ষিণম্।
অশ্রুপূর্ণমুখো দীনোঽব্রবীজ্জানপদং জনম্ ॥ ৪
অনুক্রোশো দয়া চৈব যথার্হং ময়ি বঃ কৃতঃ।
চিরং দুঃখস্য পাপীয়ো গম্যতামর্থসিদ্ধয়ে ॥ ৫
তেঽভিবাদ্য মহাত্মানং কৃত্বা চাপি প্রদক্ষিণম্।
বিলপন্তো নরা ঘোরং ব্যতিষ্ঠংশ্চ ক্বচিৎ ক্বচিৎ ॥ ৬
তথা বিলপতাং তেষামতৃপ্তানাঞ্চ রাঘবঃ।
অচক্ষুর্বিষয়ং প্রাগাদ্যথার্কঃ ক্ষণদামুখে ॥ ৭
ততো ধান্যধনোপেতান্ দানশীলজনান্ শিবান্।
অকুতশ্চিদ্ভয়ান্ রম্যাংশ্চৈত্যযূপসমাবৃতান্ ॥ ৮
উদ্যানাম্রবনোপেতান্ সম্পন্নসলিলাশয়ান্।
তুষ্টপুষ্টজনাকীর্ণান্ গোকুলাকুলসেবিতান্ ॥ ৯
রক্ষণীয়ান্ নরেন্দ্রাণাং ব্রহ্মঘোষাভিনাদিতান্।
রথেন পুরুষব্যাঘ্রঃ কোশলানত্যবর্ত্তত ॥ ১০
মধ্যেন মুদিতং স্ফীতং রম্যোদ্যানসমাকুলম্।
রাজ্যং ভোজ্যং নরেন্দ্রাণাং যযৌ ধৃতিমতাং বরঃ ॥ ১১
তত্র ত্রিপথগাং দিব্যাং শীততোয়ামশৈবলাম্।
দদর্শ রাঘবো গঙ্গাং রম্যামৃষিনিষেবিতাম্ ॥ ১২
আশ্রমৈরবিদূরস্থৈঃ শ্রীমদ্ভিঃ সমলঙ্কৃতাম্।

---

* "কবে আমি প্রত্যাগত ও মাতা-পিতার সহিত মিলিত হইয়া সরযূতীরস্থ পুষ্পিত কাননে মৃগয়া-বিহার করিব! ইহলোকে অরণ্যে মৃগয়াবিহার করিয়া ধনুর্দ্ধারী রাজর্ষিদিগের চিত্তসন্তোষ জন্মে, সুতরাং তাঁহারা সময়ে সময়ে তদ্রূপ অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন, একারণে তাহা আমারও প্রিয়; কিন্তু রাজর্ষিগণের মৃগয়াতে অনুপম প্রীতি হয়, এজন্য সরযূনদীতীরস্থ বনে মৃগয়াবিহার করিতে যে আমার অত্যন্ত অভিলাষ, এরূপ নহে।" এইরূপে কাকুৎস্থ রাম পথিমধ্যে সেই সেই বিষয় উল্লেখ করিয়া সুমন্ত্র সারথিকে বিবিধ মধুর বাক্য বলিতে বলিতে যাইতে লাগিলেন। ১৪—১৭।

পঞ্চাশ সর্গ।

অনন্তর ধীসম্পন্ন লক্ষ্মণাগ্রজ রাম সুবিশাল রমণীয় কোশলপ্রদেশ অতিক্রম করিয়া অযোধ্যামুখীন ও বদ্ধাঞ্জলি হই। বলিলেন, "কাকুৎস্থ-পরিপালিত পুরীশ্রেষ্ঠে! তোমাকে এবং যেসকল দেবতার তোমাতে অধিষ্ঠানপূর্ব্বক তোমাকে রক্ষা করিয়া থাকেন তাঁহাদিগকে সম্ভাষণ করিতেছি। আমি মহীপতি দশরথকে ঋণমুক্ত করিয়া বনবাস হইতে নিবৃত্ত ও পিতা-মাতার সহিত মিলিত হইয়া পুনরায় তোমাকে দেখিব।" ১—৩। তৎপরে সেই মনোহর-রক্তলোচন মহাত্মা রাম দক্ষিণহস্ত উত্তোলন করিয়া অশ্রুপূর্ণ-বদনে দীনভাবে জানপদ ব্যক্তিদিগকে বলিলেন "তোমরা আমার প্রতি যথাযোগ্য স্নেহ ও দয়া ব্যবহার করিয়াছ; এইক্ষণ নিজ নিজ কার্য্যে গমন কর, কেননা, অধিকক্ষণ দুঃখিতভাবে থাকা অতীব কষ্টকর।" পরে সেই জানপদ ব্যক্তিরা রামকে দেখিয়া তৃপ্ত না হইয়াও অগত্যা তাঁহাকে অভিবাদন ও প্রদক্ষিণ করিয়া স্থানে স্থানে অবস্থিত হইয়া ঘোরতর বিলাপ করিতে লাগিল। যেরূপ সন্ধ্যাকালে সূর্য্য মানবদিগের দৃষ্টি অতিক্রম করেন, সেইরূপ রঘুনন্দন রাম বিলাপকারী প্রজাগণের দৃষ্টি অতিক্রম করিলেন। ৪—৭। পরে সেই পুরুষশ্রেষ্ঠ বীরাগ্রগণ্য রাম, রথদ্বারা কোশলরাজ্যস্থিত রাজগণ-রক্ষিত, বেদধ্বনি-নিনাদিত, ধনধান্যসমন্বিত দাতৃজনগণ অধ্যুষিত, কাহা হইতেও ভয়রহিত, পুষ্পোদ্যান-শোভিত, আম্রবন-বিরাজিত, চৈত্যযূপ-সমাবৃত, বিশুদ্ধজলাশয়-সম্পন্ন, হৃষ্টপুষ্ট-জনসংঘে সমাকীর্ণ এবং বহু-গোকুল-পরিব্যাপ্ত রমণীয় গমনসুখকর বহুতর গ্রাম অতিক্রম করিলেন। পরে তিনি রাজভোগ্য, প্রমুদিত, স্ফীত ও বিবিধ রমণীয় উদ্যান-সমাবৃত বহু রাজ্যের মধ্য দিয়া যাইতে লাগিলেন। রঘুনন্দন রাম সেইরূপে যাইতে যাইতে শৈবাল-শূন্য, ঋষিসেবিত শীতলজলবাহিনী, ত্রিপথগা দিব্য-নদী গঙ্গাকে দেখিতে পাইলেন। ৮—১২। নিকটস্থ

কালেহপ্সরোভিস্তুষ্টাভিঃ সেবিতাং সুরগাং শিবাম্ ॥ ১৩
দেবদানবগন্ধর্ব্বৈঃ কিন্নরৈরুপশোভিতাম্।
নাগগন্ধর্ব্বপত্নীভিঃ সেবিতাং সততং শিবাম্ ॥ ১৪
দেবাক্রীড়শতাকীর্ণং দেবোদ্যানযুতাং নদীম্।
দেবার্থমাকাশগমাং বিখ্যাতাং দেবপদ্মিনীম্ ॥ ১৫
জলাঘাতাট্টহাসোগ্রাং ফেননির্ম্মলহাসিনীম্।
ক্বচিদ্বেণীকৃতজলাং ক্বচিদাবর্ত্তশোভিতাম্ ॥ ১৬
ক্বচিৎ স্তিমিতগম্ভীরাং ক্বচিদ্বেগসমাকুলাম্।
ক্বচিদ্গম্ভীরনির্ঘোষাং ক্বচিদ্ভৈরবনিঃস্বনাম্ ॥ ১৭
দেবসঙ্ঘাপ্লুতজলাং নির্ম্মলোৎপলসঙ্কুলাম্।
ক্বচিদাভোগপুলিনাং ক্বচিন্নির্ম্মলবালুকাম্ ॥ ১৮
হংসসারসসংঘুষ্টাং চক্রবাকোপশোভিতাম্।
সদা মত্তৈশ্চ বিহগৈরভিপন্নামনিন্দিতাম্ ॥ ১৯
ক্বচিত্তীররুহৈর্বৃক্ষৈর্মালাভিরিব শোভিতাম্।
ক্বচিৎ ফুল্লোৎপলচ্ছন্নাং ক্বচিৎ পদ্মবনাকুলাম্ ॥ ২০
ক্বচিৎ কুমুদষণ্ডৈশ্চ কুড্মলৈরুপশোভিতাম্।
নানাপুষ্পরজোধ্বস্তাং সমদামিব চ ক্বচিৎ ॥ ২১
ব্যপেতমলসঙ্ঘাতাং মণিনির্ম্মলদর্শনাম্।
দিশাগজৈর্বনগজৈর্মত্তৈশ্চ বরবারণৈঃ ॥ ২২
দেবরাজোপবাহ্যৈশ্চ সন্নাদিতবনান্তরাম্।
প্রমদামিব যত্নেন ভূষিতাং ভূষণোত্তমৈঃ ॥ ২৩
ফলপুষ্পৈঃ কিসলয়ৈর্বৃতাং গুল্মৈর্দ্বিজৈস্তথা।
বিষ্ণুপাদচ্যুতাং দিব্যামপাপাং পাপনাশিনীম্ ॥ ২৪
শিশুমারৈশ্চ নক্রৈশ্চ ভুজঙ্গৈশ্চ সমন্বিতাম্।
শঙ্করস্য জটাজুটাদ্ভ্রষ্টাং সাগরতেজসা ॥ ২৫
সমুদ্রমহিষীং গঙ্গাং সারসক্রৌঞ্চনাদিতাম্।
আসসাদ মহাবাহুঃ শৃঙ্গবেরপুরং প্রতি ॥ ২৬
তামূর্ম্মিকলিলাবর্ত্তামন্ববেক্ষ্য মহারথঃ।
সুমন্ত্রমব্রবীৎ সূতমিহৈবাদ্য বসামহে ॥ ২৭
অবিদূরাদয়ং নদ্যা বহুপুষ্পপ্রবালবান্।
সুমহানিঙ্গুদীবৃক্ষো বসামোহত্রৈব সারথে ॥ ২৮
প্রেক্ষামি সরিতাং শ্রেষ্ঠাং সম্মান্যসলিলাং শিবাম্।
দেবদানবগন্ধর্ব্বমৃগপন্নগপক্ষিণাম্ ॥ ২৯
লক্ষ্মণশ্চ সুমন্ত্রশ্চ বাঢ়মিত্যেব রাঘবম্।
উক্ত্বা তমিঙ্গুদীবৃক্ষং তদোপযযতুর্হয়ৈঃ ॥ ৩০
রামোহভিযায় তং রম্যং বৃক্ষমিক্ষ্বাকুনন্দনঃ।

শ্রীসম্পন্ন আশ্রম-সমূহে সবিশেষ অলঙ্কৃতা, নিয়ত নাগ ও গন্ধর্ব্ব-পত্নীগণ-কর্ত্তৃক সেবিতা এবং দেব দানব গন্ধর্ব্ব ও কিন্নরগণকর্ত্তৃক শোভিতা, কল্যাণপ্রদা, যে নদীতে অপ্সরাগণ প্রীতচিত্তে জলকেলি করিয়া থাকে, যাহার উভয় তীরে দেবতাদিগের শত শত ক্রীড়াস্থান ও উদ্যান আছে, যে নদী দেবগণের জন্য আকাশ-প্রবাহিণী হইয়া 'দেবনদী' নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছেন, যাহার ফেন নির্ম্মল হাস্যস্বরূপ ও জলসংঘাত অট্টহাস-তুল্য, যে নদী কোন কোন স্থানে বেণী-আকারে প্রবাহিতা হইয়াছেন, যাহাতে স্থানে স্থানে আবর্ত্ত সকল শোভা বিস্তার করিতেছে, যাহার গভীরতা বশতঃ কোন কোন স্থানে বেগ নিশ্চল ও কোথায় বা অত্যন্ত প্রবল হইয়াছে, যাহার কোন কোন স্থান হইতে গভীর শব্দ ও কোন কোন স্থান হইতে ভয়ানক শব্দ উত্থিত হইতেছে, কোন স্থানে বিশাল-পুলিন-শোভিতা নির্ম্মল-বালুকাময়-তটভূষিতা ও নির্ম্মল-উৎপলপূর্ণা যে নদীতে দেবগণ অবগাহন করিয়া থাকেন, হংস ও সারসসেবিতা এবং চক্রবাকগণে শোভিতা যে নদীর অভ্যন্তর সতত মত্ত বিহঙ্গগণের শব্দে মুখরিত হয়, স্থানে স্থানে প্রফুল্ল কমল-পরিব্যাপ্তা ও পদ্মবনে সমাকুলা যে নদীর তীরস্থিত বৃক্ষ-সকল মালার ন্যায় শোভা বিস্তার করিতেছে, যিনি স্থানে স্থানে কুমুদ-কোরকসমূহে পরিশোভিতা ও বিবিধ-পুষ্পরেণু-সমাকীর্ণা হইয়া মদবিহ্বলা প্রমদার সাদৃশ্য ধারণ করিয়াছেন, নির্ম্মল ও মণিতুল্য-স্বচ্ছসলিল-বাহিনী যে নদীর তীরস্থ বনসমূহ নিরন্তর দিক্‌গজ ও দেববহনযোগ্য শ্রেষ্ঠ মত্তহস্তিগণের শব্দে প্রতিধ্বনিত হয়, যিনি কিসলয়, ফল, পুষ্প গুল্ম ও বিহগগণে বিভূষিতা হইয়া যত্নপূর্ব্বক সুচারু অলঙ্কারসমূহে অলঙ্কৃতা ললনার ন্যায় হইয়াছেন এবং শিশুমার, নক্র ও ভুজঙ্গগণ-সমন্বিতা বিষ্ণুপাদ-বহির্গতা যে মহাপাতক-নাশিনী দিব্যনদী সগরবংশীয় ভগীরথের তপঃপ্রভাবে মহাদেবের জটাজুট হইতে বিমুক্তি লাভ করিয়াছিলেন, শৃঙ্গবেরপুরের সমীপে মহাবাহু মহারথ রাম সারস ও ক্রৌঞ্চগণ নিনাদিত সাগর-বনিতা সেই গঙ্গা নদীর নিকটস্থ হইলেন। ১৩—২৬। পরে তিনি সেই ঊর্ম্মিযুক্ত আবর্ত্তসমন্বিতা গঙ্গা নদী দেখিয়া সুমন্ত্র সারথিকে বলিলেন, "অদ্য আমরা এইখানেই থাকি। সারথে! নদীর অদূরে ঐ অতি বৃহৎ বহুপ্রবালপুষ্প-সমন্বিত ইঙ্গুদী বৃক্ষ রহিয়াছে; আইস, অদ্য আমরা ঐখানেই রাত্রি যাপন করি। ঐখান হইতে দেব, দানব, গন্ধর্ব্ব, মৃগ ও পক্ষী সকলেরই পূজ্যা ও মঙ্গল-দাত্রী মহানদী গঙ্গা দেবীকে উত্তমরূপে দেখিতে পাইব।" ২৭—২৯। পরে লক্ষ্মণ ও সুমন্ত্র, রঘুনন্দন রামকে "যে আজ্ঞা" বলিয়া রথারোহণেই সেই ইঙ্গুদী-বৃক্ষের নিকটে গমন করিলেন। তখন ইক্ষ্বাকুনন্দন

রথাদবাতরৎ তস্মাৎ সভার্য্যঃ সহলক্ষ্মণঃ ॥ ৩১
সুমন্ত্রোঽপ্যবতীর্য্যাথ মোচয়িত্বা হয়োত্তমান্।
বৃক্ষমূলগতং রামমুপতস্থে কৃতাঞ্জলিঃ ॥ ৩২
তত্র রাজা গুহো নাম রামস্যাত্মসমঃ সখা।
নিষাদজাত্যো বলবান্ স্থপতিশ্চেতি বিশ্রুতঃ ॥ ৩২
স শ্রুত্বা পুরুষব্যাঘ্রং রামং বিষয়মাগতম্।
বৃদ্ধৈঃ পরিবৃতোঽমাত্যৈর্জ্ঞাতিভিশ্চাপ্যুপাগতঃ ॥ ৩৪
ততো নিষাদাধিপতিং দৃষ্ট্বা দূরাদুপস্থিতম্।
সহ সৌমিত্রিণা রামঃ সমাগচ্ছদ্গুহেন সঃ ॥ ৩৫
তমার্ত্তঃ সম্পরিষজ্য গুহো রাঘবমব্রবীৎ।
যথাযোধ্যা তথেদং তে রাম কিং করবাণি তে ॥ ৩৬
ঈদৃশং হি মহাবাহো কঃ প্রাপ্স্যত্যতিথিং প্রিয়ম্।
ততো গুণবদন্নাদ্যমুপাদায় পৃথগ্বিধম্ ॥ ৩৭
অর্ঘ্যঞ্চোপানয়চ্ছীঘ্রং বাক্যঞ্চেদমুবাচ হ।
স্বাগতং তে মহাবাহো তবেয়মখিলা মহী ॥ ৩৮
বয়ং প্রেষ্যা ভবান্ ভর্ত্তা সাধু রাজ্যং প্রশাধি নঃ।
ভক্ষ্যং ভোজ্যঞ্চ পেয়ঞ্চ লেহ্যঞ্চৈতদুপস্থিতম্ ॥ ৩৯

শয়নানি চ মুখ্যানি বাজিনাং খাদনঞ্চ তে।
গুহমেবং ব্রুবাণন্তু রাঘবঃ প্রত্যুবাচ হ ॥ ৪০
অর্চ্চিতাশ্চৈব হৃষ্টাশ্চ ভবতা সর্ব্বদা বয়ম্।
পদ্ভ্যামভিগমাচ্চৈব স্নেহসন্দর্শনেন চ ॥ ৪১
ভুজাভ্যাং সাধুবৃত্তাভ্যাং পীড়য়ন্ বাক্যমব্রবীৎ।
দিষ্ট্যা ত্বাং গুহ পশ্যামি হ্যরোগং সহ বান্ধবৈঃ ॥ ৪২
অপি তে কুশলং রাষ্ট্রে মিত্রেষু চ বনেষু চ।
যত্ত্বিদং ভবতা কিঞ্চিৎ প্রীত্যা সমুপকল্পিতম্ ॥ ৪৩
সর্ব্বং তদনুজানামি নহি বর্ত্তে প্রতিগ্রহে।
কুশচীরাজিনধরং ফলমূলাশনঞ্চ মাম্ ॥ ৪৪
বিদ্ধি প্রণিহিতং ধর্ম্মে তাপসং বনগোচরম্।
অশ্বানাং খাদনে নাহমর্থী নান্যেন কেনচিৎ ॥ ৪৫
এতাবতাত্র ভবতা ভবিষ্যামি সুপূজিতঃ।
এতে হি দয়িতা রাজ্ঞঃ পিতুর্দশরথস্য মে ॥ ৪৬
এতৈঃ সুবিহিতৈরশ্বৈর্ভবিষ্যাম্যহমর্চ্চিতঃ।
অশ্বানাং প্রতিপানঞ্চ খাদনঞ্চৈব সোঽন্বশাৎ ॥
গুহস্তত্রৈব পুরুষাংস্ত্বরিতং দীয়তামিতি।
ততশ্চীরোত্তরাসঙ্গঃ সন্ধ্যামন্বাস্য পশ্চিমাম্ ॥ ৪৮

রাম সেই রমণীয় বৃক্ষের সমীপস্থ হইয়া লক্ষ্মণ ও সীতার সহিত রথ হইতে অবতীর্ণ হইলেন। সুমন্ত্র সারথিও রথ হইতে অবতরণপূর্ব্বক সেই শ্রেষ্ঠ অশ্বগণ মোচন করিয়া কৃতাঞ্জলি হইয়া, বৃক্ষমূলস্থিত রামের নিকটে অবস্থিত হইলেন। ৩০—৩২। সেই প্রদেশে নিষাদজাতীয় "স্থপতি" বলিয়া বিখ্যাত বলবান্ গুহনামা রামের প্রাণতুল্য প্রিয় সখা এক রাজা ছিলেন। পুরুষশ্রেষ্ঠ রাম তদীয় রাজ্যমধ্যে আসিয়াছেন শুনিয়া তিনি বৃদ্ধ, জ্ঞাতি ও অমাত্যগণে পরিবৃত হইয়া তাঁহার নিকটে আসিলেন। পরে রাম দূর হইতে নিষাদাধিপতি গুহকে আসিতে দেখিয়া সুমিত্রানন্দন লক্ষ্মণের সহিত তাঁহার প্রত্যুদ্গমন করিলেন। গুহও রঘুনন্দন রামকে আলিঙ্গন করিয়া, তাঁহার অবস্থা দর্শনে কাতর হইয়া তাঁহাকে বলিলেন, "মহাবাহু রাম- অযোধ্যা নগরীতেও আপনার যেরূপ অধিকার, আমার রাজ্যেও সেইরূপ অধিকার; আপনি আদেশ করুন আপনার কি প্রিয় কার্য্য অনুষ্ঠান করি? কাহার এতাদৃশ প্রিয় অতিথি-লাভ ঘটিয়া থাকে?" পরে গুহ সত্বর হইয়া রামকে পৃথক্ পৃথক্ গুণসমন্বিত অন্নব্যঞ্জনাদি বিবিধ ভোজ্য দ্রব্য ও অর্ঘ্যাদি দিয়া তাঁহাকে পুনরায় বলিলেন, "মহাবাহো! আপনি ত সুখে আসিয়াছেন? এই সমগ্র পৃথিবীই আপনার। ৩৩—৩৮। আপনি আমাদিগের প্রভু এবং আমরা আপনার ভৃত্য; আপনি আমাদিগের এই রাজ্য শাসন করুন। আপনার জন্ত চর্ব্ব্য, চোষ্য, লেহ্য, পেয় এই চারি প্রকার অন্ন ও উত্তম উত্তম শয্যা আনীত হইয়াছে এবং আপনার অশ্বগণের নিমিত্ত ঘাসও আনয়ন করা হইয়াছে।" গুহ এইকথা বলিলে,রঘুনন্দন রাম তাঁহাকে প্রত্যুত্তর দিলেন, "তুমি স্নেহপূর্ব্বক হাঁটিয়া আসিয়া আমাদিগকে দেখা দেওয়াতেই, আমাদিগের যথেষ্ট অর্চ্চনা করা হইয়াছে এবং আমরা অত্যন্ত প্রীত হইয়াছি।" ৩৯—৪১। পরে তিনি সুবর্ত্তুল বাহুদ্বয়দ্বারা তাঁহাকে আলিঙ্গন করিয়া বলিলেন, "গুহ! তোমার বান্ধবগণ ধন ও রাজ্যের মঙ্গল ত? আমি শুভাদৃষ্ট বশতই তোমাকে সবান্ধবে নীরোগ দেখিতেছি। তুমি প্রীতিপূর্ব্বক আমার জন্য যে সকল দ্রব্য আনিয়াছ, সে সকল আমি স্বীকার করিতেছি, কিন্তু গ্রহণ করিতে পারি না; কেননা, সম্প্রতি তাপসদিগের ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়া বনবাসী কুশ চীরাজিনধারী ও ফলমূলভোজী হইয়াছি; তুমি ইহা জানিও; এক্ষণে আমার কেবল অশ্বদিগের জন্য খাদ্য দ্রব্য প্রয়োজন আছে, অন্য কোন দ্রব্যেই আবশ্যক নাই। ৪২—৪৫। তুমি সেই অশ্বের আহার্য্য দিলেই, আমি সম্যক্ পূজিত হইব। এই অশ্বসকল আমার পিতা দশরথের অত্যন্ত প্রিয়, সুতরাং ইহাদিগের স্বাচ্ছন্দ্য সম্পাদন করিলেই আমার সৎকার করা হইবে।" তখন গুহ ভৃত্যদিগকে আদেশ করিলেন, "তোমরা শীঘ্র অশ্বদিগকে খাদ্য ও পেয় প্রদান কর"।

জলমেবাদদে ভোজ্যং লক্ষ্মণেনাহৃতং স্বয়ম্।
তস্য ভূমৌ শয়ানস্য পাদৌ প্রক্ষাল্য লক্ষ্মণঃ ॥ ৪৯
সভার্য্যস্য ততোহভ্যেত্য তস্থৌ বৃক্ষমুপাশ্রিতঃ।
গুহোহপি সহ সূতেন সৌমিত্রিমনুভাষয়ন্।
অন্বজাগ্রৎ ততো রামমপ্রমত্তো ধনুর্দ্ধরঃ ॥ ৫০
তথা শয়ানস্য ততো যশস্বিনো
মনস্বিনো দাশরথের্মহাত্মনঃ।
অদৃষ্টদুঃখস্য সুখোচিতস্য সা
তদা ব্যতীতা সুচিরেণ শর্ব্বরী ॥ ৫১
ইত্যযোধ্যাকাণ্ডে পঞ্চাশঃ সর্গঃ ॥ ৫০

একপঞ্চাশঃ সর্গঃ।

তং জাগ্রতমদম্ভেন ভ্রাতুরর্থায় লক্ষ্মণম্।
গুহঃ সন্তাপসন্তপ্তো রাঘবং বাক্যমব্রবীৎ ॥১
ইয়ং তাত সুখা শয্যা ত্বদর্থমুপকল্পিতা।
প্রত্যাশ্বসিহি সাধ্বস্যাং রাজপুত্র যথাসুখম্ ॥ ২
উচিতোহয়ং জনঃ সর্ব্বঃ ক্লেশানাং ত্বং সুখোচিতঃ।
গুপ্ত্যর্থং জাগরিষ্যামঃ কাকুৎস্থস্য বয়ং নিশাম্ ॥ ৩
ন হি রামাৎ প্রিয়তমো মমাস্তে ভুবি কশ্চন।
ব্রবীম্যেব চ তং সত্যং সত্যেনৈব চ তে শপে ॥ ৪

পরে সেই চীরোত্তরধারী রাম সায়ংসন্ধ্যা সমাধাপূর্ব্বক লক্ষ্মণকর্ত্তৃক আনীত গঙ্গাজল পান করিয়া সীতার সহিত ভূমিশয্যায় শয়ন করিলেন। পরে লক্ষ্মণ তাঁহাদিগের চরণ ধৌত করত কিঞ্চিৎ দূরে যাইয়া একটী বৃক্ষ আশ্রয় করিয়া উপবিষ্ট হইলেন। গুহও সুমন্ত্র সারথির সহিত সাবধান ও ধনুর্দ্ধারী হইয়া লক্ষ্মণের সহিত সম্ভাষণ করত জাগিয়া রহিলেন। নিয়ত-সুখোচিত ও দুঃখানভিজ্ঞ সেই ধীসম্পন্ন মহাত্মা যশস্বী, দশরথ-নন্দন রামের সুখে শয়ন করিতে করিতেই রাত্রি শেষ হইল। ৪৬—৫১।

একপঞ্চাশ সর্গ।

শোকাকুল গুহ ভ্রাতরক্ষা নিমিত্ত বিনীতভাবে জাগরণকারী রঘুনন্দন লক্ষ্মণকে বলিলেন, "ভ্রাতঃ! তোমার জন্য এই সুখ-শয্যা রচিত হইয়াছে; রাজ-নন্দন! তুমি ইহাতে যথাসুখে শয়ন করিয়া শ্রান্তি-দূর কর। তুমি সতত সুখভোগ করিয়াছ; কিন্তু আমরা অশেষ কষ্টসহিষ্ণু; আমরাই কাকুৎস্থ রামের রক্ষার জন্য জাগিয়া থাকিব। আমি তোমার নিকট সত্য শপথ করিয়া এই সত্য কথা বলিতেছি

অস্য প্রসাদাদাশংসে লোকেঽস্মিন্ সুমহদ্যশঃ।
ধর্ম্মাবাপ্তিঞ্চ বিপুলামর্থকামৌ চ পুষ্কলৌ ॥ ৫
সোঽহং প্রিয়সখং রামং শয়ানং সহ সীতয়া।
রক্ষিষ্যামি ধনুষ্পাণিঃ সর্ব্বথা জ্ঞাতিভিঃ সহ ॥ ৬
ন মেঽস্ত্যবিদিতং কিঞ্চিদ্বনেঽস্মিন্ চরতঃ সদা।
চতুরঙ্গং হ্যপি বলং সুমহৎ সন্তরেমহি ॥ ৭
লক্ষ্মণস্তং ততোবাচ রক্ষ্যমাণাস্ত্বয়ানঘ।
নাত্র ভীতা বয়ং সর্ব্বে ধর্ম্মমেবানুপশ্যতা ॥ ৮
কথং দাশরথৌ ভূমৌ শয়ানে সহ সীতয়া।
শক্যা নিদ্রা ময়া লব্ধুং জীবিতং বা সুখানি বা ॥ ৯
যো ন দেবাসুরৈঃ সর্ব্বৈঃ শক্যঃ প্রসহিতুং যুধি।
তং পশ্য সুখসংসুপ্তং তৃণেষু সহ সীতয়া ॥ ১০
যো মন্ত্রতপসা লব্ধো বিবিধৈশ্চ পরাক্রমৈঃ।
একো দশরথস্যৈব পুত্রঃ সদৃশলক্ষণঃ ॥ ১১
অস্মিন্ প্রব্রাজিতে রাজা ন চিরং বর্ত্তয়িষ্যতি।
বিধবা মেদিনী নূনং ক্ষিপ্রমেব ভবিষ্যতি ॥ ১২
বিনদ্য সুমহানাদং শ্রমেণোপরতাঃ স্ত্রিয়ঃ।

যে, এই পৃথিবীতে রাম অপেক্ষা প্রিয়তর আমার আর কেহই নাই। আমি ইঁহারই প্রসাদে ইহলোকে যশ, ধর্ম্ম এবং আশাতিরিক্ত অর্থ ও কামলাভের প্রত্যাশা করি। ১—৫। অতএব আমি জ্ঞাতিগণে পরিবৃত ও ধনু ধারণ করিয়া সীতা দেবীর সহিত শয়ন-কারী প্রিয় সখা রামকে সর্ব্বতোভাবে রক্ষা করিব। আমি এই বনে সর্ব্বদা ভ্রমণ করিয়া থাকি, সুতরাং এখানকার কিছুই আমার অজ্ঞাত নাই; বিশেষতঃ আমি যুদ্ধে সুমহৎ চতুরঙ্গ সৈন্যেরও বেগ সহ্য করিতে পারি; অতএব আমি ইঁহাদের রক্ষা করিতে পারিব। পরে লক্ষ্মণ তাঁহাকে বলিলেন, "নিষ্পাপ ধার্ম্মিক! তুমি রক্ষক হইলে, আমাদিগের কোনই ভয় নাই; কিন্তু দশরথতনয় রাম, ভার্য্যার সহিত ভূতলে শয়ন করিয়া থাকিতে আমি কেমন করিয়া আহার নিদ্রা বা অন্যান্য সুখভোগে প্রবৃত্ত হইতে পারি? দেব ও দানবগণ সকলে মিলিত হইয়াও যুদ্ধে যাঁহার বীর্য্য সহ্য করিতে পারে না, তিনি সীতার সহিত তৃণ-শয্যায় সুখশয়ান রহিয়াছেন, দেখ। ৬—১০। রাজা দশরথ বিবিধ পরাক্রম মন্ত্র ও তপঃপ্রভাবে যাঁহাকে পুত্ররূপে পাইয়া-ছেন এবং যিনি পিতার সমস্ত গুণে ভূষিত হইয়া শ্রেষ্ঠ হইয়াছেন, ইনিই সেই রাম! নিশ্চয়ই আমার বোধ হইতেছে যে, পৃথিবী দেবী শীঘ্রই বিধবা হইবেন; কেননা, এই রাম বিবাসিত হওয়ায় রাজা দশরথ আর বহুকাল জীবিত থাকিবেন না। ভ্রাতঃ! আমি

নির্ঘোষোপরতং ভ্রাতর্মন্যে রাজনিবেশনম্॥ ১৩
কৌশল্যা চৈব রাজা রাজা চ তথৈব জননী মম।
নাশংসে যদি জীবন্তি সর্ব্বে তে শর্ব্বরীমিমাম্॥ ১৪
জীবেদপি হি মে মাতা শত্রুঘ্নস্যাম্বেক্ষয়া।
তদ্দুঃখং যদি কৌসল্যা বীরসূর্বিনশিষ্যতি॥ ১৫
অনুরক্তজনাকীর্ণা সুখালোকপ্রিয়াবহা।
রাজব্যসনসংসৃষ্টা সা পুরী বিনশিষ্যতি॥ ১৬
কথং পুত্রং মহাত্মানং জ্যেষ্ঠপুত্রমপশ্যতঃ।
শরীরং ধারয়িষ্যন্তি প্রাণা রাজ্ঞো মহাত্মনঃ॥ ১৭
বিনষ্টে নৃপতৌ পশ্চাৎ কৌসল্যা বিনশিষ্যতি।
অনন্তরঞ্চ মাতাপি মম নাশমুপৈষ্যতি॥ ১৮
অতিক্রান্তমতিক্রান্তমনবাপ্য মনোরথম্।
রাজ্যে রামমনিক্ষিপ্য পিতা মে বিনশিষ্যতি॥ ১৯
সিদ্ধার্থাঃ পিতরং বৃত্তং তস্মিন্ কালে হ্যুপস্থিতে।
প্রেতকার্য্যেষু সর্ব্বেষু সংস্করিষ্যন্তি রাঘবম্॥ ২০
রম্যচত্বরসংস্থানাং সুবিভক্তমহাপথাম্।
হর্ম্ম্যপ্রাসাদসম্পন্নাং গণিকাবরশোভিতাম্॥ ২১
রথাশ্বগজসম্বাধাং তূর্য্যনাদবিনাদিতাম্।
সর্ব্বকল্যাণসম্পূর্ণাং হৃষ্টপুষ্টজনাকুলাম্॥ ২২
আরামোদ্যানসম্পন্নাং সমাজোৎসবশালিনীম্।
সুখিতা বিচরিষ্যন্তি রাজধানীং পিতুর্ম্মম॥ ২৩
অপি জীবেদ্দশরথো বনবাসাৎ পুনর্ব্বয়ম্।
প্রত্যাগম্য মহাত্মানমপি পশ্যাম সুব্রতম্॥ ২৪
অপি সত্যপ্রতিজ্ঞেন সার্দ্ধং কুশলিনা বয়ম্।
নিবৃত্তে বনবাসেঽস্মিন্নযোধ্যাং প্রবিশেমহি॥ ২৫
পরিদেবয়মানস্য দুঃখার্ত্তস্য মহাত্মনঃ।
তিষ্ঠতো রাজপুত্রস্য শর্ব্বরী সাত্যবর্ত্তত॥ ২৬

তথাহি সত্যং ব্রুবতি প্রজাহিতে
নরেন্দ্রসূনৌ গুরুসৌহৃদাদ্গুহঃ।
মুমোচ বাষ্পং ব্যসনাভিপীড়িতো
জ্বরাতুরো নাগ ইব ব্যথাতুরঃ॥ ২৭

ইত্যযোধ্যাকাণ্ডে একপঞ্চাশঃ সর্গঃ॥ ৫১॥

দ্বিপঞ্চাশঃ সর্গঃ।

প্রভাতায়ান্তু শর্ব্বর্য্যাং পৃথুবক্ষা মহাযশাঃ।
উবাচ রামঃ সৌমিত্রিং লক্ষ্মণং শুভলক্ষণম্॥ ২

বিবেচনা করি যে, সম্প্রতি রাজান্তঃপুর-চারিণী কামিনীরা সমস্ত দিন অতিশয় চীৎকার করিয়া শ্রান্তিবশতঃ ক্লান্তা হইয়াছেন; সুতরাং সেই অন্তঃপুরে আর রোদনধ্বনি নাই। আমি এরূপ বোধ করি না যে, অদ্যকার রাত্রে রাজা দশরথ, কৌসল্যা ও আমার জননী সুমিত্রা দেবী ইঁহারা সকলেই জীবিত থাকিবেন, আমার জননী সুমিত্রা দেবী শত্রুঘ্নকে দেখিয়া বাঁচিয়া থাকিতেও পারেন, কিন্তু বীরপুত্রপ্রসবিনী কৌসল্যা দেবীর আর কাহাকেও দেখিয়া বাঁচিয়া থাকিবার সম্ভাবনা নাই; সুতরাং যদি তাঁহার মৃত্যু হয়, তাহা হইলে অতি দুঃখের কথা। সর্ব্বলোকের প্রীতিসুখদায়িনী এবং রাজানুরক্ত-জন-সমাকীর্ণা সেই অযোধ্যা নগরী রাজার বিপদে অবশ্যই বিনষ্টা হইবে। জ্যেষ্ঠ পুত্র মহাত্মা রামকে না দেখিয়া কেমন করিয়া মহাত্মা দশরথের দেহে প্রাণ থাকিবে? রাজা দশরথের মৃত্যু হইলেই কৌসল্যা দেবীরও প্রাণ-বিয়োগ হইবে; তৎপরে আমার মাতা সুমিত্রা দেবীও মৃত্যুমুখে পতিত হইবেন; পিতা দশরথ রামকে রাজা করিয়া যে সকল মনোরথ সম্পাদনে নিতান্ত উৎসুক হইয়াছিলেন, এক্ষণে তাঁহাকে রাজ্যে অভিষিক্ত করিতে না পারিয়া সেই সকল অতিক্রান্ত মনোরথ লাভে অসমর্থ হইয়াই বিনষ্ট হইবেন। ১১—১৯। সেই সময় আসিলে, যাঁহারা রঘুকুলতিলক পিতা দশরথের প্রেতকার্য্যে ব্যাপৃত হইবেন এবং আমাদিগের পিতার আরাম ও উদ্যানসমূহে অলঙ্কৃতা, রমণীয়-চত্বরসমন্বিতা, সুবিভক্ত-রাজপথ-বিরাজিতা সুন্দরীগণিকাগণে শোভিতা, বিবিধ হর্ম্ম্য-প্রাসাদবিভূষিতা, তূর্য্যধ্বনিনিনাদিতা যাবতীয় সুখকর দ্রব্যসম্পন্না হৃষ্ট পুষ্ট জনসমূহে পরিপূর্ণা, সামাজিকোৎসবশালিনী এবং রথ, অশ্ব ও হস্তিগণে পরিব্যাপ্তা রাজধানীতে সুখে বিচরণ করিবেন, তাঁহারাই সৌভাগ্যশালী। ২০—২৩। যদি সুব্রত মহাত্মা দশরথ বাঁচিয়া থাকেন এবং আমরা যদি বনবাস হইতে ফিরিয়া আসিয়া তাঁহাকে দেখিতে পাই, তবেই মঙ্গল। এই বনবাসের সময় অতিবাহিত হইলে যদি আমরা সত্যপ্রতিজ্ঞ রামের সহিত কুশলে অযোধ্যা নগরীতে প্রবেশ করিতে পারি, তাহা হইলেই মঙ্গল।" ঐরূপ বিলাপ করিতে করিতেই সেই দুঃখার্ত্ত মহাত্মা রাজনন্দন লক্ষ্মণের রাত্রি কাটিল। সেই প্রজাহিতকারী রাজনন্দন লক্ষ্মণ জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার প্রতি সৌহার্দ্দবশতঃ সেই যথার্থ কথা বলিলে গুহ তাঁহাদিগের দুঃখে অতীব পীড়িত হইয়া, জ্বরোপাক্রান্ত ব্যথাতুর হস্তীর ন্যায় অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন। ২৪—২৭।

দ্বিপঞ্চাশ সর্গ।

রাত্রি প্রভাত হইলে, বিশালবক্ষা মহাযশা রাম, সুমিত্রানন্দন শুভলক্ষণ লক্ষ্মণকে বলিলেন,—'প্রাতঃ

ভাস্করোদয়কালোঽয়ং গতা ভগবতী নিশা।
অসৌ সুকৃষ্ণো বিহগঃ কোকিলস্তাত কূজতি ॥ ২
বর্হিণানাঞ্চ নির্ঘোষঃ শ্রূয়তে নদতাং বনে।
তরাম জাহ্নবীং সৌম্য শীঘ্রগাং সাগরঙ্গমাম্ ॥ ৩
বিজ্ঞায় রামস্য বচঃ সৌমিত্রির্মিত্রনন্দনঃ।
গুহমামন্ত্র্য সূতঞ্চ সোঽতিষ্ঠদ্‌ভ্রাতুরগ্রতঃ ॥ ৪
স তু রামস্য বচনং নিশম্য প্রতিগৃহ্য চ।
স্থপতিস্তূর্ণমাহূয় সচিবানিদমব্রবীৎ ॥ ৫
অস্য বাহনসংযুক্তাং কর্ণগ্রাহবতীং শুভাম্।
সুপ্রতারাং দৃঢ়াং তীর্থে শীঘ্রং নাবমুপাহর ॥ ৬
তং নিশম্য গুহাদেশং গুহামাত্যগণো মহান্।
উপোহ্য রুচিরাং নাবং গুহায় প্রত্যবেদয়ৎ ॥ ৭
ততঃ স প্রাঞ্জলির্ভূত্বা গুহো রাঘবমব্রবীৎ।
উপস্থিতেয়ং নৌর্দেব ভূয়ঃ কিং করবাণি তে ॥ ৮
তবামরসুতপ্রখ্য তর্তুং সাগরগামিনীম্।
নৌরিয়ং পুরুষব্যাঘ্র শীঘ্রমারোহ সুব্রত ॥ ৯
অথোবাচ মহাতেজা রামো গুহমিদং বচঃ।
কৃতকামোঽস্মি ভবতা শীঘ্রমারোপ্যতামিতি ॥ ১০
ততঃ কলাপান্ সন্নহ্য খড়্গৌ বদ্ধা চ ধন্বিনৌ।
জগ্মতুর্যেন তাং গঙ্গাং সীতয়া সহ রাঘবৌ ॥ ১১
রামমেবন্তু ধর্ম্মজ্ঞমুপাগম্য বিনীতবৎ।
কিমহং করবাণীতি সূতঃ প্রাঞ্জলিরব্রবীৎ ॥ ১২
ততোঽব্রবীদ্দাশরথিঃ সুমন্ত্রং
স্পৃশন্ করেণোত্তমদক্ষিণেন।
সুমন্ত্র শীঘ্রং পুনরেব যাহি
রাজ্ঞঃ সকাশে ভব চাপ্রমত্তঃ ॥ ১৩
নিবর্ত্তস্বেত্যুবাচৈনমেতাবদ্ধি কৃতং মম।
রথং বিহায় পদ্ভ্যাস্তু গমিষ্যামো মহাবনম্ ॥ ১৪
আত্মানং ত্বভ্যনুজ্ঞাতমবেক্ষ্যার্ত্তঃ স সারথিঃ।
সুমন্ত্রঃ পুরুষব্যাঘ্রমৈক্ষ্বাকমিদমব্রবীৎ ॥ ১৫
নাতিক্রান্তমিদং লোকে পুরুষেণেহ কেনচিৎ।
তব সভ্রাতৃভার্য্যস্য বাসঃ প্রাকৃতবদ্বনে ॥ ১৬
ন মন্যে ব্রহ্মচর্য্যে বা স্বধীতে বা ফলোদয়ঃ।
মার্দ্দবার্জ্জবয়োর্বাপি ত্বাং চেদ্ব্যসনমাগতম্ ॥ ১৭
সহ রাঘব বৈদেহ্যা ভ্রাত্রা চৈব বনে বসন্।
ত্বং গতিং প্রাপ্স্যসে বীর ত্রীন্ লোকাংস্তু জয়ন্নিব ॥ ১৮

রাত্রি অতীত হইয়াছে,—সূর্য্যোদয়সময় উপস্থিত হইয়াছে; দেখ ঐ কৃষ্ণবর্ণ কোকিলসমূহ কূজন করিতেছে। অরণ্যমধ্যে শব্দকারী ময়ূরগণের কেকাধ্বনিও শ্রুতিগোচর হইতেছে; শুভদর্শন! আইস শীঘ্র আমরা এই খরস্রোতাঃ সাগরগামিনী জাহ্নবী নদী পার হই। ১—৩। সুমিত্রানন্দন লক্ষ্মণ, জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা রামের কথা শুনিয়া গুহ ও সুমন্ত্র সারথিকে সম্ভাষণ করিয়া তাঁহার অগ্রে অগ্রে চলিলেন। স্থপতি গুহও রামের কথা শুনিয়া এবং তাহার মর্ম্ম জ্ঞাত হইয়া অমাত্যদিগকে এরূপ আদেশ করিলেন, "তোমরা শীঘ্র ইঁহার জন্য দাঁড়সংযুক্ত, কর্ণধার-সমন্বিত, দৃঢ়, শুভ ও অক্লেশে পার করিতে সক্ষম নৌকা তীর্থে আনয়ন কর।" গুহের আদেশ পাইয়া তাঁহার অমাত্যগণ তীর্থে উত্তম নৌকা আনিয়া তাঁহাকে তদ্বিবরণ জানাইল। পরে সেই গুহ প্রাঞ্জলি হইয়া রঘুনন্দন রামকে কহিলেন "দেব! আপনার জন্য এই নৌকা আসিয়াছে। এক্ষণে আমাকে আর আপনার কি কার্য্য করিতে হইবে, তাহা আদেশ করুন। ৪—৮। দেবকুমারসদৃশ! আপনার এই সাগরগামিনী গঙ্গা নদী উত্তীর্ণ হইবার নিমিত্ত নৌকা আনীত হইয়াছে; কল্যাণব্রত পুরুষশ্রেষ্ঠ! এক্ষণে আপনি সত্বর ইহাতে আরোহণ করুন।" পরে মহাতেজা রঘুনন্দন রাম, গুহকে বলিলেন "তোমার এই কার্য্যেই আমি সফলমনোরথ হইয়াছি; এক্ষণে শীঘ্র আমাকে নৌকায় আরোহণ করাও" পরে তিনি লক্ষ্মণের সহিত ধনুক ধারণপূর্ব্বক খড়্গ ও তূণীর সকল যথাস্থানে বন্ধন করিয়া সীতাদেবীর সমভিব্যাহারে, পারার্থী ব্যক্তিরা যে পথে যাইয়া নৌকায় আরোহণ করে, সেই পথে যাইতে লাগিলেন। তখন সুমন্ত্র সারথি সেই গমনকারী ধর্ম্মজ্ঞ দশরথতনয় রামের নিকটে যাইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে তাঁহাকে বলিলেন, "এক্ষণে আমি কি করিব?" ৯—১২। পরে রাম তাঁহাকে উত্তম দক্ষিণ হস্তদ্বারা স্পর্শ করিয়া বলিলেন, "সুমন্ত্র! তুমি শীঘ্র প্রতিগমন কর এবং প্রমাদ-বিহীন হইয়া রাজা দশরথের নিকটবর্ত্তী হও। ইহাতেই তোমার আমার যথেষ্ট কার্য্য করা হইয়াছে, এক্ষণে ফের; আমরা রথ ছাড়িয়া হাঁটিয়া মহারণ্যে যাইব।' সুমন্ত্র সারথি, ইক্ষাকুনন্দন পুরুষশ্রেষ্ঠ রামকর্ত্তৃক ফিরিয়া যাইতে আদিষ্ট হইয়া দুঃখিত হইলেন এবং তাঁহাকে বলিলেন, "যে দৈবপ্রভাবে আপনি ভ্রাতা ও পত্নীর সহিত সামান্য ব্যক্তির ন্যায় বনে গেলেন, ইহলোকে কোন লোকই সেই দৈবকে অতিক্রম করিতে পারে নাই। ১৩—১৬। যখন আপনার দুঃখ উপস্থিত হইল, তখন আমি বোধ করি যে, সরলতা, মৃদুতা, ব্রহ্মচর্য্যানুষ্ঠান ও বেদাধ্যয়নের কোন ফল নাই। বীর্য্যসম্পন্ন রঘুনন্দন! আপনি, ভ্রাতা ও বিদেহরাজ-দুহিতা সীতার সহিত বনবাসী

বয়ং খলু হতা রাম যে ত্বয়া হ্যুপবর্জ্জিতাঃ।
কৈকেয্যা বশমেষ্যামঃ পাপায়া দুঃখভাগিনঃ॥ ১৯
ইতি ব্রুবন্নাত্মসমং সুমন্ত্রঃ সারথিস্তদা।
দৃষ্ট্বা দূরগতং রামং দুঃখার্ত্তো রুরুদে চিরম্॥ ২০
ততস্তু বিগতে বাষ্পে সূতং স্পৃষ্টোদকং শুচিম্।
রামস্তু মধুরং বাক্যং পুনঃপুনরুবাচ তম্॥ ২১
ইক্ষ্বাকূণাং ত্বয়া তুল্যং সুহৃদং নোপলক্ষয়ে।
যথা দশরথো রাজা মাং ন শোচেৎ তথা কুরু॥ ২২
শোকোপহতচেতাশ্চ বৃদ্ধশ্চ জগতীপতিঃ।
কামভারাবসন্নশ্চ তস্মাদেতদ্ব্রবীমি তে॥ ২৩
যদ্যদাজ্ঞাপয়েৎ কিঞ্চিৎ স মহাত্মা মহীপতিঃ।
কৈকেয্যাঃ প্রিয়কামার্থং কার্য্যং তদবিকাঙ্ক্ষয়া॥ ২৪
এতদর্থং হি রাজ্যানি প্রশাসতি নরাধিপাঃ।
যদেষাং সর্ব্বকৃত্যেষু মনো ন প্রতিহন্যতে॥ ২৫
যদ্যথা স মহারাজো নালীকমধিগচ্ছতি।
ন চ তাম্যতি শোকেন সুমন্ত্র কুরু তত্তথা॥ ২৬
অদৃষ্টদুঃখং রাজানং বৃদ্ধমার্য্যং জিতেন্দ্রিয়ম্।
ব্রূয়াস্ত্বমভিবাদ্যৈব মম হেতোরিদং বচঃ॥ ২৭
ন চাহমনুশোচামি লক্ষ্মণো ন চ শোচতি।
অযোধ্যায়াশ্চ্যুতাশ্চেতি বনে বৎস্যামহেতি চ॥ ২৮
চতুর্দ্দশসু বর্ষেষু নিবৃত্তেষু পুনঃপুনঃ।
লক্ষ্মণং মাঞ্চ সীতাঞ্চ দ্রক্ষ্যসে ক্ষিপ্রমাগতান্॥ ২৯
এবমুক্ত্বা তু রাজানং মাতরঞ্চ সুমন্ত্র মে।
অন্যাশ্চ দেবীঃ সহিতাঃ কৈকেয়ীঞ্চ পুনঃপুনঃ॥ ৩০
আরোগ্যং ব্রূহি কৌসল্যামথ পাদাভিবন্দনম্।
সীতায়া মম চার্য্যস্য বচনাল্লক্ষ্মণস্য চ॥ ৩১
ব্রূয়াশ্চাপি মহারাজং ভরতং শীঘ্রমানয়।
আগতশ্চাপি ভরতঃ স্থাপ্যো নৃপমতে পদে॥ ৩২
ভরতঞ্চ পরিষ্বজ্য যৌবরাজ্যেঽভিষিচ্য চ।
অস্মৎসন্তাপজং দুঃখং ন ত্বামভিভবিষ্যতি॥ ৩৩
ভরতশ্চাপি বক্তব্যো যথা রাজনি বর্ত্তসে।
তথা মাতৃষু বর্ত্তেথাঃ সর্ব্বাস্বেবাবিশেষতঃ॥ ৩৪
যথা চ তব কৈকেয়ী সুমিত্রা চাবিশেষতঃ।
তথৈব দেবী কৌসল্যা মম মাতা বিশেষতঃ॥ ৩৫
তাতস্য প্রিয়কামেন যৌবরাজ্যমবেক্ষতা।

হইয়া পরম গতি প্রাপ্ত হইবেন,—ত্রিলোক জয় করিবেন। রাম! আমরা আপনার সহবাসে বঞ্চিত হইয়া মৃতপ্রায় হইলাম; কেননা সম্প্রতি আমাদিগকে সেই পাপচারিণী কৈকেয়ীর বশবর্ত্তী হইয়া নিতান্ত দুঃখভাগী হইতে হইবে।” ১৭—১৯। তখন সুমন্ত্র সারথি, আত্মতুল্য প্রিয় রামকে সেই কথা বলিয়া, তাঁহাকে দূরদেশ প্রস্থানোদ্যত দেখিয়া দুঃখার্ত্তচিত্তে তাঁহার নিকট বহুক্ষণ রোদন করিলেন। পরে তিনি রোদনে ক্ষান্ত হইয়া বারিদ্বারা আচমনপূর্ব্বক শুচি হইলে, রাম তাঁহাকে আবার মধুর বাক্যে বলিলেন,—“ইক্ষ্বাকুবংশীয়দিগের তোমার তুল্য সুহৃৎ আর কাহাকেও আমি ত দেখিতে পাইতেছি না; অতএব রাজা দশরথ যাহাতে আমার জন্য শোকাকুল না হয়েন, তুমি সেইরূপ কর; সেই বৃদ্ধ রাজা দশরথ একে ত কামার্ত্ত, তাহাতে আবার নিতান্ত শোকাকুল হইবেন; এজন্যই আমি তোমাকে এরূপ বলিতেছি। ২০—২৩। সেই ভূপতি দশরথ, কৈকেয়ীর প্রিয় সম্পাদনজন্য যাহা যাহা করিতে আদেশ করিবেন, নিঃসংশয়ে তুমি তাহা সম্পাদন করিও। নরপতিগণ এই নিমিত্তই রাজ্যশাসন করিয়া থাকেন যে, তাঁহাদিগের চিত্ত কোন বিষয়েই ক্ষুব্ধ হইবে না; অতএব সুমন্ত্র! সেই মহারাজ দশরথ যাহাতে বিফলমনোরথ না হন এবং আমার শোকে গ্লানি লাভ না করেন, তুমি সেইরূপ করিও। যিনি পূর্ব্বে কখন দুঃখের মুখ দেখেন নাই, তুমি সেই আর্য্য জিতেন্দ্রিয় বৃদ্ধ রাজা দশরথকে অভিবাদন করিয়া আমার এই কথা বলিও ‘আমি, লক্ষ্মণ বা সীতা, আমরা অযোধ্যা হইতে নির্ব্বাসিত হইয়াছি বা বনে বাস করিতেছি, এজন্য আমরা শোক করি না। এই চতুর্দ্দশ-বৎসর গত হইলে, আমরা শীঘ্র অযোধ্যায় প্রত্যাগত হইয়া বারংবার আপনার নয়নগোচর হইব।’ সুমন্ত্র! তুমি রাজা দশরথ এবং জননী কৌসল্যা দেবী ও কৈকেয়ী প্রভৃতি অপর বিমাতাদিগকে বারংবার সেইরূপ বলিয়া আমার, আর্য্যগুণসম্পন্ন লক্ষ্মণের ও সীতার বাক্যানুসারে তাঁহাদিগকে আমাদিগের প্রণাম ও আরোগ্য-সমাচার দিও। তুমি মহারাজ দশরথকে ইহাও বলিও—‘আপনি ভরতকে শীঘ্র আনয়নপূর্ব্বক রাজসিংহাসনে স্থাপিত করুন। আপনি ভরতকে আলিঙ্গন ও যৌবরাজ্যে অভিষেক করিলে, আপনাকে আর আমাদিগের বিরহজন্য দুঃখ অভিভূত করিতে পারিবে না।’ সুমন্ত্র! তুমি ভরতকেও আমার এই কথা বলিও যে ‘তুমি রাজা দশরথের প্রতি যেরূপ ব্যবহার করিয়া থাক, সমুদয় মাতৃগণের প্রতিও ঠিক সেইরূপ ব্যবহার করিও। ২৪—৩৪। তোমার নিজ জননী কৈকেয়ী দেবীকে যেমন পূজা করা উচিত আমার জননী কৌসল্যা ও সুমিত্রা দেবীকেও তোমার সেইরূপই পূজা করা কর্ত্তব্য। তুমি পিতার প্রিয়কার্য্য-

লোকয়োরুভয়োঃ শক্যং নিত্যদা সুখমেধিতুম্ ॥ ৩৬
নিবর্ত্তমানো রামেণ সুমন্ত্রঃ প্রতিবোধিতঃ।
তৎ সর্ব্বং বচনং শ্রুত্বা স্নেহাৎ কাকুৎস্থমব্রবীৎ ॥ ৩৭
যদহং নোপচারেণ ব্রূয়াং স্নেহাদবিক্লবঃ।
ভক্তিমানিতি তৎ তাবদ্বাক্যং ত্বং ক্ষন্তুমর্হসি ॥ ৩৮
কথং হি ত্বদ্বিহীনোঽহং প্রতিযাস্যামি তাং পুরীম্।
তব তাত বিয়োগেন পুত্রশোকাতুরামিব ॥ ৩৯
সরামমপি তাবন্মে রথং দৃষ্ট্বা তদা জনঃ।
বিনারামং রথং দৃষ্ট্বা বিদীর্য্যেতাপি সা পুরী ॥ ৪০
দৈন্যং হি নগরী গচ্ছেৎ দৃষ্ট্বা শূন্যমিমং রথম্।
সূতাবশেষং স্বং সৈন্যং হতবীরমিবাহবে ॥ ৪১
দূরেঽপি নিবসন্তং ত্বাং মানসেনাগ্রতঃ স্থিতম্।
চিন্তয়ন্ত্যোঽদ্য নূনং ত্বাং নিরাহারাঃ কৃতাঃ প্রজাঃ ॥ ৪২
দৃষ্টং তদ্বৈ ত্বয়া রাম যাদৃশং ত্বৎপ্রবাসনে।
প্রজানাং সঙ্কুলং বৃত্তং ত্বচ্ছোকক্লান্তচেতসাম্ ॥ ৪৩
আর্ত্তনাদো হি যঃ পৌরৈঃ মুক্তস্ত্বৎপ্রবাসনে।
সরথং মাং নিশাম্যৈব কুর্য্যুঃ শতগুণং ততঃ ॥ ৪৪

অহং কিঞ্চাপি বক্ষ্যামি দেবীং তব সুতো ময়া।
নীতোঽসৌ মাতুলকুলং সন্তাপং মা কৃথা ইতি ॥ ৪৫
অসত্যমপি নৈবাহং ব্রূয়াং বচনমীদৃশম্।
কথমপ্রিয়মেবাহং ব্রূয়াং সত্যমিদং বচঃ ॥ ৪৬
মম তাবন্নিয়োগস্থাস্ত্বদ্বন্ধুজনবাহিনঃ।
কথং রথং ত্বয়া হীনং প্রবাহস্তি হয়োত্তমাঃ ॥ ৪৭
তন্ন শক্ষ্যাম্যহং গন্তুমযোধ্যাং ত্বদৃতেঽনঘ।
বনবাসানুযানায় মামনুজ্ঞাতুমর্হসি ॥ ৪৮
যদি মে যাচমানস্য ত্যাগমেব করিষ্যসি।
সরথোঽগ্নিং প্রবেক্ষ্যামি ত্যক্তমাত্র ইহ ত্বয়া ॥ ৪৯
ভবিষ্যন্তি বনে যানি তপোবিঘ্নকরাণি তে।
রথেন প্রতিবাধিষ্যে তানি সর্ব্বাণি রাঘব ॥ ৫০
ত্বৎকৃতেন ময়া প্রাপ্তং রথচর্য্যাকৃতং সুখম্।
আশংসে ত্বৎকৃতেনাহং বনবাসকৃতং সুখম্ ॥ ৫১
প্রসীদেচ্ছামি তেঽরণ্যে ভবিতুং প্রত্যনন্তরঃ।
প্রীত্যাভিহিতমিচ্ছামি ভব মে প্রত্যনন্তরঃ ॥ ৫২

সম্পাদন করিবার জন্য সর্ব্বদা রাজ্যপরিদর্শন করিয়াই পরলোকে সুখ লাভ করিতে পারিবে।” কাকুৎস্থ রাম সুমন্ত্র সারথিকে সেইরূপ বুঝাইয়া ও ফিরিয়া যাইতে বলায় তিনি পূর্ব্বোক্ত বাক্য সকল শুনিয়া সস্নেহে তাঁহাকে বলিলেন, “আমি স্নেহবশতঃ অতীব ব্যাকুলচিত্ত হইয়া রীতি অতিক্রম করিয়া আপনাকে যাহা বলিতেছি, আপনার প্রতি ভক্তির কারণই তাহা বলিতেছি; এজন্য আপনি তাহা ক্ষমা করিবেন। ৩৫—৩৮। তাত! আমি আপনাকে পরিত্যাগ করিয়া কেমন করিয়া আপনার বিয়োগে পুত্রবিয়োগ-শোকাতুরা মহিলার ন্যায় অবস্থাপন্না সেই পুরীতে ফিরিব! অযোধ্যাবাসী সকল ব্যক্তিই পূর্ব্বে আপনাকে এই রথে অধিষ্ঠিত দেখিয়াছিল, এক্ষণে ইহাতে আপনাকে না দেখিয়া অবশ্যই বিদীর্ণ হইবে। যেরূপ যুদ্ধক্ষেত্রে সৈন্যগণ সারথিসমন্বিত রথিবিহীন রাজরথ দেখিয়া দীনভাবাপন্ন হয়, সেইরূপ পুরবাসী সকলে এই রথকে রথিবিহীন দেখিয়া অত্যন্ত দুঃখিত হইবে। আপনি দূরে থাকিলেও, প্রজাগণ মানসদ্বারা যেন আপনাকে অগ্রবর্ত্তী জ্ঞান করিতেছে, এক্ষণে আমি শূন্যরথ লইয়া গেলে তাহারা আপনাকে চিন্তা করত নিশ্চয়ই আহার পরিত্যাগ করিবে। ৩৯—৪২। রাম! আপনার প্রবাসনকালে পৌরগণ আপনার শোকে ব্যাকুলচিত্ত হইয়াছিল তাহা ত আপনি প্রত্যক্ষই করিয়াছেন। তৎকালে তাহারা যেরূপ আর্ত্তনাদ করিয়াছিল, এক্ষণে আমাকে রথের সহিত ফিরিতে দেখিয়া নিশ্চয়ই তাহা অপেক্ষা শতগুণ অধিক আর্ত্তনাদ করিবে। অযোধ্যায় যাইয়া আমি কৌসল্যা দেবীকে কি বলিব? দেবি! আমি আপনার পুত্রকে মাতুলালয়ে রাখিয়া আসিলাম, অতএব আপনি তজ্জন্য দুঃখ করিবেন না’ এরূপ মিথ্যা কথা ত আমি তাঁহাকে বলিতে পারিব না এবং ‘আপনার পুত্রকে বনে রাখিয়া আসিলাম’ তাঁহার অপ্রিয় এই সত্য কথাই বা কিরূপে তাঁহাকে বলিব? ৪৩—৪৬ এই উত্তম অশ্বসকল আমার নিয়োগানুসারে সর্ব্বদা আপনার বা আপনার বন্ধুবর্গের অধিষ্ঠিত রথই বহিয়া আসিতেছে, এক্ষণে কেমন করিয়া আপনার ও বন্ধুগণের অনধিষ্ঠিত এই রথ বহিবে? অতএব অনঘ! আমি আপনা ব্যতিরেকে অযোধ্যা নগরীতে যাইতে পারিব না! সুতরাং আমাকে আপনার সঙ্গে যাইতে আদেশ করুন। যদি আমি এরূপ প্রার্থনা করিলে আপনি আমাকে পরিত্যাগ করেন, তবে আপনি পরিত্যাগ করিবামাত্রই আমি রথের সহিত অগ্নিতে প্রবেশ করিব। রঘুনন্দন! বনবাসকালে আপনার তপোবিঘ্নকর যে সকল উৎপাত উপস্থিত হইবে, আমি রথদ্বারাই সে সকল নিবারণ করিব ৪৭—৫০। আপনার জন্য রথ চালাইয়া আমার পর্য্যাপ্ত সুখলাভ হয় নাই; সুতরাং আপনার সহিত বনে বাস করিয়া আমি কি সেই সুখলাভের প্রত্যাশা করিতে পারি না? আমি অরণ্যে আপনার অনুচর হইতে ইচ্ছা করি,—আপনি আমাকে সহর্ষে ‘তুমি আমার

ইমেঽপি চ হয়া বীর যদি তে বনবাসিনঃ ।
পরিচর্য্যাং করিষ্যন্তি প্রাপ্স্যন্তি পরমাং গতিম্ ॥ ৫৩
তব শুশ্রূষণং মূর্দ্ধ্না করিষ্যামি বনে বসন্ ।
অযোধ্যাং দেবলোকং বা সর্ব্বথা প্রজহাম্যহম্ ॥ ৫৪
ন হি শক্যা প্রবেষ্টুং সা ময়াযোধ্যা ত্বয়া বিনা ।
রাজধানী মহেন্দ্রস্য যথা দুষ্কৃতকর্ম্মণা ॥ ৫৫
বনবাসে ক্ষয়ং প্রাপ্তে মমৈষ হি মনোরথঃ ।
যদনেন রথেনৈব ত্বাং বহেয়ং পুরীং পুনঃ ॥ ৫৬
চতুর্দ্দশ হি বর্ষাণি সহিতস্য ত্বয়া বনে ।
ক্ষণভূতানি যাস্যন্তি শতশস্তু ততোঽন্যথা ॥ ৫৭
ভৃত্যবৎসল তিষ্ঠন্তং ভর্ত্তৃপুত্রগতে পথি ।
ভক্তং ভৃত্যং স্থিতং স্থিত্যা ন মাং ত্বং হাতুমর্হসি ॥ ৫৮
এবং বহুবিধং দীনং যাচমানং পুনঃপুনঃ ।
রামো ভৃত্যানুকম্পী তু সুমন্ত্রমিদমব্রবীৎ ॥ ৫৯
জানামি পরমাং ভক্তিং ময়ি তে ভর্ত্তৃবৎসল ।
শৃণু চাপি যদর্থং ত্বাং প্রেষয়ামি পুরীমিতঃ ॥ ৬০

নগরীং ত্বাং গতং দৃষ্ট্বা জননী মে যবীয়সী ।
কৈকেয়ী প্রত্যয়ং গচ্ছেদিতি রামো বনং গতঃ ॥ ৬১
যদি তুষ্টা হি সা দেবী বনবাসং গতে ময়ি ।
রাজানং নাতিশঙ্কেত মিথ্যাবাদীতি ধার্ম্মিকম্ ॥ ৬২
এষ মে প্রথমঃ কল্পো যদম্বা মে যবীয়সী ।
ভরতারক্ষিতং স্ফীতং পুত্ররাজ্যমবাপ্নুয়াৎ ॥ ৬৩
মম প্রিয়ার্থং রাজ্ঞশ্চ সুমন্ত্র ত্বং পুরীং ব্রজ ।
সন্দিষ্টশ্চাপি যানর্থাংস্তাংস্তান্ ব্রূয়াস্তথা তথা ॥ ৬৪
ইত্যুক্ত্বা বচনং সূতং সান্ত্বয়িত্বা পুনঃপুনঃ ।
গুহং বচনমক্লীবো রামো হেতুমদব্রবীৎ ॥ ৬৫
নেদানীং গুহ যোগ্যোঽয়ং বাসো মে সজনে বনে ।
অবশ্যং হ্যাশ্রমে বাসঃ কর্ত্তব্যস্তদ্গতো বিধিঃ ॥ ৬৬
সোঽহং গৃহীত্বা নিয়মং তপস্বিজনভূষণম্ ।
হিতকামঃ পিতুর্ভূয়ঃ সীতায়া লক্ষ্মণস্য চ ॥ ৬৭
জটাঃ কৃত্বা গমিষ্যামি ন্যগ্রোধক্ষীরমানয় ।
তৎক্ষীরং রাজপুত্রায় গুহঃ ক্ষিপ্রমুপাহরৎ ॥ ৬৮
লক্ষ্মণস্যাত্মনশ্চৈব রামস্তেনাকরোজ্জটাঃ ।

অনুচর হও' ইহা বলেন, এই আমার অভিলাষ; অতএব আপনি আমার প্রতি প্রসন্ন হউন, অর্থাৎ আমাকে আপনার অনুচর হইতে আদেশ করুন। বীর! এই ঘোটক সকলও যদি বনবাসকালে আপনার পরিচর্য্যা করিতে পায়, তবে অবশ্যই অন্তে ইহারা পরম গতি লাভ করিবে। আমিও যদি বনে বাস করিয়া মস্তকদ্বারা আপনার শুশ্রূষা করিতে পারি, তবে অযোধ্যা বা দেবলোকেরও বাসনা করি না। ৫১—৫৪। যেরূপ অধার্ম্মিক ব্যক্তি পুণ্যহীন হইয়া মহেন্দ্রের রাজধানী অমরাবতীতে প্রবেশ করিতে পারে না, সেইরূপ আমি আপনা-ব্যতীত অযোধ্যা নগরীতে প্রবেশ করিতে পারিব না। আমার এই বাসনা যে, বনবাসের সময় অতীত হইলে আপনাকে এই রথে করিয়াই পুনরায় নগরীতে লইয়া যাই। আপনার সহিত বনে বাস করিলে, আমার পক্ষে এই চতুর্দ্দশবর্ষকাল চতুর্দ্দশক্ষণস্বরূপ হইয়া কাটিয়া যাইবে, অন্যথা এইকালই চতুর্দ্দশশতবর্ষ পরিমিত হইবে। ভৃত্যবৎসল প্রভুপুত্র! আমি আপনার ভৃত্য; স্বামীর প্রতি ভৃত্যের যেরূপ ব্যবহার করা উচিত, আমি সর্ব্বদাই আপনার প্রতি সেইরূপ ব্যবহার করিয়া আসি-তেছি; এখনও ভক্তিসহকারে আপনার সহবাসে উদ্যত রহিয়াছি; অতএব আমাকে পরিত্যাগ করা আপনার উচিত নহে।' ৫৫—৫৮। সুমন্ত্র সারথি দীনভাবে বিবিধ বাক্যে বারংবার সেইরূপ প্রার্থনা করিতে লাগিলে, ভৃত্য-দয়ালু রাম, তাঁহাকে বলিলেন, ভর্ত্তৃ-বৎসল! আমার প্রতি তোমার যে অতিশয় ভক্তি আছে, তাহা আমি জানি; পরন্তু যে জন্য তোমাকে এখান হইতে নগরীতে পাঠাইতেছি, তাহা বলিতেছি শ্রবণ কর। কনিষ্ঠজননী কৈকেয়ী দেবী তোমাকে পুরী প্রত্যাগত দেখিয়াই, আমি যে বনে গিয়াছি তাহা বিশ্বাস করিবেন এবং আমি বনবাসী হইলে প্রীত হইয়া অতিধার্ম্মিক রাজা দশরথকে আর মিথ্যা-বাদী বলিয়া শঙ্কা করিবেন না। কনিষ্ঠজননী কৈকেয়ী দেবী স্বীয় তনয় ভরতের পালিত সেই সমৃদ্ধ রাজ্য লাভ করেন, ইহাই আমার মুখ্য বাসনা। সুমন্ত্র! তুমি আমার ও রাজা দশরথের প্রিয়-সম্পাদনার্থ শীঘ্র অযোধ্যায় যাও এবং তথায় যাইয়া আমি তোমাকে যাহা যাহা বলিতে আদেশ করিয়াছি, তাহা সমুদয় অবিকল সেইরূপ বলিও ৫৯—৬৪। রাম, সুমন্ত্র সারথিকে সেইরূপ বলিয়া বারংবার আশ্বাস দিয়া অদীন ভাবে গুহকে এই যুক্তিযুক্ত বাক্য বলিলেন, "গুহ! এক্ষণে আমার আত্মীয়-গণে অধ্যুষিত বনে বাস করা উচিত নহে, পরন্তু নির্জ্জন আশ্রমে বাস ও তদুপযুক্ত বিধি অনুসরণ করা কর্ত্তব্য; অতএব আমি পিতা, সীতা ও লক্ষ্মণের হিতার্থ তপস্বীদিগের ভূষণস্বরূপ নিয়ম ধারণ ও জটা নির্ম্মাণ করিয়া নির্জ্জন বনে প্রস্থান করিব; তুমি শীঘ্র বটবৃক্ষের ক্ষীর আনয়ন কর। গুহও রাজনন্দন রামের সেই কথা শুনিবামাত্রই বট-বৃক্ষের ক্ষীর আনিয়া তাঁহাকে দিলেন। লক্ষ্মণের

দীর্ঘবাহুর্নরব্যাঘ্রো জটিলত্বমধারয়ৎ ॥ ৬৯
তৌ তদা চীরবসনৌ জটামণ্ডলধারিণৌ।
অশোভেতামৃষিসমৌ ভ্রাতরৌ রামলক্ষ্মণৌ ॥ ৭০
ততো বৈখানসং মার্গমাস্থিতঃ সহলক্ষ্মণঃ।
ব্রতমাদিষ্টবান্ রামঃ সহায়ং গুহমব্রবীৎ ॥ ৭১
অপ্রমত্তে বলে কোশে দুর্গে জনপদে তথা।
ভবেথা গুহ রাজ্যং হি দুরারক্ষতমং মতম্ ॥ ৭২
ততস্তং সমনুজ্ঞাপ্য গুহমিক্ষ্বাকুনন্দনঃ।
জগাম তূর্ণমব্যগ্রঃ সভার্য্যঃ সহলক্ষ্মণঃ ॥ ৭৩
স তু দৃষ্ট্বা নদীতীরে নাবমিক্ষ্বাকুনন্দনঃ।
তিতীর্ষুঃ শীঘ্রগাং গঙ্গামিদং লক্ষ্মণমব্রবীৎ ॥ ৭৪
আরোহ ত্বং নরব্যাঘ্র-স্থিতাং নাবমিমাং শনৈঃ।
সীতাঞ্চারোপয়াথাক্ষং পরিগৃহ্য মনস্বিনীম্ ॥ ৭৫
স ভ্রাতুঃ শাসনং শ্রুত্বা সর্ব্বমপ্রতিকূলয়ন্।
আরোপ্য মৈথিলীং পূর্ব্বমারুরোহাত্মবাংস্ততঃ ॥ ৭৬
অথারুরোহ তেজস্বী স্বয়ং লক্ষ্মণপূর্ব্বজঃ।
ততো নিষাদাধিপতির্গুহো জ্ঞাতীনচোদয়ৎ ॥ ৭৭
রাঘবোঽপি মহাতেজা নাবমারুহ্য তাং ততঃ।
ব্রহ্মবৎ ক্ষত্রবচ্চৈব জজাপ হিতমাত্মনঃ ॥ ৭৮
আচম্য চ যথাশাস্ত্রং নদীং তাং সহ সীতয়া।
প্রণমৎ প্রীতিসংহৃষ্টো লক্ষ্মণশ্চামিতপ্রভঃ ॥ ৭৯
অনুজ্ঞায় সুমন্ত্রঞ্চ সবলঞ্চৈব তং গুহম্।
আস্থায় নাবং রামস্তু চোদয়ামাস নাবিকান্ ॥ ৮০
ততস্তৈশ্চোদিতা নৌকা কর্ণধারসমাহিতা।
শুভস্ফ্যবেগাভিহতা গঙ্গাসলিলমত্যগাৎ ॥ ৮১
মধ্যন্তু সমনুপ্রাপ্য ভাগীরথ্যাস্ত্বনিন্দিতা।
বৈদেহী প্রাঞ্জলির্ভূত্বা তাং নদীমিদমব্রবীৎ ॥ ৮২
পুত্রো দশরথস্যায়ং মহারাজস্য ধীমতঃ।
নিদেশং পালয়ত্বেনং গঙ্গে ত্বদভিরক্ষিতঃ ॥ ৮৩
চতুর্দ্দশ হি বর্ষাণি সমগ্রাণ্যুষ্য কাননে।
ভ্রাত্রা সহ ময়া চৈব পুনঃ প্রত্যাগমিষ্যতি ॥ ৮৪
ততস্ত্বাং দেবি শুভগে ক্ষেমেণ পুনরাগতা।
যক্ষ্যে প্রমুদিতা গঙ্গে সর্ব্বকামসমৃদ্ধিনি ॥ ৮৫
ত্বং হি ত্রিপথগে দেবি ব্রহ্মলোকং সমক্ষসে।
ভার্য্যা চোদধিরাজস্য লোকেঽস্মিন্ সম্প্রদৃশ্যসে ॥ ৮৬
সা ত্বাং দেবি নমস্যামি প্রশংসামি চ শোভনে।
প্রাপ্তরাজ্যে নরব্যাঘ্রে শিবেন পুনরাগতে ॥ ৮৭
গবাং শতসহস্রঞ্চ বস্ত্রাণ্যন্নঞ্চ পেশলম্।

দীর্ঘবাহু রাম সেই ক্ষীরদ্বারা আপনার ও লক্ষ্মণের জটা প্রস্তুত করিয়া জটাধারী হইলেন। তখন সেই দুই ভ্রাতা রাম ও লক্ষ্মণ চীরবসন পরিধায়ী ও জটাধারী হইয়া, ঋষির ন্যায় শোভা পাইলেন। ৬৫—৭০। পরে রাম, লক্ষ্মণের সহিত বৈখানস ঋষিদিগের আচরিত বানপ্রস্থ-ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়া তৎসমুচিত নিয়ম-ধারণে কৃতনিশ্চয় হইয়া সহায়স্বরূপ গুহকে বলিলেন, "গুহ! তুমি সৈন্য, কোষ, দুর্গ ও জনপদে প্রমাদবিহীন হইও; কেননা, রাজ্য রক্ষা করা নিতান্ত কঠিন কাজ।" ইক্ষ্বাকুনন্দন রাম, গুহকে সেইরূপ আদেশ করিয়া পত্নী ও ভ্রাতার সহিত নিরুদ্বেগে প্রস্থান করিলেন। পরে তিনি নদীতীরে যাইয়া খরস্রোতপ্রবাহিণী গঙ্গা নদী পার হইবার ইচ্ছায় লক্ষ্মণকে বলিলেন,—"নরশ্রেষ্ঠ! তুমি অগ্রে ধীরে ধীরে এই মনস্বিনী সীতাদেবীকে গ্রহণপূর্ব্বক নৌকামধ্যে উঠাইয়া তৎপরে নিজে আরোহণ কর।" ৭১—৭৫। আত্মবান্ লক্ষ্মণও ভ্রাতার আদেশ পাইয়া তাহার কিছুমাত্র অন্যথা না করিয়া অগ্রে জনকদুহিতা সীতাকে নৌকামধ্যে উঠাইলেন, পরে নিজে আরোহণ করিলেন। পরে তেজস্বী লক্ষ্মণাগ্রজ রাম তাহাতে আরোহণ করিলেন। তখন গুহ নিজ জ্ঞাতিগণকে স্ব স্ব কার্য্যে উদ্যত হইতে আদেশ করিলেন। পরে মহাতেজা রঘুনন্দন রাম সেই নৌকায় আরোহণ করিয়া আত্মহিতার্থ ক্ষাত্র নিয়মানুসারে বেদবিহিত মন্ত্র জপ করিলেন। অমিতপ্রভাশালী লক্ষ্মণও প্রীতিসহকারে সীতা দেবীর সহিত আচমন করিয়া সেই নদীকে প্রণাম করিলেন। রাম, সুমন্ত্র-সারথি ও সসৈন্যে গুহকে ফিরিয়া যাইতে আদেশ করিয়া নৌকায় আরোহণপূর্ব্বক নাবিকদিগকে নৌকামোচন করিতে বলিলেন। ৭৬—৮০। পরে সেই কর্ণধার-সমন্বিতা নৌকা নাবিকগণকর্ত্তৃক প্রেরিতা ও অরিত্রবেগে চালিত হইয়া গঙ্গাজল অতিক্রম করিতে লাগিল। পরে প্রীত বিদেহদুহিতা সীতা দেবী সেই ভাগীরথী নদীর মধ্যস্থলে যাইয়া বদ্ধাঞ্জলি হইয়া বলিলেন, "গঙ্গে! ধীমান্ মহারাজ দশরথের পুত্র এই রাম আপনাকর্ত্তৃক রক্ষিত হইয়া পিতৃসত্য পালন করুন। সৌভাগ্যদায়িনি যখন ইনি এই চতুর্দ্দশ বৎসর বনে বাস করিয়া ভ্রাতা লক্ষ্মণের ও আমার সহিত প্রত্যাগমন করিবেন, অভীষ্টপ্রদায়িনি গঙ্গে দেবি! তখন মঙ্গলে মঙ্গলে ফিরিয়া আমি সানন্দে আপনাকে পূজা করিব। ৮১—৮৫। দেবি ত্রিপথগামিনি! আপনি ব্রহ্মলোক ব্যাপিয়া রহিয়াছেন এবং ইহলোকেও সমুদ্রের ভার্য্যারূপে প্রকাশমানা হইতেছেন; অতএব শোভনে! আমি আপনাকে প্রণাম ও স্তব করিতেছি। পুরুষশ্রেষ্ঠ রাম কল্যাণে

ব্রাহ্মণেভ্যঃ প্রদাস্যামি তব প্রিয়চিকীর্ষয়া ॥ ৮৮
সুরাঘটসহস্রেণ মাংসভূতৌদনেন চ ।
যক্ষ্যে ত্বাং প্রয়তাং দেবি পুরীং পুনরুপাগতা ॥ ৮৯
যানি ত্বত্তীরবাসীনি দৈবতানি চ সন্তি হি ।
তানি সর্ব্বাণি যক্ষ্যামি তীর্থান্যায়তনানি চ ॥ ৯০
পুনরেব মহাবাহুর্ম্ময়া ভ্রাত্রা চ সঙ্গতঃ ।
অযোধ্যাং বনবাসাত্তু প্রবিশত্বনঘোঽনঘে ॥ ৯১
তথা সম্ভাষমাণা সা সীতা গঙ্গামনিন্দিতা ।
দক্ষিণা দক্ষিণং তীরং ক্ষিপ্রমেবাভ্যুপাগমৎ ॥ ৯২
তীরন্তু সমনুপ্রাপ্য নাবং হিত্বা নরর্ষভঃ ।
প্রাতিষ্ঠত সহ ভ্রাত্রা বৈদেহ্যা চ পরন্তপঃ ॥ ৯৩
অথাব্রবীন্মহাবাহুঃ সুমিত্রানন্দবর্দ্ধনম্ ।
ভব সংরক্ষণার্থায় সজনে বিজনেঽপি বা ॥ ৯৪
অবশ্যং রক্ষণং কার্য্যং মদ্বিধৈর্বিজনে বনে ।
অগ্রতো গচ্ছ সৌমিত্রে সীতা ত্বামনুগচ্ছতু ॥ ৯৫
পৃষ্ঠতোঽহনুগমিষ্যামি সীতাং ত্বাঞ্চানুপালয়ন্ ।
অন্যোন্যস্যেহ নো রক্ষা কর্ত্তব্যা পুরুষর্ষভ ॥ ৯৬
নহি তাবদতিক্রান্তা সুকরা কাচন ক্রিয়া ।
অদ্য দুঃখন্তু বৈদেহী বনবাসস্য বেৎস্যতি ॥ ৯৭
প্রনষ্টজনসম্বাধং ক্ষেত্রারামবিবর্জ্জিতম্ ।
বিষমঞ্চ প্রপাতঞ্চ বনমদ্য প্রবেক্ষ্যতি ॥ ৯৮
শ্রুত্বা রামস্য বচনং প্রতস্থে লক্ষ্মণোঽগ্রতঃ ।
অনন্তরঞ্চ সীতায়া রাঘবো রঘুনন্দনঃ ॥ ৯৯

গতন্তু গঙ্গাপরপারমাশু
রামং সুমন্ত্রঃ সততং নিরীক্ষ্য ।
অধ্বপ্রকর্ষাদ্বিনিবৃত্তদৃষ্টি-
র্মুমোচ বাষ্পং ব্যথিতস্তপস্বী ॥ ১০০
স লোকপালপ্রতিমপ্রভাব-
স্তীর্ত্বা মহাত্মা বরদো মহানদীম্ ।
ততঃ সমৃদ্ধান্ শুভশস্যমালিনঃ
ক্রমেণ বৎসান্ মুদিতানুপাগমৎ ॥ ১০১
তৌ তত্র হত্বা চতুরো মহামৃগান্
বরাহমৃষ্যং পৃষতং মহারুরুম্ ।
আদায় মেধ্যং ত্বরিতং বুভুক্ষিতৌ
বাসায় কালে যযতুর্বনস্পতিম্ ॥ ১০২
ইত্যযোধ্যাকাণ্ডে দ্বিপঞ্চাশঃ সর্গঃ ॥ ৫২ ॥

কল্যাণে ফিরিয়া রাজ্য লাভ করিলে আমি আপনার প্রিয়কার্য্য করিবার জন্য ব্রাহ্মণদিগকে শত সহস্র গো, বিবিধ বস্ত্র ও প্রভূত অন্ন প্রদান করিব। দেবি! আমি পুরীতে প্রত্যাগতা হইয়া সহস্র সুরাকলস ও তদুপযুক্ত পলান্নদ্বারা আপনাকে অর্চ্চনা করিব; এক্ষণে আপনি আমাদিগের প্রতি প্রসন্না হউন। পাতকনাশিনি! এই নিষ্পাপ মহাবাহু রাম বনবাসের সময় অতিক্রম করিয়া ভ্রাতা লক্ষ্মণের ও আমার সহিত আবার অযোধ্যা নগরীতে প্রবেশ করুন, তাহা হইলেই আপনার তীরে যে সকল দেবতারা বাস করেন এবং যে সকল পুণ্যক্ষেত্র ও তীর্থ আছে, আমি তাঁহাদিগের সকলকেই পূজা করিব।" ৮৮—৯১। পতি-প্রিয় অনুকূলা সীতা দেবী অনিন্দিতা গঙ্গাকে সেইরূপ বলিতে বলিতে অচিরেই দক্ষিণতীরে গমন করিলেন। শত্রুদমন নরশ্রেষ্ঠ মহাবাহু রাম, গঙ্গার দক্ষিণতীরে উপস্থিত হইয়া বিদেহদুহিতা সীতা ও লক্ষ্মণের সহিত নৌকা পরিত্যাগ করিয়া দক্ষিণ-দিগভিমুখে চলিলেন। পরে তিনি সুমিত্রানন্দন লক্ষ্মণকে বলিলেন—"নির্জ্জন অরণ্যে আমার ন্যায় জনগণের দাররক্ষণ অবশ্য কর্ত্তব্য কর্ম্ম, অতএব সজন বা নির্জ্জন সকল স্থানেই তুমি সীতার রক্ষণে সাবধান হও। সৌমিত্রে! তুমি অগ্রে অগ্রে গমন কর, সীতা দেবী তোমার পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করুন এবং আমি তোমাকে ও সীতাকে রক্ষা করত তোমাদিগের অনুগামী হই; কেননা পুরুষশ্রেষ্ঠ! এক্ষণে আমাদিগের পরস্পরের পরস্পরকে রক্ষা করা উচিত। ৯২—৯৬। এত দিন পর্য্যন্ত আমাদিগের কোন কষ্টসাধ্য কার্য্য উপস্থিত হয় নাই; সম্প্রতি বিদেহ-দুহিতা সীতা দেবী বনবাসের দুঃখ জানিতে পারিবেন। অদ্যই তিনি ক্ষেত্র ও উদ্যানবিবর্জ্জিত, জন-সমাগম-রহিত এবং বিবিধগর্ত্ত-সমন্বিত বিষম অরণ্যে প্রবেশ করিবেন।" রামের কথা শুনিয়া লক্ষ্মণ অগ্রে অগ্রে গমন করিলেন এবং রঘুনন্দন রাম তাঁহার অনুগামিনী সীতা দেবীর পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাইতে লাগিলেন। রাম, গঙ্গা পার হইয়া যাইতে লাগিলেও নিরুপায় সুমন্ত্র সারথি অনিমেষ-নয়নে তাঁহাকে দেখিতেছিলেন; পরে তিনি বহুদূর চলিয়া গেলে আর তাঁহাকে দেখিতে না পাইয়া ব্যথিতহৃদয়ে রোদন করিতে লাগিলেন। ৯৭—১০০। সেই লোকপালের ন্যায় প্রভাবশালী মহাত্মা বরপ্রদ রামও মহানদী গঙ্গা পার হইয়া অবিলম্বেই প্রমুদিত ও শোভন শস্য-সমন্বিত সমৃদ্ধ বৎসপ্রদেশে গমন করিলেন। পরে রাম ও লক্ষ্মণ ঋষ্য-পৃষত, রুরু ও বরাহ এই চারি প্রকার মহামৃগ হননপূর্ব্বক গ্রহণ করিয়া ক্ষুধাক্রান্ত হইয়া সায়ংকালে বাস-পরিগ্রহার্থ সত্বর এক পবিত্র বনস্পতির নিকট উপস্থিত হইলেন। ১০১।১০২।

ত্রিপঞ্চাশঃ সর্গঃ ।

স তং বৃক্ষং সমাসাদ্য সন্ধ্যামন্বাস্য পশ্চিমাম্ ।
রামো রময়তাং শ্রেষ্ঠ ইতি হোবাচ লক্ষ্মণম্ ॥ ১
অদ্যেয়ং প্রথমা রাত্রির্যাতা জনপদাদ্বহিঃ ।
যা সুমন্ত্রেণ রহিতা তাং নোৎকণ্ঠিতুমর্হসি ॥ ২
জাগর্ত্তব্যমতন্দ্রিভ্যামদ্যপ্রভৃতি রাত্রিষু ।
যোগক্ষেমৌ হি সীতায়া বর্ত্তেতে লক্ষ্মণাবয়োঃ ॥ ৩
রাত্রিং কথঞ্চিদেবেমাং সৌমিত্রে বর্ত্তয়ামহে ।
অপবর্ত্তামহে ভূমাবাস্তীর্য্য স্বয়মর্জ্জিতৈঃ ॥ ৪
স তু সংবিশ্য মেদিন্যাং মহার্হশয়নোচিতঃ ।
ইমাঃ সৌমিত্রয়ে রামো ব্যাজহার কথাঃ শুভাঃ ॥ ৫
ধ্রুবমদ্য মহারাজো দুঃখং স্বপিতি লক্ষ্মণ ।
কৃতকামা তু কৈকেয়ী তুষ্টা ভবিতুমর্হতি ॥ ৬
সা হি দেবী মহারাজং কৈকেয়ী রাজ্যকারণাৎ ।
অপি ন চ্যাবয়েৎ প্রাণান্ দৃষ্ট্বা ভরতমাগতম্ ॥ ৭
অনাথশ্চ হি বৃদ্ধশ্চ ময়া চৈব বিনাকৃতঃ ।
কিং করিষ্যতি কামাত্মা কৈকেয্যা বশমাগতঃ ॥ ৮
ইদং ব্যসনমালোক্য রাজ্ঞশ্চ মতিবিভ্রমম্ ।
কাম এবার্থধর্ম্মাভ্যাং গরীয়ানিতি মে মতিঃ ॥ ৯
কো হ্যবিদ্বানপি পুমান্ প্রমদায়াঃ কৃতে ত্যজেৎ ।
ছন্দানুবর্ত্তিনং পুত্রং তাতো মামিব লক্ষ্মণ ॥ ১০
সুখী বত সভার্য্যশ্চ ভরতঃ কেকয়ীসুতঃ ।
মুদিতান্ কোশলানেকো যো ভোক্ষ্যত্যধিরাজবৎ ॥ ১১
স হি রাজ্যস্য সর্ব্বস্য সুখমেকং ভবিষ্যতি ।
তাতে তু বয়সাতীতে ময়ি চারণ্যমাশ্রিতে ॥ ১২
অর্থধর্ম্মৌ পরিত্যজ্য যঃ কামমনুবর্ত্ততে ।
এবমাপদ্যতে ক্ষিপ্রং রাজা দশরথো যথা ॥ ১৩
মন্যে দশরথান্তায় মম প্রব্রাজনায় চ ।
কৈকেয়ী সৌম্য সম্প্রাপ্তা রাজ্যায় ভরতস্য চ ॥ ১৪
অপীদানীন্তু কৈকেয়ী সৌভাগ্যমদমোহিতা ।
কৌসল্যাঞ্চ সুমিত্রাঞ্চ সা প্রবাধেত মৎকৃতে ॥ ১৫
মাতাস্মৎকারণাদ্দেবী সুমিত্রা দুঃখমাবসেৎ ।
অযোধ্যামিত এব ত্বং কাল্যে প্রবিশ লক্ষ্মণ ॥ ১৬
অহমেকো গমিষ্যামি সীতয়া সহ দণ্ডকান্ ।
অনাথায়া হি নাথস্ত্বং কৌসল্যায়া ভবিষ্যসি ॥ ১৭

ত্রিপঞ্চাশ সর্গ ।

আনন্দপ্রদাগ্রগণ্য রাম সেই বৃক্ষতলে যাইয়া সায়ং-সন্ধ্যাসমাপনান্তে লক্ষ্মণকে বলিলেন, "ভ্রাতঃ! জনপদ-বহির্গত ও সুমন্ত্রশূন্য হইয়া, আমাদিগের এই প্রথম রাত্রি উপস্থিত হইয়াছে; তুমি তজ্জন্য ব্যাকুল হইও না। লক্ষ্মণ! শ্বাপদ ও ঝিল্লিকাগণের শব্দে প্রতিধ্বনিত এই নির্জ্জন বন অতীব ভয়স্থান; অতএব অদ্য হইতে প্রতিরাত্রেই আমাদিগের আলস্যত্যাগ করিয়া জাগিয়া থাকা উচিত; কেননা, এক্ষণে আমাদিগকেই সীতার রক্ষণাবেক্ষণ করিতে হইবে। সৌমিত্রে! আইস, এক্ষণে কোন প্রকারে আমরা এই রাত্রি যাপন করি—ভূমিতলে স্বয়ং আহৃত তৃণপত্রদ্বারা শয্যা রচনাপূর্ব্বক তাহাতে শয়ন করি।" ১—৪। পরে সেই মহার্হ শয্যা-শয়নোচিত রাম ভূমিতলে উপবিষ্ট হইয়া, সুমিত্রা-নন্দন লক্ষ্মণকে এই সকল শুভ কথা বলিলেন "লক্ষ্মণ! এক্ষণে মহারাজ দশরথ নিশ্চয়ই দুঃখিত হইয়া শয়ন করিতেছেন এবং কৈকেয়ী দেবীও সফলমনোরথা হইয়া আনন্দভাগিনী হইতেছেন। সেই কৈকেয়ী দেবী ভরতকে উপস্থিত দেখিয়া সাম্রাজ্য কামনায় মহারাজ দশরথের প্রাণহানি না করেন, তবেই মঙ্গল। সেই বৃদ্ধ মহীপতি দশরথ একে ত অজিতেন্দ্রিয় কামাত্মা ও কৈকেয়ীর বশতাপন্ন তাহাতে আবার আমা হইতে বিযুক্ত হইয়াছেন, সুতরাং তিনি আর কি করিতে পারেন! তাঁহার এইরূপ মতি-ভ্রম ও দুঃখ দেখিয়া আমার বিলক্ষণ বোধ হইতেছে যে, ধর্ম্ম ও অর্থ অপেক্ষা কামই প্রধান। ৫—৯। লক্ষ্মণ! যেমন পিতা আমাকে পরিত্যাগ করিয়াছেন, তেমন কি কোন মূর্খ পুরুষও স্ত্রীর জন্য আজ্ঞাবহ পুত্রকে পরিত্যাগ করিতে পারে? এক্ষণে যিনি একাকী অধিরাজের ন্যায় সমৃদ্ধ কোশলরাজ্য ভোগ করিবেন, সেই কৈকেয়ীসুত ভরতই পত্নীর সহিত পরম সুখী! আমি অরণ্যবাসী ও পিতা বৃদ্ধত্বপ্রযুক্ত পরলোকগত হইলে তিনিই অনুপম রাজ্যসুখ ভোগ করিবেন। যে ব্যক্তি ধর্ম্ম ও অর্থ পরিত্যাগ করিয়া কেবল কামানুবর্ত্তী হইয়া থাকে, সে ব্যক্তি শীঘ্রই রাজা দশরথের ন্যায় বিপন্ন হয়। সৌম্য! আমি বোধ করি যে, রাজা দশ-রথের মৃত্যু, আমার বনবাস এবং ভরতের রাজ্যপ্রাপ্তির জন্যই কৈকেয়ী আমাদিগের ঘরে আসিয়াছেন। ১০—১৪। যাহা হউক এক্ষণে তিনি সৌভাগ্যমদে মত্ত হইয়া আমার জন্য কৌশল্যা ও সুমিত্রা দেবীকে কষ্ট দিতে পারেন; সুতরাং আমাদিগের জন্য তোমার জননী সুমিত্রা দেবীকেও কষ্ট সহিয়া বাস করিতে হইবে; অতএব লক্ষ্মণ! তুমি এখনই এখান হইতে যাইয়া অযোধ্যাপুরে প্রবেশ কর। আমি একাকীই সীতার সহিত দণ্ডক বনে যাইব এবং তুমি সেই অনাথা

ক্ষুদ্রকর্ম্মা হি কৈকেয়ী দ্বেষাদন্যায়মাচরেৎ।
পরিদদ্যাদ্ধি ধর্ম্মজ্ঞ গরং তে মম মাতরম্ ॥ ১৮
নূনং জাত্যন্তরে তাত স্ত্রিয়ঃ পুত্রৈর্বিয়োজিতাঃ।
জনন্যা মম সৌমিত্রে তদপ্যেতদুপস্থিতম্ ॥ ১৯
ময়া হি চিরপুষ্টেন দুঃখসংবর্দ্ধিতেন চ।
বিপ্রযুজ্যত কৌসল্যা ফলকালে ধিগস্তু মাম্ ॥ ২০
মা স্ম সীমন্তিনী কাচিজ্জনয়েৎ পুত্রমীদৃশম্।
সৌমিত্রে যোঽহমম্বায়া দদ্মি শোকমনন্তকম্ ॥ ২১
মন্যে প্রীতিবিশিষ্টা সা মত্তো লক্ষ্মণ সারিকা।
যস্যাস্তচ্ছ্রূয়তে বাক্যং শুক পাদমরের্দ্দশ ॥ ২২
শোচন্ত্যাশ্চাল্পভাগ্যায়া ন কিঞ্চিদুপকুর্ব্বতা।
পুত্রেণ কিমপুত্রায়া ময়া কার্য্যমরিন্দম ॥ ২৩
অল্পভাগ্যা হি মে মাতা কৌসল্যা রহিতা ময়া।
শেতে পরমদুঃখার্ত্তা পতিতা শোকসাগরে ॥ ২৪
একো হ্যহমযোধ্যাঞ্চ পৃথিবীঞ্চাপি লক্ষ্মণ।
তরেয়মিষুভিঃ ক্রুদ্ধো ননু বীর্য্যমকারণম্ ॥ ২৫
অধর্ম্মভয়ভীতশ্চ পরলোকস্য চানঘ।
তেন লক্ষ্মণ নাদ্যাহমাত্মানমভিষেচয়ে ॥ ২৬
এতদন্যচ্চ করুণং বিলপ্য বিজনে বহু।
অশ্রুপূর্ণমুখো দীনো নিশি তূষ্ণীমুপাবিশৎ ॥ ২৭
বিলাপোপরতং রামং গতার্চ্চিষমিবানলম্।
সমুদ্রমিব নির্ব্বেগমাশ্বাসয়ত লক্ষ্মণ ॥ ২৮
ধ্রুবমদ্য পুরী রাম অযোধ্যায়ুধিনাং বর।
নিষ্প্রভা ত্বয়ি নিষ্ক্রান্তে গতচন্দ্রেব শর্ব্বরী ॥ ২৯
নৈতদৌপয়িকং রাম যদিদং পরিতপ্যসে।
বিষাদয়সি সীতাঞ্চ মাঞ্চৈব পুরুষর্ষভ ॥ ৩০
ন চ সীতা ত্বয়া হীনা ন চাহমপি রাঘব।
মুহূর্ত্তমপি জীবাবো জলান্মৎস্যাবিবোদ্ধৃতৌ ॥ ৩১
ন হি তাতং ন শত্রুঘ্নং ন সুমিত্রাং পরন্তপ।
দ্রষ্টুমিচ্ছেয়মদ্যাহং স্বর্গঞ্চাপি ত্বয়া বিনা ॥ ৩২
ততস্তত্র সুখাসীনৌ নাতিদূরে নিরীক্ষ্য তাম্।
ন্যগ্রোধে সুকৃতাং শয্যাং ভেজাতে ধর্ম্মবৎসলৌ ॥ ৩৩

স লক্ষ্মণস্যোত্তমপুষ্কলং বচো
নিশম্য চৈবং বনবাসমাদরাৎ।
সমাঃ সমস্তা বিদধে পরন্তপঃ
প্রপদ্য ধর্ম্মং সুচিরায় রাঘবঃ ॥ ৩৪

কৌশল্যা দেবীকে রক্ষা করিবে। ধর্ম্মজ্ঞ! নীচকার্য্যকারিণী কৈকেয়ী দ্বেষবশতঃ অন্যায় কার্য্য করিতে পারেন—তিনি তোমার জননী সুমিত্রা এবং আমার জননী কৌশল্যা দেবীকে বিষ দিতে পারেন। ১৫—১৮। সৌমিত্রে! রমণীগণ জন্মান্তরেই পুত্রগণে বিযুক্ত হইয়া থাকেন, কিন্তু আমার জননীর ইহজন্মেই তাহা ঘটিয়াছে! হা! কৌসল্যা দেবী অতিদুঃখে আমাকে বহুকাল পালনপূর্ব্বক সংবর্দ্ধিত করিয়া ফললাভ কালে আমা হইতে বিযোজিতা হইলেন! আমাকে ধিক্! সৌমিত্রে! আমি যেমন মাতাকে অসীম দুঃখ দিলাম, কোন নারীই যেন এরূপ দুঃখপ্রদ পুত্র প্রসব না করেন। লক্ষ্মণ! আমি বোধ করি যে, আমা হইতে কৌসল্যা দেবীর প্রতি সেই সারিকার সমধিক প্রীতি আছে; যেহেতু তিনি তাহার 'শুক! তুমি শত্রুর পদে দংশন কর' এই কথা শুনিয়া থাকেন। ১৯—২২। অরিন্দম! সেই মন্দভাগিনী কৌসল্যা দেবীর শোকসময়ে আমি কিছুমাত্র উপকার করিতে পারিলাম না; সুতরাং আমি পুত্র হওয়ায় তাঁহার ফল কি? হা! এক্ষণে আমার জননী অল্পভাগ্যবতী কৌসল্যা দেবী আমার বিরহে শোকসাগরে নিমজ্জিতা ও অতীব দুঃখার্ত্তা হইয়া শয়ন করিতেছেন! নিষ্পাপ লক্ষ্মণ! আমি ক্রোধপূর্ব্বক একাকীই বাণদ্বারা অযোধ্যা ও সমগ্র ভূমণ্ডল আয়ত্ত করিতে পারি, কিন্তু আমার সেই বীর্য্য বিফল হইতেছে, কেননা আমি অধর্ম্ম ও পরলোকভয়ে ভীত হইয়া সম্প্রতি স্বয়ং রাজ্যে অভিষিক্ত হইতে পারিতেছি না।" ২৩—২৬। নির্জ্জন বনে রাত্রিকালে রাম দীনভাবে সেইরূপ বহুবিধ সকরুণ বাক্যে বিলাপ করিয়া অশ্রুব্যাপ্ত মুখে মৌন অবলম্বন করিলেন। তৎকালে বিলাপবিরত হইয়া তিনি শিখা-বিহীন অনল ও বেগরহিত সমুদ্রের ন্যায় হইলে লক্ষ্মণ তাঁহাকে আশ্বাস দিয়া বলিলেন, "অস্ত্রধারি-প্রবর রাম! আপনি অযোধ্যানগরী হইতে প্রস্থান করিয়াছেন, এজন্য এক্ষণে সেই নগরী অবশ্যই চন্দ্রবিহীনা রজনীর ন্যায় নিষ্প্রভা হইয়াছে। পুরুষশ্রেষ্ঠ রাম! আপনি যে আমাকে ও সীতা দেবীকে বিষাদিত করত এরূপ পরিতাপ করিতেছেন, ইহা আপনার উচিত নহে। ২৭—৩০। রাঘব! সীতা দেবী ও আমি, আমরা আপনার বিরহে, জল হইতে উত্তোলিত মৎস্যের ন্যায় মুহূর্ত্তকালও বাঁচিব না। এক্ষণে আমি আপনাকে পরিত্যাগ করিয়া পিতা, মাতা বা শত্রুঘ্নকে দেখিতেও ইচ্ছা করি না; এমন কি, স্বর্গ দেখিতেও আমার ইচ্ছা হইতেছে না।" পরে সেই স্থানে সুখাসীন ধর্ম্মবৎসল রাম ও সীতা দেবী, অনতিদূরে বটবৃক্ষমূলে শয্যা প্রস্তুত হইয়াছে দেখিয়া তাহাতে শয়ন করিলেন। শত্রুদমন রঘুনন্দন রাম, লক্ষ্মণের সেই অতি উপযুক্ত বাক্য শুনিয়া বানপ্রস্থধর্ম্ম অবলম্বনপূর্ব্বক আদরসহ-

ততস্তু তস্মিন্ বিজনে মহাবলৌ
মহাবনে রাঘববংশবর্দ্ধনৌ।
ন তৌ ভয়ং সম্ভ্রমমভ্যুপেতু
র্যথৈব সিংহৌ গিরিসানুগোচরৌ॥ ৩৫
ইত্যযোধ্যাকাণ্ডে ত্রিপঞ্চাশঃ সর্গঃ॥ ৫৩॥

চতুঃপঞ্চাশঃ সর্গঃ।

তে তু তস্মিন্ মহাবৃক্ষে উষিত্বা রজনীং শিবাম্।
বিমলেঽভ্যুদিতে সূর্য্যে তস্মাদ্দেশাৎ প্রতস্থিরে॥ ১
যত্র ভাগীরথীং গঙ্গাং যমুনাভিপ্রবর্ত্ততে।
জগ্মুস্তং দেশমুদ্দিশ্য বিগাহ্য সুমহদ্বনম্॥ ২
তে ভূমিভাগান্ বিবিধান্ দেশাংশ্চাপি মনোহরান্।
অদৃষ্টপূর্ব্বান্ পশ্যন্তস্তত্র তত্র যশস্বিনঃ॥ ৩
যথা ক্ষেমেণ সম্পশ্যন্ পুষ্পিতান্ বিবিধান্ দ্রুমান্।
নির্বৃত্তমাত্রে দিবসে রামঃ সৌমিত্রিমব্রবীৎ॥ ৪
প্রয়াগমভিতঃ পশ্য সৌমিত্রে ধূমমুত্তমম্।
অগ্নের্ভগবতঃ কেতুং মন্যে সন্নিহিতো মুনিঃ॥ ৫
নূনং প্রাপ্তাঃ স্ম সম্ভেদং গঙ্গাযমুনয়োর্বয়ম্।
তথা হি শ্রূয়তে শব্দো বারিণো বারিঘর্ষজঃ॥ ৬
দারূণি পরিভিন্নানি বনজৈরুপজীবিভিঃ।

কারে চতুর্দ্দশ বৎসর বনে বাস করেন। পরে সেই জনশূন্য মহাবনে মহাবল রঘুবংশবর্দ্ধন রাম ও লক্ষ্মণ, গিরিচর সিংহদ্বয়ের ন্যায় কোনরূপ ভীত বা ব্যাকুলিত হইলেন না ৩১—৩৫।

চতুঃপঞ্চাশ সর্গ।

যশস্বী রাম, লক্ষ্মণ ও সীতা দেবী সেই প্রকাণ্ড বৃক্ষতলে নিশাযাপন করিয়া, বিমল প্রভাতকালে তথা হইতে প্রস্থান করিলেন। তাঁহারা নিবিড় বনমধ্য দিয়া, যথায় গঙ্গা ও যমুনা নদীর সংযোগ হইয়াছে, সেই প্রদেশ অভিমুখে যাইতে লাগিলেন। তাঁহারা যথা-সুখে যাইতে যাইতে অদৃষ্টপূর্ব্ব বিবিধ দেশ, ভূভাগ ও পুষ্পযুক্ত বহুবিধ বৃক্ষ দেখিলেন। পরে সন্ধ্যা হইলে রাম, সুমিত্রানন্দন লক্ষ্মণকে বলিলেন "সৌমিত্রে! ঐ দেখ প্রয়াগতীর্থের চতুর্দ্দিক্ হইতে ভগবান্ অগ্নির কেতুস্বরূপ নিরবচ্ছিন্ন ধূম উত্থিত হইতেছে; বোধ করি মুনি সন্নিহিত হইয়াছেন। ১—৫। নিশ্চয়ই আমরা গঙ্গা ও যমুনা নদীর সঙ্গমস্থানের নিকটে আসিয়াছি; কেননা, দ্বিবিধ জলের সঙ্ঘর্ষে সমুত্থিত শব্দ আমাদিগের কর্ণগোচর হইতেছে।

ছিন্নাশ্চাপ্যাশ্রমে চৈতে দৃশ্যন্তে বিবিধা দ্রুমাঃ॥ ৭
ধন্বিনৌ তৌ সুখং গত্বা লম্বমানে দিবাকরে।
গঙ্গাযমুনয়োঃ সন্ধৌ প্রাপতুর্নিলয়ং মুনেঃ॥ ৮
রামস্ত্বাশ্রমমাসাদ্য ত্রাসয়ন্ মৃগপক্ষিণঃ।
গত্বা মুহূর্ত্তমধ্বানং ভরদ্বাজমুপাগমৎ॥ ৯
ততস্ত্বাশ্রমমাসাদ্য মুনের্দর্শনকাঙ্ক্ষিণৌ।
সীতয়ানুগতৌ বীরৌ দূরাদেবাবতস্থতুঃ॥ ১০
স প্রবিশ্য মহাত্মানমৃষিং শিষ্যগণৈর্বৃতম্।
সংশিতব্রতমেকাগ্রং তপসা লব্ধচক্ষুষম্॥ ১১
হুতাগ্নিহোত্রং দৃষ্ট্বৈব মহাভাগং কৃতাঞ্জলিঃ।
রামঃ সৌমিত্রিণা সার্দ্ধং সীতয়া চাভ্যবাদয়ৎ॥ ১২
ন্যবেদয়ত চাত্মানং তস্মৈ লক্ষ্মণপূর্ব্বজঃ॥ ১৩
পুত্রৌ দশরথস্যাবাং ভগবন্ রামলক্ষ্মণৌ।
ভার্য্যা মমেয়ং কল্যাণী বৈদেহী জনকাত্মজা।
মাঞ্চানুযাতা বিজনং তপোবনমনিন্দিতা॥ ১৪
পিত্রা প্রব্রাজ্যমানং মাং সৌমিত্রিরনুজঃ প্রিয়ঃ।
অয়মন্বগমদ্ভ্রাতা বনমেব ধৃতব্রতঃ॥ ১৫

বন্য ফলমূলদ্বারা জীবিকানির্ব্বাহকারী ঋষিগণ যে সকল আশ্রম-সন্নিহিত নানাবিধ বৃক্ষের শাখা ছেদন করিয়াছেন, তৎসমুদায় দেখা যাইতেছে।" সূর্য্য-অস্তগমন করিতে উদ্যত হইলে সেই দুই ধনুর্দ্ধরশ্রেষ্ঠ রাম ও লক্ষ্মণ সুখে যাইয়া গঙ্গা ও যমুনা নদীর সঙ্গম-প্রদেশস্থ ভরদ্বাজ মুনির আশ্রমে উপস্থিত হইলেন। তখন রাম আশ্রমমধ্যবর্ত্তী মৃগ ও পক্ষীদিগকে ভীত করত মুহূর্ত্তকাল মাত্র গমন করিয়া ভরদ্বাজ মুনির সমীপবর্ত্তী হইলেন। পরে সেই দুই বীর্য্যবান্ রাম ও লক্ষ্মণ, সীতার সহিত ভরদ্বাজ মুনির কুটীর-সমীপ-বর্ত্তী হইয়া তাঁহার দর্শনার্থ অনুমতি লাভের অভিলাষে কিছুদূর অবস্থান করিলেন। সেই মহাভাগ লক্ষ্মণা-গ্রজ রাম অনুমতি পাইয়া সীতা ও লক্ষ্মণের সহিত কুটীরমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া তীক্ষ্ণব্রতধারী, একাগ্রচিত্ত ও তপঃপ্রভাবে সর্ব্বজ্ঞানকুশল মহর্ষি ভরদ্বাজকে অগ্নিহোত্র-সমাধানপূর্ব্বক শিষ্যগণসহ উপবিষ্ট দেখিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে তাঁহাকে অভিবাদন করিলে এবং নিজ বিবরণ বলিলেন, "ভগবন্! আমরা রাজা দশরথের পুত্র, আমাদিগের নাম রাম ও লক্ষ্মণ; এই বিদেহ-রাজদুহিতা, অনিন্দিতা, কল্যাণস্বভাবা সীতা আমার পত্নী; ইনি নির্জ্জন তপোবনেও আমার সঙ্গিনী হইয়া-ছেন। আমি পিতাকর্ত্তৃক নির্ব্বাসিত হইলে, এই প্রিয় কনিষ্ঠ ভ্রাতা সুমিত্রানন্দন লক্ষ্মণ ব্রতধারী হইয়া বনেও আমার অনুগমন করিয়াছেন। ৬—১৫।

পিত্রা নিযুক্তা ভগবন্ প্রবেক্ষ্যামস্তপোবনম্।
ধর্ম্মমেবাচরিষ্যামস্তত্র মূলফলাশনাঃ॥ ১৬
তস্য তদ্বচনং শ্রুত্বা রাজপুত্রস্য ধীমতঃ।
উপানয়ত ধর্ম্মাত্মা গামর্ঘ্যমুদকং ততঃ॥ ১৭
নানাবিধানন্নরসান্ বন্যমূলফলাশ্রয়ান্।
তেভ্যো দদৌ তপ্ততপা বাসঞ্চৈবাভ্যকল্পয়ৎ॥ ১৮
মৃগপক্ষিভিরাসীনো মুনিভিশ্চ সমন্ততঃ।
রামমাগতমভ্যর্চ্চ্য স্বাগতেনাগতং মুনিঃ॥ ১৯
প্রতিগৃহ্য তু তামর্চ্চামুপবিষ্টং স রাঘবম্।
ভরদ্বাজোঽব্রবীদ্বাক্যং ধর্ম্মযুক্তমিদং তদা॥ ২০
চিরস্য খলু কাকুৎস্থ পশ্যাম্যহমুপাগতম্।
শ্রুতং তব ময়া চৈব বিবাসনমকারণম্॥ ২১
অবকাশো বিবিক্তোঽয়ং মহানদ্যোঃ সমাগমে।
পুণ্যশ্চ রমণীয়শ্চ বসত্বিহ ভবান্ সুখম্॥ ২২
এবমুক্তস্তু বচনং ভরদ্বাজেন রাঘবঃ।
প্রত্যুবাচ শুভং বাক্যং রামঃ সর্ব্বহিতে রতঃ॥ ২৩
ভগবন্নিত আসন্নঃ পৌরজানপদো জনঃ।
সুদর্শমিহ মাং প্রেক্ষ্য মন্যেঽহমিমমাশ্রমম্॥
আগমিষ্যতি বৈদেহীং মাঞ্চাপি প্রেক্ষকো জনঃ।
অনেন কারণেনাহমিহ বাসং ন রোচয়ে॥ ২৫
একান্তে পশ্য ভগবন্নাশ্রমস্থানমুত্তমম্।
রমতে যত্র বৈদেহী সুখার্হা জনকাত্মজা॥ ২৬
এতচ্ছ্রুত্বা শুভং বাক্যং ভরদ্বাজো মহামুনিঃ।
রাঘবস্য তু তদ্বাক্যমর্থগ্রাহকমব্রবীৎ॥ ২৭
দশক্রোশ ইতস্তাত গিরির্যস্মিন্ নিবৎস্যসি।
মহর্ষিসেবিতঃ পুণ্যঃ সর্ব্বতঃ শুভদর্শনঃ॥ ২৮
গোলাঙ্গূলানুচরিতো বানরর্ক্ষনিষেবিতঃ।
চিত্রকূট ইতি খ্যাতো গন্ধমাদনসন্নিভঃ॥ ২৯
যাবতা চিত্রকূটস্য নরঃ শৃঙ্গাণ্যবেক্ষতে।
কল্যাণানি সমাধত্তে ন মোহে কুরুতে মনঃ॥ ৩০
ঋষয়স্তত্র বহবো বিহৃত্য শরদাং শতম্।
তপসা দিবমারূঢ়াঃ কপালশিরসা সহ॥ ৩১
প্রবিবিক্তমহং মন্যে তং বাসং ভবতঃ সুখম্।
ইহ বা বনবাসায় বস রাম ময়া সহ॥ ৩২
স রামং সর্ব্বকামৈস্তং ভরদ্বাজঃ প্রিয়াতিথিম্।
সভার্য্যং সহ চ ভ্রাত্রা প্রতিজগ্রাহ হর্ষয়ন্॥ ৩৩
তস্য প্রয়াগে রামস্য তং মহর্ষিমুপেয়ুষঃ।
প্রপন্না রজনী পুণ্যা চিত্রাঃ কথয়তঃ কথাঃ॥ ৩৪

ভগবন্! আমরা পিতার নিয়োগানুসারে তপোবনে প্রবেশ করিয়া, ফল-মূলভোজী হইয়া ধর্ম্ম অনুষ্ঠান করিব।” মুনি, পক্ষী ও মৃগগণে চতুর্দ্দিকে পরিবৃত হইয়া সমাসীন সেই সতত-তপোনুষ্ঠায়ী ধর্ম্মাত্মা ভরদ্বাজ ঋষি সম্যক্ পরিজ্ঞাত সমাগত ধীমান্ রাজনন্দন রামের কথা শুনিয়া তাঁহাকে “তুমি ত সুখে আসিয়াছ?” বলিয়া অর্চ্চনা করত অর্ঘ্য, উদক ও গো উপঢৌকন দিলেন। পরে তিনি তাঁহাদিগকে ফল-মূলসম্ভূত নানাবিধ ভোজ্য দ্রব্য প্রদান করিয়া তাঁহাদিগের বাসস্থান নিরূপণ করিলেন। পরে রঘুনন্দন রাম সেই সকল দ্রব্য প্রতিগ্রহ করিয়া উপবিষ্ট হইলে ভরদ্বাজ ঋষি তাঁহাকে এই ধর্ম্মযুক্ত কথা বলিলেন ১৫—২০। “কাকুৎস্থ! তোমাকে সমাগত দেখিয়া আমার বহুকালের ইচ্ছা পূর্ণ হইল। তুমি যে অকারণে বিবাসিত হইয়াছ তাহাও আমি শুনিয়াছি। এই দুই মহানদীর সঙ্গমস্থান নির্জ্জন, পুণ্যপ্রদ ও রমণীয়; তুমি এই স্থানে যথাসুখে বসতি কর।” সর্ব্বপ্রাণি-হিতকারী রঘুনন্দন রাম, ভরদ্বাজ ঋষির সেই কথা শুনিয়া তাঁহাকে এই শুভ বাক্য প্রত্যুক্তি করিলেন, “ভগবন্! এই আশ্রম হইতে আমাদিগের নগরী ও জনপদ অতি সন্নিকট; সুতরাং আমি বোধ করি যে, তথাকার অধিবাসীরা এস্থলে আমাদিগের সহজে দেখা পাইতে পারে বিবেচনা করিয়া আমাকে ও সীতাকে দেখিবার ইচ্ছায় আসিতে পারে; অতএব আমি এস্থানে বাস করিতে ইচ্ছা করি না; ভগবন্! এই বিদেহ-রাজদুহিতা সুখোচিতা সীতা যথায় সুখে থাকিতে পারেন, আপনি এরূপ আর একটী নির্জ্জন উত্তম আশ্রমের বিষয় বলিয়া দিউন” ২১—২৬। মহামুনি ভরদ্বাজ, রঘুনন্দন রামের সেই শুভ বাক্য শুনিয়া তাঁহাকে বলিলেন “বৎস! এখান হইতে দশ ক্রোশ দূরে মহর্ষিগণে অধ্যুষিত এবং বানর ঋক্ষ ও গোলাঙ্গূল-সেবিত চিত্রকূট নামে বিখ্যাত গন্ধমাদনতুল্য এক পুণ্য শুভদর্শন পর্ব্বত আছে; তুমি সেইখানে বাস করিবে। মনুষ্য যত দিন পর্য্যন্ত সেই চিত্রকূট পর্ব্বতের শৃঙ্গসকল অবলোকন করে, ততদিন পর্য্যন্ত কল্যাণ-সমাধানেই রত থাকে বিমুগ্ধ-চিত্ত হয় না। তথায় কপালতুল্য-শুষ্ক মস্তকশালী অনেক ঋষি শতবৎসর বিহার করিয়া তপঃপ্রভাবে দেবলোকে গিয়াছেন। রাম! আমি বোধ করি, তুমি সেই নির্জ্জন স্থানে সুখে বাস করিতে পারিবে; অথবা এইখানেই আমার সহিত বাস কর।” ২৭—৩২। পরে সেই ভরদ্বাজ ঋষি, প্রিয় অতিথি রামের ভার্য্যা ও ভ্রাতার সহিত সন্তুষ্ট করিয়া সমস্ত কাম্যবস্তুদ্বারা পূজা করিলেন। রাম প্রয়াগ-নিবাসী মহর্ষি ভরদ্বাজের সহিত বিচিত্র কথা কহিতে-

সীতাতৃতীয়ঃ কাকুৎস্থঃ পরিশ্রান্তঃ সুখোচিতঃ ।
ভরদ্বাজাশ্রমে রম্যে তাং রাত্রিমবসৎ সুখম্ ॥ ৩৫
প্রভাতায়াস্তু শর্ব্বর্য্যাং ভরদ্বাজমুপাগমৎ ।
উবাচ নরশার্দ্দূলো মুনিং জ্বলিততেজসম্ ॥ ৩৬
শর্ব্বরীং ভগবন্নদ্য সত্যশীল তবাশ্রমে ।
উষিতাঃ স্মো হ বসতিমনুজানাতু নো ভবান্ ॥ ৩৭
রাত্র্যান্তু তস্যাং ব্যুষ্টায়াং ভরদ্বাজোহব্রবীদিদম্ ।
মধুমূলফলোপেতং চিত্রকূটং ব্রজেতি হ ॥ ৩৮
বাসমৌপয়িকং মন্যে তব রাম মহাবল ।
নানানগগণোপেতঃ কিন্নরোরগসেবিতঃ ॥ ৩৯
ময়ূরনাদাভিরুতো গজরাজনিষেবিতঃ ।
গম্যতাং ভবতা শৈলশ্চিত্রকূটঃ স বিশ্রুতঃ ॥ ৪০
পুণ্যশ্চ রমণীয়শ্চ বহুমূলফলাযুতঃ ।
তত্র কুঞ্জরযূথানি মৃগযূথানি চৈব হি ॥ ৪১
বিচরন্তি বনান্তেষু তানি দ্রক্ষ্যসি রাঘব ।
সরিৎপ্রস্রবণপ্রস্থান্ দরীকন্দরনির্ঝরান্ ॥ ৪২
চরতঃ সীতয়া সার্দ্ধং নন্দিষ্যতি মনস্তব ।
মত্তো হ্লাদকরা এতে জন্তবো বনচারিণঃ ॥ ৪৩
প্রহৃষ্টকোযষ্টিভকোকিলস্বনৈ-
র্বিনোদয়ন্তঞ্চ সুখং পরং শিবম্ ।
মৃগৈশ্চ মত্তৈর্বহুভিশ্চ কুঞ্জরৈঃ
সুরম্যমাসাদ্য সমাবসাশ্রমম্ ॥ ৪৪
ইত্যযোধ্যাকাণ্ডে চতুঃপঞ্চাশঃ সর্গঃ ॥ ৫৪ ॥

পঞ্চপঞ্চাশঃ সর্গঃ ।

উষিত্বা রজনীং তত্র রাজপুত্রাবরিন্দমৌ ।
মহর্ষিমভিবাদ্যাথ জগ্মতুস্তং গিরিং প্রতি ॥ ১
তেষাং স্বস্ত্যয়নঞ্চৈব মহর্ষিঃ স চকার হ ।
প্রস্থিতান্ প্রেক্ষ্য তাংশ্চৈব পিতা পুত্রানিবৌরসান্ ॥ ২
ততঃ প্রচক্রমে বক্তুং বচনং স মহামুনিঃ ।
ভরদ্বাজো মহাতেজা রামং সত্যপরাক্রমম্ ॥ ৩
গঙ্গাযমুনয়োঃ সন্ধিমাসাদ্য মনুজর্ষভ ।
কালিন্দীমনুগচ্ছেতাং নদীং পশ্চান্মুখাশ্রিতাম্ ॥ ৪
অথাসাদ্য তু কালিন্দীং প্রতিস্রোতঃ সমাগতাম্ ।
তস্যাস্তীর্থং প্রচরিতং প্রকামং প্রেক্ষ্য রাঘব ॥ ৫
তত্র যূয়ং প্লবং কৃত্বা তরতাংশুমতীং নদীম্ ।
ততো ন্যগ্রোধমাসাদ্য মহান্তং হরিতচ্ছদম্ ॥ ৬
পরীতং বহুভির্বৃক্ষৈঃ শ্যামং সিদ্ধোপসেবিতম্ ।

ছেন, ইত্যবসরে পুণ্যদায়িনী রজনী উপস্থিতা হইল। অবশেষে সেই পরিশ্রান্ত নরশ্রেষ্ঠ নিয়ত-সুখোচিত কাকুৎস্থ রাম, সীতা ও লক্ষ্মণের সহিত সেই জ্বলিত তেজা ভরদ্বাজ ঋষির রমণীয় আশ্রমে সুখে রাত্রি যাপন করিলেন। পরে প্রভাতে তাঁহার নিকটে যাইয়া তাঁহাকে কহিলেন, "ভগবন্! আপনার আশ্রমে আমরা সুখে রাত্রি যাপন করিলাম। সত্যশীল! এক্ষণে আপনি আমাদিগের বাসস্থান নিরূপণ করুন।" ৩৩—৩৭। প্রভাতে রামকর্তৃক সেইরূপ জিজ্ঞাসিত হইয়া, ভরদ্বাজ ঋষি তাঁহাকে বলিলেন, "তুমি মধু, মূল ও ফল-সমন্বিত চিত্রকূট পর্ব্বতে যাও। সেই লোকবিখ্যাত চিত্রকূট পর্ব্বত শ্রেষ্ঠগজ-সমন্বিত, ময়ূরশব্দে প্রতিধ্বনিত, বিবিধবৃক্ষ-বিরাজিত, কিন্নরী-সমূহে সেবিত, নানাবিধ ফল-মূল বিশিষ্ট, পুণ্যপ্রদ ও অতি রমণীয়; অতএব আমি বোধ করি যে তোমার সেইখানেই বাস করা উচিত; অতএব তুমি তথায় যাও। রঘুনন্দন! সেই পার্ব্বতীয় বন-মধ্যে হস্তী ও মৃগসমূহ বিচরণ করিয়া থাকে, তুমি তাহা-দিগকে এবং সরিৎ, প্রস্রবণ, সানু, দরী, কন্দর ও নির্ঝর সকল দেখিবে। সীতার সহিত ভ্রমণ করিতে করিতে সেই নয়নানন্দকারী বনচারী প্রাণীদিগকে দেখিয়া, তোমার চিত্ত আনন্দিত হইবে। অতিহৃষ্ট টিটিভ ও কোকিলগণের কূজনে চিত্ত-বিনোদক্ষম এবং বিবিধ মৃগ ও প্রমত্ত গজসমূহে রমণীয় সেই সুখশান্তিময় পর্ব্বতে গিয়া বসতি কর।" ৩৮—৪৪।

পঞ্চপঞ্চাশ সর্গ ।

শত্রুদমন রাজনন্দনদ্বয় তথায় রাত্রিবাস করিয়া প্রভাতে মহর্ষি ভরদ্বাজকে অভিবাদনপূর্ব্বক সেই চিত্রকূট পর্ব্বতে যাইতে উদ্যত হইলেন। তখন সেই মহাতেজা মহামুনি ভরদ্বাজ তাঁহাদিগকে প্রস্থানোদ্যত দেখিয়া, পিতা যেমন ঔরসজাত পুত্র-দিগের কল্যাণমানসে স্বস্ত্যয়ন করিয়া থাকেন, সেইরূপ তাঁহাদিগের কল্যাণার্থ স্বস্ত্যয়ন করিলেন। পরে তিনি সত্য-পরাক্রম রামকে বলিলেন, পুরুষশ্রেষ্ঠ! তুমি গঙ্গা ও যমুনা নদীর সঙ্গমস্থানে যাইয়া বিপরীত-বাহিনী যমুনা নদীর অনুগামী হও রাঘব! পরে তুমি সেই স্রোতোনুসারে বহমানা সূর্য্যতনয়া যমুনা নদীর নিকটে যাইয়া ইচ্ছানুসারে তাহার লোক-গমনাগমন-চিহ্নে অঙ্কিত তীর্থ দেখিয়া ভেলাদ্বারা তাহার পর-পারে যাও; পরে বিবিধ বৃক্ষে পরিবৃত, সিদ্ধগণসেবিত ও হরিদ্বর্ণ পত্র-বিশিষ্ট শ্যামনামক মহান্ বটবৃক্ষের

তস্মিন্ সীতাঞ্জলিং কৃত্বা প্রযুঞ্জীতাশিষঃ ক্রিয়াম্ ॥ ৭
সমাসাদ্য চ তং বৃক্ষং বসেদ্বাতিক্রমেত বা।
ক্রোশমাত্রং ততো গত্বা নীলং প্রেক্ষ্য চ কাননম্ ॥ ৮
শল্লকীবদরীমিশ্রং রাম বংশৈশ্চ যামুনৈঃ।
স পন্থাশ্চিত্রকূটস্য গতস্য বহুশো ময়া ॥ ৯
রম্যো মার্দ্দবযুক্তশ্চ দাবৈশ্চৈব বিবর্জ্জিতঃ।
ইতি পন্থানমাদিশ্য মহর্ষিঃ সন্ন্যবর্ত্তত ॥ ১০
অভিবাদ্য তথেত্যুক্ত্বা রামেণ বিনিবর্ত্তিতঃ।
উপাবৃত্তে মুনৌ তস্মিন্ রামো লক্ষ্মণমব্রবীৎ ॥ ১১
কৃতপুণ্যাঃ স্ম ভদ্রং তে মুনির্যন্নোহনুকম্পতে।
ইতি তৌ পুরুষব্যাঘ্রৌ মন্ত্রয়িত্বা মনস্বিনৌ ॥ ১২
সীতামেবাগ্রতঃ কৃত্বা কালিন্দীং জগ্মতুর্নদীম্।
অথাসাদ্য তু কালিন্দীং শীঘ্রং স্রোতস্বিনীং নদীম্ ॥ ১৩
চিন্তামাপেদিরে সদ্যো নদীজলতিতীর্ষবঃ।
তৌ কাষ্ঠসঙ্ঘাটমথো চক্রতুঃ সুমহাপ্লবম্ ॥ ১৪
শুষ্কৈর্বংশৈঃ সমাকীর্ণমুশীরৈশ্চ সমাবৃতম্।
ততো বৈতসশাখাশ্চ জম্বুশাখাশ্চ বীর্য্যবান্ ॥ ১৫
চকার লক্ষ্মণশ্ছিত্ত্বা সীতায়াঃ সুখমাসনম্।
তত্র শ্রিয়মিবাচিন্ত্যাং রামো দাশরথিঃ প্রিয়াম্ ॥ ১৬
ঈষৎ স লজ্জমানাং তামধ্যারোপয়ত প্লবম্।
পার্শ্বে তত্র চ বৈদেহ্যা বসনে ভূষণানি চ ॥ ১৭
প্লবে কঠিনকাজঞ্চ রামশ্চক্রে সমাহিতঃ।
আরোপ্য সীতাং প্রথমং সঙ্ঘাটং পরিগৃহ্য তৌ ॥ ১৮
ততঃ প্রতেরতুর্যত্তৌ প্রীতৌ দশরথাত্মজৌ।
কালিন্দীমধ্যমায়াতা সীতা ত্বেনামবন্দত ॥ ১৯
স্বস্তি দেবি তরামি ত্বাং পারয়েন্মে পতিব্রতম্।
যক্ষ্যে ত্বাং গোসহস্রেণ সুরাঘটশতেন চ ॥ ২০
স্বস্তি প্রত্যাগতে রামে পুরীমিক্ষ্বাকুপালিতাম্।
কালিন্দীমথ সীতা তু যাচমানা কৃতাঞ্জলিঃ ॥ ২১
তীরমেবাভিসম্প্রাপ্তা দক্ষিণং বরবর্ণিনী।
ততঃ প্লবেনাংশুমতীং শীঘ্রগামূর্ম্মিমালিনীম্ ॥ ২২
তীরজৈর্বহুভির্বৃক্ষৈঃ সন্তেরুর্যমুনাং নদীম্।
তে তীর্ণাঃ প্লবমুৎসৃজ্য প্রস্থায় যমুনাবনাৎ ॥ ২৩
শ্যামং ন্যগ্রোধমাসেদুঃ শীতলং হরিতচ্ছদম্।

নিকটে যাইয়া, সীতাদেবী বদ্ধাঞ্জলি হইয়া তাঁহার নিকট মঙ্গল প্রার্থনা করুন ।১—৭। রাম! তিনি সেই বৃক্ষসমীপে যাইয়া পরে একক্রোশমাত্র পথ অতিক্রম করিয়া যমুনাতীরবর্ত্তী বংশবৃক্ষসমূহে পরিবৃত এবং শল্লকী ও বদরীবৃক্ষগণে সমন্বিত নীলবর্ণ কানন দেখিয়া ইচ্ছানুসারে তথায় বাস করিতে বা তাহা অতিক্রম করিতে পারিবেন। সেই পথ দিয়া চিত্রকূট যাইতে হয়, আমি অনেকবার ঐ পথে গিয়াছি; উহা অতি কোমল ও দাবানল-বিহীন।" মহর্ষি ভরদ্বাজ সেইরূপে রামকে পথ নির্দ্দেশ করিলে রাম 'যে আজ্ঞা" বলিয়া তাঁহাকে অভিবাদন করিলেন। তৎপরে ভরদ্বাজ তথা হইতে নিবর্ত্তিত হইয়া গমন করিলেন। তিনি নিবৃত্ত হইলে, রাম লক্ষ্মণকে বলিলেন—"এই মুনি আমাদিগের প্রতি যেরূপ দয়া করিতেছেন, তাহাতে বোধ হইতেছে, আমরা নিশ্চয়ই পুণ্য অনুষ্ঠান করিয়াছি।" পরে সেই দুই মনস্বী পুরুষশ্রেষ্ঠ মন্ত্রণাপূর্ব্বক সীতাকে অগ্রে করিয়া যমুনা নদীর তীর দিয়া যাইতে লাগিলেন। তাঁহারা সত্বর স্রোতস্বতী যমুনা নদীর নিকটে যাইয়া সদ্যই তাহার পরপারে যাইতে অভিলাষী হইয়া চিন্তা করিলেন। পরে তাঁহারা কাষ্ঠদ্বারা এক বৃহৎ ভেলা নির্ম্মাণপূর্ব্বক তাহা একং বহু শুষ্কপত্র ও বেণার মূলসমূহে সমাবৃত করিলেন। তৎপরে বীর্য্যবান্ লক্ষ্মণ সীতার নিমিত্ত জম্বু ও বেতসশাখাদ্বারা সুখকর আসন প্রস্তুত করিলে, দশরথতনয় রাম সেই ভেলার উপরে লক্ষ্মীতুল্যা, অচিন্তনীয়-প্রভাব-সমন্বিতা ঈষল্লজ্জিতা প্রেয়সী সীতাকে আরোপণ করিলেন। পরে বিদেহ-দুহিতা সীতা নিজের পার্শ্বদেশে বসন ও ভূষণ সকল রাখিলেন এবং রামও সমাহিত হইয়া তাহার উপর উপযুক্ত স্থানে পেটক ও খনিত্র রাখিলেন। সেই দুই দশরথনন্দন রাম ও লক্ষ্মণ অগ্রে সীতাকে ভেলার উপর আরোপণ করিয়া পরে প্রীত হইয়া বহিত্র বাহিয়া নদী পার হইতে লাগিলেন। অনন্তর সম্যক্ জ্ঞানবতী সীতা দেবী সেই যমুনা নদীর মধ্যদেশে যাইয়া তাঁহাকে বন্দনা করিলেন।৮—১৯। দেবি! আমি আপনার উপর দিয়া পরপারে যাইতেছি; আপনি আমার মঙ্গল করুন,—আমার পাতিব্রত্য ব্রতের রক্ষাকারিণী হউন। ইক্ষ্বাকুবংশীয়রাজগণ-পালিতা অযোধ্যা নগরীতে রাম মঙ্গলে মঙ্গলে ফিরিয়া আসিলে, আমি আপনাকে সহস্র গো ও একশত সুরাপূর্ণ কলসদ্বারা পূজা করিব।" এই বলিয়া তিনি কৃতাঞ্জলিপুটে প্রার্থনা করত দক্ষিণতীরে গিয়া উপস্থিত হইলেন। পরে তাঁহারা সকলে সেই ভেলাদ্বারা তীরে বিবিধ-বৃক্ষশোভিতা আবর্ত্ত-সমন্বিতা খর-স্রোতাঃ সূর্য্যতনয়া যমুনা নদীর পরপারে উত্তীর্ণ হইলেন। তাঁহারা নদী পার হইয়া ভেলা পরিত্যাগ-পূর্ব্বক নদীর তীরবর্ত্তী বনমধ্য দিয়া যাইতে যাইতে হরিদ্বর্ণ-পর্ণশোভিত সুশীতল শ্যামনামক বটবৃক্ষের

ন্যগ্রোধং তমুপাগম্য বৈদেহী চাভ্যবন্দত ॥ ২৪
নমস্তেঽস্তু মহাবৃক্ষ পারয়েন্মে পতিব্রতম্।
কৌসল্যাঞ্চৈব পশ্যেম সুমিত্রাঞ্চ যশস্বিনীম্ ॥ ২৫
ইতি সীতাঞ্জলিং কৃত্বা পর্য্যগচ্ছন্মনস্বিনী।
অবলোক্য ততঃ সীতামায়াচন্তীমনিন্দিতাম্ ॥ ২৬
দয়িতাঞ্চ বিধেয়াঞ্চ রামো লক্ষ্মণমব্রবীৎ।
সীতামাদায় গচ্ছ ত্বমগ্রতো ভরতানুজ ॥ ২৭
পৃষ্ঠতোঽহমনুযাস্যামি সায়ুধো দ্বিপদাং বর।
যদ্‌যৎ ফলং প্রার্থয়তে পুষ্পং বা জনকাত্মজা ॥ ২৮
তত্তৎ প্রযচ্ছ বৈদেহ্যা যত্রাস্যা রমতে মনঃ।
একৈকং পাদপং গুল্মং লতাং বা পুষ্পশালিনীম্ ॥ ২৯
অদৃষ্টরূপাং পশ্যন্তী রামং পপ্রচ্ছ সাবলা।
রমণীয়ান্ বহুবিধান্ পাদপান্ কুসুমোৎকরান্ ॥ ৩০
সীতাবচনসংরব্ধ আনয়ামাস লক্ষ্মণঃ।
বিচিত্রবালুকজলাং হংসসারসনাদিতাম্ ॥ ৩১
রেমে জনকরাজস্য সুতা প্রেক্ষ্য তদা নদীম্।
ক্রোশমাত্রং ততো গত্বা ভ্রাতরৌ রামলক্ষ্মণৌ।
বহূন্ মেধ্যান্ মৃগান্ হত্বা চেরতুর্যমুনাবনে ॥ ৩২
বিহৃত্য তে বর্হিণযূথনাদিতে
শুভে বনে বারণবানরাযুতে।
সমং নদীবপ্রমুপেত্য সত্বরং
নিবাসমাজগ্মুরদীনদর্শনম্ ॥ ৩৩
ইত্যযোধ্যাকাণ্ডে পঞ্চপঞ্চাশঃ সর্গঃ ॥ ৫৫ ॥

ষট্‌পঞ্চাশঃ সর্গঃ।

অথ রাত্র্যাং ব্যতীতায়ামবসুপ্তমনন্তরম্।
প্রবোধয়ামাস শনৈর্লক্ষ্মণং রঘুপুঙ্গবঃ ॥ ১
সৌমিত্রে শৃণু বন্যানাং বল্গু ব্যাহরতাং স্বনম্।
সম্প্রতিষ্ঠামহে কালঃ প্রস্থানস্য পরন্তপ ॥ ২
স সুপ্তঃ সময়ে ভ্রাত্রা লক্ষ্মণঃ প্রতিবোধিতঃ।
জহৌ নিদ্রাঞ্চ তন্দ্রাঞ্চ প্রসক্তঞ্চ পথিশ্রমম্ ॥ ৩
তত উত্থায় তে সর্ব্বে স্পৃষ্ট্বা নদ্যাঃ শিবং জলম্।
পন্থানমৃষিভির্জুষ্টং চিত্রকূটস্য তং যযুঃ ॥ ৪
ততঃ সম্প্রস্থিতঃ কালে রামঃ সৌমিত্রিণা সহ।
সীতাং কমলপত্রাক্ষীমিদং বচনমব্রবীৎ ॥ ৫
আদীপ্তানিব বৈদেহি সর্ব্বতঃ পুষ্পিতান্ নগান্।

নিকটে উপস্থিত হইলেন। সেই বটবৃক্ষসমীপে যাইয়া মনস্বিনী বিদেহ-দুহিতা সীতা দেবী তাঁহাকে অভিবাদন করিলেন। ২০—৪। এবং "মহাবৃক্ষ! আমি আপনাকে প্রণাম করিতেছি, আপনি আমার পাতিব্রত্য ব্রত প্রতিপালন করুন এবং একপ বর দিউন, যাহাতে আমরা নির্ব্বিঘ্নে অযোধ্যায় যাইয়া যশস্বিনী সুমিত্রা ও কৌসল্যা দেবীকে দেখিতে পাই;" যুক্তকরে ইহা বলিতে বলিতে প্রদক্ষিণ করিতে লাগিলেন। পরে রাম, অনিন্দিতা, সুবিনীতা, পত্নী সীতাকে মঙ্গল প্রার্থনা করিতে দেখিয়া লক্ষ্মণকে বলিলেন, "ভরতানুজ! তুমি সীতাকে লইয়া অগ্রে অগ্রে যাও। নরশ্রেষ্ঠ! আমি অস্ত্র ধারণপূর্ব্বক তোমার পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাইব। এই বিদেহরাজ-জনকদুহিতা সীতার চিত্ত যাহাতে যাহাতে আনন্দিত হয়, ইনি যে যে ফল বা ফুল প্রার্থনা করেন তুমি ইহাকে সেই সেই ফল ও পুষ্প প্রদান করিতে থাক।" পরে সীতা দেবী যাইতে যাইতে যে সকল অদৃষ্টপূর্ব্ব বৃক্ষ, গুল্ম ও পুষ্পসমন্বিতা লতা দেখিতে পাইলেন রামের নিকটে তাহার বিবরণ জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। লক্ষ্মণও তাঁহার বাক্যানুসারে সত্বর হইয়া বহুবিধ রমণীয় বৃক্ষশাখা আনিয়া তাঁহাকে দিতে লাগিলেন। তৎকালে জনকসুতা সীতা, বিচিত্র-বালুকাশোভিতা এবং হংস ও সারসসমূহে কলরবযুক্তা বিচিত্রজলশালিনী যমুনা নদী দেখিয়া প্রীতি লাভ করিলেন। পরে রাম ও লক্ষ্মণ এই দুই ভ্রাতা ক্রমে একক্রোশ পথ অতিক্রমপূর্ব্বক যমুনাতীরবর্ত্তী সেই বনে যাইয়া নানাবিধ মেধ্য মৃগ হনন করিলেন। তাঁহারা বারণ ও বানরসমূহে সেবিত এবং ময়ূরগণে নিনাদিত সেই মনোহর বনে ইচ্ছানুরূপ বিহার করিয়া সায়াহ্নে নদীতীরবর্ত্তী এক রমণীয় সমতল প্রদেশে যাইয়া অবস্থিতি করিলেন। ২৫—৩৩।

ষট্‌পঞ্চাশ সর্গ।

অনন্তর রাত্রি শেষ হইলে, রাঘবশ্রেষ্ঠ রাম প্রভাতকালেও প্রসুপ্ত লক্ষ্মণকে ধীরে ধীরে এই বলিয়া জাগরিত করিলেন, 'শত্রুতাপন সুমিত্রানন্দন! তুমি এই সকল শব্দকারী বন্য পক্ষীদিগের মনোহরকূজন শ্রবণ কর; আমাদিগের প্রস্থানের সময় উপস্থিত হইয়াছে, চল, আমরা গমন করি। লক্ষ্মণ প্রসুপ্ত থাকিয়াও প্রভাতসময়ে রামকর্ত্তৃক সেইরূপে জাগরিত হইয়া পরিশ্রম, আলস্য ও নিদ্রা পরিত্যাগ করিলেন। পরে তাঁহারা সকলে উত্থিত হইয়া নদীর পূতসলিলে প্রাতঃকৃত্য সমাধা করিয়া চিত্রকূটের সেই ঋষিগণ-সেবিত পথে যাইতে লাগিলেন। ১—৪। পরে রাম যাইতে যাইতে কমললোচনা সীতা ও সুমিত্রা-নন্দন লক্ষ্মণকে বলিলেন 'জানকি! দেখ, এই

স্বৈঃ পুষ্পৈঃ কিংশুকান্ পশ্য মালিনঃ শিশিরাত্যয়ে ॥ ৬
পশ্য ভল্লাতকান্ বিল্বান্ নরৈরনুপসেবিতান্।
ফলপুষ্পৈরবনতান্ নূনং শক্ষ্যাম জীবিতুম্ ॥ ৭
পশ্য দ্রোণপ্রমাণানি লম্বমানানি লক্ষ্মণ।
মধূনি মধুকারীভিঃ সম্ভৃতানি নগে নগে ॥ ৮
এষ ক্রোশতি নত্যূহস্তং শিখী প্রতিকূজতি।
রমণীয়ে বনোদ্দেশে পুষ্পসংস্তরসঙ্কটে ॥ ৯
মাতঙ্গযূথানুসৃতং পক্ষিসঙ্ঘানুনাদিতম্।
চিত্রকূটমিমং পশ্য প্রবৃদ্ধশিখরং গিরিম্ ॥ ১০
সমভূমিতলে রম্যে দ্রুমৈর্বহুভিরাবৃতে।
পুণ্যে রংস্যামহে তাত চিত্রকূটস্য কাননে ॥ ১১
ততস্তৌ পাদচারেণ গচ্ছন্তৌ সহ সীতয়া।
রম্যমাসেদতুঃ শৈলং চিত্রকূটং মনোরমম্ ॥ ১২
তন্তু পর্ব্বতমাসাদ্য নানাপক্ষিগণায়ুতম্।
বহুমূলফলং রম্যং সম্পন্নসরসোদকম্ ॥ ১৩
মনোজ্ঞোঽয়ং গিরিঃ সৌম্য নানাদ্রুমলতাযুতঃ।
বহুমূলফলো রম্যঃ স্বাজীবঃ প্রতিভাতি মে ॥ ১৪
মুনয়শ্চ মহাত্মানো বসন্ত্যস্মিন্ শিলোচ্চয়ে।
অয়ং বাসো ভবেৎ তাত বয়মত্র বসেমহি ॥ ১৫
ইতি সীতা চ রামশ্চ লক্ষ্মণশ্চ কৃতাঞ্জলিঃ।
অভিগম্যাশ্রমং সর্ব্বে বাল্মীকিমভিবাদয়ন্ ॥ ১৬
তান্ মহর্ষিঃ প্রমুদিতঃ পূজয়ামাস ধর্ম্মবিৎ।
আস্যতামিতি চোবাচ স্বাগতং তং নিবেদ্য চ ॥ ১৭
ততোঽব্রবীন্মহাবাহুর্লক্ষ্মণং লক্ষ্মণাগ্রজঃ।
সন্নিবেদ্য যথান্যায়মাত্মানমৃষয়ে প্রভুঃ ॥ ১৮
লক্ষ্মণানয় দারূণি দৃঢ়ানি চ বরাণি চ।
কুরুষ্বাবসথং সৌম্য বাসে মেঽভিরতং মনঃ ॥ ১৯
তস্য তদ্বচনং শ্রুত্বা সৌমিত্রির্বিবিধান্ দ্রুমান্।
আজহার ততশ্চক্রে পর্ণশালামরিন্দমঃ ॥ ২০
তাং নিষ্ঠিতাং বদ্ধকটাং দৃষ্ট্বা রামঃ সুদর্শনাম্।
শুশ্রূষমাণমেকাগ্রমিদং বচনমব্রবীৎ ॥ ২১
ঐণেয়ং মাংসমাহৃত্য শালাং যক্ষ্যামহে বয়ম্ ॥ ২২
কর্ত্তব্যং বাস্তুশমনং সৌমিত্রে চিরজীবিভিঃ।
মৃগং হত্বানয় ক্ষিপ্রং লক্ষ্মণেহ শুভে ক্ষণে ॥ ২৩

বসন্তকালে পুষ্পিত কিংশুকবৃক্ষসকল স্ব স্ব কুসুম-সমূহে মালাধারী হইয়া যেন সম্যক্ প্রজ্বলিত হইতেছে। লক্ষ্মণ! এই ভল্লাতক ও বিল্ববৃক্ষ সকল মনুষ্যগণ কর্ত্তৃক সেবিত না হওয়ায় পুষ্প ও ফলভরে অবনত এবং প্রায় প্রতিবৃক্ষেই মধুকরগণ সঞ্চিত দ্রোণপরিমাণ মধুচক্র সমস্ত লম্বিত রহিয়াছে। দেখ আমরা নিশ্চয়ই এখানে সুখে জীবন ধারণ করিতে পারিব। ঐ পুষ্পসংস্তর-যুক্ত রমণীয় বনমধ্যে কোকিল কূজন করিতেছে এবং ময়ূর তাহার অনুকরণ করিতেছে। ঐ উচ্চশিখর সমন্বিত ও পক্ষিসমূহের কূজনে মুখরিত চিত্রকূট পর্ব্বতে হস্তিগণ বিচরণ করিতেছে, দেখ ভ্রাতঃ! আমরা ঐ চিত্রকূট পর্ব্বতের সমভূভাগবর্ত্তী বিবিধবৃক্ষসমাকীর্ণ রমণীয় অথচ পুণ্যপ্রদ কাননে আনন্দ অনুভব করিব।" ৫—১১। পরে সেই দুই ভ্রাতা রাম ও লক্ষ্মণ, সীতার সহিত যাইতে যাইতে ক্রমে রমণীয় অতিমনোহর চিত্রকূট পর্ব্বতে উপস্থিত হইলেন। নানাপ্রকার ফলমূলসমন্বিত এবং নানাবিধপক্ষিসমাকুল সেই সুস্বাদুজলশালী বিচিত্র চিত্রকূট পর্ব্বতে যাইয়া রাম, লক্ষ্মণকে বলিলেন, শুভদর্শন! এই বিবিধ বৃক্ষ-লতাসমাবৃত পর্ব্বত পরম রমণীয় হৃদয়গ্রাহী এবং ইহাতে বহুবিধ ফল ও মূল আছে; সুতরাং আমি বোধ করি, এখানে আমাদিগের সুখে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ হইবে। এই পর্ব্বতে মাহাত্মা মুনিগণও বাস করিয়া থাকেন; অতএব ইহাই আমাদের বাসস্থান হউক,—আমরা এখানেই বাস করি।" ১২—১৫। পরে রাম, লক্ষ্মণ ও সীতা দেবী, ইহাঁরা সকলে মহর্ষি বাল্মীকির আশ্রমে প্রবেশ করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে তাঁহাকে অভিবাদন করিলেন। ধর্ম্মজ্ঞ মহর্ষি বাল্মীকিও সানন্দে তাঁহাদিগকে পূজা করিয়া "তোমরা ত সুখে আসিয়াছ?" এরূপ জিজ্ঞাসাপূর্ব্বক বলিলেন, "উপবেশন কর।" তৎপরে মহারথ মহাবাহু, সর্ব্ব-কার্য্যদক্ষ, লক্ষ্মণাগ্রজ রাম অঞ্জলিবন্ধন-পূর্ব্বক 'যে আজ্ঞা' বলিয়া তাঁহার বাক্য স্বীকার করিলেন এবং তাঁহাকে যথারীতি নিজের পরিচয় দিয়া লক্ষ্মণকে কহিলেন, শুভদর্শন লক্ষ্মণ! এই স্থানে বাস করিতে আমার মনে অভিলাষ হইয়াছে; অতএব তুমি দৃঢ় ও উৎকৃষ্ট কাষ্ঠ আনিয়া কুটীর নির্ম্মাণ কর।" ১৬—১৯। সুমিত্রানন্দন অরিন্দম লক্ষ্মণ, রামের আদেশ শুনিয়া প্রথমে বহুবিধ বৃক্ষ আহরণ করিয়া অবশেষে পর্ণশালা নির্ম্মাণ করিলেন। সেই তক্ষিত-কষ্ঠস্তৃত রমণীয় পর্ণকুটীর নির্ম্মিত হইয়াছে দেখিয়া রাম, শুশ্রূষাকারী একাগ্রচিত্ত লক্ষ্মণকে বলিলেন, সুমিত্রানন্দন! বহুকাল-জীবিতেচ্ছু ব্যক্তিদিগের বাস্তুযাগ অবশ্যকর্ত্তব্য; অতএব আইস, আমরা মৃগমাংস আহরণপূর্ব্বক এই পর্ণ-শালার উদ্দেশে যাগ করি। শুভলোচন লক্ষ্মণ! তুমি ধর্ম্ম স্মরণ কর; শাস্ত্রবোধিত বিধির অনুষ্ঠান করা অবশ্য কর্ত্তব্য; অতএব শীঘ্র মৃগ হনন করিয়া

কর্ত্তব্যঃ শাস্ত্রদৃষ্টো হি বিধির্ধর্ম্মমনুস্মর।
ভ্রাতুর্বচনমাজ্ঞায় লক্ষ্মণঃ পরবীরহা ॥ ২৪
চকার চ যথোক্তং স তং রামঃ পুনরব্রবীৎ।
ঐণেয়ং শ্রপয়স্বৈতচ্ছালাং যক্ষ্যামহে বয়ম্ ॥ ২৫
ত্বর সৌম্যো মুহূর্ত্তোঽয়ং ধ্রুবশ্চ দিবসো হ্যয়ম্।
স লক্ষ্মণঃ কৃষ্ণমৃগং হত্বা মেধ্যং প্রতাপবান্ ॥ ২৬
অথ চিক্ষেপ সৌমিত্রিঃ সমিদ্ধে জাতবেদসি।
তত্তু পক্বং সমাজ্ঞায় নিষ্টপ্তং ছিন্নশোণিতম্ ॥ ২৭
লক্ষ্মণঃ পুরুষব্যাঘ্রমথ রাঘবমব্রবীৎ।
অয়ং সর্ব্বঃ সমস্তাঙ্গঃ শৃতঃ কৃষ্ণমৃগো ময়া ॥ ২৮
দেবতা দেবসঙ্কাশ যজস্ব কুশলো হ্যসি।
রামঃ স্নাত্বা তু নিয়তো গুণবান্ জপকোবিদঃ ॥ ২৯
সংগ্রহেণাকরোৎ সর্ব্বান্ মন্ত্রান্ সত্রাবসানিকান্।
ইষ্ট্বা দেবগণান্ সর্ব্বান্ বিবেশাবসথং শুচিঃ ॥ ৩০
বভূব চ মনোহ্লাদো রামস্যামিততেজসঃ।
বৈশ্বদেববলিং কৃত্বা রৌদ্রং বৈষ্ণবমেব চ ॥
বাস্তুসংশমনীয়ানি মঙ্গলানি প্রবর্ত্তয়ন্।
জপঞ্চ ন্যায়তঃ কৃত্বা নদ্যাং স্নাত্বা যথাবিধি ॥ ৩১
পাপসংশমনং রামশ্চকার বলিমুত্তমম্।
বেদিস্থলবিধানানি চৈত্যান্যায়তনানি চ।
আশ্রমস্যানুরূপাণি স্থাপয়ামাস রাঘবঃ ॥ ৩৩

তাং বৃক্ষপর্ণচ্ছদনাং মনোজ্ঞাং
যথাপ্রদেশং সুকৃতাং নিবাতাম্।
বাসায় সর্ব্বে বিবিশুঃ সমেতাঃ
সভাং যথা দেবগণাঃ সুধর্ম্মাম্ ॥ ৩৪
সুরম্যমাসাদ্য তু চিত্রকূটং
নদীঞ্চ তাং মাল্যবতীং সুতীর্থাম্।
ননন্দ হৃষ্টো মৃগপক্ষিজুষ্টাং
জহৌ চ দুঃখং পুরবিপ্রবাসাৎ ॥ ৩৫
ইত্যযোধ্যাকাণ্ডে ষট্পঞ্চাশঃ সর্গঃ ॥ ৫৬

সপ্তপঞ্চাশঃ সর্গঃ।

কথয়িত্বা তু দুঃখার্ত্তঃ সুমন্ত্রেণ চিরং সহ।
রামে দক্ষিণকূলস্থে জগাম স্বগৃহং গুহঃ ॥ ১
ভরদ্বাজাভিগমনং প্রয়াগে চ সভাজনম্।
আ গিরের্গমনং তেষাং তত্রস্থৈরভিলক্ষিতম্ ॥ ২
অনুজ্ঞাতঃ সুমন্ত্রোঽথ যোজয়িত্বা হয়োত্তমান্।

আময়ন কর।" শত্রুবীর-বিনাশী লক্ষ্মণ, ভ্রাতার বাক্য শুনিয়া তাঁহার আদেশানুসারে কার্য্য করিলেন। পরে রাম তাঁহাকে বলিলেন, "অদ্য ধ্রুবনক্ষত্র-সমন্বিত এই মুহূর্ত্তও অতি শুভদায়ক, অতএব তুমি শীঘ্র এই মৃগমাংস রন্ধন কর; এখনই আমরা এই পর্ণশালার উদ্দেশে যাগ করিব।" ২০—২৫। পরে সুমিত্রানন্দন বীর্য্যবান্ লক্ষ্মণ সত্বর পবিত্র কৃষ্ণমৃগ বধ করিয়া প্রজ্বলিত অগ্নিমধ্যে তাহা নিক্ষেপ করিলেন। পরে সেই মৃগ-মাংস অগ্নিতাপে উত্তপ্ত ও রুধিরস্রাবহীন হইয়া উপযুক্ত পক্ক হইলে, তিনি পুরুষশ্রেষ্ঠ রঘুনন্দন রামকে বলিলেন, "দেব! আমি এই সর্ব্বকার্য্যযোগ্য সর্ব্বাঙ্গসম্পন্ন কৃষ্ণমৃগমাংস ভর্জ্জন করিয়াছি; আপনি যাগকার্য্যে কুশল, সুতরাং এক্ষণে দেবগণের উদ্দেশে যাগ করুন।" তখন সেই অমিততেজা গুণবান্ মন্ত্রজ্ঞ রাম স্নান করিয়া সংযতচিত্ত হইয়া সংক্ষেপে মন্ত্র সমস্ত পাঠ করিয়া যজ্ঞসমাধা করিলেন। পরে শুচি হইয়া সমস্ত দেবগণের পূজা করিয়া কুটীরমধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন। ২৬—৩০। কুটীরে প্রবিষ্ট হইয়া তাঁহার অন্তরে প্রীতিসঞ্চার হইল। পরে সেই রাজীবলোচন রঘুনন্দন রাম বাস্তুশান্তির অঙ্গস্বরূপ মঙ্গলজনক মন্ত্র সকল পাঠ করিয়া যথাবিধি মন্ত্রজপসহকারে নদীতে স্নানপূর্ব্বক পাপনাশক উৎকৃষ্ট বৈশ্বদেব, বৈষ্ণব ও রৌদ্র বলিপ্রদান করিলেন। পরে তিনি আশ্রমোচিত বেদিস্থল-বিধেয় চৈত্য ও দেবালয় সমস্ত স্থাপন করিয়া সমুদয় প্রাণীকে যথাযোগ্য ফল ও মাংস দ্বারা পরিতৃপ্ত করত সেই পর্ণকুটীরে প্রবেশ করিতে অভিলাষী হইলেন। যেরূপ দেবগণ সুধর্ম্মা-সভায় প্রবেশ করেন, সেইরূপ তখন তাঁহারা সকলে সেই উপযুক্ত প্রদেশে নির্ম্মিত, বৃক্ষপত্রে আচ্ছাদিত ও বায়ুরোধক্ষম মনোজ্ঞ কুটীরে প্রবেশ করিলেন। রাম সেই অতিরমণীয় চিত্রকূট পর্ব্বত এবং মৃগ ও বিহঙ্গকুলে সমাকুলা প্রশস্ততীর্থশোভিতা মাল্যবতী নদী পাইয়া আনন্দযুক্ত হইলেন; এমন কি, তাঁহার অযোধ্যা-বিয়োগজনিত দুঃখ দূরীভূত হইল। ৩১—৩৫।

সপ্তপঞ্চাশ সর্গ।

এদিকে রাম গঙ্গানদীর দক্ষিণ-তীরবর্ত্তী হইলে, গুহ দুঃখার্ত্ত হইয়া বহুক্ষণ সুমন্ত্রের সহিত কথোপকথন করিয়া নিজ গৃহে গমন করিলেন। পরে তাঁহারা তথায় থাকিয়াই রাম, লক্ষ্মণ ও সীতা দেবীর প্রয়াগতীর্থে গমন করত ভরদ্বাজ ঋষির নিকটে সৎকারলাভ ও চিত্রকূট পর্ব্বতে গমনবিবরণ জানিতে পারিলেন। পরে সুমন্ত্র সারথি, গুহের নিকট অনুজ্ঞা লাভ করিয়া রথে উৎকৃষ্ট অশ্ব যোজিত করত

অযোধ্যামেব নগরীং প্রযযৌ গাঢ়দুর্ম্মনাঃ ॥ ৩
স বনানি সুগন্ধীনি সরিতশ্চ সরাংসি চ।
পশ্যন্ যত্তো যযৌ শীঘ্রং গ্রামাণি নগরাণি চ ॥ ৪
ততঃ সায়াহ্নসময়ে তৃতীয়েঽহনি সারথিঃ।
অযোধ্যাং সমনুপ্রাপ্য নিরানন্দাং দদর্শ হ ॥ ৫
স শূন্যামিব নিঃশব্দাং দৃষ্ট্বা পরমদুর্ম্মনাঃ।
সুমন্ত্রশ্চিন্তয়ামাস শোকবেগসমাহতঃ ॥ ৬
কচ্চিন্ন সগজা সাশ্বা সজনা সজনাধিপা।
রামসন্তাপদুঃখেন দগ্ধা শোকাগ্নিনা পুরী ॥ ৭
ইতি চিন্তাপরঃ সূতো বাজিভিঃ শীঘ্রপাতিভিঃ।
নগরদ্বারমাসাদ্য ত্বরিতঃ প্রবিবেশ হ ॥ ৮
সুমন্ত্রমভিধাবন্তঃ শতশোঽথ সহস্রশঃ।
ক্ব রাম ইতি পৃচ্ছন্তঃ সূতমভ্যদ্রবন্নরাঃ ॥ ৯
তেষাং শশংস গঙ্গায়ামহমাপৃচ্ছ্য রাঘবম্।
অনুজ্ঞাতো নিবৃত্তোঽস্মি ধার্ম্মিকেণ মহাত্মনা ॥ ১০
তে তীর্ণ ইতি বিজ্ঞায় বাষ্পপূর্ণমুখা নরাঃ।
অহো ধিগিতি নিশ্বস্য হা রামেতি বিচুক্রুশুঃ। ১১
শুশ্রাব চ বচস্তেষাং বৃন্দং বৃন্দঞ্চ তিষ্ঠতাম্।
হতাঃ স্ম খলু যে নেহ পশ্যাম ইতি রাঘবম্ ॥ ১২
দানযজ্ঞবিবাহেষু সমাজেষু মহৎসু চ।
ন দ্রক্ষ্যামঃ পুনর্জাতু ধার্ম্মিকং রামমন্তরা ॥ ১৩
কিং সমর্থং জনস্যাস্য কিং প্রিয়ং কিং সুখাবহম্।
ইতি রামেণ নগরং পিত্রেব পরিপালিতম্ ॥ ১৪
বাতায়নগতানাঞ্চ স্ত্রীণামন্বন্তরাপণম্।
রামমেবাভিতপ্তানাং শুশ্রাব পরিদেবিতম্ ॥ ১৫
স রাজমার্গমধ্যেন সুমন্ত্রঃ পিহিতাননঃ।
যত্র রাজা দশরথস্তমেবোপযযৌ গৃহম্ ॥ ১৬
সোঽবতীর্য্য রথাচ্ছীঘ্রং রাজবেশ্ম প্রবিশ্য চ।
কক্ষ্যাঃ সপ্তাভিচক্রাম মহাজনসমাকুলাঃ। ১৭
হর্ম্মৈর্বিমানৈঃ প্রাসাদৈরবেক্ষ্যাথ সমাগতম্।
হাহাকারকৃতা নার্য্যো রামাদর্শনকর্শিতাঃ ॥ ১৮
আয়তৈর্বিমলৈর্নেত্রৈরশ্রুবেগপরিপ্লুতৈঃ।
অন্যোন্যমভিবীক্ষন্তেঽব্যক্তমার্ত্ততরাঃ স্ত্রিয়ঃ ॥ ১৯
ততো দশরথস্ত্রীণাং প্রাসাদেভ্যস্ততস্ততঃ।
রামশোকাভিতপ্তানাং মন্দং শুশ্রাব জল্পিতম্ ॥ ২০

রথারোহণে অতীব ব্যাকুলচিত্তে অযোধ্যা নগরীর দিকে গেলেন। তিনি সুগন্ধি বন, নদী, সরোবর, গ্রাম ও নগর দেখিতে দেখিতে শীঘ্র যাইতে লাগিলেন। পরে তৃতীয় দিবস সন্ধ্যাকালে অযোধ্যা নগরীতে যাইয়া দেখিলেন, অযোধ্যা আনন্দ-শূন্যা। ১—৫। সুমন্ত্র সারথি সেই নগরীকে প্রাণিবিহীনার ন্যায় নিঃশব্দ দেখিয়া শোকহত ও অতীব ব্যাকুলচিত্ত হইয়া ভাবিতে লাগিলেন যে 'এই নগরী ত রামবিয়োগ-শোক-রূপ অগ্নিদ্বারা, রাজা, প্রজা, গজ ও অশ্বগণের সহিত দগ্ধ হয় নাই?' তিনি সেইরূপ চিন্তা করত দ্রুতগামী অশ্বদ্বারা শীঘ্র দ্বারদেশে যাইয়া তন্মধ্যে প্রবেশ করিলেন। পরে শত শত ও সহস্র সহস্র পুরবাসী ব্যক্তিসকল "রাম কোথায়?" এই কথা জিজ্ঞাসা করিতে করিতে তাঁহার দিকে অতিবেগে ধাবিত হইল। তখন তিনি তাহাদিগকে বলিলেন, "আমি মহাত্মা ধার্ম্মিক রঘুনন্দন রাম কর্ত্তৃক গঙ্গাতীরে অনুজ্ঞাত হইয়া তাঁহাকে আমন্ত্রণ করিয়া ফিরিয়া আসিয়াছি।" পরে সেই পুরবাসিগণ 'রাম-প্রভৃতি গঙ্গা উত্তীর্ণ হইয়াছেন' শুনিয়া বাষ্পদ্বারা বদনমণ্ডল প্লাবিত করিয়া "হায়! আমাদিগকে ধিক্!" এরূপ বলিয়া দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগপূর্ব্বক "হা রাম!" বলিয়া রোদন করিতে লাগিল। ৬—১১। সুমন্ত্র সারথি যাইতে যাইতে সেই দলে দলে অবস্থিত পুরবাসীদিগের এই সকল কথা শুনিলেন,—"আমরা যখন রঘুনন্দন রামকে দেখিতে পাইতেছি না, তখন নিশ্চয়ই দৈবকর্ত্তৃক নিহত হইয়াছি। হা! আর আমরা দান, যজ্ঞ বা বিবাহসম্বন্ধীয় মহৎসমাজ-মধ্যে সেই ধর্ম্মিক রামকে দেখিতে পাইব না। হায়! আমাদিগের প্রতি কিরূপ আচরণ কর্ত্তব্য,—কিসে আমাদিগের প্রীতি ও সুখ হইবে, ইহা অনুসন্ধান করিয়া সেই রাম, পিতার ন্যায় আমাদিগকে প্রতিপালন করিতেন।" ১২—১৪। পরে সুমন্ত্র সারথি বিপণি-মধ্য দিয়া যাইতে যাইতে রাম-শোকে সন্তাপিতা গবাক্ষস্থিতা মহিলাদিগের বিবিধ বিলাপ শুনিতে লাগিলেন। পরে তিনি মুখ ঢাকিয়া রাজ-পথ দিয়া যে গৃহে রাজা দশরথ আছেন, সেই ভবনে যাইতে লাগিলেন এবং সত্বর রথ হইতে অবতীর্ণ হইয়া তন্মধ্যে প্রবেশপূর্ব্বক সেই গৃহের বহুজনসমাকুল সপ্ত প্রকোষ্ঠ অতিক্রম করিলেন। পরে প্রাসাদ হর্ম্ম্য ও বিমানের উপর আরোহণপূর্ব্বক তাঁহাকে একাকী আসিতে দেখিয়া রাম-দর্শনার্থ উৎকণ্ঠিতা নিয়ত হাহাকারশব্দকারিণী রাজপত্নীরা নিতান্ত ব্যাকুল হইয়া সুবিমল আয়ত লোচন হইতে বাষ্প-বারি মোচন করত অব্যক্তভাবে পরস্পর অবলোকন করিতে লাগিলেন। পরে সেই সকল রাম-শোক-সন্তাপিতা দশরথ-পত্নীদিগের সেই সেই প্রাসাদ হইতে মৃদুমৃদু বিলাপ-ধ্বনি সুমন্ত্রের কর্ণগোচর

সহ রামেণ নির্যাতো বিনা রামমিহাগতঃ।
সূতঃ কিং নাম কৌসল্যাং ক্রোশন্তীং প্রতিবক্ষ্যতি ॥ ২১
যথা চ মন্যে দুর্জীবমেবং ন সুকরং ধ্রুবম্।
আচ্ছিদ্য পুত্রে নির্যাতে কৌসল্যা যত্র জীবতি ॥ ২২
সত্যরূপস্তু তদ্বাক্যং রাজস্ত্রীণাং নিশাময়ন্।
প্রদীপ্ত ইব শোকেন বিবেশ সহসা গৃহম্ ॥ ২৩
স প্রবিশ্যাষ্টমীং কক্ষ্যাং রাজানং দীনমাতুরম্।
পুত্রশোকপরিদ্যূনমপশ্যৎ পাণ্ডুরে গৃহে ॥ ২৪
অভিগম্য তমাসীনং রাজানমভিবাদ্য চ।
সুমন্ত্রো রামবচনং যথোক্তং প্রত্যবেদয়ৎ ॥ ২৫
স তূষ্ণীমেব তচ্ছ্রুত্বা রাজা বিদ্রুতমানসঃ।
মূর্চ্ছিতো ন্যপতদ্ভূমৌ রামশোকাভিপীড়িতঃ ॥ ২৬
ততোঽন্তঃপুরমাবিদ্ধং মূর্চ্ছিতে পৃথিবীপতৌ।
উচ্ছ্রিত্য বাহূ চুক্রোশ নৃপতৌ পতিতে ক্ষিতৌ ॥ ২৭
সুমিত্রয়া তু সহিতা কৌসল্যা পতিতং পতিম্।
উত্থাপয়ামাস তদা বচনঞ্চেদমব্রবীৎ ॥ ২৮
ইমং তস্য মহাভাগ দূতং দুষ্করকারিণঃ।
বনবাসাদনুপ্রাপ্তং কস্মান্ন প্রতিভাষসে ॥ ২৯
অদ্যেমমনয়ং কৃত্বা ব্যপত্রপসি রাঘবে।
উত্তিষ্ঠ সুকৃতং তেঽস্তু শোকে ন স্যাৎ সহায়তা ॥ ৩০
দেব যস্যা ভয়াদ্রামং নানুপৃচ্ছসি সারথিম্।
নেহ তিষ্ঠতি কৈকেয়ী বিস্রব্ধং প্রতিভাষ্যতাম্ ॥ ৩১
সা তথোক্ত্বা মহারাজং কৌসল্যা শোকলালসা।
ধরণ্যাং নিপপাতাশু বাষ্পবিপ্লুতভাষিণী ॥ ৩২
বিলপন্তীং তথা দৃষ্ট্বা কৌসল্যাং পতিতাং ভুবি।
পতিঞ্চাবেক্ষ্য তাঃ সর্বাঃ সমন্তাদ্রুরুদুঃ স্ত্রিয়ঃ ॥ ৩৩
ততস্তমন্তঃপুরনাদমুত্থিতং
সমীক্ষ্য বৃদ্ধাস্তরুণাশ্চ মানবাঃ।
স্ত্রিয়শ্চ সর্বা রুরুদুঃ সমন্ততঃ
পুরং তদাসীৎ পুনরেব সঙ্কুলম্ ॥ ৩৪

ইত্যযোধ্যাকাণ্ডে সপ্তপঞ্চাশঃ সর্গঃ ॥ ৫৭ ॥

অষ্টপঞ্চাশঃ সর্গঃ।

প্রত্যাশ্বস্তো যদা রাজা মোহাৎ প্রত্যাগতস্মৃতিঃ।
তদাজুহাব তং সূতং রামবৃত্তান্তকারণাৎ ॥ ১

হইল। ১৫—২০। "সুমন্ত্র সারথি রামের সহিত নগর হইতে বহির্গত হইয়া এক্ষণে রামব্যতিরেকে প্রত্যাগত হইয়া রোদনকারিণী কৌসল্যা দেবীকে কি প্রত্যুত্তর দিবেন, ইহার কথা শুনিয়া কৌসল্যার জীবন-ধারণ দুঃসাধ্য হইবে; এই যে, আমরা মনে করিতেছি, ইহাও নিঃসন্দেহ দুষ্কর; কেননা রাম তাঁহার অনুরোধ পরিত্যাগ করিয়া বনে গেলেও তিনি এপর্য্যন্ত জীবিত রহিয়াছেন।" রাজপত্নীগণের এই তথ্য কথা শুনিয়া সুমন্ত্র সারথি শোকপ্রদীপ্ত হইয়া সহসা গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলেন। তিন অষ্টম প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করিয়া পুত্রশোকাতুর রাজা দশরথকে দীন-ভাবে পাণ্ডুবর্ণ গৃহে সমাসীন দেখিয়া তাঁহার নিকটে যাইয়া তাঁহাকে অভিবাদনপূর্ব্বক রাম যে সকল কথা বলিয়াছিলেন তাহা অবিকল নিবেদন করিলেন। পুত্রশোক-পীড়িত রাজা দশরথ মৌন অবলম্বন-পূর্ব্বক সেই কথা শুনিয়া ব্যাকুলচিত্ত ও মূর্চ্ছিত হইয়া ভূপতিত হইলে অন্তঃপুরচারিণী কামিনীরা শোকসন্তপ্ত হইয়া বাহু উত্তোলনপূর্ব্বক রোদন করিতে লাগিলেন। ২১—২৭। তৎপরে কৌসল্যা দেবী সুমিত্রা দেবীর সমভিব্যাহারে সেই ভূপতিত পতিকে উত্থাপিত করিয়া তাঁহাকে বলিলেন, "মহা-ভাগ! এই সুমন্ত্র সারথি সেই দুঃসম্পাদ্য কার্য্যকারী রামের দূত হইয়া বন হইতে প্রত্যাগমন করিয়াছেন, তুমি কেন ইহাঁর সহিত সম্ভাষণ করিতেছ না? পূর্ব্বে রঘুনন্দন রামের প্রতি অন্যায় ব্যবহার করিয়া এক্ষণে বৃথা কেন লজ্জিত হইতেছ? শোক করিলে কিছু আর রামের সাহায্য করা হইবে না; অতএব শোক পরি-ত্যাগ করিয়া সুস্থির হও, তোমার মঙ্গল হউক। দেব! তুমি যাহার ভয়ে সুমন্ত্র সারথিকে রামের কথা জিজ্ঞাসা করিতেছ না, সেই কৈকেয়ী ত এখানে নাই। অতএব নিঃশঙ্কচিত্তে সুমন্ত্রের সহিত কথোপকথন কর। ২৮—৩১। পুত্রশোকাতুরা কৌসল্যা দেবী মহারাজ দশরথকে বাষ্পগদ্গদ স্বরে সেইরূপ বলিয়াই অবিলম্বে ভূপতিতা হইলেন। সেই সকল মহিলা, স্বামীকে ও তাদৃশ বিলাপকারিণী কৌসল্যা দেবীকে ভূপতিত দেখিয়া চারিদিক্ হইতে রোদন করিয়া উঠিলেন। পরে তাঁহা-দিগের সেই রোদন ধ্বনি শুনিয়া তথাকার বৃদ্ধ ও যুবা পুরুষ এবং অপরাপর রমণীগণ রোদন করিতে লাগিল। তৎকালে সেই অন্তঃপুর পুনর্ব্বার রোদন-শব্দে নিনাদিত হইল। ৩২—৩৪।

অষ্টপঞ্চাশ সর্গ।

অনন্তর মূর্চ্ছাবসানে রাজা দশরথ স্মৃতিশক্তি লাভ করত আশ্বস্ত হইয়া রামবৃত্তান্ত জিজ্ঞাসা করিবার জন্য

তদা সূতো মহারাজং কৃতাঞ্জলিরুপস্থিতঃ।
রামমেবানুশোচন্তং দুঃখশোকসমন্বিতম্ ॥ ২
বৃদ্ধং পরমসন্তপ্তং নবগ্রহমিব দ্বিপম্।
বিনিঃশ্বসন্তং ধ্যায়ন্তমস্বস্থমিব কুঞ্জরম্ ॥ ৩
রাজা তু রজসা সূতং ধ্বস্তাঙ্গং সমুপস্থিতম্।
অশ্রুপূর্ণমুখং দীনমুবাচ পরমার্ত্তবৎ ॥ ৪
ক্ব নু বৎস্যতি ধর্ম্মাত্মা বৃক্ষমূলমুপাশ্রিতঃ।
সোঽত্যন্তসুখিতঃ সূত কিমশিষ্যতি রাঘবঃ ॥ ৫
দুঃখস্যানুচিতো দুঃখং সুমন্ত্র শয়নোচিতঃ।
ভূমিপালাত্মজো ভূমৌ শেতে কথমনাথবৎ ॥ ৬
যং যান্তমনুযান্তি স্ম পদাতিরথকুঞ্জরাঃ।
স গচ্ছতি কথং রামো বিজনং বনমাশ্রিতঃ ॥ ৭
ব্যালৈর্মৃগৈরাচরিতং কৃষ্ণসর্পনিষেবিতম্।
কথং কুমারৌ বৈদেহ্যা সার্দ্ধং বনমুপাশ্রিতৌ ॥ ৮
সুকুমার্য্যা তপস্বিন্যা সুমন্ত্র সহ সীতয়া।
রাজপুত্রৌ কথং পাদৈরবরুহ্য রথাদ্গতৌ ॥ ৯
সিদ্ধার্থঃ খলু সূত ত্বং যেন দৃষ্টৌ মমাত্মজৌ।
বনান্তং প্রবিশন্তৌ তাবশ্বিনাবিব মন্দরম্ ॥ ১০
কিমুবাচ বচো রামঃ কিমুবাচ চ লক্ষ্মণঃ।
সুমন্ত্র বনমাসাদ্য কিমুবাচ চ মৈথিলী ॥ ১১
আসিতং শয়িতং ভুক্তং সূত রামস্য কীর্ত্তয়।
জীবিষ্যাম্যহমেতেন যযাতিরিব সাধুষু ॥ ১২
ইতি সূতো নরেন্দ্রেণ চোদিতঃ সজ্জমানয়া।
উবাচ বাচা রাজানং স বাষ্পপরিবদ্ধয়া ॥ ১৩
অব্রবীন্মে মহারাজ ধর্ম্মমেবানুপালয়ন্।
অঞ্জলিং রাঘবঃ কৃত্বা শিরসাভিপ্রণম্য চ ॥ ১৪
সূত মদ্বচনাৎ তস্য তাতস্য বিদিতাত্মনঃ।
শিরসা বন্দনীয়স্য বন্দ্যৌ পাদৌ মহাত্মনঃ ॥ ১৫
সর্ব্বমন্তঃপুরং বাচ্যং সূত মদ্বচনাৎ ত্বয়া।
আরোগ্যমবিশেষেণ যথার্হঞ্চাভিবাদনম্ ॥ ১৬
মাতা চ মম কৌশল্যা কুশলঞ্চাভিবাদনম্।
অপ্রমাদঞ্চ বক্তব্যা ব্রূয়াশ্চৈনামিদং বচঃ ॥ ১৭
ধর্ম্মনিত্যা যথাকালমগ্ন্যগারপরা ভব।
দেবি দেবস্য পাদৌ চ দেববৎ পরিপালয় ॥ ১৮
অভিমানঞ্চ মানঞ্চ ত্যক্ত্বা বর্ত্তস্ব মাতৃষু।
অনু রাজানমার্য্যাঞ্চ কৈকেয়ীমম্ব কারয় ॥ ১৯
কুমারে ভরতে বৃত্তির্বর্ত্তিতব্যা চ রাজবৎ।

সুমন্ত্র সারথিকে আহ্বান করিলেন তখন সুমন্ত্র সারথি কৃতাঞ্জলি হইয়া অচিরধৃত অসুস্থ কুঞ্জরের ন্যায় দীর্ঘ নিশ্বাসপরিত্যাগী ধ্যাননিশ্চল রামশোককাতর পরম-দুঃখিত বৃদ্ধ মহারাজ দশরথের নিকটে গেলেন। পরে রাজা দশরথ সেই সমীপস্থ ধূলিধূসরিতাঙ্গ অশ্রুব্যাপ্ত বদন ও দীনভাবাপন্ন সুমন্ত্র সারথিকে দুঃখিতভাবে বলিলেন। ১—৪। "সূত! সেই নিত্যসুখী রঘুনন্দন ধর্ম্মাত্মা রাম এক্ষণে কি ভোজন করিলেন এবং বৃক্ষমূল আশ্রয়পূর্ব্বক কোথায় বা রাত্রিযাপন করিবেন? সুমন্ত্র। যিনি উৎকৃষ্ট শয্যায় শয়ন করিয়া চিরকাল সুখলালিত হইয়াছেন, কখন দুঃখ পান নাই, সেই রাম কিপ্রকারে অনাথের ন্যায় কষ্ট করিয়া ভূতলে শয়ন করিতেছেন? যাঁহার গমনকালে রথী, পদাতি ও হস্তীরা অনুগমন করিত, সেই রাম এক্ষণে কেমন করিয়া নির্জ্জন বনমধ্য দিয়া গমন করিতেছেন? হা! সেই দুই রাজকুমার বিদেহরাজদুহিতা সীতার সহিত কিরূপে অজগর, কৃষ্ণ-সর্প ও মৃগসেবিত কাননে বাস করিবেন। সুমন্ত্র। তাঁহারা রথ হইতে অবতীর্ণ হইয়া কিপ্রকারে সেই তপস্বিনী সুকুমারী সীতার সহিত পাদচারে গমন করিতে লাগিলেন? সূত। তুমি যখন আমার সেই দুই পুত্রকে মন্দরপ্রবেশকারী অশ্বিনীকুমারদ্বয়ের ন্যায় বনে প্রবেশ করিতে দেখিয়াছ, তখন তোমার নিশ্চয়ই মনোরথ সফল হইয়াছে। সুমন্ত্র! বনে প্রবেশ করিয়া, রাম ও লক্ষ্মণ কি বলিলেন এবং সীতাই বা কি কহিলেন? সারথে! তুমি রামের উপবেশন, ভোজন ও শয়নবিবরণ আমার নিকট বল; সাধুসমাগমদ্বারা যযাতির ন্যায় আমি তদ্দ্বারা প্রাণ ধারণ করিতে পারিব। ৫—১২। সুমন্ত্র সারথি, রাজা দশরথকর্ত্তৃক সেইরূপ আদিষ্ট হইয়া তাঁহাকে বাষ্পগদ্গদ স্খলিতপদ বাক্যে বলিতে লাগিলেন, "মহারাজ। সেই ধর্ম্মপালনোদ্যত রঘুনন্দন রাম কৃতাঞ্জলি হইয়া মস্তকদ্বারা আপনার চরণে প্রণাম করিয়া আমায় বলিলেন, "সারথে! তুমি আমার নাম উল্লেখ করিয়া প্রথমে মস্তকদ্বারা সেই বন্দনীয়চরণ মহাত্মা বিশুদ্ধচিত্ত পিতা দশরথের চরণবন্দনা করিও। সুমন্ত্র! তৎপরে তুমি আমার বাক্যানুসারে সমুদয় বিমাতাগণকে অবিশেষরূপে আমার সমুচিত প্রণাম ও আরোগ্য সমাচার বলিও এবং আমার মাতা কৌশল্যা দেবীকে আমার অভিবাদন আরোগ্য ও ধর্ম্মবিষয়ে অবধান নিবেদনপূর্ব্বক তাঁহাকে কহিও—দেবি! আপনি সর্ব্বদা ধর্ম্ম অনুষ্ঠানে রত হউন,—যথাসময়ে অগ্নির আরাধনা করিয়া অনবরত দেবতার ন্যায় রাজা দশরথের চরণ সেবা করুন। মাতঃ! আপনি অভিমান ও আত্মসম্মান পরিত্যাগ করিয়া সকল সপত্নীদিগের প্রতি সাধু ব্যবহার করুন এবং আর্য্যা কৈকেয়ী দেবীর প্রতি রাজা দশরথকে অনুরক্ত করিয়া দিউন। অপিচ

অজ্যেষ্ঠা অপি রাজানো রাজধর্ম্মমনুস্মর ॥ ২০
ভরতঃ কুশলং বাচ্যো বাচ্যো মদ্বচনেন চ।
সর্ব্বাস্বেব যথান্যায়ং বৃত্তিং বর্ত্তস্ব মাতৃষু ॥ ২১
বক্তব্যশ্চ মহাবাহুরিক্ষ্বাকুকুলনন্দনঃ।
পিতরং যৌবরাজ্যস্থো রাজ্যস্থমনুপালয় ॥ ২২
অতিক্রান্তবয়া রাজা মা স্মৈনং ব্যপরোরুধঃ।
কুমাররাজ্যে জীবস্ব তস্যৈবাজ্ঞাপ্রবর্ত্তনাৎ ॥ ২৩
অব্রবীচ্চাপি মাং ভূয়ো ভৃশমশ্রূণি বর্ত্তয়ন্।
মাতেব মম মাতা তে দ্রষ্টব্যা পুত্রগর্দ্ধিনী ॥ ২৪
ইত্যেবং মাং মহাবাহুর্ব্রুবন্নেব মহাযশাঃ।
রামো রাজীবপত্রাক্ষো ভৃশমশ্রূণ্যবর্ত্তয়ৎ ॥ ২৫
লক্ষ্মণস্তু সুসংক্রুদ্ধো নিশ্বসন্ বাক্যমব্রবীৎ।
কেনায়মপরাধেন রাজপুত্রো বিবাসিতঃ ॥ ২৬
রাজ্ঞা তু খলু কৈকেয্যা লঘু ত্বাশ্রুত্য শাসনম্।
কৃতং কার্য্যমকার্য্যং বা বয়ং যেনাভিপীড়িতাঃ ॥ ২৭
যদি প্রব্রাজিতো রামো লোভকারণকারিতম্।
বরদাননিমিত্তং বা সর্ব্বথা দুষ্কৃতং কৃতম্ ॥ ২৮
ইদং তাবদ্‌যথাকামমীশ্বরস্য কৃতে কৃতম্।
রামস্য তু পরিত্যাগে ন হেতুমুপলক্ষয়ে ॥ ২৯
অসমীক্ষ্য সমারব্ধং বিরুদ্ধং বুদ্ধিলাঘবাৎ।
জনয়িষ্যতি সংক্রোশং রাঘবস্য বিবাসনম্ ॥ ৩০
অহং তাবন্মহারাজে পিতৃত্বং নোপলক্ষয়ে।
ভ্রাতা ভর্ত্তা চ বন্ধুশ্চ পিতা চ মম রাঘবঃ ॥ ৩১
সর্ব্বলোকপ্রিয়ং ত্যক্ত্বা সর্ব্বলোকহিতে রতে।
সর্ব্বলোকোঽনুরজ্যেত কথন্ত্বানেন কর্ম্মণা ॥ ৩২
সর্ব্বপ্রজাভিরামং হি রামং প্রব্রাজ্য ধার্ম্মিকম্।
সর্ব্বলোকবিরোধেন কথং রাজা ভবিষ্যতি ॥ ৩৩
জানকী তু মহারাজ নিশ্বসন্তী তপস্বিনী।
ভূতোপহতচিত্তেব বিষ্ঠিতা বিস্মৃতা স্থিতা ॥ ৩৪
অদৃষ্টপূর্ব্বব্যসনা রাজপুত্রী যশস্বিনী।
তেন দুঃখেন রুদতী নৈব মাং কিঞ্চিদব্রবীৎ ॥ ৩৫
উদ্বীক্ষমাণা ভর্ত্তারং মুখেন পরিশুষ্যতা।
মুমোচ সহসা বাষ্পং প্রজ(যা)ন্তমুপবীক্ষ্য সা ॥ ৩৬
তথৈব রামোঽশ্রুমুখঃ কৃতাঞ্জলিঃ
স্থিতোঽব্রবীল্লক্ষ্মণবাহুপালিতঃ।

বয়োজ্যেষ্ঠ না হইয়াও রাজা হইয়া থাকেন, এই রাজধর্ম্মের স্মরণ করিয়া, আপনি কুমার ভরতের প্রতি ব্যবহার করুন। সুমন্ত্র! তুমি ভরতকেও আমার বাক্যানুসারে আমার কুশলসমাচার বলিয়া "তুমি সমুদয় জননীদিগের প্রতিই যথোচিত ব্যবহার কর' এই কথা বলিও এবং সেই মহাবাহু ইক্ষ্বাকুকুলনন্দন ভরতকে ইহাও কহিও যে, তুমি যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত হইয়া সাম্রাজ্যস্থ পিতা দশরথকে রক্ষা কর এবং তাঁহার পরমায়ু প্রায় শেষ হইয়াছে, সুতরাং তাঁহার বিরোধী না হইয়া বরং তাঁহারই আদেশানুসারে চলিয়া যৌবরাজ্য পালন করত জীবন ধারণ কর।" ১৩—২৩। পরে সেই মহাবাহু মহাযশা পদ্মপলাশ-লোচন রাম অজস্র অশ্রুমোচন করত পুনরায় আমাকে বলিলেন, 'তুমি নিজের জননীর ন্যায় সেই পুত্রবৎসলা আমার জননীর প্রতি সর্ব্বদা দৃষ্টি রাখিও। তিনি আমাকে ঐরূপ বলিতে বলিতে দরবিগলিতধারে অশ্রু-ত্যাগ করিতে লাগিলেন। পরে লক্ষ্মণ অতিশয় ক্রোধান্বিত হইয়া দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিতে করিতে বলিলেন, এই রাজপুত্র রাম কোন্ অপরাধে বিবাসিত হইয়াছেন, রাজা দশরথ কৈকেয়ীর ক্ষুদ্র আদেশপালনে প্রতিশ্রুত হইয়া আমাদিগের দুঃখজনক রাম বিবাসনরূপ যে কার্য্য করিয়াছেন, তিনি তাহা ভাল বলিয়া বুঝিতে পারেন; কিন্তু আমরা তাহা নিতান্ত গর্হিত বলিয়া বোধ করিতেছি। কৈকেয়ীর লোভপ্রযুক্তই হউক বা তাঁহাকে বরদানের জন্যই হউক, যে কারণেই রাজা দশরথ রামকে বিবাসিত করিয়া থাকুন, সর্ব্বপ্রকারেই তিনি দুষ্কার্য্য করিয়াছেন। আমি ত রামকে বিবাসিত করিবার কোন কারণই দেখিতেছি না; অতএব আমার বোধ হইতেছে যে, রাজা দশরথ ঐশ্বর্য্যনিবন্ধন যথেচ্ছ-চারিতাপ্রযুক্তই তাহা করিয়াছেন; তিনি স্বল্পবুদ্ধি-বশতঃ বিবেচনা না করিয়া যে রঘুনন্দন রামকে বিবাসিত করিয়াছেন, তাঁহার সেই লোকবিরুদ্ধ কার্য্য নিশ্চয়ই নিন্দাজনক হইবে। ২৪—৩০। আমি ত আর মহা-রাজ দশরথকে পিতার ন্যায় মান্য করিবার কোনই কারণ দেখিতেছি না; এক্ষণে রাঘব রামই আমার ভ্রাতা, ভর্ত্তা, বন্ধু ও পিতার ন্যায় মান্য। ধার্ম্মিক সর্ব্বলোকাভিরাম রাম হিতানুষ্ঠায়ী হইয়া সকল লোকেরই প্রিয় হইয়াছেন; সুতরাং তাঁহাকে বন-বাসে প্রেরণ করিয়া রাজা দশরথ কি প্রকারে সকল লোকের অনুরাগভাজন হইবেন এবং সেই কর্ম্মদ্বারা সকলের সহিত বিরোধ করিয়া কিরূপেই বা রাজপদে স্থির থাকিবেন?' মহারাজ! সেই নিরপরাধা রাজ-নন্দিনী যশস্বিনী জানকী দেবী পূর্ব্বে কখন এরূপ কষ্টে পড়েন নাই, সুতরাং ভূতাবিষ্ট-চিত্তা রমণীর ন্যায় বিস্মিতা হইয়া দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগপূর্ব্বক অবস্থিতা রহিলেন এবং দুঃখবশতঃ রোদন করিতে লাগিলেন; কিন্তু আমাকে কোন কথাই বলিলেন না। পরে তিনি

তথৈব সীতা রুদতী তপস্বিনী
নিরীক্ষতে রাজর(প)থং তথৈব মাম্ ॥ ৩৭
ইত্যযোধ্যাকাণ্ডে অষ্টপঞ্চাশঃ সর্গঃ ॥ ৫৮ ॥

একোনষষ্টিতমঃ সর্গঃ।

মম ত্বশ্বা নিবৃত্তস্য ন প্রাবর্ত্তন্ত বর্ত্মনি।
উষ্ণমশ্রু বিমুঞ্চন্তো রামে সম্প্রস্থিতে বনম্ ॥ ১
উভাভ্যাং রাজপুত্রাভ্যামথ কৃত্বাহমঞ্জলিম্।
প্রস্থিতো রথমাস্থায় তদ্দুঃখমপি ধারয়ন্ ॥ ২
গুহেন সার্দ্ধং তত্রৈব স্থিতোঽস্মি দিবসান্ বহূন্।
আশয়া যদি মে রামঃ পুনঃ শব্দায়(প)য়েদিতি ॥ ৩
বিষয়ে তে মহারাজ রামব্যসনকর্শিতাঃ।
অপি বৃক্ষাঃ পরিম্লানাঃ সপুষ্পাঙ্কুরকোরকাঃ ॥ ৪
উপতপ্তোদকা নদ্যঃ পল্বলানি সরাংসি চ।
পরিশুষ্কপলাশানি বনান্যুপবনানি চ ॥ ৫
ন চ সর্পন্তি সত্ত্বানি ব্যালা ন প্রসরন্তি চ।

স্বামীকে গমনোন্মুখ দেখিয়া শুষ্কবদনা হইয়া সহসা অশ্রু ত্যাগ করিলেন। রাজন্! রাম সেইরূপ অশ্রু-ব্যাপ্তবদন, কৃতাঞ্জলি ও লক্ষ্মণকর্ত্তৃক বাহুদ্বারা গৃহীত হইয়া অবস্থিতি করত যতক্ষণ আমার সহিত কথা-বার্ত্তা বলিলেন, নিরপরাধা সীতা দেবীও ততক্ষণ সেই-ভাবে রোদন করত আপনার রথের ও আমার দিকে চাহিয়া রহিলেন। ৩১—৩৭।

উনষষ্টিতম সর্গ।

পরে রাম অরণ্যাভিমুখে প্রস্থান করিলে, আমি অগত্যা, নিবৃত্ত হইয়া অশ্বগণকে পরিচালিত করিলাম কিন্তু তাহারা অগ্রসর না হইয়া উষ্ণ অশ্রু ত্যাগ করিতে লাগিল। পরে আমি কৃতাঞ্জলি হইয়া, সেই দুই রাজকুমারকে প্রণাম করিয়া তাঁহাদিগের বিরহ-দুঃখ সহ্য করত রথে আরোহণপূর্ব্বক গুহের সহিত শৃঙ্গবেরপুরে যাইয়া, 'যদি রাম আমাকে পুনরায় আহ্বান করেন' এই আশায় তথায় বহুদিন বাস করিলাম। মহারাজ! ক্রমে সেই আশা নিষ্ফল হইলে, আমি অগত্যা ফিরিয়া আসিতে আসিতে দেখিতে পাইলাম যে, আপনার রাজ্যে বৃক্ষসকল রামবিপদাক্রান্ত হইয়া অঙ্কুরিত পল্লব, কোরক ও পুষ্পের সহিত ম্লান হইয়াছে; নদী, সরোবর ও পুষ্করিণী সকলের জল তপ্ত এবং বন ও উপবনস্থিত লতাদির পত্র শুষ্ক হইয়াছে। ১—৫। হিংস্র ও

রামশোকাভিভূতং তন্নিষ্কূজমিব তদ্বনম্ ॥ ৬
লীনপুষ্করপত্রাশ্চ নদ্যশ্চ কলুষোদকাঃ।
সন্তপ্তপদ্মাঃ পদ্মিন্যো লীনমীনবিহঙ্গমাঃ ॥ ৭
জলজানি চ পুষ্পাণি মাল্যানি স্থলজানি চ।
নাতিভান্ত্যল্পগন্ধীনি ফলানি চ যথাপুরম্ ॥ ৮
অত্রোদ্যানানি শূন্যানি প্রলীনবিহগানি চ।
ন চাভিরামানারামান্ পশ্যামি মনুজর্ষভ ॥ ৯
প্রবিশন্তমযোধ্যায়াং ন কশ্চিদভিনন্দতি।
নরা রামমপশ্যন্তো নিশ্বসন্তি মুহুর্ম্মুহুঃ ॥ ১০
দেব রাজরথং দৃষ্ট্বা বিনা রামমিহাগতম্।
দূরাদশ্রুমুখঃ সর্ব্বো রাজমার্গগতো জনঃ ॥ ১১
হর্ম্মৈর্বিমানৈঃ প্রাসাদৈরবেক্ষ্য রথমাগতম্।
হাহাকারকৃতা নার্য্যো রামাদর্শনকর্শিতাঃ ॥ ১২
আয়তৈর্বিমলৈর্নেত্রৈরশ্রুবেগপরিপ্লুতৈঃ।
অন্যোন্যমভিবীক্ষন্তেঽব্যক্তমার্ত্ততরাঃ স্ত্রিয়ঃ ॥ ১৩
নামিত্রাণাং ন মিত্রাণামুদাসীনজনস্য চ।
অহমার্ত্ততয়া কঞ্চিদ্বিশেষং নোপলক্ষয়ে ॥ ১৪
অপ্রহৃষ্টমনুষ্যা চ দীননাগতুরঙ্গমা।

অন্যান্য জন্তুগণ গমনাগমন না করায়, সেই সেই বন যেন রামশোকাভিভূত হইয়া মৌন ভাবে রহিয়াছে; নদী সকলের জল কলুষিত ও অপ্রস্ফুটিত-কমলশালিনী এবং পুষ্করিণীসকল শুষ্কপদ্মশালিনী এবং বিষণ্ণ মীন ও বিহঙ্গগণ-সমন্বিতা হইয়াছে, স্থলজ ও জলজ পুষ্প-ফলসকলও গন্ধহীন হওয়াতে আর পূর্ব্ববৎ শোভা পাইতেছে না। পুরুষশ্রেষ্ঠ! আপনার রাজ্যস্থ উদ্যানসমস্ত বিষণ্ণ-বিহগগণে সমাকুল ও নিঃশব্দ হওয়ায় সৌন্দর্য্যহীন এবং উপবনসকলও মাধুর্য্যহীন হইয়াছে, দেখিলাম। ৬—৯। অযোধ্যাপ্রবেশ-কালে কেহই আমাকে অভিনন্দন করিল না; পরন্তু সকলেই রামকে না দেখিয়া মুহুর্ম্মুহুঃ দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিতে লাগিল। দেব! রাজপথাগত লোকগণ দূর হইতে সেই রথকে রামশূন্য দেখিয়া আসিতে দেখিয়াই অশ্রু ত্যাগ করিতে লাগিল। রামদর্শনার্থ উৎসুকা নিয়ত-হাহাকার-শব্দকারিণী সেই রমণীরা হর্ম্ম্য, প্রাসাদ ও বিমানের উপর আরোহণপূর্ব্বক সেই রথ শূন্য দেখিয়া নিতান্ত ব্যথিত-চিত্তে অশ্রুপূর্ণ আয়ত সুবিমল চক্ষু-দ্বারা অব্যক্তভাবে পরস্পর দেখিতে লাগিলেন। কি মিত্র, কি শত্রু, কি উদাসীন, অযোধ্যাবাসী সকলেই এরূপ দুঃখার্ত্ত হইয়াছে যে, কাহার দুঃখ অল্প ও কাহার দুঃখ অধিক তাহা আমি কিছুই ঠিক করিতে পারিলাম না। ১০—১৪। মহারাজ! আমার বোধ

আর্ত্তস্বরপরিম্লা(ম্লা)না বিনিশ্বসিতনিস্বনা॥ ১৫
নিরানন্দা মহারাজ রামপ্রব্রাজনাতুরা।
কৌসল্যা পুত্রহীনেব অযোধ্যা প্রতিভাতি মে॥ ১৬
সূতস্য বচনং শ্রুত্বা বাচা পরমদীনয়া।
বাষ্পোপহতয়া সূতমিদং বচনমব্রবীৎ॥ ১৭
কৈকেয্যা বিনিযুক্তেন পাপাভিজনভাবয়া।
ময়া ন মন্ত্রকুশলৈর্বৃদ্ধৈঃ সহ সমর্থিতম্॥ ১৮
ন সুহৃদ্ভির্ন চামাত্যৈর্মন্ত্রয়িত্বা ন নৈগমৈঃ।
ময়ায়মর্থঃ সম্মোহাৎ স্ত্রীহেতোঃ সহসা কৃতঃ॥ ১৯
ভবিতব্যতয়া নূনমিদং বা ব্যসনং মহৎ।
কুলস্যাস্য বিনাশায় প্রাপ্তং সূত যদৃচ্ছয়া॥ ২০
সূত যদ্যস্তি তে কিঞ্চিন্ময়াপি সুকৃতং কৃতম্।
ত্বং প্রাপয়াশু মাং রামং প্রাণাঃ সন্ত্বরয়ন্তি মাম্॥ ২১
যদ্যদ্যাপি মমৈবাজ্ঞা নিবর্ত্তয়তু রাঘবম্।
ন শক্ষ্যামি বিনা রামং মুহূর্ত্তমপি জীবিতুম্॥ ২২
অথবাপি মহাবাহুর্গতো দূরং ভবিষ্যতি।
মামেব রথমারোপ্য শীঘ্রং রামায় দর্শয়॥ ২৩

বৃত্তদংষ্ট্রো মহেষ্বাসঃ কাসৌ লক্ষ্মণপূর্ব্বজঃ।
যদি জীবামি সাধ্বেনং পশ্যেয়ং সীতয়া সহ॥ ২৩
অতো নু কিং দুঃখতরং যোঽহমিক্ষ্বাকুনন্দনম্।
ইমামবস্থামাপন্নো নেহ পশ্যামি রাঘবম্॥ ২৫
হা রাম রামানুজ হা হা বৈদেহি তপস্বিনি।
ন মাং জানীত দুঃখেন ম্রিয়মাণমনাথবৎ॥ ২৬
স তেন রাজা দুঃখেন ভৃশমর্পিতচেতনঃ।
অবগাঢ়ঃ সুদুষ্পারং শোকসাগরমব্রবীৎ॥ ২৭
রামশোকমহাবেগঃ সীতাবিরহপারগঃ।
শ্বসিতোর্ম্মিমহাবর্ত্তো বাষ্পফেনজলাবিলঃ॥ ২৮
বাহুবিক্ষেপমীনৌঘো বিক্রন্দিতমহাস্বনঃ।
প্রকীর্ণকেশশৈবালঃ কৈকেয়ীবড়বামুখঃ॥ ২৯
মমাশ্রুবেগপ্রভবঃ কুব্জাবাক্যমহাগ্রহঃ।
বরবেলো নৃশংসায়া রামপ্রব্রাজনা যতঃ॥ ৩০
যস্মিন্ বত নিমগ্নোঽহং কৌসল্যে রাঘবং বিনা।
দুস্তরো জীবতা দেবি মযায়ং শোকসাগরঃ॥ ৩১
অশোভনং যোঽহমিহাদ্য রাঘবং
দিদৃক্ষমাণো ন লভে সলক্ষ্মণম্।

হইতেছে, অযোধ্যানগরী নিরানন্দ ও দীনভাবাপন্ন মনুষ্য, হস্তী ও অশ্বপ্রভৃতি প্রাণিগণের হাহাকার ও দীর্ঘনিশ্বাসরবে সর্ব্বত্র প্রতিধ্বনিত হইয়া, পুত্রহীনা কৌসল্যা দেবীর ন্যায় রাম-বিবাসনশোকে আতুর ও আনন্দবিহীন হইয়াছে।" রাজা দশরথ, সুমন্ত্র সারথির কথা শুনিয়া তাঁহাকে অতিশয় দৈন্যযুক্ত ও বাষ্পগদ্গদ-স্বরে বলিলেন, "আমি পাপ-বংশোদ্ভবা ও পাপমনোরথা কৈকেয়ীকর্ত্তৃক নিয়োজিত হইয়া মন্ত্রণাকুশল বৃদ্ধ সচিবগণের সহিত কর্ত্তব্যা-কর্ত্তব্য স্থির করি নাই। আমি উপেক্ষাবশতঃ বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ, অমাত্য ও বান্ধবগণের সহিত মন্ত্রণা না করিয়াই স্ত্রীর জন্য সহসা এই কার্য্য সম্পাদন করিয়াছি। অথবা সারথে! ভবিতব্যতাবশতই এই মহৎ ক্লেশ আমাদিগের বংশের বিনাশার্থ যদৃচ্ছাক্রমে উপস্থিত হইয়াছে, ইহাতে সন্দেহ নাই। সে যাহা হউক, রামের বিরহে আমার প্রাণ বহির্গত হইবার জন্য আমাকে ত্বরাযুক্ত করিতেছে; অতএব সূত! যদি আমি তোমার কিছুমাত্র প্রিয় কার্য্য করিয়া থাকি, তবে তুমি আমাকে শীঘ্র রামের নিকট লইয়া চল। আমি সেই মহাবাহু রঘুনন্দন রাম-ব্যতীত আর এক মুহূর্ত্তও প্রাণধারণ করিতে পারি না। ১৫—২২। অতএব যদি এক্ষণ পর্য্যন্ত আমারই আজ্ঞা প্রমাণ হয়, তবে তুমি তাঁহাকে নিবর্ত্তিত কর, অথবা তিনি বহুদূর গিয়া থাকিবেন,

সুতরাং আমাকেই শীঘ্র রথে আরোহণ করাইয়া তথায় লইয়া গিয়া তাঁহাকে দেখাও। হা! এক্ষণে সেই কুন্দকোরকতুল্যদন্তশালী মহাধনুর্দ্ধারী লক্ষ্মণা-গ্রজ রাম কোথায়? যদি আমি কল্যাণে কল্যাণে বাঁচিয়া থাকি, তবেই তাঁহাকে সীতার সহিত দেখিতে পাইব। হা! আমি এইরূপ দুরবস্থাপন্ন হইয়া যে, ইক্ষ্বাকুনন্দন রামকে দেখিতে পাইতেছি না, ইহা অপেক্ষা আর আমার অধিক দুঃখদায়ক কি হইতে পারে? হা রাম! হা লক্ষ্মণ! হা নিরপরাধে জানকি! আমি যে অনাথের ন্যায় দুঃখে মরিতেছি, তাহা তোমরা জানিতে পারিতেছ না।" ২৩—২৬। পরে রাজা দশরথ সেই দুঃখে অতিশয় ব্যাকুলহৃদয় ও অপারশোকসাগরে নিমগ্ন হইয়া কৌসল্যা দেবীকে বলিলেন, "দেবি! যাহার রাম শোক মহাবেগ, সীতাবিরহ-প্রস্রবণীয়া, দীর্ঘনিশ্বাস উর্ম্মিযুক্ত-আবর্ত্ত, অশ্রুবারি জল, হস্ত সংস্থ রোদন তুমুলধ্বনি, কেশ শৈবাল, কৈকেয়ী বাড়বানল, কুব্জাবাক্য মহাগ্রহ এবং যাহা হইতে রাম বনে প্রেরিত হইয়াছিলেন, সেই নিষ্ঠুর-স্বভাবা কৈকেয়ীর বর বেলাভূমি হই-য়াছে; রঘুনন্দন রামব্যতীত আমি সেই শোক-সাগরে নিমগ্ন হইয়াছি। কৌসল্যে! আমার বোধ হইতেছে, আমি জীবন থাকিতে আর এ সাগর উত্তীর্ণ হইতে পারিব না।" তৎপরে মহাযশা রাজা

ইতীব রাজা বিলপন্ মহাযশাঃ
পপাত তূর্ণং শয়নে সুমূর্চ্ছিতঃ॥ ৩২
ইতি বিলপতি পার্থিবে প্রনষ্টে
করুণতরং দ্বিগুণঞ্চ রামহেতোঃ।
বচনমনুনিশম্য তস্য দেবী
ভয়মগমৎ পুনরেব রামমাতা॥ ৩৩
ইত্যযোধ্যাকাণ্ডে একোনষষ্টিতমঃ সর্গঃ॥ ৫৯॥

ষষ্টিতমঃ সর্গঃ।

ততো ভূতোপসৃষ্টেব বেপমানা পুনঃপুনঃ।
ধরণ্যাং গতসত্ত্বেব কৌসল্যা সূতমব্রবীৎ॥ ১
নয় মাং যত্র কাকুৎস্থঃ সীতা যত্র চ লক্ষ্মণঃ।
তান্ বিনা ক্ষণমপ্যদ্য জীবিতুং নোৎসহে হ্যহম্॥ ২
নিবর্ত্তয় রথং শীঘ্রং দণ্ডকান্ নয় মামপি।
অথ তান্ নানুগচ্ছামি গমিষ্যামি যমক্ষয়ম্॥ ৩
বাষ্পবেগোপহতয়া স বাচা সজ্জমানয়া।
ইদমাশ্বাসয়ন্ দেবীং সূতঃ প্রাঞ্জলিরব্রবীৎ॥ ৪
ত্যজ শোকঞ্চ মোহঞ্চ সম্ভ্রমং দুঃখজং তথা।
ব্যবধূয় চ সন্তাপং বনে বৎস্যতি রাঘবঃ॥ ৫

দশরথ "আমি এক্ষণে রঘুনন্দন রামকে লক্ষ্মণের সহিত দেখিতে ইচ্ছা করিয়াও যে দেখিতে পাইতেছি না, ইহা নিতান্ত অনুচিত।" এরূপ বিলাপ করত মূর্চ্ছিত হইয়া শয্যায় পতিত হইলেন। তিনি রামের শোকে সেইরূপ বিলাপ করত মূর্চ্ছিত হইলে, রামজননী কৌসল্যা দেবী তাঁহার সেই করুণান্বিত বাক্য শুনিয়া আরও ভীতা হইলেন। ২৭—৩৩।

ষষ্টিতম সর্গ।

কৌসল্যা দেবী ভূতাবিষ্টার ন্যায় ধরণীপতিতা সংজ্ঞারহিতা ও বারংবার কম্পিতা হইয়া সুমন্ত্র সারথিকে বলিলেন, "সুমন্ত্র! আমি কাকুৎস্থ রাম-লক্ষ্মণ ও সীতাব্যতীত আর ক্ষণকালও বাঁচিতে ইচ্ছা করি না; তাঁহারা যেখানে আছেন, তুমি আমাকে সেখায় লইয়া চল। যদি আমি তাঁহাদিগের অনুগামিনী না হই, তবে যমালয়ে গমন করিব; অতএব তুমি শীঘ্র রথ ফিরাও এবং আমাকে লইয়া দণ্ডকারণ্যের দিকে চল।" পরে সুমন্ত্র সারথি বদ্ধাঞ্জলি হইয়া বাষ্পগদ্গদ স্বরে কৌসল্যা দেবীকে আশ্বাস দিয়া বলিলেন, দেবি! আপনি শোক, মোহ ও দুঃখজনিত চিত্ত-ব্যাকুলতা পরিত্যাগ করুন; রঘুনন্দন রাম অক্লেশে

লক্ষ্মণশ্চাপি রামস্য পাদৌ পরিচরন্ বনে।
আরাধয়তি ধর্ম্মজ্ঞঃ পরলোকং জিতেন্দ্রিয়ঃ॥ ৬
বিজনেঽপি বনে সীতা বাসং প্রাপ্য গৃহেষ্বিব।
বিস্রম্ভং লভতেঽভীতা রামে বিন্যস্তমানসা॥ ৭
নাস্যা দৈন্যং কৃতং কিঞ্চিৎ সুসূক্ষ্মমপি লক্ষ্যতে।
উচিতেব প্রবাসানাং বৈদেহী প্রতিভাতি মে॥ ৮
নগরোপবনং গত্বা যথা স্ম রমতে পুরা।
তথৈব রমতে সীতা নির্জ্জনেষু বনেষ্বপি॥ ৯
বালেব রমতে সীতা বালচন্দ্রনিভাননা।
রামা রামে হ্যদীনাত্মা বিজনেঽপি বনে সতী॥ ১০
তদ্গতং হৃদয়ং হ্যস্যাস্তদধীনঞ্চ জীবিতম্।
অযোধ্যা হি ভবেদস্যা রামহীনা তথা বনম্॥ ১১
পরিপৃচ্ছতি বৈদেহী গ্রামাংশ্চ নগরাণি চ।
গতিং দৃষ্ট্বা নদীনাঞ্চ পাদপান্ বিবিধানপি॥ ১২
রামং বা লক্ষ্মণং বাপি পৃষ্ট্বা জানাতি জানকী।
অযোধ্যাক্রোশমাত্রে তু বিহারমিব সংশ্রিতা॥ ১৩
ইদমেব স্মরাম্যস্যাঃ সহসৈবোপজল্পিতম্।

বনে বাস করিবেন। ১—৫। জিতেন্দ্রিয়, ধর্ম্মজ্ঞ লক্ষ্মণও বিনাক্লেশে বনে থাকিয়া তাঁহার চরণ সেবা করত পারলৌকিক সুখ সঞ্চয় করিতেছেন এবং যিনি রামের প্রতি সমস্ত হৃদয়বৃত্তি সমর্পণ করিয়াছেন, সেই জনকদুহিতা সীতা দেবীও নির্জ্জন বনে বাস করত ভয়রহিতা হইয়া গৃহবাসের ন্যায় সুখ লাভ করিতেছেন। তাঁহার বনবাসজন্য কিছুমাত্র দৈন্য লক্ষিত হয় না; অধিক আর কি বলিব। তিনি প্রবাসের যোগ্যা, অর্থাৎ তাঁহার সহিত প্রবাসী হইলে কোন কষ্টই হয় না, ইহা আমার বিলক্ষণ প্রত্যয় হইয়াছে। তিনি পূর্ব্বে নগরীয় উপবনে যাইয়া যেরূপ প্রীতি লাভ করিতেন, এক্ষণে নির্জ্জনবনে যাইয়াও সেইরূপ আনন্দ লাভ করিতেছেন। সেই পূর্ণচন্দ্রাননা সীতা দেবী নির্জ্জনবনে থাকিয়াও অদীনচিত্তা হইয়া, বালিকার ন্যায় প্রীতা হইতেছেন; কেননা, রামের সান্নিধ্যবশতঃ নির্জ্জন বনও তাঁহার পরম রমণীয় হইতেছে। যাঁহার চিত্ত রামগত ও জীবন রামাধীন, রাম ব্যতিরেকে সেই বিদেহরাজদুহিতা সীতার অযোধ্যানগরীও নিবিড় বন হইত। ৬—১১। তিনি গ্রাম, নগর, বিবিধ বৃক্ষ ও নানাবিধ নদীগতি দেখিয়া তাহার কারণ জিজ্ঞাসা করেন—সেই সীতা দেবী, অযোধ্যানগরীর ক্রোশমাত্র দূরস্থিত প্রমোদোপবনের ন্যায় অরণ্যেও রাম বা লক্ষ্মণকে জিজ্ঞাসা করিয়া অপরিচিত বস্তু সমুদায় জানিতেছেন। দেবি! আমার এই পর্য্যন্তই

কৈকেয়ীসংশ্রিতং জল্পং নেদানীং প্রতিভাতি মাম্ ॥ ১৪
ধ্বংসয়িত্বা তু তদ্বাক্যং প্রমাদাৎ পর্য্যুপস্থিতম্।
হ্লাদনং বচনং সূতো দেব্যা মধুরমব্রবীৎ ॥ ১৫
অধ্বনা বাতবেগেন সম্ভ্রমেণাতপেন চ।
ন বিগচ্ছতি বৈদেহ্যাশ্চন্দ্রাংশুসদৃশী প্রভা ॥ ১৬
সদৃশং শতপত্রস্য পূর্ণচন্দ্রোপমপ্রভম্।
বদনং তদ্বদান্যায়া বৈদেহ্যা ন বিকম্পতে ॥ ১৭
অলক্তরসরক্তাভাবলক্তরসবর্জ্জিতৌ।
অদ্যাপি চরণৌ তস্যাঃ পদ্মকোশসমপ্রভৌ ॥ ১৮
নূপুরোৎকৃষ্টলীলেব খেলং গচ্ছতি ভামিনী।
ইদানীমপি বৈদেহী তদ্রাগান্ন্যস্তভূষণা ॥ ১৯
গজং বা বীক্ষ্য সিংহং বা ব্যাঘ্রং বা বনমাশ্রিতা।
নাহারয়তি সন্ত্রাসং বাহূ রামস্য সংশ্রিতা ॥ ২০
ন শোচ্যাস্তে ন চাত্মা তে শোচ্যো নাপি জনাধিপঃ।
ইদং হি চরিতং লোকে প্রতিষ্ঠাস্যতি শাশ্বতম্ ॥ ২১

বিধূয় শোকং পরিহৃষ্টমানসা
মহর্ষিযাতে পথি সুব্যবস্থিতাঃ।
বনে রতা বন্যফলাশনাঃ পিতুঃ
শুভাং প্রতিজ্ঞাং প্রতিপালয়ন্তি তে ॥ ২২

সীতার কথা স্মরণ হইতেছে, আর তিনি সহসা কৈকেয়ী বিষয়ক যে কথা বলিয়াছিলেন, আমার তাহা স্মরণ হইতেছে না।” সুমন্ত্র সারথি ভ্রান্তিবশতঃ সমুপস্থিত সেই বাক্য উপসংহার করিয়া কৌসল্যা দেবীকে তাঁহার আনন্দজনক মধুর বাক্যে বলিলেন—। ১৪—১৫। “সেই চন্দ্রতুল্য-প্রভাবশালিনী মধুরভাষিণী বিদেহরাজ-নন্দিনী সীতাদেবীর প্রভা পথ-পরিশ্রম, আতপতাপ, বায়ুবেগ বা সম্ভ্রমদ্বারা বিকৃত হইবার নহে। তাঁহার চন্দ্রের ন্যায় প্রিয়দর্শন ও পদ্মের ন্যায় বদান্য বদন-মণ্ডল কিছুতেই ম্লান হয় না। তাঁহার চরণদ্বয় স্বভাবতই অলক্তকরস রঞ্জিতের ন্যায় দীপ্তিমান্ ছিল, অধুনা অলক্তরসশূন্য হইয়াও পদ্মকোশসদৃশ প্রভা বিস্তার করিতেছে। বিদেহরাজ-নন্দিনী ভামিনী সীতা দেবী এখনও রাম-অনুরাগবশতঃ পূর্ব্বের ন্যায় অলঙ্কৃতা হইয়া নূপুররবে হংসাদিধ্বনি ন্যক্কার করিয়া বিলাসিনীর ন্যায় গমন করিতেছেন। তিনি বনমধ্যে সিংহ, ব্যাঘ্র বা হস্তীকে দেখিলে রামের বাহু অবলম্বন করিয়া ভীত হন না। দেবি! আপনি তাঁহাদিগের, রাজা দশরথের বা নিজের জন্য শোক করিবেন না; এই বৃত্তান্ত বহু-কাল লোকমধ্যে প্রচারিত থাকিবে। তাঁহারা শোক পরিত্যাগপূর্ব্বক মহর্ষিগণসেবিত পথানুবর্ত্তী হইয়া প্রীত মনে বন্য ফলদ্বারা জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিয়া পিতার

তথাপি সূতেন সুযুক্তবাদিনা
নিবার্য্যমাণা সুতশোককর্ষিতা।
ন চৈব দেবী বিররাম কূজিতাৎ
প্রিয়েতি পুত্রেতি চ রাঘবেতি চ। ২৩
ইত্যযোধ্যাকাণ্ডে ষষ্টিতমঃ সর্গঃ। ৬০।

একষষ্টিতমঃ সর্গঃ।

বনং গতে ধর্ম্মরতে রামে রময়তাং বরে।
কৌসল্যা রুদতী চার্ত্তা ভর্ত্তারমিদমব্রবীৎ। ১
যদ্যপি ত্রিষু লোকেষু প্রথিতং তে মহদ্যশঃ।
সানুক্রোশো বদান্যশ্চ প্রিয়বাদী চ রাঘবঃ ॥ ২
কথং নরবরশ্রেষ্ঠ পুত্রৌ তৌ সহ সীতয়া।
দুঃখিতৌ সুখসংবৃদ্ধৌ কথং দুঃখং সহিষ্যতঃ ॥ ৩
সা নূনং তরুণী শ্যামা সুকুমারী সুখোচিতা।
কথমুষ্ণঞ্চ শীতঞ্চ মৈথিলী বিসহিষ্যতে ॥ ৪
ভুক্ত্বাশনং বিশালাক্ষী সূপদংশান্বিতং শুভম্।
বন্যং নৈবারমাহারং কথং সীতোপভোক্ষ্যতে ॥ ৫
গীতবাদিত্রনির্ঘোষং শ্রুত্বা শুভসমন্বিতা।
কথং ক্রব্যাদসিংহানাং শব্দং শ্রোষ্যত্যশোভনম্ ॥ ৬

শুভ আদেশ পালন করিতেছেন।” সেই যুক্তিযুক্ত-বাক্যবাদী সুমন্ত্রসারথিকর্ত্তৃক সেইরূপে নিবারিতা হইয়াও, কৌশল্যা দেবী ‘হা রঘুনন্দন! হা পুত্র! হা প্রিয়!” এই বলিয়া রোদন করিতে লাগিলেন। ১৬—২৩।

একষষ্টিতম সর্গ।

সকললোকপ্রিয় ধর্ম্মনিরত রাম বনে গেলে, কৌশল্যা দেবী আর্ত্তা হইয়া বিলাপ করত স্বামীকে বলিলেন, ‘রাঘবশ্রেষ্ঠ! যদিও ত্রিলোকমধ্যে তোমার এরূপ যশ বিখ্যাত হইয়াছে যে, রাম দয়াশীল দাতা ও প্রিয়কারী; এখন রাজন্! তুমি কি প্রকারে সেই দুই পুত্রকে সীতার সহিত দুঃখিত করিলে! আহা! তাঁহারা সুখে সংবর্দ্ধিত হইয়াছেন, এক্ষণে কিরূপে দুঃখ সহিবেন! হা! কি প্রকারে সেই সুকুমারী তরুণী শ্যামা ও নিয়তসুখোচিতা মিথিলারাজ-দুহিতা সীতা-দেবীর শীত ও গ্রীষ্ম জন্য কষ্ট সহ্য হইবে! হা! সেই সুচরিত্রা বিশাললোচনা সীতাদেবী সতত উত্তম-ব্যঞ্জনান্বিত মনোহর অন্ন আহার করিয়া এক্ষণে কিরূপে বন্য নীবারধান্যের অন্ন ভক্ষণ করিবেন। ১—৫। নিয়ত মনোহর গীত-বাদ্য-শব্দ শ্রবণ করিয়া,

মহেন্দ্রধ্বজসঙ্কাশঃ ক্ব নু শেতে মহাভুজঃ।
ভুজং পরিঘসঙ্কাশমুপধায় মহাবলঃ ॥ ৭
পদ্মবর্ণং সুকেশান্তং পদ্মনিশ্বাসমুত্তমম্।
কদা দ্রক্ষ্যামি রামস্য বদনং পুষ্করেক্ষণম্ ॥ ৮
বজ্রসারমিদং নূনং হৃদয়ং মে ন সংশয়ঃ।
অপশ্যন্ত্যা ন তং যদ্বৈ ফলতীদং সহস্রধা ॥ ৯
যৎ ত্বয়া করুণং কর্ম্ম ব্যাপোহ্য মম বান্ধবাঃ।
নিরস্তাঃ পরিধাবন্তি সুখার্হাঃ কৃপণা বনে ॥ ১০
যদি পঞ্চদশে বর্ষে রাঘবঃ পুনরেষ্যতি।
জহ্যাদ্রাজ্যঞ্চ কোশঞ্চ ভরতো নোপলক্ষ্যতে ॥ ১১
ভোজয়ন্তি কিল শ্রাদ্ধে কেচিৎ স্বানেব বান্ধবান্।
ততঃ পশ্চাৎ সমীক্ষন্তে কৃতকার্য্যা দ্বিজোত্তমান্ ॥ ১২
তত্র যে গুণবন্তশ্চ বিদ্বাংসশ্চ দ্বিজাতয়ঃ।
ন পশ্চাৎ তেঽপি মন্যন্তে সুধামপি সুরোপমাঃ ॥ ১৩
ব্রাহ্মণেষ্বপি বৃত্তেষু ভুক্তশেষং দ্বিজোত্তমাঃ।
নাভ্যুপেতুমলং প্রাজ্ঞাঃ শৃঙ্গচ্ছেদমিবর্ষভাঃ ॥ ১৪
এবং কনীয়সা ভ্রাত্রা ভুক্তং রাজ্যং বিশাম্পতে।
ভ্রাতা জ্যেষ্ঠো বরিষ্ঠশ্চ কিমর্থং নাবমংস্যতে ॥ ১৫
ন পরেণাহৃতং ভক্ষ্যং ব্যাঘ্রঃ খাদিতুমিচ্ছতি।
এবমেব নরব্যাঘ্রঃ পরলীঢ়ং ন মংস্যতে ॥ ১৬
হবিরাজ্যং পুরোডাশাঃ কুশা যূপাশ্চ খাদিরাঃ।
নৈতানি যাতযামানি কুর্ব্বন্তি পুনরধ্বরে ॥ ১৭
তথাহ্যাত্তমিদং রাজ্যং হৃতসারাং সুরামিব।
নাভিমন্তুমলং রামো নষ্টসোমমিবাধ্বরম্ ॥ ১৮
নৈবংবিধমসৎকারং রাঘবো মর্ষয়িষ্যতি।
বলবানিব শার্দ্দূলো বালধেরভিমর্শনম্ ॥ ১৯
নৈতস্য সহিতা লোকা ভয়ং কুর্য্যুর্ম্মহামৃধে।
অধর্ম্মং তং হি ধর্ম্মাত্মা লোকং ধর্ম্মেণ যোজয়েৎ ॥ ২০
নন্বসৌ কাঞ্চনৈর্ব্বাণৈর্ম্মহাবীর্য্যো মহাভুজঃ।
যুগান্ত ইব ভূতানি সাগরানপি নির্দ্দহেৎ ॥ ২১
স তাদৃশঃ সিংহবলো বৃষভাক্ষো নরর্ষভঃ।
স্বয়মেব হতঃ পিত্রা জলজেনাত্মজো যথা ॥ ২২
দ্বিজাতিচরিতো ধর্ম্মঃ শাস্ত্রে দৃষ্টঃ সনাতনৈঃ।

তিনি এখন কিরূপে মাংসভুক্ সিংহপ্রভৃতি হিংস্র জন্তুগণের ভীষণ ধ্বনি শ্রবণ করিবেন! হা! এখন সেই মহাবল মহাবাহু মহেন্দ্রধ্বজতুল্য রাম অর্গল সদৃশ বাহু উপাধান করিয়া কোথায় শয়ন করিতেছেন। হা! আমি কবে রামের সেই সুকৃষ্ণাগ্রকেশবিরাজিত পদ্মগন্ধি নিশ্বাসসমন্বিত ও পদ্মসদৃশ নয়নশোভিত পদ্মবর্ণ উত্তম বদনমণ্ডল দেখিতে পাইব? আমার এই হৃদয় নিশ্চয়ই বজ্রের দ্বারা নির্ম্মিত হইয়াছে, ইহাতে সংশয় নাই; কেননা তুমি সদয়কর্ম্ম পরিত্যাগপূর্ব্বক আমার সেই বান্ধবগণকে দূরীভূত করিলে, তাঁহারা সতত সুখোচিত হইয়াও বনে বনে ভ্রমণ করিতেছেন এবং আমিও তাঁহাদিগকে দেখিতে পাইতেছি না, তথাপি আমার হৃদয় সহস্রধা বিদীর্ণ হইতেছে না। ৬—১০। যদিও পঞ্চদশবর্ষে সেই রঘুনন্দন এখানে প্রত্যাগমন করেন, তথাপি ভরত যে রাজ্য ও কোষ পরিত্যাগ করিবেন, এরূপ বোধ হয় না তিনি পরিত্যাগ করিলেই বা কি হইবে? রাজন্! শ্রাদ্ধকালে কোন কোন ব্যক্তি অগ্রে বান্ধবগণকে ভোজন করাইয়া কৃতার্থম্মন্য হইয়া পরে শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণগণকে ভোজন করাইতে চেষ্টা করে। কিন্তু তাঁহাদের মধ্যে যাঁহারা বিশিষ্ট গুণবান্ ও বিদ্বান্ সেই দেবতুল্য ব্রাহ্মণেরা তখন অমৃতসদৃশ সুস্বাদু অন্নভক্ষণেও ইচ্ছা করেন না, কেননা, বৃষগণ যেমন শৃঙ্গচ্ছেদনে সম্মত হয় না, সেইরূপ জ্ঞানী ব্রাহ্মণেরা, ব্রাহ্মণগণের ভোজনাবশিষ্ট অন্নভক্ষণেও সম্মত হন না। সেইরূপ গুণশ্রেষ্ঠ ও জ্যেষ্ঠ হইয়া, রামই বা কি প্রকারে কনিষ্ঠ ভ্রাতার উপভুক্ত রাজ্য গ্রহণে সম্মত হইবেন? ১১—১৫। যেমন ব্যাঘ্র পরভুক্ত খাদ্যদ্রব্য ভক্ষণ করে না, সেইরূপ সেই পুরুষব্যাঘ্র রাম পরভুক্ত রাজ্য গ্রহণ করিতে ইচ্ছুক হইবেন না। যজ্ঞীয় ঘৃত, পিষ্টক কুশ ও খদিরকাষ্ঠরচিত যূপ, এ সকল দ্রব্য একবার যজ্ঞে ব্যবহৃত হইলে যাজ্ঞিকেরা সে সকল অন্য যজ্ঞে আর ব্যবহার করেন না; সেইরূপ রাম পীতসারাংশ সুরা ও নষ্ট-সোমরস যজ্ঞের ন্যায় অনভিমত এই ভরতোপভুক্ত রাজ্য গ্রহণ করিবেন না। যেমন বলবান্ ব্যাঘ্র পুচ্ছস্পর্শ সহিতে পারে না, সেইরূপ রঘুকুলতিলক রামও এরূপ অপমান সহ্য করিতে পারিবেন না। সেই নরশ্রেষ্ঠ বৃষভলোচন মহাবাহু মহাবীর্য্য ধর্ম্মাত্মা রাম সুবর্ণময় বাণদ্বারা প্রলয়কালীন অনলের ন্যায় সমস্ত প্রজা দহন ও সমস্ত সাগর শোষণ করিতে পারেন; ঘোরতর সমরক্ষেত্রে মিলিত দেবদানব প্রভৃতি সমুদয় প্রাণী হইতেও তাঁহার ভয় হয় না; কিন্তু তিনি কি করিবেন, তিনি অধার্ম্মিক লোককেও অধর্ম্ম হইতে নিবৃত্ত করিয়া ধার্ম্মিক করিয়া থাকেন, সুতরাং স্বয়ং তিনি কেমন করিয়া অধর্ম্মে প্রবৃত্ত হইতে পারেন? ১৬—২০। হা তিনি সিংহের ন্যায় বলবান্ হইয়াও মৎস্য যেমন জনককর্ত্তৃক নিহত হয়, সেইরূপ পিতৃহস্তে নিহত হইলেন। সেই ধার্ম্মিক পুত্রকে বিবা-

যদি তে ধর্ম্মনিরতে ত্বয়া পুত্রে বিবাসিতে ॥ ২৩
গতিরেকা পতির্নার্য্যা দ্বিতীয়া গতিরাত্মজঃ ।
তৃতীয়া জ্ঞাতয়ো রাজন্ চতুর্থী নৈব বিদ্যতে ॥ ২৪
তত্র ত্বং মম নৈবাসি রামশ্চ বনমাশ্রিতঃ ।
ন বনং গন্তুমিচ্ছামি সর্ব্বথা হা হত ত্বয়া ॥ ২৫
হতং ত্বয়া রাষ্ট্রমিদং সরাজ্যং
হতাঃ স্ম সর্ব্বাঃ সহ মন্ত্রিভিশ্চ ।
হতা সপুত্রাস্মি হতাশ্চ পৌরাঃ
সুতশ্চ ভার্য্যা চ তব প্রহৃষ্টৌ ॥ ২৬
ইমাং গিরং দারুণশব্দসংহিতাং
নিশম্য রামেতি মুমোহ দুঃখিতঃ ।
ততঃ সশোকং প্রবিবেশ পার্থিবঃ
স্বদুষ্কৃতঞ্চাপি পুনস্তদাস্মরৎ ॥ ২৭
ইত্যযোধ্যাকাণ্ডে একষষ্টিতমঃ সর্গঃ ॥ ৬১ ॥

দ্বিষষ্টিতমঃ সর্গঃ ।

এবন্তু ক্রুদ্ধয়া রাজা রামমাত্রা সশোকয়া ।
শ্রাবিতঃ পরুষং বাক্যং চিন্তয়ামাস দুঃখিতঃ ॥ ১
চিন্তয়িত্বা স চ নৃপো মোহব্যাকুলিতেন্দ্রিয়ঃ ।
অথ দীর্ঘেণ কালেন সংজ্ঞামাপ পরন্তপঃ ॥ ২
স সংজ্ঞামুপলভ্যৈব দীর্ঘমুষ্ণঞ্চ নিশ্বসন্ ।
কৌসল্যাং পার্শ্বতো দৃষ্ট্বা ততশ্চিন্তামুপাগমৎ ॥ ৩
তস্য চিন্তয়মানস্য প্রত্যভাৎ কর্ম্ম দুষ্কৃতম্ ।
যদনেন কৃতং পূর্ব্বমজ্ঞানাচ্ছব্দবেধিনা ॥ ৪
অমনাস্তেন শোকেন রামশোকেন চ প্রভুঃ ।
দ্বাভ্যামপি মহারাজঃ শোকাভ্যামভিতপ্যতে ॥ ৫
দহ্যমানস্তু শোকাভ্যাং কৌসল্যামাহ দুঃখিতঃ ।
বেপমানোঽঞ্জলিং কৃত্বা প্রসাদার্থমবাঙ্মুখঃ ॥ ৬
প্রসাদয়ে ত্বাং কৌসল্যে রচিতোঽয়ং ময়াঞ্জলিঃ ।
বৎসলা চানৃশংসা চ ত্বং হি নিত্যং পরেষ্বপি ॥ ৭
ভর্ত্তা তু খলু নারীণাং গুণবান্ নির্গুণোঽপি বা ।
ধর্ম্মং বিমৃশমানানাং প্রত্যক্ষং দেবি দৈবতম্ ॥ ৮
সা ত্বং ধর্ম্মপরা নিত্যং দৃষ্টলোকপরাবরা ।
নার্হসে বিপ্রিয়ং বক্তুং দুঃখিতাপি সুদুঃখিতম্ ॥ ৯
তদ্বাক্যং করুণং রাজ্ঞঃ শ্রুত্বা দীনস্য ভাষিতম্ ।
কৌসল্যা ব্যসৃজদ্বাষ্পং প্রণালীব নবোদকম্ ॥ ১০

সিত করায়, যদিও তোমার কুলগুরুক আচারত বেদবিহিত সনাতন ধর্ম্ম অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে, তথাপি আমি সর্ব্বপ্রকারেই নষ্ট হইলাম; কেননা, স্ত্রীলোকগণের প্রথমা গতি স্বামী দ্বিতীয়া গতি পুত্র এবং তৃতীয়া গতি জ্ঞাতিগণ চতুর্থী গতি কেহ নাই, তন্মধ্যে প্রধান গতি তুমি, তুমি ত আমার নহ; দ্বিতীয় গতি রাম তিনও তোমাকর্ত্তৃক বনে প্রেরিত হইলেন, আমিও বনে যাইতে ইচ্ছা করি না, সুতরাং প্রাণনাশকের অভাবে আমার জীবন রক্ষা হওয়া অসম্ভব। ২১—২৫ রাজন্! আমার পুত্র ও আমি কেবল আমরাই নষ্ট হইয়াছি এরূপ নহে, আমার সপত্নীগণ এবং অমাত্যগণও নষ্ট হইয়াছেন; অধিক আর কি বলিব, নগর, জনপদ ও রাজ্যনিবাসী লোকসকলও নষ্ট হইয়াছে। কেবল তোমার সেই ভার্য্যা ও পুত্র আনন্দিত হইয়াছে।” রাজা দশরথ সেই দারুণ বাক্য শ্রবণে অতীব দুঃখিত হইয়া “হা! রাম!” বলিয়া অচেতন হইলেন। পরে চেতনা লাভ করত শোকসাগরে মগ্ন হইয়া চিন্তা করিতে করিতে তাঁহার পূর্ব্বকৃত সেই দুষ্কৃত স্মরণ হইল ২৬—২৭।

দ্বিষষ্টিতম অধ্যায়।

শোকাকুলা ক্রোধান্বিতা রামজননী কৌশল্যাদেবীর ঐরূপ পরুষ বাক্য শুনিয়া রাজা দশরথ দুঃখিতচিত্তে চিন্তা করিতে লাগিলেন। চিন্তা করিতে করিতে তিনি বহুক্ষণ অচেতন হইয়া রহিলেন। পরে সেই শত্রুতাপন রাজা দশরথ সংজ্ঞা লাভ করিয়া উষ্ণ ও দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করত কৌশল্যা দেবীকে পার্শ্বদেশে দেখিতে পাইয়া আবার চিন্তাকুল হইলেন। চিন্তা করিতে করিতে, তিনি পূর্ব্বে না জানিয়া শব্দভেদী বাণদ্বারা যে অকার্য্য করিয়াছিলেন, তাহা তাঁহার স্মরণ হইল। মহারাজ দশরথ সর্ব্বকার্য্যদক্ষ হইয়াও সেই অকার্য্যজনিত শোক ও রামশোকে অস্থিরচিত্ত হইলেন—সেই দুই শোকদ্বারা তিনি অত্যন্ত সন্তাপিত হইতে লাগিলেন। সেই দুই শোকে দহ্যমান ও দুঃখিত হইয়া কৌশল্যাদেবীকে প্রসন্ন করিবার জন্য অবনতমস্তকে কৃতাঞ্জলিপুটে কাঁপিতে কাঁপিতে তিনি বলিলেন। ১—৬। “কৌশল্যে! তুমি শত্রুগণের প্রতিও সর্ব্বদাই সদয় ব্যবহার করিয়া থাক, নির্দ্দয় ব্যবহার কর না; অতএব আমি এই অঞ্জলি বন্ধন করিয়া তোমাকে প্রসন্ন করিতেছি দেবি! স্বামী নির্গুণই হউন বা গুণবান্ই হউন, ধর্ম্মনিরতা মহিলাদিগের প্রত্যক্ষ দেবতাস্বরূপ; সুতরাং লোকমধ্যে হেয় উপাদেয় বিষয় জানিয়া এবং নিয়তধর্ম্মনিরতা হইয়া দুঃখবশতও এমন দুঃখের সময়ে আমাকে অপ্রিয় বাক্য বলা তোমার উচিত হয় না।” দীনভাবাপন্ন রাজা দশরথের সেই সকরুণ বাক্য

সা মূর্দ্ধ্নি বদ্ধা রুদতী রাজ্ঞঃ পদ্মমিবাঞ্জলিম্।
সম্ভ্রমাদব্রবীৎ ত্রস্তা ত্বরমাণাক্ষরং বচঃ॥ ১১
প্রসীদ শিরসা পাদৌ ভূমৌ নিপতিতাস্মি তে।
যাচিতাস্মি হতা দেব ক্ষন্তব্যাহং ন হি ত্বয়া॥ ১২
নৈষা হি সা স্ত্রী ভবতি শ্লাঘনীয়েন ধীমতা।
উভয়োর্লোকয়োর্লোকে পত্যা য সম্প্রসাদ্যতে॥ ১৩
জানামি ধর্ম্মং ধর্ম্মজ্ঞ ত্বাং জানে সত্যবাদিনম্।
পুত্রশোকার্ত্তয়া তত্তু ময়া কিমপি ভাষিতম্॥ ১৪
শোকো নাশয়তে ধৈর্য্যং শোকো নাশয়তে শ্রুতম্।
শোকো নাশয়তে সর্ব্বং নাস্তি শোকসমো রিপুঃ॥ ১৫
শক্যমাপতিতঃ সোঢ়ুং প্রহারো রিপুহস্ততঃ (তঃ)।
সোঢ়ুমাপতিতঃ শোকঃ সুসূক্ষ্মোঽপি ন শক্যতে॥ ১৬
বনবাসায় রামস্য পঞ্চরাত্রোঽত্র গণ্যতে।
যঃ শোকহতহর্ষায়াঃ পঞ্চবর্ষোপমো মম॥ ১৭
তং হি চিন্তয়মানায়াঃ শোকোঽয়ং হৃদি বর্দ্ধতে।
নদীনামিব বেগেন সমুদ্রসলিলং মহৎ॥ ১৮

শুনিয়া কৌশল্যাদেবী, প্রণালীর বৃষ্টিজলমোচনের ন্যায় অশ্রু মোচন করিতে লাগিলেন। তিনি রোদন করিতে করিতে সম্ভ্রমসহকারে তাঁহার সেই পদ্মতুল্য অঞ্জলি স্বয় মস্তকোপরি রাখিয়া সভয়ে তাঁহাকে ব্যাকুলাক্ষরসমন্বিত বাক্য বলিলেন। ৭—১১। "দেব! আমি ভূমলুণ্ঠিতা হইয়া তোমার চরণ স্পর্শ করিতেছি; তুমি আমার প্রতি প্রসন্ন হও। তুমি আমার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করাতেই আমি নষ্ট হইলাম; কেননা, আমার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করা তোমার কর্ত্তব্য নয়; কারণ ইহলোকে এরূপ কোন স্ত্রীই নাই, যে ইহলোক ও পরলোক উভয় লোকেই পূজনীয় ধীসম্পন্ন পতিকর্ত্তৃক প্রসাদিতা হইতে পারে। ধর্ম্মজ্ঞ! তুমি যে সত্যবাদী, ইহা আমি জানি এবং ধর্ম্মবিষয়েও আমার বিলক্ষণ জ্ঞান আছে; কিন্তু আমি পুত্রশোকে কাতরা হইয়া অবিবেচনা বশতই তোমাকে সেইরূপ বলিয়াছি। শোক হইতে ধৈর্য্য নষ্ট হয় এবং শোক হইতে জ্ঞানও বিনষ্ট হয়; অধিক কি, শোক হইতে সমস্তই নষ্ট হইয়া থাকে; সুতরাং এই জগতে শোক-তুল্য কোন রিপুই নাই। ১২—১৫। রিপুহস্ত হইতে আপতিত বিষম প্রহারও সহ্য করা যায়; কিন্তু সমুপস্থিত অত্যল্পমাত্র শোকও সহ্য করা যায় না। রামের বনবাসের পর পাঁচরাত্রি অতীত হইয়াছে, কিন্তু তাঁহার শোকে সম্পূর্ণ নিরানন্দ হওয়ায়, আমার পক্ষে সেই কাল পঞ্চবর্ষতুল্য হইয়াছে। যেরূপ নদী-

এবং হি কথয়ন্ত্যাস্তু কৌসল্যায়াঃ শুভং বচঃ।
মন্দরশ্মিরভূৎ সূর্য্যো রজনী চাভ্যবর্ত্তত॥ ১৯
অথ প্রহ্লাদিতো বাক্যৈর্দেব্যা কৌসল্যয়া নৃপঃ।
শোকেন চ সমাক্রান্তো নিদ্রায়া বশমেয়িবান্॥ ২০
ইত্যযোধ্যাকাণ্ডে দ্বিষষ্টিতমঃ সর্গঃ॥ ৬২॥

ত্রিষষ্টিতমঃ সর্গঃ।

প্রতিবুদ্ধো মুহূর্ত্তেন শোকোপহতচেতনঃ।
অথ রাজা দশরথঃ স চিন্তামভ্যপদ্যত॥ ১
রামলক্ষ্মণয়োশ্চৈব বিবাসাদ্বাসবোপমম্।
আবিবেশোপসর্গস্তং তমঃ সূর্য্যমিবাসুরম্॥ ২
সভার্য্যে হি গতে রামে কৌসল্যাং কোশলেশ্বরঃ।
বিবক্ষুরসিতাপাঙ্গীং স্মৃত্বা দুষ্কৃতমাত্মনঃ॥ ৩
স রাজা রজনীং ষষ্ঠীং রামে প্রব্রাজিতে বনে।
অর্দ্ধরাত্রে দশরথঃ সোঽস্মরদ্ দুষ্কৃতং কৃতম্॥ ৪
স রাজা পুত্রশোকার্ত্তঃ স্মৃত্বা দুষ্কৃতমাত্মনঃ।
কৌসল্যাং পুত্রশোকার্ত্তামিদং বচনমব্রবীৎ॥ ৫
যদাচরতি কল্যাণি শুভং বা যদি বাশুভম্।

বেগদ্বারা সমুদ্রসলিল বর্দ্ধিত হয়, সেইরূপ রামের চিন্তায় আমার হৃদয়ে শোক বৃদ্ধি পাইতেছে।" কৌশল্যা দেবীর সেইরূপ শুভ বাক্য বলিতে বলিতেই সূর্য্য হীনপ্রভ হইয়া আসিলেন, ক্রমে রাত্রি হইল। পরে কৌশল্যাদেবীর বাক্যে আহ্লাদিত হইয়া, সেই শোকাক্রান্ত রাজা দশরথ নিদ্রিত হইলেন। ১৬—২০।

ত্রিষষ্টিতম সর্গ।

অনন্তর মুহূর্ত্তকাল পরে সেই শোককর্ত্তৃক হত-চেতন ইন্দ্রতুল্য রাজা দশরথ প্রকৃতিস্থ হইয়া চিন্তাকুল হইলেন। তখন রাহু যেমন সূর্য্যকে আক্রমণ করে সেইরূপ রাম ও লক্ষ্মণের বিবাসনজনিত সেই উপসর্গ তাঁহাকে আক্রমণ করিল। রাম, পত্নীর সহিত বনে গেলে, কোশলাধিপতি রাজা দশরথ নিজের দুষ্কৃত স্মরণ করিয়া অসিতলোচনা কৌশল্যা-দেবীকে তাহা বলিতে ইচ্ছা করিলেন। রামনির্ব্বাসনের পাঁচ দিন পরে ষষ্ঠদিনে রাত্রি দ্বিপ্রহরে সেই পুত্রশোকার্ত্ত রাজা দশরথের পূর্ব্বানুষ্ঠিত দুষ্কৃত স্মরণ হইল। সেই আত্মদুষ্কৃত স্মৃতিপথে উদিত হইলে, তিনি পুত্রশোকে কাতরা কৌশল্যাদেবীকে বলিলেন। ১—৫। কল্যাণি! জীব শুভ বা অশুভ, যে কার্য্য করে, অবশ্যই সে

তদেব লভতে ভদ্রে কর্ত্তা কর্ম্মজমাত্মনঃ ॥ ৬
গুরুলাঘবমর্থানামারম্ভে কর্ম্মণাং ফলম্।
দোষং বা যো ন জানাতি স বাল ইতি হোচ্যতে ॥ ৭
কশ্চিদাম্রবণং ছিত্ত্বা পলাশাংশ্চ নিষিঞ্চতি।
পুষ্পং দৃষ্ট্বা ফলে গৃধ্নুঃ স শোচতি ফলাগমে ॥ ৮
অবিজ্ঞায় ফলং যো হি কর্ম্ম ত্বেবানুধাবতি।
স শোচেৎ ফলবেলায়াং যথা কিংশুকসেচকঃ ॥ ৯
সোঽহমাম্রবণং ছিত্ত্বা পলাশাংশ্চ ন্যষেচয়ম্।
রামং ফলাগমে ত্যক্ত্বা পশ্চাচ্ছোচামি দুর্ম্মতিঃ ॥ ১০
লব্ধশব্দেন কৌসল্যে কুমারেণ ধনুষ্মতা।
কুমারঃ শব্দবেধীতি ময়া পাপমিদং কৃতম্ ॥ ১১
তদিদং মেঽনুসম্প্রাপ্তং দেবি দুঃখং স্বয়ং কৃতম্।
সম্মোহাদিহ বালেন যথা স্যাদ্ভক্ষিতং বিষম্ ॥ ১২
যথান্যঃ পুরুষঃ কশ্চিৎ পলাশৈর্মোহিতো ভবেৎ।
এবং মমাপ্যবিজ্ঞাতং শব্দবেধ্যমিদং ফলম্ ॥ ১৩
দেব্যনূঢা ত্বমভবো যুবরাজো ভবাম্যহম্।
ততঃ প্রাবৃড়নুপ্রাপ্তা মম কামবিবর্দ্ধিনী ॥ ১৪
আপাস্য হি রসান্ ভৌমাংস্তপ্ত্বা চ জগদংশুভিঃ।
পরেতাচরিতাং ভীমাং রবিরাচরতে দিশম্ ॥ ১৫
উষ্ণমন্তর্দধে সদ্যঃ স্নিগ্ধা দদৃশিরে ঘনাঃ।
ততো জহৃষিরে সর্ব্বে ভেকসারঙ্গবর্হিণঃ ॥ ১৬
ক্লিন্নপক্ষোত্তরাঃ স্নাতাঃ কৃচ্ছ্রাদিব পতত্রিণঃ।
বৃষ্টিবাতাবধূতাগ্রান্ পাদপানভিপেদিরে ॥ ১৭
পতিতেনাম্ভসাচ্ছন্নঃ পতমানেন চাসকৃৎ।
আবভৌ মত্তসারঙ্গস্তোয়রাশিরিবাচলঃ ॥ ১৮
পাণ্ডুরারুণবর্ণানি স্রোতাংসি বিমলান্যপি।
সুস্রুবুর্গিরিধাতুভ্যঃ সভস্মানি ভুজঙ্গবৎ ॥ ১৯
তস্মিন্নতিসুখে কালে ধনুষ্মানিষুমান্ রথী।
ব্যায়ামকৃতসঙ্কল্পঃ সরযূমন্বগাং নদীম্ ॥ ২০
নিপানে মহিষং রাত্রৌ গজং বাভ্যাগতং মৃগম্
অন্যদ্বা শ্বাপদং কিঞ্চিজ্জিঘাংসুরজিতেন্দ্রিয়ঃ ॥ ২১
অথান্ধকারে ত্বশ্রৌষং জলে কুম্ভস্য পূর্য্যতঃ।
অচক্ষুর্বিষয়ে ঘোষং বারণস্যেব নর্দ্দতঃ ॥ ২২
ততোঽহং শরমুদ্ধৃত্য দীপ্তমাশীবিষোপমম্।

তাহার ফল লাভ করে; অতএব ভদ্রে! যে ব্যক্তি কার্য্যে প্রবৃত্ত হইবার সময়ে কর্ত্তব্য বিষয়-সমুদায়ের ভাল-মন্দ এবং দোষ-গুণ বিলক্ষণ অবগত না হয় তাহাকেই বালক বলা যায়। যদি কেহ আম্রবণ ছেদনপূর্ব্বক বহুতর পলাশবৃক্ষ রোপণ করিয়া জল সেচন করে এবং ফুল দেখিয়া ফললাভের আশা করে তবে ফলপ্রাপ্তিসময়ে তাহাকে নিশ্চয়ই শোক করিতে হয়। যে ব্যক্তি ফলাফল না ভাবিয়া কার্য্য করে, সে অবশ্যই কিংশুকবৃক্ষসেচক ব্যক্তির ন্যায় ফলপ্রাপ্তিকালে শোকাকুল হইয়া থাকে। আমিও অজ্ঞানতা-বশতঃ আম্রবণ ছেদন করিয়া পলাশবৃক্ষ রোপণপূর্ব্বক জল সেচন করিয়াছি,—রামকে পরিত্যাগ করিয়া পশ্চাৎ ফললাভকালে পরিতাপ করিতেছি। ৬—১০। সে যাহা হউক, কৌশল্যে! পূর্ব্বে কৌমারা বস্থায় আমি শব্দবেধী বলিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করিবার অভিলাষে শরাসন ধারণ করিয়া এই অনিষ্টকর পাপ আচরণ করিয়াছি। দেবি! যেমন বালক মোহ বশতঃ বিষ ভক্ষণ করে, সেইরূপ আমি মোহবশতঃ যে পাপানুষ্ঠান করিয়াছি, তাহারই ফলে আমার এই দুঃখ উপস্থিত হইয়াছে। যেরূপ কোন সামান্য ব্যক্তি ফল হয় কিনা না জানায় মোহপ্রযুক্ত পলাশবৃক্ষের ফলাভিলাষী হয়, সেইরূপ আমিও শব্দবেধী হওয়ার যেরূপ ফল তাহা না জানিয়াই তাহাতে অনুরক্ত হইয়াছিলাম। দেবি! [illegible] আমি যুবরাজ ছিলাম এবং তোমারও বিবাহ হয় নাই; সেই সময়ে একদা আমার ঔৎসুক্যবর্দ্ধক বর্ষাকাল আসিল;—সূর্য্য কিরণদ্বারা জগৎ উত্তপ্ত এবং পৃথিবীর রস শোষিত করিয়া প্রেতগণ-সেবিত ভীতিপ্রদ দক্ষিণদিক্ অবলম্বন করিলে, সদ্যই গ্রীষ্ম অন্তর্হিত হইল এবং স্নিগ্ধ মেঘমালা দেখা যাইতে লাগিল। তখন ভেক, চাতক ও ময়ূর সকল আনন্দিত হইল; পক্ষিগণ বৃষ্টিজলে ভিজিয়া ক্লিন্নপক্ষোত্তর হইয়া অতিকষ্টে, বৃষ্টি ও বায়ুবেগে যাহাদিগের অগ্রভাগ আন্দোলিত হইতেছে সেইরূপ বৃক্ষে আশ্রয় গ্রহণ করিতে লাগিল। ১১—১৭। পর্ব্বত, পতিত ও পতনোন্মুখ জলে আচ্ছাদিত হইয়া, বারিরাশির ন্যায় প্রকাশমান হইল এবং স্থানে স্থানে বিমল সলিল, গৈরিকাদি বিবিধ ধাতুসংযোগে ধূসর, পাণ্ডুর ও অরুণবর্ণ হইয়া, ভুজঙ্গের ন্যায় বক্রভাবে পর্ব্বত হইতে ক্ষরিত হইতে লাগিল। সেই অতি সুখকর বর্ষাকালের রাত্রে আমি অজিতেন্দ্রিয়তাবশতঃ ব্যায়ামাভিপ্রায়ে, জল-পানার্থ তীর্থে সমাগত গজ, মহিষ, মৃগ ও অন্যান্য হিংস্র জন্তুহননে অভিলাষী হইয়া ধনুক ও বাণ ধারণপূর্ব্বক রথে আরোহণ করিয়া সরযূ নদীতে গমন করিলাম। পরে সেই ঘোর অন্ধকারময় অদৃশ্য স্থানে জলমধ্যে গর্জ্জনকারী হস্তীর শব্দ তুল্য কোন ব্যক্তির কুম্ভপূরণের শব্দ শুনিলাম। পরে পশু-হননেচ্ছু হইয়া সেই শব্দ

শব্দং প্রতি গজপ্রেপ্সুরভিলক্ষ্যমপাতয়ম্ ॥ ২৩
অমুঞ্চং নিশিতং বাণমহমাশীবিষোপমম্ ।
তত্র বাগুষসি ব্যক্তা প্রাদুরাসীদ্বনৌকসঃ ॥ ২৪
হা হেতি পততস্তোয়ে বাণাভিহতমর্ম্মণঃ ।
তস্মিন্নিপতিতে ভূমৌ বাগভূৎ তত্র মানুষী ॥ ২৫
কথমস্মদ্বিধে শস্ত্রং নিপতেচ্চ তপস্বিনি ।
প্রবিবিক্তাং নদীং রাত্রাবুদাহারোঽহমাগতঃ ॥ ২৬
ইষুণাভিহতঃ কেন কস্য বাপকৃতং ময়া ।
ঋষের্হি ন্যস্তদণ্ডস্য বনে বন্যেন জীবতঃ ॥ ২৭
কথং নু শস্ত্রেণ বধো মদ্বিধস্য বিধীয়তে ।
জটাভারধরস্যৈব বল্কলাজিনবাসসঃ ॥ ২৮
কো বধেন মমার্থী স্যাৎ কিং বাস্যাপকৃতং ময়া ।
এবং নিষ্ফলমারব্ধং কেবলানর্থসংহিতম্ ॥ ২৯
ন কশ্চিৎ সাধু মন্যেত যথৈব গুরুতল্পগম্ ।
নেমং তথানুশোচামি জীবিতক্ষয়মাত্মনঃ ॥ ৩০
মাতরং পিতরঞ্চোভাবনুশোচামি মদ্বধে ।
তদেতন্মিথুনং বৃদ্ধং চিরকালভৃতং ময়া ॥ ৩১
ময়ি পঞ্চত্বমাপন্নে কাং বৃত্তিং বর্ত্তয়িষ্যতি ।
বৃদ্ধৌ চ মাতাপিতরাবহঞ্চৈকেষুণা হতঃ ॥ ৩২
কেন স্ম নিহতাঃ সর্ব্বে সুবালেনাকৃতাত্মনা ।
তাং গিরং করুণাং শ্রুত্বা মম ধর্ম্মানুকাঙ্ক্ষিণঃ ॥ ৩৩
করাভ্যাং সশরং চাপং ব্যথিতস্যাপতদ্ভুবি ।
তস্যাহং করুণং শ্রুত্বা ঋষের্বিলপতো নিশি ॥ ৩৪
সম্ভ্রান্তঃ শোকবেগেন ভৃশমাসং বিচেতনঃ ।
তং দেশমহমাগম্য দীনসত্ত্বঃ সুদুর্ম্মনাঃ ॥ ৩৫
অপশ্যমিষুণা তীরে সরয়্বাস্তাপসং হতম্ ।
অবকীর্ণজটাভারং প্রবিদ্ধকলশোদকম্ ॥ ৩৬
পাংশুশোণিতদিগ্ধাঙ্গং শয়ানং শল্যবেধিতম্ ।
স মামুদ্বীক্ষ্য নেত্রাভ্যাং ত্রস্তমস্বস্থচেতনম্ ॥ ৩৭
সমুবাচ বচঃ ক্রূরং দিধক্ষন্নিব তেজসা ॥ ৩৮
কিং তবাপকৃতং রাজন্ বনে নিবসতা ময়া ।
জিহীর্ষুরম্ভো গুর্ব্বর্থং যদহং তাড়িতস্ত্বয়া ॥ ৩৯
একেন খলু বাণেন মর্ম্মণ্যভিহতে ময়ি ।
দ্বাবন্ধৌ নিহতৌ বৃদ্ধৌ মাতা জনয়িতা চ মে ॥ ৪০
তৌ নূনং দুর্ব্বলাবন্ধৌ মৎপ্রতীক্ষৌ পিপাসিতৌ ।

লক্ষ্য করিয়া এক আশীবিষতুল্য প্রদীপ্ত শর পরিত্যাগ করিলাম। ১৮—২৩। আমি যেখানে সেই আশীবিষ-তুল্য নিশিত বাণ ক্ষেপ করিলাম, তথায় সেই বাণে মর্ম্মাহত হইয়া জলপতনোদ্যত কোন এক বনবাসী ব্যক্তির 'হা! হা!' এই স্পষ্ট ধ্বনি শ্রুত হইল। পরে সেই ব্যক্তি ভূতলে পতিত হইলে, তথা হইতে মানুষের স্বরে এরূপ বাক্য নির্গত হইল—"আমাদিগের ন্যায় তপস্বী ব্যক্তির প্রতি কি প্রকারে শস্ত্র পাতিত হইতে পারে? আমি রাত্রিশেষে জল লইবার জন্য এই নির্জ্জন-নদীতে আসিয়াছি! ইহাতে কাহার অপকার করা হইল?—কে আমাকে এই অস্ত্র প্রহার করিল? আমার ন্যায় বন্য ফল মূলদ্বারা জীবনযাত্রা নির্ব্বাহকারী এবং হিংসাশূন্য ঋষিকে অস্ত্রদ্বারা বিনাশ করা কি উচিত হইয়াছে? আমি সদা জটাভারধারী এবং বল্কল ও মৃগচর্ম্ম পরিধায়ী; বিশেষত কাহারও কোন অপকার করি নাই; তবে কি কারণে—কে আমাকে হত্যা করিতে ইচ্ছা করিল? যে আমাকে হনন করিয়াছে, তাহার ইহাতে কোন ফল হইবে না, বরং কেবল অনিষ্ট হইবে। ২৪—২৯। অধিক কি ইহলোক বা পরলোক, কোন লোকে, কাহারও নিকট সে ব্যক্তি গুরুপত্নীগামীর ন্যায় 'সাধু' বলিয়া পরিচিত হইবে না। আমার মৃত্যু হওয়ায় শোক হইতেছে না; কিন্তু আমার মৃত্যু হওয়ায় আমার মাতা ও পিতা, ইহাঁরা উভয়ে যে নিহত হইলেন, সেইজন্যই আমার শোক হইতেছে। আমি বহুকাল হইতে যাঁহাদিগকে প্রতিপালন করিতেছি, এক্ষণে আমার মৃত্যু হইলে, সেই বৃদ্ধ মাতা-পিতা কেমন করিয়া বাঁচিবেন? আহা! আমি এবং আমার সেই বৃদ্ধ মাতা-পিতা, আমরা সকলেই এই একবাণে নিহত হইলাম। হা! কোন্ পাপমতি অজ্ঞ ব্যক্তি আমাদের সকলকে বিনাশ করিল?" দেবি। আমি নিয়ত ধর্ম্মানুষ্ঠানেই অভিলাষী, সুতরাং সেই সকরুণ বাক্য শুনিয়া নিতান্ত ব্যথিত হইলাম; এমন কি আমার হাত হইতে ধনুর্ব্বাণ ভূতলে পড়িল। রাত্রিশেষে বিলাপকারী সেই ঋষির পূর্ব্বোক্ত সকরুণ বাক্য শুনিয়া, আমি শোকবেগে ত্রস্ত ও কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য-জ্ঞানশূন্য হইলাম। পরে নিতান্ত কাতর ও অত্যন্ত দুঃখিতচিত্তে সেখানে যাইয়া দেখিলাম, সরযূতীরে সেই তাপস শরবিদ্ধ, ধূলীসমাচ্ছন্ন ও রক্তাক্তদেহে জটাভার আলুলায়িত করিয়া ভূপতিত হইয়াছেন এবং তাঁহার হস্ত হইতে জলকুম্ভ পড়িয়া গিয়াছে। সেই তাপসও আমাকে ভীত ও ব্যাকুলচিত্ত দেখিয়া যেন স্বীয় তেজে দগ্ধ করত কর্কশবাক্যে বলিলেন ৩০—৩৮। রাজন্! আমি নিয়ত অরণ্যে বাস করিয়া থাকি, আমি আপনার কি অপকার করিয়াছি যে আমি গুরুদিগের জন্য জল লইতে আসিলে, আপনি আমাকে বাণ প্রহার করিলেন? এক বাণে আমার মর্ম্ম বিদ্ধ হওয়াতেই আমার সেই

চিরমাশাং কৃতাং কষ্টাং তৃষ্ণাং সন্ধারয়িষ্যতঃ॥ ৪১
ন নূনং তপসো বাস্তি ফলযোগঃ শ্রুতস্য বা।
পিতা যন্মাং ন জানীতে শয়ানং পতিতং ভুবি॥ ৪২
জানন্নপি চ কিং কুর্য্যাদশক্তশ্চাপরিক্রমঃ।
ভিদ্যমানমিবাশক্তস্ত্রাতুমন্যো নগো নগম্॥ ৪৩
পিতুস্ত্বমেব মে গত্বা শীঘ্রমাচক্ষ্ব রাঘব।
ন ত্বামনুদহেৎ ক্রুদ্ধো বনমগ্নিরিবৈধিতঃ॥ ৪৪
ইয়মেকপদী রাজন্ যতো মে পিতুরাশ্রমঃ।
তং প্রসাদয় গত্বা ত্বং ন ত্বাং সঙ্কুপিতঃ শপেৎ॥ ৪৫
বিশল্যং কুরু মাং রাজন্ মর্ম্ম মে নিশিতঃ শরঃ।
রুণদ্ধি মৃদু সোৎসেধং তীরমম্বুরয়ো যথা॥ ৪৬
সশল্যঃ ক্লিশ্যতে প্রাণৈর্বিশল্যো বিনশিষ্যতি।
ইতি মামাবিশচ্চিন্তা তস্য শল্যাপকর্ষণে॥ ৪৭
দুঃখিতস্য চ দীনস্য মম শোকাতুরস্য চ।
লক্ষয়ামাস স ঋষিশ্চিন্তাং মুনিসুতস্তদা॥ ৪৮
তাম্যমানং স মাং কৃচ্ছ্রাদুবাচ পরমার্থবিৎ।
সীদমানো বিবৃত্তাঙ্গোঽচেষ্টমানো গতঃ ক্ষয়ম্॥ ৪৯
সংস্তভ্য শোকং ধৈর্য্যেণ স্থিরচিত্তো ভবাম্যহম্।
ব্রহ্মহত্যাকৃতং তাপং হৃদয়াদপনীয়তাম্॥ ৫০
ন দ্বিজাতিরহং রাজন্ মা ভূৎ তে মনসো ব্যথা।
শূদ্রায়ামস্মি বৈশ্যেন জাতো নরবরাধিপ॥ ৫১
ইতীব বদতঃ কৃচ্ছ্রাদ্বাণাভিহতমর্ম্মণঃ।
বিঘূর্ণতো বিচেষ্টস্য বেপমানস্য ভূতলে॥ ৫২
তস্য ত্বাম্যমানস্য তং বাণমহমুদ্ধরম্।
স মামুদ্বীক্ষ্য সন্ত্রস্তো জহৌ প্রাণাংস্তপোধনঃ॥ ৫৩

জলার্দ্রগাত্রস্তু বিলপ্য কৃচ্ছ্রং
মর্ম্মব্রণং সন্ততমুচ্ছ্বসন্তম্।
ততঃ সরয্বাং তমহং শয়ানং
সমীক্ষ্য ভদ্রে সুভৃশং বিষণ্ণঃ॥ ৫৪

ইত্যযোধ্যাকাণ্ডে ত্রিষষ্টিতমঃ সর্গঃ॥ ৬৩॥

চতুঃষষ্টিতমঃ সর্গঃ।

বধমপ্রতিরূপস্তু মহর্ষেস্তস্য রাঘবঃ।
বিলপন্নেব ধর্ম্মাত্মা কৌসল্যামিদমব্রবীৎ॥ ১

অন্ধ বৃদ্ধ মাতা-পিতাও বিনষ্ট হইলেন। হায়! একণে নিশ্চয়ই সেই দুর্ব্বল অন্ধ মাতা-পিতা পিপাসায় কাতর হইয়া, 'পুত্র আসিলেই জল পান করিতে পাইব' এই আশা করিয়া আমার প্রতীক্ষা করত ক্লেশোৎপাদিকা তৃষ্ণা সহ্য করিতেছেন! আমি বোধ করি যে, তপস্যা ও বেদাধ্যয়নের ফল নাই, অন্যথা আমি যে ভূতলে পতিত হইয়া শয়ন করিয়া আছি, ইহা কেন আমার পিতা জানিতে পারিতেছেন না? তাঁহার গতিশক্তি নাই, সুতরাং বৃক্ষ যেমন বাতাদিদ্বারা ভিদ্যমান বৃক্ষকে রক্ষা করিতে অক্ষম, সেইরূপ তিনিও আমাকে রক্ষা করিতে অসমর্থ; অতএব তিনি জানিয়াই বা কি করিবেন? রাঘব! যে পর্য্যন্ত পিতা আপনাকে বায়ুবর্দ্ধিত অগ্নির দাবদহনের ন্যায় দগ্ধ করিয়া না ফেলেন, তন্মধ্যেই আপনি শীঘ্র যাইয়া পিতার নিকট এই সংবাদ জ্ঞাপন করুন রাজন্। এই সঙ্কীর্ণ পথ দিয়া আমার পিতার আশ্রমে যাওয়া যায়। ৩৮—৪৪। আপনি এই পথ দিয়া তথায় যাইয়া শীঘ্র তাঁহাকে প্রসন্ন করুন, যাহাতে তিনি কুপিত হইয়া আপনাকে অভিশাপ না দেন। রাজন্! যেরূপ নদীবেগ, সমুচ্ছ্রিত বালুকাময় তীরপ্রদেশকে পীড়া দেয়, সেইরূপ এই শাণিত শর আমার মর্ম্মস্থানে যন্ত্রণা দিতেছে; আপনি শীঘ্র ইহা মোচন করুন। ৪৫,৪৬। পরে সেই তাপসের শল্যমোচনবিষয়ে আমার এই চিন্তা হইল যে, শল্য মোচন করিলেই ইঁহার মৃত্যু হইবে এবং না করিলেও ইঁহার দারুণ যন্ত্রণা হইতেছে, অতএব একণে কি করা কর্ত্তব্য? আমি দুঃখিত ও শোকাকুল হইয়া দীনভাবে সেইরূপ চিন্তা করিতেছি দেখিয়া, সেই আর্য্যব্রতধারী পরমার্থতত্ত্বজ্ঞ মুনিপুত্র শক্তিহীন, চেষ্টারহিত, অবসন্ন ও ঘূর্ণিতলোচন হইয়াও অতিকষ্টে আমাকে বলিলেন, "রাজন্! আমি ধৈর্য্যদ্বারা শোক স্তম্ভিত করিয়া স্থিরচিত্ত হইয়াছি, আপনিও মন হইতে ব্রহ্মহত্যানিবন্ধন পাপানুষ্ঠানশঙ্কা পরিত্যাগ করিয়া স্থিরচিত্ত হউন। নরপাল! আমি ব্রাহ্মণ নহি, আমি বৈশ্য হইতে শূদ্রাণীর গর্ভে জন্ম গ্রহণ করিয়াছি; অতএব আপনি মনোব্যথা ত্যাগ করুন।" সেই মর্ম্মস্থানে বাণবিদ্ধ, চেষ্টারহিত ও পরিতাপান্বিত তপোধন ভূতলে লুণ্ঠিত ও কম্পিতকলেবর হইয়া অতি কষ্টে সেইরূপ বলিলে, আমি তাঁহার বক্ষস্থল হইতে শল্য মোচন করিলাম। পরে তিনি আমার দিকে দৃষ্টিপাতপূর্ব্বক ত্রাসান্বিত হইয়া প্রাণত্যাগ করিলেন। ভদ্রে! সেই জলার্দ্রগাত্র মর্ম্মবিদ্ধ তাপসকুমার অতিকষ্টে বিলাপ করিয়া অনবরত দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিতে করিতে সরযূতীরে প্রাণত্যাগ করিলেন দেখিয়া আমি অতিশয় বিষণ্ণ হইলাম।" ৪৭—৫৪।

চতুঃষষ্টিতম সর্গ।

রঘুনন্দন ধর্ম্মাত্মা দশরথ কৌশল্যাদেবীর নিকটে সেই মহর্ষির অসদৃশবধবিবরণ কীর্ত্তন করিয়া বিলাপ

তদজ্ঞানাৎ মহৎ পাপং কৃত্বা সঙ্কুলিতেন্দ্রিয়ঃ।
একস্ত্বচিন্তয়ং বুদ্ধ্যা কথং নু সুকৃতং ভবেৎ ॥ ২
ততস্তং ঘটমাদায় পূর্ণং পরমবারিণা।
আশ্রমং তমহং প্রাপ্য যথাখ্যাতপথং গতঃ ॥ ৩
তত্রাহং দুর্ব্বলৌ বৃদ্ধৌ দীনাবপরিণায়কৌ।
অপশ্যং তস্য পিতরৌ লূনপক্ষাবিব দ্বিজৌ ॥ ৪
তন্নিমিত্তাভিরাসীনৌ কথাভিরপরিক্রমৌ।
তামাশাং মৎকৃতে হীনাবুপাসীনাবনাথবৎ ॥ ৫
শোকোপহতচিত্তশ্চ ভয়সন্ত্রস্তচেতনঃ।
তচ্চাশ্রমপদং গত্বা ভূয়ঃ শোকমহং গতঃ ॥ ৬
পদশব্দন্তু মে শ্রুত্বা মুনির্বাক্যমভাষত।
কিং চিরায়সি মে পুত্র পানীয়ং ক্ষিপ্রমানয় ॥ ৭
যন্নিমিত্তমিদং তাত সলিলে ক্রীড়িতং ত্বয়া।
উৎকণ্ঠিতা তে মাতেয়ং প্রবিশ ক্ষিপ্রমাশ্রমম্ ॥ ৮
যদ্ব্যলীককৃতং পুত্র মাত্রা তে যদি বা ময়া।
ন তন্মনসি কর্ত্তব্যং ত্বয়া তাত যশস্বিনা ॥ ৯
ত্বং গতিস্ত্বগতীনাঞ্চ চক্ষুস্ত্বং হীনচক্ষুষাম্।
সমাসক্তাস্ত্বয়ি প্রাণাঃ কথং ত্বং নাভিভাষসে ॥ ১০
মুনিমব্যক্তয়া বাচা তমহং সজ্জমানয়া।
হীনব্যঞ্জনয়া প্রেক্ষ্য ভীতচিত্ত ইবাব্রুবম্ ॥ ১১
মনসঃ কর্ম্ম-চেষ্টাভিরভিসংস্তভ্য বাগ্বলম্।
আচচক্ষে ত্বহং তস্মৈ পুত্রব্যসনজং ভয়ম্ ॥ ১২
ক্ষত্রিয়োঽহং দশরথো নাহং পুত্রো মহাত্মনঃ।
সজ্জনাবমতং দুঃখমিদং প্রাপ্তং স্বকর্ম্মজম্ ॥ ১৩
ভগবংশ্চাপহস্তোঽহং সরযূতীরমাগতঃ।
জিঘাংসুঃ শ্বাপদং কিঞ্চিন্নিপানে বাগতং গজম্ ॥ ১৪
ততঃ শ্রুতো ময়া শব্দো জলে কুম্ভস্য পূর্য্যতঃ।
দ্বিপোঽয়মিতি মত্বা হি বাণেনাভিহতো ময়া ॥ ১৫
গত্বা তস্যাস্ততস্তীরমপশ্যমিষুণা হৃদি।
বিনির্ভিন্নং গতপ্রাণং শয়ানং ভুবি তাপসম্ ॥ ১৬
ততস্তস্যৈব বচনাদুপেত্য পরিতপ্যতঃ।
স ময়া সহসা বাণ উদ্ধৃতো মর্ম্মতস্তদা ॥ ১৭
স চোদ্ধৃতেন বাণেন সহসা স্বর্গমাস্থিতঃ।

অনন্তর পুনর্ব্বার তাঁহাকে কহিলেন, দেবি আমি অজ্ঞান-বশতঃ সেই মহাপাপ আচরণ করিয়া ব্যাকুলেন্দ্রিয় হইয়া একাকীই মনে মনে 'এখন কিপ্রকারে মঙ্গল হয়' ইহা ভাবিতে লাগিলাম। পরে নিশ্চয় হইলে, আমি সেই স্বচ্ছবারিপূর্ণ ঘট গ্রহণানন্তর পূর্ব্বোক্ত পথ দিয়া সেই আশ্রমে গমন করিলাম। পরে সেইস্থানে উপস্থিত হইয়া দেখিলাম; সেই তাপসের পিতামাতা অতি বৃদ্ধ,কৃশ,দীনভাবাপন্ন ও ছিন্নপক্ষ বিহঙ্গের ন্যায় উত্থান-শক্তিরহিত এবং তাঁহাদিগের অন্য কোন পরিচারকও নাই। তৎকালে তাঁহারা অনাথের ন্যায় উপবেশনপূর্ব্বক 'পুত্র জল লইয়া আসিবে,' এই আশায় আমাকর্ত্তৃক বঞ্চিত হইয়াও তাহাই অবলম্বন করিয়া পুত্র-বিষয়ক নানাকথায় কালক্ষেপ করিতেছিলেন। ১—৫। সে যাহা হউক, একে ত আমি শোকবিহ্বলচিত্ত ও ভয়-প্রযুক্ত প্রায় হতচেতনই হইয়াছিলাম, তাহাতে আবার সেই আশ্রমে যাইয়া শোকে আরও সমধিক কাতর হইলাম। অনন্তর সেই মুনি আমার পদ-শব্দ শুনিয়া বলিলেন, পুত্র। তুমি কেন এত বিলম্ব করিতেছ? শীঘ্র জল লইয়া আইস! তুমি যাঁহার নিমিত্ত জল আনিতে গিয়া জলক্রীড়া করিতেছিলে তোমার সেই মাতা অতীব উৎকণ্ঠিতা হইয়াছেন; তুমি শীঘ্র আশ্রম-মধ্যে প্রবেশ কর। যশোভাজন পুত্র! আমি বা তোমার মাতা আমরা যদিও তোমার কোন অপ্রিয় কার্য্য করিয়া থাকি তাহা তোমার মনে করা উচিত নয়; যেহেতু আমাদিগের প্রাণ তোমারই আয়ত্তাধীন—আমাদিগের চক্ষু ও চলচ্ছক্তি নাই, তুমিই আমাদের চক্ষু ও গতি; তুমি কেন কথা কহিতেছ না? ৬—১০। পরে আমি সেই মুনিকে দেখিয়া ভীতচিত্তে বাষ্পগদ্গদ স্বরে এই অস্পষ্টাক্ষর-সমন্বিত অব্যক্ত বাক্য বলিলাম,—আমি মানসিক অভিলাষ ও তদুচিত চেষ্টা-সমুদয়দ্বারা বাক্য সংযত করিয়া তাঁহাকে এইরূপে তাঁহার পুত্রবিয়োগজন্য ভয়বার্ত্তা বলিলাম, মহাত্মন্! আমি আপনার পুত্র নহি; আমি ক্ষত্রিয়; আমার নাম দশরথ; দুরদৃষ্টবশতঃ আমা হইতে এই সাধুবিগর্হিত দুঃখদায়ক কার্য্য অনুষ্ঠিত হইয়াছে! ভগবন্! আমি জলপানার্থ ঘাটে সমাগত হস্তী বা অন্য কোন হিংস্রজন্তু বধ করিবার ইচ্ছায় ধনুর্দ্ধারণ-পূর্ব্বক সরযূতীরে আসিয়াছিলাম। পরে জলমধ্যে কলসীপূরণের শব্দ শুনিয়া হস্তিধ্বনি বোধে তদুদ্দেশে বাণ ক্ষেপ করিলাম। ১১—১৫। পরে সরযূ নদীর সেই তীর্থসমীপে গিয়া দেখিলাম যে একজন-তাপস আমার বাণাঘাতে ভিন্নহৃদয় হইয়া গতাসুর ন্যায় ভূতলে পতিত রহিয়াছেন। পরে সেই পরিতাপান্বিত তাপসের বাক্যানুসারে আমি নিকটস্থ হইয়া তাঁহার মর্ম্ম স্থান হইতে সহসা সেই বাণ উন্মোচন করিলাম। ভগবন্! সেই বাণ উদ্ধৃত হইলে তিনি বিলাপসহ-

ভগবন্তাবুভৌ শোচন্ বৃদ্ধাবিতি বিলপ্য চ ॥ ১৮
অজ্ঞানাত্ত্বৎসুতঃ পুত্রঃ সহসাভিহতো ময়া।
শেষমেবং গতে যৎ স্যাৎ তৎ প্রসীদতু মে মুনিঃ ॥ ১৯
স তচ্ছ্রুত্বা বচঃ ক্রূরং ময়োক্তমঘশংসিনা।
নাশকৎ তীব্রমায়াসং স কর্ত্তুং ভগবানৃষিঃ ॥ ২০
স বাষ্পপূর্ণবদনো নিশ্বসঞ্শোকমূর্চ্ছিতঃ।
মামুবাচ মহাতেজাঃ কৃতাঞ্জলিমুপস্থিতম্ ॥ ২১
যদ্যেতদশুভং কর্ম্ম ন স্ম মে কথয়েঃ স্বয়ম্।
ফলেন্মূর্দ্ধা স্ম তে রাজন্ সদ্যঃ শতসহস্রধা ॥ ২২
ক্ষত্রিয়েণ বধো রাজন্ বানপ্রস্থে বিশেষতঃ।
জ্ঞানপূর্ব্বং কৃতঃ স্থানাচ্চ্যাবয়েদপি বজ্রিণম্ ॥ ২৩
সপ্তধা তু ভবেন্মূর্দ্ধা মুনৌ তাপসি তিষ্ঠতি।
জ্ঞানাদ্বিসৃজতঃ শস্ত্রং তাদৃশে ব্রহ্মবাদিনি ॥ ২৪
অজ্ঞানাদ্ধি কৃতং যস্মাদিদং তে তেন জীবসে।
অপি হ্যদ্য কুলং ন স্যাদ্রাঘবাণাং কুতো ভবান্ ॥ ২৫
নয় নৌ নৃপ তং দেশমিতি মাঞ্চাভ্যভাষত।
অদ্য তং দ্রষ্টুমিচ্ছাবঃ পুত্রং পশ্চিমদর্শনম্ ॥ ২৬
রুধিরেণাবসিক্তাঙ্গং প্রকীর্ণাজিনবাসসম্।
শয়ানং ভুবি নিঃসংজ্ঞং ধর্ম্মরাজবশং গতম্ ॥ ২৭
অথাহমেকস্তং দেশং নীত্বা তৌ ভৃশদুঃখিতৌ।
অস্পর্শয়মহং পুত্রং তং মুনিং সহ ভার্য্যয়া ॥ ২৮
তৌ পুত্রমাত্মনঃ স্পৃষ্ট্বা তমাসাদ্য তপস্বিনৌ।
নিপেততুঃ শরীরেঽস্য পিতা চৈনমুবাচ হ ॥ ২৯
নাভিবাদয়সে মাদ্য ন চ মামভিভাষসে।
কিঞ্চ শেষে তু ভূমৌ ত্বং বৎস কিং কুপিতো হ্যসি ॥ ৩০
ন ত্বহং তেঽপ্রিয়ঃ পুত্র মাতরং পশ্য ধার্ম্মিকীম্।
কিঞ্চ নালিঙ্গসে পুত্র সুকুমারবচো বদ ॥ ৩১
কস্য বা পররাত্রেঽহং শ্রোষ্যামি হৃদয়ঙ্গমম্।
অধীয়ানস্য মধুরং শাস্ত্রং বান্যদ্বিশেষতঃ ॥ ৩২
কো মাং সন্ধ্যামুপাস্যৈব স্নাত্বা হুতহুতাশনঃ।
শ্লাঘয়িষ্যত্যুপাসীনঃ পুত্রশোকভয়ার্দ্দিতম্ ॥ ৩৩
কন্দমূলফলং হৃত্বা যো মাং প্রিয়মিবাতিথিম্।

কারে আপনাদিগের নিমিত্ত "হায়। সেই বৃদ্ধ মাতা-পিতাকে এখন কে প্রতিপালন করিবে" এরূপ শোক করত অবিলম্বে বৈকুণ্ঠধামে গমন করিলেন। মুনে! আমি অজ্ঞানবশতঃ সহসা আপনার পুত্রকে হনন করিয়াছি, এরূপ স্থলে আমার প্রতি আপনার যাহা কর্ত্তব্য হয় তাহাই করুন—আপনি আমার প্রতি প্রসন্ন হউন।' আমি স্বয়ং সেইরূপে স্বীয় পাপকাহিনী বলিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে অবস্থিত হইলে, সেই মহাতেজা ভগবান্ ঋষি মদীয় অতীব দুঃখদায়ক বাক্য শুনিয়াও আমাকে কঠোর শাপ দিতে পারিলেন না; পরন্তু শোকবিহ্বলচিত্তে ও গদ্গদ কণ্ঠে দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া আমাকে কহিলেন, রাজন্! যদি তুমি স্বয়ং আসিয়া আমাকে এই অশুভ কার্য্যের বার্ত্তা না দিতে তবে এখনই তোমার মস্তক বিশীর্ণ হইয়া শতসহস্র খণ্ডে বিভক্ত হইত। রাজন্! ক্ষাত্রধর্ম্মাবলম্বী ইন্দ্রও যদি সম্যক্ বানপ্রস্থধর্ম্মানুষ্ঠায়ী ব্যক্তিকে জ্ঞানপূর্ব্বক বধ করেন, তবে তাহাকেও স্থানভ্রষ্ট হইতে হয়। যে ব্যক্তি জ্ঞানপূর্ব্বক আমার পুত্রের ন্যায় ব্রহ্মবাদী তপোনিরত মুনির প্রতি শস্ত্র আঘাত করে, তাহার মস্তক সপ্তধা বিদীর্ণ হয়। তুমি না জানিয়া এই কার্য্য করিয়াছ, এই নিমিত্তই এক্ষণ পর্য্যন্ত জীবিত রহিয়াছ; তাহা না হইলে তোমার কথা আর কি বলিব; এতক্ষণে রাঘবকুলই নির্ম্মূল হইত। ১৬—২৫। পরে তিনি আমাকে আবার বলিলেন, রাজন্! এক্ষণে তুমি আমাদিগকে তথায় লইয়া চল; আমরা এক্ষণে একবার সেই রুধিরাক্তকলেবর গলিতাজিনবাসা, সংজ্ঞারহিত, ভূপতিত ও ধর্ম্মরাজবশপ্রাপ্ত মৃত পুত্রকে দেখিতে অভিলাষ করি।' পরে আমি সেই অত্যন্তশোকাবহ্বল মুনি ও মুনিপত্নীকে তৎস্থানে লইয়া গিয়া তাঁহাদিগের মৃত পুত্র স্পর্শ করাইলাম। সেই তাপস-দম্পতী পুত্রের নিকটবর্ত্তী হইয়া পুত্রকে স্পর্শ করিয়া তদীয় শরীরে পতিত হইলেন। পরে তাঁহার পিতা তাঁহাকে উদ্দেশ করিয়া এই কথা বলিলেন। ২৬—২৯ বৎস! তুমি কেন ভূতলে শায়িত রহিয়াছ? কেন তুমি আমাকে অভিবাদন করিতেছ না এবং আমার সহিত সম্ভাষণও করিতেছ না? তুমি কি আমার প্রতি কুপিত হইয়াছ? পুত্র! যদিও আমি তোমার অপ্রিয় হইয়া থাকি, তথাপি তোমার ধর্ম্মনিরতা জননীর প্রতি চাহিয়া দেখা উচিত, তুমি কেন উঁহাকে আলিঙ্গন করিতেছ না? বৎস! তুমি মধুর বাক্যে উঁহাকে সম্ভাষণ কর। হায়! এক্ষণে রজনীশেষে আমাকে কে আর মনোহর ও মধুর বেদপুরাণাদি-শাস্ত্রাধ্যয়ন-ধ্বনি শ্রবণ করাইবে! পুত্র! আমি শোক ও ভয়ে কাতর হইলে কে আর প্রাতঃস্নানপূর্ব্বক সন্ধ্যা উপাসনা ও অগ্নিহোত্র হবন করিয়া আমার নিকটে উপবিষ্ট হইয়া আমাকে আহ্লাদিত করিবে! হায়! একে আমি অন্ধ ও অক্ষম তাহাতে আবার আশ্রয়বিহীন হইলাম, এক্ষণে মূল ও ফল

:স্তামগ্নিবাত্যকর্ম্মণ্যমপ্রগ্রহমনায়কম্ ॥ ৩৪
ইমামন্ধাঞ্চ বৃদ্ধাঞ্চ মাতরং তে তপস্বিনীম্।
কথং পুত্র ভরিষ্যামি কৃপণাং পুত্রগর্দ্ধিনীম্ ॥ ৩৫
তিষ্ঠ মা মা গমঃ পুত্র যমস্য সদনং প্রতি।
:শ্বো ময়া সহ গন্তাসি জনন্যা চ সমেধিতঃ ॥ ৩৬
উভাবপি চ শোকার্ত্তাবনাথৌ কৃপণৌ বনে।
ক্ষিপ্রমেব গমিষ্যাবস্ত্বয়া হীনৌ যমক্ষয়ম্ ॥ ৩৭
ততো বৈবস্বতং দৃষ্ট্বা তং প্রবক্ষ্যামি ভারতীম্।
ক্ষমতাং ধর্ম্মরাজো মে বিভৃয়াৎ পিতরাবয়ম্ ॥ ৩৮
দাতুমর্হতি ধর্ম্মাত্মা লোকপালো মহাযশাঃ।
ঈদৃশস্য মমাক্ষয্যামেকামভয়দক্ষিণাম্ ॥ ৩৯
অপাপোঽসি যথা পুত্র নিহতঃ পাপকর্ম্মণা।
তেন সত্যেন গচ্ছাশু যে লোকাঃ শস্ত্রযোধিনাম্ ॥ ৪০
যাং হি শূরা গতিং যান্তি সংগ্রামেষ্বনিবর্ত্তিনঃ।
হতাস্ত্বভিমুখাঃ পুত্র গতিং তাং পরমাং ব্রজ ॥ ৪১
যাং গতিং সগরঃ শৈব্যো দিলীপো জনমেজয়ঃ।
নহুষো ধুন্ধুমারশ্চ প্রাপ্তাস্তাং গচ্ছ পুত্রক ॥ ৪২

আহরণ করিয়া কে আমাকে প্রিয় অতিথির ন্যায়, ভোজন করাইবে। ৩০—৩৪। বৎস! আমি স্বয়ং অন্ধ হইয়া কিপ্রকারে তোমার এই পুত্র-বৎসলা দীনা নয়ন-বিহীনা তপস্বিনী জননীকে পালন করিব। পুত্র! অধুনা তুমি যমালয়ে যাইও না। আমার নিমিত্ত কিয়ৎকাল অপেক্ষা কর; কল্য তুমি তোমার জননী ও আমার সহিত একত্র তথায় যাইও। আমরা দীন ও অরণ্যবাসী; সুতরাং তোমার বিরহে শোকার্ত্ত ও অনাথ হইয়া শীঘ্রই যমালয়ে গমন করিব। পরে আমি তপনতনয় যমের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তাঁহাকে বলিব,—ধর্ম্মরাজ! আপনি আমার অপরাধ ক্ষমা করুন,—আমার এই পুত্র, মাতা-পিতাকে প্রতিপালন করুক, আমি অনাথ, সুতরাং অবশ্যই সেই মহাযশা ধর্ম্মাত্মা যমও আমাকে এই এক অক্ষয় অভয় দান করিবেন। ৩৫—৩৯। পুত্র তুমি যখন বিনাপাপে এই অত্যাচারী ব্যক্তি-কর্ত্তৃক নিহত হইয়াছ, তখন অবশ্যই সেই ধর্ম্মপ্রভাবে তুমি শীঘ্র অস্ত্রযোধী শূরদিগের গম্য লোক সকলে গমন কর,—যাঁহারা পলায়ন না করিয়া সম্মুখযুদ্ধে নিহত হন, সেই বীরপুরুষগণ যে গতি লাভ করেন, পুত্র! তুমি সেই উত্তম গতি লাভ কর, —সগর, শিবিপুত্র, দিলীপ, জনমেজয়, নহুষ ও ধুন্ধুমার ইঁহারা যে গতি লাভ করিয়াছেন, পুত্র! তোমার

যা গতিঃ সর্ব্বভূতানাং স্বাধ্যায়াৎ তপসশ্চ যা।
ভূমিদস্যাহিতাগ্নেশ্চ একপত্নীব্রতস্য চ ॥ ৪৩
গোসহস্রপ্রদাতৄণাং গুরুসেবাভৃতামপি।
দেহন্যাসকৃতাং যা চ তাং গতিং গচ্ছ পুত্রক ॥ ৪৪
নহি ত্বস্মিন্ কুলে জাতো গচ্ছত্যকুশলাং গতিম্।
স তু যাস্যতি যেন ত্বং নিহতো মম বান্ধবঃ ॥ ৪৫
এবং স কৃপণং তত্র পর্য্যদেবয়তাসকৃৎ।
ততোঽস্মৈ কর্ত্তুমুদকং প্রবৃত্তঃ সহ ভার্য্যয়া ॥ ৪৬
স তু দিব্যেন রূপেণ মুনিপুত্রঃ স্বকর্ম্মভিঃ।
স্বর্গমধ্যারুহৎ ক্ষিপ্রং শক্রেণ সহ ধর্ম্মবিৎ ॥ ৪৭
আবভাষে চ তৌ বৃদ্ধৌ শক্রেণ সহ তাপসঃ।
আশ্বস্য চ মুহূর্ত্তন্তু পিতরৌ বাক্যমব্রবীৎ ॥ ৪৮
স্থানমস্মি মহৎ প্রাপ্তো ভবতোঃ পরিচারণাৎ।
ভবন্তাবপি চ ক্ষিপ্রং মম মূলমুপৈষ্যথঃ ॥ ৪৯
এবমুক্ত্বা তু দিব্যেন বিমানেন বপুষ্মতা।
আরুরোহ দিবং ক্ষিপ্রং মুনিপুত্রো জিতেন্দ্রিয়ঃ ॥ ৫০
স কৃত্বাথোদকং তূর্ণং তাপসঃ সহ ভার্য্যয়া।
মামুবাচ মহাতেজাঃ কৃতাঞ্জলিমুপস্থিতম্ ॥ ৫১
অদ্যৈব জহি মাং রাজন্ মরণে নাস্তি মে ব্যথা।

সেই গতি লাভ হউক,—যাঁহারা নিয়ত বেদাধ্যয়ন ও তপস্যানুষ্ঠান করেন, যাঁহারা ভূমিদান করেন, যাহারা নিয়ত অগ্নিহোত্র হবন করেন, যাহারা এক পত্নী-তেই নিরত থাকেন, যাঁহারা সহস্র সহস্র গো প্রদান করেন, যাঁহারা নিরন্তর গুরুসেবাতৎপর হন এবং যাঁহারা স্বর্গার্থে দেহ পরিত্যাগ করেন, তাঁহাদিগের যে গতি হয়, পুত্র। তুমি সেই সদ্গতি লাভ কর। তনয়! এই তপস্বিকুলে জন্ম গ্রহণ করিয়া, কেহই অশুভগতি প্রাপ্ত হয় নাই, যে তোমাকে বধ করিয়াছে, সেই অশুভগতি লাভ করিবে। ৪০—৪৫। সেই মুনি দীনভাবে বারংবার ঐরূপ বিলাপ করিয়া ভার্য্যার সহিত পুত্রের উদককার্য্যে ব্যাপৃত হইলেন। পরে সেই ধর্ম্মজ্ঞ মুনিপুত্র স্বীয় কর্ম্মফলে দিব্যদেহ লাভ করিয়া অবিলম্বে ইন্দ্রের সহিত স্বর্গধামে গমন করিলেন। সেই তপোনিরত জিতেন্দ্রিয় মুনিকুমার, বৃদ্ধ মাতা-পিতাকে মুহূর্ত্তকাল আশ্বাসিত করিয়া 'আমি আপনা-দিগের পরিচর্য্যা করিয়া মহৎ স্থান লাভ করিয়াছি; আপনারাও শীঘ্রই আমার সমীপবর্ত্তী হইবেন' এই বলিয়া ইন্দ্রের সহিত দিব্য সুশোভন বিমানদ্বারা শীঘ্রই স্বর্গে আরোহণ করিলেন। পরে সেই-মহাতেজা তাপস, ভার্য্যার সহিত পুত্রের প্রেতকার্য্য সমাধান করিয়া আমাকে বলিলেন, 'রাজন্! আমার একমাত্র

যঃ শরেণৈকপুত্রং মাং ত্বমকার্ষীরপুত্রকম্ ॥ ৫২
ত্বয়াপি চ যদজ্ঞানান্নিহতো মে স বালকঃ ।
তেন ত্বামপি শপ্স্যেঽহং সুদুঃখমতিদারুণম্ ॥ ৫৩
পুত্রব্যসনজং দুঃখং যদেতন্মম সাম্প্রতম্ ।
এবং ত্বং পুত্রশোকেন রাজন্ কালং করিষ্যসি ॥ ৫৪
অজ্ঞানাত্তু হতো যস্মাৎ ক্ষত্রিয়েণ ত্বয়া মুনিঃ ।
তস্মাৎ ত্বাং নাবিশত্যাশু ব্রহ্মহত্যা নরাধিপ ॥ ৫৫
ত্বামপ্যেতাদৃশো ভাবঃ ক্ষিপ্রমেব গমিষ্যতি ।
জীবিতান্তকরো ঘোরো দাতারমিব দক্ষিণাম্ ॥ ৫৬
এবং শাপং ময়ি ন্যস্য বিলপ্য করুণং বহু ।
চিতামারোপ্য দেহং তন্মিথুনং স্বর্গমভ্যয়াৎ ॥ ৫৭
তদেতচ্চিন্তয়ানেন স্মৃতং পাপং ময়া স্বয়ম্ ।
তদা বাল্যাৎ কৃতং দেবি শব্দবেধ্যনুকর্ষিণা ॥ ৫৮
তস্যায়ং কর্ম্মণো দেবি বিপাকঃ সমুপস্থিতঃ ।
অপথ্যৈঃ সহ সম্ভুক্তে ব্যাধিরন্নরসে যথা ॥ ৫৯
তস্মান্মামাগতং ভদ্রে তস্যোদারস্য তদ্বচঃ ।
ইত্যুক্ত্বা স রুদংস্ত্রস্তো ভার্য্যামাহ তু ভূমিপঃ ॥ ৬০
যদহং পুত্রশোকেন সন্ত্যক্ষ্যামি জীবিতম্ ।
চক্ষুর্ভ্যাং ত্বাং ন পশ্যামি কৌসল্যে ত্বং হি মাং স্পৃশ ॥ ৬১
যমক্ষয়মনুপ্রাপ্তা দ্রক্ষ্যন্তি ন হি মানবাঃ ।
যদি মাং সংস্পৃশেদ্রামঃ সকৃদদ্যারভেত বা ॥ ৬২
ধনং বা যৌবরাজ্যং বা জীবেয়মিতি মে মতিঃ ।
ন তন্মে সদৃশং দেবি যন্ময়া রাঘবে কৃতম্ ॥ ৬৩
সদৃশং তত্তু তস্যৈব যদনেন কৃতং ময়ি ।
দুর্বৃত্তমপি কঃ পুত্রং ত্যজেদ্ভুবি বিচক্ষণঃ ॥ ৬৪
কশ্চ প্রব্রাজ্যমানো বা নাসূয়েৎ পিতরং সুতঃ ।
চক্ষুষা ত্বাং ন পশ্যামি স্মৃতির্মম বিলুপ্যতে ॥ ৬৫
দূতা বৈবস্বতস্যৈতে কৌসল্যে ত্বরয়ন্তি মাম্ ।
অতস্তু কিং দুঃখতরং যদহং জীবিতক্ষয়ে ॥ ৬৬
ন হি পশ্যামি ধর্ম্মজ্ঞং রামং সত্যপরাক্রমম্ ।
তস্যাদর্শনজঃ শোকঃ সুতস্যাপ্রতিকর্ম্মণঃ ॥ ৬৭

পুত্র ছিল, তুমি তাহাকে বাণদ্বারা হনন করিয়াই আমাকে পুত্রহীন করিয়াছ; মৃত্যুতে আমার আর বাধা নাই, তুমি এখনই আমাকে বধ কর। যদিও তুমি অজ্ঞানপ্রযুক্তই আমার সেই পুত্রকে বধ করিয়া, তথাপি আমি তোমাকে অতি দুঃখজনক ভয়ানক অভিশাপ প্রদান করিব। ৪৬—৫৩। রাজন্! এক্ষণে আমার যেমন পুত্রবিয়োগজন্য দুঃখ হইতেছে, তোমাকেও মৃত্যুকালে পুত্রবিরহজন্য সেইরূপ শোক করিতে হইবে। ক্ষত্রিয়! তুমি না জানিয়া ঋষিকে বধ করিয়াছ, এই কারণে এখনই তোমাকে ব্রহ্মহত্যা গ্রাস করিতেছে না; পরন্তু রাজন্! যেরূপ দাতা ব্যক্তির দক্ষিণাপ্রদানের ফল অবশ্যই হইয়া থাকে, সেইরূপ অচিরেই তোমারও এই কার্য্যের ফলে এইরূপ প্রাণান্তকর ভয়ানক অবস্থা অবশ্যই ঘটিবে।’ এই বলিয়া আমাকে অভিশাপ প্রদানপূর্ব্বক বহুতর সকরুণ বিলাপ করিয়া সেই মুনি, ভার্য্যার সহিত সেই চিতায় আরোহণ করত মানবদেহ পরিত্যাগান্তে স্বর্গে গেলেন। ৫৪—৫৭। দেবি! কেন আমার ঈদৃশী ঘটনা হইল; এরূপ চিন্তা করিতে করিতে আমি পূর্ব্বে শব্দবেধী হইবার অভিলাষে অজ্ঞানবশতঃ এই যে মহৎ পাপ করিয়াছিলাম, তাহা আমার স্মৃতিপথে উদিত হইয়াছে। দেবি! যেমন অপথ্য অন্নভোজনের ফলে ব্যাধি হইয়া থাকে, সেইরূপ আমার এই কৃতকর্ম্মের ফলে আমার এই অবস্থা ঘটিয়াছে; অতএব ভদ্রে! সেই উদারচরিত্র মহর্ষির শাপবাক্য আমার পক্ষে এত দিনে সফল হইল।” পৃথিবীপতি দশরথ, ভার্য্যা কৌশল্যা দেবীকে সেইরূপ বলিয়া ভীত হইয়া রোদন করত আবার তাঁহাকে বলিলেন। ৫৮—৬০। কৌশল্যে! মুমূর্ষুদশাপ্রাপ্ত মানবের নয়নদ্বারা আত্মীয়দিগকে দেখিতে পায় না; আমিও নয়নদ্বারা তোমাকে দেখিতে পাইতেছি না; সুতরাং এই পুত্রশোকেই আমার প্রাণবিয়োগ হইবে; সে যাহা হউক, এক্ষণে একবার তুমি আমাকে স্পর্শ কর। আমার বোধ হইতেছে যে, যদি রাম এখন একবার আমাকে স্পর্শ করেন, অথবা যৌবরাজ্য কি কিঞ্চিৎ বিত্ত গ্রহণ করেন, তবে আমি জীবিত থাকি। দেবি! আমি সেই রঘুনন্দন রামের প্রতি যেরূপ ব্যবহার করিয়াছি, আমার তাহা উচিত নহে, পরন্তু তিনি আমার প্রতি যেরূপ ব্যবহার করিয়াছেন, তাহা তাঁহার উপযুক্তই হইয়াছে। কোন্ প্রাজ্ঞ ব্যক্তি দুরাচার পুত্রকেও পরিত্যাগ করেন? এবং কোন্ পুত্রও বিবাসিত হইয়া জনকের অসূয়া না করিয়া থাকে? কৌশল্যে! এক্ষণে আমার স্মৃতিশক্তি নষ্ট হইতেছে এবং চক্ষুদ্বারা তোমাকে দেখিতেও পাইতেছি না। ৬১—৬৫। অতএব অনুভব হইতেছে, যমদূতগণ আমাকে যমালয়-গমনে ত্বরান্বিত করিতেছে। ইহা অপেক্ষা আর দুঃখের বিষয় কি আছে যে, এই মৃত্যুকালে আমি সেই সত্যপরাক্রমশালী ধর্ম্মজ্ঞ রামকে দেখিতে পাইতেছি না। হায়! যেমন সূর্য্য অল্প জল শোষণ করেন, সেইরূপ সেই অনুপম-কর্ম্মা পুত্রের অদর্শন-জন্য শোক

উচ্ছোষয়তি বৈ প্রধান্ বারি স্তোকমিবাতপঃ।
ন তে মনুষ্যা দেবাস্তে যে চারুশুভকুণ্ড ম্।
সুখং দ্রক্ষ্যন্তি রামস্য বর্ষে পঞ্চদশে পুনঃ ॥ ৬৮
পদ্মপত্রেক্ষণং সুভ্রু সুদংষ্ট্রং চারুনাসিকম্।
ধন্যা দ্রক্ষ্যন্তি রামস্য তারাধিপসমং মুখম্ ॥ ৬৯
সদৃশং শারদস্যেন্দোঃ ফুল্লস্য কমলস্য চ।
সুগন্ধি মম রামস্য ধন্যা দ্রক্ষ্যন্তি তন্মুখম্ ॥ ৭০
নিবৃত্তবনবাসং তমযোধ্যাং পুনরাগতম্।
দ্রক্ষ্যন্তি সুখিনো রামং শুক্রং মার্গগতং যথা ॥ ৭১
কৌসল্যে চিত্তমোহেন হৃদয়ং সীদতেতরাম্।
বেদয়ে ন চ সংযুক্তান্ শব্দস্পর্শরসানহম্ ॥ ৭২
চিত্তনাশাদ্বিপদ্যন্তে সর্ব্বাণ্যেবেন্দ্রিয়াণি হি।
ক্ষীণস্নেহস্য দীপস্য সংরক্তা রশ্ময়ো যথা ॥ ৭৩
অয়মাত্মভবঃ শোকো মামনাথমচেতনম্।
সংসাধয়তি বেগেন যথা কূলং নদীরয়ঃ ॥ ৭৪
হা রাঘব মহাবাহো হা মমায়াসনাশন।
হা পিতৃপ্রিয় মে নাথ হা মমাসি গতঃ সুতঃ ॥ ৭৫
হা কৌসল্যে ন পশ্যামি হা সুমিত্রে তপস্বিনি।
হা নৃশংসে মমামিত্রে কৈকেয়ি কুলপাংসনি ॥ ৭৬
ইতি মাতুশ্চ রামস্য সুমিত্রায়াশ্চ সন্নিধৌ।
রাজা দশরথঃ শোচন্ জীবিতান্তমুপাগমৎ ॥ ৭৭
তথা তু দীনঃ কথয়ন্ নরাধিপঃ
প্রিয়স্য পুত্রস্য বিবাসনাতুরঃ।
গতেঽর্দ্ধরাত্রে ভৃশদুঃখপীড়িত-
স্তদা জহৌ প্রাণমুদারদর্শনঃ ॥ ৭৮

ইত্যযোধ্যাকাণ্ডে চতুঃষষ্টিতমঃ সর্গঃ ॥ ৬৪ ॥

পঞ্চষষ্টিতমঃ সর্গঃ।

অথ রাত্র্যাং ব্যতীতায়াং প্রাতরেবাপরেঽহনি।
বন্দিনঃ পর্য্যুপাতিষ্ঠংস্তৎ পার্থিবনিবেশনম্ ॥ ১
সূতাঃ পরমসংস্কারা মাগধাশ্চোত্তমশ্রুতাঃ।
গায়কাঃ শ্রুতিশীলাশ্চ নিগদন্তঃ পৃথক্ পৃথক্ ॥ ২
রাজানং স্তুবতাং তেষামুদাত্তাভিহিতাশিষাম্।
প্রাসাদাভোগবিস্তীর্ণঃ স্তুতিশব্দো হ্যবর্ত্তত ॥ ৩
ততস্তু স্তুবতাং তেষাং সূতানাং পাণিবাদকাঃ।
অপদানান্যুদাহৃত্য পাণিবাদান্যবাদয়ন্ ॥ ৪

আমাকে শোষণ করিতেছে। পঞ্চদশ বর্ষে যাঁহারা আবার রামের সেই চারুকুণ্ডলশালী মনোহর বদন দেখিবেন তাঁহারা মানব নহেন, তাঁহারা দেবতা। যাঁহারা ধন্য, তাঁহারাই রামের সেই শোভনভ্রূশালী চারু-নাসিকাসমন্বিত, পদ্মতুল্য-লোচন-শোভিত ও মনোহর-দন্তশোভিত চন্দ্রতুল্য-প্রিয়দর্শন বদন দর্শন করিবেন। ৬৮—৬৯। যাঁহারা আমার রামের শরৎ-কালীন চন্দ্র ও প্রফুল্ল-কমলের ন্যায় প্রিয়দর্শন ও সুগন্ধি বদন দেখিবেন, তাঁহারাই ধন্য। পলায়িত শুককে ফিরিয়া আসিতে দেখিয়া তৎপ্রতিপালকের যেমন আনন্দ হয়, রামকে বনবাসান্তে অযোধ্যা নগরীতে ফিরিয়া আসিতে দেখিয়া, তাঁহাদিগের সেইরূপ আনন্দ হইবে। হে কৌশল্যে! এখন আমার অন্তঃকরণ মোহজালে জড়িত হইয়া অতীব অবসন্ন হইতেছে,—আমি ইন্দ্রিয়গণ-সংযুক্ত শব্দ, স্পর্শ ও রস সমস্ত অনুভব করিতে পারিতেছি না; কেননা, যেমন তৈলের অভাবে প্রদীপশিখা নিষ্প্রভ হয়, সেইরূপ চিত্তের অবসাদে আমার সমস্ত ইন্দ্রিয়ই অবসন্ন হইতেছে। যেরূপ নদীবেগ তীর নষ্ট করে, সেইরূপ এই মানসিক শোক আমাকে বিনষ্ট করিতেছে। ৭০—৭৪। পরে "হা আমার খেদনাশক রঘুকুল-তিলক মহাবাহু পিতৃপ্রিয় পুত্র! তুমি আমার রক্ষাকর্ত্তা হইয়া এখন কোথায় রহিলে?—হা কৌশল্যে! হা নিরপরাধে সুমিত্রে! আমি আর তোমাদিগকে দেখিতে পাইতেছি না।—হা নৃশংসচরিত্রে কুলকলঙ্কিনি কৈকেয়ি! তুই আমার সহিত শত্রুতা আচরণ করিলি।" এই বলিয়া রামজননী কৌশল্যা ও সুমিত্রা দেবীর নিকটে শোক করত রাজা দশরথ মৃত্যুদশা প্রাপ্ত হইলেন। অর্দ্ধরাত্রি অতীত হইলে, সেই প্রিয়পুত্র-নির্ব্বাসন-কাতর উদারদর্শন রাজা দশরথ অতীবদুঃখাক্রান্ত হইয়া দীনভাবে সেইরূপ বিলাপ করত প্রাণ পরিত্যাগ করিলেন। ৭৫—৭৮।

পঞ্চষষ্টিতম সর্গ।

অনন্তর রজনী অতিবাহিত হইলে, পর দিবস প্রাতঃকালে বন্দী, ব্যাকরণাদি-জ্ঞানশালী সূত, বহুশ্রুত মাগধ, স্তোত্রপাঠক ও গায়ক সকল সেই রাজভবনে সমাগত হইয়া পৃথক্ পৃথক্ রাজগুণ কীর্ত্তন করিতে লাগিল। উচ্চস্বরে রাজার মঙ্গল-প্রার্থনাপূর্ব্বক স্তুতিকারী সেই ব্যক্তিদিগের স্তুতিশব্দে অন্তঃপুরের সকল স্থানই প্রতিধ্বনিত হইল। পরে সেই স্তবকারী সূতদিগের মধ্যবর্ত্তী মৃদঙ্গাদিযন্ত্রবাদক ব্যক্তিগণ রাজকৃত উৎকৃষ্ট কার্য্যসমস্ত কীর্ত্তন করত মৃদঙ্গাদি

তেন শব্দেন বিহগাঃ প্রতিবুদ্ধাশ্চ সস্বনুঃ।
শাখাস্থাঃ পঞ্জরস্থাশ্চ যে রাজকুলগোচরাঃ॥ ৫
ব্যাহৃতাঃ পুণ্যশব্দাশ্চ বীণানাঞ্চাপি নিঃস্বনাঃ।
আশীর্গেয়ঞ্চ গাথানাং পূরয়ামাস বেশ্ম তৎ॥ ৬
ততঃ শুচিসমাচারাঃ পর্য্যুপস্থানকোবিদাঃ।
স্ত্রীবর্ষবরভূয়িষ্ঠা উপতস্থুর্যথা পুরা॥ ৭
হরিচন্দনসম্পৃক্তমুদকং কাঞ্চনৈর্ঘটৈঃ।
আনিন্যুঃ স্নানশিক্ষাজ্ঞা যথাকালং যথাবিধি॥ ৮
মঙ্গলালম্ভনীয়ানি প্রাশনীয়ান্যুপস্করান্।
উপানিন্যুস্তথা পুণ্যাঃ কুমারীবহুলাঃ স্ত্রিয়ঃ॥ ৯
সর্ব্বলক্ষণসম্পন্নং সর্ব্বং বিধিবদর্চ্চিতম্।
সর্ব্বং সুগুণলক্ষ্মীবৎ তদভূদাভিহারিকম্॥ ১০
তত্তু সূর্য্যোদয়ং যাবৎ সর্ব্বং পরিসমুৎসুকম্।
তস্থাবনুপসম্প্রাপ্তং কিং স্বিদিত্যুপশঙ্কিতম্॥ ১১
অথ যাঃ কোসলেন্দ্রস্য শয়নং প্রত্যনন্তরাঃ।
তাঃ স্ত্রিয়স্তু সমাগম্য ভর্ত্তারং প্রত্যবোধয়ন্॥ ১২
তথাপ্যুচিতবৃত্তাস্তা বিনয়েন নয়েন চ।
ন হ্যস্য শয়নং স্পৃষ্ট্বা কিঞ্চিদপ্যুপলেভিরে॥ ১৩
তাঃ স্ত্রিয়ঃ স্বপ্নশীলজ্ঞাশ্চেষ্টাং সঞ্চলনাদিষু।
তা বেপথুপরীতাশ্চ রাজ্ঞঃ প্রাণেষু শঙ্কিতাঃ॥ ১৪
প্রতিস্রোতস্তৃণাগ্রাণাং সদৃশং সঞ্চকাশিরে।
অথ সন্দেহমানানাং স্ত্রীণাং দৃষ্ট্বা চ পার্থিবম্॥ ১৫
যৎ তদাশঙ্কিতং পাপং তদা জজ্ঞে বিনিশ্চয়ঃ।
কৌসল্যা চ সুমিত্রা চ পুত্রশোকপরাজিতে॥ ১৬
প্রসুপ্তে ন প্রবুধ্যেতে যথাকালসমন্বিতে।
নিষ্প্রভা চ বিবর্ণা চ সন্না শোকেন সন্নতা।
ন ব্যরাজত কৌসল্যা তারেব তিমিরাবৃতা॥ ১৭
কৌসল্যানন্তরং রাজ্ঞঃ সুমিত্রা তদনন্তরম্।
ন স্ম বিভ্রাজতে দেবী শোকাশ্রুলুলিতাননা॥ ১৮
তে চ দৃষ্ট্বা তদা সুপ্তে উভে দেব্যৌ চ তং নৃপম্।
সুপ্তমেবোদ্গতপ্রাণমন্তঃপুরমদৃশ্যত॥ ১৯
ততঃ প্রচুক্রুশুর্দীনাঃ সস্বরং তা বরাঙ্গনাঃ।

যন্ত্র বাজাইতে লাগিল। তখন সেই রাজান্তঃপুর-মধ্যে যে সকল পক্ষী বৃক্ষশাখায় ও পিঞ্জরে শয়ন করিয়াছিল, তাহারা সেই শব্দে জাগরিত হইয়া শব্দ করিয়া উঠিল। তাহাদিগের উচ্চারিত 'কালী গঙ্গা' প্রভৃতি পুণ্যজনক শব্দ, বীণারব ও মঙ্গল-প্রার্থনা-পূরিত গীতধ্বনি সেই ভবন মুখরিত করিল। ১—৬। পরে যাহাদিগের মধ্যে স্ত্রী ও নপুংসকই অধিক, সেই সকল পবিত্রাচারী পরিচর্য্যা-কৌশলাভিজ্ঞ পরিচারকেরা, পূর্ব্বের ন্যায় তথায় আসিল। তৎপরে স্নাপন-কার্য্যদক্ষেরা যথাসময়ে যথানিয়মে কাঞ্চনময় ঘট-দ্বারা হরিচন্দন-বাসিত জল আনিল। পরে যাহাদিগের মধ্যে কুমারীই অধিক, সেই সকল পবিত্রা মহিলারা যে সমস্ত দ্রব্য মঙ্গলার্থ স্পর্শ করা যায়, সেই সকল এবং পরিধেয় বস্ত্রাদি ও আচমনীয় গঙ্গোদকাদি আনয়ন করিল। প্রভাতে রাজব্যবহারার্থ যে সমস্ত সর্ব্বশুভলক্ষণযুক্ত গুণসমন্বিত ও শোভাসম্পন্ন দ্রব্য আহরণ করিতে হয়, তখন সেই সমস্ত আহার্য্য দ্রব্যই আহৃত হইল। পরে তাহারা সকলে সূর্য্যোদয়কাল পর্য্যন্ত রাজাকে দেখিবার জন্য সমুৎসুক হইয়া রহিল; কিন্তু সূর্য্য উদিত হইলেও রাজা আসিলেন না দেখিয়া, তাহাদিগের "কেন এরূপ ঘটিল" এইরূপ আশঙ্কা হইল। ৭—১১। পরে কোশলেন্দ্র দশরথের যে পত্নীরা সেই শয়নাগারের নিকটবর্ত্তিনী ছিলেন, তাঁহারা তন্মধ্যে প্রবেশ করিয়া স্বামীকে জাগরিত করিতে লাগিলেন। মানবের শয়নাবস্থায় শরীরের যেরূপ ভাব হইয়া থাকে, তদ্বিষয়ে বিশেষ জ্ঞানবতী সেই সমস্ত মহিলারা রাজ-শয্যায় আরোহণপূর্ব্বক বিনয়সহকারে যথানিয়মে অঙ্গ স্পর্শাদি করিয়া তাঁহার দেহে জীবনের কিছুমাত্র চিহ্ন দেখিতে পাইলেন না। তাঁহারা রাজার নাড়ীতে গতি না দেখিয়া তাঁহার জীবনে শঙ্কান্বিত হইলেন এবং কম্পান্বিত-কলেবরা হইয়া স্রোতোভিমুখস্থিত তৃণাগ্রের সাদৃশ্য ধারণ করিলেন। পরে রাজাকে দেখিয়া তাঁহাদিগের যে বিপদের আশঙ্কা হইয়াছিল, তাহাই নিশ্চিত হইল। পুত্রশোকাক্রান্তা কৌশল্যা ও সুমিত্রা দেবী মৃত্যুদশাপন্ন মহিলাদ্বয়ের ন্যায় শয়ন করিয়াছিলেন; সুতরাং তখনও তাঁহারা গাত্রোত্থান করেন নাই। সেই সময়ে সেই পুত্র-শোকাতুরা মলিনবর্ণা শোককর্ত্তৃক অবসন্না কৌশল্যা দেবী, অন্ধকারাবৃত নক্ষত্রের ন্যায় প্রভাবিহীনা হইয়াছিলেন। ১২—১৭। তৎকালে রাজা দশরথের শরীরে কিছুমাত্রই জ্যোতি ছিল না; কৌশল্যা দেবীরও প্রায় সেইরূপই অবস্থা, কিন্তু তাঁহার অপেক্ষা শরীরে কিঞ্চিৎ জ্যোতি ছিল এবং সুমিত্রা দেবীরও শোকপ্রযুক্ত অশ্রুপাতে মুখ মলিন হইয়াছিল, তথাপি তিনি তাঁহা হইতে কিঞ্চিৎ অধিক জ্যোতিষ্মতী ছিলেন। রাজপত্নীগণ, কৌশল্যা ও সুমিত্রা এই উভয় দেবীকে নিদ্রাতুরা দেখিয়া, রাজা দশরথ নিদ্রাবস্থায় প্রাণত্যাগ করিয়াছেন, এইরূপ স্থির করিলেন। পরে সেই সমস্ত উত্তমাঙ্গনারা, অরণ্যে যে সমস্ত করিণীদিগের

কয়েণেব ইবারণ্যে স্থানপ্রচ্যুতযূথপাঃ॥ ২০
তাসামাক্রন্দশব্দেন সহসোদ্গতচেতনে।
কৌসল্যা চ সুমিত্রা চ ত্যক্তনিদ্রে বভূবতুঃ॥ ২১
কৌসল্যা চ সুমিত্রা চ দৃষ্ট্বা স্পৃষ্ট্বা চ পার্থিবম্।
হা নাথেতি পরিক্রুশ্য পেততুর্ধরণীতলে॥ ২২
সা কোসলেন্দ্রদুহিতা চেষ্টমানা মহীতলে।
ন ভ্রাজতে রজোধ্বস্তা তারেব গগনচ্যুতা॥ ২৩
নৃপে শান্তগুণে জাতে কৌসল্যাং পতিতাং ভুবি।
অপশ্যংস্তাঃ স্ত্রিয়ঃ সর্ব্বা হতাং নাগবধূমিব॥ ২৪
ততঃ সর্ব্বা নরেন্দ্রস্য কৈকেয়ীপ্রমুখাঃ স্ত্রিয়ঃ।
রুদন্ত্যঃ শোকসন্তপ্তা নিপেতুর্গতচেতনাঃ॥ ২৫
তাভিঃ স বলবান্ নাদঃ ক্রোশন্তীভিরনুদ্রুতঃ।
যেন স্ফীতীকৃতো ভূয়স্তদ্গৃহং সমনাদয়ৎ॥ ২৬
তৎপরিত্রস্তসম্ভ্রান্তং পর্য্যুৎসুকজনাকুলম্।
সর্ব্বতস্তুমুলাক্রন্দং পরিতাপার্ত্তবান্ধবম্॥ ২৭
সদ্যো নিপতিতানন্দং দীনং বিক্লবদর্শনম্।
বভূব নরদেবস্য সদ্ম দিষ্টান্তমীয়ুষঃ॥ ২৮
অতীতমাজ্ঞায় তু পার্থিবর্ষভং
যশস্বিনং তং পরিবার্য্য পত্নয়ঃ।
ভৃশং রুদন্ত্যঃ করুণং সুদুঃখিতাঃ
প্রগৃহ্য বাহূ ব্যলপন্ননাথবৎ॥ ২৯
ইত্যযোধ্যাকাণ্ডে পঞ্চষষ্টিতমঃ সর্গঃ॥ ৬৫॥

ষট্‌ষষ্টিতমঃ সর্গঃ।

তমগ্নিমিব সংশান্তমম্বুহীনমিবার্ণবম্।
গতপ্রভমিবাদিত্যং স্বর্গস্থং প্রেক্ষ্য ভূমিপম্॥ ১
কৌসল্যা বাষ্পপূর্ণাক্ষী বিবিধং শোককর্ষিতা।
উপগৃহ্য শিরো রাজ্ঞঃ কৈকেয়ীং প্রত্যভাষত॥ ২
সকামা ভব কৈকেয়ি ভুঙ্‌ক্ষ্ব রাজ্যমকণ্টকম্।
ত্যক্ত্বা রাজানমেকাগ্রা নৃশংসে দুষ্টচারিণি॥ ৩
বিহায় মাং গতো রামো ভর্ত্তা চ স্বর্গতো মম।
বিপথে সার্থহীনেব নাহং জীবিতুমুৎসহে॥ ৪
ভর্ত্তারন্তু পরিত্যজ্য কা স্ত্রী দৈবতমাত্মনঃ।
ইচ্ছেজ্জীবিতুমন্যত্র কৈকেয্যাস্ত্যক্তধর্ম্মণঃ॥ ৫
ন লুব্ধো বুধ্যতে দোষান্ কিম্পাকমিব ভক্ষয়ন্।
কুব্জানিমিত্তং কৈকেয্যা রাঘবাণাং কুলং হতম্॥ ৬

যূথপতি মহাগজ স্থানান্তরিত হয়, তাহাদিগের ন্যায় দীনা হইয়া উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে লাগিলেন। তাঁহাদিগের সেই রোদনধ্বনি শুনিয়া কৌশল্যা ও সুমিত্রা দেবী নিদ্রা পরিত্যাগপূর্ব্বক সহসা চেতনালাভানন্তর প্রণিধানপূর্ব্বক রাজা দশরথকে অবলোকন ও স্পর্শ করিয়া "হা স্বামিন্!" এই বলিয়া রোদন করত ভূতলে পতিতা হইলেন। ১৮—২২। সেই কোশলরাজদুহিতা কৌশল্যা দেবী ভূতলে লুণ্ঠিতা ধূলিধূসরিতাঙ্গী হইয়া, আকাশচ্যুত তারার ন্যায়, নিষ্প্রভা হইলেন। সেই সমস্ত মহিলারা নৃপতি দশরথের মৃত্যু নিশ্চয় করিয়া ভূতলে পতিতা কৌশল্যা দেবীকে আহতা করিণীর ন্যায় অবলোকন করিলেন। পরে সেই সকল কৈকেয়ীপ্রধানা রাজপত্নীরা শোকতাপতা, এমন কি, প্রায় চেতনাবিহীনা হইয়া রোদন করিতে করিতে তথায় আসিলেন পূর্ব্বপ্রবিষ্ট রমণীদিগের সেই উৎকট রোদন-ধ্বনি তাঁহাদিগের রোদনশব্দে মিলিত ও বর্দ্ধিত হইয়া পুনর্ব্বার সেই ভবন অত্যন্ত মুখরিত করিল। রাজা দশরথ কালধর্ম্ম প্রাপ্ত হইলে, সদাই সেই গৃহ ভীতবিহ্বল, ব্যাকুল ও বৃত্তান্তজ্ঞানার্থ-সমুৎসুক-জনগণে পরিব্যাপ্ত এবং পরিতাপাবিষ্ট আর্ত্ত বান্ধববর্গের রোদন-শব্দে প্রতিধ্বনিত হইয়া অবিলম্বে আনন্দবিহীন দীন ও দেখিতে কদাকার হইল। যশস্বী মহারাজ দশরথের পত্নীগণ তাঁহাকে মৃত জানিয়া তাঁহার চতুর্দ্দিক্ বেষ্টন করিয়া অতীব দুঃখিত হইয়া করুণস্বরে উৎকট রোদন করত অনাথার ন্যায় হস্তদ্বারা হৃদয়ে আঘাতপূর্ব্বক বিলাপ করিতে লাগিলেন। ২৩—২৯।

ষট্‌ষষ্টিতম সর্গ।

সেই স্বর্গগত মহীপতি দশরথকে নির্ব্বাণ অনল, নির্জ্জল সমুদ্র ও প্রভাবিহীন আদিত্যের ন্যায় দেখিয়া, শোককৃশা কৌশল্যা দেবী তাঁহার মস্তকটী ক্রোড়দেশে রাখিয়া বাষ্পপূর্ণনয়নে কৈকেয়ীকে বলিলেন,—"রে নৃশংসস্বভাবে দুষ্টচারিণি কৈকেয়ি! এখন তোর মনোরথ পূর্ণ হউক!—রাজাকে নিহত করিয়া নিষ্কণ্টকে একাকিনী রাজ্য ভোগ কর্! রাম ত আমাকে পূর্ব্বেই পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছেন, এখন স্বামীও আমাকে পরিত্যাগ করিয়া স্বর্গে গেলেন; সুতরাং দুর্গমপথে সার্থবিহীন পথিকের ন্যায় আমি আর জীবন ধারণ করিতে অভিলাষ করি না! তোর মত ধর্ম্মত্যাগিনী স্ত্রীলোক ভিন্ন ইষ্টদেবতুল্য স্বামীকে পরিত্যাগ করিয়া কে আর জীবন-ধারণে অভিলাষ করে? ১—৫। লোভাতুর-ব্যক্তি, মহাকাল-ফলভোজনকারী ব্যক্তির ন্যায়, নিজকার্য্যের দোষ দেখিতে পায় না। হায়! কুব্জার জন্য কৈকেয়ী হইতে রঘুকুলই বিনষ্ট হইল।

অনিয়োগে নিযুক্তেন রাজ্ঞা রামং বিবাসিতম্ ।
সভার্য্যং জনকঃ শ্রুত্বা পরিতপ্স্যত্যহং যথা ॥ ৭
স মামনাথাং বিধবাং নাদ্য জানাতি ধার্ম্মিকঃ ।
রামঃ কমলপত্রাক্ষো জীবন্নাশমিতো গতঃ ॥ ৮
বিদেহরাজস্য সুতা তথা চারুতপস্বিনী ।
দুঃখস্যানুচিতা দুঃখং বনেপর্য্যুদ্বিজিষ্যতি ॥ ৯
নর্দ্দতাং ভীমঘোষাণাং নিশাসু মৃগপক্ষিণাম্ ।
নিশম্যমানা সন্ত্রস্তা রাঘবং সংশ্রয়িষ্যতি ॥ ১০
বৃদ্ধশ্চৈবাল্পপুত্রশ্চ বৈদেহীমনুচিন্তয়ন্ ।
সোঽপি শোকসমাবিষ্টো ননং ত্যক্ষ্যতি জীবিতম্ ॥ ১১
সাহমদ্যৈব দিষ্টান্তং গমিষ্যামি পতিব্রতা ।
ইদং শরীরমালিঙ্গ্য প্রবেক্ষ্যামি হুতাশনম্ ॥ ১২
তাং ততঃ সম্পরিষ্বজ্য বিলপন্তীং তপস্বিনীম্ ।
ব্যপনিন্যুঃ সুদুঃখার্ত্তাং কৌশল্যাং ব্যবহারিকাঃ ॥ ১৩
তৈলদ্রোণ্যাং তদামাত্যাঃ সংবেশ্য জগতীপতিম্ ।
রাজ্ঞঃ সর্ব্বাণ্যথাদিষ্টাশ্চক্রুঃ কর্ম্মাণ্যনন্তরম্ ॥ ১৪
ন তু সঙ্কালনং রাজ্ঞো বিনা পুত্রেণ মন্ত্রিণঃ ।
সর্ব্বজ্ঞাঃ কর্ত্তুমীষুস্তে ততো রক্ষন্তি ভূমিপম্ ॥ ১৯
তৈলদ্রোণ্যাং শায়িতং তং সচিবৈস্তু নরাধিপম্ ।
হা মৃতোঽয়মিতি জ্ঞাত্বা স্ত্রিয়স্তাঃ পর্য্যদেবয়ন্ ॥ ১৬
বাহূনুচ্ছ্রিত্য কৃপণা নেত্রপ্রস্রবণৈর্মুখৈঃ ।
রুদত্যঃ শোকসন্তপ্তাঃ কৃপণং পর্য্যদেবয়ন্ ॥ ১৭
হা মহারাজ রামেণ সততং প্রিয়বাদিনা ।
বিহীনাঃ সত্যসন্ধেন কিমর্থং বিজহাসি নঃ ॥ ১৮
কৈকেয্যা দুষ্টভাবায়া রাঘবেণ বিবর্জ্জিতাঃ ।
কথং সপত্ন্যা বৎস্যামঃ সমীপে বিধবা বয়ম্ ॥ ১৯
স হি নাথঃ স চাস্মাকং তব চ প্রভুরাত্মবান্ ।
বনং রামো গতঃ শ্রীমান্ বিহায় নৃপতিশ্রিয়ম্ ॥ ২০
ত্বয়া তেন চ বীরেণ বিনা ব্যসনমোহিতাঃ ।
কথং বয়ং নিবৎস্যামঃ কৈকেয্যা চ বিদূষিতাঃ ॥ ২১
যয়া চ রাজা রামশ্চ লক্ষ্মণশ্চ মহাবলঃ ।
সীতয়া সহ সন্ত্যক্তাঃ সা কমন্যং ন হাস্যতি ॥ ২২
তা বাষ্পেণ চ সংবীতাঃ শোকেন বিপুলেন চ ।
ব্যচেষ্টন্ত নিরানন্দা রাঘবস্য বরস্ত্রিয়ঃ ॥ ২৩

'কৈকেয়ীকর্ত্তৃক অনিয়োগার্হ বিষয়ে নিয়োজিত হইয়া, রাজা দশরথ রামকে ভার্য্যার সহিত অরণ্যে বিবাসিত করিয়াছেন' ইহা শুনিয়া জনক রাজা, আমার ন্যায়, পরিতাপ করিবেন। হায়! এখন সেই কমলপলাশ-লোচন ধার্ম্মিক রাম জীবিত থাকিয়াও এখানে না থাকায় আমি যে বিধবা ও অনাথা হইয়াছি, তাহা জানিতে পারিতেছেন না! হা! সেই দুঃখভোগের অনুচিতা ও তাদৃশ চারুতপোনিরতা বিদেহরাজদুহিতা সীতা দেবী অরণ্যে নানাপ্রকার দুঃখ পাইয়া নিতান্ত উদ্বিগ্না হইবেন। রাত্রিকালে ভীষণশব্দকারী মৃগ ও পক্ষীদিগের শব্দ শুনিয়া ভীতা হইয়া তাঁহাকে রামের আশ্রয় লইতে হইবে। ৬—১০। সেই অল্পপুত্রশালী বৃদ্ধ বিদেহরাজ জনকও সীতার বিষয় চিন্তা করত নিশ্চয়ই প্রাণ পরিত্যাগ করিবেন। সে যাহা হউক, আমি এখনই পাতিব্রত্য ব্রত পালনার্থ প্রাণ পরিত্যাগ করিব,—এই স্বামীর শরীর আলিঙ্গন করিয়া অগ্নিতে প্রবেশ করিব।" পরে ব্যবহার নিযুক্ত অমাত্যগণ, স্বামিশরীর আলিঙ্গনপূর্ব্বক বিলাপকারিণী সেই তপস্বিনী অত্যন্তদুঃখার্ত্তা কৌশল্যা দেবীকে মহিলা-দিগের দ্বারা স্থানান্তরিত করিয়া বসিষ্ঠাদির আদেশা-নুসারে তৈল-পূর্ণকটাহমধ্যে সেই মৃতরাজশরীর সংরক্ষিত করিলেন এবং তৎকালে অপরাপর যে সকল কার্য্য অনুষ্ঠান করা কর্ত্তব্য, সে সকলও অনুষ্ঠান করি-লেন। সেই কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য-বিজ্ঞ অমাত্যেরা পুত্রের বিরহে রাজা দশরথের প্রেতকার্য্যসমাধানে ইচ্ছা করিলেন না; অতএব সেইরূপে তাঁহাকে রক্ষা করিলেন। ১১—১৫। তৎপরে সেই নৃপাঙ্গনাগণ, সচিবগণকর্ত্তৃক ভূপতি দশরথকে তৈলপূর্ণ-কটাহমধ্যে রাখিয়া "হা! ইঁহার মৃত্যু হইয়াছে!" এই বলিয়া বিলাপ করিতে লাগিলেন। যাঁহাদিগের নয়ন হইতে উৎসের ন্যায় অনবরত বারি বিগলিত হইতেছে, সেই শোকাকুল দীনা রাজাঙ্গনারা বাহু উত্তোলনপূর্ব্বক রোদন করত এরূপ বিলাপ করিতে লাগিলেন, "মহারাজ! একে ত সেই নিয়তপ্রিয়ম্বদ সত্যপ্রতিজ্ঞ রাম আমাদিগকে পরিত্যাগ করিয়াছেন, আবার তুমিও আমাদিগকে পরিত্যাগ করিতেছ! হা! আমারা বিধবা হইয়া সেই রঘুনন্দন রামের বিরহে কেমনে দুষ্টভাবা সপত্নী কৈকেয়ীর সহিত বাস করিব! সেই শ্রীসমন্বিত বিশুদ্ধচিত্ত বীর্য্যবান্ রাম সকলেরই নাথ,—তিনি আমাদিগের এবং তোমারও রক্ষাকর্ত্তা ছিলেন; তিনি ত রাজশ্রী পরিত্যাগ করিয়া বনবাসী হইয়াছেন। ১৬—২০। অতএব তাঁহার ও তোমার বিরহে মহাবিপদে আক্রান্তা এবং কৈকেয়ীকর্ত্তৃক তিরস্কৃতা হইয়া, আমরা কিরূপে এখানে বাস করিব? হা! যে কৈকেয়ী রাজা দশরথ, রাম, সীতা ও মহাবাহু লক্ষ্মণকে পরিত্যাগ করিয়াছে, সে আর কাহাকে না পরিত্যাগ করিতে পারে?'' রঘুকুলতিলক দশরথের পত্নীরা

নিশা নক্ষত্রহীনেব স্ত্রীব ভর্ত্তৃবিবর্জ্জিতা।
পুরী নারাজতাযোধ্যা হীনা রাজ্ঞা মহাত্মনা॥ ২৪
বাষ্পপর্য্যাকুলজনা হাহাভূতকুলাঙ্গনা।
শূন্যচত্বরবেশ্মান্তা ন বভ্রাজ যথা পুরা॥ ২৫
গতে তু শোকাৎ ত্রিদিবং নরাধিপে
মহীতলস্থাসু নৃপাঙ্গনাসু চ।
নিবৃত্তচারঃ সহসা গতো রবিঃ
প্রবৃত্তচারা রজনী হ্যুপাস্থিতা॥ ২৬
ঋতে তু পুত্রাদ্দহনং মহীপতে-
র্নারোচয়ংস্তে সুহৃদঃ সমাগতাঃ।
ইতীব তস্মিন্ শয়নে ন্যবেশয়ন্
বিচিন্ত্য রাজানমচিন্ত্যদর্শনম্॥ ২৭
গতপ্রভা দ্যৌরিব ভাস্করং বিনা
ব্যপেতনক্ষত্রগণেব শর্ব্বরী।
পুরী বভাসে রহিতা মহাত্মনা-
কণ্ঠাস্রকণ্ঠাকুলমার্গচত্বরা॥ ২৮
নরাশ্চ নার্য্যশ্চ সমেত্য সঙ্ঘশো
বিগর্হমাণা ভরতস্য মাতরম্।
তদা নগর্য্যাং নরদেবসংক্ষয়ে
বভূবুরার্ত্তা ন চ শর্ম্ম লেভিরে॥ ২৯

ইত্যযোধ্যাকাণ্ডে ষট্‌ষষ্টিতমঃ সর্গঃ॥ ৬৬॥

সপ্তষষ্টিতমঃ সর্গঃ।

আক্রন্দিতনিরানন্দা সাস্রকণ্ঠজনাবিলা।
অযোধ্যায়ামবততা সা ব্যতীয়ায় শর্ব্বরী॥ ১
ব্যতীতায়ান্তু শর্ব্বর্য্যামাদিত্যস্যোদয়ে ততঃ।
সমেত্য রাজকর্ত্তারঃ সভামীয়ুর্দ্বিজাতয়ঃ॥ ২
মার্কণ্ডেয়োঽথ মৌদ্গল্যো বামদেবশ্চ কাশ্যপঃ।
কাত্যায়নো গৌতমশ্চ জাবালিশ্চ মহাযশাঃ॥ ৩
এতে দ্বিজাঃ সহামাত্যৈঃ পৃথগ্বাচমুদীরয়ন্।
বসিষ্ঠমেবাভিমুখাঃ শ্রেষ্ঠং রাজপুরোহিতম্॥ ৪
অতীতা শর্ব্বরী দুঃখং যা নো বর্ষশতোপমা।
অস্মিন্ পঞ্চত্বমাপন্নে পুত্রশোকেন পার্থিবে॥ ৫
স্বর্গস্থশ্চ মহারাজো রামশ্চারণ্যমাশ্রিতঃ।
লক্ষ্মণশ্চাপি তেজস্বী রামেণৈব গতঃ সহ॥ ৬
উভৌ ভরতশত্রুঘ্নৌ কেকয়েষু পরন্তপৌ।

বিষম শোকে আক্রান্তা, বাষ্পসমন্বিতা ও আনন্দবিহীনা হইয়া নিশ্বাস-প্রশ্বাস পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন। নক্ষত্রবিহনে রজনী ও স্বামিবিরহে কামিনী যেমন মলিনা হয়, তৎকালে মহাত্মা রাজা দশরথের বিরহে সেই অযোধ্যা নগরও সেইরূপ প্রভাহীনা হইল। তত্রত্য গৃহাদির চত্বর ও প্রান্তভাগ সম্মার্জ্জনাদিহীন এবং তথাকার পুরুষেরা অশ্রুময়মুখ ও মহিলারা হাহাকার শব্দ করায়, সেই নগরী পূর্ব্ববৎ দীপ্তি লাভ করিল না। ২১—২৫। রাজা দশরথ পুত্রশোক হেতু স্বর্গগামী এবং নৃপাঙ্গনারা ভূতলে অবস্থিতা হইলে, সূর্য্য অস্তগত এবং অন্ধকারের সহিত রাত্রি উপস্থিত হইল। সেই সকল ইক্ষ্বাকুকুলমিত্রেরা সকলে মিলিত হইয়া বিবেচনা করিয়া মৃত রাজা দশরথকে পুত্রবিরহে দাহ করা উপযুক্ত বোধ করিলেন না; সুতরাং তাঁহাকে সেই তৈলপূর্ণকটাহমধ্যে রাখিলেন। তৎকালে মহাত্মা রাজা দশরথের বিরহে অযোধ্যাসম্বন্ধীয় পথ ও চত্বর অশ্রুব্যাপ্তকণ্ঠ-জনগণে সমাকীর্ণ হওয়ায়, সেই নগরী, সূর্য্যবিহীন নভোমণ্ডল ও নক্ষত্রগণহীনা রজনীর ন্যায় প্রভাহীনা হইল; নরদেব দশরথের মৃত্যু হইলে অযোধ্যানিবাসী কি পুরুষ কি স্ত্রী, সকলেই দলে দলে মিলিত হইয়া ভরতমাতা কৈকেয়ীকে নিন্দা করিতে লাগিল এবং এরূপ দুঃখিত হইল যে, কাহারও কিছুমাত্র সুখানুভব রহিল না। ২৬—২৯।

সপ্তষষ্টিতম সর্গ।

যে রাত্রি অযোধ্যাবাসী জনগণের পক্ষে অতীব সুদীর্ঘ হইয়াছিল এবং যে রাত্রে অযোধ্যাবাসী সকলেই নিরানন্দ ও অশ্রুব্যাপ্তকণ্ঠ হইয়া হাহাকার ধ্বনি করিতেছিল, সেই রজনী অতীত হইল। রজনীর অবসান ও সূর্য্যের উদয় হইলে, রাজকার্য্যনির্ব্বাহকারী সেই সকল ব্রাহ্মণ সভাস্থ হইলেন। তৎকালে মার্কণ্ডেয়, মৌদ্গল্য, বামদেব, কাশ্যপ, কাত্যায়ন গৌতম ও মহাযশা জাবালি, এই সকল ব্রাহ্মণ, অমাত্যগণের সহিত শ্রেষ্ঠ-রাজপুরোহিত বসিষ্ঠের অভিমুখীন হইয়া পৃথক্ পৃথক্ বাক্যবিন্যাস করিতে লাগিলেন,—"রাজা দশরথ পুত্রশোকে পঞ্চত্ব পাইলে, যে রাত্রি আমাদিগের পক্ষে শতবর্ষ-তুল্য হইয়াছিল, তাহা অতি কষ্টে অতিবাহিত হইয়াছে। মহারাজ দশরথ স্বর্গে গেলেন। রাম ত অগ্রেই অরণ্যবাসী হইয়াছেন; লক্ষ্মণও তাঁহার সহিত গিয়াছেন এবং ভরত ও শত্রুঘ্ন, এই দুই শত্রুদমন ভ্রাতারাও

পুরে রাজগৃহে রম্যে মাতামহনিবেশনে ॥ ৭
ইক্ষ্বাকূণামিহাদ্যৈব কশ্চিদ্রাজা বিধীয়তাম্ ।
অরাজকং হি রাষ্ট্রং নো বিনাশং সমবাপ্নুয়াৎ ॥ ৮
নারাজকে জনপদে বিদ্যুন্মালী মহাস্বনঃ ।
অভিবর্ষতি পর্জ্জন্যো মহীং দিব্যেন বারিণা ॥ ৯
নারাজকে জনপদে বীজমুষ্টিঃ প্রকীর্য্যতে ।
নারাজকে পিতুঃ পুত্রো ভার্য্যা বা বর্ত্ততে বশে ॥ ১০
অরাজকে ধনং নাস্তি নাস্তি ভার্য্যাপ্যরাজকে ।
ইদমত্যাহিতঞ্চান্যৎ কুতঃ সত্যমরাজকে ॥ ১১
নারাজকে জনপদে কারয়ন্তি সভাং নরাঃ ।
উদ্যানানি চ রম্যাণি হৃষ্টাঃ পুণ্যগৃহাণি চ ॥ ১২
নারাজকে জনপদে যজ্ঞশীলা দ্বিজাতয়ঃ
সত্রাণ্যন্বাসতে দান্তা ব্রাহ্মণাঃ সংশিতব্রতাঃ ॥ ১৩
নারাজকে জনপদে মহাযজ্ঞেষু যজ্বনঃ ।
ব্রাহ্মণা বসুসম্পূর্ণা বিসৃজন্ত্যাপ্তদক্ষিণাঃ ॥ ১৪
নারাজকে জনপদে প্রহৃষ্টনটনর্ত্তকাঃ ।
উৎসবাশ্চ সমাজাশ্চ বর্দ্ধন্তে রাষ্ট্রবর্দ্ধনাঃ ॥ ১৫
নারাজকে জনপদে সিদ্ধার্থা ব্যবহারিণঃ ।
কথাভিরভিরজ্যন্তে কথাশীলাঃ কথাপ্রিয়ৈঃ ॥ ১৬

নারাজকে জনপদে তূদ্যানানি সমাগতাঃ ।
সায়াহ্নে ক্রীড়িতুং যান্তি কুমার্য্যো হেমভূষিতাঃ ॥ ১৭
নারাজকে জনপদে ধনবন্তঃ সুরক্ষিতাঃ ।
শেরতে বিবৃতদ্বারাঃ কৃষিগোরক্ষজীবিনঃ ॥ ১৮
নারাজকে জনপদে বাহনৈঃ শীঘ্রবাহিভিঃ ।
নরা নির্যান্ত্যরণ্যানি নারীভিঃ সহ কামিনঃ ॥ ১৯
নারাজকে জনপদে বদ্ধঘণ্টা বিষাণিনঃ ।
অটন্তি রাজমার্গেষু কুঞ্জরাঃ ষষ্টিহায়নাঃ ॥ ২০
নারাজকে জনপদে শরান্ সন্ততমস্যতাম্ ।
শ্রূয়তে তলনির্ঘোষ ইষ্বস্ত্রাণামুপাসনে ॥ ২১
নারাজকে জনপদে বণিজো দূরগামিনঃ ।
গচ্ছন্তি ক্ষেমমধ্বানং বহুপণ্যসমাচিতাঃ ॥ ২২
নারাজকে জনপদে চরত্যেকচরো বশী ।
ভাবয়ন্নাত্মনাত্মানং যত্রসায়ংগৃহো মুনিঃ ॥ ২৩
নারাজকে জনপদে যোগক্ষেমঃ প্রবর্ত্ততে ।
ন চাপ্যরাজকে সেনা শত্রূন বিষহতে যুধি ॥ ২৪
নারাজকে জনপদে হৃষ্টৈঃ পরমবাজিভিঃ ।
নরাঃ সংযান্তি সহসা রথৈশ্চ প্রতিমণ্ডিতাঃ ॥ ২৫

কেকয়রাজ্যে রমণীয় রাজগৃহ নগরে মাতামহালয়ে বাস করিতেছেন, সুতরাং আমাদিগের এই রাজ্য রাজার অভাবে বিনষ্ট হইতে পারে, অতএব আপনি অদ্যই কোন এক ইক্ষ্বাকুকুমারকে রাজা করুন।১—৮। দেখুন, অরাজক দেশে বিদ্যুন্মালাযুক্ত গর্জ্জনকারী মেঘ বারি বর্ষণ করে না; অরাজক দেশে বীজবপন হয় না; অরাজক দেশে পুত্র পিতার এবং ভার্য্যা ভর্ত্তার বশীভূত হয় না; অরাজক দেশে কাহারও ধন থাকে না; অরাজক দেশে কাহারও স্ত্রী বশবর্ত্তিনী হয় না; অরাজক দেশে আর এই এক মহৎ ভয় হয় যে, সত্যব্যবহার একেবারেই বিলুপ্ত হইয়া পড়ে; অরাজক দেশে লোকে হৃষ্ট হইয়া কোন সভা সংস্থাপন অথবা মনোহর উদ্যান ও পুণ্যজনক গৃহসকল নির্ম্মাণ করিতে পারে না; অরাজক দেশে দ্বিজাতিগণ যাগশীল হন না এবং তীক্ষ্ণব্রতধারী দমগুণোপেত ব্রাহ্মণেরাও যজ্ঞ অনুষ্ঠান করেন না; অরাজক দেশে বহুধনশালী ব্রাহ্মণেরা মহাযজ্ঞ অনুষ্ঠান করিয়াও ঋত্বিক্‌দিগকে উপযুক্ত দক্ষিণা দেন না।৯—১৪। যাহাতে নট ও নর্ত্তকেরা সন্তুষ্ট হইয়া থাকে, তদ্রূপ উৎসব সকল ও রাজ্য-শ্রীবৃদ্ধিকারক সমাজ সকল অরাজক দেশে বৃদ্ধি পায় না; অরাজক দেশে বক্তৃতাশীল ব্যবহারোপজীবীরা বক্তৃতা করিয়া অভিনন্দনযোগ্য হইলেও বক্তৃতাপ্রিয় জনগণকর্ত্তৃক অভিনন্দিত হন না, অরাজক দেশে সন্ধ্যাকালে স্বর্ণালঙ্কারভূষিতা কুমারীরা ক্রীড়ার্থ দলে দলে উদ্যানে গমন করিতে পারে না; অরাজক দেশে প্রচুরধনশালী কৃষিজীবী ও গোরক্ষাজীবীরা নির্ভয়চিত্তে দ্বার উদ্ঘাটনপূর্ব্বক শয়ন করিতে সমর্থ হয় না; অরাজক দেশে বিলাসী নটেরা নারীগণের সহিত শীঘ্রবাহী বাহনদ্বারা অরণ্যমধ্যে গমন করিতে পারে না।১৫—১৯। অরাজক দেশে প্রশস্তদন্তশালী ঘণ্টালঙ্কৃত ষষ্টিবর্ষবয়স্ক হস্তী সকল রাজপথে বিচরণ করে না; অরাজক দেশে বাণ ও অস্ত্র-শিক্ষার্থ নিরন্তর শরনিক্ষেপকারী যোধগণের তলধ্বনি শ্রুতিগোচর হয় না; অরাজক দেশে বিবিধ-পণ্যশালী দূরগামী বণিকেরা কুশলে পথে গমন করিতে পারে না; যিনি সতত মনে মনে পরমাত্মাকে চিন্তা করিতে করিতে একাকী বিচরণ করত যেখানে সন্ধ্যা হয় তথায়ই বাস করেন, এতাদৃশ জিতেন্দ্রিয় মুনিও অরাজক দেশে বিচরণ করেন না; অরাজক দেশে যোগ (অপ্রাপ্ত বস্তুর প্রাপ্তি) ও ক্ষেম (প্রাপ্ত বস্তুর রক্ষণ) এই উভয়ের প্রসক্তি থাকে না; অরাজক দেশে সৈনিকেরাও যুদ্ধে শত্রুদিগকে দমন করিতে পারে না।২০—২৪। অরাজক দেশে মানবেরা ভূষিত হইয়া হৃষ্ট ও উৎকৃষ্ট অশ্ব বা রথারোহণে

নারাজকে জনপদে নরাঃ শাস্ত্রবিশারদাঃ ।
সংবদন্তোপতিষ্ঠন্তে বনেষূপবনেষু বা ॥ ২৬
নারাজকে জনপদে মাল্যমোদকদক্ষিণাঃ ।
দেবতাভ্যর্চ্চনার্থায় কল্প্যন্তে নিয়তৈর্জনৈঃ ॥ ২৭
নারাজকে জনপদে চন্দনাগুরুরূষিতাঃ ।
রাজপুত্রা বিরাজন্তে বসন্ত ইব শাখিনঃ ॥ ২৮
যথা হ্যনুদকা নদ্যো যথাবাপ্যতৃণং বনম্ ।
অগোপালা যথা গাবস্তথা রাষ্ট্রমরাজকম্ ॥ ২৯
ধ্বজো রথস্য প্রজ্ঞানং ধূমো জ্ঞানং বিভাবসোঃ ।
তেষাং যো নো ধ্বজো রাজা স দেবত্বমিতো গতঃ ॥ ৩০
নারাজকে জনপদে স্বকং ভবতি কস্যচিৎ ।
মৎস্যা ইব জনা নিত্যং ভক্ষয়ন্তি পরস্পরম্ ॥ ৩১
যে হি সম্ভিন্নমর্য্যাদা নাস্তিকাশ্ছিন্নসংশয়াঃ ।
তেঽপি ভাবায় কল্পন্তে রাজদণ্ডনিপীড়িতাঃ ॥ ৩২
যথা দৃষ্টিঃ শরীরস্য নিত্যমেব প্রবর্ত্ততে ।
তথা নরেন্দ্রো রাষ্ট্রস্য প্রভবঃ সত্যধর্ম্ময়োঃ ॥ ৩৩
রাজা সত্যঞ্চ ধর্ম্মশ্চ রাজা কুলবতাং কুলম্ ।
রাজা মাতা পিতা চৈব রাজা হিতকরো নৃণাম্ ॥ ৩৪
যমো বৈশ্রবণঃ শক্রো বরুণশ্চ মহাবলঃ ।
বিশিষ্যন্তে নরেন্দ্রেণ বৃত্তেন মহতা ততঃ ॥ ৩৫
অহো তম ইবেদং স্যান্ন প্রজ্ঞায়েত কিঞ্চন ।
রাজা চেন্ন ভবেল্লোকে বিভজন্ সাধ্বসাধুনী ॥ ৩৬
জীবত্যপি মহারাজে তবৈব বচনং বয়ম্ ।
নাতিক্রমামহে সর্ব্বে বেলাং প্রাপ্যেব সাগরঃ ॥ ৩৭
স নঃ সমীক্ষ্য দ্বিজবর্য্য বৃত্তং
নৃপং বিনা রাষ্ট্রমরণ্যভূতম্ ।
কুমারমিক্ষ্বাকুসুতং তথান্যং
ত্বমেব রাজানমিহাভিষেচয় ॥ ৩৮

ইত্যযোধ্যাকাণ্ডে সপ্তষষ্টিতমঃ সর্গঃ ॥ ৬৭ ॥

অষ্টষষ্টিতমঃ সর্গঃ ।

তেষাং তদ্বচনং শ্রুত্বা বসিষ্ঠঃ প্রত্যুবাচ হ ।
মিত্রামাত্যজনান্ সর্ব্বান্ ব্রাহ্মণাংস্তানিদং বচঃ ॥ ১
যদসৌ মাতুলকুলে দত্তরাজ্যঃ পরং সুখী ।
ভরতো বসতি ভ্রাত্রা শত্রুঘ্নেন মুদান্বিতঃ ॥ ২
তৌ শীঘ্রং জবনা দূতা গচ্ছন্তু ত্বরিতং হয়ৈঃ ।
আনেতুং ভ্রাতরৌ বীরৌ কিং সমীক্ষামহে বয়ম্ ॥ ৩

সহসা ইতস্তত ভ্রমণ করিতে পারে না, অরাজক দেশে বন বা উপবন মধ্যে শাস্ত্রবিশারদ ব্যক্তিরা পরস্পর শাস্ত্রীয়বিচারপূর্ব্বক অবস্থান করিতে পারে না, অরাজক দেশে লোকেরা দেবতা-আরাধনার্থ নিয়ত মাল্য, মিষ্টদ্রব্য ও দক্ষিণা কল্পনা করেন না এবং অরাজক জনপদে রাজপুত্রেরা চন্দন ও অগুরুচর্চ্চিত হইয়া বসন্তকালীন তরুর ন্যায় বিরাজিত হন না। জলবিহীন নদী, তৃণরহিত বন ও পালকহীন গো-যূথের যেরূপ অবস্থা হয়, অরাজক জনপদও সেইরূপ অবস্থাপন্ন হইয়া থাকে। ২৫—২৯। যেরূপ ধ্বজ রথের এবং ধূম অগ্নির চিহ্ন, সেইরূপ যে রাজা অস্মদাদি প্রজাগণের চিহ্নস্বরূপ ছিলেন, তিনি এখন ইহলোক পরিত্যাগ করিয়া দেবত্ব লাভ করিয়াছেন। অরাজক জনপদে কেহই কাহারও আত্মীয় হয় না, সকল ব্যক্তিই মৎস্যগণের ন্যায় পরস্পর পরস্পরকে ভক্ষণ করে এবং যে সকল ধর্ম্মমর্য্যাদা লঙ্ঘনকারী নাস্তিকেরা পূর্ব্বে রাজদণ্ডে দণ্ডিত হইয়া অভিভূত হইয়াছিল, তাহারাও নিঃশঙ্কহৃদয়ে প্রভুতা-স্থাপনে উদ্যত হয়। নয়ন যেরূপ নিয়তই শরীরের হিতসাধনে প্রবৃত্ত হইয়া থাকে, সেইরূপ সত্য ও ধর্ম্মের প্রবর্ত্তক রাজাও সর্ব্বদাই রাজ্যের হিতসাধনে প্রবৃত্ত হইয়া থাকেন। ৩০—৩৩। রাজাই সত্য, রাজাই ধর্ম্ম; রাজাই কুলীনদিগের কুল; রাজাই সকলের মাতা-পিতা এবং রাজাই সকলের হিতকারী; রাজা তদীয় এই অতি উৎকৃষ্ট চরিত্রদ্বারা ইন্দ্র, যম, কুবের ও বরুণ দেবকেও অতিক্রম করেন। আহা! যদি রাজা ইহলোকে সাধু ও অসাধু কার্য্যের বিভাগ না করিতেন, তাহা হইলে এই ভূমণ্ডল অন্ধকারের ন্যায় হইত,—পৃথিবীমধ্যে কাহারও কার্য্যাকার্য্য-জ্ঞান থাকিত না। মহারাজ দশরথ জীবিত থাকিতেও যেরূপ সমুদ্র বেলা-ভূমি অতিক্রম করে না, সেইরূপ আমরাও আপনার বাক্য লঙ্ঘন করি নাই; অতএব দ্বিজবর! সম্প্রতি রাজা ব্যতিরেকে আমাদিগের এই রাজ্য অরণ্যতুল্য হইয়াছে, ইহা বিবেচনা করিয়া আপনি অন্য কোন ইক্ষ্বাকুবংশীয় কুমারকে রাজপদে অভিষিক্ত করুন।” ৩৪—৩৮।

অষ্টষষ্টিতম সর্গ ।

সেই সকল ব্রাহ্মণ, মিত্র, অমাত্য ও অপরাপর ব্যক্তিদিগের বাক্য শুনিয়া বসিষ্ঠ ঋষি তাঁহাদিগকে প্রত্যুক্তি করিলেন,—“রাজা দশরথ যাঁহাকে রাজ্য প্রদান করিয়াছেন, সেই ভরত, ভ্রাতা শত্রুঘ্নের সহিত সানন্দে মাতুলালয়ে বাস করিতেছেন; অতএব দ্রুতগামী দূতেরা শীঘ্রই অশ্বারোহণে সেই দুই বীর

গচ্ছন্ত্বিতি ততঃ সর্ব্বে বসিষ্ঠং বাক্যমব্রুবন্।
তেষাং তদ্বচনং শ্রুত্বা বসিষ্ঠো বাক্যমব্রবীৎ॥ ৪
এহি সিদ্ধার্থ বিজয় জয়ন্তাশোক নন্দন।
শ্রূয়তামিতিকর্ত্তব্যং সর্ব্বানেব ব্রবীমি বঃ॥ ৫
পুরং রাজগৃহং গত্বা শীঘ্রং শীঘ্রজবৈর্হয়ৈঃ।
ত্যক্তশোকৈরিদং বাচ্যঃ শাসনাদ্ভরতো মম॥ ৬
পুরোহিতস্ত্বাং কুশলং প্রাহ সর্ব্বে চ মন্ত্রিণঃ।
ত্বরমাণশ্চ নির্যাহি কৃত্যমাত্যয়িকং ত্বয়া॥ ৭
মা চাস্মৈ প্রোষিতং রামং মা চাস্মৈ পিতরং মৃতম্।
ভবন্তঃ শংসিষুর্গত্বা রাঘবাণামিমং ক্ষয়ম্॥ ৮
কৌশেয়ানি চ বস্ত্রাণি ভূষণানি বরাণি চ।
ক্ষিপ্রমাদায় রাজ্ঞশ্চ ভরতস্য চ গচ্ছত॥ ৯
দত্তপথ্যশনা দূতা জগ্মুঃ স্বং স্বং নিবেশনম্।
কেকয়াংস্তে গমিষ্যন্তো হয়ানারুহ্য সম্মতান্॥ ১০
ততঃ প্রাস্থানিকং কৃত্বা কার্য্যশেষমনন্তরম্।
বসিষ্ঠেনাভ্যনুজ্ঞাতা দূতাঃ সন্ত্বরিতং যযুঃ॥ ১১
ন্যন্তেনাপরতালস্য প্রলম্বস্যোত্তরং প্রতি।
নিষেবমাণাস্তে জগ্মুর্নদীং মধ্যেন মালিনীম্॥ ১২
তে হাস্তিনপুরে গঙ্গাং তীর্ত্বা প্রত্যঙ্মুখা যযুঃ।
পাঞ্চালদেশমাসাদ্য মধ্যেন কুরুজাঙ্গলম্॥ ১৩
সরাংসি চ সুফুল্লানি নদীশ্চ বিমলোদকাঃ।
নিরীক্ষমাণা জগ্মুস্তে দূতাঃ কার্য্যবশাদ্দ্রুতম্॥ ১৪
তে প্রসন্নোদকাং দিব্যাং নানাবিহগসেবিতাম্।
উপাতিজগ্মুর্বেগেন শরদণ্ডাং জলাকুলাম্॥ ১৫
নিকূলবৃক্ষমাসাদ্য দিব্যং সত্যোপযাচনম্।
অভিগম্যাভিবাদ্যং তং কুলিঙ্গাং প্রাবিশন্ পুরীম্॥ ১৬
অভিকালং ততঃ প্রাপ্য তেজোভিভবনাচ্চ্যুতাঃ।
পিতৃপৈতামহীং পুণ্যাং তেরুরিক্ষুমতীং নদীম্॥ ১৭
অবেক্ষ্যাঞ্জলিপানাংশ্চ ব্রাহ্মণান্ বেদপারগান্।
যযুর্মধ্যেন বাহ্লীকান্ সুদামানঞ্চ পর্ব্বতম্॥ ১৮
বিষ্ণোঃ পদং প্রেক্ষমাণা বিপাশাঞ্চাপি শাল্মলীম্।
নদীর্বাপীস্তড়াগানি পল্বলানি সরাংসি চ॥ ১৯
পশ্যন্তো বিবিধাংশ্চাপি সিংহান্ ব্যাঘ্রান্ মৃগান্ দ্বিপান্।

ভ্রাতাকে আনয়নার্থ তথায় গমন করুক। এবিষয়ে আমরা আর কি বিবেচনা করিব?” ১—৩। পরে সেই ব্রাহ্মণ প্রভৃতি সকলেই “তথাস্তু” বলিয়া বসিষ্ঠ ঋষির বাক্য অনুমোদন করিলেন। তাঁহাদিগের সেই বাক্য শুনিয়া বসিষ্ঠ ঋষি, সিদ্ধার্থ প্রভৃতিকে বলিলেন, —“ওহে সিদ্ধার্থ! ওহে বিজয়! ওহে জয়ন্ত! ওহে অশোক! ওহে নন্দন! তোমরা এদিকে আইস; তোমাদিগের সকলকে যাহা যাহা করিতে হইবে, আমি তাহা বলিতেছি, শ্রবণ কর।—তোমরা শীঘ্র দ্রুতগামি-অশ্বারোহণে রাজগৃহ নগরে যাইয়া, শোক পরিত্যাগপূর্ব্বক, আমার আদেশানুসারে ভরতকে বলিও যে, পুরোহিত বসিষ্ঠ ও অমাত্যগণ আপনার কুশল জিজ্ঞাসা করিয়াছেন। আপনি সত্বর নির্গত হউন; কেননা, তথায় যাইয়া আপনাকে এরূপ কার্য্য নির্ব্বাহ করিতে হইবে, যাহাতে আর কাল বিলম্ব করা উচিত নহে। ৪—৭। তোমরা এখান হইতে তথায় যাইয়া তাঁহাকে রঘুবংশীয়দিগের অনিষ্টবার্ত্তা প্রদান করিও না,—রাম অরণ্যবাসী হইয়াছেন এবং রাজা দশরথের মৃত্যু হইয়াছে, ইহা বলিও না; কেকয়রাজ ও ভরতের নিমিত্ত কৌশেয় বস্ত্র ও উৎকৃষ্ট ভূষণ লইয়া, তোমরা শীঘ্রই প্রস্থান কর।” বসিষ্ঠদেব সিদ্ধার্থ প্রভৃতি দূতগণকে এই বলিয়া পাথেয় প্রদান করিলে, তাহারা সুসম্মত অশ্ব-আরোহণে কেকয়রাজ্যে যাইতে উদ্যত হইয়া স্ব স্ব আবাসে গমন করিল। পরে তাহারা সত্বর হইয়া প্রস্থানকালোচিত অত্যাবশ্যক অবশিষ্ট কার্য্য সমাধা করিয়া প্রস্থান করিল ৮—১১। তাহারা পশ্চিম-দিকে অপরতালনামক দেশের এবং উত্তরদিকে প্রলম্বনামক জনপদের মধ্যপ্রবাহিণী মালিনী নদীর শোভা সন্দর্শন করত যাইতে লাগিল। পরে হস্তিনা-পুরে যাইয়া গঙ্গা উত্তীর্ণ হইয়া পাঞ্চাল দেশ অতিক্রম করিয়া পশ্চিমাভিমুখে কুরুজাঙ্গলের মধ্যভাগ দিয়া যাইতে লাগিল। সেই দূতেরা প্রফুল্লকমলশোভিত সরোবর ও স্বচ্ছজলশালিনী নদী সকল দর্শন করত কার্য্যবশতঃ দ্রুত গমন করিল। পরে তাহারা বেগ-সহকারে নানাবিধ বিহঙ্গগণসেবিতা বিমলজল-পরিব্যাপ্তা শরদণ্ডা নাম্নী মনোহারিণী নদী অতিক্রম করিয়া বন্দনীয় অভীষ্ট বরপ্রদ নিকূল-নামক দিব্য বৃক্ষের সমীপবর্ত্তী হইয়া তাহা প্রদক্ষিণ করিয়া কুলিঙ্গানাম্নী পুরীতে প্রবেশ করিল ১২—১৬। পরে অভিকাল ও তেজোভিভবননামক গ্রামদ্বয় অতিক্রম করিয়া ইক্ষ্বাকুবংশীয়দিগের পিতৃ-পিতামহ-সেবিতা পুণ্যদায়িনী ইক্ষুমতী নদী উত্তীর্ণ হইয়া বাহ্লীক দেশের মধ্য দিয়া গমন করত অঞ্জলিদ্বারা জলপায়ী বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণদিগকে দর্শনপূর্ব্বক সুদামা পর্ব্বতে গিয়া উপস্থিত হইল। স্বামিশাসনানুষ্ঠাতা সেই সকল দূতেরা তথায় বিষ্ণুপদ-চিহ্ন দেখিয়া বিপাশা ও শাল্মলী প্রভৃতি নদী, বাপী, তড়াগ, পল্বল, সরোবর এবং বিবিধ ব্যাঘ্র, সিংহ, হস্তী

যযুঃ পথাতিমহতা শাসনং ভর্ত্তুরীপ্সবঃ ॥ ২০
তে শ্রান্তবাহনা দূতা বিকৃষ্টেন পথা সতা।
গিরিব্রজং পুরবরং শীঘ্রমাসেদুরঞ্জসা ॥ ২২

ভর্ত্তুঃ প্রিয়ার্থং কুলরক্ষণার্থং
ভর্ত্তুশ্চ বংশস্য পরিগ্রহার্থম্।
অহেড়মানাস্ত্বরয়া স্ম দূতা
রাত্র্যান্তু তে তৎপুরমেব যাতাঃ ॥ ২৩

ইত্যযোধ্যাকাণ্ডে অষ্টষষ্টিতমঃ সর্গঃ ॥ ৬৮ ॥

একোনসপ্ততিতমঃ সর্গঃ।

যমেব রাত্রিং তে দূতাঃ প্রবিশন্তি স্ম তাং পুরীম্।
ভরতেনাপি তাং রাত্রিং স্বপ্নো দৃষ্টোঽয়মপ্রিয়ঃ ॥ ১
ব্যুষ্টামেব তু তাং রাত্রিং দৃষ্ট্বা তং স্বপ্নমপ্রিয়ম্।
পুত্রো রাজাধিরাজস্য সুভৃশং পর্য্যতপ্যত ॥ ২
তপ্যমানং তমাজ্ঞায় বয়স্যাঃ প্রিয়বাদিনঃ।
আয়াসং বিনয়িষ্যন্তঃ সভায়াং চক্রিরে কথাঃ ॥ ৩
বাদয়ন্তি তদা শান্তিং লাসয়ন্ত্যপি চাপরে।
নাটকান্যপরে স্মাহুর্হাস্যানি বিবিধানি চ ॥ ৪
স তৈর্মহাত্মা ভরতঃ সখিভিঃ প্রিয়বাদিভিঃ।
গোষ্ঠীহাস্যানি কুর্ব্বদ্ভির্ন প্রাহৃষ্যত রাঘবঃ ॥ ৫

ও মৃগ সকল দর্শন করত অতিবৃহৎ পথ দিয়া যাইতে লাগিল। তাহারা দ্রুতগতিতে সেই অতিদূর নিরুপদ্রব পথ দিয়া গমন করত শ্রান্তবাহন হইয়া শীঘ্র গিরিব্রজপুরে গিয়া উপস্থিত হইল। সেই দূতেরা স্বামীর প্রিয়কার্য্যসমাধান ও বংশরক্ষার্থ এবং প্রজাকুলপালনার্থ যত্নশীল হইয়া সত্বর রজনীতেই সেই নগরে প্রবেশ করিল। ১৭—২২।

ঊনসপ্ততিতম সর্গ।

যে রাত্রে সেই দূতেরা সেই পুরে প্রবেশ করিল, সেই রাত্রেই রাজাধিরাজ-দশরথ-তনয় ভরত এক অশুভ স্বপ্ন দেখিলেন। তিনি নিশাশেষে সেই অপ্রিয় স্বপ্ন দেখিয়া অতীব পরিতাপান্বিত হইলেন। তাঁহাকে পরিতাপান্বিত দেখিয়া, তদীয় প্রিয়বাদী বয়স্যগণ তাঁহার খেদ দূর করিবার মানসে সভায় যাইয়া বিবিধ কথাপ্রসঙ্গ করিলেন। তাঁহার শান্তির উদ্দেশে কেহ মনোহর বাদ্য, কেহ নৃত্য, কেহ বা বিবিধ প্রহসন নাটকের অভিনয় করিতে লাগিলেন। রঘুনন্দন মহাত্মা ভরত সেই সকল প্রিয়দর্শনার্থ ক্রীড়া-সমাজোচিত-হাস্যজনক-নৃত্যগীতাদিকারী সখাদিগের অবলম্বিত

তমব্রবীৎ প্রিয়সখো ভরতং সখিভির্বৃতম্।
সুহৃদ্ভিঃ পর্য্যুপাসীনঃ কিং সখে নানুমোদসে ॥ ৬
এবং ব্রুবাণং সুহৃদং ভরতঃ প্রত্যুবাচ হ।
শৃণু ত্বং যন্নিমিত্তং মে দৈন্যমেতদুপাগতম্ ॥ ৭
স্বপ্নে পিতরমদ্রাক্ষং মলিনং মুক্তমূর্দ্ধজম্।
পতন্তমদ্রিশিখরাৎ কলুষে গোময়ে হ্রদে ॥ ৮
প্লবমানশ্চ মে দৃষ্টঃ স তস্মিন্ গোময়ে হ্রদে।
পিবন্নঞ্জলিনা তৈলং হসন্নিব মুহুর্মুহুঃ ॥ ৯
ততস্তিলোদনং ভুক্ত্বা পুনঃপুনরধঃশিরাঃ।
তৈলেনাভ্যক্তসর্ব্বাঙ্গস্তৈলমেবাবগাহত ॥ ১০
স্বপ্নেঽপি সাগরং শুষ্কং চন্দ্রঞ্চ পতিতং ভুবি।
উপরুদ্ধাঞ্চ জগতীং তমসেব সমাবৃতাম্ ॥ ১১
ঔপবাহ্যস্য নাগস্য বিষাণং শকলীকৃতম্।
সহসা চাপি সংশান্তা জ্বলিতা জাতবেদসঃ ॥ ১২
অবদীর্ণাঞ্চ পৃথিবীং শুষ্কাংশ্চ বিবিধান্ দ্রুমান্।
অহং পশ্যামি বিধ্বস্তান্ সধূমাংশ্চৈব পর্ব্বতান্ ॥ ১৩
পীঠে কার্ষ্ণায়সে চৈনং নিষণ্ণং কৃষ্ণবাসসম্।
প্রহরন্তি স্ম রাজানং প্রমদাঃ কৃষ্ণপিঙ্গলাঃ ॥ ১৪
ত্বরমাণশ্চ ধর্ম্মাত্মা রক্তমাল্যানুলেপনঃ।

উপায়ে আনন্দিত হইলেন না। ১—৫। তখন সেই বয়স্যগণ-পরিবৃত ভরতের কোন প্রিয়তম সখা তাঁহাকে বলিলেন,—সখে! তুমি বন্ধুগণকর্ত্তৃক প্রহর্ষিত হইয়াও কেন আনন্দিত হইতেছ না?’ বন্ধু সেইরূপ জিজ্ঞাসা করিলে, ভরত তাঁহাকে প্রত্যুত্তর করিলেন, “যে নিমিত্ত আমার এই দীনভাব হইয়াছে, তাহা বলিতেছি, শ্রবণ কর। আমি স্বপ্নে দেখিয়াছি, পিতা মলিন ও মুক্তকেশ হইয়া পর্ব্বত-শিখর হইতে ক্লেশদায়ক গোময়-পূরিত-হ্রদমধ্যে পড়িতেছেন এবং ইহাও আমি দেখিয়াছি যে তিনি হাসিতে হাসিতে বারংবার অঞ্জলিদ্বারা তৈল পান করত সেই গোময়হ্রদে কিয়ৎকাল সন্তরণ করিয়া তিলমিশ্রিত অন্ন ভক্ষণপূর্ব্বক নতশিরা ও তৈলাক্ত হইয়া তৈলমধ্যে পুনঃপুনঃ অবগাহন করিতেছেন। ৬—১০। সখে! আমি স্বপ্নে আরও দেখিয়াছি যে, সাগর শুষ্ক, চন্দ্র ভূতলে পতিত, পৃথিবী রাক্ষসগণে উপক্রুত ও যেন তিমিরাবৃত, রাজবাহী হস্তীর দন্ত ছিন্ন, অসত্ত অনল সহসা প্রশান্ত, পৃথিবী বিদীর্ণা, অনেক বৃক্ষ শুষ্ক এবং পর্ব্বত সকল ছিন্নভিন্ন ও ধূম-ব্যাপ্ত হইয়াছে। রাজা দশরথ কৃষ্ণবর্ণ বসন পরিধানপূর্ব্বক কৃষ্ণ-লৌহ-নির্ম্মিত পীঠোপরি বসিয়া রহিয়াছেন এবং কৃষ্ণবর্ণা ও পিঙ্গলবর্ণা রমণীরা তাঁহাকে প্রহার করিতেছে, ইহাও

রথেন খরযুক্তেন প্রয়াতো দক্ষিণামুখঃ ॥ ১৫
প্রহসন্তীব রাজানং প্রমদা রক্তবাসিনী ।
প্রকর্ষন্তী ময়া দৃষ্টা রাক্ষসী বিকৃতাননা ॥ ১৬
এবমেতন্ময়া দৃষ্টমিমাং রাত্রিং ভয়াবহাম্ ।
অহং রামোহথবা রাজা লক্ষ্মণো বা মরিষ্যতি ॥ ১৭
নরো যানেন যঃ স্বপ্নে খরযুক্তেন যাতি হি ।
অচিরাৎ তস্য ধূমাগ্রং চিতায়াং সম্প্রদৃশ্যতে ॥ ১৮
এতন্নিমিত্তং দীনোহহং ন বচঃ প্রতিপূজয়ে ।
শুষ্যতীব চ মে কণ্ঠো ন স্বস্থমিব মে মনঃ ॥ ১৯
ন পশ্যামি ভয়স্থানং ভয়ঞ্চৈবোপধারয়ে ।
ভ্রষ্টশ্চ স্বরযোগো মে চ্ছায়া চাপগতা মম ॥ ২০
জুগুপ্স ইব চাত্মানং ন চ পশ্যামি কারণম্ ॥ ২১

ইমাঞ্চ দুঃস্বপ্নগতিং নিশম্য হি
ত্বনেকরূপামবিতর্কিতাং পুরা ।
ভয়ং মহৎ তদ্ধৃদয়ান্ন যাতি মে
বিচিন্ত্য রাজানমচিন্ত্যদর্শনম্ ॥ ২২

ইত্যযোধ্যাকাণ্ডে একোনসপ্ততিতমঃ সর্গঃ ॥ ৬৯ ॥

আমি স্বপ্নে দেখিয়াছি। আরও আমি স্বপ্নে ইহাও দেখিয়াছি যে, ধর্ম্মাত্মা রাজা দশরথ রক্তমাল্যধারী হইয়া খর-যোজিত রথে আরোহণ করিয়া দ্রুত দক্ষিণ দিঙ্মুখে যাইতেছেন এবং বিকৃতবদনা রক্তাম্বর-পরিধানা এক রাক্ষসী যেন হাসিতে হাসিতে তাঁহাকে আকর্ষণ করিতেছে। ১১—১৬। এই ভয়প্রদ রাত্রে আমি এইরূপ স্বপ্ন দেখিয়াছি, তাহাতে আমার বোধ হইতেছে যে, হয় আমিই মরিব অথবা রাজা দশরথ, রাম কি লক্ষ্মণ, ইহাঁদিগের মধ্যে কেহ না কেহ মরিবেন! স্বপ্নে যে ব্যক্তিকে খরযুক্ত রথে গমন করিতে দেখা যায়, শীঘ্রই সেই ব্যক্তির চিতার ধূমশিখা দৃষ্টি-গোচর হয়; এই জন্যই আমি দীনভাবাপন্ন হইয়াছি; আমার কণ্ঠ শুষ্ক হইতেছে এবং আমার মনও সুস্থ নাই; সেইজন্যই আমি তোমাদিগের বাক্যে আনন্দ লাভ করিতেছি না। সখে! আমি ভয়ের কারণ দেখিতে পাইতেছি না, অথচ যেন ভয় উপস্থিত হইয়াছে বোধ করিতেছি; এবং আমার বোধ হইতেছে যেন আমি নিন্দনীয় হইয়াছি, অথচ ইহার কোন কারণ দেখিতেছি না! দেখ, আমার স্বর ভগ্ন ও কান্তি মলিন হইয়াছে! অচিন্ত্যপূর্ব্ব সেই বহুরূপ স্বপ্নের গতি বিবেচনা করিয়া রাজা দশরথকে মৃত বোধ করত আমার মন হইতে সেই মহৎ ভয় দূর হইতেছে না।” ১৭—২২।

সপ্ততিতম সর্গঃ ।

ভরতে ব্রুবতি স্বপ্নং দূতাস্তে ক্লান্তবাহনাঃ ।
প্রবিশ্যাসহ্যপরিখং রম্যং রাজগৃহং পুরম্ ॥ ১
সমাগম্য চ রাজ্ঞা তে রাজপুত্রেণ চার্চ্চিতাঃ ।
রাজ্ঞঃ পাদৌ গৃহীত্বা চ তমূচুর্ভরতং বচঃ ॥ ২
পুরোহিতস্ত্বাং কুশলং প্রাহ সর্ব্বে চ মন্ত্রিণঃ ।
ত্বরমাণশ্চ নির্য্যাহি কৃত্যমাত্যয়িকং ত্বয়া ॥ ৩
ইমানি চ মহার্হাণি বস্ত্রাণ্যাভরণানি চ ।
প্রতিগৃহ্য বিশালাক্ষ মাতুলস্য চ দাপয় ॥ ৪
অত্র বিংশতিকোট্যস্তু নৃপতের্মাতুলস্য তে ।
দশকোট্যস্তু সম্পূর্ণাস্তথৈব চ নৃপাত্মজ ॥ ৫
প্রতিগৃহ্য তু তৎসর্ব্বং স্বনুরক্তঃ সুহৃজ্জনে ।
দূতানুবাচ ভরতঃ কামৈঃ সম্প্রতিপূজ্য তান্ ॥ ৬
কচ্চিৎ স কুশলী রাজা পিতা দশরথো মম ।
কচ্চিদারোগ্যতা রামে লক্ষ্মণে চ মহাত্মনি ॥ ৭
আর্য্যা চ ধর্ম্মনিরতা ধর্ম্মজ্ঞা ধর্ম্মবাদিনী ।

সপ্ততিতম সর্গ ।

বন্ধুগণের নিকট ভরত স্বপ্নবৃত্তান্ত বলিতেছেন, এমত সময়ে সেই সিদ্ধার্থপ্রভৃতি দূতেরা ক্লান্তবাহন হইয়া অলঙ্ঘনীয়-পরিখা-পরিব্যাপ্ত রমণীয় রাজগৃহ নগরে প্রবেশ করিয়া কেকয়রাজ ও তদীয় পুত্রের সহিত যথারীতি সমাগমপূর্ব্বক তাঁহাদিগের নিকট সমুচিত সম্মান লাভানন্তর মহীপতি ভরতের চরণে প্রণাম করত তাঁহাকে বলিলেন, বিশাললোচন! পুরোহিত বশিষ্ঠ ও অমাত্যগণ আপনাকে কুশলবার্ত্তা প্রেরণ করিয়াছেন। আপনি সত্বর হইয়া এখান হইতে চলুন, কেমনা, তথায় যাইয়া আপনাকে এরূপ কার্য্য সম্পন্ন করিতে হইবে, যাহাতে আর কালবিলম্ব করা উচিত নহে। রাজকুমার! এই বিংশতিকোটি বস্ত্র ও আভরণ আপনার মাতামহ কেকয়রাজ অশ্বপতির নিমিত্ত আনীত হইয়াছে, আপনি এই সকল মহামূল্য বসন ও ভূষণ গ্রহণ করিয়া তাঁহাকে প্রদান করুন এবং এই দশকোটি বস্ত্র ও আভরণ আপনার জন্য—আপনি ইহা লইয়া ইচ্ছানুসারে অনুরক্ত, বন্ধু ও আপনার ব্যক্তিদিগকে বিতরণ করুন।” ১—৫। পরে ভরত সেই সমস্ত দ্রব্যাদি স্বীকারপূর্ব্বক দূতদিগকে অভিলষিত বস্তুদ্বারা সংকৃত করিয়া কহিলেন, আমার পিতা রাজা দশরথ কুশলে আছেন ত? মহাত্মা রাম ও লক্ষ্মণের কুশল ত? ধর্ম্মবিষয়ে যাঁহার সম্পূর্ণ জ্ঞান আছে এবং যিনি স্বয়ং সতত ধর্ম্ম অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন, আর সকলকেও

অরোগা চাপি কৌসল্যা মাতা রামস্য ধীমতঃ। ৮
কচ্চিৎ সুমিত্রা ধর্ম্মজ্ঞা জননী লক্ষ্মণস্য যা।
শত্রুঘ্নস্য চ বীরস্য অরোগা চাপি মধ্যমা। ৯
আত্মকামা সদা চণ্ডী ক্রোধনা প্রাজ্ঞমানিনী।
অরোগা চাপি মে মাতা কৈকেয়ী কিমুবাচ হ। ১০
এবমুক্তাস্তে দূতা ভরতেন মহাত্মনা।
উচুঃ সম্প্রশ্রিতং বাক্যমিদং তং ভরতং তদা। ১১
কুশলাস্তে নরব্যাঘ্র যেষাং কুশলমিচ্ছসি।
শ্রীশ্চ ত্বাং বৃণুতে পদ্মা যুজ্যতাঞ্চাপি তে রথঃ। ১২
ভরতশ্চাপি তান্ দূতানেবমুক্তোঽভ্যভাষত।
আপৃচ্ছেঽহং মহারাজং দূতাঃ সন্ত্বরয়ন্তি মাম্। ১৩
এবমুক্ত্বা তু তান্ দূতান্ ভরতঃ পার্থিবাত্মজঃ।
দূতৈঃ সঞ্চোদিতো বাক্যং মাতামহমুবাচ হ। ১৪
রাজন্ পিতুর্গমিষ্যামি সকাশং দূতচোদিতঃ।
পুনরপ্যহমেষ্যামি যদা মে ত্বং স্মরিষ্যসি। ১৫
ভরতেনৈবমুক্তস্তু নৃপো মাতামহস্তদা।
তমুবাচ শুভং বাক্যং শিরস্যাঘ্রায় রাঘবম্। ১৬
গচ্ছ তাতানুজানে ত্বাং কৈকেয়ী সুপ্রজাস্ত্বয়া।
মাতরং কুশলং ব্রূয়াঃ পিতরঞ্চ পরন্তপ। ১৭
পুরোহিতঞ্চ কুশলং যে চান্যে দ্বিজসত্তমাঃ।
তৌ চ তাত মহেষ্বাসৌ ভ্রাতরৌ রামলক্ষ্মণৌ। ১৮
তস্মৈ হস্ত্যুত্তমাংশ্চিত্রান্ কম্বলানজিনানি চ।
সৎকৃত্য কেকয়ো রাজা ভরতায় দদৌ ধনম্। ১৯
অন্তঃপুরেঽতিসংবৃদ্ধান্ ব্যাঘ্রবীর্য্যবলোপমান্।
দংষ্ট্রায়ুধান্ মহাকায়ান শুনশ্চোপায়নং দদৌ। ২০
রুক্মনিষ্কসহস্রে দ্বে ষোড়শাশ্বশতানি চ।
সৎকৃত্য কৈকয়ীপুত্রং কেকয়ো ধনমাদিশৎ। ২১
তদামাত্যানভিপ্রেতান্ বিশ্বাস্যাংশ্চ গুণান্বিতান্।
দদাবশ্বপতিঃ শীঘ্রং ভরতায়ানুযায়িনঃ। ২২
ঐরাবতানৈন্দ্রশিরান্ নাগান্ বৈ প্রিয়দর্শনান্।
খরান্ শীঘ্রান্ সুসংযুক্তান্মাতুলোঽস্মৈ ধনং দদৌ। ২৩
স দত্তং কেকয়েন্দ্রেণ ধনং তন্নাভ্যনন্দত।
ভরতঃ কৈকয়ীপুত্রো গমনত্বরয়া তদা। ২৪
বভূব হ্যস্য হৃদয়ে চিন্তা সুমহতী তদা।
ত্বরয়া চাপি দূতানাং স্বপ্নস্যাপি চ দর্শনাৎ। ২৫

ধর্ম্ম অনুষ্ঠান করিতে উপদেশ দেন, ধীসম্পন্ন রামের জননী সেই মহামান্যা কৌশল্যা দেবী ত ভাল আছেন? যিনি বীর লক্ষ্মণ ও শত্রুঘ্নকে প্রসব করিয়াছেন, সেই ধর্ম্মশীলা সুমিত্রা দেবীর ত কোন রোগ হয় নাই? এবং নিয়ত কর্কশ-স্বভাবা, ক্রোধপ্রকৃতি, প্রাজ্ঞমানিনী ও কেবল নিজহিতসাধন-তৎপরা সেই মধ্যম-রাজমহিষী আমার জননী কৈকেয়ী দেবী ত ভাল আছেন? তিনি আমাকে কি বলিয়াছেন?" ৮—১০। মহাত্মা ভরত সেইরূপ প্রশ্ন করিলে সেই দূতেরা তাঁহাকে বিনীতভাবে বলিল, "নরব্যাঘ্র! আপনি যাঁহাদিগের কুশল কামনা করিতেছেন, তাঁহারা কুশলে আছেন। এক্ষণে পদ্মাসনা লক্ষ্মী দেবী আপনাকে আশ্রয় করিতে উদ্যতা হইয়াছেন, আপনি সত্বর রথ যোজিত করিতে আদেশ করুন।" সেই দূতগণ ঐরূপ বলিলে রাজকুমার ভরত তাহাদিগকে বলিলেন, "আমি মহারাজ অশ্বপতিকে 'আমাকে অযোধ্যা যাইতে দূতগণ ত্বরান্বিত করিতেছে, অতএব অনুমতি দিউন' এই বলিয়া তাঁহার অনুমতি গ্রহণ করি।" তিনি সেই দূতদিগকে ঐরূপ বলিলে, তাহারাও বলিল "তবে শীঘ্র অনুমতি গ্রহণ করুন" এই কথা শুনিয়া ভরত মাতামহকে বলিলেন, "রাজন্! আমি দূতগণের নিয়মানুসারে পিতার নিকট যাইতে অভিলাষী হইয়াছি, আপনি অনুমতি করুন। আপনি যখন আমাকে স্মরণ করিবেন, তখনই আমি আবার আসিব।" ১১—১৫। রঘুনন্দন ভরতকর্ত্তৃক উক্ত হইয়া, তাঁহার মাতামহ কেকয়রাজ তাঁহার মস্তক আঘ্রাণ করিয়া তাঁহাকে এই শুভ বাক্য বলিলেন, "তাত! তুমি যাও, আমি তোমাকে অনুমতি দিলাম; কৈকেয়ী তোমার দ্বারা সৎপুত্রবতী হউন। পরন্তপ! তুমি তোমার মাতা ও পিতাকে আমাদিগের কুশলসমাচার বলিও; অপিচ তাত! তুমি পুরোহিত বসিষ্ঠ ও অন্যান্য প্রধান ব্রাহ্মণদিগকে এবং সেই দুই ধনুর্দ্ধরশ্রেষ্ঠ ভ্রাতা রাম ও লক্ষ্মণকে আমাদিগের কুশলবার্ত্তা দিও।" পরে কেকয়রাজ, ভরতকে সমাদরসহকারে অনেক উত্তম হস্তী, বহুতর বিচিত্র কম্বল, অনেক মৃগচর্ম্ম, ষোড়শ শত অশ্ব, দ্বিসহস্র নিষ্ক এবং অন্তঃপুরে অতি যত্নে বর্দ্ধিত বৃহৎকায়সমন্বিত ও বলবীর্য্যে ব্যাঘ্রসদৃশ দংষ্ট্রাযুক্ত বহু কুক্কুর প্রদান করিলেন। ১৬—২০। পরে তিনি স্বীয় বিশ্বাসভাজন ও অভিমত বহুগুণসমন্বিত অমাত্যদিগকে তাঁহার অনুগামী হইতে বলিয়া তাঁহাকে ইন্দ্রশিরাদেশজাত ঐরাবতবংশীয় প্রিয়দর্শন অনেক হস্তী এবং সুসজ্জিত দ্রুতগামী বহুতর খর দিলেন। পরন্তু কৈকেয়ীতনয় ভরত তখন অযোধ্যায় যাইবার জন্য ত্বরান্বিত হওয়াতে কেকয়রাজ-প্রদত্ত সেই সকল ধন অভিনন্দন করিলেন না। তৎকালে সেই স্বপ্নদর্শন ও অযোধ্যা-গমনার্থ দূতগণ ত্বরান্বিত করাতে তাঁহার হৃদয়ে বিষম চিন্তা হইয়াছিল। পরে

স স্ববেশ্মাভ্যতিক্রম্য নরনাগাশ্বসঙ্কুলম্‌ ।
প্রপেদে সুমহচ্ছ্রীমান্‌ রাজমার্গমনুত্তমম্‌ ॥ ২৬
অভ্যতীত্য ততোঽপশ্যদন্তঃপুরমনুত্তমম্‌ ।
ততস্তদন্তরং শ্রীমানাবেশানিবারিতঃ ॥ ২৭
স মাতামহমাপৃচ্ছ্য মাতুলঞ্চ যুধাজিতম্‌ ।
রথমারুহ্য ভরতঃ শত্রুঘ্নসহিতো যযৌ ॥ ২৮
রথান্‌ মণ্ডলচক্রাংশ্চ যোজয়িত্বা পরঃশতান্‌ ।
উষ্ট্রগোঽশ্বখরৈর্ভৃত্যা ভরতং যান্তমন্বযুঃ ॥ ২৯
বলেন গুপ্তো ভরতো মহাত্মা
সহার্য্যকস্যাত্মসমৈরমাত্যৈঃ ।
আদায় শত্রুঘ্নমপেতশত্রু-
র্গৃহাদ্‌যযৌ সিদ্ধ ইবেন্দ্রলোকাৎ ॥ ৩০

ইত্যযোধ্যাকাণ্ডে সপ্ততিতমঃ সর্গঃ ॥ ৭০ ॥

একসপ্ততিতমঃ সর্গঃ ।

স প্রাঙ্মুখো রাজগৃহাদভিনির্যায় বীর্য্যবান্‌ ।
ততঃ সুদামাং দ্যুতিমান্‌ সন্তীর্য্যাবেক্ষ্য তাং নদীম্‌ ॥ ১
হ্রাদিনীং দূরপারাঞ্চ প্রত্যক্‌স্রোতস্তরঙ্গিণীম্‌ ।
শতদ্রুমতরচ্ছ্রীমান নদীমিক্ষ্বাকুনন্দনঃ ॥ ২
ঐলধানে নদীং তীর্ত্বা প্রাপ্য চাপরপর্ব্বতান্‌ ।
শিলামাকুর্ব্বতীং তীর্ত্বা আগ্নেয়ং শল্যকর্ষণম্‌ ॥ ৩
সত্যসন্ধঃ শুচির্ভূত্বা প্রেক্ষমাণঃ শিলাবহম্‌ ।
অভ্যগাৎ স মহাশৈলান্‌ বনং চৈত্ররথং প্রতি ॥ ৪
সরস্বতীঞ্চ গঙ্গাঞ্চ যুগ্মেন প্রতিপদ্য চ ।
উত্তরান্‌ বীরমৎস্যানাং ভারুণ্ডং প্রাবিশদ্বনম্‌ ॥ ৫
বেগিনীঞ্চ কুলিঙ্গাখ্যাং হ্লাদিনীং পর্ব্বতাবৃতাম্‌ ।
যমুনাং প্রাপ্য সন্তীর্ণো বলমাশ্বাসয়ত্তদা ॥ ৬
শীতীকৃত্য তু গাত্রাণি ক্লান্তানাশ্বাস্য বাজিনঃ ।
তত্র স্নাত্বা চ পীত্বা চ প্রায়াদাদায় চোদকম্‌ ॥ ৭
রাজপুত্রো মহারণ্যমনভীক্ষ্ণোপসেবিতম্‌ ।
ভদ্রো ভদ্রেণ যানেন মারুতঃ খমিবাত্যয়াৎ ॥ ৮
ভাগীরথীং দুষ্প্রতরাং সোঽংশুধানে মহানদীম্‌ ।
উপায়াদ্‌রাঘবস্তূর্ণং প্রাগ্বটে বিশ্রুতে পুরে ॥ ৯
স গঙ্গাং প্রাগ্বটে তীর্ত্বা সমায়াৎ কুটিকোষ্টিকাম্‌ ।
সবলস্তাং স তীর্ত্বাথ সমগাদ্ধর্ম্মবর্দ্ধনম্‌ ॥ ১০

সেই শ্রীমান্‌ ভরত যাত্রা করিয়া স্বীয় বাসস্থান অতিক্রমপূর্ব্বক নর, নাগ ও অশ্বসমাকুল অনুত্তম সুবৃহৎ রাজপথে গিয়া উপস্থিত হইলেন। ২১—২৬। তৎপরে তিনি সেই রাজপথ অতিক্রমপূর্ব্বক সুশোভন অন্তঃপুর দেখিতে পাইলেন এবং দৌবারিকগণকর্ত্তৃক অনিবারিত হইয়া তন্মধ্যে প্রবেশপূর্ব্বক মাতামহ অশ্বপতি ও মাতুল যুধাজিতের অনুমতি লইয়া শত্রুঘ্নের সহিত রথারোহণে অযোধ্যাভিমুখে চলিলেন। তিনি যাইতে লাগিলে, ভৃত্যবর্গ উষ্ট্র, অশ্ব, গো ও গর্দ্দভযোজিত সুবৃত্তচক্র শতাধিক রথ লইয়া তাঁহার অনুগামী হইল। মহাত্মা ভরত শত্রুঘ্নের সহিত সৈন্যগণ ও মাতামহের আত্ম-তুল্য প্রিয় অমাত্যবর্গকর্ত্তৃক সুরক্ষিত হইয়া, ইন্দ্রলোক হইতে সিদ্ধপুরুষের ন্যায়, মাতামহ-আলয় হইতে বহির্গত হইলেন। ২৭—৩০।

একসপ্ততিতম সর্গ।

সেই শ্রীমান্‌ বীর্য্যবান্‌ ইক্ষ্বাকুনন্দন ভরত পূর্ব্বাভিমুখীন হইয়া রাজগৃহ হইতে বহির্গত হইয়া সেই সুদামানাম্নী নদী উত্তীর্ণ হইলেন। পরে তিনি অতি বিস্তৃতা তরঙ্গসমাকুলা পশ্চিমবাহিনী হ্রাদিনীনাম্নী নদী উত্তীর্ণ হইয়া শতদ্রুনাম্নী নদীর পরপারে গমন করিলেন। তৎপরে সত্যসন্ধ ভরত, ঐলধাননামক গ্রামের নিকটবর্ত্তিনী নদী উত্তীর্ণ হইয়া অপরপর্ব্বতপ্রদেশে যাইয়া, যে নদী স্বমধ্য-পতিত বস্তু সকলকে ক্রমে প্রস্তর করিয়া ফেলে, সেই নদী পার হইয়া পবিত্রভাবে, যথায় শল্যকর্ষণের ওষধি আছে, সেই আগ্নেয় প্রদেশ ও তন্মধ্যস্থিত শিলাবহা নদী দেখিয়া চৈত্ররথ বনে যাইবার জন্য বৃহৎ বৃহৎ পর্ব্বত সমস্ত অতিক্রম করিতে লাগিলেন। ১—৪। পরে তিনি গঙ্গা ও সরস্বতীর সঙ্গমস্থানে যাইয়া বীরমৎস্য প্রদেশের উত্তরভাগ দিয়া গমন করত ভারুণ্ডনামক বনে প্রবেশ করিলেন। তৎপরে তিনি বেগবতী মনোহরা কুলিঙ্গানামক পার্ব্বত্য নদী পার হইলেন এবং যমুনা নদীর নিকটে যাইয়া তাহা উত্তীর্ণ হইয়া সৈন্যগণকে আশ্বাসিত করিলেন এবং তথায় স্নান ও জলপানপূর্ব্বক গাত্রমর্দ্দনদ্বারা ক্লান্ত অশ্বদিগের শ্রম দূর করিয়া জল লইয়া তথা হইতে প্রস্থান করিলেন। সেই ভদ্রস্বভাব রাজপুত্র ভরত উৎকৃষ্ট যানদ্বারা, বায়ুর আকাশ অতিক্রমের ন্যায়, নিরন্তর মনুষ্যগমনাগমন-চিহ্নশূন্য সেই মহারণ্য পশ্চাৎ করিলেন।৫—৮। পরে তিনি অংশুধাননামক গ্রামে যাইয়া তথায় মহানদী গঙ্গা উত্তীর্ণ হওয়া কঠিন বিবেচনা করিয়া শীঘ্র সুবিখ্যাত প্রাগ্বটনামক নগরে গেলেন এবং সৈন্যগণের সহিত তথায় গঙ্গা পার হইয়া কুটিকোষ্টিকানাম্নী নদীর নিকটে যাইয়া তাহা উত্তরণপূর্ব্বক ধর্ম্ম-

তোরণং দক্ষিণার্দ্ধেন জম্বূপ্রস্থং সমাগমৎ।
বরূথঞ্চ যযৌ রম্যং গ্রামং দশরথাত্মজঃ॥ ১১
তত্র রম্যে বনে বাসং কৃত্বাসৌ প্রাঙ্মুখো যযৌ।
উদ্যানমুজ্জিহানায়াঃ প্রিয়কা যত্র পাদপাঃ॥ ১২
স তাংস্তু প্রিয়কান্ প্রাপ্য শীঘ্রানাস্থায় বাজিনঃ।
অনুজ্ঞাপ্যাথ ভরতো বাহিনীং ত্বরিতো যযৌ॥ ১৩
বাসং কৃত্বা সর্ব্বতীর্থে তীর্ত্বা চোত্তরগাং নদীম্।
অন্যা নদীশ্চ বিবিধৈঃ পার্ব্বতীয়ৈস্তুরঙ্গমৈঃ॥ ১৪
হস্তিপৃষ্ঠকমাসাদ্য কুটিকামপ্যবর্ত্তত।
ততার চ নরব্যাঘ্রো লৌহিত্যে চ কপীবতীম্॥ ১৫
একসালে স্থাণুমতীং বিনতে গোমতীং নদীম্।
কলিঙ্গনগরে চাপি প্রাপ্য সালবনং তদা॥ ১৬
ভরতঃ ক্ষিপ্রমাগচ্ছৎ স পরিশ্রান্তবাহনঃ।
বনঞ্চ সমতীত্যাশু শর্ব্বর্য্যামরুণোদয়ে॥ ১৭
অযোধ্যাং মনুনা রাজ্ঞা নির্ম্মিতাং স দদর্শ হ।
তাং পুরীং পুরুষব্যাঘ্রঃ সপ্তরাত্রোষিতঃ পথি॥ ১৮
অযোধ্যামগ্রতো দৃষ্ট্বা সারথিঞ্চেদমব্রবীৎ।
এষা নাতিপ্রতীতা মে পুণ্যোদ্যানযশস্বিনা॥ ১৯
অযোধ্যা দৃশ্যতে দূরাৎ সারথে পাণ্ডুমৃত্তিকা।
যজ্বভির্গুণসম্পন্নৈর্ব্রাহ্মণৈর্বেদপারগৈঃ॥ ২০
ভূয়িষ্ঠমৃদ্ধৈরাকীর্ণা রাজর্ষিবরপালিতা।
অযোধ্যায়াং পুরা শব্দঃ শ্রূয়তে তুমুলো মহান্॥ ২১
সমন্তান্নরনারীণাং তমদ্য ন শৃণোম্যহম্।
উদ্যানানি হি সায়াহ্নে ক্রীড়িত্বোপরতৈর্নরৈঃ॥ ২২
সমন্তাদ্বিপ্রধাবদ্ভিঃ প্রকাশন্তে মমান্যথা।
তান্যদ্যানুরুদন্তীব পরিত্যক্তানি কামিভিঃ॥ ২৩
অরণ্যভূতেব পুরী সারথে প্রতিভাতি মাম্।
ন হ্যত্র যানৈর্দৃশ্যন্তে ন গজৈর্ন চ বাজিভিঃ।
নির্যান্তো বাভিযান্তো বা নরমুখ্যা যথা পুরা॥ ২৪
উদ্যানানি পুরা ভান্তি মত্তপ্রমুদিতানি চ।
জনানাং রতিসংযোগেষত্যন্তগুণবন্তি চ॥ ২৫
তান্যেতান্যদ্য পশ্যামি নিরানন্দানি সর্ব্বশঃ।

বর্দ্ধননামক গ্রামাভিমুখে চলিলেন। পরে সেই দশরথ-নন্দন ভরত তোরণনামক গ্রামের দক্ষিণ ভাগ দিয়া জম্বূপ্রস্থ গ্রামে যাইয়া বরূথনামক গ্রামের অভিমুখে গেলেন। তিনি তথাকার রমণীয় বনমধ্যে রজনী যাপন করিয়া প্রভাতে পূর্ব্বমুখ হইয়া, যথায় প্রিয়ক নামে বিখ্যাত বহুতর বৃক্ষ আছে, উজ্জিহানা নগরীর সেই উদ্যানাভিমুখে গমন করিলেন। পরে তিনি সেই প্রিয়কনামক বৃক্ষসকলের নিকটস্থ হইয়া রথে শীঘ্রগামী অশ্বসকল যোজনাপূর্ব্বক সৈন্যগণকে মন্দগমনে অনুমতি করিয়া দ্রুতপদে যাইতে লাগিলেন। পরে তিনি সর্ব্বতীর্থ নামক গ্রামে রাত্রি বাস করিয়া প্রভাতে পর্ব্বতজাত ঘোটক সকলের দ্বারা সেই গ্রামের নিকটবর্ত্তিনী উত্তরবাহিনী নদী পার হইয়া অন্যান্য অনেক নদী উত্তীর্ণ হইলেন তৎপরে সেই নরব্যাঘ্র ভরত হস্তিপৃষ্ঠক নামক গ্রামে কুটিকা নদী উত্তরণপূর্ব্বক লৌহিত্যনামক গ্রামে যাইয়া কপীবতী নাম্নী নদী অতিক্রম করিলেন। ৯—১৫। পরে তিনি একসাল-নামক গ্রামের নিকটবর্ত্তিনী স্থাণুমতীনাম্নী নদী উত্তীর্ণ হইয়া বিনতনামক গ্রামে যাইয়া তৎসমীপবর্ত্তিনী গোমতীনাম্নী নদী পার হইয়া কলিঙ্গনগরে উপস্থিত হইলেন। তখন তাঁহার বাহন-সকল পরিশ্রান্ত হইলেও তিনি তৎসমীপবর্ত্তী সালবন-মধ্য দিয়া দ্রুত গমন করিতে লাগিলেন। তিনি রজনীতে সেই সালবন অতিক্রম করিয়া অরুণোদয় কালে মহীপতি মনুর সন্নিবেশিতা অযোধ্যা নগরী দেখিতে পাইলেন। সেই পুরুষশ্রেষ্ঠ ভরত এইরূপে পথিমধ্যে সপ্ত রাত্রি কাটাইয়া অষ্টম দিবসে অযোধ্যা নগরীর সন্নিহিত হইয়া তাহার বহির্ভাগের অবস্থা দেখিয়াই সারথিকে বলিলেন,—"সারথে! রাজর্ষিশ্রেষ্ঠ-দশরথ-পালিতা, পবিত্রোদ্যানশালিনী এবং বেদপারগ, যাগশীল, গুণশালী ও সমধিক সমৃদ্ধিসম্পন্ন ব্রাহ্মণগণ-সেবিতা এই পাণ্ডুমৃত্তিকাময়ী অযোধ্যা নগরীকে দূর হইতেই নিরানন্দ বোধ হইতেছে; পূর্ব্বে এই অযোধ্যা নগরীর চতুর্দ্দিক্ হইতে নর-নারীগণের তুমুল কোলাহলধ্বনি শুনিতে পাওয়া যাইত, অদ্য তাহা আমার শ্রবণগোচর হইতেছে না। পূর্ব্বে কামি-গণ সায়ংকালে এই সমস্ত উদ্যানমধ্যে প্রবেশ করিয়া রজনীতে ক্রীড়াপূর্ব্বক পরিতৃপ্ত হইয়া প্রভাতে স্ব স্ব গৃহাভিমুখে ধাবিত হইলে এই সকল উদ্যানের মনো-হারিণী শোভা হইত; কিন্তু অদ্য ইহারা অন্যরূপ দেখাইতেছে, ইহারা এক্ষণে সেই সকল কামিজন-কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হইয়াছে এবং আমাকে লক্ষ্য করিয়া যেন রোদন করিতেছে ১৬—২৩। সারথে! আমার বোধ হইতেছে যে, এই অযোধ্যা নগরী যেন অরণ্যে পরিণতা হইয়াছে; কেননা, সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদিগকে পূর্ব্বের ন্যায়, হস্তী অশ্ব বা যান আরোহণে ইহার মধ্যে প্রবেশ করিতে, কি ইহা হইতে বহির্গত হইতে দেখিতেছি না। এই সকল উদ্যান পূর্ব্বে মধুমত্ত ও প্রমুদিত কোকিলাদি ও কামিজনে সতত সমাকুল থাকিত এবং বিহারোপযোগী বিবিধ কুসুমলতাগৃহাদি-

অশ্বপর্ণৈরনুপথং বিক্রোশন্তিরিব ক্রমৈঃ ॥ ২৭
নাদ্যাপি শ্রূয়তে শব্দো মত্তানাং মৃগপক্ষিণাম্‌ ।
সংরক্তাং মধুরাং বাণীং কলং ব্যাহরতাং বহু ॥ ২৭
চন্দনাগুরুসম্পৃক্তধূপসম্মূর্চ্ছিতোঽমলঃ ।
প্রবাতি পবনঃ শ্রীমান্‌ কিন্ন নাদ্য যথা পুরা ॥ ২৮
ভেরীমৃদঙ্গবীণানাং কোণসঙ্ঘট্টিতঃ পুনঃ ।
কিমদ্য শব্দো বিরতঃ সদাদীনগতিঃ পুরা ॥ ২৯
অনিষ্টানি চ পাপানি পশ্যামি বিবিধানি চ ।
নিমিত্তান্যমনোজ্ঞানি তেন সীদতি মে মনঃ ॥ ৩০
সর্ব্বথা কুশলং সূত দুর্লভং মম বন্ধুষু ।
তথা হ্যসতি সম্মোহে হৃদয়ং সীদতীব মে ॥ ৩১
বিষণ্ণঃ শ্রান্তহৃদয়স্ত্রস্তঃ সংলুলিতেন্দ্রিয়ঃ ।
ভরতঃ প্রবিবেশাশু পুরীমিক্ষ্বাকুপালিতাম্‌ ॥ ৩২
দ্বারেণ বৈজয়ন্তেন প্রাবিশচ্ছ্রান্তবাহনঃ ।
দ্বাঃস্থৈরুত্থায় বিজয়ং পৃষ্টস্তৈঃ সহিতো যযৌ ॥ ৩৩
স ত্বনেকাগ্রহৃদয়ো দ্বাঃস্থং প্রত্যর্চ্চ্য তং জনম্‌ ।
সূতমশ্বপতেঃ ক্লান্তমব্রবীৎ তত্র রাঘবঃ ॥ ৩৪

কিমহং ত্বরয়া নীতঃ কারণেন বিনানঘ ।
অশুভাশঙ্কি হৃদয়ং শীলঞ্চ পততীব মে ॥ ৩৫
শ্রুতা নু যাদৃশাঃ পূর্ব্বং নৃপতীনাং বিনাশনে ।
আকারাংস্তানহং সর্ব্বানিহ পশ্যামি সারথে ॥ ৩৬
সম্মার্জ্জনবিহীনানি পরুষাণ্যুপলক্ষয়ে ।
অসংযতকবাটানি শ্রীবিহীনানি সর্ব্বশঃ ॥ ৩৭
বলিকর্ম্মবিহীনানি ধূপসম্মোদনেন চ ।
অনাশিতকুটুম্বানি প্রভাহীনজনানি চ ॥ ৩৮
অলক্ষ্মীকানি পশ্যামি কুটুম্বিভবনান্যহম্‌ ।
অপেতমাল্যশোভানি অসম্মৃষ্টাজিরাণি চ ॥ ৩৯
দেবাগারাণি শূন্যানি ভবন্তীহ যথা পুরা ।
দেবতার্চ্চাঃ প্রবিদ্ধাশ্চ যজ্ঞগোষ্ঠ্যস্তথৈব চ ॥ ৪০
মাল্যাপণেষু রাজন্তে নাদ্য পণ্যানি বা তথা ।
দৃশ্যন্তে বণিজোঽপ্যদ্য ন যথা পূর্ব্বমত্র বৈ ॥ ৪১
ধ্যানসংবিগ্নহৃদয়া নষ্টব্যাপারযন্ত্রিতাঃ ।
দেবায়তনচৈত্যেষু দীনাঃ পক্ষিমৃগাস্তথা ॥ ৪২
মলিনঞ্চাশ্রুপূর্ণাক্ষং দীনং ধ্যানপরং কৃশম্‌ ।
সস্ত্রীপুংসঞ্চ পশ্যামি জনমুৎকণ্ঠিতং পুরে ॥ ৪৩

যাহারা নিরতিশয় শোভা পাইত; কিন্তু অদ্য ইহাদিগকে সম্পূর্ণরূপে নিরানন্দময় দেখিতেছি। দেখ। প্রত্যেক পথেই বৃক্ষ সকল যেন অশ্রুজলে পত্র মোচন করত রোদন করিতেছে। পূর্ব্বে যাহারা বিবিধ অব্যক্ত-মধুর রবে আমাদিগের মনোরঞ্জন করিত, আজ সেই মত্ত মৃগ ও পক্ষীদিগের মধুর ধ্বনি আমি শুনিতে পাইতেছি না কেন? অদ্য পূর্ব্বের ন্যায় চন্দন, অগুরু ও ধূপগন্ধে সুবাসিত শোভা-সমন্বিত নির্ম্মল বায়ু বহিতেছে না কেন? পূর্ব্বে ভেরী, মৃদঙ্গ ও বীণাযন্ত্রের কোণসমুৎপন্ন ধ্বনি নিরন্তর এই নগরীকে মুখরিত করিত; অদ্য তাহা ক্ষান্ত হইয়াছে! সারথে। আমি যেরূপ বহু-বিধ অনিষ্টজনক অমনোজ্ঞ কুলক্ষণ দেখিতেছি, তাহাতে আমার চিত্ত অবসন্নপ্রায় হইতেছে; বোধ হইতেছে, আমার বান্ধববর্গের সর্ব্বতোভাবে কুশল দুর্লভ; কেমনা, মোহের কারণ না থাকিলেও আমার চিত্ত যেন বিমুগ্ধ হইতেছে।" ২৪—৩১। পরে সেই পরিশ্রান্তবাহন ভরত বিষণ্ণ, খিন্ন-চিত্ত, সুভিতেন্দ্রিয় ও ভীত হইয়া শীঘ্র ইক্ষ্বাকু-বংশীয়-পালিত অযোধ্যা-নগরীতে প্রবেশ করিলেন। তিনি বৈজয়ন্ত নামক দ্বার দিয়া প্রবেশ করিলে দ্বারিগণ তাঁহাকে "আপনার জয় ত?" এরূপ জিজ্ঞাসা করিল এবং তিনি তাহা-দিগের সহিত যাইতে লাগিলেন। পরে রঘুনন্দন ভরত সেই দৌবারিকদিগকে সাদর-বাক্যে ফিরাইয়া দিয়া ব্যাকুলচিত্তে সম্যক্‌ক্লান্ত কেকয়রাজ অশ্বপতির সারথিকে বলিলেন, অনঘ। কেন আমি বিনা কারণে এখানে সত্বর আনীত হইলাম, তাহা বুঝিতে পারিতেছি না; কিন্তু আমার চিত্ত ও স্বভাব অমঙ্গল আশঙ্কা করিয়া যেন বিদীর্ণ হইতেছে। সারথে! রাজার বিনাশে রাজ্যের যে সকল লক্ষণ হইয়া থাকে শুনিয়াছি, এই নগরীতে সেইরূপ লক্ষণই দেখিতেছি। গৃহস্থভবন সমস্ত সম্মার্জ্জনবিহীন, ধূলিপূর্ণ, অবদ্ধ-কবাট, বলিকর্ম্ম-রহিত ও ধূপামোদাধিবর্জ্জিত হইয়া সর্ব্বতোভাবে শ্রীহীন এবং এখানে কুটুম্বজনেরা অনশন-ব্রতপরায়ণ ও প্রভাবিহীন দেখাইতেছে! আমি সমুদায় গৃহস্থ-ভবনকেই অপরিষ্কৃতপ্রাঙ্গণ, মাল্য-শোভাবিহীন ও শ্রীভ্রষ্ট দেখিতেছি। এখানকার দেবালয় সকল জনতাশূন্য হইয়া, পূর্ব্বের ন্যায় শোভা পাইতেছে না! দেবার্চ্চন ও যজ্ঞানুষ্ঠান সকল রহিত হইয়াছে। অদ্য মাল্যবিপণিসমূহমধ্যে পণ্য সমস্ত, পূর্ব্বের ন্যায় শোভা পাইতেছে না। ক্রয়-বিক্রয়-রহিত ও চিন্তাব্যাকুলচিত্ত বণিক্‌গণকেও পূর্ব্ববৎ দেখিতেছি না! এবং দেবালয় ও চৈত্য-বৃক্ষসমুদায়ে উৎসৃষ্ট মৃগ ও পক্ষী সমস্তও দীনভাবাপন্ন দেখা যাই-তেছে! সারথে! কি স্ত্রী, কি পুরুষ, এই নগরী-নিবাসী সকল ব্যক্তিকেই দীন, মলিন, ধ্যানপরায়ণ, অশ্রুপূর্ণচক্ষু ও কৃশ দেখিতেছি।" ৩২—৪৩।

ইত্যেবমুক্ত্বা ভরতঃ সূতং তং দীনমানসঃ।
তান্যনিষ্টান্যযোধ্যায়াং প্রেক্ষ্য রাজগৃহং যযৌ ॥ ৪৪
তাং শূন্যশৃঙ্গাটকবেশ্মরথ্যাং
রজোহরুণদ্বারকপাটযন্ত্রাম্।
দৃষ্ট্বা পুরীমিন্দ্রপুরীপ্রকাশাং
দুঃখেন সম্পূর্ণতরো বভূব ॥ ৪৫
বহূনি পশ্যন্ মনসোঽপ্রিয়াণি
যান্যন্যদা নাস্য পুরে বভূবুঃ।
অবাক্‌শিরা দীনমনা ন হৃষ্টঃ
পিতুর্মহাত্মা প্রবিবেশ বেশ্ম ॥ ৪৬
ইত্যযোধ্যাকাণ্ডে একসপ্ততিতমঃ সর্গঃ ॥ ৭১ ॥

দ্বিসপ্ততিতমঃ সর্গঃ।

অপশ্যংস্তু ততস্তত্র পিতরং পিতুরালয়ে।
জগাম ভরতো দ্রষ্টুং মাতরং মাতুরালয়ে ॥ ১
অনুপ্রাপ্তন্তু তং দৃষ্ট্বা কৈকেয়ী প্রোষিতং সুতম্।
উৎপপাত তদা হৃষ্টা ত্যক্ত্বা সৌবর্ণমাসনম্ ॥ ২
স প্রবিশ্যৈব ধর্ম্মাত্মা স্বগৃহং শ্রীবিবর্জ্জিতম্।
ভরতঃ প্রেক্ষ্য জগ্রাহ জনন্যাশ্চরণৌ শুভৌ ॥ ৩
তং মূর্দ্ধি সমুপাঘ্রায় পরিষ্বজ্য যশস্বিনম্।
অঙ্কে ভরতমারোপ্য প্রষ্টুং সমুপচক্রমে ॥ ৪
অদ্য তে কতিচিদ্রাত্র্যশ্চ্যুতস্যার্য্যকবেশ্মনঃ।
অপি নাধ্বশ্রমঃ শীঘ্রং রথেনাপততস্তব ॥ ৫
আর্য্যকস্তে সুকুশলী যুধাজিন্মাতুলস্তব।
প্রবাসাচ্চ সুখং পুত্র সর্ব্বং মে বক্তুমর্হসি ॥ ৬
এবং পৃষ্টস্তু কৈকেয্যা প্রিয়ং পার্থিবনন্দনঃ।
আচষ্ট ভরতঃ সর্ব্বং মাত্রে রাজীবলোচনঃ ॥ ৭
অদ্য মে সপ্তমী রাত্রিশ্চ্যুতস্যার্য্যকবেশ্মনঃ।
অম্বায়াঃ কুশলী তাতো যুধাজিন্মাতুলশ্চ মে ॥ ৮
যন্মে ধনঞ্চ রত্নঞ্চ দদৌ রাজা পরন্তপঃ।
পরিশ্রান্তং পথ্যভবৎ ততোঽহং পূর্ব্বমাগতঃ ॥ ৯
রাজবাক্যহরৈর্দূতৈস্ত্বর্য্যমাণোঽহমাগতঃ।
যদহং প্রষ্টুমিচ্ছামি তদম্বা বক্তুমর্হতি ॥ ১০
শূন্যোঽয়ং শয়নীয়স্তে পর্য্যঙ্কো হেমভূষিতঃ।
ন চায়মিক্ষ্বাকুজনঃ প্রহৃষ্টঃ প্রতিভাতি মে ॥ ১১
রাজা ভবতি ভূয়িষ্ঠম্ ইহাম্বায়া নিবেশনে।
তমহং নাদ্য পশ্যামি দ্রষ্টুমিচ্ছন্নিহাগতঃ ॥ ১২
পিতুর্গ্রহীষ্যে পাদৌ চ তং মমাখ্যাহি পৃচ্ছতঃ।

অযোধ্যা নগরীতে সেই অনিষ্টজনক লক্ষণ দেখিয়া দুঃখিতচিত্তে সারথিকে সেইরূপ বলিয়া মহাত্মা ভরত রাজভবনে প্রবেশ করিলেন। তিনি ইন্দ্রপুরী-সদৃশী সেই রাজপুরীর চতুষ্পথ, রথ্যা ও গৃহ সমস্ত জনশূন্য এবং দ্বার কপাট ও যন্ত্রসকল ধূলিধূসরিত দেখিয়া অতিশয় দুঃখান্বিত হইলেন। তিনি রাজভবনে অপ্রীতিজনক সেই সমস্ত অভূতপূর্ব্ব অনিষ্টলক্ষণ দেখিয়া দীনচিত্তে অবনতমস্তক হইয়া দুঃখিতভাবে তন্মধ্যে প্রবেশ করিলেন। ৪৪—৪৬।

দ্বিসপ্ততিতম সর্গ।

পরে ভরত, পিতৃভবনে পিতাকে দেখিতে না পাইয়া মাতাকে দেখিবার জন্য তাঁহার গৃহে গমন করিলেন। পরে সেই বিদেশস্থিত পুত্রকে সমাগত দেখিয়া কৈকেয়ী দেবী হৃষ্টচিত্তে সুবর্ণময় আসন পরিত্যাগ করিয়া উঠিলেন। সেই ধর্ম্মাত্মা ভরত মাতৃগৃহমধ্যে প্রবেশ করিয়া তাহা শ্রীহীন দেখিয়া জননীর শুভ চরণে প্রণাম করিলেন। তখন কৈকেয়ী দেবী সেই যশস্বী ভরতের মস্তকাঘ্রাণ করত তাঁহাকে আলিঙ্গনপূর্ব্বক অঙ্কে বসাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "পুত্র! অদ্য কয় দিবস হইল, তুমি মাতামহালয় হইতে বহির্গত হইয়াছ? রথারোহণে শীঘ্র আসাতে ত তোমার পরিশ্রম হয় নাই? তোমার মাতামহ অশ্বপতি ও তোমার মাতুল যুধাজিৎ ত ভাল আছেন? তোমার প্রবাসকালে যে যে বিষয়সুখ হইয়াছে, তাহা আমার নিকট বল।" ১—৬। রাজীবলোচন নৃপতি-নন্দন ভরত, জননী কৈকেয়ী কর্ত্তৃক সেইরূপ জিজ্ঞাসিত হইয়া তাঁহার নিকট সমস্ত প্রিয় বিবরণ কীর্ত্তন করিলেন,—"জননি! অদ্য আমার মাতামহালয় হইতে বাহির হইবার পর সাত রাত্রি অতিবাহিত হইয়াছে। আপনার পিতা অশ্বপতি ও আমার মাতুল যুধাজিৎ কুশলে আছেন। সেই শত্রুতাপন কেকয়রাজ আমাকে যে সকল ধন ও রত্ন দিয়াছেন, তাহা পথিমধ্যে বাহকদিগের শ্রান্তিজনক হইয়াছে; এই কারণে আমি অগ্রেই আসিয়াছি রাজবার্ত্তাবাহী দূতগণ আমাকে শীঘ্র আসিতে বলায় আমি সত্বর আসিয়াছি। সে যাহা হউক, সম্প্রতি আমি আপনাকে যাহা জিজ্ঞাসা করিতেছি তাহা বলুন মাতঃ! আপনার এই স্বর্ণভূষিত পর্য্যঙ্ক শূন্য রহিয়াছে এবং এই ইক্ষ্বাকুবংশীয়দিগকেও প্রফুল্ল দেখা যাইতেছে না। রঘুকুলতিলক রাজা দশরথ আপনার এই গৃহে প্রায় সর্ব্বদাই থাকিতেন; এই কারণেই আমি তাঁহাকে দেখিবার ইচ্ছায় এখানে আসিয়াছি; কিন্তু তাঁহাকে দেখিতে পাইতেছি

আহোস্বিদম্বা জ্যেষ্ঠায়াঃ কৌসল্যায়া নিবেশনে ॥ ১৩
তং প্রত্যুবাচ কৈকেয়ী প্রিয়বদ্ঘোরমপ্রিয়ম্।
অজানন্তং প্রজানন্তী রাজ্যলোভেন মোহিতা ॥ ১৪
যা গতিঃ সর্ব্বভূতানাং তাং গতিং তে পিতা গতঃ।
রাজা মহাত্মা তেজস্বী যাযজূকঃ সতাং গতিঃ ॥ ১৫
তচ্ছ্রুত্বা ভরতো বাক্যং ধর্ম্মাভিজনবান্ শুচিঃ।
পপাত সহসা ভূমৌ পিতৃশোকবলার্দ্দিতঃ ॥ ১৬
হা হতোঽস্মীতি কৃপণাং দীনাং বাচমুদীরয়ন্।
নিপপাত মহাবাহুর্বাহু বিক্ষিপ্য বীর্য্যবান্ ॥ ১৭
ততঃ শোকেন সংবীতঃ পিতুর্মরণদুঃখিতঃ।
বিললাপ মহাতেজা ভ্রান্তাকুলিতচেতনঃ ॥ ১৮
এতৎ সুরুচিরং ভাতি পিতুর্মে শয়নং পুরা।
শশিনেবামলং রাত্রৌ গগনং তোয়দাত্যয়ে ॥ ১৯
তদিদং ন বিভাত্যদ্য বিহীনং তেন ধীমতা।
ব্যোমেব শশিনা হীনমপ্শুষ্ক ইব সাগরঃ ॥ ২০
বাষ্পমুৎসৃজ্য কণ্ঠেন স্বাত্মনা পরিপীড়িতঃ।
প্রচ্ছাদ্য বদনং শ্রীমদ্বস্ত্রেণ জয়তাংবরঃ ॥ ২১

তমার্ত্তং দেবসঙ্কাশং সমীক্ষ্য পতিতং ভুবি।
নিকৃত্তমিব সালস্য স্কন্ধং পরশুনা বনে ॥ ২২
মাতা মাতঙ্গসঙ্কাশং চন্দ্রার্কসদৃশং সুতম্।
উত্থাপয়িত্বা শোকার্ত্তং বচনঞ্চেদমব্রবীৎ ॥ ২৩
উত্তিষ্ঠোত্তিষ্ঠ কিং শেষে রাজপুত্র মহাযশঃ।
ত্বদ্বিধা ন হি শোচন্তি সন্তঃ সদসি সম্মতাঃ ॥ ২৪
দানযজ্ঞাধিকারা হি শীলশ্রুতিতপোঽনুগা।
বুদ্ধিস্তে বুদ্ধিসম্পন্ন প্রভেবার্কস্য মন্দিরে ॥ ২৫
স রুদিত্বা চিরং কালং ভূমৌ পরিবিবৃত্য চ।
জননীং প্রত্যুবাচেদং শোকৈর্বহুভিরাবৃতঃ ॥ ২৬
অভিষেক্ষ্যতি রামস্তু রাজা যজ্ঞন্তু যক্ষ্যতে।
ইত্যহং কৃতসঙ্কল্পো হৃষ্টো যাত্রামযাসিষম্ ॥ ২৭
তদিদং হ্যন্যথাভূতং ব্যবদীর্ণং মনো মম।
পিতরং যো ন পশ্যামি নিত্যং প্রিয়হিতে রতম্ ॥ ২৮
অম্ব কেনাত্যগাদ্রাজা ব্যাধিনা ময্যনাগতে।
ধন্যা রামাদয়ঃ সর্ব্বে যৈঃ পিতা সংস্কৃতঃ স্বয়ম্ ॥ ২৯
ন নূনং মাং মহারাজঃ প্রাপ্তং জানাতি কীর্ত্তিমান্।
উপজিঘ্রেৎ তু মাং মূর্দ্ধি তাতঃ সন্নাম্য সত্বরঃ ॥ ৩০

না। আমি পিতৃচরণে প্রণাম করিবার জন্য জিজ্ঞাসা করিতেছি, আপনি বলুন, তিনি কোথায়? তিনি কি জ্যেষ্ঠমাতা কৌশল্যা দেবীর গৃহে আছেন? ৭—১৩। পরে সমুদায়বৃত্তান্তজ্ঞা রাজ্যলোভে মোহিতা কৈকেয়ী দেবী অজ্ঞাতবৃত্তান্ত জিজ্ঞাসক ভরতকে, শুভ সমাচারের ন্যায় সেই ঘোরতর অপ্রিয় বৃত্তান্ত বিজ্ঞাপন করত এরূপ প্রত্যুত্তর করিলেন,—"অন্তে সকলপ্রাণীরই যে গতি হইয়া থাকে, তোমার পিতা সাধুগণপ্রতিপালক নিয়তযাগশীল, তেজস্বী, মহাত্মা রাজা দশরথ সেই গতি লাভ করিয়াছেন।" সেই কথা শুনিয়া, ধার্ম্মিকবংশোদ্ভব ও পবিত্রস্বভাব সেই বীর্য্যবান্ মহাবাহু ভরত, পিতৃশোকে অতিশয় কাতর হইয়া হঠাৎ ভূতলে পতিত হইলেন। তিনি করুণস্বরে "হা আমি নিহত হইলাম!" এইরূপ কাতরোক্তি করিয়া হস্তবিক্ষেপসহকারে পতিত হইলেন। পরে সেই পিতার মৃত্যুতে দুঃখিত শোকাক্রান্ত ভ্রান্তচিত্ত ও ব্যাকুলমানস মহাতেজা ভরত এরূপ বিলাপ করিতে লাগিলেন,—বর্ষান্তে রাত্রিকালে নির্ম্মল গগনমণ্ডল চন্দ্রদ্বারা যেরূপ শোভিত হয়, এই মনোহর শয্যা পূর্ব্বে আমার পিতা ধীসম্পন্ন দশরথের দ্বারা সেইরূপ শোভা ধারণ করিত; অদ্য তাঁহার বিরহে ইহা, জলশূন্য সাগর ও চন্দ্রহীন আকাশের ন্যায় প্রকাশ পাইতেছে না! ১৪—২০। পরে অত্যন্ত দুঃখিতচিত্ত বিজয়িপ্রবর ভরত মনোহর মুখমণ্ডল বস্ত্রদ্বারা আচ্ছাদন করিয়া অশ্রুমোচন পূর্ব্বক বিবিধ বিলাপ করিতে লাগিলেন। তখন দেবতুল্য দ্যুতিশালী, মাতঙ্গসমবিক্রম এবং চন্দ্র ও সূর্য্যসদৃশ তেজস্বী সেই পিতৃশোকার্ত্ত পুত্র ভরতকে বনে কুঠার দ্বারা ছিন্ন সালবৃক্ষের স্কন্ধের ন্যায়, ভূতলে পতিত দেখিয়া তাঁহার মাতা কৈকেয়ী দেবী তাঁহাকে উঠাইয়া বলিলেন, "যশোভাজন রাজনন্দন! তুমি কেন বৃথা ভূতলে শয়ন করিয়া রহিয়াছ? গাত্রোত্থান কর। তোমার ন্যায় সাধুজনেরা শোক করেন না। সভ্য সুবোধ! সূর্য্যে প্রভার ন্যায় তোমাতে দান, যজ্ঞ, সচ্চরিত্র, বেদ ও তপস্যা-বিষয়িণী বুদ্ধি সতত বিদ্যমান রহিয়াছে।" ২১—২৫। পরে অতিমাত্র শোকাক্রান্ত ভরত ভূমিতলে লুণ্ঠিত হইয়া বহুক্ষণ রোদন করিয়া জননীকে বলিলেন "রাজা দশরথ রামকে রাজ্যে অভিষেক করিয়া যজ্ঞানুষ্ঠান করিবেন, ইহা মনে করিয়াই আমি হৃষ্টচিত্তে তথা হইতে যাত্রা করিয়াছিলাম; কিন্তু তাহার বিপরীত হইল যিনি সর্ব্বদাই আমাদিগের প্রিয় ও হিতানুষ্ঠানে রত ছিলেন, সেই পিতাকে দেখিতে না পাওয়ায় আমার হৃদয় বিদীর্ণ হইল! মাতঃ! পিতা রাজা দশরথ কোন্ রোগে আক্রান্ত হইয়া প্রাণত্যাগ করিয়াছেন? আমি না আসাতে রাম প্রভৃতি যাঁহারা সকলে তাঁহার প্রেতসংকার্য্য করিয়াছেন, তাঁহারাই ধন্য! সেই কীর্ত্তিশালী মহারাজ পিতা দশরথ এক্ষণে নিশ্চয়ই আমার আগমন-বার্ত্তা জানিতে পারিতেছেন

ক্ব স পাণিঃ সুখস্পর্শস্তাতস্যাক্লিষ্টকর্ম্মণঃ।
যো হি মাং রজসা ধ্বস্তমভীক্ষ্ণং পরিমার্জ্জতি ॥ ৩১
যো মে ভ্রাতা পিতা বন্ধুর্যস্য দাসোঽস্মি সম্মতঃ।
তস্য মাং শীঘ্রমাখ্যাহি রামস্যাক্লিষ্টকর্ম্মণঃ ॥ ৩২
পিতাপি ভবতি জ্যেষ্ঠো ধর্ম্মমার্য্যস্য জানতঃ।
তস্য পাদৌ গ্রহীষ্যামি সহীদানীং গতির্মম ।
ধর্ম্মবিদ্ধর্ম্মশীলশ্চ মহাভাগো দৃঢ়ব্রতঃ ॥ ৩৩
আর্য্যে কিমব্রবীদ্রাজা পিতা মে সত্যবিক্রমঃ।
পশ্চিমং সাধু সন্দেশমিচ্ছামি শ্রোতুমাত্মনঃ ॥ ৩৪
ইতি পৃষ্টা যথাতত্ত্বং কৈকেয়ী বাক্যমব্রবীৎ ॥ ৩৫
রামেতি রাজা বিলপন্ হা সীতে লক্ষ্মণেতি চ।
স মহাত্মা পরং লোকং গতো গতিমতাংবরঃ ॥ ৩৬
ইতীমাং পশ্চিমাং বাচং ব্যাজহার পিতা তব।
কালধর্ম্মপরিক্ষিপ্তঃ পাশৈরিব মহাগজঃ ॥ ৩৭
সিদ্ধার্থাস্ত নরা রামমাগতং সহ সীতয়া।
লক্ষ্মণঞ্চ মহাবাহুং দ্রক্ষ্যন্তি পুনরাগতম্ ॥ ৩৮

না; কেননা জানিতে পারিলে, তিনি এতক্ষণ অবশ্যই ত্বরান্বিত হইয়া আমার মস্তক নত করিয়া আঘ্রাণ করিতেন! যিনি ইচ্ছাপূর্ব্বক কাহারও কষ্টদায়ক কোন কার্য্য করেন নাই সেই পিতার সুখস্পর্শ হস্ত এখন কোথায়, যে হস্ত পূর্ব্বে সতত আমি ধূলিধূসরিত হইলে, আমার ধূলি মুছাইত? যাঁহা হইতে কখন কাহারও ক্লেশদায়ক কার্য্য অনুষ্ঠিত হইবার নয়, যিনি আমার পিতা ভ্রাতা ও বন্ধু, সকলই; এবং আমি যাঁহার অভিমত দাস, সেই রাম এখন কোথায় আছেন, আমাকে শীঘ্র বলুন। ধর্ম্মজ্ঞ আর্য্য ব্যক্তি, জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকে পিতৃতুল্য মান্য করেন; বিশেষতঃ দৃঢ়-সঙ্কল্প ধর্ম্মজ্ঞ নিয়ত-ধর্ম্মপরায়ণ সেই জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা মহাভাগ রামই এক্ষণে আমার গতি; আমি তাঁহার চরণে প্রণাম করিব! মহামান্যে! সেই সত্যবিক্রমশালী আমার পিতা রাজা দশরথ মৃত্যুকালে আমাকে যে সদুপদেশ প্রদান করিয়াছেন, আমি তাহা শুনিতে ইচ্ছা করি।” ২৮—৩৪। ভরত এইরূপ জিজ্ঞাসা করিলে কৈকেয়ী দেবী তাঁহাকে বলিলেন, “সেই সদসদ্বিবেকশালিশ্রেষ্ঠ মহাত্মা রাজা দশরথ 'হা রাম! হা সীতে! হা লক্ষ্মণ!' এই বলিয়া বিলাপ করিতে করিতে পরলোকে গিয়াছেন। পাশদ্বারা আবদ্ধ হস্তীর ন্যায় ব্যাকুলান্তরাত্মা হইয়া মৃত্যুপাশে আবদ্ধ তোমার পিতা মৃত্যুকালে কেবল এইরূপ বিলাপ করিয়াছেন যে, যাঁহারা সেই মহাবাহু রাম ও লক্ষ্মণকে সীতার সহিত ফিরিয়া আসিতে দেখিবেন, তাঁহারাই

শ্রুত্বা তু বিষসাদৈবং দ্বিতীয়াপ্রিয়শংসনাৎ।
বিষণ্ণবদনো ভূত্বা ভূয়ঃ পপ্রচ্ছ মাতরম্ ॥ ৩৯
ক্ব চেদানীং স ধর্ম্মাত্মা কৌশল্যানন্দবর্দ্ধনঃ।
লক্ষ্মণেন সহ ভ্রাত্রা সীতয়া চ সমাগতঃ ॥ ৪০
তথা পৃষ্টা যথান্যায়মাখ্যাতুমুপচক্রমে।
মাতাস্য যুগপদ্বাক্যং বিপ্রিয়ং প্রিয়শংসয়া ॥ ৪১
স হি রাজসুতঃ পুত্র চীরবাসা মহাবনম্।
দণ্ডকান্ সহ বৈদেহ্যা লক্ষ্মণানুচরো গতঃ ॥ ৪২
তচ্ছ্রুত্বা ভরতস্ত্রস্তো ভ্রাতুশ্চারিত্রশঙ্কয়া।
স্বস্য বংশস্য মাহাত্ম্যাৎ প্রষ্টুং সমুপচক্রমে ॥ ৪৩
কচ্চিন্ন ব্রাহ্মণধনং হৃতং রামেণ কস্যচিৎ।
কচ্চিন্নাঢ্যো দরিদ্রো বা তেনাপাপো বিহিংসিতঃ ॥ ৪৪
কচ্চিন্ন পরদারান্ বা রাজপুত্রোঽভিমন্যতে।
কস্মাৎ স দণ্ডকারণ্যে ভ্রাতা রামো বিবাসিতঃ ॥ ৪৫
অথাস্য চপলা মাতা তৎ স্বকর্ম্ম যথাযথম্।
তেনৈব স্ত্রীস্বভাবেন ব্যাহর্ত্তুমুপচক্রমে ॥ ৪৬
এবমুক্তা তু কৈকেয়ী ভরতেন মহাত্মনা।
উবাচ বচনং হৃষ্টা বৃথাপণ্ডিতমানিনী ॥ ৪৭

ধন্য।” কৈকেয়ী দেবী সেইরূপে রামের বনপ্রবাস-রূপ অপর অপ্রিয় কথা বলিলে, তাহা শুনিবামাত্রই ভরত অতীব বিষণ্ণ হইলেন এবং পুনর্ব্বার তাঁহাকে এরূপ জিজ্ঞাসা করিলেন, সেই কৌশল্যানন্দবর্দ্ধন ধার্ম্মাত্মা রাম সীতা ও ভ্রাতা লক্ষ্মণের সহিত এক্ষণে কোথায় গিয়াছেন?' ৩৫—৪৫। ভরত সেইরূপ জিজ্ঞাসা করিলে, তাঁহার জননী অবিলম্বে প্রিয়বোধে তাঁহার অপ্রিয় এই সত্যকথা তাঁহাকে বলিলেন, 'পুত্র। সেই রাজনন্দন রাম চীরবসন পরিধানপূর্ব্বক বিদেহরাজদুহিতা সীতা ও লক্ষ্মণের সহিত দণ্ডক-নামক মহারণ্যে গমন করিয়াছেন।” সেই কথা শুনিয়া ভরত স্বীয় বংশের মাহাত্ম্যহেতুক ভ্রাতার চরিত্রে শঙ্কিত ও ত্রাসান্বিত হইয়া জননীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, “মাতঃ! রাম ত কোন ব্রাহ্মণের ধন অপহরণ করেন নাই? তিনি ত কোন নিষ্পাপ ধনাঢ্য বা দরিদ্র ব্যক্তিকে হিংসা করেন নাই? এবং সেই রাজনন্দন ত কোন পরস্ত্রীর প্রতি আসক্ত হন নাই? সেই জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা রাম, কি কারণে দণ্ডকারণ্যে নির্ব্বাসিত হইয়াছেন?” ৪১—৪৫। পরে সেই চপলস্বভাব বৃথা পাণ্ডিত্য-ম্মন্যা ভরতজননী কৈকেয়ী দেবী স্ত্রীস্বভাববশতঃ সেই স্বকৃত কর্ম্ম যথার্থরূপে বর্ণন করিতে উপক্রম করিলেন। মহাত্মা ভরতকর্ত্তৃক সেইরূপ জিজ্ঞাসিত

ন ব্রাহ্মণধনং কিঞ্চিদ্ধৃতং রামেণ কস্যচিৎ।
কশ্চিন্নাঢ্যো দরিদ্রো বা তেনাপাপো বিহিংসিতঃ॥ ৪৮
ন রামঃ পরদারান্ স চক্ষুর্ভ্যামপি পশ্যতি।
ময়া তু পুত্র শ্রুত্বৈব রামস্যেহাভিষেচনম্॥ ৪৯
যাচিতস্তে পিতা রাজ্যং রামস্য চ বিবাসনম্।
স স্ববৃত্তিং সমাস্থায় পিতা তে তৎ তথাকরোৎ॥ ৫০
রামশ্চ সহসৌমিত্রিঃ প্রেষিতঃ সহ সীতয়া।
তমপশ্যন্ প্রিয়ং পুত্রং মহীপালো মহাযশাঃ॥ ৫১
পুত্রশোকপরিদ্যূনঃ পঞ্চত্বমুপপেদিবান্।
ত্বয়া ত্বিদানীং ধর্ম্মজ্ঞ রাজত্বমবলম্ব্যতাম্॥ ৫২
ত্বৎ কৃতে হি ময়া সর্ব্বমিদমেবংবিধং কৃতম্।
মা শোকং মা চ সন্তাপং ধৈর্য্যমাশ্রয় পুত্রক॥ ৫৩
ত্বদধীনা হি নগরী রাজ্যঞ্চৈতদনাময়ম্॥ ৫৪

তৎ পুত্র শীঘ্রং বিধিনা বিধিজ্ঞৈ-
র্বসিষ্ঠমুখ্যৈঃ সহিতো দ্বিজেন্দ্রৈঃ।
সঙ্কাল্য রাজানমদীনসত্ত্ব-
মাত্মানমুর্ব্ব্যামভিষেচয়স্ব॥ ৫৫

ইত্যযোধ্যাকাণ্ডে দ্বিসপ্ততিতমঃ সর্গঃ॥ ৭২॥

হইয়া, তিনি সানন্দে তাহাকে বলিলেন, "রাম কোন ব্রাহ্মণের কিঞ্চিন্মাত্র ধনও অপহরণ করেন নাই, তিনি কোন নিষ্পাপ আঢ্য বা দরিদ্র ব্যক্তিকে হিংসাও করেন নাই এবং তিনি কখন কোন পরস্ত্রীকে চক্ষেও দেখেন নাই, পরন্তু পুত্র! আমি রামের রাজ্যাভিষেকবার্ত্তা শুনিয়া তোমার পিতার নিকট তোমার রাজ্য ও তাঁহার বনবাস প্রার্থনা করি; তোমার পিতাও প্রতিজ্ঞা পালনরূপ স্বধর্ম্ম অবলম্বন করিয়া সেই প্রার্থনা পূরণ করেন; তজ্জন্যই রাম, সীতা ও সুমিত্রানন্দন লক্ষ্মণের সহিত বনবাসে প্রেরিত হইয়াছেন। মহাযশা মহীপতি দশরথও সেই পুত্রের অদর্শনে শোকে কাতর হইয়া পঞ্চত্ব লাভ করিয়াছেন। ধর্ম্মজ্ঞ! এক্ষণে তুমি রাজত্ব কর; কেননা, তোমার জন্যই আমি এসকল করিয়াছি। পুত্র! তুমি ধৈর্য্য ধারণ কর, শোক বা পরিতাপ করিও না; যেহেতু এই অযোধ্যানগরী ও সমুদয় রাজ্য নির্ব্বিঘ্নে তোমারই আয়ত্ত হইয়াছে। পুত্র! এক্ষণে তুমি বিধিজ্ঞ বসিষ্ঠ প্রভৃতি দ্বিজেন্দ্রগণের সহিত শীঘ্র অদীনচিত্ত রাজা দশরথের যথাবিধি প্রেত সংকার করিয়া রাজ্যে অভিষিক্ত হও।" ৪৬—৫৫।

ত্রিসপ্ততিতমঃ সর্গঃ।

শ্রুত্বা চ স পিতুর্বৃত্তং ভ্রাতরৌ চ বিবাসিতৌ।
ভরতো দুঃখসন্তপ্ত ইদং বচনমব্রবীৎ॥ ১
কিং নু কার্য্যং হতস্যেহ মম রাজ্যেন শোচতঃ।
বিহীনস্যাথ পিত্রা চ ভ্রাত্রা পিতৃসমেন চ॥ ২
দুঃখে মে দুঃখমকরোর্ব্রণে ক্ষারমিবাদদাঃ।
রাজানং প্রেতভাবস্থং কৃত্বা রামঞ্চ তাপসম্॥ ৩
কুলস্য ত্বমভাবায় কালরাত্রিরিবাগতা।
অঙ্গারমুপগুহ্য স্ম পিতা মে নাববুদ্ধবান্॥ ৪
মৃত্যুমাপাদিতো রাজা ত্বয়া মে পাপদর্শিনি।
সুখং পরিহৃতং মোহাৎ কুলেঽস্মিন্ কুলপাংসনি॥ ৫
ত্বাং প্রাপ্য হি পিতা মেঽদ্য সত্যসন্ধো মহাযশাঃ।
তীব্রদুঃখাভিসন্তপ্তো বৃত্তো দশরথো নৃপঃ॥ ৬
বিনাশিতো মহারাজঃ পিতা মে ধর্ম্মবৎসলঃ।
কস্মাৎ প্রব্রাজিতো রামঃ কস্মাদেব বনং গতঃ॥ ৭
কৌসল্যা চ সুমিত্রা চ পুত্রশোকাভিপীড়িতে।
দুষ্করং যদি জীবেতাং প্রাপ্য ত্বাং জননীং মম॥ ৮

ত্রিসপ্ততিতম সর্গ।

পিতার মৃত্যু ও ভ্রাতৃদ্বয়ের বনবাসের কথা শুনিয়া অতীব দুঃখিতচিত্ত ভরত জননীকে বলিলেন "আমি পিতা ও পিতৃতুল্য জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার বিরহে সর্ব্বতোভাবেই নিহত হইয়াছি; এক্ষণে আমাকে নিরন্তর শোক করিতেই হইবে সুতরাং আমার রাজ্যে প্রয়োজন কি? তুমি রাজা দশরথকে বিনষ্ট ও রামকে তাপস করিয়া যেন আমার ক্ষত স্থানে ক্ষার নিক্ষেপ করিয়া দুঃখের উপর দুঃখ দিয়াছ! তুমি কালরাত্রির ন্যায়, এই বংশের বিনাশের জন্য আসিয়াছ! হা! পিতা আমার প্রজ্বলিত অঙ্গার আলিঙ্গন করিয়াও জানিতে পারেন নাই। ১—৪। পাপদর্শিনি! কুলকলঙ্কিনি! তুমি মোহবশতঃ আমার পিতা রাজা দশরথকে বিনষ্ট করিয়া একেবারে এই বংশকেই সুখহীন করিয়াছ! মদীয় পিতা সত্যপ্রতিজ্ঞ মহাযশা নরপতি দশরথ তোমাকে লাভ করিয়াই তীব্র দুঃখে তাপিত হইয়া এক্ষণে মৃত্যুদশা-গ্রস্ত হইয়াছেন। কি জন্য তুমি আমার পিতা ধর্ম্ম-বৎসল মহারাজ দশরথকে বিনষ্ট করিলে? হা! নির্ব্বাসিত হইয়া রামই বা কেন অরণ্যে গমন করিলেন! জননি! পুত্রশোক-তাপিতা কৌশল্যা ও সুমিত্রা দেবী যে, তোমায় সংসর্গ লাভ করিয়াও

যথার্য্যোঽপি চ ধর্ম্মাত্মা ত্বয়ি বৃত্তিমনুত্তমাম্।
বর্ত্ততে গুরুবৃত্তিজ্ঞো যথা মাতরি বর্ত্ততে॥ ৯
তথা জ্যেষ্ঠা হি মে মাতা কৌসল্যা দীর্ঘদর্শিনী।
ত্বয়ি ধর্ম্মং সমাস্থায় ভগিন্যামিব বর্ত্ততে॥ ১০
তস্যাঃ পুত্রং মহাত্মানং চীরবল্কলবাসসম্।
প্রস্থাপ্য বনবাসায় কথং পাপে ন শোচসে॥ ১১
অপাপদর্শিনং শূরং কৃতাত্মানং যশস্বিনম্।
প্রব্রাজ্য চীরবসনং কিং নু পশ্যসি কারণম্॥ ১২
লুব্ধায়া বিদিতো মন্যে ন তেঽহং রাঘবং যথা।
তথা হ্যনর্থো রাজ্যার্থং ত্বয়া নীতো মহানয়ম্॥ ১৩
অহং হি পুরুষব্যাঘ্রাবপশ্যন্ রামলক্ষ্মণৌ।
কেন শক্তিপ্রভাবেণ রাজ্যং রক্ষিতুমুৎসহে॥ ১৪
তং হি নিত্যং মহারাজো বলবন্তং মহৌজসম্।
উপশ্রিতোঽভূদ্ধর্ম্মাত্মা মেরুর্মেরুবনং যথা॥ ১৫
সোঽহং কথমিমং ভারং মহাধুর্য্যসমুদ্যতম্।
দম্যো ধুরমিবাসাদ্য সহেয়ং কেন চৌজসা॥ ১৬
অথবা মে ভবেচ্ছক্তির্যোগৈর্বুদ্ধিবলেন বা।
সকামাং ন করিষ্যামি ত্বামহং পুত্রগর্দ্ধিনীম্॥ ১৭
ন মে বিকাঙ্ক্ষা জায়েত ত্যক্তুং ত্বাং পাপনিশ্চয়াম্।
যদি রামস্য নাবেক্ষা ত্বয়ি স্যান্মাতৃবৎ সদা॥ ১৮
উৎপন্না তু কথং বুদ্ধিস্তবেয়ং পাপদর্শিনি।
সাধুচারিত্রবিভ্রষ্টে পূর্ব্বেষাং নো বিগর্হিতা॥ ১৯
অস্মিন্ কুলে হি সর্ব্বেষাং জ্যেষ্ঠো রাজ্যেঽভিষিচ্যতে।
অপরে ভ্রাতরস্তস্মিন্ প্রবর্ত্তন্তে সমাহিতাঃ॥ ২০
ন হি মন্যে নৃশংসে ত্বং রাজধর্ম্মমবেক্ষসে।
গতিং বা ন বিজানাসি রাজবৃত্তস্য শাশ্বতীম্॥ ২১
সততং রাজপুত্রেষু জ্যেষ্ঠো রাজাভিষিচ্যতে।
রাজ্ঞামেতৎ সমং তৎ স্যাদিক্ষ্বাকূণাং বিশেষতঃ॥ ২২
তেষাং ধর্ম্মৈকরক্ষাণাং কুলচারিত্রশোভিনাম্।
অদ্যচারিত্রশৌণ্ডীর্য্যং ত্বাং প্রাপ্য বিনিবর্ত্তিতম্॥ ২৩
তবাপি সুমহাভাগে জনেন্দ্রকুলপূর্ব্বকে।
বুদ্ধিমোহঃ কথময়ং সম্ভূতস্ত্বয়ি গর্হিতঃ॥ ২৪
ন তু কামং করিষ্যামি তবাহং পাপনিশ্চয়ে।
যয়া ব্যসনমারব্ধং জীবিতান্তকরং মম॥ ২৫
এষ ত্বিদানীমেবাহমপ্রিয়ার্থং তবানঘে।
নিবর্ত্তয়িষ্যামি বনাদ্ভ্রাতরং স্বজনপ্রিয়ম্॥ ২৬

জীবিত থাকিবেন, ইহা নিতান্ত অসম্ভব! গুরুগণের প্রতি যেরূপ ব্যবহার কর্ত্তব্য, তদ্বিষয়ে অভিজ্ঞ সেই ধর্ম্মাত্মা আর্য্য রাম, নিজের জননীর ন্যায় তোমার প্রতি উত্তম ব্যবহার করিতেন। সেইরূপ আমার জ্যেষ্ঠা মাতা সেই দীর্ঘদর্শিনী কৌশল্যা দেবীও ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়া তোমার প্রতি ভগিনীর ন্যায় ব্যবহার করিয়া থাকেন। ৫—১০। পাপচারিণি! তুমি তাঁহার পুত্র মহাত্মা রামকে চীরবসন পরাইয়া বনে পাঠাইয়া কেন শোক করিতেছ না? হা! সেই বিশুদ্ধাত্মা নিষ্পাপ, যশস্বী, শৌর্য্যশালী রামকে বিবাসিত ও চীর ধারণ করাইয়া তুমি কি ফল দেখিতে পাইতেছ? হায়! তুমি নিতান্ত লুব্ধা! আমার বোধ হইতেছে যে, রঘুনন্দন রামের প্রতি আমার যেরূপ ভক্তি আছে, তাহা তুমি জান না বলিয়া আমার রাজ্যলাভের জন্য এই মহান্ অনর্থ ঘটাইয়াছ! আমি সেই দুই পুরুষশ্রেষ্ঠ রাম ও লক্ষ্মণকে দেখিতে না পাইয়া কোন্ শক্তিপ্রভাবে রাজ্য রক্ষা করিতে উৎসাহী হইব? সুমেরু পর্ব্বত যেমন আত্মরক্ষার্থ স্বজাত অরণ্য আশ্রয় করে, সেইরূপ ধর্ম্মাত্মা মহারাজ দশরথও আত্মরক্ষার্থ সেই বলশালী মহাতেজা রামকে আশ্রয় করিয়াছিলেন, অতএব আমি কোন্ বীর্য্যবলে, কি প্রকারে, মহাবৃষভের বহনীয় এই গুরুভার, সুদুর্ব্বহ ভারপ্রাপ্ত অপ্রাপ্তবয়স্ক বৃষভের ন্যায়, বহন করিতে পারিব? যদিও আমি বুদ্ধিবল ও যোগবল দ্বারা রাজ্যশাসন করিতে পারি, তথাপি, পুত্ররাজ্যাভিলাষিণি! তোমার বাসনা সফল করিব না! পাপনিশ্চয়ে! যদি রাম তোমাকে নিয়ত মাতৃতুল্য না দেখিতেন, তবে তোমাকে পরিত্যাগ করিতেও আমি অনিচ্ছুক হইতাম না। ১১—১৮। সাধুচরিত্রবিহীনে! এই ইক্ষ্বাকুবংশে সর্ব্বজ্যেষ্ঠই রাজ্যে অভিষিক্ত হইয়া থাকেন এবং কনিষ্ঠ ভ্রাতারা যত্নপরায়ণ হইয়া তাঁহার আদেশানুবর্ত্তী হন; অতএব আমাদের পূর্ব্বপুরুষদিগের নিন্দিত এই দুর্বুদ্ধি তোমার কিপ্রকারে উৎপন্ন হইল? নৃশংসে! আমার বোধ হইতেছে যে, তুমি রাজধর্ম্ম বা তদীয় চিরপ্রথা জান না; কেননা জ্যেষ্ঠ পুত্রকে রাজ্যে অভিষেক করারূপ ধর্ম্ম, সকল রাজারই তুল্য; বিশেষতঃ ইক্ষ্বাকুবংশীয়েরা সর্ব্বতোভাবেই ঐ ধর্ম্মের অনুবর্ত্তন করিয়া থাকেন। ১৯—২২। এক্ষণে তোমার সংসর্গে সেই ধর্ম্মমাত্র প্রতিপালক ও সচ্চরিত্রশোভিত ইক্ষ্বাকুবংশীয়দিগের সচ্চরিত্র-নিবন্ধন অহঙ্কার বিনষ্ট হইল। অয়ি সৌভাগ্যবতি! তুমিও নরেন্দ্রকুলে জন্মিয়াছ; সুতরাং তোমারই বা কিপ্রকারে এরূপ অতিভ্রম ঘটিল? সে যাহা হউক, পাপনিশ্চয়ে! তোমা হইতেই যখন আমার প্রাণান্তকর এই বিপদ্ উপস্থিত হইয়াছে; তখন আমি কোন মতেই তোমার অভিলাষ পূর্ণ করিব না; পরন্তু এখনই তোমার অপ্রিয়-সাধনার্থ

নিবর্ত্তয়িত্বা রামঞ্চ তস্যাহং দীপ্ততেজসঃ।
দাসভূতো ভবিষ্যামি সুস্থিতেনান্তরাত্মনা॥ ২৭
ইত্যেবমুক্ত্বা ভরতো মহাত্মা
প্রিয়েতরৈর্ব্বাক্যগণৈস্তুদংস্তাম্।
শোকার্দ্দিতশ্চাপি ননাদ ভূয়ঃ
সিংহো যথা মন্দরকন্দরস্থঃ॥ ২৮
ইত্যযোধ্যাকাণ্ডে ত্রিসপ্ততিতমঃ সর্গঃ॥ ৭৩॥

চতুঃসপ্ততিতমঃ সর্গঃ।

তাং তথা গর্হয়িত্বা তু মাতরং ভরতস্তদা।
রোষেণ মহতাবিষ্টঃ পুনরেবাব্রবীদ্বচঃ॥ ১
রাজ্যাদ্‌ভ্রংশস্ব কৈকেয়ি নৃশংসে দুষ্টচারিণি।
পরিত্যক্তাসি ধর্ম্মেণ মা মৃতং রুদতী ভব॥ ২
কিং নু তেঽদূষয়দ্রাজা রামো বা ভৃশধার্ম্মিকঃ।
যয়োর্মৃত্যুর্বিবাসশ্চ ত্বৎকৃতে তুল্যমাগতৌ॥ ৩
ভ্রূণহত্যামসি প্রাপ্তা কুলস্যাস্য বিনাশনাৎ।
কৈকেয়ি নরকং গচ্ছ মা চ তাতসলোকতাম্॥ ৪
যৎ ত্বয়া হীদৃশং পাপং কৃতং ঘোরেণ কর্ম্মণা।
সর্ব্বলোকপ্রিয়ং হিত্বা মমাপ্যাপাদিতং ভয়ম্॥ ৫

সেই স্বজনপ্রিয় দীপ্ততেজা রামকে বন হইতে ফিরাইয়া আনিব এবং দাসের ন্যায় সমাহিতচিত্তে তাঁহার সেবা করিব। মহাত্মা ভরত, জননীকে সেই অপ্রিয়বাক্য-সমূহদ্বারা আঘাত করিয়া অতীব শোকার্ত্তহৃদয়ে মন্দর-কন্দরস্থিত সিংহের ন্যায় চীৎকার করিতে লাগিলেন। ২৩—২৮।

চতুঃসপ্ততিতম সর্গ।

তৎকালে ভরত, মাতাকে সেইরূপে নিন্দা করত অত্যন্ত ক্রোধান্বিত হইয়া পুনর্ব্বার তাঁহাকে বলিলেন, "নৃশংসে কৈকেয়ি! তুমি রাজ্যভ্রষ্টা হও। দুরাচারে! ধর্ম্ম তোমাকে পরিত্যাগ করিয়াছেন, অতএব তুমি আর স্বামীর জন্য রোদন করিও না; রাম বা নিয়ত-ধর্ম্মনিরত রাজা দশরথ তোমার কি অপকার করিয়াছিলেন যে তোমা হইতে তাঁহাদিগের এককালীন বিবাসন ও মৃত্যু ঘটিয়াছে। কৈকেয়ি! এই বংশ নষ্ট করায় তোমার ভ্রূণহত্যাজনিত পাপ হইয়াছে; তুমি নরকে যাও, আমার পিতার সালোক্য লাভ করিও না। কেননা এই ভয়ানক কার্য্য করায় তোমার গুরুতর পাপ হইয়াছে এবং তুমি সর্ব্বলোক-প্রিয় রামকে বিবাসিত করিয়া আমারও কলঙ্ক উৎপাদন করিয়াছ।

ত্বৎকৃতে মে পিতা বৃত্তো রামশ্চারণ্যমাশ্রিতঃ।
অযশো জীবলোকে চ ত্বয়াহং প্রতিপাদিতঃ॥ ৬
মাতৃরূপে মমামিত্রে নৃশংসে রাজ্যকামুকে।
ন তেঽহমভিভাষ্যোঽস্মি দুর্ব্বৃত্তে পতিঘাতিনি॥ ৭
কৌসল্যা চ সুমিত্রা চ যাশ্চান্যা মম মাতরঃ।
দুঃখেন মহতাবিষ্টাস্ত্বাং প্রাপ্য কুলদূষিণীম্॥ ৮
ন ত্বমশ্বপতেঃ কন্যা ধর্ম্মরাজস্য ধীমতঃ।
রাক্ষসী তত্র জাতাসি কুলপ্রধ্বংসিনী পিতুঃ॥ ৯
যৎ ত্বয়া ধার্ম্মিকো রামো নিত্যং সত্যপরায়ণঃ।
বনং প্রস্থাপিতো বীরঃ পিতাপি ত্রিদিবং গতঃ॥ ১০
যৎপ্রধানাসি তৎ পাপং ময়ি পিত্রা বিনাকৃতে।
ভ্রাতৃভ্যাঞ্চ পরিত্যক্তে সর্ব্বলোকস্য চাপ্রিয়ে॥ ১১
কৌসল্যাং ধর্ম্মসংযুক্তাং বিযুক্তাং পাপনিশ্চয়ে।
কৃত্বা কং প্রাপ্স্যসে হ্যদ্য লোকং নিরয়গামিনী॥ ১২
কিম্নাববুধ্যসে ক্রূরে নিয়তং বন্ধুসংশ্রয়ম্।
জ্যেষ্ঠং পিতৃসমং রামং কৌসল্যায়াত্মসম্ভবম্॥ ১৩
অঙ্গপ্রত্যঙ্গজঃ পুত্রো হৃদয়াচ্চাভিজায়তে।
তস্মাৎ প্রিয়তরো মাতুঃ প্রিয়া এব তু বান্ধবাঃ॥ ১৪

১—৫। হা! তোমার জন্যই পিতার মৃত্যু হইল, রাম অরণ্যবাসী হইলেন এবং আমিও নিন্দাভাগী হইলাম। নিষ্ঠুরচরিতে রাজ্যকামুকে! তুমি আমার মাতৃরূপী শত্রু। দুরাচারে পতিঘাতিনি! তুমি আর আমার সহিত বাক্যালাপ করিও না! কুলদূষিণি! কৌসল্যা, সুমিত্রা ও অন্যান্য মাতারা তোমার জন্যই দুঃখে পতিতা হইলেন! আমার বোধ হইতেছে যে, তুমি সেই বীর্য্যবান্ ধর্ম্মরাজ অশ্বপতির কন্যা নহ; পরন্তু পিতার কুলগৌরবনাশিনী হইয়া তাঁহার ঔরসে রাক্ষসীরূপে জন্মিয়াছ! যেহেতু, তুমি বীর্য্যসম্পন্ন নিত্য-সত্যপরায়ণ ধার্ম্মিক রামকে বিবাসিত ও আমার পিতা রাজা দশরথকে স্বর্গগত করিলে। ৬—১০। পাপপ্রধানে! তুমি আমাকে পিতৃহীন ভ্রাতৃদ্বয়পরিত্যক্ত ও সমস্ত লোকের অপ্রীতিভাজন করিয়া নিজের পাপ আমার উপরেই চাপাইয়াছ; পাপনিশ্চয়ে! তুমি সেই ধর্ম্মনিরতা কৌশল্যা দেবীকে পতিপুত্রবিহীনা করিয়া নরকে গমনের যোগ্যা হইয়াছ; পরন্তু তুমি যে কোন্ নরকে যাইবে, তাহা বুঝিতে পারিতেছি না! ক্রূরাচারে! আমাদিগের পিতৃবৎ মান্য জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা কৌশল্যা-গর্ভসম্ভূত রাম নিয়ত বন্ধুগণের আশ্রয়স্থান; তাহা কি তুমি জান না? বান্ধবমাত্রই প্রিয় হইয়া থাকে; পরন্তু পুত্র মাতার আরও অধিক প্রিয় হয়; কেননা, সে তাঁহার অঙ্গ, প্রত্যঙ্গ ও হৃদয় হইতে জন্ম-

অন্যদা কিল ধর্ম্মজ্ঞা সুরভিঃ সুরসম্মতা।
বহমানৌ দদর্শোর্ব্ব্যাং পুত্রৌ বিগতচেতসৌ ॥ ১৫
তাবর্দ্ধদিবসং শ্রান্তৌ দৃষ্ট্বা পুত্রৌ মহীতলে।
রুরোদ পুত্রশোকেন বাষ্পপর্য্যাকুলেক্ষণম্ ॥ ১৬
অধস্তাদ্ব্রজতস্তস্যাঃ সুররাজ্ঞো মহাত্মনঃ।
বিন্দবঃ পতিতা গাত্রে সূক্ষ্মাঃ সুরভিগন্ধিনঃ ॥ ১৭
নিরীক্ষমাণস্তাং শক্রো দদর্শ সুরভিং স্থিতাম্।
আকাশে বিষ্ঠিতাং দীনাং রুদতীং ভৃশদুঃখিতাম্ ॥ ১৮
তাং দৃষ্ট্বা শোকসন্তপ্তাং বজ্রপাণির্যশস্বিনীম্।
ইন্দ্রঃ প্রাঞ্জলিরুদ্বিগ্নঃ সুররাজোঽব্রবীদ্বচঃ ॥ ১৯
ভয়ং কচ্চিন্ন চাস্মাসু কুতশ্চিদ্বিদ্যতে মহৎ।
কুতোনিমিত্তঃ শোকস্তে ব্রূহি সর্ব্বহিতৈষিণি ॥ ২০ ॥
এবমুক্তা তু সুরভিঃ সুররাজেন ধীমতা।
প্রত্যুবাচ ততো ধীরা বাক্যং বাক্যবিশারদা ॥ ২১
শান্তং পাপং ন বঃ কিঞ্চিৎ কুতশ্চিদমরাধিপ।
অহন্তু মগ্নৌ শোচামি স্বপুত্রৌ বিষমে স্থিতৌ ॥ ২২
এতৌ দৃষ্ট্বা কৃশৌ দীনৌ সূর্য্যরশ্মিপ্রতাপিতৌ।
বধ্যমানৌ বলীবর্দ্দৌ কর্ষকেণ দুরাত্মনা ॥ ২৩
মম কায়াৎ প্রসূতৌ হি দুঃখিতৌ ভারপীড়িতৌ।
যৌ দৃষ্ট্বা পরিতপ্যেঽহং নাস্তি পুত্রসমঃ প্রিয়ঃ ॥ ২৪
যস্যাঃ পুত্রসহস্রৈস্তু কৃৎস্নং ব্যাপ্তমিদং জগৎ।
তাং দৃষ্ট্বা রুদতীং শক্রো ন সুতান্মন্যতে পরম্ ॥ ২৫
ইন্দ্রো হ্যশ্রুনিপাতং তং স্বগাত্রে পুণ্যগন্ধিনম্।
সুরভিং মন্যতে দৃষ্ট্বা ভূয়সীং তামিহেশ্বরঃ ॥ ২৬
সমাপ্রতিমবৃত্তায়া লোকধারণকাম্যয়া।
শ্রীমত্যা গুণমুখ্যায়াঃ স্বভাবপরিচেষ্টয়া ॥ ২৭
যস্যাঃ পুত্রসহস্রাণি সাপি শোচতি কামধুক্।
কিং পুনর্যা বিনা রামং কৌশল্যা বর্ত্তয়িষ্যতি ॥ ২৮
একপুত্রা চ সাধ্বী চ বিবৎসেয়ং ত্বয়া কৃতা।
তস্মাত্ত্বং সততং দুঃখং প্রেত্য চেহ চ লপ্স্যসে ॥ ২৯
অহন্ত্বপচিতিং ভ্রাতুঃ পিতুশ্চ সকলামিমাম্।
বর্দ্ধনং যশসশ্চাপি করিষ্যামি ন সংশয়ঃ ॥ ৩০
আনায্য চ মহাবাহুং কোশলেন্দ্রং মহাবলম্।
স্বয়মেব প্রবেক্ষ্যামি বনং মুনিনিষেবিতম্ ॥ ৩১

গ্রহণ করে। দেখ, একদা দেবগণ-সম্মতা গোমাতা ধর্ম্মনিরতা সুরভি দেবী ভূতলে লাঙ্গলবাহী পুত্রদ্বয়কে অচেতনপ্রায় দেখিয়াছিলেন, তিনি সেই দুই পুত্রকে অর্দ্ধ দিবস হলচালনান্তে পরিশ্রান্ত দেখিয়া তাহাদিগের শোকে অশ্রুপূর্ণনয়নে রোদন করিতে লাগিলেন। ১১—১৬। সেই সময় মহাত্মা দেবরাজ ইন্দ্র সেই প্রদেশের অধোভাগ দিয়া যাইতেছিলেন; সহসা তাঁহার শরীরে সেই সুরভিগন্ধযুক্ত সূক্ষ্ম অশ্রুবিন্দু পতিত হইল। পরে তিনি চতুর্দ্দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করত দেখিতে পাইলেন যে, যশস্বিনী সুরভি দেবী আকাশমণ্ডলে অবস্থানপূর্ব্বক অতীব দুঃখিতা ও কাতরা হইয়া রোদন করিতেছেন। তাঁহাকে শোকে কাতর দেখিয়া, দেবরাজ বজ্রপাণি ইন্দ্র উদ্বিগ্ন হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে তাঁহাকে বলিলেন, "সর্ব্বলোক-হিতৈষিণি! কি জন্য আপনার এই শোক উপস্থিত হইয়াছে, তাহা বলুন; কোন ব্যক্তি হইতে ত আমাদিগের মহৎ ভয় উপস্থিত হয় নাই? ১৭—২০।" ধীসম্পন্ন দেবরাজ এইরূপ জিজ্ঞাসা করিলে বাক্যবিশারদা ধীমতি সুরভি দেবী তাঁহাকে প্রত্যুত্তর করিলেন, অমরাধিপ! ওরূপ পাপ কথা মুখে আনিও না, তোমাদিগের কোন প্রাণী হইতেও কিঞ্চিৎ ভয় উপস্থিত হয় নাই; আমি বিষম-দেশস্থিত ও শোকময় ঐ দুই পুত্রকে কৃশ, সূর্য্যরশ্মি-প্রতাপিত, দৈন্যসমন্বিত ও দুরাত্মাকর্ত্তৃক তাড়্যমান দেখিয়া শোক করিতেছি। উহারা আমার শরীর হইতে জন্ম লাভ করিয়াছে, সুতরাং উহাদিগকে ভারপীড়িত ও দুঃখিত দেখিয়া আমি পরিতাপান্বিত হইতেছি; কেননা পুত্র হইতে প্রিয় আর কেহই নাই। পরে সর্ব্বলোকেশ্বর ইন্দ্র যাহার সহস্র সহস্র পুত্রে এই সমস্ত জগৎ পরিব্যাপ্ত হইয়াছে, সেই সুরভি দেবীকে পুত্রের জন্য শোক করিতে দেখিয়া পুত্র হইতে যে কেহই সমধিক প্রিয় নয় ইহা বুঝিলেন। তিনি নিজের গাত্রে সুরভির সেই সুগন্ধযুক্ত অশ্রুনিপাত দেখিয়া তাঁহাকে অতিশয় স্নেহবতী বোধ করিলেন। মাতঃ! যিনি লোকরক্ষার নিমিত্ত সমস্ত প্রাণীর প্রতি তুল্যরূপে অনুগ্রহ করিয়া থাকেন, যাঁহার চরিত্র অতুলনীয় এবং যিনি স্বাভাবিক চেষ্টাসমুদায়দ্বারাই সমধিক গুণবতী, সেই শ্রীমতী সুরভি দেবী সহস্রসহস্রপুত্রবতী হইয়াও যখন পুত্রের জন্য শোকাকুলা হইয়াছিলেন, তখন একমাত্র পুত্র রাম ব্যতিরেকে যাহাকে জীবন ধারণ করিতে হইবে, সেই কৌশল্যা দেবীর কথা আর কি বলিব? তুমি সেই একমাত্র-পুত্রবতী সাধ্বী দেবীকে পুত্রবিহীন করিয়াছ; অতএব তোমাকে নিরন্তর,—কি ইহলোক কি পরলোক, সর্ব্বত্রই দুঃখ ভোগ করিতে হইবে। পরন্তু আমি পিতা ও ভ্রাতার নিকট সম্পূর্ণরূপে সেই দোষের ক্ষালন করিয়া যে আমার যশোবৃদ্ধি করিব, ইহাতে সংশয় নাই। ২১—৩০। আমি সেই কোশলাধিপতি মহাবাহু মহাবল রামকে এখানে

স ত্বহং পাপসঙ্কল্পে পাপে পাপং ত্বয়া কৃতম্।
শক্তো ধারয়িতুং পৌরৈরশ্রুকণ্ঠৈর্নিরীক্ষিতঃ॥ ৩২
সা ত্বমগ্নিং প্রবিশ বা স্বয়ং বা বিশ দণ্ডকান্।
রজ্জুং বধান বা কণ্ঠে নহি তেঽন্যৎ পরায়ণম্॥ ৩৩
অহমপ্যবনীং প্রাপ্তে রামে সত্যপরাক্রমে।
কৃতকৃত্যো ভবিষ্যামি বিপ্রবাসিতকল্মষঃ॥ ৩৪
ইতি নাগ ইবারণ্যে তোমরাঙ্কুশতোদিতঃ।
পপাত ভুবি সংক্রুদ্ধো নিশ্বসন্নিব পন্নগঃ॥ ৩৫
সংরক্তনেত্রঃ শিথিলাম্বরস্তথা
বিধূতসর্ব্বাভরণঃ পরন্তপঃ।
বভূব ভূমৌ পতিতো নৃপাত্মজঃ
শচীপতেঃ কেতুরিবোৎসবক্ষয়ে॥ ৩৬
ইত্যযোধ্যাকাণ্ডে চতুঃসপ্ততিতমঃ সর্গঃ॥ ৭৪॥

পঞ্চসপ্ততিতমঃ সর্গঃ।

দীর্ঘকালাৎ সমুত্থায় সংজ্ঞাং লব্ধা স বীর্য্যবান্।
নেত্রাভ্যামশ্রুপূর্ণাভ্যাং দীনামুদ্বীক্ষ্য মাতরম্॥ ১
সোঽমাত্যমধ্যে ভরতো জননীমভ্যকুৎসয়ৎ।
রাজ্যং ন কাময়ে জাতু মন্ত্রয়ে নাপি মাতরম্॥ ২
অভিষেকং ন জানামি যোঽভূদ্রাজ্ঞা সমীক্ষিতঃ।
বিপ্রকৃষ্টে হ্যহং দেশে শত্রুঘ্নসহিতোঽভবম্॥ ৩
বনবাসং ন জানামি রামস্যাহং মহাত্মনঃ।
বিবাসনঞ্চ সৌমিত্রেঃ সীতায়াশ্চ যথাভবৎ॥ ৪
তথৈব ক্রোশতস্তস্য ভরতস্য মহাত্মনঃ।
কৌসল্যা শব্দমাজ্ঞায় সুমিত্রামিদমব্রবীৎ॥ ৫
আগতঃ ক্রূরকার্য্যায়াঃ কৈকেয্যা ভরতঃ সুতঃ।
তমহং দ্রষ্টুমিচ্ছামি ভরতং দীর্ঘদর্শিনম্॥ ৬
এবমুক্ত্বা সুমিত্রাং তং বিবর্ণবদনা কৃশা।
প্রতস্থে ভরতো যত্র বেপমানা বিচেতনা॥ ৭
স তু রাজাত্মজশ্চাপি শত্রুঘ্নসহিতস্তদা।
প্রতস্থে ভরতো যেন কৌসল্যায়া নিবেশনম্॥ ৮
ততঃ শত্রুঘ্নভরতৌ কৌসল্যাং প্রেক্ষ্য দুঃখিতৌ।
পর্য্যষ্বজেতাং দুঃখার্ত্তাং পতিতাং নষ্টচেতনাম্॥ ৯
রুদন্তৌ রুদতীং দুঃখাৎ সমেত্যার্য্যা মনস্বিনী।
ভরতং প্রত্যুবাচেদং কৌসল্যা ভৃশদুঃখিতা॥ ১০

আনয়ন করিয়া তাঁহার প্রতিনিধি হইয়া নিজেই মুনি-গণসেবিত কাননে প্রবেশ করিব; পরন্তু পাপমনোরথে পাপচারিণি! তোমাকর্ত্তৃক যে পাপ অনুষ্ঠিত হইয়াছে, আমি তাহার ভার বহিতে পারিব না; কেননা, এক্ষণে পৌরগণ রামশোকে অশ্রুব্যাপ্তকণ্ঠ হইয়া আমারই মুখ চাহিয়া রহিয়াছেন। অতএব হয় তুমি অগ্নিতে বা দণ্ডকারণ্যে প্রবেশ কর, অথবা কণ্ঠে রজ্জু বাঁধিয়া প্রাণ পরিত্যাগ কর, তোমার আর অন্য গতি নাই! সেই সত্যপরাক্রমশালী রাম পৃথিবী-রাজ্য লাভ করিলে, আমি নিষ্কলঙ্ক ও কৃতার্থ হইব।" ইহা বলিয়া, সেই শত্রুতাপন নৃপনন্দন ভরত, ক্রুদ্ধ সর্পের ন্যায় দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করত, তোমর ও অঙ্কুশতাড়িত বন্য হস্তীর ন্যায়, ভূতলে পতিত হইলেন। তৎকালে ভরত শিথিল-বসন, স্খলিত-ভূষণ ও আরক্তলোচন হইয়া পতিত হইলে, বোধ হইল যেন, উৎসবাবসানে ইন্দ্রধ্বজ ভূতলে পতিত হইল। ৩১—৩৭॥

পঞ্চসপ্ততিতম সর্গ।

অনন্তর সেই বীর্য্যবান্ ভরত বহুক্ষণ পরে সংজ্ঞালাভপূর্ব্বক অশ্রুপূর্ণনয়নে জননীকে দীন-ভাবাপন্ন দেখিয়া অমাত্যগণের সমক্ষে তাঁহাকে নিন্দা করিয়া কহিলেন, 'আমি রাজ্যকামনাও করি না এবং জননীর সহিত মন্ত্রণা করিতেও ইচ্ছা করি না। রাজা দশরথ যে অভিষেক মনস্থ করিয়াছিলেন, তাহাও আমি জানি না; কেননা আমি তখন শত্রুঘ্নের সহিত এখান হইতে বহুদূর-দেশে বাস করিতেছিলাম। মহাত্মা রাম, সুমিত্রানন্দন লক্ষ্মণ ও সীতা দেবীর যে প্রকারে বিবাসন হইয়াছে, আমি তাহার কিছুই জানি না!" সেই মহাত্মা ভরত সেইরূপে উচ্চৈঃস্বরে বিলাপ করিতে লাগিলে, কৌসল্যা দেবী তাঁহার কণ্ঠস্বর জানিতে পারিয়া সুমিত্রা দেবীকে বলিলেন, "সেই ক্রূরকার্য্যা কেকেয়ীর পুত্র দীর্ঘদর্শী ভরত আসিয়াছেন আমি তাঁহাকে দেখিতে ইচ্ছা করি।" ১—৬। সেই মলিনবদনা অচেতন-প্রায়া শোককৃশা কৌশল্যা দেবী, সুমিত্রা দেবীকে ঐরূপ বলিয়া যেখানে ভরত ছিলেন, সেই স্থান উদ্দেশে কাঁপিতে কাঁপিতে প্রস্থান করিলেন। তখন সেই রাজনন্দন ভরতও শত্রুঘ্নের সহিত, যে পথ দিয়া কৌশল্যা দেবীর আবাসে যাওয়া যায়, সেই পথ দিয়া প্রস্থান করিলেন। পরে ভরত ও শত্রুঘ্ন দুঃখার্ত্তা কৌশল্যা দেবীকে ভূপতিতা ও অচেতনপ্রায়া দেখিয়া দুঃখিত-হৃদয়ে তাঁহাকে আলিঙ্গনপূর্ব্বক রোদন করিতে লাগিলেন। তখন সেই মনস্বিনী আর্য্যা কৌশল্যা দেবী অতীব দুঃখপীড়িতা হইয়াও সরোদনে তাহা-

ইদং তে রাজ্যকামস্য রাজ্যং প্রাপ্তমকণ্টকম্।
সম্প্রাপ্তং বত কৈকেয্যাঃ শীঘ্রং ক্রূরেণ কর্ম্মণা ॥ ১১
প্রস্থাপ্য চীরবসনং পুত্রং মে বনবাসিনম্।
কৈকেয়ী কং গুণং তত্র পশ্যতি ক্রূরদর্শিনী ॥ ১২
ক্ষিপ্রং মামপি কৈকেয়ী প্রস্থাপয়িতুমর্হতি।
হিরণ্যনাভো যত্রাস্তে সুতো মে সুমহাযশাঃ ॥ ১৩
অথবা স্বয়মেবাহং সুমিত্রানুচরা সুখম্।
অগ্নিহোত্রং পুরস্কৃত্য প্রস্থাস্যে যেন রাঘবঃ ॥ ১৪
কামং বা স্বয়মেবাদ্য তত্র মাং নেতুমর্হসি।
যত্রাসৌ পুরুষব্যাঘ্রস্তপ্যতে মে সুতস্তপঃ ॥ ১৫
ইদং হি তব বিস্তীর্ণং ধনধান্যসমাচিতম্।
হস্ত্যশ্বরথসম্পূর্ণং রাজ্যং নির্য্যাতিতং ত্বয়া ॥ ১৬
ইত্যাদিবহুভির্বাক্যৈঃ ক্রূরৈঃ সম্ভর্ৎসিতোঽনঘঃ।
বিব্যথে ভরতোঽতীব ব্রণে তুদ্যেব সূচিনা ॥ ১৭
পপাত চরণৌ তস্যাস্তদা সম্ভ্রান্তচেতনঃ।
বিলপ্য বহুধাসংজ্ঞো লব্ধসংজ্ঞস্ততোঽভবৎ ॥ ১৮
এবং বিলপমানাং তাং প্রাঞ্জলির্ভরতস্তদা।
কৌসল্যাং প্রত্যুবাচেদং শোকৈর্বহুভিরাবৃতম্ ॥ ১৯
আর্য্যে কস্মাদজানন্তং গর্হসে মামকিল্বিষম্।
বিপুলাঞ্চ মম প্রীতিং স্থিতাং জানাসি রাঘবে ॥ ২০
কৃতশাস্ত্রানুগা বুদ্ধির্মা ভূৎ তস্য কদাচন।
সত্যসন্ধঃ সতাং শ্রেষ্ঠো যস্যার্য্যোঽনুমতে গতঃ ॥ ২১
প্রৈষ্যং পাপীয়সাং যাতু সূর্য্যঞ্চ প্রতিমেহতু।
হন্তু পাদেন গাং সুপ্তাং যস্যার্য্যোঽনুমতে গতঃ ॥ ২২
কারয়িত্বা মহৎ কর্ম্ম ভর্ত্তা ভৃত্যমনর্থকম্।
অধর্ম্মো যোঽস্য সোঽস্যাস্তু যস্যার্য্যোঽনুমতে গতঃ ॥ ২৩
পরিপালয়মানস্য রাজ্ঞো ভূতানি পুত্রবৎ।
ততস্তু দ্রুহ্যতাং পাপং যস্যার্য্যোঽনুমতে গতঃ ॥ ২৪
বলিষড়্ভাগমুদ্ধৃত্য নৃপস্যারক্ষিতুঃ প্রজাঃ।
অধর্ম্মো যোঽস্য সোঽস্যাস্তু যস্যার্য্যোঽনুমতে গতঃ ॥ ২৫
সংশ্রুত্য চ তপস্বিভ্যঃ সত্রে বৈ যজ্ঞদক্ষিণাম্।
তাঞ্চাপলপতাং পাপং যস্যার্য্যোঽনুমতে গতঃ ॥ ২৬
হস্ত্যশ্বরথসম্বাধে যুদ্ধে শস্ত্রসমাকুলে।
মাস্ম কার্ষীৎ সতাং ধর্ম্মং যস্যার্য্যোঽনুমতে গতঃ ॥ ২৭

দিগকে আলিঙ্গন করিয়া দুঃখবশতঃ ভরতকে বলিলেন, "রাজ্যাভিলাষিন্! তুমি এই নিষ্কণ্টক রাজ্য লাভ করিলে! হা! কৈকেয়ীর ক্রূরকার্য্য অতিশীঘ্র তোমার রাজ্য লাভ হইল!—হা! জানি না, ক্রূরদর্শিনী কৈকেয়ী আমার পুত্র রামকে চীরবাসী ও বনবাসী করিয়া কি ফল দেখিতেছে? সে যাহা হউক, এখন আমার পুত্র সেই মহাযশা হিরণ্যনাভ রাম যেখানে আছেন, কৈকেয়ীর আমাকেও তথায় প্রেরণ করা উচিত। অথবা আমি নিজেই সুমিত্রা দেবীর সহিত অগ্নিহোত্রকে অগ্রে করিয়া, যে পথ দিয়া রঘুনন্দন রাম গিয়াছেন, সেই পথ দিয়া যাইব কিংবা তোমার ইচ্ছা হয় ত যথায় এক্ষণে আমার পুত্র পুরুষশ্রেষ্ঠ রাম তপস্যা করিতেছেন তুমি স্বয়ং আমাকে তথায় লইয়া চল। হস্তী, অশ্ব ও রথপরিব্যাপ্ত ধনধান্যসমাকীর্ণ এই সুবিস্তীর্ণ রাজ্য কৈকেয়ী তোমাকে দান করিয়াছে।" ৭—১৬। নিষ্পাপ ভরত, কৌশল্যা দেবীর এইরূপ বহুবিধ কুটিলবাক্যে অতীব ভর্ৎসিত হইয়া, ব্রণোপরি সূচীদ্বারা আঘাত করিলে যেরূপ ব্যথা হয়, সেইরূপ ব্যথিত হইলেন। তিনি তাঁহার চরণে পতিত ও অতিশয় ব্যাকুলচিত্ত হইয়া বহু বিলাপ করত সংজ্ঞাশূন্য হইলেন। পরে সংজ্ঞা লাভ করিয়া বদ্ধাঞ্জলি হইয়া তাদৃশ বিলাপকারিণী বিবিধশোকান্বিতা কৌশল্যা দেবীকে কহিলেন, "আর্য্যে! আমি এ বিষয়ে কিছুই জানি না; আমার এ বিষয়ে কিছুমাত্র পাপ নাই; আপনি কেন বৃথা আমাকে নিন্দা করিতেছেন? আপনি ত জানেন যে সেই রঘুনন্দন রামের প্রতি আমার অপরিমিত প্রণয় আছে। সেই সাধুপ্রবর সত্যসন্ধ আর্য্য রাম যাহার মতানুসারে বনে গিয়াছেন, তাহার কোনকালেই ধর্ম্মশাস্ত্রানুমোদিত বুদ্ধি যেন না হয়! রাম যাহার মতানুসারে বনে গিয়াছেন, সে ব্যক্তি পাদদ্বারা শয়ানা গাভীকে তাড়না করুক, পাপী ব্যক্তিদিগের ভৃত্য হউক এবং সূর্য্যাভিমুখে মল ও মূত্র পরিত্যাগ করুক! আর্য্য রাম যাহার মতানুসারে অরণ্যে গিয়াছেন, মহৎকার্য্য করাইয়া চাকরকে বেতন না দিলে প্রভুর যে অধর্ম্ম হয়, সেই ব্যক্তির সেই অধর্ম্ম হউক। ১৭—২৩ আর্য্য রাম যাহার মতানুসারে বনে গিয়াছেন, পুত্রবৎ প্রজাপালনকারী রাজার বিদ্রোহকারী ব্যক্তির যে পাপ হয়, সেই ব্যক্তির সেই পাপ হউক। আর্য্য রাম যাহার মতানুসারে বনে গিয়াছেন, ষষ্ঠাংশ কর লইয়া প্রজাদিগকে রক্ষা না করিলে রাজার যে পাপ হয়, সেই ব্যক্তির সেই পাপ হউক! আর্য্য রাম যাহার মতানুসারে বনে গিয়াছেন, তপস্বীদিগকে যজ্ঞের দক্ষিণা দিতে প্রতিশ্রুত হইয়া যে তাহা পালন না করে, তাহার যে পাপ হয়, সেই ব্যক্তির সেই পাপ হউক। আর্য্য রাম যাহার মতানুসারে বনে গিয়াছেন, সেই ব্যক্তি হস্তী, অশ্ব ও রথসমূহে সমাকুল এবং শস্ত্রপরিব্যাপ্ত যুদ্ধক্ষেত্রে

উপদিষ্টং সুসূক্ষ্মার্থং শাস্ত্রং যত্নেন ধীমতা।
স নাশয়তু দুষ্টাত্মা যস্যার্য্যোঽনুমতে গতঃ॥ ২৮
মা চ তং ব্যূঢ়বাহ্বংসং চন্দ্রভাস্করতেজসম্।
দ্রাক্ষীদ্রাজ্যস্থমাসীনং যস্যার্য্যোঽনুমতে গতঃ॥ ২৯
পায়সং কৃশরং ছাগং বৃথা সোঽশ্নাতু নির্ঘৃণঃ।
গুরূংশ্চাপ্যবজানাতু যস্যার্য্যোঽনুমতে গতঃ॥ ৩০
গবাং স্পৃশতু পাদেন গুরূন্ পরিবদেচ্চ সঃ।
মিত্রে দ্রুহ্যেত সোঽত্যর্থং যস্যার্য্যোঽনুমতে গতঃ॥ ৩১
বিশ্বাসাৎ কথিতং কিঞ্চিৎ পরিবাদং মিথঃ ক্বচিৎ।
বিবৃণোতু স দুষ্টাত্মা যস্যার্য্যোঽনুমতে গতঃ॥ ৩২
অকর্ত্তা চাকৃতজ্ঞশ্চ ত্যক্তশ্চ নিরপত্রপঃ।
লোকে ভবতু বিদ্বিষ্টো যস্যার্য্যোঽনুমতে গতঃ॥ ৩৩
পুত্রৈর্দারৈশ্চ ভৃত্যৈশ্চ স্বগৃহে পরিবারিতঃ।
স একো মৃষ্টমশ্নাতু যস্যার্য্যোঽনুমতে গতঃ॥ ৩৪
অপ্রাপ্য সদৃশান্ দারাননপত্যঃ প্রমীয়তাম্।
অনবাপ্য ক্রিয়াং ধর্ম্ম্যাং যস্যার্য্যোঽনুমতে গতঃ॥ ৩৫
মাত্মনঃ সন্ততিং দ্রাক্ষীৎ স্বেষু দারেষু দুঃখিতঃ।
আয়ুঃ সমগ্রমপ্রাপ্য যস্যার্য্যোঽনুমতে গতঃ॥ ৩৬
রাজস্ত্রীবালবৃদ্ধানাং বধে যৎ পাপমুচ্যতে।
ভৃত্যত্যাগেন যৎ পাপং তৎ পাপং প্রতিপদ্যতাম্॥ ৩৭
লাক্ষয়া মধুমাংসেন লোহেন চ বিষেণ চ।
সদৈব বিভৃয়াদ্ভৃত্যান্ যস্যার্য্যোঽনুমতে গতঃ॥ ৩৮
সংগ্রামে সমুপোঢ়ে চ শত্রুপক্ষভয়ঙ্করে।
পলায়মানো বধ্যেত যস্যার্য্যোঽনুমতে গতঃ॥ ৩৯
কপালপাণিঃ পৃথিবীমটতাং চীরসংবৃতঃ।
ভিক্ষমাণো যথোন্মত্তো যস্যার্য্যোঽনুমতে গতঃ॥ ৪০
মদ্যে প্রসক্তো ভবতু স্ত্রীষ্বক্ষেষু চ নিত্যশঃ।
কামক্রোধাভিভূতশ্চ যস্যার্য্যোঽনুমতে গতঃ॥ ৪১
মাস্য ধর্ম্মে মনো ভূয়াদধর্ম্মং স নিষেবতাম্।
অপাত্রবর্ষী ভবতু যস্যার্য্যোঽনুমতে গতঃ॥ ৪২
সঞ্চিতান্যস্য বিত্তানি বিবিধানি সহস্রশঃ।
দস্যুভির্বিপ্রলুপ্যন্তাং যস্যার্য্যোঽনুমতে গতঃ॥ ৪৩
উভে সন্ধ্যে শয়ানস্য যৎ পাপং পরিকল্প্যতে।

সাধুগণের আচরিত ধর্ম্ম যেন পালন না করে। আর্য্য রাম যাহার মতানুসারে অরণ্যে গিয়াছেন, সেই দুরাত্মা ব্যক্তি ধীশক্তিশালী গুরুকর্তৃক সযত্নে উপদিষ্ট অতি সূক্ষ্মার্থ-বিষয়ক শাস্ত্রতত্ত্ব ভুলিয়া যাউক। ২৪—২৮। সেই পৃথুলবাহু বিশালস্কন্ধ এবং চন্দ্র ও সূর্য্যতুল্য তেজস্বী আর্য্য রাম যাহার মতানুসারে বনে গিয়াছেন, সে যেন তাঁহাকে রাজ্যাভিষিক্ত দেখিতে না পায়। আর্য্য রাম যাহার মতানুসারে বনে গিয়াছেন, সেই নির্দ্দয় ব্যক্তি বৃথা ছাগমাংস, পায়স ও কৃশর ভক্ষণ করুক এবং গুরুজনের অবজ্ঞাকারী হউক। আর্য্য রাম যাহার মতানুসারে বনে গমন করিয়াছেন, সে পাদদ্বারা গো শরীর স্পর্শ করুক এবং গুরু-নিন্দুক ও অত্যন্ত মিত্রদ্রোহী হউক। আর্য্য রাম যাহার মতানুসারে বনবাসী হইয়াছেন, সেই দুষ্টাত্মা ব্যক্তি কাহারও বিশ্বাসবশতঃ গোপনে কথিত কোন পরনিন্দা-বিষয়ক কথা প্রকাশ করুক। আর্য্য রাম যাহার মতানুসারে বনে বাস করিয়াছেন, সেই নির্লজ্জ অকৃতজ্ঞ ব্যক্তি যেন কাহারও প্রত্যুপকার না করে এবং সকল প্রাণীর বিদ্বেষভাজন হইয়া সে যেন সমস্ত প্রাণীকর্তৃক পরিত্যক্ত হয়। আর্য্য রাম যাহার মতানুসারে বিপিনে গিয়াছেন, সে দারা, পুত্র ও ভৃত্যগণে পরিবারিত হইয়া, গৃহে থাকিয়াও একাকীই উৎকৃষ্ট অন্ন ভক্ষণ করুক। ২৯—৩৪। আর্য্য রাম যাহার মতানুসারে বনে গিয়াছেন, সে অনুরূপা ভার্য্যা লাভ না করিয়া অগ্নিহোত্র-হবনাদি ধর্ম্ম্য কর্ম্মে অক্ষম ও পুত্রহীন হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হউক। আর্য্য রাম যাহার মতানুসারে বনে গমন করিয়াছেন, সে পত্নী-গর্ভসম্ভূত পুত্রকে না দেখিয়া দুঃখিত হউক এবং সম্পূর্ণ পরমায়ু লাভ না করিয়া কালকবলিত হউক। আর্য্য রাম যাহার মতানুসারে অরণ্যবাসী হইয়াছেন, সে নিরন্তর লাক্ষা, মধু, মাংস, লৌহ ও বিষ বিক্রয় করিয়া পোষ্যবর্গকে পোষণ করুক এবং রাজা, মন্ত্রী, বালক ও বৃদ্ধদিগকে হত্যা করিলে এবং অনুগত ভৃত্যের পরিত্যাগে শাস্ত্রে যে পাপ উক্ত হইয়াছে, তাহার সেই পাপ হউক। আর্য্য রাম যাহার মতানুসারে বনে গিয়াছেন, যুদ্ধে শত্রুপক্ষ বৃদ্ধিযুক্ত হইয়া ভয়ঙ্কর হইলে, সে পলায়ন করিবার কালে নিহত হউক। আর্য্য রাম যাহার মতানুসারে বনে গিয়াছেন, সে পাগলের ন্যায় ছিন্নবস্ত্রপরিহিত ও নরকপালধারী হইয়া ভিক্ষা করত পৃথিবী পর্য্যটন করুক। ৩৫—৪০। আর্য্য রাম যাহার মতানুসারে বনে গিয়াছেন,সে সর্ব্বদা মদ্য, স্ত্রী ও অক্ষ-ক্রীড়ায় আসক্ত এবং কাম ও ক্রোধে অভিভূত হউক। আর্য্য রাম যাহার মতানুসারে বনে গিয়াছেন, সে অপাত্রে দান করুক এবং তাহার মন যেন স্বধর্ম্মে আসক্ত না হয়, প্রত্যুত সে ব্যক্তি অধর্ম্মচারী হউক। আর্য্য রাম যাহার মতানুসারে বনে গিয়াছেন, তাহার সঞ্চিত নানাপ্রকার সহস্র সহস্র ধন দস্যুকর্তৃক অপহৃত হউক। আর্য্য রাম যাহার মতানুসারে বনে গিয়াছেন, প্রাতঃকালে ও সন্ধ্যাকালে শয়নকারী ব্যক্তির

তচ্চ পাপং ভবেৎ তস্য যস্যার্য্যোঽনুমতে গতঃ ॥ ৪৪
যদগ্নিদায়কে পাপং যৎ পাপং গুরুতল্পগে।
মিত্রদ্রোহে চ যৎ পাপং তৎ পাপং প্রতিপদ্যতাম্ ॥ ৪৫
দেবতানাং পিতৄণাঞ্চ মাতাপিত্রোস্তথৈব চ।
মাস্ম কার্ষীৎ স শুশ্রূষাং যস্যার্য্যোঽনুমতে গতঃ ॥ ৪৬
সতাং লোকাৎ সতাং কীর্ত্ত্যাঃ সজ্জুষ্টাৎ কর্ম্মণস্তথা।
ভ্রশ্যতু ক্ষিপ্রমদ্যৈব যস্যার্য্যোঽনুমতে গতঃ ॥ ৪৭
অপাস্য মাতৃশুশ্রূষামনর্থে সোঽবতিষ্ঠতাম্।
দীর্ঘবাহুর্মহাবক্ষা যস্যার্য্যোঽনুমতে গতঃ ॥ ৪৮
বহুভৃত্যো দরিদ্রশ্চ জ্বররোগসমন্বিতঃ।
সমায়াৎ সততং ক্লেশং যস্যার্য্যোঽনুমতে গতঃ ॥ ৪৯
আশামাশংসমানানাং দীনানামূর্দ্ধচক্ষুষাম্।
অর্থিনাং বিতথাং কুর্য্যাদ্যস্যার্য্যোঽনুমতে গতঃ ॥ ৫০
মায়য়া রমতাং নিত্যং পুরুষঃ পিশুনোঽশুচিঃ।
রাজ্ঞো ভীতস্ত্বধর্ম্মাত্মা যস্যার্য্যোঽনুমতে গতঃ ॥ ৫১
ঋতুস্নাতাং সতীং ভার্য্যামৃতুকালানুরোধিনীম্।
অতিবর্ত্তেত দুষ্টাত্মা যস্যার্য্যোঽনুমতে গতঃ ॥ ৫২
বিপ্রলুপ্তপ্রজাতস্য দুষ্কৃতং ব্রাহ্মণস্য যৎ।
তদেতৎ প্রতিপদ্যেত যস্যার্য্যোঽনুমতে গতঃ ॥ ৫৩
ব্রাহ্মণায়োদ্যতাং পূজাং বিহন্তু কলুষেন্দ্রিয়ঃ।
বালবৎসাঞ্চ গাং দোগ্ধু যস্যার্য্যোঽনুমতে গতঃ ॥ ৫৪
ধর্ম্মদারান্ পরিত্যজ্য পরদারান্ নিষেবতাম্।
ত্যক্তধর্ম্মরতির্মূঢ়ো যস্যার্য্যোঽনুমতে গতঃ ॥ ৫৫
পানীয়দূষকে পাপং তথৈব বিষদায়কে।
যৎ তদেকঃ স লভতাং যস্যার্য্যোঽনুমতে গতঃ ॥ ৫৬
তৃষার্ত্তং সতি পানীয়ে বিপ্রলম্ভেন যোজয়ন্।
যৎ পাপং লভতে তৎ স্যাদ্যস্যার্য্যোঽনুমতে গতঃ ॥ ৫৭
ভক্ত্যা বিবদমানেষু মার্গমাশ্রিত্য পশ্যতঃ।
তেন পাপেন যুজ্যেত যস্যার্য্যোঽনুমতে গতঃ ॥ ৫৮
এবমাশ্বাসয়ন্নেব দুঃখার্ত্তো নিপপাত হ।
বিহীনাং পতিপুত্রাভ্যাং কৌসল্যাং পার্থিবাত্মজঃ ॥ ৫৯
তদা তং শপথৈঃ কষ্টৈঃ শপমানমচেতনম্।
ভরতং শোকসন্তপ্তং কৌসল্যা বাক্যমব্রবীৎ ॥ ৬০
মম দুঃখমিদং পুত্র ভূয়ঃ সমুপজায়তে।
শপথৈঃ শপমানো হি প্রাণানুপরুণৎসি মে ॥ ৬১

শাস্ত্রে যে পাপ কথিত হইয়াছে, তাহার সেই পাপ হউক এবং গৃহদাহকারী, গুরুপত্নী-গামী ও মিত্রদ্রোহী ব্যক্তির যে পাপ হয়, সেই পাপ তাহার হউক। আর্য্য রাম যাহার মতানুসারে বনে গিয়াছেন, সে যেন দেবতাদিগের পিতৃগণের ও মাতা-পিতার শুশ্রূষা না করে, আর্য্য রাম যাহার মতানুসারে বনে গিয়াছেন, সে এখনই অতিশীঘ্র সাধুদিগের গম্য লোক, সাধুদিগের কীর্ত্তি ও সাধুদিগের অনুষ্ঠিত কর্ম্ম হইতে বিচ্যুত হউক! সেই বিশালবক্ষস্থল মহাবাহু আর্য্য রাম যাহার মতানুসারে বনে গিয়াছেন, সে মাতৃশুশ্রূষা পরিত্যাগ করিয়া অনর্থক কার্য্যে ব্যাপৃত থাকুক! ৪১—৪৮। আর্য্য রাম যাহার মতানুসারে বনে গিয়াছেন, সে দরিদ্র অথচ বহুভৃত্যশালী ও জ্বররোগাক্রান্ত হইয়া নিরন্তর কষ্ট ভোগ করুক! আর্য্য রাম যাহার মতানুসারে বনে গিয়াছেন, সে ঊর্দ্ধমুখে স্তুতিপরায়ণ দীনভাবাপন্ন যাচকদিগের আশা বিফল করুক। আর্য্য রাম যাহার মতানুসারে বনে গিয়াছেন সেই অধার্ম্মিক, অপবিত্র ও ক্রূরস্বভাব পুরুষ রাজভয়ে ভীত না হইয়া ছলপূর্ব্বক রাজকার্য্য সমাধান করুক! আর্য্য রাম যাহার মতানুসারে বনে গিয়াছেন, সেই দুরাত্মা ব্যক্তি ঋতুস্নাতা ও ঋতুরক্ষার্থ অনুরোধকারিণী সতী স্ত্রীর অনুরোধ রক্ষা না করুক! আর্য্য রাম যাহার মতানুসারে বনে গিয়াছেন বংশহীন ব্রাহ্মণের যে পাপ হয়, সে সেই পাপে লিপ্ত হউক! আর্য্য রাম যাহার মতানুসারে বনে গিয়াছেন, সেই পাপনিরতেন্দ্রিয় ব্যক্তি অভিনববৎসা গাভী দোহন করুক এবং ব্রাহ্মণের নিমিত্ত কল্পিত পূজার বিঘ্নকারী হউক। ৪৯—৫৪। আর্য্য রাম যাহার মতানুসারে বনে গিয়াছেন, সেই ধর্ম্মবিরত মূঢ় ব্যক্তি ধর্ম্মপত্নী পরিত্যাগপূর্ব্বক পরস্ত্রী সেবা করুক। আর্য্য রাম যাহার মতানুসারে বনে গিয়াছেন, যে ব্যক্তি বিষমিশ্রিত জল পান করিতে দেয়, তাহার যে পাপ হয়, এবং যে ব্যক্তি বিষমিশ্রিত অন্ন ভক্ষণ করিতে দেয় তাহার যে পাপ হয় সে একাকীই সেই উভয় পাপ লাভ করুক। আর্য্য রাম যাহার মতানুসারে বনে গিয়াছেন, পানীয় সত্ত্বেও তৃষ্ণার্ত্ত ব্যক্তিকে বঞ্চনা করিলে যে পাপ হয়, সেই ব্যক্তির সেই পাপ হউক। আর্য্য রাম যাহার মতানুসারে বনে গিয়াছেন, স্ব স্ব ইষ্টদেবের প্রতি ভক্তিবশতঃ "আমার ইষ্টদেবই উৎকৃষ্ট অপর কেহ সেরূপ নহে" ইত্যাদিরূপে পরস্পর কলহকারী ব্যক্তিদিগের যে পাপ হয়, এবং বিবাদভঞ্জনে সমর্থ হইয়াও যে ব্যক্তি বিবাদভঞ্জন করিয়া না দিয়া তাহা দেখে, তাহার যে পাপ হয়, সেই ব্যক্তির সেই পাপ হউক।" ৫৫—৫৮। রাজনন্দন ভরত সেইরূপে পতিপুত্রবিহীনা কৌশল্যা দেবীকে আশ্বাস দিয়া ব্যথিতহৃদয়ে ভূতলে পতিত হইলেন। তখন সেই ভরত বিবিধ শোকে সন্তপ্ত হইয়া অতি কঠোর শপথ করিয়া অচেতনবৎ হইলে, কৌশল্যা দেবী তাঁহাকে

দিষ্ট্যা ন চলিতো ধর্ম্মাদাত্মা তে সহলক্ষণঃ।
বৎস সত্যপ্রতিজ্ঞো হি সতাং লোকানবাপ্স্যসি ॥ ৬২
ইত্যুক্ত্বা চাঙ্কমানীয় ভরতং ভ্রাতৃবৎসলম্।
পরিষ্বজ্য মহাবাহুং রুরোদ ভৃশদুঃখিতা ॥ ৬৩
এবং বিলপমানস্য দুঃখার্ত্তস্য মহাত্মনঃ।
মোহাচ্চ শোকসংরম্ভাদ্বভূব লুলিতং মনঃ ॥ ৬৪

লালপ্যমানস্য বিচেতনস্য
প্রনষ্টবুদ্ধেঃ পতিতস্য ভূমৌ।
মুহুর্ম্মুহুর্নিশ্বসতশ্চ দীর্ঘং
সা তস্য শোকেন জগাম রাত্রিঃ ॥ ৬৫

ইত্যযোধ্যাকাণ্ডে পঞ্চসপ্ততিতমঃ সর্গঃ ॥ ৭৫ ॥

ষট্‌সপ্ততিতমঃ সর্গঃ।

তমেবং শোকসন্তপ্তং ভরতং কেকয়ীসুতম্।
উবাচ বদতাং শ্রেষ্ঠো বসিষ্ঠঃ শ্রেষ্ঠবাগৃষিঃ ॥ ১
অলং শোকেন ভদ্রং তে রাজপুত্র মহাযশঃ।
প্রাপ্তকালং নরপতেঃ কুরু সংযানমুত্তমম্ ॥ ২
বসিষ্ঠস্য বচঃ শ্রুত্বা ভরতো ধরণীং গতঃ।
প্রেতকৃত্যানি সর্ব্বাণি কারয়ামাস ধর্ম্মবিৎ ॥ ৩
উদ্ধৃত্য তৈলসংসেকাৎ স তু ভূমৌ নিবেশিতম্।
আপীতবর্ণবদনং প্রসুপ্তমিব ভূমিপম্ ॥ ৪
সংবেশ্য শয়নে চাগ্র্যে নানারত্নপরিষ্কৃতে।
ততো দশরথং পুত্রো বিললাপ সুদুঃখিতঃ ॥ ৫
কিং তে ব্যবসিতং রাজন্ প্রোষিতে মষ্যনাগতে।
বিবাস্য রামং ধর্ম্মজ্ঞং লক্ষ্মণঞ্চ মহাবলম্ ॥ ৬
ক যাস্যসি মহারাজ হিত্বেমং দুঃখিতং জনম্।
হীনং পুরুষসিংহেন রামেণাক্লিষ্টকর্ম্মণা ॥ ৭
যোগক্ষেমন্তু তেহব্যগ্রং কোহস্মিন্ কল্পয়িতা পুরে।
ত্বয়ি প্রয়াতে স্বস্তাত রামে চ বনমাশ্রিতে ॥ ৮
বিধবা পৃথিবী রাজংস্ত্বয়া হীনা ন রাজতে।
হীনচন্দ্রেব রজনী নগরী প্রতিভাতি মাম্ ॥ ৯
এবং বিলপমানং তং ভরতং দীনমানসম্।
অব্রবীদ্বচনং ভূয়ো বসিষ্ঠস্তু মহামুনিঃ ॥ ১০
প্রেতকার্য্যাণি যান্যস্য কর্ত্তব্যানি বিশাম্পতেঃ।
তান্যব্যগ্রং মহাবাহো ক্রিয়তামবিচারিতম্ ॥ ১১

বলিলেন, "পুত্র! তুমি বিবিধ শপথ করিয়া আমার প্রাণে পীড়া দিতেছ,—তোমার এইরূপ শপথ করা আমার অতীব দুঃখজনক হইতেছে। বৎস! তুমি যথার্থই সুলক্ষণাক্রান্ত, ভাগ্যক্রমেই তোমার মন ধর্ম্ম হইতে চ্যুত হয় নাই। সে যাহা হউক, এখন যদি সত্য-প্রতিজ্ঞ হও, তবে সাধুগণের গম্য লোকে গমন করিবে।" নিতান্ত দুঃখিতা কৌশল্যা দেবী সেইরূপ বলিয়া ভ্রাতৃবৎসল মহাবাহু ভরতকে ক্রোড়ে লইয়া আলিঙ্গনপূর্ব্বক রোদন করিতে লাগিলেন। দুঃখাক্রান্ত হইয়া ঐরূপ বিলাপ করিতে করিতে, মহাত্মা ভরতেরও মন শোকাবেগে ও মোহে আকুল হইল। তিনি ভূতলে পতিত, অচেতনপ্রায় ও অবসন্নচিত্ত হইয়া মুহুর্ম্মুহু দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করত বিলাপ করিতে থাকিলে, তাঁহার শোকেই যেন সেই রাত্রি অতীত হইল। ৫৯—৬৫।

ষট্‌সপ্ততিতম সর্গ।

তদনন্তর বাগ্মিপ্রবর বসিষ্ঠ ঋষি তদ্রূপ শোকাকুল কৈকেয়ীপুত্র ভরতকে বলিলেন, "যশস্বি রাজপুত্র! তোমার মঙ্গল হউক,—তুমি শোক করিও না; সময় উপস্থিত, রাজা দশরথের প্রেতসংকার কর।" ধর্ম্মজ্ঞ ভরত, বসিষ্ঠের বাক্য শ্রবণে ভূতলে লুণ্ঠিত হইয়া অমাত্যগণকে দশরথের প্রেতকার্য্যনির্ব্বাহোপযোগী উপকরণ সংগ্রহার্থ নিয়োগ করিলেন। পরে তিনি সেই ভূপতি দশরথকে তৈলপূর্ণ কটাহ হইতে উঠাইয়া প্রথমে ভূতলে স্থাপন করিয়া পরে নানাবিধ রত্নশোভিত উৎকৃষ্ট শয্যায় সংস্থাপিত করিলেন। তৎকালে রাজার বদনমণ্ডল পীতবর্ণ হইয়াছিল, তথাপি তাঁহাকে যেন নিদ্রিত বোধ হইতে লাগিল। পরে ভরত অত্যন্ত দুঃখিতভাবে তাঁহার উদ্দেশে এরূপ বিলাপ করিতে লাগিলেন।—"রাজন্! আপনার এ কি অভিপ্রায় হইয়াছে?—মহারাজ! আমি স্থানান্তরে গেলে, আপনি মহাযশশালী ধর্ম্মজ্ঞ রাম ও লক্ষ্মণকে বিবাসিত করিয়া যাঁহার কার্য্যে কাহারও কষ্ট হয় না, সেই পুরুষ-শ্রেষ্ঠ রামকর্ত্তৃক পরিত্যক্ত এই দুঃখিত ব্যক্তিকে পরিত্যাগ করিয়া কোথায় যাইতেছেন? পিতঃ! আপনি স্বর্গে গেলেন এবং রামও বনবাসী হইয়াছেন, এক্ষণে আপনার এই নগরীতে কে আর প্রজাগণের যোগক্ষেম বিধান করিবে? রাজন্! এই ধরিত্রী দেবী আপনার মরণে বিধবা হইয়া শ্রীভ্রষ্টা হইয়াছেন, আমার বোধ হইতেছে যে, এই নগরী চন্দ্রবিহীনা রজনীর সাদৃশ্য লাভ করিয়াছে।" ১—৯। ভরত দীন-চিত্তে সেইরূপ বিলাপ করিতে লাগিলে, মহামুনি বসিষ্ঠ তাঁহাকে পুনরায় বলিলেন, "মহাবাহো! এই রাজার ঔর্দ্ধদেহিক প্রভৃতি যে সকল কার্য্য নির্ব্বাহ করিতে হইবে, তুমি বিচার পরিত্যাগপূর্ব্বক অবিচলিত

তথেতি ভরতো বাক্যং বসিষ্ঠস্যাভিপূজ্য তৎ।
ঋত্বিক্‌পুরোহিতাচার্য্যাংস্ত্বরয়ামাস সর্ব্বশঃ॥ ১২
যে ত্বগ্নয়ো নরেন্দ্রস্য অগ্ন্যগারাদ্‌বহিষ্কৃতাঃ।
ঋত্বিগ্‌ভির্যাজকৈশ্চৈব তে হূয়ন্তে যথাবিধি॥ ১৩
শিবিকায়ামথারোপ্য রাজানং গতচেতনম্।
বাষ্পকণ্ঠা বিমনসস্তমূহুঃ পরিচারকাঃ॥ ১৪
হিরণ্যঞ্চ সুবর্ণঞ্চ বাসাংসি বিবিধানি চ।
প্রকিরন্তো জনা মার্গে নৃপতেরগ্রতো যযুঃ॥ ১৫
চন্দনাগুরুনির্য্যাসান্ সরলং পদ্মকং তথা।
দেবদারূণি চাহৃত্য ক্ষেপয়ন্তি তথাপরে॥ ১৬
গন্ধানুচ্চাবচাংশ্চান্যাংস্তত্র গত্বাথ ভূমিপম্।
তত্র সংবেশয়ামাসুশ্চিতামধ্যে তমৃত্বিজঃ॥ ১৭
তদা হুতাশনং হুত্বা জেপুস্তস্য তদৃত্বিজঃ।
জগুশ্চ তে যথাশাস্ত্রং তত্র সামানি সামগাঃ॥ ১৮
শিবিকাভিশ্চ যানৈশ্চ যথার্হং তস্য যোষিতঃ।
নগরান্নির্যযুস্তত্র বৃদ্ধৈঃ পরিবৃতাস্তথা॥ ১৯
প্রসব্যঞ্চাপি তং চক্রুর্ঋত্বিজোঽগ্নিচিতং নৃপম্।
স্ত্রিয়শ্চ শোকসন্তপ্তাঃ কৌসল্যাপ্রমুখাস্তদা॥ ২০

ক্রৌঞ্চীনামিব নারীণাং নিনাদস্তত্র শুশ্রুবে।
আর্ত্তানাং করুণং কালে ক্রোশন্তীনাং সহস্রশঃ॥ ২১
ততো রুদন্ত্যো বিবশা বিলপ্য চ পুনঃপুনঃ।
যানেভ্যঃ সরযূতীরমবতেরুর্নৃপাঙ্গনাঃ॥ ২২

কৃত্বোদকং তে ভরতেন সার্দ্ধং
নৃপাঙ্গনা মন্ত্রিপুরোহিতাশ্চ।
পুরং প্রবিশ্যাশ্রুপরীতনেত্রা
ভূমৌ দশাহং ব্যনয়ন্ত দুঃখম্॥ ২৩

ইত্যযোধ্যাকাণ্ডে ষট্‌সপ্ততিতমঃ সর্গঃ॥ ৭৬॥

সপ্তসপ্ততিতমঃ সর্গঃ।

ততো দশাহেঽতিগতে কৃতশৌচো নৃপাত্মজঃ।
দ্বাদশেঽহনি সম্প্রাপ্তে শ্রাদ্ধকর্ম্মাণ্যকারয়ৎ॥ ১
ব্রাহ্মণেভ্যো ধনং রত্নং দদাবন্নঞ্চ পুষ্কলম্।
বাস্তিকং বহু শুক্লঞ্চ গাশ্চাপি বহুশস্তদা॥ ২
দাসীদাসাংশ্চ যানানি বেশ্মানি সুমহান্তি চ।
ব্রাহ্মণেভ্যো দদৌ পুত্রো রাজ্ঞস্তস্যৌর্দ্ধদেহিকম্॥ ৩
ততঃ প্রভাতসময়ে দিবসে চ ত্রয়োদশে।
বিললাপ মহাবাহুর্ভরতঃ শোকমূর্চ্ছিতঃ॥ ৪

চিত্তে তৎসমস্ত সমাধা কর।" ভরত "যে আজ্ঞা" বলিয়া বসিষ্ঠঋষির সেই বাক্য অভিনন্দনপূর্ব্বক ঋত্বিক্ পুরোহিত ও আচার্য্যদিগকে স্ব স্ব কার্য্য সম্পাদনার্থ সর্ব্বতোভাবে ত্বরান্বিত করিলেন। তখন রাজা দশরথের অগ্নিহোত্রাগার হইতে যে অগ্নি তথায় আনীত হইয়াছিল, ঋত্বিক্ ও যাজকগণ সেই অগ্নিদ্বারাই যথাবিধি হোম করিলেন। পরে পরিচারকবর্গ দুঃখিতমনে ও বাষ্পরুদ্ধকণ্ঠে সেই মৃত মহীপতিকে শিবিকামধ্যে স্থাপন করিয়া বহন করিতে লাগিল এবং রাজার অগ্রে অগ্রে অনেক ব্যক্তি সুবর্ণ, হিরণ্য ও নানাপ্রকার বস্ত্র রাজপথে ছড়াইতে ছড়াইতে যাইতে থাকিল। সেই সময় অপর কয়েক ব্যক্তি চিতামধ্যে সরল, পদ্মক ও দেবদারু কাষ্ঠ এবং চন্দন, অগুরু, গুগ্‌গুলাদি অন্যান্য উৎকৃষ্ট গন্ধদ্রব্য নিক্ষেপ করিল। পরে তদীয় ঋত্বিক্‌গণ সেই চিতাস্থানে উপস্থিত হইয়া রাজাকে তাহাতে স্থাপন করিয়া অগ্নিতে আহুতি দিয়া তৎকালোচিত মন্ত্র জপ করিলেন এবং সামজ্ঞ ব্রাহ্মণেরা শাস্ত্রানুসারে সাম গান করিতে লাগিলেন। ১০—১৮। সেই সময়ে রাজমহিলারা বৃদ্ধগণে পরিবৃতা হইয়া যথোপযুক্ত শিবিকা ও রথাদি আরোহণে নগরী হইতে নির্গতা হইলেন; পরে ঋত্বিক্‌গণ ও কৌশল্যা প্রভৃতি রাজমহিলারা অতীব শোকসন্তপ্তা হইয়া সেই অগ্নিব্যাপ্ত নরপতিকে প্রদক্ষিণ করিলেন। তৎকালে দীনভাবে রোদনকারিণী সহস্র সহস্র দুঃখার্ত্তা নারীদিগের, ক্রৌঞ্চীদিগের ন্যায়, রোদনধ্বনি শ্রুতিগোচর হইতে লাগিল। পরে রাজমহিলারা ব্যাকুল অন্তঃকরণে রোদনপূর্ব্বক বারংবার বিলাপ করত সরযূতীরে যাইয়া স্ব স্ব যান হইতে অবতরণ করিলেন। পরে সেই-সকল রাজমহিলা, পুরোহিত ও অমাত্যগণ ভরতের সহিত উদকক্রিয়া সমাধা করিয়া পুরীতে প্রবেশপূর্ব্বক অশ্রুপূর্ণনয়নে ভূমিতলে থাকিয়া অতিদুঃখে দশ দিন অতিবাহিত করিলেন। ১৯—২৩।

সপ্তসপ্ততিতম সর্গ।

অনন্তর দশ দিবস অতীত হইলে একাদশ দিবসে রাজনন্দন ভরত কৃতশৌচ হইয়া পরদিবসে ঋত্বিক্‌গণদ্বারা শ্রাদ্ধকার্য্য সম্পাদন করিলেন। পরে তিনি পিতা রাজা দশরথের পারত্রিক মঙ্গলার্থ ব্রাহ্মণদিগকে প্রচুর অন্ন, ধন, রত্ন ও রজত এবং অনেক ছাগ, গো, দাস, দাসী ও বৃহৎ গৃহ দান করিলেন। পরে ত্রয়োদশ দিবসে প্রাতঃকালে সেই মহাবাহু ভরত শোকে কাতর হইয়া কিয়ৎকাল বিলাপ করিলেন। পরে তিনি পিতার অস্থি সংগ্রহের

শঙ্কাপিহিতকণ্ঠশ্চ শোধনার্থমুপাগতঃ।
চিতামূলে পিতুর্বাক্যমিদমাহ সুদুঃখিতঃ॥ ৫
তাত যস্মিন্ নিসৃষ্টোঽহং ত্বয়া ভ্রাতরি রাঘবে।
তস্মিন্ বনং প্রব্রজিতে শূন্যে ত্যক্তোঽস্ম্যহং ত্বয়া॥ ৬
যস্যা গতিরনাথায়াঃ পুত্রঃ প্রব্রাজিতো বনম্।
তামম্বাং তাত কৌসল্যাং ত্যক্ত্বা ত্বং ক্ব গতো নৃপ॥ ৭
দৃষ্ট্বা ভস্মারুণং তচ্চ দগ্ধাস্থি স্থানমণ্ডলম্।
পিতুঃ শরীরনির্ব্বাণং নিষ্টনন্ বিষসাদ হ॥ ৮
স তু দৃষ্ট্বা রুদন্ দীনঃ পপাত ধরণীতলে।
উত্থাপ্যমানঃ শক্রস্য যন্ত্রধ্বজ ইবোচ্ছ্রিতঃ॥ ৯
অভিপেতুস্ততঃ সর্ব্বে তস্যামাত্যাঃ শুচিব্রতম্।
অন্তকালে নিপতিতং যযাতিমৃষয়ো যথা॥ ১০
শত্রুঘ্নশ্চাপি ভরতং দৃষ্ট্বা শোকপরিপ্লুতম্।
বিসংজ্ঞো ন্যপতদ্ভূমৌ ভূমিপালমনুস্মরন্॥ ১১
উন্মত্ত ইব নিশ্চিত্তো বিললাপ সুদুঃখিতঃ।
স্মৃত্বা পিতুর্গুণাঙ্গানি তানি তানি তদা তদা॥ ১২
মন্থরাপ্রভবস্তীব্রঃ কৈকেয়ীগ্রাহসঙ্কুলঃ।
বরদানময়োঽক্ষোভ্যোঽমজ্জয়চ্ছোকসাগরঃ॥ ১৩
সুকুমারঞ্চ বালঞ্চ সততং লালিতং ত্বয়া।
ক্ব তাত ভরতং হিত্বা বিলপন্তং গতো ভবান্॥ ১৪
ননু ভোজ্যেষু পানেষু বস্ত্রেষ্বাভরণেষু চ।
প্রবারয়তি নঃ সর্ব্বাংস্তন্নঃ কোঽদ্য করিষ্যতি॥ ১৫
অবদারণকালে তু পৃথিবী নাবদীর্য্যতে।
বিহীনা যা ত্বয়া রাজ্ঞা ধর্ম্মজ্ঞেন মহাত্মনা॥ ১৬
পিতরি স্বর্গমাপন্নে রামে চারণ্যমাশ্রিতে।
কিং মে জীবিতসামর্থ্যং প্রবেক্ষ্যামি হুতাশনম্॥ ১৭
হীনো ভ্রাত্রা চ পিত্রা চ শূন্যামিক্ষ্বাকুপালিতাম্।
অযোধ্যাং ন প্রবেক্ষ্যামি প্রবেক্ষ্যামি তপোবনম্॥ ১৮
তয়োর্বিলপিতং শ্রুত্বা ব্যসনঞ্চাপ্যবেক্ষ্য তৎ।
ভৃশমার্ত্ততরা ভূয়ঃ সর্ব্ব এবানুগামিনঃ॥ ১৯
ততো বিষণ্ণৌ শ্রান্তৌ চ শত্রুঘ্নভরতাবুভৌ।
ধরায়াং স্ম ব্যচেষ্টেতাং ভগ্নশৃঙ্গাবিবর্ষভৌ॥ ২০
ততঃ প্রকৃতিমান্ বৈদ্যঃ পিতুরেষাং পুরোহিতঃ।
বসিষ্ঠো ভরতং বাক্যমুত্থাপ্য তমুবাচ হ॥ ২১
ত্রয়োদশোঽয়ং দিবসঃ পিতুর্বৃত্তস্য তে বিভো।

নিমিত্ত তাঁহার চিতার নিকটে যাইয়া অতি দুঃখিত হইয়া তদুদ্দেশে বাষ্পরুদ্ধস্বরে বলিলেন, "পিতঃ! আপনি যাহার প্রতি আমার ভার অর্পণ করিয়াছিলেন, সেই জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা রঘুনন্দন রাম বনে চলিয়া গেলে আপনি আমাকে শূন্য নগরীতে পরিত্যাগ করিলেন! রাজন্! যাহার একমাত্র গতি পুত্র অরণ্যবাসী হওয়ায় অন্য গতি নাই, পিতঃ! আপনি সেই অনাথা জ্যেষ্ঠা জননী কৌশল্যা দেবীকে পরিত্যাগ করিয়া কোথায় গেলেন।" ১—৭। পরে ভরত, যথায় পিতার শরীর দগ্ধ হইয়াছে, সেই দগ্ধাস্থিসমাকুল ভস্মসমাচ্ছন্ন ধূসরবর্ণ চিতাস্থান দেখিয়া বিলাপ করত বিষাদিত হইলেন এবং দীনভাবে রোদন করত উত্থাপনকালে হঠাৎ পতিত যন্ত্রবদ্ধ সমুচ্ছ্রিত ইন্দ্রধ্বজের ন্যায় ভূপতিত হইলেন। পরে সেই পবিত্রসঙ্কল্প ভরতের অমাত্যেরা পুণ্যক্ষয়কালে নিপতিত যযাতির নিকটে ঋষিগণের ন্যায়, তাঁহার নিকটে গমন করিলেন। ভরতকে নিতান্ত শোকাকুল দেখিয়া শত্রুঘ্নও রাজা দশরথকে স্মরণ করিয়া সংজ্ঞাবিহীন হইয়া ভূপতিত হইলেন। তিনি পিতার তত্তৎকালীন সেই সেই গুণসকল স্মরণ করিয়া নিতান্ত দুঃখিত ও উন্মত্তের ন্যায় সংজ্ঞাহারা হইয়া এরূপ বিলাপ করিতে লাগিলেন,—"হা! মন্থরা যাহার উৎপত্তিস্থান এবং কৈকেয়ী যাহার গ্রাহ, সেই বরদানরূপ অপার শোকসাগর আমাদিগকে গ্রাস করিল।—পিতঃ! আপনি নিয়ত যাহাকে পালন করিয়াছেন এবং যাহার এখনও বাল্যভাব যায় নাই, সেই সুকুমারমতি ভরত বিলাপ করিতেছেন, তথাপি তাঁহাকে ছাড়িয়া আপনি কোথায় গেলেন। হা! আপনিই আমাদিগের সকলকে যান, বস্ত্র, আভরণ ও ভোজ্যদ্বারা পরিতৃপ্ত করিতেন, এক্ষণে কে আর তাহা করিবে! বিশুদ্ধচিত্ত ধর্ম্মজ্ঞ মহীপাল! আপনার বিরহে এই পৃথিবীর বিদীর্ণ হওয়া উচিত; কিন্তু বুঝিতে পারিতেছি না যে কেন বিদীর্ণ হইতেছে না! রাম অরণ্যবাসী ও পিতা স্বর্গগামী হইলেন, সুতরাং আমার আর জীবনধারণের কি শক্তি আছে? আমি অনলে প্রবেশ করিব। আমি পিতা ভ্রাতার বিরহে এই ইক্ষ্বাকুবংশীয়-পালিতা শূন্যা অযোধ্যা নগরীতে প্রবেশ করিতে পারিব না, বরং তপোবনে প্রবেশ করিব।" ৮—১৮। ভরত ও শত্রুঘ্নের সেইরূপ বিলাপ শুনিয়া এবং সেই বিপদ্ দেখিয়া তাঁহাদিগের অনুচরগণ সকলেই অতিশয় দুঃখিত হইল। পরে ভরত ও শত্রুঘ্ন উভয়েই শ্রান্ত ও বিষণ্ণ হইয়া ভগ্নশৃঙ্গ বৃষভদ্বয়ের ন্যায় ভূমিতলে লুণ্ঠিত হইতে লাগিলেন। পরে তাঁহাদিগের পিতৃপুরোহিত বিশুদ্ধপ্রকৃতি সর্ব্বজ্ঞ বসিষ্ঠ ঋষি তদবস্থাপন্ন ভরতকে উঠাইয়া বলিলেন, "সর্ব্বকার্য্যদক্ষ! অদ্য ত্রয়োদশ দিবস হইল, তোমার পিতার দাহকার্য্য

সাবশেষাস্থিনিচয়ে কিমিহ ত্বং বিলম্বসে ॥ ২২
ত্রীণি দ্বন্দ্বানি ভূতেষু প্রবৃত্তান্যবিশেষতঃ।
তেষু চাপরিহার্য্যেষু নৈবং ভবিতুমর্হসি ॥ ২৩
সুমন্ত্রশ্চাপি শত্রুঘ্নমুত্থাপ্যাভিপ্রসাদ্য চ।
শ্রাবয়ামাস তত্ত্বজ্ঞঃ সর্ব্বভূতভবাভবৌ ॥ ২৪
উত্থিতৌ তৌ নরব্যাঘ্রৌ প্রকাশেতে যশস্বিনৌ।
বর্ষাজলপরিক্লিন্নৌ পৃথগিন্দ্রধ্বজাবিব ॥ ২৫
অশ্রূণি পরিমৃদ্নন্তৌ রক্তাক্ষৌ দীনভাষিণৌ।
অমাত্যাস্ত্বরয়ন্তি স্ম তনয়ৌ চাপরাঃ ক্রিয়াঃ ॥ ২৬
ইত্যযোধ্যাকাণ্ডে সপ্তসপ্ততিতমঃ সর্গঃ ॥ ৭৭ ॥

অষ্টসপ্ততিতমঃ সর্গঃ।

অথ যাত্রাং সমীহন্তং শত্রুঘ্নো লক্ষ্মণানুজঃ।
ভরতং শোকসন্তপ্তমিদং বচনমব্রবীৎ ॥ ১
গতির্যঃ সর্ব্বভূতানাং দুঃখে কিং পুনরাত্মনঃ।
স রামঃ সত্ত্বসম্পন্নঃ স্ত্রিয়া প্রব্রাজিতো বনম্ ॥ ২
বলবান্ বীর্য্যসম্পন্নো লক্ষ্মণো নাম যোঽপ্যসৌ।
কিং ন মোচয়তে রামং কৃত্বাপি পিতৃনিগ্রহম্ ॥ ৩
পূর্ব্বমেব তু নিগ্রাহ্যঃ সমবেক্ষ্য নয়ানয়ৌ।
উৎপথং যঃ সমারূঢ়ো নার্য্যা রাজা বশং গতঃ ॥ ৪
ইতি সম্ভাষমাণে তু শত্রুঘ্নে লক্ষ্মণানুজে।
প্রাগ্দ্বারেঽভূৎ তদা কুব্জা সর্ব্বাভরণভূষিতা ॥ ৫
লিপ্তা চন্দনসারেণ রাজবস্ত্রাণি বিভ্রতী।
বিবিধং বিবিধৈস্তৈস্তৈর্ভূষণৈশ্চ বিভূষিতা ॥ ৬
মেখলাদামভিশ্চিত্রৈরন্যৈশ্চ বরভূষণৈঃ।
বভাসে বহুভির্বদ্ধা রজ্জুভিরিব বানরী ॥ ৭
তাং সমীক্ষ্য তদা দ্বাঃস্থো ভৃশং পাপস্য কারিণীম্।
গৃহীত্বাকরুণং কুব্জাং শত্রুঘ্নায় ন্যবেদয়ৎ ॥ ৮
যস্যাঃ কৃতে বনে রামো ন্যস্তদেহশ্চ বঃ পিতা।
সেয়ং পাপা নৃশংসা চ তস্যাঃ কুরু যথামতি ॥ ৯
শত্রুঘ্নশ্চ তদাজ্ঞায় বচনং ভৃশদুঃখিতঃ।
অন্তঃপুরচরান্ সর্ব্বানিত্যুবাচ ধৃতব্রতঃ ॥ ১০
তীব্রমুৎপাদিতং দুঃখং ভ্রাতৄণাং মে তথা পিতুঃ।

সম্পন্ন হইয়াছে, অদ্য তোমাকে কেবল তাঁহার অস্থিচয়নপূর্ব্বক চিতাভূমি শোধন করিতে হইবে; কেন বৃথা তুমি বিলম্ব করিতেছ? ইহলোকে সত্তা—উৎপত্তি, বৃদ্ধি—ক্ষয়, পরিণাম—বিনাশ এই ত্রিবিধ দ্বন্দ্ব সকলপ্রাণীকেই তুল্যরূপে অধিকার করিয়া থাকে; ঐ ত্রিবিধ দ্বন্দ্ব অতিক্রম করিবার কাহারও শক্তি নাই; অতএব তোমার এরূপ ব্যাকুল হওয়া উচিত নয়।” ১৯—২৩। সেই সময়ে তত্ত্বজ্ঞ সুমন্ত্রও শত্রুঘ্নকে উঠাইয়া সান্ত্বনা করত তাঁহাকে সমস্ত প্রাণীর উৎপত্তি বিনাশ বিবৃত করিলেন। তৎকালে সেই দুই যশস্বী নরশ্রেষ্ঠ উত্থিত হইয়া পৃথক্ পৃথক্ বর্ষাজলপরিক্লিন্ন ইন্দ্রধ্বজের ন্যায় বিরাজমান হইলেন। পরে সেই রাজনন্দনদ্বয় সংরক্তলোচনে বিলাপসহকারে অশ্রু মার্জ্জনা করিতে থাকিলে, অমাত্যগণ তাঁহাদিগকে অন্যান্য কার্য্যনির্ব্বাহের জন্য ত্বরান্বিত করিলেন। ২৪—২৬।

অষ্টসপ্ততিতম সর্গ।

অনন্তর ভরত সম্যক্ শোকে তাপিত হইয়া রামের নিকটে যাইবার অভিলাষী হইলে লক্ষ্মণানুজ শত্রুঘ্ন তাঁহাকে বলিলেন, “যিনি বিপৎকালে সমস্ত প্রাণিবর্গের আশ্রয়স্বরূপ, সেই রাম যে বিপৎকালে আপনার ও আমাদিগের আশ্রয়স্বরূপ হইতে পারিতেন, ইহাতে আর সন্দেহ কি? হায়! তিনি সেইরূপ শক্তিসম্পন্ন হইয়াও স্ত্রীলোককর্ত্তৃক অরণ্যে বিবাসিত হইলেন! হা! বলবীর্য্যসম্পন্ন লক্ষ্মণই বা কেন পিতাকে নিগ্রহ করিয়া রামকে মুক্ত করিলেন না!! রাম-বিবাসনের পূর্ব্বে যখন রাজা দশরথ স্ত্রীর বশীভূত হইয়া নীতিগর্হিত পথ অবলম্বন করেন, তখনই ন্যায্যান্যায্য বিবেচনা করিয়া তাঁহার নিগ্রহ করা উচিত ছিল। ২—৪। লক্ষ্মণানুজ শত্রুঘ্ন ইহা বলিতেছেন, এমত সময়ে কুব্জা বিবিধ আভরণে ভূষিতা হইয়া সেই গৃহের দ্বারদেশে আসিয়া উপস্থিত হইল। সে অঙ্গে চন্দন লেপনপূর্ব্বক রাজযোগ্য বস্ত্র পরিধান করিয়া যথাস্থানে সেই সেই বহুবিধ ভূষণে বিভূষিতা হইয়াছিল; পরন্তু সে বিচিত্র মেখলা ও অন্যান্য উৎকৃষ্ট ভূষণে ভূষিতা হওয়ায় রজ্জুবদ্ধ বানরীর ন্যায় দেখাইতে লাগিল। দৌবারিক সেই নিতান্ত-পাপকারিণী কুব্জাকে দেখিয়াই নির্দ্দয়ভাবে তাহাকে আকর্ষণপূর্ব্বক শত্রুঘ্নের নিকট যাইয়া, তাঁহাকে নিবেদন করিল,—“যাহার জন্য রাম বনবাসী হইয়াছেন এবং আপনাদিগের পিতা মানবদেহ পরিত্যাগ করিয়াছেন, এই সেই পাপচারিণী নৃশংসস্বভাবা কুব্জা; আপনি ইহার যেরূপ নিগ্রহ করিতে ইচ্ছা করেন, সেইরূপ করুন। ৫—৯। তখন নিতান্ত দুঃখাক্রান্ত শত্রুঘ্ন সেই কথা শুনিয়া কর্ত্তব্য নির্ণয়পূর্ব্বক অন্তঃপুরচারী ব্যক্তিসকলকে বলিলেন, ‘যাহা হইতে আমার পিতার ও

যয়া সেয়ং নৃশংসাস্য কর্ম্মণঃ ফলমশ্নুতাম্ ॥ ১১
এবমুক্তা চ তেনাশু সখীজনসমাবৃতা।
গৃহীতা বলবৎ কুব্জা সা তদ্‌গৃহমনাদয়ৎ ॥ ১২
ততঃ সুভৃশসন্তপ্তস্তস্যাঃ সর্ব্বঃ সখীজনঃ।
ক্রুদ্ধমাজ্ঞায় শত্রুঘ্নং ব্যপলায়ত সর্ব্বশঃ ॥ ১৩
অমন্ত্রয়ত কৃৎস্নশ্চ তস্যাঃ সর্ব্বঃ সখীজনঃ।
যথায়ং সমুপক্রান্তো নিঃশেষং নঃ করিষ্যতি ॥ ১৪
সানুক্রোশাং বদান্যাঞ্চ ধর্ম্মজ্ঞাঞ্চ যশস্বিনীম্।
কৌসল্যাং শরণং যামঃ সা হি নোঽস্তি ধ্রুবা গতিঃ ॥ ১৫
স চ রোষেণ সংবীতঃ শত্রুঘ্নঃ শত্রুশাসনঃ।
সঞ্চকর্ষ তদা কুব্জাং ক্রোশন্তীং পৃথিবীতলে ॥ ১৬
তস্যাং হ্যাকৃষ্যমাণায়াং মন্থরায়াং ততস্ততঃ।
চিত্রং বহুবিধং ভাণ্ডং পৃথিব্যাং তদ্ব্যশীর্য্যত ॥ ১৭
তেন ভাণ্ডেন বিস্তীর্ণং শ্রীমদ্রাজনিবেশনম্।
অশোভত তদা ভূয়ঃ শারদং গগনং যথা ॥ ১৮
স বলী বলবৎ ক্রোধাদ্‌গৃহীত্বা পুরুষর্ষভঃ।
কৈকেয়ীমভিনির্ভর্ৎস্য বভাষে পরুষং বচঃ ॥ ১৯
তৈর্বাক্যৈঃ পরুষৈর্দুঃখৈঃ কৈকেয়ী ভৃশদুঃখিতা।
শত্রুঘ্নভয়সন্ত্রস্তা পুত্রং শরণমাগতা ॥ ২০
তং প্রেক্ষ্য ভরতঃ ক্রুদ্ধং শত্রুঘ্নমিদমব্রবীৎ।
অবধ্যাঃ সর্ব্বভূতানাং প্রমদাঃ ক্ষম্যতামিতি ॥ ২১
হন্যামহমিমাং পাপাং কৈকেয়ীং দুষ্টচারিণীম্।
যদি মাং ধার্ম্মিকো রামো নাসূয়েন্মাতৃঘাতকম্ ॥ ২২
ইমামপি হতাং কুব্জাং যদি জানাতি রাঘবঃ।
ত্বাঞ্চ মাঞ্চৈব ধর্ম্মাত্মা নাভিভাষিষ্যতে ধ্রুবম্ ॥ ২৩
ভরতস্য বচঃ শ্রুত্বা শত্রুঘ্নো লক্ষ্মণানুজঃ।
ন্যবর্ত্তত ততো দোষাৎ তাং মুমোচ চ মূর্চ্ছিতাম্ ॥ ২৪
সা পাদমূলে কৈকেয্যা মন্থরা নিপপাত হ।
নিঃশ্বসন্তী সুদুঃখার্ত্তা কৃপণং বিললাপ হ ॥ ২৫

শত্রুঘ্নবিক্ষেপবিমূঢ়সংজ্ঞাং
সমীক্ষ্য কুব্জাং ভরতস্য মাতা।
শনৈঃ সমাশ্বাসয়দার্ত্তরূপাং
ক্রৌঞ্চীং বিলগ্নামিব বীক্ষমাণাম্ ॥ ২৬

ইত্যযোধ্যাকাণ্ডে অষ্টসপ্ততিতমঃ সর্গঃ ॥ ৭৮ ॥

ভ্রাতাদিগের উৎকট দুঃখ ঘটিয়াছে এই সেই নৃশংস-স্বভাবা কুব্জা, এই সেই কার্য্যের ফলভোগ করুক।" সেইরূপ বলিয়া শত্রুঘ্ন বলপূর্ব্বক সখী-গণপরিবৃতা কুব্জাকে ধরিলেন। তখন সে চীৎ-কার করিয়া সেই গৃহ প্রতিধ্বনিত করিল। পরে তাহার সখীরা সকলে শত্রুঘ্নকে ক্রোধান্বিত দেখিয়া অতীব সন্তপ্তহৃদয়ে চারিদিকে পলায়ন করিতে লাগিল; তাহারা সকলে মিলিয়া এরূপ যুক্তি করিল, ইনি যেরূপ উপক্রম করিয়াছেন, তাহাতে বোধ হইতেছে যে, আমাদিগকে নিঃশেষ করিবেন, অতএব এক্ষণে আমাদিগের সেই দয়াশীলা বদান্যস্বভাবা ধর্ম্মজ্ঞা, যশস্বিনী কৌশল্যা দেবীর আশ্রয় গ্রহণ করা উচিত, তিনিই আমাদিগকে রক্ষা করিতে পারেন। ১০—১৫।

এদিকে সেই ক্রুদ্ধ শত্রুশাস্তা শত্রুঘ্ন তখন কুব্জাকে ভূমিতলে পাতিত করিয়া আকর্ষণ করিতে লাগিলে, সে চীৎকার করিয়া রোদন করিতে থাকিল। মন্থরা, শত্রুঘ্নকর্ত্তৃক ভূমিতলে আকৃষ্যমাণা হইলে, তাহার সেই বিবিধ বিচিত্র ভূষণসকল ভূমিতলে বিশীর্ণ হইয়া পড়িল। একে ত সেই রাজভবন শোভা-সমন্বিতই ছিল, তাহাতে আবার তৎকালে সেই সকল ভূষণ চতুর্দ্দিকে বিক্ষিপ্ত হওয়ায় নক্ষত্রমণ্ডিত শরৎকালীন গগনের শোভা পাইতে লাগিল। সেই বলবান্ পুরুষশ্রেষ্ঠ শত্রুঘ্ন ক্রোধান্বিত হইয়া সবলে কুব্জাকে গ্রহণ করিয়া কৈকে-য়ীকে ভর্ৎসনা করত বিবিধ রূঢ় বাক্য বলিলেন।

কৈকেয়ী শত্রুঘ্নের সেই সেই অতিদুঃখদায়ক পরুষ বাক্যে অতীব দুঃখিতা ও তাঁহার ভয়ে ত্রাসান্বিতা হইয়া পুত্রের আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। ভরত শত্রুঘ্নকে অতিশয় ক্রুদ্ধ দেখিয়া তাঁহাকে বলিলেন, "রমণীরা প্রাণিমাত্রেরই অবধ্যা, অতএব তুমি ইহাকে ক্ষমা কর। যদি সেই ধার্ম্মিক রাম আমাকে মাতৃ-ঘাতী বলিয়া আমার প্রতি ক্রোধ না করেন, তবে আমি এই পাপস্বভাবা দুষ্টচারিণী কৈকেয়ীকে এখনই সংহার করি! ভাই! সেই রঘুনন্দন ধর্ম্মাত্মা রাম যদি ইহাও জানিতে পারেন যে, আমরা এই কুব্জাকে বধ করিয়াছি, তাহা হইলে তিনি নিশ্চয়ই তোমার বা আমার সহিত সম্ভাষণও করিবেন না।" ভরতের কথা শুনিয়া লক্ষ্মণানুজ শত্রুঘ্ন দোষপ্রযুক্ত উক্ত কার্য্য হইতে নিবৃত্ত হইলেন—এবং সেই মূর্চ্ছিতা কুব্জাকে ছাড়িয়া দিলেন। পরে অতিদুঃখার্ত্ত সেই কুব্জা কৈকেয়ীর পদতলে পড়িয়া দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করত দীনভাবে বিলাপ করিতে লাগিল। তখন ভরত-জননী কৈকেয়ী দেবী শত্রুঘ্নের আকর্ষণপ্রযুক্ত মূর্চ্ছা-পন্না ও অতীব দুঃখার্ত্তা সেই কুব্জাকে ব্যাধিযুক্ত ক্রৌঞ্চীর ন্যায় প্রতীয়মানা দেখিয়া ধীরে ধীরে তাহাকে আশ্বাসিত করিলেন। ১৬—২৬।

একোনাশীতিতমঃ সর্গঃ।

ততঃ প্রভাতসময়ে দিবসেঽথ চতুর্দ্দশে।
সমেত্য রাজকর্ত্তারো ভরতং বাক্যমব্রুবন্॥ ১
গতো দশরথঃ স্বর্গং যো নো গুরুতরো গুরুঃ।
রামং প্রব্রাজ্য বৈ জ্যেষ্ঠং লক্ষ্মণঞ্চ মহাবলম্॥ ২
ত্বমদ্য ভব নো রাজা রাজপুত্র মহাযশঃ।
সঙ্গত্যা নাপরাধ্নোতি রাজ্যমেতদনায়কম্॥ ৩
আভিষেচনিকং সর্ব্বমিদমাদায় রাঘব।
প্রতীক্ষতে ত্বাং স্বজনশ্রেণয়শ্চ নৃপাত্মজ॥ ৪
রাজ্যং গৃহাণ ভরত পিতৃপৈতামহং ধ্রুবম্।
অভিষেচয় চাত্মানং পাহি চাস্মান্ নরর্ষভ॥ ৫
আভিষেচনিকং ভাণ্ডং কৃত্বা সর্ব্বং প্রদক্ষিণম্।
ভরতস্তং জনং সর্ব্বং প্রত্যুবাচ দৃঢ়ব্রতঃ॥ ৬
জ্যেষ্ঠস্য রাজতা নিত্যমুচিতা হি কুলস্য নঃ।
নৈবং ভবন্তো মাং বক্তুমর্হন্তি কুশলা জনাঃ॥ ৭
রামঃ পূর্ব্বো হি নো ভ্রাতা ভবিষ্যতি মহীপতিঃ।
অহং ত্বরণ্যে বৎস্যামি নব বর্ষাণি পঞ্চ চ॥ ৮
যুজ্যতাং মহতী সেনা চতুরঙ্গমহাবলা।
আনয়িষ্যাম্যহং জ্যেষ্ঠং ভ্রাতরং রাঘবং বনাৎ॥ ৯
আভিষেচনিকঞ্চৈব সর্ব্বমেতদুপকৃতম্।
পুরস্কৃত্য গমিষ্যামি রামহেতোর্ব্বনং প্রতি॥ ১০
তত্রৈব তং নরব্যাঘ্রমভিষিচ্য পুরস্কৃতম্।
আনয়িষ্যামি বৈ রামং হব্যবাহমিবাধ্বরাৎ॥ ১১
ন সকামাং করিষ্যামি স্বামিমাং পুত্রগৃদ্ধিনীম্।
বনে বৎস্যাম্যহং দুর্গে রামো রাজা ভবিষ্যতি॥ ১২
ক্রিয়তাং শিল্পিভিঃ পন্থাঃ সমানি বিষমাণি চ।
রক্ষিণশ্চানুসংযান্তু পথি দুর্গবিচারকাঃ॥ ১৩
এবং সম্ভাষমাণং তং রামহেতোর্নৃপাত্মজম্।
প্রত্যুবাচ জনঃ সর্ব্বঃ শ্রীমদ্বাক্যমনুত্তমম্॥ ১৪
এবং তে ভাষমাণস্য পদ্মা শ্রীরুপতিষ্ঠতাম্।
যস্ত্বং জ্যেষ্ঠে নৃপসুতে পৃথিবীং দাতুমিচ্ছসি॥ ১৫
অনুত্তমং তদ্বচনং নৃপাত্মজ-
প্রভাষিতং সংশ্রবণে নিশম্য চ।
প্রহর্ষজাস্তং প্রতি বাষ্পবিন্দবো
নিপেতুরার্য্যাননেত্রসম্ভবাঃ॥ ১৬
ঊচুস্তে বচনমিদং নিশম্য হৃষ্টাঃ
সামাত্যাঃ সপরিষদো বিয়াতশোকাঃ।

ঊনাশীতিতম সর্গ।

অনন্তর চতুর্দ্দশ দিবসে প্রভাতকালে রাজকার্য্য-নির্ব্বাহকারী অমাত্যেরা সকলে মিলিত হইয়া ভরতকে বলিলেন, যিনি "আমাদের গুরু হইতেও সর্ব্বাধিক মান্য ছিলেন, সেই রাজা দশরথ, জ্যেষ্ঠ পুত্র রাম ও মহাবলশালী লক্ষ্মণকে বিবাসিত করিয়া স্বর্গে গিয়াছেন। যশঃসম্পন্ন রাজনন্দন! আপনি এক্ষণে আমাদিগের রাজা হউন; ঘটনাক্রমেই এক্ষণপর্য্যন্ত এই রাজ্যবাসী লোকেরা নেতৃবিহীন হইয়াও কোন অকার্য্যের অনুষ্ঠান করে নাই। রঘুবংশীয় রাজনন্দন! অমাত্য প্রভৃতি আত্মীয়বর্গ ও পৌরগণ এই সমস্ত অভিষেকদ্রব্য লইয়া আপনার অপেক্ষা করিতেছেন; অতএব নরশ্রেষ্ঠ ভরত! আপনি পিতৃপিতামহ-প্রাপ্ত এই অক্ষয় রাজ্য গ্রহণ করুন,—স্বয়ং রাজ্যে অভিষিক্ত হউন এবং নিরন্তর আমাদিগকে পালন করুন।" ১—৫। পরে সেই দৃঢ়ব্রত ভরত অভিষেক-দ্রব্যে সকল প্রদক্ষিণ করিয়া সেই ব্যক্তিদিগকে এই বাক্যে প্রত্যুত্তর করিলেন, "আমাদিগের এই বংশে জ্যেষ্ঠেরই রাজত্ব উচিত, তোমাদিগেরও এ বিষয় বিদিত আছে; অতএব আমাকে এরূপ বলা তোমাদিগের উপযুক্ত নয়। রাম আমাদিগের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা; তিনিই রাজা হইবেন; আমিই চতুর্দ্দশ বৎসর অরণ্যে যাইয়া বাস করিব। আমি সেই জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা রঘুনন্দন রামকে বন হইতে প্রতিনিবৃত্ত করিব; তোমরা চতুরঙ্গবল-সমন্বিতা মহতী সেনা যোজনা কর। আমি রামকে অভিষেক করিবার জন্য এই সুকল্পিত অভিষেকদ্রব্য সকল অগ্রে করিয়া বনে যাইব এবং তথায় সেই নরশ্রেষ্ঠ রামকে অভিষেক করিয়া, যজ্ঞশালা হইতে অগ্নির ন্যায় অগ্রে করত আনয়ন করিব। আমি এই পুত্রদ্বেষিণী মাতার ইচ্ছা পূর্ণ করিব না; পরন্তু দুর্গম অরণ্যে যাইয়া বাস করিব; রামই রাজা হইবেন। তোমরা শিল্পিগণদ্বারা পথ প্রস্তুত কর এবং পথিমধ্যে নিম্নোন্নত স্থান সকল সমতল করিবার জন্য কি সুগম, কি দুর্গম, সকল স্থানেই এরূপ রক্ষিগণ নিযুক্ত কর, যাহারা দুর্গম-প্রদেশে অক্লেশে বিচরণ করিতে পারে।" ৬—১৩। রাজনন্দন ভরত, রামের নিমিত্ত সেইরূপ বলিলে, তত্রত্য সমস্ত ব্যক্তিই তাঁহাকে এই মনোহর উৎকৃষ্ট বাক্যে প্রত্যুত্তর করিলেন, "আপনি, জ্যেষ্ঠ রাজকুমার রামকে পৃথিবী প্রদান করিতে মনন করিয়া আমাদিগের নিকট যে এই অভিপ্রায় ব্যক্ত করিলেন, তজ্জন্য পদ্মাসনা লক্ষ্মী দেবী আপনাকে আশ্রয় করুন।" রাজনন্দন ভরতের সেই অত্যুত্তম বাক্য শুনিয়া আর্য্যদিগের হর্ষবিস্ফারিতনয়ন হইতে আনন্দাশ্রু পড়িতে লাগিল। অমাত্য ও অপরাপর সভাসদেরা সেই কথা

পন্থানং নরবর ভক্তিমান্ জনশ্চ
ব্যাদিষ্টস্তব বচনাচ্চ শিল্পিবর্গঃ ॥ ১৭

ইত্যযোধ্যাকাণ্ডে একোনাশীতিতমঃ সর্গঃ ॥ ৭৯ ॥

অশীতিতম সর্গঃ।

অথ ভূমিপ্রদেশজ্ঞাঃ সূত্রকর্ম্মবিশারদাঃ।
স্বকর্ম্মাভিরতাঃ শূরাঃ খনকা যন্ত্রকাস্তথা ॥ ১
কর্ম্মান্তিকাঃ স্থপতয়ঃ পুরুষা যন্ত্রকোবিদাঃ।
তথা বর্দ্ধকয়শ্চৈব মার্গিণো বৃক্ষতক্ষকাঃ ॥ ২
সূপকারাঃ সুধাকারা বংশচর্ম্মকৃতস্তথা।
সমর্থা যে চ দ্রষ্টারঃ পুরতশ্চ প্রতস্থিরে ॥ ৩
স তু হর্ষাৎ তমুদ্দেশং জনৌঘো বিপুলঃ প্রযন্।
অশোভত মহাবেগঃ সাগরস্যেব পর্ব্বণি ॥ ৪
তে স্ববারং সমাস্থায় বর্ত্মকর্ম্মণি কোবিদাঃ।
করণৈর্বিবিধোপেতৈঃ পুরস্তাৎ সম্প্রতস্থিরে ॥ ৫
লতা বল্লীশ্চ গুল্মাংশ্চ স্থাণূনশ্মন এব চ।
জনাস্তে চক্রিরে মার্গং ছিন্দন্তো বিবিধান্ দ্রুমান্ ॥ ৬
অবৃক্ষেষু চ দেশেষু কেচিদ্বৃক্ষানরোপয়ন্।
কেচিৎ কুঠারৈষ্টঙ্কৈশ্চ দাত্রৈশ্ছিন্দন্ ক্বচিৎ ক্বচিৎ ॥ ৭
অপরে বীরণস্তম্বান্ বলিনো বলবত্তরাঃ।
বিধমন্তি স্ম দুর্গাণি স্থলানি চ ততস্ততঃ ॥ ৮
অপরেঽপূরয়ন্ কূপান্ পাংশুভিঃ শ্বভ্রমায়তম্।
নিম্নভাগাংস্তথৈবাশু সমাংশ্চক্রুঃ সমন্ততঃ ॥ ৯
ববন্ধুর্বন্ধনীয়াংশ্চ ক্ষোদ্যান্ সঞ্চুক্ষুদুস্তদা।
বিভিদুর্ভেদনীয়াংশ্চ তাংস্তান্ দেশান্নরাস্তদা ॥ ১০
অচিরেণ তু কালেন পরিবাহান্ বহূদকান্।
চক্রুর্বহুবিধাকারান্ সাগরপ্রতিমান্ বহূন্ ॥ ১১
নির্জ্জলেষু চ দেশেষু খানয়ামাসুরুত্তমান্।
উদপানান্ বহুবিধান্ বেদিকাপরিমণ্ডিতান্ ॥ ১২
সসুধাকুট্টিমতলঃ প্রপুষ্পিতমহীরুহঃ।
মত্তোদ্‌ঘুষ্টদ্বিজগণঃ পতাকাভিরলঙ্কৃতঃ ॥ ১৩
চন্দনোদকসংসিক্তো নানাকুসুমভূষিতঃ।
বহ্বশোভত সেনায়াঃ পন্থাঃ সুরপথোপমঃ ॥ ১৪
আজ্ঞাপ্যাথ যথাজ্ঞপ্তি যুক্তাস্তেঽধিকৃতা নরাঃ।

শুনিয়া শোক-শূন্য ও প্রীত হইয়া তাঁহাকে বলিলেন, "নরবর! আপনার আদেশানুসারেই আপনাদিগের অনুরক্ত রক্ষক ও শিল্পিগণকে পথ প্রস্তুত করিবার জন্য আদেশ করা হইল।" ১৪—১৭

অশীতিতম সর্গ।

পরে যাহারা পরীক্ষাদ্বারা ভূতলের অধস্তন বৃত্তান্ত অবগত হইতে পারে এবং যাহারা সূত্রদ্বারা পরিমাণ করিতে সুদক্ষ, সেই খননপটু শৌর্য্যসম্পন্ন খনক, যন্ত্র-পরিচালক, বৈতনিক, রথাদি গঠনকারী, যন্ত্রনির্ম্মাণদক্ষ সূত্রধর, বৃক্ষচ্ছেদক, মার্গরক্ষক, সূপকার, সুধাকার, বংশকার ও চর্ম্মকারেরা পথনির্ম্মাণার্থ প্রস্থান করিল। পরিদর্শনদক্ষ পথ-পরিদর্শকেরা তাহাদিগের অগ্রে অগ্রে চলিল। সেই বিপুল লোকসমূহ সহর্ষে সেই প্রদেশ উদ্দেশে শীঘ্র গমন করত পর্ব্বকালীন সাগরীয় মহাতরঙ্গের ন্যায়, শোভা ধারণ করিল। সেই পথনির্ম্মাণদক্ষ ব্যক্তিরা খনিত্রাদি বহুবিধ অস্ত্র সামগ্রী লইয়া স্ব স্ব অবসরক্রমে অগ্রে অগ্রে যাইতে লাগিল। ১—৫। তাহারা বিবিধ বৃক্ষ, লতা, গুল্ম, স্থাণু ও প্রস্তর সকল ছেদন করিয়া পথ প্রস্তুত করিতে থাকিল। কেহ কেহ বৃক্ষশূন্য প্রদেশে বৃক্ষ রোপণ করিল। কেহ কেহ কোন কোন স্থানে টঙ্ক, কুঠার ও দাত্রদ্বারা প্রস্তরাদি ছেদন করিল। কোন কোন বিপুলবলশালী ব্যক্তিরা দৃঢ়মূল বীরণস্তম্ব সকল উপড়াইয়া উন্নতস্থান সকল সমতল করিল। আরও অনেক লোক পাংশুদ্বারা কূপ, বিস্তৃত গর্ত্ত ও নিম্ন প্রদেশ সমস্ত পূরণ করিয়া সর্ব্বতোভাবে সমান করিল। বহু ব্যক্তি, যেখানে যেখানে সেতু নির্ম্মাণ করা আবশ্যক, তথায় সেতু নির্ম্মাণ করিল, এবং সেই সেই কঙ্করময় প্রদেশ চূর্ণিত করিল ও ছেদনীয় প্রদেশ ভেদ করিল। ৬—১০। যেখানে যেখানে জলোচ্ছ্বাস ছিল, অনেকে অচিরকালমধ্যে সেই সেই স্থান বন্ধন করিয়া বিবিধাকার সাগরতুল্য বহুলজলশালী জলাশয় সকল প্রস্তুত করিল এবং জল-শূন্য প্রদেশ সকলে বেদিকাশোভিত বহুবিধ উৎকৃষ্ট সরোবর খনন করিল। স্থানে স্থানে জলাশয়-তীরে সুধাধবলিত বহু কুটীর নির্ম্মাণ করা হইল। পথের উভয় পার্শ্বে পুষ্পিত বৃক্ষ সকল শোভা বিস্তার করিতে লাগিল; তাহাতে যথাস্থানে পতাকা সকল সন্নিবেশিত হইল; তাহা প্রমত্ত বিহঙ্গগণের কলরবে নিয়ত-মুখরিত হইতে থাকিল, তাহাতে সময়ে সময়ে চন্দনবাসিত-জলসেক হইতে লাগিল এবং তাহা স্থানে স্থানে বিবিধ পুষ্পসমূহে ভূষিত হইল; সুতরাং সেই সেনাসমাগমের পথ সকল দেবপথের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল। পরে সেই কার্য্যাধ্যক্ষেরা মহাত্মা ভরতকে জানাইয়া তাঁহার আদেশানুসারে যেখানে

রমণীয়েষু দেশেষু বহুস্বাদুফলেষু চ ॥ ১৫
যো নিবেশস্ত্বভিপ্রেতো ভরতস্য মহাত্মনঃ।
ভূয়স্তং শোভয়ামাসুর্ভূষাভির্ভূষণোপমম্ ॥ ১৬
নক্ষত্রেষু প্রশস্তেষু মুহূর্ত্তেষু চ তদ্বিদঃ।
নিবেশান্ স্থাপয়ামাসুর্ভরতস্য মহাত্মনঃ ॥ ১৭
বহুপাংশুচয়াশ্চাপি পরিখাপরিবারিতাঃ।
তত্রেন্দ্রনীলপ্রতিমাঃ প্রতোলীবরশোভিতাঃ ॥ ১৮
প্রাসাদমালাসংযুক্তাঃ সৌধপ্রাকারসংবৃতাঃ।
পতাকাশোভিতাঃ সর্ব্বে সুনির্ম্মিতমহাপথাঃ ॥ ১৯
বিতর্দ্দিভিরিবাকাশে বিটঙ্কাগ্রবিমানকৈঃ।
সমুচ্ছ্রিতৈর্নিবেশাস্তে বভুঃ শক্রপুরোপমাঃ ॥ ২০
জাহ্নবীন্তু সমাসাদ্য বিবিধদ্রুমকাননাম্।
শীতলামলপানীয়াং মহামীনসমাকুলাম্ ॥ ২১
সচন্দ্রতারাগণমণ্ডিতং যথা
নভঃ ক্ষপায়ামমলং বিরাজতে।
নরেন্দ্রমার্গঃ স তদা ব্যরাজত
ক্রমেণ রম্যঃ শুভশিল্পিনির্ম্মিতঃ ॥ ২২
ইত্যযোধ্যাকাণ্ডে অশীতিতমঃ সর্গঃ ॥ ৮০ ॥

যেখানে অল্প পরিশ্রমে অনেক সুস্বাদু ফল পাওয়া যায়, সেই সেই রমণীয় প্রদেশে তাঁহার অভিপ্রায়ানুরূপ শিবির সকল নির্ম্মাণ করিলেন এবং কনক-কলসাদি-দ্বারা তাহাদিগকে এরূপ সমধিক শোভিত করিলেন যে, তাহারা সেই পথের অলঙ্কারস্বরূপ হইল। জ্যোতির্বিদ্‌গণ মহাত্মা ভরতের নিমিত্ত প্রশস্তনক্ষত্রসমন্বিত সুপ্রশস্ত মুহূর্ত্তে শিবিরসকল সংস্থাপন করিলেন। ১১—১৭। চতুর্দ্দিকে উভয়পার্শ্বে স্থানে স্থানে ইন্দ্রনীলমণিনির্ম্মিত প্রতিমাসমূহে বিরাজিত, পরিখায় পরিব্যাপ্ত, সুধালিপ্ত প্রাকারদ্বারা পরিবেষ্টিত, উৎকৃষ্ট রথ্যাসমূহে শোভান্বিত, অট্টালিকাসমূহে বিভূষিত সুনির্ম্মিত মহাপথনিচয়ে বিরাজিত, স্থানে স্থানে পতাকাসমূহে শোভিত এবং আকাশস্থ বেদিকাতুল্য সমুচ্ছ্রিত অগ্রভাগে বিটঙ্কসমন্বিত সপ্তভূমিক গৃহসমূহে বিরাজিত সেই সমস্ত কর্পূরসমাকীর্ণ শিবির অতীব শোভান্বিত হইল; অধিক কি সেই স্থান স্বর্গের ন্যায় বোধ হইতে লাগিল। ক্রমে সেই মনোহর রাজপথ, সুদক্ষ শিল্পিকর্ত্তৃক বিবিধ বৃক্ষসমাকীর্ণ তীরবর্ত্তী কাননে শোভিত এবং শীতল ও নির্ম্মলজলসমন্বিতা বৃহৎ বৃহৎ মৎস্যসমাকুলা গঙ্গা নদীর তীর অবধি নির্ম্মিত হইয়া রাত্রে চন্দ্র ও তারাগণ-সমলঙ্কৃত নির্ম্মল গগনমণ্ডলের ন্যায় শোভান্বিত হইল। ১৮—২২।

একাশীতিতমঃ সর্গঃ।

ততো নান্দীমুখীং রাত্রিং ভরতং সূতমাগধাঃ।
তুষ্টুবুঃ সবিশেষজ্ঞাঃ স্তবৈর্ম্মঙ্গলসংস্তবৈঃ ॥ ১
সুবর্ণকোণাভিহতঃ প্রাণদদ্‌যামদুন্দুভিঃ।
দধ্মুঃ শঙ্খাংশ্চ শতশো বাদ্যাংশ্চোচ্চাবচস্বরান্ ॥ ২
স তূর্য্যঘোষঃ সুমহান্ দিবমাপূরয়ন্নিব।
ভরতং শোকসন্তপ্তং ভূয়ঃ শোকৈররন্ধ্রয়ৎ ॥ ৩
ততঃ প্রবুদ্ধো ভরতস্তং ঘোষং সন্নিবর্ত্ত্য চ।
নাহং রাজেতি চোক্ত্বা তং শত্রুঘ্নমিদমব্রবীৎ ॥ ৪
পশ্য শত্রুঘ্ন কৈকেয্যা লোকস্যাপকৃতং মহৎ।
বিসৃজ্য ময়ি দুঃখানি রাজা দশরথো গতঃ ॥ ৫
তস্যৈষা ধর্ম্মরাজস্য ধর্ম্মমূলা মহাত্মনঃ।
পরিভ্রমতি রাজশ্রীর্নৌরিবাকর্ণিকা জলে ॥ ৬
যো হি নঃ সুমহান্ নাথঃ সোঽপি প্রব্রাজিতো বনম্।
অনয়া ধর্ম্মমুৎসৃজ্য মাত্রা মে রাঘবঃ স্বয়ম্ ॥ ৭
ইত্যেবং ভরতং বীক্ষ্য বিলপন্তমচেতনম্।
কৃপণা রুরুদুঃ সর্ব্বাঃ সস্বরং যোষিতস্তদা ॥ ৮

একাশীতিতম সর্গ।

অনন্তর বসিষ্ঠাভিপ্রেত ভরতাভিষেক-দিবসের পূর্ব্বরাত্রি গতপ্রায় হইয়াছে দেখিয়া পাত্রানুসারে স্তুতিবিষয়ে অভিজ্ঞ ও সূত মাগধেরা মঙ্গল-প্রতিপাদক স্তবদ্বারা ভরতকে স্তব করিতে লাগিল। প্রহরে প্রহরে যাহা বাজিয়া থাকে, সেই দুন্দুভি সুবর্ণকোণ-দ্বারা বাদিত হইতে থাকিল। শঙ্খ ও অপরাপর সুস্বর বাদ্য সকল ধ্বনিত হইতে লাগিল। তখন সেই গম্ভীর তূর্য্যধ্বনি যেন আকাশমণ্ডল প্রতিধ্বনিত করিয়া তুলিল এবং শোকসন্তপ্ত ভরতকে আরও শোকাকুল করিল। তখন ভরত জাগরিত হইয়া সেই সকল ব্যক্তিদিগকে, "আমি রাজা নহি" বলিয়া সেই শব্দ নিবারণ-পূর্ব্বক শত্রুঘ্নকে বলিলেন, "শত্রুঘ্ন। দেখ। কৈকেয়ী লোকের কি মহৎ অপকার করিয়াছে! রাজা দশরথ সমস্ত দুঃখভার আমার উপর নিক্ষেপ করিয়া স্বর্গে গেলেন! সেই ধার্ম্মিকপ্রবর মহাত্মা দশরথের এই ধর্ম্মলব্ধ রাজশ্রী, জলমধ্যে নাবিকবিহীন নৌকার ন্যায়, ইতস্তত ধাবিত হইতেছে। এমত সময়ে যিনি আমাদিগকে সর্ব্বপ্রকারে রক্ষা করিতেন, আমার এই জননী ধর্ম্মপরিত্যাগপূর্ব্বক নিজেই সেই রঘুনন্দন রামকে বনবাসিত করিয়াছেন।" ১—৭। ভরতকে অচেতন হইয়া সেইরূপ বিলাপ করিতে দেখিয়া মহিলাগণ দুঃখিতান্তঃকরণে উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে

তথা তস্মিন্ বিলপতি বসিষ্ঠো রাজধর্ম্মবিৎ।
সভামিক্ষ্বাকুনাথস্য প্রবিবেশ মহাযশাঃ॥ ৯
শাতকুম্ভময়ীং রম্যাং মণিহেমসমাকুলাম্।
সুধর্ম্মামিব ধর্ম্মাত্মা সগণঃ প্রত্যপদ্যত॥ ১০
স কাঞ্চনময়ং পীঠং স্বস্ত্যাস্তরণসংবৃতম্।
অধ্যাস্ত সর্ব্ববেদজ্ঞো দূতাননুশশাস চ॥ ১১
ব্রাহ্মণান্ ক্ষত্রিয়ান্ যোধানমাত্যান্ গণবল্লভান্।
ক্ষিপ্রমানয়ত ব্যগ্রাঃ কৃত্যমাত্যয়িকং হি নঃ॥ ১২
সরাজপুত্রং শত্রুঘ্নং ভরতঞ্চ যশস্বিনম্।
যুধাজিতং সুমন্ত্রঞ্চ যে চ তত্র হিতা জনাঃ॥ ১৩
ততো হলহলাশব্দো মহান্ সমুপপদ্যত।
রথৈরশ্বৈর্গজৈশ্চাপি জনানামুপগচ্ছতাম্॥ ১৪
ততো ভরতমায়ান্তং শতক্রতুমিবামরাঃ।
প্রত্যনন্দন্ প্রকৃতয়ো যথা দশরথং তথা॥ ১৫
হ্রদ ইব তিমিনাগসংবৃতঃ
স্তিমিতজলো মণিশঙ্খশর্করঃ।
দশরথসুতশোভিতা সভা
সদশরথেব বভূব সা পুরা॥ ১৬
ইত্যযোধ্যাকাণ্ডে একাশীতিতমঃ সর্গঃ॥ ১৮॥

লাগিলেন। ভরত সেইরূপ বিলাপ করিতেছেন, এমত সময়ে রাজনীতিজ্ঞ মহাযশা বসিষ্ঠ ইক্ষ্বাকুনাথের সভায় প্রবেশ করিলেন। সেই সর্ব্ববেদাভিজ্ঞ ধর্ম্মাত্মা বসিষ্ঠ, শিষ্যগণের সহিত, দেবসভার ন্যায় রমণীয় সেই সুবর্ণ নির্ম্মিত ও মণিখচিত সভামধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন। পরে তিনি উৎকৃষ্ট আস্তরণে সমাবৃত স্বর্ণময় পীঠে উপবেশন করিয়া দূতদিগকে আদেশ করিলেন, "আমাদিগের এরূপ কার্য্য উপস্থিত হইয়াছে, যাহাতে আর ক্ষণমাত্র বিলম্ব করা উচিত নহে; অতএব তোমরা শীঘ্র ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, অমাত্য, সৈনিক ও সেনানায়কদিগকে এখানে আনয়ন কর। তোমরা যশস্বী ভরত শত্রুঘ্ন ও অপরাপর রাজনন্দনদিগকে এবং সুমন্ত্র যুধাজিৎ ও যাহারা এই রাজবংশের হিতকারী, তাঁহাদিগকে এখানে আনয়ন কর।" পরে বহু ব্যক্তি রথ অশ্ব ও হস্তিপৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া তথায় আসিতে আরম্ভ করিলে, তুমুল কোলাহল হইতে লাগিল। অনন্তর ভরত আগমন করিতে থাকিলে প্রজাগণ পূর্ব্বে রাজা দশরথকে যেরূপ অভিনন্দন করিতেন এবং দেবতাগণ দেবেন্দ্রকে যেরূপ অভিনন্দন করেন, তাহাকে সেইরূপ অভিনন্দন করিলেন। পূর্ব্বে সেই সভা, দশরথের দ্বারা শোভিত হইয়া যেরূপ তিমি-নাগ-সমাবৃত মণিশঙ্খরূপ শর্করযুক্ত স্তিমিতজল সমুদ্রের ন্যায় বোধ হইত, তখন দশরথতনয় ভরতের দ্বারা শোভিতা হইয়াও সেইরূপই হইল। ৮—১৬।

দ্ব্যশীতিতমঃ সর্গঃ।

তামার্য্যগণসম্পূর্ণাং ভরতঃ প্রগ্রহাং সভাম্।
দদর্শ বুদ্ধিসম্পন্নঃ পূর্ণচন্দ্রাং নিশামিব॥ ১
আসনানি যথান্যায়মার্য্যাণাং বিশতাং তদা।
বস্ত্রাঙ্গরাগপ্রভয়া দ্যোতিতা সা সভোত্তমা॥ ২
সা বিদ্বজ্জনসম্পূর্ণা সভা সুরুচিরা তথা।
অদৃশ্যত ঘনাপায়ে পূর্ণচন্দ্রেব শর্ব্বরী॥ ৩
রাজ্ঞস্তু প্রকৃতীঃ সর্ব্বাঃ স সম্প্রেক্ষ্য চ ধর্ম্মবিৎ।
ইদং পুরোহিতো বাক্যং ভরতং মৃদু চাব্রবীৎ॥ ৪
তাত রাজা দশরথঃ স্বর্গতো ধর্ম্মমাচরন্।
ধনধান্যবতীং স্ফীতাং প্রদায় পৃথিবীং তব॥ ৫
রামস্তথা সত্যবৃত্তিঃ সতাং ধর্ম্মমনুস্মরন্।
নাজহাং পিতুরাদেশং শশী জ্যোৎস্নামিবোদিতঃ॥ ৬
পিত্রা ভ্রাত্রা চ তে দত্তং রাজ্যং নিহতকণ্টকম্।
তদ্ভুঙ্ক্ষ্ব মুদিতামাত্যঃ ক্ষিপ্রমেবাভিষেচয়॥ ৭
উদীচ্যাশ্চ প্রতীচ্যাশ্চ দাক্ষিণাত্যাশ্চ কেবলাঃ।

দ্ব্যশীতিতম সর্গ।

অনন্তর সদ্বুদ্ধিশালী ভরত দেখিলেন যে, সেই আর্য্যগণ-সমাকুলা বসিষ্ঠাধিষ্ঠিতা সভা, পূর্ণচন্দ্র-শোভিতা পৌর্ণমাসীনিশার ন্যায় শোভা পাইতেছে। একে ত সেই সভা উৎকৃষ্টই ছিল, তাহাতে আবার তৎকালে স্ব স্ব আসনস্থ আর্য্যদিগের অঙ্গরাগ ও বস্ত্র-শোভায় শোভিত হইয়া আরও উৎকৃষ্টতা লাভ করায় শরৎকালে পূর্ণচন্দ্রসমন্বিতা রাত্রি যেরূপ মনোহর হয়, সেই বিদ্বজ্জনাধিষ্ঠিতা মনোহারিণী সভা সেইরূপ মধুর-দর্শনা হইল। পরে রাজপুরোহিত ধর্ম্মজ্ঞ বসিষ্ঠ রাজ-সম্বন্ধীয় প্রকৃতি-বর্গকে দেখিয়া মৃদুস্বরে ভরতকে বলিলেন,—"বৎস! রাজা দশরথ নিয়ত ধর্ম্ম-অনুষ্ঠান করিয়া তোমাকে এই ধনধান্যপূর্ণ পৃথ্বীরাজ্য প্রদান করত স্বর্গে গিয়াছেন সেই সত্যধর্ম্ম-নিরত রাম সাধুগণের সেবিত ধর্ম্ম স্মরণ করিয়া, সমুদিত চন্দ্র যেমন জ্যোৎস্না পরিত্যাগ করে না, সেইরূপ পিতার আদেশ পরিত্যাগ করেন নাই। তুমি অমাত্যদিগকে আনন্দিত করত পিতা ও ভ্রাতার প্রদত্ত এই অকণ্টক রাজ্য ভোগ কর, ত্বরায় স্বয়ং অভিষিক্ত হও। উত্তর

কোট্যাপরান্তাঃ সামুদ্রা রত্নান্যুপহরন্তু তে ॥ ৮
তচ্ছ্রুত্বা ভরতো বাক্যং শোকেনাভিপরিপ্লুতঃ।
জগাম মনসা রামং ধর্ম্মজ্ঞো ধর্ম্মকাঙ্ক্ষয়া ॥ ৯
স বাষ্পকলয়া বাচা কলহংসস্বরো যুবা।
বিললাপ সভামধ্যে জগর্হে চ পুরোহিতম্ ॥ ১০
চরিতব্রহ্মচর্য্যস্য বিদ্যাস্নাতস্য ধীমতঃ।
ধর্ম্মে প্রযতমানস্য কো রাজ্যং মদ্বিধো হরেৎ ॥ ১১
কথং দশরথাজ্জাতো ভবেদ্রাজ্যাপহারকঃ।
রাজ্যঞ্চাহঞ্চ রামস্য ধর্ম্মং বক্তুমিহার্হসি ॥ ১২
জ্যেষ্ঠঃ শ্রেষ্ঠশ্চ ধর্ম্মাত্মা দিলীপনহুষোপমঃ।
লব্ধুমর্হতি কাকুৎস্থো রাজ্যং দশরথো যথা ॥ ১৩
অনার্য্যজুষ্টমস্বর্গ্যং কুর্য্যাং পাপমহং যদি।
ইক্ষ্বাকূণামহং লোকে ভবেয়ং কুলপাংসনঃ ॥ ১৪
যদ্ধি মাত্রা কৃতং পাপং নাহং তদপি রোচয়ে।
ইহস্থো বনদুর্গস্থং নমস্যামি কৃতাঞ্জলিঃ ॥ ১৫
রামমেবানুগচ্ছামি স রাজা দ্বিপদাং বরঃ।
ত্রয়াণামপি লোকানাং রাঘবো রাজ্যমর্হতি ॥ ১৬
তদ্বাক্যং ধর্ম্মসংযুক্তং শ্রুত্বা সর্ব্বে সভাসদঃ।
হর্ষান্মুমুচুরশ্রূণি রামে নিহিতচেতসঃ ॥ ১৭
যদি ত্বার্য্যং ন শক্ষ্যামি বিনিবর্ত্তয়িতুং বনাৎ।
বনে তত্রৈব বৎস্যামি যথার্য্যো লক্ষ্মণস্তথা ॥ ১৮
সর্ব্বোপায়ন্তু বর্ত্তিষ্যে বিনিবর্ত্তয়িতুং বনাৎ।
সমক্ষমার্য্যমিশ্রাণাং সাধূনাং গুণবর্ত্তিনাম্ ॥ ১৯
বিষ্টিকর্ম্মান্তিকাঃ সর্ব্বে মার্গশোধকরক্ষকাঃ।
প্রস্থাপিতা ময়া পূর্ব্বং যাত্রা চ মম রোচতে ॥ ২০
এবমুক্ত্বা তু ধর্ম্মাত্মা ভরতো ভ্রাতৃবৎসলঃ।
সমীপস্থমুবাচেদং সুমন্ত্রং মন্ত্রকোবিদম্ ॥ ২১
তূর্ণমুত্থায় গচ্ছ ত্বং সুমন্ত্র মম শাসনাৎ।
যাত্রামাজ্ঞাপয় ক্ষিপ্রং বলঞ্চৈব সমানয় ॥ ২২
এবমুক্তঃ সুমন্ত্রস্তু ভরতেন মহাত্মনা।
প্রহৃষ্টঃ সোহদিশৎ সর্ব্বং যথাসন্দিষ্টমিষ্টবৎ ॥ ২৩
তাঃ প্রহৃষ্টাঃ প্রকৃতয়ো বলাধ্যক্ষা বলস্য চ।
শ্রুত্বা যাত্রাং সমাজ্ঞপ্তাং রাঘবস্য নিবর্ত্তনে ॥ ২৪
ততো যোধাঙ্গনাঃ সর্ব্বা ভর্ত্তৄন্ সর্ব্বান্ গৃহে গৃহে।

দক্ষিণ, পশ্চিম ও পূর্ব্বদেশবাসী নরপতিবৃন্দ এবং পোতবণিক্‌গণ ও অন্যান্য সমৃদ্ধিশালী ব্যক্তিবর্গ তোমাকে কোটি কোটি রত্ন উপহার প্রদান করুন।” ১—৮। ধর্ম্মজ্ঞ ভরত সেই কথা শুনিয়া অতিশয় শোকাকুল হইলেন এবং ধর্ম্মলাভ-আকাঙ্ক্ষায় মনে মনে রামকে স্মরণ করিলেন। পরে সেই যৌবনসম্পন্ন, কলহংসতুল্য স্বরসম্পন্ন ভরত, সভামধ্যে পুরোহিত বসিষ্ঠকে নিন্দা করত বাষ্পগদ্গদ স্বরে এইরূপ বিলাপ করিতে লাগিলেন,—“যিনি ব্রহ্মচর্য্য অনুষ্ঠান-পূর্ব্বক সম্যক্ কৃতবিদ্য হইয়া ধর্ম্মানুষ্ঠানেই রত আছেন; আমার ন্যায় কোন্ ব্যক্তি সেই ধীমানের রাজ্য হরণ করিতে পারে? যে ব্যক্তি রাজা দশরথের ঔরসে জন্মগ্রহণ করিয়াছে, সে কেমন করিয়া পরের রাজ্য অপহরণ করিবে? এ রাজ্য রামের এবং আমিও তাঁহার অধীন; মহর্ষে! এমত স্থলে আপনার আমাকে ধর্ম্মানুমোদিত বাক্য বলাই উচিত। দিলীপ এবং নহুষের ন্যায় ধর্ম্মাত্মা ও গুণশ্রেষ্ঠ সেই জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা রঘুনন্দন রামই দশরথের রাজ্যলাভ করিবার যোগ্য; যদি আমি অনার্য্যগণ-সেবিত রাজ্যগ্রহণরূপ পাপ আচরণ করি, তবে ইহলোকে ইক্ষ্বাকুকুলের কলঙ্কস্বরূপ হইয়া অখ্যাতি লাভ করিব এবং অন্তে স্বর্গ লাভ করিব না। আমার জননীকর্ত্তৃক যে পাপ কর্ম্ম সম্পাদিত হইয়াছে তাহা আমার অভিপ্রেত নহে; আমি এখানে থাকিয়াই কৃতাঞ্জলিপূর্ব্বক সেই দুর্গম অরণ্যস্থিত নরবর রামকে প্রণাম করিতেছি। তিনিই এ রাজ্যের রাজা; তিনি ত্রৈলোক্যের রাজা হইবার উপযুক্ত; আমি তাঁহারই অনুগামী হইব।” ৯—১৬। সেই সভাস্থ সকলেরই চিত্ত রামের প্রতি আসক্ত ছিল; সুতরাং ভরতের সেই ধর্ম্মসঙ্গত বাক্য শ্রবণ করিয়া, তাঁহারা আনন্দাশ্রু বিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন। পরে “যদি আমি সেই আর্য্য রামকে বন হইতে ফিরাইতে না পারি, তবে আর্য্য লক্ষ্মণের ন্যায় আমিও সেই বনে বাস করিব। আমি সদ্‌গুণশালী সাধুস্বভাব শ্রেষ্ঠ আর্য্যদিগের নিকট তাঁহাকে অরণ্য হইতে প্রতি-নিবৃত্ত করিবার জন্য সমস্ত উপায় অবলম্বন করিব। আমি পূর্ব্বেই, কি বৈতনিক, কি অবৈতনিক, সমস্ত পথনির্ম্মাণদক্ষদিগকে পথনির্ম্মাণার্থ পাঠাইয়াছি; এক্ষণে আমার তথায় যাওয়াই অভিপ্রেত হইতেছে।” ভ্রাতৃবৎসল ধর্ম্মাত্মা ভরত ইহা বলিয়া সমীপস্থ মন্ত্রণাদক্ষ সুমন্ত্রকে বলিলেন—“সুমন্ত্র তুমি আমার আদেশানুসারে শীঘ্র উঠিয়া যাও এবং সকলকে আমার গমনবার্ত্তা জানাইয়া সৈন্যদিগকে আনয়ন কর।” ১৭—২২। মহাত্মা ভরত সেইরূপ বলিলে সুমন্ত্র হর্ষসহকারে সকলকে ইষ্টবিষয়ের ন্যায় সেই আদিষ্ট বিষয় জানাইলে। রঘুনন্দন রামকে নিবৃত্ত করিবার নিমিত্ত সৈন্যদিগকেও যাত্রা করিতে আদেশ হইয়াছে শুনিয়া, সেই সকল প্রকৃতি ও সৈন্যাধ্যক্ষেরা

যাত্রাগমনমাজ্ঞায় ত্বরয়ন্তি স্ম হর্ষিতাঃ ॥ ২৫
তে হয়ৈ র্গোরথৈঃ শীঘ্রং স্যন্দনৈশ্চ মনোজবৈঃ।
সহযোধিদ্বলাধ্যক্ষা বলং সর্ব্বমচোদয়ন্ ॥ ২৬
সজ্জন্তু তদ্বলং দৃষ্ট্বা ভরতো গুরুসন্নিধৌ।
রথং মে ত্বরয়স্বেতি সুমন্ত্রং পার্শ্বতোঽব্রবীৎ ॥ ২৭
ভরতস্য তু তস্যাজ্ঞাং পরিগৃহ্য প্রহর্ষিতঃ।
রথং গৃহীত্বোপযযৌ যুক্তং পরমবাজিভিঃ ॥ ২৮
স রাঘবঃ সত্যধৃতিঃ প্রতাপবান্
ব্রুবন্ সুযুক্তং দৃঢ়সত্যবিক্রমঃ।
গুরুং মহারণ্যগতং যশস্বিনং
প্রসাদয়িষ্যন্ ভরতোঽব্রবীৎ তদা ॥ ২৯
তূর্ণং সমুত্থায় সুমন্ত্র গচ্ছ
বলস্য যোগায় বলপ্রধানান্।
আনেতুমিচ্ছামি হি তং বনস্থং
প্রসাদ্য রামং জগতো হিতায় ॥ ৩০
স সূতপুত্রো ভরতেন সম্যক্
আজ্ঞাপিতঃ সম্পরিপূর্ণকামঃ।
শশাস সর্ব্বান্ প্রকৃতিপ্রধানান্
বলস্য মুখ্যাংশ্চ সুহৃজ্জনঞ্চ ॥ ৩১
ততঃ সমুত্থায় কুলে কুলে তে
রাজন্যবৈশ্যা বৃষলাশ্চ বিপ্রাঃ।
অযূযুজন্ উষ্ট্ররথান্ খরাংশ্চ
নাগান্ হয়াংশ্চৈব কুলপ্রসূতান্ ॥ ৩২

ইত্যযোধ্যাকাণ্ডে দ্ব্যশীতিতমঃ সর্গঃ। ৮২

ত্র্যশীতিতমঃ সর্গঃ।

ততঃ সমুত্থিতঃ কল্যমাস্থায় স্যন্দনোত্তমম্
প্রযযৌ ভরতঃ শীঘ্রং রামদর্শনকাঙ্ক্ষয়া ॥ ১
অগ্রতঃ প্রযযুস্তস্য সর্ব্বে মন্ত্রিপুরোহিতাঃ।
অধিরুহ্য হয়ৈ যুক্তান্ রথান্ সূর্য্যরথোপমান্ ॥ ২
নব নাগসহস্রাণি কল্পিতানি যথাবিধি।
অন্বযুর্ভরতং যান্তমিক্ষ্বাকুকুলনন্দনম্ ॥ ৩
ষষ্টী রথসহস্রাণি ধন্বিনো বিবিধায়ুধাঃ।
অন্বযুর্ভরতং যান্তং রাজপুত্রং যশস্বিনম্ ॥ ৪
শতং সহস্রাণ্যশ্বানাং সমারূঢ়ানি রাঘবম্।
অন্বযুর্ভরতং যান্তং সত্যসন্ধং জিতেন্দ্রিয়ম্ ॥ ৫
কৈকেয়ী চ সুমিত্রা চ কৌসল্যা চ যশস্বিনী।
রামানয়নসন্তুষ্টা যযুর্যানেন ভাস্বতা ॥ ৬
প্রয়াতাশ্চার্য্যসঙ্ঘাতা রামং দ্রষ্টুং সলক্ষ্মণম্।

অতিশয় আনন্দিত হইলেন। পরে রাম-আনয়নরূপ উৎসবার্থ গমন জানিয়া, যোধাঙ্গনারা সকলে গৃহে গৃহে স্ব স্ব স্বামীকে হর্ষসহকারে যাইবার জন্য ত্বরান্বিত করিতে লাগিল। সেই সৈন্যাধ্যক্ষেরা অশ্ব শকট ও মনের ন্যায় অতি শীঘ্রগামী রথদ্বারা সমস্ত সৈন্যদিগকে পত্নীগণের সহিত যাইবার জন্য নিয়োগ করিলেন। পরে সৈন্যগণ সজ্জীভূত হইয়াছে দেখিয়া ভরত, গুরু বসিষ্ঠের পার্শ্বদেশে অবস্থিত সুমন্ত্র সারথিকে বলিলেন, "ত্বরায় রথ সজ্জীভূত করিতে আদেশ কর।" তিনি "যে আজ্ঞা" বলিয়া তাঁহার আজ্ঞা স্বীকারপূর্ব্বক উৎকৃষ্ট-অশ্ব-যোজিত রথ লইয়া তাঁহার নিকটে আসিলেন। সেই সত্যবিষয়ে দৃঢ় বিক্রমশালী প্রতাপবান সত্যনিষ্ঠ রঘুনন্দন ভরত মহারণ্যগত যশস্বী গুরু রামকে প্রসন্ন করিবার ইচ্ছায় তৎকালোচিত বাক্যে সুমন্ত্রকে বলিলেন, "সুমন্ত্র! আমি সেই কাননস্থিত রামকে জগতের হিতনিমিত্ত প্রসন্ন করিয়া এখানে আনয়ন করিতে ইচ্ছা করি; তুমি শীঘ্র উঠিয়া সৈন্যদিগকে প্রস্তুত করিবার জন্য সৈন্যাধ্যক্ষদিগের নিকটে যাও। সূতনন্দন সুমন্ত্র ভরতকর্ত্তৃক সেইরূপ আজ্ঞাপিত ও সম্যক্ পূর্ণমনোরথ হইয়া প্রধান প্রধান প্রকৃতি, সৈন্যাধ্যক্ষ ও আত্মীয়-দিগকে সেই আদেশ জ্ঞাপন করিলেন। পরে গৃহে গৃহে সেই সমস্ত ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় বৈশ্য এবং শূদ্রেরা সচেষ্ট হইয়া উষ্ট্র, রথ, খর, হস্তী ও সৎকুলজাত অশ্ব সকল সজ্জিত করিলেন। ২৩—৩২।

ত্র্যশীতিতম সর্গ।

অনন্তর ভরত প্রাতঃকালে শয্যা ত্যাগ করিয়া উৎকৃষ্ট রথে আরোহণপূর্ব্বক রাম-দর্শনাভিলাষে সত্বর প্রস্থান করিলেন। পুরোহিত ও অমাত্য বর্গ অশ্ব-যোজিত সূর্য্যরথতুল্য প্রভাশালী রথসমূহে আরোহণ করিয়া তাঁহার অগ্রে অগ্রে যাইতে লাগিলেন। যথাবিধি সুসজ্জিত নবসহস্র হস্তী সেই ইক্ষ্বাকু-কুলনন্দন ভরতের অনুগামী হইল। ধনু ও বিবিধ অস্ত্রসম্পন্ন ষষ্টিসহস্র রথী এবং একলক্ষ অশ্বারোহীও সেই যশস্বী রঘুনন্দন রাজকুমার ভরতের পশ্চাদ্গমন করিল। যশস্বিনী কৌশল্যা, কৈকেয়ী ও সুমিত্রা দেবী, ইঁহারাও রামকে আনিবার জন্য প্রীত হইয়া দীপ্তিশালী রথে যাইতে লাগিলেন। আর্য্যগণও রামকে লক্ষ্মণের

তথৈব চ কথাশ্চিত্রাঃ কুর্ব্বাণা হৃষ্টমানসাঃ ॥ ৭
মেঘশ্যামং মহাবাহুং স্থিরসত্ত্বং দৃঢ়ব্রতম্।
কদা দ্রক্ষ্যামহে রামং জগতঃ শোকনাশনম্ ॥ ৮
দৃষ্ট এব হি নঃ শোকমপনেষ্যতি রাঘবঃ।
তমঃ সর্ব্বস্য লোকস্য সমুদ্যন্নিব ভাস্করঃ ॥ ৯
ইত্যেবং কথয়ন্তস্তে সম্প্রহৃষ্টাঃ কথাঃ শুভাঃ।
পরিষ্বজানাশ্চান্যোন্যং যযুর্নাগরিকাস্তদা ॥ ১০
যে চ তত্রাপরে সর্ব্বে সম্মতা যে চ নৈগমাঃ।
রামং প্রতিযযুর্হৃষ্টাঃ সর্ব্বাঃ প্রকৃতয়ঃ শুভাঃ ॥ ১১
মণিকারাশ্চ যে কেচিৎ কুম্ভকারাশ্চ শোভনাঃ
সূত্রকর্ম্মবিশেষজ্ঞা যে চ শস্ত্রোপজীবিনঃ ॥ ১২
মায়ূরকাঃ ক্রাকচিকা বেধকা রোচকাস্তথা।
দন্তকারাঃ সুধাকারা যে চ গন্ধোপজীবিনঃ ॥ ১৩
সুবর্ণকারাঃ প্রখ্যাতাস্তথা কম্বলকারকাঃ।
স্নাপকোষ্ণোদকা বৈদ্যা ধূপকাঃ শৌণ্ডিকাস্তথা ॥ ১৪
রজকাস্তুন্নবায়াশ্চ গ্রামঘোষমহত্তরাঃ।
শৈলূষাশ্চ সহ স্ত্রীভির্যান্তি কৈবর্ত্তকাস্তথা ॥ ১৫
সমাহিতা বেদবিদো ব্রাহ্মণা বৃত্তসম্মতাঃ।
গোরথৈর্ভরতং যান্তমনুজগ্মুঃ সহস্রশঃ ॥ ১৬

সুবেশাঃ শুদ্ধবসনাস্তাম্রমৃষ্টানুলেপনাঃ।
সর্ব্বে তে বিবিধৈর্যানৈঃ শনৈর্ভরতমন্বযুঃ ॥ ১৭
প্রহৃষ্টমুদিতা সেনা সান্বয়াৎ কৈকেয়ীসুতম্।
ভ্রাতুরানয়নে যান্তং ভরতং ভ্রাতৃবৎসলম্ ॥ ১৮
তে গত্বা দূরমধ্বানং রথযানাশ্বকুঞ্জরৈঃ।
সমাসেদুস্ততো গঙ্গাং শৃঙ্গবেরপুরং প্রতি ॥ ১৯
যত্র রামসখা বীরো গুহো জ্ঞাতিগণৈর্বৃতঃ।
নিবসত্যপ্রমাদেন দেশং তং পরিপালয়ন্ ॥ ২০
উপেত্য তীরং গঙ্গায়াশ্চক্রবাকৈরলঙ্কৃতম্।
ব্যবাতিষ্ঠত সা সেনা ভরতস্যানুযায়িনী ॥ ২১
নিরীক্ষ্যানুগতাং সেনাং তাঞ্চ গঙ্গাং শিবোদকাম্।
ভরতঃ সচিবান্ সর্ব্বানব্রবীদ্বাক্যকোবিদঃ ॥ ২২
নিবেশয়ত মে সৈন্যমভিপ্রায়েণ সর্ব্বতঃ।
বিশ্রান্তাঃ প্রতরিষ্যামঃ শ্ব ইমাং সাগরঙ্গমাম্ ॥ ২৩
দাতুঞ্চ তাবদিচ্ছামি স্বর্গতস্য মহীপতেঃ।
ঔর্দ্ধদেহনিমিত্তার্থমবতীর্য্যোদকং নদীম্ ॥ ২৪
তস্যৈবং ব্রুবতোঽমাত্যাস্তথেত্যুক্ত্বা সমাহিতাঃ।
ন্যবেশয়ংস্তাংশ্ছন্দেন স্বেন স্বেন পৃথক্ পৃথক্ ॥ ২৫

সহিত দেখিবার ইচ্ছায় তদ্বিষয়ক নানা বাক্যালাপ করত হৃষ্টচিত্তে গমন করিলেন। ১—৭। আমরা কবে জগতের শোক-নিবারক, বশীকৃতচিত্ত, দৃঢ়-সঙ্কল্প ও নবঘনশ্যাম সেই মহাবাহু রামকে দেখিব? সূর্য্য যেমন উদিত হইয়াই সমস্ত লোকের অন্ধকার বিনাশ করেন, সেইরূপ সেই রঘুনন্দন রাম আমাদিগের দৃষ্টিপথের পথিক হইয়াই শোক বিনাশ করিবেন।" সহর্ষে এইরূপ শুভ বাক্য প্রয়োগ ও পরস্পর আলিঙ্গনপূর্ব্বক নগরবাসী ব্যক্তিগণ যাইতে লাগিলেন। সেই নগরীস্থ প্রসিদ্ধ ও অপ্রসিদ্ধ সমস্ত বাণিজ্য-ব্যবসায়ী এবং রাজানুগত প্রজারা রাম উদ্দেশে সানন্দে যাইতে লাগিল। মণিকার, সুদক্ষ কুম্ভকার, সূত্রনির্ম্মাণদক্ষ তন্তুবায়, শস্ত্রনির্ম্মাণোপজীবী কর্ম্মকার, ময়ূরপুচ্ছ-নির্ম্মিত ব্যজনাদিব্যবসায়ী, ক্রকচদ্বারা জীবিকা-নির্ব্বাহকারী, মুক্তাদি বেধক, কূপাদি-কারক, দন্তব্যবসায়ী, সুধাকার, গন্ধবণিক্, প্রসিদ্ধ স্বর্ণকার, সুবিখ্যাত কম্বলকার, স্নাপক, অঙ্গমর্দ্দক, ধূপব্যবসায়ী, শৌণ্ডিক, রজক, সীবনকারক, কৈবর্ত্ত এবং গ্রাম ও ঘোষনিবাসী প্রধান প্রধান নটগণও নারীদিগের সহিত যাইতে থাকিল। যাঁহারা চরিত্রবলে সকলেরই মান্য হইয়াছেন, সেইরূপ সহস্র সহস্র সমাহিতচিত্ত বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণেরা গো-যোজিত রথসমূহ আরোহণে ভরতের অনুগামী হইলেন। ৯—১৬। তাঁহারা সকলেই সুবেশ ছিলেন,—তাঁহাদিগের সকলেরই বসন পরিষ্কৃত এবং অনুলেপন তাম্রবর্ণ ও বিশুদ্ধ ছিল; তাঁহারা সুপরিষ্কৃত রথসমূহে আরোহণ করিয়া ধীরে ধীরে ভরতের অনুগামী হইলেন। কায়িক ও মানসিক প্রমোদসমন্বিত চতুরঙ্গ সেনাও ভ্রাতাকে আনয়নার্থ গমনপরায়ণ সেই কৈকেয়ীনন্দন ভ্রাতৃবৎসল ভরতের অনুগামী হইল। পরে ভরত প্রভৃতি সকলে রথ, অশ্ব, যান ও গজ আরোহণে বহুদূর গমন করিয়া শৃঙ্গবের-পুরে গঙ্গা নদীর নিকটে উপস্থিত হইলেন। ঐ স্থানে রামসখা বীর্য্যশালী গুহ, জ্ঞাতিগণে পরিবৃত হইয়া সাবধানের সহিত সেই প্রদেশ রক্ষা করত বাস করিতেন। ভরতের অনুগামী সেই সৈন্য চক্রবাকসমূহে সমলঙ্কৃত গঙ্গাতীরে যাইয়া গমনে নিবৃত্ত হইল। সেই পুণ্যসলিলা গঙ্গা ও সৈন্যদিগকে গমনে ক্লান্ত দেখিয়া বাগ্মী ভরত অমাত্যগণকে বলিলেন, "আমরা এই স্থানে শ্রান্তি দূর করিয়া কল্য এই সাগরগামিনী গঙ্গা নদী পার হইব; তোমরা আমার সৈন্যদিগকে তাহাদিগের স্ব স্ব ইচ্ছানুসারে চতুর্দ্দিকে সন্নিবেশিত কর। আমি নদী-মধ্যে অবতীর্ণ হইয়া সেই স্বর্গগত মহীপতি দশরথের পারলৌকিক মঙ্গলার্থ তর্পণ করিতে ইচ্ছা করি।" ভরত সেইরূপ বলিলে, অমাত্যগণ "যে আজ্ঞা" বলিয়া তদীয় বাক্য স্বীকারপূর্ব্বক অবহিত

নিবেশ্য গঙ্গামনু তাং মহানদীং
চমূং বিধানৈঃ পরিবর্হশোভিনীম্।
উবাস রামস্য তদা মহাত্মনো
বিচিন্তমানো ভরতো নিবর্ত্তনম্ ॥ ২৬
ইত্যযোধ্যাকাণ্ডে ত্র্যশীতিতমঃ সর্গঃ। ৮৩॥

চতুরশীতিতমঃ সর্গঃ।

ততো নিবিষ্টাং ধ্বজিনীং গঙ্গামন্বাশ্রিতাং নদীম্।
নিষাদরাজো দৃষ্ট্বৈব জ্ঞাতীন্ স পরিতোঽব্রবীৎ ॥ ১
মহতীয়মিতঃ সেনা সাগরাভা প্রদৃশ্যতে।
নাস্যান্তমবগচ্ছামি মনসাপি বিচিন্তয়ন্ ॥ ২
যদা তু খলু দুর্ব্বুদ্ধির্ভরতঃ স্বয়মাগতঃ।
স এষ হি মহাকায়ঃ কোবিদারধ্বজো রথে ॥ ৩
বন্ধয়িষ্যতি বা পাশৈরথ বাস্মান্ বধিষ্যতি।
অনু দাশরথিং রামং পিত্রা রাজ্যাদ্বিবাসিতম্ ॥ ৪
সম্পন্নাং শ্রিয়মন্বিচ্ছংস্তস্য রাজ্ঞঃ সুদুর্লভাম্।
ভরতঃ কেকয়ীপুত্রো হন্তুং সমধিগচ্ছতি ॥ ৫
ভর্ত্তা চৈব সখা চৈব রামো দাশরথির্মম।
তস্যার্থকামাঃ সন্নদ্ধা গঙ্গানূপেঽত্র তিষ্ঠত ॥ ৬
তিষ্ঠন্তু সর্ব্বদাসাশ্চ গঙ্গামন্বাশ্রিতা নদীম্।
বলযুক্তা নদীরক্ষা মাংসমূলফলাশনাঃ ॥ ৭
নাবাং শতানাং পঞ্চানাং কৈবর্ত্তানাং শতং শতম্।
সন্নদ্ধানাং তথা যূনাং তিষ্ঠন্ত্বিত্যভ্যচোদয়ৎ ॥ ৮
যদি তুষ্টস্তু ভরতো রামস্যেহ ভবিষ্যতি।
ইয়ং স্বস্তিমতী সেনা গঙ্গামদ্য তরিষ্যতি ॥ ৯
ইত্যুক্ত্বোপায়নং গৃহ্য মৎস্যমাংসমধূনি চ।
অভিচক্রাম ভরতং নিষাদাধিপতির্গুহঃ ॥ ১০
তমায়ান্তন্তু সম্প্রেক্ষ্য সূতপুত্রঃ প্রতাপবান্।
ভরতায়াচচক্ষেঽথ বিনয়জ্ঞো বিনীতবৎ ॥ ১১
এষ জ্ঞাতিসহস্রেণ স্থপতিঃ পরিবারিতঃ।
কুশলো দণ্ডকারণ্যে বৃদ্ধো ভ্রাতুশ্চ তে সখা ॥ ১২
তস্মাৎ পশ্যতু কাকুৎস্থ ত্বাং নিষাদাধিপো গুহঃ।
অসংশয়ং বিজানীতে যত্র তৌ রামলক্ষ্মণৌ ॥ ১৩
এতত্তু বচনং শ্রুত্বা সুমন্ত্রাদ্ভরতঃ শুভম্।
উবাচ বচনং শীঘ্রং গুহঃ পশ্যতু মামিতি ॥ ১৪
লব্ধ্বানুজ্ঞাং সম্প্রহৃষ্টো জ্ঞাতিভিঃ পরিবারিতঃ।

চিত্তে সেই সৈন্যদিগকে তাহাদিগের ইচ্ছানুসারে পৃথক্ পৃথক্ সন্নিবেশিত করিলেন। ভরত সেই মহানদী গঙ্গাতীরে সেই ভূষণাদি-বিভূষিত চতুরঙ্গ সেনা সন্নিবেশ করিয়া মহাত্মা রামকে নিবৃত্ত করিবার উপায় চিন্তা করত তথায় বাস করিলেন। ১৭—২৬।

চতুরশীতিতম সর্গ।

অনন্তর চতুরঙ্গ সেনা, গঙ্গাতীরে আশ্রয় করিয়া চতুর্দ্দিকে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে দেখিয়া, নিষাদরাজ গুহ জ্ঞাতিদিগকে বলিলেন, "এই গঙ্গাতীরে সাগর-তুল্য মহতী সেনা দেখিতেছি; আমি চিন্তা করিয়াও উহার শেষ অবগত হইতে পারিতেছি না। যখন রথে ঐ সেই অত্যুচ্চ কোবিদার-ধ্বজ দেখা যাইতেছে, তখন বোধ হয়, দুর্ব্বুদ্ধি ভরত নিজেই আসিয়াছে। পিতা-কর্ত্তৃক রাজ্য হইতে বিবাসিত দশরথতনয় রামকে লক্ষ্য করিয়া আমাদিগকে পাশদ্বারা বদ্ধ বা নিহত করিবে! আমার নিশ্চয় বোধ হইতেছে যে, ঐ কৈকেয়ীসুত ভরত, রাজা দশরথের সেই সুদুর্লভ সম্পূর্ণরাজশ্রী লাভ করিবার অভিপ্রায়ে রামকে নিহত করিবার জন্য যাইতেছে। সেই দশরথ-নন্দন রাম আমার সখাও বটেন এবং প্রভুও বটেন; অতএব তোমরা তাঁহার অর্থ-সিদ্ধি কামনা করিয়া সন্নদ্ধ হইয়া চতুর্দ্দিকে গঙ্গা-সলিলে প্লাবিত এই প্রদেশে অবস্থান কর। মাংস ও ফলমূলভোজী বলবান দাসেরা সকলে গঙ্গা নদী রক্ষা করিবার জন্য তাহা আশ্রয় করিয়া অবস্থান করুক। ১—৭। অপিচ পঞ্চশত নৌকাবাহন যোগ্য শত শত কৈবর্ত্তেরা ও শত শত যুবক যোদ্ধৃবৃন্দ সজ্জিত হইয়া অবস্থান করুক।" এরূপ আদেশ করিয়া "যদি এরূপ বোধ হয় যে, ভরতের রামের প্রতি প্রীতি আছে তবেই এ সেনা নিরাপদে গঙ্গা নদী উত্তীর্ণ হইতে পারিবে।" ইহা বলিয়া মাংস, মৎস্য ও মধু উপঢৌকন সহিত ভরতের নিকটে গমন করিলেন। পরে যে সময়ে যাহা করিতে হয়, তদ্বিষয়ে অভিজ্ঞ সেই প্রতাপশালী সূতপুত্র সুমন্ত্র ইঁহাকে আসিতে দেখিয়া সবিনয়ে ভরতকে বলিলেন, "কাকুৎস্থ! ঐ সহস্র জ্ঞাতি-পরিবৃত সাধুতম বৃদ্ধ নিষাদপতি গুহ আপনার ভ্রাতা রামের সখা; বিশেষতঃ উনি দণ্ডকারণ্যের ভাবৎ বৃত্তান্ত জানেন; সুতরাং এক্ষণে রাম-লক্ষ্মণ যথায় আছেন তাহা উনি অবশ্যই জানিতে পারেন; অতএব ইনি আপনাকে দর্শন করুন।" ৮—১৩। সুমন্ত্রের প্রমুখাৎ সেই শুভ বাক্য শুনিয়া, ভরত বলিলেন, "গুহ আমাকে শীঘ্র দর্শন করুন।" পরে ভরতের অনুজ্ঞা লাভ করিয়া সেই জ্ঞাতিগণে পরিবৃত গুহ তাঁহার

আগম্য ভরতং প্রহ্বো গুহো বচনমব্রবীৎ ॥ ১৫
নিষ্কুটশ্চৈব দেশোঽয়ং বঞ্চিতাশ্চাপি তে বয়ম্।
নিবেদয়াম তে সর্ব্বং স্বকে দাসগৃহে বস ॥ ১৬
অস্তি মূলফলঞ্চৈতন্নিষাদৈঃ স্বয়মার্জ্জিতম্।
আর্দ্রং শুষ্কং তথা মাংসং বন্যঞ্চোচ্চাবচং তথা ॥ ১৭
আশংসে স্বাশিতা সেনা বৎস্যত্যেতাং বিভাবরীম্।
অর্চ্চিতো বিবিধৈঃ কামৈঃ শ্বঃ সসৈন্যো গমিষ্যসি ॥ ১৮

ইত্যযোধ্যাকাণ্ডে চতুরশীতিতমঃ সর্গঃ ॥ ৮৪ ॥

পঞ্চাশীতিতমঃ সর্গঃ।

এবমুক্তস্তু ভরতো নিষাদাধিপতিং গুহম্।
প্রত্যুবাচ মহাপ্রাজ্ঞো বাক্যং হেত্বর্থসংহিতম্ ॥ ১
ঊর্জ্জিতঃ খলু তে কামঃ কৃতো মম গুরোঃ সখে।
যো মে ত্বমীদৃশীং সেনামভ্যর্চ্চয়িতুমিচ্ছসি ॥ ২
ইত্যুক্ত্বা স মহাতেজা গহনং দর্শয়ন্ পুনঃ।
অব্রবীদ্ভরতঃ শ্রীমান্ নিষাদাধিপতিং পুনঃ ॥ ৩
কতরেণ গমিষ্যামি ভরদ্বাজাশ্রমং পথা।
গহনোঽয়ং ভৃশং দেশো গঙ্গানূপো দুরত্যয়ঃ ॥ ৪
তস্য তদ্বচনং শ্রুত্বা রাজপুত্রস্য ধীমতঃ।
অব্রবীৎ প্রাঞ্জলির্ভূত্বা গুহো গহনগোচরঃ ॥ ৫
দাসাস্ত্বনুগমিষ্যন্তি দেশজ্ঞাঃ সুসমাহিতাঃ।
অহঞ্চানুগমিষ্যামি রাজপুত্র মহাবল ॥ ৬
কচ্চিন্ন দুষ্টো ব্রজসি রামস্যাক্লিষ্টকর্ম্মণঃ।
ইয়ং তে মহতী সেনা শঙ্কাং জনয়তীব মে ॥ ৭
তমেবমভিভাষন্তমাকাশ ইব নির্ম্মলঃ।
ভরতঃ শ্লক্ষ্ণয়া বাচা গুহং বচনমব্রবীৎ ॥ ৮
মা ভূৎ স কালো যৎ কষ্টং ন মাং শঙ্কিতুমর্হসি।
রাঘবঃ স হি মে ভ্রাতা জ্যেষ্ঠঃ পিতৃসমো মতঃ ॥ ৯
তং নিবর্ত্তয়িতুং যামি কাকুৎস্থং বনবাসিনম্।
বুদ্ধিরন্যা ন মে কার্য্যা গুহ সত্যং ব্রবীমি তে ॥ ১০
স তু সংহৃষ্টবদনঃ শ্রুত্বা ভরতভাষিতম্।
পুনরেবাব্রবীদ্বাক্যং ভরতং প্রতি হর্ষিতঃ ॥ ১১
ধন্যস্ত্বং ন ত্বয়া তুল্যং পশ্যামি জগতীতলে।
অযত্নাদাগতং রাজ্যং যস্ত্বং ত্যক্তুমিহেচ্ছসি ॥ ১২

নিকটে যাইয়া তাঁহাকে বিনীতভাবে বলিলেন, "আপনি পূর্ব্বে নিজের আগমন-বার্ত্তা প্রেরণ না করিয়া আমাদিগকে বঞ্চনা করিয়াছেন; সে যাহা হউক, এ স্থান গৃহশূন্য, অতএব আপনি এ দাসের—সুতরাং আপনারই গৃহে যাইয়া বাস করুন; আমি সমস্ত বিষয় আপনাকে সমর্পণ করিতেছি, নিষাদগণকর্ত্তৃক স্বেচ্ছানুসারে অর্জ্জিত এই শুষ্ক ও আর্দ্র মাংস এবং মূল ফল অন্যান্য ভক্ষ্যদ্রব্য আছে, যাহাতে আমি এরূপ বাসনা করিতে পারি যে, আপনার সৈন্যগণ উত্তমরূপে আহার করিয়া রাত্রিযাপন করিতে পারিবে; আপনি সৈন্যগণের সহিত অদ্য আমাকর্ত্তৃক বিবিধ কাম্যবস্তুদ্বারা অর্চ্চিত হইয়া কল্য এখান হইতে যাইবেন।" ১৫—১৮।

পঞ্চাশীতিতম সর্গ।

নিষাদপতি গুহ ইহা কহিলে, ভরত তাঁহাকে হেতু ও অর্থযুক্ত এই বাক্যে প্রত্যুত্তর করিলেন, "হে গুরুমিত্র! তোমার অভিপ্রায় অতি মহান্, তুমি যে আমার এই চতুরঙ্গ সৈন্যের সম্যক্ আতিথ্যসৎকার করিতে ইচ্ছা করিয়াছ, তাহাতেই আমার সৎকার করা হইয়াছে।" সেই শ্রীমান্ মহাতেজাঃ ভরত, নিষাদরাজ গুহকে ইহা বলিয়া অঙ্গুলি নির্দ্দেশপূর্ব্বক তাঁহাকে পুনরায় বলিলেন, "এই গঙ্গাসলিল-প্লাবিত প্রদেশ নিতান্ত গহন ও দুর্গম; সুতরাং জিজ্ঞাসা করিতেছি, কোন্ পথ দিয়া ভরদ্বাজ ঋষির আশ্রমে যাইব?" ১—৪। সেই ধীসম্পন্ন রাজকুমার ভরতের কথা শুনিয়া নিবিড়বননিবাসী গুহ কৃতাঞ্জলিপুটে তাঁহাকে কহিলেন, "মহাবল রাজনন্দন! এই প্রদেশে অভিজ্ঞ দাসগণ আপনার সঙ্গে যাইবে এবং আমিও আপনার অনুগমন করিব; পরন্তু আপনার এই মহতী সেনা দেখিয়া আপনার প্রতি আমার ভয় হইতেছে; আপনি ত, যাহার কার্য্যে কাহারও কষ্ট হয় না সেই রামের প্রতি শত্রুভাবে যাইতেছেন না?" গুহ এইরূপ, বলিলে আকাশের ন্যায় নির্ম্মল-স্বভাব ভরত গুহকে মধুর বাক্যে বলিলেন, "আমার প্রতি তোমার শঙ্কা করা উচিত নয়; এমত সময় যেন না হয় যে, সময়ে আমার প্রতি তোমার কষ্টদায়ক শঙ্কা হইবে। সেই রঘুনন্দন রাম আমার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা; সুতরাং তিনি আমার পিতৃতুল্য। গুহ! আমি তোমার নিকট সত্য করিয়া বলিতেছি যে, আমি সেই বনবাসী কাকুৎস্থ রামকে ফিরাইবার জন্য যাইতেছি; তুমি আমার প্রতি অন্য আশঙ্কা করিও না।" ৫—১০। ভরতের কথা শুনিয়া, গুহ তাঁহার প্রতি প্রীত হইলেন এবং হৃষ্টমনে তাঁহাকে পুনরায় বলিলেন, "আপনি ধন্য, এই ভূমণ্ডলমধ্যে আমি ত আর কাহাকেও আপনার তুল্য দেখিতেছি না; কেননা, আপনি এই

শাশ্বতী খলু তে কীর্ত্তির্লোকাননুচরিষ্যতি।
যস্ত্বং কৃচ্ছ্রগতং রামং প্রত্যানয়িতুমিচ্ছসি ॥ ১৩
এবং সম্ভাষমাণস্য গুহস্য ভরতং তদা।
বভৌ নষ্টপ্রভঃ সূর্য্যো রজনী চাভ্যবর্ত্তত ॥ ১৪
সন্নিবেশ্য স তাং সেনাং গুহেন পরিতোষিতঃ
শত্রুঘ্নেন সমং শ্রীমান্ শয়নং পুনরাগমৎ ॥ ১৫
রামচিন্তাময়ঃ শোকো ভরতস্য মহাত্মনঃ।
উপস্থিতো হ্যনর্হস্য ধর্ম্মপ্রেক্ষস্য তাদৃশঃ ॥ ১৬
অন্তর্দাহেন দহনঃ সন্তাপয়তি রাঘবম্।
বনদাহাগ্নিসন্তপ্তং গূঢ়োঽগ্নিরিব পাদপম্ ॥ ১৭
প্রস্রুতঃ সর্ব্বগাত্রেভ্যঃ স্বেদং শোকাগ্নিসম্ভবঃ
যথা সূর্য্যাগ্নিসন্তপ্তো হিমবান্ প্রস্রুতো হিমম্ ॥ ১৮
ধ্যাননির্দ্দরশৈলেন বিনিঃশ্বসিতধাতুনা
দৈন্যপাদপসঙ্ঘেন শোকায়াসাধিশৃঙ্গিণা ॥ ১৯
প্রমোহানন্তসত্ত্বেন সন্তাপৌষধিবেণুনা
আক্রান্তো দুঃখশৈলেন মহতা কৈকয়ীসুতঃ ॥ ২০
বিনিশ্বসন্ বৈ ভৃশদুর্ম্মনাস্ততঃ
প্রমূঢ়সংজ্ঞঃ পরমাপদং গতঃ।
শমং ন লেভে হৃদয়জ্বরার্দ্দিতো
নরর্ষভো যূথহতো যথর্ষভঃ ॥ ২১
গুহেন সার্দ্ধং ভরতঃ সমাগতো
মহানুভাবঃ সজনঃ সমাহিতঃ।
সুদুর্ম্মনাস্তং ভরতং তদা পুনঃ
শনৈঃ সমাশ্বাসয়দগ্রজং প্রতি ॥ ২২

ইত্যার্যে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে অযোধ্যাকাণ্ডে পঞ্চাশীতিতমঃ সর্গঃ ॥ ৮৫ ॥

ষড়শীতিতমঃ সর্গঃ।

আচচক্ষেঽথ সদ্ভাবং লক্ষ্মণস্য মহাত্মনঃ
ভরতায়াপ্রমেয়ায় গুহো গহনগোচরঃ ॥ ১
তং জাগ্রতং গুণৈর্যুক্তং বরচাপেষুধারিণম্।
ভ্রাতৃগুপ্ত্যর্থমত্যন্তমহং লক্ষ্মণমব্রুবম্ ॥ ২
ইয়ং তাত সুখা শয্যা ত্বদর্থমুপকল্পিতা।
প্রত্যাশ্বসিহি শেষ্বাস্যাং সুখং রাঘবনন্দন ॥ ৩
উচিতোঽয়ং জনঃ সর্ব্বো দুঃখানাং ত্বং সুখোচিতঃ
ধর্ম্মাত্মংস্তস্য গুপ্ত্যর্থং জাগরিষ্যামহে বয়ম্ ॥ ৪
ন হি রামাৎ প্রিয়তরো মমাস্তি ভুবি কশ্চন।

অযত্নলব্ধ রাজ্য পরিত্যাগ করিবার সঙ্কল্প করিয়াছেন। আপনি যে সেই বিপন্ন রামকে প্রত্যানয়ন করিতে ইচ্ছা করিয়াছেন, ইহাতে আপনার কীর্ত্তি, সকল লোক-মধ্যেই পরিব্যাপ্ত হইবে।’ গুহ ভরতকে এইরূপ বলিতেছেন, এমত সময়ে সূর্য্যের কিরণ বিলুপ্ত এবং রাত্রি হইল। তখন শ্রীমান্ ভরত, গুহকর্তৃক সেইরূপে তোষিত হইয়া সৈন্যদিগকে যথাস্থানে সংস্থাপন পূর্ব্বক শত্রুঘ্নের সহিত শয্যা গ্রহণ করিলেন। সেই সময়ে সেই দুঃখভোগের অযোগ্য ধর্ম্মনিরত মহাত্মা ভরতের রাম-চিন্তাজন্য একরূপ শোক উপস্থিত হইল, যাহা বর্ণনা করা যায় না। যেরূপ দাবানল-সন্তপ্ত বৃক্ষ, নিজ অভ্যন্তরস্থ প্রচ্ছন্ন অগ্নিদ্বারা অন্তরে সন্তাপিত হইতে থাকে, সেইরূপ ভরত শোকাগ্নিদ্বারা অন্তরে সন্তাপিত হইতে থাকিলেন। সূর্য্যাগ্নি-তাপিত হিমালয় পর্ব্বত হইতে যেরূপ হিমজল ক্ষরিত হয় সেইরূপ তখন শোকাগ্নিতাপিত ভরতের সর্ব্বাঙ্গ হইতে ঘর্ম্ম নির্গত হইতে লাগিল। তৎকালে সেই কৈকেয়ী-পুত্র ভরত, ভূগর্ভে নিমজ্জনকারী দুঃখরূপ পর্ব্বতদ্বারা আক্রান্ত হইলেন। রাম-চিন্তাই উঁহার অখণ্ডনীয় প্রস্তর স্বরূপ, দীর্ঘনিশ্বাসই ধাতুস্রাব স্বরূপ, দীনভাবই জটিল বৃক্ষশ্রেণী, শোক ও আয়াসই উচ্চশৃঙ্গনিচয়-স্বরূপ, প্রমোহই অসীম প্রাণিগণস্বরূপ এবং সন্তাপই উঁহার ওষধি ও বেণুসমূহস্বরূপ। পরে সেই বিষম বিপদাপন্ন নরশ্রেষ্ঠ ভরত মানসজ্বরে পীড়িত হইয়া অতীব ব্যাকুলচিত্ত, এমন কি, কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য বিবেক-রহিত হইলেন এবং দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিতে থাকিলেন। তখন তিনি যূথভ্রষ্ট বৃষভের ন্যায়, কিছুতেই চিত্তের শান্তি লাভ করিতে পারিলেন না। সেই মহানুভাব ভরত সপরিবারে সমাহিতচিত্তে গুহের সহিত মিলিত হইয়া জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা রামের জন্য অতীব ব্যাকুলচিত্ত হইলে, গুহ তাঁহাকে আশ্বাস প্রদান করিতে লাগিলেন। ১১—২২।

ষড়শীতিতম সর্গ।

বনবাসী গুহ, অমিত-গুণশালী ভরতের নিকটে, মহাত্মা লক্ষ্মণের রামের প্রতি যেরূপ সদ্ভাব তাহা বলিতে লাগিলেন:—“আমি ভ্রাতৃরক্ষার্থ উত্তম ধনুর্ব্বাণ ধারণপূর্ব্বক জাগরণকারী সেই সর্ব্বগুণশালী লক্ষ্মণকে বলিয়াছিলাম, ‘রঘুনন্দন! আপনার জন্যই এই সুখদায়িনী শয্যা রচনা করা হইয়াছে; আপনি আশ্বস্ত হউন,—ইহাতে সুখে শয়ন করুন। ধর্ম্মাত্মন্! আপনি সুখভোগের যোগ্য এবং আমরা সকলে সর্ব্বপ্রকার দুঃখভোগেই সমর্থ; অতএব আমরাই রামের রক্ষা নিমিত্ত জাগরণ করিব। আমি আপনার নিকটে সত্য

সোঽহং সুকোঽহভুত্র বীর্য্যেণ দদ্যাং সত্যং তবাগ্রতঃ ॥ ৫
অস্য প্রসাদাদাশংসে লোকেঽস্মিন্ সুমহদ্‌যশঃ।
ধর্ম্মাবাপ্তিঞ্চ বিপুলামর্থকামৌ চ কেবলৌ ॥ ৬
সোঽহং প্রিয়সখং রামং শয়ানং সহ সীতয়া।
রক্ষিষ্যামি ধনুষ্পাণিঃ সর্ব্বৈঃ স্বৈর্জ্ঞাতিভিঃ সহ ॥ ৭
ন হি মেঽবিদিতং কিঞ্চিদ্বনেঽস্মিংশ্চরতঃ সদা।
চতুরঙ্গং হ্যপি বলং প্রসহেম বয়ং যুধি ॥ ৮
এবমস্মাভিরুক্তেন লক্ষ্মণেন মহাত্মনা।
অনুনীতা বয়ং সর্ব্বে ধর্ম্মমেবানুপশ্যতা ॥ ৯
কথং দাশরথৌ ভূমৌ শয়ানে সহ সীতয়া।
শক্যা নিদ্রা ময়া লব্ধুং জীবিতানি সুখানি বা ॥ ১০
যো ন দেবাসুরৈঃ সর্ব্বৈঃ শক্যঃ প্রসহিতুং যুধি।
তং পশ্য গুহ সংবিষ্টং তৃণেষু সহ সীতয়া ॥ ১১
মহতা তপসা লব্ধো বিবিধৈশ্চ পরিশ্রমৈঃ।
একো দশরথস্যৈব পুত্রঃ সদৃশলক্ষণঃ ॥ ১২
অস্মিন্ প্রব্রজিতে রাজা ন চিরং বর্ত্তয়িষ্যতি।
বিধবা মেদিনী নূনং ক্ষিপ্রমেব ভবিষ্যতি ॥ ১৩
বিনদ্য সুমহানাদং শ্রমেণোপরতাঃ স্ত্রিয়ঃ।
নির্ঘোষো বিরতো নূনমদ্য রাজনিবেশনে ॥ ১৪
কৌশল্যা চৈব রাজা চ তথৈব জননী মম।
নাশংসে যদি তে সর্ব্বে জীবেয়ুঃ শর্ব্বরীমিমাম্ ॥ ১৫
জীবেদপি চ মে মাতা শত্রুঘ্নস্যান্ববেক্ষয়া।
দুঃখিতা যা হি কৌশল্যা বীরসূর্ব্বিনশিষ্যতি ॥ ১৬
অতিক্রান্তমতিক্রান্তমনবাপ্য মনোরথম্।
রাজ্যে রামমনিক্ষিপ্য পিতা মে বিনশিষ্যতি ॥ ১৭
সিদ্ধার্থাঃ পিতরং বৃত্তং তস্মিন্ কালে হ্যুপস্থিতে।
প্রেতকার্য্যেষু সর্ব্বেষু সংস্করিষ্যন্তি ভূমিপম্ ॥ ১৮
রম্যচত্বরসংস্থানাং সুবিভক্তমহাপথাম্।
হর্ম্ম্যপ্রাসাদসম্পন্নাং সর্ব্বরত্নবিভূষিতাম্ ॥ ১৯
গজাশ্বরথসম্বাধাং তূর্য্যনাদবিনাদিতাম্।
সর্ব্বকল্যাণসম্পূর্ণাং হৃষ্টপুষ্টজনাকুলাম্ ॥ ২০
আরামোদ্যানসম্পন্নাং সমাজোৎসবশালিনীম্।
সুখিতা বিচরিষ্যন্তি রাজধানীং পিতুর্মম ॥ ২১
অপি সত্যপ্রতিজ্ঞেন সার্দ্ধং কুশলিনো বয়ম্।
নিবৃত্তে সময়ে হ্যস্মিন্ সুখিতাঃ প্রবিশেমহি ॥ ২২
পরিদেবয়মানস্য তস্যৈবং হি মহাত্মনঃ।

করিয়া বলিতেছি যে, এই ভূমণ্ডলমধ্যে রাম হইতে প্রিয়তর আমার আর কেহই নাই; অতএব আপনি শয়নে সমুৎসুক হউন। আমি ইঁহারই প্রসাদে লোকে সুমহৎ যশ, ধর্ম্ম এবং সুবিপুল অর্থ ও কাম লাভের প্রত্যাশা করি। অতএব আমি আমার জ্ঞাতিগণের সহিত ধনুর্দ্ধারী হইয়া সীতা দেবীর সহিত শয়নকারী প্রিয়সখা রামকে রক্ষা করিব। আমি এই বনে নিরন্তর বিচরণ করিয়া থাকি, সুতরাং এখানকার কিছুই আমার অবিদিত নাই; বিশেষতঃ আমি যুদ্ধে সুমহৎ চতুরঙ্গ সৈন্যেরও বেগসহনে সক্ষম। ১—৮। "সেইরূপ বলিলে, ধর্ম্মনিষ্ঠ মহাত্মা লক্ষ্মণ আমাদিগের সকলকে এইরূপে অনুনয় করিলেন, 'গুহ! এই দাশরথি রাম, সীতার সহিত ভূতলে শয়ন করিয়া থাকিতে আমি কিরূপে নিদ্রা বা জীবনোপায়ভূত সুখ ভোগ করিতে পারি? সমুদায় দেব ও দানবেরা মিলিত হইয়াও যুদ্ধে যাহার বীর্য্যসহনে অক্ষম, সেই রাম সীতার সহিত তৃণ-শয্যায় শয়ন করিয়া রহিয়াছেন; দেখ! রাজা দশরথ বিবিধ পরিশ্রম ও মহতী তপস্যা-প্রভাবে ইঁহাকে আপনার ন্যায় সর্ব্বসুলক্ষণাক্রান্ত পুত্ররূপে লাভ করিয়াছেন। আমার নিশ্চয় বোধ হইতেছে যে, পৃথিবী দেবী শীঘ্রই বিধবা হইবেন; কেন না, এই রাম বিবাসিত হওয়ায়, রাজা দশরথ আর অধিক দিন বাঁচিবেন না। রাজমহিলারা সমস্ত দিন উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করিয়া এক্ষণে শ্রান্ত হইয়াই নিবৃত্ত হইয়াছেন, সুতরাং অন্তঃপুর বোধ হয় এখন নিঃশব্দ হইয়া থাকিবে। আমি এরূপ বলিতে পারি না যে, রাজা দশরথ, কৌশল্যা ও আমার জননী, ইঁহারা সকলেই এই রাত্রিতে জীবিত থাকিবেন না, আমার জননী সুমিত্রা দেবী শত্রুঘ্নকে দেখিয়া বাঁচিয়াও থাকিতে পারেন, কিন্তু সেই বীরপুত্র-প্রসবিনী নিতান্ত দুঃখিতা কৌশল্যা দেবী নিশ্চয়ই বিনষ্টা হইবেন। ৯—১৬। পিতা, রামকে রাজা করিয়া যে সকল মনোরথ সম্পাদনে নিতান্ত উৎসুক হইয়াছিলেন, এক্ষণে তাঁহাকে রাজ্যে অভিষিক্ত করিতে না পারিয়া সেই অতিক্রান্ত-মনোরথলাভে অসমর্থ হইয়াই বিনাশ-প্রাপ্ত হইবেন। সেই সময় উপস্থিত হইলে, যাঁহারা সেই মহীপতি দশরথের প্রেতকার্য্যে ব্যাপৃত হইবেন এবং আমার পিতার আরাম ও উদ্যানসমূহে অলঙ্কৃতা, সামাজিক উৎসবে শোভিতা, রমণীয়-চত্বর-সমন্বিতা, সুবিভক্ত রাজপথসমূহে বিরাজিতা, বিবিধ-প্রাসাদ-হর্ম্ম্যশালিনী, সমস্তরত্নভূষিতা, তূর্য্যশব্দে প্রতিধ্বনিতা, সমস্তসুখকর-দ্রব্যসম্পন্না, হৃষ্টপুষ্ট জনগণে সমাকুলা এবং রথ, অশ্ব ও গজগণে পরিব্যাপ্তা রাজধানীতে সুখে বিচরণ করিবেন, তাঁহারাই ভাগ্যবান্। এই চতুর্দ্দশ বৎসর অতিবাহিত হইলে, আমরা এই সত্যপ্রতিজ্ঞ সুহৃৎকায় রামের সহিত পরম সুখে সেই নগরীতে

তিষ্ঠতো রাজপুত্রস্য শর্ব্বরী সা ব্যবর্ত্তত॥ ২৩
প্রভাতে বিমলে সূর্য্যে কারয়িত্বা জটা উভৌ।
অস্মিন্ ভাগীরথীতীরে সুখং সন্তারিতৌ ময়া॥ ২৪
জটাধরৌ তৌ দ্রুমচীরবাসসৌ
মহাবলৌ কুঞ্জরযূথপোপমৌ।
বরেষুধী চাপধরৌ পরন্তপৌ
ব্যপেক্ষমাণৌ সহ সীতয়া গতৌ॥ ২৫
ইত্যযোধ্যাকাণ্ডে ষড়শীতিতমঃ সর্গঃ॥ ৮৬॥

সপ্তাশীতিতমঃ সর্গঃ।

গুহস্য বচনং শ্রুত্বা ভরতো ভৃশমপ্রিয়ম্।
ধ্যানং জগাম তত্রৈব যত্র তৎ শ্রুতমপ্রিয়ম্॥ ১
সুকুমারো মহাসত্ত্বঃ সিংহস্কন্ধো মহাভুজঃ।
পুণ্ডরীকবিশালাক্ষস্তরুণঃ প্রিয়দর্শনঃ॥ ২
প্রত্যাশ্বস্য মুহূর্ত্তন্তু কালং পরমদুর্ম্মনাঃ।
সসাদ সহসা তোত্রৈর্হৃদি বিদ্ধ ইব দ্বিপঃ॥ ৩
ভরতং মূর্চ্ছিতং দৃষ্ট্বা বিবর্ণবদনো গুহঃ।
বভূব ব্যথিতস্তত্র ভূমিকম্পে যথা দ্রুমঃ॥ ৪
তদবস্থন্তু ভরতং শত্রুঘ্নোহনন্তরস্থিতঃ।
পরিষজ্য রুরোদোচ্চৈর্বিসংজ্ঞঃ শোককর্শিতঃ॥ ৫
ততঃ সর্ব্বাঃ সমাপেতুর্মাতরো ভরতস্য তাঃ।
উপবাসকৃশা দীনা ভর্ত্তৃব্যসনকর্শিতাঃ॥ ৬
তাশ্চ তং পতিতং ভূমৌ রুদন্ত্যঃ পর্য্যবারয়ন্।
কৌশল্যা ত্বনুসৃত্যৈনং দুর্ম্মনাঃ পরিষস্বজে॥ ৭
বৎসলা স্বং যথা বৎসমুপগুহ্য তপস্বিনী।
পরিপপ্রচ্ছ ভরতং রুদতী শোকলালসা॥ ৮
পুত্র ব্যাধির্ন তে কচ্চিচ্ছরীরং প্রতিবাধতে।
অস্য রাজকুলস্যাদ্য ত্বদধীনং হি জীবনম্॥ ৯
ত্বাং দৃষ্ট্বা পুত্র জীবামি রামে সভ্রাতৃকে গতে।
বৃত্তে দশরথে রাজ্ঞি নাথ একস্ত্বমদ্য নঃ॥ ১০
কচ্চিন্ন লক্ষ্মণে পুত্র শ্রুতং তে কিঞ্চিদপ্রিয়ম্।
পুত্রে বা হ্যেকপুত্রায়াঃ সহভার্য্যে বনং গতে॥ ১১
স মুহূর্ত্তং সমাশ্বস্য রুদন্নেব মহাযশাঃ।
কৌশল্যাং পরিসান্ত্ব্যেদং গুহং বচনমব্রবীৎ॥ ১২
ভ্রাতা মে ক্বাবসদ্রাত্রিং ক্ব সীতা ক্ব চ লক্ষ্মণঃ।
অস্বপচ্ছয়নে কস্মিন্ কিং ভুক্ত্বা গুহ শংস মে॥ ১৩

প্রবেশ করিব।' 'মহাত্মা রাজনন্দন লক্ষ্মণ এইরূপ বিলাপ করত জাগ্রত থাকিতে থাকিতেই রাত্রি শেষ হইল। পরে বিমল প্রভাতকালে সূর্য্য উদিত হইলে, তাঁহারা উভয়ে গঙ্গা নদীর এই তীরেই জটা নির্ম্মাণ করাইলেন। পরে আমি তাঁহাদিগকে অনায়াসে এই ভাগীরথী পার করিয়া দিলাম। যূথচর-গজ সদৃশ অতীববলশালী এবং চীরবসন, জটা, উৎকৃষ্ট ধনু ও তূণধারী সেই দুই শত্রুতাপন রাজনন্দন, সীতার সহিত আমাকে দেখিতে দেখিতে গমন করিলেন।" ১৭—২৫

সপ্তাশীতিতম সর্গ।

ভরত, গুহের সেই জটাধারণরূপ নিতান্ত অপ্রিয় বাক্য শুনিবামাত্র অত্যন্ত চিন্তাকুল হইলেন। পরে সিংহসম-স্কন্ধশালী পদ্মতুল্য-বিশালনয়ন দীর্ঘবাহু, সেই মহাবল সুকুমার প্রিয়দর্শন যুবা মুহূর্ত্তকাল-মধ্যে আশ্বস্ত হইয়া তখনই আবার সহসা ব্যাকুলচিত্ত ও তোত্রদ্বারা হৃদয়ে তাড়িত হস্তীর ন্যায় অবসন্ন হইলেন। ভরতকে মূর্চ্ছিত দেখিয়া, গুহ বিবর্ণ-বদনও ভূকম্পকালে বৃক্ষ যেরূপ ব্যথিত হয়, সেইরূপ ব্যথিত হইলেন। ভরতের সেই অবস্থা দেখিয়া, শত্রুঘ্ন শোকাক্রান্ত ও কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য-বিবেক-বিহীন হইয়া তাঁহাকে আলিঙ্গনপূর্ব্বক উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে লাগিলেন। ১—৫। পরে ভরতের সেই সকল মাতারা তথায় আসিলেন। তাঁহারা সকলেই পতির মৃত্যুতে ক্ষীণা দীনা ও উপবাসদ্বারা কৃশা ছিলেন। তাঁহারা সকলে সেই ভূ-পতিত ভরতকে চতুর্দ্দিকে বেষ্টন করিলেন। পরে সেই শোকাকুলা পুত্রবৎসলা তপস্বিনী কৌশল্যা দেবী অতীব ব্যাকুলচিত্তে তাঁহার নিকট গিয়া তাঁহাকে আলিঙ্গন করিলেন; এবং রোদন করিতে করিতে স্বীয় পুত্রের ন্যায় ক্রোড়ে লইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "পুত্র! কোন ব্যাধি ত তোমার শরীর পীড়িত করিতেছে না? এক্ষণে এই রাজবংশের জীবন তোমারই অধীন,—রাজা দশরথ মৃত এবং রাম ভ্রাতার সহিত বনে গেলে, তুমিই আমাদিগের একমাত্র গতি হইয়াছ; পুত্র! আমি ত তোমাকেই দেখিয়া বাঁচিয়া আছি। বৎস! তুমি ত লক্ষ্মণের বা সস্ত্রীক বনবাসী আমার সেই একমাত্র পুত্র রামের কোন মন্দ সংবাদ শুনিতে পাও নাই?' ৬—১১। পরে সেই মহাযশা ভরত মুহূর্ত্তমধ্যে আশ্বস্ত হইয়া রোদন করত কৌশল্যা দেবীকে সর্ব্বতোভাবে সান্ত্বনা করিয়া গুহকে বলিলেন,—"গুহ! আমার ভ্রাতা রাম, লক্ষ্মণ ও সীতা দেবী, ইঁহারা কোথায় রাত্রি যাপন করিয়াছিলেন, কি আহার করিয়াছিলেন এবং কিরূপ শয্যাতেই বা শয়ন করিয়াছিলেন; তাহা তুমি আমার নিকটে বল।'

সোঽব্রবীদ্ভরতং হৃষ্টো নিষাদাধিপতির্গুহঃ।
বহুবিধং প্রতিপেদে চ রামে প্রিয়হিতেঽতিথৌ॥ ১৪
অন্নমুচ্চাবচং ভক্ষ্যাঃ ফলমূলানি চৈব হি।
রামায়াভ্যবহারার্থং বহু চোপহৃতং ময়া॥ ১৫
তৎ সর্ব্বং প্রত্যনুজ্ঞাসীদ্রামঃ সত্যপরাক্রমঃ।
ন হি তৎ প্রত্যগৃহ্ণাৎ স ক্ষত্রধর্ম্মমনুস্মরন্॥ ১৬
ন হ্যস্মাভিঃ প্রতিগ্রাহ্যং সখে দেয়ন্তু সর্ব্বদা।
ইতি তেন বয়ং সর্ব্বে অনুনীতা মহাত্মনা॥ ১৭
লক্ষ্মণেন যদানীতং পীতং বারি মহাত্মনা।
ঔপবাস্যং তদাকার্ষীদ্রাঘবঃ সহ সীতয়া॥ ১৮
ততস্তু জলশেষেণ লক্ষ্মণোঽপ্যকরোৎ তদা।
বাগ্যতাস্তে ত্রয়ঃ সন্ধ্যাং সমুপাসন্ত সংহিতাঃ॥ ১৯
সৌমিত্রিস্তু ততঃ পশ্চাদকরোৎ স্বাস্তরং শুভম্।
স্বয়মানীয় বর্হীংষি ক্ষিপ্রং রাঘবকারণাৎ॥ ২০
তস্মিন্ সমাবিশদ্রামঃ স্বাস্তরে সহ সীতয়া।
প্রক্ষাল্য চ তয়োঃ পাদৌ ব্যপাক্রামৎ স লক্ষ্মণঃ॥ ২১
এতৎ তদিঙ্গুদীমূলমিদমেব চ তৎ তৃণম্।

তখন সেই নিষাদাধিপতি গুহ অতিশয় প্রীত হইয়া, সেই হিতকারী প্রিয় অতিথি রামের প্রতি যেরূপ ব্যবহার করিয়াছিলেন এবং রামও তাঁহার প্রতি যেরূপ ব্যবহার করেন, ভরতের নিকটে তাহা বলিতে লাগিলেন,—"আমি রামকে আহারের জন্য বহুবিধ অন্ন, ফল, মূল এবং অন্যান্য ভক্ষ্য দ্রব্য সকল যথেষ্ট পরিমাণে উপহার প্রদান করি; পরন্তু সেই সত্যপরাক্রম মহাত্মা রাম অপ্রতিগ্রহরূপ ক্ষাত্রধর্ম্ম স্মরণ করিয়া তৎসমস্ত প্রতিগ্রহ করিলেন না; প্রত্যুত স্বীকারপূর্ব্বক আমাকে সেই সকল দ্রব্য প্রত্যর্পণ করিয়া, 'সখে! আমাদিগকে সকল সময়েই দান করা উচিত, কোন সময়েই প্রতিগ্রহ কর্ত্তব্য নয়।' ইহা বলিয়া আমাদিগকে অনুনয় করিলেন। পরে সেই রঘুনন্দন রাম, সীতাদেবীর সহিত মহাত্মা লক্ষ্মণের আনীত জল মাত্র পান করিয়া উপবাসী রহিলেন। ১২—১৮। লক্ষ্মণও তাঁহাদিগের পানাবশিষ্ট জল পান করিলেন। পরে তাঁহারা তিনজনে সমাহিতচিত্ত ও সংযতবাক্য হইয়া সন্ধ্যার উপাসনা করিলেন। তৎপরে সুমিত্রানন্দন লক্ষ্মণ, রঘুনন্দন রামের জন্য স্বয়ং বহুতর কুশ আনয়নপূর্ব্বক অতিসত্বর শয্যা রচনা করিলেন। রাম সীতা দেবীর সহিত সেই শয্যায় শয়ন করিলে লক্ষ্মণ তাঁহাদিগের চরণ ধৌত করিয়া তথা হইতে কিয়দ্দূরে গমন করিলেন। ঐ সেই ইঙ্গুদীবৃক্ষের তল; ঐ সেই তৃণপুঞ্জ; সেই রাত্রে রাম

অস্মিন্ রামশ্চ সীতা চ রাত্রিং তাং শয়িতাবুভৌ॥ ২২
নিয়ম্য পৃষ্ঠে তু তলাঙ্গুলিত্রবান্
শরৈঃ সুপূর্ণাবিষুধী পরন্তপঃ।
মহদ্ধনুঃ সজ্যমুপোহ্য লক্ষ্মণো
নিশামতিষ্ঠৎ পরিতোঽস্য কেবলম্॥ ২৩
ততস্ত্বহঞ্চোত্তমবাণচাপভৃৎ
স্থিতোঽভবং তত্র স যত্র লক্ষ্মণঃ।
অতন্দ্রিতৈর্জ্ঞাতিভিরাত্তকার্ম্মুকৈ-
র্মহেন্দ্রকল্পং পরিপালয়ংস্তদা॥ ২৪

ইত্যযোধ্যাকাণ্ডে সপ্তাশীতিতমঃ সর্গঃ॥ ৮৭॥

অষ্টাশীতিতমঃ সর্গঃ।

তচ্ছ্রুত্বা নিপুণং সর্ব্বং ভরতঃ সহ মন্ত্রিভিঃ।
ইঙ্গুদীমূলমাগম্য রামশয্যামবৈক্ষত॥ ১
অব্রবীজ্জননীঃ সর্ব্বা ইহ তস্য মহাত্মনঃ।
শর্ব্বরী শয়িতা ভূমাবিদমস্য বিমর্দ্দিতম্॥ ২
মহারাজকুলীনেন মহাভাগেন ধীমতা।
জাতো দশরথেনোর্ব্ব্যাং ন রামঃ স্বপ্তুমর্হতি॥ ৩
অজিনোত্তরসংস্তীর্ণে বরাস্তরণসঞ্চয়ে।

ও সীতা দেবী উভয়ে ঐ স্থানেই শয়ন করিয়াছিলেন। সেই রাত্রে শত্রুতাপন লক্ষ্মণ দুইটী শরপূর্ণ তূণ পৃষ্ঠদেশে আবদ্ধ করিয়া তলত্রাণ ও অঙ্গুলিত্রাণ পরিধানপূর্ব্বক জ্যাযুক্ত মহৎ ধনু ধারণ করত কেবল তাঁহার চতুর্দ্দিকে দৃষ্টি রাখিয়া রাত্রি যাপন করিয়াছিলেন। আমিও উত্তম বাণ ও ধনু ধারণপূর্ব্বক নিদ্রাবিহীন ও ধনুর্দ্ধারী জ্ঞাতিদিগের সহিত সেই মহেন্দ্রসদৃশ রামকে রক্ষা করত লক্ষ্মণের নিকটে ছিলাম।" ১৯—২৪।

অষ্টাশীতিতম সর্গ।

মনোযোগপূর্ব্বক সেই বাক্য শুনিয়া ভরত, মন্ত্রীদিগের সহিত সেই ইঙ্গুদী বৃক্ষের তলে যাইয়া রামের শয্যা দেখিলেন এবং জননীদিগকে কহিলেন,—"সেই মহাত্মা রাম রাত্রে এই ভূতলে শয়ন করিয়াছিলেন; এই তাঁহার অঙ্গমর্দ্দনের চিহ্ন; যিনি মহারাজবংশীয় মহাভাগ্যশালী ধীসম্পন্ন দশরথের ঔরসে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহার ভূতলে শয়ন করা নিতান্ত অনুপযুক্ত! যাহাতে অনেক উৎকৃষ্ট আস্তরণ পাতিত থাকিত এবং যাহা উৎকৃষ্ট অজিনে আবৃত হইত, সেইরূপ

শয়িত্বা পুরুষব্যাঘ্রঃ কথং শেতে মহীতলে ॥ ৪
প্রাসাদাগ্রবিমানেষু বলভীষু চ সর্ব্বদা ।
হৈমরাজতভৌমেষু বরাস্তরণশালিষু ॥ ৫
পুষ্পসঞ্চয়চিত্রেষু চন্দনাগুরুগন্ধিষু ।
পাণ্ডুরাভ্রপ্রকাশেষু শুকসঙ্ঘরুতেষু চ ॥ ৬
প্রাসাদবরবর্য্যেষু শীতবৎসু সুগন্ধিষু ।
উষিত্বা মেরুকল্পেষু কৃতকাঞ্চনভিত্তিষু ॥ ৭
গীতবাদিত্রনির্ঘোষৈর্বরাভরণনিঃস্বনৈঃ ।
মৃদঙ্গবরশব্দৈশ্চ সততং প্রতিবোধিতঃ ॥ ৮
বন্দিভির্বন্দিতঃ কালে বহুভিঃ সূতমাগধৈঃ ।
গাথাভিরনুরূপাভিঃ স্তুতিভিশ্চ পরন্তপঃ ॥ ৯
অশ্রদ্ধেয়মিদং লোকে ন সত্যং প্রতিভাতি মা ।
মুহ্যতে খলু মে ভাবঃ স্বপ্নোঽয়মিতি মে মতিঃ ॥ ১০
ন নূনং দৈবতং কিঞ্চিৎ কালেন বলবত্তরম্ ।
যত্র দাশরথী রামো ভূমাবেবমশেত সঃ ॥ ১১
যস্মিন্ বিদেহরাজস্য সুতা চ প্রিয়দর্শনা ।
দয়িতা শয়িতা ভূমৌ স্নুষা দশরথস্য চ ॥ ১২
ইয়ং শয্যা মম ভ্রাতুরিদমাবর্ত্তিতং শুভম্ ।
স্থণ্ডিলে কঠিনে সর্ব্বং গাত্রৈর্বিমৃদিতং তৃণম্ ॥ ১৩
মন্যে সাভরণা সুপ্তা সীতাস্মিন্ শয়নে শুভা ।
তত্র তত্র হি দৃশ্যন্তে সক্তাঃ কনকবিন্দবঃ ॥ ১৪
উত্তরীয়মিহাসক্তং সুব্যক্তং সীতয়া তদা ।
তথা হ্যেতে প্রকাশন্তে সক্তাঃ কৌশেয়তন্তবঃ ॥ ১৫
মন্যে ভর্ত্তুঃ সুখা শয্যা যেন বালা তপস্বিনী ।
সুকুমারী সতী দুঃখং ন বিজানাতি মৈথিলী ॥ ১৬
হা হতোঽস্মি নৃশংসোঽস্মি যৎ সভার্য্যঃ কৃতে মম ।
ঈদৃশীং রাঘবঃ শয্যামধিশেতে হ্যনাথবৎ ॥ ১৭
সার্ব্বভৌমকুলে জাতঃ সর্ব্বলোকসুখাবহঃ ।
সর্ব্বপ্রিয়করস্ত্যক্ত্বা রাজ্যং প্রিয়মনুত্তমম্ ॥ ১৮
কথমিন্দীবরশ্যামো রক্তাক্ষঃ প্রিয়দর্শনঃ ।
সুখভাগী ন দুঃখার্হঃ শয়িতো ভুবি রাঘবঃ ॥ ১৯
ধন্যঃ খলু মহাভাগো লক্ষ্মণঃ শুভলক্ষণঃ ।

শয্যাতে শয়ন করিয়া, সেই পুরুষশ্রেষ্ঠ রাম কেমন করিয়া এক্ষণে মৃত্তিকায় শয়ন করিতেছেন! যাহাদিগের শিখরভাগে বিমানসদৃশ উচ্চতর গৃহ আছে এবং যাহাদিগের ভিত্তি স্বর্ণবিনির্ম্মিত, ভূভাগ স্বর্ণ ও রজতে রচিত হইয়াছে, সুতরাং যাহার সুমেরু পর্ব্বতের ন্যায় শোভাবিশিষ্ট সেই পাণ্ডুবর্ণ মেঘতুল্য শুভ্র এবং উৎকৃষ্ট আস্তরণে আস্তৃত, শুকসমূহশব্দে প্রতিধ্বনিত, স্থানে স্থানে সন্নিবেশিত পুষ্পসমূহে মনোহর এবং চন্দন ও অগুরুগন্ধে সুবাসিত, সুশীতল উৎকৃষ্ট প্রাসাদ সকলে নিয়ত বাস করিয়া এক্ষণে তিনি কেমন করিয়া বনে বাস করিতেছেন। যিনি প্রত্যহ প্রাতঃকালে সূত, মাগধ ও বন্দীদিগের সমুচিত গীত ও স্তুতিবাদশব্দে এবং পরিচারিকাদিগের উৎকৃষ্ট অলঙ্কার-ধ্বনি, উত্তম মৃদঙ্গ ও অন্যান্য বাদ্যধ্বনি এবং সঙ্গীতশব্দদ্বারা জাগরিত হইতেন, এক্ষণে সেই শত্রুতাপন রাম কিরূপে জাগরিত হইতেছেন! রাম যে ভূতলে শয়ন করিয়াছেন, ইহা ইহলোকমধ্যে কাহারও বিশ্বাসযোগ্য নয়; আমার ত ইহা 'সত্য' বলিয়াই বোধ হইতেছে না; আরও আমার বোধ হইতেছে যে, ইহা স্বপ্ন; অথবা আমার অন্তঃকরণই মোহাভিভূত হইয়াছে। ১—১০। যখন সেই দশরথতনয় রাম এইরূপে ভূতলে শয়ন করিয়াছেন এবং বিদেহরাজ জনকের দুহিতা ও রাজা দশরথের প্রিয় পুত্রবধূ সেই প্রিয়-দর্শনা সীতা দেবীও ভূতলশায়িনী হইয়াছেন, তখন আমার নিশ্চয় বোধ হইতেছে যে কোন দৈবই কাল হইতে অধিক বলশালী নহে! আমার ভ্রাতা রামের এই শয্যা; এই তাঁহার অঙ্গপরিবর্ত্তনের মনোহর চিহ্ন রহিয়াছে; এই পরিষ্কৃত কঠিন ভূতলে তাহার গাত্রদ্বারা তৃণ সমস্ত মর্দ্দিত হইয়াছে। এই শয্যাতে স্থানে স্থানে সংলগ্ন কনককণা সকল দেখা যাইতেছে; অতএব আমার বোধ হয় যে, সেই মনোহারিণী সীতাদেবী সালঙ্কারা হইয়াই ইহাতে শয়ন করিয়াছিলেন। তৎকালে সীতা দেবীর উত্তরীয় বস্ত্র নিশ্চয়ই এই স্থানে সংসক্ত হইয়াছিল; কেন না, কৌশেয় বস্ত্রের সূত্র সকল এই স্থানে সংলগ্ন হইয়া শোভা পাইতেছে। আমার বোধ হইতেছে যে, স্বামী যাহাতেই শয়ন করেন, সেই শয্যাই মহিলাদিগের সুখদায়িনী হইয়া থাকে; যেহেতু সেই তপস্বিনী বালা সুকুমারী জনকনন্দিনী সাধ্বী সীতা দেবী এই শয্যাতে শয়ন করিয়াও দুঃখ জ্ঞান করেন নাই। ১১—১৬। হা! আমি নিহত হইলাম! হা! আমি কি নৃশংস যে, আমার জন্য সেই রঘুনন্দন রাম পত্নীর সহিত, অনাথের ন্যায়, এইরূপ শয্যাতে শয়ন করিতেছেন; যিনি সর্ব্বলোকপ্রসিদ্ধ রঘুকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন; যিনি সুখভোগেরই যোগ্য, যাহার দুঃখভোগ নিতান্ত অনুচিত এবং যিনি সতত সকলের প্রিয় ও সুখকর কার্য্য করিয়া থাকেন, সেই ইন্দীবরশ্যাম, লোহিতলোচন, প্রিয়দর্শন, রঘুনন্দন রাম প্রীতিপ্রদ অনুত্তম রাজ্য পরিত্যাগ করিয়া কিরূপে ভূতলে শয়ন করিতেছেন। সেই শুভলক্ষণসম্পন্ন

ভ্রাতরং বিষমে কালে যো রামমনুবর্ত্ততে ॥ ২০
সিদ্ধার্থা খলু বৈদেহী পতিং যানুগতা বনম্।
বয়ং সংশয়িতাঃ সর্ব্বে হীনাস্তেন মহাত্মনা ॥ ২১
অকর্ণধারা পৃথিবী শূন্যেব প্রতিভাতি মে।
গতে দশরথে স্বর্গং রামে চারণ্যমাশ্রিতে ॥ ২২
ন চ প্রার্থয়তে কশ্চিন্মনসাপি বসুন্ধরাম্।
বনে নিবসতস্তস্য বাহুবীর্য্যাভিরক্ষিতাম্ ॥ ২৩
শূন্যসংবরণারক্ষামযন্ত্রিতহয়দ্বিপাম্।
অনাবৃতপুরদ্বারাং রাজধানীমরক্ষিতাম্ ॥ ২৪
অপ্রহৃষ্টবলাং শূন্যাং বিষমস্থামনাবৃতাম্।
শত্রবো নাভিমন্যন্তে ভক্ষ্যান্ বিষকৃতানিব ॥ ২৫
অদ্যপ্রভৃতি ভূমৌ তু শয়িষ্যেঽহং তৃণেষু বা।
ফলমূলাশনো নিত্যং জটাচীরাণি ধারয়ন্ ॥ ২৬
তস্যার্থমুত্তরং কালং নিবৎস্যামি সুখং বনে।
তং প্রতিশ্রুতমার্য্যস্য নৈবং মিথ্যা ভবিষ্যতি ॥ ২৭
বসন্তং ভ্রাতুরর্থায় শত্রুঘ্নো মানুবৎ স্যতি

মহাভাগ লক্ষ্মণই ধন্য! কেন না, তিনি এই বিষম বিপৎসময়েও ভ্রাতা রামের সঙ্গী হইয়াছে। সেই বিদেহরাজদুহিতা সীতা দেবীও বনে স্বামীর অনুগামিনী হইয়া সফলমনোরথা হইয়াছেন। কেবল আমরা সকলেই সেই মহাত্মা রামকর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হইয়া মনোরথ সিদ্ধিবিষয়ে সংশয়াপন্ন হইয়াছি। রাজা দশরথ স্বর্গে এবং রাম বনে যাওয়ায়, পৃথিবী দেবী নায়কবিহীনা হওয়ায় শূন্যপ্রায় বোধ হইতেছে। ১৭—২২। এক্ষণে যদিও সেই রাম বনে বাস করিতেছেন, তথাপি তাঁহারই বাহুবীর্য্যে এই পৃথিবী পরিরক্ষিতা হইতেছে—ভয়ে কেহ মনে মনেও তাহা প্রার্থনা করিতে উৎসাহী হইতে পারিতেছে না। সম্প্রতি যদিও সেই বিপদাক্রান্তা রাজধানী পূর্ব্ববৎ রক্ষিতা নাই,—যদিও তাহার চতুর্দ্দিকস্থ প্রাকারসকল রক্ষকবিহীন ও পুরদ্বার সমস্ত অনাবৃত রহিয়াছে এবং তাহাতে অশ্ব ও হস্তিসমূহ যথাবিধি নিয়মিত হইতেছে না; যদিও সমুদয় সৈন্য ক্ষুব্ধচিত্ত হওয়ায়, সেই রাজধানী শূন্যা ও বিপরীতদশাপন্না এবং অনাবৃতা রহিয়াছে, তথাপি বিষমিশ্রিত ভক্ষ্য দ্রব্যের ন্যায়, শত্রুগণও ইহাকে গ্রহণ করিতে ইচ্ছুক নহে। আমি অদ্য হইতে ভূতলে বা তৃণশয্যায় শয়ন করিব এবং নিয়ত-জটাচীর ধারণ করত ফল-মূল আহার করিব; উত্তরকাল আমি অনায়াসে বনে বাস করিব; এরূপ হইলে সেই আর্য্য অগ্রজের প্রতিশ্রুত বিষয় মিথ্যা হইবে না। ভ্রাতার জন্য আমি বনে বাস করিলে শত্রুঘ্ন

লক্ষ্মণেন সহাযোধ্যামার্য্যো মে পালয়িষ্যতি ॥ ২৮
অভিষেক্ষ্যন্তি কাকুৎস্থমযোধ্যায়াং দ্বিজাতয়ঃ।
অপি মে দেবতাঃ কুর্য্যুরিমং সত্যং মনোরথম্ ॥ ২৯
প্রসাদ্যমানঃ শিরসা ময়া স্বয়ং
বহুপ্রকারং যদি ন প্রপৎস্যতে।
ততোঽনুবৎস্যামি চিরায় রাঘবং
বনে চিরং নার্হতি মামুপেক্ষিতুম্ ॥ ৩০
ইত্যাযোধ্যাকাণ্ডে অষ্টাশীতিতমঃ সর্গঃ ॥ ৮৮ ॥

একোননবতিতমঃ সর্গঃ।

ব্যুষ্য রাত্রিন্তু তত্রৈব গঙ্গাকূলে স রাঘবঃ।
কল্যমুত্থায় শত্রুঘ্নমিদং বচনমব্রবীৎ ॥ ১
শত্রুঘ্নোত্তিষ্ঠ কিং শেষে নিষাদাধিপতিং গুহম্।
শীঘ্রমানয় ভদ্রং তে তারয়িষ্যতি বাহিনীম্ ॥ ২
জাগর্ম্মি নাহং স্বপিমি তথৈবার্য্যং বিচিন্তয়ন্।
ইত্যেবমব্রবীদ্‌ভ্রাতা শত্রুঘ্নো বিপ্রচোদিতঃ ॥ ৩
ইতি সংবদতোরেবমন্যোন্যং নরসিংহয়োঃ।
আগম্য প্রাঞ্জলিঃ কালে গুহো বচনমব্রবীৎ ॥ ৪

আমার সহিত বাস করিবে, আর আর্য্য রাম লক্ষ্মণের সহিত অযোধ্যা পালন করিবেন। অযোধ্যাতে দ্বিজগণ রামচন্দ্রকে অভিষেক করিবেন, দেবতারা আমার এই মনোরথ সফল করুন। আমি নতশিরা হইয়া বহুপ্রকারে তাঁহাকে সন্তুষ্ট করিলেও যদি তিনি প্রতিশ্রুত-প্রতিপালনে নিবৃত্ত না হন, তবে আমি চিরকালই বনে তাঁহার সহিত বাস করিব; কিন্তু তিনি কখনই বহুকাল আমাকে উপেক্ষা করিতে পারিবেন না।" ২৩—৩০।

ঊননবতিতম সর্গ।

রঘুকুলোদ্ভব ভরত তথায় গঙ্গাতীরে সেই রাত্রি বাস করিয়া প্রত্যূষে গাত্রোত্থানপূর্ব্বক শত্রুঘ্নকে বলিলেন, "শত্রুঘ্ন! গাত্রোত্থান কর, শুইয়া রহিয়াছ কেন? তোমার কল্যাণ হউক, তুমি শীঘ্র নিষাদপতি গুহকে আনয়ন কর; তিনি নদী পার করিয়া দিবেন।" তখন ভ্রাতা শত্রুঘ্ন ভরত কর্ত্তৃক এইরূপ আদিষ্ট হইয়া বলিলেন, "আর্য্য! আমি আপনার ন্যায়, আর্য্য রামচন্দ্রকে চিন্তা করত জাগিয়াই রহিয়াছি, ঘুমাই নাই"; নরবর ভরত ও শত্রুঘ্ন পরস্পর এইরূপ কথাবার্ত্তা কহিতেছেন, এমন সময় গুহ তথায় আসিয়া কৃতাঞ্জলি-

কচ্চিৎ সুখং নদীতীরেঽবাৎসীঃ কাকুৎস্থ শর্ব্বরীম্ ।
কচ্চিচ্চ সহসৈন্যস্য তব নিত্যমনাময়ম্ ॥ ৫
গুহস্য তত্তু বচনং শ্রুত্বা স্নেহাদুদীরিতম্ ।
রামস্যানুবশো বাক্যং ভরতোঽপীদমব্রবীৎ ॥ ৬
সুখা নঃ শর্ব্বরী ধীমন্ পূজিতাশ্চাপি তে বয়ম্ ।
গঙ্গান্তু নৌভির্বহ্বীভির্দাশাঃ সন্তারয়ন্তু নঃ ॥ ৭
ততো গুহঃ সন্ত্বরিতং শ্রুত্বা ভরতশাসনম্ ।
প্রতিপ্রবিশ্য নগরং তং জ্ঞাতিজনমব্রবীৎ ॥ ৮
উত্তিষ্ঠত প্রবুধ্যধ্বং ভদ্রমস্তু হি বঃ সদা ।
নাবঃ সমুপকর্ষধ্বং তারয়িষ্যাম বাহিনীম্ ॥ ৯
তে তথোক্তাঃ সমুত্থায় ত্বরিতা রাজশাসনাৎ ।
পঞ্চ নাবাং শতান্যেব সমানিন্যুঃ সমন্ততঃ ॥ ১০
অন্যাঃ স্বস্তিকবিজ্ঞেয়া মহাঘণ্টাধরাধরাঃ ।
শোভমানাঃ পতাকিন্যো যুক্তবাহাঃ সুসংহতাঃ ॥ ১১
ততঃ স্বস্তিকবিজ্ঞেয়াং পাণ্ডুকম্বলসংবৃতাম্ ।
সনন্দিঘোষাং কল্যাণীং গুহো নাবমুপাহরৎ ॥ ১২
তামারুরোহ ভরতঃ শত্রুঘ্নশ্চ মহাবলঃ ।
কৌসল্যা চ সুমিত্রা চ যাশ্চান্যা রাজযোষিতঃ ॥ ১৩
পুরোহিতশ্চ তৎপূর্ব্বং গুরবো ব্রাহ্মণাশ্চ যে ।
অনন্তরং রাজদারাস্তথৈব শকটাপণাঃ ॥ ১৪
আবাসমাদীপয়তাং তীর্থঞ্চাপ্যবগাহতাম্ ।
ভাণ্ডানি চাদদানানাং ঘোষস্তু দিবমস্পৃশৎ ॥ ১৫
পতাকিন্যস্তু তা নাবঃ স্বয়ং দাশৈরধিষ্ঠিতাঃ ।
বহন্ত্যো জনমারূঢ়ং তদা সম্পেতুরাশুগাঃ ॥ ১৬
নারীণামভিপূর্ণাস্তু কাশ্চিৎ কাশ্চিৎ তুবাজিনাম্ ।
কাশ্চিৎ তত্র বহন্তি স্ম যানযুগ্যং মহাধনম্ ॥ ১৭
তাস্তু গত্বা পরং তীরমবরোপ্য চ তং জনম্ ।
নিবৃত্তাঃ কাণ্ডচিত্রাণি ক্রিয়ন্তে দাশবন্ধুভিঃ ॥ ১৮
সবৈজয়ন্তাস্তু গজা গজারোহৈঃ প্রচোদিতাঃ ।
তরন্তঃ স্ম প্রকাশন্তে সপক্ষা ইব পর্ব্বতাঃ ॥ ১৯
নাবশ্চারুরুহুস্ত্বন্যে প্লবৈস্তেরুস্তথাপরে ।
অন্যে কুম্ভঘটৈস্তেরুরন্যে তেরুশ্চ বাহুভিঃ ॥ ২০
সা পুণ্যাং ধ্বজিনী গঙ্গাং দাশৈঃ সন্তারিতা স্বয়ম্ ।

পুটে কহিলেন, "কাকুৎস্থ! আপনি নদীতটে রাত্রে সুখে বাস করিয়াছেন ত? সৈন্যগণের সহিত আপনার কোন কষ্ট হয় নাই ত?" গুহের স্নেহবশতঃ উচ্চারিত এই বাক্য শুনিয়া, রামপরবশ ভরত বলিলেন,—"ধীমন্! শর্ব্বরী সুখে যাপিত হইয়াছে এবং তুমিও আমাদিগকে সম্পূর্ণ সৎকার করিয়াছ; এক্ষণে ধীবরগণ বহুসংখ্যক নৌকাদ্বারা আমাদিগকে যাহাতে গঙ্গার পরপারে পৌঁছিয়া দেয়, তাহার উপায় কর। ১—৭। পরে গুহ, ভরতের আদেশ পাইয়া সত্বর তথা হইতে নগরে প্রবেশপূর্ব্বক নিজ জ্ঞাতিগণকে কহিলেন, "উঠ, জাগরিত হও, সর্ব্বদা তোমাদের মঙ্গল হউক, কতকগুলি নৌকা সংগ্রহ কর; সৈন্য সকলকে পার করিয়া দিতে হইবে।" তদীয় জ্ঞাতিগণ সেই কথা শুনিয়া রাজশাসনবশতঃ উত্থানপূর্ব্বক সত্বর হইয়া চতুর্দ্দিক্ হইতে পাঁচ শত নৌকা আনিল। তদ্ভিন্ন স্বস্তিক-নামক রাজগণের আরোহণযোগ্য কতিপয় তরণী স্বয়ং গুহকর্ত্তৃক সংগৃহীত হইল; সেই সকল তরণী অগ্রভাগে বৃহৎঘণ্টাযুক্ত, সুবর্ণরঞ্জিত চিত্রসমূহদ্বারা সুশোভিত, পতাকাশালী, দৃঢ়সন্নিবদ্ধ এবং নাবিকসমন্বিত, উক্ত নৌকা অপেক্ষাও উৎকৃষ্টতর স্বস্তিক-নামক নৌকা যাহা রাজযোগ্য পাণ্ডুবর্ণ কম্বলের আস্তরণদ্বারা আচ্ছাদিত এবং উপরিভাগ মঙ্গলবাদ্যধ্বনিসমন্বিত, সেই কল্যাণদায়িনী তরণীকে গুহ স্বয়ং নিকটে আনিলেন। কৌশল্যা, সুমিত্রা এবং অপরাপর যে সকল রাজপত্নী ছিলেন, তাঁহারা এবং মহাবাহু ভরত ও শত্রুঘ্ন সেই নৌকায় উঠিলেন। ৮—১৩। ভরতাদির আরোহণের পূর্ব্বেই পুরোহিত, গুরুগণ ও অন্যান্য ব্রাহ্মণগণ তাহাতে আরূঢ় হইয়াছিলেন। পরে অনুচর রাজপরিবারবর্গ, শকট ও পণ্যদ্রব্যজাত ক্রমে ক্রমে পৃথক্ পৃথক্ নৌকায় রাখা হইল। নদীতীরে অবতীর্ণ, অগ্রে নৌকায় আরোহণপূর্ব্বক স্থানগ্রহণ জন্য ব্যগ্র এবং নিজ নিজ গৃহসামগ্রী গ্রহণে ব্যাকুল সৈন্যগণের কোলাহলধ্বনি আকাশতল স্পর্শ করিল। পতাকাবিশিষ্ট শীঘ্রগামী সেই সকল নৌকা ধীবরগণকর্ত্তৃক বাহিত হইয়া আরোহিগণকে বহন করত চলিতে লাগিল। কোন কোন নৌকা নারীগণদ্বারা, কোন নৌকা অশ্বসমূহদ্বারা, কোন নৌকা রথ ও শকটদ্বারা পরিপূর্ণ হইয়াছিল; কোন কোন নৌকা মহামূল্য অশ্ব, অশ্বতর, বৃষভ প্রভৃতি বহিতে লাগিল। ক্রমে ক্রমে সেই সমস্ত নৌকা পরপারে যাইয়া আরোহি-জনগণকে অবতারণ করিয়া নিবৃত্ত হইলে, গুহবন্ধু ধীবরগণ সেই সকল নৌকা লইয়া জলমধ্যে বিচিত্র ক্রীড়ায় প্রবৃত্ত হইল। ১৪—১৮। ধ্বজযুক্ত গজযূথ, হস্তিপককর্ত্তৃক চালিত হইয়া সন্তরণ করত পক্ষবিশিষ্ট পর্ব্বতের ন্যায় দেখা যাইতে লাগিল। কেহ কেহ নৌকায় আরোহণ করিয়া, কেহ কেহ বা বেণুতৃণাদি-নির্ম্মিত ভেলাতে, অপরে বৃহৎ কলসী অবলম্বন করিয়া, অন্য ব্যক্তিগণ বাহুদ্বারা সন্তরণ করিয়া পার হইল। সেই শোভমান সৈন্য সকল ধীবরগণ

মৈত্রে মুহূর্ত্তে প্রযযৌ প্রয়াগবনমুত্তমম্ ॥ ২১
আশ্বাসয়িত্বা চ চমূং মহাত্মা
নিবেশয়িত্বা চ যথোপজোষম্।
দ্রষ্টুং ভরদ্বাজমৃষিপ্রবর্য্য-
মৃত্বিক্‌সদস্যৈর্ভরতঃ প্রতস্থে ॥ ২২
স ব্রাহ্মণস্যাশ্রমমভ্যুপেত্য
মহাত্মনো দেবপুরোহিতস্য।
দদর্শ রম্যোটজবৃক্ষদেশং
মহদ্বনং বিপ্রবরস্য রম্যম্ ॥ ২৪
ইত্যযোধ্যাকাণ্ডে একোননবতিতমঃ সর্গঃ ॥৮৯॥

নবতিতমঃ সর্গঃ।

ভরদ্বাজাশ্রমং গত্বা ক্রোশাদেব নরর্ষভঃ।
জনং সর্ব্বমবস্থাপ্য জগাম সহ মন্ত্রিভিঃ॥ ১
পদ্ভ্যামেব স ধর্ম্মাত্মা ন্যস্তশস্ত্রপরিচ্ছদঃ
বসানো বাসসী ক্ষৌমে পুরোধায় পুরোহিতম্॥ ২
ততঃ সন্দর্শনে তস্য ভরদ্বাজস্য রাঘবঃ।
মন্ত্রিণস্তানবস্থাপ্য জগামানুপুরোহিতম্ ॥ ৩
বসিষ্ঠমথ দৃষ্ট্বৈব ভরদ্বাজো মহাতপাঃ।
সঞ্চচালাসনাৎ তূর্ণং শিষ্যানর্ঘ্যমিতি ব্রুবন্ ॥ ৪
সমাগম্য বসিষ্ঠেন ভরতেনাভিবাদিতঃ।
অবুধ্যত মহাতেজাঃ সুতং দশরথস্য তম্ ॥ ৫
তাভ্যামর্ঘ্যঞ্চ পাদ্যঞ্চ দত্ত্বা পশ্চাৎ ফলানি চ।
আনুপূর্ব্ব্যাচ্চ ধর্ম্মজ্ঞঃ পপ্রচ্ছ কুশলং কুলে ॥ ৬
অযোধ্যায়াং বলে কোষে মিত্রেষপি চ মন্ত্রিষু।
জানন্ দশরথং বৃত্তং ন রাজানমুদাহরৎ ॥ ৭
বসিষ্ঠো ভরতশ্চৈনং পপ্রচ্ছতুরনাময়ম্।
শরীরেঽগ্নিষু শিষ্যেষু বৃক্ষেষু মৃগপক্ষিষু ॥ ৮
তথেতি তু প্রতিজ্ঞায় ভরদ্বাজো মহাযশাঃ।
ভরতং প্রত্যুবাচেদং রাঘবস্নেহবন্ধনাৎ ॥ ৯
কিমিহাগমনে কার্য্যং তব রাজ্যং প্রশাসতঃ।
এতদাচক্ষ্ব সর্ব্বং মে ন হি মে শুধ্যতে মনঃ ॥ ১০
সুষুবে যমমিত্রঘ্নং কৌসল্যানন্দবর্দ্ধনম্।
ভ্রাত্রা সহ সভার্য্যো যশ্চিরং প্রব্রাজিতো বনম্ ॥ ১১
নিযুক্তঃ স্ত্রীনিমিত্তেন পিত্রা যোঽসৌ মহাযশাঃ।
বনবাসী ভবেতীহ সমাঃ কিল চতুর্দ্দশ ॥ ১২
কচ্চিন্ন তস্যাপাপস্য পাপং কর্ত্তুমিহেচ্ছসি।

কর্ত্তৃক ভাগীরথী উত্তীর্ণ হইয়া সূর্য্যোদয়ের তৃতীয় মুহূর্ত্তমধ্যে রমণীয় প্রয়াগবনে উপস্থিত হইল। মহাত্মা ভরত সৈন্যদিগকে যথাসুখে প্রয়াগবনে সংস্থাপিত এবং আশ্বাসিত করিয়া সদস্য ও পুরোহিতের সহিত ঋষিপ্রবর ভরদ্বাজকে দর্শন করিতে গেলেন। পরে তিনি সেই মহানুভব দেবপুরোহিত, বৃহস্পতি-তনয় দ্বিজবর্য্যের আশ্রমে উপনীত হইয়া রমণীয় পর্ণকুটীর ও তরুগণমণ্ডিত মহৎ বন দেখিলেন। ১৯—২৩।

নবতিতম সর্গ।

নরশ্রেষ্ঠ ভরত আশ্রমপীড়া-নিবারণমানসে ক্রোশ-পরিমিত দূরে সৈন্য-সামন্ত সমাবেশিত করিয়া মন্ত্রি-গণের সহিত তদ্দর্শনে গমন করিলেন। সেই ধর্ম্মাত্মা পরিচ্ছদ ও অস্ত্রশস্ত্র পরিত্যাগপূর্ব্বক ক্ষৌমবস্ত্রযুগল পরিধান করত পুরোহিতকে অগ্রে করিয়া পদব্রজেই চলিলেন। রঘুনন্দন ভরত আশ্রমপ্রবেশানন্তর ভরদ্বাজের দর্শনাবসরে সেই সমস্ত মন্ত্রীকে তথায় রাখিয়া পুরোহিতের পশ্চাৎ গমন করিলেন। ১—৩। অনন্তর মহাতপস্বী ভরদ্বাজ, বসিষ্ঠকে দেখিবামাত্র শিষ্যগণকে অর্ঘ্য আনিতে আদেশ করিয়াই আসন হইতে উত্থিত হইলেন। ভরতও বসিষ্ঠের সহিত আসিয়া তাঁহাকে অভিবাদন করিলে, সেই মহাতেজা ভরদ্বাজ তাঁহাকে দশরথের পুত্র বলিয়া বুঝিতে পারিলেন। ধর্ম্মজ্ঞ মুনি, বসিষ্ঠ ও ভরতকে যথাক্রমে পাদ্য অর্ঘ্য এবং বিবিধ ফল প্রদানপূর্ব্বক গৃহের কুশল জিজ্ঞাসা করিলেন। অযোধ্যা-রাজধানী, সৈন্য-সামন্ত, ধনাগার, বন্ধু-বান্ধব এবং মন্ত্রিবর্গ প্রভৃতি বিষয়েই একে একে কুশল প্রশ্ন করিয়া, রাজা দশরথ স্বর্গগত হইয়াছেন জানিয়াও তদ্বিষয়ে কোন কথা কহিলেন না। পরে বসিষ্ঠ ও ভরত, ভরদ্বাজের তপঃসাধন, শরীর, অগ্নি এবং শিষ্যবিষয়ক অনাময় প্রশ্ন করিয়া বৃক্ষ, মৃগ ও পক্ষি-বিষয়ক অভয়ে অবস্থানরূপ কুশল জিজ্ঞাসা করিলেন। মহাযশা ভরদ্বাজ 'হাঁ, সকল মঙ্গল' ইহা বলিয়া রামের প্রতি স্নেহবন্ধনবশতঃ ভরতকে এই কথা বলিলেন যে, "তুমি স্বহস্তে রাজ্যভার গ্রহণ করিয়াছ, অতএব তুমি কি জন্য এস্থানে আগমন করিয়াছ, তাহা যথার্থরূপে আমাকে বল, আমার মনে ভাল বলিয়া বিশ্বাস হইতেছে না; কৌশল্যা যে আনন্দবর্দ্ধন শত্রু-হন্তা রামকে প্রসব করিয়াছিলেন, যিনি ভ্রাতা ও পত্নীর সহিত বহুদিনের জন্য বনে প্রব্রাজিত হইয়াছেন, যে মহাযশা, স্ত্রৈণ পিতার "চতুর্দ্দশ বৎসর বনবাসী হও" এই আদেশ পালন করিবার জন্য বনে বাস করিতে

অকণ্টকং ভোক্তুমনা রাজ্যং তস্যানুজস্য চ ॥ ১৩
এবমুক্তো ভরদ্বাজং ভরতঃ প্রত্যুবাচ হ।
পর্য্যশ্রুনয়নো দুঃখাদ্বাচা সংসজ্জমানয়া ॥ ১৪
হতোঽস্মি যদি মামেবং ভগবানপি মন্যতে।
মত্তো ন দোষমাশঙ্কে মৈবং মামনুশাধি হি ॥ ১৫
ন চৈতদিষ্টং মাতা মে যদবোচন্মদন্তরে।
নাহমেতেন তুষ্টশ্চ ন তদ্বচনমাদদে ॥ ১৬
অহন্তু তং নরব্যাঘ্রমুপযাতঃ প্রসাদকঃ।
প্রতিনেতুমযোধ্যায়াং পাদৌ চাস্যাভিবন্দিতুম্ ॥ ১৭
তং মামেবং গতং মত্বা প্রসাদং কর্ত্তুমর্হসি।
শংস মে ভগবন্ রামঃ ক সম্প্রতি মহামতিঃ ॥ ১৮
বসিষ্ঠাদিভিঋত্বিগ্‌ভির্যাচিতো ভগবাংস্ততঃ।
উবাচ তং ভরদ্বাজঃ প্রসাদাদ্ভরতং বচঃ ॥ ১৯
ত্বয্যেতৎ পুরুষব্যাঘ্র যুক্তং রাঘববংশজে।
গুরুবৃত্তির্দমশ্চৈব সাধূনাঞ্চানুযায়িতা ॥ ২০
জানে চৈতন্মনঃস্থং তে দৃঢ়ীকরণমস্ত্বিতি

নিযুক্ত হইয়াছেন; তুমি নিষ্কণ্টকে রাজ্যভোগ করিবার অভিলাষে সেই নিষ্পাপ রামের এবং তাঁহার অনুজ লক্ষ্মণের কোন অনিষ্ট করিতে ত ইচ্ছা কর নাই?" ৪—১৩। ভরত, ভরদ্বাজের এই প্রশ্নে দুঃখিত হইয়া অশ্রুপূর্ণনয়নে স্খলিতবচনে প্রত্যুত্তর করিলেন, "ভগবন্! আপনি সর্ব্বজ্ঞ হইয়াও যদি আমাকে এরূপ মনে করেন, তবে আমার জন্মই বৃথা; আমা হইতে এই বনবাস সঙ্ঘটিত হয় নাই এবং ইহা আমি কখনও মনে ভাবি নাই; অতএব আপনি আমাকে এইরূপ শ্রুতিকঠোর বাক্য সকল বলিবেন না। আমার রাজ্যাভিষেক এবং রামের বনবাসবিষয়ে মাতা আমার অনুপস্থিতিতে যাহা বলিয়াছিলেন, তাহাও আমার অভিলষিত নহে, ইহাতে আমি তুষ্টও হই নাই এবং মাতৃবাক্য স্বীকারও করি নাই। আমি সেই নরবরকে প্রসন্ন করিব বলিয়া তাঁহার পদদ্বয় বন্দনা করিতে এবং তাঁহাকে অযোধ্যায় লইয়া যাইতে তাঁহার নিকটে আসিয়াছি। ভগবন্! আমার এরূপ অভিপ্রায় জানিয়া আমার প্রতি আপনার এক্ষণে অনুগ্রহ করা কর্ত্তব্য। সম্প্রতি মহামতি রাম কোথায় আছেন, তাহা বলুন।" ১৪—১৮। পরে ভগবান্ ভরদ্বাজ, বসিষ্ঠ প্রভৃতি ঋত্বিক্‌গণকর্ত্তৃক ভরতের প্রতি প্রীত হইবার নিমিত্ত প্রার্থিত হইয়া, সেই ভরতের প্রতি প্রীতিবশতঃ বলিলেন, "পুরুষশ্রেষ্ঠ! তুমি যখন রঘুবংশে জন্মিয়াছ, তখন গুরুশুশ্রূষা চিত্তদমন এবং সাধুগণের অনুবর্ত্তন, এই তিনটীই তোমাতে সম্ভব; তোমার

অপৃচ্ছং ত্বাং তবাত্যর্থং কীর্ত্তিং সমভিবর্দ্ধয়ন্ ॥ ২১
জানে চ রামং ধর্ম্মজ্ঞং সসীতং সহলক্ষ্মণম্।
অসৌ বসতি তে ভ্রাতা চিত্রকূটে মহাগিরৌ ॥ ২২
শ্বস্তু গন্তাসি তং দেশং বসাদ্য সহ মন্ত্রিভিঃ।
এতন্মে কুরু সুপ্রাজ্ঞ কামং কামার্থকোবিদ ॥ ২৩
ততস্তথেত্যেবমুদারদর্শনঃ
প্রতীতরূপো ভরতোঽব্রবীদ্বচঃ।
চকার বুদ্ধিঞ্চ তদাশ্রমে তদা
নিশানিবাসায় নরাধিপাত্মজঃ ॥ ২৪
ইত্যযোধ্যাকাণ্ডে নবতিতমঃ সর্গঃ ॥ ৯০ ॥

একনবতিতমঃ সর্গঃ।

কৃতবুদ্ধিং নিবাসায় তত্রৈব স মুনিস্তদা।
ভরতং কৈকয়ীপুত্রমাতিথ্যেন ন্যমন্ত্রয়ৎ ॥ ১
অব্রবীদ্ভরতস্ত্বেনং নন্বিদং ভবতা কৃতম্।
পাদ্যমর্ঘ্যমথাতিথ্যং বনে যদুপপদ্যতে ॥ ২
অথোবাচ ভরদ্বাজো ভরতং প্রহসন্নিব।
জানে ত্বাং প্রীতিসংযুক্তং তুষ্যেস্ত্বং যেন কেনচিৎ ॥ ৩

এইরূপ মনোগত ভাব আমি জানি, তথাপি তাহা সকলের সাক্ষাতে ব্যক্ত হইয়া দৃঢ়তর হউক, এইজন্য তোমার কীর্ত্তিকে অতিশয় বর্দ্ধন করত উক্তরূপে জিজ্ঞাসা করিয়াছি। সীতা ও লক্ষ্মণের সহিত ধর্ম্মজ্ঞ রামকেও আমি জানি। তোমার ভ্রাতা এই মহাগিরি চিত্রকূটে বাস করিতেছেন। বাঞ্ছিতার্থপ্রদ ধীমন্! কল্য তুমি সেই স্থানে যাইও, অদ্য মন্ত্রিগণের সহিত এই স্থানে থাক, আমার এই কামনা পূর্ণ কর।" পরে বিখ্যাতকীর্ত্তি, উদারদর্শন, রাজনন্দন ভরত "তাহাই হউক" বলিয়া সেই মহাশ্রমে নিশা যাপন করিতে মনস্থ করিলেন। ১৯—২৪।

একনবতিতম সর্গ।

ভরদ্বাজ মুনি, তৎকালে তথায় অবস্থিতি করিতে কৃতসঙ্কল্প কৈকেয়ীপুত্র, ভরতকে আতিথিসৎকারার্থ নিমন্ত্রণ করিলে, ভরত বলিলেন, পাদ্য, অর্ঘ্য প্রভৃতি বনে যাহা সম্ভব হয়, তদ্দ্বারা ত আপনি অতিথিসৎকার করিয়াছেন। ভরদ্বাজ ভরতের এই কথায় যেন হাসিয়া অর্থাৎ 'ইনি আমাকে বনবাসী ও দরিদ্র বলিয়া বিশেষরূপে আতিথ্যসৎকারে অসমর্থ ভাবিয়াছেন' ইহা বুঝিয়া বলিলেন,—"তুমি সর্ব্বদাই

সেনায়াস্ত তথৈবাস্যাঃ কর্ত্তুমিচ্ছামি ভোজনম্।
মম প্রীতির্যথারূপা ত্বমর্হো মনুজর্ষভ ॥ ৪
কিমর্থঞ্চাপি নিক্ষিপ্য দূরে বলমিহাগতঃ।
কস্মান্নেহোপযাতোঽসি সবলঃ পুরুষর্ষভ ॥ ৫
ভরতঃ প্রত্যুবাচেদং প্রাঞ্জলিস্তং তপোধনম্।
ন সৈন্যেনোপযাতোঽস্মি ভগবন্ ভগবদ্ভয়াৎ ॥ ৬
রাজ্ঞা হি ভগবন্ নিত্যং রাজপুত্রেণ বা তথা।
যত্নতঃ পরিহর্ত্তব্যা বিষয়েষু তপস্বিনঃ ॥ ৭
বাজিমুখ্যা মনুষ্যাশ্চ মত্তাশ্চ বরবারণাঃ।
প্রচ্ছাদ্য ভগবন্ ভূমিং মহতীমনুযান্তি মাম্ ॥ ৮
তে বৃক্ষানুদকং ভূমিমাশ্রমেষূটজাংস্তথা।
ন হিংস্যুরিতি তেনাহমেক এবাগতস্ততঃ ॥ ৯
আনীয়তামিতঃ সেনেত্যাজ্ঞপ্তঃ পরমর্ষিণা
তথানুচক্রে ভরতঃ সেনায়াঃ সমুপাগমম্ ॥ ১০
অগ্নিশালাং প্রবিশ্যাথ পীত্বাপঃ পরিমৃজ্য চ।
আতিথ্যস্য ক্রিয়াহেতোর্বিশ্বকর্ম্মাণমাহ্বয়ৎ ॥ ১১
আহ্বয়ে বিশ্বকর্ম্মাণমহং ত্বষ্টারমেব চ।
আতিথ্যং কর্ত্তুমিচ্ছামি তত্র মে সংবিধীয়তাম্ ॥ ১২
আহ্বয়ে লোকপালাংস্ত্রীন্ দেবান্ শক্রপুরোগমান্।
আতিথ্যং কর্ত্তুমিচ্ছামি তত্র মে সংবিধীয়তাম্ ॥ ১৩
প্রাক্‌স্রোতসশ্চ যা নদ্যস্তির্য্যক্‌স্রোতস এব চ।
পৃথিব্যামন্তরিক্ষে চ সমায়ান্ত্বদ্য সর্ব্বশঃ ॥ ১৪
অন্যাঃ স্রবন্তু মৈরেয়ং সুরামন্যাঃ সুনিষ্ঠিতাম্।
অপরাশ্চোদকং শীতমিক্ষুকাণ্ডরসোপমম্ ॥ ১৫
আহ্বয়ে দেবগন্ধর্ব্বান্ বিশ্বাবসুহহাহুহূন্।
তথৈবাপ্সরসো দেবগন্ধর্ব্বীশ্চাপি সর্ব্বশঃ ॥ ১৬
ঘৃতাচীমথ বিশ্বাচীং মিশ্রকেশীমলম্বুষাম্।
নাগদন্তাং হেমাঞ্চ সোমামদ্রিকৃতস্থলাম্ ॥ ১৭
শক্রং যাশ্চোপতিষ্ঠন্তি ব্রহ্মাণং যাশ্চ ভামিনীঃ।
সর্ব্বাস্তুম্বুরুণা সার্দ্ধমাহ্বয়ে সপরিচ্ছদাঃ ॥ ১৮
বনং কুরুষু যদ্দিব্যং বাসোভূষণপত্রবৎ।
দিব্যনারীফলং শশ্বৎ তৎ কৌবেরমিহৈব তু ॥ ১৯
ইহ মে ভগবান্ সোমো বিধত্তামন্নমুত্তমম্।
ভক্ষ্যং ভোজ্যঞ্চ চূষ্যঞ্চ লেহ্যঞ্চ বিবিধং বহু ॥ ২০

প্রফুল্ল, এজন্য যে কোন সামান্য বস্তুতেই যে তুষ্ট হও, তাহা আমি জানি, পরন্তু তোমার এই সকল সৈন্যদিগকে আমি ভোজন করাইতে ইচ্ছা করি; অতএব আমার যাহা কামনা, তাহা তোমার পূরণ করা কর্ত্তব্য। নরবর! কি নিমিত্ত তুমি সৈন্য সকলকে দূরে সন্নিবেশিত করিয়া এখানে আসিয়াছ? কেনই বা সৈন্যসামন্ত সঙ্গে লইয়া আসিলে না।” তখন ভরত কৃতাঞ্জলিপুটে সেই মুনিবরকে এইরূপ প্রত্যুত্তর করিলেন, “ভগবন্! আপনার আশ্রম-পীড়া হইবে ভাবিয়া ভয়বশতঃ আমি সৈন্যসহ উপস্থিত হই নাই; কারণ রাজা এবং রাজপুত্রের সতত যত্নপূর্ব্বক তপস্বিপ্রদেশ পরিহার করা উচিত। মনুষ্য, অশ্ববর এবং উত্তম মত্ত হস্তী সকল মহতী ভূমিকে আচ্ছাদন করিয়া আমার অনুগমন করিতেছে; তাহারা বৃক্ষসমূহ, সরোবরজল, আশ্রমভূভাগ, এবং পর্ণশালা সকল নষ্ট না করে, এই বিবেচনায় আমি তাহাদিগকে দূরে রাখিয়া তথা হইতে একাকী এখানে আসিয়াছি।” পরে ভরতকে মহর্ষি “সৈন্যগণকে এই স্থানে আনয়ন কর” এইরূপ আদেশ করিলে তিনি তাহাদিগকে নিকটে আনিলেন। ১—১০। অতঃপর ভরদ্বাজ অগ্নিগৃহে প্রবেশপূর্ব্বক যথাবিধি আচমন করিয়া আতিথ্য-সৎকার-করণার্থ বিশ্বকর্ম্মাকে এইরূপে আহ্বান করিলেন—“আমি অতিথি-সৎকার করিতে ইচ্ছা করিয়া সৃষ্টিশক্তিসম্পন্ন বিশ্বকর্ম্মাকে আহ্বান করিতেছি, আমার সে সমুদয় সম্যক্ বিহিত হউক। আমি অতিথি কামনা করিয়া ইন্দ্র, বরুণ, কুবের, এই লোকপালত্রয়কে আহ্বান করিতেছি, তাহাতে আমার সম্যক্ সিদ্ধিলাভ হউক। পূর্ব্ববাহিনী ও তির্য্যগ্‌বাহিনী নদী সকল এবং যে সকল সরিৎ পৃথিবীতে ও আকাশমণ্ডলে বর্ত্তমান আছেন, তাঁহারা সকলেই অদ্য এস্থানে আগমন করুন। কতকগুলি নদী মৈরেয় মদ্য, কতকগুলি সরিৎ সুনিষ্পাদিত সুরা, অপর নদী সকল ইক্ষুকাণ্ডরসসম শীতল জল ক্ষরণ করুন। আমি বিশ্বাবসু ও হাহা হূহূ প্রভৃতি দেবগন্ধর্ব্বগণকে এবং সমস্ত দেবতা ও গন্ধর্ব্বগণের সহিত অপ্সরাগণকে আহ্বান করিতেছি। ঘৃতাচী, বিশ্বাচী, মিশ্রকেশী, অলম্বুষা, নাগদন্তা, হেমা, পর্ব্বতবাসিনী সোমা এবং যাহারা ইন্দ্রকে ও ব্রহ্মাকে উপাসনা করিয়া থাকে, সেই সকল বেশ-ভূষাসমন্বিতা কামিনীকে তুম্বুরুর সহিত আহ্বান করিতেছি। ১১—১৮। উত্তর কুরুদেশে চৈত্ররথ-নামক কুবেরের যে উদ্যান আছে, দিব্য বস্ত্রালঙ্কার যাহার পত্র এবং দিব্য রমণীগণ যাহার ফলরূপে উৎপন্ন হয়, সেই উদ্যানও আজ এই স্থানে আগমন করুক। ভগবান্ সোমদেব আমার এই আশ্রমে প্রচুর-পরিমাণে ভক্ষ্য, ভোজ্য, চূষ্য, লেহ্য প্রভৃতি বহুবিধ উত্তম অন্ন প্রস্তুত করুন এবং বৃক্ষ হইতে

বিচিত্রাণি চ মাল্যানি পাদপপ্রচ্যুতানি চ ।
সুরাদীনি চ পেয়ানি মাংসানি বিবিধানি চ ॥ ২১
এবং সমাধিনা যুক্তস্তেজসাপ্রতিমেন চ ।
শিক্ষাস্বরসমাযুক্তং সুব্রতাশ্চাব্রবীন্মুনিঃ ॥ ২২
মনসা ধ্যায়তস্তস্য প্রাঙ্মুখস্য কৃতাঞ্জলেঃ ।
আজগ্মুস্তানি সর্ব্বাণি দৈবতানি পৃথক্ পৃথক্ ॥ ২৩
মলয়ং দর্দ্দুরঞ্চৈব ততঃ স্বেদনুদোঽনিলঃ
উপস্পৃশ্য ববৌ যুক্ত্যা সুপ্রিয়াত্মা সুখং শিবঃ ॥ ২৪
ততোঽভ্যবর্ষন্ত ঘনা দিব্যাঃ কুসুমবৃষ্টয়ঃ ।
দেবদুন্দুভিঘোষশ্চ দিক্ষু সর্ব্বাসু শুশ্রুবে ॥ ২৫
প্রববুশ্চোত্তমা বাতা ননৃতুশ্চাপ্সরোগণাঃ ।
প্রজগুর্দেবগন্ধর্ব্বা বীণাঃ প্রমুমুচুঃ স্বরান্ ॥ ২৬
স শব্দো দ্যাঞ্চ ভূমিঞ্চ প্রাণিনাং শ্রবণানি চ ।
বিবেশোচ্চারিতঃ শ্লক্ষ্ণঃ সমো লয়গুণান্বিতঃ ॥ ২৭
তস্মিন্নুপরতে শব্দে দিব্যে শ্রোত্রসুখে নৃণাম্ ।
দদর্শ ভারতং সৈন্যং বিধানং বিশ্বকর্ম্মণঃ ॥ ২৮
বভূব হি সমা ভূমিঃ সমন্তাৎ পঞ্চযোজনম্ ।
শাদ্বলৈর্বহুভিশ্ছন্না নীলবৈদূর্য্যসন্নিভৈঃ ॥ ২৯
তস্মিন্ বিল্বাঃ কপিত্থাশ্চ পনসা বীজপূরকাঃ ।
আমলক্যো বভূবুশ্চ চূতাশ্চ ফলভূষিতাঃ ॥ ৩০
উত্তরেভ্যঃ কুরুভ্যশ্চ বনং দিব্যোপভোগবৎ ।
আজগাম নদী সৌম্যা তীরজৈর্বহুভির্বৃতা ॥ ৩১
চতুঃশালানি শুভ্রাণি শালাশ্চ গজবাজিনাম্ ।
হর্ম্ম্যপ্রাসাদসংযুক্ততোরণানি শুভানি চ ॥ ৩২
সিতমেঘনিভঞ্চাপি রাজবেশ্ম সুতোরণম্ ।
শুক্লমাল্যকৃতাকারং দিব্যগন্ধসমুক্ষিতম্ ॥ ৩৩
চতুরস্রমসম্বাধং শয়নাসনযানবৎ ।
দিব্যৈঃ সর্ব্বরসৈর্যুক্তং দিব্যভোজনবস্ত্রবৎ ॥ ৩৪
উপকল্পিতসর্ব্বান্নং ধৌতনির্ম্মলভাজনম্ ।
কৢপ্তসর্ব্বাসনং শ্রীমৎ স্বাস্তীর্ণশয়নোত্তমম্ ॥ ৩৫
প্রবিবেশ মহাবাহুরনুজ্ঞাতো মহর্ষিণা ।
বেশ্ম তদ্রত্নসম্পূর্ণং ভরতঃ কৈকয়ীসুতঃ ॥ ৩৬
অনুজগ্মুশ্চ তে সর্ব্বে মন্ত্রিণঃ সপুরোহিতাঃ ।
বভূবুশ্চ মুদা যুক্তাস্তং দৃষ্ট্বা বেশ্মসংবিধিম্ ॥ ৩৭
তত্র রাজাসনং দিব্যং ব্যজনং ছত্রমেব চ ।
ভরতো মন্ত্রিভিঃ সার্দ্ধমভ্যবর্ত্তত রাজবৎ ॥ ৩৮
আসনং পূজয়ামাস রামায়াভিপ্রণম্য চ ।
বালব্যজনমাদায় ন্যষীদৎ সচিবাসনে ॥ ৩৯

স্বয়ংজাত বিচিত্র মাল্য, তথা সুপেয় সুরা প্রভৃতি ও নানাপ্রকার মাংস বিধান করুন।" সমাধি ও অপ্রতিম-তেজঃপ্রভাব-সম্পন্ন সুব্রত মুনি, এইরূপে উপযুক্ত স্বর ও সুপ্রযুক্তবর্ণোচ্চারণপূর্ব্বক সকলকে তথায় আহ্বান করিলেন। সেই মহামুনি পূর্ব্বমুখ ও কৃতাঞ্জলি হইয়া মনে মনে ধ্যান করিতে লাগিলে, তৎকালে সেই সকল দেবতারা পৃথক্ পৃথক্ রূপে আসিলেন। ১৯—২৩। মলয় ও দর্দ্দুর-নামক চন্দন-পর্ব্বতদ্বয়কে স্পর্শ করিয়া শীতল সৌরভযুক্ত প্রিয়তর সুখকর ও স্বেদহর সমীরণ যথাসুখে মন্দ মন্দ বহিতে লাগিল। পরে মেঘসকল দিব্যপুষ্পনিচয় বর্ষণ করিল; চারিদিকে দেবদুন্দুভিধ্বনি শ্রুত হইতে লাগিল; উৎকৃষ্ট বায়ু বহিতে লাগিল; অপ্সরাগণ নৃত্য ও দেবগন্ধর্ব্বগণ সঙ্গীত আরম্ভ করিল। এবং বাদ্যমান বীণাসকল ষড়্জাদি স্বর বিস্তার করিল। সেই নৃত্যগীতাদির তাললয়যুক্ত বহুবিধ সম-মধুর-ধ্বনি দেবলোকে, ভূতলে এবং প্রাণিগণের শ্রবণে প্রবিষ্ট হইল। মানবগণের সুশ্রাব্য সেই মনোহর শব্দ এই-রূপে প্রকাশিত হইলে ভরতের সৈন্যগণ বিশ্বকর্ম্মার নির্ম্মাণকৌশল দেখিল; চতুর্দ্দিকে পঞ্চযোজন ব্যাপিয়া ভূমি সমান হইয়াছে এবং নীলবর্ণ বৈদূর্য্যমণি-সদৃশ বিবিধ শাদ্বলদ্বারা সমাচ্ছন্ন রহিয়াছে। সেই স্থানে বিল্ব, কপিত্থ, পনস, বীজপূরক, আমলকী এবং আম্র-বৃক্ষ সকল ফলদ্বারা ভূষিত হইয়াছে। উত্তরকুরু-দেশ হইতে দিব্য উপভোগ্য কানন এবং তীরজাত-বহুবিধ তরুসমাকীর্ণ নদী আসিয়াছে। শ্বেতবর্ণ গৃহ-সমূহ, অশ্বশালা, হস্তিশালা, রমণীয় অট্টালিকা, প্রাসাদ, পুরদ্বার এবং শ্বেতমেঘ সদৃশ সুতোরণ রাজসদন নির্ম্মিত হইয়াছে। সেই সকল ভবন শ্বেতমাল্য-দ্বারা অলঙ্কৃত, সুগন্ধজলসিক্ত, চতুষ্কোণ শয্যা, আসন ও যানযুক্ত, মনোহর-রসসমুদয়-সমন্বিত দিব্য খাদ্যদ্রব্য ও বস্ত্র-বিশিষ্ট ছিল। সেই গৃহে সকল প্রকার খাদ্যদ্রব্য প্রস্তুত ছিল, পাত্রসকল ধৌত ও পরিষ্কৃত ছিল এবং সমুদয় আসন পাতিত এবং উত্তম শয্যা বিস্তীর্ণ থাকায় উহা মনোহর হইয়াছিল। ২৪—৩৫। কৈকেয়ীতনয় মহাবাহু ভরত, মহর্ষিকর্ত্তৃক অনুজ্ঞাত হইয়া সেই রত্নপূর্ণ গৃহে প্রবেশ করিলেন; পুরোহিতের সহিত সেই সকল মন্ত্রীরা তাঁহার অনুগমন করিলেন এবং গৃহ-সংবিধান দেখিয়া প্রীত হইলেন। ভরত মন্ত্রিবর্গের সহিত তথায় রাজোপযুক্ত সিংহাসন এবং ছত্র ও চামর প্রদ-ক্ষিণ করিলেন। সেই সিংহাসন রামচন্দ্রের যোগ্য এবং তিনি তাহাতে অধিষ্ঠিত আছেন, এইরূপ বিবে-চনা করিয়া রামকে প্রণামপূর্ব্বক ভরত চামর হস্তে করিয়া মন্ত্রীর আসনে উপবেশন করিলেন।

আনুপূর্ব্ব্যান্নিষেদুশ্চ সর্ব্বে মন্ত্রিপুরোহিতাঃ।
ততঃ সেনাপতিঃ পশ্চাৎ প্রশাস্তা চ ন্যষীদত ॥ ৪০
ততস্তত্র মুহূর্ত্তেন নদ্যঃ পায়সকর্দ্দমাঃ।
উপাতিষ্ঠন্ত ভরতং ভরদ্বাজস্য শাসনাৎ ॥ ৪১
আসামুভয়তঃ কূলং পাণ্ডুমৃত্তিকলেপনাঃ।
রম্যাশ্চাবসথা দিব্যা ব্রাহ্মণস্য প্রসাদজাঃ ॥ ৪২
তেনৈব চ মুহূর্ত্তেন দিব্যাভরণভূষিতাঃ।
আগুর্বিংশতিসাহস্রা ব্রহ্মণা প্রহিতাঃ স্ত্রিয়ঃ ॥ ৪৩
সুবর্ণমণিমুক্তেন প্রবালেন চ শোভিতাঃ।
আগুর্বিংশতিসাহস্রাঃ কুবেরপ্রহিতাঃ স্ত্রিয়ঃ ॥ ৪৪
যাভির্গৃহীতঃ পুরুষঃ সোন্মাদ ইব লক্ষ্যতে।
আগুর্বিংশতিসাহস্রা নন্দনাদপ্সরোগণাঃ ॥ ৪৫
নারদস্তুম্বুরুর্গোপঃ প্রভয়া সূর্য্যবর্চ্চসঃ।
এতে গন্ধর্ব্বরাজানো ভরতস্যাগ্রতো জগুঃ ॥ ৪৬
অলম্বুষা মিশ্রকেশী পুণ্ডরীকাথ বামনা।
উপানৃত্যন্ত ভরতং ভরদ্বাজস্য শাসনাৎ ॥ ৪৭
যানি মাল্যানি দেবেষু যানি চৈত্ররথে বনে।
প্রয়াগে তান্যদৃশ্যন্ত ভরদ্বাজস্য তেজসা ॥ ৪৮
বিল্বা মার্দ্দঙ্গিকা আসন্ শম্যা গ্রাহা বিভীতকাঃ।
অশ্বত্থা নর্ত্তকাশ্চাসন্ ভরদ্বাজস্য তেজসা ॥ ৪৯

ততঃ সরলতালাশ্চ তিলকাঃ সতমালকাঃ।
প্রহৃষ্টাস্তত্র সম্পেতুঃ কুব্জা ভূত্বাথ বামনাঃ ॥ ৫০
শিংশপামলকী জম্বুর্যাশ্চান্যাঃ কাননে লতাঃ।
প্রমদাবিগ্রহং কৃত্বা ভরদ্বাজাশ্রমেঽবসন্ ॥ ৫১
সুরাং সুরাপাঃ পিবত পায়সঞ্চ বুভুক্ষিতাঃ।
মাংসানি চ সুমেধ্যানি ভক্ষ্যন্তাং যো যদিচ্ছতি ॥ ৫২
উচ্ছাদ্য স্নাপয়ন্তি স্ম নদীতীরেষু বল্গুষু।
অপ্যেকমেকং পুরুষং প্রমদাঃ সপ্ত চাষ্ট চ ॥ ৫৩
সংবাহন্ত্যঃ সমাপেতুর্নার্য্যো বিপুললোচনাঃ।
পরিমৃজ্য তদান্যোন্যং পায়য়ন্তি বরাঙ্গনাঃ ॥ ৫৪
হয়ান্ গজান্ খরানুষ্ট্রাংস্তথৈব সুরভেঃ সুতান্।
অভোজয়ন্ বাহনপাস্তেষাং ভোজ্যং যথাবিধি ॥ ৫৫
ইক্ষূংশ্চ মধু লাজাংশ্চ ভোজয়ন্তি স্ম বাহনান্।
ইক্ষ্বাকুবরযোধানাং চোদয়ন্তো মহাবলাঃ ॥ ৫৬
নাশ্ববন্ধোঽশ্বমাজানন্ন গজং কুঞ্জরগ্রহঃ।
মত্তপ্রমত্তমুদিতা সা চমূস্তত্র সম্বভৌ ॥ ৫৭
তর্পিতাঃ সর্ব্বকামৈশ্চ রক্তচন্দনরূষিতাঃ।

সচিব ও পুরোহিতগণ যথাযোগ্য আসনে উপবেশন করিলে, সেনাপতি ও শিবির-রক্ষক পশ্চাৎ উপবেশন করিলেন। ৩৬—৪০। তৎপরে ভরদ্বাজ মুনির আদেশক্রমে মুহূর্ত্ত-মধ্যে পায়স-কর্দ্দম নদী সকল ভরতের নিকট উপস্থিত হইল। দ্বিজবর ভরদ্বাজের প্রসাদে সে সকল সরিতের উভয় কূলে সুধালিপ্ত রমণীয় গৃহসকল জন্মিয়াছিল; সেই মুহূর্ত্তের মধ্যে ব্রহ্মা-প্রেরিত মনোহর আভরণভূষিত বিংশতিসহস্র রমণী আসিল। সুবর্ণ, মণি, মুক্তা এবং প্রবালদ্বারা সুশোভিত কুবেরপ্রেরিত বিংশতিসহস্র কামিনী সমাগত হইল। যাহাদিগকে দেখিলে পুরুষ আনন্দাপ্লুত ও বশীভূত হয়, তাদৃশ বিংশতিসহস্র অপ্সরা নন্দন-কানন হইতে আসিল। সূর্য্যসম-প্রভাসম্পন্ন নারদের সহিত তুম্বুরু গোপ প্রভৃতি গন্ধর্ব্বরাজ ভরতের সম্মুখে গান গাহিতে লাগিলেন। ৪১—৪৬। পরে ভরদ্বাজের আদেশক্রমে অলম্বুষা, মিশ্রকেশী, পুণ্ডরীকা ও বামনা, ভরতের সম্মুখে নৃত্য করিতে আরম্ভ করিল। অমরাবতীতে এবং চৈত্ররথনামক কুবেরের উদ্যানে যে সকল মাল্য ছিল, ভরদ্বাজের প্রভাবে প্রয়াগক্ষেত্রে সেই সকল দৃষ্ট হইল। মহর্ষির তেজঃপ্রভাবে বিল্ব-বৃক্ষ মৃদঙ্গ-বাদক, বিভীতক-তরু-সকল তালবিশেষ-গ্রাহক এবং অশ্বত্থবৃক্ষ-সকল নর্ত্তক হইল। সরল, তাল, তিলক, তমাল প্রভৃতি তরু সকল প্রহৃষ্ট হইয়া কুব্জ ও বামনরূপে তথায় আগমন করিল। শিংশপা, আমলকী, জম্বু এবং তদ্ভিন্ন কাননমধ্যে অন্যান্য যে সকল লতাজাতীয় মল্লিকা মালতী প্রভৃতি ছিল, তাহারা তখন রমণীদেহ ধারণপূর্ব্বক ভরদ্বাজের আশ্রমে বাস করিল। সুরাপায়িগণ সুরা পান করিল, ক্ষুধিত ব্যক্তি পায়স ভোজন করিল, অপরে পবিত্র মাংস আহার করিল, যাহার যেরূপ ইচ্ছা সে তাহাই করিল। সাত আট জন রমণী এক একটী পুরুষকে মনোহর নদীতীরে উদ্বর্ত্তন করাইয়া স্নান করাইতে লাগিল। আয়তলোচনা বরাঙ্গনাগণ স্নাত পুরুষদিগের আর্দ্র দেহ শুষ্ক বস্ত্রদ্বারা মার্জ্জিত করিয়া চরণসেবা করত তাহাদিগকে সুধা পান করাইতে প্রবৃত্ত হইল। বাহন-পালকেরা উৎকৃষ্ট অশ্ব, গজ, উষ্ট্র এবং বৃষভ-দিগকে যথাবিধানে তাহাদিগের ভোজ্য দ্রব্য ভোজন করাইতে লাগিল। ৪৭—৫৫। মহাবল বাহনপাল-কেরা ইক্ষ্বাকুবংশের প্রধান যোদ্ধাদিগের বাহনসকলকে আহারার্থ প্রেরণ করত ইক্ষু, মধু ও লাজ ভোজন করাইল। অশ্ববন্ধনকারী অশ্বের প্রতি এবং হস্তি-পাল হস্তীর দিকে দৃষ্টি রাখে নাই, সেই সকল সৈন্য মাদকদ্রব্য সেবনে ও মধুপানে প্রমত্ত এবং মুদিত হইয়া তথায় সম্যক্ শোভিত হইল। রক্তচন্দন-রূষিত সৈন্যগণ সর্ব্বপ্রকার কামনাদ্বারা পরিতৃপ্ত

অপ্সরোগণসংযুক্তাঃ সৈন্যা বাচমুদীরয়ন্ ॥ ৫৮
নৈবাযোধ্যাং গমিষ্যামো ন গমিষ্যাম দণ্ডকান্ ।
কুশলং ভরতস্যাস্তু রামস্যাস্তু তথা সুখম্ ॥ ৫৯
ইতি পাদাতযোধাশ্চ হস্ত্যশ্বারোহবন্ধকাঃ ।
অনাথাস্তং বিধিং লব্ধা বাচমেতামুদারয়ন্ ॥ ৬০
সম্প্রহৃষ্টা বিনেদুস্তে নরাস্তত্র সহস্রশঃ ।
ভরতস্যানুযাতারঃ স্বর্গোঽয়মিতি চাব্রুবন্ ॥ ৬১
নৃত্যন্তশ্চ হসন্তশ্চ গায়ন্তশ্চৈব সৈনিকাঃ ।
সমন্তাৎ পরিধাবন্তে মাল্যোপেতাঃ সহস্রশঃ ॥ ৬২
ততো ভুক্তবতাং তেষাং তদন্নমমৃতোপমম্ ।
দিব্যানুদ্বীক্ষ্য ভক্ষ্যাংস্তানভবদ্ভক্ষণে মতিঃ ॥ ৬৩
প্রেষ্যাশ্চেট্যশ্চ বধ্বশ্চ বলস্থাশ্চাপি সর্বশঃ ।
বভূবুস্তে ভৃশং প্রীতাঃ সর্বে চাহতবাসসঃ ॥ ৬৪
কুঞ্জরাশ্চ খরোষ্ট্রাশ্চ গোশ্চাশ্বমৃগপক্ষিণঃ ।
বভূবুঃ সুভৃতাস্তত্র নান্যো হ্যন্যমকল্পয়ৎ ॥ ৬৫
নাশুক্লবাসাস্তত্রাসীৎ ক্ষুধিতো মলিনোঽপি বা ।
রজসা ধ্বস্তকেশো বা নরঃ কশ্চিদদৃশ্যত ॥ ৬৬
আজৈশ্চাপি চ বারাহৈর্নিষ্ঠানবরসঞ্চয়ৈঃ ।
ফলনির্যূহসংসিদ্ধৈঃ সূপৈর্গন্ধরসান্বিতৈঃ ॥ ৬৭
পুষ্পধ্বজবতীঃ পূর্ণাঃ শুক্লস্যান্নস্য চাভিতঃ ।
দদৃশুর্বিস্মিতাস্তত্র নরা লৌহীঃ সহস্রশঃ ॥ ৬৮
বভূবুর্বনপার্শ্বেষু কূপাঃ পায়সকর্দমাঃ ।
তাশ্চ কামদুঘা গাবো দ্রুমাশ্চাসন্ মধুচ্যুতঃ ॥ ৬৯
বাপ্যো মৈরেয়পূর্ণাশ্চ মৃষ্টমাংসচয়ৈর্বৃতাঃ ।
প্রতপ্তপিঠরৈশ্চাপি মার্গমায়ূরকৌক্কুটৈঃ ॥ ৭০
পাত্রীণাং চ সহস্রাণি স্থালীনাং নিযুতানি চ ।
অর্বুদানি চ পাত্রাণি শাতকুম্ভময়ানি চ ॥ ৭১
স্থাল্যঃ কুম্ভ্যঃ করম্ভ্যশ্চ দধিপূর্ণাঃ সুসংস্কৃতাঃ ।
যৌবনস্থস্য গৌরস্য কপিত্থস্য সুগন্ধিনঃ ॥ ৭২
হ্রদাঃ পূর্ণা রসালস্য দধ্নঃ শ্বেতস্য চাপরে ।
বভূবুঃ পায়সস্যান্যে শর্করায়াশ্চ সঞ্চয়াঃ ॥ ৭৩
কল্কাংশ্চূর্ণকষায়াংশ্চ স্নানানি বিবিধানি চ ।
দদৃশুর্ভাজনস্থানি তীর্থেষু সরিতাং নরাঃ ॥ ৭৪
শুক্লানংশুমতশ্চাপি দন্তধাবনসঞ্চয়ান্ ।
শুক্লাংশ্চন্দনকল্কাংশ্চ সমুদ্গেষ্ববতিষ্ঠতঃ ॥ ৭৫
দর্পণান্ পরিমৃষ্টাংশ্চ বাসসাঞ্চাপি সঞ্চয়ান্ ।
পাদুকোপানহঞ্চৈব যুগ্মান্যত্র সহস্রশঃ ॥ ৭৬

হইয়া অপ্সরাগণের সহিত মিলিত হওত বলিতে লাগিল যে, আমরা অযোধ্যায় ফিরিয়া যাইব না, দণ্ডকারণ্যেও যাইব না, ভরতের মঙ্গল হউক এবং রামও কুশলে থাকুন"; গজারোহী ও গজবন্ধক এবং অশ্বারোহী ও অশ্ববন্ধক তথা পদাতিকগণ তাদৃশ সৎকারলাভে যেন স্বাধীন হইয়া এইরূপ কথা বলিয়াছিল। ভরতের অনুগামী সেই ব্যক্তিগণ সাতিশয় আনন্দিত হইয়া সহস্রবার হর্ষধ্বনি করিল এবং বলিল, "এই স্থানই স্বর্গ।" মাল্যধারী সৈন্যগণ কেহ কেহ নৃত্য করত, কেহ কেহ হাস্য করত, কেহ কেহ বা গান করত চারিদিকে ধাবিত হইতে লাগিল। ৫৮—৬২। পরে সেই অমৃততুল্য অন্ন এবং সেই সমুদয় মনোহর ভক্ষ্য দ্রব্য দেখিয়া, যাহারা আহার করিয়াছিল, তাহাদিগেরও ভোজনে পুনরায় ইচ্ছা হইল। সেনামধ্যস্থিত দাস, দাসী ও বনিতা সকল নূতন বসন পরিধান করত সর্ব্বপ্রকারে সবিশেষ প্রীত হইল। অশ্ব, গজ, উষ্ট্র, গো, মৃগ ও পক্ষিগণ তথায় উত্তমরূপে আহারদ্বারা পালিত হইয়াছিল; মুনিদত্ত অন্ন ব্যতীত কাহাকেও অন্য ভক্ষ্য দ্রব্য উপভোগ করিতে হয় নাই। তন্মধ্যে কেহ ক্ষুধার্ত্ত ম্লান বা মলিনবসন ছিল না এবং ধূলিধূসরিত-কেশবিশিষ্ট কোনও পুরুষ দেখা যায় নাই! সৈন্যগণ তথায় বিস্ময়ান্বিত হইয়া ইতস্ততঃ গন্ধরস-সমন্বিত ছাগ মেষ ও বরাহমাংস তথা উৎকৃষ্ট ব্যঞ্জনসঞ্চয় এবং আম্রাদি-ফল-নির্যূহরসদ্বারা সম্যক্ সম্পাদিত সূপপূর্ণ স্বর্ণ-রৌপ্যপাত্র সকল এবং শোভার্থ পুষ্পধ্বজযুক্ত শুভ্র অন্নের সহস্র সহস্র সুবর্ণপাত্র দেখিয়াছিল। ৬৩—৬৮। সেই চৈত্ররথ-সদৃশ পঞ্চযোজন-বিস্তৃত কাননের পার্শ্বদেশে কূপ সকল পায়সে কর্দ্দমবিশিষ্ট, গাভী সকল কামদুঘা ও বৃক্ষসমূহ মধুস্রাবী হইয়াছিল। দীর্ঘিকা সকল মৈরেয় মদ্যদ্বারা পরিপূর্ণ এবং পিঠরপাকে উত্তপ্ত মৃগমাংস ও ময়ূর-কুক্কুটাদি-পবিত্র-মাংসে পরিণত ছিল। সুবর্ণনির্ম্মিত সহস্র সহস্র অন্ন-পাত্র, নিযুত-পরিমিত ভোজন-পাত্র ও অর্ব্বুদ-সংখ্যক হস্ত-প্রক্ষালনোপযোগী পাত্র, জলপান-পাত্র, উত্তমরূপে মার্জ্জিত দধিমন্থন-পাত্র, তথা মনোজ্ঞ কেশরাদি-সংযোগে পীতবর্ণ সুগন্ধি তক্রের পাত্রসমূহদ্বারা হ্রদ সকল পরিপূর্ণ হইয়াছিল। ইহা ব্যতীত অপরাপর হ্রদ সকল, গুড় আদাজীরাযুক্ত রসালনামক তক্র, তথা শ্বেতবর্ণ দধি এবং চিনিমিশ্রিত জলসঞ্চয়দ্বারা পরিপূর্ণ হইয়াছিল। ৬৯—৭৩। সৈন্যগণ নদীতীর্থে পাত্রস্থ বিবিধ আমলকীচূর্ণ-মিশ্রিত কষায়কল্ক প্রভৃতি স্নানীয় দ্রব্যসমুদয় দেখিয়াছিল; অগ্রভাগে কূর্চ্চযুক্ত শ্বেতবর্ণ দন্তকাষ্ঠ-সকল, পুটিত পাত্রস্থিত ঘর্ষিত চন্দনরাশি, দর্পণসমূহ, ধৌত বসন সকল এবং সহস্র সহস্র কাষ্ঠ-

আঞ্জনাঃ কঙ্কতান্ কূর্চ্চাংশ্ছত্রাণি চ ধনূংষি চ।
মর্ম্মত্রাণানি চিত্রাণি শয়নান্যাসনানি চ ॥ ৭৭
প্রতিপানহ্রদান্ পূর্ণান্ খরোষ্ট্রগজবাজিনাম্।
অবগাহ্য সুতীর্থাংশ্চ হ্রদান্ সোৎপলপুষ্করান্ ॥ ৭৮
আকাশবর্ণপ্রতিমান্ স্বচ্ছতোয়ান্ সুখাপ্লবান্।
নীলবৈদূর্য্যবর্ণাংশ্চ মৃদূন্ যবসসঞ্চয়ান্।
নির্ব্বাপার্থং পশূনাং তে দদৃশুস্তত্র সর্ব্বশঃ ॥ ৭৯
ব্যস্ময়ন্ত মনুষ্যাস্তে স্বপ্নকল্পং তদদ্ভুতম্।
দৃষ্ট্বাতিথ্যং কৃতং তাদৃগ্ভরদ্বাজমহর্ষিণা ॥ ৮০
ইত্যেবং রমমাণানাং দেবানামিব নন্দনে।
ভরদ্বাজাশ্রমে রম্যে সা রাত্রির্ব্যত্যবর্ত্তত ॥ ৮১
প্রতিজগ্মুশ্চ তাঃ সর্ব্বা গন্ধর্ব্বাশ্চ যথাগতম্।
ভরদ্বাজমনুজ্ঞাপ্য তাশ্চ সর্ব্বা বরাঙ্গনাঃ ॥ ৮২
তথৈব মত্তা মদিরোৎকটা নরা-
স্তথৈব দিব্যাগুরুচন্দনোক্ষিতাঃ।
তথৈব দিব্যা বিবিধাঃ স্রগুত্তমাঃ
পৃথক্প্রকীর্ণা মনুজৈঃ প্রমর্দ্দিতাঃ ॥ ৮৩
ইত্যযোধ্যাকাণ্ডে একনবতিতমঃ সর্গঃ ॥ ৯১

পাদুকা ও চর্ম্মপাদুকা দেখিয়াছিল। অঞ্জনকরণ্ডিকা, শ্মশ্রুপ্রসাধন কূর্চ্চ, তথা ছত্র, ধনু, কবচ এবং বিচিত্র শয্যা ও আসন সকল তথায় দৃষ্ট হইল। ভুক্ত বস্তু জীর্ণ করিবার উপযুক্ত জলপূর্ণ হ্রদ সকল এবং হস্তী, অশ্ব, গর্দ্দভ ও উষ্ট্রগণ অবগাহন করিয়া অক্লেশে উত্তীর্ণ হইতে পারে, এইরূপ সোপানবিশিষ্ট ও পদ্ম-উৎপল-সমাকুল নীলবর্ণ নির্ম্মলজলপূর্ণ পরম আরামে স্নানযোগ্য হ্রদ সমুদয় দেখিয়াছিল। সেই সৈন্যগণ তথায় ইতস্তত পশুদিগের ভক্ষণার্থ নীলবৈদূর্য্যবর্ণ কোমল তৃণ সকল দেখিল। মহর্ষি ভরদ্বাজকর্ত্তৃক সেই সকল মনুষ্যের অচিন্ত্য অদ্ভুত আতিথ্য-ব্যাপার তৎক্ষণাৎ সম্পাদিত দেখিয়া, সকল লোকই বিস্মিত হইয়াছিল। নন্দনবনে দেবগণের ন্যায়, সেই ভরদ্বাজের আশ্রমে এইরূপে বিহারকারী জনগণের সেই রাত্রি সুখে অতিবাহিত হইল। পরে সেই সকল অপ্সরাগণ, গন্ধর্ব্বগণ এবং বরাঙ্গনাগণ, ভরদ্বাজের অনুমতিক্রমে স্বস্থানে প্রতিগমন করিল। সৈন্যগণ সেইরূপ উন্মত্ত সমস্ত, তথা মনোহর অগুরু-চন্দনে চর্চ্চিত রহিল। মনোহর বিবিধ উত্তমমালা মনুষ্যগণকর্ত্তৃক প্রমর্দ্দিত হইয়া চারিদিকে বিকীর্ণ হইয়াছিল। ৭৭—৮৩ ॥

দ্বিনবতিতমঃ সর্গঃ।

ততস্তাং রজনীং ব্যুষ্য ভরতঃ সপরিচ্ছদঃ।
কৃতাতিথ্যো ভরদ্বাজং কামাদভিজগাম হ ॥ ১
তমৃষিঃ পুরুষব্যাঘ্রং প্রেক্ষ্য প্রাঞ্জলিমাগতম্।
হুতাগ্নিহোত্রো ভরতং ভরদ্বাজোঽভ্যভাষত ॥ ২
কচ্চিদত্র সুখা রাত্রিস্তবাস্মদ্বিষয়ে গতা।
সমগ্রস্তে জনঃ কচ্চিদাতিথ্যে শংস মেঽনঘ ॥ ৩
তমুবাচাঞ্জলিং কৃত্বা ভরতোঽভিপ্রণম্য চ।
আশ্রমাদুপনিষ্ক্রান্তমৃষিমুত্তমতেজসম্ ॥ ৪
সুখোষিতোঽস্মি ভগবন্ সমগ্রবলবাহনঃ।
বলবৎ তর্পিতশ্চাহং বলবান্ ভগবংস্ত্বয়া ॥ ৫
অপেতক্লমসন্তাপাঃ সুভিক্ষাঃ সুপ্রতিশ্রয়াঃ।
অপি প্রেষ্যানুপাদায় সর্ব্বে স্ম সুসুখোষিতাঃ ॥ ৬
আমন্ত্রয়েঽহং ভগবন্ কামং ত্বামৃষিসত্তম।
সমীপং প্রস্থিতং ভ্রাতুর্মৈত্রেণেক্ষস্ব চক্ষুষা ॥ ৭
আশ্রমং তস্য ধর্ম্মজ্ঞ ধার্ম্মিকস্য মহাত্মনঃ।
আচক্ষ্ব কতমো মার্গঃ কিয়ানিতি চ শংস মে ॥ ৮
ইতি পৃষ্টস্তু ভরতং ভ্রাতৃদর্শনলালসম্।

দ্বিনবতিতম সর্গ।

এইরূপে ভরত সপরিবারে অতিথি-সৎকার লাভ করত সেই রাত্রি বাস করিয়া, রামকে পাইবার কামনায় ভরদ্বাজের নিকটে গমন করিলেন। ভরদ্বাজ মুনি অগ্নিহোত্রকার্য্য সমাপনান্তে সেই পুরুষশ্রেষ্ঠ ভরতকে কৃতাঞ্জলিপুটে আসিতে দেখিয়া বলিলেন, "অনঘ! আমার এই আশ্রমে তোমার সুখে রাত্রি যাপন হইয়াছে ত? তোমার লোকগণ অতিথি-সৎকারে পরিতৃপ্ত হইয়াছে ত? তাহা আমাকে বল।" ভরত সেই আশ্রম হইতে নির্গত মহাপ্রভাব মহর্ষিকে প্রণামপূর্ব্বক কৃতাঞ্জলিপুটে কহিলেন, "ভগবন্! আমি সমগ্র-বল-বাহনসহ সৈন্যগণের সহিত সুখে ছিলাম এবং আপনি আমাকে সবিশেষ পরিতৃপ্ত করিয়াছেন। অধিক কি, ভৃত্যগণের সহিত আমাদিগের সকলেরই ক্লান্তি ও সন্তাপ দূর হইয়াছে এবং প্রচুর সুখকর অন্ন-পানীয় ও মনোহর আবাস পাইয়া সুখে বাস করিয়াছি। ঋষিসত্তম! আমি ভ্রাতার নিকটে গমন করিবার জন্য, আগ্রহ সহকারে আপনাকে জিজ্ঞাসা করিতেছি, আপনি স্নিগ্ধনয়নে নিরীক্ষণ করুন। ১—৭। ধর্ম্মজ্ঞ! সেই ধার্ম্মিকপ্রবর মহাত্মার আশ্রম কত দূরে এবং কোন্ পথ দিয়া যাইতে হইবে, তাহা আমাকে নির্দ্দেশ করুন।" মহাতপস্বী মহাপ্রভাব ভরদ্বাজ এইরূপে

প্রত্যুবাচ মহাতেজা ভরদ্বাজো মহাতপাঃ ॥ ৯
ভরতার্দ্ধতৃতীয়েষু যোজনেষজনে বনে।
চিত্রকূটগিরিস্তত্র রম্যনির্দ্দরকাননঃ ॥ ১০
উত্তরং পার্শ্বমাসাদ্য তস্য মন্দাকিনী নদী।
পুষ্পিতদ্রুমসঞ্ছন্না রম্যপুষ্পিতকাননা ॥ ১১
অনন্তরং তৎসরিতশ্চিত্রকূটঞ্চ পর্ব্বতম্।
তয়োঃ পর্ণকুটীং তাত তত্র তৌ বসতো ধ্রুবম্ ॥ ১২
দক্ষিণেন চ মার্গেণ সব্যদক্ষিণমেব চ।
গজবাজিসমাকীর্ণাং বাহিনীং বাহিনীপতে ॥ ১৩
বাহয়স্ব মহাভাগ ততো দ্রক্ষ্যসি রাঘবম্।
প্রয়াণমিতি চ শ্রুত্বা রাজরাজস্য যোষিতঃ ॥ ১৪
হিত্বা যানানি যানার্হা ব্রাহ্মণং পর্য্যবারয়ন্।
বেপমানা কৃশা দীনা সহ দেব্যা সুমিত্রয়া ॥ ১৫
কৌসল্যা তত্র জগ্রাহ করাভ্যাং চরণৌ মুনেঃ।
অসমৃদ্ধেন কামেন সর্ব্বলোকস্য গর্হিতা ॥ ১৬
কৈকেয়ী তস্য জগ্রাহ চরণৌ সব্যপত্রপা।
তং প্রদক্ষিণমাগম্য ভগবন্তং মহামুনিম্ ॥ ১৭
অদূরাদ্ভরতস্যৈব তস্থৌ দীনমনাস্তদা।

তত্র পপ্রচ্ছ ভরতং ভরদ্বাজো মহামুনিঃ ॥ ১৮
বিশেষং জ্ঞাতুমিচ্ছামি মাতৃণাং তব রাঘব।
এবমুক্তস্তু ভরতো ভরদ্বাজেন ধার্ম্মিকঃ ॥ ১৯
উবাচ প্রাঞ্জলির্ভূত্বা বাক্যং বচনকোবিদঃ।
যামিমাং ভগবন্ দীনাং শোকানশনকর্শিতাম্ ॥ ২০
পিতুর্হি মহিষীং দেবীং দেবতামিব পশ্যসি।
এষা তং পুরুষব্যাঘ্রং সিংহবিক্রান্তগামিনম্ ॥ ২১
কৌসল্যা সুষুবে রামং ধাতারমদিতির্যথা।
অস্যা বামভুজং শ্লিষ্টা যৈষা তিষ্ঠতি দুর্ম্মনাঃ ॥ ২২
ইয়ং সুমিত্রা দুঃখার্ত্তা দেবী রাজ্ঞশ্চ মধ্যমা।
কর্ণিকারস্য শাখেব শীর্ণপুষ্পা বনান্তরে ॥ ২৩
এতস্যাস্তৌ সুতৌ দেব্যাঃ কুমারৌ দেববর্ণিনৌ।
উভৌ লক্ষ্মণশত্রুঘ্নৌ বীরৌ সত্যপরাক্রমৌ ॥ ২৪
যস্যাঃ কৃতে নরব্যাঘ্রৌ জীবনাশমিতো গতৌ।
রাজা পুত্রবিহীনশ্চ স্বর্গং দশরথো গতঃ ॥ ২৫
ক্রোধনামকৃতপ্রজ্ঞাং দৃপ্তাং সুভগমানিনীম্।
ঐশ্বর্য্যকামাং কৈকেয়ীমনার্য্যামার্য্যরূপিণীম্ ॥ ২৬
মমৈতাং মাতরং বিদ্ধি নৃশংসাং পাপনিশ্চয়াম্।

জিজ্ঞাসিত হইয়া একান্ত ভ্রাতৃদর্শনকাতর ভরতকে প্রত্যুত্তর করিলেন, "ভরত! এই স্থান হইতে সার্দ্ধ-যোজনদ্বয় দূরে জনশূন্য অরণ্যমধ্যে রমণীয় বিদীর্ণ-পাষাণ ও কানন-সমাকীর্ণ চিত্রকূটনামক পর্ব্বত আছে; পুষ্পিত-তরুগণ-সমাবৃতা, রমণীয়-কুসুমিত-কাননা মন্দাকিনী নদী তাহার উত্তরদিক্ দিয়া প্রবাহিতা হইতেছে। বৎস! সেই নদীর পরপারে চিত্রকূট গিরি এবং তাঁহাদিগের পর্ণশালা দেখিতে পাইবে। তাঁহারা নিশ্চয় তথায় বাস করিতেছেন।৮—১২। মহাভাগ বাহিনীপতে! যমুনা নদীর দক্ষিণতীরস্থ পথে কিয়দ্দুর যাইয়া পরে সেই পথের দুইটি শাখাপথের মধ্যে বামভাগে দক্ষিণদিগ্বর্ত্তী যে পথ আছে, সেই পথে এই গজবাজিপরিবৃতা সেনাকে পরিচালন কর, তাহা হইলেই রামচন্দ্রের দর্শন পাইবে।" মহারাজ দশরথের যানারোহিণী পত্নীরা এইরূপ প্রস্থানকথা শুনিয়া নিজ নিজ যান পরিত্যাগপূর্ব্বক ভরদ্বাজ মুনিকে প্রণাম করিয়া তাঁহাকে পরিবেষ্টন করিলেন। তন্মধ্যে প্রথমতঃ কম্পমানা কৃশাঙ্গী দুঃখিনী কৌশল্যা, সুমিত্রা দেবীর সহিত দুইহস্তদ্বারা মহর্ষির চরণযুগল গ্রহণ করিলেন। পরে অপূর্ণমনোরথা সর্ব্বলোকনিন্দিতা সলজ্জা কৈকেয়ী তাঁহার পদদ্বয় ধারণ করিলেন এবং সেই মহামুনি ভগবান্কে প্রদক্ষিণ করিয়া তখন দুঃখিত অন্তরে ভরতেরই নিকটে রহিলেন। মহামুনি ভরদ্বাজ তৎকালে ভরতকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "রাঘব! আমি তোমার মাতৃগণের সবিশেষ পরিচয় জানিতে ইচ্ছা করি।" ভরদ্বাজ, বক্তৃবর ধর্ম্মনিষ্ঠ ভরতকে এই কথা জিজ্ঞাসা করিলে তিনি কৃতাঞ্জলি হইয়া কহিতে লাগিলেন, "ভগবন্! যাঁহাকে পুত্রবিরহে ও স্বামিশোকে এবং অনশনে কৃশাঙ্গী ও দুঃখাক্রান্তা দেখিতেছেন, এই দেবীরূপিণী, আমার পিতার প্রধানা মহিষী কৌশল্যা; অদিতি যেমন উপেন্দ্রকে প্রসব করিয়াছিলেন, সেইরূপ ইনিই সেই সিংহসম বিক্রম-পূর্ব্বক গমনশীল পুরুষশ্রেষ্ঠ রামচন্দ্রকে প্রসব করিয়াছেন। ইঁহার বামবাহু ধারণ করিয়া যিনি দুঃখিতচিত্তে দণ্ডায়মানা আছেন, ইনি মহারাজের মধ্যমা দেবী সুমিত্রা; পুষ্প সকল বিশীর্ণ হইলে কর্ণিকার বৃক্ষের শাখা যেমন বনমধ্যে শোভাশূন্য হইয়া থাকে, তেমনি ইনিও দুঃখার্ত্তা আছেন। সেই সত্যপরাক্রম, দেবতুল্য রূপবান্ বীরবর কুমার লক্ষ্মণ ও শত্রুঘ্ন উভয়েই ইঁহার পুত্র। ২৩—২৪। আর যাহার জন্য সেই দুই নরবর ঈদৃশ বিপদ্গ্রস্ত হইয়াছেন, যাহার জন্য রাজা দশরথ পুত্রবিরহে প্রাণপরিত্যাগপূর্ব্বক স্বর্গে গিয়াছেন, সেই ক্রোধনা, অশিক্ষিতবুদ্ধি, গর্ব্বিতা, সুভগ-মানিনী, ঐশ্বর্য্যলুব্ধা সাধ্বীর ন্যায় প্রতিভাসমানা, পাপনিশ্চয়া, অনার্য্যা, নিষ্ঠুরস্বভাবা কৈকেয়ী এই

যতোমূলং হি পশ্যামি ব্যসনং মহদাত্মনঃ ॥ ২৭
ইত্যুক্ত্বা নরশার্দ্দূলো বাষ্পগদ্গদয়া গিরা।
বিনিশ্বস্য হি তাম্রাক্ষঃ ক্রুদ্ধো নাগ ইব শ্বসন্ ॥ ২৮
ভরদ্বাজো মহর্ষিস্তং ব্রুবন্তং ভরতং তদা।
প্রত্যুবাচ মহাবুদ্ধিরিদং বচনমর্থবৎ ॥ ২৯
ন দোষেণৈব গন্তব্যা কৈকেয়ী ভরত ত্বয়া।
রামপ্রব্রাজনং হ্যেতৎ সুখোদর্কং ভবিষ্যতি ॥ ৩০
দেবানাং দানবানাঞ্চ ঋষীণাং ভাবিতাত্মনাম্।
হিতমেব ভবিষ্যদ্ধি রামপ্রব্রাজনাদিহ ॥ ৩১
অভিবাদ্য তু সংসিদ্ধঃ কৃত্বা চৈনং প্রদক্ষিণম্।
আমন্ত্র্য ভরতঃ সৈন্যং যুজ্যতামিতি চাব্রবীৎ ॥ ৩২
ততো বাজিরথান্ যুক্ত্বা দিব্যান্ হেমবিভূষিতান্।
অধ্যারোহৎ প্রয়াণার্থং বহূন্ বহুবিধো জনঃ ॥ ৩৩
গজকন্যা গজাশ্চৈব হেমকক্ষাঃ পতাকিনঃ।
জীমূতা ইব ঘর্মান্তে সঘোষাঃ সম্প্রতস্থিরে ॥ ৩৪
বিবিধান্যপি যানানি মহান্তি চ লঘূনি চ।
প্রযযুঃ সুমহার্হাণি পাদৈরপি পদাতয়ঃ ॥ ৩৫
অথ যানপ্রবেকৈস্তু কৌসল্যাপ্রমুখাঃ স্ত্রিয়ঃ।

ইহাঁর জন্যই আমি নিজের বিষম বিপদ্ উপস্থিত দেখিতেছি ; ইহাঁকেই আমার গর্ভধারিণী জানিবেন।” পুরুষবর ভরত বাষ্পগদ্গদবাক্যে এই কথা বলিয়া ক্রুদ্ধ সর্পের ন্যায় নিশ্বাস পরিত্যাগ করত আরক্তলোচন হইলেন। তখন মহাবুদ্ধি মহর্ষি ভরদ্বাজ, ভরতকে এইরূপ কথা বলিতে দেখিয়া, এই অর্থযুক্ত প্রত্যুত্তর-বাক্য বলিলেন, ‘ভরত! অকার্য্যকরণজন্য কেকেয়ীকে তুমি দোষারোপ করিও না ; রামের বনবাস পরিণামে দেবতা ও ঋষিদিগের সুখকর হইবে। এই বনে রামের প্রব্রাজনহেতু দেব, দানব ও আত্মতত্ত্বজ্ঞ ঋষিগণের মঙ্গল হইবে, ইহা নিশ্চয় জানিও।” ২৭—৩১। অনন্তর সিদ্ধকাম ভরত মহর্ষিকে অভিবাদনপূর্ব্বক প্রদক্ষিণ করিয়া সৈন্যগণকে আমন্ত্রণ করত সুসজ্জিত হইতে বলিলেন। পরে বহুবিধ লোক বিবিধ হেম-বিভূষিত সুন্দর অশ্ব ও রথ সকল সজ্জিত করিয়া প্রস্থানার্থ তাহাতে আরোহণ করিল। তখন স্বর্ণ-নির্ম্মিত রজ্জু ও পতাকা-সমন্বিত হস্তী ও করেণু সকল গ্রীষ্মশেষে শব্দায়মান মেঘমালার ন্যায় ঘণ্টার শব্দে দশদিক্ নিনাদিত করত প্রস্থান করিল। মহামূল্য লঘুতর ও বৃহৎ বৃহৎ, বিবিধ যান সকল চলিতে লাগিল। এবং পদাতিগণ পদব্রজে যাইতে লাগিল। তদনন্তর কৌশল্যা প্রভৃতি রাজমহিষীগণ রামকে

রামদর্শনকাঙ্ক্ষিণ্যঃ প্রযযুর্মুদিতাস্তদা ॥ ৩৬
চন্দ্রার্কতরুণাভাসাং নির্যুক্তাং শিবিকাং শুভাম্।
আস্থায় প্রযযৌ শ্রীমান্ ভরতঃ সপরিচ্ছদঃ ॥ ৩৭
সা প্রযাতা মহাসেনা গজবাজিসমাকুলা।
দক্ষিণাং দিশমাবৃত্য মহামেঘ ইবোত্থিতঃ ॥ ৩৮
বনানি চ ব্যতিক্রম্য জুষ্টানি মৃগপক্ষিভিঃ।
গঙ্গায়াঃ পরবেলায়াং গিরিষ্বথ নদীষ্বপি ॥ ৩৯
সা সম্প্রহৃষ্টদ্বিপবাজিযূথা
বিত্রাসয়ন্তী মৃগপক্ষিসঙ্ঘান্।
মহদ্বনং তৎ প্রবিগাহমানা
ররাজ সেনা ভরতস্য তত্র ॥ ৪০
ইত্যাযোধ্যাকাণ্ডে দ্বিনবতিতমঃ সর্গঃ ॥ ৯২ ॥

ত্রিনবতিতমঃ সর্গঃ।

তয়া মহত্যা যায়িন্যা ধ্বজিন্যা বনবাসিনঃ।
অর্দ্দিতা যূথপা মত্তাঃ সযূথাঃ সম্প্রদুদ্রুবুঃ ॥ ১
ঋক্ষাঃ পৃষতমুখ্যাশ্চ রুরবশ্চ সমন্ততঃ।
দৃশ্যন্তে বনবাটেষু গিরিষ্বপি নদীষু চ ॥ ২
স সম্প্রতস্থে ধর্ম্মাত্মা প্রীতো দশরথাত্মজঃ।

দেখিবার ইচ্ছায় উল্লসিত হইয়া উৎকৃষ্ট যানে আরোহণপূর্ব্বক চলিলেন। শ্রীমান্ ভরত সমোদিত চন্দ্র ও সূর্য্যের ন্যায় আভাসমান রম্য শিবিকাতে আরোহণপূর্ব্বক সপরিবারে প্রস্থান করিলেন। সেই গজবাজি-সমাকুল মহাসৈন্যশ্রেণী দক্ষিণদিক্ আচ্ছন্ন করিয়া গঙ্গার পশ্চিম তীরে পর্ব্বত ও নদীতটে বর্ত্তমান মৃগ-পক্ষিকুল-সেবিত মহামেঘমালার ন্যায় শোভমান বনসকল অতিক্রম করিয়া যাইতে লাগিল। ভরতের সেই হস্তি-অশ্বসমাকুল বিপুলা সৈন্যশ্রেণী মৃগ ও পক্ষিকুলকে ভীত করত নিবিড় বনে প্রবেশ করিয়া তথায় বিরাজ করিতে লাগিল। ৩২—৪০।

ত্রিনবতিতম সর্গ।

বনবাসী মত্ত যূথপতি পশু সকল নিজ নিজ দলের সহিত সেই গমনশীল মহাসেনা কর্ত্তৃক পীড়িত হইয়া ইতস্ততঃ ধাবিত হইল। বনস্থলে পর্ব্বতশিখরে ও নদীতীরে ভল্লুকগণ, রুরুমৃগ সকল ও বিন্দুযুক্ত মৃগসমুদয় চারিদিকেই ব্যাকুলভাবে ধাবিত হইতে লাগিল। দশরথতনয় ধার্ম্মিক ভরত, শব্দায়মান-চতুরঙ্গ-মহাসেনা-সমাবৃত ও প্রীত হইয়া গমন করিতে

বৃত্তো মহত্যা নাদিন্যা সেনয়া চতুরঙ্গয়া॥ ৩
সাগরৌঘনিভা সেনা ভরতস্য মহাত্মনঃ।
মহীং সাচ্ছাদয়ামাস প্রাবৃষি দ্যামিবাম্বুদাঃ॥ ৪
তুরঙ্গৌঘৈরবতত বারণৈশ্চ মহাবলৈঃ।
অনালক্ষ্যা চিরং কালং তস্মিন্ কালে বভূব সা॥ ৫
স গত্বা দূরমধ্বানং সম্পরিশ্রান্তবাহনম্।
উবাচ বচনং শ্রীমান্ বশিষ্ঠং মন্ত্রিণাং বরম্॥ ৬
যাদৃশং লক্ষ্যতে রূপং যথা চৈব ময়া শ্রুতম্।
ব্যক্তং প্রাপ্তাঃ স্ম তং দেশং ভরদ্বাজো যমব্রবীৎ॥ ৭
অয়ং গিরিশ্চিত্রকূটস্তথা মন্দাকিনী নদী।
এতৎ প্রকাশতে দূরান্নীলমেঘনিভং বনম্॥ ৮
গিরেঃ সানূনি রম্যাণি চিত্রকূটস্য সম্প্রতি।
বারণৈরবমৃদ্যন্তে মামকৈঃ পর্ব্বতোপমৈঃ॥ ৯
মুঞ্চন্তি কুসুমান্যেতে নগাঃ পর্ব্বতসানুষু।
নীলা ইবাতপাপায়ে তোয়ং তোয়ধরা ঘনাঃ॥ ১০
কিন্নরাচরিতং দেশং পশ্য শত্রুঘ্ন পর্ব্বতে।
হয়ৈঃ সমন্তাদাকীর্ণং মকরৈরিব সাগরম্॥ ১১
এতে মৃগগণা ভান্তি শীঘ্রবেগাঃ প্রচোদিতাঃ।
বায়ুপ্রবিদ্ধাঃ শরদি মেঘজালা ইবাম্বরে॥ ১২
কুর্ব্বন্তি কুসুমাপীড়ান্ শিরঃসু সুরভীনমী।
মেঘপ্রকাশৈঃ ফলকৈর্দাক্ষিণাত্যা নরা যথা॥ ১৩
নিষ্কূজমিব ভূত্বেদং বনং ঘোরপ্রদর্শনম্।
অযোধ্যেব জনাকীর্ণা সম্প্রতি প্রতিভাতি মে॥ ১৪
খুরৈরুদীরিতো রেণুর্দিবং প্রচ্ছাদ্য তিষ্ঠতি।
তং বহত্যনিলঃ শীঘ্রং কুর্ব্বন্নিব মম প্রিয়ম্॥ ১৫
স্যন্দনাংস্তুরগোপেতান্ সূতমুখ্যৈরধিষ্ঠিতান্।
এতান্ সম্পততঃ শীঘ্রং পশ্য শত্রুঘ্ন কাননে॥ ১৬
এতান্ বিত্রাসিতান্ পশ্য বর্হিণঃ প্রিয়দর্শনান্।
এতমাপততঃ শৈলমধিবাসং পতত্রিণাম্॥ ১৭
অতিমাত্রময়ং দেশো মনোজ্ঞঃ প্রতিভাতি মে।
তাপসানাং নিবাসোঽয়ং ব্যক্তং স্বর্গপথোঽনঘ॥ ১৮
মৃগা মৃগীভিঃ সহিতা বহবঃ পৃষতা বনে।
মনোজ্ঞরূপা লক্ষ্যন্তে কুসুমৈরিব চিত্রিতাঃ॥ ১৯
সাধু সৈন্যাঃ প্রতিষ্ঠন্তাং বিচিন্বন্তু চ কাননম্।
যথা তৌ পুরুষব্যাঘ্রৌ দৃশ্যেতে রামলক্ষ্মণৌ॥ ২০

লাগিলেন। বর্ষাকালে মেঘ সকল যেমন আকাশ-মণ্ডলকে আচ্ছন্ন করে, সেইরূপ মহাত্মা ভরতের সমুদ্র-প্রবাহ-তুল্য সৈন্যসকল পৃথিবীতল সমাচ্ছন্ন করিল। মহাবল হস্তী ও অশ্বসমূহদ্বারা সমাবৃত, ভূতল তৎকালে বহুক্ষণ পর্য্যন্ত অলক্ষ্য হইয়াছিল। ১—৫। দূরপথ গমন করিয়া বাহন সকল অতিশয় পরিশ্রান্ত হইলে শ্রীমান ভরত মন্ত্রিবর বশিষ্ঠকে বলিলেন, "মহর্ষি ভরদ্বাজ যে স্থানে যে প্রকার চিত্রকূট পর্ব্বতের নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন এবং আমিও পূর্ব্বে যাহা শুনিয়াছিলাম, আর এই প্রদেশ যেরূপ দেখা যাইতেছে, তাহাতে নিশ্চয় বোধ হয়, আমরা সেই ভরদ্বাজ-নির্দ্দিষ্ট স্থানেই আসিয়া উপস্থিত হইয়াছি। ঐ দেখুন চিত্রকূট পর্ব্বত; উহারই নিম্নে মন্দাকিনী নদী; দূর হইতে ঐ নীলমেঘ-তুল্য বন দেখা যাইতেছে। সম্প্রতি চিত্রকূট পর্ব্বতের মনোরম সানু সকল আমার শৈলোপম হস্তিগণদ্বারা মর্দ্দিত হইতেছে। সমস্ত নীলমেঘ সকল যেমন প্রাবৃট্‌কালে বারিবর্ষণ করে, তেমনি এই বৃক্ষ সকল গজযূথের সংস্পর্শে চালিত হইয়া রাশীকৃত কুসুম বর্ষণ করিতেছে। ৬—১০। ভাই শত্রুঘ্ন! দেখ, সমুদ্র যেমন মকরগণের দ্বারা আকীর্ণ, তেমনি এই পর্ব্বতে কিন্নরগণের বাসস্থান অশ্বগণদ্বারা চতুর্দ্দিকে পরিব্যাপ্ত রহিয়াছে। শরৎকালে বায়ুবেগে চালিত হইয়া মেঘ-শ্রেণী যেমন আকাশমণ্ডলে শোভা পায়, সেইরূপ এই সকল সৈন্যগণকর্ত্তৃক পরিচালিত হইয়া দ্রুতগামী মৃগগণ শোভিত হইতেছে। মেঘসমান-প্রকাশমান অস্ত্রনিবারণক্ষম চর্ম্মফলকসমন্বিত সৈন্যগণ, দাক্ষিণাত্য-বাসী লোক সকলের ন্যায়, নিজ নিজ মস্তক সুরভি পুষ্পে বিভূষিত করিতেছে। এই ভীষণদর্শন কানন পূর্ব্বে নিঃশব্দের ন্যায় হইয়াছিল, এক্ষণে আমার সৈন্যগণের আগমনে লোকাকীর্ণ অযোধ্যার ন্যায় বোধ হইতেছে। অশ্ব প্রভৃতির খুরোত্থিত ধূলিপটলে গগনমণ্ডল আচ্ছন্ন হইয়াছে, সমীরণ যেন আমার প্রিয়কারী হইয়াই চিত্রকূট-দর্শনের প্রতিবন্ধ স্বরূপ এই রেণুরাশিকে ত্বরায় অপসারিত করিতেছে। ১১—১৫। শত্রুঘ্ন! দেখ, সুসারথিকর্ত্তৃক অধিষ্ঠিত অশ্বসংযুক্ত ঐ সকল রথ কত দ্রুতবেগে বনমধ্যে যাইতেছে। এই দেখ, প্রিয়দর্শন ময়ূরগণ ভীত হইয়া পক্ষিকুলের আবাসস্থল এই পর্ব্বতেই আসিতেছে; অতিশয় মনোহর পাপ-পরিশূন্য এই তাপস-গণের বাসস্থল স্বর্গের পথরূপে সুব্যক্তভাবে আমার হৃদয়ে প্রতিভাত হইতেছে। মৃগী সকলের সহিত বিচিত্রবিন্দুযুক্ত রমণীয় মৃগগণ যেন পুষ্পপরিব্যাপ্ত বলিয়া লক্ষ্য হইতেছে। অনঘ! এক্ষণে সৈন্যগণ মৃদুমন্দ গমন করত বনমধ্যে যথায় সেই পুরুষশ্রেষ্ঠ রাম ও লক্ষ্মণ দৃষ্টিগোচর হন, সেই স্থান অন্বেষণ

ভরতস্য বচঃ শ্রুত্বা পুরুষাঃ শস্ত্রপাণয়ঃ।
বিবিশুস্তদ্বনং শূরা ধূমাগ্রং দদৃশুস্ততঃ॥ ২১
তে সমালোক্য ধূমাগ্রমূচুর্ভরতমাগতাঃ।
নামনুষ্যে ভবত্যগ্নির্ব্যক্তমত্রৈব রাঘবৌ॥ ২২
অথ নাত্র নরব্যাঘ্রৌ রাজপুত্রৌ পরন্তপৌ।
অন্যে রামোপমাঃ সন্তি ব্যক্তমত্র তপস্বিনঃ॥ ২৩
তচ্ছ্রুত্বা ভরতস্তেষাং বচনং সাধুসম্মতম্।
সৈন্যানুবাচ সর্ব্বাংস্তানমিত্রবলমর্দ্দনঃ॥ ২৪
যত্তা ভবন্তস্তিষ্ঠন্তু নেতো গন্তব্যমগ্রতঃ।
অহমেব গমিষ্যামি সুমন্ত্রো ধৃতিরেব চ॥ ২৫
এবমুক্তাস্ততঃ সৈন্যাস্তত্র তস্থুঃ সমন্ততঃ।
ভরতো যত্র ধূমাগ্রং তত্র দৃষ্টিং সমাদধৎ॥ ২৬

যা ব্যবস্থিতা যা ভরতেন সা চমূ-
র্নিরীক্ষমাণাপি চ ভূমিমগ্রতঃ।
বভূব হৃষ্টা নচিরেণ জানতী
প্রিয়স্য রামস্য সমাগমং তদা॥ ২৭

ইত্যযোধ্যাকাণ্ডে ত্রিনবতিতমঃ সর্গঃ॥ ৯৩॥

করুক।" ১৬—২০। শস্ত্রপাণি শূরেরা ভরতের কথা শুনিয়া সেই নিবিড় বনমধ্যে প্রবেশ করিল; পরে তাহারা ধূমশিখা দেখিতে পাইল। তাহারা ধূমের অগ্রভাগ দর্শনপূর্ব্বক প্রত্যাগত হইয়া ভরতকে কহিল যে, "জনশূন্য স্থানে কখন অগ্নি থাকে না; অতএব রাম ও লক্ষ্মণ এই স্থানেই আছেন, ইহা নিশ্চয় বোধ হইতেছে। এই বনে সেই শত্রুতাপন নরশ্রেষ্ঠ রাজকুমারেরা যদি না থাকেন, তবে রামের ন্যায় অন্য তপস্বিগণ অবশ্যই এখানে থাকিতে পারেন।' শত্রু-বলমর্দ্দন ভরত তাহাদিগের সেই ন্যায়ানুগত সাধুসম্মত কথা শুনিয়া সমস্ত সৈন্যগণকে কহিলেন যে, "তোমরা সকলে কোলাহল না করিয়া সাবধান হইয়া থাক, এখান হইতে অগ্রসর হইও না; আমি নিজে যাইব এবং সুমন্ত্র ও অশোক মন্ত্রী আমার সহিত যাইবেন" পরে সৈন্যগণ এইরূপ আদেশ পাইয়া সেই স্থানে চারিদিক্ ব্যাপিয়া অবস্থিতি করিতে লাগিল; পরে যথায় ধূমশিখা দেখা যাইতেছিল, ভরত তথায় দৃষ্টি-নিক্ষেপ করিলেন। ভরত যে সৈন্য সকলকে ব্যবস্থা-পিত করিয়াছিলেন, তাহারা সম্মুখদেশে আবাসযোগ্য স্থান দেখিয়া ত্বরায় প্রিয়তম রামের সহিত সমাগম জানিয়া আহ্লাদিত হইয়াছিল। ২১—২৭।

চতুর্নবতিতমঃ সর্গঃ।

দীর্ঘকালোষিতস্তস্মিন্ গিরৌ গিরিবনপ্রিয়ঃ।
বৈদেহ্যাঃ প্রিয়মাকাঙ্ক্ষন্ স্বঞ্চ চিত্তং বিলোভয়ন্॥ ১
অথ দাশরথিশ্চিত্রং চিত্রকূটমদর্শয়ৎ।
ভার্য্যামমরসঙ্কাশঃ শচীমিব পুরন্দরঃ॥ ২
ন রাজ্যভ্রংশনং ভদ্রে ন সুহৃদ্ভির্বিনাভবঃ।
মনো মে বাধতে দৃষ্ট্বা রমণীয়মিমং গিরিম্॥ ৩
পশ্যেমমচলং ভদ্রে নানাদ্বিজগণাবৃতম্।
শিখরৈঃ খমিবোদ্বিদ্ধৈর্ধাতুমদ্ভির্বিভূষিতম্॥ ৪
কেচিদ্রজতসঙ্কাশাঃ কেচিৎ ক্ষতজসন্নিভাঃ।
পীতমাঞ্জিষ্ঠবর্ণাশ্চ কেচিন্মণিবরপ্রভাঃ॥ ৫
পুষ্পার্ককেতকাভাশ্চ কেচিৎ জ্যোতীরসপ্রভাঃ।
বিরাজন্তেঽচলেন্দ্রস্য দেশা ধাতুবিভূষিতাঃ॥ ৬
নানামৃগগণৈর্দ্বীপিতরক্ষ্বৃক্ষগণৈর্বৃতঃ।
অদুষ্টৈর্ভাত্যয়ং শৈলো বহুপক্ষিসমাকুলঃ॥ ৭
আম্রজম্ববসনৈর্লোধ্রৈঃ প্রিয়ালৈঃ পনসৈরপি।

চতুর্নবতিতম সর্গ।

এদিকে রাম সেই চিত্রকূটপর্ব্বতে জনকনন্দিনীর তুষ্টি-সাধন-কামনায় হৃদয়কে আশ্বাসিত করিয়া, শৈল-বাস প্রিয়তর জ্ঞানে বহুদিন বাস করিতেছিলেন। পরে ইন্দ্র শচীকে যেমন রম্য বস্তু দর্শন করান, সেই-রূপ অমরসদৃশ দাশরথি রাম, ভার্য্যাকে চিত্রকূট পর্ব্বতের রমণীয় শোভা দেখাইতে প্রবৃত্ত হইয়া বলি-লেন, "ভদ্রে; এই পরম রমণীয় শৈল সন্দর্শন করিয়া আমার মনে রাজ্যভ্রংশ ও সুহৃজ্জন-বিয়োগজন্য দুঃখ হইতেছে না। কল্যাণি! দেখ, এই পর্ব্বত নানা-বিধ পক্ষিসমূহে সমাকুল; ইহার ধাতুমান্ শিখর সকল যেন গগনতলের উপরিভাগ স্পর্শ করত ইহাকে বিভূষিত করিতেছে; কোন শিখর রজত-সদৃশ কোন শিখর শোণিততুল্য কোন শিখর পীত ও মঞ্জিষ্ঠা লতার ন্যায় রক্তবর্ণ, কোন কোন শিখর সুশোভন মণির ন্যায় প্রভাবিশিষ্ট; এই শৈলরাজের বিবিধধাতুবিভূষিত প্রদেশসমূহের কোন স্থান পুষ্পরাগতুল্য, কোন স্থান স্ফটিকমণিসম, কোন স্থান কেতকপুষ্পসমান কোন প্রদেশ নক্ষত্রাদিজ্যোতিঃপ্রভ, কোন কোন স্থল বা পারদ-তুল্য-প্রভাময় রূপে শোভা পাইতেছে ১—৬। এই ভূধর বহুবিধ মৃগগণদ্বারা সমাবৃত, বিবিধ বিহঙ্গ-কুল-সমাকুল এবং হিংসাদি-দোষরহিত, ব্যাঘ্র, তরক্ষু ও ভল্লুক-সমূহদ্বারা পরিবৃত থাকিয়া শোভান্বিত হইতেছে। এই শৈলশ্রেষ্ঠ আম্র, জম্বু, লোধ্র, পীত-

অঙ্কোলৈর্ভব্যতিনিশৈর্বিল্বতিন্দুকবেণুভিঃ ॥ ৮
কাশ্মর্য্যরিষ্টবরণৈর্মধূকৈস্তিলকৈরপি।
বদর্য্যামলকৈর্নীপৈর্বেত্রধন্বনবীজকৈঃ ॥ ৯
পুষ্পবদ্ভিঃ ফলোপেতৈশ্ছায়াবদ্ভির্মনোরমৈঃ।
এবমাদিভিরাকীর্ণঃ শ্রিয়ং পুষ্যত্যয়ং গিরিঃ ॥ ১০
শৈলপ্রস্থেষু রম্যেষু পশ্যেমান্ কামহর্ষণান্।
কিন্নরান্ দ্বন্দ্বশো ভদ্রে রমমাণান্ মনস্বিনঃ ॥ ১১
শাখাবসক্তান্ খড়্গাংশ্চ প্রবরাণ্যম্বরাণি চ।
পশ্য বিদ্যাধরস্ত্রীণাং ক্রীড়োদ্দেশান্ মনোরমান্ ॥ ১২
জলপ্রপাতৈরুদ্ভেদৈর্নিষ্যন্দৈশ্চ ক্বচিৎ ক্বচিৎ।
স্রবদ্ভির্ভাত্যয়ং শৈলঃ স্রবন্মদ ইব দ্বিপঃ ॥ ১৩
গুহাসমীরণো গন্ধান্ নানাপুষ্পভবান্ বহন্।
ঘ্রাণতর্পণমভ্যেত্য কং নরং ন প্রহর্ষয়েৎ ॥ ১৪
যদীহ শরদোঽনেকাস্ত্বয়া সার্দ্ধমনিন্দিতে।
লক্ষ্মণেন চ বৎস্যামি ন মাং শোকঃ প্রধক্ষ্যতি ॥ ১৫
বহুপুষ্পফলে রম্যে নানাদ্বিজগণাযুতে।
বিচিত্রশিখরে হ্যস্মিন্ রতবানস্মি ভামিনি ॥ ১৬
অনেন বনবাসেন ময়া প্রাপ্তং ফলদ্বয়ম্।
পিতুশ্চানৃণতা ধর্ম্মে ভরতস্য প্রিয়ং তথা ॥ ১৭

শাল, পিয়াল, পনস, ধব, কর্ণ্ণিকার, তিনিশ, তিন্দুক, বিল্ব, বেণু, গাম্ভার, নিম্ব, শাল, মধূক, তিলক, বদরী, আমলকী, কদম্ব, বেত্র, ইন্দ্রযব ও দাড়িম্ব প্রভৃতি পুষ্পফলশোভিত ছায়াসমন্বিত মনোরম বৃক্ষরাজিদ্বারা সমাকীর্ণ হইয়া ইহার মনোহর শোভা সম্যক্ বৃদ্ধি করিতেছে। প্রিয়ে! দেখ, পর্ব্বতের রমণীয় সানুদেশে এই সকল কিন্নরগণ যুগলভাবে মিলিত হইয়া কামবশত হৃষ্টচিত্তে কেমন ক্রীড়া করিতেছে! কিন্নরগণের উৎকৃষ্ট খড়্গ এবং বিদ্যাধরীদিগের বসনসকল রমণীয় ক্রীড়াস্থলে বৃক্ষ সকলের শাখায় সংযুক্ত রহিয়াছে, দেখ। ৭—১২। কোন কোন স্থানে পৃথিবী ভেদ করিয়া উর্দ্ধোৎক্ষিপ্ত জল-প্রপাত এবং কোন কোন স্থানে নির্ঝরধারা এই শৈল মদস্রাবী মাতঙ্গের ন্যায় শোভিত হইতেছে। গুহাদ্বারস্থিত সমীরণ, নানা কুসুমের সৌরভ বহন করত সন্নিহিত হইয়া কোন্ ব্যক্তির ঘ্রাণেন্দ্রিয়ের তৃপ্তি সম্পাদন না করিতেছে? অনিন্দিতে! যদি এই স্থানে তোমার সহিত আর লক্ষ্মণের সহিত বহুবৎসর বাস করি, তথাপি শোকানল আমাকে দগ্ধ করিতে পারিবে না। প্রিয়ে! এই বহুবিধ ফলপুষ্পদ্বারা সুরম্য, নানা বিহঙ্গগণ-সমাবৃত বিচিত্র শিখরে বাস করিয়া আমি সাতিশয় প্রীতি লাভ করিতেছি। এই বনবাসদ্বারা

বৈদেহি রমসে কচ্চিচ্চিত্রকূটে ময়া সহ।
পশ্যন্তী বিবিধান্ ভাবান্ মনোবাক্কায়সম্মতান্ ॥ ১৮
ইদমেবামৃতং প্রাহু রাজ্ঞি রাজর্ষয়ঃ পরে।
বনবাসং ভবার্থায় প্রেত্য মে প্রপিতামহাঃ ॥ ১৯
শিলাঃ শৈলস্য শোভন্তে বিশালাঃ শতশোঽভিতঃ।
বহুলা বহুলৈর্বর্ণৈর্নীলপীতসিতারুণৈঃ ॥ ২০
নিশি ভান্ত্যচলেন্দ্রস্য হুতাশনশিখা ইব।
ওষধ্যঃ স্বপ্রভালক্ষ্ম্যা ভ্রাজমানাঃ সহস্রশঃ ॥ ২১
কেচিৎ ক্ষয়নিভা দেশাঃ কেচিদুদ্যানসন্নিভাঃ।
কেচিদেকশিলা ভান্তি পর্ব্বতস্যাস্য ভামিনি ॥ ২২
ভিত্ত্বেব বসুধাং ভাতি চিত্রকূটঃ সমুত্থিতঃ।
চিত্রকূটস্য কূটোঽয়ং দৃশ্যতে সর্ব্বতঃ শুভঃ ॥ ২৩
কুষ্ঠস্থগরপুন্নাগভূর্জ্জপত্রোত্তরচ্ছদান্।
কামিনাং স্বাস্তরান্ পশ্য কুশেশয়দলাযুতান্ ॥ ২৪
মৃদিতাশ্চাপবিদ্ধাশ্চ দৃশ্যন্তে কমলস্রজঃ।
কামিভির্বনিতে পশ্য ফলানি বিবিধানি চ ॥ ২৫

আমি পিতৃসত্যপালনে অনৃণতা ও ভরতের প্রিয়কারিতারূপ দুটী ফললাভ করিলাম। ১৩—১৭। বৈদেহি! তুমি আমার সহিত চিত্রকূটে থাকিয়া কায়মনোবাক্যের সম্মত বহুবিধ রমণীয় বস্তু দর্শন করিয়া প্রীতি লাভ করিতেছ ত? রাজর্ষিগণ, রাজার পক্ষে এইরূপ নিয়মে থাকিয়া বনে বাস করাকেই মোক্ষসাধন বলিয়া থাকেন এবং আমার পূর্ব্বপিতামহ মনু প্রভৃতি, বনবাসকেই পরলোকের মঙ্গলের কারণ বলিয়াছেন। নীল, পীত, শ্বেত, শোণিত প্রভৃতি বিবিধবর্ণ পর্ব্বতের শত শত বিশাল শিলাসকল সর্ব্বদিকে সুশোভিত হইতেছে। এই শৈলবরস্থিত সঞ্জীবনী প্রভৃতি সহস্রপ্রকার ওষধি সকল তদীয় তেজোদ্বারা প্রকাশমান হইয়া রাত্রে যেন অগ্নিশিখার তুল্য দীপ্তি পাইয়া থাকে। ভামিনি! এই পর্ব্বতের কোন প্রদেশ বাসোপযুক্ত-গৃহসদৃশ, কোন স্থল উদ্যান তুল্য এবং কোন কোন স্থান অনেক জনের বাসযোগ্য অখণ্ডশিলাসমন্বিত হইয়া শোভিত হইতেছে। ১৮—২২। এই চিত্রকূটশিখর যেন বসুধাতল ভেদ করত সমুত্থিত হইয়া শোভা পাইতেছে, ইহার শিখর সকল সকলদিকেই সুশোভন দৃষ্ট হইতেছে। ঐ দেখ, কামীদিগের শতদল-দলযুক্ত,—উৎপল, পুত্রজীবক, পুন্নাগ ও ভূর্জ্জপত্রনির্ম্মিত উত্তরচ্ছদবিশিষ্ট শয্যাসকল আস্তীর্ণ রহিয়াছে। প্রিয়ে! দেখ, কামিগণের পরিভোগে মর্দ্দিত ও পরিত্যক্ত কমলমালা সকল এবং ভুক্তাবশিষ্ট বিবিধ ফল দৃষ্টিগোচর হই-

বৈশ্রবণাবাসং নলিনীমতীত্যেবোত্তরান্ কুরূন্।
পর্ব্বতশ্চিত্রকূটোঽসৌ বহুমূলফলোদকঃ॥ ২৬
ইমন্তু কালং বনিতে বিজহ্রিবাং-
স্ত্বয়া চ সীতে সহ লক্ষ্মণেন।
রতিং প্রপৎস্যে কুলধর্ম্মবর্দ্ধিনীং
সতাং পথি স্বৈর্নিয়মৈঃ পরৈঃ স্থিতঃ॥ ২৭
ইত্যযোধ্যাকাণ্ডে চতুর্নবতিতমঃ সর্গঃ॥ ৯৪

পঞ্চনবতিতমঃ সর্গঃ।

অথ শৈলাদ্বিনিষ্ক্রম্য মৈথিলীং কোশলেশ্বরঃ।
অদর্শয়চ্ছুভজলাং রম্যাং মন্দাকিনীং নদীম্॥ ১
অব্রবীচ্চ বরারোহাং চারুচন্দ্রনিভাননাম্।
বৈদেহরাজস্য সুতাং রামো রাজীবলোচনঃ॥ ২
বিচিত্রপুলিনাং রম্যাং হংসসারসসেবিতাম্।
কুসুমৈরুপসম্পন্নাং পশ্য মন্দাকিনীং নদীম্॥ ৩
নানাবিধৈস্তীররুহৈর্ব্বৃতাং পুষ্পফলদ্রুমৈঃ।
রাজন্তীং রাজরাজস্য নলিনীমিব সর্ব্বতঃ॥ ৪
মৃগযূথনিপীতানি কলুষাম্ভাংসি সাম্প্রতম্।
তীর্থানি রমণীয়ানি রতিং সঞ্জনয়ন্তি মে॥ ৫
জটাজিনধরাঃ কালে বল্কলোত্তরবাসসঃ।
ঋষয়স্ত্ববগাহন্তে নদীং মন্দাকিনীং প্রিয়ে॥ ৬
আদিত্যমুপতিষ্ঠন্তে নিয়মাদূর্দ্ধবাহবঃ।
এতে পরে বিশালাক্ষি মুনয়ঃ সংসিতব্রতাঃ॥ ৭
মারুতোদ্ধূতশিখরৈঃ প্রনৃত্ত ইব পর্ব্বতঃ।
পাদপৈঃ পুষ্পপত্রাণি সৃজদ্ভিরভিতো নদীম্॥ ৮
ক্বচিন্মণিনিকাশোদাং ক্বচিৎ পুলিনশালিনীম্।
ক্বচিৎসিদ্ধজনাকীর্ণাং পশ্য মন্দাকিনীং নদীম্॥ ৯
নির্ধূতান্ বায়ুনা পশ্য বিততান্ পুষ্পসঞ্চয়ান্।
পোপ্লূয়মানানপরান্ পশ্য ত্বং তনুমধ্যমে॥ ১০
পশ্যৈতদ্বল্গুবচসো রথাঙ্গাহ্বয়না দ্বিজাঃ।
অধিরোহন্তি কল্যাণি নিষ্কূজন্তঃ শুভা গিরঃ॥ ১১
দর্শনং চিত্রকূটস্য মন্দাকিন্যাশ্চ শোভনে।
অধিকং পুরবাসাচ্চ মন্যে তব চ দর্শনাৎ॥ ১২
বিধূতকলুষৈঃ সিদ্ধৈস্তপোদমশমান্বিতৈঃ।
নিত্যবিক্ষোভিতজলাং বিগাহস্ব ময়া সহ॥ ১৩
সখীবচ্চ বিগাহস্ব সীতে মন্দাকিনীং নদীম্।
কমলান্যবমজ্জন্তী পুষ্করাণি চ ভামিনি॥ ১৪
ত্বং পৌরজনবদ্ব্যালানযোধ্যামিব পর্ব্বতম্।
মন্যস্ব বনিতে নিত্যং সরযূবদিমাং নদীম্॥ ১৫
লক্ষ্মণশ্চৈব ধর্ম্মাত্মা মন্নিদেশে ব্যবস্থিতঃ।

যেছে। বহুবিধ ফল, মূল ও সলিল সম্পন্ন এই চিত্রকূটপর্ব্বত কুবেরের অলকা, ইন্দ্রের অমরাবতী, এবং উত্তরকুরুদেশকে নিজ শোভায় পরাস্ত করিয়া যেন শোভা পাইতেছে। প্রিয়তমে! আমি শ্রেষ্ঠ নিজ নিয়মদ্বারা সাধুগণের আচরিত পথে থাকিয়া তোমার ও লক্ষ্মণের সহিত এই চতুর্দ্দশবর্ষকাল বিহার করত কুলধর্ম্মবর্দ্ধিনী সুখসমৃদ্ধি প্রাপ্ত হইব।' ২৩—২৭।

পঞ্চনবতিতম সর্গ।

অনন্তর কোশলেশ্বর রাম, গিরিবর চিত্রকূটের মধ্যভাগ হইতে নির্গত হইয়া জানকীকে বিমলসলিল-বাহিনী রমণীয়া মন্দাকিনী নদী দেখাইলেন এবং কমললোচন রাম, চন্দ্রসম-চারুমুখী বরবর্ণিনী বৈদেহীকে বলিলেন, "প্রিয়ে! হংস-সারসসেবিতা কুসুমিত-তরুপশোভিতা বিচিত্র-পুলিনশালিনী মন্দাকিনী নদী দেখ। ইতস্ততঃ ফলপুষ্পসমন্বিত বহুবিধ তরুদ্বারা কুবেরপুরী নলিনীর ন্যায় বিরাজমান রহিয়াছে। এক্ষণে মৃগযূথদ্বারা আন্দোলিত হওয়ায় কলুষজলময় রমণীয় তীর্থ সকল আমার প্রীতিসম্পাদন করিতেছে। প্রিয়ে! ঐ দেখ, জটাজিনধারী উত্তরীয়-বল্কলবিশিষ্ট ঋষিগণ যথাসময়ে মন্দাকিনী নদীতে স্নান করিতেছেন। ১—৬। বিশালাক্ষি! নিয়মবশতঃ ঊর্দ্ধবাহু সংসিতব্রত এই সমস্ত মুনিগণ নয়মপূর্ব্বক সূর্য্যোপাসনা করিতেছেন। তটিনীর সকল দিকেই পুষ্প-পত্রবর্ষী বায়ু-বিকম্পিত তরুদ্বারা এই পর্ব্বতবর যেন নৃত্য করিবার উদ্যম করিতেছে। দেখ, এই মন্দাকিনী নদীর কোন স্থান বিপুল-তটশালী, কোন স্থান সিদ্ধজনগণসমাকুল এবং কোন স্থানে মুক্তার ন্যায় নির্ম্মল জল দেখা যাইতেছে। ক্ষীণমধ্যে! দেখ, জলমধ্যে কতকগুলি পুষ্প বায়ুবেগে বিকম্পিত হইয়া বিস্তৃত হইতেছে এবং আর কতকগুলি জলের উপরে ভাসিতেছে। কল্যাণি! এই দেখ, মধুরভাষী চক্রবাকপক্ষী সকল মনোহর রব করত তটদেশে উঠিতেছে। ৭—১১। শোভনে! চিত্রকূট ও মন্দাকিনীর দৃশ্য, গৃহবাস হইতে অধিক কি তদপেক্ষাও অধিকতর সুখদায়ক বোধ করিতেছি। তপস্যা ও শম-দম-সমন্বিত পুণ্যাত্মা সিদ্ধগণ নিত্য যাহার জলে স্নান করেন, তুমি আমার সহিত অদ্য তাহাতে স্নান কর। প্রেয়সি! তুমি মন্দাকিনীর সখীর ন্যায় শুভ্র ও রক্তবর্ণ কমল সকল নিক্ষেপ করত নদীতে অবতরণ কর। তুমি নিয়ত হিংস্র জন্তু সকলকে পৌরজনের ন্যায়, এই পর্ব্বতকে অযোধ্যার ন্যায় এবং এই মন্দাকিনীকে সরযূর ন্যায় বিবেচনা

স্বকানুকূলা বৈদেহি প্রীতিং জনয়তো মম। ১৬
উপস্পৃশংস্ত্রিষবণং মধুমূলফলাশনঃ।
নাযোধ্যায়ৈ ন রাজ্যায় স্পৃহয়েহদ্য ত্বয়া সহ। ১৭
ইমাং হি রম্যাং গজযূথলোড়িতাং
নিপীততোয়াং গজসিংহবানরৈঃ।
সুপুষ্পিতাং পুষ্পভরৈরলঙ্কৃতাং
ন সোহস্তি যঃ স্যান্ন গতক্লমঃ সুখী। ১৮
ইতীব রামো বহু সঙ্গতং বচঃ
প্রিয়াসহায়ঃ সরিতং প্রতি ব্রুবন্।
চচার রম্যাং নয়নাঞ্জনপ্রভং
স চিত্রকূটং রঘুবংশবর্দ্ধনঃ। ১৯
ইত্যযোধ্যাকাণ্ডে পঞ্চনবতিতমঃ সর্গঃ। ৯৫।

ষণ্ণবতিতমঃ সর্গঃ।

তাং তদা দর্শয়িত্বা তু মৈথিলীং গিরিনিম্নগাম্।
নিষসাদ গিরিপ্রস্থে সীতাং মাংসেন ছন্দয়ন্। ১
ইদং মেধ্যমিদং স্বাদু নিষ্টপ্তমিদমগ্নিনা।
এবমাস্তে স ধর্ম্মাত্মা সীতয়া সহ রাঘবঃ। ২
তথা তত্রাসতস্তস্য ভরতস্যোপযায়িনঃ।
সৈন্যরেণুশ্চ শব্দশ্চ প্রাদুরাস্তাং নভঃস্পৃশৌ। ৩
এতস্মিন্নন্তরে ত্রস্তাঃ শব্দেন মহতা ততঃ।
অর্দ্দিতা যূথপা মত্তাঃ সযূথা দুদ্রুবুর্দিশঃ। ৪
স তং সৈন্যসমুদ্ভূতং শব্দং শুশ্রাব রাঘবঃ।
তাংশ্চ বিপ্রদ্রুতান্ সর্ব্বান্ যূথপানন্ববৈক্ষত। ৫
তাংশ্চ বিপ্রদ্রুতান্ দৃষ্ট্বা তঞ্চ শ্রুত্বা মহাস্বনম্।
উবাচ রামঃ সৌমিত্রিং লক্ষ্মণং দীপ্ততেজসম্। ৬
হন্ত লক্ষ্মণ পশ্যেহ সুমিত্রা সুপ্রজাস্ত্বয়া।
ভীমস্তনিতগম্ভীরং তুমুলঃ শ্রূয়তে স্বনঃ। ৭
গজযূথানি বারণ্যে মহিষা বা মহাবনে।
বিত্রাসিতা মৃগাঃ সিংহৈঃ সহসা প্রদ্রুতা দিশঃ। ৮
রাজা বা রাজপুত্রো বা মৃগয়ামটতে বনে।
অন্যদ্বা শ্বাপদং কিঞ্চিৎ সৌমিত্রে জ্ঞাতুমর্হসি। ৯
সুদুশ্চরো গিরিশ্চায়ং পক্ষিণামপি লক্ষ্মণ।
সর্ব্বমেতদ্যথাতত্ত্বমচিরাজ্জ্ঞাতুমর্হসি। ১০
স লক্ষ্মণঃ সন্ত্বরিতঃ সালমারুহ্য পুষ্পিতম্।
প্রেক্ষমাণো দিশঃ সর্ব্বাঃ পূর্ব্বাং দিশমবৈক্ষত। ১১

কর। বৈদেহি! ধর্ম্মাত্মা লক্ষ্মণ নিয়ত আমার আজ্ঞাবহ আছেন এবং তুমিও আমার অনুরূপ পত্নী; অতএব তোমরা উভয়েই আমার সন্তোষবিধান করিতেছ। আমি তোমার সহিত এই স্থানে ত্রিসন্ধ্যা স্নান করিয়া মধু ও মূলফল আহার করত অযোধ্যা ও রাজ্যের কামনা করি না। গজযূথকর্ত্তৃক আলোড়িতা, সিংহ, হস্তী ও বানরগণকর্ত্তৃক পীতসলিলা, কুসুমিতবন-শালিনী এবং কুসুমসমূহবিভূষিতা এই রমণীয়া নদীতে স্নান করিয়া যে ব্যক্তি সুখী ও ক্লান্তিহীন না হয়, তেমন লোকই নাই।” রঘুকুলবর্দ্ধন রাম, পত্নীর সহিত এইরূপে নদীবর্ণন-প্রসঙ্গে নানাপ্রকার সঙ্গত বাক্য বলিয়া নয়নাঞ্জন-তুল্য রম্য চিত্রকূট পর্ব্বতে বিচরণ করিয়াছিলেন। ১২—১৯।

ষণ্ণবতিতম সর্গ।

রাম তৎকালে জনকনন্দিনীকে সেই গিরি-নিম্নগা মন্দাকিনী দর্শন করাইয়া, এবং বিশেষ বিশেষ মাংস দেখাইয়া সান্ত্বনা করত পর্ব্বতের একস্থানে উপবেশন করিলেন। “এই মাংস পবিত্র, ইহা অতি স্বচ্ছ, ইহা অগ্নিদ্বারা সুতপ্ত দেখ। এইরূপে সেইরূপ ধার্ম্মিক রাম সীতার সহিত কালক্ষেপ করিতে লাগিলেন। রাম সেইরূপে সময় ক্ষেপ করিতেছেন, ইত্যবসরে তাঁহার নিকট আগমনোন্মুখ ভরতের গগনস্পর্শী সৈন্য-রেণু ও সৈন্যগণের কোলাহলধ্বনি সমুত্থিত হইল। এই সময়ে সেই মহাশব্দে ভীত মত্ত যূথপতিগণ পীড়িত হইয়া নিজ নিজ দলের সহিত দশদিকে ধাবিত হইল। সৈন্যসমুত্থিত শব্দ, রামের কর্ণগোচর হইলে, তিনি সেই ধাবমান যূথপতি সকলকে দেখিতে লাগিলেন। ১—৫। রাম তাহাদিগকে ইতস্ততঃ ধাবমান দেখিয়া এবং সেই মহাশব্দ শুনিয়া দীপ্ততেজা সুমিত্রানন্দন লক্ষ্মণকে বলিলেন, “সুমিত্রা দেবী তোমাকর্ত্তৃক সুসন্তানবতী হইয়াছেন; কি আশ্চর্য্য! লক্ষ্মণ! দেখ, এই পর্ব্বতে মেঘগর্জ্জনের ন্যায় ভীষণ তুমুল শব্দ উত্থিত হইতেছে, ইহার কারণ কি? এই মহারণ্যে হস্তী সকল কি সিংহকর্ত্তৃক ভীত হইয়াছে? অথবা মহিষ সকল কিংবা মৃগগণ সহসা সিংহকর্ত্তৃক ভীত হইয়া চারিদিকে ধাবিত হইতেছে? লক্ষ্মণ! কোন রাজা বা রাজকুমার কি মৃগয়ার্থ এই বনে ভ্রমণ করি-তেছেন, কিংবা অন্য কোন হিংস্রজন্তু হইতে এরূপ ঘটনা হইয়াছে, তুমি তাহার অনুসন্ধান কর। লক্ষ্মণ! এই পর্ব্বতে পক্ষীরাও অনায়াসে বিচরণ করিতে পারে না। তবে যে এস্থানে এরূপ ঘটনা সংঘটিত হইয়াছে, তাহার কারণ তোমার যথার্থরূপে অবগত হওয়া উচিত।” ৬—১০। লক্ষ্মণ, অগ্রজের আদেশা-নুসারে সত্বর কুসুমিত শালবৃক্ষের উপর আরোহণ

উদঙ্মুখঃ প্রেক্ষমাণো দদর্শ মহতীং চমূম্।
গজাশ্বরথসম্বাধাং যত্তৈর্যুক্তাং পদাতিভিঃ॥ ১২
তামশ্বগজসম্পূর্ণাং রথধ্বজবিভূষিতাম্।
শশংস সেনাং রামায় বচনঞ্চেদমব্রবীৎ॥ ১৩
অগ্নিং সংশময়ত্বার্য্যঃ সীতা চ ভজতাং গুহাম্।
সজ্যং কুরুষ্ব চাপঞ্চ শরাংশ্চ কবচং তথা॥ ১৪
তং রামঃ পুরুষব্যাঘ্রো লক্ষ্মণং প্রত্যুবাচ হ।
অঙ্গাবেক্ষস্ব সৌমিত্রে কস্যেমাং মন্যসে চমূম্॥ ১৫
এবমুক্তস্তু রামেণ লক্ষ্মণো বাক্যমব্রবীৎ।
দিধক্ষন্নিব তাং সেনাং রুষিতঃ পাবকো যথা॥ ১৬
সম্পন্নং রাজ্যমিচ্ছংস্তু ব্যক্তং প্রাপ্যাভিষেচনম্।
আবাং হন্তুং সমভ্যেতি কৈকেয্যা ভরতঃ সুতঃ॥ ১৭
এষ বৈ সুমহান্ শ্রীমান্ বিটপী সম্প্রকাশতে।
বিরাজত্যুজ্জ্বলস্কন্ধঃ কোবিদারধ্বজো রথে॥ ১৮
ভজন্ত্যেতে যথাকামমশ্বানারুহ্য শীঘ্রগান্।
এতে ভ্রাজন্তি সংহৃষ্টা গজানারুহ্য সাদিনঃ॥ ১৯
গৃহীতধনুষাবাবাং গিরিং বীর শ্রয়াবহে।
অথবেহৈব তিষ্ঠাবঃ সন্নদ্ধাবুদ্যতায়ুধৌ॥ ২০

অপি নৌ বশমাগচ্ছেৎ কোবিদারধ্বজো রণে।
অপি দ্রক্ষ্যামি ভরতং যৎকৃতে ব্যসনং মহৎ॥ ২১
ত্বয়া রাঘব সম্প্রাপ্তং সীতয়া চ ময়া তথা।
যন্নিমিত্তং ভবান্ রাজ্যাচ্চ্যুতো রাঘব শাশ্বতাৎ॥ ২২
সম্প্রাপ্তোঽয়মরির্বীর ভরতো বধ্য এব হি।
ভরতস্য বধে দোষং নাহং পশ্যামি রাঘব॥ ২৩
পূর্ব্বাপকারিণং হত্বা ন হ্যধর্ম্মেণ যুজ্যতে।
পূর্ব্বাপকারী ভরতস্ত্যাগে ধর্ম্মশ্চ রাঘব॥ ২৪
এতস্মিন্ নিহতে কৃৎস্নামনুশাধি বসুন্ধরাম্।
অদ্য পুত্রং হতং সংখ্যে কৈকেয়ী রাজ্যকামুকা॥ ২৫
ময়া পশ্যেৎ সুদুঃখার্ত্তা হস্তিভগ্নমিব দ্রুমম্।
কৈকেয়ীঞ্চ বধিষ্যামি সানুবন্ধাং সবান্ধবাম্॥ ২৬
কলুষেণাদ্য মহতা মেদিনী পরিমুচ্যতাম্।
অদ্যেমং সংযতং ক্রোধমসৎকারঞ্চ মানদ॥ ২৭
মোক্ষ্যামি শত্রুসৈন্যেষু কক্ষেষ্বিব হুতাশনম্।
অদ্যৈব চিত্রকূটস্য কাননং নিশিতৈঃ শরৈঃ॥ ২৮
ছিন্দন্ শত্রুশরীরাণি করিষ্যে শোণিতোক্ষিতম্।
শরৈর্নির্ভিন্নহৃদয়ান্ কুঞ্জরাংস্তুরগাংস্তথা॥ ২৯

করিয়া সকল দিক্ নিরীক্ষণপূর্ব্বক প্রথমতঃ পূর্ব্বদিকে দৃষ্টিক্ষেপ করিলেন, পরে উত্তরদিকে দৃষ্টিক্ষেপ করত হস্তি-অশ্ব-রথসমাকুল সুসজ্জিত পদাতিগণযুক্ত মহতী সেনা দেখিতে পাইলেন। তখন লক্ষ্মণ সেই অশ্ব-গজসম্পূর্ণ, রথধ্বজ-বিভূষিত সৈন্যগণই সেই শব্দের কারণ বুঝিতে পারিয়া বলিলেন, "আর্য্য! আপনি অগ্নি নির্ব্বাণ করুন এবং সীতা দেবী গুহা-মধ্যে প্রবেশ করিয়া থাকুন, আর ধনুর্ব্বাণ সকল সুসজ্জিত করত কবচ ধারণ করুন।" পুরুষপ্রবর রাম লক্ষ্মণকে প্রত্যুত্তরে কহিলেন, "সৌম্যদর্শন সুমিত্রানন্দন! এই সেনা কাহার বোধ হইতেছে, বিশেষরূপে দেখ।" রাম এইরূপ বলিলে, লক্ষ্মণ ক্রোধে অগ্নিতুল্য হইয়া সেই সেনাকে যেন দগ্ধ করিতে ইচ্ছা করত বলিলেন, "কৈকেয়ীপুত্র ভরত রাজ্যে অভিষিক্ত হইয়া নিষ্কণ্টকে রাজ্য ভোগ করিবার কামনায় আমাদিগকে বধ করিতে এখানে আসিতেছে।১১—১৭। ঐ যে উজ্জ্বলস্কন্ধ সুবৃহৎ সুন্দর বৃক্ষ রহিয়াছে, উহারই নিকটে রথমধ্যে কোবিদারধ্বজবিশিষ্ট ভরত বিরাজ করিতেছে। অশ্বারোহ সকল দ্রুতগামী অশ্বসমূহে আরোহণ করিয়া স্বেচ্ছানুসারে এই দিকেই আসিতেছে; ঐ সকল সাদিবেশী গজারোহিগণ হস্তিপৃষ্ঠে আরোহণপূর্ব্বক হৃষ্ট হইয়া শোভা পাইতেছে। বীর! আমরা ধনুর্গ্রহণপূর্ব্বক পর্ব্বতশিখর আশ্রয় করি, অথবা কবচ বন্ধনপূর্ব্বক সশস্ত্রে এই স্থানেই থাকি। রঘুবংশাবতংস! আপনি সীতাদেবী ও আমি, যাহার জন্য এই মহাবিপদ্‌গ্রস্ত হইয়াছি, সেই ভরত যুদ্ধে যদি আমাদের আয়ত্ত হয়, তবে আমি তাহাকে বিশেষরূপে দেখিব। রঘুবীর! যাহার জন্য আপনি অক্ষয় রাজ্য হইতে বঞ্চিত হইয়াছেন, সেই পরম শত্রু বধযোগ্য ভরত ঐ আসিতেছে। ভরতের বিনাশে আমি কিছু-মাত্র দোষ দেখি না; কারণ প্রথমাপরাধী ব্যক্তিকে নিহত করিয়া কোন ব্যক্তিই অধর্ম্মযুক্ত হয় না। ভরত পূর্ব্বে আমাদের অপকার করিয়াছে, তাহাকে নিধন করিলে বরং ধর্ম্মই হইবে; এই পরম শত্রু বিনষ্ট হইলে আপনি পরম সুখে সসাগরা পৃথিবী শাসন করিবেন। রাজ্যলুব্ধা কৈকেয়ী অদ্য, হস্তীদ্বারা ভগ্ন বৃক্ষের ন্যায়, নিজ পুত্রকে আমাকর্ত্তৃক যুদ্ধে নিহত দেখিয়া সাতিশয় দুঃখিতা হউক। বন্ধুর সহিত সবান্ধবা কৈকেয়ীকেও বধ করিব, তাহা হইলে ধরিত্রী আজ মহাপাপ হইতে মুক্ত হইবেন। মানদ! আমি এত কাল যে ক্রোধ সম্বরণ করিয়াছিলাম এবং কখন যাহার সৎকার করি নাই, তৃণমধ্যে অগ্নির ন্যায়, আজ আমি সেই ক্রোধকে শত্রুসৈন্যমধ্যে নিক্ষেপ করিব। আজিই আমি শাণিতশরসমূহদ্বারা শত্রু-শরীর ছিন্ন-ভিন্ন করত চিত্রকূটগিরির কাননকে রক্তাক্ত করিব।

শ্বাপদাঃ পরিকর্ষন্তু নরাংশ্চ নিহতান্ ময়া ।
শরাণাং ধনুষশ্চাহমনৃণোঽস্মিন্ মহারণে ॥ ৩০ ॥
সসৈন্যং ভরতং হত্বা ভবিষ্যামি ন সংশয়ঃ ॥ ৩১

ইত্যযোধ্যাকাণ্ডে ষণ্ণবতিতমঃ সর্গঃ ॥ ৯৬ ॥

সপ্তনবতিতমঃ সর্গঃ ।

সুসংরব্ধন্তু ভরতং লক্ষ্মণং ক্রোধমূর্চ্ছিতম্ ।
রামস্তু পরিসান্ত্ব্যাথ বচনঞ্চেদমব্রবীৎ ॥ ১
কিমত্র ধনুষা কার্য্যমসিনা বা সচর্ম্মণা ।
মহাবলে মহোৎসাহে ভরতে স্বয়মাগতে ॥ ২
পিতুঃ সত্যং প্রতিশ্রুত্য হত্বা ভরতমাহবে ।
কিং করিষ্যামি রাজ্যেন সাপবাদেন লক্ষ্মণ ॥ ৩
যদ্দ্রব্যং বান্ধবানাং বা মিত্রাণাং বা ক্ষয়ে ভবেৎ ।
নাহং তৎ প্রতিগৃহ্নীয়াং ভক্ষ্যান্ বিষকৃতানিব ॥ ৪
ধর্ম্মমর্থঞ্চ কামঞ্চ পৃথিবীঞ্চাপি লক্ষ্মণ ।
ইচ্ছামি ভবতামর্থে এতৎ প্রতিশৃণোমি তে ॥ ৫
ভ্রাতৃণাং সংগ্রহার্থঞ্চ সুখার্থঞ্চাপি লক্ষ্মণ ।
রাজ্যমপ্যহমিচ্ছামি সত্যেনায়ুধমালভে ॥ ৬

শ্বাপদেরা আমার বাণসমূহদ্বারা নির্ভিন্নহৃদয় হস্তী অশ্বগণকে, এবং আমাকর্ত্তৃক নিহত নরবৃন্দকে আকর্ষণ করুক। এই মহাসমরে সসৈন্য ভরতকে সংহার করিয়া আমি ধনুর্ব্বাণের ঋণ পরিশোধ করিব, সংশয় নাই। ১৮—৩০।

সপ্তনবতিতম সর্গ ।

অনন্তর রাম, ভরতের প্রতি যুদ্ধোদ্যত ও ক্রোধাচ্ছন্ন লক্ষ্মণকে সবিশেষ সান্ত্বনা করিয়া বলিলেন, "লক্ষ্মণ! মহা উৎসাহ-সম্পন্ন মহাবল ভরত স্বয়ং এখানে আসিলে ধনুই বা কি করিবে, অসি ও চর্ম্মদ্বারাই বা কি হইবে? আমি পিতৃসত্য পালনে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়া ভরতকে যুদ্ধে নিহত করিয়া লোকাপবাদপূর্ণ রাজ্য লইয়া কি করিব? বান্ধবগণের বিনাশে বা মিত্রগণের পরিক্ষয়ে যাহা পাওয়া যায়, বিষ-মিশ্রিত ভক্ষ্য দ্রব্যের ন্যায়, আমি তাহা গ্রহণের অভিলাষী নহি। লক্ষ্মণ! তোমাদিগের জন্যই আমি ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও পৃথিবীতে কামনা করিয়া থাকি। লক্ষ্মণ! আমি তোমার নিকট প্রতিজ্ঞা করিয়া বলিতেছি যে, আমি ভ্রাতাদিগের প্রতিপালন ও সুখসম্পাদনের নিমিত্তই রাজ্যলাভে বাসনা করি এবং সত্যধর্ম্মে থাকিয়া অস্ত্র ধারণ করিয়া থাকি।

নেয়ং মম মহী সৌম্য দুর্লভা সাগরাম্বরা ।
ন হীচ্ছেয়মধর্ম্মেণ শক্রত্বমপি লক্ষ্মণ ॥ ৭
যদ্বিনা ভরতং ত্বাঞ্চ শত্রুঘ্নঞ্চাপি মানদ ।
ভবেন্মম সুখং কিঞ্চিদ্ভস্ম তৎ কুরুতাং শিখী ॥ ৮
মন্যেঽহমাগতোঽযোধ্যাং ভরতো ভ্রাতৃবৎসলঃ ।
মম প্রাণৈঃ প্রিয়তরঃ কুলধর্ম্মমনুস্মরন্ ॥ ৯
শ্রুত্বা প্রব্রাজিতং মাং হি জটাবল্কলধারিণম্ ।
জানক্যা সহিতং বীর ত্বয়া চ পুরুষোত্তম ॥ ১০
স্নেহেনাক্রান্তহৃদয়ঃ শোকেনাকুলিতেন্দ্রিয়ঃ ।
দ্রষ্টুমভ্যাগতো হ্যেষ ভরতো নান্যথাগতঃ ॥ ১১
অম্বাঞ্চ কৈকেয়ীং রুষ্য পরুষঞ্চাপ্রিয়ং বদন্ ।
প্রসাদ্য পিতরং শ্রীমান্ রাজ্যং মে দাতুমাগতঃ ॥ ১২
প্রাপ্তকালং যদেষোঽস্মান্ ভরতো দ্রষ্টুমর্হতি ।
অস্মাসু মনসাপ্যেষ নাহিতং কিঞ্চিদাচরেৎ ॥ ১৩
বিপ্রিয়ং কৃতপূর্ব্বং তে ভরতেন কদা নু কিম্ ।
ঈদৃশং বা ভয়ং তেঽদ্য ভরতং যদ্বিশঙ্কসে ॥ ১৪
ন হি তে নিষ্ঠুরং বাচ্যো ভরতো নাপ্রিয়ং বচঃ ।
অহমপ্রিয়মুক্তঃ স্যাং ভরতস্যাপ্রিয়ে কৃতে ॥ ১৫

১—৬। প্রিয়দর্শন! এই সসাগরা ধরা কিছু আমার পক্ষে দুর্লভ নহে। লক্ষ্মণ! আমি অধর্ম্ম করিয়া ইন্দ্রত্ব লাভ করিতেও ইচ্ছা করি না। মানদ! ভরত তুমি এবং শত্রুঘ্ন বিনা আমার যে কিছু সুখ হয়, অগ্নি তাহা ভস্মসাৎ করুন। আমি বোধ করি, আমার প্রাণতুল্য প্রিয়তর ভ্রাতৃবৎসল ভরত, 'জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাই রাজ্যাধিকারী' এই কুলধর্ম্ম স্মরণ করিয়া মাতুলালয় হইতে অযোধ্যায় আসিয়াছেন। নরবর! আমি সীতা ও তোমার সহিত জটাবল্কল ধারণপূর্ব্বক বনবাসী হইয়াছি শুনিয়া ভরত স্নেহাকুলহৃদয় ও শোকবিহ্বল হইয়া আমাকে দেখিতেই এখানে আসিতেছেন, অন্য কোন অভিপ্রায়ে আইসেন নাই। ৭—১১। শ্রীমান্ ভরত, জননী কৈকেয়ীর প্রতি ক্রোধ প্রকাশপূর্ব্বক কটু বাক্য প্রয়োগ করত পিতাকে প্রসন্ন করিয়া আমাকে রাজ্য দান করিবার জন্যই আসিতেছেন! ভরত যখন আমাদিগকে এক্ষণ দর্শন করিতে আসিতেছেন, তখন ইনি মনেও কখন আমাদের প্রতি অহিতাচরণ সঙ্কল্প করেন, এমন বিশ্বাস হয় না। অদ্য যে ভরতের প্রতি তুমি আশঙ্কা করিতেছ, সেই ভরত পূর্ব্বে কখন কি তোমার কোন অপ্রিয় কার্য্য করিয়াছিলেন বা তাঁহাকে দেখিয়া তোমার কি এ প্রকার ভয় হইয়াছিল? ভরতকে নিষ্ঠুর বা অপ্রিয়-বাক্য বলা তোমার উচিত নহে, ভরতকে কোন অপ্রিয় কথা

কথং নু পুত্রাঃ পিতরং হন্যুঃ কস্যাঞ্চিদাপদি।
ভ্রাতা বা ভ্রাতরং হন্যাৎ সৌমিত্রে প্রাণমাত্মনঃ॥ ১৬
যদি রাজ্যস্য হেতোস্ত্বমিমাং বাচং প্রভাষসে।
বক্ষ্যামি ভরতং দৃষ্ট্বা রাজ্যমস্মৈ প্রদীয়তাম্॥ ১৭
উচ্যমানো হি ভরতো ময়া লক্ষ্মণ তদ্বচঃ।
রাজ্যমস্মৈ প্রযচ্ছেতি বাঢ়মিত্যেব মংস্যতে॥ ১৮
তথোক্তো ধর্ম্মশীলেন ভ্রাত্রা তস্য হিতে রতঃ।
লক্ষ্মণঃ প্রবিবেশেব স্বানি গাত্রাণি লজ্জয়া॥ ১৯
তদ্বাক্যং লক্ষ্মণঃ শ্রুত্বা ব্রীড়িতঃ প্রত্যুবাচ হ।
ত্বাং মন্যে দ্রষ্টুমায়াতঃ পিতা দশরথঃ স্বয়ম্॥ ২০
ব্রীড়িতং লক্ষ্মণং দৃষ্ট্বা রাঘবঃ প্রত্যুবাচ হ।
এষ মন্যে মহাবাহুরিহাস্মান্ দ্রষ্টুমাগতঃ॥ ২১
অথবা নৌ ধ্রুবং মন্যে মান্যমানঃ সুখোচিতৌ।
বনবাসমনুধ্যায় গৃহায় প্রতিনেষ্যতি॥ ২২
ইমাঞ্চাপ্যেষ বৈদেহীমত্যন্তসুখসেবিনীম্।
পিতা মে রাঘবঃ শ্রীমান্ বনাদাদায় যাস্যতি॥ ২৩
এতৌ তৌ সম্প্রকাশেতে গোত্রবন্তৌ মনোরমৌ।
বায়ুবেগসমৌ বীরৌ জবনৌ তুরগোত্তমৌ॥ ২৪

স এষ সুমহাকায়ঃ কম্পতে বাহিনীমুখে।
নাগঃ শত্রুঞ্জয়ো নাম বৃদ্ধস্তাতস্য ধীমতঃ॥ ২৫
ন তু পশ্যামি তচ্ছত্রং পাণ্ডুরং লোকবিশ্রুতম্।
পিতুর্দিব্যং মহাভাগ সংশয়ো ভবতীহ মে॥ ২৬
বৃক্ষাগ্রাদবরোহ ত্বং কুরু লক্ষ্মণ মদ্বচঃ।
ইতীব রামো ধর্ম্মাত্মা সৌমিত্রিং তমুবাচ হ॥ ২৭
অবতীর্য্য তু সালাগ্রাৎ তস্মাৎ স সমিতিঞ্জয়ঃ।
লক্ষ্মণঃ প্রাঞ্জলির্ভূত্বা তস্থৌ রামস্য পার্শ্বতঃ॥ ২৮
ভরতেনাথ সন্দিষ্টা সম্মর্দ্দো ন ভবেদিতি।
সমন্তাৎ তস্য শৈলস্য সেনা বাসমকল্পয়ৎ॥ ২৯
অধ্যর্দ্ধমিক্ষ্বাকুচমূর্যোজনং পর্ব্বতস্য হ।
পার্শ্বে ন্যবিশদাবৃত্য গজবাজিনরাকুলা॥ ৩০
সা চিত্রকূটে ভরতেন সেনা
ধর্ম্মং পুরস্কৃত্য বিধূয় দর্পম্।
প্রসাদনার্থং রঘুনন্দনস্য
বিরোচতে নীতিমতা প্রণীতা॥ ৩১

ইত্যযোধ্যাকাণ্ডে সপ্তনবতিতমঃ সর্গঃ॥ ৯৭॥

বলিলে, তাহা আমাকেই বলা হইবে। সৌমিত্রে! কোন বিপৎকালেও কি পুত্রেরা পিতাকে কিংবা ভ্রাতা আপন প্রাণসম ভ্রাতাকে বিনষ্ট করিতে পারে? রাজ্যের নিমিত্ত যদি তুমি এই কথা বলিয়া থাক, তবে আমি ভরতকে বলিব যে 'ইহাকেই রাজ্য দেও।' লক্ষ্মণ! আমি ভরতকে 'ইহাকেই রাজ্য দান কর' বলিলে ভরত তাহা অবশ্যই স্বীকার করিবেন।" ১২—১৮। ধার্ম্মিক ভ্রাতা হিত-কার্য্যে অনুরক্ত লক্ষ্মণকে এইরূপ বলিলে লক্ষ্মণ লজ্জায় সঙ্কুচিত হইয়া যেন স্বীয় গাত্রে প্রবেশ করিলেন। লক্ষ্মণ রামের কথা শুনিয়া লজ্জিতভাবে প্রত্যুত্তর করিলেন, "বোধ হয়, পিতা দশরথ স্বয়ং আপনাকে দেখিতে আসিতেছেন।" রাম, লক্ষ্মণকে লজ্জিত দেখিয়া তাঁহার লজ্জা-নিবারণমানসে তাঁহার বাক্যে অনুমোদন করত কহিলেন, "আমারও বোধ হইতেছে মহাবাহু পিতা আমাদিগকে দেখিবার জন্য এখানে আসিতেছেন; অথবা ইহাই নিশ্চয় বোধ হয়, পিতা আমাদিগকে সুখভোগী বিবেচনা করিয়া, বনবাস নিতান্ত কষ্টকর বোধে আমাদিগকে গৃহে লইয়া যাইবেন। শ্রীমান্ রঘুকুলোদ্ভব আমার পিতা, নিরতসুখসেবিনী এই বিদেহরাজ-নন্দিনীকে বন হইতে নিশ্চয়ই গৃহে লইয়া যাইবেন। এই সেই প্রশস্তকুলোৎপন্ন বায়ুসম দ্রুতগামী বলিষ্ঠ উৎকৃষ্ট তুরঙ্গমদ্বয় দেখা যাইতেছে। এই সেই ধীমান্ পিতার শত্রুঞ্জয়নামা মহাকায় প্রাচীন হস্তী সৈন্যগণের অগ্রভাগে আসিতেছে। ১৯—২৫। কিন্তু পিতার সেই লোকবিখ্যাত পাণ্ডুরবর্ণ দিব্য ছত্র দেখিতেছি না; অতএব আমার ইহাতে সংশয় হইতেছে। লক্ষ্মণ! তুমি এ শঙ্কা পরিত্যাগ করিয়া বৃক্ষ হইতে অবরোহণ কর, আমার বাক্য প্রতিপালন কর।" ধর্ম্মাত্মা রাম সেই বৃক্ষাগ্রস্থিত সুমিত্রানন্দনকে এই কথা বলিলে, সমর-বিজয়ী লক্ষ্মণ, সেই তরু-শীর্ষ হইতে অবরোহণ-পূর্ব্বক কৃতাঞ্জলি হইয়া রামের পার্শ্বে দণ্ডায়মান রহিলেন। পরে ভরত সৈন্যগণকে "দেখ, যেন শ্রীরামের কোন প্রকার আশ্রমপীড়া না হয়" এইরূপ আদেশ করিলে সৈন্যগণ সেই চিত্রকূটপর্ব্বতের চারিদিকে দূরভাগে বাসস্থান কল্পনা করিল। সেই গজবাজি-নর-সমাকুলা ইক্ষ্বাকুসেনা পর্ব্বতের পার্শ্বে সার্দ্ধযোজন-পরিমাণ স্থান ব্যাপিয়া অবস্থান করিতে লাগিল। রঘু-নন্দন রামের প্রসাদনার্থ দর্পপরিহারপূর্ব্বক মনে মনে ধর্ম্মকে অগ্রবর্ত্তী করিয়া নীতিজ্ঞ ভরতকর্ত্তৃক শিক্ষিত সেই সৈন্য সাতিশয় শোভা পাইতে লাগিল। ২৬—৩১।

অষ্টনবতিতমঃ সর্গঃ।

নিবেশ্য সেনান্তু বিভুঃ পদ্ভ্যাং পাদবতাং বরঃ।
অভিগন্তুং স কাকুৎস্থমিয়েষ গুরুবর্ত্তকম্॥ ১
নিবিষ্টমাত্রে সৈন্যে তু যথোদ্দেশং বিনীতবৎ।
ভরতো ভ্রাতরং বাক্যং শত্রুঘ্নমিদমব্রবীৎ॥ ২
ক্ষিপ্রং বনমিদং সৌম্য নরসঙ্ঘৈঃ সমন্ততঃ।
লুব্ধৈশ্চ সহিতৈরেভিস্ত্বমন্বেষিতুমর্হসি॥ ৩
গুহো জ্ঞাতিসহস্রেণ শরচাপাসিপাণিনা।
সমন্বেষতু কাকুৎস্থাবস্মিন্ পরিবৃতঃ স্বয়ম্॥ ৪
অমাত্যৈঃ সহ পৌরৈশ্চ গুরুভিশ্চ দ্বিজাতিভিঃ।
সহ সর্ব্বং চরিষ্যামি পদ্ভ্যাং পরিবৃতঃ স্বয়ম্॥ ৫
যাবন্ন রামং দ্রক্ষ্যামি লক্ষ্মণং বা মহাবলম্।
বৈদেহীং বা মহাভাগাং ন মে শান্তির্ভবিষ্যতি॥ ৬
যাবন্ন চন্দ্রসঙ্কাশং তদ্দ্রক্ষ্যামি শুভাননম্।
ভ্রাতুঃ পদ্মবিশালাক্ষং ন মে শান্তির্ভবিষ্যতি॥ ৭
সিদ্ধার্থঃ খলু সৌমিত্রির্যশ্চন্দ্রবিমলোপমম্।
মুখং পশ্যতি রামস্য রাজীবাক্ষং মহাদ্যুতিম্॥ ৮
যাবন্ন চরণৌ ভ্রাতুঃ পার্থিবব্যঞ্জনান্বিতৌ।
শিরসা প্রগ্রহীষ্যামি ন মে শান্তির্ভবিষ্যতি॥ ৯
যাবন্ন রাজ্যে রাজ্যার্হঃ পিতৃপৈতামহে স্থিতঃ।
অভিষেকজলক্লিন্নো ন মে শান্তির্ভবিষ্যতি॥ ১০
কৃতকৃত্যা মহাভাগা বৈদেহী জনকাত্মজা।
ভর্ত্তারং সাগরান্তায়াঃ পৃথিব্যা যানুগচ্ছতি॥ ১১
সুশুভশ্চিত্রকূটোঽসৌ গিরিরাজসমো গিরিঃ।
যস্মিন্ বসতি কাকুৎস্থঃ কুবের ইব নন্দনে॥ ১২
কৃতকার্য্যমিদং দুর্গং বনং ব্যালনিষেবিতম্।
যদধ্যাস্তে মহারাজো রামঃ শস্ত্রভৃতাং বরঃ॥ ১৩
এবমুক্ত্বা মহাবাহুর্ভরতঃ পুরুষর্ষভঃ।
পদ্ভ্যামেব মহাতেজাঃ প্রবিবেশ মহদ্বনম্॥ ১৪
স তানি দ্রুমজালানি জাতানি গিরিসানুষু।
পুষ্পিতাগ্রাণি মধ্যেন জগাম বদতাং বরঃ॥ ১৫
স গিরেশ্চিত্রকূটস্য সালমারুহ্য সত্বরম্।
রামাশ্রমগতস্যাগ্নের্দদর্শ ধ্বজমুচ্ছ্রিতম্॥ ১৬
তং দৃষ্ট্বা ভরতঃ শ্রীমান্ মুমোদ সহবান্ধবঃ।
অত্র রাম ইতি জ্ঞাত্বা গতঃ পারমিবাম্ভসঃ॥ ১৭
স চিত্রকূটে তু গিরৌ নিশম্য
রামাশ্রমং পুণ্যজনোপপন্নম্।

অষ্টনবতিতম সর্গ।

পুরুষপ্রবর প্রভু ভরত, সৈন্য-সন্নিবেশ করিয়া গুরুশুশ্রূষাপরায়ণ রামের নিকটে পদব্রজে যাইতে ইচ্ছা করিলেন। সৈন্যগণ যথাস্থানে সন্নিবিষ্ট হইবা-মাত্র ভরত, বিনীত ভ্রাতা শত্রুঘ্নকে বলিলেন, "প্রিয়-দর্শন! সকল লোকের সহিত এবং সন্নিহিত এই সকল গুহভৃত্য নিষাদগণের সহিত ত্বরায় চারিদিকে এই বন অন্বেষণ কর। গুহ স্বয়ং ধনুর্ব্বাণ ও অসি-ধারী সহস্রজ্ঞাতিদ্বারা পরিবেষ্টিত হইয়া এই কাননে রাম-লক্ষ্মণকে অন্বেষণ করুন। আমিও পুরবাসীদিগের সহিত সমবেত, অমাত্য ও ব্রাহ্মণগণের সহিত মিলিত এবং গুরুকুলকর্ত্তৃক পরিবৃত হইয়া পদব্রজে বনের সর্ব্বত্র অন্বেষণ করিয়া বেড়াইব। ১—৫। আমি যতক্ষণ রামকে বা মহাবল লক্ষ্মণকে অথবা মহাভাগা জনক-নন্দিনীকে দেখিব না, ততক্ষণ আমার মনের শান্তি হইবে না। আমি যে পর্য্যন্ত ভ্রাতার সেই পদ্মসম বিশাললোচন, চন্দ্রতুল্য শোভন বদন দেখিব না, ততক্ষণ আমার দুঃখ দূর হইবে না। যিনি কমল-লোচন রামচন্দ্রের অতি রমণীয় বিমল চন্দ্রতুল্য মুখ-মণ্ডল দেখিতেছেন, সেই লক্ষ্মণই ধন্য! আমি যে পর্য্যন্ত ভ্রাতার ধ্বজ-বজ্র-ছত্র-রেখাদি-রাজচিহ্নাঙ্কিত পদদ্বয় মস্তকে ধরিব না, সে পর্য্যন্ত আমার দুঃখ দূর হইবে না। রাজ্যভোগে একান্ত উপযুক্ত ভ্রাতা যে পর্য্যন্ত পিতৃপিতামহরাজ্যে থাকিয়া অভিষেক-সলিলে স্নাত না হইবেন, সে পর্য্যন্ত আমার দুঃখ দূর হইবে না। ৬—১০। যিনি সসাগরা ধরণীর অধিপতি পতির অনুগমন করিয়াছেন, সেই মহাভাগা জনকনন্দিনী সীতাই ধন্যা! নন্দনকাননে কুবেরের ন্যায় রাম যথায় বাস করিতেছেন, হিমালয়সদৃশ সেই এই চিত্রকূটপর্ব্বত অতিশয় সৌভাগ্যশালী। শ্বাপদ-নিষেবিত এই নিবিড় কাননও কৃতার্থ, যাহাতে শস্ত্রিবর মহারাজ রামচন্দ্র বসতি করিতেছেন।" ১১—১৩। পুরুষশ্রেষ্ঠ মহাতেজস্বী মহাবাহু ভরত, এইরূপ বলিয়া পদব্রজেই দুর্গম বনে প্রবেশ করিলেন। সেই বাগ্মিশ্রেষ্ঠ শৈলসানুজাত সেই সমস্ত পুষ্পিতাগ্র-তরুশ্রেণীর মধ্য দিয়া যাইতে লাগিলেন। তিনি সত্বর রামাশ্রমের সন্নিহিত চিত্রকূটপর্ব্বতের শালবৃক্ষে আরোহণ করিয়া শ্রীরামের আশ্রমস্থ অগ্নি হইতে উত্থিত ধূমশিখা দেখিতে পাইলেন। শ্রীমান্ ভরত সেই ধূম দেখিয়া বান্ধবগণের সহিত হৃষ্ট হইলেন এবং 'এই স্থানেই রাম অবস্থিত করিতেছেন' ইহা জানিয়া যেন সাগরপারে গমন করিলেন। মহাত্মা ভরত, চিত্রকূটপর্ব্বতে তপস্বিগণসেবিত রামের আশ্রম

গুহেন সার্দ্ধং ব৷ ধ   গাম
পুনর্নিবেশ্যৈব চমূং মহাত্মা॥ ১৮

ইত্যযোধ্যাকাণ্ডে অষ্টনবতিতমঃ সর্গঃ॥ ৯৮॥

নবনবতিতমঃ সর্গঃ।

নিবিষ্টায়াস্তু সেনায়ামুৎসুকো ভরতস্ততঃ।
জগাম ভ্রাতরং দ্রষ্টুং শত্রুঘ্নমনুদর্শয়ন্॥ ১
ঋষিং বসিষ্ঠং সন্দিশ্য মাতৄর্মে শীঘ্রমানয়।
ইতি ত্বরিতমগ্রে স জগাম গুরুবৎসলঃ॥ ২
সুমন্ত্রস্ত্বপি শত্রুঘ্নমদূরাদন্বপদ্যত।
রামদর্শনজস্তর্ষো ভরতস্যেব তস্য চ॥ ৩
গচ্ছন্নেবাথ ভরতস্তাপসালয়সংস্থিতাম্।
ভ্রাতুঃ পর্ণকুটীং শ্রীমানুটজঞ্চ দদর্শ হ॥ ৪
শালায়াস্ত্বগ্রতস্তস্যা দদর্শ ভরতস্তদা।
কাষ্ঠানি চাবভগ্নানি পুষ্পাণ্যুপচিতানি চ॥ ৫
স লক্ষ্মণস্য রামস্য দদর্শাশ্রমমেয়ুষঃ।
কৃতং বৃক্ষেষ্বভিজ্ঞানং কুশচীরৈঃ ক্বচিৎ ক্বচিৎ॥ ৬
দদর্শ ভবনে তস্মিন্ মহতঃ সঞ্চয়ান্ কৃতান্।
মৃগাণাং মহিষাণাঞ্চ করীষৈঃ শীতকারণাৎ॥ ৭
গচ্ছন্নেব মহাবাহুর্দ্যুতিমান্ ভরতস্তদা।
শত্রুঘ্নঞ্চাব্রবীদ্ধৃষ্টস্তানমাত্যাংশ্চ সর্ব্বশঃ॥ ৮
মন্যে প্রাপ্তাঃ স্ম তং দেশং ভরদ্বাজো যমব্রবীৎ।
নাতিদূরে হি মন্যেঽহং নদীং মন্দাকিনীমিতঃ॥ ৯
উচ্চৈর্ব্বদ্ধানি চীরাণি লক্ষ্মণেন ভবেদয়ম্।
অভিজ্ঞানকৃতঃ পন্থা বিকালে গন্তুমিচ্ছতা॥ ১০
ইতশ্চোদাত্তদন্তানাং কুঞ্জরাণাং তরস্বিনাম্।
শৈলপার্শ্বে পরিক্রান্তমন্যোন্যমভিগর্জ্জতাম্॥ ১১
যমেবাধাতুমিচ্ছন্তি তাপসাঃ সততং বনে।
তস্যাসৌ দৃশ্যতে ধূমঃ সঙ্কুলঃ কৃষ্ণবর্ত্মনঃ॥ ১২
অত্রাহং পুরুষব্যাঘ্রং গুরুসংকারকারিণম্।
আর্য্যং দ্রক্ষ্যামি সংহৃষ্টং মহর্ষিমিব রাঘবম্॥ ১৩
অথ গত্বা মুহূর্ত্তন্তু চিত্রকূটং স রাঘবঃ।
মন্দাকিনীমনুপ্রাপ্তস্তং জনঞ্চেদমব্রবীৎ॥ ১৪
জগত্যাং পুরুষব্যাঘ্র আস্তে বীরাসনে রতঃ।
জনেন্দ্রো নির্জনং প্রাপ্য ধিঙ্মে জন্ম সজীবিতম্॥ ১৫
মৎকৃতে ব্যসনং প্রাপ্তো লোকনাথো মহাদ্যুতিঃ।
সর্ব্বান্ কামান্ পরিত্যজ্য বনে বসতি রাঘবঃ॥ ১৬
ইতি লোকসমাকৃষ্টঃ পাদেষ্বদ্য প্রসাদয়ন্।

জাত হইয়া আশ্রম অন্বেষণার্থ নিয়োজিত সৈন্যগণকে পুনরায় সন্নিবেশিত করিয়া ত্বরায় গুহের সহিত গমন করিলেন। ১৪—১৮।

নবনবতিতম সর্গ।

পরে সেনা সন্নিবিষ্ট হইলে ভরত, ভ্রাতাকে দেখিবার জন্য অতিশয় উৎকণ্ঠিত হইয়া শত্রুঘ্নকে রামাশ্রমের চিহ্নসকল দেখাইয়া চলিলেন। "আমার মাতৃগণকে শীঘ্র আনয়ন করুন," বসিষ্ঠ ঋষিকে ইহা বলিয়া অগ্রেই সেই গুরুবৎসল ভরত সত্বর-গমনে প্রবৃত্ত হইলেন। ভরতের ন্যায় শত্রুঘ্ন ও সুমন্ত্র রামকে দেখিবার জন্য একান্ত অভিলাষী হইয়াছিলেন; সুতরাং সুমন্ত্রও শত্রুঘ্নের অদূরে অনুধাবন করিলেন। ১—৩। পরে শ্রীমান্ ভরত, যাইতে যাইতে মুনিগণের আলয়তুল্য বহির্দ্দেশে ভ্রাতার পর্ণশালা এবং অভ্যন্তরে সীতার বাসোপযুক্ত কাষ্ঠনির্ম্মিত ভিত্তি ও কপাটসমন্বিত পর্ণকুটীর দেখিতে পাইলেন। তৎকালে ভরত পর্ণশালার উপরিভাগে হোমার্থ সঞ্চিত কাষ্ঠভার ও পূজার জন্য পুষ্পচয় দেখিলেন। তিনি রাম ও লক্ষ্মণের আশ্রমে আগমনার্থ কোন কোন স্থানে বৃক্ষমধ্যে কুশচীরদ্বারা কৃত চিহ্ন দেখিতে পাইলেন; সেই গৃহে শীত-নিবারণমানসে রাশীকৃত মৃগ ও মহিষের করীষ-সঞ্চয় দেখিলেন। সুধীর মহাবাহু ভরত, তখন যাইতে যাইতেই সানন্দচিত্তে শত্রুঘ্নকে ও সেই অমাত্যদিগকে বলিলেন, "ভরদ্বাজ যে স্থানের কথা বলিয়াছিলেন, বোধ হয় আমরা তথায় আসিয়াছি, মন্দাকিনী নদী এই স্থান হইতে নিকটেই থাকিতে পারে। অসময়ে জলাদি-আহরণার্থ গমনেচ্ছু লক্ষ্মণ-কর্ত্তৃক উচ্চস্থানে যে চীর বসন বদ্ধ হইয়াছে তাহাতে বোধ হয়, পথ জানিবার জন্য ইহা করা হইয়াছে; শৈলপার্শ্বে পরস্পর গর্জ্জনকারী মহাদন্ত বলবত্তর হস্তিগণের এই গমনপথ এবং তাপসেরা সন্ধ্যাকালে ও প্রাতঃকালে বনমধ্যে যে অগ্নিতে আহুতি দান করিতে ইচ্ছা করেন, সেই হুতাশনের এই সঙ্কুল ধূম দেখা যাইতেছে। এই স্থানে আমি গুরুর সংকারকারী মহর্ষির ন্যায় সংহৃষ্ট, পুরুষপ্রবর আর্য্য রামকে দেখিব। ৪—১৩। পরে সেই রঘুকুলোদ্ভব ভরত মুহূর্ত্তকাল গমনপূর্ব্বক মন্দাকিনী নদীর সন্নিহিত চিত্রকূটে উপস্থিত হইয়া সেই সকল অমাত্য প্রভৃতিকে বলিলেন, "এই ভূমণ্ডলে যাহা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ পুরুষ আর কেহই নাই, সেই নরনাথ রাম নির্জ্জন বনে যোগীর আসনে উপবেশন করিতে অনুরক্ত রহিয়াছেন; সুতরাং আমার জন্মেও ধিক্! মহাদ্যুতি লোকনাথ রাম আমার জন্যই বিপদ্‌গ্রস্ত হইয়া সকল কামনা পরিত্যাগপূর্ব্বক বনমধ্যে বাস করিতেছেন,—এইরূপে আমি

রামং তস্য পতিষ্যামি সীতায়া লক্ষ্মণস্য চ ॥ ১৭
এবং স বিলপংস্তস্মিন্ বনে দশরথাত্মজঃ।
দদর্শ মহতীং পুণ্যাং পর্ণশালাং মনোরমাম্ ॥ ১৮
সালতালাশ্বকর্ণানাং পর্ণৈর্বহুভিরাবৃতাম্।
বিশালাং মৃদুবিস্তীর্ণাং পুষ্পৈর্বেদিমিবাধ্বরে ॥ ১৯
শক্রায়ুধনিকাশৈশ্চ কার্ম্মুকৈর্ভারসাধনৈঃ।
রুক্মপৃষ্ঠৈর্মহাসারৈঃ শোভিতাং শত্রুবাধকৈঃ ॥ ২০
অর্করশ্মিপ্রতীকাশৈর্ঘোরৈস্তূণগতৈঃ শরৈঃ।
শোভিতাং দীপ্তবদনৈঃ সর্পৈর্ভোগবতীমিব ॥ ২১
মহারজতবাসোভ্যামসিভ্যাঞ্চ বিরাজিতাম্।
রুক্মবিন্দুবিচিত্রাভ্যাং চর্ম্মভ্যাঞ্চাপিশোভিতাম্ ॥ ২২
গোধাঙ্গুলিত্রৈরাসক্তৈশ্চিত্রৈঃ কাঞ্চনভূষিতৈঃ।
অরিসঙ্ঘৈরনাধৃষ্যাং মৃগৈঃ সিংহগুহামিব ॥ ২৩
প্রাগুদক্প্রবণাং বেদিং বিশালাং দীপ্তপাবকাম্।
দদর্শ ভরতস্তত্র পুণ্যাং রামনিবেশনে ॥ ২৫
নিরীক্ষ্য স মুহূর্ত্তন্তু দদর্শ ভরতো গুরুম্।
উটজে রামমাসীনং জটামণ্ডলধারিণম্ ॥ ২৫
কৃষ্ণাজিনধরং তন্তু চীরবল্কলবাসসম্।
দদর্শ রামমাসীনমভিতঃ পাবকোপমম্ ॥ ২৬
সিংহস্কন্ধং মহাবাহুং পুণ্ডরীকনিভেক্ষণম্।
পৃথিব্যাঃ সাগরান্তায়া ভর্ত্তারং ধর্ম্মচারিণম্ ॥ ২৭
উপবিষ্টং মহাবাহুং ব্রহ্মাণমিব শাশ্বতম্।
স্থণ্ডিলে দর্ভসংস্তীর্ণে সীতয়া লক্ষ্মণেন চ ॥ ২৮
তং দৃষ্ট্বা ভরতঃ শ্রীমান্ দুঃখমোহপরিপ্লুতঃ।
অভ্যধাবত ধর্ম্মাত্মা ভরতঃ কৈকয়ীসুতঃ ॥ ২৯
দৃষ্ট্বৈব বিললাপার্ত্তো বাষ্পসন্দিগ্ধয়া গিরা।
অশক্নুবন্ ধারয়িতুং ধৈর্য্যাদ্বচনমব্রুবন্ ॥ ৩০
যঃ সংসদি প্রকৃতিভির্ভবেদ্যুক্ত উপাসিতুম্।
বন্যৈর্মৃগৈরুপাসীনঃ সোহয়মাস্তে মমাগ্রজঃ ॥ ৩১
বাসোভির্বহুসাহস্রৈর্যো মহাত্মা পুরোচিতঃ।
মৃগাজিনে সোহয়মিহ প্রবস্তে ধর্ম্মমাচরন্ ॥ ৩২
অধারয়দ্যো বিবিধাশ্চিত্রাঃ সুমনসঃ সদা।
সোহয়ং জটাভারমিমং সহতে রাঘবঃ কথম্ ॥ ৩৩
যস্য যজ্ঞৈর্যথাদিষ্টৈর্যুক্তো ধর্ম্মস্য সঞ্চয়ঃ।
শরীরক্লেশসম্ভূতং স ধর্ম্মং পরিমার্গতে ॥ ৩৪
চন্দনেন মহার্হেণ যস্যাঙ্গমুপসেবিতম্।
মলেন তস্যাঙ্গমিদং কথমার্য্যস্য সেব্যতে ॥ ৩৫
মন্নিমিত্তমিদং দুঃখং প্রাপ্তো রামঃ সুখোচিতঃ।

লোকনিন্দিত হইয়াছি ; অতএব আজ রামকে প্রসন্ন করিয়া তাঁহার পদতলে এবং সীতা ও লক্ষ্মণের চরণে পতিত হইব।" ১৪—১৭। দশরথতনয় ভরত সেই বনে এইরূপ বিলাপ করত অতি বিস্তীর্ণ, মনোহর, পবিত্র পর্ণকুটীর দেখিলেন। যজ্ঞস্থলে বেদী যেমন পুষ্পাকীর্ণ থাকে, তেমনি কোমলভাবে বিস্তীর্ণ এই বিশাল পর্ণকুটীর শাল, তাল ও অশ্বকর্ণপত্রদ্বারা আবৃত এবং বৈরিবারক, স্বর্ণ-পৃষ্ঠ, মহাসার ভার-সাধন ইন্দ্রধনুতুল্য কার্ম্মুকসমূহে সুশোভিত রহিয়াছে। ভোগবতী যেমন প্রদীপ্তমুখ ভুজঙ্গদ্বারা শোভিত থাকে, সেইরূপ সূর্য্যরশ্মি-প্রতিম তূণীস্থ ঘোরতর শরসমূহ-দ্বারা সুশোভিত, স্বর্ণাবরণ অসি-যুগলদ্বারা বিরাজিত, এবং স্বর্ণবিন্দুবিচিত্রিত চর্ম্মদ্বয়দ্বারা সম্যক্ শোভিত রহিয়াছে। বিচিত্র সুবর্ণভূষিত গোধা ও অঙ্গুলিত্র-দ্বারা সুসজ্জিত সেই পর্ণকুটীর সিংহের গুহা যেমন মৃগগণের অনাক্রমণীয়, তেমনি শত্রুসমূহের অনভি-ভবনীয় হইয়াছে। ১৮—২৩। ভরত সেই রাম-ভবনে প্রদীপ্ত অগ্নিসমন্বিত, ঈশানকোণভাগে নিম্ন, পবিত্র বৃহৎ বেদী দেখিতে পাইলেন। ভরত মুহূর্ত্তকাল তাহা দেখিয়া কুটীরে উপবিষ্ট জটামণ্ডল-ধারী জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা রামকে দেখিলেন। তিনি দেখিলেন —সেই কৃষ্ণসার-মৃগচর্ম্মধারী, চীরবল্কলপরিধায়ী, অগ্নিতুল্য তেজস্বী, সিংহস্কন্ধ, মহাবাহু, কমল-লোচন, সসাগরা পৃথিবীর পতি, ধর্ম্মচারী, হিরণ্যগর্ভ-সদৃশ রাম, সীতা ও লক্ষ্মণের সমীপে কুশাস্তরণযুক্ত মৃত্তিকায় বসিয়া আছেন। শ্রীমান্ ধার্ম্মিক কৈকেয়ী-পুত্র ভরত তাঁহাকে দেখিয়া, দুঃখে ও মোহে আচ্ছন্ন হইয়া তদভিমুখে ধাবমান হইলেন। দেখিবামাত্রই দুঃখার্ত্ত হইয়া ধৈর্য্যাবলম্বন করত সেই দুঃখ রোধ করিতে অসামর্থ্যবশতঃ বাষ্পাকুল-বচনে ব্যক্ত বাক্য উচ্চারণ করিতে না পারিয়া বিলাপ করিতে লাগিলেন। ২৪—৩০। "যিনি সভামধ্যে অমাত্য-প্রভৃতিকর্ত্তৃক উপাসিত হইবার উপযুক্ত, আমার এই সেই জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা বন্য মৃগগণের সহিত বসিয়া রহিয়াছেন। যে মহাত্মা পুরমধ্যে মহামূল্য বসন পরিধান করিতেন, তিনিই এ স্থানে পিতৃসত্যপালন-ধর্ম্ম আচরণ করত মৃগচর্ম্ম পরিধান করিতেছেন। যিনি সদাই বিবিধ বিচিত্র পুষ্প ধারণ করিতেন, সেই রাম এই জটাভার কিরূপে সহ্য করিতেছেন। শাস্ত্রবিহিত যজ্ঞদ্বারা যাঁহার ধর্ম্ম অর্জ্জন করা উচিত ছিল, তিনি দৈহিক ক্লেশ-দ্বারা যাহা উৎপন্ন হয়, সেই ধর্ম্মকে অন্বেষণ করিতে-ছেন। মহার্হ চন্দনে যাঁহার অঙ্গ অনুলিপ্ত হইত, সেই আর্য্যের এই অঙ্গ কিরূপে ধূলিসমূহদ্বারা মলিন হইতেছে। সুখসেবী রাম আমার জন্যই এই দুঃখ

ধিগ্‌জীবিতং নৃশংসস্য মম লোকবিগর্হিতম্॥ ৩৬
ইত্যেবং বিলপন্ দীনঃ প্রস্বিন্নমুখপঙ্কজঃ।
পাদাবপ্রাপ্য রামস্য পপাত ভরতো রুদন্॥ ৩৭
দুঃখাভিতপ্তো ভরতো রাজপুত্রো মহাবলঃ।
উক্ত্বার্য্যেতি সকৃদ্দীনং পুনর্নোবাচ কিঞ্চন॥ ৩৮
বাষ্পৈঃ পিহিতকণ্ঠশ্চ প্রেক্ষ্য রামং যশস্বিনম্।
আর্য্যেত্যেবাভিসংক্রুশ্য ব্যাহর্ত্তুং নাশকৎ ততঃ॥ ৩৯
শত্রুঘ্নশ্চাপি রামস্য ববন্দে চরণৌ রুদন্।
তাবুভৌ চ সমালিঙ্গ্য রামোঽপ্যশ্রূণ্যবর্ত্তয়ৎ॥ ৪০

তত্তঃ সুমন্ত্রেণ গুহেন চৈব
সমীয়তূ রাজসুতাবরণ্যে।
দিবাকরশ্চৈব নিশাকরশ্চ
যথাম্বরে শুক্রবৃহস্পতিভ্যাম্॥ ৪১
তান্ পার্থিবান্ বারণযূথবাহান্
সমাগতাংস্তত্র মহত্যরণ্যে।
বনৌকসস্তেঽভিসমীক্ষ্য সর্ব্বে
ত্বশ্রূণ্যমুঞ্চন্ প্রবিহায় হর্ষম্॥ ৪২

ইত্যযোধ্যাকাণ্ডে নবনবতিতমঃ সর্গঃ॥ ৯৯॥

—

শততমঃ সর্গঃ।

জটিলং চীরবসনং প্রাঞ্জলিং পতিতং ভুবি।
দদর্শ রামো দুর্দ্দর্শং যুগান্তে ভাস্করং যথা॥ ১
কথঞ্চিদভিবিজ্ঞায় বিবর্ণবদনং কৃশম্।
ভ্রাতরং ভরতং রামঃ পরিজগ্রাহ পাণিনা॥ ২
আঘ্রায় রামস্তং মূর্দ্ধ্নি পরিষ্বজ্য চ রাঘবম্।
অঙ্কে ভরতমারোপ্য পর্য্যপৃচ্ছত সাদরম্॥ ৩
ক্ব নু তেঽভূৎ পিতা তাত যদরণ্যং ত্বমাগতঃ।
নহি ত্বং জীবতস্তস্য বনমাগন্তুমর্হসি॥ ৪
চিরস্য বত পশ্যামি দূরাদ্ভরতমাগতম্।
দুষ্প্রতীকমরণ্যেঽস্মিন্ কিং তাত বনমাগতঃ॥ ৫
কচ্চিন্ন ধরতে তাত রাজা যৎ ত্বমিহাগতঃ।
কচ্চিন্ন দীনঃ সহসা রাজা লোকান্তরং গতঃ॥ ৬
কচ্চিৎ সৌম্য ন তে রাজ্যং ভ্রষ্টং বালস্য শাশ্বতম্।
কচ্চিচ্ছুশ্রূষসে তাত পিতুঃ সত্যপরাক্রম॥ ৭
কচ্চিদ্দশরথো রাজা কুশলী সত্যসঙ্গরঃ।
রাজসূয়াশ্বমেধানামাহর্ত্তা ধর্ম্মনিশ্চিতঃ॥ ৮
স কচ্চিদ্‌ব্রাহ্মণো বিদ্বান্ ধর্ম্মনিত্যো মহাদ্যুতিঃ।

পাইয়াছেন, আমি অতি নিষ্ঠুর, আমার লোকনিন্দিত এ জীবনে ধিক্।"৩১—৩৬। দুঃখিত হইয়া এইরূপ বিলাপ করিতে করিতে ভরতের মুখকমল মলিন হইল, তিনি রোদন করিতে করিতে রামের পদ-যুগল প্রাপ্ত না হইয়াই পতিত হইলেন। মহাবল রাজকুমার ভরত দুঃখাক্রান্ত হইয়া দীনভাবে একবারমাত্র 'আর্য্য' এই কথা উচ্চারণ করিয়া পুনরায় আর কোন কথাই বলিতে পারিলেন না; তাঁহার কণ্ঠ বাষ্পরুদ্ধ হওয়ায় তিনি যশস্বী রামকে অবলোকনপূর্ব্বক 'আর্য্য' বলিয়া সম্বোধন করিয়া তাহার পর আর কোন কথাই বলিতে পারিলেন না। শত্রুঘ্নও রোদন করিতে করিতে রামের চরণদ্বয় বন্দনা করিলেন। পরে রাম উভয়কে আলিঙ্গন করিয়া অশ্রুবারি বর্ষণ করিতে লাগিলেন। অনন্তর সূর্য্য ও চন্দ্র যেমন গগন মণ্ডলে শুক্র ও বৃহস্পতির সহিত মিলিত হন, তেমনি সেই রাজপুত্র রাম ও লক্ষ্মণ বনমধ্যে সুমন্ত্র ও গুহের সহিত সম্মিলিত হইলেন। বনবাসিগণ গজারোহী সেই সকল নরপতিগণকে সেই অরণ্য-মধ্যে সমুপস্থিত দেখিয়া হর্ষপরিহারপূর্ব্বক অশ্রু ত্যাগ করিতে লাগিলেন।৩৭—৪২।

—

শততম সর্গ।

রাম, প্রলয়কালে ভূতলে পতিত সূর্য্যের ন্যায় দুর্দ্দর্শ, চীরবসন-পরিধায়ী জটিল, বদ্ধাঞ্জলি ভরতকে দর্শন করিলেন। তিনি ভ্রাতাকে বিবর্ণমুখ ও দুর্ব্বল দেখিয়া কোনরূপে ভরত বলিয়া চিনিতে পারিয়া হস্ত দ্বারা তাঁহাকে গ্রহণ করিলেন এবং তাঁহার মস্তকাঘ্রাণ করত আলিঙ্গনপূর্ব্বক ক্রোড়ে করিয়া সাদরবাক্যে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "ভ্রাতঃ! তোমার পিতা কোথায় আছেন? তুমি যে বনে আসিলে? তিনি জীবিত থাকিলে তাঁহার সেবা-শুশ্রূষা পরিত্যাগ করিয়া তুমি কখন বনে আসিতে পারিতে না। আমি বহুদিনের পর দূরদেশ হইতে ভরতকে এই বনে আগত দেখিলাম; হায়! কৃশতা ও মলিনতাহেতু সহসা ভরতকে চিনিতে পারা যায় না;—ভাই! তুমি কিজন্য বনে আসিয়াছ? ভাই! তুমি এখানে আসিয়াছ, তবে রাজা কিরূপে প্রাণ ধারণ করিয়া আছেন? তিনি নিতান্ত দুঃখিত হইয়া সহসা লোকান্তর গমন করেন নাই ত?১—৬। প্রিয়দর্শন; তুমি বালক, অতএব তোমার হস্ত হইতে চিরকালের রাজ্য ভ্রষ্ট হয় নাই ত? সত্যপরাক্রম তুমি পিতা-মাতার শুশ্রূষা করিতেছ ত? রাজসূয় ও অশ্বমেধ-যজ্ঞের অনুষ্ঠানকারী, ধর্ম্মে নিশ্চয়-মতি,

ইক্ষ্বাকূণামুপাধ্যায়ো যথাবৎ তাত পূজ্যতে। ৯
তাত কচ্চিচ্চ কৌসল্যা সুমিত্রা চ প্রজাবতী।
সুখিনী কচ্চিদার্য্যা চ দেবী নন্দতি কৈকয়ী॥ ১০
কচ্চিদ্বিনয়সম্পন্নঃ কুলপুত্রো বহুশ্রুতঃ।
অনসূয়ুরনুদ্রষ্টা সংকৃতস্তে পুরোহিতঃ॥ ১১
কচ্চিদগ্নিষু তে যুক্তো বিধিজ্ঞো মতিমানৃজুঃ।
হুতঞ্চ হোষ্যমাণঞ্চ কালে বেদয়তে সদা॥ ১২
কচ্চিদ্দেবান্ পিতৃন্ ভৃত্যান্ গুরূন্ পিতৃসমানপি।
বৃদ্ধাংশ্চ তাত বৈদ্যাংশ্চ ব্রাহ্মণাংশ্চাপি মন্যসে॥ ১৩
ইষ্বস্ত্রবরসম্পন্নমর্থশাস্ত্রবিশারদম্।
সুধন্বানমুপাধ্যায়ং কচ্চিৎ ত্বং তাত মন্যসে॥ ১৪
কচ্চিদাত্মসমাঃ শূরাঃ শ্রুতবন্তো জিতেন্দ্রিয়াঃ।
কুলীনাশ্চেঙ্গিতজ্ঞাশ্চ কৃতাস্তে তাত মন্ত্রিণঃ॥ ১৫
মন্ত্রো বিজয়মূলং হি রাজ্ঞাং ভবতি রাঘব।
সুসংবৃতো মন্ত্রিধুরৈরমাত্যৈঃ শাস্ত্রকোবিদৈঃ॥ ১৬
কচ্চিন্নিদ্রাবশং নৈষি কচ্চিৎ কালেঽববুধ্যসে।
কচ্চিচ্চাপররাত্রেষু চিন্তয়স্যর্থ নৈপুণম্॥ ১৮
কচ্চিন্মন্ত্রয়সে নৈকঃ কচ্চিন্ন বহুভিঃ সহ।
কচ্চিৎ তে মন্ত্রিতো মন্ত্রো রাষ্ট্রং ন পরিধাবতি॥ ১৮
কচ্চিদর্থং বিনিশ্চিত্য লঘুমূলং মহোদয়ম্।
ক্ষিপ্রমারভসে কর্ম্ম ন দীর্ঘয়সি রাঘব॥ ১৯
কচ্চিত্তু সুকৃতান্যেব কৃতরূপাণি বা পুনঃ।
বিদুস্তে সর্ব্বকার্য্যাণি ন কর্ত্তব্যানি পার্থিবাঃ॥ ২০
কচ্চিন্ন তর্কৈর্যুক্ত্যা বা যে চাপ্যপরিকীর্ত্তিতাঃ।
ত্বয়া বা তব বামাত্যৈর্বুধ্যতে তাত মন্ত্রিতম্॥ ২১
কচ্চিৎ সহস্রৈর্মূর্খাণামেকমিচ্ছসি পণ্ডিতম্।
পণ্ডিতো হ্যর্থকৃচ্ছ্রেষু কুর্য্যান্নিঃশ্রেয়সং মহৎ॥ ২২
সহস্রাণ্যপি মূর্খাণাং যদ্যুপাস্তে মহীপতিঃ।
অথবাপ্যযুতান্যেব নাস্তি তেষু সহায়তা॥ ২৩
একোঽপ্যমাত্যো মেধাবী শূরো দক্ষো বিচক্ষণঃ।
রাজানং রাজপুত্রং বা প্রাপয়েন্মহতীং শ্রিয়ম্॥ ২৪
কচ্চিন্মুখ্যা মহৎস্বেব মধ্যমেষু চ মধ্যমাঃ।
জঘন্যাশ্চ জঘন্যেষু ভৃত্যাস্তে তাত যোজিতাঃ॥ ২৫
অমাত্যানুপধাতীতান্ পিতৃপৈতামহান্ শুচীন্।
শ্রেষ্ঠান্ শ্রেষ্ঠেষু কচ্চিৎ ত্বং নিযোজয়সি কর্ম্মসু॥ ২৬

সত্যপ্রতিজ্ঞ, রাজা দশরথ ত কুশলে আছেন? ভ্রাতঃ! সেই ইক্ষ্বাকুবংশীয়দিগের সেই উপাধ্যায় মহাতেজা নিত্য ধর্ম্মে নিরত বিদ্বান্, দ্বিজবর বসিষ্ঠদেব যথাবিধানে পূজিত হইতেছেন ত? দেবী কৌশল্যা ও পুত্রবতী সুমিত্রা কুশলে আছেন ত? আর আর্য্যা কৈকেয়ী আমার বনবাস ও তোমার রাজ্য-প্রাপ্তিতে সন্তুষ্ট আছেন ত? বিনয়ী, মহাকুল-প্রসূত, বহুশাস্ত্র-পারদর্শী, অসূয়াশূন্য অনুৎপথদর্শী, তোমার পুরোহিত সংকৃত হইতেছেন ত? তোমার অগ্নিহোত্রকার্য্যে নিযুক্ত, সকল হোমবিধিজ্ঞ, মতিমান্, সরলচেতা হোতা সতত যথাকালে হুত ও হবনীয় ও ভাগনের বিষয় যাহা বক্তব্য, তাহা প্রকাশ করেন ত? ভ্রাতঃ! তুমি দেবগণ, পিতৃগণ, গুরুগণ, ভৃত্যগণ, পিতৃতুল্য বৃদ্ধগণ, বৈদ্যগণ ও ব্রাহ্মণগণকে সর্ব্বতোভাবে মান্য করিতেছ ত? অস্ত্র ও সমন্ত্র বাণ প্রয়োগে নিপুণ, রাজনীতিজ্ঞ ধনুর্ব্বেদাচার্য্য সুধন্বাকে সম্মান করিতেছ ত? ৯—১৪। বৎস! শূর ও শাস্ত্রজ্ঞ, জিতেন্দ্রিয়, কুলীন ও ইঙ্গিতজ্ঞ আত্মসম ব্যক্তিদিগকে মন্ত্রিত্বে নিযুক্ত করিয়াছ ত? রাঘব! নীতিশাস্ত্রবিৎ প্রধান-মন্ত্রী ও অমাত্যগণকর্ত্তৃক যত্নপূর্ব্বক সঙ্গোপিত মন্ত্রই রাজাদিগের বিজয়ের মূল। তুমি নিদ্রার বশীভূত হও নাই ত? যথাকালে জাগরিত হও ত? রাত্রিশেষে অর্থলাভের উপায় চিন্তা কর ত? তুমি একাকী অথবা বহুব্যক্তির সহিত মন্ত্রণা কর না ত? তোমার স্থিরীকৃত মন্ত্রণা সকল লোকমধ্যে প্রকাশিত হয় না ত? কোন বিষয় নিশ্চয় করিয়া অল্পযত্নসাধ্য অথচ মহাফলপ্রদ কর্ম্ম শীঘ্র আরম্ভ কর,—বিলম্ব কর না ত? সামন্তগণ তোমার সুনিষ্পন্ন অথবা কৃতপ্রায় কার্য্য ভিন্ন কর্ত্তব্য-রূপে মন্ত্রিত কার্য্য জানিতে পারে না ত? তোমা-কর্ত্তৃক বা তোমার অমাত্যগণকর্ত্তৃক যে সকল মন্ত্রণা প্রকাশিত হয় নাই, অপরে তাহা যুক্তি বা তর্ক-মূলক অনুমানদ্বারা জানিতে পারে না ত? তুমি সহস্র মূর্খ পরিত্যাগপূর্ব্বক একজন পণ্ডিতকে পরিগ্রহ করিতে ইচ্ছা কর ত? যেহেতু অর্থসঙ্কট উপস্থিত হইলে পণ্ডিত ব্যক্তিই তাহা হইতে নিস্তাররূপ মহৎ কল্যাণ সাধন করেন। ১৫—২২। রাজা যদি সহস্র অথবা অযুত মূর্খকে প্রতিপালন করেন, তথাপি তাহাতে কোন সাহায্য হয় না; একমাত্র অমাত্য যদি মেধাবী, সুদক্ষ, শূর ও বিচক্ষণ হন তবে তিনি রাজা ও রাজপুত্রকে মহাসমৃদ্ধিসম্পন্ন করিতে পারেন। বৎস! তোমার প্রধান ভৃত্যগণ প্রধান কার্য্যে, মধ্যম ভৃত্যগণ মধ্যম কার্য্যে এবং সামান্য ভৃত্যগণ সামান্য কার্য্যে নিয়োজিত হইয়াছে ত? যে সকল অমাত্য উৎকোচ গ্রহণ করে না, যাহারা পিতৃ-পিতামহাদি পুরুষানুক্রমে মন্ত্রিত্ব করিয়া আসিতেছেন এবং যাঁহা-দিগের বাহ্য ও অন্তরিন্দ্রিয় শুদ্ধ, সেই সকল শ্রেষ্ঠ অমাত্যকে উৎকৃষ্ট কর্ম্মে নিযুক্ত করিতেছ ত?

কচ্চিন্নোগ্রেণ দণ্ডেন ভৃশমুদ্বেজিতাঃ প্রজাঃ।
রাষ্ট্রে তবাবজানন্তি মন্ত্রিণঃ কৈকয়ীসুত ॥ ২৭
কচ্চিৎ ত্বাং নাবজানন্তি যাজকাঃ পতিতং যথা।
উগ্রপ্রতিগ্রহীতারং কামযানমিব স্ত্রিয়ঃ ॥ ২৮
উপায়কুশলং বৈদ্যং ভৃত্যং সন্দূষণে রতম্।
শূরমৈশ্বর্য্যকামঞ্চ যো ন হন্তি স বধ্যতে ॥ ২৯
কচ্চিদ্ধৃষ্টশ্চ শূরশ্চ ধৃতিমান্ মতিমান্ শুচিঃ।
কুলীনশ্চানুরক্তশ্চ দক্ষঃ সেনাপতিঃ কৃতঃ ॥ ৩০
বলবন্তশ্চ কচ্চিৎ তে মুখ্যা যুদ্ধবিশারদাঃ।
দৃষ্টাপদানা বিক্রান্তাস্ত্বয়া সৎকৃত্য মানিতাঃ ॥ ৩১
কচ্চিদ্বলস্য ভক্তঞ্চ বেতনঞ্চ যথোচিতম্।
সম্প্রাপ্তকালং দাতব্যং দদাসি ন বিলম্বসে ॥ ৩২
কালাতিক্রমণে হ্যেব ভক্তবেতনয়োর্ভৃতাঃ।
ভর্ত্তুঃ কুপ্যন্তি দুষ্যন্তি সোঽনর্থঃ সুমহান্ কৃতঃ ॥ ৩৩
কচ্চিৎ সর্ব্বেঽনুরক্তাস্ত্বাং কুলপুত্রাঃ প্রধানতঃ।
কচ্চিৎ প্রাণাংস্তবার্থেষু সন্ত্যজন্তি সমাহিতাঃ ॥ ৩৪
কচ্চিজ্জানপদো বিদ্বান্ দক্ষিণঃ প্রতিভানবান্।
যথোক্তবাদী দূতস্তে কৃতো ভরত পণ্ডিতঃ ॥ ৩৫
কচ্চিদষ্টাদশান্যেষু স্বপক্ষে দশ পঞ্চ চ।
ত্রিভিস্ত্রিভিরবিজ্ঞাতৈর্বেৎসি তীর্থানি চারকৈঃ ॥ ৩৬
কচ্চিদ্ব্যপাস্তানহিতান্ প্রতিযাতাংশ্চ সর্ব্বদা।
দুর্ব্বলাননবজ্ঞায় বর্ত্তসে রিপুসূদন ॥ ৩৭
কচ্চিন্ন লোকায়তিকান্ ব্রাহ্মণাংস্তাত সেবসে।
অনর্থকুশলা হ্যেতে বালাঃ পণ্ডিতমানিনঃ ॥ ৩৮
ধর্ম্মশাস্ত্রেষু মুখ্যেষু বিদ্যমানেষু দুর্ব্বুধাঃ।
বুদ্ধিমান্বীক্ষিকীং প্রাপ্য নিরর্থং প্রবদন্তি তে ॥ ৩৯
বীরৈরধ্যুষিতাং পূর্ব্বমস্মাকং তাত পূর্ব্বকৈঃ।

কৈকেয়ীপুত্র! তোমার রাজ্যে প্রজাগণ প্রচণ্ড দণ্ডে উৎপীড়িত হয় নাই ত? রাজ্যে উদ্বেজিত প্রজা ও মন্ত্রিগণ তোমাকে অবজ্ঞা করেন না ত? নীচজাতীয়া নারীকে প্রতিগ্রহ করিয়া পুরুষ তাহার প্রতি অত্যন্ত আসক্ত হইলে, কুলকামিনীগণ যেমন তাহাকে অত্যন্ত অবজ্ঞা করিয়া থাকে, তেমনি যাজকেরা তোমাকে পতিত ব্যক্তির ন্যায় অযাজ্য বলিয়া অবজ্ঞা করেন না ত? সাম-দানাদি উপায়বিষয়ে সুচতুর, বিদ্বান্, রাজনীতিজ্ঞ, বলবান্ ও ঐশ্বর্য্য-লুব্ধ ভৃত্যকে যে রাজা নষ্ট না করেন, তিনি তদ্দ্বারা স্বয়ং নিহত হন; অথবা রাজার নিকট হইতে অর্থগ্রহণার্থ রোগ-বৃদ্ধি করিবার উপায়জ্ঞ বৈদ্য, সাধু ব্যক্তিকে দূষিত করিতে নিরত ভৃত্য এবং রাজ্যলাভে অভিলাষী সেবকরূপী শূরকে যে রাজা বিনাশ না করেন, তিনি স্বয়ং তাহাদিগের দ্বারা নিহত হন। তুমি বিপক্ষ যোদ্ধাদিগকে পরাস্ত করিতে সক্ষম, প্রগল্ভ বিপৎকালে ধৈর্য্যশালী, বুদ্ধিমান্, সৎকুল-জাত, শুদ্ধাচার, অনুরক্ত ব্যক্তিকে সেনাপতি করিয়াছ ত? যুদ্ধবিৎ, বল ও বিক্রমশালী প্রধান ভৃত্যগণের পৌরুষকার্য্য দুই তিন বার পরীক্ষা করিয়া তুমি তাহা-দিগকে সৎকৃত ও সম্মানিত করিয়াছ ত? সৈন্যগণের যথোচিত দৈনিক এবং মাসিক বেতন, যাহা সময়ানু-সারে দিতে হয়, তাহা তুমি যথাসময়ে দিতেছ,—বিলম্ব কর না ত? যাহারা দৈনিক বা মাসিক বেতন পাইয়া আপন আপন জীবিকা নির্ব্বাহ করে, তাহারা যথাসময়ে বেতন না পাইলে প্রভুর প্রতি অতিশয় ক্রুদ্ধ হয়, এইরূপে ভৃত্যগণের বিরাগেই মহৎ অনর্থের সূত্রপাত হইয়া উঠে। ২৩—৩৩। প্রধান হইতেও প্রধানতর জ্ঞাতিগণ তোমার প্রতি অনুরক্ত আছেন ত? তোমার কার্য্যসিদ্ধির জন্য তাঁহারা সকলে মিলিত হইয়া প্রাণপর্যান্ত পণ করিতে প্রস্তুত হন ত? ভরত! বিদ্বান্ সরলহৃদয় প্রত্যুৎপন্নমতি যথার্থবাদী বিচক্ষণ, জনপদবাসী কোন ব্যক্তি, দৌত্যকার্য্যে নিযুক্ত হইয়াছে ত? পরাধিকারে মন্ত্রী, পুরোহিত, যুবরাজ, সেনাপতি, দৌবারিক, অন্তঃপুরাধিকৃত, কারাগারাধি-কৃত, ধনাধ্যক্ষ, রাজাজ্ঞানুসারে আজ্ঞাপ্য বিষয়ে বক্তা, প্রাড্‌বিবাকনামক ব্যবহারদর্শী, ধর্ম্মাসনাধিকৃত, ব্যব-হার-নির্ণেতা, সেনা সকলের বেতনদানাধ্যক্ষ, কর্ম্মা-বসানে বেতনগ্রাহী নগরাধ্যক্ষ, রাজ্যসীমাপালক, দুষ্টগণকে দণ্ডদানের অধিকারী এবং জল, স্থল, পর্ব্বত বন ও দুর্গসকলের পালক, এই অষ্টাদশ ব্যক্তি এবং আত্ম-অধিকারে মন্ত্রী, পুরোহিত ও যুবরাজ এই ব্যক্তিত্রয় ব্যতীত পঞ্চদশ ব্যক্তির প্রত্যেক কার্য্য-বিষয়ে পরস্পর অপরিজ্ঞাত ও অন্যেরও অবিদিত তিন তিনটী গুপ্ত চরদ্বারা তাহাদিগকে বিশেষরূপে পরীক্ষা করিতেছ ত? রিপুসূদন! নিষ্কাশিত বৈরিগণ পুনরায় আগমন করিলে, তাহাদিগকে দুর্ব্বল বোধে অবজ্ঞা ও উপেক্ষা কর না ত? বৎস! তুমি চার্ব্বাক-মতা-বলম্বী অথবা শুষ্কতর্কনিপুণ ব্রাহ্মণগণকে সেবা কর না ত? কারণ তাহারা পরলোক ও পরলোকসাধনের অনর্থ প্রতিপাদনে সুদক্ষ, বালকের ন্যায় অজ্ঞ হইয়াও আপনাদিগকে পণ্ডিত বলিয়া জ্ঞান করিয়া থাকে। ৩৪—৩৮। দেখ, তাহারা প্রধান ধর্ম্মশাস্ত্র বেদ বিদ্যমান সত্ত্বেও দুর্বোধে অমনোযোগী হইয়া তর্কবিদ্যা অবলম্বন করত অনর্থক বিবাদ করে। বৎস! আমা-

সত্তানামাং দৃঢ়দ্বারাং হস্ত্যশ্বরথসঙ্কুলাম্ ॥ ৪০
ব্রাহ্মণৈঃ ক্ষত্রিয়ৈর্বৈশ্যৈঃ স্বকর্ম্মনিরতৈঃ সদা।
জিতেন্দ্রিয়ৈর্মহোৎসাহৈর্বৃতামার্য্যৈঃ সহস্রশঃ ॥ ৪১
প্রাসাদৈর্বিবিধাকারৈর্বৃতাং বৈদ্যজনাকুলাম্।
কচ্চিৎ সমুদিতাং স্ফীতামযোধ্যাং পরিরক্ষসি ॥ ৪২
কচ্চিচ্চৈত্যশতৈর্জুষ্টঃ সুনিবিষ্টজনাকুলঃ।
দেবস্থানৈঃ প্রপাভিশ্চ তটাকৈশ্চোপশোভিতঃ ॥ ৪৩
প্রহৃষ্টনরনারীকঃ সমাজোৎসবশোভিতঃ।
সুকৃষ্টসীমাপশুমান্ হিংসাভিরভিবর্জ্জিতঃ ॥ ৪৪
অদেবমাতৃকো রম্যঃ শ্বাপদৈঃ পরিবর্জ্জিতঃ।
পরিত্যক্তো ভয়ৈঃ সর্ব্বৈঃ খনিভিশ্চোপশোভিতঃ ॥ ৪৫
বিবর্জ্জিতো নরৈঃ পাপৈর্মম পূর্ব্বৈঃ সুরক্ষিতঃ।
কচ্চিজ্জনপদঃ স্ফীতঃ সুখং বসতি রাঘব ॥ ৪৬
কচ্চিত্তে দয়িতাঃ সর্ব্বে কৃষিগোরক্ষজীবিনঃ।
বার্ত্তায়াং সাম্প্রতং তাত লোকোঽয়ং সুখমেধতে ॥ ৪৭
তেষাং গুপ্তিপরীহারৈঃ কচ্চিৎ তে ভরণং কৃতম্।
রক্ষ্যা হি রাজ্ঞা ধর্ম্মেণ সর্ব্বে বিষয়বাসিনঃ ॥ ৪৮
কচ্চিৎ স্ত্রিয়ঃ সান্ত্বয়সে কচ্চিৎ তাস্তে সুরক্ষিতাঃ।
কচ্চিন্ন শ্রদ্দধাস্যাসাং কচ্চিদ্গুহ্যং ন ভাষসে ॥ ৪৯
কচ্চিন্নাগবনং গুপ্তং কচ্চিৎ তে সন্তি ধেনুকাঃ।
কচ্চিন্ন গণিকাশ্বানাং কুঞ্জরাণাঞ্চ তৃপ্যসি ॥ ৫০
কচ্চিদ্দর্শয়সে নিত্যং মানুষাণাং বিভূষিতম্।
উত্থায়োত্থায় পূর্ব্বাহ্ণে রাজপুত্র মহাপথে ॥ ৫১
কচ্চিন্ন সর্ব্বে কর্ম্মান্তাঃ প্রত্যক্ষাস্তেঽবিশঙ্কয়া।
সর্ব্বে বা পুনরুৎসৃষ্টা মধ্যমেবাত্র কারণম্ ॥ ৫২
কচ্চিদ্দুর্গাণি সর্ব্বাণি ধনধান্যায়ুধোদকৈঃ।
যন্ত্রৈশ্চ প্রতিপূর্ণানি তথা শিল্পিধনুর্দ্ধরৈঃ ॥ ৫৩
আয়স্তে বিপুলঃ কচ্চিৎ কচ্চিদল্পতরো ব্যয়ঃ।
অপাত্রেষু ন তে কচ্চিৎ কোশো গচ্ছতি রাঘব ॥ ৫৪
দেবতার্থে চ পিত্রর্থে ব্রাহ্মণাভ্যাগতেষু চ।
যোধেষু মিত্রবর্গেষু কচ্চিদ্গচ্ছতি তে ব্যয়ঃ ॥ ৫৫
কচ্চিদার্য্যোঽপি শুদ্ধাত্মা ক্ষারিতশ্চাপকর্ম্মণা।
অদৃষ্টঃ শাস্ত্রকুশলৈর্ন লোভাদ্বধ্যতে শুচিঃ ॥ ৫৬

দিগের প্রবীর পূর্ব্বপুরুষগণের অধিবাসভূমি, যাহার দ্বার সকল সুদৃঢ়, যাহা অশ্ব-হস্তি-রথ-সমূহে সঙ্কুল, সহস্র সহস্র উৎসাহ-সম্পন্ন স্বকর্ম্ম-নিরত জিতেন্দ্রিয় মহামান্ত ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যগণকর্ত্তৃক সর্ব্বদা পরিপূর্ণ রহিয়াছে, যাহা বিবিধাকার প্রাসাদসমূহদ্বারা পরিবৃত ও বৈদ্যগণপরিব্যাপ্ত হইয়া প্রসিদ্ধ আছে, সেই সমৃদ্ধিশালিনী, সার্থকনামধারিণী অযোধ্যাকে সর্ব্বতোভাবে রক্ষা করিতেছ ত? রাঘব! গ্রামপ্রান্তবর্ত্তী অশ্বত্থ প্রভৃতি চৈত্যশতসমন্বিত, সুপ্রতিষ্ঠিত জনপূর্ণ দেবালয় জলসত্র ও তড়াগসমূহে সুশোভিত; যাহাতে নর ও নারীগণ সম্পূর্ণ সন্তুষ্ট থাকিয়া বাস করিতেছে, যে স্থান সামাজিক উৎসবে সতত শোভিত রহিয়াছে, যাহার প্রান্তদেশ সকল সুন্দররূপে কর্ষিত ও গো মহিষ প্রভৃতি পশু-গণে পূর্ণ, এবং হিংসাদি পরিবর্জ্জিত, বৃষ্টির জলের অপেক্ষা না করিয়া নদীর জলদ্বারা যে স্থানে শস্য উৎপন্ন হয়, যাহা হিংস্রজন্তুবিহীন ও সর্ব্বপ্রকার ভয়-শূন্য, যাহা স্বর্ণরত্ন প্রভৃতির আকরদ্বারা সুশোভিত, যাহা পাপশীল-মানব-বিবর্জ্জিত এবং যাহা আমাদিগের পূর্ব্বপুরুষগণদ্বারা সুরক্ষিত হইয়াছিল, সেই সুসমৃদ্ধ [illegible] জনপদ ত সুখে আছে? ৩৯—৪৬। বৎস! কৃষি ও পশুপালনদ্বারা জীবিকানির্ব্বাহকারী বৈশ্যগণের প্রতি তুমি সন্তুষ্ট আছ ত? সম্প্রতি এই সকল লোক বাণিজ্য-বিষয়ে অনায়াসে সমৃদ্ধিশালী হইতেছেন ত? তুমি সকল কৃষিজীবীদিগের ইষ্টলাভ ও অনিষ্টপরিহার-দ্বারা তুমি তাহাদিগকে ভরণ করিতেছ ত? যেহেতু রাজ্যবাসী প্রজামাত্রই ধর্ম্মতঃ রাজার রক্ষণীয়। তুমি স্ত্রীলোকদিগকে সান্ত্বনা ও উত্তমরূপে রক্ষা করিয়া থাক ত? তাহাদিগের বাক্যে শ্রদ্ধা স্থাপন কর না ত? এবং তাহাদিগের নিকট গুহ্য বৃত্তান্ত প্রকাশ কর না ত? যে বনে হস্তী পাওয়া যায়, সেই বন সুরক্ষিত আছে ত? তোমার ধেনু সকল সুখে আছে ত? করিণী, হস্তী ও অশ্বাদি-সংগ্রহবিষয়ে তৃপ্তি লাভ কর না ত? তুমি প্রত্যহ স্বয়ং রাজবেশে বিভূষিত হইয়া সভামধ্যে জনগণকে দর্শন দিয়া থাক ত? আর পূর্ব্বাহ্ণে উত্থিত হইয়া সেইরূপ বেশে প্রত্যহ রাজপথে বিচরণ করত প্রজাপুঞ্জকে দর্শন দেও ত? কর্ম্মচারিগণ নির্ভীকভাবে তোমার নয়নগোচর হয় না ত? অথবা তাহারা তোমার দৃষ্টিপথের অন্তরালে থাকে না ত? কর্ম্মচারীদিগের কার্য্যে নিয়ত দর্শন ও একান্ত অদর্শন, এতদুভয়ের মধ্যবর্ত্তিতাই অর্থপ্রাপ্তির কারণ। দুর্গ সকল—ধন, ধান্য, অস্ত্র, শস্ত্র, যন্ত্র, শিল্পী ও ধনুর্দ্ধর-সমূহে পরিপূর্ণ আছে ত? রঘুবংশপ্রসূত! তোমার আয় অধিক ও ব্যয় অল্পতর হইতেছে ত? অপাত্রে ব্যয়িত হওয়ায় ধনাগার অর্থশূন্য হইতেছে না ত? দেবগণ, পিতৃলোক, অভ্যাগত কোন অতিথি, ব্রাহ্মণ, যোদ্ধা ও মিত্রগণের জন্য তোমার ধন ব্যয় হইতেছে ত? সাধু ও সচ্চরিত্র ব্যক্তি মিথ্যা-অপবাদে দোষী হওয়ায় ধর্ম্মশাস্ত্রনিপুণ প্রাড্বিবাককর্ত্তৃক তাহার দোষ

গৃহীতশ্চৈব পৃষ্টশ্চ কালে দৃষ্টঃ সকারণঃ।
কচ্চিন্ন মুচ্যতে চোরো ধনলোভান্নরর্ষভ ॥ ৫৭
ব্যসনে কচ্চিদাঢ্যস্য দুর্গতস্য চ রাঘব।
অর্থং বিরাগাঃ পশ্যন্তি তবামাত্যা বহুশ্রুতাঃ ॥ ৫৮
যানি মিথ্যাভিশস্তানাং পতন্ত্যশ্রূণি রাঘব।
তানি পুত্রপশূন্ ঘ্নন্তি প্রীত্যর্থমনুশাসতঃ ॥ ৫৯
কচ্চিদ্‌বৃদ্ধাংশ্চ বালাংশ্চ বৈদ্যমুখ্যাংশ্চ রাঘব।
দানেন মনসা বাচা ত্রিভিরেতৈর্বুভূষসে ॥ ৬০
কচ্চিদ্‌গুরূংশ্চ বৃদ্ধাংশ্চ তাপসান্ দেবতাতিথীন্।
চৈত্যাংশ্চ সর্ব্বান্ সিদ্ধার্থান্ ব্রাহ্মণাংশ্চ নমস্যসি ॥ ৬১
কচ্চিদর্থেন বা ধর্ম্মমর্থং ধর্ম্মেণ বা পুনঃ।
উভৌ বা প্রীতিলোভেন কামেন ন বিবাধসে ॥ ৬২
কচ্চিদর্থঞ্চ কামঞ্চ ধর্ম্মঞ্চ জয়তাং বর।
বিভজ্য কালে কালজ্ঞ সর্ব্বান্ বরদ সেবসে ॥ ৬৩
কচ্চিৎ তে ব্রাহ্মণাঃ শর্ম্ম সর্ব্বশাস্ত্রার্থকোবিদাঃ।
আশংসন্তে মহাপ্রাজ্ঞ পৌরজানপদৈঃ সহ ॥ ৬৪

নাস্তিক্যমনৃতং ক্রোধং প্রমাদং দীর্ঘসূত্রতাম্।
অদর্শনং জ্ঞানবতামালস্যং পঞ্চবৃত্তিতাম্ ॥ ৬৫
একচিন্তনমর্থানামনর্থজ্ঞৈশ্চ মন্ত্রণম্।
নিশ্চিতানামনারম্ভং মন্ত্রস্যাপরিরক্ষণম্ ॥ ৬৬
মঙ্গল্যাপ্রয়োগঞ্চ প্রত্যুত্থানঞ্চ সর্ব্বতঃ।
কচ্চিৎ ত্বং বর্জ্জয়স্যেতান্ রাজদোষাংশ্চতুর্দ্দশ ॥ ৬৭
দশপঞ্চচতুর্বর্গান্ সপ্তবর্গঞ্চ তত্ত্বতঃ।
অষ্টবর্গং ত্রিবর্গঞ্চ বিদ্যাস্তিস্রশ্চ রাঘব ॥ ৬৮
ইন্দ্রিয়াণাং জয়ং বুদ্ধ্যা ষাড়্গুণ্যং দৈবমানুষম্।
কৃত্যং বিংশতিবর্গঞ্চ তথা প্রকৃতিমণ্ডলম্ ॥ ৬৯

নিবীত না হয় তদ্রূপ নির্দোষ লোক ত লোভবশতঃ হত হয় না? ৪৭—৫৬। নরবর! ধনস্বামী অথবা নগরপালকর্ত্তৃক যথাকালে কারণের সহিত দৃষ্ট ও প্রশ্ন জিজ্ঞাসিত হইয়া চৌররূপে যে ব্যক্তি স্থির হয়, পালকগণ ধনলোভে তাহাকে মুক্তি দেয় না ত? রাঘব! কোন ধনাঢ্য ও দরিদ্র ব্যক্তির মধ্যে বিবাদ ঘটনা হইলে, তোমার নীতিজ্ঞ অমাত্যগণ অর্থলাভে বিরাগ প্রদর্শনপূর্ব্বক তাহাদিগের ব্যবহার দর্শন করেন ত? ভরত! মিথ্যাপবাদে অভিযুক্ত জনগণের প্রকৃত বিচার না হওয়ায় তাহাদের যে অশ্রুজল পতিত হয়, সেই নেত্রজলই সুখভোগজন্য শাসনকারী নরপতির পুত্র ও পশুকুলকে বিনষ্ট করিয়া থাকে; তুমি বৃদ্ধ, বালক ও মুখ্য বৈদ্যগণকে তাহাদের অভিমত বস্তু দান ও সস্নেহচিত্তে সান্ত্বনাবাক্যে বশীভূত করিতে ইচ্ছা কর ত? গুরুগণ, বৃদ্ধসকল, তাপসপুঞ্জ, দেবতা, অতিথি, চতুষ্পথস্থিত চৈত্য এবং তপস্যা ও বিদ্যা দ্বারা সিদ্ধকাম ব্রাহ্মণগণকে তুমি নমস্কার কর ত? তুমি অর্থদ্বারা ধর্ম্মকে এবং ধর্ম্মদ্বারা অর্থকে, অথবা বিষয়সম্ভোগ-লোভবশতঃ কামদ্বারা ধর্ম্ম ও অর্থ উভয়কে বাধিত করিতেছ না ত? ৫৭—৬২। বিজয়িপ্রবর অভীষ্টপ্রদ! কালজ্ঞ ভরত! অর্থ, কাম ও ধর্ম্মকে বিভক্ত করিয়া যথাকালে সকলকেই তুল্যরূপে সেবা করিতেছ ত? ধীমান্! পুরবাসী ও জনপদবাসী লোকগণের সহিত সর্ব্ব-শাস্ত্রার্থবিদ্ ব্রাহ্মণেরা তোমার কল্যাণ কামনা করিতেছেন ত? নাস্তিকতা, মিথ্যা-কথা, ক্রোধ, অসাবধানতা, দীর্ঘসূত্রতা, জ্ঞানিগণের সহিত অদর্শন, আলস্য, ইন্দ্রিয়-পরবশতা, রাজ্যের প্রয়োজনীয় বিষয়ের একাকী চিন্তন, বিপরীতদর্শিগণের সহিত মন্ত্রণা, কর্ত্তব্যরূপে নিশ্চিত কার্য্যের অনারম্ভ, মন্ত্রণাভঙ্গ, প্রাতঃকালে মঙ্গল কার্য্যের অননুষ্ঠান, সকলদিকে অবস্থিত শত্রুগণের উদ্দেশে এককালে সমুত্থান, এই চতুর্দ্দশ প্রকার রাজনৈতিক দোষ সকল পরিত্যাগ করিতেছ ত? ৬৩—৬৭। মহাপ্রাজ্ঞ ভরত! মৃগয়া, অক্ষক্রীড়া, দিবানিদ্রা, পরিবাদ, স্ত্রীসেবা, মদ্যপান, নৃত্য গীত, বাদ্য ও বৃথাভ্রমণ এই দশবিধ কামজ দোষ; জলদুর্গ, গিরিদুর্গ, বৃক্ষদ্বারা নির্ম্মিত দুর্গ, সর্ব্বশস্যশূন্য প্রদেশস্থ ঐরিণ দুর্গ এবং উষ্ণকালে যে ধান্বনদুর্গ হয়, সেই পঞ্চবিধ দুর্গ; সাম, দান, ভেদ ও দণ্ড, এই চতুর্বর্গ, রাজা, অমাত্য, রাজ্য, দুর্গ, কোশ, বল ও সুহৃৎ, পরস্পর উপকারী এই সপ্তাঙ্গরাজ্য; পৈশুন্য, সাহস, দ্রোহ, ঈর্ষা, অসূয়া, সাধুনিন্দা, বাগ্দণ্ড ও নিষ্ঠুরতা, ক্রোধজাত এই অষ্টবর্গ; ধর্ম্ম, অর্থ, কাম এই ত্রিবিধ অথবা উৎসাহ-শক্তি, প্রভুশক্তি ও মন্ত্রশক্তি এই ত্রিবর্গ; বেদবিদ্যা, বার্ত্তাশাস্ত্রজ্ঞান ও দণ্ডনীতি এই ত্রিবিধ বিদ্যা এই সকল এবং ইন্দ্রিয়গণের জয়ের উপায় যোগাভ্যাস প্রভৃতি যথার্থরূপে জানিয়া এবং সন্ধি বিগ্রহ, যান, আসন, দ্বৈধ ও আশ্রয়, এই ষাড়্গুণ্য; অগ্নি, জল, ব্যাধি, দুর্ভিক্ষ ও মড়ক, এই পঞ্চবিধ দৈব-বিপৎ; আর রাজকার্য্যে নিযুক্ত ব্যক্তি হইতে, তস্কর হইতে, শত্রু হইতে, রাজবল্লভ পুরুষ হইতে ও পৃথিবীপাল হইতে যে ভয় উৎপন্ন হয়, সেই পঞ্চবিধ মানুষ উৎপাত; এবং শত্রুপক্ষীয় অন্নবেতনে, লুব্ধ, মানী ও অবমানিত এই চতুর্ব্বিধ ব্যক্তিকে ক্রুদ্ধ, কোপিত, ভীত ও ভীষিত করিবার কারণরূপ যে চারিটী রাজকৃত্য তাহা জান

যাত্রাদণ্ডবিধানঞ্চ দ্বিযোনী সন্ধিবিগ্রহৌ।
কচ্চিদেতান্ মহাপ্রাজ্ঞ যথাবদনুমন্যসে ॥ ৭০
মন্ত্রিভিস্ত্বং যথোদ্দিষ্টং চতুর্ভিস্ত্রিভিরেব বা।
কচ্চিৎ সমস্তৈর্ব্যস্তৈশ্চ মন্ত্রং মন্ত্রয়সে বুধ ॥ ৭১
কচ্চিত্তে সফলা বেদাঃ কচ্চিত্তে সফলাঃ ক্রিয়াঃ।
কচ্চিত্তে সফলা দারা কচ্চিত্তে সফলং শ্রুতম্ ॥ ৭২
কচ্চিদেষৈব তে বুদ্ধির্যথোক্তা মম রাঘব।
আয়ুষ্যা চ যশস্যা চ ধর্ম্মকামার্থসংহিতা ॥ ৭৩
যাং বৃত্তিং বর্ত্ততে তাতো যাঞ্চ নঃ প্রপিতামহাঃ।
তাং বৃত্তিং বর্ত্তসে কচ্চিদ্‌যা চ সৎপথগা শুভা ॥ ৭৪
কচ্চিৎ স্বাদুকৃতং ভোজ্যমেকো নাশ্নাসি রাঘব।
কচ্চিদাশংসমানেভ্যো মিত্রেভ্যঃ সম্প্রযচ্ছসি ॥ ৭৫

রাজা তু ধর্ম্মেণ হি পালয়িত্বা
মহীপতির্দণ্ডধরঃ প্রজানাম্।
অবাপ্য কৃৎস্নাং বসুধাং যথাব-
দিতশ্চ্যুতঃ স্বর্গমুপৈতি বিদ্বান্ ॥ ৭৬

ইত্যযোধ্যাকাণ্ডে শততমঃ সর্গঃ ॥ ১০০

একাধিকশততমঃ সর্গঃ।

তন্তু রামঃ সমাজ্ঞায় ভরতং গুরুবৎসলম্।
লক্ষ্মণেন সহ ভ্রাত্রা প্রষ্টুং সমুপচক্রমে ॥ ১
কিমেতদিচ্ছেয়মহং শ্রোতুং প্রব্যাহৃতং ত্বয়া।
যস্মাৎ ত্বমাগতো দেশমিমং চীরজটাজিনী ॥ ২
যন্নিমিত্তমিমং দেশং কৃষ্ণাজিনজটাধরঃ।
হিত্বা রাজ্যং প্রবিষ্টস্ত্বং তৎ সর্ব্বং বক্তুমর্হসি ॥ ৩
ইত্যুক্তঃ কৈকেয়ীপুত্রঃ কাকুৎস্থেন মহাত্মনা।
প্রগৃহ্য বলবদ্ভূয়ঃ প্রাঞ্জলির্বাক্যমব্রবীৎ ॥ ৪
আর্য্য তাতঃ পরিত্যজ্য কৃত্বা কর্ম্ম সুদুষ্করম্।
গতঃ স্বর্গং মহাবাহুঃ পুত্রশোকাভিপীড়িতঃ। ৫

ত? অপিচ, বালক, বৃদ্ধ, দীর্ঘরোগী, জ্ঞাতি-বহিষ্কৃত, ভীরু, ভীরুজনক, লুব্ধ, লুব্ধজনক, বিরক্তপ্রকৃতি, বিষয়ে অতিশয় শক্তিমান্, অনেকচিত্ত, দেব-ব্রাহ্মণ-নিন্দক, দৈবোপহত, দৈবচিন্তক, দুর্ভিক্ষরূপ বিপদাপন্ন, সৈন্যক্ষয়রূপ বিপদ্‌গ্রস্ত, দূরদেশস্থ, বহুরিপুবেষ্টিত, যথাকালে কার্য্যে অনিযুক্ত এবং যে ব্যক্তি সত্যধর্ম্মে রত নহে, এইরূপ বিংশতি পুরুষকে বিংশতিবর্গ বলে; ইহাদিগের সহিত কদাচ সন্ধি কর্ত্তব্য নহে, ইহারাই কেবল বিগ্রহযোগ্য; আর অমাত্য, রাষ্ট্র, দুর্গ, কোশ ও দণ্ড; এই পঞ্চ প্রকৃতি তথা অরি মিত্র, প্রভৃতি দ্বাদশ রাজমণ্ডল, পঞ্চবিধ রণযাত্রা, ব্যূহরচনা, ভেদরূপ দণ্ডবিধান, সন্ধিবিগ্রহাদি ষাড়্‌বিধ গুণের মধ্যে দ্বৈধীভাব ও সমাশ্রয়ের কারণ সন্ধি এবং যান ও আসনের কারণ বিগ্রহ; এই সকলের মধ্যে ত্যাগ ও গ্রহণযোগ্য অংশসকল সম্যক্ জ্ঞাত হইয়া অনুজ্ঞা প্রচার করিতেছ ত? ৬৮—৭০। বিজ্ঞবর! তুমি মন্ত্রলক্ষণাক্রান্ত তিন অথবা চার জন ব্যস্ত বা সংহত মন্ত্রীর সহিত নীতিশাস্ত্রোক্ত মন্ত্রবিচার-পদ্ধতি অতিক্রম না করিয়া মন্ত্রণা করিতেছ ত? বেদবিহিত কর্ম্মের অনুষ্ঠানদ্বারা তোমার নিকট বেদসকল সফল হইতেছে ত? উদ্দেশ্য ফলযুক্ত রাজকার্য্য সকল সফল হইতেছে ত? বিনয়দ্বারা শাস্ত্রজ্ঞানের সফলতা সম্পাদন করিতেছ ত? ভরত! এই সমস্ত কথিত বিষয়ে যেমন আমার আয়ু ও যশো-বৃদ্ধিকর ও ধর্ম্ম কাম-অর্থসমন্বিত বুদ্ধি স্থিরতর আছে, তোমার বুদ্ধিও ত সেইরূপ? পিতা যে বৃত্তি অবলম্বনপূর্ব্বক জীবন যাপন করিতেছেন, আমাদিগের প্রপিতামহগণ যে বৃত্তি অনুসারে রাজ্যশাসন করিয়াছিলেন, যাহা শিষ্টজনের অনুষ্ঠানপথ-গামিনী ও কল্যাণ-দায়িনী, তুমি সেই বৃত্তিকে আশ্রয় করিয়া কাল যাপন করিতেছ ত? ভরত! তুমি সুস্বাদু ভোজ্য দ্রব্য একাকী ভোজন কর না ত? স্নেহবর্দ্ধনাভিলাষী মিত্রগণ তাহা ভোজন করিতে ইচ্ছা করিলে, তাঁহাদিগকে প্রদান কর ত? প্রজাদিগের প্রতি দণ্ডধর বিদ্বান্ মহীপতি সকল পৃথিবীমণ্ডল প্রাপ্ত হইয়া ধর্ম্মানুসারে যথাবিধানে তাহা পালন করত পরিশেষে ইহলোক হইতে বিচ্যুত হইয়া ধর্ম্ম লাভ করেন।” ৭১—৭৬।

একাধিকশততম সর্গ।

রাম, ভ্রাতা লক্ষ্মণের সহিত ভ্রাতৃবৎসল ভরতকে কুশলপ্রশ্নচ্ছলে সমস্ত ধর্ম্ম বিজ্ঞাপন করিয়া তাঁহার আসিবার কারণ জিজ্ঞাসা করিতে প্রবৃত্ত হইয়া বলিলেন, “ভ্রাতঃ! তুমি কিজন্য চীর, জটা ও অজিন ধারণ করত এখানে আসিয়াছ, তাহা স্পষ্ট করিয়া বল, আমি শুনিতে ইচ্ছা করি। তুমি রাজ্য ছাড়িয়া যে জন্য কৃষ্ণাজিন ও জটাধারী হইয়া এই স্থানে আসিয়াছ, তৎসমুদয় প্রকাশ করিয়া বল।” মহাত্মা রাম, কৈকেয়ীতনয় ভরতকে এইরূপ জিজ্ঞাসা করিলে, তিনি প্রবলশোকাবেগ সম্বরণ করত কৃতাঞ্জলি হইয়া বলিলেন, “আর্য্য! আমার মাতা কৈকেয়ী স্ত্রীলোক, মহাবাহু পিতা তাঁহার কথানুসারে জ্যেষ্ঠ আপনাকে অতিক্রমপূর্ব্বক কনিষ্ঠকে রাজ্যদানরূপ দুষ্কর কার্য্য করত পুত্রশোকে পীড়িত হইয়া আমাদিগকে এবং

প্রিয়া নিযুক্তঃ কৈকেয্যা মম মাত্রা পরন্তপ।
চকার সা মহৎ পাপমিদমাত্মযশোহরম্ ॥ ৬
সা রাজ্যফলমপ্রাপ্য বিধবা শোককর্ষিতা।
পতিষ্যতি মহাঘোরে নরকে জননী মম ॥ ৭
তস্য মে দাসভূতস্য প্রসাদং কর্ত্তুমর্হসি।
অভিষিঞ্চস্ব চাদ্যৈব রাজ্যেন মঘবানিব ॥ ৮
ইমাঃ প্রকৃতয়ঃ সর্ব্বা বিধবা মাতরশ্চ যাঃ।
ত্বৎসকাশমনুপ্রাপ্তাঃ প্রসাদং কর্ত্তুমর্হসি ॥ ৯
তথানুপূর্ব্ব্যা যুক্তশ্চ যুক্তঞ্চাত্মনি মানদ।
রাজ্যং প্রাপ্নুহি ধর্ম্মেণ সকামান্ সুহৃদঃ কুরু ॥ ১০
ভবত্ববিধবা ভূমিঃ সমগ্রা পতিনা ত্বয়া।
শশিনা বিমলেনেব শারদী রজনী যথা ॥ ১১
এভিশ্চ সচিবৈঃ সার্দ্ধং শিরসা যাচিতো ময়া।
ভ্রাতুঃ শিষ্যস্য দাসস্য প্রসাদং কর্ত্তুমর্হসি ॥ ১২
তদিদং শাশ্বতং পিত্র্যং সর্ব্বং সচিবমণ্ডলম্।
পূজিতং পুরুষব্যাঘ্র নাতিক্রমিতুমর্হসি ॥ ১৩
এবমুক্ত্বা মহাবাহুঃ সবাষ্পঃ কৈকয়ীসুতঃ।
রামস্য শিরসা পাদৌ জগ্রাহ ভরতঃ পুনঃ ॥ ১৪

তং মত্তমিব মাতঙ্গং নিঃশ্বসন্তং পুনঃপুনঃ।
ভ্রাতরং ভরতং রামঃ পরিষ্বজ্যেদমব্রবীৎ ॥ ১৫
কুলীনঃ সত্ত্বসম্পন্নস্তেজস্বী চরিতব্রতঃ।
রাজ্যহেতোঃ কথং পাপমাচরেন্মদ্বিধো জনঃ ॥ ১৬
ন দোষং ত্বয়ি পশ্যামি সূক্ষ্মমপ্যরিসূদন।
ন চাপি জননীং বাল্যাৎ ত্বং বিগর্হিতুমর্হসি ॥ ১৭
কামকারো মহাপ্রাজ্ঞ গুরূণাং সর্ব্বদানঘ।
উপপন্নেষু দারেষু পুত্রেষু চ বিধীয়তে। ১৮
বয়ং তস্য যথা লোকে সংখ্যাতাঃ সৌম্য সাধুভিঃ।
ভার্য্যাঃ পুত্রাশ্চ শিষ্যাশ্চ ত্বমপি জ্ঞাতুমর্হসি ॥ ১৯
বনে বা চীরবসনং সৌম্য কৃষ্ণাজিনাম্বরম্।
রাজ্যে বাপি মহারাজো মাং বাসয়িতুমীশ্বরঃ ॥ ২০
যাবৎ পিতরি ধর্ম্মজ্ঞ গৌরবং লোকসৎকৃতে।
তাবদ্ধর্ম্মভৃতাং শ্রেষ্ঠ জনন্যামপি গৌরবম্ ॥ ২১
এতাভ্যাং ধর্ম্মশীলাভ্যাং বনং গচ্ছেতি রাঘব।
মাতাপিতৃভ্যামুক্তোহহং কথমন্যৎ সমাচরে ॥ ২২
ত্বয়া রাজ্যমযোধ্যায়াং প্রাপ্তব্যং লোকসৎকৃতম্।
বস্তব্যং দণ্ডকারণ্যে ময়া বল্কলবাসসা ॥ ২৩

ইহলোক পরিত্যাগপূর্ব্বক স্বর্গে গমন করিয়াছেন। শত্রুদমন! আমার জননী এই জন্য অযশস্কর মহৎ পাপ করিয়াছেন। ১—৬। তিনি রাজ্যের ফল না পাইয়া বিধবা ও শোকাকুলা হইয়া মহাঘোর নরকে পতিত হইবেন। আমি আপনার সেই দাসই আছি; অতএব আমার প্রতি আপনার প্রসন্ন হওয়া উচিত; অদ্যই আপনি ইন্দ্রের ন্যায়, স্বরাজ্যে অভিষিক্ত হউন। এই বিধবা মাতৃগণ এবং প্রজাসকল আপনাকে প্রসন্ন করিবার জন্য আপনার নিকট আসিয়াছেন; অতএব আপনার অনুগ্রহ করা উচিত। মানদ! জ্যেষ্ঠত্ব অনুসারে আপনিই রাজ্যলাভের অধিকারী এবং আপনারই রাজ্যাভিষেক হওয়া উচিত। অতএব আপনি ন্যায়তঃ ধর্ম্মতঃ রাজ্য লাভ করুন এবং সুহৃদ্গণের ইচ্ছা পূর্ণ করুন। শারদীয়া যামিনী যেমন সুবিমল চন্দ্রের দ্বারা পতিমতী হইয়া থাকে, তেমনি সসাগরা ধরা এক্ষণে আপনাকে পতিত্বে বরণ করিয়া সধবা হউক; এই সকল অমাত্যগণের সহিত আমি অবনতমস্তকে প্রার্থনা করিতেছি; আপনি, ভ্রাতা, শিষ্য ও দাসের প্রতি অনুকম্পা করুন। পুরুষশ্রেষ্ঠ! এই পরম্পরাগত পৈতৃক মান্য মন্ত্রিগণও পুনঃপুনঃ যাচ্ঞা করিতেছেন, ইহাদিগের প্রার্থনাও পরিহার করা উচিত নহে।" মহারাজ কৈকেয়ীপুত্র ভরত অশ্রুপূর্ণনেত্রে এই সকল কথা বলিয়া পুনর্ব্বার মস্তকদ্বারা রামের পদদ্বয় গ্রহণ করিলেন। ৭—১৪। মত্তমাতঙ্গের ন্যায় পুনঃপুনঃ নিশ্বাস পরিত্যাগ করত অবস্থিত সেই ভ্রাতা ভরতকে আলিঙ্গনপূর্ব্বক রাম কহিলেন, "অরিদমন! আমার ন্যায় সদ্বংশজাত সত্ত্বসম্পন্ন তেজস্বী ও কৌলিকব্রত-পালনশীল লোক কেমন করিয়া পিতার আজ্ঞা-ভঙ্গরূপ পাপ আচরণ করিতে পারে? ভরত! আমি তোমাতে অণুমাত্রও দোষ দেখিতেছি না, আর বাল্যচপলতাবশতঃ তোমার জননীকে নিন্দা করাও উচিত হইতেছে না। নিষ্পাপ মহাপ্রাজ্ঞ! উপযুক্ত পুত্র ও পত্নীর প্রতি গুরুতর পিতা প্রভৃতির স্বেচ্ছাচার সর্ব্বদা বিহিত হইয়া থাকে। সাধুগণ লোকসমাজে স্ত্রী, পুত্র ও শিষ্যগণকে যেমন নিয়োগার্হ বলিয়া গণ্য করেন, আমরাও পিতার নিকটে সেইরূপ; ইহা তোমার জানা উচিত। প্রিয়দর্শন! মহারাজ আমাকে চীরবসন ও কৃষ্ণাজিন পরিধান করাইয়া বনেই হউক বা রাজ্যেই হউক, তাঁহার যথায় ইচ্ছা সেই স্থানেই বাস করাইতে পারেন। ১৫—২০। ধর্ম্মজ্ঞ! ধার্ম্মিকবর! সর্ব্বলোক-সৎকৃত পিতার প্রতি যে পরিমাণে গৌরব করিতে হয়, মাতাকেও সেইরূপ গৌরব করা উচিত। ভরত! এই ধর্ম্মশীলা মাতা ও পিতাকর্ত্তৃক 'বনে যাও' এইরূপ আদিষ্ট হইয়া আমি কিরূপে তাহার অন্যথা আচরণ করিব? অযোধ্যায় সর্ব্বলোকসৎকৃত রাজ্য তোমারই পাওয়া উচিত; আর

এবমুক্ত্বা মহারাজো বিভাগং লোকসন্নিধৌ।
ব্যাদিশ্য চ মহারাজো দিবং দশরথো গতঃ ॥ ২৪
স চ প্রমাণং ধর্ম্মাত্মা রাজা লোকগুরুস্তব।
পিত্রা দত্তং যথাভাগমুপভোক্তুং ত্বমর্হসি ॥ ২৫
চতুর্দ্দশ সমাঃ সৌম্য দণ্ডকারণ্যমাশ্রিতঃ।
উপভোক্ষ্যে ত্বহং ভাগং দত্তং পিত্রা মহাত্মনা ॥ ২৬
যদব্রবীন্মাং নরলোকসংকৃতঃ
পিতা মহাত্মা বিবুধাধিপোপমঃ।
তদেব মন্যে পরমাত্মনো হিতং
ন সর্ব্বলোকেশ্বরভাবমব্যয়ম্ ॥ ২৭
ইত্যযোধ্যাকাণ্ডে একাধিকশততমঃ সর্গঃ ॥ ১০১ ॥

দ্ব্যধিকশততম সর্গঃ।

রামস্য বচনং শ্রুত্বা ভরতঃ প্রত্যুবাচ হ।
কিং মে ধর্ম্মাদ্বিহীনস্য রাজধর্ম্মঃ করিষ্যতি ॥ ১
শাশ্বতোঽয়ং সদা ধর্ম্মঃ স্থিরোঽস্মাসু নরর্ষভ।
জ্যেষ্ঠে পুত্রে স্থিতে রাজ্ঞাং ন কনীয়ান্ ভবেন্নৃপঃ ॥ ২
স সমৃদ্ধাং ময়া সার্দ্ধমযোধ্যাং গচ্ছ রাঘব।
অভিষেচয় চাত্মানং কুলস্যাস্য ভবায় নঃ ॥ ৩
রাজানং মানুষং প্রাহুর্দেবত্বে সম্মতো মম।
যস্য ধর্ম্মার্থসহিতং বৃত্তমাহুরমানুষম্ ॥ ৪
কেকয়স্থে চ ময়ি তু ত্বয়ি চারণ্যমাশ্রিতে।
ধীমান্ স্বর্গং গতো রাজা যায়জূকঃ সতাং মতঃ ॥ ৫
নিষ্ক্রান্তমাত্রে ভবতি সহসীতে সলক্ষ্মণে।
দুঃখশোকাভিভূতস্তু রাজা ত্রিদিবমভ্যগাৎ ॥ ৬
উত্তিষ্ঠ পুরুষব্যাঘ্র ক্রিয়তামুদকং পিতুঃ।
অহঞ্চায়ঞ্চ শত্রুঘ্নঃ পূর্ব্বমেব কৃতোদকৌ ॥ ৭
প্রিয়েণ কিল দত্তং হি পিতৃলোকেষু রাঘব।
অক্ষয্যং ভবতি প্রাহুর্ভবাংশ্চৈব পিতুঃ প্রিয়ঃ ॥ ৮
ত্বামেব শোচংস্তব দর্শনেপ্সু-
স্ত্বয্যেব সক্তামনিবর্ত্ত্য বুদ্ধিম্।
ত্বয়া বিহীনস্তব শোকরুগ্ন-
স্ত্বাং সংস্মরন্নেব গতঃ পিতা তে ॥ ৯
ইত্যযোধ্যাকাণ্ডে দ্ব্যধিকশততমঃ সর্গঃ ॥ ১০২ ॥

ত্র্যধিকশততমঃ সর্গঃ।

তাং শ্রুত্বা করুণাং বাচং পিতুর্ম্মরণসংহিতাম্।
রাঘবো ভরতেনোক্তাং বভূব গতচেতনঃ ॥ ১

আমার বল্কল বসন পরিধানপূর্ব্বক দণ্ডকারণ্যে বাস করাই কর্ত্তব্য হইতেছে। মহারাজ দশরথ সকলের সম্মুখে এইরূপ বিভাগব্যবস্থা বলিয়া এবং আমাদিগকে আদেশ করিয়া স্বর্গারোহণ করিয়াছেন, সেই ধর্ম্মাত্মা লোকগুরু রাজাই তোমার পক্ষে প্রমাণ; অতএব বিভাগানুসারে পিতৃদত্ত রাজ্য ভোগ করা তোমারও কর্ত্তব্য। ইন্দ্রতুল্য লোকমান্য মহাত্মা পিতা আমাকে যাহা বলিয়াছেন, তাহাই আমি নিজের পরম শুভ বিবেচনা করি; সর্ব্বলোকের প্রতি অক্ষয় প্রভুত্বও, আমার বিবেচনায় কল্যাণকর নহে।" ২১—২৭।

দ্ব্যধিকশততম সর্গ।

ভরত, রামের কথা শুনিয়া বলিলেন, "এইরূপ যদি আমি ধর্ম্মবিহীনই হইলাম, তবে রাজধর্ম্ম আমার কি করিবে? নরবর! এই চিরন্তন ধর্ম্ম নিয়তই মাদৃশ ব্যক্তিবর্গে অবস্থিতি করিতেছে যে 'রাজার জ্যেষ্ঠ পুত্র বর্ত্তমান থাকিলে কনিষ্ঠ কখন রাজ্যাধিকারী হয় না'; অতএব আপনি আমার সহিত সমৃদ্ধশালী অযোধ্যা রাজধানীতে গমন করুন এবং রঘুবংশের ও আমাদিগের কল্যাণের জন্য আপনি অভিষিক্ত হউন। লোকে রাজাকে মনুষ্য বলিয়া থাকে, কিন্তু আমার মতে রাজা দেবতাস্বরূপ; তাহার কারণ এই যে, তাঁহার ধর্ম্মার্থযুক্ত চরিত্র মনুষ্যমধ্যে অন্য জনে কদাচ সম্ভবে না। ১—৪। আমার কেকয়দেশে অবস্থানকালে এবং আপনিও দণ্ডকারণ্যে আসিলে সাধুসংকৃত, যায়জূক, মহাপ্রাজ্ঞ মহারাজ স্বর্গে গমন করিয়াছেন। আপনি সীতা ও লক্ষ্মণের সহিত নগর হইতে নিষ্ক্রান্ত হইবামাত্র রাজা, দুঃখে ও শোকে অভিভূত হইয়া অমরাবতী অভিমুখে যাত্রা করিয়াছেন। নরব্যাঘ্র! এখন গাত্রোত্থান করুন, পিতার তর্পণাদি করুন; আমি এবং এই শত্রুঘ্ন উভয়ে অগ্রেই পিণ্ডদানাদি সমস্ত কার্য্য করিয়াছি। রঘুশ্রেষ্ঠ! আপনি পিতার প্রিয় ও জ্যেষ্ঠ পুত্র; পণ্ডিতেরা বলেন, প্রিয়পুত্রপ্রদত্ত পিণ্ডোদকাদি পিতৃলোকে অক্ষয় হয়। আপনারই জন্য পিতা শোক করত আপনাকেই দেখিতে ইচ্ছা করত আপনাতেই আসক্ত চিত্তকে নিবৃত্ত না করিয়া, আপনার বিরহে ও আপনার শোকে রুগ্ন হইয়া আপনাকেই স্মরণ করত পরলোকে গমন করিয়াছেন।" ৫—৯।

ত্র্যধিকশততম সর্গ।

রঘুনন্দন রাম, ভরতের কথিত পিতার পরলোকপ্রাপ্তি-সংবাদ-সংযুক্ত সেই শোকাবহ বাক্য শুনিয়া অচেতন

তন্তু বজ্রমিবোৎসৃষ্টমাহবে দানবারিণা।
বাগ্বজ্রং ভরতেনোক্তমমনোজ্ঞং পরন্তপঃ॥ ২
প্রগৃহ্য রামো বাহূ বৈ পুষ্পিতাঙ্গ ইব দ্রুমঃ।
বনে পরশুনা কৃত্তস্তথা ভুবি পপাত হ॥ ৩
তথাহি পতিতং রামং জগত্যাং জগতীপতিম্।
কূলপাতপরিশ্রান্তং প্রসুপ্তমিব কুঞ্জরম্॥ ৪
ভ্রাতরস্তে মহেষ্বাসং সর্ব্বতঃ শোককর্শিতম্।
রুদন্তঃ সহ বৈদেহ্যা সিষিচুঃ সলিলেন বৈ॥ ৫
স তু সংজ্ঞাং পুনর্লব্ধা নেত্রাভ্যামশ্রুমুৎসৃজন্।
উপাক্রামত কাকুৎস্থঃ কৃপণং বহু ভাষিতুম্॥ ৬
স রামঃ স্বর্গতং শ্রুত্বা পিতরং পৃথিবীপতিম্।
উবাচ ভরতং বাক্যং ধর্ম্মাত্মা ধর্ম্মসংহিতম্॥ ৭
কিং করিষ্যাম্যযোধ্যায়াং তাতে দিষ্টাং গতিং গতে।
কস্তাং রাজবরাদ্ধীনামযোধ্যাং পালয়িষ্যতি॥ ৮
কিং নু তস্য ময়া কার্য্যং দুর্জ্জাতেন মহাত্মনঃ।
যো মৃতো মম শোকেন স ময়া ন চ সংস্কৃতঃ॥ ৯
অহো ভরত সিদ্ধার্থো যেন রাজা ত্বয়ানঘ।
শত্রুঘ্নেন চ সর্ব্বেষু প্রেতকৃত্যেষু সংকৃতঃ॥ ১০
নিষ্প্রধানামনেকাগ্রাং নরেন্দ্রেণ বিনাকৃতাম্।
নিবৃত্তবনবাসোঽপি নাযোধ্যাং গন্তুমুৎসহে॥ ১১
সমাপ্তবনবাসং মামযোধ্যায়াং পরন্তপ।
কোঽনুশাসিষ্যতি পুনস্তাতে লোকান্তরং গতে॥ ১২
পুরা প্রেক্ষ্য সুবৃত্তং মাং পিতা যান্যাহ সান্ত্বয়ন্।
বাক্যানি তানি শ্রোষ্যামি কুতঃ কর্ণসুখান্যহম্॥ ১৩
এবমুক্ত্বা তু ভরতং ভার্য্যামভ্যেত্য রাঘবঃ।
উবাচ শোকসন্তপ্তঃ পূর্ণচন্দ্রনিভাননাম্॥ ১৪
সীতে মৃতস্তে শ্বশুরঃ পিত্রা হীনোঽসি লক্ষ্মণ।
ভরতো দুঃখমাচষ্টে স্বর্গতিং পৃথিবীপতেঃ॥ ১৫
ততো বহুগুণং তেষাং বাষ্পং নেত্রেষ্বজায়ত।
তথা ব্রুবতি কাকুৎস্থে কুমারাণাং যশস্বিনাম্॥ ১৬
ততস্তে ভ্রাতরঃ সর্ব্বে ভৃশমাশ্বাস্য দুঃখিতম্।
অব্রুবন্ জগতীভর্ত্তুঃ ক্রিয়তামুদকং পিতুঃ॥ ১৭
সা সীতা স্বর্গতং শ্রুত্বা শ্বশুরং তং মহানৃপম্।
নেত্রাভ্যামশ্রুপূর্ণাভ্যাং ন শশাকেক্ষিতুং প্রিয়ম্॥ ১৮
স সান্ত্বয়িত্বা তু তাং রামো রুদন্তীং জনকাত্মজাম্।
উবাচ লক্ষ্মণং তত্র দুঃখিতো দুঃখিতং বচঃ॥ ১৯
আনয়েঙ্গুদিপিণ্যাকং চীরমাহর চোত্তরম্।

হইলেন। বনমধ্যে পুষ্পিত তরু, কুঠারাঘাতে ছেদিত হইয়া যেমন পতিত হয়, তেমনি ভরত প্রভৃতিকে দেখিয়া হর্ষে উৎফুল্ল সেই শত্রুদমন, রাম রণস্থলে দেবরাজ-বিসৃষ্ট বজ্রের ন্যায় ভরতোক্ত শোকসঙ্কুল, বজ্রতুল্য বাক্য শ্রবণে বাহুযুগল উত্তোলনপূর্ব্বক ভূপতিত হইলেন। জগৎপতি মহাধনুর্দ্ধর শোককর্ষিত-রামকে তটপাতপরিশ্রান্ত নিদ্রিত হস্তীর ন্যায় ধরাতলে পতিত দেখিয়া ভরতপ্রভৃতি ভ্রাতৃগণ সীতার সহিত তাঁহার সর্ব্বাঙ্গে জলসেচন করিতে লাগিলেন। ১—৫। পরে রাম, সংজ্ঞা পাইয়া অবিরল অশ্রুজল ত্যাগ করিয়া করুণস্বরে বহু বিলাপ করিতে লাগিলেন। সেই ধর্ম্মাত্মা রাম, 'পৃথ্বীপতি পিতা স্বর্গগত হইয়াছেন' শুনিয়া ভরতকে এইরূপে ধর্ম্মযুক্ত বাক্য বলিতে প্রবৃত্ত হইলেন,—"পিতা দৈব-কল্পিত গতি প্রাপ্ত হইয়াছেন, তবে আর আমি অযোধ্যায় গিয়া কি করিব? সেই নৃপবরশূন্য অযোধ্যাকে কে পালন করিবে? আমার জন্মই বৃথা, আমি সেই মহাত্মার কি করিলাম? যিনি আমার শোকে প্রাণ ত্যাগ করিলেন, আমি তাঁহার সংকার করিতেও পারিলাম না। নিষ্পাপ ভরত! তুমি এবং শত্রুঘ্ন যে সকল পারলৌকিক ব্যাপারে পিতার সৎকার করিয়াছ তাহাতেই তোমাদের জন্ম সার্থক হইয়াছে। আমি বনবাস হইতে ফিরিলেও সেই প্রধানপুরুষহীন, বহুনায়ক, রাজ-বিবর্জ্জিত অযোধ্যাপুরে আর যাইতে চাহি না। পরন্তপ! পিতা লোকান্তরে গিয়াছেন; অতএব আমি বনবাসকাল শেষ করিয়া অযোধ্যায় গেলে আর কে আমাকে হিতাহিত বিষয়ে উপদেশ দিবেন? পূর্ব্বে পিতা আমাকে আজ্ঞাপালনে অনুরক্ত দেখিয়া সান্ত্বনাপূর্ব্বক যে সকল কথা বলিয়াছিলেন, সেই সকল শ্রুতিসুখকর মনোহর কথা আর কাহার নিকট শুনিব?" শোকসন্তপ্ত রাম, ভরতকে এইরূপ বলিয়া পূর্ণচন্দ্রতুল্য-চারুমুখী প্রিয়ার নিকটে আসিয়া বলিলেন, "সীতে! তোমার শ্বশুর লোকান্তরে গিয়াছেন;—লক্ষ্মণ! তুমি পিতৃহীন হইয়াছ; ভরত রাজার স্বর্গগমনের কথা দুঃখের সহিত বলিতেছেন।" কাকুৎস্থ রাম সেইরূপ বলিলে সেই সকল যশস্বী রাজকুমারগণের নয়নে বাষ্পবারি বহুগুণ বর্দ্ধিত হইল। ৬—১৬। পরে সেই ভ্রাতৃগণ, দুঃখিত রামকে পুনঃপুনঃ আশ্বাসিত করিয়া 'পৃথিবীপতি পিতার উদক-ক্রিয়া করুন" এই কথা বলিলেন। সীতা, মহারাজ শ্বশুর স্বর্গে গিয়াছেন শুনিয়া নয়ন অশ্রুপূর্ণ হওয়ায় প্রিয়তমাকে দর্শন করিতে সমর্থ হইলেন না। রাম তখন সেই রোরুদ্যমানা জানকীকে সান্ত্বনা করিয়া দুঃখিতান্তঃকরণে, দুঃখিত লক্ষ্মণকে বলিলেন, "লক্ষ্মণ! পাত্রার্থনিষ্ট ইঙ্গুদীফল আনয়ন কর, নূতন চীরবসন

জলক্রিয়ার্থং তাতস্য গমিষ্যামি মহাত্মনঃ ॥ ২০
সীতা পুরস্তাদ্‌ব্রজতু ত্বমেনামভিতো ব্রজ ।
অহং পশ্চাদ্‌গমিষ্যামি গতির্হ্যেষা সুদারুণা ॥ ২১
ততো নিত্যানুগস্তেষাং বিদিতাত্মা মহামতিঃ ।
মৃদুর্দান্তশ্চ কান্তশ্চ রামে চ দৃঢ়ভক্তিমান্ ॥ ২২
সুমন্ত্রস্তৈর্নৃপসুতৈঃ সার্দ্ধমাশ্বাস্য রাঘবম্ ।
অবাতারয়দালম্ব্য নদীং মন্দাকিনীং শিবাম্ ॥ ২৩
তে সুতীর্থাংস্ততঃ কৃচ্ছ্রাদুপগম্য যশস্বিনঃ ।
নদীং মন্দাকিনীং রম্যাং সদা পুষ্পিতকাননাম্ ॥ ২৪
শীঘ্রস্রোতসমাসাদ্য তীর্থং শিবমকর্দ্দমম্ ।
সিষিচুস্তূদকং রাজ্ঞে তত এতদ্ভবত্বিতি ॥ ২৫
প্রগৃহ্য তু মহীপালো জলপূরিতমঞ্জলিম্ ।
দিশং যাম্যামভিমুখো রুদন্ বচনমব্রবীৎ ॥ ২৬
এতত্তে রাজশার্দ্দূল বিমলং তোয়মক্ষয়ম্ ।
পিতৃলোকগতস্যাদ্য মদ্দত্তমুপতিষ্ঠতু ॥ ২৭
ততো মন্দাকিনীতীরাৎ প্রত্যুত্তীর্য্য স রাঘবঃ ।
পিতুশ্চকার তেজস্বী নির্ব্বাপং ভ্রাতৃভিঃ সহ ॥ ২৮
ঐঙ্গুদং বদরৈর্মিশ্রং পিণ্যাকং দর্ভসংস্তরে ।
ন্যস্য রামঃ সুদুঃখার্ত্তো রুদন্ বচনমব্রবীৎ ॥ ২৯
ইদং ভুঙ্‌ক্ষ্ব মহারাজ প্রীতো যদশনা বয়ম্ ।
যদন্নঃ পুরুষো রাজন্ তদন্নাস্তস্য দেবতাঃ ॥ ৩০
ততস্তেনৈব মার্গেণ প্রত্যুত্তীর্য্য সরিত্তটাৎ ।
আরুরোহ নরব্যাঘ্রো রম্যসানুং মহীধরম্ ॥ ৩১
ততঃ পর্ণকুটীদ্বারমাসাদ্য জগতীপতিঃ ।
পরিজগ্রাহ পাণিভ্যামুভৌ ভরতলক্ষ্মণৌ ॥ ৩২
তেষাস্তু রুদতাং শব্দাৎ প্রতিশব্দোঽভবদ্গিরৌ ।
ভ্রাতৃণাং সহ বৈদেহ্যা সিংহানাং নর্দ্দতামিব ॥ ৩৩
মহাবলানাং রুদতাং কুর্ব্বতামুদকং পিতুঃ ।
বিজ্ঞায় তুমুলং শব্দং ত্রস্তা ভরতসৈনিকাঃ ॥ ৩৪
অব্রুবংশ্চাপি রামেণ ভরতঃ সঙ্গতো ধ্রুবম্ ।
তেষামেব মহাঞ্ছব্দঃ শোচতাং পিতরং মৃতম্ ॥ ৩৫
অথ বাহান্ পরিত্যজ্য তং সর্ব্বেঽভিমুখাঃ স্বনম্ ।
অপ্যেকমনসো জগ্মুর্যথাস্থানং প্রধাবিতাঃ ॥ ৩৬
হয়ৈরন্যে গজৈরন্যে রথৈরন্যে স্বলঙ্কৃতৈঃ ।
সুকুমারাস্তথৈবান্যে পদ্ভিরেব নরা যযুঃ ॥ ৩৭
অচিরপ্রোষিতং রামং চিরবিপ্রোষিতং যথা ।

আহরণ কর, মহানুভাব পিতার তর্পণাদির জন্য গমন করিব। সীতা অগ্রে গমন করুন, তুমি তৎপশ্চাৎ চল, আমি সকলের পশ্চাৎ যাইব; এইরূপ গমন, এইরূপ সময়ে ব্যবস্থিত বলিয়া অতি সুদারুণ।" পরে সেই কুমারগণের নিয়ত অনুগত, কৃতবুদ্ধি, মহামতি, মৃদুস্বভাব, জিতেন্দ্রিয়, রামের প্রতি দৃঢ়ভক্তি-মান্, সুশ্রী, সুমন্ত্র, রাজকুমারগণের সহিত রাঘবকে আশ্বাসিত করিয়া, অবলম্বনপূর্ব্বক নির্ম্মলসলিলা মন্দাকিনী নদীতে অবতরণ করিলেন। পরে সীতার সহিত সেই যশস্বিগণ অতিকষ্টে অবতরণ-পথের নিকটে উপস্থিত হইয়া সতত-পুষ্পিত-কাননবতী রমণীয়া শীঘ্রস্রোতা মন্দাকিনীর কর্দ্দমশূন্য সুন্দর অবতরণ-পথে যাইয়া পিতার নাম ও গোত্র উচ্চারণ-পূর্ব্বক তাঁহাকে উদ্দেশ করিয়া তর্পণ-জল প্রদান করিলেন। রাম, দক্ষিণাভিমুখ হইয়া জলাঞ্জলি গ্রহণ-পূর্ব্বক অশ্রুপূর্ণনয়নে বলিলেন, "মহারাজ! তুমি পিতৃ-লোকে গমন করিয়াছ; অতএব এক্ষণে তোমার উদ্দেশে আমার প্রদত্ত এই নির্ম্মল জল অক্ষয় হইয়া পিতৃ-লোকে উপস্থিত হউক।" পরে সেই তেজস্বিবর রাম, ভ্রাতৃগণের সহিত মন্দাকিনীতীর হইতে উত্তীর্ণ হইয়া পিতার উদ্দেশে পিণ্ড দান করিলেন। রাম দর্ভসংস্তরে বদরীফলমিশ্রিত তিলকল্কযুক্ত ইঙ্গুদীফলের পিণ্ড অর্পণ করিয়া অতিশয় দুঃখিত হইয়া রোদন করত বলিলেন, "মহারাজ! আমাদিগের যাহা ভোজ্য, আপনি তাহাই ভোজন করুন। লোকে নিজে যাহা আহার করিয়া থাকে, তাহার পিতৃগণ ও দেবতা সকল তাহাই আহার করেন।" ১৭—৩০। পরে নরশ্রেষ্ঠ রাম যে পথে নদীতে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, সেই পথেই নদীতট হইতে উত্তীর্ণ হইয়া রম্যসানু-সম্পন্ন পর্ব্বতো-পরি আরোহণ করিলেন। পরে জগতীপতি রাম, পর্ণকুটীরের দ্বারদেশে আসিয়া ভরত ও লক্ষ্মণকে করযুগলদ্বারা ধারণ করিলেন। গর্জ্জনকারী সিংহের ন্যায়, সীতার সহিত রোদনকারী সেই সকল ভ্রাতৃগণের রোদনশব্দের প্রতিধ্বনি পর্ব্বত মধ্যে প্রাদুর্ভূত হইল। পিতার তর্পণক্রিয়া সমাপন করিয়া সেই মহাবল ভ্রাতৃ-গণ রোদন করিতে থাকিলে, ভরতের সৈনিকগণ সেই রোদনজনিত তুমুল শব্দ শুনিয়া ভীত হইল এবং বলিল, "ভরত রামের সহিত নিশ্চয়ই মিলিত হইয়া-ছেন; তাঁহারাই পরলোকগত পিতার জন্য শোক করিতেছেন, তাহাতেই এই মহাশব্দ সমুত্থিত হই-য়াছে।" পরে যে দিক্ হইতে সেই শব্দ হইতেছিল, সকলেই একাগ্রচিত্ত হইয়া বাহনসমুদায় পরিত্যাগ-পূর্ব্বক সেই দিক্ অভিমুখে সত্বর গমনে প্রবৃত্ত হইল। সুকুমার পুরুষেরা কেহ অশ্বে, কেহ গজে, কেহ অলঙ্কৃত রথে আরোহণ করিয়া যাইতে লাগিল এবং অপরা-[illegible]

দ্রষ্টুকামো জনঃ সর্ব্বো জগাম সহসাশ্রমম্ ॥ ৩৮
ভ্রাতৄণাং ত্বরিতাস্তে তু দ্রষ্টুকামাঃ সমাগমন্ ।
যযুর্বহুবিধৈর্যানৈঃ খুরনেমিসমাকুলৈঃ ॥ ৩৯
সা ভূমির্বহুভির্যানৈ রথনেমিসমাহতা ।
মুমোচ তুমুলং শব্দং দ্যৌরিবাভ্রসমাগমে ॥ ৪০
তেন বিত্রাসিতা নাগাঃ করেণুপরিবারিতাঃ ।
আবাসয়ন্তো গন্ধেন জগ্মুরন্যদ্বনং ততঃ ॥ ৪১
বরাহমৃগসিংহাশ্চ মহিষাঃ সৃমরাস্তথা ।
ব্যাঘ্রগোকর্ণগবয়া বিত্রেসুঃ পৃষতৈঃ সহ ॥ ৪২
রথাঙ্গহংসানত্যূহাঃ প্লবাঃ কারণ্ডবাঃ পরে ।
তথা পুংস্কোকিলাঃ ক্রৌঞ্চা বিসংজ্ঞা ভেজিরে দিশঃ ॥ ৪৩
তেন শব্দেন বিত্রস্তৈরাকাশং পক্ষিভির্বৃতম্ ।
মনুষ্যৈরাবৃতা ভূমিরুভয়ং প্রবভৌ তদা ॥ ৪৪
ততস্তং পুরুষব্যাঘ্রং যশস্বিনমকল্মষম্ ।
আসীনং স্থণ্ডিলে রামং দদর্শ সহসা জনঃ ॥ ৪৫
বিগর্হমাণঃ কৈকেয়ীং মন্থরাসহিতামপি ।
অভিগম্য জনো রামং বাষ্পপূর্ণমুখোঽভবৎ ॥ ৪৬
তান্ নরান্ বাষ্পপূর্ণাক্ষান্ সমীক্ষ্যাথ সুদুঃখিতান্ ।
পর্য্যষজত ধর্ম্মজ্ঞঃ পিতৃবন্মাতৃবচ্চ সঃ ॥ ৪৭
স তত্র কাংশ্চিৎ পরিষস্বজে নরান্
নরাশ্চ কেচিত্তু তমভ্যবাদয়ন্ ।
চকার সর্ব্বান্ সবয়স্যবান্ধবান্
যথার্হমাসাদ্য তদা নৃপাত্মজঃ ॥ ৪৮
ততঃ স তেষাং রুদতাং মহাত্মনাং
ভুবঞ্চ খঞ্চানুবিনাদয়ন্ স্বনঃ ।
গুহাগিরীণাঞ্চ দিশশ্চ সন্ততং
মৃদঙ্গঘোষপ্রতিমো বিশুশ্রুবে ॥ ৪৯
ইত্যযোধ্যাকাণ্ডে ত্র্যধিকশততমঃ সর্গঃ ॥ ১০৩ ॥

অল্পদিন প্রবাসী হইলেও বহুকাল প্রবাসস্থ ব্যক্তির ন্যায় তাঁহাকে দেখিতে ইচ্ছুক হইয়া সকল লোকেই সহসা আশ্রমে যাইতে লাগিল। তাহারা সকলেই সত্বর হইয়া ভ্রাতৃগণের সমাগম সন্দর্শনে সকাম হইয়া খুরনেমিসমাকুল বিবিধ যানারোহণে যাইতে লাগিল। জনগণ যে পথে যাইতেছিল, সেই পথ বহুবিধ যান ও রথচক্রদ্বারা অভিহত হইয়া, মেঘ-সমাগমে গগন-মণ্ডলের ন্যায় তুমুল শব্দ প্রকাশ করিল। করেণু-পরিবৃত হস্তীরা সেই তুমুল শব্দে ভীত হইয়া মদগন্ধ-দ্বারা দিঙ্মুখ সকল সুগন্ধযুক্ত করত তথা হইতে বনান্তরে ধাবিত হইল। সিংহ, শূকর, মৃগ, মহিষ, শার্দ্দূল, সৃমর, গোকর্ণ, গবয় ও পৃষতমৃগ প্রভৃতি পশুগণ, ভীত হইল। চক্রবাক, জলকুক্কুট, হংস, কারণ্ডব, প্লব-নামক বকবিশেষ, পুংস্কোকিল ও ক্রৌঞ্চ প্রভৃতি পক্ষিকুল ব্যাকুলভাবে দিগ্দিগন্তে ধাবিত হইল। সেই শব্দে ভীত বিহঙ্গগণদ্বারা আকাশমণ্ডল এবং মানবসমূহে ভূমণ্ডল আবৃত হওয়ায় তৎকালে উভয়েরই সম্যক্ শোভিত হইল। ৩৮—৪৪। পরে জনগণ সহসা সেই নিষ্পাপ যশস্বী, পুরুষপ্রবর রামকে মৃত্তিকায় উপবিষ্ট দেখিল; তাহারা কৈকেয়ী ও মন্দকারিণী মন্থরাকে নিন্দা করত রামের সম্মুখে উপস্থিত হইলে, অশ্রুজলে তাহাদিগের মুখমণ্ডল আচ্ছন্ন হইল। পরে সেই ধর্ম্মজ্ঞ রাম সেই সকল ব্যক্তিকে বাষ্পপূর্ণনেত্র ও নিতান্ত দুঃখিত দেখিয়া পিতা ও মাতার ন্যায় আলিঙ্গন করিলেন। সেই রাজপুত্র রাম তৎকালে তাহাদিগের মধ্যে কোন কোন ব্যক্তিকে আলিঙ্গন করিলেন, কেহ কেহ তাঁহাকেও অভিবাদন করিল; তিনি বয়স্য ও সুহৃদ্গণকে পাইয়া, যে ব্যক্তি যাদৃশ-সৎকার-যোগ্য, তাহাকে সেইরূপ ভাবেই সম্ভাষণাদি করিলেন। অনন্তর সেই রোরুদ্যমান, মহানুভবগণের রোদনধ্বনি ভূতল, আকাশতল, দিঙ্মণ্ডল ও গিরি-গুহা নিরত প্রতিধ্বনিত করত মৃদঙ্গধ্বনির ন্যায় শ্রুত হইতে লাগিল। ৪৫—৪৯।

চতুরধিকশততমঃ সর্গঃ ।

বসিষ্ঠঃ পুরতঃ কৃত্বা দারান্ দশরথস্য চ ।
অভিচক্রাম তং দেশং রামদর্শনতর্ষিতঃ ॥ ১
রাজপত্ন্যশ্চ গচ্ছন্ত্যো মন্দং মন্দাকিনীং প্রতি ।
দদৃশুস্তত্র তত্তীর্থং রামলক্ষ্মণসেবিতম্ ॥ ২
কৌসল্যা বাষ্পপূর্ণেন মুখেন পরিশুষ্যতা
সুমিত্রামব্রবীদ্দীনাং যাশ্চান্যা রাজযোষিতঃ ॥ ৩
ইদং তেষামনাথানাং ক্লিষ্টমক্লিষ্টকর্ম্মণাম্ ।
বনে প্রাক্কলনং তীর্থং যে তে নির্ব্বিষয়ীকৃতাঃ ॥ ৪

চতুরধিকশততম সর্গ ।

বসিষ্ঠ, রামকে দর্শন করিতে অভিলাষী হইয়া রাজা দশরথের পত্নীগণকে অগ্রে করিয়া তথায় গেলেন। রাজপত্নীগণ মন্দাকিনী নদীর দিকে মন্দ মন্দ গমন করত রাম-লক্ষ্মণসেবিত জলাবতরণ-পথ দেখিতে পাইলেন। তখন দেবী কৌশল্যা, অশ্রুপূর্ণ ও শুষ্কবদনে দুঃখিনী সুমিত্রাকে এবং অন্য রাজ্ঞীদিগকে বলিলেন, "যে রাম-লক্ষ্মণ রাজ্য হইতে বনমধ্যে নির্ব্বাসিত হইয়াছে, সেই অক্লিষ্টকর্ম্মা ও অনাথদিগের প্রথম

ইতঃ সুমিত্রে পুত্রস্তে সদা জলমতন্দ্রিতঃ
স্বয়ং হরতি সৌমিত্রির্মম পুত্রস্য কারণাৎ ॥ ৫
জঘন্যমপি তে পুত্রঃ কৃতবান্ ন তু গর্হিতঃ।
ভ্রাতুর্যদর্থরহিতং সর্ব্বং তদ্‌গর্হিতং গুণৈঃ ॥ ৬
অদ্যায়মপি তে পুত্রঃ ক্লেশানামতথোচিতঃ।
নীচানর্থসমাচারং সজ্জং কর্ম্ম প্রমুঞ্চতু ॥ ৭
দক্ষিণাগ্রেষু দর্ভেষু সা দদর্শ মহীতলে।
পিতুরিঙ্গুদিপিণ্যাকং ন্যস্তমায়তলোচনা ॥ ৮
তং ভূমৌ পিতুরার্ত্তেন ন্যস্তং রামেণ বীক্ষ্য সা।
উবাচ দেবী কৌশল্যা সর্ব্বা দশরথস্ত্রিয়ঃ ॥ ৯
ইদমিক্ষ্বাকুনাথস্য রাঘবস্য মহাত্মনঃ।
রাঘবেণ পিতুর্দত্তং পশ্যতৈতদ্‌যথাবিধি ॥ ১০
তস্য দেবসমানস্য পার্থিবস্য মহাত্মনঃ।
নৈতদৌপয়িকং মন্যে ভুক্তভোগস্য ভোজনম্ ॥ ১১
চতুরন্তাং মহীং ভুক্ত্বা মহেন্দ্রসদৃশো ভুবি।
কথমিঙ্গুদিপিণ্যাকং স ভুঙ্‌ক্তে বসুধাধিপঃ ॥ ১২
অতো দুঃখতরং লোকে ন কিঞ্চিৎ প্রতিভাতি মে।
যত্র রামঃ পিতুর্দদ্যাদিঙ্গুদিক্ষোদমৃদ্ধিমান্ ॥ ১৩
রামেণেঙ্গুদিপিণ্যাকং পিতুর্দত্তং সমীক্ষ্য মে।
কথং দুঃখেন হৃদয়ং ন স্ফোটতি সহস্রধা ॥ ১৪
শ্রুতিস্তু খল্বিয়ং সত্যা লৌকিকী প্রতিভাতি মে।
যদন্নঃ পুরুষো ভবতি তদন্নাস্তস্য দেবতাঃ ॥ ১৫
এবমার্ত্তাং সপত্ন্যস্তা জগ্মুরাশ্বাস্য তাং তদা।
দদৃশুশ্চাশ্রমে রামং স্বর্গচ্যুতমিবামরম্ ॥ ১৬
তং ভোগৈঃ পরিসন্ত্যক্তং রামং সম্প্রেক্ষ্য মাতরঃ।
আর্ত্তা মুমুচুরশ্রূণি সস্বরং শোককর্শিতাঃ ॥ ১৭
তাসাং রামঃ সমুত্থায় জগ্রাহ চরণান্ শুভান্।
মাতৄণাং মনুজব্যাঘ্রঃ সর্ব্বাসাং সত্যসঙ্গরঃ ॥ ১৮
তাঃ পাণিভিঃ সুখস্পর্শৈর্মৃদ্বঙ্গুলিতলৈঃ শুভৈঃ।
প্রমমার্জ্জু রজঃ পৃষ্ঠাদ্রামস্যায়তলোচনাঃ ॥ ১৯
সৌমিত্রিরপি তাঃ সর্ব্বা মাতৄঃ সম্প্রেক্ষ্য দুঃখিতঃ।
অভ্যবাদয়দাসক্তং শনৈ রামাদনন্তরম্ ॥ ২০
যথা রামে তথা তস্মিন্ সর্ব্বা ববৃতিরে স্ত্রিয়ঃ।
বৃত্তিং দশরথাজ্জাতে লক্ষ্মণে শুভলক্ষণে ॥ ২১
সীতাপি চরণাংস্তাসামুপসংগৃহ্য দুঃখিতা।
শ্বশ্রূণামশ্রুপূর্ণাক্ষী সম্বভূবাগ্রতঃ স্থিতা ॥ ২২

পরিগৃহীত কষ্টকর এই জলসোপান। সুমিত্রে! তোমার পুত্র লক্ষ্মণ নিয়ত আলস্যশূন্য হইয়া স্বয়ং আমার পুত্রের জন্য নিশ্চয়ই এই স্থান হইতে জল আনয়ন করে; লক্ষ্মণ জলানয়ন প্রভৃতি নীচ জনোচিত কার্য্য করিতেছে বলিয়া নিন্দিত নহে, সৌভ্রাত্র-গুণসম্পন্ন ভ্রাতার যে বিষয়ে প্রয়োজন নাই, সেই সমুদয়ই গর্হিত। তদ্রূপ ক্লেশের অযোগ্য লক্ষ্মণ অদ্য দুঃখাবহ, নীচযোগ্য উপস্থিত কার্য্য পরিত্যাগ করুক।" ১—৭। সেই আয়তলোচনা কৌশল্যা ভূতলে দক্ষিণাগ্র দর্ভোপরি পিতার উদ্দেশে বিন্যস্ত, ইঙ্গুদী-ফলনির্ম্মিত পিণ্ড দেখিতে পাইলেন। দুঃখার্ত্ত রাম, ধর্ম্মানুসারে পিতার উদ্দেশে পিণ্ড দান করিয়াছিলেন, তাহা ভূতলে পড়িয়া আছে দেখিয়া কৌশল্যা দেবী, সপত্নীগণকে বলিলেন, "রাম, ইক্ষ্বাকুনাথ রঘুবংশাবতংশ মহাত্মা পিতাকে যথাবিধানে এই পিণ্ড দান করিয়াছে, দেখ। যিনি বিবিধ ভোগ্যবস্তু ভোগ করিয়াছিলেন, সেই দেবতুল্য মহারাজের কি এইরূপ পিণ্ড-ভোজন উচিত? যিনি ভূমণ্ডলে মহেন্দ্রের ন্যায়, চতুঃসাগর-বেষ্টিতা বসুমতী ভোগ করিয়াছিলেন, সেই মহারাজ কেমন করিয়া ইঙ্গুদীফলের পিণ্ড ভোজন করিবেন! সমৃদ্ধিশালী রাম যে পিতাকে ইঙ্গুদীপিষ্টদ্বারা প্রস্তুত পিণ্ড দিয়াছে, ইহা অপেক্ষা দুঃখজনক বিষয় আমি সংসারে আর কিছুই দেখিতে পাইতেছি না। রাম, পিতাকে ইঙ্গুদীপিণ্ড দিয়াছে দেখিয়া, আমার হৃদয় দুঃখে কেন সহস্রধা বিদীর্ণ হইতেছে না। 'যে পুরুষের যাহা অন্ন, তাহার পিতৃগণও দেবতারাও নিশ্চয় তাহাই খাদ্য হইয়া থাকে' এই অলৌকিক সত্য শ্রুতি আমার মনে উদয় হইতেছে।" ৮—১৫। সপত্নীগণ এইরূপ দুঃখিতচিত্তে সেই দেবীকে আশ্বাস প্রদান করত গমন করিলেন এবং আশ্রমে উপবিষ্ট রামকে, স্বর্গভ্রষ্ট দেবতার ন্যায় দেখিতে পাইলেন। শোকক্লিষ্ট মাতৃগণ রামকে সর্ব্বভোগ-বিরাগী দর্শনে দুঃখিত হইয়া উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে লাগিলেন। সত্যপ্রতিজ্ঞ পুরুষপ্রবর রাম সেই মাতৃগণের চরণকমল গ্রহণ করিলেন। আয়তলোচনা জননীরা কোমলাঙ্গুলি সুখস্পর্শ সুন্দর করকমলদ্বারা রামের পৃষ্ঠদেশ হইতে ধূলি মার্জ্জনা করিয়া দিলেন। রামের পর লক্ষ্মণও সেই মাতৃগণকে দেখিয়া দুঃখিত হইয়া ভক্তিপূর্ব্বক ক্রমে ক্রমে তাঁহাদিগকে অভিবাদন করিলেন। ১৬—২০। রাজপত্নীগণ রামের প্রতি যেরূপ ব্যবহার করিলেন, দশরথনন্দন শুভলক্ষণ লক্ষ্মণের প্রতিও তদ্রূপ ব্যবহার করিলেন। জনকনন্দিনী সীতাও সেই সকল শ্বশ্রূদিগের চরণ-বন্দনপূর্ব্বক দুঃখিতা হইয়া অশ্রুপূর্ণনয়নে তাঁহাদের সম্মুখে, দণ্ডায়-মানা হইলেন। দুঃখার্ত্তা জননীর ন্যায় কৌশল্যা দেবী বনবাস হেতু দুঃখিতা জানকীকে আলিঙ্গন করিয়া

তাং পরিষজ্য দুঃখার্ত্তা মাতা দুহিতরং যথা।
বনবাসকৃতাং দীনাং কৌসল্যা বাক্যমব্রবীৎ ॥ ২৩
বিদেহরাজস্য সুতা স্নুষা দশরথস্য চ।
রামপত্নী কথং দুঃখং সম্প্রাপ্তা বিজনে বনে ॥ ২৪
পদ্মমাতপসন্তপ্তং পরিক্লিষ্টমিবোৎপলম্।
কাঞ্চনং রজসা ধ্বস্তং ক্লিষ্টং চন্দ্রমিবাম্বুদৈঃ ॥ ২৫
মুখং তে প্রেক্ষ্য মাং শোকো দহত্যগ্নিরিবাশ্রয়ম্।
ভৃশং মনসি বৈদেহি ব্যসনারণিসম্ভবঃ ॥ ২৬
ব্রুবন্ত্যামেবমার্ত্তায়াং জনন্যাং ভরতাগ্রজঃ।
পাদাবাসাদ্য জগ্রাহ বশিষ্ঠস্য স রাঘবঃ ॥ ২৮

পুরোহিতস্যাগ্নিসমস্য তস্য বৈ
বৃহস্পতেরিন্দ্র ইবামরাধিপঃ।
প্রগৃহ্য পাদৌ সুসমৃদ্ধতেজসঃ
সহৈব তেনোপবিবেশ রাঘবঃ ॥ ২৮
ততো জঘন্যং সহিতঃ স্বমন্ত্রিভিঃ
পুরপ্রধানৈশ্চ তথৈব সৈনিকৈঃ।
জনেন ধর্ম্মজ্ঞতমেন ধর্ম্মবা-
নুপোপবিষ্টো ভরতস্তদাগ্রজম্ ॥ ২৯
উপোপবিষ্টস্তু তদাতিবীর্য্যবান্-
স্তপস্বিবেশেন সমীক্ষ্য রাঘবম্।
শ্রিয়া জ্বলন্তং ভরতঃ কৃতাঞ্জলি-
র্যথা মহেন্দ্রঃ প্রয়তঃ প্রজাপতিম্ ॥ ৩০

বলিলেন, "বৎসে! তুমি জনকরাজার কন্যা, রাজা দশরথের পুত্রবধূ এবং রামের পত্নী হইয়া এই বিজন বনে কিরূপে দুঃখ ভোগ করিবে? জানকি! রৌদ্রতাপিত পদ্ম, পরিম্লান কমল, ধূলিধূসরিত কাঞ্চন এবং মেঘাচ্ছন্ন চন্দ্রের ন্যায় তোমার মুখ দেখিয়া নিজ আশ্রয়কে বাহ্ অনলের ন্যায় বিপজ্জন্য অরণিসম্ভূত শোকানল মনে উদিত হইয়া আমাকে দগ্ধ করিতেছে।" ২১—২৬। দুঃখার্ত্তা জননী এইরূপে বিলাপ করিলে ভরতাগ্রজ রাম বসিষ্ঠের নিকটস্থ হইয়া তাঁহার পদদ্বয় গ্রহণ করিলেন; দেবরাজ ইন্দ্র যেমন বৃহস্পতির চরণ ধারণ করেন, তেমনি সেই পাবকতুল্য সুসমৃদ্ধ-তেজঃপুঞ্জ-পরিপূর্ণ পুরোহিতের পদযুগল গ্রহণ করিয়া তাঁহার সহিত উপবিষ্ট হইলেন। অনন্তর ধার্ম্মিকপ্রবর ভরত নিজ মন্ত্রিবৃন্দ, প্রধান পৌরজন, সৈনিকগণ ও ধর্ম্মজ্ঞতম জনগণের সহিত জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার পশ্চাদ্ভাগে উপবিষ্ট হইলেন। মহাবলশালী ভরত তৎকালে নিকটে উপবিষ্ট হইয়া, রামকে তপস্বিবেশেও উজ্জ্বল এবং শ্রীমান্ দেখিয়া ব্রহ্মার নিকট মহেন্দ্রের ন্যায়, অগ্রজের

কিমেষ বাক্যং ভরতোঽদ্য রাঘবং
প্রণম্য সংকৃত্য চ সাধু বক্ষ্যতি।
ইতীব তস্যার্য্যজনস্য সর্ব্বতো
বভূব কৌতূহলমুত্তমং তদা ॥ ৩১
স রাঘবঃ সত্যধৃতিশ্চ লক্ষ্মণো
মহানুভাবো ভরতশ্চ ধার্ম্মিকঃ।
বৃতাঃ সুহৃদ্ভিশ্চ বিরেজিরেঽধ্বরে
যথা সদস্যৈঃ সহিতাস্ত্রয়োঽগ্নয়ঃ ॥ ৩২
ইত্যযোধ্যাকাণ্ডে চতুরধিকশততমঃ সর্গঃ ॥ ১০৪

পঞ্চাধিকশততমঃ সর্গঃ।

ততঃ পুরুষসিংহানাং বৃতানাং তৈঃ সুহৃদ্গণৈঃ।
শোচতামেব রজনী দুঃখেন ব্যত্যবর্ত্তত ॥ ১ ॥
রজন্যাং সুপ্রভাতায়াং ভ্রাতরস্তে সুহৃদ্বৃতাঃ।
মন্দাকিন্যাং হুতং জপ্যং কৃত্বা রামমুপাগমন্ ॥ ২
তূষ্ণীং তে সমুপাসীনা ন কশ্চিৎ কিঞ্চিদব্রবীৎ।
ভরতস্তু সুহৃন্মধ্যে রামং বচনমব্রবীৎ ॥ ৩
সান্ত্বিতা মামিকা মাতা দত্তং রাজ্যমিদং মম।
তদ্দদামি তবৈবাহং ভুঙ্ক্ষ্ব রাজ্যমকণ্টকম্ ॥ ৪

নিকটে কৃতাঞ্জলি হইয়া রহিলেন। 'সম্প্রতি ভরত, রামকে প্রণাম ও সংকার করিয়া কিরূপ সাধুবাক্য বলিবেন' আর্য্যগণের অন্তঃকরণে তৎকালে এই বিষয়ে মহা কৌতূহল জন্মিয়াছিল। রঘুকুলতিলক রাম, সত্যধৃতি লক্ষ্মণ ও মহানুভব ধার্ম্মিক ভরত, বান্ধবগণপরিবৃত হইয়া যজ্ঞস্থলে সদস্য সহ অগ্নিত্রয়ের ন্যায় বিরাজ করিতে লাগিলেন। ২৭—৩২।

পঞ্চাধিক-শততম সর্গ।

অনন্তর অতিদুঃখে সেই সকল বান্ধব-পরিবৃত শোককারী পুরুষপ্রবরগণের রজনী অতিবাহিত হইল। রাত্রি সুপ্রভাত হইলে ভ্রাতৃগণ, বান্ধব-পরিবেষ্টিত হইয়া মন্দাকিনী-নদী-তীরে জপ-হোম সমাপন করিয়া রামের নিকটে আসিলেন। তাঁহারা সকলেই মৌনাবলম্বনপূর্ব্বক বসিয়া রহিলেন, কেহই কিছু বলিলেন না, কিন্তু ভরত বন্ধুবর্গ-সমক্ষে রামকে কহিলেন, "পিতা প্রথমতঃ আপনাকে রাজ্যদান করিয়া, পরে আমার মাতাকে সান্ত্বনা করিবার জন্য আমাকে যে রাজ্য দিয়াছিলেন, তাহা আপনারই প্রদত্ত; অতএব আমি সেই আপনার প্রদত্ত রাজ্য আপনাকেই ফিরিয়া দিতেছি, আপনি সেই নিষ্কণ্টক রাজ্য ভোগ

মহতেবাম্বুবেগেন ভিন্নঃ সেতুর্জলাগমে ।
দুরাবরং ত্বদন্যেন রাজ্যখণ্ডমিদং মহৎ ॥ ৫
গতিং খর ইবাশ্বস্য তার্ক্ষ্যস্যেব পতত্রিণঃ ।
অনুগন্তুং ন শক্তির্মে গতিং তব মহীপতে ॥ ৬
সুজীবং নিত্যশস্তস্য যঃ পরৈরুপজীব্যতে ।
রাম তেন তু দুর্জীবং যঃ পরানুপজীবতি ॥ ৭
যথা তু রোপিতো বৃক্ষঃ পুরুষেণ বিবর্দ্ধিতঃ ।
হ্রস্বকেন দুরারোহো রূঢ়স্কন্ধো মহাদ্রুমঃ ॥ ৮
স যদা পুষ্পিতো ভূত্বা ফলানি ন বিদর্শয়েৎ ।
স তাং নানুভবেৎ প্রীতিং যস্য হেতোঃ প্ররোপিতঃ ॥ ৯
এষোপমা মহাবাহো তদর্থং বেত্তুমর্হসি ।
যত্র ত্বমস্মান্ বৃষভো ভর্ত্তা ভৃত্যান্ ন শাধি হি ॥ ১০
শ্রেণয়স্ত্বাং মহারাজ পশ্যন্ত্বগ্র্যাশ্চ সর্ব্বশঃ ।
প্রতপন্তমিবাদিত্যং রাজ্যস্থিতমরিন্দমম্ ॥ ১১
তবানুযানে কাকুৎস্থ মত্তা নর্দন্তু কুঞ্জরাঃ ।

করুন। বর্ষাকালে প্রবলবারিবেগে ভগ্ন সেতুর ন্যায়, এই সুবিস্তৃত রাজ্য আপনাব্যতীত অন্য কেহ আবরণ করিতে সমর্থ নহে। ১—৫। গর্দ্দভ যেমন অশ্বের গতি অনুকরণ করিতে পারে না, ইতর পক্ষিগণ যেমন গরুড়ের অনুগমন করিতে পারে না; তদ্রূপ আপনি রাজা, আপনার রাজ্যপালন করিবার শক্তির অনুগামী হইবার আমার ক্ষমতা নাই। রাম! যাহাকে নিয়ত উপজীব্য করিয়া, অপর লোকে জীবন যাপন করে, তাহার জীবনই সার্থক; আর যে ব্যক্তি পরোপজীবী হইয়া থাকে, তাহার জীবন বৃথা। যেমন কোন ব্যক্তি একটী তরু রোপণ করিয়া জলসেচনাদিদ্বারা তাহাকে বর্দ্ধিত করে, ক্রমশঃ সেই বৃক্ষ বৃহৎ ও স্থূল-স্কন্ধ হইয়া খর্ব্বজনের দুরারোহ হয়, পরে যখন সেই তরু পুষ্পিত হইয়া ফল দেয় না, তখন সেই রোপণকর্ত্তা যে উদ্দেশ্যে বৃক্ষ রোপণ করিয়াছিল, সেই সুখ লাভ করিতে পারে না; তদ্রূপ প্রজাপালন কামনায় আপনিও পরিবর্দ্ধিত হইয়াছেন, সুতরাং তাহা না করিলে আপনি কিরূপে পিতার প্রীতিসম্পাদন করিবেন? মহাবাহো! আপনি আমাদের জ্যেষ্ঠ ও শ্রেষ্ঠ, আমরা আপনার দাস, অতএব শিক্ষাসময়ে আপনি আমাদিগকে শিক্ষা দিতে. ছেন না বলিয়া আপনার জন্যই এই উপমা প্রদর্শন করিলাম জানিবেন। মহারাজ! রাজ্যবাসী প্রধান ব্যক্তিগণ এবং নানাজাতীয় প্রজাবর্গ শত্রুদমনকারী আপনাকে প্রতাপশালী সূর্য্যের ন্যায় রাজ্যমধ্যে অবস্থিত দেখুক। কাকুৎস্থ! আপনার অনুগমনকালে মত্ত

অন্তঃপুরগতা নার্য্যো নন্দন্তু সুসমাহিতাঃ ॥ ১২
তস্য সাধ্বনুমন্যন্তে নাগরা বিবিধা জনাঃ ।
ভরতস্য বচঃ শ্রুত্বা রামং প্রত্যনুযাচতঃ ॥ ১৩
তমেবং দুঃখিতং প্রেক্ষ্য বিলপন্তং যশস্বিনম্ ।
রামঃ কৃতাত্মা ভরতং সমাশ্বাসয়দাত্মবান্ ॥ ১৪
নাত্মনঃ কামকারো হি পুরুষোঽয়মনীশ্বরঃ ।
ইতশ্চেতরতশ্চৈনং কৃতান্তঃ পরিকর্ষতি ॥ ১৫
সর্ব্বে ক্ষয়ান্তা নিচয়াঃ পতনান্তাঃ সমুচ্ছ্রয়াঃ ।
সংযোগা বিপ্রযোগান্তা মরণান্তঞ্চ জীবিতম্ ॥ ১৬
যথা ফলানাং পক্বানাং নান্যত্র পতনাদ্ভয়ম্ ।
এবং নরস্য জাতস্য নান্যত্র মরণাদ্ভয়ম্ ॥ ১৭
যথাগারং দৃঢ়স্থূণং জীর্ণং ভূত্বাবসীদতি ।
তথাবসীদন্তি নরা জরামৃত্যুবশং গতাঃ ॥ ১৮
অত্যেতি রজনী যা তু সা ন প্রতিনিবর্ত্ততে ।
যাত্যেব যমুনা পূর্ণং সমুদ্রমুদকার্ণবম্ ॥ ১৯
অহোরাত্রাণি গচ্ছন্তি সর্ব্বেষাং প্রাণিনামিহ ।
আয়ূংষি ক্ষপয়ন্ত্যাশু গ্রীষ্মে জলমিবাংশবঃ ॥ ২০
আত্মানমনুশোচ ত্বং কিমন্যমনুশোচসি ।

মাতঙ্গগণ হৃষ্ট হইয়া বৃংহিত ধ্বনি করুক এবং অন্তঃপুরবাসিনী রমণীরা প্রীত হউক।” ভরত, রামের নিকট এইরূপ প্রার্থনা করিলে তাঁহার কথা শুনিয়া নানাবিধ নাগরিক লোকেরা “সাধু সাধু” বলিয়া তাহাতে অনুমোদন করিল। ৬—১৩। যশস্বী ভরতকে দুঃখিত এবং এইরূপে বিলাপ করিতে দেখিয়া শিক্ষিতমতি, ধীরপ্রকৃতি রাম তাহাকে আশ্বাস দিয়া কহিলেন, “লোকে স্বেচ্ছানুসারে কোন কর্ম্ম করিতে পারে না, অন্তর্যামী কাল নিয়তই মানুষমাত্রকে ইহলোক ও পরলোক হইতে আকর্ষণ করিতেছেন। যাহা কিছু সংগ্রহ করা যায়, তাহাই পরিণামে ক্ষয় প্রাপ্ত হইয়া থাকে। বিদ্যা বিভব প্রভৃতিদ্বারা কৃত উন্নতিও পতনশীল এবং সংযোগের পরিণাম বিয়োগ ও জীবনের শেষ মরণ। ফল সকল সুপক্ব হইলে যেমন তাহাদিগের পতন ভিন্ন অন্য ভয় নাই, তেমনি মনুষ্য জন্ম গ্রহণ করিলে তাহার মরণ ভিন্ন অন্য ভয় থাকে না। দৃঢ়-স্তম্ভযুক্ত গৃহ যেমন জীর্ণ হইয়া অবসন্ন হয়, তেমনি মানবগণ জরা ও মৃত্যুর বশীভূত হইয়া, অবসন্ন হইয়া থাকে ১৪—১৮। যে রাত্রি গত হয় সে আর ফিরিয়া আইসে না। যমুনা নদী সমুদ্রে যাইতেছে, কদাচ ফিরিয়া আসিতেছে না। গ্রীষ্মকালে সূর্য্যরশ্মি অবিলম্বে যেমন জল শোষণ করে, তেমনি গমনশীল দিবারাত্রি সমস্ত প্রাণীর পরমায়ু ক্ষয় করিতেছে।

আয়ুস্ত হীয়তে যস্য স্থিতস্যাথ গতস্য চ ॥ ২১
সহৈব মৃত্যুর্ব্রজতি সহ মৃত্যুর্নিষীদতি।
গত্বা সুদীর্ঘমধ্বানং সহ মৃত্যুর্নিবর্ত্ততে ॥ ২২
গাত্রেষু বলয়ঃ প্রাপ্তাঃ শ্বেতাশ্চৈব শিরোরুহাঃ।
জরয়া পুরুষো জীর্ণঃ কিং হি কৃত্বা প্রভাবয়েৎ ॥ ২৩
নন্দন্ত্যুদিত আদিত্যে নন্দন্ত্যস্তমিতেঽহনি।
আত্মনো নাববুধ্যন্তে মনুষ্যা জীবিতক্ষয়ম্ ॥ ২৪
হৃষ্যন্ত্যৃতুমুখং দৃষ্ট্বা নবং নবমিবাগতম্।
ঋতূনাং পরিবর্ত্তেন প্রাণিনাং প্রাণসংক্ষয়ঃ ॥ ২৫
যথা কাষ্ঠঞ্চ কাষ্ঠঞ্চ সমেয়াতাং মহার্ণবে।
সমেত্য তু ব্যপেয়াতাং কালমাসাদ্য কঞ্চন ॥ ২৬
এবং ভার্য্যাশ্চ পুত্রাশ্চ জ্ঞাতয়শ্চ বসূনি চ।
সমেত্য ব্যবধাবন্তি ধ্রুবো হ্যেষাং বিনাভবঃ ॥ ২৭
নাত্র কশ্চিদ্‌যথাভাবং প্রাণী সমতিবর্ত্ততে।
তেন তস্মিন্ ন সামর্থ্যং প্রেতস্যাস্ত্যনুশোচতঃ ॥ ২৮

অতএব ভরত! 'মৃত্যু দুর্নিবারভাবে আগমন করিতেছে, ইহলোকে ও পরলোকে, আমার গতি কি হইবে' এইরূপে আপনার জন্য শোক কর। কেন অপরের জন্য অনুশোচনা করিতেছ? ইহলোকস্থিত অথবা পরলোকগত যে কোন ব্যক্তিরই পরমায়ু হ্রাস হইতেছে, মৃত্যু জীবের সহিত গমন করে, জীবের সহিত উপবেশন করে এবং জীবের সহিত সুদীর্ঘপথ অতিক্রমপূর্ব্বক তাহার সহিতই প্রতিনিবৃত্ত হয়। জরাজীর্ণ পুরুষের গাত্র লোল ও কেশ পলিত হইয়াছে; কিন্তু তাহার কি ক্ষমতা আছে যে, সে তদ্দ্বারা এই সকল অনর্থ নিবারণ করিতে পারে? ১৯—২৩। মানবগণ, দিনে একবার সূর্য্য উদিত হইলে আনন্দিত হয় এবং সূর্য্য অস্তমিত হইলে পুনরায় হর্ষ প্রকাশ করে; কিন্তু আপনাদিগের জীবন যে ক্ষয় হইতেছে, ইহা তাহারা বুঝিতে পারে না। মনুষ্যেরা নব নব বেশে উপস্থিত বসন্তাদি ঋতুপ্রারম্ভ দেখিয়া হৃষ্ট হয়, কিন্তু ঋতুপরিবর্ত্তনদ্বারা যে প্রাণিগণের প্রাণক্ষয় হইতেছে, তাহা তাহারা বুঝিতে পারে না। যেমন মহাসাগরমধ্যে কাষ্ঠনির্ম্মিত পোতদ্বয় পরস্পর মিলিত হইয়া কিয়ৎকাল পরে পৃথক্ পৃথক্ বিচলিত হয় সেইরূপ স্ত্রী, পুত্র, জ্ঞাতি, সম্পত্তি প্রভৃতি কিছুকালের জন্য মিলিত হইয়া পরে বিযুক্ত হয়; সুতরাং ইহাদিগের বিচ্ছেদ ত নিশ্চয় আছে। এই সংসারে কোন প্রাণীই যখন মরণরূপ স্বভাবকে অতিক্রম করিতে পারে না, তখন মৃত পিতার জন্য যে ব্যক্তি শোক করে, তাহার ত কোনরূপে নিজ প্রেতত্ব পরিহার

যথা হি সার্থং গচ্ছন্তং ব্রূয়াৎ কশ্চিৎ পথি স্থিতঃ।
অহমপ্যাগমিষ্যামি পৃষ্ঠতো ভবতামিতি ॥ ২৯
এবং পূর্ব্বৈর্গতো মার্গঃ পিতৃপৈতামহৈর্ধ্রুবঃ।
তমাপন্নঃ কথং শোচেদ্‌যস্য নাস্তি ব্যতিক্রমঃ ॥ ৩০
বয়সঃ পতমানস্য স্রোতসো বানিবর্ত্তিনঃ।
আত্মা সুখে নিযোক্তব্যঃ সুখভাজঃ প্রজাঃ স্মৃতাঃ ॥ ৩১
ধর্ম্মাত্মা সুশুভৈঃ কৃৎস্নৈঃ ক্রতুভিশ্চাপ্তদক্ষিণৈঃ।
ন স শোচ্যঃ পিতা তাত স্বর্গতঃ সৎকৃতঃ সতাম্ ॥ ৩২
স জীর্ণং মানুষং দেহং পরিত্যজ্য পিতা হি নঃ।
দৈবীমৃদ্ধিমনুপ্রাপ্তো ব্রহ্মলোকবিহারিণীম্ ॥ ৩৩
তস্য নৈবংবিধঃ কশ্চিৎ প্রাজ্ঞঃ শোচিতুমর্হতি।
ত্বদ্বিধো মদ্বিধশ্চাপি শ্রুতবান্ বুদ্ধিমত্তরঃ ॥ ৩৪
এতে বহুবিধাঃ শোকা বিলাপরুদিতে তথা।
বর্জ্জনীয়া হি ধীরেণ সর্ব্বাবস্থাসু ধীমতা ॥ ৩৫
স স্বস্থো ভব মা শোকো যাত্বা চাবস তাং পুরীম্।
তথা পিত্রা নিযুক্তোঽসি বশিনা বদতাংবর ॥ ৩৬
যত্রাহমপি তেনৈব নিযুক্তঃ পুণ্যকর্ম্মণা।

করিবার শক্তি নাই। কোন পথিক যেমন অগ্রগামী পথিকগণকে বলেন, 'আমিও তোমাদিগের পশ্চাৎ যাইতেছি' তদ্রূপ পূর্ব্ব পিতৃপিতামহগণ অবশ্য গন্তব্য পথে গমন করিয়াছেন এবং যে, পথের কখন ব্যতিক্রম হয় না, পিতাও সেই পথ প্রাপ্ত হইয়াছেন; অতএব শোক করিয়া কি হইবে? প্রত্যাবৃত্তি-রহিত স্রোতের ন্যায় গতিশীল বয়সের বিনাশ দেখিয়া আত্মাকে সুখসাধন কার্য্যে নিযুক্ত করা বিধেয়; কারণ জীবগণ সুখভোগ করিবার জন্যই জন্মগ্রহণ করিয়াছে। বৎস! সাধুগণের সৎকৃত সেই ধর্ম্মাত্মা পিতা নিখিল-কল্যাণকর ভূরিদক্ষিণ যজ্ঞফলদ্বারা স্বর্গে গিয়াছেন। অতএব তাঁহার জন্য শোক করা উচিত নহে ২৯—৩২। আমাদিগের পিতা নশ্বর মানবদেহ পরিত্যাগপূর্ব্বক ব্রহ্মলোকবিহারোপযোগী দৈব সমৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছেন। তোমার এবং আমার ন্যায় শাস্ত্রজ্ঞ ও বুদ্ধিমান্ ব্যক্তির সেই ব্রহ্মলোকগত পিতার জন্য শোক করা নিতান্ত অনুচিত। তুমি বুদ্ধিমান্ ও ধীর; অতএব পিতার দেহত্যাগ ও আমার বনবাসজনিত এই সকল শোক এবং শোককার্য্য বিলাপ ও রোদন, সকল অবস্থাতেই তোমার পরিত্যাজ্য। বাগ্মিবর! তুমি স্থির হও, শোকের বশীভূত হইও না, সেই অযোধ্যাপুরীতে গিয়া বাস কর, সত্যধর্ম্মপরায়ণ পিতা তোমাকে সেইরূপেই নিযুক্ত করিয়াছেন; আর আমিও সেই পুণ্যকর্ম্মা পিতাকর্ত্তৃক যে

তস্যৈবাহং কারয়িষ্যামি পিতুর্যাথার্থ্য শাসনম্ ॥ ৩৭
ন ময়া শাসনং তস্য ত্যক্তুং ন্যায্যমরিন্দম।
স ত্বয়াপি সদা মান্যঃ স বৈ বন্ধুঃ স নঃ পিতা ॥ ৩৮
তদ্বচঃ পিতুরেবাহং সম্মতং ধর্ম্মচারিণাম্।
কর্ম্মণা পালয়িষ্যামি বনবাসেন রাঘব ॥ ৩৯
ধার্ম্মিকেণানৃশংসেন নরেণ গুরুবর্ত্তিনা।
ভবিতব্যং নরব্যাঘ্র পরলোকং জিগীষতা ॥ ৪০
আত্মানমনুতিষ্ঠ ত্বং স্বভাবেন নরর্ষভ।
নিশাম্য তু শুভং বৃত্তং পিতুর্দশরথস্য নঃ ॥ ৪১

ইত্যেবমুক্ত্বা বচনং মহাত্মা
পিতুর্নিদেশপ্রতিপালনার্থম্।
যবীয়সং ভ্রাতরমর্থবচ্চ
প্রভুর্মুহূর্ত্তাদ্বিররাম রামঃ ॥ ৪২

ইত্যযোধ্যাকাণ্ডে পঞ্চাধিকশততমঃ সর্গঃ ॥ ১০৫ ॥

ষড়ধিকশততমঃ সর্গঃ।

এবমুক্ত্বা তু বিরতে রামে বচনমর্থবৎ।
ততো মন্দাকিনীতীরে রামং প্রকৃতিবৎসলম্ ॥ ১
উবাচ ভরতশ্চিত্রং ধার্ম্মিকো ধার্ম্মিকং বচঃ।
কো হি স্যাদীদৃশো লোকে যাদৃশস্ত্বমরিন্দম ॥ ২
ন ত্বাং প্রব্যথয়েদ্দুঃখং প্রীতির্বা ন প্রহর্ষয়েৎ।
সম্মতশ্চাপি বৃদ্ধানাং তাংশ্চ পৃচ্ছসি সংশয়ান্ ॥ ৩
যথা মৃতস্তথা জীবন্ যথা সতি তথাসতি।
যস্যৈষ বুদ্ধিলাভঃ স্যাৎ পরিতপ্যেত কেন সঃ ॥ ৪
পরাবরজ্ঞো যশ্চ স্যাদ্যথা ত্বং মনুজাধিপ।
স এব ব্যসনং প্রাপ্য ন বিষীদিতুমর্হতি ॥ ৫
অমরোপমসত্ত্বস্ত্বং মহাত্মা সত্যসঙ্গরঃ।
সর্ব্বজ্ঞঃ সর্ব্বদর্শী চ বুদ্ধিমাংশ্চাসি রাঘব ॥ ৬
ন ত্বামেবংগুণৈর্যুক্তং প্রভবাভবকোবিদম্।
অবিষহ্যতমং দুঃখং নাসাদয়িতুমর্হতি ॥ ৭
প্রোষিতে ময়ি যৎ পাপং মাত্রা মৎকারণাৎ কৃতম্।
ক্ষুদ্রয়া তদনিষ্টং মে প্রসীদতু ভবান্ মম ॥ ৮
ধর্ম্মবন্ধেন বদ্ধোঽস্মি তেনেমাং নেহ মাতরম্।
হন্মি তীব্রেণ দণ্ডেন দণ্ডার্হাং পাপকারিণীম্ ॥ ৯
কথং দশরথাজ্জাতঃ শুদ্ধাভিজনকর্ম্মণঃ।
জানন্ ধর্ম্মমধর্ম্মঞ্চ কুর্য্যাং কর্ম্ম জুগুপ্সিতম্ ॥ ১০

স্থানে থাকিতে আদিষ্ট হইয়াছি, সেই স্থানে থাকিয়াই মহামান্য পিতার আদেশ প্রতিপালন করিব। রিপুদমন! তাঁহার আদেশ লঙ্ঘন করা আমার পক্ষে ন্যায়সঙ্গত কার্য্য নহে, আর তাঁহাকে তোমারও সতত মান্য করা কর্ত্তব্য, তিনিই আমাদিগের বন্ধু এবং পিতা। ৩৩—৩৮। ভরত! আমি বনবাসদ্বারা ধর্ম্মচারিগণের সম্মত সেই পিতৃবাক্য পালন করিব। নরবর! যে ব্যক্তি পরলোক জয় করিতে ইচ্ছা করেন তাঁহার ধার্ম্মিক, অনৃশংস ও গুরু আজ্ঞার অনুবর্ত্তী হওয়া উচিত। আমাদিগের পিতা দশরথের পুণ্য চরিত্র পর্য্যালোচনা করিয়া তুমি তোমার স্বভাবগুণে নিজের শুভ অনুষ্ঠান কর।” মহাত্মা রাম, পিতার আদেশ প্রতিপালনার্থ কনিষ্ঠ ভ্রাতা ভরতকে এইরূপ অর্থযুক্ত বাক্য বলিয়া মুহূর্ত্তকাল বিশ্রাম করিলেন। ৩৯—৪২।

ষড়ধিকশততম সর্গ।

রাম এইরূপ অর্থযুক্ত কথা বলিয়া মৌন হইলে, মন্দাকিনীনদীতীরে ধর্ম্মাত্মা ভরত, প্রজাবৎসল রামকে ধর্ম্মসঙ্গত বিস্ময়কর কথা বলিতে আরম্ভ করিলেন,—“অরিন্দম! সংসারমধ্যে আপনার ন্যায় আর কে আছে? দুঃখ আপনাকে ব্যথিত করিতে পারে না, প্রীতিও আপনাকে পরিতুষ্ট করিতে পারে না। ‘ধর্ম্মবিষয়ে রামের ন্যায় প্রবৃত্ত হওয়া উচিত’ এইরূপে প্রাচীন ব্যক্তিগণকর্ত্তৃক আদর্শ-রূপে সম্মত হইয়াও ধর্ম্ম-সংশয় উপস্থিত হইলে আপনি তাঁহাদিগকেই তদ্বিষয় জিজ্ঞাসা করেন। যিনি বুঝিয়াছেন—মৃত ব্যক্তি যেমন স্ত্রীপুত্রাদিসম্বন্ধবিরহিত, জীবিত ব্যক্তিও সেইরূপ। অবিদ্যমান বিষয়ে যেমন অনুরাগরাহিত্য, বিদ্যমান বস্তুতেও যাহার সেইরূপ জ্ঞান, সে ব্যক্তি পরিতাপ করিবে কেন? মনুজেশ্বর! আপনার ন্যায় যিনি সপ্রপঞ্চ আত্মতত্ত্ব বিশেষরূপে বুঝিয়াছেন, তিনিই বিপদ্-গ্রস্ত হইয়াও বিষণ্ণ হইতে পারেন না। রঘুকুলশ্রেষ্ঠ! আপনি দেবতুল্য শুদ্ধসত্ত্বসম্পন্ন, মহানুভাব, ধর্ম্মযুক্ত-নিরত সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বদর্শী, বুদ্ধিমান্ এবং জীবগণের উৎপত্তি ও প্রলয়ের বিশেষজ্ঞ; আপনি যখন এই সকল গুণসম্পন্ন, তখন বিষম দুঃখ আপনাকে আক্রমণ করিতে পারে না; কিন্তু আমার ন্যায় ব্যক্তি যে বিপন্না-পন্ন হইয়া মুহ্যমান হইবে, তাহাতে বিচিত্র কি? আমি প্রবাসী হইলে, আমার ক্ষুদ্রবুদ্ধি জননী আমার অনভিপ্রেত রাজ্যলোভবশতঃ যে পাপ করিয়াছেন, আমি সেই রাজ্য প্রদান করিতেছি, আপনি আমার প্রতি প্রসন্ন হউন। ১—৮। আমি ধর্ম্মবন্ধনে আবদ্ধ আছি, সেই জন্য এক্ষণে এই দণ্ডনীয়া পাপকারিণী জননীকে তীক্ষ্ণ দণ্ডদ্বারা সংহার করি নাই; সাধুগণসম্ভূত সৎকর্ম্মশালী দশরথের ঔরসে জন্মগ্রহণ করিয়া ধর্ম্ম

গুরুঃ ক্রিয়াবান্ বৃদ্ধশ্চ রাজা প্রেতঃ পিতেতি চ।
তাতং ন পরিগর্হেহহং দৈবতঞ্চেতি সংসদি ॥ ১১
কো হি ধর্ম্মার্থয়োর্হীনমীদৃশং কর্ম্ম কিল্বিষম্।
স্ত্রিয়াঃ প্রিয়চিকীর্ষুঃ সন্ কুর্য্যাদ্ধর্ম্মজ্ঞ ধর্ম্মবিৎ ॥ ১২
অন্তঃকালে হি ভূতানি মুহ্যন্তীতি পুরা শ্রুতিঃ।
রাজ্ঞৈবং কুর্ব্বতা লোকে প্রত্যক্ষা সা শ্রুতিঃ কৃতা ॥ ১৩
সাধ্বর্থমভিসন্ধায় ক্রোধান্মোহাচ্চ সাহসাৎ।
তাতস্য যদতিক্রান্তং প্রত্যাহরতু তদ্ভবান ॥ ১৪
পিতুর্হি সমতিক্রান্তং পুত্রো যঃ সাধু মন্যতে।
তদপত্যং মতং লোকে বিপরীতমতোহন্যথা ॥ ১৫
তদপত্যং ভবানস্তু মা ভবান্ দুষ্কৃতং পিতুঃ।
অতি যৎ তৎ কৃতং কর্ম্ম লোকে ধীরবিগর্হিতম্ ॥ ১৬
কৈকেয়ীং মাঞ্চ তাতঞ্চ সুহৃদো বান্ধবাংশ্চ নঃ।
পৌরজানপদান্ সর্ব্বান্ ত্রাতুং সর্ব্বমিদং ভবান্ ॥ ১৭
ক চারণ্যং ক চ ক্ষাত্রং ক জটাঃ ক চ পালনম্।
ঈদৃশং ব্যাহতং কর্ম্ম ন ভবান্ কর্ত্তুমর্হতি ॥ ১৮
এষ হি প্রথমো ধর্ম্মঃ ক্ষত্রিয়স্যাভিষেচনম্।
যেন শক্যং মহাপ্রাজ্ঞ প্রজানাং পরিপালনম্ ॥ ১৯
কশ্চ প্রত্যক্ষমুৎসৃজ্য সংশয়স্থমলক্ষণম্।
আয়তিস্থং চরেদ্ধর্ম্মং ক্ষত্রবন্ধুরনিশ্চিতম্ ॥ ২০
অথ ক্লেশজমেব ত্বং ধর্ম্মং চরিতুমিচ্ছসি।
ধর্ম্মেণ চতুরো বর্ণান্ পালয়ন্ ক্লেশমাপ্নুহি ॥ ২১
চতুর্ণামাশ্রমাণাং হি গার্হস্থ্যং শ্রেষ্ঠমাশ্রমম্।
আহুর্ধর্ম্মজ্ঞ ধর্ম্মজ্ঞাস্তং কথং ত্যক্তুমিচ্ছসি ॥ ২২
শ্রুতেন বালঃ স্থানেন জন্মনা ভবতো হ্যহম্।
স কথং পালয়িষ্যামি ভূমিং ভবতি তিষ্ঠতি ॥ ২৩
হীনবুদ্ধিগুণো বালো হীনস্থানেন চাপ্যহম্।
ভবতা চ বিনা ভূতো ন বর্ত্তয়িতুমুৎসহে ॥ ২৪
ইদং নিখিলমব্যগ্রং রাজ্যং পিত্র্যমকণ্টকম্।
অনুশাধি স্বধর্ম্মেণ ধর্ম্মজ্ঞ সহ বান্ধবৈঃ ॥ ২৫
ইহৈব ত্বাভিষিঞ্চন্তু সর্ব্বাঃ প্রকৃতয়ঃ সহ।
ঋত্বিজঃ সবসিষ্ঠাশ্চ মন্ত্রবিন্মন্ত্রকোবিদাঃ ॥ ২৬

ও অধর্ম্ম কাহাকে বলে, তাহা বিশেষরূপে জানিয়াও আমি কিরূপে এই ধর্ম্মবিগর্হিত কর্ম্ম করিব? ক্রিয়াবান্, গুরু, বৃদ্ধ, পিতা পরলোকে গমন করিয়াছেন, এই জন্য সভামধ্যে সেই দেবতুল্য পিতাকে নিন্দা করি না,—কিন্তু হে ধর্ম্মজ্ঞ! কোন্ ধর্ম্মাত্মা ব্যক্তি পত্নীকে প্রীত করিতে ইচ্ছুক হইয়া এইরূপ ধর্ম্ম-অর্থ-বিবর্জ্জিত পাপকার্য্য অনুষ্ঠান করিয়া থাকে? 'জীবের বিনাশকালে বিপরীতবুদ্ধি হয়' এইরূপ জনশ্রুতি আছে, রাজা এই কার্য্য অনুষ্ঠান করিয়া সেই জনশ্রুতিকে সত্যে পরিণত করিয়াছেন। 'আমি অদ্যই বিষপান করিব' কৈকেয়ীর এই কথাতে সূচিত ক্রোধ, মোহ ও অবিমৃষ্যকারিতা-বশতঃ পিতা, জ্যেষ্ঠ পুত্রকে অতিক্রমস্বরূপ যে অসৎকার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়াছেন, যথার্থরূপে বিচার করিয়া তাহা আপনি খণ্ডন করুন। ৯—১৪। পিতা কোন বিপরীত কার্য্য করিলে যে পুত্র তাহা সাধুসম্মত করিয়া শোধন করে, সেই পুত্রই লোকসমাজে সুখ্যাতিভাজন হয়, আর বিপরীত অনুষ্ঠান করিলে নিন্দিত হইয়া থাকে। অতএব আপনি পিতার সেইরূপ সৎপুত্র হউন। তিনি লোকসমাজে ধর্ম্ম অতিক্রম করিয়া যে অসাধু কার্য্য করিয়াছেন, আপনি সেই দুষ্কৃত কার্য্যের অনুসরণ করিবেন না। কৈকেয়ীকে, আমাকে, পিতাকে, আমাদিগের সুহৃৎ ও বন্ধুবর্গকে এবং পুরবাসী ও জনপদবাসী ব্যক্তিগণকে পরিত্রাণ করিবার জন্য আপনি আমার এই সকল প্রস্তাবে অনুমোদন করুন। ক্ষত্রিয়ধর্ম্মই বা কোথায় আর জনশূন্য নিবিড় অরণ্যই বা কোথায়? প্রজাপালনই বা কোথায়, আর জটাধারণই বা কোথায় পিতার আদিষ্ট এইরূপ বিসদৃশ কর্ম্ম করা আপনার কর্ত্তব্য নহে। মহাবিজ্ঞ! যদ্দ্বারা প্রজাদিগের পরিপালন করিতে পারা যায়, সেই অভিষেচনই ক্ষত্রিয়ের মুখ্য ধর্ম্ম। কোন্ ক্ষত্রিয় প্রত্যক্ষ ধর্ম্ম পরিত্যাগ করত সংশয়স্থিত, লক্ষণশূন্য, উত্তরকালে অনিশ্চিত ধর্ম্ম আচরণ করিয়া থাকে? ভাল, আপনি যদি কষ্টসাধ্য ধর্ম্ম আচরণ করিতে একান্তই ইচ্ছুক হইয়াছেন, তবে ধর্ম্মানুসারে ব্রাহ্মণ প্রভৃতি চতুর্ব্বর্ণ পালন করত ক্লেশ ভোগ করুন। ১৫—২১। ধর্ম্মজ্ঞ! ধার্ম্মিক ব্যক্তিগণ ব্রহ্মচর্য্যাদি চারিটি আশ্রমের মধ্যে গার্হস্থ্য আশ্রমকেই সর্ব্বোৎকৃষ্ট বলেন; তবে কেন আপনি সেই গার্হস্থ্য ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিতে ইচ্ছুক হইতেছেন? বিদ্যা ও কনিষ্ঠত্ব অনুসারে আমি আপনা অপেক্ষা বালক; অতএব আপনি বর্ত্তমান থাকিতে আমি অগ্রজ হইয়া কিরূপে পৃথিবী শাসন করিব? আমি অল্পবুদ্ধি অল্পগুণ, হীনস্থানস্থ, কনিষ্ঠ ও বালক বলিয়া আপনি ব্যতীত একাকী কোন স্থানে থাকিতেই উৎসাহ করি না; তবে কিরূপে রাজ্য পালন করিব? ধর্ম্মজ্ঞ! আপনি বান্ধবগণের সহিত স্বধর্ম্মদ্বারা এই পরমোৎকৃষ্ট শত্রুশূন্য সমগ্র পৈতৃক রাজ্য পালন করুন। ভগবান্ বসিষ্ঠের সহিত মন্ত্রজ্ঞ ঋত্বিক্‌গণ এবং সমস্ত সচিব-

অভিষিক্তস্ত্বমস্মাভিরযোধ্যাং পালনে ব্রজ।
বিজিত্য তরসা লোকান্ মরুদ্ভিরিব বাসবঃ॥ ২৭
ঋণানি ত্রীণ্যপাকুর্ব্বন্ দুর্হৃদঃ সাধু নির্দ্দহন।
সুহৃদস্তর্পয়ন্ কামৈস্ত্বমেবাত্রানুশাধি মাম্॥ ২৮
অদ্যার্য্য মুদিতাঃ সন্তু সুহৃদস্তেঽভিষেচনাৎ।
অদ্য ভীতাঃ পলায়ন্তু দুষ্প্রদাস্তে দিশো দশ॥ ২৯
আক্রোশং মম মাতুশ্চ প্রমৃজ্য পুরুষর্ষভ।
অদ্য তত্রভবন্তঞ্চ পিতরং রক্ষ কিল্বিষাৎ॥ ৩০
শিরসা ত্বাভিযাচেঽহং কুরুষ্ব করুণাং ময়ি।
বান্ধবেষু চ সর্ব্বেষু ভূতেষ্বিব মহেশ্বরঃ॥ ৩১
অথবা পৃষ্ঠতঃ কৃত্বা বনমেব ভবানিতঃ।
গমিষ্যতি গমিষ্যামি ভবতা সার্দ্ধমপ্যহম্॥ ৩২
তথাহি রামো ভরতেন তাম্যতা
প্রসাদ্যমানঃ শিরসা মহীপতিঃ।
ন চৈব চক্রে গমনায় সত্ত্ববান্
মতিং পিতুস্তদ্বচনে প্রতিষ্ঠিতঃ॥ ৩৩
তদদ্ভুতং স্থৈর্য্যমবেক্ষ্য রাঘবে
সমং জনো হর্ষমবাপ দুঃখিতঃ।
ন যাত্যযোধ্যামিতি দুঃখিতোঽভবৎ
স্থিরপ্রতিজ্ঞত্বমবেক্ষ্য হর্ষিতঃ॥ ৩৪
তমৃত্বিজো নৈগমযূথবল্লভা-
স্তথা বিসংজ্ঞাশ্রুকলাশ্চ মাতরঃ।
তথা ব্রুবাণং ভরতং প্রতুষ্টুবুঃ
প্রণম্য রামঞ্চ যযাচিরে সহ॥ ৩৫
ইত্যযোধ্যাকাণ্ডে ষড়ধিকশততমঃ সর্গঃ॥ ১০৬॥

সপ্তাধিকশততমঃ সর্গঃ।

পুনরেবং ব্রুবাণং তং ভরতং ভরতাগ্রজঃ।
প্রত্যুবাচ ততঃ শ্রীমান্ জ্ঞাতিমধ্যে সুসৎকৃতঃ॥ ১
উপপন্নমিদং বাক্যং যৎ ত্বমেবমভাষথাঃ।
জাতঃ পুত্রো দশরথাৎ কৈকেয্যাং রাজসত্তমাৎ॥ ২
পুরা ভ্রাতঃ পিতা নঃ স মাতরং তে সমুদ্বহন্।
মাতামহে সমাশ্রৌষীদ্রাজ্যশুল্কমনুত্তমম্॥ ৩
দেবাসুরে চ সংগ্রামে জনন্যৈ তব পার্থিবঃ।
সম্প্রহৃষ্টো দদৌ রাজা বরমারাধিতঃ প্রভুঃ॥ ৪

গণ একত্রিত হইয়া এই স্থানেই আপনাকে অভিষেক করুন। দেবরাজ ইন্দ্র যেমন নিজ শক্তিপ্রভাবে বিপক্ষদল জয় করিয়া দেবগণের সহিত অমরাবতীতে প্রবেশ করেন, আপনি সেইরূপ রাজ্যে অভিষিক্ত হইয়া প্রজাপালন করিবার জন্য অযোধ্যায় গমন করুন। দেব-ঋণ, পিতৃ-ঋণ ও ঋষি-ঋণ পরিশোধপূর্ব্বক শত্রুদিগকে দহন এবং সর্ব্বকামনাসম্পাদনদ্বারা সুহৃদ্গণকে প্রীত করিয়া আপনি আমাকে অনুশাসন করুন। আর্য্য! অদ্য আপনার অভিষেকে সুহৃৎগণ সন্তুষ্ট হউন এবং দুঃখপ্রদ বিপক্ষগণ ভীত হইয়া দশ দিকে পলায়ন করুক। পুরুষপ্রবর! অদ্য আমার জননীর লোকাপবাদ দূর করত সেই পূজ্যতম পিতাকে পাপ হইতে মুক্ত করুন ২২—৩০। মহাদেব যেমন সর্ব্বভূতে দয়া করিয়া থাকেন, সেইরূপ আপনি এই ভ্রাতার প্রতি দয়া করুন, আমি অবনত মস্তকে আপনার নিকটে প্রার্থনা করিতেছি। অথবা যদি আমার প্রার্থনা অগ্রাহ্য করিয়া এ স্থান হইতে অন্য বনে যান, তাহা হইলে আমিও আপনার অনুগামী হইব।" ভরত তাদৃশ অবনতমস্তকে প্রসন্নতাসম্পাদনার্থ কাতরভাবে প্রার্থনা করিলেও নয়নাভিরাম সত্ত্বসম্পন্ন মহারাজ রাম, পিতৃবাক্যে একাগ্রতানিবন্ধন অযোধ্যায় যাইতে ইচ্ছা করিলেন না। তাহাতে সমাগত লোকগণ দুঃখিত হইয়াও রামের সেই অদ্ভুত ধৈর্য্য দেখিয়া প্রীতিলাভ করিল,—রাম অযোধ্যায় যাইতেছেন না বলিয়া দুঃখিত এবং তাঁহার দৃঢ়প্রতিজ্ঞা দর্শনে সন্তুষ্ট হইল। পুরোহিতগণ, পুরবাসিগণ ও অশ্রুপূর্ণলোচনা অচেতনপ্রায় মাতৃগণ, ভরতকে সাগ্রহে স্তবভাবে রামের নিকট তদ্রূপ প্রার্থনা করিতে দেখিয়া প্রশংসা করিলেন এবং সকলেই তাঁহার সহিত মিলিত হইয়া সপ্রণামে রামের নিকট অযোধ্যায় যাইবার জন্য প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। ৩১—৩৫।

সপ্তাধিক-শততম সর্গ।

ভরত পুনর্ব্বার এইরূপ কথা বলিতে থাকিলে, জ্ঞাতিজন-সৎকৃত শ্রীমান্ লক্ষ্মণাগ্রজ রাম তাঁহাকে প্রত্যুত্তর করিলেন,—"তুমি নৃপতিশ্রেষ্ঠ দশরথ হইতে কৈকেয়ীতে জন্মগ্রহণ করিয়াছ, সুতরাং তুমি যে এ সকল কথা বলিতেছ, তাহা তোমার উপযুক্ত ও যুক্তিযুক্ত বটে; কিন্তু ভাই! পূর্ব্বকালে আমাদিগের পিতা যখন তোমার জননীকে বিবাহ করেন, তখন মাতামহের নিকট অঙ্গীকার করিয়াছিলেন যে, আপনার এই কন্যার গর্ভে যে সন্তান হইবে তাহাকেই আমি রাজ্য দান করিব; পরে দেবাসুরযুদ্ধকালে পিতা তোমার জননীকর্তৃক আরাধিত হইয়া অতিশয় প্রীত হইয়াছিলেন, এজন্য তাঁহাকে বর দিতে প্রতিজ্ঞাত হন।

ততঃ সা সম্প্রতিশ্রাব্য তব মাতা যশস্বিনী।
অযাচত নরশ্রেষ্ঠং দ্বৌ বরৌ বরবর্ণিনী ॥ ৫
তব রাজ্যং নরব্যাঘ্র মম প্রব্রাজনং তথা।
তচ্চ রাজা তথা তস্যৈ নিযুক্তঃ প্রদদৌ বরম্ ॥ ৬
তেন পিত্রাহমপ্যত্র নিযুক্তঃ পুরুষর্ষভ।
চতুর্দ্দশ বনে বাসং বর্ষাণি বরদানিকম্ ॥ ৭
সোঽহং বনমিদং প্রাপ্তো নির্জনং লক্ষ্মণান্বিতঃ।
সীতয়া চাপ্রতিদ্বন্দ্বঃ সত্যবাদে স্থিতঃ পিতুঃ ॥ ৮
ভবানপি তথেত্যেব পিতরং সত্যবাদিনম্।
কর্ত্তুমর্হসি রাজেন্দ্র ক্ষিপ্রমেবাভিষেচনাৎ ॥ ৯
ঋণান্মোচয় রাজানং মৎকৃতে ভরত প্রভুম্।
পিতরং ত্রাহি ধর্ম্মজ্ঞ মাতরঞ্চাভিনন্দয় ॥ ১০
শ্রূয়তে ধীমতা তাত শ্রুতির্গীতা যশস্বিনা।
গয়েন যজমানেন গয়েষ্বেব পিতৄন্ প্রতি ॥ ১১
পুন্নাম্নো নরকাদ্‌যস্মাৎ পিতরং ত্রায়তে সুতঃ।
তস্মাৎ পুত্র ইতি প্রোক্তঃ পিতৄন্ যঃ পাতি সর্ব্বতঃ ॥ ১২॥
এষ্টব্যা বহবঃ পুত্রা গুণবন্তো বহুশ্রুতাঃ।
তেষাং বৈ সমবেতানামপি কশ্চিদ্‌গয়াং ব্রজেৎ ॥ ১৩
এবং রাজর্ষয়ঃ সর্ব্বে প্রতীতা রঘুনন্দন।
তস্মাৎ ত্রাহি নরশ্রেষ্ঠ পিতরং নরকাৎ প্রভো ॥ ১৪
অযোধ্যাং গচ্ছ ভরত প্রকৃতীরনুরঞ্জয়।
শত্রুঘ্নসহিতো বীর সহ সর্ব্বৈর্দ্বিজাতিভিঃ ॥ ১৫
প্রবেক্ষ্যে দণ্ডকারণ্যমহমপ্যবিলম্বয়ন্।
আভ্যাস্তু সহিতো বীর সীতয়া লক্ষ্মণেন চ ॥ ১৬
ত্বং রাজা ভরত ভব স্বয়ং নরাণাং
বন্যানামহমপি রাজরাট্ মৃগাণাম্।
গচ্ছ ত্বং পুরবরমদ্য সম্প্রহৃষ্টঃ
সংহৃষ্টস্ত্বহমপি দণ্ডকান্ প্রবেক্ষ্যে ॥ ১৭
ছায়াং তে দিনকরভাঃ প্রবাধমানং
বর্ষত্রং ভরত করোতু মূর্দ্ধ্নি শীতাম্।
এতেষামহমপি কাননদ্রুমাণাং
ছায়াং তামতিশয়িনীং শনৈঃ শ্রয়িষ্যে ॥ ১৮
শত্রুঘ্নঃ কুশলমতিস্তু তে সহায়ঃ
সৌমিত্রির্মম বিদিতঃ প্রধানমিত্রম্।
চত্বারস্তনয়বরা বয়ং নরেন্দ্রং
সত্যস্থং ভরত চরাম মা বিষাদ ॥ ১৯

ইত্যযোধ্যাকাণ্ডে সপ্তাধিকশততমঃ সর্গঃ ॥ ১০৭ ॥

তৎপরে তোমার যশস্বিনী বরবর্ণিনী জননী, নরশ্রেষ্ঠ. পিতাকে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ করাইয়া তাঁহার নিকট দুইটি বর প্রার্থনা করেন।১—৫। নরবর! তাহার মধ্যে প্রথম বরে তোমার রাজ্যাভিষেক ও দ্বিতীয় বরে আমার বনবাস প্রার্থনা করিয়াছিলেন; রাজা প্রতিজ্ঞাবদ্ধ ছিলেন, সুতরাং বাধ্য হইয়া তাঁহাকে এই দুইবর প্রদান করেন। পুরুষশ্রেষ্ঠ! সেই কারণে, বরদান হেতু আমিও পিতার আজ্ঞাপালনের জন্ত চৌদ্দ বৎসর এই বনে বাস করিতে নিযুক্ত হইয়াছি। আমি সীতা ও লক্ষ্মণের সহিত এই জনশূন্য কাননে আসিয়া নির্ব্বিবাদে পিতৃসত্য-পালনার্থ বসতি করিতেছি। রাজেন্দ্র! ত্বরায় রাজ্যে অভিষিক্ত হইয়া তোমারও আমার ন্যায় পিতাকে সত্যবাদী করা কর্ত্তব্য। ভরত! তুমি আমার সন্তোষার্থ রাজাকে ঋণ হইতে মুক্ত কর, তুমি ধর্ম্মতত্ত্ব জানিতেছ, অতএব পৃথিবীপতি পিতাকে পরিত্রাণ কর এবং জননীকে অভিনন্দিত করিতে যত্নবান্ হও।৬—১০। ভাই! ইহা শুনিতে পাওয়া যায় যে, গয়া প্রদেশে গয়-নামক কোন বুদ্ধিমান্ যশস্বী যাজ্ঞিক, পিতৃলোকের প্রীতিকামনায় এই শ্রুতি গান করিয়াছেন যে—যেহেতু সন্তান 'পুং'-নামক নরক হইতে পিতাকে ত্রাণ করে এবং ইষ্ট ও পূর্ত্ত কর্ম্মদ্বারা পিতাকে স্বর্গলোকে প্রেরণ করিয়া সর্ব্বতোভাবে রক্ষা করে, সেই জন্ত পুত্র এই নামে উক্ত হয়। . এই জন্তই লোকে বিবিধ বিদ্যা ও গুণশালী বহু পুত্র কামনা করিয়া থাকে যে, তাহা-দিগের সকলের মধ্যে কোন না কোন পুত্র গয়ায় যাইবে।' রঘুনন্দন! রাজর্ষিরা সকলেই এইরূপ বিশ্বাস করিয়া থাকেন, অতএব নরবর! তুমি পিতাকে নরক হইতে পরিত্রাণ কর। বীরশ্রেষ্ঠ ভরত! তুমি সকল দ্বিজগণ ও শত্রুঘ্নের সহিত অযোধ্যায় যাও এবং তথায় গিয়া প্রজারঞ্জন কর। বীর! সীতা ও লক্ষ্মণের সহিত আমিও অবিলম্বে দণ্ডকারণ্যে যাইব। ভরত! তুমি স্বয়ং মনুষ্যগণের রাজা হও, আমি বন্য পশুদিগের মহারাজ হই, তুমি অদ্য হৃষ্টচিত্তে নগরে যাও, আমিও প্রীতমনে দণ্ডকারণ্যে প্রবিষ্ট হই। ভরত! সূর্য্যরশ্মিনিবারক ছত্র তোমার শিরে শীতল ছায়া বিস্তার করুক, আমিও ক্রমে ক্রমে এই সকল বনতরুর অতি ঘনচ্ছায়া আশ্রয় করি। অমিতবুদ্ধি শত্রুঘ্ন তোমার সহায় আছেন, আর লক্ষ্মণ আমার প্রধান সহায় বলিয়া বিখ্যাত রহিয়াছেন; আমরা এই চারি ভ্রাতা, রাজা দশরথের চারিটী সুপুত্র, অতএব আমরা মহারাজকে সত্যপথে স্থায়ী করি; ভরত! ইহাতে তুমি বিষন্ন হইও না। ১১—১৯।

অষ্টাধিকশততমঃ সর্গঃ।

আশ্বাসয়ন্তং ভরতং জাবালির্ব্রাহ্মণোত্তমঃ।
উবাচ রামং ধর্ম্মজ্ঞং ধর্ম্মাপেতমিদং বচঃ। ১
সাধু রাঘব মা ভূৎ তে বুদ্ধিরেবং নিরর্থিকা।
কঃ কস্য পুরুষো বন্ধুঃ কিমাপ্যং কস্য কেনচিৎ। ২
একো হি জায়তে জন্তুরেক এব বিনশ্যতি। ৩
তস্মান্মাতা পিতা চেতি রাম সজ্জেত যো নরঃ।
উন্মত্ত ইব স জ্ঞেয়ো নাস্তি কশ্চিদ্ধি কস্যচিৎ। ৪
যথা গ্রামান্তরং গচ্ছন্ নরঃ কশ্চিদ্বহির্বসেৎ।
উৎসৃজ্য চ তমাবাসং প্রতিষ্ঠেতাপরেঽহনি। ৫
এবমেব মনুষ্যাণাং পিতা মাতা গৃহং বসু।
আবাসমাত্রং কাকুৎস্থ সজ্জন্তে নাত্র সজ্জনাঃ। ৬
পিত্র্যং রাজ্যং সমুৎসৃজ্য স নার্হসি নরোত্তম।
আস্থাতুং কাপথং দুঃখং বিষমং বহুকণ্টকম্। ৭
সমৃদ্ধায়ামযোধ্যায়ামাত্মানমভিষেচয়।
একবেণীধরা হি ত্বা নগরী সম্প্রতীক্ষতে। ৮
রাজভোগাননুভবন্ মহার্হান্ পার্থিবাত্মজ।
বিহর ত্বমযোধ্যায়াং যথা শক্রস্ত্রিবিষ্টপে। ৯
ন তে কশ্চিদ্দশরথস্ত্বঞ্চ তস্য ন কশ্চন।
অন্যো রাজা ত্বমন্যস্তু তস্মাৎ কুরু যদুচ্যতে। ১০
বীজমাত্রং পিতা জন্তোঃ শুক্রং শোণিতমেব চ।
সংযুক্তমৃতুমন্মাত্রা পুরুষস্যেহ জন্ম তৎ। ১১
গতঃ স নৃপতিস্তত্র গন্তব্যং যত্র তেন বৈ।
প্রাকৃতস্য নরস্যৈব হ্যার্য্যবুদ্ধিস্তপস্বিনঃ।
প্রবৃত্তিরেষা ভূতানাং ত্বন্তু মিথ্যা বিহন্যসে। ১২
অর্থধর্ম্মপরা যে যে তাংস্তান্ শোচামি নেতরান্।
তে হি দুঃখমিহ প্রাপ্য বিনাশং প্রেত্য লেভিরে। ১৩
অষ্টকা পিতৃদৈবত্যমিত্যয়ং প্রসৃতো জনঃ।
অন্নস্যোপদ্রবং পশ্য মৃতো হি কিমশিষ্যতি। ১৪
যদি ভুক্তমিহান্যেন দেহমন্যস্য গচ্ছতি।
দদ্যাৎ প্রবসতাং শ্রাদ্ধং ন তৎ পথ্যশনং ভবেৎ। ১৫
দানসংবননা হ্যেতে গ্রন্থা মেধাবিভিঃ কৃতাঃ।

অষ্টাধিক শততম সর্গ।

রাম, ভরতকে এইরূপে আশ্বাস দিতেছেন, ইত্য-বসরে দ্বিজবর জাবালি, ধর্ম্মজ্ঞ রামকে ধর্ম্ম-বিরুদ্ধ এই কথা বলিলেন,—"ভাল, রাম! তুমি সুবুদ্ধি ও তপস্বী, অতএব সামান্য মানুষের ন্যায় তোমার পিতৃবাক্য-প্রতিপালন-বিষয়ক এইরূপ নিরর্থক বুদ্ধি হওয়া উচিত নহে। দেখ, এই জগতে কে কাহার বন্ধু? কাহার নিকট কোন্ ব্যক্তি কি পাইয়া থাকে? জীব একাকীই জন্ম লয়, আর একাকীই বিনষ্ট হয়; অতএব ইনি মাতা, ইনি পিতা এইরূপ সম্বন্ধ সংস্থাপনপূর্ব্বক যে ব্যক্তি তাহাতে আসক্ত হয়, তাহাকে বাতুল জ্ঞান কর; বস্তুতঃ কেহই কাহার নয়। যেমন কোন লোক গ্রামান্তরে যাইয়া কোন গৃহের বহির্ভাগে বাস করে, পর দিন সেই বাড়ী ছাড়িয়া চলিয়া যায়, তেমনি পিতা, মাতা, গৃহ ও ধন-সম্পত্তি মনুষ্যগণের আবাসমাত্র। কাকুৎস্থ! এজন্য সাধুরা বিষয়ে আসক্ত হ'ন না। নরোত্তম! পৈতৃক রাজ্য ছাড়িয়া দুঃখময় বহুকণ্টকাকীর্ণ বিষম কুপথে বাস করা তোমার উচিত নহে। তুমি সমৃদ্ধিশালিনী অযোধ্যাতে রাজপদে অভিষিক্ত হও, বিরহিণীর ন্যায় একবেণীধরা নগরী তোমাকেই প্রতীক্ষা করিতেছে। ১—৮। নৃপকুমার! স্বর্গে দেবেন্দ্রের ন্যায়, তুমি অযোধ্যাতে মহার্হ রাজভোগ উপভোগ করত পরম সুখে বিহার কর। দশরথ তোমার কেহই নহেন, রাজা স্বতন্ত্র, তুমিও স্বতন্ত্র ব্যক্তি; অতএব আমি যাহা বলিতেছি তাহাই কর। পিতা, জীবনের বীজ, অর্থাৎ নিমিত্ত কারণমাত্র। ঋতুমতী মাতার গর্ভে একত্র মিলিত শুক্র ও শোণিতই উপাদান-কারণ, অর্থাৎ তাহাতেই ইহলোকে মানুষের জন্ম হয়। সেই নৃপতি যে স্থানে গিয়াছেন, তোমাকেও তথায় যাইতে হইবে, সুতরাং তাঁহার সহিত তোমার সম্বন্ধ কি? ভূতসকলের স্বভাবই এইরূপ, কিন্তু তুমি পুরুষার্থ ভোগে বীতস্পৃহ হইয়া বৃথা নষ্ট হইতেছে। যাহারা প্রত্যক্ষ-সিদ্ধ রাজ্যাদিরূপ পুরুষার্থ পরিত্যাগ করিয়া অপ্রত্যক্ষ পারলৌকিক ধর্ম্ম আশ্রয় করিতে উৎসুক হয়, আমি তাহাদিগের জন্য দুঃখ প্রকাশ করি, অন্যের জন্য শোক করি না; কেননা তাহারা ইহলোকে দুঃখ ভোগ করিয়া পরলোকে অভিলাষত ধর্ম্মফলও পায় না। কারণ ফলভোক্তারই সত্তা নাই। অষ্টকাপ্রভৃতি পিতৃদৈবত্য শ্রাদ্ধ করিতে যে লোক রত হয়, সে কেবল নিজ ভোগসাধন অন্নাদির বিনাশের কারণ; দেখ, মৃতব্যক্তি কি ভোজন করিবে? এই স্থানে অপর ব্যক্তি ভোজন করিলে সেই ভুক্ত অন্ন যদি অপরের উদরে যায় তবে প্রবাসস্থ ব্যক্তির উদ্দেশে শ্রাদ্ধ করিয়া অন্ন দান করুক। কৈ এরূপ করিলে তাহা পথিকের পাথেয় হয় না। দেব-পূজা কর, অন্ন দান কর, যজ্ঞে দীক্ষা গ্রহণ কর, তপস্যা কর এবং সন্ন্যাস গ্রহণ কর, এই সকল দানের বশীকরণোপায়-স্বরূপ বেদাদ্যাদি

যজস্ব দেহি দীক্ষস্ব তপস্তপ্যস্ব সন্ত্যজ ॥ ১৬
স নাস্তি পরমিত্যেতৎ কুরু বুদ্ধিং মহামতে।
প্রত্যক্ষং যৎ তদাতিষ্ঠ পরোক্ষং পৃষ্ঠতঃ কুরু ॥ ১৭
সতাং বুদ্ধিং পুরস্কৃত্য সর্ব্বলোকনিদর্শিনীম্।
রাজ্যং ত্বং প্রতিগৃহ্নীষ ভরতেন প্রসাদিতঃ ॥ ১৮
ইত্যযোধ্যাকাণ্ডে অষ্টাধিকশততমঃ সর্গঃ ॥ ১০৮ ॥

নবাধিকশততমঃ সর্গঃ।

জাবালেস্ত বচঃ শ্রুত্বা রামঃ সত্যপরাক্রমঃ।
উবাচ পরয়া শুক্ত্যা বুদ্ধ্যা বিপ্রতিপন্নয়া ॥ ১
ভবান্ মে প্রিয়কামার্থং বচনং যদিহোক্তবান্।
অকার্য্যং কার্য্যসঙ্কাশমপথ্যং পথ্যসন্নিভম্ ॥ ২
নির্ম্মর্য্যাদস্তু পুরুষঃ পাপাচারসমন্বিতঃ।
মানং ন লভতে সৎসু ভিন্নচারিত্রদর্শনঃ ॥ ৩
কুলীনমকুলীনং বা বীরং পুরুষমানিনম্।
চারিত্রমেব ব্যাখ্যাতি শুচিং বা যদি বাশুচিম্ ॥ ৪
অনার্য্যস্ত্বার্য্যসংস্থানঃ শৌচাদ্ধীনস্তথা শুচিঃ।
লক্ষণ্যবদলক্ষণ্যো দুঃশীলঃ শীলবানিব ॥ ৫

প্রস্ব মেধাবী ধূর্ত্তগণ স্বার্থ সম্পাদনকারণ ও পামরগণকে প্রবঞ্চনা করিবার জন্ত প্রস্তুত করিয়াছে। মহামতে! ইহলোকের পর পারলৌকিক ধর্ম্মাদি কিছুই নাই, তুমি নিজ বুদ্ধিবলে ইহা অবগত হও। যাহা প্রত্যক্ষ তাহারই অনুষ্ঠান কর, আর অনুমানগ্রাহ্য পরোক্ষকে পরিত্যাগ কর। প্রত্যক্ষবাদী সাধুগণের সর্ব্বলোক-সম্মত-বুদ্ধিকে সাদরে গ্রহণ করিয়া তুমি ভরতকর্ত্তৃক প্রসাদিত হইয়া রাজ্যশাসন কর।" ১—১৮।

নবাধিক-শততম সর্গ।

সত্যপরাক্রম রাম, জাবালির কথা শুনিয়া তাহাতে অনাস্থা প্রদর্শনপূর্ব্বক সুসঙ্গত সাধুবাক্যে বলিলেন— "আপনি আমার হিতকামনায় যে সকল কথা কহিলেন, তাহা বাস্তবিক অকর্ত্তব্য হইয়াও আপাততঃ কর্ত্তব্যের ন্যায় এবং অপথ্য হইয়াও পথ্যবৎ বোধ হইতেছে। মর্য্যাদাবিহীন, পাপাচারশীল ও বিপরীত-ব্যবহারপ্রবর্ত্তক শাস্ত্রে আসক্ত ব্যক্তি সাধুগণের নিকটে সম্মান-ভাজন হয় না। মনুষ্য কুলীন হউক বা অকুলীন হউক, বীর হউক বা মানী হউক, শুচি হউক বা অশুচিই হউক, চরিত্রই তাহাকে সুবিখ্যাত করে। অসাধু ব্যক্তি সাধুর ন্যায়, অশুচি লোক শুচির ন্যায়, অলক্ষণবিশিষ্ট

অধর্ম্মং ধর্ম্মবেষেণ যদ্যহং লোকসঙ্করম্।
অভিপৎস্যে শুভং হিত্বা ক্রিয়াং বিধিবিবর্জ্জিতাম্ ॥ ৬ ॥
কশ্চেতয়ানঃ পুরুষঃ কার্য্যাকার্য্যবিচক্ষণঃ।
বহু মন্যেত মাং লোকে দুর্বৃত্তং লোকদূষণম্ ॥ ৭
কস্য যাস্যাম্যহং বৃত্তং কেন বা স্বর্গমাপ্নুয়াম্।
অনয়া বর্ত্তমানোঽহং বৃত্ত্যা হীনপ্রতিজ্ঞয়া ॥ ৮
কামবৃত্তোঽন্বয়ং লোকঃ কৃৎস্নঃ সমুপবর্ত্ততে।
যদ্বৃত্তাঃ সন্তি রাজানস্তদ্বৃত্তাঃ সন্তি হি প্রজাঃ ॥ ৯
সত্যমেবানৃশংসঞ্চ রাজবৃত্তং সনাতনম্।
তস্মাৎ সত্যাত্মকং রাজ্যং সত্যে লোকঃ প্রতিষ্ঠিতঃ ॥ ১০
ঋষয়শ্চৈব দেবাশ্চ সত্যমেব হি মেনিরে।
সত্যবাদী হি লোকেঽস্মিন্ পরং গচ্ছতি চাক্ষয়ম্ ॥ ১১
উদ্বিজন্তে যথা সর্পান্নরাদনৃতবাদিনঃ।
ধর্ম্মঃ সত্যপরো লোকে মূলং সর্ব্বস্য চোচ্যতে ॥ ১২
সত্যমেবেশ্বরো লোকে সত্যে ধর্ম্মঃ সদাশ্রিতঃ।
সত্যমূলানি সর্ব্বাণি সত্যান্নাস্তি পরং পদম্ ॥ ১৩

ব্যক্তি সুলক্ষণসম্পন্নের ন্যায় এবং দুঃশীল লোক সুশীলের ন্যায় ভান করিলে যেরূপ হয়, সেইরূপ আমি যদি ধার্ম্মিক বেশ ধারণপূর্ব্বক আপনার বাক্য-অনুসারে লোকসঙ্করকারক অধর্ম্মকে আশ্রয় করি, তবে শুভ ফল পরিত্যাগপূর্ব্বক অবৈধ কার্য্যজনিত অশুভ ফল পাইব। ১—৬। আমি পরলোকদূষণ পথ গ্রহণ করিলে ও দুর্বৃত্ত হইলে কোন্ কার্য্যাকার্য্য-বিচক্ষণ সচেতন মানুষ লোকসমাজে আমাকে সম্মান করিবে? আপনার উপদেশানুসারে আমি সত্যপ্রতিপালনে প্রতিজ্ঞাহীন হইয়া, পিতৃবাক্য রক্ষা করিতে অক্ষম হইয়া কাহার চরিত্র অনুকরণ করিব, কিরূপেই বা স্বর্গ প্রাপ্ত হইব? আমি আপনার উপদেশানুরূপ পথে স্বেচ্ছাচারী হইলে সকল লোকই যথেচ্ছাচারী হইবে, কারণ রাজাদিগের চরিত্র যেরূপ, প্রজাগণের চরিত্রও তদ্রূপ হইয়া থাকে। সত্য কথা এবং সর্ব্বভূতে দয়াই সনাতন রাজচরিত্র, সুতরাং রাজ্যও সত্যময় এবং সত্যেই সমস্ত লোক প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। মুনিগণ ও দেবগণ সত্যকেই সম্মান করিয়া থাকেন। ইহলোকে যিনি সত্যবাদী হন, পরে তিনি অক্ষয় ব্রহ্মলোকে গমন করেন। সর্প হইতে যেমন উদ্বেগ জন্মে, মিথ্যাবাদী ব্যক্তি হইতেও তদ্রূপ ভয় জন্মিয়া থাকে। সত্যপরায়ণ ধর্ম্মই সংসারে সকলের মূল বলিয়া কথিত আছে। লোকে সত্যই ঈশ্বর, অর্থাৎ ঈশ্বর সত্যপদবাচ্য; ধর্ম্ম সতত সত্যেই আশ্রিত রহিয়াছে। সত্যই জগৎপ্রভৃতি সকল পদার্থের মূল, সত্য হইতে শ্রেষ্ঠতম আর কিছুই নাই। ৭—১৩

দত্তমিষ্টং হুতঞ্চৈব তপ্তানি চ তপাংসি চ।
বেদাঃ সত্যপ্রতিষ্ঠানাস্তস্মাৎ সত্যপরো ভবেৎ ॥ ১৪
একঃ পালয়তে লোকমেকঃ পালয়তে কুলম্।
মজ্জত্যেকো হি নিরয় একঃ স্বর্গে মহীয়তে ॥ ১৫
সোঽহং পিতুর্নিদেশন্তু কিমর্থং নানুপালয়ে।
সত্যপ্রতিশ্রবঃ সত্যং সত্যেন সমভীকৃতম্ ॥ ১৬
নৈব লোভান্ন মোহাদ্বা ন চাজ্ঞানাৎ তমোঽন্বিতঃ।
সেতুং সত্যস্য ভেৎস্যামি গুরোঃ সত্যপ্রতিশ্রবঃ ॥ ১৭
অসত্যসন্ধস্য সতশ্চলস্যাস্থিরচেতসঃ।
নৈব দেবা ন পিতরঃ প্রতীচ্ছন্তীতি নঃ শ্রুতম্ ॥ ১৮
প্রত্যগাত্মমিমং ধর্ম্মং সত্যং পশ্যাম্যহং ধ্রুবম্।
ভারঃ সৎপুরুষৈশ্চীর্ণস্তদর্থমভিনন্দ্যতে ॥ ১৯
ক্ষাত্রং ধর্ম্মমহং ত্যক্ষ্যে হ্যধর্ম্মং ধর্ম্মসংহিতম্।
ক্ষুদ্রৈর্নৃশংসৈর্লুব্ধৈশ্চ সেবিতং পাপকর্ম্মভিঃ ॥ ২০
কায়েন কুরুতে পাপং মনসা সম্প্রধার্য্য তৎ।
অনৃতং জিহ্বয়া চাহ ত্রিবিধং কর্ম্ম পাতকম্ ॥ ২১

ভূমিঃ কীর্ত্তির্যশো লক্ষ্মীঃ পুরুষং প্রার্থয়ন্তি হি।
সত্যং সমনুবর্ত্তন্তে সত্যমেব ভজেত্ততঃ ॥ ২২
শ্রেষ্ঠং হ্যনার্য্যমেব স্যাদ্‌যদ্ভবানবধার্য্য মাম্
আহ যুক্তিকরৈর্বাক্যৈরিদং ভদ্রং কুরুষ্ব হ ॥ ২৩
কথং হ্যহং প্রতিজ্ঞায় বনবাসমিমং গুরোঃ।
ভরতস্য করিষ্যামি বচো হিত্বা গুরোর্বচঃ ॥ ২৪
স্থিরা ময়া প্রতিজ্ঞাতা প্রতিজ্ঞা গুরুসন্নিধৌ।
প্রহৃষ্টমানসা দেবী কৈকেয়ী চাভবত্তদা ॥ ২৫
বনবাসং বসন্নেবং শুচির্নিয়তভোজনঃ।
মূলপুষ্পফলৈঃ পুণ্যৈঃ পিতৄন্ দেবাংশ্চ তর্পয়ন্ ॥ ২৬
সন্তুষ্টপঞ্চবর্গোঽহং লোকযাত্রাং প্রবাহয়ে।
অকুহঃ শ্রদ্দধানঃ সন্ কার্য্যাকার্য্যবিচক্ষণঃ ॥ ২৭
কর্ম্মভূমিমিমাং প্রাপ্য কর্ত্তব্যং কর্ম্ম যচ্ছুভম্।
অগ্নির্বায়ুশ্চ সোমশ্চ কর্ম্মণাং ফলভাগিনঃ ॥ ২৮
শতং ক্রতূনামাহৃত্য দেবরাট্ ত্রিদিবং গতঃ।
তপাংস্যুগ্রাণি চাস্থায় দিবং প্রাপ্তা মহর্ষয়ঃ ॥ ২৯
অমৃষ্যমাণঃ পুনরুগ্রতেজা
নিশম্য তন্নাস্তিকবাক্যহেতুম্।

দান, যজ্ঞ, হোম ও তপস্যা প্রভৃতি ক্রিয়া সকল যে বেদে বিহিত হইয়াছে, সেই বেদই সত্যে প্রতিষ্ঠিত, অর্থাৎ সত্যস্বরূপ ঈশ্বরের শ্বাস-প্রশ্বাসের ন্যায় ঈশ্বর হইতে বেদ আবির্ভূত হইয়াছে, সুতরাং মানুষমাত্রেই সত্যপরায়ণ হইবে। মানব একাকী সত্যপালন করে, একাকীই বংশ পালন করে, একাকীই নরকে যায়, এবং একাকীই স্বর্গে বাস করে। সত্যপ্রতিজ্ঞ সদাচার পিতা আমাকে সত্যপালন করিতে আদেশ করিয়াছেন, আমি সত্যধর্ম্ম জানিয়াও কেমন করিয়া পিতৃ-আজ্ঞা-পালনে পরাঙ্মুখ হইব? আমি সত্য প্রতিপালনে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ আছি, অতএব লোভ, মোহ বা অজ্ঞতা-বশতঃ মুগ্ধচিত্ত হইয়া পিতার সত্যস্বরূপ সেতু ভেদ করিব না। আমি শুনিয়াছি যে, অসত্যসন্ধ, চঞ্চলস্বভাব ও অস্থিরচিত্ত ব্যক্তিকর্ত্তৃক প্রদত্ত হব্য-কব্য, দেবগণ ও পিতৃগণ গ্রহণ করেন না। ১৪—১৮। জীবগণের উদ্দেশে প্রবৃত্ত সত্যপালন-ধর্ম্মকেই আমি সকল ধর্ম্মের মধ্যে শ্রেষ্ঠ দেখিতেছি। পূর্ব্বকালীন সাধুরা এই জটাবল্কলা-দির ভার ধারণ করিয়াছেন, সেইজন্য আমি এই বিষয়ে অভিনন্দন করিতেছি। নীচাশয়, নৃশংস, লুব্ধ ও পাপাচারী জনগণ ধর্ম্মবৎ আভাসমান—যে অধর্ম্মের সেবা করিয়া থাকে, আমি সেই অধর্ম্মকেই পরিত্যাগ করিব, প্রকৃত ক্ষাত্রধর্ম্ম পরিত্যাগ করিব না। 'এইরূপ কর্ম্ম করিব' মনোমধ্যে ইহা স্থির করিয়া মনুষ্য, শরীর দ্বারা পাপকর্ম্ম করে, পরে তাহা গোপন করিবার জন্য অন্যের নিকট মিথ্যা কথা বলে; এই কায়িক, মানসিক ও বাচনিকভেদে পাতক ত্রিবিধ। ভূমি, কীর্ত্তি, যশ ও লক্ষ্মী সত্যবন্ত পুরুষকে কামনা করে এবং ইহারা সত্যেরই অনুগমন করিয়া থাকে, অতএব সত্যের সেবা করাই উচিত। আপনি যুক্তিসঙ্গত মনে করিয়া যুক্তিপূর্ণ বাক্যে আমাকে 'রাজ্যপালন কর, ইহা তোমার হিতকর' ইত্যাদি যাহা বলিলেন, তাহা আমার নিকট অন্যায্য বোধ হইতেছে। আমি পিতার নিকটে বনে বাস করিব এইরূপ প্রতিজ্ঞা করিয়া এক্ষণে গুরুবাক্য পরিত্যাগ-পূর্ব্বক কেমন করিয়া ভরতের অনুরোধ রক্ষা করিব? আমি যখন পিতার সন্নিকটে স্থির-প্রতিজ্ঞ হইব বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলাম, তখন দেবী কৈকেয়ীর মনে হর্ষোদয় হইয়াছিল। আমি এক্ষণে শুচি ও নিয়মিতাহার হইয়া বনে বাস করত পবিত্র ফল-মূল ও পুষ্পদ্বারা পিতৃগণ ও দেবগণের তৃপ্তিসম্পাদনপূর্ব্বক নিজের প্রতিজ্ঞা প্রতিপালন করিব। আমি ফল-মূল ভোজন-দ্বারা পঞ্চেন্দ্রিয়ের সন্তোষ-বিধান করত অকপট, শ্রদ্ধা-বান্ ও কার্য্যাকার্য্য-বিচক্ষণ হইয়া পিতার সত্য পালন-পূর্ব্বক জীবনযাত্রানির্ব্বাহ করিব। এই কর্ম্ম-ভূমিতে জন্ম-লাভ করিয়া কল্যাণকর কর্ম্ম-অনুষ্ঠানই কর্ত্তব্য; কারণ অগ্নি, বায়ু ও সোম, এই দেবতাত্রয় কর্ম্মের ফলভাগী, অর্থাৎ স্বীয়কর্ম্মানুসারে ঐ তিন দেবলোক পাওয়া যায়। দেবরাজ ইন্দ্র শত যজ্ঞ সম্পাদন করিয়া স্বর্গরাজ্য লাভ করিয়াছেন এবং মহর্ষিগণ উগ্র তপস্যা করিয়াই দেব-

অথাব্রবীৎ তং নৃপতেস্তনয়ো
বিগর্হমাণো বচনানি তস্য ॥ ৩০
সত্যঞ্চ ধর্ম্মঞ্চ পরাক্রমঞ্চ
ভূতানুকম্পাং প্রিয়বাদিতাঞ্চ ।
দ্বিজাতিদেবাতিথিপূজনঞ্চ
পন্থানমাহুস্ত্রিদিবস্য সন্তঃ ॥ ৩১
তেনৈবমাজ্ঞায় যথাবদর্থ-
মেকোদয়ং সম্প্রতিপদ্য বিপ্রাঃ ।
ধর্ম্মং চরন্তঃ সকলং যথাবৎ
কাঙ্ক্ষন্তি লোকাগমমপ্রমত্তাঃ ॥ ৩২
নিন্দাম্যহং কর্ম্ম কৃতং পিতুস্তদ্-
যস্ত্বামগৃহ্ণাদ্বিষমস্থবুদ্ধিম্ ।
বুদ্ধ্যানয়ৈবংবিধয়া চরন্তং
সুনাস্তিকং ধর্ম্মপথাদপেতম্ ॥ ৩৩
যথা হি চৌরঃ স তথা হি বুদ্ধ-
স্তথাগতং নাস্তিকমত্র বিদ্ধি ।
তস্মাদ্ধি যঃ শক্যতমঃ প্রজানাং
স নাস্তিকেনাভিমুখো বুধঃ স্যাৎ ॥ ৩৪
ত্বত্তো জনাঃ পূর্ব্বতরে দ্বিজাশ্চ
শুভানি কর্ম্মাণি বহূনি চক্রুঃ ।
ছিত্বা সদেমঞ্চ পরঞ্চ লোকং
তস্মাদ্দ্বিজাঃ স্বস্তি কৃতং হুতঞ্চ ॥ ৩৫
ধর্ম্মে রতাঃ সৎপুরুষৈঃ সমেতা-
স্তেজস্বিনো দানগুণপ্রধানাঃ ।
অহিংসকা বীতমলাশ্চ লোকে
ভবন্তি পূজ্যা মুনয়ঃ প্রধানাঃ ॥ ৩৬
ইতি ব্রুবন্তং বচনং সরোষং
রামং মহাত্মানমদীনসত্ত্বম্ ।
উবাচ পথ্যং পুনরাস্তিকঞ্চ
সত্যং বচঃ সানুনয়ঞ্চ বিপ্রঃ ॥ ৩৭
ন নাস্তিকানাং বচনং ব্রবীম্যহং
ন নাস্তিকোঽহং ন চ নাস্তি কিঞ্চন ।
সমীক্ষ্য কালং পুনরাস্তিকোঽভবং
ভবেয় কালে পুনরেব নাস্তিকঃ ॥ ৩৮
স চাপি কালোঽয়মুপাগতঃ শনৈ-
র্যথা ময়া নাস্তিকবাগুদীরিতা ।
নিবর্ত্তনার্থং তব রাম কারণাৎ
প্রসাদনার্থঞ্চ ময়ৈতদীরিতম্ ॥ ৩৯

ইত্যযোধ্যাকাণ্ডে নবাধিকশততমঃ সর্গঃ ॥ ১০৯ ॥

লোক প্রাপ্ত হইয়াছেন।" ১৯—২১। উগ্রতেজা নৃপ-নন্দন রাম জাবালির সেই নাস্তিকতাপূর্ণ কথা শুনিয়া অমর্ষপরবশ হইয়া পুনরায় তাঁহার বাক্যের নিন্দা করত কহিলেন—"সত্য, ধর্ম্ম, চান্দ্রায়ণাদি তপস্যা, সর্ব্বজীবে দয়া, প্রিয়বাদিতা এবং দেব, দ্বিজ ও অতিথি সৎকার-কেই সাধুগণ স্বর্গের পথ বলিয়া থাকেন। আমার এই কথা অনুসারে অপ্রমত্ত ব্রাহ্মণগণ অনুকূল তর্ক অবলম্বনপূর্ব্বক মুখ্যফলসমন্বিত বেদার্থ যথাবিধি অবগত হইয়া সকল ধর্ম্ম আচরণ করত অভিপ্রেত ব্রহ্মলোকাদি-প্রাপ্তি বিষয়ে আকাঙ্ক্ষা করিবেন। আপনি এইমাত্র যে, প্রত্যক্ষপ্রমাণবাদী চার্ব্বাক-মতানুরূপ বাক্য সকল বলিলেন এবং এইরূপ বুদ্ধিতে ধর্ম্মপথপরিভ্রষ্ট নাস্তিকতা আচরণ করিতেছেন, তাহাতে বোধ হয়, আপনার বুদ্ধি-ভ্রংশ হইয়াছে; তাহা জানিয়াও পিতা আপনাকে যে যজ্ঞকার্য্যে বরণ করিয়াছিলেন, তজ্জন্য আমি পিতার সেই কৃত কর্ম্মকে নিন্দা করিতেছি। চোর যেমন দণ্ডার্হ, বুদ্ধ-মতানুসারী তথাগত নাস্তিক এবং আপনিও সেইরূপ দণ্ডার্হ জানিবেন। প্রজাগণের বুদ্ধি-পরিশুদ্ধির জন্য নাস্তিক ব্যক্তিকে দণ্ডিত করা রাজার কর্ত্তব্য। পণ্ডিতব্যক্তি অধার্ম্মিক নাস্তিকের সহিত বাক্যালাপও করেন না। আপনি ব্যতীত অন্য ব্যক্তিগণ ও পূর্ব্বকালীন প্রাচীন ব্রাহ্মণগণ বহুবিধ শুভকর্ম্ম করিয়াছেন, তাঁহারা ঐহিক ও পারলৌকিক কামনাশূন্য হইয়া যে অহিংসা, সত্য, তপস্যা, দান, পরোপকারাদি ধর্ম্ম অবলম্বন ও যজ্ঞকর্ম্ম অনুষ্ঠান করিতেছেন ও করিয়াছেন, তাহাতেই বেদের প্রামাণ্য জাজ্বল্যমান রহিয়াছে। যাঁহারা ধর্ম্ম-নিরত, সৎপুরুষ-সহবাসী তেজস্বী, দানশীল, গুণবান্, অহিংসক এবং নির্ম্মল-চিত্ত, সেই সকল বসিষ্ঠবৎ প্রধান মুনিরাই লোকসমাজে পূজনীয় হন, আপনার ন্যায় নাস্তিক-মতাবলম্বী মুনি কদাচ পূজ্য নহে।" মহা-তেজা মহাত্মা রাম সক্রোধে এই কথা বলিতে থাকিলে, দ্বিজবর জাবালি সানুনয়ে পুনরায় আস্তিক্যযুক্ত সুপথ্য সত্যবাক্য বলিবার উপক্রম করিলেন। তিনি বলিলেন,"আমি নাস্তিকদিগের কথা বলিতেছি না, আমি নিজেও নাস্তিক নহি; পরলোকাদি কিছুই নাই, তাহাও নহে; সময়ক্রমে আমি পুনরায় ঈশ্বরবাদী হইলাম; সময়বশতঃ কখন নাস্তিকও হই; বাস্তবিক আমি নাস্তিক নহি। যে সময় আমি নাস্তিকের কথা বলিয়াছিলাম, সে সময় ক্রমশঃ গত হইল। রাম! তোমাকে বনগমন হইতে নিবৃত্ত এবং প্রসন্ন করিবার জন্যই আমি ঐ কথা বলিয়াছিলাম।" ৩০—৩৯।

দশাধিকশততমঃ সর্গঃ ।

ক্রুদ্ধমাজ্ঞায় রামন্তু বসিষ্ঠঃ প্রত্যুবাচ হ ।
জাবালিরপি জানীতে লোকস্যাস্য গতাগতিম্ ॥ ১
নিবর্ত্তয়িতুকামস্তু ত্বামেতদ্বাক্যমব্রবীৎ ।
ইমাং লোকসমুৎপত্তিং লোকনাথ নিবোধ মে ॥ ২
সর্ব্বং সলিলমেবাসীৎ পৃথিবী তত্র নির্ম্মিতা ।
ততঃ সমভবদ্‌ব্রহ্মা স্বয়ম্ভূর্দৈবতৈঃ সহ ॥ ৩
স বরাহস্ততো ভূত্বা প্রোজ্জহার বসুন্ধরাম্ ।
অসৃজচ্চ জগৎ সর্ব্বং সহ পুত্রৈঃ কৃতাত্মভিঃ ॥ ৪
আকাশপ্রভবো ব্রহ্মা শাশ্বতো নিত্য অব্যয়ঃ ।
তস্মাৎ মরীচিঃ সঞ্জজ্ঞে মরীচেঃ কশ্যপঃ সুতঃ ॥ ৫
বিবস্বান্ কশ্যপাজ্জজ্ঞে মনুর্বৈবস্বতঃ স্বয়ম্ ।
স তু প্রজাপতিঃ পূর্ব্বমিক্ষ্বাকুস্তু মনোঃ সুতঃ ॥ ৬
যস্যেয়ং প্রথমং দত্তা সমৃদ্ধা মনুনা মহী ।
তমিক্ষ্বাকুমযোধ্যায়াং রাজানং বিদ্ধি পূর্ব্বকম্ ॥ ৭
ইক্ষ্বাকোস্তু সুতঃ শ্রীমান্ কুক্ষিরিত্যেব বিশ্রুতঃ ।
কুক্ষেরথাত্মজো বীর বিকুক্ষিরুদপদ্যত ॥ ৮
বিকুক্ষেস্তু মহাতেজা বাণঃ পুত্রঃ প্রতাপবান্ ।
বাণস্য চ মহাবাহুরনরণ্যো মহাতপাঃ ॥ ৯
নানাবৃষ্টির্বভূবাস্মিন্ ন দুর্ভিক্ষং সতাং বরে ।
অনরণ্যে মহারাজে তস্করো বাপি কশ্চন ॥ ১০
অনরণ্যান্মহারাজ পৃথু রাজা বভূব হ ।
তস্মাৎ পৃথোর্মহাতেজাস্ত্রিশঙ্কুরুদপদ্যত ॥ ১১
স সত্যবচনাদ্বীরঃ সশরীরো দিবং গতঃ ।
ত্রিশঙ্কোরভবৎ সূনুর্ধুন্ধুমারো মহাযশাঃ ॥ ১২
ধুন্ধুমারান্মহাতেজা যুবনাশ্বো ব্যজায়ত ।
যুবনাশ্বসুতঃ শ্রীমান্ মান্ধাতা সমপদ্যত ॥ ১৩
মান্ধাতুস্তু মহাতেজাঃ সুসন্ধিরুদপদ্যত ।
সুসন্ধেরপি পুত্রৌ দ্বৌ ধ্রুবসন্ধিঃ প্রসেনজিৎ ॥ ১৪
যশস্বী ধ্রুবসন্ধেস্তু ভরতো রিপুসূদনঃ ।
ভরতাত্তু মহাবাহোরসিতো নাম জায়ত ॥ ১৫
যস্যৈতে প্রতিরাজান উদপদ্যন্ত শত্রবঃ ।
হৈহয়াস্তালজঙ্ঘাশ্চ শূরাশ্চ শশবিন্দবঃ ॥ ১৬
তাংস্তু সর্ব্বান্ প্রতিব্যূহ্য যুদ্ধে রাজা প্রবাসিতঃ ।
স চ শৈলবরে রম্যে বভূবাভিরতো মুনিঃ ॥ ১৭
দ্বে চাস্য ভার্য্যে গর্ভিণ্যৌ বভূবতুরিতি শ্রুতিঃ ।

দশাধিকশততম সর্গ ।

পরে রামকে ক্রুদ্ধ বিবেচনা করিয়া বসিষ্ঠ বলিলেন, "রাম ! জাবালি নাস্তিক নহেন, ইনিও লোকের পরলোকগমন ও তথা হইতে ইহলোকে আগমনের বিষয় সম্যক্ অবগত আছেন ! তোমাকে বনবাস হইতে নিবৃত্ত করিবার মানসেই কেবল ইনি ঐ সব কথা বলিয়াছেন লোকনাথ ! আমার নিকটে এই সংসারের উৎপত্তির বিষয় শ্রবণ কর ।—পূর্ব্বে সমস্তই জলময় ছিল, পরে সেই জলমধ্যে পৃথিবী নির্ম্মিতা হয়, পরে দেবগণের সহিত স্বয়ম্ভূ ব্রহ্মা সমুদ্ভূত হন। সেই বিরাটরূপী বিশ্বাত্মা বরাহমূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া সলিলমধ্য হইতে পৃথিবীর উদ্ধার সাধন করেন এবং সৃষ্টিশক্তিশালী নিজ পুত্র দক্ষ প্রভৃতির সহিত স্থাবর জঙ্গমাত্মক সমস্ত জগৎ সৃষ্টি করিতে প্রবৃত্ত হন। কারণোপাধি পরব্রহ্ম হইতে আপেক্ষিক নিত্যত্বাদিগুণযুক্ত শাশ্বত ও অব্যয় ব্রহ্মা সম্ভূত হন; ব্রহ্মা হইতে মরীচি জন্মগ্রহণ করেন, মরীচির পুত্র কশ্যপ; কশ্যপের পুত্র বিবস্বান্ (সূর্য্য), যাঁহা হইতে বৈবস্বত মনু স্বয়ং সমুৎপন্ন হইয়াছেন। পূর্ব্বে তিনি প্রজাপতি ছিলেন; সেই বৈবস্বত মনুর ক্ষেত্রে ইক্ষ্বাকু-নামা পুত্র জন্মগ্রহণ করেন; প্রথমতঃ মনু যাঁহাকে এই সুসমৃদ্ধ ভূমণ্ডল দান করিয়াছিলেন, সেই ইক্ষ্বাকুই পূর্ব্বে অযোধ্যার রাজা হইয়াছিলেন। ১—৭। ইক্ষ্বাকুর পুত্র শ্রীমান্ 'কুক্ষি' নামে বিখ্যাত ছিলেন; পরে কুক্ষির পুত্র বীর বিকুক্ষি উৎপন্ন হন; বিকুক্ষির পুত্র মহাতেজা প্রতাপবান্ বাণ; বাণের পুত্র মহাবাহু অনরণ্য; এই সাধুত্তম মহারাজ অনরণ্যের রাজত্বকালে কখন অনাবৃষ্টি হয় নাই; এবং কোনরূপ চৌরভয় ছিল না। মহারাজ অনরণ্য হইতে পৃথু রাজা জন্মগ্রহণ করেন; সেই পৃথু হইতে মহাতেজা ত্রিশঙ্কু উৎপন্ন হন; সেই বীর ত্রিশঙ্কু সত্যবাক্য কথন হেতু সশরীরে স্বর্গে গমন করিয়াছিলেন। ত্রিশঙ্কুর মহাযশস্বী ধুন্ধুমার-নামক পুত্র জন্মগ্রহণ করেন; ধুন্ধুমার হইতে মহাতেজা যুবনাশ্ব জন্মপরিগ্রহ করেন, যুবনাশ্বের পুত্র শ্রীমান্ মান্ধাতা সমুৎপন্ন হন; মান্ধাতার পুত্র মহাতেজা সুসন্ধি উৎপন্ন হন; সুসন্ধিরও ধ্রুবসন্ধি এবং প্রসেনজিৎ-নামক দুই পুত্র হয়, জ্যেষ্ঠ ধ্রুবসন্ধি হইতে শত্রুদমন যশস্বী ভরত জন্মগ্রহণ করেন। মহাবাহু ভরতের অসিত-নামা পুত্র জন্মে; হৈহয়, তালজঙ্ঘ, শূর ও শশবিন্দু প্রভৃতি রাজারা যাঁহার বিপক্ষ হইয়াছিলেন, সেই রাজা অসিত যুদ্ধে সেই নৃপতিচতুষ্টয়কে সসৈন্যে নিবারিত করিয়া পরিশেষে বিপক্ষদলের বাহুল্যবশতঃ নগর হইতে প্রস্থানপূর্ব্বক শত্রুজয় কামনায় রমণীয় হিম-শৈলোপরি মুনিবেশে তপস্যা করত অবস্থিতি করেন। কথিত আছে, ঐ অসিতরাজের দুই

তত্র চৈকা মহাভাগা ভার্গবং দেববর্চ্চসম্ ॥ ১৮
ববন্দে পদ্মপত্রাক্ষী কাঙ্ক্ষিণী পুত্রমুত্তমম্ ।
একা গর্ভবিনাশায় সপত্ন্যৈ গরলং দদৌ ॥ ১৯
ভার্গবশ্চ্যবনো নাম হিমবন্তমুপাশ্রিতঃ ।
তমৃষিং সাভ্যুপাগম্য কালিন্দী ত্বভ্যবাদয়ৎ ॥ ২০
স তামভ্যবদৎ প্রীতো বরেপ্সুং পুত্রজন্মনি ।
পুত্রস্তে ভবিতা দেবি মহাত্মা লোকবিশ্রুতঃ ॥ ২১
ধার্ম্মিকশ্চ সুভীমশ্চ বংশকর্ত্তারিসূদনঃ ।
শ্রুত্বা প্রদক্ষিণং কৃত্বা মুনিং তমনুমান্য চ ॥ ২২
পদ্মপত্রসমানাক্ষং পদ্মগর্ভসমপ্রভম্ ।
ততঃ সা গৃহমাগম্য পত্নী পুত্রমজায়ত ॥ ২৩
সপত্ন্যা তু গরস্তস্যৈ দত্তো গর্ভজিঘাংসয়া ।
গরেণ সহ তেনৈব তস্মাৎ স সগরোঽভবৎ ॥ ২৪
স রাজা সগরো নাম যঃ সমুদ্রমখানয়ৎ ।
ইষ্ট্বা পর্ব্বণি বেগেন ত্রাসয়ান ইমাঃ প্রজাঃ ॥ ২৫
অসমঞ্জস্তু পুত্রোঽভূৎ সগরস্যেতি নঃ শ্রুতম্ ।
জীবন্নেব স পিত্রা তু নিরস্তঃ পাপকর্ম্মকৃৎ ॥ ২৬
অংশুমানপি পুত্রোঽভূদসমঞ্জস্য বীর্য্যবান্ ।
দিলীপোঽংশুমতঃ পুত্রো দিলীপস্য ভগীরথঃ ॥ ২৭
ভগীরথাৎ ককুৎস্থশ্চ কাকুৎস্থা যেন তু স্মৃতাঃ ।
ককুৎস্থস্য তু পুত্রোঽভূদ্রঘুর্যেন তু রাঘবাঃ ॥ ২৮
রঘোস্তু পুত্রস্তেজস্বী প্রবৃদ্ধঃ পুরুষাদকঃ ।
কল্মাষপাদঃ সৌদাস ইত্যেবং প্রথিতো ভুবি ॥ ২৯
কল্মাষপাদপুত্রোঽভূচ্ছঙ্খণস্ত্বিতি নঃ শ্রুতম্ ।
যস্তু তদ্বীর্য্যমাসাদ্য সহসৈন্যো ব্যনীনশৎ ॥ ৩০
শঙ্খণস্য তু পুত্রোঽভূচ্ছূরঃ শ্রীমান্ সুদর্শনঃ ।
সুদর্শনস্যাগ্নিবর্ণ অগ্নিবর্ণস্য শীঘ্রগঃ ॥ ৩১
শীঘ্রগস্য মরুঃ পুত্রো মরোঃ পুত্রঃ প্রশুশ্রুবঃ ।
প্রশুশ্রুবস্য পুত্রোঽভূদম্বরীষো মহামতিঃ ॥ ৩২
অম্বরীষস্য পুত্রোঽভূন্নহুষঃ সত্যবিক্রমঃ ।
নহুষস্য চ নাভাগঃ পুত্রঃ পরমধার্ম্মিকঃ ॥ ৩৩
অজশ্চ সুব্রতশ্চৈব নাভাগস্য সুতাবুভৌ ।
অজস্য চৈব ধর্ম্মাত্মা রাজা দশরথঃ সুতঃ ॥ ৩৪
তস্য জ্যেষ্ঠোঽসি দায়াদো রাম ইত্যভিবিশ্রুতঃ ।
তদ্গৃহাণ স্বকং রাজ্যমবেক্ষস্ব জগন্নৃপ ॥ ৩৫
ইক্ষ্বাকূণাং হি সর্ব্বেষাং রাজা ভবতি পূর্ব্বজঃ ।
পূর্ব্বজে নাবরঃ পুত্রো জ্যেষ্ঠো রাজাভিষিচ্যতে ॥ ৩৬

ভার্য্যা গর্ভবতী ছিলেন, তন্মধ্যে একজন মহাভাগ্যবতী পদ্মপলাশলোচনা রাজ্ঞী সুসন্তানলাভের কামনা করিয়া দেবতুল্য-তেজঃসম্পন্ন ভৃগুনন্দনকে বন্দনা করিয়াছিলেন। আর অপরা রাজ্ঞী গর্ভ নষ্ট করিবার জন্য সপত্নীকে গরল প্রদান করিয়াছিলেন। ৮—১৯। ভৃগুপুত্র চ্যবন হিমালয়ে বাস করিতেন। কালিন্দী-নাম্নী প্রথমা মহিষী সেই ঋষির নিকটে উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে অভিবাদন করিলেন। ঋষি তাঁহার প্রণামে প্রীত হইয়া পুত্রোৎপত্তিবিষয়ে বরাভিলাষিণী সেই রাজ্ঞীকে বলিলেন—"দেবি! তোমার পুত্র মহাত্মা ও লোকমধ্যে বিখ্যাত হইবে এবং ধার্ম্মিক অথচ অত্যন্ত ভীমরূপ, বংশরক্ষাকর্ত্তা ও বৈরি-বিনাশক হইবে।" রাজ্ঞী এই বরবাক্য শুনিয়া সেই পদ্মপলাশনয়ন পদ্মগর্ভসমপ্রভ মুনিকে প্রদক্ষিণ ও পূজা করিয়া গৃহে আগমনানন্তর পুত্র প্রসব করিলেন। গর্ভবিনাশ-কামনায় সপত্নী ভক্ষ্যবস্তুর সহিত তাঁহাকে গর (বিষ) দিয়াছিল, সেই গরের সহিত পুত্র ভূমিষ্ঠ হইল বলিয়া তাঁহার নাম হইল সগর। তিনিই সেই প্রসিদ্ধ সগররাজা; যিনি পর্ব্বকালে দীক্ষিত হইয়া খননবেগবলে এই সকল প্রজাদিগকে উদ্বেজিত করত নিজ পুত্রগণদ্বারা সমুদ্রকে খনন করিয়াছিলেন। আমরা শুনিয়াছি যে, সেই সগররাজার পুত্র অসমঞ্জ, নিয়ত পাপকর্ম্মে রত ছিলেন বলিয়া জীবদ্দশাতেই পিতা তাঁহাকে পরিত্যাগ করেন। অসমঞ্জের পুত্র বীর্য্যবান অংশুমান্; অংশুমানের পুত্র দিলীপ; দিলীপের পুত্র ভগীরথ, ভগীরথ হইতে ককুৎস্থ জন্মগ্রহণ করেন; যাহা হইতে তোমরা "কাকুৎস্থ" বলিয়া বিখ্যাত হইয়াছ। ককুৎস্থের পুত্র রঘু; যে মূল পুরুষ রঘুর জন্য তোমাদিগকে লোকে 'রাঘব' বলে। ২০—২৮। রঘুর পুত্র তেজস্বী সৌদাস, যিনি অভিসম্পাতবশতঃ 'কল্মাষপাদ' তথা 'প্রবৃদ্ধ' ও 'নরকভক্ষক' নামে পৃথিবীমধ্যে প্রসিদ্ধ ছিলেন। আমরা শুনিয়াছি যে, কল্মাষপাদের পুত্র শঙ্খণ, যিনি সুপ্রসিদ্ধ বীর্য্যশালী হইয়াও সসৈন্যে রণস্থলে বিনষ্ট হন। শঙ্খণের পুত্র শূর ও শ্রীমান্ সুদর্শন জন্মগ্রহণ করেন। সুদর্শনের পুত্র অগ্নিবর্ণ, অগ্নিবর্ণের পুত্র শীঘ্রগ; শীঘ্রগের পুত্র মরু; মরুর পুত্র প্রশুশ্রুব; প্রশুশ্রুবের অম্বরীষ নামে মহামতি এক পুত্র হয়। অম্বরীষের সত্যবিক্রম নহুষ নামে পুত্র জন্মে; নহুষের পুত্র পরম ধার্ম্মিক নাভাগ। নাভাগের দুই পুত্র, অজ ও সুব্রত। অজের পুত্র ধর্ম্মাত্মা রাজা দশরথ। সেই দশরথের জ্যেষ্ঠ পুত্র তুমি রাম নামে বিখ্যাত হইয়াছ। অতএব রাজন্! তুমি কুলক্রমাগত স্বীয় রাজ্য গ্রহণ করত সংসারের গতি অবলম্বন কর। ইক্ষ্বাকুকুলের অগ্রজ সন্তানই রাজা হন; জ্যেষ্ঠ বর্ত্তমান থাকিতে কনিষ্ঠ কখন রাজ্যাভি-

স রাঘবাণাং কুলধর্ম্মমাত্মনঃ
সনাতনং নাদ্য বিহন্তুমর্হসি।
প্রভূতরত্নামনুশাধি মেদিনীং
প্রভূতরাষ্ট্রং পিতৃবন্মহাযশাঃ॥ ৩৭
ইত্যযোধ্যাকাণ্ডে দশাধিকশততমঃ সর্গঃ॥ ১১০॥

একাদশাধিকশততমঃ সর্গঃ।

বসিষ্ঠঃ স তদা রামমুক্ত্বা রাজপুরোহিতঃ।
অব্রবীদ্ধর্ম্মসংযুক্তং পুনরেবাপরং বচঃ॥ ১
পুরুষস্য হি জাতস্য ভবন্তি গুরবস্ত্রয়ঃ।
আচার্য্যশ্চৈব কাকুৎস্থ পিতা মাতা চ রাঘব॥ ২
পিতা হ্যেনং জনয়তি পুরুষং পুরুষর্ষভ।
প্রজ্ঞাং দদাতি চাচার্য্যস্তস্মাৎ স গুরুরুচ্যতে॥ ৩
স তেঽহং পিতুরাচার্য্যস্তব চৈব পরন্তপ।
মম ত্বং বচনং কুর্ব্বন্ নাতিবর্ত্তেঃ সতাং গতিম্॥ ৪
ইমা হি তে পারিষদো জ্ঞাতয়শ্চ নৃপাস্তথা।
এষু তাত চরন্ ধর্ম্মং নাতিবর্ত্তেঃ সতাং গতিম্॥ ৫
বৃদ্ধায়া ধর্ম্মশীলায়া মাতুর্নার্হস্যবর্ত্তিতুম্।
অস্যা হি বচনং কুর্ব্বন্ নাতিবর্ত্তেঃ সতাং গতিম্॥ ৬
ভরতস্য বচঃ কুর্ব্বন্ যাচমানস্য রাঘব।
আত্মানং নাতিবর্ত্তেস্ত্বং সত্যধর্ম্মপরাক্রম॥ ৭
এবং মধুরমুক্তঃ স গুরুণা রাঘবঃ স্বয়ম্।
প্রত্যুবাচ সমাসীনং বসিষ্ঠং পুরুষর্ষভঃ॥ ৮
যন্মাতাপিতরৌ বৃত্তং তনয়ে কুরুতঃ সদা।
ন সুপ্রতিকরং তত্তু মাত্রা পিত্রা চ যৎ কৃতম্॥ ৯
যথাশক্তি প্রদানেন স্বাপনোচ্ছাদনেন চ।
নিত্যঞ্চ প্রিয়বাদেন তথা সংবর্দ্ধনেন চ॥ ১০
স হি রাজা দশরথঃ পিতা জনয়িতা মম।
আজ্ঞাপয়ন্মাং যৎ তস্য ন তন্মিথ্যা ভবিষ্যতি॥ ১১
এবমুক্তে তু রামেণ ভরতঃ প্রত্যনন্তরম্।
উবাচ বিপুলোরস্কঃ সূতং পরমদুর্ম্মনাঃ॥ ১২
ইহ তু স্থণ্ডিলে শীঘ্রং কুশানাস্তর সারথে।
আর্য্যং প্রত্যুপবেক্ষ্যামি যাবন্মে সম্প্রসীদতি॥ ১৩
নিরাহারো নিরালোকো ধনহীনো যথা দ্বিজঃ।
শয়ে পুরস্তাচ্ছালায়াং যাবন্মাং প্রতিযাস্যতি॥ ১৪

বিক্ত হয় না, জ্যেষ্ঠই রাজ্যাধিকারী হইয়া থাকে, সুতরাং তোমার এক্ষণে রাঘবদিগের ও আপনার সনাতন কুলধর্ম্ম বিনষ্ট করা কর্ত্তব্য নহে; তুমি পিতার ন্যায় মহাযশস্বী হইয়া প্রভূতরত্ন-শালিনী বহুল-রাজ্যবতী পৃথিবী প্রতিপালন কর।" ২১—৩৭।

একাদশাধিকশততম সর্গ।

রাজপুরোহিত বসিষ্ঠ তৎকালে রামকে এইরূপ বলিয়া পুনরায় ধর্ম্মসঙ্গত অন্য কথা বলিলেন, "রাঘব কাকুৎস্থ! পুরুষ জন্মগ্রহণ করিলে আচার্য্য, পিতা ও মাতা, এই তিন জন তাহার গুরু হন। নরবর! পিতা, পুরুষকে জন্ম দেন এবং আচার্য্য তাহাকে জ্ঞান দান করেন, এজন্য তিনি গুরুপদবাচ্য হইয়া থাকেন। শত্রুদমন! আমি তোমার এবং তোমার পিতারও সেই আচার্য্য, অতএব তুমি আমার বাক্য প্রতিপালন করিলে কদাচ সদ্গতি হইতে ভ্রষ্ট হইবে না। এই তোমার পৌর পারিষদগণ, এই তোমার বন্ধুবর্গ; এই তোমার অধীন রাজগণ, বৎস! তুমি ইহাদিগের প্রতি ধর্ম্মাচরণ করত কদাচ সৎপথ হইতে পরিভ্রষ্ট হইবে না। বৃদ্ধা ও ধর্ম্মশীলা জননীর বাক্য লঙ্ঘন করা তোমার উচিত হয় না; ইহার আদেশ প্রতিপালন করিলে তোমার সৎপথ অতিক্রম করা হইবে না। ধর্ম্মরত সত্যপরাক্রম রাম! যিনি তোমাকে রাজ্যে অভিষিক্ত করিবার জন্য প্রার্থনা করিতেছেন, সেই ভরতের অনুরোধ রক্ষা করিলে তুমি সৎপথ হইতে বিচ্যুত হইবে না।" ১—৭। পুরুষপ্রবর রাম, স্বয়ং আচার্য্যের এইরূপ বাক্য শুনিয়া সমীপে উপবিষ্ট বসিষ্ঠকে প্রত্যুত্তর করিলেন যে, "পিতা-মাতা নিয়ত সন্তানের যে উপকার করেন, তাহার প্রত্যুপকার অসাধ্য; তাঁহারা যথাশক্তি দুগ্ধ ও অন্নাদি দান, যথাকালে শয়নকরান, তৈলাদি উদ্বর্ত্তন, সতত প্রিয়বাক্যপ্রয়োগ ও লালন-পালনদ্বারা সন্তানের প্রতি যেরূপ ব্যবহার করেন, তাহার প্রতিদান কখনই সম্ভব নহে। সেই রাজা দশরথ আমার জন্মদাতা পিতা, তিনি আমাকে যাহা আদেশ করিয়াছেন, তাঁহার সে বাক্য মিথ্যা হইবে না।" ৮—১১। রাম এই কথা বলিলে পর বিশাল-বক্ষঃ ভরত অতিশয় দুঃখিত চিত্তে সমীপবর্ত্তী সুমন্ত্রকে বলিলেন, "সারথে! তুমি শীঘ্র এই চত্বরে কুশ বিস্তার করিয়া দেও আর্য্য আমার প্রতি যে পর্য্যন্ত প্রসন্ন না হন, ততকাল আমি অনশনে এই দ্বারদেশে কুশশয্যার একপার্শ্বে শয়ন করিয়া থাকিব। অধমর্ণকর্ত্তৃক নির্দ্ধনীকৃত উত্তমর্ণ ব্রাহ্মণ যেমন নিজ ধন পুনঃপ্রাপ্তির কামনায় অনাহারে মুদ্রিত নয়নে অধমর্ণের দ্বারদেশে শয়ন করিয়া থাকে, সেইরূপ আর্য্য রাম যে পর্য্যন্ত আমার বাক্য স্বীকারপূর্ব্বক অযোধ্যায় না যাইবেন, তাবৎ আমি এই পর্ণ-

স তু রামমবেক্ষন্তং সুমন্ত্রং প্রেক্ষ্য দুর্ম্মনাঃ।
কুশোত্তরমুপস্থাপ্য ভূমাবেবাস্থিতঃ স্বয়ম্॥ ১৫
তমুবাচ মহাতেজা রামো রাজর্ষিসত্তমঃ।
কিং মাং ভরত কুর্ব্বাণং তাত প্রত্যুপবেক্ষ্যসে॥ ১৬
ব্রাহ্মণো হ্যেকপার্শ্বেন নরান্ রোদ্ধুমিহার্হতি।
ন তু মূর্দ্ধাভিষিক্তানাং বিধিঃ প্রত্যুপবেশনে॥
উত্তিষ্ঠ নরশার্দ্দূল হিত্বৈতদ্দারুণং ব্রতম্।
পুরবর্য্যামিতঃ ক্ষিপ্রমযোধ্যাং যাহি রাঘব॥ ১৮
আসীনস্ত্বেব ভরতঃ পৌরজানপদং জনম্।
উবাচ সর্ব্বতঃ প্রেক্ষ্য কিমার্য্যং নানুশাসথ॥ ১৯
তে তদোচুর্মহাত্মানং পৌরজানপদা জনাঃ।
কাকুৎস্থমভিজানীমঃ সম্যগ্‌বদতি রাঘবঃ॥ ২০
এষোহপি হি মহাভাগঃ পিতুর্বচসি তিষ্ঠতি।
অতএব ন শক্তাঃ স্ম ব্যাবর্ত্তয়িতুমঞ্জসা॥ ২১
তেষামাজ্ঞায় বচনং রামো বচনমব্রবীৎ।
এবং নিবোধ বচনং সুহৃদাং ধর্ম্মচক্ষুষাম্॥ ২২
এতচ্চৈবোভয়ং শ্রুত্বা সম্যক্ সম্পশ্য রাঘব।
উত্তিষ্ঠ ত্বং মহাবাহো মাঞ্চ স্পৃশ তথোদকম্॥ ২৩
অথোত্থায় জলং স্পৃষ্ট্বা ভরতো বাক্যমব্রবীৎ।
শৃণ্বন্তু মে পরিষদো মন্ত্রিণঃ শ্রেণয়স্তথা॥ ২৪
ন যাচে পিতরং রাজ্যং নানুশাসামি মাতরম্।
আর্য্যং পরমধর্ম্মজ্ঞং নানুজানামি রাঘবম্॥ ২৫
যদি ত্ববশ্যং বস্তব্যং কর্ত্তব্যঞ্চ পিতুর্বচঃ।
অহমেব নিবৎস্যামি চতুর্দ্দশ বনে সমাঃ॥ ২৬
ধর্ম্মাত্মা তস্য সত্যেন ভ্রাতুর্ব্বাক্যেন বিস্মিতঃ।
উবাচ রামঃ সংপ্রেক্ষ্য পৌরজানপদং জনম্॥ ২৭
বিক্রীতমাহিতং ক্রীতং যৎ পিত্রা জীবতা মম।
ন তল্লোপয়িতুং শক্যং ময়া বা ভরতেন বা॥ ২৮
উপাধির্ন ময়া কার্য্যো বনবাসে জুগুপ্সিতঃ।
যুক্তমুক্তঞ্চ কৈকেয্যা পিত্রা মে সুকৃতং কৃতম্॥ ২৯
জানামি ভরতং ক্ষান্তং গুরুসৎকারকারিণম্।
সর্ব্বমেবাত্র কল্যাণং সত্যসন্ধে মহাত্মনি॥ ৩০
অনেন ধর্ম্মশীলেন বনাৎ প্রত্যাগতঃ পুনঃ।

কুটীরের সম্মুখভাগে শয়ন করিয়া থাকিব।" দুঃখিত-চিত্ত ভরত রামের অনুরোধে সুমন্ত্রকে কুশাস্তরণবিষয়ে বিলম্ব করিতে দেখিয়া স্বয়ং ভূতলে কুশ বিস্তার করত অবস্থিতি করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। তখন রাজর্ষিসত্তম মহাতেজস্বী রাম, ভরতকে তদ্রূপ কঠোর ব্রতে প্রবৃত্ত দেখিয়া বলিলেন "ভরত! আমি কি অন্যায় কার্য্য করিয়াছি যে, তুমি এরূপ দুরূহ বিষয়ে মনস্থ করিতেছ? ব্রাহ্মণ ধনপ্রাপ্তি জন্য একপার্শ্বে শয়ন করিয়া অধমর্ণের দ্বারদেশে অবস্থান করিতে পারেন, কিন্তু মূর্দ্ধাভিষিক্ত ক্ষত্রিয় রাজাদিগের প্রত্যুপবেশনের কোন বিধি দেখা যায় না। অতএব নরবর রঘুনন্দন! তুমি গাত্রোত্থান কর, এই দারুণ ব্রত পরিত্যাগ করিয়া ত্বরায় এস্থান হইতে অযোধ্যাপুরে গমন কর।" ১২—১৮। ভরত সেইরূপ ভাবে উপবিষ্ট থাকিয়া চতুর্দ্দিকে পুরবাসী ও জনপদবাসী জনগণকে দেখিয়া বলিলেন, "তোমরা সকলে আর্য্য রামকে যে কোন হিতবাক্য বলিতেছ না? পৌর ও জনপদবাসী জনগণ তখন মহাত্মা ভরতকে বলিলেন, "আপনি রঘুবংশে ও ককুৎস্থকুলে জন্মগ্রহণ করিয়া যেরূপ কথা বলা উচিত সেইরূপই বলিতেছেন, ইহা আমরা বিবেচনা করিতেছি; কিন্তু এই মহানুভব রাম পিতৃসত্যপালনে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়াছেন; অতএব আমরা ইহাঁকে সহসা প্রতিনিবৃত্ত করিতে পারিতেছি না।" রাম তাঁহাদিগের বাক্যে অনুমোদন করিয়া বলিলেন,—"মহাবাহো ভরত! ধর্ম্মদর্শী বন্ধুগণের কথা শ্রবণ কর; তোমার সম্বন্ধে ও আমার সম্বন্ধে যে সকল কথা বলা হইল, তাহা শুনিয়া যথার্থ বিচার কর। রাঘব! তুমি ক্ষত্রিয়ের অকর্ত্তব্য প্রত্যুপবেশন হইতে উত্থিত হও এবং ইহার প্রায়শ্চিত্তের জন্য আমাকে স্পর্শ কর এবং আচমনার্থ জল স্পর্শ কর।" ১৯—২৩। পরে ভরত গাত্রোত্থানপূর্ব্বক জলস্পর্শ করিয়া বলিলেন যে, "আমার পারিষদগণ, মন্ত্রিগণ ও জ্ঞাতিগণ সকলে শ্রবণ করুন,—আমি পিতার নিকট রাজ্য প্রার্থনা করি নাই, মাতাকেও তাহার জন্য অনুরোধ করি নাই এবং পরম ধর্ম্মজ্ঞ আর্য্য রামের বনবাসের জন্যও সম্মতি জ্ঞাপন করি নাই; তথাপি যদি পিতার আদেশ প্রতিপালন করিতে হয়,—অবশ্যই যদি বনে বাস করিতে হয়, তবে আমিই চতুর্দ্দশ বৎসর বনে বাস করিব।" ধর্ম্মাত্মা রাম ভ্রাতা ভরতের সত্য বাক্যে বিস্মিত হইয়া পুরবাসী ও জনপদবাসী ব্যক্তিগণের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া বলিলেন, "পিতা জীবিতকালে যাহা বিক্রয় করিয়াছেন বা দান করিয়াছেন অথবা ক্রয় করিয়াছেন, তাহা লোপ করা আমার অথবা ভরতের উচিত নহে। আমি বনবাস গ্রহণ করিবার জন্য যখন স্বয়ং সমর্থ আছি, তখন সাধুবিগর্হিত প্রতিনিধি নিয়োগ করিব না। দেবী কৈকেয়ী উচিত কথাই বলিয়াছিলেন এবং আমার পিতাও সৎকর্ম্মই করিয়াছেন। ভরতকে আমি ক্ষমাশীল ও গুরুজনের সৎকারকারী বলিয়া জানি। এই মহাত্মা সত্যসন্ধ ভরতে রাজ্য-পালনাদি সমস্ত

ভ্রাত্রা সহ ভবিষ্যামি পৃথিব্যাঃ পতিরুত্তমঃ ॥ ৩১
বৃতো রাজা হি কৈকেয্যা ময়া তদ্বচনং কৃতম্।
অনৃতান্মোচয়ানেন পিতরং তং মহীপতিম্॥ ৩২

ইত্যযোধ্যাকাণ্ডে একাদশাধিকশততমঃ সর্গঃ॥ ১১১॥

দ্বাদশাধিকশততমঃ সর্গঃ।

তমপ্রতিমতেজোভ্যাং ভ্রাতৃভ্যাং রোমহর্ষণম্।
বিস্মিতা সঙ্গমং প্রেক্ষ্য সমুপেতা মহর্ষয়ঃ॥ ১
অন্তর্হিতা মুনিগণাঃ সিদ্ধাশ্চ পরমর্ষয়ঃ।
তৌ ভ্রাতরৌ মহাভাগৌ কাকুৎস্থৌ প্রশশংসিরে॥ ২
স ধন্যো যস্য পুত্রৌ দ্বৌ ধর্ম্মজ্ঞৌ ধর্ম্মবিক্রমৌ।
শ্রুত্বা বয়ং হি সম্ভাষামুভয়োঃ স্পৃহয়ামহে॥ ৩
ততস্ত্বৃষিগণাঃ ক্ষিপ্রং দশগ্রীববধৈষিণঃ।
ভরতং রাজশার্দ্দূলমিত্যূচুঃ সঙ্গতা বচঃ॥ ৪
কুলে জাত মহাপ্রাজ্ঞ মহাবৃত্ত মহাযশঃ।
গ্রাহ্যং রামস্য বাক্যং তে পিতরং যদ্যবেক্ষসে॥ ৫
সদানৃণমিমং রামং বয়মিচ্ছামহে পিতুঃ।
অনৃণত্বাচ্চ কৈকেয্যাঃ স্বর্গং দশরথো গতঃ॥ ৬
এতাবদুক্ত্বা বচনং গন্ধর্ব্বাঃ সমহর্ষয়ঃ।
রাজর্ষয়শ্চৈব তথা সর্ব্বে স্বাং স্বাং গতিং গতাঃ॥ ৭
হ্লাদিতস্তেন বাক্যেন শুশুভে শুভদর্শনঃ।
রামঃ প্রহৃষ্টবদনস্তানৃষীনভ্যপূজয়ৎ॥ ৮
ত্রস্তগাত্রস্তু ভরতঃ স বাচা সজ্জমানয়া।
কৃতাঞ্জলিরিদং বাক্যং রাঘবং পুনরব্রবীৎ॥ ৯
রাম ধর্ম্মমিমং প্রেক্ষ্য কুলধর্ম্মানুসন্ততম্।
কর্ত্তুমর্হসি কাকুৎস্থ মম মাতুশ্চ যাচনম্॥ ১০
রক্ষিতুং সু মহদ্রাজ্যমহমেকস্তু নোৎসহে।
পৌরজানপদাংশ্চাপি রক্তান্ রঞ্জয়িতুং তথা॥ ১১
জ্ঞাতয়শ্চাপি যোধাশ্চ মিত্রাণি সুহৃদশ্চ নঃ।
ত্বামেব হি প্রতীক্ষন্তে পর্জ্জন্যমিব কর্ষকাঃ॥ ১২
ইদং রাজ্যং মহাপ্রাজ্ঞ স্থাপয় প্রতিপদ্য হি।
শক্তিমান্ স হি কাকুৎস্থ লোকস্য পরিপালনে॥ ১৩
এবমুক্ত্বাপতদ্‌ভ্রাতুঃ পাদয়োর্ভরতস্তদা।

কল্যাণকর কর্ম্ম সম্ভব হয়; আমি চতুর্দ্দশ বৎসরের পর বন হইতে প্রত্যাগমনপূর্ব্বক এই ধর্ম্মশীল ভ্রাতার সহিত মিলিত হইয়া পুনরায় উত্তমরূপে পৃথিবী পালন করিব। রাজার নিকটে কৈকেয়ী আমার বনবাসরূপ বরপ্রার্থনা করিয়াছিলেন, আমিও তাঁহার বাক্য প্রতি-পালন করিতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়াছি, অতএব আমার এই কথা অনুসারে সেই মহীপাল পিতাকে মিথ্যা হইতে মুক্ত কর।” ২৪—৩২।

দ্বাদশাধিক-শততম সর্গ।

নারদাদি মহর্ষিগণ, অতুলতেজঃশালী ভ্রাতৃদ্বয়ের সেই লোমহর্ষণ সমাগম সন্দর্শনে বিস্ময়ান্বিত হইয়া তথায় আসিলেন। মুনিগণ ও মহর্ষিগণ শূন্যমার্গে অদৃশ্যভাবে থাকিয়া সেই কুকুৎস্থকুলোদ্ভব মহাত্মা ভ্রাতৃদ্বয়ের প্রশংসা করিয়া বলিতে লাগিলেন যে, যাঁহার এইরূপ ধর্ম্মপথানুবর্ত্তী পরম ধার্ম্মিক পুত্রদ্বয় জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন, সেই রাজা দশরথই ধন্য। আমরা উভয়ের কথোপকথন শুনিয়া নিরতিশয় প্রীত হইয়াছি।” পরে অবিলম্বে দশাননের বধাভিলাষী ঋষিগণ ঐকমত্য অবলম্বনপূর্ব্বক নৃপবর ভরতকে বলিলেন, “মহাপ্রাজ্ঞ সুচরিতব্রত মহাযশস্বিন্ ভরত! তুমি মহৎবংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছ, অতএব যদি পিতার স্বর্গ কামনা কর, তবে রামের বাক্য অগ্রাহ্য করা তোমার উচিত নহে। আমরা এই রামকে সতত পিতার নিকট ঋণশূন্য থাকিতে ইচ্ছা করিয়া থাকি; কৈকেয়ীর নিকটে ঋণমুক্তির জন্যই রাজা দশরথ স্বর্গে গিয়াছেন।” মহর্ষিগণের সহিত রাজর্ষি ও গন্ধর্ব্বগণ এই কথা বলিয়া সকলেই নিজ নিজ স্থানে প্রস্থান করিলেন। ১—৭। নয়নাভিরাম রাম ঋষিগণের এই বাক্যে প্রীত হইয়া সাতিশয় শোভা পাইতে লাগি-লেন এবং প্রফুল্লবদনে সেই সকল ঋষিকে কহিলেন যে, “আপনারা আমাকে সম্যক্‌রূপে ধর্ম্মতঃ রক্ষা করিলেন।” ভরত তৎকালে উদ্বিগ্নচিত্ত ও কৃতাঞ্জলি হইয়া স্খলিতবচনে রামকে পুনর্ব্বার এই কথা বলিলেন “কুকুৎস্থ-কুলতিলক রাম! ‘জ্যেষ্ঠই রাজ্যাধিকারী’ এই কুলধর্ম্মানুসারী ধর্ম্ম বিচার করিয়া তাহা সংরক্ষণ এবং আমার মাতার প্রার্থনা পূরণ করা আপনার কর্ত্তব্য হইতেছে। আমি একাকী বিশাল রাজ্য রক্ষা করিতে এবং পুরবাসী জনপদবাসী অনুরক্ত জনগণকে সন্তুষ্ট করিতে উৎসাহান্বিত হইতেছি না। কৃষকেরা যেমন মেঘের প্রতীক্ষা করে, সেইরূপ আমাদিগের জ্ঞাতিবর্গ, যোদ্ধৃগণ, সুহৃৎ ও মিত্র সকল আপনারই প্রতীক্ষা করিতেছেন। মহাপ্রাজ্ঞ! আপনি এই রাজ্য গ্রহণ করিয়া কাহারও প্রতি স্থাপন করুন। কাকুৎস্থ! আপনি যাহার প্রতি রাজ্যপালনে ভার সমর্পণ করিবেন, সেই ব্যক্তিই প্রজাপালন করিতে পারিবে।” ৮—১৩। এইরূপ কথা বলিয়া ভরত ভ্রাতার পদদ্বয়ে

ভূশং সম্প্রার্থয়ামাস রাঘবেতি প্রিয়ং বদন্। ১৪
অঙ্কে ভ্রাতরং কৃত্বা রামো বচনমব্রবীৎ।
শ্যামং নলিনপত্রাক্ষং মত্তহংসস্বরঃ স্বয়ম্। ১৫
আগতা ত্বামিয়ং বুদ্ধিঃ স্বজা বৈনয়িকী চ যা।
ভৃশমুৎসহসে তাত রক্ষিতুং পৃথিবীমপি। ১৬
অমাত্যৈশ্চ সুহৃদ্ভিশ্চ বুদ্ধিমদ্ভিশ্চ মন্ত্রিভিঃ।
সর্ব্বকার্য্যাণি সম্মন্ত্র্য মহান্ত্যপি হি কারয়। ১৭
লক্ষ্মীশ্চন্দ্রাদপেয়াদ্বা হিমবান্ বা হিমং ত্যজেৎ।
অতীয়াৎ সাগরো বেলাং ন প্রতিজ্ঞামহং পিতুঃ। ১৮
কামাদ্বা তাত লোভাদ্বা মাত্রা তুভ্যমিদং কৃতম্।
ন তন্মনসি কর্ত্তব্যং বর্ত্তিতব্যঞ্চ মাতৃবৎ। ১৯
এবং ব্রুবাণং ভরতঃ কৌসল্যাসুতমব্রবীৎ।
তেজসাদিত্যসঙ্কাশং প্রতিপচ্চন্দ্রদর্শনম্। ২০
অধিরোহার্য্য পাদাভ্যাং পাদুকে হেমভূষিতে।
এতে হি সর্ব্বলোকস্য যোগক্ষেমং বিধাস্যতঃ। ২১
সোঽধিরুহ্য নরব্যাঘ্রঃ পাদুকে ব্যবমুচ্য চ।
প্রায়চ্ছৎ সুমহাতেজা ভরতায় মহাত্মনে। ২২
স পাদুকে সম্প্রণম্য রামং বচনমব্রবীৎ।
চতুর্দ্দশ হি বর্ষাণি জটাচীরধরো হ্যহম্।
ফলমূলাশনো বীর ভবেয়ং রঘুনন্দন। ২৩
তবাগমনমাকাঙ্ক্ষন্ বসন্ বৈ নগরাদ্বহিঃ।
তব পাদুকয়োর্ন্যস্য রাজ্যতন্ত্রং পরন্তপ। ২৪
চতুর্দ্দশে হি সম্পূর্ণে বর্ষেঽহনি রঘূত্তম।
ন দ্রক্ষ্যামি যদি ত্বাস্তু প্রবেক্ষ্যামি হুতাশনম্। ২৫
তথেতি চ প্রতিজ্ঞায় তং পরিষ্বজ্য সাদরম্।
শত্রুঘ্নঞ্চ পরিষ্বজ্য বচনঞ্চেদমব্রবীৎ। ২৬
মাতরং রক্ষ কৈকেয়ীং মা রোষং কুরু তাং প্রতি।
ময়া চ সীতয়া চৈব শপ্তোঽসি রঘুনন্দন। ২৭
ইত্যুক্ত্বাশ্রুপরীতাক্ষো ভ্রাতরং বিসসর্জ্জ হ। ২৮
স পাদুকে তে ভরতঃ স্বলঙ্কৃতে
মহোজ্জ্বলে সম্পরিগৃহ্য ধর্ম্মবিৎ।
প্রদক্ষিণঞ্চৈব চকার রাঘবং
চকার চৈবোত্তমনাগমূর্দ্ধনি। ২৯
অথানুপূর্ব্ব্যা প্রতিপূজ্য তং জনং
গুরূংশ্চ মন্ত্রীন্ প্রকৃতীস্তথানুজৌ।
ব্যসর্জ্জয়দ্রাঘববংশবর্দ্ধনঃ
স্থিতঃ স্বধর্ম্মে হিমবানিবাচলঃ। ৩০
তং মাতরো বাষ্পগৃহীতকণ্ঠ্যো
দুঃখেন নামন্ত্রয়িতুং হি শেকুঃ।

পতিত হইলেন এবং "হে রাম!" এই প্রিয়বাক্য উচ্চারণ করত বার বার প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। পরে মত্তহংসের ন্যায় মধুরকণ্ঠ রাম শ্যামবর্ণপদ্মপত্রবৎ আয়ত-লোচন ভ্রাতা ভরতকে ক্রোড়ে করিয়া বলিলেন, "ভাই! তোমার যে স্বাভাবিকবিনয়সম্পন্ন বুদ্ধি জন্মিয়াছে, তাহাতে তুমি পৃথিবীকেও রক্ষা করিতে সমর্থ। সুহৃৎ, অমাত্য এবং বুদ্ধিমান্ মন্ত্রিগণের সহিত মন্ত্রণা করিয়া সমস্ত মহৎ কার্য্য সম্পাদন করিও। চন্দ্র হইতে যদি শোভা বিচলিত হয়, হিমালয় যদি শৈত্য পরিত্যাগ করেন এবং সাগর যদি তীরদেশ অতিক্রম করেন, তথাপি আমি পিতার নিকট যে প্রতিজ্ঞা করিয়াছি তাহা অন্যথা করিতে পারিব না। ভাই! তোমার মাতা, ইচ্ছাক্রমে বা লোভবশতঃ এইরূপ করিয়াছেন, ইহা তুমি মনে করিও না; মাতাকে যেরূপ শুশ্রূষা করিতে হয়, তুমি তাঁহার প্রতি সেইরূপ ব্যবহারই করিবে।" সূর্য্যসমতেজঃসম্পন্ন কৌশল্যাতনয় রাম এইরূপ বলিলে ভরত প্রতিপচ্চন্দ্রের ন্যায় প্রিয়দর্শন তাঁহাকে বলিলেন, "আর্য্য! আপনি এই সুবর্ণভূষিত পাদুকাযুগলে চরণ অর্পণ করুন, ইহাই সমস্ত লোকের যোগ-ক্ষেম বিধান করিবে।" ১৪—২১। মহাতেজস্বী নরবর রাম পাদুকাদ্বয়ে পদসংযোগপূর্ব্বক তাহা মোচন করিয়া মহাত্মা ভরতকে প্রদান করিলেন। ভরত পাদুকা-দ্বয়কে প্রণাম করিয়া রামকে বলিলেন, "বীরবর রাঘব! আমি চতুর্দ্দশ বৎসর জটাবল্কলধারী হইয়া ফল-মূল ভোজন করত আপনার আগমন প্রতীক্ষা করিয়া আপনার পাদুকাদ্বয়ে রাজ্যভার সমর্পণপূর্ব্বক নগরের বহির্ভাগে বাস করিব, যে দিন চতুর্দ্দশবর্ষ সম্পূর্ণ হইবে সেই দিন যদি আপনাকে দেখিতে না পাই,—তবে অগ্নিতে প্রবেশ করিব।" রাম "তাহাই হইবে" এইরূপ স্বীকার করিয়া সাদরে ভরত ও শত্রুঘ্নকে আলিঙ্গন-পূর্ব্বক বলিলেন, "রঘুনন্দন! আমি এবং সীতা তোমাকে শপথ করিয়া বলিতেছি, তুমি মাতা কৈকেয়ীকে রক্ষা কর, তাঁহার প্রতি ক্রোধ প্রকাশ করিও না।" রাম অশ্রুপূর্ণনেত্রে এই কথা বলিয়া ভ্রাতা ভরতকে বিদায় করিলেন। ধর্ম্মজ্ঞ ভরত সেই মহা উজ্জ্বল ও অলঙ্কৃত পাদুকাদ্বয় গ্রহণপূর্ব্বক রামচন্দ্রকে প্রদক্ষিণ করিলেন এবং পাদুকাযুগল রাজবাহ্য গজরাজের মস্তকে রাখিলেন। পরে হিমবান্ পর্ব্বতের ন্যায় স্বধর্ম্মনিষ্ঠ রঘুকুল-বর্দ্ধন রাম যথাক্রমে গুরুগণ, মন্ত্রিমণ্ডল, প্রজাসকল ও সেই সমস্ত জনগণকে সংবর্দ্ধনা করিয়া ভ্রাতৃদ্বয়কে বিদায় করিলেন। মাতৃগণ দুঃখবশতঃ বাষ্পাকুলকণ্ঠে রামকে

স চৈব মাতৄরভিবাদ্য সর্ব্বা
রুদন্ কুটীং স্বাং প্রবিবেশ রামঃ॥ ৩১

ইত্যযোধ্যাকাণ্ডে দ্বাদশাধিকশততমঃ সর্গঃ॥ ১১২॥

ত্রয়োদশাধিকশততম সর্গঃ।

ততঃ শিরসি কৃত্বা তু পাদুকে ভরতস্তদা।
আরুরোহ রথং হৃষ্টঃ শত্রুঘ্নেন সমন্বিতঃ॥ ১
বসিষ্ঠো বামদেবশ্চ জাবালিশ্চ দৃঢ়ব্রতঃ।
অগ্রতঃ প্রযযুঃ সর্ব্বে মন্ত্রিণো মন্ত্রপুজিতাঃ॥ ২
মন্দাকিনীং নদীং রম্যাং প্রাঙ্মুখাস্তে যযুস্তদা।
প্রদক্ষিণঞ্চ কুর্ব্বাণাশ্চিত্রকূটং মহাগিরিম্॥ ৩
পশ্যন্ ধাতুসহস্রাণি রম্যাণি বিবিধানি চ।
প্রযযৌ তস্য পার্শ্বেন সসৈন্যো ভরতস্তদা॥ ৪
অদূরাচ্চিত্রকূটস্য দদর্শ ভরতস্তদা।
আশ্রমং যত্র মুনির্ভিরদ্বাজঃ কৃতালয়ঃ॥ ৫
স তমাশ্রমমাগম্য ভরদ্বাজস্য বুদ্ধিমান্।
অবতীর্য্য রথাৎ পাদৌ ববন্দে রঘুনন্দনঃ॥ ৬
ততো হৃষ্টো ভরদ্বাজো ভরতং বাক্যমব্রবীৎ।
অপি কৃত্যং কৃতং তত রামেণ চ সমাগতম্॥ ৭
এবমুক্তঃ স তু ততো ভরদ্বাজেন ধীমতা।
প্রত্যুবাচ ভরদ্বাজং ভরতো ধর্ম্মবৎসলঃ॥ ৮
স যাচ্যমানো গুরুণা মাত্রা চ দৃঢ়বিক্রমঃ।
রাঘবঃ পরমপ্রীতো বসিষ্ঠং বাক্যমব্রবীৎ॥ ৯
পিতুঃ প্রতিজ্ঞাং তামেব পালয়িষ্যামি তত্ত্বতঃ।
চতুর্দ্দশ হি বর্ষাণি যা প্রতিজ্ঞা পিতুর্মম॥ ১০
এবমুক্তো মহাপ্রাজ্ঞো বসিষ্ঠঃ প্রত্যুবাচ হ।
বাক্যজ্ঞো বাক্যকুশলং রাঘবং বচনং মহৎ॥ ১১
এতে প্রযচ্ছ সংহৃষ্টঃ পাদুকে হেমভূষিতে।
অযোধ্যায়াং মহাপ্রাজ্ঞ যোগক্ষেমকরো ভব॥ ১২
এবমুক্তো বসিষ্ঠেন রাঘবঃ প্রাঙ্মুখঃ স্থিতঃ।
পাদুকে হেমবিকৃতে মম রাজ্যায় তে দদৌ॥ ১৩
নিবৃত্তোঽহমনুজ্ঞাতো রামেণ সুমহাত্মনা।
অযোধ্যামেব গচ্ছামি গৃহীত্বা পাদুকে শুভে॥ ১৪
এতচ্ছ্রুত্বা শুভং বাক্যং ভরতস্য মহাত্মনঃ।
ভরদ্বাজস্ত ভরতং মুনির্বাক্যমুদাহরৎ॥ ১৫
নৈতচ্চিত্রং নরব্যাঘ্রে শীলবৃত্তবিদাং বরে।
যদার্য্যং ত্বয়ি তিষ্ঠেত্তু নিম্নেঽস্বৃষ্টমিবোদকম্॥ ১৬
অনৃণঃ স মহাবাহুঃ পিতা দশরথস্তব।

আমন্ত্রণ করিতে পারিলেন না; রাম তাঁহাদিগকে অভিবাদন করিয়া রোদন করিতে করিতে স্বীয় কুটীরে প্রবেশ করিলেন। ২২—৩১।

ত্রয়োদশাধিক-শততম সর্গ।

অনন্তর ভরত তৎকালে পাদুকাযুগল মস্তকে করিয়া হৃষ্টমনে শত্রুঘ্নের সহিত রথে আরোহণ করিলেন। বশিষ্ঠ, বামদেব, দৃঢ়ব্রত জাবালি এবং মন্ত্রণাকার্য্যে সম্মানিত মন্ত্রিগণ অগ্রে অগ্রে যাইতে লাগিলেন। তৎকালে তাঁহারা সকলে পূর্ব্বাভিমুখ হইয়া রমণীয় মন্দাকিনী নদীর দিকে যাইতে লাগিলেন। ভরত, সসৈন্যে মহাগিরি চিত্রকূটকে প্রদক্ষিণ করত রমণীয় বিবিধ ধাতু সকল দেখিতে দেখিতে চিত্রকূটের উত্তর পার্শ্ব দিয়া চলিলেন। মহর্ষি ভরদ্বাজ মুনিগণের সহিত যে স্থানে বাস করিতেছিলেন, ভরত তৎকালে চিত্রকূটের অনতিদূরে সেই আশ্রম দেখিলেন। সৎকুল-প্রসূত বুদ্ধিমান্ ভরত সেই আশ্রমে আগমনপূর্ব্বক রথ হইতে অবতীর্ণ হইয়া ভরদ্বাজের পদদ্বয় বন্দনা করিলেন। ১—৬। পরে ভরদ্বাজ হৃষ্টচিত্তে ভরতকে কহিলেন, "বৎস। তোমার যে কর্ত্তব্য কার্য্য রামের সহিত সমাগম, তাহা করিয়াছ ত?" ধর্ম্মবৎসল ভরত ধীমান্ ভরদ্বাজের কথা শুনিয়া তাঁহাকে প্রত্যুত্তর করিলেন,—"দৃঢ়বিক্রম রামকে গুরু বসিষ্ঠ এবং আমি রাজ্য পালন করিবার জন্য প্রার্থনা করিলে, তিনি পরম প্রীত হইয়া বসিষ্ঠকে এই কথা বলিলেন যে, 'কৈকেয়ীর জন্য পিতা আমার চতুর্দ্দশ বৎসর বনবাসের নিমিত্ত যে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন, আমি পিতার সেই প্রতিজ্ঞাই প্রতিপালন করিব।' তখন বাগ্মিবর মহাপ্রাজ্ঞ বসিষ্ঠ, রামের কথা শুনিয়া বাগ্‌বিশারদ রাঘবকে এই মহৎবাক্যে প্রত্যুত্তর করিলেন যে, 'মহাপ্রাজ্ঞ! তুমি হৃষ্টচিত্তে প্রতিনিধিস্বরূপে এই স্বর্ণভূষিত পাদুকাদ্বয় প্রদান কর এবং ইহাদ্বারাই তুমি অযোধ্যাতে যোগক্ষেমকর হও।' রাম বসিষ্ঠকর্ত্তৃক এইরূপ অভিহিত হইলে পূর্ব্বাভিমুখ হইয়া আমার রাজ্যপালনশক্তি-সাধন জন্য সেই সুবর্ণ-বিচিত্রিত পাদুকাযুগল প্রদান করিলেন। ৭—১৩। আমি মহাত্মা রামের আদেশ অনুসারে নিবৃত্ত হইয়া শুভ পাদুকাদ্বয় গ্রহণপূর্ব্বক অযোধ্যাতেই যাইতেছি।" ভরদ্বাজ মুনি মহাত্মা ভরতের এই শুভবাক্য শুনিয়া বলিলেন, "জল যেমন নিম্নস্থলেই থাকে, সেইরূপ তুমি শীলতাদিসদ্বৃত্ত-সম্পন্ন নরশ্রেষ্ঠ; অতএব তোমাতে যে সজ্জনিরতা

যস্য ত্বমীদৃশঃ পুত্রো ধর্ম্মাত্মা ধর্ম্মবৎসলঃ ॥ ১৭
তমৃষিন্তু মহাপ্রাজ্ঞমুক্তবাক্যং কৃতাঞ্জলিঃ।
আমন্ত্রয়িতুমারেভে চরণাবুপগৃহ্য চ ॥ ১৮
ততঃ প্রদক্ষিণং কৃত্বা ভরদ্বাজং পুনঃপুনঃ।
ভরতস্তু যযৌ শ্রীমানযোধ্যাং সহ মন্ত্রিভিঃ ॥ ১৯
যানৈশ্চ শকটৈশ্চৈব হয়ৈর্নাগৈশ্চ সা চমূঃ।
পুনর্নিবৃত্তা বিস্তীর্ণা ভরতস্যানুযায়িনী ॥ ২০
ততস্তে যমুনাং দিব্যাং নদীং তীর্ত্বোর্ম্মিমালিনীম্।
দদৃশুস্তাং পুনঃ সর্ব্বে গঙ্গাং শিবজলাং নদীম্ ॥ ২১
তাং রম্যজলসম্পূর্ণাং সন্তীর্য্য সহবান্ধবঃ।
শৃঙ্গবেরপুরং রম্যং প্রবিবেশ সসৈনিকঃ ॥ ২২
শৃঙ্গবেরপুরাদ্‌ভূয় অযোধ্যাং সন্দদর্শ হ ॥ ২৩
অযোধ্যাঞ্চ তদা দৃষ্ট্বা পিত্রা ভ্রাত্রা বিবর্জ্জিতাম্।
ভরতো দুঃখসন্তপ্তঃ সারথিং চেদমব্রবীৎ ॥ ২৪
সারথে পশ্য বিধ্বস্তা অযোধ্যা ন প্রকাশতে।
নিরাকারা নিরানন্দা দীনা প্রতিহতস্বনা ॥ ২৫
ইত্যযোধ্যাকাণ্ডে ত্রয়োদশাধিকশততমঃ সর্গঃ ॥ ১১৩ ॥

বিদ্যমান থাকিবে, তাহা বিচিত্র নহে। তুমি ধর্ম্মাত্মা ও ধর্ম্মবৎসল; যাঁহার তোমার ন্যায় পুত্র, তিনি অর্থাৎ তোমার পিতা সেই মহাবাহু দশরথ ইহাতেই ঋণশূন্য হইলেন।" সেই মহাপ্রাজ্ঞ ঋষি এই কথা বলিলে, ভরত কৃতাঞ্জলি হইয়া তাঁহার পাদদ্বয় গ্রহণপূর্ব্বক আমন্ত্রণ করিলেন। পরে শ্রীমান্ ভরত ভরদ্বাজকে বারংবার প্রদক্ষিণ করিয়া মন্ত্রিগণের সহিত অযোধ্যাভিমুখে প্রস্থান করিলেন। ১৪—১৯। ভরতের অনুগামী সেনা যাহারা নিবৃত্ত হইয়াছিল, তাহারা পুনর্ব্বার যান, শকট, অশ্ব ও গজগণদ্বারা বিস্তীর্ণ হইল। তৎপরে তাহারা সকলে তরঙ্গমাকুল রমণীয় যমুনা পার হইয়া পবিত্রসলিলা ভাগীরথীকে পুনর্ব্বার দেখিতে পাইল। ভরত, সসৈন্যে ও সবান্ধবে সেই রম্যজল-পূর্ণা গঙ্গা উত্তীর্ণ হইয়া অতিরমণীয় শৃঙ্গবেরনগরে প্রবেশ করিলেন। পরে শৃঙ্গবেরপুর হইতে নির্গত হইয়া পুনরায় অযোধ্যার দৃষ্টিপথবর্ত্তী হইলেন। ভরত তখন পিতা ও ভ্রাতা কর্ত্তৃক বিবর্জ্জিতা অযোধ্যাকে দেখিয়া দুঃখসন্তপ্তহৃদয়ে সারথিকে বলিলেন, "সারথে! দেখ অলঙ্কারবিহীনা, দীনা, আনন্দধ্বনি-বর্জ্জিতা, নিরানন্দা অযোধ্যা পূর্ব্বের ন্যায় আর শোভা পাইতেছে না!" ২০—২৫।

চতুর্দ্দশাধিকশততমঃ সর্গঃ।

স্নিগ্ধগম্ভীরঘোষেণ স্যন্দনেনোপযন্ প্রভুঃ।
অযোধ্যাং ভরতঃ ক্ষিপ্রং প্রবিবেশ মহাযশাঃ ॥ ১
বিড়ালোলূকচরিতামালীননরবারণাম্।
তিমিরাভ্যাহতাং কালীমপ্রকাশাং নিশামিব ॥ ২
রাহুশত্রোঃ প্রিয়াং পত্নীং শ্রিয়া প্রজ্বলিতপ্রভাম্।
গ্রহেণাভ্যুদিতেনৈকাং রোহিণীমিব পীড়িতাম্ ॥ ৩
অল্পোষ্ণক্ষুব্ধসলিলাং ঘর্ম্মোত্তপ্তবিহঙ্গমাম্।
লীনমীনঝষগ্রাহাং কৃশাং গিরিনদীমিব ॥ ৪
বিধূমামিব হেমাভাং শিখামগ্নেঃ সমুত্থিতাম্।
হবিরভ্যুক্ষিতাং পশ্চাচ্ছিখাং বিপ্রলয়ং গতাম্ ॥ ৫
বিধ্বস্তকবচাং রুগ্নগজবাজিরথধ্বজাম্।
হতপ্রবীরামাপন্নাং চমূমিব মহাহবে ॥ ৬
সফেনাং সস্বনাং ভূত্বা সাগরস্য সমুত্থিতাম্।
প্রশান্তমারুতোদ্ধূতাং জলোর্ম্মিমিব নিঃস্বনাম্ ॥ ৭

চতুর্দ্দশাধিকশততম সর্গ।

মহাযশস্বী প্রভু ভরত স্নিগ্ধ-গম্ভীর-শব্দ-সমন্বিত রথারোহণে যাইতে যাইতে অবিলম্বে অযোধ্যানগরে প্রবেশ করিলেন এবং দেখিলেন তৎকালে অযোধ্যা নগরী অন্ধকারাবৃতা, প্রকাশ-রহিতা, কৃষ্ণবর্ণা নিশার ন্যায় হইয়াছে; বিড়াল ও পেচকসকল তথায় বিচরণ করিতেছে এবং গৃহ-কবাটসকল রুদ্ধ রহিয়াছে। রাহুরিপু শশধর, রাহুগ্রস্ত হইলে তাহার দিব্য ঐশ্বর্য্যদ্বারা প্রজ্বলিতপ্রভাশালিনী প্রিয়পত্নী অসহায়া রোহিণীর যেরূপ অবস্থা হয়, তৎকালে অযোধ্যার সেইরূপ দশা ঘটিয়াছে। গ্রীষ্মকালে গিরিনদীর বারিরাশি রৌদ্রতাপে উষ্ণ ও কলুষিত হইলে, গ্রীষ্মবশতঃ তীরতরুস্থিত জলচর বিহঙ্গগণ উত্তপ্ত হইলে বিবিধ মৎস্য ও গ্রাহ সকল জলমধ্যে লীন হইলে, সেই ক্ষীণকলেবরা গিরিনদীর অবস্থা যেরূপ হইয়া থাকে, অযোধ্যার অবস্থাও তদ্রূপ হইয়াছে। ঘৃতাহুত সংস্পর্শে সমুত্থিত অগ্নিশিখা যেমন প্রথমতঃ ধূমরহিত হইয়া স্বর্ণের আভা প্রকাশ করে, পরে জলসেচনদ্বারা বিলয় প্রাপ্ত হয়, রামের বন-গমনের পর অযোধ্যারও সেইরূপ অবস্থা ঘটিয়াছে। ১—৫। মহাসংগ্রামে বীরপুরুষ সকল নিহত, কবচসমুদয় বিধ্বস্ত, হস্তী অশ্ব রথ ও ধ্বজসকল বিপর্য্যস্ত হইলে, আপদাপন্না সেনা যেরূপ হইয়া থাকে, অযোধ্যাও সেইরূপ হইয়াছে। সাগরের তরঙ্গ যেমন প্রবলবায়ুবেগে সশব্দে ও ফেনের সহিত সমুত্থিত হইয়া, পরে

ত্যক্তাং যজ্ঞায়ুধৈঃ সর্ব্বৈরভিরূপৈশ্চ যাজকৈঃ।
সূত্যাকালে সুনির্বৃত্তে বেদিং গতরবামিব ॥ ৮
গোষ্ঠমধ্যে স্থিতামার্ত্তামচরন্তীং নবং তৃণম্।
গোবৃষেণ পরিত্যক্তাং গবাং পত্নীমিবোৎসুকাম্ ॥ ৯
প্রভাকরাদ্যৈঃ সুস্নিগ্ধৈঃ প্রজ্বলদ্ভিরিবোত্তমৈঃ।
বিযুক্তাং মণিভির্জাত্যৈর্নবাং মুক্তাবলীমিব ॥ ১০
সহসা চলিতাং স্থানান্মহীং পুণ্যক্ষয়াগতাম্।
সংহৃতদ্যুতিবিস্তারাং তারামিব দিবশ্চ্যুতাম্ ॥ ১১
পুষ্পনদ্ধাং বসন্তান্তে মত্তভ্রমরশালিনীম্।
দ্রুতদাবাগ্নিবিপ্লুষ্টাং ক্লান্তাং বনলতামিব ॥ ১২
সম্মূঢ়নিগমাং সর্ব্বাং সংক্ষিপ্তবিপণাপণাম্।
প্রচ্ছন্নশশিনক্ষত্রাং দ্যামিবাম্বুধরৈর্বৃতাম্ ॥ ১৩
ক্ষীণপানোত্তমৈর্ভগ্নৈঃ শরাবৈরভিসংবৃতাম্।
হতশৌণ্ডামিব ধ্বস্তাং পানভূমিমসংস্কৃতাম্ ॥ ১৪
বৃক্ণভূমিতলাং নিম্নাং বৃক্ণপাত্রৈঃ সমাবৃতাম্।
উপযুক্তোদকাং ভগ্নাং প্রপাং নিপতিতামিব ॥ ১৫

বিপুলাং বিততাঞ্চৈব যুক্তপাশাং তরস্বিনাম্।
ভূমৌ বাণৈর্বিনিষ্কৃত্তাং পতিতাং জ্যামিবায়ুধাৎ ॥ ১৬
সহসা যুদ্ধশৌণ্ডেন হয়ারোহেণ বাহিতাম্।
নিহতাং প্রতিসৈন্যেন বড়বামিব পাতিতাম্ ॥ ১৭
ভরতস্তু রথস্থঃ সন্ শ্রীমান্ দশরথাত্মজঃ।
বাহয়ন্তং রথশ্রেষ্ঠং সারথিং বাক্যমব্রবীৎ ॥ ১৮
কিং নু খল্বদ্য গম্ভীরো মূর্চ্ছিতো ন নিশাম্যতে।
যথা পুরমযোধ্যায়াং গীতবাদিত্রনিস্বনঃ ॥ ১৯
বারুণীমদগন্ধশ্চ মাল্যগন্ধশ্চ মূর্চ্ছিতঃ।
চন্দনাগুরুগন্ধশ্চ ন প্রবাতি সমন্ততঃ ॥ ২০
যানপ্রবরঘোষশ্চ সুস্নিগ্ধহয়নিস্বনঃ।
প্রমত্তগজনাদশ্চ মহাংশ্চ রথনিস্বনঃ।
নেদানীং শ্রূয়তে পুর্য্যামস্যাং রামে বিবাসিতে ॥ ২১
চন্দনাগুরুগন্ধাংশ্চ মহার্হাশ্চ নবস্রজঃ।
গতে রামে হি তরুণাঃ সন্তপ্তা নোপভুঞ্জতে ॥ ২২
বহির্যাত্রাং ন গচ্ছন্তি চিত্রমাল্যধরা নরাঃ।
নোৎসবাঃ সম্প্রবর্ত্তন্তে রামশোকার্দ্দিতে পুরে ॥ ২৩
সা হি নূনং মম ভ্রাতা পুরস্যাস্য দ্যুতির্গতা।
ন হি রাজত্যযোধ্যেয়ং সাসারেবার্জ্জুনী ক্ষপা ॥ ২৪

প্রশান্তপবনদ্বারা স্থিরীভূত ও নিঃশব্দ হয়, অযোধ্যারও সেইরূপ দশা হইয়াছে। যজ্ঞশেষে যজ্ঞবেদি সমস্ত যজ্ঞীয় উপকরণ ও প্রশস্ত যাজকগণকর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হইয়া যেমন নীরব হয়, অযোধ্যাও সেইরূপ হইয়াছে। গোষ্ঠ মধ্যে বৃষভকর্ত্তৃক পরিত্যক্তা গাভী নূতন তৃণ ভক্ষণে বিরতা ও আর্ত্তা হইয়া যেমন উৎসুকা থাকে, অযোধ্যাও সেইরূপ রহিয়াছে। সুস্নিগ্ধপ্রভা-বিশিষ্ট পদ্মরাগ প্রভৃতি পরমোৎকৃষ্ট মণিসমূহশূন্য মুক্তাবলী যেরূপ শোভাহীন হইয়া থাকে, অযোধ্যাও সেইরূপ হইয়াছে। ৮—১০। পুণ্যক্ষয়বশতঃ সহসা আকাশ-পরিভ্রষ্ট, পৃথিবীর অভিমুখে প্রচলিত, সঙ্কীর্ণদ্যুতি নক্ষত্রের ন্যায় অযোধ্যারও শোচনীয় অবস্থা ঘটিয়াছে। বসন্তকাল অবসান হইলে মত্ত-ভ্রমরযুক্ত পুষ্পিত লতা প্রবল দাবানলদ্বারা আক্রান্ত হইয়া যেমন ম্লান হয়, তৎকালে অযোধ্যাও সেইরূপ আকার ধারণ করিয়াছে। রাজপথ সকল জনসমাগমশূন্য এবং পণ্য-বীথিসমুদয় সংরুদ্ধ হওয়ায়, চন্দ্র ও তারকারাজি মেঘমালায় আবৃত হইলে গগনমণ্ডলের যেমন অবস্থা হয়, অযোধ্যারও সেইরূপ দশা হইয়াছে। মদ্যপানান্তে ভগ্নপাত্র-পরিবৃত মদ্যপায়িবিবর্জ্জিত অসংস্কৃত পান-ভূমির যেরূপ দশা ঘটিয়া থাকে, অযোধ্যারও সেইরূপ দশা ঘটিয়াছে। ভগ্নপাত্রসমূহে সমাকীর্ণ ভগ্নস্তম্ভর নিম্নতল জলপানভূমি পানীয়-পান-শেষে ভগ্নভাবে যেমন পতিত থাকে, অযোধ্যাও সেইরূপ দশাপন্ন হইয়া আছে। বিপুল ও বিস্তীর্ণপাশযুক্ত ধনুর্জ্যা তেজস্বিগণের বাণদ্বারা ধনু হইতে বিচ্ছিন্না হইয়া ভূপতিত হইলে তাহার যেমন অবস্থা হয়, অযোধ্যারও সেইরূপ দশা ঘটিয়াছে। যুদ্ধশৌণ্ড অশ্বারোহিকর্ত্তৃক বলপূর্ব্বক বাহিত বড়বা যেমন বিপক্ষসৈন্যকর্ত্তৃক বিনষ্ট হইয়া পতিত থাকে, অযোধ্যাও সেইরূপ রহিয়াছে। ১১—১৭। দশরথপুত্র শ্রীমান্ ভরত রথের উপর থাকিয়া সেই রথের চালক সারথিকে বলিলেন, "পূর্ব্বে যেমন অযোধ্যাতে গীতবাদ্যের ধ্বনি হইত, এক্ষণে সেইরূপ গভীর ধ্বনি আর শ্রবণগোচর হইতেছে না, ইহাতে কি করিব? বারুণীমদগন্ধ, চতুর্দ্দিকে ব্যাপ্ত মাল্যগন্ধ এবং চন্দন ও অগুরুগন্ধ ইতস্ততঃ প্রবাহিত হইতেছে না। রাম বনবাসে যাইয়া অবধি এই অযোধ্যানগরে উত্তম যানশব্দ, সুস্নিগ্ধ অশ্ব নিস্বন, মত্তমাতঙ্গধ্বনি, সুমহান্ রথচক্রের ধ্বনি আর শুনিতে পাওয়া যায় না। রাম বনে গেলে যুবকসকল সন্তপ্ত হইয়া অগুরুচন্দনগন্ধ ও মহামূল্য নূতন মাল্য উপ-ভোগ করে না। মনুষ্যগণ বিচিত্র মাল্য পরিধান করিয়া আর বহির্গত হয় না। রামশোকে প্রপীড়িত পুরমধ্যে আর কোনরূপ উৎসব নাই। আমার ভ্রাতা শ্রীরামের সহিত এই অযোধ্যাপুরের সেই শোভাও চলিয়া গিয়াছে। শরৎকালীন শুক্লপক্ষীয় মনোহর

কদা নু খলু মে ভ্রাতা মহোৎসব ইবাগতঃ।
জনয়িষ্যত্যযোধ্যায়াং হর্ষং গ্রীষ্ম ইবাম্বুদঃ ॥ ২৫
তরুণৈশ্চারুবেশৈশ্চ নরৈরুন্নতগামিভিঃ।
সম্পতদ্ভিরযোধ্যায়াং নাভিভান্তি মহাপথাঃ ॥ ২৬
ইতি ব্রুবন্ সারথিনা দুঃখিতো ভরতস্তদা।
অযোধ্যাং সম্প্রবিশ্যৈব বিবেশ বসতিং পিতুঃ ॥ ২৭
তেন হীনাং নরেন্দ্রেণ সিংহহীনাং গুহামিব ॥ ২৮

তদা তদন্তঃপুরমুজ্ঝিতপ্রভং
সুরৈরিবোৎকৃষ্টমভাস্করং দিনম্।
নিরীক্ষ্য সর্ব্বত্র বিভক্তমাত্মবান্
মুমোচ বাষ্পং ভরতঃ সুদুঃখিতঃ ॥ ২৯

ইত্যযোধ্যাকাণ্ডে চতুর্দশাধিকশততমঃ সর্গঃ ॥ ১১৪ ॥

পঞ্চদশাধিকশততমঃ সর্গঃ।

ততো নিক্ষিপ্য মাতৃস্তা অযোধ্যায়াং দৃঢ়ব্রতঃ।
ভরতঃ শোকসন্তপ্তো গুরূনিদমথাব্রবীৎ ॥ ১
নন্দিগ্রামং গমিষ্যামি সর্ব্বানামন্ত্রয়েঽত্র বঃ।
তত্র দুঃখমিদং সর্ব্বং সহিষ্যে রাঘবং বিনা ॥ ২
গতশ্চাহো দিবং রাজা বনস্থঃ স গুরুর্মম।
রামং প্রতীক্ষে রাজ্যায় স হি রাজা মহাযশাঃ ॥ ৩
এতচ্ছ্রুত্বা শুভং বাক্যং ভরতস্য মহাত্মনঃ।
অব্রুবন্ মন্ত্রিণঃ সর্ব্বে বসিষ্ঠশ্চ পুরোহিতঃ ॥ ৪
সুভৃশং শ্লাঘনীয়ঞ্চ যদুক্তং ভরত ত্বয়া।
বচনং ভ্রাতৃবাৎসল্যাদনুরূপং তবৈব তৎ ॥ ৫
নিত্যং তে বন্ধুলুব্ধস্য তিষ্ঠতো ভ্রাতৃসৌহৃদে।
মার্গমার্য্যং প্রপন্নস্য নানুমন্যেত কঃ পুমান্ ॥ ৬
মন্ত্রিণাং বচনং শ্রুত্বা যথাভিলষিতং প্রিয়ম্।
অব্রবীৎ সারথিং বাক্যং রথো মে যুজ্যতামিতি ॥ ৭
প্রহৃষ্টবদনঃ সর্ব্বা মাতৃঃ সমভিভাষ্য চ।
আরুরোহ রথং শ্রীমান্ শত্রুঘ্নেন সমন্বিতঃ ॥ ৮
আরুহ্য তু রথং ক্ষিপ্রং শত্রুঘ্নভরতাবুভৌ।
যযতুঃ পরমপ্রীতৌ বৃতৌ মন্ত্রিপুরোহিতৈঃ ॥ ৯
অগ্রতো গুরবঃ সর্ব্বে বসিষ্ঠপ্রমুখা দ্বিজাঃ।
প্রযযুঃ প্রাঙ্মুখাঃ সর্ব্বে নন্দিগ্রামো যতো ভবেৎ ॥ ১০
বলঞ্চ তদনাহূতং গজাশ্বরথসঙ্কুলম্।
প্রযযৌ ভরতে যাতে সর্ব্বে চ পুরবাসিনঃ ॥ ১১

নিশা প্রবল বৃষ্টিধারায় পরিব্যাপ্ত হইলে যেমন তাহার আর সে সৌন্দর্য্য থাকে না, তদ্রূপ রামবিরহে রমণীয় অযোধ্যাধামও শোভাশূন্য হইয়াছে! আমার ভ্রাতা মহোৎসবের ন্যায় কবে এ স্থানে আসিবেন? গ্রীষ্মকালের মেঘমালার ন্যায় কবে তিনি অযোধ্যাতে আনন্দ বিস্তার করিবেন? এক্ষণে উন্নতগামী মনোহর-বেশভূষা-বিভূষিত তরুণবয়স্ক পথিকগণদ্বারা অযোধ্যার রাজপথ সকল সুশোভিত হইতেছে না!' দুঃখিত ভরত এইরূপ বিলাপ করিতে করিতে সারথির সহিত অযোধ্যাপুরে প্রবিষ্ট হইয়া, অগ্রেই সিংহহীন গুহার ন্যায়, সেই রাজশূন্য পিতৃগৃহে প্রবেশ করিলেন। সূর্য্য রাহুগ্রস্ত হইলে দিবস যেমন ভাস্করবিবর্জ্জিত হইয়া প্রভাহীন হয়, তদ্রূপ প্রভাশূন্য ও অলঙ্কারবিরহিত সেই অন্তঃপুর নিরীক্ষণ করিয়া, দুঃখিত ভরত অশ্রুবারি পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন। ১৮—২৯।

পঞ্চদশাধিক-শততম সর্গ।

অনন্তর দৃঢ়ব্রত ভরত সেই জননীদিগকে অযোধ্যায় রাখিয়া, শোকাকুলহৃদয়ে গুরুজনদিগকে বলিলেন, "আমি নন্দিগ্রামে যাইব, তজ্জন্য আপনাদিগকে সম্ভাষণ করিতেছি; রামবিহনে আমার যে দুঃখ হইয়াছে, তথায় থাকিয়া সে সকল সহ্য করিব; রাজা স্বর্গে গিয়াছেন, আমার গুরু রামও বনবাসী হইয়াছেন। সেই মহাযশা রামই অযোধ্যার রাজা। অতএব আমি রাজ্যের জন্য তাঁহারই প্রতীক্ষা করিতেছি।" পুরোহিত বসিষ্ঠ এবং মন্ত্রিগণ মহাত্মা ভরতের এই কল্যাণকর বাক্য শুনিয়া বলিলেন, "ভরত! তুমি ভ্রাতৃবাৎসল্যবশতঃ যে কথা বলিলে, তাহা অতিশয় শ্লাঘ্য এবং ইহা তোমারই উপযুক্ত হইয়াছে। ১—৫। তুমি ভ্রাতৃসৌহার্দ্দপ্রকাশে সতত নিরত ও বন্ধুবর্গপ্রতিপালনে তৎপর হইয়া যে সাধুসংকৃত পথে পদার্পণ করিতেছ, তাহাতে কোন্ ব্যক্তি তোমার অভিপ্রায়ে অসম্মতি প্রকাশ করিবে?" ভরত মন্ত্রিদিগের অভিলাষানুরূপ প্রিয় বাক্য শ্রবণ করিয়া সারথিকে রথ সজ্জিত করিবার আদেশ দিলেন। শ্রীমান্ ভরত শত্রুঘ্নের সহিত জননীদিগকে সম্ভাষণপূর্ব্বক প্রফুল্ল-অন্তরে রথে আরোহণ করিলেন। ভরত ও শত্রুঘ্ন উভয়ে ত্বরায় আরোহণপূর্ব্বক মন্ত্রী এবং পুরোহিতগণে পরিবৃত হইয়া পরম হৃষ্টচিত্তে যাইতে লাগিলেন। বসিষ্ঠ প্রভৃতি ব্রাহ্মণগণ ও সমস্ত মন্ত্রিমণ্ডল পূর্ব্বাভিমুখ হইয়া, নন্দিগ্রামের পথ অবলম্বনপূর্ব্বক অগ্রে অগ্রে যাইতে লাগিলেন। ৬—১০। ভরত প্রস্থান করিবার পর পুরবাসিগণ ও অশ্ব-হস্তি-রথসঙ্কুল বল সকল, অনাহূত হইয়া পশ্চাৎ পশ্চাৎ

রথস্থঃ স তু ধর্ম্মাত্মা ভরতো ভ্রাতৃবৎসলঃ।
নন্দিগ্রামং যযৌ তূর্ণং শিরস্যাধায় পাদুকে॥ ১২
ততস্তু ভরতঃ ক্ষিপ্রং নন্দিগ্রামং প্রবিশ্য সঃ।
অবতীর্য্য রথাৎ তূর্ণং গুরূনিদমভাষত॥ ১৩
এতদ্রাজ্যং মম ভ্রাত্রা দত্তং সন্ন্যাসমুত্তমম্।
যোগক্ষেমবহে চেমে পাদুকে হেমভূষিতে॥ ১৪
ভরতঃ শিরসা কৃত্বা সন্ন্যাসং পাদুকে ততঃ।
অব্রবীদ্দুঃখসন্তপ্তঃ সর্ব্বং প্রকৃতিমণ্ডলম্॥ ১৫
ছত্রং ধারয়ত ক্ষিপ্রমার্য্যপাদাবিমৌ মতৌ।
আভ্যাং রাজ্যে স্থিতো ধর্ম্মঃ পাদুকাভ্যাং গুরোর্ম্মম॥ ১৬
ভ্রাত্রা তু ময়ি সন্ন্যাসো নিক্ষিপ্তঃ সৌহৃদাদয়ম্।
তমিমং পালয়িষ্যামি রাঘবাগমনং প্রতি॥ ১৭
ক্ষিপ্রং সংযোজয়িত্বা তু রাঘবস্য পুনঃ স্বয়ম্।
চরণৌ তৌ তু রামস্য দ্রক্ষ্যামি সহপাদুকৌ॥ ১৮
ততো নিক্ষিপ্তভারোঽহং রাঘবেণ সমাগতঃ।
নিবেদ্য গুরবে রাজ্যং ভজিষ্যে গুরুবর্ত্তিতাম্॥ ১৯
রাঘবায় চ সন্ন্যাসং দত্ত্বেমে বরপাদুকে।
রাজ্যঞ্চেদমযোধ্যাঞ্চ ধূতপাপো ভবাম্যহম্॥ ২০

স বল্কলজটাধারী মুনিবেশধরঃ প্রভুঃ।
নন্দিগ্রামেঽবসদ্বীরঃ সসৈন্যো ভরতস্তদা॥ ২১
সবালব্যজনং ছত্রং ধারয়ামাস স স্বয়ম্।
ভরতঃ শাসনং সর্ব্বং পাদুকাভ্যাং নিবেদয়ন্॥ ২২
ততস্তু ভরতঃ শ্রীমানভিষিচ্যার্য্যপাদুকে।
তদধীনস্তদা রাজ্যং কারয়ামাস সর্ব্বদা॥ ২৩
তদা হি যৎ কার্য্যমুপৈতি কিঞ্চি-
দুপায়নঞ্চোপহৃতং মহার্হম্।
স পাদুকাভ্যাং প্রথমং নিবেদ্য
চকার পশ্চাদ্ভরতো যথাবৎ॥ ২৪
ইত্যযোধ্যাকাণ্ডে পঞ্চদশাধিকশততমঃ সর্গঃ॥ ১১৫॥

ষোড়শাধিকশততমঃ সর্গঃ।

প্রতিযাতে তু ভরতে বসন্ রামস্তদা বনে।
লক্ষয়ামাস সোদ্বেগমথৌৎসুক্যং তপস্বিনাম্॥ ১
যে তত্র চিত্রকূটস্য পুরস্তাৎ তাপসাশ্রমে।
রামমাশ্রিত্য নিরতাস্তানলক্ষয়দুৎসুকান্॥ ২
নয়নৈর্ভ্রূকুটীভিশ্চ রামং নির্দ্দিশ্য শঙ্কিতাঃ।
অন্যোন্যমুপজল্পন্তঃ শনৈশ্চক্রুর্মিথঃ কথাঃ॥ ৩

যাইতে লাগিল। ভ্রাতৃবৎসল মহাত্মা ভরত রথে উঠিয়া রামচন্দ্রের পাদুকাদ্বয় মস্তকে রাখিয়া অবিলম্বে নন্দি-গ্রামে উপস্থিত হইলেন; তিনি নন্দিগ্রামে প্রবেশ-পূর্ব্বক সত্বর রথ হইতে অবতীর্ণ হইয়া গুরুজনদিগকে বলিলেন যে, আমার ভ্রাতা রাম গচ্ছিতস্বরূপ এই অযোধ্যা-রাজ্য আমাকে অর্পণ করিয়াছেন; এই সুবর্ণভূষিত পাদুকাদ্বয় এক্ষণে রাজ্যের যোগক্ষেম বিধান করিবে। তৎপরে ভরত সেই নিক্ষেপ স্বরূপ পাদুকাদ্বয় মস্তকে করিয়া দুঃখাকুল অন্তরে মন্ত্রিগণকে বলিলেন, "আর্য্য রামের চরণস্বরূপ এই পাদুকাযুগলে অবিলম্বে ছত্র ধারণ কর; আমার গুরু রামের এই পাদুকাদ্বয়দ্বারা রাজ্যমধ্যে ধর্ম্ম স্থিরতর আছে। ভ্রাতা সৌহার্দ্দবশতঃ আমার প্রতি ইহা নিক্ষেপ করিয়াছেন, আমি তাঁহার প্রত্যাবর্ত্তনকালপর্য্যন্ত, ইহা পালন করিব। রাম বনবাস হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইয়া অযোধ্যায় আসিলে আমি তৎক্ষণাৎ তাঁহার চরণযুগলে এই পাদুকাদ্বয় পরিধান করাইয়া তাহা দর্শন করিব। ১১—১৮। তিনি আমার প্রতি ভার ন্যস্ত করিয়াছেন এই জন্যই আমি এস্থানে আসিয়াছি; তিনি আসিলে এই রাজ্যভার তাঁহাকে সমর্পণপূর্ব্বক, গুরুর প্রতি যেরূপ শুশ্রূষা করা উচিত, আমি তাহাই অবলম্বন করিব; এই মনোহর পাদুকাদ্বয়ও অযোধ্যারাজ্য রামকে প্রত্যর্পণ করিয়া আমি পাপশূন্য হইব।" বীরশ্রেষ্ঠ প্রভু ভরত তৎকালে বল্কল ও জটা ধারণপূর্ব্বক মুনি-বেশধারী হইয়া সসৈন্যে নন্দিগ্রামে অবস্থান করিতে লাগিলেন। ভরত স্বয়ং রাজ্যশাসন-বৃত্তান্ত-সকল পাদুকাদ্বয়ে নিবেদন করত তদুপরি ছত্র ও চামর ধারণ করাইলেন; পরে শ্রীমান্ ভরত রামের পাদুকাদ্বয়ের অভিষেক করিয়া তৎকালে নিয়ত তাহার অধীন হইয়া রাজ্য শাসন করিতে লাগিলেন; তখন রাজকার্য্য-সংক্রান্ত যে কোন বিষয় উপস্থিত হয় বা যে কোন মহামূল্য উপঢৌকন-দ্রব্যাদি আইসে, ভরত তাহা অগ্রে পাদুকাদ্বয়কে নিবেদন করিয়া পশ্চাৎ যথাবিধানে তাহা কোষাগারাদিতে রক্ষা করিতে লাগি-লেন। ১৯—২৪।

ষোড়শাধিক-শততম সর্গ।

এদিকে ভরত ফিরিয়া গেলে রাম চিত্রকূটপর্ব্বতস্থিত কাননে বাস করত তৎকালে তথাকার তাপসগণের মন ভয় ও উদ্বেগযুক্ত দেখিলেন। যেসকল তাপসেরা চিত্র-কূটপর্ব্বতের আশ্রমে রামের আশ্রয়ে নিয়ত অবস্থিত ছিলেন, তাঁহাদিগকে অন্য আশ্রমগমনে উৎসুক বোধ করিলেন। তৎকালে তপস্বিগণ ভীত হইয়া ভ্রূকুটীভঙ্গী-

তেষামৌৎসুক্যমালক্ষ্য রামস্ত্বাত্মনি শঙ্কিতঃ (স্থিতঃ)।
কৃতাঞ্জলিরুবাচেদমৃষিং কুলপতিং ততঃ ॥ ৪
ন কচ্চিদ্ভগবন্ কিঞ্চিৎ পূর্ব্ববৃত্তমিদং ময়ি।
দৃশ্যতে বিকৃতং যেন বিক্রিয়ন্তে তপস্বিনঃ ॥ ৫
প্রমদাচ্চরিতং কিঞ্চিৎ কচ্চিন্নাবরজস্য মে।
লক্ষ্মণস্যর্ষিভির্দৃষ্টং নানুরূপং মহাত্মনঃ ॥ ৬
কচ্চিচ্ছুশ্রূষমাণা বঃ শুশ্রূষণপরা ময়ি।
প্রমদাভ্যুচিতাং বৃত্তিং সীতা যুক্তাং ন বর্ত্ততে ॥ ৭
অথর্ষির্জরয়া বৃদ্ধস্তপসা চ জরাং গতঃ।
বেপমান ইবোবাচ রামং ভূতদয়াপরম্ ॥ ৮
কুতঃ কল্যাণসত্ত্বায়াঃ কল্যাণাভিরতেঃ সদা।
চলনং তাত বৈদেহ্যাস্তপস্বিষু বিশেষতঃ ॥ ৯
ত্বন্নিমিত্তমিদং তাবৎ তাপসান্ প্রতিবর্ত্ততে।
রক্ষোভ্যস্তেন সংবিগ্নাঃ কথয়ন্তি মিথঃ কথাঃ ॥ ১০
রাবণাবরজঃ কশ্চিৎ খরো নামেহ রাক্ষসঃ।
উৎপাট্য তাপসান্ সর্ব্বান্ জনস্থাননিবাসিনঃ ॥ ১১
ধৃষ্টশ্চ জিতকাশী চ নৃশংসঃ পুরুষাদকঃ।
অবলিপ্তশ্চ পাপশ্চ ত্বাঞ্চ তাত ন মৃষ্যতে ॥ ১২
ত্বং যদা প্রভৃতি হ্যস্মিন্নাশ্রমে তাত বর্ত্তসে।
তদা প্রভৃতি রক্ষাংসি বিপ্রকুর্ব্বন্তি তাপসান্ ॥ ১৩
দর্শয়ন্তি হি বীভৎসৈঃ ক্রূরৈর্ভীষণকৈরপি।
নানারূপৈর্বিরূপৈশ্চ রূপৈরসুখদর্শনৈঃ ॥ ১৪
অপ্রশস্তৈরশুচিভিঃ সম্প্রযুজ্য চ তাপসান্।
প্রতিঘ্নন্ত্যপরান্ ক্ষিপ্রমনার্য্যাঃ পুরতঃ স্থিতান্ ॥ ১৫
তেষু তেষ্বাশ্রমস্থানেষ্ববুদ্ধমবলীয় চ।
রমন্তে তাপসাংস্তত্র নাশয়ন্তোঽল্পচেতসঃ ॥ ১৬
অবক্ষিপন্তি স্রুগ্ভাণ্ডানগ্নীন্ সিঞ্চন্তি বারিণা।
কলশাংশ্চ প্রমর্দ্দন্তি হবনে সমুপস্থিতে ॥ ১৭
তৈর্দুরাত্মভিরাবিষ্টানাশ্রমান্ প্রজিহাসবঃ।
গমনায়ান্যদেশস্য চোদয়ন্ত্যৃষয়োঽদ্য মাম্ ॥ ১৮
তৎ পুরা রাম শারীরীমুপহিংসাং তপস্বিষু।
দর্শয়ন্তি হি দুষ্টাস্তে ত্যক্ষ্যাম ইমমাশ্রমম্ ॥ ১৯
বহুমূলফলং চিত্রমবিদূরাদিতো বনম্।
অশ্বস্যাশ্রমমেবাহং শ্রয়িষ্যে সগণঃ পুনঃ ॥ ২০
খরস্ত্বয্যপি চাযুক্তং পুরা তাত প্রবর্ত্ততে।

সহকারে রামকে নির্দ্দেশপূর্ব্বক পরস্পর গোপনে কথোপকথন করিতে লাগিলেন। রাম তাঁহাদিগের ঔৎসুক্য দেখিয়া আপনিই শঙ্কিত হইলেন; পরে কৃতাঞ্জলিপুটে আশ্রমস্বামী কুলপতি ঋষিকে বলিলেন, "ভগবন্! আমার কি পূর্ব্বতন রাজগণের ন্যায় সদ্ব্যবহার দেখিতেছেন না? অথবা কোনরূপ বিকৃতভাব দেখিতেছেন কি? যাহাতে তপস্বিগণ ভীত হইতেছেন;—কিংবা আমার ভ্রাতা লক্ষ্মণের প্রমাদবশতঃ মহাত্মাদিগের অননুরূপ কোন অন্যায় আচরণ মহর্ষিগণ দেখিয়াছেন কি? অথবা সীতা আমার শুশ্রূষাকার্য্যে ব্যাপৃত থাকিয়া আপনাদিগের পাদ্য-অর্ঘ্য প্রভৃতি প্রদান-বিষয়ে প্রমদাজনোচিত শৈথিল্য অবলম্বন করিয়াছেন কি?" রাম আশ্রমস্বামী মহর্ষিকে এইরূপ জিজ্ঞাসা করিবার পর বৃদ্ধ ও তপস্যাদ্বারা জরাগ্রস্ত মহর্ষি জরা-কম্পিত দেহে সর্ব্বভূতে দয়াবান্ রামকে বলিলেন, "শুদ্ধস্বভাবা সতত কল্যাণার্থিনী সীতার তপস্বিগণের পরিচর্য্যা বিষয়ে শৈথিল্য হইবে কেন? তপস্বিগণ তোমার জন্য রাক্ষসকুল হইতে ভীত হইয়াছেন; এই হেতু তাঁহারা উদ্বিগ্ন হইয়া পরস্পর বলাবলি করিতেছেন। ১—১০। বৎস! রাবণের ভ্রাতা খর-নামক কোন দুর্দ্দান্ত নির্ভীক, নৃশংস, নরখাদক গর্ব্বিত রাক্ষস এই স্থানে জনস্থানবাসী তাপসগণকে উৎপীড়ন করিয়া তোমাকেও অশ্রদ্ধা করিতেছে। বৎস! তুমি যদবধি এস্থানে বাস করিতেছ, তদবধি রাক্ষসেরা তপস্বিগণের অনিষ্ট করিতেছে। তাহারা বীভৎস, ক্রূর, ভীষণ, অসুখদর্শন,—নানাপ্রকার বিকট রূপ ধারণপূর্ব্বক মুনিগণের দৃষ্টিগোচর হইতেছে; তাহারা পাতকজনক ও অশুচি পদার্থ নিক্ষেপপূর্ব্বক তাপসগণের অনিষ্ট উৎপাদন করিতেছে এবং সেই অসাধু নিশাচরেরা পুরোবর্ত্তী মৃদুস্বভাব মুনিগণকে পীড়ন করিবার জন্য সতত প্রস্তুত রহিয়াছে, আশ্রমাভ্যন্তরে অজ্ঞাতসারে প্রবেশপূর্ব্বক নিদ্রিত ও অচেতন তাপসগণকে বিনষ্ট করিয়া প্রীতি প্রকাশ করিতেছে, যজ্ঞকর্ম্ম আরম্ভ হইলে স্রুক্-ভাণ্ড প্রভৃতি যজ্ঞপাত্র সকল দূরে নিক্ষেপ করিতেছে; হোমাগ্নিতে জলবর্ষণ করিতেছে এবং জলাহরণপাত্র (কলস) সকল ভগ্ন করিয়া দিতেছে। ১১—১৭। ঋষিগণ সেই দুরাত্মাদিগের উপদ্রবাবিষ্ট আশ্রম সকল পরিত্যাগ করিতে মনন করিয়া অদ্য আমাকে স্থানান্তরে যাইবার জন্য অনুরোধ করিতেছেন। রাম! সেই দুষ্টেরা এক্ষণে যখন তাপসবর্গের শারীরিক অনিষ্ট করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছে, তখন সুতরাং আমাদিগের এই আশ্রম ছাড়িতে হইল। এই আশ্রমের সন্নিকটেই পরদিনের সঞ্চয়বিরহিত অশ্বনামক ঋষির বহুবিধফলমূল-সমন্বিত এক বিচিত্র আশ্রম আছে; আমি আত্মীয়গণসহ সেই আশ্রমে আশ্রয় গ্রহণ করিব। বৎস! খর রাক্ষস তোমার প্রতিও অনুচিত ব্যবহার করিতে

সহাস্মাভিরিতো গচ্ছ যদি বুদ্ধিঃ প্রবর্ত্ততে॥ ২১
সকলত্রস্ত সন্দেহো নিত্যাযুক্তস্ত রাঘব।
সমর্থস্যাপি হি সতো বাসো দুঃখমিহাদ্য তে॥ ২২
ইত্যুক্তবন্তং রামস্তং রাজপুত্রস্তপস্বিনম্।
ন শশাকোত্তরৈর্বাক্যৈরবরন্ধুং সমুৎসুকম্॥ ২৩
অভিনন্দ্য সমাপৃচ্ছ্য সমাধায় চ রাঘবম্।
স জগামাশ্রমং ত্যক্ত্বা কুলৈঃ কুলপতিঃ সহ॥ ২৪

রামঃ সংসাধ্য ঋষিগণমনুগমনাৎ
দেশাৎ তস্মাৎ কুলপতিমভিবাদ্য ঋষিম্।
সম্যক্ প্রীতৈস্তৈরনুমত উপদিষ্টার্থঃ
পুণ্যং বাসায় স্বনিলয়মুপসম্পেদে॥ ২৫
আশ্রমমৃষিবিরহিতং প্রভুঃ
ক্ষণমপি ন জহৌ স রাঘবঃ।
রাঘবং হি সততমনুগতা-
স্তাপসাশ্চার্ষচরিতে ধৃতগুণাঃ॥ ২৬

ইত্যাযোধ্যাকাণ্ডে ষোড়শাধিকশততমঃ সর্গঃ॥ ১১৬

সপ্তদশাধিকশততমঃ সর্গঃ।

রাঘবস্তপযাতেষু সর্ব্বেষ্বনুবিচিন্তয়ন্।
ন তত্রারোচয়দ্বাসং কারণৈর্বহুভিস্তদা॥ ১
ইহ মে ভরতো দৃষ্টো মাতরশ্চ সনাগরাঃ।
সা চ মে স্মৃতিরন্বেতি তান্ নিত্যমনুশোচতঃ॥ ২
স্কন্ধাবারনিবেশেন তেন তস্য মহাত্মনঃ।
হয়হস্তিকরীষৈশ্চ উপমর্দ্দঃ কৃতো ভৃশম্॥ ৩
তস্মাদন্যত্র গচ্ছামি ইতি সঞ্চিন্ত্য রাঘবঃ।
প্রাতিষ্ঠত স বৈদেহ্যা লক্ষ্মণেন চ সঙ্গতঃ॥ ৪
সোঽত্রেরাশ্রমমাসাদ্য তং ববন্দে মহাযশাঃ।
তঞ্চাপি ভগবানত্রিঃ পুত্রবৎ প্রত্যপদ্যত॥ ৫
স্বয়মাতিথ্যমাদিশ্য সর্ব্বমস্য সুসংকৃতম্।
সৌমিত্রিঞ্চ মহাভাগং সীতাঞ্চ সমসান্ত্বয়ৎ॥ ৬
পত্নীঞ্চ তমনুপ্রাপ্তাং বৃদ্ধামামন্ত্র্য সংকৃতাম্।
সান্ত্বয়ামাস ধর্ম্মজ্ঞঃ সর্ব্বভূতহিতে রতঃ॥ ৭
অনসূয়াং মহাভাগাং তাপসীং ধর্ম্মচারিণীম্।
প্রতিগৃহ্ণীষ্ব বৈদেহীমব্রবীদৃষিসত্তমঃ॥ ৮
রামায় চাচচক্ষে তাং তাপসীং ধর্ম্মচারিণীম্।

প্রবৃত্ত হইবে। অতএব যদি তোমার অভিমত হয়, তবে আমাদিগের সহিত এস্থান হইতে স্থানান্তরে চল। রাম! যদিও তুমি সর্ব্বদা সাবধানে আছ এবং রাক্ষসদিগকে নিগ্রহ করিতে সমর্থ, তথাপি সপত্নীক এস্থানে থাকা তোমার ক্লেশসাধ্য হইবে সন্দেহ নাই। ১৮—২২। তপস্বী এই কথা বলিলে, রাজপুত্র রাম সেই গমনোদ্যত ঋষিকে প্রত্যুত্তর বাক্যে নিবারণ করিতে পারিলেন না। পরে কুলপতি ঋষি নিজ বিয়োগজন্য খিন্ন রামকে অভিনন্দনপূর্ব্বক আশ্বাস দিয়া আশ্রমবাসী অন্যান্য ঋষিগণের সহিত সেই আশ্রম পরিত্যাগ করিয়া গেলেন। রাম অন্য আশ্রমে গমনোদ্যত ঋষিগণের অনুগমন করত কুলপতি ঋষিকে অভিবাদন করিয়া সেই সকল সম্যক্ প্রীতিপরবশ ঋষিগণের উপদেশ লইয়া নিজ পবিত্র আবাসে গেলেন। ঋষিগণ সেই স্থান পরিত্যাগ করিলে, শ্রীরামচন্দ্র সীতার রক্ষার নিমিত্ত ক্ষণকালের জন্যও তাহা পরিত্যাগ করেন নাই। ঋষিচরিতবিষয়ে গুণবান্ যে সকল মুনি সদা রামের অনুগত ছিলেন, তাঁহারা রামকে ফেলিয়া আশ্রমান্তরে যান নাই। ২৩—২৬।

সপ্তদশাধিক-শততম সর্গ।

ঋষিগণ সকলেই তথা হইতে চলিয়া গেলে রঘুকুলোদ্ভব রাম নানাকারণে তৎকালে তথায় অবস্থান করিতে ইচ্ছা করেন নাই। 'এই স্থানে আমি ভরতকে, জননীদিগকে এবং নগরবাসী লোক সকলকে দর্শন করিলাম; তাঁহাদিগকে অনুশোচনা করত নিয়ত সেই সকল কথাই আমার মনে পড়িতেছে এবং সেই মহাত্মা ভরতের শিবির-সন্নিবেশদ্বারা অশ্ব-হস্তি-সকলের মলমূত্রে এস্থানও নিতান্ত অশুচি হইয়াছে; অতএব অন্য স্থানে যাওয়াই উচিত হইতেছে।' ইহা চিন্তা করিয়া সীতা ও লক্ষ্মণের সহিত রাম তথা হইতে প্রস্থান করিলেন। ১—৪। পরে সেই মহাযশস্বী রাম, অত্রিমুনির আশ্রমে উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে বন্দনা করিলেন। মহর্ষি অত্রিও তাঁহাকে পুত্রের ন্যায় আলিঙ্গন করিয়া তাঁহার মস্তকাঘ্রাণ করিলেন। মহর্ষি স্বয়ং তাঁহার জন্য পবিত্র আতিথ্য প্রস্তুত করিতে আদেশ করিয়া মহানুভব লক্ষ্মণ ও সীতা দেবীকে প্রীতিপ্রফুল্লনয়নে অবলোকন করিলেন। সর্ব্বভূতহিতে রত, ধর্ম্মজ্ঞ ঋষিসত্তম, মুনিবর অত্রি স্বীয় অনুগামিনী, মহাভাগা, ধর্ম্মচারিণী সর্ব্বজনসংকৃতা, তপস্যা-নিরতা, অনসূয়া-নাম্নী পত্নীকে সম্বোধনপূর্ব্বক সীতাকে দেখাইলেন এবং "তুমি বৈদেহীকে

দশবর্ষাণ্যনাবৃষ্ট্যা দগ্ধে লোকে নিরন্তরম্ ॥ ৯
যয়া মূলফলে সৃষ্টে জাহ্নবী চ প্রবর্ত্তিতা।
উগ্রেণ তপসা যুক্তা নিয়মৈশ্চাপ্যলঙ্কৃতা ॥ ১০
দশ বর্ষসহস্রাণি যয়া তপ্তং মহৎ তপঃ।
অনসূয়াব্রতৈস্তাত প্রত্যূহাশ্চ নিবর্হিতাঃ ॥ ১১
দেবকার্য্যনিমিত্তঞ্চ যয়া সন্ত্বরমাণয়া।
দশরাত্রং কৃতা রাত্রিঃ সেয়ং মাতেব তেহনঘ ॥ ১২
তামিমাং সর্ব্বভূতানাং নমস্কার্য্যাং তপস্বিনীম্।
অভিগচ্ছতু বৈদেহী বৃদ্ধামক্রোধনাং সদা ॥ ১৩
এবং ব্রুবাণং তমৃষিং তথেত্যুক্ত্বা স রাঘবঃ।
সীতামালোক্য ধর্ম্মজ্ঞামিদং বচনমব্রবীৎ ॥ ১৪
রাজপুত্রি শ্রুতং তে্তন্মুনেরস্য সমীরিতম্।
শ্রেয়োহর্থমাত্মনঃ শীঘ্রমভিগচ্ছ তপস্বিনীম্ ॥ ১৫
অনসূয়েতি যা লোকে কর্ম্মভিঃ খ্যাতিমাগতা।
তাং শীঘ্রমভিগচ্ছ ত্বমভিগম্যাং তপস্বিনীম্ ॥ ১৬
সীতা ত্বেতদ্বচঃ শ্রুত্বা রাঘবস্য যশস্বিনী।
তামত্রিপত্নীং ধর্ম্মজ্ঞামভিচক্রাম মৈথিলী ॥ ১৭
শিথিলাং বলিতাং বৃদ্ধাং জরাপাণ্ডুরমূর্দ্ধজাম্।
সততং বেপমানাঙ্গীং প্রবাতে কদলীমিব ॥ ১৮
তাস্তু সীতা মহাভাগামনসূয়াং পতিব্রতাম্।
অভ্যবাদয়দব্যগ্রা স্বং নাম সমুদাহরৎ ॥ ১৯
অভিবাদ্য চ বৈদেহী তাপসীং তাং দমান্বিতাম্।
বদ্ধাঞ্জলিপুটা হৃষ্টা পর্য্যপৃচ্ছদনাময়ম্ ॥ ২০
ততঃ সীতাং মহাভাগাং দৃষ্ট্বা তাং ধর্ম্মচারিণীম্।
সান্ত্বয়ন্ত্যব্রবীদ্বৃদ্ধা দিষ্ট্যা ধর্ম্মমবেক্ষসে ॥ ২১
ত্যক্ত্বা জ্ঞাতিজনং সীতে মানমৃদ্ধিঞ্চ মানিনি।
অবরুদ্ধং বনে রামং দিষ্ট্যা ত্বমনুগচ্ছসি ॥ ২২
নগরস্থো বনস্থো বা শুভো বা যদি বাশুভঃ।
যাসাং স্ত্রীণাং প্রিয়ো ভর্ত্তা তাসাং লোকা মহোদয়াঃ ॥ ২৩
দুঃশীলঃ কামবৃত্তো বা ধনৈর্ব্বা পরিবর্জ্জিতঃ।
স্ত্রীণামার্য্যস্বভাবানাং পরমং দৈবতং পতিঃ ॥ ২৪
নাতো বিশিষ্টং পশ্যামি বান্ধবং বিমৃশন্ত্যহম্।
সর্ব্বত্র যোগ্যং বৈদেহি তপঃকৃতমিবাব্যয়ম্ ॥ ২৫
ন ত্বেবমবগচ্ছন্তি গুণদোষমসৎস্ত্রিয়ঃ।
কামবক্তব্যহৃদয়া ভর্ত্তৃনাথাশ্চরন্তি যাঃ ॥ ২৬

তোমার নিকটে লইয়া যাও।" ইহা বলিলেন। পরে রামের নিকটে সেই ধর্ম্মচারিণী তাপসীর পরিচয় দিতে লাগিলেন,—"পূর্ব্বে দশবৎসর নিরন্তর অনাবৃষ্টি হইলে যিনি মন্ত্রসিদ্ধিপ্রভাবে ফলমূলের সৃষ্টি করিয়া এবং এই আশ্রমে জাহ্নবীকে আবাহন করিয়া আনয়নপূর্ব্বক ঋষিগণের প্রাণ রক্ষা করিয়াছিলেন, যিনি উগ্রতপস্যা ও কঠোর নিয়মসমূহে অলঙ্কৃতা হইয়া দশ হাজার বৎসর সুমহৎ তপস্যা করিয়াছিলেন, বৎস! যাঁহার কঠোরব্রতদ্বারা সমস্ত বিঘ্ন দূর হইয়াছে এবং যিনি দেবকার্য্যবশতঃ এক রাত্রিকে দশ রাত্রি-পরিমিত-কাল প্রভাত হইতে দেন নাই, এই সেই অনসূয়া তোমার মাতার ন্যায় দাঁড়াইয়া আছেন; ইনি সর্ব্বভূতের পূজ্যা; এক্ষণে জানকী এই ক্রোধহীনা বৃদ্ধা তপস্বিনীর নিকট গমন করুন।" ৫—১৩। ঋষি এইরূপ বলিলে, রাম তাঁহার বাক্যে সম্মত হইয়া সীতার প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপপূর্ব্বক বলিলেন, "রাজপুত্রি! এই মহর্ষি যেরূপ আদেশ করিলেন, তাহা তুমি শুনিলে; অতএব নিজ-কল্যাণজন্য ত্বরায় এই তপস্বিনীর অনুগামিনী হও। যিনি নিজ কর্ম্মদ্বারা লোকমধ্যে অনসূয়া নামে বিখ্যাত হইয়াছেন, তুমি অবিলম্বে সেই তপস্বিনীর অনুগামিনী হও।" মিথিলাধিপ-নন্দিনী যশস্বিনী সীতা, রামের কথা শুনিয়া সেই ধর্ম্মজ্ঞা অত্রিপত্নীর সম্মুখে গেলেন; এবং দেখিলেন, বার্দ্ধক্যবশতঃ সেই তপস্বিনীর শরীরসন্ধি সকল শিথিল, চর্ম্ম লোল ও কেশপাশ শুভ্রবর্ণ হইয়াছে; এবং তাঁহার সর্ব্বশরীর বায়ুবিতাড়িত কদলীর ন্যায় কাঁপিতেছে। সীতা, সেই স্থিরভাবে অবস্থিতা, মহাভাগা, পতিব্রতা অনসূয়াকে নিজ নামোচ্চারণানন্তর অভিবাদন করিলেন। জানকী সেই দমনিয়মবতী তপস্বিনীকে এইরূপে অভিবাদনপূর্ব্বক কৃতাঞ্জলি হইয়া হৃষ্টচিত্তে তাঁহাকে অনাময়প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলেন। পরে বৃদ্ধা তাপসী সেই পতি-সমধর্ম্মচারিণী মহাভাগা সীতাকে দেখিয়া তাঁহাকে সান্ত্বনা করত বলিলেন, "জানকি! তুমি ভাগ্য-বশতই ধর্ম্মমার্গ অবলোকন করিতেছ। মানিনি! তুমি সৌভাগ্যক্রমেই জ্ঞাতি, স্বজন, সম্মান, সমৃদ্ধি ছাড়িয়া পিতার আদেশে বনবাসী পতির অনুগমন করিতেছ। ১৪—২২। পতি নগরেই থাকুন বা বনেই বাস করুন, অনুকূলই হউন অথবা প্রতিকূলই হউন,—যাহাদিগের পতিই পরম প্রিয়তম, সেই সকল ললনা-দিগের জন্যই মহোদয় লোক সকলের সৃষ্টি হইয়াছে। পতি দুঃশীল, স্বেচ্ছাচারী বা নির্ধন যেরূপ হউন, তিনিই সৎস্বভাবা নারীগণের পরম দেবতাস্বরূপ। বৈদেহি! আমি বহুকাল বিবেচনার পর পতি অপেক্ষা পরম হিতৈষী বন্ধু আর কাহাকেও দেখিতে পাইলাম না। পতিই ইহকাল ও পরকালের জন্য অক্ষয় তপস্যার অনুষ্ঠানস্বরূপ; কামাসক্ত অসতী কামিনীগণ—যাহারা

প্রসূবত্যাবশং চৈব ধর্ম্মভ্রংশঞ্চ মৈথিলি ।
অকার্য্যবশমাপন্নাঃ স্ত্রিয়ো যাঃ খলু তদ্বিধাঃ ॥ ২৭
ত্বদ্বিধাস্তু গুণৈর্যুক্তা দৃষ্টলোকপরাবরাঃ ।
স্ত্রিয়ঃ স্বর্গে চরিষ্যন্তি যথা পুণ্যকৃতস্তথা ॥ ২৮
তদেবমেনং ত্বমনুব্রতা সতী
পতিব্রতানাং সময়ানুবর্ত্তিনী ।
ভবস্ব ভর্ত্তুঃ সহধর্ম্মচারিণী
যশশ্চ ধর্ম্মঞ্চ ততঃ সমাপ্স্যসি ॥ ২৯
ইত্যযোধ্যাকাণ্ডে সপ্তদশাধিকশততমঃ সর্গঃ ॥ ১১৭ ॥

অষ্টাদশাধিকশততমঃ সর্গঃ ।

সা ত্বেবমুক্তা বৈদেহী ত্বনসূয়ানসূয়য়া ।
প্রতিপূজ্য বচো মন্দং প্রবক্তুমুপচক্রমে ॥ ১
নৈতদাশ্চর্য্যমার্য্যায়াং যন্মাং ত্বমনুভাষসে ।
বিদিতন্তু মমাপ্যেতদ্যথা নার্য্যাঃ পতির্গুরুঃ ॥ ২
যদ্যপ্যেষ ভবেদ্ভর্ত্তা অনার্য্যো বৃত্তবর্জ্জিতঃ ।
অদ্বৈধমত্র বর্ত্তব্যং তথাপ্যেষ ময়া ভবেৎ ॥ ৩
কিং পুনর্যো গুণশ্লাঘ্যঃ সানুক্রোশো জিতেন্দ্রিয়ঃ ।
স্থিরানুরাগো ধর্ম্মাত্মা মাতৃবৎ পিতৃবৎ প্রিয়ঃ ॥ ৪
যাং বৃত্তিং বর্ত্ততে রামঃ কৌশল্যায়াং মহাবলঃ ।
তামেব নৃপনারীণামন্যাসামপি বর্ত্ততে ॥ ৫
সকৃদ্দৃষ্টাস্বপি স্ত্রীষু নৃপেণ নৃপবৎসলঃ ।
মাতৃবদ্বর্ত্ততে বীরো মানমুৎসৃজ্য ধর্ম্মবিৎ ॥ ৬
আগচ্ছন্ত্যাশ্চ বিজনং বনমেবং ভয়াবহম্ ।
সমাহিতং হি মে শ্বশ্র্বা হৃদয়ে যৎ স্থিরং মম ॥ ৭
পাণিপ্রদানকালে চ যৎ পুরা ত্বগ্নিসন্নিধৌ ।
অনুশিষ্টং জনন্যা মে বাক্যং তদপি মে ধৃতম্ ॥ ৮
ন বিস্মৃতন্তু মে সর্ব্বং বাক্যৈঃ স্বৈর্ধর্ম্মচারিণি ।
পতিশুশ্রূষণান্নার্য্যাস্তপো নান্যদ্বিধীয়তে ॥ ৯
সাবিত্রী পতিশুশ্রূষাং কৃত্বা স্বর্গে মহীয়তে ।
তথাবৃত্তিশ্চ যাতা ত্বং পতিশুশ্রূষয়া দিবম্ ॥ ১০
বরিষ্ঠা সর্ব্বনারীণামেষা চ দিবি দেবতা ।
রোহিণী ন বিনা চন্দ্রং মুহূর্ত্তমপি দৃশ্যতে ॥ ১১

কেবল ভরণপোষণার্থই ভর্ত্তাকে 'ভর্ত্তা' বলিয়া বিবেচনা করিয়া থাকে, তাহারা এইরূপ দোষ-গুণ না জানিয়াই স্বেচ্ছাচারিণী হয়। জানকি। এরূপ অসদ্‌গুণযুক্ত নারীরা অকার্য্যের বশীভূতা হইয়া ধর্ম্মভ্রষ্ট এবং নিন্দিতা হইয়া থাকে। আর তোমার ন্যায় সদ্‌গুণসমূহে বিভূষিতা এবং উৎকৃষ্ট ও অপকৃষ্ট লোকসকলের বিষয়ে জ্ঞানবতী রমণীরা পুণ্যশীল পুরুষের ন্যায় অনায়াসে স্বর্গলোকে বিচরণ করিয়া থাকেন, অতএব তুমি এইরূপে পতির প্রতিপালিত ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়া, সতীত্ব-সমন্বিতা ও শুদ্ধাচারিণী হইয়া স্বামীকে সর্ব্বপ্রধান জ্ঞান করিয়া তাঁহার সহধর্ম্মচারিণী হও; তাহা হইলে অক্ষয় যশ ও অশেষধর্ম্ম লাভ করিতে পারিবে।" ২৩—২৯।

অষ্টাদশাধিক-শততম সর্গ ।

অসূয়া-বর্জ্জিতা সীতা অনসূয়ার এই সকল কথা শুনিয়া তাঁহার বাক্যের যথাবিধি সৎকারপূর্ব্বক মৃদু-মন্দ স্বরে বলিলেন, "আর্য্যে! আপনি আমাকে যাহা শিক্ষা দিতেছেন, তাহা আপনাতে অসম্ভব নহে; একমাত্র পতিই যে নারীর গুরু, তাহা আপনি যেরূপ বলিলেন, আমিও সেইরূপ জানি! যদ্যপি পতি অসচ্চরিত্র ও দরিদ্র হন, তথাপি আমার ন্যায় মহিলাগণের সেইরূপ পতিতে দ্বিধা না করিয়া তাঁহার প্রতি সদ্ব্যবহার করা উচিত; পরন্তু যিনি শ্লাঘ্যগুণ-সম্পন্ন, সদয়, জিতেন্দ্রিয়, স্থিরানুরাগ, ধর্ম্মাত্মা এবং আমার মাতাপিতার ন্যায় প্রীতিভাজন, এইরূপ পতির প্রতি আমি যে সমুচিত ব্যবহার করিব, তাহার আর বিচিত্র কি? আমার মহাবল পতি কৌশল্যার প্রতি যেরূপ ব্যবহার করিয়া থাকেন, সুমিত্রা প্রভৃতি অন্যান্য রাজপত্নীগণের প্রতিও ঠিক সেইরূপ ব্যবহার করেন; এমন কি, মহারাজ দশরথ অভিমান পরিহারপূর্ব্বক একবার যে কামিনীর প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়াছেন, ধর্ম্মজ্ঞ বীরবর আমার পতি তাহাদের প্রতিও মাতৃবৎ ব্যবহার করিয়া থাকেন। ১—৬। আমি স্বামীর সহিত যখন এই ভয়ানক বিজন বনে আগমন করি, তখন আমার শ্বশ্রূ আপনার ন্যায় যে শিক্ষা দিয়াছিলেন, তাহা আমার হৃদয়ে অটলভাবে বর্ত্তমান রহিয়াছে; পূর্ব্বে বিবাহকালে অগ্নি-সম্মুখে আমার জননী আমাকে যে উপদেশ দিয়াছিলেন, সেই সকল কথাও আমার মনে জাগরূক রহিয়াছে। ধর্ম্মচারিণি! আমি আত্মীয়গণের উপদেশ-বাক্য বিন্দুমাত্র বিস্মৃত হই নাই। পতিশুশ্রূষা ব্যতীত রমণীদিগের অন্য তপস্যা বিহিত নহে। সাবিত্রী পতি-শুশ্রূষা করিয়া স্বর্গে বাস করিতেছেন, আপনিও স্বামিসেবাদ্বারা স্বর্গ লাভ করিবেন। অরুন্ধতী প্রভৃতি সমগ্র রমণীগণের অগ্রগণ্যা স্বর্গীয় দেবতা রোহিণী, চন্দ্রবিহনে মুহূর্ত্তকালও একাকিনী থাকেন না ইহা

এবংবিধাশ্চ প্রবরাঃ স্ত্রিয়ো ভর্তৃদৃঢ়ব্রতাঃ।
দেবলোকে মহীয়ন্তে পুণ্যেন স্বেন কর্ম্মণা॥ ১২
ততোঽনসূয়া সংহৃষ্টা শ্রুত্বোক্তং সীতয়া বচঃ।
শিরস্যাঘ্রায় চোবাচ মৈথিলীং হর্ষয়ন্ত্যুত॥ ১৩
নিয়মৈর্বিবিধৈরাপ্তং তপো হি মহদস্তি মে।
তৎ সংশ্রিত্য বলং সীতে ছন্দয়ে ত্বাং শুচিব্রতে॥ ১৪
উপপন্নঞ্চ যুক্তঞ্চ বচনং তব মৈথিলি।
প্রীতা চাস্ম্যুচিতাং সীতে করবাণি প্রিয়ঞ্চ কিম্॥ ১৫
তস্যাস্তদ্বচনং শ্রুত্বা বিস্মিতা মন্দবিস্ময়া।
কৃতমিত্যব্রবীৎ সীতা তপোবলসমন্বিতাম্॥ ১৬
সা ত্বেবমুক্তা ধর্ম্মজ্ঞা তয়া প্রীততরাভবৎ।
সফলঞ্চ প্রহর্ষং তে হন্ত সীতে করোম্যহম্॥ ১৭
ইদং দিব্যং বরং মাল্যং বস্ত্রমাভরণানি চ।
অঙ্গরাগঞ্চ বৈদেহি মহার্হং মনুলেপনম্॥ ১৮
ময়া দত্তমিদং সীতে তব গাত্রাণি শোভয়েৎ।
অনুরূপমসংক্লিষ্টং নিত্যমেব ভবিষ্যতি॥ ১৯
অঙ্গরাগেণ দিব্যেন লিপ্তাঙ্গী জনকাত্মজে।
শোভয়িষ্যসি ভর্ত্তারং যথা শ্রীর্বিষ্ণুমব্যয়ম্॥ ২০
সা বস্ত্রমঙ্গরাগঞ্চ ভূষণানি স্রজস্তথা।
মৈথিলী প্রতিজগ্রাহ প্রীতিদানমনুত্তমম্॥ ২১
প্রতিগৃহ্য চ তৎ সীতা প্রীতিদানং যশস্বিনী।
শ্লিষ্টাঞ্জলিপুটা ধীরা সমুপাস্ত তপোধনম্॥ ২২
তথা সীতামুপাসীনামনসূয়া দৃঢ়ব্রতা।
বচনং প্রষ্টুমারেভে কথাং কাঞ্চিদনু প্রিয়াম্॥ ২৩
স্বয়ংবরে কিল প্রাপ্তা ত্বমনেন যশস্বিনা।
রাঘবেণেতি মে সীতে কথা শ্রুতিমুপাগতা॥ ২৪
তাং কথাং শ্রোতুমিচ্ছামি বিস্তরেণ চ মৈথিলি।
যথাভূতঞ্চ কার্ৎস্ন্যেন তন্মে ত্বং বক্তুমর্হসি॥ ২৫
এবমুক্তা তু সা সীতা তাপসীং ধর্ম্মচারিণীম্।
শ্রূয়তামিতি চোক্ত্বা বৈ কথয়ামাস তাং কথাম্॥ ২৬
মিথিলাধিপতির্বীরো জনকো নাম ধর্ম্মবিৎ।
ক্ষত্রকর্ম্মণ্যভিরতো ন্যায়তঃ শাস্তি মেদিনীম্॥ ২৭
তস্য লাঙ্গলহস্তস্য কৃষতঃ ক্ষেত্রমণ্ডলম্।
অহং কিলোত্থিতা ভিত্ত্বা জগতীং নৃপতেঃ সুতা॥ ২৮
স মাং দৃষ্ট্বা নরপতির্মুষ্টিবিক্ষেপতৎপরঃ।

দেখা যাইতেছে; এই সকল শ্রেষ্ঠ নারীগণ পতির প্রতি দৃঢ়ব্রত হইয়া নিজ নিজ পুণ্যকর্ম্মফলে দেবলোকে দেবগণের ন্যায় পরম সুখে বাস করিতেছেন।" ১—১২। পরে অনসূয়া সীতার ঐ কথা শুনিয়া অত্যন্ত প্রীতা হইলেন এবং তাঁহার মস্তকাঘ্রাণপূর্ব্বক হর্ষোৎপাদন করত বলিলেন, "পবিত্র-চরিতে সীতে! বিবিধনিয়মদ্বারা উপার্জ্জিত আমার সুমহৎ তপস্যা সঞ্চিত আছে, আমি সেই তপোবল-প্রভাবে তোমাকে বর দিতে অভিলাষ করিতেছি। জানকি! তোমার কথাগুলি যুক্তিসঙ্গত ও অতি পবিত্র; আমি তোমার এই সকল কথা শুনিয়া অতিশয় প্রীতি লাভ করিলাম। এক্ষণে তোমার কি প্রিয়কার্য্য করিব বল?" সীতা তাঁহার সেই কথা শ্রবণে বিস্মিতা হইয়া মৃদু হাস্য করত তপোবল-সমন্বিতা অনসূয়াকে বলিলেন, "দেবি! আপনার অনুগ্রহে আমার সমস্ত বাসনাই পূর্ণ হইয়াছে; এক্ষণে আমার অন্য কোন প্রার্থনা নাই।" সীতা এইরূপ বলিলে, সেই ধর্ম্মাত্মা অনসূয়া তাঁহার লোভশূন্য বাক্য শুনিয়া পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর প্রীতা হইয়া বলিলেন, "বৈদেহি! লোভশূন্যতা হেতু তোমার হৃদয়ে যে হর্ষ আছে, আমি তাহা সফল করিব। এই দিব্য মাল্য ও উৎকৃষ্ট বস্ত্র, অলঙ্কার সকল, এবং মহামূল্য বিলেপন ও অঙ্গরাগ আমি তোমাকে সানন্দে দিতেছি; এই সকল দ্রব্য তোমার বরাঙ্গ সুশোভিত করুক; এই মাল্য প্রভৃতি অলঙ্কারসমূহ অঙ্গে ধারণ করিলে নিয়ত অনুরূপ ও অম্লান থাকিবে। জনকনন্দিনি! এই দিব্য অঙ্গরাগ বরাঙ্গে লেপন করিয়া, অব্যয় বিষ্ণুকে লক্ষ্মীর ন্যায় তুমি স্বামীকে সুশোভিত করিবে।" পরে জনকনন্দিনী সীতা, অনসূয়ার প্রীতি-প্রদত্ত উৎকৃষ্ট বস্ত্রাভরণ অঙ্গরাগ ও মাল্য গ্রহণ করিলেন। প্রীতিপূর্ব্বক প্রদত্ত উক্ত বস্ত্রাদি গ্রহণ করিয়া ধীরস্বভাবা যশস্বিনী সীতা কৃতাঞ্জলিপুটে তপস্বিনী অনসূয়াকে স্তুতি করিলেন। ১৩—২২। জানকী স্তুতি-বিনতি করিতে প্রবৃত্তা হইলে দৃঢ়ব্রতা অত্রিপত্নী কোন প্রিয় কথা শুনিবার জন্য জিজ্ঞাসা করিলেন, "জানকি! আমি শুনিয়াছি, এই যশস্বী রঘুনন্দন রাম স্বয়ংবরে তোমায় লাভ করিয়াছেন; এক্ষণে সেই কথা বিস্তারিতরূপে শুনিতে ইচ্ছা করি; অতএব মৈথিলি! এ বিষয়ে যাহা ঘটিয়াছিল, তুমি তাহা আমার নিকট প্রকাশ কর।" অনসূয়া সীতাকে এইরূপ বলিলে, তিনি সেই ধর্ম্মচারিণী তাপসীকে 'শ্রবণ করুন, এই কথা বলিয়া সেই সকল বৃত্তান্ত বর্ণন করিতে প্রবৃত্তা হইলেন।—মিথিলাদেশের অধিপতি বীর ও ধর্ম্মজ্ঞ জনকনামক রাজা, ক্ষত্রিয়ধর্ম্মে সতত অনুরক্ত থাকিয়া, ন্যায়ানুসারে পৃথিবী শাসন করিতেছেন। সেই নরপতির যজ্ঞভূমি-কর্ষণকালে আমি ভূতল ভেদ করিয়া উঠিয়া তাঁহার দুহিতা হইয়াছি। নিম্ন ও উন্নত ভূমি সমান করিবার জন্য মুষ্টিকা-

পাংশুগুণ্ঠিতসর্ব্বাঙ্গীং বিস্মিতো জনকোঽভবৎ ॥ ২৯
অনপত্যেন চ স্নেহাদঙ্কমারোপ্য চ স্বয়ম্ ।
মমেয়ং তনয়েত্যুক্ত্বা স্নেহো ময়ি নিপাতিতঃ ॥ ৩০
অন্তরিক্ষে চ বাগুক্তা প্রতিমামানুষী কিল ।
এবমেতন্নরপতে ধর্ম্মেণ তনয়া তব ॥ ৩১
ততঃ প্রহৃষ্টো ধর্ম্মাত্মা পিতা মে মিথিলাধিপঃ ।
অবাপ্তো বিপুলামৃদ্ধিং মামবাপ্য নরাধিপঃ ॥ ৩২
দত্তা চাস্মীষ্টবদ্দেব্যৈ জ্যেষ্ঠায়ৈ পুণ্যকর্ম্মণে ।
তয়া সম্ভাবিতা চাস্মি স্নিগ্ধয়া মাতৃসৌহৃদাৎ ॥ ৩৩
পতিসংযোগসুলভং বয়ো দৃষ্ট্বা তু মে পিতা ।
চিন্তামভ্যগমদ্দীনো বিত্তনাশাদিবাধনঃ ॥ ৩৪
সদৃশাচ্চাপকৃষ্টাচ্চ লোকে কন্যাপিতা জনাৎ ।
প্রধর্ষণমবাপ্নোতি শক্রেণাপি সমো ভুবি ॥ ৩৫
তাং ধর্ষণামদূরস্থাং সংদৃশ্যাত্মনি পার্থিবঃ
চিন্তার্ণবগতঃ পারং নাসসাদাপ্লবো যথা ॥ ৩৬
অযোনিজাং হি মাং জ্ঞাত্বা নাধ্যগচ্ছৎ স চিন্তয়ন্ ।
সদৃশঞ্চাভিরূপঞ্চ মহীপালঃ পতিং মম ॥ ৩৭
তস্য বুদ্ধিরিয়ং জাতা চিন্তয়ানস্য সন্ততম্ ।
স্বয়ংবরং তনূজায়াঃ করিষ্যামীতি ধর্ম্মতঃ ॥ ৩৮
মহাযজ্ঞে তদা তস্য বরুণেন মহাত্মনা ।
দত্তং ধনুর্ব্বরং প্রীত্যা তূণী চাক্ষয্যসায়কৌ ॥ ৩৯
অসঞ্চাল্যং মনুষ্যৈশ্চ যত্নেনাপি চ গৌরবাৎ ।
তন্ন শক্তা নমযিতুং স্বপ্নেষ্বপি নরাধিপাঃ ॥ ৪০
তদ্ধনুঃ প্রাপ্য মে পিত্রা ব্যাহৃতং সত্যবাদিনা ।
সমবায়ে নরেন্দ্রাণাং পূর্ব্বমামন্ত্র্য পার্থিবান্ ॥ ৪১
ইদঞ্চ ধনুরুদ্যম্য সজ্যং যঃ কুরুতে নরঃ ।
তস্য মে দুহিতা ভার্য্যা ভবিষ্যতি ন সংশয়ঃ ॥ ৪২
তচ্চ দৃষ্ট্বা ধনুঃশ্রেষ্ঠং গৌরবাদ্গিরিসন্নিভম্ ।
অভিবাদ্য নরা জগ্মুরশক্তাস্তস্য তোলনে ॥ ৪৩
সুদীর্ঘস্য তু কালস্য রাঘবোঽয়ং মহাদ্যুতিঃ ।
বিশ্বামিত্রেণ সহিতো যজ্ঞং দ্রষ্টুং সমাগতঃ ।
লক্ষ্মণেন সহ ভ্রাত্রা রামঃ সত্যপরাক্রমঃ ॥ ৪৪
বিশ্বামিত্রস্তু ধর্ম্মাত্মা মম পিত্রা সুপূজিতঃ ।
প্রোবাচ পিতরং তত্র রাঘবৌ রামলক্ষ্মণৌ ॥ ৪৫

মুষ্টি-বিক্ষেপণে নিযুক্ত সেই ভূপতি ধূলিধূসরসর্ব্বাঙ্গী আমাকে দেখিয়াই বিস্মিত হইলেন, তাঁহার সন্তান ছিল না, সুতরাং স্নেহ-পরবশ হইয়া তিনি স্বয়ং আমাকে ক্রোড়ে করত 'এই আমার কন্যা' এই কথা বলিয়া সমস্ত স্নেহ আমাতে অর্পণ করিলেন। ২৩—৩০। "মহারাজ! এই কন্যা তোমার ক্ষেত্রে উৎপন্ন হইয়াছে, অতএব ধর্ম্মতঃ এ কন্যা তোমারই হইল।" আকাশে মনুষ্যের বাক্যতুল্য এইরূপ দৈববাণী হইল। পরে আমার পিতা ধর্ম্মাত্মা মিথিলাধিপতি মহারাজ অত্যন্ত আনন্দিত হইলেন এবং তিনি আমাকে পাইবার পর অতুল ঐশ্বর্য্য লাভ করিলেন। মহারাজ মিথিলাধিপতি, প্রথমা মহিষীকে অতিশয় ভাল বাসিতেন, সুতরাং সেই পুণ্যকর্ম্ম-পরায়ণার নিকটে আমাকে প্রতিপালনার্থ প্রদান করিলে, তিনিও মাতৃস্নেহ-পরবশ হইয়া আমাকে লালন-পালন করিতে লাগিলেন। কিছুকাল পরে দরিদ্র ব্যক্তি ধনহানি হইলে যেমন চিন্তিত হয়, সেইরূপ পিতা আমার বিবাহযোগ্য বয়ঃক্রম দেখিয়া দুঃখিত ও চিন্তাকুল হইলেন।—সংসারে কন্যার পিতা ধরাধামে ইন্দ্রতুল্য হইলেও, যখন আপনার সদৃশ বা আপনা হইতেও নিকৃষ্ট-বংশীয় লোকের নিকটে অসম্মানিত হন, তখন উৎকৃষ্টপক্ষ হইতে যে অসম্মান হইবে, ইহা বিচিত্র নহে। পোত যেমন মহাসমুদ্রে পতিত হইয়া কূল পায় না, সেইরূপ ভূপতি আপনাতে সেই অসম্মান সন্নিহিত দর্শনে চিন্তাসাগরে পড়িয়া তাহার পরপার প্রাপ্ত হইলেন না। মহীপাল চিন্তা করত আমাকে অযোনি-সম্ভবা জানিয়া আমার কুলশীলাদি ও সৌন্দর্য্য প্রভৃতির অনুরূপ বর পাইলেন না। ৩১—৩৭। সর্ব্বদা এই বিষয় চিন্তা করিতে করিতে তাঁহার মনে ইহাই উদিত হইল যে, 'তনয়ার জন্য ধর্ম্মতঃ স্বয়ম্বর সভা করিব।' রাজার মনে যখন স্বয়ম্বর করণই স্থির সঙ্কল্প হইল, তখন আমার পিতার জ্যেষ্ঠভ্রাতা মহানুভব দেবরাতের মহাযজ্ঞে মহাত্মা বরুণদেব প্রীত হইয়া যে মহৎ ধনু ও অক্ষয় সায়কসম্পন্ন তূণদ্বয় দিয়াছিলেন, যে ধনু অত্যন্ত ভারবশতঃ বহু লোকে যত্নসহকারেও সঞ্চালিত করিতে পারে নাই এবং নৃপগণ স্বপ্নেও যাহাকে নত করিতে সমর্থ হন নাই, সত্যবাদী পিতা সেই শরাসন পাইয়া প্রথমতঃ রাজন্যবর্গকে সম্ভাষণপূর্ব্বক তাঁহাদের সাক্ষাতে বলিলেন, 'যিনি এই ধনু উঠাইয়া গুণ সংযোজনা করিতে পারিবেন, আমার কন্যা নিঃসন্দেহ তাঁহারই ভার্য্যা হইবে।' নরেন্দ্রগণ সেই পর্ব্বততুল্য ভার-বিশিষ্ট উৎকৃষ্ট ধনু দেখিয়া উত্তোলন করিতে অশক্ত হইয়া তাহাকে অভিবাদন করিয়াই প্রস্থান করিলেন। বহুকালের পর এই মহাদ্যুতি সত্য-পরাক্রম রঘুনন্দন রাম, ভ্রাতা লক্ষ্মণের সহিত মহর্ষি বিশ্বামিত্রের সমভিব্যাহারে যজ্ঞ দেখিবার নিমিত্ত তথায় আসিলেন। তখন মহাত্মা বিশ্বামিত্র আমার পিতা-কর্ত্তৃক যথোচিত পূজিত হইয়া পিতাকে বলিলেন যে,

সুতৌ দশরথস্যেমৌ ধনুর্দ্দর্শনকাঙ্ক্ষিণৌ ॥ ৪৬
ইত্যুক্তস্তেন বিপ্রেণ তদ্ধনুঃ সমুপানয়ৎ।
তদ্ধনুর্দ্দর্শয়ামাস রাজপুত্রায় দৈবিকম্ ॥ ৪৭
নিমেষান্তরমাত্রেণ তদানম্য মহাবলঃ।
জ্যাং সমারোপ্য ঝটিতি পূরয়ামাস বীর্য্যবান্ ॥ ৪৮
তেনাপূরয়তা বেগান্মধ্যে ভগ্নং দ্বিধা ধনুঃ।
তস্য শব্দোঽভবদ্ভীমঃ পতিতস্যাশনের্যথা ॥ ৪৯
ততোঽহং তত্র রামায় পিত্রা সত্যাভিসন্ধিনা।
উদ্যতা দাতুমুদ্যম্য জলভাজনমুত্তমম্ ॥ ৫০
দীয়মানাং ন তু তদা প্রতিজগ্রাহ রাঘবঃ।
অবিজ্ঞায় পিতুশ্ছন্দমযোধ্যাধিপতেঃ প্রভোঃ ॥ ৫১
ততঃ শ্বশুরমামন্ত্র্য বৃদ্ধং দশরথং নৃপম্।
মম পিত্রা ত্বহং দত্তা রামায় বিদিতাত্মনে ॥ ৫২
মম চৈবানুজা সাধ্বী ঊর্ম্মিলা শুভদর্শনা।
ভার্য্যার্থে লক্ষ্মণস্যাপি দত্তা পিত্রা মম স্বয়ম্ ॥ ৫৩
এবং দত্তাস্মি রামায় তদা তস্মিন্ স্বয়ংবরে।
অনুরক্তাস্মি ধর্ম্মেণ পতিং বীর্য্যবতাং বরম্ ॥ ৫৪

ইত্যযোধ্যাকাণ্ডে অষ্টাদশাধিকশততমঃ সর্গঃ ॥ ১১৮ ॥

এই রাম ও লক্ষ্মণ রঘুকুলোদ্ভব রাজা দশরথের পুত্র, আপনার ধনু দেখিতে ইচ্ছুক হইয়াছেন। মহর্ষি আমার পিতাকে ইহা বলিলে, তিনি সেই দেবদত্ত ধনু তথায় আনিয়া রাজপুত্রকে দেখাইলেন। ৩৮—৪৭। বীর্য্যবান্ মহাবল রাজপুত্র নিমেষমাত্রে তাহা আনত করিয়া অবিলম্বে গুণ যোজনাপূর্ব্বক আকর্ষণ করিলেন। তিনি বেগে আকর্ষণ করিবামাত্র বজ্রপাতের ন্যায় ভয়ানক শব্দ হইয়া সেই মহৎ ধনু দুই খণ্ডে ভাঙ্গিয়া গেল। পরে সত্যসন্ধ পিতা উৎকৃষ্ট জলপাত্র গ্রহণপূর্ব্বক আমারে রামকে সম্প্রদান করিতে উদ্যত হইলে রঘুকুলনন্দন রাম অযোধ্যাপতি পিতার অভিপ্রায় না জানিয়া আমাকে গ্রহণ করিতে অসম্মত হইলেন। অবশেষে পিতা, আমার শ্বশুর বৃদ্ধ রাজা দশরথকে আনয়ন করাইয়া, তাঁহার অনুমতি অনুসারে আমারে আত্মজ্ঞ রামকে সম্প্রদান করিলেন এবং সাধ্বী ও সুন্দরী ঊর্ম্মিলা নাম্নী আমার ভগিনীকে ভার্য্যার্থে লক্ষ্মণকে সম্প্রদান করিলেন। এইরূপে সেই স্বয়ম্বরে পিতা স্বয়ং আমারে রামকে সম্প্রদান করিয়াছিলেন। তদবধি আমি বীরবর পতির প্রতি সতত অনুরক্তা রহিয়াছি।” ৪৮—৫৪।

একোনবিংশত্যধিকশততমঃ সর্গঃ।

অনসূয়া তু ধর্ম্মজ্ঞা শ্রুত্বা তাং মহতীং কথাম্।
পর্য্যষ্বজত বাহুভ্যাং শিরস্যাঘ্রায় মৈথিলীম্ ॥ ১
ব্যক্তাক্ষরপদং চিত্রং ভাষিতং মধুরং ত্বয়া।
যথা স্বয়ংবরং বৃত্তং তৎ সর্ব্বঞ্চ শ্রুতং ময়া ॥ ২
রমেঽহং কথয়া তে তু দৃঢ়ং মধুরভাষিণি।
রবিরস্তং গতঃ শ্রীমানুপোহ্য রজনীং শুভাম্ ॥ ৩
দিবসং পরিকীর্ণানামাহারার্থং পতত্রিণাম্।
সন্ধ্যাকালে নিলীনানাং নিদ্রার্থং শ্রূয়তে ধ্বনিঃ ॥ ৪
এতে চাপ্যভিষেকার্দ্রা মুনয়ঃ কলশোদ্যতাঃ।
সহিতা উপবর্ত্তন্তে সলিলাপ্লুতবল্কলাঃ ॥ ৫
ঋষীণামগ্নিহোত্রেষু হুতেষু বিধিপূর্ব্বকম্।
কপোতাঙ্গারুণো ধূমো দৃশ্যতে পবনোদ্ধতঃ ॥ ৬
অল্পপর্ণা হি তরবো ঘনীভূতাঃ সমন্ততঃ।
বিপ্রকৃষ্টেন্দ্রিয়ে দেশে ন প্রকাশন্তি বৈ দিশঃ ॥ ৭
রজনীচরসত্ত্বানি প্রচরন্তি সমন্ততঃ।
তপোবনমৃগা হ্যেতে বেদিতীর্থেষু শেরতে ॥ ৮
সম্প্রবৃত্তা নিশা সীতে নক্ষত্রসমলঙ্কৃতা।
জ্যোৎস্নাপ্রাবরণশ্চন্দ্রো দৃশ্যতে হ্যুদিতোঽম্বরে ॥ ৯

ঊনবিংশত্যধিক-শততম সর্গ।

ধর্ম্মজ্ঞা অনসূয়া সেই কথা শুনিয়া মৈথিলীর মস্তকাঘ্রাণপূর্ব্বক বাহুযুগলদ্বারা তাঁহাকে আলিঙ্গন করিলেন এবং বলিলেন, “স্বয়ম্বর যেরূপে হইয়াছিল, আমি সেই সকল পরিস্ফুটপদযুক্ত বিচিত্র মধুর বাক্য শুনিলাম। মধুরভাষিণি মৈথিলি! তোমার এই সকল কথায় আমি অতিশয় সন্তুষ্ট হইলাম। সম্প্রতি শুভ রজনীর সমাগমে সূর্য্যদেব অস্তাচলে গমন করিতেছেন। সমস্তদিন আহারার্থ সর্ব্বত্র বিচরণ করিয়া সন্ধ্যাকালে নিদ্রার্থ নিজ নীড়ে বিলীন হইবার জন্য বিহঙ্গগণের ধ্বনি শ্রুত হইতেছে। এই সকল জলার্দ্রবল্কলধারী মুনিগণ মিলিত হইয়া অবগাহনপূর্ব্বক সিক্তদেহে স্ব স্ব সলিলপূর্ণ কলস লইয়া আশ্রমে আসিয়াছেন। ১—৫। ঋষিকর্তৃক বিধিপূর্ব্বক অগ্নিহোত্র সকল হুত হওয়াতে, কপোতকণ্ঠবৎ শ্যামবর্ণ, বায়ুবেগে উদ্ধত ধূম দেখা যাইতেছে। অল্পপত্রবিশিষ্ট তরুরাজিও অন্ধকারে চতুর্দ্দিকে ঘনীভূত হইয়া দূরবর্ত্তী দেশে দিক্‌সকলকে অপ্রকাশিত করিতেছে। নিশাচর জীবসকল ইতস্ততঃ বিচরণ করিতেছে। এই সকল তপোবনের মৃগগণ পুণ্যক্ষেত্রতুল্য বেদির উপরে শয়ন করিতেছে। সীতে! ঐ দেখ, নক্ষত্র-মালামণ্ডিতা

গম্যতামনুজানামি রামস্যানুচরী ভব।
কথয়ন্ত্যা হি মধুরং ত্বয়াহমপি তোষিতা ॥ ১০
অলঙ্কুরু চ তাবৎ ত্বং প্রত্যক্ষং মম মৈথিলি।
প্রীতিং জনয় মে বৎসে দিব্যালঙ্কারশোভিনি ॥ ১১
সা তদা সমলঙ্কৃত্য সীতা সুরসুতোপমা।
প্রণম্য শিরসা পাদৌ রামন্ত্বভিমুখী যযৌ ॥ ১২
তথা তু ভূষিতাং সীতাং দদর্শ বদতাং বরঃ।
রাঘবঃ প্রীতিদানেন তপস্বিন্যা জহর্ষ চ ॥ ১৩
ন্যবেদয়ৎ ততঃ সর্ব্বং সীতা রামায় মৈথিলী
প্রীতিদানং তপস্বিন্যা বসনাভরণস্রজাম্ ॥ ১৪
প্রহৃষ্টস্ত্বভবদ্রামো লক্ষ্মণশ্চ মহারথঃ।
মৈথিল্যাঃ সৎক্রিয়াং দৃষ্ট্বা মানুষেষু সুদুর্লভাম্ ॥ ১৫
ততঃ স শর্ব্বরীং প্রীতঃ পুণ্যাং শশিনিভাননাম্।
অর্চ্চিতস্তাপসৈঃ সর্ব্বৈরুবাস রঘুনন্দন ॥ ১৬
তস্যাং রাত্র্যাং ব্যতীতায়ামভিষিচ্য হুতাগ্নিকান্।
আপৃচ্ছেতাং নরব্যাঘ্রৌ তাপসান্ বনগোচরান্ ॥ ১৭
তাবূচুস্তে বনচরাস্তাপসা ধর্ম্মচারিণঃ।
বনস্য তস্য সঞ্চারং রাক্ষসৈঃ সমভিপ্লুতম্ ॥ ১৮
রক্ষাংসি পুরুষাদানি নানারূপাণি রাঘব।
বসন্ত্যস্মিন্ মহারণ্যে ব্যালাশ্চ রুধিরাশনাঃ ॥ ১৯
উচ্ছিষ্টং বা প্রমত্তং বা তাপসং ধর্ম্মচারিণম্।
অদন্ত্যস্মিন্ মহারণ্যে তান্ নিবারয় রাঘব ॥ ২০
এষ পন্থা মহর্ষীণাং ফলাগ্যাহরতাং বনে।
অনেন তু বনং দুর্গং গন্তুং রাঘব তে ক্ষমম্ ॥ ২১

ইতীরিতঃ প্রাঞ্জলিভিস্তপস্বি-
দ্বিজৈঃ কৃতস্বস্ত্যয়নঃ পরন্তপঃ।
বনং সভার্য্যঃ প্রবিবেশ রাঘবঃ
সলক্ষ্মণঃ সূর্য্য ইবাভ্রমণ্ডলম্ ॥ ২২

ইত্যযোধ্যাকাণ্ডে একোনবিংশত্যধিকশততমঃ সর্গঃ ॥ ১১৯

যামিনী আগমন করিতেছে। গগনমণ্ডলে চন্দ্রদেব জ্যোৎস্নাবরণে ভূষিত হইয়া উদিত হওয়ায় নয়নগোচর হইতেছেন। অতএব আমি আদেশ করিতেছি, তুমি রামের শুশ্রূষা করিতে যাও। তোমার মধুর বাক্যে আমি অতিশয় প্রীতি লাভ করিলাম। বৎসে মৈথিলি! তুমি আমার সমক্ষে নিজে অলঙ্কৃতা হও এবং দিব্য-ভূষণে বিভূষিতা হইয়া আমার প্রীতি বর্দ্ধন কর।' ৬—১১। দেবকন্যাসদৃশী সীতা তখন আপনাকে বিচিত্র বেশভূষাতে বিভূষিতা করিয়া অবনতমস্তকে অনসূয়ার চরণে প্রণিপাতপূর্ব্বক রামের নিকটে গেলেন। তখন বক্তৃবর রঘুনন্দন রাম, সীতাকে তদ্রূপ বেশে ভূষিতা ও তাপসীর প্রীতিপ্রদত্ত ভূষণাদি দর্শনে সাতিশয় আনন্দিত হইলেন। পরে জনকনন্দিনী সীতা, তপস্বিনীপ্রদত্ত বসনাভরণ-মাল্য প্রভৃতি প্রাপ্তির বিষয় রামকে সমুদয় নিবেদন করিলেন। রাম ও মহারথ লক্ষ্মণ জানকীর মানুষলোকে দুর্লভ সৎক্রিয়া-দর্শনে যারপর নাই হৃষ্ট হইলেন। পরিশেষে রঘুনন্দন রাম, হিমাংশুমুখী সীতাকে দর্শন করত প্রীত-মনে সমস্ত তাপসকর্ত্তৃক অর্চ্চিত হইয়া সেই রজনী তথায় বাস করিলেন। ১২—১৬। রাত্রি প্রভাত হইলে পুরুষশ্রেষ্ঠ রাম ও লক্ষ্মণ স্নান করিয়া অন্য বনে যাইবার জন্য বনবাসী অগ্নিহোত্রী তাপসগণের নিকট বিদায় প্রার্থনা করিলেন। তখন ধর্ম্মচারী বনবাসী মুনিগণ তাঁহাদিগকে বলিলেন, "রাঘব! এই বন-প্রদেশে রাক্ষসগণ অতিশয় উপদ্রব করে। নরমাংসভক্ষক নানারূপ রাক্ষসগণ ও শোণিতপায়ী হিংস্রজন্তু সকল এই মহারণ্যে বাস করিয়া থাকে। রাঘব! এই বনমধ্যে যে কোন ধর্ম্মচারী তপস্বী অশুচি অথবা অসাবধান থাকেন, তাহারা তাঁহাকে ভক্ষণ করে; অতএব তুমি সেই হিংস্রগণকে নিবারণ কর। মহর্ষিগণের বনমধ্যে ফলাহরণ করিবার এই পথ,—তুমি এই পথদ্বারাই দুর্গম গহনে প্রবেশ করিতে পারিবে। শত্রুতাপন রঘুনন্দন রাম, কৃতাঞ্জলি তাপস ব্রাহ্মণগণকর্ত্তৃক এইরূপ উক্ত ও কৃতস্বস্ত্যয়ন হইয়া ভার্য্যা ও ভ্রাতার সহিত, মেঘমণ্ডলে সূর্য্যের ন্যায় কাননমধ্যে প্রবেশ করিলেন। ১৭—২২।

অযোধ্যাকাণ্ডং সম্পূর্ণম্।

রামায়ণম্।

আরণ্যকাণ্ডম্।

প্রথমঃ সর্গঃ।

প্রবিশ্য তু মহারণ্যং দণ্ডকারণ্যমাত্মবান্।
রামো দদর্শ দুর্দ্ধর্ষস্তাপসাশ্রমমণ্ডলম্ ॥ ১
কুশচীরপরিক্ষিপ্তং ব্রাহ্ম্যা লক্ষ্ম্যা সমাবৃতম্।
যথা প্রদীপ্তং দুর্দ্দর্শং গগনে সূর্য্যমণ্ডলম্ ॥ ২
শরণ্যং সর্ব্বভূতানাং সুসংমৃষ্টাজিরং সদা।
মৃগৈর্বহুভিরাকীর্ণং পক্ষিসঙ্ঘৈঃ সমাবৃতম্ ॥ ৩
পূজিতঞ্চোপনৃত্তঞ্চ নিত্যমপ্সরসাং গণৈঃ।
বিশালৈরগ্নিশরণৈঃ স্রুগ্ভাণ্ডৈরজিনৈঃ কুশৈঃ ॥ ৪
সমিদ্ভিস্তোয়কলশৈঃ ফলমূলৈশ্চ শোভিতম্।
আরণ্যৈশ্চ মহাবৃক্ষৈঃ পুণ্যৈঃ স্বাদুফলৈর্বৃতম্ ॥ ৫
বলিহোমার্চ্চিতং পুণ্যং ব্রহ্মঘোষনিনাদিতম্।
পুষ্পৈশ্চান্যৈঃ পরিক্ষিপ্তং পদ্মিন্যা চ সপদ্ময়া ॥ ৬
ফলমূলাশনৈর্দান্তৈশ্চীরকৃষ্ণাজিনাম্বরৈঃ।
সূর্য্যবৈশ্বানরাভৈশ্চ পুরাণৈর্মুনিভির্বৃতম্ ॥ ৭
পুণ্যৈশ্চ নিয়তাহারৈঃ শোভিতং পরমর্ষিভিঃ ॥ ৮
তদ্ব্রহ্মভবনপ্রখ্যং ব্রহ্মঘোষনিনাদিতম্।
ব্রহ্মবিদ্ভির্মহাভাগৈর্ব্রাহ্মণৈরুপশোভিতম্ ॥ ৯
স দৃষ্ট্বা রাঘবঃ শ্রীমাংস্তাপসাশ্রমমণ্ডলম্।
অভ্যগচ্ছন্মহাতেজা বিজ্যং কৃত্বা মহদ্ধনুঃ ॥ ১০
দিব্যজ্ঞানোপপন্নাস্তে রামং দৃষ্ট্বা মহর্ষয়ঃ।
অভিজগ্মুস্তদা প্রীতা বৈদেহীঞ্চ যশস্বিনীম্ ॥ ১১
তে তু সোমমিবোদ্যন্তং দৃষ্ট্বা বৈ ধর্ম্মচারিণম্।
লক্ষ্মণঞ্চৈব দৃষ্ট্বা তু বৈদেহীঞ্চ যশস্বিনীম্।
মঙ্গলানি প্রযুঞ্জানাঃ প্রত্যগৃহ্নন্ দৃঢ়ব্রতাঃ ॥ ১২

প্রথম সর্গ।

বিশুদ্ধাত্মা দুর্দ্ধর্ষ রাম, দণ্ডক-নামক মহাবনে প্রবেশ করিয়া মুনিগণের বহুতর আশ্রম দেখিলেন। সেই সকল কুশ চীর-বল্কল-পরিব্যাপ্ত আশ্রম, ব্রাহ্মী-শোভা-বিশিষ্ট হইয়া আকাশস্থ দুর্নিরীক্ষ্য সূর্য্যমণ্ডলের ন্যায় দীপ্তিশালী ছিল। সেই আশ্রমসকল নিয়ত-পরিষ্কৃত প্রাঙ্গণে শোভিত এবং বহুবিধ পশু ও পক্ষি-গণে সমাবৃত থাকিত। সেই আশ্রম সকলপ্রাণীরই শরণীয় ছিল। স্বর্গবিহারিণী অপ্সরাগণও দলে দলে আসিয়া নৃত্য করত সতত সেই আশ্রমের গৌরব বর্দ্ধন করিত। সেই পবিত্র আশ্রম সকল, বনজাত স্বাদুফল উৎপাদক পবিত্র সুবৃহৎ বৃক্ষসমূহে সমাবৃত, বেদপাঠ-শব্দে প্রতিধ্বনিত, স্থানে স্থানে রমণীয় পদ্মসরোবর বিরাজিত, মল্লিকা মালতী প্রভৃতি পুষ্পসমূহে পরিব্যাপ্ত এবং বিশাল অগ্নিশালায় স্রুক্স্রুবাদি যজ্ঞীয় উপকরণ অজিন, কুশ, সমিৎ, সফল, জলপূর্ণ কলস ও বিবিধ ফলসমূহে পরিপূর্ণ ছিল এবং সেই সকল আশ্রমে সর্ব্বদা বৈশ্বদেব-বলি ও বিবিধ হোম-ক্রিয়াদি সম্পাদিত হইত। অপিচ সেই সকল আশ্রমে চীর ও কৃষ্ণাজিন-ধারী ফলমূলভোজী এবং সূর্য্য ও অনলতুল্য প্রদীপ্ত বৃদ্ধ মুনিগণ অবস্থান করিতেন। সেই আশ্রম সকল নিয়মিতাহারী পবিত্র পরম ঋষিগণে পরিশোভিত এবং বেদাধ্যয়ন-শব্দে প্রতিধ্বনিত হইয়া, ব্রহ্মলোক বলিয়া অনুমিত হইত। মহাতেজা শ্রীসম্পন্ন রঘুনন্দন রাম, মহাভাগ ব্রহ্মজ্ঞ ব্রাহ্মণগণে পরিশোভিত সেই মুনি-দিগের আশ্রম সকল দর্শন করত মহাধনুর গুণমোচন করিয়া অগ্রসর হইলেন। সেই দৃঢ়ব্রত দিব্যজ্ঞান-সম্পন্ন মহর্ষিগণও জ্ঞানপ্রভাবে রাম ও যশস্বিনী বিদেহরাজ-নন্দিনী সীতা দেবী আসিতেছেন জানিতে পারিয়া হৃষ্ট হইয়া তাঁহাদিগের প্রত্যুদ্গমন করিলেন। পরে তাঁহারা, উদয়কালীন শশধরতুল্য প্রিয়দর্শন ধর্ম্মব্রত রাম, লক্ষ্মণ ও যশস্বিনী বিদেহ-রাজতনয়া সীতাদেবীকে দেখিয়া মঙ্গলআশীর্ব্বাদদ্বারা তাঁহা-

রূপসংহননং লক্ষ্মীং সৌকুমার্য্যং সুবেষতাম্।
দদৃশুর্বিস্মিতাকারা রামস্য বনবাসিনঃ॥ ১৩
বৈদেহীং লক্ষ্মণং রামং নেত্রৈরনিমিষৈরিব।
আশ্চর্য্যভূতান্ দদৃশুঃ সর্ব্বে তে বনবাসিনঃ॥ ১৪
অত্রৈনং হি মহাভাগাঃ সর্ব্বভূতহিতে রতাঃ।
অতিথিং পর্ণশালায়াং রাঘবং সংপ্রবেশয়ন্॥ ১৫
ততো রামস্য সৎকৃত্য বিধিনা পাবকোপমাঃ।
আজহ্রুস্তে মহাভাগাঃ সলিলং ধর্ম্মচারিণঃ॥ ১৬
মঙ্গলানি প্রযুঞ্জানা মুদা পরময়া যুতাঃ।
মূলং পুষ্পং ফলং সর্ব্বমাশ্রমঞ্চ মহাত্মনঃ।
নিবেদয়িত্বা ধর্ম্মজ্ঞাস্তে তু প্রাঞ্জলয়োঽব্রুবন্॥ ১৭
ধর্ম্মপালো জনস্যাস্য শরণ্যশ্চ মহাযশাঃ।
পূজনীয়শ্চ মান্যশ্চ রাজা দণ্ডধরো গুরুঃ॥ ১৮
ইন্দ্রস্যৈব চতুর্ভাগঃ প্রজা রক্ষতি রাঘব।
রাজা তস্মাদ্বরান্ ভোগান্ রম্যান্ ভুঙ্‌ক্তে নমস্কৃতঃ॥ ১৯
তে বয়ং ভবতা রক্ষ্যা ভবদ্বিষয়বাসিনঃ।
নগরস্থো বনস্থো বা ত্বং নো রাজা জনেশ্বরঃ॥ ২০
ন্যস্তদণ্ডা বয়ং রাজন্ জিতক্রোধা জিতেন্দ্রিয়াঃ।
রক্ষিতব্যাস্ত্বয়া শশ্বদ্‌গর্ভভূতাস্তপোধনাঃ॥ ২১
এবমুক্ত্বা ফলৈর্মূলৈঃ পুষ্পৈরন্যৈশ্চ রাঘবম্।
বন্যৈশ্চ বিবিধাহারৈঃ সলক্ষ্মণমপূজয়ন্॥ ২২
তথান্যে তাপসাঃ সিদ্ধা রামং বৈশ্বানরোপমাঃ।
ন্যায়বৃত্তা যথান্যায়ং তর্পয়ামাসুরীশ্বরম্॥ ২৩

ইত্যারণ্যকাণ্ডে প্রথমঃ সর্গঃ॥ ১

দ্বিতীয়ঃ সর্গঃ।

কৃতাতিথ্যোঽথ রামস্তু সূর্য্যস্যোদয়নং প্রতি।
আমন্ত্র্য স মুনীন্ সর্ব্বান্ বনমেবাবগাহত॥ ১
নানামৃগগণাকীর্ণমৃক্ষশার্দ্দূলসেবিতম্।
ধ্বস্তবৃক্ষলতাগুল্মং দুর্দ্দর্শসলিলাশয়ম্॥ ২
নিষ্কূজমানশকুনি ঝিল্লিকাগণনাদিতম্।
লক্ষ্মণানুচরো রামো বনমধ্যং দদর্শ হ॥ ৩
সীতয়া সহ কাকুৎস্থস্তস্মিন্ ঘোরমৃগায়ুতে।
দদর্শ গিরিশৃঙ্গাভং পুরুষাদং মহাস্বনম্॥ ৪

দিগকে গৌরবান্বিত করিলেন। ১—১২। সেই বনবাসী সকলে বিস্মিত হইয়া রামের অঙ্গসৌষ্ঠব, লাবণ্য, কোমলতা ও সৌন্দর্য্য দেখিতে লাগিলেন। তাঁহারা সকলেই অনিমেষলোচনে সেই অপূর্ব্ব-রূপসম্পন্ন রাম, লক্ষ্মণ ও জনক-নন্দিনী সীতা দেবীকে নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। পরে সেই সকল প্রাণিদিগের মঙ্গলনিরত মহাভাগ ধার্ম্মিক অগ্নিসদৃশ তেজস্বী মহর্ষিগণ অতিথি রঘুনন্দন রামকে পর্ণকুটীর মধ্যে নিবেশিত করিয়া, সমাদরপূর্ব্বক যথাবিধি অর্ঘ্য প্রদান করিলেন। পরে সেই মহর্ষিগণ মঙ্গল-আশীর্ব্বাদ প্রয়োগ করিয়া পরম হৃষ্টচিত্তে মহাত্মা রামকে ফল, মূল ও পুষ্প প্রদানপূর্ব্বক "এ সমস্তই আপনার" এইরূপ বলিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে বলিতে লাগিলেন, "যিনি ধর্ম্মরক্ষার্থ দণ্ড ধারণ করেন, সেই রাজা তাবৎ লোকের গুরু মান্য ও পূজ্য এবং তিনি ইহলোকে অতীব যশস্বী হন, আর সকলেই তাঁহাকে আশ্রয় করিয়া থাকে। রঘুনন্দন! ইন্দ্রের চতুর্থ অংশ ইহলোকে রাজা হইয়া প্রজাদিগকে রক্ষা করেন; অতএব রাজা সমস্ত প্রাণিকর্ত্তৃক পূজিত হন এবং মনোহর শ্রেষ্ঠ বস্তুসমূহ উপভোগ করেন। আপনি নগরেই থাকুন বা বনেই থাকুন আপনিই আমাদের রাজা; কেননা, আমরা আপনার রাজ্যেই বাস করিতেছি; সুতরাং আমাদিগকে রক্ষা করা আপনার সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। রাজন্! তপস্যাই আমাদিগের ধন এবং আমরা সতত ইন্দ্রিয় সকল ও ক্রোধ-দমনেই ব্যাপৃত আছি, অতএব আমরা সম্পূর্ণরূপে দণ্ড পরিত্যাগ করিয়াছি; এই জন্য আমরা গর্ভস্থ ভ্রূণের ন্যায় আত্মরক্ষায় অপটু; এই কারণে আমাদিগকে রক্ষা করা আপনার অবশ্য কর্ত্তব্য।" সেই মহর্ষিগণ ঐরূপ বলিয়া লক্ষ্মণের সহিত রঘুনন্দন রামকে মূল, ফল ও অন্যান্য নানা বন্য খাদ্যদ্রব্য দ্বারা সম্মানিত করিলেন। সেইরূপ অপরাপর আশ্রমবাসী বহ্নিসদৃশ তেজস্বী সাধুচরিত্র তপঃসিদ্ধ মুনিগণও সেই নিখিলকার্য্যদক্ষ রামকে যথাবিধি উপচারে পরিতৃপ্ত করিলেন। ১৩—২৩।

দ্বিতীয় সর্গ।

প্রভাতে সূর্য্য উদিত হইলে, মুনিগণের আতিথ্যসংকারে সম্মানিত রাম তাঁহাদিগের সকলের সম্মতি লইয়া নানাবিধ মৃগগণে সমাকুল এবং ব্যাঘ্র ও ভল্লুকসমূহে সেবিত বনমধ্যে প্রবেশ করিলেন। পরে তিনি লক্ষ্মণের সহিত বনে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন যে, এই বন বিধ্বস্ত বৃক্ষলতাসমূহে পরিব্যাপ্ত রহিয়াছে। উহাতে পক্ষিগণও শব্দ করিতেছে না, কেবল ঝিল্লীসমূহই রব করিতেছে। তথাকার জলাশয় সকল অপ্রিয়দর্শন হইয়াছে। অনন্তর কাকুৎস্থ রাম, সীতার সহিত, সেই তরক্ষু প্রভৃতি হিংস্রজন্তুসমাকুল বনমধ্যে ভ্রমণ করিতে করিতে এক

গম্ভীরাক্ষং মহাবক্ত্রং বিকটং বিকটোদরম্।
বীভৎসং বিষমং দীর্ঘং বিকৃতং ঘোরদর্শনম্ ॥ ৫
বসানং চর্ম্ম বৈয়াঘ্রং বসার্দ্রং রুধিরোক্ষিতম্।
ত্রাসনং সর্ব্বভূতানাং ব্যাদিতাস্যমিবান্তকম্ ॥ ৬
ত্রীন্ সিংহাংশ্চতুরো ব্যাঘ্রান্ দ্বৌ বৃকৌ পৃষতান দশ।
সবিষাণং বসাদিগ্ধং গজস্য চ শিরো মহৎ।
অবসজ্যায়সে শূলে বিনদন্তং মহাস্বনম্ ॥ ৭
স রামং লক্ষ্মণঞ্চৈব সীতাং দৃষ্ট্বা চ মৈথিলীম্।
অভ্যধাবৎ সুসংক্রুদ্ধঃ প্রজাঃ কাল ইবান্তকঃ ॥ ৮
স কৃত্বা ভৈরবং নাদং চালয়ন্নিব মেদিনীম্।
অঙ্কেনাদায় বৈদেহীমপাক্রম্য তদাব্রবীৎ ॥ ৯
যুবাং জটাচীরধরৌ সভার্য্যৌ ক্ষীণজীবিতৌ।
প্রবিষ্টৌ দণ্ডকারণ্যং শরচাপাসিপাণিনৌ ॥ ১০
কথং তাপসয়োর্বাঞ্চ বাসঃ প্রমদয়া সহ।
অধর্ম্মচারিণৌ পাপৌ কৌ যুবাং মুনিদূষকৌ ॥ ১১
অহং বনমিদং দুর্গং বিরাধো নাম রাক্ষসঃ।
চরামি সায়ুধো নিত্যমৃষিমাংসানি ভক্ষয়ন্ ॥ ১২
ইয়ং নারী বরারোহা মম ভার্য্যা ভবিষ্যতি।
যুবয়োঃ পাপয়োশ্চাহং পাস্যামি রুধিরং মৃধে ॥ ১৩
তস্যৈবং ব্রুবতো দুষ্টং বিরাধস্য দুরাত্মনঃ।
শ্রুত্বা সগর্ব্বিতং বাক্যং সম্ভ্রান্তা জনকাত্মজা ॥ ১৪
সীতা প্রাবেপতোদ্বেগাৎ প্রবাতে কদলী যথা ॥ ১৫
তাং দৃষ্ট্বা রাঘবঃ সীতাং বিরাধাঙ্কগতাং শুভাম্।
অব্রবীল্লক্ষ্মণং বাক্যং মুখেন পরিশুষ্যতা ॥ ১৬
পশ্য সৌম্য নরেন্দ্রস্য জনকস্যাত্মসম্ভবাম্।
মম ভার্য্যাং শুভাচারাং বিরাধাঙ্কে প্রবেশিতাম্ ॥ ১৭
অত্যন্তসুখসংবৃদ্ধাং রাজপুত্রীং যশস্বিনীম্।
যদভিপ্রেতমস্মাসু প্রিয়ং বরবৃতঞ্চ যৎ ॥ ১৮
কৈকেয্যাস্তু সুসংবৃত্তং ক্ষিপ্রমদ্যৈব লক্ষ্মণ।
যা ন তুষ্যতি রাজ্যেন পুত্রার্থে দীর্ঘদর্শিনী ॥ ১৯
যয়াহং সর্ব্বভূতানাং প্রিয়ঃ প্রস্থাপিতো বনম্।
অদ্যেদানীং সকামা সা যা মাতা মধ্যমা মম ॥ ২০
পরস্পর্শাৎ তু বৈদেহ্যা ন দুঃখতরমস্তি মে।
পিতুর্বিনাশাৎ সৌমিত্রে স্বরাজ্যহরণাৎ তথা ॥ ২১
ইতি ব্রুবতি কাকুৎস্থে বাষ্পশোকপরিপ্লুতঃ।

বিকটশব্দকারী পর্ব্বতশৃঙ্গতুল্য রাক্ষসকে দেখিতে পাইলেন। সেই ভীষণদর্শন বিকটাকার রাক্ষসের চক্ষুর্দ্বয় অত্যন্ত গভীর, বদন অতিবৃহৎ, উদর প্রকাণ্ড ও অঙ্গসমঠন অতি বিষম ছিল। সেই সুদীর্ঘাকার বীভৎস রাক্ষস বসাপ্লুত ও রুধিরাদ্র ব্যাঘ্রচর্ম্ম পরিধান করিয়াছিল; মুখব্যাদানকারী যমকে দেখিলে যেরূপ ভয় হইয়া থাকে, তাহাকে দেখিলেও সকল প্রাণীর মনে তদ্রূপ ভীতিসঞ্চার হইত; সে তিনটী সিংহ, চারিটী ব্যাঘ্র, দুইটী বৃক, দশটী পৃষতমৃগ এবং দন্তযুক্ত ও বসাক্ত বৃহৎ হস্তিমুণ্ড লৌহশূলে আবদ্ধ করিয়া ভীষণ চীৎকার করিতেছিল। পরে সেই রাক্ষস,—রাম, লক্ষ্মণ ও জনকদুহিতা সীতাকে দেখিয়া বিষম ক্রুদ্ধ হইয়া সংহারকালে যম যেমন প্রাণীর প্রতি ধাবিত হন, তদ্রূপ তাঁহাদিগের প্রতি বেগে ধাবিত হইল। রাক্ষস অতিভীষণ শব্দ সহকারে যেন পৃথিবী কম্পিত করত বিদেহরাজ দুহিতা সীতাকে ক্রোড়ে করিয়া কিছু দূরে যাইয়া কহিল, "তোরা জটা ও চীরধারী; অথচ হাতে ধনু. বাণ ও তরবারি ধারণ করিয়াছিস্; সে যাহা হউক, যখন তোরা স্ত্রীর সহিত দণ্ডকারণ্যে আসিয়াছিস্, তখন তোদের বাঁচিবার আর আশা নাই। দুইজন তাপসের এক রমণীর সহিত এরূপ বাস কিরূপে সঙ্গত হইতে পারে? তোরা নিতান্ত পাপী ও অধর্ম্মচারী; তোদের জন্য মুনিচরিত্র দূষিত হইতেছে। তোরা কে? ১—১১। আমি রাক্ষস; আমার নাম বিরাধ; আমি অস্ত্র ধারণ করিয়া ঋষিদিগের মাংস ভক্ষণ করত এই নিবিড় বনে ভ্রমণ করিয়া থাকি। এই পরমা সুন্দরী নারী আমার ভার্য্যা হইবে। তোরা পাপাচারী, আমি যুদ্ধে নিহত করিয়া তোদের রক্ত পান করিব।" সেই দুরাত্মা বিরাধের এইরূপ সগর্ব্ব কটু কথা শুনিয়া জনকনন্দিনী সীতাদেবী ভয়ে ব্যাকুলহৃদয়া হইয়া, ঝটিকাবিক্ষোভিত কদলীবৃক্ষের ন্যায় কাঁপিতে লাগিলেন। রঘুনন্দন রাম সেই সাধ্বী সীতাদেবীকে বিরাধের ক্রোড়ে দেখিয়া ম্লানমুখে লক্ষ্মণকে বলিলেন, "শুভদর্শন! যিনি নৃপবর জনকের দুহিতা, যিনি অতিসুখে বর্দ্ধিতা হইয়াছেন এবং যিনি আমার পত্নী; দেখ, সেই যশস্বিনী রাজকুমারী সীতাদেবী বিরাধের আয়ত্তা হইয়াছেন। লক্ষ্মণ! আমাদিগের প্রতি কৈকেয়ীর যেরূপ হওয়া অভিপ্রেত, তাঁহার যাহা প্রিয় এবং যে অভিপ্রায়ে তিনি বর প্রার্থনা করেন, তাহা এক্ষণে অতি শীঘ্র সম্পন্ন হইয়া উঠিল। যিনি পুত্রের জন্য রাজ্য লাভ করিয়াও সন্তুষ্টা হন নাই, পরন্তু আমার প্রতি সমস্ত প্রাণীর প্রীতি থাকা বশতঃ আমাকেও বনে প্রেরণ করিয়াছেন; এক্ষণে সেই মধ্যম জননী কৈকেয়ী দেবীর অভিলাষ পূর্ণ হইল। সুমিত্রানন্দন! রাজ্যহরণ, পিতার মৃত্যু ও বৈদেহী সীতাদেবীর বর অঙ্গে পরপুরুষস্পর্শ,—ইহা অপেক্ষা আমার সমধিক দুঃখ

অব্রবীল্লক্ষ্মণঃ ক্রুদ্ধো রুদ্ধো নাগ ইব শ্বসন্ ॥ ২২
অনাথ ইব ভূতানাং নাথস্ত্বং বাসবোপমঃ।
ময়া প্রেষ্যেণ কাকুৎস্থ কিমর্থং পরিতপ্যসে॥ ২৩
শরেণ নিহতস্যাদ্য ময়া ক্রুদ্ধেন রক্ষসঃ।
বিরাধস্য গতাসোর্হি মহী পাস্যতি শোণিতম্॥ ২৪
রাজ্যকামে মম ক্রোধো ভরতে যো বভূব হ।
তং বিরাধে বিমোক্ষ্যামি বজ্রী বজ্রমিবাচলে॥ ২৫
মম ভুজবলবেগবেগিতঃ
পততু শরোঽস্য মহান্ মহোরসি।
ব্যপনয়তু তনোশ্চ জীবিতং
পততু ততশ্চ মহীং বিঘূর্ণিতঃ॥ ২৬
ইত্যারণ্যকাণ্ডে দ্বিতীয়ঃ সর্গঃ॥ ২॥

তৃতীয়ঃ সর্গঃ।

অথোবাচ পুনর্বাক্যং বিরাধঃ পূরয়ন্ বনম্।
পৃচ্ছতো মম হি ব্রূতং কৌ যুবাং ক্ব গমিষ্যথঃ॥ ১
তমুবাচ ততো রামো রাক্ষসং জ্বলিতাননম্।
পৃচ্ছন্তং সুমহাতেজা ইক্ষ্বাকুকুলমাত্মনঃ॥ ২
ক্ষত্রিয়ৌ বৃত্তসম্পন্নৌ বিদ্ধি নৌ বনগোচরৌ।
ত্বাং তু বেদিতুমিচ্ছাবঃ কস্ত্বং চরসি দণ্ডকান্॥ ৩
তমুবাচ বিরাধস্তু রামং সত্যপরাক্রমম্।
হন্ত বক্ষ্যামি তে রাজন্ নিবোধ মম রাঘব॥ ৪
পুত্রঃ কিল জবস্যাহং মাতা মম শতহ্রদা।
বিরাধ ইতি মামাহুঃ পৃথিব্যাং সর্বরাক্ষসাঃ॥ ৫
তপসা চাপি সম্প্রাপ্তা ব্রহ্মণো হি প্রসাদজা।
শস্ত্রেণাবধ্যতা লোকেঽচ্ছেদ্যাভেদ্যত্বমেব চ॥ ৬
উৎসৃজ্য প্রমদামেনামনপেক্ষৌ যথাগতম্।
ত্বরমাণৌ পলায়েথাং ন বাং জীবিতমাদদে॥ ৭
তং রামঃ প্রত্যুবাচেদং কোপসংরক্তলোচনঃ।
রাক্ষসং বিকৃতাকারং বিরাধং পাপচেতসম্॥ ৮
ক্ষুদ্র ধিক্ ত্বাং তু হীনার্থং মৃত্যুমন্বেষসে ধ্রুবম্।
রণে প্রাপ্স্যসি সন্তিষ্ঠ ন মে জীবন্ বিমোক্ষ্যসে॥ ৯
ততঃ সজ্যং ধনুঃ কৃত্বা রামঃ সুনিশিতান্ শরান্।
সুশীঘ্রমভিসন্ধায় রাক্ষসং নিজঘান হ॥ ১০

আর কিছুই নাই।” ১২—২১। কাকুৎস্থ রাম এরূপ বলিলে, লক্ষ্মণ অতিশয় শোকাকুল হইলেন এবং তাঁহার লোচনদ্বয় হইতে অশ্রুধারা নির্গত হইতে লাগিল। অনন্তর তিনি ক্রুদ্ধ হইয়া, রুদ্ধ সর্পের ন্যায়, দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগপূর্ব্বক কহিলেন “কাকুৎস্থ! আপনি মহেন্দ্রের ন্যায় সমস্ত প্রাণীর নাথ হইয়া বিশেষতঃ আমার ন্যায় ভৃত্য থাকিতে কেন অনাথের ন্যায় বিলাপ করিতেছেন? আমি ক্রুদ্ধ হইয়া ঐ বিরাধ রাক্ষসকে বাণ প্রহার করিলে দুষ্ট নিশাচর নিশ্চয়ই প্রাণ ত্যাগ করিবে এবং ধরা উহার রুধির পান করিবে। রাজ্যলোভী ভরতের প্রতি আমার যে রোষ হইয়াছিল, ইন্দ্র যেমন পর্ব্বতের প্রতি বজ্র নিক্ষেপ করেন, তদ্রূপ আমিও সেই ক্রোধ ঐ বিরাধের প্রতি নিক্ষেপ করিব। আমার বাহুবলের বেগযুক্ত ভীষণ শর উহার বিশাল বক্ষে আঘাত করিয়া উহার জীবন বিনাশ করুক; দুরাত্মা ঘূর্ণিত হইয়া ভূতলে পতিত হউক। ২২—২৬।

তৃতীয় সর্গ।

অনন্তর সেই বিরাধ রাক্ষস বিকট চীৎকারে সমস্ত বন প্রতিধ্বনিত করিয়া পুনরায় বলিল, “আমি জিজ্ঞাসা করিতেছি; বল্, তোরা কে ও কোথায় যাইবি?” ক্রোধে প্রদীপ্তবদন সেই বিরাধ রাক্ষস এইরূপ জিজ্ঞাসা করিলে, অতিতেজস্বী রাম উত্তর করিলেন, ‘ইক্ষ্বাকুবংশে আমরা জন্মগ্রহণ করিয়াছি, আমরা ক্ষত্রিয়, আমরা ক্ষত্রিয়ের কর্ত্তব্য কার্য্য সকল অনুষ্ঠান করিয়া থাকি; সম্প্রতি বনবাসী হইয়াছি, ইহাতুই অবগত হ। আমরাও তোর বিষয় জানিতে ইচ্ছা করি; বল্—‘তুই কে? এই দণ্ডকারণ্যে কি জন্য বিচরণ করিস্?’ পরে বিরাধ রাক্ষস সেই সত্যপরাক্রমশালী রামকে বলিল, “অরে রঘুকুলজাত ক্ষত্রিয়! আমি তোর নিকটে আমার বৃত্তান্ত বলিতেছি, শোন্। আমি জবনামা রাক্ষসের পুত্র; আমার মাতার নাম শতহ্রদা; এই পৃথিবীমধ্যে সমস্ত রাক্ষসই আমাকে ‘বিরাধ’ বলিয়া ডাকিয়া থাকে। আমি তপস্যা করিয়া ব্রহ্মার প্রসাদে অস্ত্রদ্বারা অচ্ছেদ্য অভেদ্য ও অবধ্য হইব এইরূপ বর পাইয়াছি; অতএব তোরা যুদ্ধের চেষ্টা না করিয়া এই প্রমদাকে ছাড়িয়া, যে স্থান হইতে আসিয়াছিস্, অবিলম্বে তথায় পলায়ন কর্; যেন আমার হস্তে তোদের প্রাণ পর্য্যন্তও নষ্ট না হয়।” ক্রোধে আরক্তলোচন হইয়া সেই দুর্বৃত্ত বিকৃতাকার বিরাধ রাক্ষসকে রাম এইরূপ প্রত্যুত্তর করিলেন; ‘রে নীচাশয়! তোকে ধিক্! তোর অভিলষিত বিষয় অতিশয় মন্দ; নিশ্চয়ই তুই মৃত্যুকে অন্বেষণ করিতেছিস্; অবিলম্বেই তাহা পাইবি, ক্ষণকাল থাক্; জীবন থাকিতে আমার নিকটে তোর আর নিস্তার নাই।” ১—৯। পরে রাম তৎক্ষণাৎ ধনুকে গুণ আরোপণপূর্ব্বক বহুতর সুতীক্ষ্ণ বাণ সন্ধান করিয়া

ধনুষা জ্যাগুণবতা সপ্ত বাণান্ মুমোচ হ।
রুক্মপুঙ্খান্ মহাবেগান্ সুপর্ণানিলতুল্যগান্ ॥ ১১
তে শরীরং বিরাধস্য ভিত্ত্বা বর্হিণবাসসঃ।
নিপেতুঃ শোণিতাদিগ্ধা ধরণ্যাং পাবকোপমাঃ ॥ ১২
স বিদ্ধো ন্যস্য বৈদেহীং শূলমুদ্যম্য রাক্ষসঃ।
অভ্যদ্রবৎ সুসংক্রুদ্ধস্তদা রামং সলক্ষ্মণম্ ॥ ১৩
স বিনদ্য মহানাদং শূলং শক্রধ্বজোপমম্।
প্রগৃহ্যাশোভত তদা ব্যাত্তানন ইবান্তকঃ ॥ ১৪
অথ তৌ ভ্রাতরৌ দীপ্তং শরবর্ষং ববর্ষতুঃ।
বিরাধে রাক্ষসে তস্মিন্ কালান্তকযমোপমে ॥ ১৫
স প্রহস্য মহারৌদ্রং স্থিত্বাজৃম্ভত রাক্ষসঃ।
জৃম্ভমাণস্য তে বাণাঃ কায়ান্নিষ্পেতুরাশুগাঃ ॥ ১৬
স্পর্শাৎ তু বরদানেন প্রাণান্ সংরোধ্য রাক্ষসঃ।
বিরাধঃ শূলমুদ্যম্য রাঘবাবভ্যধাবত ॥ ১৭
তচ্ছূলং বজ্রসঙ্কাশং গগনে জ্বলনোপমম্।
বাণাভ্যাং শরাভ্যাং চিচ্ছেদ রামঃ শস্ত্রভৃতাং বরঃ ॥ ১৮
তদ্রামবিশিখৈশ্ছিন্নং শূলং তস্যাপতদ্ভুবি।
পপাতাশনিনা ছিন্নং মেরোরিব শিলাতলম্ ॥ ১৯

তৌ খড়্গৌ ক্ষিপ্রমুদ্যম্য কৃষ্ণসর্পাবিবোদ্যতৌ।
তূর্ণমাপততস্তস্য তদা প্রহরতাং বলাৎ ॥ ২০
স বধ্যমানঃ সুভৃশং ভুজাভ্যাং পরিগৃহ্য তৌ।
অপ্রকম্প্যৌ নরব্যাঘ্রৌ রৌদ্রঃ প্রস্থাতুমৈচ্ছত ॥ ২১
তস্যাভিপ্রায়মাজ্ঞায় রামো লক্ষ্মণমব্রবীৎ।
বহত্বয়মলং তাবৎ পথানেন তু রাক্ষসঃ ॥ ২২
যথা চেচ্ছতি সৌমিত্রে তথা বহতু রাক্ষসঃ।
অয়মেব হি নঃ পন্থাঃ যেন যাতি নিশাচরঃ ॥ ২৩
স তু স্ববলবীর্য্যেণ সমুৎক্ষিপ্য নিশাচরঃ।
বালাবিব স্কন্ধগতৌ চকারাতিবলোদ্ধতঃ ॥ ২৪
তাবারোপ্য ততঃ স্কন্ধং রাঘবৌ রজনীচরঃ।
বিরাধো বিনদন্ ঘোরং জগামাভিমুখো বনম্ ॥ ২৫
বনং মহামেঘনিভং প্রবিষ্টো
দ্রুমৈর্মহদ্ভির্বিবিধৈরুপেতম্।
নানাবিধৈঃ পক্ষিকুলৈর্বিচিত্রং
শিবাযুতং ব্যালমৃগৈর্বিকীর্ণম্ ॥ ২৬
ইত্যারণ্যকাণ্ডে তৃতীয়ঃ সর্গঃ ॥ ৩ ॥

সেই রাক্ষসের প্রতি নিক্ষেপ করিলেন। তৎপরে জ্যাযুক্ত ধনুর্দ্বারা স্বর্ণপুঙ্খ অতিবেগবান্ এবং গরুড় ও বায়ুর ন্যায় দ্রুতগামী সাতটী শর নিক্ষেপ করিলেন। সেই সকল ময়ূরপুচ্ছযুক্ত ও অগ্নিতুল্য প্রভাশালী বাণ বিরাধের অঙ্গ ভেদ করিয়া রক্তরঞ্জিত হইয়া ভূপতিত হইলল। তখন সেই রাক্ষস শরবিদ্ধ হইয়া মিথিলারাজনন্দিনী সীতাকে ভূতলে রাখিয়া শূল উদ্যত করিয়া সক্রোধে রাম ও লক্ষ্মণের দিকে ধাবিত হইল। সে ভীষণ চীৎকার করিয়া ইন্দ্রধ্বজসদৃশ সেই শূল ধারণ করত মুখব্যাদানকারী কৃতান্তের ন্যায় শোভা পাইল। পরে ভ্রাতৃদ্বয়, সেই কালান্তক যমের ন্যায় বিরাধ রাক্ষসের গাত্রে প্রদীপ্ত শরসমূহ নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। তখন সেই অতিভয়ানক রাক্ষস দণ্ডায়মান হইয়া হাস্য করত জৃম্ভণ করিল। সে জৃম্ভণ করিলে তাহার শরীর হইতে সেই সকল দ্রুতগামী বাণ বাহির হইয়া ভূতলে পড়িল। ১০—১৬। অতঃপর সেই বিরাধ রাক্ষস নিতান্ত কষ্ট পাইয়াও বরপ্রভাবে প্রাণধারণ ও শূল উদ্যত করত রঘুনন্দন রাম ও লক্ষ্মণের দিকে ধাবিত হইল। তৎকালে সেই বজ্রবৎ শূলের অগ্রভাগ গগন স্পর্শ করিয়া অগ্নির ন্যায় দৃষ্ট হইল। শস্ত্রধারিপ্রবর রাম দুইটী বাণদ্বারাই সেই শূল কাটিয়া ফেলিলেন। যেরূপ বজ্র দ্বারা খণ্ডীকৃত হইয়া মেরুপর্ব্বতের প্রকাণ্ড প্রস্তরখণ্ড ভূপতিত হয়, এরূপ বিরাধ-রাক্ষসের শূল রামের বাণে ছিন্ন হইয়া ভূতলে পড়িল। তখন রাম ও লক্ষ্মণ অতিশীঘ্র দংশনশীল কৃষ্ণসর্পের ন্যায় দুইখানি খড়্গ উদ্যত করিয়া বিরাধের দিকে ধাবিত হইলেন এবং তাহার নিকটে গিয়া খড়্গদ্বারা সবলে তাহাকে আঘাত করিতে লাগিলেন, সেই দুই নরশ্রেষ্ঠকর্ত্তৃক অতিশয় আহত হইয়া সেই ভীষণ রাক্ষস উভয় হস্তদ্বারা তাঁহাদিগের উভয়কে ধরিয়া লইয়া প্রস্থান করিবার উপক্রম করিল। তখনও তাঁহাদিগের দেহ কম্পিত হইল না। পরে রাম সেই রাক্ষসের অভিপ্রায় বুঝিতে পারিয়া লক্ষ্মণকে বলিলেন,—"এই রাক্ষস আমাদিগকে লইয়া এই পথ দিয়া গমন করুক। সুমিত্রানন্দন! এই রাক্ষস আমাদিগকে যেখানে লইয়া যাইতে ইচ্ছা করিতেছে, সেইখানেই লইয়া যাউক; কারণ যে পথ দিয়া এ যাইতেছে, তাহা আমাদিগেরও গন্তব্য পথ।" সেই মহাবল বিরাধ রাক্ষস বলপূর্ব্বক রাম ও লক্ষ্মণকে, বালকদ্বয়ের ন্যায়, উত্তোলন করত স্কন্ধদেশে স্থাপন করিয়া চীৎকার করত বনের দিকে যাইতে লাগিল। তৎপরে সেই রাক্ষস নানাবিধ বৃহৎ বৃহৎ বৃক্ষযুক্ত, বিবিধ পক্ষিসমূহে সুশোভিত, শৃগাল-সমন্বিত, হিংস্র জন্তুসমূহে সমাকীর্ণ ও মহামেঘতুল্য বিজন বনে প্রবেশ করিল। ১৭—২৬।

চতুর্থঃ সর্গঃ।

হ্রিয়মাণৌ তু কাকুৎস্থৌ দৃষ্ট্বা সীতা রঘূত্তমৌ।
উচ্চৈঃস্বরেণ চুক্রোশ প্রগৃহ্য সুমহাভুজৌ॥ ১
এষ দাশরথী রামঃ সত্যবান্ শীলবান্ শুচিঃ।
রক্ষসা রৌদ্ররূপেণ হ্রিয়তে সহলক্ষ্মণঃ॥ ২
মাং বৃকা ভক্ষয়িষ্যন্তি শার্দ্দূলদ্বীপিনস্তথা।
মাং হরোৎসৃজ্য কাকুৎস্থৌ নমস্তে রাক্ষসোত্তম॥ ৩
তস্যাস্তদ্বচনং শ্রুত্বা বৈদেহ্যা রামলক্ষ্মণৌ।
বেগং প্রচক্রতুর্বীরৌ বধে তস্য দুরাত্মনঃ॥ ৪
তস্য রৌদ্রস্য সৌমিত্রিঃ সব্যং বাহুং বভঞ্জ হ।
রামস্তু দক্ষিণং বাহুং তরসা তস্য রক্ষসঃ॥ ৫
স ভগ্নবাহুঃ সংবিগ্নঃ পপাতাশু বিমূর্চ্ছিতঃ।
ধরণ্যাং মেঘসঙ্কাশো বজ্রভিন্ন ইবাচলঃ॥ ৬
মুষ্টিভির্বাহুভিঃ পদ্ভিঃ সূদয়ন্তৌ তু রাক্ষসম্।
উদ্যম্যোদ্যম্য চাপ্যেনং স্থণ্ডিলে নিষ্পিপেষতুঃ॥ ৭
স বিদ্ধো বহুভির্বাণৈঃ খড়্গাভ্যাঞ্চ পরিক্ষতঃ।
নিষ্পিষ্টো বহুধা ভূমৌ ন মমার স রাক্ষসঃ॥ ৮
তং প্রেক্ষ্য রামঃ সুভৃশমবধ্যমচলোপমম্
ভয়েম্বভয়দঃ শ্রীমানিদং বচনমব্রবীৎ॥ ৯
তপসা পুরুষব্যাঘ্র রাক্ষসোঽয়ং ন শক্যতে।
শস্ত্রেণ যুধি নির্জ্জেতুং রাক্ষসং নিখনাবহে॥ ১০
কুঞ্জরস্যেব রৌদ্রস্য রাক্ষসস্যাস্য লক্ষ্মণ।
বনেঽস্মিন্ সুমহচ্ছ্বভ্রং খন্যতাং রৌদ্রবর্চ্চসঃ॥ ১১
ইত্যুক্ত্বা লক্ষ্মণং রামঃ প্রদরঃ খন্যতামিতি।
তস্থৌ বিরাধমাক্রম্য কণ্ঠে পাদেন বীর্য্যবান্॥ ১২
তচ্ছ্রুত্বা রাঘবেণোক্তং রাক্ষসঃ প্রশ্রিতং বচঃ।
ইদং প্রোবাচ কাকুৎস্থং বিরাধঃ পুরুষর্ষভম্॥ ১৩
হতোঽহং পুরুষব্যাঘ্র শক্রতুল্যবলেন বৈ।
ময়া তু পূর্ব্বং ত্বং মোহান্ন জ্ঞাতঃ পুরুষর্ষভ॥ ১৪
কৌসল্যা সুপ্রজাস্তাত রামস্ত্বং বিদিতো ময়া।
বৈদেহী চ মহাভাগা লক্ষ্মণশ্চ মহাযশাঃ॥ ১৫
অভিশাপাদহং ঘোরাং প্রবিষ্টো রাক্ষসীং তনুম্।
তুম্বুরুর্নাম গন্ধর্ব্বঃ শপ্তো বৈশ্রবণেন হি॥ ১৬
প্রসাদ্যমানশ্চ ময়া সোঽব্রবীন্মাং মহাযশাঃ।
যদা দাশরথী রামস্ত্বাং বধিষ্যতি সংযুগে।

চতুর্থ সর্গ।

বিরাধ রাক্ষস, রঘুনন্দন রাম ও লক্ষ্মণকে হরণ করিয়া লইয়া যাইতেছে দেখিয়া সীতাদেবী তাঁহার কোমল বাহুদ্বয় উত্তোলন করত উচ্চৈঃস্বরে এরূপ বিলাপ করিলেন,—"ঐ ভীষণাকার রাক্ষস, সাধু-স্বভাব সত্যনিরত সুপবিত্র দশরথ-তনয় রাম এবং লক্ষ্মণকে হরণ করিয়া লইয়া যাইতেছে! হায়! বৃক, ব্যাঘ্র প্রভৃতি শ্বাপদগণ আমাকে খাইয়া ফেলিবে!—রাক্ষস-শ্রেষ্ঠ! আমি তোমাকে নমস্কার করিতেছি; তুমি ঐ দুই কাকুৎস্থকে ছাড়িয়া আমাকে হরণ কর। জনকনন্দিনী সীতার সেই বিলাপ শুনিয়া বীর্য্যবান্ রাম ও লক্ষ্মণ সেই দুরাত্মা রাক্ষসকে বধ করিতে সত্বর হইলেন। তখন রাম সবলে সেই রাক্ষসের দক্ষিণ বাহু ভাঙ্গিয়া দিলেন এবং লক্ষ্মণ তাহার বামহস্ত ভাঙ্গিয়া ফেলিলেন। সেই মেঘতুল্য রাক্ষস ভগ্নবাহু হইয়া অত্যন্ত অবসন্ন হইল এবং তৎক্ষণাৎ মূর্চ্ছিত হইয়া বজ্রভিন্ন পর্ব্বতের ন্যায় ভূপতিত হইল। পরে তাঁহারা সেই রাক্ষসকে হস্ত, পদ, ও মুষ্টিদ্বারা প্রহার করিতে লাগিলেন এবং বারংবার তাহাকে উত্তোলন-পূর্ব্বক ভূতলে নিক্ষেপ করত মর্দ্দন করিতে লাগিলেন। ১—৭। পরন্তু সেই রাক্ষস বহুতর-শরবিদ্ধ, খড়্গ-দ্বারা আহত ও নানাপ্রকারে ভূতলে নিষ্পিষ্ট হইয়াও কোন মতে মরিল না। ভয়কালে যিনি সকলকেই অভয় দিয়া থাকেন, সেই শ্রীমান্ রাম, পর্ব্বতসদৃশ সেই রাক্ষসকে সর্ব্বতোভাবে অবধ্য দেখিয়া লক্ষ্মণকে বলিলেন, "পুরুষশ্রেষ্ঠ! এই রাক্ষস এরূপ তপস্যা করিয়াছে যে, যুদ্ধে ইহাকে অস্ত্রদ্বারা পরাস্ত করা যাইতেছে না; অতএব আইস আমরা ইহাকে প্রোথিত করি। লক্ষ্মণ! বৃহৎ হস্তীর জন্য যেরূপ গর্ত্ত আবশ্যক হয়, তুমি এই ভয়ানক তেজঃশালী রাক্ষসের জন্য এই বনমধ্যে সেইরূপ এক বৃহৎ গর্ত্ত খনন কর।" ৮—১১। বীর্য্যশালী রাম, লক্ষ্মণকে "গর্ত্ত খনন কর" বলিয়া পাদদ্বারা বিরাধের কণ্ঠদেশ পিষ্ট করত দাঁড়াইয়া রহিলেন। রঘুনন্দন পুরুষসিংহ রামের কথা শুনিয়া, বিরাধ রাক্ষস তাঁহাকে বিনীত বাক্যে বলিল যে, "পুরুষপ্রবর! আপনি বলে ইন্দ্রসদৃশ, সুতরাং আপনি আমাকে নিহত করিবেন। পুরুষ-শ্রেষ্ঠ! পূর্ব্বে আমি অজ্ঞানবশতঃ আপনাকে বুঝিতে পারি নাই; এক্ষণে জানিলাম যে, আপনি রাম, কৌশল্যা দেবী আপনার দ্বারাই সুসন্তানবতী হইয়াছেন। অপিচ আমি পরমসৌভাগ্যবতী জনকনন্দিনী সীতা এবং মহাযশা লক্ষ্মণকেও জানিতে পারিয়াছি। অভি-শাপবশতঃ আমি এই ভীতিপ্রদ রাক্ষসদেহ প্রাপ্ত হইয়াছি। পূর্ব্বে আমি গন্ধর্ব্ব ছিলাম, আমার নাম তুম্বুরু; কুবের আমাকে এইরূপ অভিশাপ দিয়াছিলেন। সেই সময়ে আমি সেই মহাযশা কুবেরকে প্রসন্ন

তদা প্রকৃতিমাপন্নো ভবান্ স্বর্গং গমিষ্যতি॥ ১৭
অনুপস্থীয়মানো মাং স ক্রুদ্ধো ব্যাজহার হ।
ইতি বৈশ্রবণো রাজা রম্ভাসক্তমুবাচ হ॥ ১৮
তব প্রসাদান্মুক্তোঽহমভিশাপাৎ সুদারুণাৎ
ভবনং স্বং গমিষ্যামি স্বস্তি বোঽস্তু পরন্তপ॥ ১৯
ইতো বসতি ধর্ম্মাত্মা শরভঙ্গঃ প্রতাপবান্।
অধ্যর্দ্ধযোজনে তাত মহর্ষিঃ সূর্য্যসন্নিভঃ॥ ২০
তং ক্ষিপ্রমভিগচ্ছ ত্বং স তে শ্রেয়োঽভিধাস্যতি।
অবটে চাপি মাং রাম নিক্ষিপ্য কুশলী ব্রজ॥ ২১
রক্ষসাং গতসত্ত্বানামেষ ধর্ম্মঃ সনাতনঃ।
অবটে যে নিধীয়ন্তে তেষাং লোকাঃ সনাতনাঃ॥ ২২
এবমুক্ত্বা তু কাকুৎস্থং বিরাধঃ শরপীড়িতঃ।
বভূব স্বর্গসম্প্রাপ্তো ন্যস্তদেহো মহাবলঃ॥ ২৩
তচ্ছ্রুত্বা রাঘবো বাক্যং লক্ষ্মণং ব্যাদিদেশ হ॥ ২৪
কুঞ্জরস্যেব রৌদ্রস্য রাক্ষসস্যাস্য লক্ষ্মণ।
বনেঽস্মিন্ সুমহৎ শ্বভ্রং খন্যতাং রৌদ্রকর্ম্মণঃ॥ ২৫
ইত্যুক্ত্বা লক্ষ্মণং রামঃ প্রদরঃ খন্যতামিতি।
তস্থৌ বিরাধমাক্রম্য কণ্ঠে পাদেন বীর্য্যবান্॥ ২৬
ততঃ খনিত্রমাদায় লক্ষ্মণঃ শ্বভ্রমুত্তমম্।
অখনৎ পার্শ্বতস্তস্য বিরাধস্য মহাত্মনঃ॥ ২৭
তং মুক্তকণ্ঠমুৎক্ষিপ্য শঙ্কুকর্ণং মহাস্বনম্।
বিরাধং প্রাক্ষিপচ্ছ্বভ্রে নদন্তং ভৈরবস্বনম্॥ ২৮

তমাহবে নির্জ্জিতমাশুবিক্রমৌ
স্থিরাবুভৌ সংযতি রামলক্ষ্মণৌ।
মুদান্বিতৌ চিক্ষিপতুর্ভয়াবহং
নদন্তমুৎক্ষিপ্য বলেন রাক্ষসম্॥ ২৯
অবধ্যতাং প্রেক্ষ্য মহাসুরস্য তৌ
শিতেন শস্ত্রেণ তদা নরর্ষভৌ
সমর্থ্য চাত্যর্থবিশারদাবুভৌ
বিলে বিরাধস্য বধং প্রচক্রতুঃ॥ ৩০
স্বয়ং বিরাধেন হি মৃত্যুরাত্মনঃ
প্রসহ্য রামেণ যথার্থমীপ্সিতঃ।
নিবেদিতঃ কাননচারিণা স্বয়ং
ন মে বধঃ শস্ত্রকৃতো ভবেদিতি॥ ৩১
তদেব রামেণ নিশম্য ভাষিতং
কৃতা মতিস্তস্য বিলপ্রবেশনে।
বিলঞ্চ তেনাতিবলেন রক্ষসা
প্রবেশ্যমানেন বনং বিনাদিতম্॥ ৩২

করিলে, তিনি আমাকে বলিয়াছেন যে, "দশরথতনয় রাম তোমাকে যুদ্ধস্থলে বধ করিলে তুমি গন্ধর্ব্ব-শরীর পুনঃপ্রাপ্ত হইয়া স্বর্গে আসিবে। রম্ভার প্রতি আসক্ত হইয়া আমি নিয়মিত সময়ে ধনপতি কুবেরের নিকটে উপস্থিত হই নাই; তাহাতে তিনি আমার প্রতি রুষ্ট হইয়া ঐরূপ অভিশাপ দিয়াছিলেন। শত্রুদমন! এক্ষণে আমি আপনার করুণায় সেই নিদারুণ অভিশাপ হইতে মুক্ত হইলাম; এক্ষণে আমি নিজ গৃহে যাইব। আপনাদিগের মঙ্গল হউক। এস্থান হইতে অর্দ্ধ যোজন দূরে প্রতাপশালী সূর্য্যের ন্যায় তেজস্বী ধর্ম্মাত্মা শরভঙ্গ-নামক মহর্ষি বাস করেন; আপনি সত্বর তাঁহার নিকটে গমন করুন, তিনি আপনার মঙ্গল বিধান করিবেন। রাম! অধুনা আপনি আমাকে গর্ত্তে নিক্ষেপ করিয়া নিশ্চিন্তমনে তথায় গমন করুন; মৃত্যুর পর গর্ত্তে নিক্ষিপ্ত হওয়া রাক্ষসদিগের চিরন্তন ধর্ম্ম; মৃত্যুর পর যে সকল রাক্ষসেরা গর্ত্তে নিক্ষিপ্ত হয়, তাহারা সনাতন লোক সকল লাভ করিয়া থাকে।" ১২—২২। সেই বাণাহত মহাবল বিরাধ, কাকুৎস্থ রামকে ঐকথা বলিয়া দেহত্যাগপূর্ব্বক স্বর্গে গমনার্থ সমুদ্যত হইল। বিরাধের কথা শুনিয়া রঘু-নন্দন রামও লক্ষ্মণকে আদেশ করিলেন, "লক্ষ্মণ! প্রকাণ্ড হস্তীর জন্ত যেরূপ গর্ত্ত খনন করিতে হয়, এই ভীমকর্ম্মা রাক্ষসের নিমিত্ত ঠিক সেইরূপ বৃহৎ গর্ত্ত খনন কর।" লক্ষ্মণকে "গর্ত্ত খনন কর" বলিয়া বীর্য্যশালী রাম পাদদ্বারা বিরাধের কণ্ঠদেশ পিষ্ট করিয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। ২৩—২৬। লক্ষ্মণ খনিত্রদ্বারা সেই মহাকায় বিরাধের পার্শ্বদেশে এক বৃহৎ গর্ত্ত খনন করিলেন। পরে রাম সেই শঙ্কুতুল্য কঠিনকর্ণ-সমন্বিত বিরাধের কণ্ঠস্থল পরিত্যাগ করিয়া তাহাকে উঠাইয়া উক্ত গর্ত্তে নিক্ষেপ করিলেন। তখন সে উচ্চৈঃস্বরে ভয়ানক চীৎকার করিতে লাগিল। যুদ্ধ-ক্ষেত্রে স্থির, বলপ্রকাশে ক্ষিপ্রহস্ত রাম ও লক্ষ্মণ উভয়ে হর্ষান্বিত হইয়া সবলে সেই শব্দকারী, যুদ্ধে ভীতিপ্রদ বিরাধ রাক্ষসকে উঠাইয়া গর্ত্তে নিক্ষেপ করিলেন। সর্ব্বকার্য্যে সুদক্ষ সেই নরবরদ্বয় মহাশূর বিরাধের শস্ত্রদ্বারা অবধ্যতা নিশ্চয় জানিয়া বুদ্ধিসহকারে তাহার মৃত্যুর উপায় স্থির করিয়া তাহাকে গর্ত্তে নিক্ষেপ করত সংহার করিলেন। বনচারী বিরাধ নিজেই রামের নিকট নিজের প্রাণনাশ কামনা করিয়া তাঁহাকে "অস্ত্রদ্বারা আমার মৃত্যু হইতে পারে না" ইহা বলিয়া তদীয় মৃত্যুর প্রকৃত উপায় বলিয়া দিয়া-ছিল। অতীব বলশালী সেই রাক্ষসের সেই কথা শুনিয়া রাম তাহাকে গর্ত্তে নিক্ষেপ করিতে ইচ্ছা করিয়াছিলেন। পরে যখন তাহাকে রাম গর্ত্তে

প্রহৃষ্টরূপাবিব রামলক্ষ্মণৌ
বিরাধমূর্ব্ব্যাং প্রদরে নিপাত্য তম্।
ননন্দতুর্বীতভয়ৌ মহাবনে
দিবি স্থিতৌ চন্দ্রদিবাকরাবিব॥ ২৩
ইত্যারণ্যকাণ্ডে চতুর্থঃ সর্গঃ॥ ৪॥

পঞ্চমঃ সর্গঃ।

হত্বা তু তং ভীমবলং বিরাধং রাক্ষসং বনে।
ততঃ সীতাং পরিষ্বজ্য সমাশ্বাস্য চ বীর্য্যবান্॥ ১
অব্রবীদ্‌ভ্রাতরং রামো লক্ষ্মণং দীপ্ততেজসম্।
কষ্টং বনমিদং দুর্গং ন চ স্মো বনগোচরাঃ॥ ২
অভিগচ্ছামহে শীঘ্রং শরভঙ্গং তপোধনম্।
আশ্রমং শরভঙ্গস্য রাঘবোঽভিজগাম হ॥ ৩
তস্য দেবপ্রভাবস্য তপসা ভাবিতাত্মনঃ।
সমীপে শরভঙ্গস্য দদর্শ মহদদ্ভুতম্॥ ৪
বিভ্রাজমানং বপুষা সূর্য্যবৈশ্বানরপ্রভম্।
রথপ্রবরমারূঢ়মাকাশে বিবুধানুগম্॥ ৫
অসংস্পৃশন্তং বসুধাং দদর্শ বিবুধেশ্বরম্।
সুপ্রভাভরণং দেবং বিরজোঽম্বরধারিণম্॥ ৬
তদ্বিধৈরেব বহুভিঃ পূজ্যমানং মহাত্মভিঃ।
হরিতৈর্বাজিভির্যুক্তমন্তরিক্ষগতং রথম্॥ ৭
দদর্শ দূরতস্তস্য তরুণাদিত্যসন্নিভম্।
পাণ্ডুরাভ্রঘনপ্রখ্যং চন্দ্রমণ্ডলসন্নিভম্॥ ৮
অপশ্যদ্বিমলং ছত্রং চিত্রমাল্যোপশোভিতম্।
চামরব্যজনে চাগ্র্যে রুক্মদণ্ডে মহাধনে॥ ৯
গৃহীতে বরনারীভ্যাং ধূয়মানে চ মূর্দ্ধনি।
গন্ধর্ব্বামরসিদ্ধাশ্চ বহবঃ পরমর্ষয়ঃ॥ ১০
অন্তরিক্ষগতং দেবং গীর্ভিরগ্র্যাভিরৈড়য়ন্।
সহ সম্ভাষমাণে তু শরভঙ্গেণ বাসবে॥ ১১
দৃষ্ট্বা শতক্রতুং তত্র রামো লক্ষ্মণমব্রবীৎ।
রামোঽথ রথমুদ্দিশ্য ভ্রাতুর্দর্শয়তাদ্ভুতম্॥ ১২
অর্চ্চিষ্মন্তং শ্রিয়া জুষ্টমদ্ভুতং পশ্য লক্ষ্মণ।
প্রতপন্তমিবাদিত্যমন্তরিক্ষগতং রথম্॥ ১৩
যে হয়াঃ পুরুহূতস্য পুরা শক্রস্য নঃ শ্রুতাঃ।
অন্তরিক্ষগতা দিব্যাস্ত ইমে হরয়ো ধ্রুবম্॥ ১৪
ইমে চ পুরুষব্যাঘ্র যে তিষ্ঠন্ত্যভিতো দিশম্।
শতং শতং কুণ্ডলিনো যুবানঃ খড়্গপাণয়ঃ॥ ১৫
বিস্তীর্ণবিপুলোরস্কাঃ পরিঘায়তবাহবঃ।

নিক্ষেপ করেন, সেই রাক্ষস তখন চীৎকারদ্বারা সমস্ত বন প্রতিধ্বনিত করে। পরে নিবিড় বনমধ্যে রাম ও লক্ষ্মণ সেই বিরাধকে গর্ত্তে নিপাতিত করিয়া নিঃশঙ্ক হইয়া শারীরিক ও মানসিক সন্তোষলাভ করত গগনস্থ সূর্য্য ও চন্দ্রের সাদৃশ্য ধারণ করিলেন। ২৭—৩৩।

পঞ্চম সর্গ।

বীর্য্যশালী রাম সেই অমিতবল বিরাধ রাক্ষসকে বিনাশ করিয়া সীতাকে আলিঙ্গনপূর্ব্বক আশ্বাস দিয়া অমিততেজা ভ্রাতা লক্ষ্মণকে বলিলেন, এই কানন অতিশয় ক্লেশদায়ক ও দুর্গম, আমরাও এ বনের কোন বৃত্তান্ত জানি না; অতএব চল আমরা শীঘ্র তপোধন শরভঙ্গের সমীপে গমন করি।” পরে রঘুনন্দন রাম শরভঙ্গের আশ্রমাভিমুখে যাইতে লাগিলেন। তিনি তপস্যাপ্রভাবে বিশুদ্ধচিত্ত ও দেবতাতুল্য দীপ্তিমান্, সেই শরভঙ্গ ঋষির আশ্রমের নিকটে যাইয়া অতীব অদ্ভুত ব্যাপার দেখিলেন। ১—৪। দেখিলেন যে, সূর্য্য ও অগ্নিতুল্য দ্যুতিমান্ দেদীপ্যমানশরীর, উজ্জ্বল অলঙ্কার সমূহে ভূষিত এবং নির্ম্মলবস্ত্রপরিধায়ী দেবরাজ ইন্দ্র, দেবগণসহ ভূতল-স্পর্শ না করিয়া রথারোহণে শূন্যমার্গে অবস্থিত রহিয়াছেন এবং তদ্রূপ আভরণাদিভূষিত অনেক মহাত্মা তাঁহাকে পূজা করিতেছেন। রাম দূর হইতে দেখিলেন যে, মহেন্দ্রের নবোদিত সূর্য্যের ন্যায় প্রভাবিশিষ্ট হরিতবর্ণ অশ্বগণ-যোজিত রথ অন্তরীক্ষে রহিয়াছে। তিনি আরও দেখিলেন যে, ইন্দ্রের মস্তকের উপর পাণ্ডুবর্ণ ঘনমেঘের ন্যায় বর্ণবিশিষ্ট, মনোহর মাল্য-সুশোভিত, চন্দ্রমণ্ডলসম নির্ম্মল ছত্র বিরাজমান রহিয়াছে। দুইটী সুন্দরী স্ত্রী সুবর্ণময়দণ্ডযুক্ত দুইটী বহুমূল্য উৎকৃষ্ট চামর লইয়া তাঁহার মস্তকে বীজন করিতেছে এবং অনেক দেব, গন্ধর্ব্ব, সিদ্ধ ও মহর্ষিগণ প্রশস্তবাক্যসমূহদ্বারা সেই অন্তরীক্ষস্থ দেবরাজকে স্তব করিতেছেন। শতক্রতু মহেন্দ্র শরভঙ্গমুনির সহিত সম্ভাষণ করিতেছেন, এমত সময়ে রাম তাঁহাকে দেখিয়া অঙ্গুলিদ্বারা সেই রথ নির্দ্দেশপূর্ব্বক ভ্রাতা লক্ষ্মণকে এই অদ্ভুত ব্যাপার দেখাইয়া কহিলেন। ৫—১২। “লক্ষ্মণ! সন্তাপদায়ক সূর্য্যের ন্যায় জ্যোতির্বিশিষ্ট ঐ অন্তরীক্ষস্থ শোভাযুক্ত অদ্ভুত রথ দেখ। আমরা পূর্ব্বে বহুযজ্ঞানুষ্ঠায়ী মহেন্দ্রের যেরূপ অশ্বগণের বিষয় শুনিয়াছি, ঐ অন্তরীক্ষস্থ দিব্য অশ্বগণ যে সেইরূপ, ইহাতে সন্দেহ নাই। পুরুষশ্রেষ্ঠ! ঐ যে ব্যাঘ্রতুল্য দুরাক্রমণীয়, কুণ্ডলধারী ও যৌবনসম্পন্ন শত শত পুরুষেরা খড়্গহস্তে চতুর্দ্দিকে অবস্থিত রহিয়াছেন,

শোণাংশুবসনাঃ সর্ব্বে ব্যাঘ্রা ইব দুরাসদাঃ ॥ ১৬
উরোদেশেষু সর্ব্বেষাং হারা জ্বলনসন্নিভাঃ।
রূপং বিভ্রতি সৌমিত্রে পঞ্চবিংশতিবার্ষিকম্ ॥ ১৭
এতদ্ধি কিল দেবানাং বয়ো ভবতি নিত্যদা।
যথেমে পুরুষব্যাঘ্রা দৃশ্যন্তে প্রিয়দর্শনাঃ ॥ ১৮
ইহৈব সহ বৈদেহ্যা মুহূর্ত্তং তিষ্ঠ লক্ষ্মণ।
যাবজ্জানাম্যহং ব্যক্তং ক এষ দ্যুতিমান্ রথে ॥ ১৯
তমেবমুক্ত্বা সৌমিত্রিমিহৈব স্থীয়তামিতি
অভিচক্রাম কাকুৎস্থঃ শরভঙ্গাশ্রমং প্রতি ॥ ২০
ততঃ সমভিগচ্ছন্তং প্রেক্ষ্য রামং শচীপতিঃ।
শরভঙ্গমনুজ্ঞাপ্য বিবুধানিদমব্রবীৎ ॥ ২১
ইহোপযাত্যসৌ রামো যাবন্মাং নাভিভাষতে।
নিষ্ঠাং নয়তু তাবত্তু ততো মা দ্রষ্টুমর্হতি ॥ ২২
জিতবন্তং কৃতার্থং হি তদাহমচিরাদিমম্।
কর্ম্ম হ্যনেন কর্ত্তব্যং মহদন্যৈঃ সুদুষ্করম্ ॥ ২৩
অথ বজ্রী তমামন্ত্র্য মানয়িত্বা চ তাপসম্।
রথেন হয়যুক্তেন যযৌ দিবমরিন্দমঃ ॥ ২৪

প্রয়াতে তু সহস্রাক্ষে রাঘবঃ সপরিচ্ছদঃ।
অগ্নিহোত্রমুপাসীনং শরভঙ্গমুপাগমৎ ॥ ২৫
তস্য পাদৌ চ সংগৃহ্য রামঃ সীতা চ লক্ষ্মণঃ।
নিষেদুস্তদনুজ্ঞাতা লব্ধবাসা নিমন্ত্রিতাঃ ॥ ২৬
ততঃ শক্রোপযানং তৎ পর্য্যপৃচ্ছৎ স রাঘবঃ।
শরভঙ্গশ্চ তৎ সর্ব্বং রাঘবায় ন্যবেদয়ৎ ॥ ২৭
মামেষ বরদো রাম ব্রহ্মলোকং নিনীষতি।
জিতমুগ্রেণ তপসা দুষ্প্রাপমকৃতাত্মভিঃ ॥ ২৮
অহং জ্ঞাত্বা নরব্যাঘ্র বর্ত্তমানমদূরতঃ।
ব্রহ্মলোকং ন গচ্ছামি ত্বামদৃষ্ট্বা প্রিয়াতিথিম্ ॥ ২৯
ত্বয়াহং পুরুষব্যাঘ্র ধার্ম্মিকেণ মহাত্মনা।
সমাগম্য গমিষ্যামি ত্রিদিবঞ্চাবরং পরম্ ॥ ৩০
অক্ষয়া নরশার্দূল জিতা লোকা ময়া শুভাঃ।
ব্রাহ্ম্যাশ্চ নাকপৃষ্ঠ্যাশ্চ প্রতিগৃহ্লীষ্ব মামকাঃ ॥ ৩১
এবমুক্তো নরব্যাঘ্রঃ সর্ব্বশাস্ত্রবিশারদঃ।
ঋষিণা শরভঙ্গেণ রাঘবো বাক্যমব্রবীৎ ॥ ৩২

উঁহাদিগের বক্ষঃস্থল সুবিশাল ও অগ্নির ন্যায় প্রদীপ্ত হারে ভূষিত, বাহু পরিঘের ন্যায় বিস্তৃত, বস্ত্র রক্তবর্ণ এবং রূপ পঞ্চবিংশতিবর্ষ-বয়স্ক পুরুষের রূপের ন্যায়। উঁহারা নিশ্চয়ই দেবতা হইবেন; কেননা, ঐ প্রিয়-দর্শন পুরুষশ্রেষ্ঠগণের যেরূপ বয়সের পরিমাণ দেখা যাইতেছে, দেবতাদিগের নিত্যই ঐরূপ বয়ঃপরিমাণ থাকে। সে যাহা হউক, লক্ষ্মণ! যতক্ষণ ঐ রথস্থ দীপ্তিশালী মহাপুরুষ যে কে, ইহা আমি নিশ্চয়রূপে জানিতে না পারি, তুমি বিদেহরাজদুহিতা সীতার সহিত ততক্ষণ পর্য্যন্ত এই স্থানে থাক। সুমিত্রানন্দন লক্ষ্মণকে "এই স্থানে থাক" বলিয়া, কাকুৎস্থ রাম, শরভঙ্গের আশ্রমাভিমুখে অগ্রসর হইলেন। ১৩—২০। পরে শচীপতি মহেন্দ্র, রামকে সেই দিকে আসিতে দেখিয়া শরভঙ্গ মুনির নিকটে বিদায় লইয়া দেবগণকে বলিলেন, "ঐ রাম এই দিকে আসিতেছেন; কিন্তু উনি আমার সহিত সম্ভাষণ করিবার পূর্ব্বে সেই কার্য্য সম্পন্ন করুন, তৎপরে আমাকে দেখিবেন। ঐ রামকে অন্যের পক্ষে অতি দুষ্কর রাবণ-বধরূপ মহৎ কার্য্য সম্পন্ন করিতে হইবে। যখন উনি রাবণকে জয় করিয়া কৃতকার্য্য হইবেন, তখন আমি অবিলম্বে আসিয়া নিজেই উঁহাকে দর্শন করিব।" অনন্তর বজ্রপাণি অরিন্দম মহেন্দ্র সেই তপস্বী শরভঙ্গকে আমন্ত্রণপূর্ব্বক সম্মানিত করিয়া অশ্বযোজিত রথারোহণে স্বর্গে গমন করিলেন। ২১—২৪। সহস্রাক্ষ মহেন্দ্র স্বর্গে প্রত্যাবর্তন করিলে, রঘুনন্দন রাম ভ্রাতা ও পত্নীর সহিত অগ্নিহোত্র-হোতা শরভঙ্গের নিকটে উপস্থিত হইলেন। পরে রাম, লক্ষ্মণ ও সীতা দেবী সেই মহর্ষির চরণে প্রণাম করিলে, তিনি তাঁহাদিগের বাসস্থান নির্দ্দেশপূর্ব্বক তাঁহাদিগকে নিমন্ত্রণ করিয়া উপবেশন করিতে আদেশ করিলে তাঁহারা উপবিষ্ট হইলেন। উপবেশনানন্তর রঘুনন্দন রাম, শরভঙ্গকে মহেন্দ্রের আগমনবিষয়ে প্রশ্ন করিলে, তিনি তাঁহাকে সেই সকল বিবরণ এইরূপে বিজ্ঞাপন করিলেন, "রাম! অবিশুদ্ধচিত্ত ব্যক্তিগণ যাহা লাভ করিতে সমর্থ হয় না, পরন্তু আমি কঠোর তপস্যাদ্বারা সেই ব্রহ্মলোক লাভ করিয়াছি, আমাকে সেই ব্রহ্মলোকে লইয়া যাইতে ইচ্ছুক হইয়া ঐ বরপ্রদ ইন্দ্র এখানে আসিয়াছিলেন, কিন্তু নরশার্দ্দূল! তুমি আমার পরম প্রিয় অতিথি; তুমি আমার নিকটবর্ত্তী হইয়াছ, ইহা জানিতে পারিয়া আমি গমন করিলাম না। তুমি অতি মহাত্মা ধার্ম্মিক পুরুষশ্রেষ্ঠ। তোমার সহিত সমাগত হইয়াই আমি স্বর্গীয় উচ্চ-নীচ লোকসমূহে গমন করিব ইচ্ছা করিলাম। সে যাহা হউক; নরোত্তম! আমি তপস্যাদ্বারা যে সকল অক্ষয় সুখপ্রদ স্বর্গলোক ও ব্রহ্মলোক লাভ করিবার অধিকারী হইয়াছি, তুমি আমার তপোর্জ্জিত সেই লোকসকল গ্রহণ কর।" ২৬—৩১। মহর্ষি শরভঙ্গ সর্ব্বশাস্ত্রবিশারদ নরবর রঘুনন্দন রামকে

অহমেবাহরিষ্যামি সর্ব্বান্ লোকান্ মহামুনে।
আবাসন্ত্বহমিচ্ছামি প্রদিষ্টমিহ কাননে॥ ৩৩
রাঘবেণৈবমুক্তস্তু শক্রতুল্যবলেন বৈ।
শরভঙ্গো মহাপ্রাজ্ঞঃ পুনরেবাব্রবীদ্বচঃ॥ ৩৪
ইহ রাম মহাতেজাঃ সুতীক্ষ্ণো নাম ধার্ম্মিকঃ।
বসত্যরণ্যে নিয়তঃ স তে শ্রেয়ো বিধাস্যতি॥ ৩৫
ইমাং মন্দাকিনীং রাম প্রতিস্রোতামনুব্রজ।
নদীং পুষ্পোড়ুপবহাং ততস্তত্র গমিষ্যসি॥ ৩৬
এষ পন্থা নরব্যাঘ্র মুহূর্ত্তং পশ্য তাত মাম্।
যাবজ্জহামি গাত্রাণি জীর্ণত্বচমিবোরগঃ॥ ৩৭
ততোঽগ্নিং স সমাধায় হুত্বা চাজ্যেন মন্ত্রবৎ।
শরভঙ্গো মহাতেজাঃ প্রবিবেশ হুতাশনম্॥ ৩৮
তস্য রোমাণি কেশাংশ্চ তদা বহ্নির্মহাত্মনঃ।
জীর্ণাং ত্বচং তথাস্থীনি যচ্চ মাংসঞ্চ শোণিতম্॥ ৩৯
স চ পাবকসঙ্কাশঃ কুমারঃ সমপদ্যত।
উত্থায়াগ্নিচয়াৎ তস্মাচ্ছরভঙ্গো ব্যরোচত॥ ৪০

স লোকানাহিতাগ্নীনাম্ ঋষীণাঞ্চ মহাত্মনাম্।
দেবানাঞ্চ ব্যতিক্রম্য ব্রহ্মলোকং ব্যরোহত॥ ৪১
স পুণ্যকর্ম্মা ভুবনে দ্বিজর্ষভঃ
পিতামহং সানুচরং দদর্শ হ।
পিতামহশ্চাপি সমীক্ষ্য তং দ্বিজং
ননন্দ সুস্বাগতমিত্যুবাচ হ॥ ৪২

ইত্যারণ্যকাণ্ডে পঞ্চমঃ সর্গঃ॥ ৫॥

ষষ্ঠঃ সর্গঃ।

শরভঙ্গে দিবং প্রাপ্তে মুনিসঙ্ঘাঃ সমাগতাঃ
অভ্যগচ্ছন্ত কাকুৎস্থং রামং জ্বলিততেজসম্॥ ১
বৈখানসা বালখিল্যাঃ সম্প্রক্ষালা মরীচিপাঃ।
অশ্মকুট্টাশ্চ বহবঃ পত্রাহারাশ্চ তাপসাঃ॥ ২
দন্তোলূখলিনশ্চৈব তথৈবোন্মজ্জকাঃ পরে।
গাত্রশয্যা অশয্যাশ্চ তথৈবানবকাশিকাঃ॥ ৩
মুনয়ঃ সলিলাহারা বায়ুভক্ষাস্তথাপরে।
আকাশনিলয়াশ্চৈব তথা স্থণ্ডিলশায়িনঃ॥ ৪
তথোর্দ্ধবাসিনো দান্তাস্তথার্দ্রপটবাসসঃ।

এরূপ বলিলে, তিনি তাঁহাকে প্রত্যুত্তর করিলেন, মহামুনে! আমি নিজেই তপঃপ্রভাবে সমস্ত লোক উপার্জ্জন করিব, আপনি আপনার স্বোপার্জ্জিত লোকে যাইয়া সুখ ভোগ করুন। এক্ষণে আমার ইচ্ছা এই যে, এই বনমধ্যে আপনি আমার বাসযোগ্য স্থান নিরূপণ করিয়া দিন।" মহামতি শরভঙ্গ ঋষি, ইন্দ্রতুল্য বলবান্ রঘুনন্দন রামকর্ত্তৃক এরূপ উক্ত হইয়া তাঁহাকে পুনরায় বলিলেন, রাম! এই বন-মধ্যে সুতীক্ষ্ণ নামে বিষয়বাসনাবিহীন ও সতত ধর্ম্মনিরত এক মহাতেজা মহর্ষি বাস করেন, তিনি তোমার মঙ্গল বিধান করিবেন! রাম! তুমি বিবিধ-কুসুম-বাহিনী এই মন্দাকিনী-নাম্নী নদীর স্রোতের বিপরীত দিক্ ধরিয়া গমন কর, তাহা হইলেই সেখানে যাইতে পারিবে। নরশ্রেষ্ঠ! সেই মহর্ষির আশ্রমে যাইবার এই পথ। বৎস! তুমি আমার প্রতি দৃষ্টি করিয়া মুহূর্ত্তকাল এইস্থানে থাক; তন্মধ্যে সর্প যেমন জীর্ণ নির্ম্মোক পরিত্যাগ করে, সেইরূপ আমি এই দেহ পরিত্যাগ করি।" ৩২—৩৭। পরে সেই মহাতেজা শরভঙ্গ মুনি যথাবিধি অগ্নি-সমাধানপূর্ব্বক মন্ত্রপূত হবির্দ্বারা আহুতি দিয়া তন্মধ্যে প্রবেশ করিলেন। তখন অগ্নি সেই মহাত্মার রোম কেশ, জীর্ণত্বক্, মাংস, রক্ত ও অস্থি,—সমস্তই দগ্ধ করিয়া ফেলিলেন, পরে সেই মহর্ষি শরভঙ্গ অগ্নির ন্যায় দীপ্তিশালী কুমার হইলেন। তৎপরে তিনি সেই অগ্নি হইতে উত্থিত হইয়া অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করত আহিতাগ্নিদিগের মহাত্মা ঋষিদিগের এবং দেবতাদিগের লোকসকল অতিক্রম করিয়া ব্রহ্মলোকে গমন করিলেন। পৃথিবীতে পুণ্যকর্ম্মকারী সেই দ্বিজবর শরভঙ্গ ঋষি অনুচরবর্গের সহিত পিতামহ ব্রহ্মাকে দেখিলেন এবং পিতামহ সেই দ্বিজবরকে দেখিয়া প্রীত হইয়া "তুমি পরম সুখে আসিয়াছি?" এই কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। ৩৮—৪২।

ষষ্ঠ সর্গ।

শরভঙ্গ স্বর্গগত হইলে মুনিগণ সকলে সম্মিলিত হইয়া জ্বলিততেজা কাকুৎস্থ রামের নিকটে উপস্থিত হইলেন। বৈখানস (প্রজাপতির নখজাত), বাল-খিল্য (প্রজাপতির লোমজাত), সংপ্রক্ষাল (প্রজা-পতির চরণপ্রক্ষালনে উৎপন্ন), মরীচিপ (চন্দ্র ও সূর্য্যের কিরণ পান করিয়া প্রাণধারণকারী), অশ্ম-কুট (অপক্ব কুট্টিতান্নভোজী), পত্রাহারী, দন্তোলূখলী (দন্তকুট্টিতান্নভোজী), উন্মজ্জক (জলমধ্যে আকণ্ঠ নিমগ্ন থাকিয়া তপস্যাকারী), গাত্রশয্য (ভূতলশায়ী), অশয্য (নিদ্রাপরিহারকারী), অনবকাশিক (এক পাদে অবস্থিতি করিয়া তপস্যকারী), জলাহারী, বায়ু-ভোজী, আকাশ-নিলয় (অনাবৃত-প্রদেশবাসী), স্থণ্ডিল-

সম্প্রাশ্চ তপোনিষ্ঠাস্তথা পঞ্চতপোঽন্বিতাঃ ॥ ৫
সর্ব্বে ব্রাহ্ম্যা শ্রিয়া যুক্তা দৃঢ়যোগসমাহিতাঃ।
শরভঙ্গাশ্রমে রামমভিজগ্মুশ্চ তাপসাঃ ॥ ৬
অভিগম্য চ ধর্ম্মজ্ঞা রামং ধর্ম্মভৃতাং বরম্।
উচুঃ পরমধর্ম্মজ্ঞমৃষিসঙ্ঘাঃ সমাগতাঃ ॥ ৭
ত্বমিক্ষ্বাকুকুলস্যাস্য পৃথিব্যাশ্চ মহারথঃ।
প্রধানশ্চাসি নাথশ্চ দেবানাং মঘবানিব ॥ ৮
বিশ্রুতস্ত্রিষু লোকেষু যশসা বিক্রমেণ চ।
পিতৃব্রতত্বং সত্যঞ্চ ত্বয়ি ধর্ম্মশ্চ পুষ্কলঃ ॥ ৯
ত্বামাসাদ্য মহাত্মানং ধর্ম্মজ্ঞং ধর্ম্মবৎসলম্।
অর্থিত্বান্নাথ বক্ষ্যামস্তচ্চ নঃ ক্ষন্তুমর্হসি ॥ ১০
অধর্ম্মঃ সুমহান্ নাথ ভবেৎ তস্য তু ভূপতেঃ।
যো হরেদ্বলিষড়্ভাগং ন চ রক্ষতি পুত্রবৎ ॥ ১১
যুঞ্জানঃ স্বানিব প্রাণান্ প্রাণৈরিষ্টান্ সুতানিব।
নিত্যযুক্তঃ সদা রক্ষন্ সর্ব্বান্ বিষয়বাসিনঃ ॥ ১২
প্রাপ্নোতি শাশ্বতীং রাম কীর্ত্তিং স বহুবার্ষিকীম্।
ব্রহ্মণঃ স্থানমাসাদ্য তত্র চাপি মহীয়তে ॥ ১৩
যৎ করোতি পরং ধর্ম্মং মুনির্মূলফলাশনঃ।
তত্র রাজ্ঞশ্চতুর্ভাগঃ প্রজা ধর্ম্মেণ রক্ষতঃ ॥ ১৪
সোঽয়ং ব্রাহ্মণভূয়িষ্ঠো বানপ্রস্থগণো মহান্।
ত্বন্নাথোঽনাথবদ্রাম রাক্ষসৈর্হন্যতে ভৃশম্ ॥ ১৫
এহি পশ্য শরীরাণি মুনীনাং ভাবিতাত্মনাম্।
হতানাং রাক্ষসৈর্ঘোরৈর্বহূনাং বহুধা বনে ॥ ১৬
পম্পানদীনিবাসানামনু মন্দাকিনীমপি।
চিত্রকূটালয়ানাঞ্চ ক্রিয়তে কদনং মহৎ ॥ ১৭
এবং বয়ং ন মৃষ্যামো বিপ্রকারং তপস্বিনাম্।
ক্রিয়মাণং বনে ঘোরং রক্ষোভির্ভীমকর্ম্মভিঃ ॥ ১৮
ততস্ত্বাং শরণার্থঞ্চ শরণ্যং সমুপস্থিতাঃ।
পরিপালয় নো রাম বধ্যমানান্ নিশাচরৈঃ ॥ ১৯
পরা ত্বত্তো গতিবীর পৃথিব্যাং নোপপদ্যতে।
পরিপালয় নঃ সর্ব্বান্ রাক্ষসেভ্যো নৃপাত্মজ ॥ ২০
এতচ্ছ্রুত্বা তু কাকুৎস্থস্তাপসানাং তপস্বিনাম্।
ইদং প্রোবাচ ধর্ম্মাত্মা সর্ব্বানেব তপস্বিনঃ ॥ ২১
নৈবমর্হথ মাং বক্তুমাজ্ঞাপ্যোঽহং তপস্বিনাম্।

শায়ী, ঊর্দ্ধবাসী (পর্ব্বত-শিখর প্রভৃতি ঊর্দ্ধপ্রদেশ-বাসী), দান্ত (ইন্দ্রিয়দমনকারী), নিয়ত-আর্দ্রবস্ত্র পরিধানকারী, সতত জপপরায়ণ, নিত্যবেদাধ্যায়ী ও পঞ্চতপোনুষ্ঠায়ী ঋষিগণ শরভঙ্গ ঋষির আশ্রমে রামের নিকটে আসিলেন। তাঁহারা সকলেই ব্রাহ্মী শোভায় সুশোভিত ও দৃঢ়যোগে সমাহিতচিত্ত ছিলেন। সেইসকল ধার্ম্মিক ঋষিগণ সকলে মিলিত হইয়া পরম ধর্ম্মজ্ঞ ও ধার্ম্মিকশ্রেষ্ঠ রামের নিকটে যাইয়া তাঁহাকে বলিলেন। ১—৭। "আপনি এই ইক্ষ্বাকু-বংশে এবং ধরিত্রীমধ্যে মহারথ হইয়া প্রাধান্য লাভ করিয়াছেন। এমন কি, মহেন্দ্র যেমন দেবগণের ঈশ্বর, আপনিও সেইরূপ নরলোকের নাথ হইয়াছেন। যশ ও বিক্রমদ্বারা আপনি স্বর্গ-মর্ত্ত্য পাতাল ত্রিলোকমধ্যে প্রসিদ্ধ হইয়াছেন। পিতৃ-আজ্ঞা পালনরূপ ব্রত, সত্য ও চতুষ্পাদ ধর্ম্ম আপনাতেই প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। মহাত্মন্! আপনি স্বয়ং ধর্ম্মজ্ঞ ও ধর্ম্মপ্রিয়; সুতরাং হে নাথ! আমরা প্রার্থী হইয়া আপনার নিকটে যাহা বলিব, তজ্জন্য আপনি আমাদিগকে ক্ষমা করিবেন। প্রভো! যিনি ষষ্ঠাংশ কর গ্রহণ করেন, অথচ পুত্রবৎ প্রজা পালন করেন না, সেই ভূপতির মহান্ অধর্ম্ম হয়। রাম! যিনি সতত প্রজারক্ষায় যত্নপরায়ণ ও সতর্ক হইয়া স্বীয় প্রাণ এবং তাহা অপেক্ষাও সমধিক প্রিয় পুত্রদিগের ন্যায় সমস্ত প্রজাদিগকে নিয়ত রক্ষা করেন, সেই ভূপতি ইহলোকে বহুবর্ষস্থায়িনী অবিনশ্বর কীর্ত্তি লাভ করেন এবং অন্তে ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হইয়া সম্মানিত হন। মুনি ফলমূলভোজী হইয়া যে পরম ধর্ম্ম উপার্জ্জন করেন, ধর্ম্মানুসারে প্রজাপালক নরপতি তাহার চতুর্থাংশ লাভ করেন। সে যাহা হউক, যাহাতে ব্রাহ্মণই অধিক, আপনি রক্ষাকর্ত্তা থাকিতেও সেই এই মহান্ বানপ্রস্থগণ অনাথের ন্যায়, রাক্ষসগণকর্ত্তৃক বিনষ্ট হইতেছে। বিশুদ্ধাত্মা মুনিগণ ভীষণ বনমধ্যে রাক্ষসগণকর্ত্তৃক নানাপ্রকারে নিহত হইতেছেন। তাঁহাদের দেহসকলও পতিত রহিয়াছে, আপনি আসিয়া দেখুন। ৮—১৬। পম্পা ও মন্দাকিনী নদীর তীর ও চিত্র-কূট-বাসী মুনিগণ রাক্ষসকর্ত্তৃক অতিশয় পীড়িত হইতেছেন। তপস্বীদিগের প্রতি ভীমকর্ম্মা রাক্ষসগণের ঐরূপ ঘোর নির্য্যাতন আমরা সহ্য করিতে পারি নাই; অতএব হে শরণাগতবৎসল! আশ্রয় পাইবার অভিলাষে আমরা আপনার নিকটে আসিয়াছি। রাম! আমরা রাক্ষসগণকর্ত্তৃক উৎপীড়িত হইতেছি; আপনি আমাদিগকে রক্ষা করুন। রাজকুমার! এই পৃথিবী-মধ্যে আপনি ভিন্ন আমাদিগের আর গত্যন্তর নাই; অতএব হে বীর! আপনি নিশাচরদিগের হাত হইতে আমাদিগের সকলকে উদ্ধার করুন।" সেই নিয়ত-তপস্যানিরত মুনিগণের কথা শুনিয়া ধর্ম্মাত্মা কাকুৎস্থ রাম, তাঁহাদিগকে বলিলেন, "তপস্বিগণ! আমাকে

কেবলেন স্বকার্য্যেণ প্রবেষ্টব্যং বনং ময়া ॥ ২২
বিপ্রকারমপ ক্রষ্টং রাক্ষসৈর্ভবতামিমম্ ।
পিতুস্তু নির্দ্দেশকরঃ প্রবিষ্টোঽহমিদং বনম্ ॥ ২৩
ভবতামর্থসিদ্ধ্যর্থমাগতোঽহং যদৃচ্ছয়া ।
তস্য মেঽয়ং বনে বাসো ভবিষ্যতি মহাফলঃ ॥ ২৪
তপস্বিনাং রণে শত্রূন্ হন্তুমিচ্ছামি রাক্ষসান্ ।
পশ্যন্তু বীর্য্যমৃষয়ঃ সভ্রাতুর্মে তপোধনাঃ ॥ ২৫

দত্ত্বা বরঞ্চাপি তপোধনানাং
ধর্ম্মে ধৃতাত্মা সহ লক্ষ্মণেন ।
তপোধনৈশ্চাপি সহাগ্যযুক্তঃ
সুতীক্ষ্ণমেবাভিজগাম বীরঃ ॥ ২৬

ইত্যারণ্যকাণ্ডে ষষ্ঠঃ সর্গঃ ॥ ৬ ॥

সপ্তমঃ সর্গঃ ।

রামস্তু সহিতো ভ্রাত্রা সীতয়া চ পরন্তপঃ
সুতীক্ষ্ণস্যাশ্রমপদং জগাম সহ তৈর্দ্বিজৈঃ ॥ ১
স গত্বা দূরমধ্বানং নদীস্তীর্ত্বা বহূদকাঃ ।
দদর্শ বিমলং শৈলং মহামেরুমিবোন্নতম্ ॥ ২
ততস্তদিক্ষ্বাকুবরৌ সততং বিবিধৈর্দ্রুমৈঃ ।

এরূপ ভাবে অনুরোধ করা আপনাদিগের উপযুক্ত নয়, বরং আদেশ করাই উচিত। কেবল পিতার আদেশ প্রতিপালন করিবার জন্য আমাকে যখন বনে আসিতে হইয়াছে, তখন আপনাদের প্রতি রাক্ষসগণ-কৃত উৎপীড়ন আমি অবশ্যই দমন করিব। আমি পিতৃ-আজ্ঞা পালন করিবার জন্যই এই বনে প্রবেশ করিয়াছি; পরন্তু আমার এই বনপ্রবেশ সৌভাগ্যক্রমে আপনাদিগেরও স্বার্থসাধক, হইয়া উঠিয়াছে; সুতরাং আমার বনবাস অতিশয় ফলজনক হইবে। তপোধন-গণ! আমি আপনাদিগের শত্রু রাক্ষসদিগকে নিধন করিতে ইচ্ছা করিতেছি; আপনারা আমার এবং আমার ভ্রাতার বলবীর্য্য দেখুন।" সেই বীর্য্যবান্ ধর্ম্মব্রত সচ্চরিত্র রাম, তপস্বিগণকে সেইরূপ আশ্বাস দিয়া তাঁহাদিগের ও লক্ষ্মণের সহিত সুতীক্ষ্ণ মুনির নিকটে গমন করিলেন। ১৭—২৬।

সপ্তম সর্গ।

শত্রুদমন রাম, লক্ষ্মণ সীতা ও সেই সকল দ্বিজ-গণের সহিত সুতীক্ষ্ণ মুনির আশ্রমাভিমুখে যাইতে লাগিলেন। তিনি অনেক বহুজলা নদী পার হইয়া বহু পথ অতিক্রম করিয়া, সুমেরুপর্ব্বতসদৃশ সমুন্নত

কাননং তৌ বিবিশতুঃ সীতয়া সহ রাঘবৌ ॥ ৩
প্রবিষ্টস্তু বনং ঘোরং বহুপুষ্পফলদ্রুমম্ ।
দদর্শাশ্রমমেকান্তে চীরমালাপরিষ্কৃতম্ ॥ ৪
তত্র তাপসমাসীনং মলপঙ্কজধারিণম্ ।
রামঃ সুতীক্ষ্ণং বিধিবৎ তপোধনমভাষত ॥ ৫
রামোঽহমস্মি ভগবন্ ভবন্তং দ্রষ্টুমাগতঃ ।
তন্মাভিবদ ধর্ম্মজ্ঞ মহর্ষে সত্যবিক্রম ॥ ৬
স নিরীক্ষ্য ততো ধীরো রামং ধর্ম্মভৃতাং বরম্ ।
সমাশ্লিষ্য চ বাহুভ্যামিদং বচনমব্রবীৎ ॥ ৭
স্বাগতং তে রঘুশ্রেষ্ঠ রাম সত্যভৃতাং বর ।
আশ্রমোঽয়ং ত্বয়াক্রান্তঃ সনাথ ইব সাম্প্রতম্ ॥ ৮
প্রতীক্ষমাণস্ত্বামেব নারোহেঽহং মহাযশঃ ।
দেবলোকমিতো বীর দেহং ত্যক্ত্বা মহীতলে ॥ ৯
চিত্রকূটমুপাদায় রাজ্যভ্রষ্টোঽসি মে শ্রুতঃ ।
ইহোপযাতঃ কাকুৎস্থ দেবরাজঃ শতক্রতুঃ ॥ ১০
উপাগম্য চ মে দেবো মহাদেবঃ সুরেশ্বরঃ ।
সর্ব্বান্ লোকান্ জিতানাহ মম পুণ্যেন কর্ম্মণা ॥ ১১

এক মনোহর পর্ব্বত দেখিলেন। পরে ইক্ষ্বাকুকুল-শ্রেষ্ঠ কুমারদ্বয় সীতার সহিত, সেই পর্ব্বতের নিকট-বর্ত্তী সতত নানাবিধবৃক্ষরাজি-বিরাজিত-কাননমধ্যে প্রবেশ করিলেন। রাম সেই নিবিড় বনে প্রবেশ করিয়া বহুবিধ-ফলপুষ্পশোভিত বৃক্ষসমূহে সমাকীর্ণ ও চীরমালায় মণ্ডিত এক আশ্রম দেখিতে পাই-লেন। পরে তথায় তিনি তপস্যাপরায়ণ, সর্ব্ব-পাপাপনোদন ঐশ্বর ধ্যানে নিরত তপোধন সুতীক্ষ্ণকে দর্শন করিয়া যথাবিধি তাঁহার নিকট-বর্ত্তী হইয়া তাঁহাকে বলিলেন, "ভগবন্! আমার নাম রাম; আপনি সত্যপরাক্রম ও ধর্ম্মজ্ঞ, এই জন্য আমি আপনাকে দর্শন করিবার জন্য এখানে আসিয়াছি; মহর্ষে! আপনি আমার সহিত সম্ভাষণ করুন।" পরে সেই অতি ধীর মহর্ষি, ধার্ম্মিক-শ্রেষ্ঠ রামকে দেখিয়া তাঁহাকে আলিঙ্গনপূর্ব্বক বলিলেন। ১—৭। "রঘুনন্দন রাম! তুমি কুশলে আসি-য়াছ ত? সত্যবাদিপ্রবর! তোমার আগমনে এই আশ্রম এক্ষণে নাথবান্ হইল। বীর! তোমার যশ ত্রিলোকবিখ্যাত, আমি তোমারই প্রতীক্ষায় এই নশ্বর দেহ পরিত্যাগ করিয়া দেবলোকে গমন করি নাই। কাকুৎস্থ! শতক্রতু দেবরাজ ইন্দ্র এখানে আসিয়াছিলেন। তুমি স্বরাজ্য ছাড়িয়া চিত্রকূট গিরিতে আসিয়া বাস করিতেছ, ইহা আমি তাঁহার মুখেই শুনিয়াছি। সেই দেবশ্রেষ্ঠ সুরপতি ইন্দ্র

তেষু দেবর্ষিজুষ্টেষু জিতেষু তপসা ময়া।
মৎপ্রসাদাৎ সভার্য্যস্ত্বং বিহরস্ব সলক্ষ্মণঃ॥ ১২
তমুগ্রতপসা দীপ্তং মহর্ষিং সত্যবাদিনম্।
প্রত্যুবাচাত্মবান্ রামো ব্রহ্মাণমিব বাসবঃ॥ ১৪
অহমেবাহরিষ্যামি স্বয়ং লোকান্ মহামুনে।
আবাসন্ত্বহমিচ্ছামি প্রদিষ্টমিহ কাননে॥ ১৪
ভবান্ সর্ব্বত্র কুশলঃ সর্ব্বভূতহিতে রতঃ।
আখ্যাতং শরভঙ্গেন গৌতমেন মহাত্মনা॥ ১৫
এবমুক্তস্তু রামেণ মহর্ষির্লোকবিশ্রুতঃ।
অব্রবীন্মধুরং বাক্যং হর্ষেণ মহতা যুতঃ॥ ১৬
অয়মেবাশ্রমো রাম গুণবান্ রম্যতামিতি।
ঋষিসঙ্ঘানুচরিতঃ সদা মূলফলৈর্যুতঃ॥ ১৭
ইমমাশ্রমমাগম্য মৃগসঙ্ঘা মহীয়সঃ।
অহত্বা প্রতিগচ্ছন্তি লোভয়িত্বাকুতোভয়াঃ।
নান্যো দোষো ভবেদত্র মৃগেভ্যোঽন্যত্র বিদ্ধি বৈ॥ ১৮
তচ্ছ্রুত্বা বচনং তস্য মহর্ষের্লক্ষ্মণাগ্রজঃ।
উবাচ বচনং ধীরো বিগৃহ্য সশরং ধনুঃ॥ ১৯

তানহং সুমহাভাগ মৃগসঙ্ঘান্ সমাগতান্।
হন্যাং নিশিতধারেণ শরেণ নতপর্ব্বণা॥ ২০
ভবাংস্তত্রাভিষজ্যেত কিং স্যাৎ কৃচ্ছ্রতরং ততঃ।
এতস্মিন্নাশ্রমে বাসং চিরন্তু ন সমর্থয়ে॥ ২১
তমেবমুক্ত্বোপরমং রামঃ সন্ধ্যামুপাগমৎ॥ ২২
অন্বাস্য পশ্চিমাং সন্ধ্যাং তত্র বাসমকল্পয়ৎ।
সুতীক্ষ্ণস্যাশ্রমে রম্যে সীতয়া লক্ষ্মণেন চ॥ ২৩
ততঃ শুভং তাপসভোজ্যমন্নং
স্বয়ং সুতীক্ষ্ণঃ পুরুষর্ষভাভ্যাম্।
তাভ্যাং সুসৎকৃত্য দদৌ মহাত্মা
সন্ধ্যানিবৃত্তৌ রজনীং সমীক্ষ্য॥ ২৪
ইত্যারণ্যকাণ্ডে সপ্তমঃ সর্গঃ॥ ৭

এখানে আসিয়া আমাকে বলিয়াছেন যে, আমি পুণ্য-কর্ম্মফলে তাবৎ স্বর্গলোক লাভ করিবার অধিকারী হইয়াছি। আমার প্রসাদে তুমি পত্নী এবং ভ্রাতার সহিত আমার তপস্যা-সঞ্চিত দেব ও ঋষিগণে সেবিত সেই সকল লোকে যাইয়া বিহার কর।” বিশুদ্ধচিত্ত রাম, কঠোরতপস্যাপ্রভাবে দীপ্তিমান্ সত্যবাদী সেই মহর্ষি সুতীক্ষ্ণকে, ব্রহ্মাকে মহেন্দ্রের ন্যায় এইরূপ প্রত্যুত্তর করিলেন “মহামুনে! আমি নিজেই তপঃপ্রভাবে সমস্ত লোক অর্জ্জন করিব; আপনি স্বয়ং যাইয়া সেই সকল লোকে সুখ ভোগ করুন। আপনি এই বনমধ্যে আমার বাসযোগ্য স্থান নিরূপণ করেন, আমার এইমাত্র ভিক্ষা; গোতমবংশীয় মহাত্মা শরভঙ্গ আমাকে বলিয়াছেন যে, আপনি সর্ব্বকার্য্যে সুদক্ষ ও সকল প্রাণীর হিতকারী।” ৮—১৫। রাম সেই ভুবনবিখ্যাত মহর্ষি সুতীক্ষ্ণকে ঐ কথা বলিলে, তিনি অতিশয় প্রীত হইয়া তাঁহাকে মধুরবাক্যে বলিলেন “রাম! এই আশ্রম অতি পবিত্র; এখানে চিরকালই ফল ও মূল সুলভ, অনেক মুনিও এখানে বাস করেন; সুতরাং তুমি এই স্থানেই বাসস্থান স্থির করত বিহার কর। এই আশ্রমে অনেক মনোহর মৃগ আসিয়া নির্ভয়চিত্তে ভ্রমণ করত সকলকে প্রলোভিত করিয়াও কোন ব্যক্তিকর্ত্তৃক হত না হইয়া প্রতিগমন করে। এই আশ্রমে কেবলমাত্র মৃগের উপদ্রব ভিন্ন অন্য কোন উপদ্রব নাই।” লক্ষ্মণাগ্রজ ধীর রাম সেই মহর্ষির কথা শুনিয়া বাণ ও ধনু গ্রহণ করত তাঁহাকে বলিলেন, “মহামুনে! যদি আমি আনতপর্ব্ব সুতীক্ষ্ণ বাণদ্বারা সেই সকল সমাগত মৃগদিগকে বধ করি, তাহা হইলে আপনি আমা-কর্ত্তৃক পরাভূত হইবেন; তদপেক্ষা আমার আর সমধিক পাপ কি হইতে পারে? সুতরাং আমি এই আশ্রমে বহুদিন বাস করিতে ইচ্ছা করি না।” সেই মহাত্মাকে তাঁহার আশ্রমবাসে অনিচ্ছা-ব্যঞ্জক ঐ কথা বলিয়া রাম সন্ধ্যার উপাসনা করিলেন। তিনি সায়ংসন্ধ্যার উপাসনা করিয়া সুতীক্ষ্ণ মুনির আশ্রমে সীতা ও লক্ষ্মণের সহিত বাসস্থান স্থির করিলেন। পরে সন্ধ্যা অতিবাহিত হইলে, রাত্রি আসিয়াছে দেখিয়া মহাত্মা সুতীক্ষ্ণ মুনি স্বয়ং সমাদর করিয়া সেই পুরুষপ্রবরদ্বয়কে তপস্বিজনের ভোজন-যোগ্য উত্তম অন্ন প্রদান করিলেন। ১৬—২৪।

অষ্টমঃ সর্গঃ।

রামস্তু সহসৌমিত্রিঃ সুতীক্ষ্ণেনাভিপূজিতঃ।
পরিণাম্য নিশাং তত্র প্রভাতে প্রত্যবুধ্যত॥
উত্থায় চ যথাকালং রাঘবঃ সহ সীতয়া।
উপস্পৃশ্য সুশীতেন তোয়েনোৎপলগন্ধিনা॥ ২

অষ্টম সর্গ।

রাম ও সুমিত্রানন্দন লক্ষ্মণ সুতীক্ষ্ণ মুনিকর্ত্তৃক সম্মানিত হইয়া তাঁহার আশ্রমে যামিনী যাপন করিয়া প্রভাতকালে জাগরিত হইলেন। অনন্তর সেই রঘু-নন্দন রাম, সীতার সহিত ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে গাত্রোত্থান

অথ তেঽস্মিং সুরাংশ্চৈব বৈদেহী রামলক্ষ্মণৌ ।
কাল্যং বিধিবদভ্যর্চ্চ্য তপস্বিশরণে বনে ॥ ৩
উদয়ন্তং দিনকরং দৃষ্ট্বা বিগতকল্মষাঃ ।
সুতীক্ষ্ণমভিগম্যেদং শ্লক্ষ্ণং বচনমব্রুবন ॥ ৪
সুখোষিতাঃ স্ম ভগবন্ ত্বয়া পূজ্যেন পূজিতাঃ ।
আপৃচ্ছামঃ প্রয়াস্যামো মুনয়স্ত্বরয়ন্তি নঃ ॥ ৫
ত্বরামহে বয়ং দ্রষ্টুং কৃৎস্নমাশ্রমমণ্ডলম্ ।
ঋষীণাং পুণ্যশীলানাং দণ্ডকারণ্যবাসিনাম্ ॥ ৬
অভ্যনুজ্ঞাতুমিচ্ছামঃ সহৈভির্মুনিপুঙ্গবৈঃ ।
ধর্ম্মনিত্যৈস্তপোদান্তৈর্বিশিখৈরিব পাবকৈঃ ॥ ৭
অবিষহ্যাতপো যাবৎ সূর্য্যো নাতিবিরাজতে ।
অমার্গেণাগতাং লক্ষ্মীং প্রাপ্যেবান্বয়বর্জ্জিতঃ ॥ ৮
তাবদিচ্ছামহে গন্তুমিত্যুক্ত্বা চরণৌ মুনেঃ ।
ববন্দে সহসৌমিত্রিঃ সীতয়া সহ রাঘবঃ ॥ ৯
তৌ সংস্পৃশন্তৌ চরণাবুত্থাপ্য মুনিপুঙ্গবঃ ।
গাঢ়মাশ্লিষ্য সস্নেহমিদং বচনমব্রবীৎ ॥ ১০

অরিষ্টং গচ্ছ পন্থানং রাম সৌমিত্রিণা সহ ।
সীতয়া চানয়া সার্দ্ধং ছায়য়েবানুবৃত্তয়া ॥ ১১
পশ্যাশ্রমপদং রম্যং দণ্ডকারণ্যবাসিনাম্ ।
এষাং তপস্বিনাং বীর তপসা ভাবিতাত্মনাম্ ॥ ১২
সুপ্রাজ্যফলমূলানি পুষ্পিতানি বনানি চ ।
প্রশস্তমৃগযূথানি শান্তপক্ষিগণানি চ ॥ ১৩
ফুল্লপঙ্কজষণ্ডানি প্রসন্নসলিলানি চ ।
কারণ্ডববিকীর্ণানি তটাকানি সরাংসি চ ॥ ১৪
দ্রক্ষ্যসে দৃষ্টিরম্যাণি গিরিপ্রস্রবণানি চ ।
রমণীয়াণ্যরণ্যানি ময়ূরাভিরুতানি চ ১৫
গম্যতাং বৎস সৌমিত্রে ভবানপি চ গচ্ছতু
আগন্তব্যঞ্চ তে দৃষ্ট্বা পুনরেবাশ্রমং প্রতি ॥ ১৬
এবমুক্তস্তথেত্যুক্ত্বা কাকুৎস্থঃ সহলক্ষ্মণঃ ।
প্রদক্ষিণং মুনিং কৃত্বা প্রস্থাতুমুপচক্রমে ॥ ১৭
ততঃ শুভতরে তূণী ধনুষী চায়তেক্ষণা ।
দদৌ সীতা তয়োর্ভ্রাত্রোঃ খড়্গৌ চ বিমলৌ ততঃ ॥ ১৮
আবধ্য চ শুভে তূণী চাপে চাদায় সস্বনে ।
নিষ্ক্রান্তাবাশ্রমাদ্‌গন্তুমুভৌ তৌ রামলক্ষ্মণৌ ॥ ১৯

করিয়া পদ্মগন্ধি সুশীতল জলে স্নান করিলেন। তৎপরে রাম, লক্ষ্মণ ও জনকনন্দিনী সীতা সেই মুনিগণের অধিষ্ঠিত বনে যথাবিধি অগ্নি ও অন্যান্য দেবতাদিগকে সম্যক্ অর্চ্চনাপূর্ব্বক নিষ্পাপ হইয়া সূর্য্য উঠিতেছেন দেখিয়া, সুতীক্ষ্ণ মুনির নিকটে যাইয়া মধুর বাক্যে তাঁহাকে বলিলেন, "ভগবন্! আপনি আমাদিগের পূজনীয়, তথাপি আমরা আপনাকর্ত্তৃক পূজিত হইয়া সুখে রাত্রি যাপন করিয়াছি। এক্ষণে আমরা দণ্ডকারণ্যে যাইব, এজন্য আপনার অনুমতি প্রার্থনা করিতেছি। এই মুনিগণ আমাদিগকে গমনার্থ ত্বরান্বিত করিতেছেন; এই সকল সাধুচরিত্র দণ্ডকারণ্যবাসী ঋষিদিগের আশ্রম সকল দেখিবার জন্য আমরা ত্বরান্বিত হইয়াছি; সুতরাং এই সকল সতত ধর্ম্মনিরত তপস্যাদ্বারা বশীকৃতচিত্ত ও ধূমবিহীন অগ্নিতুল্য প্রভাশালী মহর্ষিগণের সহিত আমরা এই ইচ্ছা করিতেছি যে, আপনি আমাদিগকে তথায় যাইতে অনুমতি করুন। যে পর্য্যন্ত সূর্য্য প্রখর কিরণ ধারণ করিয়া, অসদুপায়ে ঐশ্বর্য্যশালী নীচবংশীয় ব্যক্তির ন্যায় অসহনীয় না হন, তন্মধ্যেই আমরা তথায় যাইবার ইচ্ছা করিতেছি ১—৮। রঘুনন্দন রাম সেই মহর্ষিকে ঐ কথা বলিয়া সুমিত্রানন্দন লক্ষ্মণ ও সীতার সহিত তাঁহার পদদ্বয় বন্দনা করিলেন। মুনিবর সুতীক্ষ্ণ, পদস্পর্শকারী সেই রাঘবদ্বয়কে উত্থাপনপূর্ব্বক প্রগাঢ় আলিঙ্গন করিয়া স্নেহপূরিত বাক্যে বলিলেন, "রাম! তুমি সুমিত্রানন্দন লক্ষ্মণ ও ছায়ার ন্যায় অনুগামিনী এই সীতার সহিত পথে নির্ব্বিঘ্নে গমন কর। বীর! তুমি তথায় যাইয়া তপস্যাদ্বারা বিশুদ্ধহৃদয় এই সকল দণ্ডককাননবাসী মহর্ষিদিগের মনোহর আশ্রম দর্শন কর। তুমি তথায় প্রশস্তমৃগগণ-সমাকুল, প্রশান্ত বিহগগণে সমাকীর্ণ, প্রচুরফলমূলশালী ও কুসুমাকীর্ণ অনেক রম্য বন ও প্রস্ফুটিত-কমলদল-সুশোভিত নির্ম্মলসলিলপূর্ণ ও কারণ্ডবগণে পরিব্যাপ্ত অনেক তড়াগ ও সরোবর দেখিতে পাইবে। আরও নয়নরঞ্জন বহু গিরিনির্ঝর ও ময়ূররবে মুখরিত বিবিধ রম্য কাননও তোমার দৃষ্টিগোচর হইবে। বৎস! এক্ষণে তুমি গমন কর; সুমিত্রানন্দন! তুমিও গমন কর। কিন্তু তোমরা সেই আশ্রম সকল দেখিয়া পুনরায় এই আশ্রমে ফিরিয়া আসিও।" ৯—১৬। সেই মহর্ষির কথা শুনিয়া কাকুৎস্থ রাম, লক্ষ্মণের সহিত তাঁহাকে "যে আজ্ঞা"; বলিয়া প্রদক্ষিণপূর্ব্বক প্রস্থান করিতে আরম্ভ করিলেন। পরে আয়তলোচনা সীতা দেবী, ভ্রাতৃদ্বয়কে দুইটী উত্তম তূণ, ধনু ও নির্ম্মল খড়্গ দিলেন। তখন রাম ও লক্ষ্মণ, ইঁহারা উভয়ে সেই দুই উত্তম তূণ স্কন্ধে আবদ্ধ করিয়া শব্দযুক্ত ধনুর্দ্ধর লইয়া দণ্ডকারণ্যে যাইবার জন্য সেই আশ্রম

শীঘ্রং তৌ রূপসম্পন্নাবনুজ্ঞাতৌ মহর্ষিণা।
প্রস্থিতৌ ধৃতচাপাসী সীতয়া সহ রাঘবৌ ॥ ২০

ইত্যারণ্যকাণ্ডে অষ্টমঃ সর্গঃ ॥ ৮ ॥

নবমঃ সর্গঃ।

সুতীক্ষ্ণেনাভ্যনুজ্ঞাতং প্রস্থিতং রঘুনন্দনম্।
হৃদ্যয়া স্নিগ্ধয়া বাচা ভর্ত্তারমিদমব্রবীৎ ॥ ১
অধর্ম্মন্তু সুসূক্ষ্মেণ বিধিনা প্রাপ্যতে মহান্।
নিবৃত্তেন চ শক্যোঽয়ং ব্যসনাৎ কামজাদিহ ॥ ২
ত্রীণ্যেব ব্যসনান্যত্র কামজানি ভবন্ত্যত।
মিথ্যাবাক্যন্তু পরমং তস্মাদ্গুরুতরাবুভৌ ॥ ৩
পরদারাভিগমনং বিনা বৈরঞ্চ রৌদ্রতা।
মিথ্যাবাক্যং ন তে ভূতং ন ভবিষ্যতি রাঘব ॥ ৪
কুতোঽভিলষণং স্ত্রীণাং পরেষাং ধর্ম্মনাশনম্।
তব নাস্তি মনুষ্যেন্দ্র ন চাভূৎ তে কদাচন ॥ ৫
মনস্যপি তথা রাম ন চৈতদ্বিদ্যতে ক্বচিৎ।
স্বদারনিরতশ্চৈব নিত্যমেব নৃপাত্মজ ॥ ৬
ধর্ম্মিষ্ঠঃ সত্যসন্ধশ্চ পিতুর্নির্দ্দেশকারকঃ।
ত্বয়ি ধর্ম্মশ্চ সত্যঞ্চ ত্বয়ি সর্ব্বং প্রতিষ্ঠিতম্ ॥ ৭
তচ্চ সর্ব্বং মহাবাহো শক্যং বোঢ়ুং জিতেন্দ্রিয়ৈঃ।
তব বশ্যেন্দ্রিয়ত্বঞ্চ জানামি শুভদর্শন ॥ ৮
তৃতীয়ং যদিদং রৌদ্রং পরপ্রাণাভিহিংসনম্।
নির্ব্বৈরং ক্রিয়তে মোহাৎ তচ্চ তে সমুপস্থিতম্ ॥ ৯
প্রতিজ্ঞাতস্ত্বয়া বীর দণ্ডকারণ্যবাসিনাম্।
ঋষীণাং রক্ষণার্থায় বধঃ সংযতি রক্ষসাম্ ॥ ১০
এতন্নিমিত্তঞ্চ বনং দণ্ডকা ইতি বিশ্রুতম্।
প্রস্থিতস্ত্বং সহ ভ্রাত্রা ধৃতবাণশরাসনঃ ॥ ১১
ততস্ত্বাং প্রস্থিতং দৃষ্ট্বা মম চিন্তাকুলং মনঃ।
ত্বদ্বৃত্তং চিন্তয়ন্ত্যা বৈ ভবেন্নিঃশ্রেয়সং হিতম্ ॥ ১২
ন হি মে রোচতে বীর গমনং দণ্ডকান্ প্রতি।
কারণং তত্র বক্ষ্যামি বদন্ত্যাঃ শ্রূয়তাং মম ॥ ১৩
ত্বং হি বাণধনুষ্পাণির্ভ্রাত্রা সহ বনং গতঃ।
দৃষ্ট্বা বনচরান্ সর্ব্বান্ কচ্চিৎ কুর্য্যাঃ শরব্যয়ম্ ॥ ১৪
ক্ষত্রিয়াণামিহ ধনুর্হুতাশস্যেন্ধনানি চ।
সমীপতঃ স্থিতং তেজোবলমুচ্ছ্রয়তে ভৃশম্ ॥ ১৫
পুরা কিল মহাবাহো তপস্বী সত্যবান্ শুচিঃ।

হইতে বাহির হইলেন। সেই রূপবান্ রঘুনন্দনদ্বয় মহর্ষির অনুজ্ঞা অনুসারেই অবিলম্বে ধনু ও খড়্গ ধারণ করিয়া সীতার সহিত প্রস্থান করিলেন। ১৭—২০।

নবম সর্গ।

রঘুনন্দন রাম, সুতীক্ষ্ণের অনুজ্ঞা অনুসারে দণ্ডকারণ্যাভিমুখে প্রস্থান করিলে, সীতা দেবী তাঁহাকে সস্নেহে সুমধুর বাক্যে বলিলেন, "স্বামিন্! অতি সূক্ষ্ম বিচার করিয়া দেখিলে, তুমি মহাত্মা হইয়াও অধর্ম্মসঞ্চয় করিতেছ; কিন্তু যদি কামজ ব্যসনে পরাঙ্মুখ হও, তবে আর তোমার কোন অধর্ম্ম হয় না। ইহলোকে কামজ তিন প্রকার ব্যসন হইয়া থাকে; প্রথম মিথ্যা কথা, দ্বিতীয় পরস্ত্রীগমন, তৃতীয় বিনা শত্রুতায় প্রাণিহিংসা; প্রথম ব্যসন উৎকট-দোষাবহ সত্য, কিন্তু দ্বিতীয় ও তৃতীয় ব্যসন তাহা অপেক্ষাও অধিক উৎকট। রঘুনন্দন! কোন কারণেই তুমি মিথ্যা কথা বল নাই এবং ভবিষ্যতেও মিথ্যা বলিবে না। নরবর! অধর্ম্মজনক পরদারগমন তোমার নাই,—পূর্ব্বেও তাহা হয় নাই এবং পরেও হইবে না। রাজপুত্র! তুমি নিয়তই নিজপত্নীর প্রতি আসক্ত; তোমার মনেও পরকলত্র-বিষয়ক অভিলাষ নাই। তুমি পিতৃআজ্ঞাপালক, ধার্ম্মিক ও সত্যনিরত; তোমাতে ধর্ম্ম ও সত্য সম্পূর্ণরূপে প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। ১—৭। মহাবাহো! যাহারা ইন্দ্রিয় পরাজয় করিয়াছেন, তাঁহারা ঐ সকল সদ্গুণই বহন করিতে পারেন; শুভদর্শন! তুমি জিতেন্দ্রিয় এ কথা সকলেই জানে। কিন্তু শত্রুতা ব্যতিরেকে মোহবশতঃ পরপ্রাণ-হিংসারূপ অতি ভয়ানক তৃতীয় ব্যসন এক্ষণে তোমার উপস্থিত হইয়াছে। বীর! তুমি দণ্ডকারণ্যস্থিত ঋষিদিগের রক্ষার জন্য 'যুদ্ধে রাক্ষসদিগকে বধ করিব' এরূপ প্রতিজ্ঞা করিয়াছ এবং এই কারণেই ভ্রাতার সহিত ধনুর্ব্বাণ ধরিয়া 'দণ্ডক' নামে বিখ্যাত অরণ্যের অভিমুখে যাত্রা করিয়াছ। সেই কারণে তোমাকে দণ্ডকবনাভিমুখে প্রস্থান করিতে দেখিয়া এবং তোমার প্রতিজ্ঞাপালনরূপ ব্রত জানিয়া তোমার ইহকালের ও পরকালের কল্যাণ চিন্তা করত আমার হৃদয় চিন্তাকুল হইয়াছে। বীর! দণ্ডকারণ্যে যাওয়া আমার অভিপ্রেত হইতেছে না; আমি তাহার কারণ বলিতেছি। ৮—১৩। যদি তুমি ভ্রাতার সহিত দণ্ডক বনে যাইয়া সমস্ত বনচরদিগকে দেখিয়া বাণক্ষয় কর, তাহা হইলে দুর্জ্জন হইয়া পড়িবে; কেননা, যেরূপ তৃণকাষ্ঠাদি দাহ্য বস্তু সকল অগ্নির নিকটস্থ হইয়াই তাহার তেজ বৃদ্ধি করে সেইরূপ ধনু ও অস্ত্রশস্ত্র ক্ষত্রিয়দিগের নিকটবর্ত্তী হইয়া তাঁহাদিগের তেজ বৃদ্ধি করিয়া থাকে। মহাবাহো!

কস্মিংশ্চিদভবৎ পুণ্যে বনে রতমৃগদ্বিজে ॥ ১৬
তস্যৈব তপসো বিঘ্নং কর্ত্তুমিচ্ছন্ শচীপতিঃ।
খড়্গপাণিরথাগচ্ছদাশ্রমং ভটরূপধৃক্ ॥ ১৭
তস্মিংস্তদাশ্রমপদে নিহিতঃ খড়্গ উত্তমঃ।
স ন্যাসবিধিনা দত্তঃ পুণ্যে তপসি তিষ্ঠতঃ ॥ ১৮
স তচ্ছস্ত্রমনুপ্রাপ্য ন্যাসরক্ষণতৎপরঃ।
বনে তু বিচরত্যেব রক্ষন্ প্রত্যয়মাত্মনঃ ॥ ১৯
যত্র গচ্ছত্যুপাদাতুং মূলানি চ ফলানি চ।
ন বিনা যাতি তং খড়্গং ন্যাসরক্ষণতৎপরঃ ॥ ২০
নিত্যং শস্ত্রং পরিবহন্ ক্রমেণ স তপোধনঃ।
চকার রৌদ্রীং স্বাং বুদ্ধিং ত্যক্ত্বা তপসি নিশ্চয়ম্ ॥ ২১
ততঃ স রৌদ্রাভিরতঃ প্রমত্তোঽধর্ম্মকর্শিতঃ।
তস্য শস্ত্রস্য সংবাসাজ্জগাম নরকং মুনিঃ ॥ ২২
এবমেতৎ পুরা বৃত্তং শস্ত্রসংযোগকারণম্।
অগ্নিসংযোগবদ্ধেতুঃ শস্ত্রসংযোগ উচ্যতে ॥ ২৩
স্নেহাচ্চ বহুমানাচ্চ স্মারয়ে ত্বাং ন শিক্ষয়ে।
ন কথঞ্চন সা কার্য্যা গৃহীতধনুষা ত্বয়া ॥ ২৪
বুদ্ধির্বৈরং বিনা হন্তুং রাক্ষসান্ দণ্ডকাশ্রিতান্।
অপরাধং বিনা হন্তুং লোকো বীর ন মংস্যতে ॥ ২৫
ক্ষত্রিয়াণান্তু বীরাণাং বনেষু নিয়তাত্মনাম্।
ধনুষা কার্য্যমেতাবদার্ত্তানামভিরক্ষণম্ ॥ ২৬
ক্ব চ শস্ত্রং ক্ব চ বনং ক্ব চ ক্ষাত্রং তপঃ ক্ব চ।
ব্যাবিদ্ধমিদমস্মাভির্দেশধর্ম্মস্তু পূজ্যতাম্ ॥ ২৭
কদর্য্যকলুষা বুদ্ধির্জ্জায়তে শস্ত্রসেবনাৎ।
পুনর্গত্বা ত্বযোধ্যায়াং ক্ষত্রধর্ম্মং চরিষ্যসি ॥ ২৮
অক্ষয়া তু ভবেৎ প্রীতিঃ শ্বশ্রূশ্বশুরয়োর্মম।
যদি রাজ্যং হি সন্ন্যস্য ভবেস্ত্বং নিরতো মুনিঃ ॥ ২৯
ধর্ম্মাদর্থঃ প্রভবতি ধর্ম্মাৎ প্রভবতে সুখম্।
ধর্ম্মেণ লভতে সর্ব্বং ধর্ম্মসারমিদং জগৎ ॥ ৩০
আত্মানং নিয়মৈস্তৈস্তৈঃ কর্ষয়িত্বা প্রযত্নতঃ।
প্রাপ্যতে নিপুণৈর্ধর্ম্মো ন সুখাল্লভতে সুখম্ ॥ ৩১
নিত্যং শুচিমতিঃ সৌম্য চর ধর্ম্মং তপোবনে।
সর্ব্বন্তু বিদিতং তুভ্যং ত্রৈলোক্যমপি তত্ত্বতঃ ॥ ৩২
স্ত্রীচাপলাদেতদুদাহৃতং মে
ধর্ম্মঞ্চ বক্তুং তব কঃ সমর্থঃ।

পূর্ব্বে বিহগ ও মৃগসমূহে সমাকুল কোন এক পবিত্র কাননে অনৈক পবিত্রচেতা সত্যনিষ্ঠ তপস্বী ছিলেন। শচীপতি ইন্দ্র তাঁহার তপোবিঘ্নে অভিলাষী হইয়া যোদ্ধার আকার ধারণ করিয়া খড়্গহস্তে সেই আশ্রমে প্রবেশ করিলেন। অনন্তর তিনি আশ্রমে সেই উত্তম খড়্গ রক্ষা করিলেন,—সেই পুণ্যজনক তপস্যারত মুনির নিকট সেই খড়্গ গচ্ছিত রাখিলেন সেই তপোধন সেই খড়্গ লাভ করিয়া স্বীয় বিশ্বাস রক্ষাপূর্ব্বক গচ্ছিত বস্তুরক্ষায় যত্নবান্ হইয়াই বনে বিচরণ করিতে লাগিলেন। তিনি সেই গচ্ছিতবস্তু রক্ষায় এরূপ যত্নপর হইলেন যে, সেই খড়্গভিন্ন ফল বা মূল আহরণ করিবার জন্যও যাইতে পারিতেন না। সেই তপোধন সতত সেই অস্ত্র বহন করত ক্রমে তপস্যার ঐকান্তিকতা ত্যাগ করিয়া ভীষণ কর্ম্মে আসক্ত হইয়া পড়িলেন। ১৬—২১। পরে তিনি সেই অস্ত্রসংযোগে প্রমত্ত রৌদ্রকর্ম্মরত ও পাপাক্রান্ত হইয়া নরকে গেলেন। পূর্ব্বে শস্ত্রসংযোগ-হেতু এইরূপ ঘটিয়াছিল। এই জন্য পণ্ডিতেরা 'শস্ত্রসংযোগ, অগ্নিসংযোগের ন্যায় বিকারহেতু' বলিয়া থাকেন। স্বামিন্! তুমি আমার প্রীতিভাজন ও আদরণীয়; এই জন্য আমি তোমাকে স্মরণ করাইয়া দিতেছি, শিক্ষা দিতেছি না। স্বামিন্! তুমি কোনক্রমে বিনাশক্রতায় ধনু ধারণ করিয়া দণ্ডকারণ্যস্থ রাক্ষসদিগকে বিনষ্ট করিবার চেষ্টাও করিও না; কেননা কেহই কাহাকেও বিনা অপরাধে বধ করা উপযুক্ত মনে করে না। ক্ষত্রধর্ম্মপরায়ণ বীর্য্যবান্ ক্ষত্রিয়গণের আর্ত্তদিগকে রক্ষা করিবার জন্যই ধনু ধারণ করিয়া বনে বিচরণ করা উচিত। কোথায় শস্ত্র আর কোথায় বন, কোথায় ক্ষাত্রধর্ম্ম আর কোথায় তপস্যা; অতএব আমাদিগের অনুষ্ঠানের বিষয় পরস্পর-বিরোধী হইয়াছে; সুতরাং তপোবনানুষ্ঠানের ধর্ম্মেরই অনুষ্ঠান করা উচিত, নিয়ত শাস্ত্র ব্যবহার করিলে,সকলেরই,নীচ ব্যক্তিদিগের বুদ্ধির ন্যায় ধর্ম্মবিরোধিনী বুদ্ধি জন্মে; অতএব তুমি অযোধ্যায় যাইয়া পুনর্ব্বার ক্ষত্রধর্ম্ম পালন করিও। ২২—২৮। তুমি রাজ্য ছাড়িয়া বনবাসী হইয়াছ; এক্ষণে যদি মুনিদিগের পালনীয় ধর্ম্ম প্রতিপালন কর, তাহা হইলে আমার শ্বশুর ও শ্বশ্রূর অক্ষয় আনন্দ হয়। ধর্ম্ম হইতে অর্থ এবং সুখ হয়;—অধিক কি, ধর্ম্মদ্বারা সকল বাসনাই পূর্ণ হয়; এতএব এ জগতে ধর্ম্মই শ্রেষ্ঠ পদার্থ। সুদক্ষ মানবেরা অতিশয় যত্নসহকারে নানারূপ নিয়মদ্বারা শরীর কৃশ করিয়া ধর্ম্মলাভ করেন, কারণ শারীরিক সুখদায়ক উপায়দ্বারা সুখহেতু ধর্ম্ম লাভ করা যায় না; সুতরাং হে শুভদর্শন! তুমি সর্ব্বদা পবিত্রচিত্তে তপোবনানুষ্ঠানের ধর্ম্ম আচরণ কর। তুমি ত্রিলোকসম্বন্ধীয় তাবৎ বিষয়ই জানিতেছ, অতএব তোমার নিকটে ধর্ম্ম নিরূপণ করিবার কাহার সাধ্য আছে? আমি কেবল রমণীগণের স্বভাবসুলভ চপলতা

বিচার্য্য বুদ্ধ্যা তু সহানুজেন
যদ্রোচতে তং কুরু মা চিরেণ ॥ ৩১
ইত্যারণ্যকাণ্ডে নবমঃ সর্গঃ ॥ ৯ ॥

দশমঃ সর্গঃ।

বাক্যমেতত্তু বৈদেহ্যা ব্যাহৃতং ভর্তৃভক্তয়া।
শ্রুত্বা সংবন্ধিতো রামঃ প্রত্যুবাচাথ জানকীম্ ॥ ১
হিতমুক্তং ত্বয়া দেবি স্নিগ্ধয়া সদৃশং বচঃ।
কুলং ব্যপদিশন্ত্যা চ ধর্ম্মজ্ঞে জনকাত্মজে ॥ ২
কিং নু বক্ষ্যাম্যহং দেবি ত্বয়ৈবোক্তমিদং বচঃ।
ক্ষত্রিয়ৈর্ধার্য্যতে চাপো নার্ত্তশব্দো ভবেদিতি ॥ ৩
তে চার্ত্তা দণ্ডকারণ্যে মুনয়ঃ সংশিতব্রতাঃ।
মাং সীতে স্বয়মাগম্য শরণ্যং শরণং গতাঃ ॥ ৪
বসন্তঃ কালকালেষু বনে মূলফলাশনাঃ।
ন লভন্তে সুখং ভীরু রাক্ষসৈঃ ক্রূরকর্ম্মভিঃ।
ভক্ষ্যন্তে রাক্ষসৈর্ভীমৈর্নরমাংসোপজীবিভিঃ ॥ ৫
তে ভক্ষ্যমাণা মুনয়ো দণ্ডকারণ্যবাসিনঃ।
অস্মানভ্যবপদ্যেতে মামূচুর্দ্বিজসত্তমাঃ ॥ ৬
ময়া তু বচনং শ্রুত্বা তেষামেবং মুখাচ্চ্যুতম্।

বশতই এরূপ বলিলাম; ভ্রাতার সহিত বিচার করিয়া যাহা উপযুক্ত বোধ হয় তুমি অবিলম্বে তাহাই কর।” ২১—৩১।

দশম সর্গ।

পতিভক্তিমতী জনকনন্দিনী সীতা দেবীর সেই কথা শুনিয়া ধর্ম্মনিরত রাম তাঁহাকে প্রত্যুত্তর দিলেন, “ধর্ম্মজ্ঞে জনকতনয়ে! তুমি ক্ষাত্রধর্ম্মের বিষয় কীর্ত্তন করত আমার প্রতি স্নেহবশতঃ ক্ষত্রিয়ধর্ম্মের অনুরূপ হিতকর কথাই বলিয়াছ। দেবি! আমি তোমাকে আর কি বলিব? তুমি নিজেই বলিয়াছ যে, কেহ আর্ত্ত হইয়া চীৎকার না করে, এই কারণেই ক্ষত্রিয়গণ ধনু ধারণ করিয়া থাকেন।’ সীতে! সেই দণ্ডকারণ্য-বাসী তীক্ষ্ণব্রতাবলম্বী মুনিগণও আর্ত্ত হইয়া, আমাকে রক্ষাকর্ত্তা ভাবিয়া আমার নিকটে স্বয়ং আসিয়া শরণ গ্রহণ করিয়াছেন। ১—৪। ভীরু! তাঁহারা ফল-মূলাহারী হইয়া চিরকালই বনে বাস করেন, সম্প্রতি ক্রূরকর্ম্মা রাক্ষসগণকর্ত্তৃক উৎপীড়িত হইয়া শান্তি লাভ করিতে পারিতেছেন না; অধিক কি, নরমাংসখাদক ভীষণ রাক্ষসগণ অনেককে ভক্ষণ করিতেছে। রাক্ষসেরা ভক্ষণ করিতে থাকিলে সেই দণ্ডকারণ্যবাসী মুনিবরেরা আমার নিকটে আসিয়া

কৃত্বা বচনশুশ্রূষাং বাক্যমেতদুদাহৃতম্ ॥ ৭
প্রসীদন্তু ভবন্তো মে হ্রীরেষা তু মমাতুলা।
যদীদৃশৈরহং বিপ্রৈরুপস্থেয়ৈরুপস্থিতঃ ॥ ৮
কিং করোমীতি চ ময়া ব্যাহৃতং দ্বিজসন্নিধৌ।
সর্ব্বৈরেব সমাগম্য বাগিয়ং সমুদাহৃতা ॥ ৯
রাক্ষসৈর্দণ্ডকারণ্যে বহুভিঃ কামরূপিভিঃ।
অর্দ্দিতাঃ স্ম ভৃশং রাম ভবান্ নস্তত্র রক্ষতু ॥ ১০
হোমকালে তু সম্প্রাপ্তে পর্ব্বকালেষু চানঘ।
ধর্ষয়ন্তি স্ম দুর্দ্ধর্ষা রাক্ষসাঃ পিশিতাশনাঃ ॥ ১১
রাক্ষসৈর্ধর্ষিতানাঞ্চ তাপসানাং তপস্বিনাম্।
গতিং মৃগয়মাণানাং ভবান্ নঃ পরমা গতিঃ ॥ ১২
কামং তপঃপ্রভাবেণ শক্তা হন্তুং নিশাচরান্।
চিরার্জ্জিতং ন চেচ্ছামস্তপঃ খণ্ডয়িতুং বয়ম্ ॥ ১৩
বহুবিঘ্নং তপো নিত্যং দুশ্চরঞ্চৈব রাঘব।
তেন শাপং ন মুঞ্চামো ভক্ষ্যমাণাশ্চ রাক্ষসৈঃ ॥ ১৪
তদর্দ্দ্যমানান্ রক্ষোভির্দণ্ডকারণ্যবাসিভিঃ।

আমাকে তাহা বলিলেন। আমি তাঁহাদিগের মুখে সেই কথা শুনিয়া তাহার গৌরব করত তাঁহাদিগকে বলিলাম, ‘আপনারা আমার প্রতি প্রসন্ন হউন। আপনাদিগের নিকটে আমারই গমন করা কর্ত্তব্য, সুতরাং আপনারা যে আমার নিকটে আসিয়াছেন, ইহাই আমার অকীর্ত্তি।’ ৫—৮। পরে আমি সেই দ্বিজশ্রেষ্ঠদিগকে ‘আমাকে কি করিতে হইবে’ ইহা জিজ্ঞাসা করিলাম। তখন তাঁহারা সকলে মিলিত হইয়া বলিলেন ‘রাম! আমরা দণ্ডকারণ্যে থাকিয়া বহুতর ইচ্ছানুরূপ-রূপধারী রাক্ষসগণকর্ত্তৃক নিতান্ত পীড়িত হইতেছি; তুমি তথায় গিয়া আমাদিগকে রক্ষা কর। অনঘ! পর্ব্বকালে আমরা যখন হোমাদি অনুষ্ঠানে ব্যাপৃত হই, তখন মাংসভোজী ভীষণ রাক্ষসেরা আমাদিগকে পীড়ন করে; আমরা সর্ব্বদা কেবল তপোনুষ্ঠানেই ব্যাপৃত থাকি; এক্ষণে রাক্ষসগণকর্ত্তৃক উৎপীড়িত হইয়া রক্ষাকর্ত্তার অন্বেষণ করিতেছি; তুমিই আমাদিগের পরম পরিত্রাতা! আমরা তপঃপ্রভাবে নিজেরাই নিশাচরগণকে বিনাশ করিতে পারি; কিন্তু দীর্ঘকালসঞ্চিত তপস্যার ক্ষয় করিতে আমাদিগের ইচ্ছা নাই। রঘুনন্দন! একেত তপস্যার অনুষ্ঠানই অতিশয় কঠোর, তাহার উপরে আবার তাহাতে অনেকানেক বিঘ্ন ঘটিয়া থাকে; সুতরাং রাক্ষসেরা আমাদিগকে ভক্ষণ করিতে আসিলেও আমরা তাহাদিগকে অভিশাপ করি না। তুমিই আমাদিগের রক্ষক, আমরা তোমারই শক্তি-প্রভাবে জগতে অবস্থান করিয়া থাকি; এক্ষণে আমরা

রক্ষকত্বং সহ ভ্রাত্রা ত্বয়াথা হি বয়ং বনে॥ ১৫
ময়া চৈতদ্বচঃ শ্রুত্বা কার্ৎস্ন্যেন পরিপালনম্।
ঋষীণাং দণ্ডকারণ্যে সংশ্রুতং জনকাত্মজে॥ ১৬
সংশ্রুত্য চ ন শক্যামি জীবমানঃ প্রতিশ্রবম্।
মুনীনামন্যথা কর্ত্তুং সত্যমিষ্টং হি মে সদা॥ ১৭
অপ্যহং জীবিতং জহ্যাং ত্বাং বা সীতে সলক্ষ্মণাম্।
ন তু প্রতিজ্ঞাং সংশ্রুত্য ব্রাহ্মণেভ্যো বিশেষতঃ॥ ১৮
তদবশ্যং ময়া কার্য্যমৃষীণাং পরিপালনম্।
অনুক্তেনাপি বৈদেহি প্রতিজ্ঞায় কথং পুনঃ॥ ১৯
মম স্নেহাচ্চ সৌহার্দ্দাদিদমুক্তং ত্বয়া বচঃ।
পরিতুষ্টোহস্ম্যহং সীতে ন হ্যনিষ্টোহনুশিষ্যতে॥ ২০
সদৃশঞ্চানুরূপঞ্চ কুলস্য তব শোভনে।
সধর্ম্মচারিণী মে ত্বং প্রাণেভ্যোঽপি গরীয়সী॥ ২১

ইত্যেবমুক্ত্বা বচনং মহাত্মা
সীতাং প্রিয়াং মৈথিলরাজপুত্রীম্।
রামো ধনুষ্মান্ সহ লক্ষ্মণেন
জগাম রম্যাণি তপোবনানি॥ ২২

ইত্যারণ্যকাণ্ডে দশমঃ সর্গঃ॥ ১০॥

একাদশঃ সর্গঃ।

অগ্রতঃ প্রযযৌ রামঃ সীতা মধ্যে সুশোভনা।
পৃষ্ঠতস্তু ধনুষ্পাণির্লক্ষ্মণোঽনুজগাম হ॥ ১
তৌ পশ্যমানৌ বিবিধান্ শৈলপ্রস্থান্ বনানি চ।
নদীশ্চ বিবিধা রম্যা জগ্মতুঃ সহ সীতয়া॥ ২
সারসাংশ্চক্রবাকাংশ্চ নদীপুলিনচারিণঃ।
সরাংসি চ সপদ্মানি যুতানি জলজৈঃ খগৈঃ॥ ৩
যূথবদ্ধাংশ্চ পৃষতান্ মদোন্মত্তান্ বিষাণিনঃ।
মহিষাংশ্চ বরাহাংশ্চ গজাংশ্চ দ্রুমবৈরিণঃ॥ ৪
তে গত্বা দূরমধ্বানং লম্বমানে দিবাকরে।
দদৃশুঃ সহিতা রম্যং তটাকং যোজনায়তম্॥ ৫
পদ্মপুষ্করসম্বাধং গজযূথৈরলঙ্কৃতম্।
সারসৈর্হংসকাদম্বৈঃ সঙ্কুলং জলজাতিভিঃ॥ ৬
প্রসন্নসলিলে রম্যে তস্মিন্ সরসি শুশ্রুবে।
গীতবাদিত্রনির্ঘোষো ন তু কশ্চন দৃশ্যতে॥ ৭
ততঃ কুতূহলাদ্রামো লক্ষ্মণশ্চ মহারথঃ।
মুনিং ধর্ম্মভৃতং নাম প্রষ্টুং সমুপচক্রমে॥ ৮
ইদমত্যদ্ভুতং শ্রুত্বা সর্ব্বেষাং নো মহামুনে।

দণ্ডকারণ্যবাসী রাক্ষসগণকর্ত্তৃক উৎপীড়িত হইতেছি, তুমি ভ্রাতার সহিত এ বিপদ্ হইতে আমাদিগকে রক্ষা কর।' জানকি! আমি ঐ কথা শুনিয়া সেই সকল দণ্ডকারণ্যবাসী মুনিগণের নিকটে তাঁহাদিগকে সম্যক্‌রূপে রক্ষা করিব প্রতিজ্ঞা করিয়াছি! মুনিগণের নিকটে প্রতিজ্ঞা করিয়া, আমি জীবিত থাকিয়া তাহার অন্যথাচরণ করিতে পারিব না, কেননা, আমার চিরকাল সত্যই ইষ্ট পদার্থ। সীতে! আমি তোমাকে ও লক্ষ্মণকে অধিক কি, প্রাণ পর্য্যন্তও বিসর্জ্জন করিতে পারি; কিন্তু কাহারও নিকটে, বিশেষতঃ ব্রাহ্মণদিগের নিকটে প্রতিজ্ঞা করিয়া তাহার অন্যথা করিতে পারি না সুতরাং নিশ্চয়ই আমাকে ঋষিদিগকে রক্ষা করিতে হইবে। বিদেহরাজ-দুহিতে! ঋষিগণ আমাকে না বলিলেও তাঁহাদিগকে রক্ষা করা আমার কর্ত্তব্য, সুতরাং তাঁহাদিগের নিকটে প্রতিজ্ঞা করিয়া কেমন করিয়া তাঁহাদিগকে রক্ষা না করিব? সীতে! তুমি আমার প্রতি স্নেহ ও সৌহার্দ্দ-বশতঃ আমাকে যাহা বলিয়াছ, তাহাতে আমি প্রীত হইয়াছি। কেননা, অপ্রিয় ব্যক্তিকে, কেহই হিতোপদেশ দেয় না। শোভনে! তুমি আমাকে স্বীয় বংশের অনুরূপ সমুচিত বাক্যই বলিয়াছ; তুমি আমার সহধর্ম্মিণী, আমি তোমাকে প্রাণ অপেক্ষা সমধিক প্রিয়তমা বোধ করি।" সেই ধনুর্দ্ধারী মহাত্মা রাম, প্রিয়তমা মিথিলারাজ-নন্দিনী সীতাকে ঐ কথা বলিয়া লক্ষ্মণের সহিত সেই রমণীয় তপোবনে গমন করিলেন। ১—২২।

একাদশ সর্গ।

রাম অগ্রে অগ্রে চলিলেন, সাধ্বী সীতা দেবী মধ্যে যাইতে লাগিলেন এবং লক্ষ্মণ ধনু ধারণ করিয়া পশ্চাদ্‌গামী হইলেন। সীতার সহিত তাঁহারা বহুবিধ শৈলপ্রস্থ, বন ও মনোহর নদী সকল দেখিতে দেখিতে যাইতে লাগিলেন। তাঁহারা যাইতে যাইতে নদীতট-বিহারী বহু সারস ও চক্রবাক, জলচর পক্ষিগণে পরিপূর্ণ পদ্মসমাকুল সরোবর, প্রশস্ত শৃঙ্গ বিশিষ্ট যূথবদ্ধ মদোন্মত্ত পৃষৎমৃগ, মহিষ, শূকর এবং বৃক্ষবৈরী হস্তী দেখিতে পাইলেন। পরে সূর্য্যদেব পশ্চিমদিকে লম্বমান হইতে লাগিলে, তাঁহারা মিলিত হইয়া বহুপথ অতিক্রম করিয়া শ্বেত ও রক্তপদ্ম-পরিশোভিত, তটবিহারী গজযূথে অলঙ্কৃত এবং জলচর সারস ও হংসগণে পরিব্যাপ্ত এক প্রশান্ত রমণীয় তড়াগ দেখিলেন। তাঁহারা সেই মনোরম জলাশয়ের নিকট হইতে গীত ও বাদ্যধ্বনি শুনিতে পাইলেন; কিন্তু তথায় কোন ব্যক্তিকেই দেখিতে পাইলেন না। মহাবীর রাম ও লক্ষ্মণ কৌতূহলী হইয়া ধর্ম্মভৃৎনামক মুনির নিকটে যাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "মহামুনে! এই অদ্ভুত গীত

কৌতূহলং মহজ্জাতং কিমিদং সাধু কথ্যতাম্। ৯
তেনৈবমুক্তো ধর্ম্মাত্মা রাঘবেণ মুনিস্তদা।
প্রভাবং সরসঃ ক্ষিপ্রমাখ্যাতুমুপচক্রমে। ১০
ইদং পঞ্চাপ্সরো নাম তটাকং সার্ব্বকালিকম্।
নির্ম্মিতং তপসা রাম মুনিনা মাণ্ডকর্ণিনা। ১১
স হি তেপে তপস্তীব্রং মাণ্ডকর্ণির্মহামুনিঃ।
দশ বর্ষসহস্রাণি বায়ুভক্ষো জলাশয়ে। ১২
ততঃ প্রব্যথিতাঃ সর্ব্বে দেবাঃ সাগ্নিপুরোগমাঃ।
অব্রুবন্ বচনং সর্ব্বে পরস্পরসমাগতাঃ। ১৩
অস্মাকং কস্যচিৎ স্থানমেষ প্রার্থয়তে মুনিঃ।
ইতি সংবিগ্নমনসঃ সর্ব্বে তত্র দিবৌকসঃ। ১৪
ততঃ কর্ত্তুং তপোবিঘ্নং সর্ব্বৈর্দেবৈর্নিয়োজিতাঃ।
প্রধানাপ্সরসঃ পঞ্চ বিদ্যুচ্চলিতবর্চ্চসঃ। ১৫
অপ্সরোভিস্ততস্তাভির্মুনির্দৃষ্টপরাবরঃ।
নীতো মদনবশ্যত্বং দেবানাং কার্য্যসিদ্ধয়ে। ১৬
তাশ্চৈবাপ্সরসঃ পঞ্চ মুনেঃ পত্নীত্বমাগতাঃ।
তটাকে নির্ম্মিতং তাসাং তস্মিন্নন্তর্হিতং গৃহম্। ১৭
তত্রৈবাপ্সরসঃ পঞ্চ নিবসন্ত্যো যথাসুখম্।
রময়ন্তি তপোযোগান্মুনিং যৌবনমাস্থিতম্। ১৮
তাসাং সংক্রীড়মানানামেষ বাদিত্রনিস্বনঃ।
শ্রূয়তে ভূষণোন্মিশ্রো গীতশব্দো মনোহরঃ। ১৯
আশ্চর্য্যমিতি তস্যৈতদ্বচনং ভাবিতাত্মনঃ।
রাঘবঃ প্রতিজগ্রাহ সহ ভ্রাত্রা মহাযশাঃ। ২০
এবং কথয়মানঃ স দদর্শাশ্রমমণ্ডলম্।
কুশচীরপরিক্ষিপ্তং ব্রাহ্ম্যা লক্ষ্ম্যা সমাবৃতম্। ২১
প্রবিশ্য সহ বৈদেহ্যা লক্ষ্মণেন চ রাঘবঃ।
তদা তস্মিন্ স কাকুৎস্থঃ শ্রীমত্যাশ্রমমণ্ডলে। ২২
উষিত্বা স সুখং তত্র পূজ্যমানো মহর্ষিভিঃ।
জগাম চাশ্রমাংস্তেষাং পর্য্যায়েণ তপস্বিনাম্। ২৩
যেষামুষিতবান্ পূর্ব্বং সকাশে স মহাস্ত্রবিৎ।
ক্বচিৎ পরিদশান্ মাসানেকং সংবৎসরং ক্বচিৎ। ২৪
ক্বচিচ্চ চতুরো মাসান্ পঞ্চ ষট্ চ পরান্ ক্বচিৎ।
অপরত্রাধিকান্ মাসানধ্যর্দ্ধমধিকং ক্বচিৎ। ২৫
ত্রীন্ মাসানষ্ট মাসাংশ্চ রাঘবো ন্যবসৎ সুখম্।
তত্র সংবসতস্তস্য মুনীনামাশ্রমেষু বৈ।
রমতশ্চানুকূল্যেন যযুঃ সংবৎসরা দশ। ২৬
পরিসৃত্য চ ধর্ম্মজ্ঞো রাঘবঃ সহ সীতয়া।

ও বাদ্য শুনিয়া; আমাদিগের সকলেরই অত্যন্ত কৌতূহল জন্মিয়াছে, ইহার কারণ কি? উহা আপনি আমাদের নিকটে সবিশেষ বলুন।" ১—৯। ধর্ম্মাত্মা ধর্ম্মভৃত মুনি রঘুনন্দন রামের কথা শুনিয়া ঐরূপ সেই সরোবরের মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন, "রাম! মাণ্ডকর্ণি-নামক কোন মুনি তপোবলে এই সরোবর সৃষ্টি করিয়াছেন; ইহা সর্ব্বদাই জলপূর্ণ থাকে; ইহার নাম পঞ্চাপ্সর। সেই মহামুনি মাণ্ডকর্ণি জলাশয়ে থাকিয়া বায়ু ভক্ষণপূর্ব্বক দশহাজার বৎসর উগ্র তপস্যা করেন। পরে অগ্নি প্রভৃতি দেবগণ অতীব উৎকণ্ঠিত হইলেন এবং পরস্পরে মিলিয়া 'এই মুনি নিশ্চয়ই আমাদিগের কাহারও পদ প্রার্থনা করিতেছেন" ইহা বলিলেন। অনন্তর তাঁহারা সকলে উদ্বিগ্নমনা হইয়া সেই মুনির তপস্যায় বিঘ্ন ঘটাইবার জন্য বিদ্যুতের ন্যায় প্রভাশালিনী পাঁচটী শ্রেষ্ঠা অপ্সরাকে নিযুক্ত করিলেন। পরে সেই অপ্সরাগণ দেবকার্য্যসিদ্ধির জন্য সেই পরাপরবিষয়ে অভিজ্ঞ মহর্ষিকেও কামপীড়িত করিয়া তুলিল এবং সেই পাঁচটী অপ্সরাই তাঁহার পত্নী হইল। এই সরোবরের মধ্যে সেই অপ্সরাদের বাসের নিমিত্ত গৃহ প্রস্তুত হইয়াছে; তাহারা তথায় সুখে বাস করত তপোবলে প্রাপ্তযৌবন সেই মুনির মনোরঞ্জন করিতেছে। সেই ক্রীড়াশীলা অপ্সরাগণের ভূষণশব্দসম্বলিত এই শিঞ্জনরমণীয় সংগীত ও বাদ্যধ্বনি শ্রুত হইতেছে।" ১০—১৯। মহাযশা রঘুনন্দন রাম, ভ্রাতার সহিত সেই বিশুদ্ধচিত্ত মুনির কথায় আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন। তিনি "কি আশ্চর্য্য ব্যাপার!" এইরূপ বলিতে বলিতে কুশচীরপরিব্যাপ্ত ও ব্রাহ্মীশোভাবিশিষ্ট আশ্রম-মণ্ডল দেখিতে পাইলেন। অনন্তর সেই কাকুৎস্থ রঘুনন্দন রাম জনকনন্দিনী সীতা ও লক্ষ্মণের সহিত সেই শোভাশালী আশ্রমে প্রবেশ করিয়া সুখে যামিনী যাপন করত ক্রমে ক্রমে মহর্ষিগণ-সমন্বিত সেই সকল সুশোভিত আশ্রমে প্রবেশ করিলেন। তিনি মহর্ষিগণকর্ত্তৃক পূজিত হইয়া সুখে অবস্থান করত একে একে সকলেরই আশ্রমে গেলেন। পরে যাঁহাদিগের নিকটে তিনি পূর্ব্বে বাস করিয়াছিলেন, পুনরায় তাঁহাদিগের আশ্রমে আসিলেন। তিনি কোথায় দশমাস, কোথায় এক বৎসর, কোন স্থানে চারি মাস, কোথায় পাঁচ মাস, কোন স্থানে ছয় মাস, কোথায় তিন মাস, কোন স্থানে আট মাস, কোথায় অর্দ্ধমাসের অধিক এবং কোন কোন স্থানে সংবৎসরেরও অধিক কাল পরম সুখে বাস করিলেন। সেই সকল মুনিদিগের সাধুব্যবহারে তিনি সেই সকল আশ্রমে পরম সন্তোষের সহিত বাস করিতে লাগিলেন। এইরূপে তাঁহার দশ বৎসর কাটিয়া গেল। ২০—২৬। পরে সেই ধর্ম্মজ্ঞ রঘুনন্দন

সুতীক্ষ্ণস্যাশ্রমপদং পুনরেবাজগাম হ ॥ ২৭
স তমাশ্রমমাগম্য মুনিভিঃ পরিপূজিতঃ।
তত্রাপি ন্যবসদ্রামঃ কঞ্চিৎ কালমরিন্দমঃ ॥ ২৮
অথাশ্রমস্থো বিনয়াৎ কদাচিৎ তং মহামুনিম্।
উপাসীনঃ স কাকুৎস্থঃ সুতীক্ষ্ণমিদমব্রবীৎ ॥ ২৯
অস্মিন্নরণ্যে ভগবন্নগস্ত্যো মুনিসত্তমঃ।
বসতীতি ময়া নিত্যং কথাঃ কথয়তাং শ্রুতম্ ॥ ৩০
ন তু জানামি তং দেশং বনস্যাস্য মহত্তয়া।
কুত্রাশ্রমপদং রম্যং মহর্ষেস্তস্য ধীমতঃ ॥ ৩১
প্রসাদার্থং ভগবতঃ সানুজঃ সহ সীতয়া।
অগস্ত্যমধিগচ্ছেয়মভিবাদয়িতুং মুনিম্ ॥ ৩২
মনোরথো মহানেষ হৃদি সম্পরিবর্ত্ততে।
যদহং তং মুনিবরং শুশ্রূষেয়মপি স্বয়ম্ ॥ ৩৩
ইতি রামস্য স মুনিঃ শ্রুত্বা ধর্ম্মাত্মনো বচঃ।
সুতীক্ষ্ণঃ প্রত্যুবাচেদং প্রীতো দশরথাত্মজম্ ॥ ৩৪
অহমপ্যেতদেব ত্বাং বক্তুকামঃ সলক্ষ্মণম্।
অগস্ত্যমভিগচ্ছেতি সীতয়া সহ রাঘব ॥ ৩৫
দিষ্ট্যা ত্বিদানীমর্থেঽস্মিন্ স্বয়মেব ব্রবীষি মাম্।
অহমাখ্যামি তে রাম যত্রাগস্ত্যো মহামুনিঃ ॥ ৩৬
যোজনান্যাশ্রমাৎ তাত যাহি চত্বারি বৈ ততঃ।
দক্ষিণেন মহান্ শ্রীমানগস্ত্যভ্রাতুরাশ্রমঃ ॥ ৩৭
স্থলীপ্রায়ে বনোদ্দেশে পিপ্পলীবনশোভিতে।
বহুপুষ্পফলে রম্যে নানাবিহগনাদিতে ॥ ৩৮
পদ্মিন্যো বিবিধাস্তত্র প্রসন্নসলিলাশয়াঃ।
হংসকারণ্ডবাকীর্ণাশ্চক্রবাকোপশোভিতাঃ ॥ ৩৯
তত্রৈকাং রজনীং ব্যুষ্য প্রভাতে রাম গম্যতাম্।
দক্ষিণাং দিশমাস্থায় বনখণ্ডস্য পার্শ্বতঃ ॥ ৪০
তত্রাগস্ত্যাশ্রমপদং গত্বা যোজনমন্তরম্।
রমণীয়ে বনোদ্দেশে বহুপাদপশোভিতে ॥ ৪১
রংস্যতে তত্র বৈদেহী লক্ষ্মণশ্চ ত্বয়া সহ।
স হি রম্যো বনোদ্দেশো বহুপাদপসংবৃতঃ ॥ ৪২
যদি বুদ্ধিঃ কৃতা দ্রষ্টুমগস্ত্যং তং মহামুনিম্।
অদ্যৈব গমনে বুদ্ধিং রোচয়স্ব মহামতে ॥ ৪৩
ইতি রামো মুনেঃ শ্রুত্বা সহ ভ্রাত্রাভিবাদ্য চ।
প্রতস্থেঽগস্ত্যমুদ্দিশ্য সানুজঃ সহ সীতয়া ॥ ৪৪
পশ্যন্ বনানি চিত্রাণি পর্ব্বতাংশ্চাভ্রসন্নিভান্।
সরাংসি সরিতশ্চৈব পথি মার্গবশানুগান্ ॥ ৪৫
সুতীক্ষ্ণেনোপদিষ্টেন গত্বা তেন পথা সুখম্।

রাম, সীতার সহিত পুনর্ব্বার সুতীক্ষ্ণ ঋষির আশ্রমে প্রত্যাগমন করিলেন। তিনি সেই আশ্রমে আগমন-পূর্ব্বক মুনিগণকর্ত্তৃক সম্মানিত হইয়া কিছুদিন তথায় বাস করিলেন। পরে কাকুৎস্থ রাম সেই আশ্রমে বাস করত কোন সময়ে মহামুনি সুতীক্ষ্ণের নিকটে গমনপূর্ব্বক তাঁহাকে সবিনয়ে বলিলেন, "ভগবন্! আমি কথোপকথন প্রসঙ্গে ঋষিদিগের মুখ হইতে শুনিয়াছি যে, এই কাননেই মুনিবর অগস্ত্য বাস করেন; কিন্তু এই কানন অত্যন্ত বিস্তৃত, সুতরাং সেই ধীমান্ মহর্ষির রমণীয় আশ্রম যে কোথায় তাহা আমি অবগত নহি। সীতা ও ভ্রাতা লক্ষ্মণের সহিত সেই ভগবান্ অগস্ত্যের প্রসাদ-লাভার্থে তাঁহাকে অভিবাদন করিবার নিমিত্ত তাঁহার নিকটে গমন করিব। সেই মুনিশ্রেষ্ঠের শুশ্রূষা করিতে আমার মনে বলবতী ইচ্ছা হইয়াছে।" মুনিবর সুতীক্ষ্ণ দশরথপুত্র ধার্ম্মিক রামের সেই কথাশ্রবণে প্রীত হইয়া তাঁহাকে প্রত্যুত্তর করিলেন "রাঘব! আমিও তোমাকে ও লক্ষ্মণকে 'সীতার সহিত অগস্ত্য মুনির সমীপে গমন কর' এই কথা বলিতে ইচ্ছা করিয়াছিলাম; কিন্তু আমি না-বলিতে বলিতেই, সৌভাগ্য-ক্রমে এক্ষণে তুমি নিজেই আমাকে সেই কথা বলিলে। রাম! মহামুনি অগস্ত্য যে প্রদেশে বাস করেন, তাহা আমি তোমার নিকটে বলিতেছি। ২৭—৩৬। বৎস! তুমি এই আশ্রম হইতে দক্ষিণদিক্ দিয়া চারিযোজন পথ অতিক্রম করিয়া অগস্ত্য মুনির ভ্রাতার আশ্রম পাইবে। বিবিধ ফুলফল-সুশোভিত বিবিধবিহঙ্গ-শব্দে মুখরিত ও পিপ্পলীবৃক্ষসমূহে শোভিত মনোরম স্থলবহুল বনমধ্যে তাঁহার আশ্রম। তথায় হংস ও কারণ্ডবগণে সমাকীর্ণ এবং চক্রবাকসমূহে সুশোভিত বহুসংখ্যক নির্ম্মল সরোবর আছে। রাম! তথায় একরাত্রি বাস করিয়া তুমি প্রভাতে তাহার নিকট বনের পার্শ্বদেশ দিয়া দক্ষিণদিক্ অবলম্বনপূর্ব্বক এক যোজন পথ যাইও, পরে, নানাবৃক্ষশোভিত মনোহর বনমধ্যবর্ত্তী অগস্ত্য ঋষির আশ্রম পাইবে। তথায় গেলে তুমি, বিদেহরাজনন্দিনী সীতা ও লক্ষ্মণ সকলেই আমোদ লাভ করিবে; যেহেতু নানাবিধ তরুরাজি-সমাকুল সেই অরণ্যপ্রদেশ অতিশয় মনোহর। মহামতে! যখন তুমি সেই মহামুনি অগস্ত্যকে দেখিতে ইচ্ছা করিয়াছ, তখন অদ্যই তথায় যাইবার চেষ্টা কর।" ৩৭—৪৩। রাম, সুতীক্ষ্ণ মুনির কথা শুনিয়া তখনই সীতা ও ভ্রাতা লক্ষ্মণের সহিত তাঁহাকে অভিবাদনপূর্ব্বক অগস্ত্য ঋষির আশ্রম অভিমুখে যাত্রা করিলেন। পরে তিনি বিচিত্র বন, মেঘতুল্য পর্ব্বত, সরোবর ও নদী দেখিতে দেখিতে সুতীক্ষ্ণ

ইদং পরমসংহৃষ্টো বাক্যং লক্ষ্মণমব্রবীৎ ॥ ৪৬
এতদেবাশ্রমপদং নূনং তস্য মহাত্মনঃ।
অগস্ত্যস্য মুনের্ভ্রাতুর্দৃশ্যতে পুণ্যকর্ম্মণঃ ॥ ৪৭
যথা হি মে বনস্যাস্য জ্ঞাতাঃ পথি সহস্রশঃ।
সন্নতাঃ ফলভারেণ পুষ্পভারেণ চ দ্রুমাঃ ॥ ৪৮
পিপ্পলীনাঞ্চ পক্বানাং বনাদস্মাদুপাগতঃ।
গন্ধোঽয়ং পবনোৎক্ষিপ্তঃ সহসা কটুকোদয়ঃ ॥ ৪৯
তত্র তত্র চ দৃশ্যন্তে সংক্ষিপ্তাঃ কাষ্ঠসঞ্চয়াঃ।
লূনাশ্চ পরিদৃশ্যন্তে দর্ভা বৈদূর্য্যবর্চ্চসঃ ॥ ৫০
এতচ্চ বনমধ্যস্থং কৃষ্ণাভ্রশিখরোপমম্।
পাবকস্যাশ্রমস্থস্য ধূমাগ্রং সম্প্রদৃশ্যতে ॥ ৫১
বিবিক্তেষু চ তীর্থেষু কৃতস্নানা দ্বিজাতয়ঃ।
পুষ্পোপহারং কুর্ব্বন্তি কুসুমৈঃ স্বয়মার্জ্জিতৈঃ ॥ ৫২
ততঃ সুতীক্ষ্ণবচনং যথা সৌম্য ময়া শ্রুতম্।
অগস্ত্যস্যাশ্রমো ভ্রাতুর্নূনমেষ ভবিষ্যতি ॥ ৫৩
নিগৃহ্য তরসা মৃত্যুং লোকানাং হিতকাম্যয়া।
যস্য ভ্রাত্রা কৃতেয়ং দিক্ শরণ্যা পুণ্যকর্ম্মণা ॥ ৫৪
ইহৈকদা কিল ক্রূরো বাতাপিরপি চেল্বলঃ।
ভ্রাতরৌ সহিতাবাস্তাং ব্রাহ্মণঘ্নৌ মহাসুরৌ ॥ ৫৫
ধারয়ন্ ব্রাহ্মণং রূপমিল্বলঃ সংস্কৃতং বদন্।
আমন্ত্রয়তি বিপ্রান্ স শ্রাদ্ধমুদ্দিশ্য নির্ঘৃণঃ ॥ ৫৬
ভ্রাতরং সংস্কৃতং কৃত্বা ততস্তং মেষরূপিণম্।
তান্ দ্বিজান্ ভোজয়ামাস শ্রাদ্ধদৃষ্টেন কর্ম্মণা ॥ ৫৭
ততো ভুক্তবতাং তেষাং বিপ্রাণামিল্বলোঽব্রবীৎ।
বাতাপে নিষ্ক্রমস্বেতি স্বরেণ মহতা বদন্ ॥ ৫৮
ততো ভ্রাতুর্বচঃ শ্রুত্বা বাতাপির্মেষবন্নদন্।
ভিত্ত্বা ভিত্ত্বা শরীরাণি ব্রাহ্মণানাং বিনিষ্পতৎ ॥ ৫৯
ব্রাহ্মণানাং সহস্রাণি তৈরেবং কামরূপিভিঃ।
বিনাশিতানি সংহৃত্য নিত্যশঃ পিশিতাশনৈঃ ॥ ৬০
অগস্ত্যেন তদা দেবৈঃ প্রার্থিতেন মহর্ষিণা।
অনুভূয় কিল শ্রাদ্ধে ভক্ষিতঃ স মহাসুরঃ ॥ ৬১
ততঃ সম্পন্নমিত্যুক্ত্বা দত্ত্বা হস্তেঽবনেজনম্।
ভ্রাতরং নিষ্ক্রমস্বেতি ইল্বলঃ সমভাষত ॥ ৬২
স তদা ভাষমাণস্তু ভ্রাতরং বিপ্রঘাতিনম্।
অব্রবীৎ প্রহসন্ ধীমানগস্ত্যো মুনিসত্তমঃ ॥ ৬৩
কুতো নিষ্ক্রমিতুং শক্তির্ম্ময়া জীর্ণস্য রক্ষসঃ।
ভ্রাতুস্তু মেষরূপস্য গতস্য যমসাদনম্ ॥ ৬৪

ঋষির কথিত সেই পথে গমন করত অগস্ত্যভ্রাতার আশ্রমের নিকটবর্ত্তী হইয়া অতিশয় প্রীত হইলেন এবং লক্ষ্মণকে বলিলেন, "এই যে আশ্রম দেখা যাইতেছে, ইহা নিশ্চয়ই সেই পুণ্যকর্ম্মা মুনি মহাত্মা অগস্ত্যভ্রাতার বাসস্থান। আমি সুতীক্ষ্ণ মুনির নিকট যেরূপ শুনিয়াছি, এই বনের পথে সেইরূপ সহস্র সহস্র তরু ফলপুষ্পভারে অবনত হইয়া রহিয়াছে এই বন হইতে সুপক্ব পিপ্পলীফলের কটু গন্ধ বায়ুকর্তৃক সঞ্চালিত হইয়া আসিতেছে। স্থানে স্থানে রাশীকৃত কাষ্ঠ এবং ছিন্ন বৈদূর্য্যবৎ দ্যুতিমান্ কুশসমূহ দেখা যাইতেছে। এই বনমধ্যবর্ত্তী আশ্রমস্থ অগ্নির ধূমের অগ্রভাগ কৃষ্ণমেঘমণ্ডিত পর্ব্বতচূড়ার ন্যায় দেখা যাইতেছে। ব্রাহ্মণগণ এইসকল জনশূন্য সরোবর-তীর্থে স্নান করিয়া নিজ হস্তে চয়িত পুষ্পসমূহদ্বারা দেবতার আরাধনা করিয়া থাকেন, সুতরাং স্তুত-[illegible]। আমি সুতীক্ষ্ণ মুনির নিকটে যেরূপ শুনিয়াছি, তাহাতে বোধ হইতেছে যে, ইহা অবশ্যই সেই অগস্ত্যভ্রাতার আশ্রম হইবে। ইহাঁর ভ্রাতা পুণ্যকর্ম্মা অগস্ত্য ঋষি মানবগণের হিতকামনায় যমতুল্য অসুরকে বলপূর্ব্বক নিগৃহীত করিয়া এই দিক্‌কে লোকের বাসযোগ্য করিয়াছেন। ৪৬—৫৪। একদা এই প্রদেশে 'বাতাপি' 'ইল্বল' নামে ব্রাহ্মণঘাতী অতিক্রূর মহাসুর দুই ভ্রাতা একত্র ছিল। সেই নির্দ্দয় ইল্বল ব্রাহ্মণরূপ গ্রহণ করিয়া সংস্কৃত বাক্য উচ্চারণ করত শ্রাদ্ধের ছলে ব্রাহ্মণদিগকে নিমন্ত্রণ করিত, পরে সে মেষরূপধারী ভ্রাতাকে যথাবিধি সংস্কৃত করিয়া শ্রাদ্ধবিহিত বিধানক্রমে ব্রাহ্মণদিগকে তাহার মাংস আহার করাইত। পরে সেই সকল ব্রাহ্মণগণ আহার করিয়া উঠিলে সেই ইল্বল অতি উচ্চৈঃস্বরে 'বাতাপে! তুমি বাহির হও' ইহা বলিত। ভ্রাতার আহ্বান শুনিয়া মেষের ধ্বনির ন্যায় শব্দ করত বাতাপি ব্রাহ্মণ-দিগের শরীর ভেদ করিয়া বহির্গত হইত। সেই কামরূপী মাংসভোজী অসুরেরা এইরূপে নিয়তই সহস্র সহস্র ব্রাহ্মণের প্রাণ নষ্ট করিত। ৫৫—৬০। তদনন্তর দেবতাগণ সেই মহর্ষি অগস্ত্যের নিকটে প্রার্থনা করিলে, তিনি শ্রাদ্ধকালে শ্রাদ্ধ-ব্যাপার বিবেচনা করিয়া সেই মহাদৈত্যকে ভক্ষণ করিয়া-ছিলেন। পরে ইল্বল তাঁহার হাতে জল দিয়া 'কার্য্য নিষ্পন্ন হইয়াছে' তাঁহাকে ইহা বলিয়া ভ্রাতাকে 'নির্গত হও' ইহা বলিয়াছিল। দ্বিজঘাতী ইল্বল, ভ্রাতাকে ঐরূপ বলিলে, ধীমান্ মুনিশ্রেষ্ঠ অগস্ত্য হাসিতে হাসিতে তাহাকে বলিয়াছিলেন, 'আমি মেষরূপধারী তোর ভ্রাতা রাক্ষসকে জীর্ণ করিয়া ফেলিয়াছি, সে যমালয়ে গিয়াছে, তাহার আর বাহির হইবার শক্তি

অথ তস্য বচঃ শ্রুত্বা ভ্রাতুর্নিধনসংশ্রিতম্ ।
প্রধর্ষয়িতুমারেভে মুনিং ক্রোধান্নিশাচরঃ ॥ ৬৫
সোঽভ্যদ্রবদ্দ্বিজেন্দ্রং তং মুনিনা দীপ্ততেজসা ।
চক্ষুষানলকল্পেন নির্দ্দগ্ধো নিধনং গতঃ ॥ ৬৬
তস্যায়মাশ্রমো ভ্রাতুস্তটাকবনশোভিতঃ ।
বিপ্রানুকম্পয়া যেন কর্ম্মেদং দুষ্করং কৃতম্ ॥ ৬৭
এবং কথয়মানস্য তস্য সৌমিত্রিণা সহ ।
রামস্যাস্তং গতঃ সূর্য্যঃ সন্ধ্যাকালোঽভ্যবর্ত্তত ॥ ৬৮
উপাস্য পশ্চিমাং সন্ধ্যাং সহ ভ্রাত্রা যথাবিধি ।
প্রবিবেশাশ্রমপদং তমৃষিঞ্চাভ্যবাদয়ৎ ॥ ৬৯
সম্যক্ প্রতিগৃহীতস্তু মুনিনা তেন রাঘবঃ ।
ন্যবসৎ তাং নিশামেকাং প্রাশ্য মূলফলানি চ ॥ ৭০
তস্যাং রাত্র্যাং ব্যতীতায়ামুদিতে রবিমণ্ডলে ।
ভ্রাতরং তমগস্ত্যস্য আমন্ত্রয়ত রাঘবঃ ॥ ৭১
অভিবাদয়ে ত্বা ভগবান্ সুখমস্ম্যুষিতো নিশাম্ ।
আমন্ত্রয়ে ত্বা গচ্ছামি গুরুং তে দ্রষ্টুমগ্রজম্ ॥ ৭২
গম্যতামিতি তেনোক্তো জগাম রঘুনন্দনঃ ।
যথোদ্দিষ্টেন মার্গেণ বনং তচ্চাবলোকয়ন্ ॥ ৭৩
নীবারান্ পনসান্ সালান্ বঞ্জুলাংস্তিনিশাংস্তথা ।
চিরিবিল্বান্ মধূকাংশ্চ বিল্বানথ চ তিন্দুকান্ ॥ ৭৪
পুষ্পিতান্ পুষ্পিতাগ্রাভির্লতাভিরুপশোভিতান্ ।
দদর্শ রামঃ শতশস্তত্র কান্তারপাদপান্ ॥ ৭৫
হস্তিহস্তৈর্বিমৃদিতান্ বানরৈরুপশোভিতান্ ।
মত্তৈঃ শকুনিসঙ্ঘৈশ্চ শতশঃ প্রতিনাদিতান্ ॥ ৭৬
ততোঽব্রবীৎ সমীপস্থং রামো রাজীবলোচনঃ ।
পৃষ্ঠতোঽনুগতং বীরং লক্ষ্মণং লক্ষ্মিবর্দ্ধনম্ ॥ ৭৭
স্নিগ্ধপত্রা যথা বৃক্ষা যথা ক্ষান্তা মৃগদ্বিজাঃ ।
আশ্রমো নাতিদূরস্থো মহর্ষের্ভাবিতাত্মনঃ ॥ ৭৮
অগস্ত্য ইতি বিখ্যাতো লোকে স্বেনৈব কর্ম্মণা ।
আশ্রমো দৃশ্যতে তস্য পরিশ্রান্তশ্রমাপহঃ ॥ ৭৯
প্রাজ্যধূমাকুলবনশ্চীরমালাপরিষ্কৃতঃ ।
প্রশান্তমৃগযূথশ্চ নানাশকুনিনাদিতঃ ॥ ৮০
নিগৃহ্য তরসা মৃত্যুং লোকানাং হিতকাম্যয়া ।
দক্ষিণা দিক্ কৃতা যেন শরণ্যা পুণ্যকর্ম্মণা ॥ ৮১
তস্যেদমাশ্রমপদং প্রভাবাদ্যস্য রাক্ষসৈঃ ।
দিগিয়ং দক্ষিণা ত্রাসাদ্দৃশ্যতে নোপভুজ্যতে ॥ ৮২

কোথায় ?' ৬১—৬৪। পরে ইল্বল সেই মহর্ষির মুখে তাহার ভ্রাতৃনিধন-বিষয়ক কথা শুনিয়া সক্রোধে তাঁহাকে ধর্ষণা করিতে প্রবৃত্ত হইয়া অগস্ত্যের অভি-মুখে ধাবিত হইয়াছিল। তখন অগস্ত্যতেজা অগস্ত্য মুনি, অগ্নিতুল্য নেত্রে দৃষ্টি করত তাহাকে দগ্ধ করিয়া-ছিলেন, তাহাতেই সে বিনষ্ট হইয়াছিল। ব্রাহ্মণগণের প্রতি দয়া প্রকাশ করিয়া যিনি এই দুষ্কর কর্ম্ম সম্পা-দন করিয়াছিলেন, তাঁহার ভ্রাতা সেই বহুতড়াগপূর্ণ কানন-শোভিত আশ্রমে বাস করেন।" সুমিত্রানন্দন লক্ষ্মণের সহিত রামের ঐরূপ কথোপকথন করিতে করিতে দিবাকর অস্তগমন করিলেন; সন্ধ্যা হইল। তখন তিনি ভ্রাতার সহিত যথাবিধি সায়ংসন্ধ্যা উপা-সনা সমাপন করিয়া সেই মুনির আশ্রমে প্রবেশ করিলেন এবং মুনিবরকে অভিবাদন করিলেন। পরে সেই ঋষি রঘুনন্দন রামকে যথানুরূপ সৎকার করিলে, তিনি তাঁহার নিকট হইতে ফল-মূল লাভ করিয়া সেই রাত্রি তথায় যাপন করিলেন। ৬৫—৭০। নিশাবসানে সূর্য্য উদিত হইলে, রঘুনন্দন রাম সেই অগস্ত্যভ্রাতার অনুমতি লইবার জন্য তাঁহাকে বলিলেন,—"হে ভগ-বন্! আপনাকে অভিবাদন করিতেছি, আমি পরম সুখে রাত্রি অতিবাহিত করিয়াছি; সম্প্রতি আপনার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকে দর্শন করিবার জন্য যাইতে অভিলাষী হইয়া আপনার অনুমতি ভিক্ষা করিতেছি।" পরে অগস্ত্যভ্রাতা রঘুনন্দন রামকে "গমন কর" বলিলে, তিনি সেই বন দৃষ্টি করত সুতীক্ষ্ণ মুনির কথিত সেই পথ দিয়া যাইতে লাগিলেন। ৭১—৭৩। পরে সেই কমল-লোচন রাম, অগস্ত্য ঋষির আশ্রমের নিকটবর্ত্তী হইয়া তথায় নীবার, পনস, সাল, অশোক, তিনিশ, করঞ্জ, বিল্ব, মধূক, তিন্দুক এবং করিকরমর্দ্দিত বানরগণে শোভিত, প্রমত্ত বিহঙ্গদিগের শব্দে মুখরিত ও কুসুমাকীর্ণ লতাজালে বিরাজিত শত শত পুষ্পশোভিত বনবৃক্ষ দেখিলেন এবং অনুগ-পশ্চাদ্বর্ত্তী লক্ষ্মীবর্দ্ধন লক্ষ্মণকে বলিলেন, বৃক্ষ সকলের পত্র যেরূপ স্নিগ্ধ ও মৃগগণকে যেরূপ শান্ত দেখা যাই-তেছে, তাহাতে বোধ হইতেছে সেই বিশুদ্ধচিত্ত মহর্ষি অগস্ত্যের আশ্রম অধিক দূরবর্ত্তী নহে। যিনি নিজ কর্ম্মদ্বারা পৃথিবীমধ্যে 'অগস্ত্য' নামে বিখ্যাত হইয়াছেন; হবির্গন্ধধূমব্যাপ্ত, বনমধ্যবর্ত্তী, চীরমালা-সমাকীর্ণ, শান্তিযুক্ত মৃগসমূহসমাকুল, বহুবিধ বিহঙ্গরবে মুখরিত ও পরিশ্রান্ত ব্যক্তিদিগের ক্লান্তিনিবারক তাঁহার আশ্রমটী দেখা যাইতেছে। যিনি মানুষের হিতৈষী হইয়া বল-পূর্ব্বক মৃত্যুতুল্য অসুরকে নিগৃহীত করিয়া এই দক্ষিণ-দিক্‌কে মানুষের বাসযোগ্য করিয়াছেন এবং রাক্ষসগণ যাঁহার ভয়ে ভয়াকুল হইয়া এই দক্ষিণদিকে থাকে না, দূর হইতে কেবলমাত্র দৃষ্টিক্ষেপ করে; ঐ সেই পুণ্য-কর্ম্মা ঋষিশ্রেষ্ঠ অগস্ত্যের আশ্রম। সেই পুণ্যাত্মা

যদাপ্রভৃতি চাক্রান্তা দিগিয়ং পুণ্যকর্ম্মণা।
তদাপ্রভৃতি নির্ব্বৈরাঃ প্রশান্তা রজনীচরাঃ॥ ৮৩
নাম্না চেয়ং ভগবতো দক্ষিণা দিক্ প্রদক্ষিণা।
প্রথিতা ত্রিষু লোকেষু দুর্দ্ধর্ষা ক্রূরকর্ম্মভিঃ॥ ৮৪
মার্গং নিরোদ্ধুং সততং ভাস্করস্যাচলোত্তমঃ।
সন্দেশং পালয়ংস্তস্য বিন্ধ্যশৈলো ন বর্দ্ধতে॥ ৮৫
অয়ং দীর্ঘায়ুষস্তস্য লোকে বিশ্রুতকর্ম্মণঃ।
অগস্ত্যস্যাশ্রমঃ শ্রীমান্ বিনীতমৃগসেবিতঃ॥ ৮৬
এষ লোকার্চ্চিতঃ সাধুর্হিতে নিত্যং রতঃ সতাম্।
অস্মানধিগতানেষ শ্রেয়সা যোজয়িষ্যতি॥ ৮৭
আরাধয়িষ্যাম্যত্রাহমগস্ত্যং তং মহামুনিম্।
শেষঞ্চ বনবাসস্য সৌম্য বৎস্যাম্যহং প্রভো॥ ৮৮
অত্র দেবাঃ সগন্ধর্ব্বাঃ সিদ্ধাশ্চ পরমর্ষয়ঃ।
অগস্ত্যং নিয়তাহারাঃ সততং পর্য্যুপাসতে॥ ৮৯
নাত্র জীবেন্মৃষাবাদী ক্রূরো বা যদি বা শঠঃ।
নৃশংসঃ পাপবৃত্তো বা মুনিরেষ তথাবিধঃ॥ ৯০
অত্র দেবাশ্চ যক্ষাশ্চ নাগাশ্চ পতগৈঃ সহ।
বসন্তি নিয়তাহারা ধর্ম্মমারাধয়িষবঃ॥ ৯১
অত্র সিদ্ধা মহাত্মানো বিমানৈঃ সূর্য্যসন্নিভৈঃ।
ত্যক্ত্বা দেহান্ নবৈর্দেহৈঃ স্বর্যাতাঃ পরমর্ষয়ঃ॥ ৯২
যক্ষত্বমমরত্বঞ্চ রাজ্যানি বিবিধানি চ।
অত্র দেবাঃ প্রযচ্ছন্তি ভূতৈরারাধিতাঃ শুভৈঃ॥ ৯৩
আগতাঃ স্মাশ্রমপদং সৌমিত্রে প্রবিশাগ্রতঃ।
নিবেদয়েহ মাং প্রাপ্তমৃষয়ে সহ সীতয়া॥ ৯৪
ইত্যারণ্যকাণ্ডে একাদশঃ সর্গঃ॥ ১১॥

দ্বাদশঃ সর্গঃ।

স প্রবিশ্যাশ্রমপদং লক্ষ্মণো রাঘবানুজঃ।
অগস্ত্যশিষ্যমাসাদ্য বাক্যমেতদুবাচ হ॥ ১
রাজা দশরথো নাম জ্যেষ্ঠস্তস্য সুতো বলী।
রামঃ প্রাপ্তো মুনিং দ্রষ্টুং ভার্য্যয়া সহ সীতয়া॥ ২
লক্ষ্মণো নাম তস্যাহং ভ্রাতা ত্ববরজো হিতঃ।
অনুকূলশ্চ ভক্তশ্চ যদি তে শ্রোত্রমাগতঃ॥ ৩
তে বয়ং বনমত্যুগ্রং প্রবিষ্টাঃ পিতৃশাসনাৎ।
দ্রষ্টুমিচ্ছামহে সর্ব্বে ভগবন্তং নিবেদ্যতাম্॥ ৪
তস্য তদ্বচনং শ্রুত্বা লক্ষ্মণস্য তপোধনঃ।

অগস্ত্য যে দিন হইতে এই দিকে আসিয়াছেন, তদবধি রাক্ষসগণ শত্রুতা ছাড়িয়া শান্তস্বভাব হইয়াছে। ৭৪—৮৩। এই দক্ষিণদিক্ সেই ভগবান্ অগস্ত্য ঋষির প্রভাবে ক্রূরমতি রাক্ষসদিগের অধর্ষণীয় ও মনুষ্যগণের বাসযোগ্য হইয়া ত্রিভুবনমধ্যে তাঁহার নামে বিখ্যাত হইয়াছে। পর্ব্বতশ্রেষ্ঠ বিন্ধ্য তাঁহার আজ্ঞা প্রতিপালনপূর্ব্বক সূর্য্যের পথ-অবরোধ করিবার জন্য আর বর্দ্ধিত হইতেছে না। ঐ সেই লোক-বিখ্যাত দীর্ঘায়ু মহর্ষি অগস্ত্যের বিনীত মৃগগণে সেবিত রমণীয় আশ্রম। আমরা সকল-লোকপূজিত ও সতত সাধুদিগের হিতনিরত ঐ সাধুচরিত্র মহর্ষির আশ্রমে উপস্থিত হইলে উনি আমাদিগের মঙ্গল বিধান করিবেন। শুভদর্শন! আমি তথায় যাইয়া সেই মহামুনি অগস্ত্যকে পূজা করিব এবং বনবাসের শেষ-কালপর্য্যন্ত তথায় বাস করিব। ঐ আশ্রমে দেব, গন্ধর্ব্ব ও তপঃসিদ্ধ মহর্ষিরা নিয়তাহার হইয়া নিয়ত অগস্ত্য ঋষিকে উপাসনা করেন। মহর্ষি এরূপ প্রভাবশালী যে, উঁহার আশ্রমে মিথ্যাবাদী, ক্রূর, শঠ, নিষ্ঠুর বা পাপাচারী ব্যক্তি জীবিত থাকে না। ঐ আশ্রমে দেবতা, যক্ষ, নাগ ও পক্ষিগণ ধর্ম্ম-আরাধনার্থে নিয়তাহার হইয়া বাস করেন। তথায় যে সকল মহাত্মা মহর্ষিরা তপস্যার সিদ্ধি লাভ করিয়াছেন, তাঁহারা পুরাতন দেহ ত্যাগ করিয়া নূতন দেহ ধারণ করত সূর্য্যসদৃশ দীপ্তিশালী বিমানে আরোহণ-পূর্ব্বক স্বর্গে গিয়াছেন। যে সকল শুভানুষ্ঠায়ী প্রাণীরা ঐ আশ্রমে থাকিয়া দেবগণের আরাধনা করেন, দেবতারা তাঁহাদিগকে যক্ষত্ব, অমরত্ব বা নানাবিধ রাজ্য প্রদান করিয়া থাকেন। সুমিত্রানন্দন! আমরা অগস্ত্য ঋষির আশ্রমে আসিয়াছি, এক্ষণে তুমি অগ্রে তথায় প্রবিষ্ট হইয়া আমি সীতার সহিত এখানে আসিয়াছি, এই সংবাদ তাঁহাকে নিবেদন কর।" ৮৪—৯৪।

দ্বাদশ সর্গ।

রঘুনন্দন রামের কনিষ্ঠ ভ্রাতা সেই লক্ষ্মণ আশ্রম-মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া অগস্ত্য ঋষির এক শিষ্যের নিকটে যাইয়া বলিলেন, "রাজা দশরথের জ্যেষ্ঠ পুত্র বলবান্ রাম, পত্নী সীতার সহিত অগস্ত্য মুনিকে দেখিবার জন্য এখানে আসিয়াছেন। আমার নাম 'লক্ষ্মণ' আমি তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা, আজ্ঞানুবর্ত্তী, হিতকারী ও ভক্ত। বোধ হয়, এ কথা আপনি শুনিয়া থাকিবেন। পিতার আদেশক্রমে আমরা অতি বিজন বনে প্রবেশ করিয়াছি, এক্ষণে ভগবান্ অগস্ত্য ঋষিকে দর্শন করিতে বাসনা করিতেছি, আপনি তাঁহাকে এ বিষয় নিবেদন করুন।" ১—৪। অগস্ত্য মুনির প্রিয় শিষ্য

জগৈত্যুক্ত্বাগ্নিশরণং প্রবিবেশ নিবেদিতুম্ ॥ ৫
স প্রবিশ্য মুনিশ্রেষ্ঠং তপসা দুষ্প্রধর্ষণম্।
কৃতাঞ্জলিরুবাচেদং রামাগমনমঞ্জসা ॥ ৬
যথোক্তং লক্ষ্মণেনৈব শিষ্যোহগস্ত্যস্য সম্মতঃ।
পুত্রৌ দশরথস্যেমৌ রামো লক্ষ্মণ এব চ।
প্রবিষ্টাবাশ্রমপদং সীতয়া সহ ভার্য্যয়া ॥ ৭
দ্রষ্টুং ভবন্তমায়াতৌ শুশ্রূষার্থমরিন্দমৌ।
যদত্রানন্তরং তত্ত্বমাজ্ঞাপয়িতুমর্হসি ॥ ৮
ততঃ শিষ্যাদুপশ্রুত্য প্রাপ্তং রামং সলক্ষ্মণম্।
বৈদেহীঞ্চ মহাভাগামিদং বচনমব্রবীৎ ॥ ৯
দিষ্ট্যা রামশ্চিরস্যাদ্য দ্রষ্টুং মাং সমুপাগতঃ।
মনসা কাঙ্ক্ষিতং হ্যস্য ময়াপ্যাগমনং প্রতি ॥ ১০
গম্যতাং সংকৃতো রামঃ সভার্য্যঃ সহলক্ষ্মণঃ।
প্রবেশ্যতাং সমীপং মে কিমর্থং ন প্রবেশিতঃ ॥ ১১
এবমুক্তস্তু মুনিনা ধর্ম্মজ্ঞেন মহাত্মনা।
অভিবাদ্যাব্রবীৎ শিষ্যস্তথেতি নিয়তাঞ্জলিঃ ॥ ১২
তদা নিষ্ক্রম্য সম্ভ্রান্তঃ শিষ্যো লক্ষ্মণমব্রবীৎ।
কোঽসৌ রামো মুনিং দ্রষ্টুমেতু প্রবিশতু স্বয়ম্ ॥ ১৩
ততো গত্বাশ্রমপদং শিষ্যেণ সহ লক্ষ্মণঃ।
দর্শয়ামাস কাকুৎস্থং সীতাঞ্চ জনকাত্মজাম্ ॥ ১৪
তং শিষ্যঃ প্রশ্রিতং বাক্যমগস্ত্যবচনং ব্রুবন্।
প্রাবেশয়দ্‌যথান্যায়ং সংকারার্হং সুসংকৃতম্ ॥ ১৫
প্রবিবেশ ততো রামঃ সীতয়া সহলক্ষ্মণঃ।
প্রশান্তহরিণাকীর্ণমাশ্রমং হ্যবলোকয়ন্ ॥ ১৬
স তত্র ব্রহ্মণঃ স্থানমগ্নেঃ স্থানং তথৈব চ।
বিষ্ণোঃ স্থানং মহেন্দ্রস্য স্থানঞ্চৈব বিবস্বতঃ ॥ ১৭
সোমস্থানং ভগস্থানং স্থানং কৌবেরমেব চ।
ধাতুর্বিধাতুঃ স্থানঞ্চ বায়োঃ স্থানং তথৈব চ ॥ ১৮
স্থানঞ্চ পাশহস্তস্য বরুণস্য মহাত্মনঃ।
স্থানং তথৈব গায়ত্র্যা বসূনাং স্থানমেব চ ॥ ১৯
স্থানঞ্চ নাগরাজস্য গরুড়স্থানমেব চ।
কার্ত্তিকেয়স্য চ স্থানং ধর্ম্মস্থানঞ্চ পশ্যতি ॥ ২০
ততঃ শিষ্যৈঃ পরিবৃতো মুনিরপ্যভিনিষ্পতৎ ॥ ২১
তং দদর্শাগ্রতো রামো মুনীনাং দীপ্ততেজসাম্।
অব্রবীদ্বচনং বীরো লক্ষ্মণং লক্ষ্মিবর্দ্ধনম্ ॥ ২২
বহির্লক্ষ্মণ নিষ্ক্রামত্যগস্ত্যো ভগবানৃষিঃ।
ঔদার্য্যেণৈব গচ্ছামি নিধানং তপসামিদম্ ॥ ২৩
এবমুক্ত্বা মহাবাহুরগস্ত্যং সূর্য্যবর্চ্চসম্।
জগ্রাহাপততস্তস্য পাদৌ চ রঘুনন্দনঃ ॥ ২৪

সেই তপোধন, লক্ষ্মণের কথা শুনিয়া তাঁহাকে “নিবেদন করিতেছি।’ বলিয়া তপঃপ্রভাবে অধর্ষণীয় মুনিবর অগস্ত্যকে সেই বিষয় নিবেদন করিবার জন্য অগ্নিশালায় প্রবেশ করিলেন। তথায় প্রবেশ করিয়া তিনি বদ্ধাঞ্জলি হইয়া তাঁহাকে লক্ষ্মণের বাক্যানুসারে রামের আগমন এইরূপ বিবরণ করিলেন, “দশরথপুত্র শত্রুদমন রাম, পত্নী সীতা ও ভ্রাতা অরিন্দম লক্ষ্মণের সহিত আপনাকে দর্শন ও সেবা করিবার জন্য এই আশ্রমে আগমন করিয়াছেন।’ যেরূপ বক্তব্য, তাহা আপনি আদেশ করুন। ৫—৮। পরে অগস্ত্য ঋষি, শিষ্যের নিকট রাম, লক্ষ্মণ ও পরমসৌভাগ্যবতী সীতা দেবীর আগমন-সংবাদ শুনিয়া তাঁহাকে বলিলেন, “ভাগ্যক্রমে বহুকালের পর এক্ষণে রাম আমাকে দেখিবার জন্য আসিয়াছেন। আমিও মনে মনে তাঁহার আগমন কামনা করিতেছিলাম। তুমি যাও এবং রামকে সীতা ও লক্ষ্মণের সহিত যথোচিত সম্মানপূর্ব্বক আমার নিকটে আনয়ন কর; তুমি দেখিবামাত্রই কেন তাঁহাকে প্রবেশিত কর নাই?” সেই শিষ্য ধর্ম্মজ্ঞ মহাত্মা ঋষির এরূপ উক্তি শুনিয়া তাঁহাকে অভিবাদনপূর্ব্বক কৃতাঞ্জলিপুটে ‘যে আজ্ঞা’ এই কথা বলিলেন। পরে তিনি ত্বরায় তথা হইতে বহির্গত হইয়া লক্ষ্মণকে বলিলেন, “রাম কে? তিনি আসুন; মুনিকে দর্শন করিবার নিমিত্ত স্বয়ং প্রবেশ করুন।” পরে লক্ষ্মণ সেই শিষ্যের সহিত আশ্রমের প্রান্তভাগে যাইয়া তাঁহাকে কাকুৎস্থ রাম ও জনকনন্দিনী সীতাকে দেখাইলেন। তখন সেই শিষ্য পূজার্হ রামকে বিনয়ান্বিত অগস্ত্যবাক্য বলিতে বলিতে সম্মানপূর্ব্বক যথানিয়মে আশ্রমমধ্যে লইয়া গেলেন। পরে রাম, সীতা ও লক্ষ্মণের সহিত শান্তস্বভাব হরিণগণে সমাকীর্ণ সেই আশ্রম দৃষ্টি করত তন্মধ্যে প্রবেশ করিলেন। তিনি তথায় প্রবিষ্ট হইয়া ব্রহ্মা, অগ্নি, বিষ্ণু, মহেন্দ্র, সূর্য্য, চন্দ্র, কুবের, ধাতা, বিধাতা, বায়ু, ভগনামক দেব, পাশধারী মহাত্মা বরুণ, গায়ত্রী দেবী, বসুগণ, নাগরাজ বাসুকি, গরুড়, কার্ত্তিকেয় ও ধর্ম্মের স্থান দর্শন করিলেন। পরে ঋষিবর অগস্ত্য শিষ্যগণে পরিবেষ্টিত হইয়া অগ্নিশালা হইতে নির্গত হইলেন। ৯—২১। তখন বীর্য্যশালী রাম, মুনিগণের পুরোবর্ত্তী প্রদীপ্ততেজা অগস্ত্য মুনিকে তাঁহার দিকে আসিতে দেখিয়া লক্ষ্মীবর্দ্ধন লক্ষ্মণকে কহিলেন,—“লক্ষ্মণ! তপস্যার আকর ঐ ভগবান্ অগস্ত্য মুনি বহির্দেশে আগমন করিতেছেন; এক্ষণে আমি ঔদার্য্যান্বিত হইয়া ইঁহার নিকটে যাই।” মহাবাহু রঘুনন্দন রাম, সূর্য্যের ন্যায় তেজস্বী অগস্ত্য মুনিকে

অভিবাদ্য তু ধর্ম্মাত্মা তস্থৌ রামঃ কৃতাঞ্জলিঃ।
সীতয়া সহ বৈদেহ্যা তদা রামঃ সলক্ষ্মণঃ॥ ২৫
প্রতিগৃহ্য চ কাকুৎস্থমর্চ্চয়িত্বাসনোদকৈঃ।
কুশলপ্রশ্নমুক্ত্বা চ আস্যতামিতি সোঽব্রবীৎ॥ ২৬
অগ্নিং হুত্বা প্রদায়ার্ঘ্যমতিথীন্ প্রতিপূজ্য চ।
বানপ্রস্থেন ধর্ম্মেণ স তেষাং ভোজনং দদৌ॥ ২৭
প্রথমঞ্চোপবিশ্যাথ ধর্ম্মজ্ঞো মুনিপুঙ্গবঃ।
উবাচ রামমাসীনং প্রাঞ্জলিং ধর্ম্মকোবিদম্॥ ২৮
অন্যথা খলু কাকুৎস্থ তপস্বী সমুদাচরন্।
দুঃসাক্ষীব পরে লোকে স্বানি মাংসানি ভক্ষয়েৎ॥ ২৯
রাজা সর্ব্বস্য লোকস্য ধর্ম্মচারী মহারথঃ।
পূজনীয়শ্চ মান্যশ্চ ভবান্ প্রাপ্তঃ প্রিয়াতিথিঃ॥ ৩০
এবমুক্ত্বা ফলৈর্মূলৈঃ পুষ্পৈশ্চান্যৈশ্চ রাঘবম্।
পূজয়িত্বা যথাকামং ততোঽগস্ত্যস্তমব্রবীৎ॥ ৩১
ইদং দিব্যং মহচ্চাপং হেমবজ্রবিভূষিতম্।
বৈষ্ণবং পুরুষব্যাঘ্র নির্ম্মিতং বিশ্বকর্ম্মণা॥ ৩২
অমোঘঃ সূর্য্যসঙ্কাশো ব্রহ্মদত্তঃ শরোত্তমঃ।
দত্তো মম মহেন্দ্রেণ তূণী চাক্ষয্যসায়কৌ॥ ৩৩
সম্পূর্ণৌ নিশিতৈর্বাণৈর্জ্বলদ্ভিরিব পাবকৈঃ।
মহারজতকোশোঽয়মসির্হেমবিভূষিতঃ॥ ৩৪
অনেন ধনুষা রাম হত্বা সংখ্যে মহাসুরান্।
আজহার শ্রিয়ং দীপ্তাং পুরা বিষ্ণুর্দিবৌকসাম্॥ ৩৫
তদ্ধনুস্তৌ চ তূণৌ চ শরং খড্গঞ্চ মানদ।
জয়ায় প্রতিগৃহ্নীষ বজ্রং বজ্রধরো যথা॥ ৩৬
এবমুক্ত্বা মহাতেজাঃ সমস্তং তদরায়ুধম্।
দত্ত্বা রামায় ভগবানগস্ত্যঃ পুনরব্রবীৎ॥ ৩৭
ইত্যারণ্যকাণ্ডে দ্বাদশঃ সর্গঃ॥ ১২॥

ত্রয়োদশঃ সর্গঃ।

রাম প্রীতোঽস্মি ভদ্রং তে পরিতুষ্টোঽস্মি লক্ষ্মণ।
অভিবাদয়িতুং যন্মাং প্রাপ্তৌ স্থঃ সহ সীতয়া॥ ১
অধ্বশ্রমেণ বাং খেদো বাধতে প্রচুরঃ শ্রমঃ।
ব্যক্তমুৎকণ্ঠতে চাপি মৈথিলী জনকাত্মজা॥ ২
এষা চ সুকুমারী চ খেদৈশ্চ ন বিমানিতা।
প্রাজ্যদোষং বনং প্রাপ্তা ভর্তৃস্নেহপ্রচোদিতা॥ ৩

আসিতে দেখিয়া লক্ষ্মণকে ঐ কথা বলিয়া তাঁহার চরণে প্রণাম করিলেন। ধর্ম্মাত্মা লোকাভিরাম রাম সীতা ও লক্ষ্মণের সহিত তাঁহাকে অভিবাদন করিয়া কৃতাঞ্জলি হইয়া দণ্ডায়মান হইলেন। তখন সেই অগস্ত্য মুনি, কাকুৎস্থ রামকে সমাদরপূর্ব্বক গ্রহণ করিয়া আসন ও উদকদ্বারা অর্চ্চনা করত কুশলপ্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলেন ও "উপবেশন কর" বলিলেন। অনন্তর তিনি অগ্নিতে হোম করিয়া বানপ্রস্থ-ধর্ম্মানুসারে সেই অতিথি রাম, লক্ষ্মণ ও সীতা দেবীকে অর্ঘ্য দিয়া পূজা করত খাদ্য-দ্রব্য প্রদান করিলেন। ২২—২৭। পরে সেই ধর্ম্মজ্ঞ মুনিবর অগস্ত্য প্রথমে উপবিষ্ট হইয়া, বদ্ধাঞ্জলি পশ্চাৎ দিকে উপবিষ্ট ধর্ম্মজ্ঞ রামকে কহিলেন, "কাকুৎস্থ! তপস্বী যদি অতিথির প্রতি অন্যরূপ ব্যবহার করে, তবে মিথ্যাসাক্ষ্যদাতা লোকের ন্যায় পরলোকে তাহাকে নিজ মাংস ভক্ষণ করিতে হয়। তুমি মহারথ, ধর্ম্মানুষ্ঠায়ী ও সকল লোকের রাজা, অতএব তুমি আমাদিগের প্রিয়তম অতিথি; তুমি এখানে আসিয়াছ; অতএব তোমাকে পূজা ও সম্মান করা আমাদিগের অবশ্য কর্ত্তব্য।" ইহা বলিয়া অগস্ত্য ঋষি, রঘুনন্দন রামকে ইচ্ছানুসারে পুষ্প, ফল, মূল ও অন্যান্য বনজাত দ্রব্যদ্বারা পূজা করিয়া পুনরায় বলিলেন, "পুরুষসিংহ! দেবরাজ আমাকে বিশ্বকর্ম্মনির্ম্মিত স্বর্ণ ও বজ্রমণিদ্বারা বিভূষিত দিব্য মহৎ এই বৈষ্ণব ধনু, সূর্য্যতুল্য-প্রভাবিশিষ্ট অমোঘ ব্রহ্মদত্তনামক উৎকৃষ্ট সুবর্ণনির্ম্মিত হেমবিভূষিত তরবারি এবং অগ্নির ন্যায় দীপ্তিশালী তীক্ষ্ণ বাণসমূহে পরিপূর্ণ অক্ষয়সায়ক তূণদ্বয় প্রদান করিয়াছেন। রাম! পূর্ব্বে বিষ্ণু এই কার্ম্মুকদ্বারা যুদ্ধে শ্রেষ্ঠ অসুরদিগকে বিনাশ করিয়া দেবগণের দীপ্তিমতী লক্ষ্মীকে লাভ করিয়াছিলেন। মানপ্রদ! বজ্রধারী ইন্দ্র যেমন বজ্র গ্রহণ করেন, তুমিও সেইরূপ জয়ের নিমিত্ত এই ধনু, বাণ, খড়্গ ও তূণদ্বয় গ্রহণ কর।" মহাতেজস্বী ভগবান্ অগস্ত্য ঋষি এই বলিয়া রামকে সেই সকল উৎকৃষ্ট অস্ত্র প্রদান করিয়া পুনরায় বলিতে লাগিলেন। ২৮—৩৭।

ত্রয়োদশ সর্গ।

রাম! তোমার মঙ্গল হউক। আমি তোমার প্রতি অতিশয় প্রীত হইয়াছি; লক্ষ্মণ! তোমার প্রতিও আমি সন্তুষ্ট হইয়াছি; কেননা, তোমরা সীতার সহিত আমাকে অভিবাদন করিবার জন্য এখানে আসিয়াছ। পথভ্রমণনিমিত্তক যথেষ্ট পরিশ্রম ও তজ্জনিত খেদ তোমাদিগকে পীড়িত করিতেছে। মিথিলাধিপতি জনকের দুহিতা সীতা দেবীও অতিশয় ক্লান্তা হইয়াছেন, এবং এক্ষণে উৎকণ্ঠিতা হইয়াছেন। এই সুকুমারী সীতা দেবী পূর্ব্বে কখনও দুঃখবার্ত্তা অবগত হন নাই; অধুনা স্বামি-ভক্তিবশতঃ বিপ্রায়ের [illegible]

যথৈষা রমতে রাম ইহ সীতা তথা কুরু।
দুষ্করং কৃতবত্যেষা বনে ত্বামভিগচ্ছতী॥ ৫
এষা হি প্রকৃতিঃ স্ত্রীণামা সৃষ্টে রঘুনন্দন।
সমস্থমনুরজ্যন্তে বিষমস্থং ত্যজন্তি চ॥ ৫
শতহ্রদানাং লোলত্বং শস্ত্রাণাং তীক্ষ্ণতাং তথা।
গরুড়ানিলয়োঃ শৈঘ্র্যমনুগচ্ছন্তি যোষিতঃ॥ ৬
ইয়ন্তু ভবতো ভার্য্যা দোষৈরেতৈর্বিবর্জ্জিতা।
শ্লাঘ্যা চ ব্যপদেশ্যা চ যথা দেবেষ্বরুন্ধতী॥ ৭
অলঙ্কৃতোঽয়ং দেশশ্চ যত্র সৌমিত্রিণা সহ।
বৈদেহ্যা চানয়া রাম বৎস্যসি ত্বমরিন্দম॥ ৮
এবমুক্তস্তু মুনিনা রাঘবঃ সংযতাঞ্জলিঃ।
উবাচ প্রশ্রিতং বাক্যমৃষিং দীপ্তমিবানলম্॥ ৯
ধন্যোঽস্ম্যনুগৃহীতোঽস্মি যস্য মে মুনিপুঙ্গবঃ।
গুণৈঃ সভ্রাতৃভার্য্যস্য গুরুর্নঃ পরিতুষ্যতি॥ ১০
কিন্তু ব্যাদিশ মে দেশং সোদকং বহুকাননম্।
যত্রাশ্রমপদং কৃত্বা বসেয়ং নিরতঃ সুখম্॥ ১১
ততোঽব্রবীন্মুনিশ্রেষ্ঠঃ শ্রুত্বা রামস্য ভাষিতম্।
ধ্যাত্বা মুহূর্ত্তং ধর্ম্মাত্মা ততোবাচ বচঃ শুভম্॥ ১২
ইতো দ্বিযোজনে তাত বহুমূলফলোদকঃ।
দেশো বহুমৃগঃ শ্রীমান্ পঞ্চবট্যভিবিশ্রুতঃ॥ ১৩
তত্র গত্বাশ্রমপদং কৃত্বা সৌমিত্রিণা সহ।
রমস্ব ত্বং পিতুর্বাক্যং যথোক্তমনুপালয়ন্॥ ১৪
বিদিতো হ্যেষ বৃত্তান্তো মম সর্ব্বস্তবানঘ।
তপসশ্চ প্রভাবেণ স্নেহাদ্দশরথস্য চ॥ ১৫
হৃদয়স্থশ্চ তে ছন্দো বিজ্ঞাতং তপসা ময়া।
ইহ বাসং প্রতিজ্ঞায় ময়া সহ তপোবনে॥ ১৬
অতশ্চ ত্বামহং ব্রূমি গচ্ছ পঞ্চবটীমিতি।
স হি রম্যো বনোদ্দেশো মৈথিলী তত্র রংস্যতে॥ ১৭
স দেশঃ শ্লাঘনীয়শ্চ নাতিদূরে চ রাঘব।
গোদাবর্য্যাঃ সমীপে চ মৈথিলী তত্র রংস্যতে॥ ১৮
প্রাজ্যমূলফলৈশ্চৈব নানাদ্বিজগণৈর্যুতঃ।
বিবিক্তশ্চ মহাবাহো পুণ্যো রম্যস্তথৈব চ॥ ১৯
ভবানপি সদাচারঃ শক্তশ্চ পরিরক্ষণে।

বনে আসিয়াছেন। রাম! এই সীতা বনেও তোমার সঙ্গিনী হইয়া অতিশয় দুঃসাধ্য কার্য্য করিয়াছেন। সে যাহা হউক, এক্ষণে যাহাতে ইহার চিত্ত প্রসন্ন থাকে, তুমি সেইরূপ কর। রঘুনন্দন! সৃষ্টিকাল অবধি স্ত্রীদিগের এই স্বভাব যে, তাহারা সম্পৎকালে স্বামীর প্রতি অনুগামিনী হয় এবং বিপৎকালে স্বামীকে পরিত্যাগ করে। নারীগণ বিদ্যুতের চপলতা, অস্ত্রের তীক্ষ্ণতা এবং গরুড় ও বায়ুর দ্রুতগামিতার অনুকরণ করে; কিন্তু তোমার এই পত্নীতে সে সকল দোষ নাই। ইনি দেবতাগণের মধ্যে অরুন্ধতীর ন্যায় পতিব্রতাদিগের অগ্রগণ্যা ও প্রশংসনীয়া। অরিন্দম রাম! সম্প্রতি এই প্রদেশ সাতিশয় অলঙ্কৃত হইল; কেননা তুমি বিদেহ-রাজনন্দিনী সীতা ও সুমিত্রানন্দন লক্ষ্মণের সহিত এখানে বসতি করিবে।” ১—৮। প্রদীপ্ত অগ্নিতুল্য দ্যুতিমান্ অগস্ত্য মুনি এইরূপ বলিলে, রঘুনন্দন রাম কৃতাঞ্জলিপূর্ব্বক তাঁহাকে বিনীতভাবে বলিলেন, মুনিবর! আপনি আমাদিগের গুরু; আপনি যখন আমার এবং আমার ভ্রাতা ও পত্নীর গুণে প্রীত হইয়াছেন, তখন আমি আপনার কৃপাভাজন ও ধন্য হইয়াছি। সে যাহা হউক, এক্ষণে যেখানে অনায়াসে জল পাওয়া যায় এরূপ একটি বহুকানন-শোভিত স্থানের কথা আমাকে বলিয়া দিন; আশ্রম প্রস্তুত করিয়া আমি হৃষ্টচিত্তে পরমসুখে তথায় বাস করিব।” ধর্ম্মাত্মা মুনিবর অগস্ত্য, রামের কথা শুনিয়া মুহূর্ত্ত কাল ধ্যানস্থ থাকিয়া, পরে তাঁহাকে এই শুভ বাক্য বলিলেন, “বৎস! এইস্থান হইতে দুই যোজন দূরে ‘পঞ্চবটী’ নামে বিখ্যাত বিবিধ-ফলমূলশালী এক প্রদেশ আছে, তথায় অনায়াসে জল পাওয়া যায়। তথায় যাইয়া তুমি সুমিত্রানন্দন লক্ষ্মণের সহিত আশ্রমনির্ম্মাণ করিয়া পিতৃসত্য প্রতিপালন করত পরম সুখে বাস কর। আমি তোমার প্রতি স্নেহবশতঃ পূর্ব্বেই তপোবলে তোমার পিতৃসত্য-পালনার্থে বনবাস এবং নরপতি দশরথের প্রতিজ্ঞা-পালনার্থে প্রাণত্যাগরূপ বৃত্তান্ত জ্ঞাত হইয়াছি। পরন্তু তুমি আমার সহিত এই তপোবনে বাস করিতে প্রতিজ্ঞা করিয়া এক্ষণে যে অন্য স্থানান্তরে বাস করিতে ইচ্ছা করিতেছ, আমি তপোবলে তোমার সেই মনোগত ভাবও * জানিতে পারিয়াছি, তজ্জন্যই বলিতেছি যে, তুমি পঞ্চবটীতে গমন কর। সেই বনস্থল অতীব মনোরম, মিথিলারাজকুমারী সীতা দেবী তথায় প্রীতি লাভ করিবেন। রঘুনন্দন! গোদাবরী নদীর নিকটস্থ সেই প্রশংসনীয় প্রদেশ, এই আশ্রম হইতে অধিক দূর নহে। মিথিলারাজ-কুমারী সীতা দেবী যথার্থই তথায় প্রীতি লাভ করিবেন; কেননা, সেই প্রচুরফল-মূল-শোভিত বিবিধবিহঙ্গগণে সেবিত ও পবিত্র নির্জ্জন-স্থান অতিশয় মনোহর। ৯—১৯। রাম! তুমিও সদা-

---

* টীকাকার বলেন, অগস্ত্যাশ্রমে রাক্ষস নাই; রাক্ষস বধ করাই রামের মুখ্য উদ্দেশ্য, তাহা এখানে সাধিত হয় না, এই কারণে স্থানান্তরে চলিলেন।

অপি চাত্র বসন্ রাম তাপসান্ পালয়িষ্যসি ॥ ২০
এতদালক্ষ্যতে বীর মধূকানাং মহাবনম্।
উত্তরেণাস্য গন্তব্যং ন্যগ্রোধমপি গচ্ছতা ॥ ২১
ততঃ স্থলমুপারুহ্য পর্ব্বতস্যাবিদূরতঃ।
খ্যাতঃ পঞ্চবটীত্যেব নিত্যপুষ্পিতকাননঃ ॥ ২২
অগস্ত্যেনৈবমুক্তস্তু রামঃ সৌমিত্রিণা সহ।
সৎকৃত্যামন্ত্রয়ামাস তমৃষিং সত্যবাদিনম্ ॥ ২৩
তৌ তু তেনাভ্যনুজ্ঞাতৌ কৃতপাদাভিবন্দনৌ।
তমাশ্রমং পঞ্চবটীং জগ্মতুঃ সহ সীতয়া ॥ ২৪

গৃহীতচাপৌ তু নরাধিপাত্মজৌ
বিষক্ততূণী সমরেষ্বকাতরৌ।
যথোপদিষ্টেন পথা মহর্ষিণা
প্রজগ্মতুঃ পঞ্চবটীং সমাহিতৌ ॥ ২৫
ইত্যারণ্যকাণ্ডে ত্রয়োদশঃ সর্গঃ ॥ ১৩ ॥

চতুর্দ্দশঃ সর্গঃ।

অথ পঞ্চবটীং গচ্ছন্নন্তরা রঘুনন্দনঃ।
আসসাদ মহাকায়ং গৃধ্রং ভীমপরাক্রমম্ ॥ ১
তং দৃষ্ট্বা তৌ মহাভাগৌ বনস্থং রামলক্ষ্মণৌ।
মেনাতে রাক্ষসং পক্ষিং ব্রুবাণৌ কো ভবানিতি ॥ ২
স তৌ মধুরয়া বাচা সৌম্যয়া প্রীণয়ন্নিব।
উবাচ বৎস মাং বিদ্ধি বয়স্যং পিতুরাত্মনঃ ॥ ৩
স তং পিতৃসখং মত্বা পূজয়ামাস রাঘবঃ।
স তস্য কুলমব্যগ্রমথ পপ্রচ্ছ নাম চ ॥ ৪
রামস্য বচনং শ্রুত্বা কুলমাত্মানমেব চ।
আচচক্ষে দ্বিজস্তস্মৈ সর্ব্বভূতসমুদ্ভবম্ ॥ ৫
পূর্ব্বকালে মহাবাহো যে প্রজাপতয়োঽভবন্।
তান্ মে নিগদতঃ সর্ব্বানাদিতঃ শৃণু রাঘব ॥ ৬
কর্দ্দমঃ প্রথমস্তেষাং বিকৃতস্তদনন্তরঃ।
শেষশ্চ সংশ্রয়শ্চৈব বহুপুত্রশ্চ বীর্য্যবান্ ॥ ৭
স্থাণুর্মরীচিরত্রিশ্চ ক্রতুশ্চৈব মহাবল।
পুলস্ত্যশ্চাঙ্গিরাশ্চৈব প্রচেতাঃ পুলহস্তথা ॥ ৮
দক্ষো বিবস্বানপরোঽরিষ্টনেমিশ্চ রাঘব।
কশ্যপশ্চ মহাতেজাস্তেষামাসীচ্চ পশ্চিমঃ ॥ ৯
প্রজাপতেস্তু দক্ষস্য বভূবুরিতি বিশ্রুতাঃ।
ষষ্টির্দুহিতরো রাম যশস্বিন্যো মহাযশাঃ ॥ ১০
কশ্যপঃ প্রতিজগ্রাহ তাসামষ্টৌ সুমধ্যমাঃ।
অদিতিঞ্চ দিতিঞ্চৈব দনুমপি চ কালকাম্।

চারশীল এবং আত্মরক্ষায় সমর্থ ; অধিক কি, তুমি তথায় বাস করত তাপসদিগকেও রক্ষা করিবে। বীর। ঐ যে মহৎ মধূক বৃক্ষের বন দেখা যাইতেছে, উহার উত্তর দিক্ দিয়া তোমাকে যাইতে হইবে, তাহা হইলে, তুমি সেই বিখ্যাত বটবৃক্ষের নিকটে উপস্থিত হইবে। সেই বটবৃক্ষের নাতিদূরে পার্ব্বতীয় দেশে 'পঞ্চবটী' নামে বিখ্যাত নিয়ত-পুষ্পশোভিত তরুরাজিপূর্ণ-বনমধ্যবর্ত্তী প্রদেশ আছে।" রাম সত্যবাদী অগস্ত্য মুনির ঐকথা শুনিয়া লক্ষ্মণের সহিত তাঁহাকে সম্যক্ সম্মানিত করিয়া তাঁহার অনুমতি গ্রহণ করিলেন। অনন্তর তাঁহারা সেই মুনির অনুমতি পাইয়া সীতার সহিত তাঁহার চরণ বন্দনা করিয়া সেই পঞ্চবটী-নামক আশ্রমের উদ্দেশে যাইতে লাগিলেন। যুদ্ধস্থলে কাতরতাবিহীন সেই রাজকুমারদ্বয় ধনু গ্রহণপূর্ব্বক পৃষ্ঠদেশে তূণ বাঁধিয়া সযত্নে মহর্ষি অগস্ত্যের কথিত পথ দিয়া পঞ্চবটীর অভিমুখে যাইতে লাগিলেন। ২০—২৫।

চতুর্দ্দশ সর্গ।

রঘুনন্দন রাম পঞ্চবটীর অভিমুখে যাইতে যাইতে পথিমধ্যে ভীষণ পরাক্রমশালী বৃহৎকায় এক গৃধ্রের নিকটবর্ত্তী হইলেন। মহাভাগ রাম ও লক্ষ্মণ সেই পক্ষীকে দেখিয়া রাক্ষস বোধ করিলেন এবং তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"তুমি কে?" তখন সেই পক্ষী তাঁহাদিগকে মধুর ও প্রিয় বাক্যে প্রীত করত রামকে বলিলেন,—"বৎস! আমাকে তোমার পিতার বয়স্য বলিয়া জানিও।" পরে রঘুনন্দন রাম তাঁহাকে পিতার সখা জানিয়া তাঁহার পূজা করিলেন এবং তাহার গোত্র ও নাম প্রভৃতি জিজ্ঞাসা করিলেন। পরে সেই পক্ষী, রামের কথা শুনিয়া তাঁহার নিকটে নিজ বংশ ও নাম এবং প্রসঙ্গক্রমে সমস্ত প্রাণীর উৎপত্তিপ্রকরণ কীর্ত্তন করিলেন। ১—৫। "মহাবাহো রঘুনন্দন! পূর্ব্বে যাঁহারা প্রজাপতি হইয়াছিলেন, আমি একে একে তাঁহাদিগের সকলের নাম কীর্ত্তন করিতেছি ; মহাবল রঘুনন্দন! কর্দ্দম প্রথমে প্রজাপতি হন। তৎপরে বিকৃত, শেষ, সংশ্রয়, বীর্য্যসম্পন্ন বহুপুত্র স্থাণু, মরীচি, অত্রি, ক্রতু, পুলস্ত্য, অঙ্গিরা, প্রচেতা, পুলহ, দক্ষ, সূর্য্য এবং অরিষ্টনেমি প্রজাপতি হন। মহাযশাঃ রাম! দক্ষ প্রজাপতির যশস্বিনী লোকবিখ্যাতা ষাটটী কন্যা জন্মে। ৬—১০। তন্মধ্যে কশ্যপ অদিতি, দিতি দনু, কালকা,

তাম্রাং ক্রোধবশাঞ্চৈব মনুঞ্চাপ্যনলামপি ॥ ১১
তাস্তু কন্যাস্ততঃ প্রীতঃ কশ্যপঃ পুনরব্রবীৎ ।
পুত্রাংস্ত্রৈলোক্যভর্তৄন্ বৈ জনয়িষ্যথ মৎসমান্ ॥ ১২
অদিতিস্তন্মনা রাম দিতিশ্চ দনুরেব চ ।
কালকা চ মহাবাহো শেষাস্ত্বমনসোঽভবন্ ॥ ১৩
অদিত্যাং জজ্ঞিরে দেবাস্ত্রয়স্ত্রিংশদরিন্দম ।
আদিত্যা বসবো রুদ্রা অশ্বিনৌ চ পরন্তপ ॥ ১৪
দিতিস্ত্বজনয়ৎ পুত্রান্ দৈত্যাংস্তাত যশস্বিনঃ ।
তেষামিয়ং বসুমতী পুরাসীৎ সবনার্ণবা ॥ ১৫
দনুস্ত্বজনয়ৎ পুত্রমশ্বগ্রীবমরিন্দম ।
নরকং কালকঞ্চৈব কালকাপি ব্যজায়ত ॥ ১৬
ক্রৌঞ্চীং ভাসীং তথা শ্যেনীং ধৃতরাষ্ট্রীং তথা শুকীম্ ।
তাম্রা তু সুষুবে কন্যাঃ পঞ্চৈতা লোকবিশ্রুতাঃ ॥ ১৭
উলূকান্ জনয়ৎ ক্রৌঞ্চী ভাসী ভাসান্ ব্যজায়ত ।
শ্যেনী শ্যেনাংশ্চ গৃধ্রাংশ্চ ব্যজায়ত সুতেজসঃ ॥ ১৮
ধৃতরাষ্ট্রী তু হংসাংশ্চ কলহংসাংশ্চ সর্ব্বশঃ ।
চক্রবাকাংশ্চ ভদ্রং তে বিজজ্ঞে সাপি ভামিনী ॥ ১৯
শুকী নতাং বিজজ্ঞে তু নতায়া বিনতা সুতা ॥ ২০
দশ ক্রোধবশা রাম বিজজ্ঞেঽপ্যাত্মসম্ভবাঃ ।
মৃগীঞ্চ মৃগমন্দাঞ্চ হরীং ভদ্রমদামপি ॥ ২১
মাতঙ্গীমথ শার্দ্দূলীং শ্বেতাঞ্চ সুরভিং তথা ।
সর্ব্বলক্ষণসম্পন্নাং সুরসাং কদ্রুকামপি ॥ ২২
অপত্যন্তু মৃগাঃ সর্ব্বে মৃগ্যা নরবরোত্তম ।
ঋক্ষাশ্চ মৃগমন্দায়াঃ সৃমরাশ্চমরাস্তথা ॥ ২৩
ততস্ত্বিরাবতীং নাম জজ্ঞে ভদ্রমদা সুতাম্ ।
তস্যাস্ত্বৈরাবতঃ পুত্রো লোকনাথো মহাগজঃ ॥ ২৪
হর্য্যাশ্চ হরয়োঽপত্যং বানরাশ্চ তরস্বিনঃ ।
গোলাঙ্গুলাশ্চ শার্দ্দূলী ব্যাঘ্রাংশ্চাজনয়ৎ সুতান্ ॥ ২৫
মাতঙ্গ্যাস্ত্বথ মাতঙ্গা অপত্যং মনুজর্ষভ ।
দিশাগজন্তু কাকুৎস্থ শ্বেতা ব্যজনয়ৎ সুতম্ ॥ ২৬
ততো দুহিতরৌ রাম সুরভির্দ্বে ব্যজায়ত ।
রোহিণীং নাম ভদ্রং তে গন্ধর্ব্বীঞ্চ যশস্বিনীম্ ॥ ২৭
রোহিণ্যজনয়দ্গাবো গন্ধর্ব্বী বাজিনঃ সুতান্ ।
সুরসাজনয়ন্নাগান্ রাম কদ্রুশ্চ পন্নগান্ ॥ ২৮
মনুর্মনুষ্যান্ জনয়ৎ কাশ্যপস্য মহাত্মনঃ ।
ব্রাহ্মণান্ ক্ষত্রিয়ান্ বৈশ্যান্ শূদ্রাংশ্চ মনুজর্ষভ ॥ ২৯
মুখতো ব্রাহ্মণা জাতা উরসঃ ক্ষত্রিয়াস্তথা ।
ঊরুভ্যাং জজ্ঞিরে বৈশ্যাঃ পদ্ভ্যাং শূদ্রা ইতি শ্রুতিঃ ॥ ৩০
সর্ব্বান্ পুণ্যফলান্ বৃক্ষানলাপি ব্যজায়ত ।
বিনতা চ শুকীপৌত্রী কদ্রুশ্চ সুরসাস্বসা ॥ ৩১

তাম্রা, ক্রোধবশা, মনু ও অনলা এই আটটী সুমধ্যমা কন্যাকে বিবাহ করেন। পরে তিনি প্রীত হইয়া সেই পত্নীদিগকে বলেন,—'তোমরা আমার ন্যায় ত্রৈলোক্য-পালক বহুপুত্র প্রসব করিবে।' মহাবাহু রাম! তখন দিতি, অদিতি, দনু ও কালকা, ইঁহারা তাদৃশ পুত্র-লাভের কামনা করেন এবং তাম্রা, ক্রোধবশা, মনু ও অনলা ইঁহারা তদ্বিষয়ে মনোযোগ করেন না। অরিন্দম! দ্বাদশ সূর্য্য, অষ্টবসু একাদশ রুদ্র ও স্বর্গ বৈদ্যদ্বয়, এই তেত্রিশ দেবতা অদিতির গর্ভে জন্ম গ্রহণ করেন। বৎস! দিতির গর্ভে অনেক যশস্বী পুত্র হয়, তাহারা দৈত্য নামে বিখ্যাত। পূর্ব্বে সসাগরা পৃথিবী তাহাদিগের আয়ত্ত ছিল। শত্রুদমন! দনু, অশ্বগ্রীবনামক এক পুত্র প্রসব করেন। কালকা নরক ও কালক নামে দুই পুত্র প্রসব করেন। ১১—১৬। তাম্রা ভাসী, ক্রৌঞ্চী, শ্যেনী, ধৃতরাষ্ট্রী এবং শুকী এই পাঁচটী লোকবিখ্যাতা কন্যা প্রসব করেন। ক্রৌঞ্চী উলূকদিগকে, ভাসী ভাসদিগকে, শ্যেনী অতি-তেজস্বী গৃধ্র ও শ্যেনদিগকে, ধৃতরাষ্ট্রী হংস, কলহংস ও চক্রবাকদিগকে এবং শুকী নতাকে প্রসব করেন। রাম! তোমার মঙ্গল হউক। তুমি অবহিতচিত্তে শ্রবণ কর। নতার বিনতানাম্নী এক কন্যা জন্মে। ১৭—২০। রাম! ক্রোধবশা মৃগী, মৃগমন্দা হরী, ভদ্রমদা, মাতঙ্গী, শার্দ্দূলী, শ্বেতা, সুরভি, সমস্ত শুভ-লক্ষণযুক্তা সুরসা ও কদ্রু, এই দশটী কন্যা প্রসব করেন। নরশ্রেষ্ঠ! মৃগগণ মৃগীর গর্ভে এবং ঋক্ষ, সৃমর ও চমরেরা মৃগমন্দার গর্ভে জন্মগ্রহণ করে। ভদ্রমদা, 'ইরাবতী' নামে এক কন্যা প্রসব করেন। সেই ইরাবতীর গর্ভে ঐরাবত নামক লোকপালক মহাগজের উৎপত্তি হয়। সিংহ, গোলাঙ্গুল ও অন্যান্য বেগবান্ বানরেরা হরীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করে। পুরুষ-শ্রেষ্ঠ! শার্দ্দূলী ব্যাঘ্রদিগকে, শ্বেতা দিক্‌পালক হস্তী-দিগকে এবং মাতঙ্গী অন্যান্য হস্তীদিগকে প্রসব করেন। ২১—২৬। রাম! তোমার মঙ্গল হউক। সুরভির রোহিণী ও গন্ধর্ব্বী এই দুই যশস্বিনী কন্যা হয়। রাম! রোহিণী গোদিগকে, গন্ধর্ব্বী অশ্বদিগকে সুরসা নাগদিগকে এবং কদ্রু সর্পদিগকে উৎপাদন করেন। নরশ্রেষ্ঠ! মনু মহাত্মা কশ্যপের ঔরসে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এই চারিবর্ণে বিভক্ত মনুষ্যদিগকে উৎপন্ন করেন। কথিত আছে যে, ব্রাহ্মণেরা মুখ হইতে, ক্ষত্রিয়েরা বক্ষঃস্থল হইতে, বৈশ্যেরা ঊরুদ্বয় হইতে এবং শূদ্রেরা পাদদ্বয় হইতে, জন্মগ্রহণ করেন। সমস্ত শুভফলজনক বৃক্ষ অনলা

কদ্রূর্নাগসহস্রন্তু বিজজ্ঞে ধরণীধরম্।
দ্বৌ পুত্রৌ বিনতায়াস্তু গরুড়োঽরুণ এব চ॥ ৩২
তস্মাজ্জাতোঽহমরুণাৎ সম্পাতিশ্চ মমাগ্রজঃ।
জটায়ুরিতি মাং বিদ্ধি শ্যেনীপুত্রমরিন্দম॥ ৩৩
সোঽহং বাসসহায়স্তে ভবিষ্যামি যদীচ্ছসি।
সীতাঞ্চ তাত রক্ষিষ্যে ত্বয়ি যাতে সলক্ষ্মণে॥ ৩৪

জটায়ুষন্তু প্রতিপূজ্য রাঘবো
মুদা পরিষজ্য চ সন্নতোঽভবৎ।
পিতুর্হি শুশ্রাব সখিত্বমাত্মবান্
জটায়ুষা সঙ্কথিতং পুনঃপুনঃ॥ ৩৫
স তত্র সীতাং পরিদায় মৈথিলীং
সহৈব তেনাতিবলেন পক্ষিণা।
জগাম তাং পঞ্চবটীং সলক্ষ্মণো
রিপূন্ দিধক্ষন্ শলভানিব পাবকঃ॥ ৩৬
ইত্যারণ্যকাণ্ডে চতুর্দ্দশঃ সর্গঃ॥ ১৪॥

পঞ্চদশঃ সর্গঃ।

ততঃ পঞ্চবটীং গত্বা নানাব্যালমৃগাকুলাম্।
উবাচ লক্ষ্মণং রামো ভ্রাতরং দীপ্ততেজসম্॥ ১
আগতাঃ স্ম যথোদ্দিষ্টং যং দেশং মুনিরব্রবীৎ।
অয়ং পঞ্চবটীদেশঃ সৌম্য পুষ্পিতকাননঃ॥ ২
সর্ব্বতশ্চার্য্যতাং দৃষ্টিঃ কাননে নিপুণো হ্যসি।
আশ্রমঃ কতরস্মিন্ নো দেশে ভবতি সম্মতঃ॥ ৩
রমতে যত্র বৈদেহী ত্বমহঞ্চৈব লক্ষ্মণ।
তাদৃশো দৃশ্যতাং দেশঃ সন্নিকৃষ্টজলাশয়ঃ॥ ৪
বনরামণ্যকং যত্র জলরামণ্যকং তথা।
সন্নিকৃষ্টঞ্চ যস্মিংস্তু সমিৎপুষ্পকুশোদকম্॥ ৫
এবমুক্তস্তু রামেণ লক্ষ্মণঃ সংযতাঞ্জলিঃ।
সীতাসমক্ষং কাকুৎস্থমিদং বচনমব্রবীৎ॥ ৬
পরবানস্মি কাকুৎস্থ ত্বয়ি বর্ষশতং স্থিতে।
স্বয়ন্তু রুচিরে দেশে ক্রিয়তামিতি মাং বদ॥ ৭
সুপ্রীতস্তেন বাক্যেন লক্ষ্মণস্য মহাদ্যুতিঃ।
বিমৃশন্ রোচয়ামাস দেশং সর্ব্বগুণান্বিতম্॥ ৮
স তং রুচিরমাক্রম্য দেশমাশ্রমকর্ম্মণি।
হস্তে গৃহীত্বা হস্তেন রামঃ সৌমিত্রিমব্রবীৎ॥ ৯
অয়ং দেশঃ সমঃ শ্রীমান্ পুষ্পিতৈস্তরুভির্বৃতঃ।
ইহাশ্রমপদং রম্যং যথাবৎ কর্ত্তুমর্হসি॥ ১০

হইতে উৎপন্ন হয়। কদ্রূ সুরসার ভগিনী এবং বিনতা তাঁহার পৌত্রী; কদ্রূ ধরণীধারী সহস্র নাগ প্রসব করেন। বিনতার দুই পুত্র গরুড় ও অরুণ জন্মে। অরিন্দম! আমি সেই অরুণের ঔরসে শ্যেনীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়াছি; সম্পাতি আমার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা; আমার নাম জটায়ু; বৎস! যদি তুমি ইচ্ছা কর, তবে আমি তোমার পঞ্চবটীবাসের সময়ে সহায় হইব,—তুমি লক্ষ্মণকে লইয়া স্থানান্তরে গেলে সীতাকে রক্ষা করিব।" ২৭—৩৪। পরে বিশুদ্ধচিত্ত রঘুনন্দন রাম, জটায়ু তাঁহার পিতার সখা, ইহা জটায়ুমুখে পুনঃপুনঃ শুনিয়া তাঁহাকে পূজা করিলেন এবং সানন্দে তাঁহাকে আলিঙ্গন করিয়া অবনত হইয়া রহিলেন। পরে তিনি সেই মহাবলবান্ পক্ষীর নিকটে জনকনন্দিনী সীতার রক্ষণভার সমর্পণ করিয়া, শত্রুদাহ ও সেই সকল অরণ্য রক্ষা করিবার জন্য সেই জটায়ুকে সঙ্গে করিয়া লক্ষ্মণের সহিত সেই পঞ্চবটী বনে প্রবেশ করিলেন। ৩৫।৩৬।

পঞ্চদশ সর্গ।

রাম নানাবিধ হিংস্রজন্তু ও হরিণাদিজন্তুপূর্ণ পঞ্চবটীতে যাইয়া তেজস্বী ভ্রাতা লক্ষ্মণকে কহিলেন, "শুভদর্শন! মহর্ষি অগস্ত্য যেস্থানের কথা বলিয়াছিলেন, আমরা সর্ব্বদা পুষ্পশালী বনে শোভিত সেই পঞ্চবটীনামক স্থানে আসিয়াছি। তোমার আশ্রমযোগ্য স্থাননিরূপণে সবিশেষ নৈপুণ্য আছে; সুতরাং কোন্ স্থানে আমাদিগের আশ্রম হইতে পারে তুমি তাহা নির্ণয় করিবার জন্য এই বনের চারিদিকে দেখ। লক্ষ্মণ! যে প্রদেশের সন্নিকটে রমণীয় কানন ও জলাশয় আছে, যথায় সমিৎ, পুষ্প ও কুশ সুলভ এবং যথায় বিদেহরাজ-কুমারী সীতার, তোমার ও আমার চিত্ত প্রসন্ন হয়, তুমি একপ একটী স্থান দেখ।" ১—৫। লক্ষ্মণ কাকুৎস্থ রামের কথা শুনিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে সীতা দেবীর সমক্ষে তাঁহাকে বলিলেন, "কাকুৎস্থ! আপনি থাকিতে, আমি কখনই স্বাধীন নহি; অতএব আপনি স্বয়ং রমণীয় স্থান নিরূপণ করিয়া আমাকে তথায় কুটীর নির্ম্মাণ করিতে আজ্ঞা করুন।" মহাদ্যুতি রাম, লক্ষ্মণের সেই বাক্যে অতিশয় প্রীত হইয়া বিচার করত এক সর্ব্বগুণসম্পন্ন প্রদেশ নিরূপণ করিলেন। পরে তিনি সেই রমণীয় প্রদেশে যাইয়া হস্তদ্বারা সুমিত্রানন্দন লক্ষ্মণের হস্ত ধারণ করিয়া আশ্রমনির্ম্মাণ-বিষয়ে তাঁহাকে এই কথা বলিলেন। ৬—৯। এই স্থান সমতল, পুষ্পিত বৃক্ষসমূহে সমাকীর্ণ ও অতীব শোভাশালী; তুমি এই

ইয়মাদিত্যসঙ্কাশৈঃ পদ্মৈঃ সুরভিগন্ধিভিঃ।
অদূরে দৃশ্যতে রম্যা পদ্মিনী পদ্মশোভিতা ॥ ১১
যথাখ্যাতমগস্ত্যেন মুনিনা ভাবিতাত্মনা।
ইয়ং গোদাবরী রম্যা পুষ্পিতৈস্তরুভির্বৃতা ॥ ১২
হংসকারণ্ডবাকীর্ণা চক্রবাকোপশোভিতা।
নাতিদূরে ন চাসন্নে মৃগযূথনিপীড়িতা ॥ ১৩
ময়ূরনাদিতা রম্যাঃ প্রাংশবো বহুকন্দরাঃ।
দৃশ্যন্তে গিরয়ঃ সৌম্যাঃ ফুল্লৈস্তরুভিরাবৃতাঃ ॥ ১৪
সৌবর্ণৈ রাজতৈস্তাম্রৈর্দেশে দেশে তথা শুভৈঃ।
গবাক্ষিতা ইবাভান্তি গজাঃ পরমভক্তিভিঃ ॥ ১৫
শালৈস্তালৈস্তমালৈশ্চ খর্জ্জুরৈঃ পনসদ্রুমৈঃ।
নীবারৈস্তিনিশৈশ্চৈব পুন্নাগৈশ্চোপশোভিতাঃ ॥ ১৬
চূতৈরশোকৈস্তিলকৈঃ কেতকৈরপি চম্পকৈঃ।
পুষ্পগুল্মলতোপেতৈস্তৈস্তৈস্তরুভিরাবৃতাঃ ॥ ১৭
স্যন্দনৈশ্চন্দনৈর্নীপৈঃ পনসৈর্লকুচৈরপি।
ধবাশ্বকর্ণখদিরৈঃ শমীকিংশুকপাটলৈঃ ॥ ১৮
ইদং পুণ্যমিদং রম্যমিদং বহুমৃগদ্বিজম্।
ইহ বৎস্যাম সৌমিত্রে সার্দ্ধমেতেন পক্ষিণা ॥ ১৯
এবমুক্তস্তু রামেণ লক্ষ্মণঃ পরবীরহা।
অচিরেণাশ্রমং ভ্রাতুশ্চকার সুমহাবলঃ ॥ ২০

পর্ণশালাং সুবিপুলাং তত্র সঙ্ঘাতমৃত্তিকাম্।
সুস্তম্ভাং মস্করৈর্দীর্ঘৈঃ কৃতবংশাং সুশোভনাম্।
শমীশাখাভিরাস্তীর্য্য দৃঢ়পাশাবপাশিতাম্।
কুশকাশশরৈঃ পর্ণৈঃ সুপরিচ্ছাদিতাং তথা ॥ ২২
সমীকৃততলাং রম্যাং চকার সুমহাবলঃ।
নিবাসং রাঘবস্যার্থে প্রেক্ষণীয়মনুত্তমম্ ॥ ২৩
স গত্বা লক্ষ্মণঃ শ্রীমান্ নদীং গোদাবরীং তদা।
স্নাত্বা পদ্মানি চাদায় সফলঃ পুনরাগতঃ ॥ ২৪
ততঃ পুষ্পবলিং কৃত্বা শান্তিঞ্চ স যথাবিধি।
দর্শয়ামাস রামায় তদাশ্রমপদং কৃতম্ ॥ ২৫
স তং দৃষ্ট্বা কৃতং সৌম্যমাশ্রমং সহ সীতয়া।
রাঘবঃ পর্ণশালায়াং হর্ষমাহারয়ৎ পরম্ ॥ ২৬
সুসংহৃষ্টঃ পরিষ্বজ্য বাহুভ্যাং লক্ষ্মণং তদা।
অতিস্নিগ্ধঞ্চ গাঢ়ঞ্চ বচনঞ্চেদমব্রবীৎ ॥ ২৭
প্রীতোঽস্মি তে মহৎ কর্ম্ম ত্বয়া কৃতমিদং প্রভো।
প্রদেয়ো যন্নিমিত্তং তে পরিষ্বঙ্গো ময়া কৃতঃ ॥ ২৮
ভাবজ্ঞেন কৃতজ্ঞেন ধর্ম্মজ্ঞেন চ লক্ষ্মণ।
ত্বয়া পুত্রেণ ধর্ম্মাত্মা ন সংবৃত্তঃ পিতা মম ॥ ২৯
এবং লক্ষ্মণমুক্ত্বা তু রাঘবো লক্ষ্মীবর্দ্ধনঃ।
তস্মিন্ দেশে বহুফলে ন্যবসৎ স সুখং সুখী ॥ ৩০

স্থানে যথাযোগ্য রমণীয় আশ্রম নির্ম্মাণ কর। অনতিদূরে ঐ যে সূর্য্যের ন্যায় উজ্জ্বল সুগন্ধ পদ্মসমূহে শোভিতা রমণীয়া নদী দেখা যাইতেছে; যাহার উভয় তীর পুষ্প-সমন্বিত বৃক্ষরাজিতে পরিব্যাপ্ত রহিয়াছে, যাহার অনতিদূরে মৃগগণ বিচরণ করিতেছে; হংস ও কারণ্ডব-গণে সমাকীর্ণা এবং চক্রবাকসমূহে সুশোভিতা ঐ সেই মনোরম গোদাবরী নদী; কেননা, বিশুদ্ধচেতা অগস্ত্য মুনি ঐরূপই বর্ণন করিয়াছিলেন। শাল, তাল, তমাল, খর্জ্জুর, পনস, তিনিশ, নীবার, পুন্নাগ, আম্র, অশোক, তিলক, কেতক, চম্পক, স্যন্দন, চন্দন, নীপ, লকুচ, ধব, অশ্বকর্ণ, খদির, শমী, কিংশুক ও পাটল; এই সকল গুল্মপরিবৃত ও লতাসমন্বিত পুষ্পিত বৃক্ষে সমাকুল, ময়ূরশব্দে মুখরিত, বহু-কন্দর-বিশিষ্ট উন্নত ও মনোহর অনেক শোভন পর্ব্বত দেখা যাইতেছে। ঐ সকল পর্ব্বতের স্থানে স্থানে হস্তী সকল স্বর্ণ রৌপ্য ও তাম্রবর্ণ বিচিত্র রেখাদ্বারা অলঙ্কৃতের ন্যায় শোভা পাইতেছে। সুমিত্রানন্দন! এই স্থান রমণীয়, পুণ্যজনক এবং অনেক মৃগ ও বিহগ-সমূহে সেবিত; সুতরাং আমরা এই জটায়ু পক্ষীর সহিত এই স্থানেই বাস করিব।” ১০—১৯। মহাবলশালী বীর শত্রুদমন লক্ষ্মণ জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা রামের সেইরূপ উক্তি শুনিয়া অল্পকালমধ্যেই, তাঁহার ইচ্ছানুরূপ আশ্রম প্রস্তুত করিলেন। তিনি রঘুনন্দন রামের জন্য সুদৃশ্য অতি উত্তম এক বৃহৎ পর্ণশালা নির্ম্মাণ করিলেন। উচ্চ সমতল ভূমিতে রচিত উৎকৃষ্ট-স্তম্ভযুক্ত দৃঢ়বন্ধন সেই পর্ণকুটীরের ছাদ সুদীর্ঘ বংশদ্বারা নির্ম্মিত, উপরে শমীশাখাদ্বারা আস্তৃত এবং কুশ, কাশ, শর ও পত্রদ্বারা আচ্ছাদিত। পরে শ্রীমান্ লক্ষ্মণ সেই গোদাবরী নদীতে স্নান করিয়া অনেক পদ্ম ও নানা-প্রকার ফল লইয়া প্রত্যাগমন করিলেন। তিনি পুষ্পদ্বারা দেবতাদিগের পূজা করত যথাশাস্ত্র বাস্তু-শান্তি করিয়া রামকে সেই পর্ণকুটীর দেখাইলেন। ২০—২৫। রঘুনন্দন রাম সেই শুভদর্শন সুরচিত পর্ণকুটীর দেখিয়া অতিশয় প্রীতি লাভ করিলেন এবং সস্নেহে লক্ষ্মণকে গাঢ় আলিঙ্গন করিয়া বলিলেন, “ওহে সর্ব্বকার্য্যদক্ষ! তুমি এই বৃহৎ কার্য্য সম্পন্ন করিয়াছ; আমি তোমার প্রতি অতীব প্রীত হইয়াছি, অতএব পুরস্কার প্রদানচ্ছলে তোমাকে এই আলিঙ্গন করিলাম। লক্ষ্মণ! তুমি ধর্ম্মজ্ঞ, কৃতজ্ঞ ও অভি-প্রায়জ্ঞ; তুমি যখন জীবিত আছ, তখন আমাদিগের পিতা ধর্ম্মাত্মা দশরথ পরলোকগত হন নাই।” লক্ষ্মী-বর্দ্ধন রঘুনন্দন রাম লক্ষ্মণকে ঐরূপ বলিয়া সেই

কঞ্চিৎ কালং স ধর্ম্মাত্মা সীতয়া লক্ষ্মণেন চ।
অবাস্যমানো ন্যবসৎ স্বর্গলোকে যথামরঃ॥ ৩১

ইত্যারণ্যকাণ্ডে পঞ্চদশঃ সর্গঃ॥ ১৫॥

ষোড়শঃ সর্গঃ।

বসতস্তস্য তু সুখং রাঘবস্য মহাত্মনঃ।
শরদ্ব্যপায়ে হেমন্ত ঋতুরিষ্টঃ প্রবর্ত্তত॥ ১
স কদাচিৎ প্রভাতায়াং শর্ব্বর্য্যাং রঘুনন্দনঃ।
প্রযযাবভিষেকার্থং রম্যাং গোদাবরীং নদীম্॥ ২
প্রহ্বঃ কলসহস্তস্তু সীতয়া সহ বীর্য্যবান্।
পৃষ্ঠতোঽনুব্রজন্ ভ্রাতা সৌমিত্রিরিদমব্রবীৎ॥ ৩
অয়ং স কালঃ সম্প্রাপ্তঃ প্রিয়ো যস্তে প্রিয়ংবদ।
অলঙ্কৃত ইবাভাতি যেন সংবৎসরঃ শুভঃ॥ ৪
নীহারপরুষো লোকঃ পৃথিবী শস্যমালিনী।
জলান্যনুপভোগ্যানি সুভগো হব্যবাহনঃ॥ ৫
নবাগ্রয়ণপূজাভিরভ্যর্চ্চ্য পিতৃদেবতাঃ।
কৃতাগ্রয়ণকাঃ কালে সন্তো বিগতকল্মষাঃ॥ ৬
প্রাজ্যকামা জনপদাঃ সম্পন্নতরগোরসাঃ।
বিচরন্তি মহীপালা যাত্রার্থং বিজিগীষবঃ॥ ৭
সেবমানে দৃঢ়ং সূর্য্যে দিশমন্তকসেবিতাম্।
বিহীনতিলকেব স্ত্রী নোত্তরা দিক্ প্রকাশতে॥ ৮
প্রকৃত্যা হিমকোশাঢ্যো দূরসূর্য্যশ্চ সাম্প্রতম্।
যথার্থনামা সুব্যক্তং হিমবান্ হিমবানিতি॥ ৯
অত্যন্তসুখসঞ্চারা মধ্যাহ্নে স্পর্শতঃ সুখাঃ
দিবসাঃ সুভগাদিত্যাশ্ছায়াসলিলদুর্ভগাঃ॥ ১০
মৃদুসূর্য্যাঃ সনীহারাঃ পটুশীতাঃ সমাহিতাঃ।
শূন্যারণ্যা হিমধ্বস্তা দিবসা ভান্তি সাম্প্রতম্॥ ১১
নিবৃত্তাকাশশয়নাঃ পুষ্যনীতা হিমারুণা।
শীতবৃদ্ধতরায়ামাস্ত্রিযামা যান্তি সাম্প্রতম্॥ ১২
রবিসংক্রান্তসৌভাগ্যস্তুষারারুণমণ্ডলঃ।
নিশ্বাসান্ধ ইবাদর্শশ্চন্দ্রমা ন প্রকাশতে॥ ১৩
জ্যোৎস্না তুষারমলিনা পৌর্ণমাস্যাং ন রাজতে।
সীতেব চাতপশ্যামা লক্ষ্যতে ন চ শোভতে॥ ১৪
প্রকৃত্যা শীতলস্পর্শো হিমবিদ্ধশ্চ সাম্প্রতম্।
প্রবাতি পশ্চিমো বায়ুঃ কালে দ্বিগুণশীতলঃ॥ ১৫

বহুফলশালী প্রদেশে পরমসুখে বাস করিতে লাগিলেন। ধর্ম্মাত্মা রাম সীতা ও লক্ষ্মণকর্ত্তৃক সেব্যমান হইয়া, স্বর্গলোকে দেবের ন্যায়, তথায় কিয়ৎকাল বাস করিলেন। ২৬—৩১।

ষোড়শ সর্গ।

তথায় বাস করিতে করিতে মহাত্মা রঘুনন্দন রামের শরৎকাল গত ও প্রিয় হেমন্তকাল সমাগত হইল। পরে একদিন রাত্রি প্রভাত হইলে, রঘুনন্দন রাম স্নানের জন্য রমণীয় গোদাবরী নদীতে গেলেন। তাঁহার ভ্রাতা বীর্য্যবান্ সুমিত্রানন্দন লক্ষ্মণ কলসহস্তে নম্র হইয়া সীতা দেবীর সহিত তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করত তাঁহাকে বলিলেন। ১—৩। "প্রিয়ংবদ! যে ঋতু আপনার প্রিয় এবং যাহার দ্বারা অলঙ্কৃত হইয়া সংবৎসর সকলের অপেক্ষা মনোহর হয়; এই সেই কাল উপস্থিত হইয়াছে। এই সময়ে সকল লোকেরই শরীর শীতে রুক্ষ হইয়া থাকে; ধরিত্রী শস্যমালায় ভূষিতা হয়; জল অব্যবহার্য্য ও অগ্নি সুখসেব্য হইয়া থাকে। এই কালে মানুষেরা নব শস্যদ্বারা দেবতা ও পিতৃগণকে অর্চ্চনা করিয়া নবশস্য-নিমিত্তক যাগ করত নিষ্পাপ হন। এ সময়ে সমস্ত জনপদেই অপর্য্যাপ্ত কাম্য বস্তু ও সুমধুর দুগ্ধ সুলভ হয়; এই সময়েই বিজিগীষু নৃপতিরা দেশভ্রমণার্থে বিচরণ করেন। সূর্য্য এক্ষণে অন্তকসেবিতা দক্ষিণদিকের সাতিশয় সেবা করায়, উত্তরদিক্, তিলকবিহীনা কামিনীর ন্যায় শ্রীভ্রষ্ট হইয়াছে। হিমালয় স্বভাবতই প্রভূত হিমের আকর, তাহাতে আবার এক্ষণে সূর্য্যও তাহার দূরবর্ত্তী হইয়াছেন, অতএব তাহার 'হিমালয়' এই নামটী এক্ষণে সার্থক হইয়াছে। অধুনা সূর্য্য দিবসে সুখসেব্য হন এবং ছায়া ও জল দুঃসেবনীয় আর রবিকরস্পর্শও মধ্যাহ্নে ভ্রমণ সুখদায়ক হয়। সম্প্রতি প্রাতঃকালে সূর্য্য মৃদুবীর্য্য হন, শিশির সঞ্চিত হয় বলিয়া অত্যন্ত শীত হয়, সেই জন্য প্রাণিমাত্রেই জড়ীভূত হওয়ায়, বন সকল শূন্যের ন্যায় হইয়া থাকে; সুতরাং প্রাতঃকাল হিমবিকৃত হইয়া প্রকাশিত হইতেছে। এই পৌষমাসে শীতের জন্য ধূসরবর্ণা যামিনীতে অনাবৃত স্থানে কেহই শয়ন করে না; এক্ষণে তুষারাকীর্ণ রাত্রি অতিশয় দীর্ঘ বলিয়া অতিকষ্টে যাপন করিতে হয়। এক্ষণে সূর্য্য, সুখসেব্যতারূপ সৌভাগ্য অপহরণ করায় এবং পরিবেশ নীহারবশতঃ ধূসরবর্ণ হওয়ায়, চন্দ্র নিশ্বাসদ্বারা মলিনতাগ্রস্ত দর্পণের ন্যায় দীপ্তি পাইতেছেন না। চন্দ্রকিরণ নীহারে মলিন হইয়া, আতপ-তাপে বিবর্ণা সীতা দেবীর ন্যায় শ্রীহীন হইতেছে; শোভা পাইতেছে না। ৪—১৪। পশ্চিমদিকের বায়ু স্বভাবতই শীতল, তাহাতে আবার

বাষ্পচ্ছন্নান্যরণ্যানি যবগোধূমবন্তি চ
শোভন্তেহভ্যুদিতে সূর্য্যে নদদ্ভিঃ ক্রৌঞ্চসারসৈঃ ॥ ১৬
খর্জ্জুরপুষ্পাকৃতিভিঃ শিরোভিঃ পূর্ণতণ্ডুলৈঃ।
শোভন্তে কিঞ্চিদালম্বাঃ শালয়ঃ কনকপ্রভাঃ ॥ ১৭
ময়ূখৈরুপসর্পদ্ভির্হিমনীহারসংবৃতৈঃ।
দূরমভ্যুদিতঃ সূর্য্যঃ শশাঙ্ক ইব লক্ষ্যতে ॥ ১৮
অগ্রাহ্যবীর্য্যঃ পূর্ব্বাহ্নে মধ্যাহ্নে স্পর্শতঃ সুখঃ।
সংরক্তঃ কিঞ্চিদাপাণ্ডুরাতপঃ শোভতে ক্ষিতৌ ॥ ১৯
অবশ্যায়নিপাতেন কিঞ্চিৎ প্রক্লিন্নশাদ্বলা।
বনানাং শোভতে ভূমির্নিবিষ্টতরুণাতপা ॥ ২০
স্পৃশন্ সুবিপুলং শীতমুদকং দ্বিরদঃ সুখম্।
অত্যন্ততৃষিতো বন্যঃ প্রতিসংহরতে করম্ ॥ ২১
এতে হি সমুপাসীনা বিহগা জলচারিণঃ।
নাবগাহন্তি সলিলমপ্রগল্ভা ইবাহবম্ ॥ ২২
অবশ্যায়তমোনদ্ধা নীহারতমসাবৃতাঃ।
প্রসুপ্তা ইব লক্ষ্যন্তে বিপুষ্পা বনরাজয়ঃ ॥ ২৩
বাষ্পসঞ্ছন্নসলিলা রুতবিজ্ঞেয়সারসাঃ।
হিমার্দ্রবালুকৈস্তীরৈঃ সরিতো ভান্তি সাম্প্রতম্ ॥ ২৪
তুষারপতনাচ্চৈব মৃদুত্বাদ্ভাস্করস্য চ।
শৈত্যাদগাগ্রস্থমপি প্রায়েণ রসবজ্জলম্ ॥ ২৫
জরাজর্জ্জরিতৈঃ পত্রৈঃ শীর্ণকেশরকর্ণিকৈঃ।
নালশেষা হিমধ্বস্তা ন ভান্তি কমলাকরাঃ ॥ ২৬
অস্মিংস্তু পুরুষব্যাঘ্র কালে দুঃখসমন্বিতঃ।
তপশ্চরতি ধর্ম্মাত্মা ত্বদ্ভক্ত্যা ভরতঃ পুরে ॥ ২৭
ত্যক্ত্বা রাজ্যঞ্চ মানঞ্চ ভোগাংশ্চ বিবিধান্ বহূন্।
তপস্বী নিয়তাহারঃ শেতে শীতে মহীতলে ॥ ২৮
সোহপি বেলামিমাং নূনমভিষেকার্থমুদ্যতঃ।
বৃতঃ প্রকৃতিভির্নিত্যং প্রয়াতি সরযূং নদীম্ ॥ ২৯
অত্যন্তসুখসংবৃদ্ধঃ সুকুমারো হিমার্দ্দিতঃ।
কথন্ত্বপররাত্রেষু সরযূমবগাহতে ॥ ৩০
পদ্মপত্রেক্ষণঃ শ্যামঃ শ্রীমান্ নিরুদরো মহান্।
ধর্ম্মজ্ঞঃ সত্যবাদী চ হ্রীনিষেধো জিতেন্দ্রিয়ঃ ॥ ৩১
প্রিয়াভিভাষী মধুরো দীর্ঘবাহুররিন্দমঃ।
সন্ত্যজ্য বিবিধান্ সৌখ্যানার্য্যং সর্ব্বাত্মনাশ্রিতঃ ॥ ৩২
জিতঃ স্বর্গস্তব ভ্রাত্রা ভরতেন মহাত্মনা।

এক্ষণে প্রাতঃকালে শিশিরসমাকুল হওয়ায় দ্বিগুণ শীতল হইয়া বহিতেছে। সূর্য্য উদিত হইলে এবং ক্রৌঞ্চ ও সারস সকল রব করিতে লাগিলে, যব ও গোধূম-সমন্বিত শিশিরসমাকীর্ণ বনসকল শোভা পাইতেছে। স্বর্ণের ন্যায় প্রভাবিশিষ্ট শালি সকল খর্জ্জুরপুষ্পাকৃতি ও তণ্ডুলপূর্ণ শিরোভাগদ্বারা কিঞ্চিৎ অবনত হইয়া দীপ্তি পাইতেছে, বিস্তীর্ণ সূর্য্যকিরণ তুষারনীহারসম্বৃত হওয়ায় উষ্ণতাহীন হইয়াছে। সুতরাং সূর্য্যদেব ঊর্দ্ধে উঠিলেও চন্দ্রের ন্যায় দৃষ্টি-গোচর হন। সম্প্রতি ঈষৎ পাণ্ডুবর্ণ আতপ ভূতলে পতিত হইয়া শোভিত হয়, পূর্ব্বাহ্নে উহার তেজ বোধ হয় না; মধ্যাহ্নেও তাহার স্পর্শে সুখ জন্মিয়া থাকে। প্রভাতে শিশির পাতে ঈষৎ সিক্ত শাদ্বল বন-ভূমি তরুণ-আতপসংযোগে অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করে। ১৫—২০। এক্ষণে বন্য হস্তী অত্যন্ত তৃষ্ণার্ত্ত হইয়া শীতল জল পাইলে সানন্দে তাহা স্পর্শ করিয়াই শৈত্য-বশতঃ শুণ্ড সঙ্কুচিত করে। এই সকল জলচর পক্ষীরা তীরে উপবিষ্ট রহিয়াছে; অপটু ব্যক্তিরা যেমন যুদ্ধে প্রবেশ করিতে পারে না, সেইরূপ জলে প্রবেশ করিতে পারিতেছে না। পুষ্পহীন কাননসমূহ নীহারান্ধকারে সমাচ্ছন্ন হইয়া, সুপ্তবৎ বোধ হইতেছে। এক্ষণে নদী সকলের জল হইতে অনবরত বাষ্প উঠিতেছে। বালুকাময় তীরভূমি হিমাচ্ছন্ন হইয়া রহিয়াছে। এক্ষণে নদী সকল কেমন শোভা পাইতেছে! নদীজল বাষ্পাচ্ছন্ন হওয়ায় তন্মধ্যবর্ত্তী সারসপক্ষিগণকে দেখা না গেলেও শব্দের দ্বারা অনুমিত হইতেছে। ২১—২৫। এক্ষণে পর্ব্বতশিখরস্থিত জল তুষারপাত ও রবির মৃদুতা জন্য অতিশয় শীতল হওয়ায় বিষবৎ হইয়াছে। কম-লাকর সরোবরে নলিনীপত্রসকল জীর্ণ হইয়াছে, কেশর কর্ণিকা শীর্ণ হইয়াছে; কেবল নালমাত্র অবশিষ্ট আছে। বস্তুত হিমপাতবশতঃ উক্ত সরোবর সকল শ্রীহীন হইয়া গিয়াছে। পুরুষপ্রবর; এই সময়ে ধর্ম্মাত্মা ভরত নগরে থাকিয়া আপনার প্রতি ভক্তিবশতঃ তপ আচরণ করত নিতান্ত দুঃখে কালক্ষেপ করিতেছেন, —এক্ষণে তিনি রাজ্য, মান ও বহুবিধ ভোগ্যবস্তু পরিত্যাগ করিয়া তপোনিরত ও সংযতাহার হইয়া শী-তল মৃত্তিকায় শয়ন করিতেছেন। তিনিও প্রত্যহ এই সময়ে প্রকৃতিবর্গে পরিবেষ্টিত হইয়া স্নানের নিমিত্ত সরযূ নদীতে গমন করেন। তাঁহার শরীর অতি কোমল, তিনি অতি সুখে বর্দ্ধিত হইয়াছেন, এক্ষণে হিমতাপিত হইয়া কি প্রকারে রাত্রিশেষে সরযূ নদীতে স্নান করিতেছেন! আর্য্য। সেই অরিন্দম, পদ্মপলাশ-লোচন, শ্যামবর্ণ, মহত্ত্ব-সম্পন্ন, ধর্ম্মজ্ঞ, জিতেন্দ্রিয়, শান্তস্বভাব, লজ্জাশীল, দীর্ঘবাহু এবং প্রিয় ও সত্যবাদী শ্রীমান্ ভরত বিবিধ সুখপ্রদ কাম্য বস্তু পরিত্যাগ করিয়া আপনাকে সর্ব্বান্তঃকরণে আশ্রয় করিয়াছেন। বনবাসিন্! আপনার ভ্রাতা মহাত্মা ভরত নগরে

নিয়মপি তাপসে যস্ত্বামনুবিধীয়তে ॥ ৩৩
ন পিত্র্যমনুবর্ত্তন্তে মাতৃকং দ্বিপদা ইতি।
খ্যাতো লোকপ্রবাদোঽয়ং ভরতেনান্যথা কৃতঃ। ৩৪
ভর্ত্তা দশরথো যস্যাঃ সাধুশ্চ ভরতঃ সুতঃ।
কথং নু সাম্বা কৈকেয়ী তাদৃশী ক্রূরদর্শিনী॥ ৩৫
ইত্যেবং লক্ষ্মণে বাক্যং স্নেহাদ্বদতি ধার্ম্মিকে।
পরিবাদং জনন্যাস্তমসহন্ রাঘবোঽব্রবীৎ॥ ৩৬
ন তেঽম্বা মধ্যমা তাত গর্হিতব্যা কথঞ্চন।
তামেবেক্ষ্বাকুনাথস্য ভরতস্য কথাং কুরু॥ ৩৭
নিশ্চিতৈব হি মে বুদ্ধির্বনবাসে দৃঢ়ব্রতা।
ভরতস্নেহসন্তপ্তা বালিশীক্রিয়তে পুনঃ॥ ৩৮
সংস্মরাম্যস্য বাক্যানি প্রিয়াণি মধুরাণি চ।
হৃদ্যান্যমৃতকল্পানি মনঃপ্রহ্লাদনানি চ॥ ৩৯
কদা হ্যহং সমেষ্যামি ভরতেন মহাত্মনা।
শত্রুঘ্নেন চ বীরেণ ত্বয়া চ রঘুনন্দন॥ ৪০
ইত্যেবং বিলপংস্তত্র প্রাপ্য গোদাবরীং নদীম্।
চক্রেঽভিষেকং কাকুৎস্থঃ সানুজঃ সহ স তয়া॥ ৪১
তর্পয়িত্বাথ সলিলৈস্তৈঃ পিতৄন্ দৈবতান্যপি।
স্তুবন্তি স্মোদিতং সূর্য্যং দেবতাংশ্চ তথানঘাঃ॥ ৪২
কৃতাভিষেকঃ স ররাজ রামঃ
সীতাদ্বিতীয়ঃ সহ লক্ষ্মণেন।
কৃতাভিষেকস্ত্বগরাজপুত্র্যা
রুদ্রঃ সনন্দির্ভগবানিবেশঃ॥ ৪৩

ইত্যারণ্যকাণ্ডে ষোড়শঃ সর্গঃ॥ ১৬॥

সপ্তদশঃ সর্গঃ।

কৃতাভিষেকো রামস্তু সীতা সৌমিত্রিরেব চ।
তস্মাদ্গোদাবরীতীরাৎ ততো জগ্মুঃ স্বমাশ্রমম্॥ ১
আশ্রমং তমুপাগম্য রাঘবঃ সহলক্ষ্মণঃ।
কৃত্বা পৌর্ব্বাহ্ণিকং কর্ম্ম পর্ণশালামুপাগমৎ॥ ২
উবাস সুখিতস্তত্র পূজ্যমানো মহর্ষিভিঃ।
স রামঃ পর্ণশালায়ামাসীনঃ সহ সীতয়া॥ ৩
বিররাজ মহাবাহুশ্চিত্রয়া চন্দ্রমা ইব।
লক্ষ্মণেন সহ ভ্রাতা চকার বিবিধাঃ কথাঃ॥ ৪
তথাসীনস্য রামস্য কথাসংসক্তচেতসঃ।
তং দেশং রাক্ষসী কাচিদাজগাম যদৃচ্ছয়া॥ ৫
সা তু শূর্পণখা নাম দশগ্রীবস্য রক্ষসঃ।

থাকিয়াও আপনার অনুকারী হইয়া তপোনুষ্ঠান করত নিশ্চয়ই স্বর্গ জয় করিয়াছেন। দ্বিপদ মানুষেরা পিতার স্বভাবের অনুবর্ত্তী হন না, পরন্তু মাতার স্বভাবেরই অনুকরণ করেন, এই লোকবিখ্যাত প্রবাদ, ভরত অন্যথা করিলেন। রাজা দশরথ যাঁহার পতি এবং সাধুস্বভাব ভরত যাঁহার পুত্র সেই মধ্যমাজননী কৈকেয়ী দেবী কেমন করিয়া তদ্রূপ নিষ্ঠুর কাজ করিলেন।" ২৫—৩৫। ধার্ম্মিক লক্ষ্মণ স্নেহবশতঃ ঐরূপ বলিলে রঘুনন্দন রাম মধ্যমা জননীর সেই নিন্দাবাদ সহ্য করিতে না পারিয়া বলিলেন, "ভ্রাতঃ। তুমি কোন মতেই সেই মধ্যমা জননীকে নিন্দা করিও না, পরন্তু সেই ইক্ষ্বাকু-কুলশ্রেষ্ঠ ভরতকে প্রশংসাবাদ কর। যদিও "বনবাসে থাকিব" এইরূপ সঙ্কল্পই আমার দৃঢ়তর আছে, তথাপি ভরতের প্রতি স্নেহবশতঃ তাহাকে দেখিবার জন্ত আমার মন সন্তপ্ত ও অস্থির হইতেছে। চিত্তের প্রীতিপদ এবং অমৃতের ন্তায় হৃদয়াহ্লাদকারী তাহার প্রিয় ও মধুর কথাগুলি আমার স্মরণ হইতেছে। রঘুনন্দন! কবে আমি তোমার সহিত মহাত্মা ভরত ও বীর্য্যবান্ শত্রুঘ্নের সহিত মিলিত হইব।" ৩৬—৪০। কাকুৎস্থ রাম ঐরূপ বিলাপ করিতে করিতে গোদাবরী নদীতে গমন করিয়া ভ্রাতা ও সীতার সহিত নদীতে অবগাহন করিলেন। পরে সেই পুণ্যাত্মা রাম, লক্ষ্মণ ও সীতা দেবী সলিলদ্বারা দেবতা ও পিতৃগণের তর্পণ করিয়া উদিত সূর্য্য ও অপর দেবতাদিগের স্তব করিলেন। রাম, সীতা ও লক্ষ্মণের সহিত স্নাত হইয়া, গিরিরাজ-সুতা উমা ও নন্দীর সহিত কৃতস্নান ভগবান্ মহেশ্বর রুদ্রের ন্তায়, শোভা পাইলেন। ৪১—৪৩।

সপ্তদশ সর্গ।

রাম, সীতা ও লক্ষ্মণ, ইহাঁরা সকলেই স্নান করিয়া সেই গোদাবরী তীর হইতে তাঁহাদের আশ্রমে গেলেন। পরে লক্ষ্মণের সহিত আশ্রমে আসিয়া তিনি পূর্ব্বাহ্ণ-ক্রিয়া সম্পন্ন করিয়া পর্ণকুটীরমধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন এবং মহর্ষিগণকর্ত্তৃক সম্যক অর্চ্চিত হইয়া তথায় উপবেশন করিলেন। মহাবাহু রাম পর্ণকুটীরমধ্যে সীতার সহিত সমাসীন হইয়া, চিত্রানক্ষত্রসমন্বিত চন্দ্রের ন্তায় শোভা পাইলেন এবং ভ্রাতা লক্ষ্মণের সহিত নানা-প্রকার কথা কহিতে লাগিলেন। তখন রাম কথায় নিবিষ্টচিত্ত হইলে, সেই প্রদেশে এক রাক্ষসী স্বেচ্ছাক্রমে আগমন করিল। ১—৫। সেই রাক্ষসী, দশানন রাবণের ভগিনী; তাহার নাম শূর্পণখা। সে

ভগিনী রামমাসাদ্য দদর্শ ত্রিদশোপমম্। ৬
দীপ্তাস্যঞ্চ মহাবাহুং পদ্মপত্রায়তেক্ষণম্।
গজবিক্রান্তগমনং জটামণ্ডলধারিণম্। ৭
সুকুমারং মহাসত্ত্বং পার্থিবব্যঞ্জনান্বিতম্।
রামমিন্দীবরশ্যামং কন্দর্পসদৃশপ্রভম্। ৮
বভূবেন্দ্রোপমং দৃষ্ট্বা রাক্ষসী কামমোহিতা।
সুমুখং দুর্মুখী রামং বৃত্তমধ্যং মহোদরী। ৯
বিশালাক্ষং বিরূপাক্ষী সুকেশং তাম্রমূর্দ্ধজা।
প্রিয়রূপং বিরূপা সা সুস্বরং ভৈরবস্বনা। ১০
তরুণং দারুণা বৃদ্ধা দক্ষিণং বামভাষিণী।
ন্যায়বৃত্তং সুদুর্ব্বৃত্তা প্রিয়মপ্রিয়দর্শনা। ১১
শরীরজসমাবিষ্টা রাক্ষসী রামম্ ব্রবীৎ।
জটী তাপসবেশেন সভার্য্যঃ শরচাপধৃক্। ১২
আগতস্ত্বমিমং দেশং কথং রাক্ষসসেবিতম্।
কিমাগমনকৃত্যং তে তত্ত্বমাখ্যাতুমর্হসি। ১৩
এবমুক্তস্তু রাক্ষস্যা শূর্পণখ্যা পরন্তপঃ।
ঋজুবুদ্ধিতয়া সর্ব্বমাখ্যাতুমুপচক্রমে। ১৪
আসীদ্দশরথো নাম রাজা ত্রিদশবিক্রমঃ।
তস্যাহমগ্রজঃ পুত্রো রামো নাম জনৈঃ শ্রুতঃ। ১৫
ভ্রাতায়ং লক্ষ্মণো নাম যবীয়ান্ মামনুব্রতঃ।
ইয়ং ভার্য্যা চ বৈদেহী মম সীতেতি বিশ্রুতা। ১৬
নিয়োগাত্তু নরেন্দ্রস্য পিতুর্মাতুশ্চ যন্ত্রিতঃ।

দেবতুল্য রামের নিকটে গিয়া তাঁহাকে দেখিল এবং পদ্মপত্রের ন্যায় আয়ত-লোচন, উচ্চবদন, গজগামী, জটামণ্ডলধারী, রাজলক্ষণযুক্ত, ইন্দীবর-শ্যাম, কন্দর্পোপম, মহেন্দ্রতুল্য-প্রভাবশালী ও অত্যন্ত বলবান্, মহাবাহু সুকুমার রামকে দেখিয়া কামপীড়িতা হইল। সেই দুর্ম্মুখী, মহোদরী, বিরূপাক্ষী, তাম্রকেশী, বিকৃতরূপা, ঘোরস্বরা, অতিবৃদ্ধা, প্রতিকূলবাদিনী, অতিদুর্বৃত্তা, অপ্রিয়দর্শনা রাক্ষসী—সুমুখ, ক্ষীণকটি, বিশালনয়ন, কৃষ্ণকেশ, প্রিয়রূপ, সুস্বরবান্, যৌবনসম্পন্ন, অনুকূলবাদী, শুভচরিত, প্রিয়দর্শন রামকে বলিল, "তুমি জটাধারী তপস্বীর বেশে ধনুর্ব্বাণহাতে সস্ত্রীক এই রাক্ষসসেবিত দেশে আসিয়াছ কেন? তোমার এখানে আসিবার আবশ্যক কি, তাহা যথার্থরূপে বল।"৬—১৩। শত্রুতাপন রাম, শূর্পণখার উক্তি শুনিয়া সরলতাবশতঃ তাহার নিকটে সমস্ত বৃত্তান্ত বলিতে লাগিলেন,—মহেন্দ্রের ন্যায় পরাক্রমশালী দশরথনামা রাজা ছিলেন; আমি তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র; আমার নাম রাম, ইহা অনেকেই জানে। ইনি আমার অনুগত কনিষ্ঠ ভ্রাতা; ইহার নাম লক্ষ্মণ। আর ইনি আমার পত্নী; ইহার নাম

ধর্ম্মার্থং ধর্ম্মকাঙ্ক্ষী চ বনং বস্তুমিহাগতঃ। ১৭
ত্বান্তু বেদিতুমিচ্ছামি কস্য ত্বং কাসি কস্য বা।
ত্বং হি তাবন্মনোজ্ঞাঙ্গী রাক্ষসী প্রতিভাসি মে। ১৮
ইহ বা কিং নিমিত্তং ত্বমাগতা ব্রূহি তত্ত্বতঃ।
সাব্রবীদ্বচনং শ্রুত্বা রাক্ষসী মদনার্দ্দিতা। ১৯
শ্রূয়তাং রাম তত্ত্বার্থং বক্ষ্যামি বচনং মম।
অহং শূর্পণখা নাম রাক্ষসী কামরূপিণী। ২০
অরণ্যং বিচরামীদমেকা সর্ব্বভয়ঙ্করা।
রাবণো নাম মে ভ্রাতা যদি তে শ্রোত্রমাগতঃ। ২১
প্রবৃদ্ধনিদ্রশ্চ সদা কুম্ভকর্ণো মহাবলঃ।
বিভীষণস্তু ধর্ম্মাত্মা ন তু রাক্ষচেষ্টিতঃ। ২২
প্রখ্যাতবীর্য্যৌ চ রণে ভ্রাতরৌ খরদূষণৌ। ২৩
তানহং সমতিক্রান্তা রাম ত্বা পূর্ব্বদর্শনাৎ।
সমুপেতাস্মি ভাবেন ভর্ত্তারং পুরুষোত্তমম্। ২৪
অহং প্রভাবসম্পন্না স্বচ্ছন্দবলগামিনী।
চিরায় ভব ভর্ত্তা মে সীতয়া কিং করিষ্যসি। ২৫
বিকৃতা চ বিরূপা চ ন সেয়ং সদৃশী তব।
অহমেবানুরূপা তে ভার্য্যারূপেণ পশ্য মাম্। ২৬

সীতা ইনি বিদেহরাজের দুহিতা। আমি পিতার ও মাতার আদেশক্রমে গুরুজনের আজ্ঞাপালনরূপ ধর্ম্ম কামনা করিয়া, বনে বাস করিবার জন্য এখানে আসিয়াছি। তুমি কে, কাহার কন্যা? কাহার স্ত্রী? তাহা আমি জানিতে ইচ্ছা করি। তোমার দেহ এরূপ সুন্দর যে, আমার বোধ হইতেছে তুমি কোন মায়াবিনী রাক্ষসী। ১৪—১৮। তুমি এখানে কেন আসিয়াছ, তাহা যথার্থ বল।" তখন সেই কামাতুরা রাক্ষসী তাঁহাকে বলিল, "রাম! আমি ঠিক কথাই বলিতেছি, শ্রবণ কর। আমি কামরূপিণী রাক্ষসী; আমার নাম শূর্পণখা; একাকিনীই আমি সমস্ত প্রাণীর ভয় উৎপাদন করত এই কাননমধ্যে ভ্রমণ করিয়া থাকি। রাবণ আমার ভ্রাতা; বোধ হয় তাঁহার বিষয় তোমার শ্রবণগোচর হইয়া থাকিবে। অপিচ, সদা নিদ্রাপরায়ণ মহাবল কুম্ভকর্ণ, রাক্ষসচরিত্রবিহীন ধর্ম্মাত্মা বিভীষণ এবং যুদ্ধে খ্যাতবীর্য্য খর ও দূষণ আমার ভ্রাতা। পুরুষশ্রেষ্ঠ রাম! আমি তোমাকে প্রথম দর্শনেই মনে মনে পতিত্বে বরণপূর্ব্বক, তাঁহাদিগের মত না লইয়াই তোমার নিকটে আসিয়াছি।১৯—২৪। আমি বীর্য্যবতী, আমি বলপূর্ব্বক, স্বেচ্ছায় সর্ব্বত্র যাইতে পারি; তুমি চিরকাল আমার স্বামী হও। সীতাকে লইয়া তুমি কি করিবে? এই সীতা কদাকার ও কুরূপা,সুতরাং তোমার যোগ্যা নহে; আমিই তোমার উপযুক্তা ভার্য্যা; তুমি

ইমাং বিরূপামসতীং করালাং নির্ণতোদরীম্।
অনেন সহ তে ভ্রাত্রা ভক্ষয়িষ্যামি মানুষীম্। ২৭
ততঃ পর্ব্বতশৃঙ্গাণি বনানি বিবিধানি চ।
পশ্যন্ সহ ময়া কান্ত দণ্ডকান্ বিচরিষ্যসি॥ ২৮
ইত্যেবমুক্তঃ কাকুৎস্থঃ প্রহস্য মদিরেক্ষণাম্।
ইদং বচনমারেভে বক্তুং বাক্যবিশারদঃ॥ ২৯

ইত্যারণ্যকাণ্ডে সপ্তদশঃ সর্গঃ॥ ১৭॥

অষ্টাদশঃ সর্গঃ।

তান্তু শূর্পণখাং রামঃ কামপাশাবপাশিতাম্।
স্বচ্ছন্দাং শ্লক্ষ্ণয়া বাচা স্মিতপূর্ব্বমথাব্রবীৎ॥ ১
কৃতদারোঽস্মি ভবতি ভার্য্যেয়ং দয়িতা মম।
ত্বদ্বিধানান্তু নারীণাং সুদুঃখা সসপত্নতা॥ ২
অনুজস্ত্বেষ মে ভ্রাতা শীলবান্ প্রিয়দর্শনঃ।
শ্রীমানকৃতদারশ্চ লক্ষ্মণো নাম বীর্য্যবান্॥ ৩
অপূর্ব্বী ভার্য্যয়া চার্থী তরুণঃ প্রিয়দর্শনঃ।
অনুরূপশ্চ তে ভর্ত্তা রূপস্যাস্য ভবিষ্যতি॥ ৪
এনং ভজ বিশালাক্ষি ভর্ত্তারং ভ্রাতরং মম।
অসপত্না বরারোহে মেরুমর্কপ্রভা যথা॥ ৫
ইতি রামেণ সা প্রোক্তা রাক্ষসী কামমোহিতা।
বিসৃজ্য রামং সহসা ততো লক্ষ্মণমব্রবীৎ॥ ৬
অস্য রূপস্য তে যুক্তা ভার্য্যাহং বরবর্ণিনী।
ময়া সহ সুখং সর্ব্বান্ দণ্ডকান্ বিচরিষ্যসি॥ ৭
এবমুক্তস্তু সৌমিত্রী রাক্ষস্যা বাক্যকোবিদঃ।
ততঃ শূর্পণখীং স্মিত্বা লক্ষ্মণো যুক্তমব্রবীৎ॥ ৮
কথং দাসস্য মে দাসী ভার্য্যা ভবিতুমিচ্ছসি।
সোঽহমার্য্যেণ পরবান্ ভ্রাত্রা কমলবর্ণিনি॥ ৯
সমৃদ্ধার্থস্য সিদ্ধার্থমুদিতামলবর্ণিনী।
আর্য্যস্য ত্বং বিশালাক্ষি ভার্য্যা ভব যবীয়সী॥ ১০
এতাং বিরূপামসতীং করালাং নির্ণতোদরীম্।
ভার্য্যাং বৃদ্ধাং পরিত্যজ্য ত্বামেবৈষ ভজিষ্যতি॥ ১১
কো হি রূপমিদং শ্রেষ্ঠং সন্ত্যজ্য বরবর্ণিনি।
মানুষীষু বরারোহে কুর্য্যাদ্ভাবং বিচক্ষণঃ॥ ১২
ইতি সা লক্ষ্মণেনোক্তা করালী নির্ণতোদরী।
মন্যতে তদ্বচঃ সত্যং পরিহাসাবিচক্ষণা॥ ১৩
সা রামং পর্ণশালায়ামুপবিষ্টং পরন্তপম্।
সীতয়া সহ দুর্দ্ধর্ষমব্রবীৎ কামমোহিতা॥ ১৪
ইমাং বিরূপামসতীং করালাং নির্ণতোদরীম্।

আমাকে ভার্য্যাভাবে দেখ। আমি তোমার ভ্রাতা এবং এই মানুষী বিরূপা করালা ও নতোদরী অসতীকে ভক্ষণ করিব। তৎপরে তুমি আমার সহিত কামভোগে তৎপর হইয়া বহু পর্ব্বতশিখরে ও বনে বিচরণ করিবে। বাক্যবিশারদ কাকুৎস্থ রাম সেই খঞ্জননয়না রাক্ষসীর কথা শুনিয়া সহাস্যে তাহাকে বলিতে-লাগিলেন। ২৫—২৯।

অষ্টাদশ সর্গ।

রাম, ঈষৎ হাস্য করিয়া সুমধুর বাক্যে সেই কামার্ত্তা শূর্পণখাকে কহিলেন, "আমি বিবাহ করিয়াছি, ইনি আমার প্রেয়সী পত্নী; তোমার ন্যায় রমণীগণের সপত্নী থাকা অত্যন্ত ক্লেশদায়ক। আমার এই কনিষ্ঠ ভ্রাতা লক্ষ্মণ সচ্চরিত্র, শ্রীমান্, বীর্য্যবান্, প্রিয়দর্শন, যুবক, ইনি আজিও বিবাহ করেন নাই; বিবাহ করিতেও ইচ্ছুক আছেন, অতএব ইনিই তোমার রূপের অনুরূপ স্বামী হইবেন। বিশালাক্ষি! সূর্য্য-কিরণ যেমন মেরু-পর্ব্বতকে ভজনা করে, তুমি সেইরূপ সপত্নীশূন্যা হইয়া স্বামিরূপে আমার এই ভ্রাতাকে ভজনা কর।" ১—৫। সেই কামমোহিতা রাক্ষসী রামের কথা শুনিয়া তাঁহাকে পরিত্যাগপূর্ব্বক তৎক্ষণাৎ লক্ষ্মণের নিকট যাইয়া তাঁহাকে কহিল, "আমি নারীগণের মধ্যে উত্তমা, সুতরাং আমি তোমার রূপের অনুরূপা ভার্য্যা; তুমি আমার সহিত সুখে এই দণ্ডকারণ্যে বিহার করিবে।" তাহা শুনিয়া বক্তৃতাবিশারদ সুমিত্রানন্দন লক্ষ্মণ ঈষৎ হাস্যে তাহাকে এই যুক্তিপূর্ণ কথা বলিলেন, "কমলবর্ণে! আমি আর্য্য জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা রামের অধীন দাস, অতএব তুমি আমার স্ত্রী হইয়া দাসী হইতে ইচ্ছা করিতেছ কেন? বিশালাক্ষি! তোমার বর্ণে মালিন্যের লেশ মাত্রও নাই; তুমি সফলমনোরথ আর্য্য রামের কনিষ্ঠা পত্নী হইয়া সফলমনোরথা ও প্রীতা হও; তাহা হইলে, উনি ঐ নতোদরী, কুরূপা, বিকৃতাকারা ও বৃদ্ধা অসতী পত্নীকে পরিত্যাগ করিয়া তোমাকেই ভজনা করিবেন। বরবর্ণিনি! কোন্ বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি এই শ্রেষ্ঠরূপ পরিত্যাগ করিয়া মানবগর্ভজাত রমণীতে প্রণয় স্থাপন করে?" ৬—১২। সেই পরিহাস-বিষয়ে অনভিজ্ঞা মদনাতুরা বিকৃতাকারা লম্বোদরী রাক্ষসী লক্ষ্মণের সেই কথা শুনিয়া তাহা যথার্থ বোধ করিয়া পর্ণকুটীরমধ্যে সীতার সহিত উপবিষ্ট অধর্ষণীয় অরিন্দম রামের নিকটে যাইয়া তাঁহাকে বলিল, "তুমি এই কুরূপা কুৎসিতা বিরূপা নতোদরী

বৃদ্ধাং ভার্য্যামবষ্টভ্য ন মাং ত্বং বহু মন্যসে ॥ ১৫
অদ্যেমাং ভক্ষয়িষ্যামি পশ্যতস্তব মানুষীম্।
ত্বয়া সহ চরিষ্যামি নিঃসপত্না যথাসুখম্ ॥ ১৬
ইত্যুক্ত্বা মৃগশাবাক্ষীমলাতসদৃশেক্ষণা।
অভ্যগচ্ছৎ সুসংক্রুদ্ধা মহোল্কা রোহিণীমিব ॥ ১৭
তাং মৃত্যুপাশপ্রতিমামাপতন্তীং মহাবলঃ।
নিগৃহ্য রামঃ কুপিতস্ততো লক্ষ্মণমব্রবীৎ ॥ ১৮
ক্রূরৈরনার্য্যৈঃ সৌমিত্রে পরিহাসঃ কথঞ্চন।
ন কার্য্যঃ পশ্য বৈদেহীং কথঞ্চিৎ সৌম্য জীবতীম্ ॥ ১৯
ইমাং বিরূপামসতীমতিমত্তাং মহোদরীম্।
রাক্ষসীং পুরুষব্যাঘ্র বিরূপয়িতুমর্হসি ॥ ২০
ইত্যুক্তো লক্ষ্মণস্তস্যাঃ ক্রুদ্ধো রামস্য পশ্যতঃ।
উদ্ধৃত্য খড়্গং চিচ্ছেদ কর্ণনাসে মহাবলঃ ॥ ২১
নিকৃত্তকর্ণনাসা তু বিস্বরং সা বিনদ্য চ।
যথাগতং প্রদুদ্রাব ঘোরা শূর্পণখা বনম্ ॥ ২২
সা বিরূপা মহাঘোরা রাক্ষসী শোণিতোক্ষিতা।
ননাদ বিবিধান্ নাদান্ যথা প্রাবৃষি তোয়দঃ ॥ ২৩
সা বিক্ষরন্তী রুধিরং বহুধা ঘোরদর্শনা।
প্রগৃহ্য বাহূ গর্জ্জন্তী প্রবিবেশ মহাবনম্ ॥ ২৪

ততস্তু সা রাক্ষসসঙ্ঘসংবৃতং
খরং জনস্থানগতং বিরূপিতা।
উপেত্য তং ভ্রাতরমুগ্রতেজসং
পপাত ভূমৌ গগনাদ্যথাশনিঃ ॥ ২৫
ততঃ সভার্য্যং ভয়মোহমূর্চ্ছিতা
সলক্ষ্মণং রাঘবমাগতং বনম্।
বিরূপণঞ্চাত্মনি শোণিতোক্ষিতা
শশংস সর্ব্বং ভগিনী খরস্য সা ॥ ২৬
ইত্যারণ্যকাণ্ডে অষ্টাদশঃ সর্গঃ ॥ ১৮ ॥

একোনবিংশঃ সর্গঃ।

তাং তথা পতিতাং দৃষ্ট্বা বিরূপাং শোণিতোক্ষিতাম্।
ভগিনীং ক্রোধসন্তপ্তঃ খরঃ পপ্রচ্ছ রাক্ষসঃ ॥ ১
উত্তিষ্ঠ তাবদাখ্যাহি প্রমোহং জহি সম্ভ্রমম্।
ব্যক্তমাখ্যাহি কেন ত্বমেবংরূপা বিরূপিতা ॥ ২
কঃ কৃষ্ণসর্পমাসীনমাশীবিষমনাগসম্।
তুদত্যভিসমাপন্নমঙ্গুল্যগ্রেণ লীলয়া ॥ ৩
কালপাশং সমাসজ্য কণ্ঠে মোহান্ন বুধ্যতে।

বৃদ্ধা স্ত্রীর প্রতি অনুরক্ত হইয়া আমাকে সম্মান করিতেছ না। আমি এক্ষণে তোমারই সমক্ষে এই মানুষীকে ভক্ষণ করিব এবং সপত্নী-শূন্যা হইয়া তোমার সহিত পরম সুখে বিহার করিব।" ১৩—১৬। জ্বলন্ত অঙ্গারের ন্যায় আরক্তনয়না সেই শূর্পণখা এই কথা বলিয়া অতি গুরু ক্রোধের সহিত রোহিণীর প্রতি মহতী উল্কার ন্যায়, বালহরিণনয়না সীতার দিকে ধাবিতা হইল। সেই যমপাশতুল্যা রাক্ষসীকে সীতার দিকে আসিতে দেখিয়া, মহাবল রাম তাহাকে তিরস্কার করিয়া কুপিত হইয়া লক্ষ্মণকে বলিলেন, "ভদ্রদর্শন সুমিত্রানন্দন! নিষ্ঠুরস্বভাব অনার্য্যদিগের সহিত কোনমতেই পরিহাস করা উচিত নহে; দেখ, বিদেহ রাজনন্দিনী সীতা দেবী রাক্ষসীর ভয়ে অতিকষ্টে জীবিতা রহিয়াছেন। পুরুষশ্রেষ্ঠ! তুমি এই কামাতুরা কুরূপা মহোদরী অসতী রাক্ষসীকে বিকৃতরূপা কর।" ১৭—২০। মহাবল লক্ষ্মণ রামের আদেশ পাইয়া কোষ হইতে খড়্গ বহির্গত করিয়া তাঁহার সমক্ষেই সেই রাক্ষসীর কর্ণ ও নাসিকা কাটিয়া ফেলিলেন। তখন সেই শূর্পণখা ভীষণ আকার ধারণ করত ছিন্ন-কর্ণনাসা হইয়া বিকটস্বরে চীৎকার করিতে করিতে যথা হইতে আসিয়াছিল সেই বনের দিকে ধাবিতা হইল। অতি ভয়ঙ্করাকারা কুরূপা রাক্ষসী রুধিরাপ্লুতদেহা হইয়া বর্ষাকালীন মেঘের ন্যায় বিবিধ চীৎকারশব্দ করিতে লাগিল। ভীষণদর্শনা রাক্ষসী শোণিত ক্ষরণ করত বাহুদ্বয় উত্তোলন করিয়া নানাবিধ গর্জ্জন করিতে করিতে মহাবনে প্রবেশ করিল। পরে লক্ষ্মণকর্ত্তৃক বিরূপীকৃতা সেই রাক্ষসী, জনস্থানে রাক্ষসগণ পরিবৃত অতিতেজস্বী ভ্রাতা খরের সম্মুখে যাইয়া আকাশ হইতে পতিত বজ্রের ন্যায়, ভূতলে পতিতা হইল। খরের ভগিনী সেই রাক্ষসী রুধিরাপ্লুতকলেবরা এবং ভয় ও মোহবশতঃ ভ্রান্তচিত্তা হইয়া তাহার নিকটে ভ্রাতা ও পত্নীর সহিত রঘুনন্দন রামের বনে আগমন ও তৎকৃত স্বীয় কর্ণনাসাচ্ছেদন-বৃত্তান্ত বর্ণনা করিল। ২১—২৬।

ঊনবিংশ সর্গ।

রাক্ষস খর, ভগিনীকে বিরূপীকৃতা, শোণিত-রঞ্জিতা ও তদ্রূপভাবে ভূপতিতা দেখিয়া ক্রোধে কম্পিত হইয়া তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি গাত্রোত্থান কর; মোহ ও ব্যাকুলতা পরিত্যাগ কর; তুমি ঈদৃশী রূপবতী, কে তোমাকে এরূপ কুৎসিতা করিয়াছে? তাহা স্পষ্ট করিয়া বল। কোন্ ব্যক্তি সম্মুখস্থিত অনপকারী বিষধর কৃষ্ণসর্পকে স্বেচ্ছাক্রমে অঙ্গুলীর অগ্রভাগদ্বারা প্রহার করিতেছে? অদ্য যে ব্যক্তি

যস্ত্বামদ্য সমাসাদ্য পীতবান বিষমুত্তমম্ ॥ ৪
বলবিক্রমসম্পন্না কামগা কামরূপিণী ।
ইমামবস্থাং নীতা ত্বং কেনান্তকসমাগতা ॥ ৫
দেবগন্ধর্ব্বভূতানামৃষীণাঞ্চ মহাত্মনাম্ ।
কোঽয়মেবং মহাবীর্য্যস্ত্বাং বিরূপাং চকার হ ॥ ৬
ন হি পশ্যাম্যহং লোকে যঃ কুর্য্যান্মম বিপ্রিয়ম্ ।
অমরেষু সহস্রাক্ষং মহেন্দ্রং পাকশাসনম্ ॥ ৭
অদ্যাহং মার্গণৈঃ প্রাণানাদাস্যে জীবিতান্তগৈঃ ।
সলিলে ক্ষীরমাসক্তং নিষ্পিবন্নিব সারসঃ ॥ ৮
নিহতস্য ময়া সংখ্যে শরসংকৃত্তমর্ম্মণঃ ।
সফেনং রুধিরং কস্য মেদিনী পাতুমিচ্ছতি ॥ ৯
কস্য পত্ররথাঃ কায়ান্মাংসমুৎকৃত্য সঙ্গতাঃ ।
প্রহৃষ্টা ভক্ষয়িষ্যন্তি নিহতস্য ময়া রণে ॥ ১০
তং ন দেবা ন গন্ধর্ব্বা ন পিশাচা ন রাক্ষসাঃ ।
ময়াপকৃষ্টং কৃপণং শক্তাস্ত্রাতুং মহাহবে ॥ ১১
উপলভ্য শনৈঃ সংজ্ঞাং তং মে শংসিতুমর্হসি ।
যেন ত্বং দুর্ব্বিনীতেন বনে বিক্রম্য নির্জ্জিতা ॥ ১২

ইতি ভ্রাতুর্ব্বচঃ শ্রুত্বা ক্রুদ্ধস্য চ বিশেষতঃ ।
ততঃ শূর্পণখা বাক্যং সবাষ্পমিদমব্রবীৎ ॥ ১৩
তরুণৌ রূপসম্পন্নৌ সুকুমারৌ মহাবলৌ ।
পুণ্ডরীকবিশালাক্ষৌ চীরকৃষ্ণাজিনাম্বরৌ ॥ ১৪
ফলমূলাশনৌ দান্তৌ তাপসৌ ধর্ম্মচারিণৌ ।
পুত্রৌ দশরথস্যাস্তাং ভ্রাতরৌ রামলক্ষ্মণৌ ॥ ১৫
গন্ধর্ব্বরাজপ্রতিমৌ পার্থিবব্যঞ্জনান্বিতৌ ।
দেবৌ বা দানবাবেতৌ ন তর্কয়িতুমুৎসহে ॥ ১৬
তরুণী রূপসম্পন্না সর্ব্বাভরণভূষিতা ।
দৃষ্টা তত্র ময়া নারী তয়োর্মধ্যে সুমধ্যমা ॥ ১৭
তাভ্যামুভাভ্যাং সম্ভূয় প্রমদামধিকৃত্য তাম্ ।
ইমামবস্থাং নীতাহং যথানাথাসতী তথা ॥ ১৮
তস্যাশ্চানৃজুবৃত্তায়াস্তয়োশ্চ হতয়োরহম্ ।
সফেনং পাতুমিচ্ছামি রুধিরং রণমূর্দ্ধনি ॥ ১৯
এষ মে প্রথমঃ কামঃ কৃতস্তত্র ত্বয়া ভবেৎ ।
তস্যাস্তয়োশ্চ রুধিরং পিবেয়মহমাহবে ॥ ২০
ইতি তস্যাং ব্রুবাণায়াং চতুর্দ্দশ মহাবলান্ ।
ব্যাদিদেশ খরঃ ক্রুদ্ধো রাক্ষসানন্তকোপমান্ ॥ ২১
মানবৌ শস্ত্রসম্পন্নৌ চীরকৃষ্ণাজিনাম্বরৌ ।
প্রবিষ্টৌ দণ্ডকারণ্যং ঘোরং প্রমদয়া সহ ॥ ২২
তৌ হত্বা তাঞ্চ দুর্ব্বৃত্তামুপাবর্ত্তিতুমর্হথ ।

তোমার এইরূপ দুর্দ্দশা করিয়াছে, সে উগ্র বিষপান করিয়াছে, এবং মোহবশতঃ কণ্ঠদেশ কালপাশে আবদ্ধ করিয়া তাহা জানিতে পারিতেছে না। তুমি বল ও বিক্রমশালিনী; এবং ইচ্ছানুসারে সকল রূপ ধারণ করিবার ও সর্ব্বত্র যাইবার তোমার সামর্থ্য আছে। তুমি যমতুল্য হইয়াও কাহার নিকটে যাইয়া এইরূপ দুর্দ্দশাগ্রস্ত হইয়াছ? কোন্ মহাত্মা দেব গন্ধর্ব্ব ঋষি ও অন্যান্য প্রাণীদিগের মধ্যে এত উৎকৃষ্টবীর্য্যবান্ হইয়াছে যে, তোমাকে বিরূপাঙ্গী করিয়াছে? ১—৬। দেবতাগণের মধ্যে সহস্রাক্ষ পাকশাসন মহেন্দ্র ব্যতীত, আমার অপ্রিয় অনুষ্ঠান করিতে পারে, লোকমধ্যে ত আমি এমন কাহাকেও দেখিতে পাইতেছি না। সে যাহা হউক, হংস যেমন পানোদ্যত হইয়া জলমধ্যস্থ ক্ষীরভাগ গ্রহণ করে, সেইরূপ অদ্য আমি কৃতান্ততুল্য বাণসমূহদ্বারা কাহার শরীরমধ্যস্থ প্রাণ গ্রহণ করিব? যুদ্ধে মৎকর্ত্তৃক বাণসমূহদ্বারা মর্ম্মস্থান ভিন্ন হওয়ায় নিহত কোন্ ব্যক্তির ফেনযুক্তরুধিরপানে ধরিত্রীর বাসনা হইতেছে? আমার হস্তে যুদ্ধে নিহত হইলে, পক্ষিগণ মিলিত হইয়া হৃষ্টচিত্তে কাহার দেহ হইতে মাংস ভক্ষণ করিবে? আমি যাহাকে আক্রমণ করিব, কি দেবতা, কি গন্ধর্ব্ব, কি পিশাচ, কি রাক্ষস,—কেহই সেই হতভাগ্যকে রক্ষা করিতে পারিবে না। তুমি ক্রমে ক্রমে সংজ্ঞা লাভ করিয়া, যে দুরাত্মা বিক্রম প্রকাশ করিয়া বনমধ্যে তোমাকে পরাভব করিয়াছে, আমার নিকটে তাহার বিবরণ বল। ৮—১২। পরে শূর্পণখা, অতিশয় ক্রোধান্বিত ভ্রাতা খরের সেই কথা শুনিয়া অশ্রু মোচন করত তাহাকে বলিল, "রাজা দশরথের রাম ও লক্ষ্মণ নামে দুই পুত্র আছে, সেই দুই ভ্রাতা সুকুমার, অতি বলবান্ তরুণ, রূপবান্, কমলতুল্য-বিশাললোচন, ফলমূলাহারী, ধর্ম্মচারী, জিতেন্দ্রিয় ও তপস্যাপরায়ণ; তাহাদিগের পরিধান বল্কল, উত্তরীয় কৃষ্ণাজিন, তাহারা রাজলক্ষণযুক্ত এবং গন্ধর্ব্বরাজের ন্যায়; তাহারা দেবতা কি দানব তা আমি বুঝিতে পারিতেছি না। তাহাদের সহিত সর্ব্বাভরণভূষিতা সুমধ্যমা রূপবতী এক পরমযুবতী স্ত্রী আছে, আমি দেখিয়াছি। তাহারা উভয়ে মিলিত হইয়া সেই কামিনীর জন্য, অনাথা কুলটার ন্যায়, আমার এইরূপ দুর্দ্দশা করিয়াছে। রণভূমে তাহারা সেই কুটিলস্বভাবা নারীর সহিত নিহত হইলে, আমি তাহাদিগের ফেনযুক্ত শোণিত পান করিতে বাসনা করিতেছি। তুমি আমার এই প্রথম ইচ্ছা পূর্ণ কর, আমি মহাযুদ্ধে তাহাদিগের রক্ত পান করি।" ১৩—২০। শূর্পণখা এইরূপ বলিলে, খর অত্যন্ত ক্রোধান্বিত হইয়া কৃতান্ততুল্য মহাবলশালী চতুর্দ্দশ রাক্ষসকে আজ্ঞা করিল,—"চীরকৃষ্ণাজিনপরিধায়ী শস্ত্রধারী দুইজন মানুষ রমণীর সহিত ভীষণ

ইয়ঞ্চ ভগিনী তেষাং রুধিরং মম পাস্যতি। ২৩
মনোরথোঽয়মিষ্টোঽস্যা ভগিন্যা মম রাক্ষসাঃ।
শীঘ্রং সম্পাদ্যতাং গত্বা তৌ প্রমথ্য স্বতেজসা। ২৪
যুষ্মাভির্নিহতৌ দৃষ্ট্বা তাবুভৌ ভ্রাতরৌ রণে।
ইয়ং প্রহৃষ্টা মুদিতা রুধিরং যুধি পাস্যতি। ২৫
ইতি প্রতিসমাদিষ্টা রাক্ষসাস্তে চতুর্দ্দশ।
তত্র জগ্মুস্তয়া সার্দ্ধং ঘনা বাতেরিতা ইব। ২৬
ইত্যারণ্যকাণ্ডে একোনবিংশঃ সর্গঃ। ১৯

বিংশঃ সর্গঃ।

ততঃ শূর্পণখা ঘোরা রাঘবাশ্রমমাগতা।
রাক্ষসানাচচক্ষে তৌ ভ্রাতরৌ সহ সীতয়া। ১
তে রামং পর্ণশালায়ামুপবিষ্টং মহাবলম্।
দদৃশুঃ সীতয়া সার্দ্ধং লক্ষ্মণেনাপি সেবিতম্। ২
তাং দৃষ্ট্বা রাঘবঃ শ্রীমানাগতাংস্তাংশ্চ রাক্ষসান্।
অব্রবীদ্ভ্রাতরং রামো লক্ষ্মণং দীপ্ততেজসম্। ৩
মুহূর্ত্তং ভব সৌমিত্রে সীতায়াঃ প্রত্যনন্তরঃ।
ইমানস্যা বধিষ্যামি পদবীমাগতানিহ। ৪
বাক্যমেতৎ ততঃ শ্রুত্বা রামস্য বিদিতাত্মনঃ।
তথেতি লক্ষ্মণো বাক্যং রাঘবস্য প্রপূজয়ৎ। ৫
রাঘবোঽপি মহচ্চাপং চামীকরবিভূষিতম্।
চকার সজ্যং ধর্ম্মাত্মা তানি রক্ষাংসি চাব্রবীৎ। ৬
পুত্রৌ দশরথস্যাবাং ভ্রাতরৌ রামলক্ষ্মণৌ।
প্রবিষ্টৌ সীতয়া সার্দ্ধং দুশ্চরং দণ্ডকাবনম্। ৭
ফলমূলাশনৌ দান্তৌ তাপসৌ ধর্ম্মচারিণৌ।
বসন্তৌ দণ্ডকারণ্যে কিমর্থমুপহিংসথ। ৮
যুষ্মান্ পাপাত্মকান্ হন্তুং বিপ্রকারান্মহাহবে।
ঋষীণান্তু নিয়োগেন সম্প্রাপ্তঃ সশরাসনঃ। ৯
তিষ্ঠতৈবাত্র সন্তুষ্টা নোপবর্ত্তিতুমর্হথ।
যদি প্রাণৈরিহার্থো বো নিবর্ত্তধ্বং নিশাচরাঃ। ১০
তস্য তদ্বচনং শ্রুত্বা রাক্ষসাস্তে চতুর্দ্দশ।
ঊচুর্বাচং সুসংক্রুদ্ধা ব্রহ্মঘ্নাঃ শূলপাণয়ঃ। ১১
সংরক্তনয়না ঘোরা রামং সংরক্তলোচনম্।
পরুষা মধুরাভাষং হৃষ্টা দৃষ্টপরাক্রমম্। ১২
ক্রোধমুৎপাদ্য নো ভর্ত্তুঃ খরস্য সুমহাত্মনঃ।
ত্বমেব হাস্যসে প্রাণান্ সদ্যোঽস্মাভির্হতো যুধি। ১৩

দণ্ডকারণ্যে আসিয়াছে। তোমরা তাহাদিগকে ও সেই দুঃশীলা কামিনীকে বিনাশ করিয়া প্রত্যাবৃত্ত হও; আমার এই ভগিনী তাহাদিগের রক্ত পান করিবেন। রাক্ষসগণ! শীঘ্র তোমরা তথায় যাইয়া বলপূর্ব্বক তাহাদিগকে সংহার করিয়া আমার ভগিনীর এই বাসনা পূর্ণ কর। তোমরা যুদ্ধে সেই ভ্রাতৃদ্বয়কে নিহত করিয়াছ, দেখিলে ইনি শারীরিক ও মানসিক অহ্লাদসহকারে তাহাদিগের রক্ত পান করিবেন।" সেই চতুর্দ্দশ রাক্ষসেরা খরের আদেশক্রমে শূর্পণখার সহিত, বায়ুতাড়িত মেঘের ন্যায় অতি বেগে তথায় গমন করিল। ২১—২৬।

বিংশ সর্গ।

পরে ভয়ঙ্করাকারা রাক্ষসী শূর্পণখা রঘুনন্দন রামের আশ্রমে যাইয়া রাক্ষসদিগকে সীতার সহিত সেই ভ্রাতৃদ্বয়কে দেখাইয়া দিল। তাহারা পর্ণকুটীরমধ্যে রামকে সীতার সহিত উপবিষ্ট ও লক্ষ্মণ তাঁহাদিগকে সেবা করিতেছেন দেখিল। পরে রঘুনন্দন রাম সেই রাক্ষসী ও রাক্ষসদিগকে দেখিয়া দীপ্ততেজা ভ্রাতা লক্ষ্মণকে কহিলেন, "সুমিত্রানন্দন! যাবৎ আমি এই রাক্ষসীর পক্ষপাতী এই সমস্ত রাক্ষসদিগকে বধ না করি, তাবৎ মুহূর্ত্তকাল সীতার নিকটে তুমি থাক।" ১—৪। আত্মজ্ঞ রঘুনন্দন রামের ঐ কথা শুনিয়া লক্ষ্মণ "যে আজ্ঞা" বলিয়া তাঁহার বাক্য অভিনন্দন করিলেন। ধর্ম্মাত্মা রঘুনন্দন রামও সুবর্ণভূষিত মহাধনুতে গুণ সংযোগ করিয়া সেই রাক্ষসদিগকে বলিলেন "আমরা দুই ভ্রাতা রাজা দশরথের পুত্র; আমাদিগের নাম রাম ও লক্ষ্মণ; আমরা সীতার সহিত এই নিবিড় দণ্ডকবনে প্রবিষ্ট হইয়াছি এবং ইন্দ্রিয় নিগ্রহপূর্ব্বক ফলমূল আহার করিয়া তপস্যাচারণ করত ধর্ম্মচারী হইয়া বাস করিতেছি; তোরা কেন আমাদিগের হিংসা করিতেছিস্? তোরা পাপাত্মা ও ঋষিগণের অপকারী; আমি ঋষিগণের আদেশ মত তোমাদিগকে সংহার করিবার জন্য ধনু ধারণ করিয়া এই মহারণ্যে প্রবেশ করিয়াছি। রাক্ষসগণ! তোমাদিগকে আর ফিরিয়া যাইতে হইবে না, তোরা সন্তুষ্ট হইয়া এই স্থানেই থাক্ অথবা যদি তোদের জীবনে প্রয়োজন থাকে, তবে পলায়ন কর্।" ৫—১০। সেই ভয়ঙ্কর কঠোরবাদী শূলধারী ব্রাহ্মণঘাতী চতুর্দ্দশরাক্ষস মধুরভাষী লোহিতলোচন রামের কথা শুনিয়া অত্যন্ত ক্রুদ্ধ ও আরক্তনয়ন হইয়া তাঁহার বিক্রম না জানিতে পারিয়া সহর্ষে তাঁহাকে বলিল, "তুই আমাদিগের প্রভু মহাত্মা খরের ক্রোধ জন্মাইয়াছিস্, আমরা তোকে যুদ্ধে নিহত করিব;

কা হি তে শক্তিরেকস্য বহূনাং রণমূর্দ্ধনি।
অস্মাকমগ্রতঃ স্থাতুং কিং পুনর্যোদ্ধুমাহবে ॥ ১৪
এভির্বাহুপ্রযুক্তৈশ্চ পরিঘৈঃ শূলপট্টিশৈঃ।
প্রাণাংস্ত্যক্ষ্যসি বীর্য্যঞ্চ ধনুশ্চ করপীড়িতম্ ॥ ১৫
ইত্যেবমুক্ত্বা সংরব্ধা রাক্ষসাস্তে চতুর্দ্দশ।
উদ্যতায়ুধনিস্ত্রিংশা রামমেবাভিদুদ্রুবুঃ ॥ ১৬
চিক্ষিপুস্তানি শূলানি রাঘবং প্রতি দুর্জ্জয়ম্ ॥ ১৭
তানি শূলানি কাকুৎস্থঃ সমস্তানি চতুর্দ্দশ।
তাবদ্ভিরেব চিচ্ছেদ শরৈঃ কাঞ্চনভূষিতৈঃ ॥ ১৮
ততঃ পশ্চান্ মহাতেজা নারাচান্ সূর্য্যসন্নিভান্।
জগ্রাহ পরমক্রুদ্ধশ্চতুর্দ্দশ শিলাশিতান্ ॥ ১৯
গৃহীত্বা ধনুরায়ম্য লক্ষ্যানুদ্দিশ্য রাক্ষসান্।
মুমোচ রাঘবো বাণান্ বজ্রানিব শতক্রতুঃ ॥ ২০
তে ভিত্ত্বা রক্ষসাং বেগাদ্বক্ষাংসি রুধিরাপ্লুতাঃ।
বিনিষ্পেতুস্তদা ভূমৌ বল্মীকাদিব পন্নগাঃ ॥ ২১
তৈর্ভিন্নহৃদয়া ভূমৌ ছিন্নমূলা ইব দ্রুমাঃ।
নিপেতুঃ শোণিতস্নাতা বিকৃতা বিগতাসবঃ ॥ ২২
তান্ ভূমৌ পতিতান্ দৃষ্ট্বা রাক্ষসী ক্রোধমূর্চ্ছিতা।
উপগম্য খরং সা তু কিঞ্চিৎ সংশুষ্কশোণিতা।
পপাত পুনরেবার্ত্তা সনির্য্যাসেব বল্লরী ॥ ২৩
ভ্রাতুঃ সমীপে শোকার্ত্তা সসর্জ্জ নিনদং মহৎ।
সস্বরং মুমুচে বাষ্পং বিবর্ণবদনা তদা ॥ ২৪
নিপাতিতান্ প্রেক্ষ্য রণে তু রাক্ষসান্
প্রধাবিতা শূর্পণখা পুনস্ততঃ।
বধঞ্চ তেষাং নিখিলেন রক্ষসাং
শশংস সর্ব্বং ভগিনী খরস্য সা ॥ ২৫
ইত্যারণ্যকাণ্ডে বিংশঃ সর্গঃ ॥ ২০ ॥

একবিংশঃ সর্গঃ।

স পুনঃ পতিতাং দৃষ্ট্বা ক্রোধাচ্ছূর্পণখাং পুনঃ।
উবাচ ব্যক্তয়া বাচা তামনর্থার্থমাগতাম্ ॥ ১
ময়া ত্বিদানীং শূরাস্তে রাক্ষসাঃ পিশিতাশনাঃ।
ত্বৎপ্রিয়ার্থে বিনির্দ্দিষ্টাঃ কিমর্থং রুদ্যতে পুনঃ ॥ ২
ভক্তাশ্চৈবানুরক্তাশ্চ হিতাশ্চ মম নিত্যশঃ।
ঘ্নন্তো ন ঘ্নন্তে ন চ কুর্য্যুর্বচো মম ॥ ৩
কিমেতচ্ছ্রোতুমিচ্ছামি কারণং যৎকৃতে পুনঃ।
হা নাথেতি বিনর্দ্দন্তী সর্পবচ্চেষ্টসে ক্ষিতৌ ॥ ৪

তুই এক্ষণেই প্রাণ হারাইবি। তুই একাকী, আমরা অনেক, তুই আমাদিগের সম্মুখেই তিষ্ঠিতে পারিবি না, সুতরাং আমাদিগের সহিত যুদ্ধ করা ত দূরের কথা; ইহা বলা বাহুল্য, তুই এখনই আমাদিগের হস্তপরিত্যক্ত এই সকল শূল পরিঘ ও পট্টিশদ্বারা আহত হইয়া প্রাণ, বীর্য্য ও হস্তের ধনু পরিত্যাগ করিবি।” ১১—১৫। সেই চতুর্দ্দশ রাক্ষস ঐরূপ অস্ত্র ও খড়্গ উদ্যত করিয়া অজেয় রঘুনন্দন রামের প্রতি ধাবিত হইল এবং তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া সেই সমস্ত শূল নিক্ষেপ করিল। মহাতেজস্বী কাকুৎস্থ রাম, স্বর্ণভূষিত চতুর্দ্দশ বাণদ্বারা সেই চতুর্দ্দশ শূল কাটিয়া ফেলিলেন এবং তাহাদিগের প্রতি দৃষ্টিনিক্ষেপ করিয়া অতিশয় ক্রোধসহকারে শিলাশাণিত সূর্য্যতুল্য প্রভাশালী চতুর্দ্দশ নারাচ হস্তে লইলেন। পরে মহেন্দ্র যেমন বজ্র নিক্ষেপ করেন, সেইরূপ রঘুনন্দন রাম সেই সকল নারাচ গ্রহণপূর্ব্বক ধনু নত করিয়া রাক্ষসদিগকে লক্ষ্য করত তৎসমুদায় নিক্ষেপ করিলেন। সর্পেরা যেমন বল্মীক হইতে সবেগে উত্থিত হইয়া ভূতলে পতিত হয়, তদ্রূপ সেই সকল নারাচ সবেগে রাক্ষসদিগের বক্ষঃস্থল ভেদ করিয়া রক্তরঞ্জিত হইয়া ভূতলে পতিত হইল। রাক্ষসগণও সেই সকল নারাচে ভিন্নহৃদয়, রক্তাক্তকলেবর ও প্রাণহীন হইয়া ভূতলে পতিত হইল। তাহাদিগকে ভূতলে পতিত দেখিয়া, রাক্ষসী ক্রোধে অধীরা ও খিন্না হইয়া ভ্রাতা খরের নিকটে যাইয়া পুনর্ব্বার ভূতলে নিপাতিতা হইল এবং শোকাকুলা ও বিবর্ণবদনা হইয়া চীৎকার-পূর্ব্বক অশ্রু ত্যাগ করিতে লাগিল। তৎকালে রক্ত কিঞ্চিৎ শুষ্ক হওয়ায় সে নির্য্যাসসমন্বিতা লতার সাদৃশ্য ধারণ করিয়াছিল। রামকর্ত্তৃক যুদ্ধে রাক্ষসদিগকে বিনষ্ট দেখিয়া খরের ভগিনী শূর্পণখা তথা হইতে ধাবিতা হইয়া পুনরায় তাহার নিকটে যাইয়া রাক্ষসগণের নিধনবার্ত্তা আনুপূর্ব্বিক কীর্ত্তন করিল। ১৬—২৫।

একবিংশ সর্গ।

অনর্থের জন্য আগতা শূর্পণখাকে পুনরায় ভূপতিতা দেখিয়া, সেই খর সক্রোধে তাহাকে পুনরায় স্পষ্টস্বরে বলিল, “আমি এক্ষণেই তোমার প্রীতি-সম্পাদনার্থে সেই বীর্য্যবান্ মাংসভোজী রাক্ষসদিগকে আদেশ করিয়াছি; তাহারাও নিয়ত আমার ভক্ত, অনুরক্ত ও হিতকারী, তাহারা যে আমার আদেশ পালন করিবে না, ইহা কখনই সম্ভব বলিয়া বোধ হয় না এবং তাহারা কোন ব্যক্তিকর্ত্তৃক হত হইবারও নহে; তবে তুমি পুনরায় রোদন করিতেছ কেন? তুমি যে জন্য পুনরায় ‘হা নাথ!’ বলিয়া চীৎকার করত, সর্পের

অনাথবদ্বিলপসি কিন্নু নাথে ময়ি স্থিতে।
উত্তিষ্ঠোত্তিষ্ঠ মা মৈবং বৈক্লব্যং ত্যজ্যতামিতি॥ ৫
ইত্যেবমুক্তা দুর্দ্ধর্ষা খরেণ পরিসান্ত্বিতা।
বিমৃজ্য নয়নে সাস্রে খরং ভ্রাতরমব্রবীৎ॥ ৬
অস্মীদানীমহং প্রাপ্তা হতশ্রবণনাসিকা।
শোণিতৌঘপরিক্লিন্না ত্বয়া চ পরিসান্ত্বিতা॥ ৭
প্রেষিতাশ্চ ত্বয়া শূরা রাক্ষসাস্তে চতুর্দ্দশ।
নিহন্তুং রাঘবং ঘোরং মৎপ্রিয়ার্থং সলক্ষ্মণম্॥ ৮
তে তু রামেণ সামর্ষাঃ শূলপট্টিশপাণয়ঃ।
সমরে নিহতাঃ সর্ব্বে সায়কৈর্ম্মর্ম্মভেদিভিঃ॥ ৯
তান্ ভূমৌ পতিতান্ দৃষ্ট্বা ক্ষণেনৈব মহাজবান্।
রামস্য চ মহৎ কর্ম্ম মহাংস্ত্রাসোহভবন্মম॥ ১০
সাস্মি ভীতা সমুদ্বিগ্না বিষণ্ণা চ নিশাচর।
শরণং ত্বাং পুনঃপ্রাপ্তা সর্ব্বতো ভয়দর্শিনী॥ ১১
বিষাদনক্রাধ্যুষিতে পরিত্রাসোর্ম্মিমালিনি।
কিং মাং ন ত্রায়সে মগ্নাং বিপুলে শোকসাগরে॥ ১২
এতে চ নিহতা ভূমৌ রামেণ নিশিতৈঃ শরৈঃ।
যে চ মে পদবীং প্রাপ্তা রাক্ষসাঃ পিশিতাশনাঃ॥ ১৩

ময়ি তে যদ্যনুক্রোশো যদি রক্ষঃসু তেষু চ।
রামেণ যদি শক্তিস্তে তেজো বাস্তি নিশাচর।
দণ্ডকারণ্যনিলয়ং জহি রাক্ষসকণ্টকম্॥ ১৪
যদি রামমমিত্রঘ্নং ন ত্বমদ্য বধিষ্যসি।
তব চৈবাগ্রতঃ প্রাণাংস্ত্যক্ষ্যামি নিরপত্রপা॥ ১৫
বুদ্ধ্যাহমনুপশ্যামি ন ত্বং রামস্য সংযুগে।
স্থাতুং প্রতিমুখে শক্তঃ সবলোহপি মহারণে॥ ১৬
শূরমানী ন শূরস্ত্বং মিথ্যারোপিতবিক্রমঃ।
অপযাহি জনস্থানাৎ ত্বরিতঃ সহবান্ধবঃ॥ ১৭
জহি ত্বং সমরে মূঢান্যথা তু কুলপাংসন।
মানুষৌ তৌ ন শক্নোষি হন্তুং বৈ রামলক্ষ্মণৌ॥ ১৭
নিঃসত্ত্বস্যাল্পবীর্য্যস্য বাসস্তে কীদৃশস্ত্বিহ।
রামতেজোহভিভূতো হি ত্বং ক্ষিপ্রং বিনশিষ্যসি॥ ১৯
স হি তেজঃসমাযুক্তো রামো দশরথাত্মজঃ।
ভ্রাতা চাস্য মহাবীর্য্যো যেন চাস্মি বিরূপিতা॥ ২০
এবং বিলপ্য বহুশো রাক্ষসী প্রদরোদরী।
ভ্রাতুঃ সমীপে শোকার্ত্তা নষ্টসংজ্ঞা বভূব হ॥ ২১
করাভ্যামুদরং হত্বা রুরোদ ভৃশদুঃখিতা॥ ২২
ইত্যারণ্যকাণ্ডে একবিংশঃ সর্গঃ॥ ২১॥

ন্যায় ভূতলে বিলুণ্ঠিতা হইতে, আমি তাহার কারণ জানিতে ইচ্ছা করি। আমি তোমার রক্ষক থাকিতে তুমি অনাথার ন্যায় বিলাপ করিতেছ কেন? তুমি উঠ, উঠ, আর এরূপ বিলাপ করিও না, ক্লোভ পরিত্যাগ কর।” ১—৫ ভ্রাতা খর এই বলিয়া সান্ত্বনা করিলে, সেই দুর্দ্ধর্ষা রাক্ষসী নেত্রদ্বয় মার্জ্জনা করিয়া তাহাকে বলিল, আমি ছিন্নকর্ণনাসা ও রুধিরাপ্লুত-দেহা হইয়া অবিলম্বে তোমার নিকটে আসিয়াছিলাম; তুমিও আমাকে সান্ত্বনাভাবে আশ্বাস দিয়াছিলে। তুমি আমার সন্তোষের নিমিত্ত সেই শূলপট্টিশধারী অসহিষ্ণু যোদ্ধা ভয়ঙ্কর চতুর্দ্দশ রাক্ষসকে রাম ও লক্ষ্মণকে নিধন করিতে পাঠাইয়াছিলে; কিন্তু তাহারা সকলেই যুদ্ধে রামকর্ত্তৃক মর্ম্মভেদী শরদ্বারা নিহত হইয়াছে। অতিবেগশালী সেই রাক্ষসদিগকে ক্ষণকালমধ্যে ভূতলে পাতিত ও রামের সেইরূপ মহৎ কর্ম্ম দেখিয়া আমার অতিশয় ভয় হইয়াছে। নিশাচর! আমি চারিদিকে বিভীষিকা দর্শন করতঃ ভীতা, উদ্বিগ্না ও বিষণ্ণা হইয়া পুনর্ব্বার তোমার শরণ লইয়াছি! ভয় যাহার তরঙ্গস্বরূপ, বিষাদ যাহার কুম্ভীরস্বরূপ, সেই শোকসাগরে এক্ষণে আমি নিমজ্জিত হইতেছি, তুমি কি আমাকে রক্ষা করিবে না? যে সকল মাংস-ভোজী রাক্ষসেরা আমার সহিত গিয়াছিল, রাম ভূতলে অবস্থিত হইয়াই সুতীক্ষ্ণ বাণসমূহদ্বারা তাহা-দিগকে নিহত করিয়াছে। ৮—১৩। নিশাচর! যদি আমার এবং সেই সকল রাক্ষসের প্রতি তোমার মমতা থাকে এবং সেই দণ্ডকাননবাসী রাক্ষসঘাতক রামের সহিত যদি তোমার যুদ্ধ করিবার সামর্থ্য ও তেজ থাকে, তবে তুমি তাহাকে বধ কর। অদ্যই যদি তুমি সেই শত্রুহন্তা রামকে নিহত না কর, তাহা হইলে আমি তোমার সম্মুখেই প্রাণ বিসর্জ্জন করিব। এরূপ নির্লজ্জা হইয়া আর বাঁচিতে ইচ্ছা করি না। আমার বেশ বোধ হইতেছে যে তুমি সৈন্যগণে পরিবৃত হই-লেও যুদ্ধে রামের সম্মুখে তিষ্ঠিতে পারিবে না। মূঢ়! তুমি বীরাভিমানী; কিন্তু যথার্থ শূর নহ; তুমি রাক্ষস-কুলের কলঙ্কস্বরূপ, তুমি সুহৃদ্গণের সহিত অবিলম্বে এই জনস্থান হইতে পলায়ন কর, অথবা রাম ও লক্ষ্ম-ণকে যুদ্ধে নিধন কর! যদি তুমি সেই দুই মানুষ রাম ও লক্ষ্মণকে বধ করিতে না পার, তবে হীনতেজা হইয়া কেমন করিয়া এ স্থানে বাস করিবে? তুমি রামের তেজে অভিভূত হইয়া অচিরেই বিনষ্ট হইবে, কারণ সেই দশরথতনয় মহাতেজস্বী এবং তাহার ভ্রাতাও অতিশয় বীর্য্যবান্—সেই আমাকে বিরূপিতা করিয়াছে।” মহোদরী রাক্ষসী শূর্পণখা শোকাক্রান্তহৃদয়ে ভ্রাতার নিকটে সেইরূপ নানাবিধ বিলাপ করিয়া সংজ্ঞাশূন্যা হইল

দ্বাবিংশঃ সর্গ

এবমাধর্ষিতঃ শূরঃ শূর্পণখ্যা খরস্ততঃ।
উবাচ রক্ষসাং মধ্যে খরঃ খরতরং বচঃ॥ ১
তবাপমানপ্রভবঃ ক্রোধোঽয়মতুলো মম।
ন শক্যতে ধারয়িতুং লবণাম্ভ ইবোত্থিতম্॥ ২
ন রামং গণয়ে বীর্য্যাৎ মানুষং ক্ষীণজীবিতম্।
আত্মদুশ্চরিতৈঃ প্রাণান্ হতো যোঽদ্য বিমোক্ষ্যতে॥ ৩
বাষ্পঃ সংহ্রিয়তামেষ সম্ভ্রমশ্চ বিমুচ্যতাম্।
অহং রামং সহ ভ্রাত্রা নয়ামি যমসাদনম্॥ ৪
পরশ্বধহতস্যাদ্য মন্দপ্রাণস্য ভূতলে।
রামস্য রুধিরং রক্তমুষ্ণং পাস্যসি রাক্ষসি॥ ৫
সম্প্রহৃষ্টা বচঃ শ্রুত্বা খরস্য বদনাচ্চ্যুতম্।
প্রশশংস পুনর্মৌর্খ্যাদ্ ভ্রাতরং রক্ষসাং বরম্॥ ৬
তয়া পরুষিতঃ পূর্ব্বং পুনরেব প্রশংসিতঃ।
অব্রবীদ্দূষণং নাম খরঃ সেনাপতিং তদা॥ ৭
চতুর্দ্দশ সহস্রাণি মম চিত্তানুবর্ত্তিনাম্।
রক্ষসাং ভীমবেগানাং সমরেষ্বনিবর্ত্তিনাম্॥ ৮
নীলজীমূতবর্ণানাং লোকহিংসাবিহারিণাম্।
সর্ব্বোদ্যোগমুদীর্ণানাং রক্ষসাং সৌম্য কারয়॥ ৯
উপস্থাপয় মে ক্ষিপ্রং রথং সৌম্য ধনূংষি চ।
শরাংশ্চ চিত্রান্ খড়্গাংশ্চ শক্তীশ্চ বিবিধাঃ শিতাঃ॥ ১০
অগ্রে নির্য্যাতুমিচ্ছামি পৌলস্ত্যানাং মহাত্মনাম্।
বধার্থং দুর্বিনীতস্য রামস্য রণকোবিদ॥ ১১
ইতি তস্য ব্রুবাণস্য সূর্য্যবর্ণং মহারথম্।
সদশ্বৈঃ শবলৈর্যুক্তমাচচক্ষেঽথ দূষণঃ॥ ১২
তং মেরুশিখরাকারং তপ্তকাঞ্চনভূষণম্।
হেমচক্রমসম্বাধং বৈদূর্য্যময়কূবরম্॥ ১৩
মৎস্যৈঃ পুষ্পৈর্দ্রুমৈঃ শৈলৈশ্চন্দ্রসূর্য্যৈশ্চ কাঞ্চনৈঃ।
মাঙ্গল্যৈঃ পক্ষিসঙ্ঘৈশ্চ তারাভিশ্চ সমাবৃতম্॥ ১৪
ধ্বজনিস্ত্রিংশসম্পন্নং কিঙ্কিণীবরভূষিতম্।
সদশ্বযুক্তং সোঽমর্ষাদারুরোহ খরস্তদা॥ ১৫
খরস্তু তন্মহৎ সৈন্যং রথচর্ম্মায়ুধধ্বজম্।
নির্য্যাতেত্যব্রবীৎ প্রেক্ষ্য দূষণঃ সর্ব্বরাক্ষসান্॥ ১৬
ততস্তদ্রাক্ষসং সৈন্যং রথচর্ম্মায়ুধধ্বজম্।
নির্জ্জগাম জনস্থানান্মহানাদং মহাজবম্॥ ১৭
মুদ্গরৈঃ পট্টিশৈঃ শূলৈঃ সুতীক্ষ্ণৈশ্চ পরশ্বধৈঃ।

এবং অতীব দুঃখিতা হইয়া হস্তদ্বারা উদরে আঘাত করত রোদন করিতে লাগিল। ১৪—২২।

দ্বাবিংশ সর্গ।

পরে সেই বীর্য্যবান্ তীক্ষ্ণস্বভাব খর, শূর্পণখার সেইরূপ তিরস্কার শুনিয়া রাক্ষসদিগের মধ্যে তাহাকে এই কঠোর বাক্য বলিল, "লবণসমুদ্র যেমন স্বয়ং উচ্ছ্বলিত জল ধারণ করিতে পারে না, সেইরূপ আমিও তোমার অপমানসম্ভূত এই ভয়ানক ক্রোধ ধারণ করিতে পারিব না। আমি বাহুবলে ক্ষুদ্রপ্রাণ মানুষ রামকে গ্রাহ্য করি না, সে নিজদুশ্চরিত্রতাহেতু অদ্যই আমার হস্তে প্রাণ পরিত্যাগ করিবে। এই জন্যই তুমি ব্যাকুলতা পরিত্যাগ কর, আর রোদন করিও না; নিশ্চয়ই আমি ভ্রাতার সহিত রামকে যমালয়ে পাঠাইব। রাক্ষসি! অদ্য ক্ষীণপ্রাণ রাম আমার পরশ্বধ অস্ত্রে নিহত হইয়া ভূতলে পতিত হইলে, তুমি তাহার উষ্ণ শোণিত পান করিবে।" ১—৫। রাক্ষসশ্রেষ্ঠ ভ্রাতা খরের সেই কথা শুনিয়া শূর্পণখা অনভিজ্ঞতাবশতঃ সহর্ষে পুনরায় তাহার সুখ্যাতি করিল। শূর্পণখাকর্ত্তৃক প্রথমে নিন্দিত ও পরে প্রশংসিত হইয়া, তখন খর, সেনাপতি দূষণকে কহিল, "শত্রুদমন! যাহাদিগের বর্ণ নীল মেঘতুল্য, যাহাদিগের বেগ অতিভয়ঙ্কর ও ক্রীড়া কেবল লোকহিংসা, আমার চিত্তানুবর্ত্তী ও যুদ্ধে অনিবর্ত্তী সেই দর্পোদ্ধত চৌদ্দহাজার রাক্ষসকে যুদ্ধের জন্য উদ্যোগী কর। সৌম্য! তুমি আমার রথ এবং বহুসংখ্যক ধনু, শর, বিচিত্র খড়্গ ও নানাবিধ সুতীক্ষ্ণ শক্তি আনয়ন কর। যুদ্ধবিশারদ! আমি সেই দুর্বৃত্ত রামকে নিধন করিবার জন্য মহাত্মা রাক্ষসদিগকে সর্ব্বাগ্রেই প্রেরণ করিতে ইচ্ছা করিতেছি। ৬—১১। রাক্ষস খর ঐ কথা বলিলে, দূষণ কিয়ৎকাল পরে তাহাকে বলিল, বিচিত্র অশ্ব-সংযোজিত সূর্য্যের ন্যায় উজ্জ্বল বিচিত্র রথ উপস্থিত হইয়াছে, তখন খর ক্রোধবশতঃ সেই সাধুঘোটক-যোজিত স্বর্ণচিত্রিত, স্বর্ণচক্র, উত্তম কিঙ্কিণীজালে শোভিত, বৈদূর্য্যময়-কূবরবিশিষ্ট, ধ্বজশোভিত, সুবিস্তীর্ণ, খড়্গ প্রভৃতি বিবিধঅস্ত্রপূর্ণ মেরুশিখরের ন্যায় রথে আরোহণ করিল। সেই রথ অলঙ্কারস্বরূপ স্বর্ণচিত্রিত মৎস্য, বৃক্ষ, পুষ্প, শৈল, পক্ষী ও তারকা এবং চন্দ্রকান্তমণিসমূহে বিভূষিত ছিল। পরে রথ, চর্ম্ম, অস্ত্র ও ধ্বজযুক্ত সেই মহতী সেনা সজ্জিত হইয়াছে দেখিয়া, খর ও দূষণ রাক্ষসগণকে বলিল, "তোমরা যাত্রা কর। পরে সেই ভীষণ চর্ম্ম, অস্ত্র ও ধ্বজাযুক্ত রাক্ষসসৈন্য মহা কোলাহল ধ্বনি করত মহাবেগে জনস্থান হইতে বহির্গত হইল। ১২—১৭। খরের আজ্ঞায় সেই

খড্গৈশ্চক্রৈঃ রথস্থৈশ্চ ভ্রাজমানৈঃ সতোমরৈঃ ॥ ১৮
শক্তিভিঃ পরিঘৈর্ঘোরৈরতিমাত্রৈশ্চ কার্ম্মুকৈঃ ।
গদাসিমুষলৈর্বজ্রৈর্গৃহীতৈর্ভীমদর্শনৈঃ ॥ ১৯
রাক্ষসানাং সুঘোরাণাং সহস্রাণি চতুর্দ্দশ ।
নির্য্যাতানি জনস্থানাৎ খরচিত্তানুবর্ত্তিনাম্ ॥ ২০
তাংস্তু নির্ধাবতো দৃষ্ট্বা রাক্ষসান্ ভীমদর্শনান্ ।
খরস্যাথ রথঃ কিঞ্চিজ্জগাম তদনন্তরম্ ॥ ২১
ততস্তান্ শবলানশ্বাংস্তপ্তকাঞ্চনভূষিতান্ ।
খরস্য মতমাজ্ঞায় সারথিঃ পর্য্যচোদয়ৎ ॥ ২২
সঞ্চোদিতো রথঃ শীঘ্রং খরস্য রিপুঘাতিনঃ ।
শব্দেনাপূরয়ামাস স দিশঃ প্রদিশস্তথা ॥ ২৩

প্রবৃদ্ধমন্যুস্তু খরঃ খরস্বরো
রিপোর্বধার্থং ত্বরিতো যথান্তকঃ ।
অচূচুদৎ সারথিমুন্নদন্ পুন-
র্মহাবলো মেঘ ইবাশ্মবর্ষবান্ ॥ ২৪

ইত্যারণ্যকাণ্ডে দ্বাবিংশঃ সর্গঃ ॥ ২২ ॥

ত্রয়োবিংশঃ সর্গঃ ।

তৎ প্রয়াতং বলং ঘোরমশিবং শোণিতোদকম্
অভ্যবর্ষন্মহামেঘস্তুমুলো গর্দ্দভারুণঃ ॥ ১
নিপেতুস্তুরগাস্তস্য রথযুক্তা মহাজবাঃ ।
সমে পুষ্পচিতে দেশে রাজমার্গে যদৃচ্ছয়া ॥ ২
শ্যামং রুধিরপর্য্যন্তং বভূব পরিবেষণম্ ।
অলাতচক্রপ্রতিমং প্রতিগৃহ্য দিবাকরম্ ॥ ৩
ততো ধ্বজমুপাগম্য হেমদণ্ডং সমুচ্ছ্রিতম্ ।
সমাক্রম্য মহাকায়স্তস্থৌ গৃধ্রঃ সুদারুণঃ ॥ ৪
জনস্থানসমীপে চ সমাক্রম্য খরস্বনাঃ ।
বিস্বরান্ বিবিধাংশ্চক্রুর্মাংসাদা মৃগপক্ষিণঃ ॥ ৫
ব্যাজহ্রুরভিদীপ্তায়াং দিশি বৈ ভৈরবস্বনম্ ।
অশিবং যাতুধানানাং শিবা ঘোরা মহাস্বনাঃ ॥ ৬
প্রভিন্নগজসঙ্কাশাস্তোয়শোণিতধারিণঃ ।
আকাশং তদনাকাশং চক্রুর্ভীমাম্বুবাহকাঃ ॥ ৭
বভূব তিমিরং ঘোরমুদ্ধতং রোমহর্ষণম্ ।
দিশো বা প্রদিশো বাপি সুব্যক্তং ন চকাশিরে ॥ ৮
ক্ষতজার্দ্রসবর্ণাভা সন্ধ্যাকালং বিনা বভৌ ।
খরাভিমুখং নেদুস্তদা ঘোরা মৃগাঃ খগাঃ ॥ ৯
কঙ্কগোমায়ুগৃধ্রাশ্চ চুক্রুশুর্ভয়শংসিনঃ ।
নিত্যাশিবকরা যুদ্ধে শিবা ঘোরনিদর্শনাঃ ॥ ১০
নেদুর্বলস্যাভিমুখং জ্বালোদ্গারিভিরাননৈঃ ।
কবন্ধঃ পরিঘাভাসো দৃশ্যতে ভাস্করান্তিকে ॥ ১১
জগ্রাহ সূর্য্যং স্বর্ভানুরপর্ব্বণি মহাগ্রহঃ ।

চতুর্দ্দশ সহস্র ভীষণ রাক্ষসেরা রথস্থ মুদ্গর, পট্টিশ শূল, শাণিত পরশ্বধ, খড়্গ, দীপ্তিশালী চক্র ও প্রভাযুক্ত তোমর এবং হস্তে শক্তি, ভয়ানক পরিঘ, অতি বৃহৎ ধনু, গদা, অসি, মুষল ও বজ্রবৎ ভীমদর্শন অস্ত্র সকল লইয়া জনস্থান হইতে নির্গত হইল। সেই ভীষণদর্শন রাক্ষসদিগকে ধাবিত হইতে দেখিয়া, কিছু ক্ষণ পরে খরের রথ গমন করিল। পরে খরের সারথি তাহার মত লইয়া সেই বিচিত্রস্বর্ণভূষিত অশ্ব সকল চালনা করিল। তখন শত্রুঘাতী খরের সেই রথ সারথি কর্ত্তৃক চালিত হইয়া দ্রুত গমন করত সমস্ত দিক্ ও বিদিক্ শব্দে পরিপূর্ণ করিল। মহাবলশালী সেই প্রখরস্বর খর ক্রোধাকুল ও কৃতান্তের ন্যায় রিপুনাশে ত্বরান্বিত হইয়া শিলাবর্ষী মেঘের ন্যায় শব্দ করত সারথিকে নিয়োগ করিল। ১৮—২৪।

ত্রয়োবিংশ সর্গ।

গর্দ্দভের ন্যায় ধূসরবর্ণ মহাভয়ঙ্কর মেঘ, যুদ্ধার্থে প্রস্থিত সেই ভীষণ রাক্ষসসৈন্যের উপরে ঘোররবে রুধিরমিশ্রিত জল বর্ষণ করিতে লাগিল। খরের রথে যোজিত সেই শীঘ্রগামী অশ্বগণ হঠাৎ পুষ্পাকীর্ণ সমতল রাজপথে আসিয়া পড়িল। সূর্য্যমণ্ডলে অঙ্গারচক্রে সদৃশ এক পরিবেষ হইল, তাহার বর্ণ শ্যাম, কিন্তু শেষভাগ রক্তবর্ণ ছিল। পরে অতি ভীষণ এক বৃহদাকার গৃধ্র আসিয়া খরের স্বর্ণদণ্ড ধ্বজ অধিকার করিয়া রহিল। বিকটশব্দকারী মাংসভোজী পশু ও পক্ষীরা জনস্থানের নিকটে আসিয়া নানারূপ বিকট শব্দ করিতে লাগিল। ১—৫। মহাশব্দকারী ভয়ঙ্কর শৃগালেরা সূর্য্যপ্রদীপ্ত দিক্ আশ্রয় করিয়া রাক্ষসগণের অমঙ্গলজনক ভীষণ শব্দ করিতে লাগিল। রক্তমিশ্রিত জলশালী মদমত্ত হস্তীর ন্যায় ভয়ঙ্কর মেঘসকল তৎকালে আকাশ ঢাকিয়া ফেলিল। এরূপ লোমহর্ষণ ভীষণ উৎকট অন্ধকার হইল যে, দিক্ বা বিদিক্ সম্যক্‌রূপে দৃষ্টিগোচর হইল না। অসময়ে রক্তার্দ্রবস্ত্রের বর্ণের ন্যায় সন্ধ্যাকাল উপস্থিত হইল। তখন ভয়ঙ্কর পশু ও পক্ষীরা খরের দিকে শব্দ করিতেলাগিল এবং কঙ্ক, শৃগাল ও গৃধ্র সকল তাহার ভয় কীর্ত্তন করত রব করিতে লাগিল। নিয়ত অমঙ্গলকারক উল্কামুখ শৃগালেরা যুদ্ধে ভয়সূচনা করত মুখ হইতে বহ্নিশিখা উদ্গিরণ করিতে করিতে তাহার সৈন্যগণের অভিমুখে রব করিতে লাগিল। সূর্য্যের নিকটে পরিঘাকার

প্রবাতি মারুতঃ শীঘ্রং নিষ্প্রভোঽভূদ্দিবাকরঃ॥ ১২
উৎপেতুশ্চ বিনা রাত্রিং তারাঃ খদ্যোতসপ্রভাঃ॥ ১৩
সংলীনমীনবিহগা নলিন্যঃ শুষ্কপঙ্কজাঃ।
তস্মিন্ ক্ষণে বভূবুশ্চ বিনা পুষ্পফলৈর্দ্রুমাঃ॥ ১৪
উদ্ধূতশ্চ বিনা বাতং রেণুর্জলধরারুণঃ।
চীচীকূচীতি বাশ্যন্তো বভূবুস্তত্র সারিকাঃ॥ ১৫
উল্কাশ্চাপি সনির্ঘোষা নিপেতুর্ঘোরদর্শনাঃ।
প্রচচাল মহী চাপি সশৈলবনকাননা॥ ১৬
খরস্য চ রথস্থস্য নর্দমানস্য ধীমতঃ।
প্রাকম্পত ভুজঃ সব্যঃ স্বরশ্চাস্যাবসজ্জত॥ ১৭
সাস্রা সম্পদ্যতে দৃষ্টিঃ পশ্যমানস্য সর্বতঃ।
ললাটে চ রুজো জাতা ন চ মোহান্ন্যবর্তত॥ ১৮
তান্ সমীক্ষ্য মহোৎপাতানুত্থিতান্ রোমহর্ষণান্।
অব্রবীদ্রাক্ষসান্ সর্বান্ প্রহসন্ স খরস্তদা॥ ১৯
মহোৎপাতানিমান্ সর্বানুত্থিতান্ ঘোরদর্শনান্।
ন চিন্তয়াম্যহং বীর্যাদ্বলবান্ দুর্বলানিব॥ ২০
তারা অপি শরৈস্তীক্ষ্ণৈঃ পাতয়েয়ং নভস্তলাৎ।
মৃত্যুং মরণধর্মেণ সংক্রুদ্ধো যোজয়াম্যহম্॥ ২১
রাঘবং তং বলোৎসিক্তং ভ্রাতরঞ্চাপি লক্ষ্মণম্।
অহত্বা সায়কৈস্তীক্ষ্ণৈর্নোপাবর্তিতুমুৎসহে॥ ২২
যন্নিমিত্তস্তু রামস্য লক্ষ্মণস্য বিপর্যয়ঃ।
সকামা ভগিনী মেঽস্তু পীত্বা তু রুধিরং তয়োঃ॥ ২৩
ন কচিৎ প্রাপ্তপূর্বো মে সংযুগেষু পরাজয়ঃ।
যুষ্মাকমেতৎ প্রত্যক্ষং নানৃতং কথয়াম্যহম্॥ ২৪
দেবরাজমপি ক্রুদ্ধো মত্তৈরাবতগামিনম্।
বজ্রহস্তং রণে হন্যাং কিং পুনস্তৌ চ মানবৌ॥ ২৫
স তস্য গর্জিতং শ্রুত্বা রাক্ষসানাং মহাচমূঃ।
প্রহর্ষমতুলং লেভে মৃত্যুপাশাবপাশিতা॥ ২৬
সমেযুশ্চ মহাত্মানো যুদ্ধদর্শনকাঙ্ক্ষিণঃ।
ঋষয়ো দেবগন্ধর্বাঃ সিদ্ধাশ্চ সহ চারণৈঃ॥ ২৭
সমেত্য চোচুঃ সহিতাস্তেঽন্যোন্যং পুণ্যকর্মণঃ।
স্বস্তি গোব্রাহ্মণেভ্যশ্চ লোকানাং যে চ সম্মতাঃ॥ ২৮
জয়তাং রাঘবো যুদ্ধে পৌলস্ত্যান্ রজনীচরান্।
চক্রহস্তো যথা বিষ্ণুঃ সর্বানসুরসত্তমান॥ ২৯
এতচ্চান্যচ্চ বহুশো ব্রুবাণাঃ পরমর্ষয়ঃ।
জাতকৌতূহলাস্তত্র বিমানস্থাশ্চ দেবতাঃ।
দদৃশুর্বাহিনীং তেষাং রাক্ষসানাং গতায়ুষাম্॥ ৩০

কবন্ধ দেখা গেল। মহাগ্রহ রাহু অকালে সূর্যকে গ্রাস করিল। প্রচণ্ডবেগে বায়ু বহিতে লাগিল। সূর্যের প্রভা মলিন এবং বিনা রাত্রিতেও নক্ষত্র সকল খদ্যোত তুল্য দীপ্তিশালী হইয়া উদিত হইল। তৎকালে বৃক্ষ সকল ফলফুলবিহীন এবং সরোবরস্থ জলচর পক্ষী ও মৎস্য সকল নীরব ও পদ্ম সকল শুকাইল। ৬—১৪। তখন বিনা বায়ুতেও মেঘের ন্যায় ধূসরবর্ণ রেণু উড়িল। সারিকারা চী-চী-কু-চী শব্দ করিতে লাগিল। ঘোরদর্শনা উল্কা সকল ভয়ঙ্কর শব্দ-সহকারে ভূপতিত হইল এবং সমুদ্র, উপবনও মহারণ্য সকলের সহিত সমগ্র ভূমণ্ডল কাঁপিতে লাগিল, আর রথারোহী গর্জনকারী ধীমান্ খরের ললাট রুগ্ন, বাম হস্ত কম্পিত ও স্বর অবসন্ন হইল। পরন্তু চারিদিকে দৃষ্টিপাত করিতে করিতে তাঁহার দুই চক্ষু অশ্রুপূর্ণ হইয়া উঠিল। তথাচ সে মোহবশতঃ নিবৃত্ত হইল না, বরং সেই রোমহর্ষণজনক উৎকট উৎপাত সকল সমুত্থিত দেখিয়া হাসিতে হাসিতে সমস্ত রাক্ষস-দিগকে কহিল। ১৫—১৯। "যেমন বলবান্ পুরুষ দুর্বল ব্যক্তিদিগকে দেখিয়া শঙ্কিত হয় না, তদ্রূপ আমিও বীর্যবশতঃ এই ঘোরদর্শন তীব্র উৎপাত সকল সমুত্থিত দেখিয়া শঙ্কা করিতেছি না। আমি ক্রুদ্ধ হইলে তীক্ষ্ণ বাণসকলদ্বারা নভোমণ্ডল হইতে তারাদিগকে পাতিত ও কৃতান্তকেও মৃত্যুমুখে প্রেরণ করিতে পারি। সুতরাং আমি তীক্ষ্ণ বাণদ্বারা সেই বলগর্বিত রঘুকুলজাত রাম ও তাহার ভ্রাতা লক্ষ্মণকে নিহত না করিয়া ফিরিতে পারিতেছি না। যাহার জন্য সেই রাম ও লক্ষ্মণের মৃত্যু নিকটবর্ত্তী হইয়াছে, আমার সেই ভগিনী তাহাদিগের রুধির পান করিয়া পূর্ণমনোরথা হউন। যুদ্ধে পূর্ব্বে কোথায়ও আমি পরাজিত হই নাই, ইহা তোমরা স্বচক্ষে দেখিয়াছ; আমি মিথ্যা বলিতেছি না। আমি মত্ত ঐরাবতস্থিত বজ্রধারী দেবরাজেরও নিধন সাধন করিতে পারি, অতএব সেই মানবদ্বয়কে হনন করিব, ইহাতে আর বিচিত্র কি।" ২০—২৫। কালপাশে আবদ্ধ সেই মহতী রাক্ষসী সেনার ভীষণ গর্জন শুনিয়া খর অতিশয় আনন্দিত হইল। তখন পুণ্যকর্ম্মা মহাত্মা দেব, গন্ধর্ব, সিদ্ধ, চারণ ও ঋষিগণ যুদ্ধ দেখিবার ইচ্ছায় তথায় আসিলেন। তাঁহারা তথায় সমাগত ও মিলিত হইয়া পরস্পরে বলাবলি করিতে লাগিলেন,—"গো, ব্রাহ্মণ ও লোকসম্মত অন্যান্য প্রাণীদিগের মঙ্গল হউক, চক্রধারী বিষ্ণু যেমন অসুরদিগকে পরাস্ত করিয়াছিলেন, সেইরূপ রঘুনন্দন রাম যুদ্ধে পুলস্ত্যবংশোদ্ভব রাক্ষসদিগকে পরাস্ত করুন।" সেই প্রদেশে বিমান-স্থিত দেবতাগণ ও মহর্ষিরা এইরূপ নানাপ্রকার কথোপকথন করত কৌতূহলের সহিত সেই আসন্ন-

রথেন তু খরো বেগাৎ সৈন্যস্যাগ্রাদ্বিনিঃসৃতঃ।
শ্যেনগামী পৃথুগ্রীবো যজ্ঞশত্রুর্বিহঙ্গমঃ ॥ ৩১
দুর্জ্জয়ঃ করবীরাক্ষঃ পরুষঃ কালকার্ম্মুকঃ।
মেঘমালী মহামালী সর্পাস্যো রুধিরাশনঃ ॥ ৩২
দ্বাদশৈতে মহাবীর্য্যাঃ প্রতস্থুরভিতঃ খরম্।
মহাকপালঃ স্থূলাক্ষঃ প্রমাথী ত্রিশিরাস্তথা ॥ ৩৩

সা ভীমবেগা সমরাভিকাঙ্ক্ষিণী
সুদারুণা রাক্ষসবীরসেনা।
তৌ রাজপুত্রৌ সহসাভ্যুপেতা
মালা গ্রহাণামিব চন্দ্রসূর্য্যৌ ॥ ৩৪

ইত্যারণ্যকাণ্ডে ত্রয়োবিংশঃ সর্গঃ ॥ ২৩ ॥

চতুর্ব্বিংশঃ সর্গঃ।

আশ্রমং প্রতিযাতে তু খরে খরপরাক্রমে।
তানেবৌৎপাতিকান্ রামঃ সহ ভ্রাত্রা দদর্শ হ ॥ ১
তানুৎপাতান্ মহাঘোরান্ রামো দৃষ্ট্বাত্যমর্ষণঃ।
প্রজানামহিতান্ দৃষ্ট্বা বাক্যং লক্ষ্মণমব্রবীৎ ॥ ২
ইমান্ পশ্য মহাবাহো সর্ব্বভূতাপহারিণঃ।
সমুত্থিতান্ মহোৎপাতান্ সংহর্ত্তুং সর্ব্বরাক্ষসান্ ॥ ৩
অমী রুধিরধারাস্তু বিসৃজন্তে খরস্বনাঃ।
ব্যোম্নি মেঘা বিবর্ত্তন্তে পরুষা গর্দ্দভারুণাঃ ॥ ৪
সধূমাশ্চ শরাঃ সর্ব্বে মম যুদ্ধাভিনন্দিতাঃ।
রুক্মপৃষ্ঠানি চাপানি বেষ্টন্তে চ লক্ষ্মণ ॥ ৫
যাদৃশা ইহ কূজন্তি পক্ষিণো বনচারিণঃ।
অগ্রতো নো ভয়ং প্রাপ্তং সংশয়ো জীবিতস্য চ ॥ ৬
সম্প্রহারস্তু সুমহান্ ভবিষ্যতি ন সংশয়ঃ।
অয়মাখ্যাতি মে বাহুঃ স্ফুরমাণো মুহুর্ম্মুহুঃ ॥ ৭
সন্নিকর্ষে তু নঃ শূর জয়ং শত্রোঃ পরাজয়ম্।
সুপ্রভঞ্চ প্রসন্নঞ্চ তব বক্ত্রং হি লক্ষ্যতে ॥ ৮
উদ্যতানাং হি যুদ্ধার্থং যেষাং ভবতি লক্ষ্মণ।
নিষ্প্রভং বদনং তেষাং ভবত্যায়ুঃপরিক্ষয়ঃ ॥ ৯
রক্ষসাং নর্দ্দতাং ঘোরঃ শ্রূয়তেঽয়ং মহাধ্বনিঃ।
আহতানাঞ্চ ভেরীণাং রাক্ষসৈঃ ক্রূরকর্ম্মভিঃ ॥ ১০
অনাগতবিধানন্তু কর্ত্তব্যং শুভমিচ্ছতা।
আপদাশঙ্কমানেন পুরুষেণ বিপশ্চিতা ॥ ১১
তস্মাদ্‌গৃহীত্বা বৈদেহীং শরপাণির্ধনুর্দ্ধরঃ।
গুহামাশ্রয় শৈলস্য দুর্গাং পাদপসঙ্কুলাম্ ॥ ১২
প্রতিকূলিতুমিচ্ছামি ন হি বাক্যমিদং ত্বয়া।
শাপিতো মম পাদাভ্যাং গম্যতাং বৎস মা চিরম্ ॥ ১৩

মৃত্যু রাক্ষসসৈন্য দেখিতে লাগিলেন। ২৮—৩০। তখন খর বেগে সৈন্যের অগ্রভাগ হইতে বাহির হইল। শ্যেনগামী, পৃথুগ্রীব, যজ্ঞশত্রু, বিহঙ্গম, দুর্জ্জয়, করবীরাক্ষ, পরুষ, কালকার্ম্মুক, মেঘমালী, মহামালী, সর্পাস্য ও রুধিরাশন, এই দ্বাদশ মহাবীর খরকে পরিবেষ্টন করিয়া চলিতে লাগিল। মহাকপাল, স্থূলাক্ষ, প্রমাথী ও ত্রিশিরা, এই চারি বীর সেনার অগ্রগামী খরের অনুগমন করিতে লাগিল। সেই যুদ্ধাকাঙ্ক্ষী ভীষণ রাক্ষসবীরবরসৈন্য ভয়ঙ্কর বেগে ধাবিত হইয়া সহসা সূর্য্য ও চন্দ্রের নিকটে গ্রহমালার ন্যায়, রাম ও লক্ষ্মণের সম্মুখে উপস্থিত হইল। ৩১—৩৪।

চতুর্ব্বিংশ সর্গ।

মহাপরাক্রমশালী খর, রামের আশ্রমাভিমুখে প্রস্থান করিলে, তিনি ভ্রাতার সহিত সেই উৎপাত সকল দৃষ্টি করিলেন। একান্ত অমর্ষপরবশ রাম লোকদিগের অহিতকর সেই মহাভয়ঙ্কর উৎপাত সকল লক্ষ্য করিয়া লক্ষ্মণকে বলিলেন, "মহাবাহো! তুমি রাক্ষসবিনাশহেতু সমুত্থিত এই সর্ব্বভূতবিনাশসূচক মহোৎপাত সকল লক্ষ্য কর। ঐ মেঘসকল ভয়ঙ্কর শব্দসহকারে রক্তধারা বর্ষণ করিতেছে; গগনমণ্ডলে গর্দ্দভের ন্যায় ধূসরবর্ণ প্রকাণ্ড মেঘ সকল দেখা যাইতেছে। লক্ষ্মণ! আমার বাণসকল ধূমাচ্ছন্ন ও যুদ্ধের জন্য প্রফুল্ল হইয়া তূণমধ্যে বিচেষ্টিত হইতেছে; সুবর্ণপৃষ্ঠ শরাসন সকলও বিচলিত হইতেছে, এই প্রদেশে বনচারী পক্ষীরা যেরূপ কলরব করিতেছে, তাহাতে বোধ হয় যে, শীঘ্রই আমাদিগের ভয় ও প্রাণ-সংশয় ঘটিবে। শূর! তুমুল যুদ্ধ হইবে, ইহাতে কোন সংশয় নাই, কিন্তু আমার এই দক্ষিণ বাহু বারংবার স্পন্দিত হওয়াতে সেই যুদ্ধে আমাদিগের জয় ও শত্রুদিগের পরাজয় হইবে, ইহাই সূচিত হইতেছে। লক্ষ্মণ! তোমারও বদন প্রসন্ন ও সম্যক্ প্রভাযুক্ত দেখা যাইতেছে, ইহাও জয়চিহ্ন; কারণ, যাহাদিগের আয়ুঃক্ষয় হয়, তাহাদিগের যুদ্ধোদ্যমকালে বদন কান্তিবিহীন হইয়া থাকে। গর্জ্জনকারী রাক্ষসদিগের ও তৎকর্ত্তৃক বাদিত ভেরীসমূহের ঐ তুমুল নিনাদ কর্ণগোচর হইতেছে। ১—১০। বিপদাশঙ্কা থাকিলে, শুভাভিলাষী বিজ্ঞ পুরুষের কর্ত্তব্য—সেই বিপদ্ আসিবার পূর্ব্বেই তাহার প্রতীকার করা। সুতরাং তুমি ধনুর্ব্বাণ ধারণ করত বিদেহরাজ নন্দিনী সীতাকে লইয়া বৃক্ষসমাকীর্ণ দুর্গম পর্ব্বতগুহায় আশ্রয় লও। বৎস! তুমি আমার এই বাক্যের বিপরীতাচরণ করিবে না,

ত্বং হি শূরশ্চ বলবান্ হন্যা এতান্ ন সংশয়ঃ
স্বয়ং নিহন্তুমিচ্ছামি সর্ব্বানেব নিশাচরান্॥ ১৪
এবমুক্তস্তু রামেণ লক্ষ্মণঃ সহ সীতয়া।
শরানাদায় চাপঞ্চ গুহাং দুর্গাং সমাশ্রয়ৎ॥ ১৫
তস্মিন্ প্রবিষ্টে তু গুহাং লক্ষ্মণে সহ সীতয়া।
হন্ত নির্যুক্তমিত্যুক্ত্বা রামঃ কবচমাদিশৎ॥ ১৬
স তেনাগ্নিনিকাশেন কবচেন বিভূষিতঃ।
বভূব রামস্তিমিরে মহানগ্নিরিবোত্থিতঃ॥ ১৭
স চাপমুদ্যম্য মহচ্ছরানাদায় বীর্য্যবান্।
সম্বভূবাস্থিতস্তত্র জ্যাস্বনৈঃ পূরয়ন্ দিশঃ॥ ১৮
ততো দেবাঃ সগন্ধর্ব্বাঃ সিদ্ধাশ্চ সহ চারণৈঃ।
সমেয়ুশ্চ মহাত্মানো যুদ্ধদর্শনকাঙ্ক্ষয়া॥ ১৯
ঋষয়শ্চ মহাত্মানো লোকে ব্রহ্মর্ষিসত্তমাঃ।
সমেত্য চোচুঃ সহিতাস্তেঽন্যোন্যং পুণ্যকর্ম্মণঃ॥ ২০
স্বস্তি গোব্রাহ্মণানাঞ্চ লোকানাঞ্চেতি সংস্থিতাঃ।
জয়তাং রাঘবো যুদ্ধে পৌলস্ত্যান্ রজনীচরান্॥ ২১
চক্রহস্তো যথা যুদ্ধে সর্ব্বানসুরপুঙ্গবান্।
এবমুক্ত্বা পুনঃ প্রোচুরালোক্য চ পরস্পরম্॥ ২২
চতুর্দ্দশ সহস্রাণি রক্ষসাং ভীমকর্ম্মণাম্
একশ্চ রামো ধর্ম্মাত্মা কথং যুদ্ধং ভবিষ্যতি॥ ২৩
ইতি রাজর্ষয়ঃ সিদ্ধাঃ সগণাশ্চ দ্বিজর্ষভাঃ।
জাতকৌতূহলাস্তস্থুর্বিমানস্থাশ্চ দেবতাঃ॥ ২৪
আবিষ্টং তেজসা রামং সংগ্রামশিরসি স্থিতম্।
দৃষ্ট্বা সর্ব্বাণি ভূতানি ভয়াদ্বিব্যথিরে তদা॥ ২৫
রূপমপ্রতিমং তস্য রামস্যাক্লিষ্টকর্ম্মণঃ।
বভূব রূপং ক্রুদ্ধস্য রুদ্রস্যেব মহাত্মনঃ॥ ২৬
ইতি সম্ভাষমাণে তু দেবগন্ধর্ব্বচারণৈঃ।
ততো গম্ভীরনির্হ্রাদং ঘোরবর্ম্মায়ুধধ্বজম্।
অনীকং যাতুধানানাং সমন্তাৎ প্রত্যপদ্যত॥ ২৭
বীরালাপান্ বিসৃজতামন্যোন্যমভিগর্জ্জতাম্।
চাপানি বিস্ফারয়তাং জৃম্ভতাঞ্চাপ্যভীক্ষ্ণশঃ॥ ২৮
বিপ্রঘুষ্টস্বনানাঞ্চ দুন্দুভীংশ্চাভিনিঘ্নতাম্।
তেষাং স বিপুলঃ শব্দঃ পূরয়ামাস তদ্বনম্॥ ২৯
তেন শব্দেন বিত্রস্তাঃ সহিতা বনচারিণঃ।
দুদ্রুবুর্যত্র নিঃশব্দং পৃষ্ঠতো নাবলোকয়ন্॥ ৩০
তচ্চানীকং মহাবেগং রামং সমনুবর্ত্তত।
ধৃতনানাপ্রহরণং গম্ভীরং সাগরোপমম্॥ ৩১
রামোঽপি চারয়ন্ চক্ষুঃ সর্ব্বতো রণপণ্ডিতম্।

ইহাই আমার ইচ্ছা; আমি তোমাকে পায়ের দিব্য দিতেছি;—যাও বিলম্ব করিও না, তুমি বলবান্ ও শৌর্য্যশালী, অতএব তুমিও রাক্ষসগণকে নিহত করিতে পার, সন্দেহ নাই; কিন্তু আমি নিজেই এই সকল রাক্ষসদিগকে বিনষ্ট করিতে ইচ্ছা করিতেছি।" ১১—১৪। রাম এই কথা বলিলে, লক্ষ্মণ ধনুর্ব্বাণ ধারণ করিয়া সীতার সহিত দুর্গম পর্ব্বতগুহায় আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। লক্ষ্মণ সীতার সহিত গুহামধ্যে প্রবেশ করিলে রাম সানন্দে "আমার বাক্য শীঘ্র সম্পন্ন হইল" এই বলিয়া কবচ ধারণ করিলেন। তিনি সেই অগ্নিতুল্যদ্যুতিশালী-কবচদ্বারা বিভূষিত হইয়া অন্ধকারে প্রজ্বলিত মহাগ্নির তুল্য হইলেন পরে সেই বীর্য্যশালী রাম বাণ গ্রহণপূর্ব্বক মহাধনু উদ্যত করিয়া জ্যা-শব্দে দশ দিক্ পরিপূর্ণ করত তথায় অবস্থান করিলেন। পুণ্যকর্ম্মা মহাত্মা দেব, গন্ধর্ব্ব সিদ্ধ, চারণ, ঋষি ও লোকবিখ্যাত ব্রহ্মর্ষিরা যুদ্ধ দেখিতে তথায় সমাগত হইলেন এবং তথায় অবস্থিত ও পরস্পর মিলিত হইয়া পরস্পরকে উদ্দেশ করিয়া কহিলেন, "গো, ব্রাহ্মণ ও লোক সকলের মঙ্গল হউক, যেরূপ চক্রপাণি বিষ্ণু সমস্ত অসুরদিগকে যুদ্ধে পরাস্ত করিয়াছেন, সেইরূপ, রঘুনন্দন রাম পুলস্ত্য-বংশজাত রাক্ষসদিগকে সংহার করুন।" এই বলিয়া তাঁহারা পরস্পরের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া পুনরায় বলিলেন, "ধর্ম্মাত্মা রাম একাকী; ভীমকর্ম্মা রাক্ষসেরা চতুর্দ্দশ সহস্র; সুতরাং কিরূপে যুদ্ধ হইবে?" ১৫—২৩। বিমানস্থ দেব, সিদ্ধ, রাজর্ষি ও শিষ্যসহিত ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠেরা সেইরূপ কথোপকথন করত কুতূহলাক্রান্ত হইয়া যুদ্ধ দেখিবার জন্য অবস্থিত রহিলেন। তখন সকলপ্রাণীই সেই ভীমপরাক্রম রামকে দেখিয়া ভয়ে ব্যাকুলচিত্ত হইল। ক্রুদ্ধ মহাত্মা রুদ্রদেবের রূপের ন্যায়, সেই অক্লিষ্টকর্ম্মা রামের সেই সময়ের রূপের তুলনা ছিল না। দেবগণ, গন্ধর্ব্ব ও চারণেরা সেইরূপ কথোপকথন করিতেছেন, এমত সময়ে ভয়ঙ্কর চর্ম্ম ও আয়ুধধারী ভয়ঙ্কর ধ্বজশালী সেই রাক্ষসৈন্য তথায় চতুর্দ্দিক্ আচ্ছন্ন করিল। সেই গতিশীল রাক্ষসগণের পরস্পর বীরালাপ, ধনুষ্টঙ্কার, বারংবার জৃম্ভণ, সিংহনাদ ও দুন্দুভিবাদনের তুমুল ধ্বনি, সেই বন নিনাদিত করিল। ২৪—২৯। বনচারী প্রাণীরা সেই শব্দ শুনিয়া ভয়বশতঃ পশ্চাদ্দিকে দৃষ্টিপাত না করিয়া, যেখানে সেই শব্দ নাই, সেই স্থানে পলায়ন করিল। সাগরের ন্যায় গাম্ভীর্য্যশালী সেই বিবিধ-অস্ত্রধারী রাক্ষসসৈন্য মহাবেগে রামের নিকটবর্ত্তী হইল। তখন রণদক্ষ রামও তূণ হইতে বাণ গ্রহণপূর্ব্বক প্রচণ্ড ধনু-

দদর্শ খরসৈন্যং তদ্যুদ্ধায়াভিমুখো গতঃ ॥ ৩২
বিতত্য চ ধনুর্ভীমং তূণ্যাশ্চোদ্ধৃত্য সায়কান্ ।
ক্রোধমাহারয়ৎ তীব্রং বধার্থং সর্ব্বরক্ষসাম্ ॥ ৩৩
দুষ্প্রেক্ষ্যশ্চাভবৎ ক্রুদ্ধো যুগান্তাগ্নিরিব জ্বলন্
তং দৃষ্ট্বা তেজসাবিষ্টং প্রাব্যথন্ বনদেবতাঃ ॥ ৩৪
তস্য রুষ্টস্য রূপন্তু রামস্য দদৃশে তদা ।
দক্ষস্যেব ক্রতুং হন্তুমুদ্যতস্য পিনাকিনঃ ॥ ৩৫

তৎ কার্ম্মুকৈরাভরণৈ রথৈশ্চ
তদ্বর্ম্মভিশ্চাগ্নিসমানবর্ণৈঃ ।
বভূব সৈন্যং পিশিতাশনানাং
সূর্য্যোদয়ে নীলমিবাভ্রজালম্ ॥ ৩৬
ইত্যারণ্যকাণ্ডে চতুর্ব্বিংশঃ সর্গঃ ॥ ২৪ ॥

পঞ্চবিংশঃ সর্গঃ ।

অবষ্টব্ধধনুং রামং ক্রুদ্ধং তং রিপুঘাতিনম্ ।
দদর্শাশ্রমমাগম্য খরঃ সহ পুরঃসরৈঃ ॥ ১
তং দৃষ্ট্বা সগুণং চাপমুদ্যম্য খরনিস্বনম্ ।
রামস্যাভিমুখং সূতং চোদ্যতামিত্যচোদয়ৎ ॥ ২
স খরস্যাজ্ঞয়া সূতস্তুরগান্ সমচোদয়ৎ ।
যত্র রামো মহাবাহুরেকো ধুন্বন্ ধনুঃ স্থিতঃ ॥ ৩
তন্তু নিষ্পতিতং দৃষ্ট্বা সর্ব্বতো রজনীচরাঃ ।
মুঞ্চমানা মহানাদং সচিবাঃ পর্য্যবারয়ন্ ॥ ৪
স তেষাং যাতুধানানাং মধ্যে রথগতস্তদা ।
বভূব মধ্যে তারাণাং লোহিতাঙ্গ ইবোত্থিতঃ ॥ ৫
ততঃ শরসহস্রেণ রামমপ্রতিমৌজসম্ ।
অর্দ্দয়িত্বা মহানাদং ননাদ সমরে খরঃ ॥ ৬
ততস্তং ভীমধন্বানং ক্রুদ্ধাঃ সর্ব্বে নিশাচরাঃ ।
রামং নানাবিধৈঃ শস্ত্রৈরভ্যবর্ষন্ত দুর্জ্জয়ম্ ॥ ৭
মুদ্গরৈরায়সৈঃ শূলৈঃ প্রাসৈঃ খড়্গৈঃ পরশ্বধৈঃ ।
রাক্ষসাঃ সমরে শূরং নিজঘ্নূ রোষতৎপরাঃ ॥ ৮
তে বলাহকসঙ্কাশা মহাকায়া মহাবলাঃ ।
অভ্যধাবন্ত কাকুৎস্থং রথৈর্ব্বাজিভিরেব চ ।
গজৈঃ পর্ব্বতকূটাভৈ রামং যুদ্ধে জিঘাংসবঃ ॥ ৯
তে রামে শরবর্ষাণি ব্যসৃজন্ রক্ষসাং গণাঃ ।
শৈলেন্দ্রমিব ধারাভির্ব্বর্ষমাণা মহাঘনাঃ ॥ ১০
সর্ব্বৈঃ পরিবৃতো রামো রাক্ষসৈঃ ক্রূরদর্শনৈঃ ।
তিথিষ্বিব মহাদেবো বৃতঃ পারিষদাং গণৈঃ ॥ ১১
তানি মুক্তানি শস্ত্রাণি যাতুধানৈঃ স রাঘবঃ ।
প্রতিজগ্রাহ বিশিখৈর্নদ্যোঘানিব সাগরঃ ॥ ১২

আকর্ষণ করিয়া চারিদিকে দৃষ্টিনিক্ষেপ করিতে করিতে যুদ্ধের জন্য সেই খরসৈন্যের অভিমুখে যাইয়া তাহাদিগকে দেখিলেন এবং সেই সকল রাক্ষসদিগের বধের জন্য অতিশয় ক্রোধান্বিত হইয়া, প্রলয়কালীন প্রজ্বলিত হুতাশনের ন্যায়, দুর্দ্দর্শনীয় হইলেন। বনদেবতাও রামের সেই উগ্রমূর্ত্তি দেখিয়া ব্যথিত হইলেন। তখন সেই ক্রোধান্বিত রাম, দক্ষযজ্ঞ-বিনাশোদ্যত মহেশ্বরের সাদৃশ্য ধারণ করিলেন। অগ্নিবর্ণ কঞ্চুক, আভরণ, ধনু ও রথসমন্বিত সেই রাক্ষসসৈন্য প্রভাতকালীন নীলবর্ণ মেঘের ন্যায় হইল। ৩০—৩৬।

পঞ্চবিংশ সর্গ।

খর অগ্রগামীদিগের সহিত সেই শত্রুঘাতী ধনর্দ্ধর কুপিত রামের আশ্রমে আসিয়া তাঁহাকে দেখিল। সে তাঁহাকে দেখিয়া ভয়ঙ্করশব্দকারী শিঞ্জিনীযুক্ত ধনু উঠাইয়া সারথিকে রামের অভিমুখে অশ্ব চালাইতে আদেশ দিল। সারথি, খরের আদেশক্রমে মহাবাহু রাম যেস্থানে ধনু কম্পিত করিতেছেন সেই স্থানে অশ্বচালনা করিল। খরকে রামের দিকে ধাবিত হইতে দেখিয়া তাহার অন্যান্য রাক্ষসেরা মহাশব্দ করত তাহার চতুর্দ্দিক্ বেষ্টন করিল। তখন রথযোদ্ধা দুর্ব্বিনীত খর সেই রাক্ষসদিগের মধ্যবর্ত্তী থাকিয়া তারাগণ-মধ্যবর্ত্তী মঙ্গল গ্রহের ন্যায় অনুমিত হইতে লাগিল। পরে সে, যুদ্ধে অনুপমতেজা রামকে সহস্র বাণে পীড়িত করিয়া মহাশব্দে চীৎকার করিল। পরে সমস্ত রাক্ষসেরা সেই অজেয় ভয়ঙ্কর ধনুর্দ্ধর শূর রামের প্রতি সক্রোধে বিবিধ অস্ত্রবর্ষণ করিতে লাগিল। তাহারা ক্রুদ্ধ হইয়া যুদ্ধে তাঁহাকে লৌহময় মুদ্গর, প্রাস, শূল, খড়্গ ও পরশুদ্বারা আঘাত করিল। ১—৮। সেই প্রচণ্ডকায় মহাবল পিঙ্গলবর্ণ রাক্ষসেরা যুদ্ধে কাকুৎস্থ রামকে নিধন করিতে অভিলাষী হইয়া রথ, অশ্ব ও পর্ব্বতশৃঙ্গতুল্য গজসমূহে আরোহণ করিয়া তাঁহার দিকে ধাবিত হইল এবং যেমন বৃহৎ মেঘসমূহ পর্ব্বতোপরি বারিধারা বর্ষণ করে, তদ্রূপ তাঁহার উপর বাণ বর্ষণ করিতে লাগিল। তখন রঘুনন্দন রাম সেই সকল ক্রূরদর্শন রাক্ষসগণে পরিবেষ্টিত হইয়া, চতুর্দ্দশী প্রভৃতি তিথিতে পারিষদ্গণে পরিবেষ্টিত মহাদেবের সাদৃশ্য ধারণ করিলেন এবং সাগর যেরূপ স্বীয় প্রবাহদ্বারা নদীপ্রবাহ সকল প্রতিগ্রহ করে, সেইরূপ শরসমূহদ্বারা রাক্ষসগণ-নিক্ষিপ্ত সেই সকল

স তৈঃ প্রহরণৈর্ঘোরৈর্ভিন্নগাত্রো ন বিব্যথে।
রামঃ প্রদীপ্তৈর্বহুভির্বজ্রৈরিব মহাবলঃ॥ ১৩
স বিদ্ধঃ ক্ষতজাদিগ্ধঃ সর্ব্বগাত্রেষু রাঘবঃ।
বভূব রামঃ সন্ধ্যাভ্রৈর্দিবাকর ইবাবৃতঃ॥ ১৪
বিষেদুর্দেবগন্ধর্ব্বাঃ সিদ্ধাশ্চ পরমর্ষয়ঃ।
একং সহস্রৈর্বহুভিস্তদা দৃষ্ট্বা সমাবৃতম্॥ ১৫
ততো রামস্তু সংক্রুদ্ধো মণ্ডলীকৃতকার্ম্মুকঃ।
সসর্জ্জ নিশিতান্ বাণান্ শতশোঽথ সহস্রশঃ॥ ১৬
দুরাবারান্ দুর্বিসহান্ কালপাশোপমান্ রণে।
মুমোচ লীলয়া কঙ্কপত্রান্ কাঞ্চনভূষণান্॥ ১৭
তে শরাঃ শত্রুসৈন্যেষু মুক্তা রামেণ লীলয়া।
আদদূ রক্ষসাং প্রাণান্ পাশাঃ কালকৃতা ইব॥ ১৮
ভিত্ত্বা রাক্ষসদেহাংস্তাংস্তে শরা রুধিরাপ্লুতাঃ।
অন্তরিক্ষগতা রেজুর্দীপ্তাগ্নিসমতেজসঃ॥ ১৯
অসংখ্যেয়াস্তু রামস্য সায়কাশ্চাপমণ্ডলাৎ।
বিনিষ্পেতুরতীবোগ্রা রক্ষঃপ্রাণাপহারিণঃ॥ ২০
তৈর্ধনূংষি ধ্বজাগ্রাণি চর্ম্মাণি কবচানি চ।
বাহূন্ সহস্তাভরণানূরূন্ করিকরোপমান্॥ ২১
চিচ্ছেদ রামঃ সমরে শতশোঽথ সহস্রশঃ।
হয়ান্ কাঞ্চনসন্নাহান্ রথযুক্তান্ সসারথীন্॥ ২২
গজাংশ্চ সগজারোহান্ সহয়ান্ সাদিনস্তদা।
চিচ্ছিদুর্বিভিদুশ্চৈব রামবাণা গুণচ্যুতাঃ॥ ২৩
পদাতীন্ সমরে হত্বা অনয়দ্‌যমসাদনম্॥ ২৪
ততো নালীকনারাচৈস্তীক্ষ্ণাগ্রৈশ্চ বিকর্ণিভিঃ।
ভীমমার্ত্তস্বরং চক্রুশ্ছিদ্যমানা নিশাচরাঃ॥ ২৫
তৎ সৈন্যং বিবিধৈর্ব্বাণৈরর্দ্দিতং মর্ম্মভেদিভিঃ।
ন রামেণ সুখং লেভে শুষ্কং বনমিবাগ্নিনা॥ ২৬
কেচিদ্ভীমবলাঃ শূরাঃ প্রাসান্ শূলান্ পরশ্বধান্।
চিক্ষিপুঃ পরমক্রুদ্ধা রামায় রজনীচরাঃ॥ ২৭
তেষাং বাণৈর্মহাবাহুঃ শস্ত্রাণ্যাবার্য্য বীর্য্যবান্।
জহার সমরে প্রাণাংশ্চিচ্ছেদ চ শিরোধরান্॥ ২৮
তে ছিন্নশিরসঃ পেতুশ্ছিন্নচর্ম্মশরাসনাঃ।
সুপর্ণবাতাবিক্ষিপ্তা জগত্যাং পাদপা যথা॥ ২৯
অবশিষ্টাশ্চ যে তত্র বিষণ্ণাস্তে নিশাচরাঃ।
খরমেবাভ্যধাবন্ত শরণার্থং শরাহতাঃ॥ ৩০
তান্ সর্ব্বান্ ধনুরাদায় সমাশ্বাস্য চ দূষণঃ।
অভ্যধাবৎ সুসংক্রুদ্ধঃ ক্রুদ্ধং ক্রুদ্ধ ইবান্তকঃ॥ ৩১
নিবৃত্তাস্তু পুনঃ সর্ব্বে দূষণাশ্রয়নির্ভয়াঃ।

বাণ প্রতিগ্রহ করিলেন। তিনি সেই ভয়ঙ্কর অস্ত্রসমূহে বিদ্ধদেহ হইয়া প্রদীপ্ত বহু বজ্রে সমাহত বৃহৎ পর্ব্বতের ন্যায় ব্যথিত হইলেন না, বরং সর্ব্বাঙ্গে রক্তলিপ্ত হইয়া সন্ধ্যাকালীন মেঘে পরিবৃত সূর্য্যের ন্যায় হইলেন। তখন দেব, গন্ধর্ব্ব, সিদ্ধ ও মহর্ষিরা এক রামকে বহু সহস্র রাক্ষসদ্বারা পরিবেষ্টিত দেখিয়া চিন্তিত হইলেন। ৯—১৫। পরে রঘুনন্দন রাম সাতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া ধনু মণ্ডলাকারে ভ্রমণ করিয়া শত শত ও সহস্র সহস্র বাণ নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। তিনি অবলীলাক্রমে অবারণীয় অসহনীয়, যুদ্ধে যমপাশতুল্য কঙ্কপত্রশোভিত স্বর্ণচিত্রিত বাণসকল মোচন করিলেন। অবলীলাক্রমে শত্রুসৈন্যগণের প্রতি নিক্ষিপ্ত তাঁহার সেই প্রদীপ্ত অগ্নিতুল্যপ্রভাবিশিষ্ট বাণসকল রাক্ষসদিগের দেহ বিদারণ করত কালপাশের ন্যায়, তাহাদের প্রাণ গ্রহণ করিয়া রুধিরসিক্ত ও আকাশে উত্থিত হইয়া শোভা ধারণ করিতে লাগিল। তখন রামের চাপমণ্ডল হইতে রাক্ষস-প্রাণঘাতী অসংখ্য অত্যুগ্র বাণ নির্গত হইতে লাগিল। তিনি সেই সকল বাণদ্বারা শত শত ও সহস্র সহস্র ধনু, ধ্বজাগ্র, চর্ম্ম, বর্ম্ম, আভরণযুক্ত বাহু ও করিকরসদৃশ উরু সকল কাটিয়া ফেলিলেন। তাঁহার ধনুর্গুণ-নিক্ষিপ্ত বাণ সকল সারথির সহিত রথসংযোজিত স্বর্ণবর্ম্মযুক্ত অশ্ব, আরোহীদিগের সহিত হস্তী ও অশ্বগণের সহিত অশ্বারোহীদিগকে ছিন্নভিন্ন করিয়া পদাতিদিগকে যমালয়ে প্রেরণ করিল। পরে রাক্ষসেরা রামকর্ত্তৃক সুতীক্ষ্ণাগ্র নালীক, নারাচ ও বিকর্ণসমূহে হন্যমান হইয়া ভীষণ আর্ত্তনাদ করিতে লাগিল। তখন সেই রাক্ষসসৈন্য রামকর্ত্তৃক নিক্ষিপ্ত মর্ম্মভেদী বিবিধ বাণে নিপীড়িত হইয়া অগ্নিতাপে শুষ্ক বনের ন্যায়, মলিন হইয়া পড়িল। পরে কোন কোন ভীমবল রাক্ষস অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া বীর্য্যবান্ মহাবল রামের প্রতি অনেক প্রাস, শূল ও পরশ্বধ নিক্ষেপ করিল। তিনিও বাণদ্বারা সেই রাক্ষসগণের নিক্ষিপ্ত অস্ত্র সকল নিবারণ করিয়া তাহাদিগের মস্তক ছেদনপূর্ব্বক প্রাণ হরণ করিলেন। তাহারা ছিন্নকবচ, ছিন্নধনু ও ছিন্নমস্তক হইয়া গরুড়ের পক্ষসঞ্চালিত-বায়ুবেগে বিক্ষিপ্ত বৃক্ষের ন্যায় ভূপতিত হইল। তখন তথায় যে সকল রাক্ষসেরা অবশিষ্ট ছিল, তাহারা রামের বাণে আহত ও বিষণ্ণ হইয়া আশ্রয়ের জন্য খরের অভিমুখে ধাবিত হইল। ১৬—৩০। পরে দূষণ সেই সকল রাক্ষসগণকে আশ্বাসিত করিয়া অতীব ক্রোধান্বিত হইয়া ধনুর্গ্রহণপূর্ব্বক ক্রুদ্ধ রামের প্রতি, ক্রুদ্ধ যমের ন্যায় ধাবিত হইল। তখন সেই সকল মহাবলশালী রাক্ষসেরাও দূষণকে আশ্রয় লাভ

রামমেবাভ্যধাবন্ত শালতালশিলায়ুধাঃ ॥ ৩২
শূলমুদ্গরহস্তাশ্চ পাশহস্তা মহাবলাঃ ।
সৃজন্তঃ শরবর্ষাণি শস্ত্রবর্ষাণি সংযুগে ।
দ্রুমবর্ষাণি মুঞ্চন্তঃ শিলাবর্ষাণি রাক্ষসাঃ ॥ ৩৩
তদ্বভূবাদ্ভুতং যুদ্ধং তুমুলং রোমহর্ষণম্ ।
রামস্যাস্য মহাঘোরং পুনস্তেষাঞ্চ রক্ষসাম্ ॥ ৩৪
তে সমন্তাদভিক্রুদ্ধা রাঘবং পুনরর্দ্দয়ন্ ॥ ৩৫
ততশ্চ সর্ব্বা দিশো দৃষ্ট্বা প্রদিশশ্চ সমাবৃতাঃ ॥ ৩৬
রাক্ষসৈঃ সর্ব্বতঃ প্রাপ্তৈঃ শরবর্ষাভিরাবৃতঃ ।
স কৃত্বা ভৈরবং নাদমস্ত্রং পরমভাস্বরম্ ।
সমযোজয়দ্গান্ধর্ব্বং রাক্ষসেষু মহাবলঃ ॥ ৩৭
ততঃ শরসহস্রাণি নির্যযুশ্চাপমণ্ডলাৎ ।
সর্ব্বা দশ দিশো বাণৈরাপূর্য্যন্ত সমাগতৈঃ ॥ ৩৮
নাদদানং শরান্ ঘোরান্ ন মুঞ্চন্তং শরোত্তমান্ ।
বিকর্ষমাণং পশ্যন্তি রাক্ষসাস্তে শরার্দ্দিতাঃ ॥ ৩৯
শরান্ধকারমাকাশমাবৃণোৎ সদিবাকরম্ ।
বভূবাবস্থিতো রামঃ প্রক্ষিপন্নিব তান্ শরান্ ॥ ৪০
যুগপৎ পতমানৈশ্চ যুগপচ্চ হতৈর্ভৃশম্ ।
যুগপৎ পতিতৈশ্চৈব বিকীর্ণা বসুধাভবৎ ॥ ৪১
নিহতাঃ পতিতাঃ ক্ষীণাশ্ছিন্না ভিন্না বিদারিতাঃ ।
তত্র তত্র স্ম দৃশ্যন্তে রাক্ষসাস্তে সহস্রশঃ ॥ ৪২
সোষ্ণীষৈরুত্তমাঙ্গৈশ্চ সাঙ্গদৈর্বাহুভিস্তথা ।
ঊরুভির্বাহুভিশ্ছিন্নৈর্নানারূপৈর্বিভূষণৈঃ ॥ ৪৩
হয়ৈশ্চ দ্বিপমুখ্যৈশ্চ রথৈর্ভিন্নৈরনেকশঃ ।
চামরৈর্ব্যজনৈশ্ছত্রৈর্ধ্বজৈর্নানাবিধৈরপি ॥ ৪৪
রামেণ বাণাভিহতৈর্বিচ্ছিন্নৈঃ শূলপট্টিশৈঃ ।
বিচ্ছিন্নৈঃ সমরে ভূমির্বিস্তীর্ণাভূদ্ভয়ঙ্করাঃ । ৪৫
তান্ দৃষ্ট্বা নিহতান্ সর্ব্বে রাক্ষসাঃ পরমাতুরাঃ ।
ন তত্র চলিতুং শক্তা রামং পরপুরঞ্জয়ম্ ॥ ৪৬
ইত্যারণ্যকাণ্ডে পঞ্চবিংশঃ সর্গঃ ॥ ২৫ ॥

ষড়্বিংশঃ সর্গঃ ।

দূষণস্তু স্বকং সৈন্যং হন্যমানং বিলোক্য চ ।
সন্দিদেশ মহাবাহুর্ভীমবেগান্ দুরাসদান্ ।
রাক্ষসান্ পঞ্চসাহস্রান্ সমরেষ্বনিবর্ত্তিনঃ ॥ ১
তে শূলৈঃ পট্টিশৈঃ খড্গৈঃ শিলাবর্ষৈর্দ্রুমৈরপি ।
শরবর্ষৈরবিচ্ছিন্নং ববৃষুস্তং সমন্ততঃ ॥ ২
তদ্দ্রুমাণাং শিলানাঞ্চ বর্ষং প্রাণহরং মহৎ ।

করিয়া প্রতিনিবৃত্ত হইয়া হস্তদ্বারা শাল, তাল, শিলা শূল, মুদ্গর ও পাশ ধারণপূর্ব্বক অস্ত্র, শস্ত্র শিলা ও বৃক্ষ সকল বর্ষণ করিতে করিতে বেগে রামের দিকে ধাবিত হইল। পরে সেই রাক্ষসদিগের সহিত রামের পুনরায় অদ্ভুত রোমহর্ষজনক অতি ভয়ঙ্কর তুমুল যুদ্ধ হইল। সেই রাক্ষসেরা অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া চারিদিক্ হইতে রঘুনন্দন রামকে পীড়িত করিতে লাগিল। তখন মহাবল রাম, চতুর্দ্দিক্ রাক্ষসগণে পরিবেষ্টিত দেখিয়া এবং চারিদিক্ হইতে সমাগত সেই রাক্ষসগণ কর্ত্তৃক শরবৃষ্টিতে সমাচ্ছাদিত হইয়া ভয়ঙ্কর চীৎকার করিয়া তাহাদিগকে উদ্দেশ করত অতিশয় প্রভাশালী গান্ধর্ব্ব অস্ত্র যোজনা করিলেন। পরে তাঁহার চাপমণ্ডল হইতে সহস্র সহস্র বাণ নিক্ষিপ্ত হইতে লাগিল। রাক্ষসেরা রামকে ভয়ঙ্কর বাণসকল গ্রহণ, ধনু আকর্ষণ বা উৎকৃষ্ট বাণ সকল নিক্ষেপ করিতে দেখিতে পাইল না, কেবল তাঁহার বাণসমূহে নিপাতিত হইতে লাগিল। তখন বাণান্ধকারে নভোমণ্ডল সূর্য্যের সহিত আচ্ছাদিত হইল; রাম ধীরভাবে দণ্ডায়মান হইয়া, নিরবচ্ছিন্ন সেই সকল বাণ নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। ৩১—৪০। তখন যুদ্ধক্ষেত্র নিহত, পতনোদ্যত ও পতিত রাক্ষসগণে সমাচ্ছন্ন হওয়ায় অতিভীষণ হইয়া উঠিল। স্থানে স্থানে রামের শরে ছিন্ন ভিন্ন, বিদারিত ও নিহত হইয়া পতিত ক্ষীণপ্রাণ সহস্র সহস্র রাক্ষস দেখা যাইতে লাগিল। তৎকালে সেই যুদ্ধভূমি রামের বাণাঘাতে নানারূপ ছিন্নউষ্ণীষযুক্ত মস্তক, বলয়সমন্বিত বাহু, হস্ত, ঊরু, বিবিধ অলঙ্কার, অশ্ব, শ্রেষ্ঠ হস্তী, রথ, চামর, ব্যজন, ছত্র, বিবিধ ধ্বজ শূল ও পট্টিশসমূহে সমাকীর্ণ হইল। পরে অবশিষ্ট রাক্ষসেরা তাহাদিগকে নিহত দেখিয়া অতীব আতুর হইয়া শত্রুপুরবিজয়ী রামের অভিমুখে আর অগ্রসর হইতে সমর্থ হইল না। ৪১—৪৬।

ষড়্বিংশ সর্গ ।

মহাবল দূষণ, সৈন্যদিগকে রামকর্ত্তৃক বিনষ্টপ্রায় দেখিয়া যুদ্ধে অনিবর্ত্তী অপর পঞ্চ সহস্র রাক্ষসকে আদেশ করিল। তাহাদিগের বেগ অতিশয় ভয়ঙ্কর এবং তাহাদিগের নিকট অস্ত্রের অগ্রসর হওয়াও দুঃসাধ্য ছিল। পরে তাহারা চারিদিক্ হইতে রামের প্রতি অবিশ্রান্ত শূল, পট্টিশ, খড়্গ, বৃক্ষ, প্রস্তর ও বাণসকল বর্ষণ করিতে লাগিল। ধর্ম্মাত্মা রঘুনন্দন রাম সুতীক্ষ্ণ শরসমূহদ্বারা ঐ প্রাণান্তক মহান্ বৃক্ষ ও প্রস্তরবৃষ্টি

প্রতিজগ্রাহ ধর্ম্মাত্মা রাঘবস্তীক্ষ্ণসায়কৈঃ ॥ ৩
প্রতিগৃহ্য চ তদ্বর্ষং নিমীলিত ইবর্ষভঃ।
রামঃ ক্রোধং পরং লেভে বধার্থং সর্ব্বরক্ষসাম্ ॥ ৪
রামঃ ক্রোধসমাবিষ্টঃ প্রদীপ্ত ইব তেজসা।
শরৈরভ্যাকিরৎ সৈন্যং সর্ব্বতঃ সহদূষণম্ ॥ ৫
ততঃ সেনাপতিঃ ক্রুদ্ধো দূষণঃ শত্রুদূষণঃ।
শরৈরশনিকল্পৈস্তং রাঘবং সমবারয়ৎ ॥ ৬
ততো রামঃ সুসংক্রুদ্ধঃ ক্ষুরেণাস্য মহদ্ধনুঃ।
চিচ্ছেদ সমরে বীরশ্চতুর্ভিশ্চতুরো হয়ান্ ॥ ৭
হত্বা চাশ্বান্ শরৈস্তীক্ষ্ণৈরর্দ্ধচন্দ্রেণ সারথেঃ।
শিরো জহার তদ্রক্ষস্ত্রিভির্বিব্যাধ বক্ষসি ॥ ৮
স ছিন্নধন্বা বিরথো হতাশ্বো হতসারথিঃ।
জগ্রাহ গিরিশৃঙ্গাভং পরিঘং রোমহর্ষণম্ ॥ ৯
বেষ্টিতং কাঞ্চনৈঃ পট্টৈর্দেবসৈন্যাভিমর্দ্দনম্।
আয়সৈঃ শঙ্কুভিস্তীক্ষ্ণৈঃ কীর্ণং পরবসোক্ষিতম্।
বজ্রাশনিসমস্পর্শং পরগোপুরদারণম্ ॥ ১০
তং মহোরগসঙ্কাশং প্রগৃহ্য পরিঘং রণে।
দূষণোঽভ্যপতদ্রামং ক্রূরকর্ম্মা নিশাচরঃ ॥ ১১
তস্যাভিপতমানস্য দূষণস্য স রাঘবঃ।
দ্বাভ্যাং শরাভ্যাং চিচ্ছেদ সহস্তাভরণৌ ভুজৌ ॥ ১২

ভ্রষ্টস্তস্য মহাকায়ঃ পপাত রণমূর্দ্ধনি।
পরিঘশ্ছিন্নহস্তস্য শক্রধ্বজ ইবাগ্রতঃ ॥ ১৩
স করাভ্যাং বিকীর্ণাভ্যাং পপাত ভুবি দূষণঃ।
বিষাণাভ্যাং বিশীর্ণাভ্যাং মনস্বীব মহাগজঃ ॥ ১৪
দৃষ্ট্বা তং পতিতং ভূমৌ দূষণং নিহতং রণে।
সাধু সাধ্বিতি কাকুৎস্থং সর্ব্বভূতান্যপূজয়ন্ ॥ ১৫
এতস্মিন্নন্তরে ক্রুদ্ধাস্ত্রয়ঃ সেনাগ্রযায়িনঃ।
সংহত্যাভ্যদ্রবন্ রামং মৃত্যুপাশাবপাশিতাঃ ॥ ১৬
মহাকপালঃ স্থূলাক্ষঃ প্রমাথী চ মহাবলঃ ॥ ১৭
মহাকপালো বিপুলং শূলমুদ্যম্য রাক্ষসঃ।
স্থূলাক্ষঃ পট্টিশং গৃহ্য প্রমাথী চ পরশ্বধম্ ॥ ১৮
দৃষ্ট্বৈবাপততস্তাংস্তু রাঘবঃ সায়কৈঃ শিতৈঃ।
তীক্ষ্ণাগ্রৈঃ প্রতিজগ্রাহ সম্প্রাপ্তানতিথীনিব ॥ ১৯
মহাকপালস্য শিরশ্চিচ্ছেদ রঘুনন্দনঃ।
অসংখ্যেয়ৈস্তু বাণৌঘৈঃ প্রমমাথ প্রমাথিনম্ ॥ ২০
স্থূলাক্ষস্যাক্ষিণী স্থূলে পূরয়ামাস সায়কৈঃ।
স পপাত হতো ভূমৌ বিটপীব মহাদ্রুমঃ ॥ ২১
দূষণস্যানুগান্ পঞ্চ-সহস্রান্ কুপিতঃ ক্ষণাৎ।
হত্বা তু পঞ্চসাহস্রৈরনয়দ্‌যমসাদনম্ ॥ ২২

নিবারণ করিলেন এবং বারিধারা-গ্রহণকারী বৃষের ন্যায়, সেই রক্ষোনিবর্ষণ নিবারণ করিয়া সমস্ত রাক্ষসগণের নিধনার্থ অতিশয় কোপাবিষ্ট হইলেন। পরে সেই ক্রোধান্বিত রাম তেজঃপ্রদীপ্ত হইয়া দূষণ ও তাহার সমস্ত সৈন্যসমূহ বহু বাণদ্বারা সমাকীর্ণ করিলেন। পরে সেনাপতি শত্রুদমন দূষণ অত্যন্ত রোষান্বিত হইয়া বজ্রতুল্য বাণসমূহদ্বারা তাঁহাকে আচ্ছন্ন করিল। তখন সেই সময়ে দুর্দ্ধর্ষ রাম অতীব ক্রুদ্ধ হইয়া ক্ষুর অস্ত্র দ্বারা তাহার মহাধনু কাটিয়া চারিটী বাণদ্বারা চারিটী অশ্বকে বধ করিলেন। পরে তিনি অনেক শাণিতশরে তাহার অশ্বদিগকে বিনাশপূর্ব্বক অর্দ্ধচন্দ্রবাণদ্বারা তাহার সারথির মস্তক ছেদন করিয়া তিনটী বাণে তাহার বক্ষঃস্থল বিদ্ধ করিলেন। তখন সেই রাক্ষস অশ্ব, সারথি ও ধনুর্বিহীন হইয়া রোমহর্ষজনক গিরি-শৃঙ্গের ন্যায় এক পরিঘ হস্তে লইল। সেই শত্রুপুর-দ্বারবিদারক ও দেবসৈন্যবিমর্দ্দক পরিঘ হেমময় পট্ট দ্বারা বেষ্টিত এবং সুতীক্ষ্ণ লৌহের ন্যায় শঙ্কুসমূহদ্বারা সমাকীর্ণ, শত্রুবসার্দ্র এবং তাহার স্পর্শ বজ্রের তুল্য প্রাণসংহারক ছিল। যুদ্ধক্ষেত্রে ক্রূরকর্ম্মা নিশাচর দূষণ বৃহৎসর্পতুল্য সেই পরিঘ হস্তে করিয়া রামের অভিমুখে বেগে ধাবিত হইল। সেই রঘুনন্দন রামের দিকে ধাবিত হইলে তিনি দুইবাণে তাহার আভরণসমন্বিত দুইটী হস্তই কাটিয়া ফেলিলেন। দূষণ ছিন্নহস্ত হইলে, তাহার সম্মুখে সেই বৃহদাকার পরিঘ যুদ্ধভূমে ইন্দ্র-ধ্বজের ন্যায় পতিত হইল। বাহুদ্বয় ছিন্ন হইয়া দুই দিকে পতিত হইলে মনস্বী দূষণ বিশীর্ণদন্ত হস্তীর ন্যায় ভূপতিত হইল। ১—১৪। রণভূমে দূষণকে নিহত ও পতিত দেখিয়া সমস্ত প্রাণীই "সাধু সাধু" বলিয়া কাকুৎস্থ রামের প্রশংসা করিল। এই সময়ে সৈন্যের পুরোবর্ত্তী হইয়া মহাকপাল, স্থূলাক্ষ ও প্রমাথী, এই তিন মহাবল বীর মৃত্যুপাশে আবদ্ধ ও ক্রুদ্ধ হইয়া তৎক্ষণাৎ রামের প্রতি ধাবিত হইল। মহাকপাল এক প্রচণ্ড শূল উন্নত করিয়া, স্থূলাক্ষ এক পট্টিশ লইয়া এবং প্রমাথী এক পরশ্বধ ধারণ করিয়া বেগে অগ্রসর হইল। তাহাদিগকে তাঁহার অভিমুখে ধাবিত হইতে দেখিয়া, রঘুনন্দন রাম সমাগত অতিথিদিগের ন্যায়, তাহাদিগের সৎকার করিলেন। তিনি সুতীক্ষ্ণফলক-বিশিষ্ট শরসমূহদ্বারা মহাকপালের শিরশ্ছেদনপূর্ব্বক অসংখ্য বাণদ্বারা প্রমাথীকে বধ করিয়া বহুসংখ্যক বাণে স্থূলাক্ষের স্থূল চক্ষুর্দ্বয় পূরিত করিলেন। সেও গতজীবন হইয়া বহুশাখাবিশিষ্ট বৃহৎ বৃক্ষের ন্যায় ভূপতিত হইল। ১৬—২১। রাম তখন ক্রুদ্ধ হইয়া ক্ষণকালমধ্যে পাঁচ হাজার বাণদ্বারা সেই দূষণের

দূষণং নিহতং শ্রুত্বা তস্য চৈব পদানুগান্ ।
ব্যাদিদেশ খরঃ ক্রুদ্ধঃ সেনাধ্যক্ষান্ মহাবলান্ ॥ ২৩
অয়ং বিনিহতঃ সঙ্খ্যে দূষণঃ সপদানুগঃ ॥ ২৪
মহত্যা সেনয়া সার্দ্ধং যুদ্ধা রামং কুমানুষম্ ।
শস্ত্রৈর্নানাবিধাকারৈর্হনধ্বং সর্ব্বরাক্ষসাঃ ॥ ২৫
এবমুক্ত্বা খরঃ ক্রুদ্ধো রামমেবাভিদুদ্রুবে ।
শ্যেনগামী পৃথুগ্রীবো যজ্ঞশত্রুর্বিহঙ্গমঃ ॥ ২৬
দুর্জ্জয়ঃ করবীরাক্ষঃ পুরুষঃ কালকার্ম্মুকঃ ।
হেমমালী মহামালী সর্পাস্যো রুধিরাশনঃ ॥ ২৭
দ্বাদশৈতে মহাবীর্য্যা বলাধ্যক্ষাঃ সসৈনিকাঃ ।
রামমেবাভ্যধাবন্ত বিসৃজন্তঃ শরোত্তমান্ ॥ ২৮
ততঃ পাবকসঙ্কাশৈর্হেমবজ্রবিভূষিতৈঃ ।
জঘান শেষং তেজস্বী তস্য সৈন্যস্য সায়কৈঃ ॥ ২৯
তে রুক্মপুঙ্খা বিশিখাঃ সধূমা ইব পাবকাঃ ।
নিজঘ্নুস্তানি রক্ষাংসি বজ্রা ইব মহাদ্রুমান্ ॥ ৩০
রক্ষসান্তু শতং রামঃ শতেনৈকেন কর্ণিনা ।
সহস্রন্তু সহস্রেণ জঘান রণমূর্দ্ধনি ॥ ৩১
তৈর্ভিন্নবর্ম্মাভরণাশ্ছিন্না ভিন্নশরাসনাঃ ।
নিপেতুঃ শোণিতাদিগ্ধা ধরণ্যাং রজনীচরাঃ ॥ ৩২
তৈর্মুক্তকেশৈঃ সমরে পতিতৈঃ শোণিতোক্ষিতৈঃ ।
বিস্তীর্ণা বসুধা কৃৎস্না মহাবেদিঃ কুশৈরিব ॥ ৩৩
তৎক্ষণে তু মহাঘোরং বনং নিহতরাক্ষসম্ ।
বভূব নিরয়প্রখ্যং মাংসশোণিতকর্দ্দমম্ ॥ ৩৪
চতুর্দ্দশ সহস্রাণি রাক্ষসাং ভীমকর্ম্মণাম্ ।
হতান্যেকেন রামেণ মানুষেণ পদাতিনা ॥ ৩৫
তস্য সৈন্যস্য সর্ব্বস্য খরঃ শেষো মহারথঃ ।
রাক্ষসস্ত্রিশিরাশ্চৈব রামশ্চ রিপুসূদনঃ ॥ ৩৬
শেষা হতা মহাবীর্য্যা রাক্ষসা রণমূর্দ্ধনি ।
ঘোরা দুর্ব্বিষহাঃ সর্ব্বে লক্ষ্মণস্যাগ্রজেন তে ॥ ৩৭

ততস্তু তদ্ভীমবলং মহাহবে
সমীক্ষ্য ধর্ম্মেণ হতং বলীয়সা ।
রথেন রামং মহতা খরস্ততঃ
সমাসসাদেন্দ্র ইবোদ্যতাশনিঃ ॥ ৩৮

ইত্যারণ্যকাণ্ডে ষড়বিংশঃ সর্গঃ ॥ ২৬

অনুগামী পাঁচ হাজার রাক্ষসকে যমসদনে প্রেরণ করিলেন। পরে খর, দূষণ ও তাহার অনুচর রাক্ষসদিগকে নিহত দেখিয়া সক্রোধে মহাবল সেনাপতিদিগকে আজ্ঞা করিল, "রাক্ষসগণ! এই দূষণ, তদীয় অনুচর ও মহতী সেনা মনুষ্যাধম রামের সহিত যুদ্ধ করিয়া নিহত হইয়াছে; সুতরাং তোমরা সাবধানের সহিত বিবিধ অস্ত্রসমূহদ্বারা রামকে হনন কর। ২২—২৫। খর সেইরূপ আদেশ দিয়া ক্রোধান্বিত হইয়া রামেরই অভিমুখে ধাবিত হইল। শ্যেনগামী, পৃথুগ্রীব, যজ্ঞশত্রু, বিহঙ্গম, দুর্জ্জয়, করবীরাক্ষ, পরুষ, কালকার্ম্মুক, হেমমালী, মহামালী, সর্পাস্য ও রুধিরাশন এই দ্বাদশ মহাবল সেনাপতি সৈন্যদিগের সহিত উৎকৃষ্ট বাণসমূহ নিক্ষেপ করিতে করিতে রামের অভিমুখে ধাবিত হইল পরে তেজস্বী রাম সুবর্ণ ও বজ্রমাণবিভূষিত অগ্নিতুল্য বাণসকলদ্বারা সেই অবশিষ্ট সৈন্যগণকে হনন করিলেন। বজ্র যেমন বৃহৎ বৃক্ষশ্রেণীকে বিনষ্ট করে, সেইরূপ রাম-প্রেরিত সেই ধূমময় অগ্নির ন্যায় স্বর্ণপুঙ্খ শরসমূহ সেই রাক্ষসদিগকে নিহত করিল। রণস্থলে রাম এক শত রাক্ষসকে এক শত কর্ণি অস্ত্রদ্বারা এবং সহস্র রাক্ষসকে সহস্র শরে বধ করিলেন। রাক্ষসেরা সেই সকল শরদ্বারা বিদ্ধ ও রক্তাক্তকলেবর হইয়া ভূতলে পতিত হইল। তাহাদিগের বর্ম্ম, অলঙ্কার ও শরাসন সকলও তাঁহারও সেই বাণদ্বারা ছিন্ন হইল। যেমন অশ্বমেধ প্রভৃতি যজ্ঞীয় বেদি বহু কুশদ্বারা আস্তীর্ণ হয়, তদ্রূপ পৃথিবী তখন রণস্থলে সেই মুক্তকেশ রক্তাক্তদেহ রাক্ষসগণে পরিব্যাপ্ত হইল। ২৬—৩৩। সেই সময়ে বনমধ্যে যথায় রাক্ষসগণ নিহত হইল, সেই প্রদেশ রক্ত ও মাংস দ্বারা কর্দ্দমময় হইয়া নরকের ন্যায় দেখাইল এবং অতিশয় ভীষণ হইল। রাম, মনুষ্য ও পদাতি হইয়াও একাকীই সেই চতুর্দ্দশ সহস্র ভীমকর্ম্মা রাক্ষসকে বিনাশ করিলেন। সেই সৈন্যমধ্যে মহারথ খর ত্রিশিরা নামে রাক্ষস ও শত্রুঘাতী রাম অবশিষ্ট রহিলেন। রণস্থলে অন্যান্য মহাবীর অসহ্যবিক্রম ভয়ঙ্কর রাক্ষসেরা সকলেই লক্ষ্মণাগ্রজ রামকর্ত্তৃক নিহত হইল। পরে মহাসমরে সেই ভীমপরাক্রমশালী সৈন্যদিগকে বলবান্ রামকর্ত্তৃক ধর্ম্মানুসারে নিহত দেখিয়া খর বজ্রপ্রহারোদ্যত ইন্দ্রের ন্যায়, মহারথারোহণে রামের নিকটে যাইতে উদ্যত হইল। ৩৪—৩৮।

সপ্তবিংশঃ সর্গঃ।

খরন্তু রামাভিমুখং প্রয়ান্তং বাহিনীপতিঃ।
রাক্ষসস্ত্রিশিরা নাম সন্নিপত্যেদমব্রবীৎ ॥ ১
মাং নিযোজয় বিক্রান্তং ত্বং নিবর্ত্তস্ব সাহসাৎ।
পশ্য রামং মহাবাহুং সংযুগে বিনিপাতিতম্ ॥ ২
প্রতিজানামি তে সত্যমায়ুধঞ্চাহমালভে।
যথা রামং বধিষ্যামি বধার্হং সর্ব্বরক্ষসাম্ ॥ ৩
অহং বাস্য রণে মৃত্যুরেষ বা সমরে মম।
বিনিবর্ত্ত্য রণোৎসাহং মুহূর্ত্তং প্রাশ্নিকো ভব ॥ ৪
প্রহৃষ্টো বা হতে রামে জনস্থানং প্রযাস্যসি।
ময়ি বা নিহতে রামং সংযুগায় প্রযাস্যসি ॥ ৫
খরস্ত্রিশিরসা তেন মৃত্যুলোভাৎ প্রসাদিতঃ।
গচ্ছ যুধ্যেত্যভিজ্ঞাতো রাঘবাভিমুখো যযৌ ॥ ৬
ত্রিশিরাস্তু রথেনৈব বাজিযুক্তেন ভাস্বতা।
অভ্যদ্রবদ্রণে রামং ত্রিশৃঙ্গ ইব পর্ব্বতঃ ॥ ৭
শরধারাসমূহান্ স মহামেঘ ইবোৎসৃজন্।
ব্যসৃজৎ সদৃশং নাদং জলার্দ্রস্যেব দুন্দুভেঃ ॥ ৮
আগচ্ছন্তং ত্রিশিরসং রাক্ষসং প্রেক্ষ্য রাঘবঃ।
ধনুষা প্রতিজগ্রাহ বিধুন্বন্ সায়কান্ শিতান্ ॥ ৯
স সম্প্রহারস্তুমুলো রামত্রিশিরসোস্তদা।
সম্বভূবাতিবলিনোঃ সিংহকুঞ্জরয়োরিব ॥ ১০
ততস্ত্রিশিরসা বাণৈর্ললাটে তাড়িতস্ত্রিভিঃ।
অমর্ষী কুপিতো রামঃ সংরব্ধ ইদমব্রবীৎ ॥ ১১
অহো বিক্রমশূরস্য রাক্ষসস্যেদৃশং বলম্।
পুষ্পৈরিব শরৈর্যোঽহং ললাটেঽস্মিন্ পরিক্ষতঃ।
মমাপি প্রতিগৃহ্নীষ্ব শরাংশ্চাপগুণাচ্চ্যুতান্ ॥ ১২
এবমুক্ত্বা তু সংরব্ধঃ শরানাশীবিষোপমান্।
ত্রিশিরোবক্ষসি ক্রুদ্ধো নিজঘান চতুর্দ্দশ ॥ ১৩
চতুর্ভিস্তুরগানস্য শরৈঃ সন্নতপর্ব্বভিঃ।
ন্যপাতয়ত তেজস্বী চতুরস্তস্য বাজিনঃ ॥ ১৪
অষ্টাভিঃ সায়কৈঃ সূতং রথোপস্থান্ন্যপাতয়ৎ।
রামশ্চিচ্ছেদ বাণেন ধ্বজঞ্চাস্য সমুচ্ছ্রিতম্ ॥ ১৫
ততো হতরথাৎ তস্মাদুৎপতন্তং নিশাচরম্।
চিচ্ছেদ রামস্তং বাণৈর্হৃদয়ে সোঽভবজ্জড়ঃ ॥ ১৬
সায়কৈশ্চাপ্রমেয়াত্মা সামর্ষাৎ তস্য রক্ষসঃ।

সপ্তবিংশ সর্গ।

অনন্তর সেনাপতি ত্রিশিরা রাক্ষস, রামের দিকে ধাবিত খরের নিকটে যাইয়া তাহাকে বলিল, আপনি 'আমি বিক্রমশালী' এই সাহস ত্যাগ করত রামকে নিহত করিবার জন্য আমাকে নিয়োগ করুন; অচিরেই দেখিবেন,—আমি মহাবাহু রামকে সমরে নিহত করিয়াছি। আমি এই অস্ত্র গ্রহণপূর্ব্বক আপনার নিকটে সত্য করিতেছি যে, যাহাকে বধ করিবার প্রয়োজন হইলে সকল রাক্ষসের সাহায্য আবশ্যক, আমি একাকীই সেই রামকে নিশ্চয়ই বধ করিব। হয় সমরে আমিই উহাকে বধ করিব, না হয়, রামই আমাকে বধ করিবে। আপনি মুহূর্ত্ত মাত্র রণোৎসাহ পরিত্যাগ করিয়া স্থিরভাবে দেখুন। আমি রামকে বধ করিলে, আপনি হৃষ্টচিত্তে জনস্থানে প্রত্যাগমন করিবেন, অথবা রাম আমাকে বধ করিলে স্বয়ংই যুদ্ধার্থ রামের নিকটে যাইবেন।" ১—৫। ত্রিশিরা ঐরূপে খরকে সন্তুষ্ট করিল এবং খরও তাহাকে "যাও যুদ্ধ কর" এরূপ আদেশ করিলে সে রঘুনন্দন রামের দিকে ধাবিত হইল। ত্রিশৃঙ্গ-পর্ব্বততুল্য সেই ত্রিমস্তকবিশিষ্ট রাক্ষস প্রভাময় অশ্বসংযোজিত রথে আরোহণপূর্ব্বক রামের প্রতি ধাবিত হইল এবং মহামেঘ যেমন বারিধারা বর্ষণ করে, সেইরূপ শরবৃষ্টি করত, জলসিক্ত-দুন্দুভিধ্বনির ন্যায় শব্দ করিতে থাকিল। রঘুনন্দন রাম, ত্রিশিরা রাক্ষসকে তাঁহার দিকে ধাবিত হইতে দেখিয়া ধনুর্দ্বারা সুতীক্ষ্ণ বাণসমূহ নিক্ষেপ করত তাহার সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইলেন। তখন ভীমবলশালী সিংহ ও গজের ন্যায় রামের সহিত ত্রিশিরা রাক্ষসের তুমুল সমর বাধিল। ৬—১০। পরে ত্রিশিরা রাক্ষস তিন বাণে অমর্ষশীল রামের ললাটদেশ তাড়িত করিলে রাম ক্রুদ্ধ হইলেন এবং গর্ব্বিতস্বরে তাহাকে বলিলেন, "অরে পরাক্রমসম্পন্ন শূর রাক্ষস! তোর এত বল যে, তুই আমার ললাটে বাণ মারিতেছিস, তাহাতে আমার বোধ হইতেছে—কে যেন আমার ললাটে পুষ্প নিক্ষেপ করিতেছে! কি আশ্চর্য্য! সে যাহা হউক, এক্ষণে তুই আমার ধনুর্গুণমুক্ত বাণ সকলের তেজ সহ্য কর।" ৬—১২। সেই ক্রুদ্ধ তেজস্বী রাম গর্ব্বিতভাবে ঐ কথা বলিয়া ত্রিশিরার বক্ষঃস্থলে সর্পসদৃশ চৌদ্দটী বাণ নিক্ষেপ করিলেন এবং চারিটী নতপর্ব্ব বাণে তাহার চারি অশ্ব নিহত ও আটটী বাণে সারথিকে রথ হইতে নিপাতিত করিয়া এক বাণে তাহার উচ্চ ধ্বজ কাটিয়া ফেলিলেন। পরে সারথি ও অশ্বগণ নিহত হওয়ায়, ত্রিশিরা রাক্ষস সেই রথ হইতে ভূতলে অবতীর্ণ হইলে, রাম অসংখ্য বাণদ্বারা তাহার হৃদয়ে আঘাত করিলেন; সে জড়ীভূত হইল। পরে অপ্রমেয়াত্মা

শিরাংস্যপাতয়ৎ ত্রীণি বেগবদ্ভিস্ত্রিভিঃ শরৈঃ ॥ ১৭
সধূমশোণিতোদ্গারী রামবাণাভিতাড়িতঃ ।
ন্যপতৎ পতিতৈঃ পূর্ব্বং সমরস্থো নিশাচরঃ ॥ ১৮
হতশেষাস্ততো ভগ্না রাক্ষসাঃ খরসংশ্রয়াঃ ।
দ্রবন্তি স্ম ন তিষ্ঠন্তি ব্যাঘ্রত্রস্তা মৃগা ইব ॥ ১৯
তান্ খরো দ্রবতো দৃষ্ট্বা নিবর্ত্ত্য রুষিতস্ত্বরন্ ।
রামমেবাভিদুদ্রাব রাহুশ্চন্দ্রমসং যথা ॥ ২০

ইত্যারণ্যকাণ্ডে সপ্তবিংশঃ সর্গঃ ॥ ২৭ ॥

অষ্টাবিংশঃ সর্গঃ ।

নিহতং দূষণং দৃষ্ট্বা রণে ত্রিশিরসা সহ ।
খরস্যাপ্যভবৎ ত্রাসো দৃষ্ট্বা রামস্য বিক্রমম্ ॥ ১
স দৃষ্ট্বা রাক্ষসং সৈন্যমবিষহ্যং মহাবলম্ ।
হতমেকেন রামেণ দূষণস্ত্রিশিরা অপি ॥ ২
তদ্বলং হতভূয়িষ্ঠং বিমনাঃ প্রেক্ষ্য রাক্ষসঃ ।
আসসাদ খরো রামং নমুচির্বাসবং যথা ॥ ৩
বিকৃষ্য বলবচ্চাপং নারাচান্ রক্তভোজনান্ ।
খরশ্চিক্ষেপ রামায় ক্রুদ্ধানাশীবিষানিব ॥ ৪
জ্যাং বিধুন্বন্ সুবহুশঃ শিক্ষয়াস্ত্রাণি দর্শয়ন্ ।
চচার সমরে মার্গান্ শরৈ রথগতঃ খরঃ ॥ ৫
স সর্ব্বাশ্চ দিশো বাণৈঃ প্রদিশশ্চ মহারথঃ ।
পূরয়ামাস তং দৃষ্ট্বা রামোহপি সুমহদ্ধনুঃ ॥ ৬
স সায়কৈর্দুর্বিষহৈর্বিস্ফুলিঙ্গৈরিবাগ্নিভিঃ ।
নভশ্চকারাবিবরং পর্জ্জন্য ইব বৃষ্টিভিঃ ॥ ৭
তদ্বভূব শিতৈর্বাণৈঃ খররামবিসর্জ্জিতৈঃ ।
পর্য্যাকাশমনাকাশং সর্ব্বতঃ শরসঙ্কুলম্ ॥ ৮
শরজালাবৃতঃ সূর্য্যো ন তদা স্ম প্রকাশতে ।
অন্যোন্যবধসংরম্ভাদুভয়োঃ সম্প্রযুধ্যতোঃ ॥ ৯
ততো নালীকনারাচৈস্তীক্ষ্ণাগ্রৈশ্চ বিকর্ণিভিঃ ।
আজঘান রণে রামং তোত্ত্রৈরিব মহাদ্বিপম্ ॥ ১০
তং রথস্থং ধনুষ্পাণিং রাক্ষসং পর্য্যবস্থিতম্ ।
দদৃশুঃ সর্ব্বভূতানি পাশহস্তমিবান্তকম্ ॥ ১১
হন্তারং সর্ব্বসৈন্যস্য পৌরুষে পর্য্যবস্থিতম্ ।
পরিশ্রান্তং মহাসত্ত্বং মেনে রামং খরস্তদা ॥ ১২
তং সিংহমিব বিক্রান্তং সিংহবিক্রান্তগামিনম্ ।
দৃষ্ট্বা নোদ্বিজতে রামঃ সিংহঃ ক্ষুদ্রমৃগং যথা ॥ ১৩

রাম ক্রোধে বেগবান্ তিন বাণে সেই রাক্ষসের তিনটী মস্তক কাটিয়া ফেলিলেন। যুদ্ধপ্রবৃত্ত ত্রিশিরা রাক্ষস, রামবাণে তাড়িত হইয়া ধূমযুক্ত রক্ত উদ্গারণ করত পূর্ব্বপতিত মস্তকসকলের সহিত ভূপতিত হইল। অবশেষে খরের আশ্রিত অবশিষ্ট রাক্ষসেরা রামের বাণে আহত হইয়া রণস্থলে আর তিষ্ঠিতে পারিল না, প্রত্যুত ব্যাঘ্রভীত হরিণগণের ন্যায় পলায়ন করিল। তাহাদিগকে পলায়ন করিতে দেখিয়া খর নিবর্ত্তিত করত ক্রুদ্ধ ও ত্বরান্বিত হইয়া চন্দ্রের প্রতি রাহুর ন্যায়, রামের প্রতি ধাবিত হইল। ১৩—২০।

অষ্টাবিংশ সর্গ।

দূষণ ও ত্রিশিরা রাক্ষসকে হত এবং রামের পরাক্রম দেখিয়া খরেরও হৃদয়ে ভয়সঞ্চার হইল। রথস্থ মহারথ খর রাক্ষস, রাম একাকীই মহাবলশালী রাক্ষসসৈন্যের সহিত ত্রিশিরা ও দূষণকে বধ করিয়াছেন, দেখিয়া বিমনা হইয়া সেই অল্পাবশিষ্ট সৈন্যের প্রতি দৃষ্টিপাত করত, ইন্দ্রের অভিমুখে ধাবিত নমুচি দৈত্যের ন্যায়, রামের অভিমুখে গেল এবং সবলে ধনু আকর্ষণ করিয়া রামকে লক্ষ্য করিয়া আশীবিষতুল্য রক্তপিপাসু বহু নারাচ নিক্ষেপ করিল। পরে সে পুনঃপুনঃ ধনুকে টঙ্কার দিয়া অসংখ্য বাণ নিক্ষেপ করিতে করিতে রণস্থলে তাহার বিচিত্র অস্ত্রশিক্ষা-কৌশল দেখাইতে দেখাইতে রথভাবে বিচরণ করিতে লাগিল। ১—৫। মহারথ খর শরদ্বারা সমস্ত দিক্ বিদিক্ আচ্ছন্ন করিল। পরে রামও তাহাকে দেখিয়া মহাধনু হস্তে করিয়া অগ্নিস্ফুলিঙ্গের ন্যায়, অসহনীয় বাণসমূহদ্বারা, বৃষ্টিদ্বারা মহামেঘের ন্যায়, গগনমণ্ডল অবকাশ-বিহীন করিলেন। খর ও রামের নিক্ষিপ্ত শিত শরসমূহদ্বারা আকাশমণ্ডল চতুর্দ্দিকে সমাচ্ছন্ন হইয়া একেবারেই অবকাশবিহীন হইল। তখন পরস্পরের বধাভিলাষে রণপ্রবৃত্ত সেই বীরদ্বয়ের শরজালে আবৃত হইয়া সূর্য্যও দৃষ্টির অগোচর হইলেন। পরে হস্তিপক যেরূপ অঙ্কুশদ্বারা মহাহস্তীকে আঘাত করে, সেইরূপ খর সুতীক্ষ্ণাগ্র নালীক, নারাচ ও বিকর্ণি অস্ত্রসকলদ্বারা রামকে আঘাত করিল। ৬—১০। সেই সময়ে সকল প্রাণীই সতর্কতার সহিত রথমধ্যে অবস্থিত ধনুর্দ্ধারী খরকে পাশধারী কৃতান্তের ন্যায় দেখিতে লাগিল। তখন খরও তাহার সমস্ত সৈন্যধ্বংসী পৌরুষ প্রকাশে প্রবৃত্ত মহাবাহু রামকে শ্রান্ত বোধ করিল এবং সিংহের ন্যায়, পরাক্রম প্রকাশ করিয়া বিচরণ করিতে লাগিল। কিন্তু সিংহ যেমন ক্ষুদ্র মৃগকে দেখিয়া ভীত হয় না, তদ্রূপ রামও তাহাকে দেখিয়া ভীত বা উদ্বিগ্ন হইলেন না। পরে

ততঃ সূর্য্যনিকাশেন রথেন মহতা খরঃ।
আসসাদাথ তং রামং পতঙ্গ ইব পাবকম্ ॥ ১৪
ততোঽস্য সশরং চাপং মুষ্টিদেশে মহাত্মনঃ।
খরশ্চিচ্ছেদ রামস্য দর্শয়ন্ হস্তলাঘবম্ ॥ ১৫
স পুনস্ত্বপরান্ সপ্ত শরানাদায় মর্ম্মণি।
নিজঘান রণে ক্রুদ্ধঃ শক্রাশনিসমপ্রভান্ ॥ ১৬
ততঃ শরসহস্রেণ রামমপ্রতিমৌজসম্।
অর্দ্দয়িত্বা মহানাদং ননাদ সমরে খরঃ ॥ ১৮
ততস্তৎ প্রহতং বাণৈঃ খরমুক্তৈঃ সুপর্ব্বভিঃ।
পপাত কবচং ভূমৌ রামস্যাদিত্যবর্চ্চসম্ ॥ ১৮
স শরৈরর্পি (র্দ্দি)তঃ ক্রুদ্ধঃ সর্ব্বগাত্রেষু রাঘবঃ।
ররাজ সমরে রামো বিধূমোঽগ্নিরিব জ্বলন্ ॥ ১৯
ততো গম্ভীরনির্হ্রাদং রামঃ শত্রুনিবর্হণঃ।
চকারান্তায় স রিপোঃ সজ্যমন্যন্মহদ্ধনুঃ ॥ ২০
স মহদ্বৈষ্ণবং যৎ তদতিসৃষ্টং মহর্ষিণা।
বরং তদ্ধনুরুদ্যম্য খরং সমভিধাবত ॥ ২১
ততঃ কনকপুঙ্খৈস্তু শরৈঃ সন্নতপর্ব্বভিঃ।
চিচ্ছেদ রামঃ সংক্রুদ্ধঃ খরস্য সমরে ধ্বজম্ ॥ ২২
স দর্শনীয়ো বহুধা বিচ্ছিন্নঃ কাঞ্চনো ধ্বজঃ।
জগাম ধরণীং সূর্য্যো দেবতানামিবাজ্ঞয়া ॥ ২৩

তং চতুর্ভিঃ খরঃ ক্রুদ্ধো রামং গাত্রেষু মার্গণৈঃ।
বিব্যাধ হৃদি মর্ম্মজ্ঞো মাতঙ্গমিব তোত্রকৈঃ ॥ ২৪
স রামো বহুভির্বাণৈঃ খরকার্ম্মুকনিঃসৃতৈঃ।
বিদ্ধো রুধিরসিক্তাঙ্গো বভূব রুষিতো ভৃশম্ ॥ ২৫
স ধনুর্ধন্বিনাং শ্রেষ্ঠঃ সংগৃহ্য পরমাহবে।
মুমোচ পরমেষ্বাসঃ ষট্ শরানভিলক্ষিতান্ ॥ ২৬
শিরস্যেকেন বাণেন দ্বাভ্যাং বাহ্বোরথার্পয়ৎ।
ত্রিভিশ্চন্দ্রার্দ্ধবক্ত্রৈশ্চ বক্ষস্যভিজঘান হ ॥ ২৭
ততঃ পশ্চান্মহাতেজা নারাচান্ ভাস্করোপমান্।
জঘান রাক্ষসং ক্রুদ্ধস্ত্রয়োদশ শিলাশিতান্ ॥ ২৮
রথস্য যুগমেকেন চতুর্ভিঃ শবলান্ হয়ান্।
ষষ্ঠেন চ শিরঃ সংখ্যে চিচ্ছেদ খরসারথেঃ ॥ ২৯
ত্রিভিস্ত্রিবেণুং বলবান্ দ্বাভ্যামক্ষং মহাবলঃ।
দ্বাদশেন তু বাণেন খরস্য সশরং ধনুঃ ॥ ৩০
ছিত্ত্বা বজ্রনিকাশেন রাঘবঃ প্রহসন্নিব।
ত্রয়োদশেনেন্দ্রসমো বিভেদ সমরে খরম্ ॥ ৩১
প্রভগ্নধন্বা বিরথো হতাশ্বো হতসারথিঃ।
গদাপাণিরবপ্লুত্য তস্থৌ ভূমৌ খরস্তদা ॥ ৩২
তৎ কর্ম্ম রামস্য মহারথস্য
সমেত্য দেবাশ্চ মহর্ষয়শ্চ।

খর, সূর্য্যবৎ প্রভাশালী মহারথ দ্বারা, অগ্নির নিকটে পতঙ্গের ন্যায়, মহাত্মা রামের নিকটে যাইয়া ক্ষিপ্রহস্ততা দেখাইয়া তাঁহার শরযোজিত ধনু মুষ্টিসন্নিহিত স্থানে ছেদন করিয়া সক্রোধে ইন্দ্রের বজ্রতুল্য দীপ্তিমান্ আর সাতটী বাণ লইয়া তাঁহার মর্ম্মস্থানে আঘাত করিল এবং পুনরায় শত সহস্র বাণদ্বারা তাঁহাকে উৎপীড়িত করিয়া তদীয় অনুপম তেজ দেখাইয়া বিকটরবে চীৎকার করিতে লাগিল। পরে সূর্য্যতুল্যদ্যুতিশালী রামের সেই কবচ খরের ধনু হইতে নিক্ষিপ্ত উৎকৃষ্ট পর্ব্বযুক্ত বাণসমূহদ্বারা ছিন্ন হইয়া ভূতলে পতিত হইল। ১১—১৮। তখন রঘুনন্দন রামের সমস্ত শরীর শরসমূহদ্বারা পীড়িত হইলে, তিনি সক্রোধে ধূমবিহীন প্রজ্বলিত অগ্নির ন্যায় দীপ্তি ধারণ করিলেন। পরে সেই শত্রুঘাতী রাম, শত্রু-বধার্থে আর এক গম্ভীর-শব্দকারী বৃহৎ ধনুতে গুণসংযুক্ত করিলেন। তিনি মহর্ষি অগস্ত্য-প্রদত্ত সেই বৃহৎ বৈষ্ণব ধনু উদ্যত করিয়া খরের প্রতি ক্রুদ্ধ এবং ধাবিত হইয়া নতপর্ব্ব স্বর্ণপুঙ্খ অনেক বাণদ্বারা তাহার ধ্বজ কাটিয়া ফেলিলেন। সেই মনোহর সুবর্ণধ্বজ বহুখণ্ডে বিভক্ত হইয়া পতনকালে দৈবনিয়মে অস্তগমনোন্মুখ সূর্য্যের ন্যায় দেখা যাইতে লাগিল।

পরে মর্ম্মজ্ঞ খর, যেমন হস্তিপক তোত্রদ্বারা হস্তীকে আহত করে, তদ্রূপ চারিটী বাণে রামের হৃদয় ও অন্যান্য মর্ম্মস্থান আহত করিল। তখন সেই ধনুর্দ্ধারিপ্রধান রাম, খরের ধনুর্নিক্ষিপ্ত সেই বহু-বাণে বিদ্ধ ও রক্তাক্তদেহ হইয়া অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইলেন এবং দৃঢ়ভাবে উৎকৃষ্ট ধনু গ্রহণপূর্ব্বক সম্যক্ লক্ষ্য করিয়া ছয় বাণ ত্যাগ করিলেন। ১৯—২৬। তিনি এক বাণে তাহার মস্তক, দুই বাণে তাহার হস্তদ্বয়, অর্দ্ধচন্দ্রের ন্যায় বক্র তিন বাণে তাহার বক্ষঃস্থল আহত করিলেন। পরে ইন্দ্রের ন্যায় মহাবলশালী মহাতেজা সেই রাম অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া সূর্য্যের ন্যায় প্রভাশালী শিলাশাণিত ত্রয়োদশটী নারাচ গ্রহণ করিয়া রাক্ষসকে লক্ষ্য করত নিক্ষেপ করিলেন। তিনি এক বাণে রথের যুগ, চারি বাণে চারি অশ্ব, একবাণে সারথির মস্তক, তিন বাণে ত্রিবেণু দুই বাণে অক্ষ ও এক বাণে খরের বাণযোজিত শরাশন কাটিয়া হাসিতে হাসিতে বজ্রতুল্য একটী বাণে খরকে বিদ্ধ করিলেন। তখন ধনু ছিন্ন, রথ ভগ্ন এবং সারথি ও অশ্ব সকল বিনষ্ট হইলে, খর গদা হস্তে সেই রথ হইতে ভূতলে অবরোহণ করিল। তৎকালে মহারথ রামের সেই কার্য্য দেখিয়া বিস্মিত দেবত ও মহর্ষিগণ সাতিশয়

অপূজয়ন্ প্রাঞ্জলয়ঃ প্রহৃষ্টা-
স্তদা বিমানাগ্রগতাঃ সমেতাঃ ॥ ৩৩
ইত্যারণ্যকাণ্ডে অষ্টাবিংশঃ সর্গঃ ॥ ২৮ ॥

একোনত্রিংশঃ সর্গঃ।

খরন্তু বিরথং রামো গদাপাণিমবস্থিতম্।
মৃদুপূর্ব্বং মহাতেজাঃ পরুষং বাক্যমব্রবীৎ ॥ ১
গজাশ্বরথসম্বাধে বলে মহতি তিষ্ঠতা।
কৃতং তে দারুণং কর্ম্ম সর্ব্বলোকজুগুপ্সিতম্ ॥ ২
উদ্বেজনীয়ো ভূতানাং নৃশংসঃ পাপকর্ম্মকৃৎ।
ত্রয়াণামপি লোকানামীশ্বরোঽপি ন তিষ্ঠতি ॥ ৩
কর্ম্ম লোকবিরুদ্ধন্তু কুর্ব্বাণং ক্ষণদাচর।
তীক্ষ্ণং সর্ব্বজনো হন্তি সর্পং দুষ্টমিবাগতম্ ॥ ৪
লোভাৎ পাপানি কুর্ব্বাণঃ কামাদ্বা যো ন বুধ্যতে।
হৃষ্টঃ পশ্যতি তস্যান্তং ব্রাহ্মণী করকাদিব ॥ ৫
বসতো দণ্ডকারণ্যে তাপসান্ ধর্ম্মচারিণঃ।
কিন্নু হত্বা মহাভাগান্ ফলং প্রাপ্স্যসি রাক্ষস ॥ ৬
ন চিরং পাপকর্ম্মাণঃ ক্রূরা লোকজুগুপ্সিতাঃ।
ঐশ্বর্য্যং প্রাপ্য তিষ্ঠন্তি শীর্ণমূলা ইব দ্রুমাঃ ॥ ৭
অবশ্যং লভতে কর্ত্তা ফলং পাপস্য কর্ম্মণঃ।
ঘোরং পর্য্যাগতে কালে দ্রুমঃ পুষ্পমিবার্ত্তবম্ ॥ ৮
নচিরাৎ প্রাপ্যতে লোকে পাপানাং কর্ম্মণাং ফলম্।
সবিষাণামিবান্নানাং ভুক্তানাং ক্ষণদাচর ॥ ৯
পাপমাচরতাং ঘোরং লোকস্যাপ্রিয়মিচ্ছতাম্।
অহমাসাদিতো রাজ্ঞা প্রাণান্ হন্তুং নিশাচর ॥ ১০
অদ্য ভিত্ত্বা ময়া মুক্তাঃ শরাঃ কাঞ্চনভূষণাঃ।
বিদার্য্যাতিপতিষ্যন্তি বল্মীকমিব পন্নগাঃ ॥ ১১
যে ত্বয়া দণ্ডকারণ্যে ভক্ষিতা ধর্ম্মচারিণঃ।
তানদ্য নিহতঃ সংখ্যে সসৈন্যোঽনুগমিষ্যসি ॥ ১২
অদ্য ত্বাং নিহতং বাণৈঃ পশ্যন্তু পরমর্ষয়ঃ।
নিরয়স্থং বিমানস্থা যে ত্বয়া নিহতাঃ পুরা ॥ ১৩
প্রহরস্ব যথাকামং কুরু যত্নং কুলাধম।
অদ্য তে পাতয়িষ্যামি শিরস্তালফলং যথা ॥ ১৪
এবমুক্তস্তু রামেণ ক্রুদ্ধঃ সংরক্তলোচনঃ।
প্রত্যুবাচ ততো রামং প্রহসন্ ক্রোধমূর্চ্ছিতঃ ॥ ১৫

প্রীতি লাভ করিলেন এবং পরস্পর মিলিত হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে স্তব করত তাঁহাকে পূজা করিলেন। ২৭—৩৩।

ঊনত্রিংশ সর্গ।

পরে খর রথবিহীন হইয়া হস্তে গদা গ্রহণপূর্ব্বক ভূতলে অবস্থিত হইলে, মহাতেজস্বী রাম কোমল-কর্কশ বাক্যে বলিলেন, "তুই হস্তী, অশ্ব ও রথসমাকুল সৈন্যমধ্যে থাকিয়া সকল লোকনিন্দিত অতি ভয়ঙ্কর কার্য্য করিয়াছিস। পাপাচারী, ক্রূরস্বভাব ও প্রাণীদিগের উদ্বেগজনক হইলে ত্রিলোকপতিকেও অধিক দিন প্রাণ ধারণ করিতে হয় না। অরে রাক্ষস! সকল ব্যক্তিই লোকবিরুদ্ধ-কর্ম্মানুষ্ঠায়ী তীক্ষ্ণস্বভাব ব্যক্তিকে, দুষ্ট সর্পের ন্যায় বধ করে। যে ফল না বুঝিয়া লোভ বা কামবশতঃ পাপকার্য্য করে, করকা-ভক্ষণকারিণী রক্তপুচ্ছিকার ন্যায় লোকে হৃষ্টচিত্তে তাহার বিনাশ দেখিয়া থাকে।* রে রাক্ষস! তুই দণ্ডকারণ্যবাসী মহাভাগ ধর্ম্মচারী মুনিগণকে বধ করিয়া যে-কি ফল প্রাপ্ত হইবি তাহা আমি জানিতে পারিতেছি না। সমস্ত লোকে নিন্দাভাজন পাপকর্ম্মা নৃশংসস্বভাব ব্যক্তি ঐশ্বর্য্য লাভ করিয়াও শীর্ণমূল তরুর ন্যায় বহুদিনস্থায়ী হয় না। বৃক্ষ যেমন নিয়মিত সময়ে পুষ্প লাভ করে, তদ্রূপ প্রকৃত সময় আসিলে পাপাচারী পুরুষ নিশ্চয়ই সেই পাপকার্য্যের ভীষণ ফল লাভ করে। অরে রাক্ষস! বিষমিশ্রিত অন্ন আহারের ন্যায় পাপের ফল ফলিতে অধিক বিলম্ব হয় না; অরে নিশাচর! আমি ভীষণপাপাচারী ও লোকের অনিষ্টাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তিদিগকে বধ করিবার জন্য ঋষিগণ কর্ত্তৃক এ প্রদেশে আহূত হইয়াছি। সর্প যেমন বল্মীক ভেদ করিয়া বাহির হয়, তদ্রূপ অদ্য আমার জ্যানিক্ষিপ্ত স্বর্ণভূষিত বাণ সকল তোর দেহ বিদীর্ণ করিয়া বাহির হইবে। পূর্ব্বে তুই যে সকল দণ্ডকারণ্যবাসী ধার্ম্মিক ঋষিদিগকে ভক্ষণ করিয়াছিস, অদ্য আমি তোকে যুদ্ধে নিহত করিয়া সসৈন্যে তাহাদিগের অনুগামী করাইব। পূর্ব্বে যাহারা তোর হাতে প্রাণ হারাইয়াছেন অদ্য সেই মহর্ষিরা বিমানে থাকিয়া তোকে আমার বাণে নিহত হইয়া নরকে যাইতে দেখুন, অরে হীনবংশজাত! তুই যথাসাধ্য যত্নপূর্ব্বক আমাকে প্রহার কর; কিন্তু অদ্য আমি নিশ্চয়ই তালফলের ন্যায়, তোর মস্তক পাতিত করিব। ১—১৪। রাম ঐরূপ বলিলে খর ক্রুদ্ধ, এমন কি, ক্রোধে মূর্চ্ছিত হইল এবং আরক্তলোচন

---

* "করকা" মেঘবৃষ্টি-শিলা, তাহা ভক্ষণ করিয়া উদ্গিরণ করিবার সময়ে "রক্তপুচ্ছিকার" মৃত্যু হয়।

প্রাকৃতান্ রাক্ষসান্ হত্বা যুদ্ধে দশরথাত্মজ।
আত্মনা কথমাত্মানমপ্রশস্তং প্রশংসসি॥ ১৬
বিক্রান্তা বলবন্তো বা যে ভবন্তি নরর্ষভাঃ।
কথয়ন্তি ন তে কিঞ্চিৎ তেজসা চাতিগর্বিতাঃ॥ ১৭
প্রাকৃতাস্ত্বকৃতাত্মানো লোকে ক্ষত্রিয়পাংসনাঃ।
নিরর্থকং বিকত্থন্তে যথা রাম বিকত্থসে॥ ১৮
কুলং ব্যপদিশন্ বীরঃ সমরে কোঽভিধাস্যতি।
মৃত্যুকালে তু সম্প্রাপ্তে স্বয়মপ্রস্তবে স্তবম্॥ ১৯
সর্বথা তু লঘুত্বং তে কত্থনেন বিদর্শিতম্।
সুবর্ণপ্রতিরূপেণ তপ্তেনেব কুশাগ্নিনা॥ ২০
ন তু মামিহ তিষ্ঠন্তং পশ্যসি ত্বং গদাধরম্।
ধরাধরমিবাকম্প্যং পর্বতং ধাতুভিশ্চিতম্॥ ২১
পর্যাপ্তোঽহং গদাপাণির্হন্তুং প্রাণান্ রণে তব।
ত্রয়াণামপি লোকানাং পাশহস্ত ইবান্তকঃ॥ ২২
কামং বহ্বপি বক্তব্যং ত্বয়ি বক্ষ্যামি ন ত্বহম্।
অস্তং প্রাপ্নোতি সবিতা যুদ্ধবিঘ্নস্ততো ভবেৎ॥ ২৩
চতুর্দশ সহস্রাণি রাক্ষসানাং হতানি তে।

হইয়া হাসিতে হাসিতে তাঁহাকে এই প্রত্যুত্তর দিল, "অরে দশরথপুত্র! তুই এই যুদ্ধে ক্ষুদ্র রাক্ষসদিগকে বধ করিয়া যথার্থ প্রশংসার যোগ্য না হইয়াও স্বয়ং কিরূপে নিজ প্রশংসা করিতেছিস্? যাঁহারা বল ও বিক্রমশালী সেই নরবরেরা নিজ তেজে গর্বিত হইয়া বিন্দুমাত্রও আত্মশ্লাঘা করেন না। কলুষিতচিত্ত নীচস্বভাব অধম ক্ষত্রিয়েরা যেমন বৃথা আত্মশ্লাঘা করে তুই সেইরূপ বৃথা আত্মশ্লাঘা করিতেছিস্। মৃত্যুকাল উপস্থিত হইলে, কোন্ বীর তদীয় বংশকীর্তন করিয়া প্রশংসার অনুপযুক্ত বিষয়ে স্বয়ং আপনার প্রশংসা করে? যেমন অগ্নির উত্তাপদ্বারা পিত্তলের অধমত্ব প্রকাশিত হয়, সেইরূপ এই আত্মশ্লাঘাদ্বারা তোর অতিশয় লঘুত্ব প্রকাশিত হইল। আমাকে গদা ধারণপূর্বক রণস্থলে অবস্থান করিতে দেখিয়া তুই কি বহু ধাতুর আকর কুলাচল পর্বতের ন্যায় অকম্পনীয় বোধ করিতেছিস্ না? ১৬—২১। আমি গদাধারণ করিয়াছি, পাশধারী যমের ন্যায়, অরে রণে তোর, এমন কি, ভুবনবাসী তাবৎ ব্যক্তির প্রাণসংহার করিতে পারি। যদিও তোর বিষয়ে আমার আরও অনেক বলিবার আছে, তথাপি আমি আর অধিক কিছু বলিব না; কেননা; সূর্য্য অস্ত যাইতেছে, তৎপরে যুদ্ধের বিঘ্ন হইবে। সে যাহা হউক, তুই যে চতুর্দশ সহস্র রাক্ষসকে বধ করিয়াছিস্, এক্ষণে

ত্বদ্বিনাশাৎ করোম্যদ্য তেষামশ্রুপ্রমার্জনম্॥ ২৪
ইত্যুক্ত্বা পরমক্রুদ্ধঃ স গদাং পরমাঙ্গদাম্।
খরশ্চিক্ষেপ রামায় প্রদীপ্তামশনিং যথা॥ ২৫
খরবাহুপ্রমুক্তা সা প্রদীপ্তা মহতী গদা।
ভস্ম বৃক্ষাংশ্চ গুল্মাংশ্চ কৃত্বাগাৎ তৎসমীপতঃ॥ ২৬
তামাপতন্তীং মহতীং মৃত্যুপাশোপমাং গদাম্।
অন্তরীক্ষগতাং রামশ্চিচ্ছেদ বহুধা শরৈঃ॥ ২৭
সা বিশীর্ণা শরৈর্ভিন্না পপাত ধরণীতলে।
গদা মন্ত্রৌষধিবলৈর্ব্যালীব বিনিপাতিতা॥ ২৮
ইত্যারণ্যকাণ্ডে একোনত্রিংশঃ সর্গঃ॥ ২৯॥

ত্রিংশঃ সর্গঃ।

ভিত্ত্বা তু তাং গদাং বাণৈ রাঘবো ধর্মবৎসলঃ।
স্ময়মানঃ খরং বাক্যং সংরব্ধমিদমব্রবীৎ॥ ১
এতৎ তে বলসর্বস্বং দর্শিতং রাক্ষসাধম।
শক্তিহীনতরো মত্তো বৃথা ত্বমুপগর্জসি॥ ২
এষা বাণবিনির্ভিন্না গদা ভূমিতলং গতা।
অভিধানপ্রগল্ভস্য তব প্রত্যয়ঘাতিনী॥ ৩

আমি তোকে নিধন করিয়া তাহাদিগের শোককাতর আত্মীয়গণের অশ্রুজল নিবারণ করিব।" ২২—২৪। খর ঐরূপ বলিয়া রামের প্রতি বজ্রের ন্যায় প্রভাবিশিষ্ট উৎকৃষ্ট বলয়ভূষিত সেই গদা নিক্ষেপ করিল। সেই ভীষণপ্রদীপ্তা গদা খরবাহু হইতে নিক্ষিপ্তা হইয়া বৃক্ষ ও গুল্ম সকল ভস্ম করিতে করিতে রামের দিকে ধাবিত হইল। যমপাশতুল্য সেই গদাকে আকাশপথ দিয়া তাঁহার দিকে আসিতে দেখিয়া রাম বহুতর বাণ দ্বারা তাহাকে বহুখণ্ডে কাটিয়া ফেলিলেন। সেই গদা রামশরে ছিন্না ও বিশীর্ণা হইয়া, মন্ত্র ও ওষধিপ্রভাবে হতবীর্য্যা বিষধরীর ন্যায় ভূতলে পতিতা হইল। ২৫—২৮।

ত্রিংশ সর্গ।

ধর্মপরায়ণ রাম বহু বাণে সেই গদা ছেদন করিয়া ঈষৎ হাস্য করিতে করিতে ক্রোধান্বিত খরকে বলিলেন, "অরে রাক্ষসাধম! তোর যতদূর ক্ষমতা, তাহা দেখাইলি! তুই আমা অপেক্ষা সমধিক হীনবল হইয়া বৃথা গর্জন করিতেছিস। এই দেখ্, তোর গদা আমার বাণে খণ্ড খণ্ড হইয়া 'আমি গদাদ্বারা সকল প্রাণীর প্রাণ-বিনাশ করিতে পারি' তোর এই বিশ্বাস

যৎ ত্বয়োক্তং বিনষ্টানামিদমশ্রুপ্রমার্জ্জনম্।
রাক্ষসানাং করোমীতি মিথ্যা তদপি তে বচঃ ॥ ৪
নীচস্য ক্ষুদ্রশীলস্য মিথ্যাবৃত্তস্য রাক্ষস।
প্রাণানপহরিষ্যামি গরুত্মানমৃতং যথা ॥ ৫
অদ্য তে ভিন্নকণ্ঠস্য ফেনবুদ্বুদভূষিতম্।
বিদারিতস্য মদ্বাণৈর্ম্মহী পাস্যতি শোণিতম্ ॥ ৬
পাংশুরূষিতসর্ব্বাঙ্গঃ স্রস্তন্যস্তভুজদ্বয়ঃ।
স্বপ্স্যসে গাং সমাশ্লিষ্য দুর্লভাং প্রমদামিব ॥ ৭
প্রবৃদ্ধনিদ্রে শয়িতে ত্বয়ি রাক্ষসপাংসনে।
ভবিষ্যন্তি শরণ্যানাং শরণ্যা দণ্ডকা ইমে ॥ ৮
জনস্থানে হতস্থানে তব রাক্ষস মচ্ছরৈঃ।
নির্ভয়া বিচরিষ্যন্তি সর্ব্বতো মুনয়ো বনে ॥ ৯
অদ্য বিপ্রসরিষ্যন্তি রাক্ষস্যো হতবান্ধবাঃ।
বাষ্পার্দ্রবদনা দীনা ভয়াদন্যভয়াবহাঃ ॥ ১০
অদ্য শোকরসজ্ঞাস্তা ভবিষ্যন্তি নিরর্থিকাঃ।
অনুরূপকুলাঃ পত্ন্যো যাসাং ত্বং পতিরীদৃশঃ ॥ ১১
নৃশংসশীল ক্ষুদ্রাত্মন্ নিত্যং ব্রাহ্মণকণ্টক।
ত্বৎকৃতে শঙ্কিতৈরগ্নৌ মুনিভিঃ পাত্যতে হবিঃ। ১২

তমেবমভিসংরব্ধং ব্রুবাণং রাঘবং বনে।
খরো নির্ভর্ৎসয়ামাস রোষাৎ খরতরস্বরঃ ॥ ১৩
দৃঢ়ং খল্ববলিপ্তোঽসি ভয়েষ্বপি চ নির্ভয়ঃ।
বাচ্যাবাচ্যং ততো হি ত্বং মৃত্যোর্বশ্যো ন বুধ্যসে ॥ ১৪
কালপাশপরিক্ষিপ্তা ভবন্তি পুরুষা হি যে।
কার্য্যাকার্য্যং ন জানন্তি তে নিরস্তষড়িন্দ্রিয়াঃ ॥ ১৫
এবমুক্ত্বা ততো রামং সংরুধ্য ভ্রূকুটীং ততঃ।
স দদর্শ মহাসালমবিদূরে নিশাচরঃ ॥ ১৬
রণে প্রহরণস্যার্থে সর্ব্বতো হ্যবলোকয়ন্।
স তমুৎপাটয়ামাস সন্দষ্টদশনচ্ছদম্ ॥ ১৭
তং সমুৎক্ষিপ্য বাহুভ্যাং বিনর্দ্দিত্বা মহাবলঃ।
রামমুদ্দিশ্য চিক্ষেপ হতস্ত্বমিতি চাব্রবীৎ ॥ ১৮
তমাপতন্তং বাণৌঘৈশ্ছিত্ত্বা রামঃ প্রতাপবান্।
রোষমাহারয়ৎ তীব্রং নিহন্তুং সমরে খরম্ ॥ ১৯
জাতস্বেদস্ততো রামো রোষরক্তান্তলোচনঃ।
নির্ব্বিভেদ সহস্রেণ বাণানাং সমরে খরম্ ॥ ২০
তস্য বাণান্তরাদ্রক্তং বহু সুস্রাব ফেনিলম্।
গিরেঃ প্রস্রবণস্যেব ধারাণাঞ্চ পরিস্রবম্ ॥ ২১
বিকলঃ স কৃতো বাণৈঃ খরো রামেণ সংযুগে।
মত্তো রুধিরগন্ধেন তমেবাভ্যদ্রবদ্দ্রুতম্ ॥ ২২

নিরাস করত ভূতললুণ্ঠিত হইয়াছে। 'আমি এখনই নিহত রাক্ষসদিগের শোককাতর আত্মীয়গণের অশ্রুবারি নিবারণ করিতেছি' তুই যে এই কথা বলিয়াছিলি, তাহা মিথ্যা। অরে রাক্ষস! তুই ক্ষুদ্রস্বভাব হীন ও অসচ্চরিত্র; গরুড় যেমন অমৃত হরণ করিয়াছেন, সেই রূপ আমি তোর প্রাণ হরণ করিব। ১—৫। আজ তুই আমার বাণে বিদারিত ও ছিন্নকণ্ঠ হইলে, পৃথিবী তোর ফেন ও বুদবুদযুক্ত শোণিত পান করিবে। তুই ধূলিধূসরিতাঙ্গ হইয়া পৃথিবীর উপরি তোর শিথিল বাহুদ্বয় স্থাপন করত দুর্লভা কামিনীর ন্যায়, তাঁহাকে আলিঙ্গন করিয়া শয়ন করিবি। অরে রাক্ষসাধম! শয়নান্তে তোর মহানিদ্রা হইলে, সকল প্রাণীর আশ্রয়-স্বরূপ ঋষিগণ এই দণ্ডকারণ্য আশ্রয় করিবেন। অরে রাক্ষস! আমার বাণধারা তোর জনস্থান প্রেতদিগের আবাসস্থান হইলে, মুনিরা নির্ভয়ে বনের চতুর্দ্দিকে বিচরণ করিবেন। অদ্য ভয়ঙ্করী রাক্ষসীরা হতবান্ধবা হইয়া বাষ্পার্দ্রবদনা ও দীনভাবে আমার ভয়ে এ স্থল হইতে পলায়ন করিবে। রে পাপাত্মা! তুই যাহাদিগের পতি, আজ তোর সমানবংশীয় সেই তোর পত্নীরা বিফলমনোরথা হইয়া শোকরসের আস্বাদ পাইবে। ৬—১১। পরে খর, তাদৃশবাক্যবাদী ক্রোধান্বিত রঘুনন্দন রামকে সক্রোধে অতি তীব্র স্বরে ভর্ৎসনা করিল,—"তুই নিতান্ত গর্ব্বিত-স্বভাব ও ভয়-প্রদ বিষয়ে ভয়হীন; অতএব মৃত্যুর বশীভূত হইবার যোগ্য হইয়াও কি বল উচিত বা অনুচিত তাহা বুঝিতে পারিতেছিস্ না। যে ব্যক্তি কালপাশে আবদ্ধ হয়, তাহাদিগের ইন্দ্রিয় অবসন্ন হইয়া থাকে, সুতরাং কি উচিত বা অনুচিত, ইহা তাহারা বুঝিতে পারে না।" ১২—১৫। নিশাচর খর, রামকে ঐকথা বলিয়া ভ্রূকুটী করিয়া অস্ত্রের জন্য রণস্থলে দৃষ্টিপাত করত নিকটে এক বৃহৎ শালবৃক্ষ দেখিতে পাইল। পরে মহাবল রাক্ষস ওষ্ঠদংশনপূর্ব্বক সেই বৃক্ষ উৎপাটন করিয়া তাহা তুলিয়া গর্জ্জন করিতে করিতে রামের প্রতি নিক্ষেপ করিল এবং তাঁহাকে বলিল, এইবার "তুই নিহত হইলি"। পরাক্রমশালী রাম বহু বাণে সেই পতনোন্মুখ বৃক্ষ ছেদন করিয়া খরকে বধ করিবার জন্য অতিশয় ক্রোধান্বিত হইলেন। তিনি তখন ক্রোধে লোহিতলোচন ও ঘর্ম্মাক্তদেহ হইয়া সহস্র বাণে খরকে প্রহার করিলেন। তখন রামের বাণে সেই রাক্ষসের দেহ ক্ষতবিক্ষত হইলে, প্রস্রবণ-নামক পর্ব্বতের বারিধারার ন্যায় ফেনযুক্ত বহুলপরিমাণ রক্ত নির্গত হইতে লাগিল। রামকর্তৃক বাণাঘাতে বিকলীকৃত ও শোণিতের গন্ধে প্রমত্ত হইয়া খর তাঁহারই অভিমুখে দ্রুতবেগে ধাবিত হইল। ১৬—২২।

তমাপতন্তং সংক্রুদ্ধং কৃতাস্ত্রো রুধিরাপ্লুতম্
অপাসর্পদ্‌দ্বিত্রিপদং কিঞ্চিৎ ত্বরিতবিক্রমঃ। ২৩
ততঃ পাবকসঙ্কাশং বধায় সময়ে শরম্।
খরস্য রামো জগ্রাহ ব্রহ্মদণ্ডমিবাপরম্॥ ২৪
স তদ্দত্তং মঘবতা সুররাজেন ধীমতা।
সন্দধে চ স ধর্ম্মাত্মা মুমোচ চ খরং প্রতি॥ ২৫
স বিমুক্তো মহাবাণো নির্ঘাতসমনিস্বনঃ।
রামেণ ধনুরানম্য খরস্যোরসি চাপতৎ॥ ২৬
স পপাত খরো ভূমৌ দহ্যমানঃ শরাগ্নিনা।
রুদ্রেণেব বিনির্দ্দগ্ধঃ শ্বেতারণ্যে যথান্ধকঃ॥ ২৭
স বৃত্র ইব বজ্রেণ ফেনেন নমুচির্যথা।
বলো বেন্দ্রাশনিহতো নিপপাত হতঃ খরঃ॥ ২৮
এতস্মিন্নন্তরে দেবাশ্চারণৈঃ সহ সঙ্গতাঃ।
দুন্দুভীংশ্চাভিনিঘ্নন্তঃ পুষ্পবর্ষং সমন্ততঃ॥ ২৯
রামস্যোপরি সংহৃষ্টা ববৃষুর্বিস্মিতাস্তদা।
অর্দ্ধাধিকমুহূর্ত্তেন রামেণ নিশিতৈঃ শরৈঃ॥ ৩০
চতুর্দ্দশ সহস্রাণি রক্ষসাং কামরূপিণাম্।
খরদূষণমুখ্যানাং নিহতানি মহামৃধে॥ ৩১
অহো বত মহৎ কর্ম্ম রামস্য বিদিতাত্মনঃ।
অহো বীর্য্যমহো দার্ঢ্যং বিষ্ণোরিব হি দৃশ্যতে॥ ৩২
ইত্যেবমুক্ত্বা তে সর্ব্বে যযুর্দেবা যথাগতম্॥ ৩৩
ততো রাজর্ষয়ঃ সর্ব্বে সঙ্গতাঃ পরমর্ষয়ঃ।
সভাজ্য মুদিতা রামং সাগস্ত্যা ইদমব্রুবন্॥ ৩৪
এতদর্থং মহাতেজা মহেন্দ্রঃ পাকশাসনঃ।
শরভঙ্গাশ্রমং পুণ্যমাজগাম পুরন্দরঃ॥ ৩৫
আনীতস্ত্বমিমং দেশমুপায়েন মহর্ষিভিঃ।
এষাং বধার্থং শত্রূণাং রক্ষসাং পাপকর্ম্মণাম্॥ ৩৬
তদিদং নঃ কৃতং কার্য্যং ত্বয়া দশরথাত্মজ।
স্বধর্ম্মং প্রচরিষ্যন্তি দণ্ডকেষু মহর্ষয়ঃ॥ ৩৭
এতস্মিন্নন্তরে বীরো লক্ষ্মণঃ সহ সীতয়া।
গিরিদুর্গাদ্বিনিষ্ক্রম্য সংবিবেশাশ্রমে সুখী॥ ৩৮
ততো রামস্তু বিজয়ী পূজ্যমানো মহর্ষিভিঃ।
প্রবিবেশাশ্রমং বীরো লক্ষ্মণেনাভিপূজিতঃ॥ ৩৯
তং দৃষ্ট্বা শত্রুহন্তারং মহর্ষীণাং সুখাবহম্।
বভূব হৃষ্টা বৈদেহী ভর্ত্তারং পরিষস্বজে॥ ৪০
মুদা পরময়া যুক্তা দৃষ্ট্বা রক্ষোগণান্ হতান্।
রামঞ্চৈবাব্যয়ং দৃষ্ট্বা তুতোষ জনকাত্মজা॥ ৪১
ততস্তু তং রাক্ষসসঙ্ঘমর্দ্দনং
স[illegible]পূজ্যমানং মুদিতৈর্মহাত্মভিঃ।

কৃতাস্ত্র ধর্ম্মাত্মা রাম সেই রুধিরাপ্লুতদেহ ক্রুদ্ধ রাক্ষসকে তদভিমুখে আসিতে দেখিয়া দ্রুত গমনে পশ্চাদ্ভাগে দুই তিন পদমাত্র সরিয়া গেলেন। পরে তিনি খরের নিধনের জন্য ধীমান্ দেবরাজ ইন্দ্রের প্রদত্ত অগ্নিতুল্য দীপ্তিময় ব্রহ্মদণ্ডসদৃশ বাণ গ্রহণপূর্ব্বক সন্ধান করিয়া খরের প্রতি নিক্ষেপ করিলেন। ধনু নমিত করিয়া রামকর্ত্তৃক নিক্ষিপ্ত সেই মেঘগর্জ্জনের ন্যায় শব্দকারী মহাস্ত্র খরের বক্ষঃস্থলে পতিত হইল। খরও সেই শরানলে দগ্ধ হইয়া, শ্বেতারণ্যে রুদ্রকর্ত্তৃক দগ্ধ অন্ধক দৈত্যের ন্যায় ভূপতিত হইল। পতনকালে সে বজ্রহত বৃত্র, ফেনহত নমুচি ও অশনিহত বলের সাদৃশ্য ধারণ করিল। ২৩—২৮। এই সময়ে দেবগণ, চারণগণের সহিত প্রীত হইয়া দুন্দুভির বাদ্য করত রামের উপরি চারিদিক্ হইতে পুষ্প বর্ষণ করিতে লাগিলেন। "রাম এই মহাযুদ্ধে খরদূষণ যাহাদের মধ্যে প্রধান সেই কামরূপী চতুর্দ্দশ সহস্র রাক্ষসকে সার্দ্ধ একমুহূর্ত্তমধ্যেই নিধন করিলেন। কি আশ্চর্য্য! আত্মতত্ত্বদর্শী রামের এই কার্য্য কত মহৎ! ইহার কি অদ্ভুত বীর্য্য ও কি দার্ঢ্য! বিষ্ণুর ন্যায় ইঁহার বীর্য্য ও দৃঢ়তা দেখা যাইতেছে" পরস্পর এই কথা বলিয়া তাঁহারা সকলে নিজ নিজ স্থানে প্রস্থান করিলেন। পরে রাজর্ষি ও মহর্ষিরা সকলে মিলিত হইয়া অগস্ত্যঋষির সমভিব্যাহারে রামকে সানন্দে অভিনন্দনপূর্ব্বক বলিলেন, "মহাতেজা পাকশাসন পুরন্দর ইন্দ্র এই নিমিত্তই শরভঙ্গঋষির পুণ্যময় আশ্রমে আসিয়াছিলেন। এই সকল পাপকর্ম্মরত রাক্ষসদিগের বধ করিবার জন্য মুনিগণ কৌশল করিয়া তোমাকে এ প্রদেশে আনিয়াছেন। দশরথতনয়! এক্ষণে তুমি আমাদিগের সেই কার্য্য সম্পাদন করিলে, মহর্ষিগণ অদ্য অবধি দণ্ডকারণ্যে বাস করিয়া স্ব স্ব ধর্ম্মকার্য্য করিতে পারিবেন।" ২৯—৩৭। এই সময়ে বীর্য্যবান্ লক্ষ্মণ, সীতার সহিত গিরিদুর্গাভ্যন্তর হইতে বাহির হইয়া পরম সুখে আশ্রমে প্রবেশ করিলেন। পরে বিজয়ী রাম, মহর্ষিগণকর্ত্তৃক অর্চ্চিত হইয়া আশ্রমে প্রবেশ করিলেন এবং লক্ষ্মণকর্ত্তৃক অভিপূজিত হইলেন। পরে বিদেহরাজ-নন্দিনী সীতা দেবী, পতিকে শত্রুহন্তা ও মহর্ষিদিগের হর্ষবর্দ্ধনকারী দেখিয়া সানন্দে তাঁহাকে আলিঙ্গন করিলেন। রাক্ষসদিগকে বিনষ্ট এবং রামকে অক্ষতদেহ দেখিয়া, তিনি শারীরিক ও মানসিক আনন্দ লাভ করিলেন। তখন জনককুমারী সীতা দেবী প্রমোদান্বিত মহাত্মা ঋষিগণকর্ত্তৃক সম্যক্

পুনঃ পরিষজ্য মুদান্বিতাননা
বভূব হৃষ্টা জনকাত্মজা তদা ॥ ৪২
ইত্যারণ্যকাণ্ডে ত্রিংশঃ সর্গঃ ॥ ৩০ ॥

একত্রিংশঃ সর্গঃ।

ত্বরমাণস্ততো গত্বা জনস্থানাদকম্পনঃ।
প্রবিশ্য লঙ্কাং বেগেন রাবণং বাক্যমব্রবীৎ ॥ ১
জনস্থানস্থিতা রাজন্ রাক্ষসা বহবো হতাঃ।
খরশ্চ নিহতঃ সংখ্যে কথঞ্চিদহমাগতঃ ॥ ২
এবমুক্তো দশগ্রীবঃ ক্রুদ্ধঃ সংরক্তলোচনঃ।
অকম্পনমুবাচেদং নির্দ্দহন্নিব তেজসা ॥ ৩
কেন ভীমং জনস্থানং হতং মম পরাসুনা।
কো হি সর্ব্বেষু লোকেষু গতিং নাধিগমিষ্যতি ॥ ৪
ন হি মে বিপ্রিয়ং কৃত্বা শক্যং মঘবতা সুখম্।
প্রাপ্তুং বৈশ্রবণেনাপি ন যমেন চ বিষ্ণুনা ॥ ৫
কালস্য চাপ্যহং কালো দহেয়মপি পাবকম্।
মৃত্যুং মরণধর্ম্মেণ সংযোজয়িতুমুৎসহে ॥ ৬
বাতস্য তরসা বেগং নিহন্তুমপি চোৎসহে।
দহেয়মপি সংক্রুদ্ধস্তেজসাদিত্যপাবকৌ ॥ ৭
তথা ক্রুদ্ধং দশগ্রীবং কৃতাঞ্জলিরকম্পনঃ।
ভয়াৎ সন্দিগ্ধয়া বাচা রাবণং যাচতেঽভয়ম্ ॥ ৮
দশগ্রীবোঽভয়ং তস্মৈ প্রদদৌ রক্ষসাং বরঃ।
স বিস্রব্ধোঽব্রবীদ্বাক্যমসন্দিগ্ধমকম্পনঃ ॥ ৯
পুত্রো দশরথস্যাস্তে সিংহসংহননো যুবা।
রামো নাম মহাস্কন্ধো বৃত্তায়তমহাভুজঃ ॥ ১০
শ্যামঃ পৃথুযশাঃ শ্রীমানতুল্যবলবিক্রমঃ।
হতস্তেন জনস্থানে খরশ্চ সহ দূষণঃ ॥ ১১
অকম্পনবচঃ শ্রুত্বা রাবণো রাক্ষসাধিপঃ।
নাগেন্দ্র ইব নিশ্বস্য ইদং বচনমব্রবীৎ ॥ ১২
স সুরেন্দ্রেণ সংযুক্তো রামঃ সর্ব্বামরৈঃ সহ।
উপযাতো জনস্থানং কচ্চিচ্চিদকম্পন ॥ ১৩
রাবণস্য পুনর্বাক্যং নিশম্য তদকম্পনঃ।
আচচক্ষে বলং তস্য বিক্রমঞ্চ মহাত্মনঃ ॥ ১৪
রামো নাম মহাতেজাঃ শ্রেষ্ঠঃ সর্ব্বধনুষ্মতাম্।
দিব্যাস্ত্রগুণসম্পন্নঃ পরং ধর্ম্মং গতো যুধি ॥ ১৫
তস্যানুরূপো বলবান্ রক্তাক্ষো দুন্দুভিস্বনঃ।
কনীয়ান্ লক্ষ্মণো ভ্রাতা রাকাশশিনিভাননঃ ॥ ১৬
স তেন সহ সংযুক্তঃ পাবকেনানিলো যথা।

পুজিত সেই রাক্ষসগণনিধনকারী রামকে প্রীতিপ্রফুল্ল বদনে বারংবার আলিঙ্গন করিয়া অধিকতর প্রীতিলাভ করিলেন। ৩৮—৪২।

একত্রিংশ সর্গ।

পরে অকম্পননামক রাক্ষস ত্বরান্বিত হইয়া জনস্থান হইতে বেগে প্রস্থানপূর্ব্বক লঙ্কায় প্রবেশ করিয়া রাবণকে বলিল, "রাজন্! খর ও জনস্থানস্থ অনেক রাক্ষসেরা যুদ্ধে নিহত হইয়াছে, আমি কোনরূপে মুক্তি লাভ করিয়া আপনার নিকটে আসিয়াছি।" অকম্পন এইরূপ কথা বলিলে, দশানন অতীব ক্রোধে আরক্তচক্ষু হইল এবং স্বীয় তেজে যেন তাহাকে দগ্ধ করত কহিল "কোন্ ব্যক্তি মৃত্যু কামনা করিয়া আমার সেই ভয়ঙ্কর জনস্থান নষ্ট করিয়াছে? ত্রিভুবন-মধ্যে কাহার আশ্রয় দুর্লভ হইয়াছে? বিষ্ণু, ইন্দ্র বা যমও আমার অপ্রীতিকর কার্য্য করিয়া শান্তি লাভ করিতে পারে না। আমি কালেরও কাল,—আমি কৃতান্তকেও বিনাশ করিতে পারি; এবং অগ্নিকে দগ্ধ ও নিজবেগে বায়ুর বেগ রোধ করিতে পারি, সূর্য্য এবং অগ্নিও আমার তেজে দগ্ধ হইতে পারে।" ১—৭। পরে অকম্পন, সেই ক্রুদ্ধ দশানন রাবণের নিকটে শঙ্কিতভাবে অভয় প্রার্থনা করিল। পরে রাক্ষসশ্রেষ্ঠ দশবদন রাবণ, অকম্পনকে অভয় দিলে, সে আশ্বস্ত হইয়া স্পষ্টস্বরে তাহাকে বলিল, "রাজা দশরথের রাম নামে এক পুত্র আছে, সে সিংহতুল্যদেহসম্পন্ন, নবীন যুবক, শ্যামবর্ণ, শ্রীমান্ ও অতি যশস্বী এবং তাহার স্কন্ধ মহৎ, বাহুদ্বয় সুগোল ও আয়ত। সেই নিরুপম-বলবিক্রমশালী রাম জনস্থানে খর ও দূষণকে বিনাশ করিয়াছে।" ৮—১১। অকম্পনের সেই কথা শুনিয়া রাক্ষসপতি রাবণ, মহাবিষধর সর্পের ন্যায়, দীর্ঘনিশ্বাস ছাড়িয়া তাহাকে বলিল, "অকম্পন! বল দেখি, সেই রাম কি ইন্দ্র ও সমস্ত দেবতাগণের সহিত জনস্থানে আসিয়াছে?" রাবণের সেই কথা শুনিয়া অকম্পন পুনরায় তাহার নিকটে মহাত্মা রামের বল ও পরাক্রমের বিষয় কীর্ত্তন করিল,—"দিব্য অস্ত্র ও গুণসম্পন্ন সকলধনুর্দ্ধারিপ্রধান সেই মহাতেজা রাম যুদ্ধবিষয়ক রীতি উত্তমরূপে জানে। তাহার ন্যায় বলবান্ আরক্তলোচন, দুন্দুভির ন্যায় শব্দকারী 'লক্ষ্মণ' নামে তাহার এক কনিষ্ঠ ভ্রাতা আছে; তাহার বদন পূর্ণচন্দ্রতুল্য। শ্রীমান্ রাজ-শ্রেষ্ঠ রাম সেই ভ্রাতার সহিত মিলিত হইয়া অগ্নির

শ্রীমান্ রাজবরস্তেন জনস্থানং নিপাতিতম্ ॥ ১৭
নৈব দেবা মহাত্মানো নাত্র কার্য্যা বিচারণা ॥ ১৮
শরা রামেণ তূৎসৃষ্টা রুক্মপুঙ্খাঃ পতত্রিণঃ।
সর্পাঃ পঞ্চাননা ভূত্বা ভক্ষয়ন্তি স্ম রাক্ষসান্ ॥ ১৯
যেন যেন চ গচ্ছন্তি রাক্ষসা ভয়কর্ষিতাঃ।
তেন তেন স্ম পশ্যন্তি রামমেবাগ্রতঃ স্থিতম্।
ইত্থং বিনাশিতং তেন জনস্থানং তবানঘ ॥ ২০
অকম্পনবচঃ শ্রুত্বা রাবণো বাক্যমব্রবীৎ।
গমিষ্যামি জনস্থানং রামং হন্তুং সলক্ষ্মণম্ ॥ ২১
তথৈবমুক্তে বচনে প্রোবাচেদমকম্পনঃ।
শৃণু রাজন্ যথাবৃত্তং রামস্য বলপৌরুষম্ ॥ ২২
অসাধ্যঃ কুপিতো রামো বিক্রমেণ মহাযশাঃ।
আপগায়াস্তু পূর্ণায়া বেগং পরিহরেচ্ছরৈঃ ॥ ২৩
সতারাগ্রহনক্ষত্রং নভশ্চাপ্যবসাদয়েৎ।
অসৌ রামস্তু সীদন্তীং শ্রীমানভ্যুদ্ধরেন্মহীম্ ॥ ২৪
ভিত্ত্বা বেলাং সমুদ্রস্য লোকানাপ্লাবয়েদ্বিভুঃ।
বেগং বাপি সমুদ্রস্য বায়ুং বা বিধমেচ্ছরৈঃ ॥ ২৫
সংহৃত্য বা পুনর্লোকান্ বিক্রমেণ মহাযশাঃ।
শক্তঃ শ্রেষ্ঠঃ স পুরুষঃ স্রষ্টুং পুনরপি প্রজাঃ ॥ ২৬

ন হি রামো দশগ্রীব শক্যো জেতুং রণে ত্বয়া।
রক্ষসাং বাপি লোকেন স্বর্গঃ পাপিজনৈরপি ॥ ২৭
ন তং বধ্যমহং মন্যে সর্বৈর্দেবাসুরৈরপি।
অয়ং তস্য বধোপায়স্তন্মমৈকমনাঃ শৃণু ॥ ২৮
ভার্য্যা তস্যোত্তমা লোকে সীতা নাম সুমধ্যমা।
শ্যামা সমবিভক্তাঙ্গী স্ত্রীরত্নং রত্নভূষিতা ॥ ২৯
নৈব দেবী ন গন্ধর্ব্বী নাপ্সরা ন চ পন্নগী।
তুল্যা সীমন্তিনী তস্যা মানুষী তু কুতো ভবেৎ ॥ ৩০
তস্যাপহর ভার্য্যাং ত্বং তং প্রমথ্য মহাবনে।
সীতয়া রহিতো রামো ন চৈব হি ভবিষ্যতি ॥ ৩১
অরোচয়ত তদ্বাক্যং রাবণো রাক্ষসাধিপঃ।
চিন্তয়িত্বা মহাবাহুরকম্পনমুবাচ হ ॥ ৩২
বাঢ়ং কাল্যং গমিষ্যামি একঃ সারথিনা সহ।
আনেষ্যামি চ বৈদেহীমিমাং হৃষ্টো মহাপুরীম্ ॥ ৩২
তদেবমুক্ত্বা প্রযযৌ খরযুক্তেন রাবণঃ।
রথেনাদিত্যবর্ণেন দিশঃ সর্ব্বাঃ প্রকাশয়ন্ ॥ ৩৪

সহিত বায়ুর সাদৃশ্য ধারণ করত জনস্থানে আসিয়াছে। সেই রামকর্ত্তৃক জনস্থান উৎসাদিত হইয়াছে, মহাত্মা দেবতাগণ তথায় আসেন নাই, ইহাতে আপনি সন্দেহ করিবেন না। রামের নিক্ষিপ্ত স্বর্ণপুঙ্খ পত্রযুক্ত বাণ সকল পঞ্চমুখবিশিষ্ট সর্প হইয়া রাক্ষসদিগকে ভক্ষণ করিয়াছে। রাক্ষসেরা ভীত হইয়া যে যে পথ দিয়া পলায়ন করিতেছিল, সেই সেই পথেই রামকে পুরোবর্ত্তী দেখিতে পাইয়াছিল। অনঘ! এইরূপে সেই রাম আপনার জনস্থান ছারখার করিয়াছে।” ১২—২০। অকম্পনের সেই কথা শুনিয়া রাবণ বলিল “রাম ও লক্ষ্মণকে বধ করিবার জন্য আমি জনস্থানে যাইব।” রাবণ ঐ কথা বলিলে অকম্পন তাহাকে বলিল, “রাজন্! রামের যেরূপ বল ও পৌরুষ, তাহা আপনি শুনুন। সেই মহাযশা রাম ক্রুদ্ধ হইলে, বিক্রমদ্বারা তাহাকে পরাজয় করিবার সাধ্য কাহারও নাই। সেই শ্রীমান্ সর্ব্বকার্য্যদক্ষ রাম বাণসমূহদ্বারা বারিপূর্ণ নদীর বেগ নিবারণ, নভোমণ্ডল হইতে গ্রহ নক্ষত্র ও তারাদিগকে পাতিত, ক্লান্ত পৃথিবীকে উদ্ধৃত, সমুদ্রকূল বিদীর্ণ করিয়া লোক সকল প্লাবিত এবং বায়ু ও সমুদ্রের বেগ রোধ করিতে পারে। সেই মহাযশা পুরুষপ্রবর রাম নিজ পরাক্রমদ্বারা সকল লোক বিনাশ করিয়া পুনরায় প্রজাদিগকে সৃষ্টি করিতে পারে। দশানন! পাপী লোক যেমন স্বর্গে যাইতে পারে না, সেইরূপ আপনি যুদ্ধে রামকে পরাস্ত করিতে পারিবেন না। এমন কি, সকল রাক্ষসেরাও মিলিত হইয়া তাহাকে পরাজয় করিতে পারিবে না। সমস্ত দেব ও অসুরেরা মিলিত হইয়াও যে তাহাকে নিহত করিতে পারিবেন, আমি এমন বোধ করি না। তাহাকে বধ করিবার একমাত্র উপায় আছে, আপনি নিবিষ্টচিত্তে আমার নিকট হইতে তাহা শুনুন।—সেই রামের সীতানাম্নী এক পত্নী আছে, সেই রত্নবিভূষিতা সীতা লোকমধ্যে উত্তমা, শ্যামা, সুমধ্যমা ও মহিলাদিগের মধ্যে রত্নস্বরূপা; মানবীর কথা দূরে থাকুক, কোন দেবী, গন্ধর্ব্বী, অপ্সরা বা নাগিনীও তাহার রূপের সদৃশী হইতে পারে না। রাম সেই সীতার বিরহে বহুকাল বাঁচিবে না; সুতরাং আপনি সেই রামকে প্রতারিত করিয়া তাহার পত্নী সীতাকে হরণ করুন।” ২১—৩১। পরে মহাবাহু রাক্ষসপতি রাবণ চিন্তা করত অকম্পনের সেই কথা যুক্তিসঙ্গত মনে করিয়া তাহাকে কহিল, “ভাল, কল্য একাকীই আমি সারথির সহিত সেখানে যাইব এবং হৃষ্টচিত্তে বিদেহরাজনন্দিনী সীতাকে এই মহানগরীতে আনয়ন করিব।” রাবণ অকম্পনকে ঐ কথা বলিয়া তখনই খর যোজিত সূর্য্যতুল্যবর্ণ রথদ্বারা দশদিক্ উদ্ভাসিত করত চলিল। পরে রাক্ষসেন্দ্র রাবণের সেই গমনকারী বৃহৎ রথ নক্ষত্রপথবর্ত্তী হইয়া মেঘমধ্যস্থ চন্দ্র-

স রথো রাক্ষসেন্দ্রস্য নক্ষত্রপথগো মহান্‌।
চঞ্চূর্য্যমাণঃ শুশুভে জলদে চন্দ্রমা ইব ॥ ৩৫
স দূরে চাশ্রমং গত্বা তাড়কেয়মুপাগমৎ।
মারীচেনার্চ্চিতো রাজা ভক্ষ্যভোজ্যৈরমানুষৈঃ ॥ ৩৬
তং স্বয়ং পূজয়িত্বা তু আসনেনোদকেন চ।
অর্থোপহিতয়া বাচা মারীচো বাক্যমব্রবীৎ ॥ ৩৭
কচ্চিৎ সুকুশলং রাজন্ লোকানাং রাক্ষসাধিপ।
আশঙ্কে নাধিজানে ত্বং যতস্তূর্ণমিহাগতঃ ॥ ৩৮
এবমুক্তো মহাতেজা মারীচেন স রাবণঃ।
ততঃ পশ্চাদিদং বাক্যমব্রবীদ্বাক্যকোবিদঃ ॥ ৩৯
আরক্ষো মে হতস্তাত রামেণাক্লিষ্টকারিণা।
জনস্থানমবধ্যং তৎ সর্ব্বং যুধি নিপাতিতম্ ॥ ৪০
তস্য মে কুরু সাচিব্যং তস্য ভার্য্যাপহারণে।
রাক্ষসেন্দ্রবচঃ শ্রুত্বা মারীচো বাক্যমব্রবীৎ ॥ ৪১
আখ্যাতা কেন বা সীতা মিত্ররূপেণ শত্রুণা।
ত্বয়া রাক্ষসশার্দ্দূল কো ন ন নন্দতি নন্দিতঃ ॥ ৪২
সীতামিহানয়স্বেতি কো ব্রবীতি ব্রবীহি মে।
রক্ষোলোকস্য সর্ব্বস্য কঃ শৃঙ্গং ছেত্তুমিচ্ছতি ॥ ৪৩
প্রোৎসাহয়তি যশ্চ ত্বং স চ শত্রুরসংশয়ম্।
আশীবিষমুখাদ্দংষ্ট্রামুদ্ধর্ত্তুঞ্চেচ্ছতি ত্বয়া ॥ ৪৪
কর্ম্মণানেন কেনাসি কাপথং প্রতিপাদিতঃ।
সুখসুপ্তস্য তে রাজন্ প্রহৃতং কেন মূর্দ্ধনি ॥ ৪৫
বিশুদ্ধবংশাভিজনাগ্রহস্ত-
স্তেজোমদঃ সংস্থিতদোর্বিষাণঃ
উদীক্ষিতুং রাবণ নেহ যুক্তঃ
স সংযুগে রাঘবগন্ধহস্তী ॥ ৪৬
অসৌ রণান্তঃস্থিতিসন্ধিবালো
বিদগ্ধরক্ষোমৃগহা নৃসিংহঃ।
সুপ্তস্ত্বয়া বোধয়িতুং ন শক্যঃ
শরাঙ্গপূর্ণো নিশিতাসিদংষ্ট্রঃ ॥ ৪৭
চাপাপহারে ভুজবেগপঙ্কে
শরোর্ম্মিমালে সুমহাহবৌঘে।
ন রামপাতালমুখেঽতিঘোরে
প্রস্কন্দিতুং রাক্ষসরাজ যুক্তম্ ॥ ৪৮
প্রসীদ লঙ্কেশ্বর রাক্ষসেন্দ্র
লঙ্কাং প্রসন্নো ভব সাধু গচ্ছ।
ত্বং স্বেষু দারেষু রমস্ব নিত্যং
রামঃ সভার্য্যো রমতাং বনেষু ॥ ৪৯

কান্তির ন্যায় দেখাইতে লাগিল। পরে রাক্ষসরাজ রাবণ বহুদূর তাড়কাপুত্র মারীচের আশ্রমে যাইয়া তাহার নিকটে উপস্থিত হইল এবং তৎকর্ত্তৃক অমানুষলভ্য ভক্ষ্য ও ভোজ্যদ্রব্যদ্বারা পূজিত হইল। মারীচ আসন ও সলিল প্রদানপূর্ব্বক রাবণকে অর্চ্চনা করিয়া এই অর্থপূর্ণ বাক্য বলিল, "রাজন্! আমার মনে আশঙ্কা জন্মিতেছে; সকলের কুশল ত? আমি, আপনার এখানে শীঘ্র আসিবার কারণ বুঝিতে পারিতেছি না। ৩২—৩৮। পরে সেই বক্তৃতানিপুণ মহাতেজা রাবণ মারীচের কথা শুনিয়া তাহাকে বলিল, "বৎস! অক্লিষ্টকর্ম্মা রাম আমার দুর্গ নষ্ট করিয়াছে।—সংগ্রামে সেই অবধ্য জনস্থান ছারখার করিয়াছে; সুতরাং তাহার পত্নীহরণ বিষয়ে তুমি আমার সাহায্য কর।" রাক্ষসেন্দ্র রাবণের সেই কথা শুনিয়া মারীচ তাহাকে বলিল। ৩৯—৪১। "রাক্ষসশ্রেষ্ঠ! মিত্ররূপী অথচ প্রকৃত শত্রু এরূপ কোন্ ব্যক্তি আপনার নিকটে সীতার কথা বলিয়াছে? আপনাকর্ত্তৃক তুষ্ট হইয়াও কোন্ ব্যক্তি আপনার প্রতি তুষ্ট হইতেছে না? 'সীতাকে এখানে আনয়ন কর' একথা আপনাকে কে বলিতেছে? কোন্ ব্যক্তি সমস্ত রাক্ষসলোকের শৃঙ্গচ্ছেদনে ইচ্ছুক হইতেছে? আপনি আমার নিকটে বলুন। আপনাকে এ বিষয়ে যে উৎসাহিত করিতেছে, সে আপনার পরম শত্রু, এবিষয়ে সন্দেহ নাই; কারণ, সে আপনার দ্বারা উগ্রবিষ সর্পের মুখবিবর হইতে দন্ত উৎপাটন করিতে ইচ্ছা করিতেছে। কে আপনাকে এ কর্ম্মদ্বারা কুপথে চালনা করিতেছে? রাজন্! আপনি সুখে শয়ন করিতেছেন, এমন সময়ে কে আপনার মস্তকে আঘাত করিয়াছে? রাবণ! বিশুদ্ধবংশে যাহার জন্ম এবং সেই বিশুদ্ধবংশ যাহার ভয়ঙ্কর শুণ্ড, সুস্থিত বাহুযুগল যাহার দন্তদ্বয় ও প্রভাব যাহার মদ, সেই রঘুবংশজাত রামরূপ গন্ধহস্তীকে যুদ্ধেচ্ছায় নিরীক্ষণ করাও আপনার কর্ত্তব্য নহে। পূর্ব্বে যিনি যুদ্ধমধ্যে অবস্থান ও সন্ধানবিষয়ে বিশেষ অভিজ্ঞ রাক্ষসরূপ মৃগদিগকে সংহার করিয়াছেন, অধুনা যুদ্ধ-কৌশলে অভিজ্ঞ সেই শররূপ অঙ্গে সম্পূর্ণ ও সুতীক্ষ্ণ খড়্গরূপ ভয়ঙ্করদন্তবিশিষ্ট সুপ্ত পুরুষসিংহকে জাগ্রত করা আপনার উচিত নহে। রাক্ষসাধিপতে! যাহার চাপ গ্রাহ, ভুজবেগ পঙ্ক, শরসমূহ ঊর্ম্মিমালা ও জলবেগ, সেই অতি ভয়ঙ্কর রামরূপ মহাসমুদ্রে ঝাঁপ দেওয়া আপনার উচিত নহে। লঙ্কেশ্বর! আপনি প্রসন্ন হউন; রাক্ষসেন্দ্র! আপনি প্রসন্ন হইয়া লঙ্কায় গমন করুন এবং আপনার পত্নীর প্রতি রত হউন, রামও পত্নীর সহিত বনে রমণ

এবমুক্তো দশগ্রীবো মারীচেন স রাবণঃ।
প্রত্যুত্তস্থে পুরীং লঙ্কাং বিবেশ চ গৃহোত্তমম্ ॥ ৫০
ইত্যারণ্যকাণ্ডে একত্রিংশঃ সর্গঃ ॥ ৩১ ॥

দ্বাত্রিংশঃ সর্গঃ।

ততঃ শূর্পণখা দৃষ্ট্বা সহস্রাণি চতুর্দ্দশ।
হতান্যেকেন রামেণ রক্ষসাং ভীমকর্ম্মণাম্ ॥ ১
দূষণঞ্চ খরঞ্চৈব হতং ত্রিশিরসং রণে।
দৃষ্ট্বা পুনর্মহানাদান্ ননাদ জলদোপমা ॥ ২
সা দৃষ্ট্বা কর্ম্ম রামস্য কৃতমন্যৈঃ সুদুষ্করম্।
জগাম পরমোদ্বিগ্না লঙ্কাং রাবণপালিতাম্ ॥ ৩
সা দদর্শ বিমানাগ্রে রাবণং দীপ্ততেজসম্।
উপোপবিষ্টং সচিবৈর্ম্মরুদ্ভিরিব বাসবম্ ॥ ৪
আসীনং সূর্য্যসঙ্কাশে কাঞ্চনে পরমাসনে।
রুক্মবেদিগতং প্রাজ্যং জ্বলন্তমিব পাবকম্ ॥ ৫
দেবগন্ধর্ব্বভূতানামৃষীণাঞ্চ মহাত্মনাম্।
অজেয়ং সমরে ঘোরং ব্যাত্তাননমিবান্তকম্ ॥ ৬
দেবাসুরবিমর্দ্দেষু বজ্রাশনিকৃতব্রণম্।

করুন।" দশানন রাবণ, মারীচের ঐরূপ কথা শুনিয়া লঙ্কাপুরীতে প্রতিগমনপূর্ব্বক উত্তমগৃহে প্রবেশ করিল। ৪২—৫০।

দ্বাত্রিংশ সর্গ।

এদিকে শূর্পণখা খর, দূষণ, ত্রিশিরা ও ভীমকর্ম্মা চতুর্দ্দশ সহস্র রাক্ষসকে যুদ্ধে একাকী রামকর্ত্তৃক বিনষ্ট হইতে দেখিয়া পুনর্ব্বার মেঘের ন্যায় ভীষণ ধ্বনি করিতে লাগিল। অপরের পক্ষে সুদুষ্কর সেই রামের কার্য্য দেখিয়া সে অতীব উদ্বিগ্না হইয়া রাবণ-পালিত লঙ্কাপুরীতে গমন করিল। ১—৩। সে দেখিল যে, সপ্তভূমিক গৃহের উপরিভাগে দীপ্ততেজা রাবণ সূর্য্যপ্রভাসম-সুবর্ণনির্ম্মিত পরম রমণীয় আসনে বসিয়া হেমময় বেদিমধ্যস্থ ঘৃতসমন্বিত উজ্জ্বল অগ্নির সাদৃশ্য ধারণ করত মরুদ্গণপরিবৃত বাসবের ন্যায় অমাত্যগণে পরিবৃত রহিয়াছে। যে যুদ্ধে মহাত্মা দেবতা, গন্ধর্ব্ব, ঋষি ও অন্যান্য প্রাণীদিগের অজেয় এবং মুখব্যাদান-কারী কৃতান্তের ন্যায় ভীষণ; বিশুদ্ধসুবর্ণময়-কুণ্ডল-ধারী, শোভনপরিচ্ছদশালী, রাজলক্ষণযুক্ত, দেবযুদ্ধে নানাবিধ শস্ত্রদ্বারা সমাহত পর্ব্বত-তুল্য দীর্ঘবাহু-যুক্ত যে বীরের সমস্ত শরীর বজ্র, অশনি ও অন্যান্য

ঐরাবতবিষাণাগ্রৈরুৎকৃষ্টকিণবক্ষসম্ ॥ ৭
বিংশদ্ভুজং দশগ্রীবং দর্শনীয়পরিচ্ছদম্।
বিশালবক্ষসং বীরং রাজলক্ষণলক্ষিতম্ ॥ ৮
নদ্ধবৈদূর্য্যসঙ্কাশং তপ্তকাঞ্চনকুণ্ডলম্।
সুভুজং শুক্লদশনং মহাস্যং পর্ব্বতোপমম্ ॥ ৯
বিষ্ণুচক্রনিপাতৈশ্চ শতশো দেবসংযুগে।
অন্যৈঃ শস্ত্রপ্রহারৈশ্চ মহাযুদ্ধেষু তাড়িতম্ ॥ ১০
আহতাঙ্গং সমস্তৈশ্চ দেবপ্রহরণৈস্তদা।
অক্ষোভ্যাণাং সমুদ্রাণাং ক্ষোভণং ক্ষিপ্রকারিণম্ ॥ ১১
ক্ষেপ্তারং পর্ব্বতাগ্রাণাং সুরাণাঞ্চ প্রমর্দ্দনম্।
উচ্ছেত্তারঞ্চ ধর্ম্মাণাং পরদারাভিমর্ষণম্ ॥ ১২
সর্ব্বদিব্যাস্ত্রযোক্তারং যজ্ঞবিঘ্নকরং সদা ॥ ১৩
পুরীং ভোগবতীং গত্বা পরাজিত্য চ বাসুকিম্।
তক্ষকস্য প্রিয়াং ভার্য্যাং পরাজিত্য জহার যঃ ॥ ১৪
কৈলাসং পর্ব্বতং গত্বা বিজিত্য নরবাহনম্।
বিমানং পুষ্পকং তস্য কামগং বৈ জহার যঃ ॥ ১৫
বনং চৈত্ররথং দিব্যং নলিনীং নন্দনং বনম্।
বিনাশয়তি যঃ ক্রোধাদ্দেবোদ্যানানি বীর্য্যবান্ ॥ ১৬
চন্দ্রসূর্য্যৌ মহাভাগাবুত্তিষ্ঠন্তৌ পরন্তপৌ।
নিবারয়তি বাহুভ্যাং যঃ শৈলশিখরোপমঃ ॥ ১৭
দশ বর্ষসহস্রাণি তপস্তপ্ত্বা মহাবনে।

দিব্যাস্ত্রগণের আঘাতচিহ্নে সমাকুল এবং বক্ষঃস্থল ঐরাবতহস্তীর দন্তাঘাতে কিণাঙ্কিত হইয়াছে; যাহার দশ গ্রীবা, বদন সকল বৃহৎ, বিংশতি হস্ত, বক্ষঃস্থল বিশাল, দন্ত শুভ্রবর্ণ ও বর্ণ স্নিগ্ধ বৈদূর্য্য-মণিতুল্য, যে প্রশান্ত সমুদ্র সকল ক্ষোভিত, দেবতা-দিগকে বিমর্দ্দিত ও প্রধান প্রধান পর্ব্বত সকল নিক্ষিপ্ত করিতে পারে, যে সত্বর কার্য্য সম্পন্ন করিয়া থাকে; যে সর্ব্বদা যজ্ঞের বিঘ্ন উৎপাদন করে; যে সকল ধর্ম্মের উন্মূলনকারী, পরস্ত্রীগমনে রত ও সকল দিব্যাস্ত্র-প্রয়োগে সমর্থ, যে পাতালে ভোগবতী নগরীতে যাইয়া বাসুকি ও তক্ষককে পরাস্ত করিয়া তক্ষকের প্রিয়তমা ভার্য্যাকে হরণ করিয়াছে; যে কৈলাসশিখরে যাইয়া নরবাহন কুবেরকে পরাজয় করিয়া তাহার পুষ্পক-নামক ইচ্ছাগামী বিমান হরণ করিয়াছে; আকারে পর্ব্বতশিখরসদৃশ যে বীর ক্রুদ্ধ হইয়া চৈত্ররথ-নামক উত্তম বন, তাহার মধ্যস্থিত নলিনীযুক্ত সরোবর, নন্দনকানন ও দেবোদ্যান সকল বিনষ্ট এবং বাহুদ্বয়দ্বারা উদয়োন্মুখ শত্রুতাপন মহা-ভাগ সূর্য্য ও চন্দ্রকে নিবারিত করিতে সমর্থ; পূর্ব্বে যে বীর মহাবনে থাকিয়া দশ হাজার বৎসর তপস্যা

পুরা স্বয়ম্ভুবে ধীরঃ শিরাংস্যুপজহার যঃ ॥ ১৮
দৈবদানবগন্ধর্ব্বপিশাচপতগোরগৈঃ ।
অভয়ং যস্য সংগ্রামে মৃত্যুতো মানুষাদৃতে ॥ ১৯
মন্ত্রৈরভিষ্টুতং পুণ্যমধ্বরেষু দ্বিজাতিভিঃ ।
হবির্দ্ধানেষু যঃ সোমমুপহন্তি মহাবলঃ ॥ ২০
প্রাপ্তযজ্ঞহরং দুষ্টং ব্রহ্মঘ্নং ক্রূরকারিণম্ ।
কর্কশং নিরনুক্রোশং প্রজানামহিতে রতম্ ॥ ২১
রাবণং সর্ব্বভূতানাং সর্ব্বলোকভয়াবহম্ ।
রাক্ষসী ভ্রাতরং ক্রূরং সা দদর্শ মহাবলম্ ॥ ২২
তং দিব্যবস্ত্রাভরণং দিব্যমাল্যোপশোভিতম্ ।
আসনে সূপবিষ্টং তং কালে কালমিবোদ্যতম্ ।
রাক্ষসেন্দ্রং মহাভাগং পৌলস্ত্যকুলনন্দনম্ ॥ ২৩
উপগম্যাব্রবীদ্বাক্যং রাক্ষসী ভয়বিহ্বলা ।
রাবণং শত্রুহন্তারং মন্ত্রিভিঃ পরিবারিতম্ ॥ ২৪
তমব্রবীদ্দীপ্তবিশাললোচনং
প্রদর্শয়িত্বা ভয়লোভমোহিতা ।
সুদারুণং বাক্যমভীতচারিণী
মহাত্মনা শূর্পণখা বিরূপিতা ॥ ২৫
ইত্যারণ্যকাণ্ডে দ্বাত্রিংশঃ সর্গঃ ॥ ৩২ ॥

করত স্বয়ম্ভু ব্রহ্মাকে নিজ মস্তক সকল উপহার দিয়াছিল; যুদ্ধে মানুষ ভিন্ন কি দেব, কি গন্ধর্ব্ব কি পিশাচ, কি নাগ, কি উরগ, কাহা হইতেও যাহার প্রাণের ভয় নাই; যে মহাবল, যজ্ঞশালামধ্যে ব্রাহ্মণগণকর্তৃক যজ্ঞার্থে বৈদিক মন্ত্রদ্বারা সংস্কৃত পুণ্যজনক সোমরস নষ্ট করে; যে কর্কশ-স্বভাব, দুষ্টাচারী ক্রূরকর্ম্মা, ব্রাহ্মণঘাতী, প্রাণিগণের অশুভকারী, সকল লোকের ভয়প্রদ, দয়াশূন্য ও প্রাণিগণের রোদনহেতু; যে দক্ষিণাকালপ্রাপ্ত যজ্ঞ সকল নষ্ট করিয়া থাকে; এবং যে রণে কৃতান্তের ন্যায় উদ্যমশীল হয়; সেই পৌলস্ত্য বংশজাত, রাক্ষসেন্দ্র, মহাভাগ, মহাবল, ক্রূর-স্বভাব, শত্রুহন্তা ভ্রাতা রাবণ উত্তম বস্ত্র পরিধানপূর্ব্বক দিব্য অলঙ্কার ও মাল্য দ্বারা সুশোভিত ও সচিবগণে পরিবেষ্টিত হইয়া স্বচ্ছন্দে আসনে উপবিষ্ট রহিয়াছে। ৪—২৩। ইহা দেখিয়া সেই রামের ভয়ে বিহ্বলা রাক্ষসী তাহার নিকটে যাইয়া তাহাকে বলিল। তখন মহাত্মা রাম কর্ত্তৃক বিরূপিতা নির্ভয়ে বিচরণকারিণী শূর্পণখা রামবিষয়ক লোভ এবং তাঁহার ভয়ে বিমোহিতা হইয়া সেই প্রদীপ্ত ও বিস্তৃতনয়নসম্পন্ন রাবণকে নিজের দুর্দ্দশা দেখাইয়া অতি ভয়ঙ্কর বাক্য বলিতে-লাগিল। ২২—২৫।

ত্রয়স্ত্রিংশঃ সর্গঃ ।

ততঃ শূর্পণখা দীনা রাবণং লোকরাবণম্ ।
অমাত্যমধ্যে সংক্রুদ্ধা পরুষং বাক্যমব্রবীৎ ॥ ১
প্রমত্তঃ কামভোগেষু স্বৈরবৃত্তো নিরঙ্কুশঃ ।
সমুৎপন্নং ভয়ং ঘোরং বোদ্ধব্যং নাববুধ্যসে ॥ ২
সক্তং গ্রাম্যেষু ভোগেষু কামবৃত্তং মহীপতিম্ ।
লুব্ধং ন বহু মন্যন্তে শ্মশানাগ্নিমিব প্রজাঃ ॥ ৩
স্বয়ং কার্য্যাণি যঃ কালে নানুতিষ্ঠতি পার্থিবঃ ।
স তু বৈ সহ রাজ্যেন তৈশ্চ কার্য্যৈর্বিনশ্যতি ॥ ৪
অযুক্তচারং দুর্দ্দর্শমস্বাধীনং নরাধিপম্ ।
বর্জ্জয়ন্তি নরা দূরান্নদীপঙ্কমিব দ্বিপাঃ ॥ ৫
যে ন রক্ষন্তি বিষয়মস্বাধীনং নরাধিপাঃ ।
তে ন বৃদ্ধ্যা প্রকাশন্তে গিরয়ঃ সাগরে যথা ॥ ৬
আত্মবদ্ভির্বিগৃহ্য ত্বং দেবগন্ধর্ব্বদানবৈঃ ।
অযুক্তচারশ্চপলঃ কথং রাজা ভবিষ্যসি ॥ ৭
ত্বন্তু বালস্বভাবশ্চ বুদ্ধিহীনশ্চ রাক্ষস ।

ত্রয়স্ত্রিংশ সর্গ ।

দীনা শূর্পণখা সক্রোধে মন্ত্রিমধ্যে সমাসীন নিখিল-লোকের রোদনকারী রাবণকে পরুষ বাক্যে বলিল, "তুমি স্বেচ্ছাচারী হইয়া কামভোগে মত্ত আছ; তোমাকে সুপথে চালিত করিতে পারে, তোমার অঙ্কুশস্বরূপ এরূপ মন্ত্রীও নাই; অতএব তুমি অবশ্য-জ্ঞাতব্য এই যে বিষম ভয় উপস্থিত হইয়াছে, তাহা জানিতে পারিতেছ না। যে রাজা তুচ্ছ সুখভোগে মত্ত, স্বেচ্ছাচারী ও লোভী হন, প্রজারা তাঁহাকে শ্মশানমধ্যস্থ অগ্নির ন্যায় অনাদর করে। যে রাজা স্বয়ং কার্য্যানুষ্ঠান করেন না, তিনি রাজ্য ও সেই সকল কার্য্যের সহিত বিনাশ প্রাপ্ত হন। যিনি প্রমদা প্রভৃতির বশীভূত, যাঁহার দর্শন নিতান্ত দুর্লভ এবং যিনি উত্তমরূপে চর নিযুক্ত করেন না, হস্তীরা যেমন দূর হইতে পঙ্কিলসলিলা নদী পরিত্যাগ করিয়া থাকে, তদ্রূপ প্রজারা দূর হইতেই সেই নরপতিকে পরিত্যাগ করে। ১—৫। যে নরপতিগণ স্বাধীন উপায় অবলম্বন করিয়া অনায়ত্ত রাজ্য আয়ত্ত করেন না, সাগরমধ্যস্থিত পর্ব্বতের ন্যায়, তাঁহাদিগের বৃদ্ধি হয় না। তুমি সুচতুর চর নিয়োগ কর না এবং তোমার চিত্তও চঞ্চল; অতএব তুমি বিশুদ্ধচিত্ত দেব, দৈত্য ও গন্ধর্ব্বদিগের সহিত শত্রুতা করিয়া কিরূপে রাজত্ব করিবে? রাক্ষসবর! তুমি বুদ্ধিশূন্য,

জ্ঞাতব্যঞ্চ ন জানীষে কথং রাজা ভবিষ্যসি ॥ ৮
যেষাং চারাশ্চ কোশশ্চ নয়শ্চ জয়তাং বর।
অস্বাধীনা নরেন্দ্রাণাং প্রাকৃতৈস্তে জনৈঃ সমাঃ ॥ ৯
যস্মাৎ পশ্যন্তি দূরস্থান্ সর্ব্বানর্থান্ নরাধিপাঃ।
চারেণ তস্মাদুচ্যন্তে রাজানো দীর্ঘচক্ষুষঃ ॥ ১০
অযুক্তচারং মন্যে ত্বাং প্রাকৃতৈঃ সচিবৈর্যুতম্।
স্বজনঞ্চ জনস্থানং নিহতং নাববুধ্যসে ॥ ১১
চতুর্দ্দশ সহস্রাণি রক্ষসাং ভীমকর্ম্মণাম্।
হতান্যেকেন রামেণ খরশ্চ সহদূষণঃ ॥ ১২
ঋষীণামভয়ং দত্তং কৃতক্ষেমাশ্চ দণ্ডকাঃ।
ধর্ষিতঞ্চ জনস্থানং রামেণাক্লিষ্টকারিণা ॥ ১৩
ত্বন্তু লুব্ধঃ প্রমত্তশ্চ পরাধীনশ্চ রাবণ।
বিষয়ে স্বে সমুৎপন্নং যদ্ভয়ং নাববুধ্যসে ॥ ১৪
তীক্ষ্ণমল্পপ্রদাতারং প্রমত্তং গর্ব্বিতং শঠম্।
ব্যসনে সর্ব্বভূতানি নাভিধাবন্তি পার্থিবম্ ॥ ১৫
অতিমানিনমগ্রাহ্যমাত্মসম্ভাবিতং নরম্।
ক্রোধনং ব্যসনে হন্তি স্বজনোঽপি নরাধিপম্ ॥ ১৬
নানুতিষ্ঠতি কার্য্যাণি ভয়েষু ন বিভেতি চ।
ক্ষিপ্রং রাজ্যাচ্চ্যুতো দীনস্তৃণৈস্তুল্যো ভবেদিহ ॥ ১৭
শুষ্ককাষ্ঠৈর্ভবেৎ কার্য্যং লোষ্টৈরপি চ পাংশুভিঃ।
ন তু স্থানাৎ পরিভ্রষ্টৈঃ কার্য্যং স্যাদ্বসুধাধিপৈঃ ॥ ১৮
উপভুক্তং যথা বাসঃ স্রজো বা মৃদিতা যথা।
এবং রাজ্যাৎ পরিভ্রষ্টঃ সমর্থোঽপি নিরর্থকঃ ॥ ১৯
অপ্রমত্তশ্চ যো রাজা সর্ব্বজ্ঞো বিজিতেন্দ্রিয়ঃ।
কৃতজ্ঞো ধর্ম্মশীলশ্চ স রাজা তিষ্ঠতে চিরম্ ॥ ২০
নয়নাভ্যাং প্রসুপ্তো বা জাগর্ত্তি নয়চক্ষুষা।
ব্যক্তক্রোধপ্রসাদশ্চ স রাজা পূজ্যতে জনৈঃ ॥ ২১
ত্বন্তু রাবণ দুর্ব্বুদ্ধির্গুণৈরেতৈর্বিবর্জ্জিতঃ।
যস্য তেঽবিদিতশ্চারৈ রক্ষসাং সুমহান্ বধঃ ॥ ২২

পরাবমন্তা বিষয়েষু সঙ্গবান্
ন দেশকালপ্রবিভাগতত্ত্ববিৎ।
অযুক্তবুদ্ধির্গুণদোষনিশ্চয়ে
বিপন্নরাজ্যো নচিরাদ্বিপৎস্যসে ॥ ২৩
ইতি স্বদোষান্ পরিকীর্ত্তিতাংস্তয়া
সমীক্ষ্য বুদ্ধ্যা ক্ষণদাচরেশ্বরঃ।
ধনেন দর্পেণ বলেন চান্বিতো
বিচিন্তয়ামাস চিরং স রাবণঃ ॥ ২৪

ইত্যারণ্যকাণ্ডে ত্রয়স্ত্রিংশঃ সর্গঃ ॥ ৩৩ ॥

বালকস্বভাব এবং জ্ঞাতব্য বিষয়ে অনভিজ্ঞ, সুতরাং তুমি কিরূপে রাজ্যে স্থির থাকিবে? বিজয়িপ্রবর! ধনাগার ও নীতি যাহাদিগের আয়ত্ত নহে, সেই নরপতিরা নীচ ব্যক্তির তুল্য। রাজারা চরদ্বারা দূরস্থ সকল বিষয় প্রত্যক্ষ করেন বলিয়াই তাঁহারা “দীর্ঘ-চক্ষু” বলিয়া কথিত হন। ৬—১০। আমার বোধ হইতেছে যে, তুমি উত্তমরূপে চর নিয়োগ কর না এবং তোমার অমাত্যগণও নীচবংশোদ্ভব! কেননা, জনস্থান ও তথাকার আত্মীয়গণ যে বিনষ্ট হইয়াছে, তাহা তুমি জানিতে পার নাই। রাম একাকীই খর, দূষণ ও চতুর্দ্দশসহস্র ভীমকর্ম্মা রাক্ষসকে সংহার করিয়াছে। সেই অক্লিষ্ট কর্ম্মা রাম ঋষিদিগকে অভয় দিয়াছে এবং জনস্থান ধর্ষিত ও দণ্ডকারণ্য মঙ্গলযুক্ত করিয়াছে। রাবণ! তুমি লুব্ধ প্রমত্ত ও পরাধীন! অতএব তোমার রাজ্যমধ্যে সংঘটিত অনিষ্টের বিষয় জানিতে পারিতেছ না। অল্পদাতা, তীক্ষ্ণস্বভাব, প্রমত্ত, গর্ব্বিত ও শঠ ভূপতি বিপদাপন্ন হইলে, প্রজাগণ তাঁহাকে রক্ষা করিতে যত্নবান্ হন না। যে রাজা অভিমানী ও ক্রোধস্বভাব হন, যিনি মনে মনে আপনাকেই সমধিক অভিজ্ঞ বিবেচনা করেন এবং যাঁহাকে কেহ কোন বিষয়ে উপযুক্ত বোধ করাইতে পারে না; বিপদ্‌সময়ে তাঁহার আত্মীয়গণও তাঁহাকে বিনাশ করে। ১১—১৬। যে রাজা নিজে কার্য্য সম্পন্ন করেন না এবং ভয় উপস্থিত হইলেও ভীত হন না; তিনি অচিরেই রাজ্যচ্যুত ও দীন হইয়া তৃণতুল্য হন। শুষ্ক কাষ্ঠ লোষ্ট্র ও ধূলিদ্বারাও কার্য্য সিদ্ধ হয়; কিন্তু স্থানভ্রষ্ট রাজার দ্বারা কোন কার্য্যই হয় না। রাজ্যচ্যুত রাজা শক্তিশালী হইয়াও, পরিত্যক্ত বস্ত্র ও বিমর্দ্দিত মাল্যের ন্যায় বৃথা হন। যিনি ভ্রান্তিহীন, রাজ্যবিষয়ক সকল তত্ত্বে অভিজ্ঞ, কৃতজ্ঞ ও ধর্ম্মানুষ্ঠান-রত হন, সেই রাজা বহুকাল স্বরাজ্যে স্থিরতর থাকেন। যিনি নয়ন দ্বারা সুপ্ত হইয়াও নীতিরূপ নেত্রদ্বারা জাগরিত থাকেন এবং যাহার ক্রোধ ও প্রসাদ কার্য্যদ্বারা ব্যক্ত হয়, সকলে সেই ভূপালকে পূজা করে। রাবণ! তুমি দুর্ব্বুদ্ধিশালী এবং ঐ সকল গুণে হীন; কারণ তুমি চরদ্বারা রাক্ষসদিগের এই বধ-বৃত্তান্ত জানিতে পার নাই। তুমি অন্যের অবমাননাকারী, বিষয়াসক্ত, দেশকালবিভাগে অসমর্থ এবং গুণদোষ-নির্ণয়ে চিত্তনিবেশে অসমর্থ; অতএব অচিরেই তুমি বিপন্ন ও রাজ্যচ্যুত হইবে।” ধন, দর্প ও বলমদান্বিত রাবণ ঐরূপে শূর্পণখার মুখে কীর্ত্তিত নিজ দোষ সকল শুনিয়া বহুক্ষণ মনে মনে চিন্তা করিল। ১৭—২৪।

চতুস্ত্রিংশঃ সর্গঃ ।

ততঃ শূর্পণখাং দৃষ্ট্বা ব্রুবতীং পরুষং বচঃ।
অমাত্যমধ্যে সংক্রুদ্ধঃ পরিপপ্রচ্ছ রাবণঃ ॥ ১
কশ্চ রামঃ কথংবীর্য্যঃ কিংরূপঃ কিংপরাক্রমঃ।
কিমর্থং দণ্ডকারণ্যং প্রবিষ্টশ্চ সুদুস্তরম্ ॥ ২
আয়ুধং কিঞ্চ রামস্য যেন তে রাক্ষসা হতাঃ ॥ ৩
খরশ্চ নিহতঃ সংখ্যে দূষণস্ত্রিশিরাস্তথা।
তত্ত্বং ব্রূহি মনোজ্ঞাঙ্গি কেন ত্বঞ্চ বিরূপিতা ॥ ৪
ইত্যুক্তা রাক্ষসেন্দ্রেণ রাক্ষসী ক্রোধমূর্চ্ছিতা।
ততো রামং যথান্যায়মাখ্যাতুমুপচক্রমে ॥ ৫
দীর্ঘবাহুর্বিশালাক্ষশ্চীরকৃষ্ণাজিনাম্বরঃ।
কন্দর্পসমরূপশ্চ রামো দশরথাত্মজঃ ॥ ৬
শক্রচাপনিভং চাপং বিকৃষ্য কনকাঙ্গদম্।
দীপ্তান্ ক্ষিপতি নারাচান্ সর্পানিব মহাবিষান্ ॥ ৭
নাদদানং শরান্ ঘোরান্ বিমুঞ্চন্তং মহাবলম্।
ন কার্ম্মুকং বিকর্ষন্তং রামং পশ্যামি সংযুগে ॥ ৮
হন্যমানন্তু তৎসৈন্যং পশ্যামি শরবৃষ্টিভিঃ
ইন্দ্রেণেবোত্তমং সস্যমাহতং ত্বশ্মবৃষ্টিভিঃ ॥ ৯
রক্ষসাং ভীমবীর্য্যাণাং সহস্রাণি চতুর্দ্দশ।
নিহতানি শরৈস্তীক্ষ্ণৈস্তেনৈকেন পদাতিনা ॥ ১০
অর্দ্ধাধিকমুহূর্ত্তেন খরশ্চ সহদূষণঃ।
ঋষীণামভয়ং দত্তং কৃতক্ষেমাশ্চ দণ্ডকাঃ ॥ ১১
একা কথঞ্চিন্মুক্তাহং পরিভূয় মহাত্মনা।
স্ত্রীবধং শঙ্কমানেন রামেণ বিদিতাত্মনা ॥ ১২
ভ্রাতা চাস্য মহাতেজা গুণতস্তুল্যবিক্রমঃ।
অনুরক্তশ্চ ভক্তশ্চ লক্ষ্মণো নাম বীর্য্যবান্ ॥ ১৩
অমর্ষী দুর্জ্জয়ো জেতা বিক্রান্তো বুদ্ধিমান্ বলী।
রামস্য দক্ষিণো বাহুর্নিত্যং প্রাণো বহিশ্চরঃ ॥ ১৪
রামস্য তু বিশালাক্ষী পূর্ণেন্দুসদৃশাননা।
ধর্ম্মপত্নী প্রিয়া নিত্যং ভর্ত্তুঃ প্রিয়হিতে রতা ॥ ১৫
সা সুকেশী সুনাসোরুঃ সুরূপা চ যশস্বিনী।
দেবতেব বনস্যাস্য রাজতে শ্রীরিবাপরা ॥ ১৬
তপ্তকাঞ্চনবর্ণাভা রক্ততুঙ্গনখী শুভা।
সীতা নাম বরারোহা বৈদেহী তনুমধ্যমা ॥ ১৭
নৈব দেবী ন গন্ধর্ব্বী ন যক্ষী ন চ কিন্নরী।
তথারূপা ময়া নারী দৃষ্টপূর্ব্বা মহীতলে ॥ ১৮
যস্য সীতা ভবেদ্ভার্য্যা যঞ্চ হৃষ্টা পরিষ্বজেৎ
অভিজীবেৎ স সর্ব্বেষু লোকেষ্বপি পুরন্দরাৎ ॥ ১৯

চতুস্ত্রিংশ সর্গ ।

মন্ত্রিমধ্যে সমাসীন রাবণ, শূর্পণখার কঠোর কথায় ক্রুদ্ধ হইয়া তাহাকে বলিল, "রাম কে? তাহার রূপ বীর্য্য ও পরাক্রম কিরূপ? কেন সে বিজন দণ্ডকারণ্যে আসিয়াছে? সে যে অস্ত্রদ্বারা খর, দূষণ ও সেই সকল রাক্ষসদিগকে বধ করিয়াছে; তাহার এরূপ অস্ত্রই বা কি আছে? মনোজ্ঞাঙ্গি! কে তোমাকে বিরূপিতা করিয়াছে, যথার্থ করিয়া বল।" রাক্ষসশ্রেষ্ঠ রাবণ ঐরূপ জিজ্ঞাসা করিলে ক্রোধান্বিতা শূর্পণখা রাক্ষসী অবিকল রামের কাহিনী বলিতে লাগিল;—রূপে কন্দর্পতুল্য বল্কলকৃষ্ণাজিনধারী মহাবল দীর্ঘবাহু আয়তলোচন দশরথতনয় রাম মহেন্দ্রধনুতুল্য সুবর্ণবলয়-ভূষিত ধনু আকর্ষণপূর্ব্বক উগ্রবিষধর সর্পের ন্যায় প্রাণান্তকারী প্রভাময় নারাচ সকল নিক্ষেপ করে। যুদ্ধে তাহাকে ভয়ঙ্কর বাণ সকল গ্রহণ বা ধনু-আকর্ষণপূর্ব্বক নিক্ষেপ করিতে আমি দেখি নাই, কেবল এই পর্য্যন্ত দেখিয়াছি যে, যেরূপ ইন্দ্রকর্ত্তৃক শিলাবৃষ্টিদ্বারা উৎকৃষ্ট শস্য বিনষ্ট হয়, তদ্রূপ সেই রাক্ষস সৈন্য বাণবর্ষণে বিনষ্ট হইতেছিল। সে পদাতি হইয়াও একাকী সার্দ্ধমুহূর্ত্তে খর, দূষণ ও চতুর্দ্দশ সহস্র ভীমপরাক্রমশালী রাক্ষসকে সুতীক্ষ্ণ বাণদ্বারা বধ করিয়াছে। ঋষিদিগকে সে অভয় দিয়াছে এবং দণ্ডকার ও মঙ্গলময় করিয়াছে। ১—১১। আত্মতত্ত্বজ্ঞ মহাত্মা রাম স্ত্রীহত্যার ভয় বশতই কেবল আমাকেই বিরূপিতাঙ্গী করিয়া ছাড়িয়া দিয়াছে। তাহার অনুরক্ত ও ভক্ত 'লক্ষ্মণ' নামে এক ভ্রাতা আছে; সে তাহার দক্ষিণবাহুতুল্য, অথবা বহিশ্চর প্রাণ। সেই বুদ্ধিমান্ বলবিক্রমশালী অমর্ষ-স্বভাব দুর্জ্জয় মহাতেজস্বী লক্ষ্মণও গুণে ও বিক্রমে তাঁহার ন্যায় এবং যুদ্ধে বিচরণে ও শত্রু-পরাজয়ে সুদক্ষ। সীতা নামে সেই রামের এক প্রিয়তমা ধর্ম্মপত্নী আছে, সে সতত স্বামীর প্রিয় ও হিতানুষ্ঠানে অনুরাগিণী রহিয়াছে। ১২—১৫। সেই যশস্বিনী বিদেহরাজ জনকের কন্যা; তাহার বদন পূর্ণচন্দ্রের ন্যায়, লোচনদ্বয় অতি বিশাল, বর্ণজ্যোতিঃ কাঞ্চনবৎ, কটি ক্ষীণ, নখ উন্নত অথচ রক্তবর্ণ এবং কেশ, নাসা, উরু ও রূপ অতি মনোহর; সে বনদেবী বা দ্বিতীয়া লক্ষ্মীর ন্যায় কান্তিমতী; দেবতা গন্ধর্ব্ব, যক্ষ, কিন্নর, বা মনুষ্যলোকে পূর্ব্বে আমি তাহার ন্যায় সুন্দরী ললনা দেখি নাই। সেই সীতা যাহার পত্নী,—সে সানন্দে যাহাকে আলিঙ্গন করে, সেই ব্যক্তি সকল প্রাণী, এমন কি, মহেন্দ্র অপেক্ষাও সমধিক সুখে কাল অতিবাহন

সা সুশীলা বপুঃশ্লাঘ্যা রূপেণাপ্রতিমা ভুবি।
তবানুরূপা ভার্য্যা সা ত্বঞ্চ তস্যাঃ পতির্বরঃ॥ ২০
তাস্তু বিস্তীর্ণজঘনাং পীনোত্তুঙ্গপয়োধরাম্।
ভার্য্যার্থে তু তবানেতুমুদ্যতাহং বরাননাম্।
বিরূপিতাস্মি ক্রূরেণ লক্ষ্মণেন মহাভুজ॥ ২১
তান্তু দৃষ্ট্বাদ্য বৈদেহীং পূর্ণচন্দ্রনিভাননাম্।
মন্মথস্য শরাণাঞ্চ ত্বং বিধেয়ো ভবিষ্যসি॥ ২২
যদি তস্যামভিপ্রায়ো ভার্য্যাত্বে তব জায়তে।
শীঘ্রমুদ্ধ্রিয়তাং পাদো জয়ার্থমিহ দক্ষিণঃ॥ ২৩
রোচতে যদি তে বাক্যং মমৈতদ্রাক্ষসেশ্বর।
ক্রিয়তাং নির্ব্বিশঙ্কেন বচনং মম রাঘব॥ ২৪
বিজ্ঞায়ৈষামশক্তিঞ্চ ক্রিয়তাঞ্চ মহাবল।
সীতা তবানবদ্যাঙ্গী ভার্য্যাত্বে রাক্ষসেশ্বর॥ ২৫
নিশম্য রামেণ শরৈরজিহ্মগৈ-
র্হতান্ জনস্থানগতান্ নিশাচরান্।
খরঞ্চ দৃষ্ট্বা নিহতঞ্চ দূষণং
ত্বমদ্য কৃত্যং প্রতিপত্তুমর্হসি॥ ২৬
ইত্যারণ্যকাণ্ডে চতুস্ত্রিংশঃ সর্গঃ॥ ৩৪॥

করে। পৃথিবীতে অনুপম রূপলাবণ্যবতী, শ্লাঘনীয়-দেহা, বিস্তৃত-জঘনা, প্রশস্তবদনা এবং পীন ও উন্নত-পয়োধরা সেই সুশীলা সীতা আপনারই ভার্য্যা হই-বার উপযুক্ত পাত্রী; আপনিই তাহার অনুরূপ স্বামী। ১৬—২০। মহাবাহো। আমি আপনার ভার্য্যা হইবার জন্য তাহাকে আনয়ন করিতে উদ্যত হওয়াতে ক্রূর লক্ষ্মণকর্তৃক বিরূপিতা হইয়াছি। এক্ষণে আপনি যদি সেই পূর্ণচন্দ্র-বদনা বিদেহরাজ-নন্দিনী সীতাকে একবার দেখেন, তাহা হইলে নিশ্চয়ই পঞ্চবাণের লক্ষ্য হইয়া উঠেন। যদি তাহাকে ভার্য্যা করিতে আপনার ইচ্ছা হয় তবে এখনই ত্বরায় আপনি রামকে জয় করিবার জন্য দক্ষিণপদ সঞ্চালন করুন। রাক্ষসেশ্বর রাবণ! যদি আপনি আমার এই কথা উত্তম বলিয়া মনে করেন, তবে নিঃশঙ্কচিত্তে আমার কথার অনু-যায়ী কার্য্য করিতে যত্নবান্ হউন। মহাবল রাক্ষস-পতি! আপনি তাহাদিগকে অসমর্থ ও আপনাকে সমর্থ মনে করিয়া সেই অনিন্দিতা সীতাকে ভার্য্যা-করিবার চেষ্টা করুন। খর, দূষণ ও জনস্থান-নিবাসী রাক্ষসগণ রামের ঋজুগামী শরসমূহদ্বারা নিহত হইয়াছে শুনিয়া যাহা আপনার কর্ত্তব্য বলিয়া বোধ হয়, আপনি সেইরূপই করুন।" ২১—২৬।

পঞ্চত্রিংশঃ সর্গঃ।

ততঃ শূর্পণখাবাক্যং তচ্ছ্রুত্বা রোমহর্ষণম্।
সচিবানভ্যনুজ্ঞায় কার্য্যং বুদ্ধ্বা জগাম হ॥ ১
তৎ কার্য্যমনুগম্যান্তর্যথাবদুপলভ্য চ।
দোষাণাঞ্চ গুণানাঞ্চ সম্প্রধার্য্য বলাবলম্॥ ২
ইতি কর্ত্তব্যমিত্যেব কৃত্বা নিশ্চয়মাত্মনা।
স্থিরবুদ্ধিস্ততো রম্যাং যানশালাং জগাম হ॥ ৩
যানশালাং ততো গত্বা প্রচ্ছন্নং রাক্ষসাধিপঃ।
সূতং সঞ্চোদয়ামাস রথঃ সংযুজ্যতামিতি॥ ৪
এবমুক্তঃ ক্ষণেনৈব সারথির্লঘুবিক্রমঃ।
রথং সংযোজয়ামাস তস্যাভিমতমুত্তমম্॥ ৫
কামগং রথমাস্থায় কাঞ্চনং রত্নভূষিতম্।
পিশাচবদনৈর্যুক্তং খরৈঃ কনকভূষিতৈঃ॥ ৬
মেঘপ্রতিমনাদেন স তেন ধনদানুজঃ।
রাক্ষসাধিপতিঃ শ্রীমান্ যযৌ নদনদীপতিম্॥ ৭
স শ্বেতবালব্যজনঃ শ্বেতচ্ছত্রো দশাননঃ।
স্নিগ্ধবৈদূর্য্যসঙ্কাশস্তপ্তকাঞ্চনভূষণঃ॥ ৮
দশাস্যো বিংশতিভুজো দর্শনীয়পরিচ্ছদঃ।
ত্রিদশারির্মুনীন্দ্রঘ্নো দশশীর্ষ ইবাদ্রিরাট্॥ ৯
কামগং রথমাস্থায় শুশুভে রাক্ষসাধিপঃ।

পঞ্চত্রিংশ সর্গ।

রক্ষঃপতি স্থিরবুদ্ধি রাবণ শূর্পণখার সেই রোম-হর্ষক কথা শুনিয়া কর্ত্তব্য স্থির করত মন্ত্রীদিগকে গমন করিতে অনুমতি দিয়া একাকীই প্রস্থান করিল। সে মনে মনে সেই কার্য্য উদ্দেশে সূক্ষ্মদৃষ্টি সহ তাহার শত গুণ ও দোষের বলাবল নির্দ্ধারণ করিয়া কর্ত্তব্য স্থির করত মনোহর যানগৃহে গমন করিল এবং তথায় যাইয়া প্রচ্ছন্নভাবে সারথিকে "রথ সংযোজিত কর" এরূপ আদেশ করিল। রাবণের আদেশক্রমে সারথিও দ্রুতপদে অবিলম্বে তাহার মনোমত এক উৎ-কৃষ্ট রথ যোজনা করিল। পরে কুবেরের কনিষ্ঠ ভ্রাতা রাক্ষসরাজ শ্রীমান্ রাবণ সুবর্ণ-ভূষিত পিশাচের ন্যায় মুখ বিশিষ্ট খরসমূহে যোজিত, মেঘের ন্যায় শব্দকারী, সেই ইচ্ছাগামী রথে আরোহণ করিয়া নদনদীপতি সাগরের অভিমুখে প্রস্থান করিল। ১—৭। শ্বেত চামর ও ছত্রধারী, প্রধান প্রধান মুনিগণ-বিনাশকারী, স্নিগ্ধ বৈদূর্য্যবৎ প্রভাশালী, বিশুদ্ধ-স্বর্ণালঙ্কারে বিভূ-ষিত, শোভনপরিচ্ছদান্বিত, বিংশতিভুজ, দশমুখ, দশানন, দশশৃঙ্গ-পর্ব্বতরাজতুল্য, কুবেরের কনিষ্ঠ ভ্রাতা সেই বীর্য্যশালী রাক্ষসাধিপতি দেবতাদিগের

বিদ্যুন্মণ্ডলবান্ মেঘঃ সবালক ইবাম্বরে ॥ ১০
স শৈলসাগরানূপং বীর্য্যবানবলোকয়ন্ ।
নানাপুষ্পফলৈর্বৃক্ষৈরনুকীর্ণং সহস্রশঃ ॥ ১১
শীতমঙ্গলতোয়াভিঃ পদ্মিনীভিঃ সমন্ততঃ ।
বিশালৈরাশ্রমপদৈর্বেদিমদ্ভিরলঙ্কৃতম্ ॥ ১২
কদল্যাটবিসংশোভং নারিকেলোপশোভিতম্ ।
শালৈস্তালৈস্তমালৈশ্চ তরুভিশ্চ সুপুষ্পিতৈঃ ॥ ১৩
অত্যন্তনিয়তাহারৈঃ শোভিতং পরমর্ষিভিঃ ।
নাগৈঃ সুপর্ণৈর্গন্ধর্ব্বৈঃ কিন্নরৈশ্চ সহস্রশঃ ॥ ১৪
জিতকামৈশ্চ সিদ্ধৈশ্চ চারণৈশ্চোপশোভিতম্ ।
আজৈর্বৈখানসৈর্মাষৈর্বালখিল্যৈর্মরীচিপৈঃ ॥ ১৫
দিব্যাভরণমাল্যাভির্দিব্যরূপাভিরাবৃতম্ ।
ক্রীড়ারতিবিধিজ্ঞাভিরপ্সরোভিঃ সহস্রশঃ ॥ ১৬
সেবিতং দেবপত্নীভিঃ শ্রীমতীভিরুপাসিতম্ ।
দেবদানবসঙ্ঘৈশ্চ চরিতন্ত্বমৃতাশিভিঃ ॥ ১৭
হংসক্রৌঞ্চপ্লবাকীর্ণং সারসৈঃ সম্প্রণাদিতম্ ।
বৈদূর্য্যপ্রস্তরং স্নিগ্ধং সান্দ্রং সাগরতেজসা ॥ ১৮
পাণ্ডুরাণি বিশালানি দিব্যমালাযুতানি চ ।
তূর্য্যগীতাভিজুষ্টানি বিমানানি সমন্ততঃ ॥ ১৯
তপসা জিতলোকানাং কামগান্যভিসম্পতন্ ।
গন্ধর্ব্বাপ্সরসশ্চৈব দদর্শ ধনদানুজঃ ॥ ২০

নির্যাসরসমূলানাং চন্দনানাং সহস্রশঃ ।
বনানি পশ্যন্ সৌম্যানি ঘ্রাণতৃপ্তিকরাণি চ ॥ ২১
অগুরূণাঞ্চ মুখ্যানাং বনান্যুপবনানি চ ।
তক্কোলানাঞ্চ জাত্যানাং ফলিনাঞ্চ সুগন্ধিনাম্ ॥ ২২
পুষ্পাণি চ তমালস্য গুল্মানি মরিচস্য চ ।
মুক্তানাঞ্চ সমূহানি শুষ্যমাণানি তীরতঃ ॥ ২৩
শৈলানি প্রবরাংশ্চৈব প্রবালনিচয়াংস্তথা ।
কাঞ্চনানি চ শৃঙ্গাণি রাজতানি তথৈব চ ।
প্রস্রবাণি মনোজ্ঞানি প্রসন্নান্যদ্ভুতানি চ ॥ ২৪
ধনধান্যোপপন্নানি স্ত্রীরত্নৈরাবৃতানি চ ।
হস্ত্যশ্বরথগাঢ়ানি নগরাণি বিলোকয়ন্ ॥ ২৫
তং সমং সর্ব্বতঃ স্নিগ্ধং মৃদুসংস্পর্শমারুতম্ ।
অনূপে সিন্ধুরাজস্য দদর্শ ত্রিদিবোপমম্ ॥ ২৬
তত্রাপশ্যৎ স মেঘাভং ন্যগ্রোধং মুনিভির্বৃতম্ ।
সমন্তাদ্যস্য তাঃ শাখাঃ শতযোজনমায়তাঃ ॥ ২৭
যস্য হস্তিনমাদায় মহাকায়ঞ্চ কচ্ছপম্ ।
ভক্ষার্থং গরুড়ঃ শাখামাজগাম মহাবলঃ ॥ ২৮
তস্য তাং সহসা শাখাং ভারেণ পতগোত্তমঃ ।
সুপর্ণঃ পর্ণবহুলাং বভঞ্জাথ মহাবলঃ ॥ ২৯
তত্র বৈখানসা মাষা বালখিল্যা মরীচিপাঃ ।
আজা বভূবুর্ধূম্রাশ্চ সঙ্গতাঃ পরমর্ষয়ঃ ॥ ৩০
তেষাং দয়ার্থং গরুড়স্তাং শাখাং শতযোজনাম্ ।

বৈরী রাবণ, কামগামী রথে আরোহণপূর্ব্বক আকাশে উত্থিত হইয়া, মণ্ডলাকার বিদ্যুৎপুঞ্জে ভূষিত বলাকো-যুক্ত মেঘের ন্যায় শোভা পাইল। সে হংস ক্রৌঞ্চ সারস ও ভেকসমাকুল, চারিদিকে উৎকৃষ্ট শীতল-বারিবিশিষ্ট পদ্মাকর সরোবর ও বেদিযুক্ত বিশাল আশ্রমসমূহে ভূষিত, কদলীবনে পরিবেষ্টিত শাল তাল তমাল নারিকেল প্রভৃতি ফল-ফুল-সুশোভিত সহস্র সহস্র বৃক্ষে শোভিত, জিতেন্দ্রিয় সিদ্ধ চারণ ব্রহ্মনন্দন বানপ্রস্থ মাষ বালখিল্য মরীচিপ প্রভৃতি অত্যন্ত-নিয়তাহার মুনিগণে বিরাজিত, ক্রীড়া ও রতিবিষয়ে অভিজ্ঞ দিব্যাভরণভূষিত উত্তমমাল্যশোভিত সহস্র সহস্র অপ্সরোগণে সেবিত, শোভাসম্পন্ন দেবপত্নীগণে উপাসিত, অমৃতপায়ী দেব ও দানবসমূহে বিচরিত, বৈদূর্য্যমণিতুল্য-প্রস্তরবিশিষ্ট, সাগরসান্নিধ্যবশতঃ শৈত্য-যুক্ত, স্নিগ্ধ, বহুপর্ব্বত-পরিব্যাপ্ত এবং সহস্র সহস্র গন্ধর্ব্ব কিন্নর নাগ ও সুপর্ণগণে শোভিত সাগর-সন্নিহিত বারিবহুল প্রদেশ দেখিয়া যাইতে যাইতে তপঃপ্রভাবে উচ্চলোকপ্রাপ্ত মহাত্মাদিগের তূর্য্যধ্বনি-সহ গীতশব্দে মুখরিত, সুবিস্তৃত দিব্যমাল্যবিভূষিত, বহুতর স্বেচ্ছাগামী পাণ্ডুবর্ণ বিমান এবং অনেক গন্ধর্ব্ব ও অপ্সরাকে দেখিল। ৮—২০। পরে অনেক শুভদর্শন ও ঘ্রাণেন্দ্রিয়ের তৃপ্তিকর সহস্র সহস্র চন্দন উৎকৃষ্ট অগুরুর ফলসমন্বিত সুগন্ধি ও উৎকৃষ্টজাতীয় কক্কোল এবং যাহা যাহা হইতে রস বাহির হয়, সেই সকল বৃক্ষের বন, উপবন, তমাল পুষ্প, মরীচের গুচ্ছ গুল্ম, তীরস্থ মুক্তাসমূহ পর্ব্বত, উৎকৃষ্ট প্রবাল-নিচয়, স্বর্ণ ও রৌপ্যময় শৃঙ্গ, স্বচ্ছসলিলবিশিষ্ট রমণীয় অদ্ভুত প্রস্রবণ এবং হস্তী অশ্ব ও রথসমাকুল ধনধান্যশালী স্ত্রীরত্ন-পরিবৃত বিবিধ নগর দেখিয়া যাইতে যাইতে সে, সমুদ্রতীরে স্বর্গের ন্যায় সুখস্পর্শ-বায়ুযুক্ত এক সমতল সুস্নিগ্ধ প্রদেশ ও তন্মধ্যে মুনিগণপরিবৃত মেঘতুল্যদীপ্তিশালী এক বটবৃক্ষ দেখিতে পাইল। সেই বৃক্ষের চতুর্দ্দিকস্থ শাখা সকল শতযোজন বিস্তৃত ছিল। ২১—২৭। পক্ষিশ্রেষ্ঠ মহাবল মহাকায় সুপর্ণ গরুড় গজ ও কচ্ছপকে লইয়া ভক্ষণার্থ ঐ বৃক্ষের বহুপত্রবিশিষ্ট শাখায় বসিয়া স্বীয় ভারে সহসা তাহা ভগ্ন করিয়াছিলেন। তথায় ব্রহ্মনন্দন বৈখানস, মাষ, বালখিল্য, ধূম্র ও মরীচিপ প্রভৃতি মহর্ষিরা সমাসীন ছিলেন; পক্ষিশ্রেষ্ঠ

তথামাদায় বেগেন তৌ চোভৌ গজকচ্ছপৌ ॥ ৩১
একপাদেন ধর্ম্মাত্মা ভক্ষয়িত্বা তদামিষম্।
নিষাদবিষয়ং হত্বা শাখয়া পতগোত্তমঃ ॥ ৩২
প্রহর্ষমতুলং লেভে মোক্ষয়িত্বা মহামুনীন্ ॥ ৩৩
স তু তেন প্রহর্ষেণ দ্বিগুণীকৃতবিক্রমঃ।
অমৃতানয়নার্থং বৈ চকার মতিমান্ মতিম্ ॥ ৩৪
অয়োজালানি নির্ম্মথ্য ভিত্ত্বা রত্নগৃহং বরম্।
মহেন্দ্রভবনাদ্ গুপ্তমাজহারামৃতং ততঃ ॥ ৩৫
তং মহর্ষিগণৈর্জ্জুষ্টং সুপর্ণকৃতলক্ষণম্।
নাম্না সুভদ্রং ন্যগ্রোধং দদর্শ ধনদানুজঃ ॥ ৩৬
তন্তু গত্বা পরং পারং সমুদ্রস্য নদীপতেঃ।
দদর্শাশ্রমমেকান্তে পুণ্যে রম্যে বনান্তরে ॥ ৩৭
তত্র কৃষ্ণাজিনধরং জটামণ্ডলধারিণম্।
দদর্শ নিয়তাহারং মারীচং নাম রাক্ষসম্ ॥ ৩৮
স রাবণঃ সমাগম্য বিধিবৎ তেন রক্ষসা।
মারীচেনার্চ্চিতো রাজা সর্ব্বকামৈরমানুষৈঃ ॥ ৩৯
তং স্বয়ং পূজয়িত্বা চ ভোজনেনোদকেন চ।
অর্থোপহিতয়া বাচা মারীচো বাক্যমব্রবীৎ ॥ ৪০
কচ্চিৎ তে কুশলং রাজন্ লঙ্কায়াং রাক্ষসেশ্বর।
কেনার্থেন পুনস্ত্বং বৈ তূর্ণমেবমিহাগতঃ ॥ ৪১
এবমুক্তো মহাতেজা মারীচেন স রাবণঃ।
ততঃ পশ্চাদিদং বাক্যমব্রবীদ্বাক্যকোবিদঃ ॥ ৪২
ইত্যারণ্যকাণ্ডে পঞ্চত্রিংশঃ সর্গঃ ॥ ৩৫ ॥

ষট্‌ত্রিংশঃ সর্গঃ।

মারীচ শ্রূয়তাং তাত বচনং মম ভাষতঃ।
আর্ত্তোঽস্মি মম চার্ত্তস্য ভবান্ হি পরমা গতিঃ ॥ ১
জানীষে ত্বং জনস্থানং ভ্রাতা যত্র খরো মম।
দূষণশ্চ মহাবাহুঃ স্বসা শূর্পণখা চ মে ॥ ২
ত্রিশিরাশ্চ মহাবাহু রাক্ষসঃ পিশিতাশনঃ।
অন্যে চ বহবঃ শূরা লব্ধলক্ষা নিশাচরাঃ ॥ ৩
বসন্তি মন্নিয়োগেন অধিবাসঞ্চ রাক্ষসাঃ।
বাধমানা মহারণ্যে মুনীন যে ধর্ম্মচারিণঃ ॥ ৪
চতুর্দ্দশ সহস্রাণি রক্ষসাং ভীমকর্ম্মণাম্।
শূরাণাং লব্ধলক্ষাণাং খরচিত্তানুবর্ত্তিনাম্ ॥ ৫
তে ত্বিদানীং জনস্থানে বসমানা মহাবলাঃ।
সঙ্গতাঃ পরমায়ত্তা রামেণ সহ সংযুগে।
নানাপ্রহরণোপেতাঃ খরপ্রমুখরাক্ষসাঃ ॥ ৬
তেন সঞ্জাতরোষেণ রামেণ রণমূর্দ্ধনি।
অনুক্ত্বা পরুষং কিঞ্চিচ্ছরৈর্ব্যাপারিতং ধনুঃ ॥ ৭
চতুর্দ্দশ সহস্রাণি রক্ষসামুগ্রতেজসাম্।

বুদ্ধিমান্ ধর্ম্মাত্মা গরুড় তাঁহাদিগের প্রতি দয়াপরবশ হইয়া একপদে সেই শতযোজনবিস্তৃত ভগ্নশাখা এবং অন্য পদে সেই হস্তী ও কচ্ছপকে ধারণ করত তাহাদিগের মাংস ভক্ষণপূর্ব্বক মহর্ষিগণকে রক্ষা করিয়াছিলেন এবং তদ্দ্বারা নিষাদরাজ্য ধ্বংসপূর্ব্বক অতিশয় হর্ষ লাভ করত সেই আনন্দে দ্বিগুণবিক্রমশালী হইয়া অমৃতহরণে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছিলেন। পরে লৌহনির্ম্মিত জাল ছিন্ন ও উৎকৃষ্ট-রত্নান্বিত গৃহ ভগ্ন করিয়া, সেই গরুড় মহেন্দ্রভবন হইতে সুরক্ষিত অমৃত হরণ করিয়াছিল। ২৮—৩৫। কুবেরের কনিষ্ঠ ভ্রাতা রাক্ষসরাজ রাবণ, গরুড়কৃত-শাখাভঙ্গচিহ্নাবশিষ্ট মহর্ষিগণে সেবিত, সুভদ্র নামক সেই বটবৃক্ষ দেখিল এবং তথা হইতে নদীপতি সমুদ্রের অপরপারে যাইয়া পুণ্যময় রমণীয় নির্জ্জন কানন মধ্যে এক আশ্রম ও তন্মধ্যে জটাজুটধারী নিয়তাহারী কৃষ্ণাজিনপরিধায়ী মারীচ-নামক রাক্ষসকে দেখিয়া যথানিয়মে তাহার সহিত মিলিত হইল। অমানুষগম্য কাম্যবস্তুদ্বারা মারীচ তাহাকে পূজা করিল। মারীচ স্বয়ং ভোজন ও জল প্রদানপূর্ব্বক তাহাকে অর্চ্চনা করিয়া অর্থসমন্বিত বাক্যে জিজ্ঞাসা করিল, "লঙ্কেশ্বর! আপনার ও লঙ্কার কুশল ত? রাজন্! আপনি পুনর্ব্বার কি জন্য ত্বরায় এখানে আসিলেন? বক্তৃতানিপুণ মহাতেজা রাবণ মারীচের ঐরূপ প্রশ্ন শুনিয়া তাহাকে বলিল ॥ ৩৬—৪২।

ষট্‌ত্রিংশ সর্গ।

"মারীচ! আমি বলিতেছি; তুমি আমার কথা শ্রবণ কর। বৎস! আমি আর্ত্ত হইয়াছি, এক্ষণে তুমিই আমার পরম গতি। আমার ভ্রাতা খর ও দূষণ এবং ভগিনী শূর্পণখা আর মহাবল মাংসভোজী ত্রিশিরা ও অন্য যে সকল বহুতর শূর লব্ধলক্ষ্য নিশাচর রাক্ষসেরা দণ্ডকারণ্যবাসী ধর্ম্মচারী মহর্ষিদিগকে উৎপীড়িত করত যথায় গৃহ নির্ম্মাণ করিয়া বাস করিত তুমি সেই খর-আজ্ঞানুবর্ত্তী লব্ধলক্ষ্য শূর চতুর্দ্দশসহস্র ভীমকর্ম্মা রাক্ষসদিগকে এবং সেই জনস্থানের বিষয় জান। বিবিধ অস্ত্রধারী সেই জনস্থাননিবাসী খরপ্রধান মহাবলশালী রাক্ষসেরা সম্প্রতি অত্যন্ত যত্ন-পরায়ণ হইয়া যুদ্ধার্থে রামের সহিত মিলিত হইয়াছিল। সেই রাম ক্রুদ্ধ হইয়াও কোন কর্কশ বাক্য না বলিয়া যুদ্ধস্থলে ধনুকে শরসংযোজনা করে

নিহতানি শরৈর্দীপ্তৈর্মানুষেণ পদাতিনা ॥ ৮
খরশ্চ নিহতঃ সংখ্যে দূষণশ্চ নিপাতিতঃ।
হত্বা ত্রিশিরসঞ্চাপি নির্ভয়া দণ্ডকাঃ কৃতাঃ ॥ ৯
পিত্রা নিরস্তঃ ক্রুদ্ধেন সভার্য্যঃ ক্ষীণজীবিতঃ।
স হন্তা তস্য সৈন্যস্য রামঃ ক্ষত্রিয়পাংসনঃ ॥ ১০
অশীলঃ কর্কশস্তীক্ষ্ণো মূর্খো লুব্ধোঽজিতেন্দ্রিয়ঃ।
ত্যক্তধর্ম্মা ত্বধর্ম্মাত্মা ভূতানামহিতে রতঃ ॥ ১১
যেন বৈরং বিনারণ্যে সত্ত্বমাস্থায় কেবলম্।
কর্ণনাসাপহারেণ ভগিনী মে বিরূপিতা ॥ ১২
তস্য ভার্য্যাং জনস্থানাৎ সীতাং সুরসুতোপমাম্।
আনয়িষ্যামি বিক্রম্য সহায়স্তত্র মে ভব ॥ ১৩
ত্বয়া হ্যহং সহায়েন পার্শ্বস্থেন মহাবল।
ভ্রাতৃভিশ্চ সুরান্ সর্ব্বান্ নাহমত্রাভিচিন্তয়ে ॥ ১৪
তৎ সহায়ো ভব ত্বং মে সমর্থো হ্যসি রাক্ষস।
বীর্য্যে যুদ্ধে চ দর্পে চ ন হ্যস্তি সদৃশস্তব ॥ ১৫
উপায়তো মহাশূরো মহামায়াবিশারদঃ ॥ ১৬
এতদর্থমহং প্রাপ্তস্ত্বৎসমীপং নিশাচর।
শৃণু তৎ কর্ম্ম সাহায্যে যৎ কার্য্যং বচনান্মম ॥ ১৭
সৌবর্ণস্ত্বং মৃগো ভূত্বা চিত্রো রজতবিন্দুভিঃ।
আশ্রমে তস্য রামস্য সীতায়াঃ প্রমুখে চর ॥ ১৮
ত্বাং নিঃসংশয়ং সীতা দৃষ্ট্বা তু মৃগরূপিণম্।
গৃহ্যতামিতি ভর্ত্তারং লক্ষ্মণঞ্চাভিধাস্যতি ॥ ১৯
ততস্তয়োরপায়ে তু শূন্যে সীতাং যথাসুখম্।
নিরাবাধো হরিষ্যামি রাহুশ্চন্দ্রপ্রভামিব ॥ ২০
ততঃ পশ্চাৎ সুখং রামে ভার্য্যাহরণকর্ষিতে।
বিস্রব্ধং প্রহরিষ্যামি কৃতার্থেনান্তরাত্মনা ॥ ২১
তস্য রামকথাং শ্রুত্বা মারীচস্য মহাত্মনঃ।
শুষ্কং সমভবদ্বক্ত্রং পরিত্রস্তো বভূব চ ॥ ২২
ওষ্ঠৌ পরিলিহন্ শুষ্কৌ নেত্রৈরনিমিষৈরিব।
মৃতভূত ইবার্ত্তস্তু রাবণং সমুদৈক্ষত ॥ ২৩
স রাবণং ত্রস্তবিষণ্ণচেতা
মহাবনে রামপরাক্রমজ্ঞঃ।
কৃতাঞ্জলিস্তত্ত্বমুবাচ বাক্যং
হিতঞ্চ তস্মৈ হিতমাত্মনশ্চ ॥ ২৫
ইত্যারণ্যকাণ্ডে ষট্‌ত্রিংশঃ সর্গঃ ॥ ৩৬ ॥

সপ্তত্রিংশঃ সর্গঃ।

তচ্ছ্রুত্বা রাক্ষসেন্দ্রস্য বাক্যং বাক্যবিশারদঃ।
প্রত্যুবাচ মহাতেজা মারীচো রাক্ষসেশ্বরম্। ১

এবং মানুষ হইয়াও পাদচারে যুদ্ধ করত প্রদীপ্ত বাণ সমূহদ্বারা যুদ্ধস্থলে খর, দূষণ ত্রিশিরা ও চতুর্দ্দশসহস্র ভীমবল রাক্ষসকে বধ করিয়া দণ্ডকারণ্য ভয়শূন্য করিয়াছে। অপিচ ক্রুদ্ধ পিতা কর্ত্তৃক পত্নীর সহিত রাজ্য হইতে নির্ব্বাসিত, কর্কশস্বভাব, তীক্ষ্ণাচারী লোভী, মূর্খ, ধর্ম্মত্যাগী, অধর্ম্মপরায়ণ, ক্ষীণপ্রাণ, প্রাণীদিগের অনিষ্টকারী, রাক্ষস-সৈন্য বিনাশী, সেই ক্ষত্রিয়াধম, দুঃশীল রাম কেবল বলপূর্ব্বক শত্রুতা-ব্যতিরেকেও কর্ণ নাসিকা ছেদন করিয়া বনমধ্যে আমার ভগিনীকে কুরূপা করিয়াছে। এই কারণে জনস্থান হইতে তাহার পত্নী—সেই দেববালার ন্যায় সীতাকে আমি বলপূর্ব্বক আনয়ন করিব; তুমি সেই কার্য্যে আমার সহায় হও। মহাবল! তুমি আমার সহায় হইয়া নিকটে থাকিলে, আমি ভ্রাতৃগণের সহিত সমস্ত দেবগণকেও গ্রাহ্য করি না। সুতরাং আমার সাহায্য কর; তুমিই আমার সাহায্য করিতে সমর্থ তুমি সকলমায়াবিশারদ ও উপায়দক্ষ, বীরত্বে দর্পে, বা যুদ্ধে তোমার ন্যায় কেহ নাই। ১—১৬। রাক্ষস! আমি এই কারণেই তোমার নিকটে আসিয়াছি; আমার কথামত আমার সাহায্যের জন্য তোমাকে যাহা করিতে হইবে আমি তাহা বলিতেছি, শ্রবণ কর।—তুমি রজত-বিন্দুসমূহে চিত্রিত স্বর্ণমৃগ হইয়া সেই রামের আশ্রমে যাইয়া সীতার সমক্ষে বিচরণ কর, সীতা মৃগরূপী তোমাকে দেখিয়া পতি রাম ও দেবর লক্ষ্মণকে "উহাকে ধর" বলিবে, ইহাতে সন্দেহ নাই। পরে তাহারা স্থানান্তরে গমন করিলে শূন্য আশ্রমে যাইয়া বিনা বাধায় যথাসুখে, রাহুর চন্দ্রহরণের ন্যায় সীতাকে হরণ করিব। পরে রাম সীতাহরণজন্য শোকে কাতর হইলে, আমি কৃতকৃত্য-চিত্তে সুখে তাহাকে দৃঢ়রূপে প্রহার করিব।" ১৭—২১। মহাবনে রামের পরাক্রমজ্ঞ মহাত্মা মারীচ সেই রাবণের রামবিষয়ক কথা শুনিয়া অত্যন্ত ভীত হইল এবং তাহার মুখ শুকাইয়া উঠিল। পরে সেই মারীচ কাতর ও মৃতবৎ হইয়া শুষ্ক ওষ্ঠদ্বয় লেহন করত অনিমিষলোচনে রাবণকে দেখিল এবং কৃতাঞ্জলি-পুটে ভীত ও বিষণ্ণচিত্তে তাহাকে তাহার ও আপনার প্রকৃত হিতকর কথা বলিল। ২২—২৪।

সপ্তত্রিংশ সর্গ।

বাক্যপটু মহাতেজা মারীচ, রাক্ষসশ্রেষ্ঠ রাবণের সেই কথা শুনিয়া তাহাকে প্রত্যুত্তর করিল, রাজন্!

সুলভাঃ পুরুষা রাজন্ সততং প্রিয়বাদিনঃ।
অপ্রিয়স্য চ পথ্যস্য বক্তা শ্রোতা চ দুর্লভঃ॥ ২
ন নূনং বুধ্যসে রামং মহাবীর্য্যং গুণোন্নতম্।
অযুক্তচারশ্চপলো মহেন্দ্রবরুণোপমম্॥ ৩
অপি স্বস্তি ভবেৎ তাত সর্ব্বেষামপি রক্ষসাম্।
অপি রামো ন সংক্রুদ্ধঃ কুর্য্যাল্লোকমরাক্ষসম্॥ ৪
অপি তে জীবিতান্তায় নোৎপন্না জনকাত্মজা।
অপি সীতানিমিত্তঞ্চ ন ভবেদ্ব্যসনং মহৎ॥ ৫
অপি ত্বামীশ্বরং প্রাপ্য কামবৃত্তং নিরঙ্কুশম্।
ন বিনশ্যেৎ পুরী লঙ্কা ত্বয়া সহ সরাক্ষসা॥ ৬
ত্বদ্বিধঃ কামবৃত্তো হি দুঃশীলঃ পাপমন্ত্রিতঃ।
আত্মানং স্বজনং রাষ্ট্রং স রাজা হন্তি দুর্ম্মতিঃ॥ ৭
ন চ পিত্রা পরিত্যক্তো নামর্য্যাদঃ কথঞ্চন।
ন লুব্ধো ন চ দুঃশীলো ন চ ক্ষত্রিয়পাংসনঃ॥ ৮
ন চ ধর্ম্মগুণৈর্হীনঃ কৌসল্যানন্দবর্দ্ধনঃ।
ন চ তীক্ষ্ণো হি ভূতানাং সর্ব্বভূতহিতে রতঃ॥ ৯
বঞ্চিতং পিতরং দৃষ্ট্বা কৈকেয্যা সত্যবাদিনম্।
করিষ্যামীতি ধর্ম্মাত্মা ততঃ প্রব্রজিতো বনম্॥ ১০
কৈকেয্যাঃ প্রিয়কামার্থং পিতুর্দশরথস্য চ।
হিত্বা রাজ্যঞ্চ ভোগাংশ্চ প্রবিষ্টো দণ্ডকাবনম্॥ ১১
ন রামঃ কর্কশস্তাত নাবিদ্বান্ নাজিতেন্দ্রিয়ঃ।
অনৃতং ন শ্রুতঞ্চৈব নৈবং ত্বং বক্তুমর্হসি॥ ১২
রামো বিগ্রহবান্ ধর্ম্মঃ সাধুঃ সত্যপরাক্রমঃ।
রাজা সর্ব্বস্য লোকস্য দেবানামিব বাসবঃ॥ ১৩
কথন্তু তস্য বৈদেহীং রক্ষিতাং স্বেন তেজসা।
ইচ্ছসি প্রসভং হর্ত্তুং প্রভামিব বিবস্বতঃ॥ ১৪
শরার্চ্চিষমনাধৃষ্যং চাপখড়্গেন্ধনং রণে।
রামাগ্নিং সহসা দীপ্তং ন প্রবেষ্টুং ত্বমর্হসি॥ ১৫
ধনুর্ব্যাদিতদীপ্তাস্যং শরার্চ্চিষমমর্ষণম্।
চাপবাণধরং তীক্ষ্ণং শত্রুসেনাপহারিণম্॥ ১৬
রাজ্যং সুখঞ্চ সন্ত্যজ্য জীবিতঞ্চেষ্টমাত্মনঃ।
নাত্যাসাদয়িতুং তাত রামান্তকমিহার্হসি॥ ১৭
অপ্রমেয়ং হি তত্তেজো যস্য সা জনকাত্মজা।
ন ত্বং সমর্থস্তাং হর্ত্তুং রামচাপাশ্রয়াং বনে॥ ১৮
তস্য সা নরসিংহস্য সিংহোরস্কস্য ভামিনী।
প্রাণেভ্যোঽপি প্রিয়তরা ভার্য্যা নিত্যমনুব্রতা॥ ১৯

এই লোকে অহিত-সাধন প্রিয়বাক্য বলে এরূপ ব্যক্তি নিরতিশয় সুলভ; কিন্তু হিত-সাধন অপ্রিয় বাক্য যে বলে এবং যে তাহা গ্রহণ করে, উভয়েই দুর্লভ। আপনি চঞ্চল-স্বভাব এবং চারনিয়োগে সম্যক্ যত্ন করেন না, অতএব রাম যে মহাবীর, গুণসমুন্নত এবং মহেন্দ্র ও বরুণের তুল্য ইহা বুঝিতে পারিতেছেন না, সন্দেহ নাই। তাত। সমস্ত রাক্ষসদিগের মঙ্গল হউক,—রাম ক্রুদ্ধ হইয়া লোক সকল রাক্ষসবিহীন না করুন। জনকনন্দিনী সীতার কারণে আপনার বিষম বিপদ্ উপস্থিত না হউক,—তাহার জন্য আপনার প্রাণনাশের হেতু না হউক। আপনি স্বেচ্ছাচারী ও সদুপদেশ-বিহীন; আপনাকে স্বামী লাভ করিয়া, আপনার ও রাক্ষসদিগের সহিত লঙ্কাপুরী বিনষ্ট না হউক। আপনার ন্যায় দুঃশীল দুর্ব্বুদ্ধি স্বেচ্ছাচারী ও পাপাচারীদিগের সহিত মন্ত্রণাকারী রাজা আত্মীয়বর্গ ও রাজ্যসহ আপনাকে বিনষ্ট করে। সেই কৌশল্যানন্দন সর্ব্বপ্রাণীর হিতার্থী ধর্ম্মাত্মা রাম দুঃশীল, প্রাণীদিগের প্রতি তীক্ষ্ণস্বভাব, লোভী ধর্ম্মহীন বা মর্য্যাদাহীন অধম ক্ষত্রিয় নহেন, তাঁহার পিতাও তাঁহাকে পরিত্যাগ করেন নাই; পরন্তু পিতাকে কৈকেয়ীকর্ত্তৃক প্রতারিত দেখিয়া তাঁহাকে সত্যবাদী রাখিতে ইচ্ছা করিয়া নিজেই বনে আসিয়াছেন। তিনি পিতা দশরথ ও মাতা কৈকেয়ীর প্রিয়কার্য্য সাধন করিবার জন্য রাজ্য ও ভোগ্যবস্তু সকল ছাড়িয়া দণ্ডকারণ্যে প্রবেশ করিয়াছেন। ১—১১। তাত। তিনি কর্কশ ইন্দ্রিয়পরায়ণ বা ক্রূরস্বভাব নহেন এবং মিথ্যাচার তাঁহার শ্রবণগোচরও হয় নাই; তাঁহাকে মিথ্যাচারী বলা আপনার উচিত হয় না। তিনি দেহধারী সাক্ষাৎ ধর্ম্ম, সৎস্বভাব, সত্যপরাক্রম ও মহেন্দ্র যেমন দেবগণের রাজা সেইরূপ সমস্ত লোকের রাজা। সূর্য্যের নিকট হইতে সূর্য্যপ্রভা যেমন কেহই হরণ করিতে পারে না, সেইরূপ রামকর্ত্তৃক সযত্নে রক্ষিতা সীতাদেবীকে হরণ করা সহজ নহে। আপনি বলপূর্ব্বক কিরূপে তাঁহাকে হরণ করিতে মনস্থ করিতেছেন? শর যাহার শিখা এবং ধনু ও খড়্গ যাহার ইন্ধন, যুদ্ধে সেই রামরূপ অধর্ষণীয় জ্বলন্ত অনলে আপনার প্রবেশ করা উচিত নহে। তাত। আপনি রাজ্য-সুখ ও প্রিয় জীবন পরিত্যাগ করিয়া, ধনুই যাহার ব্যাদিত প্রদীপ্ত বদন ও বাণই যাহার শিখা, সেই ধনুর্ব্বাণধারী তীক্ষ্ণাচারী বৈরিসেনা-বিনাশী অমর্ষস্বভাব রামরূপ কৃতান্তের নিকটে যাইবেন না। ১২—১৭। সেই জনকনন্দিনী সীতা অপ্রতিমপ্রভাব স্বামী রামের ধনু আশ্রয় করিয়া বনে রহিয়াছেন; অতএব আপনি তাঁহাকে হরণ করিতে পারিবেন না। সিংহের ন্যায় বক্ষঃস্থল সমন্বিত নরসিংহ তেজস্বী রামের প্রাণ অপে—

ন সা ধর্ষয়িতুং শক্যা মৈথিল্যোজস্বিনঃ প্রিয়া।
দীপ্তস্যেব হুতাশস্য শিখা সীতা সুমধ্যমা॥ ২০
কিমুদ্যমং ব্যর্থমিমং কৃত্বা তে রাক্ষসাধিপ।
দৃষ্টশ্চেত্ত্বং রণে তেন তদন্তং তব জীবিতম্॥ ২১
জীবিতঞ্চ সুখঞ্চৈব রাজ্যঞ্চৈব সুদুর্লভম্॥ ২২
স সর্বৈঃ সচিবৈঃ সার্দ্ধং বিভীষণপুরস্কৃতৈঃ।
মন্ত্রয়িত্বা সধর্মিষ্ঠৈঃ কৃত্বা নিশ্চয়মাত্মনঃ॥ ২৩
দোষাণাঞ্চ গুণানাঞ্চ সম্প্রধার্য্য বলাবলম্।
আত্মনশ্চ বলং জ্ঞাত্বা রাঘবস্য চ তত্ত্বতঃ।
হিতং হি তব নিশ্চিত্য ক্ষমং ত্বং কর্ত্তুমর্হসি॥ ২৪

অহন্তু মন্যে তব ন ক্ষমং রণে
সমাগমং কোশলরাজসূনুনা।
ইদং হি ভূয়ঃ শৃণু বাক্যমুত্তমং
ক্ষমঞ্চ যুক্তঞ্চ নিশাচরাধিপ॥ ২৫

ইত্যারণ্যকাণ্ডে সপ্তত্রিংশঃ সর্গঃ॥ ৩৭॥

অষ্টত্রিংশঃ সর্গঃ।

কদাচিদপ্যহং বীর্য্যাৎ পর্য্যটন্ পৃথিবীমিমাম্।
বলং নাগসহস্রস্য ধারয়ন্ পর্ব্বতোপমঃ॥ ১
নীলজীমূতসঙ্কাশস্তপ্তকাঞ্চনকুণ্ডলঃ।
ভয়ং লোকস্য জনয়ন্ কিরীটী পরিঘায়ুধঃ।
ব্যচরং দণ্ডকারণ্যমৃষিমাংসানি ভক্ষয়ন্॥ ২
বিশ্বামিত্রোঽথ ধর্ম্মাত্মা মদ্বিত্রস্তো মহামুনিঃ।
স্বয়ং গত্বা দশরথং নরেন্দ্রমিদমব্রবীৎ॥ ৩
অদ্য রক্ষতু মাং রামঃ পর্ব্বকালে সমাহিতঃ।
মারীচান্মে ভয়ং ঘোরং সমুৎপন্নং নরেশ্বর॥ ৪
ইত্যেবমুক্তো ধর্ম্মাত্মা রাজা দশরথস্তদা।
প্রত্যুবাচ মহাভাগং বিশ্বামিত্রং মহামুনিম্॥ ৫
ঊনদ্বাদশবর্ষোঽয়মকৃতাস্ত্রশ্চ রাঘবঃ।
কামন্তু মম যৎ সৈন্যং ময়া সহ গমিষ্যতি॥ ৬
বলেন চতুরঙ্গেণ স্বয়মেত্য নিশাচরম্।
বধিষ্যামি মুনিশ্রেষ্ঠ শত্রুং তব যথেপ্সিতম্॥ ৭
এবমুক্তঃ স তু মুনী রাজানমিদমব্রবীৎ।
রামান্নান্যদ্বলং লোকে পর্য্যাপ্তং তস্য রক্ষসঃ॥ ৮
দেবতানামপি ভবান্ সমরেষ্বভিপালকঃ।
আসীৎ তব কৃতং কর্ম্ম ত্রিলোকবিদিতং নৃপ॥ ৯
কামমস্তি মহৎ সৈন্যং তিষ্ঠত্বিহ পরন্তপ।

তাও প্রিয়তমা ও নিয়ত অনুগতা পত্নী সেই সুমধ্যমা তেজস্বিনী মিথিলারাজ-কুমারী সীতা, জ্বলিত অনলশিখার ন্যায় অধর্ষণীয়া; আপনি তাঁহাকে ধর্ষণা করিতে পারিবেন না; অতএব রাক্ষসনাথ! এই নিষ্ফল যত্ন করিয়া কি হইবে? রণস্থলে রাম আপনাকে দেখিলে আপনার রাজ্য, সুখ ও জীবন দুর্লভ হইবে; কেননা, তৎকর্ত্তৃক যুদ্ধে দৃষ্ট হওয়া জীবননাশের হেতু। ১৮—২২। আপনি আপনার ও রঘুনন্দন রামের বলাবল অবগত হইয়া বিভীষণ প্রভৃতি সমস্ত ধর্ম্মপরায়ণ মন্ত্রীদিগের সহিত মন্ত্রণা করত নিশ্চয়রূপে যাহা হিতকর ও কর্ত্তব্য বলিয়া বিবেচনা করেন, তাহাই করুন। নিশাচরনাথ! আমি বোধ করি, কোশলরাজ-তনয় রামের নিকটে যুদ্ধার্থে উপস্থিত হওয়া আপনার উচিত নহে; আমি পুনরপি আপনাকে এই সময়োচিত যথার্থ কথা কহিতেছি, আপনি শ্রবণ করুন। ২৩—২৫।

অষ্টত্রিংশ সর্গ।

পূর্ব্বে [illegible] মেরে আকারে পর্ব্বতের ন্যায়, বর্ণে নীল জলধরের ন্যায় এবং বলে সহস্র হস্তীর তুল্য হইয়া বিশুদ্ধ-সুবর্ণনির্ম্মিত কুণ্ডল কিরীট ও পরিঘ অস্ত্র ধারণ করিয়া সহায়তাকারীদিগের সহিত পরাক্রমবশতঃ প্রাণিগণের মনে ভয় জন্মাইয়া এই পৃথিবী পর্য্যটন করত মুনিগণের মাংস ভক্ষণ করিতে করিতে দণ্ডকারণ্যে বিচরণ করিতেছিলাম। একদা মহামুনি ধর্ম্মাত্মা বিশ্বামিত্র আমা হইতে ভীত হইয়া স্বয়ং নরপতি দশরথের নিকট যাইয়া তাঁহাকে বলিলেন,—নরেশ্বর! মারীচ হইতে আমার অত্যন্ত ভয় জন্মিয়াছে; অতএব অদ্য আমি যখন যজ্ঞ করিব, রাম তখন সতর্ক হইয়া আমাকে রক্ষা করুন।' তখন ধর্ম্মাত্মা রাজা দশরথ, মহাভাগ মহামুনি বিশ্বামিত্রের ঐ কথা শুনিয়া তাঁহাকে বলিলেন, মুনিশ্রেষ্ঠ! এই রঘুকুলতিলক রাম এখনও অস্ত্রবিদ্যায় সম্যক্ পারদর্শী হন নাই; ইহাঁর বয়স কিঞ্চিদূন দ্বাদশ বৎসর মাত্র; (ইনি যে আপনাকে রক্ষা করিতে পারিবেন আমার এরূপ বোধ হয় না।) তবে আমি আমার সৈন্যের সহিত যাইতে স্বীকৃত আছি। ১—৬। যদি আপনি অনুমতি করেন, তবে আমি স্বয়ং চতুরঙ্গ সৈন্য সমভিব্যাহারে তথায় যাইয়া আপনার শত্রু রাক্ষস বধ করিব।' মুনি, নরপতির ঐরূপ কথা শুনিয়া তাঁহাকে বলিলেন, 'রাম ভিন্ন কোন সৈন্য সেই রাক্ষসকে নিগ্রহ করিতে পারিবে না। রাজন্! আপনি যুদ্ধে দেবগণেরও রক্ষাকর্ত্তা; আপনার কর্ম্ম ভুবনমধ্যে বিখ্যাত

বালোঽপ্যেষ মহাতেজাঃ সমর্থস্তস্য নিগ্রহে ॥ ১০
ঋষিষ্যে রামমাদায় স্বস্তি তেঽস্তু পরন্তপ ॥ ১১
ইত্যেবমুক্ত্বা স মুনিস্তমাদায় নৃপাত্মজম্।
জগাম পরমপ্রীতো বিশ্বামিত্রঃ স্বমাশ্রমম্ ॥ ১২
তং তদা দণ্ডকারণ্যে যজ্ঞমুদ্দিশ্য দীক্ষিতম্।
বভূবোপস্থিতো রামশ্চিত্রং বিস্ফারয়ন্ ধনুঃ ॥ ১৩
অজাতব্যঞ্জনঃ শ্রীমান্ বালঃ শ্যামঃ শুভেক্ষণঃ।
একবস্ত্রধরো ধন্বী শিখী কনকমালয়া ॥ ১৪
শোভয়ন্ দণ্ডকারণ্যং দীপ্তেন স্বেন তেজসা।
অদৃশ্যত তদা রামো বালচন্দ্র ইবোদিতঃ ॥ ১৫
ততোঽহং মেঘসঙ্কাশস্তপ্তকাঞ্চনকুণ্ডলঃ।
বলী দত্তবরো দর্পাদাজগামাশ্রমান্তরম্ ॥ ১৬
তেন দৃষ্টঃ প্রবিষ্টোঽহং সহসৈবোদ্যতায়ুধঃ।
মাঞ্চ দৃষ্ট্বা ধনুঃ সজ্যমসম্ভ্রান্তশ্চকার হ ॥ ১৭
অবজানন্নহং মোহাদ্বালোঽয়মিতি রাঘবম্।
বিশ্বামিত্রস্য তাং বেদিমভ্যধাবং কৃতত্বরঃ ॥ ১৮
তেন মুক্তস্ততো বাণঃ শিতঃ শত্রুনিবর্হণঃ।
তেনাহং তাড়িতঃ ক্ষিপ্তঃ সমুদ্রে শতযোজনে ॥ ১৯
নেচ্ছতা তাত মাং হন্তুং তদা বীরেণ রক্ষিতঃ।
রামস্য শরবেগেন নিরস্তো ভ্রান্তচেতনঃ ॥ ২০
পাতিতোঽহং তদা তেন গম্ভীরে সাগরাম্ভসি।
প্রাপ্য সংজ্ঞাং চিরাত্তাত লঙ্কাং প্রতিগতঃ পুরীম্ ॥ ২১
এবমস্মি তদা মুক্তঃ সহায়াস্তে নিপাতিতাঃ।
অকৃতাস্ত্রেণ রামেণ বালেনাক্লিষ্টকর্ম্মণা ॥ ২২
তন্ময়া বার্য্যমাণস্ত্বং যদি রামেণ বিগ্রহম্।
করিষ্যস্যাপদং ঘোরাং ক্ষিপ্রং প্রাপ্য নশিষ্যসি ॥ ২৩
ক্রীড়ারতিবিধিজ্ঞানাং সমাজোৎসবদর্শিনাম্।
রক্ষসাঞ্চৈব সন্তাপমনর্থঞ্চাহরিষ্যসি ॥ ২৪
হর্ম্ম্যপ্রাসাদসম্বাধাং নানারত্নবিভূষিতাম্।
দ্রক্ষ্যসি ত্বং পুরীং লঙ্কাং বিনষ্টাং মৈথিলীকৃতে ॥ ২৫
অকুর্ব্বতোঽপি পাপানি শুচয়ঃ পাপসংশ্রয়াৎ।
পরপাপৈর্বিনশ্যন্তি মৎস্যা নাগহ্রদে যথা ॥ ২৬
দিব্যচন্দনদিগ্ধাঙ্গান্ দিব্যাভরণভূষিতান্।
দ্রক্ষ্যস্যভিহতান্ ভূমৌ তব দোষাত্তু রাক্ষসান্ ॥

রহিয়াছে এবং আপনার সুমহৎ সৈন্য আছে, ইহাও আমি স্বীকার করি, কিন্তু হে অরিন্দম! সেই সৈন্য সকল আপনার সহিত এইখানেই থাকুক; কেননা, এই মহাতেজা রাম বালক হইলেও সেই রাক্ষসকে নিগ্রহ করিতে সমর্থ। নরপতে! আমি রামকেই লইয়া যাইব; আপনার মঙ্গল হউক।' ৭—১১। বিশ্বামিত্র মুনি, রাজা দশরথকে ঐ কথা বলিয়া তাঁহার তনয় সেই রামকে সঙ্গে লইয়া পরমানন্দে তাঁহার আশ্রমে গমন করিলেন। পরে তিনি দণ্ডকারণ্যে উপস্থিত হইয়া যজ্ঞার্থ দীক্ষিত হইলে, অজাতশ্মশ্রু, শ্রীমান্, শ্যামবর্ণ, শুভ্রলোচন, কাকপক্ষধারী, একবস্ত্র-পরিধায়ী, হেমমালা-ভূষিত ধনুর্দ্ধারী রাম বিচিত্র ধনু বিস্ফারণপূর্ব্বক তাঁহার নিকটে থাকিলেন। তখন তিনি উজ্জ্বল তেজের দ্বারা দণ্ডকারণ্য উদ্ভাসিত করত নবোদিত চন্দ্রের ন্যায় প্রতীয়মান হইতে লাগিলেন। ১২—১৫। পরে আমি সুবর্ণনির্ম্মিত কুণ্ডলধারী ও মেঘতুল্য হইয়া বল ও প্রাপ্ত বরের দর্পে সেই আশ্রম-মধ্যে প্রবেশ করিলাম। অস্ত্র উদ্যত করিয়া তথায় যেমন প্রবিষ্ট হইলাম, অমনি রাম আমাকে দেখিতে পাইলেন এবং আমাকে দেখিয়া অসম্ভ্রান্ত হইয়া ধনুকে গুণ সংযোজন করিলেন; কিন্তু আমি অবিমৃষ্টচিত্তে তাঁহাকে বালক মনে করিয়া অশ্রদ্ধা-পূর্ব্বক ত্বরান্বিত হইয়া বিশ্বামিত্রের সেই বেদির দিকে ধাবিত হইলাম। পরে সেই বীর্য্যবান্ রাম শত্রুহননকারী এক সুতীক্ষ্ণ বাণ নিক্ষেপ করিলেন; আমি বাণাঘাতে উৎক্ষিপ্ত ও শতযোজনবিস্তীর্ণ সমুদ্রমধ্যে নিক্ষিপ্ত হইলাম। তাত! তখন সেই বীর রাম স্বেচ্ছাক্রমে আমাকে বধ না করিয়া রক্ষা করিলেন। আমি তাঁহার শরবেগে ক্ষিপ্ত, ভ্রান্তচিত্ত ও গম্ভীর সাগরবক্ষে নিক্ষিপ্ত হইলাম এবং বহুক্ষণ পরে চেতনা পাইয়া লঙ্কাপুরে প্রত্যাগমন করিলাম। ১৬—২১। তাত! তৎকালে সেই অক্লিষ্টকর্ম্মা রাম বালক ও অকৃতাস্ত্র হইয়াও আমার সেই সহায়-দিগকে বিনষ্ট করিয়া আমাকে ঐরূপে পরিত্যাগ করিয়াছিলেন; সুতরাং আমি আপনাকে তাঁহার সহিত যুদ্ধ করিতে নিষেধ করিতেছি; তথাপি যদি আপনি তাঁহার সহিত যুদ্ধ করেন, তবে অচিরেই ভয়ঙ্করবিপদ্‌গ্রস্ত হইয়া বিনষ্ট হইলেন এবং ক্রীড়া-রতিবিষয়ে অভিজ্ঞ, সামাজিক-উৎসব-দর্শনকারী রাক্ষসদিগের বৃথা সন্তাপ আহরণ করিবেন এবং হর্ম্ম্য-প্রাসাদসমাকুলা নানারত্নবিভূষিতা লঙ্কানগরীকেও মিথিলারাজতনয়া সীতার কারণে ধ্বংসীভূত দেখিতে পাইবেন। ২২—২৫। যাহারা অত্যন্ত শুচি এবং বিন্দুমাত্র পাপাচরণ করেন না, তাঁহারাও পাপীর আশ্রয়ে থাকিয়া সর্প-সেবিত হ্রদমধ্যবর্ত্তী মৎস্যদিগের ন্যায় অপরের পাপে বিনষ্ট হন। আপনি নিজের দোষে দিব্যালঙ্কারভূষিত দিব্য-চন্দনলিপ্তদেহ রাক্ষস-

হৃতদারান্ সদারাংশ্চ দশ বিদ্রবতো দিশঃ।
হতশেষানশরণান্ দ্রক্ষ্যসি ত্বং নিশাচরান্ ॥ ২৮

শরজালপরিক্ষিপ্তামগ্নিজ্বালাসমাবৃতাম্।
প্রদগ্ধভবনাং লঙ্কাং দ্রক্ষ্যসি ত্বমসংশয়ম্ ॥ ২৯

পরদারাভিমর্ষাত্তু নান্যৎপাপতরং মহৎ।
প্রমদানাং সহস্রাণি তব রাজন্ পরিগ্রহে ॥ ৩০

ভব স্বদারনিরতঃ স্বকুলং রক্ষ রাক্ষসাম্।
মানং বৃদ্ধিঞ্চ রাজ্যঞ্চ জীবিতঞ্চেষ্টমাত্মনঃ ॥ ৩১

কলত্রাণি চ সৌম্যানি মিত্রবর্গং তথৈব চ।
যদীচ্ছসি চিরং ভোক্তুং মা কৃথা রামবিপ্রিয়ম্ ॥ ৩২

নিবার্য্যমাণঃ সুহৃদা ময়া ভৃশং
প্রসহ্য সীতাং যদি ধর্ষয়িষ্যসি।
গমিষ্যসি ক্ষীণবলঃ সবান্ধবো
যমক্ষয়ং রামশরাত্তজীবিতঃ ॥ ৩৩

ইত্যারণ্যকাণ্ডে অষ্টত্রিংশঃ সর্গঃ ॥ ৩৮ ॥

দিগকে বিনষ্ট ও ভূপতিত দেখিবেন। হতাবশিষ্ট নিরাশ্রয় রাক্ষসদিগের মধ্যে কেহ স্ত্রী পরিত্যাগ করিয়া কেহ বা স্ত্রীকে সঙ্গে লইয়া দশদিকে পলায়ন করিতেছে, ইহাও আপনি দেখিবেন। আর আপনি লঙ্কানগরীকেও শরজাল-সমাকুলা ও অগ্নিশিখাসমাবৃতা এবং তথাকার গৃহ সকল দগ্ধ দেখিতে পাইবেন, সন্দেহ নাই। ২৬—২৯। রাজন্। বলপূর্ব্বক পরদার-গমন অপেক্ষা মহাপাতক আর নাই; সুতরাং আপনি স্বীয় স্ত্রীগণের প্রতিই আসক্ত হউন এবং বংশ, মান, বৃদ্ধি, রাজ্য, প্রিয়প্রাণ, প্রিয়দর্শন সুতসকল, মিত্রবর্গ ও অন্যান্য রাক্ষসদিগকে রক্ষা করুন। আপনার অন্তঃপুরে ত সহস্র সহস্র ভামিনী আছে। যদি আপনি দীর্ঘকাল রাজ্যাদি উপভোগ করিতে ইচ্ছা করেন, তবে রামের অনিষ্ট করিবেন না। আমি আপনার বন্ধু; আমি আপনাকে বারংবার নিষেধ করিতেছি, তথাপি যদি আপনি বলপূর্ব্বক সীতাকে ধর্ষণা করেন, তাহা হইলে নিশ্চয়ই সবান্ধবে ক্ষীণবল ও রামশরে যমালয়ে যাইবেন। ৩০—৩৩।

একোনচত্বারিংশঃ সর্গঃ।

এবমস্মি তদা মুক্তঃ কথঞ্চিৎ তেন সংযুগে।
ইদানীমপি যদ্বৃত্তং তচ্ছৃণুষ্ব যদুত্তরম্ ॥ ১

রাক্ষসাভ্যামহং দ্বাভ্যামনির্ব্বিণ্ণস্তথা কৃতঃ।
সহিতো মৃগরূপাভ্যাং প্রবিষ্টো দণ্ডকাবনে ॥ ২

দীপ্তজিহ্বো মহাদংষ্ট্রস্তীক্ষ্ণশৃঙ্গো মহাবলঃ।
ব্যচরং দণ্ডকারণ্যং মাংসভক্ষো মহামৃগঃ ॥ ৩

অগ্নিহোত্রেষু তীর্থেষু চৈত্যবৃক্ষেষু রাবণ।
অত্যন্তঘোরো ব্যচরং তাপসাংস্তান্ প্রধর্ষয়ন্ ॥ ৪

নিহত্য দণ্ডকারণ্যে তাপসান্ ধর্ম্মচারিণঃ।
রুধিরাণি পিবংস্তেষাং তন্মাংসানি চ ভক্ষয়ন্ ॥ ৫

ঋষিমাংসাশনঃ ক্রূরস্ত্রাসয়ন্ বনগোচরান্।
তদা রুধিরমত্তোঽহং ব্যচরং দণ্ডকাবনম্ ॥ ৬

তদাহং দণ্ডকারণ্যে বিচরন্ ধর্ম্মদূষকঃ।
আসাদয়ং তদা রামং তাপসং ধর্ম্মমাশ্রিতম্ ॥ ৭

বৈদেহীঞ্চ মহাভাগাং লক্ষ্মণঞ্চ মহারথম্।
তাপসং নিয়তাহারং সর্ব্বভূতহিতে রতম্ ॥ ৮

সোঽহং বনগতং রামং পরিভূয় মহাবলম্।
তাপসোঽয়মিতি জ্ঞাত্বা পূর্ব্বং বৈরমনুস্মরন্ ॥৯

উনচত্বারিংশ সর্গ।

"তৎকালে আমি কোন মতে যুদ্ধে রামকর্ত্তৃক সেইরূপে পরিত্যক্ত হইয়াছি; ইতিমধ্যেও যাহা ঘটিয়াছিল আমি বলিতেছি; আপনি তাহা শ্রবণ করুন। রাবণ! আমি পূর্ব্বে রামের নিকটে সেই-রূপে পরাস্ত হইয়াও নির্ব্বেদপ্রাপ্ত হই নাই, সেই-জন্যই পুনরায় তীক্ষ্ণশৃঙ্গ, অতিভয়ঙ্করদন্তযুক্ত এবং প্রদীপ্তজিহ্বাবিশিষ্ট, এক মাংসাশী মহাবল অতি ভয়ানক মহামৃগ হইয়া মৃগরূপধারী দুই রাক্ষসের সহিত দণ্ডকারণ্যে প্রবেশপূর্ব্বক তীর্থ, চৈত্যবৃক্ষ ও অগ্নিহোত্রগৃহমধ্যে মুনিদিগকে পরাভব করত বিচরণ করিতেছিলাম। তৎকালে আমি ঋষিমাংসভোজী তীক্ষ্ণশৃঙ্গযুক্ত ক্রূর মৃগ হইয়া ধর্ম্ম কলুষিত করত ধর্ম্মানুষ্ঠানরত তপস্বীদিগকে বধপূর্ব্বক তাঁহাদিগের রক্ত পান ও মাংস ভক্ষণে উন্মত্ত হইয়া বনবাসীদিগের ভয় জন্মাইয়া দণ্ডকারণ্যে বিচরণ করিতে করিতে তাপসধর্ম্মাবলম্বী রাম মহাভাগ বিদেহরাজতনয়া সীতা ও সকল প্রাণিগণের হিতকর তপস্যাকারী মহারথ লক্ষ্মণের নিকটবর্ত্তী হইলাম এবং পূর্ব্বতন শত্রুতা ও সেই প্রহার স্মরণ করিয়া নির্ব্বুদ্ধিতাবশতঃ বনবাসী মহাবল রামকে তাপসধর্ম্মানুষ্ঠানরত জানিয়া অতিতব-

অভ্যধাবং সুসংক্রুদ্ধস্তীক্ষ্ণশৃঙ্গো মৃগাকৃতিঃ।
জিঘাংসুরকৃতপ্রজ্ঞস্তং প্রহারমনুস্মরন্॥ ১০
তেন ত্যক্তাস্ত্রয়ো বাণাঃ শিতাঃ শত্রুনিবর্হণাঃ।
বিকৃষ্য সুমহচ্চাপং সুপর্ণানিলতুল্যগাঃ॥ ১১
তে বাণা বজ্রসঙ্কাশাঃ সুঘোরা রক্তভোজনাঃ।
আজগ্মুঃ সহিতাঃ সর্ব্বে ত্রয়ঃ সন্নতপর্ব্বণঃ॥ ১২
পরাক্রমজ্ঞো রামস্য শঠো দৃষ্টভয়ঃ পুরা।
সমুৎক্রান্তস্ততো মুক্তস্তাবুভৌ রাক্ষসৌ হতৌ॥ ১৩
শরেণ মুক্তো রামস্য কথঞ্চিৎ প্রাপ্য জীবিতম্।
ইহ প্রব্রাজিতো যুক্তস্তাপসোঽহং সমাহিতঃ॥ ১৪
বৃক্ষে বৃক্ষে হি পশ্যামি চীরকৃষ্ণাজিনাম্বরম্।
গৃহীতধনুষং রামং পাশহস্তমিবান্তকম্॥ ১৫
অপি রামসহস্রাণি ভীতঃ পশ্যামি রাবণ।
রামভূতমিদং সর্ব্বমরণ্যং প্রতিভাতি মে॥ ১৬
রামমেব হি পশ্যামি রহিতে রাক্ষসেশ্বর।
দৃষ্ট্বা স্বপ্নগতং রামমুদ্ভ্রমামীব চেতনঃ॥ ১৭
রকারাদীনি নামানি রামত্রস্তস্য রাবণ।
রত্নানি চ রথাশ্চৈব সন্ত্রাসং জনয়ন্তি মে॥ ১৮

অহং তস্য প্রভাবজ্ঞো ন যুদ্ধং তেন তে ক্ষমম্।
বলিং বা নমুচিং বাপি হন্যাদ্ধি রঘুনন্দনঃ॥ ১৯
রণে রামেণ যুধ্যস্ব ক্ষমাং বা কুরু রাবণ।
ন তে রামকথা কার্য্যা যদি মাং দ্রষ্টুমিচ্ছসি॥ ২০
বহবঃ সাধবো লোকে যুক্তা ধর্ম্মমনুষ্ঠিতাঃ।
পরেষামপরাধেন বিনষ্টাঃ সপরিচ্ছদাঃ॥ ২১
সোঽহং পরাপরাধেন বিনশ্যেয়ং নিশাচর।
কুরু যৎ তে ক্ষমং তৎ ত্বমহং ত্বাং নানুযামি বৈ॥ ২২
রামশ্চ হি মহাতেজা মহাসত্ত্বো মহাবলঃ।
অপি রাক্ষসলোকস্য ভবেদন্তকরোঽপি হি॥ ২৩
যদি শূর্পণখাহেতোর্জনস্থানগতঃ খরঃ।
অতিবৃত্তো হতঃ পূর্ব্বং রামেণাক্লিষ্টকর্ম্মণা।
অত্র ব্রূহি যথাতত্ত্বং কো রামস্য ব্যতিক্রমঃ॥ ২৪
ইদং বচো বন্ধুহিতার্থিনা ময়া
যথোচ্যমানং যদি নাভিপৎস্যসে।
সবান্ধবস্ত্যক্ষ্যসি জীবিতং রণে
হতোঽদ্য রামেণ শরৈরজিহ্মগৈঃ॥ ২৫
ইত্যারণ্যকাণ্ডে একোনচত্বারিংশঃ সর্গঃ॥ ৩৯॥

পূর্ব্বক নিধন করিতে অভিলাষী হইয়া সক্রোধে তাঁহার দিকে ধাবিত হইলাম। ১—১০। তিনিও সুমহৎ ধনু আকর্ষণপূর্ব্বক তিনটী সুতীক্ষ্ণ শর নিক্ষেপ করিলেন। বায়ু ও গরুড়ের ন্যায় গতিশীল, রক্তপায়ী, শত্রুবিনাশী, বজ্রতুল্য অতি ভয়ঙ্কর, আনতপর্ব্ব সেই তিন বাণ মিলিত হইয়া আমাদিগের অভিমুখে আসিতে লাগিল। আমি নিতান্ত শঠ এবং পূর্ব্বে রাম হইতে ভয় পাইয়া তাঁহার পরাক্রম যথেষ্টরূপে জানিয়াছিলাম, সুতরাং অমনি পলায়ন করিলাম এবং পরিত্রাণও পাইলাম, কিন্তু সেই রাক্ষসদ্বয় নিহত হইল। ১১—১৩। রাবণ! আমি কোন-প্রকারে রামের শর হইতে মুক্তি ও জীবন লাভ করিয়া সন্ন্যাসধর্ম্ম গ্রহণপূর্ব্বক একাগ্রচিত্তে এই স্থলে আসিয়া যোগ অবলম্বন করত তপস্যাচরণ করিতেছি। তদবধি আমি পাশধারী কৃতান্ততুল্য সেই চীর-কৃষ্ণাজিন-পরিধায়ী ধনুর্দ্ধারী রামকে প্রত্যেক বৃক্ষেই দেখিতে পাই। আমি ভীত হইয়া নিরন্তর সহস্র সহস্র রামকে দেখি,—এই সমস্ত বনই আমার নিকটে যেন রামময় বলিয়া মনে হয়; রাক্ষসনাথ! আমি রামশূন্য প্রদেশেও কেবল সেই রামকেই দেখি; অধিক কি, স্বপ্নেও তাঁহাকে দেখিয়া জাগরিতের ন্যায় চারিদিকে ধাবিত হই। রাবণ! আমি আপনাকে আর অধিক কি বলিব! আমি রাম হইতে এরূপ ভীত হইয়াছি যে, রত্ন রথ প্রভৃতি যে যে শব্দের প্রথমে র-কার আছে, সেই সকল শব্দ শুনিলেও আমার ভয় হয়। আমি সেই রামের বিক্রম বিশেষরূপে জানি, এই জন্য তাঁহার সহিত যুদ্ধ করা আপনার বিধেয় নহে মনে করি; তিনি মনে করিলে বলি বা নমুচিকেও নিধন করিতে পারেন। ১৮—১৯। রাবণ! আপনি রামের সহিত যুদ্ধই করুন, বা ক্ষান্তই হউন, যদি আমাকে দেখিতে ইচ্ছা করেন তবে আমার নিকটে তাঁহার কথা আর বলিবেন না। ইহলোকে ধর্ম্মরত যোগাবলম্বী অনেক সাধু অন্যের পাপে সবান্ধবে বিনষ্ট হইয়াছেন, সেইরূপ আমিও পরের পাপে বিনষ্ট হইব। রাক্ষসপতি! যাহা উপযুক্ত বোধ করেন, আপনি তাহাই করুন, কিন্তু আমি আপনার অনুগামী হইব না। সেই মহাবল মহা-প্রাজ্ঞ মহাতেজস্বী অক্লিষ্টকর্ম্মা রাম নিশ্চয়ই রাক্ষস-লোকের ধ্বংসকারী হইবেন, ইহা সম্ভব হইতেছে। যদিও পূর্ব্বে জনস্থাননিবাসী দুরাত্মা খর, শূর্পণখার জন্য রামের হস্তে বিনষ্ট হইয়াছে, এ বিষয়ে তাঁহার অপরাধ কি, তাহা আপনি প্রকৃতরূপে অবধারণ করুন। আপনি আমার মিত্র, সেই জন্যই আমি আপনার মঙ্গলার্থে এই যথার্থ কথা বলিলাম; যদি আপনি আমার কথার অনুবর্ত্তী না হন, তবে বন্ধুগণের সহিত ঋজুগামী শরসমূহদ্বারা রামকর্তৃক যুদ্ধে নিহত হইবেন। ২০—২৫।

চত্বারিংশঃ সর্গঃ।

মারীচস্য তু তদ্বাক্যং ক্ষমং যুক্তঞ্চ রাবণঃ।
উক্তো ন প্রতিজগ্রাহ মর্ত্তুকাম ইবৌষধম্॥ ১
তং পথ্যহিতবক্তারং মারীচং রাক্ষসাধিপঃ।
অব্রবীৎ পরুষং বাক্যমযুক্তং কালচোদিতঃ॥ ২
দুষ্কুলৈতদযুক্তার্থং মারীচ ময়ি কথ্যতে।
বাক্যং নিষ্ফলমত্যর্থং বীজমুপ্তমিবোষরে॥ ৩
ত্বদ্বাক্যৈর্ন তু মাং শক্যং ভেত্তুং রামস্য সংযুগে।
মূর্খস্য পাপশীলস্য মানুষস্য বিশেষতঃ॥ ৪
যস্ত্যক্ত্বা সুহৃদো রাজ্যং মাতরং পিতরং তথা।
স্ত্রীবাক্যং প্রাকৃতং শ্রুত্বা বনমেকপদে গতঃ॥ ৫
অবশ্যন্তু ময়া তস্য সংযুগে খরঘাতিনঃ।
প্রাণৈঃ প্রিয়তরা সীতা হর্ত্তব্যা তব সন্নিধৌ॥ ৬
এবং মে নিশ্চিতা বুদ্ধির্হৃদি মারীচ বিদ্যতে।
ন ব্যাবর্ত্তয়িতুং শক্যা সেন্দ্রৈরপি সুরাসুরৈঃ॥ ৭
দোষং গুণং বা সম্পৃষ্টস্ত্বমেবং বক্তুমর্হসি।
অপায়ং বা উপায়ং বা কার্য্যস্যাস্য বিনিশ্চয়ে॥ ৮
সম্পৃষ্টেন তু বক্তব্যং সচিবেন বিপশ্চিতা।
উদ্যতাঞ্জলিনা রাজ্ঞো য ইচ্ছেদ্ভূতিমাত্মনঃ॥ ৯
বাক্যমপ্রতিকূলন্তু মৃদুপূর্ব্বং শুভং হিতম্।
উপচারেণ বক্তব্যো যুক্তঞ্চ বসুধাধিপঃ॥ ১০
সাবমর্দ্দন্তু যদ্বাক্যমথবা হিতমুচ্যতে।
নাভিনন্দেত তদ্রাজা মানার্থী মানবর্জ্জিতম্॥ ১১
পঞ্চ রূপাণি রাজানো ধারয়ন্ত্যমিতৌজসঃ।
অগ্নেরিন্দ্রস্য সোমস্য যমস্য বরুণস্য চ॥ ১২
ঔষ্ণ্যং তথা বিক্রমঞ্চ সৌম্যং দণ্ডং প্রসন্নতাম্।
ধারয়ন্তি মহাত্মানো রাজানঃ ক্ষণদাচর॥ ১৩
তস্মাৎ সর্ব্বাস্ববস্থাসু মান্যাঃ পূজ্যাশ্চ নিত্যদা।
ত্বন্তু ধর্ম্মমবিজ্ঞায় কেবলং মোহমাশ্রিতঃ॥ ১৪
অভ্যাগতন্তু দৌরাত্ম্যাৎ পরুষং বদসীদৃশম্।
গুণদোষৌ ন পৃচ্ছামি ক্ষমঞ্চাত্মনি রাক্ষস॥ ১৫
ময়োক্তমপি চৈতাবৎ ত্বাং প্রত্যমিতবিক্রম।
অস্মিংস্তু স ভবান্ কৃত্যে সাহায্যং কর্ত্তুমর্হসি॥ ১৬
শৃণু তৎ কর্ম্ম সাহায্যে যৎ কার্য্যং বচনান্মম।
সৌবর্ণস্ত্বং মৃগো ভূত্বা চিত্রো রজতবিন্দুভিঃ॥ ১৭
আশ্রমে তস্য রামস্য সীতায়াঃ প্রমুখে চর।
প্রলোভয়িত্বা বৈদেহীং যথেষ্টং গন্তুমর্হসি॥ ১৮

চত্বারিংশ সর্গ।

যেমন মরণাভিলাষী ব্যক্তি ঔষধ সেবন করে না, তদ্রূপ সেই কালপ্রেরিত রাক্ষসপতি রাবণ মারীচের সেই কল্যাণকর যুক্তিপূর্ণ সমুচিত বাক্য গ্রাহ্য করিল না; পরন্তু তাহাকে যুক্তিবিরুদ্ধ পরুষ বাক্যে বলিল, "মারীচ! তুমি নীচকুলে জন্মিয়াছ, সেইজন্যই আমাকে এরূপ অসঙ্গত কথা বলিলে। তোমার উপদেশ ঊষর-ভূমিতে উপ্ত বীজের ন্যায় নিতান্ত নিষ্ফল; কারণ আমি তোমার কথায় পাপাচারী মূর্খ মানুষ রামের সহিত যুদ্ধ করিতে ভয় পাইবার লোক নহি। যে ব্যক্তি সামান্য স্ত্রীলোকের কথা শুনিয়া মাতা পিতা রাজ্য ও বন্ধুবর্গ পরিত্যাগ করত অবিলম্বে অরণ্যগামী হইয়াছে, আমি তোমার সম্মুখে নিশ্চয়ই যুদ্ধে খরবিনাশী সেই রামের প্রাণ অপেক্ষাও প্রিয়তমা ভার্য্যাকে হরণ করিব। ওহে মারীচ! আমার হৃদয়ে এই বুদ্ধি দৃঢ়নিশ্চয় হইয়া বিদ্যমান রহিয়াছে, ইন্দ্রাদি নিখিল দেবগণ বা অসুরগণও তাহার অন্যথা করিতে পারিবে না। ১—৭। যদি আমি এই কার্য্যের কর্ত্তব্যতা-অবধারণের জন্য ইহার দোষ, গুণ, উপায় ক্ষতি কি প্রভৃতি কথা তোমাকে জিজ্ঞাসা করিতাম, তবেই তোমার এরূপ কথা বলা শোভা পাইত। যে বিজ্ঞ মন্ত্রী নিজের ঐশ্বর্য্য কামনা করেন, তিনি রাজ-কর্ত্তৃক জিজ্ঞাসিত হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে নিজের বক্তব্য বিষয় বলিবেন, কেননা রাজাদিগের নিকটে মৃদুতা-সহকারে রাজনীতিসম্মত মনোহর হিতকর অবিরুদ্ধ বাক্যই বলা কর্ত্তব্য। হিতকর কথাও যদি অপমানের সহিত কথিত হয়, তবে সম্মানার্থী রাজা সেই সম্মানরহিত বাক্যে আদর করেন না। রাক্ষস! অমিততেজা মহাত্মা নরপতিরা অগ্নি, ইন্দ্র, চন্দ্র, যম, বরুণ, এই পঞ্চদেবতার রূপ ধারণ করত উষ্ণতা, পরাক্রম, শুভদর্শনতা, দণ্ড ও প্রসন্নতা ধারণ করেন। সুতরাং সতত সকল অবস্থাতেই তাঁহারা মান্য ও পূজ্য। তুমি দুরাচার অত্যন্ত মোহান্বিত ও ধর্ম্মবিষয়ে অজ্ঞ, সেই জন্যই আমি তোমার গৃহে আসিলেও, তুমি আমাকে এইরূপ পরুষ বাক্য বলিতেছ। অমিতবিক্রম নিশাচর! এ বিষয়ে গুণ, দোষ বা নিজের ক্ষতি কি, তাহা আমি তোমাকে জিজ্ঞাসা করিতেছি না, আমি এইমাত্র বলিতেছি যে, তুমি এই কার্য্যে আমাকে সাহায্য কর। ৮—১৬। আমার কথামত তোমাকে আমার সাহায্যের জন্য যাহা করিতে হইবে, তাহা বলিতেছি শ্রবণ কর।—তুমি রজতবিন্দু-সমূহে চিত্রিত স্বর্ণমৃগ হইয়া সেই রামের আশ্রমে যাইয়া জনকদুহিতা সীতার সম্মুখে বিচরণ করত তাহাকে প্রলোভিতা করিয়া যথাভিলষিত

তাং হি মায়াময়ং দৃষ্ট্বা কাঞ্চনং জাতবিস্ময়া।
আনয়ৈনমিতি ক্ষিপ্রং রামং বক্ষ্যতি মৈথিলী ॥ ১৯
অপক্রান্তে চ কাকুৎস্থে দূরং গত্বাপ্যুদাহর।
হা সীতে লক্ষ্মণেত্যেবং রামবাক্যানুরূপকম্ ॥ ২০
তচ্ছ্রুত্বা রামপদবীং সীতয়া চ প্রচোদিতঃ।
অনুগচ্ছতি সম্ভ্রান্তঃ সৌমিত্রিরপি সৌহৃদাৎ ॥ ২১
অপক্রান্তে চ কাকুৎস্থে লক্ষ্মণে চ যথাসুখম্।
আহরিষ্যামি বৈদেহীং সহস্রাক্ষঃ শচীমিব ॥ ২২
এবং কৃত্বা ত্বিদং কার্য্যং যথেষ্টং গচ্ছ রাক্ষস।
রাজ্যস্যার্দ্ধং প্রদাস্যামি মারীচ তব সুব্রত ॥ ২৩
গচ্ছ সৌম্য শিবং মার্গং কার্য্যস্যাস্য বিবৃদ্ধয়ে।
অহং ত্বানুগমিষ্যামি সরথো দণ্ডকাবনম্ ॥ ২৪
প্রাপ্য সীতামযুদ্ধেন বঞ্চয়িত্বা তু রাঘবম্।
লঙ্কাং প্রতিগমিষ্যামি কৃতকার্য্যঃ সহ ত্বয়া ॥ ২৫
নোচেৎ করোষি মারীচ হন্মি ত্বামহমদ্য বৈ।
এতৎ কার্য্যমবশ্যং মে বলাদপি করিষ্যসি।
রাজ্ঞো বিপ্রতিকূলস্থো ন জাতু সুখমেধতে ॥ ২৬

আসাদ্য তং জীবিতসংশয়স্তে
মৃত্যুধ্রুবো হ্যদ্য ময়া বিরুধ্য।
এতদ্‌যথাবৎ পরিগণ্য বুদ্ধ্যা
যদত্র পথ্যং কুরু তৎ তথা ত্বম্ ॥ ২৭
ইত্যারণ্যকাণ্ডে চত্বারিংশঃ সর্গঃ ॥ ৪০ ॥

প্রদেশে গমন কর। তুমি মায়াবলে স্বর্ণমৃগ হইয়া বিচরণ করিতে থাকিলে সেই জনকনন্দিনী তোমাকে দেখিয়া বিস্মিত হইয়া তৎক্ষণাৎ রামকে 'এই মৃগ আনয়ন কর' এই কথা বলিবে; পরে রাম আশ্রম হইতে বহির্গত হইলে, তুমি বহু দূরে যাইয়া অবিকল রামের স্বরে 'হা সীতে! হা লক্ষ্মণ!' এরূপ বাক্য উচ্চারণ করিও। সীতা, তাহা শুনিয়া সুমিত্রানন্দন লক্ষ্মণকে রামের নিকটে পাঠাইবে, লক্ষ্মণও সৌভ্রাত্র-বশতঃ অবিলম্বে নিশ্চয়ই তাহার অনুগামী হইবে। এইরূপে কাকুৎস্থ রাম ও লক্ষ্মণ আশ্রম ত্যাগ করিলে আমি মহেন্দ্রের শচীহরণের ন্যায়, বিদেহরাজনন্দিনী সীতাকে অনায়াসে হরণ করিব। ওহে সুব্রত রাক্ষস মারীচ! তুমি এইরূপে আমার কার্য্য সম্পন্ন করিয়া যেখানে ইচ্ছা যাইও, আমি তোমাকে অর্দ্ধেক রাজ্য প্রদান করিব। ১৭—২৩। শুভদর্শন! তুমি এই কার্য্য সম্পন্ন করিবার জন্য এই সদুপায় অবলম্বন কর, আমি রথ লইয়া তোমার পশ্চাৎ যাইতেছি। আমি এইরূপে রঘুনন্দন রামকে প্রতারিত করত বিনাযুদ্ধে সীতাকে লাভ করিয়া কৃতকার্য্য হইয়া তোমার সহিত লঙ্কানগরীতে প্রত্যাগমন করিব। মারীচ! তোমার অনিচ্ছা সত্ত্বেও আমি বলপূর্ব্বক তোমার দ্বারা নিশ্চয়ই এই কার্য্য সম্পাদন করিতে চেষ্টা করিব; যদি তুমি আমার এই কার্য্য সম্পাদন না কর, তাহা হইলে আমি তোমাকে সংহার করিব। তুমি নিশ্চয় জানও, রাজার বিরুদ্ধাচারী হইয়া কেহই সুখী হয় না। রামের নিকটে গেলে, তোমার প্রাণ সংশয় হইবে; কিন্তু আমার সহিত বিবাদ করিলে এখনই নিশ্চয় তোমার মৃত্যু ঘটিবে; বিবেচনাপূর্ব্বক যথার্থরূপে ইহা বিচার করিয়া যাহা উচিত বোধ হয়, তাহাই কর।" ২৪—২৭।

একচত্বারিংশঃ সর্গঃ।

আজ্ঞপ্তো রাবণেনেত্থং প্রতিকূলঞ্চ রাজবৎ।
অব্রবীৎ পরুষং বাক্যং নিঃশঙ্কো রাক্ষসাধিপম্ ॥ ১
কেনায়মুপদিষ্টস্তে বিনাশঃ পাপকর্ম্মণা।
সপুত্রস্য সরাজ্যস্য সামাত্যস্য নিশাচর ॥ ২
কস্ত্বয়া সুখিনা রাজন্ নাভিনন্দতি পাপকৃৎ।
কেনেদমুপদিষ্টং তে মৃত্যুদ্বারমুপায়তঃ ॥ ৩
শত্রবস্তব সুব্যক্তং হীনবীর্য্যা নিশাচর।
ইচ্ছন্তি ত্বাং বিনশ্যন্তমুপরুদ্ধং বলীয়সা ॥ ৪
কেনেদমুপদিষ্টং তে ক্ষুদ্রেণাহিতবুদ্ধিনা।
যস্ত্বামিচ্ছতি নশ্যন্তং স্বকৃতেন নিশাচর ॥ ৫

একচত্বারিংশ সর্গ।

রাক্ষসেশ্বর রাবণকর্ত্তৃক রাজার ন্যায় সেইরূপ অবৈধ বিষয়ে আদিষ্ট হইয়া মারীচ, নির্ভীকহৃদয়ে কর্কশবাক্যে তাহাকে বলিল, "রাক্ষসপতি! কোন্ পাপিষ্ঠ তোমাকে তোমার এবং তোমার রাজ্য, পুত্র ও অমাত্যগণের ধ্বংসের মূল এই বিষয়ে উপদেশ দিয়াছে? কোন্ পাপাত্মা তোমার সুখে অসুখী হইতেছে? কে তোমার নিকটে তোমার এই মৃত্যুর পথ দেখাইয়া দিয়াছে? রাক্ষসেশ্বর! তোমার দুর্ব্বল শত্রুগণ নিশ্চয়ই বলবান্ ব্যক্তির সহিত তোমার বিরোধ বাধাইয়া তোমাকে বিনষ্ট করিতে ইচ্ছা করিয়াছে। তোমার অশুভকারী নীচস্বভাব যে ব্যক্তি তোমাকে স্বকৃত কার্য্যদ্বারা বিনষ্ট করিতে মনস্থ করিয়া এই বিষয়ে পরামর্শ দিয়াছে, সে ব্যক্তি

বধ্যাঃ খলু ন বধ্যন্তে সচিবাস্তব রাবণ।
যে ত্বামুৎপথমারূঢ়ং ন নিগৃহ্ণন্তি সর্ব্বশঃ ॥ ৬
অমাত্যৈঃ কামবৃত্তো হি রাজা কাপথমাশ্রিতঃ।
নিগ্রাহ্যঃ সর্ব্বথা সদ্ভিঃ ন নিগ্রাহ্যো নিগৃহ্যসে ॥ ৭
ধর্ম্মমর্থঞ্চ কামঞ্চ যশশ্চ জয়তাং বর।
স্বামিপ্রসাদাৎ সচিবাঃ প্রাপ্নুবন্তি নিশাচর ॥ ৮
বিপর্য্যয়ে তু তৎ সর্ব্বং ব্যর্থং ভবতি রাবণ।
ব্যসনং স্বামিবৈগুণ্যাৎ প্রাপ্নুবন্তীতরে জনাঃ ॥ ৯
রাজমূলো হি ধর্ম্মশ্চ যশশ্চ জয়তাং বর।
তস্মাৎ সর্ব্বাস্ববস্থাসু রক্ষিতব্যা নরাধিপাঃ ॥ ১০
রাজ্যং পালয়িতুং শক্যং ন তীক্ষ্ণেন নিশাচর।
ন চাতিপ্রতিকূলেন নাবিনীতেন রাক্ষস ॥ ১১
যে তীক্ষ্ণমন্ত্রাঃ সচিবা ভুজ্যন্তে সহ তেন বৈ।
বিষমেষু রথাঃ শীঘ্রং মন্দসারথয়ো যথা ॥ ১২
বহবঃ সাধবো লোকে যুক্তধর্ম্মমনুষ্ঠিতাঃ।
পরেষামপরাধেন বিনষ্টাঃ সপরিচ্ছদাঃ ॥ ১৩
স্বামিনা প্রতিকূলেন প্রজাস্তীক্ষ্ণেন রাবণ।
রক্ষ্যমাণা ন বর্দ্ধন্তে মৃগা গোমায়ুনা যথা ॥ ১৪

অবশ্যং বিনশিষ্যন্তি সর্ব্বে রাবণ রাক্ষসাঃ।
যেষাং ত্বং কর্কশো রাজা দুর্ব্বুদ্ধিরজিতেন্দ্রিয়ঃ ॥ ১৫
তদিদং কাকতালীয়ং ঘোরমাসাদিতং ময়া।
অত্র ত্বং শোচনীয়োঽসি সসৈন্যো বিনশিষ্যসি ॥ ১৬
মাং নিহত্য তু রামোঽসাবচিরাৎ ত্বাং বধিষ্যতি।
অনেন কৃতকৃত্যোঽস্মি ম্রিয়ে চাপ্যরিণা হতঃ ॥ ১৭
দর্শনাদেব রামস্য হতং মামবধারয়।
আত্মানঞ্চ হতং বিদ্ধি হৃত্বা সীতাং সবান্ধবম্ ॥ ১৮
আনয়িষ্যসি চেৎ সীতামাশ্রমাৎ সহিতো ময়া।
নৈব ত্বমপি নাহং বৈ নৈব লঙ্কা ন রাক্ষসাঃ ॥ ১৯
নিবার্য্যমাণস্তু ময়া হিতৈষিণা
ন মৃষ্যসে বাক্যমিদং নিশাচর।
পরেতকল্পা হি গতায়ুষো নরা
হিতং ন গৃহ্ণন্তি সুহৃদ্ভিরীরিতম্ ॥ ২০

ইত্যারণ্যকাণ্ডে একচত্বারিংশঃ সর্গঃ ॥ ৪১ ॥

কে? রাক্ষসরাজ রাবণ। তুমি বিপথগামী হইলে, যে মন্ত্রীরা তোমাকে সর্ব্বতোভাবে সুপথে আনয়ন করে না, তাহারা তোমার বধের যোগ্য; কিন্তু তুমি তাহাদিগকে বধ কর না। ১—৬। রাজা স্বেচ্ছাচারী হইয়া কুপথগামী হইলে, সাধু মন্ত্রীরা সকলপ্রকারে তাঁহাকে নিবারণ করিয়া থাকেন; আমিও তোমাকে নিবারন করিতেছি, কিন্তু তুমি নিবৃত্ত হইতেছ না। ওহে বিজয়িপ্রবর রাক্ষসরাজ রাবণ! সচিবেরা প্রভুর প্রসাদে ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও যশ লাভ করেন এবং প্রভু অসন্তুষ্ট হইলে তাহাতে বঞ্চিত হন। রাজার বৈগুণ্যে প্রজারাও বিপদাপন্ন হইয়া থাকে। রাজাই প্রজাবর্গের ধর্ম্ম ও যশ লাভের মূল; সুতরাং সকল অবস্থাতেই তাঁহাদিগকে রক্ষা করা প্রজাবর্গের কর্ত্তব্য। নিশাচর! প্রজাগণের নিতান্তপ্রতিকূলকারী, অবিনয়ী, তীক্ষ্ণস্বভাব রাজারা রাজ্য রক্ষা করিতে পারে না; অপিচ কঠোর ব্যবহারে মন্ত্রণাদাতা অমাত্যদিগের সহিত, বন্ধুর স্থানে অনুপযুক্তসারথিচালিত রথের ন্যায়, অচিরেই বিনষ্ট হন। ৭—১২। ইহলোকে অনেক উপযুক্ত ধার্ম্মিক সাধুচরিত্র লোক পরের পাপে সবান্ধবে বিনষ্ট হইয়াছেন। প্রজারা প্রতিকূলচারী তীক্ষ্ণস্বভাব রাজার রক্ষণে শৃগাল-রক্ষিত মৃগগণের ন্যায়, বৃদ্ধি পায় না।

ওহে রাবণ! তুমি মন্দমতি ইন্দ্রিয়পরায়ণ ও কর্কশ-স্বভাব; তুমি যাহাদিগের রাজা, সেই রাক্ষসেরা নিশ্চয়ই বিনষ্ট হইবে। যাহাতে তুমি সৈন্যগণের সহিত সম্ভাবিতমৃত্যু হইয়া শোচনায় হইতেছ; আমি হঠাৎ সেইরূপ ভীষণ ব্যসন প্রাপ্ত হইয়াছি। ১৩—১৬। রাম আমাকে বধ করিয়া অবিলম্বে তোমাকেও বিনাশ করিবেন। আমি যুদ্ধে শত্রুর হস্তে প্রাণ হারাইব, সুতরাং কৃতকৃত্য হইলাম। আমি রামকে দেখিয়াই বিনষ্ট হইব এবং তুমিও সীতাকে হরণ করিয়া সবান্ধবে বিনষ্ট হইবে, ইহা নিশ্চিতরূপে জানিও। যদি তুমি আমার সহিত রামের আশ্রম হইতে সীতাকে হরণ কর, তবে তুমি, আমি লঙ্কা ও রাক্ষসেরা কেহই থাকিবে না। রাক্ষসনাথ! আমি তোমার শুভাকাঙ্ক্ষী হইয়া তোমাকে নিবারণ করিতেছি, কিন্তু তুমি আমার কথা গ্রাহ্য করিতেছ না; সুতরাং বোধ হইতেছে, তুমি অচিরেই বিনষ্ট হইবে; কারণ, মৃত্যুমুখে পতিত হীনায়ু ব্যক্তিমাত্রই বন্ধুবর্গের হিতবাক্য গ্রাহ্য করে না।" ১৭—২০।

দ্বিচত্বারিংশঃ সর্গঃ ।

এবমুক্ত্বা তু পরুষং মারীচো রাবণং ততঃ ।
গচ্ছাবেত্যব্রবীদ্দীনো ভয়াদ্রাত্রিঞ্চরপ্রভো ॥ ১
দৃষ্টশ্চাহং পুনস্তেন শরচাপাসিধারিণা ।
মদ্বধোদ্যতশস্ত্রেণ নিহতং জীবিতঞ্চ মে ॥ ২
ন হি রামং পরাক্রম্য জীবন্ প্রতিনিবর্ত্ততে ।
বর্ত্ততে প্রতিরূপোঽসৌ যমদণ্ডহতস্য তে ॥ ৩
কিন্তু কর্ত্তুং ময়াশক্যমেবং ত্বয়ি দুরাত্মনি ।
এষ গচ্ছাম্যহং তাত স্বস্তি তেঽস্তু নিশাচর ॥ ৪
প্রহৃষ্টস্ত্বভবৎ তেন বচনেন স রাক্ষসঃ ।
পরিষজ্য সুসংশ্লিষ্টমিদং বচনমব্রবীৎ ॥ ৫
এতচ্ছৌণ্ডীর্য্যযুক্তং তে মচ্ছন্দবশবর্ত্তিনঃ ।
ইদানীমসি মারীচঃ পূর্ব্বমন্যো হি রাক্ষসঃ ॥ ৬
আরুহ্যতাময়ং শীঘ্রং খগো রত্নবিভূষিতঃ ।
ময়া সহ রথো যুক্তঃ পিশাচবদনৈঃ খরৈঃ ॥ ৭
প্রলোভয়িত্বা বৈদেহীং যথেষ্টং গন্তুমর্হসি ॥ ৮
তাং শূন্যে প্রসভং সীতামানয়িষ্যামি মৈথিলীম্ ।
ততস্তথেত্যুবাচৈনং রাবণং তাড়কাসুতঃ ॥ ৯
ততো রাবণমারীচৌ বিমানমিব তং রথম্ ।
আরুহ্য যযতুঃ শীঘ্রং তস্মাদাশ্রমমণ্ডলাৎ ॥ ১০
তথৈব তত্র পশ্যন্তৌ পত্তনানি বনানি চ ।
গিরীংশ্চ সরিতঃ সর্ব্বা রাষ্ট্রাণি নগরাণি চ ॥ ১১
সমেত্য দণ্ডকারণ্যং রাঘবস্যাশ্রমং ততঃ ।
দদর্শ সহমারীচো রাবণো রাক্ষসাধিপঃ ॥ ১২
অবতীর্য্য রথাৎ তস্মাৎ ততঃ কাঞ্চনভূষণাৎ ।
হস্তে গৃহীত্বা মারীচং রাবণো বাক্যমব্রবীৎ ॥ ১৩
এতদ্রামাশ্রমপদং দৃশ্যতে কদলীবৃতম্ ।
ক্রিয়তাং তৎ সখে শীঘ্রং যদর্থং বয়মাগতাঃ ॥ ১৪
স রাবণবচঃ শ্রুত্বা মারীচো রাক্ষসস্তদা ।
মৃগো ভূত্বাশ্রমদ্বারি রামস্য বিচচার হ ॥ ১৫
স তু রূপং সমাস্থায় মহদদ্ভুতদর্শনম্ ।
মণিপ্রবরশৃঙ্গাগ্রঃ সিতাসিতমুখাকৃতিঃ ॥ ১৬
রক্তপদ্মোৎপলমুখ ইন্দ্রনীলোৎপলশ্রবাঃ ।
কিঞ্চিদভ্যুন্নতগ্রীব ইন্দ্রনীলনিভোদরঃ ॥ ১৭
মধূকনিভপার্শ্বশ্চ কঞ্জকিঞ্জল্কসন্নিভঃ ।
বৈদূর্য্যসঙ্কাশখুরস্তনুজঙ্ঘঃ সুসংহতঃ ॥ ১৮

দ্বিচত্বারিংশ সর্গ ।

মারীচ, রাবণকে এইরূপ কর্কশ বাক্য বলিয়া তাহার ভয়ে ভীত হইয়া সকাতরে কহিল, "রাক্ষসনাথ! আমরা উভয়ে যাইব। সেই ধনুর্ব্বাণ ও খড়্গধারী রাম যদি আমাকে বধ করিবার জন্য অস্ত্র উদ্যত করিয়া পুনরায় আমার দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করেন, তবে তাহাতেই আমার প্রাণ নষ্ট হইবে। তাত! যদিও আপনি যমদণ্ড বিফল করিয়াছেন, তথাপি তাঁহাকে আক্রমণ করিয়া জীবন লইয়া প্রতিগমন করিতে পারিবেন না; কারণ, তিনি আপনার যমস্বরূপ; কিন্তু আমি কি করিব! দুর্ব্বুদ্ধিবশতঃ আপনি আমার কথা গ্রাহ্য করিলেন না। রাক্ষসপতি! আপনার মঙ্গল হউক। আমি এই যাইতেছি।" ১—৪

রাক্ষসরাজ রাবণ, মারীচের সেই কথায় সন্তুষ্ট হইয়া তাহাকে গাঢ় আলিঙ্গন করিয়া বলিল, "তুমি আমার ইচ্ছার অনুবর্ত্তী হইয়া যে কথা বলিলে, উহাই তোমার বীরত্বের উপযুক্ত; এক্ষণেই তুমি যথার্থ মারীচ হইলে, পূর্ব্বে অন্য রাক্ষসের ন্যায় ছিলে। সে যাহা হউক, সম্প্রতি আমার সহিত অবিলম্বে এই পিশাচতুল্যবদন খরগণে যোজিত শূন্যগামী, রত্নভূষিত রথে আরোহণ কর। পরে রামের আশ্রমে যাইয়া বিদেহরাজতনয়া সীতাকে প্রলোভিতা করিয়া বাঞ্ছিত স্থানে প্রস্থান করিও।৫—৮। আমি রাম ও লক্ষ্মণশূন্য আশ্রমে প্রবেশ করিয়া বলপূর্ব্বক তাহাকে হরণ করিব।" পরে তাড়কা-নন্দন মারীচ কহিল, "তাহাই করিব"। তৎপরে উভয়ে সেই বিমানতুল্য রথে আরোহণ করিয়া তথা হইতে শীঘ্র প্রস্থান করিল এবং বহুতর রাষ্ট্র, নগর, পত্তন, বন, পর্ব্বত ও নদী অতিক্রম করত দণ্ডকারণ্যে যাইয়া রামের আশ্রম দেখিতে পাইল। তৎপরে রাবণ সেই স্বর্ণভূষিত রথ হইতে অবতীর্ণ হইয়া মারীচের হস্ত ধারণ করিয়া বলিল, "সখে! কদলীবনে পরিবেষ্টিত রামের আশ্রম ঐ দেখা যাইতেছে আমরা যে কার্য্যের জন্য এখানে আসিয়াছি, এক্ষণে তুমি শীঘ্র তাহা সম্পন্ন কর।" তখন রাক্ষস মারীচ রাবণের কথা শুনিয়া অত্যন্ত অপূর্ব্ব-দর্শন মৃগরূপ ধারণ করত রামের আশ্রমের অদূরে বিচরণ করিতে লাগিল। ৯—১৫। যাহার শৃঙ্গ উৎকৃষ্ট মণির ন্যায়, মুখ রক্তপদ্ম ও নীলোৎপল-সদৃশ, বদনমণ্ডল শুক্ল ও কৃষ্ণপ্রভাময় কর্ণ ইন্দ্রনীলমণি ও নীলোৎপলের ন্যায় গ্রীবা কিঞ্চিৎ উন্নত, উদর-বর্ণ ইন্দ্রনীলমণি-তুল্য, পাত্রের বর্ণ পদ্মকেশর-তুল্য ও মনোহর চিক্কণ, উভয় পার্শ্বের বর্ণ মধূকপুষ্পের ন্যায়, খুর বৈদূর্য্যমণিতুল্য, জঙ্ঘা ক্ষীণ, সন্ধিস্থল স্নিগ্ধ

ইন্দ্রায়ুধসবর্ণেন পুচ্ছেনোর্দ্ধং বিরাজিতঃ ।
মনোহরস্নিগ্ধবর্ণো রত্নৈর্নানাবিধৈর্বৃতঃ ॥ ১৯
ক্ষণেন রাক্ষসো জাতো মৃগঃ পরমশোভনঃ ।
বনং প্রজ্বলন্ রম্যং রামাশ্রমপদঞ্চ তৎ ॥ ২০
মনোহরং দর্শনীয়ং রূপং কৃত্বা স রাক্ষসঃ ।
প্রলোভনার্থং বৈদেহ্যা নানাধাতুবিচিত্রিতম্ ।
বিচরন্ গচ্ছতে শষ্পং শাদ্বলানি সমন্ততঃ ॥ ২১
রৌপ্যৈর্বিন্দুশতৈশ্চিত্রো ভূত্বা চ প্রিয়দর্শনঃ ।
বিটপীনাং কিসলয়ান্ ভক্ষয়ন্ বিচচার হ ॥ ২২
কদলীগৃহকং গত্বা কর্ণিকারানিতস্ততঃ ।
তমাশ্রমং মন্দগতিঃ সীতাসন্দর্শনং ততঃ ॥ ২৩
রাজীবচিত্রপৃষ্ঠঃ স বিররাজ মহামৃগঃ ।
রামাশ্রমপদাভ্যাসে বিচচার যথাসুখম্ ॥ ২৪
পুনর্গত্বা নিবৃত্তশ্চ বিচচার মৃগোত্তমঃ ।
গত্বা মুহূর্ত্তং ত্বরয়া পুনঃ প্রতিনিবর্ত্তত ॥ ২৫
বিক্রীড়ংশ্চ পুনর্ভূমৌ পুনরেব নিষীদতি ।
আশ্রমদ্বারমাগম্য মৃগযূথানি গচ্ছতি ॥ ২৬
মৃগযূথৈরনুগতঃ পুনরেব নিবর্ত্ততে ॥ ২৭
সীতাদর্শনমাকাঙ্ক্ষন্ রাক্ষসো মৃগতাং গতঃ ।
পরিভ্রমতি চিত্রাণি মণ্ডলানি বিনিষ্পতন্ ॥ ২৮

সমুদ্বীক্ষ্য চ সর্ব্বে তং মৃগা যেঽন্যে বনেচরাঃ ।
উপাগম্য সমাঘ্রায় বিদ্রবন্তি দিশো দশ ॥ ২৯
রাক্ষসঃ সোঽপি তান্ বন্যান্ মৃগান্ মৃগবধে রতঃ ।
প্রচ্ছাদনার্থং ভাবস্য ন ভক্ষয়তি সংস্পৃশন্ ॥ ৩০
তস্মিন্নেব ততঃ কালে বৈদেহী শুভলোচনা ।
কুসুমাপচয়ে ব্যগ্রা পাদপানভ্যবর্ত্তত ॥ ৩১
কর্ণিকারানশোকাংশ্চ চূতাংশ্চ মদিরেক্ষণা ।
কুসুমান্যবচিন্বন্তী চচার রুচিরাননা ॥ ৩২
অনর্হা বনবাসস্য সা তং রত্নময়ং মৃগম্ ।
মুক্তামণিবিচিত্রাঙ্গং দদর্শ পরমাঙ্গনা ॥ ৩৩
তং বৈ রুচিরদন্তোষ্ঠং রূপ্যধাতুতনূরুহম্ ।
বিস্ময়োৎফুল্লনয়না সস্নেহং সমুদৈক্ষত ॥ ৩৪
স চ তাং রামদয়িতাং পশ্যন্ মায়াময়ো মৃগঃ ।
বিচচার ততস্তত্র দীপয়ন্নিব তদ্বনম্ ॥ ৩৫
অদৃষ্টপূর্ব্বং দৃষ্ট্বা তং নানারত্নময়ং মৃগম্ ।
বিস্ময়ং পরমং সীতা জগাম জনকাত্মজা ॥ ৩৬

ইত্যারণ্যকাণ্ডে দ্বিচত্বারিংশঃ সর্গঃ ॥ ৪২ ॥

এবং পুচ্ছ ইন্দ্রধনুর ন্যায় বিচিত্রবর্ণ ও ঊর্দ্ধে উত্থিত সেই রাক্ষস ক্ষণকাল মধ্যে এবম্বিধ বিবিধরত্ন-পরিবৃত অতীব সুশোভন এক মৃগ হইল এবং বিবিধ ধাতুসমূহে চিত্রিত সুদৃশ্য সেই মনোহর মৃগরূপ ধারণপূর্ব্বক সেই রমণীয় বনস্থল ও রামের আশ্রম উজ্জ্বল করিয়া বিদেহরাজ-নন্দিনী সীতাকে প্রলোভিতা করিবার জন্য নবীন তৃণ ভক্ষণ করত শাদ্বলপ্রদেশে চারিদিকে বিচরণ করিতে লাগিল। ১৯—২১। সে শত শত রজতবিন্দুসমূহে চিত্রিত পদ্মসদৃশ বিচিত্রপৃষ্ঠ মহামৃগ হইয়া অতীব শোভিত হইল। এবং বৃক্ষপল্লব ভক্ষণ করিতে করিতে সীতার দৃষ্টি আকর্ষণ কামনা করিয়া রামের আশ্রমের নিকটে মন্থরগতিতে কখন কদলী-গৃহমধ্যে, কখন বা কর্ণিকারবৃক্ষসমূহের দিকে বিচরণ করত সুখে ভ্রমণ করিতে লাগিল। সেই মৃগরূপধারী রাক্ষস কখন ক্ষণকাল, কখন বা মুহূর্ত্তকালের জন্য স্থানান্তরে যাইয়া পুনরায় প্রতিনিবৃত্ত হইয়া রামের আশ্রমের নিকটে ক্রীড়া করত ভূমিতলে লুণ্ঠিত হইতে লাগিল এবং মৃগসমূহের অভিমুখে গমন করত দূরে যাইয়া তাহাদিগের সহিত পুনরায় প্রতি-নিবৃত্ত হইয়া সীতার দৃষ্টিপাত আকাঙ্ক্ষা করিয়া মনোহর মণ্ডলাকারে তথায় বিচরণ করিতে লাগিল। বনচর মৃগসকল তাহাকে দর্শনপূর্ব্বক তাহার নিকটে আসিয়া গন্ধ আঘ্রাণ করিয়াই ইতস্তত ধাবিত হইতে লাগিল; কিন্তু সেই রাক্ষস মৃগবিনাশী হইয়াও তাহার রাক্ষসভাব গোপন করিবার জন্য তাহাদিগকে স্পর্শ করিয়াও ভক্ষণ করিল না। ২২—৩০। সেই সময়ে খঞ্জনপক্ষীর ন্যায় লোচনবিশিষ্টা, মনোহর-বদনা, নারীপ্রধানা বিদেহরাজকুমারী সীতা, পুষ্পচয়নে একাগ্রচিত্তা হইয়া কুসুমিত তরুতলে বিচরণ করিতে-ছিলেন। পরে তিনি পুষ্প চয়ন করত কর্ণিকার, অশোক ও আম্রবৃক্ষের নিকটে যাইয়া সেই মণি-মুক্তা-চিত্রিত-গাত্র, রজতবর্ণরোমযুক্ত মনোহর দন্ত ও ওষ্ঠবিশিষ্ট মৃগ দেখিতে পাইলেন এবং বিস্ময়পূর্ণ-প্রফুল্ল দৃষ্টিতে সস্নেহে তাঁহাকে দেখিতে লাগিলেন। সেই মায়াময় হরিণও রাম-প্রেয়সী সীতাকে দৃষ্টি করত সমগ্র বন উজ্জ্বল করিয়া তথায় ভ্রমণ করিতে লাগিল। জনক-কুমারী সীতা সেইরূপ অদৃষ্টপূর্ব্ব বিবিধ-রত্নময় মৃগ দেখিয়া অত্যন্ত বিস্ময়ান্বিত হইলেন।

ত্রিচত্বারিংশঃ সর্গঃ।

সা তং সম্প্রেক্ষ্য সুশ্রোণী কুসুমানি বিচিন্বতী।
হেমরাজতবর্ণাভ্যাং পার্শ্বাভ্যামুপশোভিতম্ ॥ ১
প্রহৃষ্টা চানবদ্যাঙ্গী মৃষ্টহাটকবর্ণিনী।
ভর্তারমপি চাক্রন্দ লক্ষ্মণঞ্চৈব সায়ুধম্ ॥ ২
আহূয়াহূয় চ পুনস্তং মৃগঞ্চাভিবীক্ষতে।
আগচ্ছাগচ্ছ শীঘ্রং বৈ আর্য্যপুত্র সহানুজ ॥ ৩
তাবাহূতৌ নরব্যাঘ্রৌ বৈদেহ্যা রামলক্ষ্মণৌ।
বীক্ষমাণৌ তু তং দেশং তদা দদৃশতুর্মৃগম্ ॥ ৪
শঙ্কমানস্তু তং দৃষ্ট্বা লক্ষ্মণো বাক্যমব্রবীৎ।
তমেবৈনমহং মন্যে মারীচং রাক্ষসং মৃগম্ ॥ ৫
চরন্তো মৃগয়াং হৃষ্টাঃ পাপেনোপাধিনা বনে।
অনেন নিহতা রাম রাজানঃ পাপকর্ম্মণা ॥ ৬
অস্য মায়াবিদো মায়ামৃগরূপমিদং কৃতম্।
ভানুমৎ পুরুষব্যাঘ্র গন্ধর্ব্বপুরসন্নিভম্ ॥ ৭
মৃগো হ্যেবংবিধো রত্নবিচিত্রো নাস্তি রাঘব।
জগত্যাং জগতীনাথ মায়ৈষা হি ন সংশয়ঃ ॥ ৮
এবং ব্রুবাণং কাকুৎস্থং প্রতিবার্য্য শুচিস্মিতা।
উবাচ সীতা সংহৃষ্টা ছদ্মনা হৃতচেতনা ॥ ৯
আর্য্যপুত্রাভিরামোহসৌ মৃগো হরতি মে মনঃ।
আনয়ৈনং মহাবাহো ক্রীড়ার্থং নো ভবিষ্যতি ॥ ১০
ইহাশ্রমপদেহস্মাকং বহবঃ পুণ্যদর্শনাঃ।
মৃগাশ্চরন্তি সহিতাশ্চমরাঃ সৃমরাস্তথা ॥ ১১
ঋক্ষাঃ পৃষতসঙ্ঘাশ্চ বানরাঃ কিন্নরাস্তথা।
বিচরন্তি মহাবাহো রূপশ্রেষ্ঠা মহাবলাঃ ॥ ১২
ন চাস্য সদৃশো রাজন্ দৃষ্টপূর্ব্বো মৃগো ময়া।
তেজসা ক্ষময়া দীপ্ত্যা যথায়ং মৃগসত্তমঃ ॥ ১৩
নানাবর্ণবিচিত্রাঙ্গো রত্নভূতো মমাগ্রতঃ।
দ্যোতয়ন্ বনমব্যগ্রং দ্যোততে শশিসন্নিভঃ ॥ ১৪
অহো রূপমহো লক্ষ্মীঃ স্বরসম্পচ্চ শোভনা।
মৃগোহদ্ভুতো বিচিত্রাঙ্গো হৃদয়ং হরতীব মে ॥ ১৫
যদি গ্রহণমভ্যেতি জীবন্নেব মৃগস্তব।
আশ্চর্য্যভূতং ভবতি বিস্ময়ং জনয়িষ্যতি ॥ ১৬
সমাপ্তবনবাসানাং রাজ্যস্থানাঞ্চ নঃ পুনঃ।
অন্তঃপুরে বিভূষার্থো মৃগ এষ ভবিষ্যতি ॥ ১৭
ভরতস্যার্য্যপুত্রস্য শ্বশ্রূণাং মম চ প্রভো।
মৃগরূপমিদং দিব্যং বিস্ময়ং জনয়িষ্যতি ॥ ১৮
জীবন্ ন যদি তেহভ্যেতি গ্রহণং মৃগসত্তমঃ।

ত্রিচত্বারিংশ সর্গ।

বিশুদ্ধহেমবর্ণা অনিন্দিতাঙ্গী সুমধ্যমা সীতা কুসুমচয়ন করত স্বর্ণ ও রজতবর্ণ-পার্শ্বদ্বয়ে শোভিত সেই মৃগকে দেখিয়া অতীব আহ্লাদিতা হইয়া স্বামীকে ও দেবর লক্ষ্মণকে অস্ত্র লইয়া আসিতে বলিলেন। "আর্য্যপুত্র! ভ্রাতার সহিত শীঘ্র আসুন। শীঘ্র আসুন!" এই বলিয়া তিনি এক একবার আহ্বান করিতে লাগিলেন এবং এক একবার সেই মৃগের দিকে দৃষ্টিনিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। তখন সেই দুই নরশ্রেষ্ঠ রাম ও লক্ষ্মণ, বিদেহরাজনন্দিনী সীতার আহ্বানে তথায় আসিয়া ইতস্ততঃ দৃষ্টি করত সেই হরিণ দেখিতে পাইলেন। পরে লক্ষ্মণ তাহাকে দেখিয়া মারীচ আশঙ্কা করিয়া রামকে বলিলেন, "রাম! আমি এই মৃগকে সেই মারীচ রাক্ষস বলিয়া বোধ করিতেছি; হর্ষসহকারে মৃগয়াশীল অনেক রাজারা কাননমধ্যে এই পাপাচারী পাপকর্ম্মী রাক্ষসের ছলনায় বিনষ্ট হইয়াছেন। পুরুষশ্রেষ্ঠ! এই মায়াবী রাক্ষস মায়াদ্বারাই এইরূপ গন্ধর্ব্বনগর সদৃশ মনোহর উজ্জ্বল মৃগরূপ ধারণ করিয়াছে। রঘুনন্দন মহীপতে! এমন রত্নচিত্রিত মৃগ পৃথিবীতে নাই, ইহা নিশ্চয়ই মায়াময়, ইহাতে বিন্দুমাত্রও সন্দেহ নাই।" ১—৮। চারুহাসিনী সীতা সেই রাক্ষসের মায়ায় বিমোহিতা হইয়াছিলেন, অতএব তাদৃশবাক্যবাদী কাকুৎস্থ লক্ষ্মণকে নিবারণ করিয়া সাহ্লাদে স্বামীকে কহিলেন, "আর্য্যপুত্র! এই হরিণ অতি সুন্দর, এ আমার মন হরণ করিতেছে, অতএব মহাবাহো! আপনি ইহাকে আনয়ন করুন, এ আমাদিগের ক্রীড়ার নিমিত্ত হইবে। মহাবাহো! আমাদিগের এই আশ্রমে চমর সৃমর ও পৃষত প্রভৃতি অনেক শুভদর্শন মৃগ এবং শ্রেষ্ঠ-রূপ-বিশিষ্ট বানর, ঋক্ষ ও কিন্নরেরা দলে দলে বিচরণ করিয়া থাকে, কিন্তু রাজন! আমি পূর্ব্বে ক্ষমা দীপ্তি ও তেজে এই মৃগবরের ন্যায় অন্য কোন মৃগ দেখি নাই। বিবিধ বর্ণে চিত্রিতকায় চন্দ্রতুল্য প্রিয়দর্শন এই মৃগ বনস্থল শোভিত করত আমার নিকটে রত্নের ন্যায় দীপ্তি পাইতেছে। আহা! এই বিচিত্রাবয়ব অদ্ভুত মৃগের কেমন রূপ, কেমন কান্তি ও কেমন মধুর স্বর! আমার মন যেন হরণ করিতেছে। ১—১৫। যদি আপনি ইহাকে জীবিত ধরিতে পারেন, তবে বড় চমৎকার হয়, এ আমাদিগের অনেক বিস্ময় উৎপাদন করিবে। বনবাসকাল অতিবাহিত হইলে যখন আমরা রাজ্যস্থ হইব, তখন এই হরিণ আমাদিগের অন্তঃপুরের শোভাবর্দ্ধন করিবে। আরও প্রভো! এই দিব্য হরিণ আমার শ্বশ্রূদিগের এবং আর্য্যপুত্র ভরতেরও

অজিনং নরশার্দ্দূল রুচিরং মে ভবিষ্যতি ॥ ১৯
নিহতস্যাস্য সত্ত্বস্য জাম্বূনদময়ত্বচি।
শষ্পবৃষ্যাং বিনীতায়ামিচ্ছাম্যহমুপাসিতুম্ ॥ ২০
কামবৃত্তমিদং রৌদ্রং স্ত্রীণামসদৃশং মতম্।
বপুষা ত্বস্য সত্ত্বস্য বিস্ময়ো জনিতো মম ॥ ২১
তেন কাঞ্চনরোম্না তু মণিপ্রবরশৃঙ্গিণা।
তরুণাদিত্যবর্ণেন নক্ষত্রপথবর্চ্চসা ॥ ২২
বভূব রাঘবস্যাপি মনো বিস্ময়মাগতম্।
ইতি সীতাবচঃ শ্রুত্বা দৃষ্ট্বা চ মৃগমদ্ভুতম্ ॥ ২৩
লোভিতস্তেন রূপেণ সীতয়া চ প্রচোদিতঃ।
উবাচ রাঘবো হৃষ্টো ভ্রাতরং লক্ষ্মণং বচঃ ॥ ২৪
পশ্য লক্ষ্মণ বৈদেহ্যাঃ স্পৃহাং মৃগগতামিমাম্।
রূপশ্রেষ্ঠতয়া হ্যেষ মৃগোঽদ্য ন ভবিষ্যতি ॥ ২৫
ন বনে নন্দনোদ্দেশে ন চৈত্ররথসংশ্রয়ে।
কুতঃ পৃথিব্যাং সৌমিত্রে যোঽস্য কশ্চিৎ সমো মৃগঃ ॥২৬
প্রতিলোমানুলোমাশ্চ রুচিরা রোমরাজয়ঃ।
শোভন্তে মৃগমাশ্রিত্য চিত্রাঃ কনকবিন্দুভিঃ ॥ ২৭
পশ্যাস্য জৃম্ভমাণস্য দীপ্তামগ্নিশিখোপমাম্।
জিহ্বাং মুখান্নিঃসরন্তীং মেঘাদিব শতহ্রদাম্ ॥ ২৮
মসারগল্লর্কমুখ শঙ্খমুক্তানিভোদরঃ।
কস্য নামানিরূপ্যোঽসৌ ন মনো লোভয়েন্মৃগঃ ॥ ২৯
কস্য রূপমিদং দৃষ্ট্বা জাম্বূনদময়প্রভম্।
নানারত্নময়ং দিব্যং ন মনো বিস্ময়ং ব্রজেৎ ॥ ৩০
মাংসহেতোরপি মৃগান্ বিহারার্থঞ্চ ধন্বিনঃ।
ঘ্নন্তি লক্ষ্মণ রাজানো মৃগয়ায়াং মহাবনে ॥ ৩১
ধনানি ব্যবসায়েন বিচীয়ন্তে মহাবনে।
ধাতবো বিবিধাশ্চাপি মণিরত্নসুবর্ণিনঃ ॥ ৩২
তৎ সারমখিলং নৃণাং ধনং নিচয়বর্দ্ধনম্।
মনসা চিন্তিতং সর্ব্বং যথা শুক্রস্য লক্ষ্মণ ॥ ৩৩
অর্থী যেনার্থকৃত্যেন সংব্রজত্যবিচারয়ন্।
তমর্থমর্থশাস্ত্রজ্ঞাঃ প্রাহুরর্থ্যাশ্চ লক্ষ্মণ ॥ ৩৪
এতস্য মৃগরত্নস্য পরার্দ্ধ্যে কাঞ্চনত্বচি।
উপবেক্ষ্যতি বৈদেহী ময়া সহ সুমধ্যমা ॥ ৩৫
ন কাদলী ন প্রিয়কী ন প্রবেণী ন চাবিকী।
ভবেদেতস্য সদৃশী স্পর্শেনেনেতি মে মতিঃ ॥ ৩৬

বিস্ময় উৎপাদন করিবে। নরশ্রেষ্ঠ। যদি আপনি এই মৃগবরকে জীবিত ধরিতে না পারেন, তথাপি একখানি অজিন হইবে। আপনি এই মৃগ বধ করিয়া কুশাসনোপরি ইহার স্বর্ণ চর্ম্ম বিস্তীর্ণ করিয়া বসিবেন, আমিও আপনার পার্শ্বে ঐ আসনে বসিব, এইরূপ বাসনা করিতেছি। এইরূপ অতি ভয়ঙ্কর স্বেচ্ছাচারিত্ব মহিলাদিগের পক্ষে অনুচিত, ইহা জ্ঞানীদিগের অভিমত; কিন্তু এই মৃগের তরুণ অরুণবর্ণবিশিষ্ট, উৎকৃষ্ট-মণিময় শৃঙ্গযুক্ত, স্বর্ণময় লোম-সমন্বিত, তারকাপুঞ্জের ন্যায় প্রভাশালী দেহ দেখিয়া আমার অত্যন্ত বিস্ময় জন্মিয়াছে।” সীতার সেই কথা শুনিয়া এবং ঐ অদ্ভুত মৃগ দেখিয়া রামের অন্তরও বিস্ময়াবিষ্ট হইল। তিনি সীতার অনুরোধে এবং সেই মৃগের সৌন্দর্য্যে প্রলোভিত হইয়া সহর্ষে ভ্রাতা লক্ষ্মণকে বলিলেন। ১৬—২৪। “লক্ষ্মণ! এই হরিণটীকে পাইবার জন্য সীতার কিরূপ বলবতী বাসনা হইয়াছে, তাহা তুমি বুঝিয়া দেখ; এই হরিণকে এমন সুন্দরদেহ লইয়া আজ আর ফিরিয়া যাইতে হইবে না। সুমিত্রানন্দন! এই মৃগের ন্যায় অন্য কোন হরিণশিশু নন্দন বা চৈত্ররথ বনেও নাই, পৃথিবীতে থাকিবার সম্ভাবনা কোথায়? এই মৃগের রজতবিন্দুসমূহে চিত্রিত কমনীয় রোমরাজি অনুলোম ও বিলোমভাবে বিন্যস্ত হইয়া শোভা পাইতেছে। এ জৃম্ভণ করিলে, ইহার অগ্নিশিখার ন্যায় দীপ্তিময় জিহ্বা মুখ হইতে বাহির হইয়া, যেমন মেঘ-নিঃসৃত বিদ্যুতের শোভা ধারণ করিতেছে। দেখ, মুক্তা ও শঙ্খবর্ণ-উদরবিশিষ্ট ইন্দ্রনীলমণিনির্ম্মিত পানপাত্রের ন্যায় বদনযুক্ত এই অপরূপ মৃগ কাহার মন না লুব্ধ করিতে পারে? স্বর্ণের ন্যায় প্রভাযুক্ত, বিবিধ-রত্নময় এই দিব্য মৃগের সৌন্দর্য্য দেখিয়া, কাহার চিত্ত বিস্ময়-যুক্ত না হয়? লক্ষ্মণ! রাজারা মৃগয়া উপলক্ষে নিবিড় বনে যাইয়া ধনু ধারণপূর্ব্বক চর্ম্ম ও মাংসের জন্য অনেক মৃগ বধ করিয়া থাকেন। পরন্তু, বিজনবনে নরপতিগণ সযত্নে মণি, রত্ন ও সুবর্ণ-সম্বলিত বিবিধ ধাতুরূপ অনেক ধন সঞ্চয় করিয়া থাকেন। কাননমধ্যস্থ ধনরাজি উৎকৃষ্ট এবং তাহাতেই মনুষ্যদিগের ধনাগারে ধনবৃদ্ধি হয়; সুতরাং কাননমধ্যে সকল ব্যক্তিরই ব্রহ্মের ন্যায়, সকল মানসিক অভিলাষ সিদ্ধি হয়। লক্ষ্মণ! ধনাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তি যে বিষয় মনস্থ করিয়া সংশয়শূন্যচিত্তে কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়, অর্থশাস্ত্রবিদ্ অর্থচিন্তাপরায়ণ পুরুষেরা তাহাকেই অর্থ বলিয়া থাকেন। ২৫—৩৪। সুমধ্যমা বিদেহরাজবালা এই মৃগরত্নের বিচিত্র স্বর্ণময় চর্ম্মে আমার সহিত বসিবেন। আমি বোধ করি, কি কদল (নিম্নভাগে কর্ব্বুরবর্ণ ও অগ্রভাগে নীলবর্ণ উচ্চ মৃদু রোমবিশিষ্ট মৃগ) কি প্রিয়ক (উচ্চ, মৃদু, মসৃণ ও ঘনরোমযুক্ত মৃগ) কি প্রবেণ (ছাগ-বিশেষ) কি মেষ, কাহারও চর্ম্ম এই হরিণের চর্ম্মের ন্যায়

এষ চৈব মৃগঃ শ্রীমান্ যশ্চ দিব্যো নভশ্চরঃ।
উভাবেতৌ মৃগৌ দিব্যৌ তারামৃগমহীমৃগৌ ॥ ৩৭
যদি বায়ং তথা যন্মাং ভবেদ্বদসি লক্ষ্মণ।
মায়ৈষা রাক্ষসস্যেতি কর্ত্তব্যোঽস্য বধো ময়া ॥ ৩৮
এতেন হি নৃশংসেন মারীচেনাকৃতাত্মনা।
বনে বিচরতা পূর্ব্বং হিংসিতা মুনিপুঙ্গবাঃ ॥ ৩৯
উত্থায় বহবোঽনেন মৃগয়ায়াং জনাধিপাঃ।
নিহতাঃ পরমেষ্বাসাস্তস্মাদ্বধ্যস্ত্বয়ং মৃগঃ ॥ ৪০
পুরস্তাদিহ বাতাপিঃ পরিভূয় তপস্বিনঃ।
উদরস্থো দ্বিজান্ হন্তি স্বগর্ভোঽশ্বতরীমিব ॥ ৪১
স কদাচিচ্চিরাল্লোকে আসসাদ মহামুনিম্।
অগস্ত্যং তেজসা যুক্তং ভক্ষ্যস্তস্য বভূব হ ॥ ৪২
সমুত্থানে চ তদ্রূপং কর্ত্তুকামং সমীক্ষ্য তম্।
উৎস্ময়িত্বা তু ভগবান্ বাতাপিমিদমব্রবীৎ ॥ ৪৩
ত্বয়াবিগণ্য বাতাপে পরিভূতাশ্চ তেজসা।
জীবলোকে দ্বিজশ্রেষ্ঠাস্তস্মাদসি জরাং গতঃ ॥ ৪৪
তদ্রক্ষো ন ভবেদেব বাতাপিরিব লক্ষ্মণ।
মদ্বিধং যোঽতিমন্যেত ধর্ম্মনিত্যং জিতেন্দ্রিয়ম্ ॥ ৪৫

কোমল হইবে না। এই শ্রীমান্ পৃথিবীচারী মৃগ ও আকাশচারী তারাগণ-মধ্যবর্ত্তী সেই মনোহর মৃগ, এই উভয় মৃগই উৎকৃষ্ট। লক্ষ্মণ! অথবা তুমি আমাকে যে কথা বলিলে, যদি এই হরিণ তাহাই হয়, —মারীচ রাক্ষসের মায়ার কার্য্যই হয়, তথাপি ইহাকে আমার বধ করা উচিত। পূর্ব্বে এই অজিত-চিত্ত দুরাত্মা মারীচ বনে বিচরণ করত বহু ঋষিশ্রেষ্ঠ-দিগকে হিংসা করিয়াছে এবং মৃগয়াকারী মহাধনুর্দ্ধারী অনেক রাজাকে বধ করিয়াছে, সুতরাং ইহাকে বিনাশ করা আমার অবশ্যই কর্ত্তব্য। ৩৫—৪০। পূর্ব্বে এই দণ্ডকারণ্যে বাতাপি নামে এক অসুর তপস্বী দ্বিজগণের উদরস্থ হইয়া, অশ্বতরীর গর্ভ যেমন তাহার বিনাশের নিমিত্ত হয়, সেইরূপ তাঁহাদিগকে অভিভব করত বিনাশ করিত। দীর্ঘ-কাল পরে একদা সে ঋষিশ্রেষ্ঠ তেজস্বী অগস্ত্যের নিকটে গিয়া তাঁহার ভক্ষ্য হইল। পরে শ্রাদ্ধশেষে সেই বাতাপিকে তাহার রাক্ষসরূপ গ্রহণ করিতে অভিলাষী দেখিয়া ভগবান্ অগস্ত্য বলিয়াছিলেন, 'তুই না জানিয়া ইহলোকে বলপূর্ব্বক বহুতর শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণদিগের প্রাণসংহার করিয়াছিস এই নিমিত্ত তুই জীর্ণ হইলি।' লক্ষ্মণ! আমার ন্যায় সতত-ধর্ম্মরত জিতেন্দ্রিয় ব্যক্তিকে যে অতিক্রম করে, বাতা-পির ন্যায় সেই রাক্ষস নিশ্চয়ই নিহত হয়; সুতরাং

তবেৎ ততোঽয়ং বাতাপিরগস্ত্যেনেব মা গতঃ।
ইহ ত্বং ভব সন্নদ্ধো যন্ত্রিতো রক্ষ মৈথিলীম্ ॥ ৪৬
অস্যামায়ত্তমস্মাকং যৎ কৃত্যং রঘুনন্দন।
অহমেনং হনিষ্যামি গ্রহীষ্যাম্যথবা মৃগম্ ॥ ৪৭
যাবদ্গচ্ছামি সৌমিত্রে মৃগমানয়িতুং দ্রুতম্।
পশ্য লক্ষ্মণ বৈদেহ্যা মৃগত্বচি গতাং স্পৃহাম্ ॥ ৪৮
ত্বচা প্রধানয়া হ্যেষ মৃগোঽদ্য ন ভবিষ্যতি।
অপ্রমত্তেন তে ভাব্যমাশ্রমস্থেন সীতয়া ॥ ৪৯
যাবৎ পৃষতমেকেন সায়কেন নিহন্ম্যহম্।
হত্বৈতচ্চর্ম্ম আদায় শীঘ্রমেষ্যামি লক্ষ্মণ ॥ ৫০
প্রদক্ষিণেনাতিবলেন পক্ষিণা
জটায়ুষা বুদ্ধিমতা চ লক্ষ্মণ।
ভবাপ্রমত্তঃ প্রতিগৃহ্য মৈথিলীং
প্রতিক্ষণং সর্ব্বত এব শঙ্কিতঃ ॥ ৫১
ইত্যারণ্যকাণ্ডে ত্রিচত্বারিংশঃ সর্গঃ ॥ ৪৩ ॥

চতুশ্চত্বারিংশঃ সর্গঃ।

তথা তু তং সমাদিশ্য ভ্রাতরং রঘুনন্দনঃ।
বধ্নাসিং মহাতেজা জাম্বূনদময়ৎসরুম্ ॥ ১

এই মৃগ আমার নিকটে আসিয়া অগস্ত্যের নিকটে সমাগত বাতাপির দশাগ্রস্ত হইবে। রঘুনন্দন! আমি ইহাকে ধরিব, অথবা বধ করিব, কিন্তু যতক্ষণ পর্য্যন্ত আমি ইহাকে ধরিবার জন্য দ্রুত গমন করি, সুমিত্রানন্দন! তুমি ততক্ষণ পর্য্যন্ত যুদ্ধসজ্জিত হইয়া এই স্থানে থাকিয়া সযত্নে মিথিলারাজনন্দিনী সীতাকে রক্ষা কর; যেহেতু ইহাকে রক্ষা করাই আমাদিগের প্রধানকার্য্য। লক্ষ্মণ! বিদেহরাজনন্দিনী সীতার এই মৃগচর্ম্মবিষয়ক বাসনা যে কতদূর প্রবল তাহা তুমি বুঝিয়া দেখ! এই হরিণ উহার উৎকৃষ্ট চর্ম্মের জন্য অদ্য জীবিত থাকিবে না। লক্ষ্মণ! আমি যাবৎ এই মৃগকে বধ না করি, তুমি ততক্ষণ অবহিতচিত্তে সীতার সহিত আশ্রমমধ্যে থাক; আমি ইহাকে নিধনপূর্ব্বক চর্ম্ম লইয়া শীঘ্রই আসিতেছি। লক্ষ্মণ! তুমি সীতাকে লইয়া অতি বলবান্ বুদ্ধিমান্ সর্ব্বকার্য্য-দক্ষ পক্ষিপ্রধান জটায়ুর সহিত নিরন্তর সশঙ্কভাবে চারিদিক্ দেখিয়া সাবধানে থাক।" ৪৯—৫১।

চতুশ্চত্বারিংশ সর্গ।

মহাবল ভীমবিক্রম রাজেন্দ্র রঘুনন্দন রাম, ভ্রাতা লক্ষ্মণকে সেইরূপ আজ্ঞা করিয়া অলঙ্কারস্বরূপ স্বর্ণ

ততস্ত্রিবিনতং চাপমাদায়াত্মবিভূষণম্।
আবধ্য চ কলাপৌ দ্বৌ জগামোদগ্রবিক্রমঃ॥ ২
তং বঞ্চয়ানো রাজেন্দ্রমাপতন্তং নিরীক্ষ্য বৈ।
বভূবান্তর্হিতস্ত্রাসাৎ পুনঃ সন্দর্শনেঽভবৎ॥ ৩
বদ্ধাসির্ধনুরাদায় প্রদুদ্রাব যতো মৃগঃ।
তং স্ম পশ্যতি রূপেণ দ্যোতমানমিবাগ্রতঃ॥ ৪
অবেক্ষ্যাবেক্ষ্য ধাবন্তং ধনুষ্পাণির্মহাবনে।
অতিবৃত্তমিষোঃ পাতাল্লোভয়ানং কদাচন॥ ৫
শঙ্কিতন্তু সমুদ্ভ্রান্তমুৎপতন্তমিবাম্বরম্।
দৃশ্যমানমদৃশ্যঞ্চ বনোদ্দেশেষু কেষুচিৎ॥ ৬
ছিন্নাভ্রৈরিব সংবীতং শারদং চন্দ্রমণ্ডলম্।
মুহূর্ত্তাদেব দদৃশে মুহূর্দূরাৎ প্রকাশতে॥ ৭
দর্শনাদর্শনেনৈব সোঽপাকর্ষত রাঘবম্।
স দূরমাশ্রমস্যাস্য মারীচো মৃগতাং গতঃ॥ ৮
আসীৎ ক্রুদ্ধস্তু কাকুৎস্থো বিবশস্তেন মোহিতঃ।
অথাবতস্থে সুশ্রান্তশ্ছায়ামাশ্রিত্য শাদ্বলে॥ ৯
স তমুন্মাদয়ামাস মৃগরূপো নিশাচরঃ।
মৃগৈঃ পরিবৃতোঽথ স্থৈরদূরাৎ প্রত্যদৃশ্যত॥ ১০
গ্রহীতুকামং দৃষ্ট্বা তং পুনরেবাভ্যধাবত।
তৎক্ষণাদেব সন্ত্রাসাৎ পুনরন্তর্হিতোঽভবৎ॥ ১১
পুনরেব ততো দূরাদ্বৃক্ষষণ্ডাদ্বিনিঃসৃতম্।
দৃষ্ট্বা রামো মহাতেজাস্তং হন্তুং কৃতনিশ্চয়ঃ॥ ১২
ভূয়স্তু শরমুদ্ধৃত্য কুপিতস্তত্র রাঘবঃ।
সূর্য্যরশ্মিপ্রতীকাশং জ্বলন্তমরিমর্দ্দনম্॥ ১৩
সন্ধায় স দৃঢ়ং চাপে বিকৃষ্য বলবদ্বলী।
তমেব মৃগমুদ্দিশ্য জ্বলন্তমিব পন্নগম্॥ ১৪
মুমোচ জ্বলিতং দীপ্তমস্ত্রং ব্রহ্মবিনির্ম্মিতম্।
স ভৃশং মৃগরূপস্য বিনির্ভিদ্য শরোত্তমঃ॥ ১৫
মারীচস্যৈব হৃদয়ং বিভেদাশনিসন্নিভঃ।
তালমাত্রমথোৎপ্লুত্য ন্যপতৎ স ভৃশাতুরঃ॥ ১৬
ব্যনদদ্ভৈরবং নাদং ধরণ্যামল্পজীবিতঃ।
ম্রিয়মাণস্তু মারীচো জহৌ তাং কৃত্রিমাং তনুম্॥ ১৭
স্মৃত্বা তদ্বচনং রক্ষো দধ্যৌ কেন তু লক্ষ্মণম্।
ইহ প্রস্থাপয়েৎ সীতা তাং শূন্যে রাবণো হরেৎ॥ ১৮
স প্রাপ্তকালমাজ্ঞায় চকার চ ততঃ স্বনম্।
সদৃশং রাঘবস্যৈব হা সীতে লক্ষ্মণেতি চ॥ ১৯
তেন মর্ম্মণি নির্বিদ্ধঃ শরেণানুপমেন হি।

স্থানে নত ধনু ও তূণদ্বয় ধারণপূর্ব্বক অসিহস্তে প্রস্থান করিলেন। তাঁহাকে নিকটে আসিতে দেখিয়া সেই মৃগশ্রেষ্ঠ ভয়প্রযুক্ত অন্তর্হিত হইয়া আবার তাঁহার দৃষ্টিপথে পড়িল। তিনিও ধনু ও অসি লইয়া সেই মৃগ যেখানে যাইতে লাগিল সেই দিকে ধাবিত হইয়া দেখিলেন, ঐ মৃগ যখন তাহার সৌন্দর্য্যে বনদেশ শোভিত করত সম্মুখে অবস্থিত হইতেছে, কখন পশ্চাদ্ভাগে দৃষ্টি ক্ষেপ করিতে করিতে মহাবনের দিকে ধাবিত হইতেছে; কখন লম্ফদ্বারা দূরে পলাইতেছে, কখন নিকটে আসিয়া তাঁহাকে প্রলোভিত করিবার চেষ্টা করিতেছে, কখন ভীত হইয়া উল্লম্ফ প্রদানপূর্ব্বক যেন আকাশে উৎপতিত হইতেছে, কখন দৃষ্টিপথবর্ত্তী এবং কখন বা বিজনবনমধ্যে বিলীন হইয়া দৃষ্টিপথের বহির্ভূত হইতেছে। ১—৬। সেই মৃগরূপী মারীচ, বিচ্ছিন্ন-মেঘমালায় পরিব্যাপ্ত শারদীয় চন্দ্রমণ্ডলের ন্যায়, বারংবার ক্ষণমাত্র দৃষ্ট এবং অদৃষ্ট হইয়া আবার দূরে প্রকাশ পাইতে লাগিল এবং এইরূপে কখন দৃষ্ট ও কখন অদৃষ্ট হইয়া রঘুনন্দন রামকে বহু দূরে লইয়া গেল। তখন কাকুৎস্থ রাম সেই মৃগকর্ত্তৃক মোহিত ও ক্লান্ত হইয়া অতিশয় ক্রুদ্ধ হইলেন এবং অতীব পরিশ্রান্ত হইয়া বৃক্ষচ্ছায়া আশ্রয়পূর্ব্বক শাদ্বলপ্রদেশে অবস্থিত হইলেন। পরে সেই মৃগরূপী রাক্ষস বন্য মৃগগণে পরিবৃত ও রামের দৃষ্টিপথবর্ত্তী হইয়া তাঁহাকে উন্মনা করিল এবং তিনি তাহাকে ধরিতে ইচ্ছুক হইয়াছেন দেখিয়া ভয়বশতঃ ছুটিয়া পুনরায় তখনই অন্তর্হিত হইল। পরে বলবান্ রঘুনন্দন মহাতেজা রাম পুনরায় বৃক্ষমধ্য হইতে তাহাকে বাহির হইতে দেখিয়া বধ করিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়া সক্রোধে রবিকিরণ-তুল্য উজ্জ্বল শত্রু-সংহারী একটি শর লইলেন এবং ধনুতে সেই সর্পতুল্য জাজ্বল্যমান প্রদীপ্ত ব্রহ্মাস্ত্র দৃঢ়ভাবে সংযোজিত করিয়া সবলে আকর্ষণপূর্ব্বক সেই হরিণের প্রতি তাহা নিক্ষেপ করিলেন। বজ্রের ন্যায় সেই উত্তম বাণ মৃগদেহ ভেদ করিয়া তন্মধ্যবর্ত্তী মারীচের হৃদয় বিদারণ করিল। ৭—১৫। মারীচ সেই বাণপ্রহারে অত্যন্ত আতুর হইয়া তালবৃক্ষপ্রমাণ উচ্চ লম্ফ প্রদানপূর্ব্বক ভূপতিত হইল এবং ক্ষীণপ্রাণ ও ম্রিয়মাণ হইয়া ভীষণ শব্দে চীৎকার করিয়া সেই কৃত্রিম দেহ পরিত্যাগ করিল। পরে সেই রাক্ষস রাবণের উপদেশ স্মরণপূর্ব্বক 'কি উপায়ে সীতা লক্ষ্মণকে এস্থানে পাঠাইবেন এবং রাবণ আশ্রম শূন্য পাইয়া তাঁহাকে হরণ করিতে পারিবেন, এইরূপ চিন্তা করত তৎকালোচিত কর্ত্তব্য বুঝিয়া রঘুনন্দন রামের স্বরে "হা সীতে! হা লক্ষ্মণ!" এরূপ শব্দ করিল। বৃহৎকায় মারীচ রাক্ষস সেই

মৃগরূপস্তু তং ত্যক্ত্বা রাক্ষসং রূপমাস্থিতঃ। ২০
চক্রে স সুমহাকায়ং মারীচো জীবিতং ত্যজন্।
তং দৃষ্ট্বা পতিতং ভূমৌ রাক্ষসং ভীমদর্শনম্। ২১
রামো রুধিরসিক্তাঙ্গং চেষ্টমানং মহীতলে।
জগাম মনসা সীতাং লক্ষ্মণস্য বচঃ স্মরন্। ২২
মারীচস্য তু মায়ৈষা পূর্ব্বোক্তা লক্ষ্মণেন তু।
তত্তথা হ্যভবচ্চাদ্য মারীচোঽয়ং ময়া হতঃ। ২৩
হা সীতে লক্ষ্মণেত্যেবমাক্রুশ্য তু মহাস্বনম্।
মমার রাক্ষসঃ সোঽয়ং শ্রুত্বা সীতা কথং ভবেৎ। ২৪
লক্ষ্মণশ্চ মহাবাহুঃ কামবস্থাং গমিষ্যতি।
ইতি সঞ্চিন্ত্য ধর্ম্মাত্মা রামো হৃষ্টতনূরুহঃ। ২৫
তত্র রামং ভয়ং তীব্রমাবিবেশ বিষাদজম্।
রাক্ষসং মৃগরূপং তং হত্বা শ্রুত্বা চ তৎস্বনম্। ২৬
নিহত্য পৃষতঞ্চান্যং মাংসমাদায় রাঘবঃ।
ত্বরমাণো জনস্থানং সসারাভিমুখং তদা। ২৭

ইত্যারণ্যকাণ্ডে চতুশ্চত্বারিংশঃ সর্গঃ। ৪৪।

অনুপম শরদ্বারা মর্ম্মস্থানে বিদ্ধ হইয়া মৃগরূপ ছাড়িয়া নিজের যথার্থরূপ ধারণ করত সেইরূপ শব্দ করিয়া প্রাণ ত্যাগ করিল। ধর্ম্মাত্মা রাম সেই ভীষণদর্শন রাক্ষসকে শোণিতাপ্লুতকায় ও ভূপতিত হইয়া বিলুণ্ঠিত হইতে দেখিয়া লক্ষ্মণের কথা স্মরণ করিয়া মনে মনে সীতার বিষয় চিন্তা করিলেন। ১৬—২২। পরে 'লক্ষ্মণ পূর্ব্বেই বলিয়াছিলেন যে, ইহা মারীচ রাক্ষসের মায়ার ছলনা, তাহাই সত্য হইল; আমি এই মারীচকে বধ করিলাম। এই রাক্ষস অতি উচ্চরবে 'হা সীতে! হা লক্ষ্মণ!' বলিয়া জীবন বিসর্জ্জন করিল; সীতা ইহা শুনিয়া কি করিবেন? এবং মহাবাহু লক্ষ্মণই বা কি অবস্থায় পড়িবেন?' এইরূপ চিন্তা করিয়া তাঁহার শরীর রোমাঞ্চিত হইল। রাম সেই মৃগরূপী রাক্ষসকে নিধনপূর্ব্বক তাহার সেইরূপ শব্দ শুনিয়া বিষণ্ণ ও ভীত হইলেন এবং তখনই অন্য এক মৃগ হননপূর্ব্বক তাহার মাংস সংগ্রহ করিয়া ত্বরান্বিত হইয়া অবিলম্বে জনস্থানের দিকে ধাবিত হইলেন। ২৩—২৭।

পঞ্চচত্বারিংশঃ সর্গঃ।

আর্ত্তস্বরন্তু তং ভর্ত্তুর্বিজ্ঞায় সদৃশং বনে।
উবাচ লক্ষ্মণং সীতা গচ্ছ জানীহি রাঘবম্। ১
ন হি মে জীবিতং স্থানে হৃদয়ঞ্চাবতিষ্ঠতে।
ক্রোশতঃ পরমার্ত্তস্য শ্রুতঃ শব্দো ময়া ভৃশম্। ২
আক্রন্দমানন্তু বনে ভ্রাতরং ত্রাতুমর্হসি।
তং ক্ষিপ্রমভিধাব ত্বং ভ্রাতরং শরণৈষিণম্। ৩
রক্ষসাং বশমাপন্নং সিংহানামিব গোবৃষম্।
ন জগাম তথোক্তস্তু ভ্রাতুরাজ্ঞায় শাসনম্। ৪
তমুবাচ ততস্তত্র কুপিতা জনকাত্মজা।
সৌমিত্রে মিত্ররূপেণ ভ্রাতুস্ত্বমসি শত্রুবৎ।
যস্ত্বমস্যামবস্থায়াং ভ্রাতরং নাভিপদ্যসে। ৫
ইচ্ছসি ত্বং বিনশ্যন্তং রামং লক্ষ্মণ মৎকৃতে।
লোভাত্তু মৎকৃতে নূনং নানুগচ্ছসি রাঘবম্। ৬
ব্যসনং তে প্রিয়ং মন্যে স্নেহো ভ্রাতরি নাস্তি তে।
তেন তিষ্ঠসি বিশ্রব্ধং তমপশ্যন্ মহাদ্যুতিম্। ৭

পঞ্চচত্বারিংশ সর্গ।

সীতা, স্বামীর কণ্ঠস্বরের ন্যায় সেই আর্ত্তস্বর শুনিয়া লক্ষ্মণকে কহিলেন, "লক্ষ্মণ! তুমি অবিলম্বে যাও এবং রঘুনন্দন রামের বৃত্তান্ত অবগত হও। তাঁহার সেই উৎকট আর্ত্তস্বর শুনিয়া, আমার দেহে জীবন থাকিতেছে না। হৃদয় অস্থির হইয়াছে। তোমার ভ্রাতা বিষমবিপদাপন্ন হইয়া চীৎকার করিতেছেন, আমি তাঁহার স্বর শুনিতে পাইলাম। এখন বনমধ্যে চীৎকারকারী ভ্রাতাকে রক্ষা করাই তোমার উচিত; তোমার ভ্রাতা, সিংহাক্রান্ত বৃষভের ন্যায়, রাক্ষসকর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়া তোমার সাহায্য প্রার্থনা করিতেছেন; তুমি শীঘ্র তাঁহার অভিমুখে ধাবিত হও।" লক্ষ্মণ সীতার সেই কথা শুনিয়াও ভ্রাতা রামের আদেশ স্মরণ করিয়া গেলেন না। ১—৪। পরে জনকনন্দিনী সীতা ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহাকে বলিলেন, "সুমিত্রানন্দন! অন্তরে তুমি ভ্রাতার যথার্থ শত্রু, কিন্তু বাহিরে মিত্রভাব অবলম্বন করিয়া আছ, কেননা এ সময়ে তুমি তাঁহার নিকট যাইতেছ না। লক্ষ্মণ! তুমি আমার কারণেই রঘুনন্দন রামকে বিনষ্ট দেখিতে ইচ্ছা করিতেছ, আমার লোভেই তাঁহার অনুগামী হইতেছ না। আমার বোধ হয়, তোমার ভ্রাতা মহাপ্রভাশালী রামের প্রতি তোমার স্নেহ নাই; তাঁহার বিপদ্‌ই তোমার প্রিয়; সেইজন্যই তুমি তাঁহাকে না দেখিয়া নিরুদ্বেগে

কিং হি সংশয়মাপন্নে তস্মিন্নিহ ময়া ভবেৎ ।
কর্ত্তব্যমিহ তিষ্ঠন্ত্যা যৎপ্রধানস্ত্বমাগতঃ ॥ ৮
এবং ক্রুবাণাং বৈদেহীং বাষ্পশোকসমন্বিতাম্।
অব্রবীল্লক্ষ্মণস্ত্রস্তাং সীতাং মৃগবধূমিব ॥ ৯
পন্নগাসুরগন্ধর্ব্ব-দেবদানবরাক্ষসৈঃ ।
অশক্যস্তব বৈদেহি ভর্ত্তা জেতুং ন সংশয়ঃ ॥ ১০
দেবি দেবমনুষ্যেষু গন্ধর্ব্বেষু পতত্রিষু ।
রাক্ষসেষু পিশাচেষু কিন্নরেষু মৃগেষু চ ॥ ১১
দানবেষু চ ঘোরেষু ন স বিদ্যেত শোভনে ।
যো রামং প্রতিযুধ্যেত সমরে বাসবোপমম্ ॥ ১২
অবধ্যঃ সমরে রামো নৈবং ত্বং বক্তুমর্হসি ।
ন ত্বামস্মিন্ বনে হাতুমুৎসহে রাঘবং বিনা ॥ ১৩
অনিবার্য্যং বলং তস্য বলৈর্বলবতামপি ।
ত্রিভির্লোকৈঃ সমুদিতৈঃ সেশ্বরৈঃ সামরৈরপি ॥ ১৪
হৃদয়ং নির্বৃতং তেঽস্তু সন্তাপস্ত্যজ্যতাং তব ।
আগমিষ্যতি তে ভর্ত্তা শীঘ্রং হত্বা মৃগোত্তমম্ ॥ ১৫
ন স তস্য স্বরো ব্যক্তং ন কশ্চিদপি দৈবতঃ
গন্ধর্ব্বনগরপ্রখ্যা মায়া তস্য চ রক্ষসঃ ॥ ১৬
ন্যাসভূতাসি বৈদেহি ন্যস্তা ময়ি মহাত্মনা ।
রামেণ ত্বং বরারোহে ন ত্বাং ত্যক্তুমিহোৎসহে ॥ ১৭
কৃতবৈরাশ্চ কল্যাণি বয়মেতৈর্নিশাচরৈঃ ।
খরস্য নিধনে দেবি জনস্থানবধং প্রতি ॥ ১৮
রাক্ষসা বিবিধা বাচো ব্যাহরন্তি মহাবনে ।
হিংসাবিহারা বৈদেহি ন চিন্তয়িতুমর্হসি ॥ ১৯
লক্ষ্মণেনৈবমুক্তা তু ক্রুদ্ধা সংরক্তলোচনা ।
অব্রবীৎ পরুষং বাক্যং লক্ষ্মণং সত্যবাদিনম্ ॥ ২০
অনার্য্যকরুণারম্ভ নৃশংস কুলপাংসন ।
অহং তব প্রিয়ং মন্যে রামস্য ব্যসনং মহৎ ॥ ২১
রামস্য ব্যসনং দৃষ্ট্বা তেনৈতানি প্রভাষসে ।
নৈব চিত্রং সপত্নেষু পাপং লক্ষ্মণ যদ্ভবেৎ ॥ ২২
ত্বদ্বিধেষু নৃশংসেষু নিত্যং প্রচ্ছন্নচারিষু ॥ ২৩
সুদুষ্টস্ত্বং বনে রামমেকমেকোঽনুগচ্ছসি ।
মম হেতোঃ প্রতিচ্ছন্নঃ প্রযুক্তো ভরতেন বা ॥ ২৪
তন্ন সিধ্যতি সৌমিত্রে তবাপি ভরতস্য বা ।
কথমিন্দীবরশ্যামং রামং পদ্মনিভেক্ষণম্ ॥ ২৫
উপসংশ্রিত্য ভর্ত্তারং কাময়েয়ং পৃথগ্জনম্ ।
সমক্ষং তব সৌমিত্রে প্রাণাংস্ত্যক্ষ্যাম্যসংশয়ম্ ।

আছ। যাঁহার অধীন হইয়া তুমি বনে আসিয়াছ, তিনি সংশয়াপন্ন হইলে এখানে থাকিয়া আমি কি করিব।" ৫—৮। লক্ষ্মণ অশ্রুমোচনপূর্ব্বক সেইরূপ তিরস্কারবাদিনী, শোকবিহ্বলা, মৃগবধূর ন্যায় ভীতা, বিদেহরাজনন্দিনী সীতাকে বলিলেন "বিদেহরাজকন্যে! দেবতা, দানব, গন্ধর্ব্ব, অসুর, নাগ ও রাক্ষসেরা সকলে মিলিত হইয়াও আপনার স্বামীকে নিশ্চয়ই পরাস্ত করিতে পারেন না; দেবি। দেবতা ভীষণ দানব, গন্ধর্ব্ব, পিশাচ রাক্ষস, মনুষ্য, মৃগ বা পক্ষী-দিগের মধ্যে এমন কেহই নাই, যিনি সেই মহেন্দ্র-তুল্য রামের সহিত রণে অগ্রসর হইতে পারেন। শোভনে! রাম যুদ্ধে অবধ্য। ঐরূপ কথা বলা আপনার উচিত নহে; আমি রামব্যতিরেকে আপনাকে একা-কিনী এই বনমধ্যে ফেলিয়া যাইতে পারি না। অতি বলবান্ লোকেরাও বিক্রমে রামকে অভিভূত করিতে পারে না। অধিক কি, দিক্পাল ও দেবগণের সহিত ত্রিলোকবাসী প্রাণীরা যথাসাধ্য যত্ন করিলেও তাঁহার তেজ লঘু করিতে পারিবেন না; সুতরাং আপনি সন্তাপ করিবেন না, আপনার হৃদয় শান্ত হউক। আপনার স্বামী সেই মৃগবরকে বধ করিয়া শীঘ্রই ফিরিয়া আসিবেন। ৯—১৫। সেই স্বর নিশ্চয়ই তাঁহার বা কোন দেবতার নহে; তাহা গন্ধর্ব্বনগরের ন্যায়, সেই রাক্ষসের মায়া। বরারোহে! মহাত্মা রাম, আমার নিকটে আপনাকে বিশ্বাস করিয়া রাখিয়াছেন; আমি আপনাকে এস্থানে পরিত্যাগ করিয়া যাইতে পারি না; কারণ, আমরা খরকে বধ করিয়া রাক্ষস-দিগের সহিত শত্রুতা করিয়াছি। কল্যাণি! ক্রীড়ার্থে প্রাণিঘাতক রাক্ষসেরা নিবিড় কাননমধ্যে নানা প্রকার শব্দ করিয়া থাকে; সুতরাং দেবি! আপনি কোন চিন্তা করিবেন না।" সীতা, সত্যবাদী লক্ষ্মণের সেইরূপ উক্তি শুনিয়া ক্রোধে অত্যন্ত আরক্তনয়না হইয়া তাঁহাকে রূঢ় বাক্যে বলিলেন, "ওরে দুরাচার কুলদূষণ! তুই, অনার্য্যদিগের ন্যায় দয়ার কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছিস্! আমার বোধ হয় রামের গুরুতর বিপদ্ তোর প্রিয়; সেই জন্যই তুই তাঁহার বিপদ্ দেখিয়া এই সকল কথা বলিতেছিস। ১৬—২২। লক্ষ্মণ! তোর মত নিয়তপ্রচ্ছন্নচারী নির্দ্দয়স্বভাব শত্রুর মনে যে জঘন্য অভিপ্রায় থাকিবে, ইহাতে বিচিত্র নাই! তুই যার পর নাই দুষ্টচরিত্র। তুই ভরতের নিয়োগক্রমে অথবা নিজেই আমাকে গ্রহণ করিতে অভিলাষ করত অভিপ্রায় গোপন করিয়া একাকীই বনে রামের সঙ্গে আসিয়াছিস্। ওরে সুমিত্রাপুত্র! তোর বা ভরতের সেই অভিলাষ পূর্ণ হইবে না। সেই ইন্দীবরতুল্য শ্যামবর্ণ পদ্মনয়ন পতি রামকে আশ্রয় করিয়া আমি কি প্রকারে অন্য ব্যক্তিকে কামনা

রামং বিনা ক্ষণমপি নৈব জীবামি ভূতলে ॥ ২৭
ইত্যুক্তঃ পরুষং বাক্যং সীতয়া রোমহর্ষণম্।
অব্রবীল্লক্ষ্মণঃ সীতাং প্রাঞ্জলিঃ স জিতেন্দ্রিয়ঃ ॥ ২৮
উত্তরং নোৎসহে বক্তুং দৈবতং ভবতী মম।
বাক্যমপ্রতিরূপন্তু ন চিত্রং স্ত্রীষু মৈথিলি ॥ ২৯
স্বভাবস্ত্বেষ নারীণামেষু লোকেষু দৃশ্যতে।
বিমুক্তধর্ম্মাশ্চপলাস্তীক্ষ্ণা ভেদকরাঃ স্ত্রিয়ঃ ॥ ২০
ন সহে হীদৃশং বাক্যং বৈদেহি জনকাত্মজে।
শ্রোত্রয়োরুভয়োর্মধ্যে তপ্তনারাচসন্নিভম্ ॥ ৩১
উপশৃণ্বন্তু মে সর্ব্বে সাক্ষিণো হি বনেচরাঃ।
ন্যায়বাদী যথা বাক্যমুক্তোহহং পরুষং ত্বয়া ॥ ৩২
ধিক্ ত্বামদ্য বিনশ্যন্তীং যন্মামেবং বিশঙ্কসে।
স্ত্রীত্বাদ্দুষ্টস্বভাবেন গুরুবাক্যে ব্যবস্থিতম্ ॥ ৩৩
গচ্ছামি যত্র কাকুৎস্থঃ স্বস্তি তেঽস্তু বরাননে।
রক্ষন্তু ত্বাং বিশালাক্ষি সমগ্রা বনদেবতাঃ ॥ ৩৪
নিমিত্তানি হি ঘোরাণি যানি প্রাদুর্ভবন্তি মে।
অপি ত্বাং সহ রামেণ পশ্যেয়ং পুনরাগতঃ ॥ ৩৫

লক্ষ্মণেনৈবমুক্তা তু রুদতী জনকাত্মজা।
প্রত্যুবাচ ততো বাক্যং তীব্রবাষ্পপরিপ্লুতা ॥ ৩৬
গোদাবরীং প্রবেক্ষ্যামি হীনা রামেণ লক্ষ্মণ।
আবন্ধিষ্যেঽথবা ত্যক্ষ্যে বিষমে দেহমাত্মনঃ ॥ ৩৭
পিবামি বা বিষং তীক্ষ্ণং প্রবেক্ষ্যামি হুতাশনম্।
ন ত্বহং রাঘবাদন্যং কদাপি পুরুষং স্পৃশে ॥ ৩৮
ইতি লক্ষ্মণমাক্রুশ্য সীতা শোকসমন্বিতা।
পাণিভ্যাং রুদতী দুঃখাদুদরং প্রজঘান হ ॥ ৩৯

তামার্ত্তরূপাং বিমনা রুদন্তীং
সৌমিত্রিরালোক্য বিশালনেত্রাম্।
আশ্বাসয়ামাস ন চৈব ভর্ত্তু-
স্তং ভ্রাতরং কিঞ্চিদুবাচ সীতা ॥ ৪০
ততস্তু সীতামভিবাদ্য লক্ষ্মণঃ
কৃতাঞ্জলিঃ কিঞ্চিদভিপ্রণম্য চ।
অবেক্ষমাণো বহুশঃ স মৈথিলীং
জগাম রামস্য সমীপমাত্মবান্ ॥ ৪১

ইত্যারণ্যকাণ্ডে পঞ্চচত্বারিংশঃ সর্গঃ ॥ ৪৫

করিব! হে সুমিত্রাতনয়! এই পৃথিবী-মধ্যে রাম ভিন্ন আমি এক মুহূর্ত্তও জীবিত থাকিব না; নিশ্চয়ই তোর সম্মুখেই প্রাণ পরিত্যাগ করিব।" সীতা এইরূপ রোমহর্ষণ অপ্রীতিকর বাক্য বলিলে, জিতেন্দ্রিয় লক্ষ্মণ, কৃতাঞ্জলি হইয়া তাঁহাকে বলিলেন, "আপনি আমার দেবতা; আমি আপনাকে ইহার উত্তর দিতে পারি না। মিথিলারাজনন্দিনি! স্ত্রীলোকদিকের এরূপ অসঙ্গত কথা বলা আশ্চর্য্য নহে; কেননা সকল-লোকমধ্যেই তাহাদিগের এরূপ স্বভাব দেখা যায় যে, তাহারা চঞ্চলচিত্তা, ধর্ম্মপরিত্যাগিনী, তীক্ষ্ণচারিণী ও বিশ্লেষকারিণী হইয়া থাকে। জনকতনয়ে! আমি এইরূপ তপ্তনারাচ-তুল্য বাক্যযন্ত্রণা সহ্য করিতে পারি না। আমি ন্যায়সঙ্গত কথা বলায় আপনি যেরূপ পরুষভাবে তিরস্কার করিলেন, বনবাসীরা সকলে আমার সাক্ষী হইয়া তাহা শুনুন। আমি আমার গুরু রামের আজ্ঞা পালনে তৎপর রহিয়াছি, আপনি যখন স্ত্রীস্বভাবসুলভ দুষ্টস্বভাববশতঃ আমার প্রতি এরূপ অন্যায় আশঙ্কা করিতেছেন, তখন নিশ্চয়ই অদ্য বিনষ্টা হইবেন; আপনাকে ধিক্! বরাননে! কাকুৎস্থ রাম যেখানে আছেন, আমি সেইখানেই যাইতেছি; আপনার মঙ্গল হউক,—বিশাললোচনে! সমস্ত বনদেবতাগণ আপনাকে রক্ষা করুন। আমি নিকটে যে সকল ভয়ঙ্কর দুর্লক্ষণ দেখিতে পাইতেছি, তাহাতে রামের সহিত ফিরিয়া আসিয়া যে, আপনাকে দেখিতে পাইব, এ বিষয়ে সন্দেহ হইতেছে।" ২৭—৩৪। লক্ষ্মণ এইকথা বলিলে জনক-নন্দিনী সীতা রোদন করিতে করিতে তীব্র বাষ্প-বারিতে দেহ প্লাবিত করত তাঁহাকে বলিলেন, লক্ষ্মণ! রাম ব্যতিরেকে আমি গোদাবরী নদীতে নিমগ্ন হইব, অথবা উদ্বন্ধনে কিংবা উচ্চদেশ হইতে বন্ধুর স্থানে পড়িয়া আত্মজীবন বিসর্জ্জন করিব। আমি তীব্র গরল পান করিব, কিংবা আগুনে প্রবেশ করিব; কিন্তু রঘুনন্দন রাম ভিন্ন অন্য কোন পুরুষকে স্পর্শ করিব না।" সীতা লক্ষ্মণের সমক্ষে ঐরূপ প্রতিজ্ঞা করিয়া শোকবিহ্বলা ও দুঃখিতা হইয়া রোদন করত দুই হস্ত দ্বারা উদরে আঘাত করিতে লাগিলেন। সুমিত্রাতনয় লক্ষ্মণ তখন সেই বিশালাক্ষী সীতাকে আর্ত্তের ন্যায় রোদন করিতে দেখিয়া বিমনা হইয়া তাঁহাকে আশ্বাস দিলেন; কিন্তু সীতা তাঁহাকে কোন কথাই বলিলেন না। পরে বিশুদ্ধাত্মা লক্ষ্মণ কৃতাঞ্জলিপুটে কিঞ্চিৎ প্রণত হইয়া তাঁহাকে অভিবাদনপূর্ব্বক বারংবার তাঁহার দিকে দৃষ্টিনিক্ষেপ করিতে করিতে রামের উদ্দেশে প্রস্থান করিলেন। ৩৫—৪০।

ষট্‌চত্বারিংশঃ সর্গঃ।

তয়া পরুষমুক্তস্তু কুপিতো রাঘবানুজঃ।
স বিকাঙ্ক্ষন্ ভৃশং রামং প্রতস্থে ন চিরাদিব ॥ ১
তদাসাদ্য দশগ্রীবঃ ক্ষিপ্রমন্তরমাস্থিতঃ।
অভিচক্রাম বৈদেহীং পরিব্রাজকরূপধৃক্ ॥ ২
শ্লক্ষ্ণকাষায়সংবীতঃ শিখী চ্ছত্রী উপানহী।
বামে চাংসেঽবসজ্যাথ শুভে যষ্টিকমণ্ডলূ।
পরিব্রাজকরূপেণ বৈদেহীমন্ববর্ত্তত ॥ ৩
তামাসসাদাতিবলো ভ্রাতৃভ্যাং রহিতাং বনে।
রহিতাং সূর্য্যচন্দ্রাভ্যাং সন্ধ্যামিব মহত্তমঃ ॥ ৪
তামপশ্যৎ ততো বালাং রাজপুত্রীং যশস্বিনীম্।
রোহিণীং শশিনা হীনাং গ্রহবদ্ভৃশদারুণঃ ॥ ৫
তমুগ্রং পাপকর্ম্মাণং জনস্থানগতা দ্রুমাঃ।
সন্দৃশ্য ন প্রকম্পন্তে ন প্রবাতি চ মারুতঃ ॥ ৬
শীঘ্রস্রোতাশ্চ তং দৃষ্ট্বা বীক্ষন্তং রক্তলোচনম্।
স্তিমিতং গন্তুমারেভে ভয়াদ্গোদাবরী নদী ॥ ৭
রামস্য ত্বন্তরং প্রেপ্সু র্দশগ্রীবস্তদন্তরে।
উপতস্থে চ বৈদেহীং ভিক্ষুরূপেণ রাবণঃ ॥ ৮
অভব্যো ভব্যরূপেণ ভর্ত্তারমনুশোচতীম্।
অভ্যবর্ত্তত বৈদেহীং চিত্রামিব শনৈশ্চরঃ ॥ ৯
সহসা ভব্যরূপেণ তৃণৈঃ কূপ ইবাবৃতঃ।
অতিষ্ঠৎ প্রেক্ষ্য বৈদেহীং রামপত্নীং যশস্বিনীম্ ॥ ১০
তিষ্ঠন্ সম্প্রেক্ষ্য চ তদা পত্নীং রামস্য রাবণঃ।
শুভাং রুচিরদন্তোষ্ঠীং পূর্ণচন্দ্রনিভাননাম্ ॥ ১১
আসীনাং পর্ণশালায়াং বাষ্পশোকাভিপীড়িতাম্ ॥ ১২
সীতাং পদ্মপলাশাক্ষীং পীতকৌশেয়বাসিনীম্।
অভ্যাগচ্ছত বৈদেহীং হৃষ্টচেতা নিশাচরঃ ॥ ১৩
দৃষ্ট্বা কামশরাবিদ্ধো ব্রহ্মঘোষমুদীরয়ন্।
অব্রবীৎ প্রশ্রিতং বাক্যং রহিতে রাক্ষসাধিপঃ ॥ ১৪
তামুত্তমাং ত্রিলোকানাং পদ্মহীনামিব শ্রিয়ম্।
বিভ্রাজমানাং বপুষা রাবণঃ প্রশশংস হ ॥ ১৫
রৌপ্যকাঞ্চনবর্ণাভে পীতকৌশেয়বাসিনি।
কমলানাং শুভাং মালাং পদ্মিনীব চ বিভ্রতী ॥ ১৬
হ্রীঃ শ্রীঃ কীর্ত্তিঃ শুভা লক্ষ্মীরপ্সরা বা শুভাননে।
ভূতির্বা ত্বং বরারোহে রতির্বা স্বৈরচারিণী ॥ ১৭
সমাঃ শিখরিণঃ স্নিগ্ধাঃ পাণ্ডুরা দশনাস্তব।
বিশালে বিমলে নেত্রে রক্তান্তে কৃষ্ণতারকে ॥ ১৮

ষট্‌চত্বারিংশ সর্গ।

সীতার এইরূপ পরুষবাক্য শ্রবণে লক্ষ্মণ কুপিত হইয়া রামের নিকটে যাইবার অভিলাষ করিয়া তৎক্ষণাৎ প্রস্থান করিলেন। ইত্যবকাশে দশানন রাবণ সন্ন্যাসীর বেশে সত্বর বিদেহরাজ-নন্দিনী সীতার অভিমুখে প্রস্থান করিল। সে উত্তমগৈরিক বসন-পরিহিত, ছত্রশালী, শিখাধারী ও পাদুকা-পরিহিত হইয়া বামস্কন্ধে শুভ যষ্টি ও কমণ্ডলু লইয়া সন্ন্যাসীর বেশে তাঁহার অভিমুখে গমন করিল। পরে যেমন ভীষণ অন্ধকার চন্দ্রসূর্য্য-বিহীনা সন্ধ্যার সমীপস্থ হয়, সেই কেতুগ্রহের তুল্য মহাভয়ঙ্কর বলবান্ রাক্ষস, তেমনি যশস্বিনী রাজনন্দিনী বনবাসিনী রামলক্ষ্মণ-পরিত্যক্তা বালা সীতার নিকটে আসিল এবং তাঁহাকে চন্দ্রবিহীনা রোহিণীর ন্যায় দেখিতে পাইল। সেই উগ্রস্বভাব পাপকর্ম্মা আরক্তলোচন রাক্ষসকে দেখিয়া জনস্থানস্থ বৃক্ষ সকল নিষ্কম্প হইল এবং বায়ুও প্রবলবেগে বহিল না। পরন্তু দ্রুতগামিনী গোদাবরী নদীও রাবণের সম্মুখে মন্দবেগে প্রবাহিত হইতে লাগিল। রামের ছিদ্রান্বেষী দশবদন রাবণ সেই ছিদ্র পাইয়া ভিক্ষুকের রূপ ধারণ করত পতির জন্য শোকাকুলা বিদেহ রাজ-নন্দিনী রামপত্নী যশস্বিনী সীতার নিকটে চলিল। সেই অসাধু রাক্ষস সাধুর বেশে গমন করিয়া চিত্রার সমীপে শনিগ্রহের ন্যায়, তাঁহার নিকটে উপস্থিত হইল, তৃণাচ্ছাদিত কূপের ন্যায়, সাধুরূপে আচ্ছাদিত সেই রাক্ষসরাজ রাবণ তাঁহাকে দেখিয়া দাঁড়াইল। ১—১০। যাঁহার দন্ত ও ওষ্ঠ মনোহর, বদন চন্দ্রতুল্য ও নয়ন পদ্মপত্রের ন্যায়, যিনি শরীরলাবণ্যে পদ্মাসনভ্রষ্টা লক্ষ্মীর ন্যায়, সেই মনোহারিণী, পীতবর্ণ-কৌষেয়-বসনপরিধায়িনী জনক-নন্দিনী, রামপত্নী, ত্রিলোকবাসিনী মহিলাদিগের প্রধানা সীতা তখন স্বামীর শোকে কাতরা হইয়া অশ্রুমোচন করত পর্ণকুটীরে অবস্থিতি করিতেছিলেন। রাবণ, সীতাকে রাম ও লক্ষ্মণহীন আশ্রমে থাকিতে দেখিয়া কিছুক্ষণ দণ্ডায়মান থাকিয়া, পরে হৃষ্টচিত্তে তাঁহার নিকটে যাই।। উত্তমরূপে তাঁহাকে দেখিয়া কামশরে বিদ্ধ হইল এবং বেদবাক্য উচ্চারণ-পূর্ব্বক বিনয়পূর্ণস্বরে তাঁহাকে প্রশংসা করিয়া কহিল, "পীতবর্ণ কৌষেয়-বসন-পরিধায়িনি! তোমার বর্ণ বিশুদ্ধ স্বর্ণের ন্যায়; তুমি পদ্মিনীর ন্যায় মনোহর পদ্মমালা ধারণ করিয়াছ। বরারোহে! আমার বোধ হয় তুমি মনোহারিণী লক্ষ্মী, শ্রী, হ্রী, কীর্ত্তি, অপ্সরা, ভূতি অথবা স্বেচ্ছাবিহারিণী রতি হইবে। শুভাননে! তোমার দন্তগুলি পরস্পর সমান, দন্তগুলির অগ্রভাগ কুন্দকোরকের ন্যায় পাণ্ডুরবর্ণ ও মনোহর; নয়নদ্বয়

বিশালং জঘনং পীনমূরূ করিকরোপমৌ।
এতাবুপচিতৌ বৃত্তৌ সংহতৌ সম্প্রগল্‌ভিতৌ ॥ ১৯
পীনোন্নতমুখৌ কান্তৌ স্নিগ্ধতালফলোপমৌ।
মণিপ্রবেকাভরণৌ রুচিরৌ তে পয়োধরৌ ॥ ২০
চারুস্মিতে চারুদতি চারুনেত্রে বিলাসিনি।
মনো হরসি মে রামে নদী কূলমিবাম্ভসা ॥ ২১
করান্তমিতমধ্যাসি সুকেশে সংহতস্তনি।
নৈব দেবী ন গন্ধর্ব্বী ন যক্ষী ন চ কিন্নরী।
নৈবংরূপা ময়া নারী দৃষ্টপূর্ব্বা মহীতলে ॥ ২২
রূপমগ্র্যঞ্চ লোকেষু সৌকুমার্য্যং বয়শ্চ তে।
ইহ বাসশ্চ কান্তারে চিত্তমুন্মাথয়ন্তি মে ॥ ২৩
সা প্রতিক্রাম ভদ্রং তে ন ত্বং বস্তুমিহার্হসি।
রাক্ষসানাময়ং বাসো ঘোরাণাং কামরূপিণাম্ ॥ ২৪
প্রাসাদাগ্র্যাণি রম্যাণি নগরোপবনানি চ।
সম্পন্নানি সুগন্ধীনি যুক্তান্যাচরিতুং ত্বয়া ॥ ২৫
বরং মাল্যং বরং গন্ধং বরং বস্ত্রঞ্চ ভোজনম্।
ভর্ত্তারঞ্চ বরং মন্যে ত্বদ্‌যুক্তমসিতেক্ষণে ॥ ২৬
কা ত্বং ভবসি রুদ্রাণাং মরুতাং বা শুচিস্মিতে।
বসূনাং বা বরারোহে দেবতা প্রতিভাসি মে ॥ ২৭
নেহ গচ্ছন্তি গন্ধর্ব্বা ন দেবা ন চ কিন্নরাঃ।
রাক্ষসানাময়ং বাসঃ কথন্তু ত্বমিহাগতা ॥ ২৮
ইহ শাখামৃগাঃ সিংহা দ্বীপিব্যাঘ্রা মৃগা বৃকাঃ।
ঋক্ষাস্তরক্ষবঃ কঙ্কাঃ কথন্তেভ্যো ন বিভ্যসে ॥ ২৯
মদান্বিতানাং ঘোরাণাং কুঞ্জরাণাং তরস্বিনাম্।
কথমেকা মহারণ্যে ন বিভেষি বরাননে ॥ ৩০
কাসি কস্য কুতশ্চ ত্বং কিংনিমিত্তঞ্চ দণ্ডকান্।
একা চরসি কল্যাণি ঘোরান্ রাক্ষসসেবিতান্ ॥ ৩১
ইতি প্রশস্তা বৈদেহী রাবণেন দুরাত্মনা ॥ ৩২
দ্বিজাতিবেষেণ হি তং দৃষ্ট্বা রাবণমাগতম্।
সর্ব্বৈরতিথিসৎকারৈঃ পূজয়ামাস মৈথিলী ॥ ৩২
উপানীয়াসনং পূর্ব্বং পাদ্যেনাভিনিমন্ত্র্য চ।
অব্রবীৎ সিদ্ধমিত্যেব তদা তং সৌম্যদর্শনম্ ॥৩৪

দ্বিজাতিবেষেণ সমীক্ষ্য মৈথিলী
সমাগতং পাত্রকুসুম্ভধারিণম্।
অশক্যমুদ্দেষ্টুমুপায়দর্শনাৎ
ন্যমন্ত্রয়দ্‌ব্রাহ্মণবৎ তথাগতম্ ॥ ৩৫

বিশাল, নির্ম্মল, কৃষ্ণবর্ণতারাসম্পন্ন ও প্রান্তভাগে রক্তিমাভ; জঘন স্থূল ও বিস্তৃত; ঊরু দুইটী করিকর-তুল্য সুগোল; ঘনসন্নিবেশিত তোমার স্তনযুগল পরস্পর মিলিত স্নিগ্ধতালফলতুল্য রমণীয়, সমুন্নত, উৎকৃষ্ট মণিমালায় ভূষিত, স্থূলাগ্র ও অতিমনোহর; যেন আলিঙ্গনাদি ব্যাপারে প্রগল্‌ভ। বিলাসিনি! তোমার দন্ত, নয়ন ও ঈষৎহাস্য অতিসুন্দর; রমণীয়ে! নদী যেমন জলবেগে কূল হরণ করে, সেইরূপ তুমি তোমার রূপে আমার মন হরণ করিতেছ। ২—২১। সুকেশি! ঘনস্তনি! তোমার কটিদেশ প্রাদেশদ্বয়পরিমিত। কি গন্ধর্ব্বী, কি দেবী কি, যক্ষী, কি কিন্নরী, কি মানবী, তোমার ন্যায় রূপবতী ললনা পূর্ব্বে কখন আমি দেখি নাই। তোমার এই ত্রিভুবনবিখ্যাত রূপ, সুকুমারত্ব, বয়ঃক্রম এবং এই নির্জ্জন বনে বাস, আমার চিত্ত ক্ষুব্ধ করিতেছে। অসিতনয়নে! ভয়ঙ্করকালরূপ রাক্ষসসেবিত এই স্থানে তোমার বাস করা উচিত নহে। সমস্তকাম্যবস্তুপূর্ণ, সুগন্ধযুক্ত, রমণীয় হর্ম্যাশিখর ও নগর-সন্নিহিত উপবন এই সকলই তোমার বাসোপযোগী। আমি বোধ করি, স্বামী, মাল্য, বস্ত্র ও গন্ধ, এ সকলই তোমার উৎকৃষ্ট হওয়া উচিত; অতএব তোমার মঙ্গল হউক,—তুমি এস্থান হইতে প্রস্থান কর। শুভহাসিনি! তুমি কে? তুমি কি রুদ্র, মরুৎ বা বসুগণের মধ্যে কাহারও পত্নী? বরারোহে! আমি তোমাকে দেবতা বলিয়াই বোধ করিতেছি; পরন্তু দেবতা, গন্ধর্ব্ব বা কিন্নরেরা এই স্থানে বিচরণ করেন না, ইহা রাক্ষসদিগের বাসস্থান। তবে তুমি কিরূপে এখানে আসিয়াছ? এস্থানে অনেক সিংহ, ব্যাঘ্র, চিত্রব্যাঘ্র, বানর, মৃগ, বৃক, ভল্লুক ও কঙ্ক আছে; তুমি ভয় পাইতেছ না কেন? বরাননে! তুমি বিজনবনমধ্যে একাকিনী থাকিয়াও বেগশালী মদবিশিষ্ট ভয়ঙ্কর হস্তিগণ হইতে ভয় পাইতেছ না কেন? ২২—৩০। কল্যাণি! তুমি একাকিনী এই রাক্ষসসমাকীর্ণ ভীষণ অরণ্যে কেন বিচরণ করিতেছ? তুমি কে, কাহার ভার্য্যা? কোথা হইতে এস্থানে আসিয়াছ? সেই পাপাত্মা রাবণ ঐরূপে প্রশংসা করিলে বিদেহরাজনন্দিনী সীতা ব্রাহ্মণবেশে উপস্থিত রাবণকে ব্রাহ্মণ মনে করিয়া প্রথমতঃ আসন ও পাদ্য দিয়া অতিথিজনোচিত সৎকার দ্বারা অর্চ্চনা করিলেন। পরে তাহাকে ভোজনার্থে নিমন্ত্রণ করিয়া বলিলেন "এই সিদ্ধ অন্ন উপস্থিত।" বেশ দেখিয়া যাহাকে রাক্ষস বলিয়া মনে হয় না; কুসুম্ভবর্ণ বস্ত্র পরিধান ও কমণ্ডলু গ্রহণপূর্ব্বক ব্রাহ্মণ-বেশে সমুপস্থিত সেই রাবণকে দেখিয়া মিথিলারাজ-নন্দিনী সীতা, ব্রাহ্মণ মনে করিয়া, তাহাকে এইরূপে

ইয়ং বৃষী ব্রাহ্মণ কামমাস্যতা-
মিদঞ্চ পাদ্যং প্রতিগৃহ্যতামিতি।
ইদঞ্চ সিদ্ধং বনজাতমুত্তমং
ত্বদর্থমব্যগ্রমিহোপভুজ্যতাম্॥ ৩৬
নিমন্ত্র্যমাণঃ প্রতিপূর্ণভাষিণীং
নরেন্দ্রপত্নীং প্রসমীক্ষ্য মৈথিলীম্।
প্রসহ্য তস্যা হরণে দৃঢ়ং মনঃ
সমর্পয়ামাস বধায় রাবণঃ॥ ৩৭
ততঃ সুবেশং মৃগয়াগতং পতিং
প্রতীক্ষমাণা সহলক্ষ্মণং তদা।
নিরীক্ষমাণা হরিতং দদর্শ তং
মহদ্বনং নৈব তু রামলক্ষ্মণৌ॥ ৩৮
ইত্যারণ্যকাণ্ডে ষট্চত্বারিংশঃ সর্গঃ॥ ৪৬॥

সপ্তচত্বারিংশঃ সর্গঃ।

রাবণেন তু বৈদেহী তদা পৃষ্টা জিহীর্ষুণা।
পরিব্রাজকরূপেণ শশংসাত্মানমাত্মনা॥ ১
ব্রাহ্মণশ্চাতিথিশ্চৈষ অনুক্তো হি শপেত মাম্।
ইতি ধ্যাত্বা মুহূর্ত্তন্তু সীতা বচনমব্রবীৎ॥ ২
দুহিতা জনকস্যাহং মৈথিলস্য মহাত্মনঃ।
সীতা নাম্নাস্মি ভদ্রং তে রামস্য মহিষী প্রিয়া॥ ৩
উষিত্বা দ্বাদশ সমা ইক্ষ্বাকূণাং নিবেশনে।
ভুঞ্জানা মানুষান্ ভোগান্ সর্ব্বকামসমৃদ্ধিনী॥ ৪
তত্র ত্রয়োদশে বর্ষে রাজামন্ত্রয়ত প্রভুঃ।
অভিষেচয়িতুং রামং সমেতো রাজমন্ত্রিভিঃ॥ ৫
তস্মিন্ সম্ভ্রিয়মাণে তু রাঘবস্যাভিষেচনে।
কৈকেয়ী নাম ভর্ত্তারং মমার্য্যা যাচতে বরম্॥ ৬
পরিগৃহ্য তু কৈকেয়ী শ্বশুরং সুকৃতেন মে।
মম প্রব্রাজনং ভর্ত্তুর্ভরতস্যাভিষেচনম্।
দ্বাবযাচত ভর্ত্তারং সত্যসন্ধং নৃপোত্তমম্॥ ৭
নাদ্য ভোক্ষ্যে ন চ স্বপ্স্যে ন পাস্যে চ কদাচন।
এষ মে জীবিতস্যান্তো রামো যদ্যভিষিচ্যতে॥ ৮
ইতি ব্রুবাণাং কৈকেয়ীং শ্বশুরো মে স পার্থিবঃ।
অযাচতার্থৈরন্বর্থৈর্ন চ যাচ্ঞাং চকার সা॥ ৯
মম ভর্ত্তা মহাতেজা বয়সা পঞ্চবিংশকঃ।
অষ্টাদশ হি বর্ষাণি মম জন্মনি গণ্যতে॥ ১০
রামেতি প্রথিতো লোকে সত্যবান্ শীলবান্ শুচিঃ।
বিশালাক্ষো মহাবাহুঃ সর্ব্বভূতহিতে রতঃ॥ ১১
কামার্ত্তশ্চ মহারাজঃ পিতা দশরথঃ স্বয়ম্

নিমন্ত্রণ করিলেন, "ব্রাহ্মণ! আপনি এই কুশাসনে সুখে উপবেশন করুন এবং এই পাদ্য গ্রহণ করুন। এই সিদ্ধ উত্তম বন্য অন্ন আপনার জন্য কল্পিত হইয়াছে, আপনি ভোজন করুন।" মধুরভাষিণী বিদেহরাজ-নন্দিনী নরেন্দ্র রামের ভার্য্যা সীতা ঐ কথা বলিলে, রাবণ তাঁহাকে উত্তমরূপে দেখিয়া আত্মবিনাশের জন্য বলপূর্ব্বক হরণ করিতে মনে দৃঢ় সঙ্কল্প করিল। তখন সীতা মৃগয়া করিতে দূরবনে প্রস্থিত পতি রামচন্দ্রের লক্ষ্মণের সহিত প্রত্যাগমন প্রতীক্ষা করত ইতস্ততঃ দৃষ্টিপাত করিয়া কেবল হরিদ্বর্ণ বিজন বন দেখিতে পাইলেন, রাম বা লক্ষ্মণ কাহাকেও দেখিতে পাইলেন না। ৩৬—৩৮।

সপ্তচত্বারিংশ সর্গ।

পরিব্রাজকরূপী রাবণ সীতাকে হরণ করিতে অভিলাষী হইয়া ঐরূপ জিজ্ঞাসা করিলে তিনি মনে মনে বিতর্ক করিতে লাগিলেন, "ইনি ব্রাহ্মণ, বিশেষতঃ অতিথি; সুতরাং আমি প্রত্যুত্তর না দিলে, আমাকে অভিশাপ দিতে পারেন," মুহূর্ত্তকাল এরূপ চিন্তা করিয়া তাহাকে বলিলেন, "আপনার মঙ্গল হউক, আমি মহাত্মা জনকের তনয়া এবং রামের প্রেয়সী মহিষী আমার নাম সীতা। আমি মানুষভোগ্য বস্তু সকল ভোগ করত সকলমনোরথা হইয়া দ্বাদশ বৎসর ইক্ষ্বাকুবংশীয়দিগের গৃহে বাস করিয়াছিলাম। পরে ত্রয়োদশ বৎসরে প্রভু রাজা দশরথ মন্ত্রিবর্গের সহিত সমবেত হইয়া রামকে রাজ্যে অভিষেক করিবার মন্ত্রণা করিলেন। রঘুনন্দন রামের অভিষেকের নিমিত্ত প্রয়োজনীয় দ্রব্যসমূহ সংগৃহীত হইতে থাকিলে, আমার মাননীয়া শ্বশ্রূ কৈকেয়ী দেবী স্বামীর নিকটে বর প্রার্থনা করিলেন। ১—৬। তিনি তাঁহার স্বামী আমার শ্বশুর, সত্যপ্রতিজ্ঞ নৃপবর দশরথকে শপথ করাইয়া তাঁহার নিকটে আমার স্বামীর বনবাস ও তাঁহার পুত্র ভরতের রাজ্যাভিষেক, এই দুইটী বর চাহিলেন। যদি রামকে রাজপদে অভিষিক্ত করা হয়, তবে অদ্য আমি কখনই পান, আহার বা শয়ন করিব না; এইরূপেই আমি প্রাণ পরিত্যাগ করিব।' কৈকেয়ী এই কথা বলিলে আমার শ্বশুর, রাজা দশরথ তাঁহাকে অন্যান্য বিবিধ অর্থ গ্রহণ করিতে বলিলেন; কিন্তু তিনি তাহা প্রার্থনা করিলেন না। আমার বয়ঃক্রম তখন অষ্টাদশ বৎসর এবং মহাবাহু মহাতেজা সত্যবান্ সুশীল পবিত্রস্বভাব সর্ব্বভূতহিতরত বিশাললোচন 'রাম' নামে লোকবিখ্যাত, আমার

কৈকেয্যাঃ প্রিয়কামার্থং তং রামং নাভ্যষেচয়ৎ।
অভিষেকায় তু পিতুঃ সমীপং রামমাগতম্।
কৈকেয়ী মম ভর্ত্তারমিত্যুবাচ দ্রুতং বচঃ॥ ১৩
তব পিত্রা সমাজ্ঞপ্তং মমেদং শৃণু রাঘব।
ভরতায় প্রদাতব্যমিদং রাজ্যমকণ্টকম্॥ ১৪
ত্বয়া তু খলু বস্তব্যং নব বর্ষাণি পঞ্চ চ।
বনে প্রব্রজ কাকুৎস্থ পিতরং মোচয়ানৃতাৎ॥ ১৫
তথেত্যুবাচ তাং রামঃ কৈকেয়ীমকুতোভয়ঃ।
চকার তদ্বচঃ শ্রুত্বা ভর্ত্তা মম দৃঢ়ব্রতঃ॥ ১৬
দদ্যান্ন প্রতিগৃহ্ণীয়াৎ সত্যং ব্রূয়ান্ন চানৃতম্।
এতদ্ব্রাহ্মণ রামস্য ব্রতং ধ্রুবমনুত্তমম্॥ ১৭
তস্য ভ্রাতা তু বৈমাত্রো লক্ষ্মণো নাম বীর্য্যবান্।
রামস্য পুরুষব্যাঘ্রঃ সহায়ঃ সমরেঽরিহা॥ ১৮
স ভ্রাতা লক্ষ্মণো নাম ব্রহ্মচারী দৃঢ়ব্রতঃ।
অন্বগচ্ছদ্ধনুষ্পাণিঃ প্রব্রজন্তং ময়া সহ॥ ১৮
জটী তাপসরূপেণ ময়া সহ সহানুজঃ।
প্রবিষ্টো দণ্ডকারণ্যং ধর্ম্মনিত্যো দৃঢ়ব্রতঃ॥ ২০
তে বয়ং প্রচ্যুতা রাজ্যাৎ কৈকেয্যাস্তু কৃতে ত্রয়ঃ।
বিচরাম দ্বিজশ্রেষ্ঠ বনং গম্ভীরমোজসা॥ ২১
সমাশ্বস মুহূর্ত্তন্তু শক্যং বস্তুমিহ ত্বয়া।
আগমিষ্যতি মে ভর্ত্তা বন্যমাদায় পুষ্কলম্॥ ২২
রুরূন্ গোধান্ বরাহাংশ্চ হত্বাদায়ামিষং বহু।
স ত্বং নাম চ গোত্রঞ্চ কুলমাচক্ষ তত্ত্বতঃ।
একশ্চ দণ্ডকারণ্যে কিমর্থং চরসি দ্বিজ॥ ২৪
এবং ব্রুবত্যাং সীতায়াং রামপত্ন্যাং মহাবলঃ।
প্রত্যুবাচোত্তরং তীব্রং রাবণো রাক্ষসাধিপঃ॥ ২৫
যেন বিত্রাসিতা লোকাঃ সদেবাসুরমানুষাঃ।
অহং স রাবণো নাম সীতে রক্ষোগণেশ্বরঃ॥ ২৬
ত্বান্তু কাঞ্চনবর্ণাভাং দৃষ্ট্বা কৌশেয়বাসিনীম্।
রতিং স্বকেষু দারেষু নাধিগচ্ছাম্যনিন্দিতে॥ ২৭
বহ্বীনামুত্তমস্ত্রীণামাহৃতানামিতস্ততঃ।
সর্ব্বাসামেব ভদ্রং তে মমাগ্রমহিষী ভব॥ ২৮
লঙ্কা নাম সমুদ্রস্য মধ্যে মম মহাপুরী।
সাগরেণ পরিক্ষিপ্তা নিবিষ্টা গিরিমূর্দ্ধনি॥ ২৯
তত্র সীতে ময়া সার্দ্ধং বনেষু বিচরিষ্যসি।
ন চাস্য বনবাসস্য স্পৃহয়িষ্যসি ভামিনি॥ ৩০

পতির বয়ঃক্রম পঞ্চবিংশবৎসর। আমার শ্বশুর কামার্ত্ত মহারাজ দশরথ, কৈকেয়ীর প্রিয়সাধনার্থে তাদৃশ গুণবান্ রামকে রাজপদে অভিষিক্ত করিলেন না। পরে আমার স্বামী রাম অভিষেকের জন্য পিতার নিকটে গেলে, কৈকেয়ী দেবী তৎক্ষণাৎই তাঁহাকে বলিলেন, 'রঘুনন্দন! তোমার পিতা আমাকে যাহা আদেশ করিয়াছেন, আমি তাহা বলিতেছি তুমি শ্রবণ কর। কাকুৎস্থ! ভরতকে এই নিষ্কণ্টক রাজ্য প্রদান করিতে হইবে এবং তোমাকে চতুর্দ্দশ বৎসর বনে বাস করিতে হইবে; সুতরাং তুমি বনে যাও এবং পিতাকে শপথ-ঋণ হইতে মুক্ত কর।' পরে আমার স্বামী অকুতোভয় দৃঢ়প্রতিজ্ঞ রাম, কৈকেয়ী দেবীকে 'যে আজ্ঞা' বলিয়া তাঁহার আদেশ প্রতিপালন করিলেন। ব্রাহ্মণ! রাম দান করিবেন, কিন্তু প্রতিগ্রহ করিবেন না এবং সত্য বলিবেন, কদাচ মিথ্যা বলিবেন না। তিনি এইরূপ মহৎ ব্রত ধারণ করেন। ৭—১৭। তৎপরে আমার সহিত বনে আসিবার সময়, যুদ্ধের সহায় তাঁহার বৈমাত্রের ভ্রাতা, বীর্য্যবান্ রিপুদমন পুরুষশ্রেষ্ঠ দৃঢ়প্রতিজ্ঞ লক্ষ্মণ ধনু ধারণ করত তপস্বীর বেশে তাঁহার সঙ্গে আসিলেন। সতত ধর্ম্মরত দৃঢ়ব্রত রাম জটাধারী হইয়া তাপসবেশে আমাকে ও ভ্রাতা লক্ষ্মণকে সমভিব্যাহারী করিয়া দণ্ডকারণ্যে প্রবেশ করিয়াছেন। দ্বিজবর! আমরা কৈকেয়ীর কারণে রাজ্যচ্যুত হইয়া তিন জনে তেজঃপ্রভাবে বিজন কাননে বিচরণ করিতেছি। আপনি মুহূর্ত্তকাল আশ্বস্ত হউন; এস্থানে বাস করিতে পারিবেন; আমার স্বামী এখনই বনজাত প্রভূত খাদ্য দ্রব্য এবং অনেক রুরু, গোধা ও বরাহ বধ করিয়া প্রচুর মাংস লইয়া আসিবেন। ব্রাহ্মণ! এক্ষণে আপনি কে কোন্ বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, কি জন্যই বা একাকী দণ্ডকারণ্যে ভ্রমণ করিতেছেন এবং আপনার গোত্র কি, এ সকল বৃত্তান্ত যথার্থরূপে বলুন।" ১৮—২৪। রামভার্য্যা সীতা ঐরূপ বলিলে মহাবল রাক্ষসরাজ রাবণ তাঁহাকে তীব্র বাক্যে প্রত্যুত্তর দিল, "সীতে! দেব, অসুর ও মানুষসেবিত সমস্ত লোক যাহার ভয়ে ভীত হইয়াছে, আমি সেই রাক্ষসাধিপতি রাবণ। কৌশেয়বসনপরিধায়িনি! অনিন্দিতে! তোমার লাবণ্য কাঞ্চনতুল্য এবং অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সকলও প্রশংসনীয়; তোমাকে দেখিয়া নিজের পত্নীদিগের প্রতি আমার অনুরাগ হইতেছে না। আমি নানাস্থান হইতে অনেক সুন্দরী স্ত্রী আনয়ন করিয়াছি, তুমি আমার মহিষী হইয়া তাহাদিগের সকলেরই প্রধানা হও; তোমার মঙ্গল হউক। সীতে! সমুদ্রপরিবেষ্টিতা পর্ব্বতশিখরোপরি 'লঙ্কা' নামে এক মহানগরী আছে; তাহা আমার। সুন্দরি! তথায় তুমি বহুতর উপবনে আমার সহিত বিহার করিয়া এরূপ বনবাসে অভিলাষিণী হইবে না।

পঞ্চ দাস্যঃ সহস্রাণি সর্ব্বাভরণভূষিতাঃ।
সীতে পরিচরিষ্যন্তি ভার্য্যা ভবসি মে যদি ॥ ৩১
রাবণেনৈবমুক্তা তু কুপিতা জনকাত্মজা।
প্রত্যুবাচানবদ্যাঙ্গী তমনাদৃত্য রাক্ষসম্ ॥ ৩২
মহাগিরিমিবাকম্প্যং মহেন্দ্রসদৃশং পতিম্।
মহোদধিমিবাক্ষোভ্যমহং রামমনুব্রতা ॥ ৩৩
সর্ব্বলক্ষণসম্পন্নং ন্যগ্রোধপরিমণ্ডলম্।
সত্যসন্ধং মহাভাগমহং রামমনুব্রতা ॥ ৩৪
মহাবাহুং মহোরস্কং সিংহবিক্রান্তগামিনম্।
নৃসিংহং সিংহসঙ্কাশমহং রামমনুব্রতা ॥ ৩৫
পূর্ণচন্দ্রাননং রামং রাজবৎসং জিতেন্দ্রিয়ম্।
পৃথুকীর্ত্তিং মহাবাহুমহং রামমনুব্রতা ॥ ৩৬
ত্বং পুনর্জ্জম্বুকঃ সিংহীং মামিহেচ্ছসি দুর্লভাম্।
নাহং শক্যা ত্বয়া স্প্রষ্টুমাদিত্যস্য প্রভা যথা ॥ ৩৭
পাদপান্ কাঞ্চনান্ নূনং বহূন্ পশ্যসি মন্দভাক্।
রাঘবস্য প্রিয়াং ভার্য্যাং যস্ত্বমিচ্ছসি রাক্ষস ॥ ৩৮
ক্ষুধিতস্য চ সিংহস্য মৃগশত্রোস্তরস্বিনঃ।
আশীবিষস্য বদনাদ্দংষ্ট্রামাদাতুমিচ্ছসি ॥ ৩৯
মন্দরং পর্ব্বতশ্রেষ্ঠং পাণিনা হর্ত্তুমিচ্ছসি।
কালকূটবিষং পীত্বা স্বস্তিমান্ গন্তুমিচ্ছসি ॥ ৪০
অক্ষি সূচ্যা প্রমৃজসি জিহ্বয়া লেঢি চ ক্ষুরম্।
রাঘবস্য প্রিয়াং ভার্য্যামধিগন্তুং ত্বমিচ্ছসি।
অবসজ্য শিলাং কণ্ঠে সমুদ্রং তর্ত্তুমিচ্ছসি ॥ ৪১
সূর্য্যাচন্দ্রমসৌ চোভৌ পাণিভ্যাং হর্ত্তুমিচ্ছসি।
যো রামস্য প্রিয়াং ভার্য্যাং প্রধর্ষয়িতুমিচ্ছসি ॥ ৪২
অগ্নিং প্রজ্বলিতং দৃষ্ট্বা বস্ত্রেণাহর্ত্তুমিচ্ছসি।
কল্যাণবৃত্তাং যো ভার্য্যাং রামস্যাহর্ত্তুমিচ্ছসি ॥ ৪৩
অয়োমুখানাং শূলানাং মধ্যে চরিতুমিচ্ছসি।
রামস্য সদৃশীং ভার্য্যাং যোঽধিগন্তুং ত্বমিচ্ছসি ॥ ৪৪

যদন্তরং সিংহশৃগালয়োর্বনে
যদন্তরং স্যন্দনিকাসমুদ্রয়োঃ।
সুরাগ্র্যসৌবীরকয়োর্যদন্তরং
তদন্তরং দাশরথেস্তবৈব চ ॥ ৪৫
যদন্তরং কাঞ্চনসীসলোহয়ো-
র্যদন্তরং চন্দনবারিপঙ্কয়োঃ।
যদন্তরং হস্তিবিড়ালয়োর্বনে
তদন্তরং দাশরথেস্তবৈব চ ॥ ৪৬
যদন্তরং বায়সবৈনতেয়য়ো-
র্যদন্তরং মদ্গুময়ূরয়োরপি।
যদন্তরং হংসকগৃধ্রয়োর্বনে
তদন্তরং দাশরথেস্তবৈব চ ॥ ৪৭

সীতে! তুমি যদি আমার স্ত্রী হও, তবে সর্ব্ব অলঙ্কারে ভূষিতা পাঁচসহস্র দাসী তোমার পরিচর্য্যা করিবে।” ২৫—৩১। অনিন্দিতাঙ্গী বিদেহরাজ-নন্দিনী সীতা রাক্ষসরাজ রাবণের কথা শুনিয়া যৎপরনাস্তি ক্রোধান্বিতা হইলেন এবং তাহাকে অবজ্ঞাপূর্ব্বক কহিলেন, “মহাভূধরের ন্যায় অকম্পনীয়, মহাসাগরের ন্যায় অক্ষোভণীয়, মহেন্দ্রের ন্যায় পতি রামের প্রতিই আমার চিত্ত অনুরক্ত রহিয়াছে আমি সকল শুভলক্ষণশালী বটবৃক্ষের ন্যায় বিশালকায়, সত্যপ্রতিজ্ঞ, মহাভাগ, মহাবাহু, বিশালবক্ষা, সিংহতুল্য-গমনকারী, মৃগেন্দ্রসম-বিক্রমশালী, নরসিংহ, জিতেন্দ্রিয়, বিশালকীর্ত্তি, পূর্ণচন্দ্রতুল্যবদন, রাজকুমার রামের প্রতিই অনুরক্তা রহিয়াছি; তাঁহারই অনুগামিনী হইয়া সতত তাঁহার অভিলাষানুরূপ কার্য্য করিয়া থাকি এবং তাঁহার মতানুসারেই এই বনে আসিয়াছি। তুই শৃগাল; আমি সিংহী; তুই আমাকে পাইবার যোগ্য নহিস! তুই আমাকে পাইবার ইচ্ছা করিতেছিস, কিন্তু সূর্য্যপ্রভার ন্যায় কখনই আমাকে স্পর্শ করিতে পারিবি না। হতভাগ্য রাক্ষস! তুই যখন রঘুনন্দন রামের পত্নীকে লাভ করিতে ইচ্ছা করিতেছিস্, তখন নিশ্চয়ই বৃক্ষসকল স্বর্ণময় দেখিতেছিস। তুই রঘুনন্দন রামের প্রিয়তমা পত্নীকে লাভ করিতে কামনা করিয়া মৃগশত্রু বেগবান্ ক্ষুধার্ত্ত সিংহ ও সর্পের মুখাবয়ব হইতে দন্ত উৎপাটন করিতে, কালকূট গরল পান করিয়া কল্যাণসম্পন্ন হইয়া প্রস্থান করিতে বা হস্তদ্বারা গিরিবর মন্দরকে উৎপাটন করিতে ইচ্ছা করিয়াছিস এবং সূচীদ্বারা চক্ষু মার্জ্জন ও জিহ্বাদ্বারা ক্ষুর লেহন করিতেছিস। তুই রামের প্রিয়তমা পত্নীকে ধর্ষণ করিতে বাসনা করিয়া হস্তদ্বারা সূর্য্য ও চন্দ্রকে হরণ করিতে বা কণ্ঠে শিলা বাঁধিয়া সমুদ্র পার হইতে ইচ্ছা করিতেছিস! তুই সুচরিতা রামপ্রিয়াকে হরণ করিতে অভিলাষী হইয়া বস্ত্রদ্বারা প্রজ্বলিত অগ্নি লইতে বাসনা করিতেছিস্। ৩২—৪৩। আরও তুই রামের অনুরূপা পত্নীকে লাভ করিতে বাসনা করিয়া লৌহময় শূলসমূহের উপরিভাগে বিচরণ করিতে ইচ্ছা করিতেছিস! সিংহে ও শৃগালে, সমুদ্রে ও ক্ষুদ্র নদীতে, উৎকৃষ্ট সুরায় ও সৌবীরক মদ্যে, চন্দনে ও কর্দ্দমে, হস্তীতে ও বিড়ালে, স্বর্ণে ও লৌহে বা সীসায়, গরুড়ে ও কাকে, ময়ূরে ও মদ্গুপক্ষীতে এবং হংসে ও শকুনিতে যেরূপ প্রভেদ, রঘুনন্দন

তস্মিন্ সহস্রাক্ষসমপ্রভাবে
রামে স্থিতে কার্ম্মুকবাণপাণৌ।
হৃতাপি তেঽহং ন জরাং গমিষ্যে
আজ্যং যথা মক্ষিকয়াবগীর্ণম্ ॥ ৪৮
ইতীব তদ্বাক্যমদুষ্টভাবা
সুদুষ্টমুক্তা রজনীচরং তম্।
গাত্রপ্রকম্পাদ্ব্যথিতা বভূব
বাতোদ্ধতা সা কদলীব তন্বী ॥ ৪৯
তাং বেপমানামুপলক্ষ্য সীতাং
স রাবণো মৃত্যুসমপ্রভাবঃ।
কুলং বলং নাম চ কর্ম্ম চাত্মনঃ
সমাচচক্ষে ভয়কারণার্থম্ ॥ ৫০

ইত্যারণ্যকাণ্ডে সপ্তচত্বারিংশঃ সর্গঃ ॥ ৪৭ ॥

অষ্টচত্বারিংশঃ সর্গঃ।

এবং ব্রুবত্যাং সীতায়াং সংরব্ধঃ পরুষং বচঃ।
ললাটে ভ্রুকুটীং কৃত্বা রাবণঃ প্রত্যুবাচ হ ॥ ১
ভ্রাতা বৈশ্রবণস্যাহং সাপত্ন্যো বরবর্ণিনি।
রাবণো নাম ভদ্রং তে দশগ্রীবঃ প্রতাপবান্ ॥ ২
যস্য দেবাঃ সগন্ধর্ব্বাঃ পিশাচা পন্নগোরগাঃ।

রামে ও তোতে সেইরূপ প্রভেদ, সেই ধনুর্ব্বাণধারী মহেন্দ্রের ন্যায় প্রভাবশালী রাম বর্ত্তমান থাকিতে মক্ষিকা যেমন ঘৃত পান করিয়া জীর্ণ করিতে পারে না, পরন্তু মরিয়া যায়, সেইরূপ তুই আমাকে হরণ করিয়া জীর্ণ করিতে পারিবি না—মরিবি।" সরল-স্বভাবা কৃশাঙ্গী সীতা সেই রাক্ষসকে সেইরূপ পরুষ বাক্য বলিয়া বায়ুবিতাড়িত কদলীবৃক্ষের ন্যায়, কম্পিতা ও ব্যথিতা হইলেন। কৃতান্ততুল্য-প্রভাবসম্পন্ন রাবণ, সীতাকে কম্পিতা দেখিয়া তাঁহার ভয় উৎপাদনার্থে স্বীয়, নাম, কুল, বল ও বীর্য্য কীর্ত্তন করিতে-লাগিল। ৪৪—৫০।

অষ্টচত্বারিংশ সর্গ।

সীতা সেইরূপ পরুষ বাক্য বলিলে, রাবণ অতিশয় ক্রোধান্বিত হইয়া ভ্রূভঙ্গীসহকারে তাঁহাকে প্রত্যুত্তর করিল, "বরবর্ণিনি! আমি কুবেরের বৈমাত্রেয় ভ্রাতা ও প্রভাবশালী দশানন; আমার নাম রাবণ। তোমার মঙ্গল হউক। জনগণ যেমন মৃত্যু হইতে সতত ভীত হয়, সেইরূপ দেবতা, গন্ধর্ব্ব, পিশাচ,

বিদ্রবন্তি সদা ভীতা মৃত্যোরিব সদা প্রজাঃ ॥ ৩
যেন বৈশ্রবণো ভ্রাতা বৈমাত্রঃ কারণান্তরে।
দ্বন্দ্বমাসাদিতঃ ক্রোধাদ্রণে বিক্রম্য নির্জ্জিতঃ ॥ ৪
মদ্ভয়ার্ত্তঃ পরিত্যজ্য স্বমধিষ্ঠানমৃদ্ধিমৎ।
কৈলাসং পর্ব্বতশ্রেষ্ঠমধ্যাস্তে নরবাহনঃ ॥ ৫
যস্য তৎ পুষ্পকং নাম বিমানং কামগং শুভম্।
বীর্য্যাদাবর্জ্জিতং ভদ্রে যেন যামি বিহায়সম্ ॥ ৬
মম সঞ্জাতরোষস্য মুখং দৃষ্ট্বৈব মৈথিলি।
বিদ্রবন্তি পরিত্রস্তাঃ সুরাঃ শক্রপুরোগমাঃ ॥ ৭
যত্র তিষ্ঠাম্যহং তত্র মারুতো বাতি শঙ্কিতঃ।
তীব্রাংশুঃ শিশিরাংশুশ্চ ভয়াৎ সম্পদ্যতে দিবি ॥ ৮
নিষ্কম্পপত্রাস্তরবো নদ্যশ্চ স্তিমিতোদকাঃ।
ভবন্তি যত্র তত্রাহং তিষ্ঠামি চ চরামি চ ॥ ৯
মম পারে সমুদ্রস্য লঙ্কা নাম পুরী শুভা।
সম্পূর্ণা রাক্ষসৈর্ঘোরৈর্যথেন্দ্রস্যামরাবতী ॥ ১০
প্রাকারেণ পরিক্ষিপ্তা পাণ্ডুরেণ বিরাজিতা।
হেমকক্ষ্যা পুরী রম্যা বৈদূর্য্যময়তোরণা ॥ ১১
হস্ত্যশ্বরথসম্বাধা তূর্য্যনাদবিনাদিতা।
সর্ব্বকামফলৈর্বৃক্ষৈঃ সঙ্কুলোদ্যানভূষিতা ॥ ১২

পন্নগ ও ভুজঙ্গেরা সতত আমা হইতে ভীত হইয়া দশ দিকে পলায়ন করিয়া থাকে। আমি কোন কারণে কুপিত হইয়া বৈমাত্রেয়-ভ্রাতা নরবাহন কুবেরের সহিত দ্বন্দ্বযুদ্ধ করিয়া বিক্রম প্রকাশপূর্ব্বক তাঁহাকে পরাস্ত করিয়াছি। তিনিও আমার ভয়ে ভীত হইয়া তাঁহার সমৃদ্ধিশালী বাসস্থান পরিত্যাগ করিয়া কৈলাস-নামক উত্তম পর্ব্বতে যাইয়া বাস করিতেছেন। ১—৫। আমি বাহুবলে তাঁহার সেই কামগামী পুষ্পকনামক মনোহর বিমান কাড়িয়া লইয়াছি। আমি তাহাতে আরোহণ করিয়া আকাশ-পথে বিচরণ করিতে পারি। বিদেহরাজনন্দিনি! আমার ক্রুদ্ধ বদন দেখিয়াই ইন্দ্র প্রভৃতি দেবগণও ভয়ে পলায়ন করে। আমি যেখানে বাস করি, বায়ু তথায় শঙ্কিতভাবে বহিতে থাকে এবং সূর্য্যও ভীত হইয়া আকাশমণ্ডলে চন্দ্রের ন্যায় মৃদু হয়। আমি যথায় ভ্রমণ করি বা থাকি তথায় বৃক্ষপত্র সকলও কম্পিত হয় না এবং নদীর জলও স্তম্ভিত হয়। সাগর-পারে লঙ্কা নামে আমার মনোহারিণী পুরী আছে। ইন্দ্রের পুরী অমরাবতীর ন্যায়, সেই রমণীয়া নগরী চারিদিকে পাণ্ডুবর্ণ প্রাচীরে বেষ্টিতা, শোভান্বিতা, ভীষণ রাক্ষসগণে অধিষ্ঠিতা, হেমময় কক্ষ্যাবিশিষ্টা, তূর্য্যশব্দে মুখরিতা, উদ্যানসমূহে বিভূষিতা, বৈদূর্য্যময়তোরণ-যুক্তা, সমস্ত অভিলষিত ফলসম্পন্ন বৃক্ষসমূহে সমাকীর্ণা এবং

তত্র ত্বং বস হে সীতে রাজপুত্রি ময়া সহ।
ন স্মরিষ্যসি নারীণাং মানুষীণাং মনস্বিনি ॥ ১৩
ভুঞ্জানা মানুষান্ ভোগান্ দিব্যাংশ্চ বরবর্ণিনি।
ন স্মরিষ্যসি রামস্য মানুষস্য গতায়ুষঃ ॥ ১৪
স্থাপয়িত্বা প্রিয়ং পুত্রং রাজ্যে দশরথো নৃপঃ।
মন্দবীর্য্যস্ততো জ্যেষ্ঠঃ সুতঃ প্রস্থাপিতো বনম্ ॥ ১৫
তেন কিং ভ্রষ্টরাজ্যেন রামেণ গতচেতসা।
করিষ্যসি বিশালাক্ষি তাপসেন তপস্বিনা ॥ ১৬
রক্ষ রাক্ষসভর্ত্তারং কাময় স্বয়মাগতম্।
ন মন্মথশরাবিষ্টং প্রত্যাখ্যাতুং ত্বমর্হসি ॥ ১৭
প্রত্যাখ্যায় হি মাং ভীরু পশ্চাত্তাপং গমিষ্যসি।
চরণেনাভিহত্যেব পুরূরবসমুর্ব্বশী ॥ ১৮
অঙ্গুল্যা ন সমো রামো মম যুদ্ধে স মানুষঃ।
তব ভাগ্যেন সম্প্রাপ্তং ভজস্ব বরবর্ণিনি ॥ ১৯
এবমুক্তা তু বৈদেহী ক্রুদ্ধা সংরক্তলোচনা।
অব্রবীৎ পরুষং বাক্যং রহিতে রাক্ষসাধিপম্ ॥ ২০
কথং বৈশ্রবণং দেবং সর্ব্বদেবনমস্কৃতম্।
ভ্রাতরং ব্যপদিশ্য ত্বমশুভং কর্ত্তুমিচ্ছসি ॥ ২১
অবশ্যং বিনশিষ্যন্তি সর্ব্বে রাবণ রাক্ষসাঃ।
যেষাং ত্বং কর্কশো রাজা দুর্ব্বুদ্ধিরজিতেন্দ্রিয়ঃ ॥ ২২
অপহৃত্য শচীং ভার্য্যাং শক্যমিন্দ্রস্য জীবিতুম্।
নহি রামস্য ভার্য্যাং মামানীয় স্বস্তিমান্ ভবেৎ ॥ ২৩

জীবেচ্চিরং বজ্রধরস্য পশ্চাৎ
শচীং প্রধৃষ্যাপ্রতিরূপরূপাম্।
ন মাদৃশীং রাক্ষস ধর্ষয়িত্বা
পীতামৃতস্যাপি তবাস্তি মোক্ষঃ ॥ ২৪

ইত্যারণ্যকাণ্ডে অষ্টচত্বারিংশঃ সর্গঃ ॥ ৪৮ ॥

একোনপঞ্চাশঃ সর্গঃ।

সীতায়া বচনং শ্রুত্বা দশগ্রীবঃ প্রতাপবান্।
হস্তে হস্তং সমাহত্য চকার সুমহদ্বপুঃ ॥ ১
স মৈথিলীং পুনর্ব্বাক্যং বভাষে বাক্যকোবিদঃ।
নোন্মত্তয়া শ্রুতৌ মন্যে মম বীর্য্যপরাক্রমৌ ॥ ২
উদ্বহেয়ং ভুজাভ্যাস্তু মেদিনীমম্বরে স্থিতঃ।
আপিবেয়ং সমুদ্রঞ্চ মৃত্যুং হন্যাং রণে স্থিতঃ ॥ ৩

হস্তী অশ্ব ও রথসমূহে পরিব্যাপ্ত। ৬—১২। রাজনন্দিনী সীতে! তুমি আমার সহিত তথায় বাস কর। মনস্বিনি! তাহা হইলে তুমি আর মনুষ্য-জাতীয়া নারীদিগকে স্মরণ করিবে না। বরবর্ণিনি! তুমি দেবতা ও মনুষ্যভোগ্য ভোগ সকলই উপভোগ করিয়া ক্ষুদ্রপ্রাণ মনুষ্য রামকে স্মরণ করিবে না! রাজা দশরথ তাঁহার প্রিয়পুত্র ভরতকে রাজ্যে প্রতিষ্ঠিত করিয়া বীর্য্য-হীন জ্যেষ্ঠ পুত্র রামকে বনে নির্ব্বাসিত করিয়াছেন। বিশালাক্ষি! তুমি সেই রাজ্যচ্যুত নীচমনা ও তপস্যা-রত ব্রহ্মচারী রামকে লইয়া কি করিবে? আমি রাক্ষসগণের অধীশ্বর; মদনবাণে কাতর হইয়া নিজেই তোমার নিকটে আসিয়াছি, তুমি আমাকে ভজনা করিয়া আমাকে রক্ষা কর, আমায় প্রত্যাখ্যান করিও না। ভীরু! যেরূপ উর্ব্বশী, পুরূরবা রাজাকে চরণাঘাত করিয়া পরে অনুতাপ করিয়াছিলেন, সেইরূপ তুমিও আমাকে প্রত্যাখ্যান করিয়া শেষে অনুতাপ করিবে। বরবর্ণিনি! সেই মানুষ রাম যুদ্ধে আমার অঙ্গুলিরও তুল্য হইবে না। তোমার সৌভাগ্যক্রমেই আমি এখানে আসিয়াছি; তুমি আমাকে ভজনা কর।" ১৩—১৯। রাম-লক্ষ্মণশূন্য আশ্রমে অধিষ্ঠিতা বিদেহ-রাজ-নন্দিনী সীতা, রাক্ষসাধিপতি রাবণের সেইরূপ কথা শুনিয়া অতীব ক্রোধে আরক্তলোচনা হইলেন এবং তাঁহাকে পরুষ বাক্যে বলিলেন, 'তুই সকল দেবতার সম্মানিত কুবের-দেবের ভ্রাতা হইয়া কেমন করিয়া এইরূপ অশুভকার্য্য করিতেছিস? রাবণ! তুই নিতান্ত দুর্ব্বুদ্ধি, রূক্ষস্বভাব ও ইন্দ্রিয়পরায়ণ; সুতরাং তুই যাহাদিগের রাজা, সেই রাক্ষসেরা সকলে নিশ্চয়ই বিনষ্ট হইবে। ইন্দ্রের পত্নী শচীকে হরণ করিয়া বরং জীবিত থাকা যাইতে পারে; কিন্তু আমি রামের পত্নী, আমাকে হরণ করিয়া বাঁচিয়া থাকিবি না। রাক্ষস! তুই বজ্রধর ইন্দ্রের পত্নী নিরুপমসৌন্দর্য্য-শালিনী শচীকে ধর্ষণা করিয়াও যদি বহুকাল জীবিত থাকিস, তথাপি আমার ন্যায় রমণীকে ধর্ষণা করিয়া অমৃত পান করিলেও মৃত্যুর কবল হইতে মুক্তি লাভ করিতে পারিবি না।" ২০—২৪।

উনপঞ্চাশ সর্গ।

পরাক্রমশালী বক্তৃতানিপুণ দশানন রাবণ, মিথিলারাজনন্দিনী সীতার কথা শুনিয়া হস্তে হস্তে আঘাত করিয়া অতিবৃহৎ শরীর ধারণ করিল এবং তাঁহাকে পুনরায় কহিল, "উন্মত্তে! আমার বোধ হয়, তুমি আমার বীর্য্য ও পরাক্রমের বিষয় শ্রবণ কর নাই। আমি আকাশে থাকিয়া হস্তদ্বারা পৃথিবীকে উত্তোলন করিতে পারি এবং সমুদ্রও পান করিতে

অর্কং রুন্ধ্যাং শরৈস্তীক্ষ্ণৈর্বিভিন্দ্যাং হি মহীতলম্।
কামরূপেণ উন্মত্তে পশ্য মাং কামরূপিণম্॥ ৪
এবমুক্তবতস্তস্য রাবণস্য শিখিপ্রভে।
ক্রুদ্ধস্য হরিপর্য্যন্তে রক্তনেত্রে বভূবতুঃ॥ ৫
সদ্যঃ সৌম্যং পরিত্যজ্য তীক্ষ্ণরূপং স রাবণঃ।
স্বং রূপং কালরূপাভং ভেজে বৈশ্রবণানুজঃ॥ ৬
সংরক্তনয়নঃ শ্রীমাংস্তপ্তকাঞ্চনভূষণঃ।
ক্রোধেন মহতাবিষ্টো নীলজীমূতসন্নিভঃ॥ ৭
দশাস্যো বিংশতিভুজো বভূব ক্ষণদাচরঃ।
স পরিব্রাজকচ্ছদ্ম মহাকায়ো বিহায় তৎ॥ ৮
প্রতিপেদে স্বকং রূপং রাবণো রাক্ষসাধিপঃ।
রক্তাম্বরধরস্তস্থৌ স্ত্রীরত্নং প্রেক্ষ্য মৈথিলীম্॥ ৯
স তামসিতকেশান্তাং ভাস্করস্য প্রভামিব।
বসনাভরণোপেতাং মৈথিলীং রাবণোঽব্রবীৎ॥ ১০
ত্রিষু লোকেষু বিখ্যাতং যদি ভর্ত্তারমিচ্ছসি।
মামাশ্রয় বরারোহে তবাহং সদৃশঃ পতিঃ॥ ১১
মাং ভজস্ব চিরায় ত্বমহং শ্লাঘ্যঃ পতিস্তব।
নৈব চাহং ক্বচিদ্ভদ্রে করিষ্যে তব বিপ্রিয়ম্॥ ১২
ত্যজ্যতাং মানুষো ভাবো ময়ি ভাবঃ প্রণীয়তাম্॥ ১৩
রাজ্যাচ্চ্যুতমসিদ্ধার্থং রামং পরিমিতায়ুষম্।
কৈর্গুণৈরনুরক্তাসি মূঢ়ে পণ্ডিতমানিনি॥ ১৪
যঃ স্ত্রিয়া বচনাদ্রাজ্যং বিহায় সসুহৃজ্জনম্।
অস্মিন্ ব্যালানুচরিতে বনে বসতি দুর্ম্মতিঃ॥ ১৫
ইত্যুক্ত্বা মৈথিলীং বাক্যং প্রিয়ার্হাং প্রিয়বাদিনীম্।
অভিগম্য সুদুষ্টাত্মা রাক্ষসঃ কামমোহিতঃ।
জগ্রাহ রাবণঃ সীতাং বুধঃ খে রোহিণীমিব॥ ১৬
বামেন সীতাং পদ্মাক্ষীং মূর্দ্ধজেষু করেণ সঃ।
ঊর্ব্বোস্তু দক্ষিণেনৈব পরিজগ্রাহ পাণিনা॥ ১৭
তং দৃষ্ট্বা গিরিশৃঙ্গাভং তীক্ষ্ণদংষ্ট্রং মহাভুজম্।
প্রাদ্রবন্ মৃত্যুসঙ্কাশং ভয়ার্ত্তা বনদেবতাঃ॥ ১৮
স চ মায়াময়ো দিব্যঃ খরযুক্তঃ খরস্বনঃ।
প্রত্যদৃশ্যত হেমাঙ্গো রাবণস্য মহারথঃ॥ ১৯
ততস্তাং পরুষৈর্বাক্যৈরভিতর্জ্জ্য মহাস্বনঃ।
অঙ্কেনাদায় বৈদেহীং রথমারোহয়ত্তদা॥ ২০
সা গৃহীতাতিচুক্রোশ রাবণেন যশস্বিনী।
রামেতি সীতা দুঃখার্ত্তা রামং দূরগতং বনে॥ ২১
তামকামাং স কামার্ত্তঃ পন্নগেন্দ্রবধূমিব।

পারি; এমন কি যুদ্ধে উদ্যত হইয়া যমকেও সংহার এবং আকাশে থাকিয়া তীক্ষ্ণ শরসমূহদ্বারা সূর্য্যকেও ভেদপূর্ব্বক ভূতলে ফেলিতে পারি। তুমি তোমার অনিন্দিতরূপে গর্ব্বিতা হইয়াছ; এক্ষণে আমাকে ইচ্ছারূপী দেখ।" ঐরূপ বলিয়া ক্রুদ্ধ রাবণের কৃষ্ণ চক্ষুর্দ্বয় অগ্নির ন্যায় লোহিতবর্ণ হইল। ১—৫। পরে কুবেরের কনিষ্ঠ ভ্রাতা রাক্ষসরাজ ভীমকায় রাবণ অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া তৎক্ষণাৎ সেই শুভদর্শন রূপ ত্যাগ করিয়া কৃতান্ততুল্য ভয়ঙ্কর নিজমূর্ত্তি ধারণ করিল এবং আরক্তনয়ন, দশবদন, বিংশতিবাহু, শ্রীসম্পন্ন, বিশুদ্ধ-সুবর্ণনির্ম্মিত-অলঙ্কারসমূহে ভূষিত, নীলবর্ণমেঘতুল্য রাক্ষস হইল। সেই কপট ব্রাহ্মণরূপ ছাড়িয়া রাবণ নিজরূপ ধারণ করিয়া রক্তবস্ত্র পরিধায়ী হইয়া, অন্তভাগে কৃষ্ণবর্ণ-কেশসমন্বিতা, বিবিধ আভরণে বিভূষিতা, মহিলাদিগের মধ্যে রত্নস্বরূপা, সূর্য্যপ্রভাসদৃশী, মিথিলারাজনন্দিনী সীতাকে কিছুক্ষণ দেখিতে লাগিল, তৎপরে তাঁহাকে কহিল, "বরারোহে! যদি তুমি ত্রিভুবনমধ্যে প্রসিদ্ধ পতি পাইতে ইচ্ছা কর, তবে আমাকে ভজনা কর; আমিই তোমার যোগ্য স্বামী। ভদ্রে! আমিই তোমার শ্লাঘনীয় পতি; আমি শপথ করিয়া বলিতেছি, কদাচ তোমার অপ্রিয় কার্য্য করিব না; তুমি চিরকালের জন্য আমাকে ভজনা কর। পণ্ডিতমানিনী মূঢ়ে! যে দুর্ম্মতি সামান্য নারীর বাক্যে রাজ্য ও বান্ধবগণ পরিত্যাগ করিয়া এই হিংস্রজন্তুগণপূর্ণ বনে বাস করিতেছে কোন্ কোন্ গুণে সেই রাজ্যচ্যুত বিফল-মনোরথ অল্পায়ু রামের প্রতি তুমি অনুরক্তা রহিয়াছ? মানুষের প্রতি প্রণয় পরিত্যাগ করিয়া আমাতে প্রণয় স্থাপন কর।" প্রিয়বচনপাত্রী, প্রিয়বাদিনী, মিথিলা-রাজনন্দিনী পঙ্কজলোচনা সীতাকে ঐ কথা বলিয়া, সেই কামার্ত্ত পাপাত্মা রাক্ষসরাজ রাবণ, আকাশে বুধগ্রহ যেমন রোহিণীকে গ্রহণ করে, সেইরূপ তাঁহাকে গ্রহণ করিল। ৬—১৬। সে, বামহস্তে তাঁহার কেশ ও দক্ষিণহস্তে উরুদ্বয় ধারণ করিল। বনদেবতারাও তখন সেই করালদন্তবিশিষ্ট, পর্ব্বত-শৃঙ্গের ন্যায় যমতুল্য, মহাবল রাবণকে দেখিয়া ভীত হইয়া পলায়ন করিতে লাগিলেন। পরে রাবণের ভীষণশব্দকারী সুবর্ণমণ্ডিত, খরযোজিত সেই মায়া-ময় উত্তম রথ দৃষ্ট হইল। তৎপরে রাবণ, যশস্বিনী জনকনন্দিনী সীতাকে পরুষবাক্যে গম্ভীরস্বরে ভর্ৎসনা করত ক্রোড়মধ্যে স্থাপন করিয়া রথে উঠিল। তিনিও তৎকর্ত্তৃক অপহৃতা ও দুঃখার্ত্তা হইয়া বন-মধ্যে "রাম"! বলিয়া দূরগত রামকে ডাকিতে লাগিলেন। পরে সেই কামপীড়িত রাবণ, পন্নগরাজ-

বিচেষ্টমানমাদায় উৎপপাতাথ রাবণঃ ॥ ২২
ততঃ সা রাক্ষসেন্দ্রেণ হ্রিয়মাণা বিহায়সা।
ভৃশং চুক্রোশ মত্তেব ভ্রান্তচিত্তা যথাতুরা ॥ ২৩
হা লক্ষ্মণ মহাবাহো গুরুচিত্তপ্রসাদক
হ্রিয়মাণাং ন জানীষে রক্ষসা কামরূপিণা ॥ ২৪
জীবিতং সুখমর্থঞ্চ ধর্ম্মহেতোঃ পরিত্যজন্।
হ্রিয়মাণামধর্ম্মেণ মাং রাঘব ন পশ্যসি ॥ ২৫
ননু নামাবিনীতানাং বিনেতাসি পরন্তপ।
কথমেবংবিধং পাপং ন ত্বং শাধি হি রাবণম্ ॥ ২৬
ন তু সদ্যোঽবিনীতস্য দৃশ্যতে কর্ম্মণঃ ফলম্।
কালোঽপ্যঙ্গীভবত্যত্র শস্যানামিব পক্তয়ে ॥ ২৭
ত্বং কর্ম্ম কৃতবানেতৎ কালোপহতচেতনঃ।
জীবিতান্তকরং ঘোরং রামাদ্ব্যসনমাপ্নুহি ॥ ২৮
হন্তেদানীং সকামা তু কৈকেয়ী বান্ধবৈঃ সহ।
হ্রিয়েয়ঽহং ধর্ম্মকামস্য ধর্ম্মপত্নী যশস্বিনঃ ॥ ২৯
আমন্ত্রয়ে জনস্থানং কর্ণিকারাংশ্চ পুষ্পিতান্।
ক্ষিপ্রং রামায় শংসধ্বং সীতাং হরতি রাবণঃ ॥ ৩০

হংসসারসসঙ্ঘুষ্টাং বন্দে গোদাবরীং নদীম্।
ক্ষিপ্রং রামায় শংস ত্বং সীতাং হরতি রাবণঃ ॥ ৩১
দৈবতানি চ যান্ত্যস্মিন্ বনে বিবিধপাদপে।
নমস্করোম্যহং তেভ্যো ভর্ত্তুঃ শংসত মাং হৃতাম্ ॥ ৩২
যানি কানিচিদপ্যত্র সত্ত্বানি বিবিধানি চ।
সর্ব্বাণি শরণং যামি মৃগপক্ষিগণানি বৈ ॥ ৩৩
হ্রিয়মাণাং প্রিয়াং ভর্ত্তুঃ প্রাণেভ্যোঽপি গরীয়সীম্।
বিবশা তে হৃতা সীতা রাবণেনেতি শংসত ॥ ৩৪
বিদিত্বা তু মহাবাহুরমুত্রাপি মহাবলঃ।
আনেষ্যতি পরাক্রম্য বৈবস্বতহৃতামপি ॥ ৩৫
সা তদা করুণা বাচো বিলপন্তী সুদুঃখিতা।
বনস্পতিগতং গৃধ্রং দদর্শায়তলোচনা ॥ ৩৬
সা তমুদ্বীক্ষ্য সুশ্রোণী রাবণস্য বশং গতা।
সমাক্রন্দদ্ভয়পরা দুঃখোপহতয়া গিরা ॥ ৩৭
জটায়ো পশ্য মামার্য্য হ্রিয়মাণামনাথবৎ।
অনেন রাক্ষসেন্দ্রেণাকরুণং পাপকর্ম্মণা ॥ ৩৮
নৈষ বারয়িতুং শক্যস্ত্বয়া ক্রূরো নিশাচরঃ।

বধূর ন্যায় বিচেষ্টমানা অকামা সীতাকে লইয়া ঊর্দ্ধে উঠিল। তখন সীতা দেবী, রাক্ষসেন্দ্র রাবণকর্ত্তৃক আকাশ-পথে অপহৃতা হইয়া উদ্‌ভ্রান্তচিত্তা যেন উন্মাদিনী ও পীড়িতা হইলেন এবং উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে লাগিলেন। ১৭—২৩। "মহাবাহো গুরুচিত্তপ্রসাদক লক্ষ্মণ! কামরূপী রাক্ষস যে আমাকে হরণ করিয়া লইয়া যাইতেছে, ইহা তুমি জানিতে পারিতেছ না।—রঘুনন্দন রাম! তুমি ধর্ম্ম-রক্ষার জন্য অর্থ, সুখ, অধিক কি প্রাণ পর্য্যন্তও পরিত্যাগ করিয়া থাক; কিন্তু আমি অধর্ম্মানুসারে অপহৃতা হইতেছি, আমাকে দেখিতে পাইতেছ না। শত্রুদমন! তুমি ত দুর্বিনীত ব্যক্তিদিগকে শাসন কর; এরূপ পাপাচারী রাবণকে কেন শাসন করিতেছ না? দুর্নীতিকৃত কার্য্যের ফল সদ্যই ফলে না কারণ শস্যসকলের পাকের ন্যায় কৃতকর্ম্মসকলের ফলোৎপত্তি-বিষয়েও কাল সহকারী কারণ; এই জন্যই কি এক্ষণে উপেক্ষা করিতেছ!—ওরে রাবণ! কালকর্ত্তৃক তোর চৈতন্য বিনষ্ট হইয়াছে, সেইজন্যই তুই এইরূপ কার্য্য করিলি; অবিলম্বেই রাম হইতে জীবনান্তকারী ভয়ঙ্কর ব্যসন প্রাপ্ত হইবি! ২৪—২৮। হায়! আমি যশস্বী ধর্ম্মপরায়ণ রামের পত্নী হইয়াও অপহৃতা হইতেছি। এক্ষণে কৈকেয়ী ও তাহার বান্ধবগণের মনোরথ পূর্ণ হইল। জনস্থান! হে পুষ্পিত কর্ণিকার বৃক্ষ সকল! আমি তোমাদিগকে অনুনয় করিতেছি; তোমরা শীঘ্র রামকে সংবাদ দাও যে, 'রাবণ সীতাকে হরণ করিয়া লইয়া যাইতেছে।' হংস-সারস-শোভিত গোদাবরী নদি! আমি আপনাকে বন্দনা করিতেছি; আপনি শীঘ্র রামকে সংবাদ দিন, রাবণ সীতাকে হরণ করিতেছে।' এই বিবিধবৃক্ষসমাকুল বনমধ্যে যে দেবতারা আছেন, তাঁহাদিগকে আমি প্রণাম করিতেছি; তাঁহারা আমার স্বামীকে আমার হরণ-সমাচার প্রদান করুন। মৃগ পক্ষী প্রভৃতি নানাজাতীয় যে সকল প্রাণী এখানে আছেন, আমি তাঁহাদিগের সকলেরই শরণাগতা হইতেছি; তাঁহারা সকলে রামকে তাঁহার প্রাণ অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠা প্রিয়তমা পত্নীর হরণ-বৃত্তান্ত বলুন,—'তোমার সীতা বিহ্বলা হইয়া রাবণকর্ত্তৃক অপহৃতা হইয়াছে।' ২৯—৩৪। যদি যমও আমাকে হরণ করে, তথাপি যদি সেই মহাবল, মহাবাহু রাম তাহা জানিতে পারেন, তাহা হইলে যমলোকে যাইয়াও বিক্রম প্রকাশপূর্ব্বক আমাকে আনয়ন করিবেন।" তখন রাবণের বশপ্রাপ্তা সেই সুমধ্যমা আয়তলোচনা সীতা অতিশয় দুঃখিতা ও ভীতা হইয়া সেইরূপ করুণাজনক বিবিধ বাক্যে বিলাপ করিতে করিতে বৃক্ষোপরি উপবিষ্ট গৃধ্ররাজ জটায়ুকে দেখিতে পাইলেন এবং তাঁহাকে দেখিয়া উচ্চস্বরে দুঃখগদ্গদ বাক্যে বলিলেন, "আর্য্য জটায়ো! আমি অনাথার ন্যায় হইয়াছি! এই পাপী রাক্ষসরাজ রাবণ আমাকে নির্দ্দয়ভাবে হরণ করিয়া লইয়া যাইতেছে; আপনি

সত্ত্ববান্ জিতকাশী চ সায়ুধশ্চৈব দুর্ম্মতিঃ ॥ ৩৯
রামায় তু যথাতত্ত্বং জটায়ো হরণং মম।
লক্ষ্মণায় চ তৎ সর্ব্বমাখ্যাতব্যমশেষতঃ ॥ ৪০
ইত্যারণ্যকাণ্ডে একোনপঞ্চাশঃ সর্গঃ ॥ ৪৯ ॥

পঞ্চাশঃ সর্গঃ।

তং শব্দমবসুপ্তস্তু জটায়ুরথ শুশ্রুবে।
নিরৈক্ষদ্রাবণং ক্ষিপ্রং বৈদেহীঞ্চ দদর্শ সঃ ॥ ১
ততঃ পর্ব্বতকূটাভস্তীক্ষ্ণতুণ্ডঃ খগোত্তমঃ।
বনস্পতিগতঃ শ্রীমান্ ব্যাজহার শুভাং গিরম্ ॥ ২
দশগ্রীব স্থিতো ধর্ম্মে পুরাণে সত্যসংশ্রয়ঃ।
ভ্রাতস্ত্বং নিন্দিতং কর্ম্ম কর্ত্তুং নার্হসি সাম্প্রতম্ ॥ ৩
জটায়ুর্নাম নাম্নাহং গৃধ্ররাজো মহাবলঃ ॥ ৪
রাজা সর্ব্বস্য লোকস্য মহেন্দ্রবরুণোপমঃ।
লোকানাঞ্চ হিতে যুক্তো রামো দশরথাত্মজঃ ॥ ৫
তস্যৈষা লোকনাথস্য ধর্ম্মপত্নী যশস্বিনী।
সীতা নাম বরারোহা যাং ত্বং হর্ত্তুমিহেচ্ছসি ॥ ৬
কথং রাজা স্থিতো ধর্ম্মে পরদারান্ পরামৃশেৎ।
রক্ষণীয়া বিশেষেণ রাজদারা মহাবল ॥ ৭
নিবর্ত্তয় গতিং নীচাং পরদারাভিমর্শনাৎ।
ন তৎ সমাচরেদ্ধীরো যৎ পরোঽস্য বিগর্হয়েৎ।
যথাত্মনস্তথান্যেষাং দারা রক্ষ্যা বিমর্শনাৎ ॥ ৮
অর্থং বা যদি বা কামং শিষ্টাঃ শাস্ত্রেষনাগতম্।
ব্যবস্যন্ত্যনু রাজানং ধর্ম্মং পৌলস্ত্যনন্দন ॥ ৯
রাজা ধর্ম্মশ্চ কামশ্চ দ্রব্যাণাঞ্চোত্তমো নিধিঃ।
ধর্ম্মং শুভং বা পাপং বা রাজমূলং প্রবর্ত্ততে ॥ ১০
পাপস্বভাবশ্চপলঃ কথং ত্বং রক্ষসাং বর।
ঐশ্বর্য্যমভিসংপ্রাপ্তো বিমানমিব দুষ্কৃতী ॥ ১১
কামস্বভাবো যঃ সোঽসৌ ন শক্যস্তং প্রমার্জ্জিতুম্।
নহি দুষ্টাত্মনামার্য্যমাবসত্যালয়ে চিরম্ ॥ ১২
বিষয়ে বা পুরে বা তে যদা রামো মহাবলঃ।
নাপরাধ্যতি ধর্ম্মাত্মা কথং তস্যাপরাধ্যসি ॥ ১৩
যদি শূর্পণখাহেতোর্জনস্থানগতঃ খরঃ।
অতিবৃত্তো হতঃ পূর্ব্বং রামেণাক্লিষ্টকর্ম্মণা ॥ ১৪
অত্র ব্রূহি যথাতত্ত্বং কো রামস্য ব্যতিক্রমঃ।
যস্য ত্বং লোকনাথস্য হৃত্বা ভার্য্যাং গমিষ্যসি ॥ ১৫
ক্ষিপ্রং বিসৃজ বৈদেহীং মা ত্বা ঘোরেণ চক্ষুষা।

দেখুন। আপনি এই পরাক্রমগর্ব্বিত দুর্ম্মতি নির্দ্দয় সশস্ত্র নিশাচর রাবণকে নিবারণ করিতে পারিবেন না; সুতরাং জটায়ো! আপনি রাম ও লক্ষ্মণের নিকটে আমার হরণসমাচার অবশ্য অবশ্য বলিবেন। ৩৫—৪০।

পঞ্চাশ সর্গ।

এখন বৃক্ষমধ্যস্থ, পর্ব্বতশিখরতুল্য, তীক্ষ্ণচঞ্চু শ্রীসম্পন্ন পক্ষিরাজ জটায়ু নিদ্রিত ছিলেন; সেই শব্দ শ্রবণে জাগরিত হইয়া রাবণ ও বিদেহরাজনন্দিনী সীতাকে দেখিতে পাইলেন এবং রাবণকে সম্বোধন করিয়া এই শুভ বাক্য বলিলেন, "ভ্রাতঃ! আমি পুরাতন-ধর্ম্মনিরত, সত্যপ্রতিজ্ঞ, অতিবলবান্ ও গৃধ্রদিগের রাজা; আমার নাম জটায়ু, দশানন! এক্ষণে আমার সম্মুখে তোমার এরূপ নিন্দাজনক কার্য্য করা উচিত নহে। যিনি মহেন্দ্র ও বরুণের তুল্য এবং সকললোকের ঈশ্বর ও হিতকারী, তুমি যাঁহাকে হরণ করিতেছ, এই যশস্বিনী বরারোহা সীতা দেবী, সেই সর্ব্বলোকেশ্বর দশরথনন্দন রামের ধর্ম্মপত্নী। মহাবল! রাজমহিষীরা ত বিশেষরূপে সর্ব্বথা রক্ষণীয়া; সুতরাং তাঁহাদিগকে ধর্ষণা করা দূরে থাকুক, ধর্ম্মরত রাজা কিরূপে পরস্ত্রীকে স্পর্শই বা করিবেন। নিজের স্ত্রীর ন্যায় পরস্ত্রীকেও অন্যের কবল হইতে রক্ষা করা উচিত; বিশেষতঃ যে কার্য্যে অপরে নিন্দা করে, ধীর ব্যক্তি তাহা কদাচ করেন না। সুতরাং তুমি এই পরস্ত্রী-ধর্ষণারূপ নীচ প্রবৃত্তি পরিত্যাগ কর। ১—৮। পৌলস্ত্যনন্দন! ধীর প্রজারা শাস্ত্রসঙ্গত ধর্ম্ম, অর্থ বা কাম-সম্পাদনকার্য্যে রাজার অনুকরণ করিয়া থাকেন; রাজা সকল দ্রব্যের মধ্যে উৎকৃষ্ট রত্নস্বরূপ এবং প্রজাদিগের পক্ষে যেন সাক্ষাৎ ধর্ম্ম ও কাম,—রাজা হইতেই ধর্ম্ম, অধর্ম্ম ও কাম প্রবর্ত্তিত হয়, সুতরাং রাজার ধার্ম্মিক হওয়াই কর্ত্তব্য। রাক্ষসনাথ! তুমি নিতান্ত চঞ্চলমতি ও পাপরত, অতএব পাপীর বিমান লাভের ন্যায়, কিরূপে এত ঐশ্বর্য্য প্রাপ্ত হইয়াছ? যে ব্যক্তি স্বভাবতঃ কামপরতন্ত্র হয়, সে কদাচ সেই স্বভাবের অন্যথা করিতে পারে না, কারণ, ধর্ম্ম দুষ্টাশয়গণের নিকটে ক্ষণকালও তিষ্ঠিতে পারেন না। ৯—১২। যিনি তোমার রাজ্যে বা নগরে কোন অপরাধ করেন নাই, সেই ধার্ম্মিক মহাবল রামের নিকটে তুমি কেন অপরাধী হইতেছ? যদিও পূর্ব্বে অক্লিষ্টকর্ম্মা লোকনাথ রাম জনস্থাননিবাসী অত্যাচারী খরকে শূর্পণখার কারণ নিধন করিয়াছেন সত্য, কিন্তু তাহাতে রামের অন্যায় কি? যাহাতে তুমি তাঁহার ভার্য্যাকে হরণ করিতেছ? তাহা যথার্থরূপে বল।

দহেদ্দহনভূতেন বৃত্রমিন্দ্রাশনির্যথা ॥ ১৬
সর্পমাশীবিষং বদ্ধা বস্ত্রান্তে নাববুধ্যসে।
গ্রীবায়াং প্রতিমুক্তঞ্চ কালপাশং ন পশ্যসি ॥ ১৭
স ভারঃ সৌম্য ভর্ত্তব্যো যো নরং নাবসাদয়েৎ।
তদন্নমপি ভোক্তব্যং জীর্য্যতে যদনাময়ম্ ॥ ১৮
যৎ কৃত্বা ন ভবেদ্ধর্ম্মো ন কীর্ত্তির্ন যশো ধ্রুবম্।
শরীরস্য ভবেৎ খেদঃ কস্তৎ কর্ম্ম সমাচরেৎ ॥ ১৯
ষষ্টির্বর্ষসহস্রাণি জাতস্য মম রাবণ।
পিতৃপৈতামহং রাজ্যং যথাবদনুতিষ্ঠতঃ ॥ ২০
বৃদ্ধোঽহং ত্বং যুবা ধন্বী সরথঃ কবচী শরী।
ন চাপ্যাদায় কুশলী বৈদেহীং মে গমিষ্যসি ॥ ২১
ন শক্তস্ত্বং বলাদ্ধর্ত্তুং বৈদেহীং মম পশ্যতঃ।
হেতুভির্ন্যায়সংযুক্তৈর্ধ্রুবাং বেদশ্রুতীমিব ॥ ২২
যুধ্যস্ব যদি শূরোঽসি মুহূর্ত্তং তিষ্ঠ রাবণ।
শয়িষ্যসে হতো ভূমৌ যথা পূর্ব্বং খরস্তথা ॥ ২৩
অসকৃৎ সংযুগে যেন নিহতা দৈত্যদানবাঃ।
নচিরাচ্চীরবাসাস্ত্বাং রামো যুধি বধিষ্যতি ॥ ২৪
কিং নু শক্যং ময়া কর্ত্তুং গতৌ দূরং নৃপাত্মজৌ।
ক্ষিপ্রং ত্বং নশ্যসে নীচ তয়োর্ভীতো ন সংশয়ঃ ॥ ২৫
ন হি মে জীবমানস্য নয়িষ্যসি শুভামিমাম্।
সীতাং কমলপত্রাক্ষীং রামস্য মহিষীং প্রিয়াম্ ॥ ২৬
অবশ্যন্তু ময়া কার্য্যং প্রিয়ং তস্য মহাত্মনঃ।
জীবিতেনাপি রামস্য তথা দশরথস্য চ ॥ ২৮
তিষ্ঠ তিষ্ঠ দশগ্রীব মুহূর্ত্তং পশ্য রাবণ।
বৃন্তাদিব ফলং ত্বাত্তু পাতয়েয়ং রথোত্তমাৎ ॥ ২৮
যুদ্ধাতিথ্যং প্রদাস্যামি যথাপ্রাণং নিশাচর ॥ ২৯

ইত্যারণ্যকাণ্ডে পঞ্চাশঃ সর্গঃ ॥ ৫০ ॥

একপঞ্চাশঃ সর্গঃ।

ইত্যুক্তঃ ক্রোধতাম্রাক্ষস্তপ্তকাঞ্চনকুণ্ডলঃ।
রাক্ষসেন্দ্রোঽভিদুদ্রাব পতগেন্দ্রমমর্ষণঃ ॥ ১
স সম্প্রহারস্তুমুলস্তয়োস্তস্মিন্ মহামৃধে।
বভূব বাতোদ্ধতয়োর্মেঘয়োর্গগনে যথা ॥ ২
তদ্বভূবাদ্ভুতং যুদ্ধং গৃধ্ররাক্ষসয়োস্তদা।

যেমন ইন্দ্রের বজ্র বৃত্রাসুরকে দগ্ধ করিয়াছিল, তদ্রূপ রামের বহ্নিতুল্য ভয়ঙ্কর নয়ন যেন তোমাকে দগ্ধ করিয়া না ফেলে; তুমি অবিলম্বে বিদেহরাজনন্দিনী সীতাকে মুক্ত কর। তুমি বিষধর সর্পকে বস্ত্রপ্রান্তে বাঁধিয়াছ, জানিতে পারিতেছ না। এবং তোমার গ্রীবাদেশে কালপাশ নিক্ষিপ্ত হইয়াছে, দেখিতে পাইতেছ না! যে ভার বহিতে বিশেষ কষ্ট হয় না সেই ভার বহন করাই উচিত এবং যে অন্ন অক্লেশে জীর্ণ হয়, সেই অন্নই আহার করা উচিত। যাহা করিলে ধর্ম্ম, কীর্ত্তি বা স্থায়ী যশ হয় না বরং শরীরে কেবল কষ্ট হয়, কোন্ ব্যক্তি তাদৃশ কর্ম্ম অনুষ্ঠান করে? রাবণ! ষষ্টিসহস্র বৎসর উত্তীর্ণ হইল, আমি জন্মগ্রহণ করিয়া যথানিয়মে পিতৃপিতামহ-প্রাপ্ত রাজ্য পালন করিয়াছি। ১৩—২০। যদিও আমি বার্দ্ধক্যদশায় উপস্থিত হইয়াছি, তথাপি তুই যুবা, কবচ-পরিধায়ী, রথারোহী ও ধনুর্ব্বাণধারী হইয়াও আমার সমক্ষে বিদেহরাজনন্দিনী সীতাকে হরণ করিয়া অক্ষতশরীরে যাইতে পারিবি না। যেরূপ ন্যায়সঙ্গত যুক্তিদ্বারা সনাতনী বেদবাণী অন্যথা অপহরণ করা যায় না, তদ্রূপ তুই আমার সমক্ষে বলপূর্ব্বক সীতাকে অপহরণ করিতে পারিবি না। ওরে রাবণ! যদি বীর হইস, তবে ক্ষণকাল স্থির হইয়া যুদ্ধ কর্; তাহা হইলে ইতঃপূর্ব্বে খর যেমন নিহত হইয়া ভূতলে শয়ন করিয়াছে, তদ্রূপ তুইও নিহত হইয়া ভূমিশয্যায় শয়ন করিবি। যিনি যুদ্ধে বহুবার দৈত্য ও দানবদিগকে সংহার করিয়াছেন, সেই চীরধারী রাম তোকে অচিরেই যুদ্ধে বিনাশ করিবেন। ২১—২৪। সেই দুই রাজনন্দন বহুদূরে গিয়াছেন, আমি এক্ষণে আর কি করিতে পারি। কিন্তু রে নীচচরিত্র! তাঁহাদিগের হস্তে অবিলম্বেই বিনষ্ট হইবি, ইহাতে সন্দেহ নাই। আমার প্রাণ থাকিতে তুই রামের প্রিয়তমা মহিষী এই কমললোচনা সুচরিত্রা সীতাকে লইয়া যাইতে পারিবি না। জীবন বিসর্জ্জন দিয়াও সেই মহাত্মা দশরথের ও রামের প্রিয়কার্য্য সম্পাদন করা আমার উচিত। ওরে দশগ্রীব রাবণ! থাক্ থাক্! মুহূর্ত্তকাল আমাকে দেখ্। রাক্ষস! আমি যথাশক্তি তোকে যুদ্ধে আতিথ্য প্রদান করিব,—বৃন্ত হইতে ফলের ন্যায়, উত্তম রথ হইতে তোকে পাতিত করিব।" ২৫—২৯।

একপঞ্চাশ সর্গ।

বিহঙ্গরাজ জটায়ু এই কথা বলিলে বিশুদ্ধ-সুবর্ণময়কুণ্ডলধারী, অমর্ষ-স্বভাব, রাক্ষসাধিপতি রাবণ ক্রোধে লোহিতচক্ষু হইল এবং দ্রুতবেগে তাঁহার অভিমুখে ধাবিত হইল। পরে তাঁহারা উভয়ে আকাশে বায়ুচালিত মেঘদ্বয়ের ন্যায়, অতিশয় তুমুল যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। তখন গৃধ্ররাজ ও রাক্ষস-

সপক্ষয়োর্মাল্যবতোর্মহাপর্ব্বতয়োরিব ॥ ৩
ততো নালীকনারাচৈস্তীক্ষ্ণাগ্রৈশ্চ বিকর্ণিভিঃ।
অভ্যবর্ষন্মহাঘোরৈর্গৃধ্ররাজং মহাবলম্ ॥ ৪
স তানি শরজালানি গৃধ্রঃ পত্ররথেশ্বরঃ।
জটায়ুঃ প্রতিজগ্রাহ রাবণাস্ত্রাণি সংযুগে ॥ ৫
তস্য তীক্ষ্ণনখাভ্যাস্তু চরণাভ্যাং মহাবলঃ।
চকার বহুধা গাত্রে ব্রণান্ পতগসত্তমঃ ॥ ৬
অথ ক্রোধাদ্দশগ্রীবো জগ্রাহ দশ মার্গণান্।
মৃত্যুদণ্ডনিভান্ ঘোরান্ শত্রোর্নিধনকাঙ্ক্ষয়া ॥ ৭
স তৈর্বাণৈর্মহাবীর্য্যঃ পূর্ণমুক্তৈরজিহ্মগৈঃ।
বিভেদ নিশিতৈস্তীক্ষ্ণৈর্গৃধ্রং ঘোরৈঃ শিলীমুখৈঃ ॥ ৮
স রাক্ষসরথে পশ্যন্ জানকীং বাষ্পলোচনাম্।
অচিন্তয়িত্বা বাণাংস্তান্ রাক্ষসং সমভিদ্রবৎ ॥ ৯
ততোঽস্য সশরং চাপং মুক্তামণিবিভূষিতম্।
চরণাভ্যাং মহাতেজা বভঞ্জ পতগোত্তমঃ ॥ ১০
ততোঽন্যদ্ধনুরাদায় রাবণঃ ক্রোধমূর্চ্ছিতঃ।
ববর্ষ শরবর্ষাণি শতশোঽথ সহস্রশঃ ॥ ১১
শরৈরাবারিতস্তস্য সংযুগে পতগেশ্বরঃ।
কুলায়মভিসম্প্রাপ্তঃ পক্ষিবচ্চ বভৌ তদা ॥ ১২
স তানি শরজালানি পক্ষাভ্যাস্তু বিধূয় চ।
চরণাভ্যাং মহাতেজা বভঞ্জাস্য মহদ্ধনুঃ ॥ ১৩
তচ্চাগ্নিসদৃশং দীপ্তং রাবণস্য শরাবরম্।
পক্ষাভ্যাঞ্চ মহাতেজা ব্যধুনোৎ পতগেশ্বরঃ ॥ ১৪
কাঞ্চনোরশ্ছদান্ দিব্যান্ পিশাচবদনান্ খরান্।
তাংশ্চাস্য জবসম্পন্নান্ জঘান সমরে বলী ॥ ১৫
অথ ত্রিবেণুসম্পন্নং কামগং পাবকার্চ্চিষম্।
মণিসোপানচিত্রাঙ্গং বভঞ্জ চ মহারথম্ ॥ ১৬
পূর্ণচন্দ্রপ্রতীকাশং ছত্রঞ্চ ব্যজনৈঃ সহ।
পাতয়ামাস বেগেন গ্রাহিভী রাক্ষসৈঃ সহ ॥ ১৭
সারথেশ্চাস্য বেগেন তুণ্ডেন চ মহচ্ছিরঃ।
পুনর্ব্যপাহরচ্ছ্রীমান্ পক্ষিরাজো মহাবলঃ ॥ ১৮
স ভগ্নধন্বা বিরথো হতাশ্বো হতসারথিঃ।
অঙ্কেনাদায় বৈদেহীং পপাত ভুবি রাবণঃ ॥ ১৯
দৃষ্ট্বা নিপাতিতং ভূমৌ রাবণং ভগ্নবাহনম্।
সাধু সাধ্বিতি ভূতানি গৃধ্ররাজমপূজয়ন্ ॥ ২০
পরিশ্রান্তন্তু তং দৃষ্ট্বা জরয়া পক্ষিযূথপম্।
উৎপপাত পুনর্হৃষ্টো মৈথিলীং গৃহ্য রাবণঃ ॥ ২১
তং প্রহৃষ্টং নিধায়াঙ্কে রাবণং জনকাত্মজাম্।
গচ্ছন্তং খড়্গশেষঞ্চ প্রণষ্টহতসাধনম্ ॥ ২২
গৃধ্ররাজঃ সমুৎপত্য রাবণং সমভিদ্রবৎ।
সমাবার্য্য মহাতেজা জটায়ুরিদমব্রবীৎ ॥ ২৩

রাজের অদ্ভুত সমর হইল। বোধ হইল যে, দুই সপক্ষ মাল্যবান্ পর্ব্বতে যুদ্ধ বাধিয়াছে; পরে রাবণ, মহাবল গৃধ্ররাজের প্রতি মহাভীষণ সুতীক্ষ্ণফলক বিকর্ণী, নালীক ও নারাচ অস্ত্রসমূহ নিক্ষেপ করিতে লাগিল। মহাবল বিহঙ্গরাজ গৃধ্র জটায়ুও রাবণ-প্রক্ষিপ্ত সেই সকল শরজাল গ্রহণ করিয়া সুতীক্ষ্ণ-নখযুক্ত পদদ্বয়দ্বারা তাহার শরীর ক্ষত-বিক্ষত করিলেন। ১—৬। পরে মহাবীর দশস্কন্ধ রাবণ শত্রুনিধনের জন্য সক্রোধে ধনু আকর্ষণ করত যমদণ্ডতুল্য মহাভয়ঙ্কর দশটী বাণ মোচন করিল এবং সেই সকল সুশাণিত সুতীক্ষ্ণ ঋজুগামী ভয়ঙ্কর শরদ্বারা গৃধ্ররাজকে বিদ্ধ করিল। পক্ষিশ্রেষ্ঠ মহাতেজা জটায়ু, রাক্ষসের রথমধ্যে অশ্রুপূর্ণনয়না জনকনন্দিনীকে দেখিয়া সেই সকল বাণ অগ্রাহ্য করত তাহার দিকে ধাবিত হইলেন এবং পদদ্বয়দ্বারা তাহার মণি-মুক্তাভূষিত বাণের সহিত ধনু ভাঙ্গিয়া ফেলিলেন ৭—১০। পরে রাবণ ক্রোধে জ্ঞান-হারা হইয়া অন্য ধনুক গ্রহণপূর্ব্বক শত সহস্র বাণ বর্ষণ করিতে লাগিল। তখন যুদ্ধে শ্রীসম্পন্ন মহাতেজা মহাবল বিহগরাজ জটায়ু সেই রাবণের বাণ-জালে আচ্ছন্ন হইয়া নীড়স্থ পক্ষীর ন্যায় শোভা-পাইতে লাগিলেন এবং পক্ষদ্বয়দ্বারা সেই বাণ-সমূহ ইতস্তত বিক্ষিপ্ত করত পদদ্বয়দ্বারা পুনরায় তাহার মহাধনু ভগ্ন করিয়া, পক্ষদ্বয়দ্বারা অগ্নির ন্যায় দীপ্তিশালী কবচ বিক্ষিপ্ত, সেই দ্রুতগামী পিশাচ-তুল্যবদন হেমবর্ম্মশালী দিব্যখরদিগকে নিহত, ত্রিবেণুসম্পন্ন কামগামী অগ্নিতুল্যপ্রভাশালী মণি-চিত্রিতসোপানযুক্ত বিচিত্রাকার মহারথ ভগ্ন, ছত্র-ব্যজনধারী রাক্ষসদিগের সহিত পূর্ণচন্দ্রের ন্যায় ছত্র ও ব্যজন পাতিত এবং সবেগে চঞ্চুদ্বারা সারথির বৃহৎ মস্তক বিদীর্ণ করিলেন। রথ ও ধনু ভগ্ন এবং সারথি ও অশ্ব সকল নিহত হইলে, রাবণ বিদেহ-রাজনন্দিনী সীতাকে ক্রোড়ে করিয়া ভূতলে পতিত হইল। রাবণের রথ ভগ্ন এবং তাহাকে ভূতলে পতিত দেখিয়া সকল প্রাণীই গৃধ্ররাজকে 'সাধু! সাধু!' বলিয়া অভিনন্দন করিল। ১১—২০। পরে রাবণ, সেই পক্ষিযূথপতিকে বার্দ্ধক্যবশতঃ পরি-শ্রান্ত দেখিয়া প্রীত হইয়া সীতাকে লইয়া পুনরায় শূন্যপথে গমন করিতে লাগিল। মহাবল গৃধ্ররাজ জটায়ুও কেবল খড়্গমাত্রসহায় নিরস্ত্র রাবণকে সীতাকে ক্রোড়ে স্থাপনপূর্ব্বক হৃষ্টচিত্তে গমন করিতে

বজ্রসংস্পর্শবাণস্য ভার্য্যাং রামস্য রাবণ।
অল্পবুদ্ধে হরস্যেনাং বধায় খলু রক্ষসাম্ ॥ ২৪
সমিত্রবন্ধুঃ সামাত্যঃ সবলঃ সপরিচ্ছদঃ।
বিষপানং পিবস্যেতৎ পিপাসিত ইবোদকম্ ॥ ২৫
অনুবন্ধমজানন্তঃ কর্ম্মণামবিচক্ষণাঃ।
শীঘ্রমেব বিনশ্যন্তি যথা ত্বং বিনশিষ্যসি ॥ ২৬
বদ্ধস্ত্বং কালপাশেন ক্ব গতস্তস্য মোক্ষ্যসে।
বধায় বড়িশং গৃহ্য সামিষং জলজো যথা ॥ ২৭
ন হি জাতু দুরাধর্ষৌ কাকুৎস্থৌ তব রাবণ।
ধর্ষণঞ্চাশ্রমস্যাস্য ক্ষমিষ্যেতে তু রাঘবৌ ॥ ২৮
যথা ত্বয়া কৃতং কর্ম্ম ভীরুণা লোকগর্হিতম্।
তস্করাচরিতো মার্গো নৈষ বীরনিষেবিতঃ ॥ ২৯
যুধ্যস্ব যদি শূরোঽসি মুহূর্ত্তং তিষ্ঠ রাবণ।
শয়িষ্যসি হতো ভূমৌ যথা ভ্রাতা খরস্তথা ॥ ৩০
পরেতকালে পুরুষো যৎ কর্ম্ম প্রতিপদ্যতে।
বিনাশায়াত্মনোঽধর্ম্ম্যং প্রতিপন্নোঽসি কর্ম্ম তৎ ॥ ৩১
পাপানুবন্ধো বৈ যস্য কর্ম্মণঃ কো নু তৎ পুমান্।
কুর্ব্বীত লোকাধিপতিঃ স্বয়ম্ভুর্ভগবানপি ॥ ৩২
এবমুক্ত্বা শুভং বাক্যং জটায়ুস্তস্য রক্ষসঃ।
নিপপাত ভৃশং পৃষ্ঠে দশগ্রীবস্য বীর্য্যবান্ ॥ ৩৩
তং গৃহীত্বা নখৈস্তীক্ষ্ণৈর্বিদদার সমন্ততঃ।
অধিরূঢ়ো গজারোহো যথা স্যাদ্দুষ্টবারণম্ ॥ ৩৪
বিদদার নখৈরস্য তুণ্ডং পৃষ্ঠে সমর্পয়ন্।
কেশাংশ্চোৎপাটয়ামাস নখপক্ষমুখায়ুধঃ ॥ ৩৫
স তদা গৃধ্ররাজেন ক্লিশ্যমানো মুহুর্ম্মুহুঃ।
অমর্ষস্ফুরিতোষ্ঠঃ সন্ প্রাকম্পত চ রাক্ষসঃ ॥ ৩৬
সম্পরিষ্বজ্য বৈদেহীং বামেনাঙ্কেন রাবণঃ।
তলেনাভিজঘানার্ত্তো জটায়ুং ক্রোধমূর্চ্ছিতঃ ॥ ৩৭
জটায়ুস্তমতিক্রম্য তুণ্ডেনাস্য খগাধিপঃ।
বামবাহূন্ দশ তদা ব্যপাহরদরিন্দমঃ ॥ ৩৮
সঞ্ছিন্নবাহোঃ সদ্যো বৈ বাহবঃ সহসাভবন্।
বিষজ্বালাবলীযুক্তা বল্মীকাদিব পন্নগাঃ ॥ ৩৯
ততঃ ক্রোধাদ্দশগ্রীবঃ সীতামুৎসৃজ্য বীর্য্যবান্।
মুষ্টিভ্যাং চরণাভ্যাঞ্চ গৃধ্ররাজমপোথয়ৎ ॥ ৪০

দেখিয়া আকাশে উড়িয়া তাহার দিকে ধাবিত হইলেন এবং তাহার গমনে বাধা দিয়া কহিলেন, "ওরে হীনবুদ্ধি রাবণ! তুই সমস্ত রাক্ষসের সংহারার্থ ই সেই বজ্রতুল্যবাণধারী রামের এই পত্নীকে হরণ করিতেছিস, সন্দেহ নাই। তুই পিপাসাতুর হইয়া অমাত্য, মিত্র, বন্ধু, সৈন্য ও ভৃত্যগণের সহিত বারি-ভ্রমে বিষ পান করিতেছিস। ফল না ভাবিয়া যাহারা কার্য্য করে, সেই মূর্খ ব্যক্তিরা যেমন বিনষ্ট হইয়া থাকে, অচিরেই তেমনি তুইও শীঘ্র বিনষ্ট হইবি। তুই যমপাশে বদ্ধ হইয়াছিস, অতএব মৎস্য যেমন, বধের জন্য নিক্ষিপ্ত আমিষযুক্ত বড়িশ ভক্ষণ করিয়া কোন স্থানে যাইয়া পরিত্রাণ লাভ করিতে পারে না, সেইরূপ তুইও কোন স্থানে যাইয়া রামের হস্ত হইতে মুক্তি লাভ করিতে পারিবি না। ২১—২৭। ওরে রাবণ! সেই দুই দুরাধর্ষ ককুৎস্থবংশীয় রাজপুত্র কখনই তোর এই আশ্রম-পীড়ন ক্ষমা করিবেন না। তুই রাম হইতে ভীত হইয়া যে উপায় অবলম্বন করিয়া এই লোকবিগর্হিত কার্য্য করিলি, তাহা চৌরগণের আচরিত; বীরগণ কদাচ উহা অবলম্বন করেন না। ওরে রাবণ! যদি তুই বীর হইস্ তবে মুহূর্ত্তকাল স্থির হইয়া যুদ্ধ কর। তাহা হইলে তোর ভ্রাতা খর যেমন নিহত হইয়া ভূতলশায়ী হইয়াছে, তুইও তদ্রূপ নিহত হইয়া ভূশয্যায় শয়ন করিবি। আসন্নকাল উপস্থিত হইলে লোকে যেমন বিপরীত কার্য্য করিয়া থাকে, তুইও নিজের বিনাশের নিমিত্ত সেইরূপ অধর্ম্ম-কার্য্য করিয়াছিস। স্বয়ং ব্রহ্মা বা ইন্দ্রাদি লোক-পালগণও মন্দ কার্য্য করিতে পারেন না; অন্যের কথা দূরে থাক, যাহার নখ, পক্ষ ও মুখই আয়ুধ সেই বীর্য্যশালী জটায়ু, রাক্ষসপতি দশগ্রীব রাবণকে ঐ কথা বলিয়া তাহার পৃষ্ঠে পতিত হইলেন এবং তাঁহাকে ধরিয়া সুতীক্ষ্ণ নখসমূহদ্বারা তাহার সর্ব্বাঙ্গ বিদীর্ণ করিলেন। যেরূপ গজারোহী দুষ্ট গজে আরোহণ করিয়া অঙ্কুশদ্বারা তাহার মস্তক বিদীর্ণ করে, তদ্রূপ তিনি তাহার পৃষ্ঠদেশে ভার রাখিয়া নখসমূহদ্বারা রাবণের মস্তক বিদারণ করিলেন এবং কেশ সকল উৎপাটন করিলেন। ২৮—৩৫ তখন রাক্ষসরাজ রাবণ পক্ষিরাজকর্ত্তৃক বারবার প্রপীড়িত হওয়ায় ক্রোধে তাহার ওষ্ঠ ও কলেবর কম্পিত হইল এবং সে আর্ত্ত ও ক্রোধে উন্মত্ত হইয়া সীতাকে বামক্রোড়ে রাখিয়া করতলদ্বারা জটায়ুকে আঘাত করিল। শত্রুদমন বিহঙ্গাধিপতি জটায়ুও তাহাকে অতিক্রম করিয়া তুণ্ড-দ্বারা তাহার বামপার্শ্বের দশ হস্ত ছেদন করিলেন। যেরূপ বল্মীক হইতে বিষজ্বালাযুক্ত পন্নগের বহির্গত হয়, তদ্রূপ ছিন্নহস্ত রাবণের দেহ হইতে হস্ত সকল তৎক্ষণাৎ বহির্গত হইল। পরে পরাক্রমশালী দশানন রাবণ ক্রুদ্ধ হইয়া সীতাকে পরিত্যাগপূর্ব্বক মুষ্টি ও পদদ্বয়দ্বারা গৃধ্ররাজকে প্রহার করিতে

ততো মুহূর্ত্তং সংগ্রামো বভূবাতুলবীর্য্যয়োঃ।
রাক্ষসানাঞ্চ মুখ্যস্য পক্ষিণাং প্রবরস্য চ॥ ৪১
তস্য ব্যায়চ্ছমানস্য রামস্যার্থে স রাবণঃ।
পক্ষৌ পাদৌ চ পার্শ্বৌ চ খড়্গমুদ্ধৃত্য সোঽচ্ছিনৎ॥ ৪২
স চ্ছিন্নপক্ষঃ সহসা রক্ষসা রৌদ্রকর্ম্মণা।
নিপপাত মহাগৃধ্রো ধরণ্যামল্পজীবিতঃ॥ ৪৩
তং দৃষ্ট্বা পতিতং ভূমৌ ক্ষতজার্দ্রং জটায়ুষম্।
অভ্যধাবত বৈদেহী স্ববন্ধুমিব দুঃখিতা॥ ৪৪

তং নীলজীমূতনিকাশকল্পং
স পাণ্ডুরোরস্কমুদারবীর্য্যম্।
দদর্শ লঙ্কাধিপতিঃ পৃথিব্যাং
জটায়ুষং শান্তমিবাগ্নিদাবম্॥ ৪৫
ততস্তু তং পত্ররথং মহীতলে
নিপাতিতং রাবণবেগমর্দ্দিতম্।
পুনশ্চ সংগৃহ্য শশিপ্রভাননা
রুরোদ সীতা জনকাত্মজা তদা॥ ৪৬
ইত্যারণ্যকাণ্ডে একপঞ্চাশঃ সর্গঃ॥ ৫১॥

দ্বিপঞ্চাশঃ সর্গঃ।

সা তু তারাধিপমুখী রাবণেন নিরীক্ষ্য তম্।
গৃধ্ররাজং বিনিহতং বিললাপ সুদুঃখিতা॥ ১
নিমিত্তং লক্ষণং স্বপ্নং শকুনিস্বরদর্শনম্।
অবশ্যং সুখদুঃখেষু নরাণাং পরিদৃশ্যতে॥ ২
ন নূনং রাম জানাসি মহদ্ব্যসনমাত্মনঃ।
ধাবন্তি নূনং কাকুৎস্থ মদর্থং মৃগপক্ষিণঃ॥ ৩
অয়ং হি কৃপয়া রাম মাং ত্রাতুমিহ সঙ্গতঃ।
শেতে বিনিহতো ভূমৌ মমাভাগ্যাদ্বিহঙ্গমঃ॥ ৪
ত্রাহি মামদ্য কাকুৎস্থ লক্ষ্মণেতি বরাঙ্গনা।
সুসন্ত্রস্তা সমাক্রন্দৎ শৃণ্বতাস্তু যথান্তিকে॥ ৫
তাং ক্লিষ্টমাল্যাভরণাং বিলপন্তীমনাথবৎ।
অভ্যধাবত বৈদেহীং রাবণো রাক্ষসাধিপঃ॥ ৬
তাং লতামিব বেষ্টন্তীমালিঙ্গন্তীং মহাদ্রুমান্।
মুঞ্চ মুঞ্চেতি বহুশঃ প্রাপ তাং রাক্ষসাধিপঃ॥ ৭
ক্রোশন্তীং রাম রামেতি রামেণ রহিতাং বনে।
জীবিতান্তায় কেশেষু জগ্রাহান্তকসন্নিভঃ॥ ৮
প্রধর্ষিতায়াং বৈদেহ্যাং বভূব সচরাচরম্।
জগৎ সর্ব্বমমর্য্যাদং তমসান্ধেন সংবৃতম্॥ ৯

লাগিল। ৩৬—৪০। তখন অতুলবীর্য্যশালী গৃধ্ররাজের ও রণাহত রাক্ষসশ্রেষ্ঠের মুহূর্ত্তকাল তুমুল সংগ্রাম হইল। পরে রাবণ খড়্গ উত্তোলন করিয়া রামের পক্ষ অবলম্বন করিয়া যুদ্ধকারী জটায়ুর দুই পক্ষ, পদ ও পার্শ্ব ছেদন করিল। সেই মহাগৃধ্র জটায়ু, রৌদ্র-কর্ম্মা রাক্ষসকর্ত্তৃক সহসা ছিন্নপক্ষ ও মৃতপ্রায় হইয়া ভূতলে পতিত হইলেন। বিদেহরাজনন্দিনী সীতা জটায়ুকে রুধিরাক্তদেহ ও ভূতলে পতিত দেখিয়া দুঃখিতা হইয়া বন্ধুর ন্যায়, তাঁহার অভিমুখে ধাবিত হইলেন। লঙ্কাধিপতি রাবণ, পাণ্ডুরবর্ণ বক্ষঃস্থল সেই উদারবীর্য্যবিশিষ্ট নীলমেঘতুল্য, ভূপতিত জটায়ুকে প্রশান্ত দাবাগ্নির ন্যায় দেখিল। তৎপরে চন্দ্রমুখী জনকাত্মজা সীতা রাবণবেগে বিমর্দ্দিত মহীতলে পতিত, পক্ষিরাজকে বাহুদ্বয়দ্বারা আলিঙ্গন করিয়া পুনঃপুনঃ রোদন করিতে লাগিলেন। ৪১—৪৬।

দ্বিপঞ্চাশ সর্গ।

চন্দ্রমুখী সীতা সেই গৃধ্ররাজকে রাবণকর্ত্তৃক নিহত দেখিয়া অতীব দুঃখিতা হইয়া বিলাপ করিতে লাগি-লেন। কাকুৎস্থ রাম! চক্ষুঃস্পন্দনাদিরূপ লক্ষণ, স্বপ্নে কৃষ্ণপুরুষদর্শনাদি, পক্ষিদর্শন এবং পক্ষীর স্বরশ্রবণ, এ সকল নিশ্চয়ই মনুষ্যদিগের সুখ-দুঃখ সূচনা করে দেখা যায়, এক্ষণে মৃগ ও পক্ষিগণ আমার জন্য তোমার অভিমুখে ধাবিত হইতেছে, সন্দেহ নাই; তথাপি তুমি নিজের এই বিপদ্ জানিতে পারিতেছ না। রাম! এই বিহঙ্গরাজ দয়া করিয়া আমাকে পরিত্রাণ করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু আমার দুরদৃষ্টবশতঃ নিহত হইয়া ভূতলে শয়ন করিয়াছেন।" ১—৪। পরে বরাঙ্গনা সীতা অতিশয় ভীতা হইয়া নিকটস্থ ব্যক্তিগণ যাহাতে শুনিতে পায়, সেইরূপ স্বরে "হে কাকুৎস্থ রাম! হে লক্ষ্মণ! এক্ষণে তোমরা আমাকে রক্ষা কর।" এরূপ বিলাপ করিতে লাগি-লেন। পরে রাক্ষসাধিপতি রাবণ সেই অনাথার ন্যায়, বিলাপকারিণী বিদেহ-রাজনন্দিনী মর্দ্দিত-মাল্যাভরণা সীতার প্রতি ধাবিত হইল। তখন বনমধ্যে রাম-বিহীনা সীতা "রাম! রাম!" বলিয়া বিলাপ করত বেষ্টনকারিণী লতার ন্যায়, বৃহৎ বৃহৎ বৃক্ষ সকল আলিঙ্গন করিতে লাগিলেন এবং কৃতান্ততুল্য রাক্ষসা-ধিপ ও রাবণও তাঁহাকে "ছাড়, ছাড়" বলিতে বলিতে তাঁহার নিকটে আসিতে লাগিল। পরে সে, আত্ম-বিনাশের নিমিত্ত তাঁহার কেশ ধারণ করিল। ৫—৮। তখন বিদেহরাজ-নন্দিনী সীতা, রাবণকর্ত্তৃক ধর্ষিতা হইলে, স্থাবর ও জঙ্গমপ্রাণিগণসহ সমগ্র জগৎ

ন বাতি মারুতস্তত্র নিষ্প্রভোঽভূদ্দিবাকরঃ ॥ ১০
দৃষ্ট্বা সীতাং পরামৃষ্টাং দেবো দিব্যেন চক্ষুষা।
কৃতং কার্য্যমিতি শ্রীমান্ ব্যাজহার পিতামহঃ ॥ ১১
প্রহৃষ্টা ব্যথিতাশ্চাসন সর্ব্বে তে পরমর্ষয়ঃ।
দৃষ্ট্বা সীতাং পরামৃষ্টাং দণ্ডকারণ্যবাসিনঃ।
রাবণস্য বিনাশঞ্চ প্রাপ্তং বুদ্ধ্বা যদৃচ্ছয়া ॥ ১২
স তু তাং রাম রামেতি রুদতীং লক্ষ্মণেতি চ।
জগামাদায় চাকাশং রাবণো রাক্ষসেশ্বরঃ ॥ ১৩
তপ্তাভরণবর্ণাঙ্গী পীতকৌশেয়বাসিনী।
ররাজ রাজপুত্রী তু বিদ্যুৎ সৌদামনী যথা ॥ ১৪
উদ্ধূতেন চ বস্ত্রেণ তস্যাঃ পীতেন রাবণঃ।
অধিকং পরিবভ্রাজ গিরির্দীপ্ত ইবাগ্নিনা ॥ ১৫
তস্যাঃ পরমকল্যাণ্যাস্তাম্রাণি সুরভীণি চ।
পদ্মপত্রাণি বৈদেহ্যা অভ্যকীর্য্যন্ত রাবণম্ ॥ ১৬
তস্যাঃ কৌশেয়মুদ্ধূতমাকাশে কনকপ্রভম্।
বভৌ চাদিত্যরাগেণ তাম্রমভ্রমিবাতপে ॥ ১৭
তস্যাস্তদ্বিমলং বক্ত্রমাকাশে রাবণাঙ্কগম্।
ন ররাজ বিনা রামং বিনালমিব পঙ্কজম্ ॥ ১৮
বভূব জলদং নীলং ভিত্ত্বা চন্দ্র ইবোদিতঃ।
সুললাটং সুকেশান্তং পদ্মগর্ভাভমব্রণম্ ॥ ১৯
শুক্লৈঃ সুবিমলৈর্দন্তৈঃ প্রভাবদ্ভিরলঙ্কৃতম্।
তস্যাঃ সুনয়নং বক্ত্রমাকাশে রাবণাঙ্কগম্ ॥ ২০
রুদিতং ব্যপমৃষ্টাস্রং চন্দ্রবৎ প্রিয়দর্শনম্।
সুনাসং চারুতাম্রৌষ্ঠমাকাশে হাটকপ্রভম্ ॥ ২১
রাক্ষসেন্দ্রসমাধূতং তস্যাস্তদ্বদনং শুভম্।
শুশুভে ন বিনা রামং দিবা চন্দ্র ইবোদিতঃ ॥ ২২
সা হেমবর্ণা নীলাঙ্গং মৈথিলী রাক্ষসাধিপম্।
শুশুভে কনকা কাঞ্চী নীলং গজমিবাশ্রিতা ॥ ২৩
সা পদ্মপীতা হেমাভা রাবণং জনকাত্মজা।
বিদ্যুদ্ঘনমিবাবিশ্য শুশুভে তপ্তভূষণা ॥ ২৪
তস্যা ভূষণঘোষেণ বৈদেহ্যা রাক্ষসেশ্বরঃ।
বভূব বিমলো নীলঃ সঘোষ ইব তোয়দঃ ॥ ২৫
উত্তমাঙ্গচ্যুতা তস্যাঃ পুষ্পবৃষ্টিঃ সমন্ততঃ।
সীতায়া হ্রিয়মাণায়াঃ পপাত ধরণীতলে ॥ ২৬
সা তু রাবণবেগেন পুষ্পবৃষ্টিঃ সমন্ততঃ।
সমাবৃত্য দশগ্রীবং পুনরেবাভ্যবর্ত্তত ॥ ২৭
অভ্যবর্ত্তত পুষ্পাণাং ধারা বৈশ্রবণানুজম্।
নক্ষত্রমালা বিমলা মেরুং নগমিবোত্তমম্ ॥ ২৮

মর্য্যাদাবিহীন ও ভীষণ অন্ধকারে সমাবৃত হইল। তথায় বায়ু বহিল না এবং দিবাকর নিষ্প্রভ হইলেন। শ্রীমান্ লোকপিতামহ ব্রহ্মা দিব্যচক্ষে সীতাকে রাবণ-কর্ত্তৃক ধর্ষিতা দেখিয়া "কার্য্য সিদ্ধ হইল," ইহা বলিলেন। দণ্ডককাননবাসী মহর্ষিরা সীতাকে দশানন কেশে ধরিয়াছে দেখিয়া ব্যথিত এবং দৈবযোগে রাবণের মৃত্যু উপস্থিত হইল, বুঝিয়া প্রীত হইলেন। এদিকে রাক্ষসেশ্বর রাবণ "হে রাম! হে রাম! হে লক্ষ্মণ!" বলিয়া বিলাপকারিণী সীতাকে লইয়া আকাশমার্গে গমন করিতে লাগিল। তখন বিশুদ্ধস্বর্ণবর্ণা পীতবর্ণ কৌশেয়-বসনপরিধায়িনী রাজনন্দিনী সীতা অতীব শোভান্বিতা বিদ্যুতের ন্যায় প্রভা ধারণ করিলেন। ১—১৪। রাবণও তাঁহার বায়ু-সঞ্চালিত পীতবর্ণ-বসনদ্বারা, অগ্নি-প্রদীপ্ত পর্ব্বতের ন্যায়, সমধিক বিরাজমান হইল। তখন সুগন্ধ তাম্রবর্ণ পদ্মপত্র সকল পরম কল্যাণী বিদেহরাজ-নন্দিনী সীতার অঙ্গ হইতে ভ্রষ্ট হইয়া রাবণকে সমাকীর্ণ করিতে থাকিল। যেমন গ্রীষ্মকালে তাম্রবর্ণ মেঘ সূর্য্যতাপে শোভিত হয়, সেইরূপ আকাশে সমুদ্ধূত তাঁহার স্বর্ণবর্ণ কৌশেয়বসন সূর্য্যকিরণে শোভান্বিত হইল। নাল ব্যতীত যেমন পদ্ম শোভা পায় না, সেইরূপ রাম ব্যতিরেকে তাঁহার রাবণক্রোড়ে স্থিত, প্রভাবিশিষ্ট, নির্ম্মল, শুভ্রদন্তসমূহে ভূষিত, কৃষ্ণাগ্রকেশ সমন্বিত, প্রশস্ত ললাটযুক্ত, পদ্মগর্ভতুল্য, সুন্দর-নয়নসম্পন্ন, ব্রণবিহীন বদন শোভিত হইল না; বরং নীলবর্ণ অন্তরালে অস্পষ্ট প্রকাশিত চন্দ্রের ন্যায় দেখাইল। যদিও তাঁহার বদন সুনাসিকাযুক্ত, তাম্র-বর্ণমনোহর-ওষ্ঠসম্পন্ন স্বর্ণতুল্যপ্রভাশালী, মনোহর ও চন্দ্রসদৃশ প্রিয়দর্শন, তথাপি রাক্ষসেন্দ্র রাবণকর্ত্তৃক সমাকৃষ্ট এবং রাম বিহনে রোদনপরায়ণ ও নয়ননীরে আপ্লুত হওয়ায়, দিবসে উদিত চন্দ্রের ন্যায় তাহা শোভিত হইল না। ১৫—২২। স্বর্ণময় কাঞ্চী যেমন নীলবর্ণ হস্তীকে আশ্রয় করিয়া শোভা পায়, মিথিলারাজ-তনয়া স্বর্ণবর্ণাঙ্গী সীতা নীলবর্ণ রাক্ষসরাজ রাবণকে আশ্রয় করিয়া তেমনি শোভিতা হইলেন। মেঘমধ্যে যেমন বিদ্যুৎ বিরাজিত হয় সেইরূপ সুবর্ণ-তুল্য কান্তিমতী, পদ্মকেশরবর্ণা, বিশুদ্ধস্বর্ণময়-অলঙ্কার-সমূহে বিভূষিতা, বিদেহরাজনন্দিনী সীতা রাবণের ক্রোড়মধ্যে বিরাজিতা হইলেন। রাক্ষসরাজ রাবণ তাঁহার অলঙ্কারধ্বনিতে শব্দযুক্ত নীলবর্ণ নির্ম্মল মেঘের তুল্য হইল। তখন রাবণকর্ত্তৃক হৃতা সীতার মস্তক হইতে ভূতলের চতুর্দ্দিকে পুষ্পবৃষ্টি হইতে লাগিল। সেই পুষ্পবৃষ্টি, কুবেরের কনিষ্ঠ ভ্রাতা দশানন রাবণের গমন-বেগে ইতস্ততঃ বিচালিত হইয়া পুনরায় তাহার শরীর সমাকীর্ণ করিল। নক্ষত্রপুঞ্জ যেমন নির্ম্মল পর্ব্বত-শ্রেষ্ঠ সুমেরুর নিকটবর্ত্তী হয়, তদ্রূপ সেই পুষ্পবর্ষণ

চরণান্নূপুরং ভ্রষ্টং বৈদেহ্যা রত্নভূষিতম্।
বিদ্যুন্মণ্ডলসঙ্কাশং পপাত ধরণীতলে ॥ ২৯
তরুপ্রবালরক্তা সা নীলাঙ্গং রাক্ষসেশ্বরম্।
প্রাশোভয়ত বৈদেহী গজং কক্ষ্যেব কাঞ্চনী ॥ ৩০
তাং মহোল্কামিবাকাশে দীপ্যমানাং স্বতেজসা।
জহারাকাশমাবিশ্য সীতাং বৈশ্রবণানুজঃ ॥ ৩১
তস্যাস্তান্যগ্নিবর্ণানি ভূষণানি মহীতলে।
সঘোষাণ্যবকীর্য্যন্ত ক্ষীণাস্তারা ইবাম্বরাৎ ॥ ৩২
তস্যাঃ স্তনান্তরাদ্ভ্রষ্টো হারস্তারাধিপদ্যুতিঃ।
বৈদেহ্যা নিপতন্ ভাতি গঙ্গেব গগনাচ্চ্যুতা ॥ ৩৩
উৎপাতবাতাভিহতা নানাদ্বিজগণাযুতাঃ।
মা ভৈরিতি বিধূতাগ্রা ব্যাজহ্রুরিব পাদপাঃ ॥ ৩৪
নলিন্যো ধ্বস্তকমলাস্ত্রস্তমীনজলেচরাঃ।
সখীমিব গতোৎসাহাং শোচন্তীব স্ম মৈথিলীম্ ॥ ৩৫
সমন্তাদভিসম্পত্য সিংহব্যাঘ্রমৃগদ্বিজাঃ।
অন্বধাবংস্তদা রোষাৎ সীতাচ্ছায়ানুগামিনঃ ॥ ৩৬
জলপ্রপাতাস্রমুখাঃ শৃঙ্গৈরুচ্ছ্রিতবাহুভিঃ।
সীতায়াং হ্রিয়মাণায়াং বিক্রোশন্তীব পর্ব্বতাঃ ॥ ৩৭
হ্রিয়মাণাস্তু বৈদেহীং দৃষ্ট্বা দীনো দিবাকরঃ।
প্রবিধ্বস্তপ্রভঃ শ্রীমানাসীৎ পাণ্ডুরমণ্ডলঃ ॥ ৩৮
নাস্তি ধর্ম্মঃ কুতঃ সত্যং নার্জ্জবং নানৃশংসতা।
যত্র রামস্য বৈদেহীং সীতাং হরতি রাবণঃ।
ইতি ভূতানি সর্ব্বাণি গণশঃ পর্য্যদেবয়ন্ ॥ ৩৯
বিত্রস্তকা দীনমুখা রুরুদুর্মৃগপোতকাঃ।
উদ্বীক্ষ্যোদ্বীক্ষ্য নয়নৈর্ভয়াদিব বিলক্ষণৈঃ ॥ ৪০
সুপ্রবেপিতগাত্রাশ্চ বভূবুর্বনদেবতাঃ।
বিক্রোশন্তীং দৃঢ়ং সীতাং দৃষ্ট্বা দুঃখং তথাগতাম্ ॥ ৪১
তাং তু লক্ষ্মণ রামেতি ক্রোশন্তীং মধুরস্বরাম্।
অবেক্ষমাণাং বহুশো বৈদেহীং ধরণীতলম্ ॥ ৪২
স তামাকুলকেশান্তাং বিপ্রমৃষ্টবিশেষকাম্।
জহারাত্মবিনাশায় দশগ্রীবো মনস্বিনীম্ ॥ ৪৩

ততস্তু সা চারুদতী শুচিস্মিতা
বিনাকৃতা বন্ধুজনেন মৈথিলী।
অপশ্যতী রাঘবলক্ষ্মণাবুভৌ
বিবর্ণবক্ত্রা ভয়ভরপীড়িতা ॥ ৪৪

ইত্যারণ্যকাণ্ডে দ্বিপঞ্চাশঃ সর্গঃ ॥ ৫২ ॥

তাহার নিকটবর্ত্তী হইল। পরে বিদেহরাজনন্দিনী সীতার বিদ্যুন্মণ্ডলতুল্য নূপুর চরণ হইতে ভ্রষ্ট হইয়া ভূতলে পড়িল। যেমন স্বর্ণময় কক্ষ্যা হস্তীকে শোভিত করে, সেইরূপ নবতরুপল্লবের ন্যায় রক্তবর্ণা বিদেহরাজ-নন্দিনী সীতা নীলবর্ণ রাক্ষসপতি রাবণকে শোভাযুক্ত করিলেন। ২৩—৩০। কুবেরের কনিষ্ঠ ভ্রাতা রাবণ গগনপথে স্বীয় তেজে, মহতী উল্কার ন্যায়, দীপ্যমানা সীতাকে হরণ করিয়া যাইতে লাগিল। তাঁহার সেই সকল অগ্নিবর্ণ শিঞ্জনরত অলঙ্কার, তাঁহার দেহ হইতে বিচ্যুত হইয়া, যেমন নক্ষত্রলোকপ্রাপ্ত ব্যক্তিগণ পুণ্য শেষ হইলে আকাশ হইতে ভূতলে পতিত হয়, সেইরূপ ভূতলে পতিত হইল। বিদেহরাজনন্দিনী সীতার চন্দ্র-তুল্য দীপ্তিমান্ হার তাঁহার স্তনদ্বয়ের মধ্যভাগ হইতে ভ্রষ্ট হইয়া পতনকালে আকাশ হইতে ভূতলে পতনোন্মুখা গঙ্গার সাদৃশ্য ধারণ করিল। পক্ষিসমূহে সমাকুল বৃক্ষ সকল ঊর্দ্ধগামী বায়ুদ্বারা বিচলিত ও অগ্রভাগে কম্পিত হইয়া যেন তাঁহাকে "ভীত হইবেন না" ইহা বলিতে লাগিল। পদ্মসকল বিধ্বস্ত এবং মৎস্য প্রভৃতি জলচর প্রাণিসকল শঙ্কিত হওয়ায়, পদ্মাকর সরোবর সকল উৎসাহবিহীনা সখী বোধে মিথিলারাজ-তনয়া সীতার জন্য যেন শোক প্রকাশ করিতে লাগিল। ৩১—৩৫। সিংহ, ব্যাঘ্র, মৃগ ও পক্ষীরা রুষ্ট হইয়া চতুর্দ্দিক্ হইতে আসিয়া সীতার ছায়ার অনুগমন করত তাঁহার সহচর হইল। সীতা হৃতা হইলে, পর্ব্বতেরা শৃঙ্গরূপ বাহু তুলিয়া ও নির্ঝর হইতে নির্গত জলরূপ অশ্রুধারা বদন প্লাবিত করিয়া যেন রোদন করিতে লাগিল; শ্রীমান্ সূর্য্যও বিদেহরাজ-নন্দিনী সীতাকে হ্রিয়মাণা দেখিয়া দীন ও প্রভাবিহীন হইলেন এবং তাঁহার বেশও পাণ্ডুরবর্ণ হইল। সকল প্রাণীই দলে দলে "যখন রাবণ, রামের পত্নী বিদেহরাজ-নন্দিনী সীতাকে হরণ করিতেছে, তখন ধর্ম্ম, সত্য, সরলতা বা দয়াশীলতা কিছুই নাই।" এইরূপ বিলাপ করিতে লাগিল। ৩৬—৩৯। মৃগশাবকেরা ভীত ও দীনমুখ হইয়া শোভাবিহীন—ঊর্দ্ধনেত্রে তাঁহাকে দেখিয়াই যেন রোদন করিতে লাগিল। সীতাকে তাদৃশ-দুঃখপ্রাপ্তা ও রোদনপরায়ণা দেখিয়া বনদেবতাদিগেরও দেহ অত্যন্ত কম্পিত হইল। দশগ্রীব রাবণ, "হা রাম! হা! লক্ষ্মণ!" বলিয়া বিলাপকারিণী, বারংবার ভূতলদর্শিনী, মনস্বিনী বিদেহরাজ-নন্দিনী, কম্পিতাগ্র-কেশসমূহে সমাকুলা, লুপ্তপ্রায় তিলকে শোভিতা সীতাকে নিজের মৃত্যুর নিমিত্ত হরণ করিল। পরে সুদতী শুচিস্মিতা মিথিলারাজনন্দিনী সীতা বন্ধুজনবিহীনা হইয়া রাম ও লক্ষ্মণকে দেখিতে না পাইয়া অত্যন্ত ভয়ে কাতর ও ম্লানমুখী হইলেন। ৪০—৪৪।

ত্রিপঞ্চাশঃ সর্গঃ।

খমুৎপতন্তং তং দৃষ্ট্বা মৈথিলী জনকাত্মজা।
দুঃখিতা পরমোদ্বিগ্না ভয়ে মহতি বর্ত্তিনী॥ ১
রোষরোদনতাম্রাক্ষী ভীমাক্ষং রাক্ষসাধিপম্।
রুদতী করুণং সীতা হ্রিয়মাণা তমব্রবীৎ॥ ২
ন ব্যপত্রপসে নীচ কর্ম্মণানেন রাবণ।
জ্ঞাত্বা বিরহিতাং যো মাং চোরয়িত্বা পলায়সে॥ ৩
ত্বয়ৈব নূনং দুষ্টাত্মন্ ভীরুণা হর্ত্তুমিচ্ছতা।
মমাপবাহিতো ভর্ত্তা মৃগরূপেণ মায়য়া॥ ৪
যো হি মামুদ্যতস্ত্রাতুং সোঽপ্যয়ং বিনিপাতিতঃ।
গৃধ্ররাজঃ পুরাণোঽসৌ শ্বশুরস্য সখা মম॥ ৫
পরমং খলু তে বীর্য্যং দৃশ্যতে রাক্ষসাধম।
বিশ্রাব্য নামধেয়ং হি যুদ্ধেনাস্মি জিতা ত্বয়া॥ ৬
ঈদৃশং গর্হিতং কর্ম্ম কথং কৃত্বা ন লজ্জসে।
স্ত্রিয়াশ্চ হরণং নীচ রহিতে চ পরস্য চ॥ ৭
কথয়িষ্যন্তি লোকেষু পুরুষাঃ কর্ম্ম কুৎসিতম্।
সুনৃশংসমধর্ম্মিষ্ঠং তব শৌণ্ডীর্য্যমানিনঃ॥ ৮
ধিক্ তে শৌর্য্যঞ্চ সত্ত্বঞ্চ যৎ ত্বয়া কথিতং তদা।
কুলাক্রোশকরং লোকে ধিক্ তে চারিত্রমীদৃশম্॥ ৯
কিং শক্যং কর্ত্তুমেবং হি যজ্জবেনৈব ধাবসি।
মুহূর্ত্তমপি তিষ্ঠ ত্বং ন জীবন্ প্রতিযাস্যসি॥ ১০
ন হি চক্ষুঃপথং প্রাপ্য তয়োঃ পার্থিবপুত্রয়োঃ।
সসৈন্যোঽপি সমর্থস্ত্বং মুহূর্ত্তমপি জীবিতুম্॥ ১১
ন ত্বং তয়োঃ শরস্পর্শং সোঢ়ুং শক্তঃ কথঞ্চন।
বনে প্রজ্বলিতস্যেব স্পর্শমগ্নের্বিহঙ্গমঃ॥ ১২
সাধু কৃত্বাত্মনঃ পথ্যং সাধু মাং মুঞ্চ রাবণ।
মৎপ্রধর্ষণসংক্রুদ্ধো ভ্রাত্রা সহ পতির্মম।
বিধাস্যতি বিনাশায় ত্বং মাং যদি ন মুঞ্চসি॥ ১৩
যেন ত্বং ব্যবসায়েন বলান্মাং হর্ত্তুমিচ্ছসি।
ব্যবসায়স্তু তে নীচ ভবিষ্যতি নিরর্থকঃ॥ ১৪
ন হ্যহং তমপশ্যন্তী ভর্ত্তারং বিবুধোপমম্।
উৎসহে শত্রুবশগা প্রাণান্ ধারয়িতুং চিরম্॥ ১৫
ন নূনঞ্চাত্মনঃ শ্রেয়ঃ পথ্যং বা সমবেক্ষসে।
মৃত্যুকালে যথা মর্ত্ত্যো বিপরীতানি সেবতে॥ ১৬
মুমূর্ষূণান্তু সর্ব্বেষাং যৎ পথ্যং তন্ন রোচতে।
পশ্যামীহ হি কণ্ঠে ত্বাং কালপাশাবপাশিতম্॥ ১৭

ত্রিপঞ্চাশ সর্গ।

ভীমাক্ষ রাক্ষসাধিপ রাবণকর্ত্তৃক অপহৃতা বিদেহ রাজজনকদুহিতা সীতা তাহাকে আকাশপথে যাইতে দেখিয়া দুঃখার্ত্তা, উদ্বিগ্না, অতিশয় ভীতা এবং ক্রোধ ও রোদনবশতঃ আরক্তনয়না হইয়া রোদন করিতে করিতে করুণস্বরে বলিলেন, "রে নীচকর্ম্মা রাবণ! তুই এই কার্য্য করিয়া লজ্জিত হইতেছিস না? তুই আমাকে রাম-লক্ষ্মণবিহীনা জানিয়া তস্করের ন্যায় অপহরণ করিয়া পলায়ন করিতেছিস! দুরাত্মন্! তুই নিতান্ত ভীরু, তজ্জন্যই আমাকে হরণ করিতে ইচ্ছা করিয়া মায়াময় মৃগরূপধারী আমার স্বামীকে স্থানান্তরিত করিয়াছিস, সন্দেহ নাই। ওরে রাক্ষসাধম! এক্ষণে যিনি আমার পরিত্রাণে উদ্যত হইয়াছিলেন, তুই শ্বশুরের সখা সেই বৃদ্ধ গৃধ্ররাজকেও নিপাতিত এবং তোর নাম কীর্ত্তন করিয়া আমাকেও যুদ্ধে পরাজিতা করিলি। তবে ত তোর যথেষ্ট পরাক্রম প্রকাশ হইতেছে। ১—৬। ওরে নীচ! তুই অন্যের অসাক্ষাতে তাহার ভার্য্যাহরণরূপ নিন্দিত কার্য্য করিয়া লজ্জিত হইতেছিস না কেন?' রে বীরাভিমানিন্! সমুদায় লোকের অধিবাসীরা তোর নিন্দিত অতি নৃশংস অধর্ম্ম কীর্ত্তন করিবেন। তুই তখন যে বল-বিক্রমের কীর্ত্তন করিতেছিলি, তোর সেই বলবিক্রমে ধিক্! অপিচ লোকমধ্যে বংশনিন্দাকর তোর এইরূপ চরিত্রেও ধিক্! তুই অত্যন্ত দ্রুতবেগে ধাবিত হইতেছিস; অতএব এক্ষণে আমি কি করিতে পারি? যদি মুহূর্ত্তকালও অপেক্ষা করিস, তবে আর প্রাণ লইয়া ফিরিতে পারিবি না। তুই সসৈন্যে সেই রাজনন্দনের দৃষ্টিপথে পড়িলে মুহূর্ত্তকালও জীবিত থাকিতে পারিবি না। ৭—১১। পক্ষী যেমন বনমধ্যে প্রজ্বলিত-অগ্নিস্পর্শ সহ্য করিতে পারে না, সেইরূপ তুই কোন মতেই তাঁহাদিগের বাণস্পর্শ সহ্য করিতে পারিবি না। রাবণ! তুই মঙ্গলে মঙ্গলে তোর কল্যাণকর কার্য্যে রত হ;—মঙ্গলে মঙ্গলে আমাকে পরিত্যাগ কর্। যদি আমাকে পরিত্যাগ না করিস, তবে আমার স্বামী তাঁহার ভ্রাতার সহিত আমার প্রতি ধর্ষণায় ক্রোধান্বিত হইয়া তোর বিনাশের নিমিত্ত যত্নবান্ হইবেন। ওরে নীচ! তুই যে অভিলাষে বলপূর্ব্বক আমাকে হরণ করিতে ইচ্ছা করিতেছিস, তাহা তোর নিষ্ফল হইবে। আমি সেই দেব-তুল্য স্বামীকে না দেখিয়া শত্রুর বশবর্ত্তিনী হইয়া বহুদিন জীবন ধারণ করিতে ইচ্ছা করি না। তুই নিশ্চয়ই তোর পক্ষে হিতকর পথ্য বিষয় দেখিতে পাইতেছিস্ না, পরন্তু মৃত্যুকালে মনুষ্য যেমন বিপরীত কার্য্যে রত হয়, সেইরূপ তুইও বিপরীত কার্য্যে রত হইয়াছিস্। মুমূর্ষু ব্যক্তিমাত্রেরই যাহা হিতকর পথ্য তাহা তাহাদের

যথা চাস্মিন্ ভয়স্থানে ন বিভেষি নিশাচর।
ব্যক্তং হিরণ্ময়াংস্ত্বং হি সম্পশ্যসি মহীরুহান্॥ ১৮
নদীং বৈতরণীং ঘোরাং রুধিরৌঘবিবাহিনীম্।
খড়্গপত্রবনঞ্চৈব ভীমং পশ্যসি রাবণ॥ ১৯
তপ্তকাঞ্চনপুষ্পঞ্চ বৈদূর্য্যপ্রবরচ্ছদাম্।
দ্রক্ষ্যসে শাল্মলীং তীক্ষ্ণামায়সৈঃ কণ্টকৈশ্চিতাম্॥ ২০
ন হি ত্বমীদৃশং কৃত্বা তস্যালীকং মহাত্মনঃ।
ধারিতুং শক্ষ্যসি চিরং বিষং পীত্বেব নির্ঘৃণ॥ ২১
বদ্ধস্ত্বং কালপাশেন দুর্নিবারেণ রাবণ।
ক গতো লপ্স্যসে শর্ম্ম মম ভর্ত্তুর্মহাত্মনঃ॥ ২২
নিমেষান্তরমাত্রেণ বিনা ভ্রাতরমাহবে।
রাক্ষসা নিহতা যেন সহস্রাণি চতুর্দ্দশ॥ ২৩
কথং স রাঘবো বীরঃ সর্ব্বাস্ত্রকুশলো বলী।
ন ত্বাং হন্যাচ্ছরৈস্তীক্ষ্ণৈরিষ্টভার্য্যাপহারিণম্॥ ২৪
এতচ্চান্যচ্চ পরুষং বৈদেহী রাবণাঙ্কগা।
ভয়শোকসমাবিষ্টা করুণং বিললাপ হ॥ ২৫
তদা ভৃশার্ত্তাং বহু চৈব ভাষিণীং
বিলাপপূর্ব্বং করুণঞ্চ ভামিনীম্।
জহার পাপস্তরুণীং বিচেষ্টতীং
নৃপাত্মজামাগতগাত্রবেপথুঃ॥ ২৬
ইত্যারণ্যকাণ্ডে ত্রিপঞ্চাশঃ সর্গঃ॥ ৫৩॥

—

রুচিকর হয় না; এই জন্য আমি তোর কণ্ঠদেশ কালপাশে আবদ্ধ দেখিতেছি। ১২—১৭। রাক্ষস! তুই যেহেতু এই ভয়জনক কার্য্যেও ভীত হইতেছিস না, অতএব নিশ্চয়ই স্বর্ণময় বৃক্ষ সকল, রক্তবাহিনী ভয়ঙ্করী বৈতরণী নদী ও খড়্গরূপপত্রযুক্ত বৃক্ষসমূহে সমাকুল ভীষণ বন দেখিতে পাইতেছিস। রাবণ! তুই অচিরে লৌহময় কণ্টকসমূহে সমাকুল, তপ্তকাঞ্চনের ন্যায় পুষ্পনিচয়সম্পন্ন, উত্তমবৈদূর্য্যপত্রবিশিষ্ট, সেই সুতীক্ষ্ণ শাল্মলীবৃক্ষ দেখিবি! অরে নির্দ্দয়! কেহ বিষ পান করিয়া যেমন বহুক্ষণ বাঁচে না, তেমনি তুই সেই মহাত্মা রামের বিষম অপ্রিয় কার্য্য করিয়া বহুকাল বাঁচিয়া থাকিতে পারিবি না। রাবণ! তুই দুশ্ছেদ্য কালপাশে আবদ্ধ হইয়াছিস; আমার মহাত্মা স্বামীর অহিতাচরণ করিয়া কোথায় গিয়া সুখলাভ করিবি? যিনি ভ্রাতার সাহায্য না লইয়াও নিমেষমধ্যে চতুর্দ্দশসহস্র রাক্ষসকে যুদ্ধে সংহার করিয়াছেন, সেই বলবীর্য্যশালী সর্ব্বশস্ত্রজ্ঞ রঘুনন্দন রাম অবশ্যই তোকে সুতীক্ষ্ণ বাণসমূহদ্বারা নিধন করিবেন, তুই তাঁহার প্রিয়তমা পত্নীকে হরণ করিতেছিস।" ১৮—২৪। বিদেহরাজনন্দিনী সীতা, রাবণের অঙ্কগতা ভীতা ও শোকার্ত্তা হইয়া ঐরূপ ও অন্যান্যরূপ বিবিধ করুণাপূর্ণ বাক্যে রোদন করিতে লাগিলেন। তখন পাপিষ্ঠ রাবণ কম্পিতকায় হইয়াও অতিদুঃখিতা বিলাপপূর্ব্বক নানাবিধ-করুণ-বাক্যবাদিনী, মুক্তিলাভার্থে প্রযত্নকারিণী সেই রাজনন্দিনী তরুণী ভামিনী সীতাকে হরণ করিল। ২৫—২৬।

—

চতুঃপঞ্চাশঃ সর্গঃ।

হ্রিয়মাণা তু বৈদেহী কঞ্চিন্নাথমপশ্যতী।
দদর্শ গিরিশৃঙ্গস্থান্ পঞ্চ বানরপুঙ্গবান্॥ ১
তেষাং মধ্যে বিশালাক্ষী কৌশেয়ং কনকপ্রভম্।
উত্তরীয়ং বরারোহা শুভান্যাভরণানি চ।
মুমোচ যদি রামায় শংসেয়ুরিতি ভামিনী॥ ২
বস্ত্রমুৎসৃজ্য তন্মধ্যে নিক্ষিপ্তং সহভূষণম্।
সম্ভ্রমাৎ তু দশগ্রীবস্তৎ কর্ম্ম চ ন বুদ্ধবান্॥ ৩
পিঙ্গাক্ষাস্তাং বিশালাক্ষীং নেত্রৈরনিমিষৈরিব।
বিক্রোশন্তীং তদা সীতাং দদৃশুর্বানরোত্তমাঃ॥ ৪
স চ পম্পামতিক্রম্য লঙ্কামভিমুখঃ পুরীম্।
জগাম মৈথিলীং গৃহ্য রুদতীং রাক্ষসেশ্বরঃ॥ ৫
তাং জহার সুসংহৃষ্টো রাবণো মৃত্যুমাত্মনঃ।
উৎসঙ্গেনৈব ভুজগীং তীক্ষ্ণদংষ্ট্রাং মহাবিষাম্॥ ৬

—

চতুঃপঞ্চাশ সর্গ

বরারোহা বিশালনয়না বিদেহরাজ-নন্দিনী সীতা, রাবণকর্ত্তৃক হৃতা হইয়া কোথাও পতিকে দেখিতে না পাইয়া যাইতে যাইতে পর্ব্বতশৃঙ্গে উপবিষ্ট প্রধান প্রধান পাঁচটী বানরকে দেখিতে পাইলেন এবং 'যদি ইহারা রামের নিকটে বলে' ইহা মনে করিয়া তাহাদিগের নিকটে নিজের সুবর্ণপ্রভ উত্তরীয় কৌশেয় বস্ত্র ও উৎকৃষ্ট অলঙ্কার সকল নিক্ষেপ করিলেন। তিনি যে, অঙ্গ হইতে বস্ত্র ও আভরণ সকল খুলিয়া সেই বানরদিগের নিকটে ফেলিয়াদিলেন, দশানন রাবণ সম্ভ্রমবশতঃ তাহা জানিতে পারিল না। তখন পিঙ্গলবর্ণ-নয়ন সেই প্রধান বানরেরা অনিমেষলোচনে বিলাপকারিণী বিশালাক্ষী সীতাকে দেখিতে লাগিল। রাক্ষসরাজ রাবণও বিলাপকারিণী বিদেহরাজ-নন্দিনী সীতাকে লইয়া পম্পা নদী অতিক্রমপূর্ব্বক লঙ্কাপুরীর দিকে চলিল। ১—৫। সে প্রীত হইয়া নিজের মৃত্যুস্বরূপ সীতাকে তীক্ষ্ণদন্তা তীব্রবিষধরী সর্পীর ন্যায়

বনানি সরিতঃ শৈলান্ সরাংসি চ বিহায়সা।
স ক্ষিপ্রং সমতীয়ায় শরশ্চাপাদিব চ্যুতঃ ॥ ৭
তিমিনক্রনিকেতন্তু বরুণালয়মক্ষয়ম্।
সরিতাং শরণং গত্বা সমতীয়ায় সাগরম্ ॥ ৮
সম্ভ্রমাৎ পরিবৃত্তোর্ম্মী রুদ্ধমীনমহোরগঃ।
বৈদেহ্যাং হ্রিয়মাণায়াং বভূব বরুণালয়ঃ ॥ ৯
অন্তরিক্ষগতা বাচঃ সসৃজুশ্চারণাস্তদা।
এতদন্তো দশগ্রীব ইতি সিদ্ধাস্তদাব্রুবন্ ॥ ১০
স তু সীতাং বিচেষ্টন্তীমঙ্কেনাদায় রাবণঃ।
প্রবিবেশ পুরীং লঙ্কাং রূপিণীং মৃত্যুমাত্মনঃ ॥ ১১
সোঽভিগম্য পুরীং লঙ্কাং সুবিভক্তমহাপথাম্।
সংরূঢ়কক্ষ্যাং বহুলাং স্বমন্তঃপুরমাবিশৎ ॥ ১২
তত্র তামসিতাপাঙ্গীং শোকমোহসমন্বিতাম্।
নিদধে রাবণঃ সীতাং ময়ো মায়ামিবাসুরীম্ ॥ ১৩
অব্রবীচ্চ দশগ্রীবঃ পিশাচীর্ঘোরদর্শনাঃ।
যথা নৈনাং পুমান্ স্ত্রী বা সীতাং পশ্যত্যসম্মতঃ ॥ ১৪
মুক্তামণিসুবর্ণানি বস্ত্রাণ্যাভরণানি চ।
যদ্যদিচ্ছেৎ তদেবাস্যা দেয়ং মচ্ছন্দতো যথা ॥ ১৫
যা চ বক্ষ্যতি বৈদেহীং বচনং কিঞ্চিদপ্রিয়ম্।
অজ্ঞানাদ্যদি বা জ্ঞানান্ন তস্যা জীবিতং প্রিয়ম্ ॥ ১৬
তথোক্ত্বা রাক্ষসীস্তাস্তু রাক্ষসেন্দ্রঃ প্রতাপবান্।
নিষ্ক্রম্যান্তঃপুরাৎ তস্মাৎ কিং কৃত্যমিতি চিন্তয়ন্।
দদর্শাষ্টৌ মহাবীর্য্যান্ রাক্ষসান্ পিশিতাশনান্ ॥ ১৭
স তান্ দৃষ্ট্বা মহাবীর্য্যো বরদানেন মোহিতঃ।
উবাচ তানিদং বাক্যং প্রশস্য বলবীর্য্যতঃ ॥ ১৮
নানাপ্রহরণাঃ ক্ষিপ্রমিতো গচ্ছত সত্বরাঃ।
জনস্থানং হতস্থানং ভূতপূর্ব্বং খরালয়ম্ ॥ ১৯
তত্রোষ্যতাং জনস্থানে শূন্যে নিহতরাক্ষসে।
পৌরুষং বলমাশ্রিত্য ত্রাসমুৎসৃজ্য দূরতঃ ॥ ২০
বহুসৈন্যং মহাবীর্য্যং জনস্থানে নিবেশিতম্।
সদূষণখরং যুদ্ধে নিহতং রামসায়কৈঃ ॥ ২১
ততঃ ক্রোধো মমাপূর্ব্বো ধৈর্য্যস্যোপরি বর্দ্ধতে।
বৈরঞ্চ সুমহজ্জাতং রামং প্রতি সুদারুণম্ ॥ ২২
নির্য্যাতয়িতুমিচ্ছামি তচ্চ বৈরং মহারিপোঃ।
ন হি লপ্স্যাম্যহং নিদ্রামহত্বা সংযুগে রিপুম্ ॥ ২৩
তং ত্বিদানীমহং হত্বা খরদূষণঘাতিনম্।
রামং শর্ম্মোপলপ্স্যামি ধনং লব্ধ্বেব নির্দ্ধনঃ ॥ ২৪

ক্রোড়ে লইয়া চলিল। পরে সে শূন্য পথে গমন করত ধনুর্ম্মুক্ত বাণের ন্যায়, দ্রুত বহুবিধ বন, নদী, পর্ব্বত ও সরোবর অতিক্রমপূর্ব্বক তিমি ও কুম্ভীরসমূহে সেবিত, নদীগণের আশ্রয়, বরুণালয়, অক্ষয় সমুদ্রের নিকটে যাইয়া তাহা অতিক্রম করিল। বিদেহরাজ-নন্দিনী সীতা হৃতা হইলে, সমুদ্র সম্ভ্রমবশতঃ তরঙ্গ-হীন এবং তন্মধ্যস্থ মৎস্য ও বৃহৎ বৃহৎ সর্প সকল নিস্তব্ধ হইল। তখন অন্তরীক্ষচর চারণেরা বহু বাক্য প্রয়োগ করিলেন এবং সিদ্ধেরা "ইহাই দশানন রাবণের নিধনের উপায়" এরূপ বলিতে লাগিলেন। ৭—১০। দশানন রাবণও নিজের মৃত্যুস্বরূপা বিচেষ্টমানা সীতাকে অঙ্কে করিয়া লঙ্কা পুরীতে প্রবেশ করিল। সে সম্যক্‌বিভক্ত-মহাপথসমূহে বিরাজিত, সুবিস্তৃত, বহুজনাকীর্ণ কক্ষ্যাসমূহে সুশোভিত লঙ্কা নগরীতে প্রবেশপূর্ব্বক তাহার অন্তঃপুরে প্রবিষ্ট হইল এবং ময়দানব যেমন আসুরী মায়াকে রক্ষা করিয়াছিল, সেইরূপ তথায় সেই শোক-মোহ-ক্লিষ্টা কুটিলাপাঙ্গী সীতাকে রাখিল। পরে রাবণ বিকট-দর্শনা পিশাচীদিগকে বলিল, "পুরুষ বা স্ত্রী, কেহই যেন আমার অনুমতি ব্যতীত এই সীতাকে দেখিতে না পারে, এবিষয়ে তোমরা যত্নবতী থাক। মণি মুক্তা, সুবর্ণ, বস্ত্র বা অলঙ্কার ইনি যখন যাহা চাহিবেন, তোমরা তখনই ইহাকে তাহা প্রদান করিও, জ্ঞান-প্রযুক্তই হউক, বা অজ্ঞানতই হউক, যে ইহাকে অপ্রিয় কথা বলিবে, তাহার জীবন প্রিয় নহে, অর্থাৎ আমি তাহাকে বধ করিব।" ১১—১৬। ব্রহ্মার বরদানপ্রযুক্ত মোহিত, প্রতাপশালী, মহাবীর রাক্ষস-রাজ রাবণ সেই রাক্ষসীদিগকে ঐকথা বলিয়া তথা হইতে নির্গত হইয়া "এক্ষণে কর্ত্তব্য কি" ইহা চিন্তা করিতে করিতে মাংসভোজী মহাবীর আট জন রাক্ষসকে দেখিতে পাইল এবং তাহাদিগকে দেখিয়া বল ও বিক্রমবিষয়ে প্রশংসাপূর্ব্বক বলিল,—"পূর্ব্বে যথায় খরের গৃহ ছিল, এক্ষণে রাক্ষসগণ নিহত হওয়ায় তাহা প্রেতদিগের আলয় হইয়াছে; তোমরা অবিলম্বে নানাবিধ অস্ত্র গ্রহণ করত শীঘ্র এস্থান হইতে সেই জনস্থানে যাও এবং পৌরুষ অবলম্বনপূর্ব্বক নির্ভয়চিত্তে তথায় বাস কর। পূর্ব্বে আমি সেই জনস্থানে খর ও দূষণসহ অতিবীর্য্যশালী বহুসৈন্য সংস্থাপন করিয়া-ছিলাম; তাহারা সকলেই রামের বাণে নিহত হই-য়াছে সেইজন্য আমি ক্রোধে অত্যন্ত অধীর হইয়াছি। অপিচ, রামের প্রতি আমার মহা শত্রুতা জন্মিয়াছে; আমি তাহার সেই বৈর নির্য্যাতন করিতে ইচ্ছা করিতেছি; এমন কি, যুদ্ধে সেই মহাশত্রুকে নিপাত না করিয়া নিদ্রালাভ করিতে পারিব না। ১৭—২৩। যেমন দরিদ্র ব্যক্তি ধনলাভে সুখী হয়, তদ্রূপ এক্ষণে

জনস্থানে বসন্তিস্তু ভবন্তো রামমাশ্রিতা।
প্রবৃত্তিমুপনেতব্যা কিং করোতীতি তত্ত্বতঃ ॥ ২৫
অপ্রমাদাচ্চ গন্তব্যং সর্ব্বৈরেব নিশাচরৈঃ।
কর্ত্তব্যশ্চ সদা যত্নো রাঘবস্য বধং প্রতি ॥ ২৬
যুষ্মাকন্তু বলং জ্ঞাতং বহুশো রণমূর্দ্ধনি।
অতশ্চাস্মিন্ জনস্থানে ময়া যূয়ং নিবেশিতাঃ ॥ ২৭
ততঃ প্রিয়ং বাক্যমুপেত্য রাক্ষসা
মহার্থমষ্টাবভিবাদ্য রাবণম্।
বিহায় লঙ্কাং সহিতাঃ প্রতস্থিরে
যতো জনস্থানমলক্ষ্যদর্শনাঃ ॥ ২৮
ততস্তু সীতামুপলভ্য রাবণঃ
সুসম্প্রহৃষ্টঃ পরিগৃহ্য মৈথিলীম্।
প্রসজ্য রামেণ চ বৈরমুত্তমং
বভূব মোহান্মুদিতঃ স রাবণঃ ॥ ২৯
ইত্যারণ্যকাণ্ডে চতুঃপঞ্চাশঃ সর্গঃ ॥ ৫৪ ॥

পঞ্চপঞ্চাশঃ সর্গঃ।

সন্দিশ্য রাক্ষসান্ ঘোরান রাবণোঽষ্টৌ মহাবলান।
আত্মানং বুদ্ধিবৈক্লব্যাৎ কৃতকৃত্যমমন্যত ॥ ১
স চিন্তয়ানো বৈদেহীং কামবাণৈঃ প্রপীড়িতঃ।
প্রবিবেশ গৃহং রম্যং সীতাং দ্রষ্টুমভিত্বরন্ ॥ ২
স প্রবিশ্য তু তদ্বেশ্ম রাবণো রাক্ষসাধিপঃ।
অপশ্যদ্রাক্ষসীমধ্যে সীতাং দুঃখপরায়ণাম্ ॥ ৩
অশ্রুপূর্ণমুখীং দীনাং শোকভারাবপীড়িতাম্।
বায়ুবেগৈরিবাক্রান্তাং মজ্জন্তীং নাবমর্ণবে ॥ ৪
মৃগযূথপরিভ্রষ্টাং মৃগীং শ্বভিরিবাবৃতাম্।
অধোগতমুখীং সীতাং তামভ্যেত্য নিশাচরঃ ॥ ৫
তান্তু শোকবশাদ্দীনামবশাং রাক্ষসাধিপঃ।
স বলাদ্দর্শয়ামাস গৃহং দেবগৃহোপমম্ ॥ ৬
হর্ম্ম্যপ্রাসাদসম্বাধং স্ত্রীসহস্রনিষেবিতম্।
নানাপক্ষিগণৈর্জুষ্টং নানারত্নসমন্বিতম্ ॥ ৭
দান্তকৈস্তাপনীয়ৈশ্চ স্ফাটিকৈ রাজতৈস্তথা।
বজ্রবৈদূর্য্যচিত্রৈশ্চ স্তম্ভৈর্দৃষ্টিমনোরমৈঃ ॥ ৮
দিব্যদুন্দুভিনির্ঘোষং তপ্তকাঞ্চনভূষণম্।
সোপানং কাঞ্চনং চিত্রমারুরোহ তয়া সহ ॥ ৯
দান্তকা রাজতাশ্চৈব গবাক্ষাঃ প্রিয়দর্শনাঃ।
হেমজালাবৃতাশ্চাসন্ তত্র প্রাসাদপঙ্ক্তয়ঃ ॥ ১০
সুধামণিবিচিত্রাণি ভূমিভাগানি সর্ব্বশঃ।
দশগ্রীবঃ স্বভবনে প্রাদর্শয়ত মৈথিলীম্ ॥ ১১
দীর্ঘিকাঃ পুষ্করিণ্যশ্চ নানাপুষ্পসমাবৃতাঃ।

আমি খরদূষণবিনাশী রামকে নিধন করিয়া সুখ পাইব। তোমরা জনস্থানে থাকিয়া, রাম কখন কি করিবে, ইহা প্রকৃতরূপে জানিয়া আমাকে তাহা সংবাদ দিবে। নিশাচরগণ! তোমরা সেই রঘুকুলজাত রামকে বধ করিতে সম্যক্ যত্ন করিও। তথায় অবহিতচিত্তেই তোমাদিগের গমন করা কর্ত্তব্য। আমি যুদ্ধস্থলে বহুবার তোমাদিগের বল জানিতে পারিয়াছি, অতএব তোমাদিগকেই সেই জনস্থানে প্রেরণ করিতেছি।" ২৪—২৭। পরে সেই আটজন রাক্ষস, রাবণের উক্ত অর্থযুক্ত বাক্য শুনিয়া তাহাতে অঙ্গীকার করিয়া তাঁহাকে অভিবাদন করিল এবং লঙ্কা পরিত্যাগপূর্ব্বক মিলিত ও তিরস্করিণী বিদ্যার প্রভাবে অন্যের অদৃশ্য হইয়া জনস্থানের অভিমুখে গমন করিল। রাবণ বলপূর্ব্বক বিদেহরাজ-দুহিতা সীতাকে গ্রহণ ও স্পর্শ-সহকারে হরণ করত রামের সহিত মহাশত্রুতা জন্মাইয়া মোহবশতঃ শারীরিক ও মানসিক প্রমোদ লাভ করিল। ২৮—২৯।

পঞ্চপঞ্চাশ সর্গ।

রাক্ষসরাজ রাবণ সেই ভীষণ আটজন রাক্ষসকে ঐরূপ আজ্ঞা দিয়া বুদ্ধিবিভ্রমবশতঃ নিজকে কৃতার্থ বোধ করিল এবং বিদেহরাজ-নন্দিনী সীতাকে চিন্তা করিয়া কামশরে পীড়িত হইয়া তাঁহাকে দেখিবার ইচ্ছায় সেই মনোহর গৃহে প্রবেশপূর্ব্বক দেখিল যে, সীতা শোকভারে পীড়িতা, দুঃখার্ত্তা, দীনভাবে অধোমুখে অশ্রুপূর্ণনয়নে রাক্ষসীদিগের মধ্যে আসিয়া কুক্কুরদলে পরিবৃতা ভ্রষ্টা মৃগী ও সমুদ্রমধ্যে বায়ুবেগে চালিতা নিমজ্জনোদ্যতা নৌকার ন্যায় দেখাইতেছেন। ১—৫। পরে রাক্ষসাধিপতি রাবণ শোকবশতঃ দীনা বিবশা সীতাকে বলপূর্ব্বক ইন্দ্রের অন্তঃপুরতুল্য হর্ম্ম্যসৌধমালায় সমাকুল সহস্র সহস্র মহিলায় সমাকীর্ণ, বহুবিধ রত্নসম্পন্ন, নানাবিধ পক্ষিসমূহে সেবিত অন্তঃপুর দেখাইয়া তাঁহার সহিত দিব্য-দুন্দুভি-শব্দে মুখরিত তপ্তকাঞ্চনভূষিত বিচিত্র হেম সোপান-সমূহে আরোহণ করিল। সেই সোপানসমূহ হস্তি-দন্ত সুবর্ণ রজত ও স্ফটিকনির্ম্মিত, মনোহর বজ্রমণি ও বৈদূর্য্যমণিখচিত স্তম্ভসমূহের উপরি সন্নিবেশিত এবং চতুর্দ্দিকে গজদন্ত ও রজতনির্ম্মিত প্রিয়দর্শন বহু-গবাক্ষশালী সুবর্ণজালসমাবৃত প্রাসাদমালায় পরিবৃত ছিল। পরে দশানন রাবণ শোকান্বিতা মিথিলারাজ-নন্দিনী সীতাকে অন্তঃপুরে সুধাধবলিত মণিখচিত

রাবণো দর্শয়ামাস সীতাং শোকপরায়ণাম্ ॥ ১২
দর্শয়িত্বা তু বৈদেহীং কৃৎস্নং তদ্ভবনোত্তমম্।
উবাচ বাক্যং পাপাত্মা সীতাং লোভিতুমিচ্ছয়া ॥ ১৩
দশ রাক্ষসকোট্যশ্চ দ্বাবিংশতিরথাপরাঃ।
বর্জ্জয়িত্বা জনান্ বৃদ্ধান বালাংশ্চ রজনীচরান্ ॥ ১৪
তেষাং প্রভুরহং সীতে সর্ব্বেষাং ভীমকর্ম্মণাম্।
সহস্রমেকমেকস্য মম কার্য্যপুরঃসরম্ ॥ ১৫
যদিদং রাজ্যতন্ত্রং মে ত্বয়ি সর্ব্বং প্রতিষ্ঠিতম্।
জীবিতঞ্চ বিশালাক্ষী ত্বং মে প্রাণৈর্গরীয়সী ॥ ১৬
বহ্বীনামুত্তমস্ত্রীণাং মম যোঽসৌ পরিগ্রহঃ।
তাসাং ত্বমীশ্বরী সীতে মম ভার্য্যা ভব প্রিয়ে ॥ ১৭
সাধু কিং তেঽন্যথাবুদ্ধ্যা রোচয়স্ব বচো মম।
ভজস্ব মাভিতপ্তস্য প্রসাদং কর্ত্তুমর্হসি ॥ ১৮
পরিক্ষিপ্তা সমুদ্রেণ লঙ্কেয়ং শতযোজনা।
নেয়ং ধর্ষয়িতুং শক্যা সেন্দ্রৈরপি সুরাসুরৈঃ ॥ ১৯
ন দেবেষু ন যক্ষেষু ন গন্ধর্ব্বেষু নর্ষিষু।
অহং পশ্যামি লোকেষু যো মে বীর্য্যসমো ভবেৎ ॥ ২০
রাজ্যভ্রষ্টেন দীনেন তাপসেন পদাতিনা।
কিং করিষ্যসি রামেণ মানুষেণাল্পতেজসা ॥ ২১
ভজস্ব সীতে মামেব ভর্ত্তাহং সদৃশস্তব।
যৌবনন্ত্বধ্রুবং ভীরু রমস্বেহ ময়া সহ ॥ ২২
দর্শনে মা কৃথা বুদ্ধিং রাঘবস্য বরাননে।
কাস্য শক্তিরিহাগন্তুমপি সীতে মনোরথৈঃ ॥ ২৩
ন শক্যো বায়ুরাকাশে পাশৈর্বদ্ধুং মহাজবঃ।
দীপ্যমানস্য বা বহ্নের্গ্রহীতুং বিমলাঃ শিখাঃ ॥ ২৪
ত্রয়াণামপি লোকানাং ন তং পশ্যামি শোভনে।
বিক্রমেণ নয়েদ্যস্ত্বাং মদ্বাহুপরিপালিতাম্ ॥ ২৫
লঙ্কায়াঃ সুমহদ্রাজ্যমিদং ত্বমনুপালয়।
ত্বৎপ্রেষ্যা মদ্বিধাশ্চৈব দেবাশ্চাপি চরাচরম্ ॥ ২৬
অভিষেকজলক্লিন্না তুষ্টা চ রময়স্ব মাম্।
দুষ্কৃতং যৎ পুরা কর্ম্ম বনবাসেন তদ্গতম্।
যশ্চ তে সুকৃতং কর্ম্ম তস্যেহ ফলমাপ্নুহি ॥ ২৭
ইহ সর্ব্বাণি মাল্যানি দিব্যগন্ধানি মৈথিলি।
ভূষণানি চ মুখ্যানি তানি সেব ময়া সহ ॥ ২৮
পুষ্পকং নাম সুশ্রোণি ভ্রাতুর্বৈশ্রবণস্য মে।
বিমানং সূর্য্যসঙ্কাশং তরসা নির্জ্জিতং রণে ॥ ২৯
বিশালং রমণীয়ঞ্চ তদ্বিমানং মনোজবম্।

স্থান সকল দেখাইযা তীরভাগে বিবিধ পুষ্পবৃক্ষে শোভিত পুষ্করিণী ও দীর্ঘিকা সকল দেখাইল। সেই পাপাত্মা রাবণ বিদেহরাজ-নন্দিনী সীতাকে প্রলোভিত করিবার ইচ্ছায় তাঁহাকে নিজের অন্তঃপুর দেখাইয়া কহিল। ৬—১৩। "সীতে। এই নগরীতে বালক ও বৃদ্ধ ব্যতিরেকে দ্বাত্রিংশকোটি ভীমকর্ম্মা রাক্ষস আছে; আমি তাহাদিগের অধিপতি। একা আমারই একহাজার ভৃত্য আছে। বিশাললোচনে। এক্ষণে আমার এই সম্পূর্ণ রাজ্যতন্ত্র ও জীবন তোমারই অধীন হইয়াছে, তুমি আমার প্রাণ অপেক্ষাও প্রিয়তমা হইয়াছ। প্রিয়ে! আমার পত্নী হইয়া তাহাদিগের প্রধানা হও। তুমি ইহাতে অমত করিয়া কি করিবে? আমার কথা উত্তমরূপে গ্রহণ করিয়া আমাকে ভজনা কর; আমি তোমার জন্য তাপিত হইতেছি; অতএব আমার প্রতি তোমার প্রসন্না হওয়া উচিত। ১৪—১৮। এই শতযোজনবিস্তৃতা লঙ্কা নগরী চতুষ্পার্শ্বে সমুদ্রপরিবেষ্টিতা রহিয়াছে, ইন্দ্রসহিত দেবতা ও দানব সকলেও ইহাকে ধর্ষণা করিতে পারে না। আমি দেবতা, ঋষি, গন্ধর্ব্ব ও যক্ষ প্রভৃতি ত্রিলোকবাসী প্রাণিগণের মধ্যে এরূপ কাহাকেও দেখিতেছি না যে বলে আমার সমতুল্য হইতে পারে। সীতে! তুমি সেই হীনতেজা রাজ্যচ্যুত পাদচারী তাপসধর্ম্মাবলম্বী দীনভাবাপন্ন মানুষ রামকে লইয়া কি করিবে? আমাকে ভজনা কর, আমি তোমার অনুরূপ স্বামী হইব। ভীরু! যৌবন চিরস্থায়ী নহে; সুতরাং এই নগরীতে তুমি আমার সহিত বিহার কর। বরাননে সীতে! তুমি সেই রঘুবংশজাত রামকে দেখিবার বাসনা ছাড়। যেমন কেহ আকাশস্থ বায়ুকে পাশদ্বারা আবদ্ধ করিতে বা প্রদীপ্ত অগ্নির নির্ধূম শিখা হস্তে ধারণ করিতে পারে না, তেমনি সেই রাম মনোময় রথারোহণেও এখানে আসিতে পারিবে না। শোভনে! তুমি আমার বাহুবলে রক্ষিতা হইলে, বিক্রমপূর্ব্বক তোমাকে লইয়া যাইতে পারে, ত্রিভুবন মধ্যে এরূপ শক্তিমান্ কোন পুরুষ দেখা যায় না। তুমি এই সুমহৎ লঙ্কারাজ্য অনুপালন কর,—অভিষেকজলে ধৌতদেহা হইয়া হৃষ্টচিত্তে আমার সহিত রমণ কর, তাহা হইলে, আমি তোমার দাস হইব; দেবতারাও, অধিক কি, স্থাবর-জঙ্গম-প্রাণিগণের সহিত সমস্ত জগৎই তোমার ভৃত্য হইবে। পূর্ব্বে তোমার যে দুষ্কর্ম্ম ছিল, তাহা বনবাসদ্বারা ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়াছে, এক্ষণে তোমার যে সুকর্ম্ম আছে, তাহার ফল ভোগ কর। মিথিলারাজ-তনয়ে! এ স্থানে উত্তম উত্তম বহু অলঙ্কার ও দিব্যগন্ধযুক্ত সমস্ত পুষ্পই আছে; তুমি আমার সহিত সে সকল উপভোগ কর। সুমধ্যমে সীতে! আমার বৈমাত্রেয় ভ্রাতা কুবেরের সূর্য্যপ্রভ মনের ন্যায় দ্রুতগামী মনোহর এক বৃহৎ বিমান ছিল।

তত্র সীতে ময়া সার্দ্ধং বিহরস্ব যথাসুখম্ ॥ ৩০
বদনং পদ্মসঙ্কাশং বিমলং চারুদর্শনম্।
শোকার্ত্তন্তু বরারোহে ন ভ্রাজতি বরাননে ॥ ৩১
এবং বদতি তস্মিন্ সা বস্ত্রান্তেন বরাঙ্গনা।
পিধায়েন্দুনিভং সীতা মন্দমশ্রূণ্যবর্ত্তয়ৎ ॥ ৩২
ধ্যায়ন্তীং তামিবাস্বস্থাং সীতাং চিন্তাহতপ্রভাম্।
উবাচ বচনং বীরো রাবণো রজনীচরঃ ॥ ৩৩
অলং ব্রীড়েন বৈদেহি ধর্ম্মলোপকৃতেন তে।
আর্ষোহয়ং দেবি নিষ্পন্দো যস্ত্বামভিভবিষ্যতি ॥ ৩৪
এতৌ পাদৌ ময়া স্নিগ্ধৌ শিরোভিঃ পরিপীড়িতৌ।
প্রসাদং কুরু মে ক্ষিপ্রং বশ্যো দাসোহহমস্মি তে ॥ ৩৫
নেমাঃ শূন্যা ময়া বাচঃ শুষ্যমাণেন ভাষিতাঃ।
ন চাপি রাবণঃ কাঞ্চিৎ মূর্দ্ধ্না স্ত্রীং প্রণমেত হ ॥ ৩৬
এবমুক্ত্বা দশগ্রীবো মৈথিলীং জনকাত্মজাম্।
কৃতান্তবশমাপন্নো মমেয়মিতি মন্যতে ॥ ৩৭
ইত্যারণ্যকাণ্ডে পঞ্চপঞ্চাশঃ সর্গঃ ॥ ৫৫ ॥

আমি যুদ্ধে তাঁহাকে পরাস্ত করিয়া বলপূর্ব্বক তাহা লাভ করিয়াছি; তুমি তাহাতে আরোহণ করিয়া মনের সুখে আমার সহিত বিহার কর।২৬—৩০। বরারোহে! তোমার পদ্মের ন্যায় নির্ম্মল, সুচারু নয়ন, চারুদর্শন বদন শোকে মলিন হইয়া শোভা পাইতেছে না।” রাবণ ঐরূপ বলিলে, বরাঙ্গনা সীতা বস্ত্রাঞ্চলদ্বারা চন্দ্রতুল্য বদন আবরণপূর্ব্বক অসুস্থার ন্যায় মন্দ মন্দ অশ্রু ত্যাগ করিতে করিতে চিন্তা করিতে লাগিলেন এবং চিন্তাবশতঃ মলিনা হইলেন। তখন রাক্ষসাধিপতি বীর রাবণ তাঁহাকে আবার বলিল, “বিদেহরাজকুমারি! ধর্ম্মনাশের ভয়ে তুমি লজ্জান্বিতা হইও না। কারণ, দেবি! যাহাতে তোমার ও আমার প্রণয়ানুবন্ধ হইবে, সেই বিবাহ ঋষিদিগের সম্মত। আমি মস্তক সকলের দ্বারা তোমার ঐ সুন্দর চরণদ্বয় পীড়িত করিতেছি, তুমি অবিলম্বে আমার প্রতি প্রসন্না হও; আমি তোমার একান্ত বশীভূত দাস হইব। রাবণ কোন স্ত্রীকে মস্তকদ্বারা প্রণাম করে না; কিন্তু নিতান্ত কামার্ত্ত হইয়াই এই সকল কথা বলিতেছে; পরন্তু এই সকল কথা যাহাতে বৃথা না হয়, তুমি তাহাই কর।” দশানন রাবণ যমের বশীভূত হইয়া মিথিলারাজ-জনক-নন্দিনী সীতাকে ঐরূপ বলিয়া “ইনি আমারই হইবেন” এরূপ মনে করিতে লাগিল। ৩১—৩৭।

ষট্‌পঞ্চাশঃ সর্গঃ।

সা তথোক্তা তু বৈদেহী নির্ভয়া শোককর্শিতা।
তৃণমন্তরতঃ কৃত্বা রাবণং প্রত্যভাষত ॥ ১
রাজা দশরথো নাম ধর্ম্মসেতুরিবাচলঃ।
সত্যসন্ধঃ পরিজ্ঞাতো যস্য পুত্রঃ স রাঘবঃ ॥ ২
রামো নাম স ধর্ম্মাত্মা ত্রিষু লোকেষু বিশ্রুতঃ।
দীর্ঘবাহুর্বিশালাক্ষো দৈবতং স পতির্মম ॥ ৩
ইক্ষ্বাকূণাং কুলে জাতঃ সিংহস্কন্ধো মহাদ্যুতিঃ।
লক্ষ্মণেন সহ ভ্রাত্রা যস্তে প্রাণান্ বধিষ্যতি ॥ ৪
প্রত্যক্ষং যদ্যহং তস্য ত্বয়া বৈ ধর্ষিতা বলাৎ।
শয়িতা ত্বং হতঃ সংখ্যে জনস্থানে যথা খরঃ ॥ ৫
য এতে রাক্ষসাঃ প্রোক্তা ঘোররূপা মহাবলাঃ।
রাঘবে নির্বিষাঃ সর্ব্বে সুপর্ণে পন্নগা যথা ॥ ৬
তস্য জ্যাবিপ্রমুক্তাস্তে শরাঃ কাঞ্চনভূষণাঃ।
শরীরং বিধমিষ্যন্তি গঙ্গাকূলমিবোর্ম্ময়ঃ ॥ ৭
অসুরৈর্বা সুরৈর্বা ত্বং যদ্যবধ্যোহসি রাবণ।
উৎপাদ্য সুমহদ্বৈরং জীবংস্তস্য ন মোক্ষ্যসে ॥ ৮
স তে জীবিতশেষস্য রাঘবোহন্তকরো বলী।

ষট্‌পঞ্চাশ সর্গ।

শোক-কৃশা বিদেহরাজ-নন্দিনী সীতা, রাবণের সেই কথা শুনিয়া উভয়ের মধ্যে একগাছি তৃণ রাখিয়া নির্ভয়ে তাহাকে উত্তর দিলেন—“রাজা দশরথ ধর্ম্মের পর্ব্বততুল্য অভেদ্য সেতুস্বরূপ ছিলেন, যিনি ভ্রাতা লক্ষ্মণের সহিত তোর প্রাণ সংহার করিবেন, ‘সত্যপ্রতিজ্ঞ’ বলিয়া ত্রিভুবনখ্যাত ধর্ম্মাত্মা, দীর্ঘবাহু সিংহস্কন্ধ, বিশালচক্ষু, রঘুকুলনন্দন সেই রাম তাঁহার তনয়। ইক্ষ্বাকুকুলসম্ভূত রাম আমার পতি ও দেবতা। যদি তুই আমাকে তাঁহার সম্মুখে বলপূর্ব্বক ধর্ষণা করিতে পারিতিস্ তবে, যেমন জনস্থানবাসী খর নিহত হইয়া ভূতলে শয়ন করিয়াছে সেইরূপ তুইও নিহত হইয়া রণভূমে শয়ন করিতিস্। ১—৫। তুই যে ঘোররূপ মহাবল রাক্ষসদিগকে নির্দ্দেশ করিলি, গরুড়ের নিকটে যেমন সর্পেরা হীনপ্রভ হয়, তদ্রূপ তাহারা সকলে রঘুনন্দন রামের নিকটে হীনপ্রভ হইবে। গঙ্গার তরঙ্গ যেরূপ কূল ছেদ করে, তদ্রূপ তাঁহার ধনুর্গুণ-নিক্ষিপ্ত সুবর্ণভূষিত শর সকল তাহাদিগের দেহ ভেদ করিবে। ওরে রাবণ! যদিও তুই দেবতা ও দানবগণের অবধ্য হইয়াছিস্, তথাচ তাঁহার সহিত মহৎ শত্রুতা করিয়া প্রাণ থাকিতে পরিত্রাণ পাইবি না। সেই বলবান্ রঘুনন্দন রাম তোর প্রাণ সংহার করি-

পশোর্যূপগতস্যেব জীবিতং তব দুর্লভম্ ॥ ৯
যদি পশ্যেৎ স রামস্ত্বাং রোষদীপ্তেন চক্ষুষা।
রক্ষস্ত্বমদ্য নির্দগ্ধো যথা রুদ্রেণ মন্মথঃ ॥ ১০
যশ্চন্দ্রং নভসো ভূমৌ পাতয়েন্নাশয়েত বা।
সাগরং শোষয়েদ্বাপি স সীতাং মোচয়েদিহ ॥ ১১
গতায়ুস্ত্বং গতশ্রীকো গতসত্ত্বো গতেন্দ্রিয়ঃ।
লঙ্কা বৈধব্যসংযুক্তা ত্বৎকৃতেন ভবিষ্যতি ॥ ১২
ন তে পাপমিদং কর্ম্ম সুখোদর্কং ভবিষ্যতি।
যাহং নীতা বিনাভাবং পতিপার্শ্বাৎ ত্বয়া বলাৎ ॥ ১৩
স হি দেবরসংযুক্তো মম ভর্ত্তা মহাদ্যুতিঃ।
নির্ভয়ো বীর্য্যমাশ্রিত্য শূন্যে বসতি দণ্ডকে ॥ ১৪
স তে বীর্য্যং বলং দর্পমুৎসেকঞ্চ তথাবিধম্।
অপনেষ্যতি গাত্রেভ্যঃ শরবর্ষেণ সংযুগে ॥ ১৫
যদা বিনাশো ভূতানাং দৃশ্যতে কালচোদিতঃ।
তদা কার্য্যে প্রমাদ্যন্তি নরাঃ কালবশং গতাঃ ॥ ১৬
মাং প্রধৃষ্য স তে কালঃ প্রাপ্তোঽয়ং রাক্ষসাধম।
আত্মনো রাক্ষসানাঞ্চ বধায়ান্তঃপুরস্য চ ॥ ১৭
ন শক্যা যজ্ঞমধ্যস্থা বেদিঃ স্রুগ্ভাণ্ডমণ্ডিতা।
দ্বিজাতিমন্ত্রসম্পূতা চণ্ডালেনাবমর্দ্দিতুম্ ॥ ১৮
তথাহং ধর্ম্মনিত্যস্য ধর্ম্মপত্নী দৃঢ়ব্রতা।
ত্বয়া স্প্রষ্টুং ন শক্যাহং রাক্ষসাধম পাপিনা ॥ ১৯
ক্রীড়ন্তী রাজহংসেন পদ্মখণ্ডেষু নিত্যশঃ।
হংসী সা তৃণমধ্যস্থং কথং দ্রক্ষ্যেত মদ্গুকম্ ॥ ২০
ইদং শরীরং নিঃসংজ্ঞং বন্ধ বা ঘাতয়স্ব বা।
নেদং শরীরং রক্ষ্যং মে জীবিতং বাপি রাক্ষস ॥ ২১
ন তু শক্যমপক্রোশং পৃথিব্যাং দাতুমাত্মনঃ ॥ ২২
এবমুক্ত্বা তু বৈদেহী ক্রোধাৎ সুপরুষং বচঃ।
রাবণং জানকী তত্র পুনর্নোবাচ কিঞ্চন ॥ ২৩
সীতায়া বচনং শ্রুত্বা পরুষং রোমহর্ষণম্।
প্রত্যুবাচ ততঃ সীতাং ভয়সন্দর্শনং বচঃ ॥ ২৪
শৃণু মৈথিলি মদ্বাক্যং মাসান্ দ্বাদশ ভামিনি।
কালেনানেন নাভ্যেষি যদি মাং চারুহাসিনি।
ততস্ত্বাং প্রাতরাশার্থং সূদাশ্ছেৎস্যন্তি লেশশঃ ॥ ২৫
ইত্যুক্ত্বা পরুষং বাক্যং রাবণঃ শত্রুরাবণঃ।
রাক্ষসীশ্চ ততঃ ক্রুদ্ধ ইদং বচনমব্রবীৎ ॥ ২৬
শীঘ্রমেব হি রাক্ষস্যো বিরূপা ঘোরদর্শনাঃ।
দর্পমস্যাপনেষ্যন্তু মাংসশোণিতভোজনাঃ ॥ ২৭

যেন; অতএব যূপবদ্ধ পশুর ন্যায় তোর জীবন দুর্লভ হইয়াছে। রাক্ষস! তিনি যদি ক্রোধদীপ্ত চক্ষুতে তোকে দেখেন, তবে, যেমন মদন মহাদেবের ক্রোধ-দীপ্ত নয়নে দগ্ধ হইয়াছে, তেমনি তুইও দগ্ধ হইবি। ৬—১০। চন্দ্রকে যিনি আকাশ হইতে পাতিত ও নিহত এবং সমুদ্র শোষিত করিতে পারেন, তিনি আমাকেও এ স্থান হইতে উদ্ধার করিতে পারিবেন। তুই দুর্ব্বল, শ্রীভ্রষ্ট, অবসন্নেন্দ্রিয় ও গতায়ু হইয়াছিস; তোর অপরাধেই লঙ্কাপুরী বিধবা হইবে। তুই আমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে যে বলপূর্ব্বক আমাকে স্বামীর নিকট হইতে আনিয়াছিস তোর এই পাপকার্য্য ভবিষ্যতে সুখপ্রদ হইবে না। আমার স্বামী মহাদ্যুতি রাম, ভ্রাতার সহিত বীর্য্য অবলম্বন-পূর্ব্বক নির্ভয়ে বিজন দণ্ডককাননে বাস করিতেন তিনি যুদ্ধে বাণনিক্ষেপদ্বারা তোর দেহ হইতে বল, বীর্য্য, দর্প ও এইরূপ ঔদ্ধত্য অপনীত করিবেন। ১১—১৫। দেখা যাইতেছে, যখন প্রাণিগণের মৃত্যু-কাল সমাগত হয়, তখন তাহারা কালের বশীভূত হইয়া কার্য্যাকার্য্য-বিবেচনাশূন্য হইয়া থাকে; সুতরাং রাক্ষসা-ধম! তুই যখন আমাকে ধর্ষণা করিয়াছিস্, তখন তোর নিজের, রাক্ষসদিগের এবং অন্তঃপুরের বিনাশ-কাল আসিয়াছে। পাপাচার নীচ রাক্ষস! যেরূপ ব্রাহ্মণগণকর্ত্তৃক বেদমন্ত্রসমূহদ্বারা পবিত্রীকৃতা স্রুক্ প্রভৃতি ভাণ্ডসমূহে বিভূষিতা যজ্ঞবেদি চণ্ডালের স্পৃশ্য নহে, সেইরূপ আমিও তোর স্পর্শযোগ্যা নহি; কারণ আমি নিয়তধর্ম্মরত রামের ধর্ম্মপত্নী এবং আমার সঙ্কল্পও অতিশয় দৃঢ়। যে হংসী সতত রাজহংসের সহিত পদ্মসমূহের উপরিভাগে ক্রীড়া করে, সে কিরূপে তৃণমধ্যবর্ত্তী মদ্গুপক্ষীকে দর্শন করিবে? । ১৬—২০। রে রাক্ষস! আমার এই চেতনাবিহীন দেহ বা জীবন রক্ষণীয় নহে; তুই ইহাকে বন্ধন কর্ বা বধ কর্, আমি পৃথিবীমধ্যে স্বীয় কলঙ্ক বিস্তার করিতে পারিব না।” বিদেহরাজ-জনকনন্দিনী সীতা ক্রোধবশতঃ রাবণকে উক্তরূপ পরুষবাক্য বলিয়া পুনরায় আর কিছুই বলিলেন না। অনন্তর রাবণ, সীতার সেই রোমহর্ষণ পরুষ বাক্য শুনিয়া তাঁহাকে ভয় দেখাইয়া এই কথায় প্রত্যুত্তর করিল “চারুহাসিনী মিথিলারাজনন্দিনি! তুমি আমার কথা শ্রবণ কর। ভামিনি! তুমি যদি সংবৎসরের মধ্যে আমার অনুগতা না হও, তবে পাচকেরা আমার প্রাতর্ভোজনের জন্য তোমাকে খণ্ডে খণ্ডে ছেদন করিবে।” ২১—২৫। যাহার প্রভাবে শত্রুরা আর্ত্তনাদ করে, সেই রাবণ ক্রুদ্ধ হইয়া সীতাকে সেইরূপ পরুষ-বাক্য বলিয়া বিরূপা বিকটদর্শনা রক্তমাংসভোজনা রাক্ষসীদিগকে বলিল, “তোরা শীঘ্র ইহার দর্প অপনয়ন

বচনাদেব তাস্তস্ত বিরূপা ঘোরদর্শনাঃ।
কৃতপ্রাঞ্জলয়ো ভূত্বা মৈথিলীং পর্য্যবারয়ন্॥ ২৮
স তাঃ প্রোবাচ রাজাসৌ রাবণো ঘোরদর্শনাঃ।
প্রচল্য চরণোৎকর্ষৈর্দারয়ন্নিব মেদিনীম্॥ ২৯
অশোকবনিকামধ্যে মৈথিলী নীয়তামিতি।
তত্রেয়ং রক্ষ্যতাং গূঢ়ং যুষ্মাভিঃ পরিবারিতা॥ ৩০
তত্রৈনাং তর্জ্জনৈর্ঘোরৈঃ পুনঃ সান্ত্বৈশ্চ মৈথিলীম্।
আনয়ধ্বং বশং সর্ব্বা বন্যাং গজবধূমিব॥ ৩১
ইতি প্রতিসমাদিষ্টা রাক্ষস্যো রাবণেন তাঃ।
অশোকবনিকাং জগ্মু মৈথিলীং পরিগৃহ্য তু॥ ৩২
সর্ব্বকামফলৈর্বৃক্ষৈর্নানাপুষ্পফলৈর্বৃতাম্।
সর্ব্বকালমদৈশ্চাপি দ্বিজৈঃ সমুপসেবিতাম্॥ ৩৩
সা তু শোকপরীতাঙ্গী মৈথিলী জনকাত্মজা।
রাক্ষসীবশমাপন্না ব্যাঘ্রীণাং হরিণী যথা॥ ৩৪
শোকেন মহতা গ্রস্তা মৈথিলী জনকাত্মজা।
ন শর্ম্ম লভতে ভীরুঃ পাশবদ্ধা মৃগী যথা॥ ৩৫
ন বিন্দতে তত্র তু শর্ম্ম মৈথিলী
বিরূপনেত্রাভিরতীব তর্জ্জিতা।
পতিং স্মরন্তী দয়িতঞ্চ দেবরং
বিচেতনাভূদ্ভয়শোকপীড়িতা॥ ৩৬
ইত্যারণ্যকাণ্ডে ষট্পঞ্চাশঃ সর্গঃ॥ ৫৬॥

কর"। সেই বিকটদর্শনা ভয়ঙ্করী রাক্ষসীরা অঞ্জলি-বন্ধনপূর্ব্বক তাহার কথানুযায়ী সীতাকে বেষ্টন করিল। পরে রাক্ষসরাজ রাবণ যেন পদভরে ধরা কম্পিত ও বিদারিত করত তাহাদিগকে কহিল,—"তোরা সকলে বন্য হস্তিনীর ন্যায়, এই মিথিলারাজ-নন্দিনী সীতাকে অশোকবনমধ্যে লইয়া গিয়া ইহার চতুর্দ্দিকে থাকিয়া গুপ্তভাবে রক্ষা করত সান্ত্বনাপূর্ণ ও ভয়প্রদ ভর্ৎসনা-পূর্ণ বাক্যে ইহাকে আমার বশীভূতা করিয়া দে। ২৮—৩১। রাক্ষসীরা রাবণের সেইরূপ আদেশ পাইয়া মিথিলারাজনন্দিনী সীতাকে লইয়া নিয়ত প্রমত্ত-বিহঙ্গগণে সেবিত নানাবিধ অভিলষিত ফলফুল-সম্পন্ন বৃক্ষসমূহে পরিবৃত অশোকবনে গেল। তখন মিথিলারাজ-নন্দিনী জানকী মহাশোকার্ত্তা মলিনা ও রাক্ষসীদিগের বশীভূতা হইয়া, ব্যাঘ্রীদিগের বশীভূতা অথবা পাশবদ্ধা হরিণীর ন্যায়, সুখ লাভ করিলেন না। তিনি বিরূপনয়না রাক্ষসীগণকর্ত্তৃক অতিশয় তিরস্কৃতা হইয়া সুখ লাভ করিতে পারিলেন না, বরং প্রিয় পতি ও দেবরকে স্মরণ করত শোকে ও ভয়ে সন্তাপিত হইয়া অচেতনা হইলেন। ৩২—৩৬।

সপ্তপঞ্চাশঃ সর্গঃ।

রাক্ষসং মৃগরূপেণ চরন্তং কামরূপিণম্।
নিহত্য রামো মারীচং তূর্ণং পথি ন্যবর্ত্তত॥ ১
তস্য সন্ত্বরমাণস্য দ্রষ্টুকামস্য মৈথিলীম্।
ক্রূরস্বনোহথ গোমায়ুর্বিননাদাস্য পৃষ্ঠতঃ॥ ২
স তস্য স্বরমাজ্ঞায় দারুণং রোমহর্ষণম্।
শঙ্কয়ামাস গোমায়োঃ স্বরেণ পরিশঙ্কিতঃ॥ ৩
অশুভং বত মন্যেহহং গোমায়ুর্বাশ্যতে যথা।
স্বস্তি স্যাদপি বৈদেহ্যা রাক্ষসৈর্ভক্ষণং বিনা॥ ৪
মারীচেন তু বিজ্ঞায় স্বরমালক্ষ্য মামকম্।
বিক্রুষ্টং মৃগরূপেণ লক্ষ্মণঃ শৃণুয়াদ্যদি॥ ৫
স সৌমিত্রিঃ স্বরং শ্রুত্বা তাঞ্চ হিত্বাথ মৈথিলীম্।
তয়ৈব প্রহিতঃ ক্ষিপ্রং মৎসকাশমিহৈষ্যতি॥ ৬
রাক্ষসৈঃ সহিতৈর্নূনং সীতায়া ঈপ্সিতো বধঃ।
কাঞ্চনশ্চ মৃগো ভূত্বা ব্যপনীয়াশ্রমাত্তু মাম্॥ ৭
দূরং নীত্বাথ মারীচো রাক্ষসোহভূচ্ছরাহতঃ।
হা লক্ষ্মণ হতোহস্মীতি যদ্বাক্যং ব্যাজহার হ॥ ৮

সপ্তপঞ্চাশ সর্গ।

এদিকে মৃগরূপে বিচরণকারী কামরূপী মারীচ রাক্ষসকে বধ করিয়া রাম অবিলম্বে প্রতিনিবৃত্ত হইয়া মিথিলা-রাজনন্দিনী সীতাকে দেখিবার অভিলাষে দ্রুতবেগে প্রস্থান করিলে, তাঁহার পশ্চাৎদিকে শৃগাল ভয়ঙ্কর স্বরে রব করিল। রাম শৃগালের সেই শব্দে উদ্বিগ্ন হইয়া মারীচের তদ্রূপ রোমহর্ষণ শব্দের বিষয় চিন্তা করত এরূপ আশঙ্কা করিলেন, ঐ শৃগাল যেরূপে শব্দ করিতেছে, তাহাতে আমার বোধ হইতেছে যে, নিশ্চয়ই অশুভ ঘটিবে। এক্ষণে যদি রাক্ষসেরা বিদেহরাজ-নন্দিনী সীতাকে ভক্ষণ না করে, তবেই মঙ্গল। মৃগ-রূপধারী মারীচ কৌশলপূর্ব্বক আমার স্বর অনুকরণ করিয়া যে শব্দ করিয়াছে, যদি সুমিত্রানন্দন, লক্ষ্মণ তাহা শুনিয়া থাকেন, তবে স্বয়ং অথবা সেই স্বর-শ্রবণকারিণী মিথিলারাজনন্দিনী সীতার নিয়োগে বাধ্য হইয়া তাঁহাকে পরিত্যাগপূর্ব্বক আমার নিকটে সত্বর আসিতে পারেন। ১—৬। রাক্ষসেরা সকলে মিলিয়া সীতাকে বধ করিতে মনস্থ করিয়াছে, সন্দেহ নাই; কারণ মারীচ রাক্ষস স্বর্ণময়মৃগরূপ ধারণপূর্ব্বক আশ্রম হইতে আমাকে বহুদূরে আনিয়া আমার শরে বিদ্ধ হইয়া লক্ষ্মণকেও আনিবার মানসে 'হা লক্ষ্মণ! আমি নিহত হইলাম!' এরূপ বাক্য প্রয়োগ করিয়াছে।

অপি স্বস্তি ভবেদ্দ্বাভ্যাং রহিতাভ্যাং ময়া বনে।
জনস্থাননিমিত্তং হি কৃতবৈরোঽস্মি রাক্ষসৈঃ।
নিমিত্তানি চ ঘোরাণি দৃশ্যন্তেঽদ্য বহূনি চ। ৯
ইত্যেবং চিন্তয়ন্ রামঃ শ্রুত্বা গোমায়ুনিস্বনম্।
নিবর্ত্তমানস্ত্বরিতো জগাম শ্রমমাত্মবান্। ১০
আত্মনশ্চাপনয়নং মৃগরূপেণ রক্ষসা।
আজগাম জনস্থানং রাঘবঃ পরিশঙ্কিতঃ। ১১
তং দীনমানসং দীনমাসেদুর্মৃগপক্ষিণঃ।
সব্যং কৃত্বা মহাত্মানং ঘোরাংশ্চ সসৃজুঃ স্বরান্। ১২
তানি দৃষ্ট্বা নিমিত্তানি মহাঘোরাণি রাঘবঃ।
ততো লক্ষ্মণমায়ান্তং দদর্শ বিগতপ্রভম্। ১৩
ততোঽবিদূরে রামেণ সমীয়ায় স লক্ষ্মণঃ।
বিষণ্ণঃ সন্ বিষণ্ণেন দুঃখিতো দুঃখভাগিনা। ১৪
স জগর্হেঽথ তং ভ্রাতা দৃষ্ট্বা লক্ষ্মণমাগতম্।
বিহায় সীতাং বিজনে বনে রাক্ষসসেবিতে। ১৫
গৃহীত্বা চ করং সব্যং লক্ষ্মণং রঘুনন্দনঃ
উবাচ মধুরোদর্কমিদং পরুষমার্ত্তবৎ। ১৬
অহো লক্ষ্মণ গর্হ্যং তে কৃতং যৎ ত্বং বিহায় তাম্।
সীতামিহাগতঃ সৌম্য কচ্চিৎ স্বস্তি ভবেদিতি। ১৭

ন মেঽস্তি সংশয়ো বীর সর্ব্বথা জনকাত্মজা।
বিনষ্টা ভক্ষিতা বাপি রাক্ষসৈর্বনচারিভিঃ।
অশুভান্যেব ভূয়িষ্ঠং যথা প্রাদুর্ভবন্তি মে। ১৮
অপি লক্ষ্মণ সীতায়াঃ সামগ্র্যং প্রাপ্নুয়ামহে।
জীবন্ত্যাঃ পুরুষব্যাঘ্র সুতায়া জনকস্য বৈ। ১৯
যথা বৈ মৃগসঙ্ঘাশ্চ গোমায়ুশ্চৈব ভৈরবম্।
বাশন্তে শকুনাশ্চাপি প্রদীপ্তামভিতো দিশম্।
অপি স্বস্তি ভবেৎ তস্যা রাজপুত্র্যা মহাবল। ২০

ইদং হি রক্ষো মৃগসন্নিকাশং
প্রলোভ্য মাং দূরমনুপ্রয়াতম্।
হতং কথঞ্চিন্মহতা শ্রমেণ
স রাক্ষসোঽভূন্ম্রিয়মাণ এব। ২১
মনশ্চ মে দীনমিহাপ্রহৃষ্টং
চক্ষুশ্চ সব্যং কুরুতে বিকারম্।
অসংশয়ং লক্ষ্মণ নাস্তি সীতা
হৃতা মৃতা বা পথি বর্ত্ততে বা। ২২

ইত্যারণ্যকাণ্ডে সপ্তপঞ্চাশঃ সর্গঃ। ৫৭।

আমি জনস্থানে বাস করিয়া রাক্ষসদিগের সহিত শত্রুতাচরণ করিয়াছি; সম্প্রতি অতি ভয়ঙ্কর বহুতর দুর্লক্ষণ দেখা যাইতেছে; যদি আমাব্যতিরেকে তাঁহারা কুশলে থাকেন তবেই মঙ্গল!" ৭—৯। বিশুদ্ধচিত্ত মহাত্মা রঘুনন্দন রাম প্রতিনিবৃত্ত হইয়া সেই শৃগালের রব শুনিয়া ঐরূপ চিন্তা করিতে করিতে দ্রুতবেগে আশ্রমের দিকে যাইতে লাগিলেন। তিনি মৃগরূপ-ধারী নিশাচরকর্ত্তৃক নিজের অপনয়ন চিন্তা করত শঙ্কিত হইয়া দীনমানসে ও দুঃখিতভাবে আসিলেন। তখন মৃগ ও পক্ষীরা তাঁহাকে বামভাগে রাখিয়া বিচরণ করত নানাবিধ দুর্নিমিত্তসূচক রব করিতে লাগিল। রঘুনন্দন রাম সেই সকল ভয়ঙ্কর দুর্লক্ষণ দেখিয়া যাইতে যাইতে পথিমধ্যে, লক্ষ্মণকে মলিনবদনে আসিতে দেখিলেন। পরে লক্ষ্মণ ক্রমে রামের নিকটে আসিলেন। তখন তাঁহারা উভয়েই দুঃখিত ও বিষণ্ণ ছিলেন। পরে রঘুনন্দন রাম কনিষ্ঠ ভ্রাতা লক্ষ্মণকে রাক্ষসসেবিত বিজনবনমধ্যে সীতাকে একাকিনী রাখিয়া আসিতে দেখিয়া তাঁহার দক্ষিণ হস্ত ধারণ করিয়া তাঁহাকে নিন্দা করত আতুরের ন্যায়, এই শ্রুতি-কঠোর মধুরার্থযুক্ত বাক্য বলিলেন, "শুভদর্শন লক্ষ্মণ! তুমি সীতাকে একাকিনী রাখিয়া এস্থানে আসিয়াছ, তোমার এই কার্য্য অত্যন্ত নিন্দনীয়। এক্ষণে মঙ্গল হইলেই ভাল। ১০—১৭। বীর! এতক্ষণ জনক-নন্দিনী সীতা, অরণ্যচারী রাক্ষসগণকর্ত্তৃক বিনষ্টা বা ভক্ষিতা হইয়া থাকিবেন, ইহাতে আমার বিন্দুমাত্রও সন্দেহ নাই; কেননা আমার চারিদিকে নানাবিধ অশুভ লক্ষণ সকল প্রাদুর্ভূত হইতেছে। পুরুষশ্রেষ্ঠ লক্ষ্মণ! আমরা কি আশ্রমে যাইয়া জনকনন্দিনী সীতাকে জীবিতা ও কুশলসমন্বিতা লাভ করিব? মহাবল! শৃগাল, মৃগ ও পক্ষিগণ সূর্য্যসেবিত প্রদীপ্ত দিক্ আশ্রয় করিয়া যেরূপ রব করিতেছে, তাহাতে কি রাজতনয়া সীতার কুশল সম্ভব হইতে পারে? ঐ মৃগরূপধারী রাক্ষস প্রলোভিত করিয়া আশ্রম হইতে আমাকে বহু দূরে আনিয়া মৎকর্ত্তৃক বহু পরিশ্রমে কোনরূপে নিহত হইয়া মৃত্যু সময়ে রাক্ষসস্বরূপ ধারণ করিয়াছে। লক্ষ্মণ! আমার মন দীনভাবাপন্ন ও বিষণ্ণ এবং বামচক্ষু স্পন্দিত হইতেছে? সীতা আশ্রমে নাই; তিনি মৃতা অথবা রাক্ষসকর্ত্তৃক হৃতা হইয়াছেন, অথবা ম্রিয়মাণা হইয়া পথিমধ্যে বর্ত্তমানা রহিয়াছেন, ইহাতে বিন্দুমাত্রও সংশয় নাই।" ১৮—২২।

অষ্টপঞ্চাশঃ সর্গঃ ।

স দৃষ্ট্বা লক্ষ্মণং দীনং শূন্যং দশরথাত্মজঃ ।
পর্য্যপৃচ্ছত ধর্ম্মাত্মা বৈদেহীমাগতং বিনা ॥ ১
প্রস্থিতং দণ্ডকারণ্যং যা মামনুজগাম হ ।
ক সা লক্ষ্মণ বৈদেহী যাং হিত্বা ত্বমিহাগতঃ ॥ ২
রাজ্যভ্রষ্টস্য দীনস্য দণ্ডকান্ পরিধাবতঃ ।
ক সা দুঃখসহায়া মে বৈদেহী তনুমধ্যমা ॥ ৩
যাং বিনা নোৎসহে বীর মুহূর্ত্তমপি জীবিতুম্ ।
ক সা প্রাণসহায়া মে সীতা সুরসুতোপমা ॥ ৪
পতিত্বমমরাণাং হি পৃথিব্যাশ্চাপি লক্ষ্মণ ।
বিনা তাং তপনীয়াভাং নেচ্ছেয়ং জনকাত্মজাম্ ॥ ৫
কচ্চিজ্জীবতি বৈদেহী প্রাণৈঃ প্রিয়তরা মম ।
কচ্চিৎ প্রব্রাজনং বীর ন মে মিথ্যা ভবিষ্যতি ॥ ৬
সীতানিমিত্তং সৌমিত্রে মৃতে ময়ি গতে ত্বয়ি ।
কচ্চিৎ সকামা কৈকেয়ী সুখিতা সা ভবিষ্যতি ॥ ৭
সপুত্ত্ররাজ্যাং সিদ্ধার্থাং মৃতপুত্ত্রা তপস্বিনী ।
উপস্থাস্যতি কৌশল্যা কচ্চিৎ সৌম্যেন কৈকেয়ীম্ ॥ ৮
যদি জীবতি বৈদেহী গমিষ্যাম্যাশ্রমং পুনঃ ।
সংবৃত্তা যদি বৃত্তা সা প্রাণাংস্ত্যক্ষ্যামি লক্ষ্মণ ॥ ৯
যদি মামাশ্রমগতং বৈদেহী নাভিভাষতে ।
পুনঃ প্রহসিতা সীতা বিনশিষ্যামি লক্ষ্মণ ॥ ১০
ব্রূহি লক্ষ্মণ বৈদেহী যদি জীবতি বা ন বা ।
ত্বয়ি প্রমত্তে রক্ষোভির্ভক্ষিতা বা তপস্বিনী ॥ ১১
সুকুমারী চ বালা চ নিত্যঞ্চাদুঃখভাগিনী ।
মদ্বিয়োগেন বৈদেহী ব্যক্তং শোচতি দুর্ম্মনাঃ ॥ ১২
সর্ব্বথা রক্ষসা তেন জিহ্মেন সুদুরাত্মনা ।
বদতা লক্ষ্মণেত্যুচ্চৈস্তবাপি জনিতং ভয়ম্ ॥ ১৩
শ্রুতশ্চ মন্যে বৈদেহ্যা স স্বরঃ সদৃশো মম ।
ত্রস্তয়া প্রেষিতস্ত্বঞ্চ দ্রষ্টুং মাং শীঘ্রমাগতঃ ॥ ১৪
সর্ব্বথা তু কৃতং কষ্টং সীতামুৎসৃজতা বনে ।
প্রতিকর্ত্তুং নৃশংসানাং রক্ষসাং দত্তমন্তরম্ ॥ ১৫
দুঃখিতাঃ খরঘাতেন রাক্ষসাঃ পিশিতাশনাঃ ।
তৈঃ সীতা নিহতা ঘোরৈর্ভবিষ্যতি ন সংশয়ঃ ॥ ১৬

অষ্টপঞ্চাশ সর্গ ।

দশরথতনয় ধর্ম্মাত্মা রাম, লক্ষ্মণকে বিদেহরাজনন্দিনী সীতাকে পরিত্যাগপূর্ব্বক সমাগত, বিষণ্ণচিত্ত ও দীনভাবাপন্ন দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—"লক্ষ্মণ! আমি ভয়ঙ্কর দণ্ডকারণ্যের অভিমুখে যাত্রা করিলেও, যিনি আমার অনুগামিনী হইয়াছেন এবং তুমি যাঁহাকে একাকিনী রাখিয়া আসিয়াছ সেই বিদেহরাজনন্দিনী সীতা এক্ষণে কোথায় আছেন? আমি রাজ্যচ্যুত ও দীনভাবাপন্ন হইয়া দণ্ডককাননে ভ্রমণ করিতেছি, এ সময়েও যিনি আমার দুঃখভোগের অংশ গ্রহণ করিতেছেন, সেই ক্ষীণমধ্যমা বিদেহরাজ-নন্দিনী সীতা এক্ষণে কোথায় আছেন? বীর! আমি যাঁহাকে ছাড়িয়া এক মুহূর্ত্তও জীবন ধারণ করিতে পারি না,—যিনি আমার প্রাণের সহায়, সেই দেবকন্যাতুল্যা সীতা এক্ষণে কোথায় আছেন? লক্ষ্মণ! মিথিলারাজ জনকের তনয়া তপ্তকাঞ্চনবর্ণা সীতা আমার প্রাণ অপেক্ষাও প্রিয়তমা, আমি তাঁহাকে ছাড়িয়া পৃথিবীর বা দেবলোকের প্রভুত্বও লাভ করিতে ইচ্ছা করি না। ১—৫। তিনি বাঁচিয়া আছেন ত? বীর! আমি যে উদ্দেশে বিবাসিত হইয়াছি, তাহা কি পূর্ণ হইবে? লক্ষ্মণ! আমি সীতার শোকে মরিলে এবং তুমি অযোধ্যায় ফিরিয়া গেলে, কৈকেয়ী দেবী পূর্ণমনোরথা হইয়া কি সুখী হইবেন?—যাঁহার পুত্ত্রই রাজা থাকিবে আমার জননী তপস্বিনী কৌশল্যা দেবী মৃতপুত্ত্রা হইয়া কি বিনীতভাবে সেই কৈকেয়ী দেবীর সেবা করিবেন? লক্ষ্মণ! সাধ্বী বিদেহরাজনন্দিনী সীতা যদি জীবিতা থাকেন তবে আমি পুনর্ব্বার আশ্রমে যাইব; কিন্তু তিনি যদি জীবিতা না থাকেন, তবে আমি প্রাণত্যাগ করিব। লক্ষ্মণ! আমি আশ্রমে উপস্থিত হইলে, যদি বিদেহরাজকুমারী সীতা আমার সম্মুখে, হাসিতে হাসিতে আমাকে সম্ভাষণ না করেন, তবে আমি নিশ্চয়ই প্রাণ ত্যাগ করিব। লক্ষ্মণ! তপস্বিনী বিদেহ-রাজ-তনয়া সীতা এক্ষণে জীবিতা আছেন, কি না, তাহা তুমি বল। তুমি প্রমত্ত হইলে, রাক্ষসগণ কি তাঁহাকে ভক্ষণ করিয়াছে? যিনি কখনই দুঃখভোগ করেন না, সেই সুকুমারী ললনা বিদেহরাজ-নন্দিনী সীতা সম্প্রতি আমার বিরহে উন্মনা হইয়া নিশ্চয়ই শোক করিতেছেন। ৬—১২। সেই দুরাত্মা নৃশংস রাক্ষস উচ্চস্বরে 'হা লক্ষ্মণ!' বলিয়া সর্ব্বপ্রকারে তোমারও ভয় উৎপাদন করিয়াছে। আমার বোধ হয়, বিদেহরাজ-নন্দিনী সীতা আমার কণ্ঠস্বরের ন্যায় সেই শব্দ শুনিয়া থাকিবেন। পরে তিনি ভীতা হইয়া তোমাকে পাঠাইলে তুমি আমার অনুসন্ধানার্থ শীঘ্র এখানে আসিয়াছ। সে যাহা হউক, তুমি সীতাকে একাকিনী বনমধ্যে পরিত্যাগ করিয়া সর্ব্বতোভাবেই ক্লেশকর কার্য্য করিয়াছ এবং ক্রূরস্বভাব রাক্ষসদিগকে প্রতীকার করিবার সুযোগ দিয়াছ। মাংসভোজী ভীষণ রাক্ষসেরা খরের নিধনে দুঃখিত হইয়াছে; সুতরাং

অহোঽস্মি ব্যসনে মগ্নঃ সর্ব্বথা রিপুনাশন।
কিং ত্বিদানীং করিষ্যামি শঙ্কে প্রাপ্তব্যমীদৃশম্॥ ১৭
ইতি সীতাং বরারোহাং চিন্তয়ন্নেব রাঘবঃ।
আজগাম জনস্থানং ত্বরয়া সহলক্ষ্মণঃ॥ ১৮
বিগর্হমাণোঽনুজমার্ত্তরূপং
ক্ষুধা শ্রমেণৈব পিপাসয়া চ।
বিনিশ্বসন্ শুষ্কমুখো বিষণ্ণঃ
প্রতিশ্রয়ং প্রাপ্য সমীক্ষ্য শূন্যম্॥ ১৯
স্বমাশ্রমং স প্রবিগাহ্য বীরো
বিহারদেশাননুসৃত্য কাংশ্চিৎ।
এতৎ তদিত্যেব নিবাসভূমৌ
প্রহৃষ্টরোমা ব্যথিতো বভূব॥ ২০
ইত্যারণ্যকাণ্ডে অষ্টপঞ্চাশঃ সর্গঃ॥ ৫৮॥

একোনষষ্টিতমঃ সর্গঃ।

অথাশ্রমাদুপাবৃত্তমন্তরা রঘুনন্দনঃ।
পরিপপ্রচ্ছ সৌমিত্রিং রামো দুঃখার্দিদং বচঃ॥ ১
তমুবাচ কিমর্থং ত্বমাগতোঽপাস্য মৈথিলীম্।
যদা সা তব বিশ্বাসাদ্বনে বিরহিতা ময়া॥ ২
দৃষ্ট্বৈবাভ্যাগতং ত্বাং মে মৈথিলীং ত্যজ্য লক্ষ্মণ।
শঙ্কমানং মহৎ পাপং যৎ সত্যং ব্যথিতং মনঃ॥ ৩
স্ফুরতে নয়নং সব্যং বাহুশ্চ হৃদয়ঞ্চ মে।
দৃষ্ট্বা লক্ষ্মণ দূরে ত্বাং তয়া বিরহিতং পথি॥ ৪
এবমুক্তস্তু সৌমিত্রির্লক্ষ্মণঃ শুভলক্ষণঃ।
ভূয়ো দুঃখসমাবিষ্টো দুঃখিতং রামমব্রবীৎ॥ ৫
ন স্বয়ং কামকারেণ তাং ত্যক্ত্বাহমিহাগতঃ।
প্রচোদিতস্তয়ৈবোগ্রৈস্ত্বৎসকাশমিহাগতঃ॥ ৬
আর্য্যেণেব পরিক্রুষ্টং লক্ষ্মণেতি সুবিস্বরম্।
পরিত্রাহীতি যদ্বাক্যং মৈথিল্যাস্তচ্ছ্রুতিং গতম্॥ ৭
সা তমার্ত্তস্বরং শ্রুত্বা তব স্নেহেন মৈথিলী।
গচ্ছ গচ্ছেতি মামাহ রুদন্তী ভয়বিক্লবা॥ ৮
প্রচোদ্যমানেন ময়া গচ্ছেতি বহুশস্তয়া।
প্রত্যুক্তা মৈথিলী বাক্যমিদং তৎপ্রত্যয়ান্বিতম্॥ ৯
ন তৎ পশ্যাম্যহং রক্ষো যদস্য ভয়মাবহেৎ।
নির্বৃতা ভব নাস্ত্যেতৎ কেনাপ্যেতদুদাহৃতম্॥ ১০

তাহারা নিশ্চয়ই সীতাকে বধ করিয়া থাকিবে। শত্রু-দমন! আমি সকল প্রকারেই বিপদাপন্ন হইলাম। হায়! এক্ষণে আমি আর কি করি। আমার ভয় হইতেছে যে, আমার বিপদ্ অবশ্যম্ভাবী?" ১৩—১৭। পিপাসায় শুষ্কবদন এবং ক্ষুধা ও শ্রমে বিষণ্ণ সেই রঘুনন্দন বীর রাম দুঃখার্ত্ত লক্ষ্মণকে ঐরূপ জিজ্ঞাসা-পূর্ব্বক নিন্দা করত বরারোহা সীতাকেই চিন্তা করিতে করিতে লক্ষ্মণের সহিত ত্বরান্বিত হইয়া দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগপূর্ব্বক জনস্থানের যে প্রদেশে আশ্রম ছিল তথায় আসিলেন এবং আশ্রম-সন্নিহিত প্রদেশ শূন্য দেখিয়া তন্মধ্যে প্রবেশ করিয়া তাহাও শূন্য দেখিলেন। পরে তিনি আশ্রমের নিকটবর্ত্তী প্রত্যেক বিহারস্থানে যাইয়া তাহাও শূন্য দেখিয়া, আমার এই পত্নীবিয়োগ-রূপ বিপদ্ অবশ্যম্ভাবী, ইহা স্থির করিয়া রোমাঞ্চিত ও ব্যথিত হইলেন। ১৮—২০।

ঊনষষ্টিতম সর্গ।

রঘুনন্দন রাম আশ্রম হইতে সমাগত সুমিত্রানন্দন লক্ষ্মণের সহিত আশ্রমের দিকে যাইতে যাইতে দুঃখ-প্রযুক্ত পথিমধ্যে পুনরায় তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'আমি যখন তোমার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করিয়াই বনমধ্যে বিদেহরাজ-দুহিতা সীতাকে একাকিনী রাখিয়া আসিয়াছি, তখন তুমি তাঁহাকে একাকিনী পরিত্যাগ করিয়া কেন এখানে আসিয়াছ? লক্ষ্মণ! তুমি মিথিলা-রাজনন্দিনী সীতাকে একাকিনী পরিত্যাগ করিয়া আসি-য়াছ, দেখিয়া আমার হৃদয় যে ভয়ানক অমঙ্গল আশঙ্কা করত ব্যথিত হইতেছে, তাহা যথার্থ; কারণ পথিমধ্যে দূর হইতেই তোমাকে সীতাবিহীন দেখিয়া আমার হৃদয় এবং বাম হস্ত ও নয়ন স্পন্দিত হইতেছে।" ১—৪। শুভলক্ষণ সুমিত্রানন্দন লক্ষ্মণ, দুঃখার্ত্ত রামের ঐরূপ কথা শুনিয়া অধিকতর দুঃখিত হইলেন, এবং তাঁহাকে কহিলেন, "আমি স্বেচ্ছাপূর্ব্বক এ স্থানে আসি নাই, পরন্তু তিনি আমাকে দুর্ব্বাক্য বলিয়া পাঠাইয়া দিয়াছেন, এই জন্যই তাঁহাকে একাকিনী রাখিয়া এখানে আপনার নিকট আসিয়াছি। 'লক্ষ্মণ পরিত্রাণ কর!' আপনার কণ্ঠস্বরের ন্যায় উচ্চারিত স্বরে এই যে বাক্য উচ্চারিত হয়, তাহা মৈথিলী শুনিয়া-ছিলেন। আর্য্য! তিনি সেই আর্ত্তস্বর শুনিয়াই ভয়ে ব্যাকুল হইয়া আপনার প্রতি অত্যন্ত অনুরাগবশতঃ রোদন করত আমাকে 'শীঘ্র যাও শীঘ্র যাও' এই কথা বলিলেন। আমি মিথিলা রাজনন্দিনীকর্ত্তৃক বারম্বার 'যাও' 'যাও' এই বাক্যে অনিরুদ্ধ হইয়া তাঁহার বিশ্বাসজনক এই কথায় তাঁহাকে প্রত্যুত্তর দিলাম,— 'রামের ভয় জন্মাইতে পারে, এরূপ কোন রাক্ষসকেই আমি দেখিতে পাই না; তিনি যে এরূপ শব্দ করিবেন তাহাও সম্ভবে না; সুতরাং কোন রাক্ষস এই শব্দ

বিগর্হিতঞ্চ নীচঞ্চ কথমার্য্যোঽভিধাস্যতি।
ত্রাহীতি বচনং সীতে যস্ত্রায়েৎ ত্রিদশানপি॥ ১১
কিংনিমিত্তন্তু কেনাপি ভ্রাতুরালম্ব্য মে স্বরম্।
বিস্বরং ব্যাহৃতং বাক্যং লক্ষ্মণ ত্রাহি মামিতি॥ ১২
রাক্ষসেনেরিতং বাক্যং ত্রাসাৎ ত্রাহীতি শোভনে।
ন ভবত্যা ব্যথা কার্য্যা কুনারীজনসেবিতা॥ ১৩
অলং বিক্লবতাং গন্তুং স্বস্থা ভব নিরুৎসুকা।
ন চাস্তি ত্রিষু লোকেষু পুমান্ যো রাঘবং রণে॥ ১৪
জাতো বা জায়মানো বা সংযুগে যঃ পরাজয়েৎ।
অজেয়ো রাঘবো যুদ্ধে দেবৈঃ শক্রপুরোগমৈঃ॥ ১৫
এবমুক্তা তু বৈদেহী পরিমোহিতচেতনা।
উবাচাশ্রূণি মুঞ্চন্তী দারুণং মামিদং বচঃ॥ ১৬
ভাবো ময়ি তবাত্যর্থং পাপ এব নিবেশিতঃ।
বিনষ্টে ভ্রাতরি প্রাপ্তুং ন চ ত্বং মামবাপ্স্যসি॥ ১৭
সঙ্কেতাদ্ভরতেন ত্বং রামং সমনুগচ্ছসি।
ক্রোশন্তং হি যথাত্যর্থং নৈনমভ্যবপদ্যসে॥ ১৮
রিপুঃ প্রচ্ছন্নচারী ত্বং মদর্থমনুগচ্ছসি।
রাঘবস্যান্তরং প্রেপ্সুস্তথৈনং নাভিপদ্যসে॥ ১৯
এবমুক্তস্তু বৈদেহ্যা সংরব্ধো রক্তলোচনঃ।
ক্রোধাৎ প্রস্ফুরমাণোষ্ঠ আশ্রমাদভিনির্গতঃ॥ ২০
এবং ব্রুবাণং সৌমিত্রিং রামঃ সন্তাপমোহিতঃ।
অব্রবীদ্দুষ্কৃতং সৌম্য তাং বিনা যত্ত্বমিহাগতঃ॥ ২১
জানন্নপি সমর্থং মাং রক্ষসামপবারণে।
অনেন ক্রোধবাক্যেন মৈথিল্যা নির্গতো ভবান্॥ ২২
ন হি তে পরিতুষ্যামি ত্যক্ত্বা যদসি মৈথিলীম্।
ক্রুদ্ধায়াঃ পরুষং শ্রুত্বা স্ত্রিয়া যৎ ত্বমিহাগতঃ॥ ২৩
সর্ব্বথা ত্বপনীতং তে সীতয়া যৎ প্রচোদিতঃ।
ক্রোধস্য বশমাগম্য নাকরোঃ শাসনং মম॥ ২৪
অসৌ হি রাক্ষসঃ শেতে শরেণাভিহতো ময়া।
মৃগরূপেণ যেনাহমাশ্রমাদপবাহিতঃ॥ ২৫
বিকৃষ্য চাপং পরিধায় সায়কং
সলীলবাণেন চ তাড়িতো ময়া।
মার্গীং তনুং ত্যজ্য চ বিক্লবস্বরো
বভূব কেয়ূরধরঃ স রাক্ষসঃ॥ ২৬

করিয়াছে ইহাতে সন্দেহ নাই; আপনি সুস্থির হউন। সীতে! যিনি দেবতাগণকেও পরিত্রাণ করেন, সেই আর্য্য রাম 'আমাকে পরিত্রাণ কর।' কিরূপে এই নীচ বাক্য প্রয়োগ করিবেন? ইহা কোন রাক্ষসেরই ছল। শোভনে! 'আমাকে ত্রাণ কর' এই বাক্য ভয়প্রযুক্ত কোন রাক্ষসই উচ্চারণ করিয়াছে; আপনি নীচবংশীয়া স্ত্রীলোকের ন্যায় ব্যথিতা হইবেন না। ইন্দ্রপ্রমুখ দেবতারাও রণে রঘুনন্দনরামকে পরাজয় করিতে পারিবেন না; অধিক কি, তাঁহাকে যুদ্ধে পরাস্ত করিতে পারে, ত্রিভুবনমধ্যে এরূপ ব্যক্তি অদ্যাপি জন্মে নাই, জন্মিতেছে না এবং জন্মিবেও না; সুতরাং আপনি বিষাদ পরিত্যাগপূর্ব্বক সুস্থ হউন এবং আমাকে তাঁহার নিকটে পাঠাইবার সঙ্কল্প পরিত্যাগ করুন।' ৪—১৫। তৎকালে বিদেহরাজনন্দিনী সীতার চিত্ত মোহাশ্রিত হইয়াছিল, অতএব তিনি আমার সেইরূপ বাক্য শুনিয়াও অশ্রু ত্যাগ করিতে করিতে আমাকে এই সুদারুণ বাক্য বলিলেন,—'তুই আমার প্রতি অত্যন্ত পাপাভিলাষ করিয়াছিস্। রাম নিহত হইলে, তুই আমাকে লাভ করিতে ইচ্ছা করিতেছিস্। কিন্তু আমাকে লাভ করিতে পারিবি না। আমার বোধ হইতেছে যে, ভরতের সঙ্কেতানুসারেই তুই রামের সহিত হেথা আসিয়াছিস্; কেননা তিনি পরিত্রাণের জন্য বহুতর চীৎকার করিতেছেন, তথাপি তুই তাঁহার নিকটে যাইতেছিস্ না। তুই রঘুনন্দন রামের শত্রু; আমাকে লাভ করিবার জন্য তাঁহার বিপদ্ কামনা করিয়া গুপ্তভাবে মিত্ররূপে তাঁহার সহিত আসিয়াছিস; অতএব এ সময়ে তাঁহার নিকটবর্ত্তী হইতেছিস না।' বিদেহরাজনন্দিনী সীতা ঐরূপ বলিলে আমার অত্যন্ত রাগ হইল; এমন কি, ক্রোধে নয়নদ্বয় রক্তবর্ণ হইয়া উঠিল এবং ওষ্ঠ কম্পিত হইতে লাগিল। তাহার পরেই আমি আশ্রম হইতে বাহির হইয়াছি।" ১৬—২০। লক্ষ্মণ ঐকথা বলিলে রাম সন্তাপে মোহিত হইয়া তাঁহাকে বলিলেন, "লক্ষ্মণ! যাহা হউক, এক্ষণে তাঁহাকে একাকিনী রাখিয়া এখানে আসা তোমার ভাল হয় নাই। আমি রাক্ষসদিগকে নিবারণ করিতে পারি, ইহা বিশেষরূপে জানিয়াও তুমি মিথিলারাজনন্দিনী সীতার ঐ ক্রোধোক্তি শুনিয়া আশ্রম হইতে বাহির হইয়াছ? তুমি যে ক্রোধান্বিতা মিথিলারাজ-নন্দিনী সীতার পরুষ বাক্য শুনিয়া তাঁহাকে একাকিনী রাখিয়া এখানে আসিয়াছ, তাহাতে আমি তোমার প্রতি সন্তুষ্ট হইতেছি না। তুমি সীতার নিয়োগে এবং ক্রোধের বশীভূত হইয়া যে, আমার আজ্ঞা পালন কর নাই, তোমার এই কার্য্য সর্ব্বতোভাবে নীতিবিরুদ্ধ। যে মৃগরূপ ধরিয়া আমাকে আশ্রম হইতে অপনীত করিয়াছে, ঐ দেখ, সেই রাক্ষস আমার বাণে নিহত হইয়া ভূতলে শয়ন করিয়া রহিয়াছে। আমি অনায়াসে ধনু আকর্ষণপূর্ব্বক বাণ সন্ধান করিয়া নিক্ষেপ করিলে বাণদ্বারা বিদ্ধ হইয়া

শরাহতেনৈব তদার্ত্তয়া গিরা
স্বরং মমালম্ব্য সুদূরসংশ্রবম্ ।
উদাহৃতং তদ্বচনং সুদারুণং
ত্বমাগতো যেন বিহায় মৈথিলীম্ ॥ ২৭
ইত্যারণ্যকাণ্ডে একোনষষ্টিতমঃ সর্গঃ ॥ ৫৯ ॥

ষষ্টিতমঃ সর্গঃ ।

ভৃশমাব্রজমানস্য তস্যাধো বামলোচনম্ ।
প্রাস্ফুরচ্চাস্খলদ্রামো বেপথুশ্চাস্য জায়তে ॥ ১
উপালক্ষ্য নিমিত্তানি সোঽশুভানি মুহুর্মুহুঃ ।
অপি ক্ষেমন্তু সীতায়া ইতি বৈ ব্যাজহার হ ॥ ২
ত্বরমাণো জগামাথ সীতাদর্শনলালসঃ ।
শূন্যমাবসথং দৃষ্ট্বা বভূবোদ্বিগ্নমানসঃ ॥ ৩
উদ্ভ্রমন্নিব বেগেন বিক্ষিপন্ রঘুনন্দনঃ ।
তত্র তত্রোটজস্থানমভিবীক্ষ্য সমন্ততঃ ॥ ৪
দদর্শ পর্ণশালাঞ্চ সীতয়া রহিতং তদা ।
শ্রিয়া বিরহিতাং ধ্বস্তাং হেমন্তে পদ্মিনীমিব ॥ ৫
রুদন্তমিব বৃক্ষৈশ্চ ম্লানপুষ্পমৃগদ্বিজম্ ।
শ্রিয়া বিহীনং বিধ্বস্তং সন্ত্যক্তং বনদৈবতৈঃ ॥ ৬
বিপ্রকীর্ণাজিনকুশং বিপ্রবিদ্ধবৃষীকটম্ ।
দৃষ্ট্বা শূন্যোটজস্থানং বিললাপ পুনঃপুনঃ ॥ ৭
হৃতা মৃতা বা নষ্টা বা ভক্ষিতা বা ভবিষ্যতি ।
নিলীনাপ্যথবা ভীরুরথবা বনমাশ্রিতা ॥ ৮
গতা বিচেতুং পুষ্পাণি ফলান্যপি চ বা পুনঃ ।
অথবা পদ্মিনীং যাতা জলার্থং বা নদীং গতা ॥ ৯
যত্নান্মৃগয়মাণস্তু নাসসাদ বনে প্রিয়াম্ ।
শোকরক্তেক্ষণঃ শ্রীমানুন্মত্ত ইব লক্ষ্যতে ॥ ১০
বৃক্ষাদ্বৃক্ষং প্রধাবন্ স গিরীংশ্চাপি নদীন্নদম্ ।
বভ্রাম বিলপন্ রামঃ শোকপঙ্কার্ণবপ্লুতঃ ॥ ১১
অস্তি কচ্চিৎ ত্বয়া দৃষ্টা সা কদম্বপ্রিয়া প্রিয়া ।
কদম্ব যদি জানীষে শংস সীতাং শুভাননাম্ ॥ ১২
স্নিগ্ধপল্লবসঙ্কাশাং পীতকৌশেয়বাসিনীম্ ।
শংসস্ব যদি সা দৃষ্টা বিল্ব বিল্বোপমস্তনী ॥ ১৩
অথবার্জ্জুন শংস ত্বং প্রিয়াং তামর্জ্জুনপ্রিয়াম্ ।
জনকস্য সুতা তন্বী যদি জীবতি বা ন বা ॥ ১৪
ককুভঃ ককুভোরুং তাং ব্যক্তং জানাতি মৈথিলীম্ ।

মৃতদেহ পরিত্যাগপূর্ব্বক ভীষণ শব্দ করত সে কেয়ূরধারী রাক্ষস হইল। তুমি যে কথা শুনিয়া মিথিলারাজ-নন্দিনী সীতাকে একাকিনী পরিত্যাগপূর্ব্বক আসিয়াছ, ঐ রাক্ষস আমার বাণে আহত হইয়া বহুদূরস্থ ব্যক্তির শ্রবণযোগ্য আমার স্বর অনুকরণ করিয়া নিদারুণ বাক্য প্রয়োগ করিয়াছে।' ২১—২৭।

ষষ্টিতম সর্গ ।

অনন্তর রাম আশ্রমের দিকে ত্বরিতবেগে গমন করত অতিশয় ব্যাকুল হইলেন এবং তাঁহার বাম চক্ষু স্পন্দিত ও দেহ কম্পিত হইল। তিনি বারংবার অশুভ লক্ষণ সকল দেখিয়া "সীতার কি মঙ্গল হইবে" বলিলেন এবং সীতাকে দেখিবার জন্য ত্বরান্বিত হইয়া আশ্রমে গমন-পূর্ব্বক তাহা শূন্য দেখিয়া উদ্বিগ্নচিত্ত হইলেন। পরে রঘুনন্দন রাম বাহুবিক্ষেপ-সহকারে আশ্রমের চারিদিকে বেগে ভ্রমণ করত সেই সেই স্থান শূন্য দেখিয়া পর্ণকুটীর মধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন এবং তাহাও সীতাশূন্য—সুতরাং হেমন্তে হিমবিধ্বস্ত-পদ্মসমাকুল পদ্মাকর সরোবরের ন্যায় শ্রীহীন দেখিলেন। ১—৫। আশ্রমমণ্ডল সীতাশূন্য, বন-দেবতাগণ-কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত, বিষাদাবিত-মৃগপক্ষি-সমূহে সেবিত, শ্রীহীন এবং পতিত-কট, (মাদুর) কুশাসন, অজিন ও কুশসমূহে সমাকুল হইয়া মলিনপুষ্পশালী বৃক্ষসমূহদ্বারা যেন ঊর্দ্ধহস্তে রোদন করিতেছেন, দেখিয়া তিনি বারংবার বিলাপ করত কহিলেন, "হায়! সীতা মরিয়াছেন, কি অদৃষ্টা হইয়াছেন অথবা রাক্ষসেরা তাঁহাকে ভক্ষণ করিয়াছে, কি হরণ করিয়া লইয়া গিয়াছে; কিংবা সেই ভীরু সীতা বনমধ্যে আশ্রয় গ্রহণ করিয়া লুক্কায়িতা হইয়াছেন, কি পুষ্প চয়ন বা ফল আহরণ করিবার নিমিত্ত গিয়াছেন, অথবা বারি আনয়নার্থে নদীতে গিয়াছেন, কিম্বা ভ্রমণার্থে পদ্মি-নীমধ্যে নির্গতা হইয়াছেন।" ৬—৯। পরে শ্রীমান্ রাম যত্নে বনমধ্যে প্রিয়তমা সীতাকে অনুসন্ধান করত না পাইয়া শোকে আরক্তলোচন হইলেন এবং পাগলের ন্যায় দেখাইতে লাগিলেন। পরে তিনি শোকরূপ পঙ্কিল সাগরমধ্যে নিমজ্জিত হইয়া বন, নদী ও পর্ব্বতে ভ্রমণ করত বিলাপ করিতে লাগিলেন, "ওহে কদম্ব! তুমি আমার প্রিয়তমা মনোহরবদনা সীতার প্রিয়, তুমি তাঁহাকে দেখিয়াছ? যদি তুমি তাঁহাকে দেখিয়া থাক, তবে আমাকে বল। ওহে বিল্ব! মনোহরপল্লবতুল্য-প্রভাশালিনী, পীতবর্ণকৌশেয়-বসন-পরিধায়িনী সীতার স্তন তোমার ফলের ন্যায়; যদি তুমি তাঁহাকে দেখিয়া থাক, বল;—ওহে অর্জ্জুন! তুমি আমার প্রিয়তমা জনকনন্দিনী কৃশাঙ্গী সীতার প্রিয়, এক্ষণে তিনি আছেন কি না, তাহা আমার নিকটে বল। এই

লতাপল্লবপুষ্পাঢ্যো ভাতি হ্যেষ বনস্পতিঃ ॥ ১৫
ভ্রমরৈরুপগীতশ্চ যথা দ্রুমবরো হ্যসি।
এষ ব্যক্তং বিজানাতি তিলকস্তিলকপ্রিয়াম্ ॥ ১৬
অশোক শোকাপনুদ শোকোপহতচেতসম্।
ত্বন্নামানং কুরু ক্ষিপ্রং প্রিয়াসন্দর্শনেন মাম্ ॥ ১৭
যদি তাল ত্বয়া দৃষ্টা পক্বতালোপমস্তনী।
কথয়স্ব বরারোহাং কারুণ্যং যদি তে ময়ি ॥ ১৮
যদি দৃষ্টা ত্বয়া জম্বো জাম্বূনদসমপ্রভা।
প্রিয়াং যদি বিজানাসি নিঃশঙ্কং কথয়স্ব মে ॥ ১৯
অহো ত্বং কর্ণিকারাদ্য পুষ্পিতঃ শোভসে ভৃশম্।
কর্ণিকারপ্রিয়াং সাধ্বীং শংস দৃষ্টা যদি প্রিয়া ॥ ২০
চূতনীপমহাশালান্ পনসান্ কুরবাংস্তথা।
দাড়িমানপি তান্ গত্বা দৃষ্ট্বা রামো মহাযশাঃ ॥ ২১
বকুলানথ পুন্নাগান্ চন্দনান্ কেতকাংস্তথা।
পৃচ্ছন্ রামো বনে ভ্রান্ত উন্মত্ত ইব লক্ষ্যতে ॥ ২২
অথবা মৃগশাবাক্ষীং মৃগ জানাসি মৈথিলীম্।
মৃগবিপ্রেক্ষণী কান্তা মৃগীভিঃ সহিতা ভবেৎ ॥ ২৩
গজ সা গজনাসোরুর্যদি দৃষ্টা ত্বয়া ভবেৎ।
তাং মন্যে বিদিতাং তুভ্যমাখ্যাহি বরবারণ ॥ ২৪
শার্দূল যদি সা দৃষ্টা প্রিয়া চন্দ্রনিভাননা।
মৈথিলী মম বিস্রব্ধঃ কথয়স্ব ন তে ভয়ম্ ॥ ২৫
কিং ধাবসি প্রিয়ে নূনং দৃষ্টাসি কমলেক্ষণে।
বৃক্ষেণাচ্ছাদ্য চাত্মানং কিং মাং ন প্রতিভাষসে ॥ ২৬
তিষ্ঠ তিষ্ঠ বরারোহে ন তেঽস্তি করুণা ময়ি।
নাত্যর্থং হাস্যশীলাসি কিমর্থং মামুপেক্ষসে ॥ ২৭
পীতকৌশেয়কেনাসি সূচিতা বরবর্ণিনি।
ধাবন্ত্যপি ময়া দৃষ্টা তিষ্ঠ যদ্যস্তি সৌহৃদম্ ॥ ২৮
নৈব সা নূনমথবা হিংসিতা চারুহাসিনী।
কৃচ্ছ্রং প্রাপ্তং হি মাং নূনং যথোপেক্ষিতুমর্হতি ॥ ২৯
ব্যক্তং সা ভক্ষিতা বালা রাক্ষসৈঃ পিশিতাশনৈঃ।
বিভজ্যাঙ্গানি সর্ব্বাণি ময়া বিরহিতা প্রিয়া ॥ ৩০
নূনং তচ্ছুভদন্তোষ্ঠং সুনাসং শুভকুণ্ডলম্।

কুটজ বৃক্ষ, লতা পল্লব ও পুষ্প সমূহে সমাকুল হইয়া অতীব শোভা পাইয়াছে। কুটজ! তুমি তরুদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। ভৃঙ্গনিচয় তোমাতে বসিয়া ঝঙ্কার করিতেছে; তুমি আমার প্রিয়ার সংবাদ জান ত বল। এ উত্তর দিল না। এই তিলকবৃক্ষ তিলকপ্রিয়া সীতার বিষয় নিশ্চয়ই জানে। ১০—১৬। ওহে শোকনাশক অশোক! আমি অত্যন্ত শোকাতুর হইয়াছি; তুমি শীঘ্র আমার প্রিয়তমাকে দেখাইয়া আমাকে শোকমুক্ত কর।—ওহে তাল! যাঁহার স্তন তোমার পক্ব ফলের তুল্য, যদি তুমি সেই বরারোহা সীতাকে দেখিয়া থাক এবং যদি আমার প্রতি তোমার করুণা হয়, তবে আমার নিকটে তাঁহার সংবাদ বল। জম্বুবৃক্ষ! আমার প্রেয়সী কাঞ্চনবর্ণা সীতার বিষয় যদি তুমি জান,—যদি তুমি তাঁহাকে দেখিয়া থাক, তবে নির্ভয়হৃদয়ে আমাকে তাঁহার বার্ত্তা জ্ঞাপন কর।—কর্ণিকার! এক্ষণে তুমি কুসুমিত হইয়া অত্যন্ত শোভাশালী হইয়াছ, তুমি আমার প্রিয়তমা সাধ্বী সীতার বিশেষ প্রিয়; যদি তাঁহাকে দেখিয়া থাক, তবে আমার নিকটে বল।" ১৭—২০। মহাযশা রাম বনমধ্যে বিচরণ করিতে করিতে আম্র, কদম্ব, পনস, মহাশাল, কুবর দাড়িম, বকুল, পুন্নাগ, চন্দন ও কেতক বৃক্ষের নিকটে যাইয়া তাহাদিগকে নিরীক্ষণপূর্ব্বক সীতার সংবাদ জিজ্ঞাসা করত, উন্মাদের ন্যায় হইলেন। "হরিণ! তুমি কি আমার প্রিয়তমা মৃগশিশুলোচনা মিথিলারাজনন্দিনী সীতাকে জান? তিনি মৃগ দেখিবার ঔৎসুক্যবশতঃ বোধ হয় মৃগীদিগের সমভিব্যাহারিণী হইয়া থাকিবেন। ওহে গজবর! যাঁহার উরু তোমার শুণ্ডের তুল্য; তুমি সেই সীতাকে দেখিয়া থাকিবে; আমার বোধ হয়, তুমি তাঁহার সংবাদ অবগত আছ, আমার নিকটে বল। ওহে ব্যাঘ্র! যদি তুমি আমার প্রেয়সী মিথিলারাজনন্দিনী চন্দ্রমুখী সীতাকে দেখিয়া থাক, তবে আমার নিকটে বিশ্বস্তহৃদয়ে বল; তোমার ভয় নাই। ২১—২৫। প্রিয়ে! তুমি কেন ছুটিয়া যাইতেছ? কমললোচনে! আমি তোমাকে দেখিতে পাইতেছি; কেন তুমি বৃক্ষরাজি-মধ্যে লুক্কায়িতা থাকিয়া আমার সহিত সম্ভাষণ করিতেছ না? বরারোহে! তুমি থাক; আমার প্রতি কি তোমার দয়া নাই? চারুহাসিনি! কি জন্য আমাকে উপেক্ষা করিতেছ? বরবর্ণিনি! আমি তোমাকে ধাবিত হইতে দেখিয়াছি; আমি তোমার পীতবর্ণ কৌশেয় বস্ত্র দেখিয়া চিনিতে পারিয়াছি, এক্ষণে যদি আমার প্রতি তোমার ভালবাসা থাকে, তবে দাঁড়াও। না,—এ ত সেই চারুহাসিনী সীতা নহেন, কেননা, তিনি এত দুঃখের সময়ে কখনই আমাকে উপেক্ষা করিতেন না; নিশ্চয়ই রাক্ষসেরা তাঁহাকে বিনাশ করিয়া থাকিবে। মাংসভোজী রাক্ষসেরা আমার অসাক্ষাতে নিশ্চয়ই আমার প্রিয়তমা বালা সীতার অঙ্গ সকল বিভক্ত করিয়া ভক্ষণ করিয়াছে। ২৬—৩০। তাঁহার সেই

পূর্ণচন্দ্রনিভং গ্রস্তং মুখং নিশ্চ্যতয়াং গতম্ ॥ ৩১
সা হি চন্দ্রসবর্ণাভা গ্রীবা গ্রৈবেয়কোচিতা।
কোমলা বিলপন্ত্যাস্ত কান্তায়া ভক্ষিতা শুভা ॥ ৩২
নূনং বিক্ষিপ্যমাণৌ তৌ বাহূ পল্লবকোমলৌ।
ভক্ষিতৌ বেপমানাগ্রৌ সহস্তাভরণাঙ্গদৌ ॥ ৩৩
ময়া বিরহিতা বালা রক্ষসাং ভক্ষণায় বৈ।
সার্থেনেব পরিত্যক্তা ভক্ষিতা বহুবান্ধবা ॥ ৩৪
হা লক্ষ্মণ মহাবাহো পশ্যসে ত্বং প্রিয়াং ক্বচিৎ।
হা প্রিয়ে ক গতা ভদ্রে হা সীতেতি পুনঃপুনঃ ॥ ৩৫
ইত্যেবং বিলপন্ রামঃ পরিধাবন্ বনাদ্বনম্।
কচিদুদ্ভ্রমতে বেগাৎ ক্বচিদ্বিভ্রমতে বলাৎ।
কচিন্মত্ত ইবাভাতি কান্তান্বেষণতৎপরঃ ॥ ৩৬
স বনানি নদীঃ শৈলান্ গিরিপ্রস্রবণানি চ।
কাননানি চ বেগেন ভ্রমত্যপরিসংস্থিতঃ ॥ ৩৭
তদা স গত্বা বিপুলং মহদ্বনং
পরীত্য সর্ব্বং ত্বথ মৈথিলীং প্রতি।
অনিষ্ঠিতাশঃ স চকার মার্গণে
পুনঃ প্রিয়ায়াঃ পরমং পরিশ্রমম্ ॥ ৩৮

ইত্যারণ্যকাণ্ডে ষষ্টিতমঃ সর্গঃ ॥ ৬০ ॥

সুন্দরদন্তযুক্ত, উৎকৃষ্ট-নাসিকা-বিশিষ্ট, সুন্দর কুণ্ডলে ভূষিত পূর্ণচন্দ্রতুল্য বদন নিশ্চয়ই রাক্ষসগ্রস্ত হইয়া প্রভাবিহীন হইয়াছে, আমার প্রিয়তমা বিলাপ করিতে থাকিলে, তাঁহার উৎকৃষ্ট গ্রৈবেয়ক-যোগ্যা, চন্দনের ন্যায় বর্ণবিশিষ্টা, কোমলা, মনোহারিণী গ্রীবা রাক্ষস-কর্ত্তৃক ভক্ষিতা হইয়াছে। রাক্ষসেরা নিশ্চয়ই সীতাকর্ত্তৃক ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্যমাণ, কম্পিতাগ্র পল্লব-সদৃশ-কোমল বলয় ও অন্যান্য আভরণযুক্ত তাঁহার হস্তদ্বয় ভক্ষণ করিয়াছেন। যেমন কোন স্ত্রী, অনেক বান্ধব থাকিলেও বনমধ্যে সহচরকর্ত্তৃক পরিত্যক্তা হইয়া হিংস্রজন্তুকর্ত্তৃক ভক্ষিতা হয়, তদ্রূপ সীতা বহুবান্ধবা হইয়াও আমাদের দ্বারা পরিত্যক্তা হইয়া রাক্ষসকর্ত্তৃক ভক্ষিতা হইয়াছেন; রাক্ষসদিগের ভক্ষণের জন্যই আমি তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়াছিলাম। ৩১—৩৪। মহাবাহো লক্ষ্মণ! তুমি কি প্রিয়তমা সীতাকে দেখিতেছ? হা প্রিয়ে সীতে! তুমি কোথায় গিয়াছ? হা ভদ্রে!" বারংবার এইরূপ বিলাপ করিতে করিতে, তিনি বনে বনে বেগে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন এবং প্রেয়সীর অন্বেষণে তৎপর হইয়া কখন সবেগে গমন, কখন বা সবলে লম্ফ প্রদান করিতে লাগিলেন এবং কখন বা উন্মাদের ন্যায় দেখাইতে লাগিলেন। এইরূপে তিনি অস্থিরহৃদয়ে বহু পর্ব্বত নদী, প্রস্রবণ, কানন ও বনমধ্যে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। পরে তিনি এক সুবিস্তৃত মহাবনে প্রবেশ করিয়া সমগ্র বন ভ্রমণ করিয়াও সীতার সন্ধান পাইলেন না। তথাপি হতাশ হইলেন না। পুনরায় প্রেয়সীর অনুসন্ধানে পরম যত্ন করিতে লাগিলেন। ৩৫—৩৮।

একষষ্টিতমঃ সর্গঃ।

দৃষ্ট্বাশ্রমপদং শূন্যং রামো দশরথাত্মজঃ।
রহিতাং পর্ণশালাঞ্চ প্রবিদ্ধান্যাসনানি চ ॥ ১
অদৃষ্ট্বা তত্র বৈদেহীং স নিরীক্ষ্য চ সর্ব্বশঃ।
উবাচ রামঃ প্রাক্রুশ্য প্রগৃহ্য রুচিরৌ ভুজৌ ॥ ২
ক নু লক্ষ্মণ বৈদেহী কং বা দেশমিতো গতা।
কেনাহৃতা বা সৌমিত্রে ভক্ষিতা কেন বা প্রিয়া ॥ ৩
বৃক্ষেণাবার্য্য যদি মাং সীতে হসিতুমিচ্ছসি।
অলং তে হসিতেনাদ্য মাং ভজস্ব সুদুঃখিতম্ ॥ ৪
যৈঃ পরিক্রীড়সে সীতে বিশ্বস্তৈর্মৃগপোতকৈঃ।
এতে হীনাস্ত্বয়া সৌম্যে ধ্যায়ন্ত্যস্রাবিলেক্ষণাঃ ॥ ৫
সীতয়া রহিতোঽহং বৈ ন হি জীবামি লক্ষ্মণ ॥ ৬
মৃতং শোকেন মহতা সীতাহরণজেন মাম্।

একষষ্টিতম সর্গ।

রাম আশ্রমপ্রদেশ শূন্য, পর্ণশালা সীতারহিত। ও আসন সকল পড়িয়া আছে দেখিয়া চতুর্দ্দিক্ নিরীক্ষণ করিয়াও বিদেহরাজ-নন্দিনী সীতাকে দেখিতে না পাইয়া সুগঠিত বাহুদ্বয় উৎক্ষেপ করত চীৎকার করিলেন এবং কহিলেন,—"লক্ষ্মণ! আমার প্রিয়তমা বৈদেহী সীতা কোথায়? তিনি এ স্থান হইতে কোথায় গিয়াছেন? সুমিত্রানন্দন! তাঁহাকে কি কেহ হরণ করিয়াছে, অথবা কেহ ভক্ষণ করিয়াছে? সীতে! যদি তুমি বৃক্ষমধ্যে লুকাইয়া আমার সহিত উপহাস করিতে ইচ্ছা করিয়া থাক, তবে আমার এই বিষম দুঃখের সময়ে আর উপহাস করিবার আবশ্যক নাই, শীঘ্র আমার কাছে আইস। শুভদর্শনে সীতে! তুমি যে সব বিশ্বস্ত হরিণশিশুদিগের সহিত ক্রীড়া করিতে, এক্ষণে তাহারা তোমার বিরহে অশ্রুপূর্ণ নয়নে তোমার ধ্যান করিতেছে। ১—৫। লক্ষ্মণ! আমি সীতার বিরহে প্রাণ ধারণ করিতে পারিব না, অতএব সীতাহরণ-

পরলোকে মহারাজো নূনং দ্রক্ষ্যতি মে পিতা ॥ ৭
কথং প্রতিজ্ঞাং সংশ্রুত্য ময়া ত্বমভিযোজিতঃ।
অপূরয়িত্বা তং কালং মৎসকাশমিহাগতঃ ॥ ৮
কামবৃত্তমনার্য্যং মাং মৃষাবাদিনমেব চ।
ধিক্ ত্বামিতি পরে লোকে ব্যক্তং বক্ষ্যতি মে পিতা ॥ ৯
বিবশং শোকসন্তপ্তং দীনং ভগ্নমনোরথম্।
মামিহোৎসৃজ্য করুণং কীর্ত্তির্নরমিবানৃজুম্ ॥ ১০
ক্ব গচ্ছসি বরারোহে মা মোৎসৃজ সুমধ্যমে।
ত্বয়া বিরহিতশ্চাহং ত্যক্ষ্যে জীবিতমাত্মনঃ ॥ ১১
ইতীব বিলপন্ রামঃ সীতাদর্শনলালসঃ।
ন দদর্শ সুদুঃখার্ত্তো রাঘবো জনকাত্মজাম্ ॥ ১২
অনাসাদয়মানং তং সীতাং শোকপরায়ণম্।
পঙ্কমাসাদ্য বিপুলং সীদন্তমিব কুঞ্জরম্।
লক্ষ্মণো রামমত্যর্থমুবাচ হিতকাম্যয়া ॥ ১৩
মা বিষাদং মহাবুদ্ধে কুরু যত্নং ময়া সহ।
ইদং গিরিবরং বীর বহুকন্দরশোভিতম্ ॥ ১৪
প্রিয়কাননসঞ্চারা বনোন্মত্তা চ মৈথিলী।
সা বনং বা প্রবিষ্টা স্যান্নলিনীং বা সুপুষ্পিতাম্ ॥ ১৫
সরিতং বাপি সম্প্রাপ্তা মীনবঞ্জুলসেবিতাম্।
বিত্রাসয়িতুকামা বা লীনা স্যাৎ কাননে ক্বচিৎ ॥ ১৬
জিজ্ঞাসমানা বৈদেহী ত্বাং মাঞ্চ পুরুষর্ষভ।
তস্যা হ্যন্বেষণে শ্রীমান্ ক্ষিপ্রমেব যতামহে ॥ ১৭
বনং সর্ব্বং বিচিনুবো যত্র সা জনকাত্মজা।
মন্যসে যদি কাকুৎস্থ মাস্ম শোকে মনঃ কৃথাঃ ॥ ১৮
এবমুক্তঃ স সৌহার্দ্দাল্লক্ষ্মণেন সমাহিতঃ।
সহ সৌমিত্রিণা রামো বিচেতুমুপচক্রমে ॥ ১৯
তৌ বনানি গিরীংশ্চৈব সরিতশ্চ সরাংসি চ।
নিখিলেন বিচিন্বন্তৌ সীতাং দশরথাত্মজৌ ॥ ২০
তস্য শৈলস্য সানূনি শিলাশ্চ শিখরাণি চ।
নিখিলেন বিচিন্বন্তৌ নৈব তামভিজগ্মতুঃ ॥ ২১
বিচিত্য সর্ব্বতঃ শৈলং রামো লক্ষ্মণমব্রবীৎ।
নেহ পশ্যামি সৌমিত্রে বৈদেহীং পর্ব্বতে শুভাম্ ॥ ২২
ততো দুঃখাভিসন্তপ্তো লক্ষ্মণো বাক্যমব্রবীৎ।
বিচরন্ দণ্ডকারণ্যং ভ্রাতরং দীপ্ততেজসম্ ॥ ২৩
প্রাপ্স্যসে ত্বং মহাপ্রাজ্ঞ মৈথিলীং জনকাত্মজাম্।

অন্য শোকে আমার প্রাণান্ত হইলে, পিতা মহারাজ দশরথের সহিত পরলোকে আমার সাক্ষাৎ হইবে এবং কামচারী মিথ্যাবাদী ও নীচ বলিয়া আমাকে নিশ্চয়ই বলিবেন যে, 'তুমি আমার আদেশে, আমার নিকটে প্রতিজ্ঞা করিয়া সেই প্রতিজ্ঞা পূরণ না করিয়া কি প্রকারে আমার নিকটে আসিয়াছ? তোমাকে ধিক্!'—বরারোহে সীতে! এক্ষণে আমি হতাশ শোকসন্তপ্ত, দীনভাবাপন্ন ও অধীর হইয়া তোমার দয়ার যোগ্য হইয়াছি, কিন্তু কীর্ত্তি যেরূপ কুটিল ব্যক্তিকে পরিত্যাগ করে, সেইরূপ তুমি আমাকে ত্যাগ করিয়া কোথায় যাইতেছ? সুমধ্যমে! তুমি আমাকে ত্যাগ করিও না; কেননা, আমি তোমার বিরহে এ প্রাণ পরিত্যাগ করিব।" ৬—১১। রাম অতিশয় দুঃখার্ত্ত হইয়া এইরূপে বিলাপ করত জনক-নন্দিনী সীতার দর্শনাকাঙ্ক্ষায় ইতস্ততঃ অন্বেষণ করিলেন। কিন্তু কোথাও সীতাকে দেখিতে পাইলেন না। পরে হস্তী যেমন বিপুল পঙ্কে পতিত হইয়া অবসন্ন হয়, তদ্রূপ তিনি সীতাকে না পাইয়া শোক-সাগরে নিমগ্ন হইয়া অবসন্ন হইলে, লক্ষ্মণ তাঁহার হিতাভিলাষে তাঁহাকে কহিলেন, "মহাবুদ্ধে! আপনি বিষণ্ণ হইবেন না। আসুন, আমরা এই বহুকন্দর-বিরাজিত গিরিকাননে তাঁহাকে অন্বেষণ করি। বীর! মিথিলারাজ-নন্দিনী সীতা বনশোভা দর্শনে নিতান্ত আগ্রহান্বিতা, বনভ্রমণ করিতে তিনি বড় ভাল বাসেন; হয়ত কোন বনে ভ্রমণ করিতে গিয়া থাকিবেন; অথবা কোন কুসুমশোভিত পদ্মসরোবরে কি মৎস্য ও বঞ্জুলনামক-বিহঙ্গশোভিত নদীতে গিয়া থাকিবেন; কিম্বা আমাদিগকে ভয় দেখাইবার জন্য, অথবা আপনি তাঁহাকে কতদূর ভালবাসেন এবং আমি তাঁহাকে কিরূপ ভক্তি করি, তাহা জানিবার জন্য কোন বনে লুকাইয়া থাকিবেন; সুতরাং শ্রীমন্ পুরুষশ্রেষ্ঠ! চলুন, শীঘ্র আমরা তাঁহার অন্বেষণে রত হই। কাকুৎস্থ! আপনি অনর্থক শোকে কাতর হইবেন না; আপনি যদি উচিত মনে করেন, তবে জনকতনয়া সীতা যেখানে থাকুন, আমরা সকল বনেই অন্বেষণ করি।" ১২—১৮। ভ্রাতৃভক্ত লক্ষ্মণ এই কথা বলিলে রাম, সযত্নে তাঁহার সহিত বন অন্বেষণ করিতে লাগিলেন। তখন সেই দুই দশরথতনয় নানা বন, পর্ব্বত, সরোবর, নদী এবং পর্ব্বতের সানু, শিখর ও সমতল প্রদেশে অন্বেষণ করত তাঁহাকে পাইলেন না। রাম সমগ্র পর্ব্বত অন্বেষণ করিয়া লক্ষ্মণকে বলিলেন, "লক্ষ্মণ! এই পর্ব্বতে শুভচরিতা বিদেহরাজ-নন্দিনী সীতাকে দেখিতে পাইতেছি না!" পরে লক্ষ্মণ দুঃখ-সন্তপ্ত হইয়া দণ্ডকারণ্যে বিচরণ করত দীপ্ততেজা ভ্রাতা রামকে কহিলেন, "মহাপ্রাজ্ঞ যেরূপ মহাবল বিষ্ণু

যথা বিষ্ণুর্মহাবাহুর্বলিং বদ্ধা মহীমিমাম্ ॥ ২৪
এবমুক্তস্তু বীরেণ লক্ষ্মণেন স রাঘবঃ।
উবাচ দীনয়া বাচা দুঃখাভিহতচেতনঃ ॥ ২৫
বনং সুবিচিতং সর্ব্বং পদ্মিন্যঃ ফুল্লপঙ্কজাঃ।
গিরিশ্চায়ং মহাপ্রাজ্ঞ বহুকন্দরনির্ঝরঃ।
নহি পশ্যামি বৈদেহীং প্রাণেভ্যোঽপি গরীয়সীম্ ॥ ২৬
এবং স বিলপন্ রামঃ সীতাহরণকর্ষিতঃ।
দীনঃ শোকসমাবিষ্টো মুহূর্ত্তং বিহ্বলোঽভবৎ ॥ ২৭
স বিহ্বলিতসর্ব্বাঙ্গো গতবুদ্ধির্বিচেতনঃ।
বিষসাদাতুরো দীনো নিঃশ্বস্যাশীতমায়তম্ ॥ ২৮
বহুশঃ স তু নিশ্বস্য রামো রাজীবলোচনঃ।
হা প্রিয়েতি বিচুক্রোশ বহুশো বাষ্পগদ্গদঃ ॥ ২৯
তং সান্ত্বয়ামাস ততো লক্ষ্মণঃ প্রিয়বান্ধবঃ।
বহুপ্রকারং শোকার্ত্তঃ প্রশ্রিতঃ প্রশ্রিতাঞ্জলিঃ ॥ ৩০
অনাদৃত্য তু তদ্বাক্যং লক্ষ্মণোষ্ঠপুটচ্যুতম্।
অপশ্যংস্তাং প্রিয়াং সীতাং প্রাক্রোশৎ স পুনঃপুনঃ ॥ ৩১

ইত্যারণ্যকাণ্ডে একষষ্টিতমঃ সর্গঃ ॥ ৬১ ॥

বলিকে বন্ধন করিয়া এই পৃথিবী লাভ করিয়াছেন, সেইরূপ আপনি মিথিলারাজ-জনক-নন্দিনী সীতাকে পাইবেন।" ১৯—২৪। দুঃখার্ত্তচিত্ত রাম বীর লক্ষ্মণের ঐরূপ উক্তি শুনিয়া সকাতরে বলিলেন, "মহাপ্রাজ্ঞ! সমস্ত বন, বিকশিতপদ্ম কমলাকর সরোবর সকল এবং এই বিবিধ কন্দর ও নির্ঝরসমন্বিত পর্ব্বত অন্বেষণ করা হইল, কিন্তু প্রাণ অপেক্ষাও প্রিয়তমা বিদেহরাজ-নন্দিনী সীতাকে দেখিতেছি না!" সীতাহরণ-সন্তপ্ত কমললোচন রাম দুঃখিতচিত্তে ঐরূপ বিলাপ করত অত্যন্ত শোকাকুল হইয়া মুহূর্ত্তকাল বিহ্বল হইলেন। তিনি দীন, আতুর, বুদ্ধিহীন, চৈতন্যশূন্য ও স্পন্দহীন হইয়া সুদীর্ঘ উষ্ণ নিশ্বাস পরিত্যাগপূর্ব্বক অবসন্ন হইয়া পড়িলেন এবং দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করত বাষ্পগদ্গদ স্বরে বারংবার "হা প্রিয়ে!" বলিয়া বিলাপ করিতে-লাগিলেন। প্রিয় বান্ধব লক্ষ্মণ তখন শোকাকুল হইয়া বিনয়সহকারে বদ্ধাঞ্জলি হইয়া তাঁহাকে সান্ত্বনা করিতে লাগিলেন, কিন্তু তিনি লক্ষ্মণের কথায় অনাদর করিয়া প্রিয়তমা সীতাকে দেখিতে না পাইয়া বারংবার চীৎকার করিতে লাগিলেন। ২৫—৩১।

দ্বিষষ্টিতমঃ সর্গঃ।

সীতামপশ্যন্ ধর্ম্মাত্মা শোকোপহতচেতনঃ।
বিললাপ মহাবাহু রামঃ কমললোচনঃ ॥ ১
পশ্যন্নিব চ তাং সীতামপশ্যন্ মন্মথার্দ্দিতঃ।
উবাচ রাঘবো বাক্যং বিলাপাশ্রয়দুর্ব্বচম্ ॥ ২
ত্বমশোকস্য শাখাভিঃ পুষ্পপ্রিয়তরা প্রিয়ে।
আবৃণোষি শরীরং তে মম শোকবিবর্দ্ধিনি ॥ ৩
কদলীকাণ্ডসদৃশৌ কদল্যা সংবৃতাবুভৌ।
উরূ পশ্যামি তে দেবি নাসি শক্তা নিগূহিতুম্ ॥ ৪
কর্ণিকারবনং ভদ্রে হসন্তী দেবি সেবসে।
অলং তে পরিহাসেন মম বাধাবহেন বৈ।
বিশেষেণাশ্রমস্থানে হাস্যোঽয়ং ন প্রশস্যতে ॥ ৫
অবগচ্ছামি তে শীলং পরিহাসপ্রিয়ং প্রিয়ে।
আগচ্ছ ত্বং বিশালাক্ষি শূন্যোঽয়মুটজস্তব ॥ ৬
সুব্যক্তং রাক্ষসৈঃ সীতা ভক্ষিতা বা হৃতাপি বা।
ন হি সা বিলপন্তং মামুপসংপ্রৈতি লক্ষ্মণ ॥ ৭
এতানি মৃগযূথানি সাশ্রুনেত্রাণি লক্ষ্মণ।
শংসন্তীব হি মে দেবীং ভক্ষিতাং রজনীচরৈঃ ॥ ৮

দ্বিষষ্টিতম সর্গ।

কমললোচন মহাবাহু ধর্ম্মাত্মা রঘুনন্দন, রাম, সীতাকে না দেখিয়া শোকে অচৈতন্য হইয়া কিয়ৎক্ষণ রোদন করিলেন। পরে তিনি কামশরে পীড়িত হইয়া সীতাকে দেখিতে না পাইয়াও যেন তাঁহাকে দর্শন করত সকাতরে বিলাপ করিতে লাগিলেন :— "প্রিয়ে! পুষ্প তোমার অত্যন্ত প্রিয়; তুমি আমার শোক-বৃদ্ধি করিবার জন্য অশোকশাখাসমূহের দ্বারা তোমার শরীর আবরণ করিতেছ! দেবি! আমি তোমার অঙ্গুলীরূপ কদলীযুক্ত কদলীবৃক্ষের ন্যায় উরু দেখিতে পাইতেছি; আর তুমি আত্মগোপন করিতে পারিবে না। ভদ্রে! তুমি হাসিতে হাসিতে কর্ণিকার-বনে ভ্রমণ করিতেছ, দেবি! আর আমাকে পরিহাস করিয়া কষ্ট দিও না। প্রিয়ে! আমার বোধ হয় তুমি নিতান্ত পরিহাসপ্রিয়; কিন্তু আশ্রমের নিকটে এরূপ পরিহাস ভাল নহে। বিশালনয়নে! তোমার পর্ণকুটীর শূন্য পড়িয়া রহিয়াছে; শীঘ্র আইস। ১—৬। লক্ষ্মণ! সীতা নিশ্চয়ই রাক্ষসগণকর্তৃক হৃতা বা ভক্ষিতা হইয়াছেন; কেননা আমি বিলাপ করিতে থাকিলে তিনি কদাচ পরিহাসচ্ছলেও আমাকে উপেক্ষা করিতেন না। লক্ষ্মণ! এই সকল হরিণ অশ্রুপূর্ণনয়নে যেন আমাকে বলিতেছে যে, রাক্ষসগণ সীতা দেবীকে ভক্ষণ করি-

হা মমার্য্যে ক যাতাসি হা সাধ্বি বরবর্ণিনি।
হা সকামাদ্য কৈকেয়ী দেবি মেহদ্য ভবিষ্যতি ॥ ৯
সীতয়া সহ নির্য্যাতো বিনা সীতামুপাগতঃ।
কথং নাম প্রবেক্ষ্যামি শূন্যমন্তঃপুরং পুনঃ ॥ ১০
নির্বীর্য্য ইতি লোকো মাং নির্দ্দয়শ্চেতি বক্ষ্যতি।
কাতরত্বং প্রকাশং হি সীতাপনয়নেন মে ॥ ১১
নিবৃত্তবনবাসশ্চ জনকং মিথিলাধিপম্।
কুশলে পরিপৃচ্ছন্তং কথং শক্ষ্যে নিরীক্ষিতুম্ ॥ ১২
বিদেহরাজো ননং মাং দৃষ্ট্বা বিরহিতং তয়া।
সুতাবিনাশসন্তপ্তো মোহস্য বশমেষ্যতি।
তাত এব কৃতার্থঃ স তত্রৈব বসতাদিতি ॥ ২৩
অথবা ন গমিষ্যামি পুরীং ভরতপালিতাম্।
স্বর্গোহপি হি তয়া হীনঃ শূন্য এব মতো মম ॥ ১৪
তন্মামুৎসৃজ্য হি বনে গচ্ছাযোধ্যাপুরীং শুভাম্।
ন ত্বহং তাং বিনা সীতাং জীবেয়ং হি কথঞ্চন ॥ ১৫
গাঢ়মাশ্লিষ্য ভরতো বাচ্যো মদ্বচনাৎ ত্বয়া।
অনুজ্ঞাতোহসি রামেণ পালয়েতি বসুন্ধরাম্। ১৬
অম্বা চ মম কৈকেয়ী সুমিত্রা চ ত্বয়া বিভো।
কৌসল্যা চ যথান্যায়মভিবাদ্যা মমাজ্ঞয়া ॥ ১৭
রক্ষণীয়া প্রযত্নেন ভবতা সূক্তচারিণা ॥ ১৮
সীতায়াশ্চ বিনাশোহয়ং মম চামিত্রসূদন।
বিস্তারেণ জনন্যা মে বিনিবেদ্যস্ত্বয়া ভবেৎ ॥ ১৯
ইতি বিলপতি রাঘবে তু দীনে
বনমুপগম্য তয়া বিনা সুকেশ্যা।
ভয়বিকলমুখস্তু লক্ষ্মণোহপি
ব্যথিতমনা ভৃশমাতুরো বভূব ॥ ২০
ইত্যারণ্যকাণ্ডে দ্বিষষ্টিতমঃ সর্গঃ ॥ ৬২ ॥

ত্রিষষ্টিতমঃ সর্গঃ।

স রাজপুত্রঃ প্রিয়য়া বিহীনঃ
শোকেন মোহেন চ পীড্যমানঃ।
বিষাদয়ন্ ভ্রাতরমার্ত্তরূপো
ভূয়ো বিষাদং প্রবিবেশ তীব্রম্ ॥ ১
স লক্ষ্মণং শোকবশাভিপন্নং
শোকে নিমগ্নো বিপুলে তু রামঃ।
উবাচ বাক্যং ব্যসনানুরূপ-
মুষ্ণং বিনিশ্বস্য রুদন্ সশোকম্ ॥ ২
ন মদ্বিধো দুষ্কৃতকর্ম্মকারী
মন্যে দ্বিতীয়োঽস্তি বসুন্ধরায়াম্।
শোকানুশোকা হি পরম্পরায়া
মামেতি ভিন্দন্ হৃদয়ং মনশ্চ ॥ ৩

যাছে'—হা আর্য্যে! তুমি কোথায় গিয়াছ? হা বর-বর্ণিনি! হা সাধ্বি!—হায়! এক্ষণে কৈকেয়ী দেবীর মনোরথ সফল হইল। হায়! আমি সীতার সহিত বাটী হইতে বহির্গত হইয়া তাঁহাকে ছাড়িয়া অযোধ্যানগরীতে প্রত্যাগমনপূর্ব্বক কিরূপে আমার অন্তঃপুরে প্রবেশ করিব। সকলেই আমাকে নির্দ্দয় ও হীনবীর্য্য বলিবে; সীতাহরণে আমার দীনত্ব স্পষ্টই প্রকাশিত হইতেছে। ৭—১১। বনবাস অবসানে যখন বিদেহরাজ জনক আমাকে কুশল জিজ্ঞাসা করিবেন, তখন আমি তাঁহাকে কিরূপে মুখ দেখাইব? তিনি আমাকে সীতাবিহীন দেখিয়া,কন্যার বিনাশে সন্তপ্ত হইয়া মোহপ্রাপ্ত হইবেন। স্বর্গগত পিতাই কৃতার্থ হইয়াছেন। তিনি স্বর্গেই বাস করুন। আমিও আর ভরতপালিত অযোধ্যা নগরীতে যাইব না; স্বর্গও যদি সীতারহিত হয়, তবে তাহাও আমার মতে শূন্য। রাজ্য ত কোন্ ছার।—লক্ষ্মণ। তুমি আমাকে বনমধ্যে পরিত্যাগ করিয়া রমণীয় অযোধ্যা নগরীতে যাও; সীতা ব্যতীত আমি কোন মতেই বাঁচিব না। ১২—১৫। তুমি ভরতকে গাঢ়ভাবে আলিঙ্গন করিয়া আমার বাক্যানুসারে বলিও যে, 'রাম তোমাকে রাজ্য পালন করিতে অনুমতি দিয়াছেন, তুমি রাজ্য পালন কর।' রিপুদমন! তুমি আমার আজ্ঞানুসারে মধ্যমা জননী কৈকেয়ী দেবী, সুমিত্রা দেবী ও কৌশল্যা দেবীকে অভিবাদন করিও; পরন্তু আমার মতাবলম্বী হইয়া আমার জননীর রক্ষায় যত্নবান্ হইও এবং বিস্তৃত রূপে তাঁহাকে আমার ও সীতার বিনাশবার্ত্তা দিও।" রাম সীতার বিরহে বনমধ্যে দীনভাবে ঐরূপ রোদন করিতে থাকিলে, লক্ষ্মণ অত্যন্ত দুঃখিত-হৃদয় এবং ভয়ে বিবর্ণবদন হইয়া অতিশয় ব্যথিত হইলেন। ১৭—২০।

ত্রিষষ্টিতম সর্গ।

রাজনন্দন রাম প্রিয়া-বিহীন, আর্ত্ত এবং ভয় ও শোকে কাতর হইয়া ভ্রাতা লক্ষ্মণকে বিষন্ন করত আরও সমধিক বিষন্ন হইলেন। তিনি ঘোরতর শোকে নিমগ্ন হইয়া দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগপূর্ব্বক বিলাপ করিতে করিতে শোকাকুল লক্ষ্মণকে শোকজ ব্যসনানুরূপ এই কথা বলিলেন,—'আমার বোধ হয় যে, ভূমণ্ডলে আমার ন্যায় দুষ্কর্ম্মকারী লোক আর নাই; কারণ, শোকপরম্পরা আমার হৃদয় ও মন

পূর্ব্বং ময়া নূনমভীপ্সিতানি
পাপানি কর্ম্মাণ্যসকৃৎ কৃতানি।
তত্রায়মদ্যাপতিতো বিপাকো
দুঃখেন দুঃখং যদহং বিশামি॥ ৪
রাজ্যপ্রণাশঃ স্বজনৈর্বিয়োগঃ
পিতুর্বিনাশো জননীবিয়োগঃ।
সর্ব্বাণি মে লক্ষ্মণ শোকবেগ-
মাপূরয়ন্তি প্রবিচিন্তিতানি॥ ৫
সর্ব্বন্তু দুঃখং মম লক্ষ্মণেদং
শান্তং শরীরে বনমেত্য শূন্যম্।
সীতাবিয়োগাৎ পুনরপ্যুদীর্ণং
কাষ্ঠৈরিবাগ্নিঃ সহসোপদীপ্তঃ॥ ৬
সা নূনমার্য্যা মম রাক্ষসেন
হৃত্যাহৃতা খং সমুপেত্য ভীরুং।
অপস্বরং সুস্বরবিপ্রলাপা
ভয়েন বিক্রন্দিতবত্যভীক্ষ্ণম্॥ ৭
তৌ লোহিতস্য প্রিয়দর্শনস্য
সদোচিতাবুত্তমচন্দনস্য।
বৃত্তৌ স্তনৌ শোণিতপঙ্কদিগ্ধৌ
নূনং প্রিয়ায়া মম নাভিপাতঃ॥ ৮
তৎশ্লক্ষ্ণসুব্যক্তমৃদুপ্রলাপং
তস্যা মুখং কুঞ্চিতকেশভারম্।
রক্ষোবশং নূনমুপাগতায়া
ন ভ্রাজতে রাহুমুখে যথেন্দুঃ॥ ৯
তাং হারপাশস্য সদোচিতান্তাং
গ্রীবাং প্রিয়ায়া মম সুব্রতায়াঃ।
রক্ষাংসি নূনং পরিপীতবন্তি
শূন্যে হি ভিত্ত্বা রুধিরাশনানি॥ ১০
ময়া বিহীনা বিজনে বনে সা
রক্ষোভিরাবৃত্য বিকৃষ্যমাণা।
নূনং বিনাদং কুররীব দীনা
সা মুক্তবত্যায়তকান্তনেত্রা॥ ১১
অস্মিন্ ময়া সার্দ্ধমুদারশীলা
শিলাতলে পূর্ব্বমুপোপবিষ্টা।
কান্তস্মিতা লক্ষ্মণ জাতহাসা
ত্বামাহ সীতা বহু বাক্যজাতম্॥ ১২
গোদাবরীয়ং সরিতাং বরিষ্ঠা
প্রিয়া প্রিয়ায়া মম নিত্যকালম্।
অপ্যত্র গচ্ছেদ্ দতি চিন্তয়ামি
নৈকাকিনী যাতি হি সা কদাচিৎ॥ ১৩
পদ্মাননা পদ্মপলাশনেত্রা
পদ্মানিবানেতুমভিপ্রয়াতা।
তদপ্যযুক্তং ন হি সা কদাচিৎ
ময়া বিনা গচ্ছতি পঙ্কজানি॥ ১৪
কামন্ত্বিদং পুষ্পিতবৃক্ষষণ্ডং
নানাবিধৈঃ পক্ষিগণৈরুপেতম্।

বিদ্ধ করিয়া আমাকে আক্রমণ করিতেছে। পূর্ব্বে নিশ্চয়ই আমি স্বেচ্ছাপূর্ব্বক বারংবার বহুতর পাপ কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়াছি; এক্ষণে তাহার ফল ফলিতে আরম্ভ হইয়াছে;—আমি ক্রমশঃ দুঃখ-পরম্পরা প্রাপ্ত হইতেছি। লক্ষ্মণ! রাজ্যনাশ, আত্মীয়বন্ধুবিচ্ছেদ, পিতৃবিনাশ ও মাতৃবিয়োগ, এ সকল মনে করিলে, আমার শোকসাগর উচ্ছলিত হইয়া উঠে। ১—৫। লক্ষ্মণ! বনমধ্যে কষ্ট পাইয়াও এ সকল দুঃখ আমার শরীরে সহ্য হইয়াছিল; কিন্তু কাষ্ঠসংযোগে অগ্নি যেমন সহসা প্রদীপ্ত হয়, তদ্রূপ সীতার বিয়োগে তাহা পুনরায় প্রদীপ্ত হইয়াছে। আমার প্রিয়তমা সুচরিতা ভীরু সীতা, নিশ্চয়ই নিশাচরকর্ত্তৃক আকাশপথে অপহৃতা হইয়াছেন। তৎকালে সেই মধুরভাষিণী ভীতা হইয়া অতি বিকৃত স্বরে বারংবার চীৎকার করিতেছিলেন। আমার প্রিয়তমার নিয়ত সুচারুদর্শন হরিচন্দনযোগ্য সুগোল স্তনদ্বয় নিশ্চয়ই রুধিররূপপঙ্কে লিপ্ত হইয়া ভূতলে পড়িয়া আছে; হা! আমার ঐরূপ পতন হয় না! চন্দ্র যেমন রাহুমুখে শোভা পায় না, তদ্রূপ আমার প্রিয়তমার মনোহর সুস্পষ্ট-মৃদুবাক্যবাদী কুঞ্চিত কেশকলাপশোভিত বদন নিশ্চয়ই রাক্ষসগ্রস্ত হইয়া শোভা পায় নাই। রক্তপায়ী রাক্ষসেরা নিশ্চয়ই আকাশপথে আমার প্রেয়সী সুব্রতা সীতার নিয়ত-হারপাশোচিতা সুন্দর গ্রীবা ভেদ করিয়া রক্ত পান করিয়াছে। ৬—১০। তখন মনোহর আয়তলোচনা সীতা নিবিড় কাননমধ্যে নিশ্চয়ই আমাকর্ত্তৃক ত্যক্তা ও রাক্ষসগণকর্ত্তৃক পরিবেষ্টনপূর্ব্বক আকৃষ্যমাণা হইয়া কুররীর ন্যায় দীনভাবে আর্ত্তনাদ করিতেছিলেন। লক্ষ্মণ! পূর্ব্বে এই দেশে মনোহর স্মিতমুখী উদার-চরিতা সীতা শিলাতলে উপবেশন করিয়া হাসিয়া হাসিয়া তোমাকে কত কথা বলিতেন। এই নদীশ্রেষ্ঠা গোদাবরী সতত আমার প্রিয়তমার অতিশয় প্রিয়া; আমার বোধ হইতেছে, তিনি তথায় গিয়া থাকিবেন; কিন্তু তিনি কখনই একাকিনী যাইতেন না। পদ্ম-পলাশলোচনা পদ্মাননা সীতা, পদ্ম-আনয়নার্থে গিয়া থাকিবেন; তাহাও অসঙ্গত, কেননা তিনি আমাব্যতীত

বনং প্রযাতা নু তদপ্যযুক্ত-
মেকাকিনী সাতিবিভেতি ভীরুঃ ॥ ১৫
আদিত্য ভো লোককৃতাকৃতজ্ঞ
লোকস্য সত্যানৃতকর্ম্মসাক্ষিন্।
মম প্রিয়া সা ক্ব গতা হৃতা বা
শংসস্ব মে শোকহতস্য সর্ব্বম্ ॥ ১৬
লোকেষু সর্ব্বেষু ন নাস্তি কিঞ্চিৎ
যৎ তেন নিত্যং বিদিতং ভবেৎ তৎ।
শংসস্ব বায়ো কুলপালিনীং তাং
মৃতা হৃতা বা পথি বর্ত্ততে বা ॥ ১৭
ইতীব তং শোকবিধেয়দেহং
রামং বিসংজ্ঞং বিলপন্তমেবম্।
উবাচ সৌমিত্রিরদীনসত্ত্বো
ন্যায়ে স্থিতঃ কালযুতঞ্চ বাক্যম্ ॥ ১৮
শোকং বিসৃজ্যাদ্য ধৃতিং ভজস্ব
সোৎসাহতা চাস্তু বিমার্গণেঽস্যাঃ।
উৎসাহবন্তো হি নরা ন লোকে
সীদন্তি কর্ম্মস্বতিদুষ্করেষু ॥ ১৯
ইতীব সৌমিত্রিমুদগ্রপৌরুষং
ব্রুবন্তমার্ত্তং রঘুবংশসত্তমঃ।
ন চিন্তয়ামাস ধৃতিং বিমুক্তবান্
পুনশ্চ দুঃখং মহদপ্যুপাগমৎ ॥ ২০

ইত্যারণ্যকাণ্ডে ত্রিষষ্টিতমঃ সর্গঃ ॥ ৬৩ ॥

আমাকে ছাড়িয়া পদ্ম আনিতে যাইতেন না। ইহা হইতেও পারে যে, তিনি এই বহুবিধপক্ষিসেবিত পুষ্পিতবৃক্ষসমূহশোভিত বনে গিয়াছেন; কিন্তু তাহাও বোধ হয় না; কেননা তিনি একান্ত ভীরুস্বভাবা; একাকিনী কোথাও যাইতে অত্যন্ত ভয় করিতেন। ১১—১৫। সর্ব্বলোককৃতাকৃতজ্ঞ রবি! আপনি সমস্ত লোকের সত্য ও মিথ্যা কর্ম্মের সাক্ষী; আমি নিতান্ত শোকাকুল হইয়াছি, আমার প্রিয়তমা সীতা অপহৃতা হইয়াছেন, অথবা কোথাও গিয়াছেন, তাহা আপনি যথার্থ বলুন।—পবন! লোকমধ্যে এরূপ কিছুই নাই যাহা আপনি বিদিত নহেন, বলুন, কুলমর্য্যাদা-রক্ষিণী সীতা হৃতা কি মৃতা হইয়াছেন, অথবা এখনও পথিমধ্যে বর্ত্তমানা আছেন।" অদীনচিত্ত ন্যায়পথে স্থিত সুমিত্রানন্দন লক্ষ্মণ ঐরূপ রোদনকারী শোকাকুল চৈতন্যহীন রামকে তৎকালোচিত বাক্য বলিলেন, "এক্ষণে আপনি শোক ত্যাগ করিয়া ধৈর্য্য ধারণ করত তাঁহার অন্বেষণে উৎসাহী হউন; কারণ উৎসাহশালী মনুষ্যেরা ইহলোকে অতিদুষ্কর কার্য্যেও অবসন্ন হন না।" রঘুকুলশ্রেষ্ঠ রাম ঐরূপ আর্ত্তবাক্যবাদী প্রখর-পৌরুষ লক্ষ্মণকে লক্ষ্যও না করিয়া ধৈর্য্য হারাইলেন এবং আরও সমধিক দুঃখিত হইলেন। ১৬—২০।

চতুঃষষ্টিতমঃ সর্গঃ।

স দীনো দীনয়া বাচা লক্ষ্মণং বাক্যমব্রবীৎ।
শীঘ্রং লক্ষ্মণ জানীহি গত্বা গোদাবরীং নদীম্ ॥ ১
অপি গোদাবরীং সীতা পদ্মান্যানয়িতুং গতা ॥ ২
এবমুক্তস্তু রামেণ লক্ষ্মণঃ পুনরেব হি।
নদীং গোদাবরীং রম্যাং জগাম লঘুবিক্রমঃ ॥ ৩
তাং লক্ষ্মণস্তীর্থবতীং বিচিত্য রামমব্রবীৎ।
নৈতাং পশ্যামি তীর্থেষু ক্রোশতো ন শৃণোতি মে ॥ ৪
কং নু সা দেশমাপন্না বৈদেহী ক্লেশনাশিনী।
ন হি তং বেদ্মি বৈ রাম যত্র সা তনুমধ্যমা ॥ ৫
লক্ষ্মণস্য বচঃ শ্রুত্বা দীনঃ সন্তাপমোহিতঃ।
রামঃ সমভিচক্রাম স্বয়ং গোদাবরীং নদীম্।
স তামুপস্থিতো রামঃ ক্ব সীতেত্যেবমব্রবীৎ ॥ ৬
ভূতানি রাক্ষসেন্দ্রেণ বধার্হেণ হৃতামপি।

চতুঃষষ্টিতম সর্গ।

দীনভাবাপন্ন রাম দীনবাক্যে লক্ষ্মণকে বলিলেন, "লক্ষ্মণ! তুমি শীঘ্র গোদাবরী নদীতে যাইয়া অবগত হও; যদি সীতা পদ্ম-চয়নার্থ তথায় গিয়া থাকেন।" লক্ষ্মণ রামের ঐ কথা শুনিয়া ত্বরিতগমনে রমণীয় ঘাটশোভিতা গোদাবরী নদীতে গমন করিলেন এবং তথায় অন্বেষণ করিয়া প্রত্যাগমনপূর্ব্বক তাঁহাকে বলিলেন, "আমি গোদাবরীর সমুদয় তীর্থ দেখিয়াছি; কিন্তু তাঁহাকে দেখিতে পাইলাম না, এবং অনেক চীৎকারও করিয়াছি, তথাপি তিনি শুনিতে পান নাই। সেই সুমধ্যমা ক্লেশহারিণী সীতা কোথায় গিয়াছেন, তাহা আমি বুঝিতে পারিতেছি না।" অনন্তর দীনভাবাপন্ন রাম, লক্ষ্মণের ঐ কথা শুনিয়া নিজেই গোদাবরী নদীতে গেলেন এবং তথায় যাইয়া তাঁহাকে "সীতা কোথায়?" জিজ্ঞাসা করিলেন। কুরঙ্গ প্রাণী ও গোদাবরী নদী তাঁহাকে বলিলেন না যে,

ন তাং শশংস রামায় তথা গোদাবরী নদী॥ ৭
ততঃ প্রচোদিতা ভূতৈঃ শংস চাস্মৈ প্রিয়ামিতি।
ন চ সা হ্যবদৎ সীতাং পৃষ্টা রামেণ শোচতা॥ ৮
রাবণস্য চ তদ্রূপং কর্ম্মাণি চ দুরাত্মনঃ।
ধ্যাত্বা ভয়াত্তু বৈদেহীং সা নদী ন শশংস হ॥ ৯
নিরাশস্তু তয়া নদ্যা সীতায়া দর্শনে কৃতঃ।
উবাচ রামঃ সৌমিত্রিং সীতাদর্শনকর্ষিতঃ।
এষা গোদাবরী সৌম্য কিঞ্চিন্ন প্রতিভাষতে॥ ১০
কিং নু লক্ষ্মণ বক্ষ্যামি সমেত্য জনকং বচঃ।
মাতরঞ্চৈব বৈদেহ্যা বিনা তামহমপ্রিয়ম্॥ ১১
যা মে রাজ্যবিহীনস্য বনে বন্যেন জীবতঃ।
সর্ব্বং ব্যপানয়চ্ছোকং বৈদেহি ক্ব নু সা গতা॥ ১২
জ্ঞাতিবর্গবিহীনস্য বৈদেহীমপ্যপশ্যতঃ।
মন্যে দীর্ঘা ভবিষ্যন্তি রাত্রয়ো মম জাগ্রতঃ॥ ১৩
মন্দাকিনীং জনস্থানমিমং প্রস্রবণং গিরিম্।
সর্ব্বাণ্যনুচরিষ্যামি যদি সীতা হি লভ্যতে॥ ১৪
এতে মহামৃগা বীর মামীক্ষন্তে পুনঃপুনঃ
বক্তুকামা ইব হি মে ইঙ্গিতান্যুপলক্ষয়ে॥ ১৫

তাংস্তু দৃষ্ট্বা নরব্যাঘ্রো রাঘবঃ প্রত্যুবাচ হ।
ক্ব সীতেতি নিরীক্ষন্ বৈ বাষ্পসংরুদ্ধয়া গিরা॥ ১৬
এবমুক্তা নরেন্দ্রেণ তে মৃগাঃ সহসোত্থিতাঃ।
দক্ষিণাভিমুখাঃ সর্ব্বে দর্শয়ন্তো নভঃস্থলম্॥ ১৭
মৈথিলী হ্রিয়মাণা সা দিশং যামভ্যপদ্যত।
তেন মার্গেণ গচ্ছন্তো নিরীক্ষন্তে নরাধিপম্॥ ১৮
যেন মার্গঞ্চ ভূমিঞ্চ নিরীক্ষন্তে স্ম তে মৃগাঃ।
পুনর্নদন্তো গচ্ছন্তি লক্ষ্মণেনোপলক্ষিতাঃ॥ ১৯
তেষাং বচনসর্ব্বস্বং লক্ষয়ামাস চেঙ্গিতম্।
উবাচ লক্ষ্মণো ধীমান্ জ্যেষ্ঠং ভ্রাতরমার্ত্তবৎ॥ ২০
ক্ব সীতেতি ত্বয়া পৃষ্টা যদিমে সহসোত্থিতাঃ।
দর্শয়ন্তি ক্ষিতিঞ্চৈব দক্ষিণাঞ্চ দিশং মৃগাঃ॥ ২১
সাধু গচ্ছাবহে দেব দিশমেতাঞ্চ নৈঋতীম্।
যদি তস্যা গমঃ কশ্চিদার্য্যা বা সাথ লক্ষ্যতে॥ ২২
বাঢ়মিত্যেব কাকুৎস্থঃ প্রস্থিতো দক্ষিণাং দিশম্।
লক্ষ্মণানুগতঃ শ্রীমান্ বীক্ষমাণো বসুন্ধরাম॥ ২৩
এবং সম্ভাষমাণৌ তাবন্যোন্যং ভ্রাতরাবুভৌ।
বসুন্ধরায়াং পতিত-পুষ্পমার্গমপশ্যতাম্॥ ২৪
পুষ্পবৃষ্টিং নিপতিতাং দৃষ্ট্বা রামো মহীতলে।

যথার্থ রাক্ষসরাজ রাবণ সীতাকে হরণ করিয়াছে। ১—৭। শোকাকুল রামের প্রশ্নে গোদাবরী নদী এবং প্রাণিগণকর্ত্তৃক "ইহাঁকে সীতার সমাচার বল" এরূপ অনুরুদ্ধা হইয়াও তাঁহাকে তাহা বলিলেন না। তিনি দুরাত্মা রাবণের সেইরূপ ও কর্ম্মচিন্তা করিয়া ভয়বশত রামকে বিদেহরাজ-নন্দিনী সীতার সংবাদ বলিলেন না। রাম সেই নদীর নিকটে সীতাদর্শনে হতাশ ও সীতার অদর্শনে ব্যথিত হইয়া সুমিত্রানন্দন লক্ষ্মণকে বলিলেন, "শুভদর্শন লক্ষ্মণ! এই গোদাবরী নদী কোনই প্রত্যুত্তর দিতেছেন না। ৮—১০। আমি বিদেহরাজ-নন্দিনী সীতাকে হারাইয়া মাতার ও জনকরাজার নিকটে যাইয়া, কি বলিব? রাজ্যচ্যুত হইয়া বনমধ্যে বন্য ফল-মূলাদিদ্বারা জীবন ধারণ করিবার সময়েও যিনি আমার দুঃখ দূর করিতেন, সেই বিদেহরাজনন্দিনী সীতা কোথায় গিয়াছেন? আমি বান্ধববিহীন হইয়া সীতারও অদর্শনে জাগরণ করিতে থাকিলে, আমার পক্ষে রাত্রি অতি দীর্ঘ হইবে। যদি সীতাকে পাওয়া যায়, তবে আমি মন্দাকিনী, জনস্থান এবং ঐ প্রস্রবণ-নামক পর্ব্বত, এই সকল স্থানেই ভ্রমণ করিতে-পারি। বীর! ঐ মহামৃগগণ বারংবার আমার পানে চাহিতেছে যে, উহাদিগের ইঙ্গিত লক্ষ্য করিয়া বোধ হইতেছে যে, উহারা যেন আমাকে কিছু বলিতে ইচ্ছা করিতেছে।" পরে রঘুনন্দন রাম মৃগদিগকে দেখিয়া বাষ্পগদ্গদ স্বরে "সীতা কোথায়?" জিজ্ঞাসা করিলেন। সেই মৃগ সকল নরেন্দ্র রামের ঐরূপ প্রশ্ন শুনিয়া সহসা উত্থানপূর্ব্বক তাহাকে আকাশ পথ দেখাইয়া দক্ষিণাভিমুখ হইল এবং মিথিলারাজ-নন্দিনী সীতা যে দিক্ দিয়া হৃতা হইয়াছেন, নরপতি-রামকে দেখাইয়া সেই দক্ষিণাদিক্ ধরিয়া যাইতে লাগিল। যে পথ দিয়া যাইবার সময় তাহারা পথ ও ভূমি দেখিতেছিল, ধীমান্ লক্ষ্মণ তাহা লক্ষ্য করিলেন এবং তাহাদিগের সেই ইঙ্গিত তাহাদের প্রত্যুত্তর বাক্য বলিয়া বুঝিতে পারিলেন। পরে তিনি জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা রামকে আর্ত্তের ন্যায় বলিলেন। ১১—২০। "দেব! আপনি মৃগদিগকে 'সীতা কোথায়' জিজ্ঞাসা করিলে, ঐ মৃগগণ সহসা উত্থিত হইয়া দক্ষিণদিক্ ও ভূমি দেখাইতেছে; সুতরাং চলুন, আমরা দক্ষিণ-দিকে যাই, যদি সেখানে আর্য্যা সীতার দেখা পাওয়া যায়, অথবা তাঁহাকে পাইবার কোন উপায় অবধারিত হয়।" তখন শ্রীমান্ কাকুৎস্থ রাম, লক্ষ্মণকে "তাহাই হউক" বলিয়া তাঁহার সহিত ভূমিভাগ দেখিতে দেখিতে দক্ষিণদিকে চলিলেন। সেই ভ্রাতাদ্বয় পরস্পর সম্ভাষণ করত যাইতে যাইতে দেখিলেন যে, পুষ্পসমূহে পথ সমাকীর্ণ রহিয়াছে।

উবাচ লক্ষ্মণং বীরো দুঃখিতো দুঃখিতং বচঃ। ২৫
অভিজানামি পুষ্পাণি তানীমানীহ লক্ষ্মণ।
অপিনদ্ধানি বৈদেহ্যা ময়া দত্তানি কাননে। ২৬
মন্যে সূর্য্যশ্চ বায়ুশ্চ মেদিনী চ যশস্বিনী।
অভিরক্ষন্তি পুষ্পাণি প্রকুর্ব্বন্তো মম প্রিয়ম্। ২৭
এবমুক্ত্বা মহাবাহুর্লক্ষ্মণং পুরুষর্ষভম্।
উবাচ রামো ধর্ম্মাত্মা গিরিং প্রস্রবণাকুলম্। ২৮
কচ্চিৎ ক্ষিতিভৃতাং নাথ দৃষ্টা সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী।
রামা রম্যে বনোদ্দেশে ময়া বিরহিতা ত্বয়া। ২৯
ক্রুদ্ধোঽব্রবীদ্গিরিং তত্র সিংহঃ ক্ষুদ্রমৃগং যথা। ৩০
তাং হেমবর্ণাং হেমাঙ্গীং সীতাং দর্শয় পর্ব্বত।
যাবৎ সানূনি সর্ব্বাণি ন তে বিধ্বংসয়াম্যহম্। ৩১
এবমুক্তস্তু রামেণ পর্ব্বতো মৈথিলীং প্রতি।
দর্শয়ন্নিব তাং সীতাং নাদর্শয়ত রাঘবে। ৩২
ততো দাশরথী রাম উবাচ চ শিলোচ্চয়ম্।
মম বাণাগ্নিনির্দ্দগ্ধো ভস্মীভূতো ভবিষ্যসি।
অসেব্যঃ পর্ব্বতশ্চৈব নিস্তৃণদ্রুমপল্লবঃ। ৩৩

বীর রাম ভূতলে পুষ্পবৃষ্টি দেখিয়া দুঃখিত হইয়া শোকাকুল লক্ষ্মণকে বলিলেন,—"লক্ষ্মণ! আমি জানিতে পারিতেছি যে, বিদেহরাজ-নন্দিনী সীতা বনমধ্যে আমার প্রদত্ত যে সকল কুসুম অঙ্গে ধারণ করিয়াছিলেন, এখানে ঐ সকল পুষ্প পতিত রহিয়াছে। আমার বোধ হয় বায়ু, সূর্য্য ও যশস্বিনী পৃথিবী দেবী আমার প্রিয়সম্পাদনজন্য এ সমস্ত পুষ্প রক্ষা করিয়াছেন।" মহাবল ধর্ম্মাত্মা রাম পুরুষশ্রেষ্ঠ লক্ষ্মণকে ঐরূপ বলিয়া বহু নির্ঝরযুক্ত প্রস্রবণনামক গিরিকে বলিলেন, "পর্ব্বতশ্রেষ্ঠ! তুমি কি রমণীয় বনমধ্যে আমা হইতে বিচ্ছিন্না সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী কমনীয়া সীতাকে দেখিয়াছ?" পরে সেই পর্ব্বত উত্তর না দিলে, সিংহ যেমন ক্ষুদ্র মৃগকে বলে, রাম সেইরূপ ক্রুদ্ধ হইয়া তাহাকে পুনরায় বলিলেন, পর্ব্বত! যাবৎ আমি তোমার সানু সকল বিধ্বংসিত না করি, সেই সময়ের মধ্যে তুমি আমার হেমপ্রভা হেমাঙ্গী সীতাকে দেখাও।" প্রস্রবণ পর্ব্বত মিথিলারাজ-নন্দিনী সীতার বিষয়ে রঘুনন্দন রামের ঐরূপ উক্তি শুনিয়া তাঁহাকে সীতাকে দেখাইতে ইচ্ছা করিয়াও দেখাইতে পারিলেন না। ২১—৩২। পরে দশরথনন্দন রাম তাহাকে পুনরায় বলিলেন, "রে পর্ব্বত! তুই আমার বাণাগুনে দগ্ধ, ভস্মীভূত এবং চতুর্দ্দিকে বৃক্ষ, তৃণ ও পল্লবশূন্য হইয়া সকল ব্যক্তিরই অসেবনীয় হইবি।"

ইমাং বা সরিতঞ্চাদ্য শোষয়িষ্যামি লক্ষ্মণ।
যদি ন খ্যাতি মে সীতামদ্য চন্দ্রনিভাননাম্। ৩৪
এবং প্রক্রুদ্ধিতো রামো দিধক্ষন্নিব চক্ষুষা।
দদর্শ ভূমৌ নিষ্ক্রান্তং রাক্ষসস্য পদং মহৎ। ৩৫
ত্রস্তায়া রামকাঙ্ক্ষিণ্যাঃ প্রধাবন্ত্যা ইতস্ততঃ।
রাক্ষসেনানুসৃপ্তায়া বৈদেহ্যাশ্চ পদানি তু। ৩৬
স সমীক্ষ্য পরিক্রান্তং সীতায়া রাক্ষসস্য চ
ভগ্নং ধনুশ্চ তূণী চ বিকীর্ণং বহুধা রথম্। ৩৭
সম্ভ্রান্তহৃদয়ো রামঃ শশংস ভ্রাতরং প্রিয়ম্।
পশ্য লক্ষ্মণ বৈদেহ্যা কীর্ণাঃ কনকবিন্দবঃ। ৩৮
ভূষণানাং হি সৌমিত্রে মাল্যানি বিবিধানি চ। ৩৯
তপ্তবিন্দুনিকাশৈশ্চ চিত্রৈঃ ক্ষতজবিন্দুভিঃ।
আবৃতং পশ্য সৌমিত্রে সর্ব্বতো ধরণীতলম্। ৪০
মন্যে লক্ষ্মণ বৈদেহী রাক্ষসৈঃ কামরূপিভিঃ।
ভিত্ত্বা ভিত্ত্বা বিভক্তা বা ভক্ষিতা বা ভবিষ্যতি। ৪১
তস্যা নিমিত্তং সীতায়া দ্বয়োর্বিবদমানয়োঃ।
বভূব যুদ্ধং সৌমিত্রে ঘোরং রাক্ষসয়োরিহ। ৪২
মুক্তামণিচিতঞ্চেদং রমণীয়ং বিভূষিতম্।
ধরণ্যাং পতিতং সৌম্য কস্য ভগ্নং মহদ্ধনুঃ।
রাক্ষসানামিদং বৎস সুরাণামথ বাপি বা। ৪৩

তৎপরে "লক্ষ্মণ! এই গোদাবরী নদী যদি আমাকে চন্দ্রমুখী সীতার সংবাদ না বলেন, তবে আমি ইহাকেও শরানলে শোষিত করিব!" এই কথা বলিয়া, রাম সক্রোধে নয়নদ্বারা যেন দগ্ধ করতঃ চারিদিকে দেখিতে দেখিতে ভূমিতলে রাক্ষসের বৃহৎ পদচিহ্ন সকল দেখিতে পাইলেন। আরও তিনি রামদর্শনাভিলাষিণী, ইতস্ততঃ ধাবিতা, ভীতা রাক্ষসকর্তৃক অনুগম্যমানা, বিদেহরাজ-নন্দিনী সীতারও অনেক পদচিহ্ন দেখিলেন। তিনি সীতা ও রাক্ষসের পরিভ্রমণ চিহ্ন, ভগ্ন ধনু, ভগ্ন তূণীর ও বহুপ্রকারে বিশীর্ণ রথ দেখিয়া সম্ভ্রান্ত হৃদয়ে প্রিয় ভ্রাতা লক্ষ্মণকে কহিলেন, "লক্ষ্মণ! ঐ দেখ, সীতার ভূষণের স্বর্ণখণ্ড সকল ও বিবিধ মালা পতিত আছে। সুমিত্রানন্দন! ভূতলের চতুর্দ্দিক্ স্বর্ণবিন্দুর ন্যায় বিচিত্র রক্তবিন্দুসমূহে রঞ্জিত রহিয়াছে, দেখ। ৩৩—৪০। আমার বোধ হয়, কামরূপী রাক্ষসেরা বিদেহরাজ নন্দিনী সীতাকে ছেদন করিয়া বিভাগপূর্ব্বক ভক্ষণ করিয়াছে! সুমিত্রানন্দন! সীতার জন্য বিবাদ করিয়া, দুইটী রাক্ষসের এই স্থলে ঘোরতর যুদ্ধ হইয়াছিল। শুভদর্শন! এই ভূতলে পতিত, মুক্তামণিখচিত সুবিভূষিত মনোহর ভগ্ন ধনু কাহার?

তরুণাদিত্যসঙ্কাশং বৈদূর্য্যগুলিকাচিতম্।
বিশীর্ণং পতিতং ভূমৌ কবচং কস্য কাঞ্চনম্॥ ৪৪
ছত্রং শতশলাকঞ্চ দিব্যমাল্যোপশোভিতম্।
ভগ্নদণ্ডমিদং সৌম্য ভূমৌ কস্য নিপাতিতম্॥ ৪৫
কাঞ্চনোরশ্ছদাশ্চেমে পিশাচবদনাঃ খরাঃ।
ভীমরূপা মহাকায়াঃ কস্য বা নিহতা রণে॥ ৪৬
দীপ্তপাবকসঙ্কাশো দ্যুতিমান্ সমরধ্বজঃ।
অপবিদ্ধশ্চ ভগ্নশ্চ কস্য সাংগ্রামিকো রথঃ॥ ৪৭
রথাক্ষমাত্রা বিশিখাস্তপনীয়বিভূষণাঃ।
কস্যেমে নিহতা বাণাঃ প্রকীর্ণা ঘোরদর্শনাঃ॥ ৪৮
শরাবরৌ শরৈঃ পূর্ণৌ বিধ্বস্তৌ পশ্য লক্ষ্মণ।
প্রতোদাভীষুহস্তোঽয়ং কস্য বা সারথির্হতঃ॥ ৪৯
পদবী পুরুষস্যৈষা ব্যক্তং কস্যাপি রক্ষসঃ।
বৈরং শতগুণং পশ্য মম তৈর্জীবিতান্তকম্॥ ৫০
সুঘোরহৃদয়ৈঃ সৌম্য রাক্ষসৈঃ কামরূপিভিঃ।
হৃতা মৃতা বা বৈদেহী ভক্ষিতা বা তপস্বিনী॥ ৫১
ন ধর্ম্মস্ত্রায়তে সীতাং হ্রিয়মাণাং মহাবনে॥ ৫২
ভক্ষিতায়াং হি বৈদেহ্যাং হৃতায়ামপি লক্ষ্মণ।
কে হি লোকে প্রিয়ং কর্ত্তুং শক্তাঃ সৌম্য মমেশ্বরাঃ॥৫৩
কর্ত্তারমপি লোকানাং শূরং করুণবেদিনম্।
অজ্ঞানাদবমন্যেরন্ সর্ব্বভূতানি লক্ষ্মণ॥ ৫৪
মৃদুং লোকহিতে যুক্তং দান্তং করুণবেদিনম্।
নির্ব্বীর্য্য ইতি মন্যন্তে নূনং মাং ত্রিদশেশ্বরাঃ॥ ৫৫
মাং প্রাপ্য হি গুণো দোষঃ সংবৃত্তঃ পশ্য লক্ষ্মণ।
অদ্যৈব সর্ব্বভূতানাং রক্ষসামভবায় চ॥ ৫৬
সংহৃত্যৈব শশিজ্যোৎস্নাং মহান্ সূর্য্য ইবোদিতঃ।
সংহৃত্যৈব গুণান্ সর্ব্বান্ মম তেজঃ প্রকাশতে॥ ৫৭
নৈব যক্ষা ন গন্ধর্ব্বা ন পিশাচা ন রাক্ষসাঃ।
কিন্নরা বা মনুষ্যা বা সুখং প্রাপ্স্যন্তি লক্ষ্মণ॥ ৫৮
মমাস্ত্রবাণসম্পূর্ণমাকাশং পশ্য লক্ষ্মণ।
অসম্পাতং করিষ্যামি হ্যদ্য ত্রৈলোক্যচারিণাম্॥ ৫৯
সন্নিরুদ্ধগ্রহগণমাবারিতনিশাকরম্।
বিপ্রনষ্টানলমরুদ্ভাস্করদ্যুতিসংবৃতম্॥ ৬০
বিনির্ম্মথিতশৈলাগ্রং শুষ্যমাণজলাশয়ম্।
ধ্বস্তদ্রুমলতাগুল্মং বিপ্রনাশিতকাননম্।
ত্রৈলোক্যন্তু করিষ্যামি সংযুক্তং কালকর্ম্মণা॥ ৬১
ন তাং কুশলিনীং সীতাং প্রদাস্যন্তি মমেশ্বরাঃ।
অস্মিন্ মুহূর্ত্তে সৌমিত্রে মম দ্রক্ষ্যন্তি বিক্রমম্॥ ৬২

বৎস! এই তরুণ সূর্য্যের ন্যায় আভাবিশিষ্ট বৈদূর্য্যময়-গুলিকাযুক্ত ধনু রাক্ষসদিগের বা দেবতাদিগের হইবে। এই ভূতলস্থ বিশীর্ণ স্বর্ণময় কবচ ও উত্তম মাল্য শোভিত শতশলাকাবিশিষ্ট ছত্র কাহার? কাহার ঐ ভগ্নদণ্ড রথ ভূমে পড়িয়া আছে? কাহার এই ভয়ঙ্কররূপ মহাকায় সুবর্ণময়বর্ম্মপরিহিত পিশাচ-বদন খর সকল যুদ্ধে বিনষ্ট হইয়াছে? এই যে উজ্জ্বল-পাবকের ন্যায় দ্যুতিমান্ যুদ্ধধ্বজ ও ভগ্ন সাংগ্রামিক রথ পড়িয়া আছে, উহাই বা কাহার? এই রথাক্ষ-পরিমিত কাঞ্চনভূষিত ভীষণ বাণ সকল নষ্ট ও সমাকীর্ণ হইয়াছে, উহা কাহার? লক্ষ্মণ! দেখ, বাণপূর্ণ তূণদ্বয় বিধ্বস্ত হইয়াছে। এই অশ্বচালন-যষ্টি ও রশ্মিধারী সারথি নিহত হইয়াছে, উহা কাহার? ঐ পদচিহ্ন নিশ্চয়ই কোন রাক্ষসের হইবে। শুভদর্শন! অতিনৃশংসহৃদয় কামরূপী রাক্ষসদিগের সহিত আমার মৃত্যুজনক অতিমহৎ শত্রুতা হইয়াছে, দেখ—তপস্বিনী সীতা মৃতা, অথবা নিশাচরগণ কর্ত্তৃক অপহৃতা কি ভক্ষিতা হইয়াছেন? মহাবনমধ্যে তাঁহাকে হরণ করিলে, ধর্ম্ম তাঁহাকে পরিত্রাণ করিলেন না। ৪১—৫২। শুভদর্শন লক্ষ্মণ! যখন বিদেহরাজ-নন্দিনী সীতাকে হরণ অথবা ভক্ষণ করিল, তখন দেবতারা আমার আর কি হিতকর কার্য্য সম্পাদন করিবেন? লক্ষ্মণ! প্রাণীরা এই সকল কারণেই অজ্ঞানবশতঃ সর্ব্বলোককর্ত্তা, পরম দয়ালু, শূরকেও, পরমেশ্বরকেও নিন্দা করিয়া থাকে। আমি মৃদুস্বভাব, লোকের হিতে রত ও অতিশয় দয়ালু; এই জন্য দেবতারা আমাকে নিশ্চয়ই বীর্য্যহীন বোধ করেন। লক্ষ্মণ! দেখ, গুণও আমাতে দোষরূপে পরিণত হইল। যুগান্তকালীন মহাসূর্য্য যেমন চন্দ্রের স্নিগ্ধ কিরণনিচয় সংহার করিয়া উদিত হন, তদ্রূপ অদ্য আমার তেজ সমস্ত গুণ সংহার করিয়া রাক্ষসদিগের, এমন কি, সমুদয় প্রাণীর বিনাশার্থের প্রদীপ্ত হইবে। লক্ষ্মণ! যক্ষ, গন্ধর্ব্ব, পিশাচ, রাক্ষস, কিন্নর বা মানব, কেহই সুখী হইতে পারিবে না। ৫৩—৫৮। লক্ষ্মণ! দেখ, অবিলম্বে আমার শরসমূহে আকাশমণ্ডল সমাকীর্ণ হইবে। অদ্য আমি বাণদ্বারা ত্রিলোকস্থিত প্রাণী-দিগের সমাগম রুদ্ধ করিব। অদ্য আমি শরজালে গ্রহসঞ্চার ও চন্দ্রোদয় নিবারিত, নির্ম্মলবায়ু বিনাশ, সাগর শোষণ, সূর্য্যকিরণ রোধ, পর্ব্বতশৃঙ্গ সকল নিপাতিত এবং সমস্ত কানন, বৃক্ষ, লতা ও গুল্ম ধ্বংসীভূত করিলে ত্রিভুবনই প্রলয়কালের সাদৃশ্য ধারণ করিবে। সুমিত্রানন্দন! যদি দেবতারা অক্ষয় অবস্থায় আমার সীতাকে না দেন, তাহা হইলে এই মুহূর্ত্তেই

আকাশমুৎপতিষ্যন্তি সর্ব্বভূতানি লক্ষ্মণ।
সমাকুলমমর্য্যাদং জগৎ পশ্যাদ্য লক্ষ্মণ ॥ ৬৩
আকর্ণপূর্ণৈরিষুভির্জীবলোকদুরাবরৈঃ।
করিষ্যে মৈথিলীহেতোরপিশাচমরাক্ষসম্ ॥ ৬৪
মম রোষপ্রযুক্তানাং বিশিখানাং বলং সুরাঃ।
দ্রক্ষ্যন্ত্যদ্য বিমুক্তানামমর্ষাদ্দূরগামিনাম্ ॥ ৬৫
নৈব দেবা ন দৈতেয়া ন পিশাচা ন রাক্ষসাঃ।
ভবিষ্যন্তি মম ক্রোধাৎ ত্রৈলোক্যেহপি প্রণাশিতে ॥ ৬৬
দেবদানবযক্ষাণাং লোকা যে রক্ষসামপি।
বহুধা নিপতিষ্যন্তি বাণৌঘৈঃ শকলীকৃতাঃ ॥ ৬৭
নির্ম্মর্য্যাদানিমান্ লোকান্ করিষ্যাম্যদ্য সায়কৈঃ।
হৃতাং মৃতাং বা সৌমিত্রে ন দাস্যন্তি মমেশ্বরাঃ ॥ ৬৮
তথারূপাং হি বৈদেহীং ন দাস্যন্তি যদি প্রিয়াম্।
নাশয়ামি জগৎ সর্ব্বং ত্রৈলোক্যং সচরাচরম্ ॥ ৬৯
যাবদ্দর্শনমস্যা বৈ তাপয়ামি চ সায়কৈঃ ॥ ৭০
ইত্যুক্ত্বা ক্রোধতাম্রাক্ষঃ স্ফুরমাণোষ্ঠসম্পুটঃ।
বল্কলাজিনমাবধ্য জটাভারমবন্ধয়ৎ ॥ ৭১
তস্য ক্রুদ্ধস্য রামস্য তথাভূতস্য ধীমতঃ।

আমার পরাক্রম দেখিতে পাইবেন। লক্ষ্মণ! সমস্ত শূন্যচারী প্রাণীরা আমার ধনুর্গুণনির্ম্মুক্ত বাণসমূহে সমাকীর্ণ আকাশবিহীন আকাশমণ্ডলে বিচরণ করিতে পারিবে না। লক্ষ্মণ! অদ্য জগৎ চারিদিকে বিমর্দ্দিত বিধ্বস্ত ও ভ্রান্ত পশুপক্ষিসমূহে সমাবৃত, মর্য্যাদা-হীন ও নিতান্ত ব্যাকুল হইবে, দেখ। অদ্য আমি মিথিলারাজ-নন্দিনী সীতার জন্য মনুষ্যলোকে অবারণীয় আকর্ণসন্ধান বাণসমূহদ্বারা জগৎ পিশাচ ও রাক্ষস-শূন্য করিব। অদ্য দেবতারা আমার ক্রোধবশতঃ দূরগামী বাণসকলের তেজ দেখিবেন। আমার ক্রোধে ত্রিভুবন ধ্বংস হইলে দেবতা, দানব পিশাচ, বা রাক্ষস, কেহই থাকিবে না। দেব, দানব, যক্ষ ও রাক্ষসদিগের লোক সকল অদ্য আমার শরাঘাতে বিচ্ছিন্ন হইয়া খণ্ডে খণ্ডে পতিত হইবে। সুমিত্রানন্দন! সীতা অপহৃতা অথবা মরিয়াই থাকেন, দেবতারা আমাকে তাদৃশ প্রিয়তমা সুন্দরী বিদেহরাজনন্দিনী সীতাকে যদি না দেন, তাহা হইলে আমি যে পর্য্যন্ত তাঁহার দেখা না পাই, তদবধি শরসমূহদ্বারা সচরাচর ত্রৈলোক্য, অধিক কি, সমস্ত জগৎ সন্তাপিত ও বিনষ্ট করিব।" ৫৯—৭০। রাম ঐ কথা বলিয়া ক্রোধে আরক্তনয়ন ও স্ফুরিতাধর হইয়া বল্কল ও অজিন বন্ধন-পূর্ব্বক জটাভার বন্ধন করিতে লাগিলেন। তখন সেই ক্রোধাবিষ্ট ভয়ঙ্কররূপবিশিষ্ট শ্রীমান্ পরপুরবিজয়ী

ত্রিপুরং জঘ্নুষঃ পূর্ব্বং রুদ্রস্যেব বভৌ তনুঃ ॥ ৭২
লক্ষ্মণাদথ চাদায় রামো নিষ্পীড্য কার্ম্মুকম্।
শরমাদায় সন্দীপ্তং ঘোরমাশীবিষোপমম্ ॥ ৭৩
সন্দধে ধনুষি শ্রীমান্ রামঃ পরপুরঞ্জয়ঃ।
যুগান্তাগ্নিরিব ক্রুদ্ধ ইদং বচনমব্রবীৎ ॥ ৭৪
যথা জরা যথা মৃত্যুর্যথা কালো যথা বিধিঃ।
নিত্যং ন প্রতিহন্যন্তে সর্ব্বভূতেষু লক্ষ্মণ।
তথাহং ক্রোধসংযুক্তো ন নিবার্য্যোহস্ম্যসংশয়ম্ ॥ ৭৫
পুরেব মে চারুদতীমনিন্দিতাং
দিশন্তি সীতাং যদি নাদ্য মৈথিলীম্।
সদেবগন্ধর্ব্বমনুষ্যপন্নগং
জগৎ সশৈলং পরিবর্ত্তয়াম্যহম্ ॥ ৭৬
ইত্যারণ্যকাণ্ডে চতুঃষষ্টিতমঃ সর্গঃ ॥ ৬৪ ॥

পঞ্চষষ্টিতমঃ সর্গঃ।

তপ্যমানং তদা রামং সীতাহরণকর্শিতম্।
লোকানামভবে যুক্তং সাংবর্ত্তকমিবানলম্ ॥ ১
বীক্ষমাণং ধনুঃ সজ্যং নিঃশ্বসন্তং পুনঃপুনঃ।
দগ্ধুকামং জগৎ সর্ব্বং যুগান্তে চ যথা হরম্ ॥ ২
অদৃষ্টপূর্ব্বং সংক্রুদ্ধং দৃষ্ট্বা রামং স লক্ষ্মণঃ।

ধীমান্ রামের দেহ, ক্রুদ্ধ ত্রিপুরবিনাশী রুদ্রের ন্যায় শোভা ধারণ করিল। পরে তিনি লক্ষ্মণের নিকট হইতে ধনু লইয়া বিষধরসর্পতুল্য ভীষণ বাণ গ্রহণ করিয়া ধনুকে সন্ধান করিলেন এবং ক্রোধে যুগান্তাগ্নির ন্যায় হইয়া কহিলেন, "যেমন জরা, মৃত্যু, কাল ও বিধি সর্ব্বদাই সকল প্রাণীর প্রতি প্রতিহত হয় না, তেমনি আমিও ক্রুদ্ধ হইয়া অনিবারণীয় হইয়াছি, সন্দেহ নাই। যদি দেবতারা এক্ষণেই আমার সেই সুদতী অনিন্দিতা বিদেহরাজনন্দিনী সীতাকে না দেন, তাহা হইলে আমি দেবতা, গন্ধর্ব্ব মানুষ নাগ ও পর্ব্বতগণের সহিত সমস্ত জগৎ বিমর্দ্দিত করিব।" ৭১—৭৬।

পঞ্চষষ্টিতম সর্গ।

তখন রাম, সীতাহরণবশতঃ কাতর, প্রলয়ে সাংবর্ত্তক অগ্নির ন্যায়, সকল লোকের বিনাশে উদ্যত হইয়া বারংবার গুণসংযুক্ত ধনুর্দর্শন ও পুনঃপুনঃ দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করত প্রলয়কালে রুদ্রের ন্যায় সমুদায় জগৎ দগ্ধ করিতে অভিলাষী হইলে,

অব্রবীৎ প্রাঞ্জলির্বাক্যং মুখেন পরিশুষ্যতা ॥ ৩
পুরা ভূত্বা মৃদুর্দান্তঃ সর্ব্বভূতহিতে রতঃ।
ন ক্রোধবশমাপন্নঃ প্রকৃতিং হাতুমর্হসি ॥ ৪
চন্দ্রে লক্ষ্মীঃ প্রভা সূর্য্যে গতির্বায়ৌ ভুবি ক্ষমা।
এতচ্চ নিয়তং নিত্যং ত্বয়িচানুত্তমং যশঃ ॥ ৫
একস্য নাপরাধেন লোকান্ হন্তুং ত্বমর্হসি।
নতু জানামি কস্যায়ং ভগ্নঃ সাংগ্রামিকো রথঃ।
কেন বা কস্য বা হেতোঃ সাযুধঃ সপরিচ্ছদঃ ॥ ৬
খুরনেমিক্ষতশ্চায়ং সিক্তো রুধিরবিন্দুভিঃ।
দেশো নির্ব্বৃত্তসংগ্রামঃ সুঘোরঃ পার্থিবাত্মজ ॥ ৭
একস্য তু বিমর্দ্দোঽয়ং ন দ্বয়োর্বদতাং বর।
ন হি বৃত্তং হি পশ্যামি বলস্য মহতঃ পদম্ ॥ ৮
নৈকস্য তু কৃতে লোকান্ বিনাশয়িতুমর্হসি।
যুক্তদণ্ডা হি মৃদবঃ প্রশান্তাঃ বসুধাধিপাঃ ॥ ৯
সদা ত্বং সর্ব্বভূতানাং শরণ্যঃ পরমা গতিঃ।
কো নু দারপ্রণাশং তে সাধু মন্যেত রাঘব ॥ ১০
সরিতঃ সাগরাঃ শৈলা দেবগন্ধর্ব্বদানবাঃ।
নালং তে বিপ্রিয়ং কর্ত্তুং দীক্ষিতস্যেব সাধবঃ ॥ ১১
যেন রাজন্ হৃতা সীতা তমন্বেষিতুমর্হসি।
মদ্দ্বিতীয়ো ধনুষ্পাণিঃ সহায়ৈঃ পরমর্ষিভিঃ ॥ ১২
সমুদ্রং বা বিচেষ্যামঃ পর্ব্বতাংশ্চ বনানি চ।
গুহাশ্চ বিবিধা ঘোরাঃ পদ্মিন্যো বিবিধাস্তথা ॥ ১৩
দেবগন্ধর্ব্বলোকাংশ্চ বিচেষ্যামঃ সমাহিতাঃ।
যাবন্নাধিগমিষ্যামস্তব ভার্য্যাপহারিণম্ ॥ ১৪
ন চেৎ সাম্না প্রদাস্যন্তি পত্নীং তে ত্রিদশেশ্বরাঃ।
কোশলেন্দ্র ততঃ পশ্চাৎ প্রাপ্তকালং করিষ্যসি ॥ ১৫
শীলেন সাম্না বিনয়েন সীতাং
নয়েন ন প্রাপ্স্যসি চেন্নরেন্দ্র।
ততঃ সমুৎসাদয় হেমপুঙ্খৈ-
র্মহেন্দ্রবজ্রপ্রতিমৈঃ শরৌঘৈঃ ॥ ১৬

ইত্যারণ্যকাণ্ডে পঞ্চষষ্টিতমঃ সর্গঃ ॥ ৬৫ ॥

লক্ষ্মণ তাঁহাকে অদৃষ্টপূর্ব্ব ক্রোধান্বিত দেখিয়া কৃতাঞ্জলি লইয়া শুষ্কমুখে বলিলেন, 'আপনি পূর্ব্বে কোমল বশী-কৃতেন্দ্রিয় ও সকল জীবহিতে নিরত হইয়া এক্ষণে ক্রোধের বশে আপনার স্বভাব পরিত্যাগ করিবেন না। চন্দ্রের লক্ষ্মী, সূর্য্যের প্রভা, বায়ুর গতি ও পৃথিবীর ক্ষমা, এই সকল গুণ ও অনুপম যশ সতত আপনাতে বিদ্যমান রহিয়াছে। ১—৫। আমার বোধ হইতেছে যে, একজনই আপনার নিকটে অপরাধী,কারণ একেরই যুদ্ধের রথ পতিত রহিয়াছে; সুতরাং একের অপরাধে সমুদায় লোক বিনাশ করা আপনার উচিত নহে। কোন কারণে কোন ব্যক্তির সহিত আর একজনের যুদ্ধ হইয়াছিল; কারণ এই প্রদেশে অশ্বখুরচিহ্ন ও রথ-চক্ররেখাসমূহে অঙ্কিত এবং রক্তবিন্দুসমূহে রঞ্জিত হইয়াছে। বাগ্মিপ্রবর রাজনন্দন! এইস্থানে ঘোরতর যুদ্ধ হইয়া গিয়াছে; কিন্তু ইহা একব্যক্তির সহিত একেরই যুদ্ধ, দুই জনের সহিত নয়; কেননা বহুসৈন্যের পদচিহ্ন দেখা যাইতেছে না; সুতরাং একজনের জন্য সমস্ত লোক বিনাশ করা কর্ত্তব্য নহে। রাজারা কোমল ও শান্তস্বভাব হন, যুদ্ধে দণ্ড দিয়া থাকেন; বিশেষতঃ আপনি সমস্ত প্রাণীর রক্ষক এবং তাহাদের পরম গতি। রঘুনন্দন! কে আপনার ভার্য্যা বিনাশ সাধু বোধ করিতেছে? রঘুনন্দন! সাধুরা যেমন যজ্ঞার্থ দীক্ষিত ব্যক্তির অপ্রিয় কার্য্য করেন না, তদ্রূপ দেবতা, দানব, গন্ধর্ব্ব, সাগর বা নদী কেহই আপনার অপ্রিয় কার্য্য করিতেছে না। ৬—১১। যে সীতাকে হরণ করিয়াছে, আমার ও মহর্ষিদিগের সাহায্যে ধনু ধারণ করিয়া তাহাকেই অন্বেষণ করা আপনার উচিত। আমরা সমুদ্র, গিরি, বন, অনেক ভয়ঙ্কর গুহা, পদ্মশোভিত সরোবর, দেবলোক ও গন্ধর্ব্বলোক সকল সম্যক্ যত্ন সহকারে ততক্ষণ পর্য্যন্ত অন্বেষণ করিব, যতক্ষণ পর্য্যন্ত আপনার পত্নীহরণ-কারীকে না পাইব। কোশলরাজ! যদি দেবতারা মিষ্ট কথায় আপনার পত্নীকে না দেন, তবে পশ্চাৎ যাহা কর্ত্তব্য হয়, তাহাই করিবেন। নরেন্দ্র! যদি আপনি সাম, নয়, ও বিনয়াদি সদ্ব্যবহারে সীতাকে না পান, তাহা হইলে অবশেষে মহেন্দ্রবজ্রতুল্য সুদৃঢ় স্বর্ণপুঙ্খ শরসমূহদ্বারা সমুদয় জগৎ উৎসাদন করিবেন।" ১২—১৬।

ষট্‌ষষ্টিতমঃ সর্গঃ।

তং তথা শোকসন্তপ্তং বিলপন্তমনাথবৎ।
মোহেন মহতা যুক্তং পরিদ্যূনমচেতসম্ ॥ ১
ততঃ সৌমিত্রিরাশ্বাস্য মুহূর্ত্তাদিব লক্ষ্মণঃ।

ষট্‌ষষ্টিতম সর্গ।

শোকসন্তপ্ত, মহামোহাবিষ্ট, কাতর, চেতনাশূন্য রাম, পূর্ব্ববৎ অনাথের ন্যায় রোদন করিতে থাকিলে, সুমিত্রানন্দন লক্ষ্মণ তাঁহার চরণমর্দনপূর্ব্বক মুহূর্ত্তমধ্যে

রামং সম্বোধয়ামাস চরণৌ চাভিপীড়য়ন্‌ ॥ ২
মহতা তপসা চাপি মহতা চাপি কর্ম্মণা।
রাজ্ঞা দশরথেনাসি লব্ধোঽমৃতমিবামরৈঃ ॥ ৩
তব চৈব গুণৈর্বদ্ধস্ত্বদ্বিয়োগান্মহীপতিঃ।
রাজা দেবত্বমাপন্নো ভরতস্য যথাশ্রুতম্‌ ॥ ৪
যদি দুঃখমিদং প্রাপ্তং কাকুৎস্থ ন সহিষ্যসে।
প্রাকৃতশ্চাল্পসত্ত্বশ্চ ইতরঃ কঃ সহিষ্যতি ॥ ৫
আশ্বসিহি নরশ্রেষ্ঠ প্রাণিনঃ কস্য নাপদঃ।
সংস্পৃশন্ত্যগ্নিবদ্রাজন্‌ ক্ষণেন ব্যপযান্তি চ ॥ ৬
লোকস্বভাব এবৈষ যযাতির্নহুষাত্মজঃ।
গতঃ শক্রেণ সালোক্যমনয়স্তং সমস্পৃশৎ ॥ ৭
মহর্ষির্যো বশিষ্ঠস্তু যঃ পিতুর্নঃ পুরোহিতঃ।
অহ্না পুত্রশতং জজ্ঞে তথৈবাস্য পুনর্হতম্‌ ॥ ৮
যা চেয়ং জগতো মাতা সর্ব্বলোকনমস্কৃতা।
অস্যাশ্চ চলনং ভূমের্দৃশ্যতে কোশলেশ্বর ॥ ৯
যৌ ধর্ম্মৌ জগতো নেত্রৌ যত্র সর্ব্বং প্রতিষ্ঠিতম্‌।
আদিত্যচন্দ্রৌ গ্রহণমভ্যুপেতৌ মহাবলৌ ॥ ১০
সুমহান্ত্যপি ভূতানি দেবাশ্চ পুরুষর্ষভ।
ন দৈবস্য প্রমুঞ্চন্তি সর্ব্বভূতানি দেহিনঃ ॥ ১১
শক্রাদিষ্বপি দেবেষু বর্ত্তমানৌ নয়ানয়ৌ।
শ্রূয়তে নরশার্দ্দূল ন ত্বং ব্যথিতুমর্হসি ॥ ১২
মৃতায়ামপি বৈদেহ্যাং নষ্টায়ামপি রাঘব।
শোচিতুং নার্হসে বীর যথাহ্যঃ প্রাকৃতস্তথা ॥ ১৩
ত্বদ্বিধা ন হি শোচন্তি সততং সর্ব্বদর্শিনঃ;
সুমহৎস্বপি কৃচ্ছ্রেষু রামানির্ব্বিণ্ণদর্শন ॥ ১৪
তত্ত্বতো হি নরশ্রেষ্ঠ বুদ্ধ্যা সমনুচিন্তয়।
বুদ্ধ্যা যুক্তা মহাপ্রাজ্ঞা বিজানন্তি শুভাশুভে ॥ ১৫
অদৃষ্টগুণদোষাণামধৃতানাঞ্চ কর্ম্মণাম্‌।
নান্তরেণ ক্রিয়াং তেষাং ফলমিষ্টং প্রবর্ত্ততে ॥ ১৬
মামেবং হি পুরা বীর ত্বমেব বহুশোঽন্বশাঃ।
অনুশিষ্যাদ্ধি কো নু ত্বামপি সাক্ষাদ্‌বৃহস্পতিঃ ॥ ১৭
বুদ্ধিশ্চ তে মহাপ্রাজ্ঞ দেবৈরপি দুরন্বয়া।
শোকেনাভিপ্রসুপ্তং তে জ্ঞানং সম্বোধয়াম্যহম্‌ ॥ ১৮
দিব্যঞ্চ মানুষঞ্চৈবমাত্মনশ্চ পরাক্রমম্‌।
ইক্ষ্বাকুবৃষভাবেক্ষ্য যতস্ব দ্বিষতাং বধে ॥ ১৯
কিং তে সর্ব্ববিনাশেন কৃতেন পুরুষর্ষভ।
তমেব তু রিপুং পাপং বিজ্ঞায়োদ্ধর্তুমর্হসি ॥ ২০
ইত্যারণ্যকাণ্ডে ষট্‌ষষ্টিতমঃ সর্গঃ ॥ ৬৬ ॥

তাঁহাকে আশ্বাসান্বিত করিয়া এইরূপে সান্ত্বনা করিতে লাগিলেন, "দেবগণের অমৃতলাভের ন্যায় রাজা দশরথ মহাতপস্যা ও মহাযাগ করিয়া আপনাকে পুত্ররূপে পাইয়াছেন। তিনি আপনার গুণে বাধ্য হইয়া আপনার বিয়োগেই স্বর্গে গিয়াছেন, আমি একথা ভরতের নিকট শুনিয়াছি। কাকুৎস্থ! যদি আপনি এই বর্ত্তমান দুঃখ না সহিবেন, তবে অল্পপ্রাণ আর কে সহ্য করিবে? নরবর! আপনি আশ্বস্ত হউন; আপদ্‌ অগ্নির ন্যায় সকল প্রাণীকেই স্পর্শ করে, কিন্তু ক্ষণকালমধ্যেই উহা দূরীভূত হয়। ১—৬। রাজন্‌! প্রাণি-সকলের স্বভাবতই আপৎ হইয়া থাকে; দেখুন, নহুষতনয় যযাতি ইন্দ্রত্ব লাভ করিলেও অনীতি তাঁহাকে স্পর্শ করিয়াছে। যিনি আমাদিগের পুরোহিত, সেই মহর্ষি বসিষ্ঠের এক দিনে একশত পুত্র জন্মিয়াছিল ও একদিনেই বিনষ্ট হয়। কোশলপতি! জগতের মাতা, সর্ব্বলোকনমস্কৃতা ভূমিকে কম্পিতা হইতে দেখা যায়। যাঁহারা জগতের প্রবর্ত্তক ধর্ম্মাধর্ম্মের সাক্ষী এবং যাঁহাদিগের উপর বিশ্ব ব্যবহার সকল প্রতিষ্ঠিত আছে, সেই সূর্য্য এবং চন্দ্র রাহু ও কেতুগ্রহকর্ত্তৃক গ্রস্ত হইয়া থাকেন! পুরুষশ্রেষ্ঠ! সামান্য শরীরীদিগের কথা দূরে থাকুক, দেবতা ও অপরাপর শ্রেষ্ঠপ্রাণীরাও দৈবকে অতিক্রম করিতে পারেন না। নরবর! ইন্দ্রাদি দেবগণের মধ্যেও নীতি ও অনীতি শ্রুত হইয়া থাকে; সুতরাং আপনি ব্যথিত হইবেন না। ৭—১২। বীর রঘুনন্দন! বিদেহরাজনন্দিনী সীতা মৃতা বা অপহৃতা হইলেও স্বভাবানুবর্ত্তী ব্যক্তির ন্যায় আপনার শোক করা উচিত নহে; বীর! আপনার ন্যায় সর্ব্ববিষয়ে বিজ্ঞ, শুভদর্শী ব্যক্তিগণ ঘোরতর বিপৎপাতেও শোক করেন না। নরশ্রেষ্ঠ! বিজ্ঞ ব্যক্তিগণ বুদ্ধিদ্বারা বিবেচনা করিয়া শুভ অশুভ বিষয় অবগত হন; আপনি বুদ্ধিদ্বারা প্রকৃতরূপে শুভাশুভ বিবেচনা করুন। প্রত্যক্ষে যাহাদিগের দোষ ও গুণ জানা যায় না এবং যাহারা ফল উৎপাদন করিয়াই নষ্ট হয়, সেই কর্ম্মসকলের অনুষ্ঠানব্যতীত সুখ বা দুঃখরূপ ফল পাওয়া যায় না। বীর! পূর্ব্বে আপনিই আমাকে অনেকবার ঐ কথা বলিয়াছেন, আপনাকে কে উপদেশ দিতে পারে? স্বয়ং বৃহস্পতিও পারেন না। মহাপ্রাজ্ঞ! দেবতারাও আপনার বুদ্ধির ইয়ত্তা করিতে পারেন না; আমি কেবল আপনার শোকার্ত্ত হৃদয়কে আশ্বস্ত করিতেছি। ইক্ষ্বাকুপ্রবর! আপনি স্বীয় দিব্য ও মানুষ পরাক্রম স্মরণ করিয়া শত্রুদিগের বধের নিমিত্ত যত্নবান্‌ হউন। পুরুষসিংহ! সমস্ত

সপ্তষষ্টিতমঃ সর্গঃ

পূর্ব্বজোঽপ্যুক্তবাক্যস্তু লক্ষ্মণেন সুভাষিতঃ।
সারগ্রাহী মহাসারং প্রতিজগ্রাহ রাঘবঃ॥ ১
স নিগৃহ্য মহাবাহুঃ প্রবৃদ্ধং রোষমাত্মনঃ।
অবষ্টভ্য ধনুশ্চিত্রং রামো লক্ষ্মণমব্রবীৎ॥ ২
কিং করিষ্যাবহে বৎস ক্ব বা গচ্ছাব লক্ষ্মণ।
কেনোপায়েন পশ্যাবঃ সীতামিহ বিচিন্তয়॥ ৩
তং তথা পরিতাপার্ত্তং লক্ষ্মণো বাক্যমব্রবীৎ।
ইদমেব জনস্থানং ত্বমন্বেষিতুমর্হসি।
রাক্ষসৈর্বহুভিঃ কীর্ণং নানাদ্রুমলতাযুতম্॥ ৪
সন্তীহ গিরিদুর্গাণি নির্দ্দরাঃ কন্দরাণি চ
গুহাশ্চ বিবিধা ঘোরা নানামৃগগণাকুলাঃ॥ ৫
আবাসাঃ কিন্নরাণাঞ্চ গন্ধর্ব্বভবনানি চ।
তানি যুক্তো ময়া সার্দ্ধং সমন্বেষিতুমর্হসি॥ ৬
ত্বদ্বিধা বুদ্ধিসম্পন্না মহাত্মানো নরর্ষভাঃ।
আপৎসু ন প্রকম্পন্তে বায়ুবেগৈরিবাচলাঃ॥ ৭
ইত্যুক্তস্তদ্বনং সর্ব্বং বিচচার সলক্ষ্মণঃ।
ক্রুদ্ধো রামঃ শরং ঘোরং সন্ধায় ধনুষি ক্ষুরম্॥ ৮
ততঃ পর্ব্বতকূটাভং মহাভাগং দ্বিজোত্তমম্।
দদর্শ পতিতং ভূমৌ ক্ষতজার্দ্রং জটায়ুষম্॥ ৯
তং দৃষ্ট্বা গিরিশৃঙ্গাভং রামো লক্ষ্মণমব্রবীৎ॥ ১০
অনেন কিল বৈদেহী ভক্ষিতা নাত্র সংশয়ঃ।
গৃধ্ররূপমিদং ব্যক্তং রক্ষো ভ্রমতি কাননম্॥ ১১
ভক্ষয়িত্বা বিশালাক্ষীমাস্তে সীতাং যথাসুখম্।
এনং বধিষ্যে দীপ্তাগ্রৈঃ শরৈর্ঘোরৈরজিহ্মগৈঃ॥ ১২
ইত্যুক্ত্বাভ্যপতদ্দ্রষ্টুং সন্ধায় ধনুষি ক্ষুরম্।
ক্রুদ্ধো রামঃ সমুদ্রান্তাং চালয়ন্নিব মেদিনীম্॥ ১৩
তং দীনদীনয়া বাচা সফেনং রুধিরং বমন্।
অভ্যভাষত পক্ষী স রামং দশরথাত্মজম্॥ ১৪
যামোষধীমিবায়ুষ্মন্ অন্বেষসি মহাবনে।
সা দেবী মম চ প্রাণা রাবণেনোভয়ং হৃতম্॥ ১৫
ত্বয়া বিরহিতা দেবী লক্ষ্মণেন চ রাঘব।
হ্রিয়মাণা ময়া দৃষ্টা রাবণেন বলীয়সা॥ ১৬
সীতামভ্যবপন্নোঽহং রাবণশ্চ রণে প্রভো।
বিধ্বংসিতরথচ্ছত্রঃ পতিতো ধরণীতলে॥ ১৭
এতদস্য ধনুর্ভগ্নমেতে চাস্য শরাস্তথা।
অয়মস্য রণে রাম ভগ্নঃ সাংগ্রামিকো রথঃ॥ ১৮
অয়ন্তু সারথিস্তস্য মৎপক্ষনিহতো ভুবি॥ ১৯

লোক বিনাশ করিবার প্রয়োজন কি? আপনি সেই পাপাচারী শত্রুকে অবগত হইয়া সীতাকে উদ্ধার করুন।" ১৩—২০।

সপ্তষষ্টিতম সর্গ।

মহাবাহু লক্ষ্মণাগ্রজ রঘুনন্দন সারগ্রাহী রাম, লক্ষ্মণের যুক্তিপূর্ণ বাক্য শুনিয়া তাহার সার গ্রহণপূর্ব্বক বলসহকারে উদ্দীপ্ত ক্রোধ দমন করিয়া বিচিত্র ধনু ধারণ করত তাঁহাকে কহিলেন, "বৎস লক্ষ্মণ! আমরা কি করিব, কোথায় যাইব এবং কেমন করিয়াই বা সীতাকে দেখিতে পাইব, চিন্তা কর।" পরে লক্ষ্মণ বিলাপকারী রামকে বলিলেন, "এই বহু বৃক্ষ ও লতা-সমাবৃত, রাক্ষসগণ সমাকীর্ণ জনস্থান অন্বেষণ করাই উচিত; এস্থানে অনেক গিরিদুর্গ, বিদীর্ণ পাষাণখণ্ড, কন্দর, নানা-মৃগগণে সমাকুলা ভয়ঙ্করী গুহা এবং কিন্নর ও গন্ধর্ব্বদিগের বাসস্থান আছে।১—৬। আপনি আমার সহিত সমাহিতচিত্তে সেই সকল অন্বেষণ করুন। অচল যেমন বায়ুবেগে কম্পিত হয় না, তদ্রূপ আপনার ন্যায় বিজ্ঞ মহাত্মা নরবরেরা বিপদ্ উপস্থিত হইলে বিচলিত হন না।" ক্রোধান্বিত রাম, লক্ষ্মণের কথা শুনিয়া ধনুকে এক ভয়ঙ্কর ক্ষুর-অস্ত্র সংযোজন করিয়া তাঁহার সহিত সেই বনের সর্ব্বত্র পরিভ্রমণ করিতে লাগিলেন। পরে তিনি পর্ব্বত-শিখরতুল্য রুধিরাক্ত পক্ষিরাজ মহাভাগ জটায়ুকে ভূপতিত দেখিলেন এবং সেই পর্ব্বতশৃঙ্গের ন্যায় পক্ষীকে দেখিয়া লক্ষ্মণকে কহিলেন, "এ নিশ্চয়ই রাক্ষস, গৃধ্ররূপ ধারণ করত বনমধ্যে ভ্রমণ করিয়া থাকে; এই বিদেহরাজ-দুহিতা সীতাকে ভক্ষণ করিয়াছে, ইহাতে সন্দেহ নাই। এ সীতাকে ভক্ষণ করিয়া মনের সুখে বিশ্রাম করিতেছে আমি প্রদীপ্তফলক ঋজুগামী বাণসমূহদ্বারা ইহাকে বধ করিব।' ৭—১২। রাম ঐ কথা বলিয়া সক্রোধে সাগরান্তা পৃথিবী প্রকম্পিত করত ধনুকে ক্ষুরাস্ত্র যোজনাপূর্ব্বক তাহাকে দেখিতে ধাবিত হইলেন। পরে পক্ষিরাজ জটায়ু সফেন রক্ত বমন করত কাতরস্বরে সেই দীনভাবাপন্ন দশরথতনয় রামকে বলিলেন, আয়ুষ্মন্! তুমি যাঁহাকে মহাবনে ঔষধির ন্যায় অন্বেষণ করিতেছ, সেই সীতা ও আমার প্রাণ, এই উভয়ই রাবণকর্ত্তৃক অপহৃত হইয়াছে। তোমার ও লক্ষ্মণের অসাক্ষাতে বলবান্ রাবণ, সীতাকে হরণ করিয়া লইয়া যাইতেছে, দেখিয়া আমি সীতার উদ্ধারের জন্য তাহার সহিত যুদ্ধ করিলাম। পরে আমি যুদ্ধে তাহার রথ ও ছত্র ভগ্ন করিলে সে ভূতলে পতিত হইল। ঐ উহার ভগ্ন ধনু, শর ও যুদ্ধ-রথ পতিত আছে। আপচ

পরিশ্রান্তস্য মে পক্ষৌ ছিত্ত্বা খড়্গেন রাবণঃ।
সীতামাদায় বৈদেহীমুৎপপাত বিহায়সম্ ।
রক্ষসা নিহতং পূর্ব্বং মাং ন হন্তুং ত্বমর্হসি ॥ ২০
রামস্তস্য তু বিজ্ঞায় সীতাসক্তাং প্রিয়াং কথাম্।
গৃধ্ররাজং পরিষ্বজ্য পরিত্যজ্য মহদ্ধনুঃ ॥ ২১
নিপপাতাবশো ভূমৌ রুরোদ সহলক্ষ্মণঃ।
দ্বিগুণীকৃততাপার্ত্তো রামো ধীরতরোঽপি সন্ ॥ ২২
একমেকায়নে কৃচ্ছ্রে নিশ্বসন্তং মুহুর্মুহুঃ।
সমীক্ষ্য দুঃখিতো রামঃ সৌমিত্রিমিদমব্রবীৎ ॥ ২৩
রাজ্যং ভ্রষ্টং বনে বাসঃ সীতা নষ্টা মৃতো দ্বিজঃ।
ঈদৃশীয়ং মমালক্ষ্মীর্দহেদপি হি পাবকম্ ॥ ২৪
সম্পূর্ণমপি চেদদ্য প্রতরেয়ং মহোদধিম্।
সোঽপি নূনং মমালক্ষ্ম্যা বিশুষ্যেৎ সরিতাং পতিঃ ॥ ২৫
নাস্ত্যভাগ্যতরো লোকে মত্তোঽস্মিন্ সচরাচরে।
যেনেয়ং মহতী প্রাপ্তা ময়া ব্যসনবাগুরা ॥ ২৬
অয়ং পিতুর্ব্বয়স্যো মে গৃধ্ররাজো মহাবলঃ।
শেতে বিনিহতো ভূমৌ মম ভাগ্যবিপর্য্যয়াৎ ॥ ২৭

উহার ঐ সারথিও আমার পক্ষাঘাতে নিহত হইয়া ভূমিতে পড়িয়া রহিয়াছে। পরিশেষে আমি ক্লান্ত হইলে, রাবণ খড়্গাঘাতে আমার পক্ষদ্বয় ছেদন করিয়া বিদেহরাজনন্দিনী সীতাকে লইয়া আকাশপথে গিয়াছে। আমি পূর্ব্বে রাক্ষসের হস্তে নিহত হইয়াছি; এক্ষণে তোমার আর আমাকে আঘাত করা উচিত হয় না।” ১৩—২০। রাম, জটায়ুর মুখে সীতাবিষয়ক প্রিয়সংবাদ শুনিয়া মহাধনু পরিত্যাগ করিয়া লক্ষ্মণের সহিত তাঁহাকে আলিঙ্গনপূর্ব্বক অবশ ও ভূপতিত হইয়া রোদন করিতে লাগিলেন। তিনি অতি ধীর হইয়াও অসহায় পক্ষিরাজ জটায়ুকে অতিক্লেশজনক মরণকষ্ট বায়ুমার্গ অবলম্বনপূর্ব্বক দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিতে দেখিয়া আরও দ্বিগুণ পরিতাপে আর্ত্ত ও দুঃখিত হইলেন এবং সুমিত্রানন্দন লক্ষ্মণকে বলিলেন, “আমি রাজ্যচ্যুত বনবাসী এবং সীতাবিহীন হইয়াছি, এক্ষণে এই পক্ষীও নিহত হইলেন; আমার এরূপ দুরদৃষ্ট যে, অগ্নিকেও দগ্ধ করিতে পারে। যদি এক্ষণে আমি মনে করি যে জলপূর্ণ সমুদ্রে সন্তরণ করিব, তাহা হইলে নদীপতি সমুদ্রও আমার দুর্ভাগ্যবশতঃ শুষ্ক হইয়া যাইবে। সচরাচর লোকমধ্যে আমা হইতে অধিকতর মন্দভাগ্য আর কেহই নাই, কারণ আমি এই ঘোরতর ব্যসন প্রাপ্ত হইলাম। আমার পিতার বয়স্য এই বিহঙ্গরাজ জটায়ু আমারই দুর্ভাগ্যবশতঃ আহত হইয়া ভূশয্যায় শয়ন করিতেছেন।

ইত্যেবমুক্ত্বা বহুশো রাঘবঃ সহলক্ষ্মণঃ।
জটায়ুষঞ্চ পস্পর্শ পিতৃস্নেহং নিদর্শয়ন্ ॥ ২৮
নিকৃত্তপক্ষং রুধিরাবসিক্তং
তং গৃধ্ররাজং পরিগৃহ্য রাঘবঃ।
ক মৈথিলী প্রাণসমা গতেতি
বিমুচ্য বাচং নিপপাত ভূমৌ ॥ ২৯

ইত্যারণ্যকাণ্ডে সপ্তষষ্টিতমঃ সর্গঃ ॥ ৬৭

অষ্টষষ্টিতমঃ সর্গঃ।

রামঃ প্রেক্ষ্য তু তং গৃধ্রং ভুবি রৌদ্রেণ পাতিতম্ ।
সৌমিত্রিং মিত্রসম্পন্নমিদং বচনমব্রবীৎ ॥ ১
মমায়ং নূনমর্থেষু যতমানো বিহঙ্গমঃ।
রাক্ষসেন হতঃ সংখ্যে প্রাণাংস্ত্যজতি মৎকৃতে ॥ ২
অতিখিন্নঃ শরীরেঽস্মিন্ প্রাণো লক্ষ্মণ বিদ্যতে ॥
তথা স্বরবিহীনোঽয়ং বিক্লবং সমুদীক্ষতে ॥ ৩
জটায়ো যদি শক্নোষি বাক্যং ব্যাহরিতুং পুনঃ।
সীতামাখ্যাহি ভদ্রং তে বধমাখ্যাহি চাত্মনঃ ॥ ৪
কিং নিমিত্তো জহারার্য্যাং রাবণস্তস্য কিং ময়া।
অপরাধন্তু যং দৃষ্ট্বা রাবণেন হৃতা প্রিয়া ॥ ৫

রঘুনন্দন রাম বারংবার ঐরূপ বলিয়া পিতৃস্নেহ দেখাইয়া লক্ষ্মণের সহিত তাঁহাকে স্পর্শ করিলেন। পরে তিনি সেই ছিন্নপক্ষ রক্তাক্তকলেবর গৃধ্রশ্রেষ্ঠ জটায়ুকে “আমার প্রাণাধিকা সীতা কোথায় গিয়াছেন। এই কথা জিজ্ঞাসা করিয়া ভূমিতলে পতিত হইলেন। ২১—২৯।

অষ্টষষ্টিতম সর্গ।

দুর্দ্দান্ত রাক্ষসকর্ত্তৃক বিহঙ্গরাজ জটায়ুকে ভূতলে পতিত দেখিয়া রাম পরম মিত্র সুমিত্রানন্দন লক্ষ্মণকে বলিলেন, “এই পক্ষী আমার উপকারার্থ যত্নবান্, যুদ্ধে রাক্ষসের হস্তে আহত হইয়া আমার জন্য জীবন বিসর্জ্জন করিতেছেন। লক্ষ্মণ! ইঁহার দেহে এখন অতিকষ্টে প্রাণ রহিয়াছে, নিকট মৃত্যুর ন্যায় ইঁহার স্বর বিকৃত হইয়াছে এবং অতিদীনভাবে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতেছেন।—জটায়ো! আপনার মঙ্গল হউক। যদি আপনার কথা কহিবার শক্তি থাকে, তবে আপনার বধ ও সীতাহরণবৃত্তান্ত আমাকে বলুন। রাবণ কেন সাধ্বী সীতাকে হরণ করিয়াছে? আমি তাহার নিকটে কি অপরাধ করিয়াছি যে, সেই অপরাধে সে আমার

কথং তচ্চন্দ্রসঙ্কাশং মুখমাসীন্মনোহরম্ ।
সীতয়া কানি চোক্তানি তস্মিন্ কালে দ্বিজোত্তম ॥ ৬
কথংবীর্য্যঃ কথংরূপঃ কিংকর্ম্মা স চ রাক্ষসঃ ।
ক চাস্য ভবনং তাত ব্রূহি মে পরিপৃচ্ছতঃ ॥ ৭
তমুদ্বীক্ষ্য স ধর্ম্মাত্মা বিলপন্তমনন্তকম্ ।
বাচা বিক্লবয়া রামমিদং বচনমব্রবীৎ ॥ ৮
সা হৃতা রাক্ষসেন্দ্রেণ রাবণেন দুরাত্মনা ।
মায়ামাস্থায় বিপুলাং বাতদুর্দ্দিনসঙ্কুলাম্ ॥ ৯
পরিক্লান্তস্য মে তাত পক্ষৌ ছিত্ত্বা নিশাচরঃ ।
সীতামাদায় বৈদেহীং প্রয়াতো দক্ষিণামুখঃ ॥ ১০
উপরুধ্যন্তি মে প্রাণা দৃষ্টির্ভ্রমতি রাঘব ।
পশ্যামি বৃক্ষান্ সৌবর্ণান্ উশীরকৃতমূর্দ্ধজান্ ॥ ১১
যেন যাতি মুহূর্ত্তেন সীতামাদায় রাবণঃ ।
বিপ্রনষ্টং ধনং ক্ষিপ্রং তৎস্বামী প্রতিপদ্যতে ॥ ১২
বিন্দো নাম মুহূর্ত্তোঽসৌ ন চ কাকুৎস্থ সোঽবুধৎ ।
ঝষবদ্বড়িশং গৃহ্য ক্ষিপ্রমেব বিনশ্যতি ॥ ১৩
ন চ ত্বয়া ব্যথা কার্য্যা জনকস্য সুতাং প্রতি ।
বৈদেহ্যা রংস্যসে ক্ষিপ্রং হত্বা তং রণমূর্দ্ধনি ॥ ১৪
অসম্মূঢ়স্য গৃধ্রস্য রামং প্রত্যনুভাষতঃ ।
আস্যাৎ সুস্রাব রুধিরং ম্রিয়মাণস্য সামিষম্ ॥ ১৫
পুত্রো বিশ্রবসঃ সাক্ষাদ্ভ্রাতা বৈশ্রবণস্য চ ।
ইত্যুক্ত্বা দুর্লভান্ প্রাণান্ মুমোচ পতগেশ্বরঃ ॥ ১৬
ব্রূহি ব্রূহীতি রামস্য ব্রুবাণস্য কৃতাঞ্জলেঃ ।
ত্যক্ত্বা শরীরং গৃধ্রস্য প্রাণা জগ্মুর্বিহায়সম্ ॥ ১৭
স নিক্ষিপ্য শিরো ভূমৌ প্রসার্য্য চরণৌ তথা ।
বিক্ষিপ্য চ শরীরং স্বং পপাত ধরণীতলে ॥ ১৮
তং গৃধ্রং প্রেক্ষ্য তাম্রাক্ষং গতাসুমচলোপমম্ ।
রামঃ সুবহুভির্দুঃখৈর্দীনঃ সৌমিত্রিমব্রবীৎ ॥ ১৯
বহূনি রক্ষসাং বাসে বর্ষাণি বসতা সুখম্ ।
অনেন দণ্ডকারণ্যে বিশীর্ণমিহ পক্ষিণা ॥ ২০
অনেকবার্ষিকো যস্তু চিরকালসমুত্থিতঃ ।
সোঽয়মদ্য হতঃ শেতে কালো হি দুরতিক্রমঃ ॥ ২১
পশ্য লক্ষ্মণ গৃধ্রোঽয়মুপকারী হতশ্চ মে ।
সীতামভ্যবপন্নো হি রাবণেন বলীয়সা ॥ ২২
গৃধ্ররাজ্যং পরিত্যজ্য পিতৃপৈতামহং মহৎ ।
মম হেতোরয়ং প্রাণান্ মুমোচ পতগেশ্বরঃ ॥ ২৩
সর্ব্বত্র খলু দৃশ্যন্তে সাধবো ধর্ম্মচারিণঃ ।
শূরাঃ শরণ্যাঃ সৌমিত্রে তির্য্যগ্যোনিগতেষ্বপি ॥ ২৪

প্রিয়তমাকে হরণ করিয়াছে ? পক্ষিবর ! তখন সীতার সেই চন্দ্রের ন্যায় মনোহর বদন কিরূপ দেখাইয়াছিল ? তিনি কি কি কথাই বা বলিয়াছিলেন ? তাত ! সেই রাক্ষসের পরাক্রম ও চরিত্র কিরূপ, দেখিতেই বা কেমন এবং নিবাস কোথায় ? আপনি বলুন।” ১—৭। তখন ধর্ম্মাত্মা জটায়ু নিরবধি রোদনপরায়ণ রামকে দীনস্বরে বলিলেন, “দুরাত্মা রাক্ষসরাজ রাবণ প্রচণ্ডবায়ুযুক্ত দুর্দ্দিনসঙ্কুলা মহতী মায়া অবলম্বনপূর্ব্বক সীতাকে হরণ করিয়াছে। বৎস ! আমি অত্যন্ত শ্রান্ত হইলে, রাবণ আমার পক্ষদ্বয় ছেদন করিয়া বিদেহরাজ-নন্দিনী সীতাকে লইয়া দক্ষিণদিক্ অভিমুখে প্রস্থান করিয়াছে। রঘুনন্দন ! আমার প্রাণবায়ু রুদ্ধ হইতেছে এবং নেত্রদ্বয় ঘুরিতেছে ; আমি উশীররূপ-কেশযুক্ত স্বর্ণময় বৃক্ষ সকল দেখিতেছি। রাবণ যে লগ্নে সীতাকে লইয়া গিয়াছে, সেই লগ্নে যাহার কোন ধন অপহৃত হয়, সে অচিরে সেই ধন পুনঃ প্রাপ্ত হয়। কাকুৎস্থ ! সেই মুহূর্ত্তের নাম বিন্দ ; রাবণ তাহা বুঝিতে পারে নাই। যেরূপ মৎস্য বড়িশ গ্রহণ করিয়া অচিরে বিনষ্ট হয়, তদ্রূপ সেও শীঘ্রই বিনষ্ট হইবে। তুমি বিদেহরাজ-জনকনন্দিনী সীতার জন্য কোন চিন্তা করিও না ; যুদ্ধে রাবণকে সংহার করিয়া অচিরেই তাঁহার সহিত মিলিত হইবে।” ৮—১৪। পরে রামের সহিত সম্ভাষণকারী সেই অবিমূঢ়চিত্ত মুমূর্ষু বিহগরাজ জটায়ুর মুখ হইতে মাংসযুক্ত রক্ত নির্গত হইতে লাগিল। পরে “রাবণ বিশ্রবার পুত্র এবং কুবেরের ভ্রাতা।”—এইমাত্র বলিয়াই তিনি দুর্লভ জীবন ত্যাগ করিলেন। রাম কৃতাঞ্জলিপূর্ব্বক “আরও বলুন” এইরূপ বলিতে থাকিলে, বিহগরাজের প্রাণবায়ু তাঁহার দেহ ছাড়িয়া আকাশে উঠিল। তিনি ভূতলে মস্তক-বিক্ষেপ এবং চরণদ্বয় প্রসারণপূর্ব্বক স্বীয় অঙ্গ বিক্ষিপ্ত করত পতিত হইলেন। রাম সেই তাম্রবর্ণচক্ষু পর্ব্বততুল্য গৃধ্ররাজ জটায়ুকে প্রাণশূন্য দেখিয়া বহুদুঃখে দীনভাবে সুমিত্রানন্দন লক্ষ্মণকে কহিলেন। ১৫—১৯। এই বিহঙ্গরাজ রাক্ষসদিগের বাসস্থান এই দণ্ডকারণ্যে বহু বৎসর সুখে বাস করিয়া অদ্য দেহ ত্যাগ করিলেন। বহুদিন গত হইল, ইঁহার জন্ম হইয়াছিল ;—ইনি অতিশয় প্রাচীন হইয়াছিলেন ; সম্প্রতি নিহত হইয়া ভূতলে শয়ন করিয়াছেন ; কালের প্রভাব একান্ত অনতিক্রমণীয়। লক্ষ্মণ ! দেখ, আমার উপকারী এই গৃধ্রশ্রেষ্ঠ জটায়ু, সীতার উদ্ধারে উদ্যত হইয়া বলবান্ রাবণকর্ত্তৃক নিহত হইয়াছেন। ইনি আমার জন্য পিতৃপিতামহ-প্রাপ্ত মহৎ গৃধ্ররাজ্য ও জীবন বিসর্জ্জন দিলেন। সুমিত্রানন্দন ! জ্ঞানবান্ জীব-দিগের কথা দূরে থাকুক, পক্ষীদিগের মধ্যেও দুর্লভের

সীতাহরণজং দুঃখং ন মে সৌম্য তথাগতম্।
যথা বিনাশো গৃধ্রস্য মৎকৃতে চ পরন্তপ ॥ ২৫
রাজা দশরথঃ শ্রীমান্ যথা মম মহাযশাঃ।
পূজনীয়শ্চ মান্যশ্চ তথায়ং পতগেশ্বরঃ ॥ ২৬
সৌমিত্রে হর কাষ্ঠানি নির্মথিষ্যামি পাবকম্।
গৃধ্ররাজং দিধক্ষ্যামি মৎকৃতে নিধনং গতম্ ॥ ২৭
নাথং পতগলোকস্য চিতিমারোপয়াম্যহম্।
ইমং ধক্ষ্যামি সৌমিত্রে হতং রৌদ্রেণ রক্ষসা ॥ ২৮
যা গতির্যজ্ঞশীলানামাহিতাগ্নেশ্চ যা গতিঃ।
অপরাবর্ত্তিনাং যা চ যা চ ভূমিপ্রদায়িনাম্ ॥ ২৯
ময়া ত্বং সমনুজ্ঞাতো গচ্ছ লোকাননুত্তমান্।
গৃধ্ররাজ মহাসত্ত্ব সংস্কৃতশ্চ ময়া ব্রজ ॥ ৩০
এবমুক্ত্বা চিতাং দীপ্তামারোপ্য পতগেশ্বরম্।
দদাহ রামো ধর্ম্মাত্মা স্ববন্ধুমিব দুঃখিতঃ ॥ ৩১
রামোঽপি সহসৌমিত্রির্বনং যাত্বা স বীর্য্যবান্।
স্থূলান্ হত্বা মহারোহীননুতস্তার তং দ্বিজম্ ॥ ৩২
রোহিমাংসানি চোদ্ধৃত্য পেশীকৃত্বা মহাযশাঃ।
শকুনায় দদৌ রামো রম্যে হরিতশাদ্বলে ॥ ৩৩
যত্তৎ প্রেতস্য মর্ত্ত্যস্য কথয়ন্তি দ্বিজাতয়ঃ।
তৎ স্বর্গগমনং ক্ষিপ্রং তস্য রামো জজাপ হ ॥ ৩৪
ততো গোদাবরীং গত্বা নদীং নরবরাত্মজৌ।
উদকং চক্রতুস্তস্মৈ গৃধ্ররাজায় তাবুভৌ ॥ ৩৫
শাস্ত্রদৃষ্টেন বিধিনা জলং গৃধ্রায় রাঘবৌ।
স্নাত্বা তৌ গৃধ্ররাজায় উদকং চক্রতুস্তদা ॥ ৩৬

স গৃধ্ররাজঃ কৃতবান্ যশস্করং
সুদুষ্করং কর্ম্ম রণে নিপাতিতঃ।
মহর্ষিকল্পেন চ সংস্কৃতস্তদা
জগাম পুণ্যাং গতিমাত্মনঃ শুভাম্ ॥ ৩৭
কৃতোদকৌ তাবপি পক্ষিসত্তমে
স্থিরাঞ্চ বুদ্ধিং প্রণিধায় জগ্মতুঃ।
প্রবেশ্য সীতাধিগমে ততো মনো
বনং সুরেন্দ্রাবিব বিষ্ণুবাসবৌ ॥ ৩৮

ইত্যারণ্যকাণ্ডে অষ্টষষ্টিতমঃ সর্গঃ ॥ ৬৮ ॥

একোনসপ্ততিতমঃ সর্গঃ।

কৃত্বৈবমুদকং তস্মৈ প্রস্থিতৌ রামলক্ষ্মণৌ।
অবেক্ষন্তৌ বনে সীতাং জগ্মতুঃ পশ্চিমাং দিশম্ ॥ ১
তাং দিশং দক্ষিণাং গত্বা শরচাপাসিধারিণৌ।

আশ্রয়, শৌর্য্যশালী, ধর্ম্মানুষ্ঠায়ী সাধু দৃষ্ট হইয়া থাকেন। শত্রুসূদন প্রিয়দর্শন লক্ষ্মণ! আমার অদ্য এই গৃধ্ররাজের বিনাশে আমার যেরূপ দুঃখ হইতেছে, সীতার হরণে সেরূপ দুঃখ হইতেছে না। ১০—২৫। মহাযশা শ্রীমান্ রাজা দশরথ আমার যেরূপ পূজনীয় ও মাননীয়, এই বিহঙ্গরাজও সেইরূপ পূজনীয় ও মাননীয়। সুমিত্রানন্দন! তুমি কাষ্ঠ সংগ্রহ কর; আমি অগ্নি উৎপন্ন করিয়া এই গৃধ্ররাজের সংকার করিব, কেননা, ইনি আমার নিমিত্ত প্রাণত্যাগ করিয়াছেন। সুমিত্রানন্দন! ভয়ঙ্করস্বভাব রাক্ষসকর্ত্তৃক নিহত এই পক্ষিশ্রেষ্ঠকে আমি চিতায় স্থাপন করিয়া দগ্ধ করিব। মহাবল বিহঙ্গরাজ! সতত যজ্ঞধর্ম্মরত অগ্নিহোত্রনরত অনিবর্ত্তী ও ভূমিদানকারী ব্যক্তিদিগের যে যে লোকে গতি হয়, আপনি আমাকর্ত্তৃক সংস্কৃত ও অনুজ্ঞাত হইয়া সেই সকল উত্তম লোকে গমন করুন।" ২৬—৩০। ধর্ম্মাত্মা রাম ঐ কথা বলিয়া দুঃখিতচিত্তে স্বীয় বন্ধুর ন্যায় পক্ষিরাজ জটায়ুকে জ্বলন্ত চিতামধ্যে সংস্থাপনপূর্ব্বক দগ্ধ করিলেন। পরে মহাযশা বীর্য্যবান্ রাম, সুমিত্রানন্দন লক্ষ্মণের সহিত বনে যাইয়া স্থূলকায় মৃগসকল বধ করিয়া সেই পক্ষিরাজের উদ্দেশে রমণীয় হরিতবর্ণ সমতলপ্রদেশে কুশ বিস্তীর্ণ করিলেন। পরে তিনি মৃগমাংসদ্বারা পিণ্ড প্রস্তুত করিয়া বিস্তৃত কুশোপরি তাঁহার উদ্দেশে তাহা প্রদান করিলেন এবং ব্রাহ্মণেরা যে মন্ত্রজপ প্রেত ব্যক্তির স্বর্গসাধন বলিয়া থাকেন, সেই মন্ত্র জপ করিলেন। তৎপরে রাজনন্দন রাম ও লক্ষ্মণ গোদাবরী নদীতে যাইয়া বিহঙ্গরাজ জটায়ুকে জল প্রদান করিলেন। তখন সেই রঘুনন্দনদ্বয় স্নানপূর্ব্বক শাস্ত্রোক্তবিধানানুসারে তাঁহার তর্পণ করিলেন। বিহঙ্গরাজ জটায়ু যশস্কর এবং সুদুষ্কর কার্য্য করিয়া যুদ্ধে নিপাতিত ও মহর্ষিতুল্য রামকর্ত্তৃক সংস্কৃত হইয়া স্বীয় কল্যাণদায়িনী সদ্গতি প্রাপ্ত হইলেন। তাঁহারাও তাঁহার প্রতি অচলভাবে মনোনিবেশপূর্ব্বক তাঁহার তর্পণ করিয়া সীতার প্রাপ্তিবিষয়ে মনোনিবেশ করিলেন এবং সুরশ্রেষ্ঠ বিষ্ণু ও ইন্দ্রের ন্যায়, উভয়ে বনমধ্যে প্রবেশ করিলেন। ৩১—৩৮।

ঊনসপ্ততিতম সর্গ।

ইক্ষ্বাকুনন্দন রাম ও লক্ষ্মণ বিহঙ্গরাজের তর্পণ করিয়া ধনু, বাণ ও তরবারি ধারণপূর্ব্বক প্রস্থান করিয়া সীতাকে অন্বেষণ করত পশ্চিমদিক্ অভিমুখে

অবিগ্রহত্বমৈন্দ্রং কো পন্থানং প্রতিপেদতুঃ ॥ ২
গুল্মৈর্বৃক্ষৈশ্চ বহুভির্লতাভিশ্চ প্রবেষ্টিতম্।
আবৃতং সর্ব্বতো দুর্গং গহনং ঘোরদর্শনম্ ॥ ৩
ব্যতিক্রম্য তু বেগেন গৃহীত্বা দক্ষিণাং দিশম্।
সুভীমং তন্মহারণ্যং ব্যতিযাতৌ মহাবলৌ ॥ ৪
ততঃ পরং জনস্থানাৎ ত্রিক্রোশং গম্য রাঘবৌ।
ক্রৌঞ্চারণ্যং বিবিশতুর্গহনং তৌ মহৌজসৌ ॥ ৫
নানামেঘঘনপ্রখ্যং প্রহৃষ্টমিব সর্ব্বতঃ।
নানাবর্ণৈঃ শুভৈঃ পুষ্পৈর্মৃগপক্ষিগণৈর্যুতম্ ॥ ৬
দিদৃক্ষমাণৌ বৈদেহীং তদ্বনং তৌ বিচিক্যতুঃ।
তত্র তত্রাবতিষ্ঠন্তৌ সীতাহরণদুঃখিতৌ ॥ ৭
ততঃ পূর্ব্বেণ তৌ গত্বা ত্রিক্রোশং ভ্রাতরৌ তদা।
ক্রৌঞ্চারণ্যমতিক্রম্য মতঙ্গাশ্রমমন্তরে ॥ ৮
দৃষ্ট্বা তু তদ্বনং ঘোরং বহুভীমমৃগদ্বিজম্।
নানাবৃক্ষসমাকীর্ণং সর্ব্বং গহনপাদপম্ ॥ ৯
দদৃশাতে গিরৌ তত্র দরীং দশরথাত্মজৌ।
পাতালসমগম্ভীরাং তমসা নিত্যসংবৃতাম্ ॥ ১০
আসাদ্য চ নরব্যাঘ্রৌ দর্য্যাস্তস্যাবিদূরতঃ।
দদর্শতুর্মহারূপাং রাক্ষসীং বিকৃতাননাম্ ॥ ১১
ভয়দামল্পসত্ত্বানাং বীভৎসাং রৌদ্রদর্শনাম্।
লম্বোদরীং তীক্ষ্ণদংষ্ট্রাং করালাং পরুষত্বচম্ ॥ ১২
ভক্ষয়ন্তীং মৃগান্ ভীমাং বিকটাং মুক্তমূর্দ্ধজাম্।
অবৈক্ষতাস্তু তৌ তত্র ভ্রাতরৌ রামলক্ষ্মণৌ ॥ ১৩
সা সমাসাদ্য তৌ বীরৌ ব্রজন্তং ভ্রাতুরগ্রতঃ।
এহি রংস্যাবহেত্যুক্ত্বা সমালম্বত লক্ষ্মণম্ ॥ ১৪
উবাচ চৈনং বচনং সৌমিত্রিমুপগুহ্য চ।
অহময়োমুখী নাম লাভস্তে ত্বমসি প্রিয়ঃ ॥ ১৫
নাথ পর্ব্বতদুর্গেষু নদীনাং পুলিনেষু চ।
আয়ুশ্চিরমিদং বীর ত্বং ময়া সহ রংস্যসে ॥ ১৬
এবমুক্তস্তু কুপিতঃ খড়্গমুদ্ধৃত্য লক্ষ্মণঃ।
কর্ণনাসস্তনং তস্যা নিচকর্ত্তারিসূদনঃ ॥ ১৭
কর্ণনাসে নিকৃত্তে তু বিস্বরং বিননাদ সা।
যথাগতং প্রদুদ্রাব রাক্ষসী ঘোরদর্শনা ॥ ১৮
তস্যাং গতায়াং গহনং ব্রজন্তৌ বনমোজসা।
আসেদতুরমিত্রঘ্নৌ ভ্রাতরৌ রামলক্ষ্মণৌ ॥ ১৯
লক্ষ্মণস্তু মহাতেজাঃ সত্ত্ববান্ শীলবান্ শুচিঃ।
অব্রবীৎ প্রাঞ্জলির্বাক্যং ভ্রাতরং দীপ্ততেজসম্ ॥ ২০
স্পন্দতে মে দৃঢ়ং বাহুরুদ্বিগ্নমিব মে মনঃ।

যাইতে লাগিলেন। পরে তাঁহারা সেই দিক্ হইতে দক্ষিণদিক্ অভিমুখে গমন করত চতুর্দ্দিকে অনেক বৃক্ষ, গুল্ম ও লতাসমূহে সমাবৃত দুর্গম ভীষণ জনসমাগম-চিহ্নশূন্য বন প্রাপ্ত হইলেন। পরে মহাবল রঘুনন্দনদ্বয় দক্ষিণদিক্ অবলম্বনপূর্ব্বক সবেগে উক্ত পথ অতিক্রম করিয়া সেই ঘোর মহারণ্য অতিক্রম করিলেন এবং জনস্থান হইতে তিন ক্রোশ দূরে যাইয়া ক্রৌঞ্চনামক নিবিড় বনে প্রবেশ করিলেন। ১—৫। পরে তাঁহারা সীতাহরণে দুঃখিত হইয়া সীতার দর্শন পাইবার জন্য স্থানে স্থানে অবস্থানপূর্ব্বক নিবিড় মেঘতুল্য, চতুর্দ্দিকে প্রফুল্লিত, নানাবর্ণবিশিষ্ট রমণীয় পুষ্পসমূহে সমাকীর্ণ, মৃগ ও পক্ষিসমূহে সমাকুল সেই ক্রৌঞ্চারণ্যে অন্বেষণ করিলেন। পরে নরশ্রেষ্ঠ দশরথনন্দন রাম ও লক্ষ্মণ ভ্রাতাদ্বয় ক্রৌঞ্চারণ্য অতিক্রম করিয়া পূর্ব্বদিক্ অবলম্বনপূর্ব্বক তিনক্রোশ দূরে যাইয়া মতঙ্গ মুনির আশ্রমে প্রবেশ করিয়া ভয়ঙ্কর মৃগ-পক্ষিসমূহে সমাকুল, বৃক্ষসমূহে সমাকীর্ণ, অতি ঘোর বিজন বন দেখিয়া এক পর্ব্বত ও তন্মধ্যে এক পাতালবৎ গভীর নিত্য অন্ধকারময় গহ্বর দেখিতে পাইলেন। ৬—১০। পরে তাঁহারা সেই গুহার নিকটে আসিয়া দেখিলেন, এক লম্বোদরী, করালদন্তা, ঘোরদর্শনা, দুর্ব্বলদিগের ভয়ঙ্করী, কঠিনচর্ম্মশালিনী, বিকৃতবদনা, বিকটরূপা, ভয়ঙ্করী, মুক্তকেশী রাক্ষসী মৃগসকল ভক্ষণ করিতেছে। সেই রাক্ষসীও তাঁহাদিগের নিকটে আসিয়া অগ্রজ রামের অগ্রে গমনকারী সুমিত্রা-নন্দন লক্ষ্মণকে "আইস, আমরা উভয়ে বিহার করি।" ইহা বলিয়া আহ্বান করিল এবং তাঁহাকে আলিঙ্গনপূর্ব্বক বলিল, "নাথ! আমার নাম অয়োমুখী; তোমার পরম লাভ হইল,—তুমি আমার প্রিয়তম হইলে। বীর! তুমি চিরকাল আজীবন গিরিদুর্গে ও নদীপুলিনে আমার সহিত বিহার করিবে।" ১১—১৬। অরিদমন লক্ষ্মণ রাক্ষসীর ঐরূপ উক্তি শুনিয়া ক্রুদ্ধ হইলেন এবং তাহার কর্ণ, নাসিকা ও স্তন ছেদন করিয়া দিলেন। নাসা ও কর্ণ ছিন্ন হইলে, সেই ঘোররূপা রাক্ষসী বিকট রবে চীৎকার করিতে লাগিল এবং যেখান হইতে আসিয়াছিল, সেই দিকে সবেগে ধাবিতা হইল। সে প্রস্থান করিলে, শত্রুদমন রাম ও লক্ষ্মণ ভ্রাতা-দ্বয় বেগে ধাবিত হইয়া এক নিবিড় বন প্রাপ্ত হইলেন। সত্যব্রত, শীলসম্পন্ন, পবিত্র-চরিত, মহাতেজা লক্ষ্মণ কৃতাঞ্জলিপুটে অতিতেজস্বী ভ্রাতা রামকে বলিলেন, "আর্য্য! আমার বামবাহু অত্যন্ত স্পন্দিত হইতেছে; মনও যেন উদ্বিগ্ন হইতেছে এবং নানা অশুভ লক্ষণ

প্রায়শশ্চাপ্যনিষ্টানি নিমিত্তান্যুপলক্ষয়ে ॥ ২১
তস্মাৎ সজ্জীভবার্থে ত্বং কুরুষ্ব বচনং মম।
মমৈব হি নিমিত্তানি সদ্যঃ শংসন্তি সম্ভ্রমম্ ॥ ২২
এষ বঞ্জুলকো রাম পক্ষী পরমদারুণঃ।
আবয়োর্বিজয়ং যুদ্ধে শংসন্নিব বিনর্দ্দতি ॥ ২৩
তয়োরন্বেষতোরেবং সর্ব্বং তদ্বনমোজসা।
সঞ্জজ্ঞে বিপুলঃ শব্দঃ প্রভঞ্জন্নিব তদ্বনম্ ॥ ২৪
সংবেষ্টিতমিবাত্যর্থং গহনং মাতরিশ্বনা।
বনস্য তস্য শব্দোঽভূদ্বনমাপূরয়ন্নিব ॥ ২৫
তং শব্দং কাঙ্ক্ষমাণস্তু রামঃ খড়্গী সহানুজঃ।
দদর্শ সুমহাকায়ং রাক্ষসং বিপুলোরসম্ ॥ ২৬
আসেদতুশ্চ তদ্রক্ষস্তাবুভৌ প্রমুখে স্থিতম্।
বিবৃদ্ধমশিরোগ্রীবং কবন্ধমুদরেমুখম্ ॥ ২৭
রোমভির্নিশিতৈস্তীক্ষ্ণৈর্মহাগিরিমিবোচ্ছ্রিতম্।
নীলমেঘনিভং রৌদ্রং মেঘস্তনিতনিস্বনম্ ॥ ২৮
অগ্নিজ্বালানিকাশেন ললাটস্থেন দীপ্যতা।
মহাপক্ষ্মেণ পিঙ্গেন বিপুলেনায়তেন চ ॥ ২৯
একেনোরসি ঘোরেণ নয়নেন সুদর্শিনা।
মহাদংষ্ট্রোপপন্নং তং লেলিহানং মহামুখম্ ॥ ৩০

ভক্ষয়ন্তং মহাঘোরান্ ঋক্ষসিংহমৃগদ্বিজান্।
ঘোরৌ ভুজৌ বিকুর্ব্বাণমুভৌ যোজনমায়তৌ ॥ ৩১
করাভ্যাং বিবিধান্ গৃহ্য ঋক্ষান্ পক্ষিগণান্ মৃগান্।
আকর্ষন্তং বিকর্ষন্তমনেকান মৃগযূথপান্ ॥ ৩২
স্থিতমাবৃত্য পন্থানং তয়োর্ভ্রাত্রোঃ প্রপন্নয়োঃ।
অথ তং সমতিক্রম্য ক্রোশমাত্রং দদর্শতুঃ ॥ ৩৩
মহান্তং দারুণং ভীমং কবন্ধং ভুজসংবৃতম্।
কবন্ধমিব সংস্থানাদতিঘোরপ্রদর্শনম্ ॥ ৩৪
স মহাবাহুরত্যর্থং প্রসার্য্য বিপুলৌ ভুজৌ।
জগ্রাহ সহিতাবেব রাঘবৌ পীড়য়ন্ বলাৎ ॥ ৩৫
খড়্গিনৌ দৃঢ়ধন্বানৌ তিগ্মতেজৌ মহাভুজৌ।
ভ্রাতরৌ বিবশং প্রাপ্তৌ কৃষ্যমাণৌ মহাবলৌ ॥ ৩৬
তত্র ধৈর্য্যাচ্চ শূরস্য রাঘবস্য নৈব বিব্যথে।
বাল্যাদনাশ্রয়ত্বাচ্চৈব লক্ষ্মণস্ত্বতিবিব্যথে ॥ ৩৭
উবাচ চ বিষণ্ণঃ সন্ রাঘবং রাঘবানুজঃ।
পশ্য মাং বিবশং বীর রাক্ষসস্য বশং গতম্ ॥ ৩৮
ময়ৈকেন তু নির্যুক্তঃ পরিমুচ্যস্ব রাঘব।
মাং হি ভূতবলিং দত্ত্বা পলায়স্ব যথাসুখম্ ॥ ৩৯

সকল দেখিতে পাইতেছি; সুতরাং আপনি আমার কথা রাখুন, সজ্জীভূত হউন। রাম! আমার নিকটে অশুভলক্ষণ সকল সদাই ভয়ের কারণ জ্ঞাপন করিতেছে, আরও ঐ অতি ভয়ানক বঞ্জুল পক্ষী যেন আমাদিগের যুদ্ধে বিজয় কীর্ত্তন করত শব্দ করিতেছে।” ১৭—২৩। পরে রাম ও লক্ষ্মণ সমস্ত বন অন্বেষণ করিতে প্রবৃত্ত হইলে সেই সময়ে এক বিকট শব্দ উত্থিত হইয়া সেই বনপ্রদেশ যেন ভগ্ন করিয়া ফেলিল। সেই বিজন বন হঠাৎ প্রচণ্ড বায়ুদ্বারা বিচলিত হইয়া উঠিল এবং সমগ্র বন প্রতিধ্বনিত করিয়া একটী শব্দ উত্থিত হইল। রাম, লক্ষ্মণের সহিত তরবারি ধারণপূর্ব্বক সেই শব্দের উৎপত্তি-স্থান-নির্ণয়ে অভিলাষী হইয়া অগ্রসর হইয়া এক বিপুলবক্ষা বৃহৎকায় রাক্ষসকে দেখিতে পাইলেন এবং তাহার নিকটবর্ত্তী হইলেন। সেই রাক্ষস কবন্ধ, সুতীক্ষ্ণাগ্র-রোমসমূহে আচ্ছাদিত, নীল মেঘের ন্যায় বর্ণশালী, অতি প্রবৃদ্ধ, ভয়ঙ্কর ও মেঘের তুল্য শব্দকারী, তাহার মস্তক ও গ্রীবা নাই; কেবল উদরে একটী মুখ আছে; সেই বিশালদশন বদন সর্ব্বদাই লোকগ্রাসার্থ ব্যাদান করিয়া রাখিয়াছে; সেই মুখে একটীমাত্র চক্ষু অগ্নিশিখার ন্যায় যেন জ্বলিতেছে, সেই চক্ষুর পক্ষগুলি অতিবৃহৎ, ঐ রাক্ষস সেই বিশাল চক্ষুর সাহায্যে দূরবর্ত্তী পদার্থ সম্যক্‌রূপে দেখিতে পায়। ২৪—৩০। অপিচ সে স্বায় যোজনবিস্তৃত ভয়ঙ্কর হস্তদ্বয় সঞ্চালন করিয়া ভয়ঙ্কর সিংহ, ভল্লুক, হরিণ ও পক্ষীদিগকে ধরিয়া ভক্ষণ করিতেছিল এবং উভয় হস্তদ্বারা বহুসংখ্যক পক্ষী, ভল্লুক ও মৃগসমূহ ধরিয়া আকর্ষণ করিতেছিল। সে রাম ও লক্ষ্মণের পথরোধ করিয়া অবস্থিত ছিল। পরে তাঁহাকে একক্রোশমাত্র পথ অতিক্রম করিয়া সেই অতিবিকটাকার, ঘোরদর্শন, বৃহৎকায়, হস্ত-দ্বারা বিবিধ প্রাণীর আকর্ষণকারী, কবন্ধতুল্য আকারযুক্ত কবন্ধকে উত্তমরূপে দেখিতে পাইলেন। তখন মহাবল কবন্ধও তাহার বিপুল বাহুদ্বয় প্রসারণ-পূর্ব্বক রঘুনন্দন রাম ও লক্ষ্মণকে বলপূর্ব্বক পীড়ন করিয়া একেবারে ধরিল। ৩১—৩৫। সুদৃঢ় ধনুক ও খড়্গধারী মহাতেজা মহাবল মহাবাহু সেই ভ্রাতৃদ্বয় কবন্ধকর্ত্তৃক আকৃষ্ট হইয়া অবসন্ন হইলেন। তখন বীর্য্যবান্ রঘুনন্দন রাম ধৈর্য্যগুণে ব্যথিত হইলেন না; কিন্তু তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা লক্ষ্মণ বালক ও অনাশ্রয় বলিয়া ব্যথিত হইলেন এবং বিষণ্ণ-বদনে রামকে বলিলেন, “বীর! দেখুন, আমি অবশ হইয়া রাক্ষসের আয়ত্তাধীন হইয়াছি; আপনি কেবল আমাকে প্রদান করিয়া এই রাক্ষসের কবল হইতে বিমুক্ত হউন,—আমাকে ইহার নিকটে উপহার দিয়া

অধিগন্তাসি বৈদেহীমচিরেণেতি মে মতিঃ।
প্রতিলভ্য চ কাকুৎস্থ পিতৃপৈতামহীং মহীম্॥ ৪০
তত্র মাং রাম রাজ্যস্থঃ স্মর্ত্তুমর্হসি সর্ব্বদা॥ ৪১
লক্ষ্মণেনৈবমুক্তস্তু রামঃ সৌমিত্রিমব্রবীৎ।
মাস্ম ত্রাসং কৃথা বীর ন হি ত্বাদৃগ্বিষীদতি॥ ৪২
এতস্মিন্নন্তরে ক্রূরো ভ্রাতরৌ রামলক্ষ্মণৌ।
তাবুবাচ মহাবাহুঃ কবন্ধো দানবোত্তমঃ॥ ৪৩
কৌ যুবাং বৃষভস্কন্ধৌ মহাখড়্গধনুর্দ্ধরৌ।
ঘোরং দেশমিমং প্রাপ্তৌ দৈবেন মম চাক্ষুষৌ॥ ৪৪
বদতং কার্য্যমিহ বাং কিমর্থঞ্চাগতৌ যুবাম্।
ইমং দেশমনুপ্রাপ্তৌ ক্ষুধার্ত্তস্যেহ তিষ্ঠতঃ॥ ৪৫
সবাণচাপখড়্গৌ চ তীক্ষ্ণশৃঙ্গাবিবর্ষভৌ।
মাং তূর্ণমনুসম্প্রাপ্তৌ দুর্লভং জীবিতং হি বাম্॥ ৪৬
তস্য তদ্বচনং শ্রুত্বা কবন্ধস্য দুরাত্মনঃ।
উবাচ লক্ষ্মণং রামো মুখেন পরিশুষ্যতা॥ ৪৭
কৃচ্ছ্রাৎ কৃচ্ছ্রতরং প্রাপ্য দারুণং সত্যবিক্রম।
ব্যসনং জীবিতান্তায় প্রাপ্তমপ্রাপ্য তাং প্রিয়াম্।
কালস্য সুমহদ্বীর্য্যং সর্ব্বভূতেষু লক্ষ্মণ॥ ৪৮

স্বচ্ছন্দে পলায়ন করুন। কাকুৎস্থ রাম! আমার বোধ হইতেছে যে, আপনি অবিলম্বে বিদেহ রাজনন্দিনী সীতাকে পুনঃপ্রাপ্ত হইবেন। আপনি পিতৃপিতামহ-প্রাপ্ত পৃথিবী লাভপূর্ব্বক রাজ্যাভি- ষিক্ত হইয়া সর্ব্বদাই যেন আমাকে মনে রাখেন।" ৩৬—৪১। রাম সুমিত্রানন্দন লক্ষ্মণের ঐরূপ কাতরোক্তি শুনিয়া তাঁহাকে বলিলেন "বীর! তোমার তুল্য ব্যক্তিরা ত কখন বিষণ্ণ হন না; তুমি অনর্থক ভীত হইও না।" এই সময়ে সেই নিষ্ঠুর মহাবল দানবশ্রেষ্ঠ কবন্ধ রাম ও লক্ষ্মণ ভ্রাতাদ্বয়কে কহিল, "ওরে বৃষস্কন্ধ খড়্গধনুর্দ্ধারী মানবদ্বয়! তোরা কে? তোরা দৈবক্রমেই এই ভয়ঙ্কর স্থানে আসিয়া আমার সম্মুখে পড়িয়াছিস্, আমি ক্ষুধার্ত্ত হইয়া এই স্থানে অবস্থান করিতেছি; তোরা ধনু, বাণ ও খড়্গ ধারণপূর্ব্বক তীক্ষ্ণশৃঙ্গ বৃষভের ন্যায় এখানে আসিয়াছিস্; তোরা কেন এখানে আসিয়াছিস—তোদের আসিবার আবশ্যক কি, বল্? যাহা হউক, যখন তোরা আমার নিকটে আসিয়াছিস্, তখন নিশ্চয়ই তোদের জীবন দুর্লভ হইয়াছে।" ৪২—৪৬। দুরাত্মা কবন্ধের কথা শুনিয়া রাম শুষ্ক-বদনে লক্ষ্মণকে কহিলেন, সত্যবিক্রম! আমি প্রিয়তমা জানকীকে পাইলাম না, এবং আরও দারুণ ক্লেশ পাইয়া প্রাণান্তকর বিষম বিপদে পড়িলাম। নরবর লক্ষ্মণ! সকল প্রাণী হইতেই কাল সমধিক

ত্বাঞ্চ মাঞ্চ নরব্যাঘ্র ব্যসনৈঃ পশ্য মোহিতৌ।
ন হি ভারোঽস্তি দৈবস্য সর্ব্বভূতেষু লক্ষ্মণ॥ ৪৯
শূরাশ্চ বলবন্তশ্চ কৃতাস্ত্রাশ্চ রণাজিরে।
কালাভিপন্নাঃ সীদন্তি যথা বালুকসেতবঃ॥ ৫০
ইতি ব্রুবাণো দৃঢ়সত্যবিক্রমো
মহাযশা দাশরথিঃ প্রতাপবান্।
অবেক্ষ্য সৌমিত্রিমুদগ্রবিক্রমঃ
স্থিরাং তদা স্বাং মতিমাত্মনাকরোৎ॥ ৫১
ইত্যারণ্যকাণ্ডে একোনসপ্ততিতমঃ সর্গঃ॥ ৬৯॥

সপ্ততিতমঃ সর্গঃ।

তৌ তু তত্র স্থিতৌ দৃষ্ট্বা ভ্রাতরৌ রামলক্ষ্মণৌ।
বাহুপাশপরিক্ষিপ্তৌ কবন্ধো বাক্যমব্রবীৎ॥ ১
তিষ্ঠতঃ কিং নু মাং দৃষ্ট্বা ক্ষুধার্ত্তং ক্ষত্রিয়র্ষভৌ।
আহারার্থন্তু সন্দিষ্টৌ দৈবেন হতচেতসৌ॥ ২
তচ্ছ্রুত্বা লক্ষ্মণো বাক্যং প্রাপ্তকালং হিতং তদা।
উবাচার্ত্তিসমাপন্নো বিক্রমে কৃতনিশ্চয়ঃ॥ ৩
ত্বাঞ্চ মাঞ্চ পুরা তূর্ণমাদত্তে রাক্ষসাধমঃ।
তস্মাদসিভ্যামস্যাশু বাহূ ছিন্দাবহে গুরূ॥ ৪

বলবান্, দেখ, আমরাই কালের শাসনে বিপদে প্রমত্ত হইলাম। লক্ষ্মণ! প্রাণিগণকে দুঃখ দিতে কালের কিছুই ভার নাই; যেরূপ বালুকানির্ম্মিত সেতু সকল বিশীর্ণ হয়, সেইরূপ শৌর্য্যশালী বলবান্ কৃতাস্ত্র ব্যক্তিরাও কালপ্রেরিত হইয়া যুদ্ধে অবসন্ন হন।" সত্য এবং অনতিক্রমণীয়-সুদৃঢ়-পরাক্রম মহাত্মা প্রতাপশালী দশরথতনয় রাম, সুমিত্রানন্দন লক্ষ্মণকে এই কথা বলিয়া জ্ঞানপ্রভাবে নিজের মন স্থির করিলেন। ৪৭—৫১।

সপ্ততিতম সর্গ।

কবন্ধ দানব তাহার বাহুপাশে বদ্ধ সেই রাম ও লক্ষ্মণকে তথায় অবস্থিতি করিতে দেখিয়া বলিল, "অরে ক্ষত্রিয়শ্রেষ্ঠদ্বয়! আমি ক্ষুধার্ত্ত হইয়াছি, তোরা আমাকে দেখিয়া কেন বৃথা বিলম্ব করিতেছিস্? তোরা দৈব- কর্ত্তৃক প্রমত্ত হইয়া আমার আহাররূপে উপস্থাপিত হইয়াছিস্।' লক্ষ্মণ কবন্ধের কথা শুনিয়া দুঃখিত এবং বিক্রম প্রকাশে কৃতসঙ্কল্প হইয়া রামকে তৎকালোচিত হিতকর বাক্যে বলিলেন, "ঐ রাক্ষসাধম অবিলম্বে আপনাকে ও আমাকে ভক্ষণ করিবে। আসুন, আমরা ইতিমধ্যেই অসির আঘাতে উহার প্রকাণ্ড হস্তদ্বয় ছেদন

ভীষণোঽয়ং মহাকায়ো রাক্ষসো ভুজবিক্রমঃ।
লোকং হ্যতিজিতং কৃত্বা হ্যাবাং হন্তুমিহেচ্ছতি ॥ ৫
নিশ্চেষ্টানাং বধো রাজন্ কুৎসিতো জগতীপতে।
ক্রতুমধ্যোপনীতানাং পশূনামিব রাঘব ॥ ৬
এতৎ সঞ্জল্পিতং শ্রুত্বা তয়োঃ ক্রুদ্ধস্তু রাক্ষসঃ।
বিদার্য্যাস্যং ততো রৌদ্রং তৌ ভক্ষয়িতুমারভৎ ॥ ৭
ততস্তৌ দেশকালজ্ঞৌ খড়্গাভ্যামেব রাঘবৌ।
অচ্ছিন্দতাং সুসংহৃষ্টৌ বাহূ তস্যাংসদেশয়োঃ ॥ ৮
দক্ষিণো দক্ষিণং বাহুমসক্তমসিনা ততঃ।
চিচ্ছেদ রামো বেগেন সব্যং বীরস্তু লক্ষ্মণঃ ॥ ৯
স পপাত মহাবাহুশ্ছিন্নবাহুর্মহাস্বনঃ।
খঞ্চ গাঞ্চ দিশশ্চৈব নাদয়ন্ জলদো যথা ॥ ১০
স নিকৃত্তৌ ভুজৌ দৃষ্ট্বা শোণিতৌঘপরিপ্লুতঃ।
দীনঃ পপ্রচ্ছ তৌ বীরৌ কৌ যুবামিতি দানবঃ ॥ ১১
ইতি তস্য ব্রুবাণস্য লক্ষ্মণঃ শুভলক্ষণঃ।
শশংস তস্য কাকুৎস্থঃ কবন্ধস্য মহাবলঃ ॥ ১২
অয়মিক্ষ্বাকুদায়াদো রামো নাম জনৈঃ শ্রুতঃ।
তস্যৈবাবরজং বিদ্ধি ভ্রাতরং মাঞ্চ লক্ষ্মণম্। ১৩
মাত্রা প্রতিহতে রাজ্যে রামঃ প্রব্রাজিতো বনম্।
ময়া সহ চরত্যেষ ভার্য্যয়া চ মহদ্বনম্ ॥ ১৪
অস্য দেবপ্রভাবস্য বসতো বিজনে বনে।
রক্ষসাপহৃতা ভার্য্যা যামিচ্ছন্তাবিহাগতৌ ॥ ১৫
ত্বন্তু কো বা কিমর্থঞ্চ কবন্ধসদৃশো বনে।
আস্যেনোরসি দীপ্তেন ভগ্নজঙ্ঘো বিচেষ্টসে ॥ ১৬
এবমুক্তঃ কবন্ধস্তু লক্ষ্মণেনোত্তরং বচঃ।
উবাচ বচনং প্রীতস্তদিন্দ্রবচনং স্মরন্ ॥ ১৭
স্বাগতং বাং নরব্যাঘ্রৌ দিষ্ট্যা পশ্যামি বামহম্।
দিষ্ট্যা চেমৌ নিকৃত্তৌ মে যুবাভ্যাং বাহুবন্ধনৌ ॥ ১৮
বিরূপং যচ্চ মে রূপং প্রাপ্তং হ্যবিনয়াদ্‌যথা।
তন্মে শৃণু নরব্যাঘ্র তত্ত্বতঃ শংসতস্তব ॥ ১৯

ইত্যারণ্যকাণ্ডে সপ্ততিতমঃ সর্গঃ ॥ ৭০ ॥

একসপ্ততিতমঃ সর্গঃ।

পুরা রাম মহাবাহো মহাবলপরাক্রমম্।
রূপমাসীন্মমাচিন্ত্যং ত্রিষু লোকেষু বিশ্রুতম্ ॥ ১
যথা সূর্য্যস্য শক্রস্য সোমস্য চ যথা বপুঃ।
সোঽহং রূপমিদং কৃত্বা লোকবিত্রাসনং মহৎ।

করি। ঐ ভীষণ বৃহৎকায় ভুজবিক্রমী রাক্ষস সমস্ত লোক পরাস্ত করিয়া আপনাকে ও আমাকে বধ করিবার ইচ্ছা করিতেছে পৃথিবীপালক রঘুনন্দন! নিশ্চেষ্ট থাকিয়া যজ্ঞীয় পশুর ন্যায় প্রাণ পরিত্যাগ করা অতীব গর্হিত।” ১—৬। রাক্ষস ঐ কথা শুনিয়া রাম ও লক্ষ্মণের প্রতি ক্রুদ্ধ হইয়া বদন ব্যাদন করিয়া তাঁহাদিগকে ভক্ষণ করিবার উপক্রম করিল। তখন দেশ-কালোচিত কার্য্যে সুনিপুণ সেই রঘুনন্দনদ্বয় হৃষ্টচিত্তে অক্লেশে তাহার বাহুদ্বয় ছেদন করিলেন। সুদক্ষ রাম দক্ষিণ হস্ত ছেদন করিলেন এবং লক্ষ্মণ তাহার বাম হস্ত ছেদন করিলেন। পরে মহাবল কবন্ধ ছিন্নহস্ত হইয়া মেঘগর্জ্জনবৎ ভয়ঙ্কর শব্দ করিয়া আকাশ পৃথিবী ও দিক্ সকল প্রতিধ্বনিত করত পতিত হইল। পরে সে রক্তাক্তকলেবর হইয়া এবং তাহার হস্তদ্বয় ছিন্ন দেখিয়া দীনভাবে তাঁহাদিকে জিজ্ঞাসা করিল, “তোমরা কে? ৭—১১। কবন্ধ এই কথা জিজ্ঞাসা করিলে শুভলক্ষণ মহাবল কাকুৎস্থ লক্ষ্মণ তাহাকে উত্তর দিলেন,—“ইনি ইক্ষ্বাকুবংশে জন্মিয়াছেন, ইঁহার নাম রাম, তাহা সকলেই অবগত আছে। আমি ইঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা; আমার নাম লক্ষ্মণ, জানিস্। বিমাতা কৈকেয়ী রাজ্যপ্রাপ্তি নিবারণ করিলে, ইনি বনে প্রব্রাজিত হইয়াছেন এবং আমার এবং পত্নীর সহিত মহাবনে বিচরণ করিতেছেন। বনবাসকালে এই দেবতুল্যপ্রভাবশালী রামের পত্নী রাবণকর্ত্তৃক অপহৃতা হইয়াছেন, আমরা তাঁহারই নিমিত্তই এখানে আসিয়াছি। তুই কে? তোর সমুজ্জ্বল বদনমণ্ডল বক্ষঃস্থলে আসিল কিরূপে? তোর জঙ্ঘাই বা কেন ভাঙ্গিল? তুই কবন্ধসদৃশ হইলি কেন?” ১২—১৬। লক্ষ্মণ ঐরূপ প্রশ্ন করিলে কবন্ধ ইন্দ্রের সেই বাক্য স্মরণ করত প্রীতিপূর্ব্বক তাঁহাকে বলিল, “নরশ্রেষ্ঠদ্বয়! আপনাদের আগমন ত শুভ? আমি সৌভাগ্যক্রমে আপনাদিগকে দর্শন করিলাম। আমার ভাগ্যানুসারেই আপনারা আমার বন্ধনস্বরূপ হস্তদ্বয় ছেদন করিলেন। নরশ্রেষ্ঠ রাম! আমার অবিনয়ে যেরূপে আমার আকার ঈদৃশ বিকৃত হইয়াছে, তাহা আমি আপনার নিকটে যথার্থ বলিতেছি, শ্রবণ করুন। ১৭—১৯।

একসপ্ততিতম সর্গ।

“মহাবাহো রাম! পূর্ব্বে আমার মহাপরাক্রমসম্পন্ন ত্রিভুবনবিখ্যাত কমনীয় রূপ, সূর্য্য ইন্দ্র ও চন্দ্রের তুল্য ছিল। পরে আমি এই লোক

ঋষীন্ বনগতান্ রাম ত্রাসয়ামি ততস্ততঃ ॥ ২
ততঃ স্থূলশিরা নাম মহর্ষিঃ কোপিতো ময়া।
স চিন্বন্ বিবিধং বন্যং রূপেণানেন ধর্ষিতঃ ॥ ৩
তেনাহমুক্তঃ প্রেক্ষ্যৈবং ঘোরশাপাভিধায়িনা।
এতদেব নৃশংসং তে রূপমস্তু বিগর্হিতম্ ॥ ৪
স ময়া যাচিতঃ ক্রুদ্ধঃ শাপস্যান্তো ভবেদিতি।
অভিশাপকৃতস্যেতি তেনেদং ভাষিতং বচঃ ॥ ৫
যদা ছিত্ত্বা ভুজৌ রামস্ত্বাং দহেদ্বিজনে বনে।
তদা ত্বং প্রাপ্স্যসে রূপং স্বমেব বিপুলং শুভম্ ॥ ৬
শ্রিয়া বিরাজিতং পুত্রং দনোস্ত্বং বিদ্ধি লক্ষ্মণ।
ইন্দ্রশাপাদিদং রূপং প্রাপ্তমেবং রণাজিরে ॥ ৭
অহং হি তপসোগ্রেণ পিতামহমতোষয়ম্।
দীর্ঘমায়ুঃ স মে প্রাদাৎ ততো মাং বিভ্রমোঽস্পৃশৎ ॥ ৮
দীর্ঘমায়ুর্ময়া প্রাপ্তং কিং মাং শক্রঃ করিষ্যতি।
ইত্যেবং বুদ্ধিমাস্থায় রণে শক্রমধর্ষয়ম্ ॥ ৯
তস্য বাহুপ্রমুক্তেন বজ্রেণ শতপর্ব্বণা।
সক্থিনী চ শিরশ্চৈব শরীরে সম্প্রবেশিতম্ ॥ ১০
স ময়া যাচ্যমানঃ সন্ নানয়দ্‌যমসাদনম্।
পিতামহবচঃ সত্যং তদস্ত্বিতি মমাব্রবীৎ ॥ ১১
অনাহারঃ কথং শক্তো ভগ্নসক্থিশিরোমুখঃ।
বজ্রেণাভিহতঃ কালং সুদীর্ঘমপি জীবিতুম্ ॥ ১২
স এবমুক্তঃ শক্রো মে বাহূ যোজনমায়তৌ।
তদা চাস্যঞ্চ মে কুক্ষৌ তীক্ষ্ণদংষ্ট্রমকল্পয়ৎ ॥ ১৩
সোঽহং ভুজাভ্যাং দীর্ঘাভ্যাং সঙ্ক্ষিপ্যাস্মিন্ বনেচরান্।
সিংহদ্বীপিমৃগব্যাঘ্রান্ ভক্ষয়ামি সমন্ততঃ ॥ ১৪
স তু মামব্রবীদিন্দ্রো যদা রামঃ সলক্ষ্মণঃ।
ছেৎস্যতে সমরে বাহূ তদা স্বর্গং গমিষ্যসি ॥ ১৫
অনেন বপুষা তাত বনেঽস্মিন্ রাজসত্তম।
যদ্যৎ পশ্যামি সর্ব্বস্য গ্রহণং সাধু রোচয়ে ॥ ১৬
অবশ্যং গ্রহণং রামো মন্যেঽহং সমুপৈষ্যতি।
ইমাং বুদ্ধিং পুরস্কৃত্য দেহন্যাসকৃতশ্রমঃ ॥ ১৭
স ত্বং রামোঽসি ভদ্রং তে নাহমন্যেন রাঘব।
শক্যো হন্তুং যথাতত্ত্বমেবমুক্তং মহর্ষিণা ॥ ১৮
অহং হি মতিসাচিব্যং করিষ্যামি নরর্ষভ।

ভয়ঙ্কর বিকট রূপ ধারণ করত বনবাসী ঋষিদিগকে ভয় দেখাইতাম। একদিন আমি এই রূপ ধারণ করিয়া বিবিধ বন্যদ্রব্য আহরণকারী স্থূলশিরানামক মহর্ষিকে ভয় দেখাইতে গিয়া তাঁহার ক্রোধোদ্দীপন করিয়াছিলাম। পরে তিনি আমার প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া 'তোর এই লোকদূষিত নৃশংস রূপই থাকুক' এই বলিয়া অভিশাপ দিলেন। তখন আমি সেই ক্রুদ্ধ ঋষিকে তুষ্ট করিয়া বলিলাম, "আমি আপনার নিকটে দোষী বলিয়া আপনি আমাকে যে অভি-সম্পাত করিলেন, কৃপা করিয়া আমাকে ঐ অভিশাপ হইতে মুক্ত করুন!" তৎপরে তিনি বলিলেন, "রাম যখন তোর হস্তচ্ছেদনপূর্ব্বক নিবিড় বনমধ্যে তোকে দগ্ধ করিবেন, তখন তুই তোর সুবিপুল মনোহর রূপ পুনঃপ্রাপ্ত হইবি।" ১—৬। লক্ষ্মণ! আমি দনুর পুত্র; পূর্ব্বে অত্যন্ত শোভাসম্পন্ন ছিলাম; পরে ইন্দ্রের ক্রোধবশতঃ রণস্থলে আমার এই প্রকার রূপ হইয়াছে। আমি সেই ঋষিশাপে ঘোরমূর্ত্তি হইয়া উগ্রতপস্যাদ্বারা পিতামহ ব্রহ্মাকে সন্তুষ্ট করিলাম; তিনি আমাকে দীর্ঘ আয়ু প্রদান করিলেন। তৎ-পরে আমার মতিভ্রম ঘটিল;—'আমি দীর্ঘায়ু লাভ করিয়াছি, ইন্দ্র আমার আর কি করিতে পারেন, এই মনে করিয়া যুদ্ধে তাঁহাকে পরাস্ত করিতে গেলাম। পরে তাঁহার হস্তনিক্ষিপ্ত শতপর্ব্ব বজ্র-দ্বারা আমার জঙ্ঘাদ্বয় ভগ্ন ও মস্তক শরীরমধ্যে প্রবেশিত হইল। পরে 'আমার এখনই মৃত্যু বিধান করুন' আমি এরূপ প্রার্থনা করিলে ইন্দ্র আমাকে বধ করিলেন না। পরন্তু 'পিতামহ ব্রহ্মার সেই বাক্য সত্য হউক' ইহা বলিলেন। তখন আমি তাঁহাকে 'বজ্রধর! বজ্রপ্রহারে আমার জঙ্ঘা, গ্রীবা ও মুখ ভগ্ন হইয়াছে; আমি কিরূপে অনাহারে সুদীর্ঘ কাল বাঁচিয়া থাকিব?' ইহা বলিলে, তিনি আমার ঐ যোজনবিস্তৃত হস্তদ্বয় ও কুক্ষিমধ্যে এই ভয়ঙ্কর দন্তযুক্ত মুখ সৃষ্টি করিয়া দিলেন। তদবধি আমি ঐ সুদীর্ঘ হস্তের সাহায্যে এই বনচর সিংহ, ব্যাঘ্র, দ্বীপী ও মৃগ সকল আকর্ষণপূর্ব্বক ভক্ষণ করিয়া থাকি। তৎকালে ইন্দ্র আমাকে বলিয়াছিলেন যে, যুদ্ধে রাম ও লক্ষ্মণ যখন তোমার বাহুদ্বয় ছেদন করিবেন, তখন তুমি স্বর্গে আসিতে পারিবে।' অত নৃপবর! আমি তদবধি এই শরীরে এই বনমধ্যে থাকিয়া যাহা চক্ষের সম্মুখে পড়ে, তাহাই গ্রহণ করি। রাম অবশ্যই আমার হস্তে ধৃত হইবেন, ইহা আমার জানা আছে; আমি ঐ স্থির বিশ্বাসানুসারে দেহ-পরিত্যাগার্থে সর্ব্বদা হস্তসঞ্চালনরূপ পরিশ্রম করিতেছি। ৭—১৭। রঘুনন্দন! আপনার মঙ্গল হউক, নিশ্চয়ই আপনি রাম; কারণ আমি যে অন্যের বধ্য নহি, ইহাতে সন্দেহ নাই; কেননা সেই মহর্ষি এইরূপই বলিয়াছেন। নরশ্রেষ্ঠদ্বয়! আপনারা আমাকে অগ্নিতে সংকার করুন, আমি আপনাদিগের

মিত্রঞ্চৈবোপদেক্ষ্যামি যুবাভ্যাং সংস্কৃতোঽগ্নিনা॥ ১৯
এবমুক্তস্তু ধর্ম্মাত্মা দনুনা তেন রাঘবঃ।
ইদং জগাদ বচনং লক্ষ্মণস্য চ পশ্যতঃ॥ ২০
রাবণেন হৃতা ভার্য্যা সীতা মম যশস্বিনী।
নিষ্ক্রান্তস্য জনস্থানাৎ সহ ভ্রাত্রা যথাসুখম্॥ ২১
নামমাত্রন্তু জানামি ন রূপং তস্য রক্ষসঃ।
নিবাসং বা প্রভাবং বা বয়ং তস্য ন বিদ্মহে॥ ২২
শোকার্ত্তানামনাথানামেবং বিপরিধাবতাম্।
কারুণ্যং সদৃশং কর্ত্তুমুপকারেণ বর্ত্ততাম্॥ ২৩
কাষ্ঠান্যানীয় ভগ্নানি কালে শুষ্কাণি কুঞ্জরৈঃ।
ধক্ষ্যামস্ত্বাং বয়ং বীর শ্বভ্রে মহতি কল্পিতে॥ ২৪
স ত্বং সীতাং সমাচক্ষ্ব যেন বা যত্র বা হৃতাম্।
কুরু কল্যাণমত্যর্থং যদি জানাসি তত্ত্বতঃ॥ ২৫
এবমুক্তস্তু রামেণ বাক্যং দনুরনুত্তমম্।
প্রোবাচ কুশলো বক্তা বক্তারমপি রাঘবম্॥ ২৬
দিব্যমস্তি ন মে জ্ঞানং নাভিজানামি মৈথিলীম্।
যস্তাং বক্ষ্যতি তং বক্ষ্যে দগ্ধঃ স্বং রূপমাস্থিতঃ॥ ২৭
যোঽভিজানাতি তদ্রক্ষস্তদ্বক্ষ্যে রাম তৎপরম্॥ ২৮
অদগ্ধস্য হি বিজ্ঞাতুং শক্তিরস্তি ন মে প্রভো।
রাক্ষসন্তু মহাবীর্য্যং সীতা যেন হৃতা তব॥ ২৯
বিজ্ঞানং হি মহদ্‌ভ্রষ্টং শাপদোষেণ রাঘব।
স্বকৃতেন ময়া প্রাপ্তং রূপং লোকবিগর্হিতম্॥ ৩০
কিন্তু যাবন্ন যাত্যস্তং সবিতা শ্রান্তবাহনঃ।
তাবন্মামবটে ক্ষিপ্ত্বা দহ রাম যথাবিধি॥ ৩১
দগ্ধস্ত্বয়াহমবটে ন্যায়েন রঘুনন্দন।
বক্ষ্যামি তং মহাবীর যস্তং বেৎস্যতি রাক্ষসম্॥ ৩২
তেন সখ্যঞ্চ কর্ত্তব্যং ন্যায্যবৃত্তেন রাঘব।
কল্পয়িষ্যতি তে বীর সাহায্যং লঘুবিক্রম॥ ৩৩
ন হি তস্যাস্ত্যবিজ্ঞাতং ত্রিষু লোকেষু রাঘব।
সর্ব্বান্ পরিবৃতো লোকান্ পুরা বৈ কারণান্তরে॥ ৩৪

ইত্যারণ্যকাণ্ডে একসপ্ততিতমঃ সর্গঃ॥ ৭১॥

দ্বিসপ্ততিতমঃ সর্গঃ।

এবমুক্তৌ তু তৌ বীরৌ কবন্ধেন নরেশ্বরৌ।
গিরিপ্রদরমাসাদ্য পাবকং বিসসর্জ্জতুঃ॥ ১
লক্ষ্মণস্তু মহোল্কাভির্জ্জ্বলিতাভিঃ সমন্ততঃ।

কর্ত্তব্যবিষয়ে সাহায্য করিব এবং এক্ষণে আপনাদিগের যাহার সহিত মিত্রতা করা কর্ত্তব্য, তাহা বলিব।" ধর্ম্মাত্মা রঘুনন্দন রাম, দানবের কথা শুনিয়া লক্ষ্মণের সমক্ষে তাহাকে বলিলেন, "আমি ভ্রাতার সহিত জনস্থান হইতে নির্গত হইলে, রাবণ আমার ভার্য্যা যশস্বিনী সীতাকে যথাসুখে হরণ করিয়া লইয়া গিয়াছে। আমরা সেই রাক্ষসের নামমাত্র জানি; তাহার রূপ, বাসস্থান বা পরাক্রম কিছুই জানি না। আমরা শোকাকুল হইয়া অনাথের ন্যায়, এইরূপ চারিদিকে ভ্রমণ করিতেছি; তুমি আমাদিগের উপকার করিয়া সমুচিত করুণাপ্রকাশে প্রবৃত্ত হও। বীর! আমরা গজ-ভগ্ন শুষ্ক কাষ্ঠ আহরণ করিয়া সুকল্পিত গর্ত্তমধ্যে তোমাকে দাহ করিব। যদি তুমি প্রকৃতরূপে জানিয়া থাক, তবে সীতা যে ব্যক্তিকর্ত্তৃক অপহৃতা হইয়া যেখানে আছেন, তাহা বলিয়া দিয়া আমাদিগের পরমোপকার কর।" ১৮—২৫। বাগ্মিশ্রেষ্ঠ রঘুনন্দন রাম ঐরূপ বলিলে, সেই সুবক্তা দৈত্যপ্রবর তাঁহাকে এই উৎকৃষ্ট বাক্য বলিল,—"এক্ষণে আমার দিব্যজ্ঞান নাই; মিথিলারাজ-নন্দিনী সীতা যে এক্ষণে কোথায় আছেন, তাহা আমি জানি না। রাম! আগে আপনি আমাকে দাহ করুন; আমি আমার নিজের রূপ পুনঃ প্রাপ্ত হই, পরে যিনি সেই রাক্ষসের বিষয় জানেন এবং আপনাকে সীতার সংবাদ বলিবেন, তাহা আমি কীর্ত্তন করিব। প্রভো! আমি দগ্ধ না হইলে, যে মহাবীর্য্যশালী রাক্ষস আপনার সীতাকে হরণ করিয়াছে, তাহার বিষয় অবগত হইতে পারিব না। রঘুনন্দন! শাপপ্রভাবে আমার উৎকৃষ্ট দিব্যজ্ঞান নষ্ট হইয়াছে; আমি নিজের কার্য্যদোষে এই লোক-বিনিন্দিত রূপ লাভ করিয়াছি। ২৬—৩০। যাহা হউক, রাম! এক্ষণে যে পর্য্যন্ত সূর্য্য ক্লান্তবাহন হইয়া অস্তাচলে না যান, তন্মধ্যেই আপনি আমাকে গর্ত্তমধ্যে নিক্ষিপ্ত করিয়া যথাশাস্ত্র দাহ করুন। মহাবীর রাঘব! গর্ত্তমধ্যে আপনি আমাকে যথাশাস্ত্র দাহ করিলে, যিনি সেই রাক্ষসকে অবগত হইবেন, আপনার নিকটে তাঁহার নাম বলিব। বীর রাঘব! সদাচারীর সহিত আপনাকে মিত্রতা করিতে হইবে, তিনি আপনার সহায়তা করিবেন। রাঘব! পূর্ব্বে তিনি কোন কারণবশতঃ সমস্তলোক পরিভ্রমণ করিয়াছিলেন, ত্রিভুবনমধ্যে কোন স্থানই তাঁহার অবিদিত নাই।" ৩১—৩৪।

দ্বিসপ্ততিতম সর্গ।

সেই দুই বীর্য্যবান্ নরবর, কবন্ধের সেইরূপ কথা শুনিয়া এক পর্ব্বত-গহ্বর-মধ্যে অগ্নিপ্রদান

চিতামাদীপয়ামাস সা প্রজজ্বাল সর্ব্বতঃ ॥ ২
তচ্ছরীরং কবন্ধস্য ঘৃতপিণ্ডোপমং মহৎ।
মেদসা পচ্যমানস্য মন্দং দহতি পাবকঃ ॥ ৩
স বিধূয় চিতামাশু বিধূমোঽগ্নিরিবোত্থিতঃ।
অরজে বাসসী বিভ্রন্মাল্যং দিব্যং মহাবলঃ ॥ ৪
ততশ্চিতায়া বেগেন ভাস্বরো বিরজোঽম্বরঃ।
উৎপপাতাশু সংহৃষ্টঃ সর্ব্বপ্রত্যঙ্গভূষণঃ ॥ ৫
বিমানে ভাস্বরে তিষ্ঠন্ হংসযুক্তে যশস্করে।
প্রভয়া চ মহাতেজা দিশো দশ বিরাজয়ন্ ॥ ৬
সোঽন্তরিক্ষগতো বাক্যং কবন্ধো রামমব্রবীৎ।
শৃণু রাঘব তত্ত্বেন যথা সীতামবাপ্স্যসি ॥ ৭
রাম ষড়্যুক্তয়ো লোকে যাভিঃ সর্ব্বং বিমৃশ্যতে।
পরিমৃষ্টো দশান্তেন দশাভাগেন সেব্যতে ॥ ৮
দশাভাগগতো হীনস্ত্বং হি রাম সলক্ষ্মণঃ।
যৎকৃতে ব্যসনং প্রাপ্তং ত্বয়া দারপ্রধর্ষণম্ ॥ ৯
তদবশ্যং ত্বয়া কার্য্যঃ স সুহৃৎ সুহৃদাংবর।
অকৃত্বা ন হি তে সিদ্ধিমহং পশ্যামি চিন্তয়ন্ ॥ ১০

শ্রূয়তাং রাম বক্ষ্যামি সুগ্রীবো নাম বানরঃ।
ভ্রাত্রা নিরস্তঃ ক্রুদ্ধেন বালিনা শক্রসূনুনা ॥ ১১
ঋষ্যমূকে গিরিবরে পম্পাপর্য্যন্তশোভিতে।
নিবসত্যাত্মবান্ বীর চতুর্ভিঃ সহ বানরৈঃ ॥ ১২
বানরেন্দ্রো মহাবীর্য্যস্তেজস্বী চামিতপ্রভঃ।
সত্যসন্ধো বিনীতশ্চ ধৃতিমান্ মতিমান্ মহান্ ॥ ১৩
দক্ষঃ প্রগল্ভো দ্যুতিমান্ মহাবলপরাক্রমঃ।
ভ্রাত্রা বিবাসিতো বীর রাজ্যহেতোর্মহাত্মনা ॥ ১৫
স তে সহায়ো মিত্রঞ্চ সীতায়াঃ পরিমার্গণে।
ভবিষ্যতি হি তে রাম মা চ শোকে মনঃ কৃথাঃ ॥ ১৫
ভবিতব্যং হি যচ্চাপি ন তচ্ছক্যমিহান্যথা।
কর্ত্তুমিক্ষ্বাকুশার্দ্দূল কালো হি দুরতিক্রমঃ ॥ ১৬
গচ্ছ শীঘ্রমিতো বীর সুগ্রীবং তং মহাবলম্।
বয়স্যং তং কুরু ক্ষিপ্রমিতো গত্বাদ্য রাঘব।
অদ্রোহায় সমাগম্য দীপ্যমানে বিভাবসৌ ॥ ১৭
ন চ তে সোঽবমন্তব্যঃ সুগ্রীবো বানরাধিপঃ।
কৃতজ্ঞঃ কামরূপী চ সহায়ার্থী চ বীর্য্যবান্ ॥ ১৮
শক্তৌ হ্যদ্য যুবাং কর্ত্তুং কার্য্যং তস্য চিকীর্ষিতম্।

করিলেন। লক্ষ্মণ প্রজ্বলিত-মহোল্কাসমূহদ্বারা সর্ব্বত্র চিতা জ্বালিয়া দিলে সেই চিতা সর্ব্বতোভাবে জ্বলিয়া উঠিল। পরে অগ্নি, ঘৃতপিণ্ডের ন্যায় মেদঃপরিপূর্ণ সেই কবন্ধের শরীর অল্পে অল্পে দগ্ধ করিতে লাগিলেন। পরে মহাবল কবন্ধ শীঘ্র চিতা কম্পিত করিয়া নির্ম্মল বসন পরিধান এবং দিব্য মাল্য ধারণপূর্ব্বক, ধূমবিহীন অগ্নির ন্যায় উত্থিত হইল। তখন সেই মহাবল কবন্ধ নির্ম্মল বস্ত্র পরিধানপূর্ব্বক প্রভাশালী, সর্ব্বাঙ্গে অলঙ্কৃত ও প্রীত হইয়া চিতা হইতে উত্থিত হইল। ১—৫। উত্থিত হইয়া আকাশস্থিত, হংসযোজিত, যশস্কর, উজ্জ্বল বিমানে আরোহণ করিয়া স্বীয় তেজে দশ দিক্ শোভিত করত রামের দিকে দৃষ্টিনিক্ষেপ করিয়া বলিল, "রঘুনন্দন! আপনি যে উপায়ে সীতাকে পুনঃ প্রাপ্ত হইবেন, আমি তাহা যথার্থরূপে বলিতেছি, শ্রবণ করুন:—রাজন্! লোকমধ্যে সন্ধি, বিগ্রহ, যান, আসন, দ্বৈধীভাব ও সমাশ্রয়, এই ছয় প্রকার উপায় আছে; রাজারা এই ছয় প্রকার উপায় অবলম্বন করিয়া সকল বিষয় বিচার করেন। রাম! সুদশার অবসান হইলে, মানবের দুর্দ্দশার আরম্ভ হয়; আপনিও লক্ষ্মণের সহিত সুদশাবিহীন হইয়া দুর্দ্দশাগ্রস্ত হইয়াছেন; অতএব এই ভার্য্যাহরণ-রূপ ব্যসন প্রাপ্ত হইলেন। বন্ধুবর! আমি চিন্তা করিয়াও তাঁহার সহিত আপনার মিত্রতা করা ব্যতীত কার্য্যসিদ্ধির অন্য উপায় দেখিতেছি না; সুতরাং, আপনার অবশ্যই তাঁহার সহিত বন্ধুত্ব করা উচিত। ৬—১০।—রাম! আমি তাঁহার বিষয় বলিতেছি শুনুন; বিশুদ্ধাত্মা বীর বানরশ্রেষ্ঠ সুগ্রীব তাঁহার ভ্রাতা ইন্দ্রনন্দন ক্রুদ্ধ বালিকর্তৃক দূরীভূত হইয়া চারিটী বানরের সহিত পম্পানদীর অন্তভাগে বিরাজিত ঋষ্যমূকনামক শ্রেষ্ঠ পর্ব্বতে বাস করিতেছেন। রাম! আপনি শোকে অধীর হইবেন না। সেই তেজস্বী, মহাবীর, অনুপমপ্রভ, সত্যপ্রতিজ্ঞ, বিনীত-স্বভাব, ধীর, প্রশস্তবুদ্ধি, মহত্ত্বশালী, সুদক্ষ, অতি-প্রগল্ভ, মহাবল, মহাপরাক্রম, বানর-শ্রেষ্ঠ সুগ্রীব রাজ্যহেতু তদীয় ভ্রাতা মহাত্মা বালিকর্তৃক বিবাসিত হইয়াছেন; সুতরাং তিনি নিশ্চয়ই আপনার বন্ধুরূপে সীতার অন্বেষণে সহায়তা করিবেন। ১১—১৫। ইক্ষ্বাকুশ্রেষ্ঠ! ইহলোকে যাহা অবশ্যম্ভাবী, তাহার অন্যথা করিবার সামর্থ্য কাহারও নাই, কারণ কাল নিতান্ত অনতিক্রমণীয়। রঘুনন্দন বীর! এক্ষণে আপনি এ স্থান হইতে অবিলম্বে প্রস্থান করুন এবং তথায় যাইয়া প্রজ্বলিত অগ্নির সাক্ষাতে ভবিষ্যতে পরস্পর কাহারও দ্বারা কখন কাহারও অনিষ্ট না হয়; এইরূপ প্রতিজ্ঞা করিয়া শীঘ্রই বানররাজ মহাবল সুগ্রীবের সহিত মিত্রতা করুন। আপনি তাঁহাকে অবজ্ঞা করিবেন না; কেন না তিনি কৃতজ্ঞ, বীর্য্যশালী ও কামরূপী; পরন্তু বালীর নিগ্রহার্থে সহায়তা প্রার্থনাও করিতে-

কৃতার্থো বাকৃতার্থো বা তব কৃত্যং করিষ্যতি ॥ ১৯
স ঋক্ষরজসঃ পুত্রঃ পম্পামটতি শঙ্কিতঃ।
ভাস্করস্যৌরসঃ পুত্রো বালিনা কৃতকিল্বিষঃ ॥ ২০
সন্নিধায়ায়ুধং ক্ষিপ্রমৃষ্যমূকালয়ং কপিম্।
কুরু রাঘব সত্যেন বয়স্যং বনচারিণম্ ॥ ২১
স হি স্থানানি কার্ৎস্ন্যেন সর্ব্বাণি কপিকুঞ্জরঃ।
নরমাংসাশিনাং লোকে নৈপুণ্যাদধিগচ্ছতি ॥ ২২
ন তস্যাবিদিতং লোকে কিঞ্চিদস্তি হি রাঘব।
যাবৎ সূর্য্যঃ প্রতপতি সহস্রাংশুঃ পরন্তপঃ ॥ ২৩
স নদীর্বিপুলান্ শৈলান্ গিরিদুর্গাণি কন্দরান্।
অন্বিষ্য বানরৈঃ সার্দ্ধং পত্নীং তেঽধিগমিষ্যতি ॥ ২৪
বানরাংশ্চ মহাকায়ান্ প্রেষয়িষ্যতি রাঘব।
দিশো বিচেতুং তাং সীতাং ত্বদ্বিয়োগেন শোচতীম্।
অন্বেষ্যতি বরারোহাং মৈথিলীং রাবণালয়ে ॥ ২৫

স মেরুশৃঙ্গাগ্রগতামনিন্দিতাং
প্রবিশ্য পাতালতলেঽপি বাশ্রিতাম্।
প্লবঙ্গমানামৃষভস্তব প্রিয়াং
নিহত্য রক্ষাংসি পুনঃ প্রদাস্যতি ॥ ২৬

ইত্যারণ্যকাণ্ডে দ্বিসপ্ততিতমঃ সর্গঃ ॥ ৭২ ॥

ত্রিসপ্ততিতমঃ সর্গঃ।

নির্দর্শয়িত্বা তু রামায় সীতায়াঃ পরিমার্গণে।
বাক্যমন্বর্থমর্থজ্ঞঃ কবন্ধঃ পুনরব্রবীৎ ॥ ১
এষ রাম শিবঃ পন্থা যত্রৈতে পুষ্পিতা দ্রুমাঃ।
প্রতীচীং দিশমাশ্রিত্য প্রকাশন্তে মনোরমাঃ ॥ ২
জম্বুপিয়ালপনসা ন্যগ্রোধপ্লক্ষতিন্দুকাঃ।
অশ্বত্থাঃ কর্ণিকারাশ্চ চূতাশ্চান্যে চ পাদপাঃ ॥ ৩
ধন্বনা নাগবৃক্ষাশ্চ তিলকা নক্তমালকাঃ।
নীলাশোকাঃ কদম্বাশ্চ করবীরাশ্চ পুষ্পিতাঃ।
অগ্নিমুখ্যা অশোকাশ্চ সুরক্তাঃ পারিভদ্রকাঃ ॥ ৪
তানারুহ্যাথ বা ভূমৌ পাতয়িত্বা চ তান্ বলাৎ।
ফলান্যমৃতকল্পানি ভক্ষয়িত্বা গমিষ্যথঃ ॥ ৫
তদতিক্রম্য কাকুৎস্থ বনং পুষ্পিতপাদপম্।
নন্দনপ্রতিমস্ত্বন্যৎ কুরবস্তূত্তরা ইব ॥ ৬
সর্ব্বকালফলা যত্র পাদপা মধুরস্রবাঃ।
সর্ব্বে চ ঋতবস্তত্র বনে চৈত্ররথে যথা ॥ ৭
ফলভারনতাস্তত্র মহাবিটপধারিণঃ
শোভন্তে সর্ব্বতস্তত্র মেঘপর্ব্বতসন্নিভাঃ ॥ ৮
তানারুহ্যাথ বা ভূমৌ পাতয়িত্বাথ বা সুখম্।

ছেন। আপনারাও তাঁহার অভিপ্রেত কার্য্য সম্পাদন করিতে সমর্থ। তিনিও সফলমনোরথ হউন বা নাই হউন, নিশ্চয়ই আপনার কার্য্যে সাহায্য করিবেন। তিনি ঋক্ষরাজার স্ত্রীর গর্ভে ভাস্করের ঔরসে জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন, সম্প্রতি বালী তাঁহাকে দূরীকৃত করায় তিনি শঙ্কিতহৃদয়ে পম্পাতীরে বিচরণ করিতেছেন। ১৬—২০। রাঘব! আপনি অবিলম্বে তথায় যাইয়া অস্ত্রদ্বারা শপথ করিয়া সেই বনচারী ঋষ্যমূকনিবাসী বানররাজের সহিত মিত্রতা করুন; কারণ, তিনি ইহলোকে নরমাংসাশী রাক্ষসদিগের সমুদায় নিবাসস্থানই উত্তমরূপে জানেন; অধিক কি, ইহলোকে কোন স্থানই তাঁহার অবিদিত নাই। শত্রুদমন রঘুনন্দন! সহস্রকিরণ সূর্য্য যে পর্য্যন্ত কিরণ বিকীর্ণ করেন, তন্মধ্যে যত নদী, বৃহৎ পর্ব্বত, গিরিদুর্গ ও গুহা আছে, বানরগণদ্বারা তাহা অন্বেষণ করত আপনার পত্নীর বিষয় তিনি জানিতে পারিবেন। রাঘব! তিনি বৃহৎকায় বানরদিগকে আপনার বিয়োগে শোকাকুলা মিথিলারাজনন্দিনী বরারোহা সীতার অন্বেষণের জন্য চারিদিকে এবং রাবণের নিবাস স্থানে প্রেরণ করিবেন। আপনার প্রিয়তমা অনিন্দিতা সীতা মেরুপর্ব্বতের শিখরের সর্ব্বোচ্চ স্থানেই থাকুন বা পাতালতলেই থাকুন, কপিশ্রেষ্ঠ সুগ্রীব সেই স্থানে যাইয়াও রাক্ষসদিগকে বিনাশপূর্ব্বক আপনার নিকটে তাঁহাকে প্রদান করিবেন।” ২১—২৬।

ত্রিসপ্ততিতম সর্গ।

ধীমান্ কবন্ধ, রামকে সীতার অন্বেষণের উপায় বলিয়া পুনরায় এই যুক্তিপূর্ণ বাক্য বলিল, “রাম! এই পথ দিয়া অতি সহজে পম্পার পশ্চিমদিগ্‌বর্ত্তী ঐ প্রদেশে যাওয়া যায়। যাহার চারিদিক্ কুসুমিত মনোহর বৃক্ষসমূহে সমাবৃত রহিয়াছে,—যথায় জম্বু, পিয়াল, পনস, বট, প্লক্ষ, তিন্দুক, অশ্বত্থ, কর্ণিকার, আম্র, ধব, নাগকেশর, করঞ্জ, তিলক, নীল, অশোক, কদম্ব, পুষ্পিত করবীর, রক্তচন্দন, রক্ত অশোক, পারিজাত এবং অন্যান্য অনেক বৃক্ষ আছে; আপনারা তাহাদিগকে বলপূর্ব্বক ভূতলে পাতন বা তাহাদিগের উপরি আরোহণ করিয়া অমৃত-কল্প ফল ভক্ষণ করিয়া গমন করিবেন। ১—৫। কাকুৎস্থ! সেই বন অতিক্রম করিয়া নন্দনকানন ও উত্তরকুরুর ন্যায় বহুপুষ্পিত-তরুরাজিসমাকীর্ণ অন্য এক বন প্রাপ্ত হইবেন। চৈত্ররথ বনের ন্যায় তথায় সতত ছয় ঋতুই বর্ত্তমান থাকে, সেই জন্য তথাকার বৃক্ষ সকল সর্ব্বদাই মধুর ফল প্রসব করে। তথায় চতুর্দ্দিকেই মেঘ ও পর্ব্বতের ন্যায় সুবৃহৎ মহাবিটপ-সমন্বিত তরু সকল ফলভারে

কন্দাল্পমূতকল্পানি লক্ষ্মণস্তে প্রদাস্যতি ॥ ৯
চংক্রমন্তৌ বরান্ শৈলান্ শৈলাচ্ছৈলং বনাদ্বনম্।
ততঃ পুষ্করিণীং বীরৌ পম্পাং নাম গমিষ্যথঃ ॥ ১০
অশর্করামবিভ্রংশাং সমতীর্থামশৈবলাম্।
রাম সঞ্জাত বালুকাং কমলোৎপলশোভিতাম্ ॥ ১১
তত্র হংসাঃ প্লবাঃ ক্রৌঞ্চাঃ কুররাশ্চৈব রাঘব।
বল্গুস্বরা নিকূজন্তি পম্পাসলিলগোচরাঃ ॥ ১২
নোদ্বিজন্তে নরান্ দৃষ্ট্বা বধস্যাকোবিদাঃ পুরা।
ঘৃতপিণ্ডোপমান্ স্থূলান্ তান্ দ্বিজান্ ভক্ষয়িষ্যথঃ ॥ ১৩
রোহিতাংশ্চক্রতুণ্ডাংশ্চ নলমীনাংশ্চ রাঘব।
পম্পায়ামিষুভির্মৎস্যাংস্তত্র রাম বরান্ হতান্ ॥ ১৪
নিস্ত্বক্পক্ষানয়স্তপ্তানকৃশানেককণ্টকান্।
তব ভক্ত্যা সমাযুক্তো লক্ষ্মণঃ সম্প্রদাস্যতি ॥ ১৫
ভৃশং তান্ খাদতো মৎস্যান্ পম্পায়াঃ পুষ্পসঞ্চয়ে।
পদ্মগন্ধি শিবং বারি সুখশীতমনাময়ম্ ॥ ১৬
উদ্ধৃত্য স তদাক্লিষ্টং রূপ্যস্ফটিকসন্নিভম্।
অথ পুষ্করপর্ণেন লক্ষ্মণঃ পায়য়িষ্যতি ॥ ১৭
স্থূলান্ গিরিগুহাশয্যান্ বানরান্ বনচারিণঃ।
সায়াহ্নে বিচরন্ রাম দর্শয়িষ্যতি লক্ষ্মণঃ ॥ ১৮
অপাং লোভাদুপাবৃত্তান্ বৃষভানিব নর্দতঃ।
স্থূলান্ পীতাংশ্চ পম্পায়াং দ্রক্ষ্যসি ত্বং নরোত্তম ॥ ১৯
সায়াহ্নে বিচরন্ রাম বিটপী মাল্যধারিণঃ।
শিবোদকঞ্চ পম্পায়াং দৃষ্ট্বা শোকং বিহাস্যসি ॥ ২০
সুমনোভিশ্চিতাস্তত্র তিলকা নক্তমালকাঃ।
উৎপলানি চ ফুল্লানি পঙ্কজানি চ রাঘব ॥ ২১
ন তানি কশ্চিন্মাল্যানি তত্রারোপয়িতা নরঃ।
ন চ বৈ ম্লানতাং যান্তি ন চ শীর্য্যন্তি রাঘব ॥ ২২
মতঙ্গশিষ্যাস্তত্রাসন্ ঋষয়ঃ সুসমাহিতাঃ।
তেষাং ভারাভিতপ্তানাং বন্যমাহরতাং গুরোঃ ॥ ২৩
যে প্রপেতুর্মহীং তূর্ণং শরীরাৎ স্বেদবিন্দবঃ।
তানি মাল্যানি জাতানি মুনীনাং তপসা তদা ॥ ২৪
স্বেদবিন্দুসমুত্থানি ন বিনশ্যন্তি রাঘব ॥ ২৫
তেষাং গতানামদ্যাপি দৃশ্যতে পরিচারিণী।
শ্রমণী শবরী নাম কাকুৎস্থ চিরজীবিনী ॥ ২৬

অবনত হইয়া শোভা সম্পাদন করে; লক্ষ্মণ তাহাদিগকে ভূতলে পাতন বা তাহাদিগের উপরি আরোহণপূর্ব্বক যথাসুখে অমৃততুল্য ফল আহরণ করিয়া আপনাকে প্রদান করিবেন। বীরদ্বয়! আপনারা এক পর্ব্বত হইতে অন্য পর্ব্বতে ও এক বন হইতে অন্য বনে গমন করত বহু গিরি ও বন অতিক্রমপূর্ব্বক পদ্মসমূহে সুশোভিত পম্পা নদী পাইবেন। ৬—১০। রাম! সেই নদী কঙ্করশূন্যা, সমতীর্থা, পতনসম্ভাবনারহিতা, বালুকাপরিবৃতা, শ্বেত নীল পদ্মসমূহে শোভিতা এবং শৈবালশূন্যা; পম্পার জলমধ্যে ক্রৌঞ্চ, হংস, কুরর ও প্লবনামক বিহঙ্গগণ বিচরণ করত সুমধুর স্বরে শব্দ করিয়া থাকে। রঘুনন্দনদ্বয়! তথাকার বিহঙ্গগণকে কেহ কখন বধ করে না, এই জন্য তথাকার পক্ষীরা মানুষ দেখিয়া ভীত হয় না। সেই স্থূলকায় ঘৃতপিণ্ডতুল্য পক্ষীদিগের এবং রোহিত, চক্রতুণ্ড ও নলমীন-নামক মৎস্য সকল আপনারা মনের সুখে ভক্ষণ করিবেন। রাম! আপনার প্রতি ভক্তিমান্ লক্ষ্মণ বাণনিক্ষেপে পম্পানদীমধ্যে অনেক বৃহৎ বৃহৎ বহুকণ্টক (কাঁটাযুক্ত) উত্তম মৎস্য মারিয়া পক্ষত্বক্ (ডানা ও আঁইস) উন্মোচনপূর্ব্বক লৌহশলাকায় বিদ্ধ করিয়া অগ্নির উত্তাপে পাক করত ভোজনার্থ আপনাকে প্রদান করিবেন। ১১—১৫। পরে আপনি সেই সকল মৎস্য ভোজন করিতে লাগিলে, তিনি পদ্মপত্রদ্বারা রজত ও স্ফটিকের ন্যায় নির্ম্মল, পদ্মগন্ধি, সুখপ্রদ, সুশীতল, আরোগকর, অক্লেশদায়ক ও মনোহর পম্পার জল আনয়ন করিয়া আপনাকে পান করাইবেন। রাম! সন্ধ্যাকালে ভ্রমণ করত তিনি আপনাকে অনেক স্থূলকায়, গিরিগুহাশায়ী, বনচারী বানর দেখাইবেন। নরশ্রেষ্ঠ! আপনি জললোভে সমাগত স্থূলকায় বৃষভের ন্যায় গম্ভীর-শব্দকারী বানরদিগকে পম্পানদীতে বারি পান করিতে দেখিবেন। রাম! আপনি সন্ধ্যাকালে ভ্রমণ করত কুসুম-শোভিত তরুসকল ও পম্পানদীর মনোহর জল দেখিয়া শোকবিহীন হইবেন। ১৬—২০। রঘুনন্দন! সেই প্রদেশে তিলক ও করঞ্জ বৃক্ষ সকল পুষ্পিত রহিয়াছে এবং প্রস্ফুটিত শ্বেত ও নীল পদ্ম সকল শোভিত আছে। রাঘব! এমন কোন ব্যক্তিই তথায় নাই যে, সেই সমস্ত মালা ধারণ করে; কিন্তু সেই সকল মালাও শুষ্ক অথবা মলিন হয় না। পূর্ব্বে তথায় মতঙ্গ মুনির শিষ্য সমাহিতচিত্ত অনেক মুনি বাস করিতেন। একদা তাঁহারা গুরুর জন্য বিবিধ বন্যদ্রব্য আহরণ করত ভারক্রান্ত হইয়া তাপিত হইলে, তাঁহাদিগের শরীর হইতে যে সকল স্বেদবিন্দু ভূতলে পতিত হয়, তাঁহাদিগের তপঃপ্রভাবে সেই স্বেদবিন্দু সকল মালারূপে পরিণত হইয়াছে। রঘুনন্দন! তাঁহাদিগের স্বেদবিন্দুজাত সেই মালা সকল কদাচ নষ্ট হয় না। ২১—২৫। কাকুৎস্থ! তাঁহারা স্বর্গে গিয়াছেন; কিন্তু তথায় অদ্যাপি তাঁহাদিগের শবরী-নাম্নী তপশ্চারিণী, চিরজীবিনী পরিচারিকাকে তথায় দেখা গিয়া

ত্বাঞ্চ ধর্ম্মে স্থিতা নিত্যং সর্ব্বভূতনমস্কৃতম্ ।
দৃষ্ট্বা দেবোপমং রাম স্বর্গলোকং গমিষ্যতি ॥ ২৭
ততস্তদ্রাম পম্পায়াস্তীরমাশ্রিত্য পশ্চিমম্ ।
আশ্রমস্থানমতুলং গুহ্যং কাকুৎস্থ পশ্যসি ॥ ২৮
ন তত্রাক্রমিতুং নাগাঃ শক্নুবন্তি তদাশ্রমম্ ।
ঋষেস্তস্য মতঙ্গস্য বিধানাৎ তচ্চ কাননম্ ।
মতঙ্গবনমিত্যেব বিশ্রুতং রঘুনন্দন ॥ ২৯
তস্মিন্ নন্দনসঙ্কাশে দেবারণ্যোপমে বনে ।
নানাবিহগসঙ্কীর্ণে রংস্যসে রাম নির্বৃতঃ ॥ ৩০
ঋষ্যমূকস্তু পম্পায়াঃ পুরস্তাৎ পুষ্পিতদ্রুমঃ ।
সুদুঃখারোহণশ্চৈব শিশুনাগাভিরক্ষিতঃ ।
দারো ব্রহ্মণা চৈব পূর্ব্বকালেঽভিনির্ম্মিতঃ ॥ ৩১
য়ানঃ পুরুষো রাম তস্য শৈলস্য মূর্দ্ধনি ।
ঃ স্বপ্নে লভতে বিত্তং তৎ প্রবুদ্ধোঽধিগচ্ছতি ॥ ৩২
ত্বেনং বিষমাচারঃ পাপকর্ম্মাধিরোহতি ।
ত্রৈব প্রহরন্ত্যেনং সুপ্তমাদায় রাক্ষসাঃ ॥ ৩৩
তোঽপি শিশুনাগানামাক্রন্দঃ শ্রূয়তে মহান্ ।
ক্রীড়তাং রাম পম্পায়াং মতঙ্গাশ্রমবাসিনাম্ ॥ ৩৪
ক্তা রুধিরধারাভিঃ সংহত্য পরমদ্বিপাঃ ।
প্রচরন্তি পৃথক্কীর্ণা মেঘবর্ণাস্তরস্বিনঃ ॥ ৩৫
তে তত্র পীত্বা পানীয়ং বিমলং চারু শোভনম্ ।
অত্যন্তসুখসংস্পর্শং সর্ব্বগন্ধসমন্বিতম্ ॥ ৩৬
নিবৃত্তাঃ সংবিগাহন্তে বনানি বনগোচরাঃ ॥ ৩৭
ঋক্ষাংশ্চ দ্বীপিনশ্চৈব নীলকোমলকপ্রভান্ ।
রুরূনপেতানপজয়ান্ দৃষ্ট্বা শোকং প্রহাস্যসি ॥ ৩৮
রাম তস্য তু শৈলস্য মহতী শোভতে গুহা ।
শিলাপিধানা কাকুৎস্থ দুঃখঞ্চাস্যাঃ প্রবেশনম্ ॥ ৩৯
তস্যা গুহায়াঃ প্রাগ্দ্বারে মহাঞ্শীতোদকো হ্রদঃ ।
বহুমূলফলো রম্যো নানানগসমাকুলঃ ॥ ৪০
তস্যাং বসতি ধর্ম্মাত্মা সুগ্রীবঃ সহ বানরৈঃ ।
কদাচিচ্ছিখরে তস্য পর্ব্বতস্যাপি তিষ্ঠতি ॥ ৪১
কবন্ধস্ত্বনুশাস্যৈবং তাবুভৌ রামলক্ষ্মণৌ ।
স্রগ্বী ভাস্করবর্ণাভঃ খে ব্যরোচত বীর্য্যবান্ ॥ ৪২
তন্তু খস্থং মহাভাগং তাবুভৌ রামলক্ষ্মণৌ ।
প্রস্থিতৌ ত্বং ব্রজস্বেতি বাক্যমূচতুরন্তিকে ॥ ৪৩
গম্যতাং কার্য্যসিদ্ধ্যর্থমিতি তাবব্রবীৎ স চ ।
সুপ্রীতৌ তাবনুজ্ঞাপ্য কবন্ধঃ প্রাস্থিতস্তদা ॥ ৪৪

াকে। রাম! আপনি দেবতার ন্যায়, সকল প্রাণীদিগের প্রণম্য; আপনাকে দেখিয়াই নিরন্তর ধর্ম্মাচরণনিরতা শবরী স্বর্গে যাইবেন। কাকুৎস্থ রাম! তৎপরে আপনি পম্পানদীর পশ্চিমতীরবর্ত্তী প্রদেশে অনুপম সেই গুপ্ত আশ্রম দেখিবেন। রাঘব! মতঙ্গ ঋষির প্রভাবে তথায় হস্তীরা উপদ্রব করিতে পারে না। রাম! 'মতঙ্গবন' নামে বিখ্যাত সেই বিবিধ বিহগকুলে সমাকুল বন নন্দন-কানন ও অন্যান্য দেবকানন-তুল্য; সুতরাং আপনি তথায় মনের সুখে বিহার করিবেন। ২৬—৩০। শিশুসমূহে অভিরক্ষিত, বিবিধ-কুসুমিত বৃক্ষসমূহে সুশোভিত, ব্রহ্মাকর্ত্তৃক নির্ম্মিত, বিশাল দুরারোহণীয় ঋষ্যমূক পর্ব্বত সেই পম্পাতীরবর্ত্তী মতঙ্গ ঋষির আশ্রমের সম্মুখে বিদ্যমান রহিয়াছে। রাম! ধার্ম্মিক পুরুষ সেই পর্ব্বতশিখরে শয়ন করিয়া স্বপ্নে যে ধন লাভ করেন, জাগরিত হইয়া সেই ধন নিশ্চয়ই পাইয়া থাকেন। যদি কোন পাপানুষ্ঠান-রত পাপকর্ম্মা পুরুষ তথায় আরোহণ করে, তবে সে নিদ্রিত হইলে, রাক্ষসেরা তাহাকে ধরিয়া প্রহার করিয়া থাকে। রাম! তথা হইতে পম্পানদীমধ্যে ক্রীড়নশীল মতঙ্গাশ্রম-সন্নিহিত বনচর করিশাবকদিগের তুমুল শব্দ শুনিতে পাওয়া যায়। পম্পাতীরে মদস্রাবী মেঘবর্ণ বেগবান্ বৃহৎ বৃহৎ হস্তীরা কখন দলবদ্ধ হইয়া কখন বা দলচ্যুত হইয়া ভ্রমণ করিয়া থাকে। ৩১—৩৫। পরে তাহারা পম্পা নদীর অতীব সুখস্পর্শ, অতীব সুগন্ধবিশিষ্ট, মনোহর নির্ম্মল জল পান করিয়া প্রতিনিবৃত্ত হইয়া বনমধ্যে প্রবেশ করে। তথায় ঋক্ষ, নীলমণির ন্যায় কোমলকান্তি হস্তী ও বধাশঙ্কারহিত পলায়নে অনুদ্যত রুরু মৃগগণকে দেখিলে আপনার শোক দূরে যাইবে। কাকুৎস্থ রাম! সেই পর্ব্বতের উপরিভাগে এক সুবৃহৎ প্রস্তরে আবৃত বৃহৎ গুহা আছে; তন্মধ্যে প্রবেশ করা অত্যন্ত কষ্টসাধ্য; কারণ তাহার দ্বারের সম্মুখেই চারিদিকে বিবিধফল-মূলযুক্ত তরুরাজি-পরিবৃত এক রমণীয় হ্রদ আছে। ৩৬—৪০। ধর্ম্মাত্মা সুগ্রীব, বানরদিগের সহিত সেই গুহায় বাস করেন, কখন কখন পর্ব্বতের শিখরদেশেও থাকেন।" সূর্য্যবৎ প্রদীপ্ত মাল্যধারী, বীর্য্যবান্ কবন্ধ, রাম ও লক্ষ্মণের নিকটে ঐরূপ নির্দ্দেশ করিয়া আকাশে অবস্থান করত শোভিত হইল। তখন রাম ও লক্ষ্মণ উভয়ে পম্পা নদীর অভিমুখে গমনোদ্যত হইয়া দিব্য-রূপ-প্রাপ্ত সেই মহাভাগ দানবকে, "তুমি যাও" এই বলিয়া বিদায় দিলেন। কবন্ধও তখন সেই প্রীতচিত্ত উভয় ভ্রাতাকে "আপনারাও কার্য্যসিদ্ধির জন্য গমন করুন" ইহা কহিল এবং তাঁহাদিগের অনুমতি লইয়া

স তং কবন্ধঃ প্রতিপদ্য রূপং
বৃতঃ শ্রিয়া ভাস্বরসর্ব্বদেহঃ।
নিদর্শয়ন্ রামমবেক্ষ্য খস্থঃ
সখ্যং কুরুষ্বেতি তদাভ্যুবাচ॥ ৪৫
ইত্যারণ্যকাণ্ডে ত্রিসপ্ততিতমঃ সর্গঃ॥ ৭৩॥

চতুঃসপ্ততিতমঃ সর্গঃ।

তৌ কবন্ধেন তং মার্গং পম্পায়া দর্শিতং বনে।
আতস্থতুর্দিশং গৃহ্য প্রতীচীং নৃবরাত্মজৌ॥ ১
তৌ শৈলেষ্বাচিতানেকান্ ক্ষৌদ্রপুষ্পফলদ্রুমান্।
বীক্ষন্তৌ জগ্মতুর্দ্রষ্টুং সুগ্রীবং রামলক্ষ্মণৌ॥ ২
কৃত্বা তু শৈলপৃষ্ঠে তু তৌ বাসং রঘুনন্দনৌ।
পম্পায়াঃ পশ্চিমং তীরং রাঘবাবুপতস্থতুঃ॥ ৩
তৌ পুষ্করিণ্যাঃ পম্পায়াস্তীরমাসাদ্য পশ্চিমম্।
অপশ্যতাং ততস্তত্র শবর্য্যা রম্যমাশ্রমম্॥ ৪
তৌ তমাশ্রমমাসাদ্য দ্রুমৈর্বহুভিরাবৃতম্।
সুরম্যমভিবীক্ষন্তৌ শবরীমভ্যুপেয়তুঃ॥ ৫
তৌ দৃষ্ট্বা তু তদা সিদ্ধা সমুত্থায় কৃতাঞ্জলিঃ।
পাদৌ জগ্রাহ রামস্য লক্ষ্মণস্য চ ধীমতঃ॥ ৬
পাদ্যমাচমনীয়ঞ্চ সর্ব্বং প্রাদাদ্‌যথাবিধি।
তমুবাচ ততো রামঃ শ্রমণীং ধর্ম্মসংস্থিতাম্॥ ৭
কচ্চিৎ তে নির্জ্জিতা বিঘ্নাঃ কচ্চিৎ তে বর্দ্ধতে তপঃ।
কচ্চিৎ তে নিয়তঃ কোপ আহারশ্চ তপোধনে॥ ৮
কচ্চিৎ তে নিয়মাঃ প্রাপ্তাঃ কচ্চিৎ তে মনসঃ সুখম্।
কচ্চিৎ তে গুরুশুশ্রূষা সফলা চারুভাষিণি॥ ৯
রামেণ তাপসী পৃষ্টা সা সিদ্ধা সিদ্ধসম্মতা।
শশংস শবরী বৃদ্ধা রামায় প্রত্যবস্থিতা॥ ১০
অদ্য প্রাপ্তা তপঃসিদ্ধিস্তব সন্দর্শনান্ময়া।
অদ্য মে সফলং জন্ম গুরবশ্চ সুপূজিতাঃ॥ ১১
অদ্য মে সফলং তপ্তং স্বর্গশ্চৈব ভবিষ্যতি।
ত্বয়ি দেববরে রাম পূজিতে পুরুষর্ষভ॥ ১২
তবাহং চক্ষুষা সৌম্য পূতা সৌম্যেন মানদ।
গমিষ্যাম্যক্ষয়ান্ লোকাংস্ত্বৎপ্রসাদাদরিন্দম॥ ১৩
চিত্রকূটং ত্বয়ি প্রাপ্তে বিমানৈরতুলপ্রভৈঃ।
ইতস্তে দিবমারূঢ়া যানহং পর্য্যচারিষম্॥ ১৪
তৈশ্চাহমুক্তা ধর্ম্মজ্ঞৈর্মহাভাগৈর্মহর্ষিভিঃ।
আগমিষ্যতি তে রামঃ সুপুণ্যমিমমাশ্রমম্॥ ১৫

প্রত্যাদেশোদ্যত হইল। কবন্ধ তাহার পূর্ব্বরূপ পুনঃ প্রাপ্ত হওয়ায় শোভাশালী ও প্রদীপ্তদেহ হইয়া রামের দিকে দৃষ্টিনিক্ষেপপূর্ব্বক তাঁহাকে পথ প্রদর্শন করত "সুগ্রীবের সহিত বন্ধুত্ব করুন" ইহা বলিল।৪১—৪৫।

চতুঃসপ্ততিতম সর্গ।

পরে রঘুনন্দন রাজকুমার রাম ও লক্ষ্মণ কবন্ধের প্রদর্শিত পথ অবলম্বনপূর্ব্বক পম্পার পশ্চিমপ্রদেশ-উদ্দেশে প্রস্থান করিলেন। তাঁহারা সুগ্রীবের দর্শন-লালসায় পর্ব্বত-শিখরস্থিত কুসুমিত ও মধুর ন্যায় সুমধুর ফলবান্ বৃক্ষ সকল দেখিতে দেখিতে যাইতে লাগিলেন, এবং পথিমধ্যে এক পর্ব্বতশিখরে রাত্রি যাপন করিয়া প্রভাতে প্রস্থান করত ক্রমে পদ্মশোভিতা পম্পার পশ্চিম তীরে গিয়া উপস্থিত হইলেন। পরে তাঁহারা তথায় যাইয়া শবরীর মনোহর আশ্রম দেখিতে পাইলেন এবং সেই নানাতরুরাজি-সমাকুল রমণীয় আশ্রম দেখিয়া তন্মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া শবরীর নিকটবর্ত্তী হইলেন। তখন তপঃসিদ্ধা শবরী, ধীমান্ রাম ও লক্ষ্মণকে দেখিয়া উত্থিতা হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে তাঁহাদিগের চরণে প্রণাম করত তাঁহাদিগকে পাদ্য ও আচমনীয় প্রভৃতি আতিথেয় দ্রব্য সকল প্রদান করিলেন। পরে রাম সেই ধর্ম্মনিরতা তাপসীকে কহিলেন।১—৭। 'তপোধনে! তুমি ত বিঘ্ন সকল নিবারণ করিয়াছ? তোমার তপস্যা বৃদ্ধি হইতেছে ত? তুমি শোক এবং আহার সংযম করিয়াছ ত? তুমি বিহিত নিয়ম সকল ত সম্যক্ অনুষ্ঠান করিতেছ? তোমার চিত্ত ত নিয়ত প্রসন্ন থাকে? অপিচ, চারুভাষিণি! তোমার গুরুশুশ্রূষা ত ফলবতী হইয়াছে?' সিদ্ধদিগের মাননীয় তপঃসিদ্ধা বৃদ্ধা শবরী, রামের ঐরূপ প্রশ্ন শুনিয়া তাঁহার প্রতি দৃষ্টিনিক্ষেপ করত তাঁহাকে কহিলেন, "সুরশ্রেষ্ঠ রাম! আজ যখন আপনি আমার দৃষ্টিপথের পথিক এবং আমি আপনাকে পূজা করিলাম, তখন নিশ্চয়ই আমি তপস্যায় সিদ্ধিলাভ করিলাম। পুরুষশ্রেষ্ঠ! আজ আমার জন্ম, গুরুসেবা এবং তপস্যাচরণ সফল হইল। আজ আমি স্বর্গগমনের অধিকারিণী হইলাম। মানপ্রদ শুভদর্শন পরন্তপ রাম! আমি আপনার প্রসাদে অক্ষয় লোক সকল লাভ করিব।৮—১৩। আপনি যখন চিত্রকূটপর্ব্বতে অবস্থান করিতেছিলেন, তখন আমি যাঁহাদিগের সেবা করিতাম, তাঁহারা অনুপম-প্রভাববিশিষ্ট বিমানে আরোহণপূর্ব্বক স্বর্গে গিয়াছেন। স্বর্গগমনকালে সেই ধর্ম্মজ্ঞ মহাভাগ মহর্ষিরা আমাকে বলিয়াছিলেন, 'লক্ষ্মণের সহিত রাম তোমার এই পুণ্য

স তে প্রতিগ্রহীতব্যঃ সৌমিত্রিসহিতোঽতিথিঃ।
তঞ্চ দৃষ্ট্বা বরান্ লোকানক্ষয়াংস্তং গমিষ্যসি ॥ ১৬
এবমুক্তা মহাভাগৈস্তদাহং পুরুষর্ষভ ॥ ১৭
ময়া তু সঞ্চিতং বন্যং বিবিধং পুরুষর্ষভ।
তবার্থে পুরুষব্যাঘ্র পম্পায়াস্তীরসম্ভবম্ ॥ ১৮
এবমুক্তঃ স ধর্ম্মাত্মা শবর্য্যা শবরীমিদম্।
রাঘবঃ প্রাহ বিজ্ঞানে তাং নিত্যমবহিষ্কৃতাম্ ॥ ১৯
দনোঃ সকাশাৎ তত্ত্বেন প্রভাবং তে মহাত্মনাম্।
শ্রুতং প্রত্যক্ষমিচ্ছামি সন্দ্রষ্টুং যদি মন্যসে ॥ ২০
এতত্তু বচনং শ্রুত্বা রামবক্ত্রবিনিঃসৃতম্।
শবরী দর্শয়ামাস তাবুভৌ তদ্বনং মহৎ ॥ ২১
পশ্য মেঘঘনপ্রখ্যং মৃগপক্ষিসমাকুলম্।
মতঙ্গবনমিত্যেব বিশ্রুতং রঘুনন্দন ॥ ২২
ইহ তে ভাবিতাত্মানো গুরবো মে মহাদ্যুতে।
জুহবাঞ্চক্রিরে নীড়ং মন্ত্রবন্মন্ত্রপূজিতম্। ২৩
ইয়ং প্রত্যক্স্থলী বেদী যত্র তে মে সুসংকৃতাঃ।
পুষ্পোপহারং কুর্ব্বন্তি শ্রমাদুদ্বেপিভিঃ করৈঃ ॥ ২৪
তেষাং তপঃপ্রভাবেণ পশ্যাদ্যাপি রঘূত্তম।
দ্যোতয়ন্তী দিশঃ সর্ব্বাঃ শ্রিয়া বেদ্যতুলপ্রভা ॥ ২৫
অশক্নুবদ্ভিস্তৈর্গন্তুমুপবাসশ্রমালসৈঃ।
চিন্তিতেনাগতান্ পশ্য সমেতান্ সপ্ত সাগরান্ ॥ ২৬
কৃতাভিষেকৈস্তৈর্ন্যস্তা বল্কলাঃ পাদপেষ্বিহ।
অদ্যাপি ন বিশুষ্যন্তি প্রদেশে রঘুনন্দন ॥ ২৭
দেবকার্য্যাণি কুর্ব্বদ্ভির্যানীমানি কৃতানি বৈ।
পুষ্পৈঃ কুবলয়ৈঃ সার্দ্ধং ম্লানত্বং ন তু যান্তি বৈ ॥ ২৮
কৃৎস্নং বনমিদং দৃষ্টং শ্রোতব্যঞ্চ শ্রুতং ত্বয়া।
তদিচ্ছাম্যভ্যনুজ্ঞাতা ত্যক্ষ্যাম্যেতৎ কলেবরম্ ॥ ২৯
তেষামিচ্ছাম্যহং গন্তুং সমীপং ভাবিতাত্মনাম্।
মুনীনামাশ্রমো যেষামহঞ্চ পরিচারিণী ॥ ৩০
ধর্ম্মিষ্ঠন্তু বচঃ শ্রুত্বা রাঘবঃ সহলক্ষ্মণঃ।
প্রহর্ষমতুলং লেভে আশ্চর্য্যমিতি চাব্রবীৎ ॥ ৩১
তামুবাচ ততো রামঃ শবরীং সংশিতব্রতাম্।
অর্চ্চিতোঽহং ত্বয়া ভদ্রে গচ্ছ কামং যথাসুখম্ ॥ ৩২
ইত্যেবমুক্তা জটিলা চীরকৃষ্ণাজিনাম্বরা।
অনুজ্ঞাতা তু রামেণ হুত্বাত্মানং হুতাশনে ॥ ৩৩
জ্বলৎপাবকসঙ্কাশা স্বর্গমেব জগাম হ।
দিব্যাভরণসংযুক্তা দিব্যমাল্যানুলেপনা ॥ ৩৪

যর আশ্রমে আসিবেন; তুমি সেই প্রিয় অতিথিদ্বয়কে সমাদর করিয়া পূজা করিও। তুমি রামকে দর্শন করিয়া অক্ষয় উৎকৃষ্ট লোক সকল প্রাপ্ত হইবে। পুরুষশ্রেষ্ঠ! তখন সেই মহাভাগেরা আমাকে ঐ কথা বলিয়াছেন, সুতরাং পুরুষপ্রবর! আমি আপনার জন্য পম্পাতীরজাত বিবিধ সুখাদ্য বন্য দ্রব্য সংগ্রহ করিয়া রাখিয়াছি।” ১৪—১৮। ধর্ম্মাত্মা রঘুনন্দন রাম, সতত তত্ত্বজ্ঞাননিরতা শবরীর এরূপ উক্তি শুনিয়া তাহাকে বলিলেন, “আমি দনুপুত্রের মুখে সেই মহাত্মাদিগের ও তোমার প্রভাব শুনিয়াছি, কিন্তু প্রত্যক্ষ দেখিতে ইচ্ছা করি, যদি তোমার মত হয় প্রদর্শন কর।” শবরী রামের মুখে সেই কথা শুনিয়া তাঁহাদিগের উভয়কে সেই বৃহৎ বন দেখাইয়া কহিলেন, “রঘুনন্দন! আপনি মৃগ ও বিহঙ্গসমূহে সমাকুল ঘনমেঘবৎ মতঙ্গবন নামে এই বিখ্যাত কানন দেখুন। মহাদ্যুতে! এই স্থানে বিশুদ্ধচিত্ত আমার গুরুগণ বেদমন্ত্রপুরস্কৃত যজ্ঞোদ্দেশে বৈদিক নিয়মানুসারে হোম করিতেন। এই বেদীর নাম প্রত্যক্স্থলী; আমার পরম পূজনীয় গুরুগণ ক্লান্তিবশতঃ কম্পিতহস্তে এই স্থানে দেবতাদিগের পূজা করিতেন। ১৯—২৪। রাঘব! অনুপম যেমি তাঁহাদিগের তপস্যা-প্রভাবে অদ্যাপি প্রভায় দিক্ সকল উদ্ভাসিত করি-তেছে দেখুন। একদা তাঁহারা উপবাসজনিত শ্রমে অলস এবং যাইতে অশক্ত হইয়া চিন্তা করিলে ঐ স্থানে সপ্ত সাগর আসিয়া মিলিত হইয়াছে, দেখুন। রাঘব! তাঁহারা স্নান করিয়া এই প্রদেশে বৃক্ষ সকলের উপরি বল্কল রাখিতেন। অদ্যাপি তাহা শুষ্ক হয় নাই। তাঁহারা দেবগণের উদ্দেশে নীলপদ্ম ও অন্যান্য পুষ্প এবং যে যে দ্রব্য প্রদান করিয়াছেন, তাহার কিছুই মলিন হয় নাই। যাহা যাহা শুনিতে হয়, আপনি তাহা শুনিয়াছেন এবং এই সমগ্র বনও দেখিলেন; এক্ষণে আমাকে শরীর পরিত্যাগে অনুমতি প্রদান করেন, আমার এরূপ বাসনা হইতেছে। ২৫—২৯। আমি যাহাদিগের পরিচারিকা এবং এই আশ্রমে যাঁহারা বাস করিতেন, আমি সেই বিশুদ্ধচিত্ত ঋষি-দিগের নিকটে যাইতে মনন করিতেছি।” রঘুনন্দন রাম লক্ষ্মণের সহিত সুব্রতচারিণী শবরীর ঐ ধর্ম্ম-সঙ্গত কথা শুনিয়া অতিশয় প্রীত হইয়া বলিলেন, এ সকল ব্যাপার অতি আশ্চর্য্য এবং তাঁহাকে কহি-লেন “ভদ্রে! তুমি আমাকে সম্যক্ অর্চ্চনা করিয়াছ, তুমি যথাসুখে অভিলষিত স্থানে গমন কর।” চীর ও কৃষ্ণাজিনপরিধায়িনী জটাধারিণী শবরী রামের কথা শুনিয়া এবং তিনি তাহাকে দেহত্যাগে অনুমতি করিলে জলন্ত অগ্নিমধ্যে নিজ শরীর দগ্ধ করিয়া দিব্য

দিব্যাম্বরধরা তত্র বভূব প্রিয়দর্শনা।
বিরাজয়ন্তী তং দেশং বিদ্যুৎ সৌদামনী যথা॥ ৩৫
যত্র তে সুকৃতাত্মানো বিহরন্তি মহর্ষয়ঃ।
তৎ পুণ্যং শবরী স্থানং জগামাত্মসমাধিনা॥ ৩৬

ইত্যারণ্যকাণ্ডে চতুঃসপ্ততিতমঃ সর্গঃ॥ ৭৪॥

পঞ্চসপ্ততিতমঃ সর্গঃ।

দিবন্তু তস্যাং যাতায়াং শবর্য্যাং স্বেন তেজসা।
লক্ষ্মণেন সহ ভ্রাত্রা চিন্তয়ামাস রাঘবঃ॥ ১
চিন্তয়িত্বা তু ধর্ম্মাত্মা প্রভাবং তং মহাত্মনাম্।
হিতকারিণমেকাগ্রং লক্ষ্মণং রাঘবোঽব্রবীৎ॥ ২
দৃষ্টো ময়াশ্রমঃ সৌম্য বহ্বাশ্চর্য্যঃ কৃতাত্মনাম্।
বিশ্বস্তমৃগশার্দূলো নানাবিহগসেবিতঃ॥ ৩
সপ্তানাঞ্চ সমুদ্রাণাং তেষাং তীর্থেষু লক্ষ্মণ।
উপস্পৃষ্টঞ্চ বিধিবৎ পিতরশ্চাপি তর্পিতাঃ॥ ৪
প্রনষ্টমশুভং যন্নঃ কল্যাণং সমুপস্থিতম্।
তেন ত্বেতৎ প্রহৃষ্টং মে মনো লক্ষ্মণ সম্প্রতি॥ ৫
হৃদয়ে মে নরব্যাঘ্র শুভমাবির্ভবিষ্যতি।
তদাগচ্ছ গমিষ্যাবঃ পম্পাং তাং প্রিয়দর্শনাম্॥ ৬
ঋষ্যমূকো গিরির্যত্র নাতিদূরে প্রকাশতে।
যস্মিন্ বসতি ধর্ম্মাত্মা সুগ্রীবোঽংশুমতঃ সুতঃ।
নিত্যং বালিভয়াৎ ত্রস্তশ্চতুর্ভিঃ সহ বানরৈঃ॥ ৭
অহং ত্বরে চ তং দ্রষ্টুং সুগ্রীবং বানরর্ষভম্।
তদধীনং হি মে কার্য্যং সীতায়াঃ পরিমার্গণম্॥ ৮
ইতি ব্রুবাণং তং বীরং সৌমিত্রিরিদমব্রবীৎ।
গচ্ছাবস্ত্বরিতং তত্র মমাপি ত্বরতে মনঃ॥ ৯
আশ্রমাত্তু ততস্তস্মাৎ নিষ্ক্রম্য স বিশাম্পতিঃ।
আজগাম ততঃ পম্পাং লক্ষ্মণেন সহ প্রভুঃ॥ ১০
সমীক্ষমাণঃ পুষ্পাঢ্যং সর্ব্বতোবিপুলদ্রুমম্॥ ১১
কোয়ষ্টিভিশ্চার্জ্জুনকৈঃ শতপত্রৈশ্চ কীচকৈঃ।
এতৈশ্চান্যৈশ্চ বহুভির্নাদিতং তদ্বনং মহৎ॥ ১২
স রামো বিবিধান্ বৃক্ষান্ সরাংসি বিবিধানি চ।
পশ্যন্ কামাভিসন্তপ্তো জগাম পরমং হ্রদম্॥ ১৩
স তামাসাদ্য বৈ রামো দূরাৎ পানীয়বাহিনীম্।
মতঙ্গসরসং নাম হ্রদং সমবগাহত॥ ১৪
তত্র জগ্মতুরব্যগ্রৌ রাঘবৌ হি সমাহিতৌ।
স তু শোকসমাবিষ্টো রামো দশরথাত্মজঃ।
বিবেশ নলিনীং পম্পাং পঙ্কজৈশ্চ সমাবৃতাম্॥ ১৬

অনুলেপন ও মাল্যধারিণী দিব্য-বস্ত্রপরিধায়িনী দিব্যা-লঙ্কারভূষিতা প্রজ্বলিত-অনলতুল্য দীপ্তিশালিনী ও প্রিয়দর্শনা হইলেন এবং সুদামতনয়া বিদ্যুতের ন্যায় সেই প্রদেশ উদ্ভাসিত করত স্বর্গে গেলেন। সেই বিশুদ্ধচিত্ত মহর্ষিরা যথায় বিহার করিতেছেন, শবরী আত্মসমাধিপ্রভাবে সেই বহু-পুণ্যলভ্য স্থানে গমন করিলেন। ৩০—৩৬।

পঞ্চসপ্ততিতম সর্গ।

শবরী তপস্যাপ্রভাবে স্বর্গে গমন করিলে, রঘু-নন্দন ধর্ম্মাত্মা রাম, ভ্রাতা লক্ষ্মণের সহিত সেই মহাত্মা মহর্ষিগণের প্রভাব চিন্তা করিলেন। তিনি কিছুক্ষণ তাঁহাদিগের প্রভাব চিন্তা করিয়া হিতকারী একাগ্রচিত্ত লক্ষ্মণকে কহিলেন "শুভদর্শন! সেই বিশুদ্ধচিত্ত মহর্ষিগণের এই বিশ্বস্ত মৃগ ও ব্যাঘ্রসমূহ-সমাকুল, নানাবিহগসেবিত, বহু আশ্চর্য্যব্যাপার-সমন্বিত আশ্রম দেখিয়াছি। লক্ষ্মণ। আমি সেই মহর্ষিদিগের প্রতিষ্ঠিত সপ্ত সাগরের তীর্থে স্নানপূর্ব্বক পিতৃগণকে তর্পণ করিয়া জল পান করিয়াছি। লক্ষ্মণ। আমাদিগের অমঙ্গল দূর হইয়াছে ও শুভ উপস্থিত হইয়াছে; তজ্জন্যই আমার মনে আনন্দ হইতেছে। নরবর! আমার বোধ হইতেছে যে, শীঘ্রই শুভ ঘটিবে, সুতরাং আমরা সেই প্রিয়দর্শনা পম্পানদীতে গমন করি। ১—৬। সূর্য্যতনয় ধর্ম্মাত্মা সুগ্রীব বালীর ভয়ে ভীত হইয়া বানরচতুষ্টয়ের সহিত নিয়ত যথায় বাস করিতেছেন, পম্পানদীর অদূরে সেই ঋষ্যমূক পর্ব্বত শোভা পাইতেছে। আমি, বানরশ্রেষ্ঠ সুগ্রীবকে দেখিতে ব্যাকুল হইয়াছি; কারণ সীতার অন্বেষণ-রূপ কার্য্য তাঁহারই আয়ত্ত।" রাম ইহা বলিলে সুমিত্রানন্দন লক্ষ্মণ তাঁহাকে বলিলেন, "আমারও চিত্ত ব্যাকুল হইতেছে, সুতরাং চলুন আমরা যাই।" পরে সুদক্ষ নরপতি রাম, লক্ষ্মণের সহিত সেই আশ্রম হইতে বহির্গত হইয়া পম্পানদীর দিকে গেলেন। তিনি কীচকবংশের শব্দে এবং কোয়ষ্টি, ময়ূর, শতপত্র ও অন্যান্য নানাবিধ বিহঙ্গসমূহের শব্দে মুখরিত, চতুর্দ্দিকে বৃহৎ বৃহৎ বৃক্ষসমূহে পরিব্যাপ্ত, বিবিধকুসুমসমাকীর্ণ মহৎ বন এবং বিবিধ বৃক্ষ ও সরোবর দেখিয়া যাইতে যাইতে মদনশরে তাপিত হইয়া উত্তম হ্রদের নিকটে উপস্থিত হইলেন। ৭—১৩। পরে তিনি মধুরসলিলবাহিনী পম্পা নদীর অন্তর্ব্বর্ত্তী সেই মতঙ্গসরস নামক হ্রদের সন্নি-কটে উপস্থিত হইয়া তন্মধ্যে যাইতে উদ্যত হইলেন। তখন সেই রঘুনন্দনদ্বয় একাগ্রমনে সযত্নে তথায় যাইতে

তিলকাশোকপুন্নাগবকুলোদ্দালকাশিনীম্।
রম্যোপবনসম্বাধাং পদ্মসম্পীড়িতোদকাম্। ১৭
স্ফটিকোপমতোয়াং তাং শ্লক্ষ্ণবালুকসন্ততাম্।
মৎস্যকচ্ছপসম্বাধাং তীরস্থদ্রুমশোভিতাম্। ১৮
সখীভিরিব সংযুক্তাং লতাভিরনুবেষ্টিতাম্।
কিন্নরোরগগন্ধর্ব-যক্ষরাক্ষসসেবিতাম্। ১৯
নানাদ্রুমলতাকীর্ণাং শীতবারিনিধিং শুভাম্।
পদ্মসৌগন্ধিকৈস্তাম্রাং শুক্লাং কুমুদমণ্ডলৈঃ। ২০
নীলাং কুবলয়োদ্ঘাটৈর্বহুবর্ণাং কুথামিব।
অরবিন্দোৎপলবতীং পদ্মসৌগন্ধিকাযুতাম্।
পুষ্পিতাম্রবণোপেতাং বর্হিণোদ্ঘুষ্টনাদিতাম্। ২১
স তাং দৃষ্ট্বা ততঃ পম্পাং রামঃ সৌমিত্রিণা সহ।
বিললাপ চ তেজস্বী রামো দশরথাত্মজঃ। ২২
তিলকৈর্বীজপূরৈশ্চ বটৈঃ শুক্লদ্রুমৈস্তথা।
পুষ্পিতৈঃ করবীরৈশ্চ পুন্নাগৈশ্চ সুপুষ্পিতৈঃ। ২৩
মালতীকুন্দগুল্মৈশ্চ ভণ্ডীরৈর্নিচুলৈস্তথা।
অশোকৈঃ সপ্তপর্ণৈশ্চ কেতকৈরতিমুক্তকৈঃ।
অন্যৈশ্চ বিবিধৈর্বৃক্ষৈঃ প্রমদামিব ভূষিতাম্। ২৪
অস্যাস্তীরে তু পূর্বোক্তঃ পর্বতো ধাতুমণ্ডিতঃ।
ঋষ্যমূক ইতি খ্যাতশ্চিত্রপুষ্পিতপাদপঃ। ২৫
হরেরৃক্ষরজোনাম্নঃ পুত্রস্তস্য মহাত্মনঃ।
অধ্যাস্তে তু মহাবীর্যঃ সুগ্রীব ইতি বিশ্রুতঃ। ২৬
সুগ্রীবমধিগচ্ছ ত্বং বানরেন্দ্রং নরর্ষভ।
ইত্যুবাচ পুনর্বাক্যং লক্ষ্মণং সত্যবিক্রমঃ। ২৭
রাজ্যভ্রষ্টেন দীনেন তস্যামাসক্তচেতসা।
কথং ময়া বিনা সীতাং শক্যং লক্ষ্মণ জীবিতুম্। ২৮
ইত্যেবমুক্তো মদনাভিপীড়িতঃ
স লক্ষ্মণং বাক্যমনন্যচেতনঃ।
বিবেশ পম্পাং নলিনীং মনোরমাং
তমুত্তমং শোকমুদীরয়াণঃ। ২৯
ক্রমেণ গত্বা প্রবিলোকয়ন্ বনং
দদর্শ পম্পাং শুভদর্শকাননাম্।
অনেকনানাবিধপক্ষিসঙ্কুলাং
বিবেশ রামঃ সহ লক্ষ্মণেন। ৩০
ইত্যারণ্যকাণ্ডে পঞ্চসপ্ততিতমঃ সর্গঃ। ৭৫।

লাগিলেন। পরে যে নদীতীরস্থ তিলক, অশোক, পুন্নাগ, বকুল, উদ্দাল ও অন্যান্য বহু তরুরাজিবিভূষিতা সখীর ন্যায় লতাসমূহে পরিবেষ্টিতা, সুদৃশ্য বনসমূহে পরিবৃতা, পদ্মসমূহে সুশোভিতা ও শ্লক্ষ্ণ-বালুকা-সমন্বিতা, যাহার জল প্রান্তভাগে স্ফটিকবৎ নির্মল ও মধ্যভাগে পদ্মসমূহে অলঙ্কৃত এবং যেখানে গন্ধর্ব, কিন্নর, সর্প, যক্ষ ও রাক্ষসগণ বিচরণ করিয়া থাকে, শোকাকুল দশরথতনয় রাম সেই মৎস্য ও কচ্ছপসমাকুলা শীতলসলিলা রমণীয়া মনোহারিণী পম্পানদীর গর্ভে প্রবিষ্ট হইলেন। কহ্লার এবং শ্বেত রক্ত ও নীলবর্ণ পদ্মরাজিসমাকীর্ণা, মুকুলিত আম্রবনসমূহে পরিবৃতা, ময়ূরশব্দে শব্দিতা সেই নদী কোথাও রক্তপদ্ম ও কহ্লারসমূহে সমাকুলা হইয়া তাম্রবর্ণা, কোথাও নীলপদ্মসমূহে সমাকুলা হইয়া নীলবর্ণা, কোথাও বা কুমুদসমাকুলা হইয়া শুভ্র হইয়াছে এবং নানাবর্ণবিশিষ্ট বিচিত্র কম্বলের ন্যায় দেখাইতেছে। ১৭—২১। তেজস্বী দশরথতনয় সত্যবিক্রম রাম, সুমিত্রানন্দন লক্ষ্মণের সহিত আভরণসমূহে ভূষিতা কামিনীর ন্যায় অলঙ্কারস্বরূপ তীরস্থ তিলক, অশোক, বট, বীজপূর, লোধ্র পুষ্পিত করবীর, পুষ্পযুক্ত পুন্নাগ, মালতীলতা, কুন্দ, ভাণ্ডীর, নিচুল, সপ্তপর্ণ, কেতক, মাধবীলতা ও অন্যান্য নানাবিধ বৃক্ষসমূহে বিভূষিতা পম্পানদী দেখিয়া কিয়ৎক্ষণ বিলাপ করিলেন। পরে "এই নদীর পূর্ব তীরে সেই পূর্বোক্ত বিবিধ বিচিত্র পুষ্পিত তরুসমূহে পরিবৃত নানাধাতুসমূহে অলঙ্কৃত, 'ঋষ্যমূক' নামে বিখ্যাত পর্বত আছে। নরশ্রেষ্ঠ! মহাত্মা ঋক্ষরাজার ক্ষেত্রজ পুত্র, 'সুগ্রীব' নামে সেই বিখ্যাত মহাবীর বানরপ্রধান তথায় বাস করেন; তুমি তাঁহার নিকটে গমন কর।" লক্ষ্মণকে এই কথা বলিয়া তিনি পুনরায় তাঁহাকে বলিলেন, "লক্ষ্মণ! আমি সীতার বিরহে কেমন করিয়া জীবন ধারণ করিব।" রাম সীতাগতচিত্ত এবং মদনশরে পীড়িত হইয়া লক্ষ্মণকে ঐ কথা বলিয়া অতিশয় শোক প্রকাশ করত সেই পদ্মসুশোভিত রমণীয় পম্পানদীর গর্ভে প্রবেশ করিলেন। তিনি লক্ষ্মণের সহিত মতঙ্গবন হইতে বাহির হইয়া নানা বন দেখিয়া যাইতে যাইতে ক্রমে নানাবিধ বিহঙ্গসমূহে কূজিত প্রিয়দর্শন কাননসমাকুলা পম্পানদী দেখিতে পাইলেন এবং তাহার গর্ভে প্রবিষ্ট হইলেন। ২২—৩০।

আরণ্যকাণ্ডং সম্পূর্ণম্।

রামায়ণম্।

কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ডম্।

প্রথমঃ সর্গঃ।

স তাং পুষ্করিণীং গত্বা পদ্মোৎপলঝষাকুলাম্।
রামঃ সৌমিত্রিসহিতো বিললাপাকুলেন্দ্রিয়ঃ॥ ১
তত্র দৃষ্ট্বৈব তাং হর্ষাদিন্দ্রিয়াণি চকম্পিরে।
স কামবশমাপন্নঃ সৌমিত্রিমিদমব্রবীৎ॥ ২
সৌমিত্রে শোভতে পম্পা বৈদূর্য্যবিমলোদকা।
ফুল্লপদ্মোৎপলবতী শোভিতা বিবিধৈর্দ্রুমৈঃ॥ ৩
সৌমিত্রে পশ্য পম্পায়াঃ কাননং শুভদর্শনম্।
যত্র রাজন্তি শৈলাভা দ্রুমাঃ সশিখরা ইব॥ ৪
মাস্তু শোকাভিসন্তপ্তমাধয়ঃ পীড়য়ন্তি বৈ।
ভরতস্য চ দুঃখেন বৈদেহ্যা হরণেন চ॥ ৫
শোকার্ত্তস্যাপি মে পম্পা শোভতে চিত্রকাননা।
ব্যবকীর্ণা বহুবিধৈঃ পুষ্পৈঃ শীতোদকা শিবা॥ ৬
নলিনৈরপি সঞ্ছন্না হ্যত্যর্থশুভদর্শনা।
সর্পব্যালানুচরিতা মৃগদ্বিজসমাকুলা॥ ৭
অধিকং প্রবিভাত্যেতন্নীলপীতন্তু শাদ্বলম্।
দ্রুমাণাং বিবিধৈঃ পুষ্পৈঃ পরিস্তোমৈরিবার্পিতম্॥ ৮
পুষ্পভারসমৃদ্ধানি শিখরাণি সমন্ততঃ।
লতাভিঃ পুষ্পিতাগ্রাভিরুপগূঢ়ানি সর্ব্বতঃ॥ ৯
সুখানিলোঽয়ং সৌমিত্রে কালঃ প্রচুরমন্মথঃ।
গন্ধবান্ সুরভির্মাসো জাতপুষ্পফলদ্রুমঃ॥ ১০
পশ্য রূপাণি সৌমিত্রে বনানাং পুষ্পশালিনাম্।
সৃজতাং পুষ্পবর্ষাণি বর্ষং তোয়মুচামিব॥ ১১
প্রস্তরেষু চ রম্যেসু বিবিধাঃ কাননদ্রুমাঃ।

প্রথম সর্গ।

রাম, লক্ষ্মণের সহিত বহুবিধ মৎস্য এবং শ্বেত, রক্ত ও নীলপদ্মসমূহে শোভিত পম্পানদীতে যাইয়া ব্যাকুলভাবে রোদন করিতে লাগিলেন। পম্পানদী দেখিয়া তাঁহার ইন্দ্রিয়সকল হর্ষবশতঃ চঞ্চল হইল; তিনি কামপীড়িত হইয়া সুমিত্রানন্দন লক্ষ্মণকে কহিলেন, সুমিত্রানন্দন! ঐ দেখ, পম্পাসরোবর কেমন অপরূপ শোভা ধারণ করিয়াছে, উহার তীরদেশে নানাবিধ বৃক্ষশ্রেণী শোভিত রহিয়াছে; উহার জল বৈদূর্য্যমণির ন্যায় নির্ম্মল, এবং উহাতে অসংখ্য কমল প্রস্ফুটিত হইয়া রহিয়াছে। লক্ষ্মণ! যেখানে বৃক্ষসকল শিখরবিশিষ্ট শৈল-সমূহের ন্যায় শোভা পাইতেছে, তুমি সেই পম্পাতীরবর্ত্তী রমণীয় বন দেখ। আমি সাতিশয় শোকাক্রান্ত হইয়াছি,— অহরহ নানাবিধ মানসিক কষ্ট আমাকে পীড়িত করিতেছে। বিশেষতঃ এক্ষণে আমি ভরতের দুঃখ স্মরণ ও সীতাহরণজনিত শোকে অতিশয় কাতর হইতেছি। তথাপি সর্প হিংস্রপশু মৃগ ও পক্ষি-সমূহে সেবিতা, প্রস্ফুটিত-বিবিধ-পুষ্পসমূহে শোভিতা, সুশীতল-সলিলা, পদ্মসমূহে সমাবৃতা, রমণীয়া, অত্যন্ত-প্রিয়দর্শনা, পম্পানদী আমার নিকটে অতিশয় শোভনা দেখাইতেছে। ১—৭। নীলমিশ্রিত-পীতবর্ণ নবতৃণ-ময় এই প্রদেশ, বৃক্ষসকলের পতিত বিবিধ কুসুমে সমাকীর্ণ হইয়া যেন কম্বলদ্বারা সম্যগাবৃত রহিয়াছে এবং সমধিক শোভা পাইতেছে; অপিচ, চতুর্দ্দিকে বিবিধ-বৃক্ষসমূহের অগ্রভাগ পুষ্পিতাগ্র-লতাজালে সমাকীর্ণ হইয়া পুষ্পসমূহদ্বারা অত্যন্ত শোভান্বিত হইয়াছে। সুমিত্রানন্দন! এই সৌরভময় বসন্তকাল অত্যন্ত কামোদ্দীপনকারী; কারণ, এ সময়ে বৃক্ষ সকল পুষ্প ও ফলভরে অবনত হয় এবং সুখসেব্য বায়ু বহিতে থাকে। লক্ষ্মণ! মেঘ যেমন বারি বর্ষণ করে, সেইরূপ বর্ষায় ঐ বিবিধ কুসুমিত বৃক্ষ সকল পুষ্পবর্ষণ করিতেছে, তুমি ঐ বনরাজির শোভা দেখ।

বায়ুবেগপ্রচলিতাঃ পুষ্পৈরবকিরন্তি গাম্ ॥ ১২
পতিতৈঃ পতমানৈশ্চ পাদপস্থৈশ্চ মারুতঃ।
কুসুমৈঃ পশ্য সৌমিত্রে ক্রীড়তীব সমন্ততঃ ॥ ১৩
বিক্ষিপন্ বিবিধাঃ শাখা নগানাং কুসুমোৎকটাঃ।
মারুতশ্চলিতস্থানৈঃ ষট্‌পদৈরনুগীয়তে ॥ ১৪
মত্তকোকিলসন্নাদৈর্নর্ত্তয়ন্নিব পাদপান্।
শৈলকন্দরনিষ্ক্রান্তঃ প্রগীত ইব চানিলঃ ॥ ১৫
তেন বিক্ষিপতাত্যর্থং পবনেন সমন্ততঃ।
অমী সংসক্তশাখাগ্রা গ্রথিতা ইব পাদপাঃ ॥ ১৬
স এব সুখসংস্পর্শো বাতি চন্দনশীতলঃ।
গন্ধমভ্যবহন্ পুণ্যং শ্রমাপনয়নোঽনিলঃ ॥ ১৭
অমী পবনবিক্ষিপ্তা বিনদন্তীব পাদপাঃ।
ষট্‌পদৈরনুকূজদ্ভির্বনেষু মধুগন্ধিষু ॥ ১৮
গিরিপ্রস্থেষু রম্যেষু পুষ্পবদ্ভির্মনোরমৈঃ।
সংসক্তশিখরাঃ শৈলা বিরাজন্তি মহাদ্রুমৈঃ ॥ ১৯
পুষ্পসংছন্নশিখরা মারুতোৎক্ষেপচঞ্চলাঃ।
অমী মধুকরোত্তংসাঃ প্রগীতা ইব পাদপাঃ ॥ ২০
সুপুষ্পিতাংস্তু পশ্যৈতান্ কর্ণিকারান্ সমন্ততঃ।
হাটকপ্রতিসঞ্ছন্নান্ নরান্ পীতাম্বরানিব ॥ ২১
অয়ং বসন্তঃ সৌমিত্রে নানাবিহগনাদিতঃ।
সীতয়া বিপ্রহীণস্য শোকসন্দীপনো মম ॥ ২২
মাং হি শোকসমাক্রান্তং সন্তাপয়তি মন্মথঃ।
হৃষ্টং প্রবদমানশ্চ সমাহ্বয়তি কোকিলঃ ॥ ২৩
এষ দাত্যূহকো হৃষ্টো রম্যে মাং বননির্ঝরে।
প্রণদন্ মন্মথাবিষ্টং শোচয়িষ্যতি লক্ষ্মণ ॥ ২৪
শ্রুত্বৈতস্য পুরা শব্দমাশ্রমস্থা মম প্রিয়া।
মামাহূয় প্রমুদিতা পরমং প্রত্যনন্দত ॥ ২৫
এবং বিচিত্রাঃ পতগা নানারাববিরাবিণঃ।
বৃক্ষগুল্মলতাঃ পশ্য সম্পতন্তি সমন্ততঃ ॥ ২৬
বিমিশ্রা বিহগাঃ পুম্ভিরাত্মব্যূহাভিনন্দিতাঃ।
ভৃঙ্গরাজপ্রমুদিতাঃ সৌমিত্রে মধুরস্বরাঃ।
অস্যাঃ কূলে প্রমুদিতাঃ সঙ্ঘশঃ শকুনাস্ত্বিহ ॥ ২৭
দাত্যূহরতিবিক্রন্দৈঃ পুংস্কোকিলরুতৈরপি।
স্বনন্তি পাদপাশ্চেমে মমানঙ্গপ্রদীপকাঃ ॥ ২৮
অশোকস্তবকাঙ্গারঃ ষট্‌পদস্বননিস্বনঃ।

মনোহর শিলাতলবর্ত্তী বিবিধ বৃক্ষ সকল বায়ুবেগে চালিত হইয়া পুষ্পসমূহদ্বারা পৃথিবীকে সমাকীর্ণা করিতেছে। ৮—১২। সুমিত্রানন্দন! বায়ু যেন চতুর্দ্দিকে বৃক্ষস্থ এবং বৃক্ষ হইতে পতিত ও পতমান কুসুমসমূহ লইয়া ক্রীড়া করিতেছে, দেখ। পুষ্পিত বৃক্ষশাখা সকল বায়ুকর্ত্তৃক বিক্ষিপ্ত হওয়ায়, স্থানভ্রষ্ট ভ্রমরকুল যেন বায়ুর পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করত গান করিতেছে; বায়ু গিরিগহ্বর হইতে বহির্গত হইয়া মত্ত কোকিল-কুলের রবচ্ছলে গান করত বৃক্ষদিগকে যেন নৃত্য বিষয়ে শিক্ষা দিতেছে। পবনদেব বৃক্ষগণকে প্রথমে চালিত করত তাহাদিগের শাখায় শাখায় সংলগ্ন করিয়া যেন গ্রথিত করিতেছেন! চন্দনের ন্যায় সুশীতল শ্রমনাশক এই সুখসেব্য বসন্তবায়ু সুগন্ধ বহন করত বহিতেছে। এই মধুগন্ধবিশিষ্ট বনমধ্যে বৃক্ষ সকল বায়ু কর্ত্তৃক বিক্ষিপ্ত হইয়া ভ্রমরগুঞ্জনচ্ছলে যেন চীৎকার করিতেছে। মনোহর গিরিপ্রস্থমধ্যে সমুৎপন্ন, পুষ্পবিশিষ্ট রমণীয় বৃহৎ বৃহৎ তরুরাজিদ্বারা যেন শিখরবিশিষ্ট হইয়া এই সকল পর্ব্বত বিরাজিত হইতেছে। এই গুঞ্জনকারী অলিদলে সমাকুল, কুসুমসমূহে সমাকীর্ণ বৃক্ষ-সকল বায়ু কর্ত্তৃক পরিচালিত হইয়া যেন নৃত্য ও গান করিতেছে। ১৩—২০। ঐ দেখ, চারিদিকে এই সম্যক্‌পুষ্পিত কর্ণিকার বৃক্ষ সমস্ত, স্বর্ণবিভূষিত পীতাম্বরধারী মানুষের সাদৃশ্য ধারণ করিয়াছে। সুমিত্রানন্দন। একে আমি সীতার বিরহে শোকাকুল আছি, তাহাতে আবার বিবিধবিহঙ্গশব্দসমাকুল এই বসন্তকাল আমার আরও শোক উদ্দীপন করিতেছে। আমার এই শোকসময়েও মন্মথ আমাকে কষ্ট দিতেছে। ঐ কোকিল, সানন্দে নিনাদ করত স্পর্দ্ধাপূর্ব্বক যেন আমাকে আহ্বান করিতেছে। লক্ষ্মণ! আমি মদনবাণে অত্যন্ত বিদ্ধ হইয়াছি, পরন্তু ঐ মনোরম কানননির্ঝরমধ্যবর্ত্তী জলকুক্কুট পক্ষী হৃষ্ট হইয়া শব্দ করত আমাকে আরও সমধিক শোকাকুল করিবে বোধ হইতেছে, কেননা, পূর্ব্বে আশ্রমমধ্যে অবস্থিতা আমার প্রিয়তমা সীতা ইহার শব্দ শুনিয়া সাহ্লাদে আমাকে আহ্বান করত অতিশয় আনন্দিত করিতেন। ২১—২৫। সুমিত্রানন্দন। ঐ চতুর্দ্দিকে বিবিধ বিচিত্র বিহঙ্গসকল নানাবিধ শব্দ করত বৃক্ষ, গুল্ম ও লতাসমূহের উপরি পড়িতেছে। পম্পাতীরে মধুরস্বরবতী ভ্রমরীরা ভ্রমরদিগের সহিত মিলিতা ও ভ্রমরগণদ্বারা প্রমোদান্বিতা হইয়া স্বজাতীয়াদিগের মধ্যে অভিনন্দিতা হইতেছে এবং নানাবিধ পক্ষী সানন্দে যূথে যূথে ইতস্ততঃ বিচরণ করিতেছে। ঐ বৃক্ষসকল রতিকালে শব্দকারী দাত্যূহ ও পুংস্কোকিলগণদ্বারা যেন রব করত আমার কাম উদ্দীপন করিতেছে। সুমিত্রানন্দন! অশোকস্তবক সকল যাহার প্রদীপ্ত অঙ্গারস্বরূপ, তাম্রবর্ণ

মাং হি পল্লবতাম্রার্চ্চির্বসন্তাগ্নিঃ প্রধক্ষ্যতি। ২৯
ন হি তাং সূক্ষ্মপক্ষ্মাক্ষীং সুকেশীং মৃদুভাষিণীম্।
অপশ্যতো মে সৌমিত্রে জীবিতেঽস্তি প্রয়োজনম্। ৩০
অয়ং হি রুচিরস্তস্যাঃ কালো রুচিরকাননঃ।
কোকিলাকুলসীমান্তো দয়িতায়া মমানঘ। ৩১
মন্মথায়াসসম্ভূতো বসন্তগুণবর্দ্ধিতঃ।
অয়ং মাং ধক্ষ্যতি ক্ষিপ্রং শোকাগ্নির্নচিরাদিব। ৩২
অপশ্যতস্তাং বনিতাং পশ্যতো রুচিরান্ দ্রুমান্।
মমায়মাত্মপ্রভবো ভূয়স্ত্বমুপযাস্যতি। ৩৩
অদৃশ্যমানা বৈদেহী শোকং বর্দ্ধয়তীহ মে।
দৃশ্যমানো বসন্তশ্চ স্বেদসংসর্গদূষকঃ। ৩৪
মাং হি সা মৃগশাবাক্ষী চিন্তাশোকবলাৎকৃতম্।
সন্তাপয়তি সৌমিত্রে ক্রূরশ্চৈত্রবনানিলঃ। ৩৫
অমী ময়ূরাঃ শোভন্তে প্রনৃত্যন্তস্ততস্ততঃ।
স্বৈঃ পক্ষৈঃ পবনোদ্ধূতৈর্গবাক্ষৈঃ স্ফাটিকৈরিব। ৩৬
শিখিনীভিঃ পরিবৃতাস্ত এতে মদমূর্চ্ছিতাঃ।
মন্মথাভিপরীতস্য মম মন্মথবর্দ্ধনাঃ। ৩৭
পশ্য লক্ষ্মণ নৃত্যন্তং ময়ূরমুপনৃত্যতি।
শিখিনী মন্মথার্ত্তৈষা ভর্ত্তারং গিরিসানুনি। ৩৮
তামেব মনসা রামাং ময়ূরোঽপ্যনুধাবতি।
বিতত্য রুচিরৌ পক্ষৌ রুতৈরুপহসন্নিব। ৩৯
ময়ূরস্য বনে নূনং রক্ষসা ন হৃতা প্রিয়া।
তস্মান্নৃত্যতি রম্যেষু বনেষু সহ কান্তয়া। ৪০
মম ত্বয়ং বিনা বাসঃ পুষ্পমাসে সুদুঃসহঃ।
পশ্য লক্ষ্মণ সংরাগস্তির্য্যগ্যোনিগতেষ্বপি। ৪১
যদেষা শিখিনী কামাদ্ভর্ত্তারমভিবর্ত্ততে। ৪২
মমাপ্যেবং বিশালাক্ষী জানকী জাতসম্ভ্রমা।
মদনেনাভিবর্ত্তেত যদি নাপহৃতা ভবেৎ। ৪৩
পশ্য লক্ষ্মণ পুষ্পাণি নিষ্ফলানি ভবন্তি মে।
পুষ্পভারসমৃদ্ধানাং বনানাং শিশিরাত্যয়ে। ৪৪
রুচিরাণ্যপি পুষ্পাণি পাদপানামতিশ্রিয়া।
নিষ্ফলানি মহীং যান্তি সমং মধুকরোৎকরৈঃ। ৪৫
নদন্তি কামং শকুনা মুদিতাঃ সঙ্ঘশঃ কলম্।
আহ্বয়ন্ত ইবান্যোন্যং কামোন্মাদকরা মম। ৪৬
বসন্তো যদি তত্রাপি যত্র মে বসতি প্রিয়া।

কোমল পল্লব সকল যাহার শিখাস্বরূপ, ভ্রমর-গুঞ্জন যাহার ধ্বনিস্বরূপ, সেই বসন্তরূপ অগ্নি আমাকে দগ্ধ করিবে। যাহার চক্ষুর পক্ষ্ম অতি সুন্দর, সেই মধুরভাষিণী সুকেশা সীতাকে না দেখিয়া, আমার আর জীবনে প্রয়োজন নাই। ২৬—৩০। অনঘ! এই বসন্তকাল আমার প্রিয়তমার অত্যন্ত প্রিয়; এই কালে কানন সকল কোকিলকুলে সমাকুল হইয়া অতিশয় মনোহর হয়। মদনপীড়াজনিত এই শোকাগ্নি, মন্দবায়ুসঞ্চালনাদিরূপ বসন্তগুণসমূহদ্বারা পরিবর্দ্ধিত হইয়া অচিরেই আমাকে দগ্ধ করিবে। প্রিয়তমা সীতাকে দেখিতে না পাইয়া, মনোহর বৃক্ষ সকল দৃষ্টি করত আমার এই শোক ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতেছে। এক্ষণে সীতার বিরহ এবং এই মন্দ পবনদ্বারা ঘর্ম্মনিবারক বসন্তকালের আগমন আমার শোক বৃদ্ধি করিতেছে। সুমিত্রানন্দন। আমি একে চিন্তা এবং শোকে আক্রান্ত হইয়াছি, তাহাতে আবার বালমৃগ-নয়না সীতার অদর্শন ও বনসঞ্চালিত বসন্তবায়ু আমাকে আরও তাপিত করিতেছে। ৩১—৩৫। স্থানে স্থানে ময়ূর সকল ঐ নৃত্য করিতেছে এবং উহাদিগের স্ফটিকমণি-চিত্রিত-গবাক্ষতুল্য বিন্দুজাল-সমন্বিত পক্ষ সকল মন্দবায়ুকর্তৃক প্রকম্পিত হওয়ায় অতিশয় শোভা পাইতেছে। একে আমি মন্মথকর্তৃক আক্রান্ত হইয়াছি, তাহাতে আবার উহারা ময়ূরীগণে পরিবৃত ও মদনমোহিত হইয়া আমার আরও কাম বৃদ্ধি করিতেছে। লক্ষ্মণ। ঐ দেখ, গিরিসানুদেশে ময়ূরী কামার্ত্তা হইয়া নৃত্যকারী ময়ূরের সমক্ষে নৃত্য করিতেছে; ময়ূরও মনোহর পক্ষদ্বয় বিস্তারপূর্ব্বক ধ্বনিদ্বারা যেন আমাকে উপহাস করত উহার প্রিয়তমার নিকটবর্ত্তী হইতেছে। ময়ূরের প্রেয়সী নিশ্চয়ই রাক্ষসকর্ত্তৃক হৃতা হয় নাই; সুতরাং রমণীয় কাননমধ্যেও ভার্য্যাসহ নৃত্য করিতেছে। ৩৬—৪০। লক্ষ্মণ! এই বসন্তকালে সীতার বিরহে প্রাণ ধারণ করা আমার পক্ষে নিতান্ত কঠিন কর্ম্ম; কারণ, এক্ষণে পক্ষিজাতিরও মদানুরাগ জন্মিয়া থাকে; দেখ, ময়ূরীও কামার্ত্তা হইয়া ময়ূরের নিকটবর্ত্তিনী হইতেছে; যদি আয়তলোচনা জনকনন্দিনী সীতা হৃতা না হইতেন তবে তিনিও মদনবশীভূতা হইয়া এইরূপে আমার অনুগমন করিতেন। লক্ষ্মণ! দেখ, বসন্তকালে পুষ্পসমৃদ্ধিশালী বনের কুসুমসকল আমার নিকটে নিষ্ফল বোধ হইতেছে। মধুকর-সমূহে সমাকীর্ণ মনোহর, অতিশয় শোভাশালী, বৃক্ষপুষ্পসকল নিরর্থক ভূতলে পতিত হইতেছে। পক্ষী সকল আমার কাম উদ্দীপন করত হৃষ্টান্তঃকরণে দলে দলে সুমধুর রব করিতে করিতে পরস্পরকে আহ্বান করিতেছে। এক্ষণে আমার প্রিয়তমা সীতা যেখানে আছেন, তথায় যদি বসন্তকাল উপস্থিত হইয়া থাকে, তবে তিনিও কামার্ত্তা

নূনং পরবশা সীতা সাপি শোচত্যহং যথা ॥ ৪৭
নূনং ন তু বসন্তস্তং দেশং স্পৃশতি যত্র সা ।
কথং হ্যসিতপদ্মাক্ষী বর্ত্তয়েৎ সা ময়া বিনা ॥ ৪৮
অথবা বর্ত্ততে তত্র বসন্তো যত্র মে প্রিয়া ।
কিং করিষ্যতি সুশ্রোণী সা তু নির্ভর্ৎসিতা পরৈঃ ॥ ৪৯
শ্যামা পদ্মপলাশাক্ষী মৃদুভাষা চ মে প্রিয়া ।
নূনং বসন্তমাসাদ্য পরিত্যক্ষ্যতি জীবিতম্ ॥ ৫০
দৃঢ়ং হি হৃদয়ে বুদ্ধির্মম সম্পরিবর্ত্ততে ।
নালং বর্ত্তয়িতুং সীতা সাধ্বী মদ্বিরহং গতা ॥ ৫১
ময়ি ভাবো হি বৈদেহ্যাস্তত্ত্বতো বিনিবেশিতঃ ।
মমাপি ভাবঃ সীতায়াং সর্ব্বথা বিনিবেশিতঃ ॥ ৫২
এষ পুষ্পবহো বায়ুঃ সুখস্পর্শো হিমাবহঃ ।
তাং বিচিন্তয়তঃ কান্তাং পাবকপ্রতিমো মম ॥ ৫৩
সদা সুখমহং মন্যে যং পুরা সহ সীতয়া ।
মারুতঃ স বিনা সীতাং শোকসঞ্জননো মম ॥ ৫৪
তাং বিনাথ বিহঙ্গোহসৌ পক্ষী প্রণদিতস্তদা
বায়সঃ পাদপগতঃ প্রহৃষ্টমভিকূজতি । ৫৫

হইয়া, নিশ্চয়ই আমার ন্যায় শোক করিতেছেন। ৪১—৪৭। সেই নীলোৎপললোচনা যেখানে আছেন, বোধ হয় তথায় বসন্তকাল উপস্থিত হয় নাই; তাহা না হইলেও তিনি কিরূপে আমার বিরহে বাস করিবেন! অথবা আমার প্রিয়তমা সুমধ্যমা সীতা যেখানে আছেন, তথায় যদি বসন্তকাল উপস্থিত হইয়া থাকে, তথাপি তাঁহার কিছুই করিতে পারিবে না; কেননা এক্ষণে তিনি শত্রুগণকর্ত্তৃক পীড়িতা হইতেছেন। আমার প্রিয়তমা মৃদুভাষিণী পদ্মাক্ষী শ্যামা সীতা বসন্তকাল আসিলে নিশ্চয়ই প্রাণ পরিত্যাগ করিবেন। আমার মনে এরূপ দৃঢ় বিশ্বাস আছে যে, পতিব্রতা বিদেহরাজনন্দিনী সীতা আমার বিরহে কদাচ প্রাণ-ধারণে সমর্থা হইবেন না; কারণ আমার অন্তঃকরণ তাঁহার প্রতি এবং তাঁহার অন্তঃকরণ আমার প্রতি সর্ব্বতোভাবে অনুরক্ত রহিয়াছে। ৪৮—৫২। আমি প্রিয়তমা সীতার জন্য চিন্তাকুল রহিয়াছি; তজ্জন্যই এই কুসুমসৌরভবাহী সুখস্পর্শ সুশীতল সমীরণও আমার নিকটে অগ্নিতুল্য বোধ হইতেছে। পূর্ব্বে প্রিয়ার সহিত আমি যে মলয়মারুতকে অত্যন্ত সুখকর বোধ করিতাম, এক্ষণে সীতার বিরহে তাহাই আমার শোক উৎপাদন করিতেছে। ঐ সুন্দরপক্ষবিশিষ্ট বায়স, আমাকে সীতাবিহীন দেখিয়া প্রথমতঃ আকাশে উত্থানপূর্ব্বক শোক-প্রকাশচ্ছলে রব করিয়া, পরে বৃক্ষোপরি বসিয়া

এষ বৈ তত্র বৈদেহ্যা বিহগঃ প্রতিহারকঃ ।
পক্ষী মাস্তু বিশালাক্ষ্যাঃ সমীপমুপনেষ্যতি ॥ ৫৬
পশ্য লক্ষ্মণ সন্নাদং বনে মদবিবর্দ্ধনম্ ।
পুষ্পিতাগ্রেষু বৃক্ষেষু দ্বিজানামবকূজতাম্ ॥ ৫৭
বিক্ষিপ্তাং পবনেনৈতামসৌ তিলকমঞ্জরীম্ ।
ষট্‌পদঃ সহসাভ্যেতি মদোদ্ধূতামিব প্রিয়াম্ ॥ ৫৮
কামিনাময়মত্যন্তমশোকঃ শোকবর্দ্ধনঃ ।
স্তবকৈঃ পবনোৎক্ষিপ্তৈস্তর্জ্জয়ন্নিব মাং স্থিতঃ ॥ ৫৯
অমী লক্ষ্মণ দৃশ্যন্তে চূতাঃ কুসুমশালিনঃ ।
বিভ্রমোৎসিক্তমনসঃ সাঙ্গরাগা নরা ইব ॥ ৬০
সৌমিত্রে পশ্য পম্পায়াশ্চিত্রাসু বনরাজিষু ।
কিন্নরা নরশার্দ্দূল বিচরন্তি ততস্ততঃ ॥ ৬১
ইমানি শুভগন্ধীনি পশ্য লক্ষ্মণ সর্ব্বশঃ ।
নলিনানি প্রকাশন্তে জলে তরুণসূর্য্যবৎ ॥ ৬২
এষা প্রসন্নসলিলা পদ্মনীলোৎপলায়ুতা ।
হংসকারণ্ডবাকীর্ণা পম্পা সৌগন্ধিকায়ুতা ॥ ৬৩
জলে তরুণসূর্য্যাভৈঃ ষট্‌পদাহতকেসরৈঃ ।
পঙ্কজৈঃ শোভতে পম্পা সমন্তাদভিসংবৃতা ॥ ৬৪
চক্রবাকযুতা নিত্যং চিত্রপ্রস্থবনান্তরা ।

আমার দিকে চাহিয়া সহর্ষে ধ্বনি করিতেছে; তাহাতে বোধ হইতেছে যে, ও যেন আমার বার্ত্তাবহ হইয়া বিদেহরাজনন্দিনী আয়তলোচনা সীতার নিকটে যাইবে এবং আমাকে তথায় উপনীত করিবে, অর্থাৎ তাঁহাকে আমার সমাচার বলিবে। লক্ষ্মণ! কুসুমশোভিত বৃক্ষসমূহের উপরি অবস্থিত কূজনকারী বিহঙ্গগণের কামোদ্দীপনকর মধুর ধ্বনি শ্রবণ কর। ঐ মধুকর সহসা হৃদয়োন্মাদিনী প্রিয়তমার ন্যায় বায়ুবেগে সঞ্চালিতা তিলকমঞ্জরীর নিকটে আসিতেছে। ৫৩—৫৮। কামিনীগণের গুরুতরশোকবর্দ্ধনকারী এই অশোকবৃক্ষ বায়ুবেগে বিক্ষিপ্ত স্তবকসমূহদ্বারা যেন আমাকে তর্জ্জন করিতেছে। লক্ষ্মণ! এই মুকুলিত চূতবৃক্ষ সকল শৃঙ্গাররসে নিবিষ্টচিত্ত চন্দনাদি-বিলেপনে বিলিপ্তাঙ্গ মনুষ্যদিগের ন্যায় দেখাইতেছে। পুরুষশ্রেষ্ঠ সুমিত্রানন্দন লক্ষ্মণ! পম্পার তীরবর্ত্তী বিচিত্র কাননমধ্যে স্থানে স্থানে কিন্নরেরা কিন্নরীদিগের সহিত বিচরণ করিতেছে এবং পম্পাজলমধ্যে এই সুগন্ধবিশিষ্ট রক্তপদ্ম সকল বালসূর্য্যের ন্যায় শোভা পাইতেছে, দেখ—অগাধা স্বচ্ছা ও মৃগসমূহে শোভান্বিতা, নিরত চক্রবাকসমূহে সেবিতা, নির্ম্মল-সলিল-সমন্বিতা, শ্বেত ও নীলপদ্মসমূহে আচ্ছাদিতা, হংস ও কারণ্ডবসমূহে পরিবৃতা, ভৃঙ্গগণ কর্ত্তৃক সমাহৃত

মাতঙ্গমৃগযূথৈশ্চ শোভতে সলিলার্থিভিঃ ॥ ৬৫
পবনাহতবেগাভিরূর্মিভির্বিমলেঽম্ভসি।
পঙ্কজানি বিরাজন্তে তাড্যমানানি লক্ষ্মণ ॥ ৬৬
পদ্মপত্রবিশালাক্ষীং সততং প্রিয়পঙ্কজাম্।
অপশ্যতো মে বৈদেহীং জীবিতং নাভিরোচতে ॥ ৬৭
অহো কামস্য বামত্বং যো গতামপি দুর্লভাম্।
স্মারয়িষ্যতি কল্যাণীং কল্যাণতরবাদিনীম্ ॥ ৬৮
শক্যো ধারয়িতুং কামো ভবেদভ্যাগতো ময়া।
যদি ভূয়ো বসন্তো মাং ন হন্যাৎ পুষ্পিতদ্রুমঃ ॥ ৬৯
যানি স্ম রমণীয়ানি তয়া সহ ভবন্তি মে।
তান্যেবারমণীয়ানি জায়ন্তে মে তয়া বিনা ॥ ৭০
পদ্মকোশপলাশানি দ্রষ্টুং দৃষ্টির্হি মন্যতে।
সীতায়া নেত্রকোশাভ্যাং সদৃশানীতি লক্ষ্মণ ॥ ৭১
পদ্মকেসরসংসৃষ্টো বৃক্ষান্তরবিনিঃসৃতঃ।
নিশ্বাস ইব সীতায়া বাতি বায়ুর্মনোহরঃ ॥ ৭২
সৌমিত্রে পশ্য পম্পায়া দক্ষিণে গিরিসানুষু।
পুষ্পিতাং কর্ণিকারস্য যষ্টিং পরমশোভিতাম্ ॥ ৭৩

কেশরবিশিষ্ট তরুণ সূর্য্যের ন্যায় বর্ণশালী চতুর্দ্দিকস্থিত রক্তপদ্মসমূহে সুশোভিতা, কহ্লারসমূহে সমাকীর্ণা, বিচিত্র-বনমধ্যবর্ত্তিনী পম্পানদী অতিশয় শোভা পাইতেছে। ৬১—৬৫। লক্ষ্মণ। পম্পার নির্ম্মল জলমধ্যে পদ্মসকল পবনাঘাতে বেগবিশিষ্ট ও তরঙ্গ-সমূহদ্বারা আন্দোলিত হইয়া অতিশয় বিরাজিত হইতেছে। কমল সকল যাহার অত্যন্ত প্রিয়, সেই বৈদেহী পদ্মবৎ বিশালনেত্রা সীতাকে না দেখিয়া, আমি প্রাণ ধারণ করিতে ইচ্ছা করি না। এক্ষণে যিনি আমার অবিদিত স্থানে নীতা হইয়াছেন এবং যাহাকে লাভ করা অসম্ভব, কন্দর্প আমার সেই হিতকারিণী কল্যাণী সীতাকে স্মরণ করাইতেছে, সুতরাং উঁহার কি কুটিলতা! যদি অসংখ্য কুসুমিত-তরুরাজিশোভিত এই বসন্ত কাল আমাকে সন্তাপিত না করে, তবে আমি এই সমুপস্থিত কামবেগ সহ্য করিতে পারি। পূর্ব্বে সীতা বিদ্যমানে যে সকল বস্তু আমার নিকটে প্রিয় বলিয়া বোধ হইত, এক্ষণে সীতা-বিরহে তাহাই আমার নিকটে অপ্রিয় বোধ হইতেছে। ৬৬—৭০। লক্ষ্মণ! ঐ পদ্মপলাশগুলি সীতার আঁখির ন্যায় বলিয়া ঐদিকে আমার দৃষ্টি আকৃষ্ট হইতেছে। ঐ বৃক্ষসকলের মধ্য হইতে বিনির্গত পদ্মকেশর-সংযোগে সুবাসিত এই মনোহর বায়ু, সীতার নিশ্বাসের ন্যায় প্রবাহিত হইতেছে। সুমিত্রা-নন্দন! পম্পার দক্ষিণভাগে ঐ গিরিসানুমধ্যে পরম-

অধিকং শৈলরাজোঽয়ং ধাতুভিস্তু বিভূষিতঃ।
বিচিত্রং সৃজতে রেণুং বায়ুবেগবিঘট্টিতম্ ॥ ৭৪
গিরিপ্রস্থাস্তু সৌমিত্রে সর্বতঃ সম্প্রপুষ্পিতৈঃ।
নিষ্পত্রৈঃ সর্বতো রম্যৈঃ প্রদীপ্তা ইব কিংশুকৈঃ ॥ ৭৫
পম্পাতীররুহাশ্চেমে সংসিক্তা মধুগন্ধিনঃ।
মালতীমল্লিকাপদ্ম-করবীরাশ্চ পুষ্পিতাঃ ॥ ৭৬
কেতক্যঃ সিন্ধুবারাশ্চ বাসন্ত্যশ্চ সুপুষ্পিতাঃ।
মাতুলিঙ্গাশ্চ পূর্ণাশ্চ কুন্দগুল্মাশ্চ সর্বশঃ ॥ ৭৭
চিরবিল্বা মধূকাশ্চ বঞ্জুলা বকুলাস্তথা।
চম্পকাস্তিলকাশ্চৈব নাগবৃক্ষাশ্চ পুষ্পিতাঃ ॥ ৭৮
পদ্মকাশ্চৈব শোভন্তে নীলাশোকাশ্চ পুষ্পিতাঃ।
লোধ্রাশ্চ গিরিপৃষ্ঠেষু সিংহকেশরপিঞ্জরাঃ ॥ ৭৯
অঙ্কোলাশ্চ কুরণ্টাশ্চ চূর্ণকাঃ পারিভদ্রকাঃ।
চূতাঃ পাটলয়শ্চাপি কোবিদারাশ্চ পুষ্পিতাঃ ॥ ৮০
মুচুকুন্দার্জ্জুনাশ্চৈব দৃশ্যন্তে গিরিসানুষু।
কেতকোদ্দালকাশ্চৈব শিরীষাঃ শিংশপা ধবাঃ ॥ ৮১
শাল্মল্যঃ কিংশুকাশ্চৈব রক্তাঃ কুরবকাস্তথা।
তিনিশা নক্তমালাশ্চ চন্দনাঃ স্যন্দনাস্তথা।
হিন্তালাস্তিলকাশ্চৈব নাগবৃক্ষাশ্চ পুষ্পিতাঃ ॥ ৮২
পুষ্পিতান্ পুষ্পিতাগ্রাভির্লতাভিঃ পরিবেষ্টিতান্।
দ্রুমান্ পশ্যেহ সৌমিত্রে পম্পায়া রুচিরান্ বহূন্ ॥ ৮৩

শোভাশালী কুসুমিত কর্ণিকার বৃক্ষ দেখ। গৈরিকাদি ধাতুসমূহে সমধিক বিভূষিত ঐ পর্ব্বতশ্রেষ্ঠ হইতে নানাবর্ণের ধূলিপটল বায়ু-সঞ্চালিত হইয়া ইতস্ততঃ বিকীর্ণ হইতেছে। সুমিত্রানন্দন! চারিদিকে পত্রশূন্য অতিমনোহর কিংশুক বৃক্ষসমূহ কুসুমিত হওয়ায় পর্ব্বতসানুসকল যেন প্রজ্বলিত বলিয়া অনুমিত হইতেছে। পম্পাতীরে জলসংসিক্ত মধুগন্ধযুক্ত স্থলপদ্ম, মালতী, মল্লিকা, করবীর, সিন্ধুবার, কেতকী, বাসন্তী, মাতুলঙ্গ, পূর্ণ, কুন্দ-গুল্ম, করঞ্জ, মধূক, বঞ্জুল, বকুল, চম্পক, তিলক, নাগকেশর, পদ্মক ও নীল অশোক তরু সকল পুষ্পরাশিসমাকীর্ণ হইয়া অতীব শোভা পাইতেছে। গিরিপ্রস্থসমূহে সুপুষ্পিত বকুল, নাগকেশর, লোধ্র, অঙ্কোঠ, নীলঝাঁটী, চূর্ণি, মন্দার, আম্র, পাটলি, কোবিদার মুচুকুন্দ, অর্জ্জুন, কেতক, উদ্দালক, শিরীষ, শিংশপা, ধব, শাল্মলী, কিংশুক, রক্তকুরুবক, তিনিশ, করঞ্জ, চন্দন স্যন্দন, হিন্তাল, পুন্নাগ ও তিলক বৃক্ষ সকল দেখা যাইতেছে। ৭১—৮২। সুমিত্রানন্দন! পম্পাতীরে পুষ্পিতাগ্র লতাসমূহে পরিবেষ্টিত, সুপুষ্পিত রমণীয় বৃক্ষ সকল

বাতবিক্ষিপ্তবিটপান্ যথাসন্নান্ দ্রুমানিমান্।
লতাঃ সমনুবর্ত্তন্তে মত্তা ইব বরস্ত্রিয়ঃ॥ ৮৪
পাদপাৎ পাদপং গচ্ছন্ শৈলাৎ শৈলং বনাদ্বনম্।
বাতি নৈকরসাস্বাদসম্মোদিত ইবানিলঃ।
কেচিৎ পর্য্যাপ্তকুসুমাঃ পাদপা মধুগন্ধিনঃ।
কেচিন্মুকুলসংবীতাঃ শ্যামবর্ণা ইবাবভুঃ॥ ৮৬
ইদং মৃষ্টমিদং স্বাদু প্রফুল্লমিদমিত্যপি।
রাগযুক্তো মধুকরঃ কুসুমেষেব লীয়তে। ৮৭
নিলীয় পুনরুৎপত্য সহসান্যত্র গচ্ছতি।
মধুলুব্ধো মধুকরঃ পম্পাতীরদ্রুমেষসৌ॥ ৮৮
ইয়ং কুসুমসঙ্ঘাতৈরুপস্তীর্ণা সুখাকৃতা।
স্বয়ং নিপতিতৈর্ভূমিঃ শয়নপ্রস্তরৈরিব॥ ৮৯
বিবিধা বিবিধৈঃ পুষ্পৈস্তৈরেব নগসানুষু।
বিস্তীর্ণাঃ পীতরক্তাভাঃ সৌমিত্রে প্রস্তরাঃ কৃতাঃ॥ ৯০
হিমান্তে পশ্য সৌমিত্রে বৃক্ষাণাং পুষ্পসম্ভবম্।
পুষ্পমাসে হি তরবঃ সঙ্ঘর্ষাদিব পুষ্পিতাঃ॥ ৯১
আহ্বয়ন্ত ইবান্যোন্যং নগাঃ ষট্পদনাদিতাঃ।
কুসুমোত্তংসবিটপাঃ শোভন্তে বহু লক্ষ্মণ॥ ৯২
এষ কারণ্ডবঃ পক্ষী বিগাহ্য সলিলং শুভম্।
রমতে কান্তয়া সার্দ্ধং কামমুদ্দীপয়ন্নিব॥ ৯৩
মন্দাকিন্যাস্তু যদিদং রূপমেতন্মনোহরম্।
স্থানে জগতি বিখ্যাতা গুণাস্তস্যা মনোরমাঃ॥ ৯৪
যদি দৃশ্যেত সা সাধ্বী যদি চেহ বসেমহি।
স্পৃহয়েয়ং ন শক্রায় নাযোধ্যায়ৈ রঘূত্তম॥ ৯৫
নহ্যেবং রমণীয়েষু শাদ্বলেষু তয়া সহ।
রমতো মে ভবেচ্চিন্তা ন স্পৃহান্যেষু বা ভবেৎ॥ ৯৬
অমী হি বিবিধৈঃ পুষ্পৈস্তরবো বিবিধচ্ছদাঃ।
কাননেঽস্মিন্ বিনা কান্তাং চিত্তমুৎপাদয়ন্তি মে॥ ৯৭
পশ্য শীতজলাঞ্চেমাং সৌমিত্রে পুষ্করাবৃতাম্।
চক্রবাকানুচরিতাং কারণ্ডবনিষেবিতাম্॥ ৯৮
প্লবৈঃ ক্রৌঞ্চৈশ্চ সম্পূর্ণাং মহামৃগনিষেবিতাম্।
অধিকং শোভতে পম্পা বিকূজদ্ভির্বিহঙ্গমৈঃ।
দীপয়ন্তীব মে কামং বিবিধা মুদিতা দ্বিজাঃ॥ ৯৯
শ্যামাং চন্দ্রমুখীং স্মৃত্বা প্রিয়াং পদ্মনিভেক্ষণাম্।
পশ্য সানুষু চিত্রেষু মৃগীভিঃ সহিতান্ মৃগান্॥ ১০০
মাং পুনর্মৃগশাবাক্ষ্যা বৈদেহ্যা বিরহীকৃতম্।

দেখ। প্রমত্তা বরাঙ্গনারা যেমন স্বামীর অনুগামিনী হয়, তদ্রূপ লতা সকল সমীরণকর্ত্তৃক কম্পিতাগ্র আশ্রিত বৃক্ষ সকলের অনুবর্ত্তিনী হইতেছে। এই বায়ু, এক বন হইতে অন্য বনে, একবৃক্ষ হইতে অন্য বৃক্ষে, এক শৈল হইতে অন্য শৈলে বিচরণ করিতে করিতে বিবিধ রস আস্বাদন করত যেন প্রমোদান্বিত হইয়া সঞ্চালিত হইতেছে। অনেক বৃক্ষ পর্য্যাপ্তরূপে পুষ্পভারাক্রান্ত ও মধুগন্ধযুক্ত এবং অনেক বৃক্ষ মুকুলিত ও শ্যামবর্ণ পুরুষসদৃশ হইয়া শোভা পাইতেছে। ৮৩—৮৬। ইহা বিকশিত, ইহা সুস্বাদু ও ইহা অতিসুন্দর, এরূপ মনে করিয়া, ঐ মধুকর অনুরক্ত হইয়া কুসুমমধ্যে বিলীন হইতেছে। ঐ মধুলোভী মধুকর কিয়ৎক্ষণ এক পুষ্পমধ্যে বিলীন থাকিয়া, পরে তথা হইতে উঠিয়া অন্যত্র যাইয়া পম্পাতীরবর্ত্তী বৃক্ষসমূহের উপরি বিচরণ করিতেছে। ঐ প্রদেশ স্বয়ংপতিত কুসুমসমূহে সমাকীর্ণ হইয়া শয্যার ন্যায় সুখকর হইয়াছে। সুমিত্রানন্দন! পর্ব্বতসানুসমূহে পীত-রক্ত প্রভৃতি বিবিধবর্ণা, সুবিস্তীর্ণা নানাবিধ শয্যা, নানাবর্ণ বিবিধ কুসুমসমূহদ্বারা নির্ম্মিতা রহিয়াছে। ৮৭—৯০। লক্ষ্মণ! হিম-ঋতুর অবসান এবং বসন্তঋতুর সমাগম হওয়ায়, তরু সকল পুষ্পিত হইয়াছে; বৃক্ষগণ যেন পরস্পর স্পর্দ্ধা করিয়া পুষ্পিত হইয়াছে এবং পুষ্পসমূহে শোভিত হইয়া ভ্রমর-গুঞ্জনচ্ছলে যেন পরস্পরকে আহ্বান করত বিরাজিত রহিয়াছে। ঐ কারণ্ডবপক্ষী কমনীয় পম্পাজলমধ্যে কান্তাসহ বিহারপূর্ব্বক আমার কামবর্দ্ধন করিতেছে। যাহার সৌন্দর্য্য প্রভৃতি মনোহর গুণ সমস্ত জগতে বিখ্যাত, সেই মন্দাকিনীনদীর রূপ যেরূপ মনোহর, এই পম্পানদীর রূপও তদনুরূপ রমণীয়। রঘুকুলতিলক! যদি সাধ্বী সীতাকে দেখিয়াই তাঁহার সহিত একস্থানে বাস করিতে পাই, তবে ইন্দ্রনগরী বা অযোধ্যানগরীতেও যাইতে আমার বাসনা হয় না। ঈদৃশ সুন্দর নবতৃণশালী প্রদেশে সীতার সহিত বিহার করিতে থাকিলে, আমার কোন চিন্তা থাকে না এবং অন্যত্র যাইবার ইচ্ছাও হয় না। ৯১—৯৬। ঐ বনমধ্যস্থ বিবিধ পত্র ও পুষ্প-সমন্বিত তরু সকল, সীতার বিরহবশতই আমার চিন্তা উৎপাদন করিতেছে। সুমিত্রানন্দন! ক্রৌঞ্চ, চক্রবাক, কারণ্ডব ও অন্যান্য জলচরপক্ষিগণ-সেবিতা, শীতলসলিলা, উৎকৃষ্ট মৃগগণ-পরিবৃতা, পদ্মসমাকুলা পম্পানদী দেখ; এই নদী মধুরধ্বনিকারী বিবিধ বিহঙ্গগণে সমাকীর্ণা হইয়া সমধিক শোভিতা হইতেছে। প্রিয়ার সহিত সমধিক প্রমোদান্বিত বিবিধ বিহঙ্গগণ যেন প্রিয়তমা পদ্মনেত্রা চন্দ্রমুখী শ্যামা সীতাকে আমার স্মৃতিপথে জাগাইয়া কাম উদ্দীপন করিতেছে। বিচিত্র পর্ব্বত-সানুদেশে প্রিয়াসহ বিচরণকারী মৃগদিগকে প্রমোদান্বিত ও আমাকে

ব্যথয়ন্তীব মে চিত্তং সঞ্চরন্তস্ততস্ততঃ ॥ ১০১
অস্মিন্ সানুনি রম্যে হি মত্তদ্বিজগণাকুলে।
পশ্যেয়ং যদি তাং কান্তাং ততঃ স্বস্তি ভবেন্মম ॥ ১০২
জীবেয়ং খলু সৌমিত্রে ময়া সহ সুমধ্যমা।
সেবেত যদি বৈদেহী পম্পায়াঃ পবনং শুভম্ ॥ ১০৩
পদ্মসৌগন্ধিকবহং শিবং শোকবিনাশনম্।
ধন্যা লক্ষ্মণ সেবন্তে পম্পায়া বনমারুতম্ ॥ ১০৪
শ্যামা পদ্মপলাশাক্ষী প্রিয়া বিরহিতা ময়া।
কথং ধারয়তি প্রাণান্ বিবশা জনকাত্মজা ॥ ১০৫
কিং নু বক্ষ্যামি ধর্ম্মজ্ঞং রাজানং সত্যবাদিনম্।
জনকং পৃষ্টসীতং তং কুশলং জনসংসদি ॥ ১০৬
যা মামনুগতা মন্দং পিত্রা প্রস্থাপিতং বনম্।
সীতা ধর্ম্মং সমাস্থায় ক্ব নু সা বর্ত্ততে প্রিয়া ॥ ১০৭
তয়া বিহীনঃ কৃপণঃ কথং লক্ষ্মণ ধারয়ে।
যা মামনুগতা রাজ্যাদ্ভ্রষ্টং বিহতচেতসম্ ॥ ১০৮
তচ্চার্ব্বঞ্চিতপক্ষ্মাক্ষং সুগন্ধি শুভমব্রণম্।
অপশ্যতো মুখং তস্যাঃ সীদতীব মতির্মম ॥ ১০৯
স্মিতহাস্যান্তরযুতং গুণবন্মধুরং হিতম্।
বৈদেহ্যা বাক্যমতুলং কদা শ্রোষ্যামি লক্ষ্মণ ॥ ১১০
প্রাপ্য দুঃখং বনে শ্যামা মাং মন্মথবিকর্ষিতম্।
নষ্টদুঃখেব হৃষ্টেব সাধ্বী সাধ্বভ্যভাষত ॥ ১১১
কিংন্বু বক্ষ্যাম্যযোধ্যায়াং কৌশল্যাং হি নৃপাত্মজ।
ক্ব সা স্নুষেতি পৃচ্ছন্তীং কথঞ্চাতিমনস্বিনীম্ ॥ ১১২
গচ্ছ লক্ষ্মণ পশ্য ত্বং ভরতং ভ্রাতৃবৎসলম্।
ন হ্যহং জীবিতুং শক্তস্তামৃতে জনকাত্মজাম্ ॥ ১১৩
ইতি রামং মহাত্মানং বিলপন্তমনাথবৎ।
উবাচ লক্ষ্মণো ভ্রাতা বচনং যুক্তমব্যয়ম্ ॥ ১১৪
সংস্তম্ভ রাম ভদ্রং তে মা শুচঃ পুরুষোত্তম।
নেদৃশানাং মতির্মন্দা ভবত্যকলুষাত্মনাম্ ॥ ১১৫
স্মৃত্বা বিয়োগজং দুঃখং ত্যজ স্নেহং প্রিয়ে জনে।
অতিস্নেহপরিষঙ্গাদ্বর্ত্তিরার্দ্রাপি দহ্যতে ॥ ১১৬
যদি গচ্ছতি পাতালং ততোহভ্যধিকমেব বা।
সর্ব্বথা রাবণস্তাত ন ভবিষ্যতি রাঘব ॥ ১১৭

বিদেহরাজ-নন্দিনী বালা মৃগনয়না সীতার বিরহে শোকাকুল দেখ; উহারা প্রিয়াসহ চারিদিকে বিচরণ করত আমার হৃদয় ব্যথিত করিতেছে। ৯৭—১০১। প্রমত্ত বিহঙ্গকুলে সমাকুল এই রমণীয় গিরিসানুমধ্যে যদি প্রিয়তমা সীতাকে দেখিতে পাই, তবেই মঙ্গল। সুমিত্রানন্দন! যদি বিদেহরাজ-নন্দিনী সুমধ্যমা সীতা আমার সহিত পম্পাতীরে সুস্নিগ্ধ বায়ু সেবন করেন, তাহা হইলে আমি প্রাণ ধারণ করিতে পারি। লক্ষ্মণ। তাঁহারাই ধন্য, যাঁহারা প্রিয়াসহ পম্পাতীরবর্ত্তী বনমধ্যে পদ্ম ও কহ্লারকুলের সৌরভবহনকারী, শোক-বিনাশক, মনোহর বায়ু সেবন করেন। এক্ষণে আমার প্রিয়তমা বিদেহরাজ নন্দিনী পদ্মপলাশলোচনা সুন্দরী সীতা আমার বিরহে এবং অন্যের বশীভূতা হইয়া কি প্রকারে প্রাণ ধারণ করিতেছেন। যখন সত্যবাদী ধর্ম্মজ্ঞ বিদেহরাজ জনক বহুলোকের সমক্ষে আমাকে সীতার কথা জিজ্ঞাসা করিবেন, তখন আমি তাঁহার নিকটে সীতার কিরূপ কুশল সমাচার দিব! ১০২—১০৬। আমি অরণ্যে বিবাসিত ও নিঃস্ব হইলেও যিনি পাতিব্রত্য ধর্ম্ম অবলম্বনপূর্ব্বক আমার অনুগামিনী হইয়াছেন, সেই প্রিয়তমা সীতা এক্ষণে কোথায় আছেন? লক্ষ্মণ! আমি রাজ্যচ্যুত ও শোকাকুলচিত্ত হইলেও যিনি আমার অনুগমন করিয়াছেন, আমি তাঁহার বিরহে কাতর হইয়া কেমন করিয়া প্রাণ ধারণ করিব? সীতার সেই ব্রণবিহীন, পদ্ম-শোভিত সুগন্ধ মনোহর বদন দেখিতে না পাইয়া আমার চিত্ত অত্যন্ত বিষণ্ণ হইতেছে। লক্ষ্মণ! আমি কবে জনকনন্দিনীর নিরুপম, মনোহর প্রসাদগুণ-সমন্বিত মধুর হাস্যপূর্ব্বক বাক্য শ্রবণ করিব! আমি কন্দর্পবাণে তাপিত হইলে, সুন্দরী পতিব্রতা সীতা বনমধ্যে দুঃখ পাইয়াও যেন দুঃখবিহীনা ও প্রমোদা-ন্বিতা হইয়া আমাকে সুমধুর বাক্য বলিতেন। রাজ-নন্দন! আমি অযোধ্যা নগরীতে প্রতিগমন করিলে জননী মনস্বিনী কৌশল্যা দেবী যখন আমাকে 'বধূ সীতা কোথায়?' বলিয়া জিজ্ঞাসা করিবেন, তখন আমি তাঁহাকে কি উত্তর দিব? লক্ষ্মণ! আমি জনকদুহিতা সীতার বিরহে প্রাণ ধারণ করিতে পারিলাম না; তুমি অযোধ্যা নগরীতে ফিরিয়া যাও। তথায় গিয়া ভ্রাতৃ-বৎসল ভ্রাতা ভরতকে দেখ।" ১০৭—১১৩। মহাত্মা রাম, অনাথের ন্যায় ঐরূপ বিলাপ করিলে, তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা লক্ষ্মণ তাঁহাকে এই যুক্তিপূর্ণ অর্থযুক্ত বাক্য বলিলেন, "পুরুষশ্রেষ্ঠ রাম! আপনার মঙ্গল হউক, আপনি মন স্থির করিয়া শোক সম্বরণ করুন; আপনার ন্যায় বিশুদ্ধচেতা ব্যক্তিদিগের ত এরূপ চিত্তবিকার হয় না। আপনি প্রিয়জনের বিরহ-দুঃখ মনে করিয়া প্রিয়জনের প্রতি স্নেহ পরিত্যাগ করুন; কেননা অতিরিক্ত স্নেহ কেবল দুঃখজনক; দেখুন, অতিরিক্তস্নেহসংযোগে আর্দ্র বর্ত্তিকাও দগ্ধ হইয়া থাকে। ১১৪—১১৬। রঘুনন্দন! রাবণ যদি পাতালে বা তাহা অপেক্ষা নিম্ন প্রদেশেও

প্রবৃত্তির্লভ্যতাং তাবৎ তস্য পাপস্য রক্ষসঃ।
ততো হাস্যতি বা সীতাং নিধনং বা গমিষ্যতি ॥ ১১৮
যদি যাতি দিতের্গর্ভং রাবণঃ সহ সীতয়া।
তত্রাপ্যেনং হনিষ্যামি ন চেদ্দাস্যতি মৈথিলীম্ ॥ ১১৯
স্বাস্থ্যং ভদ্রং ভজস্বার্য্য ত্যজ্যতাং কৃপণা মতিঃ।
অর্থো হি নষ্টকার্য্যার্থৈরযত্নেনাধিগম্যতে ॥ ১২০
উৎসাহো বলবানার্য্য নাস্ত্যুৎসাহাৎ পরং বলম্।
সোৎসাহস্য হি লোকেষু ন কিঞ্চিদপি দুর্লভম্ ॥ ১২১
উৎসাহবন্তঃ পুরুষা নাবসীদন্তি কর্ম্মসু।
উৎসাহমাত্রমাশ্রিত্য প্রতিলপ্স্যাম জানকীম্ ॥ ১২২
ত্যজ্যতাং কামবৃত্তত্বং শোকং সন্ন্যস্য পৃষ্ঠতঃ।
মহাত্মানং কৃতাত্মানমাত্মানং নাববুধ্যসে ॥ ১২৩
এবং সম্বোধিতস্তেন শোকোপহতচেতনঃ।
ত্যজ্য শোকঞ্চ মোহঞ্চ রামো ধৈর্য্যমুপাগমৎ ॥ ১২৪
সোঽভ্যতিক্রামদব্যগ্রস্তামচিন্ত্যপরাক্রমঃ।
রামঃ পম্পাং সুরুচিরাং রম্যাং পারিপবক্রমাম্ ॥ ১২৫
নিরীক্ষমাণঃ সহসা মহাত্মা
সর্ব্বং বনং নির্ঝরকন্দরঞ্চ।
উদ্বিগ্নচেতাঃ সহ লক্ষ্মণেন
বিচার্য্য দুঃখোপহতঃ প্রতস্থে ॥ ১২৬
তং মত্তমাতঙ্গবিলাসগামী
গচ্ছন্তমব্যগ্রমনা মহাত্মা।
স লক্ষ্মণো রাঘবমিষ্টচেষ্টো
ররক্ষ ধর্ম্মেণ বলেন চৈব ॥ ১২৭
তাবৃষ্যমূকস্য সমীপচারী
চরন্ দদর্শাদ্ভুতদর্শনীয়ৌ।
শাখামৃগাণামধিপস্তরস্বী
বিতত্রসে নৈব বিচেষ্টচেষ্টম্ ॥ ১২৮
স তৌ মহাত্মা গজমন্দগামী
শাখামৃগস্তত্র চরন্ চরন্তৌ।
দৃষ্ট্বা বিষাদং পরমং জগাম
চিন্তাপরীতো ভয়ভারভগ্নঃ ॥ ১২৮
তমাশ্রমং পুণ্যসুখং শরণ্যং
সদৈব শাখামৃগসেবিতান্তম্।
ত্রস্তাশ্চ দৃষ্ট্বা হরয়ো বিজগ্মু-
র্মহৌজসৌ রাঘবলক্ষ্মণৌ তৌ ॥ ১৩০
ইতি কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ডে প্রথমঃ সর্গঃ ॥ ১ ॥

গমন করে, তথাপি বিনষ্ট হইবে, সন্দেহ নাই। অগ্রজ! এক্ষণে সেই পাপাত্মা নিশাচরের বাসস্থান অনুসন্ধান করুন; তাহা হইলেই সে সীতাকে পরিত্যাগ করিবে, অথবা বিনাশ প্রাপ্ত হইবে। রাবণ যদি মিথিলারাজনন্দিনী সীতাকে না দিয়া তাঁহার সহিত অসুরজননী দিতির গর্ভেও প্রবিষ্ট হয়, তথাপি আমি তথায় যাইয়া তাহাকে বধ করিব। আর্য্য সাধুস্বভাব রাম! আবশ্যকীয় বস্তু অপহৃত হইলে, যত্ন-ব্যতীত উহা কখনই পুনর্ব্বার লাভ করা যায় না; সুতরাং আপনি সুস্থ হউন এবং এই দীনবুদ্ধি পরিত্যাগ করুন। ১১৭—১২০। আর্য্য! উৎসাহই শ্রেষ্ঠ বল, উহা অপেক্ষা আর উৎকৃষ্ট বল নাই; কারণ লোকমধ্যে উৎসাহশালী জীবগণের কিছুই দুর্লভ হয় না, উৎসাহবলে কোন কার্য্যেই তাঁহারা অবসন্ন হন না; আমরা কেবল উৎসাহ অবলম্বন করিয়াই জনকনন্দিনীকে পুনর্ব্বার লাভ করিব। আপনি যে মহাত্মা এবং বিশুদ্ধচিত্ত, কেন তাহা বুঝিতে পারিতেছেন না? এক্ষণে শোক পরিত্যাগপূর্ব্বক কামজনিত চিত্ত-ব্যাকুলতা দূর করুন। ১২১—১২৩। শোকাকুলহৃদয় লক্ষ্মণ অচিন্ত্য-পরাক্রম রামকে ঐরূপ সম্যক্ সান্ত্বনা করিলে তিনি শোক ও মোহ পরিত্যাগপূর্ব্বক ধৈর্য্যাবলম্বন করিলেন এবং সুস্থির-হৃদয় হইয়া বায়ুবিক্ষিপ্ত তীরস্থ বৃক্ষসমূহে শোভান্বিতা, রমণীয়া মনোহারিণী পম্পানদী অতিক্রম করিলেন। তখন যদিও তাঁহার হৃদয় অত্যন্ত দুঃখভারাক্রান্ত ছিল, তথাপি তিনি বিবেচনার সহিত সহসা ধৈর্য্য অবলম্বনপূর্ব্বক তাহা স্তম্ভিত করিয়া লক্ষ্মণের সহিত বন, নির্ঝর ও কন্দর সকল দেখিতে দেখিতে উদ্বিগ্নচিত্তে ঋষ্যমূকপর্ব্বত-অভিমুখে যাইতে লাগিলেন। মত্তমাতঙ্গের ন্যায়, বিলাসসহকারে গমনকারী রঘুনন্দন রাম যাইতে লাগিলেন তাঁহার ইষ্টসম্পাদন-রত মহাত্মা লক্ষ্মণ একাগ্রচিত্তে তাঁহার অনুগমন করত নীতি ও বীর্য্যবলে তাঁহাকে রক্ষা করিতে লাগিলেন। ১২৪—১২৭। পরে ঋষ্যমূক-গিরিতটে বিচরণকারী, বেগশালী বানরাধিপতি সুগ্রীব বিচরণ করত প্রিয়দর্শন রাম ও লক্ষ্মণকে দেখিতে পাইলেন এবং ত্রাসান্বিত ও ভোজনাদি ইষ্টবিষয়ে নিশ্চেষ্ট হইলেন। গজেন্দ্রের ন্যায় মন্দগামী সেই মহাত্মা বানরাধিপতি ভ্রমণ করত তাঁহাদিগকে তথায় বিচরণ করিতে দেখিয়া অত্যন্ত বিষণ্ন, চিন্তিত ও ভয়ভারে সমাক্রান্ত হইলেন। পরে বানরপ্রধান সুগ্রীব এবং তাঁহার অমাত্যসকল, বালী ও তদনুগত বানরদিগের অগম্য, সর্ব্বপ্রাণিগণের অতি সুখজনক, বানরগণ-সেবিত সেই মতঙ্গাশ্রমের নিকটস্থ বনমধ্যে মহাবীর্য্যবান্ রাম ও লক্ষ্মণকে

দ্বিতীয়ঃ সর্গঃ।

তৌ তু দৃষ্ট্বা মহাত্মানৌ ভ্রাতরৌ রামলক্ষ্মণৌ।
বরায়ুধধরৌ বীরৌ সুগ্রীবঃ শঙ্কিতোঽভবৎ ॥ ১
উদ্বিগ্নহৃদয়ঃ সর্ব্বা দিশঃ সমবলোকয়ন্।
ন ব্যতিষ্ঠত কস্মিংশ্চিদ্দেশে বানরপুঙ্গবঃ ॥ ২
নৈব চক্রে মনঃ স্থাতুং বীক্ষমাণো মহাবলৌ।
কপেঃ পরমভীতস্য চিত্তং ব্যবসসাদ হ ॥ ৩
চিন্তয়িত্বা স ধর্ম্মাত্মা বিমৃশ্য গুরুলাঘবম্।
সুগ্রীবঃ পরমোদ্বিগ্নঃ সর্ব্বৈস্তৈর্বানরৈঃ সহ ॥ ৪
ততঃ স সচিবেভ্যস্তু সুগ্রীবঃ প্লবগাধিপঃ।
শশংস পরমোদ্বিগ্নঃ পশ্যংস্তৌ রামলক্ষ্মণৌ ॥ ৫
এতৌ বনমিদং দুর্গং বালিপ্রণিহিতৌ ধ্রুবম্।
ছদ্মনা চীরবসনৌ প্রচরন্তাবিহাগতৌ ॥ ৬
ততঃ সুগ্রীবসচিবা দৃষ্ট্বা পরমধন্বিনৌ।
জগ্মুর্গিরিতটাৎ তস্মাদন্যচ্ছিখরমুত্তমম্ ॥ ৭
তে ক্ষিপ্রমভিগম্যাথ যূথপা যূথপর্ষভম্।
হরয়ো বানরশ্রেষ্ঠং পরিবার্য্যোপতস্থিরে ॥ ৮
এবমেকায়নগতাঃ প্লবমানা গিরের্গিরিম্।
প্রকম্পয়ন্তো বেগেন গিরীণাং শিখরাণি চ ॥ ৯
ততঃ শাখামৃগাঃ সর্ব্বে প্লবমানা মহাবলাঃ।
বভঞ্জুশ্চ নগাংস্তত্র পুষ্পিতান্ দুর্গমাশ্রিতান্ ॥ ১০
আপ্লবন্তো হরিবরাঃ সর্ব্বতস্তং মহাগিরিম্।
মৃগমার্জ্জারশার্দ্দূলাংস্ত্রাসয়ন্তো যযুস্তদা ॥ ১১
ততঃ সুগ্রীবসচিবাঃ পর্ব্বতেন্দ্রে সমাহিতাঃ।
সঙ্গম্য কপিমুখ্যেন সর্ব্বে প্রাঞ্জলয়ঃ স্থিতাঃ ॥ ১২
ততস্তু ভয়সন্ত্রস্তং বালিকিল্বিষশঙ্কিতম্।
উবাচ হনুমান্ বাক্যং সুগ্রীবং বাক্যকোবিদঃ ॥ ১৩
সম্ভ্রমস্ত্যজ্যতামেষ সর্ব্বৈর্বালিকৃতে মহান্।
মলয়োঽয়ং গিরিবরো ভয়ং নেহাস্তি বালিনঃ ॥ ১৪
যস্মাদুদ্বিগ্নচেতাস্ত্বং বিদ্রুতো হরিপুঙ্গব।
তং ক্রূরদর্শনং ক্রূরং নেহ পশ্যামি বালিনম্ ॥ ১৫
যস্মাৎ তব ভয়ং সৌম্য পূর্ব্বজাৎ পাপকর্ম্মণঃ।
স নেহ বালী দুষ্টাত্মা ন তে পশ্যাম্যহং ভয়ম্ ॥ ১৬

বিচরণ করিতে দেখিয়া ভীত হইয়া তাঁহাদিগকে বালিপ্রেরিত চর মনে করিয়া তথা হইতে প্রস্থান করিলেন। ১২৮—১৩০।

দ্বিতীয় সর্গ।

বানরপ্রধান সুগ্রীব, উত্তমাস্ত্রধারী মহাত্মা মহাবীর রাম ও লক্ষ্মণ ভ্রাতাদ্বয়কে দেখিয়া শঙ্কিত হইলেন এবং উদ্বিগ্নচিত্তে চতুর্দ্দিক্ অবলোকন করত কোন স্থানেই বহুক্ষণ থাকিতে পারিলেন না। তিনি মহাবল রাম ও লক্ষ্মণকে দেখিয়া একস্থানে থাকিতে ইচ্ছা করিলেন না। তখন সেই অতি ভয়াকুল বানররাজের মন অত্যন্ত অবসন্ন হইয়া উঠিল। পরে বানররাজ ধর্ম্মাত্মা সুগ্রীব অতিশয় উদ্বিগ্ন হইয়া মনে মনে অবস্থান ও প্রস্থান বিষয়ে উৎকর্ষ ও অপকর্ষ চিন্তা করিয়া তাঁহার অমাত্য বানরদিগের সহিত তাহা স্থির করিবার উদ্দেশে অতিশয় উদ্বেগসহকারে তাঁহাদিগকে রাম ও লক্ষ্মণকে দেখাইয়া কহিলেন। ১—৫। "ঐ দুই ব্যক্তি নিশ্চয়ই বালিকর্ত্তৃক এই বিজনকাননমধ্যে প্রেরিত হইয়াছেন, উঁহারা চীরবসন পরিধান করিয়া ছদ্মবেশে বিচরণ করত এই প্রদেশে আসিয়াছেন; সুতরাং আমাদিগের এ স্থান হইতে প্রস্থান করাই যুক্তিসঙ্গত।" পরে সুগ্রীবের অমাত্য যূথপতি বানরপ্রধানেরা রাম ও লক্ষ্মণকে পরমধনুর্দ্ধারী দেখিয়া সেই গিরিতট হইতে এক উৎকৃষ্ট শৃঙ্গোপরি গেলেন এবং শীঘ্র তথায় যাইয়া যূথপতি বানররাজ সুগ্রীবকে বেষ্টন-পূর্ব্বক অবস্থিত রহিলেন। তখন সুগ্রীবের সচিব সেই মহাবল বানর-শ্রেষ্ঠেরা সকলে একরূপ গতি অবলম্বনপূর্ব্বক বেগদ্বারা বহু প্রত্যন্তপর্ব্বতের শৃঙ্গ সকল কম্পিত করত এক প্রত্যন্তপর্ব্বত হইতে অন্য প্রত্যন্তপর্ব্বতে যাইতে লাগিলেন। তাঁহারা সেই মহাপর্ব্বতের চারিদিকে বিচরণপূর্ব্বক দুর্গম প্রদেশস্থিত কুসুমিত তরু সকল ভগ্ন এবং ব্যাঘ্র, মৃগ ও মার্জ্জার-দিগকে ভীত করত যাইতে থাকিলেন। ৬—১১। পরে তাঁহারা সেই মহাপর্ব্বতের শিখরে যাইয়া বানররাজ সুগ্রীবের নিকটে কৃতাঞ্জলি হইয়া সতর্কভাবে থাকিলেন। পরে, কালোচিত-বক্তৃতাপটু হনুমান্, বালীর পাপাচরণ-ভয়ে ভীত এবং ত্রাসান্বিত বানররাজ সুগ্রীবকে বলিলেন, "বানরশ্রেষ্ঠ! আপনি সকলের সহিত বালীর পাপাচরণ-জনিত ভয় পরিত্যাগ করুন; কারণ এই মলয়পর্ব্বতে বালী হইতে ভয়সম্ভাবনা নাই। আপনি যাহার ভয়ে পলাইতে উদ্যত হইয়াছেন, আমি এস্থানে ত সেই ভীমদর্শন ক্রূর বালীকে দেখিতে পাইতেছি না। প্রিয়দর্শন! আপনি যাহার ভয় করেন, আপনার অগ্রজ সেই পাপকর্ম্মা দুষ্টাত্মা বালী ত এ স্থানে নাই; সুতরাং আমি এক্ষণে আপনার কিছুমাত্র ভয়ের কারণ দেখিতেছি না। কপিশ্রেষ্ঠ!

অহো শাখামৃগত্বং তে ব্যক্তমেব প্লবঙ্গম।
লঘুচিত্ততয়াত্মানং ন স্থাপয়সি যো মতৌ ॥ ১৭
বুদ্ধিবিজ্ঞানসম্পন্ন ইঙ্গিতৈঃ সর্ব্বমাচর।
নহ্যবুদ্ধিং গতো রাজা সর্ব্বভূতানি শাস্তি হি ॥ ১৮
সুগ্রীবস্য শুভং বাক্যং শ্রুত্বা সর্ব্বং হনূমতঃ।
ততঃ শুভতরং বাক্যং হনূমন্তমুবাচ হ ॥ ১৯
দীর্ঘবাহূ বিশালাক্ষৌ শরচাপাসিধারিণৌ।
কস্য ন স্যাদ্ভয়ং দৃষ্ট্বা হ্যেতৌ সুরসুতোপমৌ ॥ ২০
বালিপ্রণিহিতাবেব শঙ্কেহহং পুরুষোত্তমৌ।
রাজানো বহুমিত্রাশ্চ বিশ্বাসো নাত্র হি ক্ষমঃ ॥ ২১
অরয়শ্চ মনুষ্যেণ বিজ্ঞেয়াশ্ছন্নচারিণঃ।
বিশ্বস্তানামবিশ্বস্তাশ্ছিদ্রেষু প্রহরন্ত্যপি ॥ ২২
কৃত্যেষু বালী মেধাবী রাজানো বহুদর্শিনঃ।
ভবন্তি পরহন্তারস্তে জ্ঞেয়াঃ প্রাকৃতৈর্নরৈঃ ॥ ২৩
তৌ ত্বয়া প্রাকৃতেনেব গত্বা জ্ঞেয়ৌ প্লবঙ্গম।
ইঙ্গিতানাং প্রকারৈশ্চ রূপব্যাভাষণেন চ ॥ ২৪
লক্ষয়স্ব তয়োর্ভাবং প্রহৃষ্টমনসৌ যদি।
বিশ্বাসয়ন্ প্রশংসাভিরিঙ্গিতৈশ্চ পুনঃপুনঃ ॥ ২৫
মমৈবাভিমুখং স্থিত্বা পৃচ্ছ ত্বং হরিপুঙ্গব।
প্রয়োজনং প্রবেশস্য বনস্যাস্য ধনুর্দ্ধরৌ ॥ ২৬
শুদ্ধাত্মানৌ যদি ত্বেতৌ জানীহি ত্বং প্লবঙ্গম।
ব্যাভাষিতৈর্ব্বা রূপৈর্ব্বা বিজ্ঞেয়া দুষ্টতানয়োঃ ॥ ২৭
ইত্যেবং কপিরাজেন সন্দিষ্টো মারুতাত্মজঃ।
চকার গমনে বুদ্ধিং যত্র তৌ রামলক্ষ্মণৌ ॥ ২৮

তথেতি সম্পূজ্য বচস্তু তস্য
কপিঃ সুভীতস্য দুরাসদস্য।
মহানুভাবো হনুমান্ যযৌ তদা
স যত্র রামোঽতিবলী সলক্ষ্মণঃ ॥ ২৯

ইতি কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ডে দ্বিতীয়ঃ সর্গঃ ॥ ২ ॥

তৃতীয়ঃ সর্গঃ।

বচো বিজ্ঞায় হনুমান্ সুগ্রীবস্য মহাত্মনঃ।
পর্ব্বতাদৃষ্যমূকাত্তু পুপ্লুবে যত্র রাঘবৌ ॥ ১
কপিরূপং পরিত্যজ্য হনুমান্ মারুতাত্মজঃ।
ভিক্ষুরূপং ততো ভেজে শঠবুদ্ধিতয়া কপিঃ ॥ ২
ততঃ স হনুমান্ বাচা শ্লক্ষ্ণয়া সুমনোজ্ঞয়া।

আপনি লঘুচিত্ততাবশতঃ বিবেচনা করিতেছেন না যে, ইহাতে আপনার বানরত্ব স্পষ্টই প্রকাশ পাইতেছে। আপনি বুদ্ধি ও বিজ্ঞানসম্পন্ন হইয়া ইঙ্গিতে সমুদায় কার্য্য নির্ব্বাহ করুন; কারণ, রাজা বুদ্ধিবিহীন হইয়া প্রজাদিগকে শাসন করিতে পারেন না।" ১২—১৮। সুগ্রীব, হনমানের ঐ শুভকর বাক্য সম্পূর্ণরূপে শুনিয়া তাঁহাকে এইরূপ অতি শুভ বাক্যে বলিলেন, "ধনু, বাণ ও তরবারিধারী, বিশালনেত্র, দীর্ঘবাহু এই দেবকুমারতুল্য পুরুষশ্রেষ্ঠদ্বয়কে দেখিয়া কাহার না ভয় জন্মে? আমার আশঙ্কা হইতেছে, ইহাঁরা বালিকর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়াছেন; রাজাদিগের বিজাতীয় প্রাণিমধ্যেও মিত্রতা থাকে; সুতরাং ইহাঁদিগের প্রতি আমাদিগের বিশ্বাস করা উচিত নহে। বিশ্বাসের অযোগ্য, ছদ্মবেশী শত্রুদিগকে বিশ্বাস করিলে উহারা ছিদ্র পাইয়া বিশ্বাসকারীদিগকে প্রহার করিয়া থাকে; সুতরাং সকলেরই সেইরূপ শত্রুদিগকে বিশেষরূপে জানা কর্ত্তব্য। বালীরও কর্ত্তব্যবিষয়ে সবিশেষ জ্ঞান আছে; রাজারাও শত্রুবিনাশ-বিষয়ক বিবিধ-উপায়জ্ঞ এবং শত্রুবিনাশে সমর্থ; সুতরাং উদাসীন-বেশধারী চার পাঠাইয়া তাঁহাদিগের উদ্দেশ্য জানা উচিত। ১৯—২৩। বানরশ্রেষ্ঠ! তুমি উদাসীনবেশে তথায় যাইয়া আকার, ইঙ্গিত ও উক্তিপ্রত্যুক্তিদ্বারা উহাঁদিগের অভিপ্রায় অবগত হও। বানরপ্রধান তুমি ইঙ্গিত এবং বারম্বার প্রশংসাদ্বারা উহাঁদিগকে বিশ্বস্ত করত উহাঁদিগের অভিপ্রায় লক্ষ্য কর। যদি তুমি ঐ ধনুর্দ্ধারিদ্বয়ের চিত্ত হৃষ্ট বোধ কর, তবে তুমি আমার অভিমুখে অবস্থিত হইয়া উহাঁদিগের এই বনে আগমনের আবশ্যক কি, তাহা জিজ্ঞাসা করিও। কপিশ্রেষ্ঠ। যদি তুমি সামান্যতঃ উহাঁদিগকে বিশুদ্ধাত্মা মনে কর, তথাপি আকার, ইঙ্গিত ও উক্তি-প্রত্যুক্তি-দ্বারা উহাঁরা যে দুষ্ট নহেন, তাহা সম্যক্‌রূপে জানিও।" যাঁহার নিকটে যাওয়া দুঃসাধ্য, সেই বানররাজ সুগ্রীব অত্যন্ত ভীত হইয়া ঐরূপ আদেশ করিলে মহানুভাব পবননন্দন কপিশ্রেষ্ঠ হনূমান্, রাম ও লক্ষ্মণের নিকটে যাইবার অভিপ্রায় করিলেন এবং "যে আজ্ঞা" বলিয়া তাঁহার বাক্য অভিনন্দনপূর্ব্বক যথায় মহাবল রাম, লক্ষ্মণ সমভিব্যাহারে ভ্রমণ করিতেছেন, তথায় চলিলেন। ২৪—২৯।

তৃতীয় সর্গ।

পবননন্দন কপিশ্রেষ্ঠ হনূমান্ মহাত্মা সুগ্রীবের কথা শুনিয়া ঋষ্যমূকপর্ব্বত হইতে রঘুনন্দন রাম ও লক্ষ্মণের নিকটে গমন করিলেন। পরে তিনি শঠতা-পূর্ব্বক বানররূপ পরিত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসীর রূপ

বিনীতবদুপাগম্য রাঘবৌ প্রণিপত্য চ ॥ ৩
আবভাষে চ তৌ বীরৌ যথাবৎ প্রশশংস চ ।
সম্পূজ্য বিধিবদ্বীরৌ হনুমান্ বানরোত্তমঃ ॥ ৪
উবাচ কামতো বাক্যং মৃদু সত্যপরাক্রমৌ ।
রাজর্ষিদেবপ্রতিমৌ তাপসৌ সংশিতব্রতৌ ॥ ৫
দেশং কথমিমং প্রাপ্তৌ ভবন্তৌ বরবর্ণিনৌ ।
ত্রাসয়ন্তৌ মৃগগণানন্যাংশ্চ বনচারিণঃ ॥ ৬
পম্পাতীররুহান্ বৃক্ষান্ বীক্ষমাণৌ সমন্ততঃ ।
ইমাং নদীং শুভজলাং শোভয়ন্তৌ তরস্বিনৌ ॥ ৭
ধৈর্য্যবন্তৌ সুবর্ণাভৌ কৌ যুবাং চীরবাসসৌ ।
নিশ্বসন্তৌ বরভুজৌ পীড়য়ন্তাবিমাঃ প্রজাঃ ॥ ৮
সিংহবিপ্রেক্ষিতৌ বীরৌ মহাবলপরাক্রমৌ ।
শক্রচাপনিভে চাপে গৃহীত্বা শত্রুনাশনৌ ॥ ৯
শ্রীমন্তৌ রূপসম্পন্নৌ বৃষভশ্রেষ্ঠবিক্রমৌ ।
হস্তিহস্তোপমভুজৌ দ্যুতিমন্তৌ নরর্ষভৌ ॥ ১০
প্রভয়া পর্ব্বতেন্দ্রোঽয়ং যুবয়োরবভাসিতঃ ।
রাজ্যার্হাবমরপ্রখ্যৌ কথং দেশমিহাগতৌ ॥ ১১
পদ্মপত্রেক্ষণৌ বীরৌ জটামণ্ডলধারিণৌ ।
অন্যোন্যসদৃশৌ বীরৌ দেবলোকাদিহাগতৌ ।
যদৃচ্ছয়েব সম্প্রাপ্তৌ চন্দ্রসূর্য্যৌ বসুন্ধরাম্ ॥ ১২
বিশালবক্ষসৌ বীরৌ মানুষৌ দেবরূপিণৌ ।
সিংহস্কন্ধৌ মহোৎসাহৌ সমদাবিব গোবৃষৌ ॥ ১৩
আয়তাশ্চ সুবৃত্তাশ্চ বাহবঃ পরিঘোপমাঃ ।
সর্ব্বভূষণভূষার্হাঃ কিমর্থং ন বিভূষিতাঃ ॥ ১৩
উভৌ যোগ্যাবহং মন্যে রক্ষিতুং পৃথিবীমিমাম্ ।
সসাগরবনাং কৃৎস্নাং বিন্ধ্যমেরুবিভূষিতাম্ ॥ ১৫
ইমে চ ধনুষী চিত্রে শ্লক্ষ্ণে চিত্রানুলেপনে ।
প্রকাশেতে যথেন্দ্রস্য বজ্রে হেমবিভূষিতে ॥ ১৬
সম্পূর্ণাশ্চ শিতৈর্বাণৈস্তূণাশ্চ শুভদর্শনাঃ ।
জীবিতান্তকরৈর্ঘোরৈর্জ্বলদ্ভিরিব পন্নগৈঃ ॥ ১৭
মহাপ্রমাণৌ বিপুলৌ তপ্তহাটকভূষণৌ ।
খড়্গাবেতৌ বিরাজেতে নির্ম্মুক্তভুজগাবিব ॥ ১৮
এবং মাং পরিভাষন্তং কস্মাদ্বৈ নাভিভাষথঃ ॥ ১৯

ধারণ করিলেন এবং সবিনয়ে সেই রঘুনন্দনদ্বয়ের নিকটবর্ত্তী হইয়া তাঁহাদিগকে প্রণামপূর্ব্বক সমুচিত প্রশংসা করত অতি মনোহর সুমধুর বাক্য বলিলেন। তখন বানরশ্রেষ্ঠ হনুমান্, বীর্য্যবান্ সত্যপরাক্রম রাম এবং লক্ষ্মণকে যথাবিধি পূজা করিয়া স্বেচ্ছানুসারে সুমধুরবাক্যে বলিলেন, "বোধ হইতেছে যে, আপনারা তপস্যাব্রত ব্রহ্মচারি-প্রধান অথচ বলবান্; আপনাদিগের ব্রত অতীব কঠোর এবং আপনারা রাজর্ষি এবং দেবতাতুল্য, কিকারণে আপনারা পম্পাতীর-বর্ত্তী বৃক্ষসকল দেখিতে দেখিতে এই শুভসলিলা পম্পানদীকে শোভিতা এবং মৃগ ও অন্যান্য পশুদিগকে ত্রাসিত করত এই স্থানে আসিয়াছেন? ১—৭। আপনারা উৎকৃষ্ট বর্ণ, রূপ, কান্তি, শ্রী, তেজ ও ধৈর্য্যশালী এবং পরাক্রমে শ্রেষ্ঠ বৃষভতুল্য, আপনাদিগের হস্ত করিকরসদৃশ ও অতি উৎকৃষ্ট, আপনারা বলবীর্য্যবান, পরাক্রমশালী ও ইন্দ্রধনুর ন্যায় ধনু ধারণপূর্ব্বক শত্রুবিনাশে সমর্থ অথচ, আপনারা চীরবসন পরিধান করিয়াছেন, কিন্তু সিংহের ন্যায় দৃষ্টিনিক্ষেপপূর্ব্বক বিচরণ করত এই বন্য পশুদিগকে পীড়িত করিতেছেন এবং মধ্যে মধ্যে যেন শোকবশতঃ দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিতেছেন; আপনাদিগকে 'মানবপ্রধান' বলিয়া বোধ হইতেছে, বস্তুতঃ আপনারা কে? বীরদ্বয়! আপনাদিগের প্রভাদ্বারা ঐ গিরিরাজ সমুদ্ভাসিত হইয়াছে। আপনাদিগের চক্ষু পদ্ম-পত্রের ন্যায়; অপিচ আপনারা দেবতাতুল্য এবং সাম্রাজ্যলাভের উপযুক্ত; আপনারা জটা ধারণপূর্ব্বক কিজন্য এ দেশে আসিয়াছেন? বীরদ্বয়! আপনারা সকল বিষয়েই পরস্পর পরস্পরের তুল্য হইয়া স্বর্গ হইতে যেন পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইয়াছেন,—বোধ হয়, যেন আপনারা চন্দ্র এবং সূর্য্য, যদৃচ্ছাক্রমে মর্ত্ত্যে আসিয়াছেন। আপনারা কামমত্ত শ্রেষ্ঠ বৃষভদ্বয়ের তুল্য দেখাইতেছেন; আপনাদিগের স্কন্ধ সিংহস্কন্ধতুল্য, বক্ষঃস্থল সুবিশাল ও উৎসাহ অতি মহৎ। অপিচ মনে হইতেছে যে, আপনারা মানব, কিন্তু আপনাদিগের রূপ দেবতার ন্যায়।৮—১৩। আপনাদিগের অর্গলবৎ দীর্ঘ সুবর্ত্তুল বাহু সকল ভূষণার্হ হইয়াও কিজন্য সমস্ত অলঙ্কারে ভূষিত হয় নাই? আমার বোধ হইতেছে যে, আপনারা উভয়েই সুমেরু ও বিন্ধ্যগিরিদ্বারা বিভূষিত, নানাবন-সমন্বিত সমগ্র সসাগরা ধরণীকে রক্ষা করিতে পারেন। আপনাদিগের মনোহর অনুলেপনযুক্ত বিচিত্র এই ধনুদ্বয়, স্বর্ণ ও বজ্রমণি-বিভূষিত ইন্দ্রধনুযুগলের ন্যায় শোভা পাইতেছে। আপনাদিগের দীপ্তিশালী জীবণ পন্নগসদৃশ প্রাণান্তকর সুতীক্ষ্ণ শরসমূহে পরিপূর্ণ ঐ তূণসকলও দেখিতে অত্যন্ত সুন্দর।১৪—১৭ আপনাদিগের সুবর্ণচিত্রিত ঐ সুদীর্ঘ বিপুল খড়্গাদ্বয়, নির্ম্মোক-মুক্ত সর্পদ্বয়ের ন্যায় প্রকাশিত হইতেছে।" কপিশ্রেষ্ঠ হনুমান্ ঐরূপ বলিয়া কিয়ৎক্ষণ মৌন অবলম্বনপূর্ব্বক রাম ও লক্ষ্মণকে বলিলেন, "আমি আপনাদিগকে

সুগ্রীবো নাম ধর্ম্মাত্মা কশ্চিদ্বানরপুঙ্গবঃ।
বীরো বিনিকৃতো ভ্রাত্রা জগদ্ভ্রমতি দুঃখিতঃ॥ ২০
প্রাপ্তোঽহং প্রেষিতস্তেন সুগ্রীবেণ মহাত্মনা।
রাজ্ঞা বানরমুখ্যানাং হনুমান্ নাম বানরঃ॥ ২১
যুবাভ্যাং স হি ধর্ম্মাত্মা সুগ্রীবঃ সখ্যমিচ্ছতি।
তস্য মাং সচিবং বিত্ত বানরং পবনাত্মজম্॥ ২২
ভিক্ষুরূপপ্রতিচ্ছন্নং সুগ্রীবপ্রিয়কারণাৎ।
ঋষ্যমূকাদিহ প্রাপ্তং কামগং কামচারিণম্॥ ২৩
এবমুক্ত্বা তু হনুমান্ তৌ বীরৌ রামলক্ষ্মণৌ।
বাক্যজ্ঞো বাক্যকুশলঃ পুনর্নোবাচ কিঞ্চন॥ ২৪
এতৎ শ্রুত্বা বচস্তস্য রামো লক্ষ্মণমব্রবীৎ।
প্রহৃষ্টবদনঃ শ্রীমান্ ভ্রাতরং পার্শ্বতঃ স্থিতম্॥ ২৫
সচিবোঽয়ং কপীন্দ্রস্য সুগ্রীবস্য মহাত্মনঃ।
তমেব কাঙ্ক্ষমাণস্য মমান্তিকমিহাগতঃ॥ ২৬
তমভ্যভাষ সৌমিত্রে সুগ্রীবসচিবং কপিম্।
বাক্যজ্ঞং মধুরৈর্বাক্যৈঃ স্নেহযুক্তমরিন্দমম্॥ ২৭
নানৃগ্বেদবিনীতস্য নাযজুর্ব্বেদধারিণঃ।
নাসামবেদবিদুষঃ শক্যমেবং বিভাষিতুম্॥ ২৮
নূনং ব্যাকরণং কৃৎস্নমনেন বহুধা শ্রুতম্।
বহু ব্যাহরতানেন ন কিঞ্চিদপশব্দিতম্॥ ২৯
ন মুখে নেত্রয়োশ্চাপি ললাটে চ ভ্রুবোস্তথা।
অন্যেষ্বপি চ সর্ব্বেষু দোষঃ সংবিদিতঃ ক্বচিৎ॥ ৩০
অবিস্তরমসন্দিগ্ধমবিলম্বিতমব্যথম্।
উরঃস্থং কণ্ঠগং বাক্যং বর্ত্ততে মধ্যমস্বরম্॥ ৩১
সংস্কারক্রমসম্পন্নামদ্রুতামবিলম্বিতাম্।
উচ্চারয়তি কল্যাণীং বাচং হৃদয়হর্ষিণীম্॥ ৩২
অনয়া চিত্রয়া বাচা ত্রিস্থানব্যঞ্জনস্থয়া।
কস্য নারাধ্যতে চিত্তমুদ্যতাসেররেরপি॥ ৩৩
এবংবিধো যস্য দূতো ন ভবেৎ পার্থিবস্য তু।
সিধ্যন্তি হি কথং তস্য কার্য্যাণাং গতয়োঽনঘ॥ ৩৪
এবং গুণগণৈর্যুক্তা যস্য স্যুঃ কার্য্যসাধকাঃ।
তস্য সিধ্যন্তি সর্ব্বেঽর্থা দূতবাক্যপ্রচোদিতাঃ॥ ৩৫
এবমুক্তস্তু সৌমিত্রিঃ সুগ্রীবসচিবং কপিম্।
অভ্যভাষত বাক্যজ্ঞো বাক্যজ্ঞং পবনাত্মজম্॥ ৩৬

জিজ্ঞাসা করিতেছি, কিন্তু আপনারা কেন আমার কথার প্রত্যুত্তর করিতেছেন না? সুগ্রীবনামক কোন ধর্ম্মাত্মা বীর্য্যবান্ বানরশ্রেষ্ঠ অগ্রজকর্ত্তৃক রাজ্য হইতে দূরীকৃত হইয়া দুঃখিতচিত্তে জগন্মধ্যে ভ্রমণ করিতেছেন। আমি বানর, আমার নাম হনুমান্; আমি সেই মহাত্মা বানররাজ সুগ্রীবকর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়াই এই স্থানে আসিয়াছি। তিনি আপনাদিগের সহিত মিত্রতা করিতে ইচ্ছা করিতেছেন। আমি ধর্ম্মাত্মা সুগ্রীবের মন্ত্রী; বায়ুদেবের ঔরসে বানরীর গর্ভে আমার জন্ম হইয়াছে; ইহা আপনারা অবগত হউন। আমি ইচ্ছানুরূপ আকৃতি ধারণে এবং গমনে সমর্থ; এক্ষণে সুগ্রীবের প্রিয়ানুষ্ঠানজন্য সন্ন্যাসীর রূপ ধরিয়া ঋষ্যমূক পর্ব্বত হইতে এই প্রদেশে আসিয়াছি।" ১৮—২৩। দেশ, কাল ও পাত্র বিবেচনাপূর্ব্বক বাক্য-প্রয়োগে অভিজ্ঞ বক্তৃতানিপুণ হনূমান্ রাম ও লক্ষ্মণকে ঐ কথা বলিয়া পুনরায় আর কোন কথাই বলিলেন না। তাঁহার ঐ কথা শুনিয়া শ্রীমান্ রাম হৃষ্টবদনে পার্শ্বভাগস্থ ভ্রাতা লক্ষ্মণকে কহিলেন, "সুমিত্রানন্দন অরিদমন লক্ষ্মণ! আমি যাঁহার দর্শনলাভ আকাঙ্ক্ষা করিতেছি, সেই বানরশ্রেষ্ঠ মহাত্মা সুগ্রীবের অমাত্য এই কপিবর নিকটে আসিয়াছেন, তুমি সুগ্রীবের মন্ত্রী এই বাগ্মী বানরশ্রেষ্ঠকে স্নেহসহকারে সুমধুর বাক্যে প্রত্যুত্তর দাও। ঋগ্বেদজ্ঞ যজুর্বেদজ্ঞ বা সামবেদজ্ঞ পুরুষ ভিন্ন অন্য কেহ ঈদৃশ বাক্য প্রয়োগ করিতে পারে না। ইনি অনেক কথা বলিয়াছেন, কিন্তু একটীও অশুদ্ধ পদ প্রয়োগ করেন নাই। সুতরাং বোধ হইতেছে যে নিশ্চয়ই ইনি ব্যাকরণ প্রভৃতি বিবিধ ব্যুৎপাদক পুস্তক বহুবার পাঠ করিয়াছেন। ২৪—২৯। বাক্যপ্রয়োগকালে ইঁহার মুখে, নয়নে, ললাটে, ভ্রূমধ্যে বা অপর কোন অবয়বেই বিন্দুমাত্রও বিকার দেখা যায় নাই। ইনি বক্ষঃস্থল ও কণ্ঠগত মধ্যম-স্বর অবলম্বনপূর্ব্বক পদবিন্যাসক্রম অতিক্রম না করিয়া শ্রুতিকটু-পদশূন্য বাক্য প্রয়োগ করিয়াছেন; ইঁহার বাক্য সংক্ষিপ্ত অথচ সরল, বুঝিতে কাহারও সন্দেহ হয় না। ইনি পদবিন্যাসক্রম অতিক্রম না করিয়া সংস্কাররূপ গুণযুক্ত হৃদয়ানন্দদায়ক মনোহর অদ্ভুত বাক্য প্রয়োগ করিয়াছেন। বক্ষঃস্থল প্রভৃতি স্থানত্রয়গত স্বরে উচ্চারিত ঐ বিচিত্র বাক্য শুনিয়া কাহার চিত্ত না প্রসন্ন হয়? খড়্গ উত্তোলনপূর্ব্বক বধোদ্যত শত্রুরও চিত্ত উহা শুনিয়া প্রসন্ন হইয়া থাকে। অনঘ! যে রাজার এইরূপ দূত না থাকে, তাঁহার কার্য্যসকল কিরূপে সিদ্ধ হয়? যাঁহার এইরূপ নানাগুণশালী দূত আছে, তাঁহার দূতবাক্য-দ্বারাই সমস্ত কার্য্য সিদ্ধ হয়। ৩০—৩৫। বাগ্মিবর সুমিত্রানন্দন লক্ষ্মণ, রামের ঐরূপ কথা শুনিয়া সুগ্রীবের সচিব কপিশ্রেষ্ঠ পবনতনয় সুবক্তা হনুমান্‌কে

বিদিতা নৌ গুণা বিদ্বন্ সুগ্রীবস্য মহাত্মনঃ।
তমেব চাবাং মার্গাবঃ সুগ্রীবং প্লবগেশ্বরম্॥ ৩৭
যথা ব্রবীষি হনুমন্ সুগ্রীববচনাদিহ।
তত্তথা হি করিষ্যাবো বচনাৎ তব সত্তম॥ ৩৮
তৎ তস্য বাক্যং নিপুণং নিশম্য
প্রহৃষ্টরূপঃ পবনাত্মজঃ কপিঃ।
মনঃ সমাধায় জয়োপপত্তৌ
সখ্যং তদা কর্ত্তুমিয়েষ তাভ্যাম্॥ ৩৯
ইতি কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ডে তৃতীয়ঃ সর্গঃ॥ ৩॥

চতুর্থঃ সর্গঃ।

ততঃ প্রহৃষ্টো হনুমান্ কৃত্যবানিতি তদ্বচঃ।
শ্রুত্বা মধুরভাবঞ্চ সুগ্রীবং মনসা গতঃ॥ ১
ভাব্যো রাজ্যাগমস্তস্য সুগ্রীবস্য মহাত্মনঃ।
যদয়ং কৃত্যবান্ প্রাপ্তঃ কৃত্যঞ্চৈতদুপাগতম্॥ ২
ততঃ পরমসংহৃষ্টো হনমান্ প্লবগোত্তমঃ।
প্রত্যুবাচ ততো বাক্যং রামং বাক্যবিশারদম্॥ ৩
কিমর্থঞ্চ বনং ঘোরং পম্পাকাননমণ্ডিতম্।
আগতঃ সানুজো দুর্গং নানাব্যালমৃগাবৃতম্॥ ৪
তস্য তদ্বচনং শ্রুত্বা লক্ষ্মণো রামচোদিতঃ।
আচচক্ষে মহাত্মানং রামং দশরথাত্মজম্॥ ৫
রাজা দশরথো নাম দ্যুতিমান্ ধর্ম্মবৎসলঃ।
চাতুর্ব্বর্ণ্যং স্বধর্ম্মেণ নিত্যমেবাভিপালয়ন্॥ ৬
ন দ্বেষ্টা বিদ্যতে তস্য স তু দ্বেষ্টি ন কঞ্চন।
স তু সর্ব্বেষু ভূতেষু পিতামহ ইবাপরঃ॥ ৭
অগ্নিষ্টোমাদিভির্যজ্ঞৈরিষ্টবানাপ্তদক্ষিণৈঃ।
তস্যায়ং পূর্ব্বজঃ পুত্রো রামো নাম জনৈঃ শ্রুতঃ॥ ৮
শরণ্যঃ সর্ব্বভূতানাং পিতুর্নির্দ্দেশপারগঃ।
জ্যেষ্ঠো দশরথস্যায়ং পুত্রাণাং গুণবত্তরঃ॥ ৯
রাজলক্ষণসংযুক্তো সংযুক্তো রাজ্যসম্পদা।
রাজ্যাদ্‌ভ্রষ্টো ময়া বস্তুং বনে সার্দ্ধমিহাগতঃ॥ ১০
ভার্য্যয়া চ মহাভাগ সীতয়ানুগতো বশী।
দিনক্ষয়ে মহাতেজাঃ প্রভয়েব দিবাকরঃ॥ ১১
অহমস্যাবরো ভ্রাতা গুণৈর্দাস্যমুপাগতঃ।
কৃতজ্ঞস্য বহুজ্ঞস্য লক্ষ্মণো নাম নামতঃ॥ ১২

কহিলেন, "বিদ্বন্! মহাত্মা বানররাজ সুগ্রীবের গুণসমূহ আমাদিগের বিদিত আছে; আমরা তাঁহাকেই অন্বেষণ করিতেছি। সাধুপ্রবর হনুমন্! তুমি সুগ্রীবের বাক্যানুসারে আমাদিগকে যাহা বলিলে, আমরা তোমার কথানুসারে নিশ্চয়ই তাহা সম্পাদন করিব।" পবনতনয় কপিশ্রেষ্ঠ হনমান্ লক্ষ্মণের ঐ সমুচিত বাক্য শ্রবণে আনন্দিত হইয়া সুগ্রীবের জয়লাভ-বিষয়ে চিত্ত সমাধান করত তাঁহাদিগের সহিত তাঁহার বন্ধুত্ব সম্পাদন করিতে যত্নবান্ হইলেন। ৩৬—৩৯।

চতুর্থ সর্গ।

পরে কপিশ্রেষ্ঠ হনমান্, রামের কথা শুনিয়া এবং মধুর ভাব দেখিয়া সুগ্রীবের সহিত তাঁহার সদ্ভাব প্রয়োজন বিবেচনা করত হৃষ্টচিত্তে সুগ্রীবের বিষয় চিন্তা করিয়া স্থির করিলেন যে, 'যখন ইহার সুগ্রীবের সাহায্যে সম্পাদনীয় কার্য্য উপস্থিত হইয়াছে,—ইনি সুগ্রীবের সাহায্যে কার্য্যসাধনের জন্য এখানে আসিয়াছেন, তখন নিশ্চয়ই মহাত্মা সুগ্রীবের রাজ্যলাভ ঘটিবে।' পরে তিনি অতীব প্রীত হইয়া বাক্যনিপুণ রামকে প্রত্যুত্তর দিলেন, "আপনি অনুজ ভ্রাতার সহিত কি জন্য পম্পাতীরবর্ত্তী বনরাজি-বিরাজিত নানা হিংস্রপশুসমূহে সেবিত এই ভয়ঙ্কর বিজন বনে আসিয়াছেন?" ১—৪। হনুমানের সেই কথা শুনিয়া মহাত্মা দশরথপুত্র রাম, লক্ষ্মণকে উত্তরদানে অনুমতি করিলে তিনি তাঁহার সমক্ষে তদীয় বিবরণ আমূল বলিতে লাগিলেন,—"দশরথ নামে প্রভাবশালী অতিধার্ম্মিক রাজা ছিলেন। তিনি স্বধর্ম্মানুসারে নিয়ত ব্রাহ্মণপ্রভৃতি প্রজাদিগকে রক্ষা করিতেন। কেহই তাঁহাকে দ্বেষ করিত না; তিনিও কাহাকে দ্বেষ করিতেন না, বরং পিতামহ ব্রহ্মার ন্যায় সকল প্রাণীকেই দয়া করিতেন। তিনি সদক্ষিণ অগ্নিষ্টোম প্রভৃতি বিবিধ যজ্ঞ অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। ইনি তাঁহার জ্যেষ্ঠ তনয়, ইঁহার নাম রাম; ইঁহাকে সকলেই জানেন; অপিচ ইনি সকল প্রাণীরই আশ্রয়স্বরূপ এবং পিতার আজ্ঞানুবর্ত্তী। মহাভাগ! এই বশী-কৃতেন্দ্রিয় রাম, রাজা দশরথের জ্যেষ্ঠ পুত্র এবং গুণেও তাঁহার সকল পুত্র অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ এবং ইঁহার শরীরেও রাজলক্ষণ সকল বিরাজিত আছে; কিন্তু রাজ্যাভিষেকের সময়ে কোন কারণবশতঃ রাজ্যচ্যুত হইয়া ইনি আমার সহিত এবং পত্নী সীতার সহিত বনে বাস করিবার জন্য, যেরূপ মহাতেজা সূর্য্য দিবাশেষে প্রভার সহিত অস্তাচলে প্রবিষ্ট হন, তদ্রূপ বনমধ্যে প্রবেশ করিয়াছেন। ৫—১১। আমি এই অশেষগুণযুক্ত কৃতজ্ঞ রামের কনিষ্ঠ ভ্রাতা, পরন্তু ইঁহার গুণে ভৃত্যের মত, ইঁহার পরিচর্য্যা করি; আমার নাম

সুখার্হস্য মহার্হস্য সর্ব্বভূতহিতাত্মনঃ।
ঐশ্বর্য্যেণ বিহীনস্য বনবাসে রতস্য চ॥ ১৩
রক্ষসাপহৃতা ভার্য্যা রহিতে কামরূপিণা।
তচ্চ ন জ্ঞায়তে রক্ষঃ পত্নী যেনাস্য বা হৃতা॥ ১৪
দনুর্নাম দিতেঃ পুত্রঃ শাপাদ্রাক্ষসতাং গতঃ।
আখ্যাতস্তেন সুগ্রীবঃ সমর্থো বানরাধিপঃ॥ ১৫
স জ্ঞাস্যতি মহাবীর্য্যস্তব ভার্য্যাপহারিণম্।
এবমুক্ত্বা দনুঃ স্বর্গং ভ্রাজমানো দিবং গতঃ॥ ১৬
এতৎ তে সর্ব্বমাখ্যাতং যাথাতথ্যেন পৃচ্ছতঃ।
অহঞ্চৈব চ রামশ্চ সুগ্রীবং শরণং গতৌ॥ ১৭
এষ দত্ত্বা চ বিত্তানি প্রাপ্য চানুত্তমং যশঃ।
লোকনাথঃ পুরা ভূত্বা সুগ্রীবং নাথমিচ্ছতি॥ ১৮
সীতা যস্য স্নুষা চাসীচ্ছরণ্যো ধর্ম্মবৎসলঃ।
তস্য পুত্রঃ শরণ্যস্য সুগ্রীবং শরণং গতঃ॥ ১৯
সর্ব্বলোকস্য ধর্ম্মাত্মা শরণ্যঃ শরণং পুরা।
গুরুর্মে রাঘবঃ সোঽয়ং সুগ্রীবং শরণং গতঃ॥ ২০
যস্য প্রসাদে সততং প্রসীদেয়ুরিমাঃ প্রজাঃ।
স রামো বানরেন্দ্রস্য প্রসাদমভিকাঙ্ক্ষতে॥ ২১
যেন সর্ব্বগুণোপেতাঃ পৃথিব্যাং সর্ব্বপার্থিবাঃ।
মানিতাঃ সততং রাজ্ঞা সদা দশরথেন বৈ॥ ২২
তস্যায়ং পূর্ব্বজঃ পুত্রস্ত্রিষু লোকেষু বিশ্রুতঃ।
সুগ্রীবং বানরেন্দ্রন্তু রামঃ শরণমাগতঃ॥ ২৩
শোকাভিভূতে রামে তু শোকার্ত্তে শরণং গতে।
কর্ত্তুমর্হতি সুগ্রীবঃ প্রসাদং সহ যূথপৈঃ॥ ২৪
এবং ব্রুবাণং সৌমিত্রিং করুণং সাশ্রুপাতনম্।
হনুমান্ প্রত্যুবাচেদং বাক্যং বাক্যবিশারদঃ॥ ২৫
ঈদৃশা বুদ্ধিসম্পন্না জিতক্রোধা জিতেন্দ্রিয়াঃ।
দ্রষ্টব্যা বানরেন্দ্রেণ দিষ্ট্যা দর্শনমাগতাঃ॥ ২৬
স হি রাজ্যাচ্চ বিভ্রষ্টঃ কৃতবৈরশ্চ বালিনা।
হৃতদারো বনে ত্রস্তো ভ্রাত্রা বিনিকৃতো ভৃশম্॥ ২৭
করিষ্যতি স সাহায্যং যুবয়োর্ভাস্করাত্মজঃ।
সুগ্রীবঃ সহ চাস্মাভিঃ সীতায়াঃ পরিমার্গণে॥ ২৮
ইত্যেবমুক্ত্বা হনুমান্ শ্লক্ষ্ণং মধুরয়া গিরা।
বভাষে সাধু গচ্ছামঃ সুগ্রীবমিতি রাঘবম্॥ ২৯
এবং ব্রুবন্তং ধর্ম্মাত্মা হনূমন্তং স লক্ষ্মণঃ।

লক্ষ্মণ। রাজ্যনাশ ও বনবাসকালে এই মহামূল্য অল-ঙ্কারসমূহে ভূষিত হইবার যোগ্য, নিয়ত সুখানুভবার্হ, সকলপ্রাণীর শুভানুষ্ঠানরত রামের পত্নীকে আমাদিগের অসাক্ষাতে কামরূপী রাক্ষস অপহরণ করিয়াছে। যে রাক্ষস ইহাঁর ভার্য্যাকে হরণ করিয়াছে, আমরা তাহাকে সবিশেষরূপে অবগত নহি। ঋষিশাপে রাক্ষসত্বপ্রাপ্ত দিতিপুত্র দনু, রামকে বলিয়াছে যে, মহাবীর বানররাজ সুগ্রীবই এ বিষয়ে সমর্থ, তিনিই আপনার পত্নীহরণ-কারী রাক্ষসকে অবগত হইবেন। দনু এইরূপ বলিয়া স্বর্গে গমন করিয়াছে। হনুমন্! তুমি যাহা যাহা জিজ্ঞাসা করিলে, আমি তাহা যথার্থরূপে কীর্ত্তন করি-লাম। রাম এবং আমি, আমরা সুগ্রীবের শরণাগত হইয়াছি। পূর্ব্বে ইনি নিজেই প্রাণিগণের আশ্রয়-স্বরূপ ছিলেন, অপরিমিতধন বিতরণ করিয়া অনুত্তম যশও লাভ করিয়াছেন; সম্প্রতি সুগ্রীবের আশ্রয় প্রার্থনা করিতেছেন। সীতা যাঁহার পুত্রবধূ এবং যিনি আশ্রিতের ধার্ম্মিক ও সকল লোকের আশ্রয়স্থল, সেই রাজা দশরথের জ্যেষ্ঠ তনয় রাম, সুগ্রীবের শরণাপন্ন হইয়াছেন। হায়! সর্ব্বলোক-শরণ্য, ধর্ম্মাত্মা আমার জ্যেষ্ঠভ্রাতা, রঘুনন্দন রাম, পূর্ব্বে সকল লোকের আশ্রয়স্বরূপ হইয়া এক্ষণে সুগ্রীবের শরণাপন্ন হই-লেন।১২—২০। হায়! পূর্ব্বে প্রজাগণ যাঁহার কৃপায় সর্ব্বদা প্রসন্ন হইত, অতএব যাঁহার প্রসন্নতা আকাঙ্ক্ষা করিত, সেই রাম এক্ষণে বানররাজ সুগ্রী-বের প্রসাদ ভিক্ষা করিতেছেন। পৃথিবীতে রাজোচিত সমস্তগুণশালী যত রাজা আছেন, যিনি নিয়ত তাঁহা-দিগের যথোচিত সম্মান করিতেন, সেই সম্রাট্ দশরথের জ্যেষ্ঠ তনয় এই ত্রিভুবনবিখ্যাত রাম কপিরাজ সুগ্রী-বের শরণাপন্ন হইবেন, ইহা কি কম আক্ষেপের বিষয়! যাহা হউক, এক্ষণে বানরশ্রেষ্ঠদিগের সহিত সুগ্রীবের এই শোকার্ত্ত শরণাগত রামের প্রতি দয়া প্রকাশ করা কর্ত্তব্য।" ২১—২৪। সুমিত্রাপুত্র লক্ষ্মণ অশ্রুত্যাগ-পূর্ব্বক ঐরূপ সকরুণ বাক্য বলিলে, বাক্যনিপুণ হন-মান্ তাঁহাকে প্রত্যুত্তর করিলেন,—"বানরেন্দ্র সুগ্রীবের সহিত আপনাদিগের ন্যায় জিতেন্দ্রিয় জিতক্রোধ বিজ্ঞ-দিগের সাক্ষাৎ করা প্রয়োজন হইয়াছে, পরন্তু আপ-নারা তাঁহার সৌভাগ্যক্রমেই তাঁহার দর্শনপথের পথিক হইয়াছেন। সুগ্রীব রাজ্যচ্যুত এবং বালীর ভয়ে ভীত হইয়া এই বনে বাস করিতেছেন, কোন কারণবশতঃ জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা বালীর সহিত তাঁহার বিরোধ জন্মিয়াছে, সেইজন্য সে তাঁহাকে রাজ্য হইতে বহিষ্কৃত করিয়া তাঁহার ভার্য্যাকে গ্রহণ করিয়াছে। যাহা হউক, সূর্য্যতনয় সুগ্রীব আমাদিগের সাহায্যে নিশ্চয়ই আপনাদিগের সীতান্বেষণ-বিষয়ে সাহায্য করিবেন।" ২৫—২৮। হনুমান্ ঐরূপ মনোহর বাক্য বলিয়া রঘুনন্দন লক্ষ্মণকে পুনরায় মধুর বাক্যে বলিলেন, "তবে চলুন, আমরা সুগ্রীবের নিকটে যাই।" তিনি উহা

প্রতিপূজ্য যথান্যায়মিদং প্রোবাচ রাঘবম্ ॥ ৩০
কপিঃ কথয়তে হৃষ্টো যথাযং মারুতাত্মজঃ।
কৃত্যবান্ সোঽপি সম্প্রাপ্তঃ কৃতকৃত্যোঽসি রাঘব ॥ ৩১
প্রসন্নমুখবর্ণশ্চ ব্যক্তং হৃষ্টশ্চ ভাষতে।
নানৃতং বক্ষ্যতে বীরো হনূমান্ মারুতাত্মজঃ ॥ ৩২
ততঃ স তু মহাপ্রাজ্ঞো হনূমান্ মারুতাত্মজঃ।
জগামাদায় তৌ বীরৌ হরিরাজায় রাঘবৌ ॥ ৩৩
ভিক্ষুরূপং পরিত্যজ্য বানরং রূপমাস্থিতঃ।
পৃষ্ঠমারোপ্য তৌ বীরৌ জগাম কপিকুঞ্জরঃ ॥ ৩৪
স তু বিপুলযশাঃ কপিপ্রবীরঃ
পবনসুতঃ কৃতকৃত্যবৎ প্রহৃষ্টঃ।
গিরিবরমুরুবিক্রমঃ প্রয়াতঃ
স শুভমতিঃ সহ রামলক্ষ্মণাভ্যাম্ ॥ ৩৫
ইতি কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ডে চতুর্থঃ সর্গঃ ॥ ৪ ॥

পঞ্চমঃ সর্গঃ।

ঋষ্যমূকাত্তু হনুমান্ গত্বা তং মলয়ং গিরিম্।
আচচক্ষে তদা বীরৌ কপিরাজায় রাঘবৌ ॥ ২
অয়ং রামো মহাপ্রাজ্ঞঃ সম্প্রাপ্তো দৃঢবিক্রমঃ।
লক্ষ্মণেন সহ ভ্রাত্রা রামোঽয়ং সত্যবিক্রমঃ ॥ ২
ইক্ষ্বাকূণাং কুলে জাতো রামো দশরথাত্মজঃ।
ধর্ম্মে নিগদিতশ্চৈব পিতুর্নির্দ্দেশকারকঃ ॥ ৩
রাজসূয়াশ্বমেধৈশ্চ বহ্নির্যেনাভিতর্পিতঃ।
দক্ষিণাশ্চ তথোৎসৃষ্টা গাবঃ শতসহস্রশঃ ॥ ৪
তপসা সত্যবাক্যেন বসুধা যেন পালিতা।
স্ত্রীহেতোস্তস্য পুত্রোঽয়ং রামোঽরণ্যং সমাগতঃ ॥ ৫
তস্যাস্য বসতোঽরণ্যে নিয়তস্য মহাত্মনঃ।
রাবণেন হৃতা ভার্য্যা স ত্বাং শরণমাগতঃ ॥ ৬
ভবতা সখ্যকামৌ তৌ ভ্রাতরৌ রামলক্ষ্মণৌ।
প্রগৃহ্য চার্চ্চয়স্বৈতৌ পূজনীয়তমাবুভৌ ॥ ৭
শ্রুত্বা হনুমতো বাক্যং সুগ্রীবো বানরাধিপঃ।
দর্শনীয়তমো ভূত্বা প্রীত্যোবাচ চ রাঘবম্ ॥ ৮
ভবান্ ধর্ম্মবিনীতশ্চ সুতপাঃ সর্ব্ববৎসলঃ।
আখ্যাতো বায়ুপুত্রেণ তত্ত্বতো মে ভবদ্গুণাঃ ॥ ৯
তন্মমৈবৈষ সৎকারো লাভশ্চৈবোত্তমঃ প্রভো।
যত্ত্বমিচ্ছসি সৌহার্দ্দং বানরেণ ময়া সহ ॥ ১০

বলিলে, ধর্ম্মাত্মা লক্ষ্মণ তাঁহাকে অভিনন্দিত করিয়া রঘুনন্দন রামকে কহিলেন, "রঘুনন্দন। এই বায়ুপুত্র কপিশ্রেষ্ঠ মহাবীর হনমান্ হৃষ্ট হইয়া যেরূপ বলিলেন, তাহাতে বোধ হইতেছে যে, সুগ্রীবেরও আপনার ন্যায় ব্যক্তির দ্বারা সম্পাদনযোগ্য কার্য্য আছে, সুতরাং আপনি কৃতকার্য্য হইলেন। ইঁহার মুখবর্ণ প্রহৃষ্ট দেখা যাইতেছে; ইনি যথার্থ প্রীত হইয়াই বাক্য প্রয়োগ করিয়াছেন; সুতরাং ইঁহার কথা কখনই মিথ্যা হইবে না, তবে এক্ষণে আর গমনে বিলম্ব কেন? ২৯—৩২। পরে রঘুনন্দন রাম সম্মত হইলে, মহাবিজ্ঞ কপিশ্রেষ্ঠ হনুমান সেই মহাবীর রাঘবদ্বয়কে সঙ্গে হইয়া কপিরাজ সুগ্রীবের নিকটে গেলেন। তিনি ভিক্ষুকবেশ ছাড়িয়া তাঁহার বানররূপ ধারণ করত সেই বীরদ্বয়কে পৃষ্ঠদেশে স্থাপন করিয়া প্রস্থান করিলেন। পরে সেই বিপুলযশা শুভমনা মহাবল পবনতনয় বানরশ্রেষ্ঠ হনমান্ কৃতকার্য্য পুরুষের ন্যায় প্রীতমনে রাম ও লক্ষ্মণকে লইয়া পর্ব্বতশ্রেষ্ঠ ঋষ্যমূক-পর্ব্বতের উপরি আরোহণ করিলেন। ৩৩—৩৫।

পঞ্চম সর্গ।

হনুমান ঋষ্যমূক পর্ব্বতে আরোহণ করিয়া ঋষ্যমূকের একদেশস্থিত 'মলয়' নামে বিখ্যাত পর্ব্বতে যাইয়া বানররাজ সুগ্রীবের নিকট সেই দুই মহাবীর রঘুনন্দনের বিষয় এইরূপ বলিলেন, "মহাপ্রাজ্ঞ! এই দৃঢ়বিক্রম রাম, ভ্রাতা লক্ষ্মণের সহিত আপনার নিকটে আসিয়াছেন। পিতার আজ্ঞানুবর্ত্তী পরমধার্ম্মিক দশরথতনয় এই সত্যপরাক্রম রাম, ইক্ষ্বাকুকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। যিনি রাজসূয় অশ্বমেধ প্রভৃতি যাগানুষ্ঠানদ্বারা অগ্নিকে সম্যক্রূপে পরিতৃপ্ত করিয়াছেন, যিনি শতসহস্র গো দক্ষিণা দান করিয়াছেন এবং সত্যকথা ও তপস্যাপ্রভাবে যিনি ভূমণ্ডল রক্ষা করিয়াছেন, সেই রাজা দশরথের তনয় এই জিতেন্দ্রিয় মহাত্মা রাম, পিতৃদত্ত বিমাতার বর প্রতিপালন করিবার জন্য বনে প্রবেশ করিয়াছেন। ১—৫। পরে বনবাসকালে রাবণ ইঁহার পত্নীকে হরণ করিয়াছে; এই নিমিত্ত ইনি আপনার শরণাগত হইয়াছেন। রাম এবং লক্ষ্মণ এই ভ্রাতাদ্বয় আপনার সহিত মিত্রতা করিতে ইচ্ছা করিয়াছেন; ইঁহারা উভয়েই পূজ্যতম; আপনি ইঁহাদিগের সহিত মিত্রতা করিয়া ইঁহাদিগকে সম্যক্ অর্চ্চনা করুন।" বানররাজ সুগ্রীব হনমানের কথা শুনিয়া প্রীতিপ্রফুল্ল ও প্রিয়দর্শন হইয়া হৃষ্টান্তঃকরণে রঘুনন্দন রামকে বলিলেন, "আপনি ধার্ম্মিক, তপস্বী ও সর্ব্বলোকপ্রিয়; বায়ুপুত্র হনুমান্ আমার নিকটে আপনার গুণ সকল যথার্থরূপে কীর্ত্তন করিয়াছেন। প্রভো! আমি বানর, আপনি যে আমার সহিত মিত্রতা করিতে ইচ্ছা করিতেছেন, ইহা আমার

রোচতে যদি মে সখ্যং বাহুরেষ প্রসারিতঃ।
গৃহ্যতাং পাণিনা পাণির্ম্মর্য্যাদা বধ্যতাং ধ্রুবা॥ ১১
এতত্তু বচনং শ্রুত্বা সুগ্রীবস্য সুভাষিতম্।
সম্প্রহৃষ্টমনা হস্তং পীড়য়ামাস পাণিনা॥ ১২
হৃষ্টঃ সৌহৃদমালম্ব্য পর্য্যষ্বজত পীড়িতম্॥ ১৩
ততো হনমান্ সন্ত্যজ্য ভিক্ষুরূপমরিন্দমঃ।
কাষ্ঠয়োঃ স্বেন রূপেণ জনয়ামাস পাবকম্॥ ১৪
দীপ্যমানং ততো বহ্নিং পুষ্পৈরভ্যর্চ্চ্য সৎকৃতম্।
তয়োর্ম্মধ্যে তু সুপ্রীতো নিদধৌ সুসমাহিতঃ॥ ১৫
ততোহগ্নিং দীপ্যমানং তৌ চক্রতুশ্চ প্রদক্ষিণম্।
সুগ্রীবো রাঘবশ্চৈব বয়স্যত্বমুপাগতৌ॥ ১৬
ততঃ সুপ্রীতমনসৌ তাবুভৌ হরিরাঘবৌ।
অন্যোন্যমভিবীক্ষন্তৌ ন তৃপ্তিমভিজগ্মতুঃ॥ ১৭
ত্বং বয়স্যোহসি হৃদ্যো মে এক্যং দুঃখং সুখঞ্চ নৌ।
সুগ্রীবো রাঘবং বাক্যমিত্যুবাচ প্রহৃষ্টবৎ॥ ১৮
ততঃ সুপর্ণবহুলাং ভঙ্‌ক্ত্বা শাখাং সুপুষ্পিতাম্।
সালস্যাস্তীর্য্য সুগ্রীবো নিষসাদ সরাঘবঃ॥ ১৯
লক্ষ্মণায়াথ সংহৃষ্টো হনমান্ মারুতাত্মজঃ।
শাখাং চন্দনবৃক্ষস্য দদৌ পরমপুষ্পিতাম্॥ ২০

ততঃ প্রহৃষ্টঃ সুগ্রীবঃ শ্লক্ষ্ণং মধুরয়া গিরা।
প্রত্যুবাচ তদা রামং হর্ষব্যাকুললোচনঃ॥ ২১
অহং বিনিকৃতো রাম চরামীহ ভয়ার্দ্দিতঃ।
হৃতভার্য্যো বনে ত্রস্তো দুর্গমে তদুপাশ্রিতঃ॥ ২২
সোহহং ত্রস্তো বনে ভীতো বসাম্যুদ্‌ভ্রান্তচেতনঃ।
বালিনা নিকৃতো ভ্রাত্রা কৃতবৈরশ্চ রাঘব॥ ২৩
বালিনো মে মহাভাগ ভয়ার্ত্তস্যাভয়ং কুরু।
কর্ত্তুমর্হসি কাকুৎস্থ ভয়ং মে ন ভবেদ্‌যথা॥ ২৪
এবমুক্তস্তু তেজস্বী ধর্ম্মজ্ঞো ধর্ম্মবৎসলঃ।
প্রত্যভাষত কাকুৎস্থঃ সুগ্রীবং প্রহসন্নিব॥ ২৫
উপকারফলং মিত্রং বিদিতং মে মহাকপে।
বালিনং তং বধিষ্যামি তব ভার্য্যাপহারিণম্॥ ২৬
অমোঘাঃ সূর্য্যসঙ্কাশা মমেমে নিশিতাঃ শরাঃ।
তস্মিন্ বালিনি দুর্বৃত্তে নিপতিষ্যন্তি বেগিতাঃ॥ ২৮
কঙ্কপত্রপ্রতিচ্ছন্না মহেন্দ্রাশনিসন্নিভাঃ।
তীক্ষ্ণাগ্রা ঋজুপর্ব্বাণঃ সরোষা ভুজগা ইব॥ ২৮
তমদ্য বালিনং পশ্য তৈক্ষ্ণৈরাশীবিষোপমৈঃ।
শরৈর্ব্বিনিহতং ভূমৌ প্রকীর্ণমিব পর্ব্বতম্॥ ২৯

পরম লাভ ও পরম সম্মান। আমি এই হস্ত প্রসারণ করিলাম, যদি আমার সহিত মিত্রতা করিতে আপনার ইচ্ছা হইয়া থাকে, তবে আপনার হস্তদ্বারা আমার হস্ত ধারণ করিয়া অক্ষয় প্রীতি বন্ধন করুন।" ৬—১১। রাম, সুগ্রীবের সুমধুর বাক্য শুনিয়া হৃষ্টচিত্তে হস্তদ্বারা সুগ্রীবের হস্ত ধারণ করত সখ্যভাব অবলম্বনপূর্ব্বক সহর্ষে তাঁহাকে গাঢ়রূপে আলিঙ্গন করিলেন। পরে ভিক্ষুকরূপ পরিত্যাগপূর্ব্বক নিজরূপ প্রাপ্ত অরিন্দম হনুমান্ কাষ্ঠদ্বয় ঘর্ষণ করত অগ্নি উৎপাদনপূর্ব্বক সমাহিতচিত্তে পুষ্পসমূহদ্বারা অর্চ্চনা করিয়া তাঁহাদিগের মধ্যে সেই সুপূজিত প্রদীপ্ত অগ্নি স্থাপন করিলেন। পরে রঘুনন্দন রাম এবং বানররাজ সুগ্রীব পরস্পর মিত্রতা অবলম্বন করিয়া সেই প্রদীপ্ত অগ্নিকে প্রদক্ষিণ করিলেন, তখন অত্যন্ত হৃষ্টচিত্তে পরস্পরকে বারংবার দেখিয়াও তাঁহাদের দর্শনাকাঙ্ক্ষা পরিতৃপ্ত হইল না। তৎপরে রঘুনন্দন রাম প্রীত হইয়া সুগ্রীবকে বলিলেন, "তুমি আমার প্রিয় বয়স্য হইলে,—অদ্য হইতে তোমার এবং আমার সুখ এবং দুঃখ একই হইল।" ১২—১৮। পরে সুগ্রীব শালবৃক্ষের এক পল্লবসমন্বিত কুসুমিত শাখা ভাঙ্গিয়া রঘুনন্দন রামের সহিত তদুপরি উপবেশন করিলেন। বায়ুপুত্র হনমান্ অতিশয় হৃষ্টান্তঃকরণে লক্ষ্মণকে বসিবার জন্য এক সুপুষ্পিত চন্দনশাখা প্রদান করিলেন। সুগ্রীব অতিশয় হৃষ্ট হইয়া হর্ষোৎফুল্লনেত্রে সুমধুর বাক্যে রামকে কহিলেন, "মহাভাগ রাঘব। আমি শক্রকর্ত্তৃক নিগৃহীত ও হৃতদার এবং শক্রর ভয়ে ভীত হইয়া তাহার অগম্য এই বন আশ্রয় করিয়াও সভয়ে বিচরণ করিয়া থাকি। কোন কারণবশতঃ জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা বালীর সহিত আমার বিরোধ জন্মিয়াছে, তজ্জন্য সে আমাকে রাজ্য হইতে দূরীকৃত করিয়াছে, তদবধি আমি ভীত ও বিষণ্ণচিত্তে তাহার অগম্য এই স্থানে সর্ব্বদা সভয়ে বাস করিতেছি। কাকুৎস্থ। আমি বালী হইতে অতিশয় ভীত হইয়াছি, আপনি আমার ভয় দূর করুন। এক্ষণে যাহাতে আমার ভয় না থাকে, আপনারও তাহা অবশ্য কর্ত্তব্য হইয়াছে।" ১৯—২৪। ধর্ম্মজ্ঞ ও ধর্ম্মানুষ্ঠানপ্রিয় তেজস্বী কাকুৎস্থ রাম, সুগ্রীবের ঐরূপ উক্তি শুনিয়া হাস্য করত তাঁহাকে বলিলেন, "কপিশ্রেষ্ঠ! পরস্পর উপকার করাই যে মিত্রতার ফল, ইহা আমি বিদিত আছি; আমি তোমার পত্নীহরণকারী বালীকে নিশ্চয়ই বধ করিব। অদ্য আমার সূর্য্যতুল্য-প্রভাবিত, কঙ্কপত্রশোভিত, সরলপর্ব্ব-বিশিষ্ট, বজ্রতুল্য-অমোঘ, সুতীক্ষ্ণ বাণসমূহ রোষান্বিত সর্পগণের ন্যায়, সবেগে সেই দুরাত্মা বালীর উপর নিপতিত হইবে এবং তুমি তাহাকে সর্পের ন্যায় প্রাণান্তকর আমার সুতীক্ষ্ণ বাণসমূহে নিহত ও ভগ্ন

স তু তদ্বচনং শ্রুত্বা রাঘবস্যাত্মনো হিতম্।
সুগ্রীবঃ পরমঃ প্রীতঃ পরমং বাক্যমব্রবীৎ ॥ ৩০
তব প্রসাদেন নৃসিংহবীর
প্রিয়াঞ্চ রাজ্যঞ্চ সমাপ্নুয়ামহম্।
তথা কুরু ত্বং নরদেব বৈরিণং
যথা ন হিংস্যাৎ স পুনর্মমাগ্রজঃ ॥ ৩১
সীতাকপীন্দ্রক্ষণদাচরাণাং
রাজীবহেমজ্বলনোপমানি
সুগ্রীবরামপ্রণয়প্রসঙ্গে
বামানি নেত্রাণি সমং স্ফুরন্তি ॥ ৩২
ইতি কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ডে পঞ্চমঃ সর্গঃ ॥ ৫ ॥

ষষ্ঠঃ সর্গঃ।

পুনরেবাব্রবীৎ প্রীতো রাঘবং রঘুনন্দনম্।
অয়মাখ্যাতি তে রাম সেবকো মন্ত্রিসত্তমঃ ॥ ১
হনুমান্ যন্নিমিত্তং ত্বং নির্জনং বনমাগতঃ।
লক্ষ্মণেন সহ ভ্রাত্রা বসতশ্চ বনে তব ॥ ২
রক্ষসাপহৃতা ভার্য্যা মৈথিলী জনকাত্মজা।
ত্বয়া বিযুক্তা রুদতী লক্ষ্মণেন চ ধীমতা ॥ ৩
অন্তরং প্রেপ্সুনা তেন হত্বা গৃধ্রং জটায়ুষম্।

পর্ব্বতশৃঙ্গের ন্যায় ভূতলে পতিত দেখিবে।" সুগ্রীব আত্মহিতকর রামের ঐ কথা শুনিয়া পরমপ্রীতি-সহকারে তাঁহাকে এই উৎকৃষ্ট বাক্য বলিলেন, "বীর্য্যবান্ নরসিংহ! আমি আপনার করুণায় অবশ্যই রাজ্য ও পত্নীকে লাভ করিব, কিন্তু আপনি এরূপ বিধান করুন, যাহাতে আমার শত্রু অগ্রজ ভ্রাতা বালী আর কখন আমাকে হিংসা করিতে না পারে।" সুগ্রীব ও রামের প্রীতিসম্ভাষণ-সময়ে, সীতার কমলতুল্য, বানররাজ বালীর সুবর্ণতুল্য এবং রাক্ষসের অগ্নিতুল্য বামনেত্র এককালীন স্পন্দিত হইতে লাগিল। ২৫—৩০।

ষষ্ঠ সর্গ।

সুগ্রীব প্রীতিপূর্ব্বক পুনরায় রঘুনন্দন রামকে কহিলেন, "রাম! আপনি যে কারণে ভ্রাতা লক্ষ্মণের সহিত এই বিজন বনে আসিয়াছেন এবং বনবাসকালে আপনার ছিদ্রান্বেষী রাক্ষসেশ্বর রাবণ যে কৌশলে আপনাকে ও লক্ষ্মণকে আশ্রম হইতে অপসারিত করিয়া বিহগরাজ জটায়ুকে বধপূর্ব্বক আপনার জায়া

ভার্য্যাবিয়োগজং দুঃখং প্রাপিতস্তেন রক্ষসা ॥ ৪
ভার্য্যাবিয়োগজং দুঃখং নচিরাত্ত্বং বিমোক্ষ্যসে।
অহং তামানয়িষ্যামি নষ্টাং বেদশ্রুতীমিব ॥ ৫
রসাতলে বা বর্ত্তন্তীং বর্ত্তন্তীং বা নভস্তলে।
অহমানীয় দাস্যামি তব ভার্য্যামরিন্দম ॥ ৬
ইদং তথ্যং মম বচস্ত্বমবেহি চ রাঘব।
ন শক্যা সা জরয়িতুমপি সেন্দ্রৈঃ সুরাসুরৈঃ ॥ ৭
তব ভার্য্যা মহাবাহো ভক্ষ্যং বিষকৃতং যথা।
ত্যজ শোকং মহাবাহো তাং কান্তামানয়ামি তে ॥ ৮
অনুমানাত্তু জানামি মৈথিলী সা ন সংশয়ঃ।
হ্রিয়মাণা ময়া দৃষ্টা রক্ষসা রৌদ্রকর্ম্মণা ॥ ৯
ক্রোশন্তী রামরামেতি লক্ষ্মণেতি চ বিস্বরম্।
স্ফুরন্তী রাবণস্যাঙ্কে পন্নগেন্দ্রবধূর্যথা ॥ ১০
আত্মনা পঞ্চমং মাং হি দৃষ্ট্বা শৈলতলে স্থিতম্।
উত্তরীয়ং তয়া ত্যক্তং শুভান্যাভরণানি চ ॥ ১১
তান্যস্মাভির্গৃহীতানি নিহিতানি চ রাঘব।

মিথিলারাজ-নন্দিনী বিলাপকারিণী সীতাকে হরণ করত আপনাকে পত্নীবিয়োগ-দুঃখে নিক্ষেপ করিয়াছে, তাহা আপনার সেবক এই মন্ত্রিপ্রবর হনুমান্ আমার নিকটে বলিয়াছেন। ১—৪। অচিরেই আপনার ভার্য্যা-বিয়োগ-জনিত দুঃখের অবসান হইবে; যেরূপ বিষ্ণু, অসুরকর্ত্তৃক অপহৃতা ব্রহ্মমুখনির্গতা শ্রুতিকে উদ্ধার করিয়াছেন, তদ্রূপ আমি রাক্ষসকর্ত্তৃক অপহৃতা আপনার পত্নীকে উদ্ধার করিব। অরিন্দম রাম! আপনার পত্নী পাতালেই থাকুন বা নভস্তলেই থাকুন, আমি তাঁহাকে আনয়নপূর্ব্বক আপনার হস্তে প্রদান করিবই; আপনি আমার এই কথা প্রকৃত মনে করুন। মহাবাহো! যেমন কেহই বিষ-মিশ্রিত অন্ন ভোজন করিয়া পরিপাক করিতে পারে না, সেইরূপ ইন্দ্র প্রভৃতি দেবতা বা দানবগণও আপনার পত্নী সীতাকে হরণ করিয়া জীর্ণ করিতে পারিবেন না। নিশ্চয়ই আমি আপনার প্রিয়তমাকে আনয়ন করিব; আপনি শোক পরিত্যাগ করুন। মহাবাহো! কয়েক দিবস পূর্ব্বে এক ভীমকর্ম্মা রাক্ষস এক রমণীকে হরণ করিয়া শূন্যপথে যাইতেছিল, আমি দেখিয়াছি; এক্ষণে অনুমানে বোধ হইতেছে যে তিনি নিশ্চয়ই মিথিলারাজনন্দিনী হইবেন; কারণ তখন তিনি সেই রাক্ষসের ক্রোড়ে, পন্নগেন্দ্রবধূর ন্যায় বিচেষ্টমানা হইয়া কাতরস্বরে 'হা রাম! হা লক্ষ্মণ!' বলিয়া বিলাপ করিতেছিলেন। ৫—১০। তৎকালে আমরা এই পাঁচজনে শিলাতলে বসিয়াছিলাম; সেই রমণী আমাদিগকে দেখিয়া উত্তরীয় বসন ও অলঙ্কার

আনয়িষ্যাম্যহং তানি প্রত্যভিজ্ঞাতুমর্হসি ॥ ১২
তমব্রবীত্ততো রামঃ সুগ্রীবং প্রিয়বাদিনম্।
আনয়স্ব সখে শীঘ্রং কিমর্থং প্রবিলম্বসে ॥ ১৩
এবমুক্তস্তু সুগ্রীবঃ শৈলস্য গহনাং গুহাম্।
প্রবিবেশ ততঃ শীঘ্রং রাঘবপ্রিয়কাম্যয়া ॥ ১৪
উত্তরীয়ং গৃহীত্বা তু স তান্যাভরণানি চ।
ইদং পশ্যেতি রামায় দর্শয়ামাস বানরঃ ॥ ১৫
ততো গৃহীত্বা বাসস্তু শুভান্যাভরণানি চ।
অভবদ্বাষ্পসংরুদ্ধো নীহারেণেব চন্দ্রমাঃ ॥ ১৬
সীতাস্নেহপ্রবৃত্তেন স তু বাষ্পেণ দূষিতঃ।
হা প্রিয়েতি রুদন্ ধৈর্য্যমুৎসৃজ্য ন্যপতৎ ক্ষিতৌ ॥ ১৭
হৃদি কৃত্বা স বহুশস্তমলঙ্কারমুত্তমম্।
নিশশ্বাস ভৃশং সর্পো বিলস্থ ইব রোষিতঃ ॥ ১৮
অবিচ্ছিন্নাশ্রুবেগস্তু সৌমিত্রিং প্রেক্ষ্য পার্শ্বতঃ।
পরিদেবয়িতুং দীনং রামঃ সমুপচক্রমে ॥ ১৯
পশ্য লক্ষ্মণ বৈদেহ্যা সন্ত্যক্তং হ্রিয়মাণয়া।
উত্তরীয়মিদং ভূমৌ শরীরাদ্ভূষণানি চ ॥ ২০
শাদ্বলিন্যাং ধ্রুবং ভূম্যাং সীতয়া হ্রিয়মাণয়া।
উৎসৃষ্টং ভূষণমিদং তথারূপং হি দৃশ্যতে ॥ ২১
এবমুক্তস্তু রামেণ লক্ষ্মণো বাক্যমব্রবীৎ।
নাহং জানামি কেয়ূরং নাহং জানামি কুণ্ডলে ॥ ২২
নূপুরে ত্বভিজানামি নিত্যং পাদাভিবন্দনাৎ।
ততস্তু রাঘবো বাক্যং সুগ্রীবমিদমব্রবীৎ ॥ ২৩
ব্রূহি সুগ্রীব কং দেশং হ্রিয়ন্তী লক্ষিতা ত্বয়া।
রক্ষসা রৌদ্ররূপেণ মম প্রাণপ্রিয়া হৃতা ॥ ২৪
ক বা বসতি তদ্রক্ষো মহদ্ব্যসনদং মম।
যন্নিমিত্তমহং সর্ব্বান্নাশয়িষ্যামি রাক্ষসান্ ॥ ২৫
হরতা মৈথিলীং যেন মাঞ্চ রোষয়তা ধ্রুবম্।
আত্মনো জীবিতান্তায় মৃত্যুদ্বারমপাবৃতম্ ॥ ২৬
মম দয়িততমা হৃতা বনাৎ
রজনিচরেণ বিমথ্য যেন সা।
কথয় মম রিপুং তমদ্য বৈ
প্লবগপতে যমসন্নিধিং নয়ামি ॥ ২৭
ইতি কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ডে ষষ্ঠঃ সর্গঃ ॥ ৬ ॥

এখানে নিক্ষেপ করিয়াছিলেন। রাঘব! আমরা সেই সকল আভরণ সংগ্রহ করিয়া রাখিয়াছি; এক্ষণে আনিতেছি, আপনি দেখিলে বোধ হয় চিনিতে পারিবেন।” পরে রাম সেই প্রিয়বাদী সুগ্রীবকে বলিলেন “সখে! কেন বিলম্ব করিতেছ? শীঘ্র সেই সকল আভরণ আনয়ন কর।” রঘুনন্দন রাম এইকথা বলিলে সুগ্রীব তাঁহার প্রিয়ানুষ্ঠান জন্য তৎক্ষণাৎ দুর্গম্য পর্ব্বতগুহামধ্যে প্রবেশ করিলেন এবং সেই উত্তরীয় বসন এবং আভরণসকল লইয়া প্রত্যাগমন-পূর্ব্বক রামকে “দেখুন” বলিয়া তৎসমুদায় দেখাইলেন। ১১—১৫। রাম সেই উত্তরীয় বসন এবং শুভ অলঙ্কার সকল লইয়া অশ্রুপূর্ণনেত্র হইয়া, নীহার-পরিবৃত চন্দ্রের ন্যায় দেখাইলেন এবং সীতার প্রতি স্নেহবশতঃ বিগলিত অশ্রুধারায় সিক্ত হইয়া ধৈর্য্য পরিত্যাগপূর্ব্বক “হা প্রিয়ে!” বলিয়া রোদন করত ভূতলে পড়িলেন। পরে তিনি উত্থিত হইয়া বারংবার সেই উত্তম অলঙ্কার সকল বক্ষঃস্থলে ধারণ করত, গর্ত্তস্থিত ক্রুদ্ধ ভুজঙ্গের ন্যায়, মুহুর্মুহুঃ দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিতে লাগিলেন; তখন তাঁহার নেত্রযুগল হইতে অবিরত অশ্রুবারি বিগলিত হইতে লাগিল। পরে তিনি পার্শ্বদেশে অবস্থিত, দীনতাবাপন্ন সুমিত্রা-নন্দন লক্ষ্মণের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া রোদন করিতে লাগিলেন। ১৬—১৯। “লক্ষ্মণ! রাক্ষস যখন সীতাকে হরণ করিয়া লইয়া যায় তখন বিদেহ-রাজনন্দিনী সীতা অঙ্গ হইতে এই উত্তরীয়বসন ও অলঙ্কার সকল খুলিয়া ভূতলে নিক্ষেপ করিয়াছেন, দেখ। এই আভরণ যেমন, তেমনই রহিয়াছে; সুতরাং বোধ হয় যে, তিনি তৎকালে নিশ্চয়ই প্রচুর-নবতৃণময় ভূমিতে এই অলঙ্কার সকল নিক্ষেপ করিয়াছেন।” রাম ঐকথা বলিলে লক্ষ্মণ তাঁহাকে বলিলেন, “আমি প্রতিদিন সীতার চরণবন্দনা করিতাম, অতএব এই দুইটী নূপুরমাত্র দেখিয়া চিনিলাম; কিন্তু কেয়ূর ও কুণ্ডল চিনিতে পারিলাম না। কারণ, তাঁহার চরণ ভিন্ন অন্য কোন অবয়ব কখনও দেখি নাই।” পরে রঘুনন্দন রাম, সুগ্রীবকে বলিলেন, “সুগ্রীব! তুমি ভীমকর্ম্মা রাক্ষসকে সীতাকে হরণ করিয়া কোন্ দিকে যাইতে দেখিয়াছ, তাহা বল। রাক্ষস আমার প্রাণাপেক্ষা প্রিয়তমা সীতাকে অপহরণ করিয়া কোন্ প্রদেশে লইয়া গিয়াছে? যে আমাকে মহৎ ব্যসনে নিক্ষেপ করিয়াছে এবং আমি যাহার জন্য সমস্ত রাক্ষসকে বিনাশ করিব, সেই রাক্ষসশ্রেষ্ঠ রাবণই বা কোথায় বাস করিতেছে? সেই নিশাচর নিশ্চয়ই নিজের জীবন বিসর্জ্জন দিবার নিমিত্তই সীতাকে হরণ-পূর্ব্বক আমাকে ক্রোধান্বিত করিয়া মৃত্যুদ্বার উন্মুক্ত করিয়াছে। বানররাজ! যে আমাকে প্রতারণা করিয়া প্রিয়তমা সীতাকে বন হইতে হরণ করিয়াছে,

সপ্তমঃ সর্গঃ।

এবমুক্তস্তু সুগ্রীবো রামেণার্ত্তেন বানরঃ।
অব্রবীৎ প্রাঞ্জলির্ব্বাক্যং সবাষ্পং বাষ্পগদ্‌গদঃ॥ ১
ন জানে নিলয়ং তস্য সর্ব্বথা পাপরক্ষসঃ।
সামর্থ্যং বিক্রমং বাপি দৌষ্কুলেয়স্য বা কুলম্॥ ২
সত্যন্তু প্রতিজানামি ত্যজ শোকমরিন্দম।
করিষ্যামি তথা যত্নং যথা প্রাপ্স্যসি মৈথিলীম্॥ ৩
রাবণং সগণং হত্বা পরিতোষ্যাত্মপৌরুষম্।
তথাস্মি কর্ত্তা নচিরাদ্‌যথা প্রীতো ভবিষ্যসি॥ ৪
অলং বৈক্লব্যমালম্ব্য ধৈর্য্যমাত্মগতং স্মর।
ত্বদ্বিধানাং ন সদৃশমীদৃশং বুদ্ধিলাঘবম্॥ ৫
ময়াপি ব্যসনং প্রাপ্তং ভার্য্যাবিরহজং মহৎ।
নাহমেবং হি শোচামি ধৈর্য্যং ন চ পরিত্যজে॥ ৬
নাহং তামনুশোচামি প্রাকৃতো বানরোঽপি সন্।
মহাত্মা চ বিনীতশ্চ কিং পুনর্ধৃতিমান্ মহান্॥ ৭
বাষ্পমাপতিতং ধৈর্য্যান্নিগৃহীতুং ত্বমর্হসি।
মর্য্যাদাং সত্ত্বযুক্তানাং ধৃতিং নোৎস্রষ্টুমর্হসি॥ ৮
ব্যসনে বার্থকৃচ্ছ্রে বা ভয়ে বা জীবিতান্তগে।
বিমৃশংশ্চ স্বয়া বুদ্ধ্যা ধৃতিমান্নাবসীদতি॥ ৯
বালিশস্তু নরো নিত্যং বৈক্লব্যং যোঽনুবর্ত্ততে।
স মজ্জত্যবশঃ শোকে ভারাক্রান্তেব নৌর্জ্জলে॥ ১০
এষোঽঞ্জলির্ময়া বদ্ধঃ প্রণয়াত্ত্বাং প্রসাদয়ে।
পৌরুষং শ্রয় শোকস্য নান্তরং দাতুমর্হসি॥ ১১
যে শোকমনুবর্ত্তন্তে ন তেষাং বিদ্যতে সুখম্।
তেজশ্চ ক্ষীয়তে তেষাং ন ত্বং শোচিতুমর্হসি॥ ১২
শোকেনাভিপ্রপন্নস্য জীবিতে চাপি সংশয়ঃ।
স শোকং ত্যজ রাজেন্দ্র ধৈর্য্যমাশ্রয় কেবলম্॥ ১৩
হিতং বয়স্যভাবেন ব্রূমি নোপদিশামি তে।
বয়স্যতাং পূজয়ন্মে ন ত্বং শোচিতুমর্হসি॥ ১৪
মধুরং সান্ত্বিতস্তেন সুগ্রীবেণ স রাঘবঃ।
মুখমশ্রুপরিক্লিন্নং বস্ত্রান্তেন প্রমার্জ্জয়ৎ॥ ১৫
প্রকৃতিস্থস্তু কাকুৎস্থঃ সুগ্রীববচনাৎ প্রভুঃ।
সম্পরিষ্বজ্য সুগ্রীবমিদং বচনমব্রবীৎ॥ ১৬

আমার শত্রু সেই রাক্ষস কোথায় আছে? তুমি বল, আমি আজই তাহাকে যমালয়ে পাঠাইব।” ২০—২৭।

সপ্তম সর্গ।

শোকাকুল রাম ঐ কথা বলিলে বানরাধিপতি **সুগ্রীব** বাষ্পগদ্‌গদস্বরে কৃতাঞ্জলিপুটে তাঁহাকে বলিলেন, “রিপুদমন! সেই অধমবংশ পাপাচারী **নিশাচর এক্ষণে** কোথায় আছে, তাহা আমি জানি না **এবং সে** কোন্ বংশজাত কিরূপ পরাক্রমশালী, **তাহাও** অবগত নহি, কিন্তু আপনার নিকটে শপথ **করিয়া বলিতেছি** যে, আপনি যাহাতে মিথিলারাজ-**নন্দিনী** সীতাকে পুনঃ প্রাপ্ত হন, তদ্বিষয়ে সম্যক্ যত্ন **করিব**; আপনি শোক পরিত্যাগ করুন। আমি **অবিলম্বেই** রাবণকে সবংশে বধ করিয়া আমার পৌরুষ **সফল করিব**, আপনি যাহাতে প্রীত হইবেন। আপনি **নিজের** ধৈর্য্য **স্মরণ** করিয়া এই দীনভাব ত্যাগ করুন; **কারণ**, আপনার ন্যায় ব্যক্তিদিগের এরূপ অধীর হওয়া **উচিত** নহে। ১—৫। আমিও পত্নীবিরহজন্য অত্যন্ত **বিপদে** পতিত হইয়াছি; কিন্তু ধৈর্য্যও ত্যাগ করি **নাই এবং এইরূপ** শোকও করি না। আমি হীনজাতি **বানর হইয়াও** প্রিয়ার জন্য এইরূপ শোক করি না, **কিন্তু আপনি** মহাত্মা, অতি ধীর এবং জিতেন্দ্রিয় **হইয়াও এরূপ** শোক করিতেছেন কেন? **সত্ত্বগুণশালী ব্যক্তিগণ** যে ধৈর্য্যগুণে অবিচলিতভাবে স্থায়পথে থাকেন, সেই ধৈর্য্য পরিত্যাগ করা আপনার **উচিত** হয় না; সুতরাং আপনি ধৈর্য্য ধরিয়া আপনার **বিগলিত অশ্রুবেগ** সম্বরণ করুন। বিষম বিপদ্ **অর্থনাশ** ও জীবনান্তকর ভয় উপস্থিত হইলেও ধৈর্য্যশালী **ব্যক্তি** নিজের বুদ্ধিদ্বারা, ‘সে সকল **প্রারব্ধকার্য্যের ফল**’ এইরূপ মনে করিয়া অবসন্ন হন না। মূর্খ **লোকেরাই** বিবেচনাদ্বারা চিত্তচাঞ্চল্য নিবারণে **অসমর্থ হইয়া** তদনুবর্ত্তী হয় এবং অতিশয় ভারাক্রান্ত **নৌকার ন্যায়** অবশ হইয়া শোকসাগরে ডুবিয়া থাকে। ৬—১০। আমি প্রণয়বশতঃ কৃতাঞ্জলি হইয়া **আপনাকে প্রীত** করিতেছি; আপনি পৌরুষ অবলম্বন করুন, **এক্ষণে** আর শোককে অবসর দেওয়া আপনার উচিত **হইতেছে** না। নিতান্ত শোকানুবর্ত্তী হইলে, **সুখ একবারে** লোপ হয় **এবং** তেজও **ক্ষীণ** হইয়া পড়ে; **এইজন্যই** শোকানুবর্ত্তী হওয়া আপনার কর্ত্তব্য নহে। **রাজেন্দ্র!** নিতান্ত শোকাকুল পুরুষের প্রাণ-সংশয় **উপস্থিত হয়**, সুতরাং আপনি একমাত্র ধৈর্য্য **ধারণপূর্ব্বক** শোক ত্যাগ করুন। আমি আপনাকে **উপদেশ দিতেছি না**, কেবল বয়স্যভাবে আপনার কল্যাণকর **বাক্যই** বলিতেছি; আপনি শোক ত্যাগ করিয়া **আমার প্রতি** বয়স্য ভাবে সমাদর করুন।” **সুগ্রীব এইরূপ মধুর** বাক্যে সান্ত্বনা করিলে **সর্ব্বকার্য্যদক্ষ রাম তাঁহার** বাক্যানুসারে সান্ত্বনা পাইয়া বস্ত্রাঞ্চলদ্বারা **অশ্রুসিক্ত**-বদন মার্জ্জনা করিলেন এবং তাঁহাকে আলিঙ্গনপূর্ব্বক

কর্ত্তব্যং যদ্বয়স্যেন স্নিগ্ধেন চ হিতেন চ।
অনুরূপঞ্চ যুক্তঞ্চ কৃতং সুগ্রীব তত্ত্বয়া ॥ ১৭
এষ চ প্রকৃতিস্থোঽহমনুনীতস্ত্বয়া সখে।
দুর্লভো হীদৃশো বন্ধুরস্মিন্ কালে বিশেষতঃ ॥ ১৮
কিন্তু যত্নস্ত্বয়া কার্য্যো মৈথিল্যাঃ পরিমার্গণে।
রাক্ষসস্য চ রৌদ্রস্য রাবণস্য দুরাত্মনঃ ॥ ১৯
ময়া চ যদনুষ্ঠেয়ং বিস্রব্ধেন তদুচ্যতাম্।
বর্ষাস্বিব চ সুক্ষেত্রে সর্ব্বং সম্পদ্যতে তব ॥ ২০
ময়া চ যদিদং বাক্যমভিমানাৎ সমীরিতম্।
তত্ত্বয়া হরিশার্দ্দূল তত্ত্বমিত্যুপধার্য্যতাম্ ॥ ২১
অনৃতং নোক্তপূর্ব্বং মে ন চ বক্ষ্যে কদাচন।
এতত্তে প্রতিজানামি সত্যেনৈব শপাম্যহম্ ॥ ২২
ততঃ প্রহৃষ্টঃ সুগ্রীবো বানরৈঃ সচিবৈঃ সহ।
রাঘবস্য বচঃ শ্রুত্বা প্রতিজ্ঞাতং বিশেষতঃ ॥ ২৩
এবমেকান্তসম্পৃক্তৌ ততস্তৌ নরবানরৌ।
উভাবন্যোন্যসদৃশং সুখং দুঃখমভাষতাম্ ॥ ২৪
মহানুভাবস্য বচো নিশম্য
হরির্নৃপাণামধিপস্য তস্য।
কৃতং স মেনে হরিবীরমুখ্য-
স্তদা চ কার্য্যং হৃদয়েন বিদ্বান্ ॥ ২৫
ইতি কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ডে সপ্তমঃ সর্গঃ ॥ ৭ ॥

অষ্টমঃ সর্গঃ।

পরিতুষ্টস্তু সুগ্রীবস্তেন বাক্যেন হর্ষিতঃ।
লক্ষ্মণস্যাগ্রজং শূরমিদং বচনমব্রবীৎ ॥ ১
সর্ব্বথাহমনুগ্রাহ্যো দেবতানাং ন সংশয়ঃ।
উপপন্নো গুণোপেতঃ সখা যস্য ভবান্ মম ॥ ২
শক্যং খলু ভবেদ্রাম সহায়েন ত্বয়ানঘ।
সুররাজ্যমপি প্রাপ্তুং স্বরাজ্যং কিমুত প্রভো ॥ ৩
সোঽহং সভাজ্যো বন্ধূনাং সুহৃদাঞ্চৈব রাঘব।
যস্যাগ্নিসাক্ষিকং মিত্রং লব্ধং রাঘববংশজম্ ॥ ৪
অহমপ্যনুরূপস্তে বয়স্যো জ্ঞাস্যসে শনৈঃ।
ন তু বক্তুং সমর্থোঽহং স্বয়মাত্মগতান্ গুণান্ ॥ ৫
মহাত্মনাস্তু ভূয়িষ্ঠং ত্বদ্বিধানাং কৃতাত্মনাম্।
নিশ্চলা ভবতি প্রীতির্ধৈর্য্যমাত্মবতাং বর ॥ ৬

বলিলেন। ১১—১৬। সুগ্রীব! বয়স্যের শোক-নিবারণার্থ হিতানুষ্ঠানরত স্নেহান্বিত বয়স্যের যেরূপ কার্য্য করা কর্ত্তব্য, তুমি সেইরূপ যুক্তিসঙ্গত কার্য্যই করিয়াছ। সখে! আমি তোমার সান্ত্বনায় প্রকৃতিস্থ হইলাম। এইরূপ বিপদ্‌কালে তোমার ন্যায় বন্ধু নিতান্ত দুর্লভ। এক্ষণে মিথিলারাজনন্দিনী সীতা এবং দুরাত্মা ভীষণকর্ম্মা নিশাচর রাবণের অন্বেষণ বিষয়ে যত্ন করা তোমার উচিত হইতেছে। সম্প্রতি আমাকেও তোমার কার্য্য সম্পাদন করিতে হইবে, তুমি শঙ্কামাত্র না করিয়া বিশ্বস্তভাবে তাহা বল, যেমন বর্ষাকালে উর্ব্বরক্ষেত্রে বপিত বীজ ফলদায়ক হয়, তদ্রূপ তুমি আমার নিকটে যাহা বলিবে, তাহাই সফল হইবে। কপিপ্রধান! আমি অহঙ্কারপূর্ব্বক যাহা যাহা বলিলাম, তুমি তাহা যথার্থ মনে কর। ১৭—২১। আমি তোমার নিকটে সত্যদ্বারা প্রতিজ্ঞা করিয়া বলিতেছি যে, আমি পূর্ব্বে কখন মিথ্যা কথা কহি নাই এবং ভবিষ্যতেও কখন মিথ্যা বলিব না।" রঘুনন্দন রামের শপথপূর্ব্বক প্রতিজ্ঞাত ঐ বাক্য শুনিয়া, সুগ্রীব বানর অমাত্যগণসহ সম্যক্‌-হৃষ্ট হইলেন। পরে নরশ্রেষ্ঠ রাম ও বানরপ্রধান সুগ্রীব উভয়ে বন্ধুভাবে একত্র মিলিত হইয়া পরস্পরের অনুরূপ সুখ ও দুঃখবিষয় কথাবার্ত্তা বলিতে লাগিলেন। তখন হরিবীরপ্রধান বিদ্বান্ সুগ্রীব, নরপতিগণের অধিপতি মহানুভাব রামের সেই সকল কথা শুনিয়া মনে মনে নিজ কার্য্য সুসিদ্ধ বিবেচনা করিলেন। ২২—২৫।

অষ্টম সর্গ।

লক্ষ্মণাগ্রজ পরাক্রমশালী রামের সেই কথা শুনিয়া অতীব হৃষ্ট হইয়া সুগ্রীব তাঁহাকে বলিলেন, "অনঘ রাম! আপনাতে সমস্ত গুণই বিদ্যমান আছে; আপনি যখন আমার সখা হইলেন, তখন বোধ হইতেছে যে, আমি সর্ব্বতোভাবেই দেবগণের অনুগ্রহ-ভাজন হইয়াছি। প্রভো! আপনি সহায় হইলে, দেবরাজ্যও অনায়াসে লাভ করা যাইতে পারে, অতএব নিজের রাজ্য লাভ করা ত তুচ্ছ কথা। রাঘব! আপনি বিখ্যাত রঘুবংশে জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন, সুতরাং আমি অগ্নি সাক্ষী করত আপনাকে মিত্র করিয়া নিশ্চয়ই সুহৃৎ ও বান্ধবদিগের সুখ্যাতি-ভাজন হইয়াছি। আত্মশ্লাঘা অত্যন্ত নিন্দিত, এই জন্যই আমি আপনার নিকটেও নিজের গুণ সকল কীর্ত্তন করিতে পারিতেছি না, কিন্তু আপনি ক্রমে জানিতে পারিবেন যে, আমিও আপনার উপযুক্ত বয়স্য। ১—৫। মনস্বিপ্রবর! আপনার ন্যায় বিশুদ্ধচিত্ত মহাত্মাদিগের ধৈর্য্য এবং ভালবাসা কোনমতেই বিচ-

রজতং বা সুবর্ণং বা শুভ্রাণ্যাভরণানি চ।
অবিভক্তানি সাধূনামবগচ্ছন্তি সাধবঃ॥ ৭
আঢ্যো বাপি দরিদ্রো বা দুঃখিতঃ সুখিতোঽপি বা।
নির্দ্দোষশ্চ সদোষশ্চ বয়স্যঃ পরমা গতিঃ। ৮
ধনত্যাগঃ সুখত্যাগো দেশত্যাগোঽপি বানঘ।
বয়স্যার্থে প্রবর্ত্তন্তে স্নেহং দৃষ্ট্বা তথাবিধম্॥ ৯
তত্তথেত্যব্রবীদ্রামঃ সুগ্রীবং প্রিয়দর্শনম্।
লক্ষ্মণস্যাগ্রতো লক্ষ্ম্যা বাসবস্যেব ধীমতঃ॥ ১০
ততো রামং স্থিতং দৃষ্ট্বা লক্ষ্মণঞ্চ মহাবলম্।
সুগ্রীবঃ সর্ব্বতশ্চক্ষুর্ব্বনে লোলমপাতয়ৎ॥ ১১
স দদর্শ ততঃ শালমবিদূরে হরীশ্বরঃ।
সুপুষ্পমীষৎ পত্রাঢ্যং ভ্রমরৈরুপশোভিতম্॥ ১২
তস্যৈকাং পর্ণবহুলাং শাখাং ভঙ্‌ক্ত্বা সুশোভিতাম্।
রামস্যাস্তীর্য্য সুগ্রীবো নিষসাদ সরাঘবঃ॥ ১৩
তাবাসীনৌ ততো দৃষ্ট্বা হনুমানপি লক্ষ্মণম্।
শালশাখাং সমুৎপাট্য বিনীতমুপবেশয়ৎ॥ ১৪
সুখোপবিষ্টং রামস্তু প্রসন্নমুদধিং যথা।
শালপুষ্পাবসঙ্কীর্ণে তস্মিন্ গিরিবরোত্তমে॥ ১৫
ততঃ প্রহৃষ্টঃ সুগ্রীবঃ শ্লক্ষ্ণয়া শুভয়া গিরা।
উবাচ প্রণয়াদ্রামং হর্ষব্যাকুলিতাক্ষরম্॥ ১৬
অহং বিনিকৃতো ভ্রাত্রা চরাম্যেষ ভয়ার্দ্দিতঃ।
ঋষ্যমূকং গিরিবরং হৃতভার্য্যঃ সুদুঃখিতঃ॥ ১৭
সোঽহং ত্রস্তো ভয়ে মগ্নো বনে সম্ভ্রান্তচেতনঃ।
বালিনা নিকৃতো ভ্রাত্রা কৃতবৈরশ্চ রাঘব॥ ১৮
বালিনো মে ভয়ার্ত্তস্য সর্ব্বলোকাভয়ঙ্কর।
মমাপি ত্বমনাথস্য প্রসাদং কর্ত্তুমর্হসি॥ ১৯
এবমুক্তস্তু তেজস্বী ধর্ম্মজ্ঞো ধর্ম্মবৎসলঃ।
প্রত্যুবাচ স কাকুৎস্থঃ সুগ্রীবং প্রহসন্নিব॥ ২০
উপকারফলং মিত্রমপকারোঽরিলক্ষণম্।
অদ্যৈব তং বধিষ্যামি তব ভার্য্যাপহারিণম্॥ ২১
ইমে হি মে মহাভাগ পত্রিণস্তিগ্মতেজসঃ।
কার্ত্তিকেয়বনোদ্ভূতাঃ শরা হেমবিভূষিতাঃ॥ ২২
কঙ্কপত্রপরিচ্ছন্না মহেন্দ্রাশনিসন্নিভাঃ।
সুপর্ব্বাণঃ সুতীক্ষ্ণাগ্রাঃ সরোষা ভুজগা ইব॥ ২৩

লিত হয় না। সাধুমিত্রেরা আপনাদিগের এবং সাধুমিত্রদিগের সুবর্ণরজতাদি ধনরাজি এক বলিয়াই মনে করেন। সখা, ধনী, দরিদ্র, সুখী, দুঃখী, নির্দ্দোষ বা সদোষ হইলেও সখার পরম আশ্রয়স্বরূপ। "অনঘ! বয়স্যদিগের পরস্পর অতুলনীয় স্নেহ নিবন্ধন, বয়স্যের জন্য ধন, সুখ, এমন কি দেশও ত্যাগ করিতে পারা যায়।" প্রিয়দর্শন সুগ্রীব ঐরূপ বলিলে, রাম ত্রিদিবপতির ন্যায় শ্রীমান্ ধীমান্ লক্ষ্মণের সমক্ষে তাঁহাকে কহিলেন, "তুমি যাহা বলিলে, তাহা যথার্থ। ৬—১০। পরে তৎপরদিবসে প্রবলপরাক্রম রাম লক্ষ্মণ-সমভিব্যাহারে সুগ্রীবের নিকটে উপস্থিত হইয়া ভূতলে উপবেশন করিলে, বানরপতি সুগ্রীব তাঁহাদিগকে দেখিয়া চতুর্দ্দিকে চঞ্চল ভাবে দৃষ্টি নিক্ষেপ করত দূরে ভ্রমরসমূহে শোভিত, অল্পপুষ্প ও বহুপত্রযুক্ত এক শাল বৃক্ষ দেখিয়া সেই বৃক্ষের বহুপত্রবিশিষ্ট সুন্দর এক শাখা ভগ্ন করিয়া রামের নিকটে পাতিত করত তাঁহার সহিত তদুপরি উপবেশন করিলেন। তাঁহারা উপবেশন করিলেন দেখিয়া হনুমান্ এক শালশাখা ভাঙ্গিয়া আনিয়া তদুপরি লক্ষ্মণকে বিনয়সহকারে উপবেশিত করাইলেন। অনন্তর রাম গিরিবর ঋষ্যমূকের শালপুষ্পসমূহে সমাকীর্ণ শ্রেষ্ঠ স্থানে পরমসুখে উপবেশন করিলে, সুগ্রীব তাঁহার অক্ষুব্ধ সাগরসদৃশ প্রসন্ন মূর্ত্তি দেখিয়া আনন্দিত হইয়া, তাঁহাকে সপ্রণয় হর্ষগদ্‌গদস্বরে সুমধুর বাক্যে বলিলেন। ১১—১৬। "রঘুনন্দন! অগ্রজ বালী আমার ভার্য্যা হরণ করিয়া লইয়া আমাকে রাজ্য হইতে বহিষ্কৃত করিয়াছে, আমি তাহার ভয়ে কাতর হইয়া দীনভাবে এই পর্ব্বতশ্রেষ্ঠ ঋষ্যমূকের উপরি বিচরণ করিয়া থাকি। কোন কারণবশতঃ জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা বালীর সহিত আমার বিরোধ হওয়াতে সে আমাকে রাজ্য হইতে বহিষ্কৃত করিয়াছে; আমি নিয়ত তাহার ভয়ে ভীত; এমন কি, ভয়সাগরে নিমজ্জিত হইয়া সর্ব্বদা সশঙ্কভাবে এই বনমধ্যে অবস্থান করিতেছি। আপনি সকল প্রাণীকেই অভয় প্রদান করিয়া থাকেন; আমিও বালীর ভয়ে নিতান্ত ভীত হইয়াছি এবং আপনি ব্যতীত আমাকে রক্ষা করে এমন আর কেহই নাই; আপনি আমার প্রতি প্রসন্ন হইয়া এই ভয় হইতে আমাকে রক্ষা করুন। ১৭—১৯। সুগ্রীব ঐ কথা বলিলে ধর্ম্মজ্ঞ ধর্ম্মবৎসল তেজস্বী কাকুৎস্থ রাম যেন ঈষৎ হাস্য করিতে করিতে তাঁহাকে বলিলেন, "উপকারদ্বারা মিত্রতা এবং অপকারদ্বারা শত্রুতা জন্মিয়া থাকে; সুতরাং আমি অদ্যই তোমার পত্নীহরণকারী শত্রু বালীকে বধ করিব। মহাভাগ! আমার তেজস্বী শর সকল কার্ত্তিকেয়ের জন্মভূমি শরবণ হইতে উৎপন্ন। কঙ্কপত্র-শোভিত, সুতীক্ষ্ণফলক, মহেন্দ্রের বজ্রের ন্যায় ও বিষধর সর্পের ন্যায় আমার এই শরসকল

বালিসংজ্ঞমমিত্রং তে ভ্রাতরং কৃতকিল্বিষম্।
শরৈর্বিনিহতং পশ্য বিকীর্ণমিব পর্ব্বতম্॥ ২৪
রাঘবস্য বচঃ শ্রুত্বা সুগ্রীবো বাহিনীপতিঃ।
প্রহর্ষমতুলং লেভে সাধু সাধ্বিতি চাব্রবীৎ॥ ২৫
রাম শোকাভিভূতোঽহং শোকার্ত্তানাং ভবান্ গতিঃ।
বয়স্য ইতি কৃত্বা হি ত্বয্যহং পরিদেবয়ে॥ ২৬
ত্বং হি পাণিপ্রদানেন বয়স্যো মেঽগ্নিসাক্ষিকম্।
কৃতঃ প্রাণৈর্বহুমতঃ সত্যেন চ শপাম্যহম্॥ ২৭
বয়স্য ইতি কৃত্বা চ বিস্রব্ধঃ প্রবদাম্যহম্।
দুঃখমন্তর্গতং তন্মে মনো হরতি নিত্যশঃ॥ ২৮
এতাবদুক্ত্বা বচনং বাষ্পদূষিতলোচনঃ।
বাষ্পদূষিতয়া বাচা নোচ্চৈঃ শক্নোতি ভাষিতুম্॥ ২৯
বাষ্পবেগন্তু সহসা নদীবেগমিবাগতম্।
ধারয়ামাস ধৈর্য্যেণ সুগ্রীবো রামসন্নিধৌ॥ ৩০
স নিগৃহ্য তু তং বাষ্পং প্রমৃজ্য নয়নে শুভে।
বিনিশ্বস্য চ তেজস্বী রাঘবং পুনরুচিবান্॥ ৩১
পুরাহং বালিনা রাম রাজ্যাৎ স্বাদবরোপিতঃ।
পরুষাণি চ সংশ্রাব্য নির্দ্ধূতোঽস্মি বলীয়সা॥ ৩২
হৃতা ভার্য্যা চ মে তেন প্রাণেভ্যোঽপি গরীয়সী।
সুহৃদশ্চ মদীয়া যে সংযতা বন্ধনেষু তে॥ ৩৩
যত্নবাংশ্চ স দুষ্টাত্মা মদ্বিনাশায় রাঘব।
বহুশস্তৎপ্রযুক্তাশ্চ বানরা নিহতা ময়া॥ ৩৪
শঙ্কয়া ত্বেতয়াহঞ্চ দৃষ্ট্বা ত্বামপি রাঘব।
নোপসর্পাম্যহং ভীতো ভয়ে সর্ব্বে হি বিভ্যতি॥ ৩৫
কেবলং হি সহায়া মে হনুমৎপ্রমুখাস্ত্বিমে।
অতোঽহং ধারয়াম্যদ্য প্রাণান্ কৃচ্ছ্রগতোঽপি সন্॥ ৩৬
এতে হি কপয়ঃ স্নিগ্ধা মাং রক্ষন্তি সমন্ততঃ।
সহ গচ্ছন্তি গন্তব্যে নিত্যং তিষ্ঠন্তি চাস্থিতে॥ ৩৭
সংক্ষেপস্ত্বেষ মে রাম কিমুক্ত্বা বিস্তরং হি তে।
স মে জ্যেষ্ঠো রিপুর্ভ্রাতা বালী বিশ্রুতপৌরুষঃ॥ ৩৮
তদ্বিনাশেঽপি মে দুঃখং প্রমৃষ্টং স্যাদনন্তরম্।
সুখং মে জীবিতঞ্চৈব তদ্বিনাশনিবন্ধনম্॥ ৩৯
এষ মে রাম শোকান্তঃ শোকার্ত্তেন নিবেদিতঃ।
দুঃখিতঃ সুখিতো বাপি সখ্যুর্নিত্যং সখা গতিঃ॥ ৪০

দ্বারা নিহত হইয়া তোমার অগ্রজ অথচ অপকারী পরম শত্রু বালী অদ্যই পর্ব্বতশিখরের ন্যায় ভূতলে পতিত হইবে, দেখিবে। ২০—২৪। বানর-সেনাপতি সুগ্রীব, রঘুনন্দন রামের ঐ কথা শুনিয়া অতীব সন্তুষ্ট হইলেন এবং তাঁহাকে সাধুবাদ করিতে লাগিলেন;—"রাম! আমি শোকে অতিশয় অভিভূত হইয়াছি, অতএব বয়স্য বোধে আপনার সমক্ষে শোক প্রকাশ করিতেছি; আপনিও শোকার্ত্তদিগের পরমগতি। আমি অগ্নি সাক্ষী করিয়া আপনার সহিত মিত্রতা করিয়াছি; আপনি আমার প্রাণ অপেক্ষাও প্রিয়তম, ইহা আমি শপথ করিয়া বলিতে পারি। আমি সর্ব্বদা যে জন্য ব্যথিত হইতেছি, সখাবোধে বিশ্বস্তচিত্তে আপনার নিকটে সেই দুঃখ কীর্ত্তন করিতেছি।" ২৫—২৮। ইহা বলিয়াই, সুগ্রীবের নয়নদ্বয় অশ্রুপূর্ণ এবং স্বর অবরুদ্ধ হইল, অতএব তিনি আর কিছুই বলিতে পারিলেন না, পরন্তু রামের সন্নিধানে ধৈর্য্য ধারণ করত নদী-প্রবাহের ন্যায় সহসা সমাগত সেই অশ্রুবেগ রোধ করিলেন এবং অশ্রুবেগ রোধপূর্ব্বক সুন্দর নেত্রদ্বয় মুছিয়া দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া পুনর্ব্বার তাঁহাকে, কহিলেন, "রাম! বলবান্ বালী আমাকে অত্যন্ত কর্কশ বাক্যে ভর্ৎসনা করত রাজ্য হইতে দূরীভূত করিয়া আমার প্রাণ অপেক্ষা প্রিয়তমা ভার্য্যাকে অপহরণ করিয়া লইয়াছে এবং আমার আত্মীয়গণকে কারাগারে রুদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে। রঘুনন্দন! সেই দুরাত্মা এইরূপ করিয়াও ক্ষান্ত হয় নাই, আমার প্রাণ সংহার করিবার জন্য সর্ব্বদা যত্ন করিতেছে। সে, আমাকে বধ করিবার জন্য অনেকবার অনেক বানরকে এখানে পাঠাইয়াছিল, আমি তাহাদিগকে বধ করিয়াছি। রাম! এই ভয়ে আমি আপনাকে দেখিয়াও ভীত হইয়াছিলাম, সেইজন্যই আপনার নিকটে যাই নাই, উৎকট-ভয়সময়ে প্রাণিমাত্রেরই সকল বিষয়ে ভয় জন্মে। ২৯—৩৫। কেবল এই হনুমান প্রভৃতি চারিজন বানর আমার সহায় আছেন, আমি এইরূপ বিপন্ন হইয়াও কেবল ইঁহাদিগের বুদ্ধি ও বাহুবলেই অদ্যাবধি জীবিত রহিয়াছি। এই বানর বীরেরা আমাকে বড়ই ভাল বাসেন, এই জন্য আমাকে সর্ব্বতোভাবে রক্ষা করিয়া থাকেন;—আমি যেখানে যাই ইঁহারা আমার সহিত সেইখানে যান এবং যেখানে থাকি আমার সহিত সেখানে থাকেন। রাম! আপনার নিকটে বিস্তারিতরূপে বলিবার আবশ্যক কি? সংক্ষেপতঃ আমার বিবরণ এই যে, পৃথিবীতে বিখ্যাতবিক্রম আমার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা বালীই আমার পরম শত্রু; এক্ষণে সে নিহত হইলেই, আমার দুঃখ দূর হয়; তাহার বিনাশই আমার জীবন এবং সুখের মূলীভূত হইয়াছে। রাম! সখা দুঃখিতই থাকুন বা সুখীই থাকুন, সকল সময়েই সখার দুঃখনিবারণে যত্ন করিয়া থাকেন; সুতরাং আমি নিতান্ত শোকাকুল হইয়া

শ্রুত্বৈতচ্চ বচো রামঃ সুগ্রীবমিদমব্রবীৎ।
কিন্নিমিত্তমভূদ্বৈরং শ্রোতুমিচ্ছামি তত্ত্বতঃ॥ ৪১
সুখং হি কারণং শ্রুত্বা বৈরস্য তব বানর।
আনন্তর্য্যাদ্বিধাস্যামি সম্প্রধার্য্য বলাবলম্॥ ৪২
বলবান্ হি মমামর্ষঃ শ্রুত্বা ত্বামবমানিতম্।
বর্দ্ধতে হৃদয়োৎকম্পী প্রাবৃড়্বেগ ইবাম্ভসঃ॥ ৪৩
হৃষ্টঃ কথয় বিস্রব্ধো যাবদারোপ্যতে ধনুঃ।
সৃষ্টশ্চ হি ময়া বাণো নিরস্তশ্চ রিপুস্তব॥ ৪৪
এবমুক্তস্তু সুগ্রীবঃ কাকুৎস্থেন মহাত্মনা।
প্রহর্ষমতুলং লেভে চতুর্ভিঃ সহ বানরৈঃ॥ ৪৫
ততঃ প্রহৃষ্টবদনঃ সুগ্রীবো লক্ষ্মণাগ্রজে।
বৈরস্য কারণং তত্ত্বমাখ্যাতুমুপচক্রমে॥ ৪৬
ইতি কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ডে অষ্টমঃ সর্গঃ॥ ৮॥

নবমঃ সর্গঃ।

বালী নাম মম ভ্রাতা জ্যেষ্ঠঃ শত্রুনিসূদনঃ।
পিতুর্বহুমতো নিত্যং মম চাপি তথা পুরা॥ ১
পিতর্য্যুপরতে তস্মিন্ জ্যেষ্ঠোঽয়মিতি মন্ত্রিভিঃ।
কপীনামীশ্বরো রাজ্যে কৃতঃ পরমসম্মতঃ॥ ২
রাজ্যং প্রশাসতস্তস্য পিতৃপৈতামহং মহৎ।
অহং সর্ব্বেষু কালেষু প্রণতঃ প্রেষ্যবৎ স্থিতঃ॥ ৩
মায়াবী নাম তেজস্বী পূর্ব্বজো দুন্দুভেঃ সুতঃ।
তেন তস্য মহদ্বৈরং বালিনঃ স্ত্রীকৃতং পুরা॥ ৪
স তু সুপ্তে জনে রাত্রৌ কিষ্কিন্ধ্যাদ্বারমাগতঃ।
নর্দ্দতি স্ম সুসংরব্ধো বালিনং চাহ্বয়দ্রণে॥ ৫
প্রসুপ্তস্তু মম ভ্রাতা নর্দ্দতো ভৈরবস্বনম্।
শ্রুত্বা ন মমৃষে বালী নিষ্পপাত জবাত্তদা॥ ৬
স তু বৈ নিঃসৃতঃ ক্রোধাৎ তং হন্তুমসুরোত্তমম্।
বার্য্যমাণস্ততঃ স্ত্রীভির্ময়া চ প্রণতাত্মনা॥ ৭
স তু নির্দ্ধূয় তাঃ সর্ব্বা নির্জ্জগাম মহাবলঃ।
ততোঽহমপি সৌহার্দ্দান্নিঃসৃতো বালিনা সহ॥ ৮
স তু মে ভ্রাতরং দৃষ্ট্বা মাঞ্চ দূরাদবস্থিতম্।
অসুরো জাতসন্ত্রাসঃ প্রদুদ্রাব তদা ভৃশম্॥ ৯
তস্মিন্ দ্রবতি সন্ত্রস্তে হ্যাবাং দ্রুততরং গতৌ।

আপনার নিকটে আমার দুঃখমোচনের উপায় বলিলাম।” ৩৬—৪০। রাম, সুগ্রীবের এ কথা শুনিয়া তাঁহাকে বলিলেন, “বানরশ্রেষ্ঠ! বালীর সহিত তোমার শত্রুতা জন্মিয়াছে কেন, তাহা আমি যথার্থরূপে শুনিতে ইচ্ছা করি। আমি বালীর সহিত তোমার শত্রুতা জন্মিবার কারণ শুনিয়া কোন কার্য্য গুরু ও কোন্ কার্য্য লঘু তাহা স্থির করত যাহাতে তোমার সুখ হয়, তাহাই করিব। তুমি অপমানিত হইয়াছ, ইহা শুনিয়াই আমার ক্রোধবেগ, বর্ষাকালে নদীবেগের ন্যায় বৃদ্ধি পাইতেছে এবং হৃদয় কম্পিত করিতেছে। যতক্ষণ আমি ধনুকে গুণ সংযোগ না করিতেছি, ততক্ষণ তোমার শত্রু বালী জীবিত থাকিবে; আমি অস্ত্র নিক্ষেপ করিলেই, সে নিহত হইবে, সুতরাং তুমি প্রীতহৃদয়ে বিশ্বস্তভাবে আমার নিকটে তাহার সহিত শত্রুতা জন্মিবার কারণ বল।” লক্ষ্মণাগ্রজ মহাত্মা রাম ইহা বলিলে, সুগ্রীব এবং তাঁহার সহচর চারিটী বানর অতুল আনন্দিত হইলেন এবং হৃষ্টবদনে তাঁহার নিকটে বালীর শত্রুতা জন্মিবার কারণ বলিতে লাগিলেন। ৪১—৪৬।

নবম সর্গ।

সুগ্রীব কহিলেন, “আমার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা সেই শত্রুবিনাশী, বালী পিতার অত্যন্ত স্নেহের পাত্র ছিল; আমিও পূর্ব্বে তাঁহাকে বিশেষ ভক্তি করিতাম, পরে পিতা পরলোকে গমন করিলে, মন্ত্রীরা সকলের সম্মতিক্রমে জ্যেষ্ঠ বলিয়া তাঁহাকে বানররাজ্যে অভিষিক্ত করিলেন। সে পিতৃপিতামহ-প্রাপ্ত সুবৃহৎ বানররাজ্য শাসন করিতে লাগিলে, আমি ভৃত্যের ন্যায়, তাহার নিকটে সর্ব্বদা প্রণত থাকিতাম। ইতি পূর্ব্বে মহাতেজা দুন্দুভি-নামক অসুরের জ্যেষ্ঠ পুত্রের সহিত রমণীর জন্য বালীর শত্রুতা জন্মিয়াছিল; সে অতিশয় তেজস্বী ও মায়াবী ছিল, তাহার নামও মায়াবী। একদা রাত্রে সকলে নিদ্রিত হইলে, সেই অসুর কিষ্কিন্ধ্যানগরীর দ্বারদেশে আসিয়া ক্রুদ্ধ হইয়া গর্জ্জন করত বালীকে যুদ্ধার্থে আহ্বান করিতে লাগিল। তখন বালী নিদ্রিত ছিল, কিন্তু সেই গর্জ্জনকারী অসুরের ভীষণ রবে জাগরিত হইয়া সেই গর্জ্জন শুনিয়া তাহা সহ্য করিতে পারিল না,—দ্রুতপদে গৃহ হইতে বহির্গত হইল। ১—৬। পরে আমি এবং তাহার ভার্য্যারা যাইতে নিষেধ করিলে, সে আমাদের নিষেধ অগ্রাহ্য করিয়া সেই অসুরশ্রেষ্ঠ মায়াবীকে বধ করিবার জন্য ধাবিত হইল; মহাবল বালী রমণীদিগকে ভর্ৎসনাপূর্ব্বক ঘরে ফিরাইয়া পুরী হইতে বাহির হইল, আমিও সৌহার্দ্দবশতঃ তাহার সহিত প্রস্থান করিলাম। মায়াবী অসুর দূর হইতে আমাকে এবং আমার ভ্রাতাকে যুদ্ধার্থে-উপস্থিত দেখিয়া অত্যন্ত ভীত হইয়া অতিবেগে পলায়ন করিতে লাগিল। সে ভীত হইয়া দ্রুতপদে ধাবিত হইলে, আমরাও অতি ত্বরিত-

প্রকাশোঽপি কৃতো মার্গশ্চন্দ্রেণোদ্গচ্ছতা তদা ॥ ১০
স তৃণৈরাবৃতং দুর্গং ধরণ্যা বিবরং মহৎ।
প্রবিবেশাসুরো বেগাদাবামাসাদ্য বিষ্ঠিতৌ ॥ ১১
তং প্রবিষ্টং রিপুং দৃষ্ট্বা বিলং রোষবশং গতঃ।
মামুবাচ ততো বালী বচনং ক্ষুভিতেন্দ্রিয়ঃ ॥ ১২
ইহ তিষ্ঠাদ্য সুগ্রীব বিলদ্বারি সমাহিতঃ।
যাবদত্র প্রবিশ্যাহং নিহন্মি সমরে রিপুম্ ॥ ১৩
ময়া ত্বেতদ্বচঃ শ্রুত্বা যাচিতঃ স পরন্তপঃ।
শাপয়িত্বা স মাং পদ্ভ্যাং প্রবিবেশ বিলং ততঃ ॥ ১৪
তস্য প্রবিষ্টস্য বিলং সাগ্রঃ সংবৎসরো গতঃ।
স্থিতস্য চ বিলদ্বারি স কালো ব্যত্যবর্ত্তত ॥ ১৫
অহন্তু নষ্টং তং জ্ঞাত্বা স্নেহাদাগতসম্ভ্রমঃ।
ভ্রাতরং ন প্রপশ্যামি পাপশঙ্কি চ মে মনঃ ॥ ১৬
অথ দীর্ঘস্য কালস্য বিলাত্তস্মাদ্বিনিঃসৃতম্।
সফেনং রুধিরং দৃষ্ট্বা ততোঽহং ভৃশদুঃখিতঃ ॥ ১৭
নর্দতামসুরাণাঞ্চ ধ্বনির্মে শ্রোত্রমাগতঃ।
ন রতস্য চ সংগ্রামে ক্রোশতোঽপি স্বনো গুরোঃ ॥ ১৮
অহং ত্ববগতো বুদ্ধ্যা চিহ্নৈস্তৈর্ভ্রাতরং হতম্।
পিধায় চ বিলদ্বারং শিলয়া গিরিমাত্রয়া।
শোকার্ত্তশ্চোদকং কৃত্বা কিষ্কিন্ধ্যামাগতঃ সখে ॥ ১৯
গূহমানস্য মে তত্ত্বং যত্নতো মন্ত্রিভিঃ শ্রুতম্।
ততোঽহং তৈঃ সমাগম্য সমেতৈরভিষেচিতঃ ॥ ২০
রাজ্যং প্রশাসতস্তস্য ন্যায়তো মম রাঘব।
আজগাম রিপুং হত্বা দানবং স তু বানরঃ ॥ ২১
অভিষিক্তন্তু মাং দৃষ্ট্বা ক্রোধাৎ সংরক্তলোচনঃ।
মদীয়ান্ মন্ত্রিণো বদ্ধ্বা পরুষং বাক্যমব্রবীৎ ॥ ২২
নিগ্রহে চ সমর্থস্য তং পাপং প্রতি রাঘব।
ন প্রাবর্ত্তত মে বুদ্ধির্ভ্রাতৃগৌরবযন্ত্রিতা ॥ ২৩
হত্বা শত্রুং স মে ভ্রাতা প্রবিবেশ পুরং তদা ॥ ২৪
মানয়ংস্তং মহাত্মানং যথাবচ্চাভিবাদয়ম্।
উক্তাশ্চ নাশিষস্তেন প্রহৃষ্টেনান্তরাত্মনা ॥ ২৫
নত্বা পাদাবহং তস্য মুকুটেনাস্পৃশং প্রভো।
অপি বালী মম ক্রোধান্ন প্রসাদং চকার সঃ ॥ ২৬

ইতি কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ডে নবমঃ সর্গঃ ॥ ৯ ॥

সমনে তাহার পশ্চাৎ ধাবিত হইলাম। তখন চন্দ্রের আলোকে পথ অতিশয় আলোকিত ছিল। ৭—১০। পরে সেই অসুর তৃণাবৃত অতি দুর্গম এক বৃহৎ বিবরমধ্যে সবেগে প্রবেশ করিল, আমরা তাহার দ্বারদেশে যাইয়া দাঁড়াইলাম। বালী, শত্রুকে গর্ত্তমধ্যে প্রবেশ করিতে দেখিয়া ক্রোধে অধীর হইয়া আমাকে বলিল, 'সুগ্রীব। আমি এই গর্ত্তমধ্যে প্রবেশ করিয়া যতক্ষণ পর্য্যন্ত যুদ্ধে শত্রুকে বধ না করি, তুমি ততক্ষণ পর্য্যন্ত এইস্থানে সাবধান হইয়া থাক। শত্রুদমন বালীর ঐ কথা শুনিয়া, আমি তাহার সহিত গর্ত্তমধ্যে প্রবেশ করিতে প্রার্থনা করিলাম; কিন্তু সে চরণের দিব্য দিয়া আমাকে নিবারণপূর্ব্বক নিজেই গর্ত্তমধ্যে প্রবেশ করিল। সে গর্ত্তমধ্যে প্রবেশ করিলে, ক্রমে একবৎসরকাল গত হইল; আমিও ততদিন পর্য্যন্ত গর্ত্তদ্বারে রহিলাম। ১১—১৫। এক বৎসর অতীত হইলেও যখন আমি ভ্রাতা বালীকে দেখিতে পাইলাম না, তখন আমার মন তাহার অনিষ্ট আশঙ্কা করিতে লাগিল; আমি তাহাকে মৃত মনে করিয়া তাহার প্রতি স্নেহবশতঃ অত্যন্ত মুগ্ধ হইতে থাকিলাম। পরে দীর্ঘকাল পরে সেই গর্ত্ত হইতে সফেন রক্ত নির্গত হইতে লাগিল, দেখিয়া আমি অতিশয় দুঃখিত হইলাম; কেননা তখন কেবল গর্জ্জনকারী অসুরদিগের গর্জ্জনধ্বনি আমার কর্ণগোচর হইল, কিন্তু আমার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা বালী গর্জ্জন করিলেও তাহা আমি শুনিতে পাইলাম না। সখে! আমি সেই সকল চিহ্নদ্বারা ভ্রাতা বালীকে নিহত মনে করিয়া এক পর্ব্বতপ্রমাণ প্রস্তরদ্বারা গর্ত্তদ্বার রুদ্ধ করিলাম এবং শোকাকুল হইয়া তাহার উদকক্রিয়া সম্পাদন করত কিষ্কিন্ধ্যানগরীতে ফিরিয়া আসিলাম। ১৬—১৯। পরে সযত্নে প্রকৃত কথা গোপন করিলেও মন্ত্রিগণ তাহা শুনিয়া সকলে মিলিত হইয়া আমাকে রাজ্যে অভিষিক্ত করিলেন। রঘুনন্দন! পরে আমি যথারীতি রাজ্য শাসন করিতে লাগিলে, বানরশ্রেষ্ঠ বালী, দানবকে বিনাশ করিয়া আমার নিকটে আসিল এবং আমাকে রাজ্যে অভিষিক্ত দেখিয়া ক্রোধে আরক্তলোচন হইয়া আমার রাজ্যাভিষেককারী অমাত্যগণকে বন্ধনপূর্ব্বক তিরস্কার করিতে লাগিল। যখন সেই পাপাচারী আমার ভ্রাতা বালী, শত্রুকে বধ করিয়া পুরীমধ্যে প্রবেশ করিল, তখন আমি তাহাকে পরাস্ত করিতে পারিতাম, কিন্তু জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা বলিয়া তাহাতে ইচ্ছা হইল না। এই জন্য আমি তাহাকে সমুচিত সম্মান করিয়া অভিবাদন করিলাম; কিন্তু সে হৃষ্টচিত্তে আমাকে আশীর্ব্বাদ করিল না। প্রভো! আমি মুকুটদ্বারা তাহার পদ স্পর্শ করিয়া প্রণাম করিলাম, তথাপি সে আমার প্রতি প্রসন্ন হইল না। ক্রুদ্ধ হইয়া রহিল। ২০—২৬।

দশমঃ সর্গঃ।

ততঃ ক্রোধসমাবিষ্টং সংরব্ধং তমুপাগতম্।
অহং প্রসাদয়াঞ্চক্রে ভ্রাতরং হিতকাম্যয়া ॥ ১
দিষ্ট্যাসি কুশলী প্রাপ্তো নিহতশ্চ ত্বয়া রিপুঃ।
অনাথস্য হি মে নাথস্ত্বমেকোঽনাথনন্দন ॥ ২
ইদং বহুশলাকং তে পূর্ণচন্দ্রমিবোদিতম্।
ছত্রং সবালব্যজনং প্রতীচ্ছস্ব ময়া ধৃতম্ ॥ ৩
আর্ত্তস্তত্র বিলদ্বারি স্থিতঃ সংবৎসরং নৃপ।
দৃষ্ট্বা চ শোণিতং দ্বারি বিলাচ্চাপি সমুত্থিতম্ ॥ ৪
শোকসংবিগ্নহৃদয়ো ভৃশং ব্যাকুলিতেন্দ্রিয়ঃ।
অপিধায় বিলদ্বারং শৈলশৃঙ্গেণ তত্তদা।
তস্মাদ্দেশাদপাক্রম্য কিষ্কিন্ধ্যাং প্রাবিশং পুনঃ ॥ ৫
বিষাদাত্ত্বিহ মাং দৃষ্ট্বা পৌরৈর্মন্ত্রিভিরেব চ।
অভিষিক্তো ন কামেন তন্মে ক্ষন্তুং ত্বমর্হসি ॥ ৬
ত্বমেব রাজা মানার্হঃ সদা চাহং যথা পুরা।
রাজভাবে নিয়োগোঽয়ং মম ত্বদ্বিরহাৎ কৃতঃ ॥ ৭
সামাত্যপৌরনগরং স্থিতং নিহতকণ্টকম্।
ন্যাসভূতমিদং রাজ্যং তব নির্য্যাতয়াম্যহম্ ॥ ৮
মা চ রোষং কৃথাঃ সৌম্য মম শত্রুনিসূদন।
যাচে ত্বাং শিরসা রাজন্ ময়া বদ্ধোঽয়মঞ্জলিঃ ॥ ৯
বলাদস্মিন্ সমাগম্য মন্ত্রিভিঃ পুরবাসিভিঃ।
রাজভাবে নিযুক্তোঽহং শূন্যদেশজিগীষয়া ॥ ১০
স্নিগ্ধমেবং ব্রুবাণং স বিনির্ভর্ৎস্য চ বানরঃ।
ধিক্ ত্বামিতি চ মামুক্ত্বা বহু তত্তদুবাচ হ ॥ ১১
প্রকৃতীশ্চ সমানীয় মন্ত্রিণশ্চৈব সম্মতান্।
মামাহ সুহৃদাং মধ্যে বাক্যং পরমগর্হিতম্ ॥ ১২
বিদিতং বো যথা রাত্রৌ মায়াবী স মহাসুরঃ।
মাং সমাহ্বয়ত ক্রুদ্ধো যুদ্ধাকাঙ্ক্ষী তদা পুরা ॥ ১৩
তস্য তদ্ভাষিতং শ্রুত্বা নিঃসৃতোঽহং নৃপালয়াৎ।

দশম সর্গ।

"পরে আমি নিজের হিতের জন্য সেই সমাগত অতিক্রুদ্ধ ভ্রাতাকে প্রসন্ন করিয়া কহিলাম, 'প্রভো! আপনি আমার ভাগ্যক্রমে কুশলে আসিলেন, সৌভাগ্যক্রমে আপনার শত্রু নিহত হইয়াছে। আপনিই অনাথের আনন্দদাতা, আমি অনাথ, আপনিই আমার একমাত্র রক্ষক। আমি এতদিন আপনার এই নবোদিত পূর্ণচন্দ্রের ন্যায় বিরাজমান বহুশলাকা-সমন্বিত ছত্র ও চামর ধারণ করিয়াছিলাম, এক্ষণে প্রত্যর্পণ করিতেছি, আপনি গ্রহণ করুন। রাজন্! আমি আপনার চিন্তায় কাতর হইয়া এক বৎসর কাল সেই গর্ত্তের মুখে অবস্থিত ছিলাম। পরে একদিন গর্ত্তের মধ্য হইতে দ্বারদেশে রক্ত নির্গত হইতে দেখিয়া এবং আপনার গর্জ্জনশব্দ শুনিতে না পাইয়া আপনাকে মৃত বিবেচনা করত আমার হৃদয় শোকবশতঃ উদ্বিগ্ন এবং ইন্দ্রিয়সকল ব্যাকুল হইয়া উঠিল। তখন আমি এক পর্ব্বতশিখর লইয়া সেই গর্ত্তের মুখ আচ্ছাদনপূর্ব্বক তথা হইতে প্রস্থান করত পুনরায় কিষ্কিন্ধ্যানগরীতে প্রবেশ করিলাম। আমি বিষণ্ণ হইয়া একাকী পুরীতে প্রবেশ করিলাম দেখিয়া অমাত্য ও পুরবাসীরা আপনাকে নিহত মনে করিয়া আমাকে রাজ্যে অভিষিক্ত করিয়াছেন; আমি কিছু স্বেচ্ছাক্রমে অভিষিক্ত হই নাই; তথাপি আমার যে দোষ হইয়াছে, তাহা আপনি ক্ষমা করুন। আপনিই রাজা এবং আমার সম্মানভাজন; আমি আপনার নিকটে চিরকালই সমান,—পূর্ব্বে যেমন ভৃত্যের ন্যায় আপনাকে শুশ্রূষা করিতাম, এখনও সেইরূপ শুশ্রূষা করিব। কেবল আপনার বিনাশ আশঙ্কা করিয়াই পুরবাসী এবং অমাত্যগণ আমাকে রাজ্যপালনে নিয়োগ করিয়াছেন। ১—৭। অরিন্দম! অমাত্য পুরবাসিগণ ও নগর সমেত এই রাজ্য আমার নিকটে গচ্ছিত ধনের ন্যায় রক্ষিত ছিল, আমি আপনাকে তাহা প্রত্যর্পণ করিলাম। এতদিন পর্য্যন্ত এই রাজ্যে অরাজকতা-দোষবশতঃ কোন অত্যাচার ঘটে নাই। প্রিয়দর্শন! আমি কৃতাঞ্জলিপুটে অবনত মস্তকে আপনার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি; আপনি আমার প্রতি ক্রুদ্ধ হইবেন না। রাজন্! অমাত্য ও পৌরগণ সকলে মিলিত হইয়া, রাজ্য অরাজক হওয়ায় পাছে কোন অত্যাচার হয়, এই ভয়ে বলপূর্ব্বক আমাকে রাজ্য-পালনে নিয়োগ করিয়াছেন।" আমি ভক্তিপূর্ব্বক ঐরূপ বলিলে, বানরপ্রধান বালী আমাকে ভর্ৎসনা করত 'তোকে ধিক্' ইহা বলিয়া আরও নানা পরুষ বাক্য বলিল এবং অনুগত অমাত্য ও পৌরদিগকে আনয়নপূর্ব্বক তাহাদিগের সমক্ষে আমাকে উদ্দেশ করিয়া এই সাতিশয় গর্হিত কথা বলিতে লাগিল। ৮—১২। তোমরা জ্ঞাত আছ যে, পূর্ব্বে রাত্রিকালে অতিক্রূর মহাসুর মায়াবী আমার সহিত যুদ্ধ করিতে ইচ্ছা করিয়া আমাকে আহ্বান করিয়াছিল এবং আমিও তাহার গর্জ্জনশব্দ শুনিয়া রাজভবন হইতে বাহির হইয়াছিলাম। তখন আমার এই অতিদারুণস্বভাব

অনুযাতশ্চ মাং তূর্ণময়ং ভ্রাতা সুদারুণঃ ॥ ১৪
স তু দৃষ্ট্বৈব মাং রাত্রৌ সদ্বিতীয়ং মহাবলঃ।
প্রাদ্রবদ্ভয়সংত্রস্তো বীক্ষ্যাবাং সমুপাগতৌ ॥ ১৫
অভিদ্রুতস্তু বেগেন বিবেশ স মহাবিলম্ ॥ ১৬
তং প্রবিষ্টং বিদিত্বা তু সুঘোরং সুমহদ্বিলম্।
অয়মুক্তোঽথ মে ভ্রাতা ময়া তু ক্রূরদর্শনঃ ॥ ১৭
অহত্বা নাস্তি মে শক্তিঃ প্রতিগন্তুমিতঃ পুরীম্।
বিলদ্বারি প্রতীক্ষ ত্বং যাবদেনং নিহন্ম্যহম্ ॥ ১৮
স্থিতোঽয়মিতি মত্বাহং প্রবিষ্টস্তু দুরাসদম্।'
তং মে মার্গয়তস্তত্র গতঃ সংবৎসরস্তদা ॥ ১৯
স তু দৃষ্টো ময়া শত্রুরনির্বেদাদ্ভয়াবহঃ।
নিহতশ্চ ময়া সদ্যঃ স সর্বৈঃ সহ বন্ধুভিঃ ॥ ২০
তস্যৈব চ প্রবৃত্তেন রুধিরৌঘেন তদ্বিলম্।
পূর্ণমাসীদ্দুরাক্রামং স্তনতস্তস্য ভূতলে ॥ ২১
সূদয়িত্বা তু তং শত্রুং বিক্রান্তং তমহং সুখম্।
নিষ্ক্রামং নেহ পশ্যামি বিলস্য পিহিতং মুখম্ ॥ ২২
বিক্রোশমানস্য তু মে সুগ্রীবেতি পুনঃপুনঃ।
যতঃ প্রতিবচো নাস্তি ততোঽহং ভৃশদুঃখিতঃ ॥ ২৩
পাদপ্রহারৈস্তু ময়া বহুভিঃ পরিপাতিতম্।
ততোঽহং তেন নিষ্ক্রম্য যথা পুরমুপাগতঃ ॥ ২৪
তত্রানেনাস্মি সংরুদ্ধো রাজ্যং মৃগয়তাত্মনঃ।
সুগ্রীবেণ নৃশংসেন বিস্মৃত্য ভ্রাতৃসৌহৃদম্ ॥ ২৫
এবমুক্ত্বা তু মাং তত্র বস্ত্রেণৈকেন বানরঃ।
তদা নির্বাসয়ামাস বালী বিগতসাধ্বসঃ ॥ ২৬
তেনাহমপবিদ্ধশ্চ হৃতদারশ্চ রাঘব।
তদ্ভয়াচ্চ মহীং সর্বাং ক্রান্তবান্ সবনার্ণবাম্ ॥ ২৭
ঋষ্যমূকং গিরিবরং ভার্য্যাহরণদুঃখিতঃ।
প্রবিষ্টোঽস্মি দুরাধর্ষং বালিনঃ কারণান্তরে ॥ ২৮
এতত্তে সর্বমাখ্যাতং বৈরানুকথনং মহৎ ॥
অনাগসা ময়া প্রাপ্তং ব্যসনং পশ্য রাঘব ॥ ২৯
বালিনশ্চ ভয়ার্ত্তস্য সর্বলোকভয়াপহ।
কর্তুমর্হসি মে বীর প্রসাদং তস্য নিগ্রহাৎ ॥ ৩০
এবমুক্তঃ স তেজস্বী ধর্মজ্ঞো ধর্মসংহিতম্।
বচনং বক্তুমারেভে সুগ্রীবং প্রহসন্নিব ॥ ৩১
অমোঘাঃ সূর্য্যসঙ্কাশা নিশিতা মে শরা ইমে।

ভ্রাতা আমার অনুগামী হইয়াছিল। পরে সেই প্রবল-প্রতাপশালী অসুর রাত্রিকালে আমাকে সহায়শালী দেখিয়া অতিশয় ভীত হইয়া ধাবিত হইল এবং আমাদিগকেও পশ্চাৎ ধাবিত হইতে দেখিয়া দ্রুতবেগে ধাবিত হইয়া এক বৃহৎ গর্ত্তমধ্যে প্রবেশ করিল। ১৩—১৬। সে অতি ভয়ঙ্কর বৃহৎ গর্ত্তমধ্যে প্রবেশ করিতেছে দেখিয়া আমি এই নিষ্ঠুরকার্য্যকারী ভ্রাতাকে কহিলাম যে, 'ইহাকে বধ না করিয়া এস্থান হইতে ফিরিতে আমার ইচ্ছা নাই, সুতরাং যে পর্য্যন্ত আমি ইহাকে বিনাশ করিতে না পারি, ততদিন পর্য্যন্ত তুমি এই স্থানে আমার জন্য অপেক্ষা কর।' এ দ্বারদেশে র হল, এই মনে করিয়া, আমি সেই দুর্গম গর্ত্তমধ্যে প্রবেশ করিলাম এবং তথায় প্রবেশ করিয়া ভয়ঙ্কর শত্রুকে অন্বেষণ করিতে করিতে, আমার একবৎসর কাল অতীত হইল, তথাপি আমি নিরস্ত না হইয়া তাহাকে অন্বেষণ করিতে লাগিলাম। অনেক অনুসন্ধানের পর তাহাকে দেখিতে পাইলাম এবং তৎক্ষণাৎ তাহাকে ও তাহার বান্ধবদিগকে নিহত করিলাম। ১৭—২০। তখন সে মৎকর্ত্তৃক ভূতলে পাতিত হইয়া চীৎকার করিতে লাগিল, এবং তাহার দেহনির্গত প্রভূত রক্তধারা পরিপূর্ণ হইয়া, সেই গর্ত্তও দুর্গম হইয়া উঠিল। পরে আমি সেই পরাক্রমশালী অসুরকে বধ করিয়া হৃষ্টমনে গর্ত্তের দ্বারদেশে আসিয়া বাহির হইবার পথ দেখিতে পাইলাম না। কারণ, গর্ত্তের দ্বার রুদ্ধ ছিল। পরে আমি 'সুগ্রীব! সুগ্রীব!' বলিয়া বারবার চীৎকার করিয়াও কোন প্রত্যুত্তর না পাইয়া নিতান্ত দুঃখিত হইলাম এবং বহু পদাঘাতে সেই প্রস্তরখণ্ড সরাইয়া ফেলিলাম। পরে আমি সেই পথ দিয়া বহির্গত হইয়া কিষ্কিন্ধ্যায় আসিয়াছি। এই নৃশংস সুগ্রীব রাজ্যলোভে ভ্রাতৃস্নেহ ভুলিয়া গিয়া আমাকে তথায় রুদ্ধ করিয়াছিল।' ২১—২৫। বানররাজ বালী সভামধ্যে নির্ভয়ে ঐ কথা বলিয়া আমাকে উত্তরীয় পর্য্যন্ত লইতে না দিয়া নির্ব্বাসিত করিয়াছে। রাঘব! সে আমাকে রাজ্য হইতে বহিষ্কৃত করিয়া আমার ভার্য্যাকে হরণ করিয়াছে; আমি ভার্য্যাহরণ বশতই দুঃখিত হইয়া তাহার ভয়ে সাগর ও বন-পরিবেষ্টিত সমগ্র ভূমণ্ডল পরিভ্রমণ করিয়াছি, অবশেষে এই ঋষ্যমূকনামক পর্ব্বতে প্রবিষ্ট হইয়াছি। কোন কারণ বশতঃ বালী এস্থানে আসিতে পারে না। রাঘব! আমি আপনার নিকটে বালীর সহিত শত্রুতা জন্মিবার এই সুমহৎ বিবরণ কীর্ত্তন করিলাম; দেখুন, আমি বিনা দোষে বিপন্ন হইয়াছি। বীর! আপনি সকল প্রাণীরই ভয় নিবারণ করেন; আমিও বালীর ভয়ে কাতর হইয়াছি, এক্ষণে আপনি আমার প্রতি অনুগ্রহ করিয়া তাহাকে বধ করুন।" ২৬—৩০। তেজস্বী ধর্ম্মজ্ঞ রাম, সুগ্রীবের ঐ কথা শুনিয়া যেন মৃদু হাস্য করিয়া

তস্মিন্ বালিনি দুর্বৃত্তে পতিষ্যন্তি রুষান্বিতাঃ ॥ ৩২
যাবত্তং ন হি পশ্যেয়ং তব ভার্য্যাপহারিণম্।
তাবৎ স জীবেৎ পাপাত্মা বালী চারিত্রদূষকঃ ॥ ৩৩
আত্মানুমানাৎ পশ্যামি মগ্নস্ত্বং শোকসাগরে।
ত্বামহং তারয়িষ্যামি বাঢ়ং প্রাপ্স্যসি পুষ্কলম্ ॥ ৩৪
তস্য তদ্বচনং শ্রুত্বা হর্ষপৌরুষবর্দ্ধনম্।
সুগ্রীবঃ পরমপ্রীতঃ সুমহদ্বাক্যমব্রবীৎ ॥ ৩৫
ইতি কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ডে দশমঃ সর্গঃ ॥ ১০ ॥

একাদশঃ সর্গঃ।

রামস্য বচনং শ্রুত্বা হর্ষপৌরুষবর্দ্ধনম্।
সুগ্রীবঃ পূজয়াঞ্চক্রে রাঘবং প্রশশংস চ ॥ ১
অসংশয়ং প্রজ্বলিতৈস্তীক্ষ্ণৈর্মর্ম্মাতিগৈঃ শরৈঃ।
ত্বং দহেঃ কুপিতো লোকান্ যুগান্ত ইব ভাস্করঃ ॥ ২
বালিনঃ পৌরুষং যত্তদ্যচ্চ বীর্য্যং ধৃতিশ্চ যা।
তন্মমৈকমনাঃ শ্রুত্বা বিধৎস্ব যদনন্তরম্ ॥ ৩
সমুদ্রাৎ পশ্চিমাৎ পূর্ব্বং দক্ষিণাদপি চোত্তরম্।
ক্রামত্যনুদিতে সূর্য্যে বালী ব্যপগতক্লমঃ ॥ ৪
অগ্রাণ্যারুহ্য শৈলানাং শিখরাণি মহান্ত্যপি।
ঊর্দ্ধমুৎপাত্য তরসা প্রতিগৃহ্লাতি বীর্য্যবান্ ॥ ৫
বহবঃ সারবন্তশ্চ বনেষু বিবিধা দ্রুমাঃ।
বালিনা তরসা ভগ্না বলং প্রথয়তাত্মনঃ ॥ ৬
মহিষো দুন্দুভির্নাম কৈলাসশিখরপ্রভঃ।
বলং নাগসহস্রস্য ধারয়ামাস বীর্য্যবান্ ॥ ৭
স বীর্য্যোৎসেকদুষ্টাত্মা বরদানেন মোহিতঃ।
জগাম স মহাকায়ঃ সমুদ্রং সরিতাং পতিম্ ॥ ৮
ঊর্ম্মিমন্তমতিক্রম্য সাগরং রত্নসঞ্চয়ম্।
মম যুদ্ধং প্রযচ্ছেতি তমুবাচ মহার্ণবম্ ॥ ৯
ততঃ সমুদ্রো ধর্ম্মাত্মা সমুত্থায় মহাবলঃ।
অব্রবীদ্বচনং রাজন্নসুরং বলচোদিতম্ ॥ ১০
সমর্থো নাস্মি তে দাতুং যুদ্ধং যুদ্ধবিশারদ।
শ্রূয়তাং ত্বভিধাস্যামি যস্তে যুদ্ধং প্রদাস্যতি ॥ ১১
শৈলরাজো মহারণ্যে তপস্বিশরণং পরম্।
শঙ্করশ্বশুরো নাম্না হিমবানিতি বিশ্রুতঃ ॥ ১২
মহাপ্রস্রবণোপেতো বহুকন্দরনির্ঝরঃ।

তাঁহাকে এই ধর্ম্মযুক্ত বাক্য বলিলেন, "আমার সূর্য্যতুল্য দীপ্তিশালী সুশাণিত এই অব্যর্থ বাণসকল ক্রোধ-সহকারে সেই দুরাচার বালীর উপরি পতিত হইবে। যতক্ষণ আমি তোমার ভার্য্যাপহারী, দূষিতচিত্ত, পাপাত্মা বালীকে দেখিতে না পাইব, ততক্ষণই সে জীবিত থাকিবে। আমি নিজের অবস্থা অনুমান করিয়াই বুঝিতে পারিতেছি যে তুমি শোকসাগরে নিমগ্ন রহিয়াছ, নিশ্চয়ই আমি তোমাকে উদ্ধার করিব, তুমি পরমসুখী হইবে।" হর্ষ ও পৌরুষবর্দ্ধনকারী রামের ঐ কথা শুনিয়া সুগ্রীব পরমপ্রীতিসহকারে তাঁহাকে অতি উৎকৃষ্ট কথা বলিলেন। ৩১—৩৫।

একাদশ সর্গ।

সুগ্রীব রামের সেই প্রীতিকর ও পৌরুষোদ্দীপক কথা শুনিয়া তাঁহাকে সম্মানপূর্ব্বক প্রশংসা করিতে লাগিলেন। "রাঘব! আপনি ক্রুদ্ধ হইলে মর্ম্মভেদী প্রদীপ্ত সুতীক্ষ্ণ বাণসমূহদ্বারা প্রলয়কালীন সূর্য্যের ন্যায় সকল লোক দগ্ধ করিতে পারেন, ইহাতে সন্দেহ নাই। তথাপি আমি বালীর পৌরুষ, ধৈর্য্য ও বীর্য্যের কথা বলিতেছি, আপনি একাগ্রচিত্তে শুনিয়া যাহা কর্ত্তব্য বিবেচনা করেন, তাহাই করুন। বালী অতিশয় বল-বান্; কোন কার্য্যেই তাহার পরিশ্রম বোধ হয় না। অরুণোদয়ের পর সূর্য্য উদিত হইতে না—হইতেই সে প্রতিদিন অনায়াসে পূর্ব্বসাগর হইতে পশ্চিম সাগরে, পশ্চিম সাগর হইতে দক্ষিণ সাগরে ও দক্ষিণ সাগর হইতে উত্তর সাগরে গমন করে এবং পর্ব্বতের শিখরদেশে আরোহণ করিয়া বৃহৎ বৃহৎ শৃঙ্গ সকল সবলে উৎপাটনপূর্ব্বক ঊর্দ্ধে নিক্ষেপ করত পুনরায় তাহা ধরিয়া থাকে এবং নিজের বল জানাই-বার জন্য বনমধ্যে সমধিকসারবিশিষ্ট নানাজাতীয় বৃক্ষসকল বলপূর্ব্বক ভাঙ্গিয়া ফেলে। ১—৬। আকারে কৈলাসশিখরতুল্য, বীর্য্যশালী, দুন্দুভি নামক এক মহিষাকার, অসুর ছিল, সে তপস্যাপ্রভাবে সহস্র মত্তহস্তীর বল ধারণ করিত। রাজন্! সেই ভীম-কায় অসুর বরলাভে মোহিত ও বলগর্ব্বে গর্ব্বিত হইয়া একদিন নদীপতি সমুদ্রের নিকটে গমন করিল এবং তরঙ্গসমাকুল, বিবিধ রত্নরাজির আকর সাগর অতিক্রমপূর্ব্বক মহাসাগরে যাইয়া, তাহার অধিষ্ঠাতা বরুণদেবকে লক্ষ্য করত বলিল 'আমাকে যুদ্ধ প্রদান কর,' পরে মহাত্মা মহাবলশালী সমুদ্রাধিষ্ঠাতা বরুণদেব সমুদ্র হইতে উত্থিত হইয়া সেই বলগর্ব্বিত অসুরকে বলিলেন, 'যুদ্ধবিশারদ! আমি তোমার সহিত যুদ্ধ করিতে পারি না; তোমার সহিত যিনি যুদ্ধ করিবেন, তাঁহার কথা বলিতেছি, শ্রবণ কর। তপস্বী-দিগের পরম আশ্রয়দাতা দেবদেব শঙ্করের শ্বশুর,

ধ বৃহৎ প্রস্রবণবিশিষ্ট বহুগহ্বর ও নির্ঝরসমন্বিত,

স সমর্থস্তব প্রীতিমতুলাং কর্ত্তুমর্হতি॥ ১৩
তং ভীতামতি বিজ্ঞায় সমুদ্রমসুরোত্তমঃ।
হিমবদ্বনমাগম্য শরশ্চাপাদিব চ্যুতঃ॥ ১৪
ততস্তস্য গিরেঃ শ্বেতা গজেন্দ্রপ্রতিমাঃ শিলাঃ।
চিক্ষেপ বহুধা ভূমৌ দুন্দুভির্বিননাদ চ॥ ১৫
ততঃ শ্বেতাম্বুদাকারঃ সৌম্যপ্রীতিকরাকৃতিঃ।
হিমবানব্রবীদ্বাক্যং স্ব এব শিখরে স্থিতঃ॥ ১৬
ক্লেষ্টুমর্হসি মাং ন ত্বং দুন্দুভে ধর্ম্মবৎসল।
রণকর্ম্মস্বকুশলস্তপস্বিশরণো হ্যহম্॥ ১৭
তস্য তদ্বচনং শ্রুত্বা গিরিরাজস্য ধীমতঃ।
উবাচ দুন্দুভির্বাক্যং ক্রোধাৎ সংরক্তলোচনঃ॥ ১৮
যদি যুদ্ধে সমর্থস্ত্বং মদ্ভয়াদ্বা নিরুদ্যমঃ।
তস্মাচ্চক্ষ প্রদদ্যামে যো হি যুদ্ধং যুযুৎসতঃ॥ ১৯
হিমবানব্রবীদ্বাক্যং শ্রুত্বা বাক্যবিশারদঃ।
অনুক্তপূর্ব্বং ধর্ম্মাত্মা ক্রোধাত্তমসুরোত্তমম্॥ ২০
বালী নাম মহাপ্রাজ্ঞ শক্রপুত্রঃ প্রতাপবান্।
অধ্যাস্তে বানরঃ শ্রীমান্ কিষ্কিন্ধ্যামতুলপ্রভাম্॥ ২১
স সমর্থো মহাপ্রাজ্ঞস্তব যুদ্ধবিশারদঃ।
দ্বন্দ্বযুদ্ধং স দাতুং তে নমুচেরিব বাসবঃ॥ ২২
তং শীঘ্রমভিগচ্ছ ত্বং যদি যুদ্ধমিহেচ্ছসি।
স হি দুর্দ্ধর্ষো নিত্যং শূরঃ সমরকর্ম্মণি॥ ২৩
শ্রুত্বা হিমবতো বাক্যং কোপাবিষ্টঃ স দুন্দুভিঃ।
জগাম তাং পুরীং তস্য কিষ্কিন্ধ্যাং বালিনস্তদা॥ ২৪
ধারয়ন্মাহিষং বেষং তীক্ষ্ণশৃঙ্গো ভয়াবহঃ।
প্রাবৃষীব মহামেঘস্তোয়পূর্ণো নভস্তলে॥ ২৫
ততস্ত দ্বারমাগম্য কিষ্কিন্ধ্যায়াং মহাবলঃ।
ননর্দ কম্পয়ন ভূমিং দুন্দুভির্দুন্দুভির্যথা॥ ২৬
সমীপজান্ দ্রুমান্ ভঞ্জন্ বসুধাং দারয়ন্ খুরৈঃ।
বিষাণেনোল্লেখন্ দর্পাত্ তদ্দ্বারং দ্বিরদো যথা॥ ২৭
অন্তঃপুরগতো বালী শ্রুত্বা শব্দমমর্ষণঃ।
নিষ্পপাত সহ স্ত্রীভিস্তারাভিরিব চন্দ্রমাঃ॥ ২৮
মিতং ব্যক্তাক্ষরপদং তমুবাচ স দুন্দুভিম্।
হরীণামীশ্বরো বালী সর্বেষাং বনচারিণাম্॥ ২৯
কিমর্থং নগরদ্বারমিদং রুদ্ধ্বা বিনর্দসে।

‘হিমালয়’ নামে বিখ্যাত এক পর্ব্বতরাজ মহারণ্যমধ্যে থাকেন। তিনিই তোমার সহিত যুদ্ধ করিতে সমর্থ। তিনিই যুদ্ধ করিয়া তোমার অতুল প্রীতি সম্পাদন করিতে পারিবেন। ৭—১৩।’ পরে অসুরশ্রেষ্ঠ দুন্দুভি, সমুদ্রাধিষ্ঠাতা বরুণদেবকে ভীত মনে করিয়া, ধনুর্নিক্ষিপ্ত বাণের ন্যায় অতি সত্বর হিমালয়-সন্নিহিত বনে যাইয়া বারংবার সেই পর্ব্বতের শ্বেতবর্ণ ঐরাবতের ন্যায় প্রস্তর সকল ভূতলে নিক্ষেপ করত গর্জ্জন করিতে লাগিল। পরে শ্বেতবর্ণমেঘতুল্য সুন্দরদেহ প্রিয়-দর্শন হিমালয় তাঁহার শিখরদেশে অবস্থিত হইয়া তাহাকে কহিলেন, ‘ধর্ম্মপ্রিয় দুন্দুভে! আমাকে অকারণ ক্লেশ দেওয়া তোমার উচিত নহে; আমি শান্তিপরায়ণ তপস্বীদিগের আশ্রয়, সুতরাং যুদ্ধবিষয়ে সমর্থ নহি।’ ১৩—১৭। ধীমান্ পর্ব্বতরাজের ঐ কথা শুনিয়া দুন্দুভি ক্রোধে আরক্তচক্ষু হইয়া তাঁহাকে বলিল, ‘যদি তুই আমার সহিত যুদ্ধ করিতে না পারিস্, এবং আমার ভয়ে নিশ্চেষ্ট হইয়া থাকিস, তবে কে আমার সহিত যুদ্ধ করিতে পারিবে, তাহা বল্; কারণ এক্ষণে যুদ্ধ করিতে আমার বড়ই ইচ্ছা হইয়াছে। বাক্যনিপুণ ধর্ম্মাত্মা হিমালয়, অসুরোত্তম দুন্দুভির কথা শুনিয়া অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া পূর্ব্বে কখনও যেরূপ কথা মুখে আনেন নাই, তাহাকে তাহা বলিলেন। ১৮—২০। ‘মহামতি প্রতাপশালী শ্রীমান্ ইন্দ্রতনয় কপিরাজ বালী পরম রমণীয় কিষ্কিন্ধানগরীতে বাস করিতেছেন। মহেন্দ্র যেমন নমুচির সহিত যুদ্ধ করিয়াছিলেন, সেইরূপ সেই যুদ্ধকুশল মহাপ্রাজ্ঞ বানররাজ বালীই তোমার সহিত বাহুযুদ্ধ করিতে সমর্থ। সেই বীরকে যুদ্ধে প্রায় কেহই পরাস্ত করিতে পারে না; এক্ষণে যদি তোমার যুদ্ধ করিতে একান্ত ইচ্ছা হইয়া থাকে, তবে অবিলম্বে তাঁহার নিকটে যাও।” দুন্দুভি হিমালয়ের বাক্য শ্রবণ করিয়া ক্রুদ্ধ হইয়া তখনই বালি-শাসিত সেই কিষ্কিন্ধ্যানগরীর অভিমুখে প্রস্থান করিল। পরে সেই অসুর, মহাবল তীক্ষ্ণশৃঙ্গবিশিষ্ট মহিষের বেশ ধরিয়া বর্ষাকালীন বারিপূর্ণ মেঘের ন্যায় ভয়াবহ কিষ্কিন্ধ্যানগরীর দ্বারদেশে আসিয়া খুরদ্বারা নিকটস্থ বৃক্ষ সকল ভগ্ন ও ভূমিতল বিদীর্ণ এবং হস্তীর ন্যায় সদর্পে বিষাণদ্বারা (১) দ্বারদেশ ভেদ করত দুন্দুভির ন্যায় শব্দ করিতে লাগিল। তাহার শব্দে ভূমণ্ডল কম্পিত হইয়া উঠিল। ২১—২৭। তখন বালী অন্তঃপুরে ছিল সেই শব্দ শুনিয়া তাহা অসহ্য বোধে রমণীগণে পরিবৃত হইয়া, তারাগণ-পরিবৃত চন্দ্রের ন্যায় তথা হইতে বহির্গত হইল এবং স্পষ্টাক্ষরে অতিসংক্ষিপ্তভাবে দুন্দুভিকে কহিল, ‘আমি বনচর বানরগণের অধিপতি; আ কিজন্য

(১) হস্তিপক্ষে—বিষাণ অর্থে দন্ত; মহিষপক্ষে,—শৃঙ্গ।

দুন্দুভে বিদিতো মেঽসি রক্ষ প্রাণান্ মহাবল ॥ ৩০
তস্য তদ্বচনং শ্রুত্বা বানরেন্দ্রস্য ধীমতঃ।
উবাচ দুন্দুভির্বাক্যং ক্রোধাৎ সংরক্তলোচনঃ ॥ ৩১
ন ত্বং স্ত্রীসন্নিধৌ বীর বচনং বক্তুমর্হসি।
মম যুদ্ধং প্রযচ্ছাদ্য ততো জ্ঞাস্যামি তে বলম্ ॥ ৩২
অথবা ধারয়িষ্যামি ক্রোধমদ্য নিশামিমাম্।
গৃহ্যতামুদয়ঃ স্বৈরং কামভোগেষু বানর ॥ ৩৩
দীয়তাং সম্প্রদানঞ্চ পরিষজ্য চ বানরান্।
সর্ব্বশাখামৃগেন্দ্র ত্বং সংসাধয় সুহৃজ্জনম্ ॥ ৩৪
সুদৃষ্টাং কুরু কিষ্কিন্ধ্যাং কুরুষ্বাত্মসমং পুরে।
ক্রীড়স্ব চ সমং স্ত্রীভিরহং তে দর্পশাসনঃ ॥ ৩৫
যো হি মত্তং প্রমত্তং বা ভগ্নং বা রহিতং কৃশম্।
হন্যাৎ স ভ্রূণহা লোকে ত্বদ্বিধং মদমোহিতম্ ॥ ৩৬
স প্রহস্যাব্রবীন্মন্দং ক্রোধাত্তমসুরেশ্বরম্।
বিসৃজ্য তাঃ স্ত্রিয়ঃ সর্ব্বাস্তারাপ্রভৃতিকাস্তদা ॥ ৩৭
মত্তোঽয়মিতি মা মংস্থা যদ্যভীতোঽসি সংযুগে।
মদোঽয়ং সম্প্রহারেঽস্মিন্ বীরপানং সমর্থ্যতাম্ ॥ ৩৮

তমেবমুক্ত্বা সংক্রুদ্ধো মালামুৎক্ষিপ্য কাঞ্চনীম্।
পিত্রা দত্তাং মহেন্দ্রেণ যুদ্ধায় ব্যবতিষ্ঠত ॥ ৩৯
বিষাণয়োর্গৃহীত্বা তং দুন্দুভিং গিরিসন্নিভম্।
আবিধ্যত তদা বালী বিনদন্ কপিকুঞ্জরঃ ॥ ৪০
বালী ব্যাপাদয়াঞ্চক্রে ননর্দ্দ চ মহাস্বনম্।
শ্রোত্রাভ্যামথ রক্তন্তু তস্য সুস্রাব পাত্যতঃ ॥ ৪১
তয়োস্তু ক্রোধসংরম্ভাৎ পরস্পরজয়ৈষিণোঃ।
যুদ্ধং সমভবদ্ঘোরং দুন্দুভের্ব্বালিনস্তথা ॥ ৪২
অযুধ্যত তদা বালী শক্রতুল্যপরাক্রমঃ।
মুষ্টিভির্জানুভিঃ পদ্ভিঃ শিলাভিঃ পাদপৈস্তথা ॥ ৪৩
পরস্পরং ঘ্নতোস্তত্র বানরাসুরয়োস্তদা।
আসীদ্ধীনোঽসুরো যুদ্ধে শক্রসূনুর্ব্যবর্দ্ধত ॥ ৪৪
তন্তু দুন্দুভিমুদ্যম্য ধরণ্যামভ্যপাতয়ৎ।
যুদ্ধে প্রাণহরে তস্মিন্ নিষ্পিষ্টো দুন্দুভিস্তদা ॥ ৪৫
শ্রোতোভ্যো বহু রক্তন্তু তস্য সুস্রাব পাত্যতঃ।
পপাত চ মহাবাহুঃ ক্ষিতৌ পঞ্চত্বমাগতঃ ॥ ৪৬
তং তোলয়িত্বা বাহুভ্যাং গতসত্ত্বমচেতনম্।
চিক্ষেপ বেগবান্ বালী বেগেনৈকেন যোজনম্ ॥ ৪৭

তুই আমার নগরীর দ্বার রোধ করিয়া গর্জ্জন করিতেছিস্? অরে বলগর্ব্বিত! আমি জানিয়াছি, তুই দুন্দুভিনামক অসুর; এক্ষণে বীর্য্য প্রকাশ করিয়া জীবন রক্ষা কর্।' ২৮—৩০। দুন্দুভি, ধীমান্ বানরপ্রধান বালীর ঐ কথা শুনিয়া ক্রোধে আরক্তলোচন হইয়া তাঁহাকে বলিল, 'ওরে বানরবীর! মহিলাগণের নিকটে কেবল কথায় গর্ব্ব প্রকাশ করা তোর উচিত নহে, এখন আমার সহিত যুদ্ধ কর্, তাহা হইলেই তোর বলবিক্রম জানিতে পারিব! অথবা অদ্য তুই রাত্রিতে প্রমদাগণের সহিত বিহার কর্, আমি প্রভাতকাল পর্য্যন্ত ক্রোধবেগ সম্বরণ করিয়া থাকিব, তোকে কিছু বলিব না। তুই বানরদিগের রাজা, রাত্রের মধ্যে প্রিয়তম বানরদিগকে আলিঙ্গন করত অভিলষিত পুরস্কার দে, বন্ধুদিগকে সম্মানিত কর্, উত্তমরূপে কিষ্কিন্ধ্যানগরী শেষ দেখিয়া নে, সকল পুরবাসীকেই আত্মতুল্য সুখী কর্, আর প্রমদাগণের সহিত ইচ্ছানুরূপ বিহার করিয়া নে, কল্য প্রভাতে আমি তোর দর্প চূর্ণ করিব। যে, তোর মত মদমত্ত, সুপ্ত, শরণাপন্ন, পলায়নোদ্যত, অস্ত্রবিহীন ও ক্ষীণবল ব্যক্তিকে বধ করে, সে লোকমধ্যে ভ্রূণহত্যাকারী বলিয়া বিখ্যাত হয়।' ৩১—৩৬। তখন বালী ক্রুদ্ধ হইয়া তারা প্রভৃতি রমণীদিগকে বিদায় দিয়া হাস্য করত ধীরে ধীরে সেই অসুরপ্রবরকে কহিল,—'তুই আমাকে প্রমত্ত মনে করিস না, আমার এই মদ্যপান, বীরগণের যুদ্ধকালীন মদ্যপান মনে কর্ এবং যদি যুদ্ধ করিতে ভীত না হইয়া থাকিস্, তবে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হ।' বানরপ্রধান বালী, দুন্দুভিকে উহা বলিয়া সক্রোধে পিতা মহেন্দ্রের প্রদত্ত কাঞ্চনমালা ধারণপূর্ব্বক যুদ্ধার্থে উদ্যত হইল এবং গর্জ্জন করত পর্ব্বততুল্য দুন্দুভির শৃঙ্গদ্বয় ধারণ করিয়া তাহাকে ভূতলে পাতিত করত ভীষণ শব্দে গর্জ্জন করিতে লাগিল। ৩৭—৪০। বালিকর্ত্তৃক ভূপাতিত দুন্দুভির কর্ণদ্বয় হইতে রুধির নির্গত হইতে লাগিল; তখন বালী ও দুন্দুভি ক্রুদ্ধ হইয়া পরস্পরকে পরাজয় করিতে অভিলাষী হইয়া ভয়ঙ্কর যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইল। তৎকালে পরাক্রমে ইন্দ্রতুল্য বালী মুষ্টি, জানু, পদ, প্রস্তর ও বৃক্ষসমূহদ্বারা যুদ্ধ করিতে লাগিল। এইরূপে তাহারা পরস্পরকে প্রহার করিতে থাকিলে অবশেষে অসুরশ্রেষ্ঠ দুন্দুভি হীনবল হইয়া পড়িল এবং কপিবর বালী সমধিক বলবান্ হইয়া উঠিল ও দুন্দুভিকে ভূতলে পাতিত করিল। তখন সেই জীবনান্তকর রণে মহাবাহু দুন্দুভি, বালিকর্ত্তৃক ভূপাতিত এবং নিষ্পেষিত হইয়া প্রাণ ত্যাগ করিয়া নিশ্চেষ্টভাবে পতিত হইল এবং তাহার মুখ প্রভৃতি নবদ্বার হইতে প্রভূত শোণিত নির্গত হইতে লাগিল। ৪১—৪৬। পরে বেগবান্ বালী বাহুদ্বয়দ্বারা জীবনহীন অচেতন দুন্দুভিকে উত্তোলন করিয়া বেগে একেবারে এক যোজন

তস্য বেগপ্রবিদ্ধস্য বক্ত্রাৎ ক্ষতজবিন্দবঃ।
প্রপেতুর্মারুতোৎক্ষিপ্তা মতঙ্গস্যাশ্রমং প্রতি ॥ ৪৮
তান্ দৃষ্ট্বা পতিতাংস্তত্র মুনিঃ শোণিতবিপ্রুষঃ।
ক্রুদ্ধস্তস্য মহাভাগ চিন্তয়ামাস কো ন্বয়ম্ ॥ ৪৯
যেনাহং সহসা স্পৃষ্টঃ শোণিতেন দুরাত্মনা।
কোঽয়ং দুরাত্মা দুর্ব্বুদ্ধিরকৃতাত্মা চ বালিশঃ ॥ ৫০
ইত্যুক্ত্বা স বিনিষ্ক্রম্য দদৃশে মুনিসত্তমঃ।
মহিষং পর্ব্বতাকারং গতাসুং পতিতং ভুবি ॥ ৫১
স তু বিজ্ঞায় তপসা বানরেণ কৃতং হি তৎ।
উৎসসর্জ্জ মহাশাপং ক্ষেপ্তারং বালিনং প্রতি ॥ ৫২
ইহ তেনাপ্রবেষ্টব্যং প্রবিষ্টস্য বধো ভবেৎ।
বনং মৎসংশ্রয়ং যেন দূষিতং রুধিরস্রবৈঃ ॥ ৫৩
ক্ষিপতা পাদপাশ্চেমে সম্ভগ্নাশ্চাসুরীং তনুম্।
সমন্তাদাশ্রমং পূর্ণং যোজনং মামকং যদি ॥ ৫৪
আক্রমিষ্যতি দুর্ব্বুদ্ধির্ব্যক্তং স ন ভবিষ্যতি।
যে চাস্য সচিবাঃ কেচিৎ সংশ্রিতা মামকং বনম্ ॥ ৫৫
ন চ তৈরিহ বস্তব্যং শ্রুত্বা যান্তু যথাসুখম্।
তেঽপি বা যদি তিষ্ঠন্তি শপিষ্যে তানপি ধ্রুবম্ ॥ ৫৬
বনেঽস্মিন্ মামকে নিত্যং পুত্রবৎ পরিরক্ষিতে।
পত্রাঙ্কুরবিনাশায় ফলমূলাভবায় চ ॥ ৫৭
দিবসশ্চাদ্য মর্য্যাদা যং দ্রষ্টা শ্বোঽস্মি বানরম্।
বহুবর্ষসহস্রাণি স বৈ শৈলো ভবিষ্যতি ॥ ৫৮
ততস্তে বানরাঃ শ্রুত্বা গিরং মুনিসমীরিতাম্।
নিশ্চক্রমুর্বনাত্তস্মাত্তান্ দৃষ্ট্বা বালিরব্রবীৎ ॥ ৫৯
কিং ভবন্তঃ সমস্তাশ্চ মতঙ্গবনবাসিনঃ।
মৎসমীপমনুপ্রাপ্তা অপি স্বস্তি বনৌকসাম্ ॥ ৬০
ততস্তে কারণং সর্ব্বং তথা শাপঞ্চ বালিনঃ।
শশংসুর্বানরাঃ সর্ব্বে বালিনে হেমমালিনে ॥ ৬১
এতচ্ছ্রুত্বা তদা বালী বচনং বানরেরিতম্।
স মহর্ষিং সমাসাদ্য যাচতে স্ম কৃতাঞ্জলিঃ ॥ ৬২
মহর্ষিস্তমনাদৃত্য প্রবিবেশাশ্রমং প্রতি।
শাপধারণভীতস্তু বালী বিহ্বলতাং গতঃ ॥ ৬৩
ততঃ শাপভয়াদ্ভীত ঋশ্যমূকং মহাগিরিম্।
প্রবেষ্টুং নেচ্ছতি হরির্দ্রষ্টুং বাপি নরেশ্বর ॥ ৬৪
তস্যাপ্রবেশং জ্ঞাত্বাহমিদং রাম মহাবনম্।
বিচরামি সহামাত্যো বিষাদেন বিবর্জ্জিতঃ ॥ ৬৫

দূরে নিক্ষেপ করিল। বালিকর্ত্তৃক সবেগে নিক্ষিপ্ত দুন্দুভির মুখ হইতে নির্গত শোণিতবিন্দু সকল বায়ুকর্ত্তৃক সঞ্চালিত হইয়া মতঙ্গ মুনির আশ্রমে পতিত হইল। মহাভাগ! সেই সময়ে মহর্ষি মতঙ্গ আশ্রমমধ্যে ছিলেন। তিনি তথায় রক্তবিন্দুপাত দেখিয়া যে রক্তবিন্দু নিক্ষেপ করিয়াছে তাহার প্রতি ক্রুদ্ধ হইয়া চিন্তা করিলেন 'কে ইহা নিক্ষেপ করিল'। পরে মুনি-শ্রেষ্ঠ মতঙ্গ 'যে দুরাত্মা আমার শরীরে রক্তবিন্দু নিক্ষেপ করিয়াছে, সেই দুর্ব্বলচিত্ত দুর্ব্বুদ্ধি জ্ঞানহীন ব্যক্তি কে?' ইহা বলিয়া আশ্রম হইতে বাহির হইলেন। বাহির হইয়া এক পর্ব্বতাকার মৃত মহিষকে ভূতলে পতিত দেখিলেন এবং তপঃপ্রভাবে জানিতে পারিলেন ইহা বানরের কার্য্য। পরে সেই অসুরদেহ-নিক্ষেপকারী বানরকে এই গুরুতর অভিশাপ দিলেন। ৪৭—৫২। 'যে এই অসুরদেহ নিক্ষেপ করিয়া আমার বন দূষিত ও বৃক্ষ সকল ভগ্ন করিয়াছে, সে কদাচ আর এই প্রদেশে প্রবেশ করিতে পারিবে না। প্রবেশমাত্র তাহার মৃত্যু হইবে। যদি সেই দুর্ব্বুদ্ধি আমার আশ্রমের চতুর্দ্দিকে এক যোজনমধ্যে আসে, তবে সে নিশ্চয়ই মরিবে এবং তাহার যে সকল অমাত্য আমার এই বনে বাস করিতেছে, তাহাদিগেরও এখানে বাস করা উচিত নহে; তাহারা আমার কথা শুনিয়া স্বচ্ছন্দে অন্যস্থানে যাউক। যদি তাহারা আমার পুত্রের ন্যায় প্রতিপালিত এই বনে থাকে, তবে আমি তাহাদিগকেও অভিশাপ দিব; কারণ তাহারা পত্র অঙ্কুর ফল মূল নষ্ট করিয়া থাকে। ৫৩—৫৭। তাহাদিগের এস্থানে থাকিবার অদ্যই শেষ দিন, অতঃপর আর এ স্থানে যে বানরকে দেখিব, সে বহুসহস্র বৎসর প্রস্তর হইয়া থাকিবে।' পরে বানরেরা, মতঙ্গ ঋষির কথা শুনিয়া তাঁহার বন হইতে বহির্গত হইয়া বালীর নিকটে গেল। বালী তাহাদিগকে আসিতে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিল, 'বানরগণ। তোমরা মতঙ্গবনে বাস করিতে, এক্ষণে কিজন্য সকলে মিলিত হইয়া আমার নিকটে আসিয়াছ? বনবাসীদিগের মঙ্গল ত?' ৫৮—৬০। বানরগণ বালীর ঐরূপ প্রশ্ন শুনিয়া কাঞ্চনমালাধারী বালীর নিকটে আসিবার সমস্ত হেতু ও তাহার প্রতি মতঙ্গ-প্রদত্ত অভিশাপের কথা বলিল। তাহাদিগের কথা শুনিয়া বালী তখনই সেই মহর্ষির নিকটে যাইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে পাপমুক্তির প্রার্থনা করিল; কিন্তু মহর্ষি তাহার প্রার্থনা অগ্রাহ্য করিয়া আশ্রমমধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন। বালীও শাপভয়ে ভীত ও বিহ্বল-চিত্ত হইয়া তথা হইতে প্রস্থান করিল। নরবর! তদবধি সে শাপভয়ে ভীত হইয়া এই ঋষ্য-মূক পর্ব্বতে আসিতে বা দূর হইতে ইহাকে দেখিতেও ইচ্ছা করে না। রাম! এই মহাবনে সে কদাচ প্রবেশ করিতে পারিবে না, ইহা জানিয়াই আমি

এষোঽস্থিনিচয়স্তস্য দুন্দুভেঃ পর্ব্বতোপমঃ।
বীর্য্যোৎসেকান্নিরস্তস্য গিরিকূটনিভো মহান্ ॥ ৬৬
ইমে চ বিপুলাঃ সালাঃ সপ্ত শাখাবলম্বিনঃ।
যত্রৈকং ঘটতে বালী নিষ্পত্রয়িতুমোজসা ॥ ৬৭
এতদস্যাসমং বীর্য্যং ময়া রাম প্রকাশিতম্।
কথং তং বালিনং হন্তুং সমরে শক্ষ্যসে নৃপ ॥ ৬৮
তথা ব্রুবাণং সুগ্রীবং প্রহসন্ লক্ষ্মণোঽব্রবীৎ।
কস্মিন্ কর্ম্মণি নির্ব্বৃত্তে শ্রদ্দধ্যা বালিনো বধম্ ॥ ৬৯
তমুবাচাথ সুগ্রীবঃ সপ্ত সালানিমান্ পুরা।
একমেকৈকশো বালী বিব্যাধ স চ চাসকৃৎ ॥ ৭০
রামো নির্দ্দারয়েদেষাং বাণেনৈকেন চ দ্রুমম্।
বালিনং নিহতং মন্যে দৃষ্ট্বা রামস্য বিক্রমম্ ॥ ৭১
হতস্য মহিষস্যাস্থি পাদেনৈকেন লক্ষ্মণ।
উদ্যম্য প্রক্ষিপেচ্চাপি তরসা দ্বে ধনুঃশতে ॥ ৭২
এবমুক্ত্বা তু সুগ্রীবো রামং রক্তান্তলোচনম্।
ধ্যাত্বা মুহূর্ত্তং কাকুৎস্থং পুনরেব বচোঽব্রবীৎ ॥ ৭৩
শূরশ্চ শূরমানী চ প্রখ্যাতবলপৌরুষঃ।
বলবান্ বানরো বালী সংযুগেষ্বপরাজিতঃ ॥ ৭৪
দৃশ্যন্তে চাস্য কর্ম্মাণি দুষ্করাণি সুরৈরপি।
যানি সঞ্চিন্ত্য ভীতোঽহমৃষ্যমূকমুপাশ্রিতঃ ॥ ৭৫
তমজয্যমধৃষ্যঞ্চ বানরেন্দ্রমমর্ষণম্।
বিচিন্তয়ন্ ন মুঞ্চামি ঋষ্যমূকমিমং ত্বহম্ ॥ ৭৬
উদ্বিগ্নঃ শঙ্কিতশ্চাহং বিচরামি মহাবনে।
অনুরক্তৈঃ সহামাত্যৈর্হনুমৎপ্রমুখৈর্ব্বরৈঃ ॥ ৭৭
উপলব্ধঞ্চ মে শ্লাঘ্যং সন্মিত্রং মিত্রবৎসল।
ত্বামহং পুরুষব্যাঘ্র হিমবন্তমিবাশ্রিতঃ ॥ ৭৮
কিন্তু তস্য বলজ্ঞোঽহং দুর্ভ্রাতুর্বলশালিনঃ।
অপ্রত্যক্ষন্তু মে বীর্য্যং সমরে তব রাঘব ॥ ৭৯
ন খল্বহং ত্বাং তুলয়ে নাবমন্যে ন ভীষয়ে।
কর্ম্মভিস্তস্য ভীমৈশ্চ কাতর্য্যং জনিতং মম ॥ ৮০
কামং রাঘব তে বাণী প্রমাণং ধৈর্য্যমাকৃতিঃ।
সূচয়ন্তি পরং তেজো ভস্মচ্ছন্নমিবানলম্ ॥ ৮১

সচিবগণের সহিত এ স্থানে নির্ভয়ে ভ্রমণ করিয়া থাকি। ৬১—৬৫। বালীর বলদর্পে মৃত দুন্দুভি অসুরের গিরিশিখরতুল্য বৃহৎ অস্থিচয় ঐ রহিয়াছে। এ যে বহুশাখাবিশিষ্ট সাতটী বৃহৎ শালবৃক্ষ রহিয়াছে, বালী বলপ্রয়োগে এক একটা করিয়া ঐ সাতটা বৃক্ষই পত্রশূন্য করিতে পারিত। রাজশ্রেষ্ঠ রাম! আমি আপনার নিকটে বালীর অমিত পরাক্রমের এইরূপ বিষয় বলিলাম; আপনি কিরূপে যুদ্ধে তাহাকে বধ করিতে সমর্থ হইবেন।" সুগ্রীব ঐ কথা বলিলে, লক্ষ্মণ হাস্য করত তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি কার্য্য করিলে তুমি বিশ্বাস করিতে পার যে, রাম বালীকে বধ করিতে পারিবেন?" ৬৬—৬৯। পরে সুগ্রীব তাঁহাকে কহিলেন "লক্ষ্মণ! পূর্ব্বে বালী বহুবার এই সাতটী শালবৃক্ষই এক একটী করিয়া পত্রশূন্য করিয়াছিল; যদি রাম এই সাতটী গাছের মধ্যে একটী শালবৃক্ষকে এক বাণে বিদ্ধ করেন এবং এক পাদদ্বারা এই মৃত মহিষাকার দুন্দুভির অস্থিরাশি উত্তোলনপূর্ব্বক বেগে দুই শত ধনু দূরে ফেলিতে পারেন, তবেই বুঝিব উনি পরাক্রমশালী এবং বালীকে বধ করিতে পারিবেন।" সুগ্রীব লক্ষ্মণকে ঐরূপ বলিয়া মুহূর্ত্তকাল চিন্তা করত কাকুৎস্থ রামকে বলিলেন, 'নরবর! বানরপ্রধান বালী বলবান্, শৌর্য্যশালী এবং বীর্য্যাভিমানী, তাহার বল ও বিক্রম লোকমধ্যে প্রসিদ্ধ আছে এবং সে অদ্যাবধি যুদ্ধে কখন পরাস্ত হয় নাই। তাহাকে এমন দুষ্কর কার্য্য করিতে দেখিয়াছি, তাহা দেবতারাও করিতে পারেন না। আমি তাহার সেই সকল কার্য্য চিন্তা করিয়া তাহার ভয়ে এই ঋষ্যমূক পর্ব্বতে বাস করিতেছি। ৭০—৭৪। অধিক আর কি বলিব, আমি সেই অমর্ষণস্বভাব অজেয় অধর্ষণীয় বানররাজ বালীর পরাক্রম চিন্তা করত এই ঋষ্যমূক পর্ব্বত ত্যাগ করিতে পারি না, প্রত্যুত উদ্বিগ্ন ও শঙ্কিত-হৃদয়ে হনুমান্ প্রভৃতি আমার অনুরক্ত প্রধান অমাত্য-দিগের সহিত কেবল এই গিরিসন্নিহিত মহাবনে ভ্রমণ করিয়া থাকি! মিত্রবৎসল! আপনি হিমালয় পর্ব্বতের ন্যায় অচল; যখন আপনাকে মিত্ররূপে পাইয়াছি, তখন বালি-কৃত নিগ্রহও আমার শ্লাঘ্য বোধ হইতেছে। রাঘব! যুদ্ধকালে আমি সেই অপরিমিতবলশালী দুষ্টস্বভাব ভ্রাতা বালীর বিক্রম দেখিয়াছি, কিন্তু যুদ্ধকালীন আপনার পরাক্রম দেখি নাই; অতএব এইরূপ কথা বলিতেছি, ইহাতে কিছু তাহার সহিত আপনার তুলনা দিতেছি না বা আপনাকে অপমানিত করিতেছি না বা ভয় দেখাইতেছি না। রাম! আপনি যে বালীকে বিনাশ করিতে পারিবেন, এ বিষয়ে আপনার কথাই যথেষ্ট প্রমাণ; আপনার আকৃতি এবং ধৈর্য্যই আপনার মহান্ তেজ সূচনা করত আপনাকে ভস্মাচ্ছাদিত বহ্নির ন্যায় দেখাইতেছে, তথাপি তাহার অতি ভয়ঙ্কর কার্য্য সকল মনে করিয়া আমার চিত্ত যারপর নাই কাতর হইতেছে, এই জন্যই আমি আপনার কিঞ্চিৎ বিক্রম দেখিতে অভি-

তস্য তদ্বচনং শ্রুত্বা সুগ্রীবস্য মহাত্মনঃ।
স্মিতপূর্ব্বমতো রামঃ প্রত্যুবাচ হরিং প্রতি॥ ৮২
যদি ন প্রত্যয়োঽস্মাসু বিক্রমে তব বানর।
প্রত্যয়ং সমরে শ্লাঘ্যমহমুৎপাদয়ামি তে॥ ৮৩
এবমুক্ত্বা তু সুগ্রীবং সান্ত্বয়ন্ লক্ষ্মণাগ্রজঃ।
রাঘবো দুন্দুভেঃ কায়ং পাদাঙ্গুষ্ঠেন লীলয়া॥ ৮৪
তোলয়িত্বা মহাবাহুশ্চিক্ষেপ দশযোজনম্।
অসুরস্য তনুং শুষ্কাং পাদাঙ্গুষ্ঠেন বীর্য্যবান্॥ ৮৫
ক্ষিপ্তং দৃষ্ট্বা ততঃ কায়ং সুগ্রীবঃ পুনরব্রবীৎ।
লক্ষ্মণস্যাগ্রতো রামং তপন্তমিব ভাস্করম্।
হরীণামগ্রতো বীরমিদং বচনমর্থবৎ॥ ৮৬
আর্দ্রঃ সমাংসঃ প্রত্যগ্রঃ ক্ষিপ্তঃ কায়ঃ পুরা সখে।
পরিশ্রান্তেন মত্তেন ভ্রাত্রা মে বালিনা তদা॥ ৮৭
লঘুঃ সম্প্রতি নির্ম্মাংসস্তৃণভূতশ্চ রাঘবঃ।
ক্ষিপ্ত এবং প্রহর্ষেণ ভবতা রঘুনন্দন॥ ৮৮
নাত্র শক্যং বলং জ্ঞাতুং তব বা তস্য বাধিকম্।
আর্দ্রং শুষ্কমিতি হ্যেতৎ সুমহদ্রাঘবান্তরম্॥ ৮৯

স এব সংশয়স্তাত তব তস্য চ যদ্বলম্।
সালমেকং বিনির্ভিদ্য ভবেদ্ব্যক্তির্বলাবলে॥ ৯০
কৃত্বৈতৎ কার্ম্মুকং সজ্যং হস্তিহস্তমিবাপরম্।
আকর্ণপূর্ণমায়ম্য বিসৃজস্ব মহাশরম্॥ ৯১
ইমং হি সালং প্রহিতস্ত্বয়া শরো
ন সংশয়োঽত্রাস্তি বিদারয়িষ্যতি।
অলং বিমর্শেন মম প্রিয়ং ধ্রুবং
কুরুষ্ব রাজন্ প্রতিশাপিতো ময়া॥ ৯২
যথা হি তেজঃসু বরঃ সদা রবি-
র্যথা হি শৈলো হিমবান্ মহাদ্রিষু।
যথা চতুষ্পাৎসু চ কেশরী বর-
স্তথা নরাণামসি বিক্রমে বরঃ॥ ৯৩

ইতি কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ডে একাদশঃ সর্গঃ॥ ১১॥

দ্বাদশঃ সর্গঃ।

এতচ্চ বচনং শ্রুত্বা সুগ্রীবস্য সুভাষিতম্।
প্রত্যয়ার্থং মহাতেজা রামো জগ্রাহ কার্ম্মুকম্॥ ১
স গৃহীত্বা ধনুর্ঘোরং শরমেকঞ্চ মানদঃ।
সালমুদ্দিশ্য চিক্ষেপ পূরয়ন্ স রবৈর্দিশঃ॥ ২

লাঘী হইয়াছি।” ৭৬—৮১। রাম, মহাত্মা বানর-রাজ সুগ্রীবের কথা শুনিয়া ঈষৎ হাস্য করত তাঁহাকে প্রত্যুত্তর দিলেন, “বানরপ্রধান! আমার পরাক্রমে যদি তোমার বিশ্বাস না হইয়া থাকে, তাহা হইলে আমি যুদ্ধকালে যাহা প্রশংসার যোগ্য, সেইরূপ কার্য্য করিয়া অবিলম্বে তোমার বিশ্বাস জন্মাইতেছি।” পরে রঘুনন্দন বীর্য্যবান্ মহাবাহু রাম, সুগ্রীবকে সান্ত্বনা করত অক্লেশে পায়ের অঙ্গুলির দ্বারা দুন্দুভি-অসুরের অস্থিমাত্রাবশিষ্ট দেহ উত্তোলনপূর্ব্বক দশযোজন দূরে নিক্ষেপ করিলেন। প্রখর-মধ্যাহ্ন-সূর্য্যোপম রাম দুন্দুভির অস্থিরাশি বহু দূরে নিক্ষেপ করিলেন দেখিয়াও সুগ্রীব, রামের পরাক্রমবিষয়ে বিশ্বাস করিলেন না—সন্দিহান রহিলেন এবং লক্ষ্মণ ও বানরগণের সমক্ষে তাঁহাকে এই সমুচিত বাক্য বলিলেন। ৮২—৮৬। “সখে! যখন দুন্দুভির শরীর আমার অগ্রজ বালিকর্ত্তৃক নিক্ষিপ্ত হয়, তখন সে মদমত্ত এবং ক্লান্ত হইয়াছিল এবং এই শরীরও আর্দ্র, মাংসযুক্ত ও অঙ্গপ্রত্যঙ্গ-বিশিষ্ট ছিল; এক্ষণে ইহা মাংস-শূন্য হইয়া লঘু, এমন কি তৃণতুল্য হইয়াছে, তাহাতে আবার সুস্থকায়ে আপনি ইহা নিক্ষেপ করিলেন; সুতরাং এই কার্য্যদ্বারা আপনার এবং বালীর মধ্যে কাহার বল অধিক, তাহা জানা যাইতে পারে না; কারণ, আর্দ্র এবং শুষ্ক এ দুইয়ের মধ্যে বিস্তর প্রভেদ আছে; সুতরাং আপনাতে এবং তাহাতে বল-তারতম্য বিষয়ে আমার পূর্ব্ববৎ সংশয়ই রহিয়াছে, আপনি একটি শালবৃক্ষ বিদ্ধ করিলেই, আপনার এবং তাহার বলাবল জানিতে পারিব। ৮৭—৯০। আপনি ধনুতে জ্যাসংযোগ করিয়া আকর্ণ টানিয়া হস্তিশুণ্ডতুল্য এক মহাবাণ নিক্ষেপ করুন, আপনার বাণ এই শালবৃক্ষ ছেদ করিবে, ইহাতে সন্দেহ নাই। রাজন্! আমি আপনাকে শপথ করিয়া বলিতেছি, আপনি আমার গুরুতর প্রিয়কার্য্য মনে করিয়াই এই কার্য্য সম্পাদন করুন, বিচার করিবার প্রয়োজন নাই, যেমন তেজস্বীদিগের মধ্যে সূর্য্য শ্রেষ্ঠ, পর্ব্বত সকলের মধ্যে হিমালয় শ্রেষ্ঠ এবং চতুষ্পদবিশিষ্ট প্রাণীদিগের মধ্যে সিংহ শ্রেষ্ঠ, তেমনি আপনিও বিক্রমে মানবদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ।” ৯১—৯৩।

দ্বাদশ সর্গ।

সুগ্রীবের সেই উত্তম বাক্য শ্রবণ করিয়া মানীর মান-রক্ষক বলবান্ মহাতেজা রাম তাঁহার বিশ্বাস জন্মাইবার জন্য ধনুক এবং এক ভয়ঙ্কর শর লইয়া উচ্চরবে চতুর্দ্দিক্ প্রতিধ্বনিত করত শালবৃক্ষের

স বিসৃষ্টো বলবতা বাণঃ স্বর্ণপরিষ্কৃতঃ।
ভিত্ত্বা তালান্ গিরিপ্রস্থং সপ্ত ভূমিং বিবেশ হ॥ ৩
সায়কস্তু মুহূর্ত্তেন তালান্ ভিত্ত্বা মহাজবঃ।
নিষ্পত্য চ পুনস্তূর্ণং তমেব প্রবিবেশ হ॥ ৪
তান্ দৃষ্ট্বা সপ্ত নির্ভিন্নান্ তালান্ বানরপুঙ্গবঃ।
রামস্য শরবেগেণ বিস্ময়ং পরমং গতঃ॥ ৫
স মূর্দ্ধ্না ন্যপতদ্ভূমৌ প্রলম্বীকৃতভূষণঃ।
সুগ্রীবঃ পরমপ্রীতো রাঘবায় কৃতাঞ্জলিঃ॥ ৬
ইদঞ্চোবাচ ধর্ম্মজ্ঞং কর্ম্মণা তেন হর্ষিতঃ।
রামং সর্ব্বাস্ত্রবিদুষাং শ্রেষ্ঠং শূরমবস্থিতম্॥ ৭
সেন্দ্রানপি সুরান্ সর্ব্বাংস্ত্বং বাণৈঃ পুরুষর্ষভ।
সমর্থঃ সমরে হন্তুং কিং পুনর্বালিনং প্রভো॥ ৮
যেন সপ্ত মহাতালা গিরির্ভূমিশ্চ দারিতা।
বাণেনৈকেন কাকুৎস্থ স্থাতা তে কো রণাগ্রতঃ॥ ৯
অদ্য মে বিগতঃ শোকঃ প্রীতিরদ্য পরা মম।
সুহৃদং ত্বাং সমাসাদ্য মহেন্দ্রবরুণোপমম্॥ ১০
তমদ্যৈব প্রিয়ার্থং মে বৈরিণং ভ্রাতৃরূপিণম্।
বালিনং জহি কাকুৎস্থ ময়া বদ্ধোঽয়মঞ্জলিঃ॥ ১১
ততো রামঃ পরিষজ্য সুগ্রীবং প্রিয়দর্শনম্।
প্রত্যুবাচ মহাপ্রাজ্ঞো লক্ষ্মণানুগতং বচঃ॥ ১২
অস্মাদ্গচ্ছাম কিষ্কিন্ধ্যাং ক্ষিপ্রং গচ্ছ ত্বমগ্রতঃ।
গত্বা চাহ্বয় সুগ্রীব বালিনং ভ্রাতৃগন্ধিনম্॥ ১৩
সর্ব্বে তে ত্বরিতং গত্বা কিষ্কিন্ধ্যাং বালিনঃ পুরীম্।
বৃক্ষৈরাত্মানমাবৃত্য হ্যতিষ্ঠন্ গহনে বনে॥ ১৪
সুগ্রীবোঽপ্যনদদ্ঘোরং বালিনো হ্বানকারণাৎ।
গাঢ়ং পরিহিতো বেগান্নাদৈর্ভিন্দন্নিবাম্বরম্॥ ১৫
তং শ্রুত্বা নিনদং ভ্রাতুঃ ক্রুদ্ধো বালী মহাবলঃ।
নিষ্পপাত সুসংরব্ধো ভাস্করোঽস্ততটাদিব॥ ১৬
ততঃ সুতুমুলং যুদ্ধং বালিসুগ্রীবয়োরভূৎ।
গগনে গ্রহয়োর্ঘোরং বুধাঙ্গারকয়োরিব॥ ১৭
তলৈরশনিকল্পৈশ্চ বজ্রকল্পৈশ্চ মুষ্টিভিঃ।
জঘ্নতুঃ সমরেঽন্যোন্যং ভ্রাতরৌ ক্রোধমূর্চ্ছিতৌ॥ ১৮
ততো রামো ধনুষ্পাণিস্তাবুভৌ সমুদৈক্ষত।
অন্যোন্যসদৃশৌ বীরাবুভৌ দেবাবিবাশ্বিনৌ॥ ১৯

উদ্দেশে সেই বাণ নিক্ষেপ করিলেন। তখন তাঁহার নিক্ষিপ্ত সেই স্বর্ণভূষিত বাণ সাতটী শালবৃক্ষ ও গিরিপ্রস্থ ভেদ করত পাতালে প্রবেশ করিল; সেই বাণ, শালবৃক্ষ সকল ভেদ করিয়া মুহূর্ত্তকালমধ্যে অতিক্রতবেগে প্রতিনিবৃত্ত হইয়া তূণমধ্যে প্রবেশ করিল। বানরশ্রেষ্ঠ সুগ্রীব রামের বাণাঘাতে সাতটী শালবৃক্ষই ভেদ হইয়াছে দেখিয়া সাতিশয় বিস্মিত ও প্রীত হইলেন এবং ভূতলে লুণ্ঠিত হইয়া সাষ্টাঙ্গে তাঁহাকে প্রণাম করিলেন। তখন তাঁহার কণ্ঠভূষণ প্রভৃতি অলঙ্কার সকল লম্বমান হইয়া পড়িল। পরে তিনি উত্থিত এবং সমীপে অবস্থিত নিখিলঅস্ত্রবিদ্‌গণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ অতি বলবান্ ধর্ম্মজ্ঞ রঘুনন্দন রামের সেই কার্য্য দেখিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে তাঁহাকে বলিলেন। ১—৭। "পুরুষশ্রেষ্ঠ! আপনি বাণদ্বারা যুদ্ধে ইন্দ্রাদি দেবতাগণকেও নিহত করিতে পারেন; বালীর কথা আর কি বলিব; সে ত নিতান্ত তুচ্ছ। কাকুৎস্থ! আপনি যখন একবাণে সাতটী বৃহৎ শালবৃক্ষ, পর্ব্বত এবং পৃথিবী ভেদ করিলেন, তখন আর যুদ্ধে আপনার সম্মুখে কোন্ ব্যক্তি তিষ্ঠিতে পারে? আপনি বিক্রমে মহেন্দ্র এবং বরুণ দেবের ন্যায়; এক্ষণে আমি যখন আপনাকে মিত্ররূপে লাভ করিয়াছি, তখন নিশ্চয়ই আমার দুঃখের দিন অবসান হইয়াছে—আনন্দের দিন আসিয়াছে। কৃতাঞ্জলিপুটে আমি আপনার নিকটে প্রার্থনা করিতেছি যে, আপনি অদ্যই আমার শত্রু বালীকে বধ করিয়া আমার পরম উপকার করুন।" ৮—১১। পরে লক্ষ্মণাগ্রজ রাম, প্রিয়দর্শন সুগ্রীবকে আলিঙ্গনপূর্ব্বক লক্ষ্মণের সম্মতিক্রমে কহিলেন, "আমরা এ স্থান হইতে কিষ্কিন্ধ্যা নগরীতে প্রবেশ করিতে ইচ্ছা করিতেছি, তুমি আমাদিগের অগ্রে চল এবং তথায় যাইয়া তোমার নামমাত্র ভ্রাতা পরম শত্রু বালীকে যুদ্ধার্থে আহ্বান কর।" পরে তাঁহারা সকলে বালি-পালিত কিষ্কিন্ধ্যানগরীর নিকটস্থ নিবিড় কাননমধ্যে বৃক্ষসমূহের অন্তরালে লুক্কায়িত রহিলেন। তখন সুগ্রীব বস্ত্রদ্বারা দৃঢ়ভাবে কটিদেশ আবদ্ধ করিয়া ত্বরিতবেগে তথা হইতে নগরের নিকটে যাইয়া বালীকে আহ্বান করিবার জন্য যেন নভোমণ্ডল বিদীর্ণ করত ভীষণ গর্জ্জন করিতে লাগিলেন। ১২—১৫। মহাবল বালী ভ্রাতার সেই গর্জ্জন শুনিয়া ক্রোধবশতঃ ত্বরান্বিত হইয়া অস্তপর্ব্বত হইতে সূর্য্যের বহির্গমনের ন্যায়, নগরী হইতে বহির্গত হইল। যেমন আকাশমণ্ডলে বুধ এবং মঙ্গলের তুমুল সংগ্রাম হয়, সেইরূপ ভূমণ্ডলে বালী এবং সুগ্রীবের তুমুল সমর হইতে লাগিল। বালী এবং সুগ্রীব উভয় ভ্রাতা ক্রোধে অধীর হইয়া বজ্রতুল্য চপেটাঘাত এবং মুষ্টিদ্বারা পরস্পর পরস্পরকে প্রহার করিতে থাকিলে রঘুনন্দন রাম ধনুর্দ্ধারণপূর্ব্বক সেই বীর্য্যবান্ উভয় ভ্রাতাকে দেখিতে লাগিলেন, কিন্তু অশ্বিনীকুমারযুগলের ন্যায় সেই উভয়ের আকৃতিগত সম্যক্ সাদৃশ্য দেখিয়া কে

যন্নাবগচ্ছৎ সুগ্রীবং বালিনং বাপি রাঘবঃ।
ততো ন কৃতবান্ বুদ্ধিং মোক্তুমন্তকরং শরম্॥ ২০
এতস্মিন্নন্তরে ভগ্নঃ সুগ্রীবস্তেন বালিনা।
অপশ্যন্ রাঘবং নাথং ঋষ্যমূকং প্রদুদ্রুবে॥ ২১
ক্লান্তো রুধিরসিক্তাঙ্গঃ প্রহারৈর্জর্জ্জরীকৃতঃ।
বালিনাভিদ্রুতঃ ক্রোধাৎ প্রবিবেশ মহাবনম্॥ ২২
তং প্রবিষ্টং বনং দৃষ্ট্বা বালী শাপভয়াত্ততঃ।
মুক্তো হ্যসি ত্বমিত্যুক্ত্বা সন্নিবৃত্তো মহাবলঃ॥ ২৩
রাঘবোঽপি সহ ভ্রাত্রা সহ চৈব হনূমতা।
তদেব বনমাগচ্ছৎ সুগ্রীবো যত্র বানরঃ॥ ২৪
তং সমীক্ষ্যাগতং রামং সুগ্রীবঃ সহলক্ষ্মণম্।
হ্রীমান্ দীনমুবাচেদং বসুধামবলোকয়ন্॥ ২৫
আহ্বয়স্বেতি মামুক্ত্বা দর্শয়িত্বা চ বিক্রমম্।
বৈরিণা ঘাতয়িত্বা চ কিমিদানীং ত্বয়া কৃতম্॥ ২৬
তামেব বেলাং বক্তব্যং ত্বয়া রাঘব তত্ত্বতঃ।
বালিনং ন নিহন্মীতি ততো নাহমিতো ব্রজে॥ ২৭
তস্য চৈবং ব্রুবাণস্য সুগ্রীবস্য মহাত্মনঃ।
করুণং দীনয়া বাচা রাঘবঃ পুনরব্রবীৎ॥ ২৮
সুগ্রীব শ্রূয়তাং তাত ক্রোধশ্চ ব্যপনীয়তাম্।
কারণং যেন বাণোঽয়ং ন ময়া ন বিসর্জ্জিতঃ॥ ২৯
অলঙ্কারেণ বেষেণ প্রমাণেন গতেন চ।
ত্বঞ্চ সুগ্রীব বালী চ সদৃশৌ স্থঃ পরস্পরম্॥ ৩০
স্বরেণ বর্চ্চসা চৈব প্রেক্ষিতেন চ বানর।
বিক্রমেণ চ বাক্যৈশ্চ ব্যক্তিং বাং নোপলক্ষয়ে॥ ৩১
ততোঽহং রূপসাদৃশ্যান্মোহিতো বানরোত্তম।
নোৎসৃজামি মহাবেগং শরং শত্রুনিবর্হণম্॥ ৩২
জীবিতান্তকরং ঘোরং সাদৃশ্যাত্তু বিশঙ্কিতঃ।
মূলঘাতো ন নৌ স্যাদ্ধি দ্বয়োরিতি কৃতো ময়া॥ ৩৩
ত্বয়ি বীর বিপন্নে হি অজ্ঞানাল্লাঘবান্ময়া।
মৌঢ্যঞ্চ মম বাল্যঞ্চ খ্যাপিতং স্যাৎ কপীশ্বর॥ ৩৪
দত্তাভয়বধো নাম পাতকং মহদদ্ভুতম্।
অহঞ্চ লক্ষ্মণশ্চৈব সীতা চ বরবর্ণিনী॥ ৩৫
ত্বদধীনা বয়ং সর্ব্বে বনেঽস্মিন্ শরণং ভবান্।
তস্মাদ্যুধ্যস্ব ভূয়স্ত্বং মা মাশঙ্কীশ্চ বানর॥ ৩৬
এতন্মুহূর্ত্তে তু ময়া পশ্য বালিনমাহবে।

বালী ও কে সুগ্রীব, তাহা নির্ণয় করিতে অক্ষম হইলেন, সেই কারণবশতই প্রাণান্তকর শর নিক্ষেপ করিতে পারিলেন না। ইতিমধ্যে সুগ্রীব, বালিকর্তৃক আহত হইয়া রঘুনন্দন রামকে রক্ষক দেখিতে না পাইয়া ঋষ্যমূক পর্ব্বতের দিকে ধাবিত হইলেন, বালীও তাঁহার পশ্চাৎ অনুসরণ করিল; কিন্তু তিনি বালিকৃত বিবিধ প্রহারে জর্জ্জরীভূত এবং রুধিরাক্ত দেহ ও ক্লান্ত হইয়াও অতি দ্রুত গমন করত ঋষ্যমূক পর্ব্বতের সন্নিহিত মতঙ্গবনে প্রবেশ করিলেন। ১৬—২২। সুগ্রীব মতঙ্গবনে প্রবেশ করিলেন দেখিয়া, অভিশাপভয়ে মহাবল বালী তন্মধ্যে প্রবেশ করিতে না পারিয়া তাঁহাকে 'যা মুক্ত হইলি' বলিয়া তথা হইতে নিবৃত্ত হইল। রঘুনন্দন রামও ভ্রাতা লক্ষ্মণ এবং কপিশ্রেষ্ঠ হনূমানের সহিত সুগ্রীবের নিকট গমন করিলেন। সুগ্রীব রামকে লক্ষ্মণসহ আসিতে দেখিয়া লজ্জায় অধোদিকে দৃষ্টি করত দীনভাবে তাঁহাকে বলিলেন, "রঘুনন্দন! আপনি পূর্ব্বে পরাক্রম প্রদর্শনপূর্ব্বক আমাকে 'বালীকে আহ্বান কর' বলিয়া, এক্ষণে শত্রু দ্বারা আহত করত, এ কি কার্য্য করিলেন? সেই সময়েই আপনার যথার্থরূপে বলা উচিত ছিল যে, আমি বালীকে বধ করিব না, তাহা হইলে আমি কখনই তথায় যাইতাম না।" ২৩—২৭। মহাত্মা সুগ্রীব কাতর স্বরে ঐরূপ বলিলে, রঘুনন্দন রাম দীনভাবে তাঁহাকে কহিলেন, "স্নেহভাজন সুগ্রীব! তুমি ক্রোধ পরিত্যাগ কর; যে জন্য আমি বালীর জীবনান্তকর বাণ নিক্ষেপ করি নাই, তাহা বলিতেছি শ্রবণ কর। কপিশ্রেষ্ঠ! বালীর এবং তোমার আকার, অলঙ্কার, বেশ ও গমন একপ্রকার; আমি দেহ, লাবণ্য কটাক্ষবিক্ষেপ, স্বর, বিক্রম বা কথাবার্ত্তা তোমাদিগের কিছুমাত্র প্রভেদ বুঝিতে পারি নাই, অতএব তোমাদিগের পরস্পরের রূপসাদৃশ্যে ভ্রান্ত হইয়া অতীব দ্রুতগামী শত্রুবিনাশক বাণ নিক্ষেপ করি নাই। আমি তোমাদিগের রূপসাদৃশ্যে শঙ্কিত হইয়া, পাছে আমি আমাদিগের উপায়ের মূল বিনষ্ট করি, ইহা বিবেচনা করিয়া জীবনান্তকর ভীষণ শর নিক্ষেপ করি নাই। বীর্য্যবান্ কপিরাজ! যদি আমি চিত্তলাঘব ও অজ্ঞানতা প্রযুক্ত তোমাকে নিহত করিতাম, তাহা হইলে ইহকালে লোকমধ্যে আমার অজ্ঞতা এবং মূঢ়তা বিখ্যাত হইত এবং অভয় দান করিয়া বধজন্য আমি মহাপাতকগ্রস্ত হইতাম। এক্ষণে বরবর্ণিনী সীতা, লক্ষ্মণ এবং আমি, আমাদিগের সুখস্বাচ্ছন্দ্য প্রভৃতি সকলই তোমার অধীন হইয়াছে; এই বনবাসকালে তুমিই আমাদিগের আশ্রয়; তোমার অনিষ্টের ভয়েই বাণ নিক্ষেপ করি নাই; তুমি আমার প্রতি অন্যায় আশঙ্কা করিও না, বরং পুনরায় বালীর সহিত সমরে প্রবৃত্ত হও; এই মুহূর্ত্তমধ্যেই তোমাদিগের যুদ্ধ

নিরস্তমিষুণৈকেন চেষ্টমানং মহীতলে। ৩৭
অভিজ্ঞানং কুরুষ্ব ত্বমাত্মনো বানরেশ্বর।
যেন ত্বামভিজানীয়াং দ্বন্দ্বযুদ্ধমুপাগতম্॥ ৩৮
গজপুষ্পীমিমাং ফুল্লামুৎপাট্য শুভলক্ষণাম্।
কুরু লক্ষ্মণ কণ্ঠেঽস্য সুগ্রীবস্য মহাত্মনঃ॥ ৩৯
ততো গিরিতটে জাতামুৎপাট্য কুসুমাযুতাম্।
লক্ষ্মণো গজপুষ্পীং তাং তস্য কণ্ঠে ব্যসর্জ্জয়ৎ॥ ৪০
স তয়া শুশুভে শ্রীমান্ লতয়া কণ্ঠসক্তয়া।
মালয়েব বলাকানাং সসন্ধ্য ইব তোয়দঃ॥ ৪১
বিভ্রাজমানো বপুষা রামবাক্যসমাহিতঃ।
জগাম সহ রামেণ কিষ্কিন্ধ্যাং পুনরাপ সঃ॥ ৪২

ইতি কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ডে দ্বাদশঃ সর্গঃ॥ ১২॥

ত্রয়োদশঃ সর্গঃ

ঋষ্যমূকাৎ স ধর্ম্মাত্মা কিষ্কিন্ধ্যাং লক্ষ্মণাগ্রজঃ।
জগাম সহসুগ্রীবো বালিবিক্রমপালিতাম্॥ ১
সমুদ্যম্য মহচ্চাপং রামঃ কাঞ্চনভূষিতম্।
শরাংশ্চাদিত্যসঙ্কাশান্ গৃহীত্বা রণসাধকান্॥ ২
অগ্রতস্তু যযৌ তস্য রাঘবস্য মহাত্মনঃ।
সুগ্রীবঃ সংহতগ্রীবো লক্ষ্মণস্য মহাবলঃ॥ ৩
পৃষ্ঠতো বলবান্ বীরো নলো নীলশ্চ বীর্য্যবান্।
তারশ্চৈব মহাতেজা হরিযূথপযূথপঃ॥ ৪
তে বীক্ষমাণা বৃক্ষাংশ্চ পুষ্পভারাবলম্বিনঃ।
প্রসন্নাম্বুবহাশ্চৈব সরিতঃ সাগরঙ্গমাঃ॥ ৫
কন্দরাণি চ শৈলাংশ্চ নির্ঝরাণি গুহাস্তথা।
শিখরাণি চ মুখ্যানি দরীশ্চ প্রিয়দর্শনাঃ॥ ৬
বৈদূর্য্যবিমলৈস্তোয়ৈঃ পদ্মৈশ্চাকোশকুড্মলৈঃ।
শোভিতান্ সজলান্ মার্গে তটাকাংশ্চাবলোকয়ন্॥ ৭
কারণ্ডৈঃ সারসৈর্হংসৈর্বঞ্জুলৈর্জলকুক্কুটৈঃ।
চক্রবাকৈস্তথা চান্যৈঃ শকুনৈঃ প্রতিনাদিতান্॥ ৮
মৃদুশষ্পাঙ্কুরাহারান্নির্ভয়ান্ বনচারিণঃ।
চরতঃ সর্ব্বতঃ পশ্যন্ স্থলীষু হরিণান্ স্থিতান্॥ ৯
তটাকবৈরিণশ্চাপি শুক্লদন্তবিভূষিতান্।
ঘোরানেকচরান্ বন্যান্ দ্বিরদান্ কূলঘাতিনঃ॥ ১০
মত্তান্ গিরিতটোদ্‌ঘুষ্টান্ পর্ব্বতানিব জঙ্গমান্।
বানরান্ দ্বিরদপ্রখ্যান্ মহীরেণুসমুক্ষিতান্॥ ১১
বনে বনচরাংশ্চান্যান্ খেচরাংশ্চ বিহঙ্গমান্।
পশ্যন্তস্ত্বরিতা জগ্মুঃ সুগ্রীববশবর্ত্তিনঃ॥ ১২

কালে আমার এক বাণে বালীকে নিহত এবং ভূতলে পতিত হইতে দেখিবে। ২৮—৩৭। বানররাজ! তুমি বালীর সহিত দ্বন্দ্বযুদ্ধ করিতে প্রবৃত্ত হইলে, যাহাতে আমি তোমাকে চিনিতে পারি এক্ষণে তুমি সেইরূপ কোন অভিজ্ঞান চিহ্ন ধারণ কর।—লক্ষ্মণ! তুমি এই গজপুষ্পীনামক পুষ্পিত সুন্দর লতা উৎপাটনপূর্ব্বক মহাত্মা সুগ্রীবের কণ্ঠদেশে বাঁধিয়া দাও।” পরে লক্ষ্মণ সেই গিরিতটজাত সুপুষ্পিত প্রফুল্ল গজপুষ্পীনাম্নী লতা উৎপাটনপূর্ব্বক সুগ্রীবের কণ্ঠদেশে বাঁধিয়া দিলেন। সন্ধ্যারাগ-রঞ্জিত বৃহৎ মেঘখণ্ড যেমন বলাকাসমূহে বিভূষিত হইয়া শোভা পায়, শ্রীমান্ সুগ্রীব সেই কণ্ঠলগ্ন লতাদ্বারা অলঙ্কৃত হইয়া সেইরূপ শোভা পাইলেন এবং রামের কথায় যত্নবান্ হইয়া লতালঙ্কৃতশরীরে পুনর্ব্বার শ্রীরামের সহিত কিষ্কিন্ধ্যা নগরীর সমীপবর্ত্তী হইলেন। ৩৮—৪২।

ত্রয়োদশ সর্গ।

ধর্ম্মাত্মা রাম স্বর্ণভূষিত সুমহৎ ধনুক উদ্যত করিয়া সূর্য্যবৎ প্রভাশালী যুদ্ধোপযোগী কয়েকটী বাণ লইয়া সুগ্রীবের সহিত ঋষ্যমূক পর্ব্বত হইতে বালি-পালিতা কিষ্কিন্ধ্যানগরীর দিকে যাইতে লাগিলেন। তখন মহাবল দৃঢ়গ্রীব সুগ্রীব মহাত্মা রঘুনন্দন রাম ও লক্ষ্মণের অগ্রে অগ্রে যাইতে লাগিলেন এবং বানর-যূথপতিদিগের যূথপতি তার, নল, নীল ও হনুমান্ তাঁহাদিগের পশ্চাৎ চলিলেন। ১—৪। তাঁহারা সুগ্রীবের বশবর্ত্তী হইয়া পুষ্পভারাবনত অনেক বৃক্ষ, বহু স্বচ্ছসলিলা সাগরগামিনী নদী, বিবিধ কন্দর ও নির্ঝর, অনেক পর্ব্বত, নানাবিধ শৈল, অনেক গুহা ও সুদর্শনা দরী, নানাস্থানে ইতস্ততঃ ভ্রমণকারী মৃদুতৃণাঙ্কুরভোজী নির্ভয়চিত্ত অনেক হরিণ, শব্দদ্বারা গিরিতট প্রতিধ্বনিত করিতে সমুদ্যত, শুভ্রবর্ণ দন্তদ্বারা শোভমান, আকারদ্বারা জঙ্গম পর্ব্বততুল্য একাকী বিচরণকারী কূলবিদারী তড়াগবৈরী বহু মদমত্ত ভয়ঙ্কর বন্য হস্তী, সেই সকল হস্তীর ন্যায় ধূলিধূসরিত বহু বানর; সিংহ ব্যাঘ্র প্রভৃতি নানাবিধ পশু, আকাশবিহারী বহু পক্ষী এবং হংস কারণ্ডব সারস বঞ্জুল জলকুক্কুট চক্রবাক ও অন্যান্য জলচরপক্ষিগণে সমাকীর্ণ শোকনিবারক পদ্মকোরকসমূহে সুশোভিত বৈদূর্য্যমণির ন্যায় নির্ম্মলজলবিশিষ্ট তড়াগ সকল দেখিতে দেখিতে সত্বর হইয়া যাইতে লাগিলেন। ৫—১২।

তেষান্তু গচ্ছতাং তত্র ত্বরিতং রঘুনন্দনঃ।
দ্রুমষণ্ডবনং দৃষ্ট্বা রামঃ সুগ্রীবমব্রবীৎ॥ ১৩
এষ মেঘ ইবাকাশে বৃক্ষষণ্ডঃ প্রকাশতে।
মেঘসঙ্ঘাতবিপুলং পর্য্যন্তকদলীবৃতম্॥ ১৪
কিমেতজ্জ্ঞাতুমিচ্ছামি সখে কৌতূহলং মম।
কৌতূহলাপনয়নং কর্ত্তুমিচ্ছাম্যহং ত্বয়া॥ ১৫
তস্য তদ্বচনং শ্রুত্বা রাঘবস্য মহাত্মনঃ।
গচ্ছন্নেবাচচক্ষেঽথ সুগ্রীবস্তন্মহদ্বনম্॥ ১৬
এতদ্রাঘব বিস্তীর্ণমাশ্রমং শ্রমনাশনম্।
উদ্যানবনসম্পন্নং স্বাদুমূলফলোদকম্॥ ১৭
অত্র সপ্তজনা নাম মুনয়ঃ শংসিতব্রতাঃ।
সপ্তৈবাসন্নধঃশীর্ষা নিয়তং জলশায়িনঃ॥ ১৮
সপ্তরাত্রে কৃতাহারা বায়ুনাচলবাসিনঃ।
দিবং বর্ষশতৈর্যাতাঃ সপ্তভিঃ সকলেবরাঃ॥ ১৯
তেষামেতং প্রভাবেণ দ্রুমপ্রাকারসংবৃতম্।
আশ্রমং সুদুরাধর্ষমপি সেন্দ্রৈঃ সুরাসুরৈঃ॥ ২০
পক্ষিণো বর্জ্জয়ন্ত্যেতং তথান্যে বনচারিণঃ।
বিশন্তি মোহাদ্যেঽপ্যত্র ন নিবর্ত্তন্তি তে পুনঃ॥ ২১
বিভূষণরবাশ্চাত্র শ্রূয়ন্তে সকলাক্ষরাঃ।
তূর্য্যগীতস্বনশ্চাপি গন্ধো দিব্যশ্চ রাঘব॥ ২২
ত্রেতাগ্নয়োঽপি দীপ্যন্তে ধূমো হ্যেষ প্রদৃশ্যতে।
বেষ্টয়ন্নিব বৃক্ষাগ্রান্ কপোতাঙ্গারুণো ঘনঃ॥ ২৩
এতে বৃক্ষাঃ প্রকাশন্তে ধূমসংসক্তমস্তকাঃ।
মেঘজালপ্রতিচ্ছন্না বৈদূর্য্যগিরয়ো যথা॥ ২৪
কুরু প্রণামং ধর্ম্মাত্মন্ তেষামুদ্দিশ্য রাঘব।
লক্ষ্মণেন সহ ভ্রাত্রা প্রযতঃ সংহতাঞ্জলিঃ॥ ২৫
প্রণমন্তি হি যে তেষামৃষীণাং ভাবিতাত্মনাম্।
ন তেষামশুভং কিঞ্চিচ্ছরীরে রাম বিদ্যতে॥ ২৬
ততো রামঃ সহ ভ্রাত্রা লক্ষ্মণেন কৃতাঞ্জলিঃ।
সমুদ্দিশ্য মহাত্মানস্তানৃষীনভ্যবাদয়ৎ॥ ২৭
অভিবাদ্য চ ধর্ম্মাত্মা রামো ভ্রাতা চ লক্ষ্মণঃ।
সুগ্রীবো বানরশ্চৈব জগ্মুঃ সংহৃষ্টমানসাঃ॥ ২৮
তে গত্বা দূরমধ্বানং তস্মাৎ সপ্তজনাশ্রমাৎ।
দদৃশুস্তাং দুরাধর্ষাং কিষ্কিন্ধ্যাং বালিপালিতাম্॥ ২৯
ততস্তু রামানুজরামবানরাঃ
প্রগৃহ্য শস্ত্রাণ্যুদিতোগ্রতেজসঃ।

তাঁহাদিগের সত্বরভাবে কিষ্কিন্ধ্যা নগরীর দিকে যাত্রাকালে রঘুনন্দন রাম পথিমধ্যে বৃক্ষশোভিত এক কানন দেখিয়া সুগ্রীবকে কহিলেন—"সখে! এই বৃক্ষসকল, মেঘসমূহের ন্যায় দেখা যাইতেছে; অন্তভাগে কদলীবৃক্ষসমূহে পরিবেষ্টিত নিবিড়-মেঘতুল্য এই বন যে পূর্ব্বে কি ছিল, তাহা আমি জানিতে ইচ্ছা করিতেছি, ইহার বিষয় শুনিতে আমার নিতান্ত ঔৎসুক্য হইয়াছে। এক্ষণে তুমি এই বিষয় কীর্ত্তন করিয়া আমার ঔৎসুক্য নিবারণ কর, ইহাই আমার বাসনা।" ১৩—১৫। মহাত্মা রঘুনন্দন রামের কথা শুনিয়া, সুগ্রীব যাইতে যাইতে তাঁহার নিকটে সেই বনের বিবরণ বর্ণন করিতে লাগিলেন,—"রাঘব! সুস্বাদু মূল, ফল ও জলসমন্বিত বহু উদ্যানশোভিত এই সুবিস্তীর্ণ বন পূর্ব্বে এক শ্রমনিবারক আশ্রম ছিল। পূর্ব্বে এই আশ্রমে প্রসিদ্ধ ব্রতানুষ্ঠায়ী 'সপ্তজন' নামে বিখ্যাত সপ্ত মহর্ষি ছিলেন। তাঁহারা অধোমস্তক হইয়া নিয়ত জলমধ্যে থাকিতেন। সপ্ত দিবস পরে বায়ুমাত্র ভক্ষণ করিতেন। সতত জলশায়ী সেই মহর্ষিরা সাত শত বৎসরান্তে সশরীরে স্বর্গে গিয়াছেন; বৃক্ষরূপ প্রাকারে পরিবেষ্টিত এই আশ্রম তাঁহাদিগের তপঃ-প্রভাবে অদ্যাপি ইন্দ্রসহিত দেবতা এবং অসুরগণের অধর্ষণীয়। ১৬—২০। পক্ষী ও অন্যান্য বনচর প্রাণীরা এই আশ্রমে প্রবেশ করে না, যাহারা ভ্রান্তি-বশতঃ ইহার মধ্যে প্রবেশ করে, তাহারা আর প্রতি-নিবৃত্ত হয় না। এ স্থানে প্রমদাগণের অলঙ্কারশিঞ্জন এবং তূর্য্যধ্বনিসহকৃত মনোহর অক্ষরযুক্ত গীতশব্দ শ্রবণগোচর হয় এবং মনোহর গন্ধ নাসারন্ধ্রে প্রবিষ্ট হইয়া থাকে। বোধ হয়, ইহার মধ্যে ত্রিবিধ অগ্নিই জ্বলিতেছে, কারণ, কপোত এবং অঙ্গারবৎ ধূসরবর্ণ নিবিড় মেঘের ন্যায়, ঐ ধূমরাশি বৃক্ষাগ্রভাগ সকল বেষ্টন করত দৃষ্ট হইতেছে। শিখরভাগে ধূমসমাকীর্ণ হইয়া ঐ সকল বৃক্ষ, মেঘমণ্ডিত বৈদূর্য্যমণির তুল্য-বর্ণ পর্ব্বতের ন্যায় প্রকাশিত হইতেছে। ধার্ম্মিক রঘু-নন্দন রাম! আপনি ভ্রাতা লক্ষ্মণের সহিত সংযতচিত্তে কৃতাঞ্জলিপুটে সেই বিশুদ্ধাত্মা মহর্ষিদিগের উদ্দেশে প্রণাম করুন। যাঁহারা তাঁহাদিগকে প্রণাম করেন, তাঁহাদিগের শরীরে কিঞ্চিন্মাত্রও অশুভ থাকে না।" ২১—২৬। পরে রাম, ভ্রাতা লক্ষ্মণের সহিত কৃতাঞ্জলি হইয়া সেই মহাত্মা মহর্ষিদিগের উদ্দেশে প্রণাম করি-লেন। ধর্ম্মাত্মা রাম, তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা লক্ষ্মণ এবং বানরপ্রধান সুগ্রীব তাঁহাদিকে প্রণামপূর্ব্বক সানন্দ অন্তরে গমন করিতে লাগিলেন। তাঁহারা সেই সপ্তজন-নামক মহর্ষিদিগের আশ্রমের নিকট হইতে বহির্গত হইয়া বহু পথ অতিক্রমপূর্ব্বক বালিপালিতা অধর্ষণীয়া কিষ্কিন্ধ্যা নগরী দেখিতে পাইলেন। পরে রাম,

পুরীং সুরেশাত্মজবাহুপালিতাং
বধায় শত্রোঃ পুনরাগতাস্থিহ ॥ ৩০
ইতি কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ডে ত্রয়োদশঃ সর্গঃ ॥ ১৩ ॥

চতুর্দ্দশঃ সর্গঃ।

সর্ব্বে তে ত্বরিতং গত্বা কিষ্কিন্ধ্যাং বালিনঃ পুরীম্।
বৃক্ষৈরাত্মানমাবৃত্য ব্যতিষ্ঠন্ গহনে বনে ॥ ১
বিসার্য্য সর্ব্বতো দৃষ্টিং কাননে কাননপ্রিয়ঃ।
সুগ্রীবো বিপুলগ্রীবঃ ক্রোধমাহারয়দ্ভৃশম্ ॥ ২
ততস্তু নিনদং ঘোরং কৃত্বা যুদ্ধায় চাহ্বয়ৎ ॥ ৩
পরিবারৈঃ পরিবৃতো নাদৈর্ভিন্দন্নিবাম্বরম্।
গর্জ্জন্নিব মহামেঘো বায়ুবেগপুরঃসরঃ ॥ ৪
অথ বালার্কসদৃশো দৃপ্তসিংহগতিস্ততঃ।
দৃষ্ট্বা রামং ক্রিয়াদক্ষং সুগ্রীবো বাক্যমব্রবীৎ ॥ ৫
হরিবাগুরয়া ব্যাপ্তাং তপ্তকাঞ্চনভূষণাম্।
প্রাপ্তাঃ স্ম ধ্বজযন্ত্রাঢ্যাং কিষ্কিন্ধ্যাং বালিনঃ পুরীম্ ॥ ৬
প্রতিজ্ঞা যা কৃতা বীর ত্বয়া বালিবধে পুরা।
সফলাং কুরু তাং বীর লতাং কাল ইবাগতঃ ॥ ৭

এবমুক্তস্তু ধর্ম্মাত্মা সুগ্রীবেণ স রাঘবঃ।
তমেবোবাচ বচনং সুগ্রীবং শত্রুসূদনঃ ॥ ৮
কৃতাভিজ্ঞানচিহ্নস্ত্বমনয়া গজসাহ্বয়া।
লক্ষ্মণেন সমুৎপাট্য এষা কণ্ঠে কৃতা তব ॥ ৯
শোভসেহপ্যধিকং বীর লতয়া কণ্ঠসক্তয়া।
বিপরীত ইবাকাশে সূর্য্যো নক্ষত্রমালয়া ॥ ১০
অদ্য বালিসমুত্থং তে ভয়ং বৈরঞ্চ বানর।
একেনাহং প্রমোক্ষ্যামি বাণমোক্ষেণ সংযুগে ॥ ১১
মম দর্শয় সুগ্রীব বৈরিণং ভ্রাতৃরূপিণম্।
বালী বিনিহতো যাবদ্বনে পাংশুষু চেষ্টতে ॥ ১২
যদি দৃষ্টিপথং প্রাপ্তো জীবন্ স বিনিবর্ত্ততে।
ততো দোষেণ মা গচ্ছেৎ সদ্যো গর্হেচ্চ মাংভবান্ ॥১৩
প্রত্যক্ষং সপ্ত তে তালা ময়া বাণেন দারিতাঃ।
ততো বেৎসি বলেনাদ্য বালিনং নিহতং রণে ॥ ১৪
অনৃতং নোক্তপূর্ব্বং মে চিরং কৃচ্ছ্রেহপি তিষ্ঠতা।
ধর্ম্মলোভপরীতেন ন চ বক্ষ্যে কথঞ্চন ॥ ১৫
সফলাঞ্চ করিষ্যামি প্রতিজ্ঞাং জহি সম্ভ্রমম্।

তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা লক্ষ্মণ এবং সুগ্রীব প্রভৃতি বানরগণ স্ব স্ব অস্ত্র গ্রহণপূর্ব্বক শত্রু ইন্দ্রপুত্র বালীকে নিহত করিবার জন্য তাহার বাহুবলরক্ষিত কিষ্কিন্ধ্যা-নগরীর নিকটবর্ত্তী হইলেন; তখন তাঁহাদিগের সকলেরই উৎকট তেজ প্রকাশ পাইতে লাগিল। ২৭—৩০।

চতুর্দ্দশ সর্গ।

রাম প্রভৃতি সকলে বালি-রক্ষিতা কিষ্কিন্ধ্যানগরীতে গমনপূর্ব্বক বিজন কাননমধ্যে বৃক্ষসমূহের অন্তরালে স্ব স্ব দেহ আবৃত করিয়া রহিলেন; তখন কানন-প্রিয় বিপুলগ্রীব সুগ্রীব চারিদিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করত অতিশয় ক্রুদ্ধ হইলেন এবং অমাত্যগণে পরিবৃত হইয়া বালীকে আহ্বান করিবার জন্য ভয়ঙ্কর শব্দ করিতে লাগিলেন। তাঁহার গর্জ্জনশব্দে নভোমণ্ডল যেন বিদীর্ণ হইতে লাগিল। পরে দর্পিত সিংহের ন্যায় গমনকারী তরুণসূর্য্যতুল্য সুগ্রীব বায়ুবেগে বিচলিত মহামেঘের ন্যায়, গর্জ্জন করিয়া সমরকুশল রামের প্রতি দৃষ্টিনিক্ষেপ করত তাঁহাকে বলিলেন, "বীর! আমরা বাগুরাস্বরূপ বানরগণে পরিবৃতা তপ্তকাঞ্চনভূষিতা বালি-পালিতা, যন্ত্র ও ধ্বজসমূহে সমাকীর্ণা কিষ্কিন্ধ্যানগরীতে আসিয়াছি; আপনি পূর্ব্বে বালিনিধনার্থে যে প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন, এক্ষণে ঋতু-বিশেষ যেমন লতাবিশেষকে ফলবতী করে, তদ্রূপ শীঘ্র সেই প্রতিজ্ঞা ফলবতী করুন। ১—৭। শত্রুদমন রঘুনন্দন ধার্ম্মিক রাম, সুগ্রীবের কথা শুনিয়া তাঁহাকে বলিলেন, "বীর! লক্ষ্মণ হস্তিপুষ্পীনাম্নী এই যে লতা তোমার গলদেশে বাঁধিয়া দিয়াছেন, ইহা তোমার উৎকৃষ্ট অভিজ্ঞানচিহ্ন হইয়াছে; তুমি এই গল-লগ্ন লতাদ্বারা অতিশয় শোভাশালী হইয়াছ; যদি নভোমণ্ডলে এইরূপ বিপরীত ঘটনা ঘটে,—যদি সূর্য্যমণ্ডল নক্ষত্রমালাদ্বারা শোভিত হয়, তবেই তোমার রূপের তুলনা হইতে পারে। বানররাজ সুগ্রীব! অদ্য আমি যুদ্ধক্ষেত্রে একটীমাত্র বাণ ত্যাগ করিয়াই বালীর সহিত তোমার বিরোধ এবং বালি-জনিত ভয় দূর করিব। এক্ষণে তুমি আমাকে তোমার শত্রুরূপী ভ্রাতা বালীকে দেখাইয়া দেও; তাহা হইলেই সে আমার হস্তে নিহত হইয়া পৃথ্বীর উপর বিলুণ্ঠিত হইবে। যদি এবারে সে আমার দৃষ্টিপথের পথিক হইয়া প্রাণ লইয়া ফিরিতে পারে, তবে তুমি তৎক্ষণাৎ আমাকে দোষী বিবেচনা করত তিরস্কার করিও। আমি তোমার সমক্ষে এক বাণে সেই সাতটী শালগাছ ভেদ করিয়াছি; এক্ষণে তুমি নিশ্চয় মনে জানিও—আমার সেই বলে বালী যুদ্ধে নিহত হইয়াছে। আমার চিত্ত কেবল ধর্ম্মানুষ্ঠানেই রত; আমি প্রাণান্তকর বিপদে পড়িয়াও পূর্ব্বে কখন মিথ্যা কথা বলি নাই এবং ভবিষ্যতেও বলিব না। যেমন শত অশ্বমেধযজ্ঞকারী

প্রসূতং কালমক্ষেত্রং বর্ষেণেব শতক্রতুঃ॥ ১৬
তদাহ্বাননিমিত্তঞ্চ বালিনো হেমমালিনঃ।
সুগ্রীব কুরু তং শব্দং নিষ্পতেদ্‌যেন বানরঃ॥ ১৭
জিতকাশী জয়শ্লাঘী ত্বয়া চাধর্ষিতঃ পুরাৎ।
নিষ্পতিষ্যত্যসঙ্গেন বালী স প্রিয়সংযুগঃ॥ ১৮
রিপূণাং ধর্ষিতং শ্রুত্বা মর্ষয়ন্তি ন সংযুগে।
জানন্তস্তু স্বকং বীর্য্যং স্ত্রীসমক্ষং বিশেষতঃ॥ ১৯
স তু রামবচঃ শ্রুত্বা সুগ্রীবো হেমপিঙ্গলঃ।
ননর্দ্দ ক্রূরনাদেন বিনির্ভিন্দন্নিবাম্বরম্॥ ২০
তত্র শব্দেন বিত্রস্তা গাবো যান্তি হতপ্রভাঃ।
রাজদোষপরামৃষ্টাঃ কুলস্ত্রিয় ইবাকুলাঃ॥ ২১
দ্রবন্তি চ মৃগাঃ শীঘ্রং ভগ্না ইব রণে হয়াঃ।
পতন্তি চ খগা ভূমৌ ক্ষীণপুণ্যা ইব গ্রহাঃ॥ ২২

ততঃ স জীমূতকৃতপ্রণাদো
নাদং হ্যমুঞ্চৎ ত্বরয়া প্রতীতঃ।
সূর্য্যাত্মজঃ শৌর্য্যবিবৃদ্ধতেজাঃ
সরিৎপতির্বানিলচঞ্চলোর্ম্মিঃ॥ ২৩

ইতি কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ডে চতুর্দশঃ সর্গঃ॥ ১৪॥

মহেন্দ্র, বৃষ্টিদ্বারা ধান্যবৃক্ষ সকল ফলপূর্ণ করেন, সেইরূপ আমি নিশ্চয়ই আমার প্রতিজ্ঞা সফল করিব, তুমি ভীত হইও না। ১—১৬। সুগ্রীব! এক্ষণে বানরপ্রধান স্বর্ণমালাধারী বালী যেরূপ শব্দ শুনিয়া নগরী হইতে বহির্গত হয়, তাহাকে আহ্বান করত তুমি সেইরূপ শব্দ কর। বালী অত্যন্ত যুদ্ধপ্রিয়, শত্রুবিজয়ে গর্ব্বিত এবং বিজয়চিহ্নে বিরাজিত; সুতরাং সে যদি এখন প্রমদাগণের নিকটেও থাকে, তথাপি তুমি যুদ্ধার্থে আহ্বান করিলে নিশ্চয়ই সে মহিলাসঙ্গ পরিত্যাগপূর্ব্বক পুরী হইতে বহির্গত হইবে; কারণ শৌর্য্যবান্ বীরেরা নিজের বীর্য্য স্মরণ করত শত্রুগণ যুদ্ধে আহ্বান করিতেছে শুনিয়া তাহা সহ্য করিতে পারেন না। বিশেষতঃ প্রমদাগণের সমক্ষে তাহা নিতান্তই অসহ্য স্বর্ণবৎ পিঙ্গলবর্ণ সুগ্রীব, রামের কথা শুনিয়া যেন নভোমণ্ডল বিদীর্ণ করত ভীষণ গর্জ্জন করিতে লাগিলেন; তৎকালে তাঁহার সেই গর্জ্জনধ্বনি শুনিয়া বৃহৎ বৃষভেরা ভীত এবং নিষ্প্রভ হইয়া রাজার দোষে অন্যকর্তৃক পরামৃষ্টা ব্যাকুলচিত্তা কুলনারীদিগের ন্যায়, চারিদিকে পলায়ন করিতে লাগিল। মৃগগণ, যুদ্ধে আহত অশ্বগণের ন্যায়, বেগে ধাবিত হইতে লাগিল এবং পক্ষীরা ক্ষীণপুণ্য গ্রহগণের ন্যায়, ভূতলে পতিত হইতে লাগিল। পরে সূর্য্যপুত্র সুগ্রীব, রাম এবারে নিশ্চয়ই বালীকে বধ করিবেন, এরূপ বিশ্বাসান্বিত এবং পরাক্রমপ্রকাশের জন্য তেজঃপ্রদীপ্ত হইয়া, বায়ু বিক্ষোভিত তরঙ্গমালাসমাকুল সমুদ্র এবং নিবিড় মেঘের ন্যায়, ভীষণ গর্জ্জন করিতে লাগিলেন। ১৭—২৩।

পঞ্চদশঃ সর্গঃ।

অথ তস্য নিনাদং তং সুগ্রীবস্য মহাত্মনঃ।
শুশ্রাবান্তঃপুরগতো বালী ভ্রাতুরমর্ষণঃ॥ ১
শ্রুত্বা তু তস্য নিনদং সর্বভূতপ্রকম্পনম্।
মদশ্চৈকপদে নষ্টঃ ক্রোধশ্চাপাদিতো মহান্॥ ২
ততো রোষপরীতাঙ্গো বালী স কনকপ্রভঃ।
উপরক্ত ইবাদিত্যঃ সদ্যো নিষ্প্রভতাং গতঃ॥ ৩
বালী দংষ্ট্রাকরালস্তু ক্রোধাদ্দীপ্তাগ্নিলোচনঃ।
ভাত্যুৎপতিতপদ্মাভঃ সমৃণাল ইব হ্রদঃ॥ ৪
শব্দং দুর্ম্মর্ষণং শ্রুত্বা নিষ্পপাত ততো হরিঃ।
বেগেন চ পদন্যাসৈর্দারয়ন্নিব মেদিনীম্॥ ৫
তন্তু তারা পরিষ্বজ্য স্নেহাদ্দর্শিতসৌহৃদা।
উবাচ ত্রস্তসম্ভ্রান্তা হিতোদর্কমিদং বচঃ॥ ৬
সাধু ক্রোধমিমং বীর নদীবেগমিবাগতম্।
শয়নাদুত্থিতঃ কল্যং ত্যজ ভুক্তামিব স্রজম্॥ ৭
কাল্যমেতেন সংগ্রামং করিষ্যসি চ বানর।

পঞ্চদশ সর্গ।

অমর্ষণস্বভাব বালী অন্তঃপুরমধ্যে থাকিয়া স্বীয় ভ্রাতা মহাত্মা সুগ্রীবের সেই গর্জ্জনধ্বনি শুনিল। যাহা শুনিয়া সকল প্রাণীই কম্পিতকলেবর হইয়া উঠে, সুগ্রীবের সেইরূপ গর্জ্জনধ্বনি শুনিয়া তখনই তাহার প্রমত্তভাব দূর এবং অত্যন্ত ক্রোধ আবির্ভূত হইল। তৎকালে ঘোর দাম্ভিক স্বর্ণবর্ণ বালী এরূপ ক্রোধাবিষ্ট হইল যে, তাহার নেত্রদ্বয় রক্তবর্ণ হইয়া জ্বলন্ত অগ্নির ন্যায় দেখাইতে লাগিল; কিন্তু সে রাহুগ্রস্ত সূর্য্যের ন্যায়, তেজোবিহীন এবং পদ্মরহিত-মৃণালদণ্ড-সমন্বিত হ্রদের ন্যায় শ্রীহীন হইল; তথাপি শত্রুগণের নিতান্ত অসহ্য সেইরূপ গর্জ্জনধ্বনি সহ্য করিতে না পারিয়া সবেগে পাদবিক্ষেপপূর্ব্বক যেন পৃথিবীকে বিদীর্ণ করত সেই শব্দ লক্ষ্য করিয়া গমন করিতে প্রবৃত্ত হইলে তাহার পত্নী তারা স্নেহপ্রযুক্ত ভীতা ও ব্যাকুলহৃদয়া হইয়া প্রণয় প্রদর্শন করত তাহাকে আলিঙ্গনপূর্ব্বক এই হিতকর কথা বলিল, "বীর! প্রভাতে শয্যা হইতে উঠিয়া যেমন মাল্য পরিত্যাগ করিয়া থাক, সেইরূপ নদীবেগের ন্যায়

বীর তে শত্রুবাহুল্যং ফল্গুতা বা ন বিদ্যতে ॥ ৮
সহসা তব নিষ্ক্রামো মম তাবন্ন রোচতে।
শ্রূয়তামভিধাস্যামি যন্নিমিত্তং নিবার্য্যতে ॥ ৯
পূর্ব্বমাপতিতঃ ক্রোধাৎ স ত্বামাহ্বয়তে যুধি।
নিষ্পত্য চ নিরস্তস্তে হন্যমানো দিশো গতঃ ॥ ১০
ত্বয়া তস্য নিরস্তস্য পীড়িতস্য বিশেষতঃ।
ইহৈত্য পুনরাহ্বানং শঙ্কাং জনয়তীব মে ॥ ১১
দর্পশ্চ ব্যবসায়শ্চ যাদৃশস্তস্য নর্দ্দতঃ।
নিনাদস্য চ সংরম্ভো নৈতদল্পং হি কারণম্ ॥ ১২
নাসহায়মহং মন্যে সুগ্রীবং তমিহাগতম্।
অবষ্টব্ধসহায়শ্চ যমাশ্রিত্যৈষ গর্জ্জতি ॥ ১৩
প্রকৃত্যা নিপুণশ্চৈব বুদ্ধিমাংশ্চৈব বানরঃ।
নাপরীক্ষিতবীর্য্যেণ সুগ্রীবঃ সখ্যমেষ্যতি ॥ ১৪
পূর্ব্বমেব ময়া বীর শ্রুতং কথয়তো বচঃ।
অঙ্গদস্য কুমারস্য বক্ষ্যাম্যদ্য হিতং বচঃ ॥ ১৫
অঙ্গদস্তু কুমারোঽয়ং বনান্তমুপনির্গতঃ।
প্রবৃত্তিস্তেন কথিতা চারৈরাসীন্নিবেদিতা ॥ ১৬
অযোধ্যাধিপতেঃ পুত্রৌ শূরৌ সমরদুর্জ্জয়ৌ।
ইক্ষ্বাকূণাং কুলে জাতৌ প্রথিতৌ রামলক্ষ্মণৌ ॥ ১৭
সুগ্রীবপ্রিয়কামার্থং প্রাপ্তৌ তত্র দুরাসদৌ।
স তে ভ্রাতুর্হি বিখ্যাতঃ সহায়ো রণকর্ম্মণি ॥ ১৮
রামঃ পরবলামর্দ্দী যুগান্তাগ্নিরিবোত্থিতঃ।
নিবাসবৃক্ষঃ সাধূনামাপন্নানাং পরা গতিঃ ॥ ১৯
আর্ত্তানাং সংশ্রয়শ্চৈব যশসশ্চৈকভাজনম্।
জ্ঞানবিজ্ঞানসম্পন্নো নিদেশে নিরতঃ পিতুঃ ॥ ২০
ধাতূনামিব শৈলেন্দ্রো গুণানামাকরো মহান্।
তৎ ক্ষমো ন বিরোধস্তে সহ তেন মহাত্মনা ॥ ২১
দুর্জ্জয়েনাপ্রমেয়েণ রামেণ রণকর্ম্মসু।
শূর বক্ষ্যামি তে কিঞ্চিন্ন চেচ্ছাম্যভ্যসূয়িতুম্ ॥ ২২
শ্রূয়তাং ক্রিয়তাঞ্চৈব তব বক্ষ্যামি যদ্ধিতম্।
যৌবরাজ্যেন সুগ্রীবং তূর্ণং সাধ্বভিষেচয় ॥ ২৩

সমাগত এই ক্রোধ সম্যক্‌রূপে পরিত্যাগ কর। বীর্য্যবান্ বানররাজ! কল্য প্রভাতে তুমি সুগ্রীবের সহিত যুদ্ধ করিও, যদিও তোমার শত্রু তোমা অপেক্ষা সমধিক বীর্য্যবান্ নহে এবং তুমিও শত্রু অপেক্ষা বীর্য্যহীন নহ, তথাপি এক্ষণে তোমার সহসা বহির্গমন আমার অভিমত হইতেছে না। যে জন্য আমি তোমাকে গমনে নিষেধ করিতেছি, তাহা বলিতেছি, শ্রবণ কর ১—৯। সুগ্রীব কিয়ৎকালপূর্ব্বে ক্রোধসহকারে আসিয়া যুদ্ধার্থে তোমাকে আহ্বান করিলে, তুমি নগরী হইতে বহির্গত হইয়া তাহাকে বিষম প্রহার করত দূরীভূত করিয়াছিলে এবং সেও পলায়নপর হইয়া দশদিক্ আশ্রয় করিয়াছিল। সে অনতিপূর্ব্বে তোমার হস্তে বিশেষরূপে পীড়িত ও নিষ্কৃতি লাভ করিয়াও যে, এক্ষণে পুনরায় আসিয়া তোমাকে যুদ্ধার্থে আহ্বান করিতেছে, ইহাতে আমি অতিশয় শঙ্কিতা হইতেছি। তাহার গর্জ্জনশব্দে যেরূপ অধ্যবসায়, দর্প এবং উৎসাহ দেখা যাইতেছে সেরূপ অধ্যবসায়, দর্প এবং উৎসাহ যে সামান্য কারণে হইয়াছে, ইহা কখনই মনে হয় না। আমার বোধ হয়, সুগ্রীব কখনই নিঃসহায় হইয়া এখানে আসে নাই; নিশ্চয়ই সে সহায়সম্পন্ন হইয়াছে এবং সেই সহায়ে নির্ভর করিয়া এরূপ গর্জ্জন করিতেছে। ১০—১৩। কপিশ্রেষ্ঠ সুগ্রীব স্বভাবতই অতিশয় কার্য্যদক্ষ, অথচ বিশেষ বুদ্ধিমান্‌ও বটে; বীর্য্য পরীক্ষা না করিয়া সে কখনই মিত্রতা করে নাই। বীর! ইতিপূর্ব্বে আমি কুমার অঙ্গদের মুখে যাহা শুনিয়াছি, তোমার হিতার্থ তাহা বলিতেছি, শ্রবণ কর। অদ্য কুমার অঙ্গদ বনমধ্যে ভ্রমণ করিতে গিয়াছিল। তখন চারগণ তাহার নিকটে এই বিবরণ বলিয়াছে যে, অযোধ্যাধিপতি ইক্ষ্বাকুবংশজাত দশরথের দুই পুত্র কোন কারণবশতঃ বনবাসী হইয়াছেন, তাঁহাদিগের নাম রাম এবং লক্ষ্মণ; তাঁহারা প্রভূতপরাক্রমশালী এবং যুদ্ধে অজেয়; এমন কি, যুদ্ধে তাঁহাদিগের নিকটে অগ্রসর হওয়াও অসাধ্য। তাঁহারা সুগ্রীবের কল্যাণ-সাধনার্থী হইয়া ঋষ্যমূক পর্ব্বতে আসিয়াছেন। অঙ্গদ আমার নিকটে আসিয়া ঐ কথা বলিয়াছে। প্রলয়কালীন প্রজ্বলিত অগ্নিতুল্য শত্রুসৈন্যবিনাশী সেই লোকবিখ্যাত রাম যুদ্ধে তোমার ভ্রাতার সহায় হইয়াছেন। যুদ্ধে উপমাবিহীন সেই অজেয় মহাত্মা রাম জ্ঞান এবং বিজ্ঞানসম্পন্ন, পিতার আজ্ঞানুবর্ত্তী, সাধুগণের আশ্রয়পাদপস্বরূপ বিপন্ন ব্যক্তিদিগের পরমগতি, শত্রু-বিপন্ন ব্যক্তিদিগের আশ্রয় এবং যেমন মহাপর্ব্বত ধাতুসমূহের আধার, সেইরূপ সকলগুণের আধার; সুতরাং সেই মহাত্মার সহিত তোমার বিবাদ করা উচিত নহে। ১৪—২১। শূর! আমি তোমাকে এই কথা বলিতেছি বলিয়া আমার প্রার্থনা যে, তুমি ইহাতে ক্রোধ প্রকাশ না কর;—এক্ষণে যাহা তোমার হিতকর আমি তাহাই বলিতেছি, তুমি শুনিয়া তদুপযুক্ত কার্য্য কর। বীর! তুমি কনিষ্ঠ ভ্রাতা সুগ্রীবের সহিত আর বিরোধ করিও না, পরন্তু তাহাকে যৌবরাজ্যে অভিষেক

বিগ্রহং মা কৃথা বীর ভ্রাত্রা রাজন্ যবীয়সা।
অহং হি তে ক্ষমং মন্যে তেন রামেণ সৌহৃদম্ ॥ ২৪
সুগ্রীবেণ চ সম্প্রীতিং বৈরমুৎসৃজ্য দূরতঃ।
লালনীয়ো হি তে ভ্রাতা যবীয়ানেষ বানরঃ ॥ ২৫
তত্র বা সন্নিহস্থো বা সর্ব্বথা বন্ধুরেব তে।
ন হি তেন সমং বন্ধুং ভুবি পশ্যামি কঞ্চন ॥ ২৬
দানমানাদিসৎকারৈঃ কুরুষ্ব প্রত্যনন্তরম্।
বৈরমেতৎ সমুৎসৃজ্য তব পার্শ্বে স তিষ্ঠতু ॥ ২৭
সুগ্রীবো বিপুলগ্রীবো মহাবন্ধুর্মতস্তব।
ভ্রাতৃসৌহৃদমালম্ব নান্যা গতিরিহাস্তি তে ॥ ২৮
যদি তে মৎপ্রিয়ং কার্য্যং যদি চাবৈষি মাং হিতাম্।
যাচ্যমানঃ প্রযত্নেন সাধু বাক্যং কুরুষ্ব মে ॥ ২৯

প্রসীদ পথ্যং শৃণু জল্পিতং হি মে
ন রোষমেবানুবিধাতুমর্হসি।
ক্ষমো হি তে কোশলরাজসূনুনা
ন বিগ্রহঃ শক্রসমানতেজসা ॥ ৩০
তদা হি তারা হিতমেব বাক্যং
তং বালিনং পথ্যমিদং বভাষে।
ন রোচতে তদ্বচনং হি তস্য
কালাভিপন্নস্য বিনাশকালে ॥ ৩১
ইত্যার্ষে ... কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ডে পঞ্চদশঃ সর্গঃ ॥ ১৫

ষোড়শঃ সর্গঃ।

তামেবং ব্রুবতীং তারাং তারাধিপনিভাননাম্।
বালী নির্ভর্ৎসয়ামাস বচনঞ্চেদমব্রবীৎ ॥ ১
গর্জ্জতোঽস্য চ সংরম্ভং ভ্রাতুঃ শত্রোর্বিশেষতঃ।
মর্ষয়িষ্যাম্যহং কেন কারণেন বরাননে ॥ ২
অধর্ষিতানাং শূরাণাং সমরেষ্বনিবর্ত্তিনাম্।
ধর্ষণামর্ষণং ভীরু মরণাদতিরিচ্যতে ॥ ৩
সোঢ়ুং ন চ সমর্থোঽহং যুদ্ধকামস্য সংযুগে।
সুগ্রীবস্য চ সংরম্ভং হীনগ্রীবস্য গর্জ্জিতম্ ॥ ৪
ন চ কার্য্যো বিষাদস্তে রাঘবং প্রতি মৎকৃতে।
ধর্ম্মজ্ঞশ্চ কৃতজ্ঞশ্চ কথং পাপং করিষ্যতি ॥ ৫
নিবর্ত্তস্ব সহ স্ত্রীভিঃ কথং ভূয়োঽনুগচ্ছসি।
সৌহৃদং দর্শিতং তারে ময়ি ভক্তিঃ কৃতা ত্বয়া ॥ ৬
প্রতিযোৎস্যাম্যহং গত্বা সুগ্রীবং জহি সম্ভ্রমম্।

কর। রাজন্! এক্ষণে শত্রুতা পরিহার করিয়া সুগ্রীব এবং রামের সহিত তোমার বন্ধুত্ব করাই আমার বিবেচনায় কর্ত্তব্য বোধ হইতেছে। বানরশ্রেষ্ঠ বিপুল-গ্রীব সুগ্রীব তোমার কনিষ্ঠ ভ্রাতা, সুতরাং তাহাকে তোমার সম্যক্‌রূপে পালন করাই কর্ত্তব্য, দূরেই থাকুক বা নিকটেই থাকুক, সর্ব্বতোভাবেই সে তোমার পরম বন্ধু,—আমি পৃথিবীমধ্যে তোমার এরূপ কোন বন্ধুকেই দেখিতেছি না, যিনি তাহার তুল্য হইতে পারেন; সুতরাং তুমি তাহাকে পূর্ব্ববৎ অধিকার প্রদান এবং সম্মান প্রভৃতি সমুচিত সৎকারদ্বারা সকল বিষয়ে আত্মতুল্য কর, অর্থাৎ যুবরাজ কর এবং সেও তোমাকর্ত্তৃক পরমবন্ধুরূপে সম্মানিত হইয়া শত্রুতা পরিত্যাগপূর্ব্বক ভ্রাতৃসৌহার্দ্দ অবলম্বন করত তোমার নিকটে থাকুক; এতদ্ভিন্ন এক্ষণে তোমার প্রাণরক্ষার অন্য উপায় দেখিনা। ২২—২৮। যদি তুমি আমাকে হিতকারিণী মনে কর এবং আমার প্রিয়কার্য্য করিতে ইচ্ছুক হও, তবে এই বেলা আমার কথা রাখ, আমি প্রণয়বশতই তোমার নিকটে এইরূপ প্রার্থনা করিতেছি। তুমি আমার প্রতি প্রসন্ন হও এবং আমার কথা শ্রবণ কর; এক্ষণে তুমি ক্রোধের বশীভূত হইও না; কেননা, ইন্দ্রতুল্য তেজস্বী কোশলরাজকুমার রামের সহিত বিরোধ করা তোমার অনুচিত।" তখন তারা, বালীর কল্যাণকর ও অবশ্যপালনীয় ঐরূপ কথা বলিলেও বিনাশকাল উপস্থিত হওয়ায়, বালী কৃতান্তের বশীভূত হইয়াছিলেন বলিয়া উহা তাহার রুচিকর হইল না। ২৯—৩১।

ষোড়শ সর্গ।

চন্দ্রমুখী তারা এই কথা বলিলে, বালী তাহাকে ভর্ৎসনা করিয়া বলিল, 'বরাননে! কেন আমি ঐ গর্জ্জনকারী পরম শত্রু কনিষ্ঠ ভ্রাতার ক্রোধপূর্ণ ঔদ্ধত্য সহ্য করিব? ভীরু! যাহারা কখন শত্রুকর্ত্তৃক পীড়িত বা যুদ্ধে নিবৃত্ত হন নাই, সেইরূপ শূরগণের শত্রুকৃত পীড়ন সহ্য করা মৃত্যু অপেক্ষাও সমধিক ক্লেশকর, সুতরাং আমি ঐ যুদ্ধাকাঙ্ক্ষী ক্ষীণগ্রীব সুগ্রীবের যুদ্ধবিষয়ক ঔদ্ধত্য সহ্য করিতে পারিব না। তুমি রঘুনন্দন রাম হইতে ভয়-সম্ভাবনায় আমার জন্য চিন্তা করিও না, কারণ, তিনি ধর্ম্মজ্ঞ এবং কর্ত্তব্য-বিষয়ে সবিশেষ জ্ঞানবান্; তিনি কেন অকারণে মদ্বধরূপ পাপাচরণ করিবেন? আমার প্রতি তোমার যেরূপ ভালবাসা এবং ভক্তি আছে, তাহা তুমি দেখাইয়াছ, অতএব কেন আমার অনুগামিনী হইতেছ? এক্ষণে রমণীগণের সহিত ফিরিয়া যাও। ১—৬। আমি তথায় যাইয়া সুগ্রীবের সহিত যুদ্ধ করিয়া তাহার

দর্পঞ্চাস্য বিনেষ্যামি ন চ প্রাণৈর্বিযোক্ষ্যতে ॥ ৭
অহং হ্যাজিস্থিতস্যাস্য করিষ্যামি যদীপ্সিতম্।
বৃক্ষৈর্মুষ্টিপ্রহারৈশ্চ পীড়িতঃ প্রতিযাস্যতি ॥ ৮
ন মে গর্বিতমায়স্তং সহিষ্যতি দুরাত্মবান্।
কৃতং তারে সহায়ত্বং দর্শিতং সৌহৃদং ময়ি ॥ ৯
শাপিতাসি মম প্রাণৈর্নিবর্তস্ব জনেন চ।
অলং জিত্বা নিবর্তিষ্যে তমহং ভ্রাতরং রণে ॥ ১০
তস্তু তারা পরিষ্বজ্য বালিনং প্রিয়বাদিনী।
চকার রুদতী মন্দং দক্ষিণা সা প্রদক্ষিণম্ ॥ ১১
ততঃ স্বস্ত্যয়নং কৃত্বা মন্ত্রবিদ্বিজয়ৈষিণী।
অন্তঃপুরং সহ স্ত্রীভিঃ প্রবিষ্টা শোকমোহিতা ॥ ১২
প্রবিষ্টায়াস্তু তারায়াং সহ স্ত্রীভিঃ স্বমালয়ম্।
নগর্য্যা নির্যযৌ ক্রুদ্ধো মহাসর্প ইব শ্বসন্ ॥ ১৩
স নিশ্বস্য মহারোষো বালী পরমবেগবান্।
সর্ব্বতশ্চারয়ন্ দৃষ্টিং শত্রুদর্শনকাঙ্ক্ষয়া ॥ ১৪
স দদর্শ ততঃ শ্রীমান্ সুগ্রীবং হেমপিঙ্গলম্।
সুসংবীতমবষ্টব্ধং দীপ্যমানমিবানলম্ ॥ ১৫
তং স দৃষ্ট্বা মহাবাহুঃ সুগ্রীবং পর্য্যবস্থিতম্।
গাঢ়ং পরিদধে বাসো বালী পরমকোপনঃ ॥ ১৬
স বালী গাঢ়সংবীতো মুষ্টিমুদ্যম্য বীর্য্যবান্।
সুগ্রীবমেবাভিমুখো যযৌ যোদ্ধুং কৃতক্ষণঃ ॥ ১৭
শ্লিষ্টং মুষ্টিং সমুদ্যম্য সংরব্ধতরমাগতঃ।
সুগ্রীবোঽপি সমুদ্দিশ্য বালিনং হেমমালিনম্ ॥ ১৮
তং বালী ক্রোধতাম্রাক্ষং সুগ্রীবং রণকোবিদম্।
আপতন্তং মহাবেগমিদং বচনমব্রবীৎ ॥ ১৯
এষ মুষ্টির্মহান্ বদ্ধো গাঢ়ঃ সুনিহিতাঙ্গুলিঃ।
ময়া বেগবিমুক্তস্তে প্রাণানাদায় যাস্যতি ॥ ২০
এবমুক্তস্তু সুগ্রীবঃ ক্রুদ্ধো বালিনমব্রবীৎ।
তব চৈব হরন্ প্রাণান্ মুষ্টিঃ পততু মূর্দ্ধনি ॥ ২১
তাড়িতস্তেন সংক্রুদ্ধঃ সমভিক্রম্য বেগতঃ।
অভবচ্ছোণিতোদ্গারী সাপীড় ইব পর্ব্বতঃ ॥ ২২
সুগ্রীবেণ তু নিঃশঙ্কং সালমুৎপাট্য তেজসা।
গাত্রেষ্বভিহতো বালী বজ্রেণেব মহাগিরিঃ ॥ ২৩
স তু বৃক্ষেণ নির্ভগ্নঃ সালতাড়নবিহ্বলঃ।
গুরুভারভরাক্রান্তা নৌঃ সসার্থেব সাগরে ॥ ২৪
তৌ ভীমবলবিক্রান্তৌ সুপর্ণসমবেগিতৌ।

দর্প চূর্ণ করিব, কিন্তু তাহার জীবন কোন নষ্ট করিব না; তুমি এই ভয়ব্যাকুলতা ত্যাগ কর। আমি যুদ্ধার্থ আগত দুরাত্মা সুগ্রীবের অভিলষিত বিষয় সম্পাদন করিব; সে কখনই আমার দর্প এবং সুদৃঢ় প্রহার সহ্য করিতে পারিবে না, সুতরাং বৃক্ষ এবং মুষ্টি-প্রহারে পীড়িত হইয়া নিশ্চয়ই পলায়ন করিবে তারা! আমার প্রতি তোমার প্রণয় প্রদর্শন করা এবং আমার সাহায্য করা হইয়াছে। তোমাকে আমি আমার প্রাণের দিব্য দিতেছি, তুমি পরিজনগণের সহিত ফিরিয়া যাও, আমি যুদ্ধে ভ্রাতা সুগ্রীবকে পরাস্ত করিয়া এখনই ফিরিয়া আসিব।" ৭—১০। পরে স্বস্ত্যয়নমন্ত্রজ্ঞা প্রিয়ম্বদা পতিপক্ষপাতিনী তারা মন্দ মন্দ রোদন করত বালীকে আলিঙ্গন করিয়া প্রদক্ষিণ করিল এবং তাহার বিজয় কামনা করত মন্ত্রপূর্ব্বক তাহার স্বস্ত্যয়ন করিয়া শোকাকুলহৃদয়ে পরিচারিকাগণসহ অন্তঃপুরমধ্যে প্রবেশ করিল। তারা, পরিচারিকাগণের সহিত নিজ ভবনে প্রবেশ করিলে শ্রীমান্ বালী অতীব ক্রুদ্ধ হইয়া মহাসর্পের ন্যায় দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিতে করিতে নগরী হইতে মহাবেগে বহির্গত হইল এবং দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করত শত্রুকে দেখিবার জন্য চারিদিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করত দেখিল যে, স্বর্ণের ন্যায় পিঙ্গলবর্ণ সুগ্রীব দৃঢ়রূপে বস্ত্র পরিধান করত যুদ্ধাভিলাষে দৃঢ়ভাবে প্রদীপ্ত অগ্নির ন্যায় বিরাজমান রহিয়াছে। সুগ্রীবকে যুদ্ধার্থ প্রস্তুত দেখিয়া পরমক্রোধনস্বভাব মহাবাহু বীর্য্যবান্ বালী দৃঢ়রূপে বস্ত্র পরিধান করিল এবং দৃঢ়বদ্ধবস্ত্র হইয়া মুষ্টি উত্তোলনপূর্ব্বক তাঁহার সহিত যুদ্ধ করিতে অভিলাষ করত সতর্কতার সহিত তাঁহার দিকে ধাবিত হইল। সমরকুশল সুগ্রীবও দৃঢ়বদ্ধ মুষ্টি উত্তোলনপূর্ব্বক স্বর্ণ-মালাধারী বালীর উদ্দেশে সক্রোধে বেগে ধাবিত হই-লেন। তিনি ক্রোধে আরক্তনয়ন হইয়া বালীর দিকে যাইতে থাকিলে, সে তাঁহাকে বলিল, "আমার এই সুদৃঢ়বদ্ধ সংহতাঙ্গুলি মুষ্টি মৎকর্তৃক বেগসহকারে তোর উপরি পতিত হইয়া তোর জীবন হরণ করিয়া নিবৃত্ত হইবে।" ১১—২০। সুগ্রীব, বালীর এই কথায় অতীব ক্রুদ্ধ হইয়া তাহাকে কহিলেন, "আমার মুষ্টিই প্রাণ হরণ করিবার নিমিত্ত তোর মস্তকে পতিত হউক।" পরে বালী সবেগে তাঁহাকে আক্রমণ করত প্রহার করিলে, তিনি রক্তক্ষরণবশতঃ নিঝরসমন্বিত পর্ব্বতের ন্যায় শোভা পাইলেন এবং ক্রুদ্ধ হইয়া সবলে এক শালবৃক্ষ উৎপাটন করিয়া ইন্দ্র, যেমন বজ্রদ্বারা পর্ব্বতকে আহত করেন, তদ্রূপ সেই শালবৃক্ষদ্বারা বালীর মর্ম্মস্থানে আঘাত করিলেন। বালী শালবৃক্ষের প্রহারে জর্জ্জরীভূত হইয়া, বহুপণ্যসমাকীর্ণা গুরুতর-ভারে আক্রান্তা সাগরমধ্যস্থা তরণীর ন্যায় ব্যাকুল হইল। পরে ভয়ঙ্কর-বলবীর্য্যশালী গরুড়তুল্য-বেগবান্ ভীষণাকার সেই কপিশ্রেষ্ঠদ্বয় পরস্পর শত্রু-

প্রযুদ্ধো ঘোরবপুষৌ চন্দ্রসূর্য্যাবিবাম্বরে। ২৫
পরস্পরমমিত্রঘ্নৌ ছিদ্রান্বেষণতৎপরৌ। ২৬
ততোঽবর্দ্ধত বালী তু বলবীর্য্যসমন্বিতঃ।
সূর্য্যপুত্রো মহাবীর্য্যঃ সুগ্রীবঃ পরিহীয়ত॥ ২৭
বালিনা ভগ্নদর্পস্তু সুগ্রীবো মন্দবিক্রমঃ।
বালিনং প্রতি সামর্ষো দর্শয়ামাস রাঘবম্॥ ২৮
বৃক্ষৈঃ সশাখৈঃ শিখরৈর্বজ্রকোটিনিভৈর্নখৈঃ।
মুষ্টিভির্জানুভিঃ পদ্ভির্বাহুভিশ্চ পুনঃপুনঃ।
তয়োর্যুদ্ধমভূদ্‌ঘোরং বৃত্রবাসবয়োরিব॥ ২৯
তৌ শোণিতাক্তৌ যুধ্যেতাং বানরৌ বনচারিণৌ।
মেঘাবিব মহাশব্দৈস্তর্জ্জমানৌ পরস্পরম্॥ ৩০
হীয়মানমথাপশ্যৎ সুগ্রীবং বানরেশ্বরম্।
প্রেক্ষমাণং দিশশ্চৈব রাঘবঃ স মুহুর্মুহুঃ॥ ৩১
ততো রামো মহাতেজা আর্ত্তং দৃষ্ট্বা হরীশ্বরম্।
স শরং বীক্ষতে বীরো বালিনো বধকাঙ্ক্ষয়া॥ ৩২
ততো ধনুষি সন্ধায় শরমাশীবিষোপমম্।
পূরয়ামাস তচ্চাপং কালচক্রমিবান্তকঃ॥ ৩৩
তস্য জ্যাতলঘোষেণ ত্রস্তা পত্ররথেশ্বরাঃ।
প্রদুদ্রুবুর্মৃগাশ্চৈব যুগান্ত ইব মোহিতাঃ॥ ৩৪

বিনাশে সমুদ্যত হইয়া পরস্পরের ছিদ্র অন্বেষণ করত আকাশমণ্ডলে সূর্য্য ও চন্দ্রের ন্যায়, যুদ্ধ করিতে থাকিলে ক্রমে বালী বলবীর্য্যসমন্বিত হইয়া অত্যন্ত বৃদ্ধি পাইতে লাগিল এবং সূর্য্যপুত্র মহাবীর সুগ্রীব হীন হইতে লাগিলেন। ক্রমে সুগ্রীব, বালীর অপেক্ষা নিতান্ত হীনবল হইলেন এবং বালিকর্ত্তৃক তাঁহার দর্প বিনষ্ট হইল। তখন তিনি তাঁহার প্রতি ক্রোধবশতঃ রঘুনন্দন রামকে তাঁহারে প্রদর্শন করাইলেন। ২১—২৮। সেই সময়ে ইন্দ্র এবং বৃত্রাসুরের ন্যায়, সুগ্রীব এবং বালীর মুষ্টি, জানু, পাদ, বাহু, শাখাযুক্ত বৃক্ষ, পর্ব্বতশিখর ও কোটি-বজ্রতুল্য নখসমূহদ্বারা ভীষণ যুদ্ধ হইতে লাগিল। সেই অরণ্যচর বানরশ্রেষ্ঠদ্বয় রক্তাক্ত-দেহ হইয়া মহামেঘদ্বয়ের ন্যায় বিকট ধ্বনি করত পরস্পরকে তিরস্কার করিতে করিতে যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। পরে বানররাজ সুগ্রীব অতিশয় হীনবল এবং পীড়িত হইয়া বারংবার দশদিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতেছেন দেখিয়া, মহাতেজা মহাবীর রঘুনন্দন রাম সর্পতুল্য জীবনান্তকর একটী বাণের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন এবং ধনুতে সেই বাণ যোজনা করিয়া যম যেমন কালচক্রনামক শরাসন আকর্ষণ করেন, তদ্রূপ তাহা আকর্ষণ করিলেন। তখন পক্ষী ও মৃগ সকল তাঁহার জ্যা এবং তলশব্দে ভীত এবং প্রলয়কালে

মুক্তস্তু বজ্রনির্ঘোষঃ প্রদীপ্তাশনিসন্নিভঃ।
রাঘবেণ মহাবাণো বালিবক্ষসি পাতিতঃ॥ ৩৫
ততস্তেন মহাতেজা বীর্য্যযুক্তঃ কপীশ্বরঃ।
বেগেনাভিহতো বালী নিপপাত মহীতলে॥ ৩৬
ইন্দ্রধ্বজ ইবোদ্ধূতঃ পৌর্ণমাস্যাং মহীতলে।
আশ্বযুক্‌সময়ে মাসি গতসত্ত্বো বিচেতনঃ॥ ৩৭
বাষ্পসংরুদ্ধকণ্ঠস্তু বালী চার্ত্তস্বরঃ শনৈঃ॥ ৩৮
নরোত্তমঃ কাল ইবান্তকোপমং
শরোত্তমং কাঞ্চনরূপ্যভাসিতম্।
সসর্জ্জ দীপ্তং তমমিত্রমর্দ্দনং
সধূমমগ্নিং মুখতো যথা হরঃ॥ ৩৯
অথোক্ষিতঃ শোণিততোয়বিস্রবৈঃ
সুপুষ্পিতাশোক ইবাচলোদ্গতঃ।
বিচেতনো বাসবসূনুরাহবে
প্রভ্রংশিতেন্দ্রধ্বজবৎ ক্ষিতিং গতঃ॥ ৪০
ইতি কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ডে ষোড়শঃ সর্গঃ॥ ১৬॥

সপ্তদশঃ সর্গঃ।

ততঃ শরেণাভিহতো রামেণ রণকর্কশঃ।
পপাত সহসা বালী নিকৃত্ত ইব পাদপঃ॥ ১

প্রাণিগণ যেমন মোহিত হয়, তদ্রূপ মোহিতচিত্ত হইয়া চারিদিকে পলায়ন করিতে লাগিল। পরে তিনি বালীর বক্ষঃস্থল লক্ষ্য করিয়া প্রদীপ্ত বজ্রতুল্য এবং শব্দায়মান সেই মহাবাণ নিক্ষেপপূর্ব্বক তাহার বক্ষঃস্থলে পাতিত করিলেন। বীর্য্যশালী মহাতেজা বানররাজ বালী সেই অতিবেগশালী বাণের প্রহারে শক্তি এবং সংজ্ঞাবিহীন হইয়া বাষ্পাবরুদ্ধকণ্ঠে ও ভগ্নস্বরে আশ্বিন মাসে পূর্ণিমা তিথিতে সমুত্থাপিত ইন্দ্রধ্বজ যেরূপ উৎসবান্তে ভূতলে পতিত হয়, তদ্রূপ ধীরে ধীরে মহীতলে পতিত হইল। তৎকালে কালান্তক কৃতান্ততুল্য নরোত্তম রামের কার্ম্মুকচ্যুত, হরমুখবিসৃষ্ট সধূম অগ্নি এবং যমদণ্ডসদৃশ, সুবর্ণবিভূষিত, শত্রুবিনাশক্ষম, প্রজ্বলিত মহাবাণের প্রভাবে ইন্দ্রপুত্র বালী চেতনাশূন্য এবং রুধিরাক্তদেহ হইয়া রণস্থলে পতিত হওয়ায়, পাতিত ইন্দ্রধ্বজ ও পর্ব্বতোপরি পুষ্পিত কিংশুকতরুর ন্যায় প্রতীত হইতে লাগিল। ২৯—৪০।

সপ্তদশ সর্গ।

রণদুর্দ্ধর্ষ বালী, রামের বাণে আহত হইয়া সহসা ছিন্নমূল বৃক্ষের ন্যায় ভূপতিত হইল। তপ্তকাঞ্চন-

স ভূমৌ ন্যস্তসর্ব্বাঙ্গস্তপ্তকাঞ্চনভূষণঃ।
অপতদ্দেবরাজস্য মুক্তরশ্মিরিব ধ্বজঃ ॥ ২
তস্মিন্নিপতিতে ভূমৌ হর্য্যৃক্ষাণাং গণেশ্বরে।
নষ্টচন্দ্রমিব ব্যোম ন ব্যরাজত ভূতলে ॥ ৩
ভূমৌ নিপতিতস্যাপি তস্য দেহং মহাত্মনঃ।
ন শ্রীর্জহাতি ন প্রাণা ন তেজো ন পরাক্রমঃ ॥ ৪
শক্রদত্তা বরা মালা কাঞ্চনী রত্নভূষিতা।
দধার হরিমুখ্যস্য প্রাণাংস্তেজঃ শ্রিয়ঞ্চ সা ॥ ৫
স তয়া মালয়া বীরো হৈময়া হরিযূথপঃ।
সন্ধ্যানুগতপর্য্যন্তঃ পয়োধর ইবাভবৎ ॥ ৬
তস্য মালা চ দেহশ্চ মর্ম্মঘাতী চ যঃ শরঃ।
ত্রিধেব রচিতা লক্ষ্মীঃ পতিতস্যাপি শোভতে ॥ ৭
তদস্ত্রং তস্য বীরস্য স্বর্গমার্গপ্রভাবনম্।
রামবাণাসনক্ষিপ্তমাবহৎ পরমাং গতিম্ ॥ ৮
তং তথা পতিতং সংখ্যে গতার্চ্চিষমিবানলম্।
যযাতিমিব পুণ্যান্তে দেবলোকাৎ পরিচ্যুতম্ ॥ ৯
আদিত্যমিব কালেন যুগান্তে ভুবি পাতিতম্।
মহেন্দ্রমিব দুর্দ্ধর্ষমুপেন্দ্রমিব দুঃসহম্ ॥ ১০
মহেন্দ্রপুত্রং পতিতং বালিনং হেমমালিনম্।
ব্যূঢোরস্কং মহাবাহুং দীপ্তাস্যং হরিলোচনম্ ॥ ১১
লক্ষ্মণানুচরো রামো দদর্শোপসসর্প চ।
তং তথা পতিতং বীরং গতার্চ্চিষমিবানলম্ ॥ ১২
বহুমান্য চ তং বীরং বীক্ষমাণং শনৈরিব।
উপযাতৌ মহাবীর্য্যৌ ভ্রাতরৌ রামলক্ষ্মণৌ ॥ ১৩
তং দৃষ্ট্বা রাঘবং বালী লক্ষ্মণঞ্চ মহাবলম্।
অব্রবীৎ পরুষং বাক্যং প্রশ্রিতং ধর্ম্মসংহিতম্ ॥ ১৪
স ভূমাবল্পতেজোঽসুর্নিহতো নষ্টচেতনঃ।
অর্থসংহিতয়া বাচা গর্ব্বিতং রণগর্ব্বিতম্ ॥ ১৫
পরাঙ্মুখবধং কৃত্বা কোঽত্র প্রাপ্তস্ত্বয়া গুণঃ।
যদহং যুদ্ধসংরব্ধস্ত্বৎকৃতে নিধনং গতঃ ॥ ১৬
কুলীনঃ সত্ত্বসম্পন্নস্তেজস্বী চরিতব্রতঃ।
রামঃ করুণবেদী চ প্রজানাঞ্চ হিতে রতঃ ॥ ১৭
সানুক্রোশো মহোৎসাহঃ সময়জ্ঞো দৃঢ়ব্রতঃ।
ইত্যেতৎ সর্ব্বভূতানি কথয়ন্তি যশো ভুবি ॥ ১৮
দমঃ শমঃ ক্ষমা ধর্ম্মো ধৃতিঃ সত্যং পরাক্রমঃ।
পার্থিবানাং গুণা রাজন্ দণ্ডশ্চাপ্যপকারিষু ॥ ১৯
তান্ গুণান্ সম্প্রধার্য্যাহমগ্র্যঞ্চাভিজনং তব।

নির্ম্মিত আভরণসমূহে ভূষিত বানররাজ বালী ভূমিতলে সর্ব্বাঙ্গ বিন্যাস করত বন্ধনবিমুক্ত ইন্দ্রধ্বজের ন্যায় নিপাতিত হইলে, চন্দ্রমা-বিহীন আকাশমণ্ডলের ন্যায় ভূমণ্ডল যেন শ্রীহীন হইল। পরন্তু মহাত্মা বালী ভূমিতলে পতিত হইলেও তাহার দেহ জীবন, শোভা, তেজ ও পরাক্রমকে পরিত্যাগ করিল না; কারণ তখন সেই ইন্দ্রপ্রদত্তা, বিবিধরত্নভূষিতা, সুবর্ণনির্ম্মিতা মালা বালীর জীবন, তেজ এবং সৌন্দর্য্য রক্ষা করিতেছিল। ১—৫। বানররাজ বালী সেই স্বর্ণমালাধারী, অগ্রভাগে সন্ধ্যারাগে রঞ্জিত মেঘমণ্ডলের ন্যায় শোভা পাইয়াছিল। সে ভূপতিত হইলেও তাহার দেহ-কান্তি যেন দেহ, মালা এবং মর্ম্মঘাতী শর এই তিন অংশে বিভক্ত হইয়া শোভা পাইতে লাগিল। রামের শরাসননিক্ষিপ্ত সেই অস্ত্র বীর্য্যবান্ বালীকে স্বর্গপথ দেখাইয়া পরম গতিলাভের অধিকারী করিল। পরে সেই মহাবাহু বিশালবক্ষা পিঙ্গললোচন বিস্তৃতবদন স্বর্ণমালাধারী ইন্দ্রপুত্র বালী রণস্থলে পতিত হইয়া শিখা-রহিত অগ্নি, পুণ্যক্ষয়ে স্বর্গলোক হইতে ভূতলে পতিত যযাতি এবং প্রলয়কালে কালকর্ত্তৃক ভূতলে পাতিত সূর্য্য, দুর্দ্ধর্ষ ইন্দ্র ও দুঃসহ উপেন্দ্রের ন্যায় প্রকাশমান হইতে লাগিলে রাম লক্ষ্মণের সহিত তাহাকে দেখিয়া তাহার নিকটে যাইতে উদ্যত হইলেন। পরে মহাবীর রঘুনন্দন রাম ও লক্ষ্মণ ভ্রাতৃদ্বয় বহুমানসহকারে সেই ভূতলপতিত শিখা-রহিত-অগ্নিসদৃশ দর্শনকারী বালীর নিকটে ধীরে ধীরে উপস্থিত হইলে বালী মহাবল রঘুনন্দন রাম ও লক্ষ্মণকে দেখিয়া ধর্ম্মসংহিত এবং বিনয়পূর্ণ অথচ শ্রুতিকঠোর বাক্য বলিল। তখন বালী রণগর্ব্বিত রামকর্ত্তৃক আহত দুর্ব্বল এবং অচেতনপ্রায় হইয়াও ধৈর্য্য ধরিয়া সগর্ব্বে তাঁহাকে এই অর্থযুক্ত বাক্য কহিল। ৬—১৫। "আমি অন্যের সহিত যুদ্ধে ব্যাপৃত থাকিয়া তোমার হস্তে নিহত হইয়াছি, তুমি যুদ্ধে পরাঙ্মুখ ব্যক্তিকে বধ করিয়া কি যশ লাভ করিবে? রাজন্! জগতে সকল প্রাণীই তোমার এই যশ কীর্ত্তন করিয়া থাকে যে, রাম বিশুদ্ধরাজবংশে জন্মিয়াছেন, তিনি মহোৎসাহবান্, বলশালী, তেজস্বী, ব্রহ্মচর্য্য প্রভৃতি ব্রতানুষ্ঠায়ী, সকলজীবের হিতকারী, দয়াপ্রকাশে সুদক্ষ, পরম-দয়ালু, দৃঢ়প্রতিজ্ঞ এবং কোন্ সময়ে কি করা উচিত ও কোন্ সময়ে কি করা অনুচিত তদ্বিষয়ে অভিজ্ঞ। বিশেষতঃ শম, দম, ধর্ম্ম, ধৈর্য্য, ক্ষমা, বল, বিক্রম এবং অপরাধী ব্যক্তিকে সমুচিতদণ্ডপ্রদান, এ সকল রাজাদিগের স্বাভাবিক গুণ; অতএব তুমি যখন পবিত্র রাজবংশে জন্মিয়াছ, তখন তোমাতেও নিশ্চয় সেই সকল গুণ আছে, এইরূপ মনে করিয়াই তারা

তারয়া প্রতিষিদ্ধঃ সন্ সুগ্রীবেণ সমাগতঃ ॥ ২০
ন মামন্যেন সংরব্ধং প্রমত্তং বোদ্ধুমর্হসি।
ইতি মে বুদ্ধিরুৎপন্না বভূবাদর্শনে তব ॥ ২১
স ত্বাং বিনিহতাত্মানং ধর্মধ্বজমধার্ম্মিকম্।
জানে পাপসমাচারং তৃণৈঃ কূপমিবাবৃতম্ ॥ ২২
সতাং বেষধরং পাপং প্রচ্ছন্নমিব পাবকম্।
নাহং ত্বামভিজানামি ধর্ম্মচ্ছদ্মাভিসংবৃতম্ ॥ ২৩
বিষয়ে বা পুরে বা তে যদা পাপং করোম্যহম্।
ন চ ত্বামবজানেঽহং কস্মাত্ত্বং হংস্যকিল্বিষম্ ॥ ২৪
ফলমূলাশনং নিত্যং বানরং বনগোচরম্।
মামিহাপ্রতিযুধ্যন্তমন্যেন চ সমাগতম্ ॥ ২৫
ত্বং নরাধিপতেঃ পুত্রঃ প্রতীতঃ প্রিয়দর্শনঃ।
লিঙ্গমপ্যস্তি তে রাজন্ দৃশ্যতে ধর্ম্মসংহিতম্ ॥ ২৬
কঃ ক্ষত্রিয়কুলে জাতঃ শ্রুতবান্নষ্টসংশয়ঃ।
ধর্ম্মলিঙ্গপ্রতিচ্ছন্নঃ ক্রূরং কর্ম্ম সমাচরেৎ ॥ ২৭

আমাকে যুদ্ধ করিতে নিষেধ করিলেও আমি সুগ্রীবের সহিত যুদ্ধ করিতে আসিয়াছিলাম। ১৬—২০। তোমার স্বভাব বিশেষরূপে না জানাতেই আমার এইরূপ বুদ্ধি ঘটিয়াছিল যে,—আমি অপরের সহিত সমরে প্রবৃত্ত হইয়া প্রমত্ত হইলে তুমি কোনমতেই আমাকে আঘাত করিবে না। আমি পূর্ব্বে তোমাকে পাপাচারী, অথচ পাপাচার গোপনের জন্য ধার্ম্মিক-বেশধারী অতএব ভস্মাচ্ছাদিত অগ্নির ন্যায় গুপ্তভাবে অনিষ্টকারী জানিতে পারি নাই; এক্ষণে জানিতে পারিলাম যে, তুমি যথার্থ অধার্ম্মিক, ধার্ম্মিকের ভান-কারী, পাপাচারী, সাধুদিগের প্রাণাপহারী ও তৃণা-চ্ছাদিত কূপের ন্যায় গুপ্তভাবে অহিতকারী। আমি তোমাকে অবমাননাও করি নাই,—তোমার রাজ্যে বা নগরে কিছুমাত্রও পাপাচরণ করি নাই এবং তোমার সহিত যুদ্ধ করিতেও যাই নাই; অন্যের সহিত যুদ্ধে রত ছিলাম, তবে তুমি বিনাদোষে কেন আমার হিংসা করিলে? রাজন্! তুমি নরপতি দশরথের পুত্র, প্রিয়দর্শন ও সকলজীবের বিশ্বাসভাজন এবং তোমাতে ধর্ম্মানুষ্ঠান-সূচক চিহ্নও দেখা যাইতেছে; আর আমি ফলমূলভোজী বানর, বনমধ্যে বাস করিয়া থাকি; আমার সহিত তোমার বিরোধ জন্মিবার কোন সম্ভাবনাই নাই; যিনি ক্ষত্রিয়কুলে জন্মিয়াছেন এবং যথাবিধি বেদ-অধ্যয়ন করিয়া সংশয়বিহীন হইয়াছেন, এরূপ কোন্ ব্যক্তি ধার্ম্মিকের চিহ্ন ধারণ করত ক্রূরজনোচিত কার্য্য করিয়া থাকেন?

রাঘবকুলে জাতো ধর্ম্মবানিতি বিশ্রুতঃ।
অভব্যো ভব্যরূপেণ কিমর্থং পরিধাবসে ॥ ২৮
সাম দানং ক্ষমা ধর্ম্মঃ সত্যং ধৃতিপরাক্রমৌ।
পার্থিবানাং গুণা রাজন্ দণ্ডশ্চাপ্যপকারিষু ॥ ২৯
বয়ং বনচরা রাম মৃগা মূলফলাশিনঃ।
এষা প্রকৃতিরস্মাকং পুরুষস্ত্বং নরেশ্বর ॥ ৩০
ভূমির্হিরণ্যং রূপ্যঞ্চ নিগ্রহে কারণানি চ।
তত্র কস্তে বনে লোভো মদীয়েষু ফলেষু বা ॥ ৩১
নয়শ্চ বিনয়শ্চোভৌ নিগ্রহানুগ্রহাবপি।
রাজবৃত্তিরসঙ্কীর্ণা ন নৃপাঃ কামবৃত্তয়ঃ ॥ ৩২
ত্বন্তু কামপ্রধানশ্চ কোপনশ্চানবস্থিতঃ।
রাজবৃত্তেষু সঙ্কীর্ণঃ শরাসনপরায়ণঃ ॥ ৩৩
ন তেঽস্ত্যপচিতির্ধর্ম্মে নার্থে বুদ্ধিরবস্থিতা।

২১—২৭। রাজন্! সাম, দান, ধর্ম্ম, ধৈর্য্য, সত্য, পরাক্রম, ক্ষমা ও অপরাধীদিগকে সমুচিত দণ্ডপ্রদান এ সকল নরপতিদিগের স্বভাবসিদ্ধ গুণ; তুমিও প্রসিদ্ধ রঘুবংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছ এবং লোকমধ্যে 'ধার্ম্মিক' নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছ; কিন্তু যথার্থ অশান্তপ্রকৃতি হইয়া শান্তপ্রকৃতির চিহ্ন ধারণ করত বিচরণ করিতেছ কেন? নরপতি শ্রেষ্ঠ রাম! আমাদিগের বন এবং ফলমূল প্রভৃতি যে সমস্ত সম্পত্তি আছে, কোনক্রমেই তোমার সেই সকল বিষয়ে লোভ জন্মিতে পারে না; উর্ব্বরা ভূমি, স্বর্ণ এবং রৌপ্য, এই সকল বিষয়ই তোমাদিগের সহিত অন্যের বিবাদ করিবার কারণ, কিন্তু আমরা ফলমূলভোজী বনচর পশু, আমাদিগের ভূমি উর্ব্বরা নহে এবং স্বর্ণ-রৌপ্য প্রভৃতি ধনও নাই, আমাদিগের স্বভাবও এই যে, আমরা ফল-মূলাদি ভোজন করিয়াই বনমধ্যে বাস করি; সুতরাং আমাদিগের সহিত তোমার বিরোধ বাধিবার কোন কারণই নাই। ২৮—৩১। রাম! নীতি এবং অনীতি, অনুগ্রহ এবং নিগ্রহ, এ সকল বিষয়ে রাজ-ব্যবহার কখন সঙ্কীর্ণ হয় না, অর্থাৎ রাজারা নীতির অনুসরণস্থলে অনীতির অনুসরণ, বা অনীতির অনু-বর্ত্তনস্থলে নীতির অনুবর্ত্তন করেন না এবং অনুগ্রহ-স্থলে নিগ্রহ অথবা নিগ্রহ করিবার স্থলে অনুগ্রহ করেন না, কেননা তাঁহারা ইচ্ছামত কোনকার্য্যেই প্রবৃত্ত হন না, বস্তুতঃ ক্ষত্রিয়ধর্ম্মানুসারেই সকল কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়া থাকেন; কিন্তু তুমি ক্ষাত্রধর্ম্মে আস্থাহীন, কামপ্রধান, কোপনস্বভাব, অনবস্থিতচিত্ত, রাজব্যব-হারের বিপরীতাচারী, কেবল ধনুর্ব্বাণধারী; আর তোমার বুদ্ধি অর্থসাধনবিষয়েও উপযুক্ত নহে; তুমি

ইন্দ্রিয়ৈঃ কামবৃত্তঃ সন্ কৃষ্যসে মনুজেশ্বর ॥ ৩৪
হত্বা বাণেন কাকুৎস্থ মামিহানপরাধিনম্।
কিং বক্ষ্যসি সতাং মধ্যে কর্ম্ম কৃত্বা জুগুপ্সিতম্ ॥ ৩৫
রাজহা ব্রহ্মহা গোঘ্নশ্চৌরঃ প্রাণিবধে রতঃ।
নাস্তিকঃ পরিবেত্তা চ সর্ব্বে নিরয়গামিনঃ ॥ ৩৬
সূচকশ্চ কদর্য্যশ্চ মিত্রঘ্নো গুরুতল্পগঃ।
লোকং পাপাত্মনামেতে গচ্ছন্ত্যত্র ন সংশয়ঃ ॥ ৩৭
অধার্য্যং চর্ম্ম মে সদ্ভী রোমাণ্যস্থি চ বর্জ্জিতম্।
অভক্ষ্যাণি চ মাংসানি ত্বদ্বিধৈর্ধর্ম্মচারিভিঃ ॥ ৩৮
পঞ্চ পঞ্চনখা ভক্ষ্যা ব্রহ্মক্ষত্রেণ রাঘব।
শল্যকঃ শ্বাবিধো গোধা শশঃ কূর্ম্মশ্চ পঞ্চমঃ ॥ ৩৯
চর্ম্ম চাস্থি চ মে রাম ন স্পৃশন্তি মনীষিণঃ।
অভক্ষ্যাণি চ মাংসানি সোহহং পঞ্চনখো হতঃ ॥ ৪০
তারয়া বাক্যমুক্তোহহং সত্যং সর্ব্বজ্ঞয়া হিতম্।
তদতিক্রম্য মোহেন কালস্য বশমাগতঃ ॥ ৪১
ত্বয়া নাথেন কাকুৎস্থ ন সনাথা বসুন্ধরা।
প্রমদা শীলসম্পূর্ণা পত্যেব চ বিধর্ম্মণা ॥ ৪২
শঠো নৈকৃতিকঃ ক্ষুদ্রো মিথ্যাপ্রশ্রিতমানসঃ।
কথং দশরথেন ত্বং জাতঃ পাপো মহাত্মনা ॥ ৪৩
ছিন্নচারিত্রাকক্ষ্যেণ সতাং ধর্ম্মাতিবর্ত্তিনা।
ত্যক্তধর্ম্মাঙ্কুশেনাহং নিহতো রামহস্তিনা ॥ ৪৪
অশুভঞ্চাপ্যযুক্তঞ্চ সতাঞ্চৈব বিগর্হিতম্।
বক্ষ্যসে চেদৃশং কৃত্বা সদ্ভিঃ সহ সমাগতঃ ॥ ৪৫
উদাসীনেষু যোহস্মাসু বিক্রমোহয়ং প্রকাশিতঃ।
অপকারিষু তে রাম নৈবং পশ্যামি বিক্রমম্ ॥ ৪৬
দৃশ্যমানস্তু যুধ্যেথা ময়া যুধি নৃপাত্মজ।
অদ্য বৈবস্বতং দেবং পশ্যেস্ত্বং নিহতো ময়া ॥ ৪৭
ত্বয়াদৃশ্যেন তু রণে নিহতোহহং দুরাসদঃ।
প্রসুপ্তঃ পন্নগেনেব নরঃ পাপবশং গতঃ ॥ ৪৮
সুগ্রীবপ্রিয়কামেন যদহং নিহতস্ত্বয়া।
মামেব যদি পূর্ব্বং ত্বমেতদর্থমচোদয়ঃ।
মৈথিলীমহমেকাহ্না তব চানীতবান্ ভবেঃ ॥ ৪৯
রাক্ষসঞ্চ দুরাত্মানং তব ভার্য্যাপহারিণম্।
কণ্ঠে বদ্ধা প্রদদ্যাস্তেহনিহতং রাবণং রণে ॥ ৫০

কেবল কামচারী হইয়া ইন্দ্রিয়গণকর্ত্তৃক যথেষ্টবিষয়ে আকৃষ্যমাণ হইতেছ। কাকুৎস্থ! তুমি বিনাদোষে আমাকে বাণপ্রহারে হত্যা করত অতিশয় নিন্দাজনক কার্য্য করিয়া সাধুদিগের নিকটে কি বলিবে? ব্রাহ্মণ-ঘাতী রাজবিনাশী, গোহত্যাকারী, গুরুপত্নীগামী, জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার বিবাহ না হওয়া পর্য্যন্ত বিবাহকারী, চৌর, দুঃশীল, নাস্তিক, বিনা অপরাধে প্রাণিবিনাশক, মিত্রঘাতী এবং পরাপকারক, এই সকল লোক নিশ্চয়ই পাপাত্মাদিগের গম্য নরকে যায়। রাঘব! তোমার ন্যায় সাধুচরিত্র ধার্ম্মিকদিগের পক্ষে আমার মাংস অভক্ষ্য এবং অস্থি, চর্ম্ম ও রোমসমূহও অব্যবহার্য্য; কারণ শশ, গণ্ডার, শল্লকী, গোধা ও কূর্ম্ম, এই পাঁচটী পঞ্চনখ পশুই ব্রাহ্মণ এবং ক্ষত্রিয়গণের ভক্ষ্য, ইহা ভিন্ন পঞ্চনখ পশুমাত্রই অভক্ষ্য। রাম! আমি এরূপ পঞ্চনখ পশু যাহার মাংস অভক্ষ্য; এমন কি, মনীষিগণ আমার চর্ম্ম ও অস্থি স্পর্শ পর্য্যন্ত করেন না; তথাপি তুমি কেন আমাকে হত্যা করিলে? ৩৪—৪০। এক্ষণে বোধ হইতেছে যে ভূত, ভবিষ্যৎ এবং বর্ত্তমান সকলবিষয়েই তারার জ্ঞান আছে, কারণ, তিনি আমাকে যে হিতজনক কথা বলিয়াছিলেন, তাহা সত্য! হা! আমি তাহার কথা না শুনিয়াই কালের বশীভূত হইলাম। কাকুৎস্থ! তুমি পৃথিবীর নাথ সত্য, কিন্তু বিধর্ম্মাবলম্বী, সুতরাং যেমন সুশীলা পত্নী বিধর্ম্মাবলম্বী স্বামিদ্বারা নাথবতী হন না, সেইরূপ তোমার দ্বারা ধরিত্রী দেবীও সনাথা নহেন। তুমি ক্ষুদ্রস্বভাব, নীচ, শঠ, প্রতারক ও পাপাচারী এবং তোমার হৃদয়ও বাস্তবিক প্রশান্ত নহে; তুমি কি প্রকারে মহাত্মা দশরথের ঔরসে জন্মগ্রহণ করিয়াছ? হা! যে সাধুচরিত্ররূপ কক্ষ্যা ছেদন করিয়াছে এবং ধর্ম্মরূপ-অঙ্কুশবিহীন হইয়াছে, আমি সেই রামরূপ হস্তিকর্ত্তৃক নিহত হইলাম। তুমি এরূপ যুক্তিবিরুদ্ধ, সাধুগণনিন্দিত, অশুভ কার্য্য করিয়া সাধুগণের সহিত মিলিত হইয়া কি বলিবে? রাম! নির্দ্দোষী আমার প্রতি তোমার যেরূপ বিক্রম-প্রকাশ দেখা যাইতেছে, যে তোমার নিকটে যে দোষী তাহার প্রতি ত তোমাকে সেরূপ বিক্রম-প্রকাশ করিতে দেখিতেছি না। রাজ-কুমার! যদি তুমি আমার সম্মুখে আসিয়া আমার সহিত যুদ্ধ করিতে, তবে নিশ্চয়ই আমার হস্তে নিহত হইয়া অদ্যই শমনভবন দর্শন করিতে। যেমন পাপাত্মা, গাঢ়নিদ্রিত ব্যক্তি সর্পকর্ত্তৃক অলক্ষ্যভাবে নিহত হয়, তদ্রূপ আমি তোমাকর্ত্তৃক অলক্ষ্যভাবে বিনষ্ট হই-লাম; কিন্তু তুমি প্রকাশ্যভাবে আমার নিকটেও আসিতে পারিতে না। ৪১—৪৮। তুমি যে বিষয়-উদ্দেশে সুগ্রীবের প্রিয়কার্য্য-সম্পাদনার্থ আমাকে বধ করিলে, যদি পূর্ব্বে আমাকে সেই বিষয় সম্পাদনার্থ আজ্ঞা করিতে তাহা হইলে আমি একদিনেই তোমার সীতাকে আনয়ন করিতাম এবং তোমার ভার্য্যাপহারী পাপাত্মা রাক্ষস রাবণকে যুদ্ধে না মারিয়া

ন্যস্তাং সাগরতোয়ে বা পাতালে বাপি মৈথিলীম্ ।
আনয়েয়ং তবাদেশাচ্ছ্বেতামশ্বতরীমিব ॥ ৫১
যুক্তং যৎ প্রাপ্নুয়াদ্রাজ্যং সুগ্রীবঃ স্বর্গতে ময়ি ।
অযুক্তং যদধর্ম্মেণ ত্বয়াহং নিহতো রণে ॥ ৫২
কামমেবংবিধো লোকঃ কালেন বিনিযুজ্যতে ।
ক্ষমঞ্চেদ্ভবতা প্রাপ্তমুত্তরং সাধু চিন্ত্যতাম্ ॥ ৫৩

ইত্যেবমুক্ত্বা পরিশুষ্কবক্ত্রঃ
শরাভিঘাতাদ্ব্যথিতো মহাত্মা ।
সমীক্ষ্য রামং রবিসন্নিকাশং
তূষ্ণীং বভৌ বানররাজসূনুঃ ॥ ৫৪

ইতি কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ডে সপ্তদশঃ সর্গঃ ॥ ১৭ ॥

অষ্টাদশঃ সর্গঃ ।

ইত্যুক্তঃ প্রশ্রিতং বাক্যং ধর্ম্মার্থসহিতং হিতম্ ।
পরুষং বালিনা রামো নিহতেন বিচেতসা ॥ ১
তং নিষ্প্রভমিবাদিত্যং মুক্ততোয়মিবাম্বুদম্ ।
উক্তবাক্যং হরিশ্রেষ্ঠমুপশান্তমিবানলম্ ॥ ২
ধর্ম্মার্থগুণসম্পন্নং হরীশ্বরমনুত্তমম্ ।
অধিক্ষিপ্তস্তদা রামঃ পশ্চাদ্বালিনমব্রবীৎ ॥ ৩
ধর্ম্মমর্থঞ্চ কামঞ্চ সময়ঞ্চাপি লৌকিকম্ ।
অবিজ্ঞায় কথং বাল্যান্মামিহাদ্য বিগর্হসে ॥ ৪
অপৃষ্ট্বা বুদ্ধিসম্পন্নান্ বৃদ্ধানাচার্য্যসম্মতান্ ।
সৌম্য বানরচাপল্যাত্ত্বং মাং বক্তুমিহেচ্ছসি ॥ ৫
ইক্ষ্বাকূণামিয়ং ভূমিঃ সশৈলবনকাননা ।
মৃগপক্ষিমনুষ্যাণাং নিগ্রহানুগ্রহেষ্বপি ॥ ৬
তাং পালয়তি ধর্ম্মাত্মা ভরতঃ সত্যবানৃজুঃ ।
ধর্ম্মকামার্থতত্ত্বজ্ঞো নিগ্রহানুগ্রহে রতঃ ॥ ৭
নয়শ্চ বিনয়শ্চোভৌ যস্মিন্ সত্যঞ্চ সুস্থিতম্ ।
বিক্রমশ্চ যথা দৃষ্টঃ স রাজা দেশকালবিৎ ॥ ৮
তস্য ধর্ম্মকৃতাদেশা বয়মন্যে চ পার্থিবাঃ ।
চরামো বসুধাং কৃৎস্নাং ধর্ম্মসন্তানমিচ্ছবঃ ॥ ৯
যস্মিন্ নৃপতিশার্দ্দূলে ভরতে ধর্ম্মবৎসলে ।
পালয়ত্যখিলাং পৃথ্বীং কশ্চরেদ্ধর্ম্মবিপ্রিয়ম্ ॥ ১০
তে বয়ং মার্গবিভ্রষ্টং স্বধর্ম্মে পরমে স্থিতাঃ ।

জীবিতাবস্থাতেই তাঁহার গলদেশে দড়ি বাঁধিয়া তাহাকে তোমার নিকটে সমর্পণ করিতাম। মিথিলারাজ-নন্দিনী সীতা সমুদ্রজলেই থাকুন, বা পাতালেই থাকুন, যেমন বিষ্ণু শ্বেতবর্ণা অশ্বতরীরূপিণী শ্রুতিদেবীকে পাতাল হইতে উদ্ধার করিয়াছিলেন, সেইরূপ আমি তোমার আদেশানুসারে তাঁহাকে তথা হইতে উদ্ধার করিতাম। আমি স্বর্গে গেলে, সুগ্রীব রাজ্য লাভ করিবে, ইহা উপযুক্ত বটে; কিন্তু তুমি যে তাহার রাজ্যলাভের জন্য অধর্ম্মানুসারে আমাকে রণক্ষেত্রে বধ করিলে, ইহা অত্যন্ত অযুক্ত। দেহিগণ স্বাভাবিক নিয়মবশতই কালকর্ত্তৃক দেহ হইতে বিযোজিত হয়, সুতরাং দেহবিয়োগে আমার দুঃখ হইতেছে না। যাহা হউক, যদি তুমি মনে করিয়া থাক যে, তুমি উপযুক্ত কার্য্যই করিয়াছ, তবে আমার প্রশ্নের প্রকৃত উত্তর চিন্তা কর।" ইন্দ্রপুত্র মহাত্মা বালী, সূর্য্যতুল্য রামকে ঐ কথা বলিয়া শরাঘাতজন্য ব্যথিত ও বিশুষ্কবদন হইয়া তাঁহার দিকে দৃষ্টিপাত করত তাঁহাকে নিরীক্ষণ করিয়া মৌনাবলম্বন করিল। ৪৯—৫৪।

অষ্টাদশ সর্গ।

কপিরাজ বালী, রামশরে আহত হইয়া, রাহুগ্রস্ত তেজোবিহীন সূর্য্য, কৃতবর্ষণ মেঘ এবং নির্ব্বাণোন্মুখ অগ্নির সাদৃশ্য ধারণ করত তাঁহাকে ব্যাকুলচিত্তে ধর্ম্ম এবং অর্থযুক্ত বিনীত অথচ সেইরূপ হিতকর, শ্রুতি-কটু বাক্য বলিল। তখন রাম, বালিকর্ত্তৃক সেইরূপ তিরস্কৃত হইয়া তাহাকে এই ধর্ম্মার্থযুক্ত গুণসমন্বিত উৎকৃষ্ট বাক্য বলিলেন,—"হে বানররাজ! তুমি ধর্ম্ম অর্থ কাম এবং লৌকিক নিয়ম বিশেষরূপে জানিয়া কি জন্য অজ্ঞানবশতঃ আমাকে নিন্দা করিতেছ? যাঁহারা কুলাচারপদ্ধতি শিক্ষা দিয়া থাকেন, এরূপ বৃদ্ধ বিচক্ষণ সম্মানার্হ আচার্য্যদিগকে ধর্ম্মবিষয়ক জিজ্ঞাসা না করিয়াই কেবল বানরজাতির স্বভাবসিদ্ধ চপলতা-বশতই আমাকে সচ্চরিত্র জানিয়াও এইরূপ কথা বলিতে ইচ্ছা করিতেছ। পর্ব্বত, বন ও কানন-সহিত সমগ্র পৃথিবীই ইক্ষ্বাকুবংশীয় রাজাদিগের অধিকারভুক্ত, তাঁহারা মনুষ্য, মৃগ ও পক্ষিপ্রভৃতি সকল জীবের প্রতিই নিগ্রহ এবং অনুগ্রহ প্রকাশ করিতে পারেন। যাঁহাতে সত্য, ধর্ম্ম এবং পালন ও দণ্ড-প্রদান বিষয়ক জ্ঞান যথেষ্টরূপে বর্ত্তমান আছে, যিনি দেশ ও কালবিষয়ে অভিজ্ঞ এবং যাঁহার প্রভূত পরাক্রম আমি দেখিয়াছি, এক্ষণে সেই ধর্ম্মাত্মা সরল-চিত্ত সত্যনিরত ভরত এই পৃথিবীর রাজা,—দুষ্টের প্রতি দণ্ড এবং শিষ্টের প্রতি অনুগ্রহ করত পৃথিবী শাসন করিতেছেন, এইজন্যই কোন প্রদেশেই কেহ ধর্ম্মবিরুদ্ধ কার্য্য করিতে পারে না। আমি ও অন্যান্য অনেক রাজা সেই ধার্ম্মিক নরপতিশ্রেষ্ঠ ভরতের আদেশক্রমে ধর্ম্মপ্রচারে অভিলাষী হইয়া সমগ্র

ভরতাজ্ঞাং পুরস্কৃত্য নিগৃহ্নীমো যথাবিধি ॥ ১১
ত্বন্তু সংক্লিষ্টধর্ম্মা চ কর্ম্মণা চ বিগর্হিতঃ।
কামতন্ত্রপ্রধানশ্চ ন স্থিতো রাজবর্ত্মনি ॥ ১২
জ্যেষ্ঠভ্রাতা পিতা বাপি যশ্চ বিদ্যাং প্রযচ্ছতি।
ত্রয়স্তে পিতরো জ্ঞেয়া ধর্ম্মে চ পথি বর্ত্তিনঃ ॥ ১৩
কনীয়ানাত্মনঃ পুত্রঃ শিষ্যশ্চাপি গুণোদিতঃ।
পুত্রবত্তে ত্রয়শ্চিন্ত্যা ধর্ম্মশ্চৈবাত্র কারণম্ ॥ ১৪
সূক্ষ্মঃ পরমবিজ্ঞেয়ঃ সতাং ধর্ম্মঃ প্লবঙ্গম।
হৃদিস্থঃ সর্ব্বভূতানামাত্মা বেদ শুভাশুভম্ ॥ ১৫
চপলশ্চপলৈঃ সার্দ্ধং বানরৈরকৃতাত্মভিঃ।
জাত্যন্ধ ইব জাত্যন্ধৈর্মন্ত্রয়ন্ প্রেক্ষ্যসে নু কিম্ ॥ ১৬
অহন্তু ব্যক্ততামস্য বচনস্য ব্রবীমি তে।
ন হি মাং কেবলং রোষাৎ ত্বং বিগর্হিতুমর্হসি ॥ ১৭
তদেতৎ কারণং পশ্য যদর্থং ত্বং ময়া হতঃ।
ভ্রাতুর্ব্বর্ত্তসি ভার্য্যায়াং ত্যক্ত্বা ধর্ম্মং সনাতনম্ ॥ ১৮
অস্য ত্বং ধরমাণস্য সুগ্রীবস্য মহাত্মনঃ।
রুমায়াং বর্ত্তসে কামাৎ স্নুষায়াং পাপকর্ম্মকৃৎ ॥ ১৯
তদ্ব্যতীতস্য তে ধর্ম্মাৎ কামবৃত্তস্য বানর।
ভ্রাতৃভার্য্যাভিমর্ষেঽস্মিন্ দণ্ডোঽয়ং প্রতিপাদিতঃ ॥ ২০
ন হি লোকবিরুদ্ধস্য লোকবৃত্তাদপেয়ুষঃ।
দণ্ডাদন্যত্র পশ্যামি নিগ্রহং হরিযূথপ ॥ ২১
ন চ তে মর্ষয়ে পাপং ক্ষত্রিয়োঽহং কুলোদ্গতঃ।
ঔরসীং ভগিনীং বাপি ভার্য্যাং বাপ্যনুজস্য যঃ।
প্রচরেত নরঃ কামাত্তস্য দণ্ডো বধঃ স্মৃতঃ ॥ ২২
ভরতস্তু মহীপালো বয়ং ত্বাদেশবর্ত্তিনঃ।
ত্বঞ্চ ধর্ম্মাদতিক্রান্তঃ কথং শক্যমুপেক্ষিতুম্ ॥ ২৩
গুরুধর্ম্মব্যতিক্রান্তং প্রাজ্ঞো ধর্ম্মেণ পালয়ন্।
ভরতঃ কামযুক্তানাং নিগ্রহে পর্য্যবস্থিতঃ ॥ ২৪
বয়ন্তু ভরতাদেশাবিধিং কৃত্বা হরীশ্বর।
ত্বদ্বিধান্ ভিন্নমর্য্যাদান্ নিগ্রহীতুং ব্যবস্থিতাঃ ॥ ২৫
সুগ্রীবেণ চ মে সখ্যং লক্ষ্মণেন যথা তথা।
দাররাজ্যনিমিত্তঞ্চ নিঃশ্রেয়সকরঃ স মে ॥ ২৬

ভূমণ্ডলমধ্যে বিচরণ করিতেছি। ১—১০। আমরা ভরতের আদেশানুসারে নিজ পরায়ণ পথে থাকিয়া ধর্ম্মপথচ্যুত ব্যক্তিকে যথাবিধি দণ্ড করিয়া থাকি। তুমিও রাজার কর্ত্তব্য ধর্ম্মপথে অবস্থিত নহ,—কামাচারী হইয়া অত্যন্ত নিন্দিত কার্য্যের অনুষ্ঠান করত ধর্ম্মের পীড়াদায়ক হইয়াছিলে, সুতরাং আমাদিগের তোমাকে দণ্ড দেওয়া উচিত। যিনি ধর্ম্মপথে থাকেন, তাঁহার পিতা, জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ও বিদ্যা-প্রদাতা, এই তিনজনকেই পিতার ন্যায় মনে করা এবং পুত্র, কনিষ্ঠ ভ্রাতা ও সদ্গুণশালী শিষ্য, এই তিন জনকেও পুত্রবৎ বিবেচনা করা উচিত; এ বিষয়ে ধর্ম্মজ্ঞানই কারণ। কপিবর! সাধুগণের অনুষ্ঠিত ধর্ম্ম অতি সূক্ষ্ম এবং দুর্জ্ঞেয়, সমস্ত লোকের হৃদয়মধ্যে অবস্থিত পরমাত্মাই, কেবল ধর্ম্ম কি এবং অধর্ম্ম কি, তাহা জানেন। তুমি স্বয়ং চপলস্বভাব অবিশুদ্ধচিত্ত বানরদিগের সহিতই মন্ত্রণা করিয়া থাক, সুতরাং যেমন আজন্ম অন্ধ ব্যক্তি আজন্ম অন্ধ ব্যক্তির সহিত মন্ত্রণা করত কিছুই জানিতে পারে না, তদ্রূপ তুমিও ধর্ম্ম অবগত হইতে পার নাই। ১১—১৬। আমি তোমার নিকটেই এই কথার মর্ম্ম প্রকাশ করিয়া বলিতেছি : কেবল ক্রোধবশতঃ আমাকে নিন্দা করা তোমার উচিত নহে। আমি যে কারণে তোমাকে বধ করিয়াছি, সেই কারণ এই দেখ;—তুমি সনাতন ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া কনিষ্ঠ ভ্রাতার পত্নীতে অভিগমন করিতেছ। কপিবর! এই মহাত্মা সুগ্রীব তোমার কনিষ্ঠ ভ্রাতা, অতএব ইঁহার পত্নী রুমা তোমার পুত্রবধূতুল্যা; কিন্তু তুমি কামপরবশ হইয়া ইঁহার জীবিতাবস্থাতেই ইঁহার স্ত্রীতে উপগত, সুতরাং নিতান্ত ইন্দ্রিয়পরতন্ত্র সনাতনধর্ম্মভ্রষ্ট এবং পাপাচারী হইয়াছ; তোমার কনিষ্ঠভ্রাতৃ-ভার্য্যাগমন অপরাধে আমি তোমার এরূপ দণ্ডবিধান করিয়াছি। কপি-নায়ক! তুমি লৌকিকাচার-পরিত্যাগী, লোক-বিরোধী; সুতরাং আমি তোমার ন্যায় লোকের এরূপ দণ্ড ভিন্ন অন্য কোন দণ্ড উপযুক্ত বোধ করি না; কেননা, যে ব্যক্তি কামবশতঃ সহোদরা ভগিনী এবং কনিষ্ঠভ্রাতৃ-জায়াতে গমন করে, বধই তাহার প্রকৃত দণ্ড, ইহা স্মৃতিশাস্ত্রে অভিহিত হইয়াছে; এই জন্যই আমি তোমাকে বধ করিয়াছি। আমি বিশুদ্ধ ক্ষত্রিয়বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছি, অতএব তোমার এরূপ পাপ ক্ষমা করিতে পারি না। ভরত পৃথিবীর পতি, আমরা তাঁহার আদেশানুবর্ত্তী এবং তুমিও অধর্ম্মচারী, সুতরাং তোমাকে কি প্রকারে উপেক্ষা করিতে পারি? কপিরাজ। বিজ্ঞ ভরত ধর্ম্মানুসারে সাধুদিগের প্রতি অনুকম্পা এবং অসাধুদিগের প্রতি নিগ্রহ করিতে সমুদ্যত হইয়া ধার্ম্মিকদিগকে পালন ও অধার্ম্মিক-দিগকে দণ্ড দিতেছেন এবং আমরাও তাঁহার আদেশ অনুসারে ধর্ম্ম-মর্য্যাদা-লঙ্ঘনকারী ব্যক্তিকে নিগৃহীত করিতে সমুদ্যত রহিয়াছি, সুতরাং তুমি আমাদিগের উপেক্ষণীয় নহে; বিশেষত লক্ষ্মণের সহিত আমার যেরূপ মিত্রতা আছে, রাজ্য এবং পত্নীর জন্য সুগ্রীবের

প্রতিজ্ঞা চ ময়া দত্তা তদা বানরসন্নিধৌ।
প্রতিজ্ঞা চ কথং শক্যা মদ্বিধেনানবেক্ষিতুম্॥ ২৭
তদেভিঃ কারণৈঃ সর্ব্বৈর্মহদ্ভির্ধর্ম্মসংহিতৈঃ।
শাসনং তব যদ্যুক্তং তদ্ভবাননুমন্যতাম্॥ ২৮
সর্ব্বথা ধর্ম্ম ইত্যেব দ্রষ্টব্যস্তব নিগ্রহঃ।
বয়স্যস্যোপকর্ত্তব্যং ধর্ম্মমেবানুপশ্যতা।
শক্যং ত্বয়াপি তৎ কার্য্যং ধর্ম্মমেবানুবর্ত্ততা॥ ২৯
শ্রূয়তে মনুনা গীতৌ শ্লোকৌ চারিত্রবৎসলৌ।
গৃহীতৌ ধর্ম্মকুশলৈস্তথা তচ্চরিতং ময়া॥ ৩০
রাজভির্ধৃতদণ্ডাস্তু কৃত্বা পাপানি মানবাঃ।
নির্ম্মলাঃ স্বর্গমায়ান্তি সন্তঃ সুকৃতিনো যথা॥ ৩১
শাসনাদ্বাপি মোক্ষাদ্বা স্তেনঃ পাপাৎ প্রমুচ্যতে।
রাজা ত্বশাসন্ পাপস্য তদবাপ্নোতি কিল্বিষম্॥ ৩২
আর্য্যেণ মম মান্ধাত্রা ব্যসনং ঘোরমীপ্সিতম্।
শ্রমণেন কৃতে পাপে যথা পাপং কৃতং ত্বয়া॥ ৩৩

অন্যৈরপি কৃতং পাপং প্রমত্তৈর্বসুধাধিপৈঃ।
প্রায়শ্চিত্তঞ্চ কুর্ব্বন্তি তেন তচ্ছাম্যতে রজঃ॥ ৩৪
তদলং পরিতাপেন ধর্ম্মতঃ পরিকল্পিতঃ।
বধো বানরশার্দ্দূল ন বয়ং স্ববশে স্থিতাঃ॥ ৩৫
শৃণু চাপ্যপরং ভূয়ঃ কারণং হরিপুঙ্গব।
যচ্ছ্রুত্বা হি মহাবীর ন মন্যুং কর্ত্তুমর্হসি॥ ৩৬
ন মে তত্র মনস্তাপো ন মন্যুর্হরিপুঙ্গব॥ ৩৭
বাগুরাভিশ্চ পাশৈশ্চ কূটৈশ্চ বিবিধৈর্নরাঃ॥ ৩৮
প্রতিচ্ছন্নাশ্চ দৃশ্যাশ্চ গৃহ্ণন্তি সুবহূন্ মৃগান্।
প্রধাবিতান্ বা বিত্রস্তান্ বিস্রব্ধানতিবিষ্ঠিতান্॥ ৩৯
প্রমত্তানপ্রমত্তান্ বা নরা মাংসাশিনো ভৃশম্।
বিধ্যন্তি বিমুখাংশ্চাপি ন চ দোষোঽত্র বিদ্যতে॥ ৪০
যান্তি রাজর্ষয়শ্চাত্র মৃগয়াং ধর্ম্মকোবিদাঃ।
তস্মাৎ ত্বং নিহতো যুদ্ধে ময়া বাণেন বানর।
অযুধ্যন্ প্রতিযুধ্যন্ বা যস্মাচ্ছাখামৃগো হ্যসি॥ ৪২
দুর্লভস্য চ ধর্ম্মস্য জীবিতস্য শুভস্য চ।
রাজানো বানরশ্রেষ্ঠ প্রদাতারো ন সংশয়ঃ॥ ৪২
তান্ন হিংস্যান্ন চাক্রোশেন্নাক্ষিপেন্নাপ্রিয়ং বদেৎ।
দেবা মানুষরূপেণ চরন্ত্যেতে মহীতলে॥ ৪৩

সহিতও সেইরূপ মিত্রতা করিয়াছি, অপিচ যখন উঁনি আমার মঙ্গলসম্পাদনে অঙ্গীকার করিয়াছেন এবং আমিও বানরগণের সমক্ষে উঁহার শুভসম্পাদনে প্রতিজ্ঞা করিয়াছি, তখন আমার ন্যায় ব্যক্তি কিরূপে বা অঙ্গীকারপালনে বিমুখ হইতে পারে ? এই সকল ধর্ম্মযুক্ত গুরুতর কারণে আমি তোমার প্রতি যে দণ্ড বিধান করিয়াছি, তাহা তুমি উপযুক্ত মনে কর। ২৭—২৮। যিনি ধার্ম্মিক, বন্ধুর উপকার তাঁহার অবশ্য কর্ত্তব্য ; ইহা ভগবান্ মনু বলিয়াছেন। 'ধর্ম্মানুসারেই তোমার এই নিগ্রহ হইয়াছে', এরূপ মনে করাই তোমার উচিত। তুমিও আমার আদেশে আমার আদেশ পালনরূপ ধর্ম্মের অনুবর্ত্তন করত আমার সেই কার্য্য সম্পন্ন করিতে পারিতে সত্য, কিন্তু তুমি আমার আশ্রণীয় নহ ; কেননা আমার যথার্থ মানবেরা পাপ-কার্য্য অনুষ্ঠান করত যদি রাজদণ্ডে দণ্ডিত হয়, তবে পাপবিহীন হইয়া সুকৃতীদিগের ন্যায় স্বর্গে গমন করে। চোর প্রভৃতি পাপাচার ব্যক্তি রাজদণ্ডে দণ্ডিতই হউক, আর কোন কারণে রাজদণ্ড হইতে বিমুক্তই হউক, উভয়েই পাপ হইতে মুক্তিলাভ করে কিন্তু তাহাকে সমুচিত দণ্ড প্রদান না করিলে, রাজা তাহার পাপের ফলভাগী হন , প্রজাপতি মনু এই যে দুই শ্লোক কীর্ত্তন করিয়াছেন, ধার্ম্মিক রাজারাও এই দুই শ্লোকের মর্ম্ম গ্রহণপূর্ব্বক কার্য্য করিয়া আসিতেছেন, আমিও সেইরূপ কার্য্যই করিয়াছি। পূর্ব্বে কোন জৈনধর্ম্মাবলম্বী তোমার ন্যায় পাপকর্ম্ম করিলে আর্য্য মান্ধাতাও তাঁহার ইচ্ছানুরূপ ভয়ঙ্কর দণ্ডবিধান করিয়াছিলেন এবং অন্যান্য রাজগণও কোন ব্যক্তি অনব-ধানতাবশতঃ পাপকার্য্য করিলে তাহার দণ্ড বিধান করিয়া থাকেন। অপিচ সেই পাপী রাজদণ্ডের পর পুনরায় যথাবিহিত প্রায়শ্চিত্তও করে, তাহাতেই তাহা-দের পূর্ব্বকৃত পাপের দণ্ড হয়। কপিশ্রেষ্ঠ ! সতত আমরা রাজধর্ম্মের বশবর্ত্তী,—স্বাধীন নই ; অতএব সেই রাজধর্ম্মানুসারেই তোমাকে বধ করিয়াছি , সুতরাং বৃথা পরিতাপ করিও না। ২৯—৩৫। এবিষয়-সম্বন্ধীয় আরও অন্য মহৎকারণ শুনিয়া মানসিক দুঃখ ত্যাগ কর। দেখ, মাংসাশী মনুষ্যগণ তৃণ-লতাদি দ্বারা গুপ্তভাবে থাকিয়াই হউক, আর প্রকাশ্যভাবেই হউক, পলায়িত, ধাবিত, আশস্ত, দণ্ডায়মান, সতর্ক, অসতর্ক বা বিমুখ মৃগ সকলকে বাগুরা এবং পাশ প্রভৃতি বিবিধ উপায়দ্বারা বধ করিয়া থাকেন ; এইজন্য গুপ্তভাবে তোমাকে বধ করিয়া আমার মনে গ্লানি বা শোক হয় নাই এবং ধর্ম্মজ্ঞ রাজর্ষিরাও ঐরূপ মৃগয়া করিয়া থাকেন , সুতরাং ইহাতে কোন দোষও মনে করি না। তুমি বানর, এজন্য তোমার সহিত যুদ্ধ করিয়াই হউক, যুদ্ধ না করিয়াই হউক, বাণদ্বারা যুদ্ধে তোমাকে নিহত করিয়াছি। বানরেন্দ্র ! রাজারাই দুর্লভ ধর্ম্ম এবং কল্যাণকর জীবন, উভয়ই দিয়া থাকেন ; সুতরাং তাঁহাদিগকে হিংসা, নিন্দা এবং অপমান

ত্বন্তু ধর্ম্মমবিজ্ঞায় কেবলং রোষমাস্থিতঃ ।
বিদূষয়সি মাং ধর্ম্মে পিতৃপৈতামহে স্থিতম্ ॥ ৪৪
এবমুক্তস্তু রামেণ বালী প্রব্যথিতো ভৃশম্ ।
ন দোষং রাঘবে দধ্যৌ ধর্ম্মেঽধিগতনিশ্চয়ঃ ॥ ৪৫
প্রত্যুবাচ ততো রামং প্রাঞ্জলির্বানরেশ্বরঃ ।
যত্ত্বমাত্থ নরশ্রেষ্ঠ তত্তথৈব ন সংশয়ঃ ॥ ৪৬
প্রতিবক্তুং প্রকৃষ্টে হি নাপকৃষ্টস্তু শক্নুয়াৎ ।
যদযুক্তং ময়া পূর্ব্বং প্রমাদাদ্বাক্যমপ্রিয়ম্ ॥ ৪৭
তত্রাপি খলু মাং দোষং কর্ত্তুং নার্হসি রাঘব ।
ত্বং হি দৃষ্টার্থতত্ত্বজ্ঞঃ প্রজানাং হিতে রতঃ ॥ ৪৮
কার্য্যকারণসিদ্ধৌ চ প্রসন্না বুদ্ধিরব্যয়া । ৪৯
মামপ্যবগতং ধর্ম্মাদ্ব্যতিক্রান্তপুরস্কৃতম্ ।
ধর্ম্মসংহিতয়া বাচা ধর্ম্মজ্ঞ পরিপালয় ॥ ৫০
বাষ্পসংরুদ্ধকণ্ঠস্তু বালী সার্ত্তরবঃ শনৈঃ ।
উবাচ রামং সংপ্রেক্ষ্য পঙ্কলগ্ন ইব দ্বিপঃ ॥ ৫১
ন চাত্মানমহং শোচে ন তারাং নাপি বান্ধবান্ ।
যথা পুত্রং গুণজ্যেষ্ঠমঙ্গদং কনকাঙ্গদম্ ॥ ৫২
স মমাদর্শনাদ্দীনো বাল্যাৎ প্রভৃতি লালিতঃ ।
তটাক ইব পীতাম্বুরুপশোষং গমিষ্যতি ॥ ৫৩

বালশ্চাকৃতবুদ্ধিশ্চ একপুত্রশ্চ মে প্রিয়ঃ ।
তারেয়ো রাম ভবতা রক্ষণীয়ো মহাবলঃ ॥ ৫৪
সুগ্রীবে চাঙ্গদে চৈব বিধৎস্ব মতিমুত্তমাম্ ।
ত্বং হি গোপ্তা চ শাস্তা চ কার্য্যাকার্য্যবিধৌ স্থিতঃ ॥ ৫৫
যা তে নরপতে বৃত্তির্ভরতে লক্ষ্মণে চ যা ।
সুগ্রীবে চাঙ্গদে রাজংস্তাং চিন্তয়িতুমর্হসি ॥ ৫৬
মদ্দোষকৃতদোষাং তাং যথা তারাং তপস্বিনীম্ ।
সুগ্রীবো নাবমন্যেত তথাবস্থাতুমর্হসি ॥ ৫৭
ত্বয়া হ্যনুগৃহীতেন শক্যং রাজ্যমুপাসিতুম্ ।
ত্বদ্বশে বর্ত্তমানেন তব চিত্তানুবর্ত্তিনা ॥ ৫৮
শক্যং দিবঞ্চার্জ্জয়িতুং বসুধাঞ্চাপি শাসিতুম্ ।
ত্বত্তোঽহং বধমাকাঙ্ক্ষন্ বার্য্যমাণোঽপি তারয়া ॥ ৫৯
সুগ্রীবেণ সহ ভ্রাত্রা দ্বন্দ্বযুদ্ধমুপাগতঃ ।
ইত্যুক্ত্বা বানরো রামং বিররাম হরীশ্বরঃ ॥ ৬০
স তমাশ্বাসয়দ্রামো বালিনং ব্যক্তদর্শনম্ ।
সাধুসম্মতয়া বাচা ধর্ম্মতত্ত্বার্থযুক্তয়া ॥ ৬১
ন বয়ং ভবতা চিন্ত্যা নাপ্যাত্মা হরিসত্তম ।
বয়ং ভবদ্বিশেষেণ ধর্ম্মতঃ কৃতনিশ্চয়াঃ ॥ ৬২

করা অথবা অপ্রিয় বলা উচিত নহে। দেবতারাই মনুষ্যবেশে রাজরূপে পৃথিবীতে বিচরণ করিয়া থাকেন—জানিও। ৩৬—৪৩। আমি পিতামহ প্রচলিত-ধর্ম্ম-নিরত, তুমি ধর্ম্ম না জানিয়া কেবল ক্রোধাকুল হইয়া আমাকে নিন্দা করিতেছ।” রাম এই কথা বলিলে ধর্ম্মতত্ত্বজ্ঞ বালী অতীব দুঃখিত হইয়া তাঁহাকে আর দোষ দিল না। তৎপরে বানরাধিপতি বালী কৃতাঞ্জলিপুটে প্রত্যুত্তর করিল, “নরশ্রেষ্ঠ! আপনি যাহা বলিলেন, তাহা সত্য, আমার ন্যায় নিকৃষ্ট ব্যক্তি আপনার ন্যায় মহান্ ব্যক্তিকে প্রত্যুত্তর দিতে পারে না। ভ্রান্তিবশতঃ অযুক্ত এবং অপ্রিয় কথা বলিয়াছি, তাহাতে সামান্য দোষও লইবেন না; আপনি ধর্ম্মতত্ত্ব জানিয়া প্রজাগণের কল্যাণ কামনা করত নির্ম্মলবুদ্ধিদ্বারা পাপ এবং দণ্ড উভয়ের নিশ্চয় করিয়াছেন। ধার্ম্মিক! আমি অধার্ম্মিক-দিগের প্রধান, সুতরাং ধর্ম্মসঙ্গতবাক্যে আমাকে পরিত্রাণ করুন।” ৪৪—৫০। বালী, নিকটস্থ রামকে দেখিয়া, কর্দ্দমে পতিত হস্তীর ন্যায়, করুণস্বরে বাষ্পাকুলকণ্ঠে ক্রমে ক্রমে বলিল, “আমি আপনার জন্য অথবা তারা প্রভৃতি বান্ধবগণের জন্য শোক করিতেছি না, কিন্তু সুবর্ণ-অঙ্গদধারী সর্ব্বগুণশালী তনয় অঙ্গদের জন্য শোকাকুল হইতেছি, কারণ বাল্যাবধি লালিত অঙ্গদ আমাকে না দেখিয়া জলহীন সরোবরের ন্যায় দিন দিন কৃশ হইবে; সুতরাং বালক অপরিণতবুদ্ধি তারাগর্ভজাত মহাবল আমার একমাত্র প্রিয়পুত্র অঙ্গদকে রক্ষাপূর্ব্বক সুগ্রীব এবং অঙ্গদের মধ্যে প্রীতি সংস্থাপন করিয়া আপনি নিপুণতার সহিত তাহা-দিগকে কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য-বিষয়ে শিক্ষা এবং শাসন করি-বেন। রাজন্! ভরত, লক্ষ্মণ এবং সুগ্রীবের সহিত যেরূপ ব্যবহার করিয়া থাকেন, অঙ্গদের সহিতও সেইরূপ ব্যবহার করিবেন। ৫১—৫৬। আমার দোষে দূষিতা পতিব্রতা তারাকে সুগ্রীব যাহাতে অপমান না করেন, তাহার ব্যবস্থা করিবেন। আপনার অনুগৃহীত ব্যক্তিই এই বনরাজ্য শাসন করিতে পারে, অধিক কি, বশবর্ত্তী হইয়া আপনার ইচ্ছানুরূপ কার্য্য করিলে, স্বর্গরাজ্য লাভ এবং পৃথিবী শাসন করিতে পারে। তারা নিষেধ করিলেও আপনার হস্তে নিহত হইবার অভিলাষেই ভ্রাতা সুগ্রীবের সহিত দ্বন্দ্বযুদ্ধ করিবার জন্য আসিয়াছিলাম।” বানররাজ বালী এই কথা বলিয়া বিরত হইলে, রাম ধর্ম্মার্থযুক্ত সাধুজনোচিত বাক্যে সমুজ্জ্বলজ্ঞানবান্ বালীকে আশ্বাস দিয়া কহি-লেন, “কপীশ্বর। তুমি নিজে প্রাজ্ঞ এবং আমরাও রাজধর্ম্মে অভিজ্ঞ; সুতরাং এই কার্য্য যে আমরা অন্যায়পূর্ব্বক করিয়াছি, এরূপ মনে করিও না এবং নিজের জন্য আর শোকাকুল হইও না। কারণ যিনি

দণ্ড্যো যঃ পাতয়েদ্দণ্ডং দণ্ড্যো যশ্চাপি দণ্ড্যতে।
কার্য্যকারণসিদ্ধার্থাবুভৌ তৌ নাবসীদতঃ॥ ৬৩
তদ্ভবান্ দণ্ডসংযোগাদস্মাদ্বিগতকল্মষঃ।
গতঃ স্বাং প্রকৃতিং ধর্ম্ম্যাং দণ্ডদিষ্টেন বর্ত্মনা॥ ৬৪
ত্যজ শোকঞ্চ মোহঞ্চ ভয়ঞ্চ হৃদয়ে স্থিতম্।
ত্বয়া বিধানং হর্য্যগ্র্য ন শক্যমতিবর্ত্তিতুম্॥ ৬৫
যথা ত্বয্যঙ্গদো নিত্যং বর্ত্ততে বানরেশ্বর।
তথা বর্ত্তেত সুগ্রীবে ময়ি চাপি ন সংশয়ঃ॥ ৬৬

স তস্য বাক্যং মধুরং মহাত্মনঃ
সমাহিতং ধর্ম্মপথানুবর্ত্তিতম্।
নিশম্য রামস্য রণাবমর্দ্দিনো
বচঃ সুযুক্তং নিজগাদ বানরঃ॥ ৬৭
শরাভিতপ্তেন বিচেতসা ময়া
প্রভাষিতস্ত্বং যদজানতা বিভো।
ইদং মহেন্দ্রোপম ভীমবিক্রম
প্রসাদিতস্ত্বং ক্ষম মে হরীশ্বর॥ ৬৮

ইতি কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ডে অষ্টাদশঃ সর্গঃ॥ ১৮॥

একোনবিংশঃ সর্গঃ।

স বানরমহারাজঃ শয়ানঃ শরপীড়িতঃ।
প্রত্যুক্তো হেতুমদ্বাক্যৈর্নোত্তরং প্রতিপদ্যতে॥ ১

দণ্ডযোগ্য ব্যক্তির প্রতি দণ্ডবিধান করেন এবং যে ব্যক্তি দোষের জন্য দণ্ড পায়, উভয়েই স্বীয় স্বীয় কর্ত্তব্য কর্ম্ম করিয়া অবসন্ন হন না; এই রাজদণ্ডবিধানহেতু তুমি নিষ্পাপ হইয়া দণ্ড-বিষয়ক শাস্ত্রোক্তমার্গানুসারে ধর্ম্মসঙ্গত তোমার নির্ম্মল ভাব পাইলে; সুতরাং হৃদয়-স্থিত ভয়, শোক এবং মোহ পরিত্যাগ কর; কারণ পূর্ব্বজন্মকৃত কর্ম্ম কোনমতেই তোমার অতিক্রমণীয় নহে। অঙ্গদের প্রতি তুমি যেরূপ ব্যবহার করিতে সুগ্রীব এবং আমি নিশ্চয় সেইরূপই ব্যবহার করিব।" বানরপ্রধান বালী রণজয়ী মহাত্মা রামের ধর্ম্মপথানুসারী কথা শুনিয়া বলিলেন, "ইন্দ্রতুল্যপরাক্রমশালী ভীম-বিক্রম বানরেশ্বর! আমি বাণাঘাতে পীড়িত এবং হতচেতন হইয়া অজ্ঞানতাবশতঃ যাহা বলিয়াছি, আপনি প্রসন্নচিত্তে তাহা ক্ষমা করিবেন।" ৫৭—৬৮।

ঊনবিংশ সর্গ।

বাণাহত হইয়া শয়ান বানরাধিপতি বালী, রামের নিকটে এইরূপ যুক্তিপূর্ণ বাক্যে উপদেশ পাইয়া উত্তর করিতে পারিলেন না এবং রামের বাণে তাড়িত,

অশ্মভিঃ পরিভিন্নাঙ্গঃ পাদপৈরাহতো ভৃশম্।
রামবাণেন চাক্রান্তো জীবিতান্তে মুমোহ সঃ॥ ২
তং ভার্য্যা বাণমোক্ষেণ রামদত্তেন সংযুগে।
হতং প্লবগশার্দ্দূলং তারা শুশ্রাব বালিনম্॥ ৩
সা সপুত্রাপ্রিয়ং শ্রুত্বা বধং ভর্ত্তুঃ সুদারুণম্।
নিষ্পপাত ভৃশং তস্মাদুদ্বিগ্না গিরিকন্দরাৎ॥ ৪
যে ত্বঙ্গদপরীবারা বানরা হি মহাবলাঃ।
তে সকার্ম্মুকমালোক্য রামং ত্রস্তাঃ প্রদুদ্রুবুঃ॥ ৫
সা দদর্শ ততস্ত্রস্তান্ হরীনাপততো দ্রুতম্।
যূথাদিব পরিভ্রষ্টান্ মৃগান্নিহতযূথপান্॥ ৬
তানুবাচ সমাসাদ্য দুঃখিতান্ দুঃখিতা সতী।
রামবিত্রাসিতান্ সর্ব্বাননুবদ্ধানিবেষুভিঃ॥ ৭
বানরা রাজসিংহস্য যস্য সংপুরঃসরাঃ।
তং বিহায় সুবিত্রস্তাঃ কস্মাদ্দ্রবত দুর্গতাঃ॥ ৮
রাজ্যহেতোঃ স চেদ্ভ্রাতা ভ্রাতা ক্রূরেণ পাতিতঃ।
রামেণ প্রসৃতৈর্দূরান্মার্গণৈর্দূরপাতিভিঃ॥ ৯
কপিপত্ন্যা বচঃ শ্রুত্বা কপয়ঃ কামরূপিণঃ।
প্রাপ্তকালমবিশ্লিষ্টমূচুর্বচনমঙ্গনাম্॥ ১০
জীবপুত্রে নিবর্ত্তস্ব পুত্রং রক্ষস্ব চাঙ্গদম্।

প্রস্তরাঘাতে ভগ্নাঙ্গ এবং বৃক্ষদ্বারা আহত হইয়া প্রাণান্তকালে সংজ্ঞাহীন হইলেন। এদিকে বালি-পত্নী তারা, যুদ্ধে কপিবর বালী রামের বাণে নিহত হইয়াছেন শুনিলেন। তিনি পুত্রের সহিত পতির তাদৃশ অমঙ্গল সংবাদ শুনিবামাত্রই নিরতিশয় ব্যথিতহৃদয়ে কিষ্কিন্ধ্যার উচ্চ স্থান হইতে নিম্নতলে পতিত হইলেন। তৎকালে অঙ্গদপক্ষীয় মহাবল বানরগণ, ধনুর্দ্ধারী রামকে দেখিয়া ভয়ে পলাইতে লাগিল। পরে যূথপতি বিনষ্ট হইলে মৃগগণ যেরূপ ইতস্ততঃ ধাবিত হয়, সেই-রূপ ভীত বানরগণকে ত্বরান্বিতভাবে পলায়ন করিতে দেখিয়া পতিব্রতা তারা দুঃখিতচিত্তে বাণসকল পশ্চাৎ আসিতে থাকিলে যেরূপ ত্রস্ত হয়, সেইরূপ রামভয়ে ভীত বানরগণের নিকটে আসিয়া বলিলেন, "বানরগণ! তোমরা যে রাজসিংহের অনুচর ছিলে, তাঁহাকে ফেলিয়া ভীত এবং দুর্গতিপ্রাপ্ত হইয়া কেন পলায়ন করিতেছ? ১—৮। রাজ্যের লোভে ক্রূর-মতি ভ্রাতা সুগ্রীব দূরস্থিত রামকর্ত্তৃক নিক্ষিপ্ত দূরগামী মার্গণদ্বারা তাঁহাকে বধ করিয়াছে বলিয়া তোমরা পলায়ন করিতেছ কেন?" বানরপত্নী তারার কথা শুনিয়া কামরূপী বানরগণ সর্ব্ববাদিসম্মত কালোচিত বাক্যে তাঁহাকে বলিল, "পুত্রবতি! নিবৃত্তা হও, তোমার তনয়

অযুক্তো রামরূপেণ হতঃ নীতো ... ॥ ১১
ক্ষিপ্তান্ বৃক্ষান্ সমাবিধ্য বিপুলাশ্চ তথা শিলাঃ।
বালী বজ্রসমৈর্বাণৈর্বজ্রেণেব নিপাতিতঃ॥ ১২
অভিভূতমিদং সর্বং বিদ্রুতং প্রাপ্য বলম্।
অস্মিন্ প্লবগশার্দ্দূলে হতে শক্রসমপ্রভে॥ ১৩
রক্ষ্যতাং নগরী শূরৈরঙ্গদশ্চাভিষিচ্যতাম্।
পদস্থং বালিনঃ পুত্রং ভজিষ্যন্তি প্লবঙ্গমাঃ॥ ১৪
অথবা রুচিতং স্থানমিহ তে রুচিরাননে।
আবিশন্তু চ দুর্গাণি ক্ষিপ্রমদ্যৈব বানরাঃ॥ ১৫
অভার্য্যাঃ সহভার্য্যাশ্চ সন্ত্যত্র বনচারিণঃ।
লুব্ধেভ্যো বিপ্রলব্ধেভ্যস্তেভ্যো নঃ সুমহদ্ভয়ম্॥ ১৬
অল্পান্তরগতানান্তু শ্রুত্বা বচনমঙ্গনা।
আত্মনঃ প্রতিরূপং সা বভাষে চারুহাসিনী॥ ১৭
পুত্রেণ মম কিং কার্য্যং রাজ্যেনাপি কিমাত্মনা।
কপিসিংহে মহাভাগে তস্মিন্ ভর্ত্তরি নশ্যতি॥ ১৮
পাদমূলং গমিষ্যামি তস্যৈবাহং মহাত্মনঃ।
যোহসৌ রামপ্রযুক্তেন শরেণ বিনিপাতিতঃ॥ ১৯
এবমুক্ত্বা প্রদুদ্রাব রুদতী শোককর্শিতা।
শিরশ্চোরশ্চ বাহুভ্যাং দুঃখেন সমভিঘ্নতী॥ ২০
সা ব্রজন্তী দদর্শাথ পতিং নিপতিতং ভুবি।
হন্তারং দানবেন্দ্রাণাং সমরেষ্বনিবর্ত্তিনাম্॥ ২১
ক্ষেপ্তারং পর্ব্বতেন্দ্রাণাং বজ্রাণামিব বাসবম্।
মহাবাতসমাবিষ্টং মহামেঘৌঘনিঃস্বনম্॥ ২২
শক্রতুল্যপরাক্রান্তং দৃষ্ট্বেবোপরতং ঘনম্।
নর্দ্দন্তং নর্দ্দতাং ভীমং শূরং শূরেণ পাতিতম্॥ ২৩
শার্দ্দূলেনামিষস্যার্থে মৃগরাজমিবাহতম্॥ ২৪
অর্চ্চিতং সর্ব্বলোকস্য সপতাকং সবেদিকম্।
নাগহেতোঃ সুপর্ণেন চৈত্যমুন্মথিতং যথা॥ ২৫
অবষ্টভ্যাবতিষ্ঠন্তং দদর্শ ধনুরূর্জ্জিতম্।
রামং রামানুজঞ্চৈব ভর্ত্তুশ্চৈব তথানুজম্॥ ২৬
তানতীত্য সমাসাদ্য ভর্ত্তারং নিহতং রণে।
সমীক্ষ্য ব্যথিতা ভূমৌ সম্ভ্রান্তা নিপপাত হ॥ ২৭
সুপ্তেব পুনরুত্থায় আর্য্যপুত্রেতি বাদিনী।
রুরোদ সা পতিং দৃষ্ট্বা সংবীতং মৃত্যুদামভিঃ॥ ২৮
তামবেক্ষ্য তু সুগ্রীবঃ ক্রোশন্তীং কুররীমিব।
বিষাদমগমৎ কষ্টং দৃষ্ট্বা চাঙ্গদমাগতম্॥ ২৯
ইতি কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ডে একোনবিংশঃ সর্গঃ॥ ১৯॥

অঙ্গদকে রক্ষা কর; কারণ কৃতান্ত রামরূপে বালীকে বধ করিয়া লইয়া যাইতেছে। বালী প্রক্ষিপ্ত শিলা এবং বহুবিধ বৃক্ষদ্বারা আঘাত করিয়া, বজ্রসদৃশ বজ্রতুল্য কঠিন বাণে নিপাতিত হইয়াছেন। ইন্দ্রতুল্য-পরাক্রম বালী বানরশার্দ্দূল হত হওয়াতে এই বানরসৈন্য ভয়ে অভিভূত হইয়া চারিদিকে পলায়ন করিতেছে; সুতরাং বীরপুরুষগণদ্বারা নগর রক্ষার বিধান করিয়া অঙ্গদকে রাজপদে অভিষেক কর। বালীর পুত্রকে বানররাজ্যে অভিষিক্ত এবং প্রতিষ্ঠিত দেখিয়া বানরগণ তাঁহাকে সেবা করিবে। অথবা রুচিরাননে! ইহাকে রাজ্যাভিষিক্ত করিলেই বা কি হইবে, কারণ রাম এবং সুগ্রীব প্রভৃতি বানরগণ অদ্যই এ এবং তোমার অভিলষিত স্থান সকল অধিকার করিবে। এতদ্ভিন্ন সুগ্রীবপক্ষীয় সস্ত্রীক ও স্ত্রীরহিত যে সকল বনচর বানর আছে, তাহারা পূর্ব্বে আমাদের কর্ত্তৃক বঞ্চিত হইয়া এক্ষণে রাজ্যকামুক হইয়া আসিয়াছে, সুতরাং তাহাদিগের হইতে বিশেষ ভয় উপস্থিত হইবার সম্ভাবনা।” ১—১৬। চারুহাসিনী তারা, আত্মীয়গণের এই কথা শুনিয়া তৎকালোচিত স্বীয় কর্ত্তব্য ব্যক্ত করিয়া বলিলেন, “যখন কপিপ্রধান মহাভাগ স্বামী বিনষ্ট হইয়াছেন, তখন পুত্র রাজ্য এবং শরীরে আর আবশ্যক কি? সুতরাং রাম-নিক্ষিপ্ত বাণে নিপাতিত সেই মহাত্মার চরণ-প্রান্তে গমন করিব।” এই কথা বলিয়া শোকাকুলা এবং রোরুদ্যমানা হইয়া বক্ষে ও শিরে করাঘাত করিতে করিতে গমন-পূর্ব্বক যুদ্ধে অনিবর্ত্তী দানবরাজগণের বিনাশক, বীরবর রামকর্ত্তৃক পাতিত, ইন্দ্র যেরূপ বজ্রনিক্ষেপ করেন; তাহার ন্যায় বৃহৎ বৃহৎ পর্ব্বতনিক্ষেপকারী বায়ুর ন্যায় বেগবান, মহামেঘসমূহের ন্যায় অসামশব্দকারী, ইন্দ্র-তুল্য পরাক্রমশালী, গর্জ্জনশীল জনসমূহের মধ্যে ঘোর গর্জ্জনকারী, মহাবীর পতিকে ভূপতিত দেখিতে পাই-লেন। তখন তাঁহার মনে হইল,—মহ মেঘ যেন বর্ষ-ণান্তে স্থিরভাব ধারণ করিয়াছে, শার্দ্দূল যেন মাংসের জন্য প্রকাণ্ড মাংসল হরিণকে বধ করিয়াছে এবং গরুড় যেন সর্পের জন্য লোকপূজিত বেদিপতাকাযুক্ত চতুষ্পথস্থিত বল্মীককে মথিত করিয়াছে। পরে স্থির-ভাবে অবস্থিত ধনুর্দ্ধারী ভ্রাতার সহিত রাম এবং স্বামীর অনুজ ভ্রাতা সুগ্রীবকে দেখিলেন এবং তাঁহা-দিগকে অতিক্রম করিয়া যুদ্ধে নিহত পতির নিকটে যাইয়া দুঃখিত ও সম্ভ্রান্ত হইয়া ভূমিতলে পতিতা হইলেন, পুনরায় সুপ্তার ন্যায় উত্থিতা হইয়া “হা আর্য্যপুত্র!” এই করুণাসূচক বাক্য বলিয়া মৃত্যুরূপ-পাশবদ্ধ স্বামীকে দেখিয়া বিলাপ করিতে লাগি-লেন। তাঁহাকে কুররীর ন্যায় রোরুদ্যমানা এবং

বিংশঃ সর্গঃ।

রামচাপবিসৃষ্টেন শরেণান্তকরেণ তম্।
দৃষ্ট্বা বিনিহতং ভূমৌ তারা তারাধিপাননা॥ ১
সা সমাসাদ্য ভর্ত্তারং পর্য্যষ্বজত ভামিনী।
ইষুণাভিহতং দৃষ্ট্বা বালিনং কুঞ্জরোপমম্॥ ২
বানরং পর্ব্বতেন্দ্রাভং শোকসন্তপ্তমানসা।
তারা তরুমিবোন্মূলং পর্য্যদেবয়তাতুরা॥ ৩
রণে দারুণবিক্রান্তপ্রবীর প্লবতাং বর।
কিমিদানীং পুরোভাগামদ্য ত্বং নাভিভাষসে॥ ৪
উত্তিষ্ঠ হরিশার্দ্দূল ভজস্ব শয়নোত্তমম্।
নৈবংবিধাঃ শেরতে হি ভূমৌ নৃপতিসত্তমাঃ॥ ৫
অতীব খলু তে কান্তা বসুধা বসুধাধিপ।
গতাসুরপি তাং গাত্রৈর্মাং বিহায় নিষেবসে॥ ৬
ব্যক্তমদ্য ত্বয়া বীর ধর্ম্মতঃ সম্প্রবর্ত্ততা॥ ৭
যান্যস্মাভিস্ত্বয়া সার্দ্ধং বনেষু মধুগন্ধিষু।
বিহৃতানি ত্বয়া কালে তেষামুপরমঃ কৃতঃ॥ ৮
নিরানন্দা নিরাশাহং নিমগ্না শোকসাগরে॥ ৯
অসংশয় সুস্থিতা মহা, দৃষ্ট্বা নিপতিতং ভুবি।
যন্ন শোকাভিসন্তপ্তং স্ফুটতেহদ্য সহস্রধা॥ ১০
সুগ্রীবস্য ত্বয়া ভার্য্যা হৃতা স চ বিবাসিতঃ।
যত্তত্তস্য ত্বয়া ব্যুষ্টিঃ প্রাপ্তেয়ং প্লবগাধিপ॥ ১১
নিঃশ্রেয়সপরা মোহাত্ত্বয়া চাহং বিগর্হিতা।
যৈষাব্রুবং হিতং বাক্যং বানরেন্দ্রহিতৈষিণী॥ ১২
রূপযৌবনদৃপ্তানাং দক্ষিণানাঞ্চ মানদ।
নূনমপ্সরসামার্য্য চিত্তানি প্রমথিষ্যসি॥ ১৩
কালো নিঃসংশয়ো নূনং জীবিতান্তকরস্তব।
বলাদ্যেনাবপন্নোঽসি সুগ্রীবস্যাবশো বশী॥ ১৪
অস্থানে বালিনং হত্বা যুধ্যমানং পরেণ চ।
ন সন্তপ্যতি কাকুৎস্থঃ কৃত্বা কর্ম্ম সুগর্হিতম্॥ ১৫
বৈধব্যং শোকসন্তাপং কৃপণাকৃপণা সতী।
অদুঃখোপচিতা পূর্ব্বং বর্ত্তয়িষ্যাম্যনাথবৎ॥ ১৬
লালিতশ্চাঙ্গদো বীরঃ সুকুমারঃ সুখোচিতঃ।
বৎস্যতে কামবস্থাং মে পিতৃব্যে ক্রোধমূর্চ্ছিতে॥ ১৭
কুরুষ পিতরং পুত্র সুদৃষ্টং ধর্ম্মবৎসলম্।

অঙ্গদকে আসিতে দেখিয়া সুগ্রীব আতিশয় দুঃখিত হইলেন। ১৭—১৯।

বিংশ সর্গ।

প্রসিদ্ধ সুন্দরী চন্দ্রবদনা তারা, রামের ধনু হইতে নিক্ষিপ্ত বিনাশকারী বাণদ্বারা আহত এবং ভূমিতে পতিত পতির নিকটে গিয়া তাঁহাকে আলিঙ্গন করিলেন এবং সুমেরু পর্ব্বতের ন্যায় প্রভাশালী কুঞ্জরতুল্য বানর বালীকে বাণাহত হইয়া ছিন্নমূল বৃক্ষের ন্যায় পতিত দেখিয়া দুঃখ এবং শোকে আকুল-হৃদয়ে এইরূপ বিলাপ করিতে লাগিলেন। "যুদ্ধ-বিক্রান্ত বীরবানরপ্রধান! এক্ষণে আমি তোমার নিকটে আসিয়াছি, তুমি আমার সহিত অদ্য সম্ভাষণ করিতেছ না কেন? উঠিয়া উত্তম শয্যায় শয়ন কর, প্রধান ভূপতিগণ এ অবস্থায় ভূতলে শয়ন করেন না। ১—৫। বসুধাধিপ! বোধ হয়, বসুধা তোমার অত্যন্ত প্রিয়া; কারণ গতপ্রাণ হইয়াও আমাকে ছাড়িয়া সর্ব্বাঙ্গদ্বারা তাঁহাকে সেবা করিতেছ! বীর! যখন ধর্ম্মানুসারে যুদ্ধ করিয়াছ, তখন স্পষ্টই বোধ হইতেছে যে, তোমার জন্য স্বর্গমার্গে কিষ্কিন্ধ্যার ন্যায় আর একটী রমণীয় পুরী নির্ম্মিত হইয়াছে। মধুগন্ধে আমোদিত বনমধ্যে তোমার সহিত যে সকল বিহার করিয়াছি, এক্ষণে সেই সকল বিহারেরও তুমি অবসান করিলে। মহাপ্রতাপান্বিত! তোমার মৃত্যুদশা উপস্থিত হওয়াতে আমি নিরানন্দা এবং আশাশূন্যা হইয়া শোক-সাগরে নিমগ্না হইয়াছি; তোমাকে ভূমিতে পতিত দেখিয়াও শোকপীড়িত আমার হৃদয় যখন সহস্রধা বিদীর্ণ হয় নাই, তখন বোধ হয়, আমার হৃদয় অতিশয় কঠিন। ৬—১০। হরীশ্বর! পূর্ব্বে সুগ্রীবের পত্নী হরণ এবং তাঁহাকে যে নির্ব্বাসিত করিয়াছিলে, অদ্য মৃত্যুরূপ তাহার পরিণাম ফল পাইলে। আমি কল্যাণ ও হিতাকাঙ্ক্ষী হইয়া তোমাকে হিতকর কথা বলিলে, মোহবশতঃ আমার বাক্যে অবহেলা করিয়া আমাকে ভর্ৎসনা করিয়াছিলে। মানদ! এক্ষণে তুমি দেবলোকে গমন করত রূপ এবং যৌবনে সুশোভিতা সরলা অপ্সরাগণেরও মন মদনপীড়ায় পীড়িত করিবে। বোধ হয় কালই নিশ্চয় তোমার প্রাণবধ করিয়াছে, কারণ তুমি সুগ্রীবের অনায়ত্ত হইয়াও বলপূর্ব্বক বশতাপন্ন হইলে! কাকুৎস্থ রাম, অন্যের সহিত যুদ্ধপরায়ণ বালীকে অন্যায়রূপে বধরূপ নিন্দিত কার্য্য করিয়াও যে সন্তাপ করিতেছেন না, ইহা নিতান্ত নিন্দনীয়। ১১—১৫। পূর্ব্বে দুঃখভোগ না করিয়া বর্দ্ধিত হইয়াছিলাম, এক্ষণে অতিশয় দুঃখিতা হইয়া অনাথার ন্যায় শোকপ্রদ বৈধব্যযন্ত্রণা ভোগ করিব! আর আমাকর্ত্তৃক প্রতিপালিত সুখার্হ সুকুমার বীর অঙ্গদ, পিতৃব্য ক্রুদ্ধ হইলে, কি অবস্থায় থাকিবে? হে পুত্র! ধর্ম্মবৎসল পিতাকে একবার জন্মের মত

দুর্লভং দর্শনং তস্য তব বৎস ভবিষ্যতি ॥ ১৮
সমাশ্বাসয় পুত্রং ত্বং সন্দেশং সন্দিশস্ব মে।
মূর্দ্ধ্নি চৈনং সমাঘ্রায় প্রবাসং প্রস্থিতো হ্যসি ॥ ১৯
রামেণ হি মহৎ কর্ম্ম কৃতং ত্বামভিনিঘ্নতা।
আনৃণ্যন্তু গতং তস্য সুগ্রীবস্য প্রতিশ্রবে ॥ ২০
সকামো ভব সুগ্রীব রুমাং ত্বং প্রতিপৎস্যসে।
ভুঙ্ক্ষ্ব রাজ্যমনুদ্বিগ্নঃ শস্তো ভ্রাতা রিপুস্তব ॥ ২১
কিং মামেবং প্রলপতীং প্রিয়াং ত্বং নাভিভাষসে।
ইমাঃ পশ্য বরা বহ্ব্যো ভার্য্যাস্তে বানরেশ্বর ॥ ২২
তথা বিলপিতং শ্রুত্বা বানর্য্যঃ সর্ব্বতশ্চ তাঃ।
পরিগৃহ্যাঙ্গদং দীনা দুঃখার্ত্তাঃ প্রতিচুক্রুশুঃ ॥ ২৩
কিমঙ্গদং সাঙ্গদবীরবাহো
বিহায় যাতোঽসি চিরং প্রবাসম্।
ন যুক্তমেবং গুণসন্নিকৃষ্টং
বিহায় পুত্রং প্রিয়চারুবেশম্ ॥ ২৪
যদ্যপ্রিয়ং কিঞ্চিদসম্প্রধার্য্য
কৃতং ময়া স্যাত্তব দীর্ঘবাহো
ক্ষমস্ব মে তদ্ধরিবংশনাথ
ব্রজামি মূর্দ্ধ্না তব বীর পাদৌ ॥ ২৫
তথা তু তারা করুণং রুদন্তী
ভর্ত্তুঃ সমীপং সহ বানরীভিঃ।
ব্যবস্যত প্রায়মনিন্দ্যবর্ণা
উপোপবেষ্টুং ভুবি যত্র বালী ॥

ইতি কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ডে বিংশঃ সর্গঃ ॥ ২০ ॥

শুভদর্শন কর; কেননা পরে আর তাঁহাকে দেখিতে পাইবে না। প্রিয়তম! পুত্রের মস্তক আঘ্রাণ করিয়া প্রবাসে আসিয়াছিলে, সুতরাং ইহাকে আশ্বাসিত এবং প্রিয়বাক্যে উপদেশ কর। রাম তোমাকে বধ করিয়া অতি মহৎ কার্য্য করিয়াছেন; কারণ, সুগ্রীবের সহিত প্রতিশ্রুতিরূপ ঋণ হইতে মুক্ত হইয়াছেন। সুগ্রীব! তোমার কামনা পূর্ণ হইল, কারণ তোমার অমিত্র ভ্রাতা বিনষ্ট হইয়াছেন; সুতরাং নিরুদ্বেগে রাজ্যভোগ এবং রুমার সহিত বাস করিতে পারিবে।—নাথ! আমি তোমার প্রিয়া এইরূপ রোদন করিতেছি, তথাপি আমার সহিত সম্ভাষণ করিতেছ না কেন? —তোমার এই প্রধানা ভার্য্যা সকল আসিয়াছেন, দেখ।" সেই দুঃখিতা বানরীগণ তাঁহার এইরূপ রোদনে দুঃখার্ত্তচিত্তে সর্ব্বদিক্ হইতে অঙ্গদকে গ্রহণ করত বিলাপ করিতে লাগিল। "অঙ্গদ শোভিত-বাহো! অভিলষিত আভরণাদিদ্বারা চারুবেশ-সম্পন্ন গুণবান্ পুত্র অঙ্গদকে ফেলিয়া চিরপ্রবাসে যাওয়া তোমার উচিত নহে। নাথ! না জানিয়া যদি তোমার নিকটে কোন অপরাধ করিয়া থাকি, তবে মস্তকদ্বারা তোমার পাদস্পর্শ করিয়া প্রার্থনা করিতেছি, তাহা ক্ষমা কর।" অনিন্দ্যরূপা তারা এইরূপ করুণস্বরে বিলাপ করিতে করিতে যে স্থলে বালী পতিত আছেন, তথায় বানরীগণের সহিত প্রায়োপবেশন করিবার জন্য চেষ্টা করিতে লাগিলেন। ১৮—২৬।

একবিংশঃ সর্গঃ।

ততো নিপতিতাং তারাং চ্যুতাং তারামিবাম্বরাৎ।
শনৈরাশ্বাসয়ামাস হনূমান্ হরিযূথপঃ ॥ ১
গুণদোষকৃতং জন্তুঃ স্বকর্ম্মফলহেতুকম্।
অব্যগ্রস্তদবাপ্নোতি সর্ব্বং প্রেত্য শুভাশুভম্ ॥ ২
শোচ্যা শোচসি কং শোচ্যং দীনং দীনানুকম্পসে।
কস্য কো বানুশোচ্যোঽস্তি দেহেঽস্মিন্ বুদ্বুদোপমে ॥ ৩
অঙ্গদস্তু কুমারোঽয়ং দ্রষ্টব্যো জীবপুত্রয়া।
আয়ত্যাঞ্চ বিধেয়ানি সমর্থান্যস্য চিন্তয় ॥ ৪
জানাস্যনিয়তামেবং ভূতানামাগতিং গতিম্।
তস্মাচ্ছুভং হি কর্ত্তব্যং পণ্ডিতে নেহ লৌকিকম্ ॥ ৫ ॥

একবিংশ সর্গ।

পরে বানরযূথপতি হনুমান্ আকাশতল হইতে ভ্রষ্ট তারার ন্যায় তারাকে মৃদুভাবে সান্ত্বনা করিতে লাগিলেন। "শম, দম এবং রাগাদিদ্বারা কৃত স্বর্গ-নরকাদি ফলপ্রদ যে সকল কর্ম্ম আছে, জীবগণ ইহ-লোকে আসিয়া অব্যগ্রচিত্তে সেই সকল শুভাশুভ কর্ম্মের ফল ভোগ করিয়া থাকে। এক্ষণে তুমিও কর্ম্মফলানুসারে শোচনীয়া হইয়া কর্ম্মফলানুসারে শোচনীয় তোমার পতির জন্য কেন শোক করিতেছ? নিজের কর্ম্মফলেই তুমি দুঃখভাগিনী হইয়াছ, সুতরাং কর্ম্মানুসারে দুঃখভাগী পুত্রাদির জন্য কেন অকারণ দয়াপরবশ হইতেছ? জলবিম্বের ন্যায় ক্ষণস্থায়ী এই দেহে কেহ কাহারও শোচনীয় হইতে পারে না। অঙ্গদ নিতান্ত সুকুমার, সুতরাং যাহাতে শোক করিতে নিরস্ত হন, তদ্বিষয়ে দৃষ্টি রাখিয়া মৃত বালীর চরমকালীন কর্ত্তব্য কার্য্যের অনুষ্ঠান করুন। প্রাণীদিগের এইরূপ অস্থির গমনাগমনের বিষয় ত আপনি জানেন; সুতরাং পণ্ডিতে! যাহাতে এক্ষণে পতির সদ্গতি হয়, তাহা করাই কর্ত্তব্য।

যস্মিন্ হরিসহস্রাণি শতানি নিযুতানি চ।
বর্ত্তয়ন্তি কৃতাশানি সোঽয়ং দিষ্টান্তমাগতঃ॥ ৬
যদয়ং ন্যায়দৃষ্টার্থঃ সামদানক্ষমাপরঃ।
গতো ধর্ম্মজিতাং ভূমিং নৈনং শোচিতুমর্হসি॥ ৭
সর্ব্বে চ হরিশার্দ্দূলাঃ পুত্রশ্চায়ং তবাঙ্গদঃ।
হর্য্যৃক্ষপতিরাজ্যঞ্চ ত্বৎসনাথমনিন্দিতে॥ ৮
তাবিমৌ শোকসন্তপ্তৌ শনৈঃ প্রেরয় ভামিনি।
ত্বয়া পরিগৃহীতোঽয়মঙ্গদঃ শাস্তু মেদিনীম্॥ ৯
সন্ততিশ্চ যথা দৃষ্টা কৃত্যং যচ্চাপি সাম্প্রতম্।
রাজ্ঞস্তৎ ক্রিয়তাং সর্ব্বমেষ কালস্য নিশ্চয়ঃ॥ ১০
সংস্কার্য্যো হরিরাজস্তু অঙ্গদশ্চাভিষিচ্যতাম্।
সিংহাসনগতং পুত্রং পশ্যন্তী শান্তিমেষ্যসি॥ ১১
সা তস্য বচনং শ্রুত্বা ভর্ত্তৃব্যসনপীড়িতা।
অব্রবীদুত্তরং তারা হনুমন্তমবস্থিতম্॥ ১২
অঙ্গদপ্রতিরূপাণাং পুত্রাণামেকতঃ শতম্।
হতস্যাপ্যস্য বীরস্য গাত্রসংশ্লেষণং বরম্॥ ১৩
ন চাহং হরিরাজস্য প্রভবাম্যঙ্গদস্য বা।
পিতৃব্যস্তস্য সুগ্রীবঃ সর্ব্বকার্য্যেষ্বনন্তরঃ॥ ১৪
ন হ্যেষা বুদ্ধিরাস্থেয়া হনুমন্নঙ্গদং প্রতি।
পিতা হি বন্ধুঃ পুত্রস্য ন মাতা হরিসত্তম॥ ১৫
ন হি মম হরিরাজসংশ্রয়াৎ
ক্ষমতরমস্তি পরত্র চেহ বা।
অভিমুখহতবীরসেবিতং
শয়নমিদং মম সেবিতুং ক্ষমম্॥ ১৬
ইতি কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ডে একবিংশঃ সর্গঃ॥ ২১॥

দ্বাবিংশঃ সর্গঃ।

বীক্ষমাণস্তু মন্দাসুঃ সর্ব্বতো মন্দমুচ্ছ্বসন্।
আদাবেব তু সুগ্রীবং দদর্শানুজমগ্রতঃ॥ ১
তং প্রাপ্তবিজয়ং বালী সুগ্রীবং প্লবগেশ্বরম্।
আভাষ্য ব্যক্তয়া বাচা সস্নেহমিদমব্রবীৎ॥ ২
সুগ্রীব দোষেণ ন মাং গন্তুমর্হসি কিল্বিষাৎ।
কৃষ্যমাণং ভবিষ্যেণ বুদ্ধিমোহেন মাং বলাৎ॥ ৩
যুগপদ্বিহিতং তাত ন মন্যে সুখমাবয়োঃ।
সৌহার্দ্দং ভ্রাতৃযুক্তং হি তদিদং জাতমন্যথা॥ ৪
প্রতিপদ্য ত্বমদ্যৈব রাজ্যমেষাং বনৌকসাম্।
মামপ্যদ্যৈব গচ্ছন্তং বিদ্ধি বৈবস্বতক্ষয়ম্॥ ৫

বৃথা বিলাপ করা উচিত নহে। জীবিতাবস্থায় যাঁহাকে আশ্রয় করিয়া শত শত, সহস্র সহস্র, নিযুত নিযুত, বানর সৌভাগ্যশালী হইয়াছিল, অদ্য তাঁহারও পরমায়ুর শেষ হইল। ১—৬। ইনি সাম, দান ও ক্ষমাশালী হইয়া নীতিশাস্ত্রানুসারে রাজকার্য্য করত ধর্ম্মাত্মা রাজাদিগের গতি লাভ করিয়াছেন, সুতরাং ইঁহার জন্য আপনার শোক করা উচিত নহে। অনিন্দিতে! প্রধান বানরগণ, আপনার পুত্র অঙ্গদ এবং বানরাধিপতির রাজ্য,আপনিই এ সকলেরই একমাত্র অধিশ্বরী; সুতরাং ভামিনি! শোকাকুল অঙ্গদ এবং সুগ্রীব উভয়কে এক্ষণে সময়োচিত কার্য্য নির্ব্বাহার্থ নিয়োগ করুন। অঙ্গদ আপনাকর্ত্তৃক সমাদৃত হইয়া রাজ্য শাসন করুন এবং সম্প্রতি রাজার পারলৌকিক যে সকল কার্য্য পুত্রের কর্ত্তব্য, তাহা সম্পাদন করুন; তাহাই এক্ষণকার উচিত কার্য্য, হরিরাজ বালীর সংস্কার করিয়া অঙ্গদকে রাজ্যে অভিষেক করুন। আপনি অঙ্গদকে সিংহাসনারূঢ় দেখিয়া শান্তিলাভ করিতে পারিবেন।" ৭—১১। স্বামীর মৃত্যুরূপ শোকে কাতর তারা সম্মুখে অবস্থিত হনুমানের কথা শুনিয়া বলিলেন, "অঙ্গদের ন্যায় শত পুত্র অপেক্ষা মৃত বীরের গাত্রসংশ্লেষ আমার পক্ষে শ্রেষ্ঠ। অঙ্গদের পিতৃব্য বর্ত্তমান থাকিতে অঙ্গদ ও বানররাজ্য এ উভয়ে আমার প্রভুত্ব হইতে পারে না, কেননা সুগ্রীব সর্ব্বকার্য্যেই আমা অপেক্ষা সমর্থ এবং নৈকট্যশালী। কপিবর! অঙ্গদের রাজ্যাভিষেকবিষয়ে বিবেচনা করা আমার উচিত নহে; কারণ পিতাই পুত্রের বন্ধু, মাতা কখন বন্ধু হইতে পারেন না। এক্ষণে সম্মুখ-সংগ্রামহত বীর বালীর সেবিত শয্যা সেবা করাই আমার উচিত; কেননা আমার পক্ষে এই বানররাজের আশ্রয় ভিন্ন পরলোকে সুখজনক আর কিছু নাই।" ১২—১৬।

দ্বাবিংশ সর্গ।

মৃতপ্রায় বালী চারিদিকে চাহিয়া অল্প অল্প নিশ্বাস পরিত্যাগ করত সম্মুখে অনুজ সুগ্রীবকে দেখিলেন। তৎপরে বিজয়ী বানরাধিপতি সুগ্রীবকে সম্বোধন করিয়া সুস্পষ্টবাক্যে সস্নেহে বলিলেন, "সুগ্রীব! পূর্ব্বকৃত দুষ্কৃত এবং অবশ্যম্ভাবী মোহবশতঃ আমি বলপূর্ব্বক আকৃষ্ট হইয়াছিলাম, ইহা জানিয়া আমাকে তোমার অপকারী বলিয়া মনে করা উচিত নহে। ভাই! বোধ হয় আমাদের ভ্রাতৃস্নেহ এবং রাজ্যসুখ যুগপৎ বিহিত হয় নাই, যুগপৎ বিহিত হইলে সেই সৌহার্দ্দ এবং রাজ্যভোগজনিত সুখ কদাচ বিচলিত হইত না। যাহা হউক, তুমি অদ্যই এই

জীবিতঞ্চ হি রাজ্যঞ্চ শ্রিয়ঞ্চ বিপুলাং তথা।
প্রজহাম্যেষ বৈ তূর্ণং মহচ্চাগর্হিতং যশঃ ॥ ৬
অস্যাং ত্বহমবস্থায়াং বীর বক্ষ্যামি যদ্বচঃ।
যদ্যপ্যসুকরং রাজন্ কর্তুমেব ত্বমর্হসি ॥ ৭
সুখার্হং সুখসংবৃদ্ধং বালমেনমবালিশম্।
বাষ্পপূর্ণমুখং পশ্য ভূমৌ পতিতমঙ্গদম্ ॥ ৮
মম প্রাণৈঃ প্রিয়তরং পুত্রং পুত্রমিবৌরসম্।
ময়া হীনমহীনার্থং সর্বতঃ পরিপালয় ॥ ৯
ত্বমপ্যস্য পিতা দাতা পরিত্রাতা চ সর্বশঃ।
ভয়েষ্বভয়দশ্চৈব যথাহং প্লবগেশ্বর ॥ ১০
এষ তারাত্মজঃ শ্রীমাংস্ত্বয়া তুল্যপরাক্রমঃ।
রক্ষসাঞ্চ বধে তেষামগ্রতস্তে ভবিষ্যতি ॥ ১১
অনুরূপাণি কর্ম্মাণি বিক্রম্য বলবান্ রণে।
করিষ্যত্যেষ তারেয়স্তরস্বী তরুণোঽঙ্গদঃ ॥ ১২
সুষেণদুহিতা চেয়মর্থসূক্ষ্মবিনিশ্চয়ে
ঔৎপাতিকে চ বিবিধে সর্বতঃ পরিনিষ্ঠিতা ॥ ১১
যদেষা সাধ্বিতি ব্রূয়াৎ কার্যং তন্মুক্তসংশয়ম্।
ন হি তারামতং কিঞ্চিদন্যথা পরিবর্ততে ॥ ১৩
রাঘবস্য চ তে কার্যং কর্তব্যমবিশঙ্কয়া।
স্যাদধর্ম্মো হ্যকরণে ত্বাঞ্চ হিংস্যাদমানিতঃ ॥ ১৫
ইমাঞ্চ মালামাধৎস্ব দিব্যাং সুগ্রীব কাঞ্চনীম্।
উদারা শ্রীঃ স্থিতা হ্যস্যাং সম্প্রজহ্যান্মৃতে ময়ি ॥ ১৬
ইত্যেবমুক্তঃ সুগ্রীবো বালিনা ভ্রাতৃসৌহৃদাৎ।
হর্ষং ত্যক্ত্বা পুনর্দীনো গ্রহগ্রস্ত ইবোড়ুরাট্ ॥ ১৭
তদ্বালিবচনাচ্ছান্তঃ কুর্বন্ যুক্তমতন্দ্রিতঃ।
জগ্রাহ সোঽভ্যনুজ্ঞাতো মালাং তাঞ্চৈব কাঞ্চনীম্ ॥ ১৮
তাং মালাং কাঞ্চনীং দত্ত্বা দৃষ্ট্বা চৈবাত্মজং স্থিতম্।
সংসিদ্ধঃ প্রেত্যভাবায় স্নেহাদঙ্গদমব্রবীৎ ॥ ১৯
দেশকালৌ ভজস্বাদ্য ক্ষমমাণঃ প্রিয়াপ্রিয়ে।
সুখদুঃখসহঃ কালে সুগ্রীববশগো ভব ॥ ২০
যথা হি ত্বং মহাবাহো লালিতঃ সততং ময়া।
ন তথা বর্তমানং ত্বাং সুগ্রীবো বহুমংস্যতে ॥ ২১
নাস্যামিত্রৈর্গতিং গচ্ছের্মা শত্রুভিররিন্দম।
ভর্ত্তুরর্থপরো দান্তঃ সুগ্রীববশগো ভব ॥ ২২
ন চাতিপ্রণয়ঃ কার্য্যঃ কর্তব্যোঽপ্রণয়শ্চ তে।
উভয়ং হি মহাদোষং তস্মাদন্তরদৃগ্ভব ॥ ২৩

বনবাসীদিগের রাজ্য গ্রহণ কর। প্রাণ, রাজ্য, বিভ-দ্রব্য, বিপুল রাজলক্ষ্মী এবং নির্ম্মল যশ, এ সকল অচিরেই ত্যাগ করিয়া অদ্যই আমি যমালয়ে চলি-লাম। সুতরাং জানিও—এই সময়ে আমি যাহা বলি, তাহা দুষ্কর হইলেও সম্পাদন করা উচিত। ১—৭। বীর! সুখোচিত এবং সুখবর্দ্ধিত বুদ্ধিমান্ বালক অঙ্গদ অশ্রুপূর্ণমুখে ভূমিতে পড়িয়া আছে দেখ। ও বালক, অদ্যাপি উহার কোন প্রয়োজন সিদ্ধ হয় নাই। আমার অবর্ত্তমানে আমার প্রাণসম এই নিগৃহীত পুত্রকে তুমি তোমার ঔরস পুত্রের ন্যায় সকল বিষয়ে লালন-পালন করিও। কপিরাজ! আমি যেমন ইহার পিতা সকলবিষয়ে রক্ষাকর্ত্তা এবং ভয় সময়ে অভয়দাতা ছিলাম, তুমিও সেইরূপ হইবে। তোমার ন্যায় পরাক্রমশালী শ্রীমান্ অঙ্গদ রাক্ষসদিগের নিধনকালে তোমার অগ্রগামী হইবে এবং তেজস্বী যুবা বলবান্ তারা-গর্ভসম্ভূত অঙ্গদ যুদ্ধে পরাক্রম প্রকাশপূর্ব্বক আমার অনুরূপ কার্য্য করিবে। আরও, এই সুষেণ-নন্দিনী তারা কার্য্যের সূক্ষ্মানুসূক্ষ্মনির্ণয়ে, বিপদসূচক বিবিধকার্য্য বিজ্ঞানে এবং অন্যান্য সকলবিষয়েই সম্যক্ নিপুণা; সুতরাং ইনি যাহা বলিবেন, তাহা যথার্থ ভাবিয়া নিঃসন্দিগ্ধচিত্তে সম্পাদন করিবে, তারার অভিমত বিষয় কিছুমাত্র অন্যথা হয় না। নিঃশঙ্কচিত্তে রামের কার্য্য করিবে, যদি না কর, তবে অধর্ম্ম হইবে, তিনি অবমানিত হইলে আমার ন্যায় তোমাকেও সংহার করিবেন। সুগ্রীব! এক্ষণে এই স্বর্গীয় কাঞ্চনময় মালা ধারণ কর, কারণ, ইন্দ্রের প্রসাদে ইহাতে বিজয়লক্ষ্মী বিরাজ করিতেছেন, কিন্তু আমি মরিলে বিজয়লক্ষ্মী সেই বিজয়লক্ষ্মী ইহাকে ত্যাগ করিবেন। ৮—১৬। বালী ভ্রাতৃস্নেহবশতঃ সুগ্রীবকে এইরূপ বলিলে তিনি হর্ষ পরিত্যাগ করত, রাহুগ্রস্ত শশধরের ন্যায়, কাতর হইলেন। তৎপরে বালীর কথায় শান্ত এবং মালাগ্রহণে অনুজ্ঞাত হইয়া অনলসভাবে তাহার সহিত স্নেহোচিত দর্শনাদি কর্ত্তব্য ব্যবহার করিয়া সেই স্বর্ণময়ী মালা গ্রহণ করিলেন। মরণে কৃতনিশ্চয় বালী স্বর্ণময়ী মালা দান করিয়া নিকটস্থ পুত্র অঙ্গদকে দেখিয়া "মহাবাহো" সুখ-দুঃখ সহিষ্ণু ক্ষমাশীল এবং দেশকাল জ্ঞাত হইয়া নিয়ত সুগ্রীবের অনুগত হইবে, নিজ শুভাশুভের সময় বিবেচনা করিবে না, কারণ, আমি যেমন বাল্যকাল হইতে তোমাকে লালনপালন করিয়াছি, তুমি সেইরূপে থাকিলে সুগ্রীব তোমাকে সমাদর করিবেন না। সুগ্রীবের অপকারী ব্যক্তি এবং শত্রুর সহিত মিত্রতা করিবে না। সদা কষ্ট-সহিষ্ণু হইয়া প্রভুর কার্য্যসম্পাদনে তৎপর থাকিবে। এবং উঁহার সহিত অতি প্রণয় বা অপ্রণয় করিবে না, কেননা উভয়ই দোষাবহ, অতএব মধ্যভাবে অবস্থিত

ইত্যুক্ত্বাথ বিবৃত্তাক্ষঃ শরসম্পীড়িতো ভৃশম্।
বিবৃতৈর্দশনৈর্ভীমৈর্বভূবোৎক্রান্তজীবিতঃ ॥ ২৩
ততো বিচুক্রুশুস্তত্র বানরা হতযূথপাঃ।
পরিদেবয়মানাস্তে সর্ব্বে প্লবগসত্তমাঃ ॥ ২৫
কিষ্কিন্ধ্যা হ্যদ্য শূন্যা চ স্বর্গতে বানরেশ্বরে।
উদ্যানানি চ শূন্যানি পর্ব্বতাঃ কাননানি চ ॥ ২৬
হতে প্লবগশার্দ্দূলে নিষ্প্রভা বানরাঃ কৃতাঃ ॥ ২৭
যেন দত্তং মহদ্যুদ্ধং গন্ধর্ব্বস্য মহাত্মনঃ।
গোলভস্য মহাবাহোর্দশ বর্ষাণি পঞ্চ চ ॥ ২৮
নৈব রাত্রৌ ন দিবসে তদ্যুদ্ধমুপশাম্যতি।
ততঃ ষোড়শমে বর্ষে গোলভো বিনিপাতিতঃ ॥ ২৯
তং হত্বা দুর্ব্বিনীতন্তু বালী দংষ্ট্রাকরালবান্।
সর্ব্বাভয়ঙ্করোঽস্মাকং কথমেষ নিপাতিতঃ ॥ ৩০

হতে তু বীরে প্লবগাধিপে তদা
বনেচরাস্তত্র ন শর্ম লেভিরে।
বনেচরাঃ সিংহযুতে মহাবনে
যথা হি গাবো নিহতে গবাম্পতৌ ॥ ৩১
ততস্তু তারা ব্যসনার্ণবপ্লুতা
মৃতস্য ভর্ত্তুর্বদনং সমীক্ষ্য সা।
জগাম ভূমিং পরিরভ্য বালিনং
মহাদ্রুমং ছিন্নমিবাশ্রিতা লতা ॥ ৩২

ইতি কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ডে দ্বাবিংশঃ সর্গঃ ॥ ২২ ॥

ত্রয়োবিংশঃ সর্গঃ।

ততঃ সমুপজিঘ্রন্তী কপিরাজস্য তন্মুখম্।
পতিং লোকশ্রুতা তারা মৃতং বচনমব্রবীৎ ॥ ১
শেষে ত্বং বিষমে দুঃখমকৃত্বা বচনং মম।
উপলোপচিতে বীর সুদুঃখে বসুধাতলে ॥ ২
মত্তঃ প্রিয়তরা নূনং বানরেন্দ্র মহী তব।
শেষে হি তাং পরিষ্বজ্য মাঞ্চ ন প্রতিভাষসে ॥ ৩
সুগ্রীবস্য বশং প্রাপ্তো বিধিরেষ ভবত্যহো।
সুগ্রীব এব বিক্রান্তো বীর সাহসিক প্রিয় ॥ ৪
ঋক্ষবানরমুখ্যাস্ত্বাং বলিনং পর্য্যুপাসতে।
তেষাং বিলপিতং কৃচ্ছ্রমঙ্গদস্য চ শোচতঃ।
মম চেমাং গিরং শ্রুত্বা কিং ত্বং ন প্রতিবুধ্যসে ॥ ৫
ইদং তদ্বীরশয়নং তত্র শেষে হতো যুধি।
শায়িতা নিহতা যত্র ত্বয়ৈব রিপবঃ পুরা ॥ ৬
বিশুদ্ধসত্ত্বাভিজন প্রিয়যুদ্ধ মম প্রিয়।
মামনাথাং বিহায়ৈকাং গতস্ত্বমসি মানদ ॥ ৭
শূরায় ন প্রদাতব্যা কন্যা খলু বিপশ্চিতা।

থাকিবে।” ইহা বলিয়া বাণাহত বালী চক্ষু ঘূর্ণিত এবং ভয়ঙ্কর দন্ত বাহির করিয়া প্রাণত্যাগ করিলেন। ১৭—২৪। পরে যূথপতি-বিরহিত প্লবগসত্তম বানর সকল খিদ্যমান হইয়া তথায় এইরূপে রোদন করিতে লাগিল।—“কপীশ্বর স্বর্গগত হওয়ায় অদ্য কিষ্কিন্ধ্যার উদ্যান, পর্ব্বত ও কানন সকল শূন্য হইল এবং বানরশ্রেষ্ঠ বিনষ্ট হওয়ায় বানরগণ প্রভারহিত হইল। যিনি মহাবল মহাপ্রাণ গন্ধর্ব্ব গোলভের সহিত পঞ্চদশ বৎসর বিষম যুদ্ধ করিয়াছিলেন, যে যুদ্ধ রাত্রি এবং দিবসে নিবৃত্তি পায় নাই। তৎপর ষোড়শ বর্ষে গোলভ, বালিকর্ত্তৃক যুদ্ধে নিহত হয়। তীক্ষ্ণদন্ত ভীমদর্শন বালী সেই দুর্ব্বিনীত গন্ধর্ব্বকে বধ করিয়া আমাদিগকে অভয়দান করিয়াও এক্ষণে কেন নিহত হইলেন?” সিংহাশ্রিত বনে গোযূথপতি বিনষ্ট হইলে বনচারী ধেনু সকল যেমন কিছুতেই সুখ লাভ করিতে পারে না, সেইরূপ বানরাধিপতি হত হওয়ায় বনবাসী বানরগণ সে সময়ে কিছুতেই সুখী হইতে পারিল না। পরে বিপদ্‌সাগরে ভাসমানা তারা মৃত [পতির মুখ দেখিয়া] আশ্রিতা লতা যেমন ছিন্ন মহাবৃক্ষের অবলম্বন করে, তাহার ন্যায় বালীকে আলিঙ্গন করিয়া ভূতলশায়িনী হইলেন। ২৫—৩২।

ত্রয়োবিংশ সর্গ।

তারা, লোকবিশ্রুত কপিরাজের মুখচুম্বন করত মৃত পতিকে বলিলেন, “বীর! আমার কথা না শুনিয়া প্রস্তরাকীর্ণ দুঃখপ্রদ বন্ধুর বসুধাতলে কষ্টে শয়ান আছ, বানরেন্দ্র! ইহাতে বোধ হয় আমা অপেক্ষা মহী তোমার প্রিয়তরা; এইজন্য তাহাকে আলিঙ্গন করিয়া শয়ান রহিয়াছ। আমার কথার উত্তর দিতেছ না। সাহসিক প্রিয় বীর! এই রাম যখন সুগ্রীবের বশতাপন্ন হইলেন, তখন ইহা অপেক্ষা আশ্চর্য্য আর কি আছে? সুগ্রীবই নিতান্ত পরাক্রমশালী। ১—৪। যে সকল প্রধান প্রধান বলবান্ ভল্লুক এবং বানরগণ তোমার উপাসনা করিতেছে; তাহাদের ও শোকাকুল অঙ্গদের রোদন এবং আমার এই শোকসূচক বিলাপ শুনিয়া তুমি কেন বুঝিতেছ না? পূর্ব্বে শত্রু সকলকে যুদ্ধে বধ করিয়া যে স্থলে শয়ন করিয়াছিলে, এক্ষণে তুমি যুদ্ধে হত হইয়া সেই রণশয্যায় স্বয়ং পতিত রহিয়াছ। বিশুদ্ধবংশোৎপন্ন যুদ্ধপ্রিয় প্রিয়! আমি অনাথা, আমাকে একাকিনী রাখিয়া তুমি কোথায় গেলে? কোন্ জ্ঞানবান ব্যক্তি

শূরভার্য্যাং হতাং পশ্য সদ্যো মাং বিধবাং কৃতাম্॥ ৮
অবসিক্তশ্চ মে মানো ভগ্না চ শাশ্বতী গতিঃ।
অগাধে চ নিমগ্নাস্মি বিপুলে শোকসাগরে॥ ৯
অশ্মসারময়ং নূনমিদং মে হৃদয়ং দৃঢ়ম্।
ভর্ত্তারং নিহতং দৃষ্ট্বা যন্নাদ্য শতধা কৃতম্॥ ১০
সুহৃচ্চৈব চ ভর্ত্তা চ প্রকৃত্যা চ মম প্রিয়ঃ।
প্রহারে চ পরাক্রান্তঃ শূরঃ পঞ্চত্বমাগতঃ॥ ১১
পতিহীনা তু যা নারী কামং ভবতু পুত্রিণী।
ধনধান্যসমৃদ্ধাপি বিধবেত্যুচ্যতে বুধৈঃ॥ ১২
স্বগাত্রপ্রভবে বীর শেষে রুধিরমণ্ডলে।
কৃমিরাগপরিস্তোমে স্বকীয়ে শয়নে যথা॥ ১৩
রেণুশোণিতসংবীতং গাত্রং তব সমন্ততঃ।
পরিরব্ধুং ন শক্নোমি ভুজাভ্যাং প্লবগর্ষভ॥ ১৪
কৃতকৃত্যোঽদ্য সুগ্রীবো বৈরেঽস্মিন্নতিদারুণে।
যস্য রামবিমুক্তেন হৃতমেকেষুণা ভয়ম্॥ ১৫
শরেণ হৃদি লগ্নেন গাত্রসংস্পর্শনে তব।
বার্য্যামি ত্বাং নিরীক্ষন্তী ত্বয়ি পঞ্চত্বমাগতে॥ ১৬
উদ্ববর্হ শরং নীলস্তস্য গাত্রগতং তদা।
গিরিগহ্বরসংলীনং দীপ্তমাশীবিষং যথা॥ ১৭
তস্য নিষ্কৃষ্যমাণস্য বাণস্যাপি বভৌ দ্যুতিঃ।
অস্তমস্তকসংরুদ্ধো রশ্মির্দিনকরাদিব॥ ১৮
পেতুঃ ক্ষতজধারাস্তু ব্রণেভ্যস্তস্য সর্ব্বশঃ।
তাম্রগৈরিকসম্পৃক্তা ধারা ইব ধরাধরাৎ॥ ১৯
অবকীর্ণং বিমার্জ্জন্তী ভর্ত্তারং রণরেণুনা।
অস্রৈর্নয়নজৈঃ শূরং সিষেচাস্ত্রসমাহতম্॥ ২০
রুধিরোক্ষিতসর্ব্বাঙ্গং দৃষ্ট্বা বিনিহতং পতিম্।
উবাচ তারা পিঙ্গাক্ষং পুত্রমঙ্গদমঙ্গনা॥ ২১
অবস্থাং পশ্চিমাং পশ্য পিতুঃ পুত্র সুদারুণাম্।
সম্প্রসক্তস্য বৈরস্য গতোঽন্তঃ পাপকর্ম্মণা॥ ২২
বালসূর্য্যোদয়তনুং প্রয়াতং যমসাদনম্।
অভিবাদয় রাজানং পিতরং পুত্র মানদম্॥ ২৩
এবমুক্তঃ সমুত্থায় জগ্রাহ চরণৌ পিতুঃ।
ভুজাভ্যাং পীনবৃত্তাভ্যামঙ্গদোঽহমিতি ব্রুবন্॥ ২৪
অভিবাদয়মানং ত্বামঙ্গদং ত্বং যথা পুরা।
দীর্ঘায়ুর্ভব পুত্রেতি কিমর্থং নাভিভাষসে॥ ২৫
অহং পুত্রসহায়া ত্বামুপাসে গতচেতনম্।

আর বীরপুরুষকে কন্যা দান করিবেন না, কেননা দেখ আমি বীরপত্নী হইয়াও সহসা বিধবা হইয়া বিনষ্টা হইলাম। আমার রাজপত্নীভাবে অভিমান এবং চির স্থায়ী সুখসেতু ভগ্ন হইল, আমি অগাধ বিষম শোক-সাগরে নিমগ্না হইলাম। হায়! আমার হৃদয় প্রস্তরসম কঠিন, কেননা অদ্য পতিকে মৃত দেখিয়াও শতধা বিদীর্ণ হইতেছে না। আমার সুহৃদ, স্বভাবতঃ প্রিয় ভর্ত্তা শূর হইয়াও যুদ্ধে শরদ্বারা আক্রান্ত হইয়া নিহত হইলেন। যে স্ত্রী পতিবিহীনা, তিনি ধন ও ধান্যে সমৃদ্ধিশালিনী এবং পুত্রবতী হইলেও, ইহলোকে পণ্ডিতেরা তাঁহাকে 'বিধবা' অর্থাৎ অনাথা বলিয়া থাকেন। নাথ! তুমি ইন্দ্রগোপ কীটবৎ আস্তরণে আচ্ছাদিত শয্যায় শয়ন করিতে, এক্ষণে তোমার দেহ-নির্গত-শোণিতশয্যায় শয়ন করিয়া যেন সেই ইন্দ্র-গোপ-কীটবর্ণ শয্যাতেই শয়ন করিয়া আছ। তোমার অঙ্গ ধূলি এবং রুধিরধারা রঞ্জিত হওয়ায় আমি তোমাকে আলিঙ্গন করিতে পারিতেছি না। কপি-শ্রেষ্ঠ! এই নিদারুণ সময়ে রামনিক্ষিপ্ত একমাত্র বাণদ্বারা যে সুগ্রীবের ভয় দূর হইল, তাহাতে সুগ্রীবই অদ্য কৃতার্থ হইলেন, তুমি নিহত হইলে। আমি তোমাকে দেখিতেছি, অথচ তোমার হৃদয়-নিহিত শর-দ্বারা তোমার শরীরস্পর্শে বঞ্চিত হইতেছি।" তখন নীল, তাঁহার এইরূপ রোদন শুনিয়া পর্ব্বতগহ্বরে প্রবিষ্ট প্রদীপ্ত সর্পের ন্যায়, বালীর শরীরের প্রবিষ্ট বাণ উৎপাটিত করিলেন। ৮—১৭। অস্তগমনকালে কিরণ-হীন সূর্য্যের প্রভা যেমন মৃদুভাবে প্রকাশ পায়, সেই উৎপাটিত বাণের প্রভাও তৎকালে সেইরূপ প্রকাশ পাইতে লাগিল। তাম্রবর্ণ গৈরিকধাতুমিশ্রিত পর্ব্বত হইতে নিঃসৃত ধারা যেমন পতিত হয়, তদ্রূপ তাঁহার সমস্ত ক্ষতস্থান হইতে রুধিরধারা পড়িতে লাগিল। তখন তারা রণধূলি-রঞ্জিত এবং বাণাহত পতি বীর বালীকে হস্তদ্বারা মার্জ্জনা করত অশ্রুজলে অভিষিক্ত করিতে লাগিলেন এবং শোণিতলিপ্ত নিহত পতিকে দেখিয়া পিঙ্গলবর্ণ-লোচন অঙ্গদকে বলিলেন, "পুত্র! দেখ, অদ্য তোমার পিতার নিদারুণ মৃত্যু সংঘটিত হওয়াতে পূর্ব্বকৃত পাপকর্ম্ম-সমুৎপন্ন শত্রুতার অবসান হইল। তুমি, তরুণসূর্য্যতুল্য উজ্জ্বলদেহ যমপুরে-গমনোদ্যত মানদাতা পিতাকে অভিবাদন কর।" তারার এই কথা শুনিয়া অঙ্গদ গাত্রোত্থানপূর্ব্বক "আমি অঙ্গদ" এই কথা বলিয়া স্থূল অথচ গোলাকার বাহু-দ্বারা পিতার পদদ্বয় গ্রহণ করিলেন। তখন তারা কহিলেন, "নাথ! তোমাকে অভিবাদনকারী অঙ্গদকে তুমি পূর্ব্বের ন্যায় কেন, "পুত্র! দীর্ঘায়ু হও" এইরূপ বাক্যে সস্নেহ প্রিয়সম্ভাষণ করিতেছ না? তুমি অচেতন হইয়া ভূতলে পড়িয়া আছ, বৎসের সহিত

সিংহেন পাতিতং সদ্যো গৌঃ সবৎসেব গোবৃষম্ ॥ ২৬
ইষ্ট্বা সংগ্রামযজ্ঞেন রামপ্রহরণাম্ভসা।
তস্মিন্নবভৃথে স্নাতং কথং পত্ন্যা ময়া বিনা ॥ ২৭
যা দত্তা দেবরাজেন তব তুষ্টেন সংযুগে।
শাতকৌম্ভীং প্রিয়াং মালাং তান্তে পশ্যামি নেহ কিম্ ॥ ২৮
রাজশ্রীর্ন জহাতি ত্বাং গতাসুমপি মানদ।
সূর্য্যস্যাবর্ত্তমানস্য শৈলরাজমিব প্রভা ॥ ২৯
ন মে বচঃ পথ্যমিদং ত্বয়া কৃতং
ন চাস্মি শক্তা হি নিবারণে তব।
হতা সপুত্রাস্মি হতেন সংযুগে
সহ ত্বয়া শ্রীর্বিজহাতি মামপি ॥ ৩০

ইতি কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ডে ত্রয়োবিংশঃ সর্গঃ ॥ ২৩ ॥

চতুর্ব্বিংশঃ সর্গঃ।

তামাশুবেগেন দুরাসদেন
ত্বভিপ্লুতাং শোকমহার্ণবেন।
পশ্যংস্তদা বাল্যনুজস্তরস্বী
ভ্রাতুর্ব্বধেনাপ্রতিমেন তেপে ॥ ১
স বাষ্পপূর্ণেন মুখেন পশ্যন্
ক্ষণেন নির্বিণ্ণমনা মনস্বী।
জগাম রামস্য শনৈঃ সমীপং
ভৃত্যৈর্বৃতঃ সম্পরিদূয়মানঃ ॥ ২
স তং সমাসাদ্য গৃহীতচাপ-
মুদাত্তমাশীবিষতুল্যবাণম্।
যশস্বিনং লক্ষণলক্ষিতাঙ্গ-
মবস্থিতং রাঘবমিত্যুবাচ ॥ ৩
যথাপ্রতিজ্ঞাতমিদং নরেন্দ্র
কৃতং ত্বয়া দৃষ্টফলঞ্চ কর্ম্ম।
মমাদ্য ভোগেষু নরেন্দ্রসূনো
মনো নিবৃত্তং হতজীবিতেন ॥ ৪
অস্যাং মহিষ্যাং তু ভৃশং রুদন্ত্যাং
পুরেঽতিবিক্রোশতি দুঃখতপ্তে।
হতে নৃপে সংশয়িতেঽঙ্গদে চ
ন রাম রাজ্যে রমতে মনো মে ॥ ৫
ক্রোধাদমর্ষাদতিবিপ্রধর্ষাৎ
ভ্রাতুর্বধো মেঽনুমতঃ পুরস্তাৎ।
হতে ত্বিদানীং হরিযূথপেঽস্মিন্
সুতীক্ষ্ণমিক্ষ্বাকুবর প্রতপ্স্যে ॥ ৬
শ্রেয়োঽদ্য মন্যে মম শৈলমুখ্যে
তস্মিন্ হি বাসশ্চিরমৃষ্যমূকে।

গাভী যেমন সিংহকর্ত্তৃক সদ্যঃপাতিত গোবৃষের নিকটে যায়, তদ্রূপ আমি পুত্রের সহিত তোমার নিকটে অবস্থান করিতেছি। ১৮—২৬। যুদ্ধরূপ যজ্ঞে রামের প্রহরণরূপ বারিদ্বারা পত্নী ভিন্ন কিরূপে স্নান করিলে? দেবরাজ ইন্দ্র, যুদ্ধে তোমার প্রতি তুষ্ট হইয়া তোমাকে যে সুবর্ণময়ী মালা দিয়াছিলেন, অদ্য সেই উৎকৃষ্ট মালা দেখিতেছি না কেন? মানদ। সূর্য্য অস্ত গেলে তাহার প্রভা যেমন শৈলরাজকে ত্যাগ করে না, সেইরূপ তুমি প্রাণশূন্য হইলেও রাজশ্রী তোমাকে ত্যাগ করিতেছে না। পূর্ব্বে আমি কল্যাণজনক উপদেশ প্রদান করাতেও তুমি তদনুরূপ কর্ম্ম করিলে না, আমিও তোমাকে নিবারণ করিতে পারি নাই, তুমি যুদ্ধে নিহত হওয়ায় আমি পুত্রের সহিত হত হইলাম এবং রাজশ্রী তোমার সহিত আমাকেও পরিত্যাগ করিল।" ২৭—৩০।

চতুর্ব্বিংশ সর্গ।

তখন মহাবল মনস্বী বালিসহোদর সুগ্রীব, তারাকে বিষম শোকসাগরে নিমগ্না দেখিয়া অন্যায়-ভ্রাতৃবধহেতু নিরতিশয় অনুতপ্ত হইলেন এবং অশ্রু-জলে অভিষিক্ত তারাকে ক্ষণকাল দেখিয়া দুঃখিত হৃদয়ে অনুতাপ করিতে করিতে ভৃত্যসহ ধীরে ধীরে রামের নিকটে গেলেন। পরে সর্পতুল্য বাণ ও ধনুর্দ্ধারী সরলচেতা এবং যশস্বী, সুলক্ষণযুক্ত রাঘবের নিকটে উপস্থিত হইয়া বলিলেন, "রাজন্! আপনি আমাকে রাজ্য দিবার জন্য যেরূপ প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন, তাহার উপায়স্বরূপ প্রত্যক্ষ এই কার্য্য আপনি করিলেন, কিন্তু আমার জীবন অতি জঘন্য; এজন্য আমার মন রাজ্যভোগে বিমুখ হইয়াছে—রাজ্যভোগে আমার ইচ্ছা হইতেছে না। রাম! বানররাজ বালী নিহত হওয়ায় ঐ রাজমহিষী তারা অতিশয় রোদন-পরায়ণা ও রাজপুত্র অঙ্গদের জীবন সংশয়াপন্ন হওয়াতে এবং রাজপুরস্থ লোক সকল দুঃখাকুল হইয়া অত্যন্ত ক্রন্দন করাতে আমার মন রাজ্যভোগে অভিলাষী হইতেছে না। ইক্ষ্বাকুশ্রেষ্ঠ! পূর্ব্বে জ্যেষ্ঠ-ভ্রাতৃকৃত অত্যন্ত পরাভবজন্য ক্রোধ এবং অসহিষ্ণুতা-বশতঃ ভ্রাতৃবধে আমার মত হইয়াছিল; কিন্তু এক্ষণে হরিযূথপতি সেই জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা নিহত হওয়াতে আমি সাতিশয় অনুতপ্ত হইতেছি। অধুনা বিবেচনা করিতেছি,—যে কোন প্রকারে জাতীয় বৃত্তিদ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহপূর্ব্বক সেই শৈলশ্রেষ্ঠ ঋষ্যমূকেই

যথা তথা বর্ত্ত[illegible]ঃ স্বরুজ্যা
মেমং নিহত্য ত্রিদিবস্য লাভঃ ॥ ৭
ন ত্বাং জিঘাংসামি চরেতি যশ্মা-
দয়ং মহাত্মা মতিমানুবাচ।
তস্যৈব তদ্রাম বচোহনুরূপ-
মিদং বচঃ কর্ম্ম চ মেহনুরূপম্ ॥ ৮
ভ্রাতা কথং নাম মহাগুণস্য
ভ্রাতুর্বধং রাম বিরোচয়েত।
রাজ্যস্য দুঃখস্য চ বীর সারং
বিচিন্তয়ন্ কামপুরস্কৃতোহপি ॥ ৯
বধো হি মে মতো নাসীৎ স্বমাহাত্ম্যাব্যতিক্রমাৎ।
মমাসীদ্বুদ্ধিদৌরাত্ম্যাৎ প্রাণহারী ব্যতিক্রমঃ ॥ ১০
দ্রুমশাখাবভগ্নোহহং মুহূর্ত্তং পরিনিষ্টনন্।
সান্ত্বয়িত্বা ত্বনেনোক্তো ন পুনঃ কর্ত্তুমর্হসি ॥ ১১
ভ্রাতৃত্বমার্য্যভাবশ্চ ধর্ম্মশ্চানেন রক্ষিতঃ।
ময়া ক্রোধশ্চ কামশ্চ কপিত্বঞ্চ প্রদর্শিতম্ ॥ ১২
অচিন্তনীয়ং পরিবর্জ্জনীয়-
মনীপ্সনীয়ং স্বনবেক্ষণীয়ম্।
প্রাপ্তোহস্মি পাপ্মানমিমং বয়স্য
ভ্রাতুর্বধাত্ত্বাষ্ট্রবধাদিবেন্দ্রঃ ॥ ১৩
পাপ্মানমিন্দ্রস্য মহী জলঞ্চ
বৃক্ষাশ্চ কামং জগৃহুঃ স্ত্রিয়শ্চ।
কো নাম পাপ্মানমিমং সহেত
শাখামৃগস্য প্রতিপত্তুমিচ্ছেৎ ॥ ১৪
নার্হামি সম্মানমিমং প্রজানাং
ন যৌবরাজ্যং কুত এব রাজ্যম্।
অধর্ম্মযুক্তং কুলনাশযুক্ত-
মেবংবিধং রাঘব কর্ম্ম কৃত্বা ॥ ১৫
পাপস্য কর্ত্তাস্মি বিগর্হিতস্য
ক্ষুদ্রস্য লোকাপকৃতস্য লোকে।
শোকো মহান্ মামভিবর্ত্ততেহয়ং
বৃষ্টের্যথা নিম্নমিবাম্বুবেগঃ ॥ ১৬
সোদর্য্যঘাতাপরগাত্রবালঃ
সন্তাপহস্তাক্ষিশিরোবিষাণঃ।
এনোময়ো মামভিহন্তি হস্তী
দৃপ্তো নদীকূলমিব প্রবৃদ্ধঃ ॥ ১৭
অহো বতেদং নৃবরাবিষহ্যং
নিবর্ত্ততে মে হৃদি সাধুবৃত্তম্।
অগ্নৌ বিবর্ণং পরিতপ্যমানং
কিট্টং যথা রাঘব জাতরূপম্ ॥ ১৮

চিরকাল বাস করা আমার শ্রেয়ঃ; জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকে বধ করিয়া স্বর্গলাভও আমার পক্ষে শ্রেয় নহে। ১—৭। সেই মতিমান্ মহাত্মা যে আমাকে বলিতেন, "আমি তোমাকে বিনাশ করিতে ইচ্ছা করি না, তুমি এখান হইতে অন্য স্থানে যাও" তাঁহার ঐরূপ কথা তাঁহারই উপযুক্ত হইয়াছিল, কিন্তু আমার এই কার্য্য এবং বাক্য আমারই অনুরূপ হইয়াছে। বীর! কোন্ ভ্রাতা কামনার বশতাপন্ন হইলেও রাজ্যভোগ-জনিত সুখ এবং ভ্রাতৃবধজনিত দুঃখ এতদুভয়ের শুভাশুভ তারতম্য বিচার করিয়া, মহাগুণশালী ভ্রাতার জীবননাশে কিরূপে অভিমত করিতে পারে? পাছে তাহার মাহাত্ম্য ব্যতিক্রম হয়, অর্থাৎ 'বালী অনুচিত কার্য্য করিয়াছে' লোকে এইরূপ অপযশ করে, এজন্য আমাকে বিনাশ করিতে তাহার ইচ্ছা হয় নাই; কিন্তু আমার বুদ্ধির নিকৃষ্টতাবশতঃ তাঁহার প্রাণবধের জন্য আমার বুদ্ধিভ্রংশ হইয়াছিল। আমি বৃক্ষশাখা ভগ্ন করিয়া মুহূর্ত্তকাল চীৎকার করত দৌরাত্ম্য প্রকাশ করিলে তিনি আমাকে সান্ত্বনা করিয়া বলিতেন, 'তুমি একরূপ কর্ম্ম আর করিও না।' তিনি ভ্রাতৃভাব, আর্য্যভাব এবং ধর্ম্মভাব রক্ষা করিতেন, কিন্তু আমি ক্রোধভাব, কামভাব এবং বানরভাব দেখাইলাম। বয়স্য! যেমন ইন্দ্র, ত্বষ্টৃসন্তান বিশ্বরূপকে বধ করিয়া পাপভাগী হইয়াছিলেন, আমি ভ্রাতৃ-বধ করিয়া তদ্রূপ অচিন্তনীয়, পরিবর্জ্জনীয়, অনভিলষণীয়, অদর্শনীয় পাপভাগী হইলাম ॥৮—১৩। পৃথিবী, জল, বৃক্ষ এবং স্ত্রীগণ স্বেচ্ছাপূর্ব্বক ইন্দ্রের পাপ গ্রহণ করিয়াছিলেন, কিন্তু এই বানরের পাপ, কে সহ্য করিতে পারিবে এবং কেই বা এই পাপ লইতে ইচ্ছা করিবে? রঘুনন্দন! আমি কুলঘ্ন পাপ-কর্ম্ম করিয়া প্রজাদিগের সম্মান-ভাজন হইবার যোগ্য কি,যৌবরাজ্য পাইবারও যোগ্য নহি, রাজ্য পাইবার সম্ভবনা কি? অতএব সর্ব্বপ্রকারেই আমি রাজ্যভোগের উপযুক্ত নহি। আমি লোক-বিগর্হিত লোকাপকার বিষম পাপ করিয়াছি; এজন্য যেমন বৃষ্টির জলবেগ নিম্নদেশে যায়, সেইরূপ মহান্ শোক আমাতে প্রবর্ত্তিত হইতেছে। মত্তহস্তী যেমন নদীকূল অভিহত করে, সেইরূপ ভ্রাতৃবধরূপ অর্দ্ধশরীর বিশিষ্ট এবং সন্তাপরূপ শুণ্ড, চক্ষু, মস্তক ও দন্তযুক্ত অপরার্দ্ধশরীর বিশিষ্ট বর্দ্ধনশীল হস্তী আমাকে সম্যকৃরূপে আঘাত করিতেছে। নরশ্রেষ্ঠ! মলিন সুবর্ণ যেমন অগ্নিতে তপ্ত হইলে তাহার মলিনত্ব দূরপ্রাপ্ত হয়, সেইরূপ

মহাবলানাং হরিযূথপানা-
মিদং কুলং রাঘব মন্নিমিত্তম্।
অস্যাঙ্গদস্যাপি চ শোকতাপা-
দর্দ্ধস্থিতপ্রাণমিতীব মন্যে॥ ১৯
সুতঃ সুলভ্যঃ সুজনঃ সুবশ্যঃ
কুতস্তু পুত্রঃ সদৃশোঽঙ্গদেন।
ন চাপি বিদ্যেত স বীর দেশো
যস্মিন্ ভবেৎ সোদরসন্নিকর্ষঃ॥ ২০
অদ্যাঙ্গদো বীরবরো ন জীবে-
জ্জীবেত মাতা পরিপালনার্থম্।
বিনা তু পুত্রং পরিতাপদীনা
সা নৈব জীবেদিতি নিশ্চিতং মে॥ ২১
সোঽহং প্রবেক্ষ্যাম্যতিদীপ্তমগ্নিং
ভ্রাত্রা চ পুত্রেণ চ সখ্যমিচ্ছন্।
ইমে বিচেষ্যন্তি হরিপ্রবীরাঃ
সীতাং নিদেশে পরিবর্ত্তমানাঃ॥ ২২
কৃৎস্নন্তু তে সেৎস্যতি কার্য্যমেত-
দ্ময্যপ্যতীতে মনুজেন্দ্রপুত্র।
কুলস্য হন্তারমজীবনার্হং
রামানুজানীহি কৃতাগসং মাম্॥ ২৩
ইত্যেবমার্ত্তস্য রঘুপ্রবীরঃ
শ্রুত্বা বচো বালিজঘন্যজস্য।
সঞ্জাতবাষ্পঃ পরবীরহন্তা
রামো মুহূর্ত্তং বিমনা বভূব॥ ২৪
তস্মিন্ ক্ষণেঽভীক্ষ্ণমবেক্ষমাণঃ
ক্ষিতিক্ষমাবান্ ভুবনস্য গোপ্তা।
রামো রুদন্তীং ব্যসনে নিমগ্নাং
সমুৎসুকঃ সোঽথ দদর্শ তারাম্॥ ২৫
তাং চারুনেত্রাং কপিসিংহনাথাং
পতিং সমাশ্লিষ্য তদা শয়ানাম্।
উত্থাপয়ামাসুরদীনসত্ত্বাং
মন্ত্রিপ্রধানাঃ কপিরাজপত্নীম্॥ ২৬
সা বিস্ফুরন্তী পরিরভ্যমাণা
ভর্ত্তুঃ সমাপাদপনীয়মানা।
দদর্শ রামং শরচাপপাণিং
স্বতেজসা সূর্য্যমিব জ্বলন্তম্॥ ২৭
সুসংবৃতং পার্থিবলক্ষণৈশ্চ
তাং চারুনেত্রাং মৃগশাবনেত্রা।
অদৃষ্টপূর্ব্বং পুরুষপ্রধান-
মযং স কাকুৎস্থ ইতি প্রজজ্ঞে॥ ২৮
তস্যেন্দ্রকল্পস্য দুরাসদস্য
মহানুভাবস্য সমীপমার্য্যা।
আর্ত্তাতিতূর্ণং ব্যসনং প্রপন্না
জগাম তারা পরিবিহ্বলন্তী॥ ২৯
তং সা সমাসাদ্য বিশুদ্ধসত্ত্বং
শোকেন সম্ভ্রান্তশরীরভাবা।

আমার হৃদয়ে অবিষহ্য এমন বলবৎ সন্তাপ উপস্থিত হইয়াছে যে, আমার পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত পুণ্য সকল ক্ষয় হইতেছে। আমার এই কার্য্য এবং অঙ্গদের বিষম শোকসন্তাপজন্য মনে হইতেছে যেন মহাবল বানরকুলের জীবনের অর্দ্ধাংশমাত্র অবশিষ্ট আছে। বীর! অঙ্গদের ন্যায় সুসভ্য, সুজন এবং সুবশ্য সুপুত্র কোথায় পাওয়া যায়? আর যে প্রদেশে সহোদর-সন্নিকর্ষ পাওয়া যায় এমন প্রদেশই বা কোথায়? আমার নিশ্চয় মনে হইতেছে, বীরশ্রেষ্ঠ অঙ্গদ অদ্য বাঁচিবে না; আর, মাতার জীবন পুত্রের প্রতি স্নেহ বশতঃ তাহার প্রতিপালনের জন্যই রক্ষিত হয়; সুতরাং সন্তাপার্ত্তা দুঃখিতা তারা পুত্রের প্রাণবিয়োগে কখনই জীবিত থাকিবেন না। মনুজেন্দ্রকুমার! আমার অবর্ত্তমানেও আপনার সকল কার্য্য সিদ্ধ হইবে। রাম! আমি কুলহন্তা অপরাধী, আপনি আমাকে আদেশ করুন, আমি ভ্রাতা এবং পুত্রের ন্যায় গতি কামনা করিয়া প্রজ্বলিত অগ্নিতে প্রবেশ করি। আপনার আদেশানুসারে এই সকল বর্ত্তমান প্রধান প্রধান বীর বানরগণ সীতার অন্বেষণ করিবেন।" ১৯—২৩। শত্রুভাবা-পন্ন বীরগণের নিধনকারী রঘুবীর রাম, শোকাকুল সুগ্রীবের ঐরূপ বিলাপ শুনিয়া বাষ্পাকুল হইয়া মুহূর্ত্তকাল বিমনা হইলেন। বিশ্বরক্ষক ক্ষমাবান্ রাম বিমনা হইয়া তখন বারংবার ভূতল অবলোকন করিতেছিলেন; তৎকালে চারুনেত্রা বানররাজপত্নী অদীনসত্ত্বা তারা শোকমগ্না হইয়া বিলাপ করত মৃত পতিকে আলিঙ্গন করিয়া শয়ন করিয়াছিলেন এবং প্রধান প্রধান মন্ত্রিগণ তাঁহাকে উত্থাপন করিতেছিল; এমন সময়ে রাম সমুৎসুকনেত্রে তারাকে ঐরূপ দশাপন্না দেখিতে পাইলেন; তারাও পতির নিকট হইতে অপনীতা এবং কম্পিতকলেবরা হইয়া রামকে দেখিতে পাইলেন। বালহরিণনয়না তারা অদৃষ্টপূর্ব্ব প্রধানপুরুষ রামকে স্বীয়তেজে সূর্য্যের ন্যায় প্রভাবিশিষ্ট ধনুর্ব্বাণধারী রাজলক্ষণযুক্ত সুন্দর লোচন-বিশিষ্ট দেখিয়া ইনিই সেই কাকুৎস্থবংশোদ্ভব 'রাম' ইহা জানিতে পারিলেন। শোকপীড়িতা বিপদাপন্না আর্য্যা মানিনী তারা বিহ্বলা হইয়া ইন্দ্রতুল্য দুষ্প্রাপ্য মহানুভব রামের নিকটে

মনস্বিনী বাক্যমুবাচ তারা
রামং রণোৎকর্ষণলব্ধলক্ষ্যম্॥ ৩০
ত্বমপ্রমেয়শ্চ দুরাসদশ্চ
জিতেন্দ্রিয়শ্চোত্তমধর্ম্মকশ্চ।
অক্ষীণকীর্ত্তিশ্চ বিচক্ষণশ্চ
ক্ষিতিক্ষমাবান্ ক্ষতজোপমাক্ষঃ॥ ৩১
ত্বমাত্তবাণাসনবাণপাণি-
র্মহাবলঃ সংহননোপপন্নঃ।
মনুষ্যদেহাভ্যুদয়ং বিহায়
দিব্যেন দেহাভ্যুদয়েন যুক্তঃ॥ ৩২
যেনৈব বাণেন হতঃ প্রিয়ো মে
তেনৈব বাণেন হি মাং জহীহি।
হতা গমিষ্যামি সমীপমস্য
ন মাং বিনা বীর রমেত বালী॥ ৩৩
স্বর্গেঽপি পদ্মামলপত্রনেত্র
সমেত্য সম্প্রেক্ষ্য চ মামপশ্যন্।
নহ্যেষ উচ্চাবচতাম্রচূড়া
বিচিত্রবেশাপ্সরসোঽভজিষ্যৎ॥ ৩৪
স্বর্গেঽপি শোকঞ্চ বিবর্ণতাঞ্চ
ময়া বিনা প্রাপ্স্যতি বীর বালী।

রম্যে নগেন্দ্রস্য তটাবকাশে
বিদেহকন্যারহিতো যথা ত্বম্॥ ৩৫
ত্বং বেত্থ তাবৎ বনিতাবিহীনঃ
প্রাপ্নোতি দুঃখং পুরুষঃ কুমারঃ।
তত্ত্বং প্রজানন্ জহি মাং ন বালী
দুঃখং মমাদর্শনজং ভজেত॥ ৩৬
যচ্চাপি মন্যেত ভবান্ মহাত্মা
স্ত্রীঘাতদোষস্তু ভবেন্ন মহ্যম্।
আত্মেয়মস্যেতি হি মাং জহি ত্বং
ন স্ত্রীবধঃ স্যান্মনুজেন্দ্রপুত্র॥ ৩৭
শাস্ত্রপ্রয়োগাদ্বিবিধাচ্চ বেদা-
দনন্যরূপাঃ পুরুষস্য দারাঃ।
দারপ্রদানাদ্ধি ন দানমন্যৎ
প্রদৃশ্যতে জ্ঞানবতাং হি লোকে॥ ৩৮
ত্বঞ্চাপি মাং তস্য মম প্রিয়স্য
প্রদাস্যসে ধর্ম্মমবেক্ষ্য বীর।
অনেন দানেন ন লপ্স্যসে ত্ব-
মধর্ম্মযোগং মম বীর ঘাতাৎ॥ ৩৯
আর্ত্তামনাথামপনীয়মানা-
মেবং গতাং নার্হসি মামহন্তুম্॥ ৪০

দ্রুতবেগে গমন করিলেন। শোকে তখন রাজপত্নীর অবস্থা বিলুপ্ত হইয়াছিল; যুদ্ধে সর্ব্বাপেক্ষা অব্যর্থ-রূপে লক্ষ্যবেধী বিশুদ্ধসত্ত্ব রামকে তিনি বলিতে লাগিলেন, "বীর! তুমি দেশ-কালের অপরিচ্ছেদ্য পরমাত্ম-স্বরূপ, সুতরাং তুমি যোগীদিগের দুর্জ্ঞেয়। জিতেন্দ্রিয় এবং প্রধান পুরুষদিগের যে ধর্ম্ম, তোমাতে সেইরূপ সকল ধর্ম্মই বিরাজ করিতেছে; তোমার কীর্ত্তি অক্ষয়; তুমি বিচক্ষণ; তুমি ধরার ন্যায় ক্ষমাবান্; সুলক্ষণসম্পন্ন পুরুষদিগের যেরূপ রক্তবর্ণ চক্ষু হইয়া থাকে, তোমার চক্ষু সেইরূপ; তুমি মহাবলবান্ এবং দৃঢ়-শরীর; তুমি মনুষ্যদেহ-ভোগ্য-অভ্যুদয় পরিত্যাগ করিয়া দিব্য-দেহ-ভোগ্য অভ্যুদয়-সংযুক্ত হইয়াছ; সুতরাং বীর! তুমি যে বাণ নিক্ষেপে আমার প্রিয় পতি বালীকে বধ করিয়াছ, ধনু ধারণ করিয়া সেই বাণদ্বারা আমাকেও বধ কর; আমি মরিয়া পতির নিকটে যাই। কারণ পরলোকে বালী আমা ভিন্ন কাহারও সহিত বিহার করিবেন না। ২৪—৩৩। নির্ম্মলকমল-লোচন! তিনি স্বর্গে গিয়াছেন, কিন্তু সেখানে আমাকে দেখিতে না পাইয়া বিচিত্র বেশধারিণী তাম্রবর্ণ মুকুটাদি নানা আভরণে ভূষিতা অপ্সরাগণকেও ভজনা করিবেন না।

তুমি যেমন মনোরম গিরিতটপ্রদেশে বৈদেহী-বিরহে শোকাকুল এবং বিবর্ণ হইয়াছ, সেইরূপ তিনিও স্বর্গে আমার বিরহে শোকাকুল এবং বিবর্ণ হইবেন। যুবা পুরুষ, পত্নী-বিহীন হইলে যেরূপ দুঃখ পায়, তাহা তুমি সকলই জানিতেছ; অতএব বালী আমার বিরহে দুঃখ না পান, সেইজন্যই তুমি আমাকে নিহত কর। মহাত্মন্ মনুজেন্দ্রতনয়! যদি তুমি এমন মনে কর যে, 'স্ত্রীবধের জন্য আমাতে দোষ স্পর্শিবে' তাহাতে এ 'তারা নহে বালীর আত্মা।' এইরূপ মনে করিয়া আমাকে বধ কর, তাহা হইলে তোমার স্ত্রীবধ-জনিত দোষ হইবে না। শাস্ত্রীয় যজ্ঞ কার্য্যে পতির সহিত পত্নীর সম্যক্রূপে বিবিধ অধিকার এবং বেদেও পত্নী পতির দেহের অর্দ্ধাংশ বলিয়া কথিত হইয়াছে, এজন্য পত্নী পতির অভিন্ন-দেহ, সুতরাং আমাকে বধ করিলে স্ত্রীবধের জন্য দোষ হইবে না। অধিকন্তু জ্ঞানীদিগের মতে, পত্নীদানের ন্যায় উত্তম দান জগতে আর দেখা যায় না, সুতরাং বীর! ধর্ম্মানুসারে তুমি আমাকে আমার প্রিয় উদ্দেশে দান করিবে, তাহাতে আমার বিনাশজন্য স্ত্রীবধের পাপ তোমাকে স্পর্শ করিতে পারিবে না। আমি আর্ত্তা, অনাথা ও পতির নিকট হইতে বিযুক্তা হইয়াছি এবং আমি

অহং হি মাতঙ্গবিলাসগামিনা
প্লবঙ্গমানামৃষভেণ ধীমতা।
বিনা বরার্হোত্তমহেমমালিনা
চিরং ন শক্ষ্যামি নরেন্দ্র জীবিতুম্॥ ৪১
ইত্যেবমুক্তস্তু বিভুর্মহাত্মা
তারাং সমাশ্বাস্য হিতং বভাষে।
মা বীরভার্য্যে বিমতিং কুরুষ
লোকো হি সর্ব্বো বিহিতো বিধাত্রা॥ ৪২
তথৈব সর্ব্বং সুখদুঃখযোগং
লোকোঽব্রবীত্তেন কৃতং বিধাত্রা।
ত্রয়োঽপি লোকা বিহিতং বিধানং
নাতিক্রমন্তে বশগা হি তস্য॥ ৪৩
প্রীতিং পরাং প্রাপ্স্যসি তাং তথৈব
পুত্রশ্চ তে প্রাপ্স্যতি যৌবরাজ্যম্।
ধাত্রা বিধানং বিহিতং তথৈব
ন শূরপত্ন্যঃ পরিদেবয়ন্তি॥ ৪৪
আশ্বাসিতা তেন মহাত্মনা তু
প্রভাবযুক্তেন পরন্তপেন।
সা বীরপত্নী ধ্বনতা মুখেন
সুবেশরূপা বিররাম তারা॥ ৪৫
ইতি কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ডে চতুর্বিংশঃ সর্গঃ॥ ২৪॥

হস্তীর ন্যায় মন্থর-গতি সেই ধীমান্ বানরশ্রেষ্ঠ বিশুদ্ধ-স্বর্ণ-মাল্যধারী পতির বিরহে কখনই প্রাণ ধারণ করিতে পারি না, সুতরাং তুমি আমার প্রাণ সংহার কর।" বালিপত্নী তারা এইরূপ বিলাপ করিলে মহাত্মা বিভু তাঁহাকে সান্ত্বনা করিয়া এইরূপ হিতবাক্য বলিলেন, "বীরপত্নি! তুমি শোকে মনোনিবেশ করিও না; বেদেও কথিত আছে, সকল লোকই বিধাতার বিধানে চলিতেছে, বিধাতা সকল লোককেই সুখ-দুঃখে সংযুক্ত করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন, ত্রিলোকমধ্যে কেহই বিধাতৃ-বিধান লঙ্ঘন করিতে পারে না, সকলেই বিধাতার বিধানের বশতাপন্ন। আমার ইচ্ছায় বালী পরম প্রীতি লাভ করিবে, এবং তুমিও সুগ্রীব হইতে পরমা প্রীতি প্রাপ্ত হইবে; তোমার পুত্র যৌবরাজ্য পাইবে; বিধাতা এইরূপই বিধান করিয়াছেন। আর দেখ, বীরপত্নীগণ নিহত পতির জন্য শোক করেন না। বীরপত্নী সুবেশরূপা তারা শত্রুদমন প্রভাবশালী মহাত্মা রামকর্তৃক আশ্বস্ত হইয়া রোদন করিতে করিতে পরিশেষে ক্ষান্ত হইলেন। ৪৪—৪৫।

পঞ্চবিংশঃ সর্গঃ।

সুগ্রীবঞ্চ তারাঞ্চ সাঙ্গদং সহলক্ষ্মণঃ।
সমানশোকঃ কাকুৎস্থঃ সান্ত্বয়ন্নিদমব্রবীৎ॥ ১
ন শোকপরিতাপেন শ্রেয়সা যুজ্যতে মৃতঃ।
যদত্রানন্তরং কার্য্যং তৎ সমাধাতুমর্হথ॥ ২
লোকবৃত্তমনুষ্ঠেয়ং কৃতং বো বাষ্পমোক্ষণম্।
ন কালাদুত্তরং কিঞ্চিৎ পরং কর্ম্ম উপাসিতুম্॥ ৩
নিয়তিঃ কারণং লোকে নিয়তিঃ কর্ম্মসাধনম্।
নিয়তিঃ সর্ব্বভূতানাং নিয়োগেষিহ কারণম্॥ ৪
ন কর্ত্তা কস্যচিৎ কশ্চিন্নিয়োগে নাপি চেশ্বরঃ।
স্বভাবে বর্ত্ততে লোকস্তস্য কালঃ পরায়ণম্॥ ৫
ন কালঃ কালমত্যেতি ন কালঃ পরিহীয়তে।
স্বভাবঞ্চ সমাসাদ্য ন কিঞ্চদতিবর্ত্ততে॥ ৬
ন কালস্যাস্তি বন্ধুত্বং ন হেতুর্ন পরাক্রমঃ।
ন মিত্রজ্ঞাতিসম্বন্ধঃ কারণং নাত্মনো বশঃ॥ ৭

পঞ্চবিংশ সর্গ।

কাকুৎস্থ রাম ও লক্ষ্মণ তারা, সুগ্রীব এবং অঙ্গদের ন্যায় শোকাক্রান্ত হইয়াছিলেন। রাম শোকার্ত্ত হইয়াও তারা, সুগ্রীব এবং অঙ্গদকে সান্ত্বনা করিয়া বলিতে লাগিলেন, "মৃত ব্যক্তির জন্য লোকাচারবিহিত অশ্রুমোচনাদি যাহা কর্ত্তব্য, তাহা ত করা হইয়াছে, এক্ষণে আর যাহা কর্ত্তব্য, তাহা কর। কেননা বিহিত কাল অতিক্রমপূর্ব্বক কোন কার্য্যই করা উচিত নহে। শোকতাপ করিলে মৃত ব্যক্তির শুভ হয় না, সুতরাং ঊর্দ্ধদেহিক কার্য্য যেরূপ করিতে হয়, তাহা করিতে তোমরা যত্নবান্ হও; দেখ, জগতে নিয়তি অর্থাৎ অদৃষ্টই সকল ঘটনার মূলীভূত, নিয়তিই সকল প্রাণীর কার্য্য নিয়োগ করেন এবং নিয়তিই সমস্ত কর্ম্মের সাধন। কেহ কোন কর্ম্মের কর্ত্তা নহে, প্রযোজকও নহে; লোকব্যবহারমাত্রই স্বভাবাধীন অর্থাৎ নিয়তি-সাপেক্ষ হইয়াই প্রবৃত্ত হয়, পরন্তু কালকে আশ্রয় করিয়াই সেই স্বভাব কার্য্যে রত হইয়া থাকে। অধিক কি, কালাত্মক ভগবান্ প্রভুও কালকার্য্য জন্ম-মরণাদিকে অতিক্রম করিতে পারেন না, কেহই কালকে পরাভূত করিতে পারে না। ফলে স্বভাবরূপা নিয়তির নিকটে সকলই পরাভূত, কেহই তাহাকে পরাস্ত করিতে পারেন না। ১—৬। কালের বন্ধুতা নাই, তাঁহার কোন কারণ নাই, কোন পরাক্রমই তাঁহাকে পরাভূত করিতে পারে না এবং তাঁহার মিত্র, কি জ্ঞাতি কোন সম্বন্ধী নাই, তিনি নিজেরও বশতাপন্ন নহেন, এজন্য

কিন্তু কালপরীণামো দ্রষ্টব্যঃ সাধু পশ্যতা।
ধর্ম্মশ্চার্থশ্চ কামশ্চ কালক্রমসমাহিতাঃ॥ ৮
ইতঃ স্বাং প্রকৃতিং বালী গতঃ প্রাপ্তঃ ক্রিয়াফলম্।
সামদানার্থসংযোগৈঃ পবিত্রং প্লবগেশ্বরঃ॥ ৯
স্বধর্ম্মস্য চ সংযোগাজ্জিতস্তেন মহাত্মনা।
স্বর্গঃ পরিগৃহীতশ্চ প্রাণানপরিরক্ষতা॥ ১০
এষা বৈ নিয়তিঃ শ্রেষ্ঠা যাং গতো হরিযূথপঃ।
তদলং পরিতাপেন প্রাপ্তকালমুপাস্যতাম্॥ ১১
বচনান্তে তু রামস্য লক্ষ্মণঃ পরবীরহা।
অবদৎ প্রশ্রিতং বাক্যং সুগ্রীবং গতচেতসম্॥ ১২
কুরু ত্বমস্য সুগ্রীব প্রেতকার্য্যমনন্তরম্।
তারাঙ্গদাভ্যাং সহিতো বালিনো দহনং প্রতি॥ ১৩
সমাজ্ঞাপয় কাষ্ঠানি শুষ্কাণি চ বহূনি চ।
চন্দনানি চ দিব্যানি বালিসংস্কারকারণাৎ॥ ১৪
সমাশ্বাসয় দীনং ত্বমঙ্গদং দীনচেতসম্।
মা ভূর্বালিশবুদ্ধিস্ত্বং ত্বদধীনমিদং পুরম্॥ ১৫
অঙ্গদস্ত্বানয়ন্মাল্যং বস্ত্রাণি বিবিধানি চ।
ঘৃতং তৈলমথো গন্ধান্ যচ্চাত্র সমনন্তরম্॥ ১৬
ত্বং তার শিবিকাং শীঘ্রমাদায়াগচ্ছ সম্ভ্রমাৎ।
ত্বরা গুণবতী যুক্তা হ্যস্মিন্ কালে বিশেষতঃ॥ ১৭
সজ্জীভবন্তু প্লবগাঃ শিবিকাবাহনোচিতাঃ।
সমর্থা বলিনশ্চৈব নির্হরিষ্যন্তি বালিনম্॥ ১৮
এবমুক্ত্বা তু সুগ্রীবং সুমিত্রানন্দবর্দ্ধনঃ।
তস্থৌ ভ্রাতৃসমীপস্থো লক্ষ্মণঃ পরবীরহা॥ ১৯
লক্ষ্মণস্য বচঃ শ্রুত্বা তারঃ সম্ভ্রান্তমানসঃ।
প্রবিবেশ গুহাং শীঘ্রং শিবিকাসক্তমানসঃ॥ ২০
আদায় শিবিকাং তারঃ স তু পর্য্যাপতৎ পুনঃ।
বানরৈরুহ্যমানাং তাং শূরৈরুদ্বহনোচিতৈঃ॥ ২১
দিব্যাং ভদ্রাসনযুতাং শিবিকাং স্যন্দনোপমাম্।
পক্ষিকর্ম্মভিরাচিত্রাং দ্রুমকর্ম্মবিভূষিতাম্॥ ২২
আচিতাং চিত্রপত্তীভিঃ সুনিবিষ্টাং সমন্ততঃ।
বিমানমিব সিদ্ধানাং জালবাতায়নাযুতাম্॥ ২৩
সুনিযুক্তাং বিশালাঞ্চ সুকৃতাং শিল্পিভিঃ কৃতাম্।
দারুপর্ব্বতকোপেতাং চারুকর্ম্মপরিষ্কৃতাম্॥ ২৫
বরাভরণহারৈশ্চ চিত্রমাল্যোপশোভিতাম্।
গুহাগহনসঞ্ছন্নাং রক্তচন্দনভূষিতাম্॥ ২৫
পুষ্পৌঘৈঃ সমভিচ্ছন্নাং পদ্মমালাভিরেব চ।
তরুণাদিত্যবর্ণাভির্ভ্রাজমানাভিরাবৃতাম্॥ ২৬
ঈদৃশীং শিবিকাং দৃষ্ট্বা রামো লক্ষ্মণমব্রবীৎ।
ক্ষিপ্রং বিনীয়তাং বালী প্রেতকার্য্যং বিধীয়তাম্॥

সাধুদর্শী বিবেকী ব্যক্তি 'সুখ-দুঃখাদি এবং ধর্ম্মার্থকাম সকল ব্যাপারই স্বকর্ম্মজন্য অদৃষ্টাধীনই সম্পন্ন হইয়া থাকে' ইহা বোধ করিবেন; সুতরাং বালী সাম-দান-জনিত অর্জ্জিত ঐশ্বর্য্যদ্বারা পবিত্র কর্ম্মফল এবং নিজের প্রকৃতি পাইয়াছেন। সেই মহাত্মা বালী পূর্ব্বস্বধর্ম্মানুষ্ঠানবশতঃ স্বর্গ জয় করিয়াছিলেন, এক্ষণে প্রাণত্যাগ করিয়া স্বর্গে গেলেন। বানরযূথপতি বালী কালের শাসনানুসারে উৎকৃষ্ট গতি লাভ করিয়াছেন, সুতরাং তাঁহার জন্য শোক করা অনুচিত, এক্ষণে যথাবিহিত সময়ে তাঁহার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পাদন কর।" ৭—১১। রামের কথা শেষ হইলে পরবীর-হন্তা লক্ষ্মণ, শোকাকুল সুগ্রীবকে বিনীতভাবে বলিলেন, "সুগ্রীব! তুমি তারা এবং অঙ্গদকে লইয়া বালীর সংকারাদি অন্তিম কার্য্য-সম্পাদন কর। তাহার সংকার জন্য বহুল শুষ্ক কাষ্ঠ এবং সুবাসিত চন্দনকাষ্ঠ আনিতে আদেশ কর। এক্ষণে এই রাজধানী তোমারই অধীন, সুতরাং দীনচিত্ত অঙ্গদকে প্রবোধবাক্যে সান্ত্বনা কর, শোকাকুল হইয়া অজ্ঞান ব্যক্তির ন্যায় ব্যবহার করা তোমার উচিত নহে। অঙ্গদ বিবিধ বস্ত্র, মাল্য, গন্ধ, ঘৃত, তৈল প্রভৃতি প্রয়োজনীয় দ্রব্য সকল আনয়ন করুক।—অহে তার! তুমি শিবিকা লইয়া আইস, এরূপ সময়ে বিশেষরূপ সত্বরতায় অনেক গুণ আছে, সুতরাং আর বিলম্ব করিও না। যাহারা শিবিকাবহনে সক্ষম, বলবান্ এবং উপযুক্ত এরূপ বানর সকল বালীকে বহন করিবার জন্য সজ্জীভূত হউক।" সুমিত্রানন্দন পরবীর-হন্তা লক্ষ্মণ সুগ্রীব এবং তার নামক বানর মন্ত্রীকে এই কথা বলিয়া ভ্রাতৃসন্নিধানে অবস্থান করিতে লাগিলেন। পরে সচিব তার, লক্ষ্মণের কথা শুনিয়া সত্বর হইয়া শিবিকার জন্য পর্ব্বতগুহায় প্রবেশ করিয়া শিবিকাবহন-যোগ্য শূর বানরগণের দ্বারা দিব্য শিবিকা আনয়ন করিল। সেই শিবিকা, পক্ষী ও বৃক্ষলতাদি বিবিধ চিত্রে চিত্রিত, সিদ্ধগণের বিমানের ন্যায়, জালসদৃশ বাতায়নে সমন্বিত, নিপুণ শিল্পিগণকর্ত্তৃক উত্তমরূপে রচিত, কাষ্ঠময়ক্রীড়া-পর্ব্বতশোভিত, বিচিত্র কারুকার্য্যে পরিষ্কৃত, উৎকৃষ্ট আভরণ, হার এবং বিচিত্র মাল্যে সুশোভিত, দুষ্প্রবেশ্য, পঞ্জরাবৃত, সুচারু কারুকার্য্যবশতঃ উজ্জ্বলিত, পুষ্পাদিতে সমাচ্ছাদিত, তরুণ-সূর্য্যবৎ দীপ্তিমান্, পদ্মমালাসমূহে সমাকীর্ণ; উহার মধ্যভাগ রাজযোগ্য বিস্তৃত মহামূল্য আসনে সংযুক্ত রক্তচন্দনভূষিত এবং অতি বিশাল ছিল। ১২—২৬। রাম এরূপ শিবিকা দেখিয়া লক্ষ্মণকে কহিলেন, "ভ্রাতঃ! বালীকে শীঘ্র

ততো বালিনমুদ্যম্য সুগ্রীবঃ শিবিকাং তদা।
আরোপয়ত বিক্রোশন্নঙ্গদেন সহৈবতু ॥ ২৮
আরোপ্য শিবিকাঞ্চৈব বালিনং গতজীবিতম্।
অলঙ্কারৈশ্চ বিবিধৈর্মাল্যৈর্বস্ত্রৈশ্চ ভূষিতম্।
আজ্ঞাপয়ত্তদা রাজা সুগ্রীবঃ প্লবগেশ্বরঃ ॥ ২৮
ঔর্দ্ধদেহিকমার্য্যস্য ক্রিয়তামনুকূলতঃ।
বিশ্রাণয়ন্তো রত্নানি বিবিধানি বহূনি চ ॥ ৩০
অগ্রতঃ প্লবগা যান্তু শিবিকা তদনন্তরম্।
রাজ্ঞামৃদ্ধিবিশেষা হি দৃশ্যন্তে ভুবি যাদৃশাঃ ॥ ৩১
তাদৃশৈরিহ কুর্ব্বন্তু বানরা ভর্ত্তৃসংক্রিয়াম্।
তাদৃশং বালিনা ক্ষিপ্রং প্রাকুর্ব্বন্নৌর্দ্ধদেহিকম্ ॥ ৩২
অঙ্গদং পরিরভ্যাশু তারপ্রভৃতয়স্তথা।
ক্রোশন্তঃ প্রযযুঃ সর্ব্বে বানরা হতবান্ধবাঃ ॥ ৩৩
ততঃ প্রণিহিতাঃ ..॥ বানর্য্যোঽস্য বশানুগাঃ।
চুক্রুশুর্বীর বীরেতি ভূয়ঃ ক্রোশন্তি তাঃ প্রিয়ম্ ॥ ৩৩
তারাপ্রভৃতয়ঃ সর্ব্বা বানর্য্যো হতবান্ধবাঃ।
অনুজগ্মুশ্চ ভর্ত্তারং ক্রোশন্ত্যঃ করুণস্বরাঃ ॥ ৩৫
তাসাং রুদিতশব্দেন বানরীণাং বনান্তরে।
বনানি গিরয়শ্চৈব বিক্রোশন্তীব সর্ব্বতঃ ॥ ৩৬

পুলিনে গিরিনদ্যাস্তু বিবিক্তে জলসংবৃতে।
চিতাং চক্রুঃ সুবহবো বানরা বনচারিণঃ ॥ ৩৭
অবরোপ্য ততঃ স্কন্ধাচ্ছিবিকাং বানরোত্তমাঃ।
তস্থুরেকান্তমাশ্রিত্য সর্ব্বে শোকপরায়ণাঃ ॥ ৩৮
ততস্তারা পতিং দৃষ্ট্বা শিবিকাতলশায়িনম্।
আরোপ্যাঙ্কে শিরস্তস্য বিললাপ সুদুঃখিতা ॥ ৩৯
হা বানরমহারাজ হা নাথ মম বৎসল।
হা মহার্হ মহাবাহো হা মম প্রিয় পশ্য মাম্ ॥ ৪০
জনং ন পশ্যসীমং ত্বং কস্মাচ্ছোকাভিপীড়িতম্ ॥ ৪১
প্রহৃষ্টমিহ তে বক্ত্রং গতসোরপি মানদ।
অস্তার্কসমবর্ণঞ্চ দৃশ্যতে জীবতো যথা ॥ ৪২
এষ ত্বাং রামরূপেণ কালঃ কর্ষতি বানর।
যেন স্ম বিধবাঃ সর্ব্বাঃ কৃতা একেষুণা রণে ॥ ৪৩
ইমাস্তাস্তব রাজেন্দ্র বানর্য্যোঽপ্লবগাস্তব।
পাদৈর্বিকৃষ্টমধ্বানমাগতাঃ কিং ন বুধ্যসে ॥ ৪৪
তবেষ্টা নম্ন চৈবেমা ভার্য্যাশ্চন্দ্রনিভাননাঃ।
ইদানীং নেক্ষসে কস্মাৎ সুগ্রীবং প্লবগেশ্বর ॥ ৪৫
এতে হি সচিবা রাজন্ তারপ্রভৃতয়স্তব।
পুরবাসী জনশ্চায়ং পরিবার্য্য বিষীদতি ॥ ৪৬

দহনস্থানে লইয়া গিয়া তাহার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পাদনের জন্য উদ্‌যোগ কর।” পরে অঙ্গদের সহিত সুগ্রীব রোদন করিতে করিতে মৃত বালীকে বহু অলঙ্কার, বস্ত্র এবং মাল্যদ্বারা ভূষিত করত উত্তোলনপূর্ব্বক শিবিকায় স্থাপন করিলেন। তখন প্লবগপতি রাজা সুগ্রীব কহিলেন, “আর্য্য ভ্রাতার পারলৌকিক ক্রিয়া নদীকূলে সম্পন্ন করিতে হইবে, সুতরাং বানরেরা অগ্রে অগ্রে নানাবিধ ধন রত্ন বিতরণ করিতে করিতে যাউক্, তৎপশ্চাৎ শিবিকা যাউক্। পৃথিবীমধ্যে রাজার যেরূপ সম্পত্তি দেখা যাইতেছে, বানরদিগের তদনুসারেই তাঁহার সংকার করা কর্ত্তব্য।” বালির ঔর্দ্ধদেহিক ক্রিয়া তাঁহার ঐশ্বর্য্য অনুসারেই সম্পাদিত হইতে আরম্ভ হইল। পতিহীনা তারা প্রভৃতি বানরী এবং বানরগণ অঙ্গদকে আলিঙ্গনপূর্ব্বক সত্বর হইয়া রোদন করিতে করিতে যাইতে লাগিল। বালীর অনুগত বানরী সকল “হা বীর! হা বীর!” বলিয়া চীৎকার করিয়া রোদন করিতে লাগিল। বানরগণ প্রিয় বালীর জন্য বারংবার রোদন করিতে লাগিল। তারা প্রভৃতি বানরীরা হতবান্ধবা হইয়া করুণস্বরে রোদন করিতে করিতে পতির অনুগমন করিতে লাগিল। বনমধ্যে সেই সকল বানরীদিগের ক্রন্দনধ্বনিতে বোধ হইল যেন চতুর্দ্দিকস্থ বন এবং পর্ব্বত সকল রোদন করিতেছে। বনচর বহুল বানরগণ গিরি-সন্নিহিত নদীতীরে চতুর্দ্দিকে জলাক্রান্ত নির্জ্জন স্থানে চিতা প্রস্তুত করিল। শোকাকুল শিবিকাবাহক সেই বানরগণ নির্জ্জন স্থানে উপস্থিত হইয়া স্কন্ধ হইতে শিবিকা নামাইয়া শোকসন্তপ্ত-হৃদয়ে অবস্থিতি করিতে লাগিল। পরে তারা, পতিকে শিবিকা-মধ্যস্থ দেখিয়া সম্যক্ দুঃখিতহৃদয়ে স্বীয় ক্রোড়ে তাঁহার মস্তক রাখিয়া বিলাপ করিতে লাগিলেন, “হা বানরপতি মহারাজ! হা নাথ! হা আমার প্রণয়ভাজন! হা মহার্হ! হা আমার প্রিয় বল্লভ! শোকপীড়িতা এই অধীনার প্রতি চাহিতেছেন না কেন? ২৭—৪১। মানপ্রদ! তুমি গতাসু হওয়াতেও অস্তাচলাবলম্বি-সূর্য্যসমবর্ণ তোমার মুখ জীবিত ব্যক্তির ন্যায় প্রীতিপ্রফুল্ল দেখিতেছি। বানরেন্দ্র! কালই রামরূপে তোমাকে আকর্ষণ করিলেন, তিনি রণে একবাণে সকলকেই বিধবা করিলেন! রাজেন্দ্র! তোমার সেই এই বানরী সকল দ্রুতপদে এই দূরপথে এখানে আসিয়াছে, তুমি তাহাদিগকে জানিতে পারিতেছ না কেন? প্লবগনাথ! তোমার এই সকল চন্দ্রনিভাননা প্রিয় পত্নীদিগকে এবং সুগ্রীবকে এক্ষণে তুমি নিরীক্ষণ করিতেছ না কেন? রাজন্! তোমার তারপ্রভৃতি সচিবগণ এবং পুরবাসী লোক সকল বিষণ্ণ হইয়া

বিসর্জ্জয়েতান্ সচিবান্ যথাপুরমরিন্দম।
ততঃ ক্রীড়ামহে সর্ব্বা বনেষু মদনোৎকটাঃ ॥ ৪৭
এবং বিলপতীং তারাং পতিশোকপরিপ্লুতাম্।
উত্থাপয়ন্তি স্ম তদা বানর্য্যঃ শোকর্ষিতাঃ ॥ ৪৮
সুগ্রীবেণ ততঃ সার্দ্ধং সোঽঙ্গদঃ পিতরং রুদন্।
চিতামারোপয়ামাস শোকেনাভিপ্লুতেন্দ্রিয়ঃ ॥ ৪৯
ততোঽগ্নিং বিধিবদ্দত্ত্বা সোপসব্যং চকার হ।
পিতরং দীর্ঘমধ্বানং প্রস্থিতং ব্যাকুলেন্দ্রিয়ঃ ॥ ৫০
সংস্কৃত্য বালিনং তন্তু বিধিবৎ প্লবগর্ষভাঃ।
আজগ্মুরুদকং কর্ত্তুং নদীং শুভজলাং শিবাম্ ॥ ৫১
ততস্তে সহিতাস্তত্র অঙ্গদং স্থাপ্য চাগ্রতঃ।
সুগ্রীবতারাসহিতাঃ সিষিচুর্বানরা জলম্ ॥ ৫২
সুগ্রীবেণেব দীনেন দীনো ভূত্বা মহাবলঃ।
সমানশোকঃ কাকুৎস্থঃ প্রেতকার্য্যাণ্যকারয়ৎ ॥ ৫৩

ততোঽথ তং বালিনমগ্র্যপৌরুষং
প্রকাশমিক্ষাকুবরেষুণা হতম্।
প্রদীপ্য দীপ্তাগ্নিসমৌজসং তদা
সলক্ষ্মণং রামমুপেয়িবান্ হরিঃ ॥ ৫৪

ইতি কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ডে পঞ্চবিংশঃ সর্গঃ ॥ ২৫ ॥

তোমাকে পরিবেষ্টন করিয়া রহিয়াছেন; শত্রুদমন! তুমি পূর্ব্বের ন্যায় এই অমাত্যদিগকে বিদায় করিয়া দাও, তোমার অপরাপর পত্নী এবং আমি আমরা সকলে এই বনে মদনোন্মত্ত হইয়া ক্রীড়া করি।” ৪২—৪৭। তারা ঐরূপ রোদন করিতে থাকিলে, শোকার্ত্ত অন্য বানরী সকল তাঁহাকে উত্থাপিত করিল। পরে অঙ্গদ শোকাভিভূত হইয়া সুগ্রীবের সহিত বিলাপ করিতে করিতে পিতাকে চিতায় আরোহণ করাইলেন। তৎপরে অঙ্গদ ব্যাকুলহৃদয়ে মৃত পিতাকে শাস্ত্রপূর্ব্বক অগ্নি প্রদান করত দগ্ধ চিতা প্রদক্ষিণ করিলেন। এইরূপে বালীর সংকার সম্পাদনপূর্ব্বক বানরশ্রেষ্ঠদিগের সহিত মিলিত হইয়া উদকক্রিয়া করিবার জন্য নির্ম্মলজলপূর্ণ শুভ নদীতে আগমন করিলেন। তৎপরে সুগ্রীব, তারা এবং অন্যান্য বানরশ্রেষ্ঠ সকল অঙ্গদকে অগ্রে করিয়া জলপ্রাদানিক ক্রিয়া সম্পন্ন করিলেন। মহাবল রঘুনন্দন, দীনভাবাপন্ন সুগ্রীবের সহিত তখন শোকাকুল এবং দীনভাবে আক্রান্ত হইয়া বালীর অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া নির্ব্বাহ করাইলেন। পরে সুগ্রীব রামশরে পঞ্চত্বপ্রাপ্ত পরমপৌরুষশালী বালীকে অগ্নিসংকার করিয়া প্রদীপ্তাগ্নিতুল্য তেজস্বী রাম এবং লক্ষ্মণের নিকটে উপনীত হইলেন। ৪৮—৫৪।

ষড়্বিংশঃ সর্গঃ।

ততঃ শোকাগ্নিসন্তপ্তং সুগ্রীবং ক্লিন্নবাসসম্।
শাখামৃগমহামাত্রাঃ পরিবার্য্যোপতস্থিরে ॥ ১
অভিগম্য মহাবাহুং রামমক্লিষ্টকারিণম্।
স্থিতাঃ প্রাঞ্জলয়ঃ সর্ব্বে পিতামহমিবর্ষয়ঃ ॥ ২
ততঃ কাঞ্চনশৈলাভস্তরুণার্কনিভাননঃ।
অব্রবীৎ প্রাঞ্জলির্বাক্যং হনুমান্ মারুতাত্মজঃ ॥ ৩
ভবৎপ্রসাদাৎ কাকুৎস্থ পিতৃপৈতামহং মহৎ।
বানরাণাং সদংষ্ট্রাণাং সম্পন্নবলশালিনাম্।
মহাত্মনাং সুদুষ্প্রাপং প্রাপ্তং রাজ্যমিদং প্রভো ॥ ৪
ভবতা সমনুজ্ঞাতঃ প্রবিশ্য নগরং শুভম্।
সংবিধাস্যতি কার্য্যাণি সর্ব্বাণি সসুহৃদ্গণঃ ॥ ৫
স্নাতোঽয়ং বিবিধৈর্গন্ধৈরৌষধৈশ্চ যথাবিধি।
অর্চ্চয়িষ্যতি মাল্যৈশ্চ রত্নৈশ্চ ত্বাং বিশেষতঃ ॥ ৬
ইমাং গিরিগুহাং রম্যামভিগন্তুং ত্বমর্হসি।
কুরুষ্ব স্বামিসম্বন্ধং বানরান্ সম্প্রহর্ষয় ॥ ৭
এবমুক্তো হনুমতা রাঘবঃ পরবীরহা।
প্রত্যুবাচ হনমন্তং বুদ্ধিমান্ বাক্যকোবিদঃ ॥ ৮
চতুর্দ্দশ সমাঃ সৌম্য গ্রামং বা যদি বা পুরম্।

ষড়্বিংশ সর্গ।

অনন্তর বানরসেনাপণের অগ্রগণ্য বানরগণ শোকাকুল আর্দ্রবসন-পরিধায়ী সুগ্রীবকে বেষ্টন করিয়া উপবেশন করিল। পরে তাহারা সকলে ব্রহ্মার সমীপে ঋষিগণের ন্যায়, অক্লিষ্টকর্ম্মা মহাবল রামের নিকটে যাইয়া তাঁহার সম্মুখে কৃতাঞ্জলি হইয়া অবস্থিত হইল। পরে সুবর্ণ-শৈলবৎ প্রভাবান্ সূর্য্যবৎ লোহিতাস্য পবনপুত্র হনুমান্ কৃতাঞ্জলি হইয়া বলিলেন, “প্রভু কাকুৎস্থ! এই পিতৃ-পিতামহ সম্বন্ধীয় মহৎ রাজ্য, যাহা বিশালদন্ত মহাত্মা বানরদিগেরও দুষ্প্রাপ্য, সুগ্রীব তাহা আপনার প্রসাদে লাভ করিলেন। এইক্ষণে সুহৃদ্গণের সহিত সুগ্রীব আপনার আদেশানুসারে শুভ নগরে প্রবেশপূর্ব্বক সমস্ত রাজকার্য্য বিধান করিবেন, উনি যথাবিধি অভিষিক্ত হইয়া ওষধি, বিবিধ গন্ধ, মাল্য এবং রত্নদ্বারা আপনাকে সবিশেষ পূজা করিবেন। আপনি ঐ মনোহর পর্ব্বতগুহাতে গমন করুন এবং বানরদিগের উপর প্রভুত্ব করিয়া তাহাদিগকে আনন্দিত করুন।” ১—৭। হনুমান্ বীর শত্রুহন্তা রঘুনন্দন রামকে ঐরূপ বলিলে বাক্যকোবিদ জ্ঞানী রাম হনুমান্‌কে কহিলেন, “সৌম্য হনুমন্! পিতার আদেশানুসারে আমি চতুর্দ্দশ বৎসর কোন

ন প্রবেক্ষ্যামি হনুমন্ পিতুর্নির্দেশপারগঃ। ৯
সুসমৃদ্ধাং গুহাং দিব্যাং সুগ্রীবো বানরর্ষভঃ।
প্রবিষ্টো বিধিবদ্বীরঃ ক্ষিপ্রং রাজ্যেঽভিষিচ্যতাম্। ১০
এবমুক্ত্বা হনুমন্তং রামঃ সুগ্রীবমব্রবীৎ।
বৃত্তজ্ঞো বৃত্তসম্পন্নমুদারবলবিক্রমম্। ১১
ইমমপ্যঙ্গদং বীরং যৌবরাজ্যেঽভিষেচয়। ১২
জ্যেষ্ঠস্য হি সুতো জ্যেষ্ঠঃ সদৃশো বিক্রমেণ চ।
অঙ্গদোঽয়মদীনাত্মা যৌবরাজ্যস্য ভাজনম্। ১৩
পূর্ব্বোঽয়ং বার্ষিকো মাসঃ শ্রাবণঃ সলিলাগমঃ।
প্রবৃত্তাঃ সৌম্য চত্বারো মাসা বার্ষিকসংজ্ঞিতাঃ। ১৪
নায়মুদ্যোগসময়ঃ প্রবিশ ত্বং পুরীং শুভাম্।
অস্মিন্ বৎস্যাম্যহং সৌম্য পর্ব্বতে সহলক্ষ্মণঃ। ১৫
ইয়ং গিরিগুহা রম্যা বিশালা যুক্তমারুতা।
প্রভূতসলিলা সৌম্য প্রভূতকমলোৎপলা। ১৬
কার্ত্তিকে সমনুপ্রাপ্তে ত্বং রাবণবধে যত।
এষ নঃ সময়ঃ সৌম্য প্রবিশ ত্বং স্বমালয়ম্।
অভিষিচ্যস্ব রাজ্যে চ সুহৃদঃ সম্প্রহর্ষয়। ১৮
ইতি রামাভ্যনুজ্ঞাতঃ সুগ্রীবো বানরর্ষভঃ।
প্রবিবেশ পুরীং রম্যাং কিষ্কিন্ধ্যাং বালিপালিতাম্। ১৮

তং বানরসহস্রাণি প্রবিষ্টং বানরেশ্বরম্।
অভিবার্য্য প্রবিষ্টানি সর্ব্বতঃ প্লবগেশ্বরম্। ১৯
ততঃ প্রকৃতয়ঃ সর্ব্বা দৃষ্ট্বা হরিগণেশ্বরম্।
প্রণম্য মূর্দ্ধ্না পতিতা বসুধায়াং সমাহিতাঃ। ২০
সুগ্রীবঃ প্রকৃতীঃ সর্ব্বাঃ সম্ভাষ্যোত্থাপ্য বীর্য্যবান্।
ভ্রাতুরন্তঃপুরং সৌম্যং প্রবিবেশ মহাবলঃ। ২১
প্রবিষ্টং ভীমবিক্রান্তং সুগ্রীবং বানরর্ষভম্।
অভ্যষিঞ্চন্ত সুহৃদঃ সহস্রাক্ষমিবামরাঃ। ২২
তস্য পাণ্ডুরমাজহ্রুশ্ছত্রং হেমপরিষ্কৃতম্।
শুক্লে চ বালব্যজনে হেমদণ্ডে যশস্করে। ২৩
তথা রত্নানি সর্ব্বাণি সর্ব্ববীজৌষধানি চ।
সক্ষীরাণাঞ্চ বৃক্ষাণাং প্ররোহান্ কুসুমানি চ। ২৪
শুক্লানি চৈব বস্ত্রাণি শ্বেতং চৈবানুলেপনম্।
সুগন্ধীনি চ মাল্যানি স্থলজান্যম্বুজানি চ। ২৫
চন্দনানি চ দিব্যানি গন্ধাংশ্চ বিবিধান্ বহূন্। ২৬
অক্ষতং জাতরূপঞ্চ প্রিয়ঙ্গুং মধুসর্পিষী।
দধি চর্ম্ম চ বৈয়াঘ্রং পরার্দ্ধ্যৌ চাপ্যুপানহৌ। ২৭
সমালম্ভনমাদায় গোরোচনমনঃশিলাম্।
আজগ্মুস্তত্র মুদিতা বরাঃ কন্যাশ্চ ষোড়শ। ২৮
ততস্তে বানরশ্রেষ্ঠমভিষেক্তুং যথাবিধি।
রত্নৈর্বস্ত্রৈশ্চ ভক্ষ্যৈশ্চ তোষয়িত্বা দ্বিজর্ষভান্। ২৯

গ্রামে, কি নগরে প্রবেশ করিব না। বানরশ্রেষ্ঠ বীর সুগ্রীব সুসমৃদ্ধিসম্পন্ন দিব্য গুহাতে প্রবিষ্ট হইয়া অবিলম্বে রাজ্যে অভিষিক্ত হউন;" রাম হনুমানকে এই কথা বলিয়া সুগ্রীবকে কহিলেন, "সুগ্রীব! তুমি নীতিজ্ঞ, সুতরাং সদ্বৃত্ত উদার-বলবিক্রমশালী বীর অঙ্গদকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত কর, জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার জ্যেষ্ঠপুত্র বালীর ন্যায় বিক্রমশালী অদীনাত্মা অঙ্গদ যৌবরাজ্যের উপযুক্ত পাত্র। ৮—১৩। জলবর্ষণকাল চারি মাস বর্ষাকাল বলিয়া উক্ত হয়, তাহার এই প্রথম শ্রাবণ মাস আসিয়াছে। সৌম্য! এক্ষণে আমাদিগের সীতার উদ্ধারের জন্য উদ্যোগের সময় নহে, সুতরাং তুমি এখন পুরী প্রবেশ কর, আমিও লক্ষ্মণের সহিত এই পর্ব্বতে বাস করি। এই পর্ব্বতগুহা প্রশস্ত এবং মনোহর, ইহাতে বায়ুর চলাচল হইয়া থাকে, এ স্থানে নিকটবর্ত্তী, প্রচুরজলবিশিষ্ট অনেক কমলোৎপল-শোভিত জলাশয় আছে। ১৪—১৬। সৌম্য! বর্ষা শেষ হইলে কার্ত্তিক মাসে রাবণবধের জন্য তুমি উদ্‌যোগী হইবে, এক্ষণে তাহার সময় নহে; সুতরাং তুমি এক্ষণে নিজ গৃহে যাইয়া রাজ্যে অভিষিক্ত হইয়া সুহৃদ্‌দিগকে আনন্দিত কর।" বানরেন্দ্র সুগ্রীব,রামের ঐরূপ আজ্ঞা পাইয়া বালিপালিত মনোহর কিষ্কিন্ধ্যাপুরীতে প্রবেশ করিলেন। তৎকালে সহস্র সহস্র বানর বানরপতি সুগ্রীবকে পরিবেষ্টন করিয়া পুরী প্রবেশ করিল। পরে প্রজাগণ সমাহিতচিত্তে মস্তক অবনত করত দণ্ডবৎ ভূতলে পতিত হইতে থাকিলে, মহাবল বীর্য্যবান্ সুগ্রীব সেইসকল প্রজাদিগকে সম্ভাষণপূর্ব্বক উত্থাপিত করিয়া ভ্রাতার রমণীয় অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন। পরে দেবগণ যেমন দেবরাজকে অভিষিক্ত করিয়াছিলেন তদ্রূপ সুহৃদ্‌গণ, পুরপ্রবিষ্ট ভীমবিক্রম বানরপ্রধান সুগ্রীবকে রাজ্যাভিষিক্ত করিবার উদ্‌যোগ করিল। পরে স্বর্ণপরিষ্কৃত পাণ্ডুবর্ণ ছত্র, হেমদণ্ডযুক্ত যশস্কর মূল্যবান্ ব্যজনদ্বয়, নানা প্রকার রত্ন, সর্ব্বৌষধি, বটবৃক্ষের অধঃস্থলের জটা এবং পুষ্প, বহুমূল্য বস্ত্র, শ্বেত অনুলেপন, সুগন্ধি বহুল মাল্য, স্থলপদ্ম ও জলপদ্ম সকল, দিব্য চন্দন, প্রচুর নানাবিধ গন্ধদ্রব্য, অক্ষত, কাঞ্চন, প্রিয়ঙ্গু, মধু, ঘৃত, দধি, ব্যাঘ্রচর্ম্ম, মূল্যবান্ পাদুকাযুগল এই সকল সামগ্রী অভিষেকের জন্য আহৃত হইল। ১৭—২৭। প্রশংসনীয় ষোড়শ জন কন্যা প্রীতিপূর্ব্বক অনুলেপন দ্রব্য, গোরোচনা এবং মনঃশিলা লইয়া তথায় আসিল। পরে বানরশ্রেষ্ঠ সুগ্রীবের অভিষেকের জন্য রত্ন, বস্ত্র এবং বিবিধ ভক্ষ্য

ততঃ কুশপরিস্তীর্ণং সমিদ্ধং জাতবেদসম্।
মন্ত্রপূতেন হবিষা হুত্বা মন্ত্রবিদো জনাঃ ॥ ৩০
ততো হেমপ্রতিষ্ঠানে বরাস্তরণসংবৃতে।
প্রাসাদশিখরে রম্যে চিত্রমাল্যোপশোভিতে ॥ ৩১
প্রাঙ্মুখং বিধিবৈর্ম্মন্ত্রৈঃ স্থাপয়িত্বা বরাসনে।
নদীনদেভ্যঃ সংহৃত্য তীর্থেভ্যশ্চ সমন্ততঃ ॥ ৩২
আহৃত্য চ সমুদ্রেভ্যঃ সর্ব্বেভ্যো বানরর্ষভাঃ।
অপঃ কনককুম্ভেষু নিধায় বিমলং জলম্ ॥ ৩৩
শুভৈর্ঋষভশৃঙ্গৈশ্চ কলসৈশ্চৈব কাঞ্চনৈঃ।
শাস্ত্রদৃষ্টেন বিধিনা মহর্ষিবিহিতেন চ ॥ ৩৪
গয়ো গবাক্ষো গবয়ঃ শরভো গন্ধমাদনঃ।
মৈন্দশ্চ দ্বিবিদশ্চৈব হনুমান্ জাম্ববাংস্তথা ॥ ৩৫
অভ্যষিঞ্চন্ত সুগ্রীবং প্রসন্নেন সুগন্ধিনা।
সলিলেন সহস্রাক্ষং বসবো বাসবং যথা ॥ ৩৬
অভিষিক্তে তু সুগ্রীবে সর্ব্বে বানরপুঙ্গবাঃ।
প্রচুক্রুশুর্মহাত্মানো হৃষ্টাঃ শতসহস্রশঃ ॥ ৩৭
রামস্য তু বচঃ কুর্ব্বন্ সুগ্রীবো বানরেশ্বরঃ।
অঙ্গদং সম্পরিষ্বজ্য যৌবরাজ্যেঽভ্যষেচয়ৎ ॥ ৩৮
অঙ্গদে চাভিষিক্তে তু সানুক্রোশাঃ প্লবঙ্গমাঃ।
সাধু সাধ্বিতি সুগ্রীবং মহাত্মানো হ্যপূজয়ন্ ॥ ৩৯
রামঞ্চৈব মহাত্মানং লক্ষ্মণঞ্চ পুনঃপুনঃ।

দ্বারা ব্রাহ্মণদিগের সন্তোষ বিধানান্তে মন্ত্রজ্ঞ জনেরা কুশাস্তীর্ণ জ্বলন্ত অগ্নিতে মন্ত্রপূত ঘৃতদ্বারা আহুতি প্রদান করিল। পরে গয়, গবাক্ষ, গবয়, শরভ, গন্ধমাদন, মৈন্দ, দ্বিবিদ, হনুমান্ এবং জাম্ববান্ এই সকল বানরপ্রধান, সুগ্রীবকে মনোরম চিত্রিত মাল্য-শোভিত প্রাসাদশিখরোপরি রমণীয় আস্তরণাবৃত স্বর্ণ-সিংহাসনে যথাবিধি মন্ত্রোচ্চারণপূর্ব্বক পূর্ব্বমুখে উপবেশন করাইয়া চতুর্দ্দিকৃস্থিত সকল নদ, নদী এবং সাগর হইতে আনীত নির্ম্মল জলদ্বারা হেমকুম্ভ এবং বৃষশৃঙ্গ পূর্ণ করত মহর্ষি-বিহিত শাস্ত্রবিধি অনুসারে সেই সকল নির্ম্মল সুগন্ধি তীর্থজলদ্বারা, বসুগণকর্তৃক বাসবের ন্যায় সুগ্রীবের অভিষেক করিল। ২৮—৩৬। সুগ্রীব রাজ্যে অভিষিক্ত হইলে শত সহস্র মহাতেজস্বী বানরপ্রবর হর্ষান্বিত হইয়া আনন্দধ্বনি করিতে লাগিল। বানররাজ সুগ্রীব, রামের আদেশানুসারে অঙ্গদকে আলিঙ্গন করিয়া যৌবরাজ্য অভিষিক্ত করিলেন। অঙ্গদ যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত হইলে মহাত্মা দয়ার্দ্রহৃদয় বানর সকল সুগ্রীবকে 'সাধু সাধু' বলিয়া সুখ্যাতি করিতে লাগিলেন। সুগ্রীব এবং অঙ্গদ কিষ্কিন্ধ্যায় সেইরূপ ভাবে অবস্থিত হইলে

প্রীতাশ্চ তুষ্টুবুঃ সর্ব্বে তাদৃশে তত্র বর্ত্তিনি ॥ ৪০
হৃষ্টপুষ্টজনাকীর্ণা পতাকাধ্বজশোভিতা।
বভূব নগরী রম্যা কিষ্কিন্ধ্যা গিরিগহ্বরে ॥ ৪১
নিবেদ্য রামায় তদা মহাত্মনে
মহাভিষেকং কপিবাহিনীপতিঃ।
রুমাঞ্চ ভার্য্যামুপলভ্য বীর্য্যবান্
অবাপ রাজ্যং ত্রিদশাধিপো যথা ॥ ৪২
ইতি কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ডে ষড়্বিংশঃ সর্গঃ ॥ ২৬ ॥

সপ্তবিংশঃ সর্গঃ।

অভিষিক্তে তু সুগ্রীবে প্রবিষ্টে বানরে গুহাম্।
আজগাম সহ ভ্রাত্রা রামঃ প্রস্রবণং গিরিম্ ॥ ১
শার্দ্দূলমৃগসংঘুষ্টং সিংহৈর্ভীমরবৈর্বৃতম্।
নানাগুল্মলতাগূঢ়ং বহুপাদপসঙ্কুলম্ ॥ ২
ঋক্ষবানরগোপুচ্ছৈর্মার্জ্জারৈশ্চ নিষেবিতম্।
মেঘরাশিনিভং শৈলং নিত্যং শুচিকরং শিবম্ ॥ ৩
তস্য শৈলস্য শিখরে মহতীমায়তাং গুহাম্।
প্রত্যগৃহ্নত বাসার্থং রামঃ সৌমিত্রিণা সহ ॥ ৪
কৃত্বা চ সময়ং রামঃ সুগ্রীবেণ সহানঘঃ।

সকলেই মহাত্মা রাম এবং লক্ষ্মণের প্রতি প্রীত হইয়া সন্তোষ প্রকাশ করিতে লাগিল। তখন গিরিগহ্বরস্থিত কিষ্কিন্ধ্যানগরী হৃষ্টপুষ্টজনসমূহে সমাকীর্ণা এবং ধ্বজপতাকায় সুশোভিতা হইয়া সাতিশয় শোভা ধারণ করিল। বীর্য্যবান্ কপিবাহিনীপতি সুগ্রীব, মহাত্মা রামকে আপন অভিষেকের বিষয় জ্ঞাপন করত পত্নী রুমাকে লাভ করিয়া ত্রিদিবপতি ইন্দ্রের ন্যায় রাজ্য প্রাপ্ত হইলেন। ৩৭—৪২।

সপ্তবিংশ সর্গ।

এইরূপে সুগ্রীব কিষ্কিন্ধ্যা-রাজ্যে অভিষিক্ত এবং বানরগণ নিজ নিজ গুহায় প্রবেশ করিলে, রঘুনন্দন রাম, ভ্রাতা লক্ষ্মণের সহিত প্রস্রবণনামক পর্ব্বতে আগমন করিলেন। ঐ গিরিবর মৃগ এবং ব্যাঘ্রসমূহে শব্দিত, ভীষণ-শব্দকারী সিংহগণদ্বারা পরিবৃত; ঋক্ষ, বানর, গোপুচ্ছ ও মার্জ্জার প্রভৃতি পশুগণে নিষেবিত, নানাবিধ গুল্ম এবং লতাজালে সমাকীর্ণ, বহুবৃক্ষসমাকুল, মেঘরাশির ন্যায় সুদৃশ্য, পবিত্রতা-জনক এবং মঙ্গলপ্রদ। পরে রাম লক্ষ্মণের সহিত তথায় বসতি করিবার জন্য অতি বিস্তৃত এক গুহা অবলম্বন করিলেন। ১—৪। পরে নিষ্পাপ রঘুনন্দন রাম সুগ্রীবের সহিত পূর্ব্বোক্ত

কালযুক্তং মহদ্বাক্যমুবাচ রঘুনন্দনঃ।
বিনীতং ভ্রাতরং ভ্রাতা লক্ষ্মণং লক্ষ্মিবর্দ্ধনম্॥ ৫
ইয়ং গিরিগুহা রম্যা বিশালা যুক্তমারুতা।
অস্যাং বৎস্যাম সৌমিত্রে বর্ষরাত্রমরিন্দম॥ ৬
গিরিশৃঙ্গমিদং রম্যমুত্তমং পার্থিবাত্মজ।
শ্বেতাভিঃ কৃষ্ণতাম্রাভিঃ শিলাভিরুপশোভিতম্॥ ৭
নানাধাতুসমাকীর্ণং নদীদর্দ্দুরসংযুতম্।
বিবিধৈর্বৃক্ষখণ্ডৈশ্চ চারু চিত্রলতাযুতম্॥ ৮
নানাবিহগসঙ্ঘুষ্টং ময়ূররবনাদিতম্॥ ৯
মালতীকুন্দগুল্মৈশ্চ সিন্ধুবারৈঃ শিরীষকৈঃ।
কদম্বার্জ্জুনসর্জ্জৈশ্চ পুষ্পিতৈরুপশোভিতম্॥ ১০
ইয়ঞ্চ নলিনী রম্যা ফুল্লপঙ্কজমণ্ডিতা।
নাতিদূরে গুহায়া নৌ ভবিষ্যতি নৃপাত্মজ॥ ১১
প্রাগুদক্প্রবণে দেশে গুহা সাধু ভবিষ্যতি।
পশ্চাচ্চৈবোন্নতা সৌম্য নিবাতেয়ং ভবিষ্যতি॥ ১২
গুহাদ্বারে চ সৌমিত্রে শিলা সমতলা শিবা।
কৃষ্ণা চৈবায়তা চৈব ভিন্নাঞ্জনচয়োপমা॥ ১৩
গিরিশৃঙ্গমিদং তাত পশ্য চোত্তরতঃ শুভম্।
ভিন্নাঞ্জনচয়াকারমম্ভোধরমিবোদিতম্॥ ১৪
দক্ষিণস্যামপি দিশি স্থিতং শ্বেতমিবাম্বরম্।
কৈলাসশিখরপ্রখ্যং নানাধাতুবিরাজিতম্॥ ১৫
প্রাচীনবাহিনীঞ্চৈব নদীং ভৃশমকর্দ্দমাম্।
গুহায়াঃ পুরতঃ পশ্য ত্রিকূটে জাহ্নবীমিব॥ ১৬
চন্দনৈস্তিলকৈঃ সালৈঃ তমালৈরতিমুক্তকৈঃ
পদ্মকৈঃ সরলৈশ্চৈব অশোকৈশ্চৈব শোভিতাম্॥ ১৭
বানীরৈস্তিমিদৈশ্চৈব বকুলৈঃ কেতকৈরপি।
হিন্তালৈস্তিনিশৈর্নীপৈর্বেতসৈঃ কৃতমালকৈঃ॥ ১৮
তীরজৈঃ শোভিতা ভাতি নানারূপৈস্ততস্ততঃ।
বসনাভরণোপেতা প্রমদেবাভ্যলঙ্কৃতা॥ ১৯
শতশঃ পক্ষিসঙ্ঘৈশ্চ নানানাদবিনাদিতা।
একৈকমনুরক্তৈশ্চ চক্রবাকৈরলঙ্কৃতা॥ ২০
পুলিনৈরতিরম্যৈশ্চ হংসসারসসেবিতা।
প্রহসন্তীব ভাত্যেষা নানারত্নসমন্বিতা॥ ২১
ক্বচিন্নীলোৎপলৈশ্ছন্না ভাতি রক্তোৎপলৈঃ ক্বচিৎ।
ক্বচিদাভাতি শুক্লৈশ্চ দিব্যৈঃ কুমুদকুড্মলৈঃ॥ ২২
পারিপ্লবশতৈর্জুষ্টা বর্হিক্রৌঞ্চবিনাদিতা।
রমণীয়া নদী সৌম্য মুনিসঙ্ঘনিষেবিতা॥ ২৩
পশ্য চন্দনবৃক্ষাণাং পঙ্‌ক্তীঃ সুরুচিরা ইব।

প্রকার নিয়ম করিয়া বিনীত ভ্রাতা লক্ষ্মীবর্দ্ধন লক্ষ্মণকে তৎকালোচিত মহদ্বাক্যে বলিলেন যে, "সুমিত্রানন্দন! এই গিরিগুহা পরম রমণীয় এবং বিস্তৃত, ইহাতে বিশুদ্ধ বায়ু সঞ্চালিত হইয়া থাকে, সুতরাং বর্ষার কয়েক মাস এই স্থানে থাকিব। এই পর্ব্বতশিখর অতি উত্তম এবং আনন্দবর্দ্ধক, ইহার কোন কোন স্থান শ্বেত কৃষ্ণ ও তাম্রবর্ণ শিলাদ্বারা সুশোভিত, কোন স্থান বহুবিধ ধাতুপরিব্যাপ্ত, কোন স্থান বিবিধ বৃক্ষনিচয় এবং মনোহর চিত্রিত লতাজালে সমাচ্ছাদিত, কোন স্থান নদীতীরস্থিত ভেকগণ-পরিপূর্ণ, কোন স্থান বহুবিহঙ্গগণদ্বারা শব্দিত, কোন স্থান ময়ূরশব্দে নিনাদিত, কোন কোন স্থান পুষ্পিত মালতী, কুন্দ, গুল্ম, সিন্ধুবার, শিরীষ, কদম্ব, অর্জ্জুন এবং সর্জ্জ প্রভৃতি বৃক্ষসমূহে সুশোভিত রহিয়াছে। ৫—১০। রাজনন্দন! এই যে প্রফুল্ল-কমলবিরাজিত সরোবর দেখিতেছ, জল বৃদ্ধি হইলে ইহা আমাদিগের গুহার নিকটবর্ত্তী হইবে। আর এই গুহা পূর্ব্বোত্তরভাগে অবনত এবং পশ্চাদ্ভাগে উন্নত থাকায় বাসের পক্ষে সবিশেষ সুখকর হইবে; কেননা ইহাতে বর্ষাকালে বায়ু প্রবেশ করিবে না। এই গুহাদ্বারে দলিত-অঞ্জনরাশিতুল্য কৃষ্ণবর্ণ এবং আয়ত সলিলের ন্যায় স্নিগ্ধ ও নির্ম্মল যে একখণ্ড শিলা রহিয়াছে, ইহা আমাদিগের উপবেশনের উপযোগী হইবে। বৎস! দেখ, সেই শৈলশিখর উত্তরদিকে দলিত-অঞ্জনাকার মেঘের ন্যায় উদিত হইয়াছে এবং দাক্ষিণদিকে বহুধাতুবিরাজিত কৈলাস-শিখরবৎ শ্বেতবর্ণ মেঘের ন্যায় অবস্থিত রহিয়াছে। আরও দেখ, গুহার অগ্রভাগে চিত্রকূট-শিখরস্থিত জাহ্নবীর ন্যায় সুনির্ম্মল পূর্ব্ববাহিনী নদী চন্দন, তিলক, শাল, তমাল, অতিমুক্তক, পদ্মক, সরল, জলবেতস, তিমিদ, বকুল, কেতক, হিন্তাল, তিনিশ, নীপ, বেতস, কৃতমালক, অশোক প্রভৃতি উভয়-তীরজাত বহুবিধ তরুশ্রেণীদ্বারা বিভূষিতা হইয়া বিচিত্র বসন এবং অলঙ্কারসমূহে অলঙ্কৃতা রমণীর ন্যায় পরম শোভা পাইতেছে। শত শত বিহঙ্গগণের ধ্বনিদ্বারা মুখরিতা, পরস্পর অনুরক্ত চক্রবাকসমূহে সুশোভিতা, পরমরমণীয়-পুলিন-শালিনী হংস ও সারস সকলে নিষেবিতা এবং নানারত্নে বিভূষিতা হইয়া ইহা যেন হাস্য করিতেছে। ইহা কোন স্থানে নীলপদ্মদ্বারা বিরাজিতা ও কোন কোন স্থানে রক্তপদ্মদ্বারা শোভিত হইয়া দীপ্তি পাইতেছে। কোন স্থানে বা শুভ্রবর্ণ দিব্য পুষ্পমুকুলদ্বারা আবৃত হইয়া পরম শোভা ধারণ করিতেছে; অপিচ এই শুভদর্শনা নদী শত শত পারিপ্লব-পক্ষিসমন্বিতা ময়ূর ও ক্রৌঞ্চরবে মুখরিতা এবং মুনিগণে নিষেবিতা হইয়া অধিকতর সুশোভিতই হইয়াছে।

ততঃ কুশপরিস্তীর্ণং সমিদ্ধং জাতবেদসম্।
মন্ত্রপূতেন হবিষা হুত্বা মন্ত্রবিদো জনাঃ ॥ ৩০
ততো হেমপ্রতিষ্ঠানে বরাস্তরণসংবৃতে।
প্রাসাদশিখরে রম্যে চিত্রমাল্যোপশোভিতে॥ ৩১
প্রাঙ্মুখং বিধিবৈর্মন্ত্রৈঃ স্থাপয়িত্বা বরাসনে।
নদীনদেভ্যঃ সংহৃত্য তীর্থেভ্যশ্চ সমন্ততঃ ॥ ৩২
আহৃত্য চ সমুদ্রেভ্যঃ সর্ব্বেভ্যো বানরর্ষভাঃ।
অপঃ কনককুম্ভেষু নিধায় বিমলং জলম্ ॥ ৩৩
শুভৈর্ঋষভশৃঙ্গৈশ্চ কলসৈশ্চৈব কাঞ্চনৈঃ।
শাস্ত্রদৃষ্টেন বিধিনা মহর্ষিবিহিতেন চ ॥ ৩৪
গয়ো গবাক্ষো গবয়ঃ শরভো গন্ধমাদনঃ।
মৈন্দশ্চ দ্বিবিদশ্চৈব হনুমান্ জাম্ববাংস্তথা ॥ ৩৫
অভ্যষিঞ্চন্ত সুগ্রীবং প্রসন্নেন সুগন্ধিনা।
সলিলেন সহস্রাক্ষং বসবো বাসবং যথা ॥ ৩৬
অভিষিক্তে তু সুগ্রীবে সর্ব্বে বানরপুঙ্গবাঃ।
প্রচুক্রুশুর্ম্মহাত্মানো হৃষ্টাঃ শতসহস্রশঃ ॥ ৩৭
রামস্য তু বচঃ কুর্ব্বন্ সুগ্রীবো বানরেশ্বরঃ।
অঙ্গদং সম্পরিষ্বজ্য যৌবরাজ্যেঽভ্যষেচয়ৎ ॥ ৩৮
অঙ্গদে চাভিষিক্তে তু সানুক্রোশাঃ প্লবঙ্গমাঃ।
সাধু সাধ্বিতি সুগ্রীবং মহাত্মানো হ্যপূজয়ন্॥ ৩৯
রামঞ্চৈব মহাত্মানং লক্ষ্মণঞ্চ পুনঃপুনঃ।
প্রীতাশ্চ তুষ্টুবুঃ সর্ব্বে তাদৃশে তত্র বর্ত্তিনি ॥ ৪০
হৃষ্টপুষ্টজনাকীর্ণা পতাকাধ্বজশোভিতা।
বভূব নগরী রম্যা কিষ্কিন্ধ্যা গিরিগহ্বরে ॥ ৪১
নিবেদ্য রামায় তদা মহাত্মনে
মহাভিষেকং কপিবাহিনীপতিঃ।
রুমাঞ্চ ভার্য্যামুপলভ্য বীর্য্যবান্
অবাপ রাজ্যং ত্রিদশাধিপো যথা ॥ ৪২
ইতি কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ডে ষড়্বিংশঃ সর্গঃ ॥ ২৬ ॥

দ্বারা ব্রাহ্মণদিগের সন্তোষ বিধানান্তে মন্ত্রজ্ঞ জনেরা কুশাস্তীর্ণ জ্বলন্ত অগ্নিতে মন্ত্রপূত ঘৃতদ্বারা আহুতি প্রদান করিল। পরে গয়, গবাক্ষ, গবয়, শরভ, গন্ধমাদন, মৈন্দ, দ্বিবিদ, হনুমান্ এবং জাম্ববান্ এই সকল বানরপ্রধান, সুগ্রীবকে মনোরম চিত্রিত মাল্য-শোভিত প্রাসাদশিখরোপরি রমণীয় আস্তরণাবৃত স্বর্ণ-সিংহাসনে যথাবিধি মন্ত্রোচ্চারণপূর্ব্বক পূর্ব্বমুখে উপবেশন করাইয়া চতুর্দ্দিক্স্থিত সকল নদ, নদী এবং সাগর হইতে আনীত নির্ম্মল জলদ্বারা হেমকুম্ভ এবং বৃষশৃঙ্গ পূর্ণ করত মহর্ষি-বিহিত শাস্ত্রবিধি অনুসারে সেই সকল নির্ম্মল সুগন্ধি তীর্থজলদ্বারা, বসুগণকর্ত্তৃক বাসবের ন্যায় সুগ্রীবের অভিষেক করিল। ২৮—৩৬। সুগ্রীব রাজ্যে অভিষিক্ত হইলে শত সহস্র মহাতেজস্বী বানরপ্রবর হর্ষান্বিত হইয়া আনন্দধ্বনি করিতে লাগিল। বানররাজ সুগ্রীব, রামের আদেশানুসারে অঙ্গদকে আলিঙ্গন করিয়া যৌবরাজ্য অভিষিক্ত করিলেন। অঙ্গদ যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত হইলে মহাত্মা দয়ার্দ্রহৃদয় বানর সকল সুগ্রীবকে 'সাধু সাধু' বলিয়া সুখ্যাতি করিতে লাগিলেন! সুগ্রীব এবং অঙ্গদ কিষ্কিন্ধ্যায় সেইরূপ ভাবে অবস্থিত হইলে সকলেই মহাত্মা রাম এবং লক্ষ্মণের প্রতি প্রীত হইয়া সন্তোষ প্রকাশ করিতে লাগিল। তখন গিরি-গহ্বরস্থিত কিষ্কিন্ধ্যানগরী হৃষ্টপুষ্টজনসমূহে সমাকীর্ণা এবং ধ্বজপতাকায় সুশোভিতা হইয়া সাতিশয় শোভা ধারণ করিল। বীর্য্যবান্ কপিবাহিনীপতি সুগ্রীব, মহাত্মা রামকে আপন অভিষেকের বিষয় জ্ঞাপন করত পত্নী রুমাকে লাভ করিয়া ত্রিদিবপতি ইন্দ্রের ন্যায় রাজ্য প্রাপ্ত হইলেন। ৩৭—৪২।

সপ্তবিংশঃ সর্গঃ।

অভিষিক্তে তু সুগ্রীবে প্রবিষ্টে বানরে গুহাম্।
আজগাম সহ ভ্রাত্রা রামঃ প্রস্রবণং গিরিম্ ॥ ১
শার্দ্দূলমৃগসংঘুষ্টং সিংহৈর্ভীমরবৈর্বৃতম্।
নানাগুল্মলতাগূঢ়ং বহুপাদপসঙ্কুলম্ ॥ ২
ঋক্ষবানরগোপুচ্ছৈর্মার্জ্জারৈশ্চ নিষেবিতম্।
মেঘরাশিনিভং শৈলং নিত্যং শুচিকরং শিবম্ ॥ ৩
তস্য শৈলস্য শিখরে মহতীমায়তাং গুহাম্।
প্রত্যগৃহ্ণত বাসার্থং রামঃ সৌমিত্রিণা সহ ॥ ৪
কৃত্বা চ সময়ং রামঃ সুগ্রীবেণ সহানঘঃ।

সপ্তবিংশ সর্গ।

এইরূপে সুগ্রীব কিষ্কিন্ধ্যা-রাজ্যে অভিষিক্ত এবং বানরগণ নিজ নিজ গুহায় প্রবেশ করিলে, রঘুনন্দন রাম, ভ্রাতা লক্ষ্মণের সহিত প্রস্রবণনামক পর্ব্বতে আগমন করিলেন। ঐ গিরিবর মৃগ এবং ব্যাঘ্রসমূহে শব্দিত, ভীষণ-শব্দকারী সিংহগণদ্বারা পরিবৃত; ঋক্ষ, বানর, গোপুচ্ছ ও মার্জ্জার প্রভৃতি পশুগণে নিষেবিত, নানাবিধ গুল্ম এবং লতাজালে সমাকীর্ণ, বহুবৃক্ষসমাকুল, মেঘরাশির ন্যায় সুদৃশ্য, পবিত্রতা-জনক এবং শুভপ্রদ। পরে রাম লক্ষ্মণের সহিত তথায় বসতি করিবার জন্য অতি বিস্তৃত এক গুহা অবলম্বন করিলেন। ১—৪। পরে নিষ্পাপ রঘুনন্দন রাম সুগ্রীবের সহিত পূর্ব্বোক্ত

কালযুক্তং মহদ্বাক্যমুবাচ রঘুনন্দনঃ।
বিনীতং ভ্রাতরং ভ্রাতা লক্ষ্মণং লক্ষ্মিবর্দ্ধনম্॥ ৫
ইয়ং গিরিগুহা রম্যা বিশালা যুক্তমারুতা।
অস্যাং বৎস্যাম সৌমিত্রে বর্ষরাত্রমরিন্দম॥ ৬
গিরিশৃঙ্গমিদং রম্যমুত্তমং পার্থিবাত্মজ।
শ্বেতাভিঃ কৃষ্ণতাম্রাভিঃ শিলাভিরুপশোভিতম্॥ ৭
নানাধাতুসমাকীর্ণং নদীদর্দুরসংযুতম্।
বিবিধৈর্বৃক্ষখণ্ডৈশ্চ চারু চিত্রলতাযুতম্॥ ৮
নানাবিহগসঙ্ঘুষ্টং ময়ূররবনাদিতম্॥ ৯
মালতীকুন্দগুল্মৈশ্চ সিন্ধুবারৈঃ শিরীষকৈঃ।
কদম্বার্জ্জুনসর্জ্জৈশ্চ পুষ্পিতৈরুপশোভিতম্॥ ১০
ইয়ঞ্চ নলিনী রম্যা ফুল্লপঙ্কজমণ্ডিতা।
নাতিদূরে গুহায়া নৌ ভবিষ্যতি নৃপাত্মজ॥ ১১
প্রাগুদক্প্রবণে দেশে গুহা সাধু ভবিষ্যতি।
পশ্চাচ্চৈবোন্নতা সৌম্য নিবাতেয়ং ভবিষ্যতি॥ ১২
গুহাদ্বারে চ সৌমিত্রে শিলা সমতলা শিবা।
কৃষ্ণা চৈবায়তা চৈব ভিন্নাঞ্জনচয়োপমা॥ ১৩
গিরিশৃঙ্গমিদং তাত পশ্য চোত্তরতঃ শুভম্।
ভিন্নাঞ্জনচয়াকারমম্ভোধরমিবোদিতম্॥ ১৪
দক্ষিণস্যামপি দিশি স্থিতং শ্বেতমিবাম্বরম্।
কৈলাসশিখরপ্রখ্যং নানাধাতুবিরাজিতম্॥ ১৫
প্রাচীনবাহিনীঞ্চৈব নদীং ভৃশমকর্দ্দমাম্।
গুহায়াঃ পুরতঃ পশ্য ত্রিকূটে জাহ্নবীমিব॥ ১৬
চন্দনৈস্তিলকৈঃ সালৈঃ তমালৈরতিমুক্তকৈঃ
পদ্মকৈঃ সরলৈশ্চৈব অশোকৈশ্চৈব শোভিতাম্॥ ১৭
বানীরৈস্তিমিদৈশ্চৈব বকুলৈঃ কেতকৈরপি।
হিন্তালৈস্তিনিশৈর্নীপৈর্বেতসৈঃ কৃতমালকৈঃ॥ ১৮
তীরজৈঃ শোভিতা ভাতি নানারূপৈস্ততস্ততঃ।
বসনাভরণোপেতা প্রমদেবাভ্যলঙ্কৃতা॥ ১৯
শতশঃ পক্ষিসঙ্ঘৈশ্চ নানানাদবিনাদিতা।
একৈকমনুরক্তৈশ্চ চক্রবাকৈরলঙ্কৃতা॥ ২০
পুলিনৈরতিরম্যৈশ্চ হংসসারসসেবিতা।
প্রহসন্তীব ভাত্যেষা নানারত্নসমন্বিতা॥ ২১
কচিন্নীলোৎপলৈশ্ছন্না ভাতি রক্তোৎপলৈঃ কচিৎ।
কচিদাভাতি শুক্লৈশ্চ দিব্যৈঃ কুমুদকুড্মলৈঃ॥ ২২
পারিপ্লবশতৈর্জুষ্টা বর্হিক্রৌঞ্চবিনাদিতা।
রমণীয়া নদী সৌম্যা মুনিসঙ্ঘনিষেবিতা॥ ২৩
পশ্য চন্দনবৃক্ষাণাং পঙ্‌ক্তীঃ সুরুচিরা ইব।

এপ্রকার নিয়ম করিয়া বিনীত ভ্রাতা লক্ষ্মীবর্দ্ধন লক্ষ্মণকে তৎকালোচিত মহদ্বাক্যে বলিলেন যে, "সুমিত্রা-নন্দন! এই গিরিগুহা পরম রমণীয় এবং বিস্তৃত, ইহাতে বিশুদ্ধ বায়ু সঞ্চালিত হইয়া থাকে, সুতরাং বর্ষার কয়েক মাস এই স্থানে থাকিব। এই পর্ব্বতশিখর অতি উত্তম এবং আনন্দবর্দ্ধক, ইহার কোন কোন স্থান শ্বেত কৃষ্ণ ও তাম্রবর্ণ শিলাদ্বারা সুশোভিত, কোন স্থান বহুবিধ ধাতুপরিব্যাপ্ত, কোন স্থান বিবিধ বৃক্ষনিচয় এবং মনোহর চিত্রিত লতাজালে সমাচ্ছাদিত, কোন স্থান নদীতীরস্থিত ভেকগণ-পরিপূর্ণ, কোন স্থান বহুবিহঙ্গগণদ্বারা শব্দিত, কোন স্থান ময়ূরশব্দে নিনা-দিত, কোন কোন স্থান পুষ্পিত মালতী, কুন্দ, গুল্ম, সিন্ধুবীর, শিরীষ, কদম্ব, অর্জ্জুন এবং সর্জ্জ প্রভৃতি বৃক্ষ-সমূহে সুশোভিত রহিয়াছে। ৫—১০। রাজনন্দন! এই যে প্রফুল্ল-কমলবিরাজিত সরোবর দেখিতেছ, জল বৃদ্ধি হইলে ইহা আমাদিগের গুহার নিকটবর্ত্তী হইবে। আর এই গুহা পূর্ব্বোত্তরভাগে অবনত এবং পশ্চাদ্ভাগে উন্নত থাকায় বাসের পক্ষে সবিশেষ সুখকর হইবে; কেননা ইহাতে বর্ষাকালে বায়ু প্রবেশ করিবে না। এই গুহাদ্বারে দলিত-অঞ্জনরাশিতুল্য কৃষ্ণবর্ণ এবং আয়ত সলিলের ন্যায় স্নিগ্ধ ও নির্ম্মল একখণ্ড শিলা রহিয়াছে, ইহা আমাদিগের উপ-বেশনের উপযোগী হইবে। বৎস! দেখ, সেই শৈলশিখর উত্তরদিকে দলিত-অঞ্জনাকার মেঘের ন্যায় উদিত হইয়াছে এবং দক্ষিণদিকে বহুধাতুবিরাজিত কৈলাস-শিখরবৎ শ্বেতবর্ণ বস্ত্রের ন্যায় অবস্থিত রহি-য়াছে। আরও দেখ, গুহার অগ্রভাগে চিত্রকূট-শিখর-স্থিত জাহ্নবীর ন্যায় সুনির্ম্মল পূর্ব্ববাহিনী নদী চন্দন, তিলক, শাল, তমাল, অতিমুক্তক, পদ্মক, সরল, জলবেতস, তিমিদ, বকুল, কেতক, হিন্তাল, তিনিশ, নীপ, বেতস, কৃতমালক, অশোক প্রভৃতি উভয়-তীর-জাত বহুবিধ তরুরাজিদ্বারা বিভূষিতা হইয়া বিচিত্র বসন এবং অলঙ্কারসমূহে অলঙ্কৃতা রমণীর ন্যায় পরম শোভা পাইতেছে। শত শত বিহঙ্গগণের ধ্বনিদ্বারা মুখরিতা, পরস্পর অনুরক্ত চক্রবাকসমূহে সুশোভিতা, পরম-রমণীয়-পুলিন-শালিনী হংস ও সারস সকলে নিষে-বিতা এবং নানারত্নে বিভূষিতা হইয়া ইহা যেন হাস্য করিতেছে। ইহা কোন স্থানে নীলপদ্মদ্বারা বিরাজিতা ও কোন কোন স্থানে রক্তপদ্মদ্বারা শোভিত হইয়া দীপ্তি পাইতেছে। কোন স্থানে বা শুভ্রবর্ণ দিব্য পুষ্প-মুকুলদ্বারা আবৃত হইয়া পরম শোভা ধারণ করিতেছে; অপিচ এই শুভদর্শনা নদী শত শত পারিপ্লব-পক্ষি-সমন্বিতা ময়ূর ও ক্রৌঞ্চরবে মুখরিতা এবং মুনিগণে নিষেবিতা হইয়া অধিকতর সুশোভিতই হইয়াছে।

ককুভানাঞ্চ দৃশ্যন্তে মনসৈবোদিতাঃ সমম্ ॥ ২৪
অহো সুরমণীয়োঽয়ং দেশঃ শত্রুনিসূদন।
দৃঢ়ং রংস্যাব সৌমিত্রে সাধ্বত্র নিবসাবহে ॥ ২৫
ইতশ্চ নাতিদূরে সা কিষ্কিন্ধ্যা চিত্রকাননা।
সুগ্রীবস্য পুরী রম্যা ভবিষ্যতি নৃপাত্মজ ॥ ২৬
গীতবাদিত্রনির্ঘোষঃ শ্রূয়তে জয়তাং বর।
নদতাং বানরাণাঞ্চ মৃদঙ্গাড়ম্বরৈঃ সহ ॥ ২৭
লব্ধা ভার্য্যাং কপিবরঃ প্রাপ্য রাজ্যং সুহৃদ্বৃতঃ।
ধ্রুবং নন্দতি সুগ্রীবঃ সম্প্রাপ্য মহতীং শ্রিয়ম্ ॥ ২৮
ইত্যুক্ত্বা ন্যবসত্তত্র রাঘবঃ সহলক্ষ্মণঃ।
বহুদৃশ্যদরীকুঞ্জে তস্মিন্ প্রস্রবণে গিরৌ ॥ ২৯
সুসুখে হি বহুদ্রব্যে তস্মিন্ হি ধরণীধরে।
বসতস্তস্য রামস্য রতিরল্পাপি নাভবৎ ॥ ৩০
হৃতাং হি ভার্য্যাং স্মরতঃ প্রাণেভ্যোঽপি গরীয়সীম্।
উদয়াভ্যুদিতং দৃষ্ট্বা শশাঙ্কং স বিশেষতঃ ॥ ৩১
আবিবেশ ন তং নিদ্রা নিশাসু শয়নং গতম্।
তৎসমুত্থেন শোকেন বাষ্পোপহতচেতনম্ ॥ ৩২
তং শোচমানং কাকুৎস্থং নিত্যং শোকপরায়ণম্।
তুল্যদুঃখোঽব্রবীদ্ভ্রাতা লক্ষ্মণোঽনুনয়ং বচঃ ॥ ৩৩
অলং বীর ব্যথাং গত্বা ন ত্বং শোচিতুমর্হসি।
শোচতো হ্যবসীদন্তি সর্ব্বার্থা বিদিতং হি তে ॥ ৩৪
ভবান্ ক্রিয়াপরো লোকে ভবান্ বেদপরায়ণঃ।
আস্তিকো ধর্ম্মশীলশ্চ ব্যবসায়ী চ রাঘব ॥ ৩৫
নহ্যব্যবসিতঃ শত্রুং রাক্ষসং তং বিশেষতঃ।
সমর্থস্তং রণে হন্তুং বিক্রমে জিহ্মকারিণম্ ॥ ৩৬
সমুন্মূলয় শোকং ত্বং ব্যবসায়ং স্থিরীকুরু।
ততঃ সপরিবারং তং রাক্ষসং হন্তুমর্হসি ॥ ৩৭
পৃথিবীমপি কাকুৎস্থ সসাগরবনাচলাম্।
পরিবর্ত্তয়িতুং শক্তঃ কিং পুনস্তং হি রাবণম্ ॥ ৩৮
শরৎকালং প্রতীক্ষস্ব প্রাবৃট্কালোঽয়মাগতঃ।
ততঃ সরাষ্ট্রং সগণং রাবণং তং বধিষ্যসি ॥ ৩৯
অহন্তু খলু তে বীর্য্যং প্রসুপ্তং প্রতিবোধয়ে।
দীপ্তৈরাহুতিভিঃ কালে ভস্মচ্ছন্নমিবানলম্ ॥ ৪০
লক্ষ্মণস্য হি তদ্বাক্যং প্রতিপূজ্য হিতং শুভম্।
রাঘবঃ সুহৃদং স্নিগ্ধমিদং বচনমব্রবীৎ ॥ ৪১

১১—২৩। শত্রু-নিসূদন সৌমিত্রে! দেখ, এই রমণীয় চন্দন এবং ককুভবৃক্ষশ্রেণী কেমন মনের অভিলাষমতই যেন উচ্ছ্রিত হইয়া দৃষ্ট হইতেছে। এই স্থান অতিশয় আশ্চর্য্যজনক এবং পরম রমণীয়; সুতরাং এই স্থানে আমরা সুখে বাস করত যথেষ্ট সন্তোষ লাভ করিব। আর সুগ্রীবের পুরী বিচিত্র-কানন-সমন্বিতা রমণীয় কিষ্কিন্ধ্যাও ইহার নিকট-বর্ত্তিনী হইবে। রাজকুমার! এক্ষণে কপিবর সুগ্রীব ভার্য্যা, রাজ্য এবং মহতী সম্পত্তি লাভ করত সুহৃদ্বর্গে পরিবৃত হইয়া নিত্য আনন্দ লাভ করিতেছে; কারণ মৃদঙ্গবাদ্যের সহিত গীতকারী বানরগণের গীত এবং বাদ্যযন্ত্রের শব্দ শ্রুত হইতেছে।” ১৪—২৮। রঘুনন্দন রাম এইরূপ বলিয়া ভ্রাতা লক্ষ্মণের সহিত সেই বহুল সুদৃশ্য গুহা এবং কুঞ্জ-সমন্বিত প্রস্রবণনামক পর্ব্বতে বাস করিতে লাগিলেন। কিন্তু সকল সুখসাধন বহুদ্রব্যপূর্ণ সেই পর্ব্বতে বাস করিয়া প্রাণাপেক্ষা প্রিয়তমা রাবণকর্ত্তৃক অপহৃতা পত্নী সীতাকে স্মরণ করত, উদয়াচলে সমুদিত চন্দ্র দেখিয়া কিঞ্চিন্মাত্রও সুখী হইলেন না; অধিক কি, রাত্রিতে শয়ন করিলে, সীতাবিরহজন্য শোকে সমুদ্ভূত অশ্রুদ্বারা চিত্ত উপহত হওয়ায় তাঁহার নিদ্রা আবির্ভূত হইত না। ২৯—৩১। সর্ব্বদা শোকাকুল কাকুৎস্থ রাম এইরূপে শোক করিতে থাকিলে, সম-দুঃখভাগী ভ্রাতা লক্ষ্মণ সবিনয়ে তাঁহাকে বলিলেন, “বীর! আপনি অকারণ ব্যথিত হইবেন না এবং শোকাকুল হওয়াও আপনার উচিত হইতেছে না; কেননা, আপনি ত জানেন যে, পুরুষ শোকাক্রান্ত হইলে তাহার সমস্ত কর্ত্তব্য কার্য্যই বিনষ্ট হইয়া থাকে। রঘুনন্দন! আপনি ক্রিয়াবান্, বেদপরায়ণ, আস্তিক, ধর্ম্মাত্মা এবং ব্যবসায়ী হইয়া এক্ষণে শোক-বশতঃ এরূপ উদ্যমবিহীন হইলে, বিক্রম বিষয়ে কুটিল-মতি সেই শত্রু রাবণকে সমরে বধ করিতে পারিবেন না; বরং আপনি সর্ব্বতোভাবে শোক পরিত্যাগ করিয়া স্বীয় অধ্যবসায়কে অবিচলিতভাবে রক্ষা করুন। তাহা হইলেই সপরিবারে সেই রাক্ষসকে নিধন করিতে পারিবেন। ৩৩—৩৭। রাবণ ত তুচ্ছ, আপনি সাগর, বন এবং পর্ব্বতসমন্বিতা বসুন্ধরাকেও অধরীকৃত করিতে পারেন। যাহা হউক, এক্ষণে এই বর্ষাকাল আসিয়াছে; শরৎকালের প্রতীক্ষা করুন, তাহা হইলেই রাষ্ট্র এবং বান্ধববর্গের সহিত সেই রাবণকে নিধন করিতে পারিবেন। পরন্তু, যেমন হোমকালে প্রদীপ্ত আহুতি প্রদান করিলে ভস্মাচ্ছাদিত অগ্নি প্রজ্বলিত হয়, তদ্রূপ আমি এতাদৃশ বীর-রসো-দ্দীপক বাক্যদ্বারা আপনার সুপ্ত বীর্য্য প্রবুদ্ধ করিতেছি। ৩৮—৪০। রঘুনন্দন রাম, লক্ষ্মণের কল্যাণকর এবং হিতজনক সেই কথা সাদরে গ্রহণ

যচ্চাৎ বয়সুরক্তেন স্নিগ্ধেন চ হিতেন চ।
সত্যবিক্রমযুক্তেন তদুক্তং লক্ষ্মণ ত্বয়া॥ ৪২
এষ শোকঃ পরিত্যক্তঃ সর্ব্বকার্য্যাবসাদকঃ।
বিক্রমেষ্বপ্রতিহতং তেজঃ প্রোৎসাহয়াম্যহম্॥ ৪৩
শরৎকালং প্রতীক্ষিষ্যে স্থিতোঽস্মি বচনে তব।
সুগ্রীবস্য নদীনাঞ্চ প্রসাদমনুপালয়ন্॥ ৪৪
উপকারেণ বীরস্তু প্রতিকারেণ যুজ্যতে।
অকৃতজ্ঞোঽপ্রতিকৃতো হন্তি সত্ত্ববতাং মনঃ॥ ৪৫
অথৈব যুক্তং প্রণিধায় লক্ষ্মণঃ
কৃতাঞ্জলিস্তৎ প্রতিপূজ্য ভাষিতম্।
উবাচ রামং স্বভিরামদর্শনং
প্রদর্শয়ন্ দর্শনমাত্মনঃ শুভম্॥ ৪৬
যথোক্তমেতত্তব সর্ব্বমীপ্সিতং
নরেন্দ্র কর্ত্তা নচিরাত্তু বানরঃ।
শরৎপ্রতীক্ষঃ ক্ষমতামিমং ভবান্
জলপ্রপাতং রিপুনিগ্রহে ধৃতঃ॥ ৪৭
নিয়ম্য কোপং পরিপাল্যতাং শরৎ
ক্ষমস্ব মাসাংশ্চতুরো ময়া সহ।
বসাচলেঽস্মিন্ মৃগরাজসেবিতে
সংবর্ত্তয়ন্ শত্রুবধে সমর্থঃ॥ ৪৮
ইতি কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ডে সপ্তবিংশঃ সর্গঃ॥ ২৭

অষ্টাবিংশঃ সর্গঃ।

স তদা বালিনং হত্বা সুগ্রীবমভিষিচ্য চ।
বসন্ মাল্যবতঃ পৃষ্ঠে রামো লক্ষ্মণমব্রবীৎ॥ ১
অয়ং স কালঃ সম্প্রাপ্তঃ সময়োঽদ্য জলাগমঃ।
সম্পশ্য ত্বং নভো মেঘৈঃ সংবৃতং গিরিসন্নিভৈঃ॥ ২
নবমাসধৃতং গর্ভং ভাস্করস্য গভস্তিভিঃ।
পীত্বা রসং সমুদ্রাণাং দ্যৌঃ প্রসূতে রসায়নম্॥ ৩
শক্যমম্বরমারুহ্য মেঘসোপানপঙ্‌ক্তিভিঃ।
কুটজার্জ্জুনমালাভিরলঙ্কর্ত্তুং দিবাকরঃ॥ ৪
সন্ধ্যারাগোত্থিতৈস্তাম্রৈরন্তেষ্বপি চ পাণ্ডুভিঃ।
স্নিগ্ধৈরভ্রপটচ্ছেদৈর্বদ্ধব্রণমিবাম্বরম্।
মন্দমারুতনিশ্বাসং সন্ধ্যাচন্দনরঞ্জিতম্।
আপাণ্ডুজলদং ভাতি কামাতুরমিবাম্বরম্॥ ৬

পূর্ব্বক প্রিয়তর বয়স্য লক্ষ্মণকে বলিলেন, লক্ষ্মণ! অমোঘ-পরাক্রমশালী অনুরক্ত বয়স্য এবং হিতকারী ব্যক্তির যাহা বলা উচিত, তুমি তাহাই বলিলে; সুতরাং আমি সর্ব্বকার্য্যাবসাদক এই শোক পরিত্যাগ-পূর্ব্বক বিক্রমে অপ্রতিহত তেজকে সম্যক্ উৎসাহিত করিতে লাগিলাম এবং তোমার উপদেশের বশবর্ত্তী হইয়া সুগ্রীবের চিত্তপ্রসাদ এবং নদী সকলের স্বচ্ছোদকতারূপ প্রসন্নতা পালন করত শরৎকালের প্রতীক্ষা করিতে লাগিলাম। বোধ হয়, তৎকালে সুগ্রীব আমার সহায়তা করিবেন; কারণ, বীরপুরুষেরা উপকৃত হইলে নিশ্চয়ই প্রত্যুপকার করিয়া থাকে; যদি তাহারা অকৃতজ্ঞ হইয়া প্রত্যুপকার না করে, তাহা হইলে সাধুদিগের চিত্ত কখনই আর তদ্বিষয়ে প্রবৃত্ত হইবে না। ৪১—৪৫। লক্ষ্মণ রামের বাক্য যথার্থ এইরূপ সমাধান করত কৃতাঞ্জলিপুটে সেই বাক্যে সম্মাননা করিলেন এবং আপনার শুভদর্শিত্ব দেখাইয়া প্রিয়দর্শন রামকে বলিতে আরম্ভ করিলেন, নরেন্দ্র! আপনার যাহা অভিলষিত, তাহা আপনি ব্যক্ত করিলেন; কপিশ্রেষ্ঠ সুগ্রীব অচিরাৎ তাহা সম্পাদন করিতে পারিবেন; সুতরাং আপনি শত্রু-নিগ্রহে কৃতনিশ্চয় হইয়া শরৎকালের প্রতীক্ষা করত উপস্থিত বর্ষার কয়েক মাস ধৈর্য্য ধরুন। আপনি ক্রোধ-সংবরণপূর্ব্বক শরৎকালের প্রতীক্ষায় চারি মাস ধৈর্য্য ধরিয়া আমার সহিত মৃগরাজ-সেবিত এই পর্ব্বত-মধ্যে বাস করুন, তাহা হইলেই শত্রুবধ করিতে পারিবেন।" ৪৬—৪৮।

অষ্টাবিংশ সর্গ।

এইরূপে রাম বালিবধপূর্ব্বক সুগ্রীবকে রাজ্যে অভিষিক্ত করিয়া মাল্যবান্ পর্ব্বতের উপরিভাগে অবস্থিতি করত লক্ষ্মণকে কহিলেন, "লক্ষ্মণ! এই সেই বর্ষাকাল আসিয়াছে। অদ্য পর্ব্বতপ্রমাণ মেঘ-সমূহদ্বারা নভোমণ্ডল সমাচ্ছন্ন হইয়াছে। দেখ, আকাশ, কার্ত্তিকাবধি আষাঢ় পর্য্যন্ত নয় মাস সূর্য্য-কিরণদ্বারা সাগরসমূহের সলিল পান করিয়া এতদিন পর্য্যন্ত উদরে ধারণ করিয়া বর্ত্তমান বর্ষাকালে উদরস্থিত সেই সলিল পরিত্যাগ করিতেছে। গিরিমল্লিকা এবং অর্জ্জুন বৃক্ষ সকল মেঘ-সোপান-পঙ্‌ক্তিদ্বারা আকাশ-মার্গে আরোহণ করিয়া যেন সূর্য্যকে অলঙ্কৃত করিতে উদ্যত হইতেছে। আকাশতল উত্থিত সন্ধ্যারাগে তাম্রবর্ণ, অভ্যন্তরে পাণ্ডুবর্ণ, অভ্রজলসংসর্গে স্নিগ্ধ মেঘরূপ ছিন্নবস্ত্রদ্বারা যেন বদ্ধ ব্রণের ন্যায় দেখাই-তেছে; অপিচ, মন্দ বায়ু নিশ্বাসস্বরূপ হওয়ায় ও সন্ধ্যারূপ চন্দনে চর্চ্চিত এবং ঈষৎ পাণ্ডুবর্ণ মেঘমালায় পরিবৃত হওয়ায় কামুকের ন্যায় প্রকাশ পাইতেছে।

এষা ঘর্ম্মপরিক্লিষ্টা নববারিপরিপ্লুতা।
সীতেব শোকসন্তপ্তা মহী বাষ্পং বিমুঞ্চতি ॥ ৭
মেঘোদরবিনির্ম্মুক্তাঃ কর্পূরদলশীতলাঃ।
শক্যমঞ্জলিভিঃ পাতুং বাতাঃ কেতকগন্ধিনঃ ॥ ৮
এষ ফুল্লার্জ্জুনঃ শৈলঃ কেতকৈরভিবাসিতঃ।
সুগ্রীব ইব শান্তারির্ধারাভিরভিষিচ্যতে ॥ ৯
মেঘকৃষ্ণাজিনধরা ধারাযজ্ঞোপবীতিনঃ।
মারুতাপূরিতগুহাঃ প্রাধীতা ইব পর্ব্বতাঃ ॥ ১০
কশাভিরিব হৈমীভির্বিদ্যুদ্ভিরভিতাড়িতম্।
অন্তস্তনিতনির্ঘোষং সবেদনমিবাম্বরম্ ॥ ১১
নীলমেঘাশ্রিতা বিদ্যুৎ স্ফুরন্তী প্রতিভাতি মে।
স্ফুরন্তী রাবণস্যাঙ্কে বৈদেহীব তপস্বিনী ॥ ১২
ইমাস্তা মন্মথবতাং হিতাঃ প্রতিহতা দিশঃ।
অনুলিপ্তা ইব ঘনৈর্নষ্টগ্রহনিশাকরাঃ ॥ ১৩
ক্বচিদ্বাষ্পাভিসংরুদ্ধান্ বর্ষাগমসমুৎসুকান্।
কুটজান্ পশ্য সৌমিত্রে পুষ্পিতান্ গিরিসানুষু।
মম শোকাভিভূতস্য কামসন্দীপনান্ স্থিতান্ ॥ ১৪
রজঃ প্রশান্তং সহিমোঽদ্য বায়ু-
র্নিদাঘদোষপ্রসরাঃ প্রশান্তাঃ।
স্থিতা হি যাত্রা বসুধাধিপানাং
প্রবাসিনো যান্তি নরাঃ স্বদেশান্ ॥ ১৫
সম্প্রস্থিতা মানসবাসলুব্ধাঃ
প্রিয়ান্বিতাঃ সম্প্রতি চক্রবাকাঃ।
অভীক্ষ্ণবর্ষোদকবিক্ষতেষু
যানানি মার্গেষু ন সম্পতন্তি ॥ ১৬
ক্বচিৎ প্রকাশং ক্বচিদপ্রকাশং
নভঃপ্রকীর্ণাম্বুধরং বিভাতি।
ক্বচিৎ ক্বচিৎ পর্ব্বতসন্নিরুদ্ধং
রূপং যথা শান্তমহার্ণবস্য ॥ ১৭
ব্যামিশ্রিতং সর্জ্জকদম্বপুষ্পৈ-
র্নবং জলং পর্ব্বতধাতুতাম্রম্।
ময়ূরকেকাভিরনুপ্রয়াতং
শৈলাপগাঃ শীঘ্রতরং বহন্তি ॥ ১৮
রসাকুলং ষট্পদসন্নিকাশং
প্রভুজ্যতে জম্বুফলং প্রকামম্।
অনেকবর্ণং পবনাবধূতং
ভূমৌ পতত্যাম্রফলং বিপক্বম্ ॥ ১৯

সূর্য্যরশ্মি-সন্তপ্তা এই বসুন্ধরা এক্ষণে নব বারিধারায় আপ্লুতা হইয়া, যেন শোকতাপিতা সীতার ন্যায় অশ্রু-জল বিমোচন করিতেছে। ১—৭। মেঘোদর হইতে বিনির্ম্মুক্ত, কর্পূরলিপ্ত জলের ন্যায় শীতল, কেতক-সৌরভবাহী এই মারুতকে অঞ্জলিদ্বারা পান করিবার উপযুক্ত বোধ হইতেছে। কেতকাকুসুম (কেয়া ফুল) দ্বারা সুবাসিত, কুসুমিত-অর্জ্জুনবৃক্ষ-সমন্বিত এই গিরি-বর, বিনষ্টশত্রু সুগ্রীবের ন্যায় বারিধারায় অভিষিক্ত হইতেছে। মেঘরূপ কৃষ্ণাজিন এবং ধারারূপ যজ্ঞো-পবীতধারী পর্ব্বতসমূহের গুহা সকল বায়ুপূর্ণ হওয়ায় ঐ পর্ব্বতসকল, যেন উচ্চৈঃস্বরে বেদপাঠক ব্রাহ্মণগণের ন্যায় দেখাইতেছে। সুবর্ণময়ী কশাতুল্য বিদ্যুতের দ্বারা তাড়িত আকাশমণ্ডল, অন্তর্গত মেঘধ্বনিরূপ কাতরতাসূচক শব্দে যেন আপনাকে বেদনান্বিত বলিয়া জানাইতেছে। নবনীলমেঘাশ্রিত বিদ্যুৎ স্ফুরিত হইয়া রাবণাঙ্কে কম্পিতা তপস্বিনী বৈদেহীর ন্যায় আমার নিকটে প্রকাশ পাইতেছে। এই পূর্ব্বাদি দিক্ মেঘমালায় সমাচ্ছন্ন, এজন্য গ্রহনক্ষত্রাদিবিহীন অন্ধ-কারময় হওয়ায় কোন্ দিক্ পূর্ব্ব এবং কোন দিক্ পশ্চিম, কিছুই জানা যাইতেছে না, সুতরাং ইহা সস্ত্রীক কামাতুর ব্যক্তিদিগের সুখকর হইয়া উঠিয়াছে।৮-১৩। সুমিত্রানন্দন! দেখ, কোন পর্ব্বতশিখরে বর্ষাগমহেতু সমুৎসুক, নবজলসংযোগে ভূমি হইতে উত্থিত বাষ্প-নিচয়ে সংরুদ্ধ, কুসুমিত গিরিমল্লিকাবৃক্ষ সকল আমি শোকে কাতর হওয়ায়, আমার কামোদ্দীপন করিতেছে। অদ্য ধূলি সকল বিনষ্ট হইয়াছে; সুশীতল সমীরণ প্রবাহিত হইতেছে; গ্রীষ্মদোষ উত্তাপাদি দূর হইয়া গিয়াছে। বসুধাপতি রাজাদিগের যুদ্ধযাত্রা নিবৃত্ত হইয়াছে এবং প্রবাসী পুরুষেরা প্রিয়তমার বিরহে বিদেশে থাকিতে না পারিয়া স্বদেশে যাত্রা করিতেছে। অধুনা চক্রবাক সকল মানস-সরোবরে বাস করিবার জন্য অভিলাষী হইয়া প্রিয়াসমভিব্যাহারে গমন করিতেছে। অতিশয় বর্ষবারিদ্বারা পথ সকল ক্লিন্ন হওয়ায় রথ প্রভৃতি যান সকল সঞ্চরণ করি-তেছে না। মেঘ সকল বিক্ষিপ্ত থাকায় নভোমণ্ডল কোথাও প্রকাশ এবং কোথাও বা অপ্রকাশ হইয়া, স্থানে স্থানে পর্ব্বত দ্বারা অবরুদ্ধ তরঙ্গ-বিহীন মহা-সমুদ্রের রূপ ধারণ করত বিরাজিত হইতেছে। সর্জ্জ এবং কদম্ব-পুষ্পমিশ্রিত পর্ব্বতের ধাতুদ্বারা তাম্র-বর্ণ ময়ূরের কেকারবে অনুসৃত নববারি বহন করত পার্ব্বতীয় নদী সকল দ্রুতবেগে গমন করিতেছে। লোক সকল, ভ্রমরের ন্যায় কৃষ্ণবর্ণ সরস জম্বুফল (কাল জাম) ইচ্ছানুসারে ভোজন করিতেছে এবং বিবিধবর্ণ সুপক্ব আম্রফল বায়ুদ্বারা বিচলিত হইয়া

বিদ্যুৎপতাকাঃ সবলাকমালাঃ
শৈলেন্দ্রকূটাকৃতিসন্নিকাশাঃ।
গর্জ্জন্তি মেঘাঃ সমুদীর্ণনাদা
মত্তা গজেন্দ্রা ইব সংযুগস্থাঃ॥ ২০
বর্ষোদকাপ্যায়িতশাদ্বলানি
প্রবৃত্তনৃত্যোৎসববর্হিণানি।
বনানি নির্বৃষ্টবলাহকানি
পশ্যাপরাহ্নেষ্বধিকং বিভান্তি॥ ২১
সমুদ্বহন্তঃ সলিলাতিভারং
বলাকিনো বারিধরা নদন্তঃ।
মহৎসু শৃঙ্গেষু মহীধরাণাং
বিশ্রম্য বিশ্রম্য পুনঃ প্রয়ান্তি॥ ২২
মেঘাভিকামা পরিসম্পতন্তী
সম্মোদিতা ভাতি বলাকপঙ্ক্তিঃ।
বাতাবধূতা বরপৌণ্ডরীকী
লম্বেব মালা রুচিরাম্বরস্য॥ ২৩
বালেন্দ্রগোপান্তরচিত্রিতেন
বিভাতি ভূমির্নবশাদ্বলেন।
গাত্রানুপৃক্তেন শুকপ্রভেণ
নারীব লাক্ষোক্ষিতকম্বলেন॥ ২৪
নিদ্রা শনৈঃ কেশবমভ্যুপৈতি
দ্রুতং নদী সাগরমভ্যুপৈতি।
হৃষ্টা বলাকা ঘনমভ্যুপৈতি
কান্তা সকামা প্রিয়মভ্যুপৈতি॥ ২৫
জাতা বনান্তাঃ শিখিসুপ্রনৃত্যা
জাতাঃ কদম্বাঃ সকদম্বশাখাঃ।
জাতা বৃষা গোষু সমানকামা
জাতা মহী শস্যবনাভিরামা॥ ২৬
বহন্তি বর্ষন্তি নদন্তি ভান্তি
ধ্যায়ন্তি নৃত্যন্তি সমাশ্বসন্তি।
নদ্যো ঘনা মত্তগজা বনান্তাঃ
প্রিয়াবিহীনাঃ শিখিনঃ প্লবঙ্গাঃ॥ ২৭
প্রহর্ষিতাঃ কেতকিপুষ্পগন্ধ-
মাঘ্রায় মত্তা বননির্ঝরেষু।
প্রপাতশব্দাকুলিতা গজেন্দ্রাঃ
সার্দ্ধং ময়ূরৈঃ সমদা নদন্তি॥ ২৮
ধারা নিপাতৈরভিহন্যমানাঃ
কদম্বশাখাসু বিলম্বমানাঃ।
ক্ষণার্জ্জিতং পুষ্পরসাবগাঢ়ং
শনৈর্মদং ষট্চরণাস্ত্যজন্তি॥ ২৯
অঙ্গারচূর্ণোৎকরসন্নিকাশৈঃ
ফলৈঃ সুপর্য্যাপ্তরসৈঃ সমৃদ্ধৈঃ।
জম্বুদ্রুমাণাং প্রবিভান্তি শাখা
নিপীয়মানা ইব ষটপদৌঘৈঃ॥ ৩০

ভূমিতলে পতিত হইতেছে। বিদ্যুৎপতাকা-বিশিষ্ট বলাকাযুক্ত শিখরাকার বিকট-শব্দকারী মেঘ সকল যুদ্ধস্থিত মত্ত মহামাতঙ্গের ন্যায় গর্জ্জন করিতেছে। ১৪—২০। লক্ষ্মণ! দেখ, বনমধ্যে মেঘসকল প্রচুর-রূপে বারি বর্ষণ করায় এবং বর্ষাবারিদ্বারা শাদ্বল সকল পরিতৃপ্ত ও ময়ূরগণ নৃত্যোৎসবে রত হওয়ায় এই কানন সায়ংকালে অধিকতর শোভা পাইতেছে। আর মেঘসমূহ বকপঙ্‌ক্তিতে পরিবেষ্টিত হইয়া প্রচুর জল-ভার বহন করত গর্জ্জন করিতে করিতে সুমহৎ পর্ব্বত-সমূহের শিখরদেশে এক একবার বিশ্রাম করিয়া পুনর্ব্বার বিচরণ করিতেছে। বলাকাপঙ্‌ক্তি, গর্ভার্থ মেঘাসক্ত হইয়া সহর্ষে আকাশমার্গে বিচরণ করত, নভোমণ্ডলে বায়ুবেগে কম্পিত, লম্বমান এবং মনোহর পুণ্ডরীকমালার ন্যায় দীপ্তি পাইতেছে। বাল ইন্দ্র-গোপদ্বারা অভ্যন্তরে চিত্রিতা এবং মধ্যদেশে লাক্ষাবিন্দু-সিক্ত কম্বলদ্বারা আবৃতা নারীর ন্যায়, প্রকাশ পাই-তেছে। উৎসববশতঃ অল্পে অল্পে নিদ্রা কেশবের সন্নিহিতা হইতেছে; নদী সকল দ্রুতবেগে সাগরের দিকে ছুটিতেছে, বলাকা হর্ষাবিষ্ট হইয়া গর্ভধারণার্থ মেঘের নিকটবর্ত্তী হইতেছে; বরাঙ্গনাগণ কামাতুরা হইয়া নিজ নিজ স্বামীর নিকটে যাইতেছে। বনের শেষভাগে ময়ূরগণের নৃত্যস্থান হইয়াছে, কদম্ববৃক্ষ কুসুমিত পল্লবপুঞ্জে পরিবৃত হইতেছে; গো এবং বৃষ সকল পরস্পর তুল্যরূপে কামাসক্ত হইতেছে; মহী-মণ্ডল শস্য এবং বনরাজিদ্বারা মনোহর হইয়াছে। ২১—২৬। এদিকে নদীসকল প্রবাহিত হইতেছে; মেঘদল বারি বর্ষণ করিতেছে, মত্ত মাতঙ্গগণ নিনাদ করিতেছে; বনান্তদেশ সুশোভিত হইতেছে; প্রিয়া-বিহীন পুরুষেরা চিন্তাকুল হইতেছে; ময়ূরদল আনন্দ ভরে নৃত্য করিতেছে, বানরগণ সুগ্রীবের রাজ্যলাভ-হেতু আশ্বাসিত হইতেছে। বনস্থিত নির্ঝরে কেতক-পুষ্পের আঘ্রাণে হৃষ্ট এবং মদমত্ত মাতঙ্গ সকল নির্ঝর-পতনশব্দে আকুলিত হইয়া ময়ূরগণের সহিত নিনাদ করিতেছে। কদম্বশাখাস্থিত ভ্রমর সকল ধারানিপাতে অভিহত হইয়া উৎসব-সহকারে অর্জ্জিত, কুসুমসমূহের মধু আস্বাদহেতু প্রবৃদ্ধ মন্দ মন্দ বিসর্জ্জন করি-তেছে। পিণ্ডাকার, অঙ্গারচূর্ণতুল্য বহুল, সুস্বাদ

তড়িৎপতাকাভিরলঙ্কৃতানা-
মুদীর্ণগম্ভীরমহারবাণাম্।
বিভান্তি রূপাণি বলাহকানাং
রণোৎসুকানামিব বারণানাম্ ॥ ৩১
মার্গানুগঃ শৈলবনানুসারী
সম্প্রস্থিতো মেঘরবং নিশম্য।
যুদ্ধাভিকামঃ প্রতিনাদশঙ্কী
মত্তো গজেন্দ্রঃ প্রতিসন্নিবৃত্তঃ ॥ ৩২
ক্বচিৎ প্রগীতা ইব ষট্পদৌঘৈঃ
ক্বচিৎ প্রনৃত্তা ইব নীলকণ্ঠৈঃ।
ক্বচিৎ প্রমত্তা ইব বারণেন্দ্রৈ-
র্বিভান্ত্যনেকাশ্রয়িণো বনান্তাঃ ॥ ৩৩
কদম্বসর্জ্জার্জ্জুনকন্দলাঢ্যা
বনান্তভূমির্মধুবারিপূর্ণা।
ময়ূরমত্তাভিরুতপ্রনৃত্তৈ-
রাপানভূমিপ্রতিমা বিভাতি ॥ ৩৪
মুক্তাসমাভং সলিলং পতত্বৈ
সুনির্ম্মলং পত্রপুটেষু লগ্নম্।
হৃষ্টা বিবর্ণচ্ছদনা বিহঙ্গাঃ
সুরেন্দ্রদত্তং তৃষিতাঃ পিবন্তি ॥ ৩৫
ষট্পাদতন্ত্রীমধুবাভিধানং
প্লবঙ্গমোদীরিতকণ্ঠতালম্।
আবিষ্কৃতং মেঘমৃদঙ্গনাদৈ-
র্বনেষু সঙ্গীতমিব প্রবৃত্তম্ ॥ ৩৬
ক্বচিৎ প্রনৃত্তৈঃ ক্বচিদুন্নদদ্ভিঃ
ক্বচিচ্চ বৃক্ষাগ্রনিষণ্নকায়ৈঃ।
ব্যালম্ববর্হাভরণৈর্ম্ময়ূরৈ-
র্বনেষু সঙ্গীতমিব প্রবৃত্তম্ ॥ ৩৭
স্বনৈর্ঘনানাং প্লবগাঃ প্রবুদ্ধা
বিহায় নিদ্রাং চিরসন্নিরুদ্ধাম্।
অনেকরূপাকৃতিবর্ণনাদা
নবাম্বুধারাভিহতা নদন্তি ॥ ৩৮
নদ্যঃ সমুদ্বাহিতচক্রবাকা-
স্তটানি শীর্ণান্যপবাহয়িত্বা।
দৃপ্তা নবপ্রাবৃতপূর্ণভোগা-
দ্রুতং স্বভর্ত্তারমুপোপযান্তি ॥ ৩৯
নীলেষু নীলা নববারিপূর্ণা
মেঘেষু মেঘাঃ প্রতিভান্তি সক্তাঃ।
দবাগ্নিদগ্ধেষু দবাগ্নিদগ্ধাঃ
শৈলেষু শৈলা ইব বদ্ধমূলাঃ ॥ ৪০
প্রমত্তসন্নাদিতবর্হিণানি
সশক্রগোপাকুলশাদ্বলানি।

প্রচুররসপূর্ণ ফলদ্বারা জম্বুবৃক্ষের শাখা সকল যেন ভ্রমরগণকর্ত্তৃক ভক্ষিত হইতেছে। তড়িৎ-পতাকা-সুশোভিত গম্ভীর মহৎশব্দকারী মেঘসমূহের আকৃতি, রণে রণোৎসুক পতাকাযুক্ত বানরগণের আকৃতির ন্যায় প্রকাশিত হইতেছে। অন্য শৈলবনে গমনোদ্যত মত্ত মাতঙ্গ সকল যুদ্ধাভিলাষে বহির্গত হইয়া, পশ্চাতে মেঘধ্বনি শুনিয়া শত্রুধ্বনি শঙ্কা করিয়া পথিমধ্যে ফিরিয়া দাঁড়াইতেছে। সমস্ত অরণ্যের প্রান্ত-ভাগ কোন স্থানে ভ্রমর সকলের সহিত যেন সঙ্গীত ও কোন স্থানে ময়ূরগণের সহিত যেন নৃত্য করায় এবং কোন স্থানে বানরবৃন্দের সহিত যেন প্রমত্ত হওয়ায় অত্যন্ত রতিভাব প্রকাশ পাইতেছে। মধুর ন্যায় বারি-পরিপূর্ণ কদম্ব, সাল, অর্জ্জুন এবং কন্দলবৃক্ষবিশিষ্ট বনান্তভূমি ময়ূরগণের মত্ততাধ্বনি এবং নৃত্যদ্বারা আপান ভূমির ন্যায় বোধ হইতেছে। জলসেকপ্রযুক্ত-বিবর্ণপক্ষ তৃষিত বিহঙ্গমগণ হৃষ্ট হইয়া মেঘ হইতে পতিত সুরেন্দ্রদত্ত, পত্রপুটে সংলগ্ন, মুক্তার ন্যায় উজ্জ্বল, সুনির্ম্মল বারি পান করিতেছে। মেঘশব্দরূপ মৃদঙ্গ-বাদ্যের সহিত ভ্রমরধ্বনিরূপ মধুর বীণাশব্দ এবং ভেকসমূহের উচ্চরিত ধ্বনি কণ্ঠতালরূপে আবিষ্কৃত হওয়ায় অরণ্যমধ্যে যেন সঙ্গীত আরব্ধ হইতেছে। আর বনের কোন স্থানে লম্বিত বর্হাভরণ-বিভূষিত ময়ূরগণ রমণীয় নৃত্যে এবং কোন স্থানে উচ্চৈঃস্বরে শব্দ করায় ও কোন স্থানে বৃক্ষের অগ্রভাগে শরীর সংলগ্ন করিয়া থাকায় বোধ হয় যেন কাননে নৃত্য-গীত আরম্ভ হইয়াছে। ২৭—৩৭। মেঘগর্জ্জন-শ্রবণে প্রবুদ্ধ নানারূপাকৃতি, বিবিধবর্ণ এবং বিচিত্রশব্দ-কারী ভেক সকল নববারিধারায় অভিহত হইয়া চির-নিদ্রা পরিত্যাগপূর্ব্বক উচ্চৈঃস্বরে রব করিতেছে। নদী সকল কামার্ত্তা কামিনীগণের ন্যায় উদ্ধতভাবে জীর্ণ বেলাভূমিরূপ বৃদ্ধদিগকে উপেক্ষা করত চক্র-বাকরূপ স্তনমণ্ডল উন্নত করিয়া পূর্ণভোগার্থ সমাদৃত পুষ্পাদি উপহারে আচ্ছাদিত স্বীয় স্বামীর নিকটে যাইতেছে; নব জলপূর্ণ মেঘজাল নীলমেঘে আসক্ত হইয়া কখন বদ্ধমূল নীল মেঘের ন্যায় প্রতিভাত হই-তেছে এবং দাবাগ্নিদগ্ধ পর্ব্বতে সংলগ্ন হইয়া সেই পর্ব্বতের তুল্যই প্রকাশ পাইতেছে। ৩৮—৪০। এদিকে শব্দকারী মত্তময়ূরগণদ্বারা নিষেবিত, ইন্দ্র-গোপ-কীটাচ্ছাদিত, শাদ্বলসমন্বিত, অর্জ্জুন এবং কদম্ব

চরন্তি নীপার্জ্জুনবাসিতানি
গন্ধাঃ সুরম্যাণি বনান্তরাণি ॥ ৪১
নবাম্বুধারাহতকেসরাণি
ধ্রুবং পরিষ্বজ্য সরোরুহাণি।
কদম্বপুষ্পাণি সকেসরাণি
নবানি হৃষ্টা ভ্রমরাঃ পিবন্তি ॥ ৪২
মত্তা গজেন্দ্রা মুদিতা গবেন্দ্রা
বনেষু বিক্রান্ততরা মৃগেন্দ্রাঃ।
রম্যা নগেন্দ্রা নিভৃতা নরেন্দ্রাঃ
প্রক্রীড়িতো বারিধরৈঃ সুরেন্দ্রঃ ॥ ৪৩
মেঘাঃ সমুদ্ভূতসমুদ্রনাদা
মহাজলৌঘৈর্গগনাবলম্বাঃ।
নদীস্তটাকানি সরাংসি বাপী-
র্মহীঞ্চ কৃৎস্নামপবাহয়ন্তি ॥ ৪৪
বর্ষপ্রবেগা বিপুলাঃ পতন্তি
প্রবান্তি বাতাঃ সমুদীর্ণবেগাঃ।
প্রনষ্টকূলাঃ প্রবহন্তি শীঘ্রং
নদ্যো জলং বিপ্রতিপন্নমার্গাঃ ॥ ৪৫
নরৈর্নরেন্দ্রা ইব পর্ব্বতেন্দ্রাঃ
সুরেন্দ্রনীতৈঃ পবনোপনীতৈঃ।
ঘনাম্বুকুম্ভৈরভিষিচ্যমানা
রূপং শ্রিয়ং স্বামিব দর্শয়ন্তি ॥ ৪৬

ঘনোপগূঢ়ং গগনং ন তারা
ন ভাস্করো দর্শনমভ্যুপৈতি।
নবৈর্জলৌঘৈর্ধরণী বিতৃপ্তা
তমোবিলিপ্তা ন দিশঃ প্রকাশাঃ ॥ ৪৭
মহান্তি কূটানি মহীধরাণাং
ধারাবিধৌতান্যধিকং বিভান্তি।
মহাপ্রমাণৈর্বিপুলৈঃ প্রপাতৈ-
র্মুক্তাকলাপৈরিব লম্বমানৈঃ ॥ ৪৮
শৈলোপলপ্রস্খলমানবেগাঃ
শৈলোত্তমানং বিপুলাঃ প্রপাতাঃ।
গুহাসু সন্নাদিতবর্হা
হারা বিকীর্য্যন্ত ইবাবভান্তি ॥ ৪৯
শীঘ্রং প্রবেগা বিপুলাঃ প্রপাতা
নির্ধৌতশৃঙ্গোপতলা গিরীণাম্।
মুক্তাকলাপপ্রতিমাঃ পতন্তো
মহাগুহোৎসঙ্গতলৈর্ধ্রিয়ন্তে ॥ ৫০
সুরতামর্দ্দবিচ্ছিন্নাঃ স্বর্গস্ত্রীহারমৌক্তিকাঃ।
পতন্তি চাতুলা দিক্ষু তোয়ধারাঃ সমন্ততঃ ॥ ৫১
বিলীয়মানৈর্বিহগৈর্নিমীলদ্ভিশ্চ পঙ্কজৈঃ।
বিকসন্ত্যা চ মালত্যা গতোহস্তং জ্ঞায়তে রবিঃ ॥ ৫২
বৃত্তা যাত্রা নরেন্দ্রাণাং সেনা পথ্যেব বর্ত্ততে।

পুষ্পদ্বারা সুবাসিত সুরম্য কাননমধ্যে মাতঙ্গকুল বিচরণ করিতেছে। ভ্রমরগণ নবজলধারায় হত-কেশর কমলনিকর গাঢ়রূপে আলিঙ্গন করিয়া কেশরযুক্ত কদম্বপুষ্পকে আনন্দভরে চুম্বন করিতেছে। কাননে গজেন্দ্র সকল মত্ত হইতেছে; বৃষভকুল হৃষ্ট হইতেছে; সিংহসকল বিপুল বিক্রম প্রকাশ করিতেছে, পর্ব্বতসকল সাতিশয় সৌন্দর্য্যশালী হইতেছে। নরপতিগণ প্রচ্ছন্ন হইতেছেন; এবং সুরপতি ইন্দ্র মেঘসকলের সহিত ক্রীড়া করিতেছেন! সমুদ্র-ধ্বনিতিরস্কারী, আকাশাবলম্বী মেঘসকল, প্রচুর বারি বর্ষণ করিয়া নদী, তড়াক, সরোবর, বাপী এবং সমস্ত পৃথিবীকে পরিপূর্ণ করিতেছে, প্রবলধারায় বৃষ্টি পতিত হইতেছে; প্রচণ্ড বেগে বায়ু প্রবাহিত হইতেছে এবং নদী সকল অত্যন্ত বেগবতী হইয়া কূল ভগ্ন ও রাজপথ প্লাবিত করত শীঘ্র সলিল বহন করিতেছে। নরগণদ্বারা অভিষিক্ত নরেন্দ্রের ন্যায় গিরিরাজ সকল বায়ুকর্তৃক উপনীত সুরেন্দ্রদত্ত মেঘরূপ জলকুম্ভদ্বারা যেন অভিষিক্ত হইয়া স্বীয় সৌন্দর্য্য বিস্তার করিতেছে। ৪১—৪৬। আর দেখ, আকাশমণ্ডল মেঘজালে সমাবৃত হওয়ায় নক্ষত্র বা সূর্য্য দেখাইতেছে না এবং দিক্‌সকলও নিবিড়ান্ধকারে বিলীন থাকায় প্রকাশ পাইতেছে না; কেবল পৃথিবী, নববারিধারা-বর্ষণে সমধিক তৃপ্তি লাভ করিতেছে এবং পর্ব্বতসমূহের বারিধারায় ধৌত অতি মহৎ শিখরসকল লম্বমান বৃহৎ মুক্তাকলাপতুল্য বিপুল নির্ঝর সমূহদ্বারা অতিশয় শোভা পাইতেছে; পার্ব্বতীয় পাষাণ দ্বারা বেগ স্খলিত হওয়ায় প্রকাণ্ড নির্ঝর সকল গিরিবর পর্ব্বত সকলের ময়ূরবর-সমন্বিত গুহামধ্যে বিক্ষিপ্ত হইয়া মুক্তামালার ন্যায় প্রকাশ পাইতেছে; এবং শৃঙ্গের উপরিতল ধৌত করিয়া মুক্তাকলাপবৎ শোভমান দ্রুতবেগে পতিত প্রচণ্ড বেগশালী বিপুল নির্ঝরসমূহ গিরিগুহার উৎসঙ্গতলদ্বারা ধৃত হইতেছে। ৪৭—৫০। সুন্দরীস্ত্রী সকলের রতিকালীন পরস্পর-গাত্রসংশ্লেষদ্বারা বিচ্ছিন্ন অনুপম হারস্থিত মুক্তাসমূহের ন্যায় চারিদিকে বারিধারা পতিত হইতেছে। অপিচ বিহঙ্গগণ বৃক্ষশাখায় আশ্রয় গ্রহণ করায় ও কমল সকল নিমীলিত এবং মালতীমুকুল বিকশিত হওয়াতে রবি অস্তগামী হইয়াছেন—বোধ হয়। জলবর্ষণবশতঃ রাজাদিগের যুদ্ধ-

বৈরাণি চৈব মার্গাশ্চ সলিলেন সমাকৃতাঃ ॥ ৫৩
মাসি প্রোষ্ঠপদে ব্রহ্ম ব্রাহ্মণানাং বিবক্ষতাম্ ।
অয়মধ্যায়সময়ঃ সামগানামুপস্থিতঃ ॥ ৫৪
নিবৃত্তকর্ম্মায়তনো নূনং সঞ্চিতসঞ্চয়ঃ ।
আষাঢ়ীমভ্যুপগতো ভরতঃ কোশলাধিপঃ ॥ ৫৫
নূনমাপূর্য্যমাণায়াঃ সরয়্বা বর্দ্ধতে রয়ঃ ।
মাং সমীক্ষ্য সমায়ান্তমযোধ্যায়া ইব স্বনঃ ॥ ৫৬
ইমা স্ফীতগুণা বর্ষাঃ সুগ্রীবঃ সুখমশ্নুতে ।
বিজিতারিঃ সদারশ্চ রাজ্যে মহতি চ স্থিতঃ ॥ ৫৭
অহন্তু হৃতদারশ্চ রাজ্যাচ্চ মহতশ্চ্যুতঃ ।
নদীকূলমিব ক্লিন্নমবসীদামি লক্ষ্মণ ॥ ৫৮
শোকশ্চ মম বিস্তীর্ণো বর্ষাশ্চ ভৃশদুর্গমাঃ ।
রাবণশ্চ মহান্ শত্রুরপারঃ প্রতিভাতি মে ॥ ৫৯
অযাত্রাঞ্চৈব দৃষ্ট্বেমাং মার্গাংশ্চ ভৃশদুর্গমান্ ।
প্রণতে চৈব সুগ্রীবে ন ময়া কিঞ্চিদীরিতম্ ॥ ৬০
অপি চাপি পরিক্লিষ্টং চিরাদ্দারৈঃ সমাগতম্ ।
আত্মকার্য্যগরীয়স্ত্বাদ্বক্তুং নেচ্ছামি বানরম্ ॥ ৬১
স্বয়মেব হি বিশ্রম্য জ্ঞাত্বা কালমুপাগতম্ ।
উপকারঞ্চ সুগ্রীবো বেৎস্যতে নাত্র সংশয়ঃ ॥ ৬২
তস্মাৎ কালপ্রতীক্ষোঽহং স্থিতোঽস্মি শুভলক্ষণ ।
সুগ্রীবস্য নদীনাঞ্চ প্রসাদমভিকাঙ্ক্ষয়ন্ ॥ ৬৩
উপকারেণ বীরো হি প্রতীকারেণ যুজ্যতে ।
অকৃতজ্ঞোঽপ্রতিকৃতো হন্তি সত্ত্ববতাং মনঃ ॥ ৬৪

অথৈবমুক্তঃ প্রণিধায় লক্ষ্মণঃ
কৃতাঞ্জলিস্তৎ প্রতিপূজ্য ভাষিতম্ ।
উবাচ রামং স্বভিরামদর্শনং
প্রদর্শয়ন্ দর্শনমাত্মনঃ শুভম্ ॥ ৬৫
যদুক্তমেতত্তব সর্ব্বমীপ্সিতং
নরেন্দ্র কর্ত্তা নচিরাদ্ধরীশ্বরঃ ।
শরৎপ্রতীক্ষঃ ক্ষমতামিমং ভবান্
জলপ্রপাতং রিপুনিগ্রহে ধৃতঃ ॥ ৬৬

ইতি কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ডে অষ্টাবিংশঃ সর্গঃ ॥ ২৮ ॥

যাত্রা নিবৃত্ত হইয়া গিয়াছে; সেনাগণ যুদ্ধার্থ যাত্রা করিয়া পথিমধ্যেই অবস্থিত রহিয়াছে এবং বৈর ও মার্গ সকল রুদ্ধ হইয়াছে। ভাদ্রমাসে যে সকল বেদাধ্যয়নাভিলাষী সমগ্র ব্রাহ্মণগণ গুরুর নিকটে সংস্কারপূর্ব্বক বেদ পাঠ করিয়া থাকেন, তাঁহাদিগের এই সেই অধ্যয়নকাল আসিয়াছে। কোশলাধিপতি ভরত আষাঢ় মাসের দিবস প্রাপ্ত হইয়া যজ্ঞস্থানের আচ্ছাদনাদি কার্য্য সকল সম্পাদন করত প্রজাগণের জীবনোপায় সঙ্কয় করিয়া নিশ্চয়ই কৃতকৃত্য হইয়াছেন। লক্ষ্মণ! যখন আমি অযোধ্যা হইতে বনে আসি, তখন আমাকে বনগমনোদ্যত দেখিয়া অযোধ্যাবাসী প্রজাগণের যেরূপ কোলাহলধ্বনি হইয়াছিল; বোধ করি, এক্ষণে বারিপূর্ণা সরযূরও সেইরূপ স্রোতঃশব্দ বর্দ্ধিত হইতেছে। ৫১—৫৬। লক্ষ্মণ! সুগ্রীব শত্রু জয় করিয়া এই প্রবৃদ্ধ বর্ষাকালে সুমহৎ রাজ্যমধ্যে ভার্য্যার সহিত বাস করত সুখ ভোগ করিতেছেন, পরন্তু আমি হৃতদার এবং রাজ্যভ্রষ্ট হইয়া বিক্লিন্ন নদীকূলের ন্যায় অবসন্ন হইতেছি। আমার শোক বিস্তীর্ণ হওয়ায় এবং অতি দুর্গম বর্ষা আগত হওয়ায় মহান্ শত্রু রাবণ অবধ্যরূপে আমার নিকটে প্রতিভাত হইতেছে। আমি অপরিমিত বর্ষাবশতঃ এবং পথ সকল অতিশয় দুর্গম মনে করিয়া, সুগ্রীব কার্য্যানুরোধে প্রণত হইলেও সীতার অন্বেষণের জন্য তাহাকে কোন কথাই বলি নাই। সুগ্রীবকে অতিশয়, ক্লিষ্ট ও বহুকালের পর পত্নীর সহিত সমাগত জানিয়া এবং আমার কার্য্য অনায়াস বা অল্পকালসাপেক্ষ নহে বলিয়া তৎকালে তাহাকে কিছু বলি নাই! এক্ষণে সুগ্রীব বিশ্রাম করিয়া স্বয়ং উপস্থিত সময় বিবেচনাপূর্ব্বক নিশ্চয়ই প্রত্যুপকার করিতে ইচ্ছা করিবেন! লক্ষ্মণ। আমি সেইজন্যই সুগ্রীবের চিত্তপ্রসাদ এবং নদী সকলের নির্ম্মল জলরূপ প্রসন্নতা অপেক্ষা করত শরৎকালের প্রতীক্ষা করিয়া রহিলাম। বীর পুরুষেরা উপকৃত হইলে নিশ্চয়ই প্রত্যুপকার করিয়া থাকে; যদি তাহারা অকৃতজ্ঞ হইয়া প্রত্যুপকার না করে, তাহা হইলে সাধুদিগের চিত্ত তাহাতে আর কখনই প্রবৃত্ত হইবে না।" পরে লক্ষ্মণ, রামের এই সকল উক্তি শুনিয়া প্রণিধানপূর্ব্বক কৃতাঞ্জলিপুটে তাঁহার বাক্য সম্মানিত করিয়া আপনার শুভদর্শিত্ব দেখাইয়া প্রিয়দর্শন রামকে বলিলেন যে, "নরেন্দ্র! আপনার যাহা অভিলষিত, আপনি তাহা বলিলেন; বানরেন্দ্র সুগ্রীবও তাহা অবিলম্বেই সম্পাদন করিতে পারিবেন; সুতরাং আপনি শত্রুনিগ্রহে কৃতনিশ্চয় হইয়া শরৎকাল প্রতীক্ষা করত উপস্থিত বর্ষাকাল অতিবাহিত করুন।" ৫৭—৬৬।

একোনত্রিংশঃ সর্গঃ।

সমীক্ষ্য বিমলং ব্যোম গতবিদ্যুদ্বলাহকম্ ।০
সারসাকুলসঙ্ঘুষ্টং রম্যজ্যোৎস্নানুলেপনম্ ॥ ১
সমৃদ্ধার্থঞ্চ সুগ্রীবং মন্দধর্ম্মার্থসংগ্রহম্।
অত্যর্থঞ্চাসতাং মার্গমেকান্তগতমানসম্ ॥ ২
নিবৃত্তকার্য্যং সিদ্ধার্থং প্রমদাভিরতং সদা।
প্রাপ্তবন্তমভিপ্রেতান্ সর্ব্বানেব মনোরথান্ ॥ ৩
স্বাঞ্চ পত্নীমভিপ্রেতাং তারাঞ্চাপি সমীপ্সিতাম্।
বিহরন্তমহোরাত্রং কৃতার্থং বিগতজ্বরম্ ॥ ৪
ক্রীড়ন্তমিব দেবেশং গন্ধর্ব্বাপ্সরসাং গণৈঃ।
মন্ত্রিষু ন্যস্তকার্য্যঞ্চ মন্ত্রিণামনবেক্ষকম্ ॥ ৫
উচ্ছিন্নরাজ্যসন্দেহং কামবৃত্তমিব স্থিতম্।
নিশ্চিতার্থোহর্থতত্ত্বজ্ঞঃ কালধর্ম্মবিশেষবিৎ ॥ ৬
প্রসাদ্য বাক্যৈর্ব্বিবিধৈর্হেতুমদ্ভির্মনোরমৈঃ।
বাক্যবিদ্বাক্যতত্ত্বজ্ঞং হরীশং মারুতাত্মজঃ ॥ ৭
হিতং পথ্যঞ্চ তথ্যঞ্চ সামধর্ম্মার্থনীতিমৎ।
প্রণয়প্রীতিসংযুক্তং বিশ্বাসকৃতনিশ্চয়ম্।

ঊনত্রিংশ সর্গ।

অনন্তর বক্তৃতানিপুণ বায়ুপুত্র হনুমান্ তড়িৎ ও মেঘবিহীন নির্ম্মল মনোহর চন্দ্রিকাবৃত শব্দায়মান সারসসমূহে নিষেবিত আকাশমণ্ডল নিরীক্ষণ করিয়া বানরশ্রেষ্ঠ সুগ্রীবের নিকটে যাইয়া তাঁহাকে বলিতে লাগিলেন, "তুমি সমৃদ্ধিশালী হইয়া ধর্ম্ম এবং অর্থ-সংগ্রহে যত্নহীন হইয়াছ, তোমার মন অসৎপথে অতিশয় আসক্ত হইয়াছে; তুমি বালিবধ এবং রাজ্য-লাভ করিয়া নিয়ত প্রমদাগণের সহিত বিহার করিতেছ। তোমার অভিপ্রেত সকল কার্য্যই সিদ্ধ হইয়াছে। তুমি গন্ধর্ব্ব এবং অপ্সরাদিগের সহিত ক্রীড়াপরায়ণ ইন্দ্রের ন্যায় মনোমত পত্নী রুমা এবং তারার সহিত নিশ্চিন্তমনে রাত্রিদিন বিহার করত কৃতার্থ হইতেছ। রাজকার্য্য সকল অমাত্যগণের হস্তে ন্যস্ত করিয়া তাহাদের কার্য্য কিছুই পর্য্যবেক্ষণ করিতেছ না এবং রাজ্যপালনে নিঃসন্দেহ হইয়া কামবৃত্তি অবলম্বনপূর্ব্বক সুখে বাস করিতেছ।" সর্ব্বশাস্ত্রার্থ-নির্ণেতা কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্যতত্ত্বদর্শী কালধর্ম্ম-বিৎ হনুমান্ প্রণয়বশতঃ প্রীতিযুক্ত, 'হনুমান্ কখনও অসঙ্গত বলিবে না।" এই বিষয়ে দৃঢ়নিশ্চয়, বাক্য-তত্ত্বজ্ঞ বানররাজ সুগ্রীবকে এইরূপ যুক্তি-বিশিষ্ট মনোজ্ঞ বিবিধ বাক্যদ্বারা প্রসন্ন করিয়া আবার সত্য অথচ শুভকর এবং সাম ধর্ম্ম অর্থ ও নীতিযুক্ত

হরীশ্বরমুপাগম্য হনুমান্ বাক্যমব্রবীৎ ॥ ৮
রাজ্যং প্রাপ্তং যশশ্চৈব কৌলী শ্রীরভিবর্দ্ধিতা।
মিত্রাণাং সংগ্রহঃ শেষস্তদ্ভবান্ কর্ত্তুমর্হতি ॥ ৯
যো হি মিত্রেষু কালজ্ঞঃ সততং সাধু বর্ত্ততে।
তস্য রাজ্যঞ্চ কীর্ত্তিশ্চ প্রতাপশ্চাপি বর্দ্ধতে ॥ ১০
যস্য কোশশ্চ দণ্ডশ্চ মিত্রাণ্যাত্মা চ ভূমিপ।
সমবেতানি সর্ব্বাণি স রাজ্যং মহদশ্নুতে ॥ ১১
তদ্ভবান্ বৃত্তসম্পন্নঃ স্থিতঃ পথি নিরত্যয়ে।
মিত্রার্থমভিনীতার্থং যথাবৎ কর্ত্তুমর্হতি ॥ ১২
সন্ত্যজ্য সর্ব্বকর্ম্মাণি মিত্রার্থে যো ন বর্ত্ততে।
সম্ভ্রমাদ্বিকৃতোৎসাহঃ সোঽনর্থৈরবরুধ্যতে ॥ ১৩
যো হি কালব্যতীতেষু মিত্রকার্য্যেষু বর্ত্ততে।
স কৃত্বা মহতোঽপ্যর্থান্ন মিত্রার্থেন যুজ্যতে ॥ ১৪
তদিদং মিত্রকার্য্যং নো কালাতীতমরিন্দম।
ক্রিয়তাং রাঘবস্যৈতদ্বৈদেহ্যাঃ পরিমার্গণম্ ॥ ১৫
ন চ কালমতীতং তে নিবেদয়তি কালবিৎ।
ত্বরমাণোঽপি স প্রাজ্ঞস্তব রাজন্ বশানুগঃ ॥ ১৬
কুলস্য হেতুঃ স্ফীতস্য দীর্ঘবন্ধুশ্চ রাঘবঃ।

এইরূপ বাক্য বলিলেন "রাজন্! তুমি রাজ্য এবং যশ পাইয়াছ এবং তোমার কুলপরম্পরাগত শ্রীও বর্দ্ধিত হইয়াছে। পরন্তু অবশেষে তোমার মিত্রসংগ্রহ করা কর্ত্তব্য হইতেছে, কারণ, মিত্রমধ্যে যে ব্যক্তি কালজ্ঞ মিত্র লাভ করিতে পারেন, তিনি নিয়তই সুখে থাকেন এবং তাঁহার রাজ্য, কীর্ত্তি ও প্রতাপ ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হইতে থাকে এবং যে ব্যক্তি কোশ, দণ্ড, মিত্র ও আত্মা এই সকল সমভাব বোধ করেন, তিনিই মহৎ রাজ্য ভোগ করিয়া থাকেন। ১—১১। অপিচ আপনি বিত্তশালী এবং সৎপথাবলম্বী; সুতরাং আপনার মিত্রের জন্য প্রতিজ্ঞাত বিষয় যথাবৎ সম্পাদন করা উচিত; কারণ, যিনি নিজ কার্য্য পরিত্যাগ করিয়া উৎসাহপূর্ব্বক সত্বর হইয়া মিত্রকার্য্য সম্পাদনার্থ প্রবৃত্ত না হন, তাহার বহুবিধ বিপদ্ ঘটিয়া থাকে; আর যিনি যথোচিত নির্দ্দিষ্ট কাল অতিক্রম করিয়া বন্ধুর কার্য্যসাধনার্থ যত্ন করেন, তিনি মহৎ কার্য্য করিলেও তাঁহার মিত্রকার্য্য করা হয় না। অরিন্দম! যদি তুমি মিত্রকার্য্যসম্পাদনার্থ কালক্ষেপ না কর, তবে এক্ষণে রঘুনন্দন রামের সীতা অন্বেষণ-কার্য্যে প্রবৃত্ত হও। রাজন্! তোমার সেই কাল যে অতীত হয় নাই, তাহা তোমার একান্ত বশংবদ বিজ্ঞ এবং কালজ্ঞ এই হনুমান্ ত্বরান্বিত হইয়া নিবেদন করিতেছে। ১২—১৬। বানররাজ! অমিতপরাক্রম-

অপ্রমেয়প্রভাবশ্চ স্বয়ঞ্চাপ্রতিমো গুণৈঃ ॥ ১৭
তস্য ত্বং কুরু বৈ কার্য্যং পূর্ব্বং তেন কৃতং তব।
হরীশ্বর কপিশ্রেষ্ঠানাজ্ঞাপয়িতুমর্হসি ॥ ১৮
ন হি তাবদ্ভবেৎ কালো ব্যতীতশ্চোদনাদৃতে।
চোদিতস্য হি কার্য্যস্য ভবেৎ কালব্যতিক্রমঃ ॥ ১৯
অকর্ত্তুরপি কার্য্যস্য ভবান্ কর্ত্তা হরীশ্বর।
কিং পুনঃ প্রতিকর্ত্তুস্তে রাজ্যেন চ ধনেন চ ॥ ২০
শক্তিমানতিবিক্রান্তো বানরর্ক্ষগণেশ্বর।
কর্ত্তুং দাশরথেঃ প্রীতিমাজ্ঞায়াং কিন্নু সজ্জসে ॥ ২১
কামং খলু শরৈঃ শক্তঃ সুরাসুরমহোরগান্।
বশে দাশরথিঃ কর্ত্তুং ত্বৎপ্রতিজ্ঞামবেক্ষতে ॥ ২২
প্রাণত্যাগাবিশঙ্কেন কৃতং তেন মহৎ প্রিয়ম্।
তস্য মার্গাম বৈদেহীং পৃথিব্যামপি চাম্বরে ॥ ২৩
দেবদানবগন্ধর্ব্বা অসুরাঃ সমরুদ্গণাঃ।
ন চ যক্ষা ভয়ং তস্য কুর্য্যুঃ কিমিব রাক্ষসাঃ ॥ ২৪
তদেবং শক্তিযুক্তস্য পূর্ব্বং প্রতিকৃতস্তথা।
রামস্যার্হসি পিঙ্গেশ কর্ত্তুং সর্ব্বাত্মনা প্রিয়ম্ ॥ ২৫
নাধস্তাদবনৌ নাপ্সু গতির্নোপরি চাম্বরে।
কস্যচিৎ সজ্জতেঽস্মাকং কপীশ্বর তবাজ্ঞয়া ॥ ২৬
তদাজ্ঞাপয় কঃ কিং তে কৃতো বাপি ব্যবস্যতু।
হরয়ো হ্যপ্রধৃষ্যাস্তে সন্তি কোট্যগ্রশোঽনঘ ॥ ২৭
তস্য তদ্বচনং শ্রুত্বা কালে সাধু নিরূপিতম্।
সুগ্রীবঃ সত্ত্বসম্পন্নশ্চকার মতিমুত্তমাম্ ॥ ২৮
সন্দিদেশাতিমতিমান্নীলং নিত্যকৃতোদ্যমম্।
দিক্ষু সর্ব্বাসু সর্ব্বেষাং সৈন্যানামুপসংগ্রহে ॥ ২৯
যথা সেনা সমগ্রা মে যূথপালাশ্চ সর্ব্বশঃ।
সমাগচ্ছন্ত্যসঙ্গেন সেনাগ্রোণ তথা কুরু ॥ ৩০
যে ত্বন্তপালাঃ প্লবগাঃ শীঘ্রগা ব্যবসায়িনঃ।
সমানয়ন্তু তে শীঘ্রং ত্বরিতাঃ শাসনান্মম ॥ ৩১
স্বয়ঞ্চানন্তরং কার্য্যং ভবানেবানুপশ্যতু ॥ ৩২
ত্রিপঞ্চরাত্রাদূর্দ্ধং যঃ প্রাপ্নুয়াদিহ বানরঃ।
তস্য প্রাণান্তিকো দণ্ডো নাত্র কার্য্যা বিচারণা ॥ ৩৩
হরীংশ্চ বৃদ্ধানুপযাতু সাঙ্গদো
ভবান্ মমাজ্ঞামধিকৃত্য নিশ্চিতম্।
ইতি ব্যবস্থাং হরিপুঙ্গবেশ্বরো
বিধায় বেশ্ম প্রবিবেশ বীর্য্যবান্ ॥ ৩৪
ইতি কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ডে একোনত্রিংশঃ সর্গঃ ॥ ২৯ ॥

শালী স্বয়ং রাম এবং লক্ষ্মণ তোমার মহৎ বংশের বৃদ্ধির কারণ চিরন্তন বন্ধু ও অপ্রতিম গুণশালী; অতএব তাঁহার কার্য্যসম্পাদনার্থ তোমার যত্নশীল হওয়া কর্ত্তব্য। রাম পূর্ব্বে তোমার কার্য্য সাধন করিয়াছেন। এক্ষণে তুমি তাঁহার আদেশ ব্যতীত কপীশ্বরগণকে সীতান্বেষণার্থ নিয়োগ করিলে, তোমাকে কালাতিবাহনজনিত দোষে দূষিত হইতে হইবে না; কেননা, আদেশানুসারে অনুষ্ঠেয় কার্য্যেই কালের ব্যতিক্রম হয়। বানরেশ্বর! যাহারা কদাচ কাহারও উপকার করে না, তুমি সেরূপ লোকদিগেরও উপকার করিয়া থাক; পরন্তু রাম তোমার উপকার করিয়াছেন, তাঁহার প্রত্যুপকার না করিলে তোমার রাজ্য বা ধনে কি ফল? তুমি শক্তিমান্, বিক্রমশালী এবং বানর ও ঋক্ষগণের প্রভু; তবে আদেশ অপেক্ষা করিয়া তাঁহার কার্য্য-সম্পাদনে বিলম্ব করিতেছ কেন? দশরথপুত্র রাম যুদ্ধে বাণপ্রয়োগে দেবতা, অসুর এবং নাগগণকে অনায়াসে বশীভূত করিতে পারেন; কিন্তু তিনি তোমার প্রতিজ্ঞা মনে করিতেছেন। আর পৃথিবী এবং আকাশের মধ্যে রামের সীতা অন্বেষণ করিয়া দিবে বলিয়া রাম মিত্রকার্য্য কর্ত্তব্য মনে করিয়া নিরপরাধ বালীর প্রাণবধ-বিষয়েও অধর্ম্মে ভয় না করিয়া তোমার প্রিয়কার্য্য উদ্ধার করিয়াছেন। রাক্ষসের ত কথাই নাই—যুদ্ধে দেবতা, দানব, গন্ধর্ব্ব, অসুর, মরুদ্গণ, এবং যক্ষগণও যে রামের ভয় উৎপাদন করিতে পারে না, সেইরূপ শক্তিমান্ রামকর্ত্তৃক উপকৃত হইয়া তাঁহার প্রিয়কার্য্য-সাধনে সর্ব্বতোভাবে যত্ন করা তোমার উচিত। আমাদিগের মধ্যে যে বানরেরা তোমার আদেশ অবহেলা করিবে, তাহারা পৃথিবীর নিম্নভাগে, জলমধ্যে কি আকাশবিবরেও স্থান পাইবে না। অনঘ! তোমার অধীনে অসংখ্য বানর আছে, তন্মধ্যে কাহাকে কাহাকে কোন্ কোন্ কর্ম্ম কিরূপে করিতে হইবে, তাহা আজ্ঞা কর।" ১৭—২৭। হনূমানের সাধুবাক্য সকল শুনিয়া সত্ত্বগুণাবলম্বী সুগ্রীবের যথার্থ বুদ্ধির উদয় হইল এবং মহামনস্বী সুগ্রীব নিত্যোদ্যোগী নীলকে দিগ্দিগন্তরে সৈন্য সংগ্রহ করিবার জন্য আদেশ করিলেন,—"যূথপতি এবং সেনাপতিগণ শ্রেণীবদ্ধ হইয়া সেনা সকল অগ্রে করিয়া যাহাতে আসে তাহা কর। তন্মধ্যে যাহারা দিগন্তরক্ষক, দ্রুতগামী এবং যুদ্ধনিপুণ বানর, আমার আদেশানুসারে তাহাদিগকে শীঘ্র আনয়ন কর এবং তোমার নিজ কর্ত্তব্য কর্ম্মেরও অনুষ্ঠান কর। পঞ্চদশ দিবসের পরে যাহারা আসিবে, তাহাদিগের প্রাণদণ্ডের আজ্ঞা দিবে, ইহাতে কোন বিচার করিবে না। আমার আজ্ঞাক্রমে অঙ্গদের সহিত প্রাচীন বানরগণের

নিকটে যাও।" বীর্য্যবান কপিরাজ সুগ্রীব এইরূপ ব্যবস্থা করিয়া অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন। ২৮—৩৪।

ত্রিংশঃ সর্গঃ।

গুহং প্রবিষ্টে সুগ্রীবে বিমুক্তে গগনে ঘনৈঃ।
বর্ষারাত্রে স্থিতো রামঃ কামশোকাভিপীড়িতঃ।
পাণ্ডুরং গগনং দৃষ্ট্বা বিমলং চন্দ্রমণ্ডলম্।
শারদীং রজনীঞ্চৈব দৃষ্ট্বা জ্যোৎস্নানুলেপনাম্ ॥ ২
কামবৃত্তঞ্চ সুগ্রীবং নষ্টাঞ্চ জনকাত্মজাম্।
দৃষ্ট্বা কালমতীতঞ্চ মুমোহ পরমাতুরঃ ॥ ৩
স তু সংজ্ঞামুপাগম্য মুহূর্ত্তান্মতিমান্ নৃপঃ।
মনস্থামপি বৈদেহীং চিন্তয়ামাস রাঘবঃ ॥ ৪
দৃষ্ট্বা চ বিমলং ব্যোম গতবিদ্যুদ্বলাহকম্।
সারসারবসঙ্ঘুষ্টং বিললাপার্ত্তয়া গিরা ॥ ৫
আসীনঃ পর্ব্বতস্যাগ্রে হেমধাতুবিভূষিতে।
শারদং গগনং দৃষ্ট্বা জগাম মনসা প্রিয়াম্ ॥ ৬
সারসারাবসন্নাদৈঃ সারসারাবনাদিনী।
যাশ্রমে রমতে বালা সাদ্য মে রমতে কথম্ ॥ ৭
পুষ্পিতাংশ্চাসনান্ দৃষ্ট্বা কাঞ্চনানিব নির্ম্মলান্।
কথং সা রমতে বালা পশ্যন্তী মামপশ্যতী ॥ ৮
যা পুরা কলহংসানাং কলেন কলভাষিণী।
বুধ্যতে চারুসর্ব্বাঙ্গী সাদ্য মে রমতে কথম্ ॥ ৯
নিঃস্বনং চক্রবাকাণাং নিশম্য সহচারিণাম্।
পুণ্ডরীকবিশালাক্ষী কথমেষা ভবিষ্যতি ॥ ১০
সরাংসি সরিতো বাপীঃ কাননানি বনানি চ।
তাং বিনা মৃগশাবাক্ষীং চরন্নাদ্য সুখং লভে ॥ ১১
অপি তাং মদ্বিয়োগাচ্চ সৌকুমার্য্যাচ্চ ভামিনীম্।
সুদূরং পীড়য়েৎ কামঃ শরদ্গুণনিরন্তরঃ ॥ ১২
এবমাদি নরশ্রেষ্ঠো বিললাপ নৃপাত্মজঃ।
বিহঙ্গ ইব সারঙ্গঃ সলিলং ত্রিদশেশ্বরাৎ ॥ ১৩
ততশ্চঞ্চর্য্য রম্যেষু ফলার্থী গিরিসানুষু।
দদর্শ পর্য্যুপাবৃত্তো লক্ষ্মীবান্ লক্ষ্মণোঽগ্রজম্ ॥ ১৪
সচিন্তয়া দুঃসহয়া পরীতং
বিসংজ্ঞমেকং বিজনে মনস্বী।
ভ্রাতুর্বিষাদাত্ত্বরিতোঽতিদীনঃ
সমীক্ষ্য সৌমিত্রিরুবাচ দীনম্ ॥ ১৫
কিমার্য্য কামস্য বশঙ্গতেন
কিমাত্মপৌরুষ্যপরাভবেণ।
অয়ং হ্রিয়া সংহ্রিয়তে সমাধিঃ
কিমত্র যোগেন নিবর্ত্ততে ন ॥ ১৬

ত্রিংশ সর্গ।

সুগ্রীব গৃহে প্রবেশ করিলে এবং গগনমণ্ডল মেঘবিহীন হইলে, বর্ষারাত্রে অবস্থিত কামশোক-পীড়িত রাম পাণ্ডুরবর্ণ আকাশ, বিমল চন্দ্রমণ্ডল এবং জ্যোৎস্নানুলিপ্তা শারদীয়া রজনী দেখিয়া জনকনন্দিনী সীতাকে অপহৃতা এবং সুগ্রীবকে কামাসক্ত ও সময় অতিবাহিত হইতেছে মনে করিয়া অতিশয় আতুর হইয়া মোহ প্রাপ্ত হইলেন। পরন্তু সেই মতিমান্ নরেন্দ্র রঘুনন্দন রাম মুহূর্ত্তকালমধ্যে চেতনা পাইয়া বিদেহরাজ-নন্দিনী সীতা হৃদয়সন্নিহিতা হইলেও তাঁহাকে চিন্তা করিতে লাগিলেন। পরে রাম হেমবর্ণ ধাতুদ্বারা বিভূষিত শৈলশিখরে উপবিষ্ট হইয়া বিদ্যুৎ এবং বলাহকবিহীন শব্দায়মান-সারসগণ-সেবিত নির্ম্মল আকাশমণ্ডলের শারদীয় সৌন্দর্য্য দেখিয়া মনে মনে প্রিয়াকে স্মরণ করত করুণস্বরে এইরূপ বিলাপ করিতে লাগিলেন;—"সারসরবতুল্য শব্দকারিণী যে বালা সারস-রবদ্বারা আশ্রমে ক্রীড়া করিতেন, আমার প্রিয়তমা সেই সীতা অদ্য কিরূপে ক্রীড়া করিবেন! ১—৭। যিনি হেমপুষ্পের ন্যায় নির্ম্মল কুসুমিত অসনতরু দেখিয়া ক্রীড়া করিতেন, তিনি আমাকে এবং সে বৃক্ষ সকলকে না দেখিয়া কিরূপে ক্রীড়া করিবেন? মধুরভাষিণী মনোহরাঙ্গী যে বালা পূর্ব্বে কলহংস-প্রতিধ্বনিতে বোধিত হইয়া ক্রীড়া করিতেন, তিনি অদ্য কিরূপে ক্রীড়া করিবেন? পুণ্ডরীকের ন্যায় বিশাললোচনা যে বালা সহচর চক্রবাকসমূহের শব্দ শুনিয়া ক্রীড়া করিতেন, তিনি অদ্য কিরূপে শান্তি লাভ করিবেন। আমি সরোবর, সরিৎ, বাপী, কানন এবং উদ্যানমধ্যে বিচরণ করিয়া অদ্য সেই হরিণনয়না সীতাবিহনে কুত্রাপি সুখ লাভ করিতেছি না। মন্মথ শারদীয় গুণসমূহের সহিত সতত বিরাজমান থাকিয়া আমার বিয়োগ এবং সৌকুমার্য্য-বশতঃ সেই ভামিনী সীতাকে বিষম পীড়ন করিতেছে। দেবরাজ ইন্দ্রের নিকটে জলাকাঙ্ক্ষী চাতকের ন্যায় নরশ্রেষ্ঠ রাজনন্দন রাম সীতাকাঙ্ক্ষী হইয়া এইরূপ রোদন করিতে থাকিলে, লক্ষ্মীবান্ লক্ষ্মণ ফলান্বেষণ-জন্য রম্য গিরিগুহায় বিচরণ করত তথায় প্রত্যাবৃত্ত হইয়া তাঁহাকে দেখিলেন। প্রশস্তহৃদয় সুমিত্রাপুত্র লক্ষ্মণ রামকে বিজনস্থিত, দুঃসহচিন্তাযুক্ত এবং সংজ্ঞা-শূন্য দেখিয়া ভ্রাতার বিষাদের জন্য অতিশয় দুঃখিত হইয়া দীনভাবে তাঁহাকে বলিলেন, "আর্য্য! আপনি কামবশবর্ত্তী হইয়া অকারণ আপনার বীর্য্যহানি

ক্রিয়াভিযোগং মনসঃ প্রসাদং
সমাধিযোগানুগতঞ্চ কালম্।
সহায়সামর্থ্যমদীনসত্ত্বঃ
স্বকর্ম্মহেতুঞ্চ কুরুষ্ব তাত ॥ ১৭
ন জানকী মানববংশনাথ
ত্বয়া সনাথা সুলভা পরেণ।
ন চাগ্নিচূড়াং জ্বলিতামুপেত্য
ন দহ্যতে বীরবরার্হ কশ্চিৎ ॥ ১৮
সলক্ষণং লক্ষ্মণমপ্রধৃষ্যং
স্বভাবজং বাক্যমুবাচ রামঃ।
হিতঞ্চ পথ্যঞ্চ নয়প্রসক্তং
সমানধর্ম্মার্থসমাহিতঞ্চ ॥ ১৯
নিঃসংশয়ং কার্য্যমবেক্ষিতব্যং
ক্রিয়াবিশেষোঽপ্যনুবর্ত্তিতব্যঃ।
ন তু প্রবৃদ্ধস্য দুরাসদস্য
কুমার বীর্য্যস্য ফলঞ্চ চিন্ত্যম্ ॥ ২০
অথ পদ্মপলাশাক্ষীং মৈথিলীমনুচিন্তয়ন্।
উবাচ লক্ষ্মণং রামো মুখেন পরিশুষ্যতা ॥ ২১
তর্পয়িত্বা সহস্রাক্ষঃ সলিলেন বসুন্ধরাম্।
নির্ব্বর্ত্তয়িত্বা শস্যানি কৃতকর্ম্মা ব্যবস্থিতঃ ॥ ২২
দীর্ঘগম্ভীরনির্ঘোষাঃ শৈলদ্রুমপুরোগমাঃ।
বিসৃজ্য সলিলং মেঘাঃ পরিশ্রান্তা নৃপাত্মজ ॥ ২৩
নীলোৎপলদলশ্যামাঃ শ্যামীকৃত্বা দিশো দশ।
বিমদা ইব মাতঙ্গাঃ শান্তবেগাঃ পয়োধরাঃ ॥ ২৪
জলগর্ভা মহামেঘাঃ কুটজার্জ্জুনগন্ধিনঃ।
চরিত্বা বিরতাঃ সৌম্য বৃষ্টিবাতাঃ সমুদ্যতাঃ ॥ ২৫
ঘনানাং বারণানাঞ্চ ময়ূরাণাঞ্চ লক্ষ্মণ।
নাদঃ প্রস্রবণানাঞ্চ প্রশান্তঃ সহসানঘ ॥ ২৬
অভিবৃষ্টা মহামেঘৈর্নির্ম্মলাশ্চিত্রসানবঃ।
অনুলিপ্তা ইবাভান্তি গিরয়শ্চন্দ্ররশ্মিভিঃ ॥ ২৭
শাখাসু সপ্তচ্ছদপাদপানাং
প্রভাসু তারার্কনিশাকরাণাম্।
লীলাসু চৈবোত্তমবারণানাং
শ্রিয়ং বিভজ্যাদ্য শরৎ প্রবৃত্তা ॥ ২৮
সম্প্রত্যনেকাশ্রয়চিত্রশোভা
লক্ষ্মীঃ শরৎকালগুণোপপন্না।
সূর্য্যাগ্রহস্তপ্রতিবোধিতেষু
পদ্মাকরেষ্বভ্যধিকং বিভাতি ॥ ২৯
সপ্তচ্ছদানাং কুসুমোপগন্ধী
ষট্পাদবৃন্দৈরনুগীয়মানঃ।

করিতেছেন কেন? কাম হইতে শোক জন্মে, তাহা হইতেই সমাধি বিনষ্ট হইয়া থাকে; সুতরাং আপনার সমাধি অবলম্বনপূর্ব্বক শোকনিবারণে যত্নবান্ হওয়া কর্ত্তব্য। আর্য্য। আপনি চিত্তপ্রসাদ এবং শৌচ-স্নানাদি কর্ম্মযোগের অনুষ্ঠানপূর্ব্বক নিরন্তর অক্ষীণচিত্তে সমাধি অবলম্বন করত নিজের পৌরুষবৃদ্ধির মূলীভূত সহায় এবং সামর্থ্যপ্রদ দেবপূজা প্রভৃতি কার্য্যের অনুষ্ঠান করুন। মানববংশনাথ বীরশ্রেষ্ঠ! আপনার সনাথা সেই জানকীকে কেহই গ্রহণ করিতে পারিবে না, কেননা জ্বলন্ত অগ্নিশিখা স্পর্শ করিয়া কে না দগ্ধ হইবে?" ৮—১৮। শুভলক্ষণ লক্ষ্মণ প্রগল্ভতাশূন্য হইয়া এইরূপ স্বাভাবিক বাক্য বলিতে থাকিলে, রাম তাঁহাকে বলিলেন, "তুমি যাহা বলিলে, তাহা হিতকর সত্য রাজনীতিপূর্ণ সামসহিত এবং ধর্ম্মার্থসঙ্গত, সুতরাং তোমার কথিত বাক্য নিঃসংশয়রূপে প্রতিপালন করিয়া কর্ম্মযোগানুবর্ত্তী হওয়া আমার অবশ্য কর্ত্তব্য, নতুবা কর্ম্ম এবং জ্ঞান যোগ পরিত্যাগ করিয়া যথোক্তরূপ বর্দ্ধিত, দুরাসদ এবং বীর্য্যবান্ কর্ম্মের ফলান্বেষণ করা কর্ত্তব্য নহে।" পরে রাম, পদ্মপলাশনয়না মিথিলারাজকুমারী সীতাকে স্মরণ করিয়া শুষ্ক মুখে লক্ষ্মণকে বলিলেন,—"রাজনন্দন! সহস্রাক্ষ ইন্দ্র বারিবর্ষণদ্বারা ধরাকে পরিতৃপ্ত করিয়া শস্য সকল উৎপাদন করত কৃতকার্য্য হইয়া অবস্থিতি করিতেছেন। দীর্ঘগম্ভীর-শব্দকারী মেঘ সকল তরু এবং শৈলাদি আচ্ছাদনপূর্ব্বক জল বর্ষণ করিয়া সর্ব্বতোভাবে পরিশ্রান্ত হইয়াছে এবং নীলোৎপলদলের ন্যায় শ্যামবর্ণ গতিবিহীন মেঘ সকল দশদিক্ শ্যামীকৃত করিয়া মদশূন্য মাতঙ্গগণের ন্যায় অবস্থিত হইয়া রহিয়াছে। সৌম্য! বর্ষাকালে জলগর্ভ কুটজ এবং অর্জ্জুন বৃক্ষের গন্ধবিশিষ্ট, মহাবেগবান্ বায়ু উদ্যত হইয়া সঞ্চরণ করত এক্ষণে বিরত হইতেছে। লক্ষ্মণ! মেঘ, হস্তী, ময়ূর এবং প্রস্রবণ সকলের ধ্বনি সহসা প্রশান্ত হইয়া গিয়াছে। রমণীয় উপত্যকাসমন্বিত নির্ম্মল পর্ব্বত সকল মহামেঘদ্বারা বিধৌত হওয়ায় যেন চন্দ্ররশ্মিদ্বারা অনুলিপ্ত হইয়া প্রকাশিত হইতেছে। অদ্য শরৎ সপ্তচ্ছদ-বৃক্ষশাখায়, নক্ষত্র সূর্য্য ও চন্দ্রের কিরণে এবং উৎকৃষ্ট হস্তী সকলের লীলায় সৌন্দর্য্য বিভাগ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছে; কারণ এক্ষণে শরদ্গুণসম্পন্না, অনেকবিষয়াশ্রয়ণী, বিচিত্র-সৌন্দর্য্যশালিনী শোভা, সূর্য্যরশ্মিদ্বারা প্রতিবোধিত পদ্মসমূহে সম্যক্রূপে প্রকাশ পাইতেছে। সপ্তচ্ছদ-

মত্তদ্বিপানাং পবনানুসারী
দর্পং বিনেষ্যন্নধিকং বিভাতি ॥ ৩০
অভ্যাগতৈশ্চারুবিশালপক্ষৈঃ
স্মরপ্রিয়ৈঃ পদ্মরজোঽবকীর্ণৈঃ।
মহানদীনাং পুলিনোপযাতৈঃ
ক্রীড়ন্তি হংসাঃ সহ চক্রবাকৈঃ ॥ ৩১
মদপ্রগল্‌ভেষু চ বারণেষু
গবাং সমূহেষু চ দর্পিতেষু।
প্রসন্নতোয়াসু চ নিম্নগাসু
বিভাতি লক্ষ্মীর্বহুধা বিভক্তা ॥ ৩২
নভঃ সমীক্ষ্যাম্বুধরৈর্বিমুক্তং
বিমুক্তবর্হাভরণা বনেষু।
প্রিয়াস্বরক্তা বিনিবৃত্তশোভা
গতোৎসবা ধ্যানপরা ময়ূরাঃ ॥ ৩৩
মনোজ্ঞগন্ধৈঃ প্রিয়কৈরনল্পৈঃ
পুষ্পাতিভারাবনতাগ্রশাখৈঃ।
সুবর্ণগৌরৈর্নয়নাভিরামৈ-
রুদ্যোতিতানীব বনান্তরাণি ॥ ৩৪
প্রিয়ান্বিতানাং নলিনীপ্রিয়াণাং
বনপ্রিয়াণাং কুসুমোদ্গতানাম্।
মদোৎকটানাং মদলালসানাং
গজোত্তমানাং গতয়োঽদ্য মন্দাঃ ॥ ৩৫

ব্যক্তং নভঃ শস্ত্রবিধৌতবর্ণং
কৃশপ্রবাহাণি নদীজলানি।
কহ্লারশীতাঃ পবনাঃ প্রবান্তি
তমোবিমুক্তাশ্চ দিশঃ প্রকাশাঃ ॥ ৩৬
সূর্য্যাতপক্রামণনষ্টপঙ্কা
ভূমিশ্চিরোদ্ঘাটিতসান্দ্ররেণুঃ।
অন্যোন্যবৈরেণ সমাযুতানা-
মুদ্যোগকালোঽদ্য নরাধিপানাম্ ॥ ৩৭
শরদ্গুণাপ্যায়িতরূপশোভাঃ
প্রহর্ষিতাঃ পাংশুসমুক্ষিতাঙ্গাঃ।
মদোৎকটাঃ সম্প্রতি যুদ্ধলুব্ধা
বৃষা গবাং মধ্যগতা নদন্তি ॥ ৩৮
সমন্মথা তীব্রতরানুরাগা
কুলান্বিতা মন্দগতিঃ করেণুঃ।
মদান্বিতং সম্পরিবার্য্য যান্তং
বনেষু ভর্তারমনুপ্রয়াতি ॥ ৩৯
ত্যক্ত্বা বরাণ্যাত্মবিভূষিতানি
বর্হাণি তীরোপগতা নদীনাম্।
নির্ভর্ৎস্যমানা ইব সারসৌঘৈঃ
প্রয়ান্তি দীনা বিমনা ময়ূরাঃ ॥ ৪০
বিত্রাস্য কারণ্ডবচক্রবাকান্
মহারবৈর্ভিন্নকটা গজেন্দ্রাঃ।

বৃক্ষের কুসুমগন্ধলুব্ধ ভ্রমরশ্রেণীদ্বারা অনুগীয়মান এবং বনানুসারী শরৎ, মত্ত মাতঙ্গগণের দর্প সংবর্দ্ধিত করত সাতিশয় শোভা পাইতেছে।২৯—৩০। লক্ষ্মণ! দেখ, এই শরৎকালে রমণীয় এবং বিশাল পক্ষসমন্বিত, কন্দর্পপ্রিয়, পদ্মপরাগদ্বারা আচ্ছাদিত মহানদীর পুলিনে সমাগত, চক্রবাকমিথুনের সহিত হংস সকল ক্রীড়া করিতেছে; মদগর্ব্বিত হস্তী, দর্পিত গোসমূহ এবং নির্ম্মলসলিলা নদী প্রভৃতিতে শারদীয় সৌন্দর্য্য বহুপ্রকারে বিভক্ত হইয়া প্রতিভাত হইতেছে। মেঘনির্ম্মুক্ত আকাশমণ্ডলদর্শনে ময়ূরগণ উৎসববিহীন সৌন্দর্য্যরহিত এবং প্রিয়ার প্রতি অনাসক্ত হইয়া বর্হাভরণ পরিত্যাগপূর্ব্বক ধ্যানমগ্ন হইয়া কাননমধ্যে অবস্থিতি করিতেছে। মনোহরগন্ধবিশিষ্ট, পুষ্পভারে অবনত কাঞ্চনতুল্য পীতবর্ণ, নয়নরঞ্জন প্রিয়নামক তরুমণ্ডলদ্বারা বনান্তর যেন প্রদীপ্ত হইয়া রহিয়াছে। করিণীনিকরে পরিবেষ্টিত, নলিনীপ্রিয়, বনস্বামী, সপ্তচ্ছদপুষ্পগন্ধে উদ্ধত, মদোৎকট এবং মদলালস উৎকৃষ্ট মাতঙ্গগণের গতি অদ্য মন্দ হইয়া গিয়াছে।

নভোমণ্ডল শাণিত শস্ত্রের ন্যায় ধৌত হইয়া প্রকাশ পাইতেছে; নদীজল ক্ষীণপ্রবাহে প্রবাহিত হইতেছে; কহ্লারগন্ধে সুবাসিত এবং সুশীতল সমীরণ প্রবাহিত হইতেছে, আর দিক্‌সকল অন্ধকারবিহীন হইয়া প্রকাশ পাইতেছে। ৩১—৩৬। এই ভূমি সূর্য্যকিরণ সংসর্গে কর্দ্দমশূন্য এবং বহুদিনের পর ঘনীভূত রেণু-সমন্বিত হওয়ায় অদ্য পরস্পর বৈরযুক্ত নরপতিবর্গের যুদ্ধের উদ্যোগকাল উপস্থিত হইয়াছে। এক্ষণে ধূলিধূসরিত মদোদ্ধত বৃষসকল শরদ্গুণবর্দ্ধিত রূপ-সৌন্দর্য্যযুক্ত হইয়া গোগণের মধ্যে থাকিয়া হৃষ্টচিত্তে যুদ্ধের জন্য নিনাদ করিতেছে; কামাতুরা তীব্রতর অনুরাগযুক্তা এবং মন্দগামিনী হস্তিনী পরিবারবর্গে বেষ্টিত হইয়া অরণ্যাভিমুখে প্রস্থানপর মদস্রাবী ভর্ত্তাকে শুণ্ড দ্বারা দৃঢ়তর আলিঙ্গন করত পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবিত হইতেছে। ময়ূরগণ নিজ বর্হ ভূষণ সমস্ত পরিত্যাগপূর্ব্বক নদীতীরে গমন করত সারসগণকর্ত্তৃক যেন তিরস্কৃত এবং উন্মনা হইয়া দুঃখিতচিত্তে প্রস্থান করিতেছে। প্রস্ফুটিতকমলামলালঙ্কারে বিভূষিত সরোবরমধ্যে ভিন্ন-গণ্ডস্থলশালী গজেন্দ্রগণ বিকটশব্দসহকারে

সরঃসু শুষ্কাম্বুজভূষণেষু
বিক্ষোভ্য বিক্ষোভ্য জলং পিবন্তি ॥ ৪১
ব্যপেতপঙ্কাসু সবালুকাসু
প্রসন্নতোয়াসু সগোকুলাসু ।
সসারসারাববিনাদিতাসু
নদীষু হংসা নিপতন্তি হৃষ্টাঃ ॥ ৪২
নদীঘনপ্রস্রবণোদকানা-
মতিপ্রবৃদ্ধানিলবর্হিণানাম্।
প্লবঙ্গমানাঞ্চ গতোৎসবানাং
ধ্রুবং রবাঃ সম্প্রতি সম্প্রনষ্টাঃ ॥ ৪৩
অনেকবর্ণাঃ সুবিনষ্টকায়া
নবোদিতেষম্বুধরেষু নষ্টাঃ ।
ক্ষুধার্দ্দিতা ঘোরবিষা বিলেভ্য-
শ্চিরোষিতা বিপ্রসরন্তি সর্পাঃ ॥ ৪৪
চঞ্চচ্চন্দ্রকরস্পর্শহর্ষোন্মীলিততারকা ।
অহো রাগবতী সন্ধ্যা জহাতি স্বয়মম্বরম্ ॥ ৪৫
রাত্রিঃ শশাঙ্কোদিতসৌম্যবক্ত্রা
তারাগণোন্মীলিতচারুনেত্রা ।
জ্যোৎস্নাংশুকপ্রাবরণা বিভাতি
নারীব শুক্লাংশুকসংবৃতাঙ্গী ॥ ৪৬

বিপক্বশালিপ্রসবানি ভুক্ত্বা
প্রহর্ষিতা সারসচারুপঙ্ক্তিঃ ।
নভঃ সমাক্রামতি শীঘ্রবেগা
বাতাবধূতা গ্রথিতেব মালা ॥ ৪৭
সুপ্তৈকহংসং কুমুদৈরুপেতং
মহাহ্রদস্থং সলিলং বিভাতি ।
ঘনৈর্বিমুক্তং নিশি পূর্ণচন্দ্রং
তারাগণাকীর্ণমিবান্তরীক্ষম্ ॥ ৪৮
প্রকীর্ণহংসাকুলমেখলানাং
প্রবুদ্ধপদ্মোৎপলমালিনীনাম্ ।
বাপ্যুত্তমানামধিকাদ্য লক্ষ্মী-
র্বরাঙ্গনানামিব ভূষিতানাম্ ॥ ৪৯
বেণুস্বরব্যঞ্জিততূর্য্যমিশ্রঃ
প্রত্যূষকালেঽনিলসম্প্রবৃত্তঃ ।
সংমূর্চ্ছিতো গহ্বরগোবৃষাণা-
মন্যোন্যমাপূরয়তীব শব্দঃ ॥ ৫০
নবৈর্নদীনাং কুসুমপ্রহাসৈ-
র্ব্যাধূয়মানৈর্মৃদুমারুতেন ।
ধৌতামলক্ষৌমপটপ্রকাশৈঃ
কূলানি কাশৈরুপশোভিতানি ॥ ৫১
বনপ্রচণ্ডা মধুপানশৌণ্ডাঃ
প্রিয়ান্বিতাঃ ষট্চরণাঃ প্রহৃষ্টাঃ ।
বনেষু মত্তাঃ পবনানুযাত্রাং
কুর্ব্বন্তি পদ্মাসনরেণুগৌরাঃ ॥ ৫২

কারণ্ডব এবং চক্রবাকসকলকে ভীত ও বারম্বার নদীজল আলোড়িত করত পান করিতেছে। হংস সকল কর্দ্দমবিহীন, বালুকাযুক্ত, নির্ম্মলসলিলবিশিষ্ট এবং গোসমূহে সমাকুল ও সারসরবে নিনাদিত নদীমধ্যে হৃষ্টচিত্তে নিপতিত হইতেছে। এক্ষণে নদী, মেঘ, প্রস্রবণ, জল, অতিপ্রবৃদ্ধ বায়ু, ময়ূর এবং উৎসবহীন ভেক সকলের ধ্বনি শুনিতে পাওয়া যায় না। বিবিধবর্ণ তীক্ষ্ণ বিষধর সর্প সকল নব জলধরের সমাগমকালে বহুদিন উপবাস এবং আহারাভাবে মৃতপ্রায় হইয়া গর্ত্তমধ্যে থাকিয়া এক্ষণে ক্ষুধার্ত্ত হইয়া আহার অন্বেষণার্থ গর্ত্ত হইতে বাহির হইতেছে। ৩৭—৩৪। লক্ষ্মণ! একটী আশ্চর্য্যের বিষয় দেখ, যেমন অনুরাগিণী কোন নায়িকা নায়কের কোমল করস্পর্শে প্রীতিবশতঃ নয়নতারা ঈষৎ নিমীলিত করত স্বতই বসনগ্রন্থি উন্মুক্ত করিয়া থাকে, তদ্রূপ এই লোহিতবর্ণা সন্ধ্যা সুন্দর চন্দ্রকরস্পর্শে প্রীতিবশতঃ নয়নতারারূপ তারকা সকল ঈষৎ প্রকাশিত করিয়া স্বয়ং বস্ত্রস্বরূপ অম্বরতল পরিত্যাগ করিতেছে। অপিচ, সমুদিত নিশাপতি রমণীয় মুখস্বরূপ হওয়ায়, নক্ষত্রগণ উন্মীলিত সুচারুনেত্রস্বরূপ হওয়ায় এবং জ্যোৎস্না আবরণ বসনস্বরূপ হওয়ায় নিশা যেন শুভ্র বসনদ্বারা আবৃতকায়া নারীর ন্যায় প্রকাশ পাইতেছে। সুচারু সারসশ্রেণী পক্ব ব্রীহি-শস্য ভোজন করত সানন্দে বায়ুসঞ্চালিত গ্রথিত কুসুমমালার ন্যায়, দ্রুতবেগে নভোমণ্ডল অতিক্রম করিতেছে। প্রসুপ্ত হংসগণে পরিব্যাপ্ত এবং কুমুদশোভিত মহাহ্রদস্থ বারি, নিশাকালে মেঘ-নির্ম্মুক্ত পূর্ণচন্দ্র-সমন্বিত, নক্ষত্রসমাকীর্ণ আকাশমণ্ডলের ন্যায়, দীপ্তি পাইতেছে। চতুর্দ্দিকে বিস্তৃত হংসরূপকাঞ্চীদ্বারা পরিবেষ্টিত, প্রফুল্ল পদ্ম এবং উৎপলসমূহে বিরাজিত, অনুত্তম বাপী সকল অদ্য নানাবিধ ভূষণদ্বারা বিভূষিতা বরাঙ্গনাগণের ন্যায় শোভা পাইতেছে। প্রভাতকালে বেণুধ্বনির ন্যায় প্রকাশমান বাদ্যধ্বনি মিশ্রিত অনিলসঞ্জাত গিরিগুহা-শব্দ এবং বন্য গোগণের শব্দ সর্ব্বপ্রকারে ব্যাপ্ত হইয়া যেন পরস্পরের শব্দকে পরিপূরণ করিতেছে। নদীতীর মৃদু সমীরণদ্বারা কম্পিত বিকশিত নবকুসুমদ্বারা এবং নির্ম্মল ধৌত পট্টবসন-তুল্য কাশরাশি দ্বারা বিভূষিত হইতেছে। বনগর্ব্বিত, মধুপানে মত্ত, পদ্ম এবং অসন

জলং প্রসন্নং কুসুমপ্রহাসং
ক্রৌঞ্চস্বনং শালিবনং বিপক্কম্।
মৃদুশ্চ বায়ুর্বিমলশ্চ চন্দ্রঃ
শংসন্তি বর্ষব্যপনীতকালম্ ॥ ৫৩
মীনোপসন্দর্শিতমেখলানাং
নদীবধূনাং গতয়োঽদ্য মন্দাঃ।
কান্তোপভুক্তালসগামিনীনাং
প্রভাতকালেম্বিব কামিনীনাম্ ॥ ৫৪
সচক্রবাকাণি সশৈবলানি
কাশৈর্দুকূলৈরিব সংবৃতানি।
সপত্ররেখাণি সরোচনানি
বধূমুখানীব নদীমুখানি ॥ ৫৫
প্রফুল্লবাণাসনচিত্রিতেষু
প্রহৃষ্টষট্‌পাদনিকূজিতেষু।
গৃহীতচাপোদ্যতদণ্ডচণ্ডঃ
প্রচণ্ডচাপোঽদ্য বনেষু কামঃ ॥ ৫৬
লোকং সুবৃষ্ট্যা পরিতোষয়িত্বা
নদীস্তটাকানি চ পূরয়িত্বা।
নিষ্পন্নশস্যাং বসুধাঞ্চ কৃত্বা
ত্যক্ত্বা নভস্তোয়ধরাঃ প্রনষ্টাঃ ॥ ৫৭
দর্শয়ন্তি শরন্নদ্যঃ পুলিনানি শনৈঃ শনৈঃ।
নবসঙ্গমসব্রীড়া জঘনানীব যোষিতঃ ॥ ৫৮
প্রসন্নসলিলাঃ সৌম্য কুররাভিবিনাদিতাঃ।
চক্রবাকগণাকীর্ণা বিভান্তি সলিলাশয়াঃ ॥ ৫৯
অন্যোন্যবদ্ধবৈরাণাং জিগীষূণাং নৃপাত্মজ।
উদ্‌যোগসময়ঃ সৌম্য পার্থিবানামুপস্থিতঃ ॥ ৬০
ইয়ং সা প্রথমা যাত্রা পার্থিবানাং নৃপাত্মজ।
ন চ পশ্যামি সুগ্রীবমুদ্‌যোগঞ্চ তথাবিধম্ ॥ ৬১
অসনাঃ সপ্তপর্ণাশ্চ কোবিদারাশ্চ পুষ্পিতাঃ।
দৃশ্যন্তে বন্ধুজীবাশ্চ শ্যামাশ্চ গিরিসানুষু ॥ ৬২
হংসসারসচক্রাহ্বৈঃ কুররৈশ্চ সমন্ততঃ।
পুলিনান্যবকীর্ণানি নদীনাং পশ্য লক্ষ্মণ ॥ ৬৩
চত্বারো বার্ষিকা মাসা গতা বর্ষশতোপমাঃ
মম শোকাভিতপ্তস্য তথা সীতামপশ্যতঃ ॥ ৬৪
চক্রবাকীব ভর্তারং পৃষ্ঠতোঽনুগতা বনম্।
বিষমং দণ্ডকারণ্যমুদ্যানমিব চাঙ্গনা ॥ ৬৫
প্রিয়াবিহীনে দুঃখার্তে হৃতরাজ্যে বিবাসিতে।
কৃপাং ন কুরুতে রাজা সুগ্রীবো ময়ি লক্ষ্মণ ॥ ৬৬
অনাথো হৃতরাজ্যোঽয়ং রাবণেন চ ধর্ষিতঃ।
দীনো দূরগৃহঃ কামী মাঞ্চৈব শরণং গতঃ ॥ ৬৭

কুসুমের পরাগদ্বারা পীতবর্ণ, হর্ষান্বিত, প্রিয়-সমভিব্যাহারী দ্বিরেফশ্রেণী বনমধ্যে মত্ত হইয়া বায়ুর সহিত ধাবিত হইতেছে। ৪৭—৫২। লক্ষ্মণ! সলিল নির্মল, কুসুম সকল প্রস্ফুটিত, ক্রৌঞ্চরব প্রাদুর্ভূত, শালিবন বিপক্ক, বায়ু মন্দগামী এবং হিমাংশুমণ্ডল সুবিমল হওয়ায় বর্ষাবিহীন শরৎকালের আগমন প্রকাশ করিতেছে। কান্তোপভোগে প্রাতঃকালে অলসগামিনী কামিনীগণের মন্থরগতির ন্যায়, নিকটস্থিত মীনরূপ মেখলাধারিণী নদী সকলের অদ্য মন্দগতি হইয়াছে এবং নদীমুখও চক্রবাক, শৈবল ও কাশকুসুমদ্বারা পরিবৃত হওয়ায়, গোরোচনান্বিত পত্ররেখাদ্বারা চিত্রিত দুকূলবাসা বধূমুখের প্রকাশ পাইতেছে। অদ্য মন্মথ প্রফুল্ল কুসুম-ধনুর্দ্বারা চিত্রিত এবং প্রহৃষ্ট-অলিকুলদ্বারা গুঞ্জরিত বনমধ্যে প্রচণ্ড চাপ উদ্যত করিয়া বিরহিগণকে দণ্ডিত করিবার জন্য প্রচণ্ডভাব ধারণ করিয়াছে। মেঘ সকল বৃষ্টিদ্বারা লোকদিগকে সন্তুষ্ট, নদী-তড়াগ পরিপূর্ণ এবং ধরিত্রীকে শস্যশালিনী করিয়া এক্ষণে আকাশমণ্ডল পরিত্যাগ করত বিনষ্ট হইয়া গিয়াছে; আর বর্তমান শরৎকালে নবসঙ্গম-লজ্জিতা প্রমদাগণের জঘনদেশের ন্যায় নদী সকল ক্রমে ক্রমে পুলিন সকল প্রদর্শন করিতেছে। ৫৩—৫৮। সৌম্যদর্শন! সকল জলাশয়ই বিমলসলিলসম্পন্ন, চক্রবাকসমূহে সমাকীর্ণ এবং কুররপক্ষিসমূহে নিনাদিত হইয়া সুশোভিত হইতেছে। নৃপনন্দন! পরস্পর-বদ্ধশত্রুতা বিজিগীষু পৃথিবীপতি রাজাদিগের অদ্য উদ্‌যোগকাল আসিয়াছে এবং ইহাই নরপতিগণের যুদ্ধযাত্রার প্রথম সময়; কিন্তু সুগ্রীবকে সেরূপ উদ্‌যোগী দেখিতেছি না। উপত্যকাস্থ অসন, সপ্তপর্ণ, কোবিদার, বন্ধুজীব এবং তমালপ্রভৃতি বৃক্ষ সকল বিকসিত দেখিতেছি। দেখ, নদীপুলিন হংস, সারস, চক্রবাক এবং কুরর পক্ষিদ্বারা সর্বতোভাবে পরিব্যাপ্ত হইয়াছে। লক্ষ্মণ! আমি সীতার অদর্শনে শোক-সন্তপ্ত হওয়ায় বর্ষার চারিমাস যেন আমার শত বর্ষ পরিমাণে গত হইয়াছে। যেমন উদ্যানমধ্যে চক্রবাকী স্বকীয় স্বামী চক্রবাকের অনুগমন করে, তদ্রূপ ললনা সীতা দুর্গম দণ্ডকারণ্যে আমার অনুগামিনী হইয়া-ছিলেন। লক্ষ্মণ! 'আমি প্রিয়াবিরহী দুঃখার্ত, রাজ্যভ্রষ্ট এবং বিবাসিত হইয়াছি বলিয়া সুগ্রীব আমার প্রতি দয়া করিতেছে না এবং "ইনি অনাথ, রাজ্যচ্যুত রাবণকর্তৃক ধর্ষিত, দীন, দূরভিলাষী কামাতুর ও আমারই অনুগত' এইরূপ বোধ

ইত্যেতৈঃ কারণৈঃ সৌম্য সুগ্রীবস্য দুরাত্মনঃ।
অহং বানররাজস্য পরিভূতঃ পরন্তপ ॥ ৬৮
স কালং পরিসঙ্খ্যায় সীতায়াঃ পরিমার্গণে।
কৃতার্থঃ সময়ং কৃত্বা দুর্ম্মতির্নাববুধ্যতে ॥ ৬৯
স কিষ্কিন্ধ্যাং প্রবিশ্য ত্বং ব্রূহি বানরপুঙ্গবম্।
মূর্খং গ্রাম্যসুখে সক্তং সুগ্রীবং বচনান্মম ॥ ৭০
অর্থিনামুপপন্নানাং পূর্ব্বঞ্চাপ্যুপকারিণম্।
আশাং সংশ্রুত্য যো হন্তি স লোকে পুরুষাধমঃ ॥ ৭১
শুভং বা যদি বা পাপং যো হি বাক্যমুদীরিতম্।
সত্যেন পরিগৃহ্লাতি স বীরঃ পুরুষোত্তমঃ ॥ ৭২
কৃতার্থা হ্যকৃতার্থানাং মিত্রাণাং ন ভবন্তি যে।
তান্ মৃতানপি ক্রব্যাদাঃ কৃতঘ্নান্নোপভুঞ্জতে ॥ ৭৩
নূনং কাঞ্চনপৃষ্ঠস্য বিকৃষ্টস্য ময়া রণে।
দ্রষ্টুমিচ্ছসি চাপস্য রূপং বিদ্যুদ্গণোপমম্ ॥ ৭৪
ঘোরং জ্যাতলনির্ঘোষং ক্রুদ্ধস্য মম সংযুগে।
নির্ঘোষমিব বজ্রস্য পুনঃ সংশ্রোতুমিচ্ছসি ॥ ৭৫
কামমেবঙ্গতেঽপ্যস্য পরিজ্ঞাতে পরাক্রমে।
ত্বৎসহায়স্য মে বীর ন চিন্তা স্যান্নৃপাত্মজ ॥ ৭৬
যদর্থমযমারম্ভঃ কৃতঃ পরপুরঞ্জয়।
সময়ং নাভিজানাতি কৃতার্থঃ প্লবগেশ্বরঃ ॥ ৭৭
বর্ষাঃ সময়কালন্তু প্রতিজ্ঞায় হরীশ্বরঃ।
ব্যতীতাংশ্চতুরো মাসান্ বিহরন্নাববুধ্যতে ॥ ৭৮
সামাত্যপরিষৎ ক্রীড়ন্ পানমেবোপসেবতে।
শোকদীনেষু নাস্মাসু সুগ্রীবঃ কুরুতে দয়াম্ ॥ ৭৯
উচ্যতাং গচ্ছ সুগ্রীবস্ত্বয়া বীর মহাবল।
মম রোষস্য যদ্রূপং ব্রূয়াশ্চৈনমিদং বচঃ ॥ ৮০
ন স সঙ্কুচিতঃ পন্থা যেন বালী হতো গতঃ।
সময়ে তিষ্ঠ সুগ্রীব মা বালিপথমন্বগাঃ ॥ ৮১
এক এব রণে বালী শরেণ নিহতো ময়া।
ত্বান্তু সত্যাদতিক্রান্তং হনিষ্যামি সবান্ধবম্ ॥ ৮২
যদেবং বিহিতে কার্য্যে যদ্ধিতং পুরুষর্ষভ।
তত্তৎ ব্রূহি নরশ্রেষ্ঠ ত্বরা কালব্যতিক্রমঃ ॥ ৮৩
কুরুষ্ব সত্যং মম বানরেশ্বর
প্রতিশ্রুতং ধর্ম্মমবেক্ষ্য শাশ্বতম্।
মা বালিনং প্রেতগতো যমক্ষয়ে
ত্বমদ্য পশ্যের্মম চোদিতঃ শরৈঃ ॥ ৮৪

করিয়াছে। ৫৯—৬৭। সৌম্য! এই সকল কারণেই সেই দুরাত্মা বানররাজ সুগ্রীব আমাকে অবজ্ঞা করিতেছে। সেই দুর্ম্মতি সুগ্রীব, সময় নিরূপণপূর্ব্বক সীতার অন্বেষণে যেরূপ অঙ্গীকার করিয়াছিল, এক্ষণে কৃতার্থ হইয়া তাহা ভুলিয়া গিয়াছে, সুতরাং তুমি কিষ্কিন্ধ্যায় যাইয়া আমার বাক্যানুসারে গ্রাম্যসুখে প্রমত্ত সেই মূর্খ বানরেন্দ্র সুগ্রীবকে বল যে, যে ব্যক্তি পূর্ব্বের উপকারী বলবান্ অথচ কার্য্যসম্পন্ন অর্থীদিগের আশাপূরণে অঙ্গীকার করিয়া তাহা পূরণ না করে, লোকে তাহাকে অধম পুরুষ কহে। আর যিনি শুভ বা অশুভ স্বীয় প্রতিশ্রুত বাক্য যথার্থরূপে প্রতিপালন করেন, লোকে তাঁহাকে বীর এবং উত্তম পুরুষ বলিয়া থাকে। যাহারা নিজে কৃতকার্য্য হইয়া অকৃতার্থ বান্ধবদিগের কার্য্যসাধনে যত্ন না করে, তাহাদিগকে কৃতঘ্ন কহে; তাহার মৃত্যু হইলে কুক্কুরাদিও তাহাদিগকে স্পর্শ করে না।' আরও বলিবে যে, 'তুমি কি আকৃষ্টকাঞ্চনপৃষ্ঠ ধনুর বিদ্যুতের ন্যায় রূপ দেখিতে এবং আমি ক্রুদ্ধ হইলে যুদ্ধস্থলে বজ্রনির্ঘোষ তুল্য আমার ধনুর ভয়ঙ্কর জ্যা-শব্দ শুনিতে ইচ্ছা করিয়াছ? ৬৮—৭৫। বীর লক্ষ্মণ! এইরূপে তোমাকর্ত্তৃক আমার পরাক্রমের কথা সুগ্রীবের গোচরীভূত হইলে তাহার মনে কি চিন্তা হইবে না যে, 'লক্ষ্মণ-সহায় রাম যখন বালীকে বধ করিয়াছেন, তখন আমাকেও নিহত করিতে পারেন?' পরপুরঞ্জয়! সীতার উদ্ধারজন্য এই দুর্দ্ধর্ষ বালীকে বধ করিয়া যে সুগ্রীবকে রাজ্য দান করিলাম; মনোরথ সফল হওয়ায় সে কি তাহা ভুলিয়া গেল? যে বানররাজ সুগ্রীব বর্ষাকালের অবসানেই সীতার অন্বেষণ-কার্য্যে প্রবৃত্ত হইবে বলিয়া অঙ্গীকার করিয়াছিল, এক্ষণে সে প্রমদাগণের সহিত বিহার করত তাহা কি ভুলিয়াছে? আমরা শোকাচ্ছন্ন রহিয়াছি জানিয়াও ইতর লোকের সহিত বিহার এবং মদ্যপান করিতেছে,—আমাদিগের প্রতি তাহার দয়া হইতেছে না। মহাবল লক্ষ্মণ! সুতরাং তুমি সুগ্রীবের নিকটে যাইয়া আমার এই সকল ক্রোধের কথা বল যে, 'সুগ্রীব! তোমার ভ্রাতা বালী নিহত হইয়া যে পথে গিয়াছে, আজিও সে পথ রুদ্ধ হয় নাই; সুতরাং তুমি স্থিরপ্রতিজ্ঞ হও, বালীর পথে গমন করিও না। ৭৬—৮১। আমি একবাণে একমাত্র বালীকে বধ করিয়াছি, কিন্তু তুমি সত্যপথ হইতে ভ্রষ্ট হইলে আমি তোমাকে সবান্ধবে বিনষ্ট করিব।' পুরুষপ্রবর! সুগ্রীবকে এই কথা কহিলে সে যদি বিহিতকার্য্যে প্রবৃত্ত হয়, তাহা হইলে তাহাকে বলিবে যে, তুমি কালক্ষেপ না করিয়া অবিলম্বে শুভকার্য্যের অনুষ্ঠান কর।' আরও বলিবে যে, "কপীশ্বর! তুমি যেরূপ সত্যে আবদ্ধ আছ, সনাতন ধর্ম্ম স্মরণ করিয়া তাহা প্রতিপালন কর,

স পূর্ব্বজং তীব্রবিবৃদ্ধকোপং
লালপ্যমানং প্রসমীক্ষ্য দীনম্।
চকার তীব্রাং মতিমুগ্রতেজা
হরীশ্বরে মানববংশবর্দ্ধনঃ॥ ৮৫

ইতি কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ডে ত্রিংশঃ সর্গঃ॥ ৩০

—

একত্রিংশঃ সর্গঃ।

স কামিনং দীনমদীনসত্ত্বং
শোকাভিপন্নং সমুদীর্ণকামম্।
নরেন্দ্রসূনুর্নরদেবপুত্রং
রামানুজঃ পূর্ব্বজমিত্যুবাচ॥ ১
ন বানরঃ স্থাস্যতি সাধুবৃত্তে
ন মংস্যতে কর্ম্মফলানুষঙ্গান্।
ন ভোক্ষ্যতে বানররাজলক্ষ্মীং
তথাহি নাতিক্রমতেঽস্য বুদ্ধিঃ॥ ২
মতিক্ষয়াদ্‌গ্রাম্যসুখেষু সক্ত-
স্তব প্রসাদাৎ প্রতিকারবুদ্ধিঃ।
হতোঽগ্রজং পশ্যতু বীর বালিনং
ন রাজ্যমেবং বিগুণস্য দেয়ম্॥ ৩
ন ধারয়ে কোপমুদীর্ণবেগং
নিহন্মি সুগ্রীবমসত্যমদ্য।
হরিপ্রবীরৈঃ সহ বালিপুত্রো
নরেন্দ্রপুত্র্যা বিচয়ং করোতু॥ ৪
তমাত্তবাণাসনমুৎপতন্তং
নিবেদিতার্থং রণচণ্ডকোপম্।
উবাচ রামঃ পরবীরহন্তা
স্ববীক্ষিতং সানুনয়ঞ্চ বাক্যম্॥ ৫
ন হি বৈ ত্বদ্বিধো লোকে পাপমেবং সমাচরেৎ।
কোপমার্য্যেণ যো হন্তি স বীরঃ পুরুষোত্তমঃ॥ ৬
নেদমত্র ত্বয়া গ্রাহ্যং সাধুবৃত্তেন লক্ষ্মণ।
তাং প্রীতিমনুবর্ত্তস্ব পূর্ব্ববৃত্তঞ্চ সঙ্গতম্॥ ৭
সামোপহিতয়া বাচা রুক্ষাণি পরিবর্জ্জয়ন্।
বক্তুমর্হসি সুগ্রীবং ব্যতীতং কালপর্য্যয়ে॥ ৮
সোঽগ্রজেনানুশিষ্টার্থো যথাবৎ পুরুষর্ষভঃ।
প্রবিবেশ পুরীং বীরো লক্ষ্মণঃ পরবীরহা॥ ৯
ততঃ শুভমতিঃ প্রাজ্ঞো ভ্রাতুঃ প্রিয়হিতে রতঃ।
লক্ষ্মণঃ প্রতিসংরব্ধো জগাম ভবনং কপেঃ॥ ১০
শক্রবাণাসনপ্রখ্যং ধনুঃ কালান্তকোপমম্।
প্রগৃহ্য গিরিশৃঙ্গাভং মন্দরঃ সানুমানিব॥ ১১

আমার বাণে বিদ্ধ হইয়া অদ্য তুমি যমালয়ে গমন করত বালীকে দর্শন করিও না।" নরশ্রেষ্ঠ লক্ষ্মণ রামের এইরূপ কথা শুনিয়া জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকে অতিশয় ক্রুদ্ধ, রোদনপরায়ণ এবং অতি দীন নিরীক্ষণ করত সুগ্রীবের প্রতি বিষম ক্রোধ প্রকাশ করিলেন। ৮২—৮৫।

—

একত্রিংশ সর্গ।

রাজতনয় রামানুজ লক্ষ্মণ অদীনসত্ত্ব, শোকাকুল, জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা দশরথাত্মজ রামচন্দ্রকে বলিলেন "বানর-রাজ সুগ্রীব যে আপনার সহিত চিরপ্রণয়রূপ সদ্ভাব রক্ষা করিবে, তাহা মনে হয় না। সে অবশ্য বুঝিতেছে না যে, তাহার এই নিষ্কণ্টকে রাজ্যভোগ আপনার বন্ধুত্বমূলক। যাহাই হউক, তাহার চিত্ত যখন আপনার সহিত বন্ধুত্ব রক্ষায় অনিচ্ছুক, তখন সে নিশ্চয়ই রাজলক্ষ্মী ভোগ করিতে পারিবে না। হীনবুদ্ধি সুগ্রীব আপনার দয়াগুণে হতশত্রু হইয়া নিষ্কণ্টক বিষয়ে উন্মত্ত রহিয়াছে। বীর! সুগ্রীব উহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা বালীকে স্মরণ করুক। প্রভো! এইরূপ দুষ্ট বানরকে রাজ্যাধিকারী করা উপযুক্ত হয় নাই; সুতরাং আমার ক্রোধ নিবারণ হইতেছে না। আমার ইচ্ছা হয়, প্রতিজ্ঞাভঙ্গকারী সুগ্রীবকে আমি অদ্যই বধ করি এবং বালীর তনয় অঙ্গদ বানরগণের সহিত রাজনন্দিনী জানকীর অন্বেষণ করুক। ১—৪। প্রচণ্ড ক্রোধ-প্রজ্বলিত ধনুর্দ্ধারী সুমিত্রানন্দন লক্ষ্মণ এইরূপ নিবেদন করিলে, শত্রুহন্তা রঘুনন্দন রাম তাঁহাকে সান্ত্বনা করিয়া বিনয়ের সহিত কহিলেন, "এই মর্ত্ত্য-লোকে তোমার ন্যায় ধার্ম্মিক লোকেরা মিত্রবধরূপ পাপকার্য্য করেন না; কারণ বিবেকবলে যিনি ক্রোধ দমন করিতে পারেন, তিনিই বীর এবং পুরুষশ্রেষ্ঠ। লক্ষ্মণ! তুমি সচ্চরিত্র, সুতরাং মিত্রবধে মনন না করিয়া সেই সুগ্রীবের সহিত পূর্ব্ববৎ প্রীতি সংস্থাপন কর এবং রুক্ষবাক্য পরিত্যাগপূর্ব্বক প্রীতিপূর্ণ বাক্যে তাহাকে কহিবে যে, 'বহুকাল অতীত হইয়াছে, তথাপি তুমি নিশ্চিন্ত হইয়া রহিয়াছ কেন?' পরবীরহন্তা পুরুষশ্রেষ্ঠ লক্ষ্মণ, অগ্রজ রামকর্তৃক যথাবৎ শিক্ষিত হইয়া সুগ্রীবের পুরীতে প্রবেশ করিতে উদ্যত হই-লেন। ৫—৯। পরে ভ্রাতৃহিতৈষী প্রজ্ঞাশালী শুভ-মতি লক্ষ্মণ অত্যন্ত ক্রোধাবিষ্ট হইয়া কালান্তকের ন্যায় ভীষণ গিরিশিখরবৎ, শক্রচাপসম ধনু ধারণ করত, সানুমান্ মন্দরপর্ব্বতের ন্যায় বানররাজ সুগ্রীবের

যথোক্তকারী বচনমুত্তরঞ্চৈব সোত্তরম্।
বৃহস্পতিসমো বুদ্ধ্যা মত্বা রামানুজস্তদা ॥ ১২
কামক্রোধসমুত্থেন ভ্রাতুঃ ক্রোধাগ্নিনা বৃতঃ।
প্রভঞ্জন ইবাপ্রীতঃ প্রযযৌ লক্ষ্মণস্ততঃ ॥ ১৩
সালতালাশ্বকর্ণাংশ্চ তরসা পাতয়ন্ বলাৎ।
পর্য্যস্যন্ গিরিকূটানি দ্রুমানন্যাংশ্চ বেগিতঃ ॥ ১৪
শিলাশ্চ শকলীকুর্ব্বন্ পদ্ভ্যাং গজ ইবাশুগঃ।
দূরমেকং পদং ত্যক্ত্বা যযৌ কার্য্যবশাদ্দ্রুতম্ ॥ ১৫
তামপশ্যদ্বলাকীর্ণাং হরিরাজমহাপুরীম্।
দুর্গামিক্ষ্বাকুশার্দ্দূলঃ কিষ্কিন্ধ্যাং গিরিসঙ্কটে ॥ ১৬
রোষাৎ প্রস্ফুরমাণোষ্ঠঃ সুগ্রীবং প্রতি লক্ষ্মণঃ।
দদর্শ বানরান্ ভীমান্ কিষ্কিন্ধ্যায়াং বহিশ্চরান্ ॥ ১৭
তং দৃষ্ট্বা বানরাঃ সর্ব্বে লক্ষ্মণং পুরুষর্ষভম্।
শৈলশৃঙ্গাণি শতশঃ প্রবৃদ্ধাংশ্চ মহীরুহান্।
জগৃহুঃ কুঞ্জরপ্রখ্যা বানরাঃ পর্ব্বতান্তরে ॥ ১৮
তান্ গৃহীতপ্রহরণান্ সর্ব্বান্ দৃষ্ট্বা তু লক্ষ্মণঃ।
বভূব দ্বিগুণং ক্রুদ্ধো বহ্বিন্ধন ইবানলঃ ॥ ১৯
তং তে ভয়পরীতাঙ্গাঃ ক্ষুব্ধং দৃষ্ট্বা প্লবঙ্গমাঃ।
কালমৃত্যুযুগান্তাভং শতশো বিদ্রুতা দিশঃ ॥ ২০
ততঃ সুগ্রীবভবনং প্রবিশ্য হরিপুঙ্গবাঃ।
ক্রোধমাগমনঞ্চৈব লক্ষ্মণস্য ন্যবেদয়ন্ ॥ ২১
তারয়া সহিতঃ কামী সক্তঃ কপিবৃষস্তদা।
ন তেষাং কপিসিংহানাং শুশ্রাব বচনং তদা ॥ ২২
ততঃ সচিবসন্দিষ্টা হরয়ো রোমহর্ষণাঃ।
গিরিকুঞ্জরমেঘাভা নগরান্নির্যযুস্তদা ॥ ২৩
নখদংষ্ট্রায়ুধাঃ সর্ব্বে বীরা বিকৃতদর্শনাঃ।
সর্ব্বে শার্দ্দূলদংষ্ট্রাশ্চ সর্ব্বে বিবৃতদর্শনাঃ ॥ ২৪
দশনাগবলাঃ কেচিৎ কেচিদ্দশগুণোত্তরাঃ।
কেচিন্নাগসহস্রস্য বভূবুস্তুল্যবর্চ্চসঃ ॥ ২৫
ততস্তৈঃ কপিভির্ব্যাপ্তাং দ্রুমহস্তৈর্মহাবলৈঃ।
অপশ্যল্লক্ষ্মণঃ ক্রুদ্ধঃ কিষ্কিন্ধ্যাং তাং দুরাসদাম্ ॥ ২৬
ততস্তে হরয়ঃ সর্ব্বে প্রাকারপরিখান্তরাৎ।
নিষ্ক্রম্যোদগ্রসত্ত্বাস্তু তস্থুরাবিষ্কৃতং তদা ॥ ২৭
সুগ্রীবস্য প্রমাদঞ্চ পূর্ব্বজস্যার্থমাত্মবান্।
দৃষ্ট্বা ক্রোধবশং বীরঃ পুনরেব জগাম সঃ ॥ ২৮
স দীর্ঘোষ্ণমহোচ্ছ্বাসঃ কোপসংরক্তলোচনঃ।
বভূব নরশার্দ্দূলঃ সধূম ইব পাবকঃ ॥ ২৯
বাণশল্যস্ফুরজ্জিহ্বঃ সায়কাসনভোগবান্।
স্বতেজোবিষসম্ভূতঃ পঞ্চাস্য ইব পন্নগঃ ॥ ৩০

গৃহাভিমুখে চলিলেন। তখন বৃহস্পতির ন্যায় জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার আজ্ঞাবহ রামানুজ লক্ষ্মণ, সুগ্রীবের প্রতি নিজ বক্তব্য এবং সুগ্রীবের প্রত্যুত্তর ও তাহার উত্তরবাক্য এই সকল মনে মনে আলোচনা করত ভ্রাতার কামজন্য ক্রোধসমুত্থিত অনলে পরিবৃত হইয়া অপ্রসন্নচিত্তে বায়ুর ন্যায় বেগে গমন করিতে লাগিলেন। লক্ষ্মণ বলপূর্ব্বক শাল, তাল, অশ্বকর্ণ প্রভৃতি বৃক্ষ সকল এবং পর্ব্বতশিখর সকল ভগ্ন করত পাদদ্বারা শিলা-সমূহ খণ্ড খণ্ড করিয়া কার্য্যবশতঃ এক এক পদ দূরে অন্তর নিক্ষেপপূর্ব্বক শীঘ্রগামী গজেন্দ্রের ন্যায় গমন করিতে লাগিলেন। ১০—১৫। পরে ইক্ষ্বাকুকুলনন্দন লক্ষ্মণ বানরসৈন্যে পরিব্যাপ্ত পর্ব্বতস্থ সেই কপিরাজ সুগ্রীবের দুর্গম মহাপুরী কিষ্কিন্ধ্যা দেখিতে পাইয়া তাহার প্রতি রোষবশতঃ ওষ্ঠ স্ফুরিত করিয়া কিষ্কিন্ধ্যা-মধ্যে বহিশ্চর ভয়ঙ্কর বানরগণকে দেখিলেন। হস্তীর ন্যায় বানরগণ সেই পুরুষশ্রেষ্ঠ লক্ষ্মণকে আসিতে দেখিয়া পর্ব্বতমধ্যস্থ বৃহৎ বৃহৎ শৃঙ্গ এবং শত শত প্রকাণ্ড বৃক্ষশাখায় আরোহণ করিল, পরন্তু লক্ষ্মণ সেই বানর সকলকে অস্ত্রধারী দেখিয়া বহুইন্ধনযুক্ত অগ্নির ন্যায় ক্রোধে দ্বিগুণতর প্রজ্বলিত হইলেন। বানরগণ প্রলয় এবং মৃত্যুস্বরূপ লক্ষ্মণকে দেখিয়া ভয়ে নানাদিকে পলায়ন করিল। ১৬—২০। পরে প্রধান প্রধান বানরগণ সুগ্রীবের গৃহে প্রবেশ করিয়া লক্ষ্মণের ক্রোধ এবং আগমনবৃত্তান্ত জ্ঞাপন করিলে তিনি তারার সহিত বিহারসুখে প্রমত্ত থাকায় তাহাদিগের সেই কথা শুনিলেন না। পরে গিরি এবং কুঞ্জরতুল্য সেই রোমহর্ষণ বানরগণ সচিবকর্ত্তৃক আদিষ্ট হইয়া নগর হইতে বহির্গত হইল। তন্মধ্যে কেহ কেহ নখ এবং দন্তরূপ আয়ুধধারী মহাবীর ভীমদর্শন, কেহ কেহ শার্দ্দূলের ন্যায় বিশালদন্তবিশিষ্ট ঘোরদর্শন, কেহ কেহ দশনাগসদৃশ বলবান্, কেহ কেহ শতনাগসম বলশালী, কেহ কেহ সহস্রনাগতুল্য তেজস্বী। লক্ষ্মণ সেই সকল বৃক্ষহস্ত মহাবল বানরগণদ্বারা পরিব্যাপ্ত দুর্গম কিষ্কিন্ধ্যাপুরী দেখিয়া অতিশয় ক্রুদ্ধ হইলেন। পরে তখন তাহারা প্রাকারের বহিঃস্থিত পরিখা হইতে বহির্গত হইয়া ভীষণ মূর্ত্তি ধারণ করত অবস্থিত হইল। বীর লক্ষ্মণ, সুগ্রীবের প্রমাদ এবং অগ্রজ রামের অর্থসিদ্ধির বিষয় বিচার করত পুনর্ব্বার ক্রোধের বশ-বর্ত্তী হইয়া ধাবিত হইতে লাগিলেন। নরশ্রেষ্ঠ লক্ষ্মণ দীর্ঘ এবং উষ্ণ সমধিক নিশ্বাস পরিত্যাগপূর্ব্বক ক্রোধবশতঃ রক্তনেত্র হইয়া সধূম অগ্নির ন্যায় প্রকাশ পাইতে লাগিলেন। তৎকালে তাঁহার বাণাগ্রস্থিত শল্য জিহ্বার ন্যায়, চাপমণ্ডল ফণামণ্ডলের ন্যায় এবং

তং দীপ্তমিব কালাগ্নিং নাগেন্দ্রমিব কোপিতম্।
সমাসাদ্যাঙ্গদস্ত্রাসাৎ বিষাদমগমৎ পরম্॥ ৩১
সোঽঙ্গদং রোষতাম্রাক্ষঃ সন্দিদেশ মহাযশাঃ।
সুগ্রীবঃ কথ্যতাং বৎস মমাগমনমিত্যুত॥ ৩২
এষ রামানুজঃ প্রাপ্তস্ত্বৎসকাশমরিন্দম।
ভ্রাতুর্ব্যসনসন্তপ্তো দ্বারি তিষ্ঠতি লক্ষ্মণঃ॥ ৩৩
তস্য বাক্যং যদি রুচিঃ ক্রিয়তাং সাধু বানরঃ।
ইত্যুক্তা শীঘ্রমাগচ্ছ বৎস বাক্যমরিন্দম॥ ৩৪
লক্ষ্মণস্য বচঃ শ্রুত্বা শোকাবিষ্টোঽঙ্গদোঽব্রবীৎ।
পিতুঃ সমীপমাগম্য সৌমিত্রিরয়মাগতঃ॥ ৩৫
অথাঙ্গদস্তস্য সুতীব্রবাচা।
সম্ভ্রান্তভাবঃ পরিদীনবক্ত্রঃ।
নির্গত্য পূর্ব্বং নৃপতেস্তরস্বী
ততো কুমারাশ্চরণৌ ববন্দে॥ ৩৬
সংগৃহ্য পাদৌ পিতুরুগ্রতেজা
জগ্রাহ মাতুঃ পুনরেব পাদৌ।
পাদৌ কুমারাশ্চ নিপীড়য়িত্বা
নিবেদয়মাস ততস্তদর্থম্॥ ৩৭
স নিদ্রাক্লান্তসংবীতো বানরো ন বিবুদ্ধবান্।
বভূব মদমত্তশ্চ মদনেন চ মোহিতঃ॥ ৩৮

ততঃ কিলকিলাং চক্রুর্লক্ষ্মণং প্রেক্ষ্য বানরাঃ।
প্রসাদয়ন্তস্তং ক্রুদ্ধং ভয়মোহিতচেতসঃ॥ ৩৯
তে মহৌঘনিভং দৃষ্ট্বা বজ্রাশনিসমস্বনম্।
সিংহনাদং সমং চক্রুর্লক্ষ্মণস্য সমীপতঃ॥ ৪০
তেন শব্দেন মহতা প্রত্যবুধ্যত বানরঃ।
মদবিহ্বলতাম্রাক্ষো ব্যাকুলঃ স্রগ্বিভূষণঃ॥ ৪১
অথাঙ্গদবচঃ শ্রুত্বা তেনৈব চ সমাগতৌ।
মন্ত্রিণৌ বানরেন্দ্রস্য সম্মতোদারদর্শনৌ॥ ৪২
যক্ষশ্চৈব প্রভাবশ্চ মন্ত্রিণাবর্থধর্ম্ময়োঃ।
বক্তুমুচ্চাবচং প্রাপ্তং লক্ষ্মণং তৌ শশংসতুঃ॥ ৪৩
প্রসাদয়িত্বা সুগ্রীবং বচনৈঃ সার্থনিশ্চিতৈঃ।
আসীনং পর্য্যুপাসীনৌ যথা শক্রং মরুৎপতিম্॥ ৪৪
সত্যসন্ধৌ মহাভাগৌ ভ্রাতরৌ রামলক্ষ্মণৌ।
মনুষ্যভাবং সম্প্রাপ্তৌ রাজ্যার্হৌ রাজ্যদায়িনৌ॥ ৪৫
তয়োরেকো ধনুষ্পাণির্দ্বারি তিষ্ঠতি লক্ষ্মণঃ।
যস্য ভীতাঃ প্রবেপন্তো নাদান্ মুঞ্চন্তি বানরাঃ॥ ৪৬
স এষ রাঘবভ্রাতা লক্ষ্মণো বাক্যসারথিঃ।
ব্যবসায়রথঃ প্রাপ্তস্তস্য রামস্য শাসনাৎ॥ ৪৭

ন্যায় তেজ বিষের ন্যায় প্রতিভাত হওয়ায় তিনি যেন পঞ্চাস্য ভুজঙ্গবৎ দীপ্তি পাইতে থাকিলেন। অঙ্গদ তাঁহাকে প্রজ্বলিত কালানল এবং ক্রুদ্ধনাগেন্দ্রের ন্যায় দেখিয়া ভয়বশতঃ অতিশয় বিষাদাকুল হইলেন। পরে ক্রোধবশতঃ রক্তনয়ন মহাযশা লক্ষ্মণ, অঙ্গদের নিকট-বর্ত্তী হইয়া তাঁহাকে কহিলেন, "বৎস! তুমি সুগ্রীবকে আমার আগমনবৃত্তান্ত বল। অরিদমন! তুমি তাঁহাকে এইরূপ বলিবে যে, 'রামানুজ লক্ষ্মণ ভ্রাতৃ-শোকে দুঃখিত হইয়া তোমার নিকটে আসিয়া দ্বারদেশে অবস্থিত রহিয়াছেন; যদি আপনার ইচ্ছা হয়, তবে আপনি তাঁহার বাক্য সফল করুন।' বৎস! তুমি তাঁহাকে এই কথা বলিয়া শীঘ্র তাহার প্রত্যুত্তর প্রদান কর।" ২১—৩৪। পরে লক্ষ্মণের কথা শুনিয়া শোকাকুল অঙ্গদ তাঁহার সুতীব্র-বাক্যদ্বারা সম্ভ্রান্তচিত্ত এবং ম্লানবদন হইয়া তাঁহার নিকট হইতে নির্গমন-পূর্ব্বক পিতৃব্যের নিকট উপস্থিত হইয়া প্রথমতঃ তাঁহার পদ বন্দনা করিয়া সুমিত্রানন্দন লক্ষ্মণের আগমন-সংবাদ নিবেদন করিলেন; পরে কুমার পদদ্বয় বন্দনা করিয়া পুনরায় পিতৃব্য, মাতা এবং কুমার পদ বন্দনা করত উহা সবিস্তরে বলিতে লাগিলেন। তখন সুগ্রীব নিদ্রাবশতঃ ক্লান্তিযুক্ত মদমত্ত এবং মদন কর্ত্তৃক বিমো-হিত থাকায় অঙ্গদের কথা বুঝিতে পারিলেন না। এদিকে বানরগণ, ক্রুদ্ধ লক্ষ্মণকে দেখিয়া ভীতচিত্তে তাঁহাকে প্রসন্ন করত কিলকিলা শব্দ করিতে লাগিল। বানরগণ লক্ষ্মণের নিকটে মহাপ্রবাহ-তুল্য, বজ্র এবং অশনি-শব্দবৎ সিংহনাদসম শব্দ করিতে থাকিলে মদবিহ্বল রক্তনয়ন কুসুমদাম-বিভূষিত প্রসুপ্ত সুগ্রীব সেই মহান্ কোলাহলে জাগরিত হইলেন। ৩৫—৪১। পরে বানরেন্দ্র সুগ্রীবের ধর্ম্ম এবং অর্থবিষয়ের মন্ত্রী যক্ষ এবং প্রভাবনামক সচিবদ্বয় অঙ্গদের কথা শুনিয়া তাঁহার সহিত সুগ্রীবের নিকটে আসিল এবং তাহারা সুগ্রীবকে শুভাশুভ বাক্য বলিবার জন্য লক্ষ্মণের আগমন-সংবাদ বলিতে লাগিল। মন্ত্রিগণ সমাসীন সুগ্রীবকে নিশ্চিত সদর্থযুক্ত বচনে প্রসন্ন করত ইন্দ্রসম সুগ্রীবের নিকটে বসিয়া বলিলেন যে, "আপনার রাজ্যপ্রদ, রাজ্যার্হ, সত্যসন্ধ, মহাভাগ্যশালী যে দুই ভ্রাতা রাম এবং লক্ষ্মণ মনুষ্যদেহ প্রাপ্ত হইয়াছেন, তন্মধ্যে ধনুর্দ্ধারী লক্ষ্মণ একাকী আপনার দ্বারে অবস্থিত আছেন, বানরগণ তাঁহারই ভয়ে কম্পিতকলেবর হইয়া নিনাদ করিতেছে। সেই রাম-নুজ লক্ষ্মণ, রামের আদেশক্রমে এখানে আসিয়াছেন। শ্রীরামের নিদেশবাক্যই সারথিরূপে কর্ত্তব্যবিষয়ে স্থিরতারূপ রথদ্বারা তাঁহাকে এস্থানে আনয়ন করিয়াছে।

অয়ঞ্চ তনয়ো রাজন্ তারায়া দয়িতোঽঙ্গদঃ।
লক্ষ্মণেন সকাশং তে প্রেষিতস্ত্বরয়ানঘ॥ ৪৮
সোঽয়ং রোষপরীতাক্ষো দ্বারি তিষ্ঠতি বীর্য্যবান্।
বানরান্ বানরপতে চক্ষুষা নির্দ্দহন্নিব॥ ৪৯
তস্য মূর্দ্ধ্না প্রণামং ত্বং সপুত্রঃ সবান্ধবঃ।
গচ্ছ শীঘ্রং মহারাজ রোষো হ্যদ্যোপশাম্যতাম্॥ ৫০
যথা হি রামো ধর্ম্মাত্মা তৎ কুরুষ্ব সমাহিতঃ।
রাজন্ তিষ্ঠস্ব সময়ে ভব সত্যপ্রতিশ্রবঃ॥ ৫১
ইতি কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ডে একত্রিংশঃ সর্গঃ॥ ৩১॥

দ্বাত্রিংশঃ সর্গঃ।

অঙ্গদস্য বচঃ শ্রুত্বা সুগ্রীবঃ সচিবৈঃ সহ।
লক্ষ্মণং কুপিতং শ্রুত্বা মুমোচাসনমাত্মবান্॥ ১
ন চ তানব্রবী দ্বাক্যং নিশ্চিত্য গুরুলাঘবম্।
মন্ত্রজ্ঞান্ মন্ত্রকুশলো মন্ত্রেষু পরিনিষ্ঠিতঃ॥ ২
ন মে দুর্ব্যাহৃতং কিঞ্চিন্নাপি মে দুরনুষ্ঠিতম্।
লক্ষ্মণো রাঘবভ্রাতা ক্রুদ্ধঃ কিমিতি চিন্তয়ে॥ ৩
অসুহৃদ্ভির্মমামিত্রৈর্নিত্যমন্তরদর্শিভিঃ।
মম দোষানসম্ভূতান্ শ্রাবিতো রাঘবানুজঃ॥ ৪

অনঘ রাজন্! তিনিই তারার প্রিয়পুত্র এই অঙ্গদকে আপনার নিকট পাঠাইয়াছেন। বানররাজ! সেই বীর্য্যবান্ লক্ষ্মণ রোষপূর্ণনয়নে বানরগণকে যেন দগ্ধ করত দ্বারদেশে দণ্ডায়মান রহিয়াছেন; সুতরাং আপনি পুত্র এবং বান্ধববর্গের সহিত তাঁহার নিকটে শীঘ্র গমন করিয়া মস্তক অবনতিপূর্ব্বক তাঁহাকে প্রণাম করত তাঁহার ক্রোধশান্তি করুন এবং ধর্ম্মাত্মা রাম যাহা আজ্ঞা করিয়াছেন, আপনি সমাহিতচিত্তে সেই আদেশ পালন করত শপথপালনপূর্ব্বক সত্য-প্রতিজ্ঞ হউন।" ৪২—৫১।

দ্বাত্রিংশ সর্গ।

অনন্তর মনস্বী সুগ্রীব, অঙ্গদের বাক্য এবং লক্ষ্মণের ক্রোধবিবরণ শুনিয়া অমাত্যগণের সহিত আসন হইতে উত্থিত হইলেন। মন্ত্রণাকুশল সুগ্রীব গুরুলাঘব বিচার না করিয়া মন্ত্রজ্ঞ মন্ত্রিগণকে বলিলেন যে, "আমি রামকে কোন দুর্ব্বাক্য বলি নাই এবং তাঁহার কোন ক্লেশকর দুষ্কার্য্যও করি নাই, তবে রামের ভ্রাতা লক্ষ্মণ আমার উপর ক্রুদ্ধ হইলেন কেন? সুতরাং আমার মনে হয় যে, আমার অপকারী এবং সতত ছিদ্রান্বেষী শত্রুগণ সেই লক্ষ্মণকে আমার অসদ্ভূত দোষ দেখাইয়া

অত্র তাবদযথাবুদ্ধি সর্ব্বৈরেব যথাবিধি।
ভাবস্য নিশ্চয়স্তাবদ্‌বিজ্ঞেয়ো নিপুণং শনৈঃ॥ ৫
ন খল্বস্তি মম ত্রাসো লক্ষ্মণান্নাপি রাঘবাৎ।
মিত্রং ত্বস্থানকুপিতং জনয়ত্যেব সম্ভ্রমম্॥ ৬
সর্ব্বথা সুকরং মিত্রং দুষ্করং প্রতিপালনম্।
অনিত্যত্বাত্তু চিত্তানাং প্রীতিরল্পেঽপি ভিদ্যতে॥ ৭
অতো নিমিত্তং ত্রস্তোঽহং রামেণ তু মহাত্মনা।
যন্মমোপকৃতং শক্যং প্রতিকর্ত্তুং ন তন্ময়া॥ ৮
সুগ্রীবেণৈবমুক্তে তু হনুমান্ হরিপুঙ্গবঃ।
উবাচ স্বেন তর্কেণ মধ্যে বানর[illegible]ম্॥ ৯
সর্ব্বথা নৈতদাশ্চর্য্যং যত্ত্বং হরিগ[illegible]শ্বর।
ন বিস্মরসি বিস্রব্ধমুপকারং কৃতং শুভম্॥ ১০
রাঘবেণ তু বীরেণ ভয়মুৎসৃজ্য দূরতঃ।
ত্বৎপ্রিয়ার্থং হতো বালী শক্রতুল্যপরাক্রমঃ॥ ১১
সর্ব্বথা প্রণয়াৎ ক্রুদ্ধো রাঘবো নাত্র সংশয়ঃ।
ভ্রাতরং সম্প্রহিতবান্ লক্ষ্মণং লক্ষ্মীবর্দ্ধনম্॥ ১২
ত্বং প্রমত্তো ন জানীষে কালং কালবিদাং বর।
ফুল্লসপ্তচ্ছদশ্যামা প্রবৃত্তা তু শরচ্ছুভা॥ ১৩

থাকিবে, যাহা হউক এক্ষণে যাহার যেরূপ জ্ঞান, তদনুসারে সকলেরই ক্রমে ক্রমে লক্ষ্মণের ক্রোধের কারণ স্থির করা উচিত হইতেছে। ১—৫। রাম বা লক্ষ্মণ হইতে আমার নিশ্চয়ই ভয় নাই; কিন্তু বন্ধু বৃথা কুপিত হইলে ভয় উৎপাদন করিয়া থাকে। মিত্রও অনায়াসে লাভ করা যায়; কিন্তু তাহা প্রতিপালন করা দুষ্কর, কারণ চিত্তের চাঞ্চল্যবশতঃ সামান্য কারণেই প্রণয়ের বিচ্ছিন্নতা হইয়া থাকে। অপিচ আমি এইজন্য ভীত হইতেছি যে, মহাত্মা রাম আমার যেরূপ উপকার করিয়াছেন, আমি তাঁহার তদ্রূপ কোন প্রত্যুপকার করিতে পারি নাই।" ৬—৮। সুগ্রীব এইরূপ বলিলে বানর-মন্ত্রিপ্রধান হরিশ্রেষ্ঠ হনুমান্ স্বীয় যুক্তি-অনুসারে তাঁহাকে বলিলেন, "বানররাজ! রাম বিশ্বস্তভাবে আপনার কল্যাণকর যে উপকার করিয়াছেন, তাহা যে আপনি ভুলিয়া যান নাই, ইহা আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। মহাবীর রঘুনন্দন রাম আপনার প্রিয়কার্য্যসম্পাদনার্থ ভয়বিহীন হইয়া শক্রসম-পরাক্রমশালী বালীকে বধ করিয়াছেন। তিনি প্রণয়বশতই আপনার প্রতি ক্রুদ্ধ হইয়াছেন; সেই জন্যই স্বীয় ভ্রাতা লক্ষ্মীবর্দ্ধন লক্ষ্মণকে আপনার নিকটে পাঠাইয়াছেন। কালজ্ঞশ্রেষ্ঠ! প্রফুল্লসপ্তচ্ছদ-কুসুমদ্বারা শ্যামবর্ণ শুভলক্ষণ-সম্পন্ন শরৎকাল আসিয়াছে, আমি প্রমত্ততাবশতঃ তাহা জানিতে

নির্ম্মলগ্রহনক্ষত্রা দ্যৌঃ প্রনষ্টবলাহকা।
প্রসন্নাশ্চ দিশঃ সর্ব্বাঃ সরিতশ্চ সরাংসি চ॥ ১৪
প্রাপ্তমুদ্যোগকালস্তু নাবৈষি হরিপুঙ্গব।
ত্বং প্রমত্ত ইতি ব্যক্তং লক্ষ্মণোঽয়মিহাগতঃ॥ ১৫
আর্ত্তস্য হৃতদারস্য পরুষং পুরুষান্তরাৎ।
বচনং মর্ষণীয়ং তে রাঘবস্য মহাত্মনঃ॥ ১৬
কৃতাপরাধস্য হি তে নান্যং পশ্যাম্যহং ক্ষমম্।
অন্তরেণাঞ্জলিং বদ্ধা লক্ষ্মণস্য প্রসাদনাৎ॥ ১৭
নিযুক্তৈর্মন্ত্রিভির্বাচ্যো হ্যবশ্যং পার্থিবো হিতম্।
অতএব ভয়ং ত্যক্ত্বা ব্রবীম্যবধৃতং বচঃ॥ ১৮
অভিক্রুদ্ধঃ সমর্থো হি চাপমুদ্যম্য রাঘবঃ।
সদেবাসুরগন্ধর্ব্বং বশে স্থাপয়িতুং জগৎ॥ ১৯
ন স ক্ষমঃ কোপয়িতুং যঃ প্রসাদ্যঃ পুনর্ভবেৎ।
পূর্ব্বোপকারং স্মরতা কৃতজ্ঞেন বিশেষতঃ॥ ২০
তস্য মূর্দ্ধ্না প্রণম্য ত্বং সপুত্রঃ সসুহৃজ্জনঃ।
রাজংস্তিষ্ঠস্ব সময়ে ভর্ত্তুর্ভার্য্যেব তদ্বশে॥ ২১
ন রামরামানুজশাসনং ত্বয়া
কপীন্দ্র যুক্তং মনসাপ্যপোহিতুম্।
মনো হি তে জ্ঞাস্যতি মানুষং বলং
সরাঘবস্যাস্য সুরেন্দ্রবর্চ্চসঃ॥ ২২
ইতি কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ডে দ্বাত্রিংশঃ সর্গঃ॥ ৩২॥

পারিতেছেন না। মেঘশূন্য আকাশমণ্ডল নির্ম্মল গ্রহ-নক্ষত্রদ্বারা বিভূষিত হইয়াছে; সরোবর, সরিৎ এবং দিক্ সকল প্রসন্ন হইয়াছে, হরিপুঙ্গব! আপনি প্রমত্তভাবে থাকিয়া এই বর্ত্তমান উদ্যোগকাল জানিতে না পারায় লক্ষ্মণ আপনাকে স্মরণ করাইবার জন্য এখানে আসিয়াছেন। ১—১৫। লক্ষ্মণ সেই হৃতদার, আর্ত্ত মহাত্মা রাঘবের কথিত পরুষ বাক্য যাহা বলিবেন, তাহা আপনার সহ্য করা কর্ত্তব্য। রাজন্! আপনি রামের নিকটে অপরাধী হইয়াছেন, সুতরাং আপনার অঞ্জলিবন্ধনপূর্ব্বক লক্ষ্মণকে প্রসন্ন করা ভিন্ন অন্য কোন উপায় দেখিতেছি না। হিতার্থী মন্ত্রিদিগের নরপতিগণকে হিতবাক্য বলাই উচিত, এই জন্য আমি নির্ভয়ে আপনাকে এই যথার্থকথা বলিতেছি। রাম ক্রুদ্ধ হইয়া ধনুর্ব্বাণ ধারণপূর্ব্বক দেব, অসুর এবং গন্ধর্ব্বগণ-সমন্বিত জগন্মণ্ডল বশীভূত করিতে পারেন। আপনি কৃতজ্ঞতার সহিত রামকৃত পূর্ব্ব উপকার স্মরণ করিয়া তাঁহার ক্রোধ দূর করিতে যত্নবান্ হউন। কারণ যাঁহাকে প্রসন্ন করিতে হইবে, তাঁহাকে ক্রোধান্বিত করা যুক্তিসঙ্গত নহে। বিশেষতঃ আপনি কৃতজ্ঞ, সুতরাং রাজন্! আপনি পুত্র এবং সুহৃজ্জনের সহিত অবনত মস্তকে তাঁহাকে প্রণাম করিয়া নিজে অঙ্গীকৃত বিষয়ে অবধানপূর্ব্বক ভর্ত্তার বশবর্ত্তিনী ভার্য্যার ন্যায়, তাঁহার বশবর্ত্তী হউন। কপীন্দ্র! আপনি মনের দ্বারাও রাম এবং রামানুজ লক্ষ্মণের শাসন অতিক্রম করিতে পারিবেন না; কেননা আপনার মন সেই সুরেন্দ্রসদৃশ-তেজস্বী রাম এবং লক্ষ্মণের মনুষ্যলোকাতীত পরাক্রম জ্ঞাত আছে। ১৬—২২।

—

ত্রয়স্ত্রিংশঃ সর্গঃ।

অথ প্রতিসমাদিষ্টো লক্ষ্মণঃ পরবীরহা।
প্রবিবেশ গুহাং রম্যাং কিষ্কিন্ধ্যাং রামশাসনাৎ॥ ১
দ্বারস্থা হরয়স্তত্র মহাকায়া মহাবলাঃ।
বভূবুর্লক্ষ্মণং দৃষ্ট্বা সর্ব্বে প্রাঞ্জলয়ঃ স্থিতাঃ॥ ২
নিঃশ্বসন্তস্তু তং দৃষ্ট্বা ক্রুদ্ধং দশরথাত্মজম্।
বভূবুর্হরয়স্ত্রস্তা ন চৈনং পর্য্যবারয়ন্॥ ৩
স তাং রত্নময়ীং দিব্যাং শ্রীমান্ পুষ্পিতকাননাম্।
রম্যাং রত্নসমাকীর্ণাং দদর্শ মহতীং গুহাম্॥ ৪
হর্ম্ম্যপ্রাসাদসম্বাধাং নানারত্নোপশোভিতাম্।
সর্ব্বকামফলৈর্বৃক্ষৈঃ পুষ্পিতৈরুপশোভিতাম্॥ ৫
দেবগন্ধর্ব্বপুত্রৈশ্চ বানরৈঃ কামরূপিভিঃ।
দিব্যমাল্যাম্বরধরৈঃ শোভিতাং প্রিয়দর্শনৈঃ॥ ৬
চন্দনাগুরুপদ্মানাং গন্ধৈঃ সুরভিগন্ধিতাম্।

—

ত্রয়স্ত্রিংশ সর্গ।

পরবীরঘাতী লক্ষ্মণ অঙ্গদমুখে গমনবিষয়ে প্রত্যুত্তর পাইয়া রামের আদেশক্রমে পরম রমণীয় গুহামধ্যবর্ত্তী কিষ্কিন্ধ্যানগরে প্রবেশ করিলেন। লক্ষ্মণ গুহামধ্যে প্রবিষ্ট হইলে দ্বারস্থ বৃহৎকায় মহাবল-পরাক্রম বানরগণ তাঁহাকে দেখিয়া সকলেই কৃতাঞ্জলি পূর্ব্বক অবস্থিত হইল। কিন্তু ক্রোধবশতঃ তাঁহাকে ঘন ঘন নিশ্বাস ফেলিতে দেখিয়া ভীত হইয়া চতুর্দ্দিকে পরিবেষ্টন করত তাঁহার সহিত যাইতে পারিল না। পরে শ্রীমান্ লক্ষ্মণ রত্নময়, কুসুমিত কানন-সমন্বিত, প্রকাণ্ড দিব্য গুহামধ্যে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন যে, সেই গুহা পরস্পর নিকটবর্ত্তী হর্ম্ম্য এবং প্রাসাদমালা-সমন্বিত, নানারত্নে সুশোভিত, বিবিধ অভিলষিত ফল-প্রদ পুষ্পিত বৃক্ষরাজিদ্বারা বিরাজিত, দেব এবং গন্ধর্ব্বগণের ঔরসজাত দিব্যমাল্য এবং দিব্যবস্ত্র পরিধানকারী, কামরূপী, প্রিয়দর্শন বানরগণদ্বারা সুশোভিত এবং চন্দন অগুরু ও পদ্মগন্ধে সুবাসিত

মৈরেয়াণাং মধূনাঞ্চ সম্মোদিতমহাপথাম্ ॥ ৭
বিন্ধ্যমেরুগিরিপ্রখ্যৈঃ প্রাসাদৈর্নৈকভূমিভিঃ।
দদর্শ গিরিনদ্যশ্চ বিমলাস্তত্র রাঘবঃ ॥ ৮
অঙ্গদস্য গৃহং রম্যং মৈন্দস্য দ্বিবিদস্য চ।
গবয়স্য গবাক্ষস্য গজস্য শরভস্য চ ॥ ৯
বিদ্যুন্মালেশ্চ সম্পাতেঃ সূর্য্যাক্ষস্য হনুমতঃ।
বীরবাহোঃ সুবাহোশ্চ নলস্য চ মহাত্মনঃ ॥ ১০
কুমুদস্য সুষেণস্য তারজাম্ববতোস্তথা।
দধিবক্ত্রস্য নীলস্য সুপাটলসুনেত্রয়োঃ ॥ ১১
এতেষাং কপিমুখ্যানাং রাজমার্গে মহাত্মনাম্।
দদর্শ গৃহমুখ্যানি মহাসারাণি লক্ষ্মণঃ ॥ ১২
পাণ্ডুরাভ্রপ্রকাশানি গন্ধমাল্যযুতানি চ।
প্রভূতধনধান্যানি স্ত্রীরত্নৈঃ শোভিতানি চ ॥ ১৩
পাণ্ডুরেণ তু শৈলেন পরিক্ষিপ্তং দুরাসদম্।
বানরেন্দ্রগৃহং রম্যং মহেন্দ্রসদনোপমম্ ॥ ১৪
শুক্লৈঃ প্রাসাদশিখরৈঃ কৈলাসশিখরোপমৈঃ।
সর্ব্বকামফলৈর্বৃক্ষৈঃ পুষ্পিতৈরুপশোভিতম্ ॥ ১৫
মহেন্দ্রদত্তৈঃ শ্রীমদ্ভির্নীলজীমূতসন্নিভৈঃ।
দিব্যপুষ্পফলৈর্বৃক্ষৈঃ শীতচ্ছায়ৈর্মনোরমৈঃ ॥ ১৬
হরিভিঃ সংবৃতদ্বারং বলিভিঃ শস্ত্রপাণিভিঃ।
দিব্যমালাবৃতং শুভ্রং তপ্তকাঞ্চনতোরণম্ ॥ ১৭
সুগ্রীবস্য গৃহং রম্যং প্রবিবেশ মহাবলঃ।
অবার্য্যমাণঃ সৌমিত্রির্মহাভ্রমিব ভাস্করঃ ॥ ১৮

স সপ্তকক্ষ্যা ধর্ম্মাত্মা যানাসনসমাবৃতাঃ।
দদর্শ সুমহদ্গুপ্তং দদর্শান্তঃপুরং মহৎ ॥ ১৯
হৈমরাজতপর্য্যঙ্কৈর্বহুভিশ্চ বরাসনৈঃ।
মহার্হাস্তরণোপেতৈস্তত্র তত্র সমাবৃতম্ ॥ ২০
প্রবিশন্নেব সততং শুশ্রাব মধুরস্বনম্।
তন্ত্রীগীতসমাকীর্ণং সমতালপদাক্ষরম্ ॥ ২১
বহ্বীশ্চ বিবিধাকারা রূপযৌবনগর্ব্বিতাঃ।
স্ত্রিয়ঃ সুগ্রীবভবনে দদর্শ স মহাবলঃ ॥ ২২
দৃষ্ট্বাভিজনসম্পন্নাস্তত্র মাল্যকৃতস্রজঃ।
বরমাল্যকৃতব্যগ্রা ভূষণোত্তমভূষিতাঃ ॥ ২৩
নাতৃপ্তান্নাতি চাব্যগ্রান্নানুদাত্তপরিচ্ছদান্।
সুগ্রীবানুচরাংশ্চাপি লক্ষয়ামাস লক্ষ্মণঃ ॥ ২৪
কূজিতং নূপুরাণাঞ্চ কাঞ্চীনাং নিস্বনং তথা।
স নিশম্য ততঃ শ্রীমান্ সৌমিত্রির্লজ্জিতোঽভবৎ ॥ ২৫
রোষবেগপ্রকুপিতঃ শ্রুত্বা চাভরণস্বনম্।
চকার জ্যাস্বনং বীরো দিশঃ শব্দেন পূরয়ন্ ॥ ২৬
চারিত্রেণ মহাবাহুরপকৃষ্টঃ স লক্ষ্মণঃ।
তস্থাবেকান্তমাশ্রিত্য রামকোপসমন্বিতঃ ॥ ২৭
তেন চাপস্বনেনাথ সুগ্রীবঃ প্লবগাধিপঃ।
বিজ্ঞায়াগমনং ত্রস্তঃ স চচাল বরাসনাৎ ॥ ২৮

রহিয়াছে। তাহার পথ সকল সম্যক্‌রূপে মৈরেয় মধুগন্ধে আমোদিত হইয়াছে। ১—৭। রঘুকুলসম্ভূত লক্ষ্মণ এইরূপ গুহার সৌন্দর্য্য দেখিয়া তথায় বিন্ধ্য এবং মেরুপর্ব্বততুল্য প্রভূত প্রাসাদ এবং গিরিনদী সকল দেখিয়া রাজমার্গে অঙ্গদ, মৈন্দ, দ্বিবিদ, গবয়, গবাক্ষ, গজ, শরভ, বিদ্যুন্মালী, সম্পাতি, সূর্য্যাক্ষ, হনুমান্, বীরবাহু, সুবাহু, নল, কুমুদ, সুষেণ, তার, জাম্ববান্ দধিবক্ত্র, নীল, সুনেত্র এবং সুপাটল প্রভৃতি মহাতেজা কপিপ্রধান বানরগণের পাণ্ডুরবর্ণ মেঘবৎ প্রভান্বিত, গন্ধমাল্যযুক্ত, প্রচুরধনধান্যশালী এবং স্ত্রীরত্নে সুশোভিত অত্যুৎকৃষ্ট গৃহ সকল দেখিলেন। ৮—১৩। পরে ধর্ম্মাত্মা লক্ষ্মণ পাণ্ডুরবর্ণ স্ফটিকমণিময় প্রাচীরে পরিবেষ্টিত, ইন্দ্রসদনসদৃশ, কৈলাসশিখর-সমশুভ্রবর্ণ প্রাসাদশিখরদ্বারা সুশোভিত, সর্ব্বপ্রকার বাঞ্ছিত-ফলপ্রদ পুষ্পিত নীলমেঘসদৃশ সৌন্দর্য্যশালী রমণীয় ফলপুষ্পসমন্বিত শীতলচ্ছায়াযুক্ত দেবরাজপ্রদত্ত কল্প-বৃক্ষনিচয়ে পরিব্যাপ্ত, দ্বারদেশে অস্ত্রধারী মহাবল বানর-গণদ্বারা সমাবৃত দিব্যমাল্যে সুশোভিত, তপ্তকাঞ্চন-ময় তোরণসমন্বিত সুগ্রীবের গৃহে, মহামেঘমধ্যে প্রবিষ্ট দিবাকরের ন্যায় অবাধে প্রবেশ করিয়া যান এবং আসন-দ্বারা সমাবৃত সপ্তকক্ষ্যা অতিক্রমপূর্ব্বক সুবর্ণ এবং রজতনির্ম্মিত মহামূল্য পর্য্যঙ্ক ও উৎকৃষ্ট আসনদ্বারা পরিবৃত সুগ্রীবের একান্ত গুপ্ত অন্তঃপুর দেখিলেন। ১৪—২০। লক্ষ্মণ সেই অন্তঃপুরমধ্যে প্রবেশ করিবা-মাত্র সমতল, পদ এবং অক্ষরসংযুক্ত তন্ত্রীগীতসমাকীর্ণ সুমধুরধ্বনি শুনিতে পাইলেন এবং তথায় বিবিধাকারা রূপ-যৌবনগর্ব্বিতা সুন্দরী স্ত্রী সকল দেখিলেম। লক্ষ্মণ অন্তঃপুরমধ্যে মহদ্বংশসম্ভূত উৎকৃষ্ট মাল্যগ্রন্থনে নিযুক্ত এবং উত্তমমাল্য এবং ভূষণদ্বারা বিভূষিত প্রমদাগণকে দেখিয়া তথায় অতিশয় সন্তোষশীল, পরিচর্য্যাবিষয়ে যথোচিত সত্বর এবং প্রশস্তঅলঙ্কার-বিহীন সুগ্রীবের অনুচরগণকে দেখিলেন। তৎপরে মহাবীর শ্রীমান্ সুমিত্রানন্দন নূপুর এবং কাঞ্চীরব শুনিয়া লজ্জিত এবং রোষভরে অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া জ্যাশব্দে সকল দিক্ পরিপূরিত করিলেন। মহাবাহু লক্ষ্মণ, রামের কার্য্য-সাধনে সুগ্রীবের উপেক্ষা দেখিয়া কুপিত হইলেও সদাচারবশতঃ অন্তঃপুরপ্রাসাদপ্রবেশে নিবৃত্ত হইয়া একান্তে অবস্থিত রহিলেন। ২১—২৭। পরে প্লবগাধি-পতি সুগ্রীব চাপশব্দে লক্ষ্মণের আগমন জানিয়া

অঙ্গদেন যথা মহ্যং পুরস্তাৎ প্রতিবেদিতম্।
সুব্যক্তমেব সম্প্রাপ্তঃ সৌমিত্রির্ভ্রাতৃবৎসলঃ॥ ২৯
অঙ্গদেন সমাখ্যাতো জ্যাস্বনেন চ বানরঃ।
বুবুধে লক্ষ্মণং প্রাপ্তং মুখঞ্চাস্যোপশুষ্যত॥ ৩০
ততস্তারাং হরিশ্রেষ্ঠঃ সুগ্রীবঃ প্রিয়দর্শনাম্।
উবাচ হিতমব্যগ্রস্ত্রাসসম্ভ্রান্তমানসঃ॥ ৩১
কিন্নু রুষ্টকারণং সুভ্রু প্রকৃত্যা মৃদুমানসঃ।
সরোষ ইব সম্প্রাপ্তো যেনায়ং রাঘবানুজঃ॥ ৩২
কিং পশ্যসি কুমারস্য রোষস্থানমনিন্দিতে।
ন খল্বকারণে কোপমাহরেন্নরপুঙ্গবঃ॥ ৩৩
যদ্যস্য কৃতমস্মাভির্বুধ্যসে কিঞ্চিদপ্রিয়ম্।
তদ্বুদ্ধ্যা সম্প্রধার্য্যাশু ক্ষিপ্রমেবাভিধীয়তাম্॥ ৩৪
অথবা স্বয়মেবৈনং দ্রষ্টুমর্হসি ভামিনি।
বচনৈঃ সান্ত্বযুক্তৈশ্চ প্রসাদয়িতুমর্হসি॥ ৩৫
ত্বদ্দর্শনে বিশুদ্ধাত্মা ন স্ম কোপং করিষ্যতি।
ন হি স্ত্রীষু মহাত্মানঃ ক্বচিৎ কুর্ব্বন্তি দারুণম্॥ ৩৬
ত্বয়া সান্ত্বৈরুপক্রান্তং প্রসন্নেন্দ্রিয়মানসম্।
ততঃ কমলপত্রাক্ষং দ্রক্ষ্যাম্যহমরিন্দমম্॥ ৩৭
সা প্রস্খলন্তী মদবিহ্বলাক্ষী
প্রলম্বকাঞ্চীগুণহেমসূত্রা।
সলক্ষণা লক্ষ্মণসন্নিধানং
জগাম তারা নমিতাঙ্গযষ্টিঃ॥ ৩৮
স তাং সমীক্ষ্যৈব হরীশপত্নীং
তস্থাবুদাসীনতয়া মহাত্মা।
অবাঙ্মুখোঽভূন্মনুজেন্দ্রপুত্রঃ
স্ত্রীসন্নিকর্ষাদ্বিনিবৃত্তকোপঃ॥ ৩৯
সা পানযোগাচ্চ নিবৃত্তলজ্জা
দৃষ্টিপ্রসাদাচ্চ নরেন্দ্রসূনোঃ।
উবাচ তারা প্রণয়প্রগল্ভং
বাক্যং মহার্থং পরিসান্ত্বরূপম্॥ ৪০
কিং কোপমূলং মনুজেন্দ্রপুত্র
কস্তে ন সন্তিষ্ঠতি বাঙ্নিদেশে।
কঃ শুষ্কবৃক্ষং বনমাপতন্তং
দবাগ্নিমাসীদতি নির্ব্বিশঙ্কঃ॥ ৪১
স তস্যা বচনং শ্রুত্বা সান্ত্বপূর্ব্বমশঙ্কিতঃ।
ভূয়ঃ প্রণয়দৃষ্টার্থং লক্ষ্মণো বাক্যমব্রবীৎ॥ ৪২
কিময়ং কামবৃত্তস্তে লুপ্তধর্ম্মার্থসংগ্রহ।
ভর্ত্তা ভর্ত্তৃহিতে যুক্তে ন চৈবমববুধ্যসে॥ ৪৩
ন চিন্তয়তি রাজ্যার্থং সোঽস্মান্ শোকপরায়ণান্।
সামাত্যপরিষত্তারে কামমেবোপসেবতে॥ ৪৪

ভীত হইয়া সিংহাসন হইতে বিচলিত হইলেন এবং এবং মনে মনে স্থির করিলেন যে,পূর্ব্বে অঙ্গদ আমাকে যাঁহার বিষয় বলিয়াছিল, সেই ভ্রাতৃবৎসল সুমিত্রানন্দন লক্ষ্মণ, যথার্থই আসিয়াছেন। বানররাজ সুগ্রীব, পূর্ব্বে অঙ্গদের নিকটে লক্ষ্মণের আগমন শুনিয়া এবং জ্যা-শব্দে তাহা যথার্থরূপে জানিতে পারিয়া ভয়হেতু ম্লানবদনে ভয়-চকিতহৃদয়ে প্রিয়দর্শনা তারাকে অব্যগ্র ভাবে কহিলেন, "সুভ্রু! এই মৃদুস্বভাব লক্ষ্মণ কি কারণে ক্রুদ্ধ হইয়া আসিয়াছেন? তুমি কুমার লক্ষ্মণের ক্রোধের কারণ কি বুঝিয়াছ? অনিন্দিতে! আমার বোধ হয়, নরশ্রেষ্ঠ লক্ষ্মণ সামান্য কারণে ক্রোধ করেন নাই। ভামিনি! যদি আমি ইহাঁর কোন অপ্রিয় কার্য্য করিয়া থাকি, ইহা বুঝিতে পার, তবে তুমি তাহা সবিশেষ বিবেচনা করিয়া অবিলম্বে আমার নিকটে প্রকাশ কর, অথবা তুমি স্বয়ংই এই লক্ষ্মণের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া সান্ত্বনাবাক্যদ্বারা ইহাঁকে তুষ্ট কর। বিশুদ্ধস্বভাব লক্ষ্মণ তোমাকে দেখিয়া রাগ করিবেন না; যেহেতু মহাত্মা ব্যক্তিগণ স্ত্রীলোকের প্রতি কদাচ নিষ্ঠুর ব্যবহার করেন না; সুতরাং তুমি তাঁহার নিকটে যাইয়া তাঁহাকে প্রসন্ন কর, তাঁহার চিত্ত প্রসন্ন হইলে আমি সেই অরিদমন কমললোচন লক্ষ্মণের সহিত সাক্ষাৎ করিব।" ২৮—৩৭। পরে যাহার দেহযষ্টি স্তনভরে অবনত, চরণদ্বয় মদজন্য অলসতায় বিচলিত এবং মধুপানজন্য নয়নযুগল চঞ্চল, সেই শুভলক্ষণা, লম্বমানকাঞ্চী এবং হেমসূত্রধারিণী তারা, সুগ্রীবের নিয়মানুসারে লক্ষ্মণের নিকটে গেলেন। মনুজেন্দ্রপুত্র ধর্ম্মাত্মা লক্ষ্মণ বানর-পত্নী তারাকে দেখিয়াই স্ত্রীসন্নিকর্ষবশতঃ ক্রোধসংবরণ-পূর্ব্বক অধোমুখ হইয়া তাচ্ছিল্যভাবে রহিলেন। পরে প্রণয়জন্য প্রগল্ভভাবে তারা, রাজপুত্র লক্ষ্মণের প্রসন্ন-ভাব দেখিয়া এবং মদ্যপান-জন্য লজ্জাবিহীন হইয়া লক্ষ্মণকে মহান্ অর্থসম্বলিত সান্ত্বনাযুক্ত বাক্য বলিলেন, "নরেন্দ্রপুত্র! আপনার আদেশ-পালনের জন্য সকলেই অব-স্থিতি করিতেছে, সুতরাং আপনার কোপের কারণ কি? কোন্ ব্যক্তি শুষ্ক-বৃক্ষময় বনমধ্যে প্রজ্বলিত দাবানল দেখিয়া নিঃশঙ্কচিত্তে থাকিতে পারে?" ৩৮—৪১। নিঃশঙ্কচিত্ত লক্ষ্মণ, তারার সান্ত্বনাবাক্য শুনিয়া পুনরায় প্রণয়গর্ভ বাক্যে বলিলেন, "ভর্ত্তৃহিতকারিণি! তোমার পতি সুগ্রীব কামবৃত্তি অবলম্বনপূর্ব্বক যে, ধর্ম্ম ও অর্থ লোপ করিতে বসিয়াছেন, তাহা কি তুমি জানিতেছ না? তিনি র [illegible] র স্থিরতার জন্য সামাত্য পরিষদ্‌বর্গে পরিবৃত হইয়া অনুক্ষণ কামসেবা করিতে-ছেন; কিন্তু আমরা যে শোকে নিমগ্ন হইয়া রহিয়াছি,

স মাসাংশ্চতুরঃ কৃত্বা প্রমাণং প্লবগেশ্বরঃ।
ব্যতীতাংস্তান্ মদোদগ্রো বিহরন্নাববুধ্যতে ॥ ৪৫
ন হি ধর্ম্মার্থসিদ্ধ্যর্থং পানমেবং প্রশস্যতে।
পানাদর্থশ্চ কামশ্চ ধর্ম্মশ্চ পরিহীয়তে ॥ ৪৬
ধর্ম্মলোপো মহাংস্তাবৎ কৃতে হ্যপ্রতিকুর্ব্বতঃ।
অর্থলোপশ্চ মিত্রস্য নাশে গুণবতো মহান্ ॥ ৪৭
মিত্রং হ্যর্থগুণশ্রেষ্ঠং সত্যধর্ম্মপরায়ণম্ ।
তদ্দ্বয়ন্তু পরিত্যক্তং ন তু ধর্ম্মে ব্যবস্থিতম্ ॥ ৪৮
তদেবং প্রস্তুতে কার্য্যে কার্য্যমস্মাভিরুত্তমম্ ।
যৎ কার্য্যং কার্য্যতত্ত্বজ্ঞে ত্বমুদাহর্ত্তুমর্হসি ॥ ৪৯

সা তস্য ধর্ম্মার্থসমাধিযুক্তং
নিশম্য বাক্যং মধুরস্বভাবম্ ।
তারা গতার্থে মনুজেন্দ্রকার্য্যে
বিশ্বাসযুক্তং তমুবাচ ভূয়ঃ ॥ ৫০
ন কোপকালঃ ক্ষিতিপালপুত্র
ন চাপি কোপঃ স্বজনে বিধেয়ঃ।
ত্বদর্থকামস্য জনস্য তস্য
প্রমাদমপ্যর্হসি বীর সোঢ়ুম্ ॥ ৫১
কোপং কথং নাম গুণপ্রকৃষ্টঃ
কুমার কুর্য্যাদপকৃষ্টসত্ত্বে।
কস্ত্বদ্বিধঃ কোপবশং হি গচ্ছেৎ
সত্ত্বাবরুদ্ধস্তপসঃ প্রসূতিঃ ॥ ৫২
জানামি কোপং হরিবীরবন্ধো-
র্জানামি কার্য্যস্য চ কালসঙ্গম্ ।
জানামি কার্য্যং ত্বয়ি যৎ কৃতং ন-
স্তচ্চাপি জানামি যদত্র কার্য্যম্ ॥ ৫৩
তচ্চাপি জানামি তথাবিষহ্যং
বলং নরশ্রেষ্ঠ শরীরজস্য ।
জানামি যস্মিংশ্চ জনেঽববদ্ধং
কামেন সুগ্রীবমসক্তমদ্য ॥ ৫৪
ন কামতন্ত্রে তব বুদ্ধিরস্তি
ত্বং বৈ যথা মন্যুবশং প্রপন্নঃ।
ন দেশকালৌ হি যথার্থধর্ম্মৌ
অবেক্ষতে কামরতির্মনুষ্যঃ ॥ ৫৫
তং কামবৃত্তং মম সন্নিকৃষ্টং
কামাভিযোগাচ্চ বিমুক্তলজ্জম্ ।
ক্ষমস্ব তাবৎ পরবীরহন্ত-
স্ত্বদ্ভ্রাতরং বানরবংশনাথম্ ॥ ৫৬

সে বিষয়ে একবারও চিন্তা করিতেছেন না। অপিচ, সেই প্লবগাধিপতি সুগ্রীব স্বীকার করিয়াছিলেন যে, 'চারিমাস পরে সীতার অন্বেষণে উদ্যোগী হইব; কিন্তু এক্ষণে তিনি মদ্যপানে মত্ত হইয়া বিহার করত সেই সময় যে অতীত হইয়া গিয়াছে, তাহা স্মরণ করিতেছেন না। ধর্ম্ম এবং অর্থসিদ্ধিবিষয়ে মদ্যপান প্রশস্ত নহে, কেননা সুরাপানে ধর্ম্ম, অর্থ ও কাম এই ত্রিবর্গের হানি হইয়া থাকে,উপকারীর প্রত্যুপকার না করিলে মহান্ অধর্ম্ম হয় এবং গুণবান্ বন্ধুর সহিত মিত্রতা বিনষ্ট করিলে মহান্ অর্থহানি হয়। যে মিত্র সত্যধর্ম্মপরায়ণ এবং মিত্রের কার্য্য সাধনে তৎপরতা-রূপ উৎকৃষ্ট গুণে বিভূষিত, তিনিই প্রকৃত মিত্র বলিয়া বিখ্যাত হন; কিন্তু সুগ্রীব সেই সত্যপালন এবং মিত্রকার্য্যসাধনে তৎপরতারূপ উভয় মিত্রগুণকেই পরিত্যাগ করিয়া ধর্ম্মভ্রষ্ট হইয়াছেন। যাহা হউক, তুমি হিতাহিতকার্য্যবিষয়ে অভিজ্ঞ, সুতরাং উপস্থিত কার্য্যসিদ্ধির জন্য আমাদিগকে যাহা করিতে হইবে তাহা তুমি বল।" ৪২—৪৯। তারা, লক্ষ্মণের ধর্ম্ম, অর্থ এবং নিয়মযুক্ত সুমধুর কথা শুনিয়া মনুজেন্দ্র রামের প্রয়োজনীয় কার্য্যবিষয়ে পুনরায় বিশ্বাসযোগ্য বাক্যে বলিলেন, "রাজনন্দন। আপনার ক্রোধের সময় নয় এবং আত্মীয়দিগের প্রতি আপনার ক্রোধ উচিত নহে, সুতরাং আপনার প্রয়োজন-সিদ্ধিবিষয়ে একান্ত অভিলাষী সেই সুগ্রীব যে অপরাধ করিয়াছেন তাহা আপনার ক্ষমা করা উচিত; কারণ এমন কোন্ ব্যক্তি প্রশস্ত গুণবান্ হইয়া আপনা অপেক্ষা নিকৃষ্ট ব্যক্তির প্রতি কোপ করিয়া থাকে এবং আপনার ন্যায় কোন্ তপঃপরায়ণ ব্যক্তি নিজের স্বাভাবিক সত্ত্বগুণ ত্যাগ করিয়া ক্রোধের বশীভূত হইয়া থাকেন? নরবর! হরিবীর বন্ধু রামের ক্রোধ, সীতার অন্বেষণের বিলম্ব, তুমি আমাদিগের যেরূপ উপকার করিয়াছ, তদ্বিষয়ে আমাদিগের যাহা কর্ত্তব্য, কন্দর্পের সেই অবিষহ্য বিক্রম এবং সুগ্রীব কামাসক্ত হইয়া যে প্রিয়জনে আবদ্ধ হইয়াছেন, এই সকল বিষয়ই আমি জানি। পরন্তু কুমার! আপনার মন কখনই কামতন্ত্রে প্রবৃত্ত হয় নাই বলিয়াই সুগ্রীবকে কামাসক্ত দেখিয়া আপনি ক্রোধ করিয়াছেন। দেখুন, মনুষ্যেরাও কামাসক্ত হইলে যখন দেশ, কাল, ধর্ম্ম এবং অর্থ বিষয়ে বিবেচনা করিতে পারে না, এমন কি যখন ধর্ম্ম এবং তপোনিষ্ঠ মহর্ষিরাও কামার্ত্ত হইয়া ভার্য্যাসুখে বিমোহিত হন, তখন স্বভাবতঃ চঞ্চল, এই বানরজাতি কপিরাজ সুগ্রীব স্ত্রীসম্ভোগসুখে কেন আসক্ত না হইবেন? পরবীরঘাতিন্! স্বীয় ভ্রাতার ন্যায়, কামাসক্ত, কামবশতঃ নিয়ত আমার সন্নিকৃষ্ট এবং

মহর্ষয়ো ধর্ম্মতপোঽভিরামাঃ
কামানুকামাঃ প্রতিবদ্ধমোহাঃ।
অয়ং প্রকৃত্যা চপলঃ কপিস্তু
কথং ন সজ্জেত সুখেষু রাজা ॥ ৫৭
ইত্যেবমুক্ত্বা বচনং মহার্থং
সা বানরী লক্ষ্মণমপ্রমেয়ম্।
পুনঃ সখেদং মদবিহ্বলাক্ষী
ভর্ত্তুর্হিতং বাক্যমিদং বভাষে ॥ ৫৮
উদ্যোগস্তু চিরাজ্ঞপ্তঃ সুগ্রীবেণ নরোত্তম।
কামস্যাপি বিধেয়েন তবার্থপ্রতিসাধনে ॥ ৫৯
আগতা হি মহাবীর্য্যা হরয়ঃ কামরূপিণঃ।
কোটীঃ শতসহস্রাণি নানানগনিবাসিনঃ ॥ ৬০
তদাগচ্ছ মহাবাহো চারিত্রং রক্ষিতং ত্বয়া।
অচ্ছলং মিত্রভাবেন সতাং দারাবলোকনম্ ॥ ৬১
তারয়া চাপ্যনুজ্ঞাতঃ ত্বরয়া বাপি চোদিতঃ।
প্রবিবেশ মহাবাহুরভ্যন্তরমরিন্দমঃ ॥ ৬২
ততঃ সুগ্রীবমাসীনং কাঞ্চনে পরমাসনে।
মহার্হাস্তরণোপেতে দদর্শাদিত্যসন্নিভম্ ॥ ৬৩
দিব্যাভরণচিত্রাঙ্গং দিব্যরূপং যশস্বিনম্।
দিব্যমাল্যাম্বরধরং মহেন্দ্রমিব দুর্জ্জয়ম্ ॥ ৬৪
দিব্যাভরণমালাভিঃ প্রমদাভিঃ সমন্ততঃ।
সংরব্ধতররক্তাক্ষো বভুবান্তকসন্নিভঃ ॥ ৬৫
রুমান্তু বীরঃ পরিরভ্য গাঢ়ং
বরাসনস্থো বরহেমবর্ণঃ।
দদর্শ সৌমিত্রিমদীনসত্ত্বং
বিশালনেত্রঃ স বিশালনেত্রম্ ॥ ৬৬
ইতি কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ডে ত্রয়স্ত্রিংশঃ সর্গঃ ॥ ৩৩ ॥

চতুস্ত্রিংশঃ সর্গঃ।

তমপ্রতিহতং ক্রুদ্ধং প্রবিষ্টং পুরুষর্ষভম্।
সুগ্রীবো লক্ষ্মণং দৃষ্ট্বা বভূব ব্যথিতেন্দ্রিয়ঃ ॥ ১
ক্রুদ্ধং নিশ্বসমানং তং প্রদীপ্তমিব তেজসা।
ভ্রাতুর্ব্যসনসন্তপ্তং দৃষ্ট্বা দশরথাত্মজম্ ॥ ২
উৎপপাত হরিশ্রেষ্ঠো হিত্বা সৌবর্ণমাসনম্।
মহান্ মহেন্দ্রস্য যথা স্বলঙ্কৃত ইব ধ্বজঃ ॥ ৩
উৎপতন্তমনূৎপেতু রুমাপ্রভৃতয়ঃ স্ত্রিয়ঃ।
সুগ্রীবং গগনে পূর্ণং চন্দ্রং তারাগণা ইব ॥ ৪
সংরক্তনয়নঃ শ্রীমান্ সঞ্চচার কৃতাঞ্জলিঃ।
বভূবাবস্থিতস্তত্র কল্পবৃক্ষো মহানিব ॥ ৫
রুমাদ্বিতীয়ং সুগ্রীবং নারীমধ্যগতং স্থিতম্।
অব্রবীল্লক্ষ্মণঃ ক্রুদ্ধঃ সতারং শশিনং যথা ॥ ৬
সত্ত্বাভিজনসম্পন্নঃ সানুক্রোশো জিতেন্দ্রিয়ঃ।

স্মরাবেশ জন্য নিলর্জ্জ সেই বানর-বংশনাথ সুগ্রীবের প্রতি ক্ষমা প্রকাশ করুন।” ৫০—৫৭। মত্ততাবশতঃ চঞ্চলনেত্রা বানররাজপত্নী তারা অমিতবলশালী লক্ষ্মণকে এইরূপ সম্যক্ অর্থযুক্ত বাক্য কহিয়া পুনর্ব্বার আপেক্ষ করত ভর্ত্তার হিতজনক এই কথা বলিলেন, “নরোত্তম! সুগ্রীব কামপরবশ হইলেও আপনার আসিবার অগ্রেই মন্ত্রিগণকে আপনাদের কার্য্যসম্পাদনার্থ উদ্‌যোগ করিতে আদেশ করিয়াছেন এবং নানা পর্ব্বতনিবাসী কামরূপী মহাবীর শত সহস্র কোটি বানরগণও আসিয়া সম্মিলিত হইয়াছে। মহাবাহো! আপনার স্বভাব বিশুদ্ধ বলিয়া প্রসিদ্ধ আছে এবং সাধু ব্যক্তিরা অকপট বন্ধুভাবেই প্রমদাগণকে দেখিয়া থাকেন, সুতরাং আপনি আমার সহিত অন্তঃপুরমধ্যে সুগ্রীবের নিকটে আগমন করুন।” মহাবল অরিন্দম লক্ষ্মণ তাহার বাক্যানুসারে ত্বরান্বিত হইয়া অন্তঃপুরমধ্যে প্রবেশ করিলেন। তিনি অন্তঃপুরমধ্যে প্রবেশ করত সুবর্ণময় এবং মহামূল্য আস্তরণযুক্ত উৎকৃষ্ট আসনে উপবিষ্ট, দিব্য আভরণধারা বিভূষিত, দিব্যমাল্যধারী, রূপবান্ যশস্বী, ইন্দ্রের ন্যায় প্রমদাগণে পরিবেষ্টিত, সূর্য্যতুল্য সুগ্রীবকে দেখিয়াই কৃতান্তের ন্যায় ক্রুদ্ধ হইলেন। তৎকালে তাঁহার নেত্রযুগল ক্রোধে রক্তবর্ণ হইয়া উঠিল। পরে সিংহাসনোপবিষ্ট হেমবর্ণ মহাবীর সুগ্রীব রুমাকে প্রগাঢ়রূপে আলিঙ্গন করিয়া মহাবল বিশাললোচন সুমিত্রানন্দন লক্ষ্মণকে দেখিতে পাইলেন। ৫৮—৬৬।

চতুস্ত্রিংশ সর্গ।

সুগ্রীব সেই ক্রুদ্ধ ভ্রাতৃশোক-সন্তপ্ত দশরথাত্মজ লক্ষ্মণকে হঠাৎ অবারিতভাবে অন্তঃপুরমধ্যে প্রবিষ্ট এবং যেন স্বীয় তেজে প্রজ্বলিত ও ঘন ঘন দীর্ঘ-নিশ্বাস পরিত্যাগ করিতে দেখিয়া ব্যথিতহৃদয়ে সুবর্ণ-নির্ম্মিত সিংহাসন ছাড়িয়া সুন্দর এবং অলঙ্কৃত সুদীর্ঘ ইন্দ্রধ্বজের ন্যায় উত্থিত হইলেন। যেমন তারাগণ সমুদিত পূর্ণ চন্দ্রের পশ্চাৎ উদিত হয়, সেইরূপ সুগ্রীব উঠিলে রুমাপ্রভৃতি প্রমদাগণ পশ্চাৎ উত্থিত হইল। ১—৪। পরে রক্তচক্ষু শ্রীমান্ সুগ্রীব কৃতাঞ্জলি হইয়া প্রকাণ্ড কল্পবৃক্ষের ন্যায় অবস্থিত লক্ষ্মণের নিকটে যাইলেন। লক্ষ্মণ তারাগণমধ্যস্থ শশধরের ন্যায় প্রমদাগণমধ্যস্থ রুমাসমন্বিত

কৃতজ্ঞঃ সত্যবাদী চ রাজা লোকে মহীয়তে ॥ ৭
যস্তু রাজা স্থিতোঽধর্ম্মে মিত্রাণামুপকারিণাম্।
মিথ্যা প্রতিজ্ঞাং কুরুতে কো নৃশংসতরস্ততঃ ॥ ৮
শতমশ্বানৃতে হন্তি সহস্রন্তু গবানৃতে।
আত্মানং স্বজনং হন্তি পুরুষঃ পুরুষানৃতে ॥ ৯
পূর্ব্বং কৃতার্থো মিত্রাণাং ন তৎ প্রতিকরোতি যঃ।
কৃতঘ্নঃ সর্ব্বভূতানাং স বধ্যঃ প্লবগেশ্বরঃ ॥ ১০
গীতোঽয়ং ব্রহ্মণা শ্লোকঃ সর্ব্বলোকনমস্কৃতঃ।
দৃষ্ট্বা কৃতঘ্নং ক্রুদ্ধেন তন্নিবোধ প্লবঙ্গম ॥ ১১
গোঘ্নে চৈব সুরাপে চ চৌরে ভগ্নব্রতে তথা।
নিষ্কৃতির্বিহিতা সদ্ভিঃ কৃতঘ্নে নাস্তি নিষ্কৃতিঃ ॥ ১২
অনার্য্যস্ত্বং কৃতঘ্নশ্চ মিথ্যাবাদী চ বানর।
পূর্ব্বং কৃতার্থো রামস্য ন তৎ প্রতিকরোষি যৎ ॥ ১৩
ননু নাম কৃতার্থেন ত্বয়া রামস্য বানর।
সীতায়া মার্গণে যত্নঃ কর্ত্তব্যঃ কৃতমিচ্ছতা ॥ ১৪
স ত্বং গ্রাম্যেষু ভোগেষু সক্তো মিথ্যাপ্রতিশ্রবঃ।
ন ত্বাং রামো বিজানীতে সর্পং মণ্ডূকরাবিণম্ ॥ ১৫
মহাভাগেন রামেণ পাপঃ করুণবেদিনা।
হরীণাং প্রাপিতো রাজ্যং ত্বং দুরাত্মা মহাত্মনা ॥ ১৬
কৃতং চেন্নাভিজানীষে রাঘবস্য মহাত্মনঃ।
সদ্যস্ত্বং নিশিতৈর্ব্বাণৈর্হতো দ্রক্ষ্যসি বালিনম্ ॥ ১৭
ন স সঙ্কুচিতঃ পন্থা যেন বালী হতো গতঃ।
সময়ে তিষ্ঠ সুগ্রীব মা বালিপথমন্বগাঃ ॥ ১৮
ন নূনমিক্ষ্বাকুবরস্য কার্ম্মুকাৎ
শরাংশ্চ্যুতান্ পশ্যসি বজ্রসন্নিভান্।
ততঃ সুখং নাম নিষেবসে সুখী
ন রামকার্য্যং মনসাপ্যবেক্ষসে ॥ ১৯
ইতি কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ডে চতুস্ত্রিংশঃ সর্গঃ ॥ ৩৪ ॥

পঞ্চত্রিংশঃ সর্গঃ।

তথা ব্রুবাণং সৌমিত্রিং প্রদীপ্তমিব তেজসা।
অব্রবীল্লক্ষ্মণং তারা তারাধিপনিভাননা ॥ ১
নৈবং লক্ষ্মণ বক্তব্যো নায়ং পরুষমর্হতি।
হরীণামীশ্বরঃ শ্রোতুং তব বক্ত্রাদ্বিশেষতঃ ॥ ২

সুগ্রীবকে দেখিয়া সক্রোধে বলিলেন, "যে রাজা বীর্য্যবান্, বলশালী, দয়ালু, ইন্দ্রিয়সংযমী, কৃতজ্ঞ এবং সত্যবাদী হন, তিনি ইহলোকে মহত্ত্ব লাভ করিয়া থাকেন; আর যে রাজা উপকারী মিত্রগণের উপকারে অঙ্গীকার করিয়া তাহা রক্ষা না করে, সে অধার্ম্মিক; তাহা অপেক্ষা নৃশংসতর আর কেহই নাই। পুরুষ একটী অশ্ব দিতে অঙ্গীকার করিয়া তাহা না দিলে শত অশ্ববধের পাপভাগী হয়, একটী গো-দানে প্রতিশ্রুত হইয়া তাহা না দিলে সহস্র গোবধের পাপভাগী হয় এবং পুরুষের উপকারার্থ প্রতিশ্রুত হইয়া সেই প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করিলে আত্মহত্যা ও স্বজনবধের দোষভাগী হন। ৫—৯। প্লবগেশ্বর! যিনি প্রথমতঃ মিত্রের সাহায্যে কৃতকার্য্য হইয়া অবশেষে মিত্রকার্য্য সম্পাদন না করেন, তিনি কৃতঘ্ন এবং সকল প্রাণীর বধ্য; ব্রহ্মা সকল লোকের শিরোধার্য্য এই শ্লোক কীর্ত্তন করিয়াছেন। পরন্তু রাম তোমাকে কৃতঘ্ন মনে করিয়া যাহা বলিয়াছেন, তাহা শ্রবণ কর। পণ্ডিতেরা গোঘ্ন, মদ্যপায়ী, ভগ্নব্রত ব্যক্তিদিগেরও নিষ্কৃতি বিধান করিয়াছেন; কিন্তু কৃতঘ্ন পুরুষের নিষ্কৃতি বিধান করেন নাই। বানর! তুমি যখন রামকর্ত্তৃক কৃতার্থ হইয়া তাহার প্রতিকার করিতেছ না, অতএব তখন তুমি অনার্য্য, কৃতঘ্ন এবং মিথ্যাবাদী। ১০—১৩। সুগ্রীব! তোমার উদ্দেশ্য সুফল হইয়াছে; সুতরাং যদ্যপি রামের প্রত্যুপকার করিবার ইচ্ছা হয়, তবে সীতার অন্বেষণে তোমার যত্ন করা উচিত। যেমন ভেকগ্রহণাভিলাষী সর্প ভেকের ন্যায় শব্দ করিতে থাকিলে লোকে তাহা সর্পের শব্দ বলিয়া বুঝিতে পারে না, তদ্রূপ তুমি যে গৃহসুখে মত্ত হইয়া মিথ্যাপ্রতিজ্ঞ হইবে, রাম এরূপ তোমাকে জানিতে পারেন নাই। তুমি দুরাত্মা বানরাধম, মহাত্মা করুণাময় রাম তোমার এরূপ স্বভাব না জানিয়াই তোমাকে বানর-রাজ্য প্রদান করিয়াছেন। যদ্যপি তুমি মহাত্মা রঘুনন্দন রামের কৃত-উপকার স্বীকার না কর, তাহা হইলে অচিরেই সুতীক্ষ্ণ শস্ত্রদ্বারা নিহত হইয়া বালীর সহিত সাক্ষাৎ করিবে। অপিচ, বালী নিহত হইয়া যে পথে গিয়াছে, সেই পথ অদ্যাপি সঙ্কুচিত হয় নাই; সুতরাং তুমি প্রতিজ্ঞাপথে অবস্থিত হও, বালীর পথে যাইও না; সুগ্রীব! তুমি প্রমদাসুখে সুখী হইয়া রামকার্য্য যখন মনেও স্থান দিতেছ না, তখন নিশ্চয়ই ইক্ষ্বাকুপ্রবর রামের শরাসননিক্ষিপ্ত বজ্রতুল্য শরসমূহ দেখ নাই। ১৪—১৯।

পঞ্চত্রিংশ সর্গ।

সুমিত্রানন্দন লক্ষ্মণ ক্রোধবশতঃ স্বীয় তেজোদ্বারা যেন প্রজ্বলিত হইয়া সুগ্রীবকে সেইরূপ রূঢ়বাক্য বলিতে থাকিলে চন্দ্রাননা তারা তাঁহাকে বলিলেন "লক্ষ্মণ! এই বানররাজ সুগ্রীবকে এরূপ কঠোর কথা বলা আপনার উচিত নয় এবং আপনার মুখ-নির্গত এইরূপ

নৈবাকৃতজ্ঞঃ সুগ্রীবো ন শঠো নাপি দারুণঃ।
নৈবানৃতকথো বীর ন জিহ্মশ্চ কপীশ্বরঃ॥ ৩
উপকারং কৃতং বীর নাপ্যয়ং বিস্মৃতঃ কপিঃ।
রামেণ বীর সুগ্রীবো যদন্যৈর্দুষ্করং রণে॥ ৪
রামপ্রসাদাৎ কীর্ত্তিঞ্চ কপিরাজ্যঞ্চ শাশ্বতম্।
প্রাপ্তবানিহ সুগ্রীবো রুমাং মাঞ্চ পরন্তপ॥ ৫
সুদুঃখশয়িতঃ পূর্ব্বং প্রাপ্যেদং সুখমুত্তমম্।
প্রাপ্তকালং ন জানীতে বিশ্বামিত্রো যথা মুনিঃ॥ ৬
ঘৃতাচ্যাং কিল সংসক্তো দশ বর্ষাণি লক্ষ্মণ।
অহোঽমন্যত ধর্ম্মাত্মা বিশ্বামিত্রো মহামুনিঃ॥ ৭
স হি প্রাপ্তং ন জানীতে কালং কালবিদাং বরঃ।
বিশ্বামিত্রো মহাতেজাঃ কিং পুনর্যঃ পৃথগ্জনঃ॥ ৮
দেহধর্ম্মং গতস্যাস্য পরিশ্রান্তস্য লক্ষ্মণ।
অবিতৃপ্তস্য কামেষু রামঃ ক্ষন্তুমিহার্হতি॥ ৯
ন চ রোষবশং তাত গন্তুমর্হসি লক্ষ্মণ।
নিশ্চয়ার্থমবিজ্ঞায় সহসা প্রাকৃতো যথা॥ ১০
সত্ত্বযুক্তা হি পুরুষাস্ত্বদ্বিধাঃ পুরুষর্ষভ।
অবিমৃশ্য ন রোষস্য সহসা যান্তি বশ্যতাম্॥ ১১
প্রসাদয়ে ত্বাং ধর্ম্মজ্ঞ সুগ্রীবার্থং সমাহিতা।
মহান্ রোষসমুৎপন্নঃ সংরম্ভস্ত্যজ্যতাময়ম্॥ ১২
রুমাং মাঞ্চাঙ্গদং রাজ্যং ধনধান্যপশূনি চ।
রামপ্রিয়ার্থং সুগ্রীবঃ ত্যজেদিতি মতির্মম॥ ১৩
সমানেষ্যতি সুগ্রীবঃ সীতয়া সহ রাঘবম্।
শশাঙ্কমিব রোহিণ্যা হত্বা তং রাক্ষসাধমম্॥ ১৪
শতকোটিসহস্রাণি লঙ্কায়াং কিল রক্ষসাম্।
অযুতানি চ ষট্‌ত্রিংশৎ সহস্রাণি শতানি চ॥ ১৫
অহত্বা তাংশ্চ দুর্দ্ধর্ষান্ রাক্ষসান্ কামরূপিণঃ।
অশক্যং রাবণং হন্তুং যেন সা মৈথিলী হৃতা॥ ১৬
তে ন শক্যা রণে হন্তুমসহায়েন লক্ষ্মণ।
রাবণঃ ক্রূরকর্ম্মা চ সুগ্রীবেণ বিশেষতঃ॥ ১৭
এবমাখ্যাতবান্ বালী স হ্যভিজ্ঞো হরীশ্বরঃ।
আগমস্তু ন মে ব্যক্তঃ শ্রবাত্তস্য ব্রবীম্যহম্॥ ১৮
ত্বৎসহায়নিমিত্তং হি প্রেষিতা হরিপুঙ্গবাঃ।
আনেতুং বানরান্ যুদ্ধে সুবহূন্ হরিপুঙ্গবান্॥ ১৯
তাংশ্চ প্রতীক্ষমাণোঽয়ং বিক্রান্তান্ সুমহাবলান্।
রাঘবস্যার্থসিদ্ধ্যর্থং ন নির্যাতি হরীশ্বরঃ॥ ২০
কৃতা সুসংস্থা সৌমিত্রে সুগ্রীবেণ পুরা যথা।
অদ্য তৈর্বানরৈঃ সর্ব্বৈরাগন্তব্যং মহাবলৈঃ॥ ২১

কর্কশ বাক্য শ্রবণ করাও সুগ্রীবের উচিত নয়, কারণ সুগ্রীব অকৃতজ্ঞ কপট দারুণ মিথ্যাবাদী বা জিহ্মকারী নহেন। বীর! রাম, বালীর সহিত যুদ্ধে সুগ্রীবের যে অনন্যসাধ্য উপকার সাধন করিয়াছেন, ইনি তাহাও ভুলিয়া যান নাই। পরন্তপ! রামের প্রসাদেই সুগ্রীব, কীর্ত্তি, শাশ্বত বানর-রাজ্য, নিজের পত্নী রুমাকে এবং আমাকে পাইয়াছেন। কর্ত্তব্যকাল-নিরূপণজ্ঞ ব্যক্তিদিগের শ্রেষ্ঠ সুগ্রীব পূর্ব্বে অতিশয় দুঃখ ভোগ করিয়া সম্প্রতি এই অনুত্তম সুখ লাভ করত মহামুনি বিশ্বামিত্রের ন্যায়, অবশ্যকর্ত্তব্য বিষয়ে বিমূঢ় হইয়াছেন। লক্ষ্মণ! ধর্ম্মাত্মা মহামুনি বিশ্বামিত্র যখন ঘৃতাচী অপ্সরার প্রতি আসক্ত হইয়া দশবৎসরকে একদিন মনে করিয়া কর্ত্তব্যবিষয়ে বিবেচনাশূন্য হইয়াছিলেন, তখন সামান্য বানরজাতি এই সুগ্রীব কিরূপে বিবেচনা করিতে পারিবে? সুতরাং লক্ষ্মণ! পশুধর্ম্ম-গত, পরিশ্রান্ত এবং কামভোগে অতৃপ্ত, এই সুগ্রীবকে রামের ক্ষমা করা কর্ত্তব্য। ১—৯। আর্য্য লক্ষ্মণ! কর্ত্তব্যার্থের নির্ণয় না করিয়া ইতর পুরুষের ন্যায় হঠাৎ ক্রোধ করা উচিত নহে, কেননা আপনার ন্যায় সাত্ত্বিক পুরুষেরা বিবেচনা না করিয়া সহসা ক্রোধের বশীভূত হয় না। ধর্ম্মজ্ঞ! এইজন্য আমি সুগ্রীবের কারণ সমাহিতচিত্তে আপনাকে প্রসন্ন করিতেছি, আপনি প্রীত হইয়া এই ক্রোধসমুদ্ভূত মহান্ ক্ষোভ পরিত্যাগ করুন। আমি নিশ্চিত জানি, সুগ্রীব রামের প্রিয়কার্য্য নিষ্পাদনার্থ আমাকে এবং রুমা, অঙ্গদ, ধন, ধান্য ও পশু প্রভৃতি সমুদয় রাজ্য পরিত্যাগ করিতে পারেন। ১০—১৩। সুগ্রীব সেই রাক্ষসাধম রাবণকে বধ করিয়া রোহিণীর সহিত চন্দ্রের ন্যায়, সীতার সহিত রামকে আনয়ন করিবেন, কিন্তু লঙ্কামধ্যে পরকীর্ত্তিত অর্থাৎ অসংখ্য যে রাক্ষসসৈন্য বাস করিতেছে, সেই কামরূপী দুর্দ্ধর্ষ রাক্ষসদিগকে বধ না করিলে সীতা-পহারী রাবণ নিহত হইবে না, সুগ্রীবও একাকী সেই রাক্ষসদিগকে এবং ক্রূরস্বভাব রাবণকে বধ করিতে পারিবেন না। আমি রাবণের সৈন্যবলসম্বন্ধে যাহা বলিতেছি, তাহা আমি কখন দেখি নাই; কিন্তু সর্ব্বজ্ঞ বানরেশ্বর বালী আমাকে এইরূপ বলিয়াছিলেন। ১৪—১৮। সুগ্রীব এই বৃত্তান্ত শুনিয়া আপনাকে একাকী রাবণবধে অসমর্থ মনে করিয়া আপনাদিগের যুদ্ধের সাহায্যার্থ, রাবণসৈন্য অপেক্ষা বহুগুণ অধিক বানরসৈন্য সংগ্রহ করিবার জন্য প্রধান প্রধান বানরগণকে প্রেরণ করিয়াছেন। সেই মহাবল-পরাক্রম বানরগণের প্রতীক্ষা করিয়াই রামের উদ্দেশ্য-সিদ্ধির জন্য যুদ্ধার্থ নির্গত হইতেছেন না। সুমিত্রা-নন্দন! সুগ্রীব মিত্রগণকে এইরূপ আজ্ঞা করিয়াছেন

ঋক্ষকোটিসহস্রাণি গোলাঙ্গুলশতানি চ।
অদ্য ত্বামুপযাস্যন্তি জহি কোপমরিন্দম।
কোট্যোঽনেকাস্তু কাকুৎস্থ কপীনাং দীপ্ততেজসাম্ ॥ ২২
তব হি মুখমিদং নিরীক্ষ্য কোপাৎ
ক্ষতজসমে নয়নে নিরীক্ষমাণাঃ।
হরিবরবনিতা ন যান্তি শান্তিং
প্রথমভয়স্য হি শঙ্কিতাঃ স্ম সর্ব্বাঃ ॥ ২৩

ইতি কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ডে পঞ্চত্রিংশঃ সর্গঃ ॥ ৩৫

ষট্‌ত্রিংশঃ সর্গঃ।

ইত্যুক্তস্তারয়া বাক্যং প্রশ্রিতং ধর্ম্মসংহিতম্।
মৃদুস্বভাবঃ সৌমিত্রিঃ প্রতিজগ্রাহ তদ্বচঃ ॥ ১
তস্মিন্ প্রতিগৃহীতে তু বাক্যে হরিগণেশ্বরঃ।
লক্ষ্মণাৎ সুমহত্ত্রাসং বস্ত্রং ক্লিন্নমিবাত্যজৎ ॥ ২
ততঃ কণ্ঠগতং মাল্যং চিত্রং বহুগুণং মহৎ।
চিচ্ছেদ বিমদশ্চাসীৎ সুগ্রীবো বানরেশ্বরঃ ॥ ৩
স লক্ষ্মণং ভীমবলং সর্ব্ববানরসত্তমঃ।
অব্রবীৎ প্রশ্রিতং বাক্যং সুগ্রীবঃ সম্প্রহর্ষয়ন্ ॥ ৪
প্রনষ্টা শ্রীশ্চ কীর্ত্তিশ্চ কপিরাজ্যঞ্চ শাশ্বতম্।
রামপ্রসাদাৎ সৌমিত্রে পুনশ্চাপ্তমিদং ময়া ॥ ৫
কঃ শক্তস্তস্য দেবস্য খ্যাতস্য স্বেন কর্ম্মণা।
তাদৃশং প্রতিকুর্ব্বীত অংশেনাপি নৃপাত্মজ ॥ ৬
সীতাং প্রাপ্স্যতি ধর্ম্মাত্মা বধিষ্যতি চ রাবণম্।
সহায়মাত্রেণ ময়া রাঘবঃ স্বেন তেজসা ॥ ৭
সহায়কৃত্যং কিং তস্য যেন সপ্ত মহাদ্রুমাঃ।
গিরিশ্চ বসুধা চৈব বাণেনৈকেন দারিতাঃ ॥ ৮
ধনুর্বিস্ফারয়াণস্য যস্য শব্দেন লক্ষ্মণ।
সশৈলা কম্পিতা ভূমিঃ সহায়ৈঃ কিন্নু তস্য বৈ ॥ ৯
অনুযাত্রাং নরেন্দ্রস্য করিষ্যেঽহং নরর্ষভঃ।
গচ্ছতো রাবণং হন্তুং বৈরিণং সপুরঃসরম্ ॥ ১০
যদি কিঞ্চিদতিক্রান্তং বিশ্বাসাৎ প্রণয়েন বা।
প্রেষ্যস্য ক্ষমিতব্যং মে ন কশ্চিন্নাপরাধ্যতি ॥ ১১
ইতি তস্য ব্রুবাণস্য সুগ্রীবস্য মহাত্মনঃ।
অভবল্লক্ষ্মণঃ প্রীতঃ প্রেম্ণা চেদমুবাচ হ ॥ ১২
সর্ব্বথা হি মম ভ্রাতা সনাথো বানরেশ্বর।
ত্বয়া নাথেন সুগ্রীব প্রশ্রিতেন বিশেষতঃ ॥ ১৩
যস্তে প্রভাবঃ সুগ্রীব যচ্চ তে শৌচমীদৃশম্।
অর্হস্ত্বং কপিরাজ্যস্য শ্রিয়ং ভোক্তুমনুত্তমাম্ ॥ ১৪

যে, 'সহস্রকোটী ঋক্ষ, শতকোটী গোলাঙ্গুল এবং অসংখ্য অপরিমিত-বলশালী বানরসৈন্য সংগ্রহ করিয়া শীঘ্র আগমন করিবে।' ইনি পূর্ব্বে যেরূপ ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছেন, সেই মতই অদ্য বহুকোটী সৈন্য উপস্থিত হইবে, এবং অদ্যই আপনার সহিত যাত্রা করিবে; সুতরাং আপনি ক্রোধ পরিত্যাগ করুন। লক্ষ্মণ! বানরবনিতাগণ পূর্ব্বে বালিবধে যেরূপ ভীত হইয়াছিল, অদ্য আপনার এই ক্রোধলোহিতলোচন বদনমণ্ডল নিরীক্ষণ করিয়া তদ্রূপ ভয়ের আশঙ্কা করিতেছে।" ১৯—২৩।

ষট্‌ত্রিংশ সর্গ।

শান্তপ্রকৃতি সুমিত্রানন্দন লক্ষ্মণ তারার এইরূপ ধর্ম্মসঙ্গত ও বিনয়পূর্ণ বাক্য শুনিয়া সেই বাক্য স্বীকার করিলে, বানরগণাধিপতি সুগ্রীব, আর্দ্রবস্ত্রের ন্যায় লক্ষ্মণ হইতে মহৎ ত্রাস পরিত্যাগ করিলেন। পরে বানরেশ্বর সুগ্রীব তাঁহার কণ্ঠস্থিত বহুগুণযুক্ত, মনোহর মাল্য ছেদনপূর্ব্বক মদশূন্য হইয়া ভীমবল লক্ষ্মণকে প্রীত করত সবিনয়ে বলিতে লাগিলেন,—"সুমিত্রানন্দন! পূর্ব্বে আমার যে সকল সম্পত্তি, কীর্ত্তি এবং শাশ্বত রাজ্য বিনষ্ট হইয়াছিল, এক্ষণে আমি রামের অনুগ্রহে সেই সকল পুনঃপ্রাপ্ত হইয়াছি। নৃপনন্দন! ধনুর্ভঙ্গ এবং বালিবধরূপ কর্ম্মদ্বারা প্রসিদ্ধ, তেজস্বী সেই রামের একাংশেও সেরূপ প্রত্যুপকার করিতে কেহ পারে না, কেবল আমি সহায়মাত্র হইব, রাম নিজের বিক্রম-প্রভাবেই রাবণকে নিহত করত সীতাকে পাইবেন। ১—৭। লক্ষ্মণ! যিনি একবাণে প্রকাণ্ড সাতটী বৃক্ষ, পর্ব্বত এবং পৃথিবী ভেদ করিয়াছেন এবং যাঁহার বিস্ফারিতশরাসনশব্দে পর্ব্বতসহ পৃথিবী প্রকম্পিত হয়, তাঁহার সহায়ের আবশ্যক কি? নরেন্দ্র! মনুষ্যেন্দ্র রাম যখন যুদ্ধে অগ্রগামী সৈন্যগণের সহিত শত্রু রাবণকে বধ করিতে যাইবেন তখন আমি তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাইব; সুতরাং বিশ্বাস বা প্রণয়বশতঃ এই দাসের যদি কোন অপরাধ হইয়া থাকে, তবে তাহা মার্জ্জনা করিবেন; কারণ ভৃত্য কদাচ প্রভুর অমঙ্গলাচরণে প্রবৃত্ত হয় না।" ৮—১১। মহাত্মা সুগ্রীব এইকথা বলিলে পর লক্ষ্মণ তাঁহার প্রতি প্রীত হইয়া প্রণয়গর্ভ বাক্যে বলিলেন, "বানররাজ! তুমি মিত্র হওয়ায় আমার ভ্রাতা রাম সর্ব্বপ্রকারে সহায়বান্ হইয়াছেন। সুগ্রীব! তোমার যেরূপ বিক্রম এবং ইন্দ্রিয় সকল তোমার যেরূপ বশীভূত হইয়াছে, তাহাতে তুমিই বানর-রাজ্যের অতি উত্তম সম্পত্তি ভোগ করিবার যোগ্য।

সহায়েন তু সুগ্রীব ত্বয়া রামঃ প্রতাপবান্।
বধিষ্যতি রণে শত্রূনচিরান্নাত্র সংশয়ঃ॥ ১৫
ধর্ম্মজ্ঞস্য কৃতজ্ঞস্য সংগ্রামেষ্বনিবর্ত্তিনঃ।
উপপন্নঞ্চ যুক্তঞ্চ সুগ্রীব তব ভাষিতম্॥ ১৬
দোষজ্ঞঃ প্রতিসামর্থ্যে কোঽন্যো ভাষিতুমর্হতি।
বর্জ্জয়িত্বা মম জ্যেষ্ঠং ত্বাঞ্চ বানরসত্তম॥ ১৭
সদৃশশ্চাসি রামেণ বিক্রমেণ বলেন চ।
সহায়ো দৈবতৈর্দত্তশ্চিরায় হরিপুঙ্গব॥ ১৮
কিন্তু শীঘ্রমিতো বীর নিষ্ক্রম ত্বং ময়া সহ।
সান্ত্বয়স্ব বয়স্যঞ্চ ভার্য্যাহরণদুঃখিতম্॥ ১৯
যচ্চ শোকাভিভূতস্য দৃষ্ট্বা রামস্য ভাষিতম্।
ময়া ত্বং পরুষাণ্যুক্তস্তৎ ক্ষমস্ব সখে মম॥ ২০

ইতি কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ডে ষট্‌ত্রিংশঃ সর্গঃ॥ ৩৬॥

সপ্তত্রিংশঃ সর্গঃ।

এবমুক্তস্তু সুগ্রীবো লক্ষ্মণেন মহাত্মনা।
হনুমন্তং স্থিতং পার্শ্বে বচনঞ্চেদমব্রবীৎ॥ ১
মহেন্দ্রহিমবদ্বিন্ধ্য-কৈলাসশিখরেষু চ।
মন্দরে পাণ্ডুশিখরে পঞ্চশৈলেষু যে স্থিতাঃ॥ ২

সুগ্রীব! প্রতাপশালী রাম তোমাকে সহায় করিয়া যুদ্ধে অবিলম্বেই শত্রু রাবণকে সংহার করিবেন,—ইহাতে সন্দেহ নাই। তুমি ধার্ম্মিক, কৃতজ্ঞ এবং সংগ্রামে অপরাঙ্মুখ; সুতরাং তুমি যাহা বলিলে তাহা যুক্তি-সঙ্গত বোধ হইতেছে। আপচ বানরসত্তম! তুমি বা রাম ব্যতীত কোন্ বিদ্বান্ সামর্থ্য-সত্ত্বেও তোমার ন্যায়, এরূপ কথা বলিতে পারে? তুমি বল এবং বিক্রমে রামের ন্যায় বলিয়া দেবই তোমাকে রামের চিরবন্ধু করিয়া দিয়াছেন; সুতরাং তুমি আমার সহিত ত্বরায় এ স্থান হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া, পত্নীহরণজন্য দুঃখিত তোমার সখা রামকে সান্ত্বনা কর। আর সখে! আমি শোকাকুল রামের রোদন শুনিয়া তোমাকে যে সকল পরুষবাক্য বলিয়াছি, তুমি তাহা মার্জ্জনা কর।" ১২—২০।

সপ্তত্রিংশ সর্গ।

লক্ষ্মণের এই কথা শুনিয়া সুগ্রীব, পার্শ্ববর্ত্তী বায়ুপুত্র হনুমান্‌কে বলিলেন, "হিমালয়, মহেন্দ্র, বিন্ধ্য, কৈলাস এবং মন্দর এই পঞ্চ পর্ব্বতে যে সকল বানর

তরুণাদিত্যবর্ণেষু ভ্রাজমানেষু নিত্যশঃ।
পর্ব্বতেষু সমুদ্রান্তে পশ্চিমস্যাস্তু যে দিশি॥ ৩
আদিত্যভবনে চৈব গিরৌ সন্ধ্যাভ্রসন্নিভে।
পদ্মাচলবনং ভীমাঃ সংশ্রিতা হরিপুঙ্গবাঃ॥ ৪
অঞ্জনাম্বুদসঙ্কাশাঃ কুঞ্জরেন্দ্রমহৌজসঃ।
অঞ্জনে পর্ব্বতে চৈব যে বসন্তি প্লবঙ্গমাঃ॥ ৫
মহাশৈলগুহাবাসা বানরাঃ কনকপ্রভাঃ।
মেরুপার্শ্বগতাশ্চৈব যে চ ধূম্রগিরিং শ্রিতাঃ॥ ৬
তরুণাদিত্যবর্ণাশ্চ পর্ব্বতে যে মহারুণে।
পিবন্তো মধু মৈরেয়ং ভীমবেগাঃ প্লবঙ্গমাঃ॥ ৭
বনেষু চ সুরম্যেষু সুগন্ধিষু মহৎসু চ।
তাপসাশ্রমরম্যেষু বনান্তেষু সমন্ততঃ॥ ৮
তাংস্তাংস্ত্বমানয় ক্ষিপ্রং পৃথিব্যাং সর্ব্ববানরান্।
সামদানাদিভিঃ কল্পৈর্বানরৈর্বেগবত্তরৈঃ॥ ৯
প্রেষিতা প্রথমং যে চ ময়া দূতা মহাজবাঃ।
ত্বরণার্থন্তু ভূয়স্ত্বং সম্প্রেষয় হরীশ্বরান্॥ ১০
যে প্রসক্তাশ্চ কামেষু দীর্ঘসূত্রাশ্চ বানরাঃ।
ইহানয়স্ব তান্ শীঘ্রং সর্ব্বানেব কপীশ্বরান্॥ ১১
অহোভির্দশভির্যে চ নাগচ্ছন্তি মমাজ্ঞয়া।
হন্তব্যাস্তে দুরাত্মানো রাজশাসনদূষকাঃ॥ ১২

বাস করিতেছে, যাহারা প্রাতঃসূর্য্যের ন্যায় প্রকাশমান পর্ব্বতমধ্যে সমুদ্রপারে এবং পশ্চিম দিকে আছে, যাহারা সন্ধ্যাপয়োদবৎ রক্তবর্ণ উদয়াচল এবং পদ্মাচল পর্ব্বত আশ্রয় করিয়া রহিয়াছে, অঞ্জনসবর্ণ মেঘবৎ এবং প্রশস্ত কুঞ্জরতুল্য মহাপরাক্রমশালী যে সকল বানর অঞ্জন পর্ব্বতে অবস্থিত রহিয়াছে, কাঞ্চনবর্ণ যে সকল বানর মহাপর্ব্বতের গুহায় বাস করিতেছে এবং মেরু-পার্শ্বগত যে সকল বানর ধূম্রাগিরি আশ্রয় করিয়া আছে, বালসূর্য্যতুল্য-প্রভাশালী ভীমপরাক্রম যে সকল বানর মৈরেয় মধু পান করত মত্ত হইয়া মহারুণ পর্ব্বতে বাস করিতেছে, যাহারা রমণীয়, সুগন্ধযুক্ত মহারণ্যে এবং সুরম্য তাপসাশ্রমে বাস করিতেছে, তুমি বেগবান্ বানর-গণদ্বারা সাম এবং দানাদি উপায় অবলম্বন করিয়া সেই সেই বানরদিগকে অবিলম্বে আনয়ন কর; আর পূর্ব্বে সৈন্যসংগ্রহার্থ মহাবেগবান্ যে সকল দূত প্রেরিত হইয়াছে, তাহাদিগকেও আমি সবিশেষ জানি; সেই দূতগণের সত্বর আসিবার জন্য পুনরায় দূত পাঠাও। ১—১০। যে সকল বানর কামাসক্ত এবং দীর্ঘ-সূত্র, তাহাদিগকে ত্বরায় এই স্থানে আনয়ন কর। যাহারা আমার আদেশানুসারে দশদিনের মধ্যে না আসিবে, সেই রাজাদেশলঙ্ঘনকারী দুরাচার

শতান্যথ সহস্রাণি কোটাশ্চ মম শাসনাৎ।
প্রয়ান্তু কপিসিংহানাং নিদেশে মম যে স্থিতাঃ॥ ১৩
মেঘপর্ব্বতসঙ্কাশাশ্চাদয়ন্ত ইবাম্বরম্।
ঘোররূপাঃ কপিশ্রেষ্ঠা যান্তু মচ্ছাসনাদিতঃ॥ ১৪
তে গতিজ্ঞাগতিং গত্বা পৃথিব্যাং সর্ব্ববানরাঃ।
আনয়ন্তু হরীন্ সর্ব্বাংস্ত্বরিতাঃ শাসনান্মম॥ ১৫
তস্য বানররাজস্য শ্রুত্বা বায়সুতো বচঃ।
দিক্ষু সর্ব্বাসু বিক্রান্তান্ প্রেষয়ামাস বানরান্॥ ১৬
তে পদং বিষ্ণুবিক্রান্তং পতত্রিজ্যোতিরধ্বগাঃ।
প্রয়াতাঃ প্রহিতা রাজ্ঞা হরয়স্তু ক্ষণেন বৈ॥ ১৭
তে সমুদ্রেষু গিরিষু বনেষু চ সরঃসু চ।
বানরা বানরান্ সর্ব্বান্ রামহেতোরচোদয়ন্॥ ১৮
মৃত্যুকালোপমস্যাজ্ঞা রাজরাজস্য বানরাঃ।
সুগ্রীবস্যাযযু শ্রুত্বা সুগ্রীবভয়শঙ্কিতাঃ॥ ১৯
ততস্তেঽঞ্জনসঙ্কাশা গিরেস্তস্মান্মহাবলাঃ।
তিস্রঃ কোট্যঃ প্লবঙ্গানাং নির্যযুর্যত্র রাঘবঃ॥ ২০
অস্তং গচ্ছতি যত্রার্কস্তস্মিন্ গিরিবরে রতাঃ।
সন্তপ্তহেমবর্ণাভাস্তস্মাৎ কোট্যো দশ চ্যুতাঃ॥ ২১
কৈলাসশিখরেভ্যশ্চ সিংহকেসরবর্চ্চসাম্।
ততঃ কোটিসহস্রাণি বানরাণাং সমাগমন্॥ ২২
ফলমূলেন জীবন্তো হিমবন্তমুপাশ্রিতাঃ।
তেষাং কোটীসহস্রাণাং সহস্রং সমবর্ত্তত॥ ২৩
অঙ্গারকসমানানাং ভীমানাং ভীমকর্ম্মণাম্।
বিন্ধ্যাদ্বানরকোটীনাং সহস্রাণ্যপতন্ দ্রুতম্॥ ২৪
ক্ষীরোদবেলানিরয়স্তমালবনবাসিনঃ।
নারিকেলাশনাশ্চৈব তেষাং সংখ্যা ন বিদ্যতে॥ ২৫
বনেভ্যো গহ্বরেভ্যশ্চ সরিদ্ভ্যশ্চ মহাবলাঃ।
আগচ্ছদ্বানরী সেনা পিবন্তীব দিবাকরম্॥ ২৬
যে তু ত্বরয়িতুং যাতা বানরাঃ সর্ব্ববানরান্।
তে বীরা হিমবচ্ছৈলে দদৃশুস্তং মহাদ্রুমম্॥ ২৭
তস্মিন্ গিরিবরে পুণ্যে যজ্ঞো মাহেশ্বরঃ পুরা।
সর্ব্বদেবমনস্তোষো বভূব সুমনোরমঃ॥ ২৮
অন্ননিষ্যন্দজাতানি মূলানি চ ফলানি চ।
অমৃতস্বাদুকল্পানি দদৃশুস্তত্র বানরাঃ॥ ২৯॥
তদন্নসম্ভবং দিব্যং ফলমূলং মনোহরম্।
যঃ কশ্চিৎ সকৃদশ্নাতি মাসং ভবতি তর্পিতঃ॥ ৩০
তানি মূলানি দিব্যানি ফলানি চ ফলাশনাঃ।
ঔষধানি চ দিব্যানি জগৃহুর্হরিপুঙ্গবাঃ॥ ৩১
তস্মাচ্চ যজ্ঞায়তনাৎ পুষ্পাণি সুরভীণি চ।
আনিন্যুর্বানরা গত্বা সুগ্রীবপ্রিয়কারণাৎ॥ ৩২

বানরগণকে বধ করিবে। আর আমার নিদেশবর্ত্তী বানরগণের মধ্যে শত, সহস্র এবং কোটিসংখ্যক বানরসৈন্য আমার আজ্ঞানুসারে অদ্য যাত্রা করুক; মেঘ এবং পর্ব্বততুল্য ঘোরদর্শন কপীন্দ্রগণ অম্বরতল আচ্ছাদন করত এই স্থান হইতে গমন করুক। নানাদেশজ্ঞ বানরগণ পৃথিবীমধ্যে নানাস্থানে যাইয়া আমার আদেশানুসারে শীঘ্র সমস্ত বানর আনয়ন করুক।" ১১—১৫। পবননন্দন হনমান্, বানররাজ সুগ্রীবের আদেশ পাইয়া বিক্রমশালী বানরগণকে নানাদিকে প্রেরণ করিলেন। নক্ষত্র এবং আকাশ-পথগামী সেই বানরগণ রাজাকর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া ক্ষণকালের মধ্যে আকাশপথে গমনপূর্ব্বক সমুদ্র, পর্ব্বত, বন এবং সরোবরমধ্যস্থিত বানরগণকে রামের কার্য্যসম্পাদনার্থ প্রেরণ করিতে লাগিল। বানরগণ দণ্ডমুখে কাল এবং মৃত্যুরূপ মহারাজ সুগ্রীবের আদেশ শুনিয়া তাঁহার ভয়ে ভীত হইয়া সকলে শীঘ্র আসিতে আরম্ভ করিল। পরে অঞ্জনপর্ব্বত হইতে অঞ্জনবর্ণ মহাবল-পরাক্রম তিন কোটি বানর রামের সমীপে গমন করিল। সহস্রার্ক সূর্য্য যে পর্ব্বতে অস্ত যান, সেই অস্তাচলস্থিত বিশুদ্ধকাঞ্চন-বর্ণ দশকোটি বানর উপস্থিত হইল। সিংহকেশর-তুল্য বর্ণ সহস্রকোটি বানর কৈলাসপর্ব্বত হইতে আসিল। যাহারা হিমাচলে থাকিয়া ফল মূল ভোজন করত জীবন ধারণ করে, তথা হইতে এরূপ পদ্ম-পরিমিত বানরসৈন্য আসিল। বিন্ধ্যাচল হইতে অঙ্গারক-বর্ণ ভীমকর্ম্মা ভয়ঙ্কর সহস্রকোটি বানর দ্রুতবেগে আসিল। তমালবন এবং ক্ষীরোদসমুদ্রের বেলাভূমি হইতে নারিকেল-ফলভোজী অসংখ্য বানর আসিল। আর কানন, গহ্বর এবং সরিৎসকল হইতে মহাবল বানরসৈন্য সকল সূর্য্যকে যেন গ্রাস করত আসিতে লাগিল। ১৬—২৬। পূর্ব্বে মহাদেব পুণ্যজনক গিরিবর হিমালয়ের যে বৃক্ষমূলে দেবতা-গণের চিত্তসন্তোষকর মনোরম যজ্ঞ করিয়াছিলেন, বানরগণ সৈন্যদিগের ত্বরাজন্য হনমান্কর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া হিমালয়ে গমন করত সেই বিখ্যাত মহাবৃক্ষ দেখিল এবং তথায় ক্ষরিত যজ্ঞীয় ঘৃতাদি হইতে সঞ্জাত অমৃতের ন্যায়, আস্বাদযুক্ত ফলমূলসকল দেখিল। যাহারা সেই যজ্ঞীয়ঘৃতাদিসম্ভূত মনো-রম ফলমূল একবার ভক্ষণ করে, তাহারা একমাস ক্ষুধাতৃষ্ণা শূন্য হইয়া পরিতৃপ্ত থাকে। পরে ফলমূল-ভোজী হরিযূথপতি বানরগণ সই যজ্ঞালয় হইতে সুগ্রীবের সন্তোষজন্য সুরভিগন্ধবিশিষ্ট নানাবিধ পুষ্প,

তে তু সর্ব্বে হরিবরাঃ পৃথিব্যাং সর্ব্ববানরান্।
সন্দেশদিশ্য ত্বরিতং যূথানাং জগ্মুরগ্রতঃ॥ ৩৩
তে তু তেন মুহূর্ত্তেন কপয়ঃ শীঘ্রচারিণঃ।
কিষ্কিন্ধ্যাং ত্বরয়া প্রাপ্তাঃ সুগ্রীবো যত্র বানরঃ॥ ৩৪
তে গৃহত্বৌষধীঃ সর্ব্বাঃ ফলমূলঞ্চ বানরাঃ।
তং প্রতিগ্রাহয়ামাসুর্বচনঞ্চেদমব্রুবন্॥ ৩৫
সর্ব্বে পরিসৃতাঃ শৈলাঃ সরিতশ্চ বনানি চ।
পৃথিব্যাং বানরাঃ সর্ব্বে শাসনাদুপযান্তি তে॥ ৩৬
এবং শ্রুত্বা ততো হৃষ্টঃ সুগ্রীবঃ প্লবগাধিপঃ।
প্রতিজগ্রাহ চ প্রীতস্তেষাং সর্ব্বমুপায়নম্॥ ৩৭
ইতি কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ডে সপ্তত্রিংশঃ সর্গঃ॥ ৩৭॥

অষ্টত্রিংশঃ সর্গঃ।

প্রতিগৃহ্য চ তৎ সর্ব্বমুপায়নমুপাহৃতম্।
বানরান্ সান্ত্বয়িত্বা চ সর্ব্বানেব ব্যসর্জ্জয়ৎ॥ ১
বিসর্জ্জয়িত্বা স হরীন্ সহস্রান্ কৃতকর্ম্মণঃ।
মেনে কৃতার্থমাত্মানং রাঘবঞ্চ মহাবলম্॥ ২
স লক্ষ্মণো ভীমবলং সর্ব্ববানরসত্তমম্।
অব্রবীৎ প্রশ্রিতং বাক্যং সুগ্রীবং সম্প্রহর্ষয়ন্॥ ৩
কিষ্কিন্ধ্যায়া বিনিক্রাম যদি তে সৌম্য রোচতে॥ ৪
তস্য তদ্বচনং শ্রুত্বা লক্ষ্মণস্য সুভাষিতম্।
সুগ্রীবঃ পরমপ্রীতো বাক্যমেতদুবাচ হ॥ ৫
এবং ভবতু গচ্ছাম স্থেয়ং তুচ্ছাসনে ময়া।
তমেবমুক্ত্বা সুগ্রীবো লক্ষ্মণং শুভলক্ষণম্॥ ৬
বিসর্জ্জয়ামাস তদা তারাদ্যাশ্চৈব যোষিতঃ।
এহীত্যুচ্চৈর্হরিবরান্ সুগ্রীবঃ সমুদাহরৎ॥ ৭
তস্য তদ্বচনং শ্রুত্বা হরয়ঃ শীঘ্রমাযযুঃ।
বদ্ধাঞ্জলিপুটাঃ সর্ব্বে যে স্যুঃ স্ত্রীদর্শনক্ষমাঃ॥ ৮
তানুবাচ ততঃ প্রাপ্তান্ রাজার্কসদৃশপ্রভঃ।
উপস্থাপয়ত ক্ষিপ্রং শিবিকাং মম বানরাঃ॥ ৯
শ্রুত্বা তু বচনং তস্য হরয়ঃ শীঘ্রবিক্রমাঃ।
সমুপস্থাপয়ামাসুঃ শিবিকাং প্রিয়দর্শনাম্॥ ১০
তামুপস্থাপিতাং দৃষ্ট্বা শিবিকাং বানরাধিপঃ।
লক্ষ্মণারুহ্যতাং শীঘ্রমিতি সৌমিত্রিমব্রবীৎ॥ ১১
ইত্যুক্ত্বা কাঞ্চনং যানং সুগ্রীবঃ সূর্য্যসন্নিভম্।
বহুভির্হরিভির্যুক্তমারুরোহ সলক্ষ্মণঃ॥ ১২
পাণ্ডুরেণাতপত্রেণ ধ্রিয়মাণেন মূর্দ্ধনি।
শুক্লৈশ্চ বালব্যজনৈর্ধূয়মানৈঃ সমন্ততঃ॥ ১৩
শঙ্খভেরীনিনাদৈশ্চ বন্দিভিশ্চাভিনন্দিতঃ।

দিব্য ফলমূল এবং সঞ্জীবনী প্রভৃতি ঔষধসকল আনয়ন করিল। সেই হরিশ্রেষ্ঠ বানরগণ পৃথিবীস্থ বানরসকলে সুগ্রীবের নিকটে প্রেরণ করিয়া দ্রুতবেগে তাহাদিগের আসিবার পূর্ব্বেই আগমন করিল। পরে সেই শীঘ্রগামী কপিগণ ত্বরান্বিত হইয়া মুহূর্ত্তমধ্যে কিষ্কিন্ধ্যায় সুগ্রীবের নিকটে যাইয়া উপহারস্বরূপ সেই ফল-মূল এবং ঔষধ তাঁহাকে দিল; আর এইকথা বলিল, "আমরা সমস্ত পর্ব্বত এবং বনমধ্যে গমন করিয়া আপনার আদেশানুসারে পৃথিবীর সমস্ত বানরগণকেই আপনার নিকটে আনিয়াছি।" প্লবগাধিপতি সুগ্রীব তাহাদিগের কথা শুনিয়া হৃষ্টান্তঃকরণে উপহার সকল গ্রহণ করিলেন। ২৭—৩৭।

অষ্টত্রিংশ সর্গ।

বানরগণের উপহারসমূহ গ্রহণ করিয়া সুগ্রীব তাহাদিগকে সান্ত্বনা করত সকলকেই রামের নিকটে প্রেরণ করিলেন। তিনি সেই মহাশূর কৃতকর্ম্মা বানরগণকে প্রেরণ করিয়া রঘুনন্দন রামকে এবং আপনাকে কৃত-কৃতার্থ মনে করিলেন। তখন লক্ষ্মণ,ভীমবল বানরসত্তম সুগ্রীবকে তুষ্ট করিয়া বিনয়গর্ভবচনে বলিলেন, "শুভদর্শন! আমার সহিত যদি তোমার যাইবার ইচ্ছা হয়, তবে তুমি কিষ্কিন্ধ্যা হইতে বহির্গত হও।" সুগ্রীব লক্ষ্মণের এইরূপ মধুরবাক্যে অতিশয় প্রীত হইয়া তাঁহাকে বলিলেন, ভাল তাহাই হউক, চলুন আমরা যাই; আপনার শাসনাধীন থাকাই আমার উচিত।" সুগ্রীব, শুভলক্ষণ-সম্পন্ন লক্ষ্মণকে ইহা বলিয়া তারাপ্রভৃতি পত্নীদিগকে অন্তঃপুরে প্রেরণ করত হরিশ্রেষ্ঠ বানরগণকে উচ্চৈঃস্বরে আহ্বান করিলেন। বানরগণ,সুগ্রীবের আহ্বান শুনিয়া তন্মধ্যে যাহারা রাজমহিষীদিগের সন্নিধানে যাইতে এবং রাজদর্শনে সক্ষম, তাহারা সকলে কৃতাঞ্জলি হইয়া ত্বরায় সুগ্রীবের নিকটে আসিল। ১—৮। তৎপরে সূর্য্যতুল্য দীপ্তিশালী বানররাজ সুগ্রীব সেই সমাগত বানরগণকে সত্বর শিবিকা আনয়ন করিতে বলিলে, তাহারা তৎক্ষণাৎ সুগ্রীবের জন্ত সুসজ্জিত শিবিকা আনিয়া উপস্থিত করিল। তিনি সমীপবর্ত্তী শিবিকা দেখিয়া সুমিত্রানন্দন লক্ষ্মণকে শীঘ্র তাহাতে আরোহণ করিতে বলিয়া লক্ষ্মণের সহিত সুবর্ণ-নির্ম্মিত সূর্য্যের ন্যায় সমুজ্জ্বল অনেক বানরবাহকযুক্ত সেই শিবিকায় স্বয়ং আরোহণ করিলেন। সুগ্রীব লক্ষ্মণের সহিত শিবিকায় আরোহণ করিয়া মস্তকোপরি ধৃত পাণ্ডুরবর্ণ ছত্র, ইতস্ততঃ সঞ্চালিত শুভ্রবর্ণ চামরব্যজন, শঙ্খনাদ, ভেরীরব এবং বন্দিগণের স্তুতিপাঠদ্বারা অনুমত

নির্যযৌ প্রাপ্য সুগ্রীবো রাজ্যশ্রিয়মনুত্তমাম্ ॥ ১৪
স বানরশতৈস্তীক্ষ্ণৈর্বহুভিঃ শস্ত্রপাণিভিঃ ।
পরিকীর্ণো যযৌ তত্র যত্র রামো ব্যবস্থিতঃ ॥ ১৫
স তং দেশমনুপ্রাপ্য শ্রেষ্ঠং রামনিষেবিতম্ ।
অবাতরন্মহাতেজাঃ শিবিকায়াঃ সলক্ষ্মণঃ ॥ ১৬
আসাদ্য চ ততো রামং কৃতাঞ্জলিপুটোঽভবৎ ।
কৃতাঞ্জলৌ স্থিতে তস্মিন্ বানরাশ্চাভবংস্তথা ॥ ১৭
তটাকমিব তং দৃষ্ট্বা রামঃ কুট্মলপঙ্কজম্ ।
বানরাণাং মহৎ সৈন্যং সুগ্রীবে প্রীতিমানভূৎ ॥ ১৮
পাদয়োঃ পতিতং মূর্দ্ধ্না তমুত্থাপ্য হরীশ্বরম্ ।
প্রেম্ণা চ বহুমানাচ্চ রাঘবঃ পরিষস্বজে ॥ ১৯
পরিষ্বজ্য চ ধর্ম্মাত্মা নিষীদেতি ততোঽব্রবীৎ ।
নিষণ্ণং তং ততো দৃষ্ট্বা ক্ষিতৌ রামোঽব্রবীত্ততঃ ॥ ২০
ধর্ম্মমর্থঞ্চ কামঞ্চ কালে যস্তু নিষেবতে ।
বিভজ্য সততং বীর স রাজা হরিসত্তম ॥ ২১
হিত্বা ধর্ম্মং তথার্থঞ্চ কামং যস্তু নিষেবতে ।
স বৃক্ষাগ্রে যথা সুপ্তঃ পতিতঃ প্রতিবুধ্যতে ॥ ২২
অমিত্রাণাং বধে যুক্তো মিত্রাণাং সংগ্রহে রতঃ ।
ত্রিবর্গফলভোক্তা চ রাজা ধর্ম্মেণ যুজ্যতে ॥ ২৩
উদ্যোগসময়স্ত্বেষ প্রাপ্তঃ শত্রুনিষূদন ।
সঞ্চিন্ত্যতাং হি পিঙ্গেশ হরিভিঃ সহ মন্ত্রিভিঃ ॥ ২৪
এবমুক্তস্তু সুগ্রীবো রামং বচনমব্রবীৎ ।
প্রনষ্টা শ্রীশ্চ কীর্ত্তিশ্চ কপিরাজ্যঞ্চ শাশ্বতম্ ॥ ২৫
ত্বৎপ্রসাদান্মহাবাহো পুনঃ প্রাপ্তমিদং ময়া ।
তব দেব প্রসাদাচ্চ ভ্রাতুশ্চ জয়তাং বর ॥ ২৬
কৃতং ন প্রতিকুর্য্যাদ্যঃ পুরুষাণাং হি দূষকঃ ।
এতে বানরমুখ্যাশ্চ শতশঃ শত্রুসূদন ॥ ২৭
প্রাপ্তাশ্চাদায় বলিনঃ পৃথিব্যাং সর্ব্ববানরান্ ।
ঋক্ষাশ্চ বানরাঃ শূরা গোলাঙ্গুলাশ্চ রাঘব ॥ ২৮
কান্তারবনদুর্গাণামভিজ্ঞা ঘোরদর্শনাঃ ।
দেবগন্ধর্ব্বপুত্রাশ্চ বানরাঃ কামরূপিণঃ ॥ ২৯
স্বৈঃ স্বৈঃ পরিবৃতাঃ সৈন্যৈর্বর্ত্তন্তে পথি রাঘব ।
শতৈঃ শতসহস্রৈশ্চ বর্ত্তন্তে কোটিভিস্তথা ॥ ৩০
অযুতৈশ্চাবৃতা বীর শঙ্কুভিশ্চ পরন্তপ ।
অর্ব্বুদৈরর্ব্বুদশতৈর্মধ্যৈশ্চান্ত্যৈশ্চ বানরাঃ ॥ ৩১
সমুদ্রাশ্চ পরার্দ্ধাশ্চ হরয়ো হরিযূথপাঃ ।

রাজ্যশ্রী লাভ করত পরে তাঁহাকে কিষ্কিন্ধ্যা নগরী হইতে বহির্গত হইলেন। পরে লক্ষ্মণসমভিব্যাহারী সুগ্রীব অস্ত্রধারী তীক্ষ্ণবিক্রম বহু শত বানরগণে পরিবৃত হইয়া রামের সন্নিধানে গমন করত শিবিকা হইতে অবতীর্ণ হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে অবস্থিত হইলেন। তখন সুগ্রীব সেইরূপে অবস্থিত হইলে, বানরগণও সেইরূপ কৃতাঞ্জলিপুটে অবস্থান করিতে লাগিল। রাম ঈষদ্বিকসিত পঙ্কজরাজি সুশোভিত তড়াগের ন্যায় সুসজ্জিত বানরবাহিনী দেখিয়া সুগ্রীবের প্রতি অতিশয় সন্তুষ্ট হইলেন। ৯—১৮। পরে বানররাজ সুগ্রীব নতশিরে রামের পদতলে পতিত হইলে, ধর্ম্মাত্মা রাম প্রণয় এবং বহুমানবশতঃ তাঁহাকে উত্থাপিত করত আলিঙ্গন করিয়া বসিতে বলিলেন। পরে সুগ্রীব ধরাতলে উপবেশন করিলে রাম তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "বীর! যিনি ধর্ম্ম, অর্থ এবং কামকে সময়োচিত বিভাগ করিয়া সদা সেবা করিয়া থাকেন, তিনিই রাজ্যভোগে সমর্থ হন। আর বৃক্ষাগ্রে নিদ্রিত ব্যক্তি যেমন পতিত হইয়া জাগরিত হয়, তদ্রূপ যিনি ধর্ম্ম, এবং অর্থ পরিত্যাগ করিয়া নিয়তই কামসেবায় অনুরক্ত হন, তিনি রাজ্যভ্রষ্ট হইয়া প্রতিবুদ্ধ হন, আর যিনি শত্রুবধে উদ্যোগী, মিত্র সংগ্রহে রত এবং ধর্ম্ম, অর্থ ও কাম, এই ত্রিবর্গ নিয়মিতকালে বিভাগ করিয়া তাহার ফলভোগে আসক্ত হন, সেই রাজাই ধর্ম্মযুক্ত হইয়া থাকেন। পরন্তু শত্রুনিসূদন বানররাজ! সীতার অন্বেষণের সময় উপস্থিত হইয়াছে, সুতরাং তুমি মন্ত্রিগণের সহিত তাহার উপায় চিন্তা কর।' ১৯—২৪। সুগ্রীব, রামের কথা শুনিয়া তাঁহাকে কহিলেন, "মহাবাহো! আমার যে সম্পত্তি, কীর্ত্তি এবং শাশ্বত বানররাজ্য নষ্ট হইয়াছিল, আপনার অনুগ্রহেই আমি তাহা পুনঃ প্রাপ্ত হইয়াছি। বিজয়িবর! যখন আপনার এবং ভ্রাতা লক্ষ্মণের কৃপায় আমি এই প্রনষ্ট রাজ্য পুনঃ প্রাপ্ত হইয়াছি, তখন আপনার প্রত্যুপকারে বিমুখ হইলে আমার অধর্ম্ম হইবে; কারণ যে ব্যক্তি উপকারী মিত্রদিগের প্রত্যুপকার না করে, লোকে তাহাকে অধার্ম্মিক বলিয়া থাকে। অরিন্দম! সুতরাং আপনার কার্য্যসাধনের জন্য আমার প্রধান প্রধান বানরগণ আমার আদেশক্রমে পৃথিবীর যাবতীয় মহাবলশালী বানরসৈন্য সংগ্রহ করিয়া আসিয়াছে। রাঘব! ঋক্ষ, বানর এবং গোলাঙ্গুল প্রভৃতি এই উপস্থিত সৈন্য সকল দুর্গম পথ কানন এবং দুর্গের উপায় বিশেষরূপে অবগত হইয়াছে এবং ইহারা দেখিতেও অতি ভয়ঙ্কর। আর দেবতা ও গন্ধর্ব্বদিগের ঔরসজাত কামরূপী বানরগণ নিজ নিজ অসংখ্য সৈন্যদলে পরিবৃত হইয়া পথিমধ্যে বর্ত্তমান রহিয়াছে। রাজন্! মেরু এবং বিন্ধ্যাচলনিবাসী, মেঘ এবং পর্ব্বততুল্য মহাকায়, ইন্দ্রের ন্যায়-বিক্রমশালী, সমুদ্র এবং পরার্দ্ধপরিমিত,

আগমিষ্যন্তি তে রাজন্ মহেন্দ্রসমবিক্রমাঃ। ৩২
মেঘপর্ব্বতসঙ্কাশা মেরুবিন্ধ্যকৃতালয়াঃ।
তে ত্বামভিগমিষ্যন্তি রাক্ষসং যোদ্ধুমাহবে।
নিহত্য রাবণং যুদ্ধে হ্যানয়িষ্যন্তি মৈথিলীম্। ৩৩

তত: সমুদ্যোগমবেক্ষ্য বীর্য্যবান্
হরিপ্রবীরস্য নিদেশবর্ত্তিনঃ।
বভূব হর্ষাদ্বসুধাধিপাত্মজঃ
প্রবুদ্ধনীলোৎপলতুল্যদর্শনঃ। ৩৪

ইতি কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ডে অষ্টত্রিংশঃ সর্গঃ। ৩৮।

একোনচত্বারিংশঃ সর্গঃ।

ইতি ব্রুবাণং সুগ্রীবং রামো ধর্ম্মভৃতাং বরঃ।
বাহুভ্যাং সম্পরিষ্বজ্য প্রত্যুবাচ কৃতাঞ্জলিম্। ১
যদিন্দ্রো বর্ষতে বর্ষং ন তচ্চিত্রং ভবিষ্যতি।
আদিত্যোহসৌ সহস্রাংশুঃ কুর্য্যাদ্বিতিমিরং নভঃ। ২
চন্দ্রমা রজনীং কুর্য্যাৎ প্রভয়া সৌম্য নির্ম্মলাম্।
ত্বদ্বিধো বাপি মিত্রাণাং প্রীতিং কুর্য্যাৎ পরন্তপ। ৩
এবং ত্বয়ি ন তচ্চিত্রং ভবেদ্যৎ সৌম্য শোভনম্।

বানরযূথপতি সকল কেহ শত, কেহ শতসহস্র, কেহ কোটি, কেহ অযুত, কেহ শঙ্কু, কেহ অর্ব্বুদ কেহ অর্ব্বুদ শত, কেহ মধ্য এবং কেহ বা অন্তসংখ্য সৈন্যে পরিবৃত হইয়া আসিবে এবং রাক্ষসদিগের সহিত যুদ্ধ করিতে আপনার অনুগমন করিবে। তাহারা নিশ্চয়ই রাক্ষসাধিপতি রাবণকে বধ করিয়া মিথিলারাজনন্দিনী সীতাকে আনয়ন করিবে।” বসুধাধিপতি দশরথতনয় মহাবীর রাম আজানু কপি বানররাজ সুগ্রীবের এইরূপ উদ্যোগ দেখিয়া আনন্দে উৎফুল্ল নীলোৎপলের ন্যায় প্রফুল্ল হইয়া উঠিলেন। ২৫—৩৪।

ঊনচত্বারিংশ সর্গ।

সুগ্রীব কৃতাঞ্জলিপুটে এইরূপ বলিতে থাকিলে, ধার্ম্মিকশ্রেষ্ঠ রাম তাঁহাকে গাঢ়রূপে আলিঙ্গন করত তাঁহাদিগকে বলিলেন, “সৌম্য! ইন্দ্র যে বারিবর্ষণ করিয়া থাকেন, এই সহস্রকিরণ সূর্য্য যে আকাশমণ্ডল অন্ধকারবিহীন করিয়া থাকেন, চন্দ্রমা যে রজনীকে নিজ প্রভাদ্বারা প্রকাশিত করিয়া থাকেন এবং তোমার ন্যায় লোক যে প্রত্যুপকার করিয়া বন্ধুকে পরিতুষ্ট করিয়া থাকেন, তাহা যেমন আশ্চর্য্যের বিষয় নহে, তদ্রূপ তুমি যে প্রত্যুপকার

জানাম্যহং ত্বাং সুগ্রীব সততং প্রিয়বাদিনম্। ৪
ত্বৎসনাথঃ সখে সংখ্যে জেতাস্মি সকলানরীন্।
ত্বমেব মে সুহৃন্মিত্রং সাহায্যং কর্ত্তুমর্হসি। ৫
জহারাত্মবিনাশায় মৈথিলীং রাক্ষসাধমঃ।
বঞ্চয়িত্বা তু পৌলোমীমনুহ্লাদো যথা শচীম্। ৬
নচিরাত্তং বধিষ্যামি রাবণং নিশিতৈঃ শরৈঃ।
পৌলোম্যাঃ পিতরং দৃপ্তং শতক্রতুরিবারিহা। ৭
এতস্মিন্নন্তরে চৈব রজঃ সমভিবর্ত্তত।
উষ্ণতীব্রাং সহস্রাংশোশ্ছাদয়দ্গগনে প্রভাম্। ৮
দিশঃ পর্য্যাকুলাশ্চাসন্ তমসা তেন দূষিতাঃ।
চচাল চ মহী সর্ব্বা সশৈলবনকাননা। ৯
ততো নগেন্দ্রসঙ্কাশৈস্তীক্ষ্ণদংষ্ট্রৈর্মহাবলৈঃ।
কৃৎস্না সংছাদিতা ভূমিরসংখ্যেয়ৈঃ প্লবঙ্গমৈঃ। ১০
নিমেষান্তরমাত্রেণ ততস্তৈর্হরিযূথপৈঃ।
কোটীশতপরীবারৈর্বানরৈর্হরিযূথপৈঃ। ১১
নাদেয়ৈঃ পার্ব্বতৈয়শ্চ সামুদ্রৈশ্চ মহাবলৈঃ।

করিবার জন্য সৈন্যসংগ্রহরূপ উত্তম কার্য্য করিবে, তাহাতে আশ্চর্য্য কি? সখে সুগ্রীব! তুমি যে সর্ব্বদা প্রিয়বাক্য বলিয়া থাক এবং তুমিই যে আমার একমাত্র সুহৃদ্, তাহা আমি জানি, সুতরাং তোমার সহায়তায় সমরে সমস্ত শত্রুগণকেই যে সংহার করিব, তোমার তদ্বিষয়ে সাহায্য করা উচিত কার্য্য। যেমন অনুহ্লাদ নিজের বিনাশহেতু শচীপিতাকে বঞ্চনা করত তাহার অনুমতিক্রমে পুলোম-নন্দিনী শচীকে হরণ করিয়াছিল, তদ্রূপ সেই রাক্ষসাধম রাবণ তাহার বিনাশার্থই আমাকে প্রবঞ্চিত করিয়া মিথিলারাজনন্দিনী সীতাকে হরণ করিয়াছে। পরে শতক্রতু ইন্দ্র যেমন গর্ব্বিত পুলোম এবং অনুহ্লাদকে বিনাশ করিয়াছিলেন, তদ্রূপ আমি সুতীক্ষ্ণ বাণদ্বারা সেই রাক্ষসরাজ রাবণকে বধ করিব।” ১—৭।
রাম সুগ্রীবের সহিত এইরূপ কথোপকথন করিতেছেন, ইত্যবসরে সৈন্যগণের পদরেণু সহস্রকিরণ সূর্য্যের তীব্রতর উষ্ণপ্রভা আচ্ছাদনপূর্ব্বক গগনাঙ্গনে উত্থিত হইল। পরে সেই রেণুদ্বারা সকল দিক্ কলুষিত হইল এবং সৈন্যগণের পাদবিক্ষেপে সমগ্র অরণ্য ও সসাগরা ধরা কম্পিত হইতে লাগিল। পরে নদী, পর্ব্বত, সমুদ্র এবং অপরাপর কাননবাসী এবং পর্ব্বততুল্য তীক্ষ্ণদন্তশালী মেঘের ন্যায় গর্জ্জনকারী, মহাবলশালী বানরযূথপতিগণ নিজ নিজ অসংখ্য সৈন্যগণে পরিবৃত হইয়া নিমিষমাত্রে সুগ্রীবের নিকট আগমন করত সমস্ত ভূমি আচ্ছন্ন করিল।

হরিভির্মেঘনির্হ্রাদৈরন্যৈশ্চ বনবাসিভিঃ ॥ ১২
তরুণাদিত্যবর্ণৈশ্চ শশিগৌরৈশ্চ বানরৈঃ।
পদ্মকেসরবর্ণৈশ্চ শ্বেতৈর্হেমকৃতালয়ৈঃ ॥ ১৩
কোটীসহস্রৈর্দশভিঃ শ্রীমান্ পরিবৃতস্তদা।
বীরঃ শতবলির্নাম বানরঃ প্রত্যদৃশ্যত ॥ ১৪
ততঃ কাঞ্চনশৈলাভস্তারায়া বীর্য্যবান্ পিতা।
অনেকৈর্বহুসাহস্রৈঃ কোটিভিঃ প্রত্যদৃশ্যত ॥ ১৫
তথাপরেণ কোটীনাং সহস্রেণ সমন্বিতঃ।
পিতা রুমায়াঃ সম্প্রাপ্তঃ সুগ্রীবশ্বশুরো বিভুঃ ॥ ১৬
পদ্মকেসরসঙ্কাশস্তরুণার্কনিভাননঃ।
বুদ্ধিমান্ বানরশ্রেষ্ঠঃ সর্ব্ববানরসত্তমঃ ॥ ১৭
অনেকৈর্বহুসাহস্রৈর্বানরাণাং সমন্বিতঃ।
পিতা হনুমতঃ শ্রীমান্ কেশরী প্রত্যদৃশ্যত ॥ ১৮
গোলাঙ্গুলমহারাজো গবাক্ষো ভীমবিক্রমঃ।
বৃতঃ কোটীসহস্রেণ বানরাণামদৃশ্যত ॥ ১৯
ঋক্ষাণাং ভীমবেগানাং ধূম্রঃ শত্রুনিবর্হণঃ।
বৃতঃ কোটীসহস্রাভ্যাং দ্বাভ্যাং সমভিবর্ত্তত ॥ ২০
মহাবলনিভৈর্ঘোরৈঃ পনসো নাম যূথপঃ।
আজগাম মহাবীর্য্যস্তিসৃভিঃ কোটিভির্বৃতঃ ॥ ২১
নীলাঞ্জনচয়াকারো নীলো নামৈষ যূথপঃ।
অদৃশ্যত মহাকায়ঃ কোটীভির্দশভির্বৃতঃ ॥ ২২
ততঃ কাঞ্চনশৈলাভো গবয়ো নাম যূথপঃ।
আজগাম মহাবীর্য্যঃ কোটিভিঃ পঞ্চভির্বৃতঃ ॥ ২৩
দরীমুখশ্চ বলবান্ যূথপোঽভ্যাযযৌ তদা।
বৃতঃ কোটিসহস্রেণ সুগ্রীবং সমবস্থিতঃ ॥ ২৪
মৈন্দশ্চ দ্বিবিদশ্চোভাবশ্বিপুত্রৌ মহাবলৌ।
কোটিকেটিসহস্রেণ বানরাণামদৃশ্যতাম্ ॥ ২৫
গজশ্চ বলবান্ বীরস্তিসৃভিঃ কোটিভির্বৃতঃ।
ঋক্ষরাজো মহাতেজা জাম্ববান্নাম নামতঃ।
কোটিভির্দশভির্ব্যাপ্তঃ সুগ্রীবস্য বশে স্থিতঃ ॥ ২৬
রুমণো নাম তেজস্বী বিক্রান্তৈর্বানরৈর্বৃতঃ।
আগতো বলবাংস্তূর্ণং কোটিশতসমাবৃতঃ ॥ ২৭
ততঃ কোটিসহস্রাণাং সহস্রেণ শতেন চ।
পৃষ্ঠতোঽনুগতঃ প্রাপ্তো হরিভির্গন্ধমাদনঃ ॥ ২৮
ততঃ পদ্মসহস্রেণ বৃতঃ শঙ্খশতেন চ।
যুবরাজোঽঙ্গদঃ প্রাপ্তঃ পিতৃতুল্যপরাক্রমঃ ॥ ২৯
ততস্তারাদ্যুতিস্তারো হরিভির্ভীমবিক্রমৈঃ।
পঞ্চভির্হরিকোটীভির্দূরতঃ পর্য্যদৃশ্যত ॥ ৩০
ইন্দ্রজানুঃ কপির্বীরো যূথপঃ প্রত্যদৃশ্যত।
একাদশানাং কোটীনামীশ্বরস্তৈশ্চ সংবৃতঃ ॥ ৩১
ততো রম্ভস্ত্বনুপ্রাপ্তস্তরুণাদিত্যসন্নিভঃ।
অযুতেন বৃতশ্চৈব সহস্রেণ শতেন চ ॥ ৩২
ততো যূথপতির্বীরো দুর্ম্মুখো নাম বানরঃ।
প্রত্যদৃশ্যত কোটিভ্যাং দ্বাভ্যাং পরিবৃতো বলী ॥ ৩৩
কৈলাসশিখরাকারৈর্বানরৈর্ভীমবিক্রমৈঃ।
বৃতঃ কোটিসহস্রেণ হনুমান্ প্রত্যদৃশ্যত ॥ ৩৪

পরে সুগ্রীব দেখিলেন, শতবলী নামে বানর নবোদিত সূর্য্যতুল্য লোহিতবর্ণ চন্দ্রের ন্যায় গৌরবর্ণ ও পদ্মকেশরের ন্যায় পীতবর্ণ হিমালয়বাসী এক কোটি দশসহস্র সৈন্যে পরিবৃত হইয়া আসিয়াছে; কাঞ্চন-পর্ব্বততুল্য তারার পিতা বহুসহস্রকোটি এবং রুমার পিতা সহস্রকোটি সৈন্য লইয়া আসিয়াছে; পদ্ম-কেশরবৎ প্রভাশালী তরুণ-সূর্য্যের ন্যায় আনন-সমন্বিত সর্ব্ববানরসত্তম হনুমানের পিতা কেশরী বহু-সহস্র সৈন্যে পরিবেষ্টিত হইয়া আসিয়াছে। ৮—১৮। গোলাঙ্গুলাধিপতি গবাক্ষ-নামক বানর কোটিসহস্র সৈন্যে পরিবৃত হইয়া আসিয়াছে, মহাবেগশালী ঋক্ষগণাধিপতি ধূম্র দুইসহস্রকোটি সৈন্যে পরিব্যাপ্ত হইয়া উপস্থিত হইয়াছে, মহাবীর যূথপতি পনস তিন কোটি সৈন্যসহ আসিয়াছে, নীলবর্ণ পর্ব্বতের ন্যায় মহাকায় যূথপতি নীল দশকোটি সৈন্যে পরিবৃত হইয়া আসিয়াছে; স্বর্ণাগিরির ন্যায় বর্ণশালী মহাবীর গবয় পঞ্চদশ কোটি সৈন্যে সমাবৃত হইয়া আসিয়াছে, যূথপতি মহাবল দরীমুখ সহস্রকোটি সৈন্যে পরিবেষ্টিত হইয়া আসিয়াছে। ১৯—২৪। অশ্বিপুত্র মহাবীর মৈন্দ এবং দ্বিবিদ কোটি সহস্র সৈন্য লইয়া আসিয়াছে; বলবান্ গজ তিন কোটি এবং মহাতেজা ঋক্ষরাজ জাম্ববান্ দশ কোটি সৈন্য লইয়া আসিয়াছে; বানরাধিপতি মহাতেজা রুমণ মহাবিক্রম-শালী শতকোটি বানরসৈন্যে পরিবৃত হইয়া আসিয়াছে; তাহার পশ্চাৎ গন্ধমাদন সহস্রকোটি এবং শত সহস্র সৈন্যসহ আসিয়াছে। পরে পিতার ন্যায় পরাক্রমশালী যুবরাজ অঙ্গদ সহস্র পদ্ম এবং শত শঙ্খ সৈন্যে সমাবৃত হইয়া উপস্থিত হইলেন; তারার ন্যায় দীপ্তিমান্ মহাবীর তার ভয়ঙ্করবিক্রমশালী পঞ্চকোটি বানরসৈন্যে পরিবেষ্টিত হইয়া দূর হইতে আসিতে লাগিলেন। মহাবীর ইন্দ্রজানু একাদশকোটি সৈন্যে সমাবৃত হইয়া আসিলেন; তরুণ-সূর্য্যের ন্যায় বর্ণশালী রম্ভ এক অযুত এক সহস্র এক শত সৈন্য সহ উপস্থিত হইলেন; যূথপতি মহাবীর দুর্ম্মুখ দুই কোটি সৈন্যে পরিবৃত হইয়া আসিলেন; হনুমান্ কৈলাস শিখরাকার ভীমপরাক্রম সহস্র কোটি বানরসৈন্যে সমাবৃত হইয়া আসিলেন। মহাবীর নল দ্রুমবাসী শত কোটি এবং শতসহস্র সৈন্যে

নলশ্চাপি মহাবীর্য্যঃ সংবৃতো দ্রুমবাসিভিঃ।
কোটীশতেন সম্প্রাপ্তঃ সহস্রেণ শতেন চ॥ ৩৫
ততো দরীমুখঃ শ্রীমান্ কোটীভির্দশভির্বৃতঃ।
সম্প্রাপ্তোঽভিনদংস্তত্র সুগ্রীবস্য মহাত্মনঃ॥ ৩৬
শরভঃ কুমুদো বহ্নির্বানরো রম্ভ এব চ।
এতে চান্যে চ বহবো বানরাঃ কামরূপিণঃ॥ ৩৭
আবৃত্য পৃথিবীং সর্ব্বাং পর্ব্বতাংশ্চ বনানি চ।
যূথপাঃ সমনুপ্রাপ্তা যেষাং সংখ্যা ন বিদ্যতে॥ ৩৮
আগতাশ্চ নিবিষ্টাশ্চ পৃথিব্যাং সর্ব্ববানরাঃ॥ ৩৯
আপ্লবন্তঃ প্লবন্তশ্চ গর্জ্জন্তশ্চ প্লবঙ্গমাঃ।
অভ্যবর্ত্তন্ত সুগ্রীবং সূর্য্যমভ্রগণা ইব॥ ৪০
কুর্ব্বাণা বহুশব্দাংশ্চ প্রকৃষ্টা বাহুশালিনঃ।
শিরোভির্বানরেন্দ্রায় সুগ্রীবায় ন্যবেদয়ন্॥ ৪১
অপরে বানরশ্রেষ্ঠাঃ সঙ্গম্য চ যথোচিতম্।
সুগ্রীবেণ সমাগম্য স্থিতাঃ প্রাঞ্জলয়স্তদা॥ ৪২
সুগ্রীবস্ত্বরিতো রামে সর্ব্বাংস্তাংস্ত্বরিতাংস্তদা।
নিবেদয়িত্বা ধর্ম্মজ্ঞঃ স্থিতঃ প্রাঞ্জলিরব্রবীৎ॥ ৪৩

> যথাসুখং পর্ব্বতনির্ঝরেষু
> বনেষু সর্ব্বেষু চ বানরেন্দ্রাঃ।
> নিবেশয়িত্বা বিধিবদ্বলানি
> বলং বলজ্ঞঃ প্রতিপত্তুমীষ্টে॥ ৪৪

ইতি কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ডে একোনচত্বারিংশঃ সর্গঃ॥ ৩৯॥

পরিবেষ্টিত হইয়া আসিলেন; দরীমুখ দশকোটি সৈন্য লইয়া সিংহনাদ করত সুগ্রীবের নিকটে আসিলেন। এইরূপে বানরযূথপতি শরভ, কুমুদ, বহ্নি, রম্ভ এবং অন্যান্য কামরূপী বহুসংখ্যক বানর পৃথিবী, কানন এবং পর্ব্বতসমূহ সমাচ্ছাদিত করিয়া গর্জ্জন করত লম্ফ প্রদান করিতে করিতে আসিয়া, বলাহকবৃন্দ যেমন সূর্য্যকে বেষ্টন করে, তদ্রূপ তাহারা সুগ্রীবকে পরিবেষ্টন করিল। ৩৫—৪০। মহাবল, সেই বিখ্যাত বানরগণ, কপিশ্রেষ্ঠ সুগ্রীবকে প্রণাম করিয়া নানাবিধ শব্দ করত তাহাদের পরিচয় প্রদান করিতে লাগিল। পরে অন্যান্য প্রধান বানরেরা সুগ্রীবের নিকটে আসিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে দণ্ডায়মান রহিল। ধর্ম্মজ্ঞ সুগ্রীব অবিলম্বে শ্রীরামের নিকটে কৃতাঞ্জলিপুটে সেই সকল বানরগণের বিষয় নিবেদন করিয়া তাহাদিগকে কহিলেন, "বানরেন্দ্রগণ! তোমরা যথাসুখে পর্ব্বত, নির্ঝর এবং সমস্ত কাননমধ্যে যথাবিধি সৈন্যসমূহ সংস্থাপন করিয়া, তন্মধ্যে যিনি কে উপস্থিত, কে অনুপস্থিত, এরূপ স্থির করিতে সক্ষম, তাঁহাকে তদ্রূপ করিতে আদেশ কর।" ৪১—৪৪।

চত্বারিংশঃ সর্গঃ।

অথ রাজা সমৃদ্ধার্থঃ সুগ্রীবঃ প্লবগেশ্বরঃ।
উবাচ নরশার্দ্দূলং রামং পরবলার্দ্দনম্॥ ১
আগতা বিনিবিষ্টাশ্চ বলিনঃ কামচারিণঃ।
বানরেন্দ্রা মহেন্দ্রাভা যে মদ্বিষয়বাসিনঃ॥ ২
ত ইমে বহুবিক্রান্তৈর্বলিভির্ভীমবিক্রমৈঃ।
আগতা বানরা ঘোরা দৈত্যদানবসন্নিভাঃ॥ ৩
খ্যাতকর্ম্মাপদানাশ্চ বলবন্তো জিতক্লমাঃ।
পরাক্রমেষু বিখ্যাতা ব্যবসায়েষু চোত্তমাঃ॥ ৪
পৃথিব্যম্বুচরা রাম নানানগনিবাসিনঃ।
কোট্যোঘাশ্চ ইমে প্রাপ্তা বানরাস্তব কিঙ্করাঃ॥ ৫
নিদেশবর্ত্তিনঃ সর্ব্বে সর্ব্বে গুরুহিতে স্থিতাঃ।
অভিপ্রেতমনুষ্ঠাতুং তব শক্যন্ত্যরিন্দম॥ ৬
ত ইমে বহুসাহস্রৈরনেকৈর্বহুবিক্রমৈঃ।
আগতা দানবা ঘোরা দৈত্যদানবসন্নিভাঃ॥ ৭
যন্মন্যসে নরব্যাঘ্র প্রাপ্তকালং তদুচ্যতাম্।
ত্বৎসৈন্যং ত্বদ্বশে যুক্তমাজ্ঞাপয়িতুমর্হসি॥ ৮
কামমেষামিদং কার্য্যং বিদিতং মম তত্ত্বতঃ।

চত্বারিংশ সর্গ।

সমৃদ্ধিশালী কপিরাজ সুগ্রীব, শত্রুতেজোবিমর্দ্দনকারী নরশ্রেষ্ঠ রামকে কহিলেন, "অরিন্দম! ইন্দ্রের ন্যায় বিক্রমশালী, দৈত্য-দানববৎ ভীষণ-দর্শন, মহাবলশালী, স্ব স্ব সৈন্যনিবেশসক্ষম, কামরূপী যে সকল বানরেন্দ্রগণ আমার রাজ্যমধ্যে বাস করেন, তাঁহারা সকলেই মহাবল-পরাক্রান্ত ভীমপরাক্রমশালী সৈন্যগণের সহিত উপস্থিত হইয়াছেন। ঐ বানরশ্রেষ্ঠগণ অনেক যুদ্ধে অসীম বিক্রম প্রকাশ করিয়াছেন এবং সকলেই বলবান্ ক্লান্তিশূন্য, অতিশয় অধ্যবসায়যুক্ত। আর এই যে বহু পর্ব্বতবাসী স্থলচর এবং জলচর কোটি কোটি বানরগণ উপস্থিত আছেন, ইহাঁরা আপনার ভৃত্য এবং সকলেই আজ্ঞানুবর্ত্তী ও গুরুহিতৈষী; সুতরাং আপনার অভিপ্রেত কার্য্য অনুষ্ঠান করিতে পারিবেন। ১—৬। নরপ্রধান! দৈত্য এবং দানবতুল্য ভয়ানক এই বানরগণও বিষম বিক্রমশালী বহু সহস্র সৈন্য সঙ্গে করিয়া আসিয়াছেন; ইহাঁরা আপনারই সৈন্য এবং আপনারই আজ্ঞানুবর্ত্তী; সুতরাং এক্ষণে আপনার যেরূপ ইচ্ছা হয়, ইহাঁদিগের প্রতি সেইরূপ আদেশ করুন। আমি ইহাঁদিগের কার্য্য

তথাপি তু যথাবুদ্ধ্যা মামাজ্ঞাপয়িতুমর্হসি ॥ ৯
তথা ব্রুবাণং সুগ্রীবং রামো দশরথাত্মজঃ।
বাহুভ্যাং সম্পরিষ্বজ্য ইদং বচনমব্রবীৎ ॥ ১০
জ্ঞায়তাং সৌম্য বৈদেহী যদি জীবতি বা ন বা।
স চ দেশো মহাপ্রাজ্ঞ যস্মিন্ বসতি রাবণঃ ॥ ১১
অধিগম্য তু বৈদেহীং নিলয়ং রাবণস্য চ।
প্রাপ্তকালং বিধাস্যামি তস্মিন্ কালে সহ ত্বয়া ॥ ১২
নাহমস্মিন্ প্রভুঃ কার্য্যে বানরেন্দ্র ন লক্ষ্মণঃ।
ত্বমস্য হেতুঃ কার্য্যস্য প্রভুশ্চ প্লবগেশ্বর ॥ ১৩
ত্বমেবাজ্ঞাপয় বিভো মম কার্য্যবিনিশ্চয়ম্।
ত্বং হি জানাসি মে কার্য্যং মম বীর ন সংশয়ঃ ॥ ১৪
সুহৃদ্দ্বিতীয়ো বিক্রান্তঃ প্রাজ্ঞঃ কালবিশেষবিৎ।
ভবানস্মদ্ধিতে যুক্তঃ সুহৃদাপ্তোহর্থবিত্তমঃ ॥ ১৫
এবমুক্তস্তু সুগ্রীবো বিনতং নাম যূথপম্।
অব্রবীদ্রামসান্নিধ্যে লক্ষ্মণস্য চ ধীমতঃ ॥ ১৬
শৈলাভং মেঘনির্ঘোষমূর্জ্জিতং প্লবগেশ্বরম্।
সোমসূর্য্যনিভৈঃ সার্দ্ধং বানরৈর্বানরোত্তমঃ ॥ ১৭
দেশকালনয়ৈর্যুক্তো বিজ্ঞঃ কার্য্যবিনিশ্চয়ে।
বৃতঃ শতসহস্রেণ বানরাণাং তরস্বিনাম্ ॥ ১৮
অধিগচ্ছ দিশং পূর্ব্বাং সশৈলবনকাননাম্।
তত্র সীতাঞ্চ বৈদেহীং নিলয়ং রাবণস্য চ ॥ ১৯
মার্গধ্বং গিরিদুর্গেষু বনেষু চ নদীষু চ।
নদীং ভাগীরথীং রম্যাং সরযূং কৌশিকীং তথা ॥ ২০
কালিন্দীং যমুনাং রম্যাং যামুনঞ্চ মহাগিরিম্।
সরস্বতীঞ্চ সিন্ধুঞ্চ শোণং মণিনিভোদকম্ ॥ ২১
মহীং কালমহীঞ্চাপি শৈলকাননশোভিতাম্।
ব্রহ্মমালান্ বিদেহাংশ্চ মালবান্ কাশিকোশলান্ ॥ ২২
মাগধাংশ্চ মহাগ্রামান্ পুণ্ড্রাংস্ত্বঙ্গাংস্তথৈব চ।
ভূমিঞ্চ কোশকারাণাং ভূমিঞ্চ রজতাকরাম্ ॥ ২৩
সর্ব্বঞ্চ তদ্বিচেতব্যং মৃগয়দ্ভিস্ততস্ততঃ।
রামস্য দয়িতাং ভার্য্যাং সীতাং দশরথস্নুষাম্ ॥ ২৪
সমুদ্রমবগাঢ়াংশ্চ পর্ব্বতান্ পত্তনানি চ।
মন্দরস্য চ যে কোটিং সংশ্রিতাঃ কেচিদালয়াঃ ॥ ২৫
কর্ণপ্রাবরণাশ্চৈব তথা চাপ্যোষ্ঠকর্ণকাঃ।
ঘোরলোহমুখাশ্চৈব জবনাশ্চৈকপাদকাঃ ॥ ২৬
অক্ষয়া বলবন্তশ্চ তথৈব পুরুষাদকাঃ।

সম্যক্‌রূপে অবগত আছি; পরন্তু আপনি আপনার যুক্তি অনুসারে আজ্ঞা করুন।” ৭—৯। সুগ্রীব সেইরূপ বলিতে লাগিলে, দশরথাত্মজ রাম তাঁহাকে গাঢ়রূপে আলিঙ্গন করিয়া বলিলেন, “মহাপ্রাজ্ঞ সুগ্রীব! বিদেহরাজনন্দিনী সীতা বাঁচিয়া আছেন কিনা এবং রাক্ষস রাবণ যথায় বাস করে, সে সকল বিষয় তুমি বিশেষরূপে সন্ধান কর। অগ্রে বৈদেহীর জীবন-বৃত্তান্ত এবং রাবণের বাসস্থান জানিয়া আমি তোমার সহিত তৎকালোচিত কর্ত্তব্যনির্দ্ধারণে প্রবৃত্ত হইব। বানরশ্রেষ্ঠ! আমি অথবা লক্ষ্মণ, সীতার অন্বেষণার্থ বানরগণকে প্রেরণ করিতে পারি না, তুমিই এই কার্য্যের প্রয়োজক এবং প্রভু; সুতরাং তুমি বানরগণকে আমার এই কার্য্য বিশেষরূপে নিশ্চয় করিতে আদেশ কর। কপিশ্রেষ্ঠ! তুমি যে আমার কর্ত্তব্য কার্য্য জানিতেছ, ইহাতে সন্দেহ নাই। বীর! তুমি সুহৃদ্‌গণের মধ্যে প্রধান, পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাবান, কালজ্ঞ,—অতএব তুমিই আমাদের আশ্রয় এবং আমাদিগের হিতকারী।” ১০—১৫। রাম, সুগ্রীবকে এইরূপ বলিলে পর, তিনি রাম এবং লক্ষ্মণের সমক্ষে পর্ব্বতসদৃশ উন্নতকায়, মেঘের ন্যায় শব্দকারী মহাবল বানরযূথপতি বিনতনামা বানরকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, “কপিবর! তুমি দেশ, কাল এবং নীতি-বিষয়ে অভিজ্ঞ ও কার্য্যদক্ষ, সুতরাং তুমি চন্দ্র এবং সূর্য্যের ন্যায় বানরগণের সহিত শতসহস্র বলশালী বানরসৈন্যে পরিবৃত হইয়া বিদেহরাজ-নন্দিনী সীতা এবং রাবণের বাসস্থান অনুসন্ধান করিবার জন্য পর্ব্বত ও কাননসমন্বিত পূর্ব্বদিকে যাত্রা কর। সেই পূর্ব্বদিকে যে সকল পর্ব্বত, দুর্গ, কানন এবং নদী আছে, সেই সেই স্থানে অন্বেষণ করিবে। ভাগীরথী, সরযূ কৌশিকী, কালিন্দী, যমুনা এবং যাহা হইতে যমুনা উদ্ভব হইয়াছে, সেই মহাগিরি যামুন, সরস্বতী, সিন্ধু, মণিসম নির্ম্মল-সলিল বিশিষ্ট শোণ এবং পর্ব্বতসমূহে সুশোভিত মহী ও কালমহী প্রভৃতি নদী এবং ব্রহ্মমাল, বিদেহ, মালব, কাশী, কোশল, মাগধ, মহাগ্রাম, পুণ্ড্র ও অঙ্গ প্রভৃতি দেশ; কোশকার ভূমি অর্থাৎ কোশেয়তন্তুর উৎপাদক জন্তুদিগের উৎপত্তিস্থান, রজতাকার অর্থাৎ রজতের খনি, এই সকল স্থানে;—চারিদিকে দশরথের পুত্রবধূ, রামের প্রিয়তমা পত্নী সীতার অন্বেষণ করিবে। ১৬—২৪। পরে সমুদ্রের মধ্যস্থ পর্ব্বত, সমুদ্রদ্বীপস্থ নগর, মন্দর পর্ব্বতের সানুদেশাশ্রিত গ্রাম সকল এবং যাহাদিগের কর্ণ অতিশয় বিস্তৃত, যাহাদিগের কর্ণ ওষ্ঠ পর্য্যন্ত লম্বিত, মুখ লৌহের ন্যায় কঠিন, যাহারা একপাদে দ্রুতবেগে চলিতে পারে, যাহাদিগের সন্তান অক্ষয় এবং যাহারা মহাবলশালী, সেই কৃষ্ণবর্ণ নরমাংসভোজী রাক্ষসবিশেষের এবং যাহা-

কিরাতাস্তীক্ষ্ণচূড়াশ্চ হেমাভাঃ প্রিয়দর্শনাঃ ॥ ২৭

আমমীনাশনাশ্চাপি কিরাতা দ্বীপবাসিনঃ।
অন্তর্জলচরা ঘোরা নরব্যাঘ্রা ইতি শ্রুতাঃ ॥ ২৮

এতেষামাশ্রয়াঃ সর্ব্বে বিচেয়াঃ কাননৌকসঃ।
গিরিভির্যে চ গম্যন্তে প্লবনেন প্লবেন চ ॥ ২৯

যত্নবন্তো যবদ্বীপং সপ্তরাজ্যোপশোভিতম্।
সুবর্ণরূপ্যকদ্বীপং সুবর্ণাকরমণ্ডিতম্ ॥ ৩০

যবদ্বীপমতিক্রম্য শিশিরো নাম পর্ব্বতঃ।
দিবং স্পৃশতি শৃঙ্গেণ দেবদানবসেবিতঃ ॥ ৩১

এতেষাং গিরিদুর্গেষু প্রপাতেষু বনেষু চ।
মার্গধ্বং সহিতাঃ সর্ব্বে রামপত্নীং যশস্বিনীম্ ॥ ৩২

ততো রক্তজলং প্রাপ্য শোণাখ্যং শীঘ্রবাহিনম্।
গত্বা পারং সমুদ্রস্য সিদ্ধচারণসেবিতম্ ॥ ৩৩

তস্য তীর্থেষু রম্যেষু বিচিত্রেষু বনেষু চ।
রাবণঃ সহ বৈদেহ্যা মার্গিতব্যস্ততস্ততঃ ॥ ৩৪

পর্ব্বতপ্রভবা নদ্যঃ সুভীমবহুনিষ্কুটাঃ।
মার্গিতব্যা দরীমন্তঃ পর্ব্বতাশ্চ বনানি চ ॥ ৩৫

ততঃ সমুদ্রদ্বীপাংশ্চ সুভীমান্ দ্রষ্টুমর্হথ।
ঊর্ম্মিমন্তং মহারৌদ্রং ক্রোশন্তমনিলোদ্ধতম্ ॥ ৩৬

তত্রাসুরা মহাকায়াশ্ছায়াং গৃহ্নন্তি নিত্যশঃ।
ব্রহ্মণা সমনুজ্ঞাতা দীর্ঘকালং বুভুক্ষিতাঃ ॥ ৩৭

তং কালমেঘপ্রতিমং মহোরগনিষেবিতম্।
অভিগম্য মহানাদং তীর্থেনৈব মহোদধিম্ ॥ ৩৮

ততো রক্তজলং ভীমং লোহিতং নাম সাগরম্।
গতা দ্রক্ষ্যথ তাঞ্চৈব বৃহতীং কূটশাল্মলীম্ ॥ ৩৯

গৃহঞ্চ বৈনতেয়স্য নানারত্নবিভূষিতম্।
তত্র কৈলাসসঙ্কাশং বিহিতং বিশ্বকর্ম্মণা ॥ ৪০

তত্র শৈলনিভা ভীমা মন্দেহা নাম রাক্ষসাঃ।
শৈলশৃঙ্গেষু লম্বন্তে নানারূপা ভয়াবহাঃ ॥ ৪১

তে পতন্তি জলে নিত্যং সূর্য্যস্যোদয়নং প্রতি।
অভিতপ্তাশ্চ সূর্য্যেণ লম্বন্তে স্ম পুনঃপুনঃ।
নিহতা ব্রহ্মতেজোভিরহন্যহনি রাক্ষসাঃ ॥ ৪২

ততঃ পাণ্ডুরমেঘাভং ক্ষীরোদং নাম সাগরম্।
গতা দ্রক্ষ্যথ দুর্দ্ধর্ষা মুক্তাহারমিবোর্ম্মিভিঃ ॥ ৪৩

তস্য মধ্যে মহান্ শ্বেত ঋষভো নাম পর্ব্বতঃ।
দিব্যগন্ধৈঃ কুসুমিতৈ রাজতৈশ্চ নগৈর্বৃতঃ ॥ ৪৪

সরাংসি চ সতৈঃ পদ্মৈর্জ্বলিতৈর্হেমকেসরৈঃ।

দিগের কেশকলাপ অতিশয় সূক্ষ্ম, যাহারা কাঞ্চনকান্তি এবং সুন্দরদর্শন, যাহারা অপক্বমৎস্যভোজী, জলমধ্যে বিচরণকারী এবং বিকটদর্শন, যাহাদিগের নিম্নভাগ মনুষ্যের ন্যায় এবং ঊর্দ্ধভাগ ব্যাঘ্রাকার, এজন্য যাহারা নরব্যাঘ্র বলিয়া প্রসিদ্ধ; এই সকল দ্বীপবাসী নরশ্রেষ্ঠ কিরাতদিগের বাসস্থান এবং যে যে দেশে পর্ব্বত উল্লঙ্ঘনপূর্ব্বক অথবা ভেলদ্বারা যাওয়া যায়, সেই সেই দেশ অনুসন্ধান করিবে। ২৫—২৯। পরে তোমরা যত্নপূর্ব্বক সপ্তরাজ্যে পরিবেষ্টিত যবদ্বীপ, স্বর্ণাকরসমূহে পরিশোভিত সুবর্ণদ্বীপ এবং রূপদ্বীপ অনুসন্ধান করিবে। পরে যবদ্বীপ অতিক্রম করিয়া দেবতা এবং দানবগণ-নিষেবিত, শৃঙ্গদ্বারা আকাশস্পর্শকারী শিশিরনামক পর্ব্বত, দ্বীপসমূহ এবং উক্ত পর্ব্বত, দুর্গ, প্রপাত ও কাননসমূহে সকলে মিলিত হইয়া যশস্বিনী রামভার্য্যার অন্বেষণ করিবে। পরে সমুদ্র পার হইয়া সিদ্ধ এবং চারণগণ সেবিত, দ্রুত-গামী, রক্তবৎ জলবিশিষ্ট শোণ নদ প্রাপ্ত হইয়া তাহার সুরম্য তীর্থ এবং রমণীয় অরণ্যমধ্যে বিদেহরাজ-নন্দিনী সীতা ও রাবণকে অন্বেষণ করিবে। যাহার তীরে ভয়ঙ্কর যবনগণ বাস করে, সেই পর্ব্বত্য সরিৎ সকল, প্রশস্তগুহাশালী পর্ব্বত এবং কানন সকল অন্বেষণ করিবে। ৩০—৩৫। তৎপরে তরঙ্গশালী বায়ুসঞ্চালিত, মহাশব্দকারী ভয়ঙ্কর ইক্ষু নামক মহা-সমুদ্রের সমীপবর্ত্তী সুপ্রশস্ত দ্বীপ অন্বেষণ করিয়া দেখিবে। সেই সমুদ্রের নিকটে মহাকায় অসুরগণ বহুকাল ক্ষুধিত থাকিয়া ব্রহ্মার বরপ্রভাবে নিরন্তর প্রাণিগণের ছায়া আকর্ষণপূর্ব্বক তাহাদিগকে ভক্ষণ করিয়া থাকে। যে কোন উপায়ে কৃষ্ণবর্ণ-মেঘতুল্য মহাসর্প-নিষেবিত ভীষণ-শব্দকারী সেই মহাসমুদ্র উত্তীর্ণ হইয়া রক্তবৎ সলিলবিশিষ্ট ভয়ঙ্কর লোহিত-সাগরে যাইয়া শাল্মলীদ্বীপস্থিত এক প্রকাণ্ড শাল্মলী তরু দেখিতে পাইবে। সেই বৃক্ষসমীপে বিশ্বকর্ম্মা, বিনতানন্দন গরুড়ের জন্য নানা রত্নে অলঙ্কৃত কৈলাস তুল্য এক গৃহ নির্ম্মাণ করিয়াছেন। পর্ব্বতোপমশরীর, ভীষণ-দর্শন, নানারূপ ভয়ঙ্কর মন্দেহনামক রাক্ষসগণ সেই গৃহের নিকটে পর্ব্বতশিখর অবলম্বন করিয়া থাকে। ৩৬—৪১। তাহারা প্রতিদিন সূর্য্যোদয়কালে সূর্য্যমণ্ডলবর্ত্তী ব্রহ্মতেজদ্বারা সন্তপ্ত এবং নিহত হইয়া জলমধ্যে নিপতিত হয় ও জলমধ্যে জীবন পুনঃ প্রাপ্ত হইয়া পুনরায় সেই পর্ব্বতশিখর অবলম্বন করে। দুর্দ্ধর্ষ বানরগণ! তোমরা লোহিত-সাগর অন্বেষণ করিয়া পাণ্ডুরবর্ণ মেঘতুল্য মুক্তামালারূপ তরঙ্গমালায় বিভূষিত ক্ষীরোদ সাগরে যাইয়া তন্মধ্যে শ্বেতবর্ণ, দিব্য-গন্ধযুক্ত, পুষ্পিত তরুনিকরে পরিবৃত ঋষভনামক যে মহাগিরি এবং উজ্জ্বল কাঞ্চনবর্ণ কেশরবিশিষ্ট, রজতবর্ণ

নাম্না সুদর্শনং নাম রাজহংসৈঃ সমাকুলম্ ॥ ৪৫
বিবুধাশ্চারণা যক্ষাঃ কিন্নরাশ্চাপ্সরোগণাঃ ।
হৃষ্টাঃ সমধিগচ্ছন্তি নলিনীং তাং রিরংসবঃ ॥ ৪৬
ক্ষীরোদং সমতিক্রম্য তদা দ্রক্ষ্যথ বানরাঃ ।
জলোদং সাগরং শীঘ্রং সর্ব্বভূতভয়াবহম্ ॥ ৪৭
তত্র তৎ কোপজং তেজঃ কৃতং হয়মুখং মহৎ ।
অস্যাহুতং মহাবেগমোদনং সচরাচরম্ ॥ ৪৮
তত্র বিক্রোশতাং নাদো ভূতানাং সাগরৌকসাম্ ।
শ্রূয়তে চাসমর্থানাং দৃষ্ট্বাভূদ্বড়বামুখম্ ॥ ৪৯
স্বাদূদস্যোত্তরে তীরে যোজনানি ত্রয়োদশ ।
জাতরূপশিলো নাম সুমহান্ কনকপ্রভঃ ॥ ৫০
তত্র চন্দ্রপ্রতীকাশং পন্নগং ধরণীধরম্ ।
পদ্মপত্রবিশালাক্ষং ততো দ্রক্ষ্যথ বানরাঃ ॥ ৫১
আসীনং পর্ব্বতস্যাগ্রে সর্ব্বদেবনমস্কৃতম্ ।
সহস্রশিরসং দেবমনন্তং নীলবাসসম্ ॥ ৫২
ত্রিশিরাঃ কাঞ্চনঃ কেতুস্তালস্তস্য মহাত্মনঃ ।
স্থাপিতঃ পর্ব্বতস্যাগ্রে বিরাজতি স বেদিকঃ ॥ ৫৩
পূর্ব্বস্যাং দিশি নির্ম্মাণং কৃতং তৎ ত্রিদশেশ্বরৈঃ ।
ততঃ পরং হেমময়ঃ শ্রীমানুদয়পর্ব্বতঃ ॥ ৫৪
তস্য কোটির্দিবং স্পৃষ্ট্বা শতযোজনমায়তা ।
জাতরূপময়ী দিব্যা বিরাজতি সবেদিকা ॥ ৫৫
সালৈস্তালৈস্তমালৈশ্চ কর্ণিকারৈশ্চ পুষ্পিতৈঃ ।
জাতরূপময়ৈর্দিব্যৈঃ শোভতে সূর্য্যসন্নিভৈঃ ॥ ৫৬
তত্র যোজনবিস্তারমুচ্ছ্রিতং দশযোজনম্ ।
শৃঙ্গং সৌমনসং নাম জাতরূপময়ং ধ্রুবম্ ॥ ৫৭
তত্র পূর্ব্বপদং কৃত্বা পুরা বিষ্ণুস্ত্রিবিক্রমে ।
দ্বিতীয়ং শিখরে মেরোশ্চকার পুরুষোত্তমঃ ॥ ৫৮
উত্তরেণ পরিক্রম্য জম্বুদ্বীপং দিবাকরঃ ।
দৃশ্যো ভবতি ভূয়িষ্ঠং শিখরং তন্মহোচ্ছ্রয়ম্ ॥ ৫৯
তত্র বৈখানসা নাম বালখিল্যা মহর্ষয়ঃ ।
প্রকাশমানা দৃশ্যন্তে সূর্য্যবর্ণাস্তপস্বিনঃ ॥ ৬০
অয়ং সুদর্শনো দ্বীপঃ পুরো যস্য প্রকাশতে ।
তস্মিংস্তেজশ্চ চক্ষুশ্চ সর্ব্বপ্রাণভৃতামপি ॥ ৬১
শৈলস্য তস্য পৃষ্ঠেষু কন্দরেষু বনেষু চ ।
রাবণঃ সহ বৈদেহ্যা মার্গিতব্যস্ততস্ততঃ ॥ ৬২
কাঞ্চনস্য চ শৈলস্য সূর্য্যস্য চ মহাত্মনঃ ।

পদ্মসমূহে পরিব্যাপ্ত, রাজহংসসমূহে সমাকীর্ণ সুদর্শন-নামক যে সরোবর দেখিতে পাইবে, তথায় অন্বেষণ করিবে। দেব, যক্ষ, চারণ, কিন্নর, এবং অপ্সরোগণ রমণেচ্ছু হইয়া প্রীতিমনে সেই সরোবরে আসিয়া থাকেন। পরে ক্ষীরোদ-সাগর অতিক্রম করিয়া অবিলম্বে সর্ব্বজীবের ভয়প্রদ জলোদ-সাগর দেখিতে পাইবে। সেই জলোদ-সাগরে ব্রহ্মা, ঔর্ব্ব ব্রহ্মর্ষির কোপজ বড়বামুখাকৃতি বড়বানল-নামক সুমহৎ তেজ সংস্থাপিত করিয়া রাখিয়াছেন; সেই অদ্ভুত মহাবেগ-শালী তেজ প্রলয়কালে স্থাবরজঙ্গমাত্মক জগৎ বিনষ্ট করিয়া থাকে। সেই সাগরে বড়বামুখ দেখিয়া তাহাতে পতনভয়ে কাতরস্বরে শব্দকারী আত্মরক্ষায় অসমর্থ সাগরবাসী প্রাণীদিগের রব শুনিতে পাওয়া যায় ৩২—৪৯। সুস্বাদুসলিল-বিশিষ্ট সেই সাগরের উত্তর তীরে সুবর্ণের ন্যায় উজ্জ্বল জাতরূপশিল-নামক ত্রয়োদশ যোজন বিস্তৃত অতি বৃহৎ এক গিরি আছে, তথায় চন্দ্রের ন্যায় শুভ্রবর্ণ, পদ্মপলাশের ন্যায় আয়ত-লোচন ভূধর সর্প দেখিতে পাইবে। সেই পর্ব্বতের অগ্রভাগে অবস্থিত সহস্রশিরা, নীলবাসা, সর্ব্বদেব-নমস্কৃত অনন্তদেবকে দেখিবে। তথায় সেই মহাত্মা অনন্তদেবের হেমময় ত্রিশীর্ষ নিম্নস্থিত বেদি-মধ্যে প্রোথিত তালধ্বজ বিরাজিত আছে; পূর্ব্ব-দিগ্বর্ত্তী ঐ ধ্বজ দেখিলে বোধ হয় যেন সুরশ্রেষ্ঠগণ অনন্তদেবের চিহ্নস্বরূপ ঐ ধ্বজদণ্ড নির্ম্মাণ করিয়া রাখিয়াছেন। তৎপরে কাঞ্চনময় শ্রীমান্ উদয়গিরি দেখিতে পাইবে। ৫০—৫৪। তাহার হেমবর্ণ সূর্য্যতুল্য প্রভাশালী, পুষ্পিত, অলৌকিক শাল, তাল, তমাল এবং কর্ণিকার বৃক্ষে বিরাজিত শতযোজন-বিস্তৃত পর্ব্বতময় বেদিবিশিষ্ট রমণীয় স্বর্ণময় শিখরদেশ যেন দেবলোক স্পর্শ করিয়া শোভা পাইতেছে। সেই পর্ব্বতের এক যোজন বিস্তৃত, দশ যোজন উন্নত, সুবর্ণময় শাশ্বত সৌমনস-নামক এক শিখর আছে, পূর্ব্বে ত্রিপাদ-দ্বারা ত্রিভুবন আক্রমণকালে পুরুষোত্তম বিষ্ণু তদুপরি প্রথম পদ স্থাপন করিয়া সুমেরুর শিখরে দ্বিতীয় পদ রাখিয়াছিলেন। তাহার উত্তরদিকে জম্বুদ্বীপ; সূর্য্য সেই জম্বুদ্বীপ পরিভ্রমণ করিয়া অতিশয় উন্নত সেই সৌমনস-শিখরে অবস্থিত হইলে, জম্বুদ্বীপবাসী প্রাণিগণের সম্যক্রূপে দৃষ্টিগোচর হন। তথায়ই সূর্য্যের ন্যায় দীপ্তিশালী তপস্বী বৈখানস এবং বালখিল্য প্রভৃতি মহর্ষিগণকে দেখিতে পাওয়া যায়। তাহারই অগ্রভাগে প্রাগুক্ত সুদর্শন নামক সরোবর চিহ্নিত দ্বীপ বর্ত্তমান রহিয়াছে; সেই সৌমনস-শৃঙ্গে সূর্য্য উদিত হইলে সকল প্রাণীরই তেজ এবং চক্ষু প্রকাশিত হয়। সেই পর্ব্বতের পশ্চাদ্ভাগস্থ কন্দর এবং বনের চারিদিকে বৈদেহী সীতা এবং রাবণকে অন্বেষণ করিবে। ৫৫—৬২। পূর্ব্বদিক্ মহাত্মা সূর্য্য এবং

আবিষ্টা তেজসা সন্ধ্যা পূর্ব্বা রক্তা প্রকাশতে। ৬৩
পূর্ব্বমেতৎ কৃতদ্বারং পৃথিব্যা ভুবনস্য চ।
সূর্য্যস্যোদয়নঞ্চৈব পূর্ব্বা হ্যেষা দিগুচ্যতে। ৬৪
তস্য শৈলস্য পৃষ্ঠেষু নির্ঝরেষু গুহাসু চ।
রাবণঃ সহ বৈদেহ্যা মার্গিতব্যস্ততস্ততঃ। ৬৫
ততঃ পরমগম্যা সা দিক্ পূর্ব্বা ত্রিদশাবৃতা।
রহিতা চন্দ্রসূর্য্যাভ্যামদৃশ্যা তমসাবৃতা। ৬৬
শৈলেষু তেষু সর্ব্বেষু কন্দরেষু নদীষু চ।
যে চ নোক্তা ময়া দেশা বিচেয়া তেষু জানকী। ৬৭
এতাবদ্বানরৈঃ শক্যং গন্তুং বানরপুঙ্গবাঃ।
অভাস্করমমর্য্যাদং ন জানীমস্ততঃ পরম্। ৬৮
অভিগম্য তু বৈদেহীং নিলয়ং রাবণস্য চ।
মাসে পূর্ণে নিবর্ত্তধ্বমুদয়ং প্রাপ্য পর্ব্বতম্। ৬৯
ঊর্দ্ধং মাসান্ন বস্তব্যং বসন্ বধ্যো ভবেন্মম।
সিদ্ধার্থাঃ সন্নিবর্ত্তধ্বমধিগম্য চ মৈথিলীম্। ৭০
মহেন্দ্রকান্তাং বনষণ্ডমণ্ডিতাং
দিশং চরিত্বা নিপুণেন বানরাঃ।
অবাপ্য সীতাং রঘুবংশজপ্রিয়াং
ততো নিবৃত্তাঃ সুখিনো ভবিষ্যথ। ৭১
ইতি কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ডে চত্বারিংশঃ সর্গঃ। ৪০।

কাঞ্চন গিরির প্রভাদ্বারা লোহিতবর্ণ হইয়া প্রকাশিত হয়। ঐ দিক্ ভুবনের প্রথমদ্বারস্বরূপ এবং সূর্য্যের উদয়স্থান হওয়ায় উহা পূর্ব্বদিক্ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। সেই পর্ব্বতের পৃষ্ঠদেশে যে গুহা ও নির্ঝর আছে, তথায় রাবণ এবং সীতাকে অনুসন্ধান করিবে। তাহার পর পূর্ব্বদিকে গমন করিতে পারা যায় না; কেননা সেই পূর্ব্বদিক্ দেবগণে সমাবৃত চন্দ্রসূর্য্যবিরহিত এবং তমসাবৃত, অতএব কেহই তথায় যাইতে পারে না। কপীন্দ্রগণ! আমি যে সকল পর্ব্বত গুহা বন এবং নদীর কথা বলিলাম, আর যাহা বলিতে ভুলিয়াছি, তোমরা সেই সকল স্থান অনুসন্ধান করিবে এবং এই স্থান পর্য্যন্তই যাইতে পারিবে। পরন্তু যে স্থানে সূর্য্য উদিত না হন, তথায় তোমরা যাইতে পারিবে না এবং তাহার পর আমারও বিদিত নাই; সুতরাং তোমরা উদয়গিরি পর্য্যন্ত অনুসন্ধান করিয়া মাস পূর্ণ হইলেই ফিরিয়া আসিবে। একমাসের অধিক বিলম্ব করিলে তোমাদিগের প্রাণদণ্ড হইবে; সুতরাং সীতার সন্ধান জানিয়া এবং কৃতকার্য্য হইয়া প্রত্যাগমন করিবে বানরগণ! কাননবিভূষিতা মহেন্দ্র-প্রিয়া পূর্ব্বদিক্ ভ্রমণ করিয়া রঘুকুলসম্ভূত রামের প্রিয়তমাপত্নী সীতার অনুসন্ধানপূর্ব্বক আগমন করত সুখী হইবে।' ৬৩—৭১।

একচত্বারিংশঃ সর্গঃ।

ততঃ প্রস্থাপ্য সুগ্রীবস্তন্মহদ্বানরং বলম্।
দক্ষিণাং প্রেষয়ামাস বানরানভিলক্ষিতান্। ১
নীলমগ্নিসুতঞ্চৈব হনুমন্তঞ্চ বানরম্।
পিতামহসুতঞ্চৈব জাম্ববন্তং মহৌজসম্। ২
সুহোত্রঞ্চ শরারিঞ্চ শরগুল্মং তথৈব চ।
গজং গবাক্ষং গবয়ং সুষেণং বৃষভং তথা। ৩
মৈন্দঞ্চৈব সুষেণঞ্চ দ্বিবিদং গন্ধমাদনম্।
উল্কামুখমনঙ্গঞ্চ হুতাশনসুতাবুভৌ। ৪
অঙ্গদপ্রমুখান্ বীরান্ বীরঃ কপিগণেশ্বরঃ।
বেগবিক্রমসম্পন্নান্ সন্দিদেশ বিশেষবিৎ। ৫
তেষামগ্রেসরঞ্চৈব বৃহদ্বলমথাঙ্গদম্।
বিধায় হরিবীরাণামাদিশদ্দক্ষিণাং দিশম্। ৬
যে কেচন সমুদ্দেশাস্তস্যাং দিশি সুদুর্গমাঃ।
কপীশঃ কপিমুখ্যানাং স তেষাং সমুদাহরৎ। ৭
সহস্রশিরসং বিন্ধ্যং নানাদ্রুমলতাযুতম্।
নর্ম্মদাঞ্চ নদীং রম্যাং মহোরগনিষেবিতাম্। ৮
ততো গোদাবরীং রম্যাং কৃষ্ণবেণীং মহানদীম্।
মেকলানুৎকলাংশ্চৈব দশার্ণনগরাণ্যপি। ৯
আব্রবন্তীমবন্তীঞ্চ সর্ব্বমেবানুপশ্যত।
বিদর্ভানৃষ্টিকাংশ্চৈব রম্যান্ মাহিষকানপি।
তথা মৎস্যকলিঙ্গাংশ্চ কৌশিকাংশ্চ সমন্ততঃ। ১০

একচত্বারিংশ সর্গ।

বানরশ্রেষ্ঠ সুগ্রীব পূর্ব্বদিকে সেই মহাবল বানর-সৈন্য প্রেরণ করিয়া কার্য্যদক্ষ অগ্নিপুত্র নীল, হনুমান্, পিতামহসুত মহাতেজা জাম্ববান্, সুহোত্র, শরারি, শরগুল্ম, গজ, গবাক্ষ, গবয়, সুষেণ, বৃষভ, মৈন্দ, দ্বিবিদ, গন্ধমাদন, হুতাশনসুত উল্কামুখ ও অনঙ্গ এবং অঙ্গদ প্রভৃতি বেগ এবং বিক্রমশালী বীরগণকে দক্ষিণদিকে পাঠাইতে ইচ্ছা করিলেন। পরে কপিশ্রেষ্ঠ সুগ্রীব প্রভূত-বলশালী অঙ্গদকে বানরবীরগণের প্রধান সেনাপতি করিয়া দক্ষিণদিকে অন্বেষণ করিবার জন্য আদেশ করিলেন এবং সেই দক্ষিণদিকের যে সকল স্থান ভয়ঙ্কর এবং দুর্গম, তাহা বানরগণকে বলিতে লাগিলেন। ১—৭। বানরগণকে কহিলেন, 'সহস্রশৃঙ্গযুক্ত নানা বৃক্ষ এবং লতাসমূহে সমাকীর্ণ, বিন্ধ্যগিরি এবং মহা-সর্পনিষেবিত মনোহর নর্ম্মদা, গোদাবরী, মহানদী কৃষ্ণবেণী প্রভৃতি নদী সকল অনুসন্ধান করিবে। পরে মেকল, উৎকল, দশার্ণ নগর, আব্রবন্তী, অবন্তী, বিদর্ভ, ঋষ্টিক, মাহিষিক, মৎস্য, কলিঙ্গ, কৌশিক

অন্বীক্ষ্য দণ্ডকারণ্যং সপর্ব্বতনদীগুহম্।
নদীং গোদাবরীঞ্চৈব সর্ব্বমেবানুপশ্যত॥ ১১
তথৈবান্ধ্রাংশ্চ পুণ্ড্রাংশ্চ চোলান্ পাণ্ড্যাংশ্চ কেরলান্।
অয়োমুখশ্চ গন্তব্যঃ পর্ব্বতো ধাতুমণ্ডিতঃ॥ ১২
বিচিত্রশিখরঃ শ্রীমান্ চিত্রপুষ্পিতকাননঃ।
সচন্দনবনোদ্দেশো মার্গিতব্যো মহাগিরিঃ॥ ১৩
ততস্তামাপগাং দিব্যাং প্রসন্নসলিলাশয়াম্।
তত্র দ্রক্ষ্যথ কাবেরীং বিহৃতামপ্সরোগণৈঃ॥ ১৪
তস্যাসীনং নগস্যাগ্রে মলয়স্য মহৌজসঃ।
দ্রক্ষ্যথাদিত্যসঙ্কাশমগস্ত্যমৃষিসত্তমম্॥ ১৫
ততস্তেনাভ্যনুজ্ঞাতাঃ প্রসন্নেন মহাত্মনা।
তাম্রপর্ণীং গ্রাহজুষ্টাং তরিষ্যথ মহানদীম্॥ ১৬
সা চন্দনবনৈশ্চিত্রৈঃ প্রচ্ছন্নদ্বীপবারিণী
কান্তেব যুবতী কান্তং সমুদ্রমবগাহতে॥ ১৭
ততো হেমময়ং দিব্যং মুক্তামণিবিভূষিতম্।
যুক্তং কপাটং পাণ্ড্যানাং গতা দ্রক্ষ্যথ বানরাঃ॥ ১৮
ততঃ সমুদ্রমাসাদ্য সম্প্রধার্য্যার্থনিশ্চয়ম্।
অগস্ত্যেনান্তরে তত্র সাগরে বিনিবেশিতঃ॥ ১৯
চিত্রসানুনগঃ শ্রীমান মহেন্দ্রঃ পর্ব্বতোত্তমঃ।
জাতরূপময়ঃ শ্রীমানবগাঢো মহার্ণবম্॥ ২০
নানাবিধৈর্নগৈঃ ফুল্লৈর্লতাভিশ্চোপশোভিতম্।
দেবর্ষিযক্ষপ্রবরৈরপ্সরোভিশ্চ শোভিতম্॥ ২১
সিদ্ধচারণসঙ্ঘৈশ্চ প্রকীর্ণং সুমনোহরম্।
তমুপৈতি সহস্রাক্ষঃ সদা পর্ব্বসু পর্ব্বসু॥ ২২
দ্বীপস্তস্যাপরে পারে শতযোজনবিস্তৃতঃ।
অগম্যো মানুষৈর্দীপ্তস্তং মার্গধ্বং সমন্ততঃ॥ ২৩
তত্র সর্ব্বাত্মনা সীতা মার্গিতব্যা বিশেষতঃ॥ ২৪
স হি দেশস্তু বধ্যস্য রাবণস্য দুরাত্মনঃ।
রাক্ষসাধিপতের্বাসঃ সহস্রাক্ষসমদ্যুতেঃ॥ ২৫
দক্ষিণস্য সমুদ্রস্য মধ্যে তস্য তু রাক্ষসী।
অঙ্গারকেতি বিখ্যাতা ছায়ামাক্ষিপ্য ভোজনী॥ ২৬
এবং নিঃসংশয়ান্ কৃত্বা সংশয়ান্নষ্টসংশয়াঃ।
মৃগয়ধ্বং নরেন্দ্রস্য পত্নীমমিততেজসঃ॥ ২৭
তমতিক্রম্য লক্ষ্মীবান্ সমুদ্রে শতযোজনে।
গিরিঃ পুষ্পিতকো নাম সিদ্ধচারণসেবিতঃ॥ ২৮
চন্দ্রসূর্য্যাংশুসঙ্কাশঃ সাগরাম্বুসমাশ্রয়ঃ।
ভ্রাজতে বিপুলৈঃ শৃঙ্গৈঃ অম্বরং বিলিখন্নিব॥ ২৯
তস্যৈকং কাঞ্চনং শৃঙ্গং সেবতে যং দিবাকরঃ।

প্রভৃতি দেশ সকল অনুসন্ধান করিয়া পর্ব্বত, নদী ও গুহাবিশিষ্ট দণ্ডকারণ্য, গোদাবরী নদী এবং দণ্ডক-কাননমধ্যবর্ত্তী গোদাবরীপ্রদেশ, অন্ধ্র, পুণ্ড্র, চোল, পাণ্ড্য ও কেরল প্রভৃতি স্থান অনুসন্ধান করিবে। পরে গৈরিকাদি ধাতুসমূহে বিভূষিত বিচিত্র-শিখরবিশিষ্ট, নানাবিধ পুষ্পিত-কাননে বিরাজিত পরম রমণীয় অয়োমুখ পর্ব্বতে যাইয়া তাহার চন্দন বনোদ্দেশবর্ত্তী মহাশৈল মলয়কে অন্বেষণ করিবে এবং তথায় অপ্সরোগণের বিহারভূমি প্রসন্নসলিলা যে কাবেরী নদী আছে, তাহা অন্বেষণ করিয়া দেখিবে। সেই মলয় পর্ব্বতের শিখরদেশে সমাসীন সূর্য্যের ন্যায় দীপ্তিশালী ঋষিসত্তম অগস্ত্যকে দর্শন করিবে। মহাত্মা অগস্ত্য প্রসন্ন হইলে তাঁহার আদেশানুসারে গ্রাহকুল-সমাকুলা মহানদী তাম্রপর্ণী পার হইবে। যেমন কোন যুবতী কামিনী আপনার পতিকে আলিঙ্গন করে, তদ্রূপ বিচিত্র চন্দনবনদ্বারা প্রচ্ছন্নদ্বীপবতী সেই তরঙ্গিণী সমুদ্রকে আলিঙ্গন করিতেছে। কপি-গণ! তোমরা সেই সরিৎ অতিক্রম করিয়া পাণ্ড্য-নগরে প্রবেশপূর্ব্বক প্রকার পরিবেষ্টিত নগরের পুরদ্বারস্থিত মুক্তামণিভূষিত সুবর্ণময় কপাট দেখিতে পাইবে। ৮—১৯। পরে সমুদ্রের অদূরবর্ত্তী হইয়া তাহা সন্তরণের উপায় স্থির করিবে, সেই সমুদ্র-মধ্যে মহাত্মা অগস্ত্যকর্ত্তৃক স্থাপিত বিচিত্রসানুমান, সুবর্ণময়, পরম সৌন্দর্য্যশালী মহেন্দ্রপর্ব্বত সাগ-রোর্ম্মিতে অবগাহনপূর্ব্বক অবস্থিতি করিতেছে; নানাবিধ পুষ্পিততরু এবং লতাপুঞ্জে পরিবৃত দেবতা, ঋষি, যক্ষ, অপ্সরা, সিদ্ধ এবং চারণগণে সেবিত সেই সুরম্য পর্ব্বতমধ্যে প্রতি পর্ব্বদিনে সহস্রাক্ষ ইন্দ্র আসিয়া থাকেন। সমুদ্রের পরপারে শতযোজন-বিস্তৃত, অতিশয় প্রভাশালী, মনুষ্যের অগম্য এক দ্বীপ আছে; সেই দ্বীপে বিশেষ করিয়া সীতার অন্বেষণ করিবে। কারণ সেই স্থানেই আমাদিগের বধ্য সুরেন্দ্রতুল্য তেজস্বী রাক্ষসাধিপতি দুরাচার রাবণ বাস করিয়া থাকে। সেই দক্ষিণসমুদ্রে রাবণের অনুচরী অঙ্গারকা নামে এক নিশাচরী আছে; সে প্রাণিগণের ছায়া আকর্ষণপূর্ব্বক তাহাদিগকে ভক্ষণ করিয়া থাকে। এইরূপ সংশয়াপন্ন দেশ সকলকে সংশয়শূন্য করিয়া অমিততেজা রামের ভার্য্যা সীতাকে অনুসন্ধান করিবে। ১৯—২৭। পরে শতযোজন সমুদ্রের মধ্যবর্ত্তী সেই দ্বীপ অতিক্রম করিয়া দেখিতে পাইবে, সমুদ্র-জলমধ্যে সিদ্ধ এবং চারণগণনিষেবিত চন্দ্র এবং সূর্য্যের ন্যায় দীপ্তিমান্ পুষ্পিতক নামে গিরি আছে; সেই গিরি বিপুল শিখরদ্বারা যেন স্বর্গকে ভেদ করত প্রকাশ পাইতেছে। সূর্য্য তাহার সুবর্ণময় একটী শিখর

ন তং কৃতঘ্নাঃ পশ্যন্তি ন নৃশংসা ন নাস্তিকাঃ ॥ ৩০
প্রণম্য শিরসা শৈলং তং বিমার্গথ বানরাঃ।
তমতিক্রম্য দুর্দ্ধর্ষং সূর্য্যবান্নাম পর্ব্বতঃ।
অধ্বনা দুরবগাহেন যোজনানি চতুর্দ্দশ ॥ ৩১
ততস্তমপ্যতিক্রম্য বৈদ্যুতো নাম পর্ব্বতঃ।
সর্ব্বকামফলৈর্বৃক্ষৈঃ সর্ব্বকালমনোহরৈঃ ॥ ৩২
তত্র ভুক্ত্বা বরার্হাণি মূলানি চ ফলানি চ।
মধূনি পীত্বা জুষ্টানি পরং গচ্ছত বানরাঃ ॥ ৩৩
তত্র নেত্রমনঃকান্তঃ কুঞ্জরো নাম পর্ব্বতঃ।
অগস্ত্যভবনং যত্র নির্ম্মিতং বিশ্বকর্ম্মণা ॥ ৩৪
তত্র যোজনবিস্তারমুচ্ছ্রিতং দশযোজনম্
শরণং কাঞ্চনং দিব্যং নানারত্নবিভূষিতম্ ॥ ৩৫
তত্র ভোগবতী নাম সর্পাণামালয়ঃ পুরী
বিশালরথ্যা দুর্দ্ধর্ষা সর্ব্বতঃ পরিরক্ষিতা ॥ ৩৬
রক্ষিতা পন্নগৈর্ঘোরৈস্তীক্ষ্ণদংষ্ট্রৈর্মহাবিষৈঃ।
সর্পরাজো মহাঘোরো যস্যাং বসতি বাসুকিঃ ॥ ৩৭
নির্যায় মার্গিতব্যা চ সা চ ভোগবতী পুরী।
তত্র চানন্তরোদ্দেশা যে কেচন সমাবৃতাঃ ॥ ৩৮
তঞ্চ দেশমতিক্রম্য মহানৃষভসংস্থিতিঃ।
সর্ব্বরত্নময়ঃ শ্রীমানৃষভো নাম পর্ব্বতঃ ॥ ৩৯
গোশীর্ষকং পদ্মকঞ্চ হরিশ্যামঞ্চ চন্দনম্।
দিব্যমুৎপদ্যতে যত্র তচ্চৈবাগ্নিসমপ্রভম্ ॥ ৪০
ন তু তচ্চন্দনং দৃষ্ট্বা স্প্রষ্টব্যন্তু কদাচন।
রোহিতা নাম গন্ধর্ব্বা ঘোরং রক্ষন্তি তদ্বনম্ ॥ ৪১
তত্র গন্ধর্ব্বপতয়ঃ পঞ্চ সূর্য্যসমপ্রভাঃ।
শৈলূষো গ্রামণীঃ শিক্ষঃ শুকো বভ্রুস্তথৈব চ ॥ ৪২
রবিসোমাগ্নিবপুষাং নিবাসঃ পুণ্যকর্ম্মণাম্।
অন্তে পৃথিব্যা দুর্দ্ধর্ষাস্তত্র স্বর্গজিতঃ স্থিতাঃ ॥ ৪৩
ততঃ পরং ন বঃ সেব্যঃ পিতৃলোকঃ সুদারুণঃ।
রাজধানী যমস্যৈষা কষ্টেন তমসা বৃতা ॥ ৪৪
এতাবদেব যুষ্মাভির্বীরা বানরপুঙ্গবাঃ।
শক্যং বিচেতুং গন্তুং বা নাতো গতিমতাং গতিঃ ॥ ৪৫
সর্ব্বমেতৎ সমালোক্য যচ্চান্যদপি দৃশ্যতে।
গতিং বিদিত্বা বৈদেহ্যাঃ সন্নিবর্ত্তিতুমর্হথ ॥ ৪৬
যশ্চ মাসান্নিবৃত্তোঽগ্রে দৃষ্টা সীতেতি বক্ষ্যতি।
মত্তুল্যবিভবো ভোগৈঃ সুখং স বিহরিষ্যতি ॥ ৪৭
ততঃ প্রিয়তরো নাস্তি মম প্রাণাদ্বিশেষতঃ।

আশ্রয় করিয়া থাকেন, কৃতঘ্ন, নৃশংস বা নাস্তিক-গণ সেই পর্ব্বতকে দেখিতে পায় না। তোমরা সেই দুর্দ্ধর্ষ শৈলশ্রেষ্ঠকে প্রণামপূর্ব্বক তথায় সীতার অনুসন্ধান করিবে। পরে সেই পর্ব্বত অতিক্রম করিয়া সূর্য্যবান্ নামে আর এক পর্ব্বত দেখিতে পাইবে। উহার বিস্তার চতুর্দ্দশ যোজন এবং উহার পথ সকল অতিশয় দুর্গম। তৎপরে ঐ সূর্য্যবান্ পর্ব্বত অতিক্রমপূর্ব্বক সর্ব্বকাম-ফলপ্রদ বৃক্ষরাজি পরিব্যাপ্ত সকলসময়ে মনোহর বৈদ্যুত নামক পর্ব্বতে যাইবে। তথায় উৎকৃষ্ট ফলমূল সকল ভোজন করিয়া মনঃতুষ্টিকর মধু পান করত নয়ন এবং মনের আনন্দদায়ক কুঞ্জর নামক পর্ব্বতে যাইবে। সেই কুঞ্জর পর্ব্বতে একযোজন বিস্তৃত, দশযোজন উন্নত, নানা রত্নে ভূষিত বিশ্বকর্ম্ম-নির্ম্মিত উত্তম সুবর্ণময় অগস্ত্যের পুরী বিদ্যমান রহিয়াছে। ২৮—৩৫। আর তথায় বিশালপথবিশিষ্ট, অধর্ষণীয়, মহাবিষধর, তীক্ষ্ণদন্তশালী, ভীষণসর্পসমূহদ্বারা পরিরক্ষিত ভোগবতী নাম্নী নাগপুরী আছে, সেই পুরীমধ্যে নাগরাজ বাসুকি বাস করেন। তোমরা সেই পুরীমধ্যে প্রবেশ করিয়া সীতার অনুসন্ধান করিবে। তাহার নিকটে যে সকল গুপ্ত স্থান আছে, তাহা অনুসন্ধান করিয়া সর্ব্বরত্নময় পরমসৌন্দর্য্যশালী ঋষভ পর্ব্বতে যাইবে, তাহাতে অগ্নিতুল্য দীপ্তিশালী গোশীর্ষক, পদ্মক, হরিশ্যাম প্রভৃতি যে সকল বিবিধ উৎকৃষ্ট চন্দন জন্মিয়া থাকে, তাহা দেখিয়া কদাচ তদ্বিষয়ে কোন কথা বলিবে না। যেহেতু রোহিত নামক গন্ধর্ব্বগণ সেই ভয়ঙ্কর চন্দনকানন রক্ষা করিয়া থাকেন। ৩৬—৪১। আর সূর্য্যতুল্য প্রভাশালী শৈলূষ, গ্রামণী, শিক্ষ, শুক এবং বভ্রু এই পাঁচজন গন্ধর্ব্বপতি তথায় বাস করেন। সেই পর্ব্বতের পর পৃথিবীর শেষ সীমায় যথায় রবি, চন্দ্র এবং অগ্নিতুল্য দেহধারী পুণ্যবান্ ব্যক্তিগণ বাস করেন, সেই স্থানই দুর্দ্ধর্ষ স্বর্গবিজয়ী ব্যক্তিগণের বাস। তৎপরে পিতৃলোক, সেই সুদারুণ পিতৃলোকে তোমরা যাইতে পারিবে না, ঘোর অন্ধকারাবৃত সেই পিতৃলোক পিতৃরাজ যমের রাজধানী বলিয়া কথিত হইয়াছে। মহাবল বানরশ্রেষ্ঠগণ! তোমরা সেই পিতৃলোকে গমন বা সীতার অন্বেষণ করিতে পারিবে না, কেননা কোন গমনশীল ব্যক্তিই তথায় যাইতে পারে না; অতএব তোমরা তদ্ভিন্ন অপরাপর স্থান সকল অনুসন্ধান করত বিদেহরাজ-নন্দিনী সীতার সংবাদ জানিয়া প্রত্যাগমন করিবে। ৪২—৪৬। যে ব্যক্তি মাসমধ্যে সর্ব্বাগ্রে আসিয়া 'আমি সীতাকে দেখিয়াছি' এই কথা বলিবে, সে আমার ন্যায় বিভবশালী হইয়া বিবিধ ভোগদ্বারা সুখে বিহার করিবে, তাহা অপেক্ষা অন্য কেহই আমার প্রিয়পাত্র হইবে না;

কৃতাপরাধো বহুশো মম বন্ধুর্ভবিষ্যতি ॥ ৪৮
অমিতবলপরাক্রমা ভবন্তো
বিপুলগুণেষু কুলেষু চ প্রসূতাঃ।
মনুজপতিসুতাং যথা লভধ্বং
তদধিগুণং পুরুষার্থমারভধ্বম্ ॥ ৪৯
ইতি কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ডে একচত্বারিংশঃ সর্গঃ ॥ ৪১ ॥

দ্বিচত্বারিংশ সর্গঃ।

অথ প্রস্থাপ্য স হরীন্ সুগ্রীবো দক্ষিণাং দিশম্।
অব্রবীন্মেঘসঙ্কাশং সুষেণং নাম বানরম্ ॥ ১
তারায়াঃ পিতরং রাজা শ্বশুরং ভীমবিক্রমম্
অব্রবীৎ প্রাঞ্জলির্বাক্যমভিগম্য প্রণম্য চ।
মহর্ষিপুত্রং মারীচমর্চ্চিষ্মন্তং মহাকপিম্ ॥ ২
বৃতং কপিবরৈঃ শূরৈর্মহেন্দ্রসদৃশদ্যুতিম্।
বুদ্ধিবিক্রমসম্পন্নং বৈনতেয়সমদ্যুতিম্ ॥ ৩
মরীচিপুত্রান্ মারীচানর্চ্চির্মাল্যান্ মহাবলান্।
ঋষিপুত্রাংশ্চ তান্ সর্বান্ প্রতীচীমাদিশদ্দিশম্ ॥ ৪
দ্বাভ্যাং শতসহস্রাভ্যাং কপীনাং কপিসত্তমাঃ।
সুষেণপ্রমুখা যূয়ং বৈদেহীং পরিমার্গথ ॥ ৫

অধিক কি, সে আমার প্রাণ হইতেও প্রিয়তম হইবে এবং বহু শত দোষ করিলেও আমার মিত্র হইবে। কপিগণ! তোমরা অপরিমিত বল ও বিক্রমশালী এবং বিপুলগুণযুক্তবংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছ; সুতরাং জনক-নন্দিনী সীতাকে যেরূপে লাভ করিতে পার, তদুপযোগী পরম পৌরুষ দেখাইতে যত্নপর হও।” ৪৭—৪৯।

দ্বিচত্বারিংশ সর্গ।

বানরগণকে দক্ষিণদিকে পাঠাইয়া সুগ্রীব বদ্ধাঞ্জলি হইয়া অবনতমস্তকে তারার পিতা স্বীয় শ্বশুর ভীমপরাক্রম মেঘের ন্যায় নীলকায় সুষেণকে এবং মহর্ষিপুত্র, মহাতেজস্বী, সুরেন্দ্রতুল্য দীপ্তিমান্ শূরবর বানরগণে পরিবেষ্টিত, বুদ্ধি এবং পরাক্রম-সম্পন্ন, বৈনতেয়তুল্য প্রভাবশালী মারীচ এবং অর্চ্চিষ্মান্ নামে বিখ্যাত মারীচপুত্র বানরশ্রেষ্ঠকে এবং অন্যান্য অর্চ্চির্মালা-নামক মরীচিপুত্র মহাবল বানরগণ এবং ঋষিপুত্র বানর সকলকে সীতার অনুসন্ধানের নিমিত্ত পশ্চিমদিকে যাইতে কহিলেন। তিনি সুষেণ প্রভৃতি কপিশ্রেষ্ঠগণকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, “তোমরা দুই শত সহস্র বানরসৈন্যে পরিবৃত হইয়া বাহ্লীক সহ সৌরাষ্ট্র, চন্দ্রচিত্র এবং অতিশয় বিস্তীর্ণ পরম রমণীয়

সৌরাষ্ট্রান্ সহবাহ্লীকান্ চন্দ্রচিত্রাংস্তথৈব চ।
স্ফীতান্ জনপদান্ রম্যান্ বিপুলানি পুরাণি চ ॥ ৬
পুন্নাগগহনং কুক্ষিং বকুলোদ্দালকাকুলম্।
তথা কেতকষণ্ডাংশ্চ মার্গধ্বং হরিপুঙ্গবাঃ ॥ ৭
প্রত্যক্স্রোতোবহাশ্চৈব নদ্যঃ শীতজলাঃ শিবাঃ ॥ ৮
তাপসানামরণ্যানি কান্তারগিরয়শ্চ যে।
তত্র স্থলীর্মরুপ্রায়া অত্যুচ্চশিশিরাঃ শিলাঃ ॥ ৯
গিরিজালাবৃতাং দুর্গাং মার্গিত্বা পশ্চিমাং দিশম্।
ততঃ পশ্চিমমাগম্য সমুদ্রং দ্রষ্টুমর্হথ ॥ ১০
তিমিনক্রাকুলজলং গত্বা দ্রক্ষ্যথ বানরাঃ।
ততঃ কেতকষণ্ডেষু তমালগহনেষু চ ॥ ১১
কপয়ো বিহরিষ্যন্তি নারিকেলবনেষু চ।
তত্র সীতাঞ্চ মার্গধ্বং নিলয়ং রাবণস্য চ ॥ ১২
বেলাতলনিবিষ্টেষু পর্বতেষু বনেষু চ।
মুরচীপত্তনঞ্চৈব রম্যঞ্চৈব জটাপুরম্ ॥ ১৩
অবন্তীমঙ্গলেপাঞ্চ তথা চালক্ষিতং বনম্।
রাষ্ট্রাণি চ বিশালানি পত্তনানি ততস্ততঃ ॥ ১৪
সিন্ধুসাগরয়োশ্চৈব সঙ্গমে তত্র পর্বতঃ।
মহান্ সোমগিরির্নাম শতশৃঙ্গো মহাদ্রুমঃ ॥ ১৫
তত্র প্রস্থেষু রম্যেষু সিংহাঃ পক্ষগমাঃ স্থিতাঃ।
তিমিমৎস্যগজাংশ্চৈব নীড়ান্যারোপয়ন্তি তে ॥ ১৬

জনপদ, বিশাল নগর, পুন্নাগ, বকুল এবং উদ্দালক প্রভৃতি তরুরাজি-সমাকুল কুক্ষিদেশ এবং কেতকষণ্ড-বিশিষ্ট অন্যান্য প্রদেশ সকল পরিভ্রমণ করিয়া সীতার অনুসন্ধান করিবে। পরে সুশীতল সুনির্মল বারি বিশিষ্ট পশ্চিমবাহিনী সরিৎ সকল, তপস্বীদিগের তপোবনসমূহ, কান্তারযুক্ত পর্বত সকল, তথাকার মরুভূমি, অত্যুচ্চ শীতল শিলা, পর্বতসঙ্কুল দুর্গম স্থান সকল অন্বেষণ করিয়া, তথা হইতে পশ্চিমদিকে কিয়দ্দূর যাইয়া তিমি এবং নক্র প্রভৃতি জলজন্তুসমূহে পরিপূর্ণ সমুদ্র দেখিতে পাইবে। তৎপরে তোমরা কেতক-বিটপিসমন্বিত, তমালতরুরাজিপরিব্যাপ্ত, নারিকেল-বনে বিহার করিয়া তথায় এবং বেলাতললম্বিত গিরি ও অরণ্যমধ্যে সীতা এবং রাবণের বসস্থান অন্বেষণ করিবে। ১—১২। পরে মুরচীপত্তন, সুরম্য জটাপুর, অবন্তী, অঙ্গলেপা, আলক্ষিত-নামক কানন ও বিশাল রাজ্য এবং নগর সকলে ইতস্ততঃ অনুসন্ধান করিয়া, যেখানে সিন্ধু এবং সাগরের সঙ্গম হইয়াছে, তথায় শতশিখরবিশিষ্ট বৃহৎবৃক্ষসমূহে পরিব্যাপ্ত সোমগিরি মহাপর্বত আছে দেখিতে পাইবে। তাহার প্রস্থভাগে সিংহ-নামক পক্ষী সকল বাস করে এবং তাহারা

তানি নীড়ানি সিংহানাং গিরিশৃঙ্গগতাশ্চ যে।
দৃপ্তাস্তৃপ্তাশ্চ মাতঙ্গাস্তোয়দস্বননিস্বনাঃ।
বিচরন্তি বিশালেঽস্মিন্ তোয়পূর্ণে সমন্ততঃ॥ ১৭
তস্য শৃঙ্গং দিবস্পর্শং কাঞ্চনং চিত্রপাদপম্।
সর্ব্বমাশু বিচেতব্যং কপিভিঃ কামরূপিভিঃ॥ ১৮
কোটিং তত্র সমুদ্রস্য কাঞ্চনীং শতযোজনাম্।
দুর্দ্দর্শাং পারিযাত্রস্য গত্বা দ্রক্ষ্যথ বানরাঃ॥ ১৯
কোট্যস্তত্র চতুর্ব্বিংশদ্‌গন্ধর্ব্বাণাং তপস্বিনাম্।
বসন্ত্যগ্নিনিকাশানাং ঘোরাণাং পাপকর্ম্মণাম্॥ ২০
পাবকার্চ্চিঃপ্রতীকাশাঃ সমবেতাঃ সমন্ততঃ।
নাত্যাসাদয়িতব্যাস্তে বানরৈর্ভীমবিক্রমৈঃ॥ ২১
নাদেয়ঞ্চ ফলং তস্মাদ্দেশাৎ কিঞ্চিৎ প্লবঙ্গমৈঃ।
দুরাসদা হি তে বীরাঃ সত্ত্ববন্তো মহাবলাঃ॥ ২২
ফলমূলানি তে তত্র রক্ষন্তে ভীমবিক্রমাঃ।
তত্র যত্নশ্চ কর্ত্তব্যো মার্গিতব্যা চ জানকী॥ ২৩
ন হি তেভ্যো ভয়ং কিঞ্চিৎ কপিত্বমনুবর্ত্ততাম্।
তত্র বৈদূর্য্যবর্ণাভো বজ্রসংস্থানসংস্থিতঃ॥ ২৪
নানাদ্রুমলতাকীর্ণো বজ্রো নাম মহাগিরিঃ॥ ২৫
শ্রীমান্ সমুদিতস্তত্র যোজনানাং শতং সমম্।
গুহাস্তত্র বিচেতব্যাঃ প্রযত্নেন প্লবঙ্গমাঃ। ২৬
চতুর্ভাগে সমুদ্রস্য চক্রবান্নাম পর্ব্বতঃ।
তত্র চক্রং সহস্রারং নির্ম্মিতং বিশ্বকর্ম্মণা॥ ২৭
তত্র পঞ্চজনং হত্বা হয়গ্রীবঞ্চ দানবম্।
আজহার ততশ্চক্রং শঙ্খঞ্চ পুরুষোত্তমঃ॥ ২৮
তত্র সানুষু রম্যেষু বিশালাসু গুহাসু চ।
রাবণঃ সহ বৈদেহ্যা মার্গিতব্যস্ততস্ততঃ॥ ২৯
যোজনানি চতুঃষষ্টির্বরাহো নাম পর্ব্বতঃ।
সুবর্ণশৃঙ্গঃ সুমহানগাধে বরুণালয়ে॥ ৩০
তত্র প্রাগ্‌জ্যোতিষং নাম জাতরূপময়ং পুরম্।
তস্মিন্ বসতি দুষ্টাত্মা নরকো নাম দানবঃ॥ ৩১
তত্র সানুষু রম্যেষু বিশালাসু গুহাসু চ।
রাবণঃ সহ বৈদেহ্যা মার্গিতব্যস্ততস্ততঃ॥ ৩২
তমতিক্রম্য শৈলেন্দ্রং কাঞ্চনান্তরদর্শনম্।
পর্ব্বতঃ সর্ব্বসৌবর্ণো ধারাপ্রস্রবণাযুতঃ॥ ৩৩
তং গজাশ্চ বরাহাশ্চ সিংহা ব্যাঘ্রাশ্চ সর্ব্বতঃ।
অভিগর্জ্জন্তি সততং তেন শব্দেন দর্পিতাঃ॥ ৩৪
যস্মিন্ হরিহয়ঃ শ্রীমান্ মহেন্দ্রঃ পাকশাসনঃ।

তিমিমৎস্য, হস্তী প্রভৃতি বৃহৎকায় জন্তু সকলকে তাহাদের নীড়ে আনয়ন করিয়া থাকে। পরন্তু যখন সেই পর্ব্বতের প্রস্থভাগ জলদ্বারা সম্যক্‌রূপে প্লাবিত হয়, তখন মেঘের ন্যায় গর্জ্জনকারী মত্তমাতঙ্গগণ পর্ব্বতের শিখরদেশে উঠিয়া সেই পক্ষীদিগের নীড়ে বিচরণ করে। কামরূপী বানরগণ! তোমরা ত্বরায় সেই পর্ব্বতের সুবর্ণকান্তি রমণীয় বৃক্ষসমন্বিত, গগন-স্পর্শী শিখর সকল অন্বেষণ করিবে। পরন্তু তোমরা সেই পর্ব্বতে যাইয়া সাগরমধ্যে পারিযাত্র পর্ব্বতের যে শতযোজনপরিমিত দুর্দ্দর্শ সুবর্ণময় শিখর দেখিতে পাইবে, তথায় চতুর্ব্বিংশতি কোটি অগ্নির ন্যায় তেজস্বী, ভীমকর্ম্মা, শত্রুসংহারকারী, তপোবল-সম্পন্ন গন্ধর্ব্ব-গণ বাস করিয়া থাকে। ভীমপরাক্রম বানরগণ বহ্নিশিখার ন্যায় সমুজ্জ্বল সেই সমবেত গন্ধর্ব্বগণের যেন কোন অনিষ্ট না করে এবং তথাকার ফলমূলাদি যেন কিছুই গ্রহণ না করে। কারণ তথায় সেই দুরাসদ, মহাবল, ভীমপরাক্রম গন্ধর্ব্বগণ ফলমূল সকল রক্ষা করিয়া থাকে। তোমরা তথায় বিশেষ যত্নপূর্ব্বক সীতার অনুসন্ধান করিবে; তোমরা বানরজাতি, গন্ধর্ব্বগণ হইতে তোমাদিগের কোন ভয় নাই। ১৬—২৪। বানরগণ! বৈদূর্য্য মণির ন্যায় বর্ণযুক্ত, বজ্রের ন্যায় কঠিন, নানাবিধ তরু এবং লতাজালে সমাকীর্ণ পরম সৌন্দর্য্যশালী বজ্র নামে এক মহাভূধর আছে, উহা শতযোজন বিস্তৃত; তাহার গুহা সকলে তোমরা সম্যক্ যত্নের সহিত জানকীকে অন্বেষণ করিবে। আর সমুদ্রের চতুর্থভাগে চক্রবান্ নামক যে গিরি বিদ্যমান আছে, তথায় বিশ্বকর্ম্মানির্ম্মিত সহস্র-অর-বিশিষ্ট চক্র এবং অশ্বের ন্যায় গ্রীবাশালী পঞ্চজন-নামক দানব ছিল। পুরুষোত্তম কৃষ্ণ সেই দানবকে বধ করিয়া তথা হইতে চক্র এবং পাঞ্চজন্য শঙ্খ আনিয়াছিলেন। তোমরা সেই গিরিবরের সুরম্য সানু সকল এবং গুহা-সমূহমধ্যে বিদেহরাজ-কুমারী এবং রাবণের অনুসন্ধান করিবে। পরে অতলস্পর্শ বরুণালয় সমুদ্রমধ্যে চতুঃষষ্টি যোজনবিস্তৃত সুবর্ণ-শিখরবিশিষ্ট বরাহনামক মহাপর্ব্বত দেখিতে পাইবে। তথায় প্রাগ্‌জ্যোতিষ নামে কাঞ্চন-নির্ম্মিত পুরী বর্ত্তমান আছে; সেই পুরীমধ্যে নরক-নামক দুরাত্মা দানব বাস করিয়া থাকে। সেই পর্ব্ব-তেরও রমণীয় সানু এবং বিপুল গুহামধ্যে সীতা এবং রাবণের অনুসন্ধান করিবে। ২৫—৩২। পরে সেই হেমগর্ভ গিরিবর বরাহ পর্ব্বতকে অতিক্রম করিয়া নির্ঝরধারা এবং প্রস্রবণবিশিষ্ট সর্ব্বাঙ্গসুন্দর কাঞ্চন-ময় সৌবর্ণ নামক পর্ব্বত দেখিতে পাইবে। তথায় হস্তী, বরাহ, সিংহ এবং ব্যাঘ্র সকল নিজ নিজ প্রতি-ধ্বনিতে দর্পিত হইয়া চারিদিকে গর্জ্জন করিতে থাকে। সেই পর্ব্বতেই হরিহয় পাকশাসন শ্রীমান্

অভিষিক্তঃ সুরৈ রাজা মেঘো নাম স পর্ব্বতঃ ॥ ৩৫
তমতিক্রম্য শৈলেন্দ্রং মহেন্দ্রপরিপালিতম্।
ষষ্টিং গিরিসহস্রাণি কাঞ্চনানি গমিষ্যথ ॥ ৩৬
তরুণাদিত্যবর্ণানি ভ্রাজমানানি সর্ব্বশঃ।
জাতরূপময়ৈর্ব্বৃক্ষৈঃ শোভিতানি সুপুষ্পিতৈঃ ॥ ৩৭
তেষাং মধ্যে স্থিতো রাজা মেরুরুত্তমপর্ব্বতঃ।
আদিত্যেন প্রসন্নেন শৈলো দত্তবরঃ পুরা ॥ ৩৮
তেনৈবমুক্তঃ শৈলেন্দ্রঃ সর্ব্ব এব ত্বদাশ্রয়াঃ।
মৎপ্রসাদাৎ ভবিষ্যন্তি দিবা রাত্রৌ চ কাঞ্চনাঃ ॥ ৩৯
ত্বয়ি যে চাপি বৎস্যন্তি দেবগন্ধর্ব্বদানবাঃ।
তে ভবিষ্যন্তি ভক্তাশ্চ প্রভয়া কাঞ্চনপ্রভাঃ ॥ ৪০
বিশ্বেদেবাশ্চ বসবো মরুতশ্চ দিবৌকসঃ।
আগত্য পশ্চিমাং সন্ধ্যাং মেরুমুত্তমপর্ব্বতম্ ॥ ৪১
আদিত্যমুপতিষ্ঠন্তি তৈশ্চ সূর্য্যোঽভিপূজিতঃ।
অদৃশ্যঃ সর্ব্বভূতানামস্তং গচ্ছতি পর্ব্বতম্ ॥ ৪২
যোজনানাং সহস্রাণি দশ তানি দিবাকরঃ।
মুহূর্ত্তার্দ্ধেন তং শীঘ্রমভিযাতি শিলোচ্চয়ম্ ॥ ৪৩
শৃঙ্গে তস্য মহদ্দিব্যং ভবনং সূর্য্যসন্নিভম্।
প্রাসাদগণসম্বাধং বিহিতং বিশ্বকর্ম্মণা ॥ ৪৪
শোভিতং তরুভিশ্চিত্রৈর্নানাপক্ষিসমাকুলৈঃ।
নিকেতং পাশহস্তস্য বরুণস্য মহাত্মনঃ ॥ ৪৫
অন্তরা মেরুমস্তঞ্চ তালো দশশিরা মহান্।
জাতরূপময়ঃ শ্রীমান্ ভ্রাজতে চিত্রবেদিকঃ ॥ ৪৬
তেষু সর্ব্বেষু দুর্গেষু সরঃসু চ সরিৎসু চ।
রাবণঃ সহ বৈদেহ্যা মার্গিতব্যস্ততস্ততঃ ॥ ৪৭
যত্র তিষ্ঠতি ধর্ম্মজ্ঞস্তপসা স্বেন ভাবিতঃ।
মেরুসাবর্ণিমিত্যেষ খ্যাতো বৈ ব্রহ্মণা সমঃ ॥ ৪৮
প্রষ্টব্যো মেরুসাবর্ণির্মহর্ষিঃ সূর্য্যসন্নিভঃ।
প্রণম্য শিরসা ভূমৌ প্রবৃত্তিং মৈথিলীং প্রতি ॥ ৪৯
এতাবজ্জীবলোকস্য ভাস্করো রজনীক্ষয়ে।
কৃত্বা বিতিমিরং সর্ব্বমস্তং গচ্ছতি পর্ব্বতে ॥ ৫০
এতাবদ্বানরৈঃ শক্যং গন্তুং বানরপুঙ্গবাঃ।
অভাস্করমমর্য্যাদং ন জানীমস্ততঃপরম্ ॥ ৫১
অধিগম্য তু বৈদেহীং নিলয়ং রাবণস্য চ।
অস্তং পর্ব্বতমাসাদ্য পূর্ণে মাসে নিবর্ত্তত ॥ ৫২
ঊর্দ্ধং মাসান্ন বস্তব্যং বসন্ বধ্যো ভবেন্মম।
সহৈব শূরো যুষ্মাভিঃ শ্বশুরো মে গমিষ্যতি ॥ ৫৩

ইনি দেবতাগণ কর্ত্তৃক অভিষিক্ত হইয়াছিলেন; ইহার অন্য নাম মেঘ। তোমরা মহেন্দ্র-পরিপালিত সেই গিরিবর সৌবর্ণ পর্ব্বত অতিক্রম করিয়া তরুণ সূর্য্যের ন্যায় দীপ্তিমান, সুন্দর পুষ্পময় হৈম বৃক্ষসমূহে সুশোভিত সুবর্ণময় ষষ্টিসহস্র পর্ব্বত দেখিতে পাইবে। সেই পর্ব্বতসমূহের মধ্যস্থানে অতি রমণীয় পর্ব্বতরাজ মেরুর ন্যায় সাবর্ণিমেরু নামে কাঞ্চনময় এক পর্ব্বত আছে। পুরাকালে সূর্য্য তাহার প্রতি প্রীত হইয়া তাহাকে এইরূপ বর দিয়াছিলেন যে, 'আমার বর-প্রভাবে তুমি সকলের আশ্রয়রূপে পরিগণিত হইবে এবং তোমাকে আশ্রয় করিয়া যে সকল দেবতা, দানব এবং গন্ধর্ব্বগণ তোমাতে বাস করিবেন, তাঁহারা আমার ভক্ত হইবেন, দিবারাত্র স্বর্ণতুল্য প্রভা-শালী থাকিবেন।' অপিচ বিশ্বদেবগণ, বসুগণ এবং মরুদ্গণ প্রভৃতি দেবতারা সেই রমণীয় মেরু পর্ব্বতে আসিয়া পশ্চিম-সন্ধ্যা সময়ে সূর্য্যের উপাসনা করিয়া থাকেন এবং সূর্য্য সেই দেবতাগণকর্ত্তৃক পূজিত ও সকল প্রাণীর অদৃশ্য হইয়া সেই পর্ব্বতে অস্ত যান। দিবাকর অর্দ্ধমুহূর্ত্তমধ্যে দশ-সহস্রযোজন অস্তাচল অতিক্রম করিয়া অতি সত্বর সেই শিলোচ্চয়ে যাইয়া থাকেন। ৩৫—৪৩। বিশ্বকর্ম্মা সেই পর্ব্বতের শিখরোপরি সূর্য্যের ন্যায় সমুজ্জ্বল অতি বৃহৎ রমণীয় ভবন প্রস্তুত করিয়াছেন; প্রাসাদমালাপরিব্যাপ্ত, রমণীয় বৃক্ষরাজি-সুশোভিত, বহুবিধ-পক্ষিসমূহে সমাকুল সেই ভবনে পাশধারী মহাত্মা বরুণদেব বাস করেন বলিয়া তাহাকে বরুণালয় বলে। সেই অস্তাচল মেরুমধ্যে মনোহর বেদিসমন্বিত, হেমময়, দশস্কন্ধ পরম সুন্দর একটী তালবৃক্ষ বিরাজ করিতেছে। তেমনি পূর্ব্বোক্ত এই সকল দুর্গ স্থলে এবং সরোবর ও নদীমধ্যে সর্ব্বত্রই বৈদেহী এবং রাবণের অন্বেষণ করিবে। আর সেই মেরুপর্ব্বতে ধর্ম্মশীল তপোনিষ্ঠ, প্রজাপতির ন্যায় মেরুসাবর্ণিনামক এক মহর্ষি বাস করিয়া থাকেন। ভূতলে মস্তক স্থাপনপূর্ব্বক সূর্য্যতুল্য তেজস্বী সেই ঋষিকে প্রণাম করিয়া মৈথিলী সীতার বিষয় জিজ্ঞাসা করিবে। রাত্রি-শেষে উদয়াচল হইতে মেরুসাবর্ণি পর্য্যন্ত সূর্য্য সমস্ত জীবলোক প্রকাশিত করিয়া অবশেষে মেরু পর্ব্বতে অস্ত যান। ৪৪—৫০। বানরপুঙ্গবগণ! তোমরা এই স্থান পর্য্যন্ত যাইতে পারিবে, ইহার পরপ্রদেশে সূর্য্যের গতি নাই এবং সীমা নির্দ্দিষ্ট নাই; সুতরাং তাহার বিষয় আমিও জানি না। অস্তাচলে গিয়া তথায় রাবণের বাসস্থান এবং বৈদেহীর সমাচার অবগত হইয়া মাসমধ্যে তথা হইতে ফিরিয়া আসিবে। মাসের অধিক থাকিতে পাইবে না; যদ্যপি এক মাস অতীত হয়, তাহা হইলে তোমাদিগের প্রাণ দণ্ড

শ্রোতব্যং সর্ব্বমেতস্য ভবদ্ভির্দিষ্টকারিভিঃ।
গুরুরেষ মহাবাহুঃ শ্বশুরো মে মহাবলঃ ॥ ৫৪
ভবন্তশ্চাপি বিক্রান্তাঃ প্রমাণং সর্ব্ব এব হি।
প্রমাণমেনং সংস্থাপ্য পশ্যধ্বং পশ্চিমাং দিশম্ ॥ ৫৫
কৃতকৃত্যা ভবিষ্যামঃ কৃতস্য প্রতিকর্ম্মণা।
অতোঽন্যদপি যৎকার্য্যং কার্য্যস্যাস্য প্রিয়ং ভবেৎ।
সম্প্রধার্য্য ভবদ্ভিশ্চ দেশকালার্থসংহিতম্ ॥ ৫৬
ততঃ সুষেণপ্রমুখাঃ প্লবঙ্গমাঃ
সুগ্রীববাক্যং নিপুণং নিশম্য।
আমন্ত্র্য সর্ব্বে প্লবগাধিপাস্তে
জগ্মুর্দিশং তাং বরুণাভিগুপ্তাম্ ॥ ৫৭
ইতি কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ডে দ্বিচত্বারিংশঃ সর্গঃ ॥ ৪২ ॥

ত্রিচত্বারিংশঃ সর্গঃ।

ততঃ সন্দিশ্য সুগ্রীবঃ শ্বশুরং পশ্চিমাং দিশম্।
বীরং শতবলং নাম বানরং বানরেশ্বরঃ ॥ ১
উবাচ রাজা সর্ব্বজ্ঞঃ সর্ব্ববানরসত্তমঃ।
বাক্যমাত্মহিতঞ্চৈব রামস্য চ হিতং সদা ॥ ২
বৃতঃ শতসহস্রেণ ত্বদ্বিধানাং বনৌকসাম্।
বৈবস্বতসুতৈঃ সার্দ্ধং প্রতিষ্ঠস্ব স্বমন্ত্রিভিঃ ॥ ৩
দিশং হ্যুদীচীং বিক্রান্ত হিমশৈলাবতংসিকাম্।
সর্ব্বতঃ পরিমার্গধ্বং রামপত্নীং যশস্বিনীম্ ॥ ৪
অস্মিন্ কার্য্যে বিনির্বৃত্তে কৃতে দাশরথেঃ প্রিয়ে।
ঋণান্মুক্তা ভবিষ্যামঃ কৃতার্থার্থবিদাং বর ॥ ৫
কৃতং হি প্রিয়মস্মাকং রাঘবেণ মহাত্মনা।
তস্য চেৎ প্রতিকারোঽস্তি সফলং জীবিতং ভবেৎ ॥ ৬
অর্থিনঃ কার্য্যনির্বৃত্তিমকর্ত্তুরপি যশ্চরেৎ।
তস্য স্যাৎ সফলং জন্ম কিং পুনঃ পূর্ব্বকারিণঃ ॥ ৭
এতাং বুদ্ধিং সমাস্থায় দৃশ্যতে জানকী যথা।
তথা ভবদ্ভিঃ কর্ত্তব্যমস্মৎপ্রিয়হিতৈষিভিঃ ॥ ৮
অয়ং হি সর্ব্বভূতানাং মান্যস্তু নরসত্তমঃ।
অস্মাসু চ গতঃ প্রীতিং রামঃ পরপুরঞ্জয়ঃ ॥ ৯
ইমানি বনদুর্গাণি নদ্যঃ শৈলান্তরাণি চ।
ভবন্তঃ পরিমার্গন্তু বুদ্ধিবিক্রমসম্পদা ॥ ১০
তত্র ম্লেচ্ছান্ পুলিন্দাংশ্চ শূরসেনাংস্তথৈব চ।
প্রস্থলান্ ভরতাংশ্চৈব কুরূংশ্চ সহ মদ্রকৈঃ ॥ ১১

হইবে। আমার শ্বশুর বীরশ্রেষ্ঠ সুষেণ তোমাদিগকে সঙ্গে লইয়া যাইবেন; তোমরা ইঁহার আদেশানুবর্ত্তী হইয়া চলিবে এবং আমার শ্বশুর এই মহাবাহু প্রভূত-বলশালী সুষেণকে গুরুর ন্যায় মনে করিবে। ৫১—৫৪। অপিচ বিক্রমশালী বানরগণ! তোমরা সকলেই কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য অবধারণ করিতে পারিলেও এই সুষেণকে কর্ত্তব্যজ্ঞ বিবেচনা করিয়া পশ্চিমদিক্ অনুসন্ধান করিবে। আমরা সীতার অন্বেষণ করত রামকৃত উপকারের প্রত্যুপকার করিয়া কৃতকৃতার্থ হইব; রাবণ-বধ পর্য্যন্ত যে কোন কার্য্য ইহা অপেক্ষা রামের প্রিয়তর হইবে, তাহা দেশ কাল এবং অর্থ অনুসারে তোমাদিগের সহিত মন্ত্রণাপূর্ব্বক সম্পন্ন করা যাইবে। পরে সুষেণ প্রভৃতি বানরগণ, সুগ্রীবের আদেশ সম্যক্‌রূপে অবগত হইয়া সকলেই পরস্পর আমন্ত্রণ করত বরুণপালিত পশ্চিমদিকে প্রস্থান করিল। ৫৫—৫৭।

ত্রিচত্বারিংশ সর্গ।

সর্ব্ববানর-সত্তম দেশবৃত্তান্তাভিজ্ঞ বানররাজ সুগ্রীব তাঁহার শ্বশুর সুষেণকে পশ্চিমদিকে প্রেরণ করিয়া মহাবীর শতবলনামক বানরকে আপনার এবং রামের হিতকর বাক্য বলিলেন, তুমি তোমার ন্যায় বন-বাসী শতসহস্র বানর সৈন্যে সুসজ্জিত হইয়া যম-পুত্রপ্রভৃতি মন্ত্রিবর্গের সহিত শিরোভূষণভূত হিমালয়-সন্নিহিত, উত্তর দিকে যাইয়া যশস্বিনী রামপত্নী সীতাকে অনুসন্ধান করিবে। ১—৪। অর্থবিত্তম! দশরথ-তনয় রামের পরম প্রিয়তমা সীতার অন্বেষণ কার্য্য তোমাদের দ্বারা সম্পাদিত হইলে আমরা ঋণ হইতে মুক্ত এবং কৃতকৃতার্থ হই। মহাত্মা রাম আমাদিগের যৎপরোনাস্তি উপকার করিয়াছেন, তাঁহার এই প্রত্যুপকার করিলে, আমাদিগের জীবন সার্থক হইবে। যিনি পূর্ব্বে কোন উপকার করেন নাই, এরূপ প্রয়োজনার্থী ব্যক্তির উপকার করিলে যখন উপকারী ব্যক্তির জীবন সার্থক হয়, তখন, যিনি পূর্ব্বে উপকার করিয়াছেন, তাঁহার প্রত্যুপকার করিলে যে কি হয় তাহা বলা যায় না। ৫—৭। বানরগণ! তোমরা আমার প্রিয়-হিতৈষী; সুতরাং যে উপায় দ্বারা জনকনন্দিনী সীতার সন্ধান পাও, তাহাই তোমাদিগের অবশ্য কর্ত্তব্য; কারণ, এই পরপুর-বিজয়ী নরোত্তম সমগ্র প্রাণিগণের মান্য রাম আমা-দিগকে নিতান্ত প্রিয় মনে করিয়া থাকেন; সুতরাং আমি তোমাদিগকে যে সকল দুর্গ নদী এবং পর্ব্বত প্রভৃতির বিষয় বলিতেছি, তোমরা বুদ্ধি এবং বিক্রম অনুসারে সেই সকল স্থানে সীতার অন্বেষণ করিবে; আর সেই উত্তরদিকে ম্লেচ্ছ, পুলিন্দ, শূরসেন, প্রস্থল, ভরত,

কাম্বোজযবনাংশ্চৈব শকানাং পত্তনানি চ।
অন্বীক্ষ্য বরদাংশ্চৈব হিমবন্তং বিচিন্বথ ॥ ১২
লোধ্রপদ্মকষণ্ডেষু দেবদারুবনেষু চ।
রাবণঃ সহ বৈদেহ্যা মার্গিতব্যস্ততস্ততঃ ॥ ১৩
ততঃ সোমাশ্রমং গত্বা দেবগন্ধর্ব্বসেবিতম্।
কালং নাম মহাসানুং পর্ব্বতং তং গমিষ্যথ ॥ ১৪
মহৎসু তস্য শৈলেষু পর্ব্বতেষু গুহাসু চ।
বিচিনুত মহাভাগাং রামপত্নীমনিন্দিতাম্ ॥ ১৫
তমতিক্রম্য শৈলেন্দ্রং হেমগর্ভং মহাগিরিম্।
ততঃ সুদর্শনং নাম পর্ব্বতং গন্তুমর্হথ ॥ ১৬
ততো দেবসখা নাম পর্ব্বতঃ পতগালয়ঃ।
নানাপক্ষিসমাকীর্ণো বিবিধদ্রুমভূষিতঃ ॥ ১৭
তস্য কাননষণ্ডেষু নির্ঝরেষু গুহাসু চ।
রাবণঃ সহ বৈদেহ্যা মার্গিতব্যস্ততস্ততঃ ॥ ১৮
তমতিক্রম্য চাকাশং সর্ব্বতঃ শতযোজনম্।
অপর্ব্বতনদীবৃক্ষং সর্ব্বসত্ত্ববিবর্জ্জিতম্ ॥ ১৯
তন্তু শীঘ্রমতিক্রম্য কান্তারং রোমহর্ষণম্।
কৈলাসং পাণ্ডুরং প্রাপ্য হৃষ্টা যূয়ং ভবিষ্যথ ॥ ২০
তত্র পাণ্ডুরমেঘাভং জাম্বূনদপরিষ্কৃতম্।
কুবেরভবনং রম্যং নির্ম্মিতং বিশ্বকর্ম্মণা ॥ ২১
বিশালা নলিনী যত্র প্রভূতকমলোৎপলা।
হংসকারণ্ডবাকীর্ণা অপ্সরোগণসেবিতা ॥ ২২
তত্র বৈশ্রবণো রাজা সর্ব্বলোকনমস্কৃতঃ।
ধনদো রমতে শ্রীমান্ গুহ্যকৈঃ সহ যক্ষরাট্ ॥ ২৩
তস্য চন্দ্রনিকাশেষু পর্ব্বতেষু গুহাসু চ।
রাবণঃ সহ বৈদেহ্যা মার্গিতব্যস্ততস্ততঃ ॥ ২৪
ক্রৌঞ্চন্তু গিরিমাসাদ্য বিলং তস্য সুদুর্গমম্।
অপ্রমত্তৈঃ প্রবেষ্টব্যং দুষ্প্রবেশং হি তৎ স্মৃতম্ ॥ ২৫
বসন্তি হি মহাত্মানস্তত্র সূর্য্যসমপ্রভাঃ।
দেবৈরভ্যর্থিতাঃ সম্যগ্দেবরূপা মহর্ষয়ঃ ॥ ২৬
ক্রৌঞ্চস্য তু গুহাশ্চান্যাঃ সানূনি শিখরাণি চ।
দর্দ্দরাশ্চ নিতম্বাশ্চ বিচেতব্যাস্ততস্ততঃ ॥ ২৭
অবৃক্ষং কামশৈলঞ্চ মানসং বিহগালয়ম্।
ন গতিস্তত্র ভূতানাং ন দেবানাং ন রক্ষসাম্ ॥ ২৮
স চ সর্ব্বৈর্বিচেতব্যঃ সসানুপ্রস্থভূধরঃ।
ক্রৌঞ্চং গিরিমতিক্রম্য মৈনাকো নাম পর্ব্বতঃ ॥ ২৯
ময়স্য ভবনং তত্র দানবস্য স্বয়ংকৃতম্।
মৈনাকস্তু বিচেতব্যঃ সসানুপ্রস্থকন্দরঃ ॥ ৩০

কুরু, মদ্র, কাম্বোজ যবন এবং বরদপ্রভৃতি, দেশ সকল এবং ম্লেচ্ছদিগের গৃহসকল পর্য্যবেক্ষণ করিয়া পরিশেষে হিমালয় পর্ব্বতে অন্বেষণ করিবে ও হিমালয়ের লোধ্র এবং পদ্মকাননসমন্বিত প্রদেশে এবং দেবদারু-বনমধ্যে বৈদেহী ও রাবণের অন্বেষণ করিবে। ৮—১৩। তৎপরে দেবতা এবং গন্ধর্ব্বগণ-নিষেবিত সোমাশ্রমে যাইয়া তথায় উৎকৃষ্ট সানুমান্ কালনামক পর্ব্বত পার হইবে। তাহার বৃহৎ গণ্ড-পর্ব্বত এবং গুহামধ্যে মহাভাগা রামভার্য্যা সীতাকে অনুসন্ধান করিবে। পরে হেমগর্ভ মহাগিরি পর্ব্বত-শ্রেষ্ঠ সেই কালনামক শৈল অতিক্রম করিয়া সুদর্শন পর্ব্বতে যাইতে হইবে। পরে তথা হইতে নানাবিধ-পক্ষিগণসমাকুল নানাবৃক্ষরাজিবিভূষিত পক্ষিগণের আবাসভূত দেবসখানামক পর্ব্বতে যাইয়া তাহার সুবর্ণময় কানন, নির্ঝর এবং গুহামধ্যে সর্ব্বত্র বৈদেহী ও রাবণের অন্বেষণ করিবে। ১৪—১৮। তাহা অতি-ক্রম করিয়া পর্ব্বত, নদী বৃক্ষ ও প্রাণিশূন্য চারিদিকে শতযোজনবিস্তৃত এক প্রদেশে যাইবে; এবং অবি-লম্বেই তাহা অতিক্রম করিয়া দুর্গম-রোমহর্ষণকারী পাণ্ডুবর্ণ কৈলাস পর্ব্বতে যাইয়া আনন্দিত হইবে। সেই কৈলাস পর্ব্বতে কুবেরের পাণ্ডুরবর্ণ পরিষ্কৃত বিশ্ব-কর্ম্ম নির্ম্মিত রমণীয় ভবন আছে, তাহার নিকটে প্রচুর কমল ও উৎপলশোভিত, হংস ও কারণ্ডবসমূহে সমাকুল অপ্সরাগণ-নিষেবিত অতি বিস্তৃত এক সরো-বর আছে। সর্ব্বলোক প্রণম্য ধনপতি যক্ষেশ্বর শ্রীমান্ কুবের গুহ্যকগণের সহিত তথায় নিত্যক্রীড়া করিয়া থাকেন। তোমরা সেই সরোবর এবং কৈলা-সের নিকটস্থ চন্দ্রতুল্য শুভ্র শৈল ও গুহামধ্যে চারিদিকে বিদেহরাজনন্দিনী এবং রাবণের অন্বেষণ করিবে। ১৯—২৪। পরে ক্রৌঞ্চগিরিতে যাইয়া অবহিতচিত্তে তাহার দুর্গম গুহামধ্যে প্রবেশ করিবে; কেননা তথায় সহজে প্রবেশ করা যায় না। সেই গুহাতে প্রবেশ করা দুঃসাধ্য; কারণ, সূর্য্যবদ্দীপ্তি-শালী, দেবতাগণের পূজ্য দেবরূপী মহাত্মা মহর্ষি-গণ তথায় বাস করিয়া থাকেন। পরন্তু সেই ক্রৌঞ্চ পর্ব্বতের অন্যান্য গুহা, সানু, শিখর, নিতম্ব এবং তথাকার গ্রামসকল সতর্কতার সহিত অন্বেষণ করিবে। অপিচ সেই ক্রৌঞ্চপর্ব্বতের নিকটস্থ বৃক্ষহীন কাম-শৈল এবং বিহঙ্গগণের আলয় মানসনামক যে পর্ব্বত দেখিতে পাইবে, কি মনুষ্য কি রাক্ষস, এমন কি দেবতাগণও সেই পর্ব্বতে যাইতে পারেন না; সুতরাং তোমরা সকলে সম্মিলিত হইয়া সেই মানসগিরির সানু, প্রস্থ এবং তাহার নিকটস্থ পর্ব্বত সকল অন্বেষণ করিবে। পরে ক্রৌঞ্চপর্ব্বত অতিক্রম করিয়া মৈনাকপর্ব্বতে

স্ত্রীণামশ্বমুখীনাস্তু নিকেতস্তত্র তত্র তু।
তং দেশং সমতিক্রম্য আশ্রমং সিদ্ধসেবিতম্ ॥ ৩১
সিদ্ধা বৈখানসা যত্র বালখিল্যাশ্চ তাপসাঃ।
বন্দিতব্যাস্ততঃ সিদ্ধাস্তপসা বীতকল্মষাঃ।
প্রষ্টব্যা চাপি সীতায়াঃ প্রবৃত্তির্বিনয়ান্বিতৈঃ ॥ ৩২
হেমপুষ্করসঞ্ছন্নং তত্র বৈখানসং সরঃ।
তরুণাদিত্যসঙ্কাশৈর্হংসৈর্বিচরিতং শুভৈঃ ॥ ৩৩
ঔপবাহ্যঃ কুবেরস্য সার্ব্বভৌম ইতি স্মৃতঃ।
গজঃ পর্য্যেতি তং দেশং সদা সহ করেণুভিঃ ॥ ৩৪
তং সরঃ সমতিক্রম্য নষ্টচন্দ্রদিবাকরম্।
অনক্ষত্রগণং ব্যোম নিষ্পয়োদমনাদিতম্ ॥ ৩৫
গভস্তিভিরিবার্কস্য স তু দেশঃ প্রকাশতে।
বিশ্রাম্যদ্ভিস্তপঃসিদ্ধৈর্দেবকল্পৈঃ স্বয়ম্প্রভৈঃ ॥ ৩৬
তন্তু দেশমতিক্রম্য শৈলোদা নাম নিম্নগা।
উভয়োস্তীরয়োস্তস্যাঃ কীচকা নাম বেণবঃ ॥ ৩৭
তে নয়ন্তি পরং তীরং সিদ্ধান্ প্রত্যানয়ন্তি চ।
উত্তরাঃ কুরবস্তত্র কৃতপুণ্যপ্রতিশ্রয়াঃ ॥ ৩৮
ততঃ কাঞ্চনপদ্মাভিঃ পদ্মিনীভিঃ কৃতোদকাঃ।
নীলবৈদূর্য্যপত্রাঢ্যা নদ্যস্তত্র সহস্রশঃ ॥ ৩৯
রক্তোৎপলবনৈশ্চাত্র মণ্ডিতাশ্চ হিরণ্ময়ৈঃ ॥ ৪০
তরুণাদিত্যসঙ্কাশা ভান্তি তত্র জলাশয়াঃ।
মহার্হমণিরত্নৈশ্চ কাঞ্চনপ্রভকেশরৈঃ ॥ ৪১
নীলোৎপলবনৈশ্চিত্রৈঃ স দেশঃ সর্ব্বতো বৃতঃ।
নিস্তলাভিশ্চ মুক্তাভির্মণিভিশ্চ মহাধনৈঃ ॥ ৪২
উদ্ভূতপুলিনাস্তত্র জাতরূপৈশ্চ নিম্নগাঃ।
সর্ব্বরত্নময়ৈশ্চিত্রৈরবগাঢ়া নগোত্তমৈঃ ॥ ৪৩
জাতরূপময়ৈশ্চাপি হুতাশনসমপ্রভৈঃ।
নিত্যপুষ্পফলাস্তত্র নগাঃ পত্ররথাকুলাঃ ॥ ৪৪
দিব্যগন্ধরসস্পর্শাঃ সর্ব্বকামান্ স্রবন্তি চ।
নানাকারাণি বাসাংসি ফলন্ত্যন্যে নগোত্তমাঃ ॥ ৪৫
মুক্তাবৈদূর্য্যচিত্রাণি ভূষণানি তথৈব চ।
স্ত্রীণাং যান্যনুরূপাণি পুরুষাণাং তথৈব চ ॥ ৪৬
সর্ব্বর্ত্তুসুখসেব্যানি ফলন্ত্যন্যে নগোত্তমাঃ।
মহার্হাণি চিত্রাণি ফলন্ত্যন্যে নগোত্তমাঃ।
শয়নানি প্রসূয়ন্তে চিত্রাস্তরণবন্তি চ।
মনঃকান্তানি মাল্যানি ফলন্ত্যত্রাপরে দ্রুমাঃ ॥ ৪৮
পানানি চ মহার্হাণি ভক্ষ্যাণি বিবিধানি চ।

যাইয়া তত্রত্য ময়দানব নির্ম্মিত ভবন এবং সানু, প্রস্থ ও গুহাসকল অন্বেষণ করিবে; আর মৈনাকের সানু, প্রস্থ এবং কন্দর প্রভৃতি যে যে স্থানে অশ্বমুখী কিন্নরীদিগের বাসস্থান আছে, তোমরা সেই সকল স্থান অন্বেষণপূর্ব্বক তাহা অতিক্রম করিয়া যেস্থানে সিদ্ধ বৈখানস এবং বালখিল্য প্রভৃতি পুণ্যাত্মা তপস্বিগণ বাস করিয়া থাকেন, সেই সিদ্ধগণসেবিত আশ্রমে যাইয়া পুণ্যাত্মা তপস্বিগণকে বন্দনা করিয়া সবিনয়ে সীতার বিষয় জিজ্ঞাসা করিবে। সেই সিদ্ধাশ্রমে সুবর্ণময়-পদ্মরাজিপরিবৃত, তরুণসূর্য্যের ন্যায় সমুজ্জ্বল হংসসমূহ সেবিত বৈখানসনামক সরোবর আছে, যক্ষপতি কুবেরের বাহন সার্ব্বভৌমনামক গজরাজ হস্তিনীদিগের সহিত নিয়ত সরোবরে বিচরণ করিয়া থাকে। তোমরা সেই সরোবর অতিক্রম করিয়া চন্দ্র, সূর্য্য, তারকা এবং মেঘশূন্য প্রদেশে যাইবে ২৫—৩৫। সেই প্রদেশ সূর্য্যকিরণের ন্যায় স্বয়ম্প্রভ দেবতুল্য সুখোপবিষ্ট তপস্বী সিদ্ধগণদ্বারা প্রকাশ পাইতেছে। পরে সেই স্থান অতিক্রম করিয়া শৈলোদানাম্নী নদী দেখিতে পাইবে; সেই নদীর দুই তীরে কীচক নামে যে সকল বেণুবংশ আছে, সিদ্ধগণ তাহাদ্বারা নদীর পারাপার করিয়া থাকেন। উত্তরকুরুদেশ সেই নদীর নিকটবর্ত্তী; সেই দেশে পুণ্যাত্মা ব্যক্তিরা বাস করিয়া থাকেন। তথায় কাঞ্চনময় পদ্মিনীসমূহে সুশোভিত নীলবৈদূর্য্যনামাঙ্কিত অতি ধারা বিরাজিত সহস্র সহস্র সরিৎ এবং হিরণ্ময় রক্তোৎপলদ্বারা অলঙ্কৃত, বাল সূর্য্যের ন্যায় প্রভাবশালী জলাশয়সমূহ শোভা পাইতেছে। অপিচ সেই দেশ মহামূল্য মণি এবং রত্নদ্বারা ও হেমপ্রভ কেশরশালী মনোহর নীলকমল বনদ্বারা চতুর্দ্দিকে বেষ্টিত হইয়া রহিয়াছে। তথাকার নদীসকল বর্ত্তুলাকার অত্যুৎকৃষ্ট মুক্তা, মহামূল্য মণি এবং কাঞ্চনময় পুলিনে আবদ্ধ হইয়া রহিয়াছে এবং তাহার তীর সকল সর্ব্বরত্নময় এবং অগ্নিসম প্রভাবিশিষ্ট স্বর্ণময় সুরম্য তরুরাজিপরিবৃত হইয়া আছে। ৩৬—৪৩। তীরস্থিত তরুসকল নিয়ত ফলপুষ্প-সুশোভিত, বহুবিধ পক্ষিসমূহে পরিব্যাপ্ত এবং দিব্য গন্ধরসস্পর্শবিশিষ্ট এবং তাহারা সকলের কামনা পূর্ণ করিয়া থাকে। অপর তরুসকল স্ত্রী এবং পুরুষদিগের সৌন্দর্য্যের অনুরূপ বিবিধ বস্ত্র, মুক্তা এবং বৈদূর্য্যমণিখচিত বিচিত্র ভূষণরূপ ফল প্রসব করিয়া থাকে। কোন কোন বৃক্ষ ঋতুর অনুরূপ সুস্বাদু ফল প্রসব করিয়া থাকে; কোন বৃক্ষ বা বহুমূল্য বিচিত্র ফল প্রসব করে, কোন কোন বৃক্ষ সুরম্য আস্তরণযুক্ত শয্যা এবং বাঞ্ছিত মাল্য প্রসব করিয়া থাকে; কোন কোন বৃক্ষ বহুমূল্যবান্, নানা

স্ত্রিয়শ্চ গুণসম্পন্না রূপযৌবনলক্ষিতাঃ। ৪৯
গন্ধর্বাঃ কিন্নরাঃ সিদ্ধা নাগবিদ্যাধরাস্তথা।
রমন্তে সহিতাস্তত্র নারীভির্ভাস্বরপ্রভাঃ॥ ৫০
সর্বে সুকৃতকর্মাণঃ সর্বে রতিপরায়ণাঃ।
সর্বে কামার্থসহিতা বসন্তি সহযোষিতঃ॥ ৫১
গীতবাদিত্রনির্ঘোষঃ সোৎকৃষ্টহসিতস্বনঃ।
শ্রূয়তে সততং তত্র সর্বভূতমনোরমঃ॥ ৫২
তত্র না মুদিতঃ কশ্চিন্নাত্র কশ্চিদসৎপ্রিয়ঃ।
অহন্যহনি বর্দ্ধন্তে গুণাস্তত্র মনোরমাঃ॥ ৫৩
তমতিক্রম্য শৈলেন্দ্রমুত্তরঃ পয়সাং নিধিঃ।
তত্র সোমগিরির্নাম মধ্যে হেমময়ো মহান্॥ ৫৪
স তু দেশো বিসূর্য্যোঽপি তস্য ভাসা প্রকাশতে।
সূর্য্যলক্ষ্ম্যাভিবিজ্ঞেয়স্তপতেব বিবস্বতা॥ ৫৫
ভগবাংস্তত্র বিশ্বাত্মা শম্ভুরেকাদশাত্মকঃ।
ব্রহ্মা বসতি দেবেশো ব্রহ্মর্ষিপরিবারিতঃ॥ ৫৬
ন কথঞ্চন গন্তব্যং কুরূণামুত্তরেণ চ
অন্যেষামপি ভূতানাং নানুক্রামতি বৈ গতিঃ॥ ৫৭
স হি সোমগিরির্নাম দেবানামপি দুর্গমঃ।
তমালোক্য ততঃ ক্ষিপ্রমুপাবর্ত্তিতুমর্হথ॥ ৫৮
এতাবদ্বানরৈঃ শক্যং গন্তুং বানরপুঙ্গবাঃ।
অভাস্করমমর্য্যাদং ন জানীমস্ততঃ পরম্॥ ৫৯
সর্ব্বমেতদ্বিচেতব্যং যন্ময়া পরিকীর্ত্তিতম্।
যদন্যদপি নোক্তঞ্চ তত্রাপি ক্রিয়তাং মতিঃ॥ ৬০
ততঃ কৃতং দাশরথের্মহৎ প্রিয়ম্।
মহৎ প্রিয়ঞ্চাপি ততো মম প্রিয়ম্।
কৃতং ভবিষ্যত্যনিলানলোপমা
বিদেহজাদর্শনজেন কর্ম্মণা॥ ৬১
ততঃ কৃতার্থাঃ সহিতাঃ সবান্ধবা
ময়ার্চ্চিতাঃ সর্ব্বগুণৈর্মনোরমৈঃ।
চরিষ্যথোর্ব্বীং প্রতিশান্তশত্রবঃ
সহপ্রিয়া ভূতধরাঃ প্লবঙ্গমাঃ॥ ৬২
ইতি কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ডে ত্রিচত্বারিংশঃ সর্গঃ॥ ৪৩॥

চতুশ্চত্বারিংশ সর্গঃ।

বিশেষেণ তু সুগ্রীবো হনুমত্যর্থমুক্তবান্।
স হি তস্মিন্ হরিশ্রেষ্ঠে নিশ্চিতার্থোঽর্থসাধনে॥ ১
অব্রবীচ্চ হনূমন্তং বিক্রান্তমনিলাত্মজম্।
সুগ্রীবঃ পরমপ্রীতঃ প্রভুঃ সর্ব্ববনৌকসাম্॥ ২
ন ভূমৌ নান্তরিক্ষে বা নাম্বরে নামরালয়ে।

উত্তমাস্ত্রবর্য্য এবং রূপযৌবনশালিনী রমণীপ্রভৃতি, স্ত্রী প্রসব করিয়া থাকে। অতিশয় ভাস্বরকান্তি গন্ধর্ব, কিন্নর, সিদ্ধ, নাগ এবং বিদ্যাধরগণ প্রমদা সমভিব্যাহারে তথায় বিহার করিয়া থাকেন এবং সুকৃতকর্মশালী রতিপরায়ণ কামার্থসম্পন্ন ব্যক্তিগণ নিজ নিজ ভার্য্যাগণের সহিত তথায় বাস করেন, সততই তথায় সকলপ্রাণীর মনোহর উৎকৃষ্ট হাস্যস্বর-যুক্ত গীত এবং বাদ্যযন্ত্রধ্বনি শুনিতে পাওয়া যায়। সেই স্থানে অসন্তুষ্ট বা প্রিয়বস্তুবিহীন কোন ব্যক্তি নাই; পরন্তু অহরহ মনোহর গুণসমূহ বর্দ্ধিত হইয়া থাকে। ৪৪—৫৩। পরে সেই পর্ব্বতশ্রেষ্ঠ মৈনাক ভূধর অতিক্রম করিয়া উত্তরসমুদ্রের মধ্যবর্ত্তী কনকময় সুমহান্ সোমগিরি দেখিবে। সেই স্থান সূর্য্যকিরণশূন্য হইলেও পর্ব্বতের প্রভাদ্বারা একপ প্রকাশিত হয়, যেন প্রভাকর-কিরণে প্রকাশিত হইয়া রহিয়াছে। সেই সোমপর্ব্বতে বিশ্বব্যাপী ভগবান্ বিষ্ণু, একাদশরুদ্ররূপী শম্ভু এবং মহর্ষি-পরিবেষ্টিত দেবেশ ব্রহ্মা, বাস করিয়া থাকেন। তোমরা কদাচ তথায় যাইও না, অন্য কোন প্রাণীই তথায় যাইতে পারে না; কারণ সেই সোমগিরি দেবতাগণেরও দুর্গম; সুতরাং সেই ভূধর দূর হইতে দেখিয়া সত্বর প্রত্যাগমন করিবে। ৫৪—৫৮। কপিগণ! তোমরা এই স্থান পর্য্যন্তই যাইতে পারিবে; ইহার পর যে স্থান আছে, তাহা সূর্য্যবিহীন এবং অসীম, তোমরা তথায় যাইতে পারিবে না; তাহার বিষয় আমিও জানি না। আমি তোমাদিগের নিকটে যে সকল স্থানের বিষয় বলিলাম, তাহা অনুসন্ধান করিবে আর যাহা কহিতে ভুলিয়াছি, তাহাও অন্বেষণ করিতে ইচ্ছা করিবে। বায়ু এবং অগ্নিতুল্য বলবীর্য্যশালী কপিগণ! তোমরা বৈদেহী সীতার অন্বেষণকার্য্য সম্পাদন করিলে রঘুনন্দন রামের এবং আমার অতিশয় প্রিয়কার্য্য করা হইবে এবং তন্নিবন্ধন মৎকর্ত্তৃক উৎকৃষ্ট সর্ব্বগুণযুক্ত ভোজ্য বস্তুর দ্বারা বান্ধবগণের সহিত সম্মানিত ও কৃতকৃত্য হইয়া সমস্ত শত্রু বিনাশ করত সকলের আশ্রয়স্বরূপ হইয়া প্রিয়তমার সহিত পরমানন্দে পৃথিবীমধ্যে বিচরণ করিবে।" ৫৯—৬২।

চতুশ্চত্বারিংশ সর্গ।

বনবাসীদিগের প্রভু সুগ্রীব হনুমানকেই সীতার অন্বেষণরূপ অভিপ্রেত বিষয় সাধনে সমর্থ স্থির করিয়া পরম প্রীতিপূর্ব্বক বায়ুনন্দন বিপুলবিক্রমশালী কপিশ্রেষ্ঠ হনুমানের প্রতি সীতার অন্বেষণের বিষয়

নাপ্সু বা গতিসঙ্গং তে পশ্যামি হরিপুঙ্গব ॥ ৩
সাসুরাঃ সহগন্ধর্ব্বাঃ সনাগনরদেবতাঃ ।
বিদিতাঃ সর্ব্বলোকাস্তে সসাগরধরাধরাঃ ॥ ৪
গতির্বেগশ্চ তেজশ্চ লাঘবঞ্চ মহাকপে ।
পিতুস্তে সদৃশং বীর মারুতস্য মহৌজসঃ ॥ ৫
তেজসা বাপি তে ভূতং ন সমং ভুবি বিদ্যতে ।
তদ্‌যথা লভ্যতে সীতা তত্ত্বমেবানুচিন্তয় ॥ ৬
ত্বয্যেব হনুমন্নস্তি বলং বুদ্ধিঃ পরাক্রমঃ ।
দেশকালানুবৃত্তিশ্চ নয়শ্চ নয়পণ্ডিত ॥ ৭
ততঃ কার্য্যসমাসঙ্গমবগম্য হনুমতি ।
বিদিত্বা হনুমন্তঞ্চ চিন্তয়ামাস রাঘবঃ ॥ ৮
সর্ব্বথা নিশ্চিতার্থোঽয়ং হনুমতি হরীশ্বরঃ ।
নিশ্চিতার্থতরশ্চাপি হনুমান্ কার্য্যসাধনে ॥ ৯
তদেবং প্রস্থিতস্যাস্য পরিজ্ঞাতস্য কর্ম্মভিঃ
ভর্ত্রা পরিগৃহীতস্য ধ্রুবঃ কার্য্যফলোদয়ঃ ॥ ১০
তং সমীক্ষ্য মহাতেজা ব্যবসায়োত্তরং হরিঃ ।
কৃতার্থ ইব সংহৃষ্টঃ প্রহৃষ্টেন্দ্রিয়মানসঃ ॥ ১১
দদৌ তস্য ততঃ প্রীতঃ স্বনামাঙ্কোপশোভিতম্ ।
অঙ্গুলীয়মভিজ্ঞানং রাজপুত্র্যাঃ পরন্তপঃ ॥ ১২
অনেন ত্বাং হরিশ্রেষ্ঠ চিহ্নেন জনকাত্মজা ।
মৎসকাশাদনুপ্রাপ্তমনুদ্বিগ্নানুপশ্যতি ॥ ১৩
ব্যবসায়শ্চ তে বীর সত্ত্বযুক্তশ্চ বিক্রমঃ ।
সুগ্রীবস্য চ সন্দেশঃ সিদ্ধিং কথয়তীব মে ॥ ১৪
স তদ্‌গৃহ্য হরিশ্রেষ্ঠঃ কৃত্বা মূর্দ্ধ্নি কৃতাঞ্জলিঃ ।
বন্দিত্বা চরণৌ চৈব প্রস্থিতঃ প্লবগর্ষভঃ ॥ ১৫

স তৎ প্রকর্ষন্ হরিণাং মহদ্বলং
বভূব বীরঃ পবনাত্মজঃ কপিঃ ।
গতাম্বুদে ব্যোম্নি বিশুদ্ধমণ্ডলঃ
শশীব নক্ষত্রগণোপশোভিতঃ ॥ ১৬
অতিবল বলমাশ্রিতস্তবাহং
হরিবর বিক্রম বিক্রমৈরনল্পৈঃ ।
পবনসুত যথাধিগম্যতে সা
জনকসুতা হনুমংস্তথা কুরুষ ॥ ১৭

ইতি কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ডে চতুশ্চত্বারিংশঃ সর্গঃ ॥ ৪৪

বিশেষ করিয়া কহিলেন, "হরিপুঙ্গব। পৃথিবী, জল, আকাশ বা স্বর্গমধ্যে কোথাও তোমার গমনের প্রতিবন্ধ নাই, তুমি সর্ব্বত্রই যাইতে পার এবং অসুর, গন্ধর্ব্ব, নাগ, মনুষ্য, সুরলোক, সমুদ্র ও শৈলসহ সমস্তলোক তোমার বিদিত আছে। মহাবল কপিবর! তোমার গতি, বেগ, বল এবং লঘুত্ব তোমার পিতা মহাতেজা পবনের সমান, তোমার ন্যায় তেজস্বী পৃথিবীমধ্যে কেহই নাই; সুতরাং যেরূপে সীতাকে পাওয়া যায়, তুমি তাহার উপায় স্থির কর; কারণ হনুমন্। তোমাতেই বল, বুদ্ধি, বিক্রম, দেশকালোচিত কর্ম্মানুষ্ঠান এবং নীতি বিদ্যমান রহিয়াছে।" সুগ্রীবের কথা শুনিয়া রাম, হনুমানের কার্য্যসাধনসম্বন্ধ এবং নিজেও তাহার সামর্থ্যাদি দেখিয়া তাহাকে কার্য্যসম্পাদনে সমর্থ মনে করিয়া ভাবিলেন যে, "এই সুগ্রীব যখন হনুমানকেই কার্য্যসাধন-সক্ষম এবং ইহার দ্বারাই সীতার অনুসন্ধানে কার্য্য সর্ব্বতোভাবে সম্পন্ন হইবে, এইরূপ স্থির করিয়াছেন, তখন বানররাজ সুগ্রীব কার্য্যদ্বারা পরীক্ষিত প্রধানরূপে পরিগণিত এই হনুমানকে প্রেরণ করিয়া নিশ্চয়ই কার্য্য সফল করিতে পারিবেন।" ১—১০। মহাতেজা শত্রুতাপন রাম, কপিবীরশ্রেষ্ঠ হনুমানকে কার্য্যসাধনে সক্ষম এইরূপ মনে মনে আলোচনা করিয়া কৃতার্থের ন্যায় মনে মনে অতিশয় প্রীত হইলেন। পরে রাম অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়া মিথিলা-রাজনন্দিনী সীতার প্রত্যয়ের জন্য হনুমানকে নিজের নামাঙ্কিত অতি সুশোভন অঙ্গুরীয়ক প্রদান করিয়া কহিলেন, কপিশ্রেষ্ঠ! সীতা এই অঙ্গুরীয়ক-অভিজ্ঞান দেখিয়া তুমি যে আমার নিকট হইতে উপস্থিত হইয়াছ, ইহা জানিতে পারিয়া নিরুদ্বেগে তোমাকে দর্শন দিবেন। বীর! তোমার ব্যবসায়, সত্ত্বগুণযুক্ত বিক্রম এবং সুগ্রীবের সন্দেশ বাক্য যেন আমাকে কার্য্যসিদ্ধির বিষয় প্রকাশ করিয়া দিতেছে।" ১১—১৪। পরে পবনপুত্র বানরশ্রেষ্ঠ হনুমান্ কৃতাঞ্জলিপূর্ব্বক সেই অভিজ্ঞান অঙ্গুরীয়ক গ্রহণ করিয়া মস্তকে ধারণ করিলেন এবং রামের পদদ্বয় বন্দনা করিয়া মহাবল বানরবাহিনী চালন করত বলাহকবিহীন নভোদেশে উদিত হইয়া নক্ষত্রগণে পরিবেষ্টিত বিশুদ্ধমণ্ডল-সমন্বিত নিশানাথের ন্যায় শোভা ধারণ করিলেন। রাম আকাশমার্গে উত্থিত হনুমানকে কহিলেন, মহাসিংহবিক্রম প্রবলবলশালী কপিবর পবনতনয়! আমি তোমারই বলের প্রতি নির্ভর করিয়াছি; সুতরাং তোমার বিপুল বিক্রমদ্বারা জনকনন্দিনী সীতাকে যেরূপে পাওয়া যায়, তুমি তাহা কর।"

পঞ্চচত্বারিংশঃ সর্গঃ।

সর্ব্বাংশ্চাহূয় সুগ্রীবো প্লবগান্ প্লবগর্ষভঃ।
সমস্তাংশ্চাব্রবীদ্রাজা রামকার্য্যার্থসিদ্ধয়ে।
এবমেতদ্বিচেতব্যং ভবদ্ভির্বানরোত্তমৈঃ॥ ১
তদুগ্রশাসনং ভর্তুর্বিজ্ঞায় হরিপুঙ্গবাঃ।
শলভা ইব সঞ্ছাদ্য মেদিনীং সম্প্রতস্থিরে॥ ২
রামঃ প্রস্রবণে তস্মিন্ ন্যবসৎ সহলক্ষ্মণঃ।
প্রতীক্ষমাণস্তং মাসং সীতাধিগমনে কৃতঃ॥ ৩
উত্তরান্তু দিশং রম্যাং গিরিরাজসমাবৃতাম্।
প্রতস্থে সহসা বীরো হরিঃ শতবলিস্তদা॥ ৪
পূর্ব্বাং দিশং প্রতি যযৌ বিনতো হরিযূথপঃ॥ ৫
তারাঙ্গদাদিসহিতঃ প্লবগঃ পবনাত্মজঃ।
অগস্ত্যচরিতামাশাং দক্ষিণাং হরিযূথপঃ॥ ৬
পশ্চিমাঞ্চ দিশং ঘোরাং সুষেণঃ প্লবগেশ্বরঃ।
প্রতস্থে হরিশার্দ্দূলো দিশং বরুণপালিতাম্॥ ৭
ততঃ সর্ব্বা দিশো রাজা চোদয়িত্বা যথাতথম্।
কপিসেনাপতিবীরো মুমোদ সুখিতঃ সুখম্॥ ৮
এবং সঞ্চোদিতাঃ সর্ব্বে রাজ্ঞা বানরযূথপাঃ।
স্বাং স্বাং দিশমভিপ্রেত্য ত্বরিতাঃ সম্প্রতস্থিরে॥ ৯
নদন্তশ্চোন্নদন্তশ্চ গর্জ্জন্তশ্চ প্লবঙ্গমাঃ।
ক্ষ্বেড়ন্তো ধাবমানাশ্চ বিনদন্তো মহাবলাঃ॥ ১০
এবং সঞ্চোদিতাঃ সর্ব্বে রাজ্ঞা বানরযূথপাঃ।
আনয়িষ্যামহে সীতাং হনিষ্যামশ্চ রাবণম্॥ ১১
অহমেকো বধিষ্যামি প্রাপ্তং রাবণমাহবে।
ততশ্চোন্মথ্য সহসা হরিষ্যে জনকাত্মজাম্॥ ১২
বেপমানাং শ্রমেণাদ্য ভবদ্ভিঃ স্থীয়তামিতি।
এক এবাহরিষ্যামি পাতালাদপি জানকীম্॥ ১৩
বিধমিষ্যাম্যহং বৃক্ষান্ দারয়িষ্যাম্যহং গিরীন্।
ধরণীং দারয়িষ্যামি ক্ষোভয়িষ্যামি সাগরান্॥ ১৪
অহং যোজনসংখ্যায়াঃ প্লবিতা নাত্র সংশয়ঃ।
শতযোজনসংখ্যায়াঃ শতং সমধিকং হ্যহম্॥ ১৫
ভূতলে সাগরে বাপি শৈলেষু চ বনেষু চ।
পাতালস্যাপি বা মধ্যে ন মমাচ্ছিদ্যতে গতিঃ॥ ১৬
ইত্যেকৈকস্তদা তত্র বানরা বলদর্পিতাঃ।
ঊচুশ্চ বচনং তত্র হরিরাজস্য সন্নিধৌ॥ ১৭

ইতি কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ডে পঞ্চচত্বারিংশঃ সর্গঃ॥ ৪৫

পঞ্চচত্বারিংশ সর্গ।

পরে বানররাজ সুগ্রীব, রামের কার্য্য-সিদ্ধির জন্য সমস্ত বানরগণকে আহ্বান করিয়া বলিলেন, "বানরগণ! আমি তোমাদিগকে যেরূপ আদেশ করিয়াছি, তদনুসারে তোমরা সীতার অনুসন্ধান করিবে।" বানর-পুঙ্গবগণ সুগ্রীবের সেই উগ্রতর আদেশ শুনিয়া পতঙ্গপালের ন্যায়, পৃথিবীকে আচ্ছাদন করত যাইতে লাগিল। তখন রাম, সীতার সংবাদ-প্রাপ্তি-বিষয়ে বানরগণের সুগ্রীবকর্ত্তৃক নির্দ্দিষ্ট মাসপরিমিত প্রত্যাগমনকাল প্রতীক্ষা করত লক্ষ্মণের সহিত সেই প্রস্রবণপর্ব্বতে বাস করিতে লাগিলেন। পরে সুগ্রীবের আদেশানুসারে মহাবীর শতবল পর্ব্বতরাজ হিমালয়পরিবেষ্টিত উত্তরদিকে, হরিযূথপতি কপিবর বিনত পূর্ব্বদিকে, পবননন্দন হনুমান, তার ও অঙ্গদ প্রভৃতি বানরগণের সহিত অগস্ত্যাশ্রিত দক্ষিণ দিকে এবং শাখামৃগপতি সুষেণ বরুণপালিত পশ্চিমদিকে যাইতে উদ্যত হইলেন। বানরসেনাপতি মহাবীর সুগ্রীব এইরূপে সীতার অনুসন্ধানের জন্য বানর-সৈন্যদিগকে যথাযথরূপে চারিদিকে পাঠাইয়া পরম-প্রীত হইলেন। ১—৮। সেনাপতিগণ সুগ্রীবকর্ত্তৃক সম্যক্‌রূপে আদিষ্ট হইয়া নিজ নিজ গন্তব্য দিক্‌সকল লক্ষ্য করত সত্বর প্রস্থান করিতে আরম্ভ করিল। তখন কেহ কেহ 'আমিই রাবণকে নিহত করিয়া সীতাকে আনয়ন করিব' এই কথা বলিয়া গর্জ্জন করিতে লাগিল। কেহ বা 'তোমরা স্থির হও' আমি একাকীই যুদ্ধে শত্রু রাবণকে বিনাশ করিয়া রাবণ ভয়ে কম্পিতা সীতাকে আনয়ন করিব' ইহা বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে শব্দ করিতে লাগিল; কেহ বা 'আমি একাকী বৃক্ষসকল ভগ্ন, পর্ব্বত ও পৃথিবী বিদীর্ণ এবং সাগরসকল আলোড়িত করিয়া পাতাল হইতেও সীতাকে আনয়ন করিব' ইহা বলিয়া সিংহনাদ করিতে লাগিল; কেহ বা 'আমি এক যোজন লম্ফ প্রদান করিব, ইহাতে সন্দেহ নাই' ইহা বলিয়া বিকট শব্দ করিতে থাকিল; কেহ বা 'আমি একশতযোজন লম্ফ প্রদান করিব; পৃথিবী, সমুদ্র, পর্ব্বত, কানন বা পাতালমধ্যে কোন স্থানে আমার গতিরোধ নাই' ইহা বলিয়া বিকট রব করিতে লাগিল। বলগর্ব্বিত সেনাগণ সুগ্রীবের নিকটে এই রূপে পরস্পর স্পর্দ্ধা প্রকাশ করিয়া চতুর্দ্দিকে গমন করিল। ৯—১৭।

ষট্‌চত্বারিংশঃ সর্গঃ।

গতেষু বানরেন্দ্রেষু রামঃ সুগ্রীবমব্রবীৎ।
কথং ভবান্ বিজানীতে সর্ব্বং বৈ মণ্ডলং ভুবঃ॥ ১
সুগ্রীবশ্চ ততো রামমুবাচ প্রণতাত্মবান্।
শ্রূয়তাং সর্ব্বমাখ্যাস্যে বিস্তরেণ বচো মম॥ ২
যদা তু দুন্দুভির্নাম দানবং মহিষাকৃতিম্।
প্রতিকালয়তে বালী মলয়ং প্রতি পর্ব্বতম্॥ ৩
তদা বিবেশ মহিষো মলয়স্য গুহাং প্রতি।
বিবেশ বালী তত্রাপি মলয়ং তজ্জিঘাংসয়া॥ ৪
ততোঽহং তত্র নিক্ষিপ্তো গুহাদ্বারি বিনীতবৎ।
ন চ নিষ্ক্রমতে বালী তদা সংবৎসরে গতে॥ ৫
ততঃ ক্ষতজবেগেন আপুপূরে তদাবিলম্।
তদহং বিস্মিতো দৃষ্ট্বা ভ্রাতুঃ শোকবিষার্দ্দিতঃ॥ ৬
অথাহং গতবুদ্ধিস্তু সুব্যক্তং নিহতো গুরুঃ।
শিলাপর্ব্বতসঙ্কাশা বিলদ্বারি ময়া কৃতা॥ ৭
অশক্নুবন্ নিষ্ক্রমিতুং মহিষো বিনশিষ্যতি।
ততোঽহমাগাং কিষ্কিন্ধ্যাং নিরাশস্তস্য জীবিতে॥ ৮
রাজ্যঞ্চ সুমহৎ প্রাপ্য তারাঞ্চ রুমযা সহ।
মিত্রৈশ্চ সহিতস্তত্র বসামি বিগতজ্বরঃ॥ ৯
আজগাম ততো বালী হত্বা তং বানরর্ষভঃ।
ততোঽহমদদাং রাজ্যং গৌরবাদ্ভয়যন্ত্রিতঃ॥ ১০
স মাং জিঘাংসুর্দুষ্টাত্মা বালী প্রব্যথিতেন্দ্রিয়ঃ।
পরিকালয়তে বালী ধাবন্তং সচিবৈঃ সহ॥ ১১
ততোঽহং বালিনা তেন সোঽনুবদ্ধঃ প্রধাবিতঃ।
নদীশ্চ বিবিধাঃ পশ্যন্ বনানি নগরাণি চ॥ ১২
আদর্শতলসঙ্কাশা ততো বৈ পৃথিবী ময়া।
অলাতচক্রপ্রতিমা দৃষ্টা গোষ্পদবৎ কৃতা॥ ১৩
পূর্ব্বাং দিশং ততো গত্বা পশ্যামি বিবিধান্ দ্রুমান্।
পর্ব্বতান্ সদরান্ রম্যান্ সরাংসি বিবিধানি চ॥ ১৪
উদয়ং তত্র পশ্যামি পর্ব্বতং ধাতুমণ্ডিতম্।
ক্ষীরোদং সাগরঞ্চৈব নিত্যমপ্সরসালয়ম্॥ ১৫
পরিকাল্যমানস্তু তদা বালিনাভিদ্রুতো হ্যহম্।
পুনরাবৃত্য সহসা প্রস্থিতোঽহং তদা বিভো॥ ১৬
দিশস্তস্যাস্ততো ভূয়ঃ প্রস্থিতো দক্ষিণাং দিশম্।
বিন্ধ্যপাদপসঙ্কীর্ণাং চন্দনদ্রুমশোভিতাম্॥ ১৭
দ্রুমশৈলান্তরে পশ্যন্ ভূয়ো দক্ষিণতোঽপরাম্।

ষটচত্বারিংশ সর্গ।

বানরপ্রধানগণ সীতার অনুসন্ধানের জন্য নিজ নিজ গন্তব্য দিকে গমন করিলে, রাম সুগ্রীবকে কহিলেন, "তুমি কিরূপে সমস্ত ভূমণ্ডলের বিষয় অবগত হইলে, আমার নিকটে তাহা বিস্তারিতরূপে বর্ণন কর।" সুগ্রীব প্রণামপূর্ব্বক রামকে কহিলেন, "আমি যেরূপে সমস্ত ভূমণ্ডলের বিষয় অবগত হইয়াছি, তাহা আপনার নিকটে সবিস্তরে বলিতেছি, শ্রবণ করুন। "যখন বালী, দুন্দুভিনামক দানবের পুত্র মহিষকে মলয়পর্ব্বতে অন্বেষণ করেন, তখন মহিষ তাহার ভয়ে ভীত হইয়া মলয়গিরির গুহামধ্যে প্রবেশ করিলে, বলীও তাহার নিধনকামনায় তন্মধ্যে প্রবিষ্ট হন। পরে আমি বিনীতভাবে সেই গুহাদ্বারে দণ্ডায়মান থাকিয়া এক-বৎসর অতীত হইলেও যখন বালী গুহা হইতে বহির্গত হইলেন না এবং সেই গুহা রুধিরধারা পরিপূর্ণ হইতে থাকিল, দেখিয়া বিস্মিত ও ভ্রাতৃশোকে বিষণ্ণ হইলাম।" ১—৬। পরে আমি 'ভ্রাতা নিহত হইয়াছেন' এইরূপ মনে করিয়া যাহাতে মহিষ গুহা হইতে বহির্গত হইতে না পারিয়া বিনষ্ট হয়, এইজন্য সেই গুহাদ্বারে, পর্ব্বতপ্রমাণ শিলা সংস্থাপন করিলাম। তৎপরে আমি ভ্রাতার জীবনে হতাশ হইয়া তথা হইতে কিষ্কিন্ধ্যা নগরে প্রত্যাগমন-পূর্ব্বক বিশাল রাজ্য এবং রুমাসহ তারাকে পাইয়া তাঁহার অমাত্যগণের সহিত বাস করিতে লাগিলাম। পরে বানরেন্দ্র বালী সেই মহিষকে বধ করিয়া কিষ্কিন্ধ্যায় প্রত্যাগমন করিলে, ভয় এবং গৌরব-প্রযুক্ত আমি তাঁহাকে রাজ্য প্রত্যর্পণ করিলাম, তথাপি সেই দুষ্টবুদ্ধি বালী ব্যথিত-চিত্ত হইয়া আমাকে বিনষ্ট করিতে অভিলাষী হইলেন; তজ্জন্য আমি তাঁহার ভয়ে অমাত্যগণের সহিত পলায়ন করিতে থাকিলেও বালী আমার পশ্চাৎ ধাবিত হইলেন। বালী আমার পশ্চাৎ ধাবমান হইলে, আমি বহু নদী, বন, অরণ্য এবং নগর সকল দেখিয়া প্রাণভয়ে নানাদেশ পরিভ্রমণ করিয়াছিলাম,—এই সসাগরা বসুন্ধরা গোষ্পদবৎ আমার ভ্রমণকালে অলাতচক্রে ও আদর্শতলের ন্যায়, আমার নয়নগোচর হইয়াছিল। ৭—১৩। আমি প্রথমতঃ পূর্ব্বদিকে পলায়ন করিয়া তথায় বিবিধ বৃক্ষ, কন্দর-সমন্বিত পর্ব্বত, বিবিধ রমণীয় সরোবর, ধাতুমণ্ডিত উদয়গিরি, ক্ষীরোদসাগর এবং অপ্সরোগণের নিত্যধাম দেখি। প্রভো! পরে যখন সে স্থান পর্য্যন্তও বালী আমার অনুসরণ করিলেন, তখন আমি সেই পূর্ব্বদিক্ ছাড়িয়া তথা হইতে পুনরায় বিন্ধ্যাচল এবং চন্দনতরুশ্রেণী-সমাকীর্ণ দক্ষিণ দিকে প্রস্থান করিলাম, পুনরায় তথায় পর্ব্বত

তং প্রস্রবণপৃষ্ঠস্থং সমাসাদ্যাভিবাদ্য চ।
আসীনং সহ রামেণ সুগ্রীবমিদমব্রুবন্॥ ১০
বিচিতাঃ পর্ব্বতাঃ সর্ব্বে বনানি গহনানি চ।
নিম্নগাঃ সাগরান্তাশ্চ সর্ব্বে জনপদাশ্চ যে॥ ১১
গুহাশ্চ বিচিতাঃ সর্ব্বা যাশ্চ তে পরিকীর্ত্তিতাঃ।
বিচিতাশ্চ মহাগুল্মা লতাবিততসন্ততাঃ॥ ১২
গহনেষু চ দেশেষু দুর্গেষু বিষমেষু চ
সত্ত্বান্যতিপ্রমাণানি বিচিতানি হতানি চ।
যে চৈব গহনে দেশা বিচিতাস্তে পুনঃপুনঃ॥ ১৩

উদারসত্ত্বাভিজনো হনূমান্
স মৈথিলীং জ্ঞাস্যতি বানরেন্দ্র
দিশন্তু যামেব গতা তু সীতা
তামাস্থিতো বায়ুসুতো হনূমান্॥ ১৪

ইতি কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ডে সপ্তচত্বারিংশঃ সর্গঃ॥ ৪৭॥

অষ্টচত্বারিংশঃ সর্গঃ।

স তু তারাঙ্গদাভ্যাঞ্চ সহসা হনুমান্ কপিঃ।
সুগ্রীবেণ যথোদ্দিষ্টং গন্তুং দেশং প্রচক্রমে॥ ১
স তু দূরমুপাগম্য সর্ব্বৈস্তৈঃ কপিসত্তমৈঃ।

নিকটে উপস্থিত হইল। পরে বানরগণ প্রস্রবণ পর্ব্বতে রামের সহিত সমাসীন সুগ্রীবের নিকটে আসিয়া অভিবাদন-পূর্ব্বক তাঁহাকে কহিল, "আপনি আমাদের নিকটে যে সকল স্থানের বিষয় কীর্ত্তন করিয়াছিলেন, আমরা সেই সকল পর্ব্বত, সরিৎ, সরোবর, সাগর, বিজন বন, নানাজনপদ, কন্দর মহাগুল্ম ও লতামণ্ডপ অনুসন্ধান করিয়াছি এবং যে সকল দুষ্প্রবেশ্য দুর্গম বিষম স্থানে দুষ্ট জন্তুরা বাস করিত, সেই সকল স্থান বারম্বার অনুসন্ধান করিয়া তাহাদিগকে বিনষ্ট করিয়াছি, কিন্তু কোথাও মৈথিলীকে দেখিতে পাই নাই। বানরেন্দ্র! উদার-সত্ত্ব মহাভিজন-সম্পন্ন পবননন্দন হনুমান্ মৈথিলীর সমাচার অবগত হইতে পারিবেন; কারণ, যে দিকে সীতাকে লইয়া গিয়াছে, তিনি সেই দিকেই প্রস্থান করিয়াছেন।" ৭—১৪।

অষ্টচত্বারিংশ সর্গ।

এদিকে কপিশ্রেষ্ঠ হনুমান্ তার এবং অঙ্গদের সহিত সুগ্রীবকর্ত্তৃক যথাবৎ কীর্ত্তিত সেই দক্ষিণ দেশের দিকে যাইতে আরম্ভ করিলেন। তিনি তার

ততো বিচিত্য বিন্ধ্যস্য গুহাশ্চ গহনানি চ॥ ২
পর্ব্বতাগ্রনদীদুর্গানি সরাংসি বিপুলদ্রুমান্।
বৃক্ষষণ্ডাংশ্চ বিবিধান্ পর্ব্বতান্ বনপাদপান্॥ ৩
অন্বেষমাণাস্তে সর্ব্বে বানরাঃ সর্ব্বতো দিশম্।
ন সীতাং দদৃশুর্বীরা মৈথিলীং জনকাত্মজাম্॥ ৪
তে ভক্ষয়ন্তো মূলানি ফলানি বিবিধান্যপি।
নির্জলং নির্জনং শূন্যং গহনং ঘোরদর্শনম্॥ ৫
তাদৃশান্যপ্যরণ্যানি বিচিত্য ভৃশপীড়িতাঃ।
স দেশশ্চ দুরন্বেষো গুহাগহনবান্ মহান্॥ ৬
ত্যক্ত্বা তু তং ততো দেশং সর্ব্বে বৈ হরিযূথপাঃ।
দেশমন্যং দুরাধর্ষং বিবিশুশ্চাকুতোভয়াঃ॥ ৭
যত্র বন্ধ্যফলা বৃক্ষা বিপুষ্পাঃ পর্ণবর্জ্জিতাঃ।
নিস্তোয়াঃ সরিতো যত্র মূলং যত্র সুদুর্লভম্॥ ৮
ন সন্তি মহিষা যত্র ন মৃগা ন চ হস্তিনঃ।
শার্দূলাঃ পক্ষিণো বাপি যে চান্যে বনগোচরাঃ॥ ৯
ন চাত্র বৃক্ষা নৌষধ্যো ন লতা নাপি বীরুধঃ।
স্নিগ্ধপত্রাঃ স্থলে যত্র পদ্মিন্যঃ ফুল্লপঙ্কজাঃ।
প্রেক্ষণীয়াঃ সুগন্ধাশ্চ ভ্রমরৈশ্চ বিবর্জ্জিতাঃ॥ ১০

প্রভৃতি কপিবর বানরগণের সহিত কিয়দ্দূর যাইয়া বিন্ধ্যাচলের গুহা এবং নিবিড়কাননসকল অন্বেষণ-পূর্ব্বক সেই পর্ব্বতের শিখরস্থিত সরিৎ, সরোবর, দুর্গ, বিপুল তরুরাজিপরিব্যাপ্ত নানাবৃক্ষসমূহ, সমীপবর্ত্তী অপরাপর পর্ব্বত এবং বিজনকাননসকল অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। পরে তাঁহারা সকলেই সেই স্থান সম্যক্রূপে অন্বেষণ করিয়া তথায় মিথিলাধিপতি জনকতনয়া সীতাকে দেখিতে না পাইয়া নানাবিধ ফলমূল ভক্ষণ করত ঘোরদর্শন নির্জ্জন দুর্গম জলহীন প্রদেশে শূন্যমার্গ এবং তদ্রূপ কাননমধ্যে প্রবেশপূর্ব্বক সেই সকল স্থান অন্বেষণ করিয়া অতিশয় পীড়িত হইলেন। ঐ সকল প্রদেশ অতিবিস্তীর্ণ এবং গুহাসমূহে পরিব্যাপ্ত থাকায় নিতান্ত দুষ্প্রবেশ্য বলিয়া সকলে তথায় অন্বেষণ করিতে পারে না। ১—৬। পরে বানরযূথপতি সকলে সেই স্থান পরিত্যাগপূর্ব্বক নির্ভয়ে পুনরায় আর একটী ভীষণ স্থানে প্রবেশ করিলেন। বানরগণ যে স্থানে প্রবিষ্ট হইলেন, সেই স্থানের তরু সকল পত্র, পুষ্প এবং ফলবিহীন সরিৎ সকল জলশূন্য, তথায় মূল অতি দুর্লভ; সেই স্থানে মহিষ, মৃগ, হস্তী এবং ব্যাঘ্র প্রভৃতি পশু এবং অন্যান্য বন্যপক্ষী সকল বাস করে না। তথায় তরু লতা এবং ওষধি নাই; পদ্মিনী-সমূহ স্নিগ্ধপত্রবিহীন এবং মনোহর সৌরভ ও

কণ্ডুর্নাম মহাভাগঃ সত্যবাদী তপোধনঃ।
মহর্ষিঃ পরমামর্ষী নিয়মৈর্দুষ্প্রধর্ষণঃ॥ ১১
তস্য তস্মিন্ বনে পুত্রো বালকো দশবার্ষিকঃ।
প্রনষ্টো জীবিতান্তায় ক্রুদ্ধস্তেন মহামুনিঃ॥ ১২
তেন ধর্ম্মাত্মনা শপ্তং কৃৎস্নং তত্র মহদ্বনম্।
অশরণ্যং দুরাধর্ষং মৃগপক্ষিবিবর্জ্জিতম্॥ ১৩
তস্য তে কাননান্তাংস্তু গিরীণাং কন্দরাণি চ।
প্রভবাণি নদীনাঞ্চ বিচিন্বন্তি সমাহিতাঃ॥ ১৪
তত্র চাপি মহাত্মানো নাপশ্যন্ জনকাত্মজাম্।
হর্ত্তারং রাবণং বাপি সুগ্রীবপ্রিয়কারিণঃ॥ ১৫
তে প্রবিশ্য তু তং ভীমং লতাগুল্মসমাবৃতম্।
দদৃশুর্ভীমকর্ম্মাণমসুরং সুরনির্ভয়ম্॥ ১৬
তে দৃষ্ট্বা বানরা ঘোরং স্থিতং শৈলমিবাসুরম্।
গাঢং পরিহিতাঃ সর্ব্বে দৃষ্ট্বা তং পর্ব্বতোপমম্॥ ১৭
সোঽপি তান্ বানরান্ সর্ব্বান্ নষ্টাঃ স্থেত্যব্রবীদ্বলী।
অভ্যধাবত সংক্রুদ্ধো মুষ্টিমুদ্যম্য সঙ্গতম্॥ ১৮
তমাপতন্তং সহসা বালিপুত্রোঽঙ্গদস্তদা।
রাবণোঽয়মিতি জ্ঞাত্বা তলেনাভিজঘান হ॥ ১৯
স বালিপুত্রাভিহতো বক্ত্রাচ্ছোণিতমুদ্বমন্।
অসুরো ন্যপতদ্ভূমৌ পর্য্যস্ত ইব পর্ব্বতঃ॥ ২০

তে তু তস্মিন্নিরুচ্ছ্বাসে বানরা জিতকাশিনঃ।
ব্যচিন্বন্ প্রায়শস্তত্র সর্ব্বং তদ্গিরিগহ্বরম্॥ ২১
বিচিতন্তু ততঃ সর্ব্বে সর্ব্বং তে কাননৌকসঃ।
অন্যদেবাপরং ঘোরং বিবিশুর্গিরিগহ্বরম্॥ ২২
তে বিচিত্য পুনঃ খিন্না বিনিষ্পত্য সমাগতাঃ।
একান্তে বৃক্ষমূলস্থ নিষেদুর্দীনমানসাঃ॥ ২৩
ইতি কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ডে অষ্টচত্বারিংশঃ সর্গঃ॥ ৪৮॥

একোনপঞ্চাশঃ সর্গঃ।

অথাঙ্গদস্তদা সর্ব্বান্ বানরানিদমব্রবীৎ।
পরিশ্রান্তো মহাপ্রাজ্ঞঃ সমাশ্বাস্য শনৈর্বচঃ॥ ১
বনানি গিরয়ো নদ্যো দুর্গাণি গহনানি চ।
দরী গিরিগুহাশ্চৈব বিচিতাঃ সর্ব্বমন্ততঃ॥ ২
তত্র তত্র সহাস্মাভির্জানকী ন চ দৃশ্যতে।
তথা রক্ষোপহর্ত্তা চ সীতায়াশ্চৈব দুষ্কৃতী॥ ৩
কালশ্চ নো মহান্ যাতঃ সুগ্রীবশ্চোগ্রশাসনঃ।
তস্মাদ্ভবন্তঃ সহিতা বিচিন্বন্তু সমন্ততঃ॥ ৪
বিহায় তন্দ্রাং শোকঞ্চ নিদ্রাঞ্চৈব সমুত্থিতাম্।
বিচিনুধ্বং তথা সীতাং পশ্যামো জনকাত্মজাম্॥ ৫

ভ্রমরের সহিত প্রস্ফুটিত পদ্মবিহীন। সেই কাননে অতিশয় অমর্ষবশতাপন্ন দৃঢ়তর নিয়মদ্বারা দুর্দ্ধর্ষ সত্যবাদী তপোধন কণ্ডুনামক মহর্ষি বাস করেন। তাঁহার দশবর্ষীয় শিশু পুত্র আয়ুঃশেষহেতু মৃত্যুগ্রস্ত হওয়ায় সেই ধার্ম্মিক মহর্ষি ক্রোধবশতঃ সেই অরণ্যে এইরূপ অভিশাপ দিয়াছিলেন যে, কোন প্রাণীই এই অরণ্যে বাস করিবে না এবং ইহা পশুপক্ষি-বিবর্জ্জিত হইবে। সুগ্রীবের হিতৈষী মহাত্মা বানরগণ সমবেত হইয়া সেই কাননের প্রান্তভাগ, গিরিগুহা এবং নদী সকল অনুসন্ধান করিতে লাগিল; সেখানেও সীতা এবং সীতাপহারী রাবণকে দেখিতে পাইল না। পরে তাঁহারা লতাগুল্মদ্বারা সমাচ্ছন্ন সেই ভীষণ কাননে প্রবেশ করিয়া দেবগণ হইতেও ভয়হীন ভীমকর্ম্মা এক অসুরকে দেখিতে পাইলেন। তাঁহারা, পর্ব্বতের ন্যায় অবস্থিত ভীষণমূর্ত্তি সেই অসুরকে দেখিয়া দৃঢ় সন্নদ্ধ হইলেন এবং সেই অসুরও তাঁহাদিগকে 'বিনষ্ট হও' এই কথা বলিয়া সক্রোধে মুষ্টি তুলিয়া তাঁহাদিগের প্রতি ধাবিত হইল। তখন বালিতনয় অঙ্গদ হঠাৎ সমাগত সেই অসুরকে রাবণ মনে করিয়া তলদ্বারা তাহাকে আহত করিলেন। অসুর বালিপুত্র অঙ্গদকর্ত্তৃক আহত হইয়া রুধির বমন করত পর্ব্বতের ন্যায় ভূতলে পড়িল। পরে সেই অসুর নিরুচ্ছ্বাস হইলে জয়শীল বানরগণ তথাকার প্রায় সমস্ত পর্ব্বতগুহা অনুসন্ধান করিলেন। সেই বনবাসী বানরগণ তথাকার সকল স্থানেই অন্বেষণ করা হইয়াছে স্থির করিয়া তথা হইতে আর এক দুর্গম গিরিগহ্বরে প্রবেশ করিলেন এবং তথায় বারংবার অন্বেষণ করত খিন্ন হইয়া তথা হইতে বহির্গমনপূর্ব্বক দুঃখিতচিত্তে এক নির্জন বৃক্ষমূলে উপবেশন করিলেন। ৭—২৩।

ঊনপঞ্চাশ সর্গ।

মহাপ্রাজ্ঞ অঙ্গদ পরিশ্রান্ত হইয়া তৎকালে বানরগণকে আশ্বস্ত করত বলিলেন, "আমরা কানন, পর্ব্বত, নদী, দুর্গম দুর্গ, কন্দর এবং গিরিগুহা প্রভৃতি সকল স্থানেই অনুসন্ধান করিলাম; কিন্তু কোথাও আমরা জনকনন্দিনী সীতা এবং সীতাপহারী দুরাত্মা রাক্ষসরাজ রাবণকে দেখিতে পাইলাম না। একে সুগ্রীবের শাসন অতিশয় প্রবল, তাহাতে আবার আমাদিগের নির্দ্দিষ্ট সময় সমধিক সংক্ষেপ হইয়া আসিতেছে; সুতরাং তন্দ্রা, শোক এবং নিদ্রা পরিত্যাগপূর্ব্বক যাহাতে শীঘ্র সীতাকে দেখিতে পাওয়া যায়, সেইরূপ আমাদিগের সকলে

অনির্ব্বেদশ্চ দাক্ষ্যঞ্চ মনসশ্চাপরাজয়ম্।
কার্য্যসিদ্ধিকরাণ্যাহুস্তস্মাদেতদ্ব্রবীম্যহম্ ॥ ৬
অদ্যাপীদং বনং দুর্গং বিচিন্বন্তু বনৌকসঃ।
খেদং ত্যক্ত্বা পুনঃ সর্ব্বং বনমেব বিচিন্বতাম্ ॥ ৭
অবশ্যং কুর্ব্বতাং তস্য দৃশ্যতে কর্ম্মণঃ ফলম্।
পরং নির্ব্বেদমাগম্য ন হি নোন্মীলনং ক্ষমম্ ॥ ৮
সুগ্রীবঃ ক্রোধনো রাজা তীক্ষ্ণদণ্ডশ্চ বানরাঃ।
ভেতব্যং তস্য সততং রামস্য চ মহাত্মনঃ ॥ ৯
হিতার্থমেতদুক্তং বঃ ক্রিয়তাং যদি রোচতে।
উচ্যতাং হি ক্ষমং যত্তৎ সর্ব্বেষামেব বানরাঃ ॥ ১০
অঙ্গদস্য বচঃ শ্রুত্বা বচনং গন্ধমাদনঃ।
উবাচ ব্যক্তয়া বাচা পিপাসাশ্রমখিন্নয়া ॥ ১১
সদৃশং খলু বো বাক্যমঙ্গদো যদুবাচ হ।
হিতঞ্চৈবানুকূলঞ্চ ক্রিয়তামস্য ভাষিতম্ ॥ ১২
পুনর্মার্গামহে শৈলান্ কন্দরাংশ্চ শিলাস্তথা।
কাননানি চ শূন্যানি গিরিপ্রস্রবণানি চ ॥ ১৩
যথোদ্দিষ্টানি সর্ব্বাণি সুগ্রীবেণ মহাত্মনা।
বিচিন্বন্তু বনং সর্ব্বে গিরিদুর্গাণি সঙ্গতাঃ ॥ ১৪
ততঃ সমুত্থায় পুনর্বানরাস্তে মহাবলাঃ।
বিন্ধ্যকাননসঙ্কীর্ণাং বিচেরুর্দক্ষিণাং দিশম্ ॥ ১৫
তে শারদাভ্রপ্রতিমং শ্রীমদ্রজতপর্ব্বতম্।
শৃঙ্গবন্তং দরীবন্তমধিরুহ্য চ বানরাঃ ॥ ১৬
তত্র লোধ্রবনং রম্যং সপ্তপর্ণবনানি চ।
বিচিন্বন্তো হরিবরাঃ সীতাদর্শনকাঙ্ক্ষিণঃ ॥ ১৭
তস্যাগ্রমধিরূঢ়াস্তে শ্রান্তা বিপুলবিক্রমাঃ।
ন পশ্যন্তি স্ম বৈদেহীং রামস্য মহিষীং প্রিয়াম্ ॥ ১৮
তে তু দৃষ্টিগতং দৃষ্ট্বা তং শৈলং বহুকন্দরম্।
অধ্যারোহন্ত হরয়ো বীক্ষমাণাঃ সমন্ততঃ ॥ ১৯
অবরুহ্য ততো ভূমিং শ্রান্তা বিগতচেতসঃ।
স্থিত্বা মুহূর্ত্তং তত্রাথ বৃক্ষমূলমুপাশ্রিতাঃ ॥ ২০
তে মুহূর্ত্তং সমাশ্বস্তাঃ কিঞ্চিদ্ভগ্নপরিশ্রমাঃ।
পুনরেবোদ্যতাঃ কৃৎস্নাং মার্গিতুং দক্ষিণাং দিশম্ ॥ ২১
হনুমৎপ্রমুখাস্তাবৎ সংস্থিতাঃ প্লবগর্ষভাঃ।
বিন্ধ্যমেবাদিতঃ কৃত্বা বিচেরুশ্চ সমন্ততঃ ॥ ২২

ইতি কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ডে একোনপঞ্চাশঃ সর্গঃ ॥ ৪৯ ॥

মিলিত হইয়া অন্বেষণ করা আবশ্যক হইয়েছে; কারণ পণ্ডিতেরা অনির্ব্বেদ, সামর্থ্য এবং কার্য্যকালে চিত্তের অপরাঙ্মুখতা এই সকল কার্য্যসিদ্ধিজনক বলিয়া থাকেন, তজ্জন্যই আমি এইরূপ বলিতেছি। ১—৬। বনচর কপিগণ! আপনারা খেদ পরিত্যাগ করিয়া অদ্য এই সকল দুর্গম কানন পুনরায় অন্বেষণ করুন। যত্নপূর্ব্বক যে কার্য্য করা যায়, নিশ্চয়ই তাহার ফল ফলিয়া থাকে, সুতরাং অতিশয় নির্ব্বেদ প্রাপ্ত হইয়া উদ্যোগশূন্য হওয়া আপনাদের অনুচিত হইতেছে। বানররাজ সুগ্রীব তীক্ষ্ণদণ্ড এবং ক্রোধপরবশ, অতএব তাঁহাকে এবং মহাত্মা রামকে ভয় করা উচিত। বানরগণ! আমি আপনাদের মঙ্গলের জন্যই এই কথা বলিলাম। যদি ইহা আপনাদের অভিলষিত না হয়, তবে যেরূপ করিতে পারিবেন, তাহা আদেশ করুন।” অঙ্গদের কথা শুনিয়া গন্ধমাদন, পিপাসা এবং ক্লান্তিবশতঃ মৃদুতাবাপন্ন অথচ সুস্পষ্টস্বরে কহিলেন, “অঙ্গদ, তাঁহার ন্যায় ব্যক্তির তুল্য হিতকর এবং অনুকূল কথাই বলিয়াছেন; সুতরাং ইহার বাক্য প্রতিপালন করা আপনাদের উচিত। আমরা পুনর্ব্বার পর্ব্বত, শিলা, কন্দর, কানন, শৃঙ্গ এবং গিরি-প্রস্রবণ সকল অনুসন্ধান করিতেছি; আপনারাও সকলে মিলিত হইয়া মহাত্মা সুগ্রীবকথিত কানন এবং গিরিদুর্গ সকল অন্বেষণ করুন।” ৭—১৩। তৎপরে সেই মহাবল বানরগণ গন্ধমাদনের বাক্যানুসারে বৃক্ষমূল হইতে উত্থিত হইয়া পুনর্ব্বার বিন্ধ্যগিরি এবং বনসমূহে সমাকীর্ণ দক্ষিণদিকে বিচরণ করিতে লাগিলেন। পরে সেই সীতাদর্শনাভিলাষী হরিবর বানরগণ শারদীয় মেঘের ন্যায় সৌন্দর্য্যশালী, শিখর এবং গুহাবিশিষ্ট রজতপর্ব্বতে অধিরূঢ় হইয়া তথাকার রমণীয় লোধ্র এবং সপ্তচ্ছদকাননসমূহ অন্বেষণ করিতে লাগিলেন। পরন্তু সেই বিপুলপরাক্রম ক্লান্ত বানরগণ বহুলকন্দরবিশিষ্ট দৃষ্টিপথোপস্থিত সেই রজতপর্ব্বতে আরোহণপূর্ব্বক তথায় রামমহিষী সীতাকে অন্বেষণ করিয়া দেখিতে না পাইয়া চারিদিকে নিরীক্ষণ করিতে করিতে তথা হইতে ভূতলে অবতীর্ণ হইলেন। ১৫—১৯। তাঁহারা ভূতলে অবতীর্ণ হইয়া তথায় মুহূর্ত্ত কাল শ্রান্ত এবং চেতনাশূন্য হইয়া অবস্থিত করত বৃক্ষমূল আশ্রয় করিলেন। পুনঃপুনঃ পরিশ্রমশালী সেই বানরগণ মুহূর্ত্তকালমধ্যে শ্রম দূর করিয়া পুনরায় সমগ্র দক্ষিণদিক্ অন্বেষণ করিতে উদ্যত হইলেন। হনুমান্ প্রভৃতি প্লবঙ্গমগণ বৃক্ষমূলে কিঞ্চিৎকাল বিশ্রাম করিয়া পুনরায় বিন্ধ্যাচলের প্রথমাবধি সমস্ত প্রদেশে চারিদিকে অন্বেষণ করিতে লাগিলেন। ২০—২২।

পঞ্চাশঃ সর্গঃ।

সহ তারাঙ্গদাভ্যাস্তু সঙ্গম্য হনুমান্ কপিঃ।
বিচিনোতি চ বিন্ধ্যস্য গুহাশ্চ গহনানি চ ॥ ১
সিংহশার্দ্দূলজুষ্টাশ্চ গুহাশ্চ পরিতস্তদা।
বিষমেষু নগেন্দ্রস্য মহাপ্রস্রবণেষু চ।
আসেদুস্তস্য শৈলস্য কোটিং দক্ষিণপশ্চিমাম্ ॥ ২
তেষাং তত্রৈব বসতাং স কালো ব্যত্যবর্ত্তত।
স হি দেশো দুরন্বেষো গুহাগহনবান্ মহান্ ॥ ৩
তত্র বায়ুসুতঃ সর্ব্বং বিচিনোতি স্ম পর্ব্বতম্।
পরস্পরেণ রহিতা অন্যোন্যস্যাবিদূরতঃ ॥ ৪
গজো গবাক্ষো গবয়ঃ শরভো গন্ধমাদনঃ।
মৈন্দশ্চ দ্বিবিদশ্চৈব হনুমান্ জাম্ববানপি ॥ ৫
অঙ্গদো যুবরাজশ্চ তারশ্চ বনগোচরঃ।
গিরিজালাবৃতান্ দেশান্ মার্গিত্বা দক্ষিণাং দিশম্ ॥ ৬
বিচিন্বন্তস্ততস্তত্র দদৃশুর্বিবৃতং বিলম্।
দুর্গমৃক্ষবিলং নাম দানবেনাভিরক্ষিতম্ ॥ ৭
ক্ষুৎপিপাসাপরীতাস্তু শ্রান্তাস্তু সলিলার্থিনঃ।
অবকীর্ণং লতাবৃক্ষৈর্দদৃশুস্তে মহাবিলম্ ॥ ৮
তত্র ক্রৌঞ্চাশ্চ হংসাশ্চ সারসাশ্চাপি নিষ্ক্রমন্।
জলার্দ্রাশ্চক্রবাকাশ্চ রক্তাঙ্গাঃ পদ্মরেণুভিঃ ॥ ৯
ততস্তদ্বিলমাসাদ্য সুগন্ধি দুরতিক্রমম্।
বিস্ময়ব্যগ্রমনসো বভূবুর্বানরর্ষভাঃ ॥ ১০
সঞ্জাতপরিশঙ্কাস্তে তদ্বিলং প্লবগোত্তমাঃ।
অভ্যপদ্যন্ত সংহৃষ্টাস্তেজোবন্তো মহাবলাঃ ॥ ১১
নানাসত্ত্বসমাকীর্ণং দৈত্যেন্দ্রনিলয়োপমম্।
দুর্দর্শমিব ঘোরঞ্চ দুর্বিগাহঞ্চ সর্ব্বশঃ ॥ ১২
ততঃ পর্ব্বতকূটাভো হনুমান্ মারুতাত্মজঃ।
অব্রবীদ্বানরান্ ঘোরান্ কান্তারবনকোবিদঃ ॥ ১৩
গিরিজালাবৃতান্ দেশান্ মার্গিত্বা দক্ষিণাং দিশম্।
বয়ং সর্ব্বে পরিশ্রান্তা ন চ পশ্যাম মৈথিলীম্ ॥ ১৪
অস্মাচ্চাপি বিলাদ্ধংসাঃ ক্রৌঞ্চাশ্চ সহ সারসৈঃ।
জলার্দ্রাশ্চক্রবাকাশ্চ নিষ্পতন্তি স্ম সর্ব্বশঃ ॥ ১৫
নূনং সলিলবানত্র কূপো বা যদি বা হ্রদঃ।
তথা চেমে বিলদ্বারে স্নিগ্ধাস্তিষ্ঠন্তি পাদপাঃ ॥ ১৬
ইত্যুক্তস্তদ্বিলং সর্ব্বে বিবিশুস্তিমিরাবৃতম্।
অচন্দ্রসূর্য্যং হরয়ো দদৃশু রোমহর্ষণম্ ॥ ১৭
নিশাম্য তস্মাৎ সিংহাংশ্চ তাংস্তাংশ্চ মৃগপক্ষিণঃ।
প্রবিষ্টা হরিশার্দ্দূলা বিলং তিমিরসংবৃতম্ ॥ ১৮
ন তেষাং সজ্জতে দৃষ্টির্ন তেজো ন পরাক্রমঃ।

পঞ্চাশ সর্গ।

তখন হনমান্ তার এবং অঙ্গদের সহিত সম্মিলিত হইয়া বিন্ধ্যগিরির সিংহ এবং ব্যাঘ্রসেবিত গুহা, দুর্গম বন এবং বিষম প্রস্রবণ অনুসন্ধানপূর্ব্বক নৈর্ঋতদিকস্থিত শিখরের উপরিভাগে উপবিষ্ট হইলেন। হনমান্ প্রভৃতি বানরগণ কন্দর এবং নিবিড় কাননসমাবৃত সেই দুরন্বেষ্য বিশাল শিখরের উপরি উপবিষ্ট হইলে তৎকালে তাঁহাদিগের সেই সুগ্রীব-নির্দ্দিষ্ট সময় অতীত হইতে লাগিল। পরে গজ, গবাক্ষ, গবয়, শরভ, গন্ধমাদন, মৈন্দ, দ্বিবিদ, হনমান্, জাম্ববান্, যুবরাজ অঙ্গদ এবং তার প্রভৃতি বানরগণ পরস্পর নিকটবর্ত্তী এবং পৃথগ্ভূত হইয়া পর্ব্বতসমূহে সমাবৃত স্থানসকল অনুসন্ধান করিয়া দক্ষিণদিক অন্বেষণ করত তথায় অনাবৃতদ্বার এক বৃহৎ বিল দেখিতে পাইলেন। পরে সেই ক্ষুৎপিপাসাতুর পরিশ্রান্ত বানরগণ জলের [illegible] লতা এবং তরুরাজি সমাবৃত ময়দানবদ্বারা পরিপালিত, দুর্গম, সেই ঋক্ষবিলনামক মহাবিলের নিকটে যাইয়া দেখিলেন যে, জলার্দ্র ক্রৌঞ্চ, হংস ও সারস সকল এবং পদ্মপরাগ-রঞ্জিত চক্রবাকসমূহ সেই বিল হইতে নির্গত হইতেছে।১—৯। পরে মহাবল তেজস্বী কপিগণ দিব্যগন্ধ-যুক্তদুরতিক্রমণীয় সেই বিল পাইয়া বিস্ময়াপন্ন ও ব্যগ্রচিত্ত হইলেন এবং জললাভের সম্ভাবনায় আনন্দিত হইয়া বিবিধ প্রাণিসমূহে সমাকীর্ণ পাতাল-তুল্য দুর্গম এবং দুর্দ্দর্শ সেই ভয়ঙ্কর বিলদ্বারে উপস্থিত হইলেন। পরে পর্ব্বত-শিখরসদৃশ পবন-তনয় হনমান্ কান্তার এবং বনগমনে সমর্থ সেই মহাবীর বানরদিগকে কহিলেন যে "আমরা পর্ব্বতসমূহে সমাকুল বহুদেশ এবং সমস্ত দক্ষিণদিক্ অনুসন্ধান করিয়া যাহার পর নাই ক্লান্ত হইলাম, কিন্তু মিথিলারাজনন্দিনী সীতাকে কোথাও দেখিতে পাইলাম না; পরন্তু যখন সারসগণসহ ক্রৌঞ্চ সকল সলিলার্দ্র এবং চক্রবাকসমস্ত পদ্মরাগদ্বারা রঞ্জিত হইয়া এই বিল হইতে নির্গত হইতেছে, তখন বোধ হয়, নিশ্চয়ই এই বিলমধ্যে জলশালী কূপ বা হ্রদ থাকিবে; তাহা না হইলে এই বিলের দ্বারস্থিত বৃক্ষ সকল শুকাইয়া যাইত।" বানরগণ হনমানের এই কথা শুনিয়া চন্দ্রসূর্য্য-বিহীন, অন্ধকারাবৃত, রোমহর্ষণ সেই বিলমধ্যে প্রবেশপূর্ব্বক তথাকার সিংহ প্রভৃতি পশু এবং পক্ষিসমূহে দেখিলেন। বানরশ্রেষ্ঠগণ তিমিরাচ্ছন্ন সেই বিলমধ্যে প্রবেশ করিলে তাঁহাদিগের দৃষ্টি, তেজ এবং পরাক্রম

বায়োরিব গতিস্তেষাং দৃষ্টিস্তমসি বর্ত্ততে ॥ ১৯
তে প্রবিষ্টাস্তু বেগেন তদ্বিলং কপিকুঞ্জরাঃ।
প্রকাশঞ্চাভিরামঞ্চ দদৃশুর্দেশমুত্তমম্ ॥ ২০
ততস্তস্মিন্ বিলে ভীমে নানাপাদপসঙ্কুলে।
অন্যোন্যং সম্পরিত্যজ্য জগ্মুর্যোজনমন্তরম্ ॥ ২১
তে নষ্টসংজ্ঞাস্তৃষিতাঃ সম্ভ্রান্তাঃ সলিলার্থিনঃ।
পরিপেতুর্বিলে তস্মিন্ কঞ্চিৎ কালমতন্দ্রিতাঃ ॥ ২২
তে কৃশা দীনবদনাঃ পরিশ্রান্তাঃ প্লবঙ্গমাঃ।
আলোকং দদৃশুর্বীরা নিরাশা জীবিতে যদা ॥ ২৩
ততস্তং দেশমাগম্য সৌম্যা বিতিমিরং বনম্।
দদৃশুঃ কাঞ্চনান্ বৃক্ষান্ দীপ্তবৈশ্বানরপ্রভান্ ॥ ২৪
সালাংস্তালাংস্তমালাংশ্চ পুন্নাগান্ বঞ্জুলান্ ধবান্।
চম্পকান্নাগবৃক্ষাংশ্চ কর্ণিকারাংশ্চ পুষ্পিতান্ ॥ ২৫
স্তবকৈঃ কাঞ্চনৈশ্চিত্রৈ রক্তৈঃ কিসলয়ৈস্তথা।
আপীড়ৈশ্চ লতাভিশ্চ হেমাভরণভূষিতান্ ॥ ২৬
তরুণাদিত্যসঙ্কাশান্ বৈদূর্য্যময়বেদিকান্।
বিভ্রাজমানান্ বপুষা পাদপাংশ্চ হিরণ্ময়ান্ ॥ ২৭
নীলবৈদূর্য্যবর্ণাংশ্চ পদ্মিনীঃ পতগৈর্বৃতাঃ ॥ ২৮
মহদ্ভিঃ কাঞ্চনৈর্বৃক্ষৈর্বৃতং বালার্কসন্নিভৈঃ।
জাতরূপময়ৈর্মৎস্যৈর্মহদ্ভিশ্চাথ পঙ্কজৈঃ ॥ ২৯
নলিনীস্তত্র দদৃশুঃ প্রসন্নসলিলাবৃতাঃ ॥ ৩০
কাঞ্চনানি বিমানানি রাজতানি তথৈব চ।
তপনীয়গবাক্ষাণি মুক্তাজালাবৃতানি চ ॥ ৩১
হৈমরাজতভৌমানি বৈদূর্য্যমণিমন্তি চ।
দদৃশুস্তত্র হরয়ো গৃহমুখ্যানি সর্ব্বশঃ ॥ ৩২
পুষ্পিতান্ ফলিনো বৃক্ষান্ প্রবালমণিসন্নিভান্।
কাঞ্চনভ্রমরাংশ্চৈব মধূনি চ সমন্ততঃ ॥ ৩৩
মণিকাঞ্চনচিত্রাণি শয়নান্যাসনানি চ।
বিবিধানি বিশালানি দদৃশুস্তে সমন্ততঃ ॥ ৩৪
হৈমরাজতকাংস্যানাং ভাজনানাঞ্চ রাশয়ঃ।
অগুরূণাঞ্চ দিব্যানাং চন্দনানাঞ্চ সঞ্চয়ান্ ॥ ৩৫
শুচীন্যভ্যবহার্য্যাণি মূলানি চ ফলানি চ।
মহার্হাণি চ যানানি মধূনি রসবন্তি চ।
দিব্যানামম্বরাণাঞ্চ মহার্হাণাঞ্চ সঞ্চয়ান্।
কম্বলানাঞ্চ চিত্রাণামজিনানাঞ্চ সঞ্চয়ান্ ॥ ৩৭
তত্র তত্র বিচিন্বন্তো বিলে তত্র মহাপ্রভাঃ।
দদৃশুর্বানরাঃ শূরাঃ স্ত্রিয়ং কাঞ্চিদদূরতঃ ॥ ৩৮
তাঞ্চ তে দদৃশুস্তত্র চীরকৃষ্ণাজিনাম্বরাম্।

কুত্রাপি রুদ্ধ হইল না; বরং অন্ধকারমধ্যে বায়ুবেগের ন্যায়, তাঁহাদিগের দৃষ্টিসঞ্চার হইতে লাগিল।১০—১৯। পরে তাঁহারা বিবিধ বৃক্ষসমূহে সমাকীর্ণ সেই ভয়ঙ্কর বিলমধ্যে দ্রুতবেগে প্রবিষ্ট হইয়া তথায় পরম রমণীয়রূপে প্রকাশমান স্থান দেখিয়া পরস্পর আনন্দে আলিঙ্গনপূর্ব্বক একযোজন দূরে গমন করিলেন। জলার্থী সম্ভ্রান্তচিত্ত তৃষ্ণাতুর বানরগণ সেই বিলমধ্যে কিয়দ্দূর গমন করিয়া সংজ্ঞাবিহীন নিবিড়-অন্ধকার-প্রদেশে পতিত হইলেন। কিয়ৎকাল পরে অতিশয় কৃশ, শুষ্কমুখ, পরিশ্রান্ত সেই বানরগণ তন্দ্রাবিহীন হইয়া যখন জীবনে হতাশ হইলেন, তখন তাঁহারা অদূরে একটা আলোক দেখিতে পাইলেন। পরে তাঁহারা সেই অন্ধকারবিহীন প্রদেশে গমন করিয়া দেখিলেন যে, তথায় জ্বলন্ত অনলের ন্যায় দীপ্তিমান্ সুবর্ণময় পুষ্পিত, কাঞ্চনময় কুসুমস্তবক-সংযুক্ত, রক্তবর্ণ রমণীয় পল্লববিশিষ্ট, স্তবকের শেখর এবং লতাসমূহে সমাচ্ছন্ন স্বর্ণালঙ্কারে বিভূষিত, সুবর্ণ অঙ্গপ্রত্যঙ্গশোভায় সন্দীপিত, বৈদূর্য্যমণিনির্ম্মিত বেদিকার উপরিভাগে সংস্থিত শাল, তাল, তমাল, পুন্নাগ, বকুল, ধব, চম্পক, নাগকেশর ও কর্ণিকার প্রভৃতি তরুণ সূর্য্যের ন্যায় প্রকাশ পাইতেছে। নীলবৈদূর্য্যমণির ন্যায় নীলবর্ণ পদ্মিনী সকল পতঙ্গপুঞ্জে পরিবৃত হইয়া রহিয়াছে। নির্ম্মল বারিবিশিষ্ট সরোবরসমূহ, কাঞ্চনময় তরুণসূর্য্যতুল্যবর্ণ প্রকাণ্ড বৃক্ষ এবং সুবৃহৎ সুবর্ণময় মৎস্য ও কমলসমূহে সমাচ্ছন্ন হইয়া শোভা পাইতেছে; রজত এবং কাঞ্চন-নির্ম্মিত বিমান সকল বিরাজিত হইতেছে; মুক্তাজালে সমাবৃত, সুবর্ণগঠিত গবাক্ষযুক্ত, স্বর্ণ এবং রৌপ্যদ্বারা নির্ম্মিত, বৈদূর্য্যমণিখচিত অতি উৎকৃষ্ট গৃহ সকল অতিশয় শোভা বিস্তার করিতেছে; তন্মধ্যে মণি ও কাঞ্চনদ্বারা চিত্রিত অতি বিশাল বিবিধ শয্যা এবং আসন সকল পতিত রহিয়াছে। সুবর্ণময় ষট্‌পদ সকল, প্রবালমণিতুল্য ফলপুষ্প-শোভিত বৃক্ষসমূহে ইতস্ততঃ বিচরণ করত মধু পান করিতেছে।২০—৩১। হেম, রজত এবং কাংস্য-নির্ম্মিত সুপ্রশস্ত বিবিধ ভোজনপাত্র, মনোহর অগুরু-চন্দনরাশি, সুমধুর এবং রসাল ভোজনীয় ফল-মূল, মহামূল্য শিবিকাদি যানসমূহ, উৎকৃষ্ট বস্ত্র, বিচিত্র কম্বল এবং মৃগচর্ম্ম সকল ইতস্ততঃ সন্নিবেশিত রহিয়াছে। মহাপ্রভাবশালী শূরবর বানরগণ তথায় ইতস্ততঃ অনুসন্ধান করিয়া অনতিদূরে চীর এবং

তাপসীং নিয়তাহারাং জ্বলন্তীমিব তেজসা ॥ ৩৯
বিস্মিতা হরয়স্তত্র ব্যবতিষ্ঠন্ত সর্ব্বশঃ ।
পপ্রচ্ছ হনুমাংস্তত্র কাসি ত্বং কস্য বা বিলম্ ॥ ৪০

তেতো হনুমান্ গিরিসন্নিকাশঃ
কৃতাঞ্জলিস্তামভিবাদ্য বৃদ্ধাম্ ।
পপ্রচ্ছ কা ত্বং ভবনং বিলঞ্চ
রত্নানি চেমানি বদস্ব কস্য ॥ ৪১

ইতি কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ডে পঞ্চাশঃ সর্গঃ ॥ ৫০

একপঞ্চাশঃ সর্গঃ ।

ইত্যুক্ত্বা হনুমাংস্তত্র চীরকৃষ্ণাজিনাম্বরাম্ ।
অব্রবীত্তাং মহাভাগাং তাপসীং ধর্ম্মচারিণীম্ ॥ ১
ইদং প্রবিষ্টাঃ সহসা বিলং তিমিরসংবৃতম্ ।
ক্ষুৎপিপাসাপরিশ্রান্তাঃ পরিখিন্নাশ্চ সর্ব্বশঃ ।
মহদ্ধরণ্যা বিবরং প্রবিষ্টাঃ স্ম পিপাসিতাঃ ॥ ২
ইমাংস্ত্বেবংবিধান্ ভাবান্ বিবিধানদ্ভুতোপমান্ ।
দৃষ্ট্বা বয়ং প্রব্যথিতাঃ সম্ভ্রান্তা নষ্টচেতসঃ ॥ ৩
কস্যৈতে কাঞ্চনা বৃক্ষাস্তরুণাদিত্যসন্নিভাঃ ।
শুচীন্যভ্যবহার্য্যাণি মূলানি চ ফলানি চ ॥ ৪
কাঞ্চনানি বিমানানি রাজতানি গৃহাণি চ
তপনীয়গবাক্ষাণি মণিজালাবৃতানি চ ॥ ৫
পুষ্পিতাঃ ফলবন্তশ্চ পুণ্যাঃ সুরভিগন্ধয়ঃ ।
ইমে জাম্বূনদময়াঃ পাদপাঃ কস্য তেজসা ॥ ৬
কাঞ্চনানি চ পদ্মানি জাতানি বিমলে জলে ।
কথং মৎস্যাশ্চ সৌবর্ণা দৃশ্যন্তে সহ কচ্ছপৈঃ ॥ ৭
আত্মনস্ত্বনুভাবাদ্বা কস্য বৈতত্তপোবলম্ ।
অজানতাং নঃ সর্ব্বেষাং সর্ব্বমাখ্যাতুমর্হসি ॥ ৮
এবমুক্তা হনুমতা তাপসী ধর্ম্মচারিণী ।
প্রত্যুবাচ হনুমন্তং সর্ব্বভূতহিতে রতা ॥ ৯
ময়ো নাম মহাতেজা মায়াবী বানরর্ষভ ।
তেনেদং নির্ম্মিতং সর্ব্বং মায়য়া কাঞ্চনং বনম্ ॥ ১০
পুরা দানবমুখ্যানাং বিশ্বকর্ম্মা বভূব হ ।
যেনেদং কাঞ্চনং দিব্যং নির্ম্মিতং ভবনোত্তমম্ ॥ ১১
স তু বর্ষসহস্রাণি তপস্তপ্ত্বা মহদ্বনে ।
পিতামহাদ্বরং লেভে সর্ব্বমৌশনসং ধনম্ ॥ ১২
বিধায় সর্ব্বং বলবান্ সর্ব্বকামেশ্বরস্তদা ।
উবাস সুখিতঃ কালং কঞ্চিদস্মিন্ মহাবনে ॥ ১৩
তমপ্সরসি হেমায়াং সক্তং দানবপুঙ্গবম্ ।
বিক্রম্যৈবাশনিং গৃহ্য জঘানেশঃ পুরন্দরঃ ॥ ১৪
ইদঞ্চ ব্রহ্মণা দত্তং হেমায়ৈ বনমুত্তমম্ ।

কৃষ্ণাজিন-পরিধায়িনী, নিয়তাহারা তেজোদ্বারা যেন প্রদীপ্তা এক তপস্বিনী নারীকে দেখিয়া বিস্মিত হইয়া তথায় স্থিরভাবে দাঁড়াইলেন। পরে পর্ব্বতোপম হনুমান্ কৃতাঞ্জলিপুটে সেই বৃদ্ধা তপস্বিনীকে অভিবাদনপূর্ব্বক জিজ্ঞাসা করিলেন, "তপস্বিনি! আপনি কে? এই গৃহ এবং রত্নরাজিই বা কাহার? আপনি অনুগ্রহ করিয়া ইহার বিবরণ আমার নিকটে সবিশেষ বলুন।" ৩৮—৪১।

একপঞ্চাশ সর্গ।

হনুমান্ তথায় সেই চীর-কৃষ্ণাজিনপরিধায়িনী মহাভাগা ধর্ম্মচারিণী তপস্বিনীকে 'আপনি কে?' ইত্যাদি জিজ্ঞাসা করিয়া পুনরায় কহিলেন, "আমরা ক্ষুধা ও তৃষ্ণায় নিতান্ত কাতর এবং পরিশ্রান্ত হইয়া হঠাৎ এই অন্ধকারাবৃত বিশাল বিলমধ্যে প্রবেশ করত এই সকল নানাবিধ অদ্ভুত ব্যাপার দেখিয়া জ্ঞানহীন এবং অতিশয় ব্যথিত হইতেছি। তপস্বিনি! এই বালসূর্য্যের ন্যায় প্রকাশমান স্বর্ণময় বৃক্ষ, পবিত্র ফল মূল সুবর্ণ এবং রজতনির্ম্মিত বিমান ও মণিজালাবৃত সুবর্ণগঠিত বাতায়নবিশিষ্ট গৃহ সকল কাহার? এই সকল সুগন্ধি-পুষ্প এবং ফলবান্ কাঞ্চনময় বৃক্ষ, নির্ম্মল সলিলোত্থিত স্বর্ণময় কমল, কচ্ছপসহ সুবর্ণময় মৎস্য কাহার তেজঃপ্রভাবে উৎপন্ন হইয়াছে? ধর্ম্মচারিণি! এই সকল আপনার তপঃপ্রভাবে, অথবা অন্য কাহারও তপোবলে উৎপন্ন হইয়াছে? ইহা ত আমরা কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না। সুতরাং আপনি ইহার সবিশেষ বিবরণ আমাদিগের নিকটে বলুন।" ১—৮। হনুমান্ এইরূপ বলিলে সর্ব্বলোক-হিতৈষিণী ধর্ম্মশীলা সেই তপস্বিনী হনুমানকে কহিলেন, 'বানরশ্রেষ্ঠ! মহাতেজা মায়াবী ময়নামক দানববর মায়াবলে এই কাঞ্চনময় বন সৃজন করিয়াছেন। পূর্ব্বে তিনি দানবগণের বিশ্বকর্ম্মা ছিলেন। তিনি এই কাননে সহস্র বৎসর তপস্যা করিয়া পিতামহ ব্রহ্মার নিকটে শুক্রাচার্য্য-প্রণীত শিল্পশাস্ত্রের জ্ঞান এবং সৃষ্টি-সামর্থ্যরূপ বর লাভ করিয়াছিলেন। সেই সৃষ্টি-সামর্থ্য-জনিত নিজসৃষ্ট ভোগ্যবিষয়ের ভোক্তা ময়দানব এই মহাবনে কিছুদিন সুখে বাস করত হেমানাম্নী অপ্সরার প্রতি আসক্ত হওয়ায় দৈত্যপুরধ্বংসকারী ইন্দ্র, যুদ্ধে বজ্রদ্বারা তাঁহাকে নিধন করিয়াছিলেন। তৎপরে

শাশ্বতং কামভোগাংশ্চ গৃহঞ্চেদং হিরণ্ময়ম্॥
দুহিতা মেরুসাবর্ণেরহং তস্যাঃ স্বয়ম্প্রভা।
ইদং রক্ষামি ভবনং হেমায়া বানরোত্তম॥ ১৫
মম প্রিয়সখী হেমা নৃত্যগীতবিশারদা।
তয়া দত্তবরা চাস্মি রক্ষামি ভবনং মহৎ॥ ১৬
কিং কার্য্যং কস্য বা হেতোঃ কান্তারাণি প্রপদ্যথ।
কথঞ্চেদং বনং দুর্গং যুষ্মাভিরুপলক্ষিতম্॥ ১৮
শুচীন্যভ্যবহার্য্যাণি মূলানি চ ফলানি চ।
ভুক্ত্বা পীত্বা চ পানীয়ং সর্ব্বং মে বক্তুমর্হথ॥ ১৯

ইতি কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ডে একপঞ্চাশঃ সর্গঃ॥ ৫১

দ্বিপঞ্চাশঃ সর্গঃ।

অথ তানব্রবীৎ সর্ব্বান্ বিশ্রান্তান্ হরিযূথপান্।
ইদং বচনমেকাগ্রা তাপসী ধর্ম্মচারিণী॥ ১
বানরা যদি বঃ খেদঃ প্রনষ্টঃ ফলভক্ষণাৎ।
যদি চৈতন্ময়া শ্রাব্যং শ্রোতুমিচ্ছামি তাং কথাম্॥ ২
তস্যাস্তদ্বচনং শ্রুত্বা হনুমান্ মারুতাত্মজঃ।
আর্জ্জবেন যথাতত্ত্বমাখ্যাতুমুপচক্রমে॥ ৩

ব্রহ্মা হেমাকে এই অপূর্ব্ব হিরণ্ময় বন, গৃহ এবং শাশ্বত কামভোগদ্রব্য সকল দান করিয়াছিলেন। বানরোত্তম! আমি মেরুসাবর্ণির তনয়া, আমার নাম স্বয়ম্প্রভা; আমার প্রিয়সখী সেই নৃত্যগীত-সুনিপুণা হেমা এই গৃহের রক্ষণাবেক্ষণ করিবার জন্য আমার প্রতি ভার অর্পণ করায় আমিই তাঁহার ভবন রক্ষা করিতেছি। কপিপ্রবীরগণ! তোমরা এই সকল সুস্বাদু ফল-মূল ভক্ষণ এবং নির্ম্মল জল পান করত শ্রান্তি দূর করিয়া "এখানে তোমাদিগের কি প্রয়োজন এবং কেনই বা তোমরা এই দুর্গম বনে আসিয়াছ," আমার নিকটে তাহা বল। ৯—১৯।

দ্বিপঞ্চাশ সর্গ।

অনন্যমনা ধর্ম্মচারিণী তপস্বিনী হেমাসখী স্বয়ম্প্রভা, পরিশ্রান্ত বানরযূথপতি সেই বানরগণকে কহিলেন, "বানরগণ! যদ্যপি ফলমূলাদি ভক্ষণ করিয়া তোমাদিগের ক্লান্তি দূর হইয়া থাকে এবং তোমরা যে কারণবশতঃ এই স্থানে আসিয়াছ, যদি তাহা আমার নিকটে বলিবার কোন বাধা না থাকে, তাহা হইলে আমি তাহা শুনিতে ইচ্ছা করি।" পবননন্দন হনুমান্, তপস্বিনীর সেই কথা শুনিয়া

রাজা সর্ব্বস্য লোকস্য মহেন্দ্রবরুণোপমঃ।
রামো দাশরথিঃ শ্রীমান্ প্রবিষ্টো দণ্ডকাবনম্॥ ৪
লক্ষ্মণেন সহ ভ্রাত্রা বৈদেহ্যা সহ ভার্য্যয়া।
তস্য ভার্য্যা জনস্থানাদ্রাবণেন হৃতা বলাৎ॥ ৫
বীরস্তস্য সখা রাজ্ঞঃ সুগ্রীবো নাম বানরঃ।
রাজা বানরমুখ্যানাং যেন প্রস্থাপিতা বয়ম্॥ ৬
অগস্ত্যাচরিতামাশাং দক্ষিণাং যমরক্ষিতাম্।
সহৈভির্বানরৈর্মুখ্যৈরঙ্গদপ্রমুখৈর্বয়ম্॥ ৭
রাবণং সহিতাঃ সর্ব্বে রাক্ষসং কামরূপিণম্।
সীতয়া সহ বৈদেহ্যা মার্গধ্বমিতি চোদিতাঃ॥ ৮
বিচিত্য তু বনং সর্ব্বং সমুদ্রং দক্ষিণাং দিশম্।
বয়ং বুভুক্ষিতাঃ সর্ব্বে বৃক্ষমূলমুপাশ্রিতাঃ॥ ৯
বিবর্ণবদনাঃ সর্ব্বে সর্ব্বে ধ্যানপরায়ণাঃ।
নাধিগচ্ছামহে পারং মগ্নাশ্চিন্তামহার্ণবে॥ ১০
চারয়ন্তস্ততশ্চক্ষুর্দৃষ্টবন্তো মহদ্বিলম্।
লতাপাদপসংছন্নং তিমিরেণ সমাবৃতম্॥ ১১
অস্মাদ্ধংসা জলক্লিন্নাঃ পক্ষৈঃ সলিলরেণুভিঃ।
কুররাঃ সারসাশ্চৈব নিষ্পতন্তি পতত্রিণঃ॥ ১২
সাধ্বত্র প্রবিশামেতি ময়া তূক্তাঃ প্লবঙ্গমাঃ।

অকপটভাবে যথাযথরূপে তাঁহাকে বলিতে লাগিলেন, "মহেন্দ্র এবং বরুণতুল্য সর্ব্বলোকাধিপতি দশরথতনয় শ্রীমান্ রাম তাঁহার পত্নী বিদেহরাজনন্দিনী সীতা এবং ভ্রাতা লক্ষ্মণের সহিত দণ্ডককাননে আসিয়াছিলেন। রাবণ বলপূর্ব্বক জনস্থান হইতে তাঁহার অসাক্ষাতে তদীয় ভার্য্যাকে অপহরণ করিয়া লইয়া গিয়াছে। ১—৫। বীরবর রামের প্রিয়সখা বানরগণের অধিপতি বীরবর সুগ্রীব সীতাপহরণকারী কামরূপী নিশাচর রাবণ এবং বিদেহরাজনন্দিনী সীতার অনুসন্ধানের জন্য অঙ্গদ প্রভৃতি এই বানরগণের সহিত আমাকে পিতৃপতি-পরিপালিত অগস্ত্যাশ্রিত দাক্ষিণদিকে পাঠাইয়াছেন। আমরা তাঁহার আজ্ঞানুসারে সমস্ত অরণ্য এবং সমুদ্র অনুসন্ধানপূর্ব্বক অতিশয় ক্ষুধার্ত্ত হইয়া বৃক্ষমূলে উপবেশন করি, পরে সকলেই বিবর্ণ-বদন এবং অপার চিন্তাসাগরে নিমজ্জিত হইয়া পারের উপায় স্থির করিতে পারিলাম না। ৬—১০। পরে ইতস্ততঃ দৃষ্টি সঞ্চালন করত বৃক্ষলতাসমন্বিত অন্ধকারাবৃত এই বিল দেখিয়া ইহার নিকটে আসিয়া দেখিলাম যে, জল এবং পদ্মপরাগসংযুক্ত আর্দ্রপক্ষ হংস, চক্রবাক এবং সারস প্রভৃতি বিহঙ্গসমূহ এই বিল হইতে নির্গত হইতেছে। সেই সকল পক্ষী দেখিয়া 'এই বিবরমধ্যে জল আছে'

তেষামপি হি সর্ব্বেষামনুমানমুপাগতম্।
অস্মিন্নিপতিতাঃ সর্ব্বেঽপ্যথ কার্য্যত্বরান্বিতাঃ॥ ১৩
ততো গাঢ়ং নিপতিতা গৃহ্য হস্তৈঃ পরস্পরম্।
ইদং প্রবিষ্টাঃ সহসা বিলং তিমিরসংবৃতম্॥ ১৪
এতন্নঃ কার্য্যমেতেন কৃত্যেন বয়মাগতাঃ।
ত্বাঞ্চৈবোপগতাঃ সর্ব্বে পরিদ্যূনা বুভুক্ষিতাঃ॥ ১৫
আতিথ্যধর্ম্মদত্তানি মূলানি চ ফলানি চ।
অস্মাভিরুপভুক্তানি বুভুক্ষাপরিপীড়িতৈঃ॥ ১৬
যত্ত্বয়া রক্ষিতাঃ সর্ব্বে ম্রিয়মাণা বুভুক্ষয়া।
ব্রূহি প্রত্যুপকারার্থং কিং তে কুর্ব্বন্তু বানরাঃ॥ ১৭
এবমুক্তা তু সর্ব্বজ্ঞা বানরৈস্তৈঃ স্বয়ম্প্রভা।
প্রত্যুবাচ ততঃ সর্ব্বানিদং বানরযূথপান্॥ ১৮
সর্ব্বেষাং পরিতুষ্টাস্মি বানরাণাং তরস্বিনাম্।
চরন্ত্যা মম ধর্ম্মেণ ন কার্য্যমিহ কেনচিৎ॥ ১৯
এবমুক্তঃ শুভং বাক্যং তাপস্যা ধর্ম্মসংহিতম্
উবাচ হনুমান্ বাক্যং তামনিন্দিতলোচনাম্॥ ২০
শরণং ত্বাং প্রপন্নাঃ স্মঃ সর্ব্বে বৈ ধর্ম্মচারিণীম্।
যঃ কৃতঃ সময়োঽস্মাসু সুগ্রীবেণ মহাত্মনা॥ ২১
স তু কালো ব্যতিক্রান্তো বিলে চ পরিবর্ত্ততাম্।
সা ত্বমস্মাদ্বিলাদস্মানুত্তারয়িতুমর্হসি॥ ২২
তস্মাৎ সুগ্রীববচনাদতিক্রান্তান্ গতায়ুষঃ।
ত্রাতুমর্হসি নঃ সর্ব্বান্ সুগ্রীবভয়শঙ্কিতান্॥ ২৩
মহচ্চ কার্য্যমস্মাভিঃ কর্ত্তব্যং ধর্ম্মচারিণি।
তচ্চাপি ন কৃতং কার্য্যমস্মাভিরিহবাসিভিঃ॥ ২৪
এবমুক্তা হনুমতা তাপসী বাক্যমব্রবীৎ।
জীবতা দুষ্করং মন্যে প্রবিষ্টেন নিবর্ত্তিতুম্॥ ২৫
তপসঃ সুপ্রভাবেণ নিয়মোপার্জ্জিতেন চ।
সর্ব্বানেব বিলাদস্মাত্তারয়িষ্যামি বানরান্॥ ২৬
নিমীলয়ত চক্ষূংষি সর্ব্বে বানরপুঙ্গবাঃ।
ন হি নিষ্ক্রমিতুং শক্যমনিমীলিতলোচনৈঃ॥ ২৭
ততো নিমীলিতাঃ সর্ব্বে সুকুমারাঙ্গুলৈঃ করৈঃ।
সহসা পিদধুর্দৃষ্টিং হৃষ্টা গমনকাঙ্ক্ষয়া॥ ২৮
বানরাস্তু মহাত্মানো হস্তরুদ্ধমুখাস্তদা।
নিমিষান্তরমাত্রেণ বিলাদুত্তারিতাস্তয়া॥ ২৯
উবাচ সর্ব্বাংস্তাংস্তত্র তাপসী ধর্ম্মচারিণী।
নিঃসৃতান্ বিষমাত্তস্মাৎ সমাশ্বাস্যেদমব্রবীৎ॥ ৩০
এষ বিন্ধ্যো গিরিঃ শ্রীমান্নানাদ্রুমলতাযুতঃ।

সকলেই এইরূপ মনে করায় আমি তাহা সঙ্গত মনে করিয়া তাহাদিগকে এখানে প্রবেশ করিতে বলিলাম। পরে আমরা কার্য্যানুরোধবশতঃ ত্বরান্বিত হইয়া এই বিলমধ্যে প্রবেশ করিলাম, হঠাৎ এই অন্ধকারময় বিলমধ্যে পতিত হইয়া পরস্পর হস্ত ধরিয়া প্রবেশ করিয়াছি। তপস্বিনি! ইহাই আমাদিগের কার্য্য, এই কারণেই আমারা এখানে আসিয়াছি এবং ক্ষুধায় কাতর হইয়া আপনার শরণ লইয়াছি। আপনি অতিথি-সংকারজন্য ধর্ম্মতঃ যে আমাদিগকে ফল মূল প্রভৃতি দিয়াছিলেন, আমরা ক্ষুধার্ত্ত হইয়া তাহাই ভোজন করিয়াছি। পরন্তু ক্ষুধায় মৃতপ্রায় এই বানরগণকে আপনি যেরূপ রক্ষা করিয়াছেন, আপনার তাহার প্রত্যুপকার জন্য বানরগণকে কি করিতে হইবে, আপনি তাহা আদেশ করুন।” স্বয়ম্প্রভা, বানরগণের এইরূপ কথা শুনিয়া তাহাদিগকে বলিলেন, “বানরগণ! আমি তোমাদের প্রতি যার পর নাই সন্তুষ্ট হইয়াছি; পরন্তু আমি ধর্ম্মচারিণী, আমার কোন প্রত্যুপকারের আবশ্যক নাই।” ১১—১৯। তপস্বিনী স্বয়ম্প্রভা এইরূপ ধর্ম্মসঙ্গত শুভ বাক্য বলিলে হনমান্ সেই অনিন্দিতনয়না স্বয়ম্প্রভাকে কহিলেন, ধর্ম্মচারিণি! আমরা সকলেই আপনার শরণাপন্ন হইলাম। পরন্তু মহাত্মা সুগ্রীব আমাদিগের প্রতি যে সময়ের সীমা নির্দ্ধারণ করিয়াছেন, আমরা এই বিলমধ্যে থাকায় আমাদিগের সেই নির্দ্ধারিত সময় অতিবাহিত হইয়াছে। সুগ্রীবের আদেশ লঙ্ঘন করিলে আমাদিগের প্রাণনাশ হইবে; আমরা সুগ্রীবের ভয়ে যারপর নাই ভীত হইতেছি; অতএব আপনি অনুগ্রহপূর্ব্বক আমাদিগকে এই বিল হইতে উত্তীর্ণ করিয়া রক্ষা করুন। ধর্ম্মচারিণি! আমাদিগকে যে গুরুতর কার্য্য সম্পন্ন করিতে হইবে, আমরা এখানে থাকিলে আমাদের দ্বারা কোন ক্রমেই তাহা সম্পাদিত হইবে না।” তপস্বিনী স্বয়ম্প্রভা, হনমানের কথা শুনিয়া তাঁহাকে কহিলেন, “এখানে প্রবেশ করিলে প্রাণীদিগের প্রাণ লইয়া বহির্গত হওয়া দুষ্কর; পরন্তু নিয়ম দ্বারা অর্জ্জিত আমার তপঃপ্রভাবে আমি এই বিল হইতে বানরগণকে উদ্ধার করিতেছি; বানরগণ! এক্ষণে তোমরা সকলে চক্ষুনিমীলিত কর; কারণ চক্ষু নিমীলিত না করিলে এখান হইতে নিষ্ক্রান্ত হইতে পারিবে না।” পরে কপিগণ বহির্গমনবাসনায় হৃষ্ট হইয়া চক্ষু মুদিত করত সুকোমল অঙ্গুলি-সমন্বিত করদ্বারা পুনরায় চক্ষু আবৃত করিলে, সেই তপস্বিনী নিমেষের মধ্যে তাহাদিগকে বিল হইতে নিঃসারিত করিয়া সান্ত্বনাপূর্ব্বক কহিলেন, “তোমরা সেই ভয়ঙ্কর বিল হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়াছ। এই সেই বিবিধ তরু এবং

এষ প্রস্রবণঃ শৈলঃ সাগরোঽয়ং মহোদধিঃ ॥ ৩১

স্বস্তি বোঽস্তু গমিষ্যামি ভবনং বানরর্ষভাঃ।

ইত্যুক্ত্বা তদ্বিলং শ্রীমৎ প্রবিবেশ স্বয়ম্প্রভা ॥ ৩২

ইতি কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ডে দ্বিপঞ্চাশঃ সর্গঃ ॥ ৫২ ॥

ত্রিপঞ্চাশঃ সর্গঃ।

ততস্তে দদৃশুর্ঘোরং সাগরং বরুণালয়ম্।

অপারমভিগর্জ্জন্তং ঘোরৈরূর্ম্মিভিরাকুলম্ ॥ ১

ময়স্য মায়াবিহিতং গিরিদুর্গং বিচিন্বতাম্।

তেষাং মাসো ব্যতিক্রান্তো যো রাজ্ঞা সময়ঃ কৃতঃ ॥ ২

বিন্ধ্যস্য তু গিরেঃ পাদে সম্প্রপুষ্পিতপাদপে।

উপবিশ্য মহাত্মানশ্চিন্তামাপেদিরে তদা ॥ ৩

ততঃ পুষ্পাতিভারাগ্রান্ লতাশতসমাবৃতান্।

দ্রুমান্ বাসন্তিকান্ দৃষ্ট্বা বভূবুর্ভয়শঙ্কিতাঃ ॥ ৪

তে বসন্তমনুপ্রাপ্তং প্রতিপদ্য পরস্পরম্।

নষ্টসন্দেশকালার্থা নিপেতুর্ধরণীতলে ॥ ৫

ততস্তান্ কপিবৃদ্ধাংশ্চ শিষ্টাংশ্চৈব বনৌকসঃ।

বাচা মধুরয়াভাষ্য যথাবদনুমান্য চ ॥ ৬

স তু সিংহবৃষস্কন্ধঃ পীনায়তভুজঃ কপিঃ।

যুবরাজো মহাপ্রাজ্ঞ অঙ্গদো বাক্যমব্রবীৎ ॥ ৭

শাসনাৎ কপিরাজস্য বয়ং সর্ব্বে বিনির্গতাঃ।

মাসঃ পূর্ণো বিলস্থানাং হরয়ঃ কিং ন বুধ্যত ॥ ৮

বয়মাশ্বযুজে মাসি কালসঙ্খ্যাব্যবস্থিতাঃ।

প্রস্থিতাঃ সোঽপি চাতীতঃ কিমতঃ কার্য্যমুত্তরম্ ॥ ৯

ভবন্তঃ প্রত্যয়ং প্রাপ্তা নীতিমার্গবিশারদাঃ।

হিতেষ্বভিরতা ভর্তুর্নিসৃষ্টাঃ সর্ব্বকর্ম্মসু ॥ ১০

কর্ম্মস্বপ্রতিমাঃ সর্ব্বে দিক্ষু বিশ্রুতপৌরুষাঃ।

মাং পুরস্কৃত্য নির্যাতা পিঙ্গাক্ষপ্রতিচোদিতাঃ ॥ ১১

ইদানীমকৃতার্থানাং মর্ত্তব্যং নাত্র সংশয়ঃ।

হরিরাজস্য সন্দেশমকৃত্বা কঃ সুখী ভবেৎ ॥ ১২

অস্মিন্নতীতে কালে তু সুগ্রীবেণ কৃতে স্বয়ম্।

প্রায়োপবেশনং যুক্তং সর্ব্বেষাঞ্চ বনৌকসাম্ ॥ ১৩

তীক্ষ্ণপ্রকৃত্যা সুগ্রীবঃ স্বামিভাবে ব্যবস্থিতঃ।

ন ক্ষমিষ্যতি নঃ সর্ব্বানপরাধকৃতো গতান্।

লতাসমূহে সমাকীর্ণ শ্রীমান্ বিন্ধ্যগিরি; এই প্রস্রবণ পর্ব্বত এবং মহাসাগর দেখ। বানরেন্দ্রগণ! তোমাদিগের মঙ্গল হউক, আমি নিজস্থানে গমন করি।" শ্রীমতী স্বয়ম্প্রভা, বানরগণকে এই কথা বলিয়া বিলমধ্যে প্রবেশ করিলেন। ২২—৩২।

ত্রিপঞ্চাশ সর্গ।

বানরগণ চক্ষু উন্মীলন করিয়া ভীষণ তরঙ্গসঙ্কুল ভয়ঙ্কর গর্জ্জনকারী অপার বরুণালয় সমুদ্র দেখিতে পাইল। ময়দানবের মায়ানির্ম্মিত পুরী, পর্ব্বত এবং দুর্গ সকল অনুসন্ধান করিতে করিতে সুগ্রীবকৃত সময় অতীত হওয়ায় বানরগণ বিন্ধ্যগিরির পুষ্পিত বৃক্ষসমন্বিত প্রত্যন্তপর্ব্বতে উপবেশন করিয়া অতিশয় চিন্তা করিতে লাগিল। পরে লতাজালে সমাচ্ছাদিত, বসন্তকালীন-ফলবান্ বৃক্ষ সকল পুষ্পভরে অবনত দেখিয়া যারপর নাই শঙ্কিত হইল এবং 'বসন্তকাল উপস্থিত প্রায়' দেখিয়া সুগ্রীবের আদিষ্ট নিয়মিত কাল অতীত হইল বুঝিয়া তাহারা সকলেই ভূতলে পতিত হইল। তখন সিংহ এবং বৃষসম স্কন্ধশালী আয়তবাহু প্রাজ্ঞশ্রেষ্ঠ যুবরাজ অঙ্গদ ভয়ে ভূতলে পতিত বৃদ্ধ এবং অন্যান্য শিষ্ট কপিপ্রধান বনচর বানরগণকে যথাবৎ সম্ভাষণ এবং সম্মান প্রদর্শনপূর্ব্বক মধুরবাক্যে বলিতে লাগিলেন, "বানরগণ! আমরা সকলে সীতার অনুসন্ধানের জন্য বানরেশ্বর সুগ্রীবের আদেশক্রমে বহির্গত হইয়া বিলমধ্যেই বাস করায় আমাদিগের যে একমাস পূর্ণ হইল, তাহা কি তোমরা বুঝিতেছ না? 'একমাসমধ্যে ফিরিয়া আসিতে হইবে' এইরূপ সময় অবধারণ করিয়া সুগ্রীব যে আশ্বিনমাসে প্রেরণ করিয়াছিলেন, তাহাও গত হইল, এক্ষণে আমাদিগের কর্ত্তব্য কি? ১—৯। বানরগণ! তোমরা সকলেই নীতিকুশল, প্রভুহিতৈষী, তোমাদিগের ন্যায় কার্য্যকারী আর কেহই নাই; তোমাদিগের পৌরুষ সর্ব্বত্র বিখ্যাত; সুগ্রীব সকল কার্য্যের ভারই তোমাদিগের প্রতি ন্যস্ত করিয়া থাকেন, তোমরা জানকীর অনুসন্ধানের জন্য রাজাদেশ পাইয়া আমাকে পুরোবর্ত্তী করত কপিলোচন বানররাজ সুগ্রীবকর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়াছ। এক্ষণে তোমরা যদি অকৃতকার্য্য হও, তাহা হইলে নিশ্চয়ই তোমাদিগকে মৃত্যুমুখে পতিত হইতে হইবে; কারণ, তাঁহার আজ্ঞা প্রতিপালন না করিয়া কে বাঁচিতে পারে? অপিচ যখন সুগ্রীব-নিরূপিত উক্ত সময় অতিবাহিত হইল, তখন আমাদিগের প্রাণত্যাগের নিমিত্ত প্রায়োপবেশন করিয়াই যুক্তিসঙ্গত বলিয়া মনে হইতেছে। ১০—১৩। সুগ্রীব তীক্ষ্ণভাবেই রাজকার্য্য নির্ব্বাহ করিয়া থাকেন; আমরা অপরাধী হইয়া তাঁহার নিকটে উপস্থিত হইলে তিনি কদাচ আমাদিগকে মার্জ্জনা করিবেন না;

অপ্রবৃত্তৌ চ সীতায়াঃ পাপমেব করিষ্যতি ॥ ১৪
তস্মাৎ ক্ষমমিহাদ্যৈব গন্তুং প্রায়োপবেশনম্।
ত্যক্ত্বা পুত্রাংশ্চ দারাংশ্চ ধনানি চ গৃহাণি চ ॥ ১৫
ধ্রুবং নো হিংসতে রাজা সর্ব্বান্ প্রতিগতানিতঃ।
বধেনাপ্রতিরূপেণ শ্রেয়ান্ মৃত্যুরিহৈব নঃ ॥ ১৬
ন চাহং যৌবরাজ্যেন সুগ্রীবেণাভিষেচিতঃ।
নরেন্দ্রেণাভিষিক্তোঽস্মি রামেণাক্লিষ্টকর্ম্মণা ॥ ১৭
স পূর্ব্বং বদ্ধবৈরো মাং রাজা দৃষ্ট্বা ব্যতিক্রমম্।
ঘাতয়িষ্যতি দণ্ডেন তীক্ষ্ণেন কৃতনিশ্চয়ঃ ॥ ১৮
কিং মে সুহৃদ্ভির্ব্যসনং পশ্যদ্ভির্জীবিতান্তরে।
ইহৈব প্রায়মাসিষ্যে পুণ্যে সাগররোধসি ॥ ১৯
এতচ্ছ্রুত্বা কুমারেণ যুবরাজেন ভাষিতম্ ॥
সর্ব্বে তে বানরশ্রেষ্ঠাঃ করুণং বাক্যমব্রুবন্ ॥ ২০
তীক্ষ্ণঃ প্রকৃত্যা সুগ্রীবঃ প্রিয়ারক্তশ্চ রাঘবঃ।
সমীক্ষ্যাকৃতকার্য্যাংস্তু তস্মিংশ্চ সময়ে গতে ॥ ২১
অদৃষ্টায়াঞ্চ বৈদেহ্যাং দৃষ্ট্বা চৈব সমাগতান্।
রাঘবপ্রিয়কামায় ঘাতয়িষ্যত্যসংশয়ম্ ॥ ২২
ন ক্ষমং চাপরাদ্ধানাং গমনং স্বামিপার্শ্বতঃ।
প্রধানভূতাশ্চ বয়ং সুগ্রীবস্য সমাগতাঃ ॥ ২৩
ইহৈব সীতামন্বীক্ষ্য প্রবৃত্তিমুপলভ্য বা।
নোচেদ্গচ্ছাম তং বীরং গমিষ্যামো যমক্ষয়ম্ ॥ ২৪
প্লবঙ্গমানান্তু ভয়ার্দ্দিতানাং
শ্রুত্বা বচস্তার ইদং বভাষে।
অলং বিষাদেন বিলং প্রবিশ্য
বসাম সর্ব্বে যদি রোচতে বঃ ॥ ২৫
ইদং হি মায়াবিহিতং সুদুর্গমং
প্রভূতপুষ্পোদকভোজ্যপেয়ম্।
ইহাস্তি নো নৈব ভয়ং পুরন্দরাৎ
ন রাঘবাদ্বানররাজতোঽপি বা। ২৬
শ্রুত্বাঙ্গদস্যাপি বচোঽনুকূল-
মূচুশ্চ সর্ব্বে হরয়ঃ প্রতীতাঃ।
যথা ন হন্যেম তথা বিধান-
মসক্তমদ্যৈব বিধীয়তাং নঃ ॥ ২৭
ইতি কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ডে ত্রিপঞ্চাশঃ সর্গঃ ॥ ৫৩ ॥

সুগ্রীব, সীতার সংবাদ না পাইলেই আমাদিগের প্রতি অনিষ্টাচার করিবেন, সুতরাং স্ত্রী, পুত্র, ধন এবং গৃহ সকল পরিত্যাগপূর্ব্বক অদ্য এই স্থানে প্রাণ-পরিত্যাগার্থ আমাদিগের প্রায়োপবেশন করা কর্ত্তব্য; কেননা আমরা এই স্থান হইতে ফিরিলে নিশ্চয়ই সুগ্রীব আমাদিগের প্রাণদণ্ড করিবেন, অতএব অযোগ্য মরণ অপেক্ষা এই স্থানেই আমাদিগের প্রাণত্যাগ করা ভাল বোধ হইতেছে। বিশেষ যুবরাজ বলিয়া তিনি আমাকে মার্জ্জনা করিবেন না, কারণ তিনি আমাকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করেন নাই; অক্লিষ্টকর্ম্মা মনুজেন্দ্র রামকর্ত্তৃক আমি অভিষিক্ত হইয়াছি। সুতরাং একেরাজা সুগ্রীব পূর্ব্ব হইতেই আমার প্রতি অসন্তুষ্ট আছেন, তাহাতে আবার এক্ষণে কার্য্যের ব্যতিক্রম দেখিলে নিশ্চয়ই আমার প্রাণদণ্ড করিবেন। মৃত্যুকালে বান্ধবগণ ব্যসন দেখিয়া কিছুই করিতে পারিবেন না, সুতরাং আমি পুণ্যপ্রদ এই সাগর-তীরেই প্রায়োপবেশন করিব।" ১০—১৯। সেই বানরপ্রধানগণ যুবরাজ অঙ্গদের কথা শুনিয়া করুণ-স্বরে বলিতে লাগিল, "সুগ্রীব স্বভাবতঃ নিষ্ঠুর, রঘুনন্দন রামও প্রিয়তমার প্রতি অনুরক্ত; যখন সেই নিরূপিত সময় অতীত হইল এবং অদ্যাপি সীতাকে আমরা দেখিতে পাইলাম না, তখন আমরা অকৃতকার্য্য হইয়া সুগ্রীবের নিকটে উপস্থিত হইলে তিনি দেখিয়া নিশ্চয়ই রামের মঙ্গলকামনায় আমাদিগকে বধ করিবেন। বিশেষতঃ, আমরা সুগ্রীবের প্রধান পাত্র হইয়া সীতার অনুসন্ধানের নিমিত্ত আসিয়াছি, এক্ষণে অপরাধী হইয়া আমাদিগের প্রভুর নিকটে যাওয়া উচিত নহে। সুতরাং যদি আমরা সীতার অনুসন্ধান করিয়া তাঁহার সমাচার জানিতে পারি, তাহা হইলে সেই মহাবীর সুগ্রীবের নিকটে যাইব, নচেৎ এই স্থানে থাকিয়া মরিব।" ২০—২৪। তখন সেনাপতি তার, অতীব ভয়াকুল সেই বানরগণের সকরুণ বাক্য শুনিয়া কহিলেন, "তোমরা বিষণ্ণ হইতেছ কেন? যদি তোমাদিগের ইচ্ছা হয়, তবে চল, সকলে সেই বিল-মধ্যে পুনরায় প্রবেশ করিয়া তথায় বাস করি; তথায় ভোজনীয় ফল, মূল এবং পানীয় পুষ্পোদক প্রভৃত আছে। সেই বিল মায়ানির্ম্মিত এবং অক্লেশে দুর্গম; তথায় বাস করিলে ইন্দ্র, রাঘবেন্দ্র বা বানরেন্দ্র সুগ্রীব হইতে আমাদিগের কোনরূপ ভয় থাকিবে না।" বানরগণ অঙ্গদের অনুকূল বাক্য শ্রবণে তাহাদের জীবনরক্ষা-বিষয়ে আশ্বস্ত হইয়া কহিল, "যাহাতে আমাদের জীবন বিনষ্ট না হয়, অদ্যই সেরূপ উপায় করা উচিত, আর বিলম্ব করা কর্ত্তব্য নহে।" ২৫—২৭।

চতুঃপঞ্চাশঃ সর্গঃ।

তথা ব্রুবতি তারে তু তারাধিপতিবর্চ্চসি।
অথ মেনে হৃতং রাজ্যং হনুমানঙ্গদেন তৎ॥ ১
বুদ্ধ্যা হ্যষ্টাঙ্গয়া যুক্তং চতুর্ব্বলসমন্বিতম্।
চতুর্দ্দশগুণং মেনে হনুমান্ বালিনঃ সুতম্॥ ২
আপূর্য্যমাণং শশ্বচ্চ তেজোবলপরাক্রমৈঃ।
শশিনং শুক্লপক্ষাদৌ বর্দ্ধমানমিব শ্রিয়া॥ ৩
বৃহস্পতিসমো বুদ্ধ্যা বিক্রমে সদৃশঃ পিতুঃ।
শুশ্রূষমাণং তারস্য শুক্রস্যেব পুরন্দরম্॥ ৪
ভর্ত্তুরর্থে পরিশ্রান্তং সর্ব্বশাস্ত্রবিশারদঃ।
অভিসন্ধাতুমারেভে হনুমানঙ্গদং ততঃ॥ ৫
স চতুর্ণামুপায়ানাং দ্বিতীয়মুপবর্ণয়ন্।
ভেদয়ামাস তান্ সর্ব্বান্ বানরান্ বাক্যসম্পদা॥ ৬
তেষু সর্ব্বেষু ভিন্নেষু ততোঽভীষয়দঙ্গদম্।
ভীষণৈর্বিবিধৈর্বাক্যৈঃ কোপোপায়সমন্বিতৈঃ॥ ৭
ত্বং সমর্থতরঃ পিত্রা যুদ্ধে তারেয় বৈ ধ্রুবম্।
দৃঢ়ং ধারয়িতুং শক্তঃ কপিরাজ্যং যথা পিতা॥ ৮
নিত্যমস্থিরচিত্তা হি কপয়ো হরিপুঙ্গব।
নাজ্ঞাপ্যং বিষহিষ্যন্তি পুত্রদারং বিনা ত্বয়া॥ ৯
ত্বাং নৈতে হ্যনুরজ্যেয়ুঃ প্রত্যক্ষং প্রবদামি তে।
যথায়ং জাম্ববান্নীলঃ সুহোত্রশ্চ মহাকপিঃ॥ ১০
ন হ্যহং ত ইমে সর্ব্বে সামদানাদিভির্গুণৈঃ।
দণ্ডেন ন ত্বয়া শক্যাঃ সুগ্রীবাদপকর্ষিতুম্॥ ১১
বিগৃহ্যাসনমপ্যাহুর্দুর্ব্বলেন বলীয়সা।
আত্মরক্ষাকরস্তস্মান্ন বিগৃহ্নীত দুর্ব্বলঃ॥ ১২
যাং চেমাং মন্যসে ধাত্রীমেতদ্বিলমিতি শ্রুতম্।
এতল্লক্ষ্মণবাণানামীষৎকার্য্যং বিদারণম্॥ ১৩
স্বল্পং হি কৃতমিন্দ্রেণ ক্ষিপতা হ্যশনিং পুরা।
লক্ষ্মণো নিশিতৈর্বাণৈর্ভিন্দ্যাৎ পত্রপুটং যথা॥ ১৪
লক্ষ্মণস্য চ নারাচা বহবঃ সন্তি তদ্বিধাঃ।
বজ্রাশনিসমস্পর্শা গিরীণামপি দারকাঃ॥ ১৫
অবস্থানং যদৈব ত্বমাসিষ্যসি পরন্তপ।
তদৈব হরয়ঃ সর্ব্বে ত্যক্ষ্যন্তি কৃতনিশ্চয়াঃ॥ ১৬
স্মরন্তঃ পুত্রদারাণাং নিত্যোদ্বিগ্না বুভুক্ষিতাঃ।

চতুঃপঞ্চাশ সর্গ।

হনুমান্ তারানাথ চন্দ্রের ন্যায় রূপবান্ সেনাপতি তারের এই কথা শুনিয়া স্বয়ম্প্রভার বিলস্থিত রাজ্য অঙ্গদকর্ত্তৃক অধিকৃত হইল এইরূপ মনে করিলেন। সর্ব্বশাস্ত্রবিদ্ হনুমান্, শুশ্রূষা প্রভৃতি অষ্টগুণযুক্ত, বুদ্ধিমান্, সামাদি উপায়চতুষ্টয়সমন্বিত, দেশকালজ্ঞতাদি চতুর্দ্দশগুণশালী তেজ বল এবং বিক্রমপূর্ণ, শুক্লপক্ষীয় প্রতিপদের চন্দ্রের ন্যায় দিন দিন বর্দ্ধমানসৌন্দর্য্যশালী, বৃহস্পতির ন্যায় প্রজ্ঞাবান্ পিতৃতুল্য বিক্রমশালী বালিপুত্র অঙ্গদকে, শুক্রাচার্য্যের বচন শ্রবণে সমাহিত ইন্দ্রের ন্যায় তারসেনাপতির উপদেশ শ্রবণপরায়ণ এবং প্রভু সুগ্রীবের কার্য্যপালনে পরাঙ্মুখ হইতে দেখিয়া তার প্রভৃতি বানরগণ হইতে ভেদ করিতে উদ্যত হইলেন। হনুমান্ সেই বানরযূথমধ্যে উপায়-চতুষ্টয়ের মধ্যে ভেদরূপ দ্বিতীয় উপায় বর্ণন করত বাক্চাতুর্য্যে সমস্ত বানরগণকে বিভিন্ন করিলেন। ১—৬। পরে বানরগণ অনৈক্যমত হইলে, হনুমান্ দণ্ডবিধানানুযায়ী ভীতিজনক নানা বাক্যদ্বারা অঙ্গদকে ভয় দেখাইয়া বলিতে লাগিলেন, "তারাকুমার! তুমি পিতার ন্যায় যুদ্ধবিশারদ; সুতরাং তোমার ন্যায় বানর অক্লেশে রাজ্য শাসন করিতে পারিবে, কিন্তু কপিগণ স্বভাবতই চঞ্চল, তাহাতে আবার পত্নী পুত্র ব্যতীত অধিকতর চঞ্চলচিত্ত হইয়া কদাচ তোমার শাসন গ্রাহ্য করিবে না। আমি তোমার সমক্ষেই বলিতেছি যে, জাম্ববান্, নীল এবং মহাকপি সুহোত্র প্রভৃতি এই সকল বানরগণ স্ত্রী পুত্র ব্যতীত কদাচই তোমার প্রতি অনুরক্ত হইবেন না এবং তুমি সামাদি গুণগ্রামদ্বারা অথবা দণ্ডদ্বারাই হউক, আমাকে এবং এই বানরগণকে কোন মতেই সুগ্রীব হইতে বিভিন্ন করিতে পারিবে না। ৭—১১। অপিচ পণ্ডিতেরা বলিয়া থাকেন যে, দুর্ব্বল ব্যক্তি বলবানের সহিত বিবাদ করিয়া কোথাও সুখে থাকিতে পারে না; অতএব যে দুর্ব্বল ব্যক্তি আত্মরক্ষায় তৎপর, বলবানের সহিত বিবাদ করা তাহার উচিত নহে। আর এই বিলমধ্যে বাস করিলেই যে, তুমি পরিত্রাণ পাইবে, ইহা মনে করিও না কারণ, এই বিল বাণদ্বারা বিদারণ করা লক্ষ্মণের পক্ষে অতি সামান্য। তুমি শুনিয়াছ, পূর্ব্বে ইন্দ্র এই বিলস্থিত ময়দানবের বিনাশের নিমিত্ত বজ্র নিক্ষেপ করিয়াছিলেন, তাহা অতি সামান্যমাত্র; কারণ, তাহাতে কেবল সেই দানবই নিহত হইয়াছিল, তদ্দ্বারা বিল ভগ্ন হয় নাই; কিন্তু লক্ষ্মণ সুতীক্ষ্ণ বাণদ্বারা পত্রপুটের ন্যায় এই বিল ভেদ করিবেন। বজ্র এবং অশনির ন্যায় কঠিন পর্ব্বত-বিদারণ-ক্ষম বহুসংখ্যক নারাচ লক্ষ্মণের নিকটে আছে। ১২—১৫। শত্রুতাপন! যখন তুমি এই বানরগণের সহিত বিলমধ্যে বাস করিবে, তখন ইহারা বিলমধ্যে আত্মবিনাশভয়ে তোমাকে পরিত্যাগ করিবে; কারণ, পুত্র ও স্ত্রী প্রভৃতি পরিবারবর্গকে মনে করিয়া ইহারা তাহাদিগের

খেদিতো দুঃখশয্যাভিস্ত্বাং করিষ্যন্তি পৃষ্ঠতঃ ॥ ১৭
স ত্বং হীনঃ সুহৃদ্ভিশ্চ হিতকামৈশ্চ বন্ধুভিঃ।
তৃণাদপি ভৃশোদ্বিগ্নঃ স্পন্দমানাদ্ভবিষ্যসি ॥ ১৮
অত্যুগ্রবেগা নিশিতা ঘোরা লক্ষ্মণসায়কাঃ।
অপাবৃতং জিঘাংসন্তো মহাবেগা দুরাসদাঃ ॥ ১৯
অস্মাভিস্তু গতং সার্দ্ধং বিনীতবদুপস্থিতম্।
আনুপূর্ব্ব্যাত্তু সুগ্রীবো রাজ্যে ত্বাং স্থাপয়িষ্যতি ॥ ২০
ধর্ম্মরাজঃ পিতৃব্যস্তে প্রীতিকামো দৃঢ়ব্রতঃ।
শুচিঃ সত্যপ্রতিজ্ঞশ্চ স ত্বাং জাতু ন নাশয়েৎ ॥ ২১
প্রিয়কামশ্চ তে মাতুস্তদর্থং চাস্য জীবিতম্
তস্যাপত্যঞ্চ নাস্ত্যন্যত্তস্মাদঙ্গদ গম্যতাম্ ॥ ২২

ইতি কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ডে চতুঃপঞ্চাশঃ সর্গঃ ॥ ৫৪ ॥

পঞ্চপঞ্চাশঃ সর্গঃ।

শ্রুত্বা হনুমতো বাক্যং প্রশ্রিতং ধর্ম্মসংহিতম্।
স্বামিসৎকারসংযুক্তমঙ্গদো বাক্যমব্রবীৎ ॥ ১
স্থৈর্য্যমাত্মমনঃশৌচমানৃশংস্যমথার্জ্জবম্।
বিক্রমশ্চৈব ধৈর্য্যঞ্চ সুগ্রীবো নোপপদ্যতে ॥ ২
ভ্রাতুর্জ্জ্যেষ্ঠস্য যো ভার্য্যাং জীবতো মহিষীং প্রিয়াম্।
ধর্ম্মেণ মাতরং যস্তু স্বীকরোতি জুগুপ্সিতঃ ॥ ৩
কথং স ধর্ম্মং জানীতে যেন ভ্রাত্রা দুরাত্মনা।
যুদ্ধায়াভিনিযুক্তেন বিলস্য পিহিতং মুখম্ ॥ ৪
সত্যাৎ পাণিগৃহীতশ্চ কৃতকর্ম্মা মহাযশাঃ।
বিস্মৃতো রাঘবো যেন স কস্য সুকৃতং স্মরেৎ ॥ ৫
লক্ষ্মণস্য ভয়েনেহ নাধর্ম্মভয়ভীরুণা।
আদিষ্টা মার্গিতুং সীতাং ধর্ম্মস্তস্মিন্ কথং ভবেৎ ॥ ৬
তস্মিন পাপে কৃতঘ্নে তু স্মৃতিহীনে চলাত্মনি।
আর্য্যঃ কো বিশ্বসেজ্জন্তু তৎকুলীনো বিশেষতঃ ॥ ৭
রাজ্যে পুত্রং প্রতিষ্ঠাপ্য সগুণো বিগুণোঽপি বা।
কথং শত্রুকুলীনং মাং সুগ্রীবো জীবয়িষ্যতি ॥ ৮
ভিন্নমন্ত্রোঽপরাদ্ধশ্চ হীনশক্তিঃ কথং হ্যহম্।

জন্য সতত উদ্বিগ্ন, ক্ষুধাদ্বারা পীড়িত এবং দুঃখজনক শয্যায় শয়নহেতু দুঃখিত হইবে; সুতরাং তোমাকে পশ্চাৎ ফেলিয়া পলায়ন করিবে। আর যদি তুমি হিতৈষী বন্ধুবান্ধব-বিহীন হইয়া একাকী এই বিলমধ্যে বাস কর, তাহা হইলে বায়ুবেগে স্পন্দিত তৃণ হইতেও তোমাকে অতিশয় অস্থির হইতে হইবে। তুমি যতই সতর্ক হইয়া থাক না কেন, লক্ষ্মণ মহাবেগবান্ শাণিত বাণদ্বারা নিশ্চয় তোমাকে বধ করিবেন; আর যদ্যপি আমাদিগের সহিত তুমি বিনীতভাবে সুগ্রীবের নিকটে যাও, তাহা হইলে তিনি জ্যেষ্ঠ-পুত্রত্ববশতঃ তোমাকে যৌবরাজ্যে অভিষেক করিবেন; কারণ, তোমার পিতৃব্য হিতৈষী, দৃঢ়ব্রত, বিশুদ্ধচরিত, সত্যপ্রতিজ্ঞ এবং ধার্ম্মিক; তিনি কদাচ তোমাকে বিনষ্ট করিবেন না। অঙ্গদ! সুগ্রীব নিয়তই তোমার মাতার পরম মঙ্গল কামনা করিয়া থাকেন; তোমার মাতার প্রীতি বর্দ্ধন করাই তাঁহার জীবনের প্রধান উদ্দেশ্য, তুমি ব্যতীত তাঁহার আর সন্তান নাই; সুতরাং তুমি আমাদিগের সহিত সুগ্রীবের নিকটে চল। ১৭—২২।

পঞ্চপঞ্চাশ সর্গ।

অঙ্গদ, হনুমানের ধর্ম্মার্থযুক্ত এবং সুগ্রীবের সম্মানসূচক বিনীত কথা শুনিয়া তাঁহাকে বলিলেন, যে, "আপনি সুগ্রীবের আত্মা এবং মনের কামাদি দোষরাহিত্যরূপে শৌচ স্থিরতা, আনৃশংস্য, সরলতা, পরাক্রম এবং ধৈর্য্য প্রভৃতি যে সমস্ত গুণের কথা বলিলেন, তাহা ত তাঁহাতে দেখা যায় না। জ্যেষ্ঠ-ভ্রাতৃজায়া ধর্ম্মতঃ মাতৃবৎ;সুতরাং যে ব্যক্তি সেই জীবিত জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার প্রিয়পত্নীকে উপভোগ করে, সেই জুগুপ্সিত ব্যক্তির ধর্ম্মজ্ঞান কিরূপে সম্ভব হইবে? মায়াবনামা দানবের সহিত যুদ্ধ করিবার সময়ে ভ্রাতাকে বিল রক্ষার জন্য নিযুক্ত করিয়া জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা বিল-প্রবিষ্ট হইলে, যে দুষ্ট তাঁহার বধকামনায় বিলদ্বার বদ্ধ করিয়াছিল, তাহার ধর্ম্মজ্ঞান কিরূপে সম্ভব হইবে? যে রামের সহিত মিত্রতা স্থাপন করিবার জন্য অগ্নি-সমক্ষে তাঁহার হস্ত গ্রহণপূর্ব্বক মিত্রতা স্বীকার করিয়া আপনার কার্য্য সিদ্ধ হইলে যখন মহাযশা রামকে ভুলিয়াছিল, তখন সে কিরূপে অন্যের উপকার স্মরণ করিবে? যে ব্যক্তি ধর্ম্মভয় না করিয়া কেবল লক্ষ্মণের ভয়ে সীতার অনুসন্ধানজন্য আমাদিগকে এস্থানে প্রেরণ করিয়াছে, তাহার আবার ধর্ম্ম কোথায়? কোন্ সাধু ব্যক্তি সেই পাপাত্মা, কৃতঘ্ন, স্মৃতিবিস্মৃতি-বিরুদ্ধাচারী চঞ্চলচিত্ত সুগ্রীবকে বিশ্বাস করিবে? বিশেষতঃ তৎকুলসম্ভূত কোন ব্যক্তিই কদাচ তাহাকে বিশ্বাস করিবে না। ১—৭। সুগ্রীব গুণবান্ হউন বা নির্গুণই হউন, সে অনুশীলনে আমার আবশ্যক নাই; পরন্তু আমি যখন শত্রুকুল-সম্ভূত, তখন তিনি আমাকে রাজ্যে অভিষিক্ত করিয়া কেন জীবিত রাখিবেন? একে আমি দুর্ব্বল এবং সুগ্রীব অপেক্ষা হীনবীর্য্য,

কিষ্কিন্ধ্যাং প্রাপ্য জীবেয়মনাথ ইব দুর্ব্বলঃ ॥ ৯
উপাংশুদণ্ডেন হি মাং বন্ধনেনোপপাদয়েৎ।
শঠঃ ক্রূরো নৃশংসশ্চ সুগ্রীবো রাজ্যকারণাৎ ॥ ১০
বন্ধনাচ্চাবসাদান্মে শ্রেয়ঃ প্রায়োপবেশনম্।
অনুজ্ঞাতু মাং সর্ব্বে গৃহং গচ্ছন্তু বানরাঃ ॥ ১১
অহং বঃ প্রতিজানামি ন গমিষ্যাম্যহং পুরীম্।
ইহৈব প্রায়মাসিষ্যে শ্রেয়ো মরণমেব মে ॥ ১২
অভিবাদনপূর্ব্বন্তু রাজা কুশলমেব চ।
অভিবাদনপূর্ব্বন্তু রাঘবৌ বলশালিনৌ।
বাচ্যস্তাতো যবীয়ান্মে সুগ্রীবো বানরেশ্বরঃ ॥ ১৩
আরোগ্যপূর্ব্বং কুশলং বাচ্যা মাতা রুমা চ মে।
মাতরঞ্চৈব মে তারামাশ্বাসয়িতুমর্হথ ॥ ১৪
প্রকৃত্যা প্রিয়পুত্রা সা সানুক্রোশা তপস্বিনী।
বিনষ্টমিহ মাং শ্রুত্বা ব্যক্তং হাস্যতি জীবিতম্ ॥ ১৫
এতাবদুক্ত্বা বচনং বৃদ্ধাংস্তানভিবাদ্য চ।
বিবেশ চাঙ্গদো ভূমৌ রুদন্ দর্ভেষু দুর্ম্মুখঃ ॥ ১৬
তস্য সংবিশতস্তত্র রুদন্তো বানরর্ষভাঃ।
নয়নেভ্যঃ প্রমুমুচুরুষ্ণং বৈ বারি দুঃখিতাঃ।
সুগ্রীবঞ্চৈব নিন্দন্তঃ প্রশংসন্তশ্চ বালিনম্।
পরিবার্য্যাঙ্গদং সর্ব্বে ব্যবসন্ প্রায়মাসিতুম্ ॥ ১৮
তদ্বাক্যং বালিপুত্রস্য বিজ্ঞায় প্লবগর্ষভাঃ।
উপস্পৃশ্যোদকং সর্ব্বে প্রাঙ্মুখাঃ সমুপাবিশন্ ॥ ১৯
দক্ষিণাগ্রেষু দর্ভেষু উদকতীরং সমাশ্রিতাঃ।
মুমূর্ষবো হরিশ্রেষ্ঠা এতং ক্ষমমিতি স্ম হ ॥ ২০
রামস্য বনবাসঞ্চ ক্ষয়ং দশরথস্য চ।
জনস্থানবধঞ্চৈব বধঞ্চৈব জটায়ুষঃ ॥ ২১
হরণঞ্চৈব বৈদেহ্যা বালিনশ্চ বধং তথা।
রামকোপঞ্চ বদতাং হরীণাং ভয়মাগতম্ ॥ ২২

স সংবদদ্ভির্বহুভির্মহীধরো
মহাদ্রিকূটপ্রতিমৈঃ প্লবঙ্গমৈঃ।
বভূব সন্নাদিতনির্ঝরান্তরো
ভৃশং নদদ্ভির্জলদৈরিবাম্বরম্ ॥ ২৩

ইতি কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ডে পঞ্চপঞ্চাশঃ সর্গঃ ॥ ৫৫ ॥

তাহাতে আবার আমার বিলপ্রবেশের মন্ত্রণা প্রকাশ হওয়ায় সুগ্রীবের নিকটে দোষী হইলাম; সুতরাং আমি কিষ্কিন্ধ্যায় যাইয়া অনাথের ন্যায়, কিরূপে প্রাণ ধারণ করিব? যদিও সেই শঠ, ক্রূর এবং নির্দ্দয় সুগ্রীব পুত্র বলিয়া আমাকে সংহার না করুন, তথাপি তিনি রাজ্যের নিমিত্ত আমাকে বন্ধন করিবেন। বানরগণ! সুগ্রীবের বন্ধন এবং তজ্জনিত অবসাদ অপেক্ষা প্রায়োপবেশন আমার মতে শ্রেয়স্কর বলিয়া বোধ হইতেছে; সুতরাং আমাকে প্রায়োপবেশনার্থ অনুমতি দিয়া আপনারা নিজ নিজ গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করুন। আমি আপনাদের নিকটে শপথ করিতেছি — কদাচ কিষ্কিন্ধ্যাপুরীতে যাইব না, এই স্থানেই প্রায়োপবেশন করিব; কারণ এক্ষণে আমার মরণেই ভাল। ৮—১২। পরন্তু আপনারা আমার পিতৃব্য বানর-রাজ সুগ্রীব এবং মহাবল-পরাক্রম রঘুনন্দন রাম ও লক্ষ্মণকে আমার অভিবাদনসহ কুশল সমাচার বলিবেন। আর আমার মাতা তারা এবং রুমাকে আমার অভিবাদনসহ কুশল সংবাদ দিয়া আমার জননীকে আশ্বস্তা করিবেন; কারণ সেই অনুকম্পাশালিনী তপস্বিনী তারা আমার প্রতি অতিশয় স্নেহ করিয়া থাকেন; তিনি আমার মৃত্যুসংবাদ শুনিলে নিশ্চয় প্রাণ পরিত্যাগ করিবেন।" অঙ্গদ, জাম্ববান্ প্রভৃতি বৃদ্ধগণকে অভিবাদনপূর্ব্ব এই কথামাত্র বলিয়া রোদন করত বিশুষ্ক-বদনে ভূমিতলে আস্তীর্ণ দর্ভোপরি প্রায়োপবেশনার্থ উপবিষ্ট হইলেন। বানরগণ দুঃখিত হইয়া তথায় রোদন করত নয়ন হইতে অশ্রু-বারি বিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন এবং সুগ্রীবের নিন্দা ও বালীর সুখ্যাতি করত অঙ্গদকে পরিবেষ্টন করিয়া তাঁহারা সকলে পরস্পর প্রায়োপবেশনার্থ উদ্যত হইলেন। পরে বানরগণ বালি-পুত্র অঙ্গদের বাক্য বিশেষরূপে অবগত হইয়া সকলে উদক স্পর্শপূর্ব্বক প্রায়োপবেশনার্থ পূর্ব্বমুখে বসিলেন এবং মুমূর্ষু হইয়া 'ইহাই আমাদিগের উপযুক্ত' এইরূপ স্থির করিয়া দক্ষিণাগ্র আস্তীর্ণ কুশসংযুক্ত উত্তর তীর আশ্রয় করিলেন। কপিগণ রামের বনবাস, দশরথের মৃত্যু, জনস্থান-স্থিত খর-দূষণাদির বধ, জটায়ুবধ, বৈদেহীহরণ, বালিবধ এবং রামের ক্রোধ এই সকল বিষয়ে কথোপকথন করিতে লাগিলে, তাঁহাদিগের অকস্মাৎ ভীতিসঞ্চার হইল। মহান্ পর্ব্বত শিখরতুল্য বানরগণ শৈলমধ্যে প্রায়োপবেশনার্থ ভূতলে উপবিষ্ট হইলে, তাঁহাদিগের ক্রন্দনধ্বনিতে, গম্ভীর শব্দায়মান মেঘসমূহে নিনাদিত আকাশমণ্ডলের ন্যায়, নির্ঝরবিশিষ্ট সেই পর্ব্বত প্রতিধ্বনিত হইয়া উঠিল। ১৩—২৩।

ষট্‌পঞ্চাশঃ সর্গঃ।

উপবিষ্টাস্তু তে সর্ব্বে যস্মিন্ প্রায়ং গিরিস্থলে।
হরয়ো গৃধ্ররাজশ্চ তং দেশমুপচক্রমে॥ ১
সম্পাতির্নাম নাম্না তু চিরজীবী বিহঙ্গমঃ।
ভ্রাতা জটায়ুষঃ শ্রীমান বিখ্যাতবলপৌরুষঃ॥ ২
কন্দরাদভিনিষ্ক্রম্য স বিন্ধ্যস্য মহাগিরেঃ।
উপবিষ্টান্ হরীন্ দৃষ্ট্বা হৃষ্টাত্মা গিরমব্রবীৎ॥ ৩
বিধিঃ কিল নরং লোকে বিধানেনানুবর্ত্ততে।
যথায়ং বিহিতো ভক্ষ্যশ্চিরান্মহ্যমুপাগতঃ॥ ৪
পরম্পরাণাং ভক্ষিষ্যে বানরাণাং মৃতং মৃতম্।
উবাচ তদ্বচঃ পক্ষী তান্নিরীক্ষ্য প্লবঙ্গমান্॥ ৫
তস্য তদ্বচনং শ্রুত্বা ভক্ষ্যলুব্ধস্য পক্ষিণঃ।
অঙ্গদঃ পরমায়স্তো হনুমন্তমথাব্রবীৎ॥ ৬
পশ্য সীতাপদেশেন সাক্ষাদ্বৈবস্বতোপমঃ।
ইমং দেশমনুপ্রাপ্তো বানরাণাং বিপত্তয়ে॥ ৭
রামস্য ন কৃতং কার্য্যং ন কৃতং রাজশাসনম্।
হরণামিয়মজ্ঞাতা বিপত্তিঃ সহসাগতা॥ ৮
বৈদেহ্যাঃ প্রিয়কামেন কৃতং কর্ম্ম জটায়ুষা।
গৃধ্ররাজেন যত্তত্র শ্রুতং বস্তদশেষতঃ॥ ৯
তথা সর্ব্বাণি ভূতানি তির্য্যগ্যোনিগতান্যপি।
প্রিয়ং কুর্ব্বন্তি রামস্য ত্যক্ত্বা প্রাণান্ যথা বয়ম্।
অন্যোন্যমুপকুর্ব্বন্তি স্নেহকারুণ্যযন্ত্রিতাঃ॥ ১০
ততস্তস্যোপকারার্থং ত্যজতাত্মানমাত্মনা।
প্রিয়ং কৃতং হি রামস্য ধর্ম্মজ্ঞেন জটায়ুষা॥ ১১
রাঘবার্থে পরিশ্রান্তা বয়ং সন্ত্যক্তজীবিতাঃ।
কান্তারাণি প্রপন্নাঃ স্ম ন চ পশ্যাম মৈথিলীম্॥ ১২
স সুখী গৃধ্ররাজস্তু রাবণেন হতো রণে।
মুক্তশ্চ সুগ্রীবভয়াদ্গতশ্চ পরমাং গতিম্॥ ১৩
জটায়ুষো বিনাশেন রাজ্ঞো দশরথস্য চ।
হরণেন চ বৈদেহ্যাঃ সংশয়ং হরয়ো গতাঃ॥ ১৪
রামলক্ষ্মণয়োর্বাসমরণ্যে সহ সীতয়া।
রাঘবস্য চ বাণেন বালিনশ্চ তথা বধম্॥ ১৫
রামকোপাদশেষাণাং রক্ষসাঞ্চ তথা বধম্।

ষট্‌পঞ্চাশ সর্গ।

বানরগণ পর্ব্বতের যে স্থানে প্রায়োপবেশনে রহিলেন, বিখ্যাত বল-বিক্রমশালী, অমর জটায়ুর ভ্রাতা পরম সৌন্দর্য্যশালী সম্পাতিনামা গৃধ্ররাজ তথায় উপস্থিত হইলেন। তিনি মহাগিরি বিন্ধ্যাচলের গুহা হইতে নির্গত হইয়া, প্রায়োপবেশনার্থ উপবিষ্ট সেই বানরগণকে দেখিয়া হৃষ্টচিত্তে বলিতে লাগিলেন, "বিধাতা ইহলোকে প্রাণিগণকে যে প্রারব্ধ কর্ম্মের অনুবর্ত্তী করিয়া থাকেন, তাহাতে আর সন্দেহ নাই; কেননা এই বানরগণ আমার ভক্ষ্য হইয়া বহুকালের পর আমার নিকটে উপস্থিত হইয়াছে। যাহা হউক, বানরগণ ক্রমে ক্রমে প্রাণ ত্যাগ করিলে, আমি ইহাদিগের এক একটী করিয়া ভক্ষণ করিব।" সম্পাতি কপিগণকে দেখিয়া এইরূপ বলিলে পর, অঙ্গদ সেই আহারলুব্ধ পক্ষীর কথা শুনিয়া অতিশয় অবসন্ন হইয়া হনুমান্‌কে বলিতে লাগিলেন, "হনুমন্! দেখ, সীতার জন্য প্রায়োপবেশনকারী বানরগণের বিপদের জন্যই সাক্ষাৎ যমতুল্য এই পক্ষী এই স্থানে আসিয়াছে। ১—৭। বানরকুলের অচিন্তনীয় এই বিপদ্ হঠাৎ উপস্থিত হওয়ায় আমাদের দ্বারা রামের কার্য্য সম্পন্ন হইল না এবং রাজশাসনও অনুষ্ঠিত হইল না। বিদেহরাজ-নন্দিনী সীতার পরম হিতৈষী বিহঙ্গরাজ জটায়ু তাঁহার অপহরণকালে যে কার্য্য করিয়াছিলেন, তাহা আপনারা সবিশেষ শুনিয়াছেন। অপিচ আমরা যেমন প্রাণপণে রামের প্রিয়কার্য্য সম্পাদন করিতেছি, তদ্রূপ তির্য্যগ্‌জাতি প্রভৃতি সকলপ্রাণীই প্রাণপণে তাঁহার প্রিয়কার্য্য করিতেছে। সকলেই রামের প্রতি স্নেহ এবং দয়াপরবশ হইয়া পরস্পর উপকার করিতেছে; কারণ ধর্ম্মজ্ঞ জটায়ু, রামের উপকারের জন্য আপনার জীবন উৎসর্গ করিয়াও তাঁহার প্রিয়কার্য্য সাধন করিয়াছে। আমরাও রামের জন্য এতাদৃশ দুর্গম পথ সকল পর্য্যটন করিলাম, এবং সীতাকে দেখিতে না পাইয়া ক্লান্ত হইয়া অবশেষে প্রাণত্যাগে সক্ষম করিলাম। সেই বিহঙ্গরাজ জটায়ু রাবণকর্ত্তৃক যুদ্ধে নিহত হওয়ায় সুগ্রীবভয় হইতে বিমুক্ত হইয়া সুখে উত্তম গতি প্রাপ্ত হইলেন। ৮—১৩। হায়! যদ্যপি সেই ধর্ম্মাত্মা জটায়ু সত্বর প্রাণ ত্যাগ না করিয়া মুহূর্ত্তকাল যুদ্ধে রাবণকে বাধা দিতেন, তাহা হইলে রামকে সেই দুরাত্মা রাবণ দেখিয়া কদাচ সীতাকে হরণ করিতে পারিত না। হায়! যদ্যপি রাজা দশরথ পুত্রশোকে কাতর হইয়া সহসা প্রাণ পরিত্যাগ না করিতেন, তাহা হইলে নিশ্চয়ই তিনি রামকে অযোধ্যানগরীতে লইয়া যাইতেন; রাবণ কদাচ সীতাকে হরণ করিতে পারিত না। সীতাহরণই বানরগণের প্রাণসংশয়ের কারণ হইল। হায়! কৈকেয়ী, রাজা দশরথের নিকটে রামের বনবাসরূপ বর প্রার্থনা করাতেই সীতার সহিত রামলক্ষ্মণের বনবাস, রামকর্ত্তৃক বালিবধ এবং রামের কোপে রক্ষ

কৈকেয্যা বরদানেন ইদঞ্চ বিকৃতং কৃতম্॥ ১৬

তদসুখমনুকীর্ত্তিতং বচো
ভুবি পতিতাংশ্চ নিরীক্ষ্য বানরান্।
ভৃশচকিতমতির্মহামতিঃ
কৃপণমুদাহৃতবান্ স গৃধ্ররাজঃ॥ ১৭

তত্তু শ্রুত্বা তথা বাক্যমঙ্গদস্য মুখোদ্গতম্।
অব্রবীদ্বচনং গৃধ্রস্তীক্ষ্ণতুণ্ডো মহাস্বনঃ॥ ১৮
কোঽয়ং গিরা ঘোষয়তি প্রাণৈঃ প্রিয়তরস্য মে।
জটায়ুষো বধং ভ্রাতুঃ কম্পয়ন্নিব মে মনঃ॥ ১৯
কথমাসীজ্জনস্থানে যুদ্ধং রাক্ষসগৃধ্রয়োঃ।
নামধেয়মিদং ভ্রাতুশ্চিরস্যাদ্য ময়া শ্রুতম্॥ ২০
ইচ্ছেয়ং গিরিদুর্গাচ্চ ভবদ্ভিরবতারিতুম্॥ ২১
যবীয়সো গুণজ্ঞস্য শ্লাঘনীয়স্য বিক্রমৈঃ।
অতিদীর্ঘস্য কালস্য পরিতুষ্টোঽস্মি কীর্ত্তনাৎ॥ ২২
তদিচ্ছেয়মহং শ্রোতুং বিনাশং বানরর্ষভাঃ।
ভ্রাতুর্জটায়ুষস্তস্য জনস্থাননিবাসিনঃ॥ ২৩
তস্যৈব চ মম ভ্রাতুঃ সখা দশরথঃ কথম্।
যস্য রামঃ প্রিয়ঃ পুত্রো জ্যেষ্ঠো গুরুজনপ্রিয়ঃ॥ ২৪
সূর্য্যাংশুদগ্ধপক্ষত্বান্ন শক্নোমি বিসর্পিতুম্।
ইচ্ছেয়ং পর্ব্বতাদস্মাদবতর্ত্তুমরিন্দমাঃ॥ ২৫
ইতি কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ডে ষট্পঞ্চাশঃ সর্গঃ॥ ৫৬॥

সপ্তপঞ্চাশঃ সর্গঃ।

শোকাদ্‌ভ্রষ্টস্বরমপি শ্রুত্বা বানরযূথপাঃ।
শ্রদ্দধুর্নৈব তদ্বাক্যং কর্ম্মণা তস্য শঙ্কিতাঃ॥ ১
তে প্রায়মুপবিষ্টাস্তু দৃষ্ট্বা গৃধ্রং প্লবঙ্গমাঃ।
চক্রুর্বুদ্ধিং তদা রৌদ্রং সর্ব্বান্ নো ভক্ষয়িষ্যতি॥ ২
সর্ব্বথা প্রায়মাসীনান্ যদি নো ভক্ষয়িষ্যতি।
কৃতকৃত্যা ভবিষ্যামঃ ক্ষিপ্রং সিদ্ধিমিতো গতাঃ॥ ৩
এতাং বুদ্ধিং ততঃ কৃত্বা সর্ব্বে তে হরিযূথপাঃ।
অবতার্য্য গিরেঃ শৃঙ্গাদ্ গৃধ্রমাহাঙ্গদস্তদা॥ ৪
বভূবর্ক্ষরজো নাম বানরেন্দ্রঃ প্রতাপবান্।
মমার্য্যঃ পার্থিবঃ পক্ষিন্ ধার্ম্মিকৌ তস্য চাত্মজৌ॥ ৫
সুগ্রীবশ্চৈব বালী চ পুত্রৌ ঘনবলাবুভৌ।
লোকে বিশ্রুতকর্ম্মাভূদ্রাজা বালী পিতা মম॥ ৬
রাজা কৃৎস্নস্য জগত ইক্ষ্বাকূণাং মহারথঃ

রাক্ষসের বিনাশরূপ এবং আমাদিগের মৃত্যুরূপ দুর্ঘটনা ঘটিল।” ১৪—১৬। তীক্ষ্ণতুণ্ড মহাস্বন বিহঙ্গরাজ মহামতি সম্পাতি, বানরগণকে ভূতলে পতিত দেখিয়া এবং তাহাদের অসুখ-সূচক অঙ্গদ-মুখনিঃসৃত সেই সকল কথা শুনিয়া ক্ষুব্ধচিত্ত হইয়া দুঃখিতহৃদয়ে বলিতে লাগিলেন, “যিনি আমার প্রাণ অপেক্ষাও প্রিয়তম ভ্রাতা জটায়ুর বিনাশের কথা বলিয়া আমার মন চঞ্চল করিলেন, ইনি কে? জনস্থানে রাক্ষস ও গৃধ্র জটায়ুর কিরূপ যুদ্ধ হইয়াছিল? আমার ভ্রাতার নাম বহুকালের পর কে আমাকে শুনাইল? বানরগণ! তোমাদিগের নিকটে এই বিবরণ শুনিয়া তোমাদিগের দ্বারা এই গিরিদুর্গ হইতে অবতীর্ণ হইতে আমার ইচ্ছা হইতেছে; কারণ, বহুকালের পর পরাক্রমপ্রকাশে বিখ্যাত জ্ঞানসম্পন্ন আমার কনিষ্ঠ ভ্রাতা জটায়ুর কথা শ্রবণে আমি পরম পরিতুষ্ট হইয়াছি। বানরেন্দ্রগণ! জনস্থানবাসী আমার ভ্রাতা সেই জটায়ু কিরূপে বিনষ্ট হইল এবং গুরুজনপ্রিয় রাম যাঁহার জ্যেষ্ঠ তনয়, সেই মহাত্মা দশরথই বা কেমন করিয়া আমার ভ্রাতা জটায়ুর সখা হইলেন? এই সকল বিবরণ শুনিতে আমার বলবতী ইচ্ছা হইতেছে। অরিন্দম! আমার পক্ষ সূর্য্য-সন্তাপে দগ্ধ হওয়ায় ইতস্ততঃ গমনের শক্তি নাই, অতএব আমি অনুরোধ করি যে, তোমরা আমাকে এই পর্ব্বত হইতে অবতারণ কর।” ১৭—২৫।

সপ্তপঞ্চাশ সর্গ।

বানরযূথপতিগণ সম্পাতির পূর্ব্বোক্ত বাক্যানুসারে ভীত হইয়া শোকবশতঃ তাঁহার সেই বিভিন্নস্বর-সংযুক্ত কথা শুনিয়াও তাঁহাকে বিশ্বাস করিলেন না; বরং প্রায়োপবিষ্ট বানরগণ বিহঙ্গরাজকে দেখিয়া ‘ইনি আমাদের সকলকেই ভক্ষণ করিবেন’ এইরূপ নিদারুণ বিবেচনা করিতে লাগিলেন। পরে তাঁহারা মনে মনে এইরূপ সিদ্ধান্ত করিলেন যে ‘আমরা সকলে প্রায়োপবেশন করিয়াছি; সুতরাং যদ্যপি ইনি আমাদিগকে ভক্ষণ করেন, তাহা হইলে আমরা এই স্থানেই কৃতকৃত্য হইব এবং সিদ্ধি লাভ করিব।’ বানরগণ যখন এইরূপ স্থির করিলেন, তখন অঙ্গদ পর্ব্বতশিখর হইতে গৃধ্ররাজকে অবতারিত করিয়া তাঁহাকে কহিতে লাগিলেন, “পক্ষিবর! বানরেন্দ্র প্রতাপশালী ঋক্ষরাজ-নামক আমার পিতামহ অখিল বানরবর্গের অধিপতি ছিলেন। পরম ধার্ম্মিক অসীমবলসম্পন্ন বালী ও সুগ্রীব নামে তাঁহার দুই পুত্র; তন্মধ্যে নিজকর্ম্ম-দ্বারা ত্রিভুবনবিখ্যাত বানররাজ বালী আমার পিতা। সমগ্র জগতের অধিপতি ইক্ষ্বাকুবংশীয় মহারথ ধর্ম্ম-

রামো দাশরথিঃ শ্রীমান্ প্রবিষ্টো দণ্ডকাবনম্ ॥ ৭
লক্ষ্মণেন সহ ভ্রাত্রা বৈদেহ্যা সহ ভার্য্যয়া।
পিতুর্নিদেশনিরতো ধর্ম্মপন্থানমাগতঃ ॥ ৮
তস্য ভার্য্যা জনস্থানাদ্রাবণেন হৃতা বলাৎ।
রামস্য তু পিতুর্মিত্রং জটায়ুর্নাম গৃধ্ররাট্।
দদর্শ সীতাং বৈদেহীং হ্রিয়মাণাং বিহায়সা ॥ ৯
রাবণং বিরথং কৃত্বা স্থাপয়িত্বা চ মৈথিলীম্।
পরিশ্রান্তশ্চ বৃদ্ধশ্চ রাবণেন হতো রণে ॥ ১০
এবং গৃধ্রো হতস্তেন রাবণেন বলীয়সা।
সংস্কৃতশ্চাপি রামেণ জগাম গতিমুত্তমাম্ ॥ ১১
ততো মম পিতৃব্যেণ সুগ্রীবেণ মহাত্মনা।
চকার রাঘবঃ সখ্যং সোঽবধীৎ পিতরং মম ॥ ১২
মম পিত্রা নিরুদ্ধো হি সুগ্রীবঃ সচিবৈঃ সহ।
নিহত্য বালিনং রামস্ততস্তমভিষেচয়ৎ ॥ ১৩
স রাজ্যে স্থাপিতস্তেন সুগ্রীবো বানরেশ্বরঃ।
রাজা বানরমুখ্যানাং তেন প্রস্থাপিতা বয়ম্ ॥ ১৪
এবং রামপ্রযুক্তাস্তু মার্গমাণাস্ততস্ততঃ।
বৈদেহীং নাধিগচ্ছামো রাত্রৌ সূর্য্যপ্রভামিব ॥ ১৫

পথানুগামী দশরথতনয় শ্রীমান্ রাম পিতার আদেশে স্বীয় পত্নী বিদেহরাজনন্দিনী সীতা এবং ভ্রাতা লক্ষ্মণের সহিত দণ্ডকারণ্যে আসিয়াছিলেন। ১—৮। দুরাচার রাবণ জনস্থান হইতে বলপূর্ব্বক তাঁহার ভার্য্যাকে হরণ করিয়া লইয়া গিয়াছে। রামের পিতার বন্ধু বিহঙ্গরাজ জটায়ু আকাশমার্গে রাবণ কর্ত্তৃক অপহৃতা বিদেহরাজনন্দিনী সীতাকে দেখিতে পান। পরে সেই বৃদ্ধ জটায়ু রাবণকে বিরথ করিয়া মিথিলারাজনন্দিনী সীতাকে ভূতলে স্থাপন করত পরিশ্রান্ত হইয়া অবশেষে রাবণকর্ত্তৃক সমরে নিহত হন। গৃধ্ররাজ এইরূপে বলবান্ রাবণকর্ত্তৃক নিহত এবং রামকর্ত্তৃক সংস্কৃত হইয়া উৎকৃষ্ট গতিলাভ করিয়াছেন। পরে রাম, আমার পিতৃব্য মহাত্মা সুগ্রীবের সহিত মিত্রতা করিয়া আমার পিতা বালীকে বধ করেন। পূর্ব্বে আমার পিতা কোন কারণবশতঃ অমাত্যগণের সহিত সুগ্রীবকে রাজ্য হইতে নির্ব্বাসিত করিয়াছিলেন সেই অপরাধে রাম আমার পিতা বালীকে বধ করিয়া সুগ্রীবকে রাজ্যে প্রতিষ্ঠিত করিলেন। ৯—১৩। পরে বানর-রাজ সুগ্রীব রামকর্ত্তৃক রাজ্যে প্রতিষ্ঠিত হইয়া সীতার অনুসন্ধাননিমিত্ত আমাদিগকে পাঠাইলেন। এইরূপে আমরা রামের আদেশে নিশাকালে সূর্য্যপ্রভার ন্যায় বৈদেহীকে সর্ব্বত্র অন্বেষণ করিয়াও কোথাও দেখিতে

তে বয়ং দণ্ডকারণ্যং বিচিত্য সুসমাহিতাঃ।
অজ্ঞানাত্তু প্রবিষ্টাঃ স্ম ধরণ্যা বিবৃতং বিলম্ ॥ ১৬
ময়স্য মায়াবিহিতং তদ্বিলঞ্চ বিচিন্বতাম্।
ব্যতীতস্তত্র নো মাসো যো রাজ্ঞা সময়ঃ কৃতঃ ॥ ১৭
তে বয়ং কপিরাজস্য সর্ব্বে বচনকারিণঃ।
কৃতাং সংস্থামতিক্রান্তা ভয়াৎ প্রায়মুপাসিতাঃ ॥ ১৮
ক্রুদ্ধে তস্মিংস্তু কাকুৎস্থে সুগ্রীবে চ সলক্ষ্মণে।
গতানামপি সর্ব্বেষাং তত্র নো নাস্তি জীবিতম্ ॥ ১৯

ইতি কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ডে সপ্তপঞ্চাশঃ সর্গঃ ॥ ৫৭ ॥

অষ্টপঞ্চাশঃ সর্গঃ।

ইত্যুক্তঃ করুণং বাক্যং বানরৈস্ত্যক্তজীবিতৈঃ।
সবাষ্পো বানরান্ গৃধ্রঃ প্রত্যুবাচ মহাস্বনঃ ॥ ১
যবীয়ান্ স মম ভ্রাতা জটায়ুর্নাম বানরাঃ।
যমাখ্যাত হতং যুদ্ধে রাবণেন বলীয়সা ॥ ২
বৃদ্ধভাবাদপক্ষত্বাচ্ছৃণ্বংস্তদপি মর্ষয়ে।
ন হি মে শক্তিরস্ত্যদ্য ভ্রাতুর্বৈরবিমোক্ষণে ॥ ৩
পুরা বৃত্রবধে বৃত্তে স চাহঞ্চ জয়ৈষিণৌ।

পাইলাম না। আমরা অতিশয় সমাহিতচিত্তে দণ্ড-কারণ্যে অন্বেষণ করিয়া অবশেষে অজ্ঞানতা-বশতঃ ময়দানবের মায়াবিহিত ভূগর্ভস্থ বিস্তীর্ণ বিলমধ্যে প্রবেশ করিয়াছিলাম। সুগ্রীব যে সময় নির্দ্ধারণ করিয়া দিয়াছিলেন, আমরা বিলমধ্যে অনুসন্ধান করত সেই কাল অতিবাহিত করিয়াছি। আমরা সকলেই সুগ্রীবের আজ্ঞানুবর্ত্তী, অতএব অবধারিত সময় অতীত হওয়ায়, তাঁহার ভয়ে আমরা প্রায়োপবেশন করিয়াছি। কারণ যখন সেই কাকুৎস্থকুল-নন্দন রাম, লক্ষ্মণ এবং সুগ্রীব ক্রুদ্ধ হইয়াছেন, তখন তথায় গেলেই আমাদিগের জীবন নষ্ট হইবে।" ১৪—১৯।

অষ্টপঞ্চাশ সর্গ।

অনন্তর গম্ভীর-স্বর গৃধ্ররাজ সম্পাতি, প্রাণ-ত্যাগে কৃত-সঙ্কল্প কপিকুলের করুণাপূর্ণ উক্তি শুনিয়া অশ্রু-পূর্ণনেত্রে তাঁহাদিগকে কহিলেন,—বানরগণ! বলবান্ রাবণকর্ত্তৃক যুদ্ধে নিহত যে গৃধ্ররাজের বিষয় আমার নিকটে বলিলে, তিনি আমার কনিষ্ঠ ভ্রাতা, তাঁহারই নাম জটায়ু। একে আমি বৃদ্ধ, তাহাতে আমার পক্ষবিহীন; অতএব তাহা শুনিয়াও ক্ষমা করিতেছি, ভ্রাতার বৈরনির্য্যাতনে আমার এক্ষণে সামর্থ্য নাই। পুরাকালে ইন্দ্রকর্ত্তৃক বৃত্রাসুর বিনষ্ট হইলে সেই

আদিত্যমুপযাতৌ স্বো জ্বলন্তং রশ্মিমালিনম্ ॥ ৪
আবৃত্যাকাশমার্গেণ জবেন স্বর্গতো ভৃশম্।
মধ্যং প্রাপ্তে তু সূর্য্যে তু জটায়ুরবসীদতি ॥ ৫
তমহং ভ্রাতরং দৃষ্ট্বা সূর্য্যরশ্মিভিরর্দ্দিতম্।
পক্ষাভ্যাং ছাদয়ামাস স্নেহাৎ পরমবিক্লবম্ ॥ ৬
নির্দ্দগ্ধপক্ষঃ পতিতো বিন্ধ্যেঽহং বানরর্ষভাঃ।
অহমস্মিন্ বসন্ ভ্রাতুঃ প্রবৃত্তিং নোপলক্ষয়ে ॥ ৭
জটায়ুষস্ত্বেবমুক্তো ভ্রাত্রা সম্পাতিনা তদা।
যুবরাজো মহাপ্রাজ্ঞঃ প্রত্যুবাচাঙ্গদস্তদা ॥ ৮
জটায়ুষো যদি ভ্রাতা শ্রুতং তে গদিতং ময়া।
আখ্যাহি যদি জানাসি নিলয়ং তস্য রক্ষসঃ ॥ ৯
অদীর্ঘদর্শিনং তং বৈ রাবণং রাক্ষসাধমম্।
অন্তিকে যদি বা দূরে যদি জানাসি শংস নঃ ॥ ১০
ততোঽব্রবীন্মহাতেজা ভ্রাতা জ্যেষ্ঠো জটায়ুষঃ।
আত্মানুরূপং বচনং বানরান্ সম্প্রহর্ষয়ন্ ॥ ১১
নির্দ্দগ্ধপক্ষো গৃধ্রোঽহং গতবীর্য্যঃ প্লবঙ্গমাঃ।
বাঙ্মাত্রেণাপি রামস্য করিষ্যে সাহ্যমুত্তমম্ ॥ ১২
জানামি বারুণান্ লোকান্ বিষ্ণোস্ত্রৈবিক্রমানপি।
দেবাসুরবিমর্দ্দাংশ্চ অমৃতস্য বিমন্থনম্ ॥ ১৩
রামস্য যদিদং কার্য্যং কর্ত্তব্যং প্রথমং ময়া।
জরয়া চ হৃতং তেজঃ প্রাণাশ্চ শিথিলা মম ॥ ১৪
তরুণী রূপসম্পন্না সর্ব্বাভরণভূষিতা।
হ্রিয়মাণা ময়া দৃষ্টা রাবণেন দুরাত্মনা ॥ ১৫
ক্রোশন্তী রাম রামেতি লক্ষ্মণেতি চ ভামিনী।
ভূষণান্যপবিধ্যন্তী গাত্রাণি চ বিধুন্বতী ॥ ১৬
সূর্য্যপ্রভেব শৈলাগ্রে তস্যাঃ কৌশেয়মুত্তমম্।
অসিতে রাক্ষসে ভাতি যথা বিদ্যুদিবাম্বরে ॥ ১৭
তাং তু সীতামহং মন্যে রামস্য পরিকীর্ত্তনাৎ।
শ্রূয়তাং মে কথয়তো নিলয়ং তস্য রক্ষসঃ ॥ ১৮
পুত্রো বিশ্রবসঃ সাক্ষাৎ ভ্রাতা বৈশ্রবণস্য চ।
অধ্যাস্তে নগরীং লঙ্কাং রাবণো নাম রাক্ষসঃ।
ইতো দ্বীপে সমুদ্রস্য সম্পূর্ণে শতযোজনে ॥ ১৯
তস্মিন্ লঙ্কা পুরী রম্যা নির্ম্মিতা বিশ্বকর্ম্মণা।
জাম্বূনদময়ৈর্দ্বারৈশ্চিত্রৈঃ কাঞ্চনবেদিকৈঃ ॥ ২০

জটায়ু এবং আমি, আমরা দুই ভ্রাতা ইন্দ্রবিজয়ে অভিলাষী হইয়া স্বর্গে গমনপূর্ব্বক ইন্দ্রকে পরাস্ত করিয়া আকাশপথে প্রত্যাগমন করত উভয়ে স্পর্দ্ধান্বিত হইয়া প্রবলবেগে, হুতাশনের ন্যায় প্রজ্বলিত কিরণমালী সূর্য্যের নিকটে উপস্থিত হই। পরে কিরণশালী মার্ত্তণ্ড মধ্যাহ্নসময়ে উপনীত হইলে জটায়ু তাঁহার তেজে অবসন্ন হইলেন। বানরগণ! তখন আমি সূর্য্যকিরণে সন্তপ্ত ভ্রাতা জটায়ুকে অতিশয় কাতর দেখিয়া স্নেহবশতঃ আমার পক্ষদ্বয়দ্বারা তাঁহাকে আবৃত করিলাম। তাহাতে আমার পক্ষ দগ্ধ হওয়ায় আমি বিন্ধ্যমধ্যে পতিত হই, তদবধি আমি এই বিন্ধ্যাচলে থাকিয়া ভ্রাতার সমাচার পাই নাই।" ১—৭। তখন মহামতি যুবরাজ অঙ্গদ, জটায়ুর ভ্রাতা সম্পাতির কথা শুনিয়া তাঁহাকে কহিলেন, "আপনি যদি জটায়ুর ভ্রাতা, তবে আমি তাঁহার বিষয় যাহা বলিলাম তাহা শুনিয়াছেন; পরন্তু যদি সেই রাক্ষসের আলয় জ্ঞাত থাকেন, তবে আমাদিগকে তাহা বলুন এবং সেই অদূরদর্শী রাক্ষসাধম রাবণ দূরে বা নিকটে বাস করে, যদি আপনি ইহা জ্ঞাত থাকেন, তাহাও বলুন।" পরে জটায়ুর ভ্রাতা মহাতেজা সম্পাতি, বানরসকলকে সম্যক্ আনন্দিত করত তাঁহার অবস্থার অনুরূপ এই কথা বলিলেন, "কপিগণ! একে আমি পক্ষিজাতি, তাহাতে আবার আমার উভয় পক্ষ দগ্ধ হওয়ায় অত্যন্ত দুর্ব্বল হইয়াছি, সুতরাং আমি শারীরিক কোনরূপ পরিশ্রমদ্বারা রামের সাহায্য করিতে পারিব না; এক্ষণে কেবল কথাদ্বারা তাঁহার যথেষ্ট সহায়তা করিব। ত্রিলোকে পরাক্রম-প্রকাশে উদ্যত বিষ্ণুকর্ত্তৃক আক্রান্ত লোকত্রয় বরুণলোক দেবাসুরসংগ্রাম, অমৃত-মন্থন ইত্যাদি সকলই বৃত্তান্তই আমি অবগত আছি। যাহা হউক, রামের এই কার্য্য নির্ব্বাহ করা আমার অবশ্য কর্ত্তব্য, কিন্তু জরাবশতঃ আমার তেজঃক্ষয় এবং ইন্দ্রিয় সকল শিথিলীভূত হওয়ায় আমি তাহা পারিতেছি না। যৎকালে সেই দুষ্টস্বভাব রাবণ অনুপম সৌন্দর্য্য-শালিনী সর্ব্বাভরণভূষিতা যুবতী সীতাকে হরণ করিয়া লইয়া যায়, তৎকালে আমি তাঁহাকে দেখিয়াছিলাম। সেই ললনা অলঙ্কারনিক্ষেপ এবং গাত্রকম্পন করত 'হা রাম! হা লক্ষ্মণ!' বলিয়া, ক্রন্দন করিতেছিলেন। পর্ব্বতশিখরে সংলগ্ন সূর্য্যপ্রভা এবং বলাহকস্থিত বিদ্যুতের ন্যায়, সেই রাক্ষসের শ্যামল শরীরে তাঁহার পীত কৌশেয় বসন প্রতিভাত হইতেছিল। অপিচ রাম-নাম-কীর্ত্তনানুসারে এক্ষণে তাঁহাকেই সীতা বলিয়া আমার বোধ হইতেছে। বানরগণ! অতঃপর আমি তোমাদের নিকটে সেই নিশাচরের বাসস্থানের বিষয় বলিতেছি, শ্রবণ কর। ৮—১৮। বিশ্রবার পুত্র বৈশ্রবণের সহোদর সেই রাক্ষসরাজ রাবণ লঙ্কানগরীতে বাস করে। সেই পরম রমণীয় লঙ্কানগরী এখান হইতে শতযোজন দূরে সমুদ্রের মধ্যস্থ

প্রাসাদৈর্হেমবর্ণৈশ্চ মহদ্ভিঃ সুসমাকৃতা।
প্রাকারেণার্কবর্ণেন মহতা চ সমন্বিতা ॥ ২১
তস্যাং বসতি বৈদেহী দীনা কৌশেয়বাসিনী।
রাবণান্তঃপুরে রুদ্ধা রাক্ষসীভিঃ সুরক্ষিতা ॥ ২২
জনকস্যাত্মজাং রাজ্ঞস্তস্যাং দ্রক্ষ্যথ মৈথিলীম্।
লঙ্কায়ামথ গুপ্তায়াং সাগরেণ সমন্ততঃ ॥ ২৩
সম্প্রাপ্য সাগরস্যান্তে সম্পূর্ণে শতযোজনে।
আসাদ্য দক্ষিণং কূলং ততো দ্রক্ষ্যথ রাবণম্ ॥ ২৪
তত্রৈব ত্বরিতাঃ ক্ষিপ্রং বিক্রমধ্বং প্লবঙ্গমাঃ।
জ্ঞানেন খলু পশ্যামি দৃষ্ট্বা প্রত্যাগমিষ্যথ ॥ ২৫
আদ্যঃ পন্থাঃ কুলিঙ্গানাং যে চান্যে ধান্যজীবিন।
দ্বিতীয়ো বলিভোজানাং যে চ বৃক্ষফলাশনাঃ ॥ ২৬
ভাসাস্তৃতীয়ং গচ্ছন্তি ক্রৌঞ্চাশ্চ কুররৈঃ সহ।
শ্যেনাশ্চতুর্থং গচ্ছন্তি গৃধ্রা গচ্ছন্তি পঞ্চমম্ ॥ ২৭
বলবীর্য্যোপপন্নানাং রূপযৌবনশালিনাম্।
ষষ্ঠস্তু পন্থা হংসানাং বৈনতেয়গতিঃ পরা ॥ ২৮
বৈনতেয়াচ্চ নো জন্ম সর্ব্বেষাং বানরর্ষভাঃ ॥ ২৯
গর্হিতন্তু কৃতং কর্ম্ম যেন স্ম পিশিতাশিনঃ।
প্রতিকার্য্যঞ্চ মে তস্য বৈরং ভ্রাতৃকৃতং ভবেৎ ॥ ৩০
ইহস্থোহহং প্রপশ্যামি রাবণং জানকীং তথা।
অস্মাকমপি সৌপর্ণং দিব্যং চক্ষুর্ব্বলং তথা ॥ ৩১
তস্মাদাহারবীর্য্যেণ নিসর্গেণ চ বানরাঃ।
আযোজনশতাৎ সাগ্রাদ্বয়ং পশ্যাম নিত্যশঃ ॥ ৩২
অস্মাকং বিহিতা বৃত্তির্নিসর্গেণ চ দূরতঃ।
বিহিতা বৃক্ষমূলে তু বৃত্তিশ্চরণযোধিনাম্ ॥ ৩৩
উপায়ো দৃশ্যতাং কশ্চিল্লঙ্ঘনে লবণাম্ভসঃ।
অভিগম্য তু বৈদেহীং সমৃদ্ধার্থা গমিষ্যথ ॥ ৩৪
সমুদ্রং নেতুমিচ্ছামি ভবদ্ভির্ব্বরুণালয়ম্।
প্রদাস্যাম্যুদকং ভ্রাতুঃ স্বর্গতস্য মহাত্মনঃ ॥ ৩৫
ততো নীত্বা তু তং দেশং তীরে নদনদীপতেঃ।
নির্দ্দগ্ধপক্ষং সম্পাতিং বানরাঃ সুমহৌজসঃ ॥ ৩৬

দ্বীপে বিশ্বকর্ম্মা নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। সেই নগরী সুবর্ণময় দ্বার, কাঞ্চনময় বেদি, হেমবর্ণ অতি বৃহৎ প্রাসাদ এবং সূর্য্যতুল্যবর্ণ উন্নত প্রাকার দ্বারা সম্যক্ শোভা পাইতেছে। কৌশেয়বসনপরিধায়িনী বিদেহরাজনন্দিনী তথায় দীনভাবে বাস করিতেছেন; রাবণের অন্তঃপুরে রাক্ষসীরা তাঁহাকে বদ্ধ করিয়া রক্ষা করিতেছে। কপিগণ! সাগরদ্বারা সর্ব্বতোভাবে সুরক্ষিত সেই লঙ্কা-নগরীতেই তোমরা জনকরাজ-নন্দিনী সীতাকে দেখিতে পাইবে। এই সম্পূর্ণ শত-যোজন সাগরের শেষভাগে যাইয়া তাহার দক্ষিণ তীর প্রাপ্ত হইলে তথায় রাবণকে দেখিতে পাইবে। বানর-গণ! তোমরা অবিলম্বে সেই লঙ্কানগরীতেই গমন কর; আমি নিশ্চয়ই জানিতেছি যে, তোমরা সেই স্থানেই সীতা দেবীকে দেখিয়া আসিবে। পক্ষিজাতি বলিয়া আমার কথা মিথ্যা মনে করিও না। পক্ষি-জাতির মধ্যে আমরাই সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। আমরা সমস্ত আকাশের শেষভাগপর্য্যন্ত যাইতে পারি বলিয়া সকল স্থানই আমাদিগের দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে। চটক (চড়ুই পাখী) এবং ধান্যোপজীবী পারা-বত প্রভৃতি পক্ষিগণ আকাশের প্রথমভাগপর্য্যন্ত, বলিভোজী কাক এবং বৃক্ষফলভোজী শুক প্রভৃতি পতত্রী সকল দ্বিতীয়ভাগপর্য্যন্ত, বন্য কুক্কুট, ক্রৌঞ্চ এবং চক্রবাক প্রভৃতি বিহঙ্গগণ তৃতীয়ভাগপর্য্যন্ত, শ্যেন সকল চতুর্থ ভাগ এবং গৃধ্রগণ পঞ্চমভাগপর্য্যন্ত যাইয়া থাকে। রূপযৌবনসম্পন্ন, বল-বীর্য্যশালী হংসগণ আকাশের ষষ্ঠভাগপর্য্যন্ত গমন করে; পরন্তু বিনতানন্দন গরুড় এবং অরুণ আকাশের সপ্তমভাগপর্য্যন্ত গমন করিয়া থাকেন। বানরেন্দ্রগণ। আমরা সেই বিনতানন্দন গরুড় এবং অরুণ হইতে জন্মগ্রহণ করিয়াছি বলিয়া আম-রাও সর্ব্বাপেক্ষা ঊর্দ্ধে বিচরণ করিয়া থাকি; সুতরাং আমার বাক্যানুসারে সেই লঙ্কানগরীতে গমন করিলে তোমাদিগের মনোরথ সিদ্ধ হইবে। অপিচ তোমরা লঙ্কানগরীতে প্রবেশ করিলে সেই গর্হিত-কর্ম্মকারী পিশিতাশন রাবণ সীতাহরণের এবং আমার ভ্রাতৃবধের প্রতিফল পাইবে। ২১—৩০। বানরগণ! আমার সুপর্ণ-চিহ্নিতদিব্যদৃষ্টিকর বিদ্যা-সিদ্ধিজনিত দিব্য চক্ষু এবং বল বিদ্যমান থাকায় আমি এই স্থানে থাকিয়াই লঙ্কানগরীস্থ রাবণ এবং সীতাকে দেখিতে পাইতেছি। নৈসর্গিক আহার-জনিত বীর্য্য-প্রভাবে আমরা শতযোজনের কিঞ্চিৎ অধিক দূর হইতেও দেখিয়া থাকি। আমাদিগের আহারবৃত্তি প্রাকৃতিক নিয়মানুসারে দূরে বিহিত হইয়াছে, আর চরণযোধী কুক্কুটদিগের বৃক্ষমূলে বিহিত হইয়াছে। কপিগণ! তোমরা এক্ষণে লবণসমুদ্র লঙ্ঘন করিবার উপায় স্থির কর; তাহা হইলেই তোমরা বিদেহরাজনন্দিনীর বিষয় জানিয়া কৃত-কৃত্য হইয়া গমন করিবে। কপিগণ! এক্ষণে আমার ইচ্ছা হইতেছে যে, যদ্যপি তোমরা আমাকে বরুণালয় সমুদ্রের তীরে লইয়া যাও, তাহা হইলে আমি মৃত মহাত্মা ভ্রাতা জটায়ুর উদকক্রিয়া সম্পাদন করি। মহাতেজা বানরগণ দগ্ধপক্ষ সম্পাতিকে

তং পুনঃ প্রাপয়িত্বা চ তং দেশং পতগেশ্বরম্।
বভূবুর্বানরা হৃষ্টাঃ প্রবৃত্তিমুপলভ্য তে॥ ৩৭
ইতি কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ডে অষ্টপঞ্চাশঃ সর্গঃ॥ ৫৮॥

একোনষষ্টিতমঃ সর্গঃ।

ততস্তদমৃতস্বাদং গৃধ্ররাজেন ভাষিতম্।
নিশম্য বদতো হৃষ্টাস্তে বচঃ প্লবগর্ষভাঃ॥ ১
জাম্ববান্ বানরশ্রেষ্ঠঃ সহ সর্বৈঃ প্লবঙ্গমৈঃ।
ভূতলাৎ সহসোত্থায় গৃধ্ররাজানমব্রবীৎ॥ ২
ক্ব সীতা কেন বা দৃষ্টা কো বা হরতি মৈথিলীম্।
তদাখ্যাতু ভবান্ সর্বং গতির্ভব বনৌকসাম্॥ ৩
কো দাশরথিবাণানাং বজ্রবেগনিপাতিনাম্।
স্বয়ং লক্ষ্মণমুক্তানাং ন চিন্তয়তি বিক্রমম্॥ ৪
স হরীন্ প্রতিসংযুক্তান্ সীতাশ্রুতিসমাহিতান্।
পুনরাশ্বাসয়ন্ প্রীত ইদং বচনমব্রবীৎ॥ ৫
শ্রূয়তামিহ বৈদেহ্যা যথা মে হরণং শ্রুতম্।
যেন চাপি মমাখ্যাতং যত্র চায়তলোচনা॥ ৬
অহমস্মিন্ গিরৌ দুর্গে বহুযোজনমায়তে।
চিরান্নিপতিতো বৃদ্ধঃ ক্ষীণপ্রাণপরাক্রমঃ॥ ৭

নদনদীপতি সমুদ্রের তীরে লইয়া গিয়া যথাস্থানে সংস্থাপন করত সীতার বিষয় অবগত হইয়া যারপর নাই আনন্দিত হইলেন। ৩১—৩৭।

উনষষ্টিতম সর্গ।

বানরগণ, বিহঙ্গরাজ সম্পাতির অমৃততুল্য প্রীতিপ্রদ বাক্য শুনিয়া সকলেই সন্তুষ্ট হইলেন। পরে বানরশ্রেষ্ঠ জাম্ববান্ কপিগণের সহিত হঠাৎ ভূতল হইতে উত্থিত হইয়া গৃধ্ররাজকে কহিলেন, বিহঙ্গরাজ! কে সীতাকে হরণ করিয়াছে? হরণকালেই বা তাঁহাকে কে দেখিয়াছে এবং এক্ষণে তিনি কোথায় আছেন? আপনি এই সকল বিবরণ সবিশেষ বলিয়া আমাদিগকে আসন্ন বিপদ্ হইতে পরিত্রাণ করুন। কোন্ ব্যক্তি সীতাকে হরণ করিয়া স্বয়ং দশরথতনয় রাম এবং লক্ষ্মণকর্তৃক বিসৃষ্ট বজ্রবেগে পতিত শরসমূহের বিক্রম চিন্তা করিতেছে না? ১—৩। প্রায়োপবেশন পরিত্যাগ করিয়া সীতার বিষয়শ্রবণে নিতান্ত সমুৎসুক বানরগণকে পুনর্ব্বার আশ্বস্ত করিয়া সম্পাতি বলিতে লাগিলেন, কপিগণ! আমি যেরূপ সীতাহরণ-বিবরণ শুনিয়াছি, যিনি

তং মামেবং গতং পুত্রঃ সুপার্শ্বো নাম নামতঃ।
আহারেণ যথাকালং বিভর্ত্তি পততাং বরঃ॥ ৮
তীক্ষ্ণকামাস্তু গন্ধর্বাস্তীক্ষ্ণকোপা ভুজঙ্গমাঃ।
মৃগাণান্তু ভয়ং তীক্ষ্ণং ততস্তীক্ষ্ণক্ষুধা বয়ম্॥ ৯
স কদাচিৎ ক্ষুধার্ত্তস্য মমাহারাভিকাঙ্ক্ষিণঃ।
গতঃ সূর্য্যেঽহনি প্রাপ্তো মম পুত্রো হ্যনামিষঃ॥ ১০
স ময়াহারসংরোধাৎ পীড়িতঃ প্রীতিবর্দ্ধনঃ।
অনুমান্য যথাতত্ত্বমিদং বচনমব্রবীৎ॥ ১১
অহং তাত যথাকালমামিষার্থী সমাপ্লুতঃ।
মহেন্দ্রস্য গিরেদ্বারমাবৃত্য সুসমাশ্রিতঃ॥ ১২
তত্র সত্ত্বসহস্রাণাং সাগরান্তরচারিণাম্।
পন্থানমেকোঽধ্যবসং সন্নিরোদ্ধুমবাঙ্মুখঃ॥ ১৩
তত্র কশ্চিন্ময়া দৃষ্টঃ সূর্য্যোদয়সমপ্রভাম্।
স্ত্রিয়মাদায় গচ্ছন্ বৈ ভিন্নাঞ্জনচয়োপমঃ॥ ১৪
সোঽহমভ্যবহারার্থী তৌ দৃষ্ট্বা কৃতনিশ্চয়ঃ।

আমাকে এই বিবরণ বলিয়াছেন এবং আয়তনয়না সীতা যথায় অবস্থিতি করিতেছেন, আমি সেই সকল বিষয় তোমাদিগকে বলিতেছি, আমার উভয় পক্ষ দগ্ধ হওয়ায় আমি ক্ষীণপ্রাণ এবং বলশূন্য হইয়া বহুকাল এই বহুযোজনবিস্তীর্ণ দুর্গম গিরিবরে পতিত রহিয়াছি। আমার পুত্র গৃধ্রশ্রেষ্ঠ সুপার্শ্ব আমাকে এতাদৃশ অবস্থাপন্ন দেখিয়া নিয়মিত সময়ে আহার প্রদানপূর্ব্বক আমাকে প্রতিপালন করিয়া থাকেন। যেমন গন্ধর্ব্বগণের কাম অতি প্রবল, সর্পসকলের ক্রোধ অতিশয় প্রখর, মৃগগণের ভয় অধিক, তদ্রূপ আমাদিগের ক্ষুধাও অত্যন্ত প্রবল। ৫—৯। এই স্বাভাবিক নিয়মানুসারে কোনসময়ে আমি সাতিশয় ক্ষুধার্ত্ত এবং আহারাকাঙ্ক্ষী হওয়ায় আমার তনয় সুপার্শ্ব আহারান্বেষণার্থ প্রাতঃকালে গমন করত সন্ধ্যাকালে আমিষবিহীন হইয়া ফিরিয়া আসিলেন। আমি পুত্র সুপার্শ্বকে আমিষবিহীন দেখিয়া আহারানুরোধে সেই আনন্দবর্দ্ধক পুত্রকে কটুবাক্যে পীড়ন করিতে লাগিলে, তিনি আমাকে আশ্বস্ত করিয়া এই যথার্থ বৃত্তান্ত বলিলেন যে, 'তাত! আমি নিয়মিত সময়েই আমিষার্থ আকাশে উঠিয়া মহেন্দ্রপর্ব্বতের দ্বার অবরোধপূর্ব্বক রহিলাম, তথায় আমি একাকী সাগরান্তরগামী সহস্র প্রাণীর পথ অবরোধ করিবার জন্য অধোমুখ হইয়া রহিলাম। পরে সেই স্থানে দেখিলাম, ভিন্ন-অঞ্জনরাশির ন্যায় কোন পুরুষ, প্রভাতকালীন সূর্য্যের ন্যায় দীপ্তিমতী এক রমণীকে

তেন সাম্না বিনীতেন পন্থানমনুযাচিতঃ॥ ১৫
ন হি সাম্নোপপন্নানাং প্রহর্ত্তা বিদ্যতে ভুবি।
নীচেষ্বপি জনঃ কশ্চিৎ কিমঙ্গ বত মদ্বিধঃ॥ ১৬
স যাতস্তেজসা ব্যোম সঙ্ক্ষিপন্নিব বেগিতঃ।
অথাহং খচরৈর্ভূতৈরভিগম্য সভাজিতঃ॥ ১৭
দিষ্ট্যা জীবতি সীতেতি অক্রুবন্ মাং মহর্ষয়ঃ।
কথঞ্চিৎ সকলত্রোঽসৌ গতস্তে স্বস্ত্যসংশয়ম্॥ ১৮
এবমুক্তস্ততোঽহং তৈঃ সিদ্ধৈঃ পরমশোভনৈঃ।
স চ মে রাবণো রাজা রক্ষসাং প্রতিবেদিতঃ॥ ১৯
পশ্যন্ দাশরথের্ভার্য্যাং রামস্য জনকাত্মজাম্।
ভ্রষ্টাভরণকৌশেয়াং শোকবেগপরাজিতাম্।
রামলক্ষ্মণয়োর্নাম ক্রোশন্তীং মুক্তমূর্দ্ধজাম্॥ ২০
এষ কালাত্যয়স্তাত ইতি বাক্যবিদাম্বরঃ।
এতদর্থং সমগ্রং মে সুপার্শ্বঃ প্রত্যবেদয়ৎ॥ ২১
তৎ শ্রুত্বাপি হি মে বুদ্ধির্নাসীৎ কাচিৎ পরাক্রমে।
অপক্ষো হি কথং পক্ষী কর্ম্ম কিঞ্চিৎ সমারভেৎ॥ ২২
যত্তু শক্যং ময়া কর্ত্তুং বাগ্বুদ্ধিগুণবর্ত্তিনা।
শ্রূয়তাং তৎ প্রবক্ষ্যামি ভবতাং পৌরুষাশ্রয়ম্॥ ২৩
বাঙ্মতিভ্যাং হি সর্ব্বেষাং করিষ্যামি প্রিয়ং হি বঃ।
যদ্ধি দাশরথেঃ কার্য্যং মম তৎ নাত্র সংশয়ঃ॥ ২৪
তদ্ভবন্তো মতিশ্রেষ্ঠা বলবন্তো মনস্বিনঃ।
প্রহিতাঃ কপিরাজেন দেবৈরপি দুরাসদাঃ॥ ২৫
রামলক্ষ্মণবাণাশ্চ বিহিতাঃ কঙ্কপত্রিণঃ।
ত্রয়াণামপি লোকানাং পর্য্যাপ্তাস্ত্রাণনিগ্রহে॥ ২৬
কামং খলু দশগ্রীবস্তেজোবলসমন্বিতঃ।
ভবতাস্তু সমর্থানাং ন কিঞ্চিদপি দুষ্করম্॥ ২৭
তদলং কালসঙ্গেন ক্রিয়তাং বুদ্ধিনিশ্চয়ঃ।
ন হি কর্ম্মসু সজ্জন্তে বুদ্ধিমন্তো ভবদ্বিধাঃ॥ ২৮

ইতি কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ডে একোনষষ্টিতমঃ সর্গঃ॥ ৫৯॥

ধরিয়া লইয়া যাইতেছে। আমি সেই স্ত্রী এবং পুরুষটীকে দেখিয়া আহারার্থ কৃতনিশ্চয় হইলে, সে বিনীতভাবে সাম-উপায়দ্বারা আমার নিকটে পথ চাহিল, তাহাতে সম্মত হইয়া আমি তাহাকে ছাড়িয়া দিলাম। কারণ, ভূমণ্ডলে সাম-উপায়-বিশিষ্ট ব্যক্তি দিগকে কেহই প্রহার করে না। পিতঃ! যখন নীচ-মধ্যেও কোন ব্যক্তি এরূপ ব্যবহার করে না, তখন আমার ন্যায় ব্যক্তি কিরূপে হীন কার্য্য করিতে পারে। পরে আমি তাহাকে ছাড়িয়া দিলে সে যেন আকাশ-মণ্ডল স্বীয় তেজে সঙ্কুচিত করিয়া বেগে গমন করিল। পরে আকাশগামী সিদ্ধ এবং চারণ প্রভৃতি মহর্ষিগণ আমার নিকটে আসিয়া আমাকে সম্মানিত করত কহিলেন, 'সীতা তোমার দৃষ্টিপথে পতিত হইয়া সৌভাগ্যক্রমেই জীবিতা রহিলেন, তুমি যখন তাঁহাকে ভক্ষণ কর নাই, তখন নিশ্চয়ই তোমার মঙ্গল হইবে। ঐ ব্যক্তি নিতান্ত ভাগ্যক্রমেই ঐ রমণীর সহিত তোমার নিকট হইতে প্রস্থান করিয়াছে।' ১০—১৮। সেই সৌন্দর্য্যশালী সিদ্ধগণ আমাকে এই কথা বলিলে পর, সেই ব্যক্তিকে রাক্ষসরাজ রাবণ বলিয়া আমার ধারণা হইল। পিতঃ! শোকবেগে পরাজিতা কৌশেয়বসন ও অলঙ্কারশূন্যা, 'হা রাম!' 'হা লক্ষ্মণ!' বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে রোরুদ্যমানা ও মুক্তকুন্তলা জনক-নন্দিনী রামের পত্নী সীতাকে দেখিয়া আমার এই সময় অতীত হইয়া গিয়াছে। বাক্যনিপুণ সুপার্শ্ব এইরূপে সমস্ত বৃত্তান্ত আমাকে বলেন, তাহা শুনিয়া পরাক্রম-প্রকাশে আমার কোন প্রকার বুদ্ধি উপস্থিত হইল না; কারণ পক্ষী পক্ষবিহীন হইলে কোন কার্য্য করিতে পারে না, পরন্তু কপিগণ! বাক্য এবং বুদ্ধিদ্বারা যে পরোপকার সম্পন্ন হইতে পারে, আমি তাহাই করিতে পারি; সুতরাং তোমাদিগের প্রতিষ্ঠাভূত যে কার্য্য করিতে পারিব, তাহা বলিতেছি, শ্রবণ কর। আমি বাক্য এবং বুদ্ধি অনুসারে যাহাতে রামের কার্য্যসিদ্ধি হয়, সে বিষয়ে লক্ষ্য রাখিয়া নিজ কার্য্যের ন্যায় তোমাদের সকলের প্রিয় কার্য্য নিশ্চয়ই সাধন করিব। ১৯—২৪। হে মনস্বিবানরগণ! তোমরা সকলে বলবুদ্ধি-সম্পন্ন, অধিক কি, দেবতাদিগেরও দুরাক্রম্য, এই জন্যই সীতার অনুসন্ধানের নিমিত্ত কপিরাজ সুগ্রীব তোমাদিগকে পাঠাইয়াছেন। রাম এবং লক্ষ্মণের ত্রিলোকের পরিত্রাণ ও নিগ্রহ করিতে সমর্থ কঙ্কপত্রসমন্বিত বাণসকল বিধাতাকর্ত্তৃক বিহিত হইয়াছে। দশানন রাবণ বল-বিক্রমশালী হইলেও তোমাদিগের অজেয় হইবে না; কেননা তোমরা সকল কার্য্যেই সক্ষম; সুতরাং তোমরা কালবিলম্ব না করিয়া বুদ্ধি স্থির কর, কারণ তোমাদের ন্যায় বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিদিগের কার্য্যসাধনে আলস্য করা অনুচিত।" ২৫—২৮।

ষষ্টিতমঃ সর্গঃ।

ততঃ কৃতোদকং স্নাতং তং গৃধ্রং হরিযূথপাঃ।
উপবিষ্টা গিরৌ রম্যে পরিবার্য্য সমন্ততঃ॥ ১
তমঙ্গদমুপাসীনং তৈঃ সর্কৈর্হরিভির্বৃতম্।
জনিতপ্রত্যয়ো হর্ষাৎ সম্পাতিঃ পুনরব্রবীৎ॥ ২
কৃত্বা নিঃশব্দমেকাগ্রাঃ শৃণ্বন্তু হরয়ো মম।
তথ্যং সংকীর্ত্তয়িষ্যামি যথা জানামি মৈথিলীম্॥ ৩
অস্য বিন্ধ্যস্য শিখরে পতিতোঽস্মি পুরানঘ।
সূর্য্যতাপপরীতাঙ্গো নির্দ্দগ্ধঃ সূর্য্যরশ্মিভিঃ॥ ৪
লব্ধসংজ্ঞস্তু ষড়্রাত্রাদ্বিবশো বিহ্বলন্নিব।
বীক্ষমাণো দিশঃ সর্ব্বা নাভিজানামি কিঞ্চন॥ ৫
ততস্তু সাগরান্ শৈলান্নদীঃ সর্ব্বাঃ সরাংসি চ।
বনানি চ প্রদেশাংশ্চ নিরীক্ষ্য মতিরাগতা॥ ৬
হৃষ্টপক্ষিগণাকীর্ণঃ কন্দরোদরকূটবান্।
দক্ষিণস্যোদধেস্তীরে বিন্ধ্যোঽয়মিতি নিশ্চিতঃ॥ ৭
আসীচ্চাত্রাশ্রমং পুণ্যং সুরৈরপি সুপূজিতম্।
ঋষির্নিশাকরো নাম যস্মিন্নুগ্রতপাভবৎ॥ ৮
অষ্টৌ বর্ষসহস্রাণি তেনাস্মিন্নৃষিণা গিরৌ।
বসতো মম ধর্ম্মজ্ঞে স্বর্গতে তু নিশাকরে॥ ৯
অবতীর্য্য চ বিন্ধ্যাগ্রাৎ কৃচ্ছ্রেণ বিষমাচ্ছনৈঃ।
তীক্ষ্ণদর্ভাং বসুমতীং দুঃখেন পুনরাগতঃ॥ ১০
তমৃষিং দ্রষ্টুকামোঽস্মি দুঃখেনাভ্যাগতো ভৃশম্।
জটায়ুষা ময়া চৈব বহুশোঽধিগতো হি সঃ॥ ১১
তস্যাশ্রমপদাভ্যাসে ববুর্ব্বাতাঃ সুগন্ধিনঃ।
বৃক্ষো নাপুষ্পিতঃ কশ্চিদফলো বা ন দৃশ্যতে॥ ১২
উপেত্য চাশ্রমং পুণ্যং বৃক্ষমূলমুপাশ্রিতঃ।
দ্রষ্টুকামঃ প্রতীক্ষে চ ভগবন্তং নিশাকরম্॥ ১৩
অথ পশ্যামি দূরস্থমৃষিং জ্বলিততেজসম্।
কৃতাভিষেকং দুর্দ্ধর্ষমুপাবৃত্তমুদঙ্মুখম্॥ ১৪
তমৃক্ষাঃ সৃমরা ব্যাঘ্রাঃ সিংহা নানাসরীসৃপাঃ।
পরিবার্য্যোপগচ্ছন্তি দাতারং প্রাণিনো যথা॥ ১৫
ততঃ প্রাপ্তমৃষিং জ্ঞাত্বা তানি সত্ত্বানি বৈ যযুঃ।
প্রবিষ্টে রাজনি যথা সর্ব্বং সামাত্যকং বলম্॥ ১৬

ষষ্টিতম সর্গ।

বিহঙ্গরাজ সম্পাতি স্নানের পর ভ্রাতার ঔর্দ্ধদেহিক ক্রিয়া সমাধা করিলে, যূথপতি বানরগণ তাঁহাকে চতুর্দ্দিকে বেষ্টন করিয়া, সেই সুরম্য পর্ব্বতে উপবেশন করিলেন। তখন সম্পাতি অঙ্গদ প্রভৃতি কপিগণের আগমনে তাহার পক্ষ-জননের হেতুভূত নিশাকর মুনির পূর্ব্বকথিত এবং প্রদত্ত বরে বিশ্বস্ত ও প্রীত হইয়া বানর-মধ্যস্থ অঙ্গদকে লক্ষ্য করিয়া পুনরায় বলিতে লাগিলেন, বানরগণ! আমি যেরূপ মিথিলারাজনন্দিনী সীতার বিষয় অবগত হইয়াছি, তাহা যথার্থরূপে তোমাদের নিকটে বলিব; তোমরা একাগ্রচিত্ত হইয়া নীরবে তাহা শ্রবণ কর। অনঘ! পূর্ব্বে আমি সূর্য্যকিরণে দগ্ধপক্ষ, সন্তপ্ত এবং বিবশ হইয়া এই বিন্ধ্যাচলের শিখরে পতিত হইয়াছিলাম। ষষ্ঠরাত্রের পর সংজ্ঞা পাইয়া আকুলের ন্যায়, চতুর্দ্দিকে চাহিয়া কিছুই স্থির করিতে পারি নাই। ১—৫। পরে ক্রমশঃ সাগর, পর্ব্বত, সরিৎ, সরোবর, কানন এবং প্রদেশ সমস্ত দেখিতে দেখিতে আমার জ্ঞানসঞ্চার হইল এবং দক্ষিণ সমুদ্রের তীরস্থিত প্রহৃষ্ট-পক্ষিসমূহে সমাকুল, মধ্যভাগে কন্দর এবং শিখরবিশিষ্ট এই পর্ব্বতকে বিন্ধ্যগিরি বলিয়া নিশ্চয় হইল। মহাতপা নিশাকর ঋষি যে আশ্রমে বাস করিতেন, দেবগণনিষেবিত পুণ্যপ্রদ সেই আশ্রম এই স্থানেই ছিল। সেই ধার্ম্মিক মহর্ষি নিশাকর স্বর্গে গেলে, আমি সেই ঋষিশূন্য এই পর্ব্বত মধ্যে একাকী বাস করিয়া অষ্টসহস্র বৎসর যাপন করিয়াছি, আমার এইরূপ অবস্থা ঘটিবার পরে আমি সেই ঋষিকে দর্শন করিবার ইচ্ছায় অতি বিষম বিন্ধ্যগিরির শিখর-দেশ হইতে অতিকষ্টে ধীরে ধীরে অবতরণ করিয়া তীক্ষ্মাগ্র দর্ভসমন্বিত ধরাতলে ঋষির আশ্রমে পুনরায় আগমন করিলাম। জটায়ু এবং আমি বহুবার সেই ঋষিকে সেবা করিয়াছিলাম বলিয়া সেই আশ্রম আমার বিশেষরূপে পরিচিত ছিল। আমি সেই আশ্রমে আসিয়া দেখিলাম যে, বৃক্ষসকল পুষ্পিত এবং উৎকৃষ্ট ফলসমন্বিত হইয়া শোভা পাইতেছে এবং সুগন্ধি বায়ু প্রবাহিত হইতেছে। ৬—১২। পরে পুণ্যাশ্রমে আসিয়া ভগবান্ নিশাকরঋষির দর্শনাকাঙ্ক্ষায় প্রতীক্ষা করত বৃক্ষমূল আশ্রয় করিয়া রহিলাম। পরে আমি দেখিলাম যে, অনতিদূরে প্রজ্বলিত অগ্নির ন্যায় তেজস্বী দুর্দ্ধর্ষ সেই মহর্ষি নিশাকর কৃতস্নান হইয়া উত্তরমুখে প্রত্যাগমন করিতেছেন। প্রতিগ্রহার্থী ব্যক্তিগণ যেমন দাতাকে বেষ্টন করিয়া গমন করে, তদ্রূপ ঋক্ষ সৃমর, ব্যাঘ্র, সিংহ, নাগ এবং সরীসৃপ প্রভৃতি প্রাণী সকল সেই ঋষিকে পরিবেষ্টন করিয়া আসিতেছে। পরে তিনি আশ্রমে প্রবেশ করিলে, নরপতি নিজ ভবনে প্রবিষ্ট হইলে, অমাত্যসহ সৈনিকগণ যেমন নির্গত হয়,

ঋষিস্তু দৃষ্ট্বা মাং তুষ্টঃ প্রবিষ্টশ্চাশ্রমং পুনঃ।
মুহূর্ত্তমাত্রান্নির্গম্য ততঃ কার্য্যমপৃচ্ছত ॥ ১৭
সৌম্য বৈকল্যতাং দৃষ্ট্বা রোম্ণাং তে নাবগম্যতে।
অগ্নিদগ্ধাবিমৌ পক্ষৌ প্রাণাশ্চাপি শরীরকে ॥ ১৮
গৃধ্রৌ দ্বৌ দৃষ্টপূর্ব্বৌ মে মাতরিশ্বসমৌ জবে।
গৃধ্রাণাঞ্চৈব রাজানৌ ভ্রাতরৌ কামরূপিণৌ ॥ ১৯
জ্যেষ্ঠোঽবিতস্ত্বং সম্পাতে জটায়ুরনুজস্তব।
মানুষং রূপমাস্থায় গৃহ্নীতাং চরণৌ মম ॥ ২০
কিন্তে ব্যাধিসমুত্থানং পক্ষয়োঃ পতনং কথম্।
দণ্ডো বায়ং ধৃতঃ কেন সর্ব্বমাখ্যাহি পৃচ্ছতঃ ॥ ২১

ইতি কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ডে ষষ্টিতমঃ সর্গঃ ॥ ৬০ ॥

একষষ্টিতমঃ সর্গঃ।

ততস্তদ্দারুণং কর্ম্ম দুষ্করং সহসা কৃতম্।
আচচক্ষে মুনেঃ সর্ব্বং সূর্য্যানুগমনং তথা ॥ ১
ভগবন্ ব্রণযুক্তত্বাল্লজ্জয়া চাকুলেন্দ্রিয়ঃ।
পরিশ্রান্তো ন শক্নোমি বচনং পরিভাষিতুম্ ॥ ২
অহঞ্চৈব জটায়ুশ্চ সংঘর্ষাদ্গর্ব্বমোহিতৌ।
আকাশং পতিতৌ দূরাজ্জিজ্ঞাসন্তৌ পরাক্রমম্ ॥ ৩
কৈলাসে শিখরে বদ্ধা মুনীনামগ্রতঃ পণম্।
রবিঃ স্যাদনুযাতব্যো যাবদস্তং মহাগিরিম্ ॥ ৪
অপ্যাবাং যুগপৎ প্রাপ্তৌ অপশ্যাব মহীতলে।
রথচক্রপ্রমাণানি নগরাণি পৃথক্ পৃথক্ ॥ ৪
কচিদ্বাদিত্রঘোষশ্চ কচিদ্ভূষণনিঃস্বনঃ।
গায়ন্তীঃ স্মাঙ্গনা বহ্বীঃ পশ্যাবো রক্তবাসসঃ ॥ ৬
তূর্ণমুৎপত্য চাকাশমাদিত্যপদমাস্থিতৌ।
আবামালোকয়াবস্তদ্বনং শাদ্বলসংস্থিতম্ ॥ ৭
উপলৈরিব সংছন্না দৃশ্যতে ভূঃ শিলোচ্চয়ৈঃ।
আপগাভিশ্চ সংবীতা সূত্রৈরিব বসুন্ধরা ॥ ৮
হিমবাংশ্চৈব বিন্ধ্যশ্চ মেরুশ্চ সুমহাগিরিঃ।
ভূতলে সম্প্রকাশন্তে নাগা ইব জলাশয়ে ॥ ৯
তীব্রঃ স্বেদশ্চ খেদশ্চ ভয়ঞ্চাসীত্তদাবয়োঃ।
সমাবিশত মোহশ্চ ততো মূর্চ্ছা চ দারুণা ॥ ১০

তদ্রূপ সেই প্রাণিগণ প্রতিগমন করিল। পরে ঋষি আমাকে দেখিয়া হৃষ্টচিত্তে আশ্রমমধ্যে প্রবেশ করত মুহূর্ত্তপরে তথা হইতে পুনর্ব্বার নির্গত হইয়া আমাকে আমার অবস্থার বিষয় জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন 'সৌম্য! অগ্নিতাপে তোমার পক্ষদ্বয় দগ্ধ এবং শরীরস্থ ইন্দ্রিয়সমুদয় বিকল, বিশেষতঃ তোমার রোমের বিক্রিয়া হওয়ায় আমি তোমাকে দেখিয়াও চিনিতে পারিতেছি না। পূর্ব্বে জটায়ু এবং তোমার, বায়ুর ন্যায় বেগ দেখিয়াছিলাম; তোমরা দুই ভ্রাতাই বিহঙ্গগণের রাজা এবং ইচ্ছামত বিবিধ রূপ ধারণ করিয়া থাক। সম্পাতে! তোমাকে জ্যেষ্ঠ বলিয়া বোধ হইতেছে, জটায়ু তোমার কনিষ্ঠ তোমরা মনুষ্যরূপ ধারণপূর্ব্বক অনেকবার আমার পদ সেবা করিয়াছ, এক্ষণে তোমার কি ব্যাধি উপস্থিত হইয়াছে? কিরূপে তোমার পক্ষদ্বয় দগ্ধ হইল? কে তোমাকে এরূপে দণ্ডিত করিল? আমি এই সকল বিষয় জিজ্ঞাসা করিতেছি, আমার নিকটে কীর্ত্তন কর।' ১৩—২১।

একষষ্টিতম সর্গ।

পরে আমি মুনির নিকটে আমার দর্পকৃত ইন্দ্রের সহিত দুঃসহসাধ্য নিদারুণ সংবাদ এবং দুষ্কর সূর্য্যানুগমন বিবরণ কহিয়া বলিলাম, ভগবন্! দেবরাজ ইন্দ্রের বজ্রপ্রহারে আমার শরীর ক্ষত বিক্ষত হওয়ায় আমি অত্যন্ত শ্রান্ত এবং সূর্য্যের অনুগমনরূপ অনুচিত কার্য্য করিবার জন্য লজ্জিত হওয়ায় ব্যাকুলেন্দ্রিয় হইয়াছি; সেই জন্য আমি সম্যক্‌রূপে বলিতে পারিতেছি না, তথাপি কথঞ্চিৎ বর্ণন করিতেছি, শুনুন। একদা আমি এবং আমার ভ্রাতা জটায়ু আমরা উভয়ে ইন্দ্রকে পরাজয় করিয়া অহঙ্কারবশতঃ বিমোহিত হইয়া স্পর্দ্ধাপূর্ব্বক পরস্পর পরস্পরের পরাক্রম জানিবার ইচ্ছায় কৈলাসপর্ব্বতস্থিত মুনিগণের সমক্ষে 'সূর্য্য যতক্ষণ পর্য্যন্ত না অস্তাচলে যান, ততক্ষণ তাঁহার অনুসরণ করিতে হইবে' এইরূপ প্রতিজ্ঞা করিয়া আকাশে উড্ডীন হইলাম। আমরা এককালেই আকাশপথে যাইয়া পৃথিবীস্থ নগর সকল রথচক্রের ন্যায় ভিন্ন ভিন্ন রূপ দেখিতে লাগিলাম। ১—৫। সেই আকাশে কোন স্থানে বাদ্যযন্ত্রধ্বনি, কোন স্থানে ভূষণশিঞ্জন শ্রবণ এবং কোন স্থানে রক্তবস্ত্রপরিধায়িনী সঙ্গীতকারিণী অনেকানেক দিব্যাঙ্গনাগণকে দেখিতে লাগিলাম। পরে অতি সত্বর গগনতলে উড্ডীন হইয়া সূর্য্যসন্নিহিত স্থান প্রাপ্ত হইলে, তথা হইতে আমি দেখিলাম যে, পৃথিবীস্থ বন সকল যেন শাদ্বলসমাকুল শিলাসমূহে সমাচ্ছন্ন, ধরামণ্ডল যেন উপলদ্বারা পরিবৃত এবং পৃথিবী যেন নদীরূপ সূত্রনির্ম্মিত বসন পরিধান করিয়া রহিয়াছে। আর পৃথিবীস্থ হিমালয়, বিন্ধ্য এবং সুমেরু প্রভৃতি অতি বৃহৎ বৃহৎ পর্ব্বত সকল জলাশয়স্থ হস্তিসমূহের ন্যায় প্রকাশ পাইতেছে। ৬—৯। পরে ক্রমশঃ আমাদিগের তীব্রতর স্বেদ, খেদ, ভয় এবং

ন চ দিক্ জ্ঞায়তে যাম্যা ন চাগ্নেয়ী ন বারুণী।
যুগান্তে নিয়তে লোকে হতো দগ্ধ ইবাগ্নিনা॥ ১১
মনশ্চ মে হতং ভূয়শ্চক্ষুঃ প্রাপ্য তু সংশ্রয়ম্।
যত্নেন মহতা হ্যস্মিন্মনঃ সন্ধায় চক্ষুষী॥ ১২
যত্নেন মহতা ভূয়ো ভাস্করঃ প্রতিলোকিতঃ।
তুল্যঃ পৃথ্বীপ্রমাণেন ভাস্করঃ প্রতিভাতি নৌ॥ ১৩
জটায়ুর্মামনাপৃচ্ছ্য নিপপাত মহীং ততঃ।
তং দৃষ্ট্বা তূর্ণমাকাশাদাত্মানং মুক্তবানহম্॥ ১৪
পক্ষাভ্যাঞ্চ ময়া গুপ্তো জটায়ুর্ন প্রদহ্যত।
প্রমাদাত্তত্র নির্দগ্ধঃ পতন্ বায়ুপথাদহম্॥ ১৫
আশঙ্কে তং নিপতিতং জনস্থানে জটায়ুষম্।
অহন্তু পতিতো বিন্ধ্যে দগ্ধপক্ষো জড়ীকৃতঃ॥ ১৬
রাজ্যাচ্চ হীনো ভ্রাত্রা চ পক্ষাভ্যাং বিক্রমেণ চ।
সর্বথা মর্তুমেবেচ্ছন্ পতিষ্যে শিখরাদ্গিরেঃ॥ ১৭

ইতি কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ডে একষষ্টিতমঃ সর্গঃ॥ ৬১॥

মোহ উপস্থিত হইল, কিয়ৎকাল পরেই আমরা নিদারুণ মূর্চ্ছাপ্রাপ্ত হইলাম এবং তৎকালে দক্ষিণ পশ্চিম প্রভৃতি দিক্ ও বিদিক্ কিছুই স্থির করিতে পারিলাম না। বরং প্রলয়কালীন অগ্নিদ্বারা দগ্ধ লোকের ন্যায় মৃতপ্রায় হইলাম এবং আমার মন দর্শনাশ্রয় চক্ষুর সন্নিকৃষ্ট হইয়াই সৌর-তেজে অভি-ভূত হইল; কিন্তু বিপুল যত্নের সহিত সূর্য্যের প্রতি মন এবং চক্ষুর্দ্বয় অর্পণ করিয়া পুনরায় দেখিলাম; তখন সূর্য্য পৃথিবীর তুল্য পরিমাণে প্রতিভাত হইতে-ছিলেন। ১০—১৩। তৎপরে জটায়ু মোহাচ্ছন্ন হইয়া আমাকে আর কোন কথা জিজ্ঞাসা করিতে না পারিয়াই ভূতলে পতনোদ্যত হইল। তাহাকে পতিত হইতে দেখিয়া রক্ষা করিবার নিমিত্ত আমি তাহার উপর পক্ষ বিস্তারপূর্ব্বক আকাশতল হইতে অবতরণ করিতে লাগিলাম। জটায়ু আমার পক্ষদ্বারা আচ্ছাদিত হইল বলিয়া সে আর সূর্য্যের তেজে দগ্ধ হইল না, বরং আমি তৎকালে আমার প্রমাদবশে বিদগ্ধ হইয়া বায়ুপথ হইতে বিচ্যুত হইতে লাগিলাম। পরে দগ্ধ-পক্ষ এবং জড়ীভূত হইয়া আমি বিন্ধ্যাচলে পতিত হইলাম; বোধ হয়, জটায়ু জনস্থানে পতিত হইয়া-ছিল। এক্ষণে আমি রাজ্য, ভ্রাতা, পক্ষ এবং বিক্রম-বিহীন হইয়া মৃত্যু কামনায় পর্ব্বতশিখর হইতে পতিত হইব স্থির করিয়াছি। ১৪—১৭।

দ্বিষষ্টিতমঃ সর্গঃ।

এবমুক্ত্বা মুনিশ্রেষ্ঠমরুদং ভৃশদুঃখিতঃ।
অথ ধ্যাত্বা মুহূর্তঞ্চ ভগবানিদমব্রবীৎ॥ ১
পক্ষৌ চ তে প্রপক্ষৌ চ পুনরন্যৌ ভবিষ্যতঃ।
চক্ষুষী চৈব প্রাণাশ্চ বিক্রমশ্চ বলঞ্চ তে॥ ২
পুরাণে সুমহৎ কার্য্যং ভবিষ্যং হি ময়া শ্রুতম্।
দৃষ্টং মে তপসা চৈব শ্রুত্বা চ বিদিতং মম॥ ৩
রাজা দশরথো নাম কশ্চিদিক্ষ্বাকুবর্দ্ধনঃ।
তস্য পুত্রো মহাতেজা রামো নাম ভবিষ্যতি॥ ৪
অরণ্যঞ্চ সহ ভ্রাত্রা লক্ষ্মণেন গমিষ্যতি।
তস্মিন্নর্থে নিযুক্তঃ সন্ পিত্রা সত্যপরাক্রমঃ॥ ৫
নৈর্ঋতো রাবণো নাম তস্য ভার্য্যাং হরিষ্যতি।
রাক্ষসেন্দ্রো জনস্থানে অবধ্যঃ সুরদানবৈঃ॥ ৬
সা চ কামৈঃ প্রলোভ্যন্তী ভক্ষ্যৈর্ভোজ্যৈশ্চ মৈ
ন ভোক্ষ্যতি মহাভাগা দুঃখমগ্না তপস্বিনী॥ ৭
পরমান্নঞ্চ বৈদেহ্যা জ্ঞাত্বা দাস্যতি বাসবঃ।
যদন্নমমৃতপ্রখ্যং সুরাণামপি দুর্লভম্॥ ৮
তদন্নং মৈথিলী প্রাপ্য বিজ্ঞায়েন্দ্রাদিদং ত্বিতি।

দ্বিষষ্টিতম সর্গ।

মুনিবরকে আমি এইরূপ বলিয়া অতিশয় দুঃখিত-চিত্তে ক্রন্দন করিতে লাগিলাম। পরে ভগবান্ মুহূর্ত্তকাল চিন্তা করিয়া বলিলেন যে, 'তোমার সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম রোমরাজি এবং অন্য বৃহৎ পক্ষদ্বয় উৎপন্ন হইবে এবং বল, বিক্রম, চক্ষু, প্রাণ প্রভৃতি সকলই প্রাপ্ত হইবে। একটী সুমহৎ কার্য্য উপস্থিত হইবে, ইহা পুরাণে শুনিয়া বিদিত হইয়াছি এবং তপোবলেও প্রত্যক্ষ করিয়াছি যে, ইক্ষ্বাকুবংশনন্দন দশরথ নামে কোন রাজা জন্ম গ্রহণ করিবেন। মহাতেজস্বী রাম নামে তাঁহার এক পুত্র জন্মিবেন। সেই সত্য-পরা-ক্রম পিতার আদেশে বিবাসিত হইয়া ভ্রাতা লক্ষ্মণের সহিত বনে গমন করিবেন। ১—৫। দেবতা এবং দানবদিগের অবধ্য রাক্ষসরাজ রাবণ জনস্থানে তাঁহার ভার্য্যা হরণ করিবে। সেই দুঃখমগ্না যশস্বিনী মহাভাগা মিথিলারাজনন্দিনী ভক্ষ্য ভোজ্য প্রভৃতি কাম্য বস্তুদ্বারা রাবণ-কর্তৃক প্রলোভিতা হইয়াও কিছুমাত্র ভোজন করিবেন না। পরে দেবরাজ ইন্দ্র ইহা অবগত হইয়া সীতাকে দেবদুর্লভ অমৃততুল্য পরমান্ন প্রদান করিবেন; ঐ অন্ন ইন্দ্র কর্তৃক প্রেরিত হইয়াছে জানিয়া মৈথিলী তাহা গ্রহণ করিবেন;

অগ্রমুদ্ধৃত্য রামায় ভূতলে নির্ব্বপিষ্যতি ॥ ৯
যদি জীবতি মে ভর্ত্তা লক্ষ্মণো বাপি দেবরঃ ।
দেবত্বং গচ্ছতোর্ব্বাপি তয়োরন্নমিদং ত্বিতি ॥ ১০
এষ্যন্তি প্রেষিতাস্তত্র রামদূতাঃ প্লবঙ্গমাঃ ।
আখ্যেয়া রামমহিষী ত্বয়া তেভ্যো বিহঙ্গম ॥ ১১
সর্ব্বথা তু ন গন্তব্যমীদৃশঃ ক্ব গমিষ্যসি ।
দেশকালৌ প্রতীক্ষস্ব পক্ষৌ ত্বং প্রতিপৎস্যসে ॥ ১২
উৎসহেয়মহং কর্ত্তুমদ্যৈব ত্বাং সপক্ষকম্ ।
ইহস্থস্তু লোকানাং হিতং কার্য্যং করিষ্যসি ॥ ১৩
ত্বয়াপি খলু তৎকার্য্যং তয়োশ্চ নৃপপুত্রয়োঃ ।
ব্রাহ্মণানাং গুরূণাঞ্চ মুনীনাং বাসবস্য চ ॥ ১৪
ইচ্ছাম্যহমপি দ্রষ্টুং ভ্রাতরৌ রামলক্ষ্মণৌ ।
নেচ্ছে চিরং ধারয়িতুং প্রাণাংস্ত্যক্ষ্যে কলেবরম্ ।
মহর্ষিস্ত্বব্রবীদেবং দৃষ্টতত্ত্বার্থদর্শনঃ ॥ ১৫

ইতি কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ডে দ্বিষষ্টিতমঃ সর্গঃ ॥ ৬২

ত্রিষষ্টিতমঃ সর্গঃ ।

এতৈর্বাক্যৈশ্চ বহুভির্বাক্যৈর্বাক্যবিশারদঃ ।
মাং প্রশস্যাভ্যনুজ্ঞাপ্য প্রবিষ্টঃ স স্বমালয়ম্ ॥ ১
কন্দরাত্তু বিসর্পিত্বা পর্ব্বতস্য শনৈঃ শনৈঃ ।
অহং বিন্ধ্যং সমারুহ্য ভবতঃ প্রতিপালয়ে ॥ ২
অদ্য ত্বেতস্য কালস্য বর্ষং সাগ্রশতং গতম্ ।
দেশকাল প্রতীক্ষোঽস্মি হৃদি কৃত্বা মুনের্বচঃ ॥ ৩
মহাপ্রস্থানমাসাদ্য স্বর্গতে তু নিশাকরে ।
মাং নির্দহতি সন্তাপো বিতর্কৈর্বহুভির্বৃতম্ ॥ ৪
উদিতাং মরণে বুদ্ধিং মুনিবাক্যৈর্নিবর্ত্তয়ে ।
বুদ্ধির্যা তেন মে দত্তা প্রাণানাং রক্ষণে মম ॥ ৫
সা মেঽপনয়তে দুঃখং দীপ্তেবাগ্নিশিখা তমঃ ।
বুধ্যতা চ ময়া বীর্য্যং রাবণস্য দুরাত্মনঃ ॥ ৬
পুত্রঃ সন্তর্জ্জিতো বাগ্‌ভির্ন ত্রাতা মৈথিলী কথম্ ।
তস্যা বিলপিতং শ্রুত্বা তৌ চ সীতাবিয়োজিতৌ ॥ ৭
ন মে দশরথস্নেহাৎ পুত্রেণোৎপাদিতং প্রিয়ম্ ।

পরে তাহার অগ্রভাগ উত্তোলন পূর্ব্বক 'আমার পতি এবং দেবর লক্ষ্মণ যদি জীবিত থাকেন, অথবা লোকান্তরে দেবত্ব লাভ করিয়া থাকেন, তথাপি অগ্রভাগ এই তাঁহাদের তৃপ্তির জন্য উপস্থিত হউক' ইহা বলিয়া রাম এবং লক্ষ্মণের উদ্দেশে ভূতলে স্থাপন করিবেন। ৯—১০। পরে তাঁহার অনুসন্ধানের জন্য প্রেরিত হইয়া রামের দূতগণ এই স্থানে আসিবে। বিহঙ্গম! তুমি রামমহিষীর বিষয় তাহাদিগকে বলিও। তুমি এই স্থান পরিত্যাগ করিয়া যাইও না, আর এই অবস্থায় কোথায় যাইবে? দেশ কাল প্রতীক্ষা কর, নিশ্চয়ই পক্ষদ্বয় পুনরায় লাভ করিবে। আমি অদ্যই তোমাকে সপক্ষ করিতে পারিতাম; কিন্তু তুমি এখানে থাকিয়া লোক-হিতকর কার্য্যের অনুষ্ঠান করিবে। ব্রাহ্মণ, গুরু, মুনি এবং ইন্দ্রের কল্যাণের জন্য রাজপুত্রদ্বয়ের সেই কার্য্য সম্পন্ন করিবে।' তত্ত্বদর্শী মহর্ষি এইরূপ বলিয়াছিলেন, সেই জন্য আমিও রাম-লক্ষ্মণকে দেখিবার ইচ্ছা করিয়াছি, যদি সেই মহর্ষি এইরূপ না বলিতেন, তাহা হইলে অধিক দিন বাঁচিয়া থাকিতে ইচ্ছা করিতাম না, এ দেহ ত্যাগ করিতাম। ১১—১৫।

ত্রিষষ্টিতম সর্গ।

সেই বাক্য-নিপুণ মুনিবর এইরূপ এবং অপর বহু-বিধ উপদেশ-বাক্যে আমন্ত্রণপূর্ব্বক ভাবি-কার্য্য-সাধনের জন্য আমাকে আদেশ করিয়া নিজ গৃহে প্রবেশ করিলেন; পরন্তু আমি গিরি-গুহা হইতে নির্গত হইয়া ক্রমে ক্রমে বিন্ধ্য পর্ব্বতের শিখরে আরোহণ-পূর্ব্বক তোমাদিগের প্রতীক্ষা করিতেছি। মুনিবরের নিদেশকাল হইতে অদ্য প্রায় আটহাজার বৎসরেরও অধিক কাল অতীত হইয়াছে; তথাপি আমি তাঁহার আদেশ হৃদয়ে ধারণপূর্ব্বক দেশকালের অপেক্ষা করত রহিয়াছি; নিশাকর ঋষি কেদারাচল হইতে হিমাচলে গমনপূর্ব্বক দেহ ত্যাগ করিয়া স্বর্গে গেলে, আমি নানাবিধ বিতর্কে আকুল এবং সতত সন্তাপে দগ্ধ হইয়াছি। যখনই মৃত্যুবাসনা মনে উদয় হয়, তখনই তাঁহার উপদেশ সকল স্মরণ করিয়া সেই মরণেচ্ছা নিবৃত্ত করিয়া থাকি। প্রাণধারণের জন্য তিনি আমাকে যে উপদেশ দিয়াছিলেন, উজ্জ্বল অগ্নি-শিখা যেমন অন্ধকার দূর করে, তদ্রূপ তাহাই আমার দুঃখরাশি দূরীভূত করিতেছে। দুরাচার রাবণ আমার পুত্র অপেক্ষাও হীনবীর্য্য, ইহা জানিতাম বলিয়া পুত্রকে এইরূপ তিরস্কার করিয়াছিলাম, 'পুত্র! সীতার বিলাপ আর 'অদ্য রাম এবং লক্ষ্মণ সীতা-বিরহিত হইলেন' সিদ্ধদিগের এই আক্ষেপোক্তি শুনিয়া তুমি রামের ভার্য্যাকে কেন উদ্ধার কর নাই;

তস্য ত্বেবং ব্রুবাণস্য সংহতৈর্বানরৈঃ সহ।
উৎপেততুস্তদা পক্ষৌ সমক্ষং বনচারিণাম্॥ ৮
স দৃষ্ট্বা স্বাং তনুং পক্ষৈরুদ্গতৈররুণচ্ছদৈঃ।
প্রহর্ষমতুলং লেভে বানরাংশ্চেদমব্রবীৎ॥ ৯
নিশাকরস্য রাজর্ষেঃ প্রসাদাদমিতৌজসঃ।
আদিত্যরশ্মিনির্দ্দগ্ধৌ পক্ষৌ পুনরুপস্থিতৌ॥ ১০
যৌবনে বর্ত্তমানস্য মমাসীদ্যঃ পরাক্রমঃ।
তমেবাদ্যাবগচ্ছামি বলং পৌরুষমেব চ॥ ১১
সর্ব্বথা ক্রিয়তাং যত্নঃ সীতামধিগমিষ্যথ॥ ১২
পক্ষলাভো মমায়ং বঃ সিদ্ধিপ্রত্যয়কারকঃ।
ইত্যুক্ত্বা তান্ হরীন্ সর্ব্বান্ সম্পাতিঃ পতগোত্তমঃ॥১৩
উৎপপাত গিরেঃ শৃঙ্গাজ্জিজ্ঞাসুঃ খগমো গতিম্।
তস্য তদ্বচনং শ্রুত্বা প্রতিসংহৃষ্টমানসাঃ।
বভূবুর্হরিশার্দ্দূলা বিক্রমাভ্যুদয়োন্মুখাঃ॥ ১৪
অথ পবনসমানবিক্রমাঃ
প্লবগবরাঃ প্রতিলব্ধপৌরুষাঃ।
অভিজিদভিমুখাং দিশং যযু-
র্জনকসুতাপরিমার্গণোন্মুখাঃ॥ ১৫
ইতি কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ডে ত্রিষষ্টিতমঃ সর্গঃ॥ ৬৩॥

চতুঃষষ্টিতমঃ সর্গঃ।

আখ্যাতা গৃধ্ররাজেন সমুৎপ্লুত্য প্লবঙ্গমাঃ।
সঙ্গতাঃ প্রীতিসংযুক্তা বিনেদুঃ সিংহবিক্রমাঃ॥ ১
সম্পাতের্বচনং শ্রুত্বা হরয়ো রাবণক্ষয়ম্।
হৃষ্টাঃ সাগরমাজগ্মুঃ সীতাদর্শনকাঙ্ক্ষিণঃ॥ ২
অভিগম্য তু তং দেশং দদৃশুর্ভীমবিক্রমাঃ।
কৃৎস্নং লোকস্য মহতঃ প্রতিবিম্বমবস্থিতম্॥ ৩
দক্ষিণস্য সমুদ্রস্য সমাসাদ্যোত্তরাং দিশম্।
সন্নিবেশং ততশ্চক্রুর্হরিবীরা মহাবলাঃ॥ ৪
প্রসুপ্তমিব চান্যত্র ক্রীড়ন্তমিব চান্যতঃ।
ক্বচিৎ পর্ব্বতমাত্রৈশ্চ জলরাশিভিরাবৃতম্॥ ৫
সঙ্কুলং দানবেন্দ্রৈশ্চ পাতালতলবাসিভিঃ।
রোমহর্ষকরং দৃষ্ট্বা বিষেদুঃ কপিকুঞ্জরাঃ॥ ৬
আকাশমিব দুষ্পারং সাগরং প্রেক্ষ্য বানরাঃ।
বিষেদুঃ সহিতাঃ সর্ব্বে কথং কার্য্যমিতি ব্রুবন্॥ ৭
বিষণ্ণাং বাহিনীং দৃষ্ট্বা সাগরস্য নিরীক্ষণাৎ।
আশ্বাসয়ামাস হরীন্ ভয়ার্ত্তান্ হরিসত্তমঃ॥ ৮
ন বিষাদে মনঃ কার্য্যং বিষাদো দোষবত্তরঃ।

সুতরাং আমার প্রতি দশরথের যেরূপ স্নেহ ছিল, তুমি আমার পুত্র হইয়া তদনুরূপ প্রিয়কার্য্য সম্পাদন কর নাই।” বানরগণের সহিত এইরূপ কথোপকথন করিতে করিতে তাহাদিগের সমক্ষেই পুনর্ব্বার সম্পাতির পক্ষদ্বয় উদ্গত হইল। পরে তিনি অরুণবর্ণ পক্ষদ্বারা তাঁহার কলেবর আবৃত দেখিয়া বিপুল আনন্দিত হইলেন এবং বানরদিগকে বলিলেন, অমিততেজস্বী রাজর্ষি নিশাকরের কৃপায় আমি সূর্য্য-উত্তাপদগ্ধ পক্ষদ্বয় পুনঃ প্রাপ্ত হইলাম। যৌবনকালে আমার যেরূপ বিক্রম ছিল, অদ্য সেই বিক্রম বল এবং পৌরুষ, সমস্তই লাভ করিলাম। সুতরাং তোমরা সর্ব্বতোভাবে যত্নশীল হও, নিশ্চয়ই সীতাকে পাইবে। ১—১২। আমার পক্ষলাভই তোমাদের কার্য্যোদ্ধারের প্রত্যয়জনক। পরে খেচর বিহগরাজ সম্পাতি, বানরগণকে এই কথা বলিয়া ‘স্বীয় গতিশক্তি পূর্ব্ববৎ হইয়াছে কি না,’ ইহা পরীক্ষা করিতে অভিলাষী হইয়া গিরিশিখর হইতে উৎপতিত হইলেন। বানরগণ তাঁহার কথা শ্রবণপূর্ব্বক হৃষ্টচিত্ত হইয়া যে উপায়ে সীতালাভ হয়, তদ্বিষয়ে উদ্‌যোগী হইলেন। পরে পবনতুল্য পরাক্রমশালী বানর-সত্তমগণ পৌরুষলাভাথী এবং সীতান্বেষণে উদ্‌যোগী হইয়া দক্ষিণ দিকে প্রস্থান করিল। ১৩—১৫।

চতুঃষষ্টিতম সর্গ।

সিংহের ন্যায় পরাক্রমশালী বানরগণ বিহগরাজ-মুখে সীতার সংবাদ শুনিয়া হৃষ্টচিত্তে উল্লম্ফনপূর্ব্বক সকলে একত্রিত হইয়া গর্জ্জন করিতে লাগিল এবং সীতাকে দেখিবার জন্য উৎকণ্ঠিত হইয়া সমুদ্রমধ্যস্থিত রাবণ-আলয়ের উদ্দেশে সমুদ্রতীরে যাইতে লাগিল। সেই ভীমপরাক্রম কপিগণ সাগরতীরে উপস্থিত হইয়া দেখিল যে, সেই সমুদ্র-প্রদেশ, চন্দ্র সূর্য্য প্রভৃতি গ্রহগণপরিব্যাপ্ত নভোমণ্ডলের প্রতিবিম্বের ন্যায় দেখাইতেছে; উহার কোন স্থান নিশ্চলভাবে রহিয়াছে, কোন স্থান যেন নৃত্য করিতেছে, কোথাও বা পর্ব্বত-পরিমাণ তরঙ্গ সকল উত্থিত হইতেছে। পরে প্রধান প্রধান মহাবল বানরবীরগণ পাতালবাসী দানবেন্দ্রগণে সমাকুল সেই রোমহর্ষকর সমুদ্র দেখিয়া দক্ষিণসমুদ্রের উত্তর দিক্ অবলম্বনপূর্ব্বক সৈন্য সংস্থাপিত করিয়া অবস্থান করিল। পরে তাহারা সকলে মিলিত হইয়া আকাশের ন্যায়, অপার সাগর দেখিয়া ‘এখন আমাদিগের কি করা কর্ত্তব্য’ ইহা বলিয়া বিষণ্ণ হইল। ১—৭। পরে হরিসত্তম অঙ্গদ, বানরসেনাগণকে সমুদ্রদর্শনে বিষণ্ণ এবং ভীত দেখিয়া আশ্বস্ত করত বলিলেন, “কপিগণ! বিষাদে কাতর হওয়া উচিত নহে; কারণ বিষাদই

বিষাদো হন্তি পুরুষং বালং ক্রুদ্ধ ইবোরগঃ ॥ ৯
যো বিষাদং প্রসহতে বিক্রমে সমুপস্থিতে।
তেজসা তস্য হীনস্য পুরুষার্থো ন সিধ্যতি ॥ ১০
তস্যাং রাত্র্যাং ব্যতীতায়ামঙ্গদো বানরৈঃ সহ।
হরিবৃদ্ধৈঃ সমাগম্য পুনর্মন্ত্রমমন্ত্রয়ৎ ॥ ১১
সা বানরাণাং ধ্বজিনী পরিবার্য্যাঙ্গদং বভৌ।
বাসবং পরিবার্য্যেব মরুতাং বাহিনী স্থিতা ॥ ১২
কোঽন্যস্তাং বানরীং সেনাং শক্তঃ স্তম্ভয়িতুং ভবেৎ।
অন্যত্র বালিতনয়াদন্যত্র চ হনূমতঃ ॥ ১৩
ততস্তান্ হরিবৃদ্ধাংশ্চ তচ্চ সৈন্যমরিন্দমঃ।
অনুমান্যাঙ্গদঃ শ্রীমান্ বাক্যমর্থবদব্রবীৎ ॥ ১৪
ক ইদানীং মহাতেজা লঙ্ঘয়িষ্যতি সাগরম্।
কঃ করিষ্যতি সুগ্রীবং সত্যসন্ধমরিন্দমম্ ॥ ১৫
কো বীরো যোজনশতং লঙ্ঘয়েত প্লবঙ্গমাঃ।
ইমাংশ্চ যূথপান্ সর্ব্বান্মোচয়েৎ কো মহাভয়াৎ ॥ ১৬
কস্য প্রসাদাদ্দারাংশ্চ পুত্রাংশ্চৈব গৃহাণি চ।
ইতো নিবৃত্তাঃ পশ্যেম সিদ্ধার্থাঃ সুখিনো বয়ম্ ॥ ১৭
কস্য প্রসাদাদ্রামঞ্চ লক্ষ্মণঞ্চ মহাবলম্।
অভিগচ্ছেম সংহৃষ্টাঃ সুগ্রীবঞ্চ বনৌকসঃ ॥ ১৮
যদি কশ্চিৎ সমর্থো বঃ সাগরপ্লবনে হরিঃ।
স দদাত্বিহ নঃ শীঘ্রং পুণ্যামভয়দক্ষিণাম্ ॥ ১৯
অঙ্গদস্য বচঃ শ্রুত্বা ন কশ্চিৎ কিঞ্চিদব্রবীৎ।
স্তিমিতেবাভবৎ সর্ব্বা সা তত্র হরিবাহিনী ॥ ২০
পুনরেবাঙ্গদঃ প্রাহ তান্ হরীন্ হরিসত্তমঃ।
সর্ব্বে বলবতাং শ্রেষ্ঠা ভবন্তো দৃঢ়বিক্রমাঃ।
ব্যপদেশকুলে জাতাঃ পূজিতাশ্চাপ্যভীক্ষ্ণশঃ ॥ ২১
ন হি বো গমনে সঙ্গঃ কদাচিৎ কস্যচিদ্ভবেৎ।
ব্রুবধ্বং যস্য যা শক্তিঃ প্লবনে প্লবগর্ষভাঃ ॥ ২২
ইতি কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ডে চতুঃষষ্টিতমঃ সর্গঃ ॥ ৬৪ ॥

পঞ্চষষ্টিতমঃ সর্গঃ।

অথাঙ্গদবচঃ শ্রুত্বা তে সর্ব্বে বানরর্ষভাঃ।
স্বং স্বং গতৌ সমুৎসাহমূচুস্তত্র যথাক্রমম্ ॥ ১
গজো গবাক্ষো গবয়ঃ শরভো গন্ধমাদনঃ।
মৈন্দশ্চ দ্বিবিদশ্চৈব অঙ্গদো জাম্ববাংস্তথা ॥ ২
আবভাষে গজস্তত্র প্লবেয়ং দশযোজনম্।
গবাক্ষো যোজনান্যাহ গমিষ্যামীতি বিংশতিম্ ॥ ৩

সমূহ দোষের আকর ; ক্রুদ্ধ সর্প যেমন শিশুর প্রাণ বধ করে, তদ্রূপ বিষাদই মানুষকে বিনাশ করিয়া থাকে। যে ব্যক্তি পরাক্রমপ্রকাশ-কালে সহসা বিষণ্ণ হয়, সে বিষাদবশতঃ তেজোহীন হওয়ায় কখন তাহার পৌরুষ সফল হয় না।” এইরূপে সেই রাত্রি গত হইলে অঙ্গদ, প্রধান বানরদিগের সহিত পুনর্ব্বার মন্ত্রণা করিতে লাগিলেন। তখন ইন্দ্রকে বেষ্টন করিয়া দেবসেনা যেমন শোভা পায়, তদ্রূপ সেই বানরসেনা অঙ্গদকে পরিবেষ্টনপূর্ব্বক শোভা পাইতে লাগিল। বালিপুত্র অঙ্গদ এবং হনূমান্ ভিন্ন অন্য কে আর সেই বিশাল বানরী-সেনা সংযত করিতে সমর্থ হইবে? পরে অরিন্দম শ্রীমান্ অঙ্গদ বৃদ্ধ বানরগণ এবং সৈন্যগণকে অভিনন্দনপূর্ব্বক এইরূপ অর্থযুক্ত বাক্য বলিলেন, বানরগণ! কোন মহাতেজা এক্ষণে সাগর পার হইবে? কেই বা অরিদমন সুগ্রীবকে সত্য-প্রতিজ্ঞ করিতে পারিবে? কোন্ বীর শতযোজন সমুদ্র উত্তীর্ণ হইবে? কেই বা এই যূথপতিদিগকে বিষম ভয় হইতে উদ্ধার করিতে সমর্থ হইবে এবং কাহার অনুগ্রহে কার্য্য নির্ব্বাহপূর্ব্বক আমরা হৃষ্টান্তঃকরণে প্রত্যাগত হইয়া পুত্র, কলত্র এবং গৃহ সকল দেখিতে পাইব? কাহার অনুকম্পাবলেই বা আমরা হৃষ্টচিত্তে মহাবল রাম, লক্ষ্মণ এবং সুগ্রীবের নিকটে যাইব? যূথপতিগণ! যদি আপনাদিগের মধ্যে কেহ সমুদ্র-উত্তরণ করিতে পারেন, তবে তিনি শীঘ্রই আমাদিগের পুণ্যজনক অভয় দক্ষিণা প্রদান করুন। ৮—১৯। অঙ্গদের কথা শুনিয়া কেহই কোন উত্তর দিল না। সেই বানরসেনা তৎকালে জড়প্রায় হইয়া রহিল। পরে কপিসত্তম অঙ্গদ, বানরগণকে পুনরায় বলিলেন, “বানরগণ! আপনারা সকলেই বলবান্, পরাক্রম-শালী এবং মহাবংশে জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন বলিয়া সতত সম্মানিত হইয়াও থাকেন ; সুতরাং কোন ব্যক্তিই কদাচ আপনাদিগের গতিরোধ করিবে এরূপ সম্ভাবনা নাই। কপিগণ! আপনাদিগের মধ্যে সাগরলঙ্ঘনে যাহার যেরূপ ক্ষমতা আছে, তাহা প্রকাশ করিয়া বলুন। ২০—২২।

পঞ্চষষ্টিতম সর্গ।

তখন গজ, গবাক্ষ, গবয়, শরভ, গন্ধমাদন, মৈন্দ, দ্বিবিদ এবং জাম্ববান্ প্রভৃতি বানরসত্তমগণ অঙ্গদের কথা শুনিয়া নিজ নিজ গতিশক্তির বিষয় ক্রমে ক্রমে বলিতে লাগিল। তন্মধ্যে প্রথমে গজ বলিলেন, “বানরগণ! আমি দশযোজন পরিমাণ লম্ফপ্রদান করিতে পারি।” পরে গবাক্ষ বলিলেন, “আমি

শরভো বানরস্তত্র বানরাংস্তানুবাচ হ।
ত্রিংশতং তু গমিষ্যামি যোজনানাং প্লবঙ্গমাঃ॥ ৪
ঋষভো বানরস্তত্র বানরাংস্তানুবাচ হ।
চত্বারিংশদ্‌গমিষ্যামি যোজনানাং ন সংশয়ঃ॥ ৫
বানরাংস্তু মহাতেজা অব্রবীদ্‌গন্ধমাদনঃ।
যোজনানাং গমিষ্যামি পঞ্চাশত্তু ন সংশয়ঃ॥ ৬
মৈন্দস্তু বানরস্তত্র বানরাংস্তানুবাচ হ।
যোজনানাং পরং ষষ্টিমহং প্লবিতুমুৎসহে॥ ৭
ততস্তত্র মহাতেজা দ্বিবিদঃ প্রত্যভাষত।
গমিষ্যামি ন সন্দেহঃ সপ্ততিং যোজনান্যহম্‌॥ ৮
সুষেণস্তু মহাতেজাঃ সত্ত্ববান্ কপিসত্তমঃ।
অশীতিং প্রতিজানেঽহং যোজনানাং পরাক্রমে॥ ৯
তেষাং কথয়তাং তত্র সর্বাংস্তাননুমান্য চ।
ততো বৃদ্ধতমস্তেষাং জাম্ববান্ প্রত্যভাষত॥ ১০
পূর্বমস্মাকমপ্যাসীৎ কশ্চিদ্‌গতিপরাক্রমঃ।
তে বয়ং বয়সঃ পারমনুপ্রাপ্তাঃ স্ম সাম্প্রতম্‌॥ ১১
কিন্তু নৈবং গতে শক্যমিদং কার্য্যমুপেক্ষিতুম্‌।
যদর্থং কপিরাজশ্চ রামশ্চ কৃতনিশ্চয়ৌ॥ ১২
সাম্প্রতং কালমস্মাকং যা গতিস্তাং নিবোধত।
নবতিং যোজনানাস্তু গমিষ্যামি ন সংশয়ঃ॥ ১৩
তাংশ্চ সর্বান্ হরিশ্রেষ্ঠান্ জাম্ববানিদমব্রবীৎ।
ন খল্বেতাবদেবাসীদ্‌গমনে মে পরাক্রমঃ॥ ১৪

ময়া বৈরোচনে যজ্ঞে প্রভবিষ্ণুঃ সনাতনঃ।
প্রদক্ষিণীকৃতঃ পূর্বং ক্রমমাণস্ত্রিবিক্রমঃ॥ ১৫
স ইদানীমহং বৃদ্ধঃ প্লবনে মন্দবিক্রমঃ।
যৌবনে চ তদাসীন্মে বলমপ্রতিমং পরম্‌॥ ১৬
সম্প্রত্যেতাবদেবাদ্য শক্যং মে গমনে স্বতঃ।
নৈতাবতা চ সংসিদ্ধিঃ কার্য্যস্যাস্য ভবিষ্যতি॥ ১৭
অথোত্তরমুদারার্থমব্রবীদঙ্গদস্তদা।
অনুমান্য তদা প্রাজ্ঞো জাম্ববন্তং মহাকপিম্‌॥ ১৮
অহমেতদ্‌গমিষ্যামি যোজনানাং শতং মহৎ।
নিবর্তনে তু মে শক্তিঃ স্যান্ন বেতি ন নিশ্চিতম্‌॥ ১৯
তমুবাচ হরিশ্রেষ্ঠং জাম্ববান্ বাক্যকোবিদঃ।
জ্ঞায়তে গমনে শক্তিস্তব হর্য্যক্ষসত্তম॥ ২০
কামং শতসহস্রং বা ন হ্যেষ বিধিরুচ্যতে।
যোজনানাং ভবান্ শক্তো গন্তুং প্রতিনিবর্তিতুম্‌॥ ২১
ন হি প্রেষয়িতা তাত স্বামী প্রেষ্যঃ কথঞ্চন।
ভবতাঽয়ং জনঃ সর্বঃ প্রেষ্যঃ প্লবগসত্তম॥ ২২
ভবান্ কলত্রমস্মাকং স্বামিভাবে ব্যবস্থিতঃ।
স্বামী কলত্রং সৈন্যস্য গতিরেষা পরন্তপঃ॥ ২৩

বিংশতি যোজন" শরভ বলিলেন, "আমি ত্রিশ যোজন" ঋষভ বলিলেন, 'আমি চল্লিশ যোজন' "মহাতেজা গন্ধমাদন বলিলেন, "আমি নিঃসন্দেহ পঞ্চাশৎ যোজন" মৈন্দ, বলিলেন, 'আমি ষষ্টি যোজন" মহাবলবান্ দ্বিবিদ বলিলেন, "আমি সপ্তত্তি যোজন" এবং সত্ত্ববান্ মহাতেজা সুষেণ বলিলেন, 'আমি প্রতিজ্ঞা করিয়া বলিতেছি, অশীতি যোজন লম্ফ প্রদান করিতে পারি।" ১—৯। পরে বানরগণের মধ্যে প্রধান জাম্ববান্ তদ্রূপবাদী বানরগণের কথায় অনুমোদন করিয়া তাহাদিগকে কহিলেন, পূর্ব্বে আমারও গতিশক্তি অদ্ভুত ছিল, এক্ষণে যৌবন কাল অতিক্রম করিয়া বৃদ্ধদশায় উপনীত হইয়াছি; কিন্তু কপিরাজ সুগ্রীব এবং রাম উভয়েই 'আমরা এই কার্য্য-সিদ্ধি করিব' বলিয়া স্থির সিদ্ধান্ত করিয়াছেন; সুতরাং কার্য্যে আমার অবহেলা করা কোনক্রমেই উচিত নহে। আমার এ অবস্থায় যতদূর যাইবার শক্তি আছে, শুনুন; আমি এখনও নব্বই যোজন উল্লম্ফন করিতে পারি সন্দেহ নাই। ১০—১৩। পরে জাম্ববান্ প্রধান প্রধান বানরদিগকে কহিলেন, কপিগণ! আমার এতটুকু মাত্রই যে লম্ফন শক্তি ছিল, তাহা নহে। পূর্ব্বকালে সনাতন বিষ্ণু, বিরোচনতনয় বলির যজ্ঞে ত্রিবিক্রম মূর্ত্তি ধরিয়া যখন স্বর্গ, মর্ত্ত্য এবং রসাতল অধিকার করেন, তৎকালে আমি তাঁহার সেই বিরাট মূর্ত্তিকে প্রদক্ষিণ করিয়াছিলাম। যৌবনকালে আমার উৎকৃষ্ট অপরিমিত বল ছিল; এখন বৃদ্ধ হইয়াছি, সুতরাং সেরূপ শক্তি নাই; স্বাভাবিক শক্তি অনুসারে এখন আমি এই পর্য্যন্তই যাইতে পারি, কিন্তু ইহাতে ত উপস্থিত কার্য্য উদ্ধার হইতেছে না। ১৪—১৭। তখন প্রজ্ঞাশালী অঙ্গদ কপিবর জাম্ববানের কথার অনুমোদন করিয়া উদারার্থযুক্ত প্রত্যুক্তি করিলেন, শতযোজন বিস্তীর্ণ বিপুল এই মহাসাগর আমি উত্তীর্ণ হইতে পারি; কিন্তু তথা হইতে ফিরিয়া আসিবার আমার শক্তি আছে কি না, তাহা আমি নিশ্চিত বলিতে পারি না। পরে বাক্যনিপুণ জাম্ববান্ কপিবর অঙ্গদকে বলিলেন, বানরপ্রধান! আপনার গমনের শক্তি যে বিলক্ষণ আছে; তাহা আমরা জানি, আপনি শত সহস্রযোজনও অক্লেশে গমন করিতে পারেন এবং প্রতিনিবৃত্ত হইতেও পারেন; কিন্তু বৎস কপিসত্তম! ইহারা আপনার ভৃত্য, অতএব ইহাদিগকে আপনি পাঠাইতে পারেন, কিন্তু ভৃত্যগণ কখন আপনাকে পাঠাইতে পারে না। শত্রুতাপন! আপনি যখন আমাদের প্রভুরূপে অবস্থিত রহিয়াছেন, তখন

অপি বৈ তস্য কার্য্যস্য ভবান্ মূলমরিন্দম ।
তস্মাৎ কলত্রবত্তাত প্রতিপাল্যঃ সদা ভবান্ ॥ ২৪
মূলমর্থস্য সংরক্ষ্যমেষ কার্য্যবিদাং নয়ঃ ।
মূলে হি সতি সিধ্যন্তি গুণাঃ সর্ব্বে ফলোদয়াঃ ॥ ২৫
তদ্ভবানস্য কার্য্যস্য সাধনং সত্যবিক্রমঃ ।
বুদ্ধিবিক্রমসম্পন্নো হেতুরত্র পরন্তপ ॥ ২৬
গুরুশ্চ গুরুপুত্রশ্চ ত্বং হি নঃ কপিসত্তম ।
ভবন্তমাশ্রিত্য বয়ং সমর্থা হ্যর্থসাধনে ॥ ২৭
উক্তবাক্যং মহাপ্রাজ্ঞং জাম্ববন্তং মহাকপিঃ ।
প্রত্যুবাচোত্তরং বাক্যং বালিসূনুরথাঙ্গদঃ ॥ ২৮
যদি নাহং গমিষ্যামি নান্যো বানরপুঙ্গবঃ ।
পুনঃ খল্বিদমস্মাভিঃ কার্য্যং প্রায়োপবেশনম্ ॥ ২৯
ন হ্যকৃত্বা হরিপতেঃ সন্দেশং তস্য ধীমতঃ ।
তত্রাপি গত্বা প্রাণানাং ন পশ্যে পরিরক্ষণম্ ॥ ৩০
স হি প্রসাদে চাত্যর্থং কোপে চ হরিরীশ্বরঃ ।
অতীত্য তস্য সন্দেশং বিনাশো গমনে ভবেৎ ॥ ৩১

তত্তথা হ্যস্য কার্য্যস্য ন ভবত্যন্যথা গতিঃ ।
তত্তবানেব দৃষ্টার্থঃ সঞ্চিন্তয়িতুমর্হতি ॥ ৩২
সোঽঙ্গদেন তদা বীরঃ প্রত্যুক্তঃ প্লবগর্ষভঃ ।
জাম্ববানুত্তরং বাক্যং প্রোবাচেদং ততোঽঙ্গদম্ ॥ ৩৩
তস্য তে বীর কার্য্যস্য ন কিঞ্চিৎ পরিহাস্যতে ।
এষ সঞ্চোদয়াম্যেনং যঃ কার্য্যং সাধয়িষ্যতি ॥ ৩৪
ততঃ প্রতীতং প্লবতাং বরিষ্ঠ-
মেকান্তমাশ্রিত্য সুখোপবিষ্টম্ ।
সঞ্চোদয়ামাস হরিপ্রবীরো
হরিপ্রবীরং হনুমন্তমেব ॥ ৩৫

ইতি কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ডে পঞ্চষষ্টিতমঃ সর্গঃ ॥ ৬৫ ॥

ষট্‌ষষ্টিতমঃ সর্গঃ ।

অনেকশতসাহস্রীং বিষণ্ণাং হরিবাহিনীম্ ।
জাম্ববান্ সমুদীক্ষ্যৈব হনুমন্তমথাব্রবীৎ ॥ ১
বীর বানরলোকস্য সর্ব্বশাস্ত্রবিশারদ ।
তূষ্ণীমেকান্তমাশ্রিত্য হনুমন্ কিং ন জল্পসি ॥ ২
হনুমন্ হরিরাজস্য সুগ্রীবস্য সমো হ্যসি ।
রামলক্ষ্মণয়োশ্চাপি তেজসা চ বলেন চ ॥ ৩

আমাদিগের কলত্রস্বরূপ আপনাকে প্রাণপণে রক্ষা করা উচিত। ফলতঃ জগতের ইহাই নিয়ম যে প্রভু সৈন্যগণের কলত্রবৎ প্রতিপাল্য। অরিন্দম! কার্য্যের মূল রক্ষা করা অবশ্য কর্ত্তব্য, ইহাই কার্য্যজ্ঞ ব্যক্তিদিগের নিয়ম। কারণ মূল সুরক্ষিত হইলেই সেই কার্য্য ফলবান্ হইয়া সুসিদ্ধ হইয়া থাকে, আপনিই ঐ কার্য্যের মূল কারণ, সুতরাং আপনাকে ভার্য্যার ন্যায়, সেনাগণের সর্ব্বদা রক্ষা করা উচিত। শত্রুতাপন কপিকুলশ্রেষ্ঠ! আপনি অতিশয় পরাক্রমশালী এবং বুদ্ধিমান্, সুতরাং আপনি এই কার্য্য সাধনের প্রতি কেবল হেতুমাত্র হইবেন; কারণ, আপনি আমাদিগের যুবরাজ এবং রাজপুত্র, অতএব আপনাকে অবলম্বন করিয়াই আমরা নিশ্চয়ই এইকার্য্য সম্পাদন করিব। ১৮—২৭ পরে বালিতনয় কপিশ্রেষ্ঠ অঙ্গদ মহাপ্রাজ্ঞ নীতিবিদ্ জাম্ববান্‌কে বলিলেন, "যদি আমি না যাই এবং অন্য কোন কপিপুঙ্গব না যান, তবে অনাহারে প্রাণ পরিত্যাগ করাই আমাদিগের কর্ত্তব্য, কেননা সেই ধীমান্ সুগ্রীবের আদেশ পালন না করিয়া কিষ্কিন্ধ্যায় গেলে প্রাণ নষ্ট হইবে এবং তথায় যাইয়াও প্রত্যাবৃত্ত হইতে পারিব না, অতএব প্রাণরক্ষার অন্য উপায় দেখিতেছি না। আমাদিগের সেই প্রভু প্রসন্ন হইলে, যেরূপ অত্যধিক অনুগ্রহ প্রকাশ করিয়া থাকেন, ক্রুদ্ধ হইলেও তদপেক্ষা অধিক দণ্ডবিধান করেন, সুতরাং তাঁহার আদেশ অবহেলা করিয়া কিষ্কিন্ধ্যায় প্রত্যাগমন করিলে নিশ্চয়ই নিহত হইব! অতএব এক্ষণে যাহাতে এই কার্য্য-সিদ্ধির কোন ব্যাঘাত না ঘটে, তাহার উপায় স্থির করুন; কারণ, আপনি সকলবিষয়েরই তত্ত্বজ্ঞ।" তখন বীরপ্রবর হরিসত্তম জাম্ববান্, অঙ্গদের কথা শুনিয়া তাঁহাকে বলিলেন, "বীর! আপনার এই কার্য্যের কোনরূপ বিঘ্ন হইবে না; যিনি এই কার্য্য সম্পন্ন করিবেন, আমি তাঁহাকে নির্দ্দেশ করিতেছি।" পরে কপিবর জাম্ববান্ নির্জ্জনে সুখোপবিষ্ট প্রসিদ্ধ বানরবীর হনুমানকে উক্ত কার্য্যে নিযুক্ত করিতে উদ্যত হইলেন। ২৮—৩৫

ষট্‌ষষ্টিতম সর্গ ।

জাম্ববান্ বিষণ্ণ বহুসংখ্যক বানরসেনার প্রতি দৃষ্টিনিক্ষেপ করিয়া হনূমান্‌কে বলিলেন, "সর্ব্বশাস্ত্রজ্ঞ! বানরগণের মধ্যে তুমিই প্রধান বীর, সুতরাং মৌনভাব অবলম্বনপূর্ব্বক একাকী বসিয়া আছ কেন? এবং কেনই বা কথা বলিতেছ না? হনূমন্! তুমি বলে এবং বিক্রমে বানররাজ সুগ্রীবের সমকক্ষ

অরিষ্টনেমিনঃ পুত্রো বৈনতেয়ো মহাবলঃ।
গরুত্মানিব বিখ্যাত উত্তমঃ সর্ব্বপক্ষিণাম্ ॥ ৪
বহুশো হি মযা দৃষ্টঃ সাগরে স মহাবলঃ।
ভুজঙ্গানুদ্ধরন্ পক্ষী মহাবাহুর্মহাবলঃ ॥ ৫
পক্ষয়োর্যদ্বলং তস্য ভুজবীর্য্যবলং তব
বিক্রমশ্চাপি বেগশ্চ ন তে তেনাবহীয়তে ॥ ৬
বলং বুদ্ধিশ্চ তেজশ্চ সত্ত্বঞ্চ হরিপুঙ্গব।
বিশিষ্টং সর্ব্বভূতেষু কিমাত্মানং ন সজ্জসে ॥ ৭
অপ্সরাপ্সরসাং শ্রেষ্ঠা বিখ্যাতা পুঞ্জিকস্থলা।
অঞ্জনেতি পরিখ্যাতা পত্নী কেশরিণো হরেঃ ॥ ৮
বিখ্যাতা ত্রিষু লোকেষু রূপেণাপ্রতিমা ভুবি।
অভিশাপাদভূত্তাত কপিত্বে কামরূপিণী ॥ ৯
দুহিতা বানরেন্দ্রস্য কুঞ্জরস্য মহাত্মনঃ।
মানুষং বিগ্রহং কৃত্বা রূপযৌবনশালিনী ॥ ১০
বিচিত্রমাল্যাভরণা কদাচিৎ ক্ষৌমধারিণী।
অচরৎ পর্ব্বতস্যাগ্রে প্রাবৃড়ম্বুদসন্নিভে ॥ ১১
তস্যা বস্ত্রং বিশালাক্ষ্যাঃ পীতং রক্তদশং শুভম্।
স্থিতায়াঃ পর্ব্বতস্যাগ্রে মারুতোঽপহরচ্ছনৈঃ ॥ ১২
স দদর্শ ততস্তস্যা বৃত্তাবূরূ সুসংহতৌ।
স্তনৌ চ পীনৌ সহিতৌ সুজাতঞ্চারু চাননম্ ॥ ১৩
তাং বলাদায়তশ্রোণীং তনুমধ্যাং যশস্বিনীম্।
দৃষ্ট্বৈব শুভসর্ব্বাঙ্গীং পবনঃ কামমোহিতঃ ॥ ১৪
স তাং ভুজাভ্যাং দীর্ঘাভ্যাং পর্য্যষ্বজত মারুতঃ।
মন্মথাবিষ্টসর্ব্বাঙ্গো গতাত্মা তামনিন্দিতাম্ ॥ ১৫
সা তু তত্রৈব সম্ভ্রান্তা সুব্রতা বাক্যমব্রবীৎ।
একপত্নীব্রতমিদং কো নাশয়িতুমিচ্ছতি ॥ ১৬
অঞ্জনায়া বচঃ শ্রুত্বা মারুতঃ প্রত্যভাষত।
ন ত্বাং হিংসামি সুশ্রোণি মাভূত্তে মনসো ভয়ম্ ॥ ১৭
মনসাস্মি গতো যত্ত্বাং পরিষ্বজ্য যশস্বিনি।
বীর্য্যবান্ বুদ্ধিসম্পন্নস্তব পুত্রো ভবিষ্যতি ॥ ১৮
মহাসত্ত্বো মহাতেজা মহাবলপরাক্রমঃ।
লঙ্ঘনে প্লবনে চৈব ভবিষ্যতি ময়া সমঃ ॥ ১৯
এবমুক্তা ততস্তুষ্টা জননী তে মহাকপে।
গুহায়াং ত্বাং মহাবাহো প্রজজ্ঞে প্লবগর্ষভ ॥ ২০
অভ্যুত্থিতং ততঃ সূর্য্যং বালো দৃষ্ট্বা মহাবনে।
ফলঞ্চেতি জিঘৃক্ষুস্ত্বং উৎপত্যাভ্যুদ্গতো দিবম্ ॥ ২১
শতানি ত্রীণি গত্বাথ যোজনানাং মহাকপে

এবং রাম ও লক্ষ্মণ হইতেও নিকৃষ্ট নও। অরিষ্টনেমির তনয় মহাবল বৈনতেয় গরুড় যেমন পক্ষিজাতির মধ্যে উৎকৃষ্ট, তদ্রূপ তুমিও সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ এবং বিখ্যাত মহাবল। সেই পক্ষিবর শারীরিক বল এবং পক্ষবলে উৎকৃষ্ট; কারণ আমি তাহাকে বহুবার সমুদ্র হইতে বলপূর্ব্বক সর্প সকলকে উদ্ধৃত করিতে দেখিয়াছি। তাহার পক্ষদ্বয়ের যেরূপ বল, তোমার বাহুবলও তদনুরূপ; তুমি তেজ এবং পরাক্রমে তদপেক্ষা হীন হইবে না। ১—৬। বানরবর! তুমি সকল প্রাণী অপেক্ষা বল, বুদ্ধি, বিক্রম এবং তেজে শ্রেষ্ঠ হইয়াও সমুদ্রলঙ্ঘনের জন্য সজ্জিত হইতেছ না কেন? অপ্সরাদিগের মধ্যে পরমরূপবতী পুঞ্জিকস্থলানাম্নী লোকবিখ্যাতা এক অপ্সরা ছিলেন, তিনি কপিবর কেশরীর ভার্য্যা হইয়া পরে অঞ্জনানামে অভিহিতা হন। বৎস! অতুলনীয়-রূপবতী বলিয়া তিনি ত্রিলোক-বিখ্যাতা ছিলেন; ঋষির শাপে কামরূপিণী বানরী হইয়া ভূতলে জন্ম গ্রহণ করেন। বানরপতি কুঞ্জর-দুহিতা রূপযৌবনশালিনী অঞ্জনা একদা মনুষ্যবেশ ধারণপূর্ব্বক বিচিত্র মাল্য আভরণ এবং ক্ষৌমবস্ত্র পরিধান করিয়া বর্ষাকালীন মেঘসন্নিভ পর্ব্বতশিখরে ক্রীড়া করিতেছিলেন। পরে পবন পর্ব্বতশিখরস্থিতা সেই বিশাল-নয়নার রক্তবর্ণ বস্ত্রাঞ্চল-সমন্বিত পবিত্র পীতবসন ক্রমে ক্রমে অপহরণ করিলেন, অনন্তর তাহার পরস্পরসংশ্লিষ্ট বর্ত্তুল উরুদ্বয় সুসংহত বিশাল স্তনযুগল এবং সুগঠন মনোহর বদন দেখিলেন। ৭—১৩। পরে পবনদেব সেই যশস্বিনীর শোভন অঙ্গ সকল, বিপুল এবং নিতম্ব কটীর ক্ষীণতা দেখিয়া একেবারে কামমোহিত হইলেন এবং সুদীর্ঘ বাহু-যুগলদ্বারা বলপূর্ব্বক তাঁহাকে আলিঙ্গন করিলেন। এই অবকাশে কামানলে অবশেন্দ্রিয় হইয়া, সেই আনিন্দিতা নারীতে গর্ভ-নিষেক করিলেন। পরে সাধুচরিত্রা অঞ্জনা বিস্মিতা হইয়া বলিলেন, কে আমার এই পাতিব্রত্যধর্ম্ম নষ্ট করিতে ইচ্ছা করিল? পরে পবন অঞ্জনার কথা শুনিয়া উত্তর করিলেন, 'সুশ্রোণি! আমি তোমার পাতিব্রত্য নষ্ট করি নাই; সুতরাং তোমার মনের ভয় দূর হউক। যশস্বিনি! তোমাকে আলিঙ্গন করিয়া মনে মনে যে তোমাতে গমন করিয়াছি, তাহাতেই তোমার বুদ্ধিশালী এবং বীর্য্যবান্ এক পুত্র জন্মিবে। সেই মহাসত্ত্ব, মহাতেজা, মহাবল পরাক্রম পুত্র অতিক্রমণ এবং উল্লম্ফন-বিষয়ে আমার অনুরূপ হইবে।' ১৪—১৯। মহাবাহু কপিবর! তোমার জননী, পবনদেবের ঐ কথা শুনিয়া সন্তুষ্ট হইয়া তোমাকে গুহায় প্রসব করিলেন। পরে তুমি সেই জাতমাত্র নিতান্ত শিশু অবস্থাতেই মহাবনে, সূর্য্য উদয় হইতে দেখিয়া ফল মনে করত তাহা

তেজসা তস্য নির্দ্ধূতো ন বিষাদং গতস্ততঃ ॥ ২২
ত্বামপ্যুপগতং তূর্ণমন্তরিক্ষং মহাকপে।
ক্ষিপ্তমিন্দ্রেণ তে বজ্রং কোপাবিষ্টেন তেজসা ॥ ২৩
তদা শৈলাগ্রশিখরে বামো হনুরভজ্যত।
ততো হি নামধেয়ং তে হনুমানিতি কীর্ত্তিতম্ ॥ ২৪
ততস্ত্বং নিহতং দৃষ্ট্বা বায়ুর্গন্ধবহঃ স্বয়ম্।
ত্রৈলোক্যং ভৃশসংক্রুদ্ধো ন ববৌ বৈ প্রভঞ্জনঃ ॥ ২৫
সম্ভ্রান্তাশ্চ সুরাঃ সর্ব্বে ত্রৈলোক্যে ক্ষুভিতে সতি।
প্রসাদয়ন্তি সংক্রুদ্ধং মারুতং ভুবনেশ্বরাঃ ॥ ২৬
প্রসাদিতে চ পবনে ব্রহ্মা তুভ্যং বরং দদৌ।
অশস্ত্রবধ্যতাং তাত সমরে সত্যবিক্রম ॥ ২৭
বজ্রস্যৈব নিপাতেন বিরুজং ত্বাং সমীক্ষ্য চ
সহস্রনেত্রঃ প্রীতাত্মা দদৌ তে বরমুত্তমম্ ॥ ২৮
স্বচ্ছন্দতশ্চ মরণং তব স্যাদিতি বৈ প্রভো ॥
স ত্বং কেশরিণঃ পুত্রঃ ক্ষেত্রজো ভীমবিক্রমঃ ॥ ২৯
মারুতস্যৌরসঃ পুত্রস্তেজসা চাপি তৎসমঃ।
ত্বং হি বায়ুসুতো বৎস প্লবনে চাপি তৎসমঃ ॥ ৩০
বয়মদ্য গতপ্রাণা ভবানস্মাসু সাম্প্রতম্।
দাক্ষ্যবিক্রমসম্পন্নঃ কপিরাজ ইবাপরঃ ॥ ৩১

ত্রিবিক্রমে ময়া তাত সশৈলবনকাননা।
ত্রিঃসপ্তকৃত্বঃ পৃথিবী পরিক্রান্তা প্রদক্ষিণম্ ॥ ৩২
তদা চৌষধয়োঽস্মাভিঃ সঞ্চিতা দেবশাসনাৎ।
নির্ম্মথ্যমমৃতং যাভিস্তদানীং নো মহদ্বলম্ ॥ ৩৩
স ইদানীমহং বৃদ্ধঃ পরিহীনপরাক্রমঃ।
সাম্প্রতং কালমস্মাকং ভবান্ সর্ব্বগুণান্বিতঃ ॥ ৩৪
তদ্বিজৃম্ভস্ব বিক্রান্তঃ প্লবতামুত্তমো হ্যসি।
ত্বদ্বীর্য্যং দ্রষ্টুকামা হি সর্ব্বা বানরবাহিনী ॥ ৩৫
উত্তিষ্ঠ হরিশার্দ্দূল লঙ্ঘয়স্ব মহার্ণবম্।
পরা হি সর্ব্বভূতানাং হনুমন্ যা গতিস্তব ॥ ৩৬
বিষণ্ণা হরয়ঃ সর্ব্বে হনুমন্ কিমুপেক্ষসে।
বিক্রমস্ব মহাবেগ বিষ্ণুস্ত্রীন্ বিক্রমানিব ॥ ৩৭
ততঃ কপীনামৃষভেন চোদিতঃ
প্রতীতবেগঃ পবনাত্মজঃ কপিঃ।
প্রহর্ষয়ন্ তাং হরিবীরবাহিনীং
চকার রূপং পবনাত্মজস্তদা ॥ ৩৮

ইতি কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ডে ষট্‌ষষ্টিতমঃ সর্গঃ ॥ ৬৬ ॥

ধরিতে ইচ্ছা করিয়া উল্লম্ফনপূর্ব্বক শূন্যপথে উঠিয়াছিলে। কপিশ্রেষ্ঠ! ত্রিশতযোজন গমন করিয়া তাঁহার তেজে নিক্ষিপ্ত হইয়াও কিছুমাত্র ক্লিষ্ট হইলে না; কিন্তু তৎকালে ইন্দ্র তোমাকে দ্রুত অন্তরীক্ষে ধাবিত হইতে দেখিয়া ক্রোধপরবশ হওয়া বলপূর্ব্বক তোমার প্রতি বজ্র নিক্ষেপ করিলেন। তাহাতে তোমার বামহনু ভগ্ন হইয়া পর্ব্বতশিখরে পতিত হয়, তদবধি তুমি হনুমান্ নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছ। ২০—২৪। অনন্তর গন্ধবহ প্রভঞ্জন বায়ু তোমাকে নিহত দেখিয়া নিরতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া, স্বর্গ, মর্ত্ত্য, এবং পাতাল-লোকে প্রবাহিত না হওয়ায় ত্রৈলোক্য ক্ষুভিত হইলে, লোকপাল দেবগণ বিস্মিত হইয়া ক্রোধ-পরবশ পবনের তুষ্টি সম্পাদন করিতে লাগিলেন। বৎস সত্যপরাক্রম! পবনদেব দেবগণের স্তবে প্রসন্ন হইলে, ব্রহ্মা তোমাকে এই বর দিলেন যে, যুদ্ধে অস্ত্রাঘাতে তোমার মৃত্যু হইবে না। তখন সহস্রাক্ষ ইন্দ্র বজ্রপাতেও তোমার শরীর অক্ষত রহিল দেখিয়া সন্তুষ্ট হইলেন, এবং নিজের ইচ্ছানুসারে তোমার মৃত্যু হইবে, এই শ্রেষ্ঠ বর তোমাকে দিয়াছেন। বৎস! এইরূপে তুমি কেশরীর ক্ষেত্রজ তনয় এবং বায়ুর ঔরসপুত্র; তেজ এবং বেগে তাঁহার সমকক্ষ এবং ভীমপরাক্রমশালী ও পিতার ন্যায় উল্লম্ফনে সমর্থ। অদ্য আমরা জীবন্মৃত হইয়াছি, তুমিই এখন আমাদিগের মধ্যে দ্বিতীয় কপিরাজের ন্যায় দাক্ষিণ্য এবং পরাক্রমশালী রহিয়াছ। বৎস! ত্রিবিক্রম-অবতারসময়ে পর্ব্বত এবং বনরাজি-বিরাজিতা এই ধরিত্রী আমি একবিংশতিবার প্রদক্ষিণ করিয়াছি এবং দেবতাদিগের আদেশক্রমে ওষধিসকল সংগ্রহ করিয়া সাগরে নিক্ষেপ করি; মথিত হইয়া তাহা হইতেই অমৃত উৎপন্ন হয়। তৎকালে আমার অতিশয় বল ছিল, এক্ষণে বৃদ্ধ হইয়া বলহীন হইয়াছি। এক্ষণে তুমিই আমাদিগের মধ্যে সর্ব্বগুণান্বিত, বানরগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ এবং পরাক্রান্ত; সুতরাং তুমি তোমার বল প্রকাশ কর, কেননা এই বানরসেনা তোমার বীর্য্য দেখিবার জন্য সমুৎসুক হইয়াছে। ২৫—৩৫। বানরবর হনুমন্! তুমি উঠ, এই মহাসমুদ্র অতিক্রম কর; তোমার সমুদ্রপারে গমন নিশ্চয়ই সর্ব্বপ্রাণীরই কল্যাণকর হইবে। মহাবেগশালী হনুমন্! বানর সকল বিষণ্ণমুখে অবস্থিতি করিতেছে দেখিয়াও কেন উপেক্ষা করিতেছ? ত্রিবিক্রম বিষ্ণুর ন্যায় তুমিও পরাক্রম প্রকাশ কর!" পরে পবনতনয় কপিপ্রধান হনুমান্, বানরসত্তম জাম্ববানকর্ত্তৃক উপদিষ্ট এবং নিজ বল অবগত হইয়া বানরসৈন্যগণকে আনন্দিত করতঃ সেইরূপ আকৃতি ধারণ করিলেন। ৩৬—৩৮।

সপ্তষষ্টিতমঃ সর্গঃ।

তং দৃষ্ট্বা জৃম্ভমাণং তে ক্রমিতুং শতযোজনম্।
বেগেন পূর্য্যমাণঞ্চ সহসা বানরোত্তমম্॥ ১
সহসা শোকমুৎসৃজ্য প্রহর্ষেণ সমন্বিতাঃ।
বিনেদুস্তুষ্টুবুশ্চাপি হনূমন্তং মহাবলম্॥ ২
প্রহৃষ্টা বিস্মিতাশ্চাপি তে বীক্ষন্তে সমন্ততঃ।
ত্রিবিক্রমকৃতোৎসাহং নারায়ণমিব প্রজাঃ॥ ৩
সংস্তূয়মানো হনুমান্ ব্যবৰ্দ্ধত মহাবলঃ।
সমাবিধ্য চ লাঙ্গুলং হর্ষাচ্চবলমুপেয়িবান্॥ ৪
তস্য সংস্তূয়মানস্য বৃদ্ধৈর্ব্বানরপুঙ্গবৈঃ।
তেজসা পূর্য্যমাণস্য রূপমাসীদনুত্তমম্॥ ৫
যথা বিজৃম্ভতে সিংহো বিবৃতে গিরিগহ্বরে।
মারুতস্যৌরসঃ পুত্রস্তথা সম্প্রতিজৃম্ভতে॥ ৬
অশোভত মুখং তস্য জৃম্ভমাণস্য ধীমতঃ।
অম্বরীষোপমং দীপ্তং বিধূম ইব পাবকঃ॥ ৭
হরীণামুত্থিতো মধ্যাৎ স প্রহৃষ্টতনূরুহঃ।
অভিবাদ্য হরীন্ বৃদ্ধান্ হনুমানিদমব্রবীৎ॥ ৮
আরুজন্ পর্ব্বতাগ্রাণি হুতাশনসখোঽনিলঃ।
বলবানপ্রমেয়শ্চ বায়ুরাকাশগোচরঃ॥ ৯
তস্যাহং শীঘ্রবেগস্য শীঘ্রগস্য মহাত্মনঃ।
মারুতস্যৌরসঃ পুত্রঃ প্লবনেনাস্মি তৎসমঃ॥ ১০
উৎসহেয়ং হি বিস্তীর্ণমালিখন্তমিবাম্বরম্।
মেরুং গিরিমসঙ্গেন পরিগন্তুং সহস্রশঃ॥ ১১
বাহুবেগপ্রণুন্নেন সাগরেণাহমুৎসহে।
সমাপ্লাবয়িতুং লোকং সপর্ব্বতনদীহ্রদম্॥ ১২
মমোরুজঙ্ঘাবেগেন ভবিষ্যতি সমুত্থিতঃ।
সমুচ্ছ্রিতমহাগ্রাহঃ সমুদ্রো বরুণালয়ঃ॥ ১৩
পন্নগাশনমাকাশে পতন্তং পক্ষিসেবিতম্।
বৈনতেয়মহং শক্তঃ পরিগন্তুং সহস্রশঃ॥ ১৪
উদয়াৎ প্রস্থিতং বাপি জ্বলন্তং রশ্মিমালিনম্।
অনস্তমিতমাদিত্যমহং গন্তুং সমুৎসহে॥ ১৫
ততো ভূমিমসংস্পৃষ্ট্বা পুনরাগন্তুমুৎসহে।
প্রবেগেনৈব মহতা ভীমেন প্লবগর্ষভাঃ॥ ১৬
উৎসহেয়মতিক্রান্তুং সর্ব্বানাকাশগোচরান্।
সাগরান্ শোষয়িষ্যামি দারয়িষ্যামি মেদিনীম্॥ ১৭
পর্ব্বতাংশ্চূর্ণয়িষ্যামি প্লবমানঃ প্লবঙ্গমাঃ।
হরিষ্যাম্যূরুবেগেন প্লবমানো মহার্ণবম্॥ ১৮

সপ্তষষ্টিতম সর্গ।

বানরগণ, মহাবলশালী বানরোত্তম হনুমানকে শতযোজন লঙ্ঘনার্থ হঠাৎ বর্দ্ধিত এবং মহাবেগবান্ হইতে দেখিয়া শোক পরিত্যাগপূর্ব্বক হৃষ্টচিত্তে আনন্দধ্বনি করত হনুমানের সুখ্যাতি করিতে লাগিল। পূর্ব্বকালে লোকগণ, ত্রিপাদদ্বারা ত্রিভুবন আক্রমণে উদ্যত নারায়ণকে যেমন দেখিয়াছিল, তদ্রূপ তাহারা বিস্মিত হইয়া হৃষ্টমনে তাঁহার চতুর্দ্দিক্ নিরীক্ষণ করিতে লাগিল। মহাকায় হনুমান্ সর্ব্বদা, স্তুত হইয়া বর্দ্ধিত এবং হর্ষাবেশে লাঙ্গুল আস্ফালন করত অত্যধিক বলশালী হইলেন। বৃদ্ধ বানরপ্রধানগণ তাঁহাকে স্তব করিতে থাকিলে, তেজে পরিপূর্ণ হওয়াতে তাঁহার অত্যুত্তম রূপ হইল। তৎকালে ধীমান্ পবনাত্মজ হনুমান্ বিস্তীর্ণ গিরিগহ্বরে মৃগেন্দ্রের ন্যায় মুখ ব্যাদান করিতে থাকিলে তাঁহার মুখমণ্ডল সেই সময়ে যেন প্রদীপ্ত উর্জ্জন পাত্রবৎ দেখাইল এবং তিনি নিজেও ধূমহীন অগ্নির ন্যায় প্রকাশ পাইতে লাগিলেন। ১—৭। পরে হনুমান্ হর্ষাতিশয্যে রোমাঞ্চিত কায় হইয়া বানরসভামধ্যে উঠিয়া বৃদ্ধ বানরদিগকে অভিবাদনপূর্ব্বক বলিতে লাগিলেন, যে অনলসখ মহাবল পবনদেব পর্ব্বতাগ্র সকল বিদার্ণ করিয়া থাকেন, যিনি অমিত-বলশালী এবং শূন্যগামী, আমি সেই প্রবল-বেগ ত্বরিতগতি মহাত্মা বায়ুর ঔরসপুত্র, সুতরাং প্লবনেও তাঁহার ন্যায় আকাশস্পর্শী অতিবিস্তৃত সুমেরুপর্ব্বতকেও, বিশ্রাম না করিয়া, সহস্রবার লঙ্ঘন করিতে পারি। আমি বাহুবলে মহাসমুদ্রকে বিলোড়িত করত তদ্দ্বারা পর্ব্বত, নদী এবং হ্রদাদিসমন্বিত নিখিল ভুবন প্লাবিত করিতে পারি। বরুণালয় জলধি আমার ঊরুজঙ্ঘাবেগে বেলাভূমি অতিক্রম করিবে এবং মহাগ্রাহ সকল তথা হইতে উত্থিত হইবে। সর্পভুক্ বিহগরাজ বৈনতেয় গরুড় আকাশে উড়িলে তাহাকেও আমি সহস্রগুণ অতিক্রম করিতে পারি; অধিক কি, উদয়গিরি হইতে প্রস্থিত উজ্জ্বল কিরণমালী সূর্য্যকেও অস্তগিরিগত না হইতেই স্পর্শ করিতে পারি এবং সেই উদ্যমে সূর্য্যমণ্ডল হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া ভূমি স্পর্শ ব্যতিরেকে প্রবলতর বেগ-সহকারে পুনর্ব্বার সূর্য্যাভিমুখে যাইতেও সমর্থ। বানরশ্রেষ্ঠগণ! আমি নভোগামী গ্রহ সকলকেও অতিক্রম করিতে উৎসাহ করি এবং বারিধিকে শোষণ এবং মেদিনীকেও ভেদ করিতে পারি। বানরগণ! যখন আমি লম্ফপ্রদান করিব, তখন পর্ব্বতসমূহ চূর্ণ করিয়া ফেলিব এবং যখন আমি ভীমবেগে উল্লম্ফনপূর্ব্বক মহার্ণব

লতানাং বিবিধং পুষ্পং পাদপানাঞ্চ সর্ব্বশঃ।
অনুযাস্যতি মামদ্য প্লবমানং বিহায়সা॥ ১৯
ভবিষ্যতি হি মে পন্থাঃ স্বাতেঃ পন্থা ইবাম্বরে।
চরন্তং ঘোরমাকাশমুৎপতিষ্যন্তমেব চ॥ ২০
দ্রক্ষ্যন্তি নিপতন্তঞ্চ সর্ব্বভূতানি বানরাঃ
মহামেরুপ্রতীকাশং মাং দ্রক্ষ্যধ্বং প্লবঙ্গমাঃ॥ ২১
দিবমাবৃত্য গচ্ছন্তং গ্রসমানমিবাম্বরম্।
বিধমিষ্যামি জীমূতান্ কম্পয়িষ্যামি পর্ব্বতান্।
সাগরং শোষয়িষ্যামি প্লবমানঃ সমাহিতঃ॥ ২২
বৈনতেয়স্য বা শক্তির্মম বা মারুতস্য বা।
ঋতে সুপর্ণরাজানং মারুতং বা মহাবলম্।
তন্ন ভূতং প্রপশ্যামি যন্মাং প্লুতমনুব্রজেৎ॥ ২৩
নিমেষান্তরমাত্রেণ নিরালম্বনমম্বরম্।
সহসা নিপতিষ্যামি ঘনাদ্বিদ্যুদিবোত্থিতা॥ ২৪
ভবিষ্যতি হি মে রূপং প্লবমানস্য সাগরম্।
বিষ্ণোঃ প্রক্রমমাণস্য তদা ত্রীন্ বিক্রমানিব॥ ২৫
বুদ্ধ্যা চাহং প্রপশ্যামি মনশ্চেষ্টা চ মে তথা।
অহং দ্রক্ষ্যামি বৈদেহীং প্রমোদধ্বং প্লবঙ্গমাঃ॥ ২৬

মারুতস্য সমো বেগে গরুড়স্য সমো জবে।
অযুতং যোজনানান্তু গমিষ্যামীতি মে মতিঃ॥ ২৭
বাসবস্য সবজ্রস্য ব্রহ্মণো বা স্বয়ম্ভুবঃ।
বিক্রম্য সহসা হস্তাদমৃতং তদিহানয়ে॥ ২৮
লঙ্কাং বাপি সমুৎক্ষিপ্য গচ্ছেয়মিতি মে মতিঃ॥ ২৯
তমেবং বানরশ্রেষ্ঠং গর্জ্জন্তমমিতপ্রভম্।
প্রহৃষ্টা হরয়স্তত্র সমুদৈক্ষন্ত বিস্মিতাঃ॥ ৩০
তচ্চাস্য বচনং শ্রুত্বা জ্ঞাতীনাং শোকনাশনম্।
উবাচ পরিসংহৃষ্টো জাম্ববান্ প্লবগেশ্বরঃ॥ ৩১
বীর কেশরিণঃ পুত্র বেগবন্ মারুতাত্মজ।
জ্ঞাতীনাং বিপুলঃ শোকস্ত্বয়া তাত প্রণাশিতঃ॥ ৩২
তব কল্যাণরুচয়ঃ কপিমুখ্যাঃ সমাগতাঃ।
মঙ্গলান্যর্থসিদ্ধ্যর্থং করিষ্যন্তি সমাহিতাঃ॥ ৩৩
ঋষীণাঞ্চ প্রসাদেন কপিবৃদ্ধমতেন চ
গুরূণাঞ্চ প্রসাদেন সংপ্লব ত্বং মহার্ণবম্॥ ৩৪
স্থাস্যামশ্চৈকপাদেন যাবদাগমনং তব।
ত্বদ্গতানি চ সর্ব্বেষাং জীবনানি বনৌকসাম্॥ ৩৫
ততস্তু হরিশার্দ্দূলস্তানুবাচ বনৌকসঃ।

পার হইতে থাকিব, তখন তরু এবং লতার বিবিধ কুসুম সকল সেই ভীষণবেগে আকৃষ্ট হইয়া শূন্যমার্গে অদ্য আমার অনুগমন করিবে। ৮—১৯। সেই কুসুমসমূহ আকাশপথে যাইতে থাকিলে, আমার পথ বহুনক্ষত্রে আচ্ছন্ন, ছায়াপথের ন্যায় বোধ হইবে। তখন বানরগণ এবং অন্যান্য জন্তু সকল আমাকে ঘোরতর শূন্যপথে বিচরণপূর্ব্বক উত্থিত এবং পরপারে নিপতিত হইতে দেখিবে। বানরগণ! আমি যেন আকাশতলকে গ্রাস করিয়া আচ্ছাদন করত মহামেরুর ন্যায় যাইব, তোমরা দেখ। আমি যখন সমাহিতচিত্তে উত্তরণ করিব, তখন মেঘসমূহ ছিন্ন ভিন্ন, পর্ব্বতসকল কম্পিত এবং সমুদ্র শোষণ করিব। বৈনতেয় গরুড়, আমি এবং পবন, এই তিন জনেরই শক্তি লোকাতীত, মহাবল বায়ু এবং বিহঙ্গরাজ গরুড় ভিন্ন এমন প্রাণীই দেখি না যে, গমনকালে আমার অনুগমনে সমর্থ হয়। মেঘ-রাশির উপরি যেমন বিদ্যুৎ প্রকাশিত হয়, তদ্রূপ নিমেষমধ্যে নিরালম্ব অম্বরতলে হঠাৎ নিপতিত হইব। বামন-অবতারে ত্রিবিক্রম-প্রকাশকালে বিষ্ণুর যেরূপ রূপ হইয়াছিল, সাগরলঙ্ঘন-কালে আমারও তদ্রূপ ভয়ঙ্কর রূপ হইবে। আমার মনের গতি এবং বুদ্ধি দ্বারা জানিয়াছি যে, আমি বৈদেহীকে দেখিতে পাইব। বানরপতিগণ! সুতরাং তোমরা সকলে প্রীতিপ্রফুল্ল হও। ২০—২৬। আমার বেগ গরুড় এবং বায়ুর ন্যায়, সুতরাং অক্লেশে দশহাজার যোজন যাইতে পারিব। আমার ইচ্ছা হইতেছে যে, বজ্রধর ইন্দ্র অথবা স্বয়ম্ভু ব্রহ্মার নিকট হইতে সহসা বিক্রম করিয়া দেবভোগ্য অমৃত এখানে আনয়ন করিব কিংবা লঙ্কানগরী উপড়াইয়া লইয়া এইস্থানে উপস্থিত হইব।” তখন বানরগণ প্রীত এবং বিস্মিত হইয়া এইরূপ গর্জ্জনকারী সেই অমিততেজা কপিবরের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে লাগিল। পরে বানর-প্রধান জাম্ববান, জ্ঞাতিগণের শোক-বিনাশন তাঁহার সেই কথা শুনিয়া হৃষ্টচিত্তে বলিলেন, “মারুতনন্দন বেগশালী কেশরিতনয় বৎস বীর হনুমান্! তুমি জ্ঞাতিগণের বিষম শোক দূর করিলে, সুতরাং প্রধান প্রধান কপিগণ তোমার কল্যাণকামনা দ্বারা সকলে সমবেত এবং সমাহিতচিত্তে কার্য্যসিদ্ধির জন্য মাঙ্গল্য কার্য্য সকল সম্পন্ন করিবেন। ঋষি এবং গুরুজনের প্রসাদে এবং বয়োবৃদ্ধ বানরগণের আশীর্ব্বাদে তুমি এই মহাসমুদ্র উত্তীর্ণ হইবে। তুমি যতদিন পর্য্যন্ত প্রত্যাগমন না করিবে, তদবধি আমরা একপাদে থাকিয়া তপস্যা করিব, কারণ বনবাসী বানরদিগের জীবন তোমারই অধীন হইয়া রহিয়াছে। পরে বানরব্যাঘ্র হনুমান্ কাননচারী বানরদিগকে বলিলেন, “কপিগণ! আমি লম্ফপ্রদানে উদ্যত হইলে

কোঽপি লোকে ন মে বেগং প্লবনে ধারয়িষ্যতি ॥ ৩৬
এতানীহ নগস্যাস্য শিলাসঙ্কটশালিনঃ।
শিখরাণি মহেন্দ্রস্য স্থিরাণি চ মহান্তি চ ॥ ৩৭
যেষু বেগং গমিষ্যামি মহেন্দ্রশিখরেষ্বহম্।
নানাদ্রুমবিকীর্ণেষু ধাতুনিস্যন্দশোভিষু।
এতানি মম বেগং হি শিখরাণি মহান্তি চ ॥ ৩৮
প্লবতো ধারয়িষ্যন্তি যোজনানামিতঃ শতম্।
ততস্তু মারুতপ্রখ্যঃ স হরির্মারুতাত্মজঃ ॥ ৩৯
আরুরোহ নগশ্রেষ্ঠং মহেন্দ্রমরিমর্দ্দন।
বৃতং নানাবিধৈঃ পুষ্পৈর্ম্মৃগসেবিতশাদ্বলম্।
লতাকুসুমসম্বাধং নিত্যপুষ্পফলদ্রুমম্ ॥ ৪০
সিংহশার্দ্দূলসহিতং মত্তমাতঙ্গসেবিতম্।
মত্তদ্বিজগণোদ্ঘুষ্টং সলিলোৎপীড়সঙ্কুলম্ ॥ ৪১
মহদ্ভিরুচ্ছ্রিতৈঃ শৃঙ্গৈর্ম্মহেন্দ্রস্য মহাবলঃ।
বিচচার হরিশ্রেষ্ঠো মহেন্দ্রসমবিক্রমঃ ॥ ৪২
বাহুভ্যাং পীড়িতস্তেন মহাশৈলো মহাত্মনা
ররাস সিংহাভিহতো মহামত্ত ইব দ্বিপঃ ॥ ৪৩
মুমোচ সলিলোৎপীড়ান্ বিপ্রকীর্ণশিলোচ্চয়ঃ।
বিত্রস্তমৃগমাতঙ্গঃ প্রকম্পিতমহাদ্রুমঃ ॥ ৪৪
নানাগন্ধর্ব্বমিথুনৈঃ পানসংসর্গকর্কশৈঃ।
উৎপতদ্ভির্বিহঙ্গৈশ্চ বিদ্যাধরগণৈরপি ॥ ৪৫
ত্যজ্যমানমহাসানুঃ স নিলীনমহোরগঃ।
শৈলশৃঙ্গশিলোৎপাতস্তদাভূৎ স মহাগিরিঃ ॥ ৪৬
নিশ্বসদ্ভিস্তদা তৈস্তু ভুজঙ্গৈরর্দ্ধনিঃসৃতৈঃ।
সপতাক ইবাভাতি স তদা ধরণীধরঃ ॥ ৪৭
ঋষিভিস্ত্রাসসম্ভ্রান্তৈস্ত্যজ্যমানঃ শিলোচ্চয়ঃ।
সীদন্মহতি কান্তারে সার্থহীন ইবাধ্বগঃ ॥ ৪৮

স বেগবান্ বেগসমাহিতাত্মা
হরিপ্রবীরঃ পরবীরহন্তা।
মনঃ সমাধায় মহানুভাবো
জগাম লঙ্কাং মনসা মনস্বী ॥ ৪৯

ইতি কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ডে সপ্তষষ্টিতমঃ সর্গঃ ॥ ৬৭ ॥

ইহলোকে কেহই আমার বেগ সহ্য করিতে পারিবে না। ইহলোকে কেবল প্রস্তরময় মহেন্দ্রপর্ব্বতের এই শিখর সকল দৃঢ় এবং বৃহৎ; সুতরাং নানাতরুরাজিবিরাজিত, ধাতুমণ্ডিত ইহার শিখর হইতে সবেগে উল্লম্ফন করিব। আমি পর্ব্বত হইতে শতযোজন লম্ফন করিতে উদ্যত হইলে এই বিস্তৃত শৃঙ্গসমূহই আমার বেগধারণে সক্ষম হইবে। পরে অরিন্দম পবননন্দন বায়ুর তুল্য বলবান্ হনুমান্ বিবিধ পুষ্পসমাকীর্ণ গিরিবর মহেন্দ্র পর্ব্বতে আরোহণ করিলেন। ২৭—২৯। সেই ভূধরের সকল স্থান তৃণাচ্ছন্ন, তাহাতে মৃগকুল ভ্রমণ করিতেছে, সর্ব্বদা ফলফুল-সুশোভিত বৃক্ষরাজি, লতা এবং পুষ্প-সমূহে উহা পরিব্যাপ্ত এবং সিংহ, ব্যাঘ্র ও মত্ত মাতঙ্গসমূহে পরিপূর্ণ রহিয়াছে; স্থানে স্থানে নির্ঝর হইতে সলিল নির্গত হইতেছে এবং মত্ত বিহঙ্গদল কূজন করিতেছে। ইন্দ্রতুল্য পরাক্রমশালী মহাবল কপিবর হনুমান্ সেই অত্যুচ্চ সুবিস্তীর্ণ মহেন্দ্র পর্ব্বতের শিখরসমূহে বিচরণ করিতে লাগিলেন। সেই বৃহৎ মহেন্দ্র পর্ব্বত মহাত্মা বায়ুনন্দনের বাহুবলে নিপীড়িত হইয়া তখন যেন সিংহাক্রান্ত মত্ত মহামাতঙ্গের ন্যায় শব্দ করিতে লাগিল এবং তাহার প্রস্তরসমূহ বিক্ষিপ্ত, মাতঙ্গ এবং মৃগকুল বিত্রস্ত, বৃক্ষরাজি বিকম্পিত ও সলিলরাশি উৎক্ষিপ্ত হইতে থাকিল। অত্যন্ত পান এবং মৈথুনাসক্ত নানাজাতি গন্ধর্ব্বমিথুন, উড্ডীন বিহঙ্গসমূহ এবং বিদ্যাধরগণ তাহার সানুদেশ ছাড়িয়া পলায়ন করিল। মহাসর্প সকল বিবরে লুক্কায়িত এবং শিখরনিচয়ের প্রস্তর সকল পাতিত হইতে লাগিল। তৎকালে সর্প সকল অর্দ্ধনিঃসৃত হইয়া ফণা-বিস্তারপূর্ব্বক নিশ্বাস ফেলিতে থাকিলে ঐ পর্ব্বত যেন উচ্ছ্রিত পতাকাসমূহে শোভ-মান হইল, পথিকগণ ভয়ঙ্কর দুর্গম পথে সঙ্গিবিহীন হইয়া যেরূপ অবসন্ন হয়, ভয়চকিত ঋষিগণকর্তৃক পরিত্যক্ত হওয়ায় ঐ পর্ব্বতেরও সেইরূপ অবসাদ লক্ষিত হইল। পরে পরবীরহা কপিবীর মহানুভব মনস্বী বেগবান্ হনুমান্, গতিবেগ-বিষয়ে স্থির-নিশ্চয় হইয়া অবহিতচিত্তে মনে মনে লঙ্কা স্মরণ করি-লেন। ৪০—৪৯।

কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ডং সম্পূর্ণম্।

রামায়ণম্।

সুন্দরাকাণ্ডম্।

প্রথমঃ সর্গঃ।

ততো রাবণনীতায়াঃ সীতায়াঃ শত্রুকর্শনঃ।
ইয়েষ পদমন্বেষ্টুং চারণাচরিতে পথি॥ ১
দুষ্করং নিষ্প্রতিদ্বন্দ্বং চিকীর্ষন্ কর্ম্ম বানরঃ।
সমুদগ্রশিরোগ্রীবো গবাং পতিরিবাবভৌ॥ ২
অথ বৈদূর্য্যবর্ণেষু শাদ্বলেষু মহাবলঃ।
ধীরঃ সলিলকল্পেষু বিচচার যথাসুখম্॥ ৩
দ্বিজান্ বিত্রাসয়ন্ ধীমানুরসা পাদপান্ হরন্।
মৃগাংশ্চ সুবহূন্ নিঘ্নন্ প্রবৃদ্ধ ইব কেশরী॥ ৪
নীললোহিতমাঞ্জিষ্ঠপদ্মবর্ণৈঃ সিতাসিতৈঃ।
স্বভাবসিদ্ধৈর্বিমলৈর্ধাতুভিঃ সমলঙ্কৃতম্॥ ৫
কামরূপিভিরাবিষ্টমভীক্ষ্ণং সপরিচ্ছদৈঃ।
যক্ষকিন্নরগন্ধর্ব্বৈর্দেবকল্পৈঃ সপন্নগৈঃ॥ ৬
স তস্য গিরিবর্য্যস্য তলে নাগবরায়ুতে।
তিষ্ঠন্ কপিবরস্তত্র হ্রদে নাগ ইবাবভৌ॥ ৭
স সূর্য্যায় মহেন্দ্রায় পবনায় স্বয়ম্ভুবে।
ভূতেভ্যশ্চাঞ্জলিং কৃত্বা চকার গমনে মতিম্॥ ৮
অঞ্জলিং প্রাঙ্মুখঃ কুর্ব্বন্ পবনায়াত্মযোনয়ে।
ততো হি ববৃধে গন্তুং দক্ষিণো দক্ষিণাং দিশম্॥ ৯
প্লবগপ্রবরৈর্দৃষ্টঃ প্লবনে কৃতনিশ্চয়ঃ।
ববৃধে রামবৃদ্ধ্যর্থং সমুদ্র ইব পর্ব্বসু। ১০
নিষ্প্রমাণশরীরঃ সন্ লিলঙ্ঘয়িষুরর্ণবম্।
বাহুভ্যাং পীড়য়ামাস চরণাভ্যাঞ্চ পর্ব্বতম্॥ ১১
স চচালাচলশ্চাশু মুহূর্ত্তং কপিপীড়িতঃ।

প্রথম সর্গ।

রাবণ সীতাকে হরণ করিয়া যথায় রাখিয়াছে, শত্রুবিজয়ী হনুমান্ সেই স্থান অন্বেষণ করিবার উদ্দেশে চারণগণ-সেবিত আকাশমার্গ-গমনে উদ্যত হইলেন। তিনি একাকী অন্যের অসাধ্য দুষ্কর কর্ম্ম করিতে ইচ্ছা করিয়া গ্রীবা এবং মস্তক উন্নত করিয়া বৃহৎবলেবর বৃষভের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। পরে সেই ধৈর্য্যশালী মহাবল ধীমান্ হনুমান্ জলের ন্যায় কোমল বৈদূর্য্যমণিতুল্য তৃণাচ্ছাদিত প্রদেশে ভ্রমণ করত পক্ষিগণের ভয়োৎপাদন, বক্ষঃস্থলের আঘাতে বৃক্ষ সকল বিচূর্ণন এবং প্রবৃদ্ধ সিংহের ন্যায় অনেক মৃগনিধন করিলেন ১—৪। সেই বানরশ্রেষ্ঠ শুভ্র, রক্ত, নীল, পাটল এবং কৃষ্ণ-পাণ্ডুবর্ণ স্বভাবজাত নির্ম্মল ধাতুসমূহে অলঙ্কৃত এবং দেবতাতুল্য কামরূপী যক্ষ, গন্ধর্ব্ব, কিন্নর এবং পন্নগগণে সেবিত,—শ্রেষ্ঠ হস্তি-সমূহে সমাকুল সেই সুরম্য মহেন্দ্রপর্ব্বতের সমতল ভূমে থাকিয়া, হ্রদমধ্যবর্ত্তী হস্তীর ন্যায় শোভা পাই-লেন। তিনি ব্রহ্মা, মহেন্দ্র, সূর্য্য, বায়ু এবং অন্যান্য প্রণম্য জনকে কৃতাঞ্জলিপুটে প্রণাম করিয়া তথা হইতে গমন করিবার উদ্‌যোগ করিলেন। পরে সেই সুদক্ষ কপিপ্রধান পূর্ব্বমুখ হইয়া তাঁহার জনক পবনদেবকে প্রণাম করিয়া দক্ষিণদিকে যাইবার জন্য নিজের অবয়ব বৃদ্ধি করিতে ইচ্ছা করিলেন। বানরগণ দেখিতে লাগিলেন, তিনি সমুদ্রলঙ্ঘনে কৃতসঙ্কল্প হইয়া রামের কল্যাণের জন্য পর্ব্বকালে সমুদ্র যেরূপ স্ফীত হইয়া উঠে, সেইরূপ স্ফীত হইয়া উঠিলেন। সমুদ্র-উত্তরণের ইচ্ছায় এইরূপে অপরিমিত দেহ ধারণপূর্ব্বক বাহু এবং পদদ্বয়দ্বারা পর্ব্বতকে উৎপীড়িত করিলেন। ৫—১১। বানরকর্ত্তৃক উৎপীড়িত হইয়া মুহূর্ত্তকাল সেই পর্ব্বত কম্পিত হইল, সেই কম্পনবশতঃ তথা-

তরূণাং পুষ্পিতাগ্রাণাং সর্ব্বং পুষ্পময়াভবৎ ॥ ১২
তেন পাদপমুক্তেন পুষ্পৌঘেন সুগন্ধিনা।
সর্ব্বতঃ সংবৃতঃ শৈলো বভৌ পুষ্পময়ো যথা ॥ ১৩
তেন চোত্তমবীর্য্যেণ পীড্যমানঃ স পর্ব্বতঃ।
সলিলং সম্প্রসুস্রাব মদমত্ত ইব দ্বিপঃ ॥ ১৪
পীড্যমানস্তু বলিনা মহেন্দ্রস্তেন পর্ব্বতঃ।
রীতীর্নিবর্ত্তয়ামাস কাঞ্চনাঞ্জনরাজতীঃ ॥ ১৫
মুমোচ চ শিলাঃ শৈলো বিশালাঃ সমনঃশিলাঃ।
মধ্যমেনার্চ্চিষা জুষ্টো ধূমরাজীরিবানলঃ ॥ ১৬
হরিণা পীড্যমানেন পীড্যমানানি সর্ব্বতঃ।
গুহাবিষ্টানি সত্ত্বানি বিনেদুর্বিকৃতৈঃ স্বরৈঃ ॥ ১৭
স মহাসত্ত্বসন্নাদঃ শৈলপীড়ানিমিত্তজঃ।
পৃথিবীং পূরয়ামাস দিশশ্চোপবনানি চ ॥ ১৮
শিরোভিঃ পৃথুভির্নাগা ব্যক্তস্বস্তিকলক্ষণৈঃ।
বমন্তঃ পাবকং ঘোরং দদংশুর্দশনৈঃ শিলাঃ ॥ ১৯
তাস্তদা সবিষৈর্দষ্টাঃ কুপিতৈস্তৈর্মহাশিলাঃ।
জজ্বলুঃ পাবকোদ্দীপ্তা বিভিদুশ্চ সহস্রধা ॥ ২০
যানি ত্বৌষধজালানি তস্মিন্ জাতানি পর্ব্বতে।
বিষঘ্নান্যপি নাগানাং ন শেকুঃ শমিতুং বিষম্ ॥ ২১
ভিদ্যতেঽয়ং গিরির্ভূতৈরিতি মত্বা তপস্বিনঃ।
ত্রস্তা বিদ্যাধরাস্তস্মাদুৎপেতুঃ স্ত্রীগণৈঃ সহ ॥ ২২
পানভূমিগতং হিত্বা হৈমমাসনভাজনম্।
পাত্রাণি চ মহার্হাণি করকাংশ্চ হিরণ্ময়ান্ ॥ ২৩
লেহ্যানুচ্চাবচান্ ভক্ষ্যান্ মাংসানি বিবিধানি চ।
আর্ষভাণি চ চর্ম্মাণি খড়্গাংশ্চ কনকৎসরূন্ ॥ ২৪
কৃতকণ্ঠগুণাঃ ক্ষীবা রক্তমাল্যানুলেপনাঃ।
রক্তাক্ষাঃ পুষ্করাক্ষাশ্চ গগনং প্রতিপেদিরে ॥ ২৫
হারনূপুরকেয়ূরপারিহার্য্যধরাঃ স্ত্রিয়ঃ।
বিস্মিতাঃ সস্মিতাস্তস্থুরাকাশে রমণৈঃ সহ ॥ ২৬
দর্শয়ন্তো মহাবিদ্যাং বিদ্যাধরমহর্ষয়ঃ।
সহিতাস্তস্থুরাকাশে বীক্ষাঞ্চক্রুশ্চ পর্ব্বতম্ ॥ ২৭
শুশ্রুবুশ্চ তদা শব্দমৃষীণাং ভাবিতাত্মনাম্।
চারণানাঞ্চ সিদ্ধানাং স্থিতানাং বিমলেঽম্বরে ॥ ২৮
এষ পর্ব্বতসঙ্কাশো হনূমান্মারুতাত্মজঃ।
তিতীর্ষতি মহাবেগঃ সমুদ্রং বরুণালয়ম্ ॥ ২৯
রামার্থং বানরার্থঞ্চ চিকীর্ষন্ কর্ম্ম দুষ্করম্।
সমুদ্রস্য পরং পারং দুষ্প্রাপং প্রাপ্তুমিচ্ছতি ॥ ৩০
ইতি বিদ্যাধরা বাচঃ শ্রুত্বা তেষাং তপস্বিনাম্।

বার কুসুমিত বৃক্ষরাজি হইতে পুষ্প পতিত হইল। সেই বৃক্ষপতিত সুগন্ধি কুসুমসমূহ ইতস্ততঃ বিকীর্ণ হওয়ায় সমগ্র পর্ব্বত পুঞ্জীকৃত পুষ্পের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল। সেই মহেন্দ্র পর্ব্বত, বলবান্ বীর্য্যশালী কপিবরকর্ত্তৃক পীড্যমান হওয়াতে মদমত্ত বারণের গণ্ডস্থল হইতে মদস্রাবের ন্যায় জল নির্গত হইতে লাগিল এবং স্বর্ণ, রজত এবং অঞ্জনবর্ণ বিবিধ স্রোতোধারা বহিতে লাগিল। যেরূপ বহ্নিশিখার চতুঃপার্শ্ব হইতে ধূমসমূহ উত্থিত হইতে থাকে, তদ্রূপ সেই পর্ব্বত হইতে মনঃশিলাময় প্রস্তর সকল চতুর্দ্দিকে নিক্ষিপ্ত হইতে লাগিল। ১২—১৬। সেই পর্ব্বত কপিপ্রধানকর্ত্তৃক নিপীড়িত হওয়াতে তথাকার গুহাবাসী জন্তুগণ সাতিশয় কাতর হইয়া বিকৃত-স্বরে চীৎকার করিতে লাগিল। পর্ব্বত-পীড়া-নিবন্ধন জন্তুদিগের সেই ভীষণ চীৎকার পৃথিবী, দিক্ এবং উপবন সকল পূর্ণ করিল। সর্পসকল নীলবর্ণ বিশাল ফণামুখ হইতে ভীষণ অগ্নি উদ্গারণ এবং দন্তদ্বারা শিলা সকল দংশন করিতে লাগিল। তখন বৃহৎ বৃহৎ শিলা সকল ক্রুদ্ধ বিষধর সর্পগণকর্ত্তৃক দষ্ট হওয়ায় জ্বলন্ত অনলে প্রক্ষিপ্ত বস্তুর ন্যায় জ্বলিয়া উঠিল এবং সহস্র খণ্ডে বিচূর্ণিত হইয়া গেল। সেই স্থানস্থিত বিষহর ঔষধ সকল তখন বিফল হইয়া গেল। ১৭—২১। 'ভূতগণ এই পর্ব্বত বিচূর্ণ করিতেছে' মনে করিয়া তপস্বিগণ এবং সস্ত্রীক বিদ্যাধরগণ তথা হইতে পলায়ন করিতে লাগিলেন। তথায় সর্ব্বদা গ্রীবাভরণে অলঙ্কৃতদেহে রক্তাম্বুলিপ্ত এবং রক্তমাল্য-ধারণ করিয়া মদিরাপানে আরক্তচক্ষু যে সকল বিদ্যাধর থাকিত, তাহারা তৎকালে পানভূমিস্থিত কাঞ্চনময় আসন, কমণ্ডলু, মহামূল্য পানপত্র, ব্যাঘ্রচর্ম্ম নির্ম্মিত পাত্র, সুবর্ণময়মুষ্টিযুক্ত খড়্গ এবং মাংসাদি নানাবিধ চর্ব্ব্য, চূষ্য, ভোজ্য বস্তু পরিত্যাগ করিয়া শূন্যমার্গে উত্থিত হইলেন। দিব্য হার, নূপুর এবং কেয়ূরধারিণী বিদ্যাধরপত্নীরা আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া মৃদুহাস্যপূর্ব্বক স্বামীদিগের সহিত আকাশে উত্থিত হইলেন। তখন মহর্ষিগণ এবং বিদ্যাধরগণ মহাবিদ্যাপ্রভাবে শূন্যমার্গে পরস্পর একত্র থাকিয়া সেই পর্ব্বত দেখিতে লাগিলেন এবং সুনীল আকাশস্থিত বিশুদ্ধচেতা ঋষি, সিদ্ধ এবং চারণগণের কথিত এই কথা শুনিলেন। ২২—২৮। "এই মহাবেগবান্ পর্ব্বতাকার, পবননন্দন হনূমান্, বরুণদেবের আলয় সাগর পার হইতে মনস্থ করিতেছে। এই হনূমান্ রাম এবং বানরদিগের নিমিত্ত দুষ্কর কর্ম্মে অভিলাষী হইয়া দুর্গ ... দ্রের পর পারে যাইতে বাসনা করিতেছে।" তপস্বীদিগের কথা

তমপ্রমেয়ং দদৃশুঃ পর্ব্বতে বানর্ষভম্॥ ৩১
দুধুবে চ স রোমাণি চকম্পে চানলোপমঃ।
ননাদ চ মহানাদং সুমহানিব তোয়দঃ॥ ৩২
আনুপূর্ব্ব্যাচ্চ বৃত্তং তল্লাঙ্গূলং লোমভিশ্চিতম্।
উৎপতিষ্যন্ বিচিক্ষেপ পক্ষিরাজ ইবোরগম্॥ ৩৩
তস্য লাঙ্গূলমাবিদ্ধমতিবেগস্য পৃষ্ঠতঃ।
দদৃশে গরুড়েনেব হ্রিয়মাণো মহোরগঃ॥ ৩৪
বাহূ সংস্তম্ভয়ামাস মহাপরিঘসন্নিভৌ।
আসসাদ কপিঃ কট্যাং চরণৌ সঞ্চুকোচ চ॥ ৩৫
সংহৃত্য চ ভুজৌ শ্রীমান্ তথৈব চ শিরোধরাম্।
তেজঃ সত্ত্বং তথা বীর্য্যমাবিবেশ স বীর্য্যবান্॥ ৩৬
মার্গমালোকয়ন্ দূরাদূর্দ্ধং প্রণিহিতেক্ষণঃ।
রুরোধ হৃদয়ে প্রাণানাকাশমবলোকয়ন্॥ ৩৭
পদ্ভ্যাং দৃঢ়মবস্থানং কৃত্বা স কপিকুঞ্জরঃ।
নিকুচ্য কর্ণৌ হনুমানুৎপতিষ্যন্মহাবলঃ।
বানরান্ বানরশ্রেষ্ঠ ইদং বচনমব্রবীৎ॥ ৩৮
যথা রাঘবনির্ম্মুক্তঃ শরঃ শ্বসনবিক্রমঃ॥
গচ্ছেত্তদ্বদ্গমিষ্যামি লঙ্কাং রাবণপালিতাম্॥ ৩৯
ন হি দ্রক্ষ্যামি যদি তাং লঙ্কায়াং জনকাত্মজাম্।

অনেনৈব হি বেগেন গমিষ্যামি সুরালয়ম্॥ ৪০
যদি বা ত্রিদিবে সীতাং ন দ্রক্ষ্যামি কৃতশ্রমঃ।
বদ্ধ্বা রাক্ষসরাজানমানয়িষ্যামি রাবণম্॥ ৪১
সর্ব্বথা কৃতকার্য্যোঽহমেষ্যামি সহ সীতয়া।
আনয়িষ্যামি বা লঙ্কাং সমুৎপাট্য সরাবণাম্॥ ৪২
এবমুক্ত্বা তু হনুমান্ বানরান্ বানরোত্তমঃ।
উৎপপাতাথ বেগেন বেগবানবিচারয়ন্॥ ৪৩
সুপর্ণমিব চাত্মানং মেনে স কপিকুঞ্জরঃ॥ ৪৪
সমুৎপততি তস্মিংস্তু বেগাত্তে নগরোহিণঃ।
সংহৃত্য বিটপান্ সর্ব্বান্ সমুৎপেতুঃ সমন্ততঃ॥ ৪৫
স মত্তকোয়ষ্টিভকান্ পাদপান্ পুষ্পশালিনঃ।
উদ্বহন্নূরুবেগেন জগাম বিমলেঽম্বরে॥ ৪৬
ঊরুবেগোত্থিতা বৃক্ষা মুহূর্ত্তং কপিমন্বয়ুঃ।
প্রস্থিতং দীর্ঘমধ্বানং স্ববন্ধুমিব বান্ধবাঃ॥ ৪৭
তমূরুবেগোন্মথিতাঃ শালাশ্চান্যে নগোত্তমাঃ।
অনুজগ্মুর্হনুমন্তং সৈন্যা ইব মহীপতিম্॥ ৪৮
সুপুষ্পিতাগ্রৈর্বহুভিঃ পাদপৈরন্বিতঃ কপিঃ।
হনুমান্ পর্ব্বতাকারো বভূবাদ্ভুতদর্শনঃ॥ ৪৯
সারবন্তোঽথ যে বৃক্ষা ন্যমজ্জন্ লবণাম্ভসি।

শুনিয়া বিদ্যাধরগণ সেই পর্ব্বতস্থিত ভীমদেহ কপিবরকে দেখিতে লাগিলেন। পরে অগ্নির ন্যায় তেজস্বী মহাবেগবান্ হনুমান্ লোম সকল কম্পিত করত নিজে কম্পিত হইতে লাগিলেন। বিশাল মেঘের ন্যায় বিকট রব করিলেন এবং লম্ফপ্রদান করিতে অভিলাষী হইয়া গরুড় যেমন সর্প ধরিয়া তাহা নিক্ষিপ্ত করিতে থাকেন, তদ্রূপ গোলাকার রোমযুক্ত স্বীয় লাঙ্গুল বিক্ষিপ্ত করিলেন। তাঁহার পৃষ্ঠদেশলম্বিত লাঙ্গুল গরুড়কর্ত্তৃক হ্রিয়মাণ বৃহৎ সর্পের ন্যায় দেখা যাইতে লাগিল, ২৯—৩৪। তখন মহাবীর শ্রীমান্ হনুমান্ মহাপরিঘ তুল্য বাহুদ্বয় স্তম্ভিত এবং গ্রীবা ও পদদ্বয় সঙ্কুচিত করিয়া যেন কটিদেশে সংলগ্ন হইলেন এবং তেজ বল ও বীর্য্য ধারণ করিলেন। পরে তিনি লম্ফ প্রদান করিতে ইচ্ছা করিয়া ঊর্দ্ধে চাহিয়া আকাশ মার্গে দৃষ্টি করত হৃদয়ে প্রাণনিরোধ করিলেন। ৩৫—৩৭। তৎপরে কর্ণদ্বয় সঙ্কুচিত করিয়া পদে ভর দিয়া দৃঢ়ভাবে দণ্ডায়মান হইয়া বানরদিগকে বলিলেন,—"যেমন রঘুনন্দন রামকর্ত্তৃক নিক্ষিপ্ত বাণ বায়ুবেগে গমন করে, তদ্রূপ আমিও বায়ুবেগে রাবণপালিতা লঙ্কা পুরীতে গমন করিব। যদি তথায় জনকনন্দিনীকে দেখিতে না পাই, তবে এই বেগেই স্বর্গেই যাইব এবং যদি সেখানেও তাঁহাকে দেখিতে না পাইয়া বিফলপ্রযত্ন হই, তবে রাক্ষসরাজ রাবণকে বন্ধন করিয়া আনিব, হয় আমি সম্যক্‌রূপে কৃতকার্য্য হইয়া সীতার সহিত ফিরিয়া আসিব, না হয় রাবণসহ লঙ্কা নগরী উপাড়িয়া আনিব।" বেগবান্ সেই বানরশ্রেষ্ঠ কপিদিগকে উহা বলিয়া বিচার না করিয়া সবেগে উৎপতিত হইলেন এবং আপনাকে গরুড়ের ন্যায় মনে করিলেন। ৩৮—৪৪। তিনি ঊর্দ্ধে উত্থিত হইলে, পর্ব্বতের উপরিস্থ বৃক্ষ সকল তাঁহার বেগে আকৃষ্ট হইয়া শাখা সকল সঙ্কোচপূর্ব্বক চতুর্দ্দিক্ হইতে উত্থিত হইতে লাগিল। হনুমান্ স্বীয় প্রবলবেগে প্রমত্ত পক্ষিকুল সেবিত মুকুলিত বৃক্ষরাজি বহন করত সুনীল আকাশপথ দিয়া যাইতে লাগিলেন। যেমন দূরদেশে গমনকারী ব্যক্তির আত্মীয়বন্ধুগণ তাহার পশ্চাদ্গামী হয়, তদ্রূপ সেই কপিবরের প্রবলবেগ বশতঃ ঊর্দ্ধে উৎক্ষিপ্তবৃক্ষাদি মুহূর্ত্তকাল তাহার অনুগমন করিল। সৈন্যগণ যেরূপ রাজার অনুগামী হয়, তদ্রূপ হনুমানের প্রবলবেগপ্রযুক্ত উৎপাটিত শাল ও অন্যান্য উৎকৃষ্ট বৃক্ষ সকল তাঁহার অনুগমন করিল। তখন বানরপ্রধান হনুমান্ বহু কুসুমিত বৃক্ষে পরিবেষ্টিত হইয়া পর্ব্বতের আকার ধারণপূর্ব্বক অদ্ভুত দর্শন হইলেন। পরে পর্ব্বত সকল যেরূপ মহেন্দ্রের ভয়ে বারিধি

তস্যাদিব মহেন্দ্রস্য পর্ব্বতা বরুণালয়ে॥ ৫০
স নানাকুসুমৈঃ কীর্ণঃ কপিঃ সাঙ্কুরকোরকৈঃ।
শুশুভে মেঘসঙ্কাশঃ খদ্যোতৈরিব পর্ব্বতঃ॥ ৫১
বিমুক্তাস্তস্য বেগেন মুক্ত্বা পুষ্পাণি তে দ্রুমাঃ।
ব্যবশীর্যন্ত সলিলে নিবৃত্তাঃ সুহৃদো যথা॥ ৫২
লঘুত্বেনোপপন্নং তদ্বিচিত্রং সাগরেঽপতৎ।
দ্রুমাণাং বিবিধং পুষ্পং কপিবায়ুসমীরিতম্॥ ৫৩
পুষ্পৌঘেণ সুগন্ধেন নানাবর্ণেন বানরঃ।
বভৌ মেঘ ইবোদ্যন্ বৈ বিদ্যুদ্গণবিভূষিতঃ॥ ৫৪
তস্য বেগসমুদ্ভূতৈঃ পুষ্পৈস্তোয়মদৃশ্যত।
তারাভিরিব রামাভিরুদিতাভিরিবাম্বরম্॥ ॥ ৫৫
তস্যাম্বরগতৌ বাহূ দদৃশাতে প্রসারিতৌ।
পর্ব্বতাগ্রাদ্বিনিষ্ক্রান্তৌ পঞ্চাস্যাবিব পন্নগৌ॥ ৫৬
পিবন্নিব বভৌ চাপি সোর্ম্মিজালং মহার্ণবম্।
পিপাসুরিব চাকাশং দদৃশে স মহাকপিঃ॥ ৫৭
তস্য বিদ্যুৎপ্রভাকারে বায়ুমার্গানুসারিণঃ।
নয়নে বিপ্রকাশেতে পর্ব্বতস্থাবিবানলৌ॥ ৫৮
পিঙ্গে পিঙ্গাক্ষমুখ্যস্য বৃহতী পরিমণ্ডলে।
চক্ষুষী সম্প্রকাশেতে চন্দ্রসূর্য্যাবিব স্থিতৌ॥ ৫৯
মুখং নাসিকয়া তস্য তাম্রয়া তাম্রমাবভৌ।
সন্ধ্যয়া সমভিস্পৃষ্টং যথা স্যাৎ সূর্য্যমণ্ডলম্॥ ৬০
লাঙ্গুলঞ্চ সমাবিদ্ধং প্লবমানস্য শোভতে।
অম্বরে বায়ুপুত্রস্য শক্রধ্বজ ইবোচ্ছ্রিতম্॥ ৬১
লাঙ্গুলচক্রো হনুমান্ শুক্লদংষ্ট্রোঽনিলাত্মজঃ।
ব্যরোচত মহাপ্রাজ্ঞঃ পরিবেষীব ভাস্করঃ॥ ৬২
স্ফিগ্দেশেনাভিতাম্রেণ ররাজ স মহাকপিঃ।
মহতা দারিতেনেব গিরির্গৈরিকধাতুনা॥ ৬৩
তস্য বানরসিংহস্য প্লবমানস্য সাগরম্।
কক্ষান্তরগতো বায়ুর্জীমূত ইব গর্জ্জতি॥ ৬৪
খে যথা নিপতন্ত্যুল্কা উত্তরান্তাদ্বিনিঃসৃতা।
দৃশ্যতে সানুবন্ধা চ তথা স কপিকুঞ্জরঃ॥ ৬৫
পতৎপতঙ্গসঙ্কাশো ব্যায়তঃ শুশুভে কপিঃ।
প্রবৃদ্ধ ইব মাতঙ্গঃ কক্ষ্যয়া বধ্যমানয়া॥ ৬৬
উপরিষ্টাচ্ছরীরেণ ছায়য়া চাবগাঢয়া।
সাগরে মারুতাবিষ্টা নৌরিবাসীত্তদা কপিঃ॥ ৬৭
যং যং দেশং সমুদ্রস্য জগাম স মহাকপিঃ।

মধ্যে নিমজ্জিত হয়, তদ্রূপ সারবান্ বৃক্ষ সকল লবণ-সমুদ্রমধ্যে নিমজ্জিত হইতে লাগিল। মেঘবর্ণ পর্ব্বত খদ্যোত-সমূহে সমাবৃত হইলে যেমন শোভা পায়, সেই কপিশ্রেষ্ঠ মুকুলিত প্রস্ফুটিত এবং কোরকাকার বিবিধ কুসুমসমূহে সমাকীর্ণ হইয়া তদ্রূপ শোভা পাইলেন। ৪৫—৫১। হনুমান্‌কর্ত্তৃক সবেগে নিক্ষিপ্ত বৃক্ষসমূহ চারিদিকে কুসুমরাশি বিকিরণ করিয়া বিদেশগমনকারী আত্মীয়ের অনুগামী বান্ধববর্গ যেমন কতকদূর গিয়া ফিরিয়া গৃহে প্রবেশ করে, তদ্রূপ নিবৃত্ত হইয়া সমুদ্রজলে প্রবেশ করিল। সেই বিক্ষিপ্ত তরুরাজির রমণীয় কুসুম বানরবরের গমন-চালিত হইয়া নিতান্ত লঘুত্বহেতু সাগরে পতিত হইল। সেই বানর নানাবর্ণ সুগন্ধি কুসুমদামে ভূষিত হইয়া বিদ্যুদ্গণ-বিভূষিত নবজল-ধরের ন্যায় শোভা পাইলেন। বিচিত্র নক্ষত্রগণের উদয়ে নভোমণ্ডলের যেরূপ শোভা হয়, হনুমানের গমন-বেগে ইতস্ততঃ পুষ্পরাশি বিকীর্ণ হওয়ায় সমুদ্রজলের সেইরূপ শোভা হইল। তখন আকাশপ্রসারিত হনুমানের বাহুদ্বয়, পর্ব্বতশিখর হইতে বিনির্গত পঞ্চমুখ সর্পদ্বয়ের ন্যায়, দেখাইতে লাগিল। ৫২—৫৬। তখন সেই কপিবরকে দেখিয়া মনে হইতে লাগিল, তিনি যেন তরঙ্গসঙ্কুল সমগ্র সমুদ্র পান করিতে উদ্যত হইয়াছেন, আকাশমণ্ডলকে যেন পান করিতে অভিলাষ করিতেছেন। বায়ুবেগে গমনকারী হনুমানের বিদ্যুৎ-তুল্য সমুজ্জ্বল নেত্রদ্বয়, পর্ব্বতস্থ অগ্নিদ্বয়ের ন্যায়, প্রকাশিত হইল। সেই কপিবরের পিঙ্গলবর্ণ গোলাকার বিশাল লোচনদ্বয়, মণ্ডলমধ্যস্থিত চন্দ্র এবং সূর্য্যের ন্যায় বোধ হইতে লাগিল। তাঁহার তাম্রবর্ণ নাসিকা এবং বদন, সায়ংকালীন সূর্য্যমণ্ডলের ন্যায় শোভা পাইল। আকাশপথে ধাবনকারী বায়ুতনয় হনুমানের বিক্ষিপ্ত উৎক্ষিপ্ত লাঙ্গুল, ইন্দ্রধ্বজের ন্যায় শোভা ধারণ করিল। মহাপ্রাজ্ঞ শুক্লদশন কপিবর পবননন্দন হনুমান্ চক্রাকারে লাঙ্গুলবেষ্টিত হইয়া পরিধি-বেষ্টিত সূর্য্যের ন্যায় শোভা পাইলেন। ৫৭—৬২। তাঁহার কটিদেশ অতীব তাম্রবর্ণ, এইজন্য তিনি সদ্যঃপরিস্রুত গৈরিকধাতুদ্বারা সমাচ্ছন্ন পর্ব্বতের ন্যায় শোভা ধারণ করিলেন। সাগর-উত্তরণোদ্যত সেই কপিবরের কক্ষ-মধ্যগত বায়ু মেঘবৎ গর্জ্জন করিতে লাগিল। সেই কপিবর ঊর্দ্ধভাগ হইতে বিনির্গতা, পতনোদ্যতা পুচ্ছ-উল্কাসমন্বিতা উল্কার ন্যায় দেখাইতে লাগিলেন। তখন দীর্ঘদেহ কপিবর হনুমান্ গমনশীল সূর্য্যের ন্যায় এবং কক্ষ্যাযুক্ত প্রবৃদ্ধ হস্তীর ন্যায়, শোভা পাইলেন। তিনি উপরিভাগে শরীর এবং সমুদ্রমধ্যে পতিত ছায়াদ্বারা প্রবলবায়ু-সন্তাড়িত নৌকার ন্যায় অনুমিত হইতে লাগিলেন। সেই কপিবর সমুদ্রের যে যে প্রদেশে যাইতে লাগিলেন, সেই সেই

স তু তস্যাঙ্গবেগেন সোন্মাদ ইব লক্ষ্যতে ॥ ৬৮
সাগরস্যোর্ম্মিজালানামুরসা শৈলবর্ষ্মণা।
অভিঘ্নংস্তু মহাবেগঃ পুপ্লুবে স মহাকপিঃ ॥ ৬৯
কপিবাতশ্চ বলবান্ মেঘবাতশ্চ নির্গতঃ।
সাগরং ভীমনির্ঘোষং কম্পয়ামাসতুর্ভৃশম্ ॥ ৭০
বিকর্ষন্নূর্ম্মিজালানি বৃহন্তি লবণাম্ভসি।
পুপ্লুবে কপিশার্দ্দূলো বিকিরন্নিব রোদসী ॥ ৭১
মেরুমন্দরসঙ্কাশানুদ্গতান্ সুমহার্ণবে।
অত্যক্রামন্মহাবেগস্তরঙ্গান্ গণয়ন্নিব ॥ ৭২
তস্য বেগসমুদ্ঘুষ্টং জলং সজলদং তদা।
অম্বরস্থং বিবভ্রাজে শারদাভ্রমিবাততম্ ॥ ৭৩
তিমিনক্রঝষাঃ কূর্ম্মা দৃশ্যন্তে বিবৃতাস্তদা।
বস্ত্রাপকর্ষণেনেব শরীরাণি শরীরিণাম্ ॥ ৭৪
ক্রমমাণং সমীক্ষ্যাথ ভুজঙ্গাঃ সাগরঙ্গমাঃ।
ব্যোম্নি তং কপিশার্দ্দূলং সুপর্ণমিব মেনিরে ॥ ৭৫
দশযোজনবিস্তীর্ণা ত্রিংশদ্যোজনমায়তা।
ছায়া বানরসিংহস্য জলে চারুতরাভবৎ ॥ ৭৬
শ্বেতাভ্রঘনরাজীব বায়ুপুত্রানুগামিনী।
তস্য সা শুশুভে ছায়া পতিতা লবণাম্ভসি ॥ ৭৭
শুশুভে স মহাতেজা মহাকায়ো মহাকপিঃ।
বায়ুমার্গে নিরালম্বে পক্ষবানিব পর্ব্বতঃ ॥ ৭৮
যেনাসৌ যাতি বলবান্ বেগেন কপিকুঞ্জরঃ।
তেন মার্গেণ সহসা দ্রোণীকৃত ইবার্ণবঃ ॥ ৭৯
আপাতে পক্ষিসঙ্ঘানাং পক্ষিরাজ ইব ব্রজন্।
হনুমান্ মেঘজালানি প্রকর্ষন্মারুতো যথা ॥ ৮০
পাণ্ডুরারুণবর্ণানি নীলমাঞ্জিষ্ঠকানি চ।
কপিনাকৃষ্যমাণানি মহাভ্রাণি চকাশিরে ॥ ৮১
প্রবিশন্নভ্রজালানি নিষ্পতংশ্চ পুনঃপুনঃ।
প্রচ্ছন্নশ্চ প্রকাশশ্চ চন্দ্রমা ইব দৃশ্যতে ॥ ৮২
প্লবমানন্তু তং দৃষ্ট্বা প্লবগং ত্বরিতং তদা।
ববৃষুস্তত্র পুষ্পাণি দেবগন্ধর্ব্বদানবাঃ ॥ ৮৩
ততাপ ন হি তং সূর্য্যঃ প্লবন্তং বানরেশ্বরম্।
সিষেবে চ তদা বায়ূ রামকার্য্যার্থসিদ্ধয়ে ॥ ৮৪
ঋষয়স্তুষ্টুবুশ্চৈনং প্লবমানং বিহায়সা।
জগুশ্চ দেবগন্ধর্ব্বাঃ প্রশংসন্তো বনৌকসম্ ॥ ৮৫
নাগাশ্চ তুষ্টুবুর্যক্ষা রক্ষাংসি বিবিধানি চ।

প্রদেশের সমুদ্র তাঁহার শরীরবেগে উন্মত্তের ন্যায় দেখাইতে লাগিল। কপিবর হনুমান পর্ব্বততুল্য বক্ষঃস্থলদ্বারা সমুদ্রতরঙ্গ ভঙ্গ করত মহাবেগে সমুদ্র উত্তরণ করিতে লাগিলেন। তখন বানরবেগজনিত বায়ু এবং মেঘমণ্ডলস্থ বায়ু একত্র মিলিত হইয়া ঘোর-নাদকারী সমুদ্রকে অত্যন্ত বিচালিত করিয়া তুলিল। ৬৩—৭০। সেই কপিশ্রেষ্ঠ লবণসমুদ্র-সম্ভূত প্রকাণ্ড উর্ম্মিমালা আকর্ষণপূর্ব্বক যেন স্বর্গ এবং মর্ত্ত্য দুই ভাগে বিভক্ত করত সমুদ্র লঙ্ঘন করিতে থাকিলেন। সেই কপিপ্রধান মেরু এবং মন্দর পর্ব্বতের ন্যায় উচ্চ, মহাসাগরের তরঙ্গসমূহ যেন গণনা করিতে করিতে তাহা অতিক্রম করিতে লাগিলেন। তখন তাঁহার বেগবশতঃ উর্দ্ধক্ষিপ্ত সমুদ্রবারি আকাশে মেঘ-পথে উঠিয়া শারদীয় সুবিস্তৃত মেঘের ন্যায় শোভা পাইল এবং তিমি, কুম্ভীর, কচ্ছপ ও মৎস্য-সকল স্থলপথে দৃষ্ট হইয়া প্রাণিগণের নয়নদেহের ন্যায় দেখাইতে লাগিল। ৭১—৭৪। পরে সমুদ্র মধ্যবর্ত্তী সর্পেরা, সেই মহাকপিকে আকাশে বিচরণ করিতে দেখিয়া, গরুড় উড়িয়া যাইতেছে, বিবেচনা করিল। গমনকালে সেই মহাবানরের ছায়া, বিস্তারে দশযোজন এবং দৈর্ঘ্যে ত্রিশযোজন-পরিমিত হইয়া অতিশয় রমণীয় হইল এবং লবণসমুদ্রের জলে তাহা শুভ্রবর্ণ মেঘমালার ন্যায় শোভা পাইল। সেই মহা-তেজস্বী বিশালশরীর কপিশ্রেষ্ঠ, নিরালম্ব বায়ুপথে পক্ষবান্ পর্ব্বতের ন্যায় অনুমিত হইতে লাগিলেন। সেই বলবান্ কপিবর সমুদ্রের যে যে স্থান দিয়া সবেগে যাইতে লাগিলেন, সমুদ্রের সেই সেই প্রদেশ জলধারা-বর্ষী জলস্তম্ভের ন্যায় বোধ হইতে লাগিল। ৭৫—৭৯। তখন সেই কপিবর বায়ুর ন্যায় মেঘসকল আকর্ষণ করত বিহগগণের গম্য পথ দিয়া, বিহঙ্গরাজের ন্যায় যাইতে লাগিলেন। শ্বেত, রক্ত, নীল এবং মঞ্জিষ্ঠা প্রভৃতি নানাবর্ণ বিশাল মেঘসমূহ কপিবরকর্ত্তৃক আকৃষ্ট হইয়া, বায়ুসন্তাড়িত হইলে যেরূপ শোভা হয়, সেইরূপ শোভা পাইতে লাগিল। হনুমান্ কখন মেঘমধ্যে প্রবিষ্ট এবং কখন মেঘ হইতে নির্গত হইয়া, শারদীয় মেঘের অন্তরালে ক্ষণে প্রকাশ এবং ক্ষণে অপ্রকাশ চন্দ্রের ন্যায় দেখাইতে লাগিলেন। তখন দেবতা, দানব এবং গন্ধর্ব্বগণ সেই কপিবরকে দ্রুত-বেগে সমুদ্র লঙ্ঘন করিতে দেখিয়া তথায় পুষ্প বর্ষণ করিতে লাগিলেন। তখন সমুদ্র লঙ্ঘনোদ্যত বানর-প্রধান হনুমানের নিকটে তপনদেব আপন তাপ লয় করিলেন এবং বায়ুও রামের কার্য্যসিদ্ধির জন্য তাঁহার নিকটে মৃদুভাবে বহিতে লাগিল। ৮০—৮৪। ঋষিগণ আকাশপথে গমনকারী সেই বানরশ্রেষ্ঠকে স্তব করিতে লাগিলেন। দেবতা এবং গন্ধর্ব্বগণ তাঁহার প্রশংসাসহ গান করিতে লাগিলেন। নাগ, যক্ষ এবং নানাবিধ রাক্ষসেরা সেই কপিবরকে সহসা

প্রেক্ষ্য সর্ব্বে কপিবরং সহসা বিগতক্লমম্ ॥ ৮৬
তস্মিন্ প্লবগশার্দ্দূলে প্লবমানে হনূমতি।
ইক্ষ্বাকুকুলমানার্থী চিন্তয়ামাস সাগরঃ ॥ ৮৭
সাহায্যং বানরেন্দ্রস্য যদি নাহং হনূমতঃ।
করিষ্যামি ভবিষ্যামি সর্ব্ববাচ্যো বিবক্ষতাম্ ॥ ৮৮
অহমিক্ষ্বাকুনাথেন সগরেণ বিবর্দ্ধিতঃ।
ইক্ষ্বাকুসচিবশ্চায়ং তন্নার্হত্যবসাদিতুম্ ॥ ৮৯
তথা ময়া বিধাতব্যং বিশ্রমেত যথা কপিঃ।
শেষঞ্চ ময়ি বিশ্রান্তঃ সুখী সোহতিতরিষ্যতি ॥ ৯০
ইতি কৃত্বা মতিং সাধ্বীং সমুদ্রশ্ছন্নমম্ভসি
হিরণ্যনাভং মৈনাকমুবাচ গিরিসত্তমম্ ॥ ৯১
ত্বমিহাসুরসঙ্ঘানাং দেবরাজ্ঞা মহাত্মনা।
পাতালনিলয়ানাং হি পরিঘঃ সন্নিবেশিতঃ ॥ ৯২
ত্বমেষাং জ্ঞাতবীর্য্যাণাং পুনরেবোৎপতিষ্যতাম্।
পাতালস্যাপ্রমেয়স্য দ্বারমাবৃত্য তিষ্ঠসি ॥ ৯৩
তির্য্যগূর্দ্ধ্বমধশ্চৈব শক্তিস্তে শৈল বর্দ্ধিতুম্।
তস্মাৎ সঞ্চোদয়ামি ত্বামুত্তিষ্ঠ গিরিসত্তম ॥ ৯৪
স এষ কপিশার্দ্দূলস্ত্বামুপর্য্যেতি বীর্য্যবান্।
হনূমান্ রামকার্য্যার্থী ভীমকর্ম্মা খমাপ্লুতঃ।
শ্রমঞ্চ প্লবগেন্দ্রস্য সমীক্ষ্যোত্থাতুমর্হসি ॥ ৯৫
হিরণ্যগর্ভো মৈনাকো নিশম্য লবণাম্ভসঃ।
উৎপপাত জলাত্তূর্ণং মহাদ্রুমলতাবৃতঃ ॥ ৯৬
স সাগরজলং ভিত্ত্বা বভূবাভ্যুচ্ছ্রিতস্তদা।
যথা জলধরং ভিত্ত্বা দীপ্তরশ্মির্দিবাকরঃ ॥ ৯৭
স মহাত্মা মুহূর্ত্তেন পর্ব্বতঃ সলিলাবৃতঃ।
দর্শয়ামাস শৃঙ্গাণি সাগরেণ নিয়োজিতঃ ॥ ৯৮
শাতকুম্ভময়ৈঃ শৃঙ্গৈঃ সকিন্নরমহোরগৈঃ।
আদিত্যোদয়সঙ্কাশৈরুল্লিখদ্ভিরিবাম্বরম্ ॥ ৯৯
তপ্তজাম্বূনদৈঃ শৃঙ্গৈঃ পর্ব্বতস্য সমুত্থিতৈঃ।
আকাশং শস্ত্রসঙ্কাশমভবৎ কাঞ্চনপ্রভম্ ॥ ১০০
জাতরূপময়ৈঃ শৃঙ্গৈর্ভ্রাজমানৈর্মহাপ্রভৈঃ।
আদিত্যশতসঙ্কাশঃ সোহভবদ্ গিরিসত্তমঃ ॥ ১০১
সমুত্থিতমসঙ্গেন হনূমানগ্রতঃ স্থিতম্।
মধ্যে লবণতোয়স্য বিঘ্নোহয়মিতি নিশ্চিতঃ ॥ ১০২
স তমুচ্ছ্রিতমত্যর্থং মহাবেগো মহাকপিঃ।
উরসা পাতয়ামাস জীমূতমিব মারুতঃ ॥ ১০৩

ক্লান্তি-শূন্য দেখিয়া স্তব করিতে লাগিল। কপিবর হনুমান্ সাগর লঙ্ঘন করিতে থাকিলে, সমুদ্র ইক্ষ্বাকু-বংশের সম্মান রক্ষা করিতে ইচ্ছুক হইয়া ভাবিতে লাগিলেন, "যদি আমি কপিশ্রেষ্ঠ হনুমানের সাহায্য না করি, তবে সকলের নিকটে নিন্দনীয় হইব। ইক্ষ্বাকু-কুলশ্রেষ্ঠ সগর আমাকে সম্যক্ বর্দ্ধিত করিয়াছেন, এই কপিশ্রেষ্ঠও ইক্ষ্বাকুবংশীয় রামের চর। অতএব ইঁহাকে ক্লান্ত করা আমার উচিত নহে, বরং যাহাতে এই কপিবর শ্রম দূর করিতে পারেন এবং আমার উপরে অবস্থানপূর্ব্বক ক্লান্তি দূর করিয়া অবশিষ্ট অংশ সুখে উত্তীর্ণ হইতে পারেন, তাহা করা আমার উচিত।" ৮৫—৯০। সমুদ্র এইরূপ সাধু মনন করিয়া তাঁহার জলমধ্যে অবস্থিত কাঞ্চনময় পর্ব্বতপ্রধান মৈনাককে বলিলেন, 'মহাত্মা দেবরাজ তোমাকে পাতালবাসী অসুরগণের নিবারণ-মানসে এ স্থানে রাখিয়াছেন; দেবরাজ ইন্দ্র পাতাল-বাসী অসুরদিগের বলবিক্রম অবগত আছেন; তাহারা পাছে পুনরায় পাতাল হইতে উত্থিত হয়, এই ভয়ে তাহাদের গতি রোধ করিবার জন্য তুমি অপ্রমেয় পাতালের দ্বার রোধ করিয়াছ। নগশ্রেষ্ঠ! তুমি ইচ্ছা করিলে ঊর্দ্ধ, অধঃ এবং পার্শ্বভাগে বর্দ্ধিত হইতে পার; অতএব আমি তোমাকে অনুরোধ করিতেছি যে, তুমি ঊর্দ্ধভাগে এইরূপে বর্দ্ধিত হও, যাহাতে রামকার্য্যসাধনার্থী, ভীমকর্ম্মা, আকাশপথে গমনকারী, বীর্য্যশালী এই কপিপ্রধান হনুমান্ তোমার উপরিভাগে বসিতে পারেন। ঐ কপিবর পরিশ্রান্ত হইয়াছেন দেখিয়া তোমার ঊর্দ্ধে উত্থিত হওয়া উচিত হইয়াছে।' ৯১—৯৫। বিশাল তরু এবং লতাজালে সমাকীর্ণ সুবর্ণময় মৈনাকপর্ব্বত, লবণ-সমুদ্রের কথা শুনিয়া জল হইতে অবিলম্বে উত্থিত হইলেন। সমুদ্রকর্ত্তৃক নিয়োজিত হইয়া, প্রদীপ্ত সূর্য্য যেরূপ মেঘরাশিমালা ভেদ করিয়া প্রকাশিত হন, তদ্রূপ মুহূর্ত্তমধ্যে সমুদ্রসলিল ভেদ করিয়া উত্থিত হইলেন এবং নিজ শিখর সকল প্রদর্শন করিলেন। তখন উদয়গিরির শিখরবৎ সমুন্নত কিন্নর এবং নাগগণে অধিষ্ঠিত আকাশস্পর্শী তাঁহার শৃঙ্গ সকল জল হইতে ঊর্দ্ধে উঠিলে বস্ত্রের ন্যায় নির্ম্মল আকাশমণ্ডল কাঞ্চনের ন্যায় বর্ণ ধারণ করিল। ৯৬—১০০। সেই পর্ব্বতশ্রেষ্ঠ অত্যুজ্জ্বল সুবর্ণময় শিখরসমূহদ্বারা শতসূর্য্যের ন্যায় দীপ্তিমান্ হইলেন। প্রচণ্ডবেগশালী সেই কপিবর হঠাৎ উত্থিত সেই পর্ব্বতকে সম্মুখে দেখিয়া 'পথিমধ্যে ইহা আবার কি এক বিঘ্ন উপস্থিত হইল,' মনে করিয়া বায়ু যেমন মেঘকে পাতিত করে, তদ্রূপ স্কন্ধস্থল-দ্বারা অত্যুন্নত তাহার শিখর সকল পাতিত করি-

স তদা সাদিতস্তেন কপিনা পর্ব্বতোত্তমঃ
বুদ্ধা তস্য হরেবেগং জহর্ষ চ ননন্দ চ ॥ ১০৪
তমাকাশগতং বীরমাকাশে সমুপস্থিতঃ।
প্রীতো হৃষ্টমনা বাক্যমব্রবীৎ পর্ব্বতঃ কপিম্ ॥ ১০৫
মানুষং ধারয়ন্ রূপমাত্মনঃ শিখরে স্থিতঃ।
দুষ্করং কৃতবান্ কর্ম্ম ত্বমিদং বানরোত্তম ॥ ১০৬
নিপত্য মম শৃঙ্গেষু সুখং বিশ্রম্য গম্যতাম্।
রাঘবস্য কুলে জাতৈরুদধিঃ পরিবর্দ্ধিতঃ ॥ ১০৭
স ত্বাং রামহিতে যুক্তং প্রত্যর্চ্চয়তি সাগরঃ।
কৃতে চ প্রতিকর্ত্তব্যমেষ ধর্ম্মঃ সনাতনঃ ॥ ১০৮
সোহয়ং তৎপ্রতিকারার্থী ত্বত্তঃ সম্মানমর্হতি।
ত্বন্নিমিত্তমনেনাহং বহুমানাৎ প্রচোদিতঃ ॥ ১০৯
যোজনানাং শতঞ্চাপি কপিরেষ খমাপ্লুতঃ।
তব সানুষু বিশ্রান্তঃ শেষং প্রক্রমতামিতি ॥ ১১০
তিষ্ঠ ত্বং হরিশার্দ্দূল ময়ি বিশ্রম্য গম্যতাম্।
তদিদং গন্ধবৎ স্বাদু কন্দমূলফলং বহু।
তদাস্বাদ্য হরিশ্রেষ্ঠ বিশ্রান্তোহথ গমিষ্যসি ॥ ১১১
অস্মাকমপি সম্বন্ধঃ কপিমুখ্য ত্বয়াস্তি বৈ।
প্রখ্যাতস্ত্রিষু লোকেষু মহাগুণপরিগ্রহঃ ॥ ১১২
বেগবন্তঃ প্লবন্তো যে প্লবগা মারুতাত্মজ।
তেষাং মুখ্যতমং মন্যে ত্বামহং কপিকুঞ্জর ॥ ১১৩
অতিথিঃ কিল পূজার্হঃ প্রাকৃতোহপি বিজানতা।
ধর্ম্মং জিজ্ঞাসমানেন কিং পুনর্যাদৃশো ভবান্ ॥ ১১৪
ত্বং হি দেববরিষ্ঠস্য মারুতস্য মহাত্মনঃ।
পুত্রস্তস্যৈব বেগেন সদৃশঃ কপিকুঞ্জর ॥ ১১৫
পূজিতে ত্বয়ি ধর্ম্মজ্ঞ পূজাং প্রাপ্নোতি মারুতঃ।
তস্মাত্ত্বং পূজনীয়ো মে শৃণু চাপ্যত্র কারণম্ ॥ ১১৬
পূর্ব্বং কৃতযুগে তাত পর্ব্বতাঃ পক্ষিণোহভবন্।
তেহপি জগ্মুর্দিশঃ সর্ব্বা গরুড়া ইব বেগিনঃ ॥ ১১৭
ততস্তেষু প্রযাতেষু দেবসঙ্ঘাঃ সহর্ষিভিঃ।
ভূতানি চ ভয়ং জগ্মুস্তেষাং পতনশঙ্কয়া ॥ ১১৮
ততঃ ক্রুদ্ধঃ সহস্রাক্ষঃ পর্ব্বতানাং শতক্রতুঃ।
পক্ষাংশ্চিচ্ছেদ বজ্রেণ তত্র শতসহস্রশঃ ॥ ১১৯
স মামুপগতঃ ক্রুদ্ধো বজ্রমুদ্যম্য দেবরাট্।
ততোহহং সহসা ক্ষিপ্তঃ শ্বসনেন মহাত্মনা ॥ ১২০
অস্মিন্ লবণতোয়ে চ প্রক্ষিপ্তঃ প্লবগোত্তম।

লেন। তখন ভূধরশ্রেষ্ঠ মৈনাক আকাশগামী বীর্য্যবান্ সেই কপিবরকর্ত্তৃক অধঃপাতিত হইয়া তাঁহার বেগ বুঝিতে পারিয়া হৃষ্টচিত্তে শব্দ করিলেন এবং মনুষ্যরূপ ধারণ করিয়া শিখরদেশে অবস্থানপূর্ব্বক প্রীতচিত্তে তাঁহাকে কহিলেন। ১০১—১০৫। বানরশ্রেষ্ঠ! তুমি এই বিষম দুষ্কর কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইয়াছ; এক্ষণে আমার শিখরোপরি অবতরণপূর্ব্বক সুখে বিশ্রাম করিয়া পুনরায় গমন কর। রঘুকুলজাত সগরপুত্রগণকর্ত্তৃক সমুদ্র পরিবর্দ্ধিত হইয়াছেন, তুমি রঘুকুলজাত রামের হিতকার্য্যে নিযুক্ত আছ, এইজন্য সমুদ্র তোমাকে অর্চ্চনা করিতেছেন। উপকার করিলে অবশ্যই প্রত্যুপকার করিতে হয়, ইহাই সনাতন নিয়ম, এই জন্য সমুদ্র রঘুবংশের প্রত্যুপকার করিতে উদ্যত হইয়াছেন, অতএব তোমার নিকটে সম্মানিত হইবার উপযুক্ত। তোমার নিমিত্ত সমুদ্র আমাকে সম্মানপূর্ব্বক প্রেরণ করিয়াছেন যে, 'এই কপিশ্রেষ্ঠ আকাশপথে যাইয়া শতযোজন পথ অতিক্রম করিতে উদ্যত হইয়াছেন; এক্ষণে তোমার তটদেশে বিশ্রাম করিয়া অবশিষ্ট অংশ অতিক্রম করুন।' ১০৬—১১০। বানরশ্রেষ্ঠ! সুতরাং তুমি আমার উপরি বসিয়া এই সুস্বাদু নানাবিধ কন্দ, মূল এবং ফল ভক্ষণ করিয়া বিশ্রামপূর্ব্বক পুনরায় গমন কর। কপিবর! তোমার সহিত আমারও ভুবনবিখ্যাত মহাগুণযুক্ত সম্বন্ধ আছে। ইহলোকে লম্ফপ্রদানকারী বেগশালী যত বানর আছে, আমি তাহাদিগের মধ্যে তোমাকে প্রধান মনে করি। যদি নীচ ব্যক্তিও অতিথি হয়, তথাপি সে ধর্ম্মজিজ্ঞাসু বিজ্ঞ ব্যক্তির পূজনীয়, তোমার ন্যায় অতিথি যে পূজনীয় তাহা আর বলিতে হইবে কেন? কপিবর! তুমি দেবতাশ্রেষ্ঠ মহাত্মা পবনের পুত্র এবং বেগ ও গতিতে তাঁহার সমান। ধর্ম্মজ্ঞ! তোমাকে পূজা করা হইলে বায়ুকেও পূজা করা হয়; সুতরাং তুমি আমার পূজনীয়, এবিষয়ে যথেষ্ট কারণ আছে, আমি বলিতেছি শ্রবণ কর। ১১১—১১৬। তাত! পূর্ব্বে সত্যযুগে সকল পর্ব্বতেরই পক্ষ ছিল। একদা পর্ব্বতগণ গরুড়ের ন্যায় বেগে দশদিকে উড্ডীন হইয়াছিল। তাহারা উড্ডীন হইলে ঋষিগণ, দেবতাগণ এবং মর্ত্ত্যবাসী প্রাণিগণ তাহাদিগের পতনভয়ে ভীত হইলেন। তৎপরে সহস্রাক্ষ শতক্রতু দেবরাজ ইন্দ্র, পর্ব্বতদিগের প্রতি ক্রুদ্ধ হইয়া বজ্রনিক্ষেপে শতসহস্র পর্ব্বতের পক্ষ ছেদন করেন। পরে তিনি বজ্র উদ্যত করিয়া আমার নিকটে আসিলে মহাত্মা বায়ু হঠাৎ আমাকে তথা হইতে সরাইয়া এই লবণ-সমুদ্র-মধ্যে নিক্ষেপ করিয়াছিলেন। ১১৭—১২০। কপিবর! সে সময়ে তোমার পিতা আমাকে সর্ব্বতোভাবে রক্ষা করিয়াছিলেন। আমার পক্ষদ্বয়ও

গুপ্তপক্ষঃ সমগ্রশ্চ তব পিত্রাভিরক্ষিতঃ ॥ ১২১
ততোঽহং মানয়ামি ত্বাং মান্যোঽসি মম মারুতে।
ত্বয়া মমৈষ সম্বন্ধঃ কপিমুখ্য মহাগুণঃ ॥ ১২২
অস্মিন্নেবং গতে কার্য্যে সাগরস্য মমৈব চ।
প্রীতিং প্রীতমনাঃ কর্ত্তুং ত্বমর্হসি মহামতে ॥ ১২৩
শ্রমং মোক্ষয় পূজাঞ্চ গৃহাণ হরিসত্তম।
প্রীতিঞ্চ মম মান্যস্য প্রীতোঽস্মি তব দর্শনাৎ ॥ ১২৪
এবমুক্তঃ কপিশ্রেষ্ঠস্তং নগোত্তমমব্রবীৎ।
প্রীতোঽস্মি কৃতমাতিথ্যং মন্যুরেষোঽপনীয়তাম্ ॥ ১২৫
ত্বরতে কার্য্যকালো মে অহশ্চাপ্যতিবর্ত্ততে।
প্রতিজ্ঞা চ ময়া দত্তা ন স্থাতব্যমিহান্তরা ॥ ১২৬
ইত্যুক্ত্বা পাণিনা শৈলমালভ্য হরিপুঙ্গবঃ।
জগামাকাশমাবিশ্য বীর্য্যবান্ প্রহসন্নিব ॥ ১২৭
স পর্ব্বতসমুদ্রাভ্যাং বহুমানাদবেক্ষিতঃ।
পূজিতশ্চোপপন্নাভিরাশীর্ভিরভিনন্দিতঃ ॥ ১২৮
অথোর্দ্ধং দূরমাপ্লুত্য হিত্বা শৈলমহার্ণবৌ।
পিতুঃ পন্থানমাসাদ্য জগাম বিমলেঽম্বরে ॥ ১২৯

ভূয়শ্চোর্দ্ধগতিং প্রাপ্য গিরিং তমবলোকয়ন্।
বায়ুসূনুর্নিরালম্বে জগাম কপিকুঞ্জরঃ ॥ ১৩০
তদ্দ্বিতীয়ং হনুমতো দৃষ্ট্বা কর্ম্ম সুদুষ্করম্।
প্রশশংসুঃ সুরাঃ সর্ব্বে সিদ্ধাশ্চ পরমর্ষয়ঃ ॥ ১৩১
দেবতাশ্চাভবন্ হৃষ্টাস্তত্রস্থাস্তস্য কর্ম্মণা।
কাঞ্চনস্য সুনাভস্য সহস্রাক্ষশ্চ বাসবঃ ॥ ১৩২
উবাচ বচনং ধীমান্ পরিতোষাৎ সগদ্গদম্।
সুনাভং পর্ব্বতশ্রেষ্ঠং স্বয়মেব শচীপতিঃ ॥ ১৩৩
হিরণ্যনাভ শৈলেন্দ্র পরিতুষ্টোঽস্মি তে ভৃশম্।
অভয়ং তে প্রযচ্ছামি তিষ্ঠ সৌম্য যথাসুখম্ ॥ ১৩৪
সাহ্যং কৃতং তে সুমহদ্বিক্রান্তস্য হনুমতঃ।
ক্রমতো যোজনশতং নির্ভয়স্য ভয়ে সতি ॥ ১৩৫
রামস্যৈষ হিতায়ৈব যাতি দাশরথেঃ কপিঃ।
সংক্রিয়াং কুর্ব্বতা শক্ত্যা তোষিতোঽস্মি দৃঢ়ং ত্বয়া ॥ ১৩৬
স ততঃ প্রহর্ষমলভদ্বিপুলং পর্ব্বতোত্তমঃ।
দেবতানাং পতিং দৃষ্ট্বা পরিতুষ্টং শতক্রতুম্ ॥ ১৩৭
স বৈ দত্তবরঃ শৈলো বভূবাবস্থিতস্তদা।
হনুমাংশ্চ মুহূর্ত্তেন ব্যতিচক্রাম সাগরম্ ॥ ১৩৮

রক্ষিত হইয়াছিল। পবনতনয় কপিশ্রেষ্ঠ! তোমার সহিত আমার এই অতি ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে, তুমি আমার মান্য, সুতরাং আমি তোমার সম্মান করিতেছি। মহামতে! এক্ষণে সমুদ্র এবং আমি আমরা প্রত্যুপকার করিবার অবসর পাইয়াছি! তুমি হৃষ্টচিত্তে আমাদিগের এই যৎসামান্য প্রত্যুপকার গ্রহণ কর। কপিবর! তুমি আমার মান্য ও তোমাকে দেখিয়া আমার অত্যন্ত আনন্দ হইয়াছে; এক্ষণে তুমি ক্লান্তি দূর করত আমার পূজা গ্রহণ করিয়া আমাকে আপ্যায়িত কর।” গিরিবর মৈনাক ইহা বলিলে, কপিবর হনুমান্, তাঁহাকে বলিলেন, “আমি তুষ্ট হইয়াছি, আমাকে আতিথ্যও যথেষ্ট করা হইয়াছে; কিন্তু আমি আপনার পূজা গ্রহণ করিতে পারিলাম না বলিয়া আপনি আমার প্রতি ক্ষুব্ধ হইবেন না, কারণ কার্য্যকাল আমাকে ত্বরান্বিত করিতেছে, দিনও প্রায় অবসান হইতেছে; বিশেষতঃ আমি প্রতিজ্ঞা করিয়াছি যে, সমুদ্রমধ্যে থাকিব না।” ১২১—১২৬। সেই বীর্য্যবান্ কপিবর ঐ কথা বলিয়া হস্তদ্বারা পর্ব্বতকে স্পর্শ করিয়া গগনমার্গ অবলম্বনপূর্ব্বক যেন হাসিতে হাসিতে চলিলেন। সমুদ্র এবং পর্ব্বত অতিশয় সম্মানের সহিত তাঁহাকে দর্শন, পূজা এবং আশীর্ব্বাক্যে অভিনন্দন করিলে, তিনি সমুদ্র এবং পর্ব্বতকে পরিত্যাগ করিয়া উর্দ্ধভাগে উল্লম্ফনপূর্ব্বক স্বীয় পিতা বায়ুর পথ অবলম্বন করত সুনীল আকাশমণ্ডল দিয়া যাইতে লাগিলেন। পরে বায়ুতনয় কপিবর হনুমান্ আরও অধিক উর্দ্ধে উঠিয়া পর্ব্বতকে নিরীক্ষণ করত অবলম্বন-বিহীন আকাশপথ দিয়া যাইতে লাগিলেন। ১২৭—১৩০। দেব, সিদ্ধ এবং মহর্ষিরা হনুমানের সেই অনুপম দুষ্কর কার্য্য দেখিয়া তাঁহার সুখ্যাতি করিলেন। তখন বিমানস্থ সহস্রাক্ষ ইন্দ্র এবং অন্যান্য দেবতাগণ সুবর্ণময় সুমধ্য মৈনাক পর্ব্বতের সেই কার্য্যে প্রীত হইলেন। পরে ধীমান্ শচীপতি ইন্দ্র সেই পর্ব্বতশ্রেষ্ঠকে এইরূপ সন্তোষগদ্গদবাক্যে বলিলেন, ‘সুবর্ণনাভ শৈলবর! শত-যোজন-গমনকারী এই নির্ভীক হনুমান্ ক্লান্ত হইয়া পাছে ভীত হন, এই ভয়ে তুমি ইঁহার সাহায্য করিয়াছ, সুতরাং আমি তোমার প্রতি অতীব সন্তুষ্ট হইয়াছি, তোমাকে অভয় দিতেছি, তুমি সুখে থাক। ১৩০—১৩৫। এই কপিবর, দশরথপুত্র রামের মঙ্গলের নিমিত্তই যাইতেছেন, তুমি যথাসাধ্য ইঁহার সৎকার করিয়া আমাকে অতিশয় পরিতুষ্ট করিয়াছ। ভূধরশ্রেষ্ঠ মৈনাক, দেবরাজ শতক্রতু ইন্দ্রকে তুষ্ট দেখিয়া যৎপরো নাস্তি প্রীতি লাভ করিলেন এবং তাঁহার নিকট হইতে বর লাভ করিয়া যথাস্থানে রহিলেন, হনুমানও মুহূর্ত্তকালমধ্যে মৈনাকপর্ব্বতের অধিষ্ঠিত সমুদ্রপ্রদেশ অতিক্রম করিলেন।

ততো দেবাঃ সগন্ধর্ব্বাঃ সিদ্ধাশ্চ পরমর্ষয়ঃ।
অব্রুবন্ সূর্য্যসঙ্কাশাং সুরসাং নাগমাতরম্॥ ১৩৯
অয়ং বাতাত্মজঃ শ্রীমান্ প্লবতে সাগরোপরি।
হনুমান্নাম তস্য ত্বং মুহূর্ত্তং বিঘ্নমাচর॥ ১৪০
রাক্ষসং রূপমাস্থায় সুঘোরং পর্ব্বতোপমম্।
দংষ্ট্রাকরালং পিঙ্গাক্ষং বক্ত্রং কৃত্বা নভস্পৃশম্॥ ১৪১
বলমিচ্ছামহে জ্ঞাতুং ভূয়শ্চাস্য পরাক্রমম্।
ত্বাং বিজেষ্যত্যুপায়েন বিষাদং বা গমিষ্যতি॥ ১৪২
এবমুক্তা তু সা দেবী দৈবতৈরভিসংকৃতা।
সমুদ্রমধ্যে সুরসা বিভ্রতী রাক্ষসং বপুঃ॥ ১৪৩
বিকৃতঞ্চ বিরূপঞ্চ সর্ব্বস্য চ ভয়াবহম্।
প্লবমানং হনূমন্তমাবৃত্যেদমুবাচ হ॥ ১৪৪
মম ভক্ষ্যঃ প্রদিষ্টস্ত্বমীশ্বরৈর্বানরর্ষভ।
অহং ত্বাং ভক্ষয়িষ্যামি প্রবিশেদং মমাননম্॥ ১৪৫
বর এষ পুরা দত্তো মম ধাত্রেতি সত্বরা।
ব্যাদায় বক্ত্রং বিপুলং স্থিতা সা মারুতেঃ পুরা॥ ১৪৬
এবমুক্তঃ সুরসয়া প্রহৃষ্টবদনোঽব্রবীৎ।
রামো দাশরথির্নাম প্রবিষ্টো দণ্ডকাবনম্॥ ১৪৭
লক্ষ্মণেন সহ ভ্রাত্রা বৈদেহ্যা চাপি ভার্য্যয়া॥ ১৪৮
অস্য কার্য্যবিষক্তস্য বদ্ধবৈরস্য রাক্ষসৈঃ।
তস্য সীতা হৃতা ভার্য্যা রাবণেন যশস্বিনী॥ ১৪৯
তস্যাঃ সকাশং দূতোঽহং গমিষ্যে রামশাসনাৎ।
কর্ত্তুমর্হসি রামস্য সাহ্যং বিষয়বাসিনি॥ ১৫০
অথবা মৈথিলীং দৃষ্ট্বা রামং চাক্লিষ্টকারিণম্।
আগমিষ্যামি তে বক্ত্রং সত্যং প্রতিশৃণোমি তে॥ ১৫১
এবমুক্তা হনুমতা সুরসা কামরূপিণী।
অব্রবীন্নাতিবর্ত্তেন্মাং কশ্চিদেষ বরো মম॥ ১৫২
তং প্রয়ান্তং সমুদ্বীক্ষ্য সুরসা বাক্যমব্রবীৎ।
বলং জিজ্ঞাসমানা সা নাগমাতা হনূমতঃ॥ ১৫৩
নিবিশ্য বদনং মেঽদ্য গন্তব্যং বানরোত্তম।
বর এষ পুরা দত্তো মম ধাত্রেতি সত্বরা।
ব্যাদায় বিপুলং বক্ত্রং স্থিতা সা মারুতেঃ পুরঃ॥ ১৫৪
এবমুক্তঃ সুরসয়া ক্রুদ্ধো বানরপুঙ্গবঃ।
অব্রবীৎ কুরু বৈ বক্ত্রং যেন মাং বিষহিষ্যসি॥ ১৫৫
ইত্যুক্ত্বা সুরসাং ক্রুদ্ধো দশযোজনমায়তাম্।

পরে দেব, গন্ধর্ব্ব, সিদ্ধ এবং মহর্ষিগণ, সূর্য্যের ন্যায় দীপ্তিমতী নাগমাতা সুরসাকে বলিলেন, "এই শ্রীমান্ বায়ুতনয় হনুমান্, সাগরের উপরিভাগ দিয়া ধাবিত হইতেছেন। আপনি অতি ভয়ঙ্কর পর্ব্বতপ্রমাণ রাক্ষসরূপ ধারণপূর্ব্বক দন্তদ্বারা ভয়ঙ্কর পিঙ্গল-বর্ণ-নয়ন আকাশস্পর্শী বদন বিস্তার করিয়া মুহূর্ত্তকাল ইহাঁর গমনে বাধা দিন, আমরা ইহাঁর বুদ্ধি, বল এবং বিক্রম অধিকতররূপে জানিতে ইচ্ছা করিতেছি। ইনি কোন উপায়ে আপনাকে জয় করেন বা বিষণ্ণ হন, আমরা তাহা জানিতে ইচ্ছা করিতেছি।" ১৩৯—১৪২। দেবগণ সৎকারপূর্ব্বক এই কথা বলিলে নাগজননী সুরসা দেবী, সমুদ্রমধ্যে যাইয়া বিকৃত, বিরূপ, সর্ব্বলোক-ভয়াবহ রাক্ষসদেহ ধারণ করত লঙ্কাগমনোদ্যত হনুমানের পথ রোধ করিয়া তাঁহাকে বলিলেন,—"বানরবর! দেবতাগণ তোমাকে আমার ভক্ষ্যরূপে নির্দ্দেশ করিয়াছেন; আমি তোমাকে ভক্ষণ করিব; অতএব তুমি আমার মুখ-মধ্যে প্রবেশ কর। পূর্ব্বে বিধাতা আমাকে এরূপ বর দিয়াছেন যে, "যে ব্যক্তি তোমার সম্মুখে আসিবে, সে তোমার মুখ-মধ্যে প্রবিষ্ট হইবে।" সুরসা দেবী বায়ুপুত্র হনুমান্‌কে ঐ কথা বলিয়া ত্বরান্বিত হইয়া অতি বৃহৎ বদন ব্যাদান করিয়া তাঁহার সম্মুখে আসিলেন। সুরসার কথা শুনিয়া হনুমান্ হৃষ্টান্তঃকরণে তাঁহাকে বলিলেন, "দশরথাত্মজ রাম, ভ্রাতা লক্ষ্মণ এবং ভার্য্যা বিদেহরাজনন্দিনী সীতার সহিত দণ্ডকারণ্যে আসিয়াছেন। কোন কারণবশতঃ রাক্ষসগণের সহিত তাঁহার শত্রুতা বাধিয়াছে; তজ্জন্য রাক্ষসরাজ রাবণ তাঁহার যশস্বিনী ভার্য্যা সীতাকে হরণ করিয়াছে। আমি রামের আজ্ঞাক্রমে তাঁহার নিকটে দূত হইয়া যাইতেছি; তুমিও তাঁহার রাজ্যে বাস কর; অতএব তোমারও রামের সাহায্য করা কর্ত্তব্য। ১৪৩—১৫০। অথবা আমি প্রতিজ্ঞা করিয়া তোমার নিকটে বলিয়া যাইতেছি, বৈদেহী এবং অক্লিষ্টকর্ম্মা রামকে দর্শন করিয়া আমি নিশ্চয়ই তোমার মুখে আসিয়া প্রবেশ করিব।" হনুমান্ ইহা বলিলে, কামরূপিণী নাগমাতা সুরসা দেবী কহিলেন, "আমি এরূপ বর পাইয়াছি, যে, 'কেহ আমাকে অতিক্রম করিতে পারিবে না'।" পরে তিনি হনুমান্‌কে অতিক্রম করিতে দেখিয়া তাঁহার বল জানিবার ইচ্ছায় তাঁহাকে কহিলেন, "কপিবর! পূর্ব্বে বিধাতা আমাকে এরূপ বর দিয়াছেন যে 'সকলকেই আমার মুখমধ্যে প্রবিষ্ট হইতে হইবে'; সুতরাং প্রথমে আমার বদনে প্রবিষ্ট হইয়াই পশ্চাৎ তোমার গমন করা উচিত।" সুরসা দেবী পবননন্দন হনুমান্‌কে ঐ কথা বলিয়া ত্বরান্বিত হইয়া নিজ বিপুল বদন ব্যাদান করিয়া তাঁহার সম্মুখে আসিলেন। ১৫১—১৫৪। সুরসার এইরূপ কথা শুনিয়া কপিশ্রেষ্ঠ হনুমান্ ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহাকে বলিলেন, "যাহাতে আমি তোমার মুখমধ্যে

দশযোজনবিস্তারো হনুমানভবত্তদা ॥ ১৫৬
চকার সুরসাপ্যাস্যং বিংশদ্‌যোজনমায়তম্ ॥ ১৫৭
তদ্দৃষ্ট্বা ব্যাদিতন্ত্বাস্যং বায়ুপুত্রঃ সুবুদ্ধিমান্।
দীর্ঘজিহ্বং সুরসয়া সুভীমং নরকোপমম্ ॥ ১৫৮
তং দৃষ্ট্বা মেঘসঙ্কাশং বিংশদ্‌যোজনমায়তম্।
হনুমাংস্তু ততঃ ক্রুদ্ধস্ত্রিংশদ্‌যোজনমায়তঃ।
চকার সুরসা বক্ত্রং চত্বারিংশত্তথোচ্ছ্রিতম্।
বভূব হনুমান্ বীরঃ পঞ্চাশদ্‌যোজনোচ্ছ্রিতঃ।
চকার সুরসা বক্ত্রং ষষ্টিযোজনমুচ্ছ্রিতম্।
তথৈব হনুমান্ বীরঃ সপ্ততিং যোজনোচ্ছ্রিতঃ।
চকার সুরসা বক্ত্রমশীতিং যোজনোচ্ছ্রিতম্।
হনমাননলপ্রখ্যো নবতিং যোজনোচ্ছ্রিতঃ।
চকার সুরসা বক্ত্রং শতযোজনমায়তম্।
স সঙ্ক্ষিপ্যাত্মনঃ কায়ং জীমূত ইব মারুতিঃ।
তস্মিন্ মুহূর্তে হনুমান্ বভূবাঙ্গুষ্ঠমাত্রকঃ ॥ ১৫৯
সোঽভিপদ্যাথ তদ্বক্ত্রং নিষ্পত্য চ মহাবলঃ।
অন্তরীক্ষে স্থিতঃ শ্রীমানিদং বচনমব্রবীৎ ॥ ১৬০
প্রবিষ্টোঽস্মি হি তে বক্ত্রং দাক্ষায়ণি নমোঽস্তু তে।
গমিষ্যে যত্র বৈদেহী সত্যশ্চাসীদ্বরস্তব ॥ ১৬১
তং দৃষ্ট্বা বদনান্মুক্তং চন্দ্রং রাহুমুখাদিব।
অব্রবীৎ সুরসা দেবী স্বেন রূপেণ বানরম্ ॥ ১৬২
অর্থসিদ্ধ্যৈ হরিশ্রেষ্ঠ গচ্ছ সৌম্য যথাসুখম্।
সমানয় চ বৈদেহীং রাঘবেণ মহাত্মনা ॥ ১৬৩
তং তৃতীয়ং হনুমতো দৃষ্ট্বা কর্ম্ম সুদুষ্করম্।
সাধু সাধ্বিতি ভূতানি প্রশশংসুস্তদা হরিম্ ॥ ১৬৪
স সাগরমনাধৃষ্যমভ্যেত্য বরুণালয়ম্।
জগামাকাশমাবিশ্য বেগেন গরুড়োপমঃ ॥ ১৬৫
সেবিতে বারিধারাভিঃ পতগৈশ্চ নিষেবিতে।
চরিতে কৈশিকাচার্য্যৈরৈরাবতনিষেবিতে ॥ ১৬৬
সিংহকুঞ্জরশার্দ্দূল-পতগোরগবাহনৈঃ।
বিমানৈঃ সম্পতদ্ভিশ্চ বিমলৈঃ সমলঙ্কৃতে ॥ ১৬৭
বজ্রাশনিসমস্পর্শৈঃ পাবকৈরিব শোভিতে।
কৃতপুণ্যৈর্মহাভাগৈঃ স্বর্গজিদ্ভিরধিষ্ঠিতে ॥ ১৬৮
বহতা হব্যমত্যন্তং সেবিতে চিত্রভানুনা।
গ্রহনক্ষত্রচন্দ্রার্ক-তারাগণবিভূষিতে ॥ ১৬৯

প্রবেশ করিতে পারি, তুমি এইরূপভাবে মুখ-ব্যাদান কর।” তখন হনুমান ক্রুদ্ধ হইয়া দশ-যোজন বিস্তৃতা সুরসা দেবীকে ইহা বলিয়া স্বয়ং দশযোজন বিস্তৃত হইলেন, সুরসা দেবীও বদন বিংশতিযোজন বিস্তৃত করিলেন।১৫৫—১৫৭। তখন অতি বুদ্ধিমান্ বায়ুপুত্র সেই হনুমান্, সুরসার বিংশতিযোজনবিস্তৃত, নরকের ন্যায় অতি ভয়ঙ্কর সুদীর্ঘরসনাযুক্ত, মেঘতুল্যবর্ণ, বিস্তারিতমুখগহ্বর দেখিয়া ক্রুদ্ধ হইয়া ত্রিশযোজন বিস্তৃত হইলেন; পরে সুরসা দেবী চল্লিশযোজন বদন বিস্তৃত করিলেন, বীর্য্যবান্ হনুমান্ও পঞ্চাশযোজন বিস্তৃত হইলেন; পরে সুরসা দেবী বদন ষাটযোজন বিস্তৃত করিলেন, তখন বীর্য্যবান্ হনুমান্ সত্তরযোজন বিস্তৃত হইলেন; পরে সুরসা দেবী বদন আশীযোজন বিস্তৃত করিলেন; অগ্নিতুল্য হনুমান্ও নব্বইযোজন বিস্তৃত হইলেন; পরে সুরসা দেবী বদন শতযোজন বিস্তৃত করিলে (১) মহাবল পবননন্দন শ্রীমান্ হনুমান্ মেঘের ন্যায় নিজদেহ সঙ্কুচিত করিয়া অঙ্গুষ্ঠপ্রমাণ হইলেন এবং সুরসা দেবীর বদন-বিবর মধ্যে প্রবেশপূর্ব্বক তথা হইতে নির্গত হইয়া অন্তরীক্ষে থাকিয়া তাঁহাকে বলিলেন, “দাক্ষায়ণি! আমি আপনার বদন-মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়াছি; আপনার বরও সফল হইয়াছে, এক্ষণে আপনাকে নমস্কার করি। যেখানে বৈদেহী আছেন, এক্ষণে তথায় যাই।” ১৫৮—১৬১। সুরসা দেবী রাহুমুখমুক্ত শশাঙ্কের ন্যায় কপিশ্রেষ্ঠ হনুমান্‌কে স্বীয় বদনবিবর হইতে বিমুক্ত দেখিয়া নিজরূপ ধরিয়া তাঁহাকে বলিলেন, “শুভদর্শন বানরপ্রধান! তুমি তোমার উদ্দেশ্যসিদ্ধির জন্য গমন কর এবং রঘুনন্দন রামের নিকটে সীতাকে আনয়ন কর।” তখন প্রাণিগণ, কপিবর হনুমানের সেই তৃতীয় দুষ্কর কার্য্য দেখিয়া 'সাধু সাধু' বলিয়া তাঁহাকে প্রশংসা করিল। বায়ুপুত্র হনুমান্ও আকাশ-পথ অবলম্বনপূর্ব্বক বরুণালয় সমুদ্রের উপরিভাগ দিয়া গরুড়ের ন্যায় দ্রুতবেগে যাইতে লাগিলেন,—বায়ুর ন্যায় মেঘসমূহ আকর্ষণ করত চন্দ্র-সূর্য্য-সেবিত পথ দিয়া গরুড়ের ন্যায় যাইতে লাগিলেন। সেই মঙ্গলময় নিষ্কলুষ বায়ুপথ যুদ্ধে মৃত বীরগণকর্তৃক নিয়ত সেবিত গীতবাদ্যনিপুণ গন্ধর্ব্বগণে সমাবৃত গন্ধর্ব্বরাজ বিশ্বাবসুকর্তৃক নিষেবিত, বিধাতৃনির্ম্মিত জলতাশূন্য, জীবলোকের আশ্রয় এবং চন্দ্রাতপস্বরূপ নিয়ত হব্যবহনকারী হুতাশন এবং স্পর্শমাত্র বজ্র ও অশনির ন্যায় প্রাণসংহারক অগ্নিতুল্য পুণ্যানুষ্ঠায়ী স্বর্গবিজয়ী মহাভাগ ব্যক্তিগণে অধিষ্ঠিত; সিংহ-ব্যাঘ্র, হস্তী, পক্ষী এবং সর্পসমূহে যোজিত, ইতস্ততঃ ধাবমানকারী নির্ম্মল বিমানসমূহে সম্যক্ বিভূষিত;

(১) কাহারও কাহারও মতে এই স্থানের কয়টী শ্লোক প্রক্ষিপ্ত।

মহর্ষিগণগন্ধর্ব্ব-নাগযক্ষসমাকুলে।
বিষিক্তে বিমলে বিশ্বে বিশ্বাবসুনিষেবিতে ॥ ১৭০
দেবরাজগজাক্রান্তে চন্দ্রসূর্য্যপথে শিবে।
বিতানে জীবলোকস্য বিমলে ব্রহ্মনির্ম্মিতে ॥ ১৭১
বহুশঃ সেবিতে বীরৈর্বিদ্যাধরগণৈর্বৃতে।
জগাম বায়ুমার্গে চ গরুত্মানিব মারুতিঃ ॥ ১৭২
হনুমান্ মেঘজালানি প্রাকর্ষন্মারুতো যথা।
কালাগুরুসবর্ণানি রক্তপীতসিতানি চ।
কপিনাকৃষ্যমাণানি মহাভ্রাণি চকাশিরে ॥ ১৭৩
প্রবিশন্নভ্রজালানি নিষ্পতংশ্চ পুনঃপুনঃ।
প্রাবৃষীন্দুরিবাভাতি নিষ্পতন্ প্রবিশংস্তথা ॥ ১৭৪
প্রদৃশ্যমানঃ সর্ব্বত্র হনুমান্ মারুতাত্মজঃ।
ভেজেঽম্বরং নিরালম্বং পক্ষযুক্ত ইবাদ্রিরাট্ ॥ ১৭৬
প্লবমানন্তু তং দৃষ্ট্বা সিংহিকা নাম রাক্ষসী।
মনসা চিন্তয়ামাস প্রবৃদ্ধা কামরূপিণী ॥ ১৭৬
অদ্য দীর্ঘস্য কালস্য ভবিষ্যাম্যহমাশিতা।
ইদং মম মহাসত্ত্বং চিরস্য বশমাগতম্ ॥ ১৭৭
ইতি সঞ্চিন্ত্য মনসা চ্ছায়ামস্য সমাক্ষিপৎ।
ছায়ায়াং গৃহ্যমাণায়াং চিন্তয়ামাস বানরঃ ॥ ১৭৮
সমাক্ষিপ্তোঽস্মি সহসা পঙ্গূকৃতপরাক্রমঃ।
প্রতিলোমেন বাতেন মহানৌরিব সাগরে ॥ ১৭৯
তির্য্যগূর্দ্ধমধশ্চৈব বীক্ষমাণস্তদা কপিঃ।
দদর্শ স মহাসত্ত্বমুত্থিতং লবণাম্ভসি ॥ ১৮০
তদ্ দৃষ্ট্বা চিন্তয়ামাস মারুতির্বিকৃতাননম্।
কপিরাজ্ঞা যথাখ্যাতং সত্ত্বমদ্ভুতদর্শনম্ ॥ ১৮১
ছায়াগ্রাহি মহাবীর্য্যং তদিদং নাত্র সংশয়ঃ ॥ ১৮২
স তাং বুদ্ধ্বার্থতত্ত্বেন সিংহিকাং মতিমান্ কপিঃ।
ব্যবর্দ্ধত মহাকায়ঃ প্রাবৃষীব বলাহকঃ ॥ ১৮৩
তস্য সা কায়মুদ্বীক্ষ্য বর্দ্ধমানং মহাকপেঃ।
বক্ত্রং প্রসারয়ামাস পাতালাম্বরসন্নিভম্।
ঘনরাজীব গর্জ্জন্তী বানরং সমভিদ্রবৎ ॥ ১৮৪
স দদর্শ ততস্তস্যা বিকৃতং সুমহন্মুখম্।
কায়মাত্রঞ্চ মেধাবী মর্ম্মাণি চ মহাকপিঃ ॥ ১৮৫
স তস্যা বিকৃতে বক্ত্রে বজ্রসংহননঃ কপিঃ।
সঙ্ক্ষিপ্য মুহুরাত্মানং নিপপাত মহাকপিঃ ॥ ১৮৬
আস্যে তস্যা নিমজ্জন্তং দদৃশুঃ সিদ্ধচারণাঃ।
গ্রস্যমানং যথা চন্দ্রং পূর্ণং পর্ব্বণি রাহুণা ॥ ১৮৭
ততস্তস্যা নখৈস্তীক্ষ্ণৈর্মর্ম্মাণ্যুৎকৃত্য বানরঃ।

মহর্ষি, গন্ধর্ব্ব, নাগ এবং যক্ষগণকর্তৃক সেবিত; ঐরাবত প্রভৃতি দিগ্‌গজ, বিহগ ও বারিধারাসমূহে পরিবৃত এবং চন্দ্র, সূর্য্য, গ্রহ, নক্ষত্র ও তারাগণসমূহে শোভিত ছিল। ১৬২—১৭২। তখন কালাগুরুসবর্ণ এবং লোহিত, পীত ও কৃষ্ণবর্ণ মহামেঘপুঞ্জ সেই কপিবরকর্তৃক আকৃষ্ট হইয়া বায়ু-আকর্ষিত মহামেঘ-সমূহের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল। বর্ষাকালে চন্দ্র যেমন কখন মেঘমধ্যে বিলীন এবং কখন মেঘ-মণ্ডল হইতে নির্গত হইয়া প্রকাশিত হইয়া চলিতে থাকেন, হনুমানও তদ্রূপ কখন মেঘমধ্যে বিলীন এবং কখন মেঘমণ্ডল হইতে নির্গত হইয়া গমন করিতে লাগিলেন। তিনি শূন্যমার্গে যাইয়া সকল প্রদেশেই পক্ষবান্ পর্ব্বতরাজের ন্যায় দেখাইতে লাগিলেন। পরে কামরূপিণী সিংহিকানাম্নী বিশাল-কায়া রাক্ষসী, হনুমান্‌কে আকাশপথে যাইতে দেখিয়া মনে মনে চিন্তা করিল,—'বহুদিনের পর অদ্য এক প্রকাণ্ড প্রাণী আমার আয়ত্ত হইয়াছে; অদ্য আমি দীর্ঘকাল পরে পরিতোষপূর্ব্বক ভোজন করিব।' ১৭৩—১৭৭। মনে মনে সে ঐরূপ স্থির করিয়া হনু-মানের ছায়া আকর্ষণ করিল। রাক্ষসী ছায়া আকর্ষণ করিলে হনুমান্ বুঝিতে পারিলেন 'আমি কোন ব্যক্তি-কর্ত্তৃক সাগরে প্রতিকূল বায়ুবেগে সমাকৃষ্ট বৃহৎ নৌকার ন্যায় সহসা হীনতেজা হইলাম।' এইরূপ চিন্তা করিয়া তিনি ঊর্দ্ধ, নিম্ন এবং পার্শ্বদেশে দৃষ্টি সঞ্চালন করত লবণ-সমুদ্রমধ্যে সমুত্থিত বিকটবদন এক বৃহৎ প্রাণীকে দেখিয়া ভাবিতে লাগিলেন 'বানররাজ সুগ্রীব আমার নিকটে যে অদ্ভুতদর্শন, ভীমতেজা ছায়া-আকর্ষণকারী প্রাণীর বিষয় বলিয়াছিলেন, এ নিশ্চয়ই সেই প্রাণী।' পরে সেই বৃহৎকায় মতিমান্ কপিশ্রেষ্ঠ তাহাকে সিংহিকা অনুমান করিয়া বর্ষাকালীন মেঘের ন্যায় স্বীয় কলেবর বৃদ্ধি করিতে লাগিলেন। ১৭৮—১৮৩। কপিবর হনুমানের শরীর বর্দ্ধিত হইতেছে, দেখিয়া সিংহিকা রাক্ষসীও আকাশপাতাল বিস্তৃত তাহার মুখ ব্যাদান করিল এবং এককালে বহুমেঘের ন্যায় গর্জ্জন করত তাঁহার দিকে ধাবিত হইল। পরে বজ্রবৎ দৃঢ়কায়, মেধাবী, বানরপ্রধান হনুমান্ তাহার দেহায়তন ও বিকট বদন দেখিয়া নিজ দেহ যৎপরো নাস্তি সঙ্কুচিত করত রাক্ষসীর বদনমধ্যে নিপতিত হইলেন। তখন সিদ্ধ এবং চারণেরা, পর্ব্বকালে রাহুগ্রাসে পতিত পূর্ণচন্দ্রের ন্যায়, সিংহি-কার বদনবিবরমধ্যে নিমজ্জনোদ্যত হনুমান্‌কে দেখি-লেন। মনের ন্যায় শীঘ্রগামী সেই বিশুদ্ধচিত্ত কপিবর সুতীক্ষ্ণ নখসমূহ দ্বারা সিংহিকার মর্ম্মস্থান বিদীর্ণ করিয়া সবেগে উৎপতিত হইলেন। তিনি

উৎপপাতাথ বেগেন মনঃসম্পাতিবিক্রমঃ ॥ ১৮৮
তান্তু দৃষ্ট্যা চ ধৃত্যা চ দাক্ষিণ্যেন নিপাত্য সঃ।
কপিপ্রবীরো বেগেন ববৃধে পুনরাত্মবান্ ॥ ১৮৯
হৃতহৃৎ সা হনুমতা পপাত বিধুরাম্ভসি।
স্বয়ম্ভুবৈব হনুমান্ সৃষ্টস্তস্যা নিপাতনে ॥ ১৯০
তাং হতাং বানরেণাশু পতিতাং বীক্ষ্য সিংহিকাম্।
ভূতান্যাকাশচারীণি তমূচুঃ প্লবগোত্তমম্ ॥ ১৯১
ভীমমদ্য কৃতং কর্ম্ম মহৎ সত্ত্বং ত্বয়া হতম্।
সাধয়ার্থমভিপ্রেতমরিষ্টং প্লবতাং বর ॥ ১৯২
যস্য ত্বেতানি চত্বারি বানরেন্দ্র যথা তব।
ধৃতিদৃষ্টির্মতির্দাক্ষ্যং স কর্ম্মসু ন সীদতি ॥ ১৯৩
স তৈঃ সম্পূজিতঃ পূজ্যঃ প্রতিপন্নপ্রয়োজনঃ।
জগামাকাশমাবিশ্য পন্নগাশনবৎ কপিঃ ॥ ১৯৪
প্রাপ্তভূয়িষ্ঠপারস্তু সর্ব্বতঃ পরিলোকয়ন্।
যোজনানাং শতস্যান্তে বনরাজিং দদর্শ সঃ ॥ ১৯৫
দদর্শ চ পতন্নেব বিবিধদ্রুমভূষিতম্।
দ্বীপং শাখামৃগশ্রেষ্ঠো মলয়োপবনানি চ ॥ ১৯৬
সাগরং সাগরানূপান সাগরানূপজান্ দ্রুমান্।
সাগরস্য চ পত্নীনাং মুখান্যপি বিলোকয়ৎ ॥ ১৯৭

সূক্ষ্ম দৃষ্টি, ধৈর্য্য এবং কৌশলক্রমে তাহাকে নিপাতিত করিয়া পুনরায় সবেগে স্বীয় শরীর বর্দ্ধিত করিতে লাগিলেন। সিংহিকাও সেই কপিশ্রেষ্ঠকর্ত্তৃক ভিন্ন-হৃদয়া এবং পীড়িতা হইয়া সমুদ্রমধ্যে পতিতা হইল; তাহার সংহারের জন্য ব্রহ্মাই হনুমানকে সৃষ্টি করিয়াছিলেন। ১৮৪—১৯০। সিংহিকা সেই কপিবর-কর্ত্তৃক শীঘ্র নিহতা হইয়া নিপতিতা হইল, দেখিয়া আকাশবিহারী প্রাণিগণ তাঁহাকে বলিল, "কপিবর! অদ্য তুমি এই বৃহৎ প্রাণীকে বধ করিয়া একটী ভয়ঙ্কর কর্ম্ম সমাধা করিলে; এখন নির্ব্বিঘ্নে তোমার অভিপ্রেত কার্য্য সম্পন্ন কর। কপীন্দ্র! তোমার ন্যায় যাঁহাতে মতি, ধৈর্য্য, সূক্ষ্মদর্শিতা, এবং নিপুণতা, এই চারিটী গুণ আছে, তিনি কোন কার্য্যে বিফল হয় না।" পূজনীয় কপিবর হনুমান্ সেই প্রাণিগণকর্ত্তৃক স্তুত ও অভীষ্টসাধনবিষয়ে অনুমোদিত হইয়া পুনরায় আকাশপথে চলিতে লাগিলেন এবং যাইতে যাইতে পরপারের নিকটবর্ত্তী হইয়া চতুর্দ্দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করত শতযোজনান্তে বিবিধতরুরাজিবিভূষিত এক দ্বীপ এবং বনসমূহ ও মলয়াচলস্থিত উপবন সকল দেখিতে পাইলেন। পরে বিশুদ্ধচিত্ত মতিমান্ কপিবর সাগর ও সাগর-পত্নীদিগের মুখ সকল এবং সাগরের উপকূলস্থ জলা

স মহামেঘসঙ্কাশং সমীক্ষ্যাত্মানমাত্মবান্।
নিরুন্ধন্তমিবাকাশং চকার মতিমান্ মতিম্ ॥ ১৯৮
কায়বৃদ্ধিং প্রবেগঞ্চ মম দৃষ্ট্বৈব রাক্ষসাঃ।
ময়ি কৌতূহলং কুর্য্যুরিতি মেনে মহামতিঃ ॥ ১৯৯
ততঃ শরীরং সংক্ষিপ্য তন্মহীধরসন্নিভম্।
পুনঃ প্রকৃতিমাপেদে বীতমোহ ইবাত্মবান্ ॥ ২০০
তদ্রূপমতিসংক্ষিপ্য হনুমান্ প্রকৃতৌ স্থিতঃ।
ত্রীন্ ক্রমানিব বিক্রম্য বলিবীর্য্যহরো হরিঃ ॥ ২০১
স চারুনানাবিধরূপধারী
পরং সমাসাদ্য সমুদ্রতীরম্।
পরৈরশক্যং প্রতিপন্নরূপঃ
সমীক্ষিতাত্মা সমবেক্ষিতার্থঃ ॥ ২০২
ততস্তু লম্বস্য গিরেঃ সমৃদ্ধে
বিচিত্রকূটে নিপপাত কূটে।
সকেতকোদ্দালকনারিকেলে
মহাভ্রকূটপ্রতিমো মহাত্মা ॥ ২০৩
ততস্তু সম্প্রাপ্য সমুদ্রতীরং
সমীক্ষ্য লঙ্কাং গিরিবর্য্যমূর্দ্ধ্নি।
কপিস্তু তস্মিন্নিপপাত পর্ব্বতে
বিধূয় রূপং ব্যথয়ন্ মৃগদ্বিজান্ ॥ ২০৪

ভূমি ও তজ্জাত বৃক্ষসমস্ত অবলোকন করত মহা-মেঘের ন্যায় অভ্রভেদী নিজদেহ দেখিয়া মনে করি-লেন, রাক্ষসগণ আমার দেহবৃদ্ধি এবং প্রচণ্ড বেগ দেখিয়া আমাকে দেখিবার জন্য কৌতুহলী হইতে পারে। ১৯১—১৯৯। মহামতি কপিবর হনুমান্ ঐরূপ বিবেচনাপূর্ব্বক নিজ পর্ব্বততুল্য আকার সঙ্কুচিত করিয়া, মোহহীন জীবন্মুক্ত যোগীর ন্যায় পুনরায় প্রকৃতিস্থ হইলেন,—যেরূপ বামনদেব ত্রিপাদ বিস্তার দ্বারা বলির বীর্য্য হরণ করিয়া নিজের আকার সঙ্কুচিত করত প্রকৃতিস্থ হইয়াছিলেন, সেইরূপ নিজ দেহ অত্যন্ত সঙ্কুচিত করত প্রকৃতিস্থ হইলেন এবং মনোহর রূপ ধারণপূর্ব্বক সমুদ্রের পরপারে যাইয়া এক শ্রেষ্ঠ পর্ব্বতের শিখরে সন্নিবেশিতা লঙ্কানগরী দেখিয়া সেই পর্ব্বতে অবতরণ করিলেন। কার্য্য-সাধন-তৎপর মহামেঘতুল্য, মহাত্ম হনুমান্ বল দ্বারা দানব এবং পন্নগসমূহে সেবিত মহাতরঙ্গমালা-সমন্বিত সমুদ্র লঙ্ঘন করিয়া অন্যের অগম্য সাগরের পরপারে যাইয়া দেহ সঙ্কুচিত করত সমুচিত রূপ ধারণ করিলেন এবং মৃগ ও পক্ষীদিগকে শঙ্কিত করত কেতক, উদ্দালক ও নারিকেলবৃক্ষসমূহে বিরাজিত, বিচিত্রশিখরসমন্বিত, সমৃদ্ধ, লম্ব-নামক পর্ব্বতের

স সাগরং দানবপন্নগায়ুতং
বলেন বিক্রম্য মহোর্ম্মিমালিনম্‌।
নিপত্য তীরে চ মহোদধেস্তদা
দদর্শ লঙ্কামমরাবতীমিব ॥ ২০৫

ইতি সুন্দরকাণ্ডে প্রথমঃ সর্গঃ ॥ ১ ॥

দ্বিতীয়ঃ সর্গঃ।

স সাগরমনাধৃষ্যমতিক্রম্য মহাবলঃ।
ত্রিকূটস্য তটে লঙ্কাং স্থিতঃ স্বস্থো দদর্শ হ ॥ ১
ততঃ পাদপমুক্তেন পুষ্পবর্ষেণ বীর্য্যবান্‌।
অভিবৃষ্টস্তস্তত্র বভৌ পুষ্পময়ো হরিঃ ॥ ২
যোজনানাং শতং শ্রীমাং স্তীর্ত্বাপ্যুত্তমবিক্রমঃ।
অনিঃশ্বসন্‌ কপিস্তত্র ন গ্লানিমধিগচ্ছতি ॥ ৩
শতান্যহং যোজনানাং ক্রমেয়ং সুবহূন্যপি।
কিং পুনঃ সাগরস্যান্তং সঙ্খ্যাতং শতযোজনম্‌ ॥ ৪
স তু বীর্য্যবতাং শ্রেষ্ঠঃ প্লবতামপি চোত্তমঃ।
জগাম বেগবান্‌ লঙ্কাং লঙ্ঘয়িত্বা মহোদধিম্‌ ॥ ৫
শাদ্বলানি চ নীলানি গন্ধবন্তি বনানি চ।
মধুমন্তি চ মধ্যেন জগাম নগবন্তি চ ॥ ৬
শৈলাংশ্চ তরুসঞ্ছন্নান্‌ বনরাজীশ্চ পুষ্পিতাঃ।
অভিচক্রাম তেজস্বী হনুমান্‌ প্লবগর্ষভঃ ॥ ৭
স তস্মিন্নচলে তিষ্ঠন্‌ বনান্যুপবনানি চ।
স নগাগ্রে স্থিতাং লঙ্কাং দদর্শ পবনাত্মজঃ ॥ ৮
সরলান্‌ কর্ণিকারাংশ্চ খর্জ্জুরাংশ্চ সুপুষ্পিতান্‌।
প্রিয়ালান্‌ মুচুলিন্দাংশ্চ কুটজান্‌ কেতকানপি ॥ ৯
প্রিয়ঙ্গূন্‌ গন্ধপূর্ণাংশ্চ নীপান্‌ সপ্তচ্ছদাংস্তথা।
আসনান্‌ কোবিদারাংশ্চ করবীরাংশ্চ পুষ্পিতান্‌ ॥ ১০
পুষ্পভারনিবদ্ধাংশ্চ তথা মুকুলিতানপি।
পাদপান্‌ বিহগাকীর্ণান্‌ পবনাধূতমস্তকান্‌ ॥ ১১
হংসকারণ্ডবাকীর্ণা বাপীঃ পদ্মোৎপলাবৃতাঃ।
আক্রীড়ান্‌ বিবিধান্‌ রম্যান্‌ বিবিধাংশ্চ জলাশয়ান্‌ ॥ ১২
সন্ততান্‌ বিবিধৈর্বৃক্ষৈঃ সর্ব্বর্তুফলপুষ্পিতৈঃ।
উদ্যানানি চ রম্যাণি দদর্শ কপিকুঞ্জরঃ ॥ ১৩
সমাসাদ্য চ লক্ষ্মীবান্‌ লঙ্কাং রাবণপালিতাম্‌।
পরিখাভিঃ সপদ্মাভিঃ সোৎপলাভিরলঙ্কৃতাম্‌ ॥ ১৪
সীতাপহরণার্থেন রাবণেন সুরক্ষিতাঃ।
সমন্তাদ্বিচরদ্ভিশ্চ রাক্ষসৈরুগ্রধন্বিভিঃ ॥ ১৫
কাঞ্চনেনাবৃতাং রম্যাং প্রাকারেণ মহাপুরীম্‌।
গৃহৈশ্চ গিরিসঙ্কাশৈঃ শারদাম্বুদসন্নিভৈঃ ॥ ১৬

প্রধান শৃঙ্গে নিপতিত হইলেন। তিনি প্রচণ্ড বল-সহকারে দানব ও পন্নগসমূহে সেবিত মহাতরঙ্গমালা-সঙ্কুল সমুদ্র লঙ্ঘনপূর্ব্বক তাহার পরপারে গমন করিয়া অমরাবতীর ন্যায় লঙ্কানগরী দেখিতে লাগিলেন। ২০০—২০৫।

দ্বিতীয় সর্গ।

শ্রীমান্‌ বীরবর মহাবিক্রমশালী হনুমান্‌ দুর্লঙ্ঘ্য সমুদ্র উত্তীর্ণ হইয়া ত্রিকূটপর্ব্বতে অবস্থান করত সুস্থভাবে লঙ্কাপুরী দেখিতে লাগিলেন এবং বৃক্ষচ্যুত কুসুমবর্ষণে সমাকীর্ণ হইয়া, পুষ্পময় বানরের ন্যায় শোভা পাইলেন। তিনি শতযোজন পথ পর্য্যটন করিয়াও পরিশ্রান্ত হইলেন না; অধিক কি, দীর্ঘ নিশ্বাসও পরিত্যাগ করিলেন না; পরন্তু এরূপ মনে করিলেন যে এইরূপে আমি বহু শত যোজন অতিক্রম করিতে পারি; শতযোজনমাত্র সমুদ্রের পারে যাওয়া আমার পক্ষে নিতান্ত সহজ কর্ম্ম। বীর্য্যবান্‌দিগের মধ্যে প্রধান তেজস্বী পবননন্দন কপিবর হনুমান্‌ সমুদ্র উত্তীর্ণ হইয়া লঙ্কানগরীর অভিমুখে প্রস্থান করিলেন। তিনি নীলবর্ণ শাদ্বল ও নানাবিধ প্রত্যন্তপর্ব্বতশোভিত, মধুসমন্বিত, সুগন্ধিবন এবং পর্ব্বত সকলের মধ্যস্থান দিয়া যাইতে লাগিলেন। পরে তিনি বিবিধ তরুরাজিসমাকুল প্রত্যন্তপর্ব্বত এবং পুষ্পশোভিত বন অতিক্রমপূর্ব্বক সেই পর্ব্বতে থাকিয়া অদূরে শিখরদেশে সন্নিবেশিতা লঙ্কানগরী তথাকার বন এবং উপবনসমূহ উত্তমরূপে দেখিতে পাইলেন। যাহাদিগের অগ্রভাগ বায়ুদ্বারা কম্পিত হইতেছিল, তথন সেই কর্ণিকার, পুষ্পিত খর্জ্জুর, পিয়াল, জম্বীর, কুটজ, কেতক, সুগন্ধি প্রিয়ঙ্গু, নীপ, সপ্তবর্ণ, আসন, কোবিদার, পুষ্পিত করবীর এবং অন্যান্য কোরক ও পুষ্পসমন্বিত পক্ষিগণসেবিত অনেক বৃক্ষ, পদ্ম ও উৎপলসমূহে সমাবৃত,—হংস কারণ্ডবগণে সেবিত তড়াগ, বিবিধ সাধারণ উপবন, অনেক সুরম্য উদ্যান এবং সকল ঋতুতেই যাহাদিগের ফুল ও ফল হয়, তদ্রূপ বিবিধ বৃক্ষরাজি দ্বারা চতুর্দ্দিকে পরিবৃত বহু সরোবর তিনি দেখিলেন। ১—১৩। পরে সেই শ্রীমান্‌ কপিবর পদ্ম ও উৎপলসমূহে সমাকুল পরিখা দ্বারা বিভূষিতা রাবণ-পালিতা লঙ্কানগরীর আরও নিকটবর্ত্তী হইলেন এবং দেবরাজ ইন্দ্র যেরূপ অক্ষুব্ধচিত্তে অমরাবতীনগরী দেখেন, সেইরূপ অক্ষুব্ধচিত্তে লঙ্কানগরী দেখিতে লাগিলেন।

পাণ্ডুরাভিঃ প্রতোলীভিরুচ্চাভিরভিসংবৃতাম্।
অট্টালকশতাকীর্ণাং পতাকাধ্বজশোভিতাম্॥ ১৭
তোরণৈঃ কাঞ্চনৈর্দিব্যৈর্লতাপঙ্‌ক্তিবিরাজিতৈঃ।
দদর্শ হনুমান্ লঙ্কাং দেবো দেবপুরীমিব॥ ১৮
গিরিমূর্দ্ধ্নি স্থিতাং লঙ্কাং পাণ্ডুরৈর্ভবনৈঃ শুভৈঃ।
দদর্শ স কপিঃ শ্রীমান্ পুরীমাকাশগামিব॥ ১৯
পালিতাং রাক্ষসেন্দ্রেণ নির্ম্মিতাং বিশ্বকর্ম্মণা।
প্লবমানামিবাকাশে দদর্শ হনুমান্ কপিঃ॥ ২০
বপ্রপ্রাকারজঘনাং বিপুলাম্বুনবাম্বরাম্।
শতঘ্নীশূলকেশান্তামট্টালকবতংসকাম্॥ ২১
মনসেব কৃতাং লঙ্কাং নির্ম্মিতাং বিশ্বকর্ম্মণা।
দ্বারমুত্তরমাসাদ্য চিন্তয়ামাস বানরঃ॥ ২২
কৈলাসনিলয়প্রখ্যমালিখন্তমিবাম্বরম্।
ধ্রিয়মাণমিবাকাশমুচ্ছ্রিতৈর্ভবনোত্তমৈঃ।
সম্পূর্ণাং রাক্ষসৈর্ঘোরৈর্গুহামাশীবিষৈরিব॥ ২৩
তস্যাশ্চ মহতীং গুপ্তিং সাগরঞ্চ নিরীক্ষ্য সঃ।
রাবণঞ্চ রিপুং ঘোরং চিন্তয়ামাস বানরঃ॥ ২৪
আগত্যাপীহ হরয়ো ভবিষ্যন্তি নিরর্থকাঃ।
ন হি যুদ্ধেন বৈ লঙ্কা শক্যা জেতুং সুরৈরপি॥ ২৫
ইমান্তু বিষমাং লঙ্কাং দুর্গাং রাবণপালিতাম্।
প্রাপ্যাপি সুমহাবাহুঃ কিং করিষ্যতি রাঘবঃ॥ ২৬
অবকাশো ন সাম্নস্তু রাক্ষসেষ্বভিগম্যতে।
ন দানস্য ন ভেদস্য নৈব যুদ্ধস্য দৃশ্যতে॥ ২৭
চতুর্ণামেব হি গতির্বানরাণাং তরস্বিনাম্।
বালিপুত্রস্য নীলস্য মম রাজ্ঞশ্চ ধীমতঃ॥ ২৮
যাবজ্জানামি বৈদেহীং যদি জীবতি বা ন বা।
তত্রৈব চিন্তয়িষ্যামি দৃষ্ট্বা তাং জনকাত্মজাম্॥ ২৯
ততঃ স চিন্তয়ামাস মুহূর্ত্তং কপিকুঞ্জরঃ।
গিরেঃ শৃঙ্গে স্থিতস্তস্মিন্ রামস্যাভ্যুদয়ং ততঃ॥ ৩০
অনেন রূপেণ ময়া ন শক্যা রক্ষসাং পুরী।
প্রবেষ্টুং রাক্ষসৈর্গুপ্তা ক্রূরৈর্বলসমন্বিতৈঃ॥ ৩১
মহৌজসো মহাবীর্য্যা বলবন্তশ্চ রাক্ষসাঃ।
বঞ্চনীয়া ময়া সর্ব্বে জানকীং পরিমার্গতা॥ ৩২
লক্ষ্যালক্ষ্যেণ রূপেণ রাত্রৌ লঙ্কা পুরী ময়া।
প্রাপ্তকালং প্রবেষ্টুং মে কৃত্যং সাধয়িতুং মহৎ॥ ৩৩

কনকময় প্রাচীরে পরিবেষ্টিত, পর্ব্বততুল্য উচ্চ, শরৎকালীনমেঘবর্ণ গৃহসমূহে সমাবৃত, শত শত অট্টালিকায় সমাকীর্ণ, পাণ্ডুরবর্ণ উন্নত রথ্যাসমূহে অলঙ্কৃত লতাপঙ্‌ক্তিনিবহে শোভিত সুরম্য কনকময় তোরণসমূহে বিভূষিত, ধ্বজ ও পতাকাসমূহে শোভান্বিত সেই মহানগরী তখন সীতাহরণবশতঃ ভীত রাবণকর্ত্তৃক চারিদিকে বিচরণকারী ভীষণ ধনুর্ব্বাণধারী রাক্ষসগণ দ্বারা সুরক্ষিত হইয়াছিল। ১৪—১৮। কপিবর শ্রীমান্ হনূমান্ পাণ্ডুরবর্ণ রমণীয় গৃহসমূহে পরিবৃত পর্ব্বতশিখরস্থিত লঙ্কানগরীকে আকাশগামিনী পুরীর ন্যায় দেখিলেন;—যাহার বপ্র ও প্রাকার নিতম্বস্বরূপ, সমুদ্র ও কানন বস্ত্রস্বরূপ, শতঘ্নী ও শূলসমূহ কেশস্বরূপ এবং অট্টালিকা সকল অলঙ্কারস্বরূপ, বিশ্বকর্ম্মার মানস নির্ম্মিত, রাক্ষসরাজ-রাবণপালিত সেই রমণীস্বরূপ, লঙ্কানগরী যেন আকাশে যাইতেছে দেখিলেন। পরে হনুমান্ কৈলাসভূধরস্থিত পুরদ্বারতুল্য লঙ্কানগরীর উত্তরদ্বার প্রাপ্ত হইয়া চিন্তাকুল হইলেন। উহা অতি উচ্চ উৎকৃষ্ট গৃহরাজিদ্বারা যেন আকাশমণ্ডল ধারণ করত রেখাঙ্কিত করিতেছে। তিনি উগ্রবিষধর সর্পসমূহে সমাকুল গুহার ন্যায় দুর্গম, ভীষণ রাক্ষসগণে সমাবৃত লঙ্কানগরী এবং উত্তমরূপে তাহার রক্ষা-বিধান ও দুস্তর সমুদ্র দেখিয়া রাবণকে প্রবল-পরাক্রম শত্রু বুঝিয়া এইরূপ চিন্তা করিলেন,—

'বানরগণ এখানে আসিয়াও প্রয়োজন সাধন করিতে পারিবে না; কেননা দেবতারাও যুদ্ধ করিয়া লঙ্কানগরী জয় করিতে পারেন না। মহাবল রঘুনন্দন রামই বা এই সমতলবর্জ্জিনী রাবণপালিতা দুর্গম লঙ্কাপুরীতে আসিয়া কি করিবেন। বোধ হইতেছে যে, রাক্ষসেরা সাম, দান, ভেদ, কি যুদ্ধ দ্বারা বশীভূত হইবে না। ধীমান্ বানররাজ সুগ্রীব, বালিতনয় অঙ্গদ, নীল এবং আমি, কেবল এই চারি বেগশালী বানরেরই এখানে আসিবার শক্তি আছে। যাহা হউক, এক্ষণে বিদেহরাজ-জনকনন্দিনী সীতা বাঁচিয়া আছেন কি না, ইহাই জানা উচিত; সুতরাং অগ্রে তাঁহাকে জীবিতা দেখি, পরে এ বিষয়ে চিন্তা করিব।' পরে সেই কপিশ্রেষ্ঠ উক্ত পর্ব্বতশিখরে বসিয়া মুহূর্ত্তকাল রামের কল্যাণ সাধন-বিষয়ক উপায় চিন্তা করিতে লাগিলেন, বলবান্ নিষ্ঠুরপ্রকৃতি রাক্ষসগণকর্ত্তৃক সম্যক্ রক্ষিত রাক্ষসপুরীতে এরূপে আমার প্রবেশ করা কর্ত্তব্য নহে; কেননা রাক্ষসেরা অত্যন্ত বলবীর্য্যশালী এবং তেজস্বী; সুতরাং সীতার অন্বেষণে উদ্যত হইয়া আমি ইহাদিগকে বঞ্চনা করিব। সীতার অনুসন্ধানরূপ গুরুতর কার্য্য সম্পাদনার্থ, সামান্য ভাবে লক্ষ্য অথচ বিশেষ ভাবে অলক্ষ্য, এই রূপ ধারণ করিয়াই রাত্রিকালে লঙ্কানগরীতে প্রবেশ করা উচিত।'

তাং পুরীং তাদৃশীং দৃষ্ট্বা দুরাধর্ষাং সুরাসুরৈঃ।
হনুমাংশ্চিন্তয়ামাস বিনিশ্বস্য মুহুর্মুহুঃ॥ ৩৪
কেনোপায়েন পশ্যেয়ং মৈথিলীং জনকাত্মজাম্।
অদৃষ্টো রাক্ষসেন্দ্রেণ রাবণেন দুরাত্মনা॥ ৩৫
ন বিনশ্যেৎ কথং কার্য্যং রামস্য বিদিতাত্মনঃ।
একামেকশ্চ পশ্যেয়ং রহিতে জনকাত্মজাম্॥ ৩৬
ভূতাশ্চার্থা বিনশ্যন্তি দেশকালবিরোধিতাঃ।
বিক্লবং দূতমাসাদ্য তমঃ সূর্য্যোদয়ে যথা॥ ৩৭
অর্থানর্থান্তরে বুদ্ধির্নিশ্চিতাপি ন শোভতে।
ঘাতয়ন্তীহ কার্য্যাণি দূতাঃ পণ্ডিতমানিনঃ॥ ৩৮
ন বিনশ্যেৎ কথং কার্য্যং বৈক্লব্যং ন কথং ভবেৎ।
লঙ্ঘনঞ্চ সমুদ্রস্য কথং নু ন ভবেদ্বৃথা॥ ৩৯
ময়ি দৃষ্টে তু রক্ষোভী রামস্য বিদিতাত্মনঃ।
ভবেদ্ব্যর্থমিদং কার্য্যং রাবণানর্থমিচ্ছতঃ॥ ৪০
ন হি শক্যং ক্বচিৎ স্থাতুমবিজ্ঞাতেন রাক্ষসৈঃ।
অপি রাক্ষসরূপেণ কিমুতান্যেন কেনচিৎ॥ ৪১
বায়ুরপ্যত্র নাজ্ঞাতশ্চরেদিতি মতির্মম।
ন হ্যত্রাবিদিতং কিঞ্চিদ্রক্ষসাং ভীমকর্ম্মণাম্॥ ৪২
ইহাহং যদি তিষ্ঠামি স্বেন রূপেণ সংবৃতঃ।
বিনাশমুপযাস্যামি ভর্ত্তুরর্থশ্চ হাস্যতি॥ ৪৩
তদহং স্বেন রূপেণ রজন্যাং হ্রস্বতাং গতঃ।
লঙ্কামভিপতিষ্যামি রাঘবস্যার্থসিদ্ধয়ে॥ ৪৪
রাবণস্য পুরীং রাত্রৌ প্রবিশ্য সুদুরাসদাম্।
প্রবিশ্য ভবনং সর্ব্বং দ্রক্ষ্যামি জনকাত্মজাম্॥ ৪৫
ইতি নিশ্চিত্য হনুমান্ সূর্য্যস্যাস্তময়ং কপিঃ।
আচকাঙ্ক্ষে তদা বীরো বৈদেহ্যা দর্শনোৎসুকঃ॥ ৪৬
সূর্য্যে চাস্তং গতে রাত্রৌ দেহং সংক্ষিপ্য মারুতিঃ।
বৃষদংশকমাত্রোঽথ বভূবাদ্ভুতদর্শনঃ॥ ৪৭
প্রদোষকালে হনুমাংস্তূর্ণমুৎপত্য বীর্য্যবান্।
প্রবিবেশ পুরীং রম্যাং প্রবিভক্তমহাপথাম্॥ ৪৮
প্রাসাদমালাবিততাং স্তম্ভৈঃ কাঞ্চনসন্নিভৈঃ।
শাতকুম্ভনিভৈর্জালৈর্গন্ধর্ব্বনগরোপমাম্।
সপ্তভৌমাষ্টভৌমৈশ্চ স দদর্শ মহাপুরীম্॥ ৪৯

১৯—৩৩। পরে হনুমান্ দেবতা এবং দানবগণের অধর্ষণীয়া সেই লঙ্কানগরী দেখিয়া বারংবার দীর্ঘনিশ্বাস ছাড়িয়া পুনর্ব্বার চিন্তা করিতে লাগিলেন,—'কি উপায়ে আমি দুরাচার রাক্ষসরাজ রাবণের দৃষ্টিপথে না পড়িয়া মিথিলারাজ-জনকদুহিতাকে দেখিতে পাইব। আত্মজ্ঞ রামের কার্য্যই বা কি উপায়ে সাধিত হইবে। নির্জ্জন স্থানে জনক-দুহিতা সীতা দেবীকেই বা আমি কিরূপে একাকিনী দেখিতে পাইব। অবশ্যম্ভাবী কার্য্য সকল দেশ-কালবিবেক-বিহীন দূতের সন্নিহিত এবং অনুচিত দেশ ও কাল-বিশেষে প্রযুক্ত হইয়া, সূর্য্যোদয়ে অন্ধকারের ন্যায় বিনষ্ট হয়। অমাত্যগণসহ নরপতিকর্ত্তৃক উত্তম-রূপে কার্য্য এবং অকার্য্যবিষয়ে স্থির বুদ্ধিও দেশ-কালবিবেকবিহীন দূতের অনুগত হইয়া ফল প্রসব করে না; কারণ অকৃতজ্ঞ অথচ পণ্ডিতাভিমানী দূতেরা কার্য্য সকল বিনষ্ট করিয়া থাকে। এক্ষণে কি উপায়ে অজ্ঞতা-দোষ আমাকে স্পর্শ করিতে না পারে,—কি উপায়েই বা আমার এই সমুদ্রলঙ্ঘন এবং সীতা-ন্বেষণরূপ রামের কার্য্য বিফল না হয়! রাক্ষসগণ আমাকে দেখিতে পাইলে, রাবণের অনিষ্টাভিলাষী আত্মজ্ঞ রামের এই কার্য্য বিনষ্ট হইবে। অন্য কোন দেহের কথা দূরে থাকুক, রাক্ষসদেহ ধারণ করিয়াও রাক্ষসগণের অদৃশ্য হইয়া এ প্রদেশে কোন স্থানে থাকা অসম্ভব; কেননা আমার বোধ হইতেছে যে, এ প্রদেশে কোন প্রাণীরই গতি এই ভীমকর্ম্মা রাক্ষস-দিগের অগোচর থাকিতে পারে না,—বায়ুও ইহাদিগের অতর্কিতভাবে এ স্থানে প্রবাহিত হইতে পারে না; সুতরাং আমি যদি এই ভয়ঙ্কর নিজ দেহে এ স্থানে থাকি, তাহা হইলে নিশ্চয়ই বিনষ্ট হইব এবং প্রভুর অভিলষিত কার্য্যের অনিষ্ট হইবে। এই কারণে আমি স্বীয় রূপেই ক্ষুদ্রতম হইয়া রঘুনন্দন রামের উদ্দেশ্য সাধনার্থ রাত্রিকালে দুর্গময় রাবণপালিতা লঙ্কানগরীতে প্রবেশ করিব এবং রাত্রিকালে পুরীতে প্রবেশ করিয়া তথাকার সমুদায় ভবনমধ্যে প্রবেশপূর্ব্বক জনকনন্দিনী সীতাকে অন্বেষণ করিব।' ৩৪—৪৫। মহাবীর পবন-নন্দন কপিশ্রেষ্ঠ হনুমান্ তখন ইহা স্থির করিয়া সীতাকে দেখিবার জন্য সমুৎসুক হইয়া সূর্য্যের অস্ত-গমন প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন; সূর্য্য অস্তগত এবং রাত্রি হইলে নিজ শরীর সঙ্কুচিত করিয়া মার্জ্জারতুল্য ক্ষুদ্রকায় ও অদ্ভুতদর্শন হইলেন। পরে তিনি অবি লম্বে তথা হইতে উৎপতিত হইয়া প্রদোষকালেই রম-ণীয় লঙ্কানগরীতে প্রবেশ করিলেন এবং দেখিলেন যে, অতি বিস্তৃত বিভাগানুসারে শ্রেণীবদ্ধ প্রশস্ত পথসমূহে পরিবৃত, প্রাসাদমালাশোভিত সেই মহানগরী, সুবর্ণ-খচিত স্তম্ভসমূহে অলঙ্কৃত, কনকময় গবাক্ষে বিভূষিত, যাহার স্থলভাগ স্ফটিকাদি রত্নসমূহে খচিত ও হেম-ভূষিত সপ্ত ও অষ্টখণ্ডে সমন্বিত, তাদৃশ প্রাসাদ-

শুভ্রৈঃ স্ফটিকসঙ্কীর্ণৈঃ কার্তস্বরবিভূষিতৈঃ।
তৈস্তৈঃ শুশুভিরে তানি ভবনান্যত্র রক্ষসাম্।
কাঞ্চনানি বিচিত্রাণি তোরণানি চ রক্ষসাম্।
লঙ্কামুদ্যোতয়ামাসুঃ সর্ব্বতঃ সমলঙ্কৃতাম্॥
অচিন্ত্যামদ্ভুতাকারাং দৃষ্ট্বা লঙ্কাং মহাকপিঃ
আসীদ্বিষণ্ণো হৃষ্টশ্চ বৈদেহ্যা দর্শনোৎসুকঃ ॥ ৫২

স পাণ্ডুরাবিদ্ধবিমানমালিনীং
মহার্হজাম্বূনদজালতোরণাম্।
যশস্বিনীং রাবণবাহুপালিতাং
ক্ষপাচরৈর্ভীমবলৈঃ সুপালিতাম্॥ ৫৩
চন্দ্রোঽপি সাচিব্যমিবাস্য কুর্ব্বং-
স্তারাগণৈর্মধ্যগতো বিরাজন্।
জ্যোৎস্নাবিতানেন বিতত্য লোকা-
নুত্তিষ্ঠতেঽনেকসহস্ররশ্মিঃ॥ ৫৪
শঙ্খপ্রভং ক্ষীরমৃণালবর্ণ-
মুদ্গচ্ছমানং ব্যবভাসমানম্।
দদর্শ চন্দ্রং স কপিপ্রবীরঃ
পোপ্লূয়মানং সরসীব হংসম্॥ ৫৫

ইতি সুন্দরকাণ্ডে দ্বিতীয়ঃ সর্গঃ॥ ২॥

মালায় সুশোভিত হইয়া গন্ধর্ব্বনগরীর ন্যায় রহিয়াছে। তথায় রাক্ষসদিগের গৃহ সকল স্বর্ণরাজিবিভূষিত, স্ফটিকমণিখচিত প্রাসাদনিচয়দ্বারা বিভূষিত রহিয়াছে এবং রাক্ষসদিগের কনকময় মনোহর তোরণসমূহ সম্যক্‌রূপে অলঙ্কৃতা লঙ্কানগরীকে সবিশেষ শোভান্বিত করিয়াছে। যশস্বিনী লঙ্কানগরী পরস্পর অনতিবিশ্লিষ্ট পাণ্ডুরবর্ণ বিমান এবং মহামূল্য সুবর্ণনির্ম্মিত জালে শোভিত ও তোরণসমূহে বিভূষিত হইয়া অদ্ভুতদর্শনা হইয়াছে এবং রাবণের মহাবল ও ভীমপরাক্রম রাক্ষসগণ কর্ত্তৃক সম্যক্ রক্ষিতা হওয়ায় মনেরও অগম্যা হইয়াছে। ইহা দেখিয়া সীতাদর্শনে সমুৎসুক সেই কপিবর প্রীত ও বিষণ্ণ হইলেন। তখন বহুসহস্র কিরণ চন্দ্র ও নক্ষত্রগণমধ্যবর্ত্তী হইয়া জ্যোৎস্নাস্বরূপ আচ্ছাদন দ্বারা সমস্ত লোককে সমাবৃত ও প্রকাশিত করিতে করিতে যেন হনুমানের সাহায্য করিবার জন্যই তারাগণসহ উদিত হইলেন। কপিবর হনুমান্ মৃণাল ও শঙ্খ-তুল্য শুভ্র বিরাজমান উৎপতনোদ্যত চন্দ্রকে সরোবরমধ্যে সন্তরণশীল হংসের ন্যায় দেখিতে লাগিলেন। ৪৮—৫৫।

তৃতীয়ঃ সর্গঃ।

স লম্বশিখরে লম্বে লম্বতোয়দসন্নিভে।
সত্ত্বমাস্থায় মেধাবী হনুমান্মারুতাত্মজঃ॥ ১
নিশি লঙ্কাং মহাসত্ত্বো বিবেশ কপিকুঞ্জরঃ।
রম্যকাননতোয়াঢ্যাং পুরীং রাবণপালিতাম্॥ ২
শারদাম্বুধরপ্রখ্যৈর্ভবনৈরুপশোভিতাম্।
সাগরোপমনির্ঘোষাং সাগরানিলসেবিতাম্।
সুপুষ্টবলসম্পুষ্টাং তথৈব বিটপাবতীম্॥ ৩
চারুতোরণনির্যূহাং পাণ্ডুরদ্বারতোরণাম্।
ভুজগাচরিতাং গুপ্তাং শুভাং ভোগবতীমিব॥ ৪
তাং স বিদ্যুদ্ঘনাকীর্ণাং জ্যোতির্গণনিষেবিতাম্।
চণ্ডমারুতনির্হ্রাদাং যথা চাপ্যমরাবতীম্॥ ৫
শাতকুম্ভেন মহতা প্রাকারেণাভিসংবৃতাম্।
কিঙ্কিণীজালঘোষাভিঃ পতাকাভিরলঙ্কৃতাম্॥ ৬
আসাদ্য সহসা হৃষ্টঃ প্রাকারমভিপেদিবান্।
বিস্ময়াবিষ্টহৃদয়ঃ পুরীমালোক্য সর্ব্বতঃ॥ ৭
জাম্বূনদময়ৈর্দ্বারৈর্বৈদূর্যকৃতবেদিকৈঃ।
মণিস্ফটিকমুক্তাভির্মণিকুট্টিমভূষিতৈঃ॥ ৮
তপ্তহাটকনির্যূহৈ রাজতামলপাণ্ডুরৈঃ।

তৃতীয় সর্গ।

কপি-শ্রেষ্ঠ পবননন্দন মহাবীর মেধাবী হনূমান্, ধৈর্য্য অবলম্বনপূর্ব্বক বিশালমেঘতুল্য সুদীর্ঘ লম্ব-নামক পর্ব্বতশিখরে দিবস অতিবাহিত করিয়া রাত্রিতে সুরম্য কানন এবং বারিবিশিষ্টা, শরৎকালীন মেঘের ন্যায় ভবনসমূহে শোভিতা, সাগরবৎ তুমুল কোলাহলে নিনাদিতা, সাগরসংসর্গী বায়ুকর্ত্তৃক সেবিতা, রাবণপালিত লঙ্কায় প্রবিষ্ট হইলেন। সম্পুষ্টসৈন্যসমাকুলা, পাণ্ডুরবর্ণ দ্বারের উপরিস্থ তোরণসমূহে বিভূষিতা, তোরণস্থিত উৎকৃষ্ট মত্ত হস্তিসমূহে সমাকুলা অলকাপুরী ও সর্পগণসেবিতা সুরক্ষিতা মনোহারিণী ভোগবতী পুরী এবং সবিদ্যুৎমেঘসমূহে সমাকীর্ণ, গ্রহ-নক্ষত্রাদিসেবিত প্রচণ্ডবায়ুশব্দে নিনাদিত আকাশমণ্ডলের ন্যায় কাঞ্চনময় প্রকাণ্ড প্রাচীরে পরিবেষ্টিতা, কিঙ্কিণীজালশব্দে নিনাদিতা, ধ্বজসমূহে বিভূষিতা লঙ্কানগরীর নিকটবর্ত্তী হইয়া সহসা তিনি তাহার প্রাচীরে উঠিলেন। পরে প্রাচীর হইতে লঙ্কানগরীর চতুর্দ্দিক্ দেখিবার পরে তিনি বিস্মিত হইলেন। উহার সিংহদ্বার কনকময়; তাহার বেদিকা সকল স্ফটিক, মণি, মুক্তা, বৈদূর্য্যমণি প্রভৃতি রত্নসমূহে নির্ম্মিত; কুট্টিম সকল মণিময়;

বৈদূর্য্যকৃতসোপানৈঃ স্ফটিকান্তরপাংশুভিঃ ॥ ৯
চারুসঞ্জবনোপেতৈঃ খমিবোৎপতিতৈঃ শুভৈঃ।
ক্রৌঞ্চবর্হিণসঙ্ঘুষ্টৈ রাজহংসনিষেবিতৈঃ ॥ ১০
তূর্য্যাভরণনির্ঘোষৈঃ সর্ব্বতঃ পরিনাদিতাম্।
বস্বোকসারপ্রতিমাং সমীক্ষ্য নগরীং ততঃ ॥ ১১
খমিবোৎপতিতাং লঙ্কাং জহর্ষ হনুমান কপিঃ ॥ ১২
তাং সমীক্ষ্য পুরীং লঙ্কাং রাক্ষসাধিপতেঃ শুভাম্।
অনুত্তমামৃদ্ধিমতীং চিন্তয়ামাস বীর্য্যবান ॥ ১৩
নেয়মন্যেন নগরী শক্যা ধর্ষয়িতুং বলাৎ।
রক্ষিতা রাবণবলৈরুদ্যতায়ুধপাণিভিঃ ॥ ১৪
কুমুদাঙ্গদয়োর্ব্বাপি সুষেণস্য মহাকপেঃ।
প্রসিদ্ধেয়ং ভবেদ্ভূমির্মৈন্দদ্বিবিদয়োরপি ॥ ১৫
বিবস্বতস্তনূজস্য হরেশ্চ কুশপর্ব্বণঃ।
ঋক্ষস্য কপিমুখ্যস্য মম চৈব গতির্ভবেৎ ॥ ১৬
সমীক্ষ্য চ মহাবাহো রাঘবস্য পরাক্রমম্।
লক্ষ্মণস্য চ বিক্রান্তমভবৎ প্রীতিমান কপিঃ ॥ ১৭
তাং রত্নবসনোপেতাং গোষ্ঠাগারাবতংসিকাম্।
যন্ত্রাগারস্তনীমৃদ্ধাং প্রমদামিব ভূষিতাম্ ॥ ১৮
তাং নষ্টতিমিরাং দীপৈর্ভাস্বরৈশ্চ মহাগ্রহৈঃ।
নগরীং রাক্ষসেন্দ্রস্য স দদর্শ মহাকপিঃ ॥ ১৯
অথ সা হরিশার্দ্দূলং প্রবিশন্তং মহাকপিম্।
নগরী স্বেন রূপেণ দদর্শ পবনাত্মজম্ ॥ ২০
সা তং হরিবরং দৃষ্ট্বা লঙ্কা রাবণপালিতা।
স্বয়মেবোত্থিতা তত্র বিকৃতাননদর্শনা ॥ ২১
পুরস্তাত্তস্য বীরস্য বায়ুসূনোরতিষ্ঠত।
মুঞ্চমানা মহানাদমব্রবীৎ পবনাত্মজম্ ॥ ২২
কস্ত্বং কেন চ কার্য্যেণ ইহ প্রাপ্তো বনালয়।
কথয়স্বেহ যত্তত্ত্বং যাবৎ প্রাণা ধরন্তি তে ॥ ২৩
ন শক্যং খল্বিয়ং লঙ্কা প্রবেষ্টুং বানর ত্বয়া।
রক্ষিতা রাবণবলৈরভিগুপ্তা সমন্ততঃ ॥ ২৪
অথ তামব্রবীদ্বীরো হনুমানগ্রতঃ স্থিতাম্।
কথয়িষ্যামি তত্ত্বং যন্মাং ত্বং পরিপৃচ্ছসি ॥ ২৫
কা ত্বং বিরূপনয়না পুরদ্বারেঽবতিষ্ঠসে।
কিমর্থং চাপি মাং ক্রোধান্নির্ভর্ৎসয়সি দারুণে ॥ ২৬
হনুমদ্বচনং শ্রুত্বা লঙ্কা সা কামরূপিণী।
উবাচ বচনং ক্রুদ্ধা পরুষং পবনাত্মজম্ ॥ ২৭

উপরিভাগ রৌপ্যের ন্যায় পাণ্ডুবর্ণ; সোপানরাজি বৈদূর্য্যমণিনির্ম্মিত; অন্তর ও মধ্যদেশ স্ফটিক দ্বারা রচিত হওয়ায় পাংশুরহিত এবং সভা সকল মনোহর। উহা যেন আকাশোৎপতিত শুভগৃহসদৃশ, উৎকৃষ্ট কাঞ্চন-বিরচিত মত্ত হস্তিসমূহে বিরাজিত, ক্রৌঞ্চ ও ময়ূর-গণের রবে মুখরিত এবং রাজহংসসমূহে বিরাজিত রহিয়াছে। তূর্য্যধ্বনি এবং অলঙ্কারশিঞ্জনে নিনাদিত অলকা-পুরীর ন্যায় সেই লঙ্কা নগরী যেন গগন স্পর্শ করিতেছে, দেখিয়া বীর্য্যবান্ কপিবর হনুমান যারপর নাই সন্তুষ্ট হইলেন। পরে তিনি রাক্ষসরাজ রাবণের সেই মনোহারিণী অনুত্তমা নগরী বিশেষরূপে দেখিয়া ভাবিতে লাগিলেন। ১—১৩। "রাবণের অস্ত্রধারী সৈন্যগণকর্ত্তৃক সুরক্ষিতা এই নগরীকে বলপূর্ব্বক ধর্ষণা করিবার শক্তি অন্য কাহারও নাই, কেবল সূর্য্যপুত্র বানররাজ সুগ্রীব, যুবরাজ অঙ্গদ, কুমুদ, কপিবর সুষেণ, মৈন্দ, দ্বিবিদ, কুশপর্ব্বতুল্য রোম-বিশিষ্ট কপিবর ঋক্ষ এবং আমার এখানে আসিবার ক্ষমতা আছে।" সেই কপিবর মহাবাহু রঘুনন্দন, রাম ও লক্ষ্মণের পরাক্রম বিবেচনা করিয়া প্রীত হইলেন এবং যাহার যন্ত্রাগার স্তনস্বরূপ, গোষ্ঠাগার অলঙ্কারস্বরূপ ও রত্নাকর সমুদ্র বসনস্বরূপ হওয়ায় নানা ভূষণে বিভূষিতা রমণীর ন্যায় দেখাইতেছে।

এবং দীপমালা ও চন্দ্রকিরণে দীপ্তিশালী সুবৃহৎ গৃহ-সমূহে যাহার অন্ধকার নাশ হইয়াছে, সেই সমৃদ্ধি-শালিনী রাক্ষসরাজরাবণপালিত লঙ্কানগরী দেখিতে লাগিলেন। পরে রাবণপালিতা লঙ্কানগরীর অধি-ষ্ঠাত্রী দেবী দেখিতে পাইলেন যে, পবনতনয় কপিবর হনুমান নগরীমধ্যে প্রবেশ করিতে উদ্যত। তাহা দেখিয়া তিনি বিকটবদনা ও ভীমদর্শনা রাক্ষসী-রূপে স্বয়ংই উত্থানপূর্ব্বক তাঁহার সম্মুখে অবস্থিত হইলেন এবং ভয়ঙ্কর রব করত তাঁহাকে বলিলেন, "অরে বানর! তুই কে? কোন্ কার্য্যব্যপদেশেই বা এখানে আসিয়াছিস? যতক্ষণ তোর দেহে প্রাণ থাকে, তন্মধ্যেই তুই আমার প্রশ্নের যথার্থ উত্তর প্রদান কর। অরে বন্য! এই নগরী রাবণসৈন্যগণ কর্ত্তৃক সম্যক্‌রূপে রক্ষিতা রহিয়াছে; বিশেষতঃ আমি সর্ব্বপ্রকারে এই নগরী রক্ষা করিতেছি, সুতরাং কদাচ তুই পুরীর মধ্যে প্রবেশ করিতে পারিবি না।" ১৪—২৫। পরে বীরবর হনুমান, সম্মুখে অবস্থিতা লঙ্কাধিষ্ঠাত্রী দেবীকে কহিলেন, "ভীমস্বভাবে! তোমার প্রশ্নের যথার্থ উত্তর আমি পরে দিব, অগ্রে তুমি আমার প্রশ্নের উত্তর দেও। বিরূপনয়নে! তুমি কে? স্ত্রীলোক হইয়াই বা পুরদ্বারে অবস্থান করি-তেছ কেন এবং কুপিত হইয়া আমাকে ভর্ৎসনা করি-তেছই বা কেন?" বায়ুতনয় হনুমানের কথা শুনিয়া কামরূপিণী লঙ্কাধিষ্ঠাত্রী দেবী ক্রুদ্ধা হইয়া তাঁহাকে

অহং রাক্ষসরাজস্য রাবণস্য মহাত্মনঃ।
আজ্ঞাপ্রতীক্ষা দুর্দ্ধর্ষা রক্ষামি নগরীমিমাম্ ॥ ২৮
ন শক্যং মামবজ্ঞায় প্রবেষ্টুং নগরীমিমাম্।
অদ্য প্রাণৈঃ পরিত্যক্তঃ স্বপ্স্যসে নিহতো ময়া ॥ ২৯
অহং হি নগরী লঙ্কা স্বয়মেব প্লবঙ্গম।
সর্ব্বতঃ পরিরক্ষামি অতস্তে কথিতং ময়া ॥ ৩০
লঙ্কায়া বচনং শ্রুত্বা হনুমান্ মারুতাত্মজঃ।
যত্নবান্ স হরিশ্রেষ্ঠঃ স্থিতঃ শৈল ইবাপরঃ ॥ ৩১
স তাং স্ত্রীরূপবিকৃতাং দৃষ্ট্বা বানরপুঙ্গবঃ।
আবভাষেঽথ মেধাবী সত্ত্ববান্ প্লবগর্ষভঃ ॥ ৩২
দ্রক্ষ্যামি নগরীং লঙ্কাং সাট্টপ্রাকারতোরণাম্।
ইত্যর্থমিহ সম্প্রাপ্তঃ পরং কৌতূহলং হি মে ॥ ৩৩
বনান্যুপবনানীহ লঙ্কায়াঃ কাননানি চ।
সর্ব্বতো গৃহমুখ্যানি দ্রষ্টুমাগমনং হি মে ॥ ৩৪
তস্য তদ্বচনং শ্রুত্বা লঙ্কা সা কামরূপিণী।
ভূয় এব পুনর্ব্বাক্যং বভাষে পরুষাক্ষরম্ ॥ ৩৫
মামনির্জ্জিত্য দুর্ব্বুদ্ধে রাক্ষসেশ্বরপালিতাম্।
ন শক্যা হ্যদ্য তে দ্রষ্টুং পুরীয়ং বানরাধম ॥ ৩৬
ততঃ স হরিশার্দ্দূলস্তামুবাচ নিশাচরীম্।
দৃষ্ট্বা পুরীমিমাং ভদ্রে পুনর্যাস্যে যথাগতম্ ॥ ৩৭
ততঃ কৃত্বা মহানাদং সা বৈ লঙ্কা ভয়ঙ্করম্।
তলেন বানরশ্রেষ্ঠং তাড়য়ামাস বেগিতা ॥ ৩৮
ততঃ স হরিশার্দ্দূলো লঙ্কয়া তাড়িতো ভৃশম্।
ননাদ সুমহানাদং বীর্য্যবান্ মারুতাত্মজঃ ॥ ৩৯
ততঃ সংবর্ত্তয়ামাস বামহস্তস্য সোঽঙ্গুলীঃ।
মুষ্টিনাভিজঘানৈনাং হনুমান্ ক্রোধমূর্চ্ছিতঃ।
স্ত্রী চেতি মন্যমানেন নাতিক্রোধঃ স্বয়ং কৃতঃ ॥ ৪০
সা তু তেন প্রহারেণ বিহ্বলাঙ্গী নিশাচরী।
পপাত সহসা ভূমৌ বিকৃতাননদর্শনা ॥ ৪১
ততস্তু হনুমান্ প্রাজ্ঞস্তাং দৃষ্ট্বা বিনিপাতিতাম্।
কৃপাং চকার তেজস্বী মন্যমানঃ স্ত্রিয়ন্তু তাম্ ॥ ৪২
ততো বৈ ভৃশমুদ্বিগ্না লঙ্কা সা গদ্গদাক্ষরম্।
উবাচাগর্ব্বিতং বাক্যং হনুমন্তং প্লবঙ্গমম্ ॥ ৪৩
প্রসীদ সুমহাবাহো ত্রায়স্ব হরিসত্তম।
সময়ে সৌম্য তিষ্ঠন্তি সত্ত্ববন্তো মহাবলাঃ ॥ ৪৪
অহন্তু নগরী লঙ্কা স্বয়মেব প্লবঙ্গম।
নির্জ্জিতাহং ত্বয়া বীর বিক্রমেণ মহাবল ॥ ৪৫

বলিলেন, "আমি রাক্ষসরাজ মহাত্মা রাবণের আজ্ঞানুবর্ত্তিনী হইয়া এই নগরী রক্ষা করিয়া থাকি, আমাকে ধর্ষণ করিতে কাহারও সাধ্য নাই। অরে বানর! আমি লঙ্কা নগরীর অধিষ্ঠাত্রী দেবী; স্বয়ংই ইহাকে সর্ব্বতোভাবে রক্ষা করিয়া থাকি। এই নিমিত্তই তোকে বলিতেছি যে, তুই আমাকে অবজ্ঞা করিয়া নগরীমধ্যে প্রবেশ করিতে পারিবি না; প্রত্যুত আমাকর্ত্তৃক নিহত হইবি।" লঙ্কাধিষ্ঠাত্রী দেবীর ঐ কথা শুনিয়া বায়ুপুত্র মেধাবী বলবান্ কপিবর হনুমান্ তাঁহাকে বিকৃতাকারা স্ত্রীরূপিণী দর্শনপূর্ব্বক পরাজয় করিতে যত্নশীল হইয়া পর্ব্বতের ন্যায় নিশ্চলভাবে রহিলেন এবং তাঁহাকে কহিলেন, "আমি লঙ্কানগরী এবং এখানকার অট্টালক, প্রাকার ও তোরণ সকল দেখিব, এই অভিপ্রায়ে এখানে আসিয়াছি; লঙ্কানগরী দেখিতে আমার নিতান্ত কৌতূহল জন্মিয়াছে। লঙ্কানগরীর চতুর্দ্দিক্‌স্থ প্রধান প্রধান গৃহ, বন, উপবন এবং উদ্যান সকল দেখিবার নিমিত্তই আমার আগমন হইয়াছে।" ২৫—৩৪। কপিবরের কথা শুনিয়া কামরূপিণী লঙ্কাধিষ্ঠাত্রী দেবী পুনরায় তাঁহাকে আরও অধিক কর্কশ স্বরে বলিলেন, "অরে অবোধ বানরাধম! তুই আমাকে পরাজয় না করিয়া রাক্ষসরাজ রাবণের পালিতা এই পুরী দেখিতে পারিবি না" পরে কপিবর হনুমান্ রাক্ষসরূপিণী লঙ্কাধিষ্ঠাত্রী দেবীকে 'ভদ্রে! আমি নগরী দেখিয়াই পুনরায় নিজস্থানে প্রস্থান করিব" ইহা বলিলে তিনি বেগশালিনী হইয়া ভয়ঙ্কর চীৎকারপূর্ব্বক তাঁহাকে করতল দ্বারা প্রহার করিলেন। লঙ্কাধিষ্ঠাত্রী দেবী কর্ত্তৃক বিষম তাড়িত হইয়া কপিবর বীর্য্যবান্ হনুমান্ ক্রোধে অধীর হইয়া উঠিলেন; কিন্তু তাঁহাকে স্ত্রীলোক মনে করিয়া ক্রোধের একান্ত বশীভূত হইলেন না। পরে তিনি বামহস্তের অঙ্গুলী সংযমপূর্ব্বক ভীষণ চীৎকারসহকারে মুষ্টি দ্বারা তাঁহাকে প্রহার করিলেন। বিকৃতাননা বিকটদর্শনা রাক্ষসরূপধারিণী লঙ্কাধিষ্ঠাত্রী দেবী সেই প্রহারে কম্পিতকায়া হইয়া সহসা ভূপতিত হইলেন। তাঁহাকে ভূতলে পতিতা দেখিয়া তেজস্বী বীর্য্যবান্ কপিবর হনুমান স্ত্রীলোক বিবেচনায় তাঁহার প্রতি দয়া প্রকাশ করিলেন অর্থাৎ তাঁহাকে আর প্রহার করিলেন না। ৩৫—৪২। পরে লঙ্কাধিষ্ঠাত্রী দেবী অত্যন্ত উদ্বিগ্না হইয়া তাঁহাকে গর্ব্বশূন্য গদ্গদবাক্যে বলিলেন, "প্রিয়দর্শন মহাবাহু কপিবর! বলবীর্য্যবান্ ব্যক্তিগণ "স্ত্রীবধ অনুচিত' এই নিয়ম লঙ্ঘন করেন না; সুতরাং আমার প্রতি তুমি প্রসন্ন হও,—আমাকে রক্ষা কর। মহাবলবীর্য্য কপিবর! আমি লঙ্কা-নগরীর অধিষ্ঠাত্রী দেবী; তুমি আমাকে পরা-

ইদঞ্চ তথ্যং শৃণু মে কুবত্যা বৈ হরীশ্বর।
স্বয়ং স্বয়ম্ভুবা দত্তং বরদানং যথা মম॥ ৪৬
যদা ত্বাং বানরঃ কশ্চিদ্বিক্রমাদ্বশমানয়েৎ।
তদা ত্বয়া হি বিজ্ঞেয়ং রক্ষসাং ভয়মাগতম্॥ ৪৭
স হি মে সময়ঃ সৌম্য প্রাপ্তোঽদ্য তব দর্শনাৎ।
স্বয়ম্ভূবিহিতঃ সত্যো ন তস্যাস্তি ব্যতিক্রমঃ॥ ৪৮
সীতানিমিত্তং রাজ্ঞস্তু রাবণস্য দুরাত্মনঃ।
রক্ষসাঞ্চৈব সর্ব্বেষাং বিনাশঃ সমুপাগতঃ॥ ৪৯
তৎ প্রবিশ্য হরিশ্রেষ্ঠ পুরীং রাবণপালিতাম্।
বিধৎস্ব সর্ব্বকার্য্যাণি যানি যানীহ বাঞ্ছসি॥ ৫০
প্রবিশ্য শাপোপহতাং হরীশ্বর
পুরীং শুভাং রাক্ষসমুখ্যপালিতাম্।
যদৃচ্ছয়া ত্বং জনকাত্মজাং সতীং
বিমার্গ সর্ব্বত্র গতো যথাসুখম্॥ ৫১

সুন্দরকাণ্ডে তৃতীয়ঃ সর্গঃ॥ ৩॥

ক্রমপ্রকাশে পরাজয় করিয়াছ; বানরশ্রেষ্ঠ! স্বয়ম্ভু ব্রহ্মা আমাকে যে বর দিয়াছিলেন, আমি তাহা বলিতেছি; তুমি আমার এই সত্য কথা শ্রবণ কর। ব্রহ্মা আমাকে বলিয়াছিলেন যে, 'যখন তুমি কোন বানরের বিক্রমে বশীভূতা হইবে, তখনই মনে করিও যে, রাক্ষসদিগের ভয় উপস্থিত হইয়াছে। প্রিয়দর্শন! ব্রহ্মনির্দ্দিষ্ট বিষয়ের কদাচ অন্যথা হয় না; অদ্য তোমাকে দেখিয়া আমি বুঝিলাম সেই ব্রহ্মনির্দ্দিষ্ট অবশ্যম্ভাবী সময় উপস্থিত হইল। বানরশ্রেষ্ঠ! সীতার কারণ দুরাচার রাক্ষসরাজ রাবণ এবং সমুদায় রাক্ষসের মৃত্যুকাল উপস্থিত হইয়াছে; সুতরাং এই রাবণপালিতা নগরীতে প্রবেশ করিয়া যে যে কার্য্য সম্পন্ন করিতে ইচ্ছা হয়, তাহা সম্পাদন কর। কপিবর! তুমি যদৃচ্ছাক্রমে এই নগরীতে প্রবেশপূর্ব্বক সকল স্থানে যাইয়া যথাসুখে পতিব্রতা জনক-তনয়া সীতাকে অন্বেষণ কর। কারণ, রাক্ষসরাজ রাবণের এই মনোহারিণী নগরী অভিশাপ-গ্রস্তা হইয়াছে।" ৪৬—৫১।

চতুর্থঃ সর্গঃ।

স নির্জ্জিত্য পুরীং লঙ্কাং শ্রেষ্ঠাং তাং কামরূপিণীম্।
বিক্রমেণ মহাতেজা হনুমান্ কপিসত্তমঃ॥ ১
অদ্বারেণ মহাবীর্য্যঃ প্রাকারমবপুপ্লুবে।
নিশি লঙ্কাং মহাসত্ত্বো বিবেশ কপিকুঞ্জরঃ॥ ২
প্রবিশ্য নগরীং লঙ্কাং কপিরাজহিতঙ্করঃ।
চক্রেঽথ পাদং সব্যঞ্চ শত্রূণাং স তু মূর্দ্ধনি।
প্রবিষ্টঃ সত্ত্বসম্পন্নো নিশায়াং মারুতাত্মজঃ॥ ৩
স মহাপথমাস্থায় মুক্তপুষ্পবিরাজিতম্।
ততস্তু তাং পুরীং লঙ্কাং রম্যামভিযযৌ কপিঃ॥ ৪
হসিতোৎকৃষ্টনিনদৈস্তূর্য্যঘোষপুরস্কৃতৈঃ।
বজ্রাঙ্কুশনিকাশৈশ্চ বজ্রজালবিভূষিতৈঃ॥ ৫
গৃহমেঘৈঃ পুরী রম্যা বভাসে দ্যৌরিবাম্বুদৈঃ।
প্রজজ্বাল তদা লঙ্কা রক্ষোগণগৃহৈঃ শুভৈঃ॥ ৬
সিতাভ্রসদৃশৈশ্চিত্রৈঃ পদ্মস্বস্তিকসংস্থিতৈঃ।
বর্দ্ধমানগৃহৈশ্চাপি সর্ব্বতঃ সুবিভূষিতৈঃ॥ ৭
তাং চিত্রমাল্যাভরণাং কপিরাজহিতঙ্করঃ।
রাঘবার্থে চরন্ শ্রীমান্ দদর্শ চ ননন্দ চ॥ ৮

চতুর্থ সর্গ।

মহাবল-পরাক্রান্ত তেজস্বী সুগ্রীবের শুভাভিলাষী হনুমান্, সেই ইচ্ছারূপিণী লঙ্কাধিষ্ঠাত্রী দেবীকে পরাস্ত করিয়া দ্বারের দরবর্ত্তী প্রাচীরে উঠিয়া রাত্রি-কালে লঙ্কানগরীতে প্রবেশ করিলেন। তিনি নিশাযোগে লঙ্কানগরীতে প্রবেশপূর্ব্বক প্রথমতঃ বামপাদস্থাপন করিয়াছিলেন। পণ্ডিতেরা প্রথমে বামপাদস্থাপনকে শত্রুপরাজয়ের প্রধান হেতু বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। তৎপরে বীর্য্যবান্ বায়ুপুত্র হনুমান্, বিকীর্ণ কুসুমে সুশোভিত রাজপথ অবলম্বন করিয়া ভ্রমণ করিতে করিতে দেখিতে পাইলেন যে, আকাশমণ্ডল যেমন মেঘসমূহদ্বারা শোভিত হয়, তদ্রূপ সেই সুচারু লঙ্কানগরী তূর্য্য-ধ্বনিমিশ্রিত হাস্যজনিত সুমধুর শব্দে মুখরিত, হীরকখচিত বাতায়ন-পরিবৃত, বজ্রাকার ও অঙ্কুশাকার গৃহরূপ মেঘমালায় বিরাজিতা হইয়া শোভা পাইতেছে। রাত্রিকালে তাঁহার বোধ হইল, যেন লঙ্কানগরী শুভ্রবর্ণ-মেঘতুল্য সর্ব্বত্র সুসজ্জিত, মনোহর পদ্মাকার বর্দ্ধমাননামক, (দক্ষিণদ্বাররহিত পূর্ব্ব, পশ্চিম এবং উত্তর দ্বার-যুক্ত) ও স্বস্তিকাকার (উত্তর, দক্ষিণ ও পশ্চিম-দ্বারযুক্ত পূর্ব্বদ্বাররহিত) গৃহসমূহদ্বারা উদ্ভাসিত হইতেছিল। বানররাজ সুগ্রীবের হিতাভিলাষী শ্রীমান্

ভবনাদ্ভবনং গচ্ছন্ দদর্শ কপিকুঞ্জরঃ।
বিবিধাকৃতিরূপাণি ভবনানি ততস্ততঃ॥ ৯
শুশ্রাব রুচিরং গীতং ত্রিস্থানস্বরভূষিতম্।
স্ত্রীণাং মদনবিদ্ধানাং দিবি চাপ্সরসামিব॥ ১০
শুশ্রাব কাঞ্চীনিনদং নূপুরাণাঞ্চ নিস্বনম্।
সোপাননিনদাংশ্চাপি ভবনেষু মহাত্মনাম্॥ ১১
আস্ফোটিতনিনাদাংশ্চ ক্ষ্বেড়িতাংশ্চ ততস্ততঃ।
শুশ্রাব জপতাং তত্র মন্ত্রান্ রক্ষোগৃহেষু বৈ॥ ১২
স্বাধ্যায়নিরতাংশ্চৈব যাতুধানান্ দদর্শ সঃ।
রাবণস্তবসংযুক্তানর্চ্চতো রাক্ষসানপি॥ ১৩
রাজমার্গং সমাবৃত্য স্থিতং রক্ষোগণং মহৎ।
দদর্শ মধ্যমে গুল্মে রাক্ষসস্য চরান্ বহূন্॥ ১৪
দীক্ষিতান্ জটিলান্ মুণ্ডান্ গোঽজিনাম্বরবাসসঃ।
দর্ভমুষ্টিপ্রহরণানগ্নিকুণ্ডায়ুধাংস্তথা॥ ১৫
কূটমুদ্গরপাণীংশ্চ দণ্ডায়ুধধরানপি।
একাক্ষানেককর্ণাংশ্চ চলদেকপয়োধরান্॥ ১৬
করালান্ ভুগ্নবক্ত্রাংশ্চ বিকটান বামনাংস্তথা।
ধন্বিনঃ খড়্গিনশ্চৈব শতঘ্নীমুষলায়ুধান্॥ ১৭
পরিঘোত্তমহস্তাংশ্চ বিচিত্রকবচোজ্জ্বলান্।
নাতিস্থূলান্ নাতিকৃশান্ নাতিদীর্ঘাতিহ্রস্বকান্॥ ১৮
নাতিগৌরান্ নাতিকৃষ্ণান্ নাতি কুব্জান্ ন বামনান্।
বিরূপান্ বহুরূপাংশ্চ সুরূপাংশ্চ সুবর্চ্চসঃ॥ ১৯
ধ্বজিনঃ পতাকিনশ্চৈব দদর্শ বিবিধায়ুধান্।
শক্তিবৃক্ষায়ুধাংশ্চৈব পট্টিশাশনিধারিণঃ॥ ২০
ক্ষেপণীপাশহস্তাংশ্চ দদর্শ স মহাকপিঃ।
স্রগ্বিণস্ত্বনুলিপ্তাংশ্চ বরাভরণভূষিতান্॥ ২১
নানাবেশসমাযুক্তান্ যথা স্বৈরচরান্ বহূন্।
তীক্ষ্ণশূলধরাংশ্চৈব বজ্রিণশ্চ মহাবলান্॥ ২২
শতসাহস্রমব্যগ্রমারক্ষং মধ্যমং কপিঃ।
রক্ষোঽধিপতিনির্দ্দিষ্টং দদর্শান্তঃপুরাগ্রতঃ॥ ২৩
স তদা তদ্গৃহং দৃষ্ট্বা মহাহাটকতোরণম্।
রাক্ষসেন্দ্রস্য বিখ্যাতমদ্রিমূর্দ্ধ্নি প্রতিষ্ঠিতম্॥ ২৪
পুণ্ডরীকাবতংসাভিঃ পরিখাভিঃ সমাবৃতম্।
প্রাকারাবৃতমত্যন্তং দদর্শ স মহাকপিঃ॥ ২৫
ত্রিপিষ্টপনিভং দিব্যং দিব্যনাদনিনাদিতম্।
বাজিহ্রেষিতসংঘুষ্টং নাদিতং ভূষণৈস্তথা॥ ২৬

কপিবর হনুমান্, রঘুনন্দন রামের বাঞ্ছিত কার্য্য-সিদ্ধির জন্য ভ্রমণ করিতে করিতে বিচিত্র মালা ও আভরণে ভূষিতা সেই নগরী দেখিয়া আনন্দিত হইলেন এবং এক গৃহ হইতে অন্য গৃহে প্রবেশপূর্ব্বক ক্রমে ক্রমে বিবিধ-বর্ণ বিবিধাকার গৃহ সকল দেখিতে লাগিলেন। পরে তিনি প্রধান প্রধান রাক্ষসদিগের গৃহমধ্যে স্বর্গলোকে অপ্সরাদিগের গীতের ন্যায় সুমধুর কণ্ঠাদি-স্থানত্রয়সমুত্থিত, উচ্চ নীচ মধ্যমস্বরে গীত কাম-মোহিতা প্রমদাগণের গীতধ্বনি, কাঞ্চী এবং নূপুর-শিঞ্জিত ও সোপানারোহণশব্দ শুনিলেন। অপিচ, স্থানে স্থানে বাহ্বাস্ফোট, সিংহনাদ এবং স্বাধ্যায়নিরত রাক্ষসদিগের মন্ত্রধ্বনিও তিনি শুনিতে পাইলেন। ১—১২। পরে তিনি বেদাধ্যায়ী পূজা-নিরত এবং রাবণের স্তুতিপাঠক নিশাচরদিগকে দেখিয়া, মধ্যম-কক্ষ্যামধ্যে রাজপথ আবরণপূর্ব্বক অবস্থিত সুমহৎ রাক্ষসদল দেখিতে দেখিতে মধ্যম কক্ষ্যায় ব্রতচারী রাবণের অনেক গুপ্তচর দেখিলেন। তাহাদের মস্তক মুণ্ডিত, পরিধান গোচর্ম্ম, মস্তকে জটাভার, কুশমুষ্টি ও অগ্নিকুণ্ডই অভিচারাদি ক্রিয়ার অস্ত্রস্বরূপ। সেই কূট, মুদ্গর ও দণ্ডধর রাক্ষসগণের মধ্যে কাহারও একটীমাত্র চক্ষু, কাহারও বা একটীমাত্র কর্ণ, কাহারও একটীমাত্র পয়োধর বিচলিত হইতেছে; তাহাদের মুখ বক্র, অঙ্গ সকল অত্যন্ত বিষম, আকার ভয়ঙ্কর এবং অতিখর্ব্ব, কেশ প্রচ্ছন্ন। তাহাদের মধ্যে কেহ অতিস্থূল, অতিকৃশ, অতি দীর্ঘ, অতিহ্রস্ব, অত্যন্ত গৌরবর্ণ, অত্যন্ত কৃষ্ণবর্ণ, কুব্জ বা বামন ছিল না। কতকগুলি ধনু, খড়্গ, শতঘ্নী, মুষল, পরিঘ, শক্তি, বৃক্ষ, পট্টিশ, বজ্র, ভিন্দিপাল এবং পাশধারী আর কতকগুলি বহুরূপী, কতকগুলি বিকৃতাকার; কতকগুলি সুরূপ; কতকগুলি লাবণ্যশালী। কতকগুলি নানাবিধ অস্ত্রধারী, ধ্বজ-পতাকাশালী ও বিচিত্র কবচদ্বারা সমুজ্জ্বলবেশ এবং অনেক সৈনিক পুরুষ তীক্ষ্ণ শূল ও বজ্রধারী; চন্দনচর্চ্চিতদেহ, দিব্য অলঙ্কারে বিভূষিত, মাল্যশোভিত, বিবিধ-বেশ-সমন্বিত; মহাবল সেনাপতিগণ মধ্যম কক্ষ্যায় বিচরণ করিতেছিল। রাক্ষসপতি রাবণের আদেশক্রমে অন্তঃপুরের পুরোভাগে মধ্যমকক্ষ্যামধ্যে সতর্কভাবে অবস্থিত, শত সহস্র রক্ষক দেখিয়া হনুমান্ পর্ব্বত শিখরে সন্নিবিষ্ট উৎকৃষ্ট সুবর্ণনির্ম্মিত তোরণালঙ্কৃত সুবিখ্যাত রাবণের অন্তঃপুর দেখিতে লাগিলেন। ১৩—২৪। সুচারু দ্বারে সুশোভিত সেই রাবণের অন্তঃপুর শ্বেতপদ্মশোভিত পরিখায় পরিবৃত, অতি উচ্চ প্রাচীরে বেষ্টিত, স্বর্গের ন্যায় সুন্দরাকৃতি, সুদৃশ্য, সুমধুর শব্দে মুখরিত, সহস্র সহস্র মহাবীর রাক্ষস-কর্ত্তৃক সাবধানে সুরক্ষিত, অশ্বগণের হ্রেষারবে প্রতিধ্বনিত, অদ্ভুতাকার অশ্ব ও শুভ্রবর্ণ মেঘবৎ সুস-

রথৈর্যানৈর্বিমানৈশ্চ তথা হয়গজৈঃ শুভৈঃ
বারণৈশ্চ চতুর্দন্তৈঃ শ্বেতাভ্রনিচয়োপমৈঃ ॥ ২৭
ভূষিতৈ রুচিরদ্বারং মত্তৈশ্চ মৃগপক্ষিভিঃ।
রক্ষিতং সুমহাবীর্য্যৈর্যাতুধানৈঃ সহস্রশঃ ॥২৮
রাক্ষসাধিপতের্গুপ্তমাবিবেশ গৃহং কপিঃ ॥ ২৯

সহেমজাম্বূনদচক্রবালং
মহার্হমুক্তামণিভূষিতান্তম্।
পরার্দ্ধকালাগুরুচন্দনার্হং
স রাবণান্তঃপুরমাবিবেশ ॥ ৩০

ইতি সুন্দরকাণ্ডে চতুর্থঃ সর্গঃ ॥ ৪ ॥

পঞ্চমঃ সর্গঃ।

চন্দ্রোঽপি সাচিব্যমিবাস্য কুর্ব্বং-
স্তারাগণৈর্মধ্যগতো বিরাজন্।
জ্যোৎস্নাবিতানেন নিপত্য লোকা-
মুত্তিষ্ঠতেঽনেকসহস্ররশ্মিঃ ॥ ১
শঙ্খপ্রভাক্ষীরমৃণালবর্ণং
মুদ্গচ্ছমানং ব্যবভাসমানম্।
দদর্শ চন্দ্রং স কপিপ্রবীরঃ
পোপ্লূয়মানং সরসীব হংসম্ ॥ ২
ততঃ স মধ্যং গতমংশুমন্তং
জ্যোৎস্নাবিতানং মুহুরুদ্বমন্তম্।
দদর্শ ধীমান্ ভুবি ভানুমন্তং
গোষ্ঠে বৃষং মত্তমিব ভ্রমন্তম্ ॥ ৩
লোকস্য পাপানি বিনাশয়ন্তং
মহোদধিঞ্চাপি সমেধয়ন্তম্।

সজ্জিত চতুর্দ্দংষ্ট্র হস্তিসমূহে সমাবৃত, প্রমত্ত মৃগ, পক্ষী, অশ্বের ন্যায় সুন্দরাকৃতি হস্তী, রথ, যান ও বিমান-রাজিদ্বারা সমাকুল ছিল। কপিবর হনুমান্ কনক-নির্ম্মিত প্রাচীরে পরিবেষ্টিত শিরোভাগে মহামূল্য-মুক্তা-মণিসমূহে বিভূষিত, বহুমূল্য, কৃষ্ণবর্ণ অগুরুচন্দন-সৌরভে সুবাসিত, সুরক্ষিত, রাবণের অন্তঃপুর দেখিয়া তন্মধ্যে প্রবেশ করিলেন। ২৫—৩০।

পঞ্চম সর্গ।

মতিমান্ পবননন্দন হনুমান্ দেখিলেন, রাত্রির প্রথম যামার্দ্ধে শীতাংশু চন্দ্র, সূর্য্যের কিরণসংসর্গে প্রকাশিত হইয়া, গোষ্ঠমধ্যে মত্ত বৃষ যেমন বিচরণ করে, তদ্রূপ আকাশমধ্যে বিচরণ করিতে করিতে

ভূতানি সর্ব্বাণি বিরাজয়ন্তং
দদর্শ শীতাংশুমথাভিযান্তম্ ॥ ৪
যা ভাতি লক্ষ্মীভুবি মন্দরস্থা
যথা প্রদোষেষু চ সাগরস্থা।
তথৈব তোয়েষু চ পুষ্করস্থা
ররাজ সা চারুনিশাকরস্থা ॥ ৫
হংসো যথা রাজতপঞ্জরস্থঃ
সিংহো যথা মন্দরকন্দরস্থঃ।
বীরো যথা গর্ব্বিতকুঞ্জরস্থঃ
চন্দ্রোঽপি বভ্রাজ তথাম্বরস্থঃ ॥ ৬
স্থিতঃ ককুদ্মানিব তীক্ষ্ণশৃঙ্গো
মহাচলঃ শ্বেত ইবোচ্চশৃঙ্গঃ।
হস্তীব জাম্বূনদবদ্ধশৃঙ্গো
বিভাতি চন্দ্রঃ পরিপূর্ণশৃঙ্গঃ ॥ ৭
বিনষ্টশীতাম্বুতুষারপঙ্কো
মহাগ্রহগ্রাহবিনষ্টপঙ্কঃ।
প্রকাশলক্ষ্ম্যাশ্রয়নির্ম্মলাঙ্কো
ররাজ চন্দ্রো ভগবান্ শশাঙ্কঃ ॥ ৮
শিলাতলং প্রাপ্য যথা মৃগেন্দ্রো
মহারণং প্রাপ্য যথা গজেন্দ্রঃ।
রাজ্যং সমাসাদ্য যথা নরেন্দ্র-
স্তথা প্রকাশো বিররাজ চন্দ্রঃ ॥ ৯

সতত সুনির্ম্মল কিরণরাশি বিকাশ করিতেছেন। তাঁহার সেই সুস্নিগ্ধ রশ্মিপ্রভাবে প্রজাপুঞ্জের ক্লেশ দূরীভূত, সমুদ্র বর্দ্ধিত এবং প্রাণিগণ হৃষ্টচিত্ত হইতে লাগিল। সন্ধ্যাকালে সমুদ্রের, ভূতলে মন্দর পর্ব্বতের ও বারিমধ্যে পদ্মসমূহের যেরূপ সৌন্দর্য্য বিকশিত হয়, তখন চন্দ্রমণ্ডলেও সেইরূপ সৌন্দর্য্য প্রকাশিত হইতে লাগিল। তৎকালে আকাশস্থ চন্দ্র রৌপ্য-পিঞ্জরস্থ হংস, মন্দর-কন্দরস্থ সিংহ এবং শ্বেতবর্ণ হস্তীর উপরিস্থিত বীরের ন্যায়, শোভা পাইতে লাগিলেন। অপিচ কিরণপ্রভাবে বিস্পষ্টভাবে মৃগচিহ্ন প্রকাশিত হওয়ায় তিনি তীক্ষ্ণশৃঙ্গ বৃষভ, উন্নতশিখর-বিশিষ্ট শুভ্রবর্ণ মহাপর্ব্বত এবং সুবর্ণবলয়-বিভূষিত-দন্তযুক্ত হস্তীর ন্যায়, প্রকাশিত হইলেন। হিমালয়ের সুদূর প্রদেশে আকাশমণ্ডলে উদিত হওয়ায় চন্দ্রের শীতল জলবিন্দু তিরোহিত হইয়াছিল এবং সূর্য্যকর-সংস্পর্শে তাঁহার প্রভা, সম্যক্ বর্দ্ধিত হইয়া মৃগচিহ্ন বিশদরূপে প্রকাশ করিলে, ভগবান্ শশধর গুহাস্থিত সিংহ, রণক্ষেত্র-মধ্যবর্ত্তী গজেন্দ্র এবং রাজ্যপ্রাপ্ত নরেন্দ্রের যেরূপ প্রদীপ্ত মূর্ত্তি প্রকাশ পায়, তদ্রূপ

প্রকাশচন্দ্রোদয়নষ্টদোষঃ
প্রবৃদ্ধরক্ষঃপিশিতাশদোষঃ।
রামাভিরামেরিতচিত্তদোষঃ
স্বর্গপ্রকাশো ভগবান্ প্রদোষঃ॥ ১০

তন্ত্রীস্বরাঃ কর্ণসুখাঃ প্রবৃত্তাঃ
স্বপন্তি নার্য্যঃ পতিভিঃ সুবৃত্তাঃ।
নক্তঞ্চরাশ্চাপি তথা প্রবৃত্তা
বিহর্ত্তুমত্যদ্ভুতরৌদ্রবৃত্তাঃ॥ ১১

মত্তপ্রমত্তানি সমাকুলানি
রথাশ্বভদ্রাসনসঙ্কুলানি।
বীরশ্রিয়া চাপি সমাকুলানি
দদর্শ ধীমান্ স কপিঃ কুলানি॥ ১২

পরস্পরং চাধিকমাক্ষিপন্তি
ভুজাংশ্চ পীনানধিবিক্ষিপন্তি।
মত্তপ্রলাপানধিবিক্ষিপন্তি
মত্তানি চান্যোন্যমধিক্ষিপন্তি॥ ১৩

রক্ষাংসি বক্ষাংসি চ বিক্ষিপন্তি
গাত্রাণি কান্তাসু চ বিক্ষিপন্তি।
রূপাণি চিত্রাণি চ বিক্ষিপন্তি
দৃঢানি চাপানি চ বিক্ষিপন্তি॥ ১৪

দদর্শ কান্তাশ্চ সমালভন্ত্য-
স্তথাপরাস্তত্র পুনঃ স্বপন্ত্যঃ।
সুরূপবক্ত্রাশ্চ তথা হসন্ত্যঃ
ক্রুদ্ধাঃ পরাশ্চাপি বিনিশ্বসন্ত্যঃ॥ ১৫

মহাগজৈশ্চাপি তথা নদদ্ভিঃ
সুপূজিতৈশ্চাপি তথা সুসদ্ভিঃ।
ররাজ বীরৈশ্চ বিনিশ্বসদ্ভি-
র্হ্রদো ভুজঙ্গৈরিব নিশ্বসদ্ভিঃ॥ ১৬

বুদ্ধিপ্রধানান্ রুচিরাভিধানান্
সংশ্রদ্দধানান্ জগতঃ প্রধানান্।
নানাবিধানান্ রুচিরাভিধানান্
দদর্শ তস্যাং পুরি যাতুধানান্॥ ১৭

ননন্দ দৃষ্ট্বা চ স তান্ সুরূপান্
নানাগুণানাত্মগুণানুরূপান্।
বিদ্যোতমানান্ স চ তান্ সুরূপান্
দদর্শ কাংশ্চিচ্চ পুনর্বিরূপান্॥ ১৮

ততো বরার্হাঃ সুবিশুদ্ধভাবা-
স্তেষাং স্ত্রিয়স্তত্র মহানুভাবাঃ।
প্রিয়েষু পানেষু চ সক্তভাবাঃ
দদর্শ তারা ইব সুপ্রভাবাঃ॥ ১৯

স্ত্রিয়ো জ্বলন্তীস্ত্রপয়োপগূঢা
নিশীথকালে রমণোপগূঢাঃ।
দদর্শ কাশ্চিৎ প্রমদোপগূঢা
যথা বিহঙ্গা বিহগোপগূঢাঃ॥ ২০

সমুজ্জ্বল মূর্ত্তিতে প্রতিভাত হইতেছিলেন। সর্ব্বলোক-বন্দনীয় প্রদোষকালে নিশাচরগণের মাংসভক্ষণাদি পাপকার্য্য অতিশয় বর্দ্ধিত হইল এবং পূর্ণচন্দ্র ক্রমে ক্রমে উর্দ্ধে গমন করায় তাঁহার সুবিমল জ্যোতিঃ প্রভাবে গৃহাদির অন্ধকার বিনষ্ট হইলে প্রমদাগণের প্রীতিপ্রদ প্রণয়-কলহ তিরোহিত হইয়া গেল। সেই চিত্তপ্রসাদক প্রদোষসময়ে শ্রবণসুখকর বীণাধ্বনি হইতে লাগিল। প্রমদাগণ স্বামিসহ একত্র শয্যাতলে শয়ন করিল এবং সাতিশয় অদ্ভুত অথচ রৌদ্রকর্ম্মকারী নিশাচর রাক্ষসেরাও রমণীগণের সহিত বিহারে প্রমত্ত হইল। তখন ধীমান্ কপিবর হনমান্ রথ, অশ্ব এবং স্বর্ণ-পীঠ-সমূহে সমাকুল, বীর-শ্রীসমন্বিত, ঐশ্বর্য্যমত্ত ও মদমত্ত রাক্ষসপূর্ণ গৃহ সকল দেখিলেন। তাহার মধ্যে প্রমত্ত রাক্ষসগণ পরস্পর কথাবার্ত্তা কহিতেছে, কেহ বা পীনহস্ত-বিক্ষেপে অসম্বদ্ধ কথা বলিতেছে; অনেকে পরস্পর নিন্দা করিতেছে; কেহ বক্ষঃস্থল বিক্ষিপ্ত করিতেছে; কেহ বা প্রেয়সীকে আলিঙ্গন করিতেছে; কেহ বিবিধ বিচিত্র বেশভূষা পরিধান করিতেছে এবং অনেকে সুদৃঢ় কার্ম্মুক আকর্ষণ করিতেছে। অপিচ রাক্ষসগণের প্রণয়াস্পদ সুবদনা মহিলাদিগের মধ্যে অনেকে কুঙ্কুম প্রভৃতি গন্ধদ্রব্য দ্বারা অঙ্গ অনুলিপ্ত করিতেছে; অনেকে স্বামীর সহিত শয়ন করিতেছে, কেহ বা হাস্য করিতেছে এবং কেহ রোষবশতঃ দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিতেছে।১—১৫। তখন সেই অন্তঃপুর সুসজ্জিত মহাগজসমূহের গর্জ্জন এবং মহামান্য সাধুচরিত্র বীরগণের নিশ্বাসদ্বারা, নিশ্বাসত্যাগকারী সর্পসমূহ পরিপূর্ণ হ্রদের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল। কপিবর হনমান্, পুরমধ্যে বিবিধ পরিচ্ছদে সুসজ্জিত বুদ্ধিমান্ আস্তিক এবং চারুভাষী রুচিরনামা প্রধান রাক্ষসদিগকে দেখিলেন। নানা গুণশালী নিজ নিজ ব্যবহারিক-কার্য্যে রত সুরূপ রাক্ষসদিগকে দেখিয়া প্রীত হইলেন। তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ বিরূপ হইয়াও সুরূপের ন্যায় শোভা পাইয়াছিল। পরে তিনি দেখিতে পাইলেন যে, দিব্য অলঙ্কারে ভূষিতা তারার ন্যায় প্রিয়দর্শনা, মহানুভাবা, রাক্ষসীরা তথায় মদ্যপানাদি প্রিয়কার্য্যে আসক্ত হইয়া হাব-ভাব এবং কটাক্ষ নিক্ষেপ করিতেছে। তাহাদের মধ্যে কতকগুলি লাবণ্যবতী লজ্জাশীলা রমণী নিজ

অন্যাঃ পুনর্হর্ম্ম্যতলোপবিষ্টা-
স্তত্র প্রিয়াঙ্কেষু সুখোপবিষ্টাঃ।
ভর্ত্তুঃ প্রিয়া ধর্ম্মপরা নিবিষ্টাঃ
দদর্শ ধীমান্ মদনোপবিষ্টাঃ॥ ২১
অপ্রাবৃতাঃ কাঞ্চনরাজিবর্ণাঃ
কাশ্চিৎ পরার্দ্ধ্যাস্তপনীয়বর্ণাঃ।
পুনশ্চ কাশ্চিচ্ছশলক্ষ্মবর্ণাঃ
কান্তপ্রহীণা রুচিরাঙ্গবর্ণাঃ॥ ২২
ততঃ প্রিয়ান্ প্রাপ্য মনোহভিরামান্
সুপ্রীতিযুক্তাঃ সুমনোহভিরামাঃ।
গৃহেষু হৃষ্টাঃ পরমাভিরামা
হরিপ্রবীরঃ স দদর্শ রামাঃ॥ ২৩
চন্দ্রপ্রকাশাশ্চ হি বক্ত্রমালা
বক্রাঃ সুপক্ষ্মাশ্চ সুনেত্রমালাঃ।
বিভূষণানাঞ্চ দদর্শ মালাঃ
শতহ্রদানামিব চারুমালাঃ॥ ২৪
ন ত্বেব স তাং পরমাভিজাতাম্
পথি স্থিতে রাজকুলে প্রজাতাম্।
লতাং প্রফুল্লামিব সাধুজাতাম্
দদর্শ তন্বীং মনসাভিজাতাম্॥ ২৫
সনাতনে বর্ত্মনি সন্নিবিষ্টাম্
রামেক্ষণাং তাং মদনাভিবিষ্টাম্।
ভর্ত্তুর্মনঃ শ্রীমদনুপ্রবিষ্টাম্
স্ত্রীভ্যঃ পরাভ্যশ্চ সদা বিশিষ্টাম্॥ ২৬
উষ্ণার্দ্দিতাং সানুসৃতাস্রকণ্ঠীম্
পুরা বরার্হোত্তমনিষ্ককণ্ঠীম্।
সুজাতপক্ষ্মামভিরক্তকণ্ঠীম্
বনে প্রনৃত্তামিব নীলকণ্ঠীম্॥ ২৭
অব্যক্তরেখামিব চন্দ্রলেখাম্
পাংশুপ্রদিগ্ধামিব হেমরেখাম্।
ক্ষতপ্ররূঢ়ামিব বর্ণরেখাম্
বায়ুপ্রভগ্নামিব মেঘরেখাম্॥ ২৮
সীতামপশ্যন্ মনুজেশ্বরস্য
রামস্য পত্নীং বদতাং বরস্য।
বভূব দুঃখোপহতশ্চিরস্য
প্লবঙ্গমো মন্দ ইবাচিরস্য॥ ২৯
ইতি সুন্দরকাণ্ডে পঞ্চমঃ সর্গঃ॥ ৫॥

ষষ্ঠঃ সর্গঃ।

স নিকামং বিমানেষু বিচরন্ কামরূপধৃক্।
বিচচার কপির্লঙ্কাং লাঘবেন সমন্বিতঃ॥ ১
আসসাদ চ লক্ষ্মীবান্ রাক্ষসেন্দ্রনিবেশনম্।

নিজ স্বামিকর্ত্তৃক আলিঙ্গিতা এবং হৃষ্টা হইয়া বিহঙ্গ-আলিঙ্গিতা বিহঙ্গীর সাদৃশ্য ধারণ করিয়াছে, তপ্ত-কাঞ্চন তুল্যবর্ণা মহামূল্য অলঙ্কারে বিভূষিতা নিজ নিজ স্বামীর অভিমতা কতকগুলি প্রতিব্রতা রমণী কামপীড়িতা এবং উত্তরীয়-বসনশূন্যা হইয়া হর্ম্ম্যতলে নিজ নিজ স্বামীর ক্রোড়ে রহিয়াছে। আর চন্দ্রের ন্যায় উজ্জ্বল-বর্ণবিশিষ্টা কতকগুলি মহিলা কুসুমা-স্তরণে সজ্জিতা হইয়া মানভরে কিয়ৎক্ষণ নিজ নিজ পতিসহ পৃথক্ থাকিয়া অবিলম্বে স্ব স্ব চিত্তপ্রসাদক কান্তসহ মিলিত হইয়া সমধিক আনন্দ অনুভব করি-তেছে। তখন ধীমান্ কপিবর হনুমান্ সেই সকল গৃহমধ্যে সুরূপ প্রমদাদিগের উৎকৃষ্ট-পক্ষ্মযুক্ত বক্র-দৃষ্টি নয়নরাজি, চন্দ্রের ন্যায় সুপ্রকাশ বিদ্যুন্মালাতুল্য সমুজ্জ্বল বদনসমূহ এবং অলঙ্কাররাজি দেখিলেন; কিন্তু সেই বাগ্মিপ্রবর নরপতি রামের পত্নী কৃশাঙ্গী সীতাকে দেখিতে পাইলেন না। ধর্ম্মপথে অবস্থিত সুমহৎ রাজবংশে যাহার জন্ম হইয়াছে, যাঁহাকে বিধাতা মানস-কল্পনায় নির্ম্মাণ করিয়াছেন, যাঁহার চিত্ত সনাতন ধর্ম্মপথে আছে, যিনি সুজাতা প্রফুল্ল লতার ন্যায়, কোন মহিলাই যাঁহা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ নহে, যিনি পতির সুনির্ম্মল অন্তঃকরণে অধিষ্ঠিতা থাকিয়াও এক্ষণে তদ্বিরহে তাঁহাকেই ধ্যান করত কন্দর্পবাণে সন্তাপিতা রহিয়াছেন, পূর্ব্বে যাঁহার কণ্ঠদেশে মহামূল্য উত্তম পদকদ্বারা শোভিত থাকিত, যাঁহার কণ্ঠস্বর সুমধুর, যাহার কণ্ঠদেশ এক্ষণে নিয়ত অশ্রু-সমাকুল রহিয়াছে এবং এক্ষণে যিনি বিরহতাপে তাপিতা হইয়া বনমধ্যে বিরহিণী ময়ূরী, অস্পষ্ট প্রকাশিতা চন্দ্ররেখা, পাংশুলিপ্তা স্বর্ণরেখা, বায়ুসমালোড়িতা মেঘরেখা এবং ক্ষতজবর্ণরেখার সাদৃশ্য ধারণ করিয়াছেন, সেই পদ্মলাক্ষী সীতাকে বহুক্ষণ অন্বেষণপূর্ব্বক দেখিতে না পাইয়া কপিবর হনুমান্ কিছুক্ষণ অত্যন্ত দুঃখিত এবং শিথিলপ্রযত্ন হইলেন। ১৫—২৯।

ষষ্ঠ সর্গ।

শ্রীমান্ কামরূপী বানরশ্রেষ্ঠ হনুমান্ ত্বরান্বিত হইয়া স্বেচ্ছাক্রমে লঙ্কামধ্যে সপ্তখণ্ড প্রাসাদ-সমূহে বিচরণ করিয়া রাক্ষসরাজ রাবণের গৃহের নিকটে

প্রাকারেণার্কবর্ণেন ভাস্বরেণাভিসংবৃতম্ ॥ ২
রক্ষিতং রাক্ষসৈর্ভীমৈঃ সিংহৈরিব মহদ্বনম্ ।
সমীক্ষমাণো ভবনং চকাশে কপিকুঞ্জরঃ ॥ ৩
রূপ্যকোপহিতৈশ্চিত্রৈস্তোরণৈর্হেমভূষণৈঃ ।
বিচিত্রাভিশ্চ কক্ষ্যাভির্দ্বারৈশ্চ রুচিরৈর্বৃতম্ ॥ ৪
গজাস্থিতৈর্মহামাত্রৈঃ শূরৈশ্চ বিগতশ্রমৈঃ ।
উপস্থিতমসংহার্যৈর্হয়ৈঃ স্যন্দনযায়িভিঃ ॥ ৫
সিংহব্যাঘ্রতনুত্রাণৈর্দান্তকাঞ্চনরাজতৈঃ ।
ঘোষবদ্ভির্বিচিত্রৈশ্চ সদা বিচরিতং রথৈঃ ॥ ৬
বহুরত্নসমাকীর্ণং পরার্দ্ধ্যাসনভূষিতম্ ।
মহারথসমাবাসং মহারথমহাস্বনম্ ॥ ৭
দৃশ্যৈশ্চ পরমোদারৈস্তৈস্তৈশ্চ মৃগপক্ষিভিঃ ।
বিবিধৈর্বহুসাহস্রৈঃ পরিপূর্ণং সমন্ততঃ ॥ ৮
বিনীতৈরন্তপালৈশ্চ রক্ষোভিশ্চ সুরক্ষিতম্ ।
মুখ্যাভিশ্চ বরস্ত্রীভিঃ পরিপূর্ণং সমন্ততঃ ॥ ৯
মুদিতপ্রমদারত্নং রাক্ষসেন্দ্রনিবেশনম্ ।
বরাভরণসংহ্রাদৈঃ সমুদ্রস্বননিস্বনম্ ॥ ১০
তদ্রাজগুণসম্পন্নং মুখ্যৈশ্চ বরচন্দনৈঃ ।
মহাজনসমাকীর্ণং সিংহৈরিব মহদ্বনম্ ॥ ১১
ভেরীমৃদঙ্গাভিরুতং শঙ্খঘোষবিনাদিতম্ ।
নিত্যার্চ্চিতং পর্ব্বসু তং পূজিতং রাক্ষসৈঃ সদা ॥ ১২
সমুদ্রমিব গম্ভীরং সমুদ্রসমনিস্বনম্ ।
মহাত্মনো মহদ্বেশ্ম মহারত্নপরিচ্ছদম্ ॥ ১৩
মহারত্নসমাকীর্ণং দদর্শ স মহাকপিঃ ।
বিরাজমানং বপুষা গজাশ্বরথসঙ্কুলম্ ॥ ১৪
লঙ্কাভরণমিত্যেব সোঽমন্যত মহাকপিঃ ।
চচার হনুমাংস্তত্র রাবণস্য সমীপতঃ ॥ ১৫
গৃহাদ্গৃহং রাক্ষসানামুদ্যানানি চ সর্ব্বশঃ ।
বীক্ষমাণো হ্যসন্ত্রস্তঃ প্রাসাদাংশ্চ চচার সঃ ॥ ১৬
অবপ্লুত্য মহাবেগঃ প্রহস্তস্য নিবেশনম্ ।
ততোঽন্যৎ পুপ্লুবে বেশ্ম মহাপার্শ্বস্য বীর্য্যবান্ ॥ ১৭
অথ মেঘপ্রতীকাশং কুম্ভকর্ণনিবেশনম্ ।
বিভীষণস্য চ তথা পুপ্লুবে স মহাকপিঃ ॥ ১৮
মহোদরস্য চ তথা বিরূপাক্ষস্য চৈব হি ।
বিদ্যুজ্জিহ্বস্য ভবনং বিদ্যুন্মালেস্তথৈব চ ॥ ১৯
বজ্রদংষ্ট্রস্য চ তথা পুপ্লুবে স মহাকপিঃ ।
শুকস্য চ মহাবেগঃ সারণস্য চ ধীমতঃ ॥ ২০
তথা চেন্দ্রজিতো বেশ্ম জগাম হরিযূথপঃ ।
জম্বুমালেঃ সুমালেশ্চ জগাম হরিসত্তমঃ ॥ ২১
রশ্মিকেতোশ্চ ভবনং সূর্য্যশত্রোস্তথৈব চ ।
বজ্রকায়স্য চ তথা পুপ্লুবে স মহাকপিঃ ॥ ২২
ধূম্রাক্ষস্যাথ সম্পাতের্ভবনং মারুতাত্মজঃ ।
বিদ্যুদ্রূপস্য ভীমস্য ঘনস্য বিঘনস্য চ ॥ ২৩

উপস্থিত হইলেন। পরে সিংহগণরক্ষিত মহাবনের ন্যায় দুর্গম, ভীষণ রাক্ষসগণকর্ত্তৃক রক্ষিত, চতুর্দ্দিকে সূর্য্যতুল্যবর্ণ তেজঃপুঞ্জবিরাজিত প্রাচীরে পরিবেষ্টিত সেই ভবন দেখিয়া তাঁহার চিত্ত প্রফুল্ল হইল। উক্ত ভবন বহু কক্ষ্যাসমন্বিত এবং বিচিত্র সৌন্দর্য্যে শোভিত; বিচিত্র তোরণ সকল রজতনির্ম্মিত ও সুবর্ণখচিত; দ্বার সকল নির্দ্দোষভাবে সংস্থাপিত হওয়ায় অতিশয় শোভা পাইতেছিল। হস্তীর উপরিস্থিত পরিশ্রম-বিহীন, শৌর্য্যশালী মহামাত্রগণ এবং স্বর্ণ, রৌপ্য ও গজদন্তনির্ম্মিত প্রতিমাসমূহ তাহাতে বিরাজিত ছিল। সিংহ ও ব্যাঘ্রচর্ম্মে আচ্ছাদিত অপ্রতিহতগতি রথবাহী অশ্বসংযোজিত, শব্দকারী বিচিত্র রথসমূহ তাহাতে সতত বিচরণ করিতেছিল। তাহার চারিদিকে মহারথদিগের দিব্য গৃহ সকল বিরাজমান ছিল। উহা বহুমূল্য আসনসমূহে বিভূষিত; বৃহৎ বৃহৎ রথসমূহে বিরাজিত; বিবিধাকার অতি সুন্দর সুদৃশ্য বহুসহস্র মৃগ ও পক্ষিসমূহে পরিবৃত, নানারত্নে শোভিত, সীমারক্ষক বিনীত রাক্ষসগণে সুরক্ষিত এবং বহু প্রধানা বরাঙ্গনা ও প্রমোদান্বিত প্রমদাগণে পরিবৃত ছিল। উহা উত্তম ভূষণসমূহের শিঞ্জনে সাগরতুল্য গম্ভীররবে নিনাদিত, রাজোপযোগী চিহ্নদ্বারা উপলক্ষিত, চন্দনসৌরভে সুবাসিত, সিংহগণসমাকুল মহাবনের ন্যায়, ভীষণ রাক্ষসগণে সমাবৃত এবং ভেরী, মৃদঙ্গ ও শঙ্খধ্বনিদ্বারা শব্দিত হইতেছিল এবং রাক্ষসগণ তাহাতে নিয়ত নিজ নিজ ইষ্টদেবের অর্চ্চনায় রত ছিল। সাগরবৎ গম্ভীর গর্জ্জনকারী হস্তী, অশ্ব ও রথসমূহে সমাকুল, উৎকৃষ্ট রত্নসমূহে সমাকীর্ণ, বহুমূল্য-বস্ত্রাদি-বিভূষিত, মহাত্মা রাক্ষসরাজ রাবণের সেই প্রকাণ্ড ভবন দেখিয়া কপিবর হনুমান্ তাহাকে লঙ্কানগরীর অলঙ্কারস্বরূপ মনে করিলেন এবং তাহার নিকটস্থ গৃহে ভ্রমণ করিতে করিতে এক গৃহ হইতে অন্য গৃহে যাইয়া রাক্ষসদিগের গৃহ ও মধ্যবর্ত্তী উদ্যান সকল দেখিতে দেখিতে নির্ভীকহৃদয়ে তন্মধ্যে বিচরণ করিতে লাগিলেন। ১—১৬। তখন হনুমান্ মহাবেগে ক্রমে ক্রমে প্রহস্ত, মহাপার্শ্ব, বিভীষণ, মহোদর, বিরূপাক্ষ, বিদ্যুজ্জিহ্ব, বিদ্যুন্মালী, বজ্রদংষ্ট্র, শুক, ধীমান্ সারণ, ইন্দ্রজিৎ, জম্বুমালী, সুমালী, রশ্মিকেতু, সূর্য্যশত্রু, বজ্রকায়, ধূম্রাক্ষ, সম্পাতি,

শুকনাভস্য চক্রস্য শঠস্য কপটস্য চ।
হ্রস্বকর্ণস্য দংষ্ট্রস্য রোমশস্য চ রক্ষসঃ॥ ২৪
যুদ্ধোন্মত্তস্য মত্তস্য ধ্বজগ্রীবস্য সাদিনঃ।
বিদ্যুজ্জিহ্বদ্বিজিহ্বানাং তথা হস্তিমুখস্য চ॥ ২৫
করালস্য বিশালস্য শোণিতাক্ষস্য চৈব হি।
প্লবমানঃ ক্রমেণৈব হনুমান্ মারুতাত্মজঃ॥ ২৬
তেষু তেষু মহার্হেষু ভবনেষু মহাযশাঃ।
তেষামৃদ্ধিমতামৃদ্ধিং দদর্শ স মহাকপিঃ॥ ২৭
সর্ব্বেষাং সমতিক্রম্য ভবনানি সমন্ততঃ।
আসসাদাথ লক্ষ্মীবান্ রাক্ষসেন্দ্রনিবেশনম্॥ ২৮
রাবণস্যোপশায়িন্যো দদর্শ হরিসত্তমঃ।
বিচরন্ হরিশার্দ্দূলো রাক্ষসীর্বিকৃতেক্ষণাঃ॥ ২৯
শূলমুদ্গরহস্তাংশ্চ শক্তিতোমরধারিণঃ।
দদর্শ বিবিধান্ গুল্মাংস্তস্য রক্ষঃপতের্গৃহে॥ ৩০
রাক্ষসাংশ্চ মহাকায়ান্ নানাপ্রহরণোদ্যতান্।
রক্তান্ শ্বেতান্ সিতাংশ্চাপি হরীংশ্চাপি মহাজবান্॥ ৩১
কুলীনান্ রূপসম্পন্নান্ গজান্ পরগজারুজান্।
শিক্ষিতান্ গজশিক্ষায়ামৈরাবতসমান্ যুধি।
নিহন্তৄন্ পরসৈন্যানাং গৃহে তস্মিন্ দদর্শ সঃ॥ ৩২
ক্ষরতশ্চ যথা মেঘান্ স্রবতশ্চ যথা গিরীন্।
মেঘস্তনিতনির্ঘোষান্ দুর্দ্ধর্ষান্ সমরে পরৈঃ॥ ৩৩
সহস্রবাহিনীস্তত্র জাম্বূনদপরিষ্কৃতাঃ।
হেমজালৈরবিচ্ছিন্নাস্তরুণাদিত্যসন্নিভাঃ॥ ৩৪
দদর্শ রাক্ষসেন্দ্রস্য রাবণস্য নিবেশনে।
শিবিকা বিবিধাকারাঃ স কপির্মারুতাত্মজঃ॥ ৩৫
লতাগৃহাণি চিত্রাণি চিত্রশালাগৃহাণি চ।
ক্রীড়াগৃহাণি চান্যানি দারুপর্ব্বতকানি চ॥ ৩৬
কামস্য গৃহকং রম্যং দিবাগৃহকমেব চ।
দদর্শ রাক্ষসেন্দ্রস্য রাবণস্য নিবেশনে॥ ৩৭
স মন্দরতলপ্রখ্যং ময়ূরস্থানসঙ্কুলম্।
ধ্বজযষ্টিভিরাকীর্ণং দদর্শ ভবনোত্তমম্॥ ৩৮
অনন্তরত্ননিচয়ং নিধিজালং সমন্ততঃ।
ধীরনিষ্ঠিতকর্ম্মান্তং গৃহং ভূতপতেরিব॥ ৩৯
অর্চ্চির্ভিশ্চাপি রত্নানাং তেজসা রাবণস্য চ।
বিররাজ চ তদ্বেশ্ম রশ্মিমানিব রশ্মিভিঃ॥ ৪০
জাম্বূনদময়ান্যেব শয়নান্যাসনানি চ।
ভাজনানি চ শুভ্রাণি দদর্শ হরিযূথপঃ॥ ৪১
মধ্বাসবকৃতক্লেদং মণিভাজনসঙ্কুলম্।

ভয়াস্পদ বিদ্যুদ্রূপ, ঘন, বিঘন, শুকনাভ, চক্র, শঠ, কপট, করালদন্ত, হ্রস্বকর্ণ, রোমশ, যুদ্ধোন্মত্ত, অশ্বারোহিশ্রেষ্ঠ ধ্বজগ্রীব, দ্বিজিহ্ব, হস্তিমুখ, করাল, বিশাল ও শোণিতাক্ষের ভবন এবং মহামেঘতুল্য কুম্ভকর্ণের গৃহমধ্যে বিচরণ করিতে লাগিলেন। মহাযশা পবননন্দন শ্রীমান কপিবর হনুমান্ ক্রমে ক্রমে সেই সকল মহাসমৃদ্ধিশালী গৃহমধ্যে ভ্রমণ করিতে করিতে সেই সেই ধনশালী রাক্ষসগণের ধনসমৃদ্ধি দেখিয়া সন্তুষ্ট হইলেন। ১৭—২৭। তাহাদিগের গৃহশ্রেণী অতিক্রমপূর্ব্বক রাজপ্রাসাদের নিতান্ত নিকটে যাইয়া দেখিলেন যে, সেই ভবনমধ্যে বিকৃতনয়না রাক্ষসীগণ শক্তি, তোমর, শূল ও মুদ্গর ধারণপূর্ব্বক তাহার রক্ষায় নিযুক্ত রহিয়াছে এবং পর্য্যায় অনুসারে অনেক নিশ্চিন্তমনা রক্ষাকারিণী রাক্ষসীরা অবসর পাইয়া শয়ন করিতেছে। বৃহৎকায় রাক্ষসেরা বিবিধ অস্ত্র লইয়া সেই গৃহের বহির্দ্দেশে ইতস্ততঃ অবস্থিত আছে। শুভ্র, রক্ত ও গৌরবর্ণ অতিক্রতগামী অশ্বগণ অশ্বশালায় শোভা পাইতেছে এবং অন্য পক্ষের পীড়াজনক সুদৃশ্য, সুশিক্ষিত, ঐরাবতের ন্যায় পরাক্রমশালী, শত্রুসৈন্যের নিহন্তা, যুদ্ধে বিপক্ষপক্ষের দুর্জ্জয়, মেঘের ন্যায় গর্জ্জনকারী, সুলক্ষণযুক্ত হস্তী সকল বারিবর্ষী মেঘ এবং ধাতুস্রাবী পর্ব্বতের ন্যায়, সেই ভবনে মদধারা ক্ষরণ করিতেছে। রাক্ষসরাজ রাবণের সেই গৃহে কনকনির্ম্মিত জালবন্ধে বিভূষিত, স্বর্ণালঙ্কৃত, তরুণ-সূর্য্যের ন্যায় দীপ্তিমান্, সহস্রসহস্রলোকবহনক্ষম নানা আকৃতিবিশিষ্ট শিবিকা সকল দেখা যাইতেছে এবং তাহার মধ্যে বিবিধ সুরম্য লতাগৃহ, ক্রীড়াগৃহ, রতিগৃহ, দিবা-কালীন-বিহারগৃহ, চিত্রপট-শোভিত গৃহ ও ক্রীড়ার্থ কাষ্ঠনির্ম্মিত কৃত্রিম পর্ব্বত সকল বিরাজ করিতেছে। বায়ুপুত্র, ক্রমে রাক্ষসপতি রাবণের দিব্য ভবন দেখিতে পাইলেন; তাহার স্থানে স্থানে ময়ূরগণের অনেক ক্রীড়াস্থান বিরাজ করিতেছে। উহা মন্দরভূধরের তলদেশের ন্যায়, রমণীয় ধ্বজসমূহে সমাকীর্ণ এবং বিবিধ রত্নরাজিতে পরিপূর্ণ হইয়া অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্য প্রতিভাত হইতেছে। তাহার স্থানে স্থানে অনেক ধনাগার, নির্ভীক, স্থিরচিত্ত, ধীরস্বভাব রক্ষিগণকর্ত্তৃক সুরক্ষিত হইয়া যক্ষরাজ কুবেরের গৃহের ন্যায় রহিয়াছে। ১৮—৩৯। রশ্মিমালী সূর্য্য কিরণদ্বারা যেমন প্রজ্জ্বলিত হইয়া থাকেন, তদ্রূপ সেই গৃহ রত্নরাশির জ্যোতি এবং রাবণের তেজঃপ্রভাবে সম্যক্ দীপ্তি হইতেছে; তাহাতে কনকরচিত পর্য্যঙ্ক ও আসন এবং শুভ্রবর্ণ পাত্র সকল বিন্যস্ত রহিয়াছে। উহা মণিখচিত ভাজনসমূহে সমাকীর্ণ, মদ্য এবং আসবে আর্দ্র হইয়া কুবে-

মনোরমমসম্বাধং কুবেরভবনং যথা ॥ ৪২
নূপুরাণাঞ্চ ঘোষেণ কাঞ্চীনাং নিঃস্বনেন চ।
মৃদঙ্গতালনির্ঘোষৈর্ঘোষবদ্ভির্বিনাদিতম্ ॥ ৪৩
প্রাসাদসঙ্ঘাতযুতং স্ত্রীরত্নশতসঙ্কুলম্।
সুব্যূঢ়কক্ষং হনুমান্ প্রবিবেশ মহাগৃহম্ ॥ ৪৪
ইতি সুন্দরকাণ্ডে ষষ্ঠঃ সর্গঃ ॥ ৬ ॥

সপ্তমঃ সর্গঃ।

স বেশ্মজালং বলবান্ দদর্শ
ব্যাসক্তবৈদূর্য্যসুবর্ণজালম্।
যথা মহৎ প্রাবৃষি মেঘজালং
বিদ্যুৎপিনদ্ধং সবিহঙ্গজালম্ ॥ ১
নিবেশনানাং বিবিধাশ্চ শালাঃ
প্রধানশঙ্খায়ুধচাপশালাঃ।
মনোহরাশ্চাপি পুনর্বিশালা
দদর্শ বেশ্মাদ্রিষু চন্দ্রশালাঃ ॥ ২
গৃহাণি নানাবসুরাজিতানি
দেবাসুরৈশ্চাপি সুপূজিতানি।
সর্ব্বৈশ্চ দোষৈঃ পরিবর্জ্জিতানি
কপির্দদর্শ স্ববলার্জ্জিতানি ॥ ৩
তানি প্রযত্নাভিসমাহিতানি
ময়েন সাক্ষাদিব নির্ম্মিতানি।
মহীতলে সর্ব্বগুণোত্তরাণি
দদর্শ লঙ্কাধিপতের্গৃহাণি ॥ ৪
ততো দদর্শোচ্ছ্রিতমেঘরূপম্
মনোহরং কাঞ্চনচারুরূপম্।
রক্ষোহধিপস্যাত্মবলানুরূপম্
গৃহোত্তমং হ্যপ্রতিরূপরূপম্ ॥ ৫
মহীতলে স্বর্গমিব প্রকীর্ণম্
শ্রিয়া জ্বলন্তং বহুরত্নকীর্ণম্।
নানাতরূণাং কুসুমাবকীর্ণম্
গিরেরিবাগ্রং রজসাবকীর্ণম্ ॥ ৬
নারীপ্রবেকৈরিব দীপ্যমানং
তড়িদ্ভিরম্ভোধরমর্চ্চ্যমানম্।
হংসপ্রবেকৈরিব বাহ্যমানম্
শ্রিয়া যুতং খে সুকৃতং বিমানম্ ॥ ৭
যথা নগাগ্রং বহুধাতুচিত্রং
যথা নভশ্চ গ্রহচন্দ্রচিত্রম্।
দদর্শ যুক্তীকৃতচারুমেঘ-
চিত্রং বিমানং বহুরত্নচিত্রম্ ॥ ৮
মহী কৃতা পর্ব্বতরাজিপূর্ণা
শৈলাঃ কৃতা বৃক্ষবিতানপূর্ণাঃ।

রের ভবনের ন্যায় সুন্দর হইয়াছে। মৃদঙ্গ, অন্যান্য বাদ্য, কাঞ্চী এবং নূপুরের শিঞ্জনে মুখরিত, রাক্ষসরাজের সেই সুবিস্তৃত হর্ম্ম্যমালায় পরিবেষ্টিত, স্ত্রীরত্নসমাকুল বহু কক্ষ্যাগৃহে সুশোভিত গৃহ দেখিয়া বায়ুপুত্র হনূমান্ তাহার মধ্যে প্রবেশ করিলেন। ৪০—৪৪।

সপ্তম সর্গ।

মহাপরাক্রম হনূমান্ লঙ্কায় প্রবেশ করিয়া তাহার শোভা দেখিবার সময়ে দেখিলেন, গৃহের গবাক্ষ সকল কাঞ্চনময় এবং বৈদূর্য্যমণি-খচিত; তাহাতে পক্ষিসমূহ বিরাজমান থাকায়, বিদ্যুজ্জড়িত বিহগসমূহসুশোভিত বর্ষাকালীন বিস্তৃত মেঘমালার ন্যায় শোভা পাইতেছে। অপিচ নানাপ্রকার নগরবাসীদিগের গৃহ সকল প্রধান প্রধান শঙ্খ, অস্ত্র এবং ধনুর্ব্বাণে সুসজ্জিত ও পর্ব্বতপ্রমাণ সৌধের উপরিস্থিত, বিশাল গৃহসমূহ অতি সুন্দরভাবে বিরাজ করিতেছে; স্বীয় বাহুবলে উপার্জ্জিত দেবাসুরের পূজার্হ লঙ্কাপতির গৃহ সকল নানারত্নপূর্ণ এবং সর্ব্বপ্রকার দোষশূন্য ছিল। উহা দেবশিল্পার শিল্প-কৌশলে রচিত হওয়ায় যেন শিল্পিশ্রেষ্ঠ ময়দানবের সাক্ষাৎ নির্ম্মাণকার্য্যের ন্যায়, গুণগ্রামে পৃথিবীতে শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করিয়াছিল; উচ্চ মেঘতুল্য সুবর্ণদ্বারা রুচির রাক্ষসরাজের দিব্য গৃহরাজি তাঁহার বাহুবীর্য্যানুরূপ সুচারু এবং নিরুপম, যেন ভূতলে পাতিত স্বর্গের ন্যায় শোভায় উজ্জ্বল হইয়াছে। উহা নানারত্নপূর্ণ থাকায়, যেন ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত পুষ্পপরাগদ্বারা আবৃত নানাজাতীয় তরুকুসুমাকীর্ণ পর্ব্বতশিখরের ন্যায়, প্রকাশমান রহিয়াছে, সুন্দরী রমণীসমূহ অধিষ্ঠিত থাকায় যেন সৌদামিনী-শোভিত মেঘের ন্যায়, উজ্জ্বল হইতেছে। তাহার এক স্থানে, দিব্য হংসশ্রেণীকর্তৃক উহ্যমান শ্রীসম্পন্ন পুণ্যবান্ লোকের আকাশস্থ বিমানের ন্যায় সুমহৎ রাবণের পুষ্পকনামক রথ বিবিধ রত্নে খচিত থাকায় বহু ধাতুসমূহে পর্ব্বতশিখর সকল যেমন নানাবর্ণ ধারণ করে ও নভোমণ্ডল যেমন গ্রহগণ এবং চন্দ্রদ্বারা বিচিত্ররূপ ধারণ করে, সেইরূপ নানাবর্ণে সুশোভিত সুন্দর মেঘের ন্যায়, বিচিত্রবর্ণে রঞ্জিত হইয়া শোভা পাইতেছে। উহা দেবতাদিগের আশ্রয়ভূত অতি উচ্চ দিব্য গৃহ অপেক্ষাও উন্নত ও রত্নপ্রভায় সমুজ্জ্বল ছিল; তাহাতে পর্ব্বতরাজি-বিরাজিত

বৃক্ষাঃ কৃতাঃ পুষ্পবিতানপূর্ণাঃ
পুষ্পং কৃতং কেশরপত্রপূর্ণম্ ॥ ৯
কৃতানি বেশ্মানি চ পাণ্ডুরাণি
তথা সুপুষ্পা অপি পুষ্করিণ্যঃ।
পুনশ্চ পদ্মানি সকেসরাণি
বনানি চিত্রাণি সরোবরাণি ॥ ১০
পুষ্পাহ্বয়ং নাম বিরাজমানম্
রত্নপ্রভাভিশ্চ বিবর্দ্ধমানম্।
বেশ্মোত্তমানামপি চোচ্চমানম্
মহাকপিস্তত্র মহাবিমানম্ ॥ ১১
কৃতাশ্চ বৈদূর্য্যময়া বিহঙ্গা
রূপ্যপ্রবালৈশ্চ তথা বিহঙ্গাঃ।
চিত্রাশ্চ নানাবসুভির্ভুজঙ্গা
জাত্যানুরূপাস্তুরগাঃ শুভাঙ্গাঃ ॥ ১২
প্রবালজাম্বূনদপুষ্পপক্ষাঃ
সলীলমাবর্জ্জিতজিহ্মপক্ষাঃ।
কামস্য পক্ষা ইব ভান্তি পক্ষাঃ
কৃতা বিহঙ্গাঃ সুমুখাঃ সুপক্ষাঃ ॥ ১৩
নিযুজ্যমানাশ্চ গজাঃ সুহস্তাঃ
সকেসরাশ্চোৎপলপত্রহস্তাঃ।
বভূব দেবী চ কৃতা সুহস্তা
লক্ষ্মীস্তথা পদ্মিনি পদ্মহস্তা ॥ ১৪
ইতীব তদ্গৃহমভিগম্য শোভনং
সবিস্ময়ো নগমিব চারুকন্দরম্।
পুনশ্চ তৎ পরমসুগন্ধি সুন্দরং
হিমাত্যয়ে নগমিব চারুকন্দরম্ ॥ ১৫

পৃথিবী, বৃক্ষসমূহে পরিপূর্ণ শৈল, কুসুমসমূহে পরিপূর্ণ বৃক্ষশ্রেণী, কেশর এবং পত্রে পূর্ণ পুষ্প, পাণ্ডুরবর্ণ গৃহ সুপুষ্পে সুশোভিত পুষ্করিণী, কেশরসহ পদ্ম, বন ও বিচিত্র সরোবর নির্ম্মিত ছিল। কোন স্থানে বৈদূর্য্যমণি-খচিত বিহঙ্গম, রূপ্য ও প্রবাল-ময় পক্ষী, নানাবিধ রত্নময় বিচিত্র ভুজঙ্গ জাত্যনুরূপ সুশোভনঅঙ্গবিশিষ্ট অশ্ব আর যাহাদের পক্ষ, প্রবাল ও সুবর্ণনির্ম্মিত পুষ্পদ্বারা সুশোভিত, এবং অনায়াসে সঙ্কুচিত ও বক্র হয়, তদ্রূপ কামোদ্দীপক পক্ষের ন্যায় যাহাদের পক্ষ প্রতিভাত হয়, সেইরূপ শোভনপক্ষ ও মুখসম্পন্ন বিহঙ্গগণ নির্ম্মিত ছিল; কোথাও পদ্মসরোবরে বিরাজিতা সুশোভন হস্তে পদ্মধারিতা লক্ষ্মী দেবী, তাঁহার অভিষেকে নিযুক্ত হস্তীসকল নির্ম্মিত ছিল; তাহার শুণ্ড অতি সুগঠন ও পদ্মসংলগ্ন এবং পদ্মবনে বিচরণ করায় কেশরলিপ্ত ছিল। কপিবর হনুমান্ হিমাবসানে দিব্য কুসুমসৌরভে

ততঃ স তাং কপিরভিপত্য পূজিতাম্
চরন্ পুরীং দশমুখবাহুনির্জ্জিতাম্।
অদৃশ্য তাং জনকসুতাং সুদুঃখিতাম্
সুপূজিতাং পতিগুণবেগনির্জ্জিতাম্ ॥ ১৬
ততস্তদা বহুবিধভাবিতাত্মনঃ
কৃতাত্মনো জনকসুতাং সুবর্ত্মনঃ।
অপশ্যতোঽভবদতিদুঃখিতং মনঃ
সচক্ষুষঃ প্রবিচরতো মহাত্মনঃ ॥ ১৭

ইতি সুন্দরকাণ্ডে সপ্তমঃ সর্গঃ ॥ ৭ ॥

অষ্টমঃ সর্গঃ।

স তস্য মধ্যে ভবনস্য সংস্থিতো
মহদ্বিমানং মণিরত্নচিত্রিতম্।
প্রতপ্তজাম্বূনদজালকৃত্রিমং
দদর্শ ধীমান্ পবনাত্মজঃ কপিঃ ॥ ১
তদপ্রমেয়প্রতিকারকৃত্রিমং
কৃতং স্বয়ং সাধ্বিতি বিশ্বকর্ম্মণা।
দিবঙ্গতে বায়ুপথে প্রতিষ্ঠিতং
ব্যরাজতাদিত্যপথস্য লক্ষ্ম তৎ ॥ ২

সুবাসিত মনোরম কোটরসম্পন্ন উৎকৃষ্ট বৃক্ষের ন্যায় এবং সুচারু গুহায় শোভিত পর্ব্বতের ন্যায় সুরম্য গৃহমধ্যে প্রবেশ করিয়া বিস্মিত হইলেন। পরে হনুমান্, দশগ্রীব রাবণের বাহুবলে নির্জ্জিত সুশোভিত সেই পুরীতে উল্লম্ফনদ্বারা ভ্রমণ করত সুদুঃখিতা, পূজার্হা, সতত স্বামীর গুণ-প্রবাহ ধ্যান করায় দুঃখ-হীনার ন্যায় প্রতীয়মানা, জনকনন্দিনী সীতাকে দেখিতে না পাওয়ায় তাঁহার মন অতিশয় দুঃখিত হইল। তাঁহার অন্তঃকরণ পরম পবিত্র এবং স্বভাব সর্ব্বাংশে উৎকৃষ্ট ছিল, তিনি সুশোভন নীতিমার্গ-গামী শাস্ত্রচক্ষুঃসম্পন্ন ও মহাত্মা ছিলেন। ১—১৭।

অষ্টম সর্গ।

বুদ্ধিমান্ পবনতনয় হনুমান্, রাবণের সেই গৃহ-মধ্যে থাকিয়া বিবিধ উৎকৃষ্ট মণিখচিত অতিমহৎ পুষ্পক বিমান দেখিতে লাগিলেন। তাহার গবাক্ষ-সমূহ বিশুদ্ধকাঞ্চননির্ম্মিত। যাহা নির্ম্মাণ করিয়া দেবশিল্পী বিশ্বকর্ম্মা, "আমার শিল্পকার্য্যের মধ্যে ইহা অতি উৎকৃষ্ট হইয়াছে" ইহা বলিয়া স্বয়ং প্রশংসা করিয়াছিলেন, উক্ত নিরুপম-সৌন্দর্য্যশালী আলেখ্য-

ন তত্র কিঞ্চিন্ন কৃতং প্রযত্নতো
ন তত্র কিঞ্চিন্ন মহার্হরত্নবৎ।
ন তে বিশেষা নিয়তাঃ সুরেষ্বপি
ন তত্র কিঞ্চিন্ন মহাবিশেষবৎ ॥ ৩

তপঃসমাধানপরাক্রমার্জ্জিতং
মনঃ সমাধানবিচারচারিণম্।
অনেকসংস্থানবিশেষনির্ম্মিতং
ততস্ততস্তুল্যবিশেষনির্ম্মিতম্ ॥ ৪

মনঃ সমাধায় তু শীঘ্রগামিনং
দুরাসদং মারুততুল্যগামিনম্।
মহাত্মনাং পুণ্যকৃতাং মহর্দ্ধিনাং
যশস্বিনামগ্র্যমুদামিবালয়ম্ ॥ ৫

বিশেষমালম্ব্য বিশেষসংস্থিতং
বিচিত্রকূটং বহুকূটমণ্ডিতম্।
মনোঽভিরামং শরদিন্দুনির্ম্মলং
বিচিত্রকূটং শিখরং গিরেষথা ॥ ৬

বহন্তি যং কুণ্ডলশোভিতাননা
মহাশনং ব্যোমচরা নিশাচরাঃ।
নিবৃত্তবিধ্বস্তবিশাললোচনা
মহাজবা ভূতগণাঃ সহস্রশঃ ॥ ৭

বসন্তপুষ্পোত্করচারুদর্শনম্।
বসন্তমাসাদপি চারুদর্শনম্।
স পুষ্পকং তত্র বিমানমুত্তমং
দদর্শ তদ্বানরবীরসত্তমঃ ॥ ৮

ইতি সুন্দরকাণ্ডে অষ্টমঃ সর্গঃ ॥ ৮ ॥

নবমঃ সর্গঃ।

তস্যালয়বরিষ্ঠস্য মধ্যে বিমলমায়তম্।
দদর্শ ভবনশ্রেষ্ঠং হনুমান মারুতাত্মজঃ ॥ ১

অর্দ্ধযোজনবিস্তীর্ণমায়তং যোজনং মহৎ।
ভবনং রাক্ষসেন্দ্রস্য বহুপ্রাসাদসঙ্কুলম্ ॥ ২

মার্গমাণস্তু বৈদেহীং সীতামায়তলোচনাম্।
সর্ব্বতঃ পরিচক্রাম হনুমানরিসূদনঃ ॥ ৩

উত্তমং রাক্ষসাবাসং হনুমানবলোকয়ন্।
আসসাদাথ লক্ষ্মীবান্ রাক্ষসেন্দ্রনিবেশনম্ ॥ ৪

চতুর্বিষাণৈর্দ্বিরদৈস্ত্রিবিষাণৈস্তথৈব চ।
পরিক্ষিপ্তমসম্বাধং রক্ষ্যমাণমুদায়ুধৈঃ ॥ ৫

রাক্ষসীভিশ্চ পত্নীভী রাবণস্য নিবেশনম্।

দ্বারা অলঙ্কৃত বিমান কি অপূর্ব্ব শোভা পাইতেছে। সূর্য্য যে পথ দিয়া গমন করিয়া থাকেন, সেই পুষ্পক রথেও সেই আকাশ বায়ুপথে গতিশক্তি থাকাবশত ইহা যেন সৌরপথের চিহ্নস্বরূপ হইয়া শোভিত রহিয়াছে; সকল বস্তুই তাহাতে সযত্নে নির্ম্মিত হইয়াছিল। তাহাতে যে সকল শিল্পনৈপুণ্য প্রদর্শিত হইয়াছিল, সুরগণের বিমানেও তদ্রূপ ছিল না এবং বহুমূল্য রত্নময় বস্তুসমূহ এবং বিশেষ বিশেষ দ্রব্য-সমূহও তাহাতে বিন্যস্ত ছিল। উহা তপস্যালব্ধ বিক্রমদ্বারা অর্জ্জিত, শিল্প-বিনির্ম্মিত অনেক প্রতিকৃতি-দ্বারা সুশোভিত, উৎকৃষ্ট উৎকৃষ্ট বিমানের ব্যবহারোপ-যোগী বিশেষ বিশেষ বহুমূল্য দ্রব্যরাজি দ্বারা রচিত হইয়াছিল এবং মনের সঙ্কল্পানুসারে সর্ব্বত্র গমন করিতে পারিত। উহা মহাধনী, যশস্বী, পুণ্যবান্ মহাত্মাদিগের অতিশয় আনন্দাস্পদ ছিল এবং প্রভুর মনের গতি বুঝিয়া মারুতের ন্যায় দ্রুততর গমন করিতে পারিত; অতএব কেহই তাহা অতিক্রম করিতে পারিত না। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অনেক গৃহে সুশোভিত থাকায় উহা যেন বিচিত্র কূটসমূহে বিরাজিত গিরিশিখরের ন্যায় রমণীয়, শারদীয় শশধরের ন্যায় নির্ম্মল ও বিচিত্র বস্তুসমূহের আশ্রয়স্বরূপ ছিল এবং স্বিশেষ গতি অনুসারে শূন্যপথে বিচরণ করিতে পারিত। মহাবেগবান্ শূন্যগামী সহস্র সহস্র নিশাচর ভূতগণ উহা বহন করিত; তাহাদিগের মুখমণ্ডল কুণ্ডলদ্বারা অলঙ্কৃত এবং নেত্র পলকহীন, ঘূর্ণমান ও বিশাল। অপিচ বানরপ্রধান বীরবর হনুমান্ পুষ্পকরথ দেখিবার সময়ে অতি উৎকৃষ্ট রথও দেখিলেন; তাহা বসন্ত-কালোৎপন্ন কুসুমসমূহে বিকীর্ণ থাকায় মধু মাস অপেক্ষাও সুদৃশ্য হইয়াছিল। ১—৮।

নবম সর্গ।

পরন্তপ বায়ুনন্দন হনুমান্ সেই দিব্য ভবনমধ্যে অতিসুন্দর সুপ্রশস্ত নির্ম্মল গৃহ দেখিয়া প্রাসাদমালা-সমাকুল, একযোজন-পরিসর, অর্দ্ধ-যোজন-বিস্তীর্ণ রাক্ষসেন্দ্র রাবণের সুবৃহৎ প্রাসাদে আয়ত-নয়না বিদেহনন্দিনী সীতা দেবীকে অন্বেষণ করত সর্ব্বত্র বিচরণ করিতে লাগিলেন। পরে অত্যন্ত শ্রীমান্ হনুমান্ সাধারণ রাক্ষসগণের সুরম্য আবাসগৃহ দেখিয়া রাক্ষসপতির বাসভবনে গমন করিলেন। রাবণের সেই ভবন চতুর্দ্দন্ত ত্রিবিষাণ হস্তিসমূহে সমাকুল হইলেও অসম্বাধ ছিল এবং অস্ত্রধারী রাক্ষসগণ সর্ব্বদা রক্ষা করিত। রাক্ষসজাতীয়া প্রমদা এবং বলপূর্ব্বক

আহৃতাভিশ্চ বিক্রম্য রাজকন্যাভি রৃতম্।
তদ্ গ্রাহমকরাকীর্ণং তিমিঙ্গিলঝষাকুলম্।
বায়ুবেগসমাধূতং পন্নগৈরিব সাগরম্ ॥ ৭
যা হি বৈশ্রবণে লক্ষ্মীর্যা চেন্দে হরিবাহনে।
সা রাবণগৃহে রম্যা নিত্যমেবানপায়িনী ॥ ৮
যা চ রাজ্ঞঃ কুবেরস্য যমস্য বরুণস্য চ।
তাদৃশী তদ্বিশিষ্টা বা ঋদ্ধী রক্ষোগৃহেষ্বিহ ॥ ৯
তস্য হর্ম্যস্য মধ্যস্থং বেশ্ম চান্যং সুনির্ম্মিতম্।
বহুনির্য্যূহসংযুক্তং দদর্শ পবনাত্মজঃ ॥ ১০
ব্রহ্মণোঽর্থে কৃতং দিব্যং দিবি যদ্বিশ্বকর্ম্মণা।
বিমানং পুষ্পকং নাম সর্ব্বরত্নবিভূষিতম্ ॥ ১১
পরেণ তপসা লেভে যৎ কুবেরঃ পিতামহাৎ।
কুবেরমোজসা জিত্বা লেভে তদ্রাক্ষসেশ্বরঃ ॥ ১২
ঈহামৃগসমাযুক্তৈঃ কার্ত্তস্বরহিরণ্ময়ৈঃ।
সুকৃতৈ রাজতস্তম্ভৈঃ প্রদীপ্তমিব চ শ্রিয়া ॥ ১৩
মেরুমন্দরসঙ্কাশৈরুল্লিখদ্ভি রিবাম্বরম্।
কূটাগারৈঃ শুভাগারৈঃ সর্ব্বতঃ সমলঙ্কৃতম্ ॥ ১৪
জ্বলনার্কপ্রতীকাশৈঃ সুকৃতং বিশ্বকর্ম্মণা।
হেমসোপানযুক্তঞ্চ চারুপ্রবরবেদিকম্ ॥ ১৫
জালবাতায়নৈর্যুক্তং কাঞ্চনৈঃ স্ফাটিকৈরপি।
ইন্দ্রনীলমহানীলমণিপ্রবরবেদিকম্ ॥ ১৬
বিদ্রুমেণ বিচিত্রেণ মণিভিশ্চ মহাধনৈঃ।
নিস্তুলাভিশ্চ মুক্তাভিস্তলেনাভিবিরাজিতম্ ॥ ১৭
চন্দনেন চ রক্তেন তপনীয়নিভেন চ।
সুপুণ্যগন্ধিনা যুক্তমাদিত্যতরুণোপমম্।
বিমানং পুষ্পকং দিব্যমারুরোহ মহাকপিঃ ॥ ১৮
তত্রস্থঃ সর্ব্বতো গন্ধং পানভক্ষ্যান্নসম্ভবম্।
দিব্যং সম্মূর্চ্ছিতং জিঘ্রন রূপবন্তমিবানিলম্ ॥ ১৯
স গন্ধস্তং মহাসত্ত্বং বন্ধুর্বন্ধুমিবোত্তমম্।
ইত এহীত্যুবাচেব তত্র যত্র স রাবণঃ ॥ ২০
ততস্তাং প্রস্থিতঃ শালাং দদর্শ মহতীং শিবাম্।
রাবণস্য মহাকান্তাং কান্তামিব বরস্ত্রিয়ম্ ॥ ২১
মণিসোপানবিকৃতাং হেমজালবিরাজিতাম্।
স্ফাটিকৈরাবৃততলাং দন্তান্তরিতরূপিকাম্ ॥ ২২
মুক্তাভিশ্চ প্রবালৈশ্চ রূপ্যচামীকরৈরপি।
বিভূষিতাং মণিস্তম্ভৈঃ সুবহুস্তম্ভভূষিতাম্ ॥ ২৩
সমৈর্ঋজুভিরত্যুচ্চৈঃ সমন্তাৎ সুবিভূষিতৈঃ।

অন্য রাজ্য হইতে আনীতা রাজকন্যাগণে পরিবৃত থাকায়, যেন নক্র, মকর, তিমিঙ্গিল, মৎস্য প্রভৃতি জলজন্তুসমাকুল, বায়ুবেগে আন্দোলিত, সর্পপরিপূর্ণ সমুদ্রের ন্যায় হইয়াছিল। যক্ষরাজ এবং দেবরাজের ভবনে যেরূপ শোভা ছিল, সেইরূপ সুরম্য শোভা অবিনাশী হইয়া রাবণ-গৃহে নিত্য অবস্থান করিতেছে। যক্ষপতি কুবের, বরুণ এবং যমের গৃহ যেরূপ ধনসম্পন্ন, রাবণের গৃহ সেইরূপ বা তাহা অপেক্ষাও সমধিক সমৃদ্ধিশালী। সেই সুবিস্তৃত প্রাসাদের অভ্যন্তরস্থ রমণীগণের বাসযোগ্য অন্যান্য সুরচিত গৃহমধ্যে মত্তহস্তী সকল অবরুদ্ধ রহিয়াছে। বিশ্বকর্ম্মা, ব্রহ্মার জন্য নানাপ্রকার রত্নদ্বারা বিভূষিত করিয়া পুষ্পকনামক যে উৎকৃষ্ট শূন্যগামী রথ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন, যক্ষরাজ কুবের উত্তম তপস্যাফলে যাহা পিতামহের নিকট হইতে লাভ করিয়াছিলেন, রাক্ষসরাজ রাবণ পরাক্রমপ্রভাবে কুবেরকে পরাস্ত করিয়া তাহা পাইয়াছিলেন। বিশ্বকর্ম্মা কর্তৃক সুকৌশলে নির্ম্মিত ঐ বিমানের স্তম্ভ সকল রজত, কার্ত্তস্বর এবং বিশুদ্ধ সুবর্ণ-নির্ম্মিত; তাহাতে ঈহামৃগ খচিত থাকায় ঐ বিমান যেন শোভায় সমুদ্ভাসিত হইতেছে; সুমেরু ও মন্দর-গিরির ন্যায় গগনস্পর্শী, সূর্য্যের ন্যায় উজ্জ্বল কূটগৃহ এবং বিহারগৃহে সর্ব্বত্র শোভিত রহিয়াছে। তাহার সোপানপঙ্‌ক্তি কাঞ্চননির্ম্মিত, বেদিকা সকল সুচারু ও উৎকৃষ্ট ছিল। জালরন্ধ্র এবং গবাক্ষ সকল কাঞ্চন ও স্ফটিকনির্ম্মিত। তথায় ইন্দ্রনীল, মহানীল প্রভৃতি মণিময় উৎকৃষ্ট বেদিকা ছিল। তাহার কুট্টিম, —বিচিত্র প্রবাল ও অতুলনীয় মহামূল্য রত্নরাজিদ্বারা নির্ম্মিত হইয়া অতিশয় শোভা বিস্তার করিতেছে; তাহাতে সুগন্ধি রক্তচন্দন লিপ্ত থাকায়, তরুণ সূর্য্যের ন্যায় উজ্জ্বল হইয়াছে। কপিপ্রধান হনুমান্ সেই পুষ্পকনামক দিব্য বিমানে আরোহণ করিলেন এবং সেই বিমানে অবস্থান করিয়া পান-ভক্ষ্যান্ন-সমুদ্ভূত চতুর্দ্দিক্‌ব্যাপী মনোহর সুগন্ধ আঘ্রাণ করিলেন। ঐ গন্ধদ্রব্য দ্বারা মারুত যেন রূপবান্ হইয়া, যেমন কোন বন্ধুকে সদুপদেশ দেয়, তদ্রূপ মহাবল হনুমান্‌কে বলিয়াছিল যে, "যে স্থানে রাবণ আছে, আমার সহিত তথায় আইস।" তৎপরে পবনতনয়, বিমান হইতে অবতরণ-পূর্ব্বক সেই গন্ধানুসারে গমন করিয়া, প্রণয়াস্পদ সুন্দরী রমণীর ন্যায়, রাবণের অতি রমণীয়া স্বাস্থ্যদায়িনী সুমহতী শয়ন-শালা দেখিতে পাইলেন। তাহার সোপানপঙ্‌ক্তি রত্নরাজিদ্বারা সুকৌশলে নির্ম্মিত, নিম্নভাগ স্ফটিকপ্রস্তরে আবৃত; বাতায়ন সকল কনকময়; হস্তিদন্ত, মুক্তা, মণি, প্রবাল, রৌপ্য এবং সুবর্ণময় মূর্ত্তি সকল তাহার স্থানে স্থানে কারুকার্য্যে নির্ম্মিত হইয়াছিল। তাহা রত্নখচিত অতি উচ্চ সরল সমান বহুতর স্তম্ভে সুশো-

স্তম্ভৈঃ পক্ষৈরিবাত্যুচ্চৈর্দিবং সম্প্রস্থিতামিব ॥ ২৪
মহত্যা কুথয়াস্তীর্ণাং পৃথিবীলক্ষণাঙ্কয়া।
পৃথিবীমিব বিস্তীর্ণাং সরাষ্ট্রগৃহশালিনীম্ ॥ ২৫
নাদিতাং মত্তবিহগৈর্দিব্যগন্ধাধিবাসিতাম্।
পরার্দ্ধ্যাস্তরণোপেতাং রক্ষোঽধিপনিষেবিতাম্ ॥ ২৬
ধূমামগুরুধূপেন বিমলাং হংসপাণ্ডুরাম্।
পত্রপুষ্পোপহারেণ কল্মষীমিব সুপ্রভাম্ ॥ ২৭
মনসো মোদজননীং বর্ণস্যাপি প্রসাধিনীম্।
তাং শোকনাশিনীং দিব্যাং শ্রিয়ঃ সঞ্জননীমিব ॥ ২৮
ইন্দ্রিয়াণীন্দ্রিয়ার্থৈস্তু পঞ্চ পঞ্চভিরুত্তমৈঃ।
তর্পয়ামাস মাতেব তদা রাবণপালিতা ॥ ২৯
স্বর্গোঽয়ং দেবলোকোঽয়মিন্দ্রস্যাপি পুরী ভবেৎ।
সিদ্ধির্বেয়ং পরা হি স্যাদিত্যমন্যত মারুতিঃ ॥ ৩০
প্রধ্যায়ত ইবাপশ্যৎ প্রদীপাংস্তত্র কাঞ্চনান্।
ধূর্ত্তানিব মহাধূর্ত্তৈর্দেবনেন পরাজিতান্ ॥ ৩১
দীপানাঞ্চ প্রকাশেন তেজসা রাবণস্য চ।
অর্চ্চির্ভির্ভূষণানাঞ্চ প্রদীপ্তেত্যভ্যমন্যত ॥ ৩২

ততোঽপশ্যৎ কুথাসীনং নানাবর্ণাম্বরস্রজম্।
সহস্রং বরনারীণাং নানাবেশবিভূষিতম্ ॥ ৩৩
পরিবৃত্তেঽর্দ্ধরাত্রে তু পাননিদ্রাবশংগতম্।
ক্রীড়িত্বোপরতং রাত্রৌ প্রসুপ্তং বলবত্তদা ॥ ৩৪
তৎ প্রসুপ্তং বিরুরুচে নিঃশব্দান্তরভূষিতম্।
নিঃশব্দহংসভ্রমরং যথা পদ্মবনং মহৎ ॥ ৩৫
তাসাং সংবৃতদন্তানি মীলিতাক্ষাণি মারুতিঃ।
অপশ্যৎ পদ্মগন্ধীনি বদনানি সুযোষিতাম্ ॥ ৩৬
প্রবুদ্ধানীব পদ্মানি তাসাং ভূত্বা ক্ষপাক্ষয়ে।
পুনঃ সংবৃতপত্রাণি রাত্রাবিব বভুস্তদা ॥ ৩৭
ইমানি মুখপদ্মানি নিয়তং মত্তষট্পদাঃ।
অম্বুজানীব ফুল্লানি প্রার্থয়ন্তি পুনঃপুনঃ ॥ ৩৮
ইতি বামন্যত শ্রীমানুপপত্ত্যা মহাকপিঃ।
মেনে হি গুণতস্তানি সমানি সলিলোদ্ভবৈঃ ॥ ৩৯
সা তস্য শুশুভে শালা তাভিঃ স্ত্রীভির্বিরাজিতা।
শরদীব প্রসন্না দ্যৌস্তারাভিরভিশোভিতা ॥ ৪০
স চ তাভিঃ পরিবৃতঃ শুশুভে রাক্ষসাধিপঃ।
যথা হ্যুড়ুপতিঃ শ্রীমাংস্তারাভিরিব সংবৃতঃ ॥ ৪১

ছিল; মনে হয় যেন, অত্যুচ্চ বৃহৎ পক্ষবিস্তার করিয়া স্বর্গপথে উড্ডান হইতেছে। উহা রাষ্ট্র এবং গৃহ সমেত সুশোভিত পৃথিবীর ন্যায় বিস্তীর্ণ; তাহাতে প্রকাণ্ড চতুষ্কোণ আস্তরণ পাতিত ছিল। সেই গৃহ হংসের ন্যায় পাণ্ডুরবর্ণ, বিমল ও মত্তবিহঙ্গসমূহের কূজনরবে মুখরিত ও মনোহর সৌরভে সুবাসিত এবং অগুরু-নির্ম্মিত ধূপধূমে নিরন্তর ধূম্রবর্ণ থাকিত, রাক্ষসরাজ রাবণ তন্মধ্যে আস্তীর্ণ বহুমূল্য আস্তরণে সতত বিহার করিতেন। ঐ গৃহ পত্র ও কুসুমমাল্যদ্বারা যেন নানাবর্ণ হইয়া সুপ্রভায় মনের আনন্দ বর্দ্ধন ও দেহের সৌন্দর্য্য সাধন করিতেছিল; উহা দিব্য শ্রীসম্পন্ন থাকায় উহাতে বাস করিলে শোকনিবারণ হইত। বায়ুতনয় হনমান্, পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের ভোগ্য শব্দ, স্পর্শ রূপ, রস ও গন্ধাদিযুক্ত উৎকৃষ্ট পদার্থদ্বারা ইন্দ্রিয়গণের তৃপ্তি সাধনপূর্ব্বক রাবণকর্ত্তৃক জননীর ন্যায় পালিতা সেই পুরী দেখিয়া তৎকালে মনে করিলেন যে "ইহা কি যজ্ঞফললভ্য স্বর্গ, না দেবলোক, না ইন্দ্রপুরী অমরাবতী, অথবা গন্ধর্ব্বমায়া! কেননা উহা দীপমালার আলোকে অলঙ্কারের প্রভায় এবং রাবণের তেজঃপ্রভাবে সম্যকরূপে সমুজ্জ্বল হইয়াছে। তাহাতে সুবর্ণময় দীপ সকল রাবণের তেজে অভিভূত হইয়া ধূর্ত্ত (অক্ষক্রীড়ায় নিপুণ ব্যক্তি) যেমন মহাধূর্ত্ত (অক্ষক্রীড়া অতি নিপুণ ব্যক্তি) কর্ত্তৃক অক্ষক্রীড়ায় পরাজিত হইয়া চিন্তিত এবং দীপ্তিহীন হয়, তদ্রূপ প্রভাহীন হইয়াছে।" ১—৩২। পরে পবননন্দন হনমান্ দেখিলেন যে, বিবিধ অলঙ্কারে বিভূষিতা সহস্র সহস্র সুন্দরী রমণীগণ সেই গৃহে বিস্তীর্ণ আসনে শয়ন করিয়া রহিয়াছে। তাহাদের গলদেশে সন্নিবেশিত মালা এবং পরিধেয় বসন বিচিত্রবর্ণ। অর্দ্ধরাত্রি অতীত হইলে তাহারা মদ্যপান ও নিদ্রায় মগ্ন হইয়া ক্রীড়া হইতে বিরতা হইয়াছে। সুবিস্তীর্ণ নিশ্চল পদ্মবন,—হংস এবং ভ্রমরের মধুর ঝঙ্কারশব্দে যেমন রুচির হইয়া থাকে, তদ্রূপ প্রসুপ্ত প্রমদাগণে পরিবৃত রাবণের গৃহ তাহাদের নূপুরশিঞ্জনে পরিপূর্ণ হইয়া মনোহর হইয়াছে। রাত্রিশেষে পদ্মসকল বিকসিত হইয়া রাত্রিকালে পুনরায় যেমন সঙ্কুচিত হইয়া থাকে, নয়ন নিমীলিত এবং দন্তপঙ্ক্তি সংবৃত থাকায় সেই সুন্দরী প্রমদাগণের পদ্মগন্ধসমন্বিত মুখমণ্ডল সেইরূপ শোভা পাইতেছে। প্রমত্ত ভ্রমরকুল প্রফুল্লকমলের ন্যায় সেই সকল মুখকমল নিয়ত অভিলাষ করিতেছে। কপিশ্রেষ্ঠ শ্রীমান্ হনমান্ এইরূপ যুক্তি অনুসারে সমানগুণবশতঃ পদ্মের সহিত মুখের তুলনা করিলেন। সেই গৃহ প্রমদাসমূহে বিরাজিত হইয়া, শরৎকালীন নক্ষত্রভূষিত নির্ম্মল নভোমণ্ডলের ন্যায়, শোভা পাইতেছিল। রাক্ষসরাজ রাবণ সেইরূপ নারীগণে পরিবৃত হইয়া, তারকামালাসমাবৃত চন্দ্রের ন্যায়, উজ্জ্বলভাবে প্রকাশ পাইতে-

যাশ্চ্যবন্তেঽম্বরাত্তারাঃ পুণ্যশেষসমাবৃতাঃ ।
ইমাস্তাঃ সঙ্গতাঃ কৃৎস্না ইতি মেনে হরিস্তদা ॥ ৩২
তারাণামিব সুব্যক্তং মহতীনাং শুভার্চ্চিষাম্ ।
প্রভাবর্ণপ্রসাদাশ্চ বিরেজুস্তত্র যোষিতাম্ ॥ ৪৩
ব্যাবৃত্তকচপীনস্রক্প্রকীর্ণবরভূষণাঃ ।
পানব্যায়ামকালেষু নিদ্রোপহতচেতসঃ ॥ ৪৪
ব্যাবৃত্ততিলকাঃ কাশ্চিৎ কাশ্চিদুদ্ভ্রান্তনূপুরাঃ ।
পার্শ্বে গলিতহারাশ্চ কাশ্চিৎ পরমযোষিতঃ ॥ ৪৫
মুক্তাহারবৃতাশ্চান্যাঃ কাশ্চিৎ প্রস্রস্তবাসসঃ ।
ব্যাবিদ্ধরশনাদামাঃ কিশোর্য্য ইব বাহিতাঃ ॥ ৪৬
অকুণ্ডলধরাশ্চান্যা বিচ্ছিন্না মৃদিতস্রজঃ ।
গজেন্দ্রমৃদিতাঃ ফুল্লা লতা ইব মহাবনে ॥ ৪৭
চন্দ্রাংশুকিরণাভাশ্চ হারাঃ কাসাঞ্চিদুৎকটাঃ ।
হংসা ইব বভুঃ সুপ্তাঃ স্তনমধ্যেষু যোষিতাম্ ॥ ৪৮
অপরাসাঞ্চ বৈদূর্য্যাঃ কাদম্বা ইব পক্ষিণঃ ।
হেমসূত্রাণি চান্যাসাং চক্রবাকা ইবাভবন্ ॥ ৪৯
হংসকারণ্ডবোপেতাশ্চক্রবাকোপশোভিতাঃ ।
আপগা ইব তা রেজুর্জঘনৈঃ পুলিনৈরিব ॥ ৫০
কিঙ্কিণীজালসঙ্কাশাস্তা হেমবিপুলাম্বুজাঃ ।
ভাবগ্রাহা যশস্তীরাঃ সুপ্তা নদ্য ইবাবভুঃ ॥ ৫১
মৃদুষ্বঙ্গেষু কাসাঞ্চিৎ কুচাগ্রেষু চ সংস্থিতাঃ ।
বভূবুর্ভূষণানীব শুভা ভূষণরাজয়ঃ ॥ ৫২
অংশুকান্তাশ্চ কাসাঞ্চিন্মুখমারুতকম্পিতাঃ ।
উপর্য্যুপরি বক্ত্রাণাং ব্যাধূয়ন্তে পুনঃপুনঃ ॥ ৫৩
তাঃ পতাকা ইবোদ্ধূতাঃ পত্নীনাং রুচিরপ্রভাঃ ।
নানাবর্ণসুবর্ণানাং বক্ত্রমূলেষু রেজিরে ॥ ৫৪
ববল্গুশ্চাত্র কাসাঞ্চিৎ কুণ্ডলানি শুভার্চ্চিষাম্ ।
মুখমারুতসঙ্কম্পৈর্মন্দং মন্দঞ্চ যোষিতাম্ ॥ ৫৫
শর্করাসবগন্ধঃ স প্রকৃত্যা সুরভিঃ সুখঃ ।
তাসাং বদননিশ্বাসঃ সিষেবে রাবণং তদা ॥ ৫৬
রাবণাননশঙ্কাশ্চ কাশ্চিদ্রাবণযোষিতঃ ।
মুখানি চ সপত্নীনামুপাজিঘ্রন্ পুনঃপুনঃ ॥ ৫৭
অত্যর্থং সক্তমনসো রাবণে তা বরস্ত্রিয়ঃ ।
অস্বতন্ত্রাঃ সপত্নীনাং প্রিয়মেবাচরংস্তদা ॥ ৫৮

ছিল। ইহা দেখিয়া হনমান্ তখন মনে করিলেন যে, পুণ্যশেষ হইলে "যে সকল নক্ষত্র আকাশ হইতে পতিত হয়, তাহারাই যেন স্ত্রীরূপে একত্র মিলিত হইয়াছে।" অপিচ তারার ন্যায় উজ্জ্বলকান্তি প্রধান প্রধান প্রমদাগণের দেহ-লাবণ্য, বর্ণ এবং উজ্জ্বলতা স্পষ্টভাবে তথায় শোভা পাইতেছিল। সেই রমণীগণ মদ্যপানে অতিশয় শ্রম-প্রযুক্ত নিদ্রায় অচেতন হইলে, তাহাদের বিগলিত কেশপাশ, কোমল মাল্যদাম এবং উত্তম ভূষণসমূহ ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত রহিয়াছিল। কাহারও তিলক মর্দ্দিত, কাহারও বা নূপুর পদ হইতে বিচ্যুত হইয়াছিল। কোন সুন্দরী-প্রধানা প্রমদার হারশ্রেণী পার্শ্বদেশে বিগলিত হইয়াছিল। কেহ বা ছিন্নমুক্তাহারে পরিবৃত রহিয়াছিল। কাহারও বসন কটিদেশ হইতে বিগলিত হইয়াছিল। কাহারও কাঞ্চীগুণ নিতম্বদেশ হইতে বিক্ষিপ্ত হইয়াছিল। নারীগণ শ্রান্ত হইয়া এইরূপে অলঙ্কারসমূহ বিক্ষেপপূর্ব্বক, বহনক্লিষ্টা ঘোটকীর ন্যায় নিদ্রিত ছিল। কোন কোন কামিনীর কুণ্ডল গলিত এবং মাল্য বিমর্দ্দিত হওয়ায়, তাহারা যেন কাননে মহাহস্তিকর্ত্তৃক বিমর্দ্দিত প্রফুল্ল লতার ন্যায় প্রকাশ পাইতেছিল। কাহারও সুধাকরকিরণের ন্যায়, শুক্লবর্ণ মুক্তাহার বক্ষঃস্থলে বিপর্য্যস্তভাবে লম্বিত থাকায়, প্রমদাগণের স্তনমধ্যে সুপ্ত হংসের ন্যায় দেখাইতেছিল। অন্য বিলাসিনীগণেরও এইরূপ বৈদূর্য্যমণি-রচিত হারমালা কলহংসতুল্য হইয়াছিল। কোন কোন সুন্দরীর স্তনমধ্যস্থ কনকময় হারশ্রেণী চক্রবাকের সাদৃশ্য ধারণ করিয়াছিল; তাহাদের জঘন সকল পুলিন-স্বরূপ হইয়াছিল। সেই প্রমদাগণ, হংস-কারণ্ডব-বিরাজিত চক্রবাকপক্ষিসমূহে সুশোভিত নদীর ন্যায় শোভা পাইতেছিল। প্রসুপ্ত কামিনীগণের কিঙ্কিণীমালা তরঙ্গ, মুদ্রিত নয়ন সকল মুকুলিত কুমুদ, রতিভাব মকরাদি এবং শরীরকান্তি তীরস্বরূপ হওয়ায়, উহারা যেন নদীর ন্যায় শোভা পাইয়াছিল। কামিনীগণের সুকোমল দেহে এবং স্তনমণ্ডলে অঙ্কিত সুশোভন নখরেখাসমূহ ভূষণের ন্যায় শোভা পাইতেছিল। কাহারও মুখমারুতহিল্লোলে কম্পিত বস্ত্রাঞ্চল বদনের উপরিভাগে বারংবার কম্পিত হইতেছিল এবং নানাবর্ণরঞ্জিত বিচিত্র বর্ণের বস্ত্রাঞ্চল সকল বায়ুকম্পিত পতাকার ন্যায়,বিরাজিত রহিয়াছিল। কোন কোন কান্তিমতী রমণীর কুণ্ডল মুখনিঃসৃত বায়ু-কর্ত্তৃক কম্পিত হইয়া মন্দ মন্দ আন্দোলিত হইতেছিল। তাহাদের স্বভাবতঃ সুগন্ধিবদনসম্পৃক্ত সুখস্পর্শ নিশ্বাসমারুত আসব-গন্ধে আমোদিত হইয়া তৎকালে রাবণের সেবা করিতেছিল। কোন কোন রাবণ-মহিলা মদবিহ্বলা হইয়া রাবণের মুখভ্রমে বারংবার সপত্নীগণের মুখ আঘ্রাণ করিতেছিল। সেই বরাঙ্গনাগণ রাবণের প্রতি অত্যন্ত আসক্তচিত্ত থাকায় সপত্নীকর্ত্তৃক চুম্বিত হইলেও বিরক্ত না হইয়া তখন

বাহূ উপনিধায়ান্যাঃ পারিহার্য্যবিভূষিতাঃ।
অংশুকানি চ রম্যাণি প্রমদাস্তত্র শিশ্যিরে॥ ৫৯
অন্যা বক্ষসি চান্যস্যাস্তস্যাঃ কাচিৎ পুনর্ভুজম্।
অপরা ত্বঙ্কমন্যস্যাস্তস্যাশ্চাপ্যপরা কুচৌ॥ ৬০
ঊরু পার্শ্বকটী পৃষ্ঠমন্যোহন্যস্য সমাশ্রিতাঃ।
পরস্পরনিবিষ্টাঙ্গ্যো মদস্নেহবশানুগাঃ॥ ৬১
অন্যোন্যস্যাঙ্গসংস্পর্শাৎ প্রীয়মাণাঃ সুমধ্যমাঃ।
একীকৃতভুজাঃ সর্ব্বাঃ সুষুপুস্তত্র যোষিতঃ॥ ৬২
অন্যোন্যভুজসূত্রেণ স্ত্রীমালা গ্রথিতা হি সা।
মালেব গ্রথিতা সূত্রে শুশুভে মত্তষট্‌পদা॥ ৬৩
লতানাং মাধবে মাসি ফুল্লানাং বায়ুসেবনাৎ।
অন্যোহন্যমালাগ্রথিতং সংসক্তকুসুমোচ্চয়ম্॥ ৬৪
প্রতিবেষ্টিতসুস্কন্ধমন্যোন্যভ্রমরাকুলম্।
আসীদ্বনমিবোদ্ধূতং স্ত্রীবনং রাবণস্য তৎ॥ ৬৫
উচিতেষ্বপি সুব্যক্তং ন তাসাং যোষিতাং তদা।
বিবেকঃ শক্য আধাতুং ভূষণাঙ্গাম্বরস্রজাম্॥ ৬৬
রাবণে সুখসংবিষ্টে তাঃ স্ত্রিয়ো বিবিধপ্রভাঃ।
জ্বলন্তঃ কাঞ্চনা দীপাঃ প্রেক্ষন্তোহনিমিষা ইব॥ ৬৭
রাজর্ষিবিপ্রদৈত্যানাং গন্ধর্ব্বাণাঞ্চ যোষিতঃ।
রক্ষসাঞ্চাভবন্ কন্যাস্তস্য কামবশং গতাঃ॥ ৬৮
যুদ্ধকামেন তাঃ সর্ব্বা রাবণেন হৃতাঃ স্ত্রিয়ঃ।
সমদা মদনেনৈব মোহিতাঃ কাশ্চিদাগতাঃ॥ ৬৯

ন তত্র কাশ্চিৎ প্রমদাঃ প্রসহ্য
বীর্য্যোপপন্নেন গুণেন লব্ধাঃ।
ন চান্যকামাপি ন চান্যপূর্ব্বা
বিনা বরার্হাং জনকাত্মজান্তু॥ ৭০
ন চাকুলীনা ন চ হীনরূপা
নাদক্ষিণা নানুপচারযুক্তা।
ভার্য্যাভবত্তস্য ন হীনসত্ত্বা
ন চাপি কান্তস্য ন কামনীয়া॥ ৭১
বভূব বুদ্ধিস্তু হরীশ্বরস্য
যদীদৃশী রাঘবধর্ম্মপত্নী।
ইমা মহারাক্ষসরাজভার্য্যাঃ
সুজাতমস্যেতি হি সাধুবুদ্ধেঃ॥ ৭২

রাবণের মুখভ্রমে তাহাদের মুখ আঘ্রাণ করত প্রিয়-কার্য্য সম্পাদন করিতেছিল। ৩৩—৫৮। কেহ কেহ বিচিত্র বস্ত্র সকল এবং বলয়-বিভূষিত ভুজদ্বয়কে উপাধান করিয়া, কেহ বা কাহারও বক্ষের উপর মস্তক রাখিয়া শয়ান রহিয়াছিল। কেহ কাহারও বাহুর উপর, কেহ কাহারও অঙ্কের উপর, কেহ বা কাহারও কুচ-মণ্ডলের উপর শয়ান রহিয়াছিল। এইরূপে প্রমদা-গণ মদজনিত স্নেহের বশীভূত হইয়া পরস্পরের উরু, কটি, পার্শ্ব এবং পৃষ্ঠদেশ আশ্রয় করত পরস্পরের অঙ্গ অঙ্গে সন্নিবেশ-পূর্ব্বক শয়ান আছে। সেই সুমধ্যমা বামাগণ পরস্পরের বাহুসংলগ্ন হইয়া নিদ্রিত রহিয়াছে। মত্তষট্‌পদসমাকুল সুগ্রথিত পুষ্পমালা যেমন শোভা পায়, সেই রমণীরূপ মালা পরস্পরের ভুজসূত্রে গ্রথিত হইয়া তেমনই শোভা পাইতেছে। তাহাদের কেশপাশ ও মুদ্রিত নেত্র ভ্রমর-স্বরূপ হইয়াছে। রাবণের সেই মহিলাগণ যেন বায়ুর হিল্লোলে পরস্পর মালার ন্যায় গ্রথিত, কুসুম-রাজিসমাকীর্ণ, সুশোভন বৃক্ষস্কন্ধে বেষ্টিত, সমাগত ভ্রমসমূহে সমাকুল বসন্তকালে প্রফুল্ল লতাসমূহের সাদৃশ্য ধারণ করিয়াছে। তাহাদের অলঙ্কার, বস্ত্র, মাল্য, ও অঙ্গপ্রত্যঙ্গ যথাস্থানে স্পষ্টরূপে বিন্যস্ত থাকিলেও অলঙ্কারাদির এবং অবয়বের ঐক্য বশত "ইহা ইহার ভূষণ, ইহা ইহার অঙ্গ" এরূপ জানা যায় নাই। এই মহিলামণ্ডলমধ্যবর্ত্তী রাবণ সুনিদ্রিত হইলে, স্বর্ণময় স্তম্ভস্থিত প্রজ্বলিত দীপরূপী পুরুষ সকল সেই রুচিরপ্রভা প্রমদাগণকে যেন অনিমিষ লোচনে দেখিতেছে; তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ রাজদুহিতা, কেহ কেহ ব্রাহ্মণতনয়া, কেহ কেহ দৈত্য, গন্ধর্ব্ব এবং রাক্ষসদিগের কন্যা; তাহারা কামপরতন্ত্র হইয়া তাহার পত্নী হইয়াছে। কাহাকেও বা রাবণ যুদ্ধাভিলাষে হরণ করিয়া আনিয়াছে। মদোন্মত্তা কোন রমণী কন্দর্পশরে পীড়িত হইয়া নিজেই আসিয়াছে। বীর্য্যবান্ রাবণ বলপূর্ব্বক কোন প্রমদাকে হরণ করিয়া লঙ্কাপুরীতে আনয়ন করে নাই; পরন্তু তাহারা রাবণের সৌন্দর্য্যাদি গুণে মুগ্ধা হইয়া নিজেই আসিয়াছিল এবং যাহারা পর-পুরুষের প্রতি আসক্ত হইয়াছে ও যাহারা পূর্ব্বে পর-পুরুষকে স্বামিত্বে বরণ করিয়াছে, জনকদুহিতা সীতা ভিন্ন এরূপ কোন রমণীই রাবণকর্ত্তৃক হৃতা হয় নাই। যাহাদের কুল, শীল, রূপ, দাক্ষিণ্য ও বিবিধ অলঙ্কার নাই এবং যাহারা পতির মনোরঞ্জন করিতে পারে না, তাহার এরূপ ভার্য্যা কেহই ছিল না। বানরবর বুদ্ধিমান্ হনমান্ মনে মনে এইরূপ স্থির করিলেন যে, "ইহারা মহারাজ রাক্ষসাধিপতির ভার্য্যা, রাবণকর্ত্তৃক উপভুক্তা হইয়া নিদ্রিতা রহিয়াছে; যদি রামপত্নী ইহাদের সহিত উপভুক্তা হইয়া থাকেন, তবেই রাবণের পক্ষে মঙ্গল হইবে; কারণ, আমার মুখে এই সংবাদ শুনিলে, রাম কদাচ যুদ্ধ করিবেন না।"

পুনশ্চ সোঽচিন্তয়দার্তরূপো
ধ্রুবং বিশিষ্টা গুণতো হি সীতা।
অথায়মস্যাং কৃতবান্ মহাত্মা
লঙ্কেশ্বরঃ কষ্টমনার্য্যকর্ম্ম ॥ ১৩
ইতি সুন্দরকাণ্ডে নবমঃ সর্গঃ॥ ৯ ॥

দশমঃ সর্গঃ।

তত্র দিব্যোপমং মুখ্যং স্ফাটিকং রত্নভূষিতম্।
অবেক্ষমাণো হনুমান্ দদর্শ শয়নাসনম্ ॥ ১
দান্তকাঞ্চনচিত্রাঙ্গৈর্বৈদূর্য্যৈশ্চ বরাসনৈঃ।
মহার্হাস্তরণোপেতৈরুপপন্নং মহাধনৈঃ ॥ ২
তস্য চৈকতমে দেশে দিব্যমাল্যোপশোভিতম্।
দদর্শ পাণ্ডুরং ছত্রং তারাধিপতিসন্নিভম্ ॥ ৩
জাতরূপপরিক্ষিপ্তং চিত্রভানোঃ সমপ্রভম্।
অশোকমালাবিততং দদর্শ পরমাসনম্ ॥ ৪
বালব্যজনহস্তাভিবীজ্যমানং সমন্ততঃ।
গন্ধৈশ্চ বিবিধৈর্জুষ্টং বরধূপেন ধূপিতম্ ॥ ৫
পরমাস্তরণাস্তীর্ণমাবিকাজিনসংবৃতম্।
দামভির্বরমাল্যানাং সমন্তাদুপশোভিতম্ ॥ ৬
তস্মিন জীমূতসঙ্কাশং প্রদীপ্তোত্তমকুণ্ডলম্।
লোহিতাক্ষং মহাবাহুং মহারজতবাসসম্ ॥ ৭
লোহিতেনানুলিপ্তাঙ্গং চন্দনেন সুগন্ধিনা।
সন্ধ্যারক্তমিবাকাশে তোয়দং সতড়িদ্‌গুণম্ ॥ ৮
বৃতমাভরণৈর্দিব্যৈঃ সুরূপং কামরূপিণম্।
সবৃক্ষবনগুল্মাঢ্যং প্রসুপ্তমিব মন্দরম্ ॥ ৯
ক্রীড়িত্বোপরতং রাত্রৌ বরাভরণভূষিতম্।
প্রিয়ং রাক্ষসকন্যানাং রাক্ষসানাং সুখাবহম্ ॥ ১০
পীত্বাপ্যুপরতঞ্চাপি দদর্শ স মহাকপিঃ।
ভাস্বরে শয়নে বীরং প্রসুপ্তং রাক্ষসাধিপম্ ॥ ১১
নিঃশ্বসন্তং যথা নাগং রাবণং বানরোত্তমঃ।
আসাদ্য পরমোদ্বিগ্নঃ সোঽপাসর্পৎ সুভীতবৎ ॥ ১২
অথারোহণমাসাদ্য বেদিকান্তরমাশ্রিতঃ।
ক্ষীবং রাক্ষসশার্দ্দূলং প্রেক্ষতে স্ম মহাকপিঃ ॥ ১৩
শুশুভে রাক্ষসেন্দ্রস্য স্বপতঃ শয়নং শুভম্।
গন্ধহস্তিনি সংবিষ্টে যথা প্রস্রবণং মহৎ ॥ ১৪
কাঞ্চনাঙ্গদসন্নদ্ধৌ দদর্শ স মহাত্মনঃ।
বিক্ষিপ্তৌ রাক্ষসেন্দ্রস্য ভুজাবিন্দ্রধ্বজোপমৌ ॥ ১৫

পুনরায় তিনি ভাবিতে লাগিলেন যে, সীতা নিশ্চয়ই পাতিব্রত্যাদি গুণে শ্রেষ্ঠা; মহাবলশালী ক্রূরকর্ম্মা লঙ্কেশ্বর মায়ারূপ ধরিয়া তাঁহার প্রতি অনার্য্য ব্যবহার করিয়াছে।" ৫১—৭৩।

দশম সর্গ।

হনূমান্, রাবণের সেই শয়নগৃহে দিব্যবস্তুসদৃশ, নানা রত্নখচিত, উৎকৃষ্ট স্ফটিকনির্ম্মিত বেদিকার উপরি স্থাপিত শয়নপর্য্যঙ্ক দেখিয়া অন্যান্য দ্রব্যরাজি দেখিতে লাগিলেন। উক্ত পর্য্যঙ্কের পাদসমূহ গজদন্ত ও সুবর্ণ-নির্ম্মিত হওয়ায় বিচিত্রবর্ণ দেখাইতেছে এবং সেই বেদিকার বৈদর্য্য ও পদ্মরাগাদি মণিনির্ম্মিত, রমণী-দিগের শয়নযোগ্য, মহামূল্য শ্রেষ্ঠ পর্য্যঙ্ক সজ্জিত রহিয়াছে; তাহার আস্তরণ মহামূল্য এবং রত্নখচিত। তাহার এক স্থানে নক্ষত্রপতি চন্দ্রের ন্যায়, সমুজ্জ্বল পাণ্ডুরবর্ণ ছত্র মনোহর মালায় সুশোভিত রহিয়াছে এবং কনকময় কারুকার্য্যে রচিত মহামূল্য পর্য্যঙ্ক অশোক-ফুলের মালায় আবৃত থাকায়, অগ্নির ন্যায় উজ্জ্বল হইয়াছে। তাহা নানাবিধ সুগন্ধদ্রব্যসমাযুক্ত, রমণীয় আস্তরণে আস্তীর্ণ, সুকোমল মেষচর্ম্মদ্বারা পার্শ্ব দেশে সংযুক্ত এবং দিব্য ধূপ দ্বারা সুবাসিত হইয়াছে উহার চতুর্দ্দিকে কৃত্রিম কামিনীগণ চামর লইয়া বীজন করিতেছে এবং তাহার চতুঃপার্শ্বে মনোহর কুসুমমালা শোভা পাইতেছে। মহাভুজ বীর্য্যবান্ রাক্ষসরাজ সেই দীপ্তিশালী পর্য্যঙ্কে নিদ্রিত রহিয়াছে। তাহার বর্ণ মেঘের ন্যায়, কুণ্ডল প্রদীপ্ত অথচ উজ্জ্বল; নেত্র-সমূহ রক্তবর্ণ, বস্ত্র সুবর্ণময় সূত্রে রচিত, অঙ্গ দিব্য আভরণে ভূষিত এবং সুগন্ধ রক্তচন্দনদ্বারা লিপ্ত থাকায় বিদ্যুন্মালায় শোভিত সন্ধ্যাকালীন লোহিতবর্ণ মেঘের ন্যায় দেখাইতেছে। সে রাক্ষসগণের আনন্দবর্দ্ধন এবং তৎকন্যাগণের প্রণয়াস্পদ ছিল। কামরূপী সুরূপ রাক্ষসরাজ বিবিধ উত্তম অলঙ্কারে ভূষিত হইয়া যামিনীতে মদ্যপান ও ক্রীড়াদি করিয়া তাহা হইতে বিরত হওয়ায় বৃক্ষ, বন ও গুল্মাদিপরিপূর্ণ নির্ম্মল নিশ্চল মন্দরপর্ব্বতবৎ হইয়াছে। পরে বানরশ্রেষ্ঠ মহাকপি হনূমান্ তাহাকে হস্তীর ন্যায় নিশ্বাস ফেলিতে দেখিয়া অতিশয় উদ্বিগ্ন চিত্তে ভীত ব্যক্তির ন্যায় ক্রমে ক্রমে তাহার নিকটস্থ হইতে লাগিলেন। ক্রমে সোপানপংক্তি প্রাপ্ত হইয়া তাহার মধ্যস্থ বেদি আশ্রয়পূর্ব্বক মদোন্মত্ত রাক্ষসব্যাঘ্র রাবণকে দেখিতে লাগিলেন। রাক্ষসেন্দ্র রাবণ নিদ্রিত হওয়ায় তাহার ঐ সুদৃশ্য শয্যাতল, গন্ধপ্রধান হস্তীকর্ত্তৃক অধিরূঢ় বৃহৎ প্রস্রবণের ন্যায় বিরাজ করিতেছে। কনকময় অঙ্গদে ভূষিত মহাকায় রাক্ষসেশ্বরের বাহুদ্বয়, ইন্দ্র-

ঐরাবতবিষাণাগ্রৈরাপীড়নকৃতব্রণৌ।
বজ্রোল্লিখিতপীনাংসৌ বিষ্ণুচক্রপরিক্ষতৌ ॥ ১৬
পীনৌ সমসুজাতাংসৌ সঙ্গতৌ বলসংযুতৌ।
সুলক্ষণনখাঙ্গুষ্ঠৌ স্বঙ্গুলীয়কলক্ষিতৌ ॥ ১৭
সংহতৌ পরিঘাকারৌ বৃত্তৌ করিকরোপমৌ।
বিক্ষিপ্তৌ শয়নে শুভ্রে পঞ্চশীর্ষাবিবোরগৌ ॥ ১৮
শশক্ষতজকল্পেন সুশীতেন সুগন্ধিনা।
চন্দনেন পরার্দ্ধ্যেন স্বনুলিপ্তৌ স্বলঙ্কৃতৌ ॥ ১৯
উত্তমস্ত্রীবিমৃদিতৌ গন্ধোত্তমনিষেবিতৌ।
যক্ষপন্নগগন্ধর্ব্ব-দেবদানবরাবিণৌ ॥ ২০
দদর্শ স কপিস্তস্য বাহূ শয়নসংস্থিতৌ।
মন্দরস্যান্তরে সুপ্তৌ মহাহী রুষিতাবিব ॥ ২১
তাভ্যাং স পরিপূর্ণাভ্যামুভাভ্যাং রাক্ষসেশ্বরঃ।
শুশুভেঽচলসঙ্কাশঃ শৃঙ্গাভ্যামিব মন্দরঃ ॥ ২২
চূতপুন্নাগসুরভির্বকুলোত্তমসংযুতঃ।
মিষ্টান্নরসসংযুক্তঃ পানগন্ধপুরঃসরঃ ॥ ২৩
তস্য রাক্ষসরাজস্য নিশ্চক্রাম মহামুখাৎ।
শয়ানস্য বিনিশ্বাসঃ পূরয়ন্নিব তদ্‌গৃহম্ ॥ ২৪
মুক্তামণিবিচিত্রেণ কাঞ্চনেন বিরাজতা।
মুকুটেনাপবৃত্তেন কুণ্ডলোজ্জ্বলিতাননম্ ॥ ২৫
রক্তচন্দনদিগ্ধেন তথা হারেণ শোভিনা।
পীনায়তবিশালেন বক্ষসাভিবিরাজতা ॥ ২৬
পাণ্ডুরেণাপবিদ্ধেন ক্ষৌমেণ ক্ষতজেক্ষণম্।
মহার্হেণ সুসংবীতং পীতেনোত্তরবাসসা ॥ ২৭
মাষরাশি-প্রতীকাশং নিশ্বসন্তং ভুজঙ্গবৎ।
গাঙ্গে মহতি তোয়ান্তে প্রসুপ্তমিব কুঞ্জরম্ ॥ ২৮
চতুর্ভিঃ কাঞ্চনৈর্দীপৈর্দীপ্যমানং চতুর্দ্দিশম্।
প্রকাশীকৃতসর্ব্বাঙ্গং মেঘং বিদ্যুদ্‌গণৈরিব ॥ ২৯
পাদমূলগতাশ্চাপি দদর্শ সুমহাত্মনঃ।
পত্নীঃ স প্রিয়ভার্য্যস্য তস্য রক্ষঃপতের্গৃহে ॥ ৩০
শশিপ্রকাশবদনা বরকুণ্ডলভূষণাঃ।
অম্লানমাল্যাভরণা দদর্শ হরিযূথপঃ ॥ ৩১
নৃত্যবাদিত্রকুশলা রাক্ষসেন্দ্রভুজাঙ্কগাঃ।
বরাভরণধারিণ্যো নিষণ্ণা দদৃশে কপিঃ ॥ ৩২
বজ্রবৈদূর্য্যগর্ভাণি শ্রবণান্তেষু যোষিতাম্।
দদর্শ তাপনীয়ানি কুণ্ডলান্যঙ্গদানি চ ॥ ৩৩
তাসাং চন্দ্রোপমৈর্বক্ত্রৈঃ শুভৈর্ললিতকুণ্ডলৈঃ।
বিরাজিতবিমানং তৎ নভস্তারাগণৈরিব ॥ ৩৪

ধ্বজের ন্যায় শয্যায় বিক্ষিপ্ত রহিয়াছে, উহা যুদ্ধকালে ঐরাবত হস্তীর দন্তের অগ্রভাগ দ্বারা কিণাঙ্কিত, বিষ্ণুর চক্রপ্রহারে বিক্ষত, স্থূল, বলযুক্ত, পরিঘাকার, করিশুণ্ডসদৃশ বৃত্তানুপূর্ব্ব এবং গোলাকার। উহার সন্ধিস্থল সুলগ্ন, নখ ও অঙ্গুষ্ঠ সুলক্ষণ; অঙ্গুলি সকল সুদৃশ্য এবং অংসদেশ অতি সুগঠন; ঐ অংসদ্বয় বজ্র-প্রহারে চিহ্নিত হইয়াছে। উল্লিখিত ভুজদ্বয় পঞ্চশীর্ষ সর্পের ন্যায়, শুভ্রবর্ণ শয্যাতলে বিন্যস্ত রহিয়াছে। ১—১৮। অপিচ শশকের রুধিরতুল্য লোহিতবর্ণ সুগন্ধ সুশীতল উৎকৃষ্ট চন্দনে অনুলিপ্ত, সুশোভন অলঙ্কারে ভূষিত বরাঙ্গনাগণের আলিঙ্গন দ্বারা বিমর্দ্দিত, উত্তম গন্ধদ্রব্যে নিষেবিত, যক্ষ গন্ধর্ব্ব দেবতা ও দানবদিগের ভয়ঙ্কর, শয়নতলে স্থিত তাহার সেই বাহুযুগল মন্দর পর্ব্বতের মধ্যে সুপ্ত নানাবর্ণে রঞ্জিত সর্পের ন্যায় দেখা-ইতেছে। সেই পর্ব্বতপ্রতিম রাক্ষসপতি রাবণ সর্ব্ব-লক্ষণাক্রান্ত বাহুযুগলদ্বারা শিখরদ্বয়শোভিত মন্দর-পর্ব্বতের সাদৃশ্য ধারণ করিয়াছে। উৎকৃষ্ট বকুল, চূত ও পুন্নাগ-পুষ্পের ন্যায় সুগন্ধি, ষড়রসযুক্ত অন্নব্যঞ্জন-সমুদ্ভব, মদ্যপানগন্ধযুক্ত রাক্ষসরাজের নিশ্বাসবায়ু তাহার গৃহ পূর্ণ করিয়া মুখ হইতে বিনিঃসৃত হই-তেছে। তাহার বদনমণ্ডল সমুজ্জ্বল এবং মণিমুক্তা প্রভৃতি দ্বারা বিচিত্রিত রত্নখচিত, নিদ্রাবেশে স্খলিত সুবর্ণময় মুকুটে বিরাজিত; নেত্রযুগল রক্তবর্ণ, বক্ষঃস্থল পীন আয়ত অথচ বিশাল ও রক্তচন্দনলিপ্ত সুশোভন হারমালায় বিভূষিত; তাহার বহুমূল্য পাণ্ডুরবর্ণ পরিধেয় ক্ষৌম বসন এবং পীতবর্ণ উত্তরীয় বস্ত্র বিপর্য্যস্তভাবে ন্যস্ত রহিয়াছে। বিদ্যুন্মালা দ্বারা মেঘ সকল যেমন উজ্জ্বল হয়, সেইরূপ চারিদিকে অবস্থিত কনকময় স্তম্ভে প্রজ্বলিত চারিটী দীপের প্রভাদ্বারা তাহার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ প্রকাশিত রহিয়াছে। মাষরাশির ন্যায় কৃষ্ণবর্ণ সেই রাক্ষসরাজ, অগাধ-গঙ্গাজলের অভ্যন্তরে লীন হস্তীর ন্যায়, অবস্থিত হইয়া, সর্পের ন্যায় নিশ্বাস ফেলিতেছে। পরে বানরযূথপতি হনুমান্ গৃহমধ্যে ভার্য্যার প্রতি প্রণয়াসক্ত মহাকায় রাক্ষসরাজের পদ-তলস্থিত উৎকৃষ্ট কুণ্ডলে ভূষিত তাহার পত্নীগণকে দেখিলেন। তাহাদের বদন শশধরের ন্যায় সুপ্রকাশ গলদেশের মালা অম্লান। নৃত্য এবং বাদ্যে নিপুণা, উৎকৃষ্ট আভরণে ভূষিতা সেই প্রমদাগণ রাক্ষসরাজের বাহু ও অঙ্কমধ্যে সন্নিবিষ্ট হইয়া নিদ্রিত রহিয়াছে। বামাগণ বাহুলতা উপাধান করিয়া শয়ন করায় তাহা-দিগের বৈদূর্য্যমণি-খচিত সুবর্ণময় কুণ্ডল ও অঙ্গদ কর্ণপ্রান্তে বিন্যস্ত রহিয়াছে। সেই পর্য্যঙ্ক চন্দ্রের ন্যায় রমণীয় কুণ্ডলভূষিত সুদৃশ্য কামিনীগণের বদন-মণ্ডলদ্বারা, নক্ষত্রভূষিত আকাশমণ্ডলের ন্যায় প্রকাশ

মদব্যায়ামখিন্নাস্তা রাক্ষসেন্দ্রস্য যোষিতঃ।
তেষু তেষবকাশেষু প্রসুপ্তাস্তনুমধ্যমাঃ॥ ৩৫
অঙ্গহারৈস্তথৈবান্যা কোমলৈর্নৃত্যশালিনী।
বিন্যস্তশুভসর্ব্বাঙ্গী প্রসুপ্তা বরবর্ণিনী॥ ৩৬
কাচিদ্বীণাং পরিষ্বজ্য প্রসুপ্তা সম্প্রকাশতে।
মহানদীপ্রকীর্ণেব নলিনী পোতমাশ্রিতা॥ ৩৭
অন্যা কক্ষগতেনৈব মড্ডুকেনাসিতেক্ষণা।
প্রসুপ্তা ভামিনী ভাতি বালপুত্রেব বৎসলা॥ ৩৮
পটহং চারুসর্ব্বাঙ্গী ন্যস্য শেতে শুভস্তনী।
চিরস্য রমণং লব্ধ্বা পরিষ্বজ্যেব কামিনী॥ ৩৯
কাচিদ্বীণাং পরিষ্বজ্য সুপ্তা কমললোচনা।
বরং প্রিয়তমং গৃহ্য সকামেব হি কামিনী॥ ৪০
বিপঞ্চীং পরিগৃহ্যান্যা নিয়তা নৃত্যশালিনী।
নিদ্রাবশমনুপ্রাপ্তা সহকান্তেব ভামিনী॥ ৪১
অন্যা কনকসঙ্কাশৈর্মৃদুপীনৈর্মনোরমৈঃ।
মৃদঙ্গং পরিবিধ্যাঙ্গৈঃ প্রসুপ্তা মত্তলোচনা॥ ৪২
ভুজপার্শ্বান্তরস্থেন কক্ষগেণ কৃশোদরী।
পণবেন সহানিন্দ্যা সুপ্তা মদকৃতশ্রমা॥ ৪৩
ডিণ্ডিমং পরিগৃহ্যান্যা তথৈবাসক্তডিণ্ডিমা।
প্রসুপ্তা তরুণং বৎসমুপগুহ্যেব ভামিনী॥ ৪৪
কাচিদাড়ম্বরং নারী ভুজসম্ভোগপীড়িতম্।
কৃত্বা কমলপত্রাক্ষী প্রসুপ্তা মদমোহিতা॥ ৪৫
কলশীমপবিধ্যান্যা প্রসুপ্তা ভাতি ভামিনী।
বসন্তে পুষ্পশবলা মালেব পরিমার্জ্জিতা॥ ৪৬
পাণিভ্যাঞ্চ কুচৌ কাচিৎ সুবর্ণকলশোপমৌ।
উপগুহ্যাবলা সুপ্তা নিদ্রাবশমুপাগতা॥ ৪৭
অন্যা কমলপত্রাক্ষী পূর্ণেন্দুসদৃশাননা।
অন্যামালিঙ্গ্য সুশ্রোণীং নিদ্রাবশমুপাগতা॥ ৪৮
আতোদ্যানি বিচিত্রাণি পরিষ্বজ্য বরস্ত্রিয়ঃ।
নিপীড্য চ কুচৈঃ সুপ্তাঃ কামিন্যঃ কামুকানিব॥ ৪৯
তাসামেকান্তবিন্যস্তে শয়ানাং শয়নে শুভে।
দদর্শ রূপসম্পন্নামথ তাং স কপিঃ স্ত্রিয়ম্॥ ৫০
মুক্তামণিসমাযুক্তৈর্ভূষণৈঃ সুবিভূষিতাম্।
বিভূষয়ন্তীমিব চ স্বশ্রিয়া ভবনোত্তমম্॥ ৫১

পাইতেছে। ১৯—৩৭। রাক্ষসরাজের সেই স্থানবর্ত্তী রামাগণ রতিজনিত শ্রমে ক্লিষ্ট হইয়া যে যে স্থানে ছিল, সেই সেই স্থানেই নিদ্রিত হইয়াছে। কোন সুন্দরী সুকোমল অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ইতস্ততঃ বিক্ষেপপূর্ব্বক নৃত্য করিতে করিতেই মনোহর অঙ্গ-সমুদয় বিন্যস্ত করিয়া নিদ্রিত রহিয়াছে। কেহ বা বীণা আলিঙ্গনপূর্ব্বক নিদ্রিত হইয়া মহানদীতে বিক্ষিপ্তা কমলিনী যেমন পোত আশ্রয় করিয়া শোভা পায়, তদ্রূপ শোভা পাইতেছে। কমললোচনা কোন রমণী বিপুল ডমরু কক্ষে করিয়া নিদ্রিত হওয়ায়, পুত্রবৎসলা ভামিনী শিশুসন্তান ক্রোড়ে করিয়া নিদ্রিত হইলে যেরূপ শোভা হয়, তদ্রূপ শোভা পাইতেছে। প্রমদাগণ বহুদিনের পর প্রিয়তম পতিকে পাইয়া যেমন গাঢ়তর আলিঙ্গন-পূর্ব্বক শয়ান থাকে, সেইরূপ মনোহরঅঙ্গসমন্বিতা সুস্তনী কোন রমণী, পটহ আলিঙ্গন করিয়া নিদ্রিত রহিয়াছে। কামিনী যেমন কামার্ত্ত হইয়া বাঞ্ছিত প্রিয়তমাকে আলিঙ্গনপূর্ব্বক শয়ন করে, তদ্রূপ কোন কমললোচনা বালা ত্রিতন্ত্রী বীণা আলিঙ্গন করিয়া নিদ্রিতা হইয়াছে। নিয়ত নৃত্যশালিনী কোন বামা, বিপঞ্চী লইয়া নিদ্রার বশীভূত হওয়ায়, স্বামীর সহিত একত্র শয়ান ভামিনীর ন্যায় দেখাইতেছে। কেহ বা সুবর্ণসদৃশ সুকোমল স্থূল মনোহর অঙ্গ সকলের দ্বারা মৃদঙ্গ আকর্ষণপূর্ব্বক নয়ন মুদ্রিত করিয়া নিদ্রিত হইয়াছে। অনিন্দ্যরূপা কোন ললনা মদজনিত শ্রমে কাতরা হইয়া ভুজপাশের অন্তর্গত কক্ষস্থ পণবনামক বাদ্যযন্ত্রের সহিত নিদ্রিত হইয়াছে। কেহ পৃষ্ঠদেশ ডিণ্ডিমে সংলগ্ন করিয়া ডিণ্ডিম আলিঙ্গনপূর্ব্বক শয়ন করিয়া এক পার্শ্বে প্রিয়তম পতি অপর পার্শ্বে পুত্র, এতদুভয়ের মধ্যে নিদ্রিতা রমণীর ন্যায় দেখাইতেছে। পদ্মপত্রের ন্যায় বিশালনয়না কোন প্রমদা মদমত্তা হইয়া আড়ম্বরনামক বাদ্যকে বাহুদ্বারা পীড়িত করিয়া নিদ্রিতা হইয়াছে। বসন্তকালে পুষ্পদ্বারা কর্ব্বুরবর্ণ মালা যেমন গ্লানি-হরণের জন্য জলার্দ্র হইয়া শোভা পায়, সেইরূপ কোন ভামিনী কলসী আলিঙ্গনপূর্ব্বক জলসিক্তগাত্রা হইয়া শোভিতা রহিয়াছে। কোন নারী সুবর্ণকলস-সদৃশ কুচযুগল করপল্লবে গ্রহণ করিয়া নিদ্রার বশীভূতা হইয়াছে। পদ্মপত্রের ন্যায় আয়তনয়না পূর্ণচন্দ্র-নিভাননা, সুনিতম্বা কোন কামিনী অন্য রমণীকে আলিঙ্গন করিয়া নিদ্রা যাইতেছে। বরবর্ণিনী বামাদল বিচিত্র মুরজ মৃদঙ্গ প্রভৃতি বাদ্য সকল আলিঙ্গন করিয়া কামিনীগণ যেমন কামুক পুরুষকে গাঢ় আলিঙ্গন করিয়া নিদ্রিতা হয়, সেইরূপ নিদ্রিতা রহিয়াছে। ৩৫—৪৯। পরে কপিবর হনুমান্ তাহাদের শয়নের একপার্শ্বে বিন্যস্ত সুকোমল শয্যাতলে নিদ্রিতা রূপ-যৌবনসম্পন্না এক রমণীকে দেখিলেন। মুক্তা-মণি প্রভৃতি রত্নে খচিত অলঙ্কার-সমূহে বিভূষিতা, কনকবর্ণতুল্য গৌরবর্ণা মনোহররূপ-

গৌরীং কনকবর্ণাভামিষ্টামন্তঃপুরেশ্বরীম্।
কপির্মন্দোদরীং তত্র শয়ানাং চারুরূপিণীম্॥ ৫২
স তাং দৃষ্ট্বা মহাবাহুর্ভূষিতাং মারুতাত্মজঃ।
তর্কয়ামাস সীতেতি রূপযৌবনসম্পদা।
হর্ষেণ মহতা যুক্তো ননন্দ হরিযূথপঃ॥ ৫৩
আস্ফোটয়ামাস চুচুম্ব পুচ্ছং
ননন্দ চিক্রীড় জগৌ জগাম
স্তম্ভানরোহন্নিপপাত ভূমৌ
নিদর্শয়ন্ স্বাং প্রকৃতিং কপীনাম্॥ ৫৪

ইতি সুন্দরকাণ্ডে দশমঃ সর্গঃ॥ ১০॥

একাদশঃ সর্গঃ।

অবধূয় চ তাং বুদ্ধিং বভূবাবস্থিতস্তদা।
জগাম চাপরাং চিন্তাং সীতাং প্রতি মহাকপিঃ॥ ১
ন রামেণ বিযুক্তা সা স্বপ্তুমর্হতি ভামিনী।
ন ভোক্তুং নাপ্যলঙ্কর্তুং ন পানমুপসেবিতুম্॥ ২
নান্যং নরমুপস্থাতুং সুরাণামপি চেশ্বরম্।
ন হি রামসমঃ কশ্চিদ্বিদ্যতে ত্রিদশেষ্বপি॥ ৩
অন্যেয়মিতি নিশ্চিত্য ভূয়স্তত্র চচার সঃ।
পানভূমৌ হরিশ্রেষ্ঠঃ সীতাসন্দর্শনোৎসুকঃ॥ ৪
ক্রীড়িতেনাপরাঃ ক্লান্তা গীতেন চ তথাপরাঃ।
নৃত্যেন চাপরাঃ ক্লান্তা পানবিপ্রহতাস্তথা॥ ৫
মুরজেষু মৃদঙ্গেষু চেলিকাসু চ সংস্থিতাঃ।
তথাস্তরণমুখ্যেষু সংবিষ্টাশ্চাপরাঃ স্ত্রিয়ঃ॥ ৬
অঙ্গনানাং সহস্রেণ ভূষিতেন বিভূষণৈঃ।
রূপসংলাপশীলেন যুক্তগীতার্থভাষিণা॥ ৭
দেশকালাভিযুক্তেন যুক্তবাক্যাভিধায়িনা।
রতাভিরতসংসুপ্তং দদর্শ হরিযূথপঃ॥ ৮
অন্যত্রাপি বরস্ত্রীণাং রূপসংলাপশায়িনাম্।
সহস্রং যুবতীনাস্তু প্রসুপ্তং স দদর্শ হ॥ ৯
দেশকালাভিযুক্তস্তু যুক্তবাক্যাভিধায়ি তৎ।
রতাভিরতসংসুপ্তং দদর্শ হরিযূথপঃ॥ ১০
তাসাং মধ্যে মহাবাহুঃ শুশুভে রাক্ষসেশ্বরঃ।
গোষ্ঠে মহতি মুখ্যানাং গবাং মধ্যে যথা বৃষঃ॥ ১১
স রাক্ষসেন্দ্রঃ শুশুভে তাভিঃ পরিবৃতঃ স্বয়ম্।
করেণুভির্যথারণ্যে পরিকীর্ণো মহাদ্বিপঃ॥ ১২

শালিনী সেই অন্তঃপুর-রমণীর শ্রেষ্ঠা মন্দোদরী-নাম্নী রাবণের প্রিয়তমা পত্নী স্বীয় সৌন্দর্যে যেন সেই উৎকৃষ্ট গৃহকে বিভূষিত করিতেছে। হরিযূথপতি বায়ুতনয় মহা হনুমান্ সেই সর্বাভরণভূষিতা নারীকে দেখিয়া রূপযৌবনাদিসম্পদানুসারে তাহাকে তখন সীতা বলিয়া অনুমান করিলেন এবং অতি উৎকট হর্ষে আবিষ্ট হইয়া স্তম্ভে আরোহণ করিয়াই ভূতলে পতন, স্তম্ভে গমন, পুচ্ছ চুম্বন, ক্রীড়ন, আস্ফোটন, গান প্রভৃতি বানরস্বভাব প্রদর্শনপূর্বক আনন্দ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। ৫০—৫৪।

একাদশ সর্গ।

কপিশ্রেষ্ঠ হনুমান্ বানরোচিত বুদ্ধি পরিত্যাগ করিয়া মন স্থির করিলেন এবং সীতার অভিজ্ঞান-বিষয়ে সন্দিহান হইয়া তৎকালে আবার চিন্তা করিতে লাগিলেন। ভাবিলেন যে, সীতাদেবী রামবিরহে কদাচ পান, আহার ও শয়ন করিতে এবং অলঙ্কার ধারণ করিতে পারিবেন না। অধিক কি, যদি কোন লোক দেবতাদিগেরও অধিপতি হন, তথাচ রামপত্নী তাঁহাকেও কামনা করিবেন না; কেননা রামের তুল্য কোন ব্যক্তি দেবলোকেও বিদ্যমান নাই।' বানর-যূথপতি হনুমান্, 'ইনি অন্য কাহারও কামিনী হই-বেন' এইরূপ স্থির-নিশ্চয় করত সীতাকে দেখিবার জন্য অতিশয় উদ্বিগ্ন হইয়া পুনরায় তথাকার পান-শালায় বিচরণ করিতে লাগিলেন। দেখিলেন যে, কেহ অক্ষক্রীড়া করিয়া, কেহ সঙ্গীত করিয়া, কেহ বা নৃত্য করিয়া, ক্লান্তবশতঃ নিদ্রিতা হইয়াছে। কেহ সুরাপানে মত্ত হইয়া গাঢ়তর নিদ্রায় অচেতন রহিয়াছে। অন্য স্ত্রীগণ মুরজ, মৃদঙ্গ, চেলিকা প্রভৃতি বাদ্যযন্ত্রে দেহবিন্যাস করিয়া শয়ন করিয়াছে। কেহ বা সুরম্য আস্তরণে সজ্জিত শয্যায় নিদ্রিত হইয়াছে। বিবিধ উৎকৃষ্ট অলঙ্কারে বিভূষিতা সহস্র সহস্র ললনা স্বপ্নাবস্থায় পরস্পরের রূপলাবণ্যের বিষয় বলি-তেছে এবং আপনারা যে সঙ্গীত করিয়াছিল, তাহার প্রকৃত অর্থ প্রকাশ করিতেছে। যখন যে বাক্য প্রয়োগ করা উচিত, তদ্বিষয়ে সুনিপুণ দেশ-কালের বিভাগজ্ঞ রমণীয় ক্রীড়ায় অনুরক্ত স্ত্রীগণে পরিবৃত হইয়া সেই পানভূমি অতিশয় শোভা পাইতেছিল। বাহিরের পান-শালাতেই যে এরূপ সৌন্দর্য্য-বিকাশ হইতেছিল এরূপ নহে, গৃহ-প্রকোষ্ঠস্থ পানশালাতেও ঐরূপ সহস্র সহস্র যুবতী প্রধান-রমণীগণ রতিক্রীড়া হইতে বিরতা এবং প্রগাঢ় নিদ্রায় অভিভূতা হইয়া তাহার শোভা সম্পাদন করিতেছে। ১—১০। সু-বৃহৎ গোষ্ঠে প্রধান প্রধান গো সকলের মধ্যে বৃষ ও

সর্ব্বকামৈরুপেতাঞ্চ পানভূমিং মহাত্মনঃ।
দদর্শ কপিশার্দ্দূলস্তস্য রক্ষপতের্গৃহে॥ ১৩
মৃগাণাং মহিষাণাঞ্চ বরাহাণাঞ্চ ভাগশঃ।
তত্র ন্যস্তানি মাংসানি পানভূমৌ দদর্শ সঃ॥ ১৪
রৌক্মেষু চ বিশালেষু ভাজনেষ্বর্দ্ধভক্ষিতান্।
দদর্শ কপিশার্দ্দূলো ময়ূরান্ কুক্কুটাংস্তথা॥ ১৫
বরাহবার্ধ্রাণসকান্ দধিসৌবর্চ্চলায়ুতান্।
শল্যান্ মৃগময়ূরাংশ্চ হনূমানন্ববৈক্ষত॥ ১৬
ক্রকরান্ বিবিধান্ সিদ্ধাংশ্চকোরানর্দ্ধভক্ষিতান্।
মহিষানেকশল্যাংশ্চ ছাগাংশ্চ কৃতনিষ্ঠিতান্।
লেহ্যানুচ্চাবচান্ পেয়ান্ ভোজ্যানি বিবিধানি চ॥ ১৭
তথাম্ললবণোত্তংসৈর্বিবিধৈ রাগখাণ্ডবৈঃ।
হারনূপুরকেয়ূরৈরপবিদ্ধৈর্মহাধনৈঃ॥ ১৮
পানভাজনবিক্ষিপ্তৈঃ ফলৈশ্চ বিবিধৈরপি।
কৃতপুষ্পোপহারা ভূরধিকং পুষ্যতি শ্রিয়ম্॥ ১৯
তত্র তত্র চ বিন্যস্তৈঃ সুশ্লিষ্টশয়নাসনৈঃ।
পানভূমির্বিনা বহ্নিং প্রদীপ্তেবোপলক্ষ্যতে॥ ২০
বহুপ্রকারৈর্বিবিধৈর্বরসংস্কারসংস্কৃতৈঃ।
মাংসৈঃ কুশলসংযুক্তৈঃ পানভূমিগতৈঃ পৃথক্॥ ২১
দিব্যাঃ প্রসন্না বিবিধাঃ সুরাঃ কৃতসুরা অপি।
শর্করাসবমাধ্বীকাঃ পুষ্পাসবফলাসবাঃ॥ ২২
বাসচূর্ণৈশ্চ বিবিধৈর্মৃষ্টাস্তৈস্তৈঃ পৃথক্ পৃথক্।
সন্ততা শুশুভে ভূমির্মাল্যৈশ্চ বহুসংস্থিতৈঃ॥ ২৩
হিরণ্ময়ৈশ্চ করকৈর্ভাজনৈঃ স্ফাটিকৈরপি।
জাম্বুনদময়ৈশ্চান্যৈঃ করকৈরভিসংবৃতা॥ ২৪
রাজতেষু চ কুম্ভেষু জাম্বুনদময়েষু চ।
পানশ্রেষ্ঠং তথা ভূরি কপিস্তত্র দদর্শ হ॥ ২৫
সোঽপশ্যচ্ছাতকুম্ভানি সীধোর্ম্মণিময়ানি চ।
তানি তানি চ পূর্ণানি ভাজনানি মহাকপিঃ॥ ২৬
ক্বচিদর্দ্ধাবশেষাণি ক্বচিৎ পীতানি সর্ব্বশঃ।
ক্বচিন্নৈব প্রপীতানি পানানি স দদর্শ হ॥ ২৭
ক্বচিদ্ভক্ষ্যাংশ্চ বিবিধান্ ক্বচিৎ পানং বিভাগশঃ।
ক্বচিদন্নাবশেষাণি পশ্যন্ বৈ বিচচার হ॥ ২৮
শয়নান্যত্র নারীণাং শুভ্রাণি বহুধা পুনঃ।
পরস্পরং সমাশ্লিষ্য কাশ্চিৎ সুপ্তা বরাঙ্গনাঃ॥ ২৯

অরণ্যমধ্যে করেণুগণে বেষ্টিত মহাগজ যেমন শোভা পায়, রাক্ষসরাজ মহাবল রাবণ কামিনীগণে পরিবেষ্টিত হইয়া সেইরূপ শোভা পাইতেছে। কপিবর হনুমান্ মহাত্মা রাক্ষসরাজের গৃহে ইচ্ছানুরূপ ভোগ্য বস্তু-সমূহে সুশোভিত সুরাপান-সভা দেখিতে লাগিলেন। তাহার স্থানে স্থানে মৃগ, মহিষ, বরাহমাংস ভাগ-ক্রমে সজ্জিত রহিয়াছে। কোন স্থানে স্বর্ণময় বিশাল ভাজনে কুক্কুট এবং ময়ূর-মাংস ভক্ষিত হইয়াছে। এক স্থানে মৃগ, বরাহ, ময়ূর আর কৃষ্ণগ্রীব রক্তশীর্ষ শ্বেতপক্ষ পক্ষিবিশেষের মাংস লবণদ্বারা চর্চ্চিত হইয়া স্বল্পপরিমাণে বর্ত্তমান রহিয়াছে। কোন স্থানে অর্দ্ধভক্ষিত বিবিধ ছাগ, ক্রকল, শশক ও মহিষের মাংস, কোন স্থানে সুপক্ব মৎস্য ও ছাগমাংস এবং নানা-প্রকার লেহ্য, পেয়, ভোজ্য দ্রব্য এবং জিহ্বার জড়তা-নাশক অম্ল ও লবণরসপ্রধান চিনি, মধু এবং দ্রাক্ষা-মিশ্রিত কুঙ্কুমাদি গন্ধদ্রব্যদ্বারা নানাবর্ণে রঞ্জিত ভক্ষ্য বস্তুসমূহ স্থানে স্থানে সুসজ্জিত রহিয়াছে। সেই পান-ভূমি উপহার-ভূত বিবিধ কুসুমে সুসজ্জিত, তাহার কোন স্থানে হার, নূপুর, কেয়ূর প্রভৃতি বহুমূল্য অলঙ্কার, কোথাও পানপাত্র কোথাও বহুবিধ ফল পতিত থাকায় তাহার অতিশয় শোভা হইয়াছে। মণি-খচিত কাঞ্চনময় সুনির্ম্মিত পর্য্যঙ্ক এবং আসনসমূহ স্থানে স্থানে বিস্তৃত থাকায় সুরাপানসভা যেন অগ্নিব্যতিরেকে প্রদীপ্ত হইতেছে। ১১—২০। বিবিধদ্রব্যমিশ্রিত কটু কষায় প্রভৃতি ষড়্‌রসযুক্ত, ঘৃত ও কুঙ্কুমাদি গন্ধদ্রব্যে সুবাসিত সুনিপুণ পাচক কর্ত্তৃক সুপক্ব মাংস, বৃক্ষ হইতে স্বয়ং ক্ষরিত নানাপ্রকার নির্ম্মল সুরা এবং শৌণ্ডিককৃত বিবিধ মদ্য স্থানে স্থানে সুসজ্জিত রহিয়াছে। মধু, চিনি, ফুল এবং ফল হইতে প্রস্তুত নানাপ্রকার আসব, নানাবিধ গন্ধদ্রব্যে সুবাসিত হইয়া স্থানে স্থানে স্বতন্ত্রভাবে সুস-জ্জিত আছে। স্তরে স্তরে সজ্জিত নানাকুসুমে নির্ম্মিত মনোহর মালা, স্ফটিকরচিত পানপাত্র, স্বর্ণ রৌপ্য জাম্বুনদ প্রভৃতি নানাবিধ ধাতুময় সুরাপূর্ণ কলস ও কমণ্ডলু দ্বারা আচ্ছন্ন সেই পানভূমির অতিশয় শোভা হইয়াছিল। স্বর্ণ, রৌপ্য এবং মণিময় পানপাত্র সকল সুরায় পরিপূর্ণ হইয়া পানশালার স্থানে স্থানে সুসজ্জিত রহিয়াছে। কোন কোন পাত্রস্থ মদ্য অর্দ্ধপীত ও কোন স্থানে কেবল পানপাত্র অবশিষ্ট রহিয়াছে। কোন স্থানের মদ্য কিছুমাত্র পান করা হয় নাই। কোথাও বিবিধপ্রকার ভক্ষ্য দ্রব্য এবং পানীয় মদ্য পানভূমির স্থানে স্থানে বিভাগানুসারে বিন্যস্ত আছে। কোন স্থানে অন্নাবশিষ্ট পাত্রসমূহ পড়িয়া রহিয়াছে। প্রমদাগণ পরস্পরকে আলিঙ্গন করিয়া শয়ন করায়, বহু পর্য্যঙ্ক শূন্য পড়িয়া রহিয়াছে। কপিবর হনুমান্ এই সকল পর্য্যবেক্ষণ করিয়া বিচরণ করিতে লাগি-লেন। তিনি দেখিতে পাইলেন যে কোন কোন

অপক্রম্য তদা বীরঃ প্রধ্যাতুমুপচক্রমে ॥ ৪৮
স ভূয়ঃ সর্ব্বতঃ শ্রীমান্ মারুতির্যত্নমাশ্রিতঃ।
আপানভূমিমুৎসৃজ্য তাং বিচেতুং প্রচক্রমে ॥ ৪৯

ইতি সুন্দরকাণ্ডে একাদশঃ সর্গঃ ॥ ১১ ॥

দ্বাদশঃ সর্গঃ।

স তস্য মধ্যে ভবনস্য সংস্থিতো
লতাগৃহাংশ্চিত্রগৃহান্নিশাগৃহান্।
জগাম সীতাং প্রতি দর্শনোৎসুকো
ন চৈব তাং পশ্যতি চারুদর্শনাম্ ॥ ১
স চিন্তয়ামাস ততো মহাকপিঃ
প্রিয়ামপশ্যন্ রঘুনন্দনস্য তাম্।
ধ্রুবং ন সীতা ধ্রিয়তে যথা ন মে
বিচিন্বতো দর্শনমেতি মৈথিলী ॥ ২
সা রাক্ষসানাং প্রবরেণ বালা
স্বশীলসংরক্ষণতৎপরা সতী।
অনেন নূনং প্রতিদুষ্টকর্ম্মণা
হতা ভবেদার্য্যপথে পরে স্থিতা ॥ ৩

প্রধানা রমণীদিগকে দেখিলেন, তখন তিনি অন্য স্থান অনুসন্ধান করিবার জন্য প্রস্থান করিলেন। মারুতনন্দন শ্রীমান্ হনুমান্ পানভূমি পরিত্যাগ করিয়া পুনরায় যত্নপূর্ব্বক সীতার অন্বেষণে উপক্রম করিলেন। ৪১—৪৯।

দ্বাদশ সর্গ।

রাবণ-নগরমধ্যবর্ত্তী বায়ুপুত্র কপিবর হনুমান্, সীতার দর্শন-কামনায় উৎসুক হইয়া লতাগৃহ, নিশা-কালের শয়নগৃহ এবং চিত্রশালা গৃহ সকল অন্বেষণ করিবার জন্য বিচরণ করিতে লাগিলেন, কিন্তু কোথাও সেই চারুদর্শনা সীতাকে দেখিতে পাইলেন না। পরে তিনি রঘুনন্দন রামের প্রিয়তমা পত্নীকে না দেখিয়া নিতান্ত চিন্তাকুলিত হইয়া ভাবিতে লাগি-লেন। 'যখন এত অনুসন্ধান করিয়াও সীতা দেবীর দেখা পাইলাম না, তখন বোধ হয়, তিনি জীবিতা নাই। অথবা পূর্ব্বতন পতিব্রতা নারীদিগের অনু-ষ্ঠিত পরম পবিত্র পথে অবস্থিতা সেই পতিব্রতা ললনা তাঁহার পাতিব্রত্য ধর্ম্মরক্ষণে তৎপরা হইলে, এই প্রসিদ্ধ দুষ্টকর্ম্মা রাক্ষসশ্রেষ্ঠ রাবণ তাঁহাকে বধ করিয়া

বিরূপরূপা বিকৃতা বিবর্চ্চসো
মহাননা দীর্ঘবিরূপদর্শনাঃ।
সমীক্ষ্য তা রাক্ষসরাজযোষিতো
ভয়াদ্বিনষ্টা জনকেশ্বরাত্মজা ॥ ৪
সীতামদৃষ্ট্বা হ্যনবাপ্য পৌরুষং
বিহৃত্য কালং সহ বানরৈশ্চিরম্।
ন মেঽস্তি সুগ্রীবসমীপগা গতিঃ
সুতীক্ষ্ণদণ্ডো বলবাংশ্চ বানরঃ ॥ ৫
দৃষ্টমন্তঃপুরং সর্ব্বং দৃষ্টা রাক্ষসযোষিতঃ।
ন সীতা দৃশ্যতে সাধ্বী বৃথা জাতো মম শ্রমঃ ॥ ৬
কিং নু মাং বানরাঃ সর্ব্বে গতং বক্ষ্যন্তি সঙ্গতাঃ।
গত্বা তত্র ত্বয়া বীর কিং কৃতং তদ্বদস্ব নঃ ॥ ৭
অদৃষ্ট্বা কিং প্রবক্ষ্যামি তামহং জনকাত্মজাম্।
ধ্রুবং প্রায়মুপাসিষ্যে কালস্য ব্যতিবর্ত্তনে ॥ ৮
কিং বা বক্ষ্যতি বৃদ্ধশ্চ জাম্ববানঙ্গদশ্চ সঃ।
গতং পারং সমুদ্রস্য বানরাশ্চ সমাগতাঃ ॥ ৯

থাকিবে। অথবা দীর্ঘাকার, ভীষণদর্শন, তেজোবিহীন, বীভৎসাকার, ভয়ঙ্করানন, বিকৃতরূপ, রাক্ষসরাজের আজ্ঞাধীন রাক্ষসগণকে দেখিয়া জনক-নন্দিনী সীতা ভয়েই প্রাণ ত্যাগ করিয়া থাকিবেন।' হনুমান্ আরও ভাবিলেন, 'আমি যারপর নাই পরাক্রম প্রকাশপূর্ব্বক সমুদ্র উত্তীর্ণ হইয়া লঙ্কায় আসিলাম; কিন্তু বিস্তর অন্বেষণ করিয়াও সীতাকে দেখিতে না পাওয়ায় আমার সেই পরিশ্রম বিফল হইল এবং আমি সুগ্রীবের নির্দ্দিষ্ট সুদীর্ঘ সময়ও প্রায় অতিবাহিত করিলাম, এক্ষণে তবে কি উপায়ে সুগ্রীবের নিকটে ফিরিয়া যাই; কারণ সেই বলবান্ বানররাজ সুগ্রীব আমার প্রতি গুরুতর দণ্ড বিধান করিবেন। ১—৫। অপিচ রাক্ষসরাজের অন্তঃপুরের প্রত্যেক কক্ষে অন্বেষণ করিয়া কেবল রাক্ষস পত্নীদিগকেই দেখিলাম, কিন্তু পতিব্রতা সীতাকে আমি দেখিতে পাইলাম না; অতএব আমার এই শ্রম বিফল হইল। যাহা হউক, আমি এক্ষণে যদি সেখানে যাই, তাহা হইলে আমার সহচর বানর-গণ সকলে মিলিয়া আমার সম্মুখে আসিয়া যখন জিজ্ঞাসা করিবে, 'বীর! সেখানে গিয়া কি কি কার্য্য করিয়া আসিলে, তাহা আমাদের নিকটে বল।' আমি জানকীকে না দেখিয়া তখন তাহাদিগকে কি উত্তর দিব! বৃদ্ধ জাম্ববান্, অঙ্গদ এবং অন্যান্য বানরগণই বা আমাকে কি বলি-বেন! হায়! এরূপ অবস্থায় প্রত্যাগমন করা অপেক্ষা বানররাজের নির্দ্দিষ্ট কাল অতিবাহিত হইলেই এই

অনির্ব্বেদঃ শ্রিয়ো মূলমনির্ব্বেদঃ পরং সুখম্।
ভূয়স্তত্র বিচেষ্যামি ন যত্র বিচয়ঃ কৃতঃ ॥ ১০
অনির্ব্বেদো হি সততং সর্ব্বার্থেষু প্রবর্ত্তকঃ।
করোতি সফলং জন্তোঃ কর্ম্ম যচ্চ করোতি সঃ ॥ ১১
তস্মাদনির্ব্বেদকরং যত্নং চেষ্টেঽহমুত্তমম্।
অদৃষ্টাংশ্চ বিচেষ্যামি দেশান্ রাবণপালিতান্ ॥ ১২
আপানশালা বিচিতাস্তথা পুষ্পগৃহাণি চ।
চিত্রশালাশ্চ বিচিতা ভূয়ঃ ক্রীড়াগৃহাণি চ ॥ ১৩
নিষ্কুটান্তররথ্যাশ্চ বিমানানি চ সর্ব্বশঃ।
ইতি সঞ্চিন্ত্য ভূয়োঽপি বিচেতুমুপচক্রমে ॥ ১৪
ভূমীগৃহাংশ্চৈত্যগৃহান্ গৃহাতিগৃহকানপি।
উৎপতন্নিপতংশ্চাপি তিষ্ঠন্ গচ্ছন্ পুনঃ ক্বচিৎ ॥ ১৫
অপবৃণ্বংশ্চ দ্বারাণি কপাটান্যবঘট্টয়ন্।
প্রবিশন্নিষ্পতংশ্চাপি প্রপতন্নুৎপতন্নিব।
সর্ব্বমপ্যবকাশং স বিচচার মহাকপিঃ ॥ ১৬
চতুরঙ্গুলমাত্রোঽপি নাবকাশঃ স বিদ্যতে।
রাবণান্তঃপুরে তস্মিন্ যং কপির্ন জগাম সঃ ॥ ১৭

প্রাকারান্তররথ্যাশ্চ বেদিকাশ্চৈত্যসংশ্রয়াঃ।
শ্বভ্রাশ্চ পুষ্করিণ্যশ্চ সর্ব্বং তেনাবলোকিতম্ ॥ ১৮
রাক্ষস্যো বিবিধাকারা বিরূপা বিকৃতাস্তথা।
দৃষ্টা হনুমতা তত্র ন তু সা জনকাত্মজা ॥ ১৯
রূপেণাপ্রতিমা লোকে পরা বিদ্যাধরস্ত্রিয়ঃ।
দৃষ্টা হনুমতা তত্র ন তু রাঘবনন্দিনী ॥ ২০
নাগকন্যা বরারোহাঃ পূর্ণচন্দ্রনিভাননাঃ।
দৃষ্টা হনুমতা তত্র ন তু সা জনকাত্মজা ॥ ২১
প্রমথ্য রাক্ষসেন্দ্রেণ নাগকন্যা বলাদ্ধৃতাঃ।
দৃষ্টা হনুমতা তত্র ন সা জনকনন্দিনী ॥ ২২
সোঽপশ্যংস্তাং মহাবাহুঃ পশ্যংশ্চান্যা বরস্ত্রিয়ঃ।
বিষসাদ মহাবাহুর্হনুমান্ মারুতাত্মজঃ ॥ ২৩
উদ্যোগং বানরেন্দ্রাণাং প্লবনং সাগরস্য চ।
ব্যর্থং বীক্ষ্যানিলসুতশ্চিন্তাং পুনরুপাগতঃ ॥ ২৪
অবতীর্য্য বিমানাচ্চ হনুমান্ মারুতাত্মজঃ।
চিন্তামুপজগামাথ শোকোপহতচেতনঃ ॥ ২৫

ইতি সুন্দরকাণ্ডে দ্বাদশঃ সর্গঃ ॥ ১২ ॥

স্থানে আমার প্রায়োপবেশনে প্রাণ ত্যাগ করা শ্রেয়।’ হনুমান্ ক্ষণকাল চিন্তায় নিরুৎসাহ হইয়া পুনরায় উৎসাহ অবলম্বনপূর্ব্বক মনে মনে বলিতে লাগিলেন ‘উৎসাহেই উন্নতি লাভ হইয়া থাকে, উৎসাহই পরম সুখের নিদান; সুতরাং আমি নিরুৎসাহ না হইয়া যেখানে তাঁহার অনুসন্ধান করি নাই, সেই স্থানে অনুসন্ধান করিব। উৎসাহই মনুষ্যকে সর্ব্বদা সকল কার্য্যে প্রবর্ত্তিত করিয়া থাকে; মনুষ্য উৎসাহবান্ হইয়া যাহা করে, তাহার সেই কার্য্য সফল হয়। ৬—১২। সুতরাং উৎসাহ এবং প্রগাঢ়যত্নসহকারে যে সকল স্থান আমি দেখি নাই, সেই সকল স্থান অন্বেষণ করিব। মধুপান-গৃহ, কেলিগৃহ, চিত্রশালা, পুষ্পোপহারে সুসজ্জিত গৃহ, উপবন এবং গৃহের মধ্যগত রথ্যা ও পুষ্পক প্রভৃতি রথসমূহ সবিশেষে অনুসন্ধান করিয়াছি।’ এইরূপ মুহূর্ত্তকাল চিন্তা করিয়া বানরশ্রেষ্ঠ হনুমান্ পুনরায় দেবতায়তন-ভূমির নিম্নবর্ত্তী গৃহ ও নগরের অদূরবর্ত্তী সদন সকল অন্বেষণ করিতে উদ্যত হইলেন। কোথাও উৎপতন, কোথাও নিপতন, কোথাও ক্ষণমাত্র অবস্থান, কোথাও পুনঃপুনঃ গমন করিয়া অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। কোথাও দ্বার উদ্ঘাটন, কোথাও কপাটসংবরণ, গৃহে প্রবেশ, তথা হইতে নির্গমন, উন্নত স্থানে আরোহণ এবং নিম্নস্থানে অবরোহণ করিয়া সকল স্থানেই বেড়াইলেন। রাক্ষস-রাজের সমুদয় অন্তঃপুর এরূপভাবে অনুসন্ধান করিলেন যে, তাহার চারি অঙ্গুলি পরিমিত স্থানও অনবশিষ্ট থাকিল না। হনুমান প্রাকারের মধ্যবর্ত্তী মন্ত্রী ও কুমারদিগের গৃহরাজি, বেদিকা, চৈত্যবৃক্ষাশ্রিত গহ্বর এবং পুষ্করিণী-প্রভৃতি সকল স্থান অন্বেষণ করিয়া কেবল বিকৃত, বিরূপ ও বিবিধাকার রাক্ষসীদিগকে দেখিলেন; কিন্তু জনক-নন্দিনী সীতাকে কোথাও দেখিতে পাইলেন না। অপ্রতিমরূপলাবণ্যসম্পন্না প্রধানা বিদ্যাধরপত্নীগণের মধ্যে অন্বেষণ করিলেন, তথায় রামপ্রিয়াকে দেখিতে পাইলেন না এবং পূর্ণচন্দ্রের ন্যায় সুন্দর-বদনা রাবণের বিবাহিতা বলপূর্ব্বক আনীতা এবং অবিবাহিতা সুন্দরী নাগকন্যাদিগকে দেখিলেন; তথায়ও জানকীকে দেখিতে পাইলেন না। মহাবল বায়ুপুত্র হনুমান্ অন্যান্য প্রধান প্রমদাগণের মধ্যে অন্বেষণ করিয়া যখন সীতাকে দেখিতে পাইলেন না, তখন অতিশয় বিষণ্ণ হইলেন এবং প্রধান বানরদিগের উদ্যোগ ও নিজের সমুদ্র-লঙ্ঘন বিফল হইল মনে করিয়া পুনরায় চিন্তায় আকুল হইলেন। পরে বায়ুনন্দন হনুমান্, শোকে অভিভূত হইয়া একবার বিমান হইতে অবরোহণ পুনরায় আরোহণপূর্ব্বক চারিদিকে দৃষ্টিনিক্ষেপ করিতে লাগিলেন ॥ ১৩—২৫ ॥

ত্রয়োদশঃ সর্গঃ।

বিমানাত্তু স সংক্রম্য প্রাকারং হরিযূথপঃ।
হনুমান্ বেগবানাসীৎ যথা বিদ্যুদ্ঘনান্তরে ॥ ১
সম্পরিক্রম্য হনুমান্ রাবণস্য নিবেশনান্।
অদৃষ্ট্বা জানকীং সীতামব্রবীদ্বচনং কপিঃ ॥ ২
ভূয়িষ্ঠং লোলিতা লঙ্কা রামস্য চরতা প্রিয়ম্।
ন হি পশ্যামি বৈদেহীং সীতাং সর্ব্বাঙ্গশোভনাম্ ॥ ৩
পল্বলানি তটাকানি সরাংসি সরিতস্তথা।
নদ্যোঽনূপবনান্তাশ্চ দুর্গাশ্চ ধরণীধরাঃ।
লোলিতা বসুধা সর্ব্বা ন চ পশ্যামি জানকীম্ ॥ ৪
ইহ সম্পাতিনা সীতা রাবণস্য নিবেশনে।
আখ্যাতা গৃধ্ররাজেন ন চ সা দৃশ্যতে তু কিম্ ॥ ৫
কিন্তু সীতাথ বৈদেহী মৈথিলী জনকাত্মজা।
উপতিষ্ঠেত বিবশা রাবণেন হৃতা বলাৎ ॥ ৬
ক্ষিপ্রমুৎপততো মন্যে সীতামাদায় রক্ষসঃ।
বিভ্যতো রামবাণানামন্তরা পতিতা ভবেৎ ॥ ৭
অথ বা হ্রিয়মাণায়াঃ পথি সিদ্ধনিষেবিতে।
মন্যে পতিতমার্য্যায়া হৃদয়ং প্রেক্ষ্য সাগরম্ ॥ ৮
রাবণস্যোরুবেগেন ভুজাভ্যাং পীড়িতেন চ।
তয়া মন্যে বিশালাক্ষ্যা ত্যক্তং জীবিতমার্য্যয়া ॥ ৯
উপর্য্যুপরি সা নূনং সাগরং ক্রমতস্তদা।
বিচেষ্টমানা পতিতা সমুদ্রে জনকাত্মজা ॥ ১০
অহো ক্ষুদ্রেণ চানেন রক্ষন্তী শীলমাত্মনঃ।
অবন্ধুর্ভক্ষিতা সীতা রাবণেন তপস্বিনী ॥ ১১
অথবা রাক্ষসেন্দ্রস্য পত্নীভিরসিতেক্ষণা।
অদুষ্টা দুষ্টভাবাভির্ভক্ষিতা সা ভবিষ্যতি ॥ ১২
সম্পূর্ণচন্দ্রপ্রতিমং পদ্মপত্রনিভেক্ষণম্।
রামস্য ধ্যায়তী বক্ত্রং পঞ্চত্বং কৃপণা গতা ॥ ১৩
হা রাম লক্ষ্মণেত্যেব হায়োধ্যেতি চ ভামিনী।
বিলপ্য বহু বৈদেহী ন্যস্তদেহা ভবিষ্যতি ॥ ১৪
অথবা নিহিতা মন্যে রাবণস্য নিবেশনে।
ভৃশং লালপ্যতে বালা পঞ্জরস্থেব সারিকা ॥ ১৫
জনকস্য কুলে জাতা রামপত্নী সুমধ্যমা।
কথমুৎপলপত্রাক্ষী রাবণস্য বশং ব্রজেৎ ॥ ১৬

ত্রয়োদশ সর্গ।

বেগবান্ বানর-যূথপতি হনুমান্ বিমান হইতে অবতরণপূর্ব্বক ইন্দ্রনীলমণি-নির্ম্মিত প্রাকারে গমন করিয়া মেঘস্থিত বিদ্যুতের ন্যায় অধিকতর শোভা পাইতে লাগিলেন এবং বারংবার রাক্ষসরাজের গৃহ সকল অন্বেষণ করিয়া যখন সীতাকে দেখিতে পাইলেন না, দুঃখিতচিত্তে তখন আপনিই বলিতে লাগিলেন, "হায়! রামের প্রিয়-কার্য্য সম্পন্ন করিবার জন্য আমি লঙ্কানগরী নিরন্তর ভ্রমণ করিলাম, তথাপি সেই শোভনাঙ্গী বিদেহ-নন্দিনী সীতাকে দেখিতে পাইলাম না, অপিচ পল্বল, তড়াগ, সরোবর, হ্রদ, অনূপ ও কাননবেষ্টিত নদী দুরারোহ পর্ব্বত এবং সমস্ত ধরাতল অনুসন্ধান করিলাম, কিন্তু কোথায়ও জনকনন্দিনীর দেখা পাইলাম না। বিহগরাজ সম্পাতি বলিয়াছেন যে, সীতা রাক্ষসপতি রাবণের এই ভবনে বাস করিতেছেন, তবে এত অনুসন্ধানেও তিনি আমার নয়নগোচর হইতেছেন না কেন? পরে হনুমান্ সংশয়াকুলহৃদয়ে নানা প্রকার চিন্তা করিয়া বলিতে লাগিলেন, "রাবণ তাঁহাকে বলপূর্ব্বক হরণ করিয়া আনিয়াছে বলিয়া কি তিনি ভয়বশতঃ তাহার সেবা করিতেছেন? না, মৈথিলী যখন প্রসিদ্ধ বিদেহরাজকুলে রাজর্ষি-জনকের দুহিতা হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, তখন কদাচ ইহা সম্ভবপর হইতে পারে না। অথবা মনে হয়, রাক্ষসরাজ সীতাকে লইয়া দ্রুতবেগে আকাশপথে আসিবার সময় রামের বাণপ্রভাব স্মরণ করিয়া ভীত হইলে, সীতা তৎক্ষণাৎ তাহার হস্ত হইতে পতিতা হইয়া থাকিবেন। কিংবা সিদ্ধচারণ-সেবিত আকাশপথে হরণ করিয়া আনিবার সময় ভয়ঙ্কর সমুদ্র দেখিয়া তাঁহার প্রাণ বহির্গত হইয়া থাকিবে। অথবা সেই বিশাললোচনা, রাবণের ভীষণ বেগ এবং বাহুদ্বারা পীড়িত হইয়া প্রাণ বিসর্জ্জন করিয়াছেন। অথবা, রাবণ সাগরের অধিকতর উপরিভাগ দিয়া ধাবিত হইতে থাকিলে, জানকী ভয়ার্ত্ত হইয়া সমুদ্রে নিমগ্না হইয়াছেন। ১—১০। হনুমান্ সংশয়াকুল হইয়া পুনরায় বলিতে লাগিলেন, "তিনি ত এরূপে কখনই প্রাণ ত্যাগ করেন নাই। বোধ হয়, সেই বন্ধুবিরহিণী পতিব্রতা সীতা তাহার ধর্ম্মরক্ষণে দৃঢ়প্রতিজ্ঞা হইলে সেই ক্ষুদ্রচেতা রাবণ তাহাকে ভক্ষণ করিয়াছে। হয় ত রামভামিনী দুঃখিনী বৈদেহী পূর্ণিমার নিশাকরের ন্যায় পদ্মপলাশলোচন রামের মুখমণ্ডল স্মরণ করিয়া "হা রাম! হা লক্ষ্মণ! হা অযোধ্যা!" এইরূপ পুনঃপুনঃ রোদন করিতে করিতে জীবন বিসর্জ্জন দিয়াছেন। অথবা বোধ হয়, সেই ললনা রাবণগৃহে রুদ্ধ হইয়া পিঞ্জর-বদ্ধা সারিকার ন্যায় নিরন্তর বিলাপ করিতেছেন; কারণ সেই কমলদল-সদৃশলোচনা, সুমধ্যমা সীতা রামের পত্নী হইয়া

বিনষ্টা বা প্রনষ্টা বা মৃতা বা জনকাত্মজা।
রামস্য প্রিয়ভার্য্যস্য ন নিবেদয়িতুং ক্ষমম্॥ ১৭
নিবেদ্যমানে দোষঃ স্যাৎ দোষঃ স্যাদনিবেদনে।
কথন্নু খলু কর্ত্তব্যং বিষমং প্রতিভাতি মে॥ ১৮
অস্মিন্নেবং গতে কার্য্যে প্রাপ্তকালং ক্ষমঞ্চ কিম্।
ভবেদিতি মতিং ভূয়ো হনুমান্ প্রবিচারয়ন্॥ ১৯
যদি সীতামদৃষ্ট্বাহং বানরেন্দ্রপুরীমিতঃ।
গমিষ্যামি ততঃ কো মে পুরুষার্থো ভবিষ্যতি॥ ২০
মমেদং লঙ্ঘনং ব্যর্থং সাগরস্য ভবিষ্যতি।
প্রবেশশ্চৈব লঙ্কায়াং রাক্ষসানাঞ্চ দর্শনম্॥ ২১
কিং বা বক্ষ্যতি সুগ্রীবো হরয়ো বাপি সঙ্গতাঃ।
কিষ্কিন্ধ্যামনুসম্প্রাপ্তং তৌ বা দশরথাত্মজৌ॥ ২২
গত্বা তু যদি কাকুৎস্থং বক্ষ্যামি পরুষং বচঃ।
ন দৃষ্টেতি ময়া সীতা ততস্ত্যক্ষ্যতি জীবিতম্॥ ২৩
পরুষং দারুণং তীক্ষ্ণং ক্রূরমিন্দ্রিয়তাপনম্।
সীতানিমিত্তং দুর্ব্বাক্যং শ্রুত্বা স ন ভবিষ্যতি॥ ২৪
তন্তু কৃচ্ছ্রগতং দৃষ্ট্বা পঞ্চত্বগতমানসম্।
ভৃশানুরক্তো মেধাবী ন ভবিষ্যতি লক্ষ্মণঃ॥ ২৫
বিনষ্টৌ ভ্রাতরৌ শ্রুত্বা ভরতোঽপি মরিষ্যতি।
ভরতঞ্চ মৃতং দৃষ্ট্বা শত্রুঘ্নো ন ভবিষ্যতি॥ ২৬
পুত্রান্ মৃতান্ সমীক্ষ্যাথ ন ভবিষ্যন্তি মাতরঃ।
কৌসল্যা চ সুমিত্রা চ কৈকেয়ী চ ন সংশয়ঃ॥ ২৭
কৃতজ্ঞঃ সত্যসন্ধশ্চ সুগ্রীবঃ প্লবগাধিপঃ।
রামং তথাগতং দৃষ্ট্বা ততস্ত্যক্ষ্যতি জীবিতম্॥ ২৮
দুর্ম্মনা ব্যথিতা দীনা নিরানন্দা তপস্বিনী।
পীড়িতা ভর্ত্তৃশোকেন রুমা ত্যক্ষ্যতি জীবিতম্॥ ২৯
বালিজেন তু দুঃখেন পীড়িতা শোককর্ষিতা।
পঞ্চত্বমাগতা রাজ্ঞী তারাপি ন ভবিষ্যতি॥ ৩০
মাতাপিত্রোর্বিনাশেন সুগ্রীবব্যসনেন চ।
কুমারোঽপ্যঙ্গদস্মাদ্‌বিজহিষ্যতি জীবিতম্॥ ৩১
ভর্ত্তৃজেন তু দুঃখেন অভিভূতা বনৌকসঃ।
শিরাংস্যভিহনিষ্যন্তি তলৈর্মুষ্টিভিরেব চ॥ ৩২
সান্ত্বেনানুপ্রদানেন মানেন চ যশস্বিনা।

এবং রাজর্ষি জনকের বংশে জন্মগ্রহণ করিয়া কিরূপে রাক্ষসরাজের বশীভূতা হইবেন? যাহা হউক, রাম পত্নীর প্রতি অতিশয় প্রণয়াসক্ত; অতএব আমি এক্ষণে তাঁহার নিকটে প্রত্যাগমন করিয়া কি বলিব? তিনি বাঁচিয়া আছেন, তাঁহাকে আমি দেখিতে পাইলাম না, অথবা দেখিয়া আসিয়াছি, কিংবা তিনি প্রাণত্যাগ করিয়াছেন—ইহার কিছুই তাঁহার নিকটে মিথ্যা করিয়া জানাইতে পারিব না। যদি বলি, সীতার অন্বেষণ করিয়া দর্শন পাইলাম না তবে রাম প্রাণত্যাগ করিবেন; আর যদি না দেখিয়া মিথ্যা করিয়া বলি যে, সীতার দেখা পাইয়াছি, তাহা হইলে প্রভুকে প্রবঞ্চিত করা হইল। এক্ষণে আমার কি করা কর্ত্তব্য? এ উভয়ই ত আমার নিকটে দুরদৃষ্টের বলিয়া বোধ হইতেছে।" হনুমান্ এইরূপ কর্ত্তব্যকার্য্য স্থির করিতে অসমর্থ হইয়া রামের নিকটে কিরূপ বলা উচিত, তাহাই আবার বিবেচনা করিতে লাগিলেন। "সীতার সংবাদ না লইয়া যদি আমি লঙ্কা পরিত্যাগপূর্ব্বক বানররাজ সুগ্রীবের রাজধানীতেই যাই, তাহাতে আমার কি পুরুষার্থ প্রকাশ করা হইল? বরং আমি যে এই অপার সমুদ্র লঙ্ঘন, লঙ্কায় প্রবেশ এবং রাক্ষসদিগকে দর্শন করিয়াছি, এ সমুদয় বৃথা হইল। হায়! আমি কিষ্কিন্ধ্যায় গেলে, দশরথপুত্র রাম, লক্ষ্মণ এবং সুগ্রীব ও অন্যান্য বানরগণ আমাকে কি বলিবে? ১৭—২২। আমি তথায় গিয়া 'সীতার দর্শন পাই নাই'; কাকুৎস্থ রামের নিকটে যদি এই নিষ্ঠুর কথা বলি, তাহা হইলে তিনি তৎক্ষণাৎ প্রাণপরিত্যাগ করিবেন। অধিক কি, অতি নিদারুণ, কঠোরতর, ইন্দ্রিয়ের সন্তাপপ্রদ, সীতার অদর্শন-সংবাদ শুনিতেও পারিবেন না। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার প্রতি অত্যধিক অনুরক্ত পণ্ডিতপ্রবর লক্ষ্মণ, তাঁহাকে প্রাণত্যাগ করিতে দেখিলে, প্রাণ ধারণ করিতে পারিবেন না। পরন্তু, রাম এবং লক্ষ্মণ জীবন বিসর্জ্জন দিয়াছেন শুনিয়া ভরতও প্রাণ ত্যাগ করিবেন। ভরত প্রাণত্যাগ করিয়াছেন শুনিলে, শত্রুঘ্নও বাঁচিবেন না। তৎপরে কৌসল্যা, কৈকেয়ী ও সুমিত্রা প্রভৃতি রাজমাতাগণ পুত্রদিগের মৃত্যু-সংবাদ শুনিলে নিশ্চয়ই জীবন বিসর্জ্জন দিবেন। পরে সত্যসন্ধ বানররাজ সুগ্রীব রামের সেইরূপ পরিণাম দেখিলে, নিশ্চয়ই মরিবেন। তৎপরে তাঁহার পত্নী পতিব্রতা রুমাও স্বামিবিয়োগশোকে সন্তপ্তা হইয়া দেহত্যাগ করিবেন। যখন শোকক্লিষ্টা রাজ্ঞী তারা পতির মরণজনিত-শোকপ্রযুক্ত মরণে কৃতসঙ্কল্পা হইয়াছেন, তখন তিনি ত কোন মতেই জীবন ধারণ করিতে পারিবেন না। পরে কুমার অঙ্গদ,—মাতা, পিতা ও পিতৃব্যের মৃত্যু-সংবাদশ্রবণে শোকাকুল হইয়া প্রাণত্যাগ করিবেন। অপিচ, বনচর বানরগণ, প্রতিপালক প্রভুর বিয়োগে অতিশয় কাতর হইয়া মস্তকে করাঘাত ও মুষ্টিপ্রহার করিবে। যশস্বী কপিনাথ বালী যাহাদিগকে বহু-

লালিতাঃ কপিনাথেন প্রাণাংস্ত্যক্ষ্যন্তি বানরাঃ ॥ ৩৩
ন বনেষু ন শৈলেষু ন নিরোধেষু বা পুনঃ।
ক্রীড়ামনুভবিষ্যন্তি সমেত্য কপিকুঞ্জরাঃ ॥ ৩৪
সপুত্রদারাঃ সামাত্যা ভর্তৃব্যসনপীড়িতাঃ
শৈলাগ্রেভ্যঃ পতিষ্যন্তি সমেষু বিষমেষু চ ॥ ৩৫
বিষমুদ্বন্ধনং বাপি প্রবেশং জ্বলনস্য বা।
উপবাসমথো শস্ত্রং প্রচরিষ্যন্তি বানরাঃ ॥ ৩৬
ঘোরমারোদনং মন্যে গতে ময়ি ভবিষ্যতি।
ইক্ষ্বাকুকুলনাশশ্চ নাশশ্চৈব বনৌকসাম্ ॥ ৩৭
সোঽহং নৈব গমিষ্যামি কিষ্কিন্ধ্যাং নগরীমিতঃ।
ন হি শক্ষ্যাম্যহং দ্রষ্টুং সুগ্রীবং মৈথিলীং বিনা ॥ ৩৮
ময্যগচ্ছতি চেহস্থে ধর্মাত্মানৌ মহারথৌ।
আশয়া তৌ ধরিষ্যেতে বানরাশ্চ তরস্বিনঃ ॥ ৩৯
হস্তাদানমুখাদানো নিয়তো বৃক্ষমূলিকঃ।
বানপ্রস্থো ভবিষ্যামি অদৃষ্ট্বা জনকাত্মজাম্ ॥ ৪০
সাগরানূপজে দেশে বহুমূলফলোদকে।
চিতাং কৃত্বা প্রবেক্ষ্যামি সমিদ্ধমরণীসুতম্ ॥ ৪১
উপবিষ্টস্য বা সম্যক্ লিঙ্গিনং সাধয়িষ্যতঃ।
শরীরং ভক্ষয়িষ্যন্তি বায়সা শ্বাপদানি চ। ৪২
ইদমপ্যৃষিভির্দৃষ্টং নির্যাণমিতি মে মতিঃ।
সম্যগাপঃ প্রবেক্ষ্যামি ন চেৎ পশ্যামি জানকীম্ ॥ ৪৩
সুজাতমূলা সুভগা কীর্তিমালা যশস্বিনী।
প্রভগ্না চিররাত্রায় মম সীতামপশ্যতঃ ॥ ৪৪
তাপসো বা ভবিষ্যামি নিয়তো বৃক্ষমূলিকঃ।
নেতঃ প্রতিগমিষ্যামি তামদৃষ্ট্বাসিতেক্ষণাম্ ॥ ৪৫
যদি তু প্রতিগচ্ছামি সীতামনধিগম্য তাম্।
অঙ্গদঃ সহিতঃ সর্বৈর্বানরৈর্ন ভবিষ্যতি ॥ ৪৬
বিনাশে বহবো দোষা জীবন্ প্রাপ্নোতি ভদ্রকম্।
তস্মাৎ প্রাণান্ ধরিষ্যামি ধ্রুবো জীবতি সঙ্গমঃ ॥ ৪৭
এবং বহুবিধং দুঃখং মনসা ধারয়ন্ বহু।
নাধ্যগচ্ছত্তদা পারং শোকস্য কপিকুঞ্জরঃ ॥ ৪৮
ততো বিক্রমমাসাদ্য ধৈর্য্যবান্ কপিকুঞ্জরঃ।
রাবণং বা বধিষ্যামি দশগ্রীবং মহাবলম্ ॥ ৪৯

কালাবধি সান্ত্বনাসহকারে ধনদান এবং সম্মান সহকারে পালন করিয়াছিলেন, এক্ষণে সেইরূপ প্রভুর বংশ উচ্ছিন্ন হইলে সেই কৃতজ্ঞ বানরগণ নিশ্চয়ই মরিবে। বানরশ্রেষ্ঠগণ কি বন, কি শৈল, কি গুহা, কোথাও যাইয়া সুখ পাইবে না অথবা তাহারা প্রভুর বিয়োগে শোকাকুল হইয়া পুত্র কলত্র এবং অমাত্যসহ শৈলশিখর হইতে সম কি বিষম স্থানে পতিত হইবে,—বিষপান, অগ্নিপ্রবেশ, উদ্বন্ধন, অনশন, কিংবা অস্ত্রপ্রহার করিয়া প্রাণ ত্যাগ করিবে। ২৩—৩৬। হায়! আমি কিষ্কিন্ধ্যায় গেলে ভীষণ ক্রন্দনরোল উত্থিত হইবে; ইক্ষ্বাকু-বংশ এবং বনবাসী বনচরগণের বিনাশ হইবে, সুতরাং আমি এখান হইতে কিষ্কিন্ধ্যা-নগরীতে ফিরিয়া যাইব না, অধিক কি, যদি আমি সীতার সংবাদ না লইয়া যাই, তবে সুগ্রীবের সহিত সাক্ষাৎ করিতেও পারিব না।” হনুমান্ পুনরায় আপনা-আপনি বলিতে লাগিলেন, “আমি কিষ্কিন্ধ্যায় না যাইয়া যদি এই স্থানে থাকি, তবে সেই ধার্ম্মিক মহারথ রাম, লক্ষ্মণ এবং বেগবান বানরগণ আশার ছলনায় প্রাণ ধারণ করিয়া থাকিবেন। পুনঃপুনঃ অন্বেষণ করিয়াও যদি সীতার দেখা না পাই, তবে যে সকল ফল মুখে বা হস্তে আপনি পড়িবে, সেই ফলভোজী এবং সংযতেন্দ্রিয় হইয়া তরুমূল আশ্রয়-পূর্ব্বক বানপ্রস্থাশ্রম গ্রহণ করিব, অথবা বিবিধ ফল-মূল ও উদকপূর্ণ সমুদ্র-কূলে চিতা প্রস্তুত করিয়া অরণিসম্ভূত প্রজ্বলিত অনলে প্রবেশ করিব, অথবা অনশনপূর্ব্বক যখন সূক্ষ্মশরীরী আত্মাকে দেহ হইতে বিযোজিত করিব, তখন বায়স ও শ্বাপদ-গণ আমার শরীর ভক্ষণ করিবে। যদি জানকীকে দেখিতে না পাই, তবে আমি নিশ্চয়ই জল-মধ্যে প্রবেশ করিব, ইহাই ঋষিগণপ্রদর্শিত পথ বলিয়া আমার মনে হয়। বিশেষতঃ উত্তম কার্য্য করিয়া যে কীর্ত্তি অর্জ্জন করিয়াছি, এক্ষণে জানকীর অন্বেষণে অকৃতকার্য্য হওয়ায় আমি জীবিত থাকিতেই চিরকালের জন্য আমার সেই যশস্বিনী মনোরমা কীর্ত্তিমালার বিলোপ হইতেছে। বরং সংযতেন্দ্রিয় এবং তরুমূলবাসী হইয়া তপশ্চরণ করিব, তথাপি অসিতনয়না সীতার সংবাদ না লইয়া এস্থান হইতে কদাচ প্রতিগমন করিতে পারিব না। যদি ‘সীতার দর্শন পাই নাই’ এই সংবাদ লইয়া প্রতিগমন করি, তবে বানরগণসহ অঙ্গদ তৎক্ষণাৎ প্রাণ ত্যাগ করিবেন। আমি প্রাণ বিসর্জ্জন করিলেও নানাদোষ উপস্থিত হইতে পারে, বাঁচিয়া থাকিলে অনেক শুভ-কার্য্য সম্পন্ন করিতে পারা যায়; সুতরাং না মরিয়া আমি জীবন ধারণ করিব, তাহা হইলে কখন না কখন সুখসম্ভোগ হইতে পারিবে সন্দেহ নাই।” কপিশ্রেষ্ঠ হনুমান্ মনে মনে এইরূপ নানাবিধ দুঃখ করিয়া তৎকালে শোকের পার হইলেন না। ৩৭—৪৮। পরে ধৈর্য্যশালী বানরশ্রেষ্ঠ হনুমান্

কামমস্য হৃতা সীতা প্রত্যাচীর্ণং ভবিষ্যতি ॥ ৫০
অথবৈনং সমুৎক্ষিপ্য উপর্য্যুপরি সাগরম্ ।
রামায়োপহরিষ্যামি পশুং পশুপতেরিব ॥ ৫১
ইতি চিন্তাসমাপন্নঃ সীতামনধিগম্য তাম্ ।
ধ্যানশোকপরীতাত্মা চিন্তয়ামাস বানরঃ ॥ ৫২
যাবৎ সীতাং ন পশ্যামি রামপত্নীং যশস্বিনীম্ ।
তাবদেতাং পুরীং লঙ্কাং বিচিনোমি পুনঃপুনঃ ॥ ৫৩
সম্পাতিবচনাচ্চাপি রামং যদ্যানয়াম্যহম্ ।
অপশ্যন্ রাঘবো ভার্য্যাং নির্দ্দহেৎ সর্ব্ববানরান্ ॥ ৫৪
ইহৈব নিয়তাহারো বৎস্যামি নিয়তেন্দ্রিয়ঃ ।
ন মৎকৃতে বিনশ্যেয়ুঃ সর্ব্বে তে নরবানরাঃ ॥ ৫৫
অশোকবনিকা চাপি মহতীয়ং মহাদ্রুমা ।
ইমামধিগমিষ্যামি ন হীয়ং বিচিতা ময়া ॥ ৫৬
বসূন্ রুদ্রাংস্তথাদিত্যানশ্বিনৌ মরুতোঽপি চ ।
নমস্কৃত্বা গমিষ্যামি রক্ষসাং শোকবর্দ্ধনঃ ॥ ৫৭
জিত্বা তু রাক্ষসান্ দেবীমিক্ষ্বাকুকুলনন্দিনীম্ ।
সম্প্রদাস্যামি রামায় সিদ্ধামিব তপস্বিনে ॥ ৫৮
স মুহূর্ত্তমিব ধ্যাত্বা চিন্তাবিগ্রথিতেন্দ্রিয়ঃ ।
উদতিষ্ঠন্মহাবাহুর্হনুমান মারুতাত্মজঃ ॥ ৫৯

নমোঽস্তু রামায় সলক্ষ্মণায়
দেব্যৈ চ তস্যৈ জনকাত্মজায়ৈ ।
নমোঽস্তু রুদ্রেন্দ্রযমানিলেভ্যো
নমোঽস্তু চন্দ্রার্কমরুদ্গণেভ্যঃ ॥ ৬০

স তেভ্যস্তু নমস্কৃত্য সুগ্রীবায় চ মারুতিঃ ।
দিশঃ সর্ব্বাঃ সমালোক্য সোঽশোকবনিকাং গতঃ ॥ ৬১
স গত্বা মনসা পূর্ব্বমশোকবনিকাং শুভাম্ ।
উত্তরং চিন্তয়ামাস বানরো মারুতাত্মজঃ ॥ ৬২
ধ্রুবং তু রক্ষোবহুলা ভবিষ্যতি বনাকুলা ।
অশোকবনিকা পুণ্যা সর্ব্বসংস্কারসংস্কৃতা ॥ ৬৩
রক্ষিণশ্চাত্র বিহিতা নূনং রক্ষন্তি পাদপান্ ।
ভগবানপি বিশ্বাত্মা নাতিক্ষোভং প্রবায়তি ॥ ৬৩
সংক্ষিপ্তোঽয়ং ময়াত্মা চ রামার্থে রাবণস্য চ ।
সিদ্ধিং দিশন্তু মে সর্ব্বে দেবাঃ সর্ষিগণাস্ত্বিহ ॥ ৬৫
ব্রহ্মা স্বয়ম্ভূর্ভগবান্ দেবাশ্চৈব তপস্বিনঃ

চিন্তা করিয়া বলিতে লাগিলেন, 'ভাল, সীতার সন্ধান ত হইলই না; সুতরাং বৌর্য্য অবলম্বনপূর্ব্বক মহাবল দশগ্রীব রাবণের নিধন সাধন করিব; এক্ষণে তাহা হইলে বিলক্ষণ বৈরনির্য্যাতন করা হইবে, সন্দেহ নাই; অথবা যেমন রুদ্রের নিকটে পশুগণকে উপহার দেয়, তদ্রূপ ইহাকেও বারংবার সাগরের উপরি নিক্ষেপ করত রামের নিকটে লইয়া উপহার দিব।' কপিবর হনুমান্ এইরূপ চিন্তায় ও শোকে অধৈর্য্য এবং সীতার অদর্শনে হতাশ্বাস হইয়া ভাবিতে লাগিলেন, 'যে পর্য্যন্ত যশস্বিনী রামপ্রিয়া সীতার দেখা না পাই, ততদিন এই লঙ্কাপুরী বারংবার পর্য্যটন করিব, অথবা আমার আর এখানে বিলম্ব করা উচিত নহে; কারণ সম্পাতির পক্ষ উদ্গত হইলে, সে রামের নিকটে যাইয়া বিলম্বের কারণ জিজ্ঞাসা করিবে। আর যদি অগ্রে যাইয়া তাঁহার বাক্যে দৃঢ়তর বিশ্বাস স্থাপনপূর্ব্বক রামকে এখানে আনয়ন করি, তাহা হইলে তিনি যখন রাবণকে বধ করিয়াও সীতাকে দেখিতে না পাইবেন, তখন নিশ্চয়ই বানরদিগকে বিনাশ করিয়া ফেলিবেন। হায়! আমার জন্য সেই বানরগণ মরিবে; সুতরাং আহার এবং ইন্দ্রিয় সংযম করিয়া এইখানেই বাস করিব।' পরে রাক্ষসকুলের শোক বর্দ্ধন হনুমান্ অশোকবনের প্রতি দৃষ্টিনিক্ষেপপূর্ব্বক বলিতে লাগিলেন, "এই ত সুদীর্ঘ বৃক্ষসমূহ-পরিবৃত বৃহৎ অশোকবন দেখা যাইতেছে; কৈ ইহার মধ্যে ত আমি অন্বেষণ করি নাই। সুতরাং বসুগণ রুদ্রগণ, আদিত্যগণ, মরুদ্গণ ও অশ্বিনীকুমারদ্বয়কে প্রণাম করিয়া এই বনমধ্যে প্রবেশপূর্ব্বক সীতার অন্বেষণ করি; কিন্তু ইক্ষ্বাকুকুলনন্দিনী সীতাদেবীর যদি দেখা পাই, তাহা হইলে রাক্ষসদিগকে পরাজয় করিয়া তপস্যায় সিদ্ধিলাভের ন্যায় তাঁহাকে রামের নিকটে সমর্পণ করিব।" ৪৯—৫৮। এইরূপ মুহূর্ত্তকাল ধ্যান করিয়া তিনি চিন্তাকুল হইলেন। তৎপরে মহাবল বায়ুপুত্র—রাম, লক্ষ্মণ, জনকদুহিতা, রুদ্র, ইন্দ্র, যম, অনিল, চন্দ্র অগ্নি, মরুদ্গণ এবং সুগ্রীবকে প্রণাম করিলেন। তৎপরে দিক্ সকল সবিশেষ নিরীক্ষণপূর্ব্বক অশোক বনের দিকে প্রস্থান করিলেন। বায়ুতনয় অশোক-বনে প্রবেশ করিয়া মনে মনে কর্ত্তব্য অবধারণ করিবার জন্য ভাবিতে লাগিলেন;—'এই পুণ্যভূমি অশোকবন কাননে পরিবৃত হইলেও যখন এখানকার বৃক্ষ-সকলের মূলখনন প্রভৃতি সংস্কারকার্য্য যথেষ্ট দেখা যাইতেছে, তখন বোধ হয়, রাক্ষসগণ নিশ্চয়ই ইহার রক্ষাকার্য্যে নিযুক্ত আছে; অধিক কি ভগবান্ বিশ্বাত্মা পবনও অতি প্রবলবেগে এখানে বহিতেছেন না; সুতরাং রাবণের অগোচরে রামের কার্য্যসিদ্ধির জন্য আমি দেহ সঙ্কোচ করিলাম। ঋষিগণ এবং দেবতাগণ

সিদ্ধিমগ্নিশ্চ বায়ুশ্চ পুরুহূতশ্চ বজ্রভৃৎ। ৬৬
বরুণঃ পাশহস্তশ্চ সোমাদিত্যৌ তথৈব চ।
অশ্বিনৌ চ মহাত্মানৌ মরুতঃ সর্ব্ব এব চ॥ ৬৭
সিদ্ধিং সর্ব্বাণি ভূতানি ভূতানাঞ্চৈব যঃ প্রভুঃ।
দাস্যন্তি মম যে চান্যেহপ্যদৃষ্টাঃ পথি গোচরাঃ॥ ৬৮
তদুন্নসং পাণ্ডুরদন্তমব্রণং
শুচিস্মিতং পদ্মপলাশলোচনম্।
দ্রক্ষ্যে তদার্য্যাবদনং কদা ন্বহং
প্রসন্নতারাধিপতুল্যদর্শনম্॥ ৬৯
ক্ষুদ্রেণ হীনেন নৃশংসমূর্ত্তিনা
সুদারুণালঙ্কৃতবেশধারিণা।
বলাভিভূতা হ্যবলা তপস্বিনা
কথং নু মে দৃষ্টিপথেহদ্য সা ভবেৎ॥ ৭০

ইতি সুন্দরকাণ্ডে ত্রয়োদশঃ সর্গঃ॥ ১৩॥

চতুর্দ্দশঃ সর্গঃ।

স মুহূর্ত্তমিব ধ্যাত্বা মনসা চাধিগম্য তাম্।
অবপ্লুতো মহাতেজাঃ প্রাকারং তস্য বেশ্মনঃ॥ ১

আমার মঙ্গল বিধান করুন। অধিকন্তু ভগবান্ ব্রহ্মা, অগ্নি, বায়ু, বজ্রপাণি ইন্দ্র, পাশহস্ত বরুণ, চন্দ্র, সূর্য্য, মহাত্মা অশ্বিনীকুমারযুগল, মরুদ্গণ, ভূতগণ, এবং যিনি ভূতগণের অধিপতি, তাঁহারা সকলে আমার উদ্দেশ্য সফল করুন। পরন্তু যাঁহারা অদৃশ্যভাবে পথে বিচরণ করিতেছেন, তাঁহারাও আমার দুরূহ কার্য্যের সফলতা সম্পাদন করুন। হায়! সেই মৃদু-হাস্যযুক্ত, নির্ম্মল শশধরের ন্যায় দ্যুতি-সম্পন্ন, সীতার সুনির্ম্মল বদনমণ্ডল কবে দেখিব! তাঁহার নাসিকা উন্নত, দন্তপঙক্তি পাণ্ডুবর্ণ, নেত্রদ্বয় পদ্মপত্রের ন্যায় বিশাল। ক্ষুদ্র প্রকৃতি, হীন-জাতি, নৃশংসমূর্ত্তি রাবণ নিদারুণ অলঙ্কার ধারণপূর্ব্বক প্রবলবল-সহকারে সেই অবলাকে অভিভূত করিয়া কোথায় লুকাইয়া রাখিয়াছে? হায়! সেই পতিব্রতা সীতাদেবীকে কি প্রকারে আমি নয়নগোচর করিব!” ৫৯—৭০।

চতুর্দ্দশ সর্গ।

মহাবীর পবনপুত্র মুহূর্ত্তকাল ধীরভাবে চিন্তা করিয়া কর্ত্তব্য-কার্য্য অবধারণ করিলেন। তৎপরে মনে মনে সীতাদেবীকে ধ্যান করিয়া রাবণভবনের

স তু সংহৃষ্টসর্ব্বাঙ্গঃ প্রাকারস্থো মহাকপিঃ।
পুষ্পিতাগ্রান্ বসন্তাদৌ দদর্শ বিবিধান্ দ্রুমান্॥ ২
শালানশোকান্ ভব্যাংশ্চ চম্পকাংশ্চ সুপুষ্পিতান্।
উদ্দালকান্ নাগবৃক্ষাংশ্চূতান্ কপিমুখানপি॥ ৩
অথাম্রবনসংছন্নাং লতাশতসমাবৃতাম্।
জ্যামুক্ত ইব নারাচঃ পুপ্লুবে বৃক্ষবাটিকাম্॥ ৪
স প্রবিশ্য বিচিত্রাং তাং বিহগৈরভিনাদিতাম্।
রাজতৈঃ কাঞ্চনৈশ্চৈব পাদপৈঃ সর্ব্বতো বৃতাম্॥ ৫
বিহগৈর্ম্মৃগসঙ্ঘৈশ্চ বিচিত্রাং চিত্রকাননাম্।
উদিতাদিত্যসঙ্কাশাং দদর্শ হনুমান্ বলী॥ ৬
বৃতাং নানাবিধৈর্বৃক্ষৈঃ পুষ্পোপগফলোপগৈঃ।
কোকিলৈর্ভৃঙ্গরাজৈশ্চ মত্তৈর্নিত্যনিষেবিতাম্॥ ৭
প্রহৃষ্টমনুজাং কালে মৃগপক্ষিমদাকুলাম্।
মত্তবর্হিণসংঘুষ্টাং নানাদ্বিজগণাযুতাম্॥ ৮
মার্গমাণো বরারোহাং রাজপুত্রীমনিন্দিতাম্।

উচ্চতর প্রাচীর হইতে উল্লম্ফনপূর্ব্বক অবতীর্ণ হইয়া অপেক্ষাকৃত নিম্নপ্রাচীরে আসিলেন। সেই কপিবর তথায় অবস্থানপূর্ব্বক বসন্ত প্রভৃতি সকল ঋতুতেই যে যে বৃক্ষ কুসুমিত হইয়া থাকে, সেই সেই বিকসিত-পুষ্পসমন্বিত নানাজাতীয় তরু-রাজি দেখিয়া যার পর নাই প্রীত হইলেন এবং পুষ্পিত শাল, অশোক, চম্পক, ভব্য (চালতা,) নাগকেশর, উদ্দালক, বানরমুখাকৃতি-ফলযুক্ত আম্রবৃক্ষ এবং সেই আম্র কানন-সমাকুল শত শত লতায় পরিবৃত বৃক্ষবাটিকা দেখিয়াই রামবাহু-বিমুক্ত নারাচের ন্যায়, অতি দ্রুততর বেগে লম্ফ প্রদান করিলেন। সেই বলবান্ বানরবর বৃক্ষ-বাটিকায় প্রবেশ করিয়া,তাহার রমণীয় শোভা দেখিতে লাগিলেন। তাহার সকল স্থান সুবর্ণ এবং রৌপ্যময় কারু-কার্য্যে চিত্রিত তরুরাজি, মৃগযূথ, বিহগকুল ও কানন-সমূহে পরিবৃত এবং চিত্রিত শোভায় শোভিত; তথাকার তরুরাজি সুদৃশ্য, তাহাতে নানাজাতীয় বিহঙ্গমগণের শ্রবণ-সুখকর শব্দ সমুত্থিত হইতেছে। নানা-জাতীয় কুসুমপ্রভায় প্রদীপ্ত হইয়া স্থানটী যেন রবির ন্যায় প্রকাশ পাইতেছে। তাহার চারিদিকে ফল পুষ্প-শোভিত নানা বৃক্ষরাজি; তাহাতে মত্ত কোকিল এবং ভৃঙ্গগণ সতত বিরাজমান রহিয়াছে। মদমত্ত মৃগযূথ, বিবিধ বিহগগণ ও মানবগণ হৃষ্টচিত্তে তথায় বিচরণ করিতেছে এবং মত্ত ময়ূরগণ কেকারবে চারিদিক্ প্রতিধ্বনিত করিতেছে। পরে বানর-প্রধান হনুমান্, অনিন্দ্যরূপা, বিপুল-নিতম্বা সেই

সুখপ্রসুপ্তান্ বিহগান্ বোধয়ামাস বানরঃ॥ ৯
উৎপতদ্ভির্দ্বিজগণৈঃ পক্ষৈর্ব্বাতৈঃ সমাহতাঃ।
অনেকবর্ণবিবিধা মুমুচুঃ পুষ্পবৃষ্টয়ঃ॥ ১০
পুষ্পাবকীর্ণঃ শুশুভে হনমান মারুতাত্মজঃ।
অশোকবনিকামধ্যে যথা পুষ্পময়ো গিরিঃ॥ ১১
দিশঃ সর্ব্বাভিধাবন্তং বৃক্ষষণ্ডগতং কপিম্।
দৃষ্ট্বা সর্ব্বাণি ভূতানি বসন্ত ইতি মেনিরে॥ ১২
বৃক্ষেভ্যঃ পতিতৈঃ পুষ্পৈরবকীর্ণা পৃথগ্বিধৈঃ।
ররাজ বসুধা তত্র প্রমদেব বিভূষিতা॥ ১৩
তরস্বিনা তে তরবস্তরসা বহুকম্পিতাঃ।
কুসুমানি বিচিত্রাণি সসৃজুঃ কপিনা তদা॥ ১৪
নির্ধূতপত্রশিখরাঃ শীর্ণপুষ্পফলা দ্রুমাঃ।
নিক্ষিপ্তবস্ত্রাভরণা ধূর্ত্তা ইব পরাজিতাঃ॥ ১৫
হনুমতা বেগবতা কম্পিতাস্তে নগোত্তমাঃ।
পুষ্পপত্রফলান্যাশু মুমুচুঃ ফলশালিনঃ॥ ১৬
বিহঙ্গসঙ্ঘৈর্হীনাস্তে স্কন্ধমাত্রাশ্রয়া দ্রুমাঃ।
বভূবুরগমাঃ সর্ব্বে মারুতেন বিনির্ধুতাঃ॥ ১৭
বিধূতকেশী যুবতির্যথা মৃদিতবর্ণকা।
নিপীতশুভদন্তৌষ্ঠী নখৈর্দন্তৈশ্চ বিক্ষতা॥ ১৮
তথা লাঙ্গুলহস্তৈস্তু চরণাভ্যাঞ্চ মর্দ্দিতা।
তথৈবাশোকবনিকা প্রভগ্নবনপাদপা॥ ১৯
মহালতানাং দামানি ব্যধমস্তরসা কপিঃ।
যথা প্রাবৃষি বেগেন মেঘজালানি মারুতঃ॥ ২০
স তত্র মণিভূমীশ্চ রাজতীশ্চ মনোরমাঃ।
তথা কাঞ্চনভূমীশ্চ বিচরন্ দদৃশে কপিঃ॥ ২১
বাপীশ্চ বিবিধাকারাঃ পূর্ণাঃ পরমবারিণা।
মহার্হৈর্মণিসোপানৈরুপপন্নাস্ততস্ততঃ॥ ২২
মুক্তাপ্রবালসিকতাঃ স্ফাটিকান্তরকুট্টিমাঃ।
কাঞ্চনৈস্তরুভিশ্চিত্রৈস্তীরজৈরুপশোভিতাঃ॥ ২৩
বুদ্ধপদ্মোৎপলবনাশ্চক্রবাকোপশোভিতাঃ।
দাত্যূহরুতসংঘুষ্টা হংসসারসনাদিতাঃ॥ ২৪
দীর্ঘাভিদ্রুমযুক্তাভিঃ সরিদ্ভিশ্চ সমন্ততঃ।
অমৃতোপমতোয়াভিঃ শিবাভিরুপসংস্কৃতাঃ॥ ২৫
লতাশতৈরবততাঃ সন্তানকুসুমাবৃতাঃ।
নানাগুল্মাবৃতবনাঃ করবীরকৃতান্তরাঃ॥ ২৬

রাজনন্দিনী সীতার অনুসন্ধান করিতে থাকিলে, সুখসুপ্ত বিহঙ্গগণ জাগরিত হইয়া উড্ডীয়মান হইল, তাহাদের পক্ষবিতাড়িত বায়ুদ্বারা আহত হইয়া বৃক্ষ সকল শ্বেত, লাল, কৃষ্ণ, পীত প্রভৃতি নানাবর্ণ এবং নানাবিধ কুসুম বর্ষণ করিতে লাগিল। ৯-১০। তৎকালে বায়ুপুত্র হনুমান্ অশোককাননমধ্যে পুষ্পরাশিতে সমাচ্ছন্ন হইয়া, পুষ্পময় গিরির ন্যায়, বিরাজমান হইলেন। প্রাণিগণ তাঁহাকে তদবস্থায় চতুর্দ্দিকে ধাবিত হইতে দেখিয়া মূর্ত্তিমান্ বসন্ত বলিয়া মনে করিয়াছিল। বসুমতী, বৃক্ষচ্যুত নানাজাতীয় কুসুমে আকীর্ণ হইয়া, নানা অলঙ্কারে বিভূষিতা প্রমদার ন্যায় শোভা পাইলেন। বীর্য্যবান্ কপিবর বেগভরে বার বার বৃক্ষ সকল কম্পিত করিতে থাকিলে তাহারা তখন কুসুমধারা বর্ষণ করিতে লাগিল; তখন হনুমানের বেগপ্রভাবে বৃক্ষরাজির পত্র ফল, পুষ্প ও অগ্রভাগ ভগ্ন হইয়া পতিত হইলে, অক্ষক্রীড়ক যেমন খেলায় পরাস্ত হইয়া বস্ত্র এবং আভরণ বিক্ষেপপূর্ব্বক অবস্থিত হয়, তদ্রূপ তাহারা শোভা পাইতে লাগিল। সেই সেই ফলবান্ শ্রেষ্ঠ তরুরাজি বানরের বেগবশতঃ কম্পিত হইয়া অজস্র কুসুম, পত্র এবং ফল মোচন করিতে লাগিল। সেই ভগ্নশাখ তরুরাজি মারুতির পদভরে আলোড়িত হইয়া কেবল স্কন্ধমাত্রের আশ্রয় লইল; বিহগগণ ত পূর্ব্বেই দূরে পলায়ন করিয়াছিল, এক্ষণে ছায়াসেবী প্রাণিগণেরও অসেব্য হইল। আলুলায়িত-কুন্তলা, বিলেপন-রঞ্জিতদেহা, যুবতী ওষ্ঠে চুম্বিতা ও আলিঙ্গিতা হইয়া যেমন দন্ত এবং নখর দ্বারা ক্ষত বিক্ষত হয়, তদ্রূপ সেই হনুমানের লাঙ্গুল হস্ত ও পদপ্রহারে বন এবং বৃক্ষসমূহ ভগ্ন ও বিমর্দ্দিত হওয়ায় অশোকবন শ্রী-হীন বোধ হইল। হনুমান্ বলপূর্ব্বক, প্রচণ্ডবায়ুবেগে বিচ্ছিন্ন মেঘরাশির ন্যায় বৃহৎ বৃহৎ লতাজাল ছিন্ন ভিন্ন করিতে লাগিলেন। ১১—২০। পরে বানরপ্রধান হনুমান্ তথাকার ভূবিভাগে বিচরণ করিবার কালে স্বর্ণময়, রৌপ্যময় মণিময় সুচারু স্থান দেখিলেন। তথায় দীর্ঘিকা সকল বিবিধাকারে শোভিত, তাহার সোপানপঙ্ক্তি পর্য্যায়ক্রমে বহুমূল্য রত্নদ্বারা নির্ম্মিত, আভ্যন্তরীণ কুট্টিম স্ফটিকপ্রস্তরে রচিত, সলিল নির্ম্মল ও সুস্বাদু এবং মুক্তা ও প্রবালই সিকতা; তাহার তীরস্থ কনকময় বিচিত্র তরুশ্রেণী অদ্ভুত সৌন্দর্য্য বিস্তার করিতেছে; তাহাতে পদ্ম ও উৎপলবন বিকশিত হইয়া রহিয়াছে। চক্রবাক, দাত্যূহ, হংস, সারস প্রভৃতি পক্ষিকুল কলরব করিতেছে। উহার চারিদিকে সুদীর্ঘ সরিৎ; তাহার তীরে বৃক্ষরাজি বিরাজমান এবং বারি অমৃতের ন্যায় সুস্বাদু ও নির্ম্মল; তাহাতে শত শত লতাদল অবনত হইয়া পড়িয়াছে; তৎসংযোগে দীর্ঘিকার জলও পরম রমণীয় হইয়াছে। উহার তীরস্থ বনে সন্তানকুসুম-বৃক্ষরাজি বিরাজমান এবং মধ্যে

ততোঽম্বুধরসঙ্কাশং প্রবৃদ্ধশিখরং গিরিম্।
বিচিত্রকূটং কূটৈশ্চ সর্ব্বতঃ পরিবারিতম্ ॥ ২৭
শিলাগৃহৈরবততং নানাবৃক্ষসমাবৃতম্
দদর্শ কপিশার্দ্দূলো রম্যং জগতি পর্ব্বতম্ ॥ ২৮
দদর্শ চ নগাত্তস্মান্নদীং নিপতিতাং কপিঃ।
অঙ্কাদিব সমুৎপত্য প্রিয়স্য পতিতাং প্রিয়াম্ ॥ ২৯
জলে নিপতিতাগ্রৈশ্চ পাদপৈরুপশোভিতাম্।
বার্য্যমাণামিব ক্রুদ্ধাং প্রমদাং প্রিয়বন্ধুভিঃ ॥ ৩০
পুনরাবৃত্ততোয়াঞ্চ দদর্শ স মহাকপিঃ।
প্রসন্নামিব কান্তস্য কান্তাং পুনরুপস্থিতাম্ ॥ ৩১
তস্যাদূরাৎ স পদ্মিন্যো নানাদ্বিজগণাযুতাঃ।
দদর্শ কপিশার্দ্দূলো হনুমান্ মারুতাত্মজঃ ॥ ৩২
কৃত্রিমাং দীর্ঘিকাঞ্চাপি পূর্ণাং শীতেন বারিণা।
মণিপ্রবরসোপানাং মুক্তাসিকতশোভিতাম্।
বিবিধৈর্মৃগসঙ্ঘৈশ্চ বিচিত্রাং চিত্রকাননাম্ ॥ ৩৩
প্রাসাদৈঃ সুমহদ্ভিশ্চ নির্ম্মিতৈর্বিশ্বকর্ম্মণা।
কাননৈঃ কৃত্রিমৈশ্চাপি সর্ব্বতঃ সমলঙ্কৃতাম্ ॥ ৩৪
যে কেচিৎ পাদপাস্তত্র পুষ্পোপগফলোপগাঃ।
সচ্ছত্রাঃ সবিতর্দ্দীকাঃ সর্ব্বে সৌবর্ণবেদিকাঃ ॥ ৩৫
লতাপ্রতানৈর্বহুভিঃ পর্ণৈশ্চ বহুভির্বৃতাম্।
কাঞ্চনীং শিংশপামেকাং দদর্শ স মহাকপিঃ ॥ ৩৬
বৃতাং হেমময়ীভিস্তু বেদিকাভিঃ সমন্ততঃ।
সোঽপশ্যদ্ভূমিভাগাংশ্চ নগপ্রস্রবণানি চ ॥ ৩৭
সুবর্ণবৃক্ষানপরান্ দদর্শ শিখিসন্নিভান্ ॥ ৩৮
তেষাং দ্রুমাণাং প্রভয়া মেরোরিব মহাকপিঃ।
অমন্যত তদা বীরঃ কাঞ্চনোঽস্মীতি সর্ব্বতঃ ॥ ৩৯
তান্ কাঞ্চনান্ বৃক্ষগণান্ মারুতেন প্রকম্পিতান্।
কিঙ্কিণীশতনির্ঘোষান্ দৃষ্ট্বা বিস্ময়মাগমৎ ॥ ৪০
সুপুষ্পিতাগ্রান্ রুচিরান্ তরুণাঙ্কুরপল্লবান্।
তামারুহ্য মহাবেগঃ শিংশপাং পর্ণসংবৃতাম্ ॥ ৪১
ইতো দ্রক্ষ্যামি বৈদেহীং রামদর্শনলালসাম্।
ইতশ্চেতশ্চ দুঃখার্ত্তাং সম্পতন্তীং যদৃচ্ছয়া ॥ ৪২

মধ্যে করবীর কুসুম এবং বিবিধ লতাদি শোভা পাইতেছে। তৎপরে কপিবর হনুমান মেঘতুল্য অতি সুরম্য এক পর্ব্বত দেখিতে পাইলেন। উহার শিখর অতিশয় উচ্চ, কূট সকল মনোহর ও আশ্চর্য্য-দর্শন সকল স্থানই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কূটগৃহ ও শিলাগৃহে সুসজ্জিত এবং চারিদিক নানাজাতীয় তরুরাজি-পরিবৃত। অপিচ ভূতলে যত সুন্দর দ্রব্য আছে, উহা তদপেক্ষা অধিকতর সৌন্দর্য্যশালী; ঐ শৈল-শিখর হইতে এক নদী প্রবাহিত হইতেছে। বোধ হয় যেন প্রণয়িনী ক্রোধভরে প্রিয়তমের অঙ্ক পরি-ত্যাগ করিয়া ভূতলে শয়ন করিয়াছে। মানিনী কামিনী কুপিতা হইয়া স্বামীর নিকট হইতে অন্যত্র যাইবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলে, যেমন প্রিয় সখীগণ তাহাকে নিবারণ করে, তাহার তীরস্থ বৃক্ষ-শাখা সকল জলে পতিত হওয়ায় সেইভাব প্রকাশ হইতেছে। ২১—৩০। প্রিয়পত্নী কান্তের প্রতি প্রসন্না হইয়া যেমন পুনরায় ফিরিয়া আইসে, সেইরূপ ঐ নদী বৃক্ষ-শাখার অভি-ঘাতহেতু আবর্ত্তচ্ছলে ঘুরিয়া আসিতেছে। পরে বায়ু-পুত্র কপিপ্রবর হনমান্ সেই গিরিবরে অদূরে নানা-জাতিপক্ষিকুল-সমাকুল পদ্ম-সমূহ-সুশোভিত এক বিচিত্র সরোবর এবং একটী কৃত্রিম দীর্ঘিকা দেখিলেন। উহার সলিল সুশীতল, সোপানশ্রেণী মণিময়, মুক্তাই সিকতা; চতুর্দ্দিকে বিশ্বকর্ম্ম বিনির্ম্মিত সুদীর্ঘ প্রাসাদ-মালা; সর্ব্বত্রই কৃত্রিম কানন-শ্রেণী এবং সুচারুদর্শন রমণীয় উপবন সকল বিরাজিত; তাহাতে নানাজাতি মৃগযূথ ভ্রমণ করিতেছে। তথায় যে সকল বৃক্ষশ্রেণী ছিল, তাহারা ফল-ফুলে সুশোভিত; তাহাদের আকার ছত্রের ন্যায় সুন্দর, মূল প্রদেশে রজতাদি নানাজাতীয় ধাতুদ্বারা-নির্ম্মিত বেদিকা এবং তাহার পার্শ্বে কনক-ময় বেদিকা সকল শোভা পাইতেছিল। পরে কপি-বর হনমান্ কাঞ্চনের ন্যায় বর্ণ এক শিংশপা বৃক্ষ দেখি-লেন। উহার শাখা-প্রশাখা সকল বহুতরপত্রাবলি-সংযুক্ত এবং সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম লতাতন্তুদ্বারা বিজড়িত; মূল-প্রদেশ হৈমবেদিকায় সুশোভিত। তিনি উহা দেখিয়া ভূবিভাগ, প্রস্রবণ এবং অগ্নির ন্যায় সমুজ্জ্বল কনকবর্ণ অন্যান্য নানা-জাতীয় তরু দেখিলেন। ৩১—৩৮। সুমে-রুর জ্যোতি পাইয়া সূর্য্যদেব যেমন অতিশয় উজ্জ্বল-ভাব ধারণ করেন, তখন বীরবর হনমান্ তদ্রূপ সেই বৃক্ষরাজির প্রভায় আপনার দেহ সর্ব্বতোভাবে হেম-বর্ণ হইল দেখিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন; পরন্তু সেই কাঞ্চনপ্রভ তরুরাজি বায়ুবেগে কম্পিত হইতে থাকিলে শত শত কিঙ্কিণীর শিঞ্জনের ন্যায় ঝনঝন নিনাদ হইতেছে এবং তাহার অগ্রভাগ কিসলয় ও কুসুম-সমূহে সুশোভিত হইয়া রমণীয় হইয়াছে দেখিয়া হনমান্ অধিকতর বিস্মিত হইলেন। তৎপরে মহা-বেগশালী হনমান্ পত্রসমূহে সংচ্ছন্ন পূর্ব্বোক্ত শিংশপা-বৃক্ষে আরোহণ করিয়া বলিতে লাগিলেন, "বৈদেহী গুরুতর দুঃখে নিমগ্ন হইয়া, রামের দর্শন-লালসায় ইতস্ততঃ বিচরণ করিতে করিতে হঠাৎ এখানে আসিতে

অশোকবনিকা চেয়ং দৃঢ়ং রম্যা দুরাত্মনঃ।
চন্দনৈশ্চম্পকৈশ্চাপি বকুলৈশ্চ বিভূষিতা ॥ ৪৩
ইয়ঞ্চ নলিনী রম্যা দ্বিজসঙ্ঘনিষেবিতা।
ইমাং সা রাজমহিষী নূনমেষ্যতি জানকী ॥ ৪৪
সা রামা রাজমহিষী রাঘবস্য প্রিয়া সদা।
বনসঞ্চারকুশলা ধ্রুবমেষ্যতি জানকী ॥ ৪৫
অথ বা মৃগশাবাক্ষী বনস্যাস্য বিচক্ষণা।
বনমেষ্যতি সাদ্যেহ রামচিন্তানুকর্শিতা ॥ ৪৬
রামশোকাভিসন্তপ্তা সা দেবী বামলোচনা।
বনবাসরতা নিত্যমেষ্যতে বনচারিণী ॥ ৪৭
বনেচরাণাং সততং নূনং স্পৃহয়তে পুরা।
রামস্য দয়িতা ভার্য্যা জনকস্য সুতা সতী ॥ ৪৮
সন্ধ্যাকালমনাঃ শ্যামা ধ্রুবমেষ্যতি জানকী।
নদীঞ্চেমাং শুভজলাং সন্ধ্যার্থে বরবর্ণিনী ॥ ৪৯
তস্যাশ্চাপ্যনুরূপেয়মশোকবনিকা শুভা।
শুভা যা পার্থিবেন্দ্রস্য পত্নী রামস্য সম্মতা ॥ ৫০
যদি জীবতি সা দেবী তারাধিপনিভাননা।
আগমিষ্যতি সাবশ্যমিমাং শীতজলাং নদীম্ ॥ ৫১
এবন্তু মত্বা হনুমান্ মহাত্মা
প্রতীক্ষমাণো মনুজেন্দ্রপত্নীম্।
অবেক্ষমাণশ্চ দদর্শ সর্ব্বং
সুপুষ্পিতে পর্ণঘনে নিলীনঃ ॥ ৫২
ইতি সুন্দরকাণ্ডে চতুর্দশঃ সর্গঃ ॥ ১৪ ॥

পঞ্চদশঃ সর্গঃ।

স বীক্ষমাণস্তত্রস্থো মার্গমাণশ্চ মৈথিলীম্।
অবেক্ষমাণশ্চ মহীং সর্ব্বাং তামন্ববৈক্ষত ॥ ১
সন্তানকলতাভিশ্চ পাদপৈরুপশোভিতাম্।
দিব্যগন্ধরসোপেতাং সর্ব্বতঃ সমলঙ্কৃতাম্ ॥ ২
তাং স নন্দনসঙ্কাশাং মৃগপক্ষিভিরাবৃতাম্।
হর্ম্যপ্রাসাদসম্বাধাং কোকিলাকুলনিস্বনাম্ ॥ ৩
কাঞ্চনোৎপলপদ্মাভির্ব্বাপীভিরুপশোভিতাম্।
বহ্বাসনকুথোপেতাং বহুভূমিগৃহায়ুতাম্ ॥ ৪

পারেন, তাহা হইলেই তাঁহার দেখা পাইব। দুরাত্মা রাক্ষসপতির এই অশোকবন অতিশয় রমণীয়, চন্দন, চম্পক, বকুল প্রভৃতি তরুরাজি নিয়ত ইহার শোভা-সম্পাদন করিতেছে। বিহঙ্গকুল-বিরাজিত, নলিনীবন-সমাচ্ছন্ন এই সরোবর আরও অধিকতর সৌন্দর্য্যশালী। জানকীও রাজমহিষী এবং রাজদুহিতা, এ সকল সুচারু বস্তু তাঁহারই উপভোগের যোগ্য, সুতরাং বোধ হয়, তিনি অবশ্যই এস্থলে আসিতে পারেন। সেই রাজমহিষী জনকতনয়া রঘুকুল-তিলক রামের সতত প্রিয়পাত্রী এবং বনবিচরণেও নিপুণা; সুতরাং রামবিরহে অধৈর্য্যা হইয়া তিনি নিশ্চয়ই এস্থানে আসিবেন। অথবা সেই মৃগাক্ষী সীতা এই অশোকবনের বিষয় বিশেষ জানেন, অতএব রামের চিন্তায় কাতরা হইয়া অদ্য এখানে আসিতে পারেন; অথবা বামলোচনা সীতা সতত বনে ভ্রমণ করিতে ভাল বাসেন বলিয়া বোধ হয়, রামের শোকে নিতান্ত সন্তপ্তা হইলেই সতত এখানে আসিয়া থাকেন। পরন্তু রামের প্রিয়তমা ভার্য্যা বিদেহ-রাজনন্দিনী পতিব্রতা সীতা পূর্ব্বে বনচর পশু-পক্ষীদিগের সহিত সতত বাস করিতে অভিলাষ করিতেন, সেজন্যও এখানে আসিতে পারেন; কিংবা যদি সেই বরারোহা, শ্যামলক্ষণান্বিতা জানকী প্রাতঃসন্ধ্যার সময় উপস্থিত হইয়াছে জানিতে পারেন, তবে সন্ধ্যাবন্দনের জন্য এই সুনির্ম্মল-সলিলসম্পন্ন সরোবরে নিশ্চয়ই আসিবেন। একে ত তিনি রাজেন্দ্র রামের পত্নী; বিশেষতঃ যাঁহাকে পতিব্রতা বলিয়া সকলে প্রশংসা করে, এই অশোকবনিকা তাঁহারই বাসের উপযুক্ত, সুতরাং সেই চন্দ্র-নিভাননা সীতা যদি প্রাণ ধারণ করিয়া থাকেন, তবে এই শীতলসলিলা নদীতে আসিবেন সন্দেহ নাই।" মহাত্মা হনুমান্ এইরূপ স্থির করিয়া নরপতি রামের প্রিয়তমা পত্নীর প্রতীক্ষায় শিংশপাবৃক্ষের উপরি নিবিড় পত্র ও পুষ্পের মধ্যে লুক্কায়িতভাবে থাকিয়া চারিদিক্ দেখিতে লাগিলেন। ৩৭—৫২।

পঞ্চদশ সর্গ।

হনুমান্ শিংশপাবৃক্ষমধ্যে গুপ্তভাবে থাকিয়া জানকীর অন্বেষণেচ্ছু হইয়া ইতস্ততঃ দেখিতে লাগিলেন। তৎপরে অবহিত হইয়া বিশেষ অনুধাবনপূর্ব্বক তাবৎ অশোকবন নিরীক্ষণ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। তথাকার রমণীয় বৃক্ষরাজি সকল ঋতুতেই পুষ্প প্রসব করিয়া সতত ফলভরে অবনত থাকে; উহার সকল স্থানই হর্ম্য এবং প্রাসাদমালায় সমাচ্ছন্ন, সুসজ্জিত ও সুগন্ধে আমোদিত; তরুশ্রেণী সন্তানক-লতায় আচ্ছাদিত হইয়া অতিশয় শোভা পাইতেছে, কোথাও মৃগপক্ষিগণ ভ্রমণ করিতেছে; কোথাও কোকিলকুলের মনোহর কূজন; কোথাও কাঞ্চনতুল্যবর্ণ উৎপল এবং কমলকুলে বিরাজিত সরো-

সর্ব্বর্তুকুসুমৈ রম্যৈঃ ফলবদ্ভিশ্চ পাদপৈঃ।
পুষ্পিতানামশোকানাং শ্রিয়া সূর্য্যোদয়প্রভম্
প্রদীপ্তমিব তত্রস্থো মারুতিঃ সমুদৈক্ষত।
নিষ্পত্রশাখাং বিহগৈঃ ক্রিয়মাণমিবাসকৃৎ।
বিনিষ্পতদ্ভিঃ শতশশ্চিত্রৈঃ পুষ্পাবতংসকৈঃ ॥ ৬
সমূলপুষ্পরচিতৈরশোকৈঃ শোকনাশনৈঃ
পুষ্পভারাতিভারৈশ্চ স্পৃশদ্ভিরিব মেদিনীম্ ॥ ৭
কর্ণিকারৈঃ কুসুমিতৈঃ কিংশুকৈশ্চ সুপুষ্পিতৈঃ
স দেশঃ প্রভয়া তেষাং প্রদীপ্ত ইব সর্ব্বতঃ ॥ ৮
পুন্নাগাঃ সপ্তপর্ণাশ্চ চম্পকোদ্দালকাস্তথা
বিবৃদ্ধমূলা বহবঃ শোভন্তে স্ম সুপুষ্পিতাঃ ॥ ৯
শাতকুম্ভনিভাঃ কেচিৎ কেচিদগ্নিশিখোপমাঃ
নীলাঞ্জননিভাঃ কেচিত্তত্রাশোকাঃ সহস্রশঃ ॥ ১০
নন্দনং বিবিধোদ্যানং চিত্রং চৈত্ররথং যথা।
অতিবৃত্তমিবাচিন্ত্যং দিব্যং রম্যং শ্রিয়াবৃতম্ ॥ ১১
দ্বিতীয়মিব চাকাশং পুষ্পজ্যোতির্গণায়ুতম্।
পুষ্পরত্নশতৈশ্চিত্রং পঞ্চমং সাগরং যথা ॥ ১২
সর্ব্বর্তুপুষ্পৈর্নিচিতং পাদপৈর্মধুগন্ধিভিঃ।
নানানিনাদৈরুদ্যানং রম্যং মৃগগণৈর্দ্বিজৈঃ ॥ ১৩
অনেকগন্ধপ্রবহং পুণ্যগন্ধং মনোরমম্।
শৈলেন্দ্রমিব গন্ধাঢ্যং দ্বিতীয়ং গন্ধমাদনম্ ॥ ১৪
অশোকবনিকায়াং তু তস্যাং বানরপুঙ্গবঃ।
স দদর্শাবিদূরস্থং চৈত্যপ্রাসাদমুচ্ছ্রিতম্ ॥ ১৫
মধ্যে স্তম্ভসহস্রেণ স্থিতং কৈলাসপাণ্ডুরম্।
প্রবালকৃতসোপানং তপ্তকাঞ্চনবেদিকম্ ॥ ১৬
মুষ্ণন্তমিব চক্ষূংষি দ্যোতমানমিব শ্রিয়া।
নির্ম্মলং প্রাংশুভাবত্বাদুল্লিখন্তমিবাম্বরম্ ॥ ১৭
ততো মলিনসংবীতাং রাক্ষসীভিঃ সমাবৃতাম্।
উপবাসকৃশাং দীনাং নিশ্বসন্তীং পুনঃ পুনঃ ॥ ১৮
দদর্শ শুক্লপক্ষাদৌ চন্দ্ররেখামিবামলাম্।
মন্দপ্রখ্যায়মানেন রূপেণ রুচিরপ্রভাম্ ॥ ১৯
পিনদ্ধাং ধূমজালেন শিখামিব বিভাবসোঃ ॥ ২০
পীতেনৈকেন সংবীতাং ক্লিষ্টেনোত্তমবাসসা।

বর, স্থানে স্থানে দ্বিতল ত্রিতল [illegible] প্রাসাদসমূহ বিরাজমান রহিয়াছে, তাহাতে বহুতর আসন এবং আস্তরণ বিস্তৃত। নন্দনকাননতুল্য ঐ অশোকবন কুসুমিত অশোক তরুর রক্তিম আভায় সূর্য্যোদয়-কালীন প্রভার ন্যায় উজ্জ্বল হইয়া জ্বলিতেছে। পরে হনুমান্ শিংশপা-বৃক্ষের শাখা হইতে দেখিলেন যে, বিচিত্র-বর্ণ অসংখ্য পক্ষী উড়িয়া তথাকার বৃক্ষশাখায় বসিলে বৃক্ষশ্রেণী একেবারে আচ্ছাদিত হইয়া গেল। তৎকালে প্রস্ফুটিত কুসুমনিকর উহাদের ভূষণস্বরূপ বোধ হইতে লাগিল, মূলদেশ হইতে অগ্রভাগপর্য্যন্ত প্রস্ফুটিত কুসুমসমূহে সুশোভিত শোকনাশক অশোক, কুসুমিত কর্ণিকার এবং কিংশুক প্রভৃতি তরুরাজি পুষ্পভারে সম্যক্ অবনত হইয়া যেন ভূমিতল স্পর্শ করিয়া রহিয়াছে। তাহার পুষ্প-প্রভায় ঐ বনস্থলী যেন উজ্জ্বল হইয়াছে, পুন্নাগ, সপ্তপর্ণ, চম্পক এবং উদ্দালক প্রভৃতি বহুতর বৃহন্মূল কুসুমিত তরুগণ শোভা পাইতেছে। তথায় সহস্র সহস্র অশোকতরু বিরাজমান রহিয়াছে; তন্মধ্যে কতকগুলির বর্ণ সুবর্ণসদৃশ, কতকগুলির প্রভা অগ্নি-শিখার ন্যায় উজ্জ্বল; কতকগুলির বর্ণ নীল অঞ্জন-তুল্য। ১—১০। পরে কপিবর হনুমান্ ইন্দ্রের নন্দন-কাননের ন্যায় আনন্দবৰ্দ্ধন, কুবের-আলয়ের ন্যায় চারু মনোহর এক উদ্যান দেখিলেন। উহা রমণীয়তর শোভাদ্বারা যেন নন্দন এবং চৈত্ররথকাননের শোভাকে পরাস্ত করিয়া রহিয়াছে। কুসুমসমূহ বিকশিত হওয়ায়, তারাগণ-সমাচ্ছন্ন দ্বিতীয় আকাশ এবং শত শত রত্নে সমাকীর্ণ পঞ্চম সাগরের ন্যায় শোভা পাইতেছে। তথায়, যাহারা সকল ঋতুতেই পুষ্প প্রসব করে, তদ্রূপ মধুগন্ধযুক্ত শোভিত বৃক্ষশ্রেণী রহিয়াছে। উহা, মৃগ এবং পক্ষীদিগের বিবিধ মনোহর কূজন-শব্দে মুখরিত হইতেছে। তথায় বহুবিধ মনোহর সুগন্ধ-নিবহ বিকীর্ণ হওয়ায়, উহা যেন পর্ব্বতশ্রেষ্ঠ দ্বিতীয় গন্ধমাদনের ন্যায় বোধ হইতেছিল; এমন কি, উহার শোভা চিন্তারও অগোচর। ইত্যবসরে বানর-প্রধান বায়ুপুত্র অশোকবনের অদূরে প্রতিষ্ঠিত, সহস্র সহস্র স্তম্ভের উপরি গোলাকারে নির্ম্মিত, কৈলাসশিখরের ন্যায় পাণ্ডুরবর্ণ অত্যুচ্চ এক প্রাসাদ দেখিতে পাইলেন। তাহার সোপানপঙ্ক্তি প্রবাল-বিরচিত; বেদিকাসমূহ বিশুদ্ধকাঞ্চনময়; সুবিমল-তেজঃপ্রভাবে বিদ্যোতিত হইয়া ঐ প্রাসাদ যেন চক্ষু ঝলসাইতেছে; উহা এত উচ্চ, যেন আকাশ ভেদ করিতেছে। পরে পবনতনয় দূর হইতে নিরীক্ষণপূর্ব্বক দেখিলেন যে, সীতা উপবাসহেতু শুক্ল-বিমল প্রতিপচ্চন্দ্ররেখার ন্যায় ক্ষীণা হইয়া, রাক্ষসীদিগের মধ্যে মলিনবেশে ঐ প্রাসাদের মূলদেশে অবস্থানপূর্ব্বক দুঃখিতচিত্তে বারংবার নিশ্বাস ফেলিতেছেন। ধূম্রজালসমাচ্ছন্না অনলশিখার ন্যায়, তাঁহার কান্তি দুর্লক্ষ্য হইয়াছে। ১১—২০। তিনি পীতবর্ণ জীর্ণ

সপঙ্কামনলঙ্কারাং বিপদ্মামিব পদ্মিনীম্ ॥ ২১
পীড়িতাং দুঃখসন্তপ্তাং পরিক্ষীণাং তপস্বিনীম্।
গ্রহেণাঙ্গারকেণেব পীড়িতামিব রোহিণীম্ ॥ ২২
অশ্রুপূর্ণমুখীং দীনাং কৃশামনশনেন চ।
শোকধ্যানপরাং দীনাং নিত্যদুঃখপরায়ণাম্ ॥ ২৩
প্রিয়ং জনমপশ্যন্তীং পশ্যন্তীং রাক্ষসীগণম্।
স্বগণেন মৃগীং হীনাং শ্বগণেনাবৃতামিব ॥ ২৪
নীলনাগাভয়া বেণ্যা জঘনং গতয়ৈকয়া।
নীলয়া নীরদাপায়ে বনরাজ্যা মহীমিব ॥ ২৫
সুখার্হাং দুঃখসন্তপ্তাং ব্যসনানামকোবিদাম্
তাং বিলোক্য বিশালাক্ষীমধিকং মলিনাং কৃশাম্।
তর্কয়ামাস সীতেতি কারণৈরুপপাদিভিঃ ॥ ২৬
হ্রিয়মাণা তদা তেন রক্ষসা কামরূপিণা।
যথারূপা হি দৃষ্টা সা তথারূপেয়মঙ্গনা ॥ ২৭
পূর্ণচন্দ্রাননাং সুভ্রূং চারুবৃত্তপয়োধরাম্।
কুর্বন্তীং প্রভয়া দেবীং সর্বা বিতিমিরা দিশঃ ॥ ২৮
তাং নীলকণ্ঠীং [illegible] সুমধ্যাং সুপ্রতিষ্ঠিতাম্।
সীতাং [illegible] মন্মথস্য রতিং যথা ॥ ২৯
ইষ্টাং [illegible] পূর্ণচন্দ্রপ্রভামিব।
[illegible] সুতনুং [illegible] নিয়তামিব তাপসীম্ ॥ ৩০
নিঃশ্বাসপরমাং [illegible] ভুজগেন্দ্রবধূমিব ॥ ৩১
শোকজালেন [illegible] প্রচ্ছন্নাং [illegible]।
[illegible] শিখামিব বিভাবসোঃ ॥ ৩২
[illegible] ঋদ্ধিং নিপতিতামিব।
[illegible] শ্রদ্ধাং প্রতিহতামিব ॥ ৩৩
[illegible] সিদ্ধিং [illegible] বুদ্ধিং সকলুষামিব।
[illegible] কীর্তিং নিপতিতামিব ॥ ৩৩
[illegible] নিরোধব্যথিতাং রক্ষোগণনিপীড়িতাম্।
অবলাং মৃগশাবাক্ষীং বীক্ষমাণাং ততস্ততঃ ॥ ৩৫
বাষ্পাম্বুপরিপূর্ণেন কৃষ্ণবক্রাক্ষিপক্ষ্মণা।
বদনেনাপ্রসন্নেন নিঃশ্বসন্তীং পুনঃপুনঃ ॥ ৩৬
[illegible] মহার্হাং [illegible] মণ্ডনার্হামমণ্ডিতাম্।
প্রভাং নক্ষত্ররাজস্য কালমেঘৈরিবাবৃতাম্ ॥ ৩৭

একমাত্র বস্ত্র পরিধান করিয়া এবং অনলঙ্কারশূন্যা হইয়া কমলবিরহিত মলিন কমলিনীর ন্যায় শ্রীহীনা হইয়াছেন। সেই পতিব্রতা অত্যন্ত দুঃখবশতঃ অতিশয় ক্ষীণা হইয়া, কেতুগ্রহাবিষ্টা রোহিণীর ন্যায় প্রকাশ পাইতেছেন। শোক এবং চিন্তাবশতঃ নিয়ত দুঃখভোগে একান্ত কাতরা হইয়াছেন বলিয়া তাঁহার নয়নযুগল হইতে অজস্র অশ্রুধারা নির্গত হইতেছে; বিশেষতঃ আপনার স্নেহাষ্পদ প্রণয়াস্পদ রাম এবং লক্ষ্মণকে নিকটে দেখিতে পাইতেছেন না, কেবল রাক্ষসীদিগকেই দেখিতেছেন, তাহাতে কুক্কুরদলে পরিবেষ্টিতা হরিণীর ন্যায়, ভীতা ও ব্যাকুলা হইয়াছেন। নীলভুজঙ্গীর ন্যায় একমাত্র বেণী জঘনদেশে লম্বিত রহিয়াছে, তাহাতে তিনি বর্ষাশেষে নীলবর্ণ-বনরাজিশোভিত ধরার ন্যায়, শোভা পাইতেছেন। ২১—২৫। তিনি চিরকাল সুখ সম্ভোগ করিয়াছেন, কখন বিপদের মুখ দেখেন নাই, সেই কারণে সেই বিশাললোচনা অত্যন্ত দুঃখবশতঃ সাতিশয় মলিনা এবং ক্ষীণা হইয়াছেন দেখিয়া কপিবর সঙ্গত যুক্তিবলে তাঁহাকে সীতা বলিয়া মনে মনে স্থির করিতে লাগিলেন। তিনি মনে মনে বলিলেন, "সেই কামরূপী নিশাচর যখন ইঁহাকে হরণ করিয়া লইয়া আইসে, তখন ইঁহার যেমন রূপ-লাবণ্য দেখিয়াছিলাম, এক্ষণেও তদনুরূপ দেখিতেছি। মুখমণ্ডল চন্দ্রের ন্যায় মনোহর; নয়নযুগল পদ্মপলাশের ন্যায় বিশাল, দীর্ঘ ও হরিণশিশুনয়নের ন্যায় রমণীয়, [illegible] ও তাহার অগ্রভাগ সূক্ষ্ম, পক্ষ্ম-সকল কৃষ্ণবর্ণ ও বক্র; ওষ্ঠ বিম্বফলের ন্যায় রক্তবর্ণ, কেশপাশ [illegible]-সমূহের ন্যায় নীলবর্ণ, [illegible] বর্তুল, [illegible], ঈষৎ উন্নত ও [illegible], [illegible] ক্ষীণ ও মনোহর, সমুদয় অঙ্গপ্রত্যঙ্গই সুন্দর ও সুচারুরূপে সংযোজিত, অধিক কি, অঙ্গমাত্রই সুদৃশ্য। যিনি পূর্বে মন্মথের রতির ন্যায় স্বীয় সৌন্দর্য্যদ্বারা দিক্‌চক্র আলোকিত করিতেন এবং পূর্ণচন্দ্রের ন্যায় প্রজাগণের আনন্দ উৎপাদন করিতেন, তিনিই এক্ষণে, ব্রতচারিণী তপস্বিনীর ন্যায়, ভূতলে বসিয়া ভুজগরাজ-বধূর ন্যায় মুহুর্মুহু নিশ্বাস ত্যাগ করিতেছেন। তিনি ধূমজাল-সমাচ্ছন্না অগ্নিশিখা, সন্দিগ্ধা বুদ্ধি, অন্যায়াপহৃতা সম্পত্তি, নাস্তিকবুদ্ধিদ্বারা অপহৃতা শ্রদ্ধা, বাঞ্ছিত বিষয়ের অপ্রাপ্তিজনিত প্রতিহতা আশা, বিঘ্নরাশি পূর্ণসিদ্ধি, কলুষীকৃতা বুদ্ধি ও মিথ্যাপবাদে নিপতিতা কীর্তি যেমন প্রভাহীন হয়, সেইরূপ দুঃসহ শোকজালে সমাচ্ছন্না হইয়া প্রতিভাশূন্যা হইয়াছেন। ২৬—৩৪। সেই অবলা সীতা এক্ষণে রামের সেবায় বঞ্চিতা; রাক্ষসগণ তাঁহাকে নিগৃহীতা ও ব্যথিতা করিতেছে; অতএব বাষ্পপূর্ণমুখী হইয়া ইতস্ততঃ দৃষ্টিনিক্ষেপ করত বিষণ্ণবদনে বারংবার নিশ্বাস ফেলিতেছেন। ভূষণ পরিধানে উপযুক্ত ইঁহার অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ভূষণে বঞ্চিত এবং মলিন হওয়ায়, কৃষ্ণবর্ণ-

তস্য সন্দিদিহে বুদ্ধিস্তথা সীতাং নিরীক্ষ্য চ।
আম্নায়ানাময়োগেন বিদ্যাং প্রশিথিলামিব ॥ ৩৮
দুঃখেন বুবুধে সীতাং হনুমাননলঙ্কৃতাম্।
সংস্কারেণ যথা হীনাং বাচমর্থান্তরং গতাম্ ॥ ৩৯
তাং সমীক্ষ্য বিশালাক্ষীং রাজপুত্রীমনিন্দিতাম্।
তর্কয়ামাস সীতেতি কারণৈরুপপাদয়ন্ ॥ ৪০
বৈদেহ্যা যানি চাঙ্গেষু তদা রামোঽন্বকীর্ত্তয়ৎ।
তান্যাভরণজালানি গাত্রশোভীন্যলক্ষয়ৎ। ৪১
সুকৃতৌ কর্ণবেষ্টৌ চ শ্বদংষ্ট্রৌ চ সুসংস্থিতৌ
মণিবিদ্রুমচিত্রাণি হস্তেষ্বাভরণানি চ ॥ ৪২
শ্যামানি চিরযুক্তত্বাত্তথা সংস্থানবন্তি চ।
তান্যেবৈতানি মন্যেঽহং যানি রামোঽন্বকীর্ত্তয়ৎ ॥ ৪৩
তত্র যান্যবহীনানি তান্যহং নোপলক্ষয়ে।
যান্যস্যা নাবহীনানি তানীমানি ন সংশয়ঃ ॥ ৪৪
পীতং কনকপট্টাভং স্রস্তং তদ্বসনং শুভম্।
উত্তরীয়ং নগাসক্তং তদা দৃষ্টং প্লবঙ্গমৈঃ ॥ ৪৫
ভূষণানি চ মুখ্যানি দৃষ্টানি ধরণীতলে।
অনয়ৈবাপবিদ্ধানি স্বনবন্তি মহান্তি চ ॥ ৪৬
ইদং চিরগৃহীতত্বাদ্বসনং ক্লিষ্টবত্তরম্।
তথাপ্যনূনং তদ্বর্ণং তথা শ্রীমদ্যথেতরৎ ॥ ৪৭
ইয়ং কনকবর্ণাঙ্গী রামস্য মহিষী প্রিয়া।
প্রনষ্টাপি সতী যস্য মনসো ন প্রণশ্যতি ॥ ৪৮
ইয়ং সা যৎকৃতে রামশ্চতুর্ভিরিহ তপ্যতে।
কারুণ্যেনানৃশংস্যেন শোকেন মদনেন চ ॥ ৪৯
স্ত্রী প্রনষ্টেতি কারুণ্যাদাশ্রিতেত্যানৃশংস্যতঃ।
পত্নী নষ্টেতি শোকেন প্রিয়েতি মদনেন চ ॥ ৫০
অস্যা দেব্যা যথা রূপমঙ্গপ্রত্যঙ্গসৌষ্ঠবম্।
রামস্য চ যথা রূপং তস্যেয়মসিতেক্ষণা ॥ ৫১
অস্যা দেব্যা মনস্তস্মিন্ তস্য চাস্যাং প্রতিষ্ঠিতম্।

মেঘাচ্ছাদিত চন্দ্র এবং চর্চ্চা অভাবে প্রতিভাহীনা বিদ্যার ন্যায় নিস্প্রভ হইয়াছে।" এই প্রকার সীতার মলিনরূপ দেখিয়া হনুমান্ তাঁহাকে সীতা বলিয়া স্থির করিতে পারিলেন না, তাঁহার মনে সন্দেহ হইতে লাগিল। অসংস্কৃত (অশুদ্ধ) ভাষায় বিপরীত কার্য্য যেমন সহজে হয়, প্রকৃত অর্থ বোঝা কঠিন হয়; সেইরূপ হনুমান্ অসংস্কৃতা (সংস্কার-রহিতা) সীতাকে দেখিয়া প্রথমে চিনিতে পারেন নাই, পরে অনেক কষ্টে তাঁহাকে সীতা বলিয়া বুঝিলেন। সেই অনিন্দ্যরূপা বিশাললোচনা রাজকুমারীকে দেখিয়া 'ইনিই সীতা" এইরূপ কারণদ্বারা সিদ্ধান্ত করিবার জন্য বিতর্ক করিতে লাগিলেন। কেননা রাম হনুমানের বিদায় সময়ে বৈদেহীর অঙ্গে যে সকল ভূষণের নাম করিয়া দিয়াছিলেন, বৈদেহীর অঙ্গে তাহাই দেখিলেন। তিনি দেখিলেন, সীতার কর্ণমূলে সুনির্ম্মিত কুণ্ডলযুগল, সুগঠিত ত্রিকর্ণক-নামক কর্ণাভরণ ও হস্তে প্রবাল-খচিত মণিময় আভরণ চিরকাল যথাস্থানে সংলগ্ন থাকিয়া মলিন হইয়াছে। হনুমান্ বলিলেন, "রাম যে সকল অলঙ্কারের নাম বলিয়া দিয়াছিলেন, ইহা তাহাই বোধ হইতেছে। ৩৫—৪৩। ঋষ্যমূক পর্ব্বতে যাহা যাহা নিক্ষিপ্ত করিয়াছিলেন, তাহাই কেবল দেখা যাইতেছে না, আর যাহা নিক্ষেপ করেন নাই, তাহাই কেবল ইহাঁর অঙ্গে দেখিতেছি। সুবর্ণময়তন্তু-রচিত পীতবর্ণ পবিত্র উত্তরীয়-বসন যখন স্খলিত এবং পতিত হইয়া বৃক্ষঃসংলগ্ন হয় এবং ইনি চীৎকারশব্দে রোদন করিতে করিতে উৎকৃষ্টতম ভূষণ সকল যখন ভূতলে নিক্ষেপ করেন, তখন আমার অনুচরগণ তাহা দেখিয়াছিল। আরও এই পরিধেয় বসন বহুদিবস পরিধান করিতেছেন বলিয়া নিতান্ত জীর্ণ হইয়াছে, তথাপি সেই পীতবর্ণ আভা নষ্ট হয় নাই, বরং উত্তরীয়বসনের ন্যায় সমুজ্জ্বল রহিয়াছে। কনককান্তি পতিব্রতা এই রামমহিষী যদিচ রাক্ষস-কর্ত্তৃক অপহৃতা হইয়া রামের অন্তরালে আছেন, তথাপি তাঁহার হৃদয় হইতে অন্তর্হিত হইতে পারেন নাই। দয়ালু রাম যাহার জন্য করুণা, শোক, নৃশংস-ব্যবহার এবং মদনতাপে যুগপৎ পীড়িত হইয়া সর্ব্বদা অনুতাপ করিতেছেন, ইনিই সেই পতিব্রতা সীতা। ৪৪—৪৯। পতিব্রতা রমণীকে অন্যে হরণ করিয়া লইয়াছে, তাঁহাকে রক্ষা করিতে পারেন নাই; অতএব মনে করুণা-সঞ্চার হওয়ায় রাম অনুতপ্ত হইয়াছেন। আসিবার সময়ে তাঁহাকে রক্ষক বিবেচনা করিয়া সীতা তাঁহারই সহিত আসিয়াছিলেন; কিন্তু রাম তাঁহাকে রক্ষা করিতে অসমর্থ হইয়াছেন, সুতরাং তাঁহার প্রতি সম্যক্ নৃশংসব্যবহার হইয়াছে। পত্নী অপহৃতা হইয়াছে, অতএব তাঁহার শোক হইয়াছে। সীতা অতিশয় প্রণয়িনী ছিলেন, সুতরাং তাঁহার বিরহে কন্দর্প তাঁহাকে দহন করিতেছে। দেবীর যেমন রূপ-লাবণ্য ও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সৌষ্ঠব, রামেরও তদনুরূপ এবং রামের সৌন্দর্য্য যেমন সীতারও তদ্রূপ; অতএব এই কৃষ্ণাপাঙ্গীর সহিত রামের সম্মিলন উপযুক্তই হইয়াছে। ইহাঁর মনও তাঁহার প্রতি আসক্ত, তাঁহার হৃদয়ও ইহাঁর প্রতি অত্যন্ত অনু-

তেনেয়ং স চ ধর্ম্মাত্মা মুহূর্ত্তমপি জীবতি ॥ ৫২
দুষ্করং কৃতবান্ রামো হীনো যদনয়া প্রভুঃ।
ধারয়ত্যাত্মনো দেহং ন শোকেনাবসীদতি ॥ ৫৩
এবং সীতাং তথা দৃষ্ট্বা হৃষ্টঃ পবনসম্ভবঃ।
জগাম মনসা রামং প্রশশংস চ তং প্রভুম্ ॥ ৫৪
ইতি সুন্দরকাণ্ডে পঞ্চদশঃ সর্গঃ ॥ ১৫ ॥

ষোড়শঃ সর্গঃ।

প্রশস্য তু প্রশস্তব্যাং সীতাং তাং হরিপুঙ্গবঃ।
গুণাভিরামং রামঞ্চ পুনশ্চিন্তাপরোঽভবৎ ॥১
স মুহূর্ত্তমিব ধ্যাত্বা বাষ্পপর্য্যাকুলেক্ষণঃ।
সীতামাশ্রিত্য তেজস্বী হনুমান্ বিললাপ হ ॥ ২
মান্যা গুরুবিনীতস্য লক্ষ্মণস্য গুরুপ্রিয়া।
যদি সীতাপি দুঃখার্ত্তা কালো হি দুরতিক্রমঃ ॥ ৩
রামস্য ব্যবসায়জ্ঞা লক্ষ্মণস্য চ ধীমতঃ।
নাত্যর্থং ক্ষুভ্যতে দেবী গঙ্গেব জলদাগমে ॥ ৪
তুল্যশীলবয়োবৃত্তাং তুল্যাভিজনলক্ষণাম্।
রাঘবোঽর্হতি বৈদেহীং তঞ্চেয়মসিতেক্ষণা ॥ ৫
তাং দৃষ্ট্বা নবহেমাভাং লোককান্তামিব শ্রিয়ম্।
জগাম মনসা রামং বচনঞ্চেদমব্রবীৎ ॥ ৬
অস্যা হেতোর্বিশালাক্ষ্যা হতো বালী মহাবলঃ।
রাবণপ্রতিমো বীর্য্যে কবন্ধশ্চ নিপাতিতঃ ॥ ৭
বিরাধশ্চ হতঃ সংখ্যে রাক্ষসো ভীমবিক্রমঃ।
বনে রামেণ বিক্রম্য মহেন্দ্রেণেব শম্বরঃ ॥ ৮
চতুর্দশসহস্রাণি রক্ষসাং ভীমকর্ম্মণাম্।
নিহতানি জনস্থানে শরৈরগ্নিশিখোপমৈঃ ॥ ৯
খরশ্চ নিহতঃ সংখ্যে ত্রিশিরাশ্চ নিপাতিতঃ।
দূষণশ্চ মহাতেজা রামেণ বিদিতাত্মনা ॥ ১০
ঐশ্বর্য্যং বানরাণাঞ্চ দুর্লভং বালিপালিতম্।
অস্যা নিমিত্তে সুগ্রীবঃ প্রাপ্তবান্ লোকবিশ্রুতঃ ॥ ১১
সাগরশ্চ ময়াক্রান্তঃ শ্রীমান্ নদনদীপতিঃ।
অস্যা হেতোর্বিশালাক্ষ্যাঃ পুরী চেয়ং নিরীক্ষিতা ॥ ১২
যদি রামঃ সমুদ্রান্তাং মেদিনীং পরিবর্ত্তয়েৎ।
অস্যাঃ কৃতে জগচ্চাপি যুক্তমিত্যেব মে মতিঃ ॥ ১৩
রাজ্যং বা ত্রিষু লোকেষু সীতা বা জনকাত্মজা।
ত্রৈলোক্যরাজ্যং সকলং সীতায়া নাপ্নুয়াৎ কলাম্ ॥ ১৪
ইয়ং সা ধর্ম্মশীলস্য জনকস্য মহাত্মনঃ।
সুতা বিদেহরাজস্য সীতা ভর্ত্তৃদৃঢ়ব্রতা ॥ ১৫
উত্থিতা মেদিনীং ভিত্ত্বা ক্ষেত্রে হলমুখক্ষতে।

রক্ত ; ধর্ম্মাত্মা রাম ও ইনি উভয়েই সেইজন্য প্রাণ ধারণ করিয়া আছেন, ইহার অন্যথা হইলে মুহূর্ত্তকাল প্রাণ ধারণ করিতে পারিতেন না। প্রভু রাম, শোকে অবসন্ন না হইয়া যে বাঁচিয়া আছেন, ইহা নিতান্তই দুষ্করকার্য্য বলিতে হইবে, সন্দেহ নাই।” পবনতনয় হনুমান্ এইরূপে সীতাকে দেখিয়া প্রীত হইলেন এবং রামকে স্মরণ করিয়া মনে মনে তাঁহার প্রশংসা করিতে লাগিলেন। ৫০—৫৪।

ষোড়শ সর্গ।

বানর-প্রধান তেজস্বী হনুমান্ প্রশংসনীয় সীতা এবং গুণাভিরাম রামের গুণ কীর্ত্তন করিয়া পুনরায় চিন্তা করিতে লাগিলেন। পরে মুহূর্ত্তকাল ভাবিয়া অশ্রুপূর্ণ-নেত্রে সীতার উদ্দেশে বিলাপ করিতে লাগিলেন। “বিনয়ী, সুশিক্ষিত লক্ষ্মণের গুরুপত্নী হইয়াও যখন ইনি অতি দুঃসহ দুঃখে পড়িয়াছেন, তখন বোধ হয় কালকে কেহ লঙ্ঘন করিতে পারে না। দেবী, রাম এবং লক্ষ্মণের পরাক্রম জানেন বলিয়া বর্ষাকালের গঙ্গার ন্যায়, নিতান্ত ক্ষুভিতা হন নাই। অসিতাক্ষী সীতা ও রাম উভয়ের স্বভাব বয়স, চরিত্র, বংশ এবং লক্ষণ একরূপ, এইজন্য সীতাই রামের যোগ্যা দারা, রামও সীতারই যোগ্য-পাত্র।” ১—৫। হনুমান্ লক্ষ্মীর ন্যায় অখিললোক-মনোমোহিনী কাঞ্চনবর্ণা সীতাকে দেখিয়া ‘রামই ইহার অনুরূপ’ এইরূপ ভাবিয়া বলিতে লাগিলেন, “এই বিশালাক্ষী সীতার জন্য মহাবল বালী নিহত হইয়াছেন, ইহার জন্যে রাবণের ন্যায় বীর্য্যবান্ কবন্ধ নিপাতিত হইয়াছে, ইহারই কারণ রাম বনে পরাক্রম প্রকাশপূর্ব্বক, ইন্দ্রকর্ত্তৃক শম্বরাসুরের ন্যায়, ভীম-তেজা বিরাধ রাক্ষসকে যুদ্ধে বধ করিয়াছেন ; মহা তেজস্বী আত্মজ্ঞ রাম ইহার জন্যই খর দূষণ এবং ত্রিশিরা প্রভৃতি চতুর্দ্দশসহস্র ভীমকর্ম্মা রাক্ষসকে জনস্থানে যুদ্ধে অগ্নিশিখার ন্যায় সুতীক্ষ্ণ বাণে নিপাতিত করিয়াছেন। ৬—১০। ইহারই নিমিত্ত লোক-বিখ্যাত সুগ্রীব বালি পালিত দুর্লভ বানররাজ্য লাভ করিয়াছেন। ইহারই অন্বেষণের জন্য আমি নদ-নদীর অধিপতি সুশোভন সাগর লঙ্ঘন এবং লঙ্কানগরী দর্শন করিয়াছি। ইহার জন্য রামকে যদি সমুদ্রপর্য্যন্ত মেদিনী ও বিশ্ব-সংসার অন্বেষণ করিতে হয়, তাহাও আমি উচিত বলিয়া মনে করি। যিনি পূর্ব্বে ধরা ভেদ করিয়া, পদ্মরেণুবৎ পবিত্র ক্ষেত্রধূলি-দ্বারা আচ্ছন্না হইয়া হলমুখদ্বারা কর্ষিত ক্ষেত্র হইতে উত্থিত হন, সুশীল মহাত্মা মিথিলাপতি জনকের

পদ্মরেণুনিভৈঃ কীর্ণা শুভৈঃ কেদারপাংশুভিঃ ॥ ১৬
বিক্রান্তস্যার্য্যশীলস্য সংযুগেষ্বনিবর্ত্তিনঃ।
স্নুষা দশরথস্যৈষা জ্যেষ্ঠা রাজ্ঞো যশস্বিনী ॥ ১৭
ধর্ম্মজ্ঞস্য কৃতজ্ঞস্য রামস্য বিদিতাত্মনঃ।
ইয়ং সা দয়িতা ভার্য্যা রাক্ষসীবশমাগতা ॥ ১৮
সর্ব্বান্ ভোগান্ পরিত্যজ্য ভর্ত্তৃস্নেহবলাৎকৃতা।
অচিন্তয়িত্বা কষ্টানি প্রবিষ্টা নির্জ্জনং বনম্ ॥ ১৯
সন্তুষ্টা ফলমূলেন ভর্ত্তৃশুশ্রূষণাপরা।
যা পরাং ভজতে প্রীতিং বনেঽপি ভবনে যথা ॥ ২০
সেয়ং কনকবর্ণাঙ্গী নিত্যং সুস্মিতভাষিণী।
সহতে যাতনামেতামনর্থানামভাগিনী ॥ ২১
ইমান্তু শীলসম্পন্নাং দ্রষ্টুমিচ্ছতি রাঘবঃ।
রাবণেন প্রমথিতাং প্রপামিব পিপাসিতঃ ॥ ২২
অস্যা নূনং পুনর্লাভাদ্রাঘবঃ প্রীতিমেষ্যতি।
রাজা রাজ্যপরিভ্রষ্টঃ পুনঃ প্রাপ্যেব মেদিনীম্ ॥ ২৩
কামভোগৈঃ পরিত্যক্তা হীনা বন্ধুজনেন চ।
ধারয়ত্যাত্মনো দেহং তৎসমাগমকাঙ্ক্ষিণী ॥ ২৪
নৈষা পশ্যতি রাক্ষস্যো নেমান্ পুষ্পফলদ্রুমান্।
একস্থহৃদয়া নূনং রামমেবানুপশ্যতি ॥ ২৫
ভর্ত্তা নাম পরং নার্য্যাঃ শোভনং ভূষণাদপি।
এষা হি রহিতা তেন শোভনার্হা ন শোভতে ॥ ২৬
দুষ্করং কুরুতে রামো হীনো যদনয়া প্রভুঃ।
ধারয়ত্যাত্মনো দেহং ন দুঃখেনাবসীদতি ॥ ২৭
ইমামসিতকেশান্তাং শতপত্রনিভেক্ষণাম্।
সুখার্হাং দুঃখিতাং জ্ঞাত্বা মমাপি ব্যথিতং মনঃ ॥ ২৮

ক্ষিতিক্ষমা পুষ্করসন্নিভেক্ষণা
যা রক্ষিতা রাঘবলক্ষ্মণাভ্যাম্।
সা রাক্ষসীভির্বিকৃতেক্ষণাভিঃ
সংরক্ষ্যতে সম্প্রতি বৃক্ষমূলে ॥ ২৯
হিমহতনলিনীব নষ্টশোভা
ব্যসনপরম্পরয়া নিপীড্যমানা।
সহচররহিতেব চক্রবাকী
জনকসুতা কৃপণাং দশাং প্রপন্না ॥ ৩০
অস্যা হি পুষ্পাবনতাগ্রশাখাঃ
শোকং দৃঢ়ং বৈ জনয়ন্ত্যশোকাঃ।
হিমব্যপায়েন চ শীতরশ্মি-
রভ্যুত্থিতো নৈকসহস্ররশ্মিঃ ॥ ৩১
ইত্যেবমর্থং কপিরন্ববেক্ষ্য
সীতেয়মিত্যেব তু জাতবুদ্ধিঃ।

দুঃখিতা হইয়াছেন; যিনি বিক্রমশালী যুদ্ধে অনিবর্ত্তী রাজা দশরথের জ্যেষ্ঠা বধূ, যিনি ধার্ম্মিক, কৃতজ্ঞ, আত্মতত্ত্বজ্ঞ রামের প্রিয়তমা পত্নী সেই যশস্বিনী, পতিপরায়ণা সীতা এক্ষণে রাক্ষসীদিগের আয়ত্তাধীনা হইয়াছেন! যিনি বলবৎ পতিপ্রেমে আকৃষ্ট হইয়া সমুদায় ভোগ-সামগ্রী পরিত্যাগপূর্ব্বক অধিকতর কষ্ট মনে না করিয়া বিজন বনে প্রবেশ করিয়াছেন, যিনি ফল-মূলভোজনে সন্তুষ্টা ও পতিসেবা-পরায়ণা হইয়া গৃহের ন্যায় বনেও অতুল আনন্দকথা লাভ করিতেন। ১১—২০। যিনি পূর্ব্বে নিয়ত হাস্যমুখে কথা কহিতেন এবং বিপদ কাহাকে বলে তাহা জানিতেন না, সেই কনকবর্ণা সীতা এক্ষণে এই অসহ্য যাতনা ভোগ করিতেছেন! পিপাসাতুর ব্যক্তি যেমন পানীয়শালার অনুসন্ধানে উৎসুক হয়, সেইরূপ রাবণকর্ত্তৃক নিপীড়িতা, হতশ্রী তথাপি সংস্বভাবা সীতাদেবীকে দেখিবার জন্য রাম যারপর নাই উৎকণ্ঠিত হইয়াছেন। রাজ্যচ্যুত ভূপতি নিজ রাজ্য পুনঃপ্রাপ্ত হইয়া যেমন আনন্দ অনুভব করে, সেইরূপ রঘুনন্দন রাম ইঁহাকে পুনঃ প্রাপ্ত হইয়া পরম প্রীতি লাভ করিবেন সন্দেহ নাই। ২১—২৩। এই অবলা বন্ধুজন-বিরহিতা হইয়া ভোগ্যবস্তুসমূহ পরিত্যাগপূর্ব্বক কেবল তাঁহারই সমাগম-কামনায় প্রাণ ধারণ করিতেছেন; আর ফল-পুষ্পসুশোভিত এই তরুরাজি এবং রাক্ষসীদিগের প্রতি যখন চাহিয়া দেখিতেছেন না তখন বোধ হয় একাগ্রমনে রামকে নিরীক্ষণ করিতেছেন। ইনি অলোকসামান্যা রূপবতী হইয়াও রামবিরহে অতিশয় শ্রীহীনা হইয়াছেন। কারণ পতিই নারীদিগের ভূষণাপেক্ষা অধিকতর সৌন্দর্য্য-সাধক। রাম শোকে অভিভূত না হইয়া ইঁহার বিরহে যে, জীবন ধারণ করিতেছেন, ইহা নিতান্ত দুষ্কর কার্য্য, সন্দেহ নাই, কেননা সেই পদ্মপলাশাক্ষী, কৃষ্ণকুন্তলা, সুখোচিতা সীতাকে দুঃখিতা দেখিয়া আমারও হৃদয় ব্যথিত হইতেছে। ২৪—২৮। এই কমল-লোচনা সীতা ধরিত্রীর ন্যায় ক্ষমাশীলা, নচেৎ কটাক্ষমাত্রে রাবণকে ভস্মসাৎ করিতে পারিতেন। রাম এবং লক্ষ্মণ যাঁহাকে রক্ষা করিতেন, এক্ষণে বিকৃত-নয়না রাক্ষসীগণ তরুতলে তাঁহাকে রক্ষা করিতেছে। জানকী এই ঘোরবিপদে নিতান্ত পীড়িতা না হইয়া সহচরশূন্যা চক্রবাকী এবং তুষারপাতে শ্রীহীনা নলিনীর ন্যায় শোচনীয়দশা প্রাপ্ত হইয়াছেন। সুশীতল চন্দ্র এবং কুসুম-ভারাবনত অশোক-তরুরাজি বসন্তকালের ন্যায় সম্যক্ প্রকাশিত হইয়া বহু সহস্র কিরণ এবং মনোহর প্রভা বিস্তারপূর্ব্বক

সংশ্রিত্য তস্মিন্নিষসাদ বৃক্ষে
বলী হরীণামৃষভস্তরস্বী ॥ ৩২
ইতি সুন্দরকাণ্ডে ষোড়শঃ সর্গঃ ॥ ১৬ ॥

সপ্তদশঃ সর্গঃ।

ততঃ কুমুদষণ্ডাভো নির্ম্মলং নির্ম্মলোদয়ঃ।
প্রজগাম নভশ্চন্দ্রো হংসো নীলমিবোদকম্ ॥ ১
সাচিব্যমিব কুর্ব্বন্ স প্রভয়া নির্ম্মলপ্রভঃ।
চন্দ্রমা রশ্মিভিঃ শীতৈঃ সিষেবে পবনাত্মজম্ ॥ ২
স দদর্শ ততঃ সীতাং পূর্ণচন্দ্রনিভাননাম্।
শোকভারৈরিব ন্যস্তাং ভারৈর্নাবমিবাম্ভসি ॥ ৩
দিদৃক্ষমাণো বৈদেহীং হনমান্ মারুতাত্মজঃ।
স দদর্শ বিদূরস্থা রাক্ষসীর্ঘোরদর্শনাঃ ॥ ৪
একাক্ষীমেককর্ণাঞ্চ কর্ণপ্রাবরণাং তথা।
অকর্ণাং শঙ্কুকর্ণাঞ্চ মস্তকোচ্ছ্বাসনাসিকাম্ ॥ ৫
অতিকায়োত্তমাঙ্গীঞ্চ তনুদীর্ঘশিরোধরাম্।
ধ্বস্তকেশীং তথাকেশীং কেশকম্বলধারিণীম্ ॥ ৬
লম্বকর্ণললাটাঞ্চ লম্বোদরপয়োধরাম্।
লম্বোষ্ঠীং চিবুকোষ্ঠীঞ্চ লম্বাস্যাং লম্বজানুকাম্ ॥ ৭
হ্রস্বাং দীর্ঘাঞ্চ কুব্জাঞ্চ বিকটাং বামনাং তথা।
করালাং ভুগ্নবক্ত্রাঞ্চ পিঙ্গাক্ষীং বিকৃতাননাম্ ॥ ৮
বিকৃতাঃ পিঙ্গলাঃ কালীঃ ক্রোধনাঃ কলহপ্রিয়াঃ।
কালায়সমহাশূলকূটমুদ্গরধারিণীঃ ॥ ৯
বরাহমৃগশার্দ্দূলমহিষাজশিবামুখাঃ।
গজোষ্ট্রহয়পাদাশ্চ নিখাতশিরসোঽপরাঃ ॥ ১০
একহস্তৈকপাদাশ্চ খরকর্ণ্যশ্বকর্ণিকাঃ।
গোকর্ণীর্হস্তিকর্ণীশ্চ হরিকর্ণীস্তথাপরাঃ ॥ ১১
অতিনাসাশ্চ কাশ্চিচ্চ তির্য্যঙ্নাসা অনাসিকাঃ।
গজসন্নিভনাসাশ্চ ললাটোচ্ছ্বাসনাসিকাঃ ॥ ১২
হস্তিপাদা মহাপাদা গোপাদাঃ পাদচূলিকাঃ।
অতিমাত্রশিরোগ্রীবা অতিমাত্রকুচোদরীঃ ॥ ১৩
অতিমাত্রাস্যনেত্রাশ্চ দীর্ঘজিহ্বানখাস্তথা।
অজমুখীর্হস্তিমুখীর্গোমুখীঃ শূকরীমুখীঃ ॥ ১৪
হয়োষ্ট্রখরবক্ত্রাশ্চ রাক্ষসীর্ঘোরদর্শনাঃ।
শূলমুদ্গরহস্তাশ্চ ক্রোধনাঃ কলহপ্রিয়াঃ ॥ ১৫

ইঁহার আরও শোক জন্মাইতেছে।” বানরপ্রধান তেজস্বী, বলবান হনমান্ এইরূপ আলোচনা করিয়া ‘ইনিই সীতা’ এইরূপ স্থির করত সেই বৃক্ষে অবস্থিতি করিলেন। ২৯—৩২।

সপ্তদশ সর্গ।

কুমুদরাশির ন্যায় শ্বেতবর্ণ, বিমল প্রকাশ চন্দ্র, নীলনীরসঞ্চারী হংসের ন্যায় ক্রমে ক্রমে নির্ম্মল আকাশ মণ্ডলের উপরিভাগে গমন করিলেন। সেই নির্ম্মলকান্তি নিশাপতি স্বীয় প্রভায় চতুর্দ্দিক্ আলোকিত করিয়া পবননন্দনের সহায়তা করিবার জন্যই যেন শীতল কিরণরাশি প্রদান করিয়া তাঁহার শুশ্রূষা করিতে লাগিলেন। তখন বায়ুপুত্র হনমান্ পূর্ণচন্দ্র-বদনা সীতাকে জলনিমজ্জমানা ভারবাহী নৌকার ন্যায় শোকসাগরে নিমগ্না দেখিয়া বিশেষরূপে নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। দেখিলেন, তাঁহার অতিদূর-প্রদেশে বিকটমূর্ত্তি রাক্ষসীগণ বসিয়া রহিয়াছে। ১—৪। তাহাদের কাহারও এক চক্ষু, কাহারও এক কর্ণ, কাহারও বিশাল কর্ণ, কাহারও শঙ্কুর ন্যায় কর্ণ, কাহারও ললাটদেশ পর্য্যন্ত লম্বমান কর্ণ, কাহারও মস্তকের উপরি নাসিকা, কাহারও দেহের অপরার্দ্ধ অতিদীর্ঘ, কাহারও গ্রীবা সূক্ষ্ম অথচ দীর্ঘ; কাহারও কেশ ছিন্ন, কাহারও কম্বলের ন্যায় কেশ, কাহারও স্তন লম্বমান, কাহারও উদর দীর্ঘ, কাহারও ওষ্ঠ লম্বমান, কাহারও চিবুকে ওষ্ঠ, কাহারও মুখমণ্ডল লম্বমান, কাহারও জানুদ্বয় অতিদীর্ঘ। কেহ কর্ণহীনা, কেহ বা কেশশূন্যা, কতকগুলির মুখ বরাহ, মৃগ ব্যাঘ্র, মহিষ, ছাগ এবং শৃগালের তুল্য; কতকগুলির পদ গজ, উষ্ট্র ও অশ্বের সদৃশ; কতকগুলির এক হস্ত ও এক পদ; কাহারও মস্তক কবন্ধের ন্যায় হৃদয়দেশে প্রবিষ্ট; কতকগুলির কর্ণ খর, অশ্ব, গো, হস্তী ও সিংহের ন্যায়; কতকগুলির নাসিকা অতীব দীর্ঘ; কতকগুলির নাসিকা বক্র, কতকগুলির নাসিকা হস্তিশুণ্ডাকার; কতকগুলির ললাটদেশে উন্নত নাসিকা। কতকগুলি হস্তিপাদ, কতকগুলি গোপাদ, কতকগুলি দীর্ঘপাদ, কতকগুলির পদে চূড়ার ন্যায় কেশ; কাহারও গ্রীবা ও মস্তক অতিশয় দীর্ঘ; কতকগুলির স্তন ও উদর অতীব দীর্ঘ; কতকগুলির মুখ ও চক্ষু অত্যন্ত বিস্তৃত, কতকগুলির আনন ও জিহ্বা দীর্ঘ; কতকগুলির মুখ ছাগী, গজ, গো, শূকরী, হয়, উষ্ট্র ও খরের সদৃশ; কতকগুলির হ্রস্ব, দীর্ঘ, কুব্জ, বামন, কৃশশরীর, ভয়ঙ্কর, কৃষ্ণবর্ণ, ভুগ্নবক্ত্র, পিঙ্গল নয়ন, বিকৃতানন, বিকৃতাকার, কতকগুলি পিঙ্গলবর্ণা; কতকগুলি কৃষ্ণবর্ণা; কতকগুলি ক্রোধন-স্বভাবা; কতকগুলি কলহপ্রিয়া; কতক-

করালা ধূম্রকেশিন্যো রাক্ষসীর্বিকৃতাননাঃ।
পিবন্তি সততং পানং সুরামাংসসদাপ্রিয়াঃ ॥ ১৬
মাংসশোণিতদিগ্ধাঙ্গীর্মাংসশোণিতভোজনাঃ।
তা দদর্শ কপিশ্রেষ্ঠো রোমহর্ষণদর্শনাঃ ॥ ১৭
স্কন্ধবন্তমুপাসীনাঃ পরিবার্য্য বনস্পতিম্।
তস্যাধস্তাচ্চ তাং দেবীং রাজপুত্রীমনিন্দিতাম্ ॥ ১৮
নিষ্প্রভাং শোকসন্তপ্তাং মলসঙ্কুলমূর্দ্ধজাম্।
লক্ষয়ামাস লক্ষ্মীবান্ হনুমান্ জনকাত্মজাম্।
ক্ষীণপুণ্যাং চ্যুতাং ভূমৌ তারাং নিপতিতামিব ॥ ১৯
চারিত্রব্যপদেশাঢ্যাং ভর্তৃদর্শনদুর্গতাম্।
ভূষণৈরুত্তমৈর্হীনাং ভর্তৃবাৎসল্যভূষিতাম্ ॥ ২০
রাক্ষসাধিপসংরুদ্ধাং বন্ধুভিশ্চ বিনাকৃতাম্।
বিযূথাং সিংহসংরুদ্ধাং বদ্ধাং গজবধূমিব ॥ ২১
চন্দ্ররেখাং পয়োদান্তে শারদাভ্রৈরিবাবৃতাম্।
ক্লিষ্টরূপামসংস্পর্শাদযুক্তামিব বল্লকীম্ ॥ ২২
স তাং ভর্তৃহিতে যুক্তাময়ুক্তাং রক্ষসাং বশে।
অশোকবনিকামধ্যে শোকসাগরমাপ্লুতাম্ ॥ ২৩
তাভিঃ পরিবৃতাং তত্র সগ্রহামিব রোহিণীম্।
দদর্শ হনুমাংস্তত্র লতামকুসুমামিব ॥ ২৪
সা মলেন চ দিগ্ধাঙ্গী বপুষা চাপ্যলঙ্কৃতা।
মৃণালী পঙ্কদিগ্ধেব বিভাতি ন বিভাতি চ ॥ ২৫
মলিনেন তু বস্ত্রেণ পরিক্লিষ্টেন ভামিনীম্।
সংবৃতাং মৃগশাবাক্ষীং দদর্শ হনুমান্ কপিঃ ॥ ২৬
তাং দেবীং দীনবদনামদীনাং ভর্তৃতেজসা।
রক্ষিতাং স্বেন শীলেন সীতামসিতলোচনাম্ ॥ ২৭
তাং দৃষ্ট্বা হনুমান্ সীতাং মৃগশাবনিভেক্ষণাম্।
মৃগকন্যামিব ত্রস্তাং বীক্ষমাণাং সমন্ততঃ ॥ ২৮
দহন্তীমিব নিঃশ্বাসৈর্বৃক্ষান্ পল্লবধারিণঃ।
সঙ্ঘাতমিব শোকানাং দুঃখস্যোর্ম্মিমিবোত্থিতাম্ ॥ ২৯
তাং ক্ষামাং সুবিভক্তাঙ্গীং বিনাভরণশোভিনীম্।
প্রহর্ষমতুলং লেভে মারুতিঃ প্রেক্ষ্য মৈথিলীম্ ॥ ৩০
হর্ষজানি চ সোঽশ্রূণি তাং দৃষ্ট্বা মদিরেক্ষণাম্।
মুমোচ হনুমাংস্তত্র নমশ্চক্রে চ রাঘবম্ ॥ ৩১
নমস্কৃত্বা চ রামায় লক্ষ্মণায় চ বীর্য্যবান্।
সীতাদর্শনসংহৃষ্টো হনুমান্ সংবৃতোঽভবৎ ॥ ৩২

ইতি সুন্দরকাণ্ডে সপ্তদশঃ সর্গঃ ॥ ১৭

গুলি কৃষ্ণায়সনির্ম্মিত মহাশূল ও কূট মুদ্গর প্রভৃতি অস্ত্রধারিণী, কতকগুলি ভীমদর্শনা, কতকগুলি শূল-মুদ্গরহস্তা; কতকগুলি কোপন-স্বভাবা, কলহরুচি, ভয়ঙ্করী, ধূম্রকেশী বিকৃতাননা, মদ্যমাংসাশী রাক্ষসী সতত মদ্যপানে আসক্তা রহিয়াছে। মাংস এবং শোণিতে লিপ্তাঙ্গী, মাংস-শোণিত-ভোজন-তৎ-পরা, রোমহর্ষণ-দর্শনা নিশাচরীগণ প্রশস্ত-শাখা-প্রশাখা সমন্বিত বনস্পতি বেষ্টন করিয়া বসিয়া রহিয়াছে। তাহার মূলপ্রদেশে অনিন্দিতরূপা রাজ-নন্দিনী সীতাদেবী সমাসীনা রহিয়াছেন। ৫—১৮। তৎপরে শ্রীমান্ হনুমান্ বিশেষ লক্ষ্য করিয়া দেখি-লেন যে, জনকনন্দিনী সীতা পুণ্যক্ষয়বশতঃ স্বর্গচ্যুতা তারার ন্যায়, শোক-সন্তাপে মলিন-কান্তি হইয়াছেন। যদিচ পতির দর্শন তাঁহার পক্ষে দুর্লভ হইয়াছে, তথাপি ভূয়সী পাতিব্রত্য-কীর্ত্তি লাভ করিতেছে কেশকলাপ মলিন এবং দেহযষ্টি দিব্য আভরণবিহীন হইলেও তিনি কেবল নিয়ত পতিবাৎসল্যে ভূষিতা রহিয়াছেন। তিনি বন্ধুজন-বিহীনা এবং রাক্ষসরাজের গৃহে রুদ্ধা হইয়া, যূথভ্রষ্টা সিংহরুদ্ধা বদ্ধা গজবধূর ন্যায় দুর্দ্দশাগ্রস্তা হইয়াছেন। অপিচ বর্ষাশেষে শারদীয় মেঘমালায় আচ্ছন্ন চন্দ্রকলা এবং বাদন-ক্রিয়া-রহিত বীণার ন্যায়, পতিবিরহে নিতান্ত শ্রীহীনা হই-য়াছেন। রাক্ষসদিগের অধীনতায় অযোগ্যা, পতির হিতাভিলাষিণী সীতা অশোক-বনে শোক-সাগরে নিমগ্না হইয়া ক্রূরগ্রহাক্রান্তা রোহিণীর ন্যায়, সেই রাক্ষসীগণে পরিবেষ্টিতা রহিয়াছেন। সীতা অল-ঙ্কারবিহীনা এবং মলিনা হইয়া পুষ্পশূন্যা লতা ও পঙ্কলিপ্তা পদ্মিনীর ন্যায় স্বাভাবিক সৌন্দর্য্যে ভূষিতা থাকিলেও অঙ্গে আভরণ না থাকায় তাঁহার দেহকান্তি প্রভাহীনা হইয়াছে। ১৯—২৫। হরিণলোচনা বামার শরীর একে ত মলিন, তাহাতে আবার জীর্ণবস্ত্রদ্বারা আবৃত রহিয়াছে। দেবী দীনভাবাপন্না হইলেও পতির পরাক্রম স্মরণ করিয়া মনে মনে সন্তুষ্টা আছেন, কৃষ্ণাপাঙ্গী রামপত্নী কেবল তাঁহার চরিত্রগুণেই রক্ষিত হইতেছেন। বালমৃগাক্ষী সীতা, মৃগীর ন্যায় ত্রস্তা হইয়া ইতস্ততঃ দৃষ্টিপাত করিয়া উষ্ণ নিশ্বাস বায়ুদ্বারা পল্লবিত তরুগণকে যেন দগ্ধ করিতেছেন। বীর্য্যবান্ বায়ুপুত্র হনুমান্ দুঃখসাগরোত্থিত তরঙ্গমালার ন্যায় ও মূর্ত্তিমান্ শোকরাশির ন্যায় অবস্থিতা, সুগঠিতাঙ্গী অনলঙ্কারশোভিতা, কৃশাঙ্গী মৈথিলীকে দেখিয়া অতুল আনন্দ লাভ করিলেন এবং সেই চকোরনেত্রাকে দেখিয়া আনন্দাশ্রু ত্যাগপূর্ব্বক রঘুবর রামের গুণগ্রাম স্মরণ করিয়া তাঁহার উদ্দেশে তথায় প্রণাম করিলেন। এবং রাম ও লক্ষ্মণকে প্রণাম করিয়া সীতার দর্শন-জনিত আনন্দে আকুল হইয়া রাক্ষসীদিগের দৃষ্টি-

অষ্টাদশঃ সর্গঃ।

তথা বিপ্রেক্ষমাণস্য বনং পুষ্পিতপাদপম্।
বিচিন্বতশ্চ বৈদেহীং কিঞ্চিচ্ছেষা নিশাভবৎ ॥ ১
ষড়ঙ্গবেদবিদুষাং ক্রতুপ্রবরযাজিনাম্।
শুশ্রাব ব্রহ্মঘোষান্ স বিরাত্রে ব্রহ্মরক্ষসাম্ ॥ ২
অথ মঙ্গলবাদিত্রৈঃ শব্দৈঃ শ্রোত্রমনোহরৈঃ।
প্রাবোধ্যত মহাবাহুর্দশগ্রীবো মহাবলঃ ॥ ৩
বিবুধ্য তু মহাভাগো রাক্ষসেন্দ্রঃ প্রতাপবান্।
স্রস্তমাল্যাম্বরধরো বৈদেহীমন্বচিন্তয়ৎ ॥ ৪
ভৃশং নিযুক্তস্তস্যাঞ্চ মদনেন মদোৎকটঃ।
ন তু তং রাক্ষসঃ কামং শশাকাত্মনি গূহিতুম্ ॥ ৫
স সর্ব্বাভরণৈর্যুক্তো বিভ্রচ্ছ্রিয়মনুত্তমাম্।
তাং নগৈর্বিবিধৈর্জুষ্টাং সর্ব্বপুষ্পফলোপগৈঃ ॥ ৬
বৃতাং পুষ্করিণীভিশ্চ নানাপুষ্পোপশোভিতাম্।
সদামদৈশ্চ বিহগৈর্বিচিত্রাং পরমাদ্ভুতৈঃ ॥ ৭
ঈহামৃগৈশ্চ বিবিধৈর্জুষ্টাং দৃষ্টিমনোহরৈঃ।
বীথীঃ সংপ্রেক্ষমাণশ্চ মণিকাঞ্চনতোরণাঃ ॥ ৮
নানামৃগগণাকীর্ণাং ফলৈঃ প্রপতিতৈর্বৃতাম্।
অশোকবনিকামেব প্রাবিশৎ সন্ততদ্রুমাম্ ॥ ৯
অঙ্গনাশতমাত্রং তু তং ব্রজন্তমনুব্রজন্।
মহেন্দ্রমিব পৌলস্ত্যং দেবগন্ধর্ব্বযোষিতঃ ॥ ১০
দীপিকাঃ কাঞ্চনীঃ কাশ্চিজ্জগৃহুস্তত্র যোষিতঃ।
বালব্যজনহস্তাশ্চ তালবৃন্তানি চাপরাঃ ॥ ১১
কাঞ্চনৈরপি ভৃঙ্গারৈর্জহ্রুঃ সলিলমগ্রতঃ।
মণ্ডলাগ্রান্ বৃসীংশ্চৈব গৃহ্যান্যাঃ পৃষ্ঠতো যযুঃ ॥ ১২
কাচিদ্রত্নময়ীং পাত্রীং পূর্ণাং পানস্য ভ্রাজতাম্।
দক্ষিণা দক্ষিণেনৈব তদা জগ্রাহ পাণিনা ॥ ১৩
রাজহংসপ্রতীকাশং ছত্রং পূর্ণশশিপ্রভম্।
সৌবর্ণদণ্ডমপরা গৃহীত্বা পৃষ্ঠতো যযৌ ॥ ১৪
নিদ্রামদপরীতাক্ষ্যো রাবণস্যোত্তমাঃ স্ত্রিয়ঃ।
অনুজগ্মুঃ পতিং বীরং ঘনং বিদ্যুল্লতা ইব ॥ ১৫
ব্যাবিদ্ধহারকেয়ূরাঃ সমামৃদিতবর্ণকাঃ।
সমাগলিতকেশান্তাঃ সস্বেদবদনাস্তথা ॥ ১৬
ঘূর্ণন্ত্যো মদশেষেণ নিদ্রয়া চ শুভাননাঃ।
স্বেদক্লিষ্টাঙ্গকুসুমাঃ সুমাল্যাকুলমূর্দ্ধজাঃ ॥ ১৭
প্রয়ান্তং নৈর্ঋতপতিং নার্য্যো মদিরলোচনাঃ।
বহুমানাচ্চ কামাচ্চ প্রিয়ভার্য্যাস্তমন্বযুঃ ॥ ১৮

পথের অন্তরাল হইবার ইচ্ছায় স্বল্পরূপ ধারণপূর্ব্বক শাখামধ্যে বিলীন হইয়া রহিলেন ২৬—৩১।

অষ্টাদশ সর্গ।

এইরূপে হনুমান্ কুসুমিততরুরাজি-সুশোভিত কানন নিরীক্ষণ করিয়া বিরলে বৈদেহীর সহিত সাক্ষাৎ করিবার ইচ্ছায় প্রতীক্ষা করিতে করিতেই সেই রাত্রি প্রায় শেষ হইয়া আসিল। তখন হনুমান্, ষড়ঙ্গবেদবিদ্ উৎকৃষ্টতর-যজ্ঞযাজী ব্রহ্মজ্ঞ রাক্ষসদিগের বেদধ্বনি শুনিলেন। তৎপরে মহাবাহু মহাবল দশগ্রীব রাবণ শ্রবণ-সুখকর মঙ্গল-বাদিত্র-রবে জাগরিত হইলেন। সেই বিগলিত মাল্যাম্বর-ধারী, পরাক্রমশালী মহাভাগ রাক্ষসরাজ জাগরিত হইয়াই বৈদেহীকে চিন্তা করিতে লাগিলেন; কারণ ঐ মদোন্মত্ত রাক্ষসপতি কামবেগ-বশতঃ তাঁহার প্রতি অতিশয় অনুরক্ত হইয়াছিলেন; অতএব সেই কামবেগ নিবারণ করিতে পারিলেন না। ১—৫। তৎপরে রাক্ষসাধিপতি সর্ব্বালঙ্কারভূষিত হইয়া অনুত্তম শ্রী ধারণ করত ফলপুষ্পবিশিষ্ট নানাজাতি বৃক্ষশ্রেণী, পুষ্করিণী, বিচিত্রকায় মত্ত বিহঙ্গসমূহ, নানাপ্রকার দর্শনীয় বৃক, নানাজাতি পুষ্প, অনেক প্রকার মৃগযূথ, পতিত ফল ও বৃক্ষরাজিদ্বারা শোভিত মণিময় এবং কাঞ্চনময় তোরণবিশিষ্ট অশোক-বনের প্রশস্ত পথ অবলোকনপূর্ব্বক তন্মধ্যে প্রবেশ করিলেন, দেবতা এবং গন্ধর্ব্বপত্নীগণ যেমন ইন্দ্রের অনুগামিনী হন, তদ্রূপ একশত নারী তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিল। তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ সুবর্ণদীপ, কেহ কেহ চামর, কেহ তালবৃন্ত, কেহ বা বারিপূর্ণ ভৃঙ্গার লইয়া অগ্রে অগ্রে চলিল। কেহ বা পার্শ্বদেশে সংযত স্বর্ণলতায় নির্ম্মিত আসন লইয়া পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাইতে লাগিল। তৎকালে কোন অনুকূলা নায়িকা রমণীয় মণিময় মদ্যপূর্ণ পানপাত্র দক্ষিণহস্তে লইয়া পশ্চাৎ গমন করিল; কেহ বা রাজহংস এবং পূর্ণচন্দ্রতুল্য শুভ্রবর্ণ হেমদণ্ডযুক্ত ছত্র লইয়া তাহার পশ্চাৎ চলিল। ৬—১৪। রাবণের মনোরমা মহিলাগণ নিদ্রায় ও মদিরামদে ঘূর্ণিতলোচনা হইয়া, মেঘানু-গতা বিদ্যুন্মালার ন্যায় বীরবর পতির পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিল। তাহাদের কেয়ূর ও হারমালা পর্য্যাকুল, বর্ণকাবলি মর্দ্দিত, কেশকলাপ বিগলিত এবং মুখে ঘর্ম্মবিন্দু বাহির হইল। রাক্ষসরাজের মত্ত মদিরাক্ষী সুবদনা প্রিয়পত্নীরা নিদ্রা এবং মদ্যপানবশতঃ ঘূর্ণিতা স্বেদক্লিন্না ও বিগলিতকেশা হইয়া পতির প্রতি বহু মানবশতঃ, পতি কামবশে অশোককাননের

স চ কামপরাধীনঃ পতিস্তাসাং মহাবলঃ।
সীতাসক্তমনা মন্দো মন্দাঞ্চিতগতির্বভৌ॥ ১৯
ততঃ কাঞ্চীনিনাদঞ্চ নূপুরাণাঞ্চ নিস্বনম্।
শুশ্রাব পরমস্ত্রীণাং কপির্মারুতনন্দনঃ॥ ২০
তঞ্চাপ্রতিমকর্ম্মাণমচিন্ত্যবলপৌরুষম্।
দ্বারদেশমনুপ্রাপ্তং দদর্শ হনুমান্ কপিঃ॥ ২১
দীপিকাভিরনেকাভিঃ সমন্তাদবভাসিতম্।
গন্ধতৈলাবসিক্তাভির্ধ্রিয়মাণাভিরগ্রতঃ॥ ২২
কামদর্পমদৈর্যুক্তং জিহ্মতাম্রায়তেক্ষণম্।
সমক্ষমিব কন্দর্পমপবিদ্ধশরাসনম্॥ ২৩
মথিতামৃতফেনাভমরজো বস্ত্রমুত্তমম্।
সপুষ্পমবকর্ষন্তং বিমুক্তং সক্তমঙ্গদে॥ ২৪
তং পত্রবিটপে লীনঃ পত্রপুষ্পশতাবৃতঃ।
সমীপমুপসংক্রান্তং বিজ্ঞাতুমুপচক্রমে॥ ২৫
অবেক্ষমাণশ্চ ততো দদর্শ কপিকুঞ্জরঃ।
রূপযৌবনসম্পন্না রাবণস্য বরস্ত্রিয়ঃ॥ ২৬
তাভিঃ পরিবৃতো রাজা সুরূপাভির্মহাযশাঃ।
তন্মৃগদ্বিজসঙ্ঘুষ্টং প্রবিষ্টঃ প্রমদাবনম্॥ ২৭

ক্ষীবো বিচিত্রাভরণঃ শঙ্কুকর্ণো মহাবলঃ।
তেন বিশ্রবসঃ পুত্রঃ স দৃষ্টো রাক্ষসাধিপঃ।
বৃতঃ পরমনারীভিস্তারাভিরিব চন্দ্রমাঃ॥ ২৮
তং দদর্শ মহাতেজাস্তেজোবন্তং মহাকপিঃ।
রাবণোঽয়ং মহাবাহুরিতি সঞ্চিন্ত্য বানরঃ॥ ২৯
সোঽয়মেব পুরা শেতে পুরমধ্যে গৃহোত্তমে।
অবপ্লুতো মহাতেজা হনূমান্ মারুতাত্মজঃ॥ ৩০
স তথাপ্যুগ্রতেজাঃ সন্ নির্দ্ধূতস্তস্য তেজসা।
পত্রে গুহ্যান্তরে সক্তো মতিমান্ সংবৃতোঽভবৎ॥ ৩১
স তামসিতকেশান্তাং সুশ্রোণীং সংহতস্তনীম্।
দিদৃক্ষুরসিতাপাঙ্গীমুপাবর্ত্তত রাবণঃ॥ ৩২
ইত্যার্ষে সুন্দরকাণ্ডে অষ্টাদশঃ সর্গঃ॥ ১৮॥

একোনবিংশঃ সর্গঃ।

তস্মিন্নেব ততঃ কালে রাজপুত্রী ত্বনিন্দিতা।
রূপযৌবনসম্পন্নং ভূষণোত্তমভূষিতম্॥ ১
ততো দৃষ্ট্বৈব বৈদেহী রাবণং রাক্ষসাধিপম্।
প্রাবেপত বরারোহা প্রবাতে কদলী যথা॥ ২

দিক হইতে থাকিলে, তাঁহার অনুগমন করিল। তখন তাহাদের সেই পাদশব্দ প্রতি মনোযোগ কামাতুর নিশাচর, সীতার প্রতি আসক্ত হইয়া মন্দ মন্দ গমন করত অতিশয় শোভা পাইলেন। ১৫—১৯। তৎপরে বায়ুতনয় হনুমান্ সেই মহিলাদিগের নূপুর ও কাঞ্চীর শব্দ শুনিয়া সেইদিকে চাহিয়া দেখিলেন যে, তৎপরক্ষণেই অপরের অসাধ্য কর্ম্মকারী বিপুল-বলশালী রাক্ষসপতি দ্বারদেশে উপস্থিত হইয়াছেন। রাক্ষসীরা গন্ধতৈলপূর্ণদীপ-হস্তে চারিদিক্ আলোকিত করত অগ্রে অগ্রে আসিতেছে। রাক্ষসপতির নয়নযুগল নিদ্রায় অলস ও আরক্ত। তিনি যেন মূর্ত্তিমান্ কন্দর্প, শরাসন পরিত্যাগ করিয়া সম্মুখে উপস্থিত হইয়াছেন। তাঁহাতে কাম, মত্ততা ও দর্প বিরাজ করিতেছে। রাবণ মনোহর মুক্তাফলখচিত, দুগ্ধফেননিভ উৎকৃষ্ট ধৌত বস্ত্র যুগল এবং কেয়ূর হইতে কুসুমমালা আকর্ষণপূর্ব্বক যথাস্থানে সংস্থাপিত করিতেছেন। হনুমান্ বৃক্ষ মধ্যে শত শত পুষ্প এবং পত্রের অন্তরালে লীন হইয়া 'সমীপাগত ব্যক্তি কে?' ইহা বিশেষরূপে জানিবার জন্য কৌতুহলী হইলেন। ২০—২৫। এবং সেই সময়ে স্থিরচিত্তে দেখিলেন যে, রূপবতী যুবতী রাবণের প্রধান প্রধান ভার্য্যাগণ আসিতেছে। যশস্বী রাক্ষসরাজ সেই সুন্দরী ললনাগণে পরিবৃত হইয়া পশুপক্ষিসমাকুল, কামিনীজনসুখাবহ ক্রীড়াকাননে প্রবেশ করিলেন। তথায় মদমত্ত, রমণীয় আভরণে বিভূষিত, বলবান্ শঙ্কুকর্ণনামক যে রাক্ষস অবস্থিত ছিল, বিশ্রবার পুত্র রাক্ষসরাজ কেবল তাহারই নয়নপথে পতিত হইলেন। মহাতেজা কপিবর হনুমান্, তারাগণপরিবেষ্টিত চন্দ্রমার ন্যায় পরনারী-পরিবেষ্টিত, পরাক্রমশালী সেই রাক্ষসপতিকে দেখিয়া "ইনিই সেই মহাবাহু রাবণ, ইনিই পূর্ব্বে অন্তঃপুরমধ্যে উৎকৃষ্ট গৃহে নিদ্রিত ছিলেন," এইরূপ অনুমান করিয়া তথা হইতে লম্ফ দিয়া সর্ব্বোচ্চ শাখায় আরোহণ করিলেন। যদিচ ধীশক্তিসম্পন্ন হনুমান্ অত্যন্ত তেজস্বী, তথাচ তিনি রাবণের তেজ সহ্য করিতে না পারিয়া বহুপত্রযুক্তশাখামধ্যে লুক্কায়িত হইলেন। সেই রাবণ, নীলবর্ণ-কেশগুচ্ছ-সমন্বিতা, পীবরস্তনী, অসিত-নয়না, বিপুলনিতম্বা সীতার দর্শন-লালসায় তাঁহার অভিমুখে গমন করিলেন। ২৮—৩২।

উনবিংশ সর্গ।

অনবদ্যাঙ্গী, নিতম্বশালিনী, বিদেহরাজনন্দিনী, সুন্দরী যুবতী সীতা রাক্ষসরাজ রাবণকে দেখিয়াই, বাতাহতা কদলীর ন্যায় কাঁপিতে লাগিলেন। পরে,

উরুভ্যামুদরং ছাদ্য বাহুভ্যাঞ্চ পয়োধরৌ ॥
উপবিষ্টা বিশালাক্ষী রুদতী বরবর্ণিনী ॥ ৩
দশগ্রীবস্তু বৈদেহীং রক্ষিতাং রাক্ষসীগণৈঃ।
দদর্শ দীনাং দুঃখার্ত্তাং নাবং সন্নামিবার্ণবে ॥ ৪
অসংবৃতায়ামাসীনাং ধরণ্যাং সংশিতব্রতাম্।
ছিন্নাং প্রপতিতাং ভূমৌ শাখামিব বনস্পতেঃ ॥ ৫
মলমণ্ডনদিগ্ধাঙ্গীং মণ্ডনার্হামমণ্ডনাম্।
মৃণালী পঙ্কদিগ্ধেব বিভাতি ন বিভাতি চ ॥ ৬
সমীপং রাজসিংহস্য রামস্য বিদিতাত্মনঃ।
সঙ্কল্পহয়সংযুক্তৈর্যান্তীমিব মনোরথৈঃ ॥ ৭
শুষ্যন্তীং রুদতীমেকাং ধ্যানশোকপরায়ণাম্।
দুঃখস্যান্তমপশ্যন্তীং রামাং রামমনুব্রতাম্ ॥ ৮
চেষ্টমানামথাবিষ্টাং পন্নগেন্দ্রবধূমিব।
ধূপ্যমানাং গ্রহেণেব রোহিণীং ধূমকেতুনা ॥ ৯
বৃত্তশীলে কুলে জাতামাচারবতি ধার্ম্মিকে।
পুনঃসংস্কারমাপন্নাং জাতামিব চ দুষ্কুলে ॥ ১০
সন্নামিব মহাকীর্ত্তিং শ্রদ্ধামিব বিমানিতাম্।
প্রজ্ঞামিব পরিক্ষীণামাশাং প্রতিহতামিব ॥ ১১
আয়তীমিব বিধ্বস্তামাজ্ঞাং প্রতিহতামিব।
দীপ্তামিব দিশং কালে পূজামপহৃতামিব ॥ ১২
পৌর্ণমাসীমিব নিশাং তমোগ্রস্তেন্দুমণ্ডলাম্।
পদ্মিনীমিব বিধ্বস্তাং হতশূরাং চমূমিব ॥ ১৩
প্রভামিব তমোধ্বস্তামুপক্ষীণামিবাপগাম্।
বেদীমিব পরামৃষ্টাং শান্তামগ্নিশিখামিব ॥ ১৪
উৎকৃষ্টপর্ণকমলাং বিত্রাসিতবিহঙ্গমাম্।
হস্তিহস্তপরামৃষ্টামাকুলামিব পদ্মিনীম্ ॥ ১৫
পতিশোকাতুরাং শুষ্কাং নদীং বিস্রাবিতামিব।
পরয়া মৃজয়া হীনাং কৃষ্ণপক্ষে নিশামিব ॥ ১৬
সুকুমারীং সুজাতাঙ্গীং রত্নগর্ভগৃহোচিতাম্।
তপ্যমানামিবোষ্ণেন মৃণালীমচিরোদ্ধৃতাম্ ॥ ১৭
গৃহীতাং আলিতাং স্তম্ভে যূথপেন বিনাকৃতাম্।
নিশ্বসন্তীং সুদুঃখার্ত্তাং গজরাজবধূমিব ॥ ১৮
একয়া দীর্ঘয়া বেণ্যা শোভমানামযত্নতঃ।
নীলয়া নীরদাপায়ে বনরাজ্যা মহীমিব ॥ ১৯
উপবাসেন শোকেন ধ্যানেন চ ভয়েন চ।

বিশাললোচনা বরবর্ণিনী সীতা উরুদ্বয়দ্বারা উদর এবং কর-কমলদ্বারা স্তনযুগল আচ্ছাদনপূর্ব্বক বসিয়া রোদন করিতে লাগিলেন। দশানন তথায় আসিয়া দেখিলেন, রাক্ষসীগণকর্ত্তৃক রক্ষিতা বৈদেহী দুঃখান্বিতা হইয়া, সমুদ্রে নিমগ্নপ্রায় নৌকার ন্যায় নিতান্ত অবসন্ন হইয়াছেন। ছিন্নবৃক্ষ-শাখার ন্যায় অনাবৃত ভূতলে বসিয়া যেন রাবণের বিনাশ-কামনায় দৃঢ়তর ব্রত ধারণ করিয়াছেন। ১—৫। তিনি ভূষণের যোগ্যা, কিন্তু তাঁহার দেহে কোন ভূষণ নাই। তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ মলিন এবং শ্রীভ্রষ্ট হইয়াছে। তথাপি পঙ্কলিপ্তা মৃণালীর ন্যায় স্বাভাবিক সৌন্দর্য্যে শোভা পাইতেছেন। সীতা, রামের মনোরথে সঙ্কল্পরূপ অশ্ব যোজনা করিয়া যেন আত্মজ্ঞানী রাজকুলতিলক রামের নিকটে যাইতেছেন। রামধ্যানপরায়ণা সুন্দরী সীতা চিন্তা ও শোকে দিন দিন দুর্ব্বলা হইয়া পড়িতেছেন, দুঃখের অবসান হইতেছে না দেখিয়া একাকিনী রোদনে প্রবৃত্তা আছেন, মন্ত্রবলে রুদ্ধবীর্য্যা সর্পরাজ-বধূর ন্যায় ব্যাকুলা ও ধূমকেতুগ্রহাবিষ্টা রোহিণীর ন্যায় সন্তপ্তা হইতেছেন। যদিও তিনি সদাচারপূত ধার্ম্মিকবংশে জন্মিয়া স্বীয় বংশানুরূপ বিবাহসংস্কারে সংস্কৃতা হইয়াছেন, তথাপি তৎকালে তিনি দুষ্কুলজাতা তদনুসারে সংস্কৃত বধূর মলিনতার ন্যায় দেখাইতেছিলেন। ৬—১০। তিনি যেন ক্ষীণা মহাকীর্ত্তি, যেন অনাদৃতা শ্রদ্ধা, যেন পরিক্ষীয়মাণা প্রজ্ঞা, যেন প্রতিহতা আশা, যেন বিধ্বস্তা আয়তি, যেন নিহতা রাজাজ্ঞা, যেন উল্কাপাতে প্রজ্বলিতা দিক্, যেন অপহৃতা দেবপূজা, যেন রাহুগ্রস্ত-চন্দ্রসমন্বিতা পূর্ণিমা নিশা, যেন দলিতা পদ্মিনী, যেন বীরশূন্যা ভগ্নসেনা, যেন তমোপহতা প্রভা, যেন ক্ষীণা তটিনী, যেন বেদবিদ্যাবিহীন পতিত ব্যক্তিকর্ত্তৃক অধিষ্ঠিতা বেদিকা, যেন নির্ব্বাপিত অনলশিখা। হস্তী আসিয়া জলচরপক্ষিগণকে ত্রস্ত করিয়া পত্র ও পদ্ম ছিন্ন ও বিদলিত করিলে কমলপূর্ণসরোবর যেরূপ শ্রীহীন হয়, সেইরূপ শ্রীহীনা হইয়াছেন; এবং অন্য জল-প্রভাবে বাঁধ ভাঙ্গিয়া গেলে শুষ্কসলিলা নদীর ন্যায় পতিশোকে তিনি নিস্প্রভা হইয়াছেন; দেহে উৎকৃষ্ট অঙ্গরাগ না থাকায় কৃষ্ণপক্ষীয় রজনীর ন্যায় মলিনা হইয়াছেন। ১১—১৬। শোভনাঙ্গী, সুকুমারী বিদেহনন্দিনী রত্নভূষিত গৃহে বাস করিতেন, এক্ষণে শোকসন্তাপে অচিরোদ্ধৃতা মৃণালিনীর ন্যায় সন্তপ্তা হইয়াছেন। অপিচ বন হইতে বন্ধনপূর্ব্বক আনীতা স্তম্ভবদ্ধা গজবধূ যেমন যূথপতির বিরহে দুঃখবশতঃ নিশ্বাস ত্যাগ করে, সেইরূপ নিরন্তর নিশ্বাস ত্যাগ করিতেছেন। যদিচ অযত্ন-নিবন্ধন কেশ-সংস্কার করেন নাই, তথাপি সেই অলকগুচ্ছ-নির্ম্মিত একমাত্র সুদীর্ঘ বেণীদ্বারা বর্ষাশেষে নীলবর্ণ বনরাজি-বিরাজিত

পরিক্ষীণাং কৃশাং দীনামল্পাহারাং তপোধনাম্ ॥ ২০
অযাচমানাং দুঃখার্ত্তাং প্রাঞ্জলিং দেবতামিব।
ভাবেন রঘুমুখ্যস্য দশগ্রীবপরাভবম্ ॥ ২১
সমীক্ষমাণাং রুদতীমনিন্দিতাং
সুপক্ষ্মতাম্রায়তশুক্লোচনাম্।
অনুব্রতাং রামমতীব মৈথিলীং
প্রলোভয়ামাস বধায় রাবণঃ ॥ ২২
ইতি সুন্দরকাণ্ডে একোনবিংশঃ সর্গঃ ॥ ১৯

বিংশঃ সর্গঃ।

স তাং পরিবৃতাং দীনাং নিরানন্দাং তপস্বিনাম্।
সাকারৈর্মধুরৈর্বাক্যৈর্ন্যদর্শয়ত রাবণঃ ॥ ১
মাং দৃষ্ট্বা নাগনাসোরু গূহমানা স্তনোদরম্।
অদর্শনমিবাত্মানং ভয়ান্নেতুং ত্বমিচ্ছসি ॥ ২
কাময়ে ত্বাং বিশালাক্ষি বহুমন্যস্ব মাং প্রিয়ে।
সর্ব্বাঙ্গগুণসম্পন্নে সর্ব্বলোকমনোহরে ॥ ৩
নেহ কেচিন্মনুষ্যা বা রাক্ষসাঃ কামরূপিণঃ।
ব্যপসর্পতু তে সীতে ভয়ং মত্তঃ সমুত্থিতম্ ॥ ৪
স্বধর্ম্মো রক্ষসাং ভীরু সর্ব্বদৈব ন সংশয়ঃ।
গমনং বা পরস্ত্রীণাং হরণং সম্প্রমথ্য বা ॥ ৫
এবং চৈতদকামাং ত্বাং ন চ স্প্রক্ষ্যামি মৈথিলি।
কামং কামঃ শরীরে মে যথাকামং প্রবর্ত্ততাম্ ॥ ৬
দেবি নেহ ভয়ং কার্য্যং ময়ি বিশ্বসিহি প্রিয়ে।
প্রণয়স্ব চ তত্ত্বেন মৈবং ভূঃ শোকলালসা ॥ ৭
একবেণী ধরাশয্যা ধ্যানং মলিনমম্বরম্।
অস্থানেঽপ্যুপবাসশ্চ নৈতান্যৌপয়িকানি তে ॥ ৮
বিচিত্রাণি চ মাল্যানি চন্দনান্যগুরূণি চ।
বিবিধানি চ বাসাংসি দিব্যান্যাভরণানি চ ॥ ৯
মহার্হাণি চ যানানি শয়নান্যাসনানি চ।
গীতং নৃত্যঞ্চ বাদ্যঞ্চ লভ মাং প্রাপ্য মৈথিলি ॥ ১০
স্ত্রীরত্নমসি মৈবং ভূঃ কুরু গাত্রেষু ভূষণম্।
মাং প্রাপ্য হি কথং বা স্যাস্ত্বমনর্হা সুবিগ্রহে ॥ ১১
ইদং তে চারু সঞ্জাতং যৌবনং হ্যতিবর্ত্ততে।

ধরিত্রীর ন্যায়, শোভা পাইতেছেন। তপস্বিনী সীতা উপবাস শোক, চিন্তা এবং ভয় দিন দিন ক্ষীণ ও অনাহারে কৃশাঙ্গী হইয়া দীনভাব লাভ করিয়াছেন। দুঃখার্ত্তা হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে দেবতার ন্যায় একাগ্রমনে ধ্যান করিয়া যাঁহার সুন্দরপক্ষ্ম আয়ত লোচনযুগল ক্রোধে পার্শ্বে আরক্ত হওয়ায় যেন রামের নিকটে দশাননের পরাজয় প্রার্থনা করিতেছেন। ক্রোধবশতঃ যাহার পার্শ্বভাগ রক্ত ও অপর ভাগ শুক্লবর্ণ, সুক্ষ্মপক্ষ্ম-সমন্বিত তাদৃশ আয়তনয়ন-সম্পন্না, মন্দ মন্দ সমীক্ষমাণা, অনিন্দ্যরূপা, রোরুদ্যমানা, রামধ্যান-পরায়ণা মৈথিলীকে রাবণ নিজের মৃত্যু কামনা করিয়াই যেন অতীব প্রলোভিত করিতে লাগিলেন। ১৭—২২।

বিংশ সর্গ।

পরে রাবণ রাক্ষসীগণ পরিবৃতা, নিরানন্দা, দুঃখার্ত্তা পতিব্রতা সীতার নিকটে মধুর বচন এবং ইঙ্গিতদ্বারা নিজের অভিপ্রায় ব্যক্ত করিলেন। তিনি বলিলেন, "করভোরু! তুমি আমাকে দেখিয়াই যখন স্তনমণ্ডল ও উদর আচ্ছাদিত করিলে, তখন বোধ হয়, ভয়বশতঃ তোমার দেহ আমার দৃষ্টিপথের অন্তরালে লইবারই ইচ্ছা করিতেছ? বিশাললোচনে! তুমি ভয় করিও না; কারণ, আমি তোমাকেই কামনা করিতেছি; সুতরাং প্রিয়ে! আমার প্রতি তুমি প্রসন্না হও। সর্ব্বাঙ্গগুণশালিনি! সর্ব্বলোকমনোহারিণি! সীতে! আমি আসিয়াছি, এখন অন্য কোন পুরুষ আসিবে ভাবিয়া যদি তোমার ভয় হইয়া থাকে, তবে তাহা দূর কর, এখানে কোন মানুষ বা কামরূপী রাক্ষসেরও আসিবার শক্তি নাই। ভীরু! বলপূর্ব্বক পরপত্নী-হরণ বা পরস্ত্রীগমন রাক্ষসগণের সনাতন ধর্ম্ম। মৈথিলি! যদিও কন্দর্প আমার শরীরে স্বেচ্ছাচারে বিচরণ করিতেছে, রাক্ষসগণের এরূপ নিয়মও আছে, তথাপি যখন আমার প্রতি তোমার ইচ্ছা হয় নাই, তখন আমি কদাচ তোমাকে স্পর্শ করিব না। ১—৬। দেবি! ভয় নাই, আমাকে প্রিয় জন বলিয়া বিশ্বাস ও সম্যক্‌রূপে সম্মান কর; পরতন্ত্রা হইও না। মলিন-বসন পরিধান, একবেণী ধারণ, ভূতলে শয়ন, চিন্তা এবং অকারণ উপবাস, এ সকল তোমার উপযুক্ত নহে; সুতরাং ইহা হইতে বিরত হওয়াই তোমার উচিত। সীতে! তুমি আমার বশবর্ত্তিনী হইয়া মাল্য, অগুরুচন্দন, নানাবিধ বস্ত্র, দিব্য আভরণ, মহার্হ যান, আসন, শয্যা, নৃত্য, গীত ও বাদ্য প্রভৃতি অভিলষণীয় দ্রব্য সকল উপভোগ কর। ৭—১০। সুন্দরি! তুমি স্ত্রীরত্ন; এ অবস্থায় থাকা তোমার উচিত নহে; সুতরাং অলঙ্কারদ্বারা তোমার দেহ অলঙ্কৃত কর; তুমি আমার গৃহে আসিয়া বিনা অলঙ্কারেই বা কেমন করিয়া থাকিবে। সুশোভন যৌবন উদিত হইয়া অবারণ

যদতীতং পুনর্নৈতি স্রোতঃ স্রোতস্বিনামিব ॥ ১২
ত্বাং কৃত্বোপরতো মন্যে রূপকর্ত্তা স বিশ্বকৃৎ।
ন হি রূপোপমা হ্যন্যা তবাস্তি শুভদর্শনে ॥ ১৩
ত্বাং সমাসাদ্য বৈদেহি রূপযৌবনশালিনীম্।
কঃ পুনর্নাতিবর্ত্তেত সাক্ষাদপি পিতামহঃ ॥ ১৪
যদ্যৎ পশ্যামি তে গাত্রং শীতাংশুসদৃশাননে।
তস্মিংস্তস্মিন্ পৃথুশ্রোণি চক্ষু মম নিবধ্যতে ॥ ১৫
ভব মৈথিলি ভার্য্যা মে মোহমেতং বিসর্জ্জয়।
বহ্বীনামুত্তমস্ত্রীণাং মমাগ্রমহিষী ভব ॥ ১৭
লোকেভ্যো যানি রত্নানি সম্প্রমথ্যাহৃতানি মে।
তানি তে ভীরু সর্ব্বাণি রাজ্যঞ্চৈব দদামি তে ॥ ১৭
বিজিত্য পৃথিবীং সর্ব্বাং নানানগরমালিনীম্।
জনকায় প্রদাস্যামি তব হেতোর্বিলাসিনি ॥ ১৮
নেহ পশ্যামি লোকেহন্যং যো মে প্রতিবলো ভবেৎ।
পশ্য মে সুমহদ্বীর্য্যমপ্রতিদ্বন্দ্বমাহবে ॥ ১৯
অসকৃৎ সংযুগে ভগ্না ময়া বিমৃদিতধ্বজাঃ।
অশক্তাঃ প্রত্যনীকেষু স্থাতুং মম সুরাসুরাঃ ॥ ২০
ইচ্ছ মাং ক্রিয়তামদ্য প্রতিকর্ম্ম তবোত্তমম্।
সুপ্রভাণ্যবসজ্জন্তং তবাঙ্গে ভূষণানি হি ॥ ২১
সাধু পশ্যামি তে রূপং সুযুক্তং প্রতিকর্ম্মণা।
প্রতিকর্ম্মাভিসংযুক্তা দাক্ষিণ্যেন বরাননে ॥ ২২
ভুঙ্ক্ষ্ব ভোগান্ যথাকামং পিব ভীরু রমস্ব চ।
যথেষ্টঞ্চ প্রযচ্ছ ত্বং পৃথিবীং বা ধনানি চ ॥ ২৩
ললস্ব ময়ি বিস্রব্ধা ধৃষ্টমাজ্ঞাপয়স্ব চ।
মৎপ্রসাদাল্ললন্ত্যাশ্চ ললন্তাং বান্ধবাস্তব ॥ ২৪
ঋদ্ধিং মমানুপশ্য ত্বং শ্রিয়ং ভদ্রে যশস্বিনি।
কিং করিষ্যসি রামেণ সুভগে চীরবাসিনা ॥ ২৫
নিক্ষিপ্তবিজয়ো রামো গতশ্রীর্বনগোচরঃ।
ব্রতী স্থণ্ডিলশায়ী চ শঙ্কে জীবতি বা ন বা ॥ ২৬
নহি বৈদেহি রামস্ত্বাং দ্রষ্টুং বাপ্যুপলপ্স্যতে।
পুরোবলাকৈরসিতৈর্মেঘৈর্জ্যোৎস্নামিবাবৃতাম্ ॥ ২৭
ন চাপি মম হস্তাত্ত্বাং প্রাপ্তুমর্হতি রাঘবঃ।

নষ্ট হইতেছে, যাহা যাইতেছে, তাহা নদীস্রোতের ন্যায় চলিয়া যাইতেছে, আর ফিরিয়া আসিবে না। শুভদর্শনে! বোধ হয়, সেই বিশ্ববিধাতা রূপনির্ম্মাতা বিধাতা তোমার এই সুললিত সৌন্দর্য্য সৃষ্টি করিয়া রূপ-নির্ম্মাণ কার্য্য হইতে বিরত রহিয়াছেন, কারণ, তোমার মত রূপবতী ললনা আর কেহ বিদ্যমান নাই। বৈদেহি! তোমার যৌবন এবং রূপমাধুরী দেখিয়া কোন্ পুরুষ না ক্ষুব্ধ হয়? অপরের কথা দূরে থাক, স্বয়ং ব্রহ্মাও তোমার যৌবন এবং শোভা দেখিয়া ক্ষুব্ধ হন। ইন্দুনিভাননে, বিপুল-নিতম্বে! তোমার যে যে অঙ্গ দেখিতেছি, আমার চক্ষু সেই সেই স্থানে স্থির হইয়া আসিতেছে। ১১—১৫। মৈথিলি! আমার বশীভূত হইবে না, এইরূপ সঙ্কল্প করিয়া তোমার যে মোহ হইয়াছে, তাহা ত্যাগ করিয়া আমার স্ত্রী হও, তাহা হইলে আমার অনেক উত্তম স্ত্রীগণের মধ্যে তুমিই প্রাধানা মহিষী হইবে। ভীরু! আমি এই ত্রিভুবন মথিত করিয়া যে সকল ধন রত্ন আহরণ করিয়াছি, সেই ধন-রত্নরাজি অধিক কি, রাজ্যপর্য্যন্তও তোমাকে সমর্পণ করিব। বিলাসিনি! তোমার সন্তোষের জন্য বহুতরনগর-শোভিত সসাগরা পৃথিবী জয় করিয়া জনক-রাজাকে দিব। সুশ্রোণি! ভূমণ্ডলে এমন কোন বীর পুরুষ দেখিতে পাই না, যে আমার সহিত যুদ্ধ করিতে সাহসী হয়; দেখ, আমার সুমহৎ বীর্য্য, সমরে অপ্রতিদ্বন্দ্বী হইয়াছে। দেবতা ও অসুরগণ আমাকর্ত্তৃক ধ্বজবিহীন হইয়া পুনঃপুনঃ যুদ্ধে ভঙ্গ দিয়া পলায়ন করিয়াছে, এমন কি, প্রতিবলে অবস্থান করিতেও সক্ষম হয় নাই। ১৬—২০। সুতরাং অদ্য তুমি আমাকে ভজনার্থে বরণ কর, তোমার বেশ-ভূষাপ্রভৃতি ক্রিয়া সম্পাদিত হউক এবং উজ্জ্বল ভূষণ সকলে তোমার দেহ সজ্জিত হউক। বরাননে! অলঙ্কারদ্বারা সজ্জিত হইলে, তোমার সৌন্দর্য্য আরও মনোহর হইবে; সুতরাং আমার প্রতি কৃপা করিয়া তুমি বিবিধ অলঙ্কার পরিধান করিয়া সুসজ্জিতা হও। ভীরু! যে সকল ভোগ্য বস্তুতে তোমার অভিলাষ হয়, তুমি তাহা উপভোগ কর; পৃথিবী বা ধনরাজি ইচ্ছানুসারে দান এবং পানীয় পান করিয়া তুষ্টা হও। ভদ্রে! আমার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করিয়া অভিলষিত বিষয় প্রার্থনা কর, অথবা তোমার যেরূপ ইচ্ছা হয়, তাহাই আদেশ কর, আমি তোমার প্রার্থনা পূর্ণ করিতেছি, পরে তুমি আমার প্রসাদে অভিলষিত বিষয় লাভ করিলে, তোমার বন্ধুগণ তোমার নিকট হইতে অভিলষিত বিষয় লাভ করিবে। যশস্বিনি! আমার বিক্রম, সম্পদ্ এবং ধনসম্পত্তি দেখ, ইহা ত্যাগ করিয়া সেই চীর-পরিধায়ী রামকে লইয়া কি করিবে? ২১—২৫। সেই রামের বিজয়োপকরণ দ্রব্য কিছুই নাই; কারণ তিনি ধনহীন, বনবাসী, ব্রতচারী এবং ভূমিশায়ী; বিশেষতঃ রাম বাঁচিয়া আছেন কি না সন্দেহ। বৈদেহি! অগ্রগামি-বলাকা-শ্রেণীসুশোভিত-নীলমেঘপরিবৃতা জ্যোৎস্না যেমন দেখা যায় না, সেইরূপ রাম তোমাকে দেখিতেও পাইবে না।

হিরণ্যকশিপুঃ কীর্ত্তিমিন্দ্রহস্তগতামিব ॥ ২৮
চারুস্মিতে চারুদতি চারুনেত্রে বিলাসিনি।
মনো হরসি মে ভীরু সুপর্ণঃ পন্নগং যথা॥ ২৯
ক্লিষ্টকৌশেয়বসনাং তন্বীমপ্যনলঙ্কৃতাম্।
ত্বাং দৃষ্ট্বা স্বেষু দারেষু রতিং নোপলভাম্যহম্॥ ৩০
অন্তঃপুরনিবাসিন্যঃ স্ত্রিয়ঃ সর্ব্বগুণান্বিতাঃ।
যাবন্তো মম সর্ব্বাসামৈশ্বর্য্যং কুরু জানকি॥ ৩১
মম হ্যসিতকেশান্তে ত্রৈলোক্যপ্রবরস্ত্রিয়ঃ।
তাস্ত্বাং পরিচরিষ্যন্তি শ্রিয়মপ্সরসো যথা॥ ৩২
যানি বৈশ্রবণে সুভ্রু রত্নানি চ ধনানি চ।
তানি লোকাংশ্চ সুশ্রোণি ময়া ভুঙ্ক্ষ যথাসুখম্॥ ৩৩
ন রামস্তপসা দেবি ন বলেন ন বিক্রমৈঃ।
ন ধনেন ময়া তুল্যস্তেজসা যশসাপি বা॥ ৩৪
পিব বিহর রমস্ব ভুঙ্ক্ষ্ব ভোগান্
ধননিচয়ং প্রদিশামি মেদিনীঞ্চ।
ময়ি লল ললনে যথাসুখং ত্বং
ত্বয়ি চ সমেত্য ললন্তু বান্ধবাস্তে॥ ৩৫
কুসুমিততরুজালসন্ততানি
ভ্রমরযুতানি সমুদ্রতীরজানি।
কনকবিমলহারভূষিতাঙ্গি
বিহর ময়া সহ ভীরু কাননানি॥ ৩৬
ইতি সুন্দরকাণ্ডে বিংশঃ সর্গঃ॥ ২০॥

ভীরু! হিরণ্যকশিপু যেমন ইন্দ্র-হস্তগতা স্বীয় কীর্ত্তি পুনরায় আহরণ করিতে পারেন নাই, সেইরূপ রামও আমার হস্ত হইতে তোমাকে উদ্ধার করিতে পারিবে না। চারু-হাসিনি সুদতি চারু-নয়নে! সুপর্ণ যেমন নাগকুল হরণ করে, সেইরূপ তুমিও আমার মন হরণ করিতেছ। বিলাসিনি! তোমাকে আভরণ-শূন্যা ক্ষীণাঙ্গী ও জীর্ণ বসন পরিধান করিতে দেখিয়া আমি আমার ভার্য্যা মন্দোদরীতেও প্রীতি লাভ করিতে পারিতেছি না। ২৮—৩০। জানকি। আমার সর্ব্বগুণান্বিতা অন্তঃপুরবাসিনী যত রমণী আছে, তাহাদের উপর আধিপত্য বিস্তার কর। অসিতকুন্তলে! ত্রিভুবনমধ্যে পরমরূপসী আমার যে সকল প্রমদা আছে, অপ্সরোগণ যেরূপ লক্ষ্মীর সেবা করে, তদ্রূপ তাহারা তোমার সেবা করিবে। সুললিতভ্রু সুশ্রোণি! বৈশ্রবণের যে সকল ধন-রত্ন ছিল, আমি তাহা হরণ করিয়া আনিয়াছি, সুতরাং ঐ রত্ন সকল এবং স্বর্গ, মর্ত্ত্য, পাতাল প্রভৃতি লোকসমূহে সুখে আমার সহিত বিহার কর। দেবি! রাম—তপস্যা, বল, বিক্রম, ধন, তেজ বা যশ কিছুতেই আমার তুল্য হইবেন না; সুতরাং পান, বিহার, রতি ও বিষয়ভোগে নিরত হইয়া নিজের মনোমত জনে ধরা ও ধনরাজি দান কর। ললনে! যাহাতে তোমার সুখ হয়, তুমি আমার নিকটে তাহা প্রার্থনা কর; পরে তোমার আত্মবান্ধবগণ আসিয়া অভিলষিত বিষয় লাভ করুক। বিমল-কনকহারভূষিতাঙ্গি। পুষ্পিত তরুরাজিধারী সুশোভিত ভ্রমর-শ্রেণী-বিরাজিত, সমুদ্রতীরজাত বিস্তৃত কানন সকলে তুমি আমার সহিত বিহার কর। ৩১—৩৬।

একবিংশঃ সর্গঃ।

তস্য তদ্বচনং শ্রুত্বা সীতা রৌদ্রস্য রক্ষসঃ।
আর্ত্তা দীনস্বরা দীনং প্রত্যুবাচ ততঃ শনৈঃ॥ ১
দুঃখার্ত্তা রুদতী সীতা বেপমানা তপস্বিনী।
চিন্তয়ন্তী বরারোহা পতিমেব পতিব্রতা।
তৃণমন্তরতঃ কৃত্বা প্রত্যুবাচ শুচিস্মিতা॥ ২
নিবর্ত্তয় মনো মত্তঃ স্বজনে প্রিয়তাং মনঃ।
ন মাং প্রার্থয়িতুং যুক্তস্ত্বং সিদ্ধিমিব পাপকৃৎ॥ ৩
অকার্য্যং ন ময়া কার্য্যমেকপত্ন্যা বিগর্হিতম্।
কুলং সম্প্রাপ্তয়া পুণ্যং কুলে মহতি জাতয়া॥ ৪
এবমুক্ত্বা তু বৈদেহী রাবণং তং যশস্বিনী।

একবিংশ সর্গ।

বরারোহা সীতা সেই ভীষণ রাক্ষসের কথা শুনিয়া দুঃখিতা হইয়া রোদন করত প্রথমতঃ দীনভাবে প্রত্যুত্তর করিলেন। পরে তপস্বিনী পতিব্রতা রামমহিষী বিদেহ-রাজনন্দিনী রাবণের দুরাশা মনে করিয়া ঈষৎ হাস্য করত তাঁহার পতিকে স্মরণ করিয়া মধ্যে তৃণ ব্যবধানপূর্ব্বক ক্রমে ক্রমে বলিতে লাগিলেন; রাবণ! তুমি আমা হইতে মনোবৃত্তি দমন করিয়া তোমার ভার্য্যার প্রতি মন সমর্পণ কর; কেন না পাপাচারী ব্যক্তি যেমন ব্রহ্মলোকে যাইতে পারে না, সেইরূপ তুমিও আমাকে লাভ করিতে পারিবে না। আমি মহৎকুলে জন্ম গ্রহণপূর্ব্বক পবিত্র সূর্য্যবংশের বধূ হইয়া একপত্নীব্রতে অবস্থিতা রহিয়াছি। সুতরাং সাধুবিগর্হিত তোমার সংস্পর্শরূপ পাপ-কার্য্য করা আমার উচিত নহে। ১—৪ যশস্বিনী বৈদেহী রাবণকে এই কথা বলিয়া তাঁহার দিকে পশ্চাৎ করিয়া পুনরায় বলিতে লাগিলেন;

রাবণং পৃষ্ঠতঃ কৃত্বা ভূয়ো বচনমব্রবীৎ ॥ ৫
নাহমৌপয়িকী ভার্য্যা পরভার্য্যা সতী তব।
সাধুধর্ম্মমবেক্ষস্ব সাধু সাধুব্রতং চর ॥ ৬
যথা তব তথান্যেষাং রক্ষ্যা দারা নিশাচর।
আত্মানমুপমাং কৃত্বা স্বেষু দারেষু রম্যতাম্ ॥ ৭
অতুষ্টং স্বেষু দারেষু চপলং চলিতেন্দ্রিয়ম্।
নয়ন্তি নিকৃতিপ্রজ্ঞং পরদারাঃ পরাভবম্ ॥ ৮
ইহ সন্তো ন বা সন্তি সতো বা নানুবর্ত্তসে।
যথা হি বিপরীতা তে বুদ্ধিরাচারবর্জ্জিতা ॥ ৯
বচো মিথ্যাপ্রণীতাত্মা পথ্যমুক্তং বিচক্ষণৈঃ।
রাক্ষসানামভাবায় ত্বং বা ন প্রতিপদ্যসে ॥ ১০
অকৃতাত্মানমাসাদ্য রাজানমনয়ে রতম্।
সমৃদ্ধানি বিনশ্যন্তি রাষ্ট্রাণি নগরাণি চ ॥ ১১
তথেয়ং ত্বাং সমাসাদ্য লঙ্কা রত্নৌঘসঙ্কুলা।
অপরাধাত্তবৈকস্য নচিরাদ্বিনশিষ্যতি ॥ ১২
স্বকৃতৈর্হন্যমানস্য রাবণাদীর্ঘদর্শিনঃ।
অভিনন্দন্তি ভূতানি বিনাশে পাপকর্ম্মণঃ ॥ ১৩
এবং ত্বাং পাপকর্ম্মাণং বক্ষ্যন্তি নিকৃতা জনাঃ।
দিষ্ট্যৈতদ্ব্যসনং প্রাপ্তো রৌদ্র ইত্যেব হর্ষিতাঃ ॥ ১৪
শক্যা লোভয়িতুং নাহমৈশ্বর্য্যেণ ধনেন বা
অনন্যা রাঘবেণাহং ভাস্করেণ যথা প্রভা ॥ ১৫
উপধায় ভুজং তস্য লোকনাথস্য সৎকৃতম্।
কথং নামোপধাস্যামি ভুজমন্যস্য কস্যচিৎ ॥ ১৬
অহমৌপয়িকা ভার্য্যা তস্যৈব চ ধরাপতেঃ।
ব্রতস্নাতস্য বিদ্যেব বিপ্রস্য বিদিতাত্মনঃ ॥ ১৭
সাধু রাবণ রামেণ মাং সমানয় দুঃখিতাম্।
বনে বাসিতয়া সার্দ্ধং করেণ্বেব গজাধিপম্ ॥ ১৮
মিত্রমৌপয়িকং কর্ত্তুং রামঃ স্থানং পরীপ্সতা।
বধঞ্চানিচ্ছতা ঘোরং ত্বয়াসৌ পুরুষর্ষভঃ ॥ ১৯
বিদিতঃ সর্ব্বধর্ম্মজ্ঞঃ শরণাগতবৎসলঃ।
তেন মৈত্রী ভবতু তে যদি জীবিতুমিচ্ছসি ॥ ২০
প্রসাদয়স্ব ত্বঞ্চৈনং শরণাগতবৎসলম্।
মাঞ্চাস্মৈ প্রযতো ভূত্বা নির্যাতয়িতুমর্হসি ॥ ২১

রাক্ষস! আমি পতিব্রতা বিশেষতঃ পরের পত্নী, সুতরাং আমি তোমার উপভোগের যোগ্যা নহি। ধর্ম্মকেই উৎকৃষ্ট জ্ঞান করিয়া সাধুদিগের অনুষ্ঠিত সাধু ব্রতের অনুষ্ঠান কর। তোমার স্ত্রী মন্দোদরীকে যেমন তোমার রক্ষা করা কর্ত্তব্য, সেইরূপ অপরের পত্নীকেও তোমার রক্ষা করা উচিত। আপনার স্ত্রী আপনাতে রতিমতী হইলে ইহলোকে এবং পরলোকে সুখ হয়; সুতরাং দায় দৃষ্টান্ত অনুসারে নিজ স্ত্রীতে রত হও। আর দেখ, যে চপলস্বভাব চঞ্চলেন্দ্রিয় ব্যক্তি নিজ ভার্য্যাতে সন্তুষ্ট না হয়, পরনারীগণ সেই মন্দবুদ্ধির আয়ুঃক্ষয়রূপ পরাভব করেন। রাক্ষসপতে! এই লঙ্কানগরীতে ইহকাল ও পরকালের হিতবক্তা কি কোন ব্যক্তি বিদ্যমান নাই, যে, তোমাকে সদুপদেশ দেয়? অথবা থাকিলেও থাকিতে পারে, তুমি তাহাদের নিকটে যাও না, কিংবা তোমার যেরূপ আচার-বিবর্জ্জিতা বিপরীতা বুদ্ধি দেখিতেছি, তাহাতে বোধ হয়, তাহাদের নিকটে যাইয়াও তুমি কোন কথা জিজ্ঞাসা কর না; অথবা বিচক্ষণ ব্যক্তিগণ হিতবাক্য বলিয়া থাকিবেন, কিন্তু তুমি রাক্ষসদিগের বিনাশের জন্যই সেই সকল কথা মিথ্যা বলিয়া তাহা গ্রাহ্য কর নাই। ৫—১০। যেমন নীতিপথে অননুরক্ত সদুপদেশ-শূন্য রাজাকে পাইয়া সমৃদ্ধ, রাষ্ট্র এবং নগর সকল ধ্বংস পায়, সেইরূপ এই রত্নময়ী লঙ্কা নগরী অদ্য তোমাকে লাভ করিয়া তোমার অপরাধেই অচিরে বিনষ্ট হইবে। রাবণ! অদূরদর্শী স্বকার্য্যদ্বারা হন্যমান পাপীদিগের আসন্ন কাল উপস্থিত হইলে প্রাণিগণ আনন্দিত হয়; তুমিও পাপকর্ম্মরত, সুতরাং তোমা কর্তৃক নিগৃহীত লোক সকল আনন্দিত হইয়া তোমাকে এইরূপ বলিবে। রে রৌদ্র! তুমি ভাগ্যক্রমেই এই বিপদে পড়িয়াছ। রাক্ষস! তুমি ধন বা ঐশ্বর্য্যদ্বারা আমাকে প্রলোভিত করিতে পারিবে না; কারণ সূর্য্যপ্রভা যেমন সূর্য্য ভিন্ন থাকে না, সেইরূপ আমিও রাঘব হইতে কখন বিভিন্না হইব না। ১১—১৬। সেই লোকনাথের শোভন বাহু উপাধান করিয়া কি প্রকারে অন্য ব্যক্তির বাহু উপাধান করিব। আমি ব্রাহ্মণগণের ব্রহ্ম-বিদ্যার ন্যায় সেই ব্রত-স্নাত বিদিতাত্মতত্ত্ব নরপতিরই উপভোগ্যা ভার্য্যা। রাবণ! আমি নিতান্ত কাতরা হইয়াছি, সুতরাং বনবাস-সমুৎসুকা করিণীসহ গজরাজের ন্যায়, আমাকে রামের সহিত মিলিত কর, তাহাতেই তোমার মঙ্গল হইবে। যদি তোমার লঙ্কানগরী রক্ষা করিবার ইচ্ছা থাকে এবং নিজের মৃত্যুতে ইচ্ছা না থাকে, তবে সেই পুরুষপ্রধান রামের সহিত মিত্রতা করা তোমার কর্ত্তব্য; তিনি সকল ধর্ম্মের ধর্ম্মজ্ঞ এবং শরণাগত-বৎসল বলিয়া প্রসিদ্ধ; তুমি যদি বাঁচিতে বাঞ্ছা কর, তবে তাঁহার সহিত তোমার মিত্রতা করা উচিত। ১৬—২০। পরে সংযতচিত্তে আমাকে তাঁহার নিকটে প্রত্যর্পণ করিয়া সেই শরণাগত-বৎসল রামকে প্রসন্ন কর;

এবং হি তে ভবেৎ স্বস্তি সম্প্রদায় রঘূত্তমে।
অন্যথা ত্বং হি কুর্ব্বাণঃ পরাং প্রাপ্স্যসি চাপদম্॥ ২২
বর্জ্জয়েদ্বজ্রমুৎসৃষ্টং বর্জ্জয়েদন্তকশ্চিরম্
ত্বদ্বিধং ন তু সংক্রুদ্ধো লোকনাথঃ স রাঘবঃ॥ ২৩
রামস্য ধনুষঃ শব্দং শ্রোষ্যসি ত্বং মহাস্বনম্।
শতক্রতুবিসৃষ্টস্য নির্ঘোষমশনেরিব॥ ২৪
ইহ শীঘ্রং সুপর্ব্বাণো জ্বলিতাস্যা ইবোরগাঃ
ইষবো নিপতিষ্যন্তি রামলক্ষ্মণলক্ষিতাঃ॥ ২৫
রক্ষাংসি নিঘ্নন্তো পুর্য্যামস্যাং ন সংশয়ঃ।
অসম্পাতং করিষ্যন্তি পতন্তঃ কঙ্কবাসসঃ॥ ২৬
রাক্ষসেন্দ্রমহাসর্পান্ স রামগরুড়ো মহান্।
উদ্ধরিষ্যতি বেগেন বৈনতেয় ইবোরগান্॥ ২৭
অপনেষ্যতি মাং ভর্ত্তা ত্বত্তঃ শীঘ্রমরিন্দমঃ।
অসুরেভ্যঃ শ্রিয়ং দীপ্তাং বিষ্ণুস্ত্রিভিরিব ক্রমৈঃ॥ ২৮
জনস্থানে হতস্থানে নিহতে রক্ষসাং বলে।
অশক্তেন ত্বয়া রক্ষঃ কৃতমেতদসাধু বৈ॥ ২৯
আশ্রমং তত্তয়োঃ শূন্যং প্রবিশ্য নরসিংহয়োঃ।
গোচরং গতয়োর্ভ্রাত্রোরপনীতা ত্বয়াধম॥ ৩০
ন হি গন্ধমুপাঘ্রায় রামলক্ষ্মণয়োস্ত্বয়া।
শক্যং সন্দর্শনে স্থাতুং শুনা শার্দ্দূলয়োরিব॥ ৩১
তস্য তে বিগ্রহে তাভ্যাং যুগগ্রহণমস্থিরম্।
বৃত্রস্যেবেন্দ্রবাহুভ্যাং বাহোরেকস্য বিগ্রহে॥ ৩২
ক্ষিপ্রং তব স নাথো মে রামঃ সৌমিত্রিণা সহ।
তোয়মল্পমিবাদিত্যঃ প্রাণানাদাস্যতে শরৈঃ॥ ৩৩
গিরিং কুবেরস্য গতস্ত্বমালয়ং
সভাং গতো বা বরুণস্য রাজ্ঞঃ।
অসংশয়ং দাশরথের্ন মোক্ষ্যসে
মহাদ্রুমঃ কালহতোঽশনেরিব॥ ৩৪
ইতি সুন্দরকাণ্ডে একবিংশঃ সর্গঃ॥ ২১॥

এইরূপে আমাকে সমর্পণ করিয়া রঘুবীরের প্রসন্নতা সম্পাদন করিলে তোমার মঙ্গল হইবে। রাক্ষস! যদি তুমি ইহা না কর তবে ঘোরতর আপদ্ প্রাপ্ত হইবে, কেননা উৎসৃষ্ট বজ্র তোমাকে ত্যাগ করিতে পারে, যমও বহুকাল উপেক্ষা করিতে পারে, কিন্তু সেই লোকনাথ রাঘব ক্রুদ্ধ হইয়া কখন তোমার ন্যায় ব্যক্তির জীবন রক্ষা করিবেন না। তুমি অবিলম্বেই ইন্দ্রবিসৃষ্ট বজ্র-নির্ঘোষের ন্যায় রামের চাপসম্ভূত সুমহৎ প্রতিশব্দ শুনিতে পাইবে। পরন্তু রাম এবং লক্ষ্মণের নামাঙ্কিত শোভনপর্ব্বসমন্বিত শরসমূহ জ্বলিতাস্য সর্পের ন্যায় লঙ্কানগরীতে শীঘ্রই নিপতিত হইবে। ২১—২৫। ঐ শরসমূহ নিপতিত হইয়া রাক্ষসবংশ ধ্বংস করতঃ নিশ্চয়ই এই নগরী রাক্ষসহীনা করিবে। বিনতানন্দন গরুড় যেমন মহাবেগে সর্পদিগকে উদ্ধৃত করে, তদ্রূপ এখনকার রামরূপ গরুড় রাক্ষসরূপ সর্পদিগকে বধ করিবেন। বিষ্ণু যেমন ত্রিবিক্রমদ্বারা অসুরদিগের নিকট হইতে প্রদীপ্তা শ্রীকে পুনরায় আহরণ করিয়াছিলেন, তদ্রূপ সেই অরিন্দম আমার পতি তোমার নিকট হইতে অচিরেই আমাকে লইয়া যাইবেন। রে রক্ষঃ! সেই হতাস্পদ জনস্থানে রাক্ষসসৈন্য ধ্বংস হইলে তুমি নিজে অসমর্থ বলিয়াই এই অসাধু আচরণ করিয়াছ। অধম! তৎকালে সেই নরসিংহ ভ্রাতৃদ্বয় মায়ামৃগের বিষয় জানিতে অভিলাষী হইয়া তাহার অনুসরণ করিলে তুমি শূন্যাশ্রমে প্রবেশ করিয়া আমাকে হরণ করিয়াছ। ২৬—৩০। কুক্কুর যেমন ব্যাঘ্রের আঘ্রাণ পাইয়া সম্মুখে তিষ্ঠিতে পারে না, সেইরূপ তুমিও রাম ও লক্ষ্মণকে দেখিয়া তাঁহাদের সম্মুখে থাকিতে পারিবে না। দেবরাজের বজ্র-নিক্ষেপে বৃত্রাসুরের এক বাহু ছিন্ন হইয়া যায়, তথাপি উভয়ের যুদ্ধ উপস্থিত হইলে, ইন্দ্রের বাহুদ্বয় এবং বৃত্রাসুরের এক বাহু হইলেও বৃত্রাসুর যেমন বহুকাল পরে নিগৃহীত হইয়াছিল, সেইরূপ তুমিও হীনবল, অতএব যখন তাঁহাদিগের সহিত তোমার যুদ্ধ আরম্ভ হইবে, তখন তোমার সহায়তাকারীরা স্থির থাকিতে পারিবে না; সুতরাং নিশ্চয়ই তুমি নির্জ্জিত হইবে। আমার প্রাণনাথ রাম, লক্ষ্মণকে সহায় করিয়া, সূর্য্য যেমন অল্পমাত্র বারি শোষণ করেন, সেইরূপ শরজালদ্বারা অচিরেই তোমার জীবন হরণ করিবেন। তুমি কুবেরালয় কৈলাস পর্ব্বতে অথবা বরুণরাজের সভাতে যাইলেও কালাহত মহান্ বৃক্ষ যেমন বজ্রপাত হইতে রক্ষা পায় না, তদ্রূপ তুমিও দাশরথির আক্রমণ হইতে কোনক্রমেই রক্ষা পাইবে না। ৩১—৩৪।

দ্বাবিংশ সর্গঃ।

সা সীতা বচনং শ্রুত্বা পরুষং রাক্ষসেশ্বরঃ।
প্রত্যুবাচ ততঃ সীতাং বিপ্রিয়ং প্রিয়দর্শনাম্॥ ১

দ্বাবিংশ সর্গ।

অনন্তর রাক্ষসরাজ সীতার পরুষ বচন শুনিয়া প্রিয়দর্শনা সীতাকে অপ্রিয় বাক্যে বলিলেন,—বিশাল-

যথা যথা সান্ত্বয়িতা বশ্যঃ স্ত্রীণাং তথা তথা।
যথা যথা প্রিয়ং বক্তা পরিভূতস্তথা তথা ॥ ২
সন্নিযচ্ছতি মে ক্রোধং ত্বয়ি কামঃ সমুত্থিতঃ।
দ্রবতোঽমার্গমাসাদ্য হয়ানিব সুসারথিঃ ॥ ৩
বামঃ কামো মনুষ্যাণাং যস্মিন্ কিল নিবধ্যতে।
জনে তস্মিংস্ত্বনুক্রোশঃ স্নেহশ্চ কিল জায়তে ॥ ৪
এতস্মাৎ কারণান্ন ত্বাং ঘাতয়ামি বরাননে।
বধার্হামবমানার্হাং মিথ্যাপ্রব্রজনে রতাম্ ॥ ৫
পরুষাণি হি বাক্যানি যানি যানি ব্রবীষি মাম্।
তেষু তেষু বধো যুক্তস্তব মৈথিলি দারুণঃ ॥ ৬
এবমুক্ত্বা তু বৈদেহীং রাবণো রাক্ষসাধিপঃ।
ক্রোধসংরম্ভসংযুক্তঃ সীতামুত্তরমব্রবীৎ ॥ ৭
দ্বৌ মাসৌ রক্ষিতব্যৌ মে যোঽবধিস্তে ময়া কৃতঃ।
ততঃ শয়নমারোহ মম ত্বং বরবর্ণিনি ॥ ৮
দ্বাভ্যামূর্দ্ধন্তু মাসাভ্যাং ভর্ত্তারং মামনিচ্ছতীম্
মম ত্বাং প্রাতরাশার্থে সূদাশ্ছেৎস্যন্তি খণ্ডশঃ ॥ ৯
তাং তর্জ্জ্যমানাং সংপ্রেক্ষ্য রাক্ষসেন্দ্রেণ জানকীম্।
দেবগন্ধর্ব্বকন্যাস্তা বিষেদুর্বিপুলেক্ষণাঃ ॥ ১০
ওষ্ঠপ্রকারৈরপরা নেত্রৈর্বক্ত্রৈস্তথাপরাঃ।
সীতামাশ্বাসয়ামাসুস্তর্জ্জিতাং তেন রক্ষসা ॥ ১১
তাভিরাশ্বাসিতা সীতা রাবণং রাক্ষসাধিপম্।
উবাচাত্মহিতং বাক্যং বৃত্তশৌণ্ডীর্য্যগর্ব্বিতম্ ॥ ১২
নূনং ন তে জনঃ কশ্চিদস্তি নিঃশ্রেয়সি স্থিতঃ।
নিবারয়তি যো ন ত্বাং কর্ম্মণোঽস্মাদ্বিগর্হিতাৎ ॥ ১৩
মাং হি ধর্ম্মাত্মনঃ পত্নীং শচীমিব শচীপতেঃ।
ত্বদন্যস্ত্রিষু লোকেষু প্রার্থয়েন্মনসাপি কঃ ॥ ১৪
রাক্ষসাধম রামস্য ভার্য্যামমিততেজসঃ।
উক্তবানসি যৎ পাপং ক্ব গতস্তস্য মোক্ষ্যসে ॥ ১৫
যথা দৃপ্তশ্চ মাতঙ্গঃ শশশ্চ সহিতৌ বনে।
তথা দ্বিরদবদ্রামস্ত্বং নীচ শশবৎ স্মৃতঃ ॥ ১৬
স ত্বমিক্ষ্বাকুনাথং বৈ ক্ষিপন্নিহ ন লজ্জসে।
চক্ষুষো বিষয়ং তস্য ন যাবদুপগচ্ছসি ॥ ১৭
ইমে তে নয়নে ক্রূরে বিরূপে কৃষ্ণপিঙ্গলে।
ক্ষিতৌ ন পতিতে কস্মান্মামনার্য্য নিরীক্ষতঃ ॥ ১৮

লোচনে। সংসারে স্ত্রীদিগের সান্ত্বয়িতা পুরুষ যেমন সান্ত্বনা করে তদনুসারে সেই পুরুষ তাহার মনোমত হয়, কিন্তু আমাতে তাহার বিপরীত দেখা যাইতেছে, কারণ আমি যে সকল প্রিয়বাক্য বলিলাম, তাহার উত্তরে তুমি আমাকে ততই ভর্ৎসনা করিলে। উত্তম সারথি যেমন বিপথ গমনপূর্ব্বক প্রস্থিত অশ্বকে সংযত করিয়া রাখে, তদনুসারে তোমার প্রতি আমার যে কামনা হইয়াছে, সেই অভিলাষই আমার ক্রোধ-বেগ সম্বরণ করিতেছে। মনুষ্যদিগের কুরপ্রকৃতি বাসনা যাহার প্রতি নিবদ্ধ হয়, সেই ব্যক্তি ক্রোধের পাত্র হইলেও তাহার দয়া এবং স্নেহ জন্মিয়া থাকে। বরাননে! তুমি বধ ও অবমানের উপযুক্তা হইলেও এই কারণেই আমি তোমাকে বধ করিলাম না। ১—৫। মৈথিলি! তুমি নিষ্প্রয়োজন ভোগসুখে বিরতা হইয়া আমাকে যে সকল পরুষবাক্য বলিয়াছ, তাহার প্রতিকথাই তোমার নিদারুণ বধের হেতু হওয়া উচিত।” রাক্ষসরাজ রাবণ বৈদেহীকে এই রূপ বলিয়া ক্রোধভরে পুনরায় বলিতে লাগিলেন, “বরবর্ণিনি! আমি তোমার সহিত যে সময় নির্দ্ধারিত করিয়াছিলাম, তাহার দশ মাস অতীত হইতে চলিল, আর অবশিষ্ট দুই মাস প্রতিপালন করিব, পরে আমার শয্যার উপর তোমাকে আরোহণ করিতে হইবে। যদি দুই মাস অতীত হইলেও তুমি ভর্ত্তা বলিয়া আমাকে গ্রহণ করিতে অনিচ্ছা প্রকাশ কর, তবে আমার প্রাতঃকালীন ভোজনের জন্য সূদগণ তোমাকে খণ্ড খণ্ড করিয়া ছেদন করিবে।” রাবণের সহচারিণী বিশাললোচনা দেবকন্যা এবং গন্ধর্ব্ব কন্যাগণ, রাক্ষসেন্দ্র কর্ত্তৃক তিরস্কৃতা জানকীকে দেখিয়া বিষাদিতা হইতে লাগিল। ৬—১০। এবং রাক্ষস-রাজপীড়িতা সীতাকে কেহ ওষ্ঠচালন দ্বারা, কেহ বা কটাক্ষ করিয়া, কেহ বা মুখভঙ্গী-সহকারে আশ্বস্ত করিল। পরে সীতা সেই স্ত্রীগণকর্ত্তৃক আশ্বস্তা হইয়া রাক্ষসরাজ রাবণকে তাহার কল্যাণকর, সদাচার ও পতির বীর্য্যহেতু গর্ব্বিত বাক্য সকল বলিতে লাগিলেন, “রে রাক্ষস! বোধ হয় তোমার অভ্যুদয়-সম্পাদনাকাঙ্ক্ষী কোন ব্যক্তি লঙ্কা নগরে বিদ্যমান নাই; কেননা এই অহিত কার্য্য হইতে তোমাকে কেহ প্রত্যাবর্ত্তন করিতেছে না। আমি ইন্দ্রের শচীর ন্যায় সেই ধার্ম্মিক রামের পত্নী; সুতরাং কথায় বলা দূরে থাকুক, তুমি ভিন্ন ভুবনমধ্যে কেহ আমাকে মনেও কামনা করিতে পারে না। রে রাক্ষসাধম! আমি সেই মহাতেজস্বী রামের পত্নী, যখন তুমি আমাকে পাপ কথা বলিয়াছ, তখন কোথাও যাইয়া মুক্তি লাভ করিতে পারিবে না। ১১—১৫। রে নীচ! বলদৃপ্ত হস্তী এবং শশক, উভয়ে দৈবক্রমে বনে যুদ্ধাভিলাষী হইলে তাহাদের যেরূপ বৈষম্য দেখা যায়, তদ্রূপ তুমি রাক্ষসের সহিত যুদ্ধার্থী হইলে, রাম হস্তিতুল্য এবং তুমি শশকের ন্যায় লক্ষিত হইবে। রে অনার্য্য! তুমি পাপমনে

তস্য ধর্ম্মাত্মনঃ পত্নীং স্নুষাং দশরথস্য চ ।
কথং ব্যাহরতো মাং তে ন জিহ্বা পাপ শীর্য্যতি ॥ ১৯
অসন্দেশাত্তু রামস্য তপসশ্চানুপালনাৎ ।
ন ত্বাং কুর্ম্মি দশগ্রীব ভস্ম ভস্মার্হতেজসা ॥ ২০
নাপহর্ত্তুমহং শক্যা ত্বয়া রামস্য ধীমতঃ ।
বিধিস্তব বধার্থায় বিহিতো নাত্র সংশয়ঃ ॥ ২১
শূরেণ ধনদভ্রাত্রা বলৈঃ সমুদিতেন চ ।
অপোহ্য রামং কস্মাচ্চিদ্দারচৌর্য্যং ত্বয়া কৃতম্ ॥ ২২
সীতায়া বচনং শ্রুত্বা রাবণো রাক্ষসাধিপঃ ।
বিবৃত্য নয়নে ক্রূরে জানকীমন্ববৈক্ষত ॥ ২৩
নীলজীমূতসঙ্কাশো মহাভুজশিরোধরঃ ।
সিংহসত্ত্বগতিঃ শ্রীমান্ দীপ্তজিহ্বাগ্রলোচনঃ ॥ ২৪
চলাগ্রমুকুটঃ প্রাংশুশ্চিত্রমাল্যানুলেপনঃ ।
রক্তমাল্যাম্বরধরস্তপ্তাঙ্গদবিভূষণঃ ॥ ২৫
শ্রোণিসূত্রেণ মহতা মেচকেন সুসংবৃতঃ ।
অমৃতোৎপাদনে নদ্ধো ভুজঙ্গেনেব মন্দরঃ ॥ ২৬
তাভ্যাং স পরিপূর্ণাভ্যাং ভুজাভ্যাং রাক্ষসেশ্বরঃ ।
শুশুভেঽচলসঙ্কাশঃ শৃঙ্গাভ্যামিব মন্দরঃ ॥ ২৭
তরুণাদিত্যবর্ণাভ্যাং কুণ্ডলাভ্যাং বিভূষিতঃ ।
রক্তপল্লবপুষ্পাভ্যামশোকাভ্যামিবাচলঃ ॥ ২৮
স কল্পবৃক্ষপ্রতিমো বসন্ত ইব মূর্ত্তিমান্ ।
শ্মশানচৈত্যপ্রতিমো ভূষিতোঽপি ভয়ঙ্করঃ ॥ ২৯
অবেক্ষমাণো বৈদেহীং কোপসংরক্তলোচনঃ ।
উবাচ রাবণঃ সীতাং ভুজঙ্গ ইব নিশ্বসন্ ॥ ৩০
অনয়েনাভিসম্পন্নমর্থহীনমনুব্রতে ।
নাশয়াম্যহমদ্য ত্বাং সূর্য্যঃ সন্ধ্যামিবৌজসা ॥ ৩১
ইত্যুক্ত্বা মৈথিলীং রাজা রাবণঃ শত্রুরাবণঃ ।
সন্দিদেশ ততঃ সর্ব্বা রাক্ষসীর্ঘোরদর্শনাঃ ॥ ৩২
একাক্ষীমেককর্ণাঞ্চ কর্ণপ্রাবরণাং তথা ।
গোকর্ণীং হস্তিকর্ণীঞ্চ লম্বকর্ণীমকর্ণিকাম্ ॥ ৩৩
হস্তিপাদ্যশ্বপাদ্যৌ চ গোপাদীং পাদচূলিকাম্ ।
একাক্ষীমেকপাদীঞ্চ পৃথুপাদীমপাদিকাম্ ॥ ৩৪

ক্রূরদৃষ্টি পিঙ্গলবর্ণ বিকৃত নয়নদ্বারা আমাকে দেখিতেছ; সুতরাং তোমার নয়নযুগল কেন ভূতলে পতিত হইতেছে না? রে পাপ। আমি সেই ধর্ম্মাত্মা রামের পত্নী এবং রাজা দশরথের বধূ; তথাপি তুমি আমাকে এরূপ কটূক্তি করিতেছ, সুতরাং কি জন্য তোমার জিহ্বা বিশীর্ণ হইতেছে না? রে দশগ্রীব! আমি আমার দহনক্ষম সতীত্বতেজোদ্বারা তোমাকে ভস্মসাৎ করিতে পারিতাম। কিন্তু রামের আদেশ না থাকায় এবং তপস্যার হানি হইবে মনে করিয়া তোমাকে ভস্মসাৎ করিলাম না। ১৬—২০। সেই ধীমান্ রামের পত্নী, সুতরাং কোনমতেই তুমি আমাকে হরণ করিতে পারিতে না, কেবল বিধাতাই তোমার সংহারের জন্য এই বিধান স্থির করিয়া থাকিবেন, সন্দেহ নাই। তুমি শূর কুবেরের ভ্রাতা ও বলবান্ হইয়া রামকে আশ্রম হইতে স্থানান্তরিত করত কেন তাঁহার ভার্য্যা হরণ করিলে? শ্রীমান্ রাক্ষসরাজ রাবণ সীতার পরুষ বচনপরম্পরা শ্রবণপূর্ব্বক লোচনদ্বয় ঘূর্ণিত করিয়া জানকীর প্রতি ক্রূরভাবে দৃষ্টিপাত করিলেন। তাঁহার বর্ণ নীল মেঘের ন্যায়, বাহু ও গ্রীবা প্রশস্ত, গতি ও বিক্রম সিংহতুল্য; জিহ্বা রক্তবর্ণ; লোচন প্রখর, দেহ অতি দীর্ঘ; অঙ্গসকল বিচিত্র মাল্য ও অনুলেপনদ্বারা ভূষিত; হস্তে উৎকৃষ্ট সুবর্ণগঠিত অঙ্গদ, কণ্ঠে রক্তবর্ণ মাল্য; পরিধান রক্তবস্ত্র, মুকুটাগ্র অস্থির চঞ্চল। তৎকালে ইন্দ্রনীল-মণি-গ্রথিত নীলবর্ণ বৃহৎ মেখলা নিতম্বদেশে জড়িত থাকায়, তিনি সমুদ্রমন্থনকালীন বাসুকিসংবদ্ধ মন্দরের ন্যায় দেখাইতেছিলেন। অধিচ, সেই অচলপ্রতিম রাক্ষসরাজ, আজানুলম্বিত বাহুযুগলদ্বারা, শৃঙ্গদ্বয়শোভিত মন্দরের ন্যায়, দেখাইতে লাগিলেন। তিনি তরুণাদিত্যতুল্য কুণ্ডলযুগলে বিভূষিত ছিলেন, অতএব তৎকালে রক্তপল্লব ও রক্তবর্ণকুসুম অশোকতরুসমাকুল পর্ব্বতের ন্যায়, শোভা পাইলেন। কল্পতরুর ন্যায় রাবণ বিবিধ ভূষণে ভূষিত হইয়া, সাক্ষাৎ বসন্তের ন্যায়, শোভা পাইলেন, কিন্তু রাবণ সুসজ্জিত হইলেও তৎকালে শ্মশানস্থ চৈত্যবৃক্ষ-তুল্য ভয়ানকরূপে দৃশ্যমান হইলেন। রাবণ ক্রোধপূর্ণ লোচনে বৈদেহীকে দেখিয়া সর্পের ন্যায় নিশ্বাস ছাড়িয়া তাঁহাকে বলিলেন। ২১—৩০। "রামানুরাগিণি! তুমি যখন নীতিবিগর্হিত, নিষ্প্রয়োজনব্রতাবলম্বী রামকেই কামনা করিতেছ, তখন সূর্য্য উদিত হইয়া যেমন তাহার তেজোদ্বারা প্রভাতকালীন অন্ধকার নষ্ট করেন, তদ্রূপ অদ্যই তোমাকে বধ করিব।" শত্রুতাপন রাবণ মৈথিলীকে এই কথা বলিয়া বিকটদর্শনা রাক্ষসীদিগের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন। তাহাদের মধ্যে কাহারও এক নয়ন, কাহারও এক কর্ণ, কাহারও কর্ণ বিশাল, কাহারও কর্ণ গো-কর্ণসদৃশ, কাহারও কর্ণ হস্তপরিমিত কাহারও কর্ণ লম্বিত; কেহ কর্ণবিহীন, কেহ হস্তিপাদ, কেহ অশ্বপাদ; কাহারও পদ গোসদৃশ, কাহারও পদে চূড়ার ন্যায় কেশগুচ্ছ; কেহ বা একপাদ, কেহ বা

অতিমাত্রশিরোগ্রীবামতিমাত্রকুচোদরীম্।
অতিমাত্রাস্যনেত্রাঞ্চ দীর্ঘজিহ্বানখামপি।
অনাসিকাং সিংহমুখীং গোমুখীং শূকরীমুখীম্॥ ৩৫
যথা মদ্বশগা সীতা ক্ষিপ্রং ভবতি জানকী।
তথা কুরুত রাক্ষস্যঃ সর্ব্বাঃ ক্ষিপ্রং সমেত্য বা॥ ৩৬
প্রতিলোমানুলোমৈশ্চ সামদান বিভেদনৈঃ।
আবর্জ্জয়ত বৈদেহীং দণ্ডস্যোদ্যমনেন চ॥ ৩৭
ইতি প্রতিসমাদিশ্য রাক্ষসেন্দ্রঃ পুনঃপুনঃ।
কামমন্যুপরীতাত্মা জানকীং প্রতিগর্জ্জিতঃ॥ ৩৮
উপগম্য ততঃ ক্ষিপ্রং রাক্ষসী ধান্যমালিনী।
পরিষ্বজ্য দশগ্রীবমিদং বচনমব্রবীৎ॥ ৩৯
ময়া ক্রীড় মহারাজ সীতয়া কিং তবানয়া।
বিবর্ণয়া কৃপণয়া মানুষ্যা রাক্ষসেশ্বর॥ ৪০
নূনমস্যা মহারাজ ন দেবা ভোগসত্তমান্।
বিদধত্যমরশ্রেষ্ঠাস্তব বাহুবলার্জ্জিতান্॥ ৪১
অকামাং কাময়ানস্য শরীরমুপতপ্যতে।
ইচ্ছন্তীং কাময়ানস্য প্রীতির্ভবতি শোভনা॥ ৪২
এবমুক্তস্তু রাক্ষস্যা সমুৎক্ষিপ্তস্ততো বলী।
প্রহসন্ মেঘসঙ্কাশো রাক্ষসঃ স ন্যবর্ত্তত॥ ৪৩
প্রস্থিতঃ স দশগ্রীবঃ কম্পয়ন্নিব মেদিনীম্।
জ্বলদ্ভাস্করসঙ্কাশং প্রবিবেশ নিবেশনম্॥ ৪৪
দেবগন্ধর্ব্বকন্যাশ্চ নাগকন্যাশ্চ তাস্ততঃ।
পরিবার্য্য দশগ্রীবং প্রবিশুস্তং গৃহোত্তমম্॥ ৪৫

> স মৈথিলীং ধর্ম্মপরামবস্থিতাং
> প্রবেপমানাং পরিভর্ৎস্য রাবণঃ।
> বিহায় সীতাং মদনেন মোহিতঃ
> স্বমেব বেশ্ম প্রবিবেশ রাবণঃ॥ ৪৬

ইতি সুন্দরকাণ্ডে দ্বাবিংশঃ সর্গঃ॥ ২২॥

ত্রয়োবিংশঃ সর্গঃ।

ইত্যুক্ত্বা মৈথিলীং রাজা রাবণঃ শত্রুরাবণঃ।
সন্দিশ্য চ ততঃ সর্ব্বা রাক্ষসীর্নির্জগাম হ॥ ১
নিষ্ক্রান্তে রাক্ষসেন্দ্রে তু পুনরন্তঃপুরং গতে।
রাক্ষস্যো ভীমরূপাস্তাঃ সীতাং সমভিদুদ্রুবুঃ॥ ২
ততঃ সীতামুপাগম্য রাক্ষস্যঃ ক্রোধমূর্চ্ছিতাঃ।
পরং পরুষয়া বাচা বৈদেহীমিদমব্রুবন্॥ ৩
পৌলস্ত্যস্য বরিষ্ঠস্য রাবণস্য মহাত্মনঃ।
দশগ্রীবস্য ভার্য্যা ত্বং সীতে ন বহু মন্যসে॥ ৪

স্থূলপাদ; কেহ বা পদশূন্য, কাহারও মস্তক এবং গ্রীবাদেশ নিতান্ত প্রশস্ত, কাহারও স্তন এবং উদর অতিশয় বিস্তৃত, কাহারও নেত্র ও বদন অধিকতর প্রশস্ত; কাহারও জিহ্বা ও নখ সকল বিশাল, কাহারও মুখ গো-মুখসদৃশ, কাহারও মুখ শূকরের ন্যায়; কাহারও মুখ সিংহমুখ তুল্য; কেহ বা নাসাহীন। রাবণ তাহাদিগকে বলিলেন, "রাক্ষসিগণ! যাহাতে জনক-নন্দিনী সীতা অচিরেই আমার বশীভূতা হন, তোমরা সকলে মিলিয়া তাহা সম্পাদন কর। প্রতিকূল ও অনুকূল ব্যবহার, সান্ত্বনা, দান, ভেদ ও দণ্ডদ্বারা বৈদেহীকে আমার অনুগতা কর।" রাক্ষসরাজ রাবণ তাহাদিগকে বারংবার এইরূপ আদেশ দিয়া কাম ও ক্রোধের বশীভূত হইয়া জানকীর প্রতিগর্জ্জন করিতে লাগিলেন। পরে ধান্যমালিনী রাক্ষসী সত্বর তাঁহার নিকটে যাইয়া দশাননকে আলিঙ্গনপূর্ব্বক বলিতে লাগিলেন; মহারাজ রাক্ষসপতে! আমার সহিত ক্রীড়া করুন। এই সীতা মানুষী ও বিবর্ণা, অথচ দীনা; সুতরাং ইহাকে লইয়া আপনার কি হইবে? মহারাজ! বোধ হয়, ইন্দ্রাদি দেবগণ আপনার ভুজবলে উপার্জ্জিত দিব্য উপভোগ সকল ইহার বিধান করেন নাই। যে, অকামাকে ভজনা করে, তাহার শরীর সন্তাপিত হয়, আর যে সকামাকে ইচ্ছা করে, তাহার সুশোভনা প্রীতিলাভ হইয়া থাকে।" সেই মেঘ-সঙ্কাশ বলবান্ রাক্ষস, রাক্ষসীকর্তৃক এইরূপ সম্ভাষিত এবং দূরে অপসারিত হইয়া স্বাপ্রহার মনে করিয়া উপহাসপূর্ব্বক প্রত্যাবৃত্ত হইলেন। দশানন প্রস্থানকালে ধরা কম্পিত করত দীপ্যমান সূর্য্যতুল্য আলয়ের অভিমুখে প্রস্থানোদ্যত হইলেন এবং গন্ধর্ব্ব ও নাগ-কন্যাগণ তাঁহাকে বেষ্টন করিয়া তাঁহার অনুগামিনী হইল। পরে রাবণ কামমোহিত হইয়া কম্পিত-কলেবরা, ধর্ম্মপরায়ণা মৈথিলীকে ভর্ৎসনাপূর্ব্বক প্রত্যাবৃত্ত হইয়া নিজ ভবনে প্রবেশ করিলেন।৩১-৪৬।

ত্রয়োবিংশ সর্গ।

অনন্তর শত্রুবিদ্রাবণ রাক্ষসপতি রাবণ, মৈথিলীকে ঐরূপ বলিয়া পরে রাক্ষসীদিগের প্রতি ঐরূপ আদেশ করত তথা হইতে প্রস্থান করিলেন। রাক্ষসরাজ নিষ্ক্রান্ত হইয়া অন্তঃপুরমধ্যে প্রবেশ করিলে, সেই ভীমরূপা রাক্ষসীগণ সীতার প্রতি ধাবিত হইল। পরে তাহারা তাঁহার নিকটে উপস্থিতা এবং ক্রোধে আকুলা হইয়া নিতান্ত কর্কশবাক্যে সীতাকে এইরূপ বলিতে লাগিল, "সীতে! পৌলস্ত্যবংশীয় শ্রেষ্ঠতম

ততস্ত্বেকজটা নাম রাক্ষসী বাক্যমব্রবীৎ ।
আমন্ত্র্য ক্রোধতাম্রাক্ষী সীতাং করতলোদরীম্ ॥ ৫
প্রজাপতীনাং ষণ্ণাস্তু চতুর্থো যঃ প্রজাপতিঃ ।
মানসো ব্রহ্মণঃ পুত্রঃ পুলস্ত্য ইতি বিশ্রুতঃ ॥ ৬
পুলস্ত্যস্য তু তেজস্বী মহর্ষির্মানসঃ সুতঃ ।
নাম্না স বিশ্রবা নাম প্রজাপতিসমপ্রভঃ ॥ ৭
তস্য পুত্রো বিশালাক্ষি রাবণঃ শত্রুরাবণঃ ।
তস্য ত্বং রাক্ষসেন্দ্রস্য ভার্য্যা ভবিতুমর্হসি ।
ময়োক্তং চারুসর্বাঙ্গি বাক্যং কিং নানুমন্যসে ॥ ৮
ততো হরিজটা নাম রাক্ষসী বাক্যমব্রবীৎ ।
বিবৃত্য নয়নে কোপাৎ মার্জ্জারসদৃশেক্ষণা ॥ ৯
যেন দেবাস্ত্রয়স্ত্রিংশদ্দেবরাজশ্চ নির্জ্জিতঃ ।
তস্য ত্বং রাক্ষসেন্দ্রস্য ভার্য্যা ভবিতুমর্হসি ॥ ১০
বীর্য্যোৎসিক্তস্য শূরস্য সংগ্রামেষ্বনিবর্ত্তিনঃ ।
বলিনো বীর্য্যযুক্তস্য ভার্য্যাত্বং কিং ন লিপ্সসে ॥ ১১
প্রিয়াং বহুমতাং ভার্য্যাং ত্যক্ত্বা রাজা মহাবলঃ
সর্ব্বাসাঞ্চ মহাভাগাং ত্বামুপৈষ্যতি রাবণঃ ॥ ১২
সমৃদ্ধং স্ত্রীসহস্রেণ নানারত্নোপশোভিতম্ ।
অন্তঃপুরং তদুৎসৃজ্য ত্বামুপৈষ্যতি রাবণঃ ॥ ১৩
অন্যা তু বিকটা নাম রাক্ষসী বাক্যমব্রবীৎ ।
অসকৃদ্ভীমবীর্য্যেণ নাগগন্ধর্ব্বদানবাঃ ।
নির্জ্জিতাঃ সমরে যেন স তে পার্শ্বমুপাগতঃ ॥ ১৪
তস্য সর্ব্বসমৃদ্ধস্য রাবণস্য মহাত্মনঃ ।
কিমর্থং রাক্ষসেন্দ্রস্য ভার্য্যাত্বং নেচ্ছসেঽধমে ॥ ১৫
ততস্তাং দুর্ম্মুখী নাম রাক্ষসী বাক্যমব্রবীৎ ।
যস্য সূর্য্যো ন তপতি ভীতো যস্য স মারুতঃ ।
ন বাতি স্মায়তাপাঙ্গি কিং ত্বং তস্য ন তিষ্ঠসে ॥ ১৬
পুষ্পবৃষ্টিঞ্চ তরবো মুমুচুর্যস্য বৈ ভয়াৎ ।
শৈলাশ্চ সুভ্রূ পানীয়ং জলদাশ্চ যদেচ্ছতি ॥ ১৭
তস্য নৈঋতরাজস্য রাজরাজস্য ভামিনি ।
কিং ত্বং ন কুরুষে বুদ্ধিং ভার্য্যার্থে রাবণস্য হি ॥ ১৮
সাধু তে তত্ত্বতো দেবি কথিতং সাধু ভামিনি ।
গৃহাণ সুস্মিতে বাক্যমন্যথা ন ভবিষ্যসি ॥ ১৯
ইতি সুন্দরকাণ্ডে ত্রয়োবিংশঃ সর্গঃ ॥ ২৩ ॥

মহাত্মা দশগ্রীব রাবণের ভার্য্যা হওয়া কি তুমি শ্রেষ্ঠতম বলিয়া মনে করিতেছ না।" একজটা রাক্ষসী ক্রোধ-রক্তাক্ষী হইয়া কৃশোদরী জানকীকে সম্বোধনপূর্ব্বক বলিতে লাগিল। ১—৫। "মরীচি অত্রি, অঙ্গিরা, পুলস্ত্য, পুলহ ও ক্রতু, এই প্রজাপতিগণের মধ্যে চতুর্থ প্রজাপতি পুলস্ত্য নামে প্রসিদ্ধ; প্রজাপতির ন্যায় দ্যুতিমান্ তেজস্বী মহর্ষি বিশ্রবা তাঁহারই মানস-পুত্র। বিশালাক্ষি! শত্রুবিদ্রাবন রাবণ তাঁহারই তনয়; সুতরাং সেই রাক্ষসরাজের ভার্য্যা হওয়া তোমার উচিত। শোভনাঙ্গি। আমি যাহা বলিলাম, তাহা কি তুমি অনুমোদন করিতেছ না?" পরে মার্জ্জারলোচনা হরিজটা রাক্ষসী ক্রোধে নেত্রদ্বয় ঘূর্ণিত করিয়া বলিল, "সীতে। যিনি দেবরাজ ও ত্রয়স্ত্রিংশৎ দেবতাকে পরাজয় করিয়াছেন, সেই রাক্ষস-রাজের ভার্য্যা হওয়া তোমার উচিত। যিনি যুদ্ধে অনিবর্ত্তী, বীর্য্যবলে দর্পিত, বলবান্ এবং শৌর্য্যশালী তুমি সেই রাবণের ভার্য্যা হইতে কামনা করিতেছ না কেন? যিনি সকল রমণীগণের মধ্যে নিতান্ত ভাগ্যবতী ও সর্ব্বাপেক্ষা মহারাজের প্রিয়তমা, মহাবল রাক্ষসপতি সেই প্রিয়তমা পত্নী মন্দোদরীকে পরিত্যাগ করিয়া তোমার নিকটে উপস্থিত থাকিবেন। ৬—১২। সেই সহস্র সহস্র স্ত্রীদ্বারা সমৃদ্ধিশালী নানাজাতীয় রত্নরাজি-সুশোভিত অন্তঃপুর পরিত্যাগ-পূর্ব্বক রাবণ তোমারই অনুগত হইবেন।" পরে বিকটা রাক্ষসী বলিতে লাগিল, "অধমে! যিনি ভীম বিক্রমদ্বারা যুদ্ধে বহু গন্ধর্ব্ব ও দানবদিগকে পরাজয় করিয়াছেন, সেই রাক্ষসপতি তোমার পার্শ্বদেশে উপস্থিত হইয়াছেন, তথাপি সর্ব্বসমৃদ্ধিশালী মহাত্মা রাক্ষসপতির স্ত্রী হইতে ইচ্ছা করিতেছ না কেন?" ১৩—১৫। তাহার পর দুর্ম্মুখী রাক্ষসী সীতাকে কহিতে লাগিল, "আয়তলোচনে! যাঁহার ভয়ে ভীত হইয়া সূর্য্য তাপ প্রদান করেন না, যাহার ভয়ে ভীত হইয়া বায়ু প্রবাহিত হন না, এরূপ মহাপুরুষের বশে থাকিতে ইচ্ছা করিতেছ না কেন? ভামিনি! যাঁহার ভয়ে বৃক্ষগণ পুষ্প বর্ষণ করে; যাঁহার ভয়ে পর্ব্বত সকল এবং জলদগণ প্রার্থনা-অনুসারে সলিল প্রদান করিয়া থাকে; সেই রাজরাজ রাক্ষসপতি রাবণের ভার্য্যা হইতে কামনা করিতেছ না কেন? দেবি সুস্মিতে! আমি তোমাকে যথার্থ উত্তম উপদেশ দিলাম, এই উপদেশ সকল ভাল বলিয়া গ্রহণ কর, নতুবা কোন মতে জীবন রক্ষা করিতে পারিবে না।" ১৬—১৯।

চতুর্বিংশঃ সর্গঃ।

ততঃ সীতাং সমস্তাস্তা রাক্ষস্যো বিকৃতাননাঃ।
পরুষং পরুষানর্হামূচুস্তদ্বাক্যমপ্রিয়ম্॥ ১
কিন্ত্বমন্তঃপুরে সীতে সর্ব্বভূতমনোহরে।
মহার্হশয়নোপেতে ন বাসমনুমন্যসে॥ ২
মানুষে মানুষস্যৈব ভার্য্যাত্বং বহু মন্যসে।
প্রত্যাহর মনো রামান্নৈবং জাতু ভবিষ্যতি॥ ৩
ত্রৈলোক্যবসুভোক্তারং রাবণং রাক্ষসেশ্বরম্।
ভর্ত্তারমুপসঙ্গম্য বিহরস্ব যথাসুখম্॥ ৪
মানুষী মানুষং তন্তু রামমিচ্ছসি শোভনে।
রাজ্যাদ্ভ্রষ্টমসিদ্ধার্থং বিক্লবং ত্বমনিন্দিতে॥ ৫
রাক্ষসীনাং বচঃ শ্রুত্বা সীতা পদ্মনিভেক্ষণা।
নেত্রাভ্যামশ্রুপূর্ণাভ্যামিদং বচনমব্রবীৎ॥ ৬
যদিদং লোকবিদ্বিষ্টমুদাহরথ সঙ্গতাঃ।
নৈতন্মনসি বাক্যং মে কিল্বিষং প্রতিতিষ্ঠতি॥ ৭
ন মানুষী রাক্ষসস্য ভার্য্যা ভবিতুমর্হতি।
কামং খাদত মাং সর্ব্বা ন করিষ্যামি বো বচঃ॥ ৮
দীনো বা রাজ্যহীনো বা যো মে ভর্ত্তা স মে গুরুঃ।
তং নিত্যমনুরক্তাস্মি যথা সূর্য্যং সুবর্চ্চলা॥ ৯
যথা শচী মহাভাগা শক্রং সমুপতিষ্ঠতি।
অরুন্ধতী বশিষ্ঠঞ্চ রোহিণী শশিনং যথা॥ ১০
লোপামুদ্রা যথাগস্ত্যং সুকন্যা চ্যবনং যথা।
সাবিত্রী সত্যবন্তঞ্চ কপিলং শ্রীমতী যথা॥ ১১
সৌদাসং মদয়ন্তী চ কেশিনী সগরং যথা।
নৈষধং দময়ন্তী চ ভৈমী পতিমনুব্রতা।
তথাহমিক্ষ্বাকুবরং রামং পতিমনুব্রতা॥ ১২
সীতায়া বচনং শ্রুত্বা রাক্ষস্যঃ ক্রোধমূর্চ্ছিতাঃ।
ভর্ৎসয়ন্তি স্ম পরুষৈর্ব্বাক্যৈ রাবণচোদিতাঃ॥ ১৩
অবলীনঃ স নির্ব্বাক্যো হনূমান্ শিংশপাদ্রুমে।
সীতাং সন্তর্জ্জয়ন্তীস্তা রাক্ষসীরশৃণোৎ কপিঃ॥ ১৪
তামভিক্রম্য সংরব্ধা বেপমানাং সমন্ততঃ।
ভৃশং সংলিলিহুর্দীপ্তান্ প্রলম্বান্ দশনচ্ছদান্॥ ১৫
ঊচুশ্চ পরমক্রুদ্ধাঃ প্রগৃহ্যাশু পরশ্বধান্।
নেয়মর্হতি ভর্ত্তারং রাবণং রাক্ষসাধিপম্॥ ১৬
সা ভর্ৎস্যমানা ভীমাভী রাক্ষসীভির্ব্বরাঙ্গনা।
সা বাষ্পমপমার্জ্জন্তী শিংশপাং তামুপাগমৎ॥ ১৭

চতুর্বিংশ সর্গ।

যিনি কখন কঠোর কথা শ্রবণ করেন নাই, সেই সীতাকে বিকৃতাননা রাক্ষসীগণ অপ্রিয় বাক্য বলিতে লাগিল,—সীতে। মহামূল্য শয্যা দ্বারা সুসজ্জিত, সকল প্রাণীর মনোহর অন্তঃপুরে বাস করিতে তুমি অনুমোদন করিতেছ না কেন? এই সংসারমধ্যে মানুষের পত্নী হওয়াই তুমি শ্লাঘার বিষয় মনে করিতেছ, মনুষ্য অপেক্ষা রাক্ষসজাতি দীর্ঘজীবী; সুতরাং রাম হইতে মন প্রত্যানয়ন কর। যদিচ তুমি রামের সহিত পুনর্মিলনের বাসনা করিতেছ, তাহা কখনই ঘটিবে না; শোভনে! যিনি ত্রৈলোক্যের ধনরাশি ভোগ করিতেছেন, সেই রাক্ষসরাজ রাবণকে স্বামী বলিয়া স্বীকার করত সুখে বিহার কর। অনিন্দিতে! রাম রাজ্যচ্যুত হইয়া বিহ্বল হইয়াছেন, অতএব তিনি প্রয়োজনসাধনে অক্ষম। তুমি মানুষী বলিয়াই সেই মানুষকে কামনা করিতেছ।” ১—৫। পরে কমললোচনা সীতা রাক্ষসীদিগের বাক্য পরম্পরা শুনিয়া অশ্রুপূর্ণনেত্রে বলিতে লাগিলেন, “তোমরা সকলে মিলিয়া লোকনিন্দিত পাপী পরপুরুষের সহবাসের যে উপদেশ দিতেছ, তাহা আমার মনোমধ্যে স্থান পাইবে না। মনুষ্য কখন রাক্ষসের স্ত্রী হইতে পারে না; যদিচ তোমরা আমাকে ভক্ষণ কর, তাহাও ভাল, তথাপি আমি তোমাদিগের কথা প্রতিপালন করিব না। আমার পতি দীন বা রাজ্যভ্রষ্টই হউন, তথাপি তিনিই আমার গুরু; আমি নিয়ত তাঁহার প্রতিই অনুরাগিণী। সুবর্চ্চলা সূর্য্যের, মহাভাগা শচী ইন্দ্রের, অরুন্ধতী বশিষ্ঠের, রোহিণী চন্দ্রের, লোপামুদ্রা অগস্ত্যের, সুকন্যা চ্যবনের, সাবিত্রী সত্যবানের, শ্রীমতী কপিলের, মদয়ন্তী সৌদাসের, কেশিনী সগরের ও ভীমনন্দিনী দময়ন্তী যেমন পতি নৈষধের সহচারিণী ছিলেন, সেইরূপ ইক্ষ্বাকুপতি রাম আমার পতি, আমি তাঁহারই অনুগামিনী।” ৬—১২। রাবণের আদেশানুবর্ত্তিনী রাক্ষসীগণ সীতার কথা শুনিয়া ক্রোধান্ধ হইয়া তাঁহাকে পরুষ বাক্যে তিরস্কার করিতে লাগিল। কপিবর হনুমান্ শিংশপা-বৃক্ষে লীন এবং নির্ব্বাক্ হইয়া রাক্ষসীদিগের তর্জ্জন-বাক্য শুনিতে লাগিলেন। সেই ক্রোধাকুল রাক্ষসীগণ, কম্পিতকলেবরা সীতার নিকটে যাইয়া চতুর্দ্দিক্ বেষ্টনপূর্ব্বক লম্বিত দ্যুতিশালী ওষ্ঠ পুনঃপুনঃ লেহন করিতে লাগিল। তাহারা বিষম ক্রুদ্ধ হইয়া ত্বরায় পরশু লইয়া বলিল, “এ যখন রাক্ষসরাজ রাবণকে স্বামী বলিয়া সেবা করিতেছে না, (তখন নিশ্চয়ই এ আমাদিগের ভক্ষ্য)।” ১৩—১৬। বরবর্ণিনী সীতা ভীষণরূপা রাক্ষসীদিগের এইরূপ কর্কশ বাক্যে পীড়িতা হইয়া অশ্রুবারি মার্জ্জন করিতে করিতে

ততস্তাং শিংশপাং সীতা রাক্ষসীভিঃ সমাবৃতা।
অভিগম্য বিশালাক্ষী তস্থৌ শোকপরিপ্লুতা॥ ১৮
তাং কৃশাং দীনবদনাং মলিনাম্বরবাসিনীম্।
ভৎসয়াঞ্চক্রিরে ভীমা রাক্ষস্যস্তাঃ সমন্ততঃ॥ ১৯
ততস্তু বিনতা নাম রাক্ষসী ভীমদর্শনা।
অব্রবীৎ কুপিতাকারা করালা নির্ণতোদরী॥ ২০
সীতে পর্য্যাপ্তমেতাবদ্ভর্ত্তুঃ স্নেহঃ প্রদর্শিতঃ।
সর্ব্বত্রাতিকৃতং ভদ্রে ব্যসনায়োপকল্পতে॥ ২১
পরিতুষ্টাস্মি ভদ্রং তে মানুষস্তে কৃতো বিধিঃ।
মমাপি তু বচঃ পথ্যং ব্রুবন্ত্যাঃ কুরু মৈথিলি॥ ২২
রাবণং ভজ ভর্ত্তারং ভর্ত্তারং সর্ব্বরক্ষসাম্
বিক্রান্তমাপতন্তঞ্চ সুরেশমিব বাসবম্॥ ২৩
দক্ষিণং ত্যাগশীলঞ্চ সর্ব্বস্য প্রিয়বাদিনম্।
মানুষং কৃপণং রামং ত্যক্ত্বা রাবণমাশ্রয়॥ ২৪
দিব্যাঙ্গরাগা বৈদেহি দিব্যাভরণভূষিতা
অদ্য প্রভৃতি লোকানাং সর্ব্বেষামীশ্বরী ভব॥ ২৫
অগ্নেঃ স্বাহা যথা দেবী শচীবেন্দ্রস্য শোভনে
কিং তে রামেণ বৈদেহি কৃপণেন গতায়ুষা॥ ২৬

এতদুক্তঞ্চ মে বাক্যং যদি ত্বং ন করিষ্যসি।
অস্মিন্ মুহূর্ত্তে সর্ব্বাস্ত্বাং ভক্ষয়িষ্যামহে বয়ম্॥ ২৭
অন্যা তু বিকটা নাম লম্বমানপয়োধরা।
অব্রবীৎ কুপিতা সীতাং মুষ্টিমুদ্যম্য তর্জ্জতী॥ ২৮
বহূন্যপ্রতিরূপাণি বচনানি সুদুর্ম্মতে।
অনুক্রোশান্মৃদুত্বাচ্চ সোঢ়ানি তব মৈথিলি।
ন চ নঃ কুরুষে বাক্যং হিতং কালপুরস্কৃতম্॥ ২৯
আনীতাসি সমুদ্রস্য পারমন্যৈর্দুরাসদম্।
রাবণান্তঃপুরে ঘোরে প্রবিষ্টা চাসি মৈথিলি॥ ৩০
রাবণস্য গৃহে রুদ্ধা অস্মাভিস্তু সুরক্ষিতা।
ন ত্বাং শক্তঃ পরিত্রাতুমপি সাক্ষাৎ পুরন্দরঃ॥ ৩১
কুরুষ্ব হিতবাদিন্যা বচনং মম মৈথিলি।
অলমশ্রুনিপাতেন ত্যজ শোকমনর্থকম্॥ ৩২
ভজ প্রীতিং প্রহর্ষঞ্চ ত্যজন্তী নিত্যদৈন্যতাম্।
সীতে রাক্ষসরাজেন পরিক্রীড় যথাসুখম্॥ ৩৩
জানীম হি যথা ভীরু স্ত্রীণাং যৌবনমধ্রুবম্।
যাবন্ন তে ব্যতিক্রামেত্তাবৎ সুখমবাপ্নুহি॥ ৩৪

সেই শিংশপাবৃক্ষের নিকটবর্ত্তিনী হইলেন। পরে রাক্ষসীগণ-পরিবৃতা বিশালাক্ষী সীতা শিংশপা বৃক্ষের নিকটে যাইয়া শোক-সন্তাপে কাতর হইয়া তাহার তলে বসিলেন। সেই বিকট রাক্ষসীগণ মলিনবসন পরিধানা, মলিনবদনা, কৃশাঙ্গী সীতাকে চতুর্দ্দিক্ হইতে তিরস্কার করিতে লাগিল। পরন্তু নিতান্ত নিম্নোদরী ভীষণ দন্ত-বিশিষ্টা বিকটদর্শনা বিনতা ক্রোধভরে বলিল, “সুশীলে সীতে! তুমি পতির প্রতি যে স্নেহ দেখাইয়াছ, তাহাই যথেষ্ট; কারণ অতিমাত্র আচরণ করা সর্ব্বত্রই ব্যসনের নিমিত্ত হইয়া থাকে। মৈথিলি! তুমি মনুষ্যজাতির কর্ত্তব্য কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়াছ, ইহাতে তোমার কল্যাণ হইবে এবং আমিও আহ্লাদিত হইয়াছি। পরন্তু আমি তোমাকে হিত-কথা বলিতেছি, তুমি তাহা প্রতিপালন কর। দেবরাজ ইন্দ্রের ন্যায় বিক্রমশালী, সমস্ত রাক্ষসজাতির অধীশ্বর রাবণ আসিলে স্বামী বলিয়া তাঁহাকে সেবা কর। তিনি তোমার প্রতি অনুকূল, দাতা, সকলকেই প্রিয়বাক্য বলিয়া থাকেন, রাম দীনভাবাপন্ন এবং মনুষ্যজাতি; সুতরাং তাহাকে পরিত্যাগ করিয়া তুমি রাবণকে আশ্রয় কর। বৈদেহি! সুচারু অলঙ্কারে ভূষিতা এবং অঙ্গরাগে রঞ্জিতা হইয়া, অগ্নির স্বাহা ও ইন্দ্রের শচীর ন্যায়, অদ্য হইতে ত্রিভুবনের ঈশ্বরী হও। শোভনাঙ্গি, বিদেহরাজ-নন্দিনি! রাম অল্পায়ু ও দুরবস্থায় পড়িয়াছে, অতএব তাহা দ্বারা তোমার কোন কার্য্যই সিদ্ধ হইবে না। ১৭—২৬। আমি যাহা বলিলাম, এই উপদেশ সকল যদি প্রতিপালন না কর, তাহা হইলে আমরা সকলে এই মুহূর্ত্তেই তোমাকে ভক্ষণ করিব।” পরে লম্বিতস্তনী বিকটা রাক্ষসী ক্রোধবশতঃ মুষ্টি উদ্যত করিয়া তিরস্কারপূর্ব্বক বলিতে লাগিল, “দুর্ব্বুদ্ধে! তুমি অনেক গর্হিত প্রলাপ-বাক্য বলিয়াছ; কেবল দয়াক্রমে সামান্য বোধে তোমার ঐ সকল কথা সহ্য করিয়াছি। মৈথিলি! আমরা তোমাকে সময়োচিত হিত উপদেশ দিলাম, তুমি তাহা গ্রাহ্য করিলে না, অতএব ইহা তোমার পক্ষে শুভ হইবে না; কারণ যথায় অন্য কেহ প্রবেশ করিতে পারে না, তুমি সেই অপার সমুদ্রপারে আনীতা হইয়াছ। বিশেষতঃ রাবণের দুষ্প্রবেশ্য অন্তঃপুরে প্রবেশ করিয়া তাঁহারই গৃহে অবরুদ্ধা রহিয়াছ এবং আমরাও নিয়ত তোমাকে রক্ষা করিতেছি; সুতরাং অন্যের কথা দূরে থাকুক, স্বয়ং ইন্দ্রও তোমাকে উদ্ধার করিতে পারিবেন না। ২৭—৩১। মৈথিলি! সুতরাং আমরা তোমাকে যে হিত উপদেশ দিতেছি, তুমি তাহা প্রতিপালন কর। সীতে! অশ্রুপাত করা নিষ্ফল; সুতরাং বৃথা শোক এবং সর্ব্বদা দীনভাব ত্যাগ করিয়া রাবণের প্রতি প্রেম প্রদর্শনপূর্ব্বক আনন্দ অনুভব কর। ভীরু! আমরা জানি স্ত্রীলোকের যৌবন

উদ্যানানি চ রম্যাণি পর্ব্বতোপবনানি চ।
সহ রাক্ষসরাজেন চর ত্বং মদিরেক্ষণে ॥ ৩৫
স্ত্রী সহস্রাণি তে দেবি বশে স্থাস্যন্তি সুন্দরি।
রাবণং ভজ ভর্ত্তারং ভর্ত্তারং সর্ব্বরক্ষসাম্ ॥ ৩৬
উৎপাট্য বা তে হৃদয়ং ভক্ষয়িষ্যামি মৈথিলি।
যদি মে ব্যাহৃতং বাক্যং ন যথাবৎ করিষ্যসি ॥ ৩৭
ততশ্চণ্ডোদরী নাম রাক্ষসী ক্রূরদর্শনা।
ভ্রাময়ন্তী মহচ্ছূলমিদং বচনমব্রবীৎ ॥ ৩৮
ইমাং হরিণশাবাক্ষীং ত্রাসোৎকম্পপয়োধরাম্।
রাবণেন হৃতাং দৃষ্ট্বা দৌহৃদো মে মহানয়ম্ ॥ ৩৯
যকৃৎ প্লীহং মহৎ ক্রোড়ং হৃদয়ঞ্চ সবন্ধনম্।
গাত্রাণ্যপি তথা শীর্ষং খাদেয়মিতি মে মতিঃ ॥ ৪০
ততস্তু প্রঘসা নাম রাক্ষসী বাক্যমব্রবীৎ।
কণ্ঠমস্যা নৃশংসায়াঃ পীড়য়ামঃ কিমাস্যতে ॥ ৪১
নিবেদ্যতাং ততো রাজ্ঞো মানুষী সা মৃতেতি চ।
ন চাত্র কশ্চিৎ সন্দেহঃ খাদতেতি স বক্ষ্যতি ॥ ৪২
ততস্ত্বজামুখী নাম রাক্ষসী বাক্যমব্রবীৎ।
বিশস্যেমাং ততঃ সর্ব্বান্ সমান্ কুরুত পিণ্ডকান্ ॥ ৪৩
বিভজাম ততঃ সর্ব্বা বিবাদো মে ন রোচতে।
পেয়মানীয়তাং ক্ষিপ্রং মাল্যঞ্চ বিবিধং বহু ॥ ৪৪
ততঃ শূর্পণখা নাম রাক্ষসী বাক্যমব্রবীৎ।
অজামুখ্যা যদুক্তং বৈ তদেব মম রোচতে ॥ ৪৫
সুরা চানীয়তাং ক্ষিপ্রং সর্ব্বশোকবিনাশিনী।
মানুষং মাংসমাস্বাদ্য নৃত্যামোহথ নিকুম্ভিলাম্ ॥ ৪৬
এবং নির্ভর্ৎস্যমানা সা সীতা সুরসুতোপমা।
রাক্ষসীভির্বিরূপাভির্ধৈর্য্যমুৎসৃজ্য রোদিতি ॥ ৪৭
ইতি সুন্দরকাণ্ডে চতুর্ব্বিংশঃ সর্গঃ ॥ ২৪

পঞ্চবিংশঃ সর্গঃ।

অথ তাসাং বদন্তীনাং পরুষং দারুণং বহু।
রাক্ষসীনামসৌম্যানাং রুরোদ জনকাত্মজা ॥ ১
এবমুক্তা তু বৈদেহী রাক্ষসীভির্মনস্বিনী।
উবাচ পরমত্রস্তা বাষ্পগদ্গদয়া গিরা ॥ ২
ন মানুষী রাক্ষসস্য ভার্য্যা ভবিতুমর্হতি।
কামং খাদত মাং সর্ব্বা ন করিষ্যামি বো বচঃ ॥ ৩
সা রাক্ষসীমধ্যগতা সীতা সুরসুতোপমা।
ন শর্ম্ম লেভে শোকার্ত্তা রাবণেন চ ভর্ৎসিতা ॥ ৪

ক্ষণস্থায়ী, সুতরাং সীতে! তুমি রাক্ষসপতির সহিত ইচ্ছানুসারে সুখে বিহার কর। মদিরেক্ষণে! যতদিন পর্য্যন্ত তোমার যৌবন গত না হয়, ততদিন তুমি রাক্ষসপতির সহিত সুরম্য উদ্যান এবং পার্ব্বতীয় উপবনসমূহে বিচরণ করিয়া প্রীতি লাভ কর। দেবি! সহস্র সহস্র রমণী তোমার আজ্ঞাবহ হইয়া থাকিবে; সুন্দরি! রাক্ষসকুলের অধীশ্বর রাবণকে স্বামী বলিয়া তাঁহার সেবা কর। ৩২—৩৬। অথবা মৈথিলি! যদি আমার কথা সকল যথার্থ প্রতিপালন না কর, তাহা হইলে তোমার বক্ষঃস্থল ছিঁড়িয়া ভক্ষণ করিব।” পরে ক্রূরদর্শনা চণ্ডোদরী রাক্ষসী প্রকাণ্ড শূল ঘূর্ণিত করিয়া বলিতে লাগিল, “ভয়বশতঃ কম্পিতস্তনী রাবণহৃতা মৃগনয়না সীতাকে দেখিয়া, গর্ভিণীর অভিলাষের ন্যায়, আমার এই ইচ্ছা যে, ইহার যকৃৎ, প্লীহা, ভুজদ্বয়ের স্থূল পার্শ্বভাগ, নাড়ী-বন্ধনসহিত হৃদয়, মস্তক ও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সকল ভক্ষণ করি।” তৎপরে প্রঘসা রাক্ষসী বলিল, “আমি এই নৃশংসার কণ্ঠদেশ নিপীড়ন করিব; সুতরাং তোমরা বসিয়া কি করিতেছ? মহারাজের নিকটে যাইয়া তাঁহাকে বল যে, সেই মানুষী মরিয়া গিয়াছে,” তিনি এই সংবাদ শুনিয়া ‘তোমরা সকলে ভক্ষণ কর’ নিশ্চয়ই এইরূপ বলিবেন। ৩৭—৪২। পরন্তু অজামুখী রাক্ষসী বলিল, ‘ইহাকে বধ করিয়া ইহার মাংসপিণ্ড সকল সমান ভাগ কর, পরে আমরা সকলে ভাগ করিয়া লইব, কেননা বিবাদে আমার রুচি হইতেছে না। অপিচ এ সময়ে শীঘ্র তোমরা পর্য্যাপ্ত পরিমাণে নানা জাতীয় মদ্য এবং বিবিধ মাল্য আনয়ন কর।’ তৎপরে শূর্পণখা রাক্ষসী বলিল, ‘অজামুখী যাহা বলিয়াছে, আমার তাহাই ইচ্ছা; সুতরাং যাহা পান করিলে সকল শোক দূর হয়, তোমরা অবিলম্বে সেই মদ্য আনয়ন কর, আমরা নরমাংসের আস্বাদ গ্রহণ করিয়া নিকুম্ভিলায় যাইয়া তথায় নৃত্য করিব।’ দেববালাসদৃশী সীতা, বিরূপা রাক্ষসীদিগের এইরূপ ভর্ৎসনা শ্রবণে অধৈর্য্যা হইয়া রোদন করিতে লাগিলেন। ৪৩—৪৭।

পঞ্চবিংশ সর্গ।

জনকনন্দিনী সীতা সেই চঞ্চলপ্রকৃতি রাক্ষসীগণের বহুতর পরুষ বচন শুনিয়া রোদন করিলেন। পরে মনস্বিনী বৈদেহী, রাক্ষসীগণের পূর্ব্বোক্ত বাক্য শ্রবণে ভীতা হইয়া বাষ্পগদ্গদস্বরে বলিলেন, “মানুষী কখন রাক্ষসের ভার্য্যা হইতে পারে না; সুতরাং যদি তোমরা আমাকে ভক্ষণ কর, তাহাও ভাল; তথাপি আমি তোমাদিগের কথা প্রতিপালন করিতে পারিব না।” পরে দেবকন্যার ন্যায় অলৌকিক

বেপতে স্মাধিকং সীতা বিশন্তীবাঙ্গমাত্মনঃ।
বনে যূথপরিভ্রষ্টা মৃগী কোকৈরিবার্দ্দিতা ॥ ৫
সা ত্বশোকস্য বিপুলাং শাখামালম্ব্য পুষ্পিতাম্।
চিন্তয়ামাস শোকেন ভর্ত্তারং ভগ্নমানসা ॥ ৬
সা স্নাপয়ন্তী বিপুলৌ স্তনৌ নেত্রজলস্রবৈঃ।
চিন্তয়ন্তী ন শোকস্য তদান্তমধিগচ্ছতি ॥ ৭
সা বেপমানা পতিতা প্রবাতে কদলী যথা।
রাক্ষসীনাং ভয়ত্রস্তা বিবর্ণবদনাভবৎ ॥ ৮
তস্যাঃ সা দীর্ঘবহুলা বেপন্ত্যাঃ সীতয়া তদা।
দদৃশে কম্পিতা বেণী ব্যালীব পরিসর্পতী ॥ ৯
সা নিশ্বসন্তী শোকার্ত্তা শোকোপহতচেতনা।
আর্ত্তা ব্যসৃজদশ্রূণি মৈথিলী বিললাপ চ ॥ ১০
হা রামেতি চ দুঃখার্ত্তা হা পুনর্লক্ষ্মণেতি চ।
হা শ্বশ্রু মম কৌসল্যে হা সুমিত্রেতি ভামিনী ॥ ১১
লোকপ্রবাদঃ সত্যোঽয়ং পণ্ডিতৈঃ সমুদাহৃতঃ।
অকালে দুর্লভো মৃত্যুঃ স্ত্রিয়া বা পুরুষস্য বা ॥ ১২
যত্রাহমাভিঃ ক্রূরাভী রাক্ষসীভিরিহার্দ্দিতা।
জীবামি হীনা রামেণ মুহূর্ত্তমপি দুঃখিতা ॥ ১৩
এষাল্পপুণ্যা কৃপণা বিনশিষ্যাম্যনাথবৎ।
সমুদ্রমধ্যে নৌঃ পূর্ণা বায়ুবেগৈরিবাহতা ॥ ১৪
ভর্ত্তারং তমপশ্যন্তী রাক্ষসীবশমাগতা।
সীদামি খলু শোকেন কূলং তোয়হতং যথা ॥ ১৫
তং পদ্মদলপত্রাক্ষং সিংহবিক্রান্তগামিনম্।
ধন্যাঃ পশ্যন্তি মে নাথং কৃতজ্ঞং প্রিয়বাদিনম্ ॥ ১৬
সর্ব্বথা তেন হীনায়া রামেণ বিদিতাত্মনা।
তীক্ষ্ণং বিষমিবাস্বাদ্য দুর্লভং মম জীবনম্ ॥ ১৭
কীদৃশন্তু মহাপাপং ময়া দেহান্তরে কৃতম্।
যেনেদং প্রাপ্যতে ঘোরং মহাদুঃখং সুদারুণম্ ॥ ১৮
জীবিতং ত্যক্তুমিচ্ছামি শোকেন মহতা বৃতা।
রাক্ষসীভিশ্চ রক্ষন্ত্যা রামো নাসাদ্যতে ময়া ॥ ১৯
ধিগস্তু খলু মানুষ্যং ধিগস্তু পরবশ্যতাম্।
ন শক্যং যৎ পরিত্যক্তুমাত্মচ্ছন্দেন জীবিতম্ ॥ ২০

ইতি সুন্দরকাণ্ডে পঞ্চবিংশঃ সর্গঃ ॥ ২৫ ॥

সুন্দরী রাক্ষসীমধ্যস্থা সীতা রাবণের তিরস্কারে শোকাকুলা হইয়া তৎকালে বিন্দুমাত্র সুখ লাভ করিতে পারিলেন না। বরং যূথভ্রষ্টা হরিণী যেমন বনমধ্যে বৃককর্ত্তৃক আক্রান্তা হইয়া শরীরমধ্যে অঙ্গ সকল বিলীন করিয়া কাঁপিতে থাকে, সেইরূপ সীতাদেবীও ভয়প্রযুক্ত তাঁহার শরীর সঙ্কুচিত করিয়া অধিকতর কম্পিতা হইতে লাগিলেন। ১—৫। অপিচ তিনি ভগ্নচিত্তা হইয়া কুসুমসম্ভার-বিভূষিত বিপুলতর শিংশপাসন্নিহিত অশোকশাখা অবলম্বন-পূর্ব্বক তাঁহার পতিকেই চিন্তা করিতে লাগিলেন পরন্তু চিন্তায় নিমগ্না হইয়া চক্ষু হইতে পতিত জলবিন্দুদ্বারা বিপুলতর স্তনদ্বয় সিক্ত করিলেন, তথাপি তৎকালে শোকের পরপার পাইলেন না সীতা যখন রাবণ-ভয়ে কাঁপিতে লাগিলেন, তখন তাঁহার সেই অতিদীর্ঘতরা বেণী কম্পিত হইয়া ইতস্ততঃ সঞ্চারিণী সর্পিণীর ন্যায় দেখাইতে লাগিল। মিথিলারাজনন্দিনী ভামিনী সীতা শোকের অসহ্য যন্ত্রণায় অভিভূতা এবং ব্যথিত হইয়া অশ্রু পরিত্যাগ পূর্ব্বক "হা রাম! হা লক্ষ্মণ! হা শ্বশ্রু কৌশল্যে! হা শ্বশ্রু সুমিত্রে! তোমরা কোথায়?" এই কথা বলিয়া বিলাপ করিতে করিতে বলিলেন। ৬—১১। "স্ত্রী বা পুরুষের অকালমৃত্যু অতিদুর্লভ, পণ্ডিতগণের অনুমোদিত এই লোকপ্রবাদ যথার্থ, কেননা এই ক্রূরমতি রাক্ষসীগণ সর্ব্বদা আমাকে যন্ত্রণা দিতেছে এবং আমার দুঃখেরও একশেষ হইয়াছে, তথাপি রামবিরহে আমি মুহূর্ত্তকালও বাঁচিয়া থাকিতে ইচ্ছা করিতেছি না। আমার অবস্থা অতি মন্দ এবং পুণ্যও অল্প, অতএব পরিপূর্ণা নৌকা যেমন বায়ুবেগে বিচলিত হইয়া সমুদ্র-মধ্যে নিমজ্জিত হয়, তদ্রূপ অনাথের ন্যায় আমিও নিহতা হইব। একে ত আমি রাক্ষসীগণের বশীভূতা হইয়াছি, বিশেষতঃ সেই ভর্ত্তাকেও দেখিতেছি না, অতএব তরঙ্গাহত নদী-কূলের ন্যায়, শোক-সন্তাপে অতিশয় কাতর হইয়াছি। ১২—১৫। যিনি কৃতজ্ঞ, প্রিয়বাদী এবং যাঁহার নয়ন পদ্মপলাশের ন্যায় বিশাল ও গতি সিংহের ন্যায় বিক্রম-সম্পন্ন, আমার সেই প্রাণপতি রামকে যাহারা দেখিতেছে, তাহারাই ধন্য। কোন ব্যক্তি তীব্র গরল পান করিলে তাহার জীবন যেমন ক্ষণস্থায়ী হয়, সেইরূপ আত্মজ্ঞ রামের বিরহে আমার জীবন নিতান্ত ক্ষণস্থায়ী হইবে। না জানি, পূর্ব্বজন্মে কিরূপ মহাপাপ করিয়াছি, যাহার ফলে এই নিদারুণ, ঘোরতর ভয়ঙ্কর দুঃখ পাইলাম। রাক্ষসী-গণ আমাকে রক্ষা করিতেছে; অতএব আমি আর রামের সহিত মিলিত হইব, এমন প্রত্যাশা নাই; অতএব গুরুতর শোকে আকুল হইয়া প্রাণ পরিত্যাগ করিতে ইচ্ছা করিতেছি, কিন্তু মানুষভাব এবং পরা-ধীনতা, এমনি কষ্টকর যে, আপনার ইচ্ছানুসারে প্রাণপরিত্যাগ করিতেও পারা যায় না; সুতরাং পরাধীনতায় ধিক্ এবং মানুষভাবেও ধিক্।" ১৬—২০।

ষড়্‌বিংশঃ সর্গঃ।

প্রসক্তাশ্রুমুখী ত্বেবং ব্রুবন্তী জনকাত্মজা।
অধোগতমুখী বালা বিলপ্তুমুপচক্রমে ॥ ১
উন্মত্তেব প্রমত্তেব ভ্রান্তচিত্তেব শোচতী।
উপাবৃত্তা কিশোরীব বিচেষ্টন্তী মহীতলে ॥ ২
রাঘবস্য প্রমত্তস্য রক্ষসা কামরূপিণা।
রাবণেন প্রমথ্যাহমানীতা ক্রোশতী বলাৎ ॥ ৩
রাক্ষসীবশমাপন্না ভর্ৎস্যমানা চ দারুণম্।
চিন্তয়ন্তী সুদুঃখার্ত্তা নাহং জীবিতুমুৎসহে ॥ ৪
ন হি মে জীবিতেনার্থো নৈবার্থৈর্ন চ ভূষণৈঃ।
বসন্ত্যা রাক্ষসীমধ্যে বিনা রামং মহারথম্ ॥ ৫
অশ্মসারমিদং নূনমথবাপ্যজরামরম্।
হৃদয়ং মম যেনেদং ন দুঃখেন বিশীর্য্যতে ॥ ৬
ধিঙ্মামনার্য্যামসতীং যাহং তেন বিনাকৃতা।
মুহূর্ত্তমপি জীবামি জীবিতং পাপজীবিকা ॥ ৭
চরণেনাপি সব্যেন ন স্পৃশেয়ং নিশাচরম্।
রাবণং কিং পুনরহং কাময়েয়ং নিশাচরম্ ॥ ৮
প্রত্যাখ্যানং ন জানাতি নাত্মানং নাত্মনঃ কুলম্।
যো নৃশংসস্বভাবেন মাং প্রার্থয়িতুমিচ্ছতি ॥ ৮
ছিন্না ভিন্না প্রভিন্না বা দীপ্তা বাগ্নৌ প্রদীপিতা।
রাবণং নোপতিষ্ঠেয়ং কিং প্রলাপেন বশ্চিরম্ ॥ ১০
খ্যাতঃ প্রাজ্ঞঃ কৃতজ্ঞশ্চ সানুক্রোশশ্চ রাঘবঃ।
সদ্বৃত্তো নিরনুক্রোশঃ শঙ্কে মদ্ভাগ্যসংক্ষয়াৎ ॥ ১১
রাক্ষসানাং জনস্থানে সহস্রাণি চতুর্দ্দশ।
একেনৈব নিরস্তানি স মাং কিং নাভিপদ্যতে ॥ ১২
নিরুদ্ধা রাবণেনাহমল্পবীর্য্যেণ রক্ষসা।
সমর্থঃ খলু মে ভর্ত্তা রাবণং হন্তুমাহবে ॥ ১৩
বিরাধো দণ্ডকারণ্যে যেন রাক্ষসপুঙ্গবঃ।
রণে রামেণ নিহতঃ স মাং নাভ্যবপদ্যতে।
কামং মধ্যে সমুদ্রস্য লঙ্কেয়ং দুষ্প্রধর্ষণা।
ন তু রাঘববাণানাং গতিরোধো ভবিষ্যতি ॥ ১৩

ষড়্‌বিংশঃ সর্গঃ।

সেই জনক-তনয়া, অবলা সীতা,—ভূতাবেশ-প্রযুক্ত উন্মত্তা, পিত্তোদ্রেকনিবন্ধন প্রমত্তা ও ভ্রান্ত-চিত্তার ন্যায়, শোক প্রকাশ করিতে করিতে, শ্রান্তি-লাঘবার্থ বড়বা যেমন ভূতলে পার্শ্ব পরিবর্ত্তন করে, সেইরূপ ধরাতলে বিলুণ্ঠিতা হইতে লাগিলেন। অশ্রু-প্রবাহে বদনমণ্ডল প্লাবিত করিয়া বক্ষ্যমাণ রীতি-অনুসারে বচন বিন্যাসপূর্ব্বক রাক্ষসীগণের সম্মুখে অধোমুখে বিলাপ করিতে লাগিলেন; "রঘুনন্দন রাম কামরূপী মারীচরাক্ষসের ছলনায় ভুলিয়া তাহার অনুসরণ করত আশ্রম হইতে অতিদূরে চলিয়া গেলে, রাবণ শূন্যাশ্রমে প্রবেশ করিয়া আমাকে আকর্ষণ করিল; আমি উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে লাগিলাম, তথাপি রাবণ বলপূর্ব্বক আমাকে হরণ করিয়াছে; একে ত এই রাক্ষসীদিগের বশীভূতা হইয়া ইহাদের নিদারুণ তিরস্কার সহিতেছি, বিশেষতঃ রামের চিন্তায় আমার দুঃখবেগ অসহ্য হইয়াছে, অতএব আমি বাঁচিতে ইচ্ছা করি না। আমি যখন মহারথ রামকে ছাড়িয়া রাক্ষসীদিগের মধ্যে রহিয়াছি, তখন জীবন ধন বা ভূষণে আমার আবশ্যক কি? ১—৫। আমার হৃদয় যখন দুঃখাবেগে বিদীর্ণ হইতেছে না, তখন বোধ হয়, উহা প্রস্তরের ন্যায় কঠিন, অথবা অজর, কিম্বা অমর হইবে। রামের নিকট হইতে বিয়োজিতা হইয়া, অসতীর ন্যায় পরগৃহে বাস এবং রাক্ষসীদিগের পরুষ বচন-পরম্পরা শুনিয়া মুহূর্ত্তকালও যে বাঁচিয়া আছি, ইহাতেই আমি অনার্য্য আচরণ করিয়াছি, সুতরাং আমাকে ধিক্! নিশাচর রাবণকে কামনা করা দূরে থাকুক, আমি তাহাকে বাম-পদ দ্বারাও স্পর্শ করি না। আমি পুনঃপুনঃ প্রত্যাখ্যান করিতেছি, কিন্তু কামমোহিত হইয়া যে ব্যক্তি ইহা জানিতে পারিতেছে না এবং যে নিজের কুল ও আপনার স্বরূপ জানে না, সে তাহার ক্রূরস্বভাব অনুসারে রাক্ষসীদ্বারা আমাকে বশীভূতা করিতে ইচ্ছা করিবে, তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি? তোমাদের নিকটে অধিক আর প্রলাপ বলিবার আবশ্যক নাই; যদি তোমরা আমাকে কাটিয়া খণ্ড খণ্ড কর, বা বিদারণ কর, অথবা অগ্নির তাপে তাপিত কর, কিংবা অনলে ভস্মসাৎ কর, তথাপি আমি রাবণের উপাসনা করিব না। ৬—১১। "রঘুনন্দন রাম সমধিক গুণবান্ কৃতজ্ঞ, বিদ্বান্ ও দয়ালু; কিন্তু বোধ হয়, আমার ভাগ্যবিপর্য্যয়ক্রমে তিনিও নির্দ্দয় হইয়াছেন। যিনি জনস্থানে চতুর্দ্দশসহস্র রাক্ষসকে একাকীই বিনাশ করিয়াছেন, তিনি কি আমায় পুনরায় লাভ করিতে পারিবেন না? হীনবীর্য্য রাক্ষস রাবণ আমাকে অবরুদ্ধ করিয়াছে সত্য; কিন্তু আমার পতি রাবণকে যুদ্ধে অনায়াসে নিধন করিতে পারি-বেন। যিনি যুদ্ধে রাক্ষস-পুঙ্গব বিরাধকে সংহার করিয়াছেন, সেই রাম আমাকে নিশ্চয়ই উদ্ধার করি-বেন। যদিও এই লঙ্কানগরী সমুদ্রমধ্যে অবস্থিতা বলিয়া অন্য কাহারও আক্রমণ করিবার সাধ্য নাই

কিং নু তৎ কারণং যেন রামো দৃঢপরাক্রমঃ।
রক্ষসাপহৃতং ভার্য্যামিষ্টাং যো নাভিপদ্যতে॥ ১৪
ইহস্থাং মাং ন জানীতে শঙ্কে লক্ষ্মণপূর্ব্বজঃ।
জানন্নপি স তেজস্বী ধর্ষণাং মর্ষয়িষ্যতি॥ ১৫
হৃতেতি মাং যোহধিগত্য রাঘবায় নিবেদয়েৎ।
গৃধ্ররাজোহপি স রণে রাবণেন নিপাতিতঃ॥ ১৬
কৃতং কর্ম্ম মহৎ তেন মাং তদাভ্যবপদ্যতা।
তিষ্ঠতা রাবণবধে বৃদ্ধেনাপি জটায়ুষা॥ ১৭
যদি মামিহ জানীয়াদ্বর্ত্তমানাং হি রাঘবঃ।
অদ্য বাণৈরভিক্রুদ্ধঃ কুর্য্যাল্লোকমরাক্ষসম্॥ ১৮
নির্দ্দহেচ্চ পুরীং লঙ্কাং শোষয়েচ্চ মহোদধিম্।
রাবণস্য চ নীচস্য কীর্ত্তিং নাম চ নাশয়েৎ॥ ১৯
ততো নিহতনাথানাং রাক্ষসীনাং গৃহে গৃহে।
যথাহমেবং রুদতী তথা ভূয়ো ন সংশয়ঃ॥ ২০
অন্বিষ্য রক্ষসাং লঙ্কাং কুর্য্যাদ্রামঃ সলক্ষ্মণঃ।
ন হি তাভ্যাং রিপুর্দৃষ্টো মুহূর্ত্তমপি জীবতি॥ ২১
চিতাধূমাকুলপথা গৃধ্রমণ্ডলমণ্ডিতা।
অচিরেণৈব কালেন শ্মশানসদৃশী ভবেৎ॥ ২২
অচিরেণৈব কালেন প্রাপ্স্যাম্যেনং মনোরথম্।
দুষ্প্রস্থানোহয়মাভাতি সর্ব্বেষাং বো বিপর্য্যয়ঃ॥ ২৩
যাদৃশানি তু দৃশ্যন্তে লঙ্কায়ামশুভানি তু।
অচিরেণৈব কালেন ভবিষ্যতি হতপ্রভা॥ ২৪
নূনং লঙ্কা হতে পাপে রাবণে রাক্ষসাধিপে।
শোষমেষ্যতি দুর্দ্ধর্ষা প্রমদা বিধবা যথা॥ ২৫
পুণ্যোৎসবসমৃদ্ধা চ নষ্টভর্ত্রী সরাক্ষসা।
ভবিষ্যতি পুরী লঙ্কা নষ্টভর্ত্রী যথাঙ্গনা॥ ২৬
নূনং রাক্ষসকন্যানাং রুদতীনাং গৃহে গৃহে।
শ্রোষ্যামি নচিরাদেব দুঃখার্ত্তানামিব ধ্বনিম্॥ ২৭
সান্ধকারা হতদ্যোতা হতরাক্ষসপুঙ্গবা।
ভবিষ্যতি পুরী লঙ্কা নির্দ্দগ্ধা রামসায়কৈঃ॥ ২৮
যদি নাম স শূরো মাং রামো রক্তান্তলোচনঃ।
জানীয়াদ্বর্ত্তমানাং মাং রাক্ষসস্য নিবেশনে॥ ২৯
অনেন তু নৃশংসেন রাবণেনাধমেন মে।

সত্য, কিন্তু রঘুনন্দন রামের আক্রমণ হইতে ইহার রক্ষা পাইবার সম্ভাবনা নাই। কিন্তু রামের বিপুল পরাক্রম সত্ত্বেও যে তিনি রাবণকর্ত্তৃক হৃতা দয়িতা পত্নীকে পুনঃপ্রাপ্ত হইতেছেন না, তাহার কারণ কি? বোধ হয়, আমি লঙ্কানগরীতে অবরুদ্ধা আছি, তাহা তিনি জানিতে পারেন নাই, নচেৎ সেই তেজস্বী রাম এই অবমাননা কখনই সহ্য করিতেন না। ১১—১৫। যিনি আমার হরণ-বিবরণ অবগত হইয়া রঘুকুলতিলক রামকে নিবেদন করিতেন, সেই বিহঙ্গবর জটায়ু আমার অনুসরণ করিয়া রাবণকর্ত্তৃক নিহত হইয়াছেন। যদিচ তিনি বৃদ্ধ হইয়াছিলেন, তথাপি আমার উদ্ধার-কামনায় তৎকালে রাবণবধে যত্নবান্ হইয়া অতিমহৎ কর্ম্ম করিয়াছেন। রঘুনন্দন রাম যদি জানিতে পারেন, আমি লঙ্কানগরীতে রহিয়াছি, তবে তিনি ক্রুদ্ধ হইয়া শরজালে অদ্যই ত্রিভুবন রাক্ষসশূন্য করিবেন। কেবল ইহাই করিয়া ক্ষান্ত হইবেন এমন নহে, লঙ্কানগরী দগ্ধ ও মহাসাগর শোষণ করিবেন; অধিক কি, সেই নীচাশয় রাবণের কীর্ত্তি ও নাম পর্য্যন্ত বিলুপ্ত করিবেন। আমি যেমন নিয়ত রোদন করিয়া দিন যাপন করিতেছি, তদ্রূপ রাক্ষসগণ হত হইলে, রাক্ষসীরা রোদন করিবে, সন্দেহ নাই। ১৬—২০। রাম এবং লক্ষ্মণ, লঙ্কানগরী অনুসন্ধান করিয়া যখন আমার সংবাদ পাইবেন, তখন রাক্ষসদিগকে সংহার করিবেন। অধিক কি, সেই রিপু তাঁহাদের চক্ষের সম্মুখে পড়িয়া মুহূর্ত্তকালও প্রাণ ধারণ করিতে পারিবে না। লঙ্কানগরী গৃধ্রসমূহে সমাকুলা ও তাহার পথ সকল চিতাধূমে আকীর্ণ হওয়ায় অবিলম্বেই শ্মশানভূমির ন্যায় হইবে। যদিচ আমি যাহা বলিলাম, সেই সকল কথা আপাততঃ তোমাদিগের বিপরীত বলিয়া মনে হইতেছে, কিন্তু অল্পকালমধ্যেই আমার এই কামনা পূর্ণ হইবে। বিশেষতঃ লঙ্কায় যেরূপ অশুভ লক্ষণ সকল দেখা যাইতেছে, ইহাতে স্পষ্টই অনুমান হয়, অচিরেই এই নগরী প্রভাহীনা হইবে। পাপাচারী রাক্ষসরাজ রাবণ নিহত হইলে এই দুরাক্রম্য লঙ্কানগরী, বিধবা রমণীর ন্যায় নিশ্চয় ঐশ্বর্য্যশূন্য হইবে। ২১—২৫। লঙ্কাপুরী এক্ষণে পবিত্র উৎসবে পরিপূর্ণা আছে সত্য, কিন্তু পরে পতিবিহীনা রমণীর ন্যায় বিধবা রাক্ষসী সকলে সমাবৃতা হইয়া উৎসববিহীনা হইবে। রাক্ষসবালাগণ অসহ্য দুঃখবেগে সমাকুলা হইয়া প্রতিগৃহেই বিলাপ করিবে, আমি শীঘ্রই তাহাদের সেই রোদনরোল শুনিব, সন্দেহ নাই। যাঁহার নয়নপ্রান্ত রক্তবর্ণরঞ্জিত, সেই বীরবর রাম, 'আমি রাক্ষসগৃহে অবরুদ্ধ রহিয়াছি,' যদি ইহা জানিতে পারেন, তাহা হইলে বাণসমূহে লঙ্কানগরী দগ্ধ করিয়া ফেলিবেন। তৎপরে এই নগরী রাক্ষসবীরশূন্যা এবং ঘোরতর অন্ধকারে আচ্ছন্না হইয়া কান্তিহীনা হইবে। কিন্তু এখন আমার জীবনরক্ষার উপায় কি? নীচাশয় নৃশংসহৃদয় এই রাবণ আমার

সময়ো যশ্চ নির্দ্দিষ্টস্তস্য কালোঽয়মাগতঃ ॥ ৩০
স চ মে বিহিতো মৃত্যুরস্মিন্ দুষ্টেন বর্ত্ততে।
অকার্য্যং যে ন জানন্তি নৈর্ঋতাঃ পাপকারিণঃ ॥ ৩১
অধর্ম্মাত্তু মহোৎপাতো ভবিষ্যতি হি সাম্প্রতম্।
নৈতে ধর্ম্মং বিজানন্তি রাক্ষসাঃ পিশিতাশনাঃ ॥ ৩২
ধ্রুবং মাং প্রাতরাশার্থে রাক্ষসঃ কল্পয়িষ্যতি।
সাহং কথং করিষ্যামি তং বিনা প্রিয়দর্শনম্ ॥ ৩৩
যদি কশ্চিৎ প্রদাতা মে বিষস্যাদ্য ভবেদিহ।
ক্ষিপ্রং বৈবস্বতং দেবং পশ্যেয়ং পতিনা বিনা ॥ ৩৪
নাজানাজ্জীবতীং রামঃ স মাং লক্ষ্মণপূর্ব্বজঃ।
জানন্তৌ তৌ ন কুর্য্যাতাং নোর্ব্ব্যাং হি পরিমার্গণম্ ॥ ৩৫
নূনং মমৈব শোকেন স বীরো লক্ষ্মণাগ্রজঃ।
দেবলোকমিতো যাতস্ত্যক্ত্বা দেহং মহীতলে ॥ ৩৬
ধন্যা দেবাঃ সগন্ধর্ব্বাঃ সিদ্ধাশ্চ পরমর্ষয়ঃ।
মম পশ্যন্তি যে বীরং রামং রাজীবলোচনম্ ॥ ৩৭
অথবা নহি তস্যার্থো ধর্ম্মকামস্য ধীমতঃ।
ময়া রামস্য রাজর্ষের্ভার্য্যয়া পরমাত্মনঃ ॥ ৩৮
দৃশ্যমানে ভবেৎ প্রীতিঃ সৌহৃদং নাস্ত্যদৃশ্যতঃ।
নাশয়ন্তি কৃতঘ্নাস্তু ন রামো নাশয়িষ্যতি ॥ ৩৯
কিংবা মদ্যগুণাঃ কেচিৎ কিংবা ভাগ্যক্ষয়ো হি মে।
যা হি সীতা বরার্হেণ হীনা রামেণ ভামিনী ॥ ৪০
শ্রেয়ো মে জীবিতান্মর্ত্তুং বিহীনায়া মহাত্মনঃ।
রামাদক্লিষ্টচারিত্রাৎ শূরাচ্ছত্রুনিবর্হণাৎ ॥ ৪১
অথবা ন্যস্তশস্ত্রৌ তৌ বনে মূলফলাশিনৌ।
ভ্রাতরৌ হি নরশ্রেষ্ঠৌ চরন্তৌ বনগোচরৌ ॥ ৪২
অথবা রাক্ষসেন্দ্রেণ রাবণেন দুরাত্মনা।
ছদ্মনা ঘাতিতৌ শূরৌ ভ্রাতরৌ রামলক্ষ্মণৌ ॥ ৪৩
সাহমেবংবিধে কালে মর্ত্তুমিচ্ছামি সর্ব্বতঃ।
ন চ মে বিহিতো মৃত্যুরস্মিন্ দুঃখেঽতিবর্ত্ততি ॥ ৪৪
ধন্যাঃ খলু মহাত্মানো মুনয়ঃ সত্যসম্মতাঃ।
জিতাত্মানো মহাভাগা যেষাং ন স্তঃ প্রিয়াপ্রিয়ে ॥ ৪৫
প্রিয়ান্ন সম্ভবেদ্দুঃখমপ্রিয়াদধিকং ভবেৎ।

সহিত যে সময় নির্দ্দিষ্ট করিয়াছে, সেই নির্দ্দিষ্ট সময়ও প্রায় উপস্থিত হইল। ২৬—৩০। দুষ্টাশয় রাবণ এই সময়েই আমার মৃত্যু স্থির করিয়াছে, কোনরূপে রক্ষার উপায় নাই; কারণ সেই পাপকর্ম্মে রত রাক্ষসগণ পাপ কাহাকে বলে তাহা জানে না; অতএব পরস্ত্রী বলিয়া আমাকে রক্ষা করিবে কেন? পরন্তু এই মাংসাশী রাক্ষসেরা ধর্ম্মতত্ত্ব জানে না; সুতরাং একণে পরস্ত্রীহত্যাজনিত যে শীঘ্র মহোৎপাত উপস্থিত হইবে, তাহা গণনাই করিতেছে না। বরং রাবণ প্রাতঃকালীন ভোজনসামগ্রীর মধ্যে আমাকে কল্পনা করিবে, সন্দেহ নাই, আমি তখন প্রিয়দর্শন রামের দর্শন না পাইয়া কি উপায় অবলম্বন করিব? যদি কেহ এখানে অদ্য আমাকে বিষ প্রদান করিত, তাহা হইলে তাহা পান করিয়া পতির অদর্শনে অচিরেই শমন-সদনে যাইতাম। লোহিত-লোচন রামকে না দেখিয়া অসহ্য দুঃখবেগ সহ্য করিয়াও যে বাঁচিয়া আছি, বোধ হয়, রাম ও লক্ষ্মণ তাহা জানিতে পারেন নাই। আমি জীবিতা আছি, যদি ইহা জানিতেন, তাহা হইলে আমাকে অন্বেষণ করিতেন না এমন নহে। ৩১—৩৫। অথবা সেই বীরবর লক্ষ্মণাগ্রজ রাম আমারই শোকে কাতর হইয়া ভূতলে দেহ পরিত্যাগপূর্ব্বক ইহলোক হইতে দেবলোকে গিয়াছেন। দেব, গন্ধর্ব্ব, সিদ্ধ ও মহর্ষিগণ আমার কমললোচন বীরবর রামকে দেখিয়া চরিতার্থ হইতেছেন, অথবা রাম জীবন্মুক্ত, সর্ব্বজ্ঞ পরমজ্ঞানী এবং নিবৃত্তি-ধর্ম্মনিরত; অতএব তাঁহার পত্নীতে প্রয়োজন নাই। যদি এরূপ হয় যে, দৃষ্টির অন্তরাল হইলে সৌহার্দ্দ লোপ হয়, আর সম্মুখে থাকিলেই প্রীতি থাকে; তবে আমি এখন তাঁহার নয়ন পথের বহির্ভূতা হইয়াছি, অতএব তাঁহার আর সে ভাব নাই, ইহা সম্ভব হইতে পারে বটে, কিন্তু যাহারা কৃতঘ্ন, তাহারাই পূর্ব্ব প্রণয় ভুলিয়া যায়, রাম কখন ভুলিবেন না। কিংবা আমার কোন অপরাধ হইয়া থাকিবে; অথবা আমার পূর্ব্বজন্ম-কৃত কোন পাপ থাকিবে; সেইজন্যই আমি এইরূপ রামবিরহিতা হইয়া আছি। ৩৬—৪০। সেই মহাবীর শত্রুদমন নির্ম্মলস্বভাব মহাত্মা রামের বিরহে বাঁচিয়া থাকা অপেক্ষা মরণই আমার মঙ্গল। অথবা সেই নরবর ভ্রাতৃদ্বয় অস্ত্র-শস্ত্র পরিত্যাগপূর্ব্বক ফলমূলভোজী হইয়া বনে বনে ভ্রমণ করিতেছেন। কিংবা রাক্ষসরাজ দুরাচার রাবণ ছলপূর্ব্বক শূরবর-ভ্রাতৃদ্বয় রাম লক্ষ্মণকে নিহত করিয়া থাকিবে। এই দুঃখের সময়ে সতত প্রাণত্যাগের সঙ্কল্প করিতেছি, কিন্তু এই অসহ্য সময়েও বিধাতা আমার মৃত্যু বিধান করিতেছেন না। যাঁহারা ব্রহ্ম ও আত্মার সমান জ্ঞান করিয়াছেন ও যাঁহারা ইন্দ্রিয় সকল জয় করিয়াছেন, সেই মহাভাগ মহাত্মা মুনিগণই ধন্য; কারণ তাঁহাদের প্রিয় এবং অপ্রিয় কিছুই নাই। প্রিয় বস্তুর বিয়োগেও যাঁহাদের দুঃখ হয় না, এবং অপ্রিয় ঘটনা ঘটিলেও যাহাদের

তাভ্যাং হি যে বিযুক্তাস্তে নমস্তেষাং মহাত্মনাম্ ॥ ৪৬
সাহং ত্যক্তা প্রিয়েণৈব রামেণ বিদিতাত্মনা।
প্রাণাংস্ত্যক্ষ্যামি পাপস্য রাবণস্য গতা বশম্ ॥ ৪৭

ইতি সুন্দরকাণ্ডে ষড়বিংশঃ সর্গঃ ॥ ২৬ ॥

সপ্তবিংশঃ সর্গঃ।

ইত্যুক্তাঃ সীতয়া ঘোরং রাক্ষস্যঃ ক্রোধমূর্চ্ছিতাঃ।
কাশ্চিজ্জগ্মুস্তদাখ্যাতুং রাবণস্য দুরাত্মনঃ॥ ১
ততঃ সীতামুপাগম্য রাক্ষস্যো ভীমদর্শনাঃ।
পুনঃ পরুষমেকার্থমনর্থার্থমথাব্রুবন্ ॥ ২
অদ্যেদানীং তবানার্য্যে সীতে পাপবিনিশ্চয়ে।
রাক্ষস্যো ভক্ষয়িষ্যন্তি মাংসমেতদ্যথাসুখম্ ॥ ৩
সীতাং তাভিরনার্য্যাভির্দৃষ্ট্বা সন্তর্জিতাং তদা।
রাক্ষসী ত্রিজটা বৃদ্ধা প্রবুদ্ধা বাক্যমব্রবীৎ ॥ ৪
আত্মানং খাদতানার্য্যা ন সীতাং ভক্ষয়িষ্যথ।
জনকস্য সুতামিষ্টাং স্নুষাং দশরথস্য চ ॥ ৫
স্বপ্নো হ্যদ্য ময়া দৃষ্টো দারুণো রোমহর্ষণঃ।
রাক্ষসানামভাবায় ভর্ত্তুরস্যা ভবায় চ ॥ ৬
এবমুক্তাস্ত্রিজটয়া রাক্ষস্যঃ ক্রোধমূর্চ্ছিতাঃ।
সর্ব্বা এবাব্রুবন্ ভীতাস্ত্রিজটাং তামিদং বচঃ।
কথয়স্ব ত্বয়া দৃষ্টঃ স্বপ্নোঽয়ং কীদৃশো নিশি ॥ ৭
তাসাং শ্রুত্বা তু বচনং রাক্ষসীনাং মুখোদ্গতম্।
উবাচ বচনং কালে ত্রিজটা স্বপ্নসংশ্রিতম্ ॥ ৮
গজদন্তময়ীং দিব্যাং শিবিকামন্তরিক্ষগাম্।
যুক্তাং বাজিসহস্রেণ স্বয়মাস্থায় রাঘবঃ।
শুক্লমাল্যাম্বরধরো লক্ষ্মণেন সমাগতঃ ॥ ৯
স্বপ্নে চাদ্য ময়া দৃষ্টা সীতা শুক্লাম্বরাবৃতা।
সাগরেণ পরিক্ষিপ্তং শ্বেতপর্ব্বতমাস্থিতা ॥ ১০
রামেণ সঙ্গতা সীতা ভাস্করেণ প্রভা যথা ॥ ১১
রাঘবশ্চ পুনর্দৃষ্টশ্চতুর্দন্তং মহাগজম্।
আরূঢ়ঃ শৈলসঙ্কাশং চচার সহলক্ষ্মণঃ ॥ ১২
ততস্তু সূর্য্যসঙ্কাশৌ দীপ্যমানৌ স্বতেজসা।
শুক্লমাল্যাম্বরধরৌ জানকীং পর্য্যুপস্থিতৌ ॥ ১৩
ততস্তস্য নগস্যাগ্রে হ্যাকাশস্থস্য দন্তিনঃ।

প্রিয়-বিয়োগ অপেক্ষা অধিকতর দুঃখ হয় না। এবং যাহারা প্রিয়-বিয়োগজ দুঃখ ও অপ্রিয়সংযোগজ দুঃখ হইতে মুক্ত হইয়াছেন, আমি সেই মহাত্মাদিগকে নমস্কার করি। যাহা হউক, আমি পাপাশয় রাবণের গৃহে রহিয়াছি; আত্মজ্ঞ রাম যদি আমাকে অন্বেষণ করিয়া উদ্ধার না করেন, তাহা হইলে আনন্দের সহিত প্রাণ বিসর্জ্জন করিব। ৪১—৪৭।

সপ্তবিংশ সর্গ।

কতকগুলি রাক্ষসী সীতার মরণ-নিশ্চায়ক কঠোর বাক্য শুনিয়া ক্রুদ্ধা হইয়া তখন ঐ সংবাদ দিবার জন্য দুরাত্মা রাবণের নিকটে গেল। পরে ভীষণদর্শনা রাক্ষসীরা সীতার নিকটে যাইয়া পুনরায় আপনাদের অনর্থকর পরুষ বাক্য বলিতে প্রবৃত্তা হইল; "অনার্য্যে সীতে! আমরা তোমার রক্ষায় নিযুক্তা রহিয়াছি, অতএব তুমি আমাদের সম্মুখে এখন প্রাণত্যাগ করিতে পারিবে না; কিন্তু পরে রাক্ষসীরা রাবণের আদেশ পাইয়া ইচ্ছানুরূপ তোমার মাংস ভক্ষণ করিবে।" তখন ধর্ম্মজ্ঞানসম্পন্না বৃদ্ধা ত্রিজটা-রাক্ষসী জাগরিতা হইয়া দেখিল যে, ক্রূরস্বভাবা রাক্ষসীরা সীতাকে তিরস্কার করিতেছে। ত্রিজটা ইহা দেখিয়া তাহাদিগকে বলিতে লাগিল, "ক্রূরপ্রকৃতি রাক্ষসীগণ! তোরা নিজ নিজকে খা, জনকের স্নেহময়ী দুহিতা, দশরথের পুত্রবধূ খাইতে পারিবি না। ১—৫। কেননা, আমি অদ্য রাক্ষসদিগের পরাভবসূচক নিদারুণ স্বপ্ন দেখিয়াছি। কেবল তাহাই নহে, এই জনক-নন্দিনীর স্বামীর বিজয়সূচক রোমহর্ষকর আর একটী স্বপ্ন দেখিয়াছি।" সেই ক্রোধান্বিত রাক্ষসীগণ ত্রিজটার কথা শুনিয়া ভীতা হইয়া তাহাকে বলিল, "তুমি রাত্রে কিরূপ স্বপ্ন দেখিয়াছ, তাহা আমাদের নিকটে বল।" পরে ত্রিজটা রাক্ষসীদের কথা শুনিয়া প্রত্যূষ-দৃষ্ট-স্বপ্ন-বৃত্তান্ত বলিতে আরম্ভ করিল;—"আমি দেখিলাম, রঘুনন্দন রাম শুভ্রবস্ত্র এবং শ্বেত মাল্য পরিধানপূর্ব্বক গজদন্ত-নির্ম্মিত সহস্র-অশ্বযোজিত শূন্যগামী দিব্য রথে লক্ষ্মণের সহিত আরোহণ করিয়া আসিতেছেন। ৬—৯। আর সীতাদেবীও শুভ্রবসন পরিধানপূর্ব্বক ক্ষীর-সমুদ্রবেষ্টিত শ্বেতপর্ব্বতে থাকিয়া সূর্য্যের সহিত তদীয় কান্তির ন্যায় রামের সহিত মিলিতা হইয়াছেন। আবার দেখিলাম, রাম ও লক্ষ্মণ, পর্ব্বতপ্রমাণ চতুর্দন্ত মহাগজের পৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া বিরাজ করিতেছেন। পরে শুভ্র বস্ত্র ও শ্বেত-মাল্যধারী রাম এবং লক্ষ্মণ তাঁহাদের তেজঃপ্রভাবে চন্দ্র ও সূর্য্যের ন্যায় প্রদীপ্ত হইয়া জনকনন্দিনীর নিকটে আসিলেন; পরে রাম অবতরণপূর্ব্বক সেই শ্বেত

তত্র। পরিগৃহ্য তস্য জানকী স্কন্ধমাশ্রিতা ॥ ১৪
ভর্ত্তুরঙ্কাৎ সমুৎপত্য ততঃ কমললোচনা।
চন্দ্রসূর্য্যৌ ময়া দৃষ্টা পাণিভ্যাং পরিমার্জ্জতী ॥ ১৫
ততস্তাভ্যাং কুমারাভ্যামাস্থিতঃ স গজোত্তমঃ।
সীতয়া চ বিশালাক্ষ্যা লঙ্কায়া উপরি স্থিতঃ ॥ ১৬
পাণ্ডুরর্ষভযুক্তেন রথেনাষ্টযুজা স্বয়ম্।
শুক্লমাল্যাম্বরধরো লক্ষ্মণেন সহাগতঃ ॥ ১৭
ততোঽন্যত্র ময়া দৃষ্টো রামঃ সত্যপরাক্রমঃ।
লক্ষ্মণেন সহ ভ্রাত্রা সীতয়া সহ বীর্য্যবান্ ॥ ১৮
আরুহ্য পুষ্পকং দিব্যং বিমানং সূর্য্যসন্নিভম্।
উত্তরাং দিশমালোচ্য প্রস্থিতঃ পুরুষোত্তমঃ ॥ ১৯
রাবণশ্চ ময়া দৃষ্টো মুণ্ডস্তৈলসমুক্ষিতঃ।
রক্তবাসাঃ পিবন্ মত্তঃ করবীরকৃতস্রজঃ ॥ ২০
বিমানাৎ পুষ্পকাদদ্য রাবণঃ পতিতঃ ক্ষিতৌ।
কৃষ্যমাণঃ স্ত্রিয়া মুণ্ডো দৃষ্টঃ কৃষ্ণাম্বরঃ পুনঃ ॥ ২১
রথেন খরযুক্তেন রক্তমাল্যানুলেপনঃ।
পিবংস্তৈলং হসন্নৃত্যন্ ভ্রান্তচিত্তাকুলেন্দ্রিয়ঃ ॥ ২২
গর্দ্দভেন যযৌ শীঘ্রং দক্ষিণাং দিশমাশ্রিতঃ ॥ ২৩

পুনরেব ময়া দৃষ্টো রাবণো রাক্ষসেশ্বরঃ।
পতিতোঽবাক্‌শিরা ভূমৌ গর্দ্দভাদ্ভয়মোহিতঃ ॥ ২৪
সহসোত্থায় সম্ভ্রান্তো ভয়ার্ত্তো মদবিহ্বলঃ।
উন্মত্তরূপো দিগ্বাসা দুর্ব্বাক্যং প্রলপন্ বহু ॥
দুর্গন্ধং দুঃসহং ঘোরং তিমিরং নরকোপমম্ ॥ ২৫
মলপঙ্কং প্রবিশ্যাশু মগ্নস্তত্র স রাবণঃ।
প্রস্থিতো দক্ষিণামাশাং প্রবিষ্টোঽকর্দ্দমং হ্রদম্ ॥ ২৬
কণ্ঠে বদ্ধা দশগ্রীবং প্রমদা রক্তবাসিনী।
কালী কর্দ্দমলিপ্তাঙ্গী দিশং যাম্যাং প্রকর্ষতি ॥ ২৭
এবং তত্র ময়া দৃষ্টঃ কুম্ভকর্ণো মহাবলঃ।
রাবণস্য সুতাঃ সর্ব্বে মুণ্ডাস্তৈলসমুক্ষিতাঃ ॥ ২৮
বরাহেণ দশগ্রীবঃ শিশুমারেণ চেন্দ্রজিৎ।
উষ্ট্রেণ কুম্ভকর্ণশ্চ প্রয়াতা দক্ষিণাং দিশম্ ॥ ২৯
একস্তত্র ময়া দৃষ্টঃ শ্বেতচ্ছত্রো বিভীষণঃ।
চতুর্ভিঃ সচিবৈঃ সার্দ্ধং বৈহায়সমুপস্থিতঃ ॥ ৩০
সমাজশ্চ মহান্ বৃত্তো গীতবাদিত্রনিস্বনঃ।
পিবতাং রক্তমাল্যানাং রক্ষসাং রক্তবাসসাম্ ॥ ৩১
লঙ্কা চেয়ং পুরী রম্যা সবাজিরথকুঞ্জরা।

পর্ব্বতশিখরস্থিত নভোগামী হস্তীর বন্ধন-শৃঙ্খল ধারণ করিলে, কমললোচনা সীতা তাহার স্কন্ধে আরোহণপূর্ব্বক রামের অঙ্কে বসিয়া পাণিদ্বারা চন্দ্র ও সূর্য্য গ্রহণ করিতেছেন। ১১—১৫। তৎপরে সেই গজবর,—রাম, লক্ষ্মণ ও বিশাল-লোচনা সীতাকে পৃষ্ঠে লইয়া লঙ্কা-উপরিভাগে উপস্থিত হইল। আবার দেখিলাম, রাম শ্বেত মাল্য এবং শুভ্র বসন পরিধান করিয়া পাণ্ডুরবর্ণ অষ্ট ঋষভ-যোজিত রথে আরোহণপূর্ব্বক লক্ষ্মণের সহিত আসিতেছেন। পরে দেখিলাম, অখণ্ড-বিক্রমশালী বীর্য্যবান্ পুরুষ-শ্রেষ্ঠ রাম,—লক্ষ্মণ এবং সীতা সমভিব্যবহারে দিব্য পুষ্পক-রথে আরোহণপূর্ব্বক উত্তরদিকের অভিমুখে প্রস্থান করিতেছেন। পুনরায় যে স্বপ্ন দেখিয়াছি, তাহা বলিতেছি। রক্তাম্বর-ধারী মুণ্ডিত-মস্তক রাবণ তৈলসিক্ত এবং তৈলপানে উন্মত্ত হইয়া করবীর-কুসুমগ্রথিত মালায় সুসজ্জিত পুষ্পকরথ হইতে ধরাতলে পতিত হইয়াছে। আর রমণীগণ রক্ত অনুলেপনাঞ্জিত, লোহিত মালায় বিভূষিত, কৃষ্ণবর্ণবস্ত্রপরিহিত, মস্তকবিহীন রাবণের দেহ খরযোজিত রথদ্বারা আকর্ষণ করিতেছে। রাবণ চিত্তের ভ্রান্তিবশতঃ ব্যাকুলচিত্ত হইয়া তৈল-পান, হাস্য এবং নৃত্য করিতে করিতে গর্দ্দভে আরোহণপূর্ব্বক দক্ষিণদিক্ অবলম্বন করিয়া দ্রুত গমন করিতেছে। ১৬—২৩। আবার দেখিলাম, রাক্ষস-রাজ ভয়ে অভিভূত হইয়া অধোমুখে গর্দ্দভ হইতে ভূতলে পতিত হইয়েছে। পরন্তু রাবণ ভয়বিহ্বল এবং চমকিত হইয়া সহসা উলঙ্গাবস্থায় উত্থিত হইল এবং উন্মত্তের ন্যায় বহুতর কটুবাক্য বলিতে বলিতে দুর্গন্ধময়, মলরূপ পঙ্কপূর্ণ, নরককল্প দুঃসহ, ভীষণ অন্ধকারের মধ্যে প্রবেশ করিয়া তৎক্ষণাৎ তাহাতে নিমজ্জিত হইল। পুনরায় দক্ষিণদিক্ অবলম্বনপূর্ব্বক প্রস্থান করিয়া জল ও কর্দ্দম-শূন্য হ্রদমধ্যে প্রবেশ করিল। কর্দ্দম-লিপ্তাঙ্গী, কৃষ্ণবর্ণা রক্তবস্ত্রা প্রমদা দশগ্রীবের কণ্ঠদেশ বন্ধনপূর্ব্বক দক্ষিণদিকে আকর্ষণ করিতেছে। পুনরায় দেখিলাম, কুম্ভকর্ণ ও রাবণের পুত্র সকল মুণ্ডিতমস্তক হইয়া তৈলসিক্ত রহিয়াছে। পরন্তু রাবণ বরাহে, ইন্দ্রজিৎ শিশু-মারে এবং কুম্ভকর্ণ উষ্ট্রে আরোহণ করিয়া দক্ষিণদিকে যাইতেছে; কেবল একমাত্র বিভীষণ শ্বেতচ্ছত্রে শোভিত হইয়া চারিজন মন্ত্রীর সহিত আকাশপথে বিচরণ করিতেছেন। ২৪—৩০। আর তাঁহার মহা-সভায় গীত ও বাদ্যযন্ত্রের ধ্বনি হইতেছে। আরও দেখিয়াছি,—সকল রাক্ষসই লোহিত বসন ও লোহিত মালা ধারণপূর্ব্বক তৈলপানে আসক্ত রহিয়াছে; তাহাদের বাসস্থান এই মনোহর লঙ্কাপুরী গোপুর ও

সাগরে পতিতা দৃষ্টা ভগ্নগোপুরতোরণা॥ ৩২
পীত্বা তৈলং প্রমত্তাশ্চ প্রহসন্ত্যো মহাস্বনাঃ।
লঙ্কায়াং ভস্মরূক্ষায়াং সর্ব্বা রাক্ষসযোষিতঃ॥ ৩৩
কুম্ভকর্ণাদয়শ্চেমে সর্ব্বে রাক্ষসপুঙ্গবাঃ।
রক্তং নিবসনং গৃহ্য প্রবিষ্টা গোময়ং হ্রদম্॥ ৩৪
অপগচ্ছত পশ্যধ্বং সীতামাপ্নোতি রাঘবঃ।
ঘাতয়েৎ পরমমর্ষী যুষ্মান্ সার্দ্ধং হি রাক্ষসৈঃ॥ ৩৫
প্রিয়াং বহুমতাং ভার্য্যাং বনবাসমনুব্রতাম্।
ভর্ৎসিতাং তর্জ্জিতাং বাপি নানুমংস্যতি রাঘবঃ॥ ৩৬
তদলং ক্রূরবাক্যৈশ্চ সান্ত্বমেবাভিধীয়তাম্
অভিযাচাম বৈদেহীমেতদ্ধি মম রোচতে॥ ৩৭
যস্যা হ্যেবংবিধঃ স্বপ্নো দুঃখিতায়াঃ প্রদৃশ্যতে।
সা দুঃখৈর্ব্বহুভির্মুক্তা প্রিয়ং প্রাপ্নোত্যনুত্তমম্॥ ৩৮
ভর্ৎসিতামপি যাচধ্বং রাক্ষস্যঃ কিং বিবক্ষয়া।
রাঘবাদ্ধি ভয়ং ঘোরং রাক্ষসানামুপস্থিতম্॥ ৩৯
প্রণিপাতপ্রসন্না হি মৈথিলী জনকাত্মজা।
অলমেষা পরিত্রাতুং রাক্ষস্যো মহতো ভয়াৎ॥ ৪০

অপি চাস্যা বিশালাক্ষ্যা ন কিঞ্চিদুপলক্ষয়ে।
বিরূপমপি চাঙ্গেষু ন সুসূক্ষ্মমপি লক্ষণম্॥ ৪১
ছায়াবৈগুণ্যমাত্রন্তু শঙ্কে দুঃখমুপস্থিতম্।
অদুঃখার্হামিমাং দেবীং বৈহায়সমুপস্থিতাম্॥ ৪২
অর্থসিদ্ধিন্তু বৈদেহ্যাঃ পশ্যাম্যহমুপস্থিতাম্।
রাক্ষসেন্দ্রবিনাশঞ্চ বিজয়ং রাঘবস্য চ॥ ৪৩
নিমিত্তভূতমেতত্তু শ্রোতুমস্যা মহৎ প্রিয়ম্।
দৃশ্যতে চ স্ফুরচ্চক্ষুঃ পদ্মপত্রমিবায়তম্॥ ৪৪
ঈষচ্চ হৃষিতো বাস্যা দক্ষিণায়া হ্যদক্ষিণঃ।
অকস্মাদেব বৈদেহ্যা বাহুরেকঃ প্রকম্পতে॥ ৪৫
করেণুহস্তপ্রতিমঃ সব্যশ্চোরুরনুত্তমঃ।
বেপন্ কথয়তীবাস্যা রাঘবং পুরতঃ স্থিতম্॥ ৪৬

পক্ষী চ শাখানিলয়ং প্রবিষ্টঃ
পুনঃপুনশ্চোত্তমসান্ত্ববাদী।
সুখাগতাং বাচমুদীরয়াণঃ
পুনঃপুনশ্চোদয়তীব হৃষ্টঃ॥ ৪৭

ততঃ সা হ্রীমতী বালা ভর্ত্তুর্বিজয়হর্ষিতা।
অবোচদ্যদি তৎ তথ্যং ভবেয়ং শরণং হি বঃ॥ ৪৮

ইতি সুন্দরকাণ্ডে সপ্তত্রিংশঃ সর্গঃ॥ ২৭॥

তোরণবিহীন হইয়া এবং অশ্ব ও গজসহ সমুদ্রগর্ভে পতিত হইয়াছে। অপিচ রাক্ষসভার্য্যাগণ তৈলপানে উন্মত্তা হইয়া, ভস্মরাশি রুক্ষবর্ণ এই লঙ্কাপুরীতে উচ্চরবে হাস্য করিতেছে। কুম্ভকর্ণ প্রভৃতি রাক্ষসবীরগণ রক্তবর্ণ কুৎসিত বস্ত্র পরিধান করিয়া গোময়-হ্রদে প্রবেশ করিতেছে। (রাক্ষসীগণ!) তোমরা সীতাকে তিরস্কার না করিয়া এখান হইতে চলিয়া যাও। রঘুনন্দন রাম শীঘ্রই সীতাকে লাভ করিবেন, তোমরা তাহা স্বচক্ষে দেখিতে পাইবে। বনবাসসহচরী, প্রিয়দর্শনা রামের প্রিয়তমা পত্নীকে তোমরা তিরস্কার বা তাড়না কর, ইহা কিন্তু রাঘব কখনও ক্ষমা করিবেন না, পরন্তু ক্রোধান্বিত হইয়া রাক্ষসদিগের সহিত তোমাদিগের বিনাশ করিবেন। ৩১—৩৬। সুতরাং নিষ্ঠুর বাক্য অপেক্ষা বরং সত্য কথা বলাই ভাল; বৈদেহীর নিকটে আমাদিগের ক্ষমা প্রার্থনা করাই কর্ত্তব্য বলিয়া বোধ হইতেছে। কেননা যাহার এমন দুরবস্থায় এরূপ স্বপ্ন দেখা যায়, সে সকল দুঃখ হইতে বিমুক্ত হইয়া অনুত্তম প্রিয় লাভ করে। রাক্ষসীগণ! রাম হইতে রাক্ষসদিগের বিষম ভয় উপস্থিত, যদিচ সীতা পুনঃপুনঃ তিরস্কৃত হইয়াছেন সত্য, কিন্তু এখন তাঁহাকে পরুষ বাক্য না বলিয়া তোমরা তাঁহার নিকটে ক্ষমা প্রার্থনা কর। মিথিলাদেশ-সম্ভূতা জনকতনয়া এই সীতা আমাদের অনুনয়ে প্রসন্না হইয়া নিশ্চয়ই তোমাদিগকে মহৎ ভয় হইতে পরিত্রাণ করিবেন। ৩৭—৪০।

দেখ, এই বিশাললোচনা সীতার কোন অঙ্গেই কিছুমাত্র অলক্ষণ দেখা যাইতেছে না। বোধ হয়, কেবল স্নান এবং স্নেহানুলেপনের অভাববশতঃ শোভাবিহীন হওয়ায় ইহাঁর যৎসামান্য দুঃখ উপস্থিত হইয়াছে। এই দুঃখের অযোগ্যা সীতাকে স্বপ্নে দেখিয়া ইহাই বোধ হইতেছে যে, শীঘ্রই সীতার ইষ্টসিদ্ধি, রামের বিজয়লাভ এবং রাবণের বিনাশ দেখিব। ৪১—৪৩। আর দেখ, ইহার মহৎপ্রিয় মঙ্গলসূচক স্বপ্নবিবরণ শুনিবে বলিয়াই পদ্মপলাশের ন্যায় বিশাল বামচক্ষু স্পন্দিত হইতেছে, আর এই সরলা বিদেহনন্দিনীর বামবাহু ঈষৎ পুলকিত হইয়া হঠাৎ কম্পিত হইতেছে এবং করেণুশুণ্ডতুল্য অনুত্তম সব্য উরু কম্পমান হইয়া 'রামচন্দ্র অগ্রে উপস্থিত' ইহাই যেন ব্যক্ত করিতেছে। অপিচ কাকপ্রভৃতি পক্ষিসকল শাখাস্থ নীড়মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া সুমধুর স্বরে পুনঃপুনঃ স্বাগত বাক্য বলিয়া সীতে! রাম আসিতেছেন, তুমি প্রত্যুদ্গমন কর' যেন হৃষ্টচিত্তে সীতাকে এই কথাই বারংবার বলিতেছে।" পরে লজ্জাশীলা অবলা সীতা পতির বিজয়সূচক ভাববার্ত্তা শুনিয়া সহর্ষচিত্তে বলিলেন, "যদি তোমাদিগের কথা সত্য হয়, তবে নিশ্চয়ই আমি তোমাদিগকে রক্ষা করিব।" ৪৪—৪৮।

অষ্টাবিংশঃ সর্গঃ।

সা রাক্ষসেন্দ্রস্য বচো নিশম্য
তদ্রাবণস্যাপ্রিয়মপ্রিয়ার্ত্তা।
সীতা বিতত্রাস যথা বনান্তে
সিংহাভিপন্না গজরাজকন্যা॥ ১
সা রাক্ষসীমধ্যগতা চ ভীরু-
র্বাগ্‌ভির্ভৃশং রাবণতর্জ্জিতা চ।
কান্তারমধ্যে বিজনে বিসৃষ্টা
বালেব কন্যা বিললাপ সীতা॥ ২
সত্যং বতেদং প্রবদন্তি লোকে
নাকালমৃত্যুর্ভবতীতি সন্তঃ।
যত্রাহমেবং পরিভর্ৎস্যমানা
জীবামি যস্মাৎ ক্ষণমপ্যপুণ্যা॥ ৩
সুখাদ্বিহীনং বহুদুঃখপূর্ণ-
মিদন্তু নূনং হৃদয়ং স্থিরং মে।
বিদীর্য্যতে যন্ন সহস্রধাদ্য
বজ্রাহতং শৃঙ্গমিবাচলস্য॥ ৪
নৈবাস্তি নূনং মম দোষমত্র
বধ্যাহমস্যাপ্রিয়দর্শনস্য।
ভাবং ন চাস্যাহমনুপ্রদাতু-
মলং দ্বিজো মন্ত্রমিবাদ্বিজায়॥ ৫
তস্মিন্ননাগচ্ছতি লোকনাথে
গর্ভস্থজন্তোরিব শল্যকৃন্তঃ।
নূনং মমাঙ্গান্যচিরাদনার্য্যঃ
শরৈঃ শিতৈশ্ছেৎস্যতি রাক্ষসেন্দ্রঃ॥ ৬
দুঃখং বতেদং ননু দুঃখিতায়া
মাসৌ চিরায়াভিগমিষ্যতো দ্বৌ।
বদ্ধস্য বাধ্যস্য যথা নিশান্তে
রাজোপরোধাদিব তস্করস্য॥ ৭
হা রাম হা লক্ষ্মণ হা সুমিত্রে
হা রামমাতঃ সহ মে জনন্যঃ।
এষা বিপদ্যাম্যহমল্পভাগ্যা
মহার্ণবে নৌরিব মূঢবাতা॥ ৮
তরস্বিনৌ ধারয়তা মৃগস্য
সত্ত্বেন রূপং মনুজেন্দ্রপুত্রৌ।
নূনং বিশস্তৌ মম কারণাৎ তৌ
সিংহর্ষভৌ দ্বাবিব বৈদ্যুতেন॥ ৯
নূনং স কালো মৃগরূপধারী
মামল্পভাগ্যাং লুলুভে তদানীম্।

অষ্টাবিংশ সর্গ।

সীতাদেবী নিরন্তর অপ্রিয়ঘটনাবশতঃ পূর্ব্বাবধি কষ্ট সহ্য করিতেছিলেন, এখন আবার রাক্ষসপতি রাবণের অপ্রিয় বাক্য সকল শুনিয়া বনমধ্যে সিংহ-কর্ত্তৃক আক্রান্ত গজরাজকন্যার ন্যায়, ভীতা হইলেন। একে ত সীতা রাক্ষসদিগের মধ্যে থাকিয়াই ভয়ে কালযাপন করিতেছিলেন, বিশেষতঃ রাবণের তির-স্কারে অতিশয় তাড়িতা হইয়া, গহন কাননে পরি-ত্যক্তা শিশুকন্যার ন্যায়, বিলাপ করিতে লাগি লেন। বলিলেন, "হায়! সাধুগণ বলিয়া থাকেন যে, অকালে কখন মৃত্যু হয় না, এ কথা সত্য, কেননা আমি এমনি পাপিনী যে, এত তিরস্কারে ক্ষণকালও বাঁচিয়া আছি। পরন্তু আমার হৃদয় সুখবিহীন এবং বিষম শোকে আকুল হইয়াও যখন বজ্রাহত শৈল-শিখরের ন্যায় অদ্য সহস্রধা বিদীর্ণ হইতেছে না, তখন বোধ হয়, ইহা নিতান্ত কঠিন। অপিচ আমার প্রাণত্যাগের চেষ্টা করাও অনুচিত, কেননা এই অপ্রিয়দর্শন রাবণ আমাকে নিশ্চয়ই বধ করিবে, অতএব আমাকেও আর আত্মহত্যাজনিত দোষে লিপ্ত হইতে হইবে না। যদিচ ইহাকে আত্মসমর্পণ করিলে প্রাণ রক্ষা হয় বটে, কিন্তু ব্রাহ্মণগণ যেমন শূদ্রকে মন্ত্র দান করিতে পারেন না, সেইরূপ আমিও অনুকূল হইয়া ইহাকে আমার হৃদয় প্রদান করিতে পারি না। ১—৫। লোকপতি রাম, রাবণের নির্দ্দিষ্ট কালের মধ্যে যদি না আইসেন, তাহা হইলে অস্ত্র চিকিৎসক, প্রসূতিকে রক্ষা করিবার জন্য শাণিত অস্ত্রধারা যেমন গর্ভস্থ জণের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ছেদন করে, সেইরূপ সেই অনার্য্য রাক্ষসরাজ জীবিতাবস্থায় আমার অঙ্গ সকল তীক্ষ্ণবাণ দ্বারা শীঘ্র ছেদন করিবে। হায়! একে ত আমি সর্ব্বদা পতির বিরহবেদনা সহ্য করিতেছি, বিশেষতঃ আমার এই দুঃখ যে মৃত্যুর অব্যবহিত দুই মাস শীঘ্রই অতীত হইবে, তাহা হইলে, রাজাজ্ঞায় গৃহাবদ্ধ বধ্য তস্করের ন্যায় বিনষ্ট হইব। হা রাম! হা লক্ষ্মণ! হা সুমিত্রে! হা রামমাতঃ! হা আমার জননীগণ! আমার এমন দুর্ভাগ্য যে, এরূপ দুরবস্থায় আপনাদিগের দর্শন পাইলাম না, সর্ব্বদা স্মরণ করিয়া, বায়ুবেগতাড়িত নৌকা যেমন সাগরমধ্যে নিমজ্জিত হয়, সেইরূপ আমি বিপদ্‌গ্রস্ত হইলাম। বোধ হয়, সেই সিংহবিক্রম নরেন্দ্র-পুত্র তপস্বী রাম এবং লক্ষ্মণ আমার জন্যই বজ্রতেজঃ-সদৃশ মৃগরূপী রাক্ষসকর্ত্তৃক বিনষ্ট হইয়া থাকিবেন। অপিচ সেই সময়ে কালই এই মন্দভাগিনীকে মৃগ-

যত্রার্য্যপুত্রৌ বিসসর্জ্জ মূঢ়া
রামানুজং লক্ষ্মণপূর্ব্বজঞ্চ ॥ ১০
হা রাম সত্যব্রত দীর্ঘবাহো
হা পূর্ণচন্দ্রপ্রতিমানবক্ত্র।
হা জীবলোকস্য হিতঃ প্রিয়শ্চ
বধ্যাং ন মাং বেৎসি হি রাক্ষসানাম্ ॥ ১১
অনন্যদেবত্বমিয়ং ক্ষমা চ
ভূমৌ চ শয্যা নিয়মশ্চ ধর্ম্মে।
পতিব্রতাত্বং বিফলং মমেদং
কৃতং কৃতঘ্নেম্বিব মানুষাণাম্ ॥ ১২
মোঘং হি ধর্ম্মশ্চরিতো মমায়ং
তথৈকপত্নীত্বমিদং নিরর্থকম্।
যা ত্বাং ন পশ্যামি কৃশা বিবর্ণা
হীনা ত্বয়া সঙ্গমনে নিরাশা ॥ ১৩
পিতুর্নিদেশং নিয়মেন কৃত্বা
বনান্নিবৃত্তশ্চরিতব্রতশ্চ।
স্ত্রীভিস্তু মন্যে বিপুলেক্ষণাভিঃ
সংরংস্যসে বীতভয়ঃ কৃতার্থঃ ॥ ১৪
অহন্তু রাম ত্বয়ি জাতকামা
চিরং বিনাশায় নিবদ্ধভাবা।
মোঘং চরিত্বাথ তপোব্রতঞ্চ
ত্যক্ষ্যামি ধিগ্‌জীবিতমল্পভাগ্যাম্ ॥ ১৫

সঞ্জীবিতং ক্ষিপ্রমহং ত্যজেয়ং
বিষেণ শস্ত্রেণ শিতেন বাপি।
বিষস্য দাতা ন তু মেঽস্তি কশ্চিৎ
শস্ত্রস্য বা বেশ্মনি রাক্ষসস্য ॥ ১৬
ইতীব দেবী বহুধা বিলপ্য
সর্ব্বাত্মনা রামমনুস্মরন্তী।
প্রবেপমানা পরিশুষ্কবক্ত্রা
নগোত্তমং পুষ্পিতমাসসাদ।
শোকাভিতপ্তা বহুধা বিচিন্ত্য
সীতাথ বেণীগ্রথনং গৃহীত্বা।
উদ্বধ্য বেণ্যুদ্‌গ্রথনেন শীঘ্র-
মহং গমিষ্যামি যমস্য মূলম্ ॥ ১৭
উপস্থিতা সা মৃদুসর্ব্বগাত্রা
শাখাং গৃহীত্বা চ নগস্য তস্য।
তস্যাস্তু রামং পরিচিন্তয়ন্ত্যা
রামানুজং স্বঞ্চ কুলং শুভাঙ্গ্যাঃ ॥ ১৮
তস্যা বিশোকানি তদা বহূনি
ধৈর্য্যার্জ্জিতানি প্রবরাণি লোকে।
প্রাদুর্নিমিত্তানি তদা বভূবুঃ
পুরাপি সিদ্ধান্যুপলক্ষিতানি ॥ ১৯

ইতি সুন্দরকাণ্ডে অষ্টাবিংশঃ সর্গঃ ॥ ২৮ ॥

রূপে অভিভূতা করিয়াছিল, আমি সেই মায়ায় মোহিত হইয়া আর্য্যপুত্র রাম এবং তাঁহার ভ্রাতা লক্ষ্মণকে মৃগের অনুসরণে বিদায় দিয়াছিলাম। ৮—১০। হা পূর্ণচন্দ্র-নিভানন! হা সত্যব্রত দীর্ঘবাহো রাম! তুমি জীবলোকের হিত ও প্রিয়কার্য্যে রত; কিন্তু আমি রাক্ষসগণের বধ্য হইয়াছি, তুমি ইহা জানিতে পারিলে না। কৃতঘ্ন ব্যক্তিদিগের উপকার করিলে, উপকারী ব্যক্তিদিগের তাহা যেমন বিফল হয়, সেইরূপ পতিদেবতাত্ব, ধরাশয়ন, ধর্ম্মানুরাগ, পাতিব্রত্য এবং ক্ষমা এ সমস্তই আমার বিফল হইল। আমি তোমার বিরহবশতঃ মিলনে হতাশ হইয়া নিতান্ত ক্ষীণা এবং বিবর্ণা হইয়াছি, তথাপি যখন তোমার দর্শন পাইলাম না, তখন আমার এই সকল ধর্ম্মাচার ও পাতিব্রত্যধর্ম্ম নিরর্থক। রাম! তুমি নিতান্ত সচ্চরিত্র, সুতরাং আমার বোধ হয়, তুমি নিয়মানুসারে পিতার আজ্ঞা প্রতিপালন করত বিগতভয় ও কৃতকার্য্য হইয়া বিশাললোচনা স্ত্রীদিগের সহিত ক্রীড়ারত হইবে। আমি নিয়ত তোমাতেই কামাভিলাষিণী, অতএব প্রাণনাশকর দুঃখ সহ্য করিব বলিয়াই তোমাকে চিত্ত সমর্পণ করিয়াছিলাম, এখন বিফল তপস্যা ও ব্রত করিয়া এই ভাগ্যহীন কদর্য্য প্রাণ ত্যাগ করিব। ১১—১৫। অপিচ আমি বিষপানে বা তীক্ষ্ণ অস্ত্রের আঘাতে সত্বর প্রাণত্যাগ করিব; কিন্তু এ রাক্ষসগৃহে, এখানে কেহই আমাকে বিষ অথবা অস্ত্র দিবে না।" সীতাদেবী অনুক্ষণ রামকে স্মরণ করিয়া এইরূপ বিস্তর বিলাপ করিতে করিতে শুষ্ক-বদনা হইয়া কম্পিতকলেবরে পুষ্পিত তরুবরের নিকট-বর্ত্তিনী হইলেন। পরে শোকসন্তপ্তা হইয়া বেণী গ্রহণ পূর্ব্বক নানাবিধ চিন্তা করিয়া বলিলেন, "আমি বেণী-গ্রহণে উদ্বন্ধনপূর্ব্বক এখনই আত্মহত্যা করিব।" পরে সেই কোমলাঙ্গী বৈদেহী, তরুবরের নিকটে যাইয়া তাহার শাখা অবলম্বনপূর্ব্বক রাম, লক্ষ্মণ এবং নিজের কুলমর্য্যাদার বিষয় চিন্তা করিতে লাগিলেন। তৎকালে সেই সৌভাগ্যবতী জানকীর শোকবিনাশন ধৈর্য্য-সম্পাদক লোকবিখ্যাত ভাবিশুভসূচক লক্ষণ সকল আবির্ভূত হইতে লাগিল। ১৬—১৯।

একোনত্রিংশ সর্গ।

তথাগতাং তাং ব্যথিতামনিন্দিতাং
ব্যতীতহর্ষাং পরিদীনমানসাম্।
শুভাং নিমিত্তানি শুভানি ভেজিরে
নরং শ্রিয়া জুষ্টমিবোপসেবিনঃ ॥ ১
তস্যাঃ শুভং বামমরালপক্ষ্ম-
রাজ্যা বৃতং কৃষ্ণবিশালশুক্লম্।
প্রাস্পন্দতৈকং নয়নং সুকেশ্যা
মীনাহতং পদ্মমিবাভিতাম্রম্ ॥ ২
ভুজশ্চ চার্ব্বঞ্চিতবৃত্তপীনঃ
পরার্দ্ধ্যকালাগুরুচন্দনার্হঃ।
অনুত্তমেনাধ্যুষিতঃ প্রিয়েণ
চিরেণ বামঃ সমবেপতাশু ॥ ৩
গজেন্দ্রহস্তপ্রতিমশ্চ পীন-
স্তয়োর্দ্বয়োঃ সংহতয়োঃ সুজাতঃ।
প্রস্পন্দমানঃ পুনরূরুরস্যা
রামং পুরস্তাৎ স্থিতমাচচক্ষে ॥ ৪
শুভং পুনর্হেমসমানবর্ণ-
মীষদ্রজোধ্বস্তমিবাতুলাক্ষ্যাঃ।
বাসঃ স্থিতায়াঃ শিখরাগ্রদন্ত্যাঃ
কিঞ্চিৎ পরিস্রংসত চারুগাত্র্যাঃ ॥ ৫

ঊনত্রিংশ সর্গ।

সেই অনিন্দিতা, শুভলক্ষণা, সুকেশী সীতা নিরানন্দা ও ব্যথিতা হইয়া দুঃখিতমানসে সেই কার্য্যে প্রবৃত্তা হইলে, সেবাপরায়ণ ভৃত্যগণ যেমন সমস্ত লক্ষ্মীবান্ ব্যক্তিগণের সন্নিহিত থাকে, সেইরূপ শুভ লক্ষণ সকল তাঁহার নিকটে প্রতিভাত হইতে লাগিল। যাহার তারকা কৃষ্ণবর্ণ, প্রান্তভাগ লোহিতবর্ণ, অপর অংশ শুক্লবর্ণ, তাদৃশ অরালপক্ষ্মরাজি-সমাবৃত সুশোভন বামনয়ন মীনতাড়িত পদ্মের ন্যায় স্পন্দিত হইল। অপিচ সীতার যে বাহু সুন্দর কৃষ্ণাগুরু চন্দনে লিপ্ত হইয়া চিরকাল প্রিয়তমের গ্রীবাদেশ বেষ্টন করিয়াছে, সেই মনোহর বর্ত্তুল এবং স্থূল বামবাহু সহসা স্পন্দিত হইল। পরস্পর সংশ্লিষ্ট ঊরুদ্বয়ের মধ্যে হস্তিশুণ্ডের ন্যায় সুগঠন সুন্দরতর বাম ঊরু স্পন্দিত হইয়া রামের নিকটে গমন সূচিত করিল। ১—৪। দাড়িম্ব-বীজ-দশনা, বিশালনয়না, সুচারুকায়া, বিদেহ-নন্দিনী, সীতা বসিয়া আছেন, এমন সময়ে তাঁহার ঈষৎ মলিন কাঞ্চন-বর্ণ মনোহর বসন কিঞ্চিৎ স্খলিত হইয়া আসন হইতে ভূতলে

এতৈর্নিমিত্তৈরপরৈশ্চ সুভ্রূঃ
সংচোদিতা প্রাগপি সাধুসিদ্ধৈঃ।
বাতাতপক্লান্তমিব প্রনষ্টং
বর্ষেণ বীজং প্রতিসংজহর্ষ ॥ ৫
তস্যাঃ পুনর্বিম্বফলোপমোষ্ঠং
স্বক্ষিভ্রুকেশান্তমরালপক্ষ্ম।
বক্ত্রং বভাসে সিতশুক্লদংষ্ট্রং
রাহোর্মুখাচ্চন্দ্র ইব প্রমুক্তঃ ॥ ৭
সা বীতশোকা ব্যপনীততন্দ্রা
শান্তজ্বরা হর্ষবিবুদ্ধসত্ত্বা।
অশোভতার্য্যা বদনেন শুক্লে
শীতাংশুনা রাত্রিরিবোদিতেন। ৮

ইতি সুন্দরকাণ্ডে একোনত্রিংশঃ সর্গঃ ॥ ২৯ ॥

ত্রিংশঃ সর্গঃ।

হনুমানপি বিক্রান্তঃ সর্ব্বং শুশ্রাব তত্ত্বতঃ।
সীতায়াস্ত্রিজটায়াশ্চ রাক্ষসীনাঞ্চ তর্জ্জিতম্ ॥ ১
অবেক্ষমাণস্তাং দেবীং দেবতামিব নন্দনে।
ততো বহুবিধাং চিন্তাং চিন্তয়ামাস বানরঃ ॥ ২
যাং কপীনাং সহস্রাণি সুবহূন্যযুতানি চ।

পতিত হইল। পুনঃ সীতা এইরূপ এবং ভাবিশুভ-জনক অন্যান্য লক্ষণ সকল দেখিয়া বায়ু এবং তাপ-বিহীন প্রনষ্ট বীজ যেমন বৃষ্টিবারি পাইয়া অঙ্কুরিত হয়, সেইরূপ হর্ষলাভ করিলেন। বস্তুতঃ তৎকালে সীতার মুখমণ্ডল, রাহু-বিমুক্ত শশাঙ্কের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল। তাঁহার নয়ন বিশাল, পক্ষ্ম সকল বক্র এবং কৃষ্ণবর্ণ, ভ্রূ ঈষৎ বক্র ও সুশোভন, কেশপাশ মনোহর, ওষ্ঠ বিম্বফলের ন্যায় রক্তবর্ণ, দন্তশ্রেণী স্ফটিক মণির ন্যায় শুভ্রবর্ণ। সাধ্বী সীতা শোক, মালিন্য ও আলস্য পরিত্যাগপূর্ব্বক হর্ষাবেগে প্রফুল্ল-মুখী হইয়া, পূর্ণচন্দ্রের উদয়ে পূর্ণিমানিশার ন্যায়, সম্যক্ শোভা পাইতে লাগিলেন। ৫—৮।

ত্রিংশ সর্গ।

বীরবর হনুমান্ রাক্ষসীদিগের গর্জ্জন, সীতার বিলাপ এবং ত্রিজটার স্বপ্নবিবরণ প্রভৃতি সমস্তই একাগ্রচিত্তে শুনিলেন। পরে সীতাকে নন্দন-কানন-বাসিনী দেববালার ন্যায়, দেখিয়া নানারূপ চিন্তা করিতে লাগিলেন; সহস্র সহস্র বানর, দশ দিকে

দিক্ষু সর্ব্বাসু মার্গন্তে সেয়মাসাদিতা ময়া ॥ ৩
চারেণ তু সুযুক্তেন শত্রোঃ শক্তিমবেক্ষতা।
গূঢ়েন চরতা তাবদবেক্ষিতমিদং ময়া ॥ ৪
রাক্ষসানাং বিশেষশ্চ পুরী চেয়ং নিরীক্ষিতা
রাক্ষসাধিপতেরস্য প্রভাবো রাবণস্য চ ॥ ৫
যথা তস্যাপ্রমেয়স্য সর্ব্বসত্ত্বদয়াবতঃ।
সমাশ্বাসয়িতুং ভার্য্যাং পতিদর্শনকাঙ্ক্ষিণীম্ ॥ ৬
অহমাশ্বাসয়াম্যেনাং পূর্ণচন্দ্রনিভাননাম্।
অদৃষ্টদুঃখাং দুঃখস্য ন হ্যন্তমধিগচ্ছতীম্ ॥ ৭
যদি হ্যহং সতীমেনাং শোকোপহতচেতনাম্
অনাশ্বাস্য গমিষ্যামি দোষবদ্গমনং ভবেৎ ॥ ৮
গতে হি ময়ি তত্রেয়ং রাজপুত্রী যশস্বিনী।
পরিত্রাণমপশ্যন্তী জানকী জীবিতং ত্যজেৎ ॥ ৯
যথা চ স মহাবাহুঃ পূর্ণচন্দ্রনিভাননঃ।
সমাশ্বাসয়িতুং ন্যায্যঃ সীতাদর্শনলালসঃ ॥ ১০
নিশাচরীণাং প্রত্যক্ষমক্ষমং চাভিভাষণম্
কথন্নু খলু কর্ত্তব্যমিদং কৃচ্ছ্রগতো হ্যহম্ ॥ ১১
অনেন রাত্রিশেষেণ যদি নাশ্বাস্যতে ময়া।
সর্ব্বথা নাস্তি সন্দেহঃ পরিত্যক্ষ্যতি জীবিতম্ ॥ ১২
রামশ্চ যদি পৃচ্ছেন্মাং কিং মাং সীতাব্রবীদ্বচঃ।
কিমহং তং প্রতিব্রূয়ামসম্ভাষ্য সুমধ্যমাম্ ॥ ১৩
সীতাসন্দেশরহিতং মামিতস্ত্বরয়া গতম্।
নির্দহেদপি কাকুৎস্থঃ ক্রোধতীব্রেণ চক্ষুষা ॥ ১৪
যদি বোদ্যোজয়িষ্যামি ভর্ত্তারং রামকারণাৎ।
ব্যর্থমাগমনং তস্য সসৈন্যস্য ভবিষ্যতি ॥ ১৫
অন্তরং ত্বহমাসাদ্য রাক্ষসীনামবস্থিতঃ।
শনৈরাশ্বাসয়াম্যদ্য সন্তাপবহুলামিমাম্ ॥ ১৬
অহং হ্যতিতনুশ্চৈব বানরশ্চ বিশেষতঃ।
বাচঞ্চোদাহরিষ্যামি মানুষীমিহ সংস্কৃতাম্ ॥ ১৭
যদি বাচং প্রদাস্যামি দ্বিজাতিরিব সংস্কৃতাম্।
রাবণং মন্যমানা মাং সীতা ভীতা ভবিষ্যতি ॥ ১৮
অবশ্যমেব বক্তব্যং মানুষং বাক্যমর্থবৎ।
ময়া সান্ত্বয়িতুং শক্যা নান্যথেয়মনিন্দিতা ॥ ১৯
সেয়মালোক্য মে রূপং জানকী ভাষিতং তথা।
রক্ষোভিস্ত্রাসিতা পূর্ব্বং ভূয়স্ত্রাসমুপৈষ্যতি ॥ ২০

যাহাকে অন্বেষণ করিতেছে, আমি তাঁহারই সাক্ষাৎ লাভ করিলাম, অধিকন্তু গুপ্তচররূপে বিচরণ করিয়া শত্রুদিগের বল, রাক্ষসরাজ রাবণের প্রভাব, অন্যান্য রাক্ষসদিগের ঐশ্বর্য্য-জনিত তারতম্য এবং এই লঙ্কানগরী বিশেষরূপে দেখিয়াছি। ৩—৫। যিনি সকল প্রাণীর প্রতি দয়া প্রকাশ করিয়া থাকেন, সেই অমিতগুণশালী রামের পত্নী পতিদর্শনাভিলাষিণী সীতা এখন যাহাতে আশ্বস্তা হন, আমার তাহাই করা কর্ত্তব্য। সীতা কখন দুঃখ পান নাই এবং শীঘ্রই যে বর্ত্তমান দুঃখ হইতে মুক্তা হইবেন, তাহারও কোন সম্ভাবনা দেখিতেছি না; সুতরাং আমি এই পূর্ণচন্দ্র-বদনা সীতাকে সান্ত্বনা করিব। সীতা শোক-সন্তাপে অচেতনপ্রায়া হইয়াছেন; এখন যদি ইহাকে আশ্বাস না দিয়া যাই, তাহা হইলে আমার গমন দোষাবহ হইবে; কারণ যদি আমি ইঁহাকে আশ্বস্তা না করিয়া এখনই যাই, তাহা হইলে এই যশস্বিনী রাজনন্দিনা উদ্ধারের উপায় না দেখিয়া প্রাণ ত্যাগ করিবেন। পরন্তু সেই পূর্ণচন্দ্রনিভানন মহাবাহু রাম, সীতার দর্শন-আকাঙ্ক্ষায় উৎকণ্ঠিত আছেন, সুতরাং তাঁহাকে সীতার সংবাদ দিয়া আশ্বাসিত করা উচিত; কিন্তু রাক্ষসীগণের সমক্ষে সীতার সহিত সম্ভাষণ করা উচিত নহে; এখন কি কৌশলেই বা এই কার্য্য সম্পাদন করি? এ-ত আমি বিষম বিপদে পড়িলাম। যাহা হউক, আমি এই রাত্রিশেষে যদি সীতাকে আশ্বস্তা না করি, তাহা হইলে তিনি নিশ্চয়ই প্রাণ ত্যাগ করিবেন। আরও রাম যখন আমাকে জিজ্ঞাসা করিবেন,—"সীতা আমাকে কি বলিয়াছেন?" তখন সুমধ্যমা সীতার সহিত সম্ভাষণ না করিয়া আমি তাঁহাকে কি প্রত্যুত্তর দিব? বিশেষতঃ সীতার প্রেরিত সংবাদ না লইয়া শীঘ্র সেস্থানে গেলে, কাকুৎস্থ রাম তীব্রতর ক্রোধদৃষ্টিদ্বারা আমাকে দগ্ধ করিয়া ফেলিবেন; যদ্যপি সীতার সহিত সম্ভাষণ না করিয়াই রামের জন্য বানরপতি সুগ্রীবকে উৎসাহিত করিয়া সৈন্যগণের সহিত এখানে আনয়ন করি, তাহা হইলে তাঁহার আগমন বিফল হইবার সম্ভাবনা। ৬—১৫। কেননা সীতা তাহার পূর্ব্বেই প্রাণত্যাগ করিতে পারেন; সুতরাং আমি রাক্ষসীদিগের মধ্যে থাকিয়া ইহাদের অমনোযোগের সময়ে ঘোরতর সন্তাপে তাপিতা এই সীতাকে ক্রমে ক্রমে আশ্বস্তা করিব। আমি ক্ষুদ্রকায় বানর হইয়া মানবদিগের ব্যবহৃত ব্যাকরণ দোষ-বিহীন পরিশুদ্ধ ভাষাতেই আলাপ করিব। কিন্তু যদি ব্রাহ্মণ-দিগের ন্যায় সংস্কৃত ভাষায় কথোপকথন করি, তাহা হইলে আমাকে রাবণ মনে করিয়া সীতা ভয় পাইবেন, সুতরাং বিশুদ্ধ মানুষ-ভাষা বলা অবশ্য কর্ত্তব্য; নচেৎ আমি এই অনিন্দিতা সীতাকে কখন আশ্বাসিতা করিতে পারিব না; পূর্ব্বে রাক্ষসগণ জানকীকে বারংবার ত্রস্তা করিয়াছে; অতএব আমার বানরদেহ এবং

ততো জাতপরিত্রাসা শব্দং কুর্য্যান্মনস্বিনী।
জানানা মাং বিশালাক্ষী রাবণং কামরূপিণম্॥ ২১
সীতয়া চ কৃতে শব্দে সহসা রাক্ষসীগণঃ।
নানাপ্রহরণো ঘোরঃ সমেয়াদন্তকোপমঃ॥ ২২
ততো মাং সম্পরিক্ষিপ্য সর্ব্বতো বিকৃতাননাঃ
বধে চ গ্রহণে চৈব কুর্য্যুর্যত্নং মহাবলাঃ॥ ২৩
তং মাং শাখাঃ প্রশাখাশ্চ স্কন্ধাংশ্চোত্তমশাখিনাম্
দৃষ্ট্বা চ পরিধাবন্তং ভবেয়ুঃ পরিশঙ্কিতাঃ॥ ২৪
মম রূপঞ্চ সম্প্রেক্ষ্য বনে বিচরতো মহৎ।
রাক্ষস্যো ভয়বিত্রস্তা ভবেয়ুর্বিকৃতস্বরাঃ॥ ২৫
ততঃ কুর্য্যুঃ সমাহ্বানং রাক্ষস্যো রক্ষসামপি
রাক্ষসেন্দ্রনিযুক্তানাং রাক্ষসেন্দ্রনিবেশনে॥ ২৬
তে শূলশরনিস্ত্রিংশ-বিবিধায়ুধপাণয়ঃ।
আপতেয়ুর্বিমর্দ্দেঽস্মিন্ বেগেনোদ্বেগকারণাৎ॥ ২৭
সংক্রুদ্ধৈস্তৈস্তু পরিতো বিধমন্ রাক্ষসং বলম্।
শক্নুয়াং ন তু সম্প্রাপ্তুং পরং পারং মহোদধেঃ॥ ২৮
মাং বা গৃহ্ণীয়ুরাপ্লুত্য বহবঃ শীঘ্রকারিণঃ।
স্যাদিয়ং চাগৃহীতার্থা মম চ গ্রহণং ভবেৎ॥ ২৯
হিংসাভিরুচয়ো হিংস্যুরিমাং বা জনকাত্মজাম্।
বিপন্নং স্যাত্ততঃ কার্য্যং রামসুগ্রীবয়োরিদম্॥ ৩০
উদ্দেশে নষ্টমার্গেঽস্মিন্ রাক্ষসৈঃ পরিবারিতে।
সাগরেণ পরিক্ষিপ্তে গুপ্তে বসতি জানকী॥ ৩১
বিশস্তে বা গৃহীতে বা রক্ষোভির্ময়ি সংযুগে।
নান্যং পশ্যামি রামস্য সহায়ং কার্য্যসাধনে॥ ৩২
বিমৃশংশ্চ ন পশ্যামি যো হতে ময়ি বানরঃ।
শতযোজনবিস্তীর্ণং লঙ্ঘয়েত মহোদধিম্॥ ৩৩
কামং হন্তুং সমর্থোঽস্মি সহস্রাণ্যপি রক্ষসাম্।
ন তু শক্ষ্যাম্যহং প্রাপ্তুং পরং পারং মহোদধেঃ॥ ৩৪
অসত্যানি চ যুদ্ধানি সংশয়ো মে ন রোচতে।
কশ্চ নিঃসংশয়ং কার্য্যং কুর্য্যাৎ প্রাজ্ঞঃ সসংশয়ম্॥ ৩৫
এষ দোষো মহান্ হি স্যান্মম সীতাভিভাষণে।
প্রাণত্যাগশ্চ বৈদেহ্যা ভবেদনভিভাষণে॥ ৩৬
ভূতাশ্চার্থা বিনশ্যন্তি দেশকালবিরোধিতাঃ।

মনুষ্যের ন্যায় কথা আলোচনা করিয়া পুনরায় ভীত হইবেন ১৮—২০। পরে বিশাললোচনা মনস্বিনী জানকী ভীতা হইয়া আমাকে কামরূপী রাবণ স্থির করিয়া আর্ত্তনাদ করিবেন। সীতার বিকৃত রব শুনিয়া যমের ন্যায় ভয়ঙ্কর রাক্ষসীগণ নানাবিধ অস্ত্র-শস্ত্র লইয়া সহসা আসিয়া উপস্থিত হইবে। পরে সেই বিকৃতমুখ মহাবল রাক্ষসীগণ চতুর্দ্দিক্ দেখিয়া জানিতে পারিলেই আমাকে ধৃত এবং বধ করিবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করিবে; অতএব আমি তখন উত্তম উত্তম তরুগণের শাখা, প্রশাখা ও স্কন্ধ অবলম্বন পূর্ব্বক চারিদিকে ধাবিত হইব, তাহা দেখিয়া ইহারা অতিশয় ভীত হইবে। আমার বন-ভ্রমণ-কালীন ভীষণ আকৃতি দেখিয়া রাক্ষসীরা ভয়-চকিতা হইয়া বিকট রব করিবে। ২১—২৫। তাহারা ইহা করিয়াই নিরস্ত হইবে এমত নহে, রাক্ষস-রাজের গৃহরক্ষায় নিযুক্ত রাক্ষসদিগকে যত্নপূর্ব্বক আহ্বান করিবে। তাহারাও শূল, বাণ এবং তরবারি প্রভৃতি নানা অস্ত্র লইয়া রাক্ষসদিগের উদ্বেগ দেখিয়া বিমর্দ্দিত করিবার জন্য এস্থানে আসিবে। কিন্তু যদি রাক্ষসসৈন্য কর্ত্তৃক চতুর্দ্দিকে অবরুদ্ধ হইয়া তাহাদিগকে বিদ্রাবিত করি, তাহা হইলে ক্লান্ত হইয়া পড়িব; সুতরাং মহাসাগরের পরপারে আর যাইতে পারিব না। অথবা কতকগুলি কার্য্যকুশল রাক্ষস যদি বেষ্টনপূর্ব্বক আমাকে ধরে, তাহা হইলে এই সীতা দেবী আমার আসিবার উদ্দেশ্য জানিতে পারিবেন না, আমিও বৃথা অবরুদ্ধ হইব; অথবা রাক্ষসেরা যৎপরোনাস্তি হিংসাপরায়ণ; সুতরাং তাহারা যদি এই জনকনন্দিনী সীতাকে মারিয়া ফেলে, তাহা হইলে রাম এবং সুগ্রীবের এই কার্য্য বিফল হইবে। ২৬—৩০। পরন্তু সীতা দেবী রাক্ষস-সঙ্কুল, সমুদ্রবেষ্টিত, পথহীন, দুর্লঙ্ঘ্য এই গুপ্ত স্থানে বাস করিতেছেন, যদি এ সময়ে রাক্ষসেরা আমাকে যুদ্ধে ধৃত বা বিনষ্ট করে, তাহা হইলে 'রামের কার্য্যসম্পাদনে সহায়তা করে' এমন কোন লোকই দেখিতে পাই না। বিশেষতঃ আমার প্রাণ নষ্ট হইলে, আমি বিশেষ বিবেচনা করিয়াও এই শতযোজনবিস্তীর্ণ মহাসমুদ্র পার হয়, এমন বানর দেখিতেছি না। যদিচ আমি সহস্র সহস্র রাক্ষস বধ করিতে পারি সত্য, কিন্তু সাগরের পরপারে যাইতে পারিব না। যুদ্ধে জয় বা পরাজয় উভয়ই হইতে পারে, অতএব এই সংশয়পূর্ণ ব্যাপারে আমার রুচি হইতেছে না, কোন্ প্রাজ্ঞ ব্যক্তি 'যাহা নিঃসন্দেহে সম্পন্ন হইবার কথা,' তাহা সংশয়িত করিতে পারেন? ৩১—৩৫। বিদেহ-রাজতনয়ার সহিত সম্ভাষণ করিলে, এই সকল গুরুতর দোষ উপস্থিত হইবে, আর সম্ভাষণ না করিলেও তাঁহার মৃত্যু হইবে; এ উভয়-সঙ্কটে আমার কি কর্ত্তব্য? যে সকল কার্য্য অচিরেই সুসিদ্ধ হইবে, তাহাও অবিমৃষ্যকারী দূতকর্ত্তৃক দেশ ও

বিক্লবং দূতসম্পাদ্য তত্ত্বং সূর্য্যোদয়ে যথা ॥ ৩৭
অর্থানর্থান্তরে বুদ্ধির্নিশ্চিতাপি ন শোভতে।
ঘাতয়ন্তি হি কার্য্যাণি দূতাঃ পণ্ডিতমানিনঃ ॥ ৩৮
ন বিনশ্যেৎ কথং কার্য্যং বৈক্লব্যং ন কথং মম।
লঙ্ঘনঞ্চ সমুদ্রস্য কথং নু ন বৃথা ভবেৎ ॥ ৩৯
কথং নু খলু বাক্যং মে শৃণুয়ান্নোদ্বিজেত চ।
ইতি সঞ্চিন্ত্য হনুমান্ চকার মতিমান্ মতিম্ ॥ ৪০
রামমক্লিষ্টকর্ম্মাণং স্ববন্ধুমনুকীর্ত্তয়ন্।
নৈনামুদ্বেজয়িষ্যামি তদ্বন্ধুগতচেতনাম্ ॥ ৪১
ইক্ষ্বাকূণাং বরিষ্ঠস্য রামস্য বিদিতাত্মনঃ।
শুভানি ধর্ম্মযুক্তানি বচনানি সমর্পয়ন্ ॥ ৪২
শ্রাবয়িষ্যামি সর্ব্বাণি মধুরাং প্রব্রুবন্ গিরম্।
শ্রদ্ধাস্যতি যথা সা তু তথা সর্বং সমাদধে ॥ ৪৩

ইতি স বহুবিধং মহানুভাবো
জগতিপতেঃ প্রমদামবেক্ষমাণঃ।
মধুরমবিতথং জগাদ বাক্যং
দ্রুমবিটপান্তরমাস্থিতো হনূমান্ ॥ ৪৪

ইতি সুন্দরকাণ্ডে ত্রিংশঃ সর্গঃ ॥ ৩০ ॥

কাল অনুসারে প্রযোজিত হইলে, সূর্য্যোদয়ে অন্ধকারের ন্যায় বিনষ্ট হয়। অধিক কি, রাজা মন্ত্রীর সহিত বিবেচনা করিয়া কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্যের নির্দ্ধারণ পূর্ব্বক যাহা মন্ত্রণা করেন, অবিমৃষ্যকারী দূতের নিকটে তাহাও নিষ্ফল হয়। কারণ, প্রকৃত মূর্খ অথচ পণ্ডিতাভিমানী দূতগণ এরূপ স্থলে কার্য্যই নষ্ট করিয়া থাকে, সুতরাং কি উপায় অবলম্বন করিলে আমার কার্য্য নষ্ট না হইয়া সিদ্ধি লাভ হয় কি উপায়েই বা আমার ব্যাকুলতা দূর হয়, কি করিলেই বা আমার সমুদ্র-লঙ্ঘন বৃথা না হইয়া বরং সার্থক হয়, আর কিরূপেই বা সীতাদেবী আমার কথা শুনিয়া উদ্বিগ্না না হন। বিচক্ষণ হনুমান্ এইরূপ চিন্তা করিয়া অবশেষে স্থির করিলেন যে "সীতা রামের প্রতি নিতান্ত অনুরাগিণী, সুতরাং প্রসিদ্ধ কার্য্য-কুশল, প্রিয়তম রামের নাম কীর্ত্তন করিলে ইনি কখন তাপিত হইবেন না। এবং পূর্ব্বে ইহাকে ইক্ষ্বাকুকুল-তিলক বিদিতাত্মা রামের ধর্ম্মসমন্বিত শুভ বাক্য সকল শুনাইব; পরে মধুর বাক্য বলিয়া যাহাতে ইনি শ্রদ্ধা করেন, তাহার সমীচীন উপায় অবলম্বন করিব। অনন্তর হনুমান্ তরুবরের পত্রমধ্যে লীন হইয়া, জগন্নাথ রামের পত্নী সীতাকে দেখিয়া এইরূপ বিবিধ মধুর সত্য বাক্য আলোচনা করিলেন। ৩৭—৪৪।

একত্রিংশঃ সর্গঃ।

এবং বহুবিধাং চিন্তাং চিন্তয়িত্বা মহামতিঃ।
সংশ্রবে মধুরং বাক্যং বৈদেহ্যা ব্যাজহার হ ॥ ১
রাজা দশরথো নাম রথকুঞ্জরবাজিমান্।
পুণ্যশীলো মহাকীর্ত্তিরিক্ষ্বাকূণাং মহাযশাঃ ॥ ২
অহিংসারতিরক্ষুদ্রো ঘৃণী সত্যপরাক্রমঃ।
মুখ্যশ্চেক্ষ্বাকুবংশস্য লক্ষ্মীবান্ লক্ষ্মীবর্দ্ধনঃ ॥ ৩
পার্থিবব্যঞ্জনৈর্যুক্তঃ পৃথুশ্রীঃ পার্থিবর্ষভঃ।
পৃথিব্যাং চতুরন্তায়াং বিশ্রুতঃ সুখদঃ সুখী ॥ ৪
তস্য পুত্রঃ প্রিয়ো জ্যেষ্ঠস্তারাধিপনিভাননঃ।
রামো নাম বিশেষজ্ঞঃ শ্রেষ্ঠঃ সর্ব্বধনুষ্মতাম্ ॥ ৫
রক্ষিতা স্বস্য বৃত্তস্য স্বজনস্যাপি রক্ষিতা।
রক্ষিতা জীবলোকস্য ধর্ম্মস্য চ পরন্তপঃ ॥ ৬
তস্য সত্যাভিসন্ধস্য বৃদ্ধস্য বচনাৎ পিতুঃ।
সভার্য্যঃ সহ চ ভ্রাত্রা বীরো প্রব্রজিতো বনম্ ॥ ৭
তেন তত্র মহারণ্যে মৃগয়াং পরিধাবতা।
রাক্ষসা নিহতাঃ শূরা বহবঃ কামরূপিণঃ ॥ ৮
জনস্থানবধং শ্রুত্বা নিহতৌ খরদূষণৌ।

একত্রিংশ সর্গ।

মহামতি হনুমান্ এইরূপ স্থির করিয়া বৈদেহীর শ্রবণগোচরে আনুপূর্ব্বিক রামের বিবরণ বলিতে আরম্ভ করিলেন;—"ইক্ষ্বাকুকুল-সম্ভূত রাজগণের মধ্যে লব্ধপ্রতিষ্ঠ, দশরথ নামে এক কীর্ত্তিমান্, পুণ্যশীল ভূপতি ছিলেন। সেই প্রবলপরাক্রমশালী রাজা দশরথ ধনবান্, সুখী ও পরম দয়ালুস্বভাব; সেই অহিংসা-ব্রতসদাশয় নরপতি, ইক্ষ্বাকুবংশীয় প্রধান প্রধান ব্যক্তিগণ যাহাতে সমৃদ্ধিসম্পন্ন হন, নিয়ত তাহার অনুষ্ঠান এবং মিত্র রাজগণের প্রতি সদ্ব্যবহার করিতেন। তিনি সসাগরা পৃথিবীর মধ্যে প্রসিদ্ধ মহৈশ্বর্য্যবান্ ও রাজর্ষি ছিলেন। তাঁহার ছত্র, চামর, দণ্ড, হস্তী, অশ্ব, রথ প্রভৃতি প্রভূত রাজপরিচ্ছদ ছিল। সকল ধনুর্দ্ধারির শ্রেষ্ঠ, অতীতজ্ঞানবান্ চন্দ্র-বদন প্রিয়তম রাম নামে তাঁহার একটী জ্যেষ্ঠ পুত্র আছেন। ১—৫। সেই শত্রুদমন রাম নিজ চরিত্র, ধর্ম্ম, প্রজাপুঞ্জ এবং আত্মীয়জন সকলকে রক্ষা করিয়া থাকেন। বীরবর রাম সত্যপ্রতিজ্ঞ বৃদ্ধ পিতার আদেশ প্রতিজ্ঞাপালন করিবার জন্য ভ্রাতা এবং পত্নীর সহিত বনবাসী হন। রাম নিবিড়-কাননমধ্যে প্রবেশ করিয়া মৃগয়া করিতে করিতে বহুতর কামরূপী রাক্ষসদিগকে বধ করেন। পরন্তু

ততস্ত্বমর্ষাপহৃতা জানকী রাবণেন তু।
বঞ্চয়িত্বা বনে রামং মৃগরূপেণ মায়য়া ॥ ৯
স মার্গমাণস্তাং দেবীং রামঃ সীতামনিন্দিতাম্।
আসসাদ বনে মিত্রং সুগ্রীবং নাম বানরম্ ॥ ১০
ততঃ স বালিনং হত্বা রামঃ পরপুরঞ্জয়ঃ।
অযচ্ছৎ কপিরাজ্যন্তু সুগ্রীবায় মহাত্মনে ॥ ১১
সুগ্রীবেণাভিসন্দিষ্টা হরয়ঃ কামরূপিণঃ।
দিক্ষু সর্ব্বাসু তাং দেবীং বিচিন্বন্তঃ সহস্রশঃ ॥ ১২
অহং সম্পাতিবচনাচ্ছতযোজনমায়তম্।
তস্যা হেতোর্বিশালাক্ষ্যাঃ সমুদ্রং বেগবান্ প্লুতঃ ॥ ১৩
যথারূপাং যথাবর্ণাং যথালক্ষ্মবতীঞ্চ তাম্।
অশ্রৌষং রাঘবস্যাহং সেয়মাসাদিতা ময়া ॥ ১৪
বিররামৈবমুক্ত্বা স বাচং বানরপুঙ্গবঃ।
জানকী চাপি তচ্ছ্রুত্বা বিস্ময়ং পরমং গতা ॥ ১৫
ততঃ সা বক্রকেশান্তা সুকেশী কেশসংবৃতম্।
উন্নম্য বদনং ভীরুঃ শিংশপামন্ববৈক্ষত ॥ ১৬

নিশম্য সীতা বচনং কপেশ্চ
দিশশ্চ সর্ব্বাঃ প্রদিশশ্চ বীক্ষ্য।
স্বয়ং প্রহর্ষং পরমং জগাম
সর্ব্বাত্মনা রামমনুস্মরন্তী ॥ ১৭

রাবণ জনস্থান-নিবাসী খর, দূষণ ও অন্যান্য রাক্ষস-দিগের বধসমাচার শুনিয়া ক্রোধবশতঃ মায়ামৃগরূপে রামকে বঞ্চনা করিয়া তাঁহার পত্নী জনকনন্দিনীকে হরণ করিয়াছে। রাম সেই বিশুদ্ধস্বভাবা সীতা-দেবীর অন্বেষণ করিতে করিতে কাননমধ্যে সুগ্রীব নামক বানরের সহিত মিত্রতা করিয়াছেন। তৎপরে শত্রুবিজয়ী রাম বালীকে বধ করিয়া মহাত্মা সুগ্রীবকে কপিরাজ্যে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। সহস্র সহস্র কামরূপী বানর সুগ্রীবের আদেশক্রমে সীতা দেবীকে অন্বেষণ করিবার জন্য সকল দিকেই বিচরণ করিতেছে; আমি সম্পাতির উপদেশেই সেই বিশাল-লোচনা সীতার অন্বেষণের জন্যই এই শত-যোজন-বিস্তৃতসমুদ্র পার হইয়া আসিয়াছি। আমি রামেরনিকটে তাঁহার যেমন বর্ণ ও যেমন লক্ষণ শুনিয়াছি, ইঁহাকেও তদনুরূপই দেখিতেছি।' ৯—১৪। বানরপ্রধান হনুমান্ এই কথা বলিয়া বিরত হইলেন। বক্রকেশশালিনী জানকীও ঐ সকল কথা শুনিয়া যার পর নাই বিস্মিতা হইলেন। পরে সীতা ভয়বশতঃ সঙ্কুচিতা হইয়া কেশজালে আচ্ছাদিত বদনমণ্ডল উন্নমিত করিয়া শিংশপাবৃক্ষের চতুর্দ্দিক্ নিরীক্ষণপূর্ব্বক দেখিলেন। সীতা কপিবরের কথা শুনিয়া সর্ব্বান্তঃকরণে রামের

সা তির্য্যগূর্দ্ধঞ্চ তথা হ্যধস্তা-
ন্নিরীক্ষমাণা তমচিন্ত্যবুদ্ধিম্।
দদর্শ পিঙ্গাধিপতেরমাত্যং
বাতাত্মজং সূর্য্যমিবোদয়স্থম্ ॥ ১৮

ইতি সুন্দরকাণ্ডে একত্রিংশঃ সর্গঃ ॥ ৩১ ॥

দ্বাত্রিংশঃ সর্গঃ।

ততঃ শাখান্তরে লীনং দৃষ্ট্বা চলিতমানসা।
বেষ্টিতার্জ্জুনবস্ত্রং তং বিদ্যুৎসঙ্ঘাতপিঙ্গলম্ ॥ ১
সা দদর্শ কপিং তত্র প্রশ্রিতং প্রিয়বাদিনম্।
ফুল্লাশোকোৎকরাভাসং তপ্তচামীকরেক্ষণম্ ॥ ২
সাথ দৃষ্ট্বা হরিবরং বিনীতবদবস্থিতম্।
মৈথিলী চিন্তয়ামাস বিস্ময়ং পরমং গতা ॥ ৩
অহো ভীমমিদং সত্ত্বং বানরস্য দুরাসদম্।
দুর্নিরীক্ষ্যমিদং মত্বা পুনরেব মুমোহ সা ॥ ৪
বিললাপ ভৃশং সীতা করুণং ভয়মোহিতা।

ধ্যান করত পরম অতিশয় আহ্লাদিতা হইলেন; পরন্তু ঊর্দ্ধ, অধঃ এবং পার্শ্বদেশ নিরীক্ষণপূর্ব্বক উদয়াচলস্থিত দিবাকরের ন্যায়, সেই অসামান্যবুদ্ধি, বানররাজের অমাত্য পবনতনয় হনুমান্‌কে দেখিতে পাইলেন। ১৬—১৮।

দ্বাত্রিংশ সর্গ।

হনুমান্ শিংশপাবৃক্ষের শাখাভ্যন্তরে প্রচ্ছন্ন-ভাবে রহিয়াছেন। অতএব সীতাদেবী তাঁহার স্বরূপ-বোধে অসমর্থা হইয়া 'এ অন্য আর কোন মায়া হইবে' এই ভাবিয়া নিতান্ত চঞ্চলা হইলেন। পরে তিনি বিশেষরূপে নিরীক্ষণ করিয়া দেখিলেন যে, বিদ্যুতের ন্যায় পিঙ্গলবর্ণ, প্রিয়বাদী, বিনীতস্বভাব কপিশ্রেষ্ঠ হনুমান্ শ্বেতবস্ত্র পরিধানপূর্ব্বক বিনীতভাবে তথায় অবস্থিতি করিতেছেন। তাঁহার দেহকান্তি প্রস্ফুটিত অশোককুসুমরাশির ন্যায় প্রভাময়; নেত্র-যুগল বিশুদ্ধ কাঞ্চনের ন্যায় উজ্জ্বল। পরে মৈথিলী তাঁহার এই অপরূপ রূপ দেখিয়া অত্যন্ত আশ্চর্য্যান্বিতা হইয়া ভাবিতে লাগিলেন, 'কি আশ্চর্য্য! বানরজাতীয় এই জীব প্রাণিগণের ভয়াবহ; অতএব ইহাকে পরা-ভূত করা দূরে থাকুক, অন্য কেহ সাহস করিয়া দেখিতে পারে কি না সন্দেহ।' এইরূপ আলোচনা করিয়া ভয়-ক্রমে পুনরায় মূর্চ্ছিতা হইলেন। শোকসন্তাপিতা

রাম রামেতি দুঃখার্তা লক্ষ্মণেতি চ ভামিনী।
রুরোদ সহসা সীতা মন্দমন্দস্বরা সতী ॥ ৫
সা চ দৃষ্ট্বা হরিবরং বিনতবদুপাগতম্।
মৈথিলী চিন্তয়ামাস স্বপ্নোঽয়মিতি ভামিনী ॥ ৬
সা বীক্ষমাণা পৃথুভুগ্নবক্ত্রং
শাখামৃগেন্দ্রস্য যথোক্তকারম্।
দদর্শ পিঙ্গপ্রবরং মহার্হং
বাতাত্মজং বুদ্ধিমতাং বরিষ্ঠম্ ॥ ৭
সা তং সমীক্ষ্যৈব ভৃশং বিপন্না
গতাসুকল্পেব বভূব সীতা।
চিরেণ সংজ্ঞাং প্রতিলভ্য চৈবং
বিচিন্তয়ামাস বিশালনেত্রা ॥ ৮
স্বপ্নো ময়ায়ং বিকৃতোঽদ্য দৃষ্টঃ
শাখামৃগঃ শাস্ত্রগণৈর্নিষিদ্ধঃ।
স্বস্ত্যস্তু রামায় সলক্ষ্মণায়
তথা পিতুর্মে জনকস্য রাজ্ঞঃ ॥ ৯
স্বপ্নো হি নায়ং ন হি মেঽস্তি নিদ্রা
শোকেন দুঃখেন চ পীড়িতায়াঃ।
সুখং হি মে নাস্তি যতোঽস্মি হীনা
তেনেন্দুপূর্ণপ্রতিমাননেন ॥ ১০
রামেতি রামেতি সদৈব বুদ্ধ্যা
বিচিন্ত্য বাচা ব্রুবতী তমেব।
তস্যানুরূপঞ্চ কথাং তদর্থা-
মেবং প্রপশ্যামি তথা শৃণোমি ॥ ১১
অহং হি তস্যাদ্য মনোভবেন
সম্পীড়িতা তদ্গতসর্বভাবা।
বিচিন্তয়ন্তী সততং তমেব
তথৈব পশ্যামি তথা শৃণোমি ॥ ১২
মনোরথঃ স্যাদিতি চিন্তয়ামি
তথাপি বুদ্ধ্যাপি বিতর্কয়ামি।
কিং কারণং তস্য হি নাস্তি রূপং
সুব্যক্তরূপশ্চ বদত্যয়ং মাম্ ॥ ১৩
নমোঽস্তু বাচস্পতয়ে সবজ্রিণে
স্বয়ম্ভুবে চৈব হুতাশনায়।
অনেন চোক্তং যদিদং মমাগ্রতো
বনৌকসা তচ্চ তথাস্তু নান্যথা ॥ ১৪

ইতি সুন্দরকাণ্ডে দ্বাত্রিংশঃ সর্গঃ ॥ ৩২ ॥

সীতা মূর্চ্ছাশেষে ভয়বিহ্বলা হইয়া "হা রাম! হা লক্ষ্মণ! তোমরা কোথায়? এ সময়ে একবার দেখা দাও।" এই কথা বলিয়া করুণস্বরে বহু বিলাপ করিতে লাগিলেন। পরন্তু পাছে রাক্ষসীরা জানিতে পারে, এই ভয়ে ভীতা হইয়া সেই পতিনিরতা সীতা মৃদুস্বরে অল্প অল্প রোদন করিলেন। ১—৫। তৎপরে মৈথিলী হরিবর হনুমানকে বিনীতভাবে নিকটে আসিতে দেখিয়া 'এ কি জাগ্রৎ অবস্থায় স্বপ্ন দেখিতেছি।' এইরূপ চিন্তা করিতে লাগিলেন। অপিচ 'রাক্ষসীগণ ইহার কথা শুনিয়া থাকিবে' এই আশঙ্কায় ভীতা হইয়া ইতস্ততঃ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া যত্নসহকারে পুনরায় বক্রমুখ বানরপতি হনুমানের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন; কিন্তু বিশাললোচনা সীতা অতিশয় বিজ্ঞ মহামাত্য কপিবর বায়ুতনয় হনুমানকে দেখিয়াই রাবণ ভাবিয়া সংজ্ঞাশূন্যা হইয়া মৃতপ্রায়া হইলেন, বহুক্ষণ পরে চেতনা লাভ করত এইরূপ চিন্তা করিতে লাগিলেন; 'হায়! আজ আমি কি ভয়ানক স্বপ্ন দেখিলাম, কেননা শাস্ত্রকারগণ বানরদর্শনকে কুস্বপ্নের মধ্যে অবধারিত করিয়াছেন; সুতরাং রাম, লক্ষ্মণ, আমার পিতা জনকরাজ এবং তাঁহার অপরাপর সকলের কল্যাণ হউক। সেই পূর্ণচন্দ্রনিভানন রামের বিরহে আমার মনে সুখের লেশমাত্র নাই। বিশেষতঃ শোক ও দুঃখবশতঃ মানসিক যন্ত্রণায় আমার নিদ্রা তিরোহিতা হইয়াছে, অতএব স্বপ্ন দেখিবার সম্ভাবনা কোথায়? ৬—১০। সুতরাং ইহা কোনক্রমেই স্বপ্ন নহে। আমি 'রাম রাম' বলিয়া সর্ব্বদা মনে মনে চিন্তা করিয়া থাকি, সেই চিন্তাবশতঃ মুখেও তাহা প্রকাশ করিয়া ফেলি, ধ্যানবশতঃ নিরন্তর মনোমধ্যে যাহা আলোচনা করি, তাহাই শুনিতে পাই এবং যাহা শুনি, তাহাই দেখি। তাহার কারণ এই যে, সর্ব্বতোভাবে তাঁহার নিকটে চিত্ত সমর্পণ করিয়া নিরন্তর চিন্তা করায় আমি কন্দর্পশরে ব্যথিত হইয়া তাঁহার মূর্ত্তি দেখিতেছি এবং তাঁহারই কথা শুনিতেছি। বোধ হয়, এই সকল আমার সঙ্কল্প। বিশেষ বিবেচনা করিয়া দেখিলে সঙ্কল্প কখন সত্য বলিয়া প্রতিপন্ন হইবে না, কারণ তাহার কোন রূপ নাই, কেবল অনুভবদ্বারাই বোধ হইয়া থাকে; কিন্তু এত প্রকাশ্যভাবে থাকিয়াই আমার সহিত কথা কহিতেছে, সুতরাং ইহা আমার সঙ্কল্প নহে, বাস্তবিক সত্য। আমি বজ্রপাণি ইন্দ্র, ব্রহ্মা ও অগ্নিকে প্রণাম করি; তাঁহাদের প্রসাদে এই বনবাসী আমার নিকটে যাহা বলিলে, তাহা যেন মিথ্যা না হইয়া সত্য হয়।' ১১—১৪।

ত্রয়স্ত্রিংশঃ সর্গঃ।

সোঽবতীর্য্য দ্রুমাত্তস্মাদ্বিদ্রুমপ্রতিমাননঃ।
বিনীতবেশঃ কৃপণঃ প্রণিপত্যোপসৃত্য চ॥ ১
তামব্রবীন্মহাতেজা হনুমান্ মারুতাত্মজঃ।
শিরস্যঞ্জলিমাধায় সীতাং মধুরয়া গিরা॥ ২
কা নু পদ্মপলাশাক্ষি ক্লিষ্টকৌশেয়বাসিনি।
দ্রুমস্য শাখামালম্ব্য তিষ্ঠসি ত্বমনিন্দিতা॥ ৩
কিমর্থং তব নেত্রাভ্যাং বারি স্রবতি শোকজম্।
পুণ্ডরীকপলাশাভ্যাং বিপ্রকীর্ণমিবোদকম্॥ ৪
সুরাণামসুরাণাঞ্চ নাগগন্ধর্বরক্ষসাম্
যক্ষাণাং কিন্নরাণাঞ্চ কা ত্বং ভবসি শোভনে॥ ৫
কা ত্বং ভবসি রুদ্রাণাং মরুতাং বা বরাননে।
বসূনাং বা বরারোহে দেবতা প্রতিভাসি মে॥ ৬
কিং নু চন্দ্রমসা হীনা পতিতা বিবুধালয়াৎ।
রোহিণী জ্যোতিষাং শ্রেষ্ঠা শ্রেষ্ঠসর্ব্বগুণান্বিতা॥ ৭
কোপাদ্বা যদি বা মোহাদ্ভর্ত্তারমসিতেক্ষণে।
বসিষ্ঠং কোপয়িত্বা ত্বং বাসি কল্যাণ্যরুন্ধতী॥ ৮
কো নু পুত্রঃ পিতা ভ্রাতা ভর্ত্তা বা তে সুমধ্যমে।
অস্মাল্লোকাদমুং লোকং গতং ত্বমনুশোচসি॥ ৯
রোদনাদতিনিশ্বাসাদ্ভূমিসংস্পর্শনাদপি।
ন ত্বাং দেবীমহং মন্যে রাজ্ঞঃ সংজ্ঞাবধারণাৎ॥ ১০
ব্যঞ্জনানি হি তে যানি লক্ষণানি চ লক্ষয়ে।
মহিষী ভূমিপালস্য রাজকন্যা চ মে মতা॥ ১১
রাবণেন জনস্থানাদ্বলাৎ প্রমথিতা যদি।
সীতা ত্বমসি ভদ্রং তে তন্মমাচক্ষ্ব পৃচ্ছতঃ॥ ১২
যথা হি তব বৈ দৈন্যং রূপঞ্চাপ্রতিমানুষম্।
তপসা চান্বিতো বেশস্ত্বং রামমহিষী ধ্রুবম্॥ ১৩
সা তস্য বচনং শ্রুত্বা রামকীর্ত্তনহর্ষিতা।
উবাচ বাক্যং বৈদেহী হনুমন্তমুপাশ্রিতম্॥ ১৪
পৃথিব্যাং রাজসিংহানাং মুখ্যস্য বিদিতাত্মনঃ।
স্নুষা দশরথস্যাহং শত্রুসৈন্যপ্রণাশিনঃ॥ ১৫
দুহিতা জনকস্যাহং বৈদেহস্য মহাত্মনঃ।
সীতেতি নাম্না চোক্তাহং ভার্য্যা রামস্য ধীমতঃ। ১৬
সমা দ্বাদশ তত্রাহং রাঘবস্য নিবেশনে।

ত্রয়স্ত্রিংশ সর্গ।

প্রবালতুল্য-রক্তমুখ বায়ুপুত্র মহাপ্রভাব হনমান সীতাদেবীর সেই দুরবস্থা দেখিয়া দুঃখিত হইয়া দূর হইতে তাঁহাকে প্রণাম করিলেন। পরে সেই তরুবরের উচ্চতর শাখা হইতে অবতরণ করিয়া ক্রমে ক্রমে তাঁহার নিকটস্থ শাখায় যাইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে মধুর বাক্যে তাঁহাকে বলিতে লাগিলেন, "পদ্মপলাশ-লোচনে! তুমি কে? আর কি জন্যই বা এরূপ অনিন্দ্য-সুন্দরী হইয়া মলিন কৌশেয় বসন পরিধানপূর্ব্বক বৃক্ষশাখা অবলম্বন করিয়া বসিয়া আছ? সচ্ছিদ্র কলস হইতে অনবরত জলক্ষরণের ন্যায়, তোমার কমলদলতুল্য নেত্রযুগল হইতে অবিরল শোকাশ্রু নির্গত হইতেছে কেন? শোভনে! সুর, অসুর, যক্ষ, রক্ষ, গন্ধর্ব্ব, নাগ ও কিন্নর প্রভৃতি অনেক জাতি আছে, তুমি ইহাদের মধ্যে কোন্ জাতি? ১—৫। বরাননে! তোমাতে সুলক্ষণসমূহ দেখিয়া আমার বোধ হইতেছে, তুমি নিশ্চয়ই কোন দেবতা হইবে, সুতরাং সুশ্রোণি! রুদ্রগণ বা দেবতাগণ অথবা বসুগণের মধ্যে তুমি কোন্ দেবতা? সুবদনে! তোমাকে সর্ব্বগুণে বিভূষিতা দেখিয়া বোধ হইতেছে, তুমি জ্যোতির্ম্ময় তারকাগণের মধ্যে প্রধানা রোহিণীই হইবে, এক্ষণে চন্দ্রবিহনে স্বর্গচ্যুতা হইয়া ভূতলে পতিতা হইয়াছ। কল্যাণি অসিতনয়নে! তুমি অরুন্ধতীই হইবে, বোধ হয় ক্রোধ বা মোহবশতঃ নিজ পতি বসিষ্ঠকে ক্রুদ্ধ করিয়া এখানে বাস করিতেছ। সুমধ্যমে! তোমার পিতা, পুত্র, ভ্রাতা ও পতি কি ইহলোক পরিত্যাগ করিয়া পরলোকে গিয়াছেন যে তাঁহাদের জন্য তুমি শোক প্রকাশ করিতেছ? পরন্তু ভূমিস্পর্শ এবং নেত্র-স্পন্দন না হওয়া প্রভৃতি দেবতাদিগের কতকগুলি অলৌকিক ক্রিয়া চিরপ্রসিদ্ধ; কিন্তু তুমি ঘন ঘন নিশ্বাস ত্যাগ রোদন, ভূতলস্পর্শ এবং বারংবার রাম-নাম উচ্চারণ করিতেছ, সুতরাং তোমাকে দেবী বলিয়া বোধ হইতেছে না। ৬—১০। পরন্তু তোমাতে যে সকল সুস্পষ্ট লক্ষণ দেখা যাইতেছে, তাহাতে অনুমান হয়, তুমি কোন রাজরাণী অথবা রাজকন্যা হইবে। রাবণ ক্লেশ দিয়া যে সীতাকে জনস্থান হইতে আনিয়াছে, তুমি যদি সেই সীতা হও, তবে তোমার কল্যাণ হউক, আমি যাহা জিজ্ঞাসা করিলাম, স্পষ্ট করিয়া তাহা বল; তোমার যেরূপ অলৌকিক রূপ দৈন্যাবস্থা ও তাপসোচিত বেশ দেখিলাম, তাহাতে তুমি অবশ্যই রামমহিষী হইবে, সন্দেহ নাই।" বিদেহ-রাজনন্দিনী সীতা হনমানের মুখে রামনাম শুনিয়া আহ্লাদ-সহকারে নিকটস্থ তাঁহাকে বলিলেন, যিনি ভূতলে অসংখ্যরাজচক্রবর্ত্তীর মধ্যেও প্রাধান্য লাভ করিয়াছিলেন, আমি অগণিতশত্রুসৈন্যসংহর্ত্তা সেই দশরথের পুত্রবধূ। ১১—১৫। আমি বিদেহাধিপতি মহাত্মা জনকের তনয়া, প্রজ্ঞাশালী রামের ভার্য্যা;

ভুঞ্জানা মানুষান্ ভোগান্ সর্ব্বকামসমৃদ্ধিনী ॥ ১৭
ততস্ত্রয়োদশে বর্ষে রাজ্যে চেক্ষ্বাকুনন্দনম্ ।
অভিষেচয়িতুং রাজা সোপাধ্যায়ঃ প্রচক্রমে ॥ ১৮
তস্মিন্ সম্ভ্রিয়মাণে তু রাঘবস্যাভিষেচনে ।
কৈকেয়ী নাম ভর্ত্তারমিদং বচনমব্রবীৎ ॥ ১৯
ন পিবেয়ং ন খাদেয়ং প্রত্যহং মম ভোজনম্ ।
এষ মে জীবিতস্যান্তো রামো যদ্যভিষিচ্যতে । ২০
যত্তদুক্তং ত্বয়া বাক্যং প্রীত্যা নৃপতিসত্তম ।
তচ্চেন্ন বিতথং কার্য্যং বনং গচ্ছতু রাঘবঃ ॥ ২১
স রাজা সত্যবাগ্ দেব্যা বরদানমনুস্মরন্ ।
মুমোহ বচনং শ্রুত্বা কৈকেয্যাঃ ক্রূরমপ্রিয়ম্ ॥ ২২
ততস্তু স্থবিরো রাজা সত্যধর্ম্মে ব্যবস্থিতঃ ।
জ্যেষ্ঠং যশস্বিনং পুত্রং রুদন্ রাজ্যমযাচত ॥ ২৩
স পিতুর্ব্বচনং শ্রীমানভিষেকাৎ পরং প্রিয়ম্ ।
মনসা পূর্ব্বমাসাদ্য বাচা প্রতিগৃহীতবান্ ॥ ২৪
দদ্যান্ন প্রতিগৃহ্ণীয়াৎ সত্যং ব্রূয়ান্ন চানৃতম্ ।
অপি জীবিতহেতোর্হি রামঃ সত্যপরাক্রমঃ ॥ ২৫
স বিহায়োত্তরীয়াণি মহার্হাণি মহাযশাঃ ।
বিসৃজ্য মনসা রাজ্যং জনন্যৈ মাং সমাদিশৎ ॥ ২৬
সাহং তস্যাগ্রতস্তূর্ণং প্রস্থিতা বনচারিণী ।
ন হি মে তেন হীনায়া বাসঃ স্বর্গেঽপি রোচতে ॥ ২৭
প্রাগেব তু মহাভাগঃ সৌমিত্রির্মিত্রনন্দনঃ ।
পূর্ব্বজস্যানুযাত্রার্থে কুশচীরৈরলঙ্কৃতঃ ॥ ২৮
তে বয়ং ভর্ত্তুরাদেশং বহুমান্য দৃঢ়ব্রতাঃ ।
প্রবিষ্টাঃ স্ম পুরাদৃষ্টং বনং গম্ভীরদর্শনম্ ॥ ২৯
বসতো দণ্ডকারণ্যে তস্যাহমমিতৌজসঃ ।
রক্ষসাপহৃতা ভার্য্যা রাবণেন দুরাত্মনা ॥ ৩০
দ্বৌ মাসৌ তেন মে কালো জীবিতানুগ্রহঃ কৃতঃ ।
ঊর্দ্ধং দ্বাভ্যাং তু মাসাভ্যাং ততস্ত্যক্ষ্যামি জীবিতম্ ॥ ৩১

ইতি সুন্দরকাণ্ডে ত্রয়স্ত্রিংশঃ সর্গঃ ॥ ৩৩ ॥

আমার নাম সীতা। আমি দ্বাদশবৎসর রামের গৃহে মানুষোপভোগ্য সকল উপভোগ করিয়া চরিতার্থ হইয়াছি। তৎপরে ত্রয়োদশ বর্ষ উপস্থিত হইলে রাজা দশরথ, কুলগুরু বশিষ্ঠের সহিত মন্ত্রণাপূর্ব্বক রঘুনন্দনকে রাজ্যে অভিষেক করিতে ইচ্ছা করিলেন। পরন্তু রামের রাজ্যাভিষেকের আয়োজন আরম্ভ হইলে, কৈকেয়ী বলিলেন, 'যদি রামকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করেন, তাহা হইলে আমি পান ও ভোজন পরিত্যাগ করিয়া প্রাণ বিসর্জ্জন দিব। ১৩—২০ নৃপসত্তম! আপনি দেবাসুরের যুদ্ধ সময়ে প্রীত হইয়া আমাকে যে বর দিতে চাহিয়াছিলেন, তাহা যদি মিথ্যা করিতে ইচ্ছা না করেন, তবে সেই বরে রাঘব বনে গমন করুক।' সত্যবাদী রাজা দশরথ কৈকেয়ীর অপ্রিয় নিষ্ঠুর বাক্য শুনিয়া বরদান স্মরণ করত মূর্চ্ছিত হইলেন। তৎপরে সেই বৃদ্ধ রাজা সত্যধর্ম্মে অবিচলিত থাকিয়া বিলাপ করিতে করিতে যশস্বী জ্যেষ্ঠ পুত্রের নিকটে রাজ্য প্রার্থনা করিলেন। সেই শ্রীমান্ রাম প্রথমতঃ পিতার বাক্য রাজ্যাভিষেক অপেক্ষা অধিকতর প্রিয় মনে করিয়া মনে মনে স্বীকার করিলেন, পরে সকলের সমক্ষে অঙ্গীকার করিলেন, কেননা সেই সত্যপরাক্রম যশস্বী রাম দান করেন, কখন প্রতিগ্রহ করেন না; সত্য কথা বলিয়া থাকেন, মিথ্যাকথা বলেন না; অধিক কি আপনার জীবনের মায়াতেও কদাচ মিথ্যা কথা বলেন না। তিনি মন হইতে রাজ্যলালসা একেবারে পরিত্যাগ করিয়া মহামূল্য উত্তরীয় পরিত্যাগপূর্ব্বক মাতার নিকটে আমাকে অর্পণ করিলেন, কিন্তু আমি বনচারিণীবেশ ধারণ করিয়া অগ্রেই তাঁহার নিকট হইতে প্রস্থান করিলাম; কেননা রামবিরহিতা হইয়া আমি স্বর্গে বাস করিতেও ইচ্ছা করি না। পরন্তু মিত্রগণের আনন্দবর্দ্ধন মহাভাগ সৌমিত্রি অগ্রজের অনুগমনের জন্য অগ্রেই কুশচীর পরিধানপূর্ব্বক সুসজ্জিত হইয়াছিলেন। আমরা সকলে বহুমান সহকারে মহারাজ দশরথের আদেশ অঙ্গীকার করিয়া কঠোর ব্রত ধারণপূর্ব্বক অদৃষ্ট-পূর্ব্ব নিবিড়বনমধ্যে প্রবেশ করিলাম। অপ্রতিম-তেজঃসম্পন্ন রাম দণ্ডকাবনে বাস করিতেছিলেন, এই সময়ে দুরাত্মা নিশাচর রাবণ আমাকে হরণ করিয়া আনিয়াছে। সেই রাবণ অনুগ্রহ করিয়া আমার জীবনরক্ষার জন্য দুইমাসকাল সময় নির্দ্ধারিত করিয়াছে; কিন্তু এই দুই মাস অতীত হইলেই আমি জীবন ত্যাগ করিব। ২১—৩১।

চতুস্ত্রিংশঃ সর্গঃ ।

তস্যাস্তদ্বচনং শ্রুত্বা হনুমান্ হরিপুঙ্গবঃ ।
দুঃখাদ্ দুঃখাভিভূতায়াঃ সান্ত্বমুত্তরমব্রবীৎ ॥ ১

চতুস্ত্রিংশ সর্গ।

দুঃখপরম্পরায় কাতরা সীতার কথা শুনিয়া বানরবর হনুমান্ তাঁহাকে সান্ত্বনাপূর্ব্বক উত্তর

অহং রামস্য সন্দেশাদ্দেবি দূতস্তবাগতঃ।
বৈদেহি কুশলী রামঃ স ত্বাং কৌশলমব্রবীৎ॥ ২
যো ব্রাহ্মমস্ত্রং বেদাংশ্চ বেদ বেদবিদাংবরঃ।
স ত্বাং দাশরথী রামো দেবি কৌশলমব্রবীৎ॥ ৩
লক্ষ্মণশ্চ মহাতেজা ভর্ত্তুস্তেঽনুচরঃ প্রিয়ঃ।
কৃতবাঞ্ছোকসন্তপ্তঃ শিরসা তেঽভিবাদনম্॥ ৪
সা তয়োঃ কুশলং দেবী নিশম্য নরসিংহয়োঃ।
প্রীতিসংহৃষ্টসর্ব্বাঙ্গী হনুমন্তমথাব্রবীৎ॥ ৫
কল্যাণী বত গাথেয়ং লৌকিকী প্রতিভাতি মাম্।
এতি জীবন্তমানন্দো নরং বর্ষশতাদপি॥ ৬
তয়োঃ সমাগমে তস্মিন্ প্রীতিরুৎপাদিতাদ্ভুতা।
পরস্পরেণ চালাপং বিশ্বস্তৌ তৌ প্রচক্রতুঃ॥ ৭
তস্যাস্তদ্বচনং শ্রুত্বা হনুমান্ মারুতাত্মজঃ।
সীতায়াঃ শোকতপ্তায়াঃ সমীপমুপচক্রমে॥ ৮
যথা যথা সমীপং স হনুমানুপসর্পতি।
তথা তথা তং সা সীতা রাবণং পরিশঙ্কতে॥ ৯

অহো ধিগ্ধিক্কৃতমিদং কথিতং হি যদস্য মে।
রূপান্তরমুপাগম্য স এবায়ং হি রাবণঃ॥ ১০
তামশোকস্য শাখান্তু বিমুক্ত্বা শোককর্শিতা।
তস্যামেবানবদ্যাঙ্গী ধরণ্যাং সমুপাবিশৎ॥ ১১
অবন্দত মহাবাহুস্ততস্তাং জনকাত্মজাম্।
সা চৈনং ভয়সন্ত্রস্তা ভূয়ো নৈনমুদৈক্ষত॥ ১২
তং দৃষ্ট্বা বন্দমানন্তু সীতা শশিনিভাননা।
অব্রবীদ্দীর্ঘমুচ্ছ্বস্য বানরং মধুরস্বরা॥ ১৩
মায়াং প্রবিষ্টো মায়াবী যদি ত্বং রাবণঃ স্বয়ম্।
উৎপাদয়সি মে ভূয়ঃ সন্তাপং তন্ন শোভনম্॥ ১৪
স্বং পরিত্যজ্য রূপং যঃ পরিব্রাজকরূপবান্।
জনস্থানে ময়া দৃষ্টস্ত্বং স এব হি রাবণঃ॥ ১৫
উপবাসকৃশাং দীনাং কামরূপ নিশাচর।
সন্তাপয়সি মাং ভূয়ঃ সন্তাপং তন্ন শোভনম্॥ ১৬
অথবা নৈতদেবং হি যন্ময়া পরিশঙ্কিতম্।
মনসো হি মম প্রীতিরুৎপন্না তব দর্শনাৎ॥ ১৭
যদি রামস্য দূতস্ত্বমাগতো ভদ্রমস্তু তে।
পৃচ্ছামি ত্বাং হরিশ্রেষ্ঠ প্রিয়া রামকথা হি মে॥ ১৮

বলিলেন; "দেবি! আমি রামের দূত, তাঁহার আদেশে আপনার নিকটে আসিয়াছি। বৈদেহি! রাম কুশলে আছেন, তিনি আপনার কুশলসমাচার জিজ্ঞাসা করিয়াছেন। দেবি! যিনি বেদ সকল ও ব্রহ্মাস্ত্র অবগত আছেন, সেই বেদবিদ্গণের শ্রেষ্ঠ দশরথতনয় রাম আপনার কুশলবার্ত্তা জিজ্ঞাসা করিয়াছেন। আপিচ আপনার পতির প্রিয় অনুচর মহাতেজা লক্ষ্মণ শোকাকুল হইয়া মস্তক অবনত করিয়া আপনাকে অভিবাদন করিয়াছেন।" নরবর রাম ও লক্ষ্মণের কুশলসমাচার শুনিয়া সীতাদেবীর সর্ব্বাঙ্গ রোমাঞ্চিত হইল। তিনি হনুমান্‌কে বলিলেন। ১—৫। "মানুষ বাঁচিয়া থাকিলে শত-বর্ষের শেষেও আনন্দ অনুভব করে, এই যে জনপ্রবাদ আছে, আজ আমি তাহা সত্য বলিয়া বোধ করিতেছি।" এই কথা বলিয়া তাঁহারা পরস্পর বিশ্বস্তভাবে কথাবার্ত্তা বলিতে লাগিলেন। তাঁহা-দের সেই সম্মিলনকালে অতিশয় অদ্ভুত প্রীতির উদয় হইয়াছিল, কারণ সীতা,—রাম ও লক্ষ্মণের সংবাদ পাইয়া আনন্দিতা হইলেন, হনুমানও সীতাকে দেখিয়া অতিশয় আনন্দিত হইলেন। শোকাকুলা সীতার সেই কথা শুনিয়া মারুতনন্দন হনুমান্ ক্রমে ক্রমে তাঁহার নিকটে যাইতে লাগিলেন। হনুমান্ যত নিকটে যাইতে লাগিলেন, সীতা দেবীও ততই তাঁহাকে রাবণ বলিয়া সন্দেহপূর্ব্বক ভাবিতে লাগিলেন;—'আমি কি কুকর্ম্ম করিলাম, এই বান-রের সহিত কথা কহিলাম। সেই রাবণই বানর-রূপ ধারণ করিয়া আসিয়াছে'। ৬—১০। পরে শোভনাঙ্গী সীতা সেই শিংশপাশাখা পরিত্যাগ করিয়া শোকাকুলা হইয়া ভূতলে উপবেশন করিলেন। ইত্য-বসরে মহাবাহু হনুমান্, জনক-নন্দিনী সীতাকে অভি-বাদন করিলেন, কিন্তু সীতা দেবী ভয়াকুলা হইয়া তাঁহার দিকে আর দৃষ্টিপাত করিলেন না। চন্দ্রমুখী সীতা, তাঁহাকে অভিবাদন করিতে দেখিয়া দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া মধুরস্বরে বানরকে বলিলেন, "তুমি যদি সেই মায়াবী রাবণ হইয়া, মায়া অবলম্বনপূর্ব্বক আমাকে কষ্ট দিতে ইচ্ছা করিয়া থাক, তবে তাহা সঙ্গত হইতেছে না। যে নিজের রূপ পরিত্যাগ করিয়া পরিব্রাজকবেশে জনস্থানে আমার সম্মুখে আসিয়াছিল, তুমি সেই রাবণই হইবে। ১১—১৫। কামরূপি, রাক্ষস! আমি অনাহারে দিন দিন ক্ষীণা হইয়া দীনভাবে কালযাপন করিতেছি, অথচ তুমি তাহার উপর পুনরায় আমাকে ক্লেশ দিতেছ, ইহা উচিত হইতেছে না। অথবা আমি তোমাকে যে রাবণ বলিয়া ভয় করিতে-ছিলাম, তাহা সম্ভবপর নহে, কেননা তোমাকে দেখিয়া আমার হৃদয়ে প্রীতির সঞ্চার হইয়াছে। কপিবর! তুমি যদি রামের দূত হইয়া আসিয়া থাক, তবে নিশ্চই তোমার মঙ্গল হইবে; কেননা রামের কথাই আমার সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয়; অতএব তাহাই

গুণান্ রামস্য কথয় প্রিয়স্য মম বানর।
চিত্তং হরসি মে সৌম্য নদীকূলং যথা রয়ঃ॥ ১৯
অহো স্বপ্নস্য সুখতা যাহমেবং চিরাহৃতা।
প্রেষিতং নাম পশ্যামি রাঘবেণ বনৌকসম্॥ ২০
স্বপ্নেঽপি যদ্যহং বীরং রাঘবং সহলক্ষ্মণম্।
পশ্যেয়ং নাবসীদেয়ং স্বপ্নোঽপি মম মৎসরী॥ ২১
নাহং স্বপ্নমিমং মন্যে স্বপ্নে দৃষ্ট্বা হি বানরম্।
ন শক্যোঽভ্যুদয়ঃ প্রাপ্তুং প্রাপ্তশ্চাভ্যুদয়ো মম॥ ২২
কিন্নু স্যাচ্চিত্তমোহোঽয়ং ভবেদ্বাতগতিস্ত্বিয়ম্।
উন্মাদজো বিকারো বা স্যাদিয়ং মৃগতৃষ্ণিকা॥ ২৩
অথবা নায়মুন্মাদো মোহোঽপ্যুন্মাদলক্ষণঃ।
সম্বুধ্যে চাহমাত্মানমিমঞ্চাপি বনৌকসম্॥ ২৪
ইত্যেবং বহুধা সীতা সম্প্রধার্য্য বলাবলম্।
রক্ষসাং কামরূপত্বান্মেনে তং রাক্ষসাধিপম্॥ ২৫
এতাং বুদ্ধিং তদা কৃত্বা সীতা সা তনুমধ্যমা।
ন প্রতিব্যাজহারাথ বানরং জনকাত্মজা॥ ২৬
সীতায়া নিশ্চিতং বুদ্ধ্বা হনুমান্ মারুতাত্মজঃ।
শ্রোত্রানুকূলৈর্বচনৈস্তদা তাং সম্প্রহর্ষয়ন্॥ ২৭
আদিত্য ইব তেজস্বী লোককান্তঃ শশী যথা।
রাজা সর্ব্বস্য লোকস্য দেবো বৈশ্রবণো যথা॥ ২৮
বিক্রমেণোপপন্নশ্চ যথা বিষ্ণুর্মহাযশাঃ।
সত্যবাদী মধুরবাগ্ দেবো বাচস্পতির্যথা॥ ২৯
রূপবান্ সুভগঃ শ্রীমান্ কন্দর্প ইব মূর্ত্তিমান্।
স্থানক্রোধে প্রহর্ত্তা চ শ্রেষ্ঠো লোকে মহারথঃ।
বাহুচ্ছায়ামবষ্টব্ধো যস্য লোকো মহাত্মনঃ॥ ৩০
অপকৃষ্যাশ্রমপদান্মৃগরূপেণ রাঘবম্।
শূন্যে যেনাপনীতাসি তস্য দ্রক্ষ্যসি তৎফলম্॥ ৩১
অচিরাদ্রাবণং সংখ্যে যো বধিষ্যতি বীর্য্যবান্।
ক্রোধপ্রমুক্তৈরিষুভির্জ্বলদ্ভিরিব পাবকৈঃ॥ ৩২
তেনাহং প্রেষিতো দূতস্ত্বৎসকাশমিহাগতঃ।
ত্বদ্বিয়োগেন দুঃখার্ত্তঃ স ত্বাং কৌশলমব্রবীৎ॥ ৩৩
লক্ষ্মণশ্চ মহাতেজাঃ সুমিত্রানন্দবর্দ্ধনঃ।
অভিবাদ্য মহাবাহুঃ স ত্বাং কৌশলমব্রবীৎ॥ ৩৪
রামস্য চ সখা দেবি সুগ্রীবো নাম বানরঃ।
রাজা বানরমুখ্যানাং স ত্বাং কৌশলমব্রবীৎ॥ ৩৫

তোমাকে জিজ্ঞাসা করিতে ইচ্ছা করিতেছি। সৌম্য! প্রবল জলস্রোত যেমন নদীতীরকে হরণ করে, সেইরূপ তুমি রামের কথায় আমার মন হরণ করিয়াছ। বানর! তুমি আমার প্রিয়তম রামের গুণ কীর্ত্তন কর। আহা! স্বপ্নের কি অনির্ব্বচনীয় সুখ! আমি বহুদিন রাবণকর্ত্তৃক অপহৃতা হইয়াও রামপ্রেরিত বনচর বানরকে দেখিলাম। ১৮—২০। যদি স্বপ্নাবস্থায় রঘুনন্দন বীর রাম এবং লক্ষ্মণকে দেখিতে পাই, তাহা হইলে এরূপ অবসন্ন হইতে হয় না; কিন্তু আজ সে স্বপ্নও আমার নিকট আসিতেছে না। আমি ত ইহাকে স্বপ্ন মনে করিতে পারি না; কেননা স্বপ্নে বানরদর্শন অমঙ্গল বলিয়া কথিত হয়। কিন্তু আমি ত প্রায়ই শুভলাভ করিয়াছি। অথবা আমি রামদূতের সহিত কথা কহিতেছি, বোধ হয়, এটী আমার ভ্রম, কি বায়ুর গতি, কি উন্মাদ-জনিত বিকার, অথবা মরীচিকা হইবে। অথবা আমি যখন এই বনচর বানরকে এবং নিজের অবস্থা সর্ব্বতোভাবে জানিতে পারিতেছি, তখন আমার উন্মাদ বা মোহ প্রভৃতি কোন ভ্রান্তি হইতে পারে না।" সুমধ্যমা জনকতনয়া এইরূপ নানা বিতর্কের পর 'রাক্ষসগণ মায়াবী এবং এখানে রামদূতের উপস্থিতি হওয়া অসম্ভব' ইহা ভাবিয়া তাঁহাকে রাক্ষসরাজ বলিয়া সিদ্ধান্ত করিলেন। ২১—২৫। এইরূপ সিদ্ধান্ত করিয়া সীতা হনুমানের সহিত আর কথা কহিলেন না। তখন বায়ুপুত্র হনুমান্, সীতার অভিপ্রায় বুঝিতে পারিয়া মধুর বচনে তাঁহাকে সুখী করিবার ইচ্ছায় রামের গুণ কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন;—"যিনি চন্দ্রের ন্যায় লোকগণের আনন্দবর্দ্ধনকারী, যিনি সূর্য্যের ন্যায় অতিশয় প্রভাবশালী, যিনি কুবেরের ন্যায় ধন দান করিয়া লোকগণের মনোরঞ্জন করিয়া থাকেন, যিনি মহাযশা বিষ্ণুর ন্যায় অসীম পরাক্রমশালী, যিনি দেবগুরু বৃহস্পতির ন্যায় মধুরভাষী এবং সত্যবাদী, যিনি নিরুপমরূপলাবণ্যসম্পন্ন ও সুভগ,—যেন মূর্ত্তিমান্ কন্দর্প; যিনি অপরাধীকে দণ্ড দিয়া থাকেন, যে মহাত্মার বাহুচ্ছায়া অবলম্বন করিয়া লোক সকল জনসমাজে মহারথ বলিয়া বিখ্যাত হইয়াছে, সেই রঘুনন্দনকে মায়ামৃগরূপদ্বারা প্রতারিত করিয়া আশ্রম হইতে স্থানান্তরিত করত শূন্য আশ্রম পাইয়া যে আপনাকে আনয়ন করিয়াছে, তাহার সেই কার্য্যের ফল দেখিতে পাইবেন। ২৬—৩০। বীর্য্যবান্ রাম ক্রুদ্ধ হইয়া জলন্ত অনলের ন্যায় দুঃসহ শরসমূহদ্বারা যুদ্ধে রাবণকে শীঘ্রই সংহার করিবেন, আমি তাঁহারই দূত; আমাকে তিনি আপনার নিকটে পাঠাইয়াছেন। তিনি আপনার বিরহে কাতর হইয়া আপনার কুশল-সংবাদ জিজ্ঞাসা করিয়াছেন। আরও সেই সুমিত্রানন্দনবর্দ্ধন, দীর্ঘবাহু, মহাতেজা লক্ষ্মণও অভিবাদনপূর্ব্বক আপনার কুশলবার্ত্তা জিজ্ঞাসা করিয়াছেন। হে দেবি! রামের

নিত্যং স্মরতি তে রামঃ সসুগ্রীবঃ সলক্ষ্মণঃ।
দিষ্ট্যা জীবসি বৈদেহি রাক্ষসীবশমাগতা॥ ৩৬
ন চিরাদ্‌দ্রক্ষ্যসে রামং লক্ষ্মণঞ্চ মহারথম্।
মধ্যে বানরকোটীনাং সুগ্রীবঞ্চামিতৌজসম্॥ ৩৭
অহং সুগ্রীবসচিবো হনুমান্নাম বানরঃ।
প্রবিষ্টো নগরীং লঙ্কাং লঙ্ঘয়িত্বা মহোদধিম্॥ ৩৮
কৃত্বা মূর্দ্ধ্নি পদন্যাসং রাবণস্য দুরাত্মনঃ।
ত্বাং দ্রষ্টুমুপযাতোঽহং সমাশ্রিত্য পরাক্রমম্। ৩৯
নাহমস্মি তথা দেবি যথা মামবগচ্ছসি।
বিশঙ্কা ত্যজ্যতামেষা শ্রদ্ধৎস্ব বদতো মম॥ ৪০

ইতি সুন্দরকাণ্ডে চতুস্ত্রিংশঃ সর্গঃ॥ ৩৪॥

পঞ্চত্রিংশঃ সর্গঃ।

তান্তু রামকথাং শ্রুত্বা বৈদেহী বানরর্ষভাৎ।
উবাচ বচনং সান্ত্বমিদং মধুরয়া গিরা॥ ১
ক্ব তে রামেণ সংসর্গঃ কথং জানাসি লক্ষ্মণম্।
বানরাণাং নরাণাঞ্চ কথমাসীৎ সমাগমঃ॥ ২
যানি রামস্য চিহ্নানি লক্ষ্মণস্য চ বানর।
তানি ভূয়ঃ সমাচক্ষ্ব ন মাং শোকঃ সমাবিশেৎ॥ ৩
কীদৃশং তস্য সংস্থানং রূপং তস্য চ কীদৃশম্।
কথমূরূ কথং বাহূ লক্ষ্মণস্য চ শংস মে॥ ৪
এবমুক্তস্তু বৈদেহ্যা হনুমান্ মারুতাত্মজঃ।
ততো রামং যথাতত্ত্বমাখ্যাতুমুপচক্রমে॥ ৫
জানন্তী বত দিষ্ট্যা মাং বৈদেহি পরিপৃচ্ছসি।
ভর্ত্তুঃ কমলপত্রাক্ষি সংস্থানং লক্ষ্মণস্য চ॥ ৬
যানি রামস্য চিহ্নানি লক্ষ্মণস্য চ যানি বৈ।
লক্ষিতানি বিশালাক্ষি বদতঃ শৃণু তানি মে॥ ৭
রামঃ কমলপত্রাক্ষঃ পূর্ণচন্দ্রনিভাননঃ।
রূপদাক্ষিণ্যসম্পন্নঃ প্রসূতো জনকাত্মজে॥ ৮
তেজসাদিত্যসঙ্কাশঃ ক্ষময়া পৃথিবীসমঃ।
বৃহস্পতিসমো বুদ্ধ্যা যশসা বাসবোপমঃ॥ ৯
রক্ষিতা জীবলোকস্য স্বজনস্য চ রক্ষিতা।
রক্ষিতা স্বস্য বৃত্তস্য স্বধর্ম্মস্য পরন্তপঃ॥ ১০
রামো ভামিনি লোকস্য চাতুর্বর্ণস্য রক্ষিতা।
মর্য্যাদানাঞ্চ লোকস্য কর্ত্তা কারয়িতা চ সঃ॥ ১১
অর্চিষ্মানর্চিতোঽত্যর্থং ব্রহ্মচর্য্যব্রতে স্থিতঃ।

মিত্র সুগ্রীবনামক বানররাজ আপনার কুশলসংবাদ জিজ্ঞাসা করিয়াছেন। ৩২—৩৫। অধিক কি, রাম লক্ষ্মণ ও সুগ্রীব নিয়তই আপনাকে স্মরণ করিয়া থাকেন। বৈদেহি! আপনি রাক্ষসদিগের বশীভূতা হইয়া সৌভাগ্য-বশতই বাঁচিয়া আছেন। আপনি শীঘ্রই দেখিবেন, সেই মহারথ রাম, লক্ষ্মণ এবং অমিততেজঃশালী সুগ্রীব কোটি কোটি বানর লইয়া অচিরে এই স্থানে ফিরিবেন। আমি সুগ্রীবের সচিব, আমার নাম হনুমান্, আমি মহাসমুদ্র উল্লঙ্ঘনপূর্ব্বক লঙ্কানগরীতে প্রবিষ্ট হইয়াছি। আমি দুরাত্মা রাবণের মস্তকে পদার্পণ করিয়া আপনার দর্শনকামনায় এখানে আসিয়াছি। দেবি! আপনি আমাকে যাহা মনে করিতেছেন, আমি তাহা নহি; আপনি শঙ্কা পরিত্যাগ করিয়া আমার কথায় বিশ্বাস স্থাপন করুন।” ৩৬—৪০।

পঞ্চত্রিংশ সর্গ।

বানরপ্রধান হনুমানের মুখে রামের ঐ সকল কথা শুনিয়া বৈদেহী, মধুর স্বরে জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন; “বানর! রামের সহিত কোথায় তোমার দেখা হইয়াছিল এবং লক্ষ্মণকেই বা কেমন করিয়া জানিলে? আর নর এবং বানরেই বা কিরূপে মিলন হইল? রাম ও লক্ষ্মণের যে সকল চিহ্ন আছে, তুমি সেই সকল পুনরায় সবিস্তারে বল, তাহা হইলে আমার আর সন্দেহ থাকিবে না। অপিচ রাম ও লক্ষ্মণের শরীরগঠন, বাহুযুগল, উরুদ্বয় ও বর্ণ কিরূপ, তাহা আমার নিকটে সঠিক বল।” তৎপরে পবন-তনয় হনুমান্, বৈদেহীর কথা শুনিয়া রামের যথাযথ রূপ বর্ণন করিতে আরম্ভ করিলেন। ১—৫। “কমল-লোচনে বৈদেহি। আপনি আমাকে রামের দূত জানিয়া পতির ও লক্ষ্মণের অবয়বের কথা জিজ্ঞাসা করিতেছেন; অতএব হে বিশালাক্ষি! রামের ও লক্ষ্মণের চিহ্নসমূহ কীর্ত্তন করিতেছি, আপনি তাহা শ্রবণ করুন। জনকতনয়ে! রাম জন্মাবধি দাক্ষিণ্যাদি গুণে বিভূষিত ও রূপবান্; তাঁহার বদনমণ্ডল পূর্ণ-চন্দ্রের ন্যায় নির্ম্মল, নয়ন পদ্মপলাশের ন্যায় বিশাল। শত্রুদমন রাম সূর্য্যের ন্যায় অতীব তেজস্বী, ধরার ন্যায় ক্ষমাশীল, বৃহস্পতির ন্যায় বুদ্ধিমান্ ও ইন্দ্রের ন্যায় যশস্বী। তিনি নিজ চরিত্র ধর্ম্ম, স্বজন ও প্রকৃতিপুঞ্জের রক্ষা করিয়া থাকেন। ৬—১০। ভামিনি! রাম—ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এই বর্ণ চতুষ্টয়ের রক্ষিতা, লোকসকলের মানরক্ষাকারী ও মান-প্রবর্ত্তক; অতি তেজস্বী রামকে সকলেই পূজা করিয়া

সাধূনামুপকারজ্ঞঃ প্রচারজ্ঞশ্চ কর্ম্মণাম্ ॥ ১২
রাজনীত্যাং বিনীতশ্চ ব্রাহ্মণানামুপাসকঃ।
জ্ঞানবান্ শীলসম্পন্নো বিনীতশ্চ পরন্তপঃ ॥ ১৩
যজুর্ব্বেদবিনীতশ্চ বেদবিদ্ভিঃ সুপূজিতঃ।
ধনুর্ব্বেদে চ বেদে চ বেদাঙ্গেষু চ নিষ্ঠিতঃ ॥ ১৪
বিপুলাংসো মহাবাহুঃ কম্বুগ্রীবঃ শুভাননঃ।
গূঢ়জত্রুঃ সুতাম্রাক্ষো রামো নাম জনৈঃ শ্রুতঃ ॥ ১৫
দুন্দুভিস্বননির্ঘোষঃ স্নিগ্ধবর্ণঃ প্রতাপবান্।
সমশ্চ সুবিভক্তাঙ্গো বর্ণং শ্যামং সমাশ্রিতঃ ॥ ১৬
ত্রিস্থিরস্ত্রিপ্রলম্বশ্চ ত্রিসমস্ত্রিষু চোন্নতঃ।
ত্রিতাম্রস্ত্রিষু চ স্নিগ্ধো গম্ভীরস্ত্রিষু নিত্যশঃ ॥ ১৭
ত্রিবলীমান ত্র্যবনতশ্চতুর্ব্যঙ্গস্ত্রিশীর্ষবান্।
চতুষ্কলশ্চতুর্লেখশ্চতুষ্কিষ্কুশ্চতুঃসমঃ ॥ ১৮
চতুর্দ্দশসমদ্বন্দ্বশ্চতুর্দংষ্ট্রশ্চতুর্গতিঃ।
মহোষ্ঠহনুনাসশ্চ পঞ্চস্নিগ্ধোঽষ্টবংশবান ॥ ১৯
দশপদ্মো দশবৃহৎ ত্রিভির্ব্যাপ্তো দ্বিশুক্লবান্।
ষডুন্নতো নবতনুস্ত্রিভির্ব্যাপ্নোতি রাঘবঃ ॥ ২০
সত্যধর্ম্মরতঃ শ্রীমান্ সংগ্রহানুগ্রহে রতঃ।
দেশকালবিভাগজ্ঞঃ সর্ব্বলোকপ্রিয়ংবদঃ ॥ ২১
ভ্রাতা চাস্য চ বৈমাত্রঃ সৌমিত্রিরমিতপ্রভঃ।
অনুরাগেণ রূপেণ গুণৈশ্চাপি তথাবিধঃ ॥ ২২
স সুবর্ণচ্ছবিঃ শ্রীমান্ রামঃ শ্যামো মহাযশাঃ ॥ ২৩
তাবুভৌ নরশার্দ্দূলৌ ত্বদ্দর্শনকৃতোৎসবৌ।
বিচিন্বন্তৌ মহীং কৃৎস্নামস্মাভিঃ সহ সঙ্গতৌ ॥ ২৪
ত্বামেব মার্গমাণৌ তৌ বিচরন্তৌ বসুন্ধরাম্।
দদর্শতুর্ম্মৃগপতিং পূর্ব্বজেনাবরোপিতম্ ॥ ২৫
ঋষ্যমূকস্য পৃষ্ঠে তু বহুপাদপসঙ্কুলে।

থাকে। তিনি গার্হস্থ্যাশ্রমে থাকিয়াও ব্রহ্মচর্য্যব্রতী। রাম যথাসময়ে সাধুগণের উপকার করেন এবং কর্ম্ম অনুষ্ঠানের প্রকৃত মর্ম্ম জানেন। শত্রুদমন রাম সুশীল, বিনীত, জ্ঞানী, রাজনীতি বিষয়ে সুশিক্ষিত এবং সতত বশিষ্ঠ প্রভৃতি ব্রাহ্মণগণের উপাসনা করিয়া থাকেন। তিনি বিশেষরূপে যজুর্ব্বেদ অধ্যয়ন করিয়াছেন এবং অপরাপর বেদ, ধনুর্ব্বেদ ও বেদাঙ্গেও সবিশেষ ব্যুৎপন্ন; অধিক কি তিনি বেদজ্ঞ পণ্ডিতগণের নিকটেও সম্মান প্রাপ্ত হন। ১১—১৪। সেই লোকপ্রসিদ্ধ প্রবলপ্রতাপ রামের মুখ মনোহর; গ্রীবা কম্বুসদৃশ; স্কন্ধদ্বয় বিপুল, বাহুযুগল দীর্ঘ; স্কন্ধসন্ধি গুপ্তভাবে সংলগ্ন, নেত্রদ্বয় রক্তবর্ণ, বর্ণ শ্যাম অথচ সুন্দর; স্বর দুন্দুভির ন্যায় গম্ভীর, অঙ্গ সকল সুগঠিত; আকৃতি যেমন দর্শনীয়, তদনুরূপ প্রশস্ত; উরু ও মুষ্টি কঠিন, [illegible] ও বাহু লম্বমান, কেশাগ্র ও জানু সমান; নাভির মধ্যভাগ, কুক্ষি ও বক্ষ উন্নত, নয়নের প্রান্তভাগ, নখ, কর ও পদতল রক্তবর্ণ, পদরেখা ও কেশ স্নিগ্ধ, স্বর গতি ও নাভি গভীর, কণ্ঠ ও উদর ত্রিবলী শোভিত, পদতলের মধ্যভাগ পদরেখা ও কুচাগ্র সমভাবে অবনত, গ্রীবা, পৃষ্ঠ ও জঙ্ঘা হ্রস্ব; মস্তক তিনটী আবর্ত্তে সুশোভিত; অঙ্গুলির মূলদেশে চতুর্ব্বেদে অভিজ্ঞতাসূচক চারিটী রেখা; ললাটদেশে চারিটী রেখা, দেহ চারিহস্তপ্রমাণ দীর্ঘ; বাহু, জানু, উরু ও গণ্ডস্থল সুগোল; ভ্রূযুগল, নাসাপুটদ্বয়, নয়নযুগল, কর্ণযুগল, ওষ্ঠদ্বয়, চুচুকদ্বয়, কফোণিযুগল, মণিবন্ধদ্বয়, জানুদ্বয়, পার্শ্বদ্বয়, হস্তদ্বয়, পদদ্বয় ও স্ফিক্‌যুগল পরস্পর সমান, উভয় দন্তপংক্তির মধ্যস্থ দন্তপংক্তিযুগলের উভয় পার্শ্বে চারিটী দংষ্ট্রা, তাঁহার গতি সিংহ, ব্যাঘ্র, বৃষ ও হস্তীর তুল্য, ওষ্ঠ মাংসল, হনু উন্নত অথচ পরিপূর্ণ, নাসিকা দীর্ঘ, বাক্য, নখ, মুখমণ্ডল লোম ও চর্ম্ম মসৃণ, করযুগল, কনিষ্ঠাঙ্গুলিদ্বয়, জঙ্ঘাদ্বয় ও উরুদ্বয় সুদীর্ঘ, মুখ, মুখমধ্য, নয়ন, জিহ্বা ওষ্ঠ, তালু, স্তন, নখ, হস্ত ও পদ কমলসদৃশ; উরঃ, শিরঃ, ললাট, গ্রীবা, বাহু, অংস, নাভি, পদ, পৃষ্ঠ ও কর্ণ বিশাল; কক্ষ, কুক্ষি, বক্ষ, নাসিকা, স্কন্ধ ও ললাট উন্নত, অঙ্গুলিপর্ব্ব, কেশ, রোম, নখ, ত্বক্‌ শ্মশ্রু, বুদ্ধি ও দৃষ্টি, অতিশয় সূক্ষ্ম; মাতৃকুল ও পিতৃকুল পবিত্র। তেজস্বী, যশস্বী ও শ্রীমান্ সেই রাঘব সর্ব্বদা ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ এই চতুর্ব্বর্গের সেবায় রত; তিনি সত্যধর্ম্মে রত থাকিয়া ধন সঞ্চয় এবং সেবকদিগকে অনুগ্রহ প্রদর্শনপূর্ব্বক তাহাদিগের দ্বারা প্রজাগণকে রক্ষা করিয়া যশ বিস্তার করিয়াছেন। রাম সকলকেই প্রিয়সম্ভাষণ করেন এবং যেস্থানে যে সময়ে যে কার্য্য করা কর্ত্তব্য, তাহার মর্ম্ম অবগত হইয়া তদনুবর্ত্তী হন। ১৫—২১। তাঁহার বৈমাত্রেয় ভ্রাতা অপরিমিত-প্রভাবশালী সুমিত্রানন্দন লক্ষ্মণ, অনুরাগে, রূপে ও গুণে তাঁহার তুল্য। অতীব যশস্বী শ্যামকান্তি নরব্যাঘ্র রাম ও কনকতুল্য গৌরকান্তি শ্রীমান্ লক্ষ্মণ উভয়ে আপনাকে দেখিবার ইচ্ছায় সমুৎসুক হইয়া সমস্ত ভূমণ্ডল বিচরণপূর্ব্বক আমাদিগের সহিত সম্মিলিত হইয়াছেন। তাঁহারা আপনারই অন্বেষণ করিতে করিতে নানাস্থানে পরিভ্রমণপূর্ব্বক অবশেষে অগ্রজকর্তৃক নির্ব্বাসিত প্রিয়দর্শন সুগ্রীব, ভ্রাতার

ভ্রাতুর্ভয়ার্ত্তমাসীনং সুগ্রীবং প্রিয়দর্শনম্ ॥ ২৬
বয়ঞ্চ হরিরাজং তং সুগ্রীবং সত্যসঙ্গরম্।
পরিচর্য্যামহে রাজ্যাৎ পূর্ব্বেণ নাবরোপিতম্ ॥ ২৭
ততস্তৌ চীরবসনৌ ধনুঃপ্রবরপাণিনৌ।
স তৌ দৃষ্ট্বা নরব্যাঘ্রৌ ধন্বিনৌ বানরর্ষভঃ।
অভিপ্লুতো গিরেস্তস্য শিখরং ভয়মোহিতঃ ॥ ২৮
ততঃ স শিখরে তস্মিন্ বানরেন্দ্রো ব্যবস্থিতঃ।
তয়োঃ সমীপং মামেব প্রেষয়ামাস সত্বরম্ ॥ ২৯
তাবহং পুরুষব্যাঘ্রৌ সুগ্রীববচনাৎ প্রভূ।
রূপলক্ষণসম্পন্নৌ কৃতাঞ্জলিরুপস্থিতঃ ॥ ৩০
তৌ পরিজ্ঞাততত্ত্বার্থৌ ময়া প্রীতিসমন্বিতৌ
পৃষ্ঠমারোপ্য তং দেশং প্রাপিতৌ পুরুষর্ষভৌ ॥ ৩১
নিবেদিতৌ চ তত্ত্বেন সুগ্রীবায় মহাত্মনে।
তয়োরন্যোন্যসম্ভাষাদ্ভৃশং প্রীতিরজায়ত ॥ ৩২
তত্র তৌ কীর্ত্তিসম্পন্নৌ হরীশ্বরনরেশ্বরৌ।
পরস্পরকৃতাশ্বাসৌ কথয়া পূর্ব্ববৃত্তয়া ॥ ৩৩
তং ততঃ সান্ত্বয়ামাস সুগ্রীবং লক্ষ্মণাগ্রজঃ।
স্ত্রীহেতোর্ব্বালিনা ভ্রাত্রা নিরস্তং পুরুতেজসা ॥ ৩৪
ততস্ত্বন্নাশজং শোকং রামস্যাক্লিষ্টকর্ম্মণঃ।
লক্ষ্মণো বানরেন্দ্রায় সুগ্রীবায় ন্যবেদয়ৎ ॥ ৩৫
স শ্রুত্বা বানরেন্দ্রস্তু লক্ষ্মণেনেরিতং বচঃ।
তদাসীন্নিষ্প্রভোহত্যর্থং গ্রহগ্রস্ত ইবাংশুমান্ ॥ ৩৬
ততস্ত্বদ্গাত্রশোভীনি রক্ষসা হ্রিয়মাণয়া।
যান্যাভরণজালানি পাতিতানি মহীতলে ॥ ৩৭
তানি সর্ব্বাণি রামায় আনায় হরিযূথপাঃ।
সংহৃষ্টা দর্শয়ামাসুর্গতিন্তু ন বিদুস্তব ॥ ৩৮
তানি রামায় দত্তানি ময়ৈবোপহৃতানি চ।
স্বনবন্ত্যবকীর্ণানি তস্মিন্ বিগতচেতসি ॥ ৩৯
তান্যঙ্কে দর্শনীয়ানি কৃত্বা বহুবিধং তদা।
তেন দেবপ্রকাশেন দেবেন পরিদেবিতম্ ॥ ৪০
পশ্যতস্তানি রুদতস্তাম্যতশ্চ পুনঃ পুনঃ।
প্রাদীপয়ন্ দাশরথেস্তানি শোকহুতাশনম্ ॥ ৪১
শয়িতঞ্চ চিরং তেন দুঃখার্ত্তেন মহাত্মনা।
ময়াপি বিবিধৈর্বাক্যৈঃ কৃচ্ছ্রাদুত্থাপিতঃ পুনঃ ॥ ৪২
তানি দৃষ্ট্বা মহার্হাণি দর্শয়িত্বা মুহুর্মুহুঃ।
রাঘবঃ সহসৌমিত্রিঃ সুগ্রীবে সন্ন্যবেশয়ৎ ॥ ৪৩
স তবাদর্শনাদার্য্যে রাঘবঃ পরিতপ্যতে।
মহতা জ্বলতা নিত্যমগ্নিনেবাগ্নিপর্ব্বতঃ ॥ ৪৪

ভয়ে বহুতর বৃক্ষ সমাচ্ছন্ন ঋষ্যমূকপর্ব্বতের পাদদেশে অবস্থিতি করিতেছিলেন, সেই ভয়াকুল প্রিয়দর্শন বানরপতি সুগ্রীবকে দেখিতে পান। ২২—২৬। আমরা সেই সত্যপ্রতিজ্ঞ, অগ্রজকর্ত্তৃক রাজ্যভ্রষ্ট সুগ্রীবের পরিচর্য্যা করিতেছিলাম। বানরশ্রেষ্ঠ সুগ্রীব চীরবসনধারী নরব্যাঘ্র রাম ও লক্ষ্মণকে দিব্য ধনুর্ধারণপূর্ব্বক আসিতে দেখিয়া ভয়জনিত মোহে উল্লম্ফনপূর্ব্বক সেই পর্ব্বতের শিখরদেশে আরোহণ করিলেন পরে বানরেন্দ্র সেই শিখরে থাকিয়া সত্বর আমাকে তাঁহাদের নিকটে পাঠাইলেন। আমি সুগ্রীবের আদেশক্রমে কৃতাঞ্জলিপুটে প্রভু পুরুষশ্রেষ্ঠ সুলক্ষণ রাম এবং লক্ষ্মণের নিকটে উপস্থিত হইলাম। তাঁহারা আমার নিকটে প্রকৃত বিষয় শুনিয়া প্রীত হইলেন। পরে আমি তাঁহাদিগকে পৃষ্ঠে লইয়া পূর্ব্বোক্ত স্থানে গমনপূর্ব্বক মহাত্মা সুগ্রীবের নিকটে সকল বিষয় বলিলাম। সুগ্রীবও তাঁহাদের সহিত আলাপ করিলেন, তাঁহারা উভয়েই যার পর নাই প্রীত হইলেন। ২৭—৩২। সেই যশস্বী নরপতি এবং বানরপতি নিজ নিজ বৃত্তান্ত বলিয়া পরস্পর পরস্পরকে সান্ত্বনা করিলেন। প্রবল প্রতাপশালী ভ্রাতা বালী, সুগ্রীবের ভার্য্যা হরণেচ্ছু হইয়া রাজ্য হইতে তাঁহাকে নির্ব্বাসিত করিয়াছেন শুনিয়া, লক্ষ্মণাগ্রজ রাম তাঁহাকে আশ্বাসবাক্যে সান্ত্বনা করিলেন। তৎপরে লক্ষ্মণ বানররাজ সুগ্রীবকে আপনার হরণজনিত শোককর বৃত্তান্ত বলিলেন। ৩৩—৩৫। বানররাজ সুগ্রীব, লক্ষ্মণের কথা শুনিয়া রাহুগ্রস্ত চন্দ্রের ন্যায় নিতান্ত ম্লান হইলেন। যখন রাক্ষস আপনাকে হরণ করিয়া লইয়া আইসে, সেই সময়ে আপনি শরীরশোভী যে সকল অলঙ্কার ভূতলে ফেলিয়াছিলেন, বানরযূথপতিগণ সুগ্রীবের আদেশে হৃষ্ট হইয়া সেই অলঙ্কার আনিয়া রামকে দেখাইল। আপনি যখন অলঙ্কার নিক্ষেপ করেন, তখন তাহারা কিছুই জানিতে পারে নাই ; আমিই প্রথমে ঐ সকল অলঙ্কার সংগ্রহ করিয়া, সুগ্রীবের নিকটে প্রদান করি। রাম পতননিবন্ধন সেই বিবর্ণ অলঙ্কারসমূহ লইয়াই মূর্চ্ছিত হইলেন। তখন দেবসদৃশ দেব রাম ক্রোড়দেশে অলঙ্কার রাখিয়া তাহা দর্শন করত নানাবিধ বিলাপ করিতে লাগিলেন। তখন সেই ভূষণ সকল রামের শোকানল অধিকতর উদ্দীপ্ত করিল। মহাত্মা রাম শোকে কাতর হইয়া বহুক্ষণ পর্য্যন্ত ভূতলে শয়ন করিয়া রহিলেন, পরে আমি নানা বাক্যকৌশলে অতিকষ্টে তাঁহাকে উঠাইলাম। রাম ও লক্ষ্মণ সেই সকল অলঙ্কার বারংবার দেখিয়া এবং অপরাপর সকলকে বারংবার দেখাইয়া সুগ্রীবের নিকটে রাখিলেন। ৩৬—৪৩। আর্য্যে! আপনাকে না দেখিয়া

স্বৎকৃতে তমনিদ্রা চ শোকশ্চিন্তা চ রাঘবম্‌।
তাপয়ন্তি মহাত্মানমগ্ন্যাগারমিবাগ্নয়ঃ ॥ ৪৫
তবাদর্শনশোকেন রাঘবঃ পরিচাল্যতে।
মহতা ভূমিকম্পেন মহানিব শিলোচ্চয়ঃ ॥ ৪৬
কাননানি সুরম্যাণি নদীপ্রস্রবণানি চ।
চরন্ন রতিমাপ্নোতি ত্বামপশ্যন্‌ নৃপাত্মজে ॥ ৪৭
স ত্বাং মনুজশার্দ্দূলঃ ক্ষিপ্রং প্রাপ্স্যতি রাঘবঃ।
সমিত্রবান্ধবং হত্বা রাবণং জনকাত্মজে ॥ ৪৮
সহিতৌ রামসুগ্রীবাবুভাবকুরুতাং তদা।
সময়ং বালিনং হন্তুং তব চান্বেষণং প্রতি ॥ ৪৯
ততস্তাভ্যাং কুমারাভ্যাং বীরাভ্যাং স হরীশ্বরঃ।
কিষ্কিন্ধ্যাং সমুপাগম্য বালী যুদ্ধে নিপাতিতঃ ॥ ৫০
ততো নিহত্য তরসা রামো বালিনমাহবে।
সর্ব্বেষাং হরিসঙ্ঘানাং সুগ্রীবমকরোৎ পতিম্‌ ॥ ৫১
রামসুগ্রীবয়োরৈক্যং দেব্যেবং সমজায়ত।
হনুমন্তঞ্চ মাং বিদ্ধি তয়োর্দূতমুপাগতম্‌ ॥ ৫২
স্বরাজ্যং প্রাপ্য সুগ্রীবঃ স্বানানীয় মহাকপীন্‌।
ত্বদর্থং প্রেষয়ামাস দিশো দশ মহাবলান্‌ ॥ ৫৩

আদিষ্টা বানরেন্দ্রেণ সুগ্রীবেণ মহৌজসঃ।
অদ্রিরাজপ্রতীকাশাঃ সর্ব্বতঃ প্রস্থিতা মহীম্‌ ॥ ৫৪
ততস্তে মার্গমাণা বৈ সুগ্রীববচনাতুরাঃ।
চরন্তি বসুধাং কৃৎস্নাং বয়মন্যে চ বানরাঃ ॥ ৫৫
অঙ্গদো নাম লক্ষ্মীবান্‌ বালিসূনুর্মহাবলঃ।
প্রস্থিতঃ কপিশার্দ্দূলস্ত্রিভাগবলসংবৃতঃ ॥ ৫৬
তেষাং নো বিপ্রনষ্টানাং বিন্ধ্যে পর্ব্বতসত্তমে।
ভৃশং শোকপরীতানামহোরাত্রগণা গতাঃ ॥ ৫৭
তে বয়ং কার্য্যনৈরাশ্যাৎ কালস্যাতিক্রমেণ চ।
ভয়াচ্চ কপিরাজস্য প্রাণাংস্ত্যক্তুমুপস্থিতাঃ ॥ ৫৮
বিচিত্য গিরিদুর্গাণি নদীপ্রস্রবণানি চ।
অনাসাদ্য পদং দেব্যাঃ প্রাণাংস্ত্যক্তুং ব্যবস্থিতাঃ ॥ ৫৯
ততস্তস্য গিরের্মূর্দ্ধ্নি বয়ং প্রায়মুপাস্মহে।
দৃষ্ট্বা প্রায়োপবিষ্টাংশ্চ সর্ব্বান্‌ বানরপুঙ্গবান্‌।
ভৃশং শোকার্ণবে মগ্নঃ পর্য্যদেবয়দঙ্গদঃ ॥ ৬০
তব নাশঞ্চ বৈদেহি বালিনশ্চ তথা বধম্‌।
প্রায়োপবেশমস্মাকং মরণঞ্চ জটায়ুষঃ ॥ ৬১

রঘুনন্দন রাম প্রজ্বলিত অনলতাপে তাপিত অদ্রি-পর্ব্বতের ন্যায় সর্ব্বদা সন্তপ্ত হইতেছেন। অগ্নি জ্বলিয়া যেমন গৃহকে উত্তপ্ত করে, সেইরূপ আপনার অদর্শনজনিত শোক, চিন্তা এবং অনিদ্রা সেই মহাত্মা রাঘবকে যার পর নাই বাধা দিতেছে। অপিচ প্রবলতর ভূমিকম্পে মহাপর্ব্বতসদৃশ রাঘব আপনার অদর্শনজনিত শোকে বিচলিত হইতেছেন। রাজ-তনয়ে! রাম মনোরম কানন, নদী ও প্রস্রবণ সকলে ভ্রমণ করিয়া আপনার অদর্শনবশতঃ কিছুতেই সুখী হইতেছেন না। জনকনন্দিনি! সেই নরশ্রেষ্ঠ রাঘব ত্বরায় বন্ধুবান্ধবসহ রাবণকে নিহত করিয়া আপনাকে উদ্ধার করিবেন। তৎকালে রাম ও সুগ্রীব মিত্রতা-সূত্রে আবদ্ধ হইয়া আপনার অন্বেষণ এবং বালিবধ এই উভয় কার্য্যের সংসাধন জন্য উভয়ে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইলেন। পরে বীরশ্রেষ্ঠ রাম ও লক্ষ্মণ কিষ্কিন্ধ্যায় যাইয়া সেই বানররাজ বালীকে যুদ্ধে নিহত করিলেন। ৪৪—৫০। অপিচ রাম তাঁহাকে রণে নিহত করিয়া সুগ্রীবকে বানর ও ভল্লুক-দিগের রাজ্য প্রদান করিলেন। দেবি! এইরূপে রামের সহিত সুগ্রীবের সম্মিলন হইয়াছে; আমি তাঁহাদের দূত হইয়া আপনার নিকটে আসিয়াছি, আমার নাম হনুমান্‌। দেবি! সুগ্রীব নিজ রাজ্যে প্রতিষ্ঠিত হইয়া তাঁহার অধিকারভুক্ত মহাবল বানর-গণকে আনয়নপূর্ব্বক আপনার অন্বেষণের জন্য তাঁহা-দিগকে দশদিকে পাঠাইয়াছেন। পর্ব্বতরাজ-তুল্য দীর্ঘ-কায় অতীব তেজস্বী বানরগণ, কপিরাজ সুগ্রীবের আজ্ঞাক্রমে পৃথিবীর সকল স্থানেই ধাবিত হই-য়াছে। সেই সুগ্রীবের অনুচর আমরা এবং অন্য বানরগণ আপনাকে অন্বেষণ করিবার জন্য সমগ্রা পৃথিবী ভ্রমণ করিতেছি। ৫১—৫৫। সৌন্দর্য্য-শালী কপিপ্রধান মহাবল বালিপুত্র অঙ্গদ সেই বানবাহিনীর তিন ভাগের একভাগ সঙ্গে লইয়া আপনার অন্বেষণের জন্য প্রস্থিত হইয়া-ছেন। আমি তাঁহারই সঙ্গে আসিয়াছি; আমরা পর্ব্বত-সত্তম বিন্ধ্যাচলের গহ্বরমধ্যে প্রবেশ করিয়া ঘোরতর অন্ধকার বলিয়া আর কিছুই দেখিতে পাইলাম না, অতএব নিতান্ত শোকাকুল হইয়া কতিপয় দিন তথায় থাকিলাম। এদিকে, সুগ্রীব যে সময় নির্দ্দেশ করিয়া দিয়াছিলেন, যখন তাহা অতীত হইল, তখন আমরা কৃতকার্য্য হইতে পারিলাম না বলিয়া বানররাজের ভয়ে ভীত হইয়া প্রাণত্যাগ করিতে উদ্যত হইলাম। যখন গিরিদুর্গ, নদী এবং প্রস্রবণে বিচরণ করিয়া আপনার দেখা পাইলাম না, তখন প্রাণত্যাগে কৃতনিশ্চয় হইয়া সেই পর্ব্বত-শিখরে প্রায়োপবেশন করিলাম। বৈদেহি! অঙ্গদ বানরবীরগণকে প্রায়োপবেশন করিতে দেখিয়া শোকসাগরে নিমগ্ন হইলেন এবং আপনার অদর্শন, বালিবধ, আমাদিগের প্রায়োপবেশন ও জটায়ুবধের

তেষাং নঃ স্বামিসন্দেশান্নিরাশানাং মুমূর্ষতাম্।
কার্য্যহেতোরিহায়াতঃ শকুনির্বীর্য্যবান্ মহান্॥ ৬২
গৃধ্ররাজস্য সোদর্য্যঃ সম্পাতির্নাম গৃধ্ররাট্।
শ্রুত্বা ভ্রাতৃবধং কোপাদিদং বচনমব্রবীৎ॥ ৬৩
যবীয়ান্ কেন মে ভ্রাতা হতঃ ক্ব চ নিপাতিতঃ।
এতদাখ্যাতুমিচ্ছামি ভবদ্ভির্বানরোত্তমাঃ॥ ৬৪
অঙ্গদোঽকথয়ত্তস্য জনস্থানে মহদ্বধম্।
রক্ষসা ভীমরূপেণ ত্বামুদ্দিশ্য যথার্থতঃ॥ ৬৫
জটায়োস্তু বধং শ্রুত্বা দুঃখিতঃ সোঽরুণাত্মজঃ।
ত্বামাহ স বরারোহে বসন্তীং রাবণালয়ে॥ ৬৬
তস্য তদ্বচনং শ্রুত্বা সম্পাতেঃ প্রীতিবর্দ্ধনম্।
অঙ্গদপ্রমুখাঃ সর্ব্বে ততঃ প্রস্থাপিতা বয়ম্॥ ৬৭
বিন্ধ্যাদুত্থায় সম্প্রাপ্তাঃ সাগরস্যান্তমুত্তমম্।
ত্বদ্দর্শনে কৃতোৎসাহা হৃষ্টাঃ পুষ্টাঃ প্লবঙ্গমাঃ॥ ৬৮
অঙ্গদপ্রমুখাঃ সর্ব্বে বেলোপান্তমুপাগতাঃ।
চিন্তাং জগ্মুঃ পুনর্ভীমাং ত্বদ্দর্শনসমুৎসুকাঃ॥ ৬৯
অথাহং হরিসৈন্যস্য সাগরং দৃশ্য সীদতঃ।
ব্যবধূয় ভয়ং তীব্রং যোজনানাং শতং প্লুতঃ॥ ৭০
লঙ্কা চাপি ময়া রাত্রৌ প্রবিষ্টা রাক্ষসাকুলা।
রাবণশ্চ ময়া দৃষ্টস্ত্বঞ্চ শোকনিপীড়িতা॥ ৭১
এতত্তে সর্ব্বমাখ্যাতং যথা বৃত্তমনিন্দিতে।
অভিভাষস্ব মাং দেবি দূতো দাশরথেরহম্॥ ৭২
তন্মাং রামকৃতোদ্যোগং ত্বন্নিমিত্তমিহাগতম্।
সুগ্রীবসচিবং দেবি বুধ্যস্ব পবনাত্মজম্॥ ৭৩
কুশলী তব কাকুৎস্থঃ সর্ব্বশস্ত্রভৃতাংবরঃ।
গুরোরারাধনে যুক্তো লক্ষ্মণঃ শুভলক্ষণঃ॥ ৭৪
তস্য বীর্য্যবতো দেবি ভর্ত্তুস্তব হিতে রতঃ।
অহমেকস্তু সম্প্রাপ্তঃ সুগ্রীববচনাদিহ॥ ৭৫
ময়েয়মসহায়েন চরতা কামরূপিণা।
দক্ষিণা দিগনুক্রান্তা ত্বন্মার্গবিচয়ৈষিণা॥ ৭৬
দিষ্ট্যাহং হরিসৈন্যানাং ত্বন্নাশমনুশোচতাম্।
অপনেষ্যামি সন্তাপং তবাভিগমশংসনাৎ॥ ৭৭
দিষ্ট্যা হি ন মম ব্যর্থং সাগরস্যেহ লঙ্ঘনম্।

বিষয় উল্লেখ করিয়া অন্ত্যান্ত পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন। ৫৭—৬১। আমরা প্রভুর নির্দ্দেশ সময়মধ্যে আপনার দেখা না পাইয়া মরিতে সঙ্কল্প করিলে, মহাবীর্য্যবান্ এক বৃহৎ পক্ষী কোন কার্য্যের ব্যপদেশে আমাদের নিকটে আসিল। সেই বৃহৎকায় পক্ষী বিহঙ্গরাজ জটায়ুর সহোদর, তাহার নাম সম্পাতি; ভ্রাতার নিধন-সমাচার শুনিয়া সে ক্রোধভরে বলিল, 'কোন্ ব্যক্তি আমার কনিষ্ঠ ভ্রাতা জটায়ুকে বধ করিয়াছে? আর কোনস্থানেই বা বধ করিয়াছে? বানর-সত্তমগণ! আমি আপনাদের নিকটে জিজ্ঞাসা করিতেছি, আপনারা আমার নিকটে এই সকল বিষয় বলুন।' এই কথা শুনিয়া অঙ্গদ আপনাকে হরণ করিয়া আনিবার সময় ভীষণ রাক্ষস, জনস্থানে যেরূপে জটায়ুকে নিদারুণ ভাবে বধ করে, সেই বিবরণ যথার্থতঃ সম্পাতির নিকটে বলিলেন। ৬২—৬৫। বরারোহে! অরুণতনয় সম্পাতি, জটায়ুর বধসংবাদ শুনিয়া নিতান্ত দুঃখিতচিত্তে, 'আপনি রাবণের আলয়ে আছেন' এই সংবাদ এবং রাবণালয়ের বিবরণ বর্ণন করিল। পরে অঙ্গদ প্রভৃতি বানর সকল এবং আমি সম্পাতির সেই প্রীতিজনক সংবাদ শুনিয়া প্রস্থান করিলাম। স্থূলকায় বানরেরা আপনার দর্শন পাইবার আশায় উৎসাহিত ও আনন্দিত হইয়া ক্রমে ক্রমে বিন্ধ্যাচল হইতে অতি মনোহর সমুদ্রতীরে উপস্থিত হইল; তৎপরে অঙ্গদ প্রভৃতি বানরগণ আপনার দর্শনকামনায় উদ্বিগ্নচিত্তে সমুদ্রের বেলাভূমিতে উত্তীর্ণ হইয়া গভীর সাগর দেখিয়া অতীব চিন্তাকুল হইল। বানর সেনাগণ সাগর দেখিয়া অবসন্ন হইলে আমি তাহাদিগের বিষম ভয় দূর করিয়া লম্ফপ্রদানপূর্ব্বক শতযোজনবিস্তৃত সমুদ্র পার হইলাম। আমি রাত্রিকালে রাক্ষসসঙ্কুল লঙ্কানগরীতে প্রবেশ করিয়া রাবণকে দেখি, তৎপরে আপনাকে শোকভরে নিতান্ত পীড়িতা দেখিলাম। অনিন্দিতে! যে যে ঘটনা হইয়াছে, আপনার নিকটে সেই সকল কীর্ত্তন করিলাম। দেবি! আমি দশরথতনয় রামের দূত; সুতরাং আমার সহিত সম্ভাষণ করুন। ৬৬—৭২। দেবি! আমাকে পবনের পুত্র ও সুগ্রীবের সচিব বলিয়া জানিবেন; আমি রামের আজ্ঞাক্রমে উৎসাহী হইয়া আপনার অন্বেষণের জন্যই এস্থানে আসিয়াছি। দেবি! সর্ব্বশস্ত্রধারিশ্রেষ্ঠ আপনার সেই কাকুৎস্থ রাম কুশলে আছেন; আর শুভলক্ষণ-সম্পন্ন লক্ষ্মণ, আপনার পতি বীর্য্যবান্ রামের কল্যাণকার্য্যে নিরত থাকিয়া, গুরুর ন্যায় তাঁহার সেবায় নিযুক্ত রহিয়াছেন। আমিই সুগ্রীবের আদেশক্রমে একাকী এখানে আসিয়াছি। পরে আপনার অন্বেষণের জন্য একাকী ভ্রমণ করিতে করিতে দক্ষিণদিকে উপস্থিত হইয়াছি। দেবি! বানরসৈন্যগণ আপনার অদর্শন হেতু শোক প্রকাশ করিতেছে, সুতরাং আমি আপনার দর্শনবৃত্তান্ত আনন্দের সহিত বলিয়া তাহাদিগের সন্তাপ দূর করিব। সৌভাগ্যক্রমে আমার সাগর-

প্রাপ্স্যাম্যহমিদং দেবি লঙ্ঘনকৃতং যশঃ ॥ ৭৮
রাঘবশ্চ মহাবীর্যঃ ক্ষিপ্রং ত্বামভিপৎস্যতে।
সপুত্রবান্ধবং হত্বা রাবণং রাক্ষসাধিপম্ ॥ ৭৯
মাল্যবান্ নাম বৈদেহি গিরীণামুত্তমো গিরিঃ।
ততো গচ্ছতি গোকর্ণং পর্ব্বতং কেশরী হরিঃ ॥ ৮০
স চ দেবর্ষিভির্দিষ্টঃ পিতা মম মহাকপিঃ
তীর্থে নদীপতেঃ পুণ্যে শম্বসাদনমুদ্ধরৎ ॥ ৮১
তস্যাহং হরিণঃ ক্ষেত্রে জাতো বাতেন মৈথিলি।
হনুমানিতি বিখ্যাতো লোকে স্বেনৈব কর্ম্মণা ॥ ৮২
বিশ্বাসার্থন্তু বৈদেহি ভর্ত্তুরুক্তা ময়া গুণাঃ।
অচিরাত্ত্বামিতো দেবি রাঘবো নয়িতানঘে ॥ ৮৩
এবং বিশ্বাসিতা সীতা হেতুভিঃ শোককর্শিতা।
উপপন্নৈরভিজ্ঞানৈর্দূতং তমবগচ্ছতি ॥ ৮৪
অতুলঞ্চ গতা হর্ষং প্রহর্ষেণ তু জানকী।
নেত্রাভ্যাং বক্রপক্ষ্মাভ্যাং মুমোচানন্দজং জলম্ ॥ ৮৫
চারু তদ্বদনং তস্যাস্তাম্রশুক্লায়তেক্ষণম্।
অশোভত বিশালাক্ষ্যা রাহুমুক্ত ইবোড়ুরাট্ ॥ ৮৬
হনুমন্তং কপিং ব্যক্তং মন্যতে নান্যথেতি সা।
অথোবাচ হনুমাংস্তামুত্তরং প্রিয়দর্শনাম্ ॥ ৮৭
এতত্তে সর্ব্বমাখ্যাতং সমাশ্বসিহি মৈথিলি।
কিং করোমি কথং বা তে রোচতে প্রতিযাম্যহম্ ॥ ৮৮
হতেঽসুরে সংযতি শম্বসাদনে
কপিপ্রবীরেণ মহর্ষিচোদনাৎ।
ততোঽস্মি বায়ুপ্রভবো হি মৈথিলি
প্রভাবতস্তৎপ্রতিমশ্চ বানরঃ ॥ ৮৯

ইতি সুন্দরকাণ্ডে পঞ্চত্রিংশঃ সর্গঃ ॥ ৩৫ ॥

ষট্ত্রিংশঃ সর্গঃ।

ভূয় এব মহাতেজা হনুমান্ পবনাত্মজঃ।
অব্রবীৎ প্রশ্রিতং বাক্যং সীতাপ্রত্যয়কারণাৎ ॥ ১
বানরোঽহং মহাভাগে দূতো রামস্য ধীমতঃ।
রামনামাঙ্কিতঞ্চেদং পশ্য দেব্যঙ্গুলীয়কম্ ॥ ২
প্রত্যয়ার্থং তবানীতং তেন দত্তং মহাত্মনা।
সমাশ্বসিহি ভদ্রং তে ক্ষীণদুঃখফলা হ্যসি ॥ ৩
গৃহীত্বা প্রেক্ষমাণা সা ভর্ত্তুঃ করবিভূষিতম্।

লঙ্ঘন বিফল হয় নাই। দেবি! আমি আপনার সাক্ষাৎ পাইয়াছি বলিয়া, সেখানে প্রশংসা পাইব এবং সেই মহাবীর রামও রাক্ষসরাজ রাবণকে সবান্ধবে বধ করিয়া অচিরেই আপনাকে উদ্ধার করিবেন। ৭৩—৭৮। বৈদেহি! সকল পর্ব্বত অপেক্ষা মনোহর মাল্যবান্‌নামক একটী পর্ব্বত আছে, কেশরী নামে বানর ঐ পর্ব্বত হইতে গোকর্ণপর্ব্বতে যাইতেছিলেন, তখন আমার পিতা বানরশ্রেষ্ঠ কেশরী দেবর্ষিগণের অনুমতিক্রমে নদীপতির পুণ্যতীর্থে শম্বসাদননামক অসুরকে সংহার করেন। মৈথিলি! আমি তাঁহার ক্ষেত্রে বায়ুর ঔরসে জন্মগ্রহণ করিয়াছি। জন্মাবধি আমি নিজ পরাক্রমবলে হনুমান্ নামে প্রসিদ্ধ। বৈদেহি! আপনার বিশ্বাসের জন্যই প্রভুর গুণ সবিস্তারে বর্ণন করিলাম। দেবি! রঘুনন্দন রাম অচিরেই আপনাকে লইয়া যাইবেন, সন্দেহ নাই। ৮০—৮৩। শোকাকুলা সীতা এইরূপ যুক্তিপূর্ণ বাক্যে বিশ্বস্তা হইয়া যথার্থ অভিজ্ঞান দেখিয়া হনুমানকে দূত বলিয়া জানিয়া অতুল আনন্দ লাভ করিলেন। তাঁহার বক্রপক্ষ্ম নয়নযুগল হইতে আনন্দাশ্রু বিগলিত হইতে লাগিল। শুক্ল লোহিত-বিশাল-লোচনসমন্বিতা সীতার বদন তৎকালে রাহুমুক্ত শশধরের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল। তখন সীতা হনুমানকে প্রকৃত বানর বলিয়া মনে করিলেন।

পরে হনুমান সৌম্যমূর্ত্তি সীতার সকল প্রশ্নের উত্তর দিয়া বলিলেন, বৈদেহি! আপনার নিকটে সকল বিষয় কীর্ত্তন করিলাম, সুতরাং আপনি এখন আশ্বস্তা হউন, এখনই আমি রামের নিকটে ফিরিয়া যাইব, সুতরাং আপনার কি কি করিতে ইচ্ছা, আর আমাকেই বা কি করিতে হইবে তাহা বলুন। মৈথিলি! কপিপ্রবীর কেশরী মহর্ষিদিগের আদেশানুসারে শম্বসাদন অসুরকে যুদ্ধে সংহার করিলে পর আমি অসুরবধানন্দে প্রীত মহর্ষিদিগের অনুগ্রহে বায়ুর ঔরসে বানররূপে জন্ম গ্রহণ করিলাম; আমার পরাক্রমও বায়ুর ন্যায় হইল।" ৮৭—৮৯।

ষট্ত্রিংশ সর্গ।

অতুল-প্রতাপশালী পবননন্দন হনুমান্, সীতার বিশ্বাস জন্মাইবার জন্য বিনীতভাবে পুনরায় বলিতে লাগিলেন,—মহাভাগে! আমি যথার্থই বানর ও ধীমান রামের দূত, বিশেষতঃ তাঁহার নামাঙ্কিত এই অঙ্গুরীয়ক দেখুন। মহাত্মা রাম ইহা আমাকে দিয়াছেন, আমি আপনার বিশ্বাসের জন্য আনিয়াছি, এইবারে আপনার দুঃখের

ভর্ত্তারমিব সম্প্রাপ্তা জানকী মুদিতাভবৎ ॥ ৪
চারু তদ্বদনং তস্যাস্তাম্রশুক্লায়তেক্ষণম্ ।
বভূব হর্ষোদগ্রঞ্চ রাহুমুক্ত ইবোড়ুরাট্ ॥ ৫
ততঃ সা হ্রীমতী বালা ভর্ত্তুঃ সন্দেশহর্ষিতা ।
পরিতুষ্টা প্রিয়ং কৃত্বা প্রশশংস মহাকপিম্ ॥ ৬
বিক্রান্তস্ত্বং সমর্থস্ত্বং প্রাজ্ঞস্ত্বং বানরোত্তম ।
যেনেদং রাক্ষসপদং ত্বয়ৈকেন প্রধর্ষিতম্ ॥ ৭
শতযোজনবিস্তীর্ণঃ সাগরো মকরালয়ঃ
বিক্রমশ্লাঘনীয়েন ক্রমতা গোষ্পদীকৃতঃ ॥ ৮
ন হি ত্বাং প্রাকৃতং মন্যে বানরং বানরর্ষভ ।
যস্য তে নাস্তি সন্ত্রাসো রাবণাদপি সম্ভ্রমঃ ॥ ৯
অর্হসে চ কপিশ্রেষ্ঠ ময়া সমভিভাষিতুম্ ।
যদ্যসি প্রেষিতস্তেন রামেণ বিদিতাত্মনা ॥ ১০
প্রেষয়িষ্যতি দুর্দ্ধর্ষো রামো ন হ্যপরীক্ষিতম্ ।
পরাক্রমমবিজ্ঞায় মৎসকাশং বিশেষতঃ ॥ ১১
দিষ্ট্যা চ কুশলী রামো ধর্ম্মাত্মা সত্যসঙ্গরঃ ।
লক্ষ্মণশ্চ মহাতেজাঃ সুমিত্রানন্দবর্দ্ধনঃ ॥ ১২
কুশলী যদি কাকুৎস্থঃ কিং নু সাগরমেখলাম্ ।
মহীং দহতি কোপেন যুগান্তাগ্নিরিবোত্থিতঃ ॥ ১৩
অথবা শক্তিমন্তৌ তু সুরাণামপি নিগ্রহে ।
মমৈব তু ন দুঃখানামস্তি মন্যে বিপর্য্যয়ঃ ॥ ১৪
কচ্চিন্ন ব্যথতে রামঃ কচ্চিন্ন পরিতপ্যতে ।
উত্তরাণি চ কার্য্যাণি কুরুতে পুরুষোত্তমঃ ॥ ১৫
কচ্চিন্ন দীনঃ সম্ভ্রান্তঃ কার্য্যেষু চ ন মুহ্যতি ।
কচ্চিৎ পুরুষকার্য্যাণি কুরুতে নৃপতেঃ সুতঃ ॥ ১৬
দ্বিবিধং ত্রিবিধোপায়মুপায়মপি সেবতে ।
বিজিগীষুঃ সুহৃৎ কচ্চিন্মিত্রেষু চ পরন্তপঃ ॥ ১৭
কচ্চিন্মিত্রাণি লভতে মিত্রৈশ্চাপ্যভিগম্যতে ।
কচ্চিৎ কল্যাণমিত্রশ্চ মিত্রৈশ্চাপি পুরস্কৃতঃ ॥ ১৮
কচ্চিদাশাস্তি দেবানাং প্রসাদং পার্থিবাত্মজঃ ।
কচ্চিৎ পুরুষকারঞ্চ দৈবঞ্চ প্রতিপদ্যতে ॥ ১৯
কচ্চিন্ন বিগতস্নেহো বিবাসান্ময়ি রাঘবঃ ।
কচ্চিন্মাং ব্যসনাদস্মান্মোক্ষয়িষ্যতি রাঘবঃ ॥ ২০

অবসান হইয়াছে, সুতরাং আপনি আশ্বস্ত হউন।" জনকনন্দিনী সীতা পতির অঙ্গুলিভূষণ অঙ্গুরীয়ক হস্তে লইয়া তাহা দেখিয়া যেন ভর্ত্তাকেই প্রাপ্ত হইয়াছেন, এই মনে করিয়া হৃষ্টা হইলেন। তাঁহার সেই আরক্তপ্রান্ত-শুক্ল-বিশাল-সুচারু-নয়নযুক্ত বদন-মণ্ডল, তখন রাহুবিমুক্ত চন্দ্রমার ন্যায়, হর্ষে অতিশয় প্রফুল্ল হইল। ১—৫। তৎপরে সেই বালা একটু লজ্জিতা হইলেও আমার সংবাদপ্রাপ্তি-বশতঃ প্রীতা ও আনন্দিতা হইয়া সাদরে কপিবর-হনুমান্‌কে প্রশংসা করিতে লাগিলেন,—"বানরশ্রেষ্ঠ! তুমি দেশ ও কালের বিভাগক্রমে কার্য্য করিতে পটু, সকল শাস্ত্রের তত্ত্বজ্ঞ এবং বীর, কারণ একাকী রাক্ষসদিগের অধিকৃত স্থান বিমর্দ্দিত করিয়াছ। তুমি শতযোজনবিস্তীর্ণ মকরালয় সাগর, গোষ্পদের ন্যায় লঙ্ঘন করিয়াছ, তোমারই বিক্রম প্রশংসার যোগ্য। সমুদ্র দেখিয়া যখন তোমার ত্রাস এবং রাবণের ভয়ে চিত্ত ক্ষুব্ধ হয় নাই, তখন তোমাকে সামান্য বানর বলিয়া বোধ হয় না। কপিবর! যদি সেই আত্মতত্ত্বজ্ঞ রাম তোমাকে পাঠাইয়া থাকেন, তাহা হইলে আমার সহিত তোমার আলাপ করিবার আর বাধা নাই। ৬—১০। বিশেষতঃ রাম পরাক্রম না জানিয়া অপরীক্ষিত লোককে আমার নিকটে পাঠান নাই। আমার সৌভাগ্যবশতই সেই দুর্দ্ধর্ষ সত্যপ্রতিজ্ঞ ধর্ম্মাত্মা রাম এবং সুমিত্রানন্দবর্দ্ধন মহাবল লক্ষ্মণ কুশলে আছেন, কিন্তু যদি কাকুৎস্থ রাম কুশলেই আছেন, তবে কেন আমার জন্য, প্রলয়-কালীন অগ্নির ন্যায় ক্রুদ্ধ হইয়া সাগরমেখলা ধরাকে দগ্ধ করিতেছেন না? অথবা ত্রিভুবন দহন করা ত অতি সামান্য, তাঁহারা দেবতাদিগেরও নিগ্রহ করিতে পারেন; বোধ করি, আমার দুঃখের মূলীভূত পাপের এখনও প্রায়শ্চিত্ত হয় নাই, সেই জন্যই মৌনভাবে রহিয়াছেন।" পুরুষোত্তম রাম সন্তপ্ত ও ব্যথিত না হইয়া যাহাতে আমার মুক্তি হয়, সেইরূপ কার্য্যসকলের অনুষ্ঠান করিতেছেন ত? ১১—১৫। রাজনন্দন সম্ভ্রান্ত ও দুঃখিত হইয়া কার্য্যকলাপে বিমোহিত হন নাই ত? আর পুরুষকার সকল অবলম্বন করিয়াছেন ত? শত্রু-দমন সুহৃত্তম রাম বিজিগীষু হইয়া মিত্র-গণের প্রতি সাম ও দান এবং শত্রুদিগের প্রতি ভেদ ও দণ্ড বিধান করিতেছেন ত? তিনি যত্নপূর্ব্বক মিত্র সকল সংগ্রহ করিতেছেন ত? মিত্রগণও ইচ্ছাপূর্ব্বক তাঁহার সহিত মিলিত হইয়াছেন ত? মিত্রগণ শান্ত-প্রকৃতি ত? সেই রাজকুমার রামকে তাঁহারা সম্মানিত করিতেছেন ত? রাম দেবতাদিগের অনুগ্রহ প্রার্থনা করিয়া দৈব ও পুরুষকার উভয়ই অবলম্বন করিয়াছেন ত? আমি দূরদেশে বাস করিতেছি বলিয়া রঘুনন্দন রাম আমার প্রতি স্নেহহীন হন নাই ত? এই বিপদ্ হইতে তিনি আমাকে উদ্ধার

সুখানামুচিতো নিত্যমসুখানামনূচিতঃ।
দুঃখমুত্তরমাসাদ্য কচ্চিদ্রামো ন সীদতি ॥ ২১
কৌসল্যায়াস্তথা কচ্চিৎ সুমিত্রায়াস্তথৈব চ।
অভীক্ষ্ণং শ্রূয়তে কচ্চিৎ কুশলং ভরতস্য চ ॥ ২২
মন্নিমিত্তেন মানার্হঃ কচ্চিচ্ছোকেন রাঘবঃ।
কচ্চিন্নান্যমনা রামঃ কচ্চিন্মাং তারয়িষ্যতি ॥ ২৩
কচ্চিদক্ষৌহিণীং ভীমাং ভরতো ভ্রাতৃবৎসলঃ।
ধ্বজিনীং মন্ত্রিভির্গুপ্তাং প্রেষয়িষ্যতি মৎকৃতে ॥ ২৪
বানরাধিপতিঃ শ্রীমান্ সুগ্রীবঃ কচ্চিদেষ্যতি।
মৎকৃতে হরিভির্বীরৈর্বৃতো দন্তনখায়ুধৈঃ ॥ ২৫
কচ্চিচ্চ লক্ষ্মণঃ শূরঃ সুমিত্রানন্দবর্দ্ধনঃ।
অস্ত্রবিচ্ছরজালেন রাক্ষসান্ বিধমিষ্যতি ॥ ২৬
রৌদ্রেণ কচ্চিদস্ত্রেণ রামেণ নিহতং রণে।
দ্রক্ষ্যাম্যল্পেন কালেন রাবণং সসুহৃজ্জনম্ ॥ ২৭

কচ্চিন্ন তদ্ধেমসমানবর্ণং
তস্যাননং পদ্মসমানগন্ধি।
ময়া বিনা শুষ্যতি শোকদীনং
জলক্ষয়ে পদ্মমিবাতপেন ॥ ২৮
ধর্ম্মাপদেশাৎ ত্যজতঃ স্বরাজ্যং
মাং চাপ্যরণ্যং নয়তঃ পদাতেঃ।
নাসীদ্ব্যথা যস্য ন ভীর্ন শোকঃ
কচ্চিৎ স ধৈর্য্যং হৃদয়ে করোতি।
ন চাস্য মাতা ন পিতা ন চান্যঃ
স্নেহাদ্বিশিষ্টোঽস্তি ময়া সমো বা।
তাবদ্ধ্যহং দূত জিজীবিষেয়ং
যাবৎ প্রবৃত্তিং শৃণুয়াং প্রিয়স্য ॥ ৩০
ইতীব দেবী বচনং মহার্থং
তং বানরেন্দ্রং মধুরার্থমুক্ত্বা।
শ্রোতুং পুনস্তস্য বচোঽভিরামং
রামার্থযুক্তং বিররাম রামা ॥ ৩১
সীতায়া বচনং শ্রুত্বা মারুতির্ভীমবিক্রমঃ।
শিরস্যঞ্জলিমাধায় বাক্যমুত্তরমব্রবীৎ ॥ ৩২
ন ত্বামিহস্থাং জানীতে রামঃ কমললোচনঃ।
তেন ত্বাং নানয়ত্যাশু শচীমিব পুরন্দরঃ ॥ ৩৩
শ্রুত্বৈব তু বচো মহ্যং ক্ষিপ্রমেষ্যতি রাঘবঃ।
চমূং প্রকর্ষন্ মহতীং হর্য্যৃক্ষগণসংযুতাম্ ॥ ৩৪
বিষ্টম্ভয়িত্বা বাণৌঘৈরক্ষোভ্যং বরুণালয়ম্।
করিষ্যতি পুরীং লঙ্কাং কাকুৎস্থঃ শান্তরাক্ষসাম্ ॥ ৩৫

করিবেন ত? ১৬—২০। রাম সতত সুখে সংবর্দ্ধিত হইয়াছেন, কখন দুঃখের মুখ দেখেন নাই, সুতরাং দুঃখপরম্পরা ভোগ করিয়া খিন্ন হন নাই ত? সর্ব্বদা কৌশল্যা, সুমিত্রা ও ভরতের কুশল-সংবাদ পাইতেছেন ত? সম্মানাস্পদ রঘুনন্দন আমার বিয়োগজনিত শোকে ক্লান্ত ও বিমনা হন নাই ত? তিনি আমাকে এ বিপদ্ হইতে উদ্ধার করিবেন ত? ভ্রাতৃবৎসল ভরত আমার উদ্ধারের জন্য অমাত্য-কর্ত্তৃক সুরক্ষিতা অক্ষৌহিণী সেনা পাঠাইবেন ত? বানরাধিপতি শ্রীমান্ সুগ্রীব দন্তনখায়ুধ বানর বীরগণের সহিত আমার উদ্ধারের জন্য আসিবেন ত? ২১—২৫। সুমিত্রানন্দবর্দ্ধন অস্ত্রকুশল বীর লক্ষ্মণ শরানলে রাক্ষসদিগকে দগ্ধ করিবেন ত? অমোঘ অস্ত্রের আঘাতে যুদ্ধে সবান্ধবে রাবণকে আমি অল্পকালের মধ্যে রামকর্ত্তৃক নিহত দেখিতে পাইব ত? জলক্ষয় হইলে, পদ্ম যেমন রবির তাপে শুকায়, সেইরূপ কনক-তুল্য-গৌরবর্ণ কমলগন্ধবৎ-সৌরভযুক্ত তাঁহার মুখমণ্ডল শোকে মলিন হইয়া আমার অদর্শনে শুষ্ক হইয়াছে ত? যিনি ধর্ম্মের জন্য নিজ রাজ্য ত্যাগ করিয়াও শোকাকুল হন নাই, পাদচারে আমাকে বনে আনিয়া আমার রক্ষার জন্য উদ্বিগ্ন বা বনবাসের কষ্ট বোধ করেন নাই, সেই রাম অন্তরে ধৈর্য্য ধারণ করিয়াছেন ত? কেননা, তাঁহার মাতা, পিতা বা অন্য কাহারও প্রতি আমা অপেক্ষা অধিক স্নেহের কথা দূরে থাকুক, সমান স্নেহও নাই। দূত! যে পর্য্যন্ত না প্রিয়তমের সংবাদ শুনি, কেবল ততদিন প্রাণ ধারণ করিতে ইচ্ছা করিয়াছি, রাম অন্বেষণে বিমুখ হইলেই সুতরাং আমাকে প্রাণত্যাগ করিতে হইবে।” ২৬—৩০। মনোরমা সীতা বানরবর হনুমানকে মধুর ও সার্থক বাক্য বলিয়া পুনরায় রামের প্রয়োজনীয় তাঁহার মনোহর বাক্য শুনিবার জন্য বিরতা হইলেন। ভীমবিক্রম পবনতনয়, সীতার কথা শুনিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে প্রত্যুত্তর করিলেন, “আপনি এইস্থানে আছেন, কমলতুল্য-বিশাল-লোচন রাম তাহা জানেন না, সেইজন্যই, শচী দৈত্যাপহৃতা হইলে ইন্দ্রের ন্যায়, আপনাকে সত্বর লইয়া যাইতে পারেন নাই। রাঘব আমার মুখে আপনার সংবাদ শুনিয়াই ঋক্ষ ও বানরগণে-পরিপূরিত মহতী সেনা সঙ্গে লইয়া অবিলম্বে আসিবেন। কাকুৎস্থ রাম, বাণসমূহে অক্ষোভ্য বরুণালয় সমুদ্র সংস্তম্ভিত করিয়া সেতুবন্ধনপূর্ব্বক লঙ্কাপুরীস্থ রাক্ষসদিগকে

তত্র যদ্যন্তরা মৃত্যুর্যদি দেবাঃ সহাসুরাঃ।
স্থাস্যন্তি পথি রামস্য স তানপি বধিষ্যতি॥ ৩৬
তবাদর্শনজেনার্য্যো শোকেন পরিপূরিতঃ।
ন শর্ম্ম লভতে রামঃ সিংহার্দ্দিত ইব দ্বিপঃ॥ ৩৭
মন্দরেণ চ তে দেবি শপে মূলফলেন চ।
মলয়েন চ বিন্ধ্যেন মেরুণা দর্দ্দুরেণ চ॥ ৩৮
যথা সুনয়নং বল্গু বিম্বোষ্ঠং চারুকুণ্ডলম্।
মুখং দ্রক্ষ্যসি রামস্য পূর্ণচন্দ্রমিবোদিতম্॥ ৩৯
ক্ষিপ্রং দ্রক্ষ্যসি বৈদেহি রামং প্রস্রবণে গিরৌ।
শতক্রতুমিবাসীনং নাগপৃষ্ঠস্য মূর্দ্ধনি॥ ৪০
ন মাংসং রাঘবো ভুঙ্ক্তে ন চৈব মধু সেবতে।
বন্যং সুবিহিতং নিত্যং ভক্তমশ্নাতি পঞ্চমম্॥ ৪১
নৈব দংশান্ন মশকান্ন কীটান্ন সরীসৃপান্।
রাঘবোঽপনয়েদ্গাত্রাৎ ত্বদ্গতেনান্তরাত্মনা॥ ৪২
নিত্যং ধ্যানপরো রামো নিত্যং শোকপরায়ণঃ।
নান্যচ্চিন্তয়তে কিঞ্চিৎ স তু কামবশং গতঃ॥ ৪৩
অনিদ্রঃ সততং রামঃ সুপ্তোঽপি চ নরোত্তমঃ।
সীতেতি মধুরাং বাণীং ব্যাহরন্ প্রতিবুধ্যতে॥ ৪৪
দৃষ্ট্বা ফলং বা পুষ্পং বা যচ্চান্যৎ সুমনোহরম্।
বহুশো হা প্রিয়েত্যেবং শ্বসংস্ত্বামভিভাষতে॥ ৪৫
স দেবি নিত্যং পরিতপ্যমান-
স্ত্বামেব সীতেত্যভিভাষমাণঃ।
ধৃতব্রতো রাজসুতো মহাত্মা
তবৈব লাভায় কৃতপ্রযত্নঃ॥ ৪৬
সা রামসঙ্কীর্ত্তনবীতশোকা
রামস্য শোকেন সমানশোকা।
শরন্মুখেনাম্বুদশেষচন্দ্রা
নিশেব বৈদেহসুতা বভূব॥ ৪৭

ইতি সুন্দরকাণ্ডে ষট্ত্রিংশঃ সর্গঃ॥ ৩৬॥

সপ্তত্রিংশঃ সর্গঃ।

সা সীতা বচনং শ্রুত্বা পূর্ণচন্দ্রনিভাননা।
হনূমন্তমুবাচেদং ধর্ম্মার্থসহিতং বচঃ॥ ১
অমৃতং বিষসংপৃক্তং ত্বয়া বানর ভাষিতম্।
যচ্চ নান্যমনা রামো যচ্চ শোকপরায়ণঃ॥ ২
ঐশ্বর্য্যে বা সুবিস্তীর্ণে ব্যসনে বা সুদারুণে।
রজ্জ্বেব পুরুষং বদ্ধা কৃতান্তঃ পরিকর্ষতি॥ ৩

প্রশমিত করিবেন। ৩১—৩৫। সেই কালে মৃত্যু প্রভৃতি দেবতা বা অসুরগণও যদি রামের আগমন-পথে প্রতিবন্ধক জন্মায়, তাহা হইলে তিনি তাহাদিগকেও বিনষ্ট করিবেন। আর্য্যে। আপনার অদর্শন-জনিত শোকে আকুল হইয়া, সিংহাক্রান্ত হস্তীর ন্যায়, রাম সুখ লাভ করিতেছেন না। দেবি! আমি মন্দর মলয়, বিন্ধ্য, মেরু ও দর্দ্দুর পর্ব্বত এবং সকল ফল ও মূলে শপথপূর্ব্বক বলিতেছি যে, সুচারুকুণ্ডলভূষিত বিম্ব-তুল্য রক্তবর্ণ-ওষ্ঠসমন্বিত, সুলোচন, মনোহর, রামের বদনমণ্ডল, উদিত পূর্ণচন্দ্রের ন্যায় দেখিবেন। বৈদেহি। ঐরাবতপৃষ্ঠে আসীন ইন্দ্রের ন্যায়, রামকে অচিরে প্রস্রবণগিরিতে দেখিতে পাইবেন। ৩৬—৪০। রাঘব মধু-পান ও মাংস ভোজন পরিত্যাগ করিয়া কেবল সায়াহ্নে অরণ্যজাত সুবিহিত ওদন ভোজন করিয়া থাকেন। রঘুকুল-প্রসূত রাম ত্বদ্গত অন্তরাত্মার সহিত সতত ধ্যানপরায়ণ এবং শোকাকুল হইয়া গাত্র হইতে দংশ, মশক, কীট ও সরীসৃপ সকল ফেলিতেছেন না। সেই নরবর কামপীড়িত হইয়া অন্য কোন চিন্তা না করিয়া আপনাকেই ধ্যান করিতেছেন; তিনি প্রায়ই নিদ্রিত হন না, সামান্যমাত্র সুপ্ত হইলেই 'সীতা' এই মধুর-বাণী উচ্চারণ করিয়া জাগরিত হন। ফল পুষ্প বা স্ত্রীদিগের চিত্তপ্রীতিকর অন্য কোন দ্রব্য দেখিয়া 'হা প্রিয়ে!' বলিয়া পুনঃপুনঃ দীর্ঘনিশ্বাস ছাড়িয়া আপনাকে আহ্বান করেন। দেবি! রাম আপনাকেই 'সীতে!' এই বলিয়া সম্ভাষণপূর্ব্বক সতত বিলাপ করিতেছেন। সেই মহাত্মা রাজপুত্র, ব্রতাবলম্বী হইয়া আপনার পুনঃপ্রাপ্তিপ্রত্যাশায় যত্নপরায়ণ হইয়াছেন।" বিদেহনন্দিনী, রামের শোককাহিনী শুনিয়া তাঁহারই শোকে আকুলা হইলেন সত্য, কিন্তু তাঁহার বিবরণ শুনিয়া মেঘবিমুক্ত চন্দ্রমা দ্বারা সুপ্রকাশ বিমল শারদীয় নিশার ন্যায়, শোভা পাইলেন। ৪১—৪৭।

সপ্তত্রিংশ সর্গ।

পূর্ণচন্দ্রনিভাননা সীতা পূর্ব্বোক্ত বাক্য শ্রবণ করিয়া হনমান্‌কে ধর্ম্মার্থযুক্ত বাক্য বলিতে লাগিলেন, "বানর! তুমি বলিলে যে, 'রাম অনন্যমনে কাল-যাপন করিতেছেন,' তোমার ঐ কথাটী অমৃতের ন্যায় মধুর; আর বলিলে যে, "রাম শোকে অতি-শয় কাতর হইয়াছেন," তোমার এই কথাটী বিষবৎ। পুরুষ অতুল ঐশ্বর্য্যে অথবা ঘোরতর বিপদেই পড়ুন

বিধিনির্মমসংহার্য্যঃ প্রাণিনাং প্লবগোত্তম।
সৌমিত্রিং মাঞ্চ রামঞ্চ ব্যসনৈঃ পশ্য মোহিতান্॥ ৪
শোকস্যাস্য কথং পারং রাঘবোঽধিগমিষ্যতি।
প্লবমানঃ পরিক্রান্তো হতনৌঃ সাগরে যথা॥ ৫
রাক্ষসানাং বধং কৃত্বা সূদয়িত্বা চ রাবণম্।
লঙ্কামুন্মূলিতাং কৃত্বা কদা দ্রক্ষ্যতি মাং পতিঃ॥ ৬
স বাচ্যঃ সন্ত্বরস্বেতি যাবদেব ন পূর্য্যতে।
অয়ং সংবৎসরঃ কালস্তাবদ্ধি মম জীবিতম্॥ ৭
বর্ত্ততে দশমো মাসো দ্বৌ তু শেষৌ প্লবঙ্গম।
রাবণেন নৃশংসেন সময়ো যঃ কৃতো মম॥ ৮
বিভীষণেন চ ভ্রাত্রা মম নির্যাতনং প্রতি।
অনুনীতঃ প্রযত্নেন ন চ তৎ কুরুতে মতিম্॥ ৯
মম প্রতিপ্রদানং হি রাবণস্য ন রোচতে।
রাবণং মার্গতে সংখ্যে মৃত্যুঃ কালবশং গতম্॥ ১০
জ্যেষ্ঠা কন্যা কলা নাম বিভীষণসুতা কপে।
তয়া মমৈতদাখ্যাতং মাত্রা প্রহিতয়া স্বয়ম্॥ ১১
অবিন্ধ্যো নাম মেধাবী বিদ্বান্ রাক্ষসপুঙ্গবঃ।
ধৃতিমাঞ্ছীলবান্ বৃদ্ধো রাবণস্য সুসম্মতঃ॥ ১২

রামক্ষয়মনুপ্রাপ্তং রক্ষসাং প্রত্যচোদয়ৎ।
ন চ তস্য চ দুষ্টাত্মা শৃণোতি বচনং হিতম্॥ ১৩
আশংসেয়ং হরিশ্রেষ্ঠ ক্ষিপ্রং মাং প্রাপ্স্যতে পতিঃ।
অন্তরাত্মা হি মে শুদ্ধস্তস্মিংশ্চ বহবো গুণাঃ॥ ১৪
উৎসাহঃ পৌরুষং সত্ত্বমানৃশংস্যং কৃতজ্ঞতা।
বিক্রমশ্চ প্রভাবশ্চ সন্তি বানর রাঘবে॥ ১৫
চতুর্দ্দশসহস্রাণি রাক্ষসানাং জঘান যঃ।
জনস্থানে বিনা ভ্রাত্রা শত্রুঃ কস্তস্য নোদ্বিজেৎ॥ ১৬
ন স শক্যস্তুলয়িতুং ব্যসনৈঃ পুরুষর্ষভঃ।
অহং তস্যানুভাবজ্ঞা শক্রস্যেব পুলোমজা॥ ১৭
শরজালাংশুমান্ শূরঃ কপে রামদিবাকরঃ।
শত্রুরক্ষোময়ং তোয়মুপশোষং নয়িষ্যতি॥ ১৮
ইতি সংজল্পমানাং তাং রামার্থে শোককর্শিতাম্।
অশ্রুসম্পূর্ণবদনামুবাচ হনুমান্ কপিঃ॥ ১৯
শ্রুত্বৈব চ বচো মহ্যং ক্ষিপ্রমেষ্যতি রাঘবঃ।
চমূং প্রকর্ষন্ মহতীং হর্য্যৃক্ষগণসঙ্কুলাম্॥ ২০
অথবা মোচয়িষ্যামি ত্বামদ্যৈব স রাক্ষসাৎ।
অস্মাদ্দুঃখাদুপারোহ মম পৃষ্ঠমনিন্দিতে॥ ২১

কিন্তু যম রজ্জুদ্বারা তাঁহাকে নিশ্চয়ই আকর্ষণ করিবে। বানরবর! প্রাণিগণ নিশ্চয়ই দৈবকে লঙ্ঘন করিতে পারে না; দেখ। রাম, লক্ষ্মণ এবং আমি, আমরা তিনজনেই বিপদে অভিভূত হইয়াছি, সমুদ্রমধ্যে নৌকা ভগ্ন হইলে পুরুষ যেমন সাহসের সহিত সন্তরণপূর্ব্বক অতি কষ্টে পার প্রাপ্ত হয়, সেইরূপ রাঘবও কথঞ্চিৎ এই শোকের পার প্রাপ্ত হইবেন। ১—৫। আমার স্বামী রাক্ষসদিগকে বধ, রাবণকে বিনাশ এবং লঙ্কাপুরী মথিত করিয়া কবে আমার সহিত সাক্ষাৎ করিবেন? এই এক বৎসর পর্য্যন্ত আমার জীবন থাকিবে; সুতরাং সংবৎসর পূর্ণ না হইতেই তুমি তাঁহাকে সত্বর আসিতে বলিবে। বানরবর! এক্ষণে দশম মাস চলিতেছে, কেবল দুই মাস মাত্র অবশিষ্ট আছে, নিষ্ঠুর রাবণ আমাকে এই দুই মাস মাত্র সময় দিয়াছে। ইহার ভ্রাতা বিভীষণ আমাকে রামের নিকটে প্রত্যর্পণ করিবার জন্য যত্ন-সহকারে অনুরোধ করিয়াছিল; কিন্তু রাবণ তাহাতে কর্ণপাত করে নাই। আমার প্রত্যর্পণবিষয়ে রাবণের ইচ্ছা হইতেছে না; কেননা রাবণ কালের বশীভূত হওয়ায় মৃত্যু তাহাকে সমরে আহ্বান করিতেছে। ৬—১০। কপিবর! বিভীষণের কলানাম্নী জ্যেষ্ঠা কন্যা তাহার মাতার নিয়োগক্রমে আমার নিকটে এই সংবাদ নিজে বলিয়াছে। ধীরস্বভাব, সুশীল, মেধাবী, বিদ্বান্ ও রাবণের প্রিয় পাত্র অবিন্ধ্য নামে এক বৃদ্ধ রাক্ষস রাবণের নিকটে বলিয়াছিল যে, রাক্ষসগণ রামকর্ত্তৃক বিনষ্ট হইবে; কিন্তু সেই দুরাচার তাহার হিতোপদেশে কর্ণপাত করে নাই। কপিশ্রেষ্ঠ! আমি বোধ করি, আমার পতি শীঘ্রই আমাকে লাভ করিবেন, কেননা আমার মনে কোন পাপ নাই; বিশেষতঃ রামের উৎসাহ, পৌরুষ, বল, অক্রূরতা, কৃতজ্ঞতা বিক্রম ও প্রভাব প্রভৃতি বহুতর গুণ আছে; তিনি ভ্রাতার সাহায্য ব্যতীত একাকীই জনস্থানে চতুর্দ্দশ সহস্র রাক্ষস বধ করিয়াছেন; ইহাতে তাঁহার কোন্ শত্রু না উদ্বেজিত হইবে? শচী যেমন ইন্দ্রের তত্ত্ব জানেন, আমিও তদ্রূপ রামের প্রভাব জানি। ব্যসনদাতা রাক্ষসদিগের সহিত পুরুষর্ষভ রামের তুলনা করা উচিত নহে। বানর। বীরবর রামরূপ সূর্য্য শরজালরূপ কিরণমালাদ্বারা আমার শত্রু রাক্ষসরূপ জল শীঘ্র শোষণ করিবেন।" সীতা রামের বিরহে শোকাকুলা ও অশ্রুমুখী হইয়া ঐরূপ কহিলে, বানর-বর তাঁহাকে কহিলেন, "রাঘব আমার নিকটে এই সকল বিষয় শুনিয়াই ঋক্ষ-বানরসমাকুলা মহতী সেনা সঙ্গে লইয়া শীঘ্র আসিবেন। ১১—২০। অথবা অনিন্দিতে! আপনি আমার পৃষ্ঠে আরোহণ করুন, তাহা হইলে আমি এই রাক্ষসকৃত কষ্ট হইতে অদ্যই

ত্বান্তু পৃষ্ঠগতাং কৃত্বা সন্তরিষ্যামি সাগরম্।
শক্তিরস্তি হি মে বোঢ়ুং লঙ্কামপি সরাবণাম্ ॥ ২২
অহং প্রস্রবণস্থায় রাঘবায়াদ্য মৈথিলি।
প্রাপয়িষ্যামি শক্রায় হব্যং হুতমিবানলঃ ॥ ২৩
দ্রক্ষ্যস্যদ্যৈব বৈদেহি রাঘবং সহলক্ষ্মণম্।
ব্যবসায়সমাযুক্তং বিষ্ণুং দৈত্যবধে যথা ॥ ২৪
ত্বদ্দর্শনকৃতোৎসাহমাশ্রমস্থং মহাবলম্।
পুরন্দরমিবাসীনং নগরাজস্য মূর্দ্ধনি ॥ ২৫
পৃষ্ঠমারোহ মে দেবি মা বিকাঙ্ক্ষস্ব শোভনে।
যোগমন্বিচ্ছ রামেণ শশাঙ্কেনেব রোহিণী ॥ ২৬
কথয়ন্তীব শশিনা সঙ্গমিষ্যসি রোহিণী
মৎপৃষ্ঠমধিরোহ ত্বং তরাকাশং মহার্ণবম্ ॥ ২৭
ন হি মে সম্প্রয়াতস্য ত্বামিতো নয়তোঽঙ্গনে।
অনুগন্তুং গতিং শক্তাঃ সর্ব্বে লঙ্কানিবাসিনঃ ॥ ২৮
যথৈবাহমিহ প্রাপ্তস্তথৈবাহমসংশয়ম্।
যাস্যামি পশ্য বৈদেহি ত্বামুদ্যম্য বিহায়সম্ ॥ ২৯
মৈথিলী তু হরিশ্রেষ্ঠাৎ শ্রুত্বা বচনমদ্ভুতম্।
হর্ষবিস্মিতসর্ব্বাঙ্গী হনুমন্তমথাব্রবীৎ ॥ ৩০
হনুমন্ দূরমধ্বানং কথং মাং নেতুমিচ্ছসি।
তদেব খলু তে মন্যে কপিত্বং হরিযূথপ ॥ ৩১
কথঞ্চাল্পশরীরস্ত্বং মামিতো নেতুমিচ্ছসি।
সকাশং মানবেন্দ্রস্য ভর্ত্তুর্মে প্লবগর্ষভ ॥ ৩২
সীতায়াস্তু বচঃ শ্রুত্বা হনুমান্ মারুতাত্মজঃ।
চিন্তয়ামাস লক্ষ্মীবান্ নবং পরিভবং কৃতম্ ॥ ৩৩
ন মে জানাতি সত্ত্বং বা প্রভাবং বাসিতেক্ষণা।
তস্মাৎ পশ্যতু বৈদেহী যদ্রূপং মম কামতঃ ॥ ৩৪
ইতি সঞ্চিন্ত্য হনুমাংস্তদা প্লবগসত্তমঃ।
দর্শয়ামাস সীতায়াঃ স্বরূপমরিমর্দ্দনঃ ॥ ৩৫
স তস্মাৎ পাদপাদ্ধীমানাপ্লুত্য প্লবগর্ষভঃ।
ততো বর্দ্ধিতুমারেভে সীতাপ্রত্যয়কারণাৎ ॥ ৩৬
মেরুমন্দরসঙ্কাশো বভৌ দীপ্তানলপ্রভঃ।
অগ্রতো ব্যবতস্থে চ সীতায়া বানরর্ষভঃ ॥ ৩৭
হরিঃ পর্ব্বতসঙ্কাশস্তাম্রবক্ত্রো মহাবলঃ।
বজ্রদংষ্ট্রনখো ভীমো বৈদেহীমিদমব্রবীৎ ॥ ৩৮
সপর্ব্বতবনোদ্দেশাং সাট্টপ্রাকারতোরণাম্।

আপনাকে মুক্ত করিব, অধিক কি, আমি রাবণের সহিত এই লঙ্কাপুরীও বহন করিতে পারি, সুতরাং আপনাকে পৃষ্ঠে লইয়া সাগর সন্তরণ করিব, তাহাতে আর বিচিত্র কি? মৈথিলি! হুতাশন যেমন হুত-হব্য লইয়া ইন্দ্রকে প্রদান করেন, সেইরূপ আমিও আপনাকে লইয়া অদ্য প্রস্রবণে অবস্থিত রঘুবর রাম-চন্দ্রের নিকটে সমর্পণ করিব। বৈদেহি! দৈত্য-বধে অধ্যবসায়ী বিষ্ণুর ন্যায় আজই আপনি রাম ও লক্ষ্মণকে দেখিতে পাইবেন। দেবি! সেই মহাবল রাম, আপনাকে দেখিবার জন্য উৎসাহী হইয়া ইন্দ্রের ন্যায় ভূধররাজ প্রস্রবণগিরির শিখরদেশে আশ্রমে রহিয়াছেন। ২১—২৫। শোভনে! যদি রোহিণীর চন্দ্রের ন্যায়, আপনি রামের সহিত মিলিত হইতে ইচ্ছা করেন, তবে অবিলম্বে আমার পৃষ্ঠে আরোহণ করুন। 'রামের সহিত মিলিত হওয়া অবশ্য কর্ত্তব্য' এই কথা বলিতে যে সময় লাগে, তন্মধ্যেই রোহিণীর চন্দ্রমিলনের ন্যায়, আপনাকে লইয়া রামের সহিত সম্মিলিত করিয়া দিব। ললনে! আপনি আমার পৃষ্ঠে আরোহণ করিলে, আপনাকে লইয়া শূন্যমার্গ অবলম্বনপূর্ব্বক যখন এই স্থান হইতে মহাসাগর উত্তীর্ণ হইব, তখন লঙ্কাবাসীরা আমার অনুসরণ করিতে পারিবে না। বৈদেহি! আপনি দেখুন, আমি যেমন শূন্যপথে এখানে আসিয়াছি, আপনাকে পৃষ্ঠে লইয়া সেইরূপ শূন্যপথে যাইব সন্দেহ নাই।

পরে মিথিলারাজ-তনয়া সীতা, বানরবর হনুমানের অদ্ভুত কথা শুনিয়া নিরতিশয় হর্ষবশতঃ পুলকিত হইয়া তাঁহাকে বলিলেন। ২৬—৩০। বানরযূথপতি হনুমন্! তুমি আমাকে কিরূপে দূরপথে লইয়া যাইতে ইচ্ছা করিতেছ? তোমার যে অবস্থা দেখিতেছি, তাহাতেই তোমাকে বানর বলিয়া আমার বোধ হইতেছে! বানরর্ষভ! তুমি এইরূপ ক্ষুদ্রকায় হইয়া এখান হইতে আমাকে আমার পতি নরেন্দ্র রামের নিকটে কি সাহসে লইয়া যাইতে ইচ্ছা করিতেছ?" পরে বায়ুনন্দন শ্রীমান্ হনুমান্, সীতার কথা শুনিয়া 'তুমি ক্ষুদ্রকায়' এই কথায় নূতন পরিভব হওয়ায় চিন্তা করিলেন, 'এই অসিতলোচনা সীতা আমার বল অথবা প্রভাব জানেন না, সুতরাং ইচ্ছানুসারে আমি যে রূপ ধারণ করি, ইনি তাহা দেখুন।" তখন বানরশ্রেষ্ঠ অরিন্দম হনুমান্ ইহা ভাবিয়া সীতাকে নিজের রূপ দেখাইলেন। ৩১—৩৫। বানরপ্রধান ধীমান্ হনুমান্ সেই বৃক্ষ হইতে লম্ফপ্রদানপূর্ব্বক সীতার বিশ্বাস জন্মাইবার জন্য বর্দ্ধিত হইতে লাগি-লেন! জ্বলন্ত অনল-তুল্য প্রভাশালী বীরবর হনুমান্ সীতার সম্মুখে থাকিয়া, মেরু এবং মন্দর পর্ব্ব-তের ন্যায়, দীপ্তি পাইলেন। যাহার মুখ রক্তবর্ণ, দংষ্ট্র এবং নখ বজ্রতুল্য, পর্ব্বতের ন্যায় দীর্ঘকায় সেই মহাবল ভয়ানক বানর, বৈদেহীকে বলিতে লাগিলেন,

লঙ্কামিমাং সনাথাং বা নয়িতুং শক্তিরস্তি মে ॥ ৩৯
তদবস্থাপ্যতাং বুদ্ধিরলং দেবি বিকাঙ্ক্ষয়া ।
বিশোকং কুরু বৈদেহি রাঘবং সহলক্ষ্মণম্‌ ॥ ৪০
তং দৃষ্ট্বাচলসঙ্কাশমুবাচ জনকাত্মজা ।
পদ্মপত্রবিশালাক্ষী মারুতস্যৌরসং সুতম্‌ ॥ ৪১
তব সত্ত্বং বলঞ্চৈব বিজানামি মহাকপে ।
বায়োরিব গতিশ্চাপি তেজশ্চাগ্নেরিবাদ্ভুতম্‌ ॥ ৪২
প্রাকৃতোঽন্যঃ কথঞ্চেমাং ভূমিমাগন্তুমর্হতি ।
উদধেরপ্রমেয়স্য পারং বানরপুঙ্গব ॥ ৪৩
জানামি গমনে শক্তিং নয়নে চাপি তে মম ।
অবশ্যং সম্প্রধার্য্যাশু কার্য্যসিদ্ধির্মহাত্মনঃ ॥ ৪৪
অযুক্তন্তু কপিশ্রেষ্ঠ ময়া গন্তুং ত্বয়া সহ ।
বায়ুবেগসবেগস্য বেগো মাং মোহয়েত্তব ॥ ৪৫
অহমাকাশমাসক্তা উপর্য্যুপরি সাগরম্‌ ।
প্রপতেয়ং হি তে পৃষ্ঠাদ্ভয়াদ্বেগেন গচ্ছতঃ ॥ ৪৬
পতিতা সাগরে চাহং তিমিনক্রঝষাকুলে ।
ভবেয়মাশু বিবশা যাদসামন্নমুত্তমম্‌ ॥ ৪৭
ন চ শক্ষ্যে ত্বয়া সার্দ্ধং গন্তুং শত্রুবিনাশন ।
কলত্রবতি সন্দেহস্ত্বয়ি স্যাদপ্যসংশয়ম্‌ ॥ ৪৮
হ্রিয়মাণান্তু মাং দৃষ্ট্বা রাক্ষসা ভীমবিক্রমাঃ ।
অনুগচ্ছেয়ুরাদিষ্টা রাবণেন দুরাত্মনা ॥ ৪৯
তৈস্ত্বং পরিবৃতঃ শূরৈঃ শূলমুদ্গরপাণিভিঃ ।
ভবেস্ত্বং সংশয়ং প্রাপ্তো ময়া বীর কলত্রবান্‌ ॥ ৫০
সায়ুধা বহবো ব্যোম্নি রাক্ষসাস্ত্বং নিরায়ুধঃ ।
কথং শক্ষ্যসি সংযাতুং মাঞ্চৈব পরিরক্ষিতুম্‌ ॥ ৫১
যুধ্যমানস্য রক্ষোভিস্তব তৈঃ ক্রূরকর্ম্মভিঃ ।
প্রপতেয়ং হি তে পৃষ্ঠাদ্ভয়ার্ত্তা কপিসত্তম ॥ ৫২
অথ রক্ষাংসি ভীমানি মহান্তি বলবন্তি চ ।
কথঞ্চিৎ সাম্পরায়ে ত্বাং জয়েয়ুঃ কপিসত্তম ॥ ৫৩
অথবা যুধ্যমানস্য পতেয়ং বিমুখস্য তে ।
পতিতাঞ্চ গৃহীত্বা মাং নয়েয়ুঃ পাপরাক্ষসাঃ ॥ ৫৪
মাং বা হরেয়ুস্ত্বদ্ধস্তাদ্বিশসেয়ুরথাপি বা ।
অনবস্থৌ হি দৃশ্যেতে যুদ্ধে জয়পরাজয়ৌ ॥ ৫৫
অহঞ্চাপি বিপদ্যেয়ং রক্ষোভিরভিতর্জ্জিতা ।

"দেবি ! পর্ব্বত, বনভূমি, পাষাণ, প্রস্তরময় তোরণ ও রাবণ-সহ এই লঙ্কাপুরী লইয়া যাইবার শক্তি আমার আছে ; সুতরাং বৈদেহি ! আপনি অবিশ্বাস করিবেন না। আমি লইয়া যাইতে সমর্থ, আপনি ইহা স্থির জানুন এবং আমার পৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া রাম ও লক্ষ্মণের শোক দূর করুন।" ৩৬—৪০। পদ্মপলাশলোচনা জনকতনয়া সীতা পবনের ঔরস পুত্র হনুমান্‌কে পর্ব্বতের ন্যায় দেখিয়া তাঁহাকে বলিলেন, "কপিবর ! তোমার বল, জ্ঞান, বায়ুর ন্যায় গতি এবং অগ্নির ন্যায় অদ্ভুত তেজ, এ সকলই আমি পূর্ব্ব হইতে জানি। বানরপুঙ্গব ! কোন্‌ ইতর ব্যক্তি অপার সমুদ্র পার হইয়া এই স্থানে আসিতে পারিবে ? আমাকে লইয়া যাইবার এবং গমন করিবার শক্তি তোমার আছে, তাহা আমি জানি ; কিন্তু তুমি তোমার পরাক্রম অনুসারে কার্য্যসিদ্ধি মনে করিতেছ। আমারও কার্য্যসিদ্ধি-পক্ষে তোমার ন্যায় অবশ্য বিচার করা কর্ত্তব্য। বানরবর ! তোমার সহিত আমার যাওয়া যুক্তিসঙ্গত নহে ; কেননা তোমার বেগ বায়ুর ন্যায় প্রবল, অতএব আমি সেই বেগে অজ্ঞান হইয়া পড়িব। ৪১—৪৫। তুমি যখন সমুদ্রের উপরিভাগ দিয়া ক্রমশঃ আকাশমার্গে সবেগে যাইবে, সেই সময়ে আমি অবলম্বনবিহীনা হইয়া তোমার পৃষ্ঠ হইতে নিশ্চয়ই পড়িয়া যাইব। অপিচ তিমি, কুম্ভীর ও মৎস-পূর্ণ সমুদ্রে পতিত ও বিবশ হইয়া অবিলম্বেই জলচর জন্তুদিগের উপাদেয় ভক্ষ্য হইব। অরিদমন ! স্ত্রীলোক সঙ্গে লইয়া গেলে রাক্ষসেরা নিশ্চয়ই তোমাকে সন্দেহ করিতে পারে ; সুতরাং আমি তোমার সঙ্গে যাইতে পারিতেছি না। বিশেষতঃ আমাকে হরণ করিতে দেখিলে ভীমবল রাক্ষসগণ দুরাচার রাবণের আদেশ অনুসারে তোমার পশ্চাৎ ধাবিত হইবে। বীর ! রাক্ষসবীরেরা শূল ও মুদ্গর লইয়া তোমার চতুর্দ্দিকে বেষ্টন করিলে তোমার প্রাণ-সংশয় হইবে, সুতরাং স্ত্রীলোক সঙ্গে লইয়া যাওয়া অনুচিত, বিশেষতঃ রাক্ষস-সেনা সংখ্যায় অধিক এবং অস্ত্র-শস্ত্রে সুসজ্জিত, আর তুমি একাকী, নিরস্ত্র ও শূন্যপথে অবস্থিত ; সুতরাং তুমি কেমন করিয়া যাইবে ? আর কেমন করিয়াই বা আমাকে রক্ষা করিবে ? কপিসত্তম ! তুমি যখন সেই নিষ্ঠুর রাক্ষসদিগের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইবে, তৎকালে ভয়াকুল হইয়া আমি তোমার পৃষ্ঠদেশ হইতে পড়িয়া যাইব। অথবা বানরসত্তম ! সেই বৃহদাকার বলবান্‌ ভীমবিক্রম রাক্ষসেরা প্রাণপণ যত্ন করিয়া যুদ্ধে তোমাকে পরাস্ত করিলেও করিতে পারে, অথবা তুমি রাক্ষসগণের সহিত যুদ্ধে নিযুক্ত হইয়া আমার রক্ষায় উদাসীন হইলে আমি তোমার পৃষ্ঠ হইতে পড়িয়া যাইব। তৎকালে পাপমতি রাক্ষসেরা আমাকে ধরিয়া লইয়া যাইবে। ফলতঃ তোমার হস্ত হইতে আমাকে হরণও করিতে পারে কিম্বা রাক্ষসেরা সহিত শত্রুতা-বশতঃ বধও করিতে পারে। যুদ্ধে জয়-

ত্বং প্রযত্নো হরিশ্রেষ্ঠ ভবেন্নিষ্ফল এব তু ॥ ৫৬
কামং ত্বমপি পর্য্যাপ্তো নিহন্তুং সর্ব্বরাক্ষসান্।
রাঘবস্য যশো হীয়েত্ত্বয়া শস্তৈস্তু রাক্ষসৈঃ ॥ ৫৭
অথ বাদায় রক্ষাংসি ন্যসেয়ুঃ সংবৃতে হি মাম্।
যত্র তে নাভিজানীয়ুর্হরয়ো নাপি রাঘবঃ ॥ ৫৮
আরম্ভস্তু মদর্থোঽয়ং ততস্তব নিরর্থকঃ।
ত্বয়া হি সহ রামস্য মহানাগমনে গুণঃ ॥ ৫৯
ময়ি জীবিতমায়ত্তং রাঘবস্যামিতৌজসঃ।
ভ্রাতৄণাঞ্চ মহাবাহো তব রাজকুলস্য চ ॥ ৬০
তৌ নিরাশৌ মদর্থং হি শোকসন্তাপকর্শিতৌ।
সহ সর্ব্বর্ক্ষহরিভিস্ত্যক্ষ্যতঃ প্রাণসংগ্রহম্ ॥ ৬১
ভর্ত্তৃভক্তিং পুরস্কৃত্য রামাদন্যস্য বানর।
নাহং স্প্রষ্টুং স্বতো গাত্রমিচ্ছেয়ং বানরোত্তম ॥ ৬২
যদহং গাত্রসংস্পর্শং রাবণস্য গতা বলাৎ।
অনীশা কিং করিষ্যামি বিনাথা বিবশা সতী ॥ ৬৩
যদি রামো দশগ্রীবমিহ হত্বা সরাক্ষসম্।
মামিতো গৃহ্য গচ্ছেত তৎ তস্য সদৃশং ভবেৎ ॥ ৬৪

শ্রুতাশ্চ দৃষ্টা হি ময়া পরাক্রমা
মহাত্মনস্তস্য রণাবমর্দ্দিনঃ।
ন দেবগন্ধর্ব্বভুজঙ্গরাক্ষসা
ভবন্তি রামেণ সমা হি সংযুগে ॥ ৬৫
সমীক্ষ্য তং সংযতি চিত্রকার্ম্মুকং
মহাবলং বাসবতুল্যবিক্রমম্।
সলক্ষ্মণং কো বিষহেত রাঘবং
হুতাশনং দীপ্তমিবানিলেরিতম্ ॥ ৬৬
সলক্ষ্মণং রাঘবমাজিমর্দ্দনং
দিশাগজং মত্তমিব ব্যবস্থিতম্।
সহেত কো বানরমুখ্য সংযুগে
যুগান্তসূর্য্যপ্রতিমং শরার্চ্চিষম্ ॥ ৬৭
স মে কপিশ্রেষ্ঠ সলক্ষ্মণং প্রিয়ং
সযূথপং ক্ষিপ্রমিহোপপাদয়।
চিরায় রামং প্রতি শোককর্শিতাং
কুরুষ্ব মাং বানরবীর হর্ষিতাম্ ॥ ৬৮

ইতি সুন্দরকাণ্ডে সপ্তত্রিংশঃ সর্গঃ ॥ ৩৭ ॥

পরাক্রম উভয়ই অস্থির। ৫৩—৫৫। বানরবর! আমি যদি রাক্ষসকর্ত্তৃক তিরস্কৃত বা বিপদে পতিত হই, তাহা হইলে তোমার এত যত্ন বৃথা হইবে, সন্দেহ নাই। যদিও তুমি রাক্ষসদিগকে সংহার করিতে পার সত্য, কিন্তু তোমাকর্ত্তৃক তাহারা নিহত হইলে রাম স্বয়ং প্রত্যানয়ন করিতে পারিলেন না বলিয়া, রামের যশোহানি হইবে। আর যদি রাক্ষসগণ আমাকে লইয়া অতি গোপনীয় স্থানে রক্ষা করে, তাহা হইলে রাঘব বা বানর সকল কখনই আমার সন্ধান পাইবে না, সুতরাং আমার জন্য তুমি যে এত উদ্যোগ করিলে, এ সকলই নিরর্থক হইবে, অতএব তোমার সঙ্গে রামচন্দ্র আসিলেই সকল কার্য্য সিদ্ধ হইবে। হে মহাবাহো! অমিততেজা রঘুবর রাম-লক্ষ্মণ প্রভৃতি ভ্রাতৃবর্গ, সুগ্রীববংশ এবং তোমার জীবন,—মদধীন। ৫৬—৬০। যেহেতু রাম ও লক্ষ্মণ আমার বিয়োগ-জনিত শোক-সন্তাপে কৃশ এবং নিরাশ হইয়া ঋক্ষ ও বানরগণ-সহ প্রাণ পরিত্যাগ করিবেন। বানর! স্বামীর প্রতি ভক্তিবশতঃ তাঁহা ছাড়া স্বয়ং অন্য ব্যক্তির দেহ সংস্পর্শ করিতে ইচ্ছা করি না। হে বানরশ্রেষ্ঠ! আমি স্ত্রী-জাতি,—স্বভাবতঃ বলহীনা! বিশেষতঃ রামচন্দ্র ও লক্ষ্মণ আমার কাছে না থাকায় আমি নিতান্ত বিহ্বলা হইয়াছিলাম, সুতরাং রাবণ বলপূর্ব্বক সে সময় আমার দেহ স্পর্শ করিয়াছিল। অতএব সে বিষয়ে আর উপায় কি? রামচন্দ্র রাক্ষসগণ-সহ রাবণকে এই-স্থানে বধ করিয়া, আমাকে লইয়া যদি এস্থান হইতে গমন করিতে সক্ষম হন, তবেই তাঁহার উপযুক্ত কার্য্য হয়। আমি সেই যুদ্ধবিমর্দ্দনকারী মহাত্মা রামচন্দ্রের পরাক্রমের কথা শুনিয়াছি,—এবং সাক্ষাৎসম্বন্ধে দেখিয়াছি —দেব, গন্ধর্ব্ব, নাগ ও রাক্ষসগণ সমরে তাহার তুল্য হইবে না। বাসবের ন্যায় বিক্রমসম্পন্ন, বিচিত্রধনুর্দ্ধারী, রঘুকুলসম্ভূত মহাবল রামচন্দ্র ও লক্ষ্মণকে নিরীক্ষণ করিয়া, বায়ুসমাহত প্রজ্বলিত অনলের ন্যায়, তাঁহাদের প্রভাব কে সহ্য করিবে? হে বানরোত্তম! মত্ত দিগ্‌গজের ন্যায় অবস্থিত অরিদমন রামচন্দ্র ও লক্ষ্মণ সমরাঙ্গনে দাঁড়াইলে, কে তাঁহাদের মহাপ্রলয়কালীন সূর্য্যের ন্যায়, অতি প্রখর শরানল সহ্য করিবে? হে বানরবর! তুমি আমার প্রিয়তম রামচন্দ্র, লক্ষ্মণ ও যূথপতি সুগ্রীবকে সত্বর এই লঙ্কাপুরীতে লইয়া আইস। হে বানরবীর! আমি অধিক দিন রামচন্দ্রের শোকে কাতরা আছি, অতএব এই কার্য্য সাধন করিয়া আমার প্রীতি বিধান কর। ৬১—৬৮।

অষ্টত্রিংশঃ সর্গঃ।

ততঃ স কপিশার্দূলস্তেন বাক্যেন তোষিতঃ।
সীতামুবাচ তচ্ছ্রুত্বা বাক্যং বাক্যবিশারদঃ॥ ১
যুক্তরূপং ত্বয়া দেবি ভাষিতং শুভদর্শনে।
সদৃশং স্ত্রীস্বভাবস্য সাধ্বীনাং বিনয়স্য চ॥ ২
স্ত্রীত্বান্ন ত্বং সমর্থাসি সাগরং ব্যতিবর্ত্তিতুম্।
মামধিষ্ঠায় বিস্তীর্ণং শতযোজনমায়তম্॥ ৩
দ্বিতীয়ং কারণং যচ্চ ব্রবীষি বিনয়ান্বিতে।
রামাদন্যস্য নার্হামি সংস্পর্শমিতি জানকি॥ ৪
এতত্তে দেবি সদৃশং পত্ন্যাস্তস্য মহাত্মনঃ।
কা হ্যন্যা ত্বামৃতে দেবি ব্রূয়াদ্বচনমীদৃশম্॥ ৫
শ্রোষ্যতে চৈব কাকুৎস্থঃ সর্বং নিরবশেষতঃ।
চেষ্টিতং যত্ত্বয়া দেবি ভাষিতঞ্চ মমাগ্রতঃ॥ ৬
কারণৈর্বহুভির্দেবি রামপ্রিয়চিকীর্ষয়া।
স্নেহপ্রস্কন্নমনসা ময়ৈতৎ সমুদীরিতম্॥ ৭
লঙ্কায়া দুষ্প্রবেশত্বাদ্দুস্তরত্বান্মহোদধেঃ।
সামর্থ্যাদাত্মনশ্চৈব ময়ৈতৎ সমুদাহৃতম্॥ ৮
ইচ্ছামি ত্বাং সমানেতুমদ্যৈব রঘুনন্দিনা।
গুরুস্নেহেন ভক্ত্যা চ নান্যথা তদুদাহৃতম্॥ ৯
যদি নোৎসহসে যাতুং ময়া সার্দ্ধমনিন্দিতে।
অভিজ্ঞানং প্রযচ্ছ ত্বং জানীয়াদ্রাঘবো হি যৎ॥ ১০
এবমুক্তা হনুমতা সীতা সুরসুতোপমা।
উবাচ বচনং মন্দং বাষ্পপ্রগ্রথিতাক্ষরম্॥ ১১
ইদং শ্রেষ্ঠমভিজ্ঞানং ব্রূয়াস্ত্বন্তু মম প্রিয়ম্।
শৈলস্য চিত্রকূটস্য পাদে পূর্ব্বোত্তরে পুরা॥ ১২
তাপসাশ্রমবাসিন্যঃ প্রাজ্যমূলফলোদকে।
তস্মিন্ সিদ্ধাশ্রিতে দেশে মন্দাকিন্যবিদূরতঃ॥ ১৩
তস্যোপবনখণ্ডেষু নানাপুষ্পসুগন্ধিষু।
বিহৃত্য সলিলে ক্লিন্নো মমাঙ্কে সমুপাবিশঃ॥ ১৪
ততো মাংসসমাযুক্তো বায়সঃ পর্য্যতুণ্ডয়ৎ।
তমহং লোষ্টমুদ্যম্য বারয়ামি স্ম বায়সম্॥ ১৫
দারয়ন্ স চ মাং কাকস্তত্রৈব পরিলীয়তে।
ন চাপ্যুপারমন্মাংসাদ্ভক্ষার্থী বলিভোজনঃ॥ ১৬
উৎকর্ষন্ত্যাঞ্চ রশনাং ক্রুদ্ধায়াং ময়ি পক্ষিণে।

অষ্টত্রিংশ সর্গ।

পরে সেই বাক্যবিশারদ কপিশ্রেষ্ঠ হনুমান, সীতার কথা শুনিয়া সন্তুষ্টমনে কহিলেন, "হে সুন্দরি! হে দেবি! আপনি স্ত্রীজাতি-সুলভ স্ত্রীস্বভাব বিনয় এবং সাধ্বী গুণের যোগ্য যুক্তিযুক্ত বাক্য বলিয়াছেন। হে বিনয়ান্বিতে জনক-নন্দিনি! আপনি স্ত্রীজাতি বলিয়া আমার পৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া একশতযোজন বিস্তীর্ণ সাগর পার হইতে পারিবেন না। "রাম ভিন্ন অপর কাহারও শরীর স্পর্শ করিতে পারেন না," মৎপৃষ্ঠে না যাওয়ার এই যে দ্বিতীয় কারণ নির্দ্দেশ করিলেন, ইহা মহাত্মা রামের পত্নীর অনুরূপই হইয়াছে। হে দেবি! এমন বিপৎকালে আপনি ব্যতীত আর কে এইরূপ কথা বলিতে পারে? —৫। হে দেবি! রামের প্রিয়চিকীর্ষায় বহুতর কারণ দেখাইয়া আপনি আমার নিকটে যাহা বলিলেন এবং যেরূপ বিলাপ করিতেছেন, আমি স্নেহার্দ্রচিত্ত হইয়া রামের নিকটে ইহা অশেষভাবে প্রকাশ করিব; কাকুৎস্থ রামও এই সমস্ত বৃত্তান্ত আনুপূর্ব্বিক শুনিবেন। এই মহাসমুদ্র পার হওয়া দুষ্কর, সুতরাং রাম পদাতি হইয়া লঙ্কায় প্রবেশ করিতে সক্ষম নহেন, আমি নিজ শক্তি জানি বলিয়াই ঐরূপ বলিতেলাম। রামের প্রতি স্নেহ ও আপনার প্রতি ভক্তি আছে বলিয়া, অদ্যই আপনাকে রামের সহিত সম্মিলিত করিবারে অভিলাষে ঐরূপ বলিয়াছিলাম, নতুবা এরূপ কখনই বলিতাম না। হে অনিন্দিতে! আপনি যদি আমার সঙ্গে যাইতে সাহস না করেন, তবে রামচন্দ্র যাহাতে জানিতে পারেন, আপনি এমন অভিজ্ঞান প্রদান করুন।" সুরবালাসম সুন্দরী সীতা, হনুমানের নিকটে অভিজ্ঞানের কথা শ্রবণ করিয়া, বাষ্পগদ্গদ স্বরে ক্রমে ক্রমে বলিলেন, "হে বানর! চিত্রকূট পর্ব্বতের ঈশানদিকে প্রচুর ফল, মূল ও জলপরিপূর্ণ প্রত্যন্তপর্ব্বতময় একটী স্থান আছে, আমি তথাকার মন্দাকিনী নদীর অতি দূর-দেশস্থ সিদ্ধাশ্রিত প্রদেশে সিদ্ধাশ্রমে যখন বাস করিতেছিলাম, তৎকালে আমার যাহা ঘটিয়াছিল, তুমি প্রিয়তম-সন্নিধানে সেই বক্ষ্যমাণ রহস্য বৃত্তান্তরূপ উৎকৃষ্ট অভিজ্ঞানটী প্রকাশ করিবে;—"নানাবিধ ফুলরাশির সৌরভে আমোদিত পার্ব্বতীয় উপবন সকলে বিহার করিয়া, আর্দ্রগাত্র হইয়া তুমি আমার ক্রোড়ে বসিয়াছিলে; সেই সময়ে কোন কাক মাংসাভিলাষী হইয়া আমার স্তনাভ্যন্তরে চঞ্চুপুট দ্বারা আঘাত করিল। আমি ঢিল উঠাইয়া কাককে নিবারণ করিলাম; কিন্তু সেই বলিভোজী কাক বার বার নিবারিত হইয়াও বক্ষঃস্থল বিদারণ করত সেই স্থানেই লীন হইয়া রহিল, কিছুতেই অন্যস্থানে গমন করিল না। বস্তুতঃ সে মাংসাশীর ন্যায় মাংসাভিলাষ করিতে নিরস্ত হইল না। তখন আমি পাখীর উপর

স্রংসমানে চ বসনে ততো দৃষ্টা ত্বয়া হ্যহম্ ॥ ১৭
ত্বয়া বিহসিতা চাহং ক্রুদ্ধা সংলজ্জিতা তদা।
ভক্ষ্যগৃধ্রেণ কাকেন দারিতা ত্বামুপাগতা ॥ ১৮
ততঃ শ্রান্তাহমুৎসঙ্গমাসীনস্য তবাবিশম্।
ক্রুধ্যন্তীব প্রহৃষ্টেন ত্বয়াহং পরিসান্ত্বিতা ॥ ১৯
বাষ্পপূর্ণমুখী মন্দং চক্ষুষী পরিমার্জ্জতী।
লক্ষিতাহং ত্বয়া নাথ বায়সেন প্রকোপিতা ॥ ২০
পরিশ্রমাচ্চ সুপ্তা হে রাঘবাঙ্কেঽপ্যহং চিরম্।
পর্য্যায়েণ প্রসুপ্তশ্চ মমাঙ্কে ভরতাগ্রজঃ।
স তত্র পুনরেবাথ বায়সঃ সমুপাগমৎ ॥ ২১
ততঃ সুপ্তপ্রবুদ্ধাং মাং রাঘবাঙ্কাৎ সমুত্থিতাম্।
বায়সঃ সহসাগম্য বিররাদ স্তনান্তরে ॥ ২২
পুনঃপুনরথোৎপত্য বিররাদ স মাং ভৃশম্।
ততঃ সমুক্ষিতো রামো মুক্তৈঃ শোণিতবিন্দুভিঃ ॥ ২৩
স মাং দৃষ্ট্বা মহাবাহুর্বিতুন্নাং স্তনয়োস্তদা।
আশীবিষ ইব ক্রুদ্ধঃ শ্বসন্ বাক্যমভাষত ॥ ২৪
কেন তে নাগনাসোরু বিক্ষতং বৈ স্তনান্তরম্।
কঃ ক্রীড়তি সরোষেণ পঞ্চবক্ত্রেণ ভোগিনা ॥ ২৫
বীক্ষমাণস্ততস্তং বৈ বায়সং সমবৈক্ষত।
নখৈঃ সরুধিরৈস্তীক্ষ্ণৈর্মামেবাভিমুখং স্থিতম্ ॥ ২৬
পুত্রঃ কিল স শক্রস্য বায়সঃ পততাং বরঃ।
ধরান্তরং গতঃ শীঘ্রং পবনস্য গতৌ সমঃ ॥ ২৭
ততস্তস্মিন্ মহাবাহুঃ কোপসংবর্ত্তিতেক্ষণঃ।
বায়সে কৃতবান্ ক্রূরাং মতিং মতিমতাং বরঃ ॥ ২৮
স দর্ভসংস্তরাদ্‌গৃহ্য ব্রাহ্মণোঽস্ত্রেণ যোজয়ৎ।
স দীপ্ত ইব কালাগ্নির্জ্জ্বালাভিমুখো দ্বিজম্ ॥ ২৯
স তং প্রদীপ্তং চিক্ষেপ দর্ভং তং বায়সং প্রতি।
ততস্তু বায়সং দর্ভঃ সোঽম্বরেঽনুজগাম হ ॥ ৩০
অনুসৃষ্টস্তদা কাকো জগাম বিবিধাং গতিম্।
ত্রাণকাম ইমং লোকং সর্ব্বং বৈ বিচচার হ ॥ ৩১
স পিত্রা চ পরিত্যক্তঃ সর্ব্বৈশ্চ পরমর্ষিভিঃ।
ত্রীন্ লোকান্ সম্পরিক্রম্য তমেব শরণং গতঃ ॥ ৩২
স তং নিপতিতং ভূমৌ শরণ্যঃ শরণাগতম্।
বধার্হমপি কাকুৎস্থঃ কৃপয়া পর্য্যপালয়ৎ ॥ ৩৩
পরিদ্যূনং বিষণ্ণঞ্চ পতমানং তমব্রবীৎ।

রাগ করিয়া বস্ত্রের গ্রন্থি দৃঢ় করিবার নিমিত্ত কাঞ্চীদাম আকর্ষণ করিতে উদ্যত হইলে, আমার বসন স্খলিত হইল। তুমি আমার সেই অবস্থা দেখিয়া পরিহাস করিয়াছিলে; তাহাতে আমি রাগান্বিতা, লজ্জিতা ও ভক্ষ্যলোলুপ কাককর্ত্তৃক বিদারিতা হইয়া, তোমার নিকটে উপস্থিত হইলাম। সেই সময়ে তুমি বসিয়াছিলে, সুতরাং শ্রান্তা হইয়া তোমার ক্রোড়ে গিয়া আমি বসিলাম। পরে তুমি প্রফুল্ল হইয়া ক্রুদ্ধের ন্যায় আমাকে সান্ত্বনা করিলে; আমি নয়নজলপ্রবাহে বদন অভিষিক্ত করিয়া নয়নদ্বয় মার্জ্জন করত তোমাকে কহিলাম, হে নাথ! কাক আমাকে নিতান্ত কুপিতা করিয়াছে; তুমি তাহা দেখিয়াছ। ৬—২০। হে ভরতাগ্রজ রাম! আমি শ্রান্তিবশতঃ তোমার ক্রোড়ে অনেকক্ষণ ঘুমাইয়াছিলাম, তুমিও পর্য্যায়ক্রমে আমার ক্রোড়ে শয়ান ছিলে, ইতিমধ্যে কাক পুনরায় তথায় উপস্থিত হইল। আমি জাগরিতা হইয়া তোমার ক্রোড় হইতে উত্থিতা হইতেছি, এমন সময়ে কাক হঠাৎ আসিয়া আমার বক্ষঃস্থল নখরদ্বারা ক্ষত-বিক্ষত করিল। সে তাহাতেও ক্ষান্ত না হইয়া বারংবার উড়িয়া আসিয়া আমাকে অত্যন্ত ক্ষত-বিক্ষত করিল। আমার বক্ষঃস্থল হইতে ক্ষরিত শোণিতবিন্দু সকল শরীরে পতিত হওয়ায় রামের নিদ্রাভঙ্গ হইল। সেই মহাবাহু রাম আমার স্তনের মধ্যস্থলে ক্ষত দেখিয়া ক্রোধে বিষধর সর্পের ন্যায়, নিশ্বাস ত্যাগপূর্ব্বক কহিলেন, 'হে করিকরোরু! কে তোমার স্তনের অভ্যন্তর ক্ষত-বিক্ষত করিল? কোন্ ব্যক্তি ক্রুদ্ধ পঞ্চমুখ সর্পের সহিত ক্রীড়া করিতেছে? ২১—২৫। পরে ইতস্ততঃ নিরীক্ষণ করিয়া আমার অভিমুখে অবস্থিত রক্তময় তীক্ষ্ণনখযুক্ত কাককে দেখিলেন। সেই পক্ষিবর কাক কপটরূপী ইন্দ্রনন্দন জয়ন্ত। বায়ুতুল্য বেগবান্ ঐ কাক শীঘ্র ভূ-গর্ত্তমধ্যে গমন করিল। পরে জ্ঞানি-শ্রেষ্ঠ মহাবাহু রাম ক্রোধে নয়নযুগল ঘূর্ণন করিয়া তখন কাকের বিনাশে বাসনা করিলেন। তিনি দর্ভ-মুষ্টি হইতে একটী দর্ভ লইয়া মন্ত্রপূত করিয়া ব্রহ্মাস্ত্রে যোজিত করিলেন, সেই দর্ভ জ্বলন্ত কালাগ্নির ন্যায়, পক্ষীর অভিমুখে প্রজ্বলিত হইল। তখন রাম প্রজ্বলিত দর্ভটী কাকের অভিমুখে নিক্ষেপ করিলেন, আকাশপথে সেই দর্ভ কাকের পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবিত হইলে, কাক পরিত্রাণাভিলাষী হইয়া বিবিধ গতি অবলম্বনপূর্ব্বক তখন ভূর্লোক হইতে সত্যলোকপর্য্যন্ত ভ্রমণ করিল। কপটরূপী কাক নিজ পিতা, মহর্ষিগণ এবং ব্রহ্মার নিকটেও আশ্রয় না পাইয়া ত্রিলোক পরিভ্রমণ করত শরণাগতবৎসল কাকুৎস্থ রামের শরণাগত হইল। তিনি বধার্হ হইলেও তাহাকে পতিত ও শরণাগত দেখিয়া দয়াবশতঃ তাহার প্রাণ রক্ষা করিলেন এবং সেই ক্ষীণশক্তি বিবর্ণ প্রণত জয়ন্তকে কহিলেন,

মোঘমস্ত্রং ন শক্যন্তু ব্রাহ্মং কর্ত্তুং ত্বদুচ্যতাম্ ॥ ৩৪
ততস্তস্যাক্ষি কাকস্য নিহন্তি স্ম স দক্ষিণম্।
দত্ত্বা তু দক্ষিণং নেত্রং প্রাণেভ্যঃ পরিরক্ষিতঃ ॥ ৩৫
স রামায় নমস্কৃত্বা রাজ্ঞে দশরথায় চ।
বিসৃষ্টস্তেন বীরেণ প্রতিপেদে স্বমালয়ম্ ॥ ৩৬
মৎকৃতে কাকমাত্রেঽপি ব্রহ্মাস্ত্রং সমুদীরিতম্।
কস্মাদ্যো মাহরৎ ত্বত্তঃ ক্ষমসে তং মহীপতে ॥ ৩৭
স কুরুষ্ব মহোৎসাহাং কৃপাং ময়ি নরর্ষভ।
ত্বয়া নাথবতী নাথ অনাথা ইব দৃশ্যতে ॥ ৩৮
আনৃশংস্যং পরো ধর্ম্মস্ত্বত্ত এব ময়া শ্রুতম্।
জানামি ত্বাং মহাবীর্য্যং মহোৎসাহং মহাবলম্ ॥ ৩৯
অপারপারমক্ষোভ্যং গাম্ভীর্য্যাৎ সাগরোপমম্।
ভর্ত্তারং সসমুদ্রায়া ধরণ্যা বাসবোপমম্ ॥ ৪০
এবমস্ত্রবিদাং শ্রেষ্ঠো বলবান্ সত্ত্ববানপি।
কিমর্থমস্ত্রং রক্ষঃসু ন যোজয়সি রাঘব ॥ ৪১
ন নাগা নাপি গন্ধর্ব্বা না সুরা ন মরুদ্গণাঃ।
রামস্য সমরে বেগং শক্তাঃ প্রতিসমীহিতুম্ ॥ ৪২
তস্য বীর্য্যবতঃ কচ্চিদ্ যদ্যস্তি ময়ি সম্ভ্রমঃ।
কিমর্থং ন শরৈস্তীক্ষ্ণৈঃ ক্ষয়ং নয়তি রাক্ষসান্ ॥ ৪৩
ভ্রাতুরাদেশমাদায় লক্ষ্মণো বা পরন্তপঃ।
কস্য হেতোর্ন মাং বীরঃ পরিত্রাতি মহাবলঃ ॥ ৪৪
যদি তৌ পুরুষব্যাঘ্রৌ বায়্বিন্দ্রসমতেজসৌ।
সুরাণামপি দুর্দ্ধর্ষৌ কিমর্থং মামুপেক্ষতঃ ॥ ৪৫
মমৈব দুষ্কৃতং কিঞ্চিৎ মহদস্তি ন সংশয়ঃ।
সমর্থাবপি তৌ যন্মাং নাবেক্ষেতে পরন্তপৌ ॥ ৪৬
বৈদেহ্যা বচনং শ্রুত্বা করুণং সাশ্রু ভাষিতম্।
অথাব্রবীন্মহাতেজা হনমান্ হরিযূথপঃ ॥ ৪৭
ত্বচ্ছোকবিমুখো রামো দেবি সত্যেন তে শপে।
রামে দুঃখাভিপন্নে তু লক্ষ্মণঃ পরিতপ্যতে ॥ ৪৮
কথঞ্চিদ্ভবতী দৃষ্টা ন কালঃ পরিশোচিতুম্।
ইমং মুহূর্ত্তং দুঃখানামন্তং দ্রক্ষ্যসি শোভনে ॥ ৪৯
তাবুভৌ পুরুষব্যাঘ্রৌ রাজপুত্রৌ মহাবলৌ।
ত্বদ্দর্শনকৃতোৎসাহৌ লোকান্ ভস্মীকরিষ্যতঃ ॥ ৫০

'ব্রহ্মাস্ত্র ব্যর্থ করিবার আমার শক্তি নাই, অতএব ব্রহ্মাস্ত্রদ্বারা তোমার কি সংহার করা হইবে, তাহা বল। সে কহিল, 'আমার দক্ষিণ চক্ষু ব্রহ্মাস্ত্রের সংহার্য্য হউক।' তৎপরে সেই ব্রহ্মাস্ত্র কাকের দক্ষিণ চক্ষু বিনষ্ট করিল। সে দক্ষিণ-নয়ন দান করিয়া প্রাণ রক্ষা করিল এবং বীরবর রামচন্দ্রের নিকটে বিদায় লইয়া তাঁহাকে ও মহারাজ দশরথকে নমস্কার করিয়া আপন গৃহে প্রতিগমন করিল।" ৩১—৩৬। "হে মহীপতে! তুমি আমার নিমিত্ত কাকের উপরেও ব্রহ্মাস্ত্র নিক্ষেপ করিয়াছিলে, কিন্তু তোমার নিকট হইতে আমাকে যে হরণ করিল, তাহাকে কি জন্য ক্ষমা করিতেছ; হে নরশ্রেষ্ঠ! প্রবলতর উৎসাহ অবলম্বনপূর্ব্বক আমার প্রতি দয়া প্রকাশ কর। হে নাথ! তুমি নাথ থাকিতেও আমি অনাথার ন্যায় দৃষ্টা হইতেছি। আমি তোমারই নিকট শুনিয়াছি, যে দয়ার তুল্য উৎকৃষ্ট ধর্ম্ম আর নাই, তবে কেন তুমি আমার প্রতি দয়া প্রকাশ করিতেছ না? আমি জানি তুমি সাগরের ন্যায় গাম্ভীর্য্যসম্পন্ন ক্ষোভহীন ও অপারমর্য্যাদাশালী এবং বল, বীর্য্য ও উৎসাহে পরিপূর্ণ; বিশেষতঃ তুমি বাসবসদৃশ, সসাগরা ধরণীর একমাত্র অধীশ্বর। হে রাঘব! তুমি এতাদৃশ বলবান্, বুদ্ধিমান্ ও অস্ত্রধারিগণ মধ্যে শ্রেষ্ঠ হইয়াও কি নিমিত্ত রাক্ষসদিগের প্রতি অস্ত্র প্রয়োগ করিতেছ না? ৩৭—৪১। "হে হনুমন্! কি দেবতা, কি অসুর, কি গন্ধর্ব্ব, কি নাগগণ, প্রতিবলে থাকিয়া কেহই সমরে রামচন্দ্রের বেগ নিবারণ করিতে সক্ষম হইবে না। সেই বীর্য্যবান্ রামের যদি আমার প্রতি আদর থাকে, তবে কেন তিনি সুতীক্ষ্ণশরনিকরদ্বারা রাক্ষসকুল ধ্বংস করিতেছেন না? শত্রুতাপন মহাবলসম্পন্ন বীর লক্ষ্মণই বা কেন ভ্রাতার অনুমতি লইয়া আমার পরিত্রাণ করিতেছেন না? বায়ু ও বাসবসদৃশ তেজস্বী পুরুষবরা রাম ও লক্ষ্মণ যদি দেবতাদিগের অজেয়, তবে কি হেতু আমাকে উপেক্ষা করিতেছেন! শত্রুসন্তাপন রাম ও লক্ষ্মণ সক্ষম হইয়াও যখন আমার প্রতি কৃপাকটাক্ষ নিক্ষেপ করিতেছেন না, তখন আমারই কোন বিপুলতর পাপ আছে, সন্দেহ নাই। ৪২—৪৬। পরে প্রবলপ্রতাপ হরিযূথপতি হনুমান্ সীতার কথা শুনিয়া কহিলেন—হে দেবি! আমি আপনার নিকটে সত্য দ্বারা শপথ করিয়া কহিতেছি যে, রাম আপনার অদর্শনজনিত শোকে সকল কার্য্যেই বিমুখ হইতেছেন, তাঁহার শোক দেখিয়া লক্ষ্মণ বিলাপ করিতেছেন;—হে সুন্দরি! যখন অনেক কষ্টের পর আপনি আমার নয়নপথে পতিত হইয়াছেন, তখন শীঘ্র আপনার দুঃখের শেষ দেখিতে পাইবেন; অতএব এখন হইতে আপনার আর শোক প্রকাশ করা উচিত নহে। পুরুষ-শার্দ্দূল মহাবল রাজপুত্র রামচন্দ্র ও লক্ষ্মণ আপনার দর্শনে উৎসাহিত হইয়া রাক্ষসলোক সকল ভস্মসাৎ করিয়া ফেলিবেন।

হত্বা চ সমরে ক্রূরং রাবণং সহবান্ধবম্।
রাঘবস্ত্বাং বিশালাক্ষি স্বাং পুরীং প্রতিনেষ্যতি॥ ৫১
ব্রূহি যত্রাঘবো বাচ্যো লক্ষ্মণশ্চ মহাবলঃ।
সুগ্রীবো বাপি তেজস্বী হরয়ো বা সমাগতাঃ॥ ৫২
ইত্যুক্তবতি তস্মিংশ্চ সীতা পুনরথাব্রবীৎ।
কৌসল্যা লোকভর্ত্তারং সুষুবে যং মনস্বিনী॥ ৫৩
তং মমার্থে সুখং পৃচ্ছ শিরসা চাভিবাদয়।
স্রজশ্চ সর্ব্বরত্নানি প্রিয়া যাশ্চ বরাঙ্গনাঃ॥ ৫৪
ঐশ্বর্য্যঞ্চ বিশালায়াং পৃথিব্যামপি দুর্লভম্।
পিতরং মাতরঞ্চৈব সম্মান্যাভিপ্রসাদ্য চ॥ ৫৫
অনুপ্রব্রজিতো রামং সুমিত্রা যেন সুপ্রজা।
আনুকূল্যেন ধর্ম্মাত্মা ত্যক্ত্বা সুখমনুত্তমম্॥ ৫৬
অনুগচ্ছতি কাকুৎস্থং ভ্রাতরং পালয়ন্ বনে।
সিংহস্কন্ধো মহাবাহুর্মনস্বী প্রিয়দর্শনঃ॥ ৫৭
পিতৃবদ্বর্ত্ততে রামে মাতৃবন্মাং সমাচরৎ।
হ্রিয়মাণাং তদা বীরো ন তু মাং বেদ লক্ষ্মণঃ॥ ৫৮
বৃদ্ধোপসেবী লক্ষ্মীবান্ শক্তো ন বহুভাষিতা।
রাজপুত্রপ্রিয়শ্রেষ্ঠঃ সদৃশঃ শ্বশুরস্য মে॥ ৫৯
মত্তঃ প্রিয়তরো নিত্যং ভ্রাতা রামস্য লক্ষ্মণঃ।
নিযুক্তো ধুরি যস্যাস্তু তামুদ্বহতি বীর্য্যবান্॥ ৬০
যং দৃষ্ট্বা রাঘবো নৈব বৃত্তমার্য্যমনুস্মরৎ।
স মমার্থায় কুশলং বক্তব্যো বচনান্মম॥ ৬১
মৃদুর্নিত্যং শুচির্দক্ষঃ প্রিয়ো রামস্য লক্ষ্মণঃ।
যথা হি বানরশ্রেষ্ঠ দুঃখক্ষয়করো ভবেৎ॥ ৬২
ত্বমস্মিন্ কার্য্যনির্ব্বাহে প্রমাণং হরিযূথপ।
রাঘবস্ত্বৎসমারম্ভাৎ ময়ি যত্নপরো ভবেৎ॥ ৬৩
ইদং ব্রূয়াশ্চ মে নাথং শূরং রামং পুনঃপুনঃ।
জীবিতং ধারয়িষ্যামি মাসং দশরথাত্মজ॥ ৬৪
ঊর্দ্ধং মাসান্ন জীবেয়ং সত্যেনাহং ব্রবীমি তে।
রাবণেনোপরুদ্ধাং মাং নিকৃত্যা পাপকর্ম্মণা।
ত্রাতুমর্হসি বীর ত্বং পাতালাদিব কৌশিকীম্॥ ৬৫
ততো বস্ত্রগতং মুক্ত্বা দিব্যং চূড়ামণিং শুভম্।

৪৭-৫০। হে বিশাল-নয়নে! রাঘব, খলপ্রকৃতি রাবণকে যুদ্ধে বন্ধু-বান্ধব সহ নিহত করিয়া আপনাকে স্বীয় গৃহে প্রত্যানয়ন করিবেন। মহাবল রাম, লক্ষ্মণ তেজস্বী সুগ্রীব ও সমাগত বানরবৃন্দকে যাহা বলিতে হইবে, তাহা আদেশ করুন।” হনমান্ ঐরূপ কহিলে সীতা পুনরায় কহিলেন, “মনস্বিনী কৌশল্যা দেবী যাঁহাকে প্রসব করিয়াছেন, তুমি আমার প্রতিনিধি-স্বরূপ হইয়া সেই লোক-প্রতিপালক রামচন্দ্রকে কুশল জিজ্ঞাসা ও প্রণিপাতের সহিত অভিবাদন করিবে। আর সুমিত্রা যাঁহাকে পুত্ররূপে পাইয়া,—সুসন্তানবতী হইয়াছেন,—সেই বিশাল বসুধাতলে যাহা দুর্লভ,—তাদৃশ ঐশ্বর্য্য, রত্ন, মাল্য, স্ত্রী ও সুরূপা মহিলাদিগকে ত্যাগ করিয়া, যিনি সম্মানপূর্ব্বক পিতা-মাতাকে প্রসন্ন রাখিয়া রামচন্দ্রের অনুগমন করিয়াছেন;—যে ধর্ম্মাত্মা, অনুত্তম সুখ বিসর্জ্জন দিয়া, ভ্রাতার অনুকূল আচরণ করত তৎসমভিব্যাহারে বনে বনে ভ্রমণ করিতেছেন;—যাঁহার স্কন্ধ সিংহতুল্য, অন্তঃকরণ অতীব প্রশস্ত; যিনি মহাবাহু রামের প্রতি পিতার ন্যায় আচরণ এবং আমার সহিত মাতার ন্যায় ব্যবহার করিয়া থাকেন,—সেই প্রিয়দর্শন বীর লক্ষ্মণ, তৎকালে আমার হরণ-বৃত্তান্ত জানিতে পারেন নাই। ৫১—৫৮। বৃদ্ধসেবা-পরায়ণ শ্রীমান্ লক্ষ্মণ সক্ষম হইয়াও অধিক কথা কহেন না। তিনি আমার শ্বশুরের ন্যায় (গুণবান্) এবং রাজপুত্র রামচন্দ্রের অতিশয় প্রিয়পাত্র। বস্তুতঃ ভ্রাতা লক্ষ্মণ আমা অপেক্ষা রামচন্দ্রের নিয়ত প্রিয়তর;—সেই বীর্য্যবান্ লক্ষ্মণ যে কার্য্যে নিযুক্ত হন, তাহারই ভার বহন করিয়া থাকেন। রামচন্দ্র যাঁহাকে দেখিয়া পিতৃ-ব্যবহার ভুলিয়া গিয়াছেন, তুমি আমার উদ্ধারের নিমিত্ত আমার কথানুসারে সেই লক্ষ্মণকে কহিবে যে, ‘সীতা তোমার কুশল জিজ্ঞাসা করিয়াছেন।’ হে বানরশ্রেষ্ঠ! রামের প্রিয়পাত্র শান্ত-প্রকৃতি পবিত্র-স্বভাব কার্য্যকুশল লক্ষ্মণ যাহাতে আমার এই দুঃখ দূর করিতে কৃতসঙ্কল্প হন, তুমি তাঁহাকে সেইরূপ কহিবে। হে বানর-যূথপতে! যে উপায়ে এই কার্য্য সম্পন্ন হয়, তুমি সেইরূপ অনুষ্ঠান করিবে। রামচন্দ্র তোমার কার্য্য দেখিয়া আমার প্রতি যত্নপরায়ণ হইবেন। আমার নাথ শূরতম রামচন্দ্রকে আমার কথিত এই বাক্যগুলি বারংবার কহিবে, ‘হে দশরথনন্দন! আমি সত্য করিয়া তোমাকে বলিতেছি যে, একটী মাস মাত্র জীবন ধারণ করিব। ৫৯—৬৪। এক মাস গত হইলে আর বাঁচিয়া থাকিব না।’ অতএব হে বীর; খলকর্ম্মানুষ্ঠাতা রাবণ, রাক্ষসীগণ দ্বারা নিগ্রহ করিয়া আমাকে বদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে। যেমন পূর্ব্বকালে বৃত্রবধাভিভূত ইন্দ্রের শ্রী পাতালে প্রবেশ করিলে, দেবতাদিগের প্রার্থনায় নারায়ণ তাঁহাকে পাতাল হইতে উদ্ধার করিয়া পুনরায় ইন্দ্রকে অর্পণ করিয়াছিলেন, তুমি সেইরূপ আমাকে এই লঙ্কাপুরী হইতে পরিত্রাণ কর” পরে সীতা অতিপবিত্র মনোহর শিরোরত্ন বস্ত্রমধ্য

প্রদেয়ো রাঘবায়েতি সীতা হনুমতে দদৌ ॥ ৬৬
প্রতিগৃহ্য ততো বীরো মণিরত্নমনুত্তমম্।
অঙ্গুল্যা যোজয়ামাস ন হ্যস্য প্রাভবদ্ভুজঃ ॥ ৬৭
মণিরত্নং কপিবরঃ প্রতিগৃহ্যাভিবাদ্য চ।
সীতাং প্রদক্ষিণং কৃত্বা প্রণতঃ পার্শ্বতঃ স্থিতঃ ॥ ৬৮
হর্ষেণ মহতা যুক্তঃ সীতাদর্শনজেন সঃ।
হৃদয়েন গতো রামং লক্ষ্মণঞ্চ সলক্ষণম্ ॥ ৬৯

মণিবরমুপগৃহ্য তং মহার্হং
জনকনৃপাত্মজয়া ধৃতং প্রভাবাৎ।
গিরিবরপবনাবধূতমুক্তঃ
সুখিতমনাঃ প্রতিসংক্রমং প্রপেদে ॥ ৭০

ইতি সুন্দরকাণ্ডে অষ্টাত্রিংশঃ সর্গঃ ॥ ৩৮

একোনচত্বারিংশঃ সর্গঃ।

মণিং দত্ত্বা ততঃ সীতা হনুমন্তমথাব্রবীৎ।
অভিজ্ঞানমভিজ্ঞাতমেতদ্রামস্য তত্ত্বতঃ ॥ ১
মণিং দৃষ্ট্বা তু রামো বৈ ত্রয়াণাং সংস্মরিষ্যতি।
বীরো জনন্যা মম চ রাজ্ঞো দশরথস্য চ ॥ ২
স ভূয়স্ত্বং সমুৎসাহে চোদিতো হরিসত্তম।
অস্মিন্ কার্য্যসমুৎসাহে প্রচিন্তয় যদুত্তরম্ ॥ ৩
ত্বমস্মিন্ কার্য্যনির্যোগে প্রমাণং হরিসত্তম।
তস্য চিন্তয় যো যত্নো দুঃখক্ষয়করো ভবেৎ ॥ ৪
হনুমন্ যত্নমাস্থায় দুঃখক্ষয়করো ভব ॥ ৫
স তথেতি প্রতিজ্ঞায় মারুতির্ভীমবিক্রমঃ।
শিরসাবন্দ্য বৈদেহীং গমনায়োপচক্রমে ॥ ৬
জ্ঞাত্বা সম্প্রস্থিতং দেবী বানরং পবনাত্মজম্।
বাষ্পগদ্গদয়া বাচা মৈথিলী বাক্যমব্রবীৎ ॥ ৭
হনুমন্ কুশলং ব্রূয়াঃ সহিতৌ রামলক্ষ্মণৌ।
সুগ্রীবঞ্চ সহামাত্যং সর্ব্বান্ বৃদ্ধাংশ্চ বানরান্ ॥ ৮
ব্রূয়াস্ত্বং বানরশ্রেষ্ঠ কুশলং ধর্ম্মসংহিতম্।
যথা চ স মহাবাহুর্মাং তারয়তি রাঘবঃ ॥ ৯
অস্মাদ্দুঃখাম্বুসংরোধাত্ত্বং সমাধাতুমর্হসি।
জীবন্তীং মাং যথা রামঃ সম্ভাবয়তি কীর্ত্তিমান্ ॥ ১০
তত্ত্বয়া হনুমন্ বাচ্যং বাচা ধর্ম্মমবাপ্নুহি।

হইতে বাহির করিয়া "ইহা রামচন্দ্রকে প্রদান করিও" এই কথা বলিয়া হনুমানের নিকটে সমর্পণ করিলেন। বীর হনুমান্ সেই অনুত্তম মণি গ্রহণপূর্ব্বক তাহার আধারভূত স্বর্ণ-পুষ্পের বিবরমধ্যে অঙ্গুলি প্রবেশ করাইয়া দিলেন। সে সময়ে হনুমান্ অতিক্ষুদ্রদেহ ছিলেন, সুতরাং তাঁহার বাহু তন্মধ্যে প্রবিষ্ট হইতে পারিত, কিন্তু বাহু অতিশয় সূক্ষ্ম হইলেও ছিদ্রমধ্যে প্রবিষ্ট হয় নাই। কপিশ্রেষ্ঠ হনুমান উৎকৃষ্টতম মণি গ্রহণপূর্ব্বক প্রণতভাবে সীতাকে প্রদক্ষিণ ও অভিবাদন করিয়া তাঁহার পার্শ্বদেশে অবস্থান করিলেন। ৬৫—৬৮। পরে সীতার দর্শনলাভে অতিশয় হর্ষাবিষ্ট হইয়া সুলক্ষণসম্পন্ন রামচন্দ্র ও লক্ষ্মণকে মনে মনে স্মরণ করিলেন। জনক-দুহিতা সীতা অনির্ব্বচনীয় প্রভাববশতঃ যাহা সঙ্গোপনে ধারণ করিতেন, হনুমান্ সেই মহামূল্য শ্রেষ্ঠতম মণি পাইয়া সন্তুষ্ট হইলেন। প্রত্যুত শ্রেষ্ঠতম পর্ব্বতের উপরিস্থ কোন ব্যক্তি বায়ু দ্বারা বিকম্পিত হইয়া, তাহা হইতে উদ্ধার প্রাপ্ত হইলে যেমন সুখী হয়, হনুমান্ সেইরূপ সুখী হইয়া লঙ্কার দুর্গদ্বারের অভিমুখে যাইতে লাগিলেন। ৬৯—৭০।

উনচত্বারিংশ সর্গ।

মণি প্রদান করিয়া সীতা হনুমানকে কহিলেন,—"মহাবীর রামচন্দ্র এই অভিজ্ঞান বিশেষরূপে অবগত আছেন, এই মণি দেখিয়া তিনি, মহারাজ দশরথ, জননী ও আমাকে স্মরণ করিবেন। হে হরিসত্তম! এই উৎসাহসম্পাদ্য কার্য্যে তুমিই পুনরায় নিযুক্ত হইবে। অতএব এই অধ্যবসায়-সাধ্য কার্য্যে উত্তরকালে যাহা করিতে হইবে, তাহার বিষয় চিন্তা কর। হে বানর-সত্তম! বিশেষতঃ তুমিই এই কার্য্য সম্পন্ন করিতে সক্ষম। অতএব যেরূপ যত্ন করিলে রামচন্দ্রের দুঃখের অবসান হয়, তুমি তাহার উপায় অনুসন্ধান কর। হে হনুমন্! তুমি যত্ন করিলেই, রামচন্দ্র এককার্য্যে প্রবৃত্ত হইবেন, সুতরাং আমারও দুঃখের শেষ হইবে।' সেই ভীমপরাক্রম পবন-নন্দন হনুমান্ 'তাহাই করিব' এইরূপ প্রতিজ্ঞাপূর্ব্বক অবনতমস্তকে সীতাদেবীকে অভিবাদনপূর্ব্বক গমন করিতে উদ্যত হইলেন; মৈথিলী সীতা দেবী, বানররাজ হনুমানকে গমনোদ্যত জানিয়া বাষ্পগদ্গদ স্বরে তাঁহাকে কহিলেন। ১—৭। "হে বানরশ্রেষ্ঠ! তুমি রাম ও লক্ষ্মণকে আমার কুশল-সংবাদ দিবে। সুগ্রীব, তদমাত্য ও বৃদ্ধ বানরগণকে আমার ধর্ম্মসংযুক্ত কুশল-সংবাদ প্রদান করিবে। অপিচ মহাবাহু রঘুনন্দন রামচন্দ্র যাহাতে এই দুঃখসাগর হইতে আমাকে উদ্ধার করেন, তদ্বিষয়ে যত্ন-পরায়ণ হইবে। হে হনুমন্! যশস্বী রামচন্দ্র যাহাতে জীবিতাবস্থায় আমাকে আশ্বাসিত করেন, তুমি তাঁহাকে সেইরূপ কহিবে;—আর বাক্য

নিত্যমুৎসাহযুক্তস্য বাচঃ শ্রুত্বা মযেরিতাঃ।
বর্দ্ধিষ্যতে দাশরথেঃ পৌরুষং মদবাপ্তয়ে ॥ ১১
মৎসন্দেশযুতা বাচস্ত্বত্তঃ শ্রুত্বৈব রাঘবঃ।
পরাক্রমে মতিং বীরো বিধিবৎ সংবিধাস্যতি ॥ ১২
সীতায়াস্তু বচঃ শ্রুত্বা হনুমান্ মারুতাত্মজঃ।
শিরস্যঞ্জলিমাধায় বাক্যমুত্তরমব্রবীৎ ॥ ১৩
ক্ষিপ্রমেষ্যতি কাকুৎস্থো হর্য্যৃক্ষপ্রবরৈর্বৃতঃ।
যস্তে যুধি বিজিত্যারীন্ শোকং ব্যপনয়িষ্যতি ॥ ১৪
ন হি পশ্যামি মর্ত্ত্যেষু নাসুরেষু সুরেষু বা।
যস্তস্য বমতো বাণান্ স্থাতুমুৎসহতেঽগ্রতঃ ॥ ১৫
অপ্যর্কমপি পর্জ্জন্যমপি বৈবস্বতং যমম্।
স হি সোঢ়ুং রণে শক্তস্তব হেতোর্বিশেষতঃ ॥ ১৬
স হি সাগরপর্য্যন্তাং মহীং শাসিতুমর্হতি।
ত্বন্নিমিত্তো হি রামস্য জয়ো জনকনন্দিনি ॥ ১৭
তস্য তদ্বচনং শ্রুত্বা সম্যক্ সত্যং সুভাষিতম্।
জানকী বহু মেনে তং বচনঞ্চেদমব্রবীৎ ॥ ১৮
ততস্তং প্রস্থিতং সীতা বীক্ষমাণা পুনঃপুনঃ।
ভর্ত্তৃস্নেহান্বিতং বাক্যং সৌহার্দ্দমনুমানয়ৎ ॥ ১৯
যদি বা মন্যসে বীর বসৈকাহমরিন্দম।
কস্মিংশ্চিৎ সংবৃতে দেশে বিশ্রান্তঃ শ্বো গমিষ্যসি ॥ ২০
মম চৈবাল্পভাগ্যায়াঃ সান্নিধ্যাত্তব বানর।
অস্য শোকস্য মহতো মুহূর্ত্তং মোক্ষণং ভবেৎ ॥ ২২
গতে হি হরিশার্দ্দূল পুনরাগমনায় তু।
প্রাণানামপি সন্দেহো মম স্যান্নাত্র সংশয়ঃ ॥ ২২
তবাদর্শনজঃ শোকো ভূয়ো মাং পরিতাপয়েৎ।
দুঃখাদ্দুঃখপরামৃষ্টাং দীপয়ন্নিব বানর ॥ ২৩
অয়ঞ্চ বীর সন্দেহস্তিষ্ঠতীব মমাগ্রতঃ।
সুমহাংস্ত্বৎসহায়েষু হর্য্যৃক্ষেষু হরীশ্বর ॥ ২৪
কথং নু খলু দুষ্পারং তরিষ্যন্তি মহোদধিম্।
তানি হর্য্যৃক্ষসৈন্যানি তৌ বা নরবরাত্মজৌ ॥ ২৫
ত্রয়াণামেব ভূতানাং সাগরস্যেহ লঙ্ঘনে।
শক্তিঃ স্যাদ্বৈনতেয়স্য তব বা মারুতস্য বা ॥ ২৬
তদস্মিন্ কার্য্যনিযোগে বীরৈবং দুরতিক্রমে।
কিং পশ্যসি সমাধানং ত্বং হি কার্য্যবিদাং বরঃ ॥ ২৭
কামমস্য ত্বমেবৈকঃ কার্য্যস্য পরিসাধনে।

দ্বারা সাহায্য করিলে যে ধর্ম্ম হয়, তুমি তাহাই লাভ করিবে। দশরথ-নন্দন রামচন্দ্র সতত উৎসাহ-পূর্ণ; সুতরাং মৎকথিত বাক্যসকল শুনিলে আমার প্রাপ্তির আশয়ে তাঁহার পৌরুষ বৃদ্ধি হইবে। রঘুবংশসম্ভূত বীরবর রামচন্দ্র তোমার নিকটে মদীয় সংবাদ-সমন্বিত বাক্য শুনিয়াই পরাক্রম-প্রকাশে মানস করিবেন।' ৮—১২। পরে পবনপুত্র হনুমান্, সীতার কথা শুনিয়া প্রণামপূর্ব্বক কৃতাঞ্জলিপুটে প্রত্যুত্তর করিলেন,—"যিনি সমরে শত্রুদিগকে পরাজিত করিয়া আপনার দুঃখ দূর করিবেন, সেই কাকুৎস্থ রাম প্রধান বানর ও ভল্লুকগণে পরিবেষ্টিত হইয়া শীঘ্রই লঙ্কায় আগমন করিবেন। রাম যখন বাণ বিসর্জ্জন করিবেন, তৎকালে তাঁহার সম্মুখে অবস্থান করিতে উৎসাহ করে, এমন ব্যক্তি,—সুর, অসুর ও মানবগণের মধ্যে নয়নগোচর হয় না। এমন কি, তিনি আপনার নিমিত্ত কি ইন্দ্র, কি সূর্য্য, কি সূর্য্যতনয় যম, সকলেরই সংগ্রামে তেজ সহ্য করিতে সক্ষম। হে জনক-দুহিতে! রাম, সাগর পর্য্যন্ত এই পৃথিবী জয় করিতে উদ্যত হইয়াছেন, যেহেতু আপনার জন্য এই ভূমণ্ডল জয় করা তাঁহার নিতান্ত প্রয়োজন।" ১৩—১৭। জনক-দুহিতা সীতা, সর্ব্বতোভাবে সুভাষী বায়ুপুত্র হনুমানের সত্য বাক্য শুনিয়া সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহার সমধিক সম্মান করিলেন; অধিকন্তু স্বামীর প্রতি প্রীতিবশতঃ ভর্তৃস্নেহ-সমন্বিত হনুমৎ-কথিত বাক্যের প্রশংসা করিলেন। হনুমান্ প্রস্থান করিতে উদ্যত হইলে, সীতাদেবী তাঁহাকে বারংবার নিরীক্ষণ করিয়া, কহিলেন, "হে শত্রুদমন বীর! তুমি আমার কথায় যদি অনুমোদন কর, তাহা হইলে কোন নির্জ্জন স্থানে এক দিন বিশ্রাম করিয়া, কল্য গমন করিও। হে বানর! আমার কপাল অতিমন্দ, কিন্তু তুমি আমার নিকটে থাকিলে, মুহূর্ত্তকালও এই ঘোরতর শোক দূর হইবে। হে বানরপ্রবর। এক দিবস এখানে থাকিয়া গমন করিলেও পুনরায় আসিবে কিনা সন্দেহ; কিন্তু না আসিলে আমার প্রাণ সংশয় হইবে, ইহাতে সন্দেহ নাই। ১৮—২২। হে কপিবর! আমি একে ত অত্যন্ত কষ্ট ভোগ করিতেছি, তদুপরি তোমার অদর্শন-জনিত শোকে পুনর্ব্বার আরও সমধিক সন্তপ্তা হইব। হে বীর! আমার আর একটি মহাসংশয় রহিয়াছে যে, তোমার সাহায্যকারী বানর-ভল্লুকগণ-সমভিব্যাহারে বানরপতি সুগ্রীব ও সেই নৃপতনয় রামচন্দ্র ও লক্ষ্মণ কি প্রকারে এই দুষ্পার সাগর পার হইবেন? কারণ বিনতানন্দন গরুড়, বায়ু এবং তুমি এই তিনজনেরই ইহলোকে এই সাগর পার হইবার শক্তি আছে। হে বীর! যত কার্য্যকুশল ব্যক্তি আছে, তুমি তাহাদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, অতএব এই দুরতিক্রম-ণীয়-কার্য্য সম্পাদনের কি উপায় দেখিতেছ? ২৩—২৭। অথবা হে পরবীরবিনাশন! অপরের আসিবার

পর্য্যাপ্তঃ পরবীরঘ্ন যশস্যস্তে ফলোদয়ঃ ॥ ২৮
বলৈঃ সমগ্রৈর্যদি মাং রাবণং জিত্বা সংযুগে।
বিজয়ী স্বপুরং যায়াত্তত্তস্য সদৃশং ভবেৎ ॥ ২৯
বলৈস্তু সঙ্কুলাং কৃত্বা লঙ্কাং পরবলার্দ্দনঃ।
মাং নয়েদ্যদি কাকুৎস্থস্তত্তস্য সদৃশং ভবেৎ ॥ ৩০
তদ্যথা তস্য বিক্রান্তমনুরূপং মহাত্মনঃ।
ভবেদাহবশূরস্য তথা ত্বমুপপাদয় ॥ ৩১
তদর্থোপহিতং বাক্যং প্রশ্রিতং হেতুসংহিতম্।
নিশম্য হনুমান্ শেষং বাক্যমুত্তরমব্রবীৎ ॥ ৩২
দেবি হর্য্যৃক্ষসৈন্যানামীশ্বরঃ প্লবতাং বরঃ।
সুগ্রীবঃ সত্ত্বসম্পন্নস্তবার্থে কৃতনিশ্চয়ঃ ॥ ৩৩
স বানরসহস্রাণাং কোটীভিরভিসংবৃতঃ।
ক্ষিপ্রমেষ্যতি বৈদেহি রাক্ষসানাং নিবর্হণঃ ॥ ৩৪
তস্য বিক্রমসম্পন্নাঃ সত্ত্ববন্তো মহাবলাঃ।
মনঃসঙ্কল্পসম্পাতা নিদেশে হরয়ঃ স্থিতাঃ ॥ ৩৫
যেষাং নোপরি নাধস্তান্ন তির্য্যক্ সজ্জতে গতিঃ।
ন চ কর্ম্মসু সীদন্তি মহৎস্বমিততেজসঃ ॥ ৩৬
অসকৃত্তৈর্মহোৎসাহৈঃ সসাগরধরাধরা।
প্রদক্ষিণীকৃতা ভূমির্বায়ুমার্গানুসারিভিঃ ॥ ৩৭
মদ্বিশিষ্টাশ্চ তুল্যাশ্চ সন্তি তত্র বনৌকসঃ।
মত্তঃ প্রত্যবরঃ কশ্চিন্নাস্তি সুগ্রীবসন্নিধৌ ॥ ৩৮
অহং তাবদিহ প্রাপ্তঃ কিং পুনস্তে মহাবলাঃ।
নহি প্রকৃষ্টাঃ প্রেষ্যন্তে প্রেষ্যন্তে হীতরে জনাঃ ॥ ৩৯
তদলং পরিতাপেন দেবি শোকো ব্যপৈতু তে।
একোৎপাতেন তে লঙ্কামেষ্যন্তি হরিযূথপাঃ ॥ ৪০
মম পৃষ্ঠগতৌ তৌ চ চন্দ্রসূর্য্যাবিবোদিতৌ।
ত্বৎসকাশং মহাসত্ত্বৌ নৃসিংহাবাগমিষ্যতঃ ॥ ৪১
তৌ হি বীরৌ নরবরৌ সহিতৌ রামলক্ষ্মণৌ।
আগম্য নগরীং লঙ্কাং সায়কৈর্বিধমিষ্যতঃ ॥ ৪২
সগণং রাবণং হত্বা রাঘবো রঘুনন্দনঃ।
ত্বামাদায় বরারোহে স্বপুরীং প্রতিযাস্যতি ॥ ৪৩
তদাশ্বসিহি ভদ্রং তে ভব ত্বং কালকাঙ্ক্ষিণী।
নচিরাদ্দ্রক্ষ্যসে রামং প্রজ্বলন্তমিবানলম্ ॥ ৪৫
নিহতে রাক্ষসেন্দ্রে চ সপুত্ত্রামাত্যবান্ধবে।

প্রয়োজন কি? তুমি একাকীই এই কার্য্য সম্পন্ন করিতে সক্ষম, অতএব কার্য্যসাধন করিলে তোমারই বিজয়রূপ ফল লাভ হইবে; কিন্তু যদি রামচন্দ্র সমগ্র-সৈন্যসমভিব্যাহারে লঙ্কায় আসিয়া যুদ্ধে রাবণকে পরাজয় করিয়া, বিজয়ী হইয়া আমাকে সঙ্গে লইয়া, আপন গৃহে গমন করেন, তবে তাঁহার ন্যায় ব্যক্তির উপযুক্ত কার্য্য হয়। অপিচ শত্রু-সৈন্যসংহারক কাকুৎস্থ রামচন্দ্র, লঙ্কা নগরীকে সৈন্য দ্বারা সমাচ্ছন্ন করিয়া যদি আমাকে লইয়া যান, তাহা হইলে তাঁহার উপযুক্ত কার্য্য হয়। অতএব সেই মহাত্মা রণবীর রামচন্দ্রের যাহাতে অনুরূপ বিক্রম প্রকাশ পায়, তুমি সেইরূপ কার্য্যের অনুষ্ঠান কর।" হনমান্ যুক্তিযুক্ত ও সদর্থক সীতার স্নেহময় কথা শুনিয়া প্রকৃত উত্তর প্রদান করিলেন, 'হে দেবি! বানর ও ভল্লুক সৈন্যের নেতা বানরবর বলবিক্রমসম্পন্ন সুগ্রীব আপনার উদ্ধারের নিমিত্ত কৃতনিশ্চয় হইয়াছেন। হে বৈদেহি! রাক্ষসদিগের দমনকারী সেই সুগ্রীব সহস্রকোটী বানরে পরিবৃত হইয়া শীঘ্র লঙ্কায় আগমন করিবেন। ২৮—৩৪। কি ঊর্দ্ধ, কি অধঃ, কি তির্য্যক্, কুত্রাপি যাহাদের গতিরোধ হয় না এবং যাহারা মনঃসঙ্কল্পের ন্যায় অতি দূরে গমন করিতে সক্ষম, এরূপ বিক্রমসম্পন্ন, সত্ত্ব-সমন্বিত, মহাবল অনেক বানর তাঁহার আজ্ঞাবহ রহিয়াছে। বিশেষতঃ সেই অতুল-প্রভাবসম্পন্ন বানরগণ অতি গুরুতর মহৎ কার্য্যেও কখন অবসন্ন হয় না; এমন কি, তাহারা বায়ুপথে সাতিশয় উৎসাহে শৈল ও সাগরসহ ভূমণ্ডল বারংবার প্রদক্ষিণ করিয়াছে। অপিচ সুগ্রীবের নিকটে আমার অপেক্ষা অধিক-বল এবং সমান-বল অনেক বনবাসী বানর আছে, কিন্তু আমার অপেক্ষা কমবলবান্ কেহই নাই। আমি যখন হীনবল হইয়াও এই লঙ্কায় আসিতে সক্ষম হইয়াছি, তখন সেই মহাবল বানরগণ যে অনায়াসে এখানে আগমন করিবে, তাহাতে আর সন্দেহ কি? দেখুন, ইতর নিকৃষ্ট ব্যক্তিরাই সকল কার্য্যে প্রেরিত হইয়া থাকে। কিন্তু প্রধান ব্যক্তিরা কোথাও প্রেরিত হন না। অতএব হে দেবি! আপনি আর অকারণ বিলাপ করিবেন না, শোক দূর করুন; সেই হরিযূথ-পতিগণ এক লম্ফেই লঙ্কায় আসিবেন। ৩৫—৪০। আর সেই বলবান্, সহায়সম্পন্ন, নরসিংহ রাম ও লক্ষ্মণ আমার পৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া, চন্দ্র ও সূর্য্যের ন্যায়, আপনার নিকটে আগমন করিবেন। বীরবর রাম ও লক্ষ্মণ উভয়ে মিলিত হইয়া আগমনপূর্ব্বক শরানলে লঙ্কাপুরী দগ্ধ করিয়া ফেলিবেন। হে বরারোহে! রঘুকুলের হর্ষবর্দ্ধন রঘুবংশসম্ভূত রাম, রাবণকে সবংশে ধ্বংস করিয়া আপনাকে লইয়া আপন গৃহে প্রতিগমন করিবেন। অতএব আপনি আশ্বাসিতা হইয়া কিয়ৎকাল অপেক্ষা করিলেই আপনার শুভ হইবে এবং প্রজ্বলিত পাবকের ন্যায় রাঘবে

ত্বং সমেষ্যসি রামেণ শশাঙ্কেনেব রোহিণী ॥ ৪৫
ক্ষিপ্রং ত্বং দেবি শোকস্য পারং দ্রক্ষ্যসি মৈথিলি।
রাবণঞ্চৈব রামেণ দ্রক্ষ্যসে নিহতং বলাৎ ॥ ৪৬
এবমাশ্বাস্য বৈদেহীং হনুমান্ মারুতাত্মজঃ।
গমনায় মতিং কৃত্বা বৈদেহীং পুনরব্রবীৎ ॥ ৪৭
তমরিঘ্নং কৃতাত্মানং ক্ষিপ্রং দ্রক্ষ্যসি রাঘবম্।
লক্ষ্মণঞ্চ ধনুষ্পাণিং লঙ্কাদ্বারমুপাগতম্ ॥ ৪৮
নখদংষ্ট্রায়ুধান্ বীরান্ সিংহশার্দ্দূলবিক্রমান্।
বানরান্ বারণেন্দ্রাভান্ ক্ষিপ্রং দ্রক্ষ্যসি সঙ্গতান্ ॥ ৪৯
শৈলাম্বুদনিকাশানাং লঙ্কামলয়সানুষু।
নর্দ্দতাং কপিমুখ্যানামার্য্যে যূথান্যনেকশঃ ॥ ৫০
স তু কর্ম্মণি ঘোরেণ তাড়িতো মন্মথেষুণা।
ন শর্ম্ম লভতে রামঃ সিংহার্দ্দিত ইব দ্বিপঃ ॥ ৫১
রুদ মা দেবি শোকেন মা ভূত্তে মনসো ভয়ম্।
শচীব ভর্ত্রা শক্রেণ সঙ্গমেষ্যসি শোভনে ॥ ৫২
রামাদ্বিশিষ্টঃ কোঽস্ত্যন্যঃ কশ্চিৎ সৌমিত্রিণা সমঃ।
অগ্নিমারুতকল্পৌ তৌ ভ্রাতরৌ তব সংশ্রয়ৌ ॥ ৫৩
নাস্মিংশ্চিরং বৎস্যসি দেবি দেশে
রক্ষোগণৈরধ্যুষিতেঽতিরৌদ্রে।
ন তে চিরাদাগমনং প্রিয়স্য
ক্ষমস্ব মৎসঙ্গমকালমাত্রম্ ॥ ৫৪
ইতি সুন্দরকাণ্ডে একোনচত্বারিংশঃ সর্গঃ ॥ ৩৯ ॥

শীঘ্রই দেখিতে পাইবেন। রাক্ষসরাজ রাবণ মন্ত্রী ও বান্ধববর্গের সহিত নিহত হইলে, চন্দ্র সহ রোহিণীর ন্যায়, আপনি রামের সহিত মিলিত হইবেন। ৪১—৪৫। হে দেবি মৈথিলি! আপনি শীঘ্র শোকের শেষ দেখিতে পাইবেন এবং রাবণও রামের বলে পরাজিত হইয়া বিনষ্ট হইবে।" বায়ুতনয় হনুমান্, সীতা দেবীকে এইরূপে আশ্বাস প্রদান করিয়া, গমনাভিলাষে পুনর্ব্বার কহিলেন, 'আর্য্যে! আপনি অবিলম্বেই দেখিতে পাইবেন যে, সেই শত্রুনাশন কৃতজ্ঞ রাম ও লক্ষ্মণ ধনু-হস্তে শীঘ্রই লঙ্কাদ্বারে উপনীত হইয়াছেন। সিংহ ও শার্দ্দূলের ন্যায় বিক্রমশালী, গজরাজের ন্যায় দীর্ঘদেহ, নখদংষ্ট্রায়ুধ বানরবীর সকল তাঁহার সঙ্গে মিলিত হইয়া, লঙ্কায় আগমন করিয়াছে এবং গিরি ও মেঘের ন্যায় দীর্ঘকায় প্রধান প্রধান বানরদলপতিগণ লঙ্কাস্থ মলয়সানুতে আস্ফালন করিতেছে। পরন্তু রাম, তীব্রতর কামবাণে পীড়িত হইয়া, সিংহবিতাড়িত গজের ন্যায় অসুখী আছেন। ৪৬—৫১। হে দেবি! আপনি, শচী-সহ ইন্দ্রের ন্যায়, স্বামীর সঙ্গ লাভ করিবেন, অতএব শোকাকুল হইয়া আর রোদন করিবেন না; হে সুন্দরি! সুমিত্রানন্দন লক্ষ্মণ ও রামচন্দ্র অপেক্ষা অধিকতর বলশালী কোন ব্যক্তিই নাই; যখন সেই অনল-বায়ুসদৃশ উভয় ভ্রাতাই আপনার আশ্রয় রহিয়াছেন, তখন আপনি আর মনোমধ্যে কোন ভয় করিবেন না। দেবি! রাক্ষসাশ্রিত এই ঘোরতর প্রদেশে আপনাকে আর অধিক দিন বাস করিতে হইবে না; আপনার স্বামী রাম শীঘ্রই আগমন করিবেন। তাঁহার সহিত দেখা করিতে আমার যে সময় লাগিবে, আপনি কেবল সেই সময়টুকু অপেক্ষা করুন। ৫২—৫৪।

চত্বারিংশঃ সর্গঃ।

শ্রুত্বা তু বচনং তস্য বায়ুসূনোর্মহাত্মনঃ।
উবাচাত্মহিতং বাক্যং সীতা সুরসুতোপমা ॥ ১
ত্বাং দৃষ্ট্বা প্রিয়বক্তারং সংপ্রহৃষ্যামি বানর।
অর্দ্ধসঞ্জাতশস্যেব বৃষ্টিং প্রাপ্য বসুন্ধরা ॥ ২
যথা তং পুরুষব্যাঘ্রং গাত্রৈঃ শোকাভিকর্শিতৈঃ।
সংস্পৃশেয়ং সকামাহং তথা কুরু দয়াং ময়ি ॥ ৩
অভিজ্ঞানঞ্চ রামস্য দদ্যা হরিগণোত্তম।
ক্ষিপ্তামিষীকাং কাকস্য কোপাদেকাক্ষিনাশিনীম্ ॥ ৪
মনঃশিলায়াস্তিলকো গণ্ডপার্শ্বে নিবেশিতঃ।

চত্বারিংশ সর্গ।

সুর-সুতোপমা সীতা, মহাত্মা পবন-নন্দনের কথা শুনিয়া, স্বয় হিতকর বাক্য কহিতে লাগিলেন, "হে বানরশ্রেষ্ঠ! এই বসুন্ধরা শস্যের অর্দ্ধাবস্থায়, জলের অভাব হেতু, শুষ্ক হইয়া, দৈব বশতঃ আবার বৃষ্টির জল পাইলে, যেমন শস্য-শালিনী হয়, সেইরূপ আমি মরণে কৃতনিশ্চয় হইয়াও, তোমার মধুর কথা শুনিয়া অত্যন্ত আহ্লাদিত হইলাম। আমার শরীর শোকবশতঃ নিতান্ত ক্ষীণ হইয়াছে। আমি এই ক্ষীণ দেহে পুরুষশ্রেষ্ঠ রামচন্দ্রকে স্পর্শ করিতে ইচ্ছা করি। যাহাতে আমার এই অভিলাষ পূর্ণ হয়, তুমি আমার প্রতি সেইরূপ দয়া প্রকাশ কর। হে হরিবর! চূড়ামণি রূপ অভিজ্ঞানটী রামকে প্রদান করিবে। এবং অভিজ্ঞানস্বরূপ এই সকল কথা আমার বাক্যানুসারে রামকে স্মরণ করাইয়া দিবে যে,—একদা তিনি ইষীকা নিক্ষেপ করিয়া কাকের একটি চক্ষু গ্রহণপূর্ব্বক তাহার প্রাণ রক্ষা করিয়াছিলেন এবং আমার পূর্ব্বকৃত

ত্বয়া প্রনষ্টে তিলকে তং কিল স্মর্ত্তুমর্হসি॥ ৫
স বীর্য্যবান্ কথং সীতাং হৃতাং সম মন্যসে।
বসন্তীং রক্ষসাং মধ্যে মহেন্দ্রবরুণোপম॥ ৬
এষ চূড়ামণির্দিব্যো ময়া সুপরিরক্ষিতঃ।
এতং দৃষ্ট্বা প্রহৃষ্যামি ব্যসনে ত্বামিবানঘ॥ ৭
এষ নির্য্যাতিতঃ শ্রীমান্ ময়া তে বারিসম্ভবঃ।
অতঃপরং ন শক্ষ্যামি জীবিতুং শোকলালসা॥ ৮
অসহ্যানি চ দুঃখানি বাচশ্চ হৃদয়চ্ছিদঃ।
রাক্ষসৈঃ সহ সংবাসং ত্বৎকৃতে মর্ষয়াম্যহম্॥ ৯
ধারয়িষ্যামি মাসন্তু জীবিতং শত্রুসূদন।
মাসাদূর্দ্ধং ন জীবিষ্যে ত্বয়া হীনা নৃপাত্মজ॥ ১০
ঘোরো রাক্ষসরাজোঽয়ং দৃষ্টিশ্চ ন সুখা মযি।
ত্বাঞ্চ শ্রুত্বা বিষজ্জন্তং ন জীবেয়মপি ক্ষণম্॥ ১১
বৈদেহ্যা বচনং শ্রুত্বা করুণং সাশ্রুভাষিতম্।
অথাব্রবীন্মহাতেজা হনুমান্ মারুতাত্মজঃ॥ ১২
ত্বচ্ছোকবিমুখো রামো দেবি সত্যেন তে শপে।
রামে শোকাভিভূতে তু লক্ষ্মণঃ পরিতপ্যতে॥ ১৩
দৃষ্টা কথঞ্চিদ্ ভবতী ন কালঃ পরিদেবিতুম্।
ইমং মুহূর্ত্তং দুঃখানামন্তং দ্রক্ষ্যসি ভামিনি॥ ১৪
তাবুভৌ পুরুষব্যাঘ্রৌ রাজপুত্রাবনিন্দিতৌ।
ত্বদ্দর্শনকৃতোৎসাহৌ লঙ্কাং ভস্মীকরিষ্যতঃ॥ ১৫
হত্বা তু সমরে রক্ষো রাবণং সহ বান্ধবৈঃ।
রাঘবৌ ত্বাং বিশালাক্ষি স্বাংপুরীং প্রাপয়িষ্যতঃ॥ ১৬
যত্তু রামো বিজানীয়াদভিজ্ঞানমনিন্দিতে।
প্রীতিসঞ্জননং ভূয়স্তস্য ত্বং দাতুমর্হসি॥ ১৭
সাব্রবীদ্দত্তমেবাহো ময়াভিজ্ঞানমুত্তমম্।
এতদেব হি রামস্ত দৃষ্ট্বা যত্নেন ভূষণম্॥ ১৮
শ্রদ্ধেয়ং হনুমন্ বাক্যং তব বীর ভবিষ্যতি।
স তং মণিবরং গৃহ্য শ্রীমান্ প্লবগসত্তমঃ॥ ১৯
প্রণম্য শিরসা দেবীং গমনায়োপচক্রমে।
তমুৎপাতকৃতোৎসাহমবেক্ষ্য হরিপুঙ্গবম্॥ ২০
বর্দ্ধমানং মহাবেগমুবাচ জনকাত্মজা।
অশ্রুপূর্ণমুখী দীনা বাষ্পগদ্গদয়া গিরা॥ ২১

তিলক নষ্ট হইলে, মনঃশিলা দিয়া গণ্ডপার্শ্বে পুনরায় তিলক করিয়া দিয়াছিলেন। ১—৫। বীর্য্যবান্ রামচন্দ্র বাসব ও বরুণের ন্যায় পরাক্রমশালী। আমি অপহৃত হইয়া রাক্ষসদিগের মধ্যে বাস করিতেছি, তথাপি তিনি কি প্রকারে তাহা সহ্য করিতেছেন।" পরে সীতাদেবী রামকে উদ্দেশ করিয়া বলিতে লাগিলেন, "হে অনঘ রামচন্দ্র। আমি এ পর্য্যন্ত এই মনোহর চূড়ামণি সর্ব্বতোভাবে রক্ষা করিয়াছি। বিশেষতঃ তোমাকে দর্শন করিলে যে প্রকার আনন্দ লাভ হয়, আমি ইহা দেখিয়া সেইরূপ আনন্দ লাভ করিতেছি। এই মনোহর সামুদ্র রত্নটী তোমার প্রত্যভিজ্ঞানের জন্য প্রেরণ করিলাম, তুমি শীঘ্র না আসিলে শোকনিবন্ধন উৎকণ্ঠায় প্রাণ রক্ষা করিতে পারিব না। 'তোমাকে পুনরায় পাইব,' কেবল এই প্রত্যাশায় রাক্ষসদিগের সহিত বাস করিয়া তাহাদের হৃদয়চ্ছেদনকারী বাক্য ও অসহ্য দুঃখ সহ্য করিতেছি। হে অরিনিসূদন! আমি কেবল আর একমাস প্রাণ-ধারণ করিব। কিন্তু হে রাজনন্দন! একমাস অতীত হইলে তোমার বিচ্ছেদে আর বাঁচিয়া থাকিতে পারিব না। ৬—১০। এই রাবণ অতীব নৃশংস, ইহার দৃষ্টিপাত আমার অতীব অসুখকর। যদি শুনিতে পাই, তোমার আসিতে বিলম্ব হইবে, তা হইলে সময় থাকিতেও প্রাণত্যাগ করিব।" পরে মহাতেজা বায়ুনন্দন হনুমান্ বৈদেহীর বাষ্পগদ্গদ সকরুণ কথা শুনিয়া কহিলেন,— "হে দেবি! আমি আপনার নিকটে শপথ করিয়া কহিতেছি যে রাম আপনার সন্ধান পান নাই বলিয়া শোকবশতঃ আপনার উদ্ধারে বিমুখ হইয়া রহিয়াছেন। রাম শোকাকুল হওয়ায় লক্ষ্মণও বিলাপ করিতেছেন। হে ভামিনি। আপনি যখন অনেক কষ্টে আমার দৃষ্টিগোচর হইয়াছেন, তখন আর বিলাপ করিবেন না, অচিরকালমধ্যেই দুঃখের শেষ দেখিতে পাইবেন। সেই আনন্দিত পুরুষশ্রেষ্ঠ রাজ-পুত্র রাম ও লক্ষ্মণ উভয়ে আপনার দর্শনে উৎসাহিত হইয়া, লঙ্কা-নগরী ভস্মসাৎ করিয়া ফেলিবেন। ১১—১৫। হে বিশালাক্ষি! রঘু-নন্দন রাম ও লক্ষ্মণ, সমরে রাবণ-রাক্ষসকে বন্ধু-বান্ধব-সহ সংহার করিয়া আপনাকে নিজ ভবনে লইয়া যাইবেন। হে অনিন্দিতে! রাম যাহাতে আপনার অভিজ্ঞান বলিয়া বিশেষরূপে জানিতে পারেন এবং যাহা রামের প্রীতিকর, আপনি সেইরূপ অভিজ্ঞান আরও কিছু প্রদান করুন।" সীতা সবিস্ময়ে কহিলেন, হে বীর হনুমন্! আমি ত পূর্ব্বেই তোমাকে উত্তম অভিজ্ঞান প্রদান করিয়াছি, এই ভূষণ দেখিলেই তোমার কথায় রামের বিশ্বাস জন্মিবে।" বানরদলপতি বানরসত্তম শ্রীমান্ হনুমান্ উৎকৃষ্টতম মণি-গ্রহণ করিয়া, অবনত-মস্তকে সীতা-দেবীকে প্রণাম করিলেন। পরে গমনাভিলাষে অতিবেগে বর্দ্ধিত হইয়া, উল্লম্ফন করিতে উদ্যত হইলেন। জনকদুহিতা সীতা, হনুমান্‌কে যাইতে উদ্যত দেখিয়া, দুঃখিতা হইয়া নয়নবারিতে বদন

হনুমন্ সিংহসঙ্কাশৌ ভ্রাতরৌ রামলক্ষ্মণৌ ।
সুগ্রীবঞ্চ সহামাত্যং সর্ব্বান্ ব্রূয়া হ্যনাময়ম্ ॥ ২২
যথা চ স মহাবাহুর্মাং তারয়তি রাঘবঃ ।
অস্মাদ্দুঃখাম্বুসংরোধাৎ ত্বং সমাধাতুমর্হসি ॥ ২৩
ইদঞ্চ তীব্রং মম শোকবেগং
রক্ষোভিরেভিঃ পরিভর্ৎসনঞ্চ ।
ব্রূয়াস্তু রামস্য গতঃ সমীপং
শিবশ্চ তেঽধ্বাস্তু হরিপ্রবীর ॥ ২৪
স রাজপুত্র্যা প্রতিবেদিতার্থঃ
কপিঃ কৃতার্থঃ পরিহৃষ্টচেতাঃ ।
তদল্পশেষং প্রসমীক্ষ্য কার্য্যং
দিশং হ্যুদীচীং মনসা জগাম ॥ ২৫
ইতি সুন্দরকাণ্ডে চত্বারিংশঃ সর্গঃ ॥ ৪০ ॥

একচত্বারিংশঃ সর্গঃ ।

স চ বাগ্ভিঃ প্রশস্তাভির্গমিষ্যন্ পূজিতস্তয়া ।
তস্মাদ্দেশাদপক্রম্য চিন্তয়ামাস বানরঃ ॥ ১
অল্পশেষমিদং কার্য্যং দৃষ্টেয়মসিতেক্ষণা ।
ত্রীনুপায়ানতিক্রম্য চতুর্থ ইহ দৃশ্যতে ॥ ২
ন সাম রক্ষঃসু গুণায় কল্পতে
ন দানমর্থোপচিতেষু যুজ্যতে ।
ন ভেদসাধ্যা বলদর্পিতা জনাঃ
পরাক্রমস্ত্বেষ মমেহ রোচতে ॥ ৩
ন চাস্য কার্য্যস্য পরাক্রমাদৃতে
বিনিশ্চয়ঃ কশ্চিদিহোপপদ্যতে ।
হতপ্রবীরা হি রণে হি রাক্ষসাঃ
কথঞ্চিদীয়ুর্যদিহাদ্য মার্দ্দবম্ ॥ ৪
কার্য্যে কর্ম্মণি নির্দ্দিষ্টে যো বহূন্যপি সাধয়েৎ ।
পূর্ব্বকার্য্যাবিরোধেন স কার্য্যং কর্ত্তুমর্হতি ॥ ৫
ন হ্যেকঃ সাধকো হেতুঃ স্বল্পস্যাপীহ কর্ম্মণঃ ।
যো হ্যর্থং বহুধা বেদ স সমর্থোঽর্থসাধনে ॥ ৬

প্লাবিত করিয়া, বাষ্পগদ্গদ স্বরে তাঁহাকে কহিলেন। ১৬—২১। "হে হনুমন্! সিংহের ন্যায় পরাক্রমশালী ভ্রাতৃযুগল রাম, লক্ষ্মণ—সুগ্রীব ও বানরগণকে আমার আরোগ্য সংবাদ প্রদান করিবে। আর মহাবাহু রাঘব যেরূপে এই দুঃখসমুদ্র হইতে আমাকে উদ্ধার করেন, তুমি সেইরূপ ব্যবস্থা করিবে। হে বানরপ্রবীর! পথে তোমার মঙ্গল হউক। তুমি রামচন্দ্রের নিকটে উপস্থিত হইয়া, আমার এই অসহ্য শোক এবং এই রাক্ষসদিগের ভর্ৎসনার বিষয় তাঁহাকে কহিবে।" সেই বানরবর, রাজনন্দিনী সীতার নিকটে সকল বিষয় অবগত হইয়া, কৃতার্থ ও সর্ব্বতোভাবে আহ্লাদিত হইলেন এবং সেই কার্য্যের অল্পমাত্র অবশিষ্ট আছে, ইহা অবগত হইয়া উত্তরদিকে গমন করিতে ইচ্ছা করিলেন। ২২—২৫।

একচত্বারিংশ সর্গ।

সেই বানর হনুমান্ সীতার সুমধুর বচনাবলী দ্বারা সম্মানিত হইয়া, গমনাভিলাষে সেই স্থান হইতে বহির্গত হইয়া, ভাবিতে লাগিলেন, "এই অসিতনয়না সীতাদেবীর সাক্ষাৎ পাওয়াতেই আমার প্রধান কার্য্য সম্পাদিত হইয়াছে; কেবল শত্রুর বলবিক্রম-দর্শনরূপ অল্পমাত্র কার্য্য অবশিষ্ট রহিয়াছে। কিন্তু এই কার্য্য সাধন করিতে হইলে সাম, দান ও ভেদ এই উপায়ত্রয় অতিক্রম করিয়া, চতুর্থ উপায় দণ্ড দ্বারাই এই কার্য্য সাধন হইবে বলিয়া বোধ হইতেছে। সরল ব্যক্তিগণ সাম-প্রয়োগে বশীভূত হয়। ইহারা রাক্ষস; সুতরাং ইহাদিগের প্রতি সান্ত্বনাবাদ প্রয়োগ করিলে কোন ফল হইবে না। ধনহীন ব্যক্তিগণই দানে বাধ্য হয়। ইহারা ধনবান্; ধনবানের প্রতি দান-উপায় প্রয়োগ যুক্তিসঙ্গত হয় না। বলগর্ব্বিত ব্যক্তিগণকে ভেদ দ্বারা আয়ত্ত করিতে পারা যায় না। রাক্ষসেরা অত্যন্ত বলগর্ব্বিত; সুতরাং ইহাদের উপর ভেদ উপায় প্রয়োগে কোন ফল হইবে না। অতএব রাক্ষসগণের বলবিক্রমদর্শনরূপ এই কার্য্যসম্পাদনার্থ পরাক্রম প্রকাশ করিতে আমার বাসনা হইতেছে। আর পরাক্রম-প্রকাশ ব্যতীত রাক্ষসগণের বল জানিবার অপর কোন নিশ্চিত উপায় দেখা যাইতেছে না। অন্য এই পরাক্রম-প্রকাশ ব্যাপারে প্রধান প্রধান রাক্ষসবীরেরা নিধন হইলে তাহারা ভাবি সংগ্রামে কথঞ্চিৎ মৃদুভাব অবলম্বন করিতে পারে। ১—৪। যদিও আমি সীতাদেবীর অন্বেষণ-কার্য্যে নিযুক্ত হইয়া আসিয়াছি বটে, কিন্তু যে ব্যক্তি নির্দ্দিষ্ট কার্য্য সাধনপূর্ব্বক পূর্ব্বকৃত কার্য্যের অবিরোধে অন্য বহুতর কার্য্য সিদ্ধ করে, সেই ব্যক্তিই কার্য্য করিবার উপযুক্ত পাত্র। যিনি অত্যন্ত যত্নহীন হইয়াও অল্পমাত্র কার্য্যের সিদ্ধি লাভ করেন, তিনি প্রধানকার্য্যসাধক হইতে পারেন না। কিন্তু যে ব্যক্তি সামান্য যত্নে আপনার প্রয়োজন অনেক প্রকারে বুঝিতে সমর্থ হন, সেই ব্যক্তিই কার্য্যসাধনে যথার্থ

ইহৈব তাবৎ কৃতনিশ্চয়ো হ্যহং
ব্রজেয়মদ্য প্লবগেশ্বরালয়ম্।
পরাত্মসম্মর্দ্দবিশেষতত্ত্ববিৎ
ততঃ কৃতং স্যান্মম ভর্ত্তৃশাসনম্॥ ৭
কথং নু খল্বদ্য ভবেৎ সুখাগতং
প্রসহ্য যুদ্ধং মম রাক্ষসৈঃ সহ
তথৈব খল্বাত্মবলঞ্চ সারবৎ
সমানয়েন্মাঞ্চ রণে দশাননঃ॥ ৮
ততঃ সমাসাদ্য রণে দশাননং
সমন্ত্রিবর্গং সবলং সযায়িনম্।
হৃদিস্থিতং তস্য মতং বলঞ্চ তৎ
সুখেন মত্বাহমিতঃ পুনর্ব্রজে॥ ৯
ইদমস্য নৃশংসস্য নন্দনোপমমুত্তমম্।
বনং নেত্রমনঃকান্তং নানাদ্রুমলতাযুতম্॥ ১০
ইদং বিধ্বংসয়িষ্যামি শুষ্কং বনমিবানলঃ।
অস্মিন্ ভগ্নে ততঃ কোপং করিষ্যতি স রাবণঃ॥ ১১
ততো মহৎ সাশ্বমহারথদ্বিপং
বলং সমানেষ্যতি রাক্ষসাধিপঃ।
ত্রিশূলকালায়সপট্টিশায়ুধং
ততো মহদ্‌যুদ্ধমিদং ভবিষ্যতি॥ ১২
অহঞ্চ তৈঃ সংযতি চণ্ডবিক্রমৈঃ
সমেত্য রক্ষোভিরসহ্যবিক্রমঃ।
নিহত্য তদ্রাবণচোদিতং বলং
সুখং গমিষ্যামি হরীশ্বরালয়ম্॥ ১৩
ততো মারুতবৎ ক্রুদ্ধো মারুতির্ভীমবিক্রমঃ।
ঊরুবেগেন মহতা দ্রুমান্ ক্ষেপ্তুমথারভৎ॥ ১৪
ততস্তত্তু হনুমান্ বীরো বভঞ্জ প্রমদাবনম্।
মত্তদ্বিজসমাঘুষ্টং নানাদ্রুমলতাযুতম্॥ ১৫
তদ্বনং মথিতৈর্বৃক্ষৈর্ভিন্নৈশ্চ সলিলাশয়ৈঃ।
চূর্ণিতৈঃ পর্ব্বতাগ্রৈশ্চ বভূব প্রিয়দর্শনৈঃ॥ ১৬
নানাশকুন্তবিরুতৈঃ প্রভিন্নসলিলাশয়ৈঃ।
তাম্রৈঃ কিশলয়ৈঃ ক্লান্তৈঃ ক্লান্তদ্রুমলতাযুতম্॥ ১৭
ন বভৌ তদ্বনং তত্র দাবানলহতং যথা।
ব্যাকুলাবরণা রেজুর্বিহ্বলা ইব তা লতাঃ॥ ১৮
লতাগৃহৈশ্চিত্রগৃহৈশ্চ সাদিতৈ-
র্ব্যালৈর্মৃগৈরার্ত্তরবৈশ্চ পক্ষিভিঃ।
শিলাগৃহৈরুন্মথিতৈস্তথা গৃহৈঃ
প্রনষ্টরূপং তদভূন্মহদ্বনম্॥ ১৯

সক্ষম। যদিও প্রথমতঃ আমি সীতাদেবীর অন্বেষণ করিবার সঙ্কল্প করিয়াই এখানে আসিয়াছি, তথাপি যদি যুদ্ধ করিয়া, শত্রু ও আমাতে কতদূর পার্থক্য, তাহা জানিয়া সুগ্রীবের সম্মুখে উপস্থিত হইতে পারি, তাহা হইলে প্রভুর আদেশ সম্পূর্ণরূপে প্রতিপালন করা হয়। কি উপায় অবলম্বন করিলে, আমার এই লঙ্কাপুরী আগমনের সুফল হয়, আর কি প্রকারেই বা রাক্ষসদিগের সহিত আমার সহসা যুদ্ধ সংঘটন হয়? আর সংগ্রাম উপস্থিত হইলে, সেই দশানন রাবণই বা কি প্রকারে যুদ্ধক্ষেত্রে আপন সৈন্যের ও আমার সারবত্তার বিশেষ পরিচয় পাইবেন? আমি বল প্রকাশ করিলেই দশানন মন্ত্রী সৈন্যগণ সহ একত্র মিলিত হইয়া যুদ্ধমাঝে সমাগত হইবেন। আমি তৎকালে তাঁহার নিকটে যাইয়া তাঁহার মনোগত অভিপ্রায় ও বল অক্লেশে জানিয়া এস্থান হইতে চলিয়া যাইব। ৫—৯। নানা জাতীয় তরু ও লতায় আবৃত, নন্দনকাননের ন্যায় মনোহর তাঁহার এই বন,—মন ও নয়নের তুষ্টিদায়ক। অতএব অগ্নি যেমন শুষ্ক বন দহন করে, সেইরূপ আমিও এই বন ভগ্ন করিয়া ফেলিব। বন ভগ্ন হইলে, রাক্ষসরাজ রাবণ কুপান্বিত হইয়া হস্তী, অশ্ব ও রথে সঙ্কুলা ত্রিশূল-পট্টিশ প্রভৃতি কৃষ্ণলৌহবিনির্ম্মিত অস্ত্রে সমন্বিতা মহতী সেনা আমার অভিমুখে যুদ্ধের নিমিত্ত পাঠাইবেন। পরে ঘোরতর সংগ্রাম উপস্থিত হইবে। আমি প্রচণ্ড-পরাক্রমশালী সেই রাক্ষসদিগের সহিত সমরে প্রবৃত্ত হইয়া অদম্য বিক্রমসহকারে রাবণ প্রেরিত সেনা বধ করিয়া বানররাজ সুগ্রীবের গৃহে সুখে গমন করিব।" তার পর ভয়ানক-বিক্রমশালী পবননন্দন বীর হনুমান্ পবনের ন্যায় অতীব প্রবল বেগে বৃক্ষসমূহ উৎপাটন করিতে লাগিলেন। ১০—১৪। ক্রমশঃ তিনি মত্ত বিহঙ্গকুলের কূজনশব্দে নিনাদিত নানাবিধ বৃক্ষ এবং লতাযুক্ত মনোরমা রমণীদিগের কানন পর্য্যন্ত ভাঙ্গিয়া ফেলিলেন। সেই সময়ে সেই বনের পাদপ সকল মথিত, জলাশয় সকল উচ্ছলিত, প্রিয়দর্শন ক্রীড়াপর্ব্বতের অগ্রভাগ সকল চূর্ণিত করিলেন; লোহিতবর্ণ পল্লব, লতা ও বৃক্ষ সকল ম্লান হইল এবং জলাশয়ের জল উচ্ছলিত হওয়ায় নানাজাতীয় পক্ষিকুল কূজন করিতে লাগিল। সেই বন দাবানলে ভস্মীভূত অরণ্যের ন্যায় সৌন্দর্য্যহীন হইল। গাত্র-বসন স্খলিত হইলে স্ত্রীগণ যেমন বিহ্বল হয়, তথাকার লতা সকল আশ্রয়বিহীন হইয়া সেইরূপ যেন আকুল হইল। সেই সময় শার্দ্দূল, হরিণ ও পক্ষিকুল ব্যাকুল হইয়া আর্ত্তনাদ করিতে লাগিল। বিচিত্র চিত্র দ্বারা সুন্দররূপে সজ্জিত গৃহ

সা বিহ্বলাশোকলতাপ্রতানা
বনস্থলী শোকলতাপ্রতানা।
জাতা দশাস্যপ্রমদাবনস্য
কপের্বলাদ্ধি প্রমদাবনস্য ॥ ২০
ততঃ স কৃত্বা জগতীপতের্মহান্
মহদ্ব্যলীকং মনসো মহাত্মনঃ।
যুযুৎসুরেকো বহুভির্মহাবলৈঃ
শ্রিয়া জ্বলংস্তোরণমাশ্রিতঃ কপিঃ ॥ ২১

ইতি সুন্দরকাণ্ডে একচত্বারিংশঃ সর্গঃ ॥ ৪১ ॥

দ্বিচত্বারিংশঃ সর্গঃ।

ততঃ পক্ষিনিনাদেন বৃক্ষভঙ্গস্বনেন চ।
বভূবুস্ত্রাসসম্ভ্রান্তাঃ সর্ব্বে লঙ্কানিবাসিনঃ ॥ ১
বিদ্রুতাশ্চ ভয়ত্রস্তা বিনেদুর্মৃগপক্ষিণঃ।
রক্ষসাঞ্চ নিমিত্তানি ক্রূরাণি প্রতিপেদিরে ॥ ২
ততো গতায়াং নিদ্রায়াং রাক্ষস্যো বিকৃতাননাঃ।
তদ্বনং দদৃশুর্ভগ্নং তঞ্চ বীরং মহাকপিম্ ॥ ৩
স তা দৃষ্ট্বা মহাবাহুর্মহাসত্ত্বো মহাবলঃ।

ও লতাগৃহ সকল বিশীর্ণ হইল এবং প্রস্তর-বিরচিত ও সামান্য গৃহ সমুদায় মথিত হইলে, সেই মহারণ্য নষ্টপ্রায় হইল।' অন্তঃপুরনিকটবর্ত্তী রাবণরাজার রমণীদিগের ক্রীড়াকাননস্থ বনস্থলী—অশোক-বৃক্ষের লতা সকল অত্যন্ত চঞ্চল হইলে, দর্শকদিগের প্রীতি-প্রদায়িনী না হইয়া বরং শোকদায়িনী হইল; পরে সৌন্দর্য্যসম্পন্ন সেই মহাকপি হনুমান্, মহাত্মা রাবণের চিত্তের অপ্রিয় কার্য্য সাধন করিয়া, মহাবল বহুতর রাক্ষস সেনার সহিত একাকী যুদ্ধ করিবেন বলিয়া, তোরণ আশ্রয়পূর্ব্বক দাঁড়াইয়া রহিলেন। ১৫—২১।

দ্বিচত্বারিংশ সর্গ।

পরে লঙ্কাবাসী রাক্ষসসমূহ, বৃক্ষ-ভঙ্গের মড়মড় শব্দে ও পক্ষিকুলের কূজনশব্দে ত্রস্ত হইয়া উঠিল। হরিণগণ ও পক্ষিগণ ভয়হেতু ব্যস্ত হইয়া সেস্থান হইতে পলায়নপূর্ব্বক স্থানান্তরে অবস্থিতি করিল। সে সময় রাক্ষসগণ অশুভলক্ষণ সকল দেখিতে লাগিল;—বনভঙ্গনিবন্ধন নিদ্রাভঙ্গ হইলে বিকৃত-বদন রাক্ষসরমণীগণ সেই ভগ্নবন ও মহাবীর বানরকে দেখিতে পাইল। প্রবল-প্রতাপ মহাবল দীর্ঘবাহু হনুমান্ সেই রাক্ষসীদিগকে অবলোকনপূর্ব্বক তাহাদিগকে

চকার সুমহদ্রূপং রাক্ষসীনাং ভয়াবহম্ ॥ ৪
ততস্তং গিরিসঙ্কাশমতিকায়ং মহাবলম্।
রাক্ষস্যো বানরং দৃষ্ট্বা পপ্রচ্ছুর্জ্জনকাত্মজাম্ ॥ ৫
কোঽয়ং কস্য কুতো বায়ং কিংনিমিত্তমিহাগতঃ।
কথং ত্বয়া সহানেন সংবাদঃ কৃত ইত্যুত ॥ ৬
আচক্ষ্ব নো বিশালাক্ষি মা ভূত্তে সুভগে ভয়ম্।
সংবাদমসিতাপাঙ্গি ত্বয়া কিং কৃতবানয়ম্ ॥ ৭
অথাব্রবীত্তদা সাধ্বী সীতা সর্ব্বাঙ্গশোভনা।
রক্ষসাং কামরূপাণাং বিজ্ঞানে কা গতির্মম ॥ ৮
যূয়মেবাস্য জানীত যোঽয়ং যদ্বা করিষ্যতি।
অহিরেব হ্যহেঃ পাদান্ বিজানাতি ন সংশয়ঃ ॥ ৯
অহমপ্যস্য ভীতাস্মি নৈব জানামি কো হ্যয়ম্।
বেদ্মি রাক্ষসমেবৈনং কামরূপিণমাগতম্ ॥ ১০
বৈদেহ্যা বচনং শ্রুত্বা রাক্ষস্যো বিদ্রুতা দ্রুতম্।
স্থিতাঃ কাশ্চিদ্গতাঃ কাশ্চিদ্রাবণায় নিবেদিতুম্ ॥ ১১
রাবণস্য সমীপে তু রাক্ষস্যো বিকৃতাননাঃ।
বিরূপং বানরং ভীমং রাবণায় ন্যবেদয়ন্ ॥ ১২

ভয় দেখাইবার জন্য অতিভীষণ রূপ ধারণ করিলেন। ১—৪। পরে রাক্ষসরমণীরা পর্ব্বতের ন্যায় বৃহদাকার মহাবল বানরকে দেখিয়া, জনকনন্দিনী সীতাদেবীকে জিজ্ঞাসিল—"হে বিশালনয়নে সুভগে! এ ব্যক্তি কে? কোন্ ব্যক্তিই বা ইহাকে এখানে পাঠাইয়াছে? আর কোথা হইতেই বা এ ব্যক্তি আসিয়াছে? এখানে আসিবারই বা ইহার প্রয়োজন কি? এবং তোমার সঙ্গেই বা কি কারণে কথা কহিল? হে অসিতাপাঙ্গি! তোমার কোন ভয় নাই, এই বানর তোমার সহিত কি কথোপকথন করিল, তাহা আমাদের নিকটে প্রকাশ করিয়া বল।" তখন সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী পতিব্রতা সীতা-দেবী কহিলেন,—"কামরূপী রাক্ষসদিগের মায়া আমি কিরূপে জানিতে পারিব? অতএব এ ব্যক্তি কে এবং কি কার্য্যই বা সাধন করিতে আসিয়াছে, তোমরাই ইহার তত্ত্ব জানিতে সক্ষম; কারণ সর্পই সর্পের পদ জানিতে সক্ষম,—সংশয় নাই। আমি বড়ই ভয় পাইয়াছি। এ ব্যক্তি কে, ইহা কিছুতেই জানিতে পারিতেছি না। আমার বোধ হয়, কামরূপী কোন রাক্ষসই এইরূপে আসিয়াছে।" ৫—১০। রাক্ষসীরা সীতা দেবীর কথা শুনিয়া কেহ কেহ দ্রুত পলায়ন করিল; কেহ বা অবস্থিতি করিল; কেহ বা রাবণরাজাকে এই সংবাদ দিবার নিমিত্ত গমন করিল। সেই বিকৃতবদনা রাক্ষস-রমণীরা রাবণসমীপে উপ-স্থিত হইয়া সেই বিকৃতাকার ভয়ঙ্কর বানরের বিবরণ

অশোকবনিকামধ্যে রাজন্ ভীমবপুঃ কপিঃ।
সীতয়া কৃতসংবাদস্তিষ্ঠত্যমিতবিক্রমঃ॥ ১৩
ন চ তং জানকী সীতা হরিং হরিণলোচনা।
অস্মাভির্বহুধা পৃষ্টা নিবেদয়িতুমিচ্ছতি॥ ১৪
বাসবস্য ভবেদ্ দূতো দূতো বৈশ্রবণস্য বা।
প্রেষিতো বাপি রামেণ সীতান্বেষণকাঙ্ক্ষয়া॥ ১৫
তেনৈবাদ্ভুতরূপেণ যৎ তৎ তব মনোহরম্।
নানামৃগগণাকীর্ণং প্রমৃষ্টং প্রমদাবনম্॥ ১৬
ন তত্র কশ্চিদুদ্দেশো যস্তেন ন বিনাশিতঃ।
যত্র সা জানকী দেবী স তেন ন বিনাশিতঃ॥ ১৭
জানকীরক্ষণার্থং বা শ্রমাদ্বা নোপলক্ষ্যতে।
অথ বা কঃ শ্রমস্তস্য সৈব তেনাভিরক্ষিতা॥ ১৮
চারুপল্লবপত্রাঢ্যং যং সীতা স্বয়মাস্থিতা।
প্রবৃদ্ধঃ শিংশপাবৃক্ষঃ স চ তেনাভিরক্ষিতঃ॥ ১৯
তস্যোগ্ররূপস্যোগ্রং ত্বং দণ্ডমাজ্ঞাতুমর্হসি।
সীতা সম্ভাষিতা যেন বনং তেন বিনাশিতম্॥ ২০
মনঃপরিগৃহীতাং তাং তব রক্ষোগণেশ্বর।
কঃ সীতামভিভাষেত যো ন স্যাত্ত্যক্তজীবিতঃ॥ ২১
রাক্ষসীনাং বচঃ শ্রুত্বা রাবণো রাক্ষসেশ্বরঃ।
চিতাগ্নিরিব জজ্বাল কোপসংবর্তিতেক্ষণঃ॥ ২২
তস্য ক্রুদ্ধস্য নেত্রাভ্যাং প্রাপতন্নশ্রুবিন্দবঃ।
দীপ্তাভ্যামিব দীপাভ্যাং সার্চিষঃ স্নেহবিন্দবঃ॥ ২৩
আত্মনঃ সদৃশান্ বীরান্ কিঙ্করান্নাম রাক্ষসান্।
ব্যাদিদেশ মহাতেজা নিগ্রহার্থং হনূমতঃ॥ ২৪
তেষামশীতিসাহস্রং কিঙ্করাণাং তরস্বিনাম্।
নির্যযুর্ভবনাৎ তস্মাৎ কূটমুদ্গরপাণয়ঃ॥ ২৫
মহোদরা মহাদংষ্ট্রা ঘোররূপা মহাবলাঃ।
যুদ্ধাভিমনসঃ সর্ব্বে হনূমদ্গ্রহণোদ্যতাঃ॥ ২৬
তে কপিং তং সমাসাদ্য তোরণস্থমবস্থিতম্।
অভিপেতুর্মহাবেগাঃ পতঙ্গা ইব পাবকম্॥ ২৭
তে গদাভির্বিচিত্রাভিঃ পরিঘৈঃ কাঞ্চনাঙ্গদৈঃ।
আজঘ্নুর্বানরশ্রেষ্ঠং শরৈশ্চাদিত্যসন্নিভৈঃ॥ ২৮
মুদ্গরৈঃ পট্টিশৈঃ শূলৈঃ প্রাসতোমরপাণয়ঃ।
পরিবার্য্য হনূমন্তং সহসা তস্থুরগ্রতঃ॥ ২৯
হনূমানপি তেজস্বী শ্রীমান্ পর্ব্বতসন্নিভঃ।

নিবেদন করিল;—কহিল,—"রাজন্। অতুল-পরাক্রম-সম্পন্ন ভীমকায় এক বানর, সীতার সহিত কথোপকথন করিয়া অশোক-বনমধ্যে বসিয়া আছে। আমরা হরিণনয়না সীতাকে বারংবার জিজ্ঞাসা করিলেও, কিছুতেই তিনি সেই বানরের বিবরণ ব্যক্ত করিতে ইচ্ছা করিলেন না। সেই বানর—বাসব বা বৈশ্রবণের বোধ হয় দূত হইবে, অথবা রাম, সীতা অন্বেষণের ইচ্ছায় তাহাকে এখানে পাঠাইয়াছেন। সেই যে নানামৃগ-পরিবৃত ভবদীয় মনোহর প্রমোদ-কানন ছিল,—এই অদ্ভুতকায় বানর তাহাও বিধ্বস্ত করিয়াছে। সেখানে এখন এমন কোন স্থান নাই, যাহা সেই বানর ধ্বংস করে নাই। কেবল জনকনন্দিনী সীতা যে স্থানে বসতি করিতেছেন, তাহাই ধ্বংস করে নাই। সেই বানর, জানকীর রক্ষার জন্যই হউক অথবা শ্রমবশতই হউক,—তাঁহার যে বাসস্থান কেন রক্ষা করিয়াছে, ইহার কিছুই বলা যাইতেছে না। অথবা বানরের আবার পরিশ্রম কি? বস্তুতঃ সীতাকে সেই বানরই রক্ষা করিয়াছে। সীতাদেবী, মনোহর পল্লব ও পত্র দ্বারা সুশোভিত যে বৃহৎ শিংশপাবৃক্ষ স্বয়ং আশ্রয় করিয়াছেন, সেই বানর কেবল ঐ বৃক্ষটীকে সর্ব্বতোভাবে রক্ষা করিয়াছে। যে বানর, সীতার সহিত কথা-বার্ত্তা কহিতেছে, সেই বানরই বন বিনষ্ট করিয়াছে,—সন্দেহ নাই। অতএব আপনি সেই উগ্ররূপ বানরের প্রতি উগ্র দণ্ড বিধান করিতে আদেশ করুন। হে রাক্ষসরাজ! আপনি যে সীতা-দেবীকে মনে মনে গ্রহণ করিয়াছেন, বাঁচিবার আশা পরিত্যাগ না করিয়া, কে সেই সীতার সহিত কথোপ-কথন করিতে সক্ষম হয়?" রাক্ষসেশ্বর রাবণ, রাক্ষসী-দিগের এই কথা শুনিয়া ক্রোধে চিতাগ্নির ন্যায় প্রজ্ব-লিত হইয়া উঠিলেন। তাঁহার নয়ন ঘুরিতে লাগিল। প্রদীপ্ত দীপযুগল হইতে সশিখ তৈলবিন্দুর ন্যায়; তৎকালে ক্রোধ-পরায়ণ রাবণের নয়নযুগল হইতে অশ্রুবিন্দু সকল নিপতিত হইল। মহাতেজা রাবণ হনূমানকে নিগ্রহ করিবার জন্য, আত্মতুল্য পরাক্রম সম্পন্ন কিঙ্কর-নামক রাক্ষসগণকে আদেশ করিলেন। তাহাদের মধ্যে আশী হাজার বেগবান্ কিঙ্কর,—কূট মুদ্গর প্রভৃতি অস্ত্র লইয়া গৃহ হইতে বাহির হইল। ভীমকায় মহাবল রাক্ষসগণ সকলেই যুদ্ধ করিতে ইচ্ছুক, তাহারা যুদ্ধে হনূমানকে গ্রহণ করিবে বলিয়া নিতান্ত উৎসুক হইল। দীর্ঘদন্তযুক্ত মহোদর, মহা-বল রাক্ষসেরা তোরণাবস্থিত সেই কপিবরের নিকট-বর্ত্তী হইয়া, পাবকাভিমুখীন পতঙ্গের ন্যায়, তাঁহার সম্মুখে আপতিত হইল। তাহারা বিচিত্র গদা, কাঞ্চনবলয়-মণ্ডিত পরিঘ ও সূর্য্যসঙ্কাশ শরসমূহদ্বারা বানরবর হনুমানকে প্রহার করিতে লাগিল এবং মুদ্গর, পট্টিশ, শূল, প্রাস ও তোমর প্রভৃতি অস্ত্রসকল লইয়া, সহসা হনূমানের চারিদিক্ বেষ্টন করিয়া সম্মুখে

ক্ষিতাবাবিধ্য লাঙ্গূলং ননাদ চ মহাধ্বনিম্ ॥ ৩০
স ভূত্বা তু মহাকায়ো হনুমান্ মারুতাত্মজঃ।
পুচ্ছমাস্ফোটয়ামাস লঙ্কাং শব্দেন পূরয়ন্ ॥ ৩১
তস্যাস্ফোটিতশব্দেন মহতা চানুনাদিনা।
পেতুর্বিহঙ্গা গগনাদুচ্চৈশ্চেদমঘোষয়ৎ ॥ ৩২
জয়ত্যতিবলো রামো লক্ষ্মণশ্চ মহাবলঃ।
রাজা জয়তি সুগ্রীবো রাঘবেণাভিপালিতঃ ॥ ৩৩
দাসোঽহং কোসলেন্দ্রস্য রামস্যাক্লিষ্টকর্ম্মণঃ।
হনুমাঞ্ছত্রুসৈন্যানাং নিহন্তা মারুতাত্মজঃ ॥ ৩৪
ন রাবণসহস্রং মে যুদ্ধে প্রতিবলং ভবেৎ।
শিলাভিস্তু প্রহরতঃ পাদপৈশ্চ সহস্রশঃ ॥ ৩৫
অর্দ্দয়িত্বা পুরীং লঙ্কাং অভিবাদ্য চ মৈথিলীম্।
সমৃদ্ধার্থো গমিষ্যামি মিষতাং সর্ব্বরক্ষসাম্ ॥ ৩৬
তস্য সন্নাদশব্দেন তেঽভবন্ ভয়শঙ্কিতাঃ।
দদৃশুশ্চ হনুমন্তং সন্ধ্যামেঘমিবোন্নতম্ ॥ ৩৭
স্বামিসন্দেশনিঃশঙ্কাস্ততস্তে রাক্ষসাঃ কপিম্।
চিত্রৈঃ প্রহরণৈর্ভীমৈরভিপেতুস্ততস্ততঃ ॥ ৩৮
স তৈঃ পরিবৃতঃ শূরৈঃ সর্ব্বতঃ স মহাবলঃ।
আসসাদায়সং ভীমং পরিঘং তোরণাশ্রিতম্ ॥ ৩৯

স তং পরিঘমাদায় জঘান রজনীচরান্ ॥ ৪০
স পন্নগমিবাদায় স্ফুরন্তং বিনতাসুতঃ।
বিচচারাম্বরে বীরঃ পরিগৃহ্য চ মারুতিঃ।
সূদয়ামাস বজ্রেণ দৈত্যানিব সহস্রদৃক্ ॥ ৪১
স হত্বা রাক্ষসান্ বীরঃ কিঙ্করান্ মারুতাত্মজঃ।
যুদ্ধাকাঙ্ক্ষী মহাবীরস্তোরণং সমবস্থিতঃ ॥ ৪২
ততস্তস্মাদ্ভয়ান্মুক্তাঃ কতিচিত্তত্র রাক্ষসাঃ।
নিহতান্ কিঙ্করান্ সর্ব্বান্ রাবণায় ন্যবেদন্ ॥ ৪৩

স রাক্ষসানাং নিহতং মহাবলং
নিশম্য রাজা পরিবৃত্তলোচনঃ।
সমাদিদেশাপ্রতিমং পরাক্রমে
প্রহস্তপুত্রং সমরে সুদুর্জ্জয়ম্ ॥ ৪৪

ইতি সুন্দরকাণ্ডে দ্বিচত্বারিংশঃ সর্গঃ ॥ ৪২

ত্রিচত্বারিংশঃ সর্গঃ।

ততঃ স কিঙ্করান্ হত্বা হনুমান্ ধ্যানমাস্থিতঃ।
বনং ভগ্নং ময়া চৈত্যপ্রাসাদো ন বিনাশিতঃ ॥ ১
তস্মাৎ প্রাসাদমপ্যেবমিমং বিধ্বংসয়াম্যহম্।
ইতি সঞ্চিন্ত্য হনুমান্ মনসা দর্শয়ন্ বলম্ ॥ ২

অবস্থিতি করিতে লাগিল। ১১—২১। পরতপ্রতিম তেজস্বী বায়ুনন্দন শ্রীমান্ হনুমান্ও বৃহৎশরীর হইয়া, পৃথিবীতলে লাঙ্গুল আস্ফালনপূর্ব্বক, মহানিনাদ করিলেন। তাঁহার পুচ্ছশব্দে লঙ্কা নগরী পরিপূর্ণ হইল। এমন কি, সেই প্রতিধ্বনিযুক্ত প্রবলতর আস্ফোটন-শব্দে গগনমণ্ডল হইতে পক্ষিকুল পতিত হইতে লাগিল। আর হনুমান্ উচ্চৈঃস্বরে ঘোষণা করিলেন যে, "অতি বলবান্ রাম ও মহাবল লক্ষ্মণের জয়—জয়, এবং শ্রীরাম-রক্ষিত মহারাজ সুগ্রীবের জয়। আমি অক্লিষ্টকর্ম্মা কোশলরাজ রামের দাস হনুমান্, আমি শত্রু-সৈন্য-সংহারী পবননন্দন। আমি সমরে সহস্র সহস্র বৃক্ষ ও শিলা দ্বারা প্রহার করিতে থাকিলে, সহস্র রাবণও আমার প্রতিযোদ্ধা হইতে পারে না। রাক্ষসবৃন্দের সম্মুখেই লঙ্কা-নগরী বিধ্বস্ত ও সীতা দেবীকে অভিবাদন করিয়া স্বকার্য্য সম্পাদনপূর্ব্বক গমন করিব।" রাক্ষসগণ হনুমানের সিংহনাদ শুনিয়া ভয়ত্রস্ত হইল। তাহারা সন্ধ্যাকালীন সমুন্নত মেঘের ন্যায় হনুমান্‌কে নিরীক্ষণ করিতে লাগিল। অনন্তর প্রভুর আজ্ঞানিবন্ধন, নির্ভয়চিত্তে তাহারা বিচিত্রবর্ণ ভয়ানক আয়ুধ সকল প্রহার করিতে করিতে ক্রমে ক্রমে আপতিত হইল। রাক্ষসবীরেরা হনুমানের চারিদিক্ বেষ্টন করিল; তখন মহাবল হনুমান্ তোরণ সমীপে সংস্থাপিত ভয়ানক পরিঘ গ্রহণ করিয়া রাক্ষসদিগকে বধ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। স্ফূর্ত্তিমান্ সর্প লইয়া বিনতানন্দন গরুড় যেমন শূন্যপথে ভ্রমণ করে, সেইরূপ বীর হনুমান্ও পরিঘ লইয়া আকাশতলে বিচরণ করিতে লাগিলেন। সহস্রলোচন ইন্দ্র যেমন বজ্র দ্বারা দৈত্যগণকে বধ করেন, সেইরূপ পবননন্দন মহাবীর হনুমান্ রাবণকিঙ্কর রাক্ষসদিগকে বধ করিয়া যুদ্ধাভিলাষে তোরণে অবস্থিতি করিলেন। পরে কতিপয় রাক্ষস সেই ভয়ঙ্কর যুদ্ধ হইতে রক্ষা পাইয়া, রাবণসন্নিধানে কিঙ্করগণের মৃত্যুসমাচার নিবেদন করিল 'সমরে রাক্ষসদিগের মহাবল নিহত হইয়াছে'—রাবণ এই কথা শুনিয়া নয়ন ঘূর্ণিত করিয়া,—প্রহস্তপুত্র জম্বুমালীকে যুদ্ধগমনে আদেশ করিলেন; জম্বুমালী, অপ্রমিত পরাক্রমশালী এবং রণদুর্জ্জয়। ৩০—৪৪।

ত্রিচত্বারিংশ সর্গ।

হনুমান্ কিঙ্করদিগকে সংহার করিয়া ভাবিলেন যে,—"আমি ত কেবল বন বিধ্বস্ত করিয়াছি; কিন্তু রাক্ষসগণের কুলদেবতার প্রাসাদ বিধ্বস্ত করি নাই; অতএব অদ্যই এই প্রাসাদও বিধ্বস্ত করিয়া ফেলিব।"

চৈত্যপ্রাসাদমুৎপ্লুত্য মেরুশৃঙ্গমিবোন্নতম্ ।
আরুরোহ হরিশ্রেষ্ঠো হনুমান্মারুতাত্মজঃ ॥ ৩
আরুহ্য গিরিসঙ্কাশং প্রাসাদং হরিযূথপঃ ।
বভৌ স সুমহাতেজাঃ প্রতিসূর্য্য ইবোদিতঃ ॥ ৪
সম্প্রধৃষ্য তু দুর্দ্ধর্ষশ্চৈত্যপ্রাসাদমুত্তমম্ ।
হনুমান্ প্রজ্বলঁল্লক্ষ্ম্যা পারিযাত্রোপমোহভবৎ ॥ ৫
স ভূত্বা সুমহাকায়ঃ প্রভাবান্মারুতাত্মজঃ ।
ধৃষ্টমাস্ফোটয়ামাস লঙ্কাং শব্দেন পূরয়ন্ ॥ ৬
তস্যাস্ফোটিতশব্দেন মহতা শ্রোত্রঘাতিনা ।
পেতুর্বিহঙ্গমাস্তত্র চৈত্যপালাশ্চ মোহিতাঃ ॥ ৭
অস্ত্রবিজ্জয়তাং রামো লক্ষ্মণশ্চ মহাবলঃ ।
রাজা জয়তি সুগ্রীবো রাঘবেণাভিপালিতঃ ॥ ৮
দাসোহহং কোশলেন্দ্রস্য রামস্যাক্লিষ্টকর্ম্মণঃ ।
হনুমাঞ্ছত্রুসৈন্যানাং নিহন্তা মারুতাত্মজঃ ॥ ৯
ন রাবণসহস্রং মে যুদ্ধে প্রতিবলং ভবেৎ ।
শিলাভিশ্চ প্রহরতঃ পাদপৈশ্চ সহস্রশঃ ॥ ১০
ধর্ষয়িত্বা পুরীং লঙ্কামভিবাদ্য চ মৈথিলীম্ ।
সমৃদ্ধার্থো গমিষ্যামি মিষতাং সর্ব্বরক্ষসাম্ ॥ ১১
এবমুক্ত্বা মহাকায়শ্চৈত্যস্থো হরিযূথপঃ ।
ননাদ ভীমনির্হ্রাদো রক্ষসাং জনয়ন্ ভয়ম্ ॥ ১২
তেন নাদেন মহতা চৈত্যপালাঃ শতং যযুঃ ।
গৃহীত্বা বিবিধানস্ত্রান্ প্রাসান্ খড়্গান্ পরশ্বধান্ ॥ ১৩
বিসৃজন্তো মহাকায়া মারুতিং পর্য্যবারয়ন্ ॥ ১৪
তে গদাভির্বিচিত্রাভিঃ পরিঘৈঃ কাঞ্চনাঙ্গদৈঃ ।
আজঘ্নুর্বানরশ্রেষ্ঠং বাণৈশ্চাদিত্যসন্নিভৈঃ ॥ ১৫
আবর্ত্ত ইব গঙ্গায়াস্তোয়স্য বিপুলো মহান্ ।
পরিক্ষিপ্য হরিশ্রেষ্ঠং স বভৌ রক্ষসাং গণঃ ।
ততো বাতাত্মজঃ ক্রুদ্ধো ভীমং রূপং সমাস্থিতঃ ॥ ১৬
প্রাসাদস্য মহাংস্তস্য স্তম্ভং হেমপরিষ্কৃতম্ ।
উৎপাটয়িত্বা বেগেন হনুমান্ মারুতাত্মজঃ ॥ ১৭
ততস্তং ভ্রাময়ামাস শতধারং মহাবলঃ ।
তত্র চাগ্নিঃ সমভবৎ প্রাসাদশ্চাপ্যদহ্যত ॥ ১৮
দহ্যমানং ততো দৃষ্ট্বা প্রাসাদং হরিযূথপঃ ।
স রাক্ষসশতং হত্বা বজ্রেণেন্দ্র ইবাসুরান্ ।
অন্তরিক্ষস্থিতঃ শ্রীমানিদং বচনমব্রবীৎ ॥ ১৯
মাদৃশানাং সহস্রাণি বিসৃষ্টানি মহাত্মনাম্ ।
বলিনাং বানরেন্দ্রাণাং সুগ্রীববশবর্ত্তিনাম্ ॥ ২০
অটন্তি বসুধাং কৃৎস্নাং বয়মন্যে চ বানরাঃ ॥ ২১

বায়ুনন্দন কপিবর হনুমান্ মনে মনে এই সঙ্কল্প করিয়া, স্বীয় অসীম বল প্রদর্শন করিয়া মেরুশৃঙ্গের ন্যায় উন্নত দেবপ্রাসাদের উপর লাফাইয়া উঠিয়া পড়িলেন। গিরিসদৃশ প্রাসাদে উঠিয়া কপিযূথপতি সুমহাতেজা হনুমান্, দ্বিতীয় সূর্য্যের ন্যায়, প্রকাশ পাইলেন। অনন্তর দুর্দ্ধর্ষ হনুমান্ মনোহর দেবপ্রাসাদ-ভঞ্জন-পূর্ব্বক জয়শ্রী-সমুজ্জ্বল হইয়া পারিযাত্র পর্ব্বতের ন্যায় শোভা পাইলেন। বায়ুনন্দন স্বীয় অলৌকিক শক্তি-বলে অতিশয় শরীর বৃদ্ধি করিয়া, নির্ভয়ে এমন সিংহ-নাদ করিলেন যে তদ্দ্বারা লঙ্কানগরী পরিপূর্ণ হইল। এমন কি, সেই শ্রবণ কঠোর ভীষণ শব্দে পক্ষিকুল পতিত ও চৈত্যপাল সকল সেই স্থানেই মূর্চ্ছিত হইল। "অস্ত্র-বিদ্যা-প্রধান রামের জয় হউক, মহাবল লক্ষ্মণের জয় হউক, রাঘবপালিত সুগ্রীবের জয় হউক। আমি অক্লিষ্টকর্ম্মা কোশলপতি রামের দাস হনুমান্; আমি বায়ুনন্দন, সমরে শত্রুসৈন্যের সংহার আমার কার্য্য। আমি সহস্র সহস্র বৃক্ষ ও শিলা দ্বারা প্রহার করিতে থাকিলে, সহস্র রাবণও সংগ্রামে আমার সমকক্ষ হইতে পারে না। সীতাকে অভি-বাদন ও রাক্ষসগণের সমক্ষে লঙ্কাপুরী ধ্বংস করিয়া সম্পূর্ণ কৃতকার্য্য হইয়া স্বস্থানে প্রস্থান করিব'।১—১১। দেবপ্রাসাদ-সংস্থ হরিযূথপতি মহাকায় হনুমান্ এইরূপ বলিয়া রাক্ষসদিগের ভয় উৎপাদনপূর্ব্বক ভীমরবে সিংহনাদ করিলেন। প্রাসাদ-রক্ষক একশত মহাকায় রাক্ষস, সেই সিংহনাদশ্রবণপূর্ব্বক খড়্গ-পরশু-প্রাস-প্রভৃতি বিবিধ অস্ত্র নিক্ষেপ করত অগ্রসর হইয়া, হনূমান্‌কে চতুর্দ্দিকে বেষ্টন করিল। ১২—১৪। তাহারা বিচিত্র গদা, সৌবর্ণ বলয়-বেষ্টিত পরিঘ ও সূর্য্যের ন্যায় প্রভাশালী শরসমূহ দ্বারা বানরবর হনুমান্‌কে প্রহার করিতে লাগিল। সেই রাক্ষসেরা হনূমান্‌কে বেষ্টন করিয়া গঙ্গা-প্রবাহের বিশাল আবর্ত্তের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল। পবননন্দন বৃহৎকায় মহাবল হনূমান্ কুপিত হইয়া ভীষণ রূপ ধারণ-পূর্ব্বক, সেই প্রাসাদের স্বর্ণ-খচিত শতধার স্তম্ভ সবেগে উপড়াইয়া ঘুরাইতে লাগিলেন। ঘর্ষণ সংঘর্ষণে সহসা অগ্নি সমুত্থিত হইল; সেই অনলে প্রাসাদ দগ্ধ হইয়া গেল। পরে বানরযূথ-পতি শ্রীমান্ হনুমান্, প্রাসাদদাহ অবলোকনপূর্ব্বক, বজ্রপ্রহারে ইন্দ্র যেমন অসুরদিগকে বধ করেন, সেই-রূপ সেই এক-শত রাক্ষস বধ করিলেন। অনন্তর আকাশে উত্থিত হইয়া বলিতে লাগিলেন,—"সুগ্রীবের বশবর্ত্তী বৃহদাকার আমার ন্যায় বলবান্ সহস্র সহস্র প্রধান বানর প্রভুর আদেশে বহির্গত হইয়া সমগ্র বসুধা-মণ্ডল বিচরণ করিতেছে এবং অপরাপর বানর

দশনাগবলাঃ কেচিৎ কেচিদ্দশগুণোত্তরাঃ।
কেচিন্নাগসহস্রস্য বভূবুস্তুল্যবিক্রমাঃ॥ ২২
সন্তি চৌঘবলাঃ কেচিৎ সন্তি বায়ুবলোপমাঃ।
অপ্রমেয়বলাঃ কেচিৎ তত্রাসন্ হরিযূথপাঃ॥ ২৩
ঈদৃগ্বিধৈস্তু হরিভির্বৃতো দন্তনখায়ুধৈঃ।
শতৈঃ শতসহস্রৈশ্চ কোটিভিশ্চাযুতৈরপি॥ ২৪
আগমিষ্যতি সুগ্রীবঃ সর্কেষাং বো নিসূদনঃ।
নেয়মস্তি পুরী লঙ্কা ন যূয়ং ন চ রাবণঃ।
যস্মাদিক্ষ্বাকুবীরেণ বদ্ধং বৈরং মহাত্মনা॥ ২৫

ইতি সুন্দরকাণ্ডে ত্রিচত্বারিংশঃ সর্গঃ॥ ৪৩॥

চতুশ্চত্বারিংশঃ সর্গঃ।

সন্দিষ্টো রাক্ষসেন্দ্রেণ প্রহস্তস্য সুতো বলী।
জম্বুমালী মহাদংষ্ট্রো নির্জ্জগাম ধনুর্দ্ধরঃ॥ ১
রক্তমাল্যাম্বরধরঃ স্রগ্বী রুচিরকুণ্ডলঃ।
মহান্ বিবৃত্তনয়নশ্চণ্ডঃ সমরদুর্জ্জয়ঃ॥ ২
ধনুঃ শক্রধনুঃপ্রখ্যং মহদ্রুচিরশায়কম্।
বিস্ফারয়াণো বেগেন বজ্রাশনিসমস্বনম্॥ ৩
তস্য বিস্ফারঘোষেণ ধনুষো মহতা দিশঃ।
প্রদিশশ্চ নভশ্চৈব সহসা সমপূর্য্যত॥ ৪
রথেন খরযুক্তেন তমাগতমুদীক্ষ্য সঃ।
হনুমান্ বেগসম্পন্নো জহর্ষ চ ননাদ চ॥ ৫
তং তোরণবিটঙ্কস্থং হনুমন্তং মহাকপিম্।
জম্বুমালী মহাতেজা বিব্যাধ নিশিতৈঃ শরৈঃ॥ ৬
অর্দ্ধচন্দ্রেণ বদনে শিরস্যেকেন কর্ণিনা।
বাহ্বোর্বিব্যাধ নারাচৈর্দ্দশভিস্তু কপীশ্বরম্॥ ৭
তস্য তৎ শুশুভে তাম্রং শরেণাভিহতং মুখম্।
শরদীবাম্বুজং ফুল্লং বিদ্ধং ভাস্কররশ্মিনা॥ ৮
তত্তস্য রক্তং রক্তেন রঞ্জিতং শুশুভে মুখম্।
যথাকাশে মহাপদ্মং সিক্তং কাঞ্চনবিন্দুভিঃ॥ ৯
চুকোপ বাণাভিহতো রাক্ষসস্য মহাকপিঃ।
ততঃ পার্শ্বেঽতিবিপুলাং দদর্শ মহতীং শিলাম্॥ ১০
তরসা তাং সমুৎপাট্য চিক্ষেপ জববদ্বলী।
তাং শরৈর্দশভিঃ ক্রুদ্ধস্তাড়য়ামাস রাক্ষসঃ॥ ১১
বিপন্নং কর্ম্ম তৎ দৃষ্ট্বা হনুমাংশ্চণ্ডবিক্রমঃ।
সালং বিপুলমুৎপাট্য ভ্রাময়ামাস বীর্য্যবান্॥ ১২
ভ্রাময়ন্তং কপিং দৃষ্ট্বা সালবৃক্ষং মহাবলম্।
চিক্ষেপ সুবহূন্ বাণান্ জম্বুমালী মহাবলঃ॥ ১৩

সকলও ভ্রমণ করিতেছে। তন্মধ্যে কতকগুলির বল দশহস্তিতুল্য, কতকগুলির বল শতহস্তিতুল্য, কতকগুলির বিক্রম সহস্রহস্তীর সদৃশ, কতকগুলির বল জলপ্রবাহতুল্য, কতকগুলির বল বায়ুতুল্য এবং কতকগুলি বানরযূথপতির বলের সীমা নাই। দন্ত-নখায়ুধধারী এবম্প্রকার অসংখ্য বানর-সৈন্যে পরিবেষ্টিত হইয়া তোমাদের সকলের নিহন্তা সুগ্রীব আগমন করিবেন। ইক্ষ্বাকুবংশ-সম্ভূত মহাত্মা বীর রামের সহিত যখন তোমরা শত্রুতা করিয়াছ, তখন জানিও—তোমাদের এই লঙ্কাও নাই, তোমরাও নাই, তোমাদের রাবণও নাই।" ১৫—২৫।

চতুশ্চত্বারিংশ সর্গ।

প্রহস্ত-পুত্র মহাবল-পরাক্রান্ত মহাদংষ্ট্র ধনুর্দ্ধর জম্বুমালী রাক্ষসরাজের আদেশে হনুমানের বিরুদ্ধে নির্গত হইল। তাহার মাল্য ও বসন রক্তবর্ণ, কর্ণে, কুণ্ডল, নয়ন রোষ-ঘূর্ণিত। রণে তাহাকে পরাজিত করা দুঃসাধ্য। তাহার হস্তে ইন্দ্রধনুঃসদৃশ অপূর্ব্ব ধনু, সুতীক্ষ্ণ বাণ,—সেই শরাসনের টঙ্কারশব্দ বজ্র-নির্ঘোষের ন্যায় ভীষণ;—জম্বুমালী দ্রুতহস্তে শরাসন বিস্ফারণ করিল। সেই বিস্ফারণ-জনিত ভীষণ টঙ্কারশব্দে দিগ্‌বিদিক্ এবং আকাশমণ্ডল সহসা পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। ১—৪। সেই বেগবান্ হনুমান্ খর-যুক্তরথারোহণে সমাগত জম্বুমালীকে দেখিয়া আনন্দে সিংহনাদ করিলেন। অমনি মহাতেজা জম্বুমালী তোরণ-বিটঙ্কস্থিত মহাকপি হনুমান্‌কে নিশিত শরনিকরে বিদ্ধ করিল। মুখমণ্ডলে অর্দ্ধচন্দ্রবাণ, মস্তকে কর্ণিবাণ এবং বাহুযুগলে নারাচ নিক্ষেপ করিয়া বানরশ্রেষ্ঠ হনুমান্‌কে বিদ্ধ করিল। তাঁহার স্বভাবতঃ লোহিতবর্ণ মুখপদ্ম বাণবিদ্ধ হইয়া, সূর্য্যকিরণসম্পর্কে প্রস্ফুটিত শারদীয় কোকনদের ন্যায়, শোভিত হইল। অপিচ তাঁহার স্বাভাবিক লোহিত মুখ রুধির দ্বারা রঞ্জিত হইয়া যেন রক্তাশোক-পুষ্পরসে সিক্ত আকাশে দৃশ্যমান রক্ত-কমলের ন্যায় শোভা পাইল। হনুমান্, রাক্ষসের শরনিকরে সমাহত হইয়া ক্রোধান্বিত হইলেন এবং পার্শ্বে এক অতি বিশাল মহাশিলা দেখিয়া, সবলে উৎপাটনপূর্ব্বক সবেগে নিক্ষেপ করিলেন। বলবান্ রাক্ষসও ক্রুদ্ধ হইয়া দশটী শর দ্বারা সেই শিলা ছেদন করিল। তখন সেই প্রচণ্ডপরাক্রম বীর হনুমান্ শিলাসম্পাত ব্যর্থ হইল দেখিয়া, এক বিশাল শাল বৃক্ষ উপড়াইয়া ঘুরাইতে লাগিলেন। মহাবল জম্বুমালী মহাবল বানরকে শালবৃক্ষ ঘুরাইতে দেখিয়া শরজাল

সালং চতুর্ভিশ্চিচ্ছেদ বানরং পঞ্চভির্ভুজে।
উরস্যেকেন বাণেন দশভিস্তু স্তনান্তরে॥ ১৪
স শরৈঃ পূরিততনুঃ ক্রোধেন মহতা বৃতঃ।
তমেব পরিঘং গৃহ্য ভ্রাময়ামাস বেগিতঃ॥ ১৫
অতিবেগোঽতিবেগেন ভ্রাময়িত্বা মহোৎকটঃ।
পরিঘং পাতয়ামাস জম্বুমালের্মহোরসি॥ ১৬
তস্য চৈব শিরো নাস্তি ন বাহূ জানুনী ন চ
ন ধনুর্ন রথো নাশ্বাস্তত্রাদৃশ্যন্ত নেষবঃ॥ ১৭
স হতস্তরসা তেন জম্বুমালী মহারথঃ।
পপাত নিহতো ভূমৌ চূর্ণিতাঙ্গ ইব দ্রুমঃ॥ ১৮
জম্বুমালিং সুনিহতং কিঙ্করাংশ্চ মহাবলান্।
চক্রোধ রাবণঃ শ্রুত্বা কোপসংরক্তলোচনঃ॥ ১৯

স রোষসংবর্ত্তিততাম্রলোচনঃ
প্রহস্তপুত্রে নিহতে মহাবলে।
অমাত্যপুত্রানতিবীর্যবিক্রমান্
সমাদিদেশাশু নিশাচরেশ্বরঃ॥ ২০

ইতি সুন্দরকাণ্ডে চতুশ্চত্বারিংশঃ সর্গঃ॥ ৪৪॥

নিক্ষেপ করিল। ৫—১৩। জম্বুমালী চারিবাণে শালবৃক্ষ ছেদন করিয়া, অপর পঞ্চ বাণে বাহু, এক বাণে বক্ষঃস্থল ও দশ বাণে স্তনমধ্য বিদ্ধ করিল। হনুমানের সর্ব্বশরীর শরনিকরে ব্যাপ্ত হইল, তখন তিনি অতিশয় ক্রোধপরবশ হইয়া শত্রুতাক্ত পরিঘ লইয়া সবেগে ঘুরাইতে লাগিলেন। মহোৎকট অতি বেগবান্ হনুমান্, বেগসহকারে পরিঘ ঘুরাইয়া, জম্বুমালীর বিশাল বক্ষঃস্থলে নিক্ষেপ করিলেন। সেই পরিঘ-সম্পাতমাত্রেই তাহার মস্তক, বাহু, জানু, ধনুঃ, রথ, রথবাহী অশ্বসদৃশ গর্দ্দভ, কিছুই আর থাকিল না। মহারথ জম্বুমালী, হনুমান্ কর্ত্তৃক সত্বর নিহত হইয়া, চূর্ণিত তরুর ন্যায়, ভূতলে পতিত হইল। রাবণ,—মহাবল কিঙ্কর সকল ও জম্বুমালীর নিধন-বার্ত্তা শুনিয়া অতিশয় ক্রোধাবিষ্ট হইলেন। ক্রোধে তাঁহার নয়ন রক্তবর্ণ হইল। মহাবল প্রহস্ত-পুত্র নিহত হইলে, রাক্ষসরাজ রাবণ, ক্রোধনিবন্ধন নয়নদ্বয় রক্তবর্ণ ও ঘূর্ণিত করিয়া, অতিশয় বলবান্ বিক্রমশালী অমাত্যপুত্রদিগকে তৎক্ষণাৎ যুদ্ধগমনে আজ্ঞা দিলেন। ১৪—২০।

পঞ্চচত্বারিংশঃ সর্গঃ।

ততস্তে রাক্ষসেন্দ্রেণ চোদিতা মন্ত্রিণঃ সুতাঃ।
নির্যযুর্ভবনাত্তস্মাৎ সপ্ত সপ্তার্চ্চিবর্চ্চসঃ॥ ১
মহদ্বলপরীবারা ধনুষ্মন্তো মহাবলাঃ।
কৃতাস্ত্রাস্ত্রবিদাং শ্রেষ্ঠাঃ পরস্পরজয়ৈষিণঃ॥ ২
হেমজালপরিক্ষিপ্তৈর্ধ্বজবদ্ভিঃ পতাকিভিঃ।
তোয়দস্বননির্ঘোষৈর্বাজিযুক্তৈর্মহারথৈঃ॥ ৩
তপ্তকাঞ্চনচিত্রাণি চাপান্যমিতবিক্রমাঃ।
বিস্ফারয়ন্তঃ সংহৃষ্টাস্তড়িত্বন্ত ইবাম্বুদাঃ॥ ৪
জনন্যস্তু ততস্তেষাং বিদিত্বা কিঙ্করান্ হতান্
বভূবুঃ শোকসম্ভ্রান্তাঃ সবান্ধবসুহৃজ্জনাঃ॥ ৫
তে পরস্পরসংঘর্ষাত্তপ্তকাঞ্চনভূষণাঃ।
অভিপেতুর্হনুমন্তং তোরণস্থমবস্থিতম্॥ ৬
সৃজন্তো বাণবৃষ্টিং তে রথগর্জ্জিতনিস্বনাঃ।
প্রাবৃট্কাল ইবাম্ভোদা বিচেরুর্নৈর্ঋতাম্বুদাঃ॥ ৭
অবকীর্ণস্ততস্তাভির্হনুমান্ শরবৃষ্টিভিঃ।
অভবৎ সংবৃতাকারঃ শৈলরাড়িব বৃষ্টিভিঃ॥ ৮
স শরান্ মোক্ষয়ামাস তেষামাশুচরঃ কপিঃ।

পঞ্চচত্বারিংশ সর্গ।

অনন্তর সপ্তমন্ত্রিপুত্র, রাক্ষসরাজের আদেশে, যুদ্ধার্থ সেই রাজভবন হইতে বহির্গত হইল; তাহাদের তেজ অগ্নির ন্যায়, সঙ্গে মহতী সেনা। তাহারা অস্ত্রশিক্ষিত, ধনুর্দ্ধর-প্রধান এবং পরস্পর জয়াকাঙ্ক্ষী। সেই মহাবল মন্ত্রিপুত্রগণের হস্তে ধনু, আরোহণে অশ্বযুক্ত রথ; রথে স্বর্ণ-নির্ম্মিত জালমালা, বিস্তৃত ধ্বজপতাকা, রথনির্ঘোষ মেঘধ্বনির ন্যায়; সেই অতুলবিক্রমসম্পন্ন রাক্ষসেরা অতিশয় হৃষ্ট হইয়া, বিশুদ্ধকাঞ্চন-চিত্রিত চাপ আস্ফালন করত, বিদ্যুৎশোভিত মেঘমালার ন্যায় দৃষ্ট হইতে লাগিল। তৎকালে তাহাদের জননীগণ কিঙ্করদিগের মৃত্যুবিবরণ অবগত হইয়া সুহৃদ্ ও বান্ধবদিগের সহিত শোকাকুল হইল। রাক্ষসেরা স্বর্ণ-অলঙ্কারে ভূষিত হইয়া,—"আমি অগ্রে, আমি অগ্রে" এইরূপ পরস্পর স্পর্দ্ধা করিয়া, তোরণের উপরি নিশ্চলভাবে অবস্থিত হনুমানের অভিমুখে আপতিত হইল। রথগর্জ্জনরূপ ধ্বনিসমন্বিত রাক্ষসরূপ মেঘসকল, বাণ বর্ষণ করত, বর্ষাকালীন বারিদবৃন্দের ন্যায় রণভূমে বিচরণ করিতে লাগিল। বেগবান্ হনুমান্ তখন শরনিকরে সমাচ্ছন্ন হইয়া, বৃষ্টির জলে আকীর্ণ গিরিরাজের ন্যায়, একেবারে অদৃশ্য

রথবেগাংশ্চ বীরাণাং বিচরন্ বিমলেঽম্বরে ॥ ৯
স তৈঃ ক্রীড়ন্ ধনুষ্মদ্ভির্ব্যোম্নি বীরঃ প্রকাশতে।
ধনুষ্মদ্ভির্যথা মেঘৈর্মারুতঃ প্রভুরম্বরে ॥ ১০
স কৃত্বা নিনদং ঘোরং ত্রাসয়ংস্তাং মহাচমূম্
চকার হনুমান্ বেগং তেষু রক্ষঃসু বীর্যবান্ ॥ ১১
তলেনাভ্যহনৎ কাংশ্চিৎ পাদৈঃ কাংশ্চিৎ পরন্তপঃ।
মুষ্টিভিশ্চাহনৎ কাংশ্চিন্নখৈঃ কাংশ্চিদ্বিদারয়ৎ ॥ ১২
প্রমমাথোরসা কাংশ্চিদূরুভ্যামপরানপি।
কেচিত্তস্যৈব নাদেন তত্রৈব পতিতা ভুবি ॥ ১৩
ততস্তেষ্ববপন্নেষু ভূমৌ নিপতিতেষু চ।
তৎ সৈন্যমগমৎ সর্ব্বং দিশো দশ ভয়ার্দ্দিতম্ ॥ ১৪
বিনেদুর্বিস্বরং নাগা নিপেতুর্ভুবি বাজিনঃ।
ভগ্ননীড়ধ্বজচ্ছত্রৈর্ভূশ্চ কীর্ণাভবদ্রথৈঃ ॥ ১৫
স্রবতা রুধিরেণাথ স্রবন্ত্যো দর্শিতাঃ পথি।
বিবিধৈশ্চ স্বরৈর্লঙ্কা ননাদ বিকৃতং তদা ॥ ১৬
স তান্ প্রবৃদ্ধান্ বিনিহত্য রাক্ষসান্
মহাবলশ্চণ্ডপরাক্রমঃ কপিঃ।
যুযুৎসুরন্যৈঃ পুনরেব রাক্ষসৈ-
স্তমেব বীরোঽভিজগাম তোরণম্ ॥ ১৭

ইতি সুন্দরকাণ্ডে পঞ্চচত্বারিংশঃ সর্গঃ ॥ ৪৫ ॥

হইলেন। হনুমান্ শীঘ্রগমনে সুদৃঢ় আকাশে বিচরণ করত তাহাদের শর ব্যর্থ করিলেন।—বেগগামী রথও তাঁহার অনুসরণে সক্ষম হইল না। ১—৯। বায়ু যেমন ইন্দ্রচাপসমন্বিত মেঘবৃন্দের সহিত অনায়াসে ক্রীড়া করে, সেইরূপ বীর হনুমান্, ধনুর্দ্ধারী রাক্ষসগণের সহিত যেন ক্রীড়া করতই অম্বর-তলে প্রকাশ পাইলেন। শত্রুতাপন বীর্য্যবান হনুমান্ ঘোরতর শব্দ করিয়া, সেই মহতী রাক্ষস-সেনার ত্রাস উৎপাদনপূর্ব্বক রাক্ষসদিগের অভিমুখে সবেগে দৌড়িলেন। হনুমান্,—কাহাকে মুষ্টি-প্রহার, কাহাকে চপেটাঘাত, কাহাকে পদাঘাত, কাহাকে নখর দ্বারা বিদারণ, কাহাকে বক্ষঃ দ্বারা মথিত এবং অন্য সকলকে উরু দ্বারা বিমর্দ্দিত করিলেন। কেহ বা তাঁহার নিনাদ শুনিয়াই ভূতলে পতিত হইল। তাহারা অবসন্ন হইয়া ধরাতলে পতিত হইলে রাক্ষস-সেনাগণ ভয়পীড়িত হইয়া, দশদিকে পলায়ন করিল। হস্তী সকল বিকট শব্দে চীৎকার করিতে লাগিল এবং অশ্ব সকল অবনীতলে পতিত হইল, রথের নীড় ধ্বজ ও ছত্র ভগ্ন হইয়া ধরাতল সমাচ্ছন্ন করিল। তাহাদের শরীর-ক্ষরিত রুধির-প্রবাহে রণমার্গে নদী-দর্শন ঘটিল। তৎকালে লঙ্কা নগরী, রাক্ষসদিগের নানাবিধ চীৎকারশব্দে প্রতিধ্বনিত হইয়া, বিকৃত শব্দে নিনাদ করিতে লাগিল। প্রচণ্ডবিক্রম মহাবল বীর হনুমান্, সেই সকল প্রধান রাক্ষসদিগকে নিহত করিয়া, পুনরায় অন্যান্য রাক্ষসগণের সহিত যুদ্ধ করিবার অভিলাষী হইয়া সেই তোরণে গমন করিলেন। ১০—১৭।

ষট্‌চত্বারিংশঃ সর্গঃ।

হতান্ মন্ত্রিসুতান্ বুদ্ধ্বা বানরেণ মহাত্মনা।
রাবণঃ সংবৃতাকারশ্চকার মতিমুত্তমাম্ ॥ ১
স বিরূপাক্ষযূপাক্ষৌ দুর্দ্ধরঞ্চৈব রাক্ষসম্।
প্রঘসং ভাসকর্ণঞ্চ পঞ্চ সেনাগ্রনায়কান্ ॥ ২
সন্দিদেশ দশগ্রীবো বীরান্ নয়বিশারদান্
হনুমদ্‌গ্রহণে ব্যগ্রান্ বায়ুবেগসমান্ যুধি ॥ ৩
যাত সেনাগ্রগাঃ সর্ব্বে মহাবলপরিগ্রহাঃ।
সবাজিরথমাতঙ্গাঃ স কপিঃ শাস্যতামিতি ॥ ৪
যত্তৈশ্চ খলু ভাব্যং স্যাৎ তমাসাদ্য বনালয়ম্।
কর্ম্ম চাপি সমাধেয়ং দেশকালাবিরোধিতম্ ॥ ৫
ন হ্যহং তং কপিং মন্যে কর্ম্মণা প্রতিতর্কয়ন্।
সর্ব্বথা তন্মহদ্ভূতং মহাবলপরিগ্রহম্ ॥ ৬
বানরোঽয়মিতি জ্ঞাত্বা ন হি শুধ্যতি মে মনঃ।

ষট্‌চত্বারিংশ সর্গ।

রাবণ, মহাবীর-হনুমানের হস্তে মন্ত্রিপুত্রগণের নিধনবার্ত্তা শুনিয়া অন্তরস্থ ভয় সংগোপনপূর্ব্বক, ধৈর্য্য ধারণ করিয়া, নীতিবিশারদ বায়ুসদৃশ-বেগবান্ ক্ষিপ্রকারী বীর বিরূপাক্ষ যূপাক্ষ দুর্দ্ধর, প্রঘস ও ভাসকর্ণ,—এই পাঁচটী সেনাপতিকে হনুমানের বন্ধন জন্য যুদ্ধগমনে আজ্ঞা করিলেন; বলিলেন,—হস্তী, অশ্ব, রথ, এবং পদাতিময়ী মহতী সেনা সঙ্গে লইয়া এবং স্বয়ং তোমরা সেই মহতী সেনার অগ্রগামী হইয়া গমন কর। সেই বানরকে তোমরাই শাসন করিবে। সেই বনবাসী বানরের সমীপে গমন করিয়া সতর্কতার সহিত দেশ-কালোচিত কার্য্য সম্পন্ন করিবে। কারণ আমি তাহার কার্য্যসমূহ পর্য্যালোচনা করিয়া তাহাকে বানর বলিয়া বিবেচনা করিতে পারি না। প্রত্যুত তাহাকে সর্ব্বতোভাবে প্রবল বলসম্পন্ন কোন মহাপ্রাণী বলিয়াই বোধ করি। যেরূপ সংবাদ উপস্থিত, তাহাতে তাহাকে বনের বানর বলিয়া বিবেচনা করিতে পারি না। অতএব 'এ বানর'

নৈবাহং তং কপিং মন্যে যথেয়ং প্রকৃতা কথা।
ভবেদিন্দ্রেণ বা সৃষ্টমস্মদর্থং তপোবলাৎ ॥ ৭
সনাগযক্ষগন্ধর্ব্বদেবাসুরমহর্ষয়ঃ।
যুষ্মাভিঃ প্রহিতৈঃ সর্ব্বৈর্ময়া সহ বিনির্জ্জিতাঃ ॥ ৮
তৈরবশ্যং বিধাতব্যং ব্যলীকং কিঞ্চিদেব নঃ।
তদেব নাত্র সন্দেহঃ প্রসহ্য পরিগৃহ্যতাম্ ॥ ৯
যাত সেনাগ্রগাঃ সর্ব্বে মহাবলপরিগ্রহাঃ।
সবাজিরথমাতঙ্গাঃ স কপিঃ শাস্যতামিতি ॥ ১০
নাবমন্যো ভবদ্ভিশ্চ কপির্ধীরপরাক্রমাঃ।
দৃষ্টা চ হরয়ঃ শীঘ্রং ময়া বিপুলবিক্রমাঃ ॥ ১১
বালী চ সহসুগ্রীবো জাম্ববাংশ্চ মহাবলঃ।
নীলঃ সেনাপতিশ্চৈব যে চান্যে দ্বিবিদাদয়ঃ ॥ ১২
নৈব তেষাং গতির্ভীমা ন তেজো ন পরাক্রমঃ।
ন মতির্ন বলোৎসাহৌ ন রূপপরিকল্পনম্ ॥ ১৩
মহৎ সত্ত্বমিদং জ্ঞেয়ং কপিরূপং ব্যবস্থিতম্।
প্রযত্নং মহদাস্থায় ক্রিয়তামস্য নিগ্রহঃ ॥ ১৪
কামং লোকাস্ত্রয়ঃ সেন্দ্রাঃ সসুরাসুরমানবাঃ।
ভবতামগ্রতঃ স্থাতুং ন পর্য্যাপ্তা রণাজিরে ॥ ১৫
তথাপি তু নয়জ্ঞেন জয়মাকাঙ্ক্ষতা রণে।
আত্মা রক্ষ্যঃ প্রযত্নেন যুদ্ধসিদ্ধির্হি চঞ্চলা ॥ ১৬
তে স্বামিবচনং সর্ব্বে প্রতিগৃহ্য মহৌজসঃ।
সমুৎপেতুর্মহাবেগা হুতাশসমতেজসঃ ॥ ১৭
রথৈশ্চ মত্তৈর্নাগৈশ্চ বাজিভিশ্চ মহাজবৈঃ।
শস্ত্রৈশ্চ নিশিতৈস্তীক্ষ্ণৈঃ সর্ব্বৈশ্চোপহিতা বলৈঃ ॥ ১৮
ততস্তং দদৃশুর্বীরা দীপ্যমানং মহাকপিম্।
রশ্মিমন্তমিবোদ্যন্তং স্বতেজোরশ্মিমালিনম্ ॥ ১৯
তোরণস্থং মহাবেগং মহাসত্ত্বং মহাবলম্।
মহামতিং মহোৎসাহং মহাকায়ং মহাভুজম্ ॥ ২০
তং সমীক্ষ্যৈব তে সর্ব্বে দিক্ষু সর্ব্বাস্ববস্থিতাঃ।
তৈস্তৈঃ প্রহরণৈর্ভীমৈরভিপেতুস্ততস্ততঃ ॥ ২১
তস্য পঞ্চায়সাস্তীক্ষ্ণাঃ শিতাঃ পীতমুখাঃ শরাঃ।
শিরস্যুৎপলপত্রাভা দুর্দ্ধরেণ নিপাতিতাঃ ॥ ২২
স তৈঃ পঞ্চভিরাবিদ্ধঃ শরৈঃ শিরসি বানরঃ।
উৎপপাত নদন্ ব্যোম্নি দিশো দশ বিনাদয়ন্ ॥ ২৩
ততস্তু দুর্দ্ধরো বীরো সরথঃ সজ্জকার্ম্মুকঃ।
কিরন্ শরশতৈর্নৈকৈরভিপেদে মহাবলঃ ॥ ২৪
স কপির্বারয়ামাস তং ব্যোম্নি শরবর্ষিণম্।

—এইরূপ প্রত্যয় করিয়া, আমার অন্তঃকরণ বিশুদ্ধ হইতেছে না। প্রত্যুত দেবেন্দ্র আমাদিগের দমনের নিমিত্ত তপঃপ্রভাবে ইহাকে সৃষ্টি করিয়া থাকিবেন। বিশেষতঃ তোমাদিগকে সঙ্গে লইয়া আমি সুর, অসুর, গন্ধর্ব্ব, নাগ ও মহর্ষিদিগকে পরাজয় করিয়াছি। বোধ করি,—এখন আমাদের কিছু অপকার করিবার কাল তাহাদের উপস্থিত। সেই জন্যই এই বানর-রূপী প্রাণীর সৃষ্টি। তাহাই বটে, সন্দেহ নাই। বল-পূর্ব্বক তাহাকে বন্ধন করিয়া আনয়ন করিবে। আবার বলি,—হয়, গজ, রথ, পদাতিময়ী মহতী সেনা লইয়া এবং তোমরা স্বয়ং সেই সেনার অগ্রগামী হইয়া গমন কর, তোমরাই সেই বানরকে শাসন করিবে। সেই বানরবীরও অতীব পরাক্রমশালী, তাহাকে তোমরা অবজ্ঞা করিও না। আমি প্রবল-প্রতাপ বালী, সুগ্রীব, মহাবল জাম্ববান্, সেনাপতি নীল ও দ্বিবিদ প্রভৃতি বেগবান্ অনেক বানরকে অবলোকন করিয়াছি, কিন্তু তাহাদের এবম্প্রকার ভীষণ গতি, তেজ, পরাক্রম, বুদ্ধি, বল, উৎসাহ বা অভিলাষানুরূপ রূপ ধারণ করিবার শক্তি নাই। অতএব উপস্থিত বানরকে বানর-রূপধারী কোন মহৎ সত্ত্ব-সম্পন্ন জীব বলিয়া জানিবে। অতএব তোমরা পরম যত্ন করিয়া তাহার নিগ্রহ করিবে। ১—৪। যদিচ ইন্দ্রাদি দেবতা দানব ও মানব-সমন্বিত ত্রিলোক,—তোমাদিগের সম্মুখে যুদ্ধক্ষেত্রে অবস্থান করিতে অসমর্থ বটে, কিন্তু যখন যুদ্ধে জয়ের কোন স্থিরতা নাই, তখন জয়াভিলাষী নীতিজ্ঞ ব্যক্তির যত্নপূর্ব্বক সংগ্রামে আত্মরক্ষা করা অবশ্য-কর্ত্তব্য। অনলসমান তেজস্বী সেই মহাবল রাক্ষসগণ প্রভুর আদেশ অঙ্গীকার করিয়া রথ, মত্তহস্তী, বেগবান্ অশ্ব, তীক্ষ্ণ-শাণিত অস্ত্র এবং সর্ব্বপ্রকার বলে সুন্দররূপে সজ্জিত হইয়া প্রবলবেগে ধাবিত হইল। সেই সময়ে মহাবল বানরশ্রেষ্ঠ হনুমান্, স্বীয় তেজঃপ্রভাবে দীপ্তি-মান্ হইয়া, উদয়াচলারূঢ় সূর্য্যের ন্যায় তোরণের উপরিভাগে অবস্থিতি করিতেছিলেন। তাঁহার শরীর ও বাহুদ্বয় অতীব দীর্ঘ; বুদ্ধি, উৎসাহ, বেগ, বীর্য্য ও প্রভাব অতীব প্রবল। সেই সবল রাক্ষসবীর, হনু-মানকে নিরীক্ষণ করিয়াই চতুর্দ্দিকে অবস্থিত হইয়া, ভীষণ অস্ত্রসমূহ নিক্ষেপ করিতে করিতে, ক্রমে ক্রমে ভূতলে আপতিত হইতে লাগিল। দুর্দ্ধর রাক্ষস, সুবর্ণ-রঞ্জিত, উৎপলপত্র-সদৃশ, দুর্জ্জয় লৌহনির্ম্মিত মর্ম্ম-চ্ছেদী পাঁচটী তীক্ষ্ণধার বাণ তাঁহার মাথায় বিদ্ধ করিল। হনুমান্, পঞ্চবাণ দ্বারা মস্তকে বিদ্ধ হইয়া, চীৎকার-শব্দে দশদিক্ নিনাদিত করিয়া আকাশপথে উৎপতিত হইলেন; অমনি রথারূঢ় সজ্জ-ধন্বা মহাবল বীর দুর্দ্ধর, শত শত বাণ বিকীর্ণ করিতে করিতে হনুমানের অভিমুখীন হইল। বর্ষার অবসানে বায়ু যেমন বারি-

বৃষ্টিমন্তং পয়োদান্তে পয়োদমিব মারুতঃ ॥ ২৫
অর্দ্দ্যমানস্ততস্তেন দুর্দ্ধরেণানিলাত্মজঃ।
চকার নিনদং ভূয়ো ব্যবর্দ্ধত চ বীর্য্যবান্ ॥ ২৬
স দূরং সহসোৎপত্য দুর্দ্ধরস্য রথে হরিঃ।
নিপপাত মহাবেগো বিদ্যুদ্রাশির্গিরাবিব ॥ ২৭
ততঃ স মথিতাষ্টাশ্বং রথং ভগ্নাক্ষকূবরম্।
বিহায় ন্যপতদ্ভূমৌ দুর্দ্ধরস্ত্যক্তজীবিতঃ ॥ ২৮
তং বিরূপাক্ষযূপাক্ষৌ দৃষ্ট্বা নিপতিতং ভুবি।
তৌ জাতরোষৌ দুর্দ্ধর্ষাবুৎপেততুররিন্দমৌ ॥ ২৯
স তাভ্যাং সহসোৎপ্লুত্য বিষ্ঠিতো বিমলেঽম্বরে।
মুদ্গরাভ্যাং মহাবাহুর্ব্বক্ষস্যভিহতঃ কপিঃ ॥ ৩০
তয়োর্ব্বেগবতোর্ব্বেগং নিহত্য স মহাবলঃ।
নিপপাত পুনর্ভূমৌ সুপর্ণ ইব বেগিতঃ ॥ ৩১
স সালবৃক্ষমাসাদ্য সমুৎপাট্য চ বানরঃ।
তাবুভৌ রাক্ষসৌ বীরৌ জঘান পবনাত্মজঃ ॥ ৩২
ততস্তাংস্ত্রীন্ হতান্ জ্ঞাত্বা বানরেণ তরস্বিনা।
অভিপেদে মহাবেগঃ প্রহস্য প্রঘসো বলী ॥ ৩৩
ভাসকর্ণশ্চ সংক্রুদ্ধঃ শূলমাদায় বীর্য্যবান্।
একতঃ কপিশার্দ্দূলং যশস্বিনমবস্থিতৌ ॥ ৩৪
পট্টিশেন শিতাগ্রেণ প্রঘসঃ প্রত্যযোধয়ৎ।
ভাসকর্ণশ্চ শূলেন রাক্ষসঃ কপিকুঞ্জরম্ ॥ ৩৫
স তাভ্যাং বিক্ষতৈর্গাত্রৈরসৃগ্দিগ্ধতনূরুহঃ।
অভবদ্বানরঃ ক্রুদ্ধো বালসূর্য্যসমপ্রভঃ ॥ ৩৬
সমুৎপাট্য গিরেঃ শৃঙ্গং সমৃগব্যালপাদপম্।
জঘান হনুমান্ বীরো রাক্ষসৌ কপিকুঞ্জরঃ।
গিরিশৃঙ্গসুনিষ্পিষ্টৌ তিলশস্তৌ বভূবতুঃ ॥ ৩৭
ততস্তেষ্ববসন্নেষু সেনাপতিষু পঞ্চসু।
বলং তদবশেষঞ্চ নাশয়ামাস বানরঃ ॥ ৩৮
অশ্বৈরশ্বান্ গজৈর্নাগান্ যোধৈর্যোধান্ রথৈ রথান্।
স কপির্নাশয়ামাস সহস্রাক্ষ ইবাসুরান্ ॥ ৩৯
হতৈর্নাগৈশ্চ তুরগৈর্ভগ্নাক্ষৈশ্চ মহারথৈঃ।
হতৈশ্চ রাক্ষসৈর্ভূমী রুদ্ধমার্গা সমন্ততঃ ॥ ৪০
ততঃ কপিস্তান্ ধ্বজিনীপতীন্ রণে
নিহত্য বীরান্ সবলান্ সবাহনান্।
তদেব বীরঃ পরিগৃহ্য তোরণং
কৃতক্ষণঃ কাল ইব প্রজাক্ষয়ে ॥ ৪১
ইতি সুন্দরকাণ্ডে ষট্‌চত্বারিংশঃ সর্গঃ ॥ ৪৬ ॥

বর্ষণকারী মেঘবৃন্দকে অপসারিত করে, সেইরূপ পবন-নন্দন হনুমান্ বাণ-বর্ষণকারী রাক্ষসকে শূন্যপথে থাকিয়াই সিংহনাদপ্রভাবে নিবারণ করিলেন। পরে বীর্য্যবান্ হনুমান্ দুর্দ্ধরের বাণের আঘাতে পীড়িত হইয়া পুনরায় উল্লম্ফন করত, নিজ দেহ বৃদ্ধি করিলেন। অবশেষে দূর হইতে উল্লম্ফনপূর্ব্বক দুর্দ্ধরের রথে মহাবেগে নিপতিত হইলেন,—পর্ব্বতের উপর যেন বিদ্যুদ্রাশি পতিত হইল। তাহাতে রথের অষ্ট অশ্ব মথিত এবং কূবর ও অক্ষ ভগ্ন হইল। নিহত দুর্দ্ধরও সেই ভগ্ন রথ পরিত্যাগপূর্ব্বক ভূতলে নিপতিত হইল। শত্রুঘাতী দুর্দ্ধর্ষ বিরূপাক্ষ ও যূপাক্ষ তাহাকে ধরাতলে পতিত দেখিয়া, ক্রোধে অধৈর্য্য হইয়া আগমন করিল। তাহারা হঠাৎ উল্লম্ফনপূর্ব্বক বিমল নভোমণ্ডলে অবস্থিত মহাবাহু হনুমানের বক্ষঃস্থলে মুদ্গর দ্বারা প্রহার করিল। পবননন্দন হনুমান্ও বেগবান্ রাক্ষস-দ্বয়ের প্রহার-বেগ বিফল করিয়া, সুপর্ণের ন্যায় অতি বেগে পুনর্ব্বার ভূতলে নিপতিত হইল। তিনি তৎক্ষণাৎ শালবৃক্ষ-সন্নিধানে গমন করিয়া, তাহা উৎপাটনপূর্ব্বক তৎপ্রহারে সেই রাক্ষসবীরদ্বয়কে নিপাতিত করিলেন। পরে, মহাবেগ বলবান্ প্রঘস এবং বীর্য্যবান্ ভাসকর্ণ, বলবান্ বানরের হস্তে তিন সেনাপতির সংহার দেখিয়া, সক্রোধে অট্টহাস্য করিয়া, তাঁহার নিকটে গমন করিল। তাহারা উভয়ে কপি-শার্দ্দূল যশস্বী হনুমানের সমক্ষে একই স্থানে অবস্থিতি করিল; ভাসকর্ণের হস্তে শূল ছিল। তাহাদের মধ্যে প্রঘস, শাণিত পট্টিশ হনুমানের শরীরে প্রোথিত করিল এবং রাক্ষস ভাসকর্ণ শূলদ্বারা হনুমান্‌কে বিঁধিল। তাঁহার শরীর শস্ত্র দ্বারা বিক্ষত হইলে, সেই ক্ষত-স্থান হইতে রুধির নির্গত হওয়ায় লোম সকল লোহিত হইল; তাঁহার দেহকান্তি বাল-সূর্য্যের ন্যায় লোহিত-বর্ণ হইয়া উঠিল; কিন্তু কপিকুঞ্জর বীর হনুমান্ ক্রুদ্ধ হইয়া মৃগ ব্যাল ও পাদপ-সঙ্কুল গিরিশৃঙ্গ-উৎপাটন-পূর্ব্বক সেই রাক্ষসদ্বয়কে আঘাত করিলেন। তাহারা গিরিশৃঙ্গ দ্বারা নিষ্পিষ্ট হইয়া তিল তিল হইয়া গেল। ১৫—৩৭। সেনাপতি সকল নিহত হইলে, কপিবর হনুমান্ তাহাদের অবশিষ্ট সৈন্য সকল সংহার করিলেন। তিনি অশ্বের প্রহারে অশ্ব, গজের আঘাতে গজ, যোধ দ্বারা যোধ ও রথ দ্বারা রথ সকল বিনষ্ট করিতে লাগিলেন। ইন্দ্র যেমন অসুর-সমূহ বিনাশ করেন, তদ্রূপ হনুমান্ সেই রাক্ষসসৈন্য বিনাশ করিলেন। তৎকালে যুদ্ধক্ষেত্রের পথসকল মৃত রাক্ষস, হস্তী, অশ্ব, ও ভগ্নচক্র এবং রথ দ্বারা সমাচ্ছন্ন হইয়া সর্ব্বতো-ভাবে রুদ্ধ হইয়া গেল। পরে বীর হনুমান্ সমরে সেই বীর সেনাপতিদিগকে বল ও বাহনের সহিত বধ করিয়া, পুনর্ব্বার তোরণ অবলম্বনপূর্ব্বক, প্রলয়কালীন

সপ্তচত্বারিংশঃ সর্গঃ।

সেনাপতীন্ পঞ্চ স তু প্রমাপিতান্
হনূমতা সানুচরান্ সবাহনান্।
নিশম্য রাজা সমরোদ্ধতোন্মুখং
কুমারমক্ষং প্রসমৈক্ষতাক্ষম্ ॥ ১
স তস্য দৃষ্ট্যর্পণসম্প্রচোদিতঃ
প্রতাপবান্ কাঞ্চনচিত্রকার্ম্মুকঃ।
সমুৎপপাতাথ সদস্যুদীরিতো
দ্বিজাতিমুখ্যৈর্হবিষেব পাবকঃ ॥ ২
ততো মহান্ বালদিবাকরপ্রভং
প্রতপ্তজাম্বূনদজালসন্ততম্।
রথং সমাস্থায় যযৌ স বীর্য্যবান্
মহাহরিং তং প্রতি নৈঋতর্ষভঃ ॥ ৩
ততস্তপঃসংগ্রহসঞ্চয়ার্জ্জিতং
প্রতপ্তজাম্বূনদজালচিত্রিতম্।
পতাকিনং রত্নবিভূষিতধ্বজং
মনোজবাষ্টাশ্ববরৈঃ সুযোজিতম্ ॥ ৪
সুরাসুরাধৃষ্যমসঙ্গচারিণং
তড়িৎপ্রভং ব্যোমচরং সমাহিতম্।
সতূণমষ্টাসিনিবদ্ধবন্ধুরং
যথাক্রমাবেশিতশক্তিতোমরম্ ॥ ৫
বিরাজমানং প্রতিপূর্ণবস্তুনা
সহেমদাম্না শশিসূর্য্যবর্চ্চসা।
দিবাকরাভং রথমাস্থিতস্ততঃ
স নির্জ্জগামামরতুল্যবিক্রমঃ ॥ ৬
স পূরয়ন্ খঞ্চ মহীঞ্চ সাচলাং
তুরঙ্গমাতঙ্গমহারথস্বনৈঃ।
বলৈঃ সমেতৈঃ সহ তোরণস্থিতং
সমর্থমাসীনমুপাগমৎ কপিম্ ॥ ৭
স তং সমাসাদ্য হরিং হরীক্ষণো
যুগান্তকালাগ্নিমিব প্রজাক্ষয়ে।
অবস্থিতং বিস্মিতজাতসম্ভ্রমং
সমৈক্ষতাক্ষো বহুমানচক্ষুষা ॥ ৮
স তস্য বেগঞ্চ কপের্ম্মহাত্মনঃ
পরাক্রমং চারিষু রাবণাত্মজঃ।
বিচারয়ন্ স্বঞ্চ বলং মহাবলো
যুগক্ষয়ে সূর্য্য ইবাভিবর্দ্ধত ॥ ৯
স জাতমন্যুঃ প্রসমীক্ষ্য বিক্রমং
স্থিতঃ স্থিরঃ সংযতি দুর্নিবারণম্।

কৃতান্তের ন্যায় হন্তব্য পুরুষের অভাবে, অবসর পাইয়া, অবস্থান করিতে লাগিলেন। ৩৮—৪১।

সপ্তচত্বারিংশ সর্গ।

রাক্ষসরাজ রাবণ হনমানের হস্তে সানুচর সবাহন, পঞ্চ-সেনাপতির নিধন-বার্ত্তা শ্রবণ করিয়া, রণোদ্ধত রণোন্মুখ সম্মুখস্থ কুমার অক্ষের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন। অগ্নি যেমন যজ্ঞশালায় শ্রেষ্ঠতম ব্রাহ্মণপ্রদত্ত আহুতি পাইয়া ঊর্দ্ধে উত্থিত হয় সেইরূপ সেই প্রতাপশালী রাক্ষস, তাঁহার দৃষ্টিপাতমাত্রে যুদ্ধের অনুমতি পাইয়া সুবর্ণখচিত ধনু লইয়া শূন্যপথে উৎপতিত হইল। পরে অমরতুল্য পরাক্রমসম্পন্ন, বীর্য্যবান্, বৃহৎকায়, রাক্ষসবর অক্ষ, বিশুদ্ধসুবর্ণজাল-আবৃত নবোদিতসূর্য্য-প্রতিম রথে চড়িয়া কপিশ্রেষ্ঠ হনমানের অভিমুখে গমন করিল। সেই রথ রত্নখচিত ধ্বজ ও পতাকা দ্বারা সর্ব্বতোভাবে সুসজ্জিত। বিপুল তপস্যাপ্রভাবে উপার্জ্জিত সেই রথ চন্দ্র এবং সূর্য্যের ন্যায় প্রভাযুক্ত, যুদ্ধোপযোগী অস্ত্র শস্ত্র ও সুবর্ণমাল্যে পরিপূর্ণ এবং আকাশ ও পর্ব্বত প্রভৃতি সকল স্থানেই অব্যাহতগতি; সেই রথের সর্ব্বস্থান বিশুদ্ধ সুবর্ণজালে আবৃত থাকাতে তাহার দ্যুতি বিদ্যুৎ ও সূর্য্য-সদৃশ উজ্জ্বল। তাহার অষ্ট অশ্ব মন অপেক্ষা দ্রুতগামী এবং উৎকৃষ্ট। তাহার আটদিকে কাষ্ঠফলকে আটখানি অসি নিবদ্ধ। শত্রুর আক্রমণ নিবারণজন্য তূণ, শক্তি ও তোমর প্রভৃতি অস্ত্রশস্ত্র রথের উপযুক্ত স্থানে ন্যস্ত রহিয়াছে। সেই রথ দেব ও দানবের অজেয়। কুমার অক্ষ, অশ্বগণের হ্রেষারবে, হস্তিযূথের বৃংহিতনাদে এবং মহারথ-নির্ঘোষে আকাশমণ্ডল ও সশৈলা বসুমতীকে পূরিত করিয়া, সমবেত সৈন্য সমভিব্যাহারে সামর্থ্য-সম্পন্ন তোরণোপরি আসীন হনমানের অভিমুখীন হইল। সিংহের ন্যায় ক্রূরদৃষ্টিসম্পন্ন রাজনন্দন অক্ষ হনুমানের সমীপস্থ হইয়া, তাঁহার প্রলয়কালীন অগ্নির ন্যায় লোকক্ষয়ার্থ ভীষণ আকার দর্শন করিলেন, আর দেখিলেন,—হনুমান্ যেন এই বালক যুদ্ধ কামনায় আসিয়াছে, ভাবিয়া বিস্মিত ও 'রাবণের পুত্র' বলিয়া, সম্ভ্রমযুক্ত হইয়া অবস্থান করিতেছে। মহাবল রাবণনন্দন,—মহা-পরাক্রান্ত হনুমানের বেগ, শত্রুবিজয়ী পরাক্রম এবং নিজের বল বিচার করিয়া প্রলয়কালীন দিবাকরের ন্যায় তেজ বৃদ্ধি করিল। ক্রোধাবিষ্ট অথচ সাবধান ও দৃঢ়ভাবে অবস্থিত কুমার অক্ষ, সমর-

সমাহিতাত্মা হনুমন্তমাহবে
প্রচোদয়ামাস শিতৈঃ শরৈস্ত্রিভিঃ ॥ ১০
ততঃ কপিং তং প্রসমীক্ষ্য গর্ব্বিতং
জিতশ্রমং শত্রুপরাজয়োচিতম্।
অবৈক্ষতাক্ষঃ সমুদীর্ণমানসং
স বাণপাণিঃ প্রগৃহীতকার্ম্মুকঃ ॥ ১১
সহেমনিষ্কাঙ্গদচারুকুণ্ডলঃ
সমাসসাদাশুপরাক্রমঃ কপিম্।
তয়োর্ব্বভূবাপ্রতিমঃ সমাগমঃ
সুরাসুরাণামপি সম্ভ্রমপ্রদঃ ॥ ১২
ররাস ভূমির্ন ততাপ ভানুমান
ববৌ ন বায়ুঃ প্রচচাল চাচলঃ।
কপেঃ কুমারস্য চ বীর্য্যসংযুগং
ননাদ চ দ্যৌরুদধিশ্চ চুক্ষুভে ॥ ১৩
স তস্য বীরঃ সুমুখান্ পতত্রিণঃ
সুবর্ণপুঙ্খান্ সবিষানিবোরগান্।
সমাধিসংযোগবিমোক্ষতত্ত্ববি-
চ্ছরানথ ত্রীন্ কপিমূর্দ্ধ্যতাড়য়ৎ ॥ ১৪
স তৈঃ শরৈর্মূর্দ্ধ্নি সমং নিপাতিতৈঃ
ক্ষরন্নসৃগ্দিগ্ধবিবৃত্তনেত্রঃ।
নবোদিতাদিত্যনিভঃ শরাংশুমান্
ব্যরাজতাদিত্য ইবাংশুমালিকঃ ॥ ১৫

ততঃ প্লবঙ্গাধিপমন্ত্রিসত্তমঃ
সমীক্ষ্য তং রাজবরাত্মজং রণে।
উদগ্রচিত্রায়ুধচিত্রকার্ম্মুকং
জহর্ষ চাপূর্য্যত চাহবোন্মুখঃ ॥ ১৬
স মন্দরাগ্রস্থ ইবাংশুমালী
বিবৃদ্ধকোপো বলবীর্য্যসংবৃতঃ।
কুমারমক্ষং সবলং সবাহনং
দদাহ নেত্রাগ্নিমরীচিভিস্তদা ॥ ১৭
ততঃ স বাণাসনশক্রকার্ম্মুকঃ
শরপ্রবর্ষো যুধি রাক্ষসাম্বুদঃ।
শরান্ মুমোচাশু হরীশ্বরাচলে
বলাহকো বৃষ্টিমিবাচলোত্তমে ॥ ১৮
কপিস্ততস্তং রণচণ্ডবিক্রমং
প্রবৃদ্ধতেজোবলবীর্য্যসায়কম্।
কুমারমক্ষং প্রসমীক্ষ্য সংযুগে
ননাদ হর্ষাদ্ঘনতুল্যনিস্বনঃ ॥ ১৯
স বালভাবাদধিবীর্য্যদর্পিতঃ
প্রবৃদ্ধমন্যুঃ ক্ষতজোপমেক্ষণঃ।
সমাসসাদাপ্রতিমং রণে কপিং
গজো মহাকূপমিবাবৃতং তৃণৈঃ ॥ ২০
স তেন বাণৈঃ প্রসভং নিপাতিতৈ-
শ্চকার নাদং ঘননাদনিস্বনঃ।

দুর্ব্বার দর্শনীয়-পরাক্রম হনুমানকে নিশিত বাণ-ত্রয়ের আঘাতে যুদ্ধে প্রবর্ত্তিত করিল। অক্ষ তখন হস্তে সশর শরাসন গ্রহণপূর্ব্বক শত্রুবিজয়ক্ষম ক্লান্তিশূন্য গর্ব্বিত ও নিশ্চিন্তচিত্ত হনুমানের প্রতি দৃষ্টিপাত করিল। অনন্তর সুবর্ণময় নিষ্ক (পদক) অঙ্গদ এবং উৎকৃষ্ট কুণ্ডলে ভূষিত, ক্ষিপ্রবিক্রম অক্ষ, হনুমানের অতি সমীপস্থ হইলে, তাঁহাদের উভয়ের অতুলনীয় যুদ্ধ আরম্ভ হইল; এমন কি, তাহাতে দেবদানবেরাও সম্ভ্রম প্রাপ্ত হইলেন। হনুমান্ ও কুমারের বিক্রম-পূর্ণ যুদ্ধ অবলোকন করিয়া, ভূতলবাসিগণ সভয়ে চীৎকার করিয়া উঠিল। যুদ্ধব্যাপার দেখিয়া সূর্য্য নিষ্প্রভ, পবনসঞ্চার নিরুদ্ধ, পর্ব্বত প্রকম্পিত, নভস্থল ধ্বনিত এবং সাগর ক্ষুভিত হইলেন। ১—১৩। পরে লক্ষ্য-দর্শন, শরসন্ধান ও শরমোচনে সুবিজ্ঞ, রাক্ষস-বীর,—সুবর্ণপুঙ্খ, সুমুখ, সপক্ষ সবিষ সর্পের ন্যায় তিনটী বাণ সেই বানরের মস্তকে প্রহার করিল। হনুমান্, মস্তকে যুগপৎ নিপতিত শরনিকরে বিদ্ধ হইয়া ঘূর্ণিতনয়নে রুধিরধারায় অভিষিক্ত হইলেন। শররূপ-কিরণমালী হনুমান, নবোদিত সূর্য্যের ন্যায় লোহিতমূর্ত্তি হইয়া, অংশুমালী আদিত্য সদৃশ শোভা পাইলেন। পরে সুগ্রীবের প্রধান মন্ত্রী হনুমান্, রাক্ষসপতি রাবণের পুত্রকে বিচিত্র আয়ুধ ও ধনু উদ্যত করিয়া, যুদ্ধ করিতে দেখিয়া, সমরপ্রবৃত্তিবশে আহ্লাদের সহিত বর্দ্ধিত হইলেন। মন্দরশিখরাগ্রস্থ সূর্য্য-সন্নিভ বলবীর্য্যসম্পন্ন হনুমান্ তৎকালে ক্রোধে পরিপূর্ণ হইয়া, নয়নানলকিরণে যেন কুমার অক্ষকে বল ও বাহনের সহিত দগ্ধ করিয়া ফেলিলেন। যেমন মেঘজাল পর্ব্বতের উপরি বারিবর্ষণ করে, সেইরূপ শর-বৃষ্টিযুক্ত রাক্ষস-মেঘ বিচিত্র বাণাসন স্বরূপ ইন্দ্র-ধনুকে শোভিত হইয়া, বানরবর হনুমানরূপ পর্ব্বতে বাণবর্ষণ করিতে লাগিল। প্রচণ্ডবিক্রম কুমার অক্ষ,—তেজ, বল, বীর্য্য, সায়ক ও ধনু দ্বারা সর্ব্বতোভাবে সমৃদ্ধ হইয়া যুদ্ধ করিতে লাগিল। হনুমান্ তাঁহার বল ও বিক্রম অবলোকন করিয়া, আনন্দে মেঘের ন্যায় গম্ভীর শব্দে নিনাদ করিলেন। সেই বীর্য্য-গর্ব্বিত রাক্ষস অক্ষ, বালক-স্বভাববশতঃ ক্রোধভরে চক্ষু রক্তবর্ণ করিয়া, হস্তী যেমন তৃণাচ্ছন্ন কূপে গমন করে, সেইরূপ যোদ্ধ্প্রধান হনুমানের সহিত মিলিত হইল।

সমুৎসহেনাগু নভঃ সমাকুলন্
ভুজোরুবিক্ষেপণঘোরদর্শনঃ॥ ২১
তমুৎপতন্তং সমভিদ্রবদ্বলী
স রাক্ষসানাং প্রবরঃ প্রতাপবান্।
রথী রথিশ্রেষ্ঠতরঃ কিরন্ শরৈঃ
পয়োধরঃ শৈলমিবাশ্মবৃষ্টিভিঃ॥ ২২
স তান্ শরাংস্তস্য হরির্বিমোক্ষয়ন্
চচার বীরঃ পথি বায়ুসেবিতে।
শরান্তরে মারুতবদ্বিনিষ্পতন্
মনোজবঃ সংযতি ভীমবিক্রমঃ॥ ২৩
তমাত্তবাণাসনমাহবোন্মুখং
খমাস্তৃণন্তং বিবিধৈঃ শরোত্তমৈঃ।
অবৈক্ষতাক্ষং বহুমানচক্ষুষা
জগাম চিন্তাং স চ মারুতাত্মজঃ॥ ২৪
ততঃ শরৈর্ভিন্নভুজান্তরঃ কপিঃ
কুমারবর্য্যেণ মহাত্মনা নদন্।
মহাভুজঃ কর্ম্মবিশেষতত্ত্ববিদ্
বিচিন্তয়ামাস রণে পরাক্রমম্॥ ২৫
অবালবদ্বালদিবাকরপ্রভঃ
করোত্যয়ং কর্ম্ম মহন্মহাবলঃ।
ন চাস্য সর্ব্বাহবকর্ম্মশালিনঃ
প্রমাপণে মে মতিরত্র জায়তে॥ ৬
অয়ং মহাত্মা চ মহাংশ্চ বীর্য্যতঃ
সমাহিতশ্চাতিসহশ্চ সংযুগে।
অসংশয়ং কর্ম্মগুণোদয়াদয়ং
সনাগযক্ষৈর্ম্মুনিভিশ্চ পূজিতঃ॥ ২৭
পরাক্রমোৎসাহবিবৃদ্ধমানসঃ
সমীক্ষতে মাং প্রমুখোঽগ্রতঃ স্থিতঃ।
পরাক্রমো হ্যস্য মনাংসি কম্পয়েৎ
সুরাসুরাণামপি শীঘ্রকারিণঃ॥ ২৮
ন খল্বয়ং নাভিভবেদুপেক্ষিতঃ
পরাক্রমো হ্যস্য রণে বিবর্দ্ধতে।
প্রমাপণং হ্যস্য মমাদ্য রোচতে
ন বর্দ্ধমানোঽগ্নিরুপেক্ষিতুং ক্ষমঃ॥ ২৯
ইতি প্রবেগস্তু পরস্য তর্কয়ন্
স্বকর্ম্মযোগঞ্চ বিধায় বীর্য্যবান্।
চকার বেগন্তু মহাবলস্তদা
মতিঞ্চ চক্রেঽস্য বধে তদানীম্॥ ৩০
স তস্য তানশ্বান্ বরান্ মহাহয়ান্
সমাহিতান্ ভারসহান্ বিবর্ত্তনে।

অক্ষের সায়ক সকল হনুমানের দেহে নিপতিত হইলে তিনি ভীষণরূপ ধরিয়া আপন বাহু ও উরু বিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। এমন কি, উৎসাহবশতঃ শীঘ্র নভোমণ্ডল স্পর্শ করত জলদজালের ন্যায় গম্ভীর নিনাদ করিলেন। মেঘ যেমন করকাপাত দ্বারা গিরিকে জলপ্লাবিত করে, সেইরূপ সকল রথী অপেক্ষা উৎকৃষ্টতম প্রতাপান্বিত রাক্ষসবর বলবান্ মহাবল অক্ষ বাণ-বর্ষণপূর্ব্বক, ঊর্দ্ধপথে উৎপতিত সেই বানরকে বিদ্রাবিত করিল। মন অপেক্ষা বেগশালী ভীমবিক্রম বীর হনুমান্, বায়ুপথে সমাগত বাণসমূহের মধ্যবর্ত্তী পথে মারুতের ন্যায় নিপতিত হইয়া, তাহার সেই বাণ সকল বিফল করিয়া রণক্ষেত্রে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। কিন্তু অক্ষও যুদ্ধ-উদ্যত হইয়া, ধনু লইয়া, যখন নানাবিধ বাণসমূহ দ্বারা নভোমণ্ডল আচ্ছন্ন করিতে লাগিল, তখন পবননন্দন হনুমান্ উৎফুল্ল-নয়নে উহা দেখিয়া চিন্তিত হইলেন। বিশেষতঃ যিনি অন্তর্ভেদরূপ বিশেষ বিশেষ কার্য্যের যথার্থ মর্ম্ম অবগত আছেন, সেই মহাবাহু হনুমান্ মহাত্মা কুমারশ্রেষ্ঠ অক্ষের শরসম্পাতে বক্ষঃস্থলে বিদ্ধ হইয়া হুঙ্কার রব করিয়া কিরূপ পরাক্রম প্রকাশ করিবেন, তাহারই চিন্তায় প্রবৃত্ত হইলেন;—"নবোদিত সূর্য্যের ন্যায় কান্তিবিশিষ্ট এই মহাবল রাক্ষস বালক হইয়াও প্রৌঢ়ের ন্যায় অতি অদ্ভুত কার্য্য করিতেছে। এ সর্ব্বপ্রকার রণকৌশলেই নিপুণ। অতএব এ সময়ে ইহাকে বধ করিতে আমার ইচ্ছা হইতেছে না। এই মহাত্মা রাক্ষস, বীর্য্যের আতিশয্যনিবন্ধন অতীব প্রবল। এই রাক্ষস বীর বিশেষতঃ সাবধান হইয়া, সংগ্রামিক ক্লেশ অনায়াসে সহ্য করিতে সমর্থ। সুতরাং ইহার রণনৈপুণ্য দেখিয়া নাগ, যক্ষ ও মুনিগণ যে ইহার প্রশংসা করিবেন, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। এই বীরবর পরাক্রম প্রকাশ করিবে বলিয়া উৎসাহ-পূর্ণ অন্তঃকরণে সম্মুখে থাকিয়া আমাকে দেখিতেছে। বিশেষতঃ এই ক্ষিপ্রকারীর পরাক্রমে দেব এবং দানবদিগেরও হৃদয় কম্পিত হয়। যদিচ এ উপেক্ষিত হইলেও, পরাভূত হইবে সত্য, কিন্তু ক্রমশঃ সংগ্রামে ইহার বিক্রম বৃদ্ধি পাইতেছে। অতএব সদ্যই ইহাকে বধ করিতে আমার বাসনা জন্মিতেছে। যেহেতু বর্দ্ধমান অগ্নিকে কখনই উপেক্ষা করা উচিত নহে।" সেই সময়ে মহাবল বীর্য্যবান্ হনুমান্, শত্রুর বলের বিষয়ে এইরূপ তর্কবিতর্ক করিয়া, আপনার কর্ত্তব্য অবধারণ-পূর্ব্বক, অক্ষের বধ-বাসনায় সবেগে ধাবিত হইলেন। সেই বায়ুতনয় কপিশ্রেষ্ঠ হনুমান্,—নানাবিধ

জঘান বীরঃ পথি বায়ুসেবিতে
তলপ্রহারৈঃ পবনাত্মজঃ কপিঃ ॥ ৩১
ততস্তলেনাভিহতো মহারথঃ
স তস্য পিঙ্গাধিপমন্ত্রিনির্জ্জিতঃ।
স ভগ্ননীড়ঃ পরিবৃত্তকূবরঃ
পপাত ভূমৌ হতবাজিরম্বরাৎ ॥ ৩২
স তং পরিত্যজ্য মহারথো রথং
সকার্ম্মুকঃ খড়্গধরঃ খমুৎপতন্।
তপোহভিযোগাদৃষিরুগ্রবীর্য্যবান্
বিহায় দেহং মরুতামিবালয়ম্ ॥ ৩৩
কপিস্ততস্তং বিচরন্তমম্বরে
পতত্রিরাজানিলসিদ্ধসেবিতে।
সমেত্য তং মারুতবেগবিক্রমঃ
ক্রমেণ জগ্রাহ চ পাদয়োর্দৃঢ়ম্ ॥ ৩৪
স তং সমাবিধ্য সহস্রশঃ কপি-
র্মহোরগং গৃহ্য ইবাণ্ডজেশ্বরঃ।
মুমোচ বেগাৎ পিতৃতুল্যবিক্রমো
মহীতলে সংযতি বানরোত্তমঃ ॥ ৩৫
স ভগ্নবাহূরুকটীপয়োধরঃ।
ক্ষরন্নসৃক্ নির্ম্মথিতাস্থিলোচনঃ।
সম্ভিন্নসন্ধিঃ প্রবিকীর্ণবন্ধনো
হতঃ ক্ষিতৌ বায়ুসুতেন রাক্ষসঃ ॥ ৩৬
মহাকপির্ভূমিতলে নিপীড্য তং
চকার রক্ষোহধিপতের্মহদ্ভয়ম্।
মহর্ষিভিশ্চক্রচরৈঃ সমাগতৈঃ
সমেত্য ভূতৈশ্চ সযক্ষপন্নগৈঃ ॥
সুরৈশ্চ সেন্দ্রৈর্ভৃশজাতবিস্ময়ৈ-
র্হতে কুমারে স কপির্নিরীক্ষিতঃ ॥ ৩৭
নিহত্য তং বজ্রিসুতোপমং রণে
কুমারমক্ষং ক্ষতজোপমেক্ষণম্।
তমেব বীরোহভিজগাম তোরণং
কৃতক্ষণঃ কাল ইব প্রজাক্ষয়ে ॥ ৩৮

ইতি সুন্দরকাণ্ডে সপ্তচত্বারিংশঃ সর্গঃ ॥ ৪৭ ॥

মণ্ডলগমনে সুশিক্ষিত ভারসহনক্ষম বৃহৎ বৃহৎ আটটী উৎকৃষ্ট অশ্বকে চপেটাঘাতে শূন্যপথেই বধ করিলেন। ১৪—৩১। পরে কেই রাক্ষসের বৃহৎ রথ যেমন বানররাজ সুগ্রীবের মন্ত্রী হনমানের তল-প্রহারে আহত হইল, অমনি তৎক্ষণাৎ হতাশ্ব ভগ্ননীড ও পরিবৃত্ত-কূবর হইয়া আকাশ হইতে ভূতলে পতিত হইল। উগ্রবীর্য্য ঋষি যেমন তপোবলে দেহ পরিত্যাগপূর্ব্বক আকাশপথে সুরলোকে গমন করেন, সেইরূপ মহারথ রাক্ষসও তৎকালে সেই রথ পরিত্যাগ করিয়া ধনু ও অসি ধরিয়া আকাশপথে উৎপতিত হইল। বায়ুতুল্য বেগ-বিক্রম সম্পন্ন বানর তখন পক্ষিরাজ, বায়ু ও সিদ্ধগণে সেবিত অম্বরতলে বিচরণপরায়ণ রাক্ষসের নিকটে গমন করিয়া, ক্রমে ক্রমে তাহার পদদ্বয় গ্রহণ করিলেন। গরুড় যেমন মহাসর্প সকলকে সবলে গ্রহণ করে, সেইরূপ বায়ু-তুল্য বীর্য্যবান্ হনমান্, রাক্ষস অক্ষকে গ্রহণ করিয়া, সংগ্রামস্থলে সহস্রবার সবেগে ভ্রমণ করাইয়া, ধরা-তলে ফেলিয়া দিলেন। সেই রাক্ষস, পবনপুত্রকর্তৃক ক্ষিতিতলে পতিত হইয়া, রুধির বমনপূর্ব্বক প্রাণ পরিত্যাগ করিল। এমন কি, সেই প্রহারে তাহার বাহু, উরু, কটী ও পয়োধর ভগ্ন; অস্থি ও নয়ন মথিত; সন্ধি সকল বিভিন্ন এবং সন্ধিবন্ধন বিক্ষিপ্ত হইয়া গেল। কপিবর হনমান্ তাহাকে ভূমিতলে নিপীড়ন করিয়া, রাক্ষসরাজ রাবণের অত্যন্ত ভয় উৎপাদন করিলেন। কুমার অক্ষ নিহত হইলে, ইন্দ্রসহ দেবগণ যক্ষ, পন্নগ, মহর্ষি ও গ্রহ সকল আগমন করিয়া বিস্মিতভাবে বানরবীরকে দেখিতে লাগিলেন। সেই সময়ে বীর হনুমান্, ইন্দ্রপুত্রতুল্য বিক্রমশালী রক্তাক্ষ কুমার অক্ষকে যুদ্ধে বধ করিয়া, প্রলয়কালের যমের ন্যায়, সময় প্রতীক্ষা করিবার জন্য পুনর্ব্বার সেই তোরণে গমন করিলেন। ৩২—৩৮।

অষ্টচত্বারিংশঃ সর্গঃ।

ততস্তু রক্ষোহধিপতির্মহাত্মা
হনূমতাক্ষে নিহতে কুমারে।
মনঃ সমাধায় স দেবকল্পং
সমাদিদেশেন্দ্রজিতং সরোষঃ ॥ ১
ত্বমস্ত্রবিচ্ছস্ত্রভৃতাং বরিষ্ঠঃ
সুরাসুরাণামপি শোকদাতা।
সুরেষু সেন্দ্রেষু চ দৃষ্টকর্ম্মা
পিতামহারাধনসঞ্চিতাস্ত্রঃ ॥ ২

অষ্টচত্বারিংশ সর্গ।

পরে মহাবল রাক্ষসরাজ রাবণ, কুমার অক্ষ হনূ-মানের হস্তে নিহত হইলে, ক্রুদ্ধ হইয়া ধৈর্য্যাবলম্বন-পূর্ব্বক দেবতুল্য ইন্দ্রজিৎকে বলিলেন, "বৎস!

তবাস্ত্রবলমাসাদ্য সসুরাঃ সমরুদ্গণাঃ।
ন শেকুঃ সমরে স্থাতুং সুরেশ্বরসমাশ্রিতাঃ॥ ৩
ন কশ্চিৎ ত্রিষু লোকেষু সংযুগে ন গতশ্রমঃ।
ভুজবীর্য্যাভিগুপ্তশ্চ তপসা চাভিরক্ষিতঃ।
দেশকালপ্রধানশ্চ ত্বমেব মতিসত্তমঃ॥ ৪
ন তেঽস্ত্যশক্যং সমরেষু কর্ম্মণাং
ন তেঽস্ত্যকার্য্যং মতিপূর্ব্বমন্ত্রণে।
ন সোঽস্তি কশ্চিৎ ত্রিষু সংগ্রহেষু
ন বেদ যস্তেঽস্ত্রবলং বলঞ্চ॥ ৫
মমানুরূপং তপসো বলঞ্চ তে
পরাক্রমশ্চাস্ত্রবলঞ্চ সংযুগে।
ন ত্বাং সমাসাদ্য রণাবমর্দ্দে
মনঃ শ্রমং গচ্ছতি নিশ্চিতার্থম্॥ ৬
নিহতাঃ কিঙ্করাঃ সর্ব্বে জম্বুমালী চ রাক্ষসঃ।
অমাত্যপুত্রা বীরাশ্চ পঞ্চ সেনাগ্রগামিনঃ॥ ৭
বলানি সুসমৃদ্ধানি সাশ্বনাগরথানি চ।
মহোদরশ্চ শয়িতঃ কুমারোঽক্ষশ্চ সূদিতঃ।
ন তু তেষেব মে সারো যস্ত্বয্যরিনিসূদন॥ ৮

ইদঞ্চ দৃষ্ট্বা নিহতং মহদ্বলং
কপেঃ প্রভাবঞ্চ পরাক্রমঞ্চ।
ত্বমাত্মনশ্চাপি নিরীক্ষ্য সারং
কুরুষ্ব বেগং স্ববলানুরূপম্॥ ৯
বলাবমর্দ্দস্ত্বয়ি সন্নিকৃষ্টে
যথা গতে শাম্যতি শান্তশত্রুঃ।
তথা সমীক্ষ্যাত্মবলং পরঞ্চ
সমারভস্বাস্ত্রভৃতাং বরিষ্ঠ॥ ১০
ন বীর সেনা গণশশ্চ্যবন্তি
ন বজ্রমাদায় বিশালসারম্।
ন মারুতস্যাস্তি গতিপ্রমাণং
ন চাগ্নিকল্পঃ করণেন হন্তুম্॥ ১১
তমেবমর্থং প্রসমীক্ষ্য সম্যক্
স্বকর্ম্মসাম্যাদ্ধি সমাহিতাত্মা।
স্মরংশ্চ দিব্যং ধনুষোঽস্য বীর্য্যং
ব্রজাক্ষতং কর্ম্ম সমারভস্ব॥ ১২
ন খল্বিয়ং মতিশ্রেষ্ঠ যত্ত্বাং সম্প্রেষয়াম্যহম্।
ইয়ঞ্চ রাজধর্ম্মাণাং ক্ষত্রস্য চ মতির্ম্মতা॥ ১৩

তুমি অস্ত্রকুশল; বিশেষতঃ পিতামহের আরাধনা করিয়া ব্রহ্মাস্ত্র লাভ করত সকল অস্ত্রধারীর অগ্রগণ্য হইয়াছ। আর ইন্দ্র প্রভৃতি দেবতারা সকলেই তোমার কার্য্যকলাপ প্রত্যক্ষ করিয়াছেন এমন কি, তুমি সেই দেব ও দানবদিগকেও পরাজয় করিয়াছ। ইন্দ্রের আশ্রয়ে অবস্থিত দেবগণ ও মরুদ্গণও তোমার অস্ত্রবেগে সমরে স্থির থাকিতে পারে না। তুমি অদ্বিতীয় বুদ্ধিমান্ অতএব বাহুবল ও তপস্যাবলে আপনাকে সর্ব্বতোভাবে রক্ষা করিয়া, দেশকাল-বিবেচনা অনুসারে সর্ব্ব কার্য্য সম্পাদন করিবে। অধিক কি, তুমি ভিন্ন ত্রিলোকমধ্যে সকলেই যুদ্ধে শ্রান্ত হইয়া থাকে; অতএব যুদ্ধকার্য্যে কিছুই তোমার অসাধ্য নাই। শাস্ত্র অনুসারে রাজকার্য্যের মন্ত্রণায় প্রবৃত্ত হইলে, তাহাতেও তোমার অনুচিত বিচার সংঘটিত হয় না। তোমার দৈহিক বল ও অস্ত্রবল অবগত নহেন, ত্রিলোকমধ্যে এমন ব্যক্তিই বিদ্যমান নাই। তোমার পরাক্রম, অস্ত্রবল ও তপোবীর্য্য আমার তুল্য। অতএব তোমাকে এই যুদ্ধের ভার দিয়া আমার হৃদয় যুদ্ধজয়ে সংশয়িত না হইয়া, বরং আশ্বস্ত হইয়াছে। কিঙ্করবৃন্দ, জম্বুমালী অমাত্যপুত্রগণ, পাঁচজন সেনাপতি, হস্তী, অশ্ব ও রথসঙ্কুল সুসমৃদ্ধিসম্পন্ন মহাবল মহোদর এবং কুমার অক্ষ প্রভৃতি সকলেই হত হইয়াছে। হে অরিনিসূদন! তোমার সাহায্যেই আমার ত্রৈলোক্য জয়ের শক্তি হইয়াছে, তাহাদের সহায়তায় এ শক্তি হয় নাই। অতএব আমার যে এই বিপুল বল সংহার হইয়াছে, তাহা পর্য্যালোচনাপূর্ব্বক, বানরের বিক্রম এবং আপন সামর্থ্য বুঝিয়া ক্ষমতার অনুরূপ বল প্রকাশ করিবে। হে অস্ত্রধারিপ্রবর! তুমি যুদ্ধার্থ বহির্গত হইয়া ক্রমশঃ সন্নিকৃষ্ট হইলে সেই শত্রু বানর, বহুসংখ্যক সৈন্যের সহিত যুদ্ধ করিয়া যাহাতে ক্ষীণশক্তি হয়, তুমি আপনার বল এবং শত্রুর বল পর্য্যালোচনা করিয়া সেইরূপ অনুষ্ঠান করিবে। ১—১০। হে বীর! সেনাসমূহ দলে দলে পলায়ন করে এবং মৃত হয়, সুতরাং তাহাদিগকে লইয়া যুদ্ধ করা বিফল। আর সেই পবন-পুত্রের ইয়ত্তা নাই। বিশেষতঃ সেই বানর, অগ্নিতুল্য তেজস্বী; অতএব তাহাকে অস্ত্র দ্বারা বধ করা অসাধ্য। বস্তুতঃ সুতীক্ষ্ণ বজ্রতুল্য কঠিন অস্ত্রজালেও কার্য্য সিদ্ধ হইবে না; কিন্তু এই কার্য্য তোমাকেই সাধন করিতে হইবে। অতএব স্থিরচিত্তে বিশেষ বিবেচনাপূর্ব্বক আমার কথিত বাক্যসকল সত্য বলিয়া জানিবে। এ বিষয়ে আপনার দিব্যাস্ত্র প্রয়োগের শক্তি স্মরণ করিয়া সাবধানে শত্রুবিজয়ে প্রবৃত্ত হইবে। তুমি আমার সকল পুত্র অপেক্ষা প্রিয়। তথাপি তোমাকে যে এই কঠিন কার্য্যে পাঠাইতেছি, ইহা উচিত নহে। কিন্তু এই বিধি

নানাশাস্ত্রেষু সংগ্রামে বৈশারদ্যমরিন্দম।
অবশ্যমেব বোদ্ধব্যং কাম্যশ্চ বিজয়ো রণে॥ ১৪
ততঃ পিতুস্তদ্বচনং নিশম্য
প্রদক্ষিণং দক্ষসুতপ্রভাবঃ।
চকার ভর্ত্তারমতিত্বরেণ
রণায় বীরঃ প্রতিপন্নবুদ্ধিঃ॥ ১৫
ততস্তৈঃ স্বগণৈরিষ্টৈরিন্দ্রজিৎ প্রতিপূজিতঃ।
যুদ্ধোদ্ধতকৃতোৎসাহঃ সংগ্রামং সম্প্রদ্যত॥ ১৬
শ্রীমান্ পদ্মবিশালাক্ষো রাক্ষসাধিপতেঃ সুতঃ।
নির্জগাম মহাতেজাঃ সমুদ্র ইব পর্ব্বণি॥ ১৭
স পক্ষিরাজোপমতুল্যবেগৈ-
র্ব্যালৈশ্চতুর্ভিঃ স তু তীক্ষ্ণদংষ্ট্রৈঃ।
রথং সমাযুক্তমসহ্যবেগঃ
সমারুরোহেন্দ্রজিদিন্দ্রকল্পঃ॥ ১৮
স রথী ধন্বিনাং শ্রেষ্ঠঃ শস্ত্রজ্ঞোহস্ত্রবিদাং বরঃ।
রথেনাভিযযৌ ক্ষিপ্রং হনূমান্ যত্র সোহভবৎ॥ ১৯
স তস্য রথনির্ঘোষং জ্যাস্বনং কার্ম্মুকস্য চ।
নিশম্য হরিবীরোহসৌ সম্প্রহৃষ্টতরোহভবৎ॥ ২০
ইন্দ্রজিচ্চাপমাদায় শিতশল্যাংশ্চ সায়কান্।
হনূমন্তমভিপ্রেত্য জগাম রণপণ্ডিতঃ॥ ২১
তস্মিংস্ততঃ সংযতি জাতহর্ষে
রণায় নির্গচ্ছতি বাণপাণৌ।
দিশশ্চ সর্ব্বাঃ কলুষা বভূবু-
র্মৃগাশ্চ রৌদ্রা বহুধা বিনেদুঃ॥ ২২
সমাগতাস্তত্র তু নাগযক্ষা
মহর্ষয়শ্চক্রচরাশ্চ সিদ্ধাঃ।
নভঃ সমাবৃত্য চ পক্ষিসঙ্ঘা
বিনেদুরুচ্চৈঃ পরমপ্রহৃষ্টাঃ॥ ২৩
আয়ান্তং তং রথং দৃষ্ট্বা তূর্ণমিন্দ্রধ্বজং কপিঃ।
ননাদ চ মহানাদং ব্যবর্দ্ধত চ বেগবান্॥ ২৪
ইন্দ্রজিৎ স রথং দিব্যমাস্থিতশ্চিত্রকার্ম্মুকঃ।
ধনুর্বিস্ফারয়ামাস তড়িদূর্জ্জিতনিস্বনম্॥ ২৫
ততঃ সমেতাবতিতীক্ষ্ণবেগৌ
মহাবলৌ তৌ রণনির্ব্বিশঙ্কৌ।
কপিশ্চ রক্ষোধিপতেস্তনুজঃ
সুরাসুরেন্দ্রাবিব বদ্ধবৈরৌ॥ ২৬
স তস্য বীরস্য মহারথস্য
ধনুষ্মতঃ সংযতি সম্মতস্য।
শরপ্রবেগং ব্যহনৎ প্রবৃদ্ধ-
শ্চচার মার্গে পিতুরপ্রমেয়ঃ॥ ২৭
ততঃ শরানায়ততীক্ষ্ণশল্যান্
সুপত্রিণঃ কাঞ্চনচিত্রপুঙ্খান্।
মুমোচ বীরঃ পরবীরহন্তা
সুসন্নতান্ বজ্রসমানবেগান্॥ ২৮

রাজধর্ম্মানুগত এবং ক্ষত্রিয়দিগের পক্ষে শাস্ত্রসম্মত। হে অরিদমন! ক্ষত্রিয় ও রাজাদিগের ধর্ম্মশাস্ত্র, অর্থশাস্ত্র, নীতিশাস্ত্র এবং রণনৈপুণ্য লাভ করা উচিত। বিশেষতঃ রণে জয় লাভ করাই তাহাদিগের প্রার্থনীয়;—অতএব সর্ব্বশাস্ত্রের মর্ম্ম অবগত হওয়া অবশ্যকর্ত্তব্য।" ১১—১৪। পরে দেবসুততুল্য প্রভাবশালী ইন্দ্রজিৎ, পিতার সেই সকল বাক্য শুনিয়া, তাঁহাকে প্রদক্ষিণপূর্ব্বক সত্বর সমরগমনে মানস করিলেন। তখন সভাস্থ রাক্ষসগণ সকলেই ইন্দ্রজিৎকে সম্মাননা করিল। অতীব তেজস্বী, কমলবৎ বিশাল-নয়ন শ্রীমান্ ইন্দ্রজিৎ রণোৎসাহে পরিপূর্ণ হইয়া, পর্ব্বকালে বর্দ্ধমান সাগরের ন্যায় সভা হইতে বহির্গত হইলেন। অসহ্য-পরাক্রম যুদ্ধদুর্ম্মদ ইন্দ্রপ্রতিম ইন্দ্রজিৎ, পক্ষিরাজ গরুড়ের ন্যায় বেগশালী তীক্ষ্ণদংষ্ট্র চারিটী ব্যালযোজিত রথে আরোহণ করিল। ধনুর্দ্ধারীর শ্রেষ্ঠ অস্ত্রকোবিদ সেই রথী রথে আরোহণ করিয়া যে স্থানে হনুমান্ অবস্থিতি করিতেছেন, তথায় সত্বর গমন করিলেন। সেই বানরবীর তাহার রথনির্ঘোষ, ধনুর্নিনাদ ও জ্যাশব্দ শুনিয়া অতীব আহ্লাদিত হইলেন। তখন রণপণ্ডিত ইন্দ্রজিৎ সুতীক্ষ্ণ বাণ ও চাপ গ্রহণ করিয়া হনুমানের অভিমুখে গমন করিলেন। তিনি বাণ লইয়া সহর্ষে যুদ্ধার্থ বহির্গত হইলে, দিক্ সকল মলিন হইল। শৃগাল প্রভৃতি পশুগণ নানা প্রকার ধ্বনি করিতে লাগিল, পক্ষিকুল অতিশয় পুলকিত হইয়া গগনমণ্ডলে পরিভ্রমণপূর্ব্বক উচ্চরবে শব্দ করিল। তৎকালে সিদ্ধ, মহর্ষি, নাগ, যক্ষ এবং গ্রহগণ সেই রণস্থলে আগমন করিলেন। সেই বলবান্ বানর,—ইন্দ্রধ্বজ রথ সত্বর আসিতেছে দেখিয়া, গম্ভীরশব্দে নিনাদ করত বর্দ্ধিত হইলেন। অমনি বিচিত্র-ধনুর্ধারী ইন্দ্রজিৎ, দিব্য রথে আরোহণ করিয়া, বজ্রের ন্যায় গম্ভীর শব্দে ধনু বিস্ফারণ করিলেন। ১৫—২৫। তৎপরে প্রতাপসম্পন্ন মহাবল হনুমান্ এবং রাক্ষসরাজতনয় ইন্দ্রজিৎ উভয়ে নির্ভয়চিত্তে বদ্ধবৈর সুররাজ ও অসুররাজের ন্যায় পরস্পর সম্মুখীন হইলেন। অদ্বিতীয় বীর হনুমান্, ধনুর্দ্ধারী রণনিপুণ মহারথ রাক্ষসবীরের বাণবেগ বিফল করিলেন এবং আপন দেহ বৃদ্ধি করিয়া বায়ুপথে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন।

ততঃ স তং স্যন্দননিস্বনঞ্চ
মৃদঙ্গভেরীপটহস্বনঞ্চ।
বিকৃষ্যমাণস্য চ কার্ম্মুকস্য
নিশম্য ঘোরং পুনরুৎপপাত॥ ২৯
শরাণামন্তরেষ্বাশু ব্যবর্ত্তত মহাকপিঃ।
হরিস্তস্যাভিলক্ষ্যস্য মোক্ষয়ন্ লক্ষ্যসংগ্রহম্॥ ৩০
শরাণামগ্রতস্তস্য পুনঃ সমভিবর্ত্তত।
প্রসার্য্য হস্তৌ হনুমানুৎপপাতানিলাত্মজঃ॥ ৩১
তাবুভৌ বেগসম্পন্নৌ রণকর্ম্মবিশারদৌ।
সর্ব্বভূতমনোগ্রাহি চক্রতুর্যুদ্ধমুত্তমম্॥ ৩২
হনুমতো বেদ ন রাক্ষসোঽন্তরং
ন মারুতিস্তস্য মহাত্মনোঽন্তরম্।
পরস্পরং নির্ব্বিষহৌ বভূবতুঃ
সমেত্য তৌ দেবসমানবিক্রমৌ॥ ৩৩
ততস্তু লক্ষ্যে স বিহন্যমানে
শরেষ্বমোঘেষু চ সম্পতৎসু।
জগাম চিন্তাং মহতীং মহাত্মা
সমাধিসংযোগসমাহিতাত্মা॥ ৩৪
ততো মতিং রাক্ষসরাজসূনু-
শ্চকার তস্মিন হরিবীরমুখ্যে।
অবধ্যতাং তস্য কপেঃ সমীক্ষ্য
কথং নিগচ্ছেদিতি নিগ্রহার্থম্॥ ৩৫
ততঃ পৈতামহং বীরঃ সোঽস্ত্রমস্ত্রবিদাং বরঃ।
সন্দধে সুমহাতেজাস্তং হরিপ্রবরং প্রতি॥ ৩৬
অবধ্যোঽয়মিতি জ্ঞাত্বা তমস্ত্রেণাস্ত্রতত্ত্ববিৎ।
নিজগ্রাহ মহাবাহুং মারুতাত্মজমিন্দ্রজিৎ॥ ৩৭
তেন বদ্ধস্ততোঽস্ত্রেণ রাক্ষসেন স বানরঃ।
অভবন্নির্বিচেষ্টশ্চ পপাত চ মহীতলে॥ ৩৮
ততোঽথ বুদ্ধ্বা স তদস্ত্রবন্ধং
প্রভোঃ প্রভাবাদ্বিগতাত্মবেগঃ।
পিতামহানুগ্রহমাত্মনশ্চ
বিচিন্তয়ামাস হরিপ্রবীরঃ॥ ৩৯
ততঃ স্বায়ম্ভুবৈর্মন্ত্রৈর্ব্রহ্মাস্ত্রং চাভিমন্ত্রিতম্।
হনুমাংশ্চিন্তয়ামাস বরদানং পিতামহাৎ॥ ৪০
ন মেঽস্য বন্ধস্য চ শক্তিরস্তি
বিমোক্ষণে লোকগুরোঃ প্রভাবাৎ।
ইত্যেবমেবং বিহিতোঽস্ত্রবন্ধো
ময়াত্মযোনেরনুবর্ত্তিতব্যঃ॥ ৪১
স বীর্য্যমস্ত্রস্য কপির্বিচার্য্য
পিতামহানুগ্রহমাত্মনশ্চ

সেই সময়ে পরবীরহা বীর ইন্দ্রজিৎ বজ্রসদৃশ বেগবান্ পক্ষিপক্ষযুক্ত বাণসমূহ নিরন্তর মোচন করিতে লাগিলেন। বাণ-সমূহের ফলভাগ আয়ত, সুবর্ণ দ্বারা রঞ্জিত এবং সুতীক্ষ্ণ। তখন বানরশ্রেষ্ঠ হনুমান্,—রথ, মৃদঙ্গ, ভেরী, পটহ ও বিকৃষ্যমাণ ধনুর ঘোরতর শব্দ শুনিয়া পুনরায় উৎপতিত হইলেন। অপিচ সেই প্রতিযোদ্ধার লক্ষ্য বিফল করিয়া, শীঘ্র শর-সমূহের সম্মুখ হইতে দূরে অবস্থিতি করিলেন। পবন-পুত্র হনুমান, বাণমোচনসময়ে বাহুযুগল প্রসারিত করিয়া, উল্লম্ফনপূর্ব্বক শর সম্পাত বিফল করিয়া পুনরায় বাণসমূহের অগ্রে উপস্থিত হইলেন। সেই যুদ্ধবিশারদ বলবান বীরদ্বয় প্রাণিপুঞ্জের মনোহর অনুত্তম যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। সেই সময়ে ইন্দ্রজিৎ হনুমানের কোন ছিদ্র পাইলেন না এবং হনুমান ও মহাত্মা রাক্ষসের কোন ছিদ্র দেখিতে পাইলেন না। প্রত্যুত সেই দেবতুল্যপরাক্রমসম্পন্ন বীরদ্বয় পরস্পর মিলিত হইয়া, অসহ্য-বেগে যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। অব্যর্থ বাণ-সমূহ নিরন্তর নিপতিত হইলেও, যখন হনুমানের শরীর বিদ্ধ হইল না, তখন মহাত্মা রাক্ষস-রাজপুত্র ইন্দ্রজিৎ, সমাধি দ্বারা হনুমানের স্বরূপ জানিবার নিমিত্ত একাগ্রমনে চিন্তা করিতে লাগিলেন। পরে 'এই বানর অবধ্য' ধ্যান দ্বারা এই বৃত্তান্ত অবগত হইয়া বানর বন্ধন সময়ে যাহাতে নিশ্চেষ্ট থাকে, তাহারই বিচারে প্রবৃত্ত হইলেন। পরে অতীব তেজস্বী অস্ত্র-নিপুণ বীর ইন্দ্রজিৎ, বানরশ্রেষ্ঠ হনুমানের প্রতি ব্রহ্মাস্ত্র সন্ধান করিলেন। অস্ত্রমর্ম্মবিৎ ইন্দ্রজিৎ, মহাবাহু হনুমান্‌কে ব্রহ্মাস্ত্রের অবধ্য জানিয়া, তাঁহাকে ব্রহ্মাস্ত্র দ্বারা বন্ধন করিলেন। ২৬—৩৭। সেই বানরশ্রেষ্ঠ হনুমান্ তখন, রাক্ষসের অস্ত্রে বদ্ধ ও জ্ঞানহীন হইয়া ভূতলে পতিত হইলেন। পরে বানরবীর হনুমান্, ব্রহ্মাস্ত্রে বদ্ধ হইয়া ব্রহ্মার বরদান-প্রভাবে কিছুমাত্র কষ্ট অনুভব করিলেন না। বিশেষতঃ যে ব্রহ্মাস্ত্র স্বয়ম্ভূদৈবত নানাবিধ মন্ত্র দ্বারা পূত হইলেই সিদ্ধ হয়, তাদৃশ অস্ত্রে বদ্ধ হইয়াছেন,—হনুমান্ ইহা বুঝিয়া 'মুহূর্ত্তকালমধ্যে বন্ধন হইতে মুক্ত হইবে' পিতামহের এইরূপ কৃপার বিষয় ভাবিতে লাগিলেন;—"ত্রিলোকগুরু বিধাতার প্রভাববশতঃ আমার এই বন্ধন দূর করিবার শক্তি নাই; অতএব মুহূর্ত্তকালের জন্য ব্রহ্মাস্ত্রের অনুবর্ত্তন করাই অবশ্য কর্ত্তব্য।" সেই কপিশ্রেষ্ঠ হনুমান্ আপনার প্রতি পিতামহের কৃপা ও অস্ত্রের বীর্য্য পর্য্যালোচনা করিয়া,

বিমোক্ষশক্তিং পরিচিন্তয়িত্বা
পিতামহাজ্ঞামনুবর্ত্ততে স্ম ॥ ৪২
অস্ত্রেণাপি হি বদ্ধস্য ভয়ং মম ন জায়তে।
পিতামহমহেন্দ্রাভ্যাং রক্ষিতস্যানিলেন চ ॥ ৪৩
গ্রহণে চাপি রক্ষোভির্মহান্মে গুণদর্শনম্।
রাক্ষসেন্দ্রেণ সংবাদস্তস্মাদ্‌গৃহ্ণন্তু মাং পরে ॥ ৪৪
স নিশ্চিতার্থঃ পরবীরহন্তা
সমীক্ষ্যকারী বিনিবৃত্তচেষ্টঃ।
পরৈঃ প্রসহ্যাভিগতৈর্নিগৃহ্য
ননাদ তৈস্তৈঃ পরিভর্ৎস্যমানঃ ॥ ৪৫
ততস্তং রাক্ষসা দৃষ্ট্বা বিনিশ্চেষ্টমরিন্দমম্।
ববন্ধুঃ শণবল্কৈশ্চ দ্রুমচীরৈশ্চ সংহিতৈঃ ॥ ৪৬
স রোচয়ামাস পরৈশ্চ বন্ধং
প্রসহ্য বীরৈরভিগর্হণঞ্চ।
কৌতূহলান্মাং যদি রাক্ষসেন্দ্রো
দ্রষ্টুং ব্যবস্যেদিতি নিশ্চিতার্থঃ ॥ ৪৭
স বদ্ধস্তেন বল্কেন বিমুক্তোঽস্ত্রেণ বীর্য্যবান্।
অস্ত্রবন্ধঃ স চান্যং হি ন বন্ধমনুবর্ত্ততে ॥ ৪৮

অথেন্দ্রজিত্তং দ্রুমচীরবদ্ধং
বিচার্য্য বীরঃ কপিসত্তমং তম্।
বিমুক্তমস্ত্রেণ জগাম চিন্তা-
মন্যেন বদ্ধোঽপ্যনুবর্ত্ততেঽস্ত্রম্ ॥ ৪৯
অহো মহৎ কর্ম্ম কৃতং নিরর্থং
ন রাক্ষসৈর্মন্ত্রগতির্বিমৃষ্টা।
পুনশ্চ নাস্ত্রে বিহতেঽস্ত্রমন্যৎ
প্রবর্ত্ততে সংশয়িতাঃ স্ম সর্ব্বে ॥ ৫০
অস্ত্রেণ হনুমান্ মুক্তো নাত্মানমববুধ্যতে।
কৃষ্যমাণস্তু রক্ষোভিস্তৈশ্চ বন্ধৈর্নিপীড়িতঃ ॥ ৫১
হন্যমানস্ততঃ ক্রূরৈ রাক্ষসৈঃ কালমুষ্টিভিঃ।
সমীপং রাক্ষসেন্দ্রস্য প্রাকৃষ্যত স বানরঃ ॥ ৫২
অথেন্দ্রজিত্তং প্রসমীক্ষ্য মুক্ত-
মস্ত্রেণ বদ্ধং দ্রুমচীরসূত্রৈঃ।
ব্যদর্শয়ত্তত্র মহাবলং তং
হরিপ্রবীরং সগণায় রাজ্ঞে ॥ ৫৩
তং মত্তমিব মাতঙ্গং বদ্ধং কপিবরোত্তমম্।
রাক্ষসা রাক্ষসেন্দ্রায় রাবণায় ন্যবেদয়ন্ ॥ ৫৪
কোঽয়ং কস্য কুতো বাপি কিং কার্য্যং কোঽভ্যুপাশ্রয়ঃ।
ইতি রাক্ষসবীরাণাং দৃষ্ট্বা সঞ্জজ্ঞিরে কথাঃ ॥ ৫৫

অস্ত্রমোচনের ক্ষমতার বিষয় অনুশীলনপূর্ব্বক, মুহূর্ত্তমাত্র বিধাতার আজ্ঞার অনুবর্ত্তন করিলেন। তখন তিনি মনে মনে এই আলোচনা করিলেন যে, "আমি পিতামহ, বায়ু এবং ইন্দ্রকর্ত্তৃক সর্ব্বদা রক্ষিত হইতেছি, সুতরাং অস্ত্র দ্বারা বদ্ধ হওয়ায় আমার কিছুমাত্র ভয়-সঞ্চার হইতেছে না; বরং রাক্ষসগণ আমাকে রাজসভায় লইয়া গেলে রাক্ষসরাজ রাবণের সহিত কথোপকথন প্রভৃতি আমার অনেক কার্য্য সিদ্ধ হইবার সম্ভাবনা আছে। অতএব শত্রুরা আমাকে লইয়া চলুক।" সমীক্ষ্যকারী পরবীরহা হনুমান্ এইরূপ স্থির করিয়া নিশ্চেষ্ট ভাবে রহিলেন; কিন্তু সেই শত্রুরা সমাগত হইয়া, যখন বলপূর্ব্বক গ্রহণ করিয়া হনুমানকে ভর্ৎসনা করিতে লাগিল; তখন তিনি ঘোরতর নিনাদ করিতে লাগিলেন। রাক্ষসগণ অরিন্দম হনুমানকে নিশ্চেষ্ট দেখিয়া শণ ও বৃক্ষচীর-নির্ম্মিত রজ্জু দ্বারা তাঁহাকে বাঁধিতে লাগিল। যদি কৌতূহলবশতঃ রাক্ষসপতি আমাকে দেখিতে বাসনা করেন, তাহা হইলেই তাঁহার সহিত আমার সম্ভাষণ হইতে পারে;—হনুমান্ এইরূপ স্থির করিয়া রাক্ষস-বীরকৃত বন্ধন ও তিরস্কারে বিরক্ত হইলেন না। অস্ত্র কোনরূপ বন্ধন করিলেই ব্রহ্মাস্ত্রের বন্ধন বিনষ্ট হইয়া যায়,—সুতরাং সেই কপিসত্তম বীর্য্যবান্ হনুমান রজ্জু দ্বারা নিবদ্ধ হইবামাত্র, ব্রহ্মাস্ত্রের বন্ধন হইতে মুক্তিলাভ করিলেন। ৩৮—৪৮। বীর ইন্দ্রজিৎ ইহা অবগত হইয়া এইরূপে চিন্তা করিতে লাগিলেন,—"হায়! এই রাক্ষসগণ মন্ত্রের কতদূর শক্তি, তাহার বিচার না করিয়াই মৎকৃত এই সুমহৎ কর্ম্ম বিফল করিয়া ফেলিল। একবার ব্রহ্মাস্ত্র বিফল হইলে, পুনরায় অপর কোন অস্ত্রের প্রয়োগ হয় না, অতএব আমরা সকলেই এখন সংশয় প্রাপ্ত হইব।" হনুমান্ ব্রহ্মাস্ত্র হইতে মুক্তি লাভ করিয়া কার্য্যতঃ তাহা প্রকাশ করিলেন না বটে, কিন্তু রাক্ষসগণের সেই বন্ধনে ও আকর্ষণে নিতান্ত নিপীড়িত হইলেন;—সেই নিষ্ঠুর রাক্ষসগণ দৃঢ় মুষ্টিপ্রহার করিতে করিতে আকর্ষণপূর্ব্বক, তাঁহাকে নিশাচরপতি-রাবণের সম্মুখে উপস্থিত করিল। ব্রহ্মাস্ত্রের বন্ধন হইতে মুক্ত করিয়া, বৃক্ষচীরবিনির্ম্মিত রজ্জু দ্বারা বন্ধনপূর্ব্বক তাঁহাকে আনয়ন করিলে,—ইন্দ্রজিৎ সেই বলবান্ বানর বীরকে নিশাচরপতি এবং তাঁহার মন্ত্রি-বর্গকে দেখাইলেন। অন্যান্য রাক্ষসগণ উন্মত্ত হস্তীর ন্যায় তেজস্বী বন্ধনদশাগ্রস্ত বানরশ্রেষ্ঠ হনুমানের বৃত্তান্ত নিশাচরপতির নিকটে নিবেদন করিল। রাক্ষসবীরেরা তখন হনুমানকে দেখিয়া পরস্পর এইরূপ কথোপকথন

হন্তব্যঃ দহ্য তাং বাপি ভক্ষ্যতামিতি চাপরে।
রাক্ষসাস্তত্র সংক্রুদ্ধাঃ পরস্পরমথাব্রুবন্ ॥ ৫৬

অতীত্য মার্গং সহসা মহাত্মা
স তত্র রক্ষোঽধিপপাদমূলে।
দদর্শ রাজ্ঞঃ পরিচারবৃদ্ধান্
গৃহং মহারত্নবিভূষিতঞ্চ ॥ ৫৭

স দদর্শ মহাতেজা রাবণঃ কপিসত্তমম্।
রক্ষোভির্বিকৃতাকারৈঃ কৃষ্যমাণমিতস্ততঃ ॥ ৫৮

রাক্ষসাধিপতিঞ্চাপি দদর্শ কপিসত্তমঃ।
তেজোবলসমাযুক্তং তপন্তমিব ভাস্করম্ ॥ ৫৯

স রোষসংবর্ত্তিততাম্রদৃষ্টি-
র্দশাননস্তং কপিমন্ববেক্ষ্য।
অথোপবিষ্টান্ কুলশীলবৃদ্ধান্
সমাদিশত্তং প্রতি মুখ্যমন্ত্রীন্ ॥ ৬০

যথাক্রমং তৈঃ স কপিশ্চ পৃষ্টঃ
কার্য্যার্থমর্থস্য চ মূলমাদৌ।
নিবেদয়ামাস হরীশ্বরস্য
দূতঃ সকাশাদহমাগতোঽস্মি ॥ ৬১

ইতি সুন্দরকাণ্ডে অষ্টচত্বারিংশঃ সর্গঃ ॥ ৪৮ ॥

করিতে লাগিল,—"এই ব্যক্তি কে? কাহার সন্তান? কোন্ স্থান হইতে আসিয়াছে? প্রয়োজনই বা কি? কাহার বলেই বা এরূপ নির্ভয়চিত্তে রহিয়াছে?" রাজ-সভায় অন্যান্য নিশাচরগণ ক্রোধাকুল হইয়া পরস্পর কহিতে লাগিল,—"এই বানরকে এখন একবার দেখিয়া লই; পরে কিন্তু ইহাকে দহন বা হনন করা কর্ত্তব্য।" মহাত্মা হনমান্ কিয়দ্দূর অতিক্রম করিয়া রাক্ষসপতি রাবণের চরণ সন্নিধানে পরিচারকগণকে এবং বহুমূল্য অলঙ্কারাজি দ্বারা সুসজ্জিত প্রাসাদসমূহকে দেখিতে লাগিলেন। সেই প্রবলপ্রতাপ রাবণও দেখিলেন যে, কপিসত্তম হনমান্‌কে বিকৃতাকার রাক্ষসগণ এদিক্ ওদিক্ টানাটানি করিতেছে। কপিসত্তম হনমান্‌ও তাপপ্রদ সূর্য্যের ন্যায় অতীব তেজস্বী বলবান্ রাক্ষস-রাজকে দেখিয়া লইলেন। দশানন, হনমান্‌কে দেখিবামাত্র ক্রোধে চক্ষু ঘূর্ণিত এবং রক্তবর্ণ করিয়া তাঁহার বৃত্তান্ত জানিবার জন্য কুলশীলসম্পন্ন প্রধান মন্ত্রীদিগকে আজ্ঞা করিলেন। তাঁহারা তদনুসারে হনূমান্‌কে জিজ্ঞাসা করিলেন,—তুমি কি উদ্দেশে কোন্ কার্য্য সাধনের জন্য এখানে আগমন করিয়াছ? হনূমান্ এই কথা শুনিয়া কহিলেন,—"আমি দূত;—সুগ্রীবের নিকট হইতে দূতরূপে এখানে আসিয়াছি।" ৫৯—৬১।

একোনপঞ্চাশঃ সর্গঃ।

ততঃ স কর্ম্মণা তস্য বিস্মিতো ভীমবিক্রমঃ।
হনুমান্ ক্রোধতাম্রাক্ষো রক্ষোঽধিপমবৈক্ষত ॥ ১

ভ্রাজমানং মহার্হেণ কাঞ্চনেন বিরাজতা।
মুক্তাজালবৃতেনাথ মুকুটেন মহাদ্যুতিম্ ॥ ২

বজ্রসংযোগসংযুক্তৈর্মহার্হমণিবিগ্রহৈঃ।
দিব্যৈরাভরণৈশ্চিত্রৈর্মনসেব প্রকল্পিতৈঃ ॥ ৩

মহার্হক্ষৌমসংবীতং রক্তচন্দনরূষিতম্।
স্বনুলিপ্তং বিচিত্রাভির্বিবিধাভিশ্চ ভক্তিভিঃ ॥ ৪

বিচিত্রং দর্শনীয়ৈশ্চ রক্তাক্ষৈর্ভীমদর্শনৈঃ।
দীপ্ততীক্ষ্ণমহাদংষ্ট্রং প্রলম্বং দশনচ্ছদৈঃ ॥ ৫

শিরোভির্দশভির্বীরং ভ্রাজমানং মহৌজসম্।
নানাব্যালসমাকীর্ণৈঃ শিখরৈরিব মন্দরম্ ॥ ৬

নীলাঞ্জনচয়প্রখ্যং হারেণোরসি রাজতা।
পূর্ণচন্দ্রাভবক্ত্রেণ সবালার্কমিবাম্বুদম্ ॥ ৭

বাহুভির্বদ্ধকেয়ূরৈশ্চন্দনোত্তমরূষিতৈঃ।
ভ্রাজমানাঙ্গদৈর্ভীমৈঃ পঞ্চশীর্ষৈরিবোরগৈঃ ॥ ৮

মহতি স্ফাটিকে চিত্রে রত্নসংযোগচিত্রিতে।
উত্তমাস্তরণাস্তীর্ণে সূপবিষ্টং বরাসনে ॥ ৯

ঊনপঞ্চাশ সর্গ।

পরে ইন্দ্রজিতের কার্য্যে বিস্মিত ভীমবিক্রম হনুমান্, ক্রোধকষায়িতনয়নে নিশাচরপতি রাবণ-রাজের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন। তিনি দেখিলেন,—অতীব তেজস্বী বীরবর রাক্ষসপতি তখন বহুমূল্য ক্ষৌমবসন পরিধান করিয়া, মনোহর আভরণ দ্বারা সুসজ্জিত, রত্নখচিত স্ফটিক-নির্ম্মিত বিচিত্র বিশাল সিংহাসনে উপবেশনপূর্ব্বক সৌন্দর্য্য বিস্তার করিতে-ছেন। রাবণরাজ, দশমুণ্ড-নিবন্ধন ব্যালসমাকীর্ণ সশিখর মন্দরগিরির ন্যায় শোভা পাইতেছেন। তাঁহার দেহকান্তি অঞ্জনতুল্য নীলবর্ণ। মুখমণ্ডল পূর্ণ-চন্দ্রতুল্য উজ্জ্বল; সুতরাং নবোদিতসূর্য্য-যুক্ত মেঘের ন্যায় তাঁহার সৌন্দর্য্য বিকীর্ণ হইতেছে। তাঁহার নয়ন সকল ভয়ানক ও লালবর্ণ। দন্ত সকল তীক্ষ্ণ। ওষ্ঠ লম্বমান। পঞ্চশীর্ষ সর্পের ন্যায় বাহুসকল চন্দনচর্চ্চিত এবং কেয়ূর ও অঙ্গদ প্রভৃতি অলঙ্কারে উত্তমরূপে সজ্জিত। রাবণরাজের বহুমূল্যসুবর্ণনির্ম্মিত শিরোভূষণ মুকুট-সকল মুক্তাজালশোভিত ও উজ্জ্বল। মানসিক কল্পনায় যেমন অপূর্ব্ব পদার্থের সৃষ্টি হয়, সেইরূপ মহার্হমণি ও হীরক-নির্ম্মিত বিচিত্র মনোহর অলঙ্কার সকল তাঁহার শরীরের সৌন্দর্য্য সাধন করিতেছে।

অলঙ্কৃতাভিরত্যর্থং প্রমদাভিঃ সমন্ততঃ।
বালব্যজনহস্তাভিরারাৎ সমুপসেবিতম্ ॥ ১০
দুর্দ্ধরেণ প্রহস্তেন মহাপার্শ্বেন রক্ষসা।
মন্ত্রিভির্মন্ত্রতত্ত্বজ্ঞৈর্নিকুম্ভেন চ মন্ত্রিণা॥ ১১
উপোপবিষ্টং রক্ষোভিশ্চতুর্ভির্বলদর্পিতম্।
কৃৎস্নং পরিবৃতং লোকং চতুর্ভিরিব সাগরৈঃ ॥ ১২
মন্ত্রিভির্মন্ত্রতত্ত্বজ্ঞৈরন্যৈশ্চ শুভদর্শিভিঃ।
আশ্বাস্যমানং সচিবৈঃ সুরৈরিব সুরেশ্বরম্ ॥ ১৩
অপশ্যদ্রাক্ষসপতিং হনুমানতিতেজসম্।
বেষ্টিতং মেরুশিখরে সতোয়মিব তোয়দম্ ॥ ১৩
স তৈঃ সম্পীড্যমানোঽপি রক্ষোভির্ভীমবিক্রমৈঃ।
বিস্ময়ং পরমং গত্বা রক্ষোঽধিপমবৈক্ষত ॥ ১৫
ভ্রাজমানং ততো দৃষ্ট্বা হনুমান্ রাক্ষসেশ্বরম্।
মনসা চিন্তয়ামাস তেজসা তস্য মোহিতঃ ॥ ১৭
অহো রূপমহো ধৈর্য্যমহো সত্ত্বমহো দ্যুতিঃ।
অহো রাক্ষসরাজস্য সর্ব্বলক্ষণযুক্ততা ॥ ১৭
যদ্যধর্ম্মো ন বলবান্ স্যাদয়ং রাক্ষসেশ্বরঃ।
স্যাদয়ং সুরলোকস্য সশক্রস্যাপি রক্ষিতা ॥ ১৮
অস্য ক্রূরৈর্নৃশংসৈশ্চ কর্ম্মভির্লোককুৎসিতৈঃ।
সর্ব্বে বিভ্যতি সর্ব্বস্মাল্লোকাঃ সামরদানবাঃ ॥ ১৯
অয়ং হ্যুৎসহতে ক্রুদ্ধঃ কর্ত্তুমেকার্ণবং জগৎ।
ইতি চিন্তাং বহুবিধামকরোন্মতিমান্ কপিঃ।
দৃষ্ট্বা রাক্ষসরাজস্য প্রভাবমমিতৌজসঃ ॥ ২০

ইতি সুন্দরকাণ্ডে একোনপঞ্চাশঃ সর্গঃ ॥ ৪৯ ॥

পঞ্চাশঃ সর্গঃ।

তমুদ্বীক্ষ্য মহাবাহুঃ পিঙ্গাক্ষং পুরতঃ স্থিতম্।
রোষেণ মহতাবিষ্টো রাবণো লোকরাবণঃ ॥ ১
শঙ্কাহতাত্মা দধ্যৌ স কপীন্দ্রং তেজসা বৃতম্।
কিমেষ ভগবান্নন্দী ভবেৎ সাক্ষাদিহাগতঃ ॥ ২
যেন শপ্তোঽস্মি কৈলাসে ময়া প্রহসিতে পুরা।
সোঽয়ং বানরমূর্ত্তিঃ স্যাৎ কিংস্বিদ্বাণোঽপি বাসুরঃ ॥ ৩
স রাজা রোষতাম্রাক্ষঃ প্রহস্তং মন্ত্রিসত্তমম্।
কালযুক্তমুবাচেদং বচো বিপুলমর্থবৎ ॥ ৪
দুরাত্মা পৃচ্ছ্যতামেষ কুতঃ কিংবাস্য কারণম্।
বনভঙ্গে চ কোঽস্যার্থো রাক্ষসানাঞ্চ তর্জ্জনে ॥ ৫
মৎপুরীমপ্রধৃষ্যাং বৈ গমনে কিং প্রয়োজনম্।

বক্ষঃস্থলে মনোহর হার বিরাজমান। রমণীগণ নানাবিধ অলঙ্কারে উত্তমরূপে ভূষিত হইয়া, নিরন্তর চামর ব্যজন করিতেছে। চারিটী সাগর যেমন সমুদয় ভূমণ্ডল বেষ্টন করিয়া রহিয়াছে, সেইরূপ মন্ত্রবিশারদ দুর্দ্ধর, প্রহস্ত, মহাপার্শ্ব ও নিকুম্ভ এই চারিজন মন্ত্রী রাবণরাজের চতুর্দ্দিকে বসিয়া আছে। দেবগণ যেমন ইন্দ্রকে আশ্বাসিত করেন, সেইরূপ মন্ত্র-নিপুণ মন্ত্রিগণ ও কার্য্যকুশল সচিবগণ তাঁহাকে আশ্বাস প্রদান করিতেছে। অতীব তেজস্বী রাক্ষসপতি, মেরুশিখরস্থ সজল জলদের ন্যায় উপবিষ্ট আছেন। হনুমান্ ভীমবিক্রম রাক্ষসগণ কর্ত্তৃক নিরন্তর নিপীড়িত হইয়াও, বিস্মিতভাবে তাঁহাকে দেখিতে লাগিলেন। ১—১৫। পরে হনুমান্ রাক্ষসপতি রাবণের ঈদৃশ প্রভাব দেখিয়া, তদীয় তেজে মোহিত হইয়া, মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন;—"আহা! রাবণরাজের কি লক্ষণ, কি রূপ, কি ধৈর্য্য, কি পরাক্রম, কি দেহকান্তি,—এ সকলই অনির্ব্বচনীয়! যদি ইহঁার অধর্ম্ম এত বলবান্ না হইত, তাহা হইলে এই নিশাচরনাথ রাবণ সুরলোকের এবং ইন্দ্রের রক্ষক হইতে পারিতেন। ইহঁার জনসমাজে নিন্দনীয় অনিষ্টকর নিষ্ঠুর কার্য্য দেখিয়া দেব-দানব প্রভৃতি সকল লোকই ত্রস্ত হইয়াছে। ইনি ক্রুদ্ধ হইলে, এই বিশ্বসংসারও বিনষ্ট করিতে পারেন।" বুদ্ধিমান্ হনুমান্ অপরিমেয়-পরাক্রম-সম্পন্ন রাক্ষসরাজের প্রভাব দেখিয়া এইরূপ নানাবিধ চিন্তা করিতে লাগিলেন। ১৬—২০।

পঞ্চাশ সর্গ।

লোক-ভয়ঙ্কর মহাবাহু রাবণ, সম্মুখে সেই কপিশ্রেষ্ঠ হনুমান্‌কে দেখিয়া, অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইলেন। কিন্তু তাঁহার তেজঃপুঞ্জময় দেহ দেখিয়া ভীত হইয়া এইরূপ চিন্তা করিতে লাগিলেন;—"ইনি কি ভগবান্ নন্দী! আমি পুরাকালে তাঁহার বানর-মুখ দেখিয়া উপহাস করিয়াছিলাম, তিনি তখন কুপিত হইয়া আমাকে অভিশাপ দিয়াছিলেন যে, 'এই বানর-মুখ দ্বারাই তোমার বিনাশ হইবে।' অধুনা তিনিই কি বানররূপ ধারণ করিয়া এখানে আসিয়াছেন? অথবা বাণাসুর শিবের প্রতি ভক্তিবশতঃ নন্দীর আদেশে এখানে আসিয়া থাকিবেন।" সেই রাক্ষসরাজ ক্রোধে নয়ন রক্তবর্ণ করিয়া মন্ত্রিসত্তম প্রহস্তকে কহিলেন যে, "এই দুরাত্মাকে সময়োচিত বিপুলার্থযুক্ত এই সকল কথা জিজ্ঞাসা কর যে, এই বানর কাহার আজ্ঞায় কোন্ স্থান হইতে এখানে আসিয়াছে? বন ভগ্ন ও রাক্ষসগণকে নিপীড়িত করিবার কারণ

আযোধনে বা কিং কার্য্যং পৃচ্ছ্যতামেষ দুর্মতিঃ॥ ৬
রাবণস্য বচঃ শ্রুত্বা প্রহস্তো বাক্যমব্রবীৎ।
সমাশ্বসিহি ভদ্রং তে ন ভীঃ কার্য্যা ত্বয়া কপে॥ ৭
যদি তাবৎ ত্বমিন্দ্রেণ প্রেষিতো রাবণালয়ম্।
তত্ত্বমাখ্যাহি মা তে ভূদ্ ভয়ং বানর মোক্ষ্যসে॥৮
যদি বৈশ্রবণস্য ত্বং যমস্য বরুণস্য চ।
চারু রূপমিদং কৃত্বা প্রবিষ্টো নঃ পুরীমিমাম্।
বিষ্ণুনা প্রেষিতো বাপি দূতো বিজয়কাঙ্ক্ষিণা॥ ৯
ন হি তে বানরং তেজো রূপমাত্রন্তু বানরম্।
তত্ত্বতঃ কথয়স্বাদ্য ততো বানর মোক্ষ্যসে॥ ১০
অনৃতং বদতশ্চাপি দুর্লভং তব জীবিতম্।
অথবা যন্নিমিত্তন্তে প্রবেশো রাবণালয়ে॥ ১১
এবমুক্তো হরিবরস্তদা রক্ষোগণেশ্বরম্।
অব্রবীন্নাস্মি শক্রস্য যমস্য বরুণস্য বা॥ ১২
ধনদেন ন মে সখ্যং বিষ্ণুনা নাস্মি চোদিতঃ।
জাতিরেব মম ত্বেষা বানরোঽহমিহাগতঃ॥ ১৩
দর্শনে রাক্ষসেন্দ্রস্য তদিদং দুর্লভং ময়া।
বনং রাক্ষসরাজস্য দর্শনার্থে বিনাশিতম্॥ ১৪

কি? দুরাবর্ষ আমার এই নগরীতে আসিবার প্রয়োজন কি? আমার ভৃত্যগণের সহিত যুদ্ধেরই বা আবশ্যক কি?" —৬। প্রহস্ত, রাবণের কথা শুনিয়া হনুমান্‌কে কহিল, "কপিশ্রেষ্ঠ! তোমার ভয় নাই, অবশ্যই তোমার মঙ্গল হইবে; অতএব তুমি আশ্বস্ত হও। হে বানর! তোমার ভয় নাই, তুমি সত্য কথা বল, অবশ্যই মুক্তি লাভ করিবে। সুরপতি ইন্দ্র কি তোমাকে রাবণগৃহে পাঠাইয়াছেন? অথবা বৈশ্রবণ, বরুণ বা যমের চর হইয়া আমাদিগের নগর এই লঙ্কাধামে প্রবেশ করিয়াছ? কিংবা বিজয়াভিলাষী বিষ্ণুর দূত হইয়া আসিয়াছ? কারণ, তোমার তেজ—শক্তি, বানরের মত নহে, কিন্তু কেবল রূপই বানরের মত। তুমি যে জন্য রাবণভবনে প্রবেশ করিয়াছ তাহা সত্যরূপে ব্যক্ত করিলে মুক্তি লাভ করিবে, আর মিথ্যা কহিলে তোমার জীবন দুর্লভ হইবে।" ৭—১১। তখন কপিশ্রেষ্ঠ হনুমান্ তাহার কথা শুনিয়া রাক্ষসপতিকে কহিলেন, "আমি ইন্দ্রের যমের বা বরুণের দূত নহি, আর বিষ্ণু বা কুবেরের সহিতও আমার মিত্রতা নাই—সুতরাং তাহারাও আমাকে পাঠান নাই। আমি বানরজাতি,—আমার ইহাই স্বাভাবিক রূপ। কেবল রাক্ষসপতিকে দেখিব বলিয়া এ স্থানে আসিয়াছি। রাবণরাজের দর্শন সহজ ঘটে না, তাই রাজদর্শনাভিলাষে তাঁহার

ততস্তে রাক্ষসাঃ প্রাপ্তা বলিনো যুদ্ধকাঙ্ক্ষিণঃ।
রক্ষণার্থঞ্চ দেহস্য প্রতিযুক্তা ময়া রণে॥ ১৫
অস্ত্রপাশৈর্ন শক্যোঽহং বদ্ধুং দেবাসুরৈরপি।
পিতামহাদেব বরো মমাপি হি সমাগতঃ॥ ১৬
রাজানং দ্রষ্টুকামেন ময়াস্ত্রমনুবর্ত্তিতম্।
বিমুক্তোঽপ্যহমস্ত্রেণ রাক্ষসৈস্ত্বভিবেদিতঃ॥ ১৭
কেনচিদ্রামকার্য্যেণ আগতোঽস্মি তবান্তিকম্॥ ১৮
দূতোঽহমিতি বিজ্ঞায় রাঘবস্যামিতৌজসঃ।
শ্রূয়তামেব বচনং মম পথ্যমিদং প্রভো॥ ১৯

ইতি সুন্দরকাণ্ডে পঞ্চাশঃ সর্গঃ॥ ৫০॥

একপঞ্চাশঃ সর্গঃ।

তং সমীক্ষ্য মহাসত্ত্বং সত্ত্ববান্ হরিসত্তমঃ।
বাক্যমর্থবদব্যগ্রস্তমুবাচ দশাননম্॥ ১
অহং সুগ্রীবসন্দেশাদিহ প্রাপ্তস্তবান্তিকে।
রাক্ষসেশ হরীশস্ত্বাং ভ্রাতা কুশলমব্রবীৎ॥ ২
ভ্রাতুঃ শৃণু সমাদেশং সুগ্রীবস্য মহাত্মনঃ।
ধর্ম্মার্থসহিতং বাক্যমিহ চামুত্র চ ক্ষমম্॥ ৩
রাজা দশরথো নাম রথকুঞ্জরবাজিমান্।

বন ভগ্ন করিয়াছিলাম। তারপরে বলবান্ রাক্ষসগণ যুদ্ধাভিলাষে আসিল, সুতরাং আত্মশরীর রক্ষার জন্য সমরে প্রতিযুদ্ধ করিয়াছি। পিতামহের কৃপায় দেবতা বা অসুরগণও অস্ত্রপাশ দ্বারা আমাকে বাঁধিতে পারেন না; কেবল রাবণ রাজাকে দেখিব বলিয়া অস্ত্রের বাধ্য হইয়াছিলাম। আমি ব্রহ্মাস্ত্রের বন্ধন হইতে মুক্ত হইয়াও রামের কোন কার্য্যের জন্য আপনার নিকটে আসিয়াছি। হে প্রভো! আমি অমিততেজা রামচন্দ্রের দূত; অতএব আমার এই মঙ্গলকর হিত কথা শুনুন।" ১২—১৯।

একপঞ্চাশ সর্গ।

বানরশ্রেষ্ঠ বীর হনুমান্, মহাবল দশাননকে দেখিয়া, অব্যগ্রভাবে তাঁহাকে বলিতে লাগিলেন,—"রাজন্! আমি সুগ্রীবের বচন অনুসারে আপনার নিকটে আসিয়াছি। হে রাক্ষসেশ্বর! আপনার ভ্রাতা বানরপতি সুগ্রীব আপনার কুশলবার্ত্তা জিজ্ঞাসা করিয়াছেন। সেই মহাত্মা সুগ্রীব ইহকালের ও পরকালের সুখাবহ ধর্ম্মার্থযুক্ত যে সকল কথা বলিয়াছেন, আপনি তাহা শুনুন। অগণিত রথ, অশ্ব ও হস্তীর অধিপতি দশরথ

পিতেব বন্ধুর্লোকস্য সুরেশ্বরসমদ্যুতিঃ ॥ ৪
জ্যেষ্ঠস্তস্য মহাবাহুঃ পুত্রঃ প্রিয়তরঃ প্রভুঃ।
পিতুর্নিদেশান্নিষ্ক্রান্তঃ প্রবিষ্টো দণ্ডকাবনম্ ॥ ৫
লক্ষ্মণেন সহ ভ্রাত্রা সীতয়া সহ ভার্য্যয়া।
রামো নাম মহাতেজা ধর্ম্ম্যং পন্থানমাশ্রিতঃ ॥ ৬
তস্য ভার্য্যা জনস্থানে ভ্রষ্টা সীতেতি বিশ্রুতা।
বৈদেহস্য সুতা রাজ্ঞো জনকস্য মহাত্মনঃ ॥ ৭
মার্গমাণস্তু তাং দেবীং রাজপুত্রঃ সহানুজঃ।
ঋষ্যমূকমনুপ্রাপ্তঃ সুগ্রীবেণ চ সঙ্গতঃ ॥ ৮
তস্য তেন প্রতিজ্ঞাতং সীতায়াঃ পরিমার্গণম্।
সুগ্রীবস্যাপি রামেণ হরিরাজ্যং নিবেদিতুম্ ॥ ৯
ততস্তেন মৃধে হত্বা রাজপুত্রেণ বালিনম্।
সুগ্রীবঃ স্থাপিতো রাজ্যে হর্য্যৃক্ষাণাং গণেশ্বরঃ ॥ ১০
ত্বয়া বিজ্ঞাতপূর্ব্বশ্চ বালী বানরপুঙ্গবঃ।
স তেন নিহতঃ সংখ্যে শরেণৈকেন বানরঃ ॥ ১১
স সীতামার্গণে ব্যগ্রঃ সুগ্রীবঃ সত্যসঙ্গরঃ।
হরীন্ সম্প্রেষয়ামাস দিশঃ সর্ব্বা হরীশ্বরঃ ॥ ১২
তাং হরীণাং সহস্রাণি শতানি নিযুতানি চ।
দিক্ষু সর্ব্বাসু মার্গন্তে হ্যধশ্চোপরি চাম্বরে ॥ ১৩
বৈনতেয়সমাঃ কেচিৎ কেচিত্তত্রানিলোপমাঃ।
অসঙ্গগতয়ঃ শীঘ্রা হরিবীরা মহাবলাঃ ॥ ১৪
অহন্তু হনুমান্নাম মারুতস্যৌরসঃ সুতঃ।
সীতায়াস্তু কৃতে তূর্ণং শতযোজনমায়তম্ ॥
সমুদ্রং লঙ্ঘয়িত্বৈব তাং দিদৃক্ষুরিহাগতঃ ॥ ১৫
ভ্রমতা চ ময়া দৃষ্টা গৃহে তে জনকাত্মজা ॥ ১৬
তদ্ভবান্ দৃষ্টধর্ম্মার্থস্তপঃকৃতপরিগ্রহঃ।
পরদারান্ মহাপ্রাজ্ঞ নোপরোদ্ধুং ত্বমর্হসি ॥ ১৭
ন হি ধর্ম্মবিরুদ্ধেষু বহ্বপায়েষু কর্ম্মসু।
মূলঘাতিষু সজ্জন্তে বুদ্ধিমন্তো ভবদ্বিধাঃ ॥ ১৮
কশ্চ লক্ষ্মণমুক্তানাং রামকোপানুবর্ত্তিনাম্।
শরাণামগ্রতঃ স্থাতুং শক্তো দেবাসুরেষ্বপি ॥ ১৯
ন চাপি ত্রিষু লোকেষু রাজন্ বিদ্যেত কশ্চন।
রাঘবস্য ব্যলীকং যঃ কৃত্বা সুখমবাপ্নুয়াৎ ॥ ২০
তৎ ত্রিকালহিতং বাক্যং ধর্ম্ম্যমর্থানুযায়ি চ।
মন্যস্ব নরশার্দ্দূল জানকী প্রতিদীয়তাম্ ॥ ২১

নামে এক রাজা ছিলেন। তিনি পিতার ন্যায় লোক-সকলের রক্ষক ও ইন্দ্রতুল্য প্রভাব-সম্পন্ন। তাঁহার প্রিয়তম জ্যেষ্ঠ পুত্র মহাবাহু রামচন্দ্র পিতার আজ্ঞায় রাজভবন হইতে বহির্গত হইয়া, সহধর্ম্মিণী জানকী ও ভ্রাতা লক্ষ্মণের সহিত দণ্ডকারণ্যে প্রবেশ করেন। সেই মহাতেজা প্রভু রামচন্দ্র ধর্ম্মপথ অবলম্বন-পূর্ব্বক দণ্ডক-বনে অবস্থিতি করিতেছিলেন। ইত্য-বসরে তাঁহার ভার্য্যা সীতা জনস্থানে অদৃশ্যা হইলেন; তিনি বিদেহরাজ মহাত্মা জনকরাজের দুহিতা। রাজ-পুত্র রাম, অনুজ লক্ষ্মণের সহিত সীতাদেবীর অন্বেষণ করিতে করিতে ঋষ্যমূক পর্ব্বতে উপনীত হইলেন; তথায় তিনি সুগ্রীবের সহিত মিলিত হন; রাম সুগ্রী-বকে বানররাজ্য প্রদান করিবেন বলিয়া অঙ্গীকার করিলে, 'সুগ্রীবও সীতার অন্বেষণ করিবেন' রামের নিকটে এইরূপ প্রতিজ্ঞা করিলেন। পরিশেষে সেই রাজপুত্র রামচন্দ্র, বালীকে সংগ্রামে সংহারপূর্ব্বক সুগ্রীবকে বানররাজ্যে অভিষিক্ত করেন। রাজন্! আপনি বানর ও ভল্লুকগণের অধিপতি বালীকে পূর্ব্ব হইতেই জ্ঞাত আছেন। রামচন্দ্র সেই বানরবর বালীকে একটী বাণেই বধ করিয়াছেন। সত্য-প্রতিজ্ঞ বানররাজ সুগ্রীব সীতার অন্বেষণে তৎপর হইয়া, সর্ব্বদিকে বানরসকলকে পাঠাইয়াছেন। ১—১২। শতসহস্র নিযুত বানর দিঙ্মণ্ডল, নভো-মণ্ডল ও পাতাল পর্য্যন্ত সীতার অন্বেষণ করিতেছেন। যাহারা একাকী শত্রু নির্য্যাতন করিতে সমর্থ, তাদৃশ মহাবল অনেক বানর আছে। সেই বানর বীরগণের মধ্যে কেহ কেহ গরুড়তুল্য ও কেহ কেহ বায়ুতুল্য দ্রুতগামী। আমার নাম হনুমান্। আমি পবনের ঔরস-জাত পুত্র। সীতার অনুসন্ধানার্থ শতযোজনবিস্তৃত সাগর দ্রুতবেগে পার হইয়া, আপনার দর্শনলাভ-লালসায় এখানে আসিয়াছি। অবশেষে ভ্রমণ করিতে করিতে আপনার ভবনে জনকনন্দিনী সীতাকে নয়নগোচর করিয়াছি। "হে মহাপ্রাজ্ঞ! আপনি ধর্ম্মের মর্ম্ম জ্ঞাত হইয়া তপঃপ্রভাবে অতুল ঐশ্বর্য্যের আধিপত্য লাভ করিয়াছেন। অতএব পর-স্ত্রী নিরোধ করা,—লুকাইয়া রাখা আপনার কর্ত্তব্য নহে। যে কার্য্য করিলে বহুতর অনর্থ সংঘটিত হয়; এমন কি, মূল পর্য্যন্ত বিনষ্ট হইয়া যায়, আপনার ন্যায় বুদ্ধিমান্ ব্যক্তির এরূপ কার্য্যে আসক্ত হওয়া অনুচিত। বিশে-ষতঃ দেবগণের বা অসুরগণের মধ্যেই বা কোন্ ব্যক্তি রামচন্দ্র ও লক্ষ্মণকর্ত্তৃক ক্রোধে বিমুক্ত বাণসকলের অগ্রে তিষ্ঠিতে সমর্থ? রাবণ্! ত্রিলোকমধ্যে এমন কোন ব্যক্তিই বিদ্যমান নাই যে, রাঘব রাম-চন্দ্রের অপ্রিয় আচরণ করিয়া সুখ লাভ করে। অত-এব হে পুরুষশ্রেষ্ঠ! আপনি আমার এই ধর্ম্মযুক্ত শাস্ত্রসম্মত কথা অনুমোদন করিয়া, জনকনন্দিনী সীতা দেবীকে প্রত্যর্পণ করুন; এরূপ কার্য্য করিলে, আপ-

দৃষ্টা হীয়ং ময়া দেবী লব্ধং যদিহ দুর্লভম্ ।
উত্তরং কর্ম্ম যচ্ছেষং নিমিত্তং তত্র রাঘবঃ ॥ ২২
লক্ষিতেয়ং ময়া সীতা তথা শোকপরায়ণা ।
গৃহে যাং নাভিজানাসি পঞ্চাস্যামিব পন্নগীম্ ॥ ২৩
নেয়ং জরয়িতুং শক্যা সাসুরৈরমরৈরপি ।
বিষসংসৃষ্টমত্যর্থং ভুক্তমন্নমিবৌজসা ॥ ২৪
তপঃসন্তাপলব্ধস্তে যোঽয়ং ধর্ম্মপরিগ্রহঃ ।
ন স নাশয়িতুং ন্যায্য আত্মপ্রাণপরিগ্রহঃ ॥ ২৫
অবধ্যতাং তপোভির্যাং ভবান্ সমনুপশ্যতি ।
আত্মনঃ সাসুরৈর্দেবৈর্হেতুস্তত্রাপ্যয়ং মহান্ ॥ ২৬
সুগ্রীবো ন চ দেবোঽয়ং ন যক্ষো ন চ রাক্ষসঃ ।
মানুষো রাঘবো রাজন্ সুগ্রীবশ্চ হরীশ্বরঃ ।
অস্মাৎ প্রাণপরিত্রাণং কথং রাজন্ করিষ্যসি ॥ ২৭
ন তু ধর্ম্মোপসংহারমধর্ম্মফলসংহিতঃ
তদেব ফলমন্বেতি ধর্ম্মশ্চাধর্ম্মনাশনঃ ॥ ২৮
প্রাপ্তং ধর্ম্মফলং তাবদ্ভবতা নাত্র সংশয়ঃ ।
ফলমস্যাপ্যধর্ম্মস্য ক্ষিপ্রমেব প্রপৎস্যসে ॥ ২৯
জনস্থানবধং বুদ্ধ্বা বালিনশ্চ বধং তথা ।
রামসুগ্রীবসখ্যঞ্চ বুধ্যস্ব হিতমাত্মনঃ ॥ ৩০
কামং খল্বহমপ্যেকঃ সবাজিরথকুঞ্জরাম্ ।
লঙ্কাং নাশয়িতুং শক্তস্তস্যৈষ তু ন নিশ্চয়ঃ ॥ ৩১
রামেণ হি প্রতিজ্ঞাতং হর্য্যক্ষগণসন্নিধৌ ।
উৎসাদনমমিত্রাণাং সীতা যৈস্তু প্রধর্ষিতা ॥ ৩২
অপকুর্ব্বন্ হি রামস্য সাক্ষাদপি পুরন্দরঃ ।
ন সুখং প্রাপ্নুয়াদন্যঃ কিং পুনস্ত্বদ্বিধো জনঃ ॥ ৩৩
যাং সীতেত্যভিজানাসি যেয়ং তিষ্ঠতি তে গৃহে ।
কালরাত্রীতি তাং বিদ্ধি সর্ব্বলঙ্কাবিনাশিনীম্ ॥ ৩৪
তদলং কালপাশেন সীতাবিগ্রহরূপিণা ।
স্বয়ং স্কন্ধাবসক্তেন ক্ষেমমাত্মনি চিন্ত্যতাম্ ॥ ৩৫
সীতায়াস্তেজসা দগ্ধাং রামকোপপ্রদীপিতাম্ ।
দহ্যমানামিমাং পশ্য পুরীং সাট্টপ্রতোলিকাম্ ॥ ৩৬

মার পূর্ব্বকৃত অপরাধের পরিহার হইবে এবং অতুল ঐশ্বর্য্য বিনষ্ট না হইয়া ভবিষ্যতে মঙ্গল হইবে। সহস্র কোটি বানর যাঁহার দেখা পায় নাই, আমি সেই সীতা দেবীকে আপনার ভবনে দেখিয়াছি। ইহার পর যে সকল কার্য্য বাকী রহিল, রাম তাহা সম্পন্ন করিবেন। সেই শোকপরায়ণা সীতা, পঞ্চাস্যা পন্নগীর ন্যায়, আপনার সংহার করিবেন,—আপনি তাহা অবগত হইতেছেন না। ভোজন করিবার শক্তি থাকিলেও, যেমন কেহ বিষমিশ্রিত অন্ন অধিক পরিমাণে ভোজন করিয়া জীর্ণ করিতে পারে না, সেইরূপ কি অসুরগণ, কি দেবগণ, কেহই বলপূর্ব্বক তাঁহাকে রক্ষা করিতে সমর্থ হইবে না। তপস্যার কষ্ট সহ্য করিয়া ধর্ম্মবলে আপনি যে চিরায়ু লাভ করিয়াছেন, তাহা অধর্ম্মের দ্বারা নাশ করা আপনার পক্ষে উচিত নহে। বিশেষতঃ আপনি যে আপনাকে দেব ও দানবের অবধ্য বলিয়া জানিয়াছেন, তপোবলই তাহার প্রধান কারণ। ১৩—২৬। হে রাজন্! সুগ্রীব, দেবতা, যক্ষ অথবা রাক্ষস নহেন; তিনি বানরগণের অধিপতি, রামচন্দ্র মনুষ্য। অতএব হে রাক্ষসনাথ! আপনি রামচন্দ্র ও সুগ্রীব হইতে কিরূপে প্রাণ রক্ষা করিবেন? যাহার অধর্ম্ম—আতিশয্য-নিবন্ধন নিতান্ত ফলোন্মুখ হইয়াছে,—সে ব্যক্তি যদি অধিকতর ধর্ম্ম সংগ্রহ করে,—তথাপি সে ধর্ম্মফল লাভ করিতে পারে না,—প্রত্যুত অধর্ম্মফলই লাভ করিয়া থাকে, কারণ উৎকট ধর্ম্ম, অধর্ম্মকে নাশ করে,—আর বিপুল অধর্ম্মও ধর্ম্মকে নাশ করে।' আপনি ইতঃপূর্ব্বে ধর্ম্মফল লাভ করিয়াছেন। অধুনা পরস্ত্রী-হরণ-রূপ এই অধর্ম্মের ফল ভোগ শীঘ্রই করিবেন,—তৎপক্ষে কোন সংশয় নাই। জনস্থানে রাক্ষসগণের বধ, বালিবধ ও রামচন্দ্রের সহিত সুগ্রীবের সখ্য,—এই সকল বৃত্তান্ত অবগত হইয়া যাহাতে আপনার মঙ্গল হয়, তাহা বিশেষরূপ বিবেচনা করুন। আমি একাকী হস্তী, অশ্ব ও রথসঙ্কুলা এই লঙ্কাপুরী অনায়াসে বিনষ্ট করিতে সক্ষম, কিন্তু আমি যাহার আজ্ঞায় এখানে আসিয়াছি, ইহাতে তাঁহার অনুমতি নাই। বিশেষতঃ রামচন্দ্র,—বানর ও ভল্লুকদিগের সমক্ষে প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন যে, 'যাহারা সীতা দেবীকে ক্লেশ দিয়াছে, সেই শত্রুদিগকে তিনি স্বয়ং বধ করিবেন।' অধিকন্তু রামের অপকার করিয়া যখন সাক্ষাৎ ইন্দ্রও পরিত্রাণ পান না, তখন আপনার ন্যায় ব্যক্তিগণের তিনি যে দণ্ড বিধান করিবেন, তাহাতে আর সংশয় কি আছে? যিনি আপনার ভবনে অবস্থিতি করিতেছেন এবং যাঁহাকে আপনি সীতা বলিয়া অবগত আছেন, তাঁহাকে আপনি মহাপ্রলয়কর্ত্রী কালরাত্রি বলিয়া জানিবেন। তাঁহার কোপেই এই লঙ্কানগরী ধ্বংস হইবে। আর কালপাশই সীতারূপে লঙ্কায় অবতীর্ণ; আপনি সেই পাশ স্বয়ং আপন কণ্ঠে বন্ধন করিয়াছেন। অতএব তাহা পরিত্যাগ করিয়া, আপনার পরিত্রাণলাভের উপায় ভাবুন। এই লঙ্কানগরী সীতাদেবীর তেজঃপ্রভাবে দগ্ধ হইবে,—এবং রামচন্দ্রের কোপে প্রদীপ্ত

স্বানি মিত্রাণি মন্ত্রিংশ্চ জ্ঞাতীন্ ভ্রাতৄন্ সুতান্ হিতান্।
ভোগান্ দারাংশ্চ লঙ্কাঞ্চ মা বিনাশমুপানয় ॥ ৩৭
সত্যং রাক্ষসরাজেন্দ্র শৃণুষ্ব বচনং মম।
রামদাসস্য দূতস্য বানরস্য বিশেষতঃ ॥ ৩৮
সর্ব্বান্ লোকান্ সুসংহৃত্য সভূতান্ সচরাচরান্।
পুনরেব তথা স্রষ্টুং শক্তো রামো মহাযশাঃ ॥ ৩৯
দেবাসুরনরেন্দ্রেষু যক্ষরক্ষোরগেষু চ।
বিদ্যাধরেষু নাগেষু গন্ধর্ব্বেষু মৃগেষু চ ॥ ৪০
সিদ্ধেষু কিন্নরেন্দ্রেষু পতত্রিষু চ সর্ব্বতঃ।
সর্ব্বত্র সর্ব্বভূতেষু সর্ব্বকালেষু নাস্তি সঃ ॥ ৪১
যো রামং প্রতিযুধ্যেত বিষ্ণুতুল্যপরাক্রমম্।
সর্ব্বলোকেশ্বরস্যেহ কৃত্বা বিপ্রিয়মীদৃশম্।
রামস্য রাজসিংহস্য দুর্লভং তব জীবিতম্ ॥ ৪২

দেবাশ্চ দৈত্যাশ্চ নিশাচরেন্দ্র
গন্ধর্ব্ববিদ্যাধরনাগযক্ষাঃ।
রামস্য লোকত্রয়নায়কস্য
স্থাতুং ন শক্তাঃ সমরেষু সর্ব্বে ॥ ৪৩
ব্রহ্মা স্বয়ম্ভূশ্চতুরাননো বা
রুদ্রস্ত্রিনেত্রস্ত্রিপুরান্তকো বা।
ইন্দ্রো মহেন্দ্রঃ সুরনায়কো বা
স্থাতুং ন শক্তা যুধি রাঘবস্য ॥ ৪৪

স সৌষ্ঠবোপেতমদীনবাদিনঃ
কপের্নিশম্যাপ্রতিমোঽপ্রিয়ং বচঃ।
দশাননঃ কোপবিবৃত্তলোচনঃ
সমাদিশৎ তস্য বধং মহাকপেঃ ॥ ৪৫

ইতি সুন্দরকাণ্ডে একপঞ্চাশঃ সর্গঃ ॥ ৫১ ॥

দ্বিপঞ্চাশঃ সর্গঃ।

স তস্য বচনং শ্রুত্বা বানরস্য মহাত্মনঃ।
আজ্ঞাপয়দ্বধং তস্য রাবণঃ ক্রোধমূর্চ্ছিতঃ ॥ ১
বধে তস্য সমাজ্ঞপ্তে রাবণেন দুরাত্মনা।
নিবেদিতবতো দৌত্যং নানুমেনে বিভীষণঃ ॥ ২
তং রক্ষোঽধিপতিং ক্রুদ্ধং তচ্চ কার্য্যমুপস্থিতম্।
বিদিত্বা চিন্তয়ামাস কার্য্যং কার্য্যবিধৌ স্থিতঃ ॥ ৩
নিশ্চিতার্থস্ততঃ সাম্না পূজ্যং শত্রুজিদগ্রজম্।
উবাচ হিতমত্যর্থং বাক্যং বাক্যবিশারদঃ ॥ ৪

ক্ষমস্ব রোষং ত্যজ রাক্ষসেন্দ্র
প্রসীদ মে বাক্যমিদং শৃণুষ্ব।

হইয়া অট্টালিকা ও রথ্যাসহ ভস্মীভূত হইবে; আপনি এ সমস্তই দেখিতে পাইবেন। ২৭—৩৭। "হে রাক্ষসনাথ! আমি রামচন্দ্রের দূত ও দাস। সুতরাং তাঁহার মহিমা জানি। বিশেষতঃ আমি বানরজাতি, কাহারও প্রতি পক্ষপাত করিয়া কোন কথা কহিব না। অতএব আমি বিশেষ নির্ণয় করিয়া যে সমস্ত সত্যকথা কহিব, আপনি তাহা শুনুন; মহাযশস্বী রামচন্দ্র সংসারের সর্ব্বজাতীয় প্রাণিপুঞ্জের সংহার করিয়া পুনরায় সেইরূপ সৃষ্টি করিতে সক্ষম। বিষ্ণুর ন্যায়, পরাক্রমশালী রামচন্দ্রের সহিত প্রতিযুদ্ধ করে, এমন ব্যক্তি দেবতা, অসুর, নরপতি, যক্ষ, রক্ষ, উরগ, বিদ্যাধর, নাগ, গন্ধর্ব্ব, সিদ্ধ, কিন্নর, মৃগ, পক্ষী এবং অন্যান্য জীবগণের মধ্যেও বিদ্যমান নাই। যখন আপনি লোকনাথ রাজশ্রেষ্ঠ রামচন্দ্রের এবম্প্রকার অপ্রিয় আচরণ করিয়াছেন, তখন আপনার জীবন নিতান্ত দুর্লভ। হে রাক্ষসপতে! দেবতা দৈত্য, গন্ধর্ব্ব, বিদ্যাধর এবং নাগগণ, ত্রিলোকনাথ রামচন্দ্রের সম্মুখে যুদ্ধে অবস্থান করিতে সক্ষম নহেন। এমন কি, চতুরানন স্বয়ম্ভূ ব্রহ্মা বা ত্রিপুরান্তক ত্রিলোচন রুদ্র অথবা সুর-নায়ক মহৈশ্বর্য্য-সম্পন্ন বিষ্ণুও, রাঘব রামচন্দ্রের সম্মুখযুদ্ধে অবস্থিতি করিতে অক্ষম।" সেই অপ্রতিম বীর দশানন রাবণ;—অদীনবাদী বানরের সৌষ্ঠবযুক্ত অপ্রিয় কথা শুনিয়া ক্রোধে নয়ন ঘূর্ণিত করিয়া তাঁহাকে বধ করিতে আজ্ঞা করিলেন। ৩৮—৪৫।

দ্বিপঞ্চাশ সর্গ।

রাবণ, মহাত্মা বানরের এই কথা শুনিয়া ক্রোধে অধৈর্য্য হইয়া, তাঁহাকে বধ করিতে আজ্ঞা দিলেন। হনুমান্ আপনার দৌত্য কর্ম্ম যথাবৎ কীর্ত্তন করিলেও যখন দুর্ম্মতি রাবণ তাঁহার বধাদেশ করিলেন, তখন ভ্রাতা বিভীষণ 'দূত অবধ্য' জানিয়া তাহাতে অনুমোদন করিলেন না। অধিকন্তু বিভীষণ উপস্থিত কার্য্য এবং রাবণের ক্রোধ অবগত হইয়া, কর্ত্তব্য-কার্য্যের বিষয় ভাবিতে লাগিলেন। পরে উচিত কার্য্য সম্পাদনে কৃতসংকল্প, বাক্যবিশারদ বিভীষণ কর্ত্তব্য স্থির করিয়া শত্রুজেতা পূজনীয় অগ্রজ ভ্রাতা রাবণকে নিতান্ত মঙ্গলকর সান্ত্বকথা কহিতে প্রবৃত্ত হইলেন;—"হে রাক্ষসেন্দ্র! প্রতিজ্ঞা পরিত্যাগপূর্ব্বক কোপ সংহার করিয়া, প্রসন্নমনে আমার এই কথা শ্রবণ

বধং ন কুর্ব্বন্তি পরাবরজ্ঞা
দূতস্য সন্তো বসুধাধিপেন্দ্রাঃ। ৫
রাজন্ ধর্ম্মবিরুদ্ধঞ্চ লোকবৃত্তেশ্চ গর্হিতম্।
তব চাসদৃশং বীর কপেরস্য প্রমাপণম্। ৬
ধর্ম্মজ্ঞশ্চ কৃতজ্ঞশ্চ রাজধর্ম্মবিশারদঃ।
পরাবরজ্ঞো ভূতানাং ত্বমেব পরমার্থবিৎ। ৭
গৃহ্যন্তে যদি রোষেণ ত্বাদৃশোঽপি বিচক্ষণাঃ।
ততঃ শাস্ত্রবিপশ্চিত্ত্বং শ্রম এব হি কেবলম্। ৮
তস্মাৎ প্রসীদ শত্রুঘ্ন রাক্ষসেন্দ্র দুরাসদ।
যুক্তাযুক্তং বিনিশ্চিত্য দূতদণ্ডো বিধীয়তাম্। ৯
বিভীষণবচঃ শ্রুত্বা রাবণো রাক্ষসেশ্বরঃ।
কোপেন মহতাবিষ্টো বাক্যমুত্তরমব্রবীৎ। ১০
ন পাপানাং বধে পাপং বিদ্যতে শত্রুসূদন।
তস্মাদিমং বধিষ্যামি বানরং পাপকারিণম্। ১১
অধর্ম্মমূলং বহুদোষযুক্ত-
মনার্য্যজুষ্টং বচনং নিশম্য।
উবাচ বাক্যং পরমার্থতত্ত্বং
বিভীষণো বুদ্ধিমতাং বরিষ্ঠঃ। ১২
প্রসীদ লঙ্কেশ্বর রাক্ষসেন্দ্র
ধর্ম্মার্থতত্ত্বং বচনং শৃণুষ্ব।
দূতা ন বধ্যাঃ সময়েষু রাজন্
সর্ব্বেষু সর্ব্বত্র বদন্তি সন্তঃ। ১৩
অসংশয়ং শত্রুরয়ং প্রবৃদ্ধঃ
কৃতং হ্যনেনাপ্রিয়মপ্রমেয়ম্।
ন দূতবধ্যাং প্রবদন্তি সন্তো
দূতস্য দৃষ্টা বহবো হি দণ্ডাঃ। ১৩
বৈরূপ্যমঙ্গেষু কশাভিঘাতো
মৌণ্ড্যং তথা লক্ষণসন্নিপাতঃ।
এতান্ হি দূতে প্রবদন্তি দণ্ডান্
বধস্তু দূতস্য ন নঃ শ্রুতোঽপি। ১৫
কথঞ্চ ধর্ম্মার্থবিনীতবুদ্ধিঃ
পরাবরপ্রত্যয়নিশ্চিতার্থঃ।
ভবদ্বিধঃ কোপবশে হি তিষ্ঠেৎ
কোপং ন গচ্ছন্তি হি সত্ত্ববন্তঃ। ১৬
ন ধর্ম্মবাদে ন চ লোকবৃত্তে
ন শাস্ত্রবুদ্ধিগ্রহণেষু বাপি।
বিদ্যেত কশ্চিৎ তব বীর তুল্য-
স্ত্বং হ্যুত্তমঃ সর্ব্বসুরাসুরাণাম্। ১৭
পরাক্রমোৎসাহমনস্বিনাঞ্চ
সুরাসুরাণামপি দুর্জ্জয়েন।
ত্বয়া প্রমেয়েণ সুরেন্দ্রসঙ্ঘা
জিতাশ্চ যুদ্ধেষ্বসকৃন্নরেন্দ্রাঃ। ১৮

করুন। রাজন্! যাঁহারা কার্য্যের উৎকর্ষ বা অপকর্ষের বিষয় জ্ঞাত আছেন, সেই সাধু-স্বভাব বসুধাপতিগণ কখন দূতকে বধ করেন না। হে বীর! এই বানরকে বধ করা আপনার অনুচিত। যেহেতু এই কার্য্য ধর্ম্ম-বিরুদ্ধ এবং লোকাচার বিগর্হিত। আপনি পরমার্থবিৎ, ধর্ম্মজ্ঞ, কৃতজ্ঞ ও রাজধর্ম্মে বিলক্ষণ পারদর্শী। বিশেষতঃ আপনি প্রাণিগণের উৎকর্ষ বা অপকর্ষের বিষয় সমস্তই জ্ঞাত আছেন। অতএব ভবাদৃশ বিচক্ষণ ব্যক্তিও যদি ক্রোধাবিষ্ট হন, তাহা হইলে শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া পাণ্ডিত্য লাভ করা কেবল বৃথা শ্রমমাত্র। অতএব হে দুরাসদ রাক্ষসনাথ! আপনি প্রসন্ন হউন। হে শত্রুঘ্ন! কি আপনার কর্ত্তব্য, কি আপনার অকর্ত্তব্য,—ইহা নিশ্চয় করিয়া, এই দূতের দণ্ড বিধান করুন। রাক্ষসপতি রাবণ, বিভীষণের কথা শুনিয়া ক্রোধপরায়ণ হইয়া কহিলেন,—"হে শত্রুসূদন! পাপীদিগকে বধ করিলে পাপ হয় না। এই বানর রাজদ্রোহাপরাধে পাপী। অতএব ইহাকে অবশ্য আমি বধ করিব।" ১—১১। রাবণ অপকীর্ত্তির আস্পদ, অধর্ম্মমূলক নীচ-জনোচিত বাক্য বিন্যাস করিলে, বুদ্ধিশালীর অগ্রগণ্য বিভীষণ তাহা শুনিয়া সারগর্ভ কথায় কহিতে লাগিলেন;—"হে লঙ্কেশ্বর রাক্ষসেন্দ্র! আপনি প্রসন্নচিত্ত হইয়া ধর্ম্মের নিগূঢ় মর্ম্ম শ্রবণ করুন। রাজন্! দূত সর্ব্ব সময়েই অবধ্য,—এই কথা সাধুগণ সর্ব্বত্র কীর্ত্তন করিয়া থাকেন। এই শত্রু বানর, অতিশয় পর্ব্বিত এবং আমাদিগের নিতান্ত অপ্রিয় কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়াছে,—সংশয় নাই। কিন্তু দূত বধ্য—সাধুগণ এ কথা কখনই বলেন না। বরং দূতের বহুপ্রকার দণ্ডই দৃষ্ট হইয়া থাকে। অঙ্গবিরূপণ, মস্তকমুণ্ডন, কশাঘাত, অথবা,—কোন চিহ্ন অর্পণ,—দূতের প্রতি এই সকল দণ্ডেরই বিধান হইয়া থাকে। পরন্তু দূতের বধ দর্শন করা দূরে থাকুক, আমরা এমন কথা কখন শুনিও নাই! আপনি ধর্ম্মতত্ত্বে সুশিক্ষিত এবং উত্তম-অধম বিচার করিয়া কার্য্যের নির্ণয় করিয়া থাকেন; অতএব আপনার ন্যায় ব্যক্তির কি ক্রোধের বশীভূত হওয়া উচিত? কারণ সত্ত্বগুণাবলম্বী ব্যক্তিগণ কখন ক্রুদ্ধ হন না। হে বীর! আপনি সুর ও অসুরগণের মধ্যে প্রধান। কি ধর্ম্মবাদ, কি লোকাচার, কি বুদ্ধি দ্বারা শাস্ত্রের তাৎপর্য্য গ্রহণ,—এই সকল বিষয়ে আপনার তুল্য এক্ষণে কেহই বিদ্যমান

ইত্থংবিধস্যামরদৈত্যশত্রোঃ
শূরস্য বীরস্য তবোর্জ্জিতস্য।
কুর্ব্বন্তি বীরা মনসাপ্যলীকং
প্রাণৈর্বিমুক্তা ন তু ভোঃ পুরা তে। ১৭
ন চাপ্যস্য কপের্ঘাতে কঞ্চিৎ পশ্যাম্যহং গুণম্।
তেষ্বয়ং পাত্যতাং দণ্ডো যৈরয়ং প্রেষিতঃ কপিঃ॥ ১৮
সাধুর্বা যদি বাসাধুঃ পরৈরেষ সমর্পিতঃ।
ব্রুবন্ পরার্থং পরবান্ ন দূতো বধমর্হতি। ১৯
অপি চাস্মিন্ হতে নান্যং রাজন্ পশ্যামি খেচরম্।
তস্মাদস্য বধে যত্নঃ কার্য্যঃ পরপুরঞ্জয়।
ভবান্ সেন্দ্রেষু দেবেষু যত্নমাস্থাতুমর্হতি। ২০
অস্মিন্ বিনষ্টে নাহি দূতমন্যং
পশ্যামি যস্তৌ নররাজপুত্রৌ।
যুদ্ধায় যুদ্ধপ্রিয় দুর্ব্বিনীতা-
বুদ্যোজয়েদ্বৈ ভবতো বিরুদ্ধৌ। ২১
পরাক্রমোৎসাহমনস্বিনাঞ্চ
সুরাসুরাণামপি দুর্জ্জয়েন।
ত্বয়া মনোনন্দন নৈর্ঋতানাং
যুদ্ধায় নির্নাশয়িতুং ন যুক্তম্। ২২
হিতাশ্চ শূরাশ্চ সমাহিতাশ্চ
কুলেষু জাতাশ্চ মহাগুণেষু।
মনস্বিনঃ শস্ত্রভৃতাং বরিষ্ঠাঃ
কোপপ্রশস্তাঃ সুভৃতাশ্চ যোধাঃ। ২৩
তদেকদেশেন বলস্য তাবৎ
কেচিত্তবাদেশকৃতোঽদ্য যান্তু।
তৌ রাজপুত্রাবুপগৃহ্য মূঢৌ
পরেষু তে ভাবয়িতুং প্রভাবম্॥ ২৪
নিশাচরাণামধিপোঽনুজস্য
বিভীষণস্যোত্তমবাক্যমিষ্টম্।
জগ্রাহ বুদ্ধ্যা সুরলোকশত্রু-
র্মহাবলো রাক্ষসরাজমুখ্যঃ॥ ২৫॥

ইতি সুন্দরকাণ্ডে দ্বিপঞ্চাশঃ সর্গঃ। ৫২।

নাই। আপনি অদ্বিতীয় বীর ও বলশালী। বিশেষতঃ আপনি দেব এবং দৈত্যগণেরও শত্রু। তাহারা উৎসাহ-সহকারে বিক্রম প্রকাশ করিয়াও, আপনাকে পরাজয় করিতে সমর্থ হয় নাই! অধিকন্তু আপনি সুররাজ প্রভৃতি দেববৃন্দকে ও নরপতিদিগকে যুদ্ধে বারবার পরাজয় করিয়াছেন, কিন্তু বিনষ্ট করেন নাই; সেই বীরগণও পূর্ব্বে মনে মনেও কখন আপনার অপ্রিয় আচরণ করেন নাই। রাজন্! এই বানর-বধে কোনও উপকার দেখিতে পাই না। অতএব যাঁহারা ইহাকে পাঠাইয়াছেন, তাঁহাদিগের প্রতিই দণ্ড বিধান করুন। এই বানর সাধুই হউক, আর অসাধুই হউক,—কিন্তু পরের আদেশে আসিয়া সেই পরেরই কথা কহিতেছে। দূত পরাধীন;—সুতরাং দূত কখনও বধভাগী হইতে পারে না। হে পৃথ্বীপাল! এই বানর হত হইলে, আর যে কোন বানর আসিবে, তাহা ত আমি দেখিতে পাই না। অতএব হে পরপুরঞ্জয়! ইহার বধবিষয়ে যত্ন করার প্রয়োজন নাই। কেবল ইন্দ্র প্রভৃতি দেবগণের প্রতি যত্ন অবলম্বন করা বিধেয়। হে যুদ্ধপ্রিয়! এই দূত হত হইলে,—আপনার বিরোধী দুর্ব্বিনীত সেই রাজকুমারদ্বয়কে যুদ্ধার্থে উৎসাহিত করে, সেরূপ অন্য দূতও আমি দেখিতে পাই না। হে নিশাচর-মনোনন্দন! যাহারা সুরের সহিত উৎসাহপূর্ব্বক পরাক্রম প্রকাশ করে, আপনি তাদৃশ দেবগণের এবং দানবদিগেরও অজেয়। অতএব রাক্ষসদিগের আভ্যন্তরীণ যুদ্ধাভিলাষ নষ্ট করা আপনার উচিত হয় না। আপনার মঙ্গলকারী কোটী কোটী যোদ্ধা রহিয়াছে; তাহারা সকলেই সৎকুলজাত, বিশুদ্ধচিত্ত, বীর এবং অস্ত্রধারিগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। বিশেষতঃ তাহারা যথাসময়ে বেতন পায় বলিয়া, অত্যন্ত সন্তুষ্ট এবং আপনার নিতান্ত বশীভূত। অতএব আপনার আজ্ঞায় কেহ সেই সেনার কিয়দংশ লইয়া, মূঢ় রাজপুত্রদ্বয়কে গ্রহণপূর্ব্বক এখানে আনয়ন করুক। যেহেতু শত্রুগণের নিকটে আপনার তেজঃপ্রভাব প্রকাশ করা উচিত।” রাক্ষস-রাজাধিরাজ সুরলোকশত্রু নিশাচরনাথ মহাবল রাবণ, অনুজ বিভীষণের মঙ্গলকর মনোহর কথার তাৎপর্য্য পরিগ্রহ করিলেন। ১২—২৫।

ত্রিপঞ্চাশঃ সর্গঃ।

তস্য তদ্বচনং শ্রুত্বা দশগ্রীবো মহাত্মনঃ।
দেশকালহিতং বাক্যং ভ্রাতুরুত্তরমব্রবীৎ। ১
সম্যগুক্তং হি ভবতা দূতবধ্যা বিগর্হিতা।
অবশ্যন্তু বধাদন্যঃ ক্রিয়তামস্য নিগ্রহঃ॥ ২

ত্রিপঞ্চাশ সর্গ।

মহাত্মা দশগ্রীব, ভ্রাতা বিভীষণের কথা শুনিয়া, তাহার দেশ-কালোচিত উত্তর দিলেন,—“বিভীষণ! তুমি ঠিক বলিয়াছ,—দূত বধ করা বড়ই নিন্দনীয়।

কপীনাং কিল লাঙ্গূলমিষ্টং ভবতি ভূষণম্।
তদস্য দীপ্যতাং শীঘ্রং তেন দগ্ধেন গচ্ছতু ॥ ৩
ততঃ পশ্যন্ত্বিমং দীনমঙ্গবৈরূপ্যকর্শিতম্।
সুমিত্রজ্ঞাতয়ঃ সর্ব্বে বান্ধবাঃ সসুহৃজ্জনাঃ ॥ ৪
আজ্ঞাপয়দ্রাক্ষসেন্দ্রঃ পুরং সর্ব্বং সচত্বরম্।
লাঙ্গুলেন প্রদীপ্তেন রক্ষোভিঃ পরিণীয়তাম্ ॥ ৫
তস্য তদ্বচনং শ্রুত্বা রাক্ষসাঃ কোপকর্কশাঃ।
বেষ্টয়ন্তে তস্য লাঙ্গূলং জীর্ণৈঃ কার্পাসিকৈঃ পটৈঃ ॥ ৬
স বেষ্ট্যমানে লাঙ্গূলে ব্যবর্দ্ধত মহাকপিঃ।
শুষ্কমিন্ধনমাসাদ্য বনেষ্বিব হুতাশনঃ ॥ ৭
তৈলেন পরিষিচ্যাথ তেঽগ্নিং তত্রোপপাদয়ন্।
লাঙ্গূলেন প্রদীপ্তেন রাক্ষসাংস্তানতাড়য়ৎ ॥ ৮
রোষামর্ষপরীতাত্মা বালসূর্য্যসমাননঃ।
স ভূয়ঃ সঙ্গতৈঃ ক্রূরৈরাক্ষসৈর্হরিপুঙ্গবঃ ॥ ৯
সহস্ত্রীবালবৃদ্ধাশ্চ জগ্মুঃ প্রীতিং নিশাচরাঃ।
নিবদ্ধঃ কৃতবান্ বীরস্তৎকালসদৃশীং মতিম্ ॥ ১০
কামং খলু ন মে শক্তা নিবদ্ধস্যাপি রাক্ষসাঃ।
ছিত্ত্বা পাশান্ সমুৎপত্য হন্যামহমিমান্ পুনঃ ॥ ১১
যদি ভর্তৃহিতার্থায় চরন্তং ভর্তৃশাসনাৎ।
নিবধ্নন্তে দুরাত্মানো ন তু মে নিষ্কৃতিঃ কৃতা ॥ ১২
সর্ব্বেষামেব পর্য্যাপ্তো রাক্ষসানামহং যুধি।
কিন্তু রামস্য প্রীত্যর্থং বিষহিষ্যেঽহমীদৃশম্ ॥ ১৩
লঙ্কা চারয়িতব্যা মে পুনরেব ভবেদিতি।
রাত্রৌ ন হি সুদৃষ্টা মে দুর্গকর্ম্মবিধানতঃ।
অবশ্যমেব দ্রষ্টব্যা ময়া লঙ্কা নিশাক্ষয়ে ॥ ১৪
কামং বধ্নন্তু মে ভূয়ঃ পুচ্ছস্যোদ্দীপনেন চ।
পীড়াং কুর্ব্বন্তি রক্ষাংসি ন মেঽস্তি মনসঃ শ্রমঃ ॥ ১৫
ততস্তে সংবৃতাকারং সত্ত্ববন্তং মহাকপিম্।
পরিগৃহ্য যযুর্হৃষ্টা রাক্ষসাঃ কপিকুঞ্জরম্ ॥ ১৬
শঙ্খভেরীনিনাদৈশ্চ ঘোষয়ন্তঃ স্বকর্ম্মভিঃ।
রাক্ষসাঃ ক্রূরকর্ম্মাণশ্চারয়ন্তি স্ম তাং পুরীম্ ॥ ১৭
অন্বীয়মানো রক্ষোভির্যযৌ সুখমরিন্দমঃ ॥ ১৮
হনুমাংশ্চারয়ামাস রাক্ষসানাং মহাপুরীম্।

কিন্তু বধ ব্যতীত ইহার অন্য কোনরূপ নিগ্রহ করা বিধেয়। বানরদিগের লাঙ্গুল অতিশয় প্রিয় পদার্থ এবং ভূষণ-স্বরূপ। অতএব শীঘ্রই বানর-দূতের লাঙ্গুল প্রজ্বলিত কর। এই বানর সেই দগ্ধ লাঙ্গুল লইয়াই তাহার প্রভুর নিকটে গমন করুক্। এইরূপ কার্য্য করিলে,—ইহার সুহৃদ্, বান্ধব, জ্ঞাতি ও মিত্র-গণ,—এই দীন বানরের অঙ্গবৈরূপ্য অবলোকন করিবে।” রাক্ষসপতি রাবণ, এই কথা কহিয়া আদেশ করিলেন যে,—“রাক্ষসগণ! এই বানরের লাঙ্গুল প্রজ্বালিত করিয়া ইহাকে লইয়া, সমুদয় লঙ্কানগরী প্রদক্ষিণ করুন্।” নিতান্ত কোপন-স্বভাব রাক্ষসগণ তাঁহার কথা শুনিয়া, জীর্ণ কার্পাসবস্ত্রদ্বারা তাঁহার লাঙ্গুল বেষ্টন করিতে লাগিল। বনমধ্যে শুষ্ক কাষ্ঠ পাইয়া অগ্নি যেমন বৰ্দ্ধিত হয়, সেইরূপ লাঙ্গুল বেষ্টিত হইলে বানরশ্রেষ্ঠ হনুমান্ বৰ্দ্ধিত হইতে লাগিলেন। পরে তাহারা তৈল দ্বারা ভিজাইয়া তাহাতে অগ্নি প্রদান করিল। সেই সময়ে নবোদিত সূর্য্যতুল্য উজ্জ্বলমুখ হনুমান রোষ ও ক্রোধপরায়ণ হইয়া, প্রদীপ্ত লাঙ্গুল দ্বারা সেই রাক্ষসগণকে আঘাত করি-লেন। তখন খলপ্রকৃতি রাক্ষসগণ সকলে সম্মিলিত হইয়া, বানরশ্রেষ্ঠ হনুমান্‌কে পুনরায় বাঁধিয়া ফেলিল। হনুমানের বন্ধন হইলে, বালক, বৃদ্ধ, স্ত্রী প্রভৃতি সক-লেই আহ্লাদিত হইল। বীর হনুমান, পাশ-দ্বারা বদ্ধ হইয়া সেই সময়োচিত এইরূপ বিবেচনা করিতে লাগিলেন,—“আমি বদ্ধ অবস্থায় স্থায় নিশ্চেষ্ট থাকিলেও, ইহারা আমাকে কখন বন্ধন করিতে পারে না। আমি এখনই পাশ ছিন্ন করিয়া ইহাদিগকে পুনরায় বধ করিতে সক্ষম। অধুনা আমি রামচন্দ্রের মঙ্গল অনুসন্ধানাভিলাষী হইয়া বিচরণ করিতেছি। এ সময়ে যদি এই দুরাত্মা রাক্ষসগণ আমাকে বন্ধন করে করুক, কিন্তু আমি এই কর্ম্মের প্রতিক্রিয়া করিব না। যদিও আমি সমরে সমুদয় রাক্ষসকেই বধ করিতে সক্ষম, তথাপি রামের প্রীতির নিমিত্ত এইরূপ বন্ধন সহ্য করিব। বিশেষতঃ রাত্রিকালে লঙ্কা পরি-ভ্রমণ করিয়াছি; সে সময় আমি দুর্গের কার্য্যকলাপ বিশেষরূপে দেখিতে পাই নাই। অতএব ইহারা এক্ষণে আমাকে রাবণের আদেশ অনুসারে লঙ্কার সর্ব্বস্থানে পরিভ্রমণ করাইবে। সেই অবসরে আমিও পুনরায় লঙ্কা দেখিয়া লইব। আমাকে পুনরায় বাঁধে বাঁধুক, তাহাতে ক্ষতি নাই। কারণ প্রভাতে অবশ্যই লঙ্কা দেখিয়া লইব। যদিও রাক্ষসগণ পুচ্ছ প্রদীপ্ত করিয়া আমাকে পীড়া দিতেছে, কিন্তু আমার কিছুমাত্র মনের ক্লেশ নাই।” পরে ক্রূরকর্ম্মা রাক্ষসগণ প্রচ্ছন্ন-রূপী মহাবল বানরবর হনুমান্‌কে লইয়া, হৃষ্টচিত্তে গমন করিল এবং “রাজদ্রোহীর এইরূপ দণ্ড” শঙ্খ ও ভেরীর নিনাদ দ্বারা, এই ঘোষণা করত তাঁহাকে লঙ্কামধ্যে ভ্রমণ করাইতে লাগিল। শত্রুদমন হনুমান্ রাক্ষসগণকর্ত্তৃক নীত হইয়া, তাহাদের মহাপুরী পরি-ভ্রমণ করিয়া চিত্তে সুখ লাভ করিলেন। ১—১৮।

অথাপশ্যদ্বিমানানি বিচিত্রাণি মহাকপিঃ ॥ ১৯
সংবৃতান্ ভূমিভাগাংশ্চ সুবিভক্তাংশ্চ চত্বরান্।
রথ্যাশ্চ গৃহসম্বাধাঃ কপিঃ শৃঙ্গাটকানি চ ॥ ২০
তথা রথ্যোপরথ্যাশ্চ তথৈব চ গৃহান্তরান্।
চত্বরেষু চতুষ্কেষু রাজমার্গে তথৈব চ ॥ ২১
ঘোষয়ন্তি কপিং সর্ব্বে চার ইত্যেব রাক্ষসাঃ ॥ ২২
দীপ্যমানে ততস্তস্য লাঙ্গূলাগ্রে হনূমতঃ।
রাক্ষস্যস্তা বিরূপাক্ষ্যঃ শংসুর্দেব্যাস্তদপ্রিয়ম্ ॥ ২৩
যস্ত্বয়া কৃতসংবাদঃ সীতে তাম্রমুখঃ কপিঃ।
লাঙ্গূলেন প্রদীপ্তেন স এষ পরিণীয়তে ॥ ২৪
শ্রুত্বা তদ্বচনং ক্রূরমাত্মাপহরণোপমম্।
বৈদেহী শোকসন্তপ্তা হুতাশনমুপাগমৎ ॥ ২৫
মঙ্গলাভিমুখী তস্য সা তদাসীন্মহাকপেঃ।
উপতস্থে বিশালাক্ষী প্রয়তা হব্যবাহনম্ ॥ ২৬
যদ্যস্তি পতিশুশ্রূষা যদ্যস্তি চরিতং তপঃ।
যদি বাস্ত্যেকপত্নীত্বং শীতো ভব হনূমতঃ ॥ ২৭
ততস্তীক্ষ্ণার্চিরব্যগ্রঃ প্রদক্ষিণশিখোঽনলঃ।
জজ্বাল মৃগশাবাক্ষ্যাঃ শংসন্নিব শিবং কপেঃ ॥ ২৮
হনুমজ্জনকশ্চৈব পুচ্ছানলযুতোঽনিলঃ।

তৎকালে বানরশ্রেষ্ঠ হনুমান্, ভ্রমণ করিতে করিতে বিচিত্র বিমান, প্রাচীর-বেষ্টিত ভূমি, সুনির্ম্মিত প্রাঙ্গণ, পার্শ্বদেশে নিবিড় গৃহমালায় শোভিত রথ্যা, চতুষ্পথ, ক্ষুদ্রপথ এবং গৃহমধ্যসকল দেখিলেন। রাক্ষসগণ চতুষ্পথ, প্রাঙ্গণ ও রাজপথের মধ্যে,—“এই বানর চর” এইরূপ ঘোষণা করিতে লাগিল। পরে হনুমানের লাঙ্গুলের অগ্রভাগ জ্বলিয়া উঠিলে, বিরূপনয়না রাক্ষসীরা এই অপ্রিয় সংবাদ সীতাদেবীর নিকটে নিবেদন করিল,—“হে সীতে! যে তাম্রমুখ বানর তোমার সহিত কথাবার্ত্তা কহিয়াছিল, রাক্ষসগণ তাহার লাঙ্গুল জ্বালাইয়া সর্ব্বস্থানে ভ্রমণ করাইতেছে।” বৈদেহী স্বীয় ক্লেশকর নিষ্ঠুর কথা শুনিয়া শোকসন্তপ্তমনে অগ্নির নিকটে গমন করিলেন। তখন সেই বিশাল-নয়না সীতাদেবী প্রয়তা হইয়া, বানরশ্রেষ্ঠ হনুমানের হিতকামনায় হব্যবাহনের উপাসনা করিয়া কহিলেন, “হে হুতাশন! আমি যদি পতিসেবা অথবা তপস্যা কিংবা পতিব্রতাধর্ম্ম আচরণ করিয়া থাকি তাহা হইলে আপনি হনুমানের নিকটে শীতল হউন।” পরে প্রখরজ্বালামুখ অগ্নি অনুকূলশিখ হইয়া, হরিণনয়না সীতার নিকটে বানরের মঙ্গল সংবাদ বলিবার নিমিত্তই যেন স্থিরভাবে প্রজ্বলিত হইলেন। সেই সময়ে হনুমানের পিতা পবন পুচ্ছানলের হইয়াও,

ববৌ স্বাস্থ্যকরো দেব্যাঃ প্রালেয়ানিলশীতলঃ।
দহ্যমানে চ লাঙ্গূলে চিন্তয়ামাস বানরঃ।
প্রদীপ্তোঽগ্নিরয়ং কস্মাৎ ন মাং দহতি সর্ব্বতঃ ॥ ২৯
দৃশ্যতে চ মহাজ্বালঃ করোতি চ ন মে রুজম্।
শিশিরস্যেব সম্পাতো লাঙ্গূলাগ্রে প্রতিষ্ঠিতঃ ॥ ৩০
অথবা তদিদং ব্যক্তং যদ্দৃষ্টং প্লবতা ময়া।
রামপ্রভাবাদাশ্চর্য্যং পর্ব্বতঃ সরিতাংপতৌ ॥ ৩১
যদি তাবৎ সমুদ্রস্য মৈনাকস্য চ ধীমতঃ।
রামার্থং সম্ভ্রমস্তাদৃক্ কিমগ্নির্ন করিষ্যতি ॥ ৩২
সীতায়াশ্চানৃশংস্যেন তেজসা রাঘবস্য চ।
পিতুশ্চ মম সখ্যেন ন মাং দহতি পাবকঃ ॥ ৩৩
ভূয়ঃ স চিন্তয়ামাস মুহূর্ত্তং কপিকুঞ্জরঃ।
কথমস্মদ্বিধস্যেহ বন্ধনং রাক্ষসাধমৈঃ।
প্রতিক্রিয়াস্য যুক্তা স্যাৎ সতি মহ্যং পরাক্রমে ॥ ৩৪
ততশ্ছিত্ত্বা চ তান্ পাশান্ বেগবান্ বৈ মহাকপিঃ।
উৎপপাতাথ বেগেন ননাদ চ মহাকপিঃ ॥ ৩৫
পুরদ্বারং ততঃ শ্রীমান্ শৈলশৃঙ্গমিবোন্নতম্।
বিভক্তরক্ষঃসম্বাধমাসসাদানিলাত্মজঃ ॥ ৩৬

তাঁহার স্বাস্থ্য প্রদর্শন করিবার নিমিত্ত, সীতাদেবীর সম্মুখে, শিশিরসংশ্লিষ্ট বায়ুর ন্যায়, শীতলভাবে প্রবাহিত হইলেন। লাঙ্গুল জ্বলিয়া উঠিলে, বানরশ্রেষ্ঠ হনুমান্ চিন্তা করিতে লাগিলেন “এই অগ্নি ত চারিদিকে জ্বলিয়া উঠিয়াছে, কিন্তু আমাকে কি জন্য দহন করিতেছে না। অগ্নির শিখা বড়ই প্রখর। কিন্তু আমার পক্ষে কষ্টদায়ক না হইয়া বরং শিশিরখণ্ডের ন্যায় লাঙ্গুলের অগ্রভাগে প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। অথবা আমি যখন সাগর পার হই, তৎকালে রামচন্দ্রের প্রভাবে সাগরমধ্যে আশ্চর্য্য এক গিরি দেখিয়াছি। অতএব ইহাও প্রভুর প্রভাব, সন্দেহ নাই! ধীমান্ মৈনাক এবং সাগরেরও যখন রামচন্দ্রের উপকারার্থ তাদৃশ সম্ভ্রম হইয়াছিল, তখন অগ্নি ত নিয়তই রামচন্দ্র-কর্ত্তৃক উপাসিত হন, তবে কেনই বা তাঁহার মঙ্গলের নিমিত্ত শীতল না হইবেন? রামচন্দ্রের তেজঃপ্রভাবে, সীতার অনিষ্ঠুর সরল ব্যবহারে এবং পিতার সখিতায় অগ্নি আমাকে দগ্ধ করিতেছেন না।” কপিকুঞ্জর বলবান্ হনুমান্ পুনরায় মুহূর্ত্তকাল চিন্তা করিলেন, —“আমার পরাক্রম সত্ত্বেও, রাক্ষসাধমেরা আমার ন্যায় ব্যক্তিকে বন্ধন করিয়া রাখিবে? অতএব এই পাশ ছিঁড়িয়া ফেলিয়া ইহার প্রতিক্রিয়া করা আমার অবশ্য কর্ত্তব্য।” পরে কপিশ্রেষ্ঠ পবননন্দন শ্রীমান্ হনুমান্, গর্জ্জনপূর্ব্বক উৎপতিত হইয়া, রাক্ষসরক্ষি-

স ভূত্বা শৈলসঙ্কাশঃ ক্ষণেন পুনরাত্মবান্।
হ্রস্বতাং পরমাং প্রাপ্তো বন্ধনান্যবশাতয়ৎ॥ ৩৭
বিমুক্তশ্চাভবচ্ছ্রীমান্ পুনঃ পর্ব্বতসন্নিভঃ।
বীক্ষমাণশ্চ দদৃশে পরিঘং তোরণাশ্রিতম্॥ ৩৮
স তং গৃহ্য মহাবাহুঃ কালায়সপরিষ্কৃতম্।
রক্ষিণস্তান্ পুনঃ সর্ব্বান্ সূদয়ামাস মারুতিঃ॥ ৩৯
স তান্নিহত্য রণচণ্ডবিক্রমঃ
সমীক্ষমাণঃ পুনরেব লঙ্কাম্।
প্রদীপ্তলাঙ্গূলকৃতার্চিমালী
প্রকাশতাদিত্য ইবার্চ্চিমালী॥ ৪০
ইতি সুন্দরকাণ্ডে ত্রিপঞ্চাশঃ সর্গঃ॥ ৫৩॥

চতুঃপঞ্চাশঃ সর্গঃ।

বীক্ষমাণস্ততো লঙ্কাং কপিঃ কৃতমনোরথঃ।
বর্দ্ধমানসমুৎসাহঃ কার্য্যশেষমচিন্তয়ৎ॥ ১
কিন্নু খল্ববশিষ্টং মে কর্ত্তব্যমিহ সাম্প্রতম্।
যদেষাং রক্ষসাং ভূয়ঃ সন্তাপজননং ভবেৎ॥ ২
বনং তাবৎ প্রমথিতং প্রকৃষ্টা রাক্ষসা হতাঃ।
বলৈকদেশঃ ক্ষপিতঃ শেষং দুর্গবিনাশনম্॥ ৩
দুর্গে বিনাশিতে কর্ম্ম ভবেৎ সুখপরিশ্রমম্।
অল্পযত্নেন কার্য্যেঽস্মিন্ মম স্যাৎ সফলঃ শ্রমঃ॥ ৪
যো হ্যয়ং মম লাঙ্গূলে দীপ্যতে হব্যবাহনঃ।
অস্য সন্তর্পণং ন্যায্যং কর্ত্তুমেভির্গৃহোত্তমৈঃ॥ ৫
ততঃ প্রদীপ্তলাঙ্গূলঃ সবিদ্যুদিব তোয়দঃ।
ভবনাগ্রেষু লঙ্কায়া বিচচার মহাকপিঃ॥ ৬
গৃহাদ্গৃহং রাক্ষসানামুদ্যানানি চ বানরঃ।
বীক্ষমাণো হ্যসন্ত্রস্তঃ প্রাসাদাংশ্চ চচার সঃ॥ ৭
অবপ্লুত্য মহাবেগঃ প্রহস্তস্য নিবেশনে।
অগ্নিং তত্র বিনিক্ষিপ্য শ্বসনেন সমো বলী॥ ৮
ততোঽন্যৎ পুপ্লুবে বেশ্ম মহাপার্শ্বস্য বীর্য্যবান্।
মুমোচ হনুমানগ্নিং কালানলশিখোপমম্॥ ৯
বজ্রদংষ্ট্রস্য চ তথা পুপ্লুবে স মহাকপিঃ।
শুকস্য চ মহাতেজাঃ সারণস্য চ ধীমতঃ॥ ১০
তথা চেন্দ্রজিতো বেশ্ম দদাহ হরিযূথপঃ।
জম্বুমালেঃ সুমালেশ্চ দদাহ ভবনং ততঃ॥ ১১
রশ্মিকেতোশ্চ ভবনং সূর্য্যশত্রোস্তথৈব চ।
হ্রস্বকর্ণস্য দংষ্ট্রস্য রোমশস্য চ রক্ষসঃ॥ ১২
যুদ্ধোন্মত্তস্য মত্তস্য ধ্বজগ্রীবস্য রক্ষসঃ
বিদ্যুজ্জিহ্বস্য ঘোরস্য তথা হস্তিমুখস্য চ॥ ১৩
করালস্য পিশাচস্য শোণিতাক্ষস্য চৈব হি।
কুম্ভকর্ণস্য ভবনং মকরাক্ষস্য চৈব হি॥ ১৪

গণ রহিত গিরিশৃঙ্গ সদৃশ উন্নত পুরদ্বারের উপরে সবেগে উপস্থিত হইলেন। তিনি যত্নপরায়ণ হইয়া, অল্পক্ষণমধ্যেই গিরির ন্যায় স্বীয় দেহ বৃদ্ধি করিলেন এবং পুনরায় অত্যন্ত ক্ষুদ্রদেহ হইয়া বন্ধন সকল দূরীভূত করিলেন। শেষে সেই শ্রীমান্ হনুমান্ বন্ধন-মুক্ত হইয়া, পুনরায় পর্ব্বতের ন্যায় দেহ ধারণপূর্ব্বক এদিক্ ওদিক্ দেখিতে দেখিতে তোরণের উপর একটী পরিঘ দেখিলেন। মহাবাহু হনুমান্ কৃষ্ণ-লৌহ দ্বারা ভূষিত সেই পরিঘ লইয়া, তদ্দ্বারা রক্ষক রাক্ষসগণকে পুনরায় নিপাতিত করিলেন। প্রচণ্ডবিক্রম হনুমান্ যুদ্ধে তাহাদিগকে বধ করিয়া, লঙ্কার চারিদিক্ দেখিতে লাগিলেন। সেই সময়ে লাঙ্গুলস্থ অগ্নিশিখা জ্বলিয়া উঠায়, তিনি কিরণমালী সূর্য্যের ন্যায়, শোভিত হইলেন। ৯—৪০।

চতুঃপঞ্চাশ সর্গ।

পরে কপিশ্রেষ্ঠ হনুমানের মনোরথ সিদ্ধ হইলে তিনি উৎসাহে পরিপূর্ণ হইয়া লঙ্কানগরী অবলোকন পূর্ব্বক অবশিষ্ট কার্য্যের এইরূপ চিন্তা করিতে লাগিলেন;—"অধুনা এই রাক্ষসদিগের যাহাতে পুনরায় সন্তাপ বৃদ্ধি হয়, সম্প্রতি আমার পক্ষে সেইরূপ কার্য্যের অনুষ্ঠান করা কর্ত্তব্য। বন ভগ্ন, প্রধান প্রধান রাক্ষসনিধন এবং কিয়দংশ সৈন্যও নিহত করিয়াছি,—কেবল দুর্গ বিনষ্ট করাই বাকী আছে। সাগরলঙ্ঘনে আমার যে পরিশ্রম হইয়াছে, এই দুর্গ ধ্বংস হইলে, তাহা সার্থক হইবে। সীতার অন্বেষণ করিতে আমার যে পরিশ্রম হইয়াছে, সামান্য যত্নে তাহাও সুসিদ্ধ হইবে। বিশেষতঃ যে অগ্নি আমার লাঙ্গুলে প্রদীপ্ত হইতেছেন, উক্ত উত্তম গৃহসমূহ দহন করিয়া, তাঁহার তর্পণ করা উচিত।" ১—৫। পরে বানরশ্রেষ্ঠ হনুমান্, প্রজ্বলিত লাঙ্গুল লইয়া, সবিদ্যুৎ মেঘের ন্যায়, লঙ্কাস্থ গৃহবৃন্দের উপর ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। নির্ভয়হৃদয়ে এদিক্ ওদিক্ দেখিয়া রাক্ষসগণের প্রাসাদ, উদ্যান এবং প্রত্যেক ভবনেই ভ্রমণ করিলেন। শেষে বায়ুতুল্য বেগবান্ বীর্য্যবান্ হনুমান্, প্রথমতঃ প্রহস্তের গৃহে লাফাইয়া উঠিয়া, তাহাতে আগুন ধরাইয়া দিলেন। ক্রমে মহাপার্শ্ব, বজ্রদংষ্ট্র, শুক, ধীমান্ সারণ ইন্দ্রজিৎ, জম্বুমালী, সুমালী, রশ্মিকেতু, সূর্য্যশত্রু, হ্রস্বকর্ণ, দংষ্ট্র, রোমশ, যুদ্ধোন্মত্ত, মত্ত, ধ্বজগ্রীব, বিদ্যুজ্জিহ্ব, ঘোর,

নরান্তকস্য কুম্ভস্য নিকুম্ভস্য মহাত্মনঃ।
যজ্ঞশত্রোশ্চ ভবনং ব্রহ্মশত্রোস্তথৈব চ ॥ ১৫
বর্জ্জয়িত্বা মহাতেজা বিভীষণগৃহং প্রতি
ক্রমমাণঃ ক্রমেণৈব দদাহ হরিপুঙ্গবঃ ॥ ১৬
তেষু তেষু মহার্হেষু ভবনেষু মহাযশাঃ।
গৃহেষ্বৃদ্ধিমতামৃদ্ধিং দদাহ কপিকুঞ্জরঃ ॥ ১৭
সর্ব্বেষাং সমতিক্রম্য রাক্ষসেন্দ্রস্য বীর্য্যবান্।
আসসাদাথ লক্ষ্মীবান্ রাবণস্য নিবেশনম্ ॥ ১৮
ততস্তস্মিন্ গৃহে মুখ্যে নানারত্নবিভূষিতে।
মেরুমন্দরসঙ্কাশে নানামঙ্গলশোভিতে ॥ ১৯
প্রদীপ্তমগ্নিমুৎসৃজ্য লাঙ্গুলাগ্রে প্রতিষ্ঠিতম্।
ননাদ হনুমান্ বীরো যুগান্তে জলদো যথা ॥ ২০
শ্বসনেন চ সংযোগাদতিবেগো মহাবলঃ।
কালাগ্নিরিব জজ্বাল প্রাবর্দ্ধত হুতাশনঃ ॥ ২১
প্রদীপ্তমগ্নিং পবনস্তেষু বেশ্মসু চারয়ন্।
তানি কাঞ্চনজালানি মুক্তামণিময়ানি চ ॥ ২২
ভবনান্যবশীর্য্যন্ত রত্নবন্তি মহান্তি চ।
তানি ভগ্নবিমানানি নিপেতুর্ব্বসুধাতলে ॥ ২৩
ভবনানীব সিদ্ধানামম্বরাৎ পুণ্যসংক্ষয়ে।
সংজজ্ঞে তুমুলঃ শব্দো রাক্ষসানাং প্রধাবতাম্ ॥ ২৪
স্বে স্বে গৃহপরিত্রাণে ভগ্নোৎসাহোজ্ঝিতশ্রিয়াম্।
নূনমেষোঽগ্নিরায়াতঃ কপিরূপেণ হা ইতি।
ক্রন্দন্ত্যঃ সহসা পেতুঃ স্তনন্ধয়ধরাঃ স্ত্রিয়ঃ ॥ ২৫
কাশ্চিদগ্নিপরীতেভ্যো হর্ম্ম্যেভ্যো মুক্তমূর্দ্ধজাঃ।
পতন্ত্যো রেজিরেঽভ্রেভ্যঃ সৌদামন্য ইবাম্বরাৎ ॥ ২৬
বজ্রবিদ্রুমবৈদূর্য্যমুক্তারজতসংহতান্।
বিচিত্রান্ ভবনাদ্ধাতূন্ স্যন্দমানান্ দদর্শ সঃ ॥ ২৭
নাগ্নিস্তৃপ্যতি কাষ্ঠানাং তৃণানাঞ্চ যথা তথা।
হনুমান্ রাক্ষসেন্দ্রাণাং বধে কিঞ্চিন্ন তৃপ্যতি ॥ ২৮
ন হনুমদ্বিশস্তানাং রাক্ষসানাং বসুন্ধরা ॥ ২৯
হনুমতা বেগবতা বানরেণ মহাত্মনা।
লঙ্কাপুরং প্রদগ্ধং তদ্রুদ্রেণ ত্রিপুরং যথা ॥ ৩০

ততঃ স লঙ্কাপুরপর্ব্বতাগ্রে
সমুত্থিতো ভীমপরাক্রমোঽগ্নিঃ।
প্রসার্য্য চূড়াবলয়ং প্রদীপ্তো
হনূমতা বেগবতোপসৃষ্টঃ ॥ ৩১
যুগান্তকালানলতুল্যরূপঃ
সমারুতোঽগ্নির্ববৃধে দিবিস্পৃক্।

হস্তিমুখ, করাল, বিশাল, শোণিতাক্ষ, কুম্ভকর্ণ, মকরাক্ষ, নরান্তক, মহাত্মা কুম্ভ, যজ্ঞশত্রু এবং ব্রহ্মশত্রুর গৃহে আগুন দিয়া পোড়াইয়া ফেলিলেন। কপিকুঞ্জর মহা-তেজা হনুমান্, বিভীষণের গৃহ পরিত্যাগ করিয়া ক্রমে ক্রমে সকল গৃহই পোড়াইলেন। ধনিগণের সেই সেই মহামূল্য আলয়ে যে সকল ধনসম্পত্তি ছিল, কপিশ্রেষ্ঠ বীর্য্যবান্ শ্রীমান্ হনুমান্ তাহাও দগ্ধ করিলেন। পরে তাহাদিগের গৃহ অতিক্রম করিয়া রাক্ষসপতি রাবণের গৃহের নিকটে উপনীত হইলেন। নানাপ্রকার মঙ্গলময় বস্তুদ্বারা শোভিত, নানাবিধ রত্ন দ্বারা সুসজ্জিত, মেরু ও মন্দরের তুল্য রাবণের যে সকল প্রধান প্রধান গৃহ ছিল, বীর হনুমান্ তাহাতে লাঙ্গুলস্থ জ্বলন্ত অগ্নি নিক্ষেপ করিয়া যুগান্তকালীন জলদের ন্যায় গম্ভীররবে নিনাদ করিলেন। ১৬—২০। তখন সেই ঘোরতর অগ্নি, বায়ুদেবের সাহায্যে অতি-বেগে প্রজ্বলিত হইয়া, প্রলয়াগ্নির ন্যায়, বর্দ্ধিত হই-লে। অমনি বায়ু সেই সেই ভবনসমূহে জ্বলন্ত অগ্নি বিকীরণ করিতে লাগিলেন। কাঞ্চন-রচিত-বাতায়ন-সমন্বিত মণিমুক্তারত্নখচিত বিশাল গৃহ সকল সেই অগ্নিদ্বারা বিশীর্ণ হইল। এমন কি, পুণ্যক্ষয় হইলে, সিদ্ধগণের আলয় যেমন আকাশ হইতে পতিত হয়, সেইরূপ গৃহসমূহ ভগ্ন হইয়া বসুধাতলে পতিত হইতে লাগিল। রাক্ষসগণ শ্রীহীন ও আপন আপন গৃহ-রক্ষায় নিতান্ত ভগ্নোৎসাহ হইয়া হাহাকার রবে এদিক্ ওদিক্ দৌড়িল। "অগ্নিই নিশ্চয় এই বানররূপে এখানে আসিয়াছে," রাক্ষসীগণ এই কথা বলিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে শিশু সন্তান কোলে লইয়া সহসা আপতিত হইল। কোন কোন রাক্ষসী সর্ব্বাঙ্গে অগ্নিদ্বারা আচ্ছন্না হইয়া, আলুলায়িত কেশে হর্ম্ম্যবৃন্দ হইতে পতিত হইয়া, আকাশপতিত সৌদামিনীর ন্যায়, শোভা পাইতে লাগিল। রাক্ষসগণের প্রজ্ব-লিত গৃহ হইতে হীরক, মুক্তা, প্রবাল, বৈদূর্য্য, স্বর্ণ, রজত প্রভৃতি বিচিত্র ধাতু সকল গলিত হইয়া পড়িতে লাগিল। অগ্নি,—যেমন কাষ্ঠ ও তৃণ দ্বারা কখন তৃপ্ত হন না, হনুমান্ও তদ্রূপ নিশাচরগণকে বধ করিয়া বিন্দুমাত্র তৃপ্তি লাভ করিলেন না পরন্তু হনুমান্ এত রাক্ষস বধ করিয়াছিলেন যে, পৃথিবীতে সেই মৃত নিশাচরগণের শয়নের স্থান হইল না। রুদ্রদেব যেমন ত্রিপুর দহন করিয়াছিলেন, মহাত্মা বানরশ্রেষ্ঠ বেগবান্ হনুমান্ সেইরূপ লঙ্কাপুরী দগ্ধ করিয়া ফেলিলেন। তৎপরে সেই ভয়ানক অগ্নি, বেগবান্ হনুমান্ কর্ত্তৃক বিকীর্ণ হইয়া, লঙ্কাপুরীর পর্ব্বতশিখরে শিখা সকল বিস্তার করিয়া প্রজ্বলিত হইল। অধিক কি, কালানলতুল্য ভীষণ অগ্নি বায়ু-

বিস্ময়রশ্মির্ভবনেষু শক্রো
রক্ষঃশরীরাজ্যসমর্পিতার্চ্চিঃ ॥ ৩২
আদিত্যকোটীসদৃশঃ সুতেজা
লঙ্কাং সমস্তাং পরিবার্য্য তিষ্ঠন্।
শব্দৈরনেকৈরশনিপ্ররূঢ়ৈ-
র্ভিন্দন্নিবাণ্ডং প্রবভৌ মহাগ্নিঃ ॥ ৩৩
তত্রাম্বরাদগ্নিরতি প্রবৃদ্ধো
রুক্ষপ্রভঃ কিংশুকপুষ্পচূড়ঃ।
নির্ব্বাণধূমাকুলরাজয়শ্চ
নীলোৎপলাভাঃ প্রচকাশিরেহভ্রাঃ ॥ ৩৪
বজ্রী মহেন্দ্রস্ত্রিদশেশ্বরো বা
সাক্ষাদ্‌যমো বা বরুণোহনিলো বা
রৌদ্রোহগ্নিরর্কো ধনদশ্চ সোমো
ন বানরোহয়ং স্বয়মেব কালঃ ॥ ৩৫
কিং ব্রহ্মণঃ সর্ব্বপিতামহস্য
লোকস্য ধাতুশ্চতুরাননস্য।
ইহাগতো বানররূপধারী
রক্ষোহপসংহারকরঃ প্রকোপঃ ॥ ৩৬
কিং বৈষ্ণবং বা কপিরূপমেত্য
রক্ষোবিনাশায় পরং সুতেজঃ
অচিন্ত্যমব্যক্তমনন্তমেকং
স্বমায়য়া সাম্প্রতমাগতং বা ॥ ৩৭

ইত্যেবমূচুর্ব্বহবো বিশিষ্টা
রক্ষোগণাস্তত্র সমেত্য সর্ব্বে।
সপ্রাণিসঙ্ঘাং সগৃহাং সবৃক্ষাং
দগ্ধাং পুরীং তাং সহসা সমীক্ষ্য ॥ ৩৮
ততস্তু লঙ্কা সহসা প্রদগ্ধা
সরাক্ষসা সাশ্বরথা সনাগা।
সপক্ষিসঙ্ঘা সমৃগা সবৃক্ষা
রুরোদ দীনা তুমুলং সশব্দম্ ॥ ৩৯
হা তাত হা পুত্রক কান্ত মিত্র
হা জীবিতেশাঙ্গ হতং সুপুণ্যম্।
রক্ষোভিরেবং বহুধা ব্রুবদ্ভিঃ
শব্দঃ কৃতো ঘোরতরঃ সুভীমঃ ॥ ৪০
হুতাশনজ্বালসমাবৃতা সা
হতপ্রবীরা পরিবৃত্তযোধা।
হনুমতঃ ক্রোধবলাভিভূতা
বভূব শাপোপহতেব লঙ্কা ॥ ৪১
সসম্ভ্রমং ত্রস্তবিষণ্ণরাক্ষসাং
সমুজ্জ্বলজ্জ্বালহুতাশনাঙ্কিতাম্
দদর্শ লঙ্কাং হনুমান্ মহামনাঃ
স্বয়ম্ভুরোষোপহতামিবাবনিম্ ॥ ৪২
ভঙ্‌ক্ত্বা বনং পাদপরত্নসঙ্কুলং
হত্বা তু রক্ষাংসি মহান্তি সংযুগে।

সংযোগে বর্দ্ধিত হইয়া, আকাশ পর্য্যন্ত স্পর্শ করিল। তখন সেই বিপুলরশ্মি গৃহলগ্ন অনল,—রাক্ষসশরীররূপ আজ্যের আহুতি পাইয়া জ্বালা সকল উদ্গীরণ করিতে লাগিল। কোটি সূর্য্যের ন্যায় তেজস্বী প্রলয়াগ্নি, সমস্ত লঙ্কাপুরী পরিবৃত করিয়া, বজ্রের ন্যায় ঘোরতর শব্দে যেন ব্রহ্মাণ্ড ভেদ করতই দীপ্ত পাইতে লাগিল। কিংশুকপুষ্প তুল্য শিখাসম্পন্ন ক্রূরকান্তি অগ্নি এইরূপে আকাশ পর্য্যন্ত বর্দ্ধিত হইলে অধোভাগে বিচ্ছিন্ন ধূম সকল নভোমণ্ডলে বিকীর্ণ হইয়া,—মেঘের ন্যায় আকারে নীলোৎপলবৎ প্রভা বিস্তারপূর্ব্বক সাতিশয় শোভা ধারণ করিল।২১—৩৪। লঙ্কাপুরীর সমস্ত গৃহ, প্রাণিপুঞ্জ এবং বৃক্ষরাজি দগ্ধ হইলে, মহাবল রাক্ষসেরা তাহা দর্শন করিয়া পরস্পর বলাবলি করিতে লাগিল ;—"ইনি বানর নহেন; ত্রিদশাধিপতি বজ্রধারী ইন্দ্র, বরুণ, অনল, রৌদ্রাগ্নি, সূর্য্য, ধনদ, সোম, সাক্ষাৎ যম অথবা ইনি স্বয়ং কালই হইবেন। কিংবা সর্ব্বলোকপিতামহ লোকবিধাতা চতুরানন ব্রহ্মার কোপ,—রাক্ষসসংহারকারী বানররূপ ধারণ করিয়া,—এখানে আসিয়াছে। অথবা অচিন্ত্য, অব্যক্ত, অনন্ত, এবং একমাত্র পরমবিষ্ণুতেজ, রাক্ষসকুল-ধ্বংসের নিমিত্ত সম্প্রতি মায়াবলে বানররূপ ধরিয়া আসিয়াছেন।" ৩৫—৩৮। পরে লঙ্কানগরী,—রাক্ষস, হস্তী, অশ্ব, রথ মৃগ, বৃক্ষ এবং পক্ষী সহ দগ্ধ হইল। তথাকার রাক্ষসগণ দুঃখিত হইয়া চীৎকারশব্দে এইরূপ রোদন করিতে লাগিল,—"হা তাত! হা পুত্র! হা কান্ত! হা মিত্র! হা জীবিতেশ! আমাদের সমস্ত পুণ্যক্ষয় হইল।' রাক্ষসগণ এইরূপে ঘোরতর শব্দে বিলাপ করিতে লাগিল! অগ্নিশিখায় পরিব্যাপ্ত হইয়া প্রধান প্রধান বীর যোদ্ধৃগণ অভিহত হইলে হনুমানের ক্রোধ এবং বলে অভিভূত লঙ্কাপুরী শাপ-হতার ন্যায় প্রতীয়মানা হইতে লাগিল। নিশাচরগণ বিষণ্ণ ও ত্রস্তভাবে ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতে থাকায় মহামনা হনুমান্ দেখিতে লাগিলেন,—ব্রহ্মার দিবাবসান (প্রলয় কাল) উপস্থিত হইলে ব্রহ্মার কোপে পৃথিবী যেমন লয়প্রাপ্তা হইতে থাকে,—প্রজ্বলিত বহ্নিজ্বালায় পরিবৃতা লঙ্কাপুরী সেইরূপ দশা প্রাপ্ত হইয়াছে পবন-নন্দন কপিবর হনূমান্ পাদপ-সঙ্কুল বন ভগ্ন,

দগ্ধ্বা পুরীং তাং গৃহরত্নমালিনীং
তস্থৌ হনুমান্ পবনাত্মজঃ কপিঃ ॥ ৪৩
স রাক্ষসাংস্তান্ সুবহূংশ্চ হত্বা
বনঞ্চ ভঙ্‌ক্ত্বা বহুপাদপং তং।
বিসৃজ্য রক্ষোভবনেষু চাগ্নিং
জগাম রামং মনসা মহাত্মা ॥ ৪৪
ততস্তু তং বানরবীরমুখ্যং
মহাবলং মারুততুল্যবেগম্।
মহামতিং বায়ুসুতং বরিষ্ঠং
প্রতুষ্টুবুর্দ্দেবগণাশ্চ সর্ব্বে ॥ ৪৫
দেবাশ্চ সর্ব্বে মুনিপুঙ্গবাশ্চ
গন্ধর্ব্ববিদ্যাধরপন্নগাশ্চ।
ভূতানি সর্ব্বাণি মহান্তি তত্র
জগ্মুঃ পরাং প্রীতিমতুল্যরূপাম্ ॥ ৪৬
ভঙ্‌ক্ত্বা বনং মহাতেজা হত্বা রক্ষাংসি সংযুগে।
দগ্ধ্বা লঙ্কাং পুরীং ভীমাং ররাজ স মহাকপিঃ ॥ ৪৭
গৃহাগ্রশৃঙ্গাগ্রতলে বিচিত্রে
প্রতিষ্ঠিতো বানররাজসিংহঃ।
প্রদীপ্তলাঙ্গূলকৃতার্চ্চিমালী
ব্যরাজতাদিত্য ইবার্চ্চিমালী ॥ ৪৮
লঙ্কাং সমস্তাং সম্পীড্য লাঙ্গূলাগ্নিং মহাকপিঃ।
নির্ব্বাপয়ামাস তদা সমুদ্রে হরিপুঙ্গবঃ ॥ ৪৯
ততো দেবাঃ সগন্ধর্ব্বাঃ সিদ্ধাশ্চ পরমর্ষয়ঃ।
দৃষ্ট্বা লঙ্কাং প্রদগ্ধাং তাং বিস্ময়ং পরমং গতাঃ ॥ ৫০

ইতি সুন্দরকাণ্ডে চতুঃপঞ্চাশঃ সর্গঃ ॥ ৫৪

গৃহসমূহ সমন্বিতা লঙ্কাপুরী দগ্ধ এবং প্রধান প্রধান রাক্ষসগণকে সমরে নিহত করিয়া অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। সেই মহাত্মা হনমান,—বহুবিধ বৃক্ষরাজি দ্বারা সুশোভিত কানন ভগ্ন, প্রভূত রাক্ষস বধ এবং তাহাদের ভবনে অগ্নি প্রদান করিয়া মনে মনে রামচন্দ্রকে স্মরণ করিলেন। ৩৯—৪৪। সেই সময়ে দেবগণ পবনের ন্যায় বেগবান্ মহাবল মহামতি বানর বীর বায়ুপুত্রের স্তব করিতে লাগিলেন। প্রধান প্রধান ঋষিগণ, দেবগণ, গন্ধর্ব্ব, বিদ্যাধর, পন্নগ এবং মহাভূতগণ অসীম প্রীতি লাভ করিলেন। মহাতেজা কপিবর হনমান্,—বন ভগ্ন, ভয়ঙ্করী লঙ্কাপুরী দগ্ধ এবং রাক্ষসকুল বধ করিয়া শোভিত হইলেন। সেই বানররাজ প্রধানতম প্রাসাদ-মণ্ডলের বিচিত্র শিখরাগ্রে উপবিষ্ট হইয়া, প্রদীপ্ত লাঙ্গূলের রশ্মি সকল বিকীর্ণ হওয়ায়, কিরণমালী সূর্য্যের ন্যায়, শোভা পাইতে লাগিলেন। বানরপুঙ্গব হনমান্, সমগ্র লঙ্কাপুরী সর্ব্বতোভাবে পীড়িত করিয়া তখন সাগরজলে লাঙ্গূলস্থ অগ্নি নির্ব্বাপিত করিলেন। পরে দেব, গন্ধর্ব্ব, সিদ্ধ এবং পরমর্ষিগণ, লঙ্কাপুরীর সেইরূপ দুরবস্থা দেখিয়া অত্যন্ত বিস্মিত হইলেন। ৪৫—৫০।

পঞ্চপঞ্চাশঃ সর্গঃ।

সন্দীপ্যমানাং বিধ্বস্তাং ত্রস্তরক্ষোগণাং পুরীম্।
অবেক্ষ্য হনুমান্ লঙ্কাং চিন্তয়ামাস বানরঃ ॥ ১
তস্যাভূৎ সুমহাংস্ত্রাসঃ কুৎসা চাত্মন্যজায়ত।
লঙ্কাং প্রদহতা কর্ম্ম কিংস্বিৎ কৃতমিদং ময়া ॥ ২
ধন্যাস্তে পুরুষশ্রেষ্ঠা যে বুদ্ধ্যা কোপমুত্থিতম্।
নিরুন্ধন্তি মহাত্মানো দীপ্তমগ্নিমিবাম্ভসা ॥ ৩
ক্রুদ্ধঃ পাপং ন কুর্য্যাৎ কঃ ক্রুদ্ধো হন্যাদ্ গুরূনপি।
ক্রুদ্ধঃ পরুষয়া বাচা নরঃ সাধূনধিক্ষিপেৎ ॥ ৪
বাচ্যাবাচ্যং প্রকুপিতো ন বিজানাতি কর্হিচিৎ।
নাকার্য্যমস্তি ক্রুদ্ধস্য নাবাচ্যং বিদ্যতে ক্বচিৎ ॥ ৫
যঃ সমুৎপতিতং ক্রোধং ক্ষময়ৈব নিরস্যতি।
যথোরগস্ত্বচং জীর্ণাং স বৈ পুরুষ উচ্যতে ॥ ৬
ধিগস্তু মাং সুদুর্ব্বুদ্ধিং নির্লজ্জং পাপকৃত্তমম্।

পঞ্চপঞ্চাশ সর্গ।

সেই লঙ্কাপুরী দগ্ধা ও বিধ্বস্তা এবং রাক্ষসগণ ভীত হইয়াছে দেখিয়া বানরবর হনুমানের মনে অতিশয় ভয় এবং আত্মগ্লানি উপস্থিত হইল। তখন তিনি মনে মনে কহিতে লাগিলেন যে,—"আমি লঙ্কাপুরী দগ্ধ করিতে গিয়া কি কুৎসিত কর্ম্ম করিয়াছি! যে মহাত্মগণ বারিবর্ষণে প্রজ্বলিত অগ্নির ন্যায়, বুদ্ধিপ্রভাবে ক্রোধ সংযম করেন, তাঁহারাই ধন্য। মানব ক্রোধান্বিত হইলে কোন্ পাপ কাজ না করিয়া থাকে? অন্য কথা দূরে থাকুক, কেহ কেহ ক্রোধান্ধ হইয়া গুরুজনেরও হত্যা করে,—কেহ বা নিতান্ত নিষ্ঠুর বাক্যে সাধুগণের প্রতি অধিক্ষেপ করে। ক্রুদ্ধ মনুষ্যদিগের কদাপি বাচ্যাবাচ্য জ্ঞান থাকে না। বিশেষতঃ কোপনস্বভাব ব্যক্তিগণের কর্ত্তব্য বা অকর্ত্তব্য কিছুই নাই। ১—৫। সর্প যেমন জীর্ণ নির্ম্মোক পরিত্যাগ করে, সেইরূপ যিনি স্বীয় ক্ষমাগুণে ক্রোধের আবির্ভাব সময়েই ক্রোধকে বিসর্জ্জন করেন, তিনি পুরুষ বলিয়া কথিত হন। 'এই লঙ্কাপুরী দগ্ধা হইলে সীতাদেবীও সেই সঙ্গে দগ্ধা হইবেন'—ইহা না ভাবিয়া যখন লঙ্কায় অগ্নি প্রদান করিয়াছি, তখন

অচিন্তয়িত্বা তাং সীতামগ্নিদং কামিবাতকম্ ॥ ৭
যদি দগ্ধা ত্বিয়ং সর্ব্বা নূনমার্য্যাপি জানকী।
দগ্ধা তেন ময়া ভর্ত্তুর্হতং কার্য্যমজানতা ॥ ৮
যদর্থময়মারম্ভস্তৎকার্য্যমবসাদিতম্।
ময়া হি দহতা লঙ্কাং ন সীতা পরিরক্ষিতা ॥ ৯
ঈষৎকার্য্যমিদং কার্য্যং কৃতমাসীন্ন সংশয়ঃ।
তস্য ক্রোধাভিভূতেন ময়া মূলক্ষয়ঃ কৃতঃ ॥ ১০
বিনষ্টা জানকী ব্যক্তং ন হ্যদগ্ধঃ প্রদৃশ্যতে।
লঙ্কায়াঃ কশ্চিদুদ্দেশঃ সর্ব্বা ভস্মীকৃতা পুরী ॥ ১১
যদি তদ্বিহতং কার্য্যং ময়া প্রজ্ঞাবিপর্য্যয়াৎ।
ইহৈব প্রাণসন্ন্যাসো মমাপি হ্যদ্য রোচতে ॥ ১২
কিমগ্নৌ নিপতাম্যদ্য আহোস্বিদ্বড়বামুখে।
শরীরমাহো সত্ত্বানাং দদ্মি সাগরবাসিনাম্ ॥ ১৩
কথং নু জীবতা শক্যো ময়া দ্রষ্টুং হরীশ্বরঃ।
তৌ বা পুরুষশার্দ্দূলৌ কার্য্যসর্ব্বস্বঘাতিনা ॥ ১৪
ময়া খলু তদেবেদং রোষদোষাৎ প্রদর্শিতম্।
প্রথিতং ত্রিষু লোকেষু কপিত্বমনবস্থিতম্ ॥ ১৫
ধিগস্তু রাজসং ভাবমনীশমনবস্থিতম্।
ঈশ্বরেণাপি যদ্রাগাৎ ময়া সীতা ন রক্ষিতা ॥ ১৬
বিনষ্টায়ান্তু সীতায়াং তাবুভৌ বিনশিষ্যতঃ।
তয়োর্বিনাশে সুগ্রীবঃ সবন্ধুর্বিনশিষ্যতি ॥ ১৭
এতদেব বচঃ শ্রুত্বা ভরতো ভ্রাতৃবৎসলঃ।
ধর্ম্মাত্মা সহশত্রুঘ্নঃ কথং শক্ষ্যতি জীবিতুম্ ॥ ১৮
ইক্ষ্বাকুবংশে ধর্ম্মিষ্ঠে গতে নাশমসংশয়ঃ।
ভবিষ্যন্তি প্রজাঃ সর্ব্বাঃ শোকসন্তাপপীড়িতাঃ ॥ ১৯
তদহং ভাগ্যরহিতো লুপ্তধর্ম্মার্থসংগ্রহঃ।
রোষদোষপরীতাত্মা ব্যক্তং লোকবিনাশনঃ ॥ ২০
ইতি চিন্তয়তস্তস্য নিমিত্তান্যুপপেদিরে।
পূর্ব্বমপ্যুপলব্ধানি সাক্ষাৎ পুনরচিন্তয়ৎ ॥ ২১
অথবা চারুসর্ব্বাঙ্গী রক্ষিতা স্বেন তেজসা।
ন নশিষ্যতি কল্যাণী নাগ্নিরগ্নৌ প্রবর্ত্ততে ॥ ২২
ন হি ধর্ম্মাত্মনস্তস্য ভার্য্যামমিততেজসঃ।
স্বচরিত্রাভিগুপ্তাং তাং স্প্রষ্টুমর্হতি পাবকঃ ॥ ২৩

আমার তুল্য নির্ব্বোধ ও নির্লজ্জ আর নাই। বিশেষতঃ আমি প্রভুহত্যা করিয়া অনন্ত পাপে লিপ্ত হইলাম, অতএব আমাকে ধিক্। আমার এই সমগ্র লঙ্কাপুরী নিশ্চয়ই দগ্ধা হইয়াছে। যদি পূজনীয়া জনকনন্দিনী দগ্ধা হইয়া থাকেন, তাহা হইলে অজ্ঞানবশতঃ আমি প্রভুর কার্য্য-ক্ষতি করিলাম। লঙ্কাপুরী দগ্ধ করিতে গিয়া সীতাকে সর্ব্বতোভাবে রক্ষা করি নাই, —সুতরাং যে কার্য্যের জন্য এই আরম্ভ তাহাও নষ্ট হইল! এই লঙ্কাদহনকার্য্য,—অনায়াসসাধ্য কার্য্যের ন্যায়, অক্লেশে করিয়াছি সন্দেহ নাই, কিন্তু ক্রোধের বশবর্ত্তী হইয়া, তাহার মূল ক্ষয় করিলাম। ৬—১০। এই লঙ্কাপুরীর সমস্ত বস্তুই ভস্মীভূত হইয়াছে—অদগ্ধ কোন স্থানই আমার নয়নগোচর হইতেছে না। অতএব জনকনন্দিনী নিশ্চয়ই বিনষ্ট হইয়াছেন। দুর্ব্বুদ্ধিবশতঃ যদি আমি সেই কার্য্য নষ্ট করিয়া থাকি, তবে আজই এ স্থানে প্রাণ ত্যাগ করা আমার উচিত বোধ হইতেছে। আমি এই অনলে বা সাগরের বাড়বানলে নিপাতিত হইব,—অথবা সাগরবাসী প্রাণিগণের নিকট দেহ সমর্পণ করিব। যাহাকে লইয়া আমাদের এই কার্য্য, তাঁহাকে নষ্ট করিয়া, জীবিত থাকিয়া কিরূপে পুরুষশ্রেষ্ঠ রাম, লক্ষ্মণ এবং বানররাজ সুগ্রীবের সহিত দেখা করিতে সক্ষম হইব? পরন্তু বানরগণ যে অব্যবস্থিতচিত্ত,—ইহা ত্রিলোকমধ্যে বিখ্যাত। আমি রাক্ষসগণের প্রতি ক্রোধান্ধ হইয়া অদ্য সেই অব্যবস্থিতচিত্ততাবই কাজ দেখাইলাম। ১১—১৫। রজোগুণে লোক কার্য্যে অক্ষম ও অব্যবস্থিত হইয়া পড়ে। সেই রাজসিক ভাবকে ধিক্! যেহেতু, আমি সমর্থ হইয়াও, রজোগুণসম্ভূত ক্রোধের বশীভূত হইয়া সীতাকে রক্ষা করিলাম না। পরন্তু সীতার সংহার হইলে, রামচন্দ্র এবং লক্ষ্মণ উভয়ে প্রাণত্যাগ করিবেন। উভয়ের প্রাণ নাশ হইলে, সুগ্রীব সবান্ধবে বিনষ্ট হইবেন। অপিচ ভ্রাতৃবৎসল ধর্ম্মাত্মা ভরত এবং শত্রুঘ্ন,—এই বৃত্তান্ত শুনিয়া কখনও প্রাণ ধারণ করিতে সক্ষম হইবেন না। এইরূপে ধর্ম্মনিরত ইক্ষ্বাকুবংশ ধ্বংস প্রাপ্ত হইলে, প্রজাগণ শোকে নিতান্ত কাতর হইবে—সন্দেহ নাই। অতএব আমি এমনই হতভাগ্য যে, ক্রোধের বশীভূত হইয়া সঞ্চিত ধর্ম্ম-বিলোপপূর্ব্বক লোক সংহার করিলাম। ১৬—২০।" এইরূপ পরোক্ষ বিষয়ের অনুশীলন করিতে করিতে হনুমানের নিকটে শুভসূচক নিমিত্ত সকল দেখা যাইতে লাগিল। হনুমান্ তাহা দেখিয়া পুনরায় ভাবিতে লাগিলেন,—"সেই সর্ব্বাঙ্গশোভনা সীতাদেবী স্বীয় তেজঃপ্রভাবে রক্ষিত হইয়া থাকিবেন, কারণ অগ্নি কখন অগ্নিকে দহন করে না। অতএব কল্যাণী জনক-নন্দিনীও বিনষ্টা হন নাই। আমি বোধ করি, জানকীর পুণ্য ও রামচন্দ্রের প্রভাবে দহনশীল এই অগ্নি, আমাকে দহন করেন নাই। বিশেষতঃ সেই অমিততেজা ধর্ম্মাত্মা রামচন্দ্রের ভার্য্যা আপন চরিত্র-

নূনং রামপ্রভাবেণ বৈদেহ্যাঃ সুকৃতেন চ।
যস্মাৎ দহনকর্ম্মায়ং নাদহদ্ধব্যবাহনঃ ॥ ২৪
ত্রয়াণাং ভরতাদীনাং ভ্রাতৃণাং দেবতা চ যা।
রামস্য চ মনঃকান্তা সা কথং বিনশিষ্যতি ॥ ২৫
যদ্বা দহনকর্ম্মায়ং সর্ব্বত্র প্রভুরব্যয়ঃ।
ন মে দহতি লাঙ্গূলং কথমার্য্যাং প্রধক্ষ্যতি ॥ ২৬
পুনশ্চাচিন্তয়ত্তত্র হনুমান্ বিস্মিতস্তদা।
হিরণ্যনাভস্য গিরের্জলমধ্যে প্রদর্শনম্ ॥ ২৭
তপসা সত্যবাক্যেন অনন্যত্বাচ্চ ভর্ত্তরি।
অসৌ বিনির্দ্দহেদগ্নিং ন তামগ্নিঃ প্রধক্ষ্যতি ॥ ২৮
স তথা চিন্তয়ংস্তত্র দেব্যা ধর্ম্মপরিগ্রহম্।
শুশ্রাব হনুমাংস্তত্র চারণানাং মহাত্মনাম্ ॥ ২৯
অহো খলু কৃতং কর্ম্ম দুর্ব্বিগাহং হনূমতা।
অগ্নিং বিসৃজতা তীক্ষ্ণং ভীমং রাক্ষসসদ্মনি ॥ ৩০
প্রপলায়িতরক্ষঃস্ত্রী বালবৃদ্ধসমাকুলা।
জনকোলাহলাধ্মাতা ক্রন্দন্তীবাদ্রিকন্দরৈঃ ॥ ৩১
দগ্ধেয়ং নগরী লঙ্কা সাট্টপ্রাকারতোরণা।
জানকী ন চ দগ্ধেতি বিস্ময়োঽদ্ভুত এব নঃ ॥ ৩২

ইতি শুশ্রাব হনুমান্ বাচং তামমৃতোপমাম্।
বভূব চাস্য মনসো হর্ষস্তৎকালসম্ভবঃ ॥ ৩৩
স নিমিত্তৈশ্চ দৃষ্টার্থৈঃ কারণৈশ্চ মহাগুণৈঃ।
ঋষিবাক্যৈশ্চ হনুমানভবৎ প্রীতমানসঃ ॥ ৩৪

ততঃ কপিঃ প্রাপ্তমনোরথার্থ-
স্তামক্ষতাং রাজসুতাং বিদিত্বা।
প্রত্যক্ষতস্তাং পুনরেব দৃষ্ট্বা
প্রতিপ্রয়াণায় মতিং চকার ॥ ৩৫

ইতি সুন্দরকাণ্ডে পঞ্চপঞ্চাশঃ সর্গঃ ॥ ৫৫ ॥

ষট্পঞ্চাশঃ সর্গঃ।

ততস্তু শিংশপামূলে জানকীং পর্য্যবস্থিতাম্।
অভিবাদ্যাব্রবীদ্দিষ্ট্যা পশ্যামি ত্বামিহাক্ষতাম্ ॥ ১
ততস্তং প্রস্থিতং সীতা বীক্ষমাণা পুনঃপুনঃ।
ভর্ত্তুঃ স্নেহান্বিতা বাক্যং হনুমন্তমভাষত ॥ ২
যদি ত্বং মন্যসে তাত বসৈকাহমিহানঘ।
ক্বচিৎ সুসংবৃতে দেশে বিশ্রান্তঃ শ্বো গমিষ্যসি ॥ ৩

গুণে সর্ব্বথা রক্ষিত হইতেছেন। অতএব অগ্নি তাঁহাকে স্পর্শ করিতে সক্ষম হইবেন না। জনক-নন্দিনী রামচন্দ্রের প্রাণ অপেক্ষাও প্রিয়তম কান্তা; এবং ভরত, লক্ষ্মণ ও শত্রুঘ্ন এই ভ্রাতৃত্রয়ের দেবতা স্বরূপিণী। অতএব তিনি কেন বিনষ্ট হইবেন? অথবা এই দহনশীল অব্যয় অগ্নি সর্ব্বত্র দহন করিবার ক্ষমতা সত্ত্বেও যখন আমার লাঙ্গুল দগ্ধ করেন নাই, তখন সেই আর্য্যা জনক-নন্দিনীকে কেন দগ্ধ করিবেন?" ২১—২৬। তৎকালে হনূমান্ বিস্মিত হইয়া পুনরায় ভাবিতে লাগিলেন,—"মৈনাক পর্ব্বত দেবীর প্রভাবে আমার বিশ্রামের জন্য জলমধ্যে দেখা দিয়াছিলেন। অধিক কি, সীতাদেবী,—তপস্যা, সত্য বাক্য এবং পাতিব্রত্য-বলে অগ্নিকেও নিঃশেষে দগ্ধ করিতে সক্ষমা; সুতরাং অগ্নি কখনও তাঁহাকে দহন করিতে সমর্থ হইবেন না।" তখন হনুমান্ এইরূপে দেবীর ধর্ম্মনিষ্ঠার বিষয় আলোচনা করিতে করিতে মহাত্মা চারণগণের এই কথা শুনিলেন,—"রাক্ষস-গণের গৃহে তীব্রতর ভয়ানক অনল প্রদান করিয়া হনূমান্ অসহ্য আশ্চর্য্য কর্ম্ম সম্পন্ন করিয়াছেন। বিশেষতঃ লঙ্কাপুরী দগ্ধা হইলে রাক্ষসী, বালক ও বৃদ্ধগণ ইতস্ততঃ ধাবিত হন; তখন এই পুরী জনকোলাহলে প্রতিধ্বনিত হইয়া গিরিকন্দর দ্বারা যেন ক্রন্দন করেন। পরন্তু এই নগরী,—অট্টালিকা, প্রাচীর ও তোরণ সহ ভস্মীভূতা হইয়াছে; কিন্তু জানকী দগ্ধা হন নাই। ইহাই আমাদের আশ্চর্য্য ও অদ্ভুত বলিয়া প্রতীতি হইতেছে।" এই অমৃতোপম মধুর কথা শুনিয়া হনুমানের মনে আহ্লাদের উদয় হইল। অপিচ দক্ষিণনেত্রস্পন্দন প্রভৃতি নিমিত্ত দর্শন সীতা ও রামচন্দ্রের প্রভাব অবগতি এবং চারণবাক্যে প্রীতচিত্ত হইলেন। চারণদিগের বাক্যে রাজনন্দিনী সীতার সুস্থ অবস্থা অবগত হইয়া, কপিবরের বাসনা সফল হইল। তিনি সীতার সহিত পুনরায় সাক্ষাৎ করিয়া কিষ্কিন্ধ্যায় ফিরিবার মানস করিলেন। ২৭—৩৫।

ষট্পঞ্চাশ সর্গ।

জনকনন্দিনী সীতা, শিংশপাবৃক্ষের মূলদেশে অবস্থিতি করিতেছেন, এমন সময়ে হনুমান্ তথায় উপস্থিত হইয়া অভিবাদনপূর্ব্বক তাঁহাকে কহিলেন, "দেবি! আমি শুভাদৃষ্টবশতই আপনার সুস্থ অবস্থা দেখিলাম।" হনুমান্ প্রস্থান করিতে উদ্যত হইলে, সীতাদেবী স্বামীর প্রতি প্রীতিবশতঃ তাঁহাকে বারংবার দেখিয়া কহিলেন,—"বৎস! তুমি আমার কথায় যদি অনুমোদন কর, তাহা হইলে কোন নির্জ্জন স্থানে একদিন বিশ্রাম করিয়া কল্য গমন করিও।

মম চৈবাল্পভাগ্যায়াঃ সান্নিধ্যাত্তব বানর।
শোকস্যাস্যাপ্রমেয়স্য মুহূর্ত্তং স্যাদপি ক্ষয়ঃ॥ ৪
গতে হি হরিশার্দ্দূল পুনঃ সম্প্রাপ্তয়ে ত্বয়ি।
প্রাণেষ্বপি ন বিশ্বাসো মম বানরপুঙ্গব॥ ৫
অদর্শনঞ্চ তে বীর ভূয়ো মাং দারয়িষ্যতি।
দুঃখাদ্দুঃখতরং প্রাপ্তাং দুর্ম্মনঃশোককর্শিতাম্॥ ৬
অয়ঞ্চ বীর সন্দেহস্তিষ্ঠতীব মমাগ্রতঃ।
সুমহৎসু সহায়েষু হর্য্যৃক্ষেষু মহাবল॥ ৭
কথং নু খলু দুষ্পারং সন্তরিষ্যন্তি সাগরম্।
তানি হর্য্যৃক্ষসৈন্যানি তৌ বা নরবরাত্মজৌ॥ ৮
ত্রয়াণামেব ভূতানাং সাগরস্যাপি লঙ্ঘনে।
শক্তিঃ স্যাদ্বৈনতেয়স্য তব বা মারুতস্য বা॥ ৯
তদত্র কার্য্যনির্ব্বন্ধে সমুৎপন্নে দুরাসদে।
কিং পশ্যসি সমাধানং ত্বং হি কার্য্যবিশারদঃ॥ ১০
কামমস্য ত্বমেবৈকঃ কার্য্যস্য পরিসাধনে।
পর্য্যাপ্তঃ পরবীরঘ্ন যশস্যস্তে বলোদয়ঃ॥ ১১
বলৈস্তু সঙ্কুলাং কৃত্বা লঙ্কাং পরবলার্দ্দনঃ।
মাং নয়েদ্যদি কাকুৎস্থস্তত্তস্য সদৃশং ভবেৎ॥ ১২

তদ্যথা তস্য বিক্রান্তমনুরূপং মহাত্মনঃ।
ভবত্যাহবশূরস্য তথা ত্বমুপপাদয়॥ ১৩
তদর্থোপহিতং বাক্যং প্রশ্রিতং হেতুসংহিতম্।
নিশম্য হনুমান্ বীরো বাক্যমুত্তরমব্রবীৎ॥ ১৪
দেবি হর্য্যৃক্ষসৈন্যানাং ঈশ্বরঃ প্লবতাং বরঃ।
সুগ্রীবঃ সত্যসম্পন্নস্তবার্থে কৃতনিশ্চয়ঃ॥ ১৫
স বানরসহস্রাণাং কোটীভিরভিসংবৃতঃ।
ক্ষিপ্রমেষ্যতি বৈদেহি সুগ্রীবঃ প্লবগাধিপঃ॥ ১৬
তৌ চ বীরৌ নরবরৌ সহিতৌ রামলক্ষ্মণৌ
আগম্য নগরীং লঙ্কাং সায়কৈর্ব্বিধমিষ্যতঃ॥ ১৭
সগণং রাক্ষসং হত্বা নচিরাদ্রঘুনন্দনঃ।
ত্বামাদায় বরারোহে স্বাং পুরীং প্রতিযাস্যতি॥ ১৮
সমাশ্বসিহি ভদ্রং তে ভব ত্বং কালকাঙ্ক্ষিণী।
ক্ষিপ্রং দ্রক্ষ্যসি রামেণ নিহতং রাবণং রণে॥ ১৯
নিহতে রাক্ষসেন্দ্রে চ সপুত্রামাত্যবান্ধবে।
ত্বং সমেষ্যসি রামেণ শশাঙ্কেনেব রোহিণী॥ ২০
ক্ষিপ্রমেষ্যতি কাকুৎস্থো হর্য্যৃক্ষপ্রবরৈর্যুতঃ।
যস্তে যুধি বিনির্জ্জিত্য শোকং ব্যপনয়িষ্যতি॥ ২১

হে অনঘ! আমার ভাগ্য অতিমন্দ, তথাপি তুমি আমার কাছে থাকিলে, মুহূর্ত্তকালও এই ঘোরতর শোকের অবসান হইতে পারে। হে হরিশার্দ্দূল! তুমি এখন গমন করিবে বটে, কিন্তু পুনরায় তোমাদের আসিতে আসিতে আমার প্রাণ থাকিবে কি না সন্দেহ। ১—৫। হে বানরশ্রেষ্ঠ! আমি মনের ক্লেশে নিতান্ত কাতরা হইয়া অত্যন্ত দুঃখ পাইতেছি। বিশেষতঃ এক্ষণে তোমার অদর্শনই আমার হৃদয় বিদারণ করিবে। হে বীর! আমার মনে সদাই মহা সন্দেহ হইতেছে যে, তোমার সাহায্যকারী বানর এবং ভল্লুকগণকে লইয়া, মহাবল সুগ্রীব কি উপায়ে এই দুষ্পার সাগর পার হইবেন? আর রাজনন্দন রামচন্দ্র ও লক্ষ্মণই বা কি প্রকারে এই সাগর পার হইবেন? কারণ বিনতানন্দন গরুড়, বায়ু এবং তুমি,—এই তিন জনই কেবল সাগর লঙ্ঘন করিতে সক্ষম। তুমি কার্য্যবিশারদ,—অতএব এই দুরতিক্রমণীয় উপস্থিত কার্য্য নির্ব্বাহের কি উপায় দেখিতেছ? ৬—১০। অথবা হে পরবীর-বিনাশন! অপরের এখানে আসিবার প্রয়োজন কি? তুমি একাকীই এই কার্য্য সম্পন্ন করিতে পার। অতএব বল প্রকাশ করিলেই তোমার যশ লাভ হইবে। কিন্তু শত্রু-সৈন্যসংহর্ত্তা কাকুৎস্থ রাম, সৈন্যদ্বারা লঙ্কাপুরী আচ্ছন্ন করিয়া যদি আমাকে এ স্থান হইতে লইয়া যান, তাহা হইলে তাঁহার অনুরূপ কার্য্য হয়। অতএব মহাত্মা রণবীর রামচন্দ্রের যাহাতে অনুরূপ বিক্রম প্রকাশ পায়, তুমি সেইরূপ কার্য্য কর।” সীতার সেই যুক্তিযুক্ত অর্থসঙ্গত স্নেহময় কথা শুনিয়া বীর হনুমান্ উত্তর করিলেন,—“হে দেবি! বানর ও ভল্লুক সেনার অধিপতি সত্যপরায়ণ বানরবর সুগ্রীব আপনার উদ্ধারার্থ কৃতনিশ্চয় হইয়াছেন। ১১—১৫। হে বৈদেহি! বানরপতি সুগ্রীব সহস্রকোটি বানরে পরিবৃত হইয়া সত্বর এখানে আগমন করিবেন। আর নরবীরবর রামচন্দ্র ও লক্ষ্মণ উভয়ে এখানে আসিয়া, বাণানলে লঙ্কাপুরী দগ্ধ করিয়া ফেলিবেন। হে বরারোহে! রঘুনন্দন রামচন্দ্র, রাবণকে সবংশে সংহার করিয়া, আপনাকে লইয়া নিজ নগরীতে গমন করিবেন। অতএব আশ্বাসিত হইয়া কিঞ্চিৎকাল অপেক্ষা করুন – আপনার মঙ্গল হইবে। আপনি শীঘ্রই দেখিতে পাইবেন, রাম অবিলম্বে রাবণকে যুদ্ধে বধ করিবেন। রাক্ষসপতি রাবণ—অমাত্য ও বান্ধববর্গের সহিত হত হইলে, চন্দ্রের সহিত রোহিণীর ন্যায়, রামচন্দ্রের সহিত আপনার মিলন হইবে। ১৬—২০। যিনি যুদ্ধে রাক্ষসগণকে পরাজয় করিয়া, আপনার শোক অপনয়ন করিবেন, সেই কাকুৎস্থ রাম, শীঘ্রই প্রধান প্রধান বানর ও ভল্লুকগণে পরিবেষ্টিত হইয়া আগমন করিবেন।”

এবমাশ্বাস্য বৈদেহীং হনুমান্ মারুতাত্মজঃ
গমনায় মতিং কৃত্বা বৈদেহীমভ্যবাদয়ৎ॥ ২২
রাক্ষসপ্রবরান্ হত্বা নাম বিশ্রাব্য চাত্মনঃ।
সমাশ্বাস্য চ বৈদেহীং দর্শয়িত্বা পরং বলম্॥ ২৩
নগরীমাকুলাং কৃত্বা বঞ্চয়িত্বা চ রাবণম্।
দর্শয়িত্বা বলং ঘোরং বৈদেহীমভিবাদ্য চ।
প্রতিগন্তুং মনশ্চক্রে পুনর্মধ্যেন সাগরম্॥ ২৪
ততঃ স কপিশার্দূলঃ স্বামিসন্দর্শনোৎসুকঃ।
আরুরোহ গিরিশ্রেষ্ঠমরিষ্টমরিমর্দনঃ॥ ২৫
তুঙ্গপদ্মকজুষ্টাভির্নীলাভির্বনরাজিভিঃ।
সোত্তরীয়মিবাম্ভোদৈঃ শৃঙ্গান্তরবিলম্বিভিঃ॥ ২৬
বোধ্যমানমিব প্রীত্যা দিবাকরকরৈঃ শুভৈঃ
উন্মিষন্তমিবোদ্ধূতৈর্লোচনৈরিব ধাতুভিঃ॥ ২৭
তোয়ৌঘনিস্বনৈর্মন্দ্রৈঃ প্রাধীতমিব সর্বতঃ।
প্রগীতমিব বিস্পষ্টং নানাপ্রস্রবণস্বনৈঃ॥ ২৮
দেবদারুভিরুদ্ধূতৈরূর্দ্ধবাহুমিব স্থিতম্।
প্রপাতজলনির্ঘোষৈঃ প্রাক্রুষ্টমিব সর্বতঃ॥ ২৯
বেপমানমিব শ্যামৈঃ কম্পমানৈঃ শরদ্বনৈঃ।
বেণুভির্মারুতোদ্ধূতৈঃ কূজন্তমিব কীচকৈঃ॥ ৩০
নিশ্বসন্তমিবামর্ষাদ্ ঘোরৈরাশীবিষোত্তমৈঃ।
নীহারকৃতগম্ভীরৈর্ধ্যায়ন্তমিব গহ্বরৈঃ॥ ৩১
মেঘপাদনিভৈঃ পাদৈঃ প্রক্রান্তমিব সর্বতঃ।
জৃম্ভমাণমিবাকাশে শিখরৈরভ্রমালিভিঃ॥ ৩২
কূটৈশ্চ বহুধাকীর্ণৈঃ শোভিতং বহুকন্দরৈঃ।
সালতালাশ্বকর্ণৈশ্চ বংশৈশ্চ বহুভির্বৃতম্॥ ৩৩
লতাবিতানৈর্বিততৈঃ পুষ্পবদ্ভিরলঙ্কৃতম্।
নানামৃগগণৈঃ কীর্ণং ধাতুনিষ্যন্দভূষিতম্॥ ৩৪
বহুপ্রস্রবণোপেতং শিলাসঞ্চয়সঙ্কটম্।
মহর্ষিযক্ষগন্ধর্বকিন্নরোরগসেবিতম্॥ ৩৫
লতাপাদপসম্বাধং সিংহাধিষ্ঠিতকন্দরম্।
ব্যাঘ্রাদিভিঃ সমাকীর্ণং স্বাদুমূলফলদ্রুমম্॥ ৩৬
তমারুরোহাতিবলঃ পর্বতং প্লবগোত্তমঃ।
রামদর্শনশীঘ্রেণ প্রহর্ষেণাভিচোদিতঃ॥ ৩৭

হনুমান্ অনুত্তম বল প্রদর্শনপূর্ব্বক, প্রধান প্রধান রাক্ষস বধ এবং ঘোরতর বিক্রমে রাবণকে বঞ্চনা করিয়া, লঙ্কানগরী আকুল করিলেন এবং এইরূপে আপনার বলের পরিচয় ও বৈদেহীকে আশ্বাস প্রদানপূর্ব্বক, সাগরমধ্য দিয়া প্রতিগমন করিতে ইচ্ছা করিলেন। অরিমর্দন কপিবর হনুমান্ পরে প্রভু রামচন্দ্রের সন্দর্শনে নিতান্ত উৎসুক হইয়া অরিষ্টনামক পর্ব্বতের উপরে উঠিলেন। ঐ পর্ব্বত, বিশালভূর্জ্জতরু-শোভিত নীলবর্ণ বনরাজিরূপ বসন পরিধান করিয়া শৃঙ্গলগ্ন মেঘস্বরূপ উত্তরীয় ধারণপূর্ব্বক প্রীতিনিবন্ধন দিবাকর করস্বরূপ শুভকরস্পর্শে যেন তত্রত্য বস্তু সকলকে জাগরিত করিতেছে। সেই পর্ব্বত প্রকাশিত ধাতুরূপ লোচন সকল উন্মীলনপূর্ব্বক মেঘধ্বনিস্বরূপ গভীর স্বরে যেন অধ্যয়ন করিতেছে। সেই পর্ব্বত,—নানাবিধ প্রস্রবণের মন্দ মন্দ ধ্বনিরূপ বিস্পষ্ট স্বরে যেন গান করিতে আরম্ভ করিতেছে। ২১—২৮। দেবদারু তরুসকল উন্নত-ভাবে অবস্থান করায়, ঐ শিখর যেন উর্দ্ধবাহুর ন্যায় প্রতীয়মান হইতেছে। সর্ব্বত্র গুহা হইতে বারিধারা পতনের শব্দ হইতেছে; বোধ হইতেছে, পর্ব্বত যেন চীৎকার করিতেছে। সপ্তপর্ণ প্রভৃতি শ্যামবর্ণ শরৎকালীন বৃক্ষ সকল কাঁপিতে থাকায়, বোধ হইতেছে যেন ঐ পর্ব্বত নিজেই কম্পিত হইতেছে। বায়ুর আঘাতে শব্দিত কীচকদ্বারা পর্ব্বত যেন বেণুরব করিতেছে। তথায় ভীষণ আশীবিষ সর্প গর্জ্জন করিতেছে;—বোধ হইতেছে পর্ব্বত যেন ক্রুদ্ধ হইয়া দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিতেছে। নীহারজালে সমাচ্ছন্ন হইয়া গহ্বর সকল গভীর ভাব ধারণ করায়, পর্ব্বত ক্লুক্তেরিম্ ধ্যানমগ্ন পুরুষের ন্যায় প্রতীত হইতেছে। মেঘখণ্ড-সদৃশ প্রত্যন্তপর্ব্বতরূপ পাদদ্বারা যেন সর্ব্বত্র ভ্রমণ করিতেছে। মেঘস্পর্শী শিখরবৃন্দ আকাশে উন্নত হইয়াছে। গিরিবর গাত্রমোটন করিতেছে; শৃঙ্গসমূহ নানাস্থানে বিকীর্ণ রহিয়াছে। গুহা-সমূহ তাহায় সৌন্দর্য্য বিস্তার করিতেছে। শাল, তাল, অশ্বকর্ণ এবং নানাবিধ বংশদ্বারা তাহার সকল স্থান আকীর্ণ রহিয়াছে। পুষ্পদ্বারা শোভিত বিস্তৃত লতারূপ বিতানসকল, তাহার স্থানে স্থানে শোভা পাইতেছে। নানা জাতীয় মৃগকুল সর্ব্বত্র ভ্রমণ করিতেছে। ধাতু সকল নিঃসৃত হইয়া তাহাকে ভূষিত করিতেছে। প্রস্রবণ সকল শিলাসমূহে দুর্গম হইয়া নানাস্থানে বিরাজমান রহিয়াছে। উহাতে মহর্ষি, গন্ধর্ব্ব, যক্ষ, কিন্নর, উরগগণ এবং তাঁহার প্রত্যেক গুহায় সিংহ সকল বাস করিতেছে। ব্যাঘ্র প্রভৃতি হিংস্র জন্তুগণ সর্ব্বত্র বিচরণ করিতেছে। সুস্বাদু ফলমূল, বৃক্ষ, লতা এবং অপরাপর তরুরাজি সর্ব্বত্র শোভা পাইতেছে। ২৮—৩৬। বায়ুতনয় বানরশ্রেষ্ঠ হনুমান্,

তেন পাদতলাক্রান্তা রম্যেষু গিরিসানুষু ।
সঘোষাঃ সমশীর্যন্ত শিলাশ্চূর্ণীকৃতাস্ততঃ ॥ ৩৮
স তমারুহ্য শৈলেন্দ্রং ব্যবর্দ্ধত মহাকপিঃ ।
দক্ষিণাদুত্তরং পারং প্রার্থয়ন্ লবণাম্ভসঃ ॥ ৩৯
অধিরুহ্য ততো বীরঃ পর্ব্বতং পবনাত্মজঃ ।
দদর্শ সাগরং ভীমং মীনোরগনিষেবিতম্ ॥ ৪০
স মারুত ইবাকাশং মারুতস্যাত্মসম্ভবঃ ।
প্রপেদে হরিশার্দ্দূলো দক্ষিণাদুত্তরাং দিশম্ ॥ ৪১
স তদা পীড়িতস্তেন কপিনা পর্ব্বতোত্তমঃ ।
ররাস বিবিধৈর্ভূতৈঃ প্রাবিশদ্বসুধাতলম্ ॥ ৪২
কম্পমানৈশ্চ শিখরৈঃ পতদ্ভিরপি চ দ্রুমৈঃ ॥ ৪৩
তস্যোরুবেগোন্মথিতাঃ পাদপাঃ পুষ্পশালিনঃ ।
নিপেতুর্ভূতলে ভগ্নাঃ শক্রায়ুধহতা ইব ॥ ৪৪
কন্দরোদরসংস্থানাং পীড়িতানাং মহৌজসাম্ ।
সিংহানাং নিনদো ভীমো নভো ভিন্দন্ হি শুশ্রুবে ॥ ৪৫
ত্রস্তব্যাবিদ্ধবসনা ব্যাকুলীকৃতভূষণাঃ ।
বিদ্যাধর্য্যঃ সমুৎপেতুঃ সহসা ধরণীধরাৎ ॥ ৪৬
অতিপ্রমাণা বলিনো দীপ্তজিহ্বা মহাবিষাঃ ।
নিপীড়িতশিরোগ্রীবা ব্যচেষ্টন্ত মহাহয়ঃ ॥ ৪৭
কিন্নরোরগগন্ধর্ব্বযক্ষবিদ্যাধরাস্তথা ।
পীড়িতং তং নগবরং ত্যক্ত্বা গগনমাস্থিতাঃ ॥ ৪৮
স চ ভূমিধরঃ শ্রীমান্ বলিনা তেন পীড়িতঃ ।
সবৃক্ষশিখরোদগ্রঃ প্রবিবেশ রসাতলম্ ॥ ৪৯
দশযোজনবিস্তারস্ত্রিংশদ্যোজনমুচ্ছ্রিতঃ ।
ধরণ্যাং সমতাং যাতঃ স বভূব ধরাধরঃ ॥ ৫০
স লিলঙ্ঘয়িষুর্ভীমং সলীলং লবণার্ণবম্ ।
কল্লোলাস্ফালবেলান্তমুৎপপাত নভো হরিঃ ॥ ৫১
ইতি সুন্দরকাণ্ডে ষট্‌পঞ্চাশঃ সর্গঃ ॥ ৫৬

সপ্তপঞ্চাশঃ সর্গঃ ।

আপ্লুত্য চ মহাবেগঃ পক্ষবানিব পর্ব্বতঃ ।
ভুজঙ্গযক্ষগন্ধর্ব্বপ্রবুদ্ধকমলোৎপলম্ ॥ ১
সচন্দ্রকুমুদং রম্যং সার্ককারণ্ডবং শুভম্ ।
তিষ্যশ্রবণকাদম্বমভ্রশৈবালশাদ্বলম্ ॥ ২
পুনর্ব্বসুমহামীনং লোহিতাঙ্গমহাগ্রহম্ ।

রামচন্দ্র-দর্শন-লালসায় নিতান্ত আকুলিত হইয়া সেই পর্ব্বতে আরোহণ করিলেন। অমনি শিলা-সমূহ তাঁহার পাদতলে আক্রান্ত হইয়া, রমণীয় গিরি-সানুমধ্যে সশব্দে পতিত হইল। পতিত হইবামাত্র সেই শিলা সকল একেবারে চূর্ণ হইয়া গেল। পরে পবননন্দন বানরশ্রেষ্ঠ বীর হনুমান্, লবণ-সাগরের দক্ষিণ পার হইতে উত্তর পারে যাইবার নিমিত্ত, সেই শৈলশিখরের উপরে উঠিয়া বর্দ্ধিত হইতে লাগিলেন। ক্রমশঃ তাহার উর্দ্ধে গমন করিয়া ভীষণ সর্পসেবিত ঘোরতর সাগর দেখিলেন। বায়ু যেমন আকাশ-পথে গমন করে, সেইরূপ হরিশার্দ্দূল মারুতি হনুমান্, দক্ষিণ দিক্ হইতে উত্তর দিকে গমন করিলেন। তখন সেই পর্ব্বতোত্তম, বানরের ভয়ে পীড়িত হইয়া বিবিধ ভূতবর্গের সহিত ঘোর শব্দ করিয়া, পৃথিবী-তলে প্রবেশ করিল। তাহার শিখর সকল কম্পিত হইতে লাগিল এবং বৃক্ষ সকল পতিত হইতে লাগিল। পুষ্পশোভিত বৃক্ষশ্রেণী তাহার গুরুতর বেগে মথিত ও ভগ্ন হইয়া বজ্রাহতের ন্যায় ভূতলে পতিত হইল। ৩৮—৪৪। অতীব তেজস্বী সিংহসকল পীড়িত হইয়া, গুহামধ্যে গর্জ্জন করিল; সেই ঘোরতর রব আকাশমণ্ডল ভেদ করিয়া লোকের কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হইল। ভয়ে বিদ্যাধরীগণ স্খলিতবসনা ও বিপর্য্যস্তভূষণা হইয়া সহসা পর্ব্বত হইতে নিপতিত হইল। অতীব দীর্ঘ দীপ্তজিহ্ব বলবান্, মহাবিষ, বৃহৎ বৃহৎ সর্পসকল মস্তক এবং গ্রীবাদেশে নিপী-ড়িত হইয়া যন্ত্রণায় অস্থির হইল। গন্ধর্ব্ব, কিন্নর, নাগ, যক্ষ এবং বিদ্যাধরগণ পীড়িত হইয়া সেই পর্ব্বতবরকে পরিত্যাগপূর্ব্বক, শূন্যমার্গে অবস্থিতি করিতে লাগিল। বৃক্ষ এবং শিখরে অতীব উন্নত শ্রীমান্ সেই ভূধর সেই বলবানের ভরে নিপীড়িত হইয়া রসাতলে প্রবেশ করিল। দশযোজনবিস্তৃত ও ত্রিংশৎ-যোজন উন্নত হইলেও, সেই পর্ব্বত ধরণীমধ্যে সমতা প্রাপ্ত হইল। যাহা মহাতরঙ্গমালা দ্বারা বেলাভূমির শেষভাগ পর্য্যন্ত স্পর্শ করিতেছে, বানরবর হনুমান্ তাদৃশ ভয়ানক লবণসমুদ্র লঙ্ঘন করিতে অভিলাষী হইয়া, আকাশে উৎপাতিত হইলেন। ৪৫—৫১।

সপ্তপঞ্চাশ সর্গ ।

হনুমান্ উল্লম্ফনপূর্ব্বক পক্ষযুক্ত পর্ব্বতের ন্যায়, পরিশ্রান্ত না হইয়াই, মহাবেগে অতি রমণীয় সুন্দর গগন-সাগর পার হইতে লাগিলেন। গন্ধর্ব্ব, যক্ষ এবং ভুজঙ্গ সেই গগনসাগরের প্রফুল্ল কমল; চন্দ্র তাহার কুমুদ; সূর্য্য তাহার হংস, পুষ্যা ও শ্রবণা তাহার কলহংস; মেঘ সকল তাঁহার শৈবাল

ঐরাবতমহাদ্বীপং স্বাতীহংসবিলাসিতম্ ॥ ৩
বাতসঙ্ঘাতজালোর্মিচন্দ্রাংশুশিশিরাম্বুমৎ।
হনূমানপরিশ্রান্তঃ পুপ্লুবে গগনার্ণবম্ ॥ ৪
গ্রসমান ইবাকাশং তারাধিপমিবোল্লিখন্।
হরন্নিব সনক্ষত্রং গগনং সার্কমণ্ডলম্ ॥ ৫
অপারমপরিশ্রান্তশ্চাম্বুধিং সমগাহত।
হনূমান্ মেঘজালানি বিকর্ষন্নিব গচ্ছতি ॥ ৬
পাণ্ডরারুণবর্ণানি নীলমাঞ্জিষ্ঠকানি চ।
হরিতারুণবর্ণানি মহাভ্রাণি চকাশিরে ॥ ৭
প্রবিশন্নভ্রজালানি নিষ্ক্রামন্ পুনঃপুনঃ।
প্রকাশশ্চাপ্রকাশশ্চ চন্দ্রমা ইব লক্ষ্যতে ॥ ৮
বিবিধাভ্রঘনাপন্নগোচরো ধবলাম্বরঃ।
দৃশ্যাদৃশ্যতনুর্বীরস্তথা চন্দ্রায়তেঽম্বরে ॥ ৯
তার্ক্ষায়মাণো গগনে স বভৌ মারুতনন্দনঃ।
দারয়ন্ মেঘবৃন্দানি নিষ্পতংশ্চ পুনঃপুনঃ ॥ ১০
নদন্নাদেন মহতা মেঘস্বনমহাস্বনঃ।
প্রবরান্ রাক্ষসান্ হত্বা নাম বিশ্রাব্য চাত্মনঃ ॥ ১১
আকুলাং নগরীং কৃত্বা ব্যথয়িত্বা চ রাবণম্।
অর্দ্দয়িত্বা মহাবীরান্ বৈদেহীমভিবাদ্য চ।
আজগাম মহাতেজাঃ পুনর্মধ্যেন সাগরম্ ॥ ১২
পর্ব্বতেন্দ্রং সুনাভঞ্চ সমুপস্পৃশ্য বীর্য্যবান্।
জ্যামুক্ত ইব নারাচো মহাবেগোঽভ্যুপাগমৎ ॥ ১৩
স কিঞ্চিদারাৎ সম্প্রাপ্য সমালোক্য মহাগিরিম্।
মহেন্দ্রং মেঘসঙ্কাশো ননাদ স মহাকপিঃ ॥ ১৪
স পূরয়ামাস কপির্দিশো দশ সমন্ততঃ।
নদন্নাদেন মহতা মেঘস্বনমহাস্বনঃ ॥ ১৫
স তং দেশমনুপ্রাপ্তঃ সুহৃদ্দর্শনলালসঃ।
ননাদ সুমহানাদং লাঙ্গূলঞ্চাপ্যকম্পয়ৎ ॥ ১৬
তস্য নানদ্যমানস্য সুপর্ণাচরিতে পথি।
ফলতীবাস্য ঘোষেণ গগনং সার্কমণ্ডলম্ ॥ ১৭
যে তু তত্রোত্তরে কূলে সমুদ্রস্য মহাবলাঃ।
পূর্ব্বং সংবিষ্ঠিতাঃ শূরা বায়ুপুত্রদিদৃক্ষবঃ ॥ ১৮
মহতো বাতনুন্নস্য তোয়দস্যেব নিস্বনম্।
শুশ্রুবুস্তে তদা ঘোষমূরুবেগং হনূমতঃ ॥ ১৯
তে দীনমনসঃ সর্ব্বে শুশ্রুবুঃ কাননৌকসঃ।
বানরেন্দ্রস্য নির্ঘোষং পর্জ্জন্যনিনদোপমম্ ॥ ২০

এবং শস্যশ্যামল তীর, তীরস্থ জলাভূমি; পুনর্ব্বসু তত্রস্থ বৃহৎ মৎস্য; মঙ্গলগ্রহ তত্রস্থ বিশাল গ্রাহ; ঐরাবত সেই সাগরের মহাদ্বীপ, স্বাতী তাঁহার হংস; বাত্যা সমস্ত সেই সাগরের তরঙ্গমালা এবং শশাঙ্ককিরণ তাহার শীতল জল। ১—৪। বায়ুতনয়, আকাশমণ্ডল গ্রাস করিয়া যেন তারাপতিকে নখর দ্বারা বিদীর্ণ করিতে লাগিলেন। এমন কি, যেন আকাশমণ্ডল হইতে আদিত্য এবং নক্ষত্রসকল গ্রহণ করিবেন বলিয়া, অপরিশ্রান্তভাবে অপার-সাগরমধ্যে অবগাহন করিলেন। তিনি যেন মেঘজাল আকর্ষণ করিয়াই গমন করিতে লাগিলেন। তখন শ্বেত, রক্ত নীল, লোহিত এবং হরিৎ, অরুণ-প্রভৃতি নানাবর্ণ বিশাল মেঘনিচয় তৎকর্ত্তৃক আকৃষ্ট হইয়া শোভা পাইতে লাগিল। পুনঃপুনঃ মেঘবৃন্দের মধ্যে প্রবিষ্ট এবং নির্গত হইয়া, হনুমান্ কখন প্রকাশ কখন বা অপ্রকাশ চন্দ্রমার ন্যায় দৃষ্ট হইতে লাগিলেন। শ্বেতবসন-পরিধায়ী বীর হনুমান্, নানাবিধ মেঘরাজির মধ্যবর্ত্তী পথে গমন করিয়া, কখন দৃশ্য—কখন অদৃশ্য হইয়া, আকাশে চন্দ্রের ন্যায় প্রতীয়মান হইতে লাগিলেন। অপিচ তিনি মেঘনিচয় বিদারণ-পূর্ব্বক পুনঃপুনঃ নিপতিত হইয়া, আকাশমণ্ডলে গরুড়ের ন্যায়, প্রতীয়মান হইলেন। ৫—১০। মহাতেজা হনুমান্, প্রথমতঃ মেঘের ন্যায় গম্ভীর শব্দে ঘোরতর ধ্বনি করিয়া—"লঙ্কানগরীতে গিয়া বহু প্রধান প্রধান রাক্ষস মারিয়াছেন,—তাহার উল্লেখ করিয়া আপনার নাম কীর্ত্তন করিতে করিতে চলিলেন। যাইবার সময়ে তিনি আরও বলিতে লাগিলেন যে, তিনি নিশাচরদিগকে নিপীড়নপূর্ব্বক লঙ্কানগরী আকুল করিয়া রাবণকে নিতান্ত ব্যথিত করিয়াছেন। অব-শেষে জনকনন্দিনী সীতাকে অভিবাদন করিয়া পুন-রায় সাগরমধ্যে আগমন করিতেছেন। সেই মেঘ-সঙ্কাশ বীর্য্যবান্ হনুমান্ মৈনাকপর্ব্বতকে স্পর্শ করিয়া ধনু হইতে নিক্ষিপ্ত নারাচ-অস্ত্রের ন্যায়, অতিবেগে যাইতে লাগিলেন। কপিবর কিঞ্চিৎ দূর হইতে মহেন্দ্র নামক মহাগিরি দেখিবামাত্র, মেঘের ন্যায় সুগম্ভীর রবে ঘোরতর নিনাদ করিয়া, দশদিক্ পরি-পূর্ণ করিলেন। ১১—১৫। অবশেষে সেই স্থানে উপস্থিত হইয়া সুহৃদ্দর্শন-লালসায় অতিগম্ভীর শব্দ করিয়া, লাঙ্গূল কাঁপাইতে লাগিলেন। হনূমান্ আকাশপথে বারংবার নিনাদ করিতে থাকিলে, তাঁহার সেই নিনাদে সূর্য্য ও গগনমণ্ডল যেন বিদীর্ণ হইতে লাগিল। আর যে সকল মহাবল বানর, বায়ুতনয় হনুমানের দর্শন-লালসায় সাগরের উত্তর তীরে পূর্ব্বা-বধি অবস্থিতি করিতেছিল, সেই শূরগণ তখন বায়ুবেগে বিচ্ছিন্ন বৃহৎ মেঘের গর্জ্জনের ন্যায়, হনূমানের গুরুতর বেগজনিত নির্ঘোষ শ্রবণ করিল। পরিশেষে নিতান্ত

নিশম্য নদতো নাদং বানরাস্তে সমন্ততঃ।
বভূবুরুৎসুকাঃ সর্ব্বে সুহৃদ্দর্শনকাঙ্ক্ষিণঃ॥ ২১
জাম্ববান স হরিশ্রেষ্ঠঃ প্রীতিসংহৃষ্টমানসঃ।
উপামন্ত্র্য হরীন্ সর্ব্বানিদং বচনমব্রবীৎ॥ ২২
সর্ব্বথা কৃতকার্য্যোঽসৌ হনূমান্নাত্র সংশয়ঃ।
ন হ্যস্যাকৃতকার্য্যস্য নাদ এবংবিধো ভবেৎ॥ ২৩
তস্য বাহূরুবেগঞ্চ নিনাদঞ্চ মহাত্মনঃ।
নিশম্য হরয়ো হৃষ্টাঃ সমুৎপেতুর্যতস্ততঃ॥ ২৪
তে নগাগ্রান্নগাগ্রাণি শিখরাচ্ছিখরাণি চ।
প্রহৃষ্টাঃ সমপদ্যন্ত হনূমন্তং দিদৃক্ষবঃ॥ ২৫
তে প্রীতাঃ পাদপাগ্রেষু গৃহ্য শাখামবস্থিতাঃ।
বাসাংসি চ প্রকাশানি সমাবিধ্যন্ত বানরাঃ॥ ২৬
গিরিগহ্বরসংলীনো যথা গর্জ্জতি মারুতঃ।
এবং জগর্জ্জ বলবান্ হনূমান্ মারুতাত্মজঃ॥ ২৭
তমভ্রঘনসঙ্কাশমাপতন্তং মহাকপিম্।
দৃষ্ট্বা তে বানরাঃ সর্ব্বে তস্থুঃ প্রাঞ্জলয়স্তদা॥ ২৮
ততস্তু বেগবান্ তস্মাদ্ গিরেগিরিনিভঃ কপিঃ।
নিপপাত গিরেস্তস্য শিখরে পাদপাকুলে॥ ২৯
হর্ষেণাপূর্য্যমাণোঽসৌ রম্যে পর্ব্বতনির্ঝরে।
ছিন্নপক্ষ ইবাকাশাৎ পপাত ধরণীধরঃ॥ ৩০
ততস্তে প্রীতমনসঃ সর্ব্বে বানরপুঙ্গবাঃ।
হনূমন্তং মহাত্মানং পরিবার্য্যোপতস্থিরে॥ ৩১
পরিবার্য্য চ তে সর্ব্বে পরাং প্রীতিমুপাগতাঃ।
প্রহৃষ্টবদনাঃ সর্ব্বে তমাগতমুপাগমন্॥ ৩২
উপায়নানি চাদায় মূলানি চ ফলানি চ।
প্রত্যর্চ্চয়ন হরিশ্রেষ্ঠং হরয়ো মারুতাত্মজম্॥ ৩৩
বিনেদুর্মুদিতাঃ কেচিৎ কেচিৎ কিলকিলাং তথা।
হৃষ্টাঃ পাদপশাখাশ্চ আনিন্যুর্বানরর্ষভাঃ॥ ৩৪
হনূমাংস্তু গুরূন্ বৃদ্ধান্ জাম্ববৎপ্রমুখাংস্তদা।
কুমারমঙ্গদঞ্চৈব সোঽবন্দত মহাকপিঃ॥ ৩৫
স তাভ্যাং পূজিতঃ পূজ্যঃ কপিভিশ্চ প্রসাদিতঃ।
দৃষ্টা দেবীতি বিক্রান্তঃ সংক্ষেপেণ ন্যবেদয়ৎ॥ ৩৬
নিষসাদ চ হস্তেন গৃহীত্বা বালিনঃ সুতম্।
রমণীয়ে বনোদ্দেশে মহেন্দ্রস্য গিরেস্তদা॥ ৩৭
হনূমানব্রবীৎ পৃষ্টস্তদা তান্ বানরর্ষভান্।
অশোকবনিকাসংস্থা দৃষ্টা সা জনকাত্মজা॥ ৩৮

দীনচিত্ত বনবাসী বানরগণ মেঘগর্জ্জনের ন্যায়, বানর-শ্রেষ্ঠ হনূমানের নিনাদ শুনিতে পাইয়া,—"ইহা হনূমানের ধ্বনি"—এইরূপ নিশ্চয় করিয়া সুহৃদ্-দর্শন-বাসনায় অত্যন্ত উৎসুক হইল। ১৬—২১। তখন হরিবর জাম্ববান্, প্রীতিবশতঃ হৃষ্টমনা বানরগণকে সম্বোধন করিয়া কহিতে লাগিলেন,—"এই হনূমান্ সর্ব্বতোভাবে কৃতকার্য্য হইয়াছেন, সন্দেহ নাই; কারণ কৃতকার্য্য না হইলে, ইঁহার এ প্রকার নিনাদ হইত না।" তখন বানরগণ তাঁহার বাহু ও উরুর বেগজনিত শব্দ এবং কণ্ঠধ্বনি শুনিয়া আহ্লাদে ইতস্ততঃ লম্ফপ্রদান করিতে লাগিল। তাহারা হনূমানের দর্শন অভিলাষে হৃষ্ট হইয়া, এক শিখর হইতে অন্য শিখরে লম্ফপ্রদান করিতে লাগিল। হনূমানকে দেখিবার নিমিত্ত সাতিশয় উৎসুক হইয়া তাহারা পাছে পড়িয়া যায়,—এই ভয়ে শাখা অবলম্বনপূর্ব্বক হৃষ্ট-চিত্তে বৃক্ষাগ্রে অবস্থিতি করিল এবং সুদৃশ্য বসন কাঁপাইতে লাগিল। বায়ুনন্দন বলবান্ হনূমান্, পর্ব্বতগুহামধ্য প্রবিষ্ট বায়ুর ন্যায়, ঘোরতর গর্জ্জন করিতে করিতে মেঘসমূহের ন্যায় আকাশপথে আগমন করিতেছেন দেখিয়া, কৃতাঞ্জলি হইয়া বানর সকল অব-স্থিতি করিল। ২২—২৮। ইতিমধ্যে পর্ব্বতপ্রতিম বীরবর বলবান্ হনূমান্, অরিষ্ট নামক পর্ব্বত হইতে উৎপ্লুত হইয়া, বৃক্ষসঙ্কুল মহেন্দ্রপর্ব্বতের শিখরে নিপতিত হইলেন। অধিক কি, তিনি আহ্লাদপূর্ণ-চিত্তে ছিন্নপক্ষ পর্ব্বতের ন্যায়, আকাশ হইতে রমণীয় গিরিনির্ঝরে পতিত হইলেন। অনন্তর প্রধান প্রধান বানরগণ হৃষ্টচিত্ত হইয়া, মহাত্মা হনূমানের চারিদিক্ বেষ্টন করিয়া উপবেশন করিল এবং তাঁহাকে পরিবৃত করিয়া পরম আনন্দ লাভ করিল। তাহারা ফল, মূল প্রভৃতি উপঢৌকন দ্রব্য লইয়া, প্রফুল্লবদনে কপিশ্রেষ্ঠ পবননন্দনের নিকটে গমন করিয়া তাঁহার অর্চ্চনা করিল। প্রধান প্রধান বানরেরা অতীব আহ্লাদিত হইয়া হনূমানের বসিবার জন্য বৃক্ষশাখা আনয়ন করিল। কেহ প্রীতচিত্তে কিলকিলাশব্দ করিয়া উঠিল, কেহ বা প্রফুল্ল-চিত্তে নিনাদ করিল। সেই বিক্রান্ত পূজ্যবর কপিবর হনূমান্, সেই সময়ে জাম্ববান্ প্রভৃতি পূজনীয় বৃদ্ধবর্গকে ও কুমার অঙ্গদকে অভিবাদন করিলেন। জাম্ববান্ ও অঙ্গদ তাঁহাকে প্রতিনমস্কার করিলে এবং অন্যান্য বালকগণ তাঁহাকে প্রসন্ন-দৃষ্টিতে দেখিতে লাগিলে, তিনি সংক্ষেপে কহি-লেন,—"আমি সীতাদেবীর দর্শন পাইয়াছি।"২৯—৩৬। সেই সময়ে হনূমান্, বালিতনয় অঙ্গদের হস্ত ধারণপূর্ব্বক মহেন্দ্রশিখরের রমণীয় বনপ্রদেশে বসি-লেন। তখন বানরগণ জিজ্ঞাসা করিলে, তিনি তাহাদিগকে কহিলেন, "অশোকবনমধ্যে সেই অনিন্দিতা জনকনন্দিনীর সাক্ষাৎ লাভ করিয়াছি।

রক্ষ্যমাণা সুঘোরাভী রাক্ষসীভিরনিন্দিতা।
একবেণীধরা বালা রামদর্শনলালসা।
উপবাসপরিশ্রান্তা মলিনা জটিলা কৃশা॥ ৩৯
ততো দৃষ্টেতি বচনং মহার্থমমৃতোপমম্।
নিশম্য মারুতেঃ সর্ব্বে মুদিতা বানরাভবন্॥ ৪০
ক্ষ্বেড়ন্ত্যন্যে নদন্ত্যন্যে গর্জ্জন্ত্যন্যে মহাবলাঃ।
চক্রুঃ কিলকিলামন্যে প্রতিগর্জ্জন্তি চাপরে॥ ৪১
কেচিদুচ্ছ্রিতলাঙ্গুলাঃ প্রহৃষ্টাঃ কপিকুঞ্জরাঃ।
আয়তাঞ্চিতদীর্ঘাণি লাঙ্গুলানি প্রবিব্যধুঃ॥ ৪২
অপরে তু হনূমন্তং শ্রীমন্তং বানরোত্তমম্।
আপ্লুত্য গিরিশৃঙ্গেভ্যঃ সংস্পৃশন্তি স্ম হর্ষিতাঃ॥ ৪৩
উক্তবাক্যং হনূমন্তমঙ্গদস্তমথাব্রবীৎ।
সর্ব্বেষাং হরিবীরাণাং মধ্যে বচনমুত্তমম্॥ ৪৪
সত্ত্বে বীর্য্যে ন তে কশ্চিৎ সমো বানর বিদ্যতে।
যদবপ্লুত্য বিস্তীর্ণং সাগরং পুনরাগতঃ॥ ৪৫
জীবিতস্য প্রদাতা নস্ত্বমেকো বানরোত্তম।
ত্বৎপ্রসাদাৎ সমেষ্যামঃ সিদ্ধার্থা রাঘবেণ হ॥ ৪৬
অহো স্বামিনি তে ভক্তিরহো বীর্য্যমহো ধৃতিঃ।
দিষ্ট্যা দৃষ্টা ত্বয়া দেবী রামপত্নী যশস্বিনী॥ ৪৭
দিষ্ট্যা ত্যক্ষ্যতি কাকুৎস্থঃ শোকং সীতাবিয়োগজম্॥ ৪৮
ততোঽঙ্গদং হনূমন্তং জাম্ববন্তঞ্চ বানরাঃ।
পরিবার্য্য প্রমুদিতা ভেজিরে বিপুলাঃ শিলাঃ॥ ৪৯
উপবিষ্টা গিরেস্তস্য শিলাসু বিপুলাসু তে।
শ্রোতুকামাঃ সমুদ্রস্য লঙ্ঘনং বানরোত্তমাঃ॥ ৫০
দর্শনঞ্চাপি লঙ্কায়াঃ সীতায়া রাবণস্য চ।
তস্থুঃ প্রাঞ্জলয়ঃ সর্ব্বে হনুমদ্বদনোন্মুখাঃ॥ ৫১
তস্থৌ তত্রাঙ্গদঃ শ্রীমান্ বানরৈর্বহুভির্বৃতঃ।
উপাস্যমানো বিবুধৈর্দিবি দেবপতির্যথা॥ ৫২

হনূমতা কীর্ত্তিমতা যশস্বিনা
তথাঙ্গদেনাঙ্গদবদ্ধবাহুনা।
মুদা তদাধ্যাসিতমুন্নতং মহৎ
মহীধরাগ্রং জ্বলিতং শ্রিয়াভবৎ॥ ৫৩

ইতি সুন্দরকাণ্ডে সপ্তপঞ্চাশঃ সর্গঃ॥ ৫৭॥

অষ্টপঞ্চাশঃ সর্গঃ।

ততস্তস্য গিরেঃ শৃঙ্গে মহেন্দ্রস্য মহাবলাঃ।
হনুমৎপ্রমুখাঃ প্রীতিং হরয়ো জগ্মুরুত্তমাম্॥ ১

ঘোররূপা রাক্ষসীরা সেই অবলা সীতাদেবীর রক্ষায় নিযুক্ত রহিয়াছে। তিনি রামের দর্শন-লাভলালসায় নিতান্ত উৎসুক হইয়া, একবেণী ধারণ করিয়াছেন। বিশেষতঃ তিনি অনাহারে ক্লিষ্ট, মলিন, জটাবিশিষ্ট এবং কৃশ হইয়াছেন।” ৩৭—৩৯। পবননন্দনের অমৃতের ন্যায় মধুর এই কথা শুনিয়া মহাবল বানরগণ অত্যন্ত আহ্লাদিত হইল। তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ সিংহনাদ, কেহ নিনাদ, কেহ গর্জ্জন, কেহ কিলকিলা ধ্বনি করিল। কেহ বানর বা প্রতিগর্জ্জন করিল। কতকগুলি প্রধান বানর অত্যন্ত আনন্দিত হইয়া স্থূল দীর্ঘ লাঙ্গুল উন্নত করিয়া, কম্পিত করিতে লাগিল। অন্যান্য বানরগণ হৃষ্টচিত্ত গিরিশৃঙ্গ হইতে লম্ফপ্রদান করিয়া বানরবর শ্রীমান্ হনুমানের গাত্র স্পর্শ করিল। তখন অঙ্গদ সেই সকল বানরবীরগণের সাক্ষাতে হনুমান্‌কে কহিতে লাগিলেন,—“হে বানরোত্তম! বলে বা বীর্য্যে কোনও বানরই তোমার সমান নহে;—যেহেতু তুমি এই বিস্তীর্ণ সাগর পার হইয়া, পুনরাগমন করত আমাদিগের প্রাণ দান করিলে। অধিক কি, তোমার প্রসাদেই কৃতকার্য্য হইয়া, আমরা রামচন্দ্রের সহিত সম্মিলিত হইব। অহো! তোমার কি অপূর্ব্ব প্রভুভক্তি! ও কি অদ্ভুত বীর্য্য! কি অনুপম ধৈর্য্য! ভাগ্যবশতই রামরমণী যশস্বিনী জনকনন্দিনী সীতাদেবী তোমার নয়নগোচর হইয়াছেন। সৌভাগ্যক্রমে কাকুৎস্থ রাম সীতার বিরহজনিত শোক ত্যাগ করিতে সক্ষম হইবেন।” ৪০—৪৮। পরে বানরগণ প্রহৃষ্ট হইয়া, অঙ্গদ, জাম্ববান এবং হনুমানের চতুর্দিক্ বেষ্টন করিয়া, এক এক বিশাল শিলাখণ্ডে উপবেশন করিল। বানরবরেরা সেই গিরির বিশাল শিলাখণ্ডে বসিয়া, সাগরলঙ্ঘনবৃত্তান্ত এবং লঙ্কা, সীতা ও রাবণের দর্শনবিবরণ শ্রবণ করিবে বলিয়া, হনুমানের মুখের দিকে একাগ্রভাবে দৃষ্টিপাত করিয়া, কৃতাঞ্জলিপুটে অবস্থিতি করিতে লাগিল। স্বর্গে দেবরাজ ইন্দ্র যেমন চতুর্দ্দিকে দেবগণে পরিবেষ্টিত হইয়া অবস্থিতি করেন, সেইরূপ শ্রীমান্ অঙ্গদ বহুতর বানরে পরিবৃত হইয়া অধিষ্ঠান করিলেন। হস্তে কেয়ূর-যুগলধারী কীর্ত্তিমান হনুমান্ এবং যশস্বী অঙ্গদ,—অতীব উন্নত পর্ব্বতের অগ্রভাগে উপবেশন করিলে, সেই পর্ব্বতাগ্র সাতিশয় শোভিত হইতে লাগিল। ৪৯—৫৩।

অষ্টপঞ্চাশ সর্গ।

পরে মহাবল হনুমান্ প্রভৃতি বানরগণ মহেন্দ্রপর্ব্বতের শৃঙ্গে বসিয়া সাতিশয় প্রীতি লাভ করিল।

প্রীতিমৎসূপবিষ্টেষু বানরেষু মহাত্মসু ।
তং ততঃ প্রতিসংহৃষ্টঃ প্রীতিযুক্তং মহাকপিম্ ।
জাম্ববান্ কার্য্যবৃত্তান্তমপৃচ্ছদনিলাত্মজম্ ॥ ২
কথং দৃষ্টা ত্বয়া দেবী কথং বা তত্র বর্ত্ততে ।
তস্যাঞ্চাপি কথং বৃত্তঃ ক্রূরকর্ম্মা দশাননঃ ॥ ৩
তত্ত্বতঃ সর্ব্বমেতন্নঃ প্রব্রূহি ত্বং মহাকপে ॥ ৪
সম্মার্গিতা কথং দেবী কিঞ্চ সা প্রত্যভাষত ।
শ্রুতার্থাশ্চিন্তয়িষ্যামো ভূয়ঃ কার্য্যবিনিশ্চয়ম্ ॥ ৫
যশ্চার্থস্তত্র বক্তব্যো গতৈরস্মাভিরাত্মবান্ ।
রক্ষিতব্যঞ্চ যত্তত্র তদ্ভবান্ ব্যাকরোতু নঃ ॥ ৬
স নিযুক্তস্ততস্তেন সম্প্রহৃষ্টতনূরুহঃ ।
নমস্যন্ শিরসা দেব্যৈ সীতায়ৈ প্রত্যভাষত ॥ ৭
প্রত্যক্ষমেব ভবতাং মহেন্দ্রাগ্রাৎ খমাপ্লুতঃ ।
উদধের্দক্ষিণং পারং কাঙ্ক্ষমাণঃ সমাহিতঃ ॥ ৮
গচ্ছতশ্চ হি মে ঘোরং বিঘ্নরূপমিবাভবৎ ।
কাঞ্চনং শিখরং দিব্যং পশ্যামি সুমনোহরম্ ।
স্থিতং পন্থানমাবৃত্য মেনে বিঘ্নঞ্চ তং নগম্ ॥ ৯
উপসঙ্গম্য তং দিব্যং কাঞ্চনং নগমুত্তমম্ ।
কৃতা মে মনসা বুদ্ধির্ভেত্তব্যোহয়ং ময়েতি চ ॥ ১০
প্রহতস্য ময়া তস্য লাঙ্গূলেন মহাগিরেঃ ।
শিখরং সূর্য্যসঙ্কাশং ব্যশীর্য্যত সহস্রধা ॥ ১১
ব্যবসায়ঞ্চ তং বুদ্ধ্বা স হোবাচ মহাগিরিঃ ।
পুত্রেতি মধুরাং বাণীং মনঃ প্রহ্লাদয়ন্নিব ॥ ১২
পিতৃব্যঞ্চাপি মাং বিদ্ধি সখায়ং মাতরিশ্বনঃ ।
মৈনাকমিতি বিখ্যাতং নিবসন্তং মহোদধৌ ॥ ১৩
পক্ষবন্তঃ পুরা তত্র বভূবুঃ পর্ব্বতোত্তমাঃ ।
ছন্দতঃ পৃথিবীং চেরুর্বাধমানাঃ সমন্ততঃ ॥ ১৪
শ্রুত্বা নগানাং চরিতং মহেন্দ্রঃ পাকশাসনঃ
বজ্রেণ ভগবান্ পক্ষৌ চিচ্ছেদৈষাং সহস্রশঃ ॥ ১৫
অহন্তু মোচিতস্তস্মাত্তব পিত্রা মহাত্মনা
মারুতেন তদা বৎস প্রক্ষিপ্তো বরুণালয়ে ॥ ১৬
রাঘবস্য ময়া সাহ্যে বর্ত্তিতব্যমরিন্দম ।
রামো ধর্ম্মভৃতাং শ্রেষ্ঠো মহেন্দ্রসমবিক্রমঃ ॥ ১৭
এতচ্ছ্রুত্বা ময়া তস্য মৈনাকস্য মহাত্মনঃ ।
কার্য্যমাবেদ্য চ গিরেরুদ্ধতং বৈ মনো মম ॥ ১৮

মহাত্মা বানর-বরেরা হৃষ্টচিত্তে বসিলে জাম্ববান্ অত্যন্ত আহ্লাদিত হইয়া, সেই প্রীতচিত্ত কপিবর বায়ুনন্দন হনুমান্‌কে সমস্ত বৃত্তান্ত জিজ্ঞাসিলেন। কহিলেন, হে কপিশ্রেষ্ঠ! তুমি কিরূপে সীতা দেবীর দর্শন লাভ করিলে? জানকীই বা তথায় কিরূপ অবস্থায় বাসযাপন করিতেছেন? দুরাত্মা রাবণই বা তাঁহার প্রতি কিরূপ ব্যবহার করিতেছে? আমাদের নিকটে এই সমস্ত কথা যথার্থরূপে কীর্ত্তন কর। হে হনুমন্! কি প্রকারে সীতা দেবীর অন্বেষণ করিলে? আর তিনিই বা তোমাকে কি প্রত্যুত্তর দিয়াছেন? আমরা তাহার তাৎপর্য্য অবগত হইয়া, আত্মবিৎ রামচন্দ্রের নিকটে গমন করিয়া, তাঁহার নিকটে যাহা ব্যক্ত করিতে পারিব, আর যাহা গোপন করিতে হইবে, সেই বিষয়ের চিন্তা করিব। অতএব সেই সমস্ত কথা আমাদের নিকটে ব্যক্ত কর। ১—৬। হনুমান্, জাম্ববান্ কর্ত্তৃক অনুরুদ্ধ হইয়া পুলকিতগাত্রে সীতা দেবীর উদ্দেশে প্রণাম করিয়া বলিতে লাগিলেন,—'সাগরের দক্ষিণ পার প্রাপ্তির প্রত্যাশায় সমাহিত হইয়া আপনাদিগের সাক্ষাতে আমি মহেন্দ্রপর্ব্বত হইতে আকাশে উৎপতিত হইয়া, সমুদ্রের দক্ষিণপারে যাইবার ইচ্ছা করিয়া একাগ্রচিত্তে গমন করিতে থাকি। ক্রমশঃ যাইতে যাইতে দূর হইতে মনোহর কাঞ্চনময় এক দিব্য শিখর দেখিলাম। ঐ পর্ব্বত আমার পথিমধ্যে যাইবার ঘোর বিঘ্নস্বরূপ বলিয়া বোধ হইল। সুবর্ণময় দিব্য গিরিবরের নিকটবর্ত্তী হইয়া মনে করিলাম যে, ইহাকে ভগ্ন দেখান কর্ত্তব্য। এই বিবেচনা করিয়া সেই মহাপর্ব্বতে লাঙ্গুলের আঘাত করিলাম। সেই প্রহারে তাহার সূর্য্যসমান কান্তিবিশিষ্ট শিখরদেশ সহস্রধা বিদীর্ণ হইল। সেই মহাগিরি আপনার তাদৃশ অবস্থা অবগত হইয়া 'পুত্র'—এই সুমধুর সম্ভাষণে আমাকে আনন্দরসে আপ্লুত করিয়া কহিলেন—'আমি তোমার পিতা বায়ুর সখা; সুতরাং আমি তোমার পিতৃব্য। আমার নাম মৈনাক। আমি মহাসাগরের মধ্যে বাস করিয়া থাকি। প্রাচীনকালে প্রধান প্রধান পর্ব্বতগণের পক্ষ ছিল। তাহারা পৃথিবীর সকল স্থানেই প্রজা-পীড়নপূর্ব্বক বিচরণ করিত। সেই সময়ে পাকশাসন ভগবান্ মহেন্দ্র, পর্ব্বতগণের চরিত্রের কথা শুনিয়া বজ্রপ্রহারে তাহাদিগের পক্ষচ্ছেদ করিলেন। হে বৎস! তোমার পিতা মহাত্মা বায়ু তৎকালে সাগর মধ্যে নিক্ষেপ করিয়া আমাকে সেই বিপদ্ হইতে উদ্ধার করেন। হে অরিন্দম! ইন্দ্রসম-পরাক্রান্ত রঘুকুলতিলক রামচন্দ্র ধার্ম্মিকগণের অগ্রগণ্য;— অতএব তাঁহার সাহায্য করা আমার অবশ্যকর্ত্তব্য।" পরে এই কথা শুনিয়া গিরিবর মহাত্মা মৈনাক-সমীপে আমার কর্ত্তব্য কার্য্যের বিষয় নিবেদন

তেন চাহমনুজ্ঞাতো মৈনাকেন মহাত্মনা ।
স চাপ্যন্তর্হিতঃ শৈলো মানুষেণ বপুষ্মতা ॥ ১৯
শরীরেণ মহাশৈলঃ শৈলেন চ মহোদধৌ ।
উত্তমং জবমাস্থায় শেষমধ্বানমাস্থিতঃ ॥ ২০
ততোঽহং সুচিরং কালং জবেনাভ্যগমং পথি ॥ ২১
ততঃ পশ্যাম্যহং দেবীং সুরসাং নাগমাতরম্ ।
সমুদ্রমধ্যে সা দেবী বচনং মামভাষত ॥ ২২
মম ভক্ষ্যঃ প্রদিষ্টস্ত্বমমরৈর্হরিসত্তম ।
অতস্ত্বাং ভক্ষয়িষ্যামি বিহিতস্ত্বং হি মে সুরৈঃ ॥ ২৩
এবমুক্তঃ সুরসয়া প্রাঞ্জলিঃ প্রণতঃ স্থিতঃ ।
বিবর্ণবদনো ভূত্বা বাক্যঞ্চেদমুদীরয়ম্ ॥ ২৪
রামো দাশরথিঃ শ্রীমান্ প্রবিষ্টো দণ্ডকাবনম্ ।
লক্ষ্মণেন সহ ভ্রাত্রা সীতয়া চ পরন্তপঃ ॥ ২৫
তস্য সীতা হৃতা ভার্য্যা রাবণেন দুরাত্মনা ।
তস্যাঃ সকাশং দূতোঽহং গমিষ্যে রামশাসনাৎ ॥ ২৬
কর্ত্তুমর্হসি রামস্য সাহায্যং বিষয়ে সতি ।
অথবা মৈথিলীং দৃষ্ট্বা রামঞ্চাক্লিষ্টকারিণম্ ।
আগমিষ্যামি তে বক্ত্রং সত্যং প্রতিশৃণোমি তে ॥ ২৭
এবমুক্তা ময়া সা তু সুরসা কামরূপিণী ।
অব্রবীন্নাতিবর্ত্তেত কশ্চিদেষ বরো মম ॥ ২৮
এবমুক্তঃ সুরসয়া দশযোজনমায়তঃ ।
ততোঽর্দ্ধগুণবিস্তারো বভূবাহং ক্ষণেন তু ॥ ২৯
মৎপ্রমাণাধিকঞ্চৈব ব্যাদিতন্তু মুখং তয়া ।
তদ্দৃষ্ট্বা ব্যাদিতং ত্বাস্যং হ্রস্বং হ্যকরবং পুনঃ ॥ ৩০
তস্মিন্ মুহূর্ত্তে চ পুনর্বভূবাঙ্গুষ্ঠসম্মিতঃ ।
অভিপত্যাশু তদ্বক্ত্রং নির্গতোঽহং ততঃ ক্ষণাৎ ॥ ৩১
অব্রবীৎ সুরসা দেবী স্বেন রূপেণ মাং পুনঃ ।
অর্থসিদ্ধ্যৈ হরিশ্রেষ্ঠ গচ্ছ সৌম্য যথাসুখম্ ॥ ৩২
সমানয় চ বৈদেহীং রাঘবেণ মহাত্মনা ।
সুখী ভব মহাবাহো প্রীতাস্মি তব বানর ॥ ৩৩
ততোঽহং সাধু সাধ্বীতি সর্ব্বভূতৈঃ প্রশংসিতঃ ।
ততোঽন্তরীক্ষং বিপুলং প্লুতোঽহং গরুড়ো যথা ॥ ৩৪
ছায়া মে নিগৃহীতা চ ন চ পশ্যামি কিঞ্চন ॥ ৩৫
সোঽহং বিগতবেগস্তু দিশো দশ বিলোকয়ন্ ।
ন কিঞ্চিত্তত্র পশ্যামি যেন মে বিহতা গতিঃ ॥ ৩৬

করিলাম। কিন্তু শীঘ্র গমনের জন্য আমার মন চঞ্চল হইল। সুতরাং মহাত্মা মৈনাকের অনুমতি লইয়া অতি দ্রুতবেগে অবশিষ্ট পথ যাইতে লাগিলাম। তখন সেই মহাগিরি মৈনাকও তৎক্ষণাৎ মনুষ্য-শরীরে অন্তর্হিত হইয়া, পর্ব্বতরূপে মহাসাগরগর্ভে লীন হইলেন। পরে আমি অতিদ্রুতবেগে বহুক্ষণ গমন করিতে করিতে পথিমধ্যে সাগরমধ্য-বর্ত্তিনী নাগমাতা সুরসা দেবীকে দর্শন করিলাম। তিনি কহিলেন, 'হে বানরপ্রবর! দেবতারা তোমাকে আমার ভক্ষ্য করিয়া আমার নিকটে পাঠাইয়াছেন। অতএব আমি তোমাকে ভক্ষণ করি।' সুরসা এইরূপ কহিলে, আমি যোড়হাতে প্রণতভাবে রহিলাম। পরিশেষে মলিন-বদনে এই কথা কহিলাম,—"অরিদমন দশরথ-তনয় শ্রীমান্ রামচন্দ্র—ভ্রাতা লক্ষ্মণ ও সীতাদেবীর সহিত দণ্ডকা বনে আগমন করেন। ১৫—২৫। দুরাত্মা রাবণ তাঁহার ভার্য্যা সীতাকে হরণ করিয়া আনিয়াছেন। সুতরাং আমি রামচন্দ্রের আজ্ঞায় দূত হইয়া তাঁহার নিকট যাইতেছি। রামচন্দ্রের এই-কার্য্যে তোমারও সাহায্য করা উচিত। অথবা আমি তোমার নিকটে এই সত্য প্রতিজ্ঞা করিতেছি,—সীতা-দেবীকে দেখিয়া এবং তদীয় সংবাদ অক্লিষ্ট-কর্ম্মা রামচন্দ্রকে প্রদান করিয়া পুনরায় তোমার মুখমধ্যে আগমন করিব।" পরন্তু কামরূপিণী সুরসা আমার এই কথা শুনিয়া কহিলেন,—"আমার নিকটে আসিলে কেহই ফিরিতে পারিবে না, আমার এই বর আছে।" সুরসার এই কথা শুনিয়া তখন আমার দেহ দশ যোজন বৃদ্ধি করিলাম। তাহাতেও ক্লান্ত না হইয়া, তৎক্ষণাৎ আরও পাঁচ যোজন বিস্তার করিলাম। তখন সুরসা আমার দেহের দৈর্ঘ্য অপেক্ষা অধিকতর বদন-ব্যাদান করিলেন। আমি তাঁহার বিস্তৃত মুখ-মণ্ডল দেখিয়া পুনরায় দেহ সঙ্কোচ করিতে বাধ্য হইলাম। অবশেষে সেই মুহূর্ত্তেই অঙ্গুষ্ঠপরি-মাণ হইয়া তাঁহার মুখমধ্যে প্রবেশ করিলাম,—এবং তৎক্ষণাৎ তথা হইতে বহির্গত হইলাম। ২৬—৩১। সুরসা তখন নিজমূর্ত্তি ধারণ করিয়া কহিলেন,—"হে সাধো! তুমি যথা-ইচ্ছা গমন কর। হে মহাবাহো বানর! আমি প্রীত হইয়াছি; অতএব তুমি মহাত্মা রামের সহিত সীতাদেবীর মিলন করিয়া দিয়া সুখী হও। সেই সময়ে সকল প্রাণীই 'সাধু সাধু' বলিয়া আমার প্রশংসা করিল। পরে অনন্ত আকাশে গরু-ড়ের ন্যায় গমন করিতে লাগিলাম। ইতিমধ্যে আমার ছায়া আকৃষ্ট হইতে লাগিল। কিন্তু কিছুই আমার দৃষ্টি-গোচর হইল না। পরন্তু আমার গতি-বেগ একেবারে রুদ্ধ হইল, আমি দশ দিক্ দেখিতে লাগিলাম; কিন্তু কে আমার গতিরোধ করিল, তাহার কিছু দেখিতে পাইলাম না। এরূপ বিঘ্ন

কাঞ্চনেন বিকৃষ্টেন গৃহোপবনমুত্তমম্ ॥ ৫৪
সপ্রাকারমবপ্লুত্য পশ্যামি বহুপাদপম্ ।
অশোকবনিকামধ্যে শিংশপাপাদপো মহান্ ।
তমারুহ্য চ পশ্যামি কাঞ্চনং কদলীবনম্ ॥ ৫৫
অদূরাচ্ছিংশপাবৃক্ষাৎ পশ্যামি বরবর্ণিনীম্ ।
শ্যামাং কমলপত্রাক্ষীমুপবাসকৃশাননাম্ ॥ ৫৬
তদেকবাসঃসংবীতাং রজোধ্বস্তশিরোরুহাম্ ।
শোকসন্তাপদীনাঙ্গীং সীতাং ভর্ত্তৃহিতে স্থিতাম্ ॥ ৫৭
রাক্ষসীভির্বিরূপাভিঃ ক্রূরাভিরভিসংবৃতাম্ ।
মাংসশোণিতভক্ষ্যাভির্ব্যাঘ্রীভির্হরিণীং যথা ॥ ৫৮
সা ময়া রাক্ষসীমধ্যে তর্জ্জ্যমানা মুহুর্মুহুঃ ॥ ৫৯
একবেণীধরা দীনা ভর্ত্তৃচিন্তাপরায়ণা ।
ভূমিশয্যা বিবর্ণাঙ্গী পদ্মিনীব হিমাগমে ॥ ৬০
রাবণাদ্বিনিবৃত্তার্থা মর্ত্তব্যে কৃতনিশ্চয়া ।
কথঞ্চিন্মৃগশাবাক্ষী তূর্ণমাসাদিতা ময়া ॥ ৬১
তাং দৃষ্ট্বা তাদৃশীং নারীং রামপত্নীং যশস্বিনীম্ ।
তত্রৈব শিংশপাবৃক্ষে পশ্যন্নহমবস্থিতঃ ॥ ৬২
ততো হলহলাশব্দং কাঞ্চীনূপুরমিশ্রিতম্ ।
শৃণোম্যধিকগম্ভীরং রাবণস্য নিবেশনে ॥ ৬৩
ততোঽহং পরমোদ্বিগ্নঃ স্বরূপং প্রত্যসংহরম্ ।
অহঞ্চ শিংশপাবৃক্ষে পক্ষীব গহনে স্থিতঃ ॥ ৬৪
ততো রাবণদারাশ্চ রাবণশ্চ মহাবলঃ ।
তং দেশমনুসম্প্রাপ্তো যত্র সীতাভবৎ স্থিতা ॥ ৬৫
তং দৃষ্ট্বাথ বরারোহা সীতা রক্ষোগণেশ্বরম্ ।
সঙ্কোচ্যোরূ স্তনৌ পীনৌ বাহুভ্যাং পরিরভ্য চ ॥ ৬৬
বিত্রস্তাং পরমোদ্বিগ্নাং বীক্ষমাণামিতস্ততঃ ।
ত্রাণং কিঞ্চিদপশ্যন্তীং বেপমানাং তপস্বিনীম্ ॥ ৬৭
তামুবাচ দশগ্রীবঃ সীতাং পরমদুঃখিতাম্ ।
অবাক্শিরাঃ প্রপতিতো বহুমন্যস্ব মামিতি ॥ ৬৮
যদি চ ত্বন্তু মাং দর্পান্নাভিনন্দসি গর্ব্বিতে ।
দ্বিমাসানন্তরং সীতে পাস্যামি রুধিরং তব ॥ ৬৯
এতচ্ছ্রুত্বা বচস্তস্য রাবণস্য দুরাত্মনঃ ।
উবাচ পরমক্রুদ্ধা সীতা বচনমুত্তমম্ ॥ ৭০
রাক্ষসাধম রামস্য ভার্য্যামমিততেজসঃ ।
ইক্ষ্বাকুবংশনাথস্য স্নুষাং দশরথস্য চ ।

পাইলাম না। সুতরাং শোক প্রকাশ করিতে লাগিলাম। ইতিমধ্যে কাঞ্চনময় অত্যুচ্চ প্রাচীরে বেষ্টিত অন্তঃপুরের নিকটবর্ত্তী মনোহর উপবন নয়নপথে পতিত হইল। পরে প্রাচীর উল্লঙ্ঘনপূর্ব্বক, উদ্যানস্থ নানাজাতীয় তরুরাজির শোভা দেখিতে দেখিতে, অশোকবনমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া, এক বিশাল শিংশপা বৃক্ষ দেখিতে পাইলাম। পরে সেই বৃক্ষের উপর উঠিয়া সুবর্ণবর্ণ কদলীকাননের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া দেখিলাম,—পদ্মপলাশলোচনা সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী সীতা দেবী শোকসন্তাপে নিতান্ত মলিনা হইয়া, তাহার অদূরে বসিয়া আছেন। অনাহারে তাঁহার বদন অতীব কৃশ। কেশকলাপ ধূলিজালে আচ্ছন্ন। হরণকালে তাঁহার যে বসন ছিল, তাহাই কেবল তিনি পরিধান করিয়া আছেন। রক্তমাংসাশিনী ব্যাঘ্রীগণ যেমন হরিণীকে বেষ্টন করে, সেইরূপ বিরূপা ক্রূরা রাক্ষসীগণ ভর্ত্তার হিতপরায়ণা সীতা দেবীর সর্ব্বদিক্ বেষ্টন করিয়া রহিয়াছে। পরে আমি অলক্ষ্যে হরিণনয়না সীতার নিকটে গিয়া দেখিলাম—হেমন্তকাল সমাগত হইলে, নলিনী যেমন বিবর্ণা হয়, সেইরূপ জনকনন্দিনী স্বামীর চিন্তায় নিতান্ত মলিনা হইয়াছেন। তিনি পতিবিরহে একবেণী ধারণপূর্ব্বক, দীন চিত্তে নিশাচরীগণের মধ্যে ভূমিশয্যায় আসীন রহিয়াছেন। অধিক কি, রাবণের অত্যাচারে সুখসম্ভোগে বঞ্চিতা হইয়া, মরিবার জন্য কৃতনিশ্চয়া হইয়াছেন। নিশাচরীগণ তাঁহার চতুর্দ্দিক বেষ্টন করিয়া তাঁহাকে ভৎ সনা করিতেছে। রাম-রমণী যশস্বিনী জনকনন্দিনার সেইরূপ অবস্থা দেখিয়া, আমি সেই শিংশপাবৃক্ষে অবস্থিত করিতে লাগিলাম। ৫২—৬২। তৎপরে রাক্ষসপতি রাবণের ভবনে অদূরে নূপুর ও কাঞ্চীর শিঞ্জনামিশ্রিত অতি গম্ভীর হলহলা ধ্বনি শুনিয়া, অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হইয়া, অতি ক্ষুদ্র আকার ধারণ করিয়া, পক্ষীর ন্যায় শিংশপাবৃক্ষের নিবিড়পত্রমধ্যে লুক্কায়িত হইলাম। ইতিমধ্যে মহাবল রাবণ এবং তদীয় পত্নীগণ সীতার সমীপে আসিয়া উপস্থিত হইল। তখন বরারোহা জানকী, রাক্ষসনাথকে দেখিবামাত্র ভীতা হইয়া, উরুদ্বয় সঙ্কুচিত এবং বাহুদ্বারা পীন স্তনদ্বয় আচ্ছাদন করিলেন। কিন্তু অত্যন্ত উদ্বিগ্না হইয়া, ইতস্ততঃ দর্শনপূর্ব্বক যখন সীতাদেবী আপনার পরিত্রাণের কোন উপায় দেখিতে পাইলেন না, তখন তিনি ভয়ে কাঁপিতে লাগিলেন। ৬৩—৬৭। তখন দশানন, সুদুঃখিতা সীতা দেবীকে কহিলেন,—'আমি তোমার নিকটে অবনত মস্তকে পড়িয়া আছি, অতএব তুমি আমাকে সম্মানিত কর। হে গর্ব্বিতে সীতে! যদি তুমি গর্ব্ববশতঃ আমাকে সন্তুষ্ট না কর, তাহা হইলে দুইমাস পরেই তোমার রক্ত পান করিব।' "সীতাদেবী, দুরাচার রাবণের এইরূপ কথা শুনিয়া কোপাকুলা হইয়া কহিলেন,—'রে রাক্ষসাধম!

অবাচ্যং বদতো জিহ্বা কথং ন পতিতা তব। ৭১
কিংস্বিদ্বীর্য্যাৎ ত্বয়ানার্য্য যো মাং ভর্ত্তুরসন্নিধৌ।
অপহৃত্যাগতঃ পাপ তেনাদৃষ্টো মহাত্মনা ॥ ৭২
ন ত্বং রামস্য সদৃশো দাস্যেঽপ্যস্য ন যুজ্যসে।
অজেয়ঃ সত্যবাক্ শূরো রণশ্লাঘী চ রাঘবঃ ॥ ৭৩
জানক্যা পরুষং বাক্যমেবমুক্তো দশাননঃ।
জজ্বাল সহসা কোপাৎ চিতাস্থ ইব পাবকঃ ॥ ৭৪
বিবৃত্য নয়নে ক্রূরে মুষ্টিমুদ্যম্য দক্ষিণম্।
মৈথিলীং হন্তুমারব্ধঃ স্ত্রীভির্হাহাকৃতং তদা ॥ ৭৫
স্ত্রীণাং মধ্যাৎ সমুৎপত্য তস্য ভার্য্যা দুরাত্মনঃ।
বরা মন্দোদরী নাম তয়া স প্রতিষেধিতঃ ॥ ৭৬
উক্তশ্চ মধুরাং বাণীং তয়া স মদনার্দ্দিতঃ।
সীতয়া তব কিং কার্য্যং মহেন্দ্রসমবিক্রম ॥ ৭৭
ময়া সহ রমস্বাদ্য মদ্বিশিষ্টা ন জানকী ॥ ৭৮
দেবগন্ধর্ব্বকন্যাভির্যক্ষকন্যাভিরেব চ।
সার্দ্ধং প্রভো রমস্বেতি সীতয়া কিং করিষ্যসি ॥ ৭৯
ততস্তাভিঃ সমেতাভির্নারীভিঃ স মহাবলঃ।
উত্থাপ্য সহসা নীতো ভবনং স্বং নিশাচরঃ ॥ ৮০
যাতে তস্মিন্ দশগ্রীবে রাক্ষস্যো বিকৃতাননাঃ।
সীতাং নির্ভর্ৎসয়ামাসুর্বাক্যৈঃ ক্রূরৈঃ সুদারুণৈঃ ॥ ৮১
তৃণবদ্ভাষিতং তাসাং গণয়ামাস জানকী।
গর্জ্জিতঞ্চ তথা তাসাং সীতাং প্রাপ্য নিরর্থকম্ ॥ ৮২
বৃথাগর্জ্জিতনিশ্চেষ্টা রাক্ষস্যঃ পিশিতাশনাঃ।
রাবণায় শশংসুস্তাঃ সীতাব্যবসিতং মহৎ ॥ ৮৩
ততস্তাঃ সহিতাঃ সর্ব্বা বিহতাশা নিরুদ্যমাঃ।
পরিক্লিশ্য সমস্তাস্তা নিদ্রাবশমুপাগতাঃ ॥ ৮৪
তাসু চৈব প্রসুপ্তাসু সীতা ভর্ত্তৃহিতে রতা।
বিলপ্য করুণং দীনা প্রশুশোচ সুদুঃখিতা ॥ ৮৫
তাসাং মধ্যাৎ সমুত্থায় ত্রিজটা বাক্যমব্রবীৎ।
আত্মানং খাদত ক্ষিপ্রং ন সীতামসিতেক্ষণাম্।
জনকস্যাত্মজাং সাধ্বীং স্নুষাং দশরথস্য চ ॥ ৮৬
স্বপ্নো হ্যদ্য ময়া দৃষ্টো দারুণো রোমহর্ষণঃ।
রক্ষসাঞ্চ বিনাশায় ভর্ত্তুরস্যা জয়ায় চ ॥ ৮৭
অলমস্মান্ পরিত্রাতুং রাঘবাদ্রাক্ষসীগণম্।

আমি অতুল্যপ্রভাব রামচন্দ্রের ভার্য্যা,—ইক্ষ্বাকুকুল-তিলক দশরথের পুত্রবধূ; তথাপি তুই আমাকে অবাচ্য বলিতেছিস। তোর জিহ্বা এখনও কেন পতিত হইতেছে না? রে অনার্য্য! তুই রামচন্দ্রের অনুপস্থিতিকালে তাঁহার অসাক্ষাতে আমাকে হরণ করিয়া লঙ্কায় আনিয়াছিস। তুই অত্যন্ত হীনবীর্য্য। রে পাপ! রঘুনন্দন রামচন্দ্র সত্যবাদী, শূর এবং যুদ্ধে প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছেন; সুতরাং তাঁহার সহিত তোর তুলনা হওয়া দূরে থাকুক্, তুই তাঁহার দাসেরও উপযুক্ত নহিস্। ৬৮—৭৩। জনকনন্দিনী সীতার এইরূপ কঠোর কথা শুনিয়া দশানন ক্রুদ্ধ হইয়া চিতানলের ন্যায় হঠাৎ জ্বলিয়া উঠিলেন। অমনি ক্রূর নয়নদ্বয় ঘুরাইয়া দক্ষিণ মুষ্টি উন্নত করিয়া সীতাদেবীকে যথার্থ প্রহার করিতে উদ্যত হইল। তখন রাবণের মহিলাগণ 'হাহাকার' করিয়া উঠিল। দুরাত্মার প্রধান ভার্য্যা মন্দোদরী স্ত্রীগণের মধ্য হইতে আসিয়া, নিবারণপূর্ব্বক কামপীড়িত স্বীয় পতিকে সুমধুর বাক্যে কহিলেন,—'হে মহেন্দ্রসমবিক্রম! জনকদুহিতা আমা-অপেক্ষা সুন্দরী নহে, অতএব সীতাকে লইয়া প্রয়োজন কি? আমার সহিত ক্রীড়ায় প্রবৃত্ত হউন। হে প্রভো! দেবকন্যা, গন্ধর্ব্বকন্যা এবং যক্ষকন্যা প্রভৃতি আপনার অনেক মহিলা আছে। অতএব তাহাদের সহিত ক্রীড়ায় প্রবৃত্ত হউন। সীতাকে লইয়া আপনি কি করিবেন? মন্দোদরী এই কথা কহিলে, রমণীগণ, সমাগত মহাবলশালী রাক্ষসকে উঠাইয়া হঠাৎ পুরমধ্যে লইয়া গেল। ৭৪—৮০। দশানন রাবণ নিজগৃহে চলিয়া গেলে, বিকৃতবদনা রাক্ষসীগণ সুদারুণ নিষ্ঠুর বাক্যে সীতাদেবীকে ভর্ৎসনা করিতে লাগিল। কিন্তু জানকী তাহাদের কথায় তৃণের ন্যায় অবজ্ঞা প্রদর্শন করিলেন। সুতরাং সীতার নিকটে তাহাদের গর্জ্জন বিফল হইল। মাংসাশিনী রাক্ষসীগণ গর্জ্জনও নিষ্ফল হইল দেখিয়া, ক্লান্ত হইয়া, রাবণের নিকটে গিয়া সীতার সুমহৎ সঙ্কল্প নিবেদন করিল। অবশেষে সেই সমস্ত রাক্ষসীগণ দশাননের আনুকূল্য-সম্পাদনে নিরাশ ও নিরুৎসাহ হইয়া শ্রমবশতঃ নিদ্রিত হইল। তাহারা নিদ্রিত হইলে, পতির মঙ্গলাভিলাষিণী জানকী ভীতা ও সাতিশয় দুঃখিতা হইয়া করুণস্বরে বিলাপ করত শোক প্রকাশ করিতে লাগিলেন। ৮১—৮৫। ইত্যবসরে ত্রিজটা নাম্নী রাক্ষসী তাহাদের মধ্য হইতে উত্থিতা হইয়া কহিতে লাগিল,—'তোমরা আপনার মাংস আপনি খাইবে, কিন্তু অসিতাপাঙ্গী সীতাকে কখন খাইতে পারিবে না; ইনি জনকরাজের কন্যা ও রাজা দশরথের পুত্রবধূ এবং পতিব্রতা। অদ্য অত্যাশ্চর্য্য অতি ভীষণ একটী স্বপ্ন দেখিয়াছি। তাহাতে বোধ হয় যে, রাক্ষসদিগের বিনাশ সাধন এবং ইহাঁর স্বামীর জয় লাভ হইবে। আমাদের বিনাশকাল উপস্থিত হইলে জানকীই আমাদিগকে রামচন্দ্র হইতে পরিত্রাণ

অভিযাচাম বৈদেহীমেতদ্ধি মম রোচতে ॥ ৮৮
যদি হ্যেবংবিধঃ স্বপ্নো দুঃখিতায়াঃ প্রদৃশ্যতে।
সা দুঃখৈর্বিবিধৈর্ম্মুক্তা সুখমাপ্নোত্যনুত্তমম্ ॥ ৮৯
প্রণিপাতপ্রসন্না হি মৈথিলী জনকাত্মজা।
অলমেষা পরিত্রাতুং রাক্ষস্যো মহতো ভয়াৎ ॥ ৯০
ততঃ সা হ্রীমতী বালা ভর্ত্তুর্বিজয়হর্ষিতা।
অবোচদ্যদি তত্তথ্যং ভবেয়ং শরণং হি বঃ ॥ ৯১
তাঞ্চাহং তাদৃশীং দৃষ্ট্বা সীতায়া দারুণাং দশাম্।
চিন্তয়ামাস বিশ্রান্তো ন চ মে নির্বৃতং মনঃ ॥ ৯২
সম্ভাষণার্থে চ ময়া জানক্যাশ্চিন্তিতো বিধিঃ।
ইক্ষ্বাকুকুলবংশস্তু স্তুতো মম পুরস্কৃতঃ ॥ ৯৩
শ্রুত্বা তু গদিতাং বাচং রাজর্ষিগণভূষিতাম্।
প্রত্যভাষত মাং দেবী বাষ্পৈঃ পিহিতলোচনা ॥ ৯৪
কস্ত্বং কেন কথঞ্চেহ প্রাপ্তো বানরপুঙ্গব।
কা চ রামেণ তে প্রীতিস্তন্মে শংসিতুমর্হসি ॥ ৯৫
তস্যাস্তদ্বচনং শ্রুত্বা অহমপ্যব্রুবং বচঃ ॥ ৯৬
দেবি রামস্য ভর্ত্তুস্তে সহায়ো ভীমবিক্রমঃ।
সুগ্রীবো নাম বিক্রান্তো বানরেন্দ্রো মহাবলঃ ॥ ৯৭

করিতে পারেন। অতএব ইঁহার নিকটে এক্ষণে আমরা ক্ষমা প্রার্থনা করি, ইহাই আমার ইচ্ছা। দুঃখিত ব্যক্তি সম্বন্ধে এইরূপ স্বপ্ন দেখা গেলে, সেই দুঃখিত ব্যক্তি অবিলম্বে বিবিধ দুঃখ হইতে মুক্ত হইয়া অনুত্তম সুখ লাভ করে। অতএব জনকনন্দিনী মৈথিলীকে প্রণিপাত দ্বারা প্রসন্না করি। প্রসন্না হইলে সীতা আমাদিগকে মহাভয় হইতে বাঁচাইতে পারেন।' ৮৬—৯০। পরে সেই লজ্জাশীলা বালা জানকী,—ভর্ত্তার ভাবী বিজয়সম্ভাবনায় আহ্লাদিত হইয়া কহিলেন,—'যদি ত্রিজটার বাক্য সত্য হয়, তবে তোমাদিগকে বাঁচাইব।' সীতাদেবীর সেইরূপ দারুণ অবস্থা দেখিয়া স্থিরচিত্তে আমি কিয়ৎকাল চিন্তা করিলাম; কিন্তু আমার চিত্ত কিছুতেই সুখী হইল না। তথাপি কি প্রকারে জানকীর সহিত কথা কহিব, তাহার উপায় চিন্তা করিতে লাগিলাম। পরে স্থির করিয়া, তাঁহার সম্মুখে ইক্ষ্বাকুবংশের গুণ কীর্ত্তন করিলাম। পরন্তু সীতাদেবী রাজর্ষির গুণকীর্ত্তন যুক্ত আমার কথা শুনিয়া অশ্রুপ্লাবিতনয়নে প্রত্যুত্তর করিলেন,—'হে বানরবর! তুমি কে? কি জন্য কিরূপে এখানে আসিলে? আর রামের সহিত তোমার কিরূপে সৌহার্দ্দ হইল? এই সকল বৃত্তান্ত তুমি আমার নিকটে কীর্ত্তন কর। তাঁহার সেই কথা শুনিয়া আমি কহিলাম। ৯১—৯৬। 'হে দেবি! প্রবলপ্রতাপ

তস্য মাং বিদ্ধি ভৃত্যং ত্বং হনুমন্তমিহাগতম্।
ভর্ত্রা সম্প্রহিতং তুভ্যং রামেণাক্লিষ্টকর্ম্মণা ॥ ৯৮
ইদন্তু পুরুষব্যাঘ্রঃ শ্রীমান্ দাশরথিঃ স্বয়ম্।
অঙ্গুরীয়মভিজ্ঞানমদাৎ তুভ্যং যশস্বিনি ॥ ৯৯
তদিচ্ছামি ত্বয়াজ্ঞপ্তং দেবি কিং করবাণ্যহম্।
রামলক্ষ্মণয়োঃ পার্শ্বং নয়ামি ত্বাং কিমুত্তরম্ ॥ ১০০
এতচ্ছ্রুত্বা বিদিত্বা চ সীতা জনকনন্দিনী।
আহ রাবণমুৎপাট্য রাঘবো মাং নয়ত্বিতি ॥ ১০১
প্রণম্য শিরসা দেবীমহমার্য্যামনিন্দিতাম্।
রাঘবস্য মনোহ্লাদমভিজ্ঞানমযাচিষম্ ॥ ১০২
অথ মামব্রবীৎ সীতা গৃহ্যতাময়মুত্তমঃ।
মণির্যেন মহাবাহু রামস্ত্বাং বহু মন্যতে ॥ ১০৩
ইত্যুক্ত্বা তু বরারোহা মণিপ্রবরমুত্তমম্।
প্রাযচ্ছৎ পরমোদ্বিগ্না বাচা মাং সন্দিদেশ হ ॥ ১০৪
ততস্তস্যৈ প্রণম্যাহং রাজপুত্র্যৈ সমাহিতঃ।
প্রদক্ষিণং পরিক্রামমিহাভ্যুদ্গতমানসঃ ॥ ১০৫

মহাবল সুগ্রীব-নামক বানররাজ আপনার স্বামী রামচন্দ্রের সহায় হইয়াছেন। আমি তাঁহার ভৃত্য। আমার নাম হনুমান্। অপ্রতিহতকর্ম্মা রামচন্দ্র আমাকে আপনার নিকটে পাঠাইয়াছেন, সেইজন্য এই লঙ্কাপুরীতে আসিয়াছি। অধিকন্তু হে যশস্বিনি! পুরুষপ্রবর শ্রীমান্ দশরথনন্দন অভিজ্ঞান-স্বরূপ এই অঙ্গুরীয়কটী আপনাকে দিয়াছেন। হে দেবি! আপনাকে কি সমুদ্রের উত্তর তীরে রামচন্দ্র ও লক্ষ্মণের নিকটে লইয়া যাইব? অথবা আপনার কোন্ আজ্ঞা প্রতিপালন করিব, তাহা জানিতে ইচ্ছা করি।' জনকনন্দিনী,—ইহার মর্ম্ম অবগত হইয়া কহিলেন,—'রাঘব, রাবণকে সমূলে বধ করিয়া, আমাকে নিজ ভবনে লইয়া যান, ইহাই আমার বাসনা।' তখন সেই অনিন্দিতা আর্য্যা সীতাদেবীকে প্রণাম করিয়া যাহাতে রামের আহ্লাদ জন্মে, তাদৃশ অভিজ্ঞান প্রার্থনা করিলাম। ৯৭—১০২। পরে সেই বরারোহা সীতা আমাকে কহিলেন,—'তুমি এই মণি গ্রহণ কর; মহাবাহু রামচন্দ্র, ইহা পাইয়া তোমাকে অধিকতর আদর করিবেন।' এই কথা কহিয়া তিনি আমাকে একটী অতি উৎকৃষ্ট মণি দিলেন। কিন্তু আরও অধিক উদ্বিগ্ন হইয়া সীতাদেবী, রামচন্দ্রের নিকটে বলিবার জন্য কতকগুলি পূর্ব্বকথা বলিয়া দিলেন। পরে এখানে ফিরিয়া আসিব বলিয়া, মনোমধ্যে স্থিরসঙ্কল্প করিলাম। তৎপরে একাগ্রমনে রাজনন্দিনী সীতাকে প্রণাম করিয়া প্রদক্ষিণ করিতে

উত্তরং পুনরেবাহ নিশ্চিত্য মনসা তদা।
হনুমন্ মম বৃত্তান্তং বক্তুমর্হসি রাঘবম্ ॥ ১০৫
যথা শ্রুত্বৈব নচিরাৎ তাবুভৌ রামলক্ষ্মণৌ।
সুগ্রীবসহিতৌ বীরাবুপেয়াতাং তথা কুরু ॥ ১০৬
যদন্যথা ভবেদেতদ্দ্বৌ মাসৌ জীবিতং মম।
ন মাং দ্রক্ষ্যতি কাকুৎস্থো ম্রিয়ে সাহমনাথবৎ ॥ ১০৮
তচ্ছ্রুত্বা করুণং বাক্যং ক্রোধো মামভ্যবর্ত্তত।
উত্তরঞ্চ ময়া দৃষ্টং কার্য্যশেষমনন্তরম্ ॥ ১০৯
ততোহবর্দ্ধত মে কায়স্তদা পর্ব্বতসন্নিভঃ।
যুদ্ধাকাঙ্ক্ষী বনং তস্য বিনাশয়িতুমারভে ॥ ১১০
তদ্ভগ্নং বনষণ্ডন্তু ভ্রান্তত্রস্তমৃগদ্বিজম্।
প্রতিবুধ্য নিরীক্ষন্তে রাক্ষস্যো বিকৃতাননাঃ ॥ ১১১
মাঞ্চ দৃষ্ট্বা বনে তস্মিন্ সমাগম্য ততস্ততঃ।
তাঃ সমভ্যাগতাঃ ক্ষিপ্রং রাবণায়াচচক্ষিরে ॥ ১১২
রাজন্ বনমিদং দুর্গং তব ভগ্নং দুরাত্মনা।
বানরেণ হ্যবিজ্ঞায় তব বীর্য্যং মহাবল ॥ ১১৩
তস্য দুর্ব্বুদ্ধিতা রাজন্ তব বিপ্রিয়কারিণঃ।
বধমাজ্ঞাপয় ক্ষিপ্রং যথাসৌ ন পুনর্ব্রজেৎ ॥ ১১৪

তচ্ছ্রুত্বা রাক্ষসেন্দ্রেণ বিসৃষ্টা বহুদুর্জ্জয়াঃ।
রাক্ষসাঃ কিঙ্করা নাম রাবণস্য মনোহনুগাঃ ॥ ১১৫
তেষামশীতিসাহস্রং শূলমুদ্গরপাণিনাম্।
ময়া তস্মিন্ বনোদ্দেশে পরিঘেণ নিষূদিতম্ ॥ ১১৬
তেষান্তু হতশিষ্টা যে তে গতা লঘুবিক্রমাঃ।
নিহতঞ্চ ময়া সৈন্যং রাবণায়াচচক্ষিরে ॥ ১১৭
ততো মে বুদ্ধিরুৎপন্না চৈত্যপ্রাসাদমুত্তমম্।
তত্রস্থান্ রাক্ষসান্ হত্বা শতং স্তম্ভেন বৈ পুনঃ।
ললামভূতো লঙ্কায়া ময়া বিধ্বংসিতো রুষা ॥ ১১৮
ততঃ প্রহস্তস্য সুতং জম্বুমালিনমাদিশৎ।
রাক্ষসৈর্বহুভিঃ সার্দ্ধং ঘোররূপৈর্ভয়ানকৈঃ ॥ ১১৯
তমহং বলসম্পন্নং রাক্ষসং রণকোবিদম্।
পরিঘেণাতিঘোরেণ সূদয়ামি সহানুগম্ ॥ ১২০
তচ্ছ্রুত্বা রাক্ষসেন্দ্রস্তু মন্ত্রিপুত্রান্ মহাবলান্।
পদাতিবলসম্পন্নান্ প্রেষয়ামাস রাবণঃ ॥ ১২১
পরিঘেণৈব তান্ সর্ব্বান্ নয়ামি যমসাদনম্। ১২২
মন্ত্রিপুত্রান্ হতান্ শ্রুত্বা সমরে লঘুবিক্রমান্।
পঞ্চসেনাগ্রগান্ শূরান্ প্রেষয়ামাস রাবণঃ ॥ ১২৩

থাকিলে আর্য্যা সীতা বাষ্প-গদ্গদস্বরে আমাকে কহিলেন,—হনুমন্! তুমি রামচন্দ্রের নিকটে আমার বিবরণ এমন ভাবে বর্ণন করিবে, যেন সেই বীরবর রামচন্দ্র এবং লক্ষ্মণ সেই কথা শ্রবণমাত্র সুগ্রীবসমভিব্যাহারে লঙ্কাপুরীতে আগমন করেন। কারণ, পূর্ব্বনিয়মানুসারে আমার জীবিতকাল আর দুই মাস মাত্র অবশিষ্ট আছে। ইহার মধ্যে কাকুৎস্থ রামচন্দ্র না আসিলে, আমি অনাথার ন্যায় প্রাণ ত্যাগ করিব; সুতরাং তিনি আমাকে আর দেখিতে পাইবেন না। ১০৫—১০৮। তাঁহার সেই করুণ কথা শুনিবামাত্র ক্রোধে আমার শরীর, পর্ব্বতের ন্যায় বর্দ্ধিত হইল। তখন আমি লঙ্কা নাশ করিবার অভিপ্রায় করিয়া, যুদ্ধাশয়ে তাহার প্রমদাবন ভাঙ্গিতে লাগিলাম। বনখণ্ড ভগ্ন হইবামাত্র, পক্ষী এবং মৃগগণ ভীত হইয়া ভ্রমণ করিতে লাগিল। ঐ সময়ে বিকৃতবদনা রাক্ষসীগণ জাগিয়া উঠিয়া এদিক্ ওদিক্ দেখিতে দেখিতে সেই বনমধ্যে আমাকে দেখিতে পাইল। তাহারা সকলে মিলিত হইয়া, শীঘ্র রাবণের নিকটে গিয়া নিবেদন করিল,—হে মহাবল রাজন্! আপনার বীর্য ও প্রভাব না জানিয়া, দুরাত্মা বানর আপনার দুর্গম বন ভগ্ন করিয়াছে। হে মহারাজ! সে যখন আপনার অপ্রিয় আচরণ করিয়াছে, তখন তাহার নিতান্ত দুর্ব্বুদ্ধি বলিতে হইবে। অতএব সত্বর তাহাকে বধ করিতে আদেশ করুন,—সে যেন পলায়ন না করে। ১০৯—১১৪। রাক্ষসপতি রাবণ সেই কথা শুনিয়া কতকগুলি দুর্জ্জয় রাক্ষসকে পাঠাইলেন। তাহারা রাবণের মনোমত ভৃত্য। শূল ও মুদ্গর ধারণপূর্ব্বক সেই ভৃত্যগণ বনভূমিতে আসিবামাত্র, আমি পরিঘপ্রহারে সেই অশীতিসহস্র রাক্ষসকে বধ করিলাম। তাহাদের মধ্যে যে সকল হীনবীর্য্য রাক্ষস পলাইয়া প্রাণ রক্ষা করিয়াছিল, তাহারা রাবণের নিকটে এই সংবাদ নিবেদন করিল। এই অবকাশে অনুত্তম চৈত্যপ্রাসাদ নষ্ট করিতে আমার বাসনা জন্মিল। অমনি আমি ক্রোধপরবশ হইয়া স্তম্ভের আঘাতে তত্রত্য এক শত রাক্ষসকে যমরাজের অতিথি করিয়া, লঙ্কার অলঙ্কার-স্বরূপ সেই প্রাসাদ ধ্বংস করিলাম। পরে রাক্ষসপতি রাবণ,—বিকট দেহ ভীষণ অধিকসংখ্যক রাক্ষস-সহ প্রহস্তসুত জম্বুমালীকে সমর-গমনে আজ্ঞা দিলেন। আমি ঘোরতর পরিঘ-প্রহারে সমর-বিশারদ বলবান্ সেই রাক্ষসকে অনুচরের সহিত বধ করিলাম। এই কথা শুনিয়া রাক্ষসেন্দ্র রাবণ, পদাতিক সেনা সমভিব্যাহারে বলবান্ মন্ত্রিপুত্রদিগকে পাঠাইলেন। আমি তাহাদিগকেও পরিঘ দ্বারা যমের নিকটে পাঠাইলাম। ১১৫—১২২। অবশেষে লঙ্কাপতি দশানন, লঘুবিক্রম মন্ত্রিপুত্রদিগের

তানহং সহ সৈন্যান্ বৈ সর্ব্বানেবাভ্যসূদয়ম্ ॥ ১২৪
ততঃ পুনর্দ্দশগ্রীবঃ পুত্রমক্ষং মহাবলম্।
বহুভী রাক্ষসৈঃ সার্দ্ধং প্রেষয়ামাস সংযুগে ॥ ১২৫
তন্তু মন্দোদরীপুত্রং কুমারং রণপণ্ডিতম্।
সহসা খং সমুদ্যন্তং পাদয়োশ্চ গৃহীতবান্।
চর্ম্মাসিনং শতগুণং ভ্রাময়িত্বা ব্যপেষয়ম্ ॥ ১২৬
তমক্ষমাগতং ভগ্নং নিশম্য স দশাননঃ
ততশ্চেন্দ্রজিতং নাম দ্বিতীয়ং রাবণঃ সুতম্।
ব্যাদিদেশ সুতং ক্রুদ্ধো বলিনং যুদ্ধদুর্ম্মদম্ ॥ ১২৭
তচ্চাপ্যহং বলং সর্ব্বং তঞ্চ রাক্ষসপুঙ্গবম্
নষ্টৌজসং রণে কৃত্বা পরং হর্ষমুপাগতঃ ॥ ১২৮
মহতাপি মহাবাহু প্রত্যয়েন মহাবলঃ।
প্রহিতো রাবণেনৈষঃ সহ বীরৈর্ম্মদোদ্ধতৈঃ ॥ ১২৯
সোঽবিষহ্যং হি মাং বুদ্ধা স্বসৈন্যঞ্চাবমর্দ্দিতম্।
ব্রহ্মণোঽস্ত্রেণ স তু মাং প্রবদ্ধা চাতিবেগিতঃ ॥ ১৩০
রজ্জুভিশ্চাপি বধ্নন্তি ততো মাং তত্র রাক্ষসাঃ।
রাবণস্য সমীপঞ্চ গৃহীত্বা মামুপাগমন্ ॥ ১৩১
দৃষ্ট্বা সম্ভাষিতশ্চাহং রাবণেন দুরাত্মনা।
পৃষ্টশ্চ লঙ্কাগমনং রাক্ষসানাঞ্চ তং বধম্ ॥ ১৩২
তৎসর্ব্বঞ্চ রণে তত্র সীতার্থমুপজল্পিতম্ ॥ ১৩৩
তস্যাস্তু দর্শনাকাঙ্ক্ষী প্রাপ্তস্ত্বদ্ভবনং বিভো।
মারুতস্যৌরসঃ পুত্রো বানরো হনুমানহম্ ॥ ১৩৪
রামদূতঞ্চ মাং বিদ্ধি সুগ্রীবসচিবং কপিম্।
সোঽহং দৌত্যেন রামস্য ত্বৎসকাশমিহাগতঃ ॥ ১৩৫
শৃণু চাপি সমাদেশং যদহং প্রব্রবীমি তে।
রাক্ষসেশ হরীশস্ত্বাং বাক্যমাহ সমাহিতম্ ॥ ১৩৬
সুগ্রীবশ্চ মহাভাগ স ত্বাং কৌশলমব্রবীৎ।
ধর্ম্মার্থকামসহিতং হিতং পথ্যমুবাচ হ ॥ ১৩৭
বসতো ঋষ্যমূকে মে পর্ব্বতে বিপুলদ্রুমে।
রাঘবো রণবিক্রান্তো মিত্রত্বং সমুপাগতঃ ॥ ৩৮
তেন মে কথিতং রাজন্ ভার্য্যা মে রক্ষসা হৃতা।
তত্র সাহায্যহেতোর্মে সময়ং কর্ত্তুমর্হসি ॥ ১৩৯
বালিনা হৃতরাজ্যেন সুগ্রীবেণ সহ প্রভুঃ।
চক্রেঽগ্নিসাক্ষিকং সখ্যং রাঘবঃ সহলক্ষ্মণঃ ॥ ১৪০
তেন বালিনমাহত্য শরেণৈকেন সংযুগে।
বানরাণাং মহারাজঃ কৃতঃ সংপ্লবতাং প্রভুঃ ॥ ১৪১
তস্য সাহায্যমস্মাভিঃ কার্য্যং সর্ব্বাত্মনা ত্বিহ।

নিধনবার্ত্তা শুনিয়া বলবান্ পাঁচজন সেনাপতিকে পাঠাইলেন। আমি, সৈন্যসহ তাহাদের সকলকে বধ করিলাম। পরে দশানন, বহুতর রাক্ষসসেনা সমভিব্যাহারে স্বীয় পুত্র মহাবল অক্ষকে যুদ্ধে পাঠাইলেন। পরন্তু মন্দোদরীপুত্র রণকোবিদ কুমার অক্ষ অসি চর্ম্ম ধারণ করিয়া, যেমন আকাশপথে উৎপতিত হইতেছিল, আমি অমনি সহসা তাহার পদদ্বয় গ্রহণপূর্ব্বক শতবার ঘুরাইয়া নিষ্পিষ্ট করিয়া ফেলিলাম। ১২৩—১২৬। দশানন রাবণ 'অক্ষ আসিয়া ভগ্ন হইয়াছে'—এই কথা শুনিবামাত্র দ্বিতীয় পুত্র যুদ্ধদুর্ম্মদ মহাবল ইন্দ্রজিৎকে যুদ্ধ করিতে আজ্ঞা দিলেন। আমিও সংগ্রামে সেই রাক্ষসশ্রেষ্ঠ ইন্দ্রজিতের এবং সেনাসমূহের তেজোহানি করিয়া, পরম পরিতুষ্ট হইলাম। পরন্তু 'মহাবাহু ইন্দ্রজিৎ অত্যন্ত বলবান্, অতএব অনায়াসে শত্রু জয় করিবে'—এই বিপুল বিশ্বাসের বশীভূত হইয়া রাক্ষসপতি মদগর্ব্বিত বীরগণের সহিত তাহাকে যুদ্ধগমনে অনুমতি করেন। কিন্তু সে, আপন সৈন্যের পরাজয় এবং আমার অসহ্য বিক্রম দেখিয়া আমাকে ব্রহ্মাস্ত্রে বন্ধনপূর্ব্বক, সবেগে প্রস্থান করিল। অমনি অন্যান্য রাক্ষসগণ আমাকে রজ্জু দ্বারা বন্ধন করিয়া রাবণের নিকটে লইয়া গেল। দুরাত্মা রাবণ আমাকে দেখিয়া "কি জন্য আমি আসিয়াছি এবং রাক্ষস বধ করিলাম কেন?"—এই কথা জিজ্ঞাসা করিল। আমি কহিলাম "আমি সীতাদেবীর নিমিত্ত এই সমস্ত কার্য্য করিয়াছি।" ১২৭—১৩৩। হে বিভো! তাঁহারই দর্শনাভিলাষে আপনার রাজ্যে আসিয়াছি। আমি বায়ুর ঔরস-পুত্র,—সুগ্রীবের মন্ত্রী,—আমার নাম হনুমান্। আমি রামচন্দ্রের দূত হইয়া আপনার আলয়ে আসিয়াছি। আপনার নিকটে রামচন্দ্র যাহা বলিতে আদেশ করিয়াছেন, তাহা বলিতেছি, শুনুন। হে রাক্ষসেশ! বানরপতি সুগ্রীব মধুর সম্ভাষণপূর্ব্বক, আপনার কুশল জিজ্ঞাসা করিয়াছেন। হে মহাভাগ! সুগ্রীব আপনার মঙ্গলকর ধর্ম্ম, অর্থ ও কামযুক্ত এই সকল কথা বলিয়াছেন। ১৩৪—১৩৭। আমি বিশাল তরুরাজি-শোভিত ঋষ্যমূক পর্ব্বতে বাস করিতেছিলাম। ইতিমধ্যে রণবিক্রান্ত রামচন্দ্র আসিয়া আমার সহিত মিত্রতা করিলেন। হে রাজন্! তিনি আমাকে কহিলেন যে, 'রাক্ষস আমার ভার্য্যা অপহরণ করিয়াছে। ভার্য্যার উদ্ধারার্থ আমার সহায়তার জন্য প্রতিজ্ঞা করিতে হইবে।' সুগ্রীব বালিকর্ত্তৃক রাজ্যচ্যুত হইয়াছিলেন। সুতরাং রামচন্দ্র ও লক্ষ্মণের সহিত অগ্নি সাক্ষী করিয়া সুগ্রীব মিত্রতা করিলেন। রামচন্দ্র যুদ্ধে একটী শরে বালীকে বধ করিয়া, সুগ্রীবকে বানরগণের রাজা করিয়াছেন। অতএব তাঁহার সাহায্য করা অবশ্য কর্ত্তব্য। সেইজন্য সুগ্রীব,

তেন প্রস্থাপিতস্তুভ্যং সমীপমিহ ধর্ম্মতঃ॥ ১৪২
ক্ষিপ্রমানীয়তাং সীতা দীয়তাং রাঘবস্য চ।
যাবন্ন হরয়ো বীরা বিধমন্তি বলং তব॥ ১৪৩
বানরাণাং প্রভাবোহয়ং ন কেন বিদিতঃ পুরা।
দেবতানাং সকাশঞ্চ যে গচ্ছন্তি নিমন্ত্রিতাঃ॥ ১৪৪
ইতি বানররাজস্ত্বামাহেত্যভিহিতো ময়া।
মামৈক্ষত ততো রুষ্টশ্চক্ষুষা প্রদহন্নিব॥ ১৪৫
তেন বধ্যোহহমাজ্ঞপ্তো রক্ষসা রৌদ্রকর্ম্মণা।
মৎপ্রভাবমবিজ্ঞায় রাবণেন দুরাত্মনা॥ ১৪৬
ততো বিভীষণো নাম তস্য ভ্রাতা মহামতিঃ।
তেন রাক্ষসরাজশ্চ যাচিতো মম কারণাৎ॥ ১৪৭
নৈবং রাক্ষসশার্দ্দূল ত্যজ্যতামেষ নিশ্চয়ঃ।
রাজশাস্ত্রব্যপেতো হি মার্গঃ সংসেব্যতে ত্বয়া॥ ১৪৮
দূতবধ্যা ন দৃষ্টা হি রাজশাস্ত্রেষু রাক্ষস।
দূতেন বেদিতব্যঞ্চ যথার্থং হিতবাদিনা॥ ১৪৯
সুমহত্যপরাধেহপি দূতস্যাতুলবিক্রম।
বিরূপকরণং দৃষ্টং ন বধোহস্তি হি শাস্ত্রতঃ॥ ১৫০
বিভীষণেনৈবমুক্তো রাবণঃ সন্দিদেশ তান্।
রাক্ষসানেতদেবাস্য লাঙ্গূলং দহ্যতামিতি॥ ১৫১

ততস্তস্য বচঃ শ্রুত্বা মম পুচ্ছং সমন্ততঃ।
বেষ্টিতং শণবল্কৈশ্চ পটৈঃ কার্পাসকৈস্তথা॥ ১৫২
রাক্ষসাঃ সিদ্ধসন্নাহাস্ততস্তে চণ্ডবিক্রমাঃ।
তদাদীপ্যন্ত মে পুচ্ছং হনন্তঃ কাষ্ঠমুষ্টিভিঃ॥ ১৫৩
বদ্ধস্য বহুভিঃ পাশৈর্যন্ত্রিতস্য চ রাক্ষসৈঃ।
ন মে পীড়াভবৎ কাচিদ্দিদৃক্ষোর্নগরীং দিবা॥ ১৫৪
ততস্তে রাক্ষসাঃ শূরা বদ্ধং মামগ্নিসংবৃতম্।
অঘোষয়ন্ রাজমার্গে নগরদ্বারমাগতাঃ॥ ১৫৫
ততোহহং সুমহদ্রূপং সংক্ষিপ্য পুনরাত্মনঃ।
বিমোচয়িত্বা তং বন্ধং প্রকৃতিস্থঃ স্থিতঃ পুনঃ।
আয়সং পরিঘং গৃহ্য তানি রক্ষাংস্যসূদয়ম্।
ততস্তন্নগরদ্বারং বেগেনাপ্লুতবানহম্॥ ১৫৭
পুচ্ছেন চ প্রদীপ্তেন তাং পুরীং সাট্টগোপুরাম্।
দহাম্যহমসম্ভ্রান্তো যুগান্তাগ্নিরিব প্রজাঃ॥ ১৫৮
বিনষ্টা জানকী ব্যক্তং ন হ্যদগ্ধঃ প্রদৃশ্যতে।
লঙ্কায়াঃ কশ্চিদুদ্দেশঃ সর্ব্বা ভস্মীকৃতা পুরী॥ ১৫৯
দহতা চ ময়া লঙ্কাং দগ্ধা সীতা ন সংশয়ঃ।
রামস্য চ মহৎ কার্য্যং ময়েদং বিফলীকৃতম্॥ ১৬০
ইতি শোকসমাবিষ্টশ্চিন্তামহমুপাগতঃ।

ধর্ম্মানুসারে আপনার নিকটে আমাকে দূত পাঠাইয়াছেন। বানর বীরগণ যাবৎ আপনার বল নাশ না করিতেছে, তাহার মধ্যে অতি শীঘ্র রামচন্দ্রের হস্তে সীতাকে প্রত্যর্পণ করুন। যাহারা পুরাকালে নিমন্ত্রিত হইয়া দেবগণের নিকট গমন করিত, সেই বানরদিগের প্রভাব কে না অবগত আছে?" ১৩৮—১৪৪। "বানর-রাজ আপনাকে ঐ কথা কহিয়াছেন।" আমার এই কথা শুনিয়া, রৌদ্রকর্ম্মা দুরাত্মা রাক্ষস রাবণ কোপ-প্রজ্বলিত চক্ষুর্দ্বারা আমাকে দর্শন করত যেন দগ্ধ করিতে লাগিল, এবং আমার প্রভাব না জানিয়া আমাকে বধ করিবার নিমিত্ত আজ্ঞা দিল। পরে তাহার ভ্রাতা মহামতি বিভীষণ আমার রক্ষার জন্য রাক্ষসপতির নিকটে এই প্রার্থনা করিলেন,—'হে রাক্ষসশার্দ্দূল! আপনি শাস্ত্রবিরুদ্ধ-কর্ম্ম করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। এ দূত অবধ্য; অতএব এই প্রতিজ্ঞা পরিত্যাগ করুন। হে নিশাচরপতে! 'দূত বধ্য'—ইহা ত রাজশাস্ত্রে দৃষ্ট হয় না, বিশেষতঃ দূতগণ প্রভুর নিকটে যাহা শুনিয়া আইসে, তাহাই নিবেদন করে। ১৪৫—১৪৯। হে অতুলবিক্রম! দূত অত্যন্ত অপরাধী হইলে, তাহাকে বিকলাঙ্গ করিয়া ছাড়িয়া দিতে হয়, ইহাই শাস্ত্রের আদেশ, তাহার বধদণ্ড ত কোন শাস্ত্রে নাই।' রাবণ, বিভীষণের কথা শুনিয়া, সেই রাক্ষসদিগকে কহিলেন,—'ইহার লাঙ্গূল দগ্ধ কর'। তখন যুদ্ধোদ্যুক্ত প্রচণ্ডবিক্রম রাক্ষসগণ তাঁহার কথা শুনিয়া কার্পাসবস্ত্র এবং শণ দ্বারা আমার সমস্ত পুচ্ছ বেষ্টন করিল। পরে তাহারা কাষ্ঠমুষ্টি দ্বারা প্রহার করিতে করিতে আমার পুচ্ছ জ্বালাইয়া দিল। যদিও রাক্ষসগণ আমাকে বিবিধ পাশে বদ্ধ করিয়াছিল, কিন্তু দিবাভাগে লঙ্কানগরী দেখিব বলিয়া সে সময়ে আমার কিছুমাত্র পীড়া জন্মে নাই। পরে রাক্ষসবীরগণ আমাকে লইয়া নগরদ্বারে আসিয়া রাজপথে আমার অবস্থাদির কথা কীর্ত্তন করিতে লাগিল। ১৫০—১৫৫। তখন আবার আমার বিশাল দেহ সঙ্কুচিত করিয়া আপনার বন্ধন-মোচন-পূর্ব্বক প্রকৃতিস্থ হইলাম। তৎক্ষণাৎ আমি লৌহময় পরিঘ গ্রহণ করিয়া, সেই রাক্ষসগণকে যমের নিকটে পাঠাইলাম। এইরূপ বধ করিয়াই, অতিবেগে সেই নগরদ্বারে লাফাইয়া উঠিলাম। প্রলয়-অগ্নি যেমন প্রজা নাশ করে, সেইরূপ আমিও, অসম্ভ্রান্ত হইয়া, লাঙ্গূল-লগ্ন অগ্নি দ্বারা রাজভবন হইতে পুরদ্বার পর্য্যন্ত সমস্ত নগর ভস্ম করিয়া ফেলিলাম। সমস্ত লঙ্কাপুরীই পুড়িয়া গিয়াছিল। সুতরাং লঙ্কার কোন স্থানই অদগ্ধ দৃষ্ট হইল না। অতএব 'জনক-নন্দিনীও সেই সঙ্গে দগ্ধা হইয়াছেন, সন্দেহ নাই। আমি লঙ্কা দহন করিতে গিয়া সীতাকে দগ্ধ করিয়াছি,—সুতরাং আমি রামচন্দ্রের এই সুমহৎ

ততোহহং বাচমশ্রৌষং চারণানাং শুভাক্ষরাম্।
জানকী ন চ দগ্ধেতি বিস্ময়োদন্তভাষিণাম্॥ ১৬১
ততো মে বুদ্ধিরুৎপন্না শ্রুত্বা তামদ্ভুতাং গিরম্।
অদগ্ধা জানকীত্যেব নিমিত্তৈশ্চোপলক্ষিতম্॥ ১৬২
দীপ্যমানে তু লাঙ্গূলে ন মাং দহতি পাবকঃ।
হৃদয়ঞ্চ প্রহৃষ্টং মে বাতাঃ সুরভিগন্ধিনঃ॥ ১৬৩
তৈর্নিমিত্তৈশ্চ দৃষ্টার্থৈঃ কারণৈশ্চ মহাগুণৈঃ।
ঋষিবাক্যৈশ্চ দৃষ্টার্থৈরভবং হৃষ্টমানসঃ॥ ১৬৪
পুনর্দৃষ্টা চ বৈদেহী বিসৃষ্টশ্চ তয়া পুনঃ॥ ১৬৫
ততঃ পর্ব্বতমাসাদ্য তত্রারিষ্টমহং পুনঃ।
প্রতিপ্লবনমারেভে যুষ্মদ্দর্শনকাঙ্ক্ষয়া॥ ১৬৬
ততঃ শ্বসনচন্দ্রার্ক-সিদ্ধগন্ধর্ব্বসেবিতম্।
পন্থানমহমাক্রম্য ভবতো দৃষ্টবানিহ॥ ১৬৭
রাঘবস্য প্রসাদেন ভবতাঞ্চৈব তেজসা।
সুগ্রীবস্য চ কার্য্যার্থং ময়া সর্ব্বমনুষ্ঠিতম্॥ ১৬৮
এতৎ সর্ব্বং ময়া তত্র যথাবদুপপাদিতম্।
অত্র যন্ন কৃতং শেষং তৎ সর্ব্বং ক্রিয়তামিতি॥ ১৬৮

ইতি সুন্দরকাণ্ডে অষ্টপঞ্চাশঃ সর্গঃ॥ ৫৮॥

একোনষষ্টিতম সর্গঃ।

এতদাখ্যায় তৎ সর্ব্বং হনুমান্ মারুতাত্মজঃ।
ভূয়ঃ সমুপচক্রাম বচনং বক্তুমুত্তরম্॥ ১
সফলো রাঘবোদ্যোগঃ সুগ্রীবস্য চ সম্ভ্রমঃ।
শীলমাসাদ্য সীতায়া মম চ প্রীণিতং মনঃ॥ ২
আর্য্যায়াঃ সদৃশং শীলং সীতায়াঃ প্লবগর্ষভাঃ।
তপসা ধারয়েল্লোকান্ ক্রুদ্ধা বা নির্দ্দহেদপি॥ ৩
সর্ব্বথাতিপ্রকৃষ্টোহসৌ রাবণো রাক্ষসেশ্বরঃ।
যস্য তাং স্পৃশতো গাত্রং তপসা ন বিনাশিতম্॥ ৪
ন তদগ্নিশিখা কুর্য্যাৎ সংস্পৃষ্টা পাণিনা সতী।
জনকস্য সুতা কুর্য্যাদ্ যৎ ক্রোধকলুষীকৃতা॥ ৫
জাম্ববৎপ্রমুখান্ সর্ব্বাননুজ্ঞাপ্য মহাকপীন্।
অস্মিন্নেবংগতে কার্য্যে ভবতাঞ্চ নিবেদিতে।
ন্যায্যং স্ম সহ বৈদেহ্যা দ্রষ্টুং তৌ পার্থিবাত্মজৌ॥ ৬
অহমেকোহপি পর্য্যাপ্তঃ সরাক্ষসগণাং পুরীম্।
তাং লঙ্কাং তরসা হন্তুং রাবণঞ্চ সরাক্ষসম্॥ ৭
কিং পুনঃ সহিতো বীরৈর্বলবদ্ভিঃ কৃতাত্মভিঃ।

কার্য্য বিফল করিলাম।' ১৫৬—১৬০। এইরূপ শোক-সন্তপ্ত হইয়া চিন্তায় নিমগ্ন আছি—এমন সময় 'জানকী দগ্ধা হন নাই'—চারণগণের এই বিস্ময়কর অদ্ভুত কথা শুনিবামাত্র আমার জ্ঞানের উদয় হইল। তখন জনকনন্দিনী যে দগ্ধা হন নাই, ইহা শুভসূচক নিমিত্ত দেখিয়া, আরও দৃঢ়প্রতীত হইল। মদীয় লাঙ্গুল প্রদীপ্ত হইলে, অগ্নি আমাকে দহন করিলেন না,—অধিকন্তু সৌরভপূর্ণ সমীরণ আমার হৃদয় আহ্লাদিত করিলেন ;—এই শুভলক্ষণ দেখিয়া এবং ঋষিবাক্য কখন মিথ্যা হয় না জানি বলিয়া, তৎকালে আমার হৃদয় অতীব হৃষ্ট হইল। পুনরায় বৈদেহীর সহিত দেখা করিয়া তাঁহার নিকটে বিদায় লইলাম। ১৬১—১৬৫। পরে অরিষ্টনামক পর্ব্বতে উঠিয়া আপনাদিগের দর্শন অভিলাষে পুনরায় প্রত্যাগমন করিতে আরম্ভ করিলাম। ক্রমশঃ চন্দ্র, সূর্য্য, সিদ্ধ, বায়ু এবং গন্ধর্ব্বগণের পথ অবলম্বনপূর্ব্বক আসিতে আসিতে, আপনাদিগকে এই স্থানে দেখিতে পাইলাম। রামচন্দ্রের কৃপায় এবং আপনাদিগের তেজঃ-প্রভাবে সুগ্রীবের সমুদয় কর্ম্মই অনুষ্ঠিত হইয়াছে। অধিক কি, এই সমস্ত কার্য্য তথায় যথানিয়মে সাধন করিয়াছি। আর যাহা যাহা অবশিষ্ট আছে, সেই সকল কার্য্য আপনারা সম্পন্ন করুন।" ১৬৬—১৬৯।

ঊনষষ্টিতম সর্গ।

পবন-নন্দন হনমান্, এই সমস্ত বর্ণনা করিয়া পুনরায় কহিতে লাগিলেন,—"সুগ্রীবের উৎসাহ এবং রামচন্দ্রের উদ্যোগ সফল হইল। বিশেষতঃ সীতা দেবীর স্বভাব দেখিয়া আমার মন অত্যন্ত প্রীত হইয়াছে। হে বানরগণ। আর্য্যা সীতাদেবীর চরিত্র অরুন্ধতীর ন্যায়। জনকদুহিতা, ক্রুদ্ধা হইয়া লোক সকল দহন করিতে পারেন। আবার প্রীত হইলে, তিনি লোক সকলকে তপোবলে রক্ষা করিতেও পারেন। দেখ, রক্ষসপতি রাবণও মহাতপস্বী। সুতরাং সীতাদেবীকে স্পর্শ করিলেও তপঃপ্রভাবে তাহার দেহ বিনষ্ট হয় নাই। পতিব্রতা জনক-সুতা ক্রোধপরবশা হইয়া যাহা করিতে সক্ষম, অগ্নিশিখা পাণিস্পৃষ্টা হইয়াও তাহা করিতে সক্ষম নহে। জাম্ববান্ প্রভৃতি প্রধান প্রধান বানরগণের আদেশ লাভ করিয়া, সীতাদেবীর অন্বেষণ করিতে গিয়া যাহা যাহা ঘটিয়াছিল, তৎসমস্তই আপনাদের নিকটে নিবেদন করিলাম। এখন রামচন্দ্র, লক্ষ্মণ ও সীতাদেবীকে একত্র অবলোকন করা আমাদিগের উচিত। ১—৬। "আমি প্রবল পরাক্রমে একাকীই রাক্ষস-বৃন্দের সহিত লঙ্কা নগরী ধ্বংস এবং রাবণকে যমের নিকটে পাঠাইতে পারি। পরন্তু আপনারা সকলেই পরাক্রান্ত বীর, অস্ত্র-

কৃতাস্ত্রৈঃ প্লবগৈঃ শক্তৈর্ভবদ্ভির্বিজয়ৈষিভিঃ ॥ ৮
অহন্তু রাবণং যুদ্ধে সসৈন্যং সপুরঃসরম্।
সহপুত্রং বধিষ্যামি সহোদরযুতং যুধি ॥ ৯
ব্রাহ্মমৈন্দ্রঞ্চ রৌদ্রঞ্চ বায়ব্যং বারুণং তথা।
যদি শক্রজিতোঽস্ত্রাণি দুর্নিরীক্ষ্যাণি সংযুগে ॥ ১০
তান্যহং বিহনিষ্যামি বিধমিষ্যামি রাক্ষসান্ ॥ ১১
ভবতামভ্যনুজ্ঞাতো বিক্রমো মে রুণদ্ধি তম্।
মদ্বাহুবলসৃষ্টা হি শৈলবৃষ্টির্নিরন্তরা ॥ ১২
দেবানপি রণে হন্যাৎ কিং পুনস্তান্ নিশাচরান্।
ভবতামননুজ্ঞাতো বিক্রমো মে রুণদ্ধি মাম্ ॥ ১৩
সাগরোঽপ্যতিযাদ্বেলাং মন্দরঃ প্রচলেদপি।
ন জাম্ববন্তং সমরে কম্পয়েদরিবাহিনী ॥ ১৪
সর্ব্বরাক্ষসসঙ্ঘানাং রাক্ষসা যে চ পূর্ব্বজাঃ।
অলমেকোঽপি নাশায় বীরো বালিসুতঃ কপিঃ ॥ ১৫
প্লবগস্যোরুবেগেন নীলস্য চ মহাত্মনঃ।
মন্দরোঽপ্যবশীর্য্যেত কিং পুনর্যুধি রাক্ষসাঃ ॥ ১৬
সদেবাসুরযক্ষেষু গন্ধর্ব্বোরগপক্ষিষু।
মৈন্দস্য প্রতিযোদ্ধারং শংসত দ্বিবিদস্য বা ॥ ১৭
অশ্বিপুত্রৌ মহাবেগাবেতৌ প্লবগসত্তমৌ।
এতয়োঃ প্রতিযোদ্ধারং ন পশ্যামি রণাজিরে ॥ ১৮
ময়ৈব নিহতা লঙ্কা দগ্ধা ভস্মীকৃতা পুরী।
রাজমার্গেষু সর্ব্বেষু নাম বিশ্রাবিতং ময়া ॥ ১৯
জয়ত্যতিবলো রামো লক্ষ্মণশ্চ মহাবলঃ।
রাজা জয়তি সুগ্রীবো রাঘবেণাভিপালিতঃ ॥ ২০
অহং কোশলরাজস্য দাসঃ পবনসম্ভবঃ।
হনুমানিতি সর্ব্বত্র নাম বিশ্রাবিতং ময়া ॥ ২১
অশোকবনিকামধ্যে রাবণস্য দুরাত্মনঃ।
অধস্তাচ্ছিংশপামূলে সাধ্বী করুণমাস্থিতা ॥ ২২
রাক্ষসীভিঃ পরিবৃতা শোকসন্তাপকর্শিতা।
মেঘরেখাপরিবৃতা চন্দ্ররেখেব নিষ্প্রভা ॥ ২৩
অচিন্তয়ন্তী বৈদেহী রাবণং বলদর্পিতম্।
পতিব্রতা চ সুশ্রোণী অবষ্টব্ধা চ জানকী ॥ ২৪
অনুরক্তা হি বৈদেহী রামে সর্ব্বাত্মনা শুভা।
অনন্যচিত্তা রামেণ পৌলোমীব পুরন্দরে ॥ ২৫
তদেকবাসঃসংবীতা রজোধ্বস্তা তথৈব চ।
সা ময়া রাক্ষসীমধ্যে তর্জ্জ্যমানা মুহুর্মুহুঃ ॥ ২৬

কুশল এবং সমর্থ; বিশেষতঃ আপনারা জয়াভিলাষী ও অধ্যবসায়সম্পন্ন। অতএব আপনাদের সহিত একত্র হইয়া ঐ কার্য্য সাধন করিব,—তাহা বলা বাহুল্য। সৈন্য, সহোদর, পুত্র এবং অনুচরগণের সহিত রাবণকে আমিই একা যুদ্ধে বধ করিব। যদিও ইন্দ্রজিতের ব্রহ্ম, রৌদ্র, বায়ব্য এবং বারুণ প্রভৃতি অস্ত্রসমূহ যুদ্ধক্ষেত্রে দুর্নিরীক্ষ্য, তথাপি আমি সেই অস্ত্রজাল বিনষ্ট করিয়া সমস্ত রাক্ষসকে বধ করিব। আপনাদের আদেশ ব্যতীত আমার বিক্রম বদ্ধ রহিয়াছে। আমি সমরে বাহুবলে গিরি-সমূহ বিক্ষেপ করিয়া দেবতাগণকেও বধ করিতে সক্ষম, নিশাচর ত অতি সামান্য। সাগরও বেলাভূমি অতিক্রম করিতে পারে,—মন্দরপর্ব্বতও স্বস্থান হইতে চালিত হইতে পারে, কিন্তু রাবণসৈন্য জাম্ববানকে সমরে বিচলিত করিতে সক্ষম হইবে না। ৭—১৪। বিশেষতঃ বালিপুত্র বীর অঙ্গদ, একাকী প্রধান প্রধান রাক্ষস-বীরদিগকে বধ করিতে সক্ষম। মহাত্মা নীলের গুরুতর বেগে আহত হইলে, মন্দরগিরিও বিশীর্ণ হয়। অতএব রাক্ষসগণ যে সমরে অবসন্ন হইবে, তাহার আর বিচিত্র কি? দেব, দানব, যক্ষ, গন্ধর্ব্ব, উরগ, এবং পক্ষিমধ্যে মৈন্দ অথবা দ্বিবিদের প্রতিযোদ্ধা কে আছে, তাহা আপনারা বলুন? হরিসত্তম অশ্বিপুত্রদ্বয় অত্যন্ত বলশালী।—রণাঙ্গণে ইহাদের প্রতিযোদ্ধা দেখা যায় না। লঙ্কা-নগরী আমাকর্ত্তৃক দগ্ধ ও ভস্মীভূতা হইয়া নষ্টপ্রায় হইয়াছে। অধিকন্তু সমস্ত রাজপথে এইরূপে সকলের নাম ঘোষণা করিয়াছি,—অতিবল রামচন্দ্র ও মহাবল লক্ষ্মণ অতীব উৎকর্ষের সহিত অবস্থিতি করিতেছেন, বানররাজ সুগ্রীব রামচন্দ্রকর্ত্তৃক রক্ষিত হইয়া বিজয় লাভ করিয়াছেন। ১৫—২০। আমি কোশলরাজ রামচন্দ্রের দাস—বায়ুর পুত্র—আমার নাম হনুমান্; এইরূপে সর্ব্বস্থানে সকলের নাম কীর্ত্তন করিয়াছি। পতিনিরতা জনকনন্দিনী রাক্ষসীগণে পরিবেষ্টিতা হইয়া দুষ্টাশয় রাবণের অশোক-বন-মধ্যে শিংশপা-বৃক্ষের মূলে দীনভাবে অবস্থিতি করিতেছেন। বৈদেহী শোকসন্তাপে কৃশা হইয়াছেন। তাঁহার দেহকান্তি মেঘাবৃত চন্দ্রলেখার ন্যায় প্রভাশূন্য হইয়াছে। সেই সুশ্রোণী জনকতনয়া ভর্ত্তা রামচন্দ্রের প্রতি নিতান্ত অনুরক্তা এই কারণে বলগর্ব্বিত রাবণকে অযোগ্য বিবেচনায় গণনা করিতেছেন না বলিয়া নিরুদ্ধা হইয়া রহিয়াছেন। সুন্দরী বিদেহ-রাজনন্দিনী সর্ব্বপ্রকারে রামচন্দ্রকে ভাল বাসেন, সুতরাং বাসবের চিন্তায় নিমগ্না নত্তষাবরুদ্ধা ইন্দ্রাণীর ন্যায়, তিনি রামচন্দ্রের চিন্তায় মগ্না আছেন। ২১—২৫। সীতা ধূলায় লুণ্ঠিতা ও একবস্ত্রপরিহিতা হইয়া রাক্ষসীদিগের মধ্যে আছেন, আর সেই কুরূপা নিশাচরীরা মুহুর্মুহু তাঁহাকে

রাক্ষসীভির্বিরূপাভির্দৃষ্টা হি প্রমদাবনে।
একবেণীধরা দীনা ভর্ত্তৃচিন্তাপরায়ণা ॥ ২৭
অধঃশয্যা বিবর্ণাঙ্গী পদ্মিনীব হিমোদয়ে।
রাবণাদ্বিনিবৃত্তার্থা মর্ত্তব্যকৃতনিশ্চয়া ॥ ২৮
কথঞ্চিন্মৃগশাবাক্ষী বিশ্বাসমুপপাদিতা।
ততঃ সম্ভাষিতা চৈব সর্ব্বমর্থং প্রকাশিতা ॥ ২৯
রামসুগ্রীবসখ্যঞ্চ শ্রুত্বা প্রীতিমুপাগতা।
নিয়তঃ সমুদাচারো ভক্তির্ভর্ত্তরি চোত্তমা।
যন্ন হন্তি দশগ্রীবং স মহাত্মা দশাননঃ ॥ ৩০
নিমিত্তমাত্রং রামস্ত বধে তস্ত ভবিষ্যতি। ৩১
সা প্রকৃত্যৈব তন্বঙ্গী তদ্বিয়োগাচ্চ কর্শিতা।
প্রতিপৎপাঠশীলস্ত বিদ্যেব তনুতাং গতা ॥ ৩২
এবমাস্তে মহাভাগা সীতা শোকপরায়ণা।
যদত্র প্রতিকর্ত্তব্যং তৎ সর্ব্বমুপকল্প্যতাম্ ॥ ৩৩
ইতি সুন্দরকাণ্ডে একোনষষ্টিতমঃ সর্গঃ ॥ ৫৯ ॥

ষষ্টিতমঃ সর্গঃ।

তস্য তদ্বচনং শ্রুত্বা বালিসূনুরভাষত।
অশ্বিপুত্রৌ মহাবেগৌ বলবন্তৌ প্লবঙ্গমৌ ॥ ১
পিতামহবরোৎসেকাৎ পরমং দর্পমাস্থিতৌ।
অশ্বিনোর্মাননার্থং হি সর্ব্বলোকপিতামহঃ।
সর্ব্বাবধ্যত্বমতুলমনয়োর্দত্তবান্ পুরা ॥ ২
বরোৎসেকেন মত্তৌ চ প্রমথ্য মহতীং চমূম্।
সুরাণামমৃতং বীরৌ পীতবন্তৌ মহাবলৌ ॥ ৩
এতাবেব হি সংক্রুদ্ধৌ সবাজিরথকুঞ্জরাম্।
লঙ্কাং নাশয়িতুং শক্তৌ সর্ব্বে তিষ্ঠন্তু বানরাঃ ॥ ৪
অহমেকোঽপি পর্য্যাপ্তঃ সরাক্ষসগণাং পুরীম্।
তাং লঙ্কাং তরসা হন্তুং রাবণঞ্চ মহাবলম্ ॥ ৫
কিং পুনঃ সহিতো বীরৈর্বলবদ্ভিঃ কৃতাত্মভিঃ।
কৃতাস্ত্রৈঃ প্লবগৈঃ শক্তৈর্ভবদ্ভির্বিজয়ৈষিভিঃ। ৬
বায়ুসূনোর্বলেনৈব দগ্ধা লঙ্কেতি নঃ শ্রুতম্ ॥ ৭
দৃষ্টা দেবী ন চানীতা ইতি তত্র নিবেদিতুম্।
ন যুক্তমিব পশ্যামি ভবদ্ভিঃ খ্যাতপৌরুষৈঃ ॥ ৮
ন হি বঃ প্লবনে কশ্চিন্নাপি কশ্চিৎ পরাক্রমে।
তুল্যঃ সামরদৈত্যেষু লোকেষু হরিসত্তমাঃ ॥ ৯
জিত্বা লঙ্কাং সরক্ষৌঘাং হত্বা তং রাবণং রণে।
সীতামাদায় গচ্ছামঃ সিদ্ধার্থা হৃষ্টমানসাঃ ॥ ১০

ভর্ৎসনা করিতেছে। পতিচিন্তাপরায়ণা দুঃখাক্রান্তা সীতা দেবী একবেণী ধারণ এবং ভূতলে শয়ন করিয়া শিশিরক্লিষ্টা পদ্মিনীর ন্যায় বিবর্ণা হইয়াছেন। অধিকন্তু রাবণ কর্ত্তৃক নিরুদ্ধা হইয়া মরণে কৃতসঙ্কল্পা হইয়াছেন। আমি সেই হরিণনয়না সীতার আমার উপরে অতি কষ্টে বিশ্বাস উৎপাদন করিলাম। পরে 'সুগ্রীবের সহিত রামের মিত্রতা হইয়াছে' এই কথা শুনিয়া সীতাদেবী যার পর নাই সন্তুষ্টা হইয়া বলিলেন, তাঁহার সতত সদাচার ও নিরতিশয় পতিভক্তি যে, দশাননকে সংহার করিতেছে না, কেবল রাবণের তপোবলই তাহার কারণ। তাহার বধে রামচন্দ্র কেবল উপলক্ষ মাত্র হইবেন। সেই সীতাদেবী স্বভাবতঃ কৃশাঙ্গী—বিশেষতঃ রামের বিরহে কৃশতরা হইয়া, প্রতিপদে অধ্যয়নশীল-ছাত্রের বিদ্যার ন্যায়, নিতান্ত ক্ষীণকলেবরা হইয়াছেন। মহাভাগা সীতা শোকনিবন্ধন এইরূপে কালযাপন করিতেছেন, তখন এ বিষয়ে যাহা কর্ত্তব্য হয়, আপনারা তাহার উপায় স্থির করুন। ২৬—৩৩।

ষষ্টিতম সর্গ।

বালিতনয় অঙ্গদ হনূমানের কথা শুনিয়া বলিলেন, "কপিশ্রেষ্ঠ মহাবল অশ্বি-পুত্রযুগল অতিশয় বলবান, বিশেষতঃ, পিতামহের বরগর্ব্বে নিতান্ত দর্পিত। পুরাকালে সর্ব্বলোকপিতামহ ব্রহ্মা অশ্বীর সম্মানের জন্য ইহাদিগকে সকল প্রাণীর অবধ্য বর প্রদান করিয়াছেন। এই মহাবল বীরদ্বয় সেই বীরমদে জ্ঞানশূন্য হইয়া দেবগণের মহতী সেনা পরাস্ত করিয়া অমৃত পান করিয়াছিল; সুতরাং ইহারা ক্রুদ্ধ হইলে রথ, অশ্ব এবং হস্তীর সহিত অনায়াসে লঙ্কাপুর ধ্বংস করিতে পারে। সমস্ত বানরের কথা দূরে থাকুক, আমি একাকীই ভীষণ পরাক্রম মহাবল রাবণকে নিধন এবং রাক্ষসদিগের সহিত লঙ্কাপুরী ধ্বংস করিতে পারি। ১—৫। পরন্তু আপনারা সকলেই পরাক্রমশালী, অস্ত্রবিশারদ এবং বীর, অতএব সকল কার্য্যেই সুনিপুণ; বিশেষতঃ আপনারা জয়াভিলাষী ও অধ্যবসায়শালী; সুতরাং আপনাদের সহিত মিলিত হইয়া ঐ কার্য্য সমাধা করিব, তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি? আমরা শুনিয়াছি, বায়ুপুত্র লঙ্কাপুরী দগ্ধ এবং সীতাদেবীর সাক্ষাৎলাভ করিয়াছেন সত্য, কিন্তু তাঁহাকে আনিতে পারেন নাই। আপনারা সকলেই বিখ্যাত পরাক্রমশালী, সুতরাং রামসন্নিধানে এক্ষণে গিয়া কোন কথা বলা যুক্তিসঙ্গত বলিয়া মনে করি না। হে বানরসত্তমগণ! দেবলোক অথবা দৈত্যলোকের মধ্যে পরাক্রমে বা উল্লম্ফনে তোমাদের সদৃশ কেহই নাই। সুতরাং আমরা রাক্ষসসহ লঙ্কা জয়

তেম্বেবং হতশেষেষু রাক্ষসেষু হনূমতা।
কিমন্যদত্র কর্ত্তব্যং গৃহীত্বা যাম জানকীম্॥ ১১
রামলক্ষ্মণয়োর্মধ্যে ন্যস্যাম জনকাত্মজাম্।
কিং ব্যলীকৈস্তু তান্ সর্ব্বান্ বানরান্ বানরর্ষভাঃ॥ ১২
বয়মেব হি গত্বা তান্ হত্বা রাক্ষসপুঙ্গবান্।
রাঘবং দ্রষ্টুমর্হামঃ সুগ্রীবং সহলক্ষ্মণম্॥ ১৩
তমেবং কৃতসঙ্কল্পং জাম্ববান্ হরিসত্তমঃ।
উবাচ পরমপ্রীতো বাক্যমর্থবদর্থবিৎ॥ ১৪
নৈষা বুদ্ধির্মহাবুদ্ধে যদ্‌ব্রবীষি মহাকপে।
বিচেতুং বয়মাজ্ঞপ্তা দক্ষিণাং দিশমুত্তমাম্॥ ১৫
ন নেতুং কপিরাজেন নৈব রামেণ ধীমতা।
কথঞ্চিন্নির্জ্জিতাং সীতামস্মাভির্নাভিরোচয়েৎ॥ ১৬
রাঘবো নৃপশার্দ্দূলঃ কুলং ব্যপদিশন্ স্বকম্।
প্রতিজ্ঞায় স্বয়ং রাজা সীতাবিজয়মগ্রতঃ॥ ১৭
সর্ব্বেষাং কপিমুখ্যানাং কথং মিথ্যা করিষ্যতি।
বিফলং কর্ম্ম চ কৃতং ভবেৎ তুষ্টির্ন তস্য চ॥ ১৮

এবং সময়ে রাবণকে নিহত করিয়া হৃষ্টচিত্তে সীতা দেবীকে লইয়া প্রস্থান করিব। ৬—১০। হনূমান্ রাক্ষসদিগকে বধ করিলে জানকীকে লইয়া যাওয়া ব্যতীত অন্য কোন কার্য্যই নাই, সুতরাং আমরা জনকনন্দিনীকে লইয়া রাম এবং লক্ষ্মণের নিকটে উপস্থিত হইব। সুতরাং বানরগণ! কিষ্কিন্ধ্যাবাসী সকল বানরকে আর কষ্ট দেওয়ার প্রয়োজন কি? আমরা প্রধান প্রধান সকলকে নিহত করিয়া রাম লক্ষ্মণ এবং সুগ্রীবের সহিত সাক্ষাৎ করিব। অঙ্গদ এইরূপ যুক্তি স্থির করিলে, কার্য্যজ্ঞ বানর-প্রধান জাম্ববান্ পরম প্রীত হইয়া যুক্তিপূর্ণ বাক্যে বলিতে লাগিলেন, “মহাবুদ্ধি কপিবর! তুমি যাহা বলিলে, তাহা আদৌ যুক্তিসঙ্গত নহে। কেননা, দক্ষিণদিকে সীতাকে অন্বেষণ করিবার জন্য আমাদিগকে আদেশ করিয়াছেন। ১১—১৫। মতিমান্ রামচন্দ্র অথবা বানররাজ সুগ্রীব, সীতাদেবীকে লইয়া যাইবার অনুমতি করেন নাই। প্রথমতঃ লঙ্কা জয় করা দুঃসাধ্য, যদিচ বহুকষ্টে জয় করিয়া সীতাকে উদ্ধার করা যায় সত্য, কিন্তু নৃপবর রাঘব তদীয় কুল-মর্য্যাদানুসারে আমাদিগের দ্বারা শত্রুজয় করিয়া সীতাকে উদ্ধার করিতে ইচ্ছা করেন না। বিশেষতঃ রাজা সুগ্রীব সকলের সমক্ষে নিজেই সীতাকে উদ্ধার করিবেন বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন, সুতরাং তাঁহাকে মিথ্যাবাদী করিবে কেন? বানরগণ! এই কার্য্যে যখন তাঁহার সন্তুষ্টি

বৃথা চ দর্শিতং বীর্য্যং ভবেদ্বানরপুঙ্গবাঃ।
তস্মাদ্গচ্ছাম বৈ সর্ব্বে যত্র রামঃ সলক্ষ্মণঃ।
সুগ্রীবশ্চ মহাতেজাঃ কার্য্যস্যাস্য নিবেদনে॥ ১৯
ন তাবদেষা মতিরক্ষমা নো
যথা ভবান্ পশ্যতি রাজপুত্র।
যথা তু রামস্য মতির্নিবিষ্টা
তথা ভবান্ পশ্যতু কার্য্যসিদ্ধিম্॥ ২০
ইতি সুন্দরকাণ্ডে ষষ্টিতমঃ সর্গঃ॥ ৬০॥

একষষ্টিতমঃ সর্গঃ।

ততো জাম্ববতো বাক্যমগৃহ্ণন্ত বনৌকসঃ।
অঙ্গদপ্রমুখা বীরা হনূমাংশ্চ মহাকপিঃ॥ ১
প্রীতিমন্তস্ততঃ সর্ব্বে বায়ুপুত্রপুরঃসরাঃ।
মহেন্দ্রাগ্রাং সমুৎপত্য পুপ্লুবুঃ প্লবগর্ষভাঃ॥ ২
মেরুমন্দরসঙ্কাশা মত্তা ইব মহাগজাঃ।
ছাদয়ন্ত ইবাকাশং মহাকায়া মহাবলাঃ॥ ৩
সভাজ্যমানং ভূতৈস্তমাত্মবন্তং মহাবলম্।
হনূমন্তং মহাবেগং বহন্ত ইব দৃষ্টিভিঃ॥ ৪
রাঘবে চার্থনির্ব্বৃত্তিং কর্ত্তুঞ্চ পরমং যশঃ।

হইবে না, তখন সেই বৃথা কার্য্যের অনুষ্ঠানে প্রয়োজন কি? অধিকন্তু আমাদের বিক্রম প্রকাশ করাও বৃথা হইবে, সুতরাং এই কার্য্যের ইতিকর্ত্তব্য স্থির করিবার জন্য আমরা সকলে রামচন্দ্র, লক্ষ্মণ এবং মহাতেজা সুগ্রীবের নিকটে যাইব। রাজকুমার! আপনি যেরূপ বিবেচনা করিতেছেন, আমাদিগের এই বিচার ততদূর অসঙ্গত হয় নাই। পরন্তু রামচন্দ্র যেরূপ অনুমান করিয়াছেন, তাঁহার কার্য্যসিদ্ধির প্রতি তোমার তদ্রূপই বিবেচনা কর্ত্তব্য। ১৬—২০।

একষষ্টিতম সর্গ।

মহাকপি হনমান্ এবং অঙ্গদ প্রভৃতি বনচর বীরগণ জাম্ববানের যুক্তিপূর্ণ প্রস্তাবে অনুমোদন করিলেন। পরে বায়ুতনয়প্রমুখ বানরবরেরা প্রীতচিত্তে মহেন্দ্র গিরি হইতে উৎপতিত হইয়া লম্ফে লম্ফে যাইতে লাগিল। মেরু এবং মন্দরতুল্য মহাকায় মহাবল বানরগণ, মত্ত মাতঙ্গের ন্যায় নভোমণ্ডল অবরোধ করিল। সিদ্ধগণকর্ত্তৃক সম্মানিত আত্মজ্ঞ মহাবল বেগশালী হনূমান্‌কে তাঁহারা প্রীতচিত্তে অনিমিষলোচনে দেখিতে লাগিল। রামচন্দ্র সমস্ত

সমাধায় সমৃদ্ধার্থাঃ কর্ম্মসিদ্ধিভিরুন্নতাঃ ॥ ৫
প্রিয়াখ্যানোন্মুখাঃ সর্ব্বে সর্ব্বে যুদ্ধাভিনন্দনাঃ।
সর্ব্বে রামপ্রতীকারে নিশ্চিতার্থা মনস্বিনঃ ॥ ৬
প্লবমানা খমাপ্লুত্য ততস্তে কাননৌকসঃ।
নন্দনোপমমাসেদুর্বনং দ্রুমশতাযুতম্ ॥ ৭
যত্তন্মধুবনং নাম সুগ্রীবস্যাভিরক্ষিতম্।
অধৃষ্যং সর্ব্বভূতানাং সর্ব্বভূতমনোহরম্ ॥ ৮
যদ্রক্ষতি মহাবীরঃ সদা দধিমুখঃ কপিঃ।
মাতুলঃ কপিমুখ্যস্য সুগ্রীবস্য মহাত্মনঃ ॥ ৯
তে তদ্বনমুপাগম্য বভূবুঃ পরমোৎকটাঃ।
বানরা বানরেন্দ্রস্য মনঃকান্তং মহাবনম্ ॥ ১০
ততস্তে বানরা হৃষ্টা দৃষ্ট্বা মধুবনং মহৎ।
কুমারমভ্যযাচন্ত মধূনি মধুপিঙ্গলাঃ ॥ ১১
ততঃ কুমারস্তান্ বৃদ্ধান্ জাম্ববৎপ্রমুখান্ কপীন্।
অনুমান্য দদৌ তেষাং নিসর্গং মধুভক্ষণে ॥ ১২
তে নিসৃষ্টাঃ কুমারেণ ধীমতা বালিসূনুনা।
হরয়ঃ সমপদ্যন্ত দ্রুমান্ মধুকরাকুলান্ ॥ ১৩
ভক্ষয়ন্ত সুগন্ধীনি মূলানি চ ফলানি চ।

কার্য্য সুসিদ্ধ করিয়া পরম যশ লাভ করিবেন এবং তাহারা আপনাদের নিরতিশয় যশ বিস্তার করিবে, ইহা স্থির করিয়া মনোরথ সফল বিবেচনা করিল। সীতার দর্শনলাভে সকলেই উন্নতচিত্ত, প্রিয় সংবাদ বলিবার জন্য সকলেই উৎসুক, সকলেই যুদ্ধোৎসাহী, সকলেই প্রীতচিত্তে রামের শত্রুনিধনে কৃতসঙ্কল্প। ১—৬। পরে সেই বনচর বানরসমূহ পথে লম্ফ-প্রদানপূর্ব্বক আকাশপথে যাইতে যাইতে শত শত বৃক্ষসুশোভিত নন্দন কাননের ন্যায় সর্ব্বলোকমনোহর মধুবনের নিকটে উপস্থিত হইল। সুগ্রীবের অনুচর-বর্গকর্ত্তৃক ঐ কানন সতত সুরক্ষিত হইয়া থাকে; অতএব কোন প্রাণীরই তথায় অত্যাচার করিবার শক্তি নাই। বিশেষতঃ মহাত্মা বানরাধিপতি সুগ্রীবের মাতুল দধিমুখনামক বানর সতত তাহার রক্ষণে নিযুক্ত ছিলেন। বানররাজের মনের প্রীতি-প্রদ মহাবনে প্রবেশ করিয়া বানরগণ মধুপান-প্রত্যাশায় যার পর নাই উৎকণ্ঠিত হইল। তৎ-পরে মধুতুল্য পিঙ্গলবর্ণ বানরগণ, বিশাল মধুবন দর্শনে প্রীত হইয়া কুমারের নিকট মধু প্রার্থনা করিল। তখন কুমার অঙ্গদ, জাম্ববান্ প্রভৃতি বৃদ্ধ বানরদিগের অনুমতি লইয়া তাহাদিগকে মধুপান করিতে আজ্ঞা করিলেন। ৭—১২। সেই মদমত্ত বানরগণ, বালি-পুত্র মতিমান্ কুমার অঙ্গদের অনুমতি অনুসারে

জগ্মুঃ প্রহর্ষং তে সর্ব্বে বভূবুশ্চ মদোৎকটাঃ ॥ ১৪
ততশ্চানুমতাঃ সর্ব্বে সুসংহৃষ্টা বনৌকসঃ।
মুদিতাশ্চ ততস্তে চ প্রহসন্তি ততস্ততঃ ॥ ১৫
গায়ন্তি কেচিৎ প্রহসন্তি কেচিৎ
নৃত্যন্তি কেচিৎ প্রণমন্তি কেচিৎ।
পঠন্তি কেচিৎ প্রচরন্তি কেচিৎ
প্লবন্তি কেচিৎ প্রলপন্তি কেচিৎ ॥ ১৬
পরস্পরং কেচিদুপাশ্রয়ন্তি
পরস্পরং কেচিদতিব্রুবন্তি।
দ্রুমাদ্দ্রুমং কেচিদভিদ্রবন্তি
ক্ষিতৌ নগাগ্রান্নিপতন্তি কেচিৎ ॥ ১৭
মহীতলাৎ কেচিদুদীর্ণবেগা
মহাদ্রুমাগ্রাণ্যভিসম্পতন্তি।
গায়ন্তমন্যঃ প্রহসন্নুপৈতি
রুদন্তমন্যঃ প্ররুদন্নুপৈতি ॥ ১৮
নুদন্তমন্যঃ প্রণুদন্নুপৈতি
সমাকুলং তৎ কপিসৈন্যমাসীৎ।
ন চাত্র কশ্চিন্ন বভূব মত্তো
ন চাত্র কশ্চিন্ন বভূব দৃপ্তঃ ॥ ১৮
ততো বনং তৎপরিভক্ষ্যমাণং
দ্রুমাংশ্চ বিধ্বংসিতপত্রপুষ্পান্।

ভ্রমরসমাকুল বৃক্ষশ্রেণীর নিকটবর্ত্তী হইল। তাহারা সুগন্ধি মূল এবং ফল খাইয়া অতিশয় আনন্দিত হইল। সেই বনচর বানর সকল অনুমতি পাইয়া অতীত হৃষ্ট হইয়া নৃত্য করিতে লাগিল। ১৩—১৫। তৎপরে কেহ গীত, কেহ হাস্য, কেহ নৃত্য কেহ প্রণাম, কেহ পাঠ, কেহ ইতস্ততঃ গমন, কেহ উল্লম্ফন, কেহ প্রলাপ বলিতে আরম্ভ করিল। কেহ কেহ পরস্পর জড়াজড়ি করিতে লাগিল, কেহ কেহ পরস্পর বিবাদে রত হইল, কেহ বৃক্ষ হইতে বৃক্ষান্তরে, কেহ ভূতল হইতে পর্ব্বতশিখরে, কেহ বা অতি বেগে মহীতল হইতে বৃক্ষশিরে উৎপতিত হইল। কেহ গান করিতেছে, অপরে তাহাকে উপহাস করিতে করিতে তাহার নিকটে আসিল। কেহ রোদন করিতেছে, অপরে তাহার সহিত রোদন করিতে করিতে তাহার নিকটে গেল। কেহ ব্যথিত হইতেছে, অপরে আসিয়া তাহাকে যৎপরোনাস্তি উৎপীড়ন করিতে লাগিল। এইরূপে সেই বানরবাহিনী একেবারে আকুল হইল; অধিক কি, তথাকার সকলেই অতিশয় প্রমত্ত হইয়া উঠিল। ১৬—১৯। বানরগণ সেই বনের মধু নিঃশেষে পান করিয়া

সমীক্ষ্য কোপাদ্দধিবক্ত্রনামা
নিবারয়ামাস কপিঃ কপীংস্তান্ ॥ ২০
স তৈঃ প্রবৃদ্ধৈঃ পরিভর্ৎস্যমানো
বনস্য গোপ্তা হরিবীরবৃদ্ধঃ।
চকার ভূয়ো মতিমুগ্রতেজা
বনস্য রক্ষাং প্রতি বানরেভ্যঃ ॥ ২১
উবাচ কাংশ্চিৎ পরুষাণ্যভীত-
মসক্তমন্যাংশ্চ তলৈর্জ্জঘান।
সমেত্য কৈশ্চিৎ কলহং চকার
তথৈব সাম্নোপজগাম কাংশ্চিৎ ॥ ২২
স তৈর্মদাদপ্রতিবার্য্যবেগৈ-
র্বলাচ্চ তেন প্রতিবার্য্যমাণৈঃ।
প্রধর্ষণে ত্যক্তভয়ৈঃ সমেত্য
প্রকৃষ্যতে চাপ্যনবেক্ষ্য দোষম্ ॥ ২৩
নখৈস্তুদন্তো দশনৈর্দশন্ত-
স্তলৈশ্চ পাদৈশ্চ সমাপয়ন্তঃ।
মদাৎ কপিং তে কপয়ঃ সমন্তাৎ
মহাবনং নির্ব্বিষয়ঞ্চ চক্রুঃ ॥ ২৪

ইতি সুন্দরকাণ্ডে একষষ্টিতমঃ সর্গঃ ॥ ৬১ ॥

ফেলিল, তথাকার বৃক্ষসমূহের পত্র এবং পুষ্প বিধ্বংসিত করিল দেখিয়া দধিবক্ত্রনামক বানর ক্রোধান্বিত হইয়া সেই বানরদিগকে নিবারণ করিলেন। নিবারণ করিতে গিয়া অতিশয় তেজস্বী বনরক্ষক বানরবীরপ্রধান দধিমুখ সেই মদমত্ত বানরগণকর্ত্তৃক ভর্ৎসিত হইলেন। তথাপি পুনরায় তিনি তাহাদের উপদ্রব হইতে বন রক্ষা করিতে ইচ্ছা করিলেন। পরে নির্ভীকচিত্তে কাহাকেও পরুষ বাক্য কহিলেন, কাহাকেও অবিরত চপেটাঘাত করিতে লাগিলেন। পরস্পর মিলিত হইয়া কাহারও সহিত কলহ করিতে এবং কাহাকেও বা মিষ্ট বাক্যে তুষ্ট করিতে লাগিলেন। একে ত বানরগণ মত্ততাবশতঃ অপ্রতিহত, বিশেষতঃ পীড়ন করিলে রাজদণ্ড হইবে না, ইহা মনে করিয়া তাহারা দধিমুখকর্ত্তৃক নিবারিত হইলেও সকলে মিলিয়া নির্ভীকচিত্তে তাঁহাকে আকর্ষণ করিতে লাগিল। সেই বানরেরা মত্ততাবশতঃ নখর দ্বারা বিদারণ, দন্তদ্বারা দংশন এবং চপেটাঘাতে তাঁহাকে মৃতপ্রায় করিয়া সেই বিশাল কাননের সমস্তই নষ্ট করিয়া ফেলিল। ২০—২৪।

দ্বিষষ্টিতমঃ সর্গঃ।

তানুবাচ হরিশ্রেষ্ঠো হনমান্ বানরর্ষভঃ।
অব্যগ্রমনসো যূয়ং মধু সেবত বানরাঃ ॥ ১
অহমাবর্জ্জয়িষ্যামি যুষ্মাকং পরিপন্থিনঃ ॥ ২
শ্রুত্বা হনমতো বাক্যং হরীণাং প্রবরোঽঙ্গদঃ।
প্রত্যুবাচ প্রসন্নাত্মা পিবন্তু হরয়ো মধু ॥ ৩
অবশ্যং কৃতকার্য্যস্য বাক্যং হনুমতো ময়া।
অকার্য্যমপি কর্ত্তব্যং কিমঙ্গ পুনরীদৃশম্ ॥ ৪
অঙ্গদস্য মুখাচ্ছ্রুত্বা বচনং বানরর্ষভাঃ।
সাধু সাধ্বিতি সংহৃষ্টা বানরাঃ প্রত্যপূজয়ন্ ॥ ৫
পূজয়িত্বাঙ্গদং সর্ব্বে বানরা বানরর্ষভম্।
জগ্মুর্মধুবনং যত্র নদীবেগ ইব দ্রুমম্ ॥ ৬
তে প্রবিষ্টা মধুবনং পালানাক্রম্য শক্তিতঃ।
অতিসর্গাচ্চ পটবো দৃষ্ট্বা শ্রুত্বা চ মৈথিলীম্।
পপুঃ সর্ব্বে মধু তদা রসবৎ ফলমাদদুঃ ॥ ৭
উৎপত্য চ ততঃ সর্ব্বে বনপালান্ সমাগতান্।
তে তাড়য়ন্তঃ শতশঃ সক্তা মধুবনে তদা ॥ ৮
মধূনি দ্রোণমাত্রাণি বাহুভিঃ পরিগৃহ্য তে।

দ্বিষষ্টিতম সর্গ।

কপিশ্রেষ্ঠ হনমান্ কহিলেন, "বানরগণ! তোমরা নিঃশঙ্কচিত্তে মধু পান কর, যাহারা তোমাদের বিরোধী হইবে আমি তাহাদিগকে নিবারণ করিব।" হনমানের কথা শুনিয়া বানরপ্রবর অঙ্গদ কহিলেন "হনমান্ কৃতকার্য্য হইয়া আসিয়াছেন, অতএব ইনি যখন বলিতেছেন, তখন অকার্য্য হইলেও করিতে হইবে; এইরূপ কার্য্যের কথাই নাই; সুতরাং বানর সকল প্রসন্ন হইয়া মধু পান করুক।" প্রধান প্রধান বানরগণ অঙ্গদের বাক্য শ্রবণে আনন্দিত হইয়া "সাধু সাধু" বলিয়া প্রত্যভিনন্দন করিল এবং যে পথে গেলে মধুবনে উপস্থিত হওয়া যায়, তাহারা বানরশ্রেষ্ঠ অঙ্গদের শেষ অর্চ্চনা করিয়া নদীস্রোতের ন্যায়, সেই পথে ধাবিত হইল। হনুমানের মুখে বৈদেহীর সংবাদ শুনিয়া তাহারা সকলেই নির্ভয় হইয়াছিল, বিশেষতঃ অঙ্গদের অনুমতি পাইবামাত্র মধুবনে প্রবেশ করিয়া বলপূর্ব্বক বনরক্ষকদিগকে বন্ধন করিয়া মধু পান এবং আহারার্থ সুরস ফল আহরণ করিল। ১—৭। অনন্তর অন্যান্য রক্ষক সকল উপস্থিত হইলে শত শত বনপালকে তাড়িত করিয়া তাহারা সকলে মধু পানার্থ সমাসক্ত হইল। কোন কোন বানর যারপর নাই প্রীত হইয়া

পিবন্তি কপয়ঃ কেচিৎ সঙ্ঘশস্তত্র হৃষ্টবৎ ॥ ৯
ঘ্নন্তি স্ম সহিতাঃ সর্ব্বে ভক্ষয়ন্তি তথাপরে।
কেচিৎ পীত্বাপবিধ্যন্তি মধূনি মধুপিঙ্গলাঃ ॥ ১০
মধূচ্ছিষ্টেন কেচিচ্চ জঘ্নুরন্যোহন্যমুৎকটাঃ।
অপরে বৃক্ষমূলেষু শাখা গৃহ্য ব্যবস্থিতাঃ ॥ ১১
অত্যর্থঞ্চ মদগ্লানাঃ পর্ণান্যাস্তীর্য্য শেরতে।
উন্মত্তবেগাঃ প্লবগা মধুমত্তাশ্চ হৃষ্টবৎ ॥ ১২
ক্ষিপন্ত্যপি তথান্যোহন্যং স্খলন্তি চ তথাপরে।
কেচিৎ ক্ষ্বেড়ান্ প্রকুর্ব্বন্তি কেচিৎ কূজন্তি হৃষ্টবৎ ॥ ১৩
হরয়ো মধুনা মত্তাঃ কেচিৎ সুপ্তা মহীতলে।
ধৃষ্টাঃ কেচিদ্ধসন্ত্যন্যে কেচিৎ কুর্ব্বন্তি চেতরৎ ॥ ১৪
কৃত্বা কেচিদ্বদন্ত্যন্যে কেচিদ্বুধ্যন্তি চেতরৎ।
যেহপ্যত্র মধুপালাঃ স্যুঃ প্রেষ্যা দধিমুখস্য তু ॥ ১৫
তেহপি তৈর্বানরৈর্ভীমৈঃ প্রতিষিদ্ধা দিশো গতাঃ।
জানুভিশ্চ প্রধৃষ্টাশ্চ দেবমার্গঞ্চ দর্শিতাঃ ॥ ১৬
অব্রুবন্ পরমোদ্বিগ্না গত্বা দধিমুখং বচঃ।
হনুমতা দত্তবরৈর্হতং মধুবনং বলাৎ ॥ ১৭
বয়ঞ্চ জানুভির্দৃষ্টা দেবমার্গঞ্চ দর্শিতাঃ ॥ ১৮
তদা দধিমুখঃ ক্রুদ্ধো বনপস্তত্র বানরঃ।
হতং মধুবনং দৃষ্ট্বা সান্ত্বয়ামাস তান্ হরীন্ ॥ ১৯
এতদাগচ্ছত গচ্ছামো বানরানতিদর্পিতান্।
বলেনাবারয়িষ্যামি প্রভুঞ্জানান্ মধূত্তমম্ ॥ ২০
শ্রুত্বা দধিমুখস্যেদং বচনং বানরর্ষভাঃ।
পুনর্বীরা মধুবনং তেনৈব সহিতা যযুঃ ॥ ২১
মধ্যে চৈষাং দধিমুখঃ সুপ্রগৃহ্য মহাতরুম্।
সমভ্যধাবদ্ বেগেন সর্ব্বে তে চ প্লবঙ্গমাঃ ॥ ২২
তে শিলাঃ পাদপাংশ্চৈব পাষাণানপি বানরাঃ।
গৃহীত্বাভ্যাগমন্ ক্রুদ্ধা যত্র তে কপিকুঞ্জরাঃ ॥ ২৩
বলান্নিবারয়ন্তশ্চ আসেদুর্হরয়ো হরীন্।
সন্দষ্টৌষ্ঠপুটাঃ ক্রুদ্ধা ভর্ৎসয়ন্তো মুহুর্মুহুঃ ॥ ২৪
অথ দৃষ্ট্বা দধিমুখং ক্রুদ্ধং বানরপুঙ্গবাঃ।
অভ্যধাবন্ত বেগেন হনুমৎপ্রমুখাস্তদা ॥ ২৫
সবৃক্ষং তং মহাবাহুমাপতন্তং মহাবলম্।
বেগবন্তং বিজগ্রাহ বাহুভ্যাং কুপিতোহঙ্গদঃ ॥ ২৬
মদান্ধো ন কৃপাং চক্রে আর্য্যকোহয়ং মমেতি সঃ।

করপুটে দ্রোণ-পরিমিত মধু পান করিতে লাগিল। মধুর ন্যায় পিঙ্গলবর্ণ বানরেরা সকলে মিলিত হইয়া পরস্পর মারামারি করিতে লাগিল, কেহ কাহাকে ভোজন করাইতে প্রবৃত্ত হইল, কেহ বা মধু পান করিয়া মৌচাক ফেলিতে লাগিল। মত্ততা বশতঃ কেহ কেহ মধূচ্ছিষ্টদ্বারা একজন অন্যকে আঘাত করিতে লাগিল। কেহ বৃক্ষশাখা অবলম্বনপূর্ব্বক বৃক্ষমূলে অবস্থিতি করিল। কেহ কেহ অপর্য্যাপ্ত মধুপানজনিত গ্লানিবশতঃ পত্র বিস্তীর্ণ করিয়া সেই পর্ণশয্যায় শয়ন করিল। প্রচণ্ড বেগশালী বানরগণ হৃষ্ট ও মধুপানে মত্ত হইয়া পরস্পরকে দূরে নিক্ষেপ করিতে লাগিল। কেহ আনন্দে কূজন, কেহ বা চীৎকার করিতে লাগিল, কেহ বা স্খলিত হইয়া পড়িল। ৮—১৩। কতকগুলি বানর মধুপানে উন্মত্ত হইয়া ভূতলে নিদ্রিত হইল। কেহ নির্লজ্জভাবে হাস্য, কেহ বা ক্রন্দন করিতে লাগিল। কেহ একপ্রকার কার্য্য অন্যরূপে ব্যক্ত করিল, কেহ বা বাক্যের প্রকৃত অর্থ ছাড়িয়া অপরার্থ পরিগ্রহ করিতে লাগিল। দধিমুখের অধীনে যে সকল অনুচর ঐ কাননরক্ষায় নিযুক্ত ছিল, ভয়ঙ্কর বানরগণ তাহাদিগের পাদদ্বয় ধরিয়া আকাশে উৎক্ষেপ করিল। এইরূপ উৎপীড়নবশতঃ তাহারা ভীত হইয়া দশদিকে পলায়ন করিল। তাহারা নিরতিশয় উৎকণ্ঠিতচিত্তে দধিমুখের নিকটে নিবেদন করিল যে, হনুমানের অনুমতিক্রমে বানরেরা বলপূর্ব্বক মধুবন ভগ্ন করত আমাদের পদদ্বয় আকর্ষণ করিয়া আমাদিগকে আকাশমার্গে উৎক্ষেপ করিয়াছে। ১৪—১৮। তখন বনপাল বানরপ্রধান দধিমুখ তাহাদের কথা শুনিয়া রাগান্বিত হইলেন। পরিশেষে সেই বানরদিগকে সান্ত্বনা করিয়া বলিলেন, "অগ্রে তোমরা যাও, আমিও তোমাদের সহিত যাইয়া পরে মধুপানরত বলগর্ব্বিত সেই বানরগণকে বলপূর্ব্বক নিবারণ করিতেছি।" সেই বীরবর বানরগণ, দধিমুখের এই কথা শুনিয়া তাঁহার সহিত পুনরায় মধুবনের দিকে চলিল। সেই বানরগণ অতিক্রুদ্ধ ধাবিত হইলে, দধিমুখ বিশাল বৃক্ষ গ্রহণ করিয়া তাহাদের মধ্যে যাইতে লাগিলেন। সেই বানরেরা ক্রোধবশতঃ বৃক্ষ এবং প্রস্তর লইয়া হনুমান্ প্রভৃতি বানরপ্রধানদিগের নিকটে আসিতে লাগিল। ক্রমশঃ তাহাদের নিকটে উপস্থিত হইয়া কোপে ওষ্ঠপুট দংশন করিয়া তাহারা বারংবার তিরস্কারপূর্ব্বক বাহুবলে বানরদিগকে নিবারণ করিতে লাগিল। ১৯—২৪। পরে হনুমান প্রভৃতি বানরপুঙ্গবগণ দধিমুখকে ক্রোধান্বিত দেখিয়া সবেগে ধাবিত হইল। প্রবলবলসম্পন্ন মহাবাহু দধিমুখ অতিবেগে আগমন করিবামাত্র অঙ্গদ ক্রুদ্ধ হইয়া বৃক্ষের সহিত তাঁহাকে বাহুদ্বারা গ্রহণ করিলেন। এই মদান্ধ দধিমুখ

অথৈনং নিষ্পিপেষাশু বেগেন বসুধাতলে ॥ ২৭
স ভগ্নবাহূরুমুখো বিহ্বলঃ শোণিতোক্ষিতঃ।
প্রমুমোহ মহাবীরো মুহূর্ত্তং কপিকুঞ্জরঃ ॥ ২৮
স কথঞ্চিদ্বিমুক্তস্তৈর্ব্বানরৈর্বানরর্ষভঃ।
উবাচৈকান্তমাগত্য স্বান্ ভৃত্যান্ সমুপাগতান্ ॥ ২৯
এত গচ্ছত গচ্ছামো ভর্ত্তা নো যত্র বানরঃ।
সুগ্রীবো বিপুলগ্রীবঃ সহ রামেণ তিষ্ঠতি ॥ ৩০
সর্ব্বাঞ্চৈবাঙ্গদে দোষং শ্রাবয়িষ্যামো পার্থিবে।
অমর্ষী বচনং শ্রুত্বা ঘাতয়িষ্যতি বানরান্ ॥ ৩১
ইষ্টং মধুবনং হ্যেতৎ সুগ্রীবস্য মহাত্মনঃ।
পিতৃপৈতামহং দিব্যং দেবৈরপি দুরাসদম্ ॥ ৩২
স বানরানিমান্ সর্ব্বান্ মধুলুব্ধান্ গতায়ুষঃ।
ঘাতয়িষ্যতি দণ্ডেন সুগ্রীবঃ সসুহৃজ্জনান্। ৩৩
বধ্যা হ্যেতে দুরাত্মানো নৃপাজ্ঞাপরিপন্থিনঃ।
অমর্ষপ্রভবো রোষঃ সফলো মে ভবিষ্যতি ॥ ৩৪
এবমুক্ত্বা দধিমুখো বনপালান্ মহাবলঃ।
জগাম সহসোৎপত্য বনপালৈঃ সমন্বিতঃ ॥ ৩৫
নিমেষান্তরমাত্রেণ স হি প্রাপ্তো বনালয়ঃ।

সহস্রাংশুসুতো ধীমান্ সুগ্রীবো যত্র বানরঃ ॥ ৩৬
রামঞ্চ লক্ষ্মণঞ্চৈব দৃষ্ট্বা সুগ্রীবমেব চ।
সমপ্রতিষ্ঠাং জগতীমাকাশান্নিপপাত হ ॥ ৩৭
স নিপত্য মহাবীরঃ সর্ব্বৈস্তৈঃ পরিবারিতঃ।
হরির্দধিমুখঃ পালৈঃ পালানাং পরমেশ্বরঃ ॥ ৩৮
স দীনবদনো ভূত্বা কৃত্বা শিরসি চাঞ্জলিম্।
সুগ্রীবস্যাশু তৌ মূর্দ্ধ্না চরণৌ প্রত্যপীড়য়ৎ ॥ ৩৯
ইতি সুন্দরকাণ্ডে দ্বিষষ্টিতমঃ সর্গঃ ॥ ৬২ ॥

ত্রিষষ্টিতমঃ সর্গঃ।

ততো মূর্দ্ধ্না নিপতিতং বানরং বানরর্ষভঃ।
দৃষ্ট্বৈবে দিগ্নহৃদয়ো বাক্যমেতদুবাচ হ ॥ ১
উত্তিষ্ঠোত্তিষ্ঠ কস্মাৎ ত্বং পাদয়োঃ পতিতো মম।
অভয়ং তে প্রদাস্যামি সত্যমেবাভিধীয়তাম্ ॥ ২
কিং সম্ভ্রমাদ্ধিতং কৃৎস্নং ব্রূহি যদ্বক্তুমর্হসি।
কচ্চিন্মধুবনে স্বস্তি শ্রোতুমিচ্ছামি বানর ॥ ৩
স সমাশ্বাসিতস্তেন সুগ্রীবেণ মহাত্মনা।
উত্থায় স মহাপ্রাজ্ঞো বাক্যং দধিমুখোঽব্রবীৎ ॥ ৪
নৈবর্ক্ষরজসা রাজন্ ন ত্বয়া ন চ বালিনা।

সুগ্রীবের মাতুল, সুতরাং আমার পূজ্য, ইহা মনে করিয়াও অঙ্গদ তাঁহার প্রতি দয়া প্রকাশ করিলেন না, পরন্তু সকলে তাঁহাকে ভূমিতলে নিষ্পিষ্ট করিলেন। তখন কপিকুঞ্জর মহাবীর দধিমুখের বাহু, উরু এবং মুখ ভগ্ন হওয়ায় তিনি বিহ্বল হইয়া রক্ত বমন করিতে করিতে ক্ষণকাল মূর্চ্ছিত হইলেন। সেই বানরবর অতি কষ্টে বানরদিগের হস্ত হইতে নিস্তার পাইয়া নিভৃতে আসিয়া সমীপাগত তাঁহার ভৃত্যদিগকে কহিলেন যে, আমাদিগের রাজা বিশালগ্রীব সুগ্রীব রামের সহিত যথায় আছেন আইস, আমরা তথায় যাই। পরে এই সকল দোষই অঙ্গদের উপর নিক্ষেপ করিয়া রাজসন্নিধানে নিবেদন করিব। সেই অমর্ষ-পরবশ রাজা ইহা শুনিলেই সমস্ত বানরদিগকে বিনষ্ট করিবেন। ২৫—৩১। এই মনোহর মধুবন মহাত্মা সুগ্রীবের অতীব প্রিয়, বিশেষতঃ পিতৃপিতা-মহের অধিকৃত এবং দেবতাদিগেরও দুর্লভ, অতএব সুগ্রীব দণ্ডদ্বারা এই মৃতপ্রায় মধুলোভী বানরদিগকে সবান্ধবে বিনষ্ট করিবেন। বিশেষতঃ এই দুরাত্মারা রাজ-আজ্ঞার পরিপন্থী, অতএব ইহারা অবশ্য বধ্য; তাহা হইলে আমার অসহিষ্ণুতা-জনিত রোষও সফল হইবে। মহাবল দধিমুখ, বনপালদিগকে ইহা বলিয়া সেই অনুচরগণের সহিত উল্লম্ফনপূর্ব্বক সত্বর গমন করিলেন। সেই বনবাসী বানর নিমেষ-মধ্যেই সূর্য্যপুত্র ধীমান্ সুগ্রীবের নিকটে যাইয়া রাম, লক্ষ্মণ, সুগ্রীব এবং সমতল ভূমি দেখিয়া আকাশ হইতে নিপতিত হইলেন। বনপালপ্রধান মহাবীর দধিমুখ সমস্ত বনপালে পরিবৃত হইয়া দীন-বদনে কৃতাঞ্জলিপুটে সুগ্রীবের পদযুগলে পতিত হইলেন। ৩২—৩৯।

ত্রিষষ্টিতম সর্গ।

দধিমুখ নতশিরে সুগ্রীবের পদতলে পতিত হইলে, বানরপতি সুগ্রীব দেখিবামাত্র উৎকণ্ঠিতচিত্তে তাঁহাকে বলিলেন, "আপনি আমার পদতলে পড়িলেন কেন? উঠুন, উঠুন। আমি আপনাকে অভয়দান করিতেছি, আপনি যথার্থ কথা বলুন—কাহার ভয়ে এখানে আসিয়াছেন? আপনি যখন কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য সকলই বলিতে পারেন, তখন যাহাতে সকল বিষয়ে মঙ্গল হয়, আপনি তাহাই বর্ণন করুন। বানর! আমি মধুবনের শুভ সংবাদ শুনিতে ইচ্ছা করি।" ১—৩। সেই মহাপ্রাজ্ঞ দধিমুখ মহাত্মা সুগ্রীবের আশ্বাসবাক্যে উত্থিত হইয়া বলিলেন, "রাজন্! বালী, আপনি কিংবা ঋক্ষরাজ মধুবনে বানরদিগকে

বনং নিসৃষ্টপূর্ব্বং তে নাশিতং তত্তু বানরৈঃ ॥ ৫
তবারয়মহং সর্ব্বান্ সহৈভিব নচারিভিঃ।
অচিন্তয়িত্বা মাং হৃষ্টা ভক্ষয়ন্তি পিবন্তি চ ॥ ৬
এভিঃ প্রধর্ষণায়াঞ্চ বারিতং বনপালকৈঃ।
মামপ্যচিন্তয়ন্ দেব ভক্ষয়ন্তি বনৌকসঃ ॥ ৭
শিষ্টমত্রাপবিধ্যন্তি ভক্ষয়ন্তি তথাপরে।
নিবার্য্যমাণাস্তে সর্ব্বে ভ্রূকুটিং দর্শয়ন্তি হি ॥ ৮
ইমে হি সংরক্তনয়নাস্তদা তৈঃ সম্প্রধর্ষিতাঃ।
নিবার্য্যন্তে বনাৎ তস্মাৎ ক্রুদ্ধৈব নরপুঙ্গবৈঃ ॥ ৯
ততস্তৈব হুভিবীরৈব নিরৈব নিরর্ষভাঃ।
সংরক্তনয়নৈঃ ক্রোধান্ধরয়ঃ সম্প্রধর্ষিতাঃ ॥ ১০
পাণিভির্নিহতাঃ কেচিৎ কেচিজ্জানুভিরাহতাঃ।
প্রকৃষ্টাশ্চ তদা কামং দেবমার্গঞ্চ দর্শিতাঃ ॥ ১১
এবমেতে হতাঃ শূরাস্ত্বয়ি তিষ্ঠতি ভর্ত্তরি।
কৃৎস্নং মধুবনঞ্চৈব প্রকামং তৈশ্চ ভক্ষ্যতে ॥ ১২
এবং বিজ্ঞাপ্যমানং তং সুগ্রীবং বানরর্ষভম্।
অপৃচ্ছৎ তং মহাপ্রাজ্ঞো লক্ষ্মণঃ পরবীরহা ১৩
কিময়ং বানরো রাজন্ বনপঃ প্রত্যুপস্থিতঃ।
কঞ্চার্থমভিনির্দ্দিশ্য দুঃখিতো বাক্যমব্রবীৎ ॥ ১৪
এবমুক্তস্তু সুগ্রীবো লক্ষ্মণেন মহাত্মনা।
লক্ষ্মণং প্রত্যুবাচেদং বাক্যং বাক্যবিশারদঃ ॥ ১৫
আর্য্য লক্ষ্মণ সম্প্রাহ বীরো দধিমুখঃ কপিঃ।
অঙ্গদপ্রমুখৈর্বীরৈর্ভক্ষিতং মধু বানরৈঃ ॥ ১৬
নৈষামকৃতকার্য্যানামীদৃশঃ স্যাদ্ব্যতিক্রমঃ।
বনং যদভিপন্নাস্তে সাধিতং কর্ম্ম তদ্ধ্রুবম্ ॥ ১৭
বারয়ন্তো ভৃশং প্রাপ্তাঃ পালা জানুভিরাহতাঃ।
তথা ন গণিতাশ্চায়ং কপির্দধিমুখো বলী ॥ ১৮
পতির্মম বনস্যায়মস্মাভিঃ স্থাপিতঃ স্বয়ম্।
দৃষ্টা দেবী ন সন্দেহো ন চান্যেন হনুমতা ॥ ১৯
ন হ্যন্যঃ সাধনে হেতুঃ কর্ম্মণোঽস্য হনুমতঃ।
কার্য্যসিদ্ধির্হনুমতি মতিশ্চ হরিপুঙ্গবে।
ব্যবসায়শ্চ বীর্য্যঞ্চ শ্রুতঞ্চাপি প্রতিষ্ঠিতম্ ॥ ২০
জাম্ববান্ যত্র নেতা স্যাদঙ্গদশ্চ মহাবলঃ ॥
হনুমাংশ্চাপ্যধিষ্ঠাতা ন তত্র গতিরন্যথা ॥ ২১

উপভোগের জন্য কখন আদেশ করেন নাই, কিন্তু বানরেরা এখন সেই বন বিনষ্ট করিয়াছে। এই বনচারীদিগের সহিত আমি তাহাদিগকে নিবারণ করা সত্ত্বেও তাহারা আমাকে অবজ্ঞা করিয়া ফল ভক্ষণ এবং মধুপানে প্রবৃত্ত হইয়াছে। দেব! হনমান্ প্রভৃতি বানরগণ বন বিনষ্ট করিতে প্রবৃত্ত হইলে, আমি এই বনপালবর্গে পরিবৃত হইয়া তথায় গিয়াছিলাম, কিন্তু সেই বনবাসীরা আমাকে এবং অন্যান্য সকলকেই অবজ্ঞাপূর্ব্বক মধু পান করিতে আরম্ভ করিয়াছে। বোধ হয়, নিঃশেষ করিয়াই এখানে আসিবে। তাহারা নিবারিত হইয়াও সকলে ভ্রূকুটি করিতে লাগিল; কেহ বা আহারে তৎপর হইল। ৪—৮। তখন আমার অনুচরবর্গ নিবারণ করিবার নিমিত্ত যৎপরোনাস্তি যত্ন করিতে গিয়া সেই ক্রোধ-পরায়ণ বানর-পুঙ্গবকর্ত্তৃক নিপীড়িত হইয়া সেই বন হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইয়াছে। সেই সকল প্রধান প্রধান বানর-বীরেরা ক্রোধে চক্ষু রক্তবর্ণ করিয়া বানর সকলকে নিপীড়িত করিতে লাগিল; কেহ ভগ্নবাহু, কেহ ভগ্নজানু হইয়া আহত হইল, তখন কোন কোন বানর আকাশমার্গে উৎক্ষিপ্ত হইল। আপনি প্রভু থাকিতেও এই বানরেরা এইরূপে আহত হইয়াছে, আর তাহারা সেই বন হইতে সমস্ত মধু নিঃশেষে পান করিতেছে। ৯—১২। বানরশ্রেষ্ঠ সুগ্রীব এইরূপে সমস্ত বৃত্তান্ত শুনিতেছেন, ইত্যবসরে শত্রুসূদন মহাপ্রাজ্ঞ লক্ষ্মণ তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "রাজন্! এই উপস্থিত বানর কি বনপাল? এ কোন্ বিষয়ের উল্লেখ করিয়া দুঃখিতভাবে কথা কহিতেছে?" মহাত্মা লক্ষ্মণের কথা শুনিয়া বাক্য বিশারদ সুগ্রীব তাঁহার কথায় উত্তর করিলেন, "আর্য্য লক্ষ্মণ! বানরবীর দধিমুখ কহিতেছেন যে, অঙ্গদ প্রভৃতি বানরবীরগণ মধু ভক্ষণ করিয়াছে।" ইহাতে বোধ হয়, তাহারা কৃতকার্য্য হইয়া আসিয়াছে; তাহা না হইলে কখন এইরূপ ব্যতিক্রম হইত না। যখন তাহারা বনধ্বংসে প্রবৃত্ত হইয়াছে, তখন সেই কার্য্য সমাধা করিয়াছে, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। ১৩—১৭। এই বনপাল নিবারণ করিতে গিয়া তাহাদের জানুপ্রহারে নিতান্ত আহত হইয়া আমার নিকটে আসিয়াছে। এই বলবান্ দধিমুখ বানর আমার বনের অধীশ্বর। আমরা স্বয়ং ইঁহাকে তথায় নিযুক্ত করিয়াছি। বোধ হয়, তাহারা ইঁহাকে গ্রাহ্য করে নাই। হনমান্, দেবীর সাক্ষাৎ লাভ করিয়াছেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। যেহেতু তাহা অন্য কাহারও সাধ্য নহে। অধিক কি, হনমান্ ব্যতীত অপর কাহার দ্বারাই এই কার্য্য নির্ব্বাহ হইতে পারে না। কার্য্যসিদ্ধি-বুদ্ধি, ব্যবসায়, বীর্য্য এবং বিদ্যা সকলই বানরশ্রেষ্ঠ হনমানে প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। মহাবল অঙ্গদ এবং জাম্ববান্ যে দলের অধিনায়ক, হনূমান্ যাহাদের অধিষ্ঠাতা, তাহাদের মধ্যে কখন

অঙ্গদপ্রমুখৈর্বীরৈর্হতং মধুবনং কিল ॥ ২২
বিচিত্য দক্ষিণামাশামাগতৈর্হরিপুঙ্গবৈঃ।
আগতৈশ্চ প্রবিষ্টং তদ্‌যথা মধুবনং হি তৈঃ ॥ ২৩
ধর্ষিতঞ্চ বনং কৃৎস্নমুপযুক্তন্তু বানরৈঃ।
পাতিতা বনপালাস্তে তদা জানুভিরাহতাঃ ॥ ২৪
এতদর্থমযং প্রাপ্তো বক্তুং মধুরবাগিহ।
নাম্না দধিমুখো নাম হরিঃ প্রখ্যাতবিক্রমঃ ॥ ২৫
দৃষ্টা সীতা মহাবাহো সৌমিত্রে পশ্য তত্ত্বতঃ।
অভিগম্য যথা সর্ব্বে পিবন্তি মধু বানরাঃ ॥ ২৬
ন চাপ্যদৃষ্ট্বা বৈদেহীং বিশ্রুতাঃ পুরুষর্ষভ।
বনং দত্তবরং দিব্যং ধর্ষয়েয়ুর্বনৌকসঃ ॥ ২৭
ততঃ প্রহৃষ্টো ধর্ম্মাত্মা লক্ষ্মণঃ সহরাঘবঃ।
শ্রুত্বা কর্ণসুখাং বাণীং সুগ্রীববদনচ্যুতাম্ ॥ ২৮
প্রাহৃষ্যত ভৃশং রামো লক্ষ্মণশ্চ মহাযশাঃ
শ্রুত্বা দধিমুখস্যৈবং সুগ্রীবস্তু প্রহৃষ্য চ ॥ ২৯
বনপালং পুনর্বাক্যং সুগ্রীবঃ প্রত্যভাষত।
প্রীতোঽস্মি সোঽহং যদ্ভুক্তং বনং তৈঃ কৃতকর্ম্মভিঃ ॥ ৩০
ধর্ষিতং মর্ষণীয়ঞ্চ চেষ্টিতং কৃতকর্ম্মণাম্।
গচ্ছ শীঘ্রং মধুবনং সংরক্ষস্ব ত্বমেব হি।
শীঘ্রং প্রেষয় সর্ব্বাংস্তান্ হনূমৎপ্রমুখান্ কপীন্ ॥ ৩১
ইচ্ছামি শীঘ্রং হনুমৎপ্রধানান্
শাখামৃগাংস্তান্ মৃগরাজদর্পান্।
দ্রষ্টুং কৃতার্থান্ সহ রাঘবাভ্যাং
শ্রোতুঞ্চ সীতাধিগমে প্রযত্নম্ ॥ ৩২
প্রীতিস্ফীতাক্ষৌ সম্প্রহৃষ্টৌ কুমারৌ
দৃষ্ট্বা সিদ্ধার্থৌ বানরাণাঞ্চ রাজা।
অঙ্গৈঃ প্রহৃষ্টৈঃ কার্য্যসিদ্ধিং বিদিত্বা
বাহ্বোরাসন্নামতিমাত্রং ননন্দ ॥ ৩৩
ইতি সুন্দরকাণ্ডে ত্রিষষ্টিতমঃ সর্গঃ ॥ ৬৩ ॥

চতুঃষষ্টিতমঃ সর্গঃ।

সুগ্রীবেণৈবমুক্তস্তু হৃষ্টো দধিমুখঃ কপিঃ।
রাঘবং লক্ষ্মণঞ্চৈব সুগ্রীবঞ্চাভ্যবাদয়ৎ ॥ ১
স প্রণম্য চ সুগ্রীবং রাঘবৌ চ মহাবলৌ।
বানরৈঃ সহিতঃ শূরৈর্দিবমেবোৎপপাত হ ॥ ২
স যথৈবাগতঃ পূর্ব্বং তথৈব ত্বরিতং গতঃ।
নিপত্য গগনাদ্ভূমৌ তদ্বনং প্রাবিবেশ হ ॥ ৩
স প্রবিষ্টো মধুবনং দদর্শ হরিযূথপান্।

বিপরীত আচরণ হওয়া সম্ভব নহে। অঙ্গদ প্রভৃতি প্রধান প্রধান বানরবীরগণ দক্ষিণ দিক্ অন্বেষণপূর্ব্বক প্রত্যাগত হইয়া, মধুবন ধ্বংস করিয়াছে, সন্দেহ নাই। সেই সমাগত বানরগণ মধুবনমধ্যে প্রবেশ করিয়া, সমস্ত বন ধ্বংস এবং তৎকালে জানুপ্রহারে বনপালগণকে আহত করিয়া পাতিত করিয়াছে, ইহা উপযুক্তই হইয়াছে। ১৮—২৪। এই বিখ্যাত-বিক্রম মধুরভাষী বানরবর দধিমুখ এই সংবাদ জানাইবার জন্য আমার নিকটে আসিয়াছেন। হে মহাবাহু সৌমিত্রে! আপনি বিচার করিয়া দেখুন, বানরগণ যখন সমাগত হইয়াই মধুপানে নিরত হইয়াছে, তখন অবশ্যই সীতাদেবীর দর্শন লাভ করিয়াছে, সন্দেহ নাই। হে পুরুষর্ষভ! বনবাসী বিখ্যাত বানরগণ বৈদেহীর দেখা না পাইয়া কখনই দেবদত্ত এই দিব্য বন ভঙ্গে প্রবৃত্ত হয় নাই।" ২৫—২৭। তখন ধর্ম্মাত্মা রাম এবং যশস্বী লক্ষ্মণ সুগ্রীবের মুখবিনিঃসৃত শ্রবণ-সুখকর মধুর কথা শুনিয়া অতীব হৃষ্ট হইলেন; পরন্তু সুগ্রীব, বনপাল দধিমুখের এই সকল কথা শুনিয়া আহ্লাদিত হইয়া তাঁহাকে পুনরায় কহিলেন, —"তাহারা যে কৃতকার্য্য হইয়া বনোপভোগ করিয়াছে, ইহাতে আমি অত্যন্ত আহ্লাদিত হইলাম। যখন তাহারা সফলতা লাভ করিয়া আসিয়াছে, তখন তাহাদের কৃত অপমানাদি অবশ্য সহ্য করিতে হইবে। তুমি শীঘ্র গিয়া মধুবনরক্ষায় প্রবৃত্ত হও, আর হনূমান্ প্রভৃতি বানরগণকে অবিলম্বে আমার নিকটে পাঠাইবে। সিংহের ন্যায় পরাক্রম হনুমান্ প্রভৃতি শাখামৃগগণ কৃতকার্য্য হইয়াছে, অতএব আমি রামচন্দ্র ও লক্ষ্মণের সহিত শীঘ্র তাহাদিগের সহিত দেখা করিয়া, সীতা-দেবী-লাভের জন্য তাহারা কি কি চেষ্টা করিয়াছে, তাহা শুনিব।" রামচন্দ্র ও লক্ষ্মণের হর্ষে সর্ব্বাঙ্গ পুলকিত ও নয়নযুগল বিস্ফারিত হইয়া উঠিল। বানররাজ সুগ্রীব তাঁহাদিগকে অভীষ্টসাধকের ন্যায় দেখিয়া পুলকিত হইলেন। অধিক কি, যেন কার্য্য-সিদ্ধি হস্তগতই হইয়াছে, এইরূপ বিবেচনায় তিনি সাতিশয় আহ্লাদিত হইলেন। ২৮—৩৩।

চতুঃষষ্টিতম সর্গ।

বানরশ্রেষ্ঠ দধিমুখ, সুগ্রীবের এইরূপ কথা শুনিয়া, আহ্লাদিত হইয়া, মহাবল রঘুনন্দন রামচন্দ্র, লক্ষ্মণ ও সুগ্রীবকে অভিবাদন করিয়া, শৌর্য্যসম্পন্ন বানরগণ সহ আকাশপথে উৎপতিত হইলেন। তিনি যেরূপ শীঘ্রগতিতে আসিয়াছিলেন, সেইরূপ বেগে গমন করত গগন হইতে ভূতলে নিপতিত হইয়া মধুবনমধ্যে

বিমদানুদ্ধতান্ সর্ব্বান্ মেহমানান্ মধূদকম্ ॥ ৪
স তানুপাগমদ্বীরো বদ্ধা করপুটাঞ্জলিম্।
উবাচ বচনং শ্লক্ষ্ণমিদং হৃষ্টবদঙ্গদম্ ॥ ৫
সৌম্য রোষো ন কর্ত্তব্যো যদেভিঃ পরিবারণম্।
অজ্ঞানাদ্রক্ষিভিঃ ক্রোধাদ্ভবন্তঃ প্রতিষেধিতাঃ ॥ ৬
শ্রান্তো দূরাদনুপ্রাপ্তো ভক্ষয়স্ব স্বকং মধু।
যুবরাজস্ত্বমীশশ্চ বনস্যাস্য মহাবল।
মৌর্খ্যাৎ পূর্ব্বং কৃতো রোষস্তদ্ভবান ক্ষন্তুমর্হতি ॥ ৭
যথৈব হি পিতা তেঽভূৎ পূর্ব্বং হরিগণেশ্বরঃ।
তথা ত্বমপি সুগ্রীবো নান্যস্তু হরিসত্তম ॥ ৮
আখ্যাতং হি ময়া গত্বা পিতৃব্যস্য তবানঘ।
ইহোপযানং সর্ব্বেষামেতেষাং বনচারিণাম্ ॥ ৯
ভবদাগমনং শ্রুত্বা সহৈভির্বনচারিভিঃ
প্রহৃষ্টো ন তু রুষ্টোঽসৌ বনং শ্রুত্বা প্রধর্ষিতম্ ॥ ১০
প্রহৃষ্টো মাং পিতৃব্যস্তে সুগ্রীবো বানরেশ্বরঃ।
শীঘ্রং প্রেষয় সর্ব্বাংস্তানিতি হোবাচ পার্থিবঃ ॥ ১১
শ্রুত্বা দধিমুখস্যৈতদ্বচনং শ্লক্ষ্ণমঙ্গদঃ।
অব্রবীৎ তান্ হরিশ্রেষ্ঠান্ বাক্যং বাক্যবিশারদঃ ॥ ১২
শঙ্কে শ্রুতোঽয়ং বৃত্তান্তো রামেণ হরিযূথপাঃ ॥ ১৩
অয়ঞ্চ হর্ষাদাখ্যাতি তেন জানামি হেতুনা
তৎ ক্ষমং নেহ নঃ স্থাতুং কৃতে কার্য্যে পরন্তপাঃ ॥ ১৪
পীত্বা মধু যথাকামং বিক্রান্তা বনচারিণঃ।
কিং শেষং গমনং তত্র সুগ্রীবো যত্র বানরঃ ॥ ১৫
সর্ব্বে যথা মাং বক্ষ্যন্তি সমেত্য হরিপুঙ্গবাঃ।
তথাস্মি কর্ত্তা কর্ত্তব্যে ভবদ্ভিঃ পরবানহম্ ॥ ১৬
নাজ্ঞাপয়িতুমীশোঽহং যুবরাজোঽস্মি যদ্যপি।
অযুক্তং কৃতকর্ম্মাণো যূয়ং ধর্ষয়িতুং বলাৎ ॥ ১৭
ব্রুবতশ্চাঙ্গদস্যৈবং শ্রুত্বা বচনমুত্তমম্।
প্রহৃষ্টমনসো বাক্যমিদমূচুর্বনৌকসঃ ॥ ১৮
এবং বক্ষ্যতি কো রাজন্ প্রভুঃ সন্ বানরর্ষভ।
ঐশ্বর্য্যমদমত্তো হি সর্ব্বোঽহমিতি মন্যতে ॥ ১৯
তব চেদং সুসদৃশং বাক্যং নান্যস্য কস্যচিৎ।
সন্নতির্হি তবাখ্যাতি ভবিষ্যচ্ছুভযোগ্যতাম্ ॥ ২০
সর্ব্বে বয়মপি প্রাপ্তাস্তত্র গন্তুং কৃতক্ষণাঃ।

প্রবেশ করিলেন। সেই সময় সেই উদ্ধত বানরযূথপতিগণ মধুপানে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত মূত্র পরিত্যাগ করিয়া, হৃষ্টচিত্তে কালযাপন করিতেছে—বীর দধিমুখ তাহাদের এই অবস্থা অবলোকনপূর্ব্বক যোড়হাতে নিকটে আসিয়া হৃষ্টচিত্ত অঙ্গদকে মধুর কথায় ইহা কহিলেন। ১—৫। —"হে সৌম্য! এই বনরক্ষক বানরগণ অজ্ঞান বশতঃ ক্রোধের বশীভূত হইয়া, আপনাদিগকে যে নিবারণ করিয়াছিল, সে বিষয়ে আপনার ক্রোধ করা কর্ত্তব্য নহে। হে মহাবল! আপনি যুবরাজ, সুতরাং আপনিই এই বনের অধীশ্বর। বিশেষতঃ দূর হইতে আসিয়া অত্যন্ত ক্লান্ত হইয়াছেন, অতএব স্বীয় পেয় মধু পান করুন। আর আমি মূর্খতাবশতঃ পূর্ব্বে আপনার প্রতি যে ক্রোধ প্রকাশ করিয়াছিলাম, আপনি তাহা ক্ষমা করিবেন। হে বানরশ্রেষ্ঠ! পূর্ব্বে যেমন আপনার পিতা বানরগণের অধীশ্বর ছিলেন, অধুনা সুগ্রীব এবং আপনি সেইরূপ বানরগণের অধীশ্বর। হে অনঘ! আপনার পিতৃব্যের নিকটে গিয়া এই বনচারী বানরগণের তত্রত্য আগমন বৃত্তান্ত বর্ণন করিয়াছিলাম। তিনি বন বিনাশের কথা শুনিয়া কুপিত হইলেন না, বরং এই বনচারিগণের এবং আপনার আগমন কথা শুনিয়া অত্যন্ত প্রীত হইলেন। আপনার পিতৃব্য অবনীপাল বানরেশ্বর সুগ্রীব আহ্লাদিত হইয়া আমাকে কহিলেন যে, তাহাদিগকে শীঘ্র আমার নিকটে পাঠাইবে। বাক্যবিশারদ অঙ্গদ দধিমুখের মনোহর কথা শুনিয়া প্রধান প্রধান বানরগণকে কহিলেন,—"হে হরিযূথপতিগণ! এই দধিমুখ হর্ষবশতঃ সুগ্রীব-সন্দেশ কহিতেছে, ইহাতেই নিশ্চয় জানা যাইতেছে যে, রাম এই কথা শুনিয়াছেন। অতএব হে পরন্তপ বানরবৃন্দ! আমাদিগের কার্য্য সম্পন্ন হইয়াছে, আর এখানে থাকা যুক্তিযুক্ত নহে। ৬—১৩। হে বিক্রান্ত বনচারিগণ! যথেষ্ট মধু পান করা হইয়াছে, বিন্দুমাত্র অবশিষ্ট নাই। এখন বানরপ্রধান সুগ্রীবের নিকটে গমন করা উচিত। হে বানরবরগণ! আপনারা ব্যতীত আমার কার্য্য সিদ্ধ হইতে পারে না; সুতরাং আমি আপনাদিগেরই অধীন। অতএব আপনারা মিলিত হইয়া আমাকে যাহা কহিবেন, তাহাই করিব। যদিও আমি যুবরাজ, তথাপি আপনাদিগকে কোন বিষয়ে আদেশ করিতে পারি না। কারণ আপনারা প্রবীণ, আপনাদের উপরে কোন কথা বলা উচিত নহে। বনবাসী বানরগণ, অঙ্গদের এবম্প্রকার মনোহর কথা শুনিয়া হৃষ্টচিত্তে কহিল। ১৪—১৮ "হে রাজন্! ঐশ্বর্য্যমদে মত্ত হইয়া সকলেই আত্মাভিমানী হয়, কিন্তু কোন্ ব্যক্তি প্রভু হইয়া এইরূপ কহিতে পারে? হে বানরশ্রেষ্ঠ! এই কথা আপনারই অনুরূপ কথা;—অন্য কাহারও ঈদৃশ কথা শোভা পায় না। বস্তুত আপনার বিনয়ই ভাবি-ভাগ্যোন্নতির পরিচয় দিতেছে। অধিক কি, আমরা এখানে আসিয়া অবধি বানরবীর-

স যত্র হরিবীরাণাং সুগ্রীবঃ পতিরব্যয়ঃ ॥ ২১
ত্বয়া হ্যনুক্তৈর্হরিভির্নৈব শক্যং পদাৎ পদম্ ।
ক্বচিদ্গন্তুং হরিশ্রেষ্ঠ ব্রূমঃ সত্যমিদন্তু তে ॥ ২২
এবন্তু বদতাং তেষ মঙ্গদং প্রত্যভাষত ।
সাধু গচ্ছাম ইত্যুক্ত্বা খমুৎপেতুর্মহাবলাঃ ॥ ২৩
উৎপতন্তমনুৎপেতুঃ সর্ব্বে তে হরিযূথপাঃ ।
কৃত্বাকাশং নিরাকাশং যন্ত্রোৎক্ষিপ্তা ইবোপলাঃ ॥ ২৪
অঙ্গদং পুরতঃ কৃত্বা হনূমন্তঞ্চ বানরম্ ।
তেঽম্বরং সহসোৎপত্য বেগবন্তঃ প্লবঙ্গমাঃ ।
বিনদন্তো মহানাদং ঘনা বাতেরিতা যথা ॥ ২৫
অঙ্গদে সমনুপ্রাপ্তে সুগ্রীবো বানরেশ্বরঃ ।
উবাচ শোকসন্তপ্তং রামং কমললোচনম্ ॥ ২৬
সমাশ্বসিহি ভদ্রং তে দৃষ্টা দেবী ন সংশয়ঃ ।
নাগন্তুমিহ শক্যং তৈরতীতসময়ৈরিহ ॥ ২৭
অঙ্গদস্য প্রহর্ষাচ্চ জানামি শুভদর্শন ॥ ২৮
ন মৎসকাশমাগচ্ছেৎ কৃত্যে হি বিনিপাতিতে ।
যুবরাজো মহাবাহুঃ প্লবতামঙ্গদো বরঃ ॥ ২৯
যদ্যপ্যকৃতকৃত্যানামীদৃশঃ স্যাদুপক্রমঃ ।

গণের রাজা সুগ্রীবের নিকটে যাইবার নিমিত্ত নিতান্ত উৎসুক হইয়াছি। হে বানরশ্রেষ্ঠ! আপনার আদেশ ব্যতীত বানরগণ একপদও কোথাও যাইতে সক্ষম হইবে না, ইহা আপনার নিকটে সত্য কহিলাম। ১৯—২২। তখন অঙ্গদ, বানরবর্গকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "তোমরা উত্তম কহিয়াছ, এস, এখন আমরা যাই।" মহাবল বানরগণ "যাইতেছি" এই কথা বলিয়া আকাশপথে উৎপতিত হইল। অঙ্গদ আকাশে উঠিলে, হরিযূথপতিগণ আকাশমণ্ডল আচ্ছাদনপূর্ব্বক যন্ত্রোৎক্ষিপ্ত শিলাখণ্ডের ন্যায়, অতি-বেগে তাঁহার পশ্চাৎ গমন করিল। বেগবান্ বানর-গণ,—কপিবর অঙ্গদ ও হনূমান্‌কে অগ্রে লইয়া, সহসা আকাশতলে উৎপতিত হইয়া বায়ুসঞ্চালিত মেঘমালার ন্যায় ঘোরতর নিনাদ করিতে করিতে, গমন করিতে লাগিল। অঙ্গদ নিকটবর্ত্তী হইলে, বানররাজ সুগ্রীব শোক-সন্তপ্তচিত্ত কমললোচন রামচন্দ্রকে কহিলেন,—"হে শুভদর্শন! আপনার মঙ্গল, আপনি আশ্বাসিত হউন। অঙ্গদের সহর্ষ নিনাদদ্বারা বিলক্ষণ বিশ্বাস জন্মিতেছে যে, দেবী ইহা-দের নয়ন-পথে পতিত হইয়াছেন;—নতুবা সময় অতি-বাহিত করিয়া, ইহারা এখানে আসিতে কখন সক্ষম হইত না। ২৩—২৭। পরন্তু কার্য্য সিদ্ধি না হইলে, বানরশ্রেষ্ঠ মহাবাহু যুবরাজ অঙ্গদ আমার নিকটে

ভবেত্তু দীনবদনো ভ্রান্তবিপ্লুতমানসঃ ॥ ৩০
পিতৃপৈতামহঞ্চৈতৎ পূর্ব্বকৈরভিরক্ষিতম্ ।
ন মে মধুবনং হন্যাদদৃষ্ট্বা জনকাত্মজাম্ ॥ ৩১
কৌসল্যা সুপ্রজা রাম সমাশ্বসিহি সুব্রত ।
দৃষ্টা দেবী ন সন্দেহো ন চান্যেন হনূমতা ॥ ৩২
ন হ্যন্যঃ কর্ম্মণো হেতুঃ সাধনে তদ্বিধো ভবেৎ ।
হনূমতীহ সিদ্ধিশ্চ মতিশ্চ মতিসত্তম ॥ ৩৩
ব্যবসায়শ্চ শৌর্য্যঞ্চ শ্রুতঞ্চাপি প্রতিষ্ঠিতম্ ।
জাম্ববান্ যত্র নেতা স্যাদঙ্গদশ্চ হরীশ্বরঃ ॥ ৩৪
হনূমাংশ্চাপ্যধিষ্ঠাতা ন তত্র গতিরন্যথা ।
মা ভূশ্চিন্তাসমাযুক্তঃ সম্প্রত্যমিতবিক্রম ॥ ৩৫
যদা হি দর্পিতোদগ্রাঃ সঙ্গতাঃ কাননৌকসঃ ।
নৈষামকৃতকার্য্যাণামীদৃশঃ স্যাদুপক্রমঃ ॥ ৩৬
বনভঙ্গেন জানামি মধূনাং ভক্ষণেন চ ।
ততঃ কিলকিলাশব্দং শুশ্রাবাসন্নমম্বরে ।
হনূমৎকর্ম্মদৃপ্তানাং নদতাং কাননৌকসাম্ ॥ ৩৭

আসিত না। যদিচ কৃতকার্য্য না হইলেও, বানর-স্বভাব-প্রযুক্ত তাহাদের এরূপ আড়ম্বর হইতে পারে, কিন্তু তাহা হইলে এরূপ সহর্ষভাব না হইয়া বরং তাহারা উদ্‌ভ্রান্তচিত্ত এবং মলিনমুখ হইত। অধিকন্তু জনক-নন্দিনীর সাক্ষাৎলাভ না হইলে, পূর্ব্বপুরুষ-কর্ত্তৃক রক্ষিত পিতৃ-পিতামহ-ক্রমাগত আমার মধুবন বিনষ্ট করিত না। ২৮—৩১। হে সুব্রত! হনূমান্ সীতাদেবীকে দেখিয়াছেন, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। এ কার্য্য অন্যদ্বারা সাধিত হয় নাই। হে রামচন্দ্র! সীতাদেবীর সংবাদে আপনার জীবনলাভ হইল,—এবং কৌশল্যা অধুনা পুত্রবতী হইলেন। হে মতিসত্তম! এই কার্য্যসাধনে অন্য কেহই হেতু হইবে না। কারণ এই কার্য্য-সম্পাদিকা সিদ্ধি, বুদ্ধি, উদ্যম, শৌর্য্য এবং শাস্ত্রজ্ঞান,—এ সমস্তই হনূমানে প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। হরীশ্বর অঙ্গদ ও জাম্ববান্ যে সেনাসমূহের অধিনায়ক এবং হনূমান্ যাহার অধিষ্ঠাতা, সে স্থানে কখন অসদৃশ কার্য্য হইতে পারে না। হে অমিতবিক্রম! অত্যন্ত বলদর্পিত বনবাসী বানরগণ একত্র মিলিত হইয়াছে। অতএব এখন আপনার চিন্তা করিবার আবশ্যক নাই। অধিক কি, অকৃতকার্য্য হইলে ইহারা এরূপ আড়ম্বর করিত না,—বন ভঙ্গ এবং মধুপান দ্বারা ইহা বিলক্ষণ বুঝা যাইতেছে। ইত্যবসরে কপিসত্তম সুগ্রীব নিকটবর্ত্তী আকাশমণ্ডলে কোলাহলধ্বনি শুনিলেন। ৩২—৩৭। সেই সময় হনূমান্‌কর্ত্তৃক কার্য্য সম্পন্ন

কিষ্কিন্ধ্যামুপযাতানাং সিদ্ধিং কথয়তামিব॥ ৩৮
ততঃ শ্রুত্বা নিনাদং তং কপীনাং কপিসত্তমঃ।
আয়তাঞ্চিতলাঙ্গূলঃ সোঽভবদ্ধৃষ্টমানসঃ॥ ৩৯
আজগ্মুস্তেঽপি হরয়ো রামদর্শনকাঙ্ক্ষিণঃ।
অঙ্গদং পুরতঃ কৃত্বা হনূমন্তঞ্চ বানরম্॥ ৪০
তেঽঙ্গদপ্রমুখা বীরাঃ প্রহৃষ্টাশ্চ মদান্বিতাঃ।
নিপেতুর্হরিরাজস্য সমীপে রাঘবস্য চ॥ ৪১
হনূমাংশ্চ মহাবাহুঃ প্রণম্য শিরসা ততঃ।
নিয়তামক্ষতাং দেবীং রাঘবায় ন্যবেদয়ৎ॥ ৪২
দৃষ্টা দেবীতি হনুমদ্বদনাদমৃতোপমম্।
আকর্ণ্য বচনং রামো হর্ষমাপ সলক্ষ্মণঃ॥ ৪৩
নিশ্চিতার্থং ততস্তস্মিন্ সুগ্রীবং পবনাত্মজে।
লক্ষ্মণঃ প্রীতিমান্ প্রীতো বহুমানাদবৈক্ষত॥ ৪৪
প্রীত্যা চ রময়োপেতো রাঘবঃ পরবীরহা।
বহুমানেন মহতা হনূমন্তমবৈক্ষত॥ ৪৫

ইতি সুন্দরকাণ্ডে চতুঃষষ্টিতমঃ সর্গঃ॥ ৬৪॥

হওয়ায়, বনবাসী বানরগণ গর্ব্বিত হইয়া, কিষ্কিন্ধ্যা-সমীপে আসিয়া চীৎকার করিয়া যেন কার্য্যসিদ্ধি কহিতে লাগিল। কপিসত্তম বানররাজ, সেই সময় তাহাদের সেই ধ্বনি শুনিয়া হৃষ্টচিত্ত হইয়া, লাঙ্গুল উৎক্ষিপ্ত করিলেন। সেই বানরগণ রামচন্দ্রের দর্শনলাভলালসায় হরিবর অঙ্গদ এবং হনুমানকে অগ্রে লইয়া আসিল। অঙ্গদ প্রভৃতি গর্ব্বিত বীরবৃন্দ অত্যন্ত আহ্লাদিত হইয়া, রঘুবংশসম্ভূত রামচন্দ্র এবং বানররাজের সম্মুখে আসিয়া পতিত হইল। পরে মহাবাহু হনূমান্, অবনতমস্তকে প্রণামপূর্ব্বক রাঘবকে কহিলেন,—"দেবী স্বীয় পাতিব্রত্য নিয়ম প্রতিপালন করিয়া, অক্ষতশরীরে কাল কাটাইতেছেন, দেবীর দর্শন লাভ করিয়াছি।" হনুমানের মুখনিঃসৃত অমৃতোপম মধুর কথা শুনিয়া রামচন্দ্র ও লক্ষ্মণ হর্ষলাভ করিলেন। অধিকন্তু বানররাজ, পবননন্দন হনুমানের দ্বারা কার্য্যসিদ্ধি নিশ্চয় করিয়াছিলেন, সুতরাং লক্ষ্মীরভ্রাতা লক্ষ্মণ প্রীত হইয়া অধিকতর সম্মানের সহিত সুগ্রীবকে দেখিতে লাগিলেন। অপিচ রঘুনন্দন রাম, প্রীতি লাভ করিয়া, অত্যন্ত সম্মান করিয়া হনুমানকে দেখিতে লাগিলেন। ৩৮—৪৫।

পঞ্চষষ্টিতমঃ সর্গঃ।

ততঃ প্রস্রবণং শৈলং তে গত্বা চিত্রকাননম্।
প্রণম্য শিরসা রামং লক্ষ্মণঞ্চ মহাবলম্॥ ১
যুবরাজং পুরস্কৃত্য সুগ্রীবমভিবাদ্য চ।
প্রবৃত্তিমথ সীতায়াঃ প্রবক্তুমুপচক্রমুঃ॥ ২
রাবণান্তঃপুরে রোধং রাক্ষসীভিশ্চ তর্জ্জনম্।
রামে সমনুরাগঞ্চ যথা চ নিয়মঃ কৃতঃ॥ ৩
এতদাখ্যায়তে সর্ব্বে হরয়ো রামসন্নিধৌ।
বৈদেহীমক্ষতাং শ্রুত্বা রামস্তূত্তমব্রবীৎ॥ ৪
ক সীতা বর্ত্ততে দেবী কথঞ্চ ময়ি বর্ত্ততে।
এতন্মে সর্ব্বমাখ্যাত বৈদেহীং প্রতি বানরাঃ॥ ৫
রামস্য গদিতং শ্রুত্বা হরয়ো রামসন্নিধৌ।
চোদয়ন্তি হনূমন্তং সীতাবৃত্তান্তকোবিদম্॥ ৬
শ্রুত্বা তু বচনং তেষাং হনূমান্ মারুতাত্মজঃ।
প্রণম্য শিরসা দেব্যৈ সীতায়ৈ তাং দিশং প্রতি।
উবাচ বাক্যং বাক্যজ্ঞঃ সীতায়া দর্শনং যথা॥ ৭
তং মণিং কাঞ্চনং দিব্যং দীপ্যমানং স্বতেজসা।
দত্ত্বা রামায় হনুমাংস্ততঃ প্রাঞ্জলিরব্রবীৎ॥ ৮

পঞ্চষষ্টিতম সর্গ।

সেই বানরবৃন্দ, যুবরাজ অঙ্গদসহ বিচিত্র কাননযুক্ত প্রস্রবণ-শৈলে উপস্থিত হইয়া, অবনতমস্তকে মহাবল রামচন্দ্র, লক্ষ্মণ এবং সুগ্রীবকে যথাক্রমেই প্রণিপাত ও অভিবাদন করিয়া, সীতাদেবীর বৃত্তান্ত বলিতে আরম্ভ করিল। বানরগণ রাবণের অন্তঃপুরমধ্যে সীতাদেবীর অবরোধ, রাক্ষসীগণের তর্জ্জন, রামের প্রতি সীতাদেবীর অনুরাগ এবং সীতাদেবীর নিয়ম,—এই সকল কথা রামচন্দ্রের নিকটে নিবেদন করিল। কিন্তু রাম, বৈদেহীর কুশলবার্ত্তা শুনিয়া কহিলেন,—"বানরগণ! সীতাদেবী কোথায়? তিনি আমার প্রতিই বা কিরূপ ব্যবহার করিতেছেন? বৈদেহীর এই সমস্তবৃত্তান্ত আমার নিকটে বর্ণন কর।" ১—৫। বানরবর্গ রামচন্দ্রের কথা শুনিয়া সীতাদেবীর বৃত্তান্তবিদ্ হনুমানকে রামচন্দ্রের নিকটে পাঠাইল, কিন্তু বাক্যবিশারদ পবননন্দন হনুমান্, তাঁহাদের দক্ষিণদিকের অভিমুখে মস্তকদ্বারা সীতাদেবীকে প্রণামপূর্ব্বক, যেরূপে সীতাদেবীর দেখা পাইয়াছেন, তাহা বর্ণন করিতে লাগিলেন। অবশেষে স্বীয় তেজঃপ্রভায় প্রদীপ্ত কাঞ্চনমণ্ডিত দিব্যমণি রামসমীপে সমর্পণ করিয়া, যোড়হাতে কহিতে লাগি-

সমুদ্রং লঙ্ঘয়িত্বাহং শতযোজনমায়তম্।
অগচ্ছং জানকীং সীতাং মার্গমাণো দিদৃক্ষয়া॥ ৯
তত্র লঙ্কেতি নগরী রাবণস্য দুরাত্মনঃ।
দক্ষিণস্য সমুদ্রস্য তীরে বসতি দক্ষিণে॥ ১০
তত্র সীতা ময়া দৃষ্টা রাবণান্তঃপুরে সতী।
ত্বয়ি সন্ন্যস্য জীবন্তি রামা রাম মনোরথম্॥ ১১
দৃষ্টা মে রাক্ষসীমধ্যে তর্জ্জ্যমানা মুহুর্মুহুঃ।
রাক্ষসীভির্বিরূপাভী রক্ষিতা প্রমদাবনে॥ ১২
দুঃখমাপদ্যতে দেবী ত্বয়া বীর সুখোচিতা।
রাবণান্তঃপুরে রুদ্ধা রাক্ষসীভিঃ সুরক্ষিতা॥ ১৩
একবেণীধরা দীনা ত্বয়ি চিন্তাপরায়ণা॥ ১৪
অধঃশয্যা বিবর্ণাঙ্গী পদ্মিনীব হিমাগমে।
রাবণাদ্বিনিবৃত্তার্থা মর্ত্তব্যে কৃতনিশ্চয়া॥ ১৫
দেবী কথঞ্চিৎ কাকুৎস্থ ত্বন্মনা মার্গিতা ময়া।
ইক্ষ্বাকুবংশবিখ্যাতিং শনৈঃ কীর্ত্তয়তানঘ॥ ১৬
সা ময়া নরশার্দ্দূল শনৈর্বিশ্বাসিতা তদা।
ততঃ সম্ভাষিতা দেবী সর্ব্বমর্থঞ্চ দর্শিতা॥ ১৭

রামসুগ্রীবসখ্যঞ্চ শ্রুত্বা হর্ষমুপাগতা।
নিয়তঃ সমুদাচারো ভক্তিশ্চাস্যাঃ সদা ত্বয়ি॥ ১৮
এবং ময়া মহাভাগ দৃষ্টা জনকনন্দিনী।
উগ্রেণ তপসা যুক্তা ত্বদ্ভক্ত্যা পুরুষর্ষভ॥ ১৯
অভিজ্ঞানঞ্চ মে দত্তং যথাবৃত্তং তবান্তিকে।
চিত্রকূটে মহাপ্রাজ্ঞ বায়সং প্রতি রাঘব॥ ২০
বিজ্ঞাপ্যঃ পুনরপ্যেষ রামো বায়ুসুত ত্বয়া।
অখিলেন যথা দৃষ্টমিতি মামাহ জানকী॥ ২১
অয়ঞ্চাস্মৈ প্রদাতব্যো যত্নাৎ সুপরিরক্ষিতঃ।
ব্রুবতা বচনান্যেবং সুগ্রীবস্যোপশৃণ্বতঃ॥ ২২
এষ চূড়ামণিঃ শ্রীমান্ ময়া তে যত্নরক্ষিতঃ।
মনঃশিলায়াস্তিলকং তৎ স্মরস্বেতি চাব্রবীৎ॥ ২৩
এষ নির্য্যাতিতঃ শ্রীমান্ ময়া তে বারিসম্ভবঃ।
এতং দৃষ্ট্বা প্রমোদিষ্যে ব্যসনে ত্বামিবানঘ॥ ২৪
জীবিতং ধারয়িষ্যামি মাসং দশরথাত্মজ।
ঊর্দ্ধং মাসান্ন জীবেয়ং রক্ষসাং বশমাগতা॥ ২৫
ইতি মামব্রবীৎ সীতা কৃশাঙ্গী ধর্ম্মচারিণী।

লেন,—"আমি একশত যোজন বিস্তৃত সমুদ্র অতিক্রম করিয়া সীতাদেবীর দর্শনমানসে, জনকনন্দিনীর অনুসন্ধান করিতে করিতে গমন করিলাম। দক্ষিণসাগরের দক্ষিণতীরে রাবণের লঙ্কানাম্নী নগরী অধিষ্ঠিতা। সেখানে রাবণের অন্তঃপুরমধ্যে সীতাসতীর সাক্ষাৎলাভ করিয়াছি। হে রামচন্দ্র! সেই রামা আপনার উপরে চিত্ত সমর্পণপূর্ব্বক জীবন ধারণ করিয়া আছেন। তিনি প্রমদাগণের ক্রীড়া-কাননে নিশাচরীগণের মধ্যে রক্ষিত হইয়াছেন। আর সেই বিরূপা রাক্ষসীগণ তাঁহাকে বারংবার তাড়না করিতেছে। ৯—১২। হে বীর! দেবী চিরকাল সুখভোগ করিয়া, অধুনা রাবণের অন্তঃপুরমধ্যে রুদ্ধ ও রাক্ষসীগণকর্ত্তৃক রক্ষিত হইয়া, আপনার বিয়োগে অত্যন্ত কষ্টভোগ করিতেছেন। সেই দুঃখিনী জানকী, আপনার চিন্তায় মগ্ন হইয়া, একবেণী ধারণপূর্ব্বক ভূশয্যায় শয়ন করিয়া, হিমাগমে কমলিনীর ন্যায় বিবর্ণা হইয়াছেন। হে কাকুৎস্থ! দেবী রাবণ-কর্ত্তৃক আয় আশায় বঞ্চিতা হইয়া মৃত্যুর জন্য কৃতনিশ্চয় হইয়াছেন। কেবল একাগ্রমনে আপনাকে চিন্তা করিয়া অতিকষ্টে কালযাপন করিতেছেন। হে অনঘ! এমন সময়ে আমি ইক্ষ্বাকুবংশের প্রসিদ্ধির বিষয় ক্রমশঃ বর্ণন করিতে করিতে, তাঁহার নিকটে গমন করিলাম। হে নরশার্দ্দূল! তৎকালে সীতা দেবী ক্রমশঃ আমার কথায় বিশ্বাস করিলেন। পরে তাঁহার সহিত সম্ভাষণ করিয়া সকল বৃত্তান্ত বিজ্ঞাপন করিলাম। সুগ্রীবের সহিত আপনার মিত্রতা হইয়াছে শুনিয়া, তিনি সন্তোষ লাভ করিলেন। হে মহাত্মন্! আপনার প্রতি তাঁহার ভক্তি এবং সমুদাচার সদা বিরাজমান রহিয়াছে। ১৩—১৮। হে পুরুষর্ষভ! আমি দেখিলাম, জনকনন্দিনী আপনার প্রতি ভক্তিবশতঃ উগ্রতর তপস্যায় নিযুক্তা হইয়াছেন। হে মহাপ্রাজ্ঞ রামচন্দ্র! জানকী আমার নিকটে অভিজ্ঞানস্বরূপ এই বৃত্তান্ত কহিলেন যে, "হে বায়ুতনয়! চিত্রকূট পর্ব্বতে বায়সের প্রতি রামচন্দ্র যে ব্যবহার করেন তুমি তাঁহার নিকটে সেই বৃত্তান্ত বলিবে। পরে রাক্ষসীগণের যে সকল অত্যাচার দেখিলে, তাহা তুমি আনুপূর্ব্বিক বর্ণন করিবে। আর তুমি এই সকল কথা বলিয়া, অতি যত্নে সুরক্ষিত এই রত্ন,—সুগ্রীবসমক্ষে তাঁহাকে অর্পণ করিবে।" ১৯—২২। পুনরায় তিনি আপনাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "এই রমণীয় চূড়ামণি আপনার জন্য আমি যত্নপূর্ব্বক রক্ষা করিয়াছি। আপনি আমাকে যে মনঃশিলার তিলক করিয়া দিয়াছিলেন, তাহা মনে করুন। হে অনঘ! এই বারিসম্ভব সুন্দর মণি, আমি আপনার কাছে পাঠাইলাম, আর আপনার প্রেরিত এই অঙ্গুরী দেখিয়া এই ব্যসনসময়েও আপনার সাক্ষাৎলাভের ন্যায় সুখিনী হইব। হে দশরথনন্দন! আমি একমাস মাত্র জীবন ধারণ করিব, কিন্তু একমাস গত হইলে, রাক্ষসগণের বশীভূতা হইয়া, কখনই এ প্রাণ রাখিতে

রাবণান্তঃপুরে রুদ্ধা মৃগীবোৎফুল্ললোচনা ॥ ২৬
এতদেব ময়াখ্যাতং সর্ব্বং রাঘব যদ্‌যথা।
সর্ব্বথা সাগরজলে সন্তারঃ প্রবিধীয়তাম্ ॥ ২৭

তৌ জাতাশ্বাসৌ রাজপুত্রৌ বিদিত্বা
তচ্চাভিজ্ঞানং রাঘবায় প্রদায়।
দেব্যা চাখ্যাতং সর্ব্বমেবানুপূর্ব্ব্যাৎ
বাচা সম্পূর্ণং বায়ুপুত্রঃ শশংস ॥ ২৮

ইতি সুন্দরকাণ্ডে পঞ্চষষ্টিতমঃ সর্গঃ ॥ ৬৫ ॥

ষট্‌ষষ্টিতমঃ সর্গঃ।

এবমুক্তো হনুমতা রামো দশরথাত্মজঃ।
তং মণিং হৃদয়ে কৃত্বা রুরোদ সহলক্ষ্মণঃ ॥ ১
তন্তু দৃষ্ট্বা মণিশ্রেষ্ঠং রাঘবঃ শোককর্ষিতঃ।
নেত্রাভ্যামশ্রুপূর্ণাভ্যাং সুগ্রীবমিদমব্রবীৎ ॥ ২
যথৈব ধেনুঃ স্রবতি স্নেহাদ্বৎসস্য বৎসলা।
তথা মমাপি হৃদয়ং মণিশ্রেষ্ঠস্য দর্শনাৎ ॥ ৩
মণিরত্নমিদং দত্তং বৈদেহ্যাঃ শ্বশুরেণ মে।
বধূকালে যথাবদ্ধমধিকং মূর্দ্ধ্নি শোভতে ॥ ৪
অয়ং হি জলসম্ভূতো মণিঃ প্রবরপূজিতঃ।
যজ্ঞে পরমতুষ্টেন দত্তঃ শক্রেণ ধীমতা ॥ ৫
ইমং দৃষ্ট্বা মণিশ্রেষ্ঠং তথা তাতস্য দর্শনম্।
অদ্যাস্ম্যবগতঃ সৌম্য বৈদেহস্য তথা বিভো ॥ ৬
অয়ং হি শোভতে তস্যাঃ প্রিয়ায়া মূর্দ্ধ্নি মে মণিঃ।
অস্যাদ্য দর্শনেনাহং প্রাপ্তাং তামিব চিন্তয়ে ॥ ৭
কিমাহ সীতা বৈদেহী ব্রূহি সৌম্য পুনঃপুনঃ।
পরাসুমিব তোয়েন সিঞ্চন্তী বাক্যবারিণা ॥ ৮
ইতস্তু কিং দুঃখতরং যদিমং বারিসম্ভবম্।
মণিং পশ্যামি সৌমিত্রে বৈদেহীমাগতাং বিনা ॥ ৯
চিরং জীবতি বৈদেহী যদি মাসং ধরিষ্যতি।
ক্ষণং বীর ন জীবেয়ং বিনা তামসিতেক্ষণাম্ ॥ ১০
নয় মামপি তং দেশং যত্র দৃষ্টা মম প্রিয়া।
ন তিষ্ঠেয়ং ক্ষণমপি প্রবৃত্তিমুপলভ্য চ ॥ ১১
কথং সা মম সুশ্রোণী ভীরুভীরুঃ সতী সদা।
ভয়াবহানাং ঘোরাণাং মধ্যে তিষ্ঠতি রক্ষসাম্ ॥ ১২
শারদস্তিমিরোন্মুক্তো নূনং চন্দ্র ইবাম্বুদৈঃ।

পারিব না।" সেই ধর্ম্মচারিণী মৃগনয়না ক্ষীণাঙ্গী সীতাদেবী রাবণের অন্তঃপুরমধ্যে রুদ্ধা হইয়া, আমাকে এই সকল কথা কহিলেন। ২০—২৬। "হে রাঘব! যাহা জানিয়াছিলাম, তৎসমস্তই আপনার নিকটে প্রকাশ করিলাম। এখন সাগর-সন্তরণের উপায় বিধান করুন।" বায়ুতনয় হনমান্, রাজ-পুত্রদ্বয়কে আশ্বাসিত জানিয়া, রামচন্দ্রকে সেই অভিজ্ঞান প্রদান করিলেন। আর সীতাদেবীর কথিত বিবরণ সকল আনুপূর্ব্বিক বর্ণন করিলেন ॥ ২৭—২৮।

ষট্‌ষষ্টিতম সর্গ।

তখন দশরথনন্দন রামচন্দ্র ও লক্ষ্মণ, সেই মণি হৃদয়ে ধারণ করিয়া, রোদন করিতে লাগিলেন। পরন্তু রাঘব সেই উৎকৃষ্টতম মণি দেখিয়া শোকাকুল হইয়া, অশ্রুপূর্ণনয়নে সুগ্রীবকে কহিলেন,—"বৎসলা ধেনু যেমন বৎস দেখিয়া স্নেহবশতঃ ক্ষীর ক্ষরণ করে, সেইরূপ মণি দেখিয়া আমার হৃদয়ও বিগলিত হইতেছে। ধীমান্ ইন্দ্র পরম পরিতুষ্ট হইয়া, এই দেবপূজিত জলজাত রত্ন, যজ্ঞকালে জনককে দান করেন। আমার শ্বশুর জনকরাজ, সীতার শিরো-ভূষণের জন্য বিবাহকালে তাঁহার পিতার নিকটে ইহা সমর্পণ করিয়াছিলেন। বৈদেহী এই মণির শোভা-বর্দ্ধনের নিমিত্ত সর্ব্বদা মস্তকে ধারণ করিতেন। হে সাধো! অদ্য এই মণিরত্ন দর্শনমাত্রেই সীতা, পিতা এবং বিদেহ-রাজের দর্শন লাভ করা যায়। ১—৬। হে বিভো! এই মণি আমার প্রিয়তমা সীতার মাথায় শোভা পাইত। অদ্য ইহা দর্শন করিয়া যেন তাঁহাকে পাইলাম বলিয়া বোধ হইতেছে। হে সৌম্য! মূর্চ্ছিত ব্যক্তিকে জলসেচ দ্বারা জীবন-দানের ন্যায়, বিদেহনন্দিনী সীতা আমাকে বাক্য-বারিধারা অভিষিক্ত করিয়া, কি কি কথা বলিয়াছেন, তুমি সেই সব কথা পুনঃপুনঃ বর্ণন কর। "হে সৌমিত্রে! আমি বৈদেহী ব্যতিরেকে কেবল-মাত্র এই জলজাত মণি দর্শন করিলাম, ইহা অপেক্ষা অধিকতর দুঃখের বিষয় আর কি আছে? হে বীর! যদি বৈদেহী একমাস জীবন রক্ষা করিতে পারেন, তাহা হইলে অনেককাল জীবিতা থাকিবেন। কিন্তু আমি সেই অসিতনয়না সীতার অদর্শনে ক্ষণকাল প্রাণ ধারণ করিতে সক্ষম হইব না। আমার প্রাণপ্রিয়া সীতাকে যেখানে দেখা গিয়াছে, আমাকে সেই খানে লইয়া চল। কারণ তাঁহার বৃত্তান্ত অবগত হইয়াও ক্ষণকালও স্থির থাকিতে পারিতেছি না। ৭—১১। আমার সেই সুশ্রোণী সতী, অত্যন্ত ভীতা হইয়া, ভয়াবহ ঘোরতর রাক্ষসগণের মধ্যে কিরূপে সদা বাস করিতেছেন। মেঘাবৃত শারদীয় চন্দ্রমা

আবৃতো বদনং তস্যা ন বিরাজতি সাম্প্রতম্ ॥ ১৩
কিমাহ সীতা হনুমংস্তত্ত্বতঃ কথয়স্ব মে ।
এতেন খলু জীবিষ্যে ভেষজেনাতুরো যথা ॥ ১৪
মধুরা মধুরালাপা কিমাহ মম ভামিনী ।
মদ্বিহীনা বরারোহা হনুমন্ কথয়স্ব মে ।
দুঃখাদ্ দুঃখতরং প্রাপ্য কথং জীবতি জানকী ॥ ১৫
ইতি সুন্দরকাণ্ডে ষট্ষষ্টিতমঃ সর্গঃ ॥ ৬৬

সপ্তষষ্টিতমঃ সর্গঃ ।

এবমুক্তস্তু হনুমান্ রাঘবেণ মহাত্মনা ।
সীতায়া ভাষিতং সর্ব্বং ন্যবেদয়ত রাঘবে ॥ ১
ইদমুক্তবতী দেবী জানকী পুরুষর্ষভ ।
পূর্ব্ববৃত্তমভিজ্ঞানং চিত্রকূটে যথাতথম্ ॥ ২
সুখসুপ্তা ত্বয়া সার্দ্ধং জানকী পূর্ব্বমুত্থিতা ।
বায়সঃ সহসোৎপত্য বিদদার স্তনান্তরম্ ॥ ৩
পর্য্যায়েণ চ সুপ্তস্ত্বং দেব্যঙ্কে ভরতাগ্রজ ।
পুনশ্চ কিল পক্ষী স দেব্যা জনয়তি ব্যথাম্ ॥ ৪

অন্ধকারমুক্ত হইলেও যেমন সুপ্রকাশ হন না, সেইরূপ সীতার মুখমণ্ডল সম্প্রতি নিশ্চয়ই শোভা পাইতেছে না। হে হনুমন্! সীতা কি কথা বলিয়াছেন, তুমি আমার নিকটে তাহা যথার্থতঃ বর্ণন কর। পীড়িত ব্যক্তির ঔষধসেবনের ন্যায় আমি ইহা শুনিয়া প্রাণ ধারণ করিব। হে হনুমন্! আমার সহধর্ম্মিণী মধুর-ভাষিণী মনোহরাঙ্গী সুশ্রোণী জনক-নন্দিনী আমার বিরহে দুঃখিত হইয়া আমাকে কি বলিয়াছেন? আর অসহ্য দুঃখ ভোগ করিয়া কিরূপেই বা জীবিত আছেন?" ১২—১৫।

সপ্তষষ্টিতম সর্গ।

হনুমান, রঘুবংশভূষণ মহাত্মা রামের এইরূপ কথা শুনিয়া, রামচন্দ্রের নিকটে এইরূপে জানকীর সমস্ত কথা নিবেদন করিতে লাগিলেন;—"হে পুরুষর্ষভ! চিত্রকূট পর্ব্বতে পূর্ব্বে যে ঘটনা ঘটিয়াছিল, সীতাদেবী অভিজ্ঞানস্বরূপ সেই পূর্ব্ববৃত্তান্ত বলিয়াছেন। হে ভরতাগ্রজ! জানকী আপনার সহিত সুখে নিদ্রিতা হইয়া পূর্ব্বেই উত্থিতা হইয়াছিলেন;—আপনিও পর্য্যায়ক্রমে দেবীর অঙ্কোপরি নিদ্রিত হইয়াছিলেন। ইত্যবসরে একটী কাক হঠাৎ আসিয়া তাঁহার স্তনমধ্য বিদীর্ণ করিয়া ফেলিল। দেবী নিরতিশয় ব্যথা প্রাপ্ত হইলেন। তাঁহার দেহনির্গত

ততঃ পুনরুপাগম্য বিদদার ভৃশং কিল।
ততস্ত্বং বোধিতস্তস্যাঃ শোণিতেন সমুক্ষিতঃ ॥ ৫
বায়সেন চ তেনৈবং সততং বাধ্যমানয়া।
বোধিতঃ কিল দেব্যা ত্বং সুখসুপ্তঃ পরন্তপ ॥ ৬
তাঞ্চ দৃষ্ট্বা মহাবাহো দারিতাঞ্চ স্তনান্তরে।
আশীবিষ ইব ক্রুদ্ধস্ততো বাক্যং ত্বমূচিবান্ ॥ ৭
নখাগ্রৈঃ কেন তে ভীরু দারিতং বৈ স্তনান্তরম্ ।
কঃ ক্রীড়তি সরোষেণ পঞ্চবক্ত্রেণ ভোগিনা ॥ ৮
নিরীক্ষমাণঃ সহসা বায়সং সমুদৈক্ষথাঃ।
নখৈঃ সরুধিরৈস্তীক্ষ্ণৈস্তামেবাভিমুখং স্থিতম্ ॥ ৯
সুতঃ কিল স শক্রস্য বায়সঃ পততাংবরঃ।
ধরান্তরগতঃ শীঘ্রং পবনস্য গতৌ সমঃ ॥ ১০
ততস্তস্মিন্ মহাবাহো কোপসংবর্ত্তিতেক্ষণঃ।
বায়সে ত্বং ব্যধাঃ ক্রূরাং মতিং মতিমতাং বর ॥ ১১
স দর্ভসংস্তরাদ্গৃহ্য ব্রহ্মাস্ত্রেণ ন্যযোজয়ঃ।
স দীপ্ত ইব কালাগ্নির্জজ্বালাভিমুখঃ খগম্ ॥ ১২
স ত্বং প্রদীপ্তং চিক্ষেপ দর্ভং তং বায়সং প্রতি।
ততস্তু বায়সং দীপ্তঃ স দর্ভোঽনুজগাম হ ॥ ১৩
ভীতৈশ্চ স পরিত্যক্তঃ সুরৈঃ সর্ব্বৈশ্চ বায়সঃ।
ত্রীন্ লোকান্ সম্পরিক্রম্য ত্রাতারং নাধিগচ্ছতি ॥ ১৪

রক্তদ্বারা আপনার সর্ব্বাঙ্গ সিক্ত হইয়া গেল। তথাপি আপনি নিদ্রা ত্যাগ না করিয়া সুখে শুইয়া রহিলেন। হে পরন্তপ! তখন দেবী সেই কাকের দ্বারা নিরন্তর নিপীড়িত হইয়া আপনার ঘুম ভাঙ্গাইলেন। ১—৬। হে মহাবাহো! সেই সময় তাঁহার স্তনমধ্য বিদীর্ণ দেখিয়া, আপনি বিষধর সর্পের ন্যায় কোপান্বিত হইয়া কহিলেন,—"হে ভীরু! নখের অগ্রভাগদ্বারা কে তোমার স্তনদ্বয়ের মধ্যস্থল বিদীর্ণ করিল? কে পঞ্চবক্ত্র সর্পের সহিত খেলা করিতেছে?" ইতিমধ্যে আপনি ইদিক্-ওদিক্ দেখিয়া, দেখিলেন যে, রুধিরযুক্ত তীক্ষ্ণনখর এক কাক তাঁহার অভিমুখে অবস্থিত রহিয়াছে। সেই কাক-পক্ষী বায়ুর ন্যায় অত্যন্ত বেগে শীঘ্র পাতালমধ্যে পলায়ন করিল। হে মতিমন্! তখন আপনি ক্রোধে নয়নদ্বয় ঘূর্ণিত করিয়া, সেই কাকের অনিষ্টবাসনায় কুশশয্যা হইতে একটী কুশ গ্রহণ করিয়া, ব্রহ্মাস্ত্রে যোজিত করিলেন। সেই কুশ প্রদীপ্ত প্রলয়াগ্নির ন্যায় পক্ষীর অভিমুখে জ্বলিয়া উঠিল। ৭—১২। তখন আপনি কাকের প্রতি তাহা নিক্ষেপ করিলেন। সেই কুশ, কাকের অভিমুখে ধাবিত হইলে, দেবতাগণ ভীত হইয়া তাহাকে পরিত্যাগ করিলেন। হে অরিন্দম!

পুনরপ্যাগতস্তত্র ত্বৎসকাশমরিন্দম ॥ ১৫
ত্বং তং নিপতিতং ভূমৌ ধরণ্যাং শরণাগতম্।
বধার্হমপি কাকুৎস্থ কৃপয়া পরিপালয় ॥ ১৬
মোঘমস্ত্রং ন শক্যন্তু কর্তুমিত্যেব রাঘব।
ততস্তস্যাক্ষি কাকস্য হিনস্তি স্ম স দক্ষিণম্ ॥ ১৭
বায়সস্ত্বাং নমস্কৃত্য রাজ্ঞো দশরথস্য চ।
বিসৃষ্টস্তু তদা কাকঃ প্রতিপেদে স্বমালয়ম্ ॥ ১৮
এবমস্ত্রবিদাং শ্রেষ্ঠঃ সত্ত্ববাঞ্শীলবানপি।
কিমর্থমস্ত্রং রক্ষঃসু ন যোজয়সি রাঘব ॥ ১৯
ন দানবা ন গন্ধর্ব্বা নাসুরা ন মরুদ্গণাঃ।
তব রাম রণে শক্তাস্তথা প্রতিসমাসিতুম্ ॥ ২০
তব বীর্য্যবতঃ কচ্চিৎ ময়ি যদ্যস্তি সম্ভ্রমঃ।
ক্ষিপ্রং সুনিশিতৈর্বাণৈর্হন্যতাং যুধি রাবণঃ ॥ ২১
ভ্রাতুরাদেশমাজ্ঞায় লক্ষ্মণো বা পরন্তপঃ।
স কিমর্থং নরবরো ন মাং রক্ষতি রাঘবঃ ॥ ২২
শক্তৌ তৌ পুরুষব্যাঘ্রৌ বায়ুগ্নিসমতেজসৌ।
সুরাণামপি দুর্দ্ধর্ষৌ কিমর্থং মামুপেক্ষতঃ ॥ ২৩
মমৈব দুষ্কৃতং কিঞ্চিৎ মহদস্তি ন সংশয়ঃ।
সমর্থৌ সহিতৌ যন্মাং ন রক্ষেতে পরন্তপৌ ॥ ২৪
বৈদেহ্যা বচনং শ্রুত্বা করুণং সাধুভাষিতম্।
পুনরপ্যহমার্য্যাং তামিদং বচনমব্রুবন্ ॥ ২৫
ত্বচ্ছোকবিমুখো রামো দেবি সত্যেন তে শপে।
রামে দুঃখাভিভূতে চ লক্ষ্মণঃ পরিতপ্যতে ॥ ২৬
কথঞ্চিদ্ভবতী দৃষ্টা ন কালঃ পরিশোচিতুম্।
ইমং মুহূর্ত্তং দুঃখানামন্তং দ্রক্ষ্যসি ভামিনি ॥ ২৭
তাবুভৌ নরশার্দ্দূলৌ রাজপুত্রৌ পরন্তপৌ।
ত্বদ্দর্শনকৃতোৎসাহৌ লঙ্কাং ভস্মীকরিষ্যতঃ ॥ ২৮
হত্বা চ সমরে রৌদ্রং রাবণং সহবান্ধবম্।
রাঘবস্ত্বাং বরারোহে স্বপুরীং নয়িতা ধ্রুবম্ ॥ ২৯
যত্তু রামো বিজানীয়াদভিজ্ঞানমনিন্দিতে।
প্রীতিসঞ্জননং তস্য প্রদাতুং তৎ ত্বমর্হসি ॥ ৩০
সাভিবীক্ষ্য দিশঃ সর্ব্বা বেণ্যুদ্গ্রথনমুত্তমম্।
মুক্ত্বা বস্ত্রাদ্দদৌ মহ্যং মণিমেতং মহাবল ॥ ৩১
প্রতিগৃহ্য মণিং দোর্ভ্যাং তব হেতো রঘুপ্রিয়।
শিরসা সম্প্রণম্যৈনাং অহমাগমনে ত্বরে ॥ ৩২
গমনে চ কৃতোৎসাহমবেক্ষ্য বরবর্ণিনী।

যখন কাক, তিন লোক পরিভ্রমণ করিয়া, কোথাও পরিত্রাণের উপায় দেখিতে পাইল না,—তখন পুনরায় নিকটে আসিয়া শরণ লইল। হে কাকুৎস্থ! ভূতলে নিপতিত শরণাগত সেই কাক বধযোগ্য হইলেও, আপনি দয়া করিয়া তাহার প্রাণ রক্ষা করিয়াছেন। কেবল অস্ত্র ব্যর্থ করিতে শক্তি নাই বলিয়াই, সেই কাকের দক্ষিণনয়ন নষ্ট করিয়াছিলেন। তৎকালে কাক মহারাজ দশরথ এবং আপনাকে নমস্কার করিয়া প্রস্থান পূর্ব্বক আপন ভবনে প্রতিগমন করিল। হে রাঘব! আপনি সুশীল;—বিশেষতঃ এতাদৃশ বলবান্ ও অস্ত্রকুশল হইয়াও, কিজন্য রাক্ষসগণের প্রতি অস্ত্রযোজনা করিতেছেন না? হে রামচন্দ্র! কি দেব, কি দানব, কি গন্ধর্ব্ব, কি অসুরগণ,—কেহই যুদ্ধে আপনার সম্মুখে তিষ্ঠিতে পারে না। আপনি নিতান্ত পরাক্রান্ত। যদি আমার প্রতি আপনার আদর থাকে, তাহা হইলে অবিরত শরনিকর বর্ষণ করিয়া, শীঘ্র রাবণকে বধ করুন। সেই রঘুবংশভূষণ শত্রুতাপন নরবর লক্ষ্মণই বা কি জন্য ভ্রাতার অনুমতি লাভ করিয়া, আমাকে রক্ষা করিতেছেন না? অথবা দেবতাগণের অজেয় বায়ু ও অগ্নি-তুল্য তেজস্বী পুরুষবর রামচন্দ্র এবং লক্ষ্মণ কি কারণে আমায় উপেক্ষা করিতেছেন? সেই পরন্তপ রামচন্দ্র ও লক্ষ্মণ শক্তিসম্পন্ন হইয়াও, যখন আমাকে রক্ষা করিতেছেন না, তখন আমারই কোন মহাপাপ আছে, সন্দেহ নাই'। ১৩—২৪। সেই সময় আমি জনকনন্দীর এই সুভাষিত করুণ কথা শুনিয়া আর্য্যা সীতাদেবীকে এইরূপ কহিলাম,—'হে দেবি! আমি আপনার নিকটে সত্যদ্বারা শপথ করিয়া কহিতেছি, রামচন্দ্র আপনার অদর্শন-জনিত শোকে সকল কার্য্যেই বিমুখ হইয়াছেন। তাঁহার শোক দেখিয়া লক্ষ্মণও পরিতাপ করিয়াছেন। হে ভামিনি! যখন আপনি অনেক কষ্টের পর আমার দৃষ্টিগোচর হইয়াছেন, তখন শীঘ্রই দুঃখের শেষ দেখিতে পাইবেন। অতএব এখন হইতে আপনার আর দুঃখ করা উচিত নহে। নরশার্দ্দূল শত্রুতাপন রাজপুত্র রামচন্দ্র ও লক্ষ্মণ উভয়ে আপনাকে দেখিবার জন্য উৎসাহিত হইয়া, লঙ্কানগরী ভস্মসাৎ করিবেন। হে বরারোহে! রাঘব, খল-প্রকৃতি রাবণকে যুদ্ধে সবান্ধবে বধ করিয়া, আপনাকে নিজ গৃহে লইয়া যাইবেন, সন্দেহ নাই।—হে অনিন্দিতে! রামচন্দ্রের যাহাতে বিশেষরূপে প্রত্যয় জন্মে,—আপনি তাঁহার প্রীতিপ্রদ সেইরূপ অভিজ্ঞান আমাকে প্রদান করুন। হে মহাবল! তিনি সকল দিক্ দেখিয়া, বেণীবন্ধনযোগ্য উত্তম মণি, বসন হইতে খুলিয়া, আমাকে দিলেন। ২৪—৩১। হে রঘুপ্রিয়! আপনার নিমিত্ত করতলে মণি গ্রহণ করিয়া অবনত-মস্তকে তাঁহাকে প্রণামপূর্ব্বক, ত্বরান্বিত হইলাম। তখন গমনে উৎসাহিত হইয়া সাগর পার হইবার

বিবর্দ্ধমানঞ্চ হি মামুবাচ জনকাত্মজা ॥ ৩৩
অশ্রুপূর্ণমুখী দীনা বাষ্পগদ্‌গদভাষিণী।
মমোৎপতনসম্ভ্রান্তা শোকবেগসমাহতা।
মামুবাচ ততঃ সীতা সভাগ্যোঽসি মহাকপে।
যদ্দ্রক্ষ্যসি মহাবাহুং রামং কমললোচনম্ ॥ ৩৪
লক্ষ্মণঞ্চ মহাবাহুং দেবরং মে যশস্বিনম্ ॥ ৩৫
সীতয়াপ্যেবমুক্তোঽহমব্রুবং মৈথিলীং তথা।
পৃষ্ঠমারোহ মে দেবি ক্ষিপ্রং জনকনন্দিনি ॥ ৩৬
যাবত্তে দর্শয়াম্যদ্য সসুগ্রীবং সলক্ষ্মণম্।
রাঘবঞ্চ মহাভাগে ভর্ত্তারমসিতেক্ষণে ॥ ৩৭
সাব্রবীন্মাং ততো দেবী নৈষ ধর্ম্মো মহাকপে।
যত্তে পৃষ্ঠং সিষেবেঽহং স্ববশা হরিপুঙ্গব ॥ ৩৮
পুরা চ যদহং বীর স্পৃষ্টা গাত্রেষু রক্ষসা।
তত্রাহং কিং করিষ্যামি কালেনোপনিপীড়িতা ॥ ৩৮
গচ্ছ ত্বং কপিশার্দ্দূল যত্র তৌ নৃপতেঃ সুতৌ।
ইত্যেবং সা সমাভাষ্য ভূয়ঃ সন্দেষ্টুমাস্থিতা ॥ ৪০
হনূমন্ সিংহসঙ্কাশৌ তাবুভৌ রামলক্ষ্মণৌ।
সুগ্রীবঞ্চ সহামাত্যং সর্ব্বান্ ব্রূয়া অনাময়ম্ ॥ ৪১
যথা চ স মহাবাহুর্মাং তারয়তি রাঘবঃ।
অস্মাদ্দুঃখাম্বুসংরোধাৎ তত্ত্বমাখ্যাতুমর্হসি ॥ ৪২
ইদঞ্চ তীব্রং মম শোকবেগং
রক্ষোভিরেভিঃ পরিভর্ৎসনঞ্চ।
ব্রূয়াস্তু রামস্য গতঃ সমীপং
শিবশ্চ তেঽধ্বাস্তু হরিপ্রবীর ॥ ৪৩
এতত্তবার্য্যা নৃপ সংযতা সা
সীতা বচঃ প্রাহ বিষাদপূর্ব্বম্।
এতচ্চ বুদ্ধা গদিতো যথা ত্বং
শ্রদ্ধৎস্ব সীতাং কুশলাং সমগ্রাম্ ॥ ৪৪
ইতি সুন্দরকাণ্ডে সপ্তষষ্টিতমঃ সর্গঃ ॥ ৬৭ ॥

অষ্টষষ্টিতমঃ সর্গঃ।

অথাহমুত্তরং দেব্যা পুনরুক্তঃ সসম্ভ্রমঃ।
তব স্নেহান্নরব্যাঘ্র সৌহার্দ্দাদনুমান্য চ ॥ ১
এবং বহুবিধং বাচ্যো রামো দাশরথিস্ত্বয়া।
যথা মাং প্রাপ্নুয়াচ্ছীঘ্রং হত্বা রাবণমাহবে ॥ ২
যদি বা মন্যসে বীর বসৈকাহমরিন্দম।
কস্মিংশ্চিৎ সংবৃতে দেশে বিশ্রান্তঃ শ্বো গমিষ্যসি ॥ ৩

বাসনায় আমি বর্দ্ধিতদেহ হইতেছি দেখিয়া, বরবর্ণিনী জানকীর মুখমণ্ডল দুঃখে অশ্রুজলে পরিপূর্ণ হইল। পরিশেষে আমার উৎপতন-বেগে সন্ত্রস্ত ও শোকাকুল হইয়া, বাষ্পগদ্গদ-স্বরে আমাকে সীতাদেবী কহিলেন,—'হে মহাকপে! কমল-লোচন মহাবাহু রামচন্দ্র এবং বিশালবাহু যশস্বী দেবর লক্ষ্মণকে তুমি যে নয়নগোচর করিতেছ, ইহা তোমার পরম সৌভাগ্য।' সেই সময় জনকতনয়ার এইরূপ কথা শুনিয়া তাঁহাকে কহিলাম,—'হে দেবি জনক-নন্দিনি! শীঘ্র আপনি আমার পৃষ্ঠে আরোহণ করুন। হে মহাভাগে অসিত-নয়নে! তাহা হইলে অদ্যই আপনার স্বামী রামচন্দ্র এবং লক্ষ্মণ ও সুগ্রীবকে দেখিতে পাইবেন।'৩১—৩৭। দেবী আমাকে কহিলেন, 'হে কপিবর! আমি স্বেচ্ছাক্রমে তোমার পৃষ্ঠে আরোহণ করিব, ইহা ধর্ম্ম-সঙ্গত নহে। হে বীর হরিবর! দুর্দ্দৈববশে রাক্ষস রাবণ পূর্ব্বে আমার দেহ স্পর্শ করিয়াছিল,—তাহাতে আমার সাধ্য কি? অতএব হে কপিশার্দ্দূল! তুমি সেই রাজতনয় রাম-লক্ষ্মণের নিকটে গমন কর।' এই কথা বলিয়া, তিনি পুনর্ব্বার এই সন্দেশ বাক্য কহিলেন, 'হে হনূমন্! সিংহসদৃশ পরাক্রান্ত রাম ও লক্ষ্মণ, অমাত্য সহ সুগ্রীব এবং অন্যান্য সকলকে আমার কুশল বার্ত্তা কহিবে। আর মহাবাহু রাঘব যাহাতে দুঃখসাগর হইতে আমাকে উদ্ধার করেন, তাঁহাকে সেইরূপ বলিবে। হে হরিপ্রবীর! পথিমধ্যে তোমার মঙ্গল হউক। তুমি রামচন্দ্রের নিকটে গিয়া, এই রাক্ষসদিগের ভর্ৎসনা আর আমার এই অত্যন্ত শোকবেগ প্রভৃতি বর্ণন করিবে।' হে নৃপ! আর্য্যা সীতা দেবী, দুঃখসহকারে আপনার উদ্দেশে এই সকল কথা কহিয়াছেন। আপনি সমস্তই অবগত হইলেন। এক্ষণে আপনি বিশ্বাস করুন,—সীতা সম্পূর্ণরূপ কুশলে আছেন। ৩৮—৪৪।

অষ্টষষ্টিতম সর্গ।

হনুমান্ কহিলেন, 'হে নরশ্রেষ্ঠ! আমি আসিবার নিমিত্ত ব্যস্ত হইয়াছি,—এমন সময়ে সীতাদেবী আমার প্রতি আপনার স্নেহ আছে বলিয়া, সম্মানের সহিত অবশিষ্ট কার্য্যের জন্য আমাকে কহিলেন,—তুমি দশরথতনয়কে এইরূপ বহুবিধ উপদেশ দিবে, আর যাহাতে শীঘ্র তিনি রাবণকে যুদ্ধে বধ করিয়া আমাকে লাভ করেন, সে বিষয়ে যত্নবান্ হইবে। হে অরিদমন বীর! যদি আমার কথায় অনুমোদন কর, তবে কোন নির্জ্জন স্থানে এক দিন বসতি করিয়া, বিশ্রামপূর্ব্বক, কল্য গমন করিও। বানর!

মম চাপ্যল্পভাগ্যায়াঃ সান্নিধ্যাৎ তব বানর।
অস্য শোকবিপাকস্য মুহূর্ত্তং স্যাদ্বিমোক্ষণম্ ॥ ৪
গতে হি ত্বয়ি বিক্রান্ত পুনরাগমনায় বৈ।
প্রাণানামপি সন্দেহো মম স্যান্নাত্র সংশয়ঃ ॥ ৫
তবাদর্শনজঃ কোঽপি ভয়ং মাং পরিতাপয়েৎ।
দুঃখাদ্দুঃখপরাভূতাং দুর্গতাং দুঃখভাগিনীম্ ॥ ৬
অয়ঞ্চ বীর সন্দেহস্তিষ্ঠতীব মমাগ্রতঃ।
সুমহান্ ত্বৎসহায়েষু হর্য্যক্ষেষু অসংশয়ঃ ॥ ৭
কথং নু খলু দুষ্পারং তরিষ্যন্তি মহোদধিম্।
তানি হর্য্যক্ষসৈন্যানি তৌ বা নরবরাত্মজৌ ॥ ৮
ত্রয়াণামেব ভূতানাং সাগরস্যেহ লঙ্ঘনে।
শক্তিঃ স্যাদ্বৈনতেয়স্য বায়োর্বা তব বানর ॥ ৯
তদস্মিন্ কার্য্যনির্যোগে বীরৈবং দুরতিক্রমে।
কিং পশ্যসি সমাধানং ত্বং হি বাক্যবিদাংবর ॥ ১০
কামমস্য ত্বমেবৈকঃ কার্য্যস্য পরিসাধনে।
পর্য্যাপ্তঃ পরবীরঘ্ন যশস্যস্তে বলোদয়ঃ ॥ ১১
বলৈঃ সমগ্রৈর্যদি মাং হত্বা রাবণমাহবে।
বিজয়ী স্বপুরীং রামো নয়েৎ তৎ স্যাদ্যশস্করম্ ॥ ১২
যথাহং তস্য বীরস্য বনাদুপধিনা হৃতা।
রক্ষসা তদ্ভয়াদেব তথা নার্হতি রাঘবঃ ॥ ১৩
বলৈস্তু সঙ্কুলাং কৃত্বা লঙ্কাং পরবলার্দ্দনঃ।
মাং নয়েদ্ যদি কাকুৎস্থস্তত্তস্য সদৃশং ভবেৎ ॥ ১৪
তদ্যথা তস্য বিক্রান্তমনুরূপং মহাত্মনঃ।
ভবত্যাহবশূরস্য তথা ত্বমুপপাদয় ॥ ১৫
তদর্থোপহিতং বাক্যং প্রশ্রিতং হেতুসংহিতম্।
নিশম্যাহং ততঃ শেষং বাক্যমুত্তরমব্রুবম্ ॥ ১৬
দেবি হর্য্যৃক্ষসৈন্যানামীশ্বরঃ প্লবতাংবরঃ।
সুগ্রীবঃ সত্যসম্পন্নস্তবার্থে কৃতনিশ্চয়ঃ ॥ ১৭
তস্য বিক্রমসম্পন্নাঃ সত্ত্ববন্তো মহাবলাঃ।
মনঃসঙ্কল্পসদৃশা নিদেশে হরয়ঃ স্থিতাঃ ॥ ১৮
যেষাং নোপরি নাধস্তান্ন তির্য্যক্ সজ্জতে গতিঃ।
ন চ কর্ম্মসু সীদন্তি মহৎস্বমিততেজসঃ ॥ ১৯
অসকৃৎ তৈর্মহাভাগৈর্বানরৈর্বলসংযুতৈঃ।
প্রদক্ষিণীকৃতা ভূমির্বায়ুমার্গানুসারিভিঃ ॥ ২০
মদ্বিশিষ্টাশ্চ তুল্যাশ্চ সন্তি তত্র বনৌকসঃ।
মত্তঃ প্রত্যবরঃ কশ্চিন্নাস্তি সুগ্রীবসন্নিধৌ ॥ ২১
অহং তাবদিহ প্রাপ্তঃ কিং পুনস্তে মহাবলাঃ।

আমি নিতান্ত মন্দভাগিনী। তুমি আজ নিকটে থাকিলে, মুহূর্ত্তকালের জন্য আমি শোকশূন্য থাকিতে পারি। হে বিক্রান্ত! তুমি এখন গমন করিবে, কিন্তু তোমার পুনরাগমন পর্য্যন্ত আমার জীবন থাকে কিনা সন্দেহ। ১—৫। একে ত অতি দীন অবস্থায় পড়িয়া আমি সাতিশয় দুঃখ ভোগ করিতেছি। বিশেষতঃ তোমার অদর্শন-জনিত ভয় আমাকে তাপিত করিবে। সুতরাং সাতিশয় দুঃখে অভিভূতা হইলাম। হে বীর! আমার মনে এই সুমহৎ সন্দেহ সদাই সমুপস্থিত রহিয়াছে যে, রাম, লক্ষ্মণ, বানর ও ঋক্ষসৈন্যাদি কি উপায়ে এই দুষ্পার মহাসাগর পার হইবেন? হে অনঘ! এই জগতে বিনতানন্দন গরুড়, বায়ু এবং তুমি, এই তিন প্রাণীরই সাগরলঙ্ঘনে শক্তি আছে। অতএব হে বাগ্মিপ্রবর বীর! এই দুরতিক্রম কার্য্য সম্পাদন করিবার কি উপায় দেখিতেছ, মহাবল! ৬—১০। অথবা হে পরবীর-বিনাশন! অন্যের জানিবার প্রয়োজন কি? তুমি একাকীই এই কার্য্য করিতে পার। অতএব বল প্রকাশ করিলেই তোমার যশোবৃদ্ধি হইবে। রামচন্দ্র, সমগ্র সৈন্য সমভিব্যাহারে যুদ্ধে রাবণকে বধ করিয়া জয়লাভপূর্ব্বক আমাকে আপন গৃহে লইয়া যাইতে পারিলেই, তাঁহার যশ হয়। রাক্ষস রাবণ,—যেমন সেই বীরের ভয়ে, আমাকে ছলপূর্ব্বক বন হইতে হরণ করিয়া আনিয়াছে, আমাকে সেইরূপ ছলপূর্ব্বক লইয়া গেলে তাঁহার রঘুবংশোচিত কার্য্য করা হইবে না। শত্রুসৈন্যসংহারক কাকুৎস্থ রামচন্দ্র, সৈন্যসমূহে লঙ্কানগরী সমাচ্ছন্ন করিয়া, যদি আমাকে গৃহে লইয়া যান, তাহা হইলে তাঁহার অনুরূপ কার্য্য হয়, অতএব মহাত্মা রণবীর রামচন্দ্র যাহাতে অনুরূপ বিক্রম প্রকাশ করেন, তুমি সেইরূপ কার্য্য কর। ১১—১৫। তখন আমি সীতার যুক্তিযুক্ত স্নেহময় কথা শুনিয়া শিষ্টবাক্যে উত্তর করিলাম,—হে দেবি! বানর ও ভল্লুকসৈন্যের অধিপতি সত্যপরায়ণ বানরবর সুগ্রীব আপনার উদ্ধারে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছেন। কি ঊর্দ্ধ, কি অধঃ, কি পার্শ্ব—কুত্রাপি যাহাদের গতিরোধ হয় না এবং যাহারা মনের ন্যায় অতি দূরে গমন করিতে পারে, এতাদৃশ বিক্রমশালী সত্ত্ববান্ মহাবল অনেক বানর তাঁহার আজ্ঞাবহ। বিশেষতঃ সেই অতুল প্রভাবশালী বানরগণ অতি মহৎ কার্য্যেও অবসন্ন হয় না। এমন কি, মহাভাগ বানরেরা বায়ুপথ দিয়া সমান বেগে বারংবার পৃথিবী প্রদক্ষিণ করিয়াছে। ১৬—২০। অধিকন্তু সুগ্রীবের নিকটে আমা অপেক্ষা অধিকতর বলবান্ এবং সমান বলশালী অনেক বানর আছে, কিন্তু আমা অপেক্ষা হীনবল কেহই নাই; সুতরাং আমি যখন এই দুস্তর সাগর পার হইয়া এখানে আসিতে পারিয়াছি, তখন

ন হি প্রকৃষ্টাঃ প্রেষ্যন্তে প্রেষ্যন্তে হীতরে জনাঃ ॥ ২২
তদলং পরিতাপেন দেবি মন্যুরপৈতু তে।
একোৎপাতেন তে লঙ্কামেষ্যন্তি হরিযূথপাঃ ॥ ২৩
মম পৃষ্ঠগতৌ তৌ চ চন্দ্রসূর্য্যাবিবোদিতৌ।
ত্বৎসকাশং মহাভাগে নৃসিংহাবাগমিষ্যতঃ ॥ ২৪
অরিঘ্নং সিংহসঙ্কাশং ক্ষিপ্রং দ্রক্ষ্যসি রাঘবম্ ।
লক্ষ্মণঞ্চ ধনুষ্মন্তং লঙ্কাদ্বারমুপাগতম্ ॥ ২৫
নখদংষ্ট্রায়ুধান্ বীর সিংহশার্দ্দূলবিক্রমান্ ।
বানরান্ বানরেন্দ্রাভান্ ক্ষিপ্রং দ্রক্ষ্যসি সঙ্গতান্ ॥ ২৬

সেই মহাবল বানরগণ যে অনায়াসে সেই সাগর পার হইয়া এখানে আসিবে, তাহাতে আর সন্দেহ কি ? আরও দেখুন, প্রধান ব্যক্তিরা দৌত্যকার্য্যে প্রেরিত হয় না ; নিকৃষ্টজাতীয় লোকেরাই দৌত্যকার্য্যে প্রেরিত হইয়া থাকে। হে দেবি! আপনি আর অকারণ সন্তাপ করিয়া শরীরশোষণ করিবেন না. আপনি শোক পরিত্যাগ করুন। সেই বানর-যূথপতিগণ একলাফেই লঙ্কায় আসিবেন। হে মহাভাগে! সেই নরসিংহ রামচন্দ্র ও লক্ষ্মণ আমার পৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া চন্দ্রসূর্য্যের ন্যায়, আপনার নিকটে শীঘ্রই আসিবেন, আপনি অবিলম্বে দেখিতে পাইবেন। শত্রুনাশন সিংহ-বিক্রম রামচন্দ্র ও লক্ষ্মণ, ধনুর্ব্বাণ হস্তে লঙ্কা-দ্বারে উপস্থিত হইয়াছেন। আর সিংহ ও ব্যাঘ্রের ন্যায় বিক্রমশালী, গজরাজের ন্যায় দীর্ঘকায়, নখ-দংষ্ট্রাস্ত্র বানরবীরগণ মিলিত হইয়া তাঁহাদের সহিত লঙ্কায় আসিয়াছে। আপনি তখন লঙ্কাস্থ মলয়সানুতে শৈল ও মেঘ সদৃশ প্রধান প্রধান বানরগণের আস্ফালন ধ্বনি শীঘ্র শীঘ্র শুনিতে পাইবেন। আপনি অবিলম্বেই দেখিবেন—অরিদমন রামচন্দ্র বনবাস হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইয়া, অযোধ্যায় আপনার রাজসিংহাসনে অভিষিক্ত হইয়াছেন। পরে আপনার শোকে সাতিশয় পীড়িতা হইলেও বীররমণীর ন্যায়, অদীনবাদিনী জানকী, আমার সান্ত্বনা-বাক্যে সন্তুষ্ট হইয়া কথঞ্চিৎ শান্তি লাভ করিয়াছেন। ২১—২৯।

শৈলাম্বুদনিকাশানাং লঙ্কামলয়সানুষু।
নর্দ্দতাং কপিমুখ্যানাং নচিরাৎ শ্রোষ্যসে স্বনম্ ॥ ২৭
নিবৃত্তবনবাসঞ্চ ত্বয়া সার্দ্ধমরিন্দমম্ ।
অভিষিক্তমযোধ্যায়াং ক্ষিপ্রং দ্রক্ষ্যসি রাঘবম্ ॥ ২৮
ততো ময়া বাগ্‌ভিরদীনভাষিণী
শিবাভিরিষ্টাভিরভিপ্রসাদিতা।
উবাহ শান্তিং মম মৈথিলাত্মজা
তবাতিশোকেন তথাতিপীড়িতা ॥ ২৯

ইতি সুন্দরকাণ্ডে অষ্টষষ্টিতমঃ সর্গঃ ॥ ৬৮ ॥

সুন্দরকাণ্ডং সম্পূর্ণম্ ।

রামায়ণম্।

লঙ্কাকাণ্ডম্।

প্রথমঃ সর্গঃ

শ্রুত্বা হনুমতো বাক্যং যথাবদভিভাষিতম্।
রামঃ প্রীতিসমাযুক্তো বাক্যমুত্তরমব্রবীৎ ॥ ১
কৃতং হনুমতা কার্য্যং সুমহদ্ভুবি দুর্লভম্।
মনসাপি যদন্যেন ন শক্যং ধরণীতলে ॥ ২
ন হি তং পরিপশ্যামি যস্তরেত মহার্ণবম্।
অন্যত্র গরুড়াদ্বায়োরন্যত্র চ হনূমতঃ ॥ ৩
দেবদানবযক্ষাণাং গন্ধর্ব্বোরগরক্ষসাম্।
অপ্রধৃষ্যাং পুরীং লঙ্কাং রাবণেন সুরক্ষিতাম্ ॥ ৪
প্রবিষ্টঃ সত্ত্বমাশ্রিত্য জীবন্ কো নাম নিষ্ক্রমেৎ।
কো বিশেৎ সুদুরাধর্ষাং রাক্ষসৈশ্চ সুরক্ষিতাম্ ॥ ৫
যো বীর্য্যবলসম্পন্নো ন সমঃ স্যাদ্ধনূমতঃ।
ভৃত্যকার্য্যং হনুমতা সুগ্রীবস্য কৃতং মহৎ।
এবং বিধায় স্ববলং সদৃশং বিক্রমস্য চ ॥ ৬
যো হি ভৃত্যো নিযুক্তঃ সন্ ভর্ত্রা কর্ম্মণি দুষ্করে।
কুর্য্যাৎ তদনুরাগেণ তমাহুঃ পুরুষোত্তমঃ ॥ ৭
যো নিযুক্তঃ পরং কার্য্যং ন কুর্য্যাৎ নৃপতেঃ প্রিয়ম্।
ভৃত্যো যুক্তঃ সমর্থশ্চ তমাহুর্ম্মধ্যমং নরম্ ॥ ৮
নিযুক্তো নৃপতেঃ কার্য্যং ন কুর্য্যাদ্যঃ সমাহিতঃ।
ভৃত্যো যুক্তঃ সমর্থশ্চ তমাহুঃ পুরুষাধমম্ ॥
তন্নিয়োগে নিযুক্তেন কৃতং কৃত্যং হনূমতা।
ন চাত্মা লঘুতাং নীতঃ সুগ্রীবশ্চাপি তোষিতঃ ॥ ১০
অহঞ্চ রঘুবংশশ্চ লক্ষ্মণশ্চ মহাবলঃ।
বৈদেহ্যা দর্শনেনাদ্য ধর্ম্মতঃ পরিরক্ষিতাঃ ॥ ১১
ইদন্তু মম দীনস্য মনো ভূয়ঃ প্রকর্ষতি।

প্রথম সর্গ।

রামচন্দ্র হনূমানের যথাবৎ কথিত সেই সকল কথা শুনিয়া অতিশয় আহ্লাদিত হইয়া এইরূপ উত্তর করিলেন;—"হনুমন্! তুমি সর্ব্বলোকের দুঃসাধ্য যে সুমহৎ কার্য্য সাধন করিয়াছ, পৃথিবীতে এরূপ কার্য্য অন্যের করা দূরে থাকুক, কেহ মনেও করিতে সমর্থ হয় না। গরুড়, বায়ু এবং হনমান্ ভিন্ন,—অন্য কাহাকেও এরূপ দেখিতে পাই না,—যে, মহাসাগর পার হইতে পারে। দেব, দানব, যক্ষ গন্ধর্ব্ব, সর্প ও রাক্ষসগণেরও অজেয় সেই রাবণ-পালিতা লঙ্কাপুরীতে বলপূর্ব্বক প্রবেশ করিয়া, কে জীবিত অবস্থায় ফিরিয়া আসিতে পারে। লঙ্কাপুরী, রাক্ষসগণ রক্ষিত হওয়ায় অত্যন্ত দুষ্প্রবেশ্য। বীর্য্যবান্ হনুমান্ ব্যতীত অন্য কাহার সাধ্য যে তাহাতে প্রবেশ করিতে পারে? অতএব হনুমানের তুল্য বলবীর্য্যসম্পন্ন আর কেহই নাই। আপনার বিক্রমানুরূপ বল প্রকাশ করিয়া হনমান্, সুগ্রীবের সুমহৎ ভৃত্য কার্য্য সাধন করিয়াছে। ১—৬। যে ভৃত্য প্রভুকর্ত্তৃক দুষ্কর কর্ম্মে নিযুক্ত হইয়া, যাহাতে তৎকার্য্যের ক্ষতি না হয়, এইরূপে তৎসম্পাদনান্তে প্রভুর হিতকর অন্য কার্য্যও সম্পন্ন করে, পণ্ডিতগণ তাহাকে পুরুষোত্তম কহেন। যে ভৃত্য এক কর্ম্মে নিযুক্ত হইয়া প্রভুর হিতকর অন্য কার্য্য উপস্থিত হইলে, সক্ষম হইয়াও তাহা না করে, সে মধ্যমপুরুষ। আর যে ভৃত্য সক্ষম হইয়া আদিষ্ট-কার্য্যটীও সযত্নে সাধন না করে, সে পুরুষাধম বলিয়া কীর্ত্তিত হয়। কিন্তু হনমান্ রাজাদেশে নিযুক্ত হইয়া নিজ কর্ত্তব্য কর্ম্ম যথাবৎ সম্পন্ন করিয়াছে। অধিকন্তু রাক্ষসগণের মধ্যে আপনার লঘুতা প্রকাশ না করায়, সুগ্রীবকে হনমান্ সন্তুষ্ট করিয়াছে। হনমান্ বৈদেহীকে দেখিয়া আমায়, আমি এবং মহাবল লক্ষ্মণ ও অন্যান্য রঘুবংশীয়গণও ধর্ম্মানুসারে পরিরক্ষিত হইয়াছি। কিন্তু দীন অবস্থায়

যদিহাস্য প্রিয়াখ্যাতুর্ন কুর্ম্মি সদৃশং প্রিয়ম্ ॥ ১২
এষ সর্ব্বস্বভূতস্তু পরিষ্বঙ্গো হনূমতঃ।
ময়া কালমিমং প্রাপ্য দত্তস্তস্য মহাত্মনঃ ॥ ১৩
ইত্যুক্ত্বা প্রীতিহৃষ্টাঙ্গো রামস্তং পরিষস্বজে।
হনূমন্তং কৃতাত্মানং কৃতকার্য্যমুপাগতম্ ॥ ১৪
ধ্যাত্বা পুনরুবাচেদং বচনং রঘুসত্তমঃ।
হরীণামীশ্বরস্যৈব সুগ্রীবস্যোপশৃণ্বতঃ ॥ ১৫
সর্ব্বথা সুকৃতং তাবৎ সীতায়াঃ পরিমার্গণম্।
সাগরন্তু সমাসাদ্য পুনর্নষ্টং মনো মম ॥ ১৬
কথং নাম সমুদ্রস্য দুষ্পারস্য মহাম্ভসঃ।
হরয়ো দক্ষিণং পারং গমিষ্যন্তি সমাগতাঃ ॥ ১৭
যদ্যপ্যেষ তু বৃত্তান্তো বৈদেহ্যা গদিতো মম।
সমুদ্রপারগমনে হরীণাং কিমিবোত্তরম্ ॥ ১৮
ইত্যুক্ত্বা শোকসম্ভ্রান্তো রামঃ শত্রুনিবর্হণঃ।
হনূমন্তং মহাবাহুস্ততো ধ্যানমুপাগমৎ ॥ ১৯

ইতি লঙ্কাকাণ্ডে প্রথমঃ সর্গঃ ॥ ।

এবম্প্রকার প্রিয়সংবাদ দাতার যে এ পর্য্যন্ত কার্য্যানুরূপ কোন প্রিয়ানুষ্ঠান করি নাই, ইহাই আমার মনকে বড়ই ব্যথিত করিতেছে। সে যাহা হউক, এই অসময়ে আমার এই আলিঙ্গন-দানই সর্ব্বস্বদান-স্বরূপ মহাত্মা হনূমানের কার্য্যানুরূপ পুরস্কার হউক।” ৮—১৩। সর্ব্ব কার্য্যদর্শী হনূমান্, সীতার উদ্দেশ করিয়া লঙ্কা হইতে প্রত্যাগত হওয়ায় রঘুসত্তম রামচন্দ্র, পূর্ব্বকথিত কথা সকল বলিয়া, প্রীতি-পুলকিতদেহে তাঁহাকে আলিঙ্গন করিলেন। কিয়ৎকাল চিন্তা করিয়া কপীশ্বর সুগ্রীবকে শুনাইয়া পুনরায় রামচন্দ্র এই কথা বলিতে লাগিলেন;—“আমরা সর্ব্বপ্রযত্নে সীতার অন্বেষণ করিয়া যদিও তাহাতে সফলতা লাভ করিলাম, কিন্তু এই দুস্তর সাগরের বিষয় চিন্তা করিয়া, আমার চিত্ত পুনরায় ভগ্নোৎসাহ হইতেছে। এই সমাগত বানরগণ কিরূপে দুস্তর মহাসাগরের দক্ষিণপারে যাইবে? যদ্যপি ‘সীতা লঙ্কাপুরীতে আছেন’—এইরূপ বৃত্তান্ত আমার নিকটে কথিত হইয়াছে; কিন্তু বানরগণের সাগরের পারে যাইবার কি উপায় হইবে? শত্রুসূদন শোকসন্তপ্ত মহাবাহু রামচন্দ্র, মহাত্মা হনূমান্‌কে এই কথা বলিয়া ভাবিতে লাগিলেন। ১৪—১৯।

দ্বিতীয়ঃ সর্গঃ ।

তং তু শোকপরিদ্যূনং রামং দশরথাত্মজম্।
উবাচ বচনং শ্রীমান সুগ্রীবঃ শোকনাশনম্ ॥ ১
কিং ত্বয়া তপ্যতে বীর যথান্যঃ প্রাকৃতস্তথা।
মৈবং ভূস্ত্যজ সন্তাপং কৃতঘ্ন ইব সৌহৃদম্ ॥ ২
সন্তাপস্য চ তে স্থানং ন হি পশ্যামি রাঘব।
প্রবৃত্তাবুপলব্ধায়াং জ্ঞাতে চ নিলয়ে রিপোঃ ॥ ৩
মতিমান্ শাস্ত্রবিৎ প্রাজ্ঞঃ পণ্ডিতশ্চাসি রাঘব।
ত্যজেমাং প্রাকৃতাং বুদ্ধিং কৃতাত্মেবার্থদূষিণীম্ ॥ ৪
সমুদ্রং লঙ্ঘয়িত্বা তু মহানক্রসমাকুলম্।
লঙ্কামারোহয়িষ্যামো হনিষ্যামশ্চ তে রিপুম্ ॥ ৫
নিরুৎসাহস্য দীনস্য শোকপর্য্যাকুলাত্মনঃ।
সর্ব্বার্থা ব্যবসীদন্তি ব্যসনঞ্চাধিগচ্ছতি ॥ ৬
ইমে শূরাঃ সমর্থাশ্চ সর্ব্বতো হরিযূথপাঃ।
ত্বৎপ্রিয়ার্থং কৃতোৎসাহাঃ প্রবেষ্টুমপি পাবকম্ ॥ ৭
এষাং হর্ষেণ জানামি তর্কশ্চাপি দৃঢ়ো মম।
বিক্রমেণ সমানেষ্যে সীতাং হত্বা যথা রিপুম্ ॥ ৮

দ্বিতীয় সর্গ।

পরে সুগ্রীব শোকসন্তপ্ত দশরথনন্দন রামচন্দ্রকে এইরূপ শোকনাশক কথা সকল কহিতে লাগিলেন; —বীর! আপনি কি নিমিত্ত, প্রাকৃত ব্যক্তির ন্যায়, এরূপ সন্তাপ করিতেছেন? আপনি এরূপ সন্তপ্ত হইবেন না। কৃতঘ্ন ব্যক্তি যেরূপ মিত্রতা পরিত্যাগ করিয়া থাকে, সেইরূপ এই সন্তাপ পরিত্যাগ করুন। হে রাঘব! যখন শত্রুর বৃত্তান্ত ও বাসস্থান জানা গিয়াছে, তখন আর আপনার সন্তাপের কোন হেতু দেখি না। আপনি মতিমান্, শাস্ত্রজ্ঞ এবং দীর্ঘদর্শী পণ্ডিত। অতএব যোগী পুরুষ যেরূপ কামাদিদূষিতা বুদ্ধিকে পরিত্যাগ করেন, সেইরূপ আপনিও এই প্রয়োজন-নাশিনী অমঙ্গলদায়িনী বুদ্ধি পরিত্যাগ করুন। আমরা সকলেই এই ভয়ঙ্কর কুম্ভীরাদি-সমাকুল মহাসমুদ্র পার হইয়া লঙ্কা আক্রমণ করিব এবং আপনার শত্রুকেও সংহার করিব। ১—৫। বীর! উৎসাহহীন, দীনস্বভাব ও শোকাকুল ব্যক্তির সকল কর্ত্তব্যই বিনষ্ট হয় এবং সেইরূপ লোকই বিপদে পড়িয়া থাকে। এই রণকুশল বানর-যূথপতিগণ আপনার প্রিয়সাধন-কামনায় অগ্নিমধ্যে প্রবেশ করিতেও প্রস্তুত আছে। ইহাদের প্রফুল্ল বদন দেখিয়া তদ্বিষয়ে আমি দৃঢ় নিশ্চয় করিয়াছি। এক্ষণে যাহাতে আমরা পরাক্রম প্রকাশ করিয়া, আপনার শত্রু সেই পাপমতি রাবণকে বিনাশ করত সীতাকে উদ্ধার করিতে পারি

রাবণং পাপকর্ম্মাণং ত্বং তথা কর্ত্তু মর্হসি ॥ ৯
সেতুরত্র যথা বধ্যেদ্‌যথা পশ্যেম তাং পুরীম্ ।
তস্য রাক্ষসরাজস্য তথা ত্বং কুরু রাঘব ॥ ১০
দৃষ্ট্বা তাং হি পুরীং লঙ্কাং ত্রিকূটশিখরে স্থিতাম্ ।
হতঞ্চ রাবণং যুদ্ধে দর্শনাদবধারয় ॥ ১১
অবদ্ধ্বা সাগরে সেতুং ঘোরে তু বরুণালয়ে ।
লঙ্কা নাসাদিতুং শক্যা সেন্দ্রৈরপি সুরাসুরৈঃ ॥ ১২
সেতুবন্ধঃ সমুদ্রে চ যাবল্লঙ্কাসমীপতঃ ।
সর্ব্বং তীর্ণঞ্চ বৈ সৈন্যং জিতমিত্যুপধারয় ।
ইমেহি সমরে শূরা হরয়ঃ কামরূপিণঃ ॥ ১৩
তদলং বিক্লবাং বুদ্ধিং রাজন্ সর্ব্বার্থনাশনীম্ ।
পুরুষস্য হি লোকেঽস্মিন্ শোকঃ শৌর্য্যাপকর্ষণঃ ॥ ১৪
যত্তু কার্য্যং মনুষ্যেণ শৌণ্ডীর্য্যমবলম্বতাম্ ।
তদলঙ্কারমেবৈব কর্ত্তুর্ভবতি সত্বরম্ ॥ ১৫
অস্মিন্ কালে মহাপ্রাজ্ঞ সত্ত্বমাতিষ্ঠ তেজসা ।
শূরাণাং হি মনুষ্যাণাং ত্বদ্বিধানাং মহাত্মনাম্ ।
বিনষ্টে বা প্রনষ্টে বা শোকঃ সর্ব্বার্থনাশনঃ ॥ ১৬
তত্ত্বং বুদ্ধিমতাং শ্রেষ্ঠঃ সর্ব্বশাস্ত্রার্থকোবিদঃ ।
মদ্বিধৈঃ সচিবৈঃ সার্দ্ধমরীন্ জেতুং সমর্হসি ॥ ১৭
ন হি পশ্যাম্যহং কঞ্চিৎ ত্রিষু লোকেষু রাঘব ।
গৃহীতধনুষো যস্তে তিষ্ঠেদভিমুখো রণে ॥ ১৮
বানরেষু সমাসক্তং ন তে কার্য্যং বিপৎস্যতে ।
অচিরাদ্দ্রক্ষ্যসে সীতাং তীর্ত্বা সাগরমক্ষয়ম্ ॥ ১৯
তদলং শোকমালম্ব্য ক্রোধমালম্ব ভূপতে ।
নিশ্চেষ্টাঃ ক্ষত্রিয়া মন্দাঃ সর্ব্বে চণ্ডস্য বিভ্যতি ॥ ২০
লঙ্ঘনার্থঞ্চ ঘোরস্য সমুদ্রস্য নদীপতেঃ ।
সহাস্মাভিরিহোপেতঃ সূক্ষ্মবুদ্ধির্বিচারয় ॥ ২১
সর্ব্বং তীর্ণঞ্চ মে সৈন্যং জিতমিত্যবধার্য্যতাম্ ।
লঙ্ঘিতে তত্র তৈঃ সৈন্যৈর্জিতমিত্যেব নিশ্চিনু ॥ ২২
ইমে হি শূরাঃ সমরে হরয়ঃ কামরূপিণঃ ।
তানরীন্ বিধমিষ্যন্তি শিলাপাদপবৃষ্টিভিঃ ॥ ২৩
কথঞ্চিৎ পরিপশ্যামি লঙ্ঘিতং বরুণালয়ম্ ।
হতমিত্যেব তং মন্যে যুদ্ধে সমিতিনন্দন ॥ ২৪
কিমুক্ত্বা বহুধা চাপি সর্ব্বথা বিজয়ী ভবান্ ।

তদ্বিষয়ে যত্নবান্ হউন। রাঘব! এই সমুদ্রের উপর যেরূপে সেতু নির্ম্মিত হয় এবং আমরা যেরূপে সেই রাক্ষসরাজের পুরী দেখিতে পাই, আপনি তাহারই অনুষ্ঠান করুন। ৯—১০। আপনি ত্রিকূট গিরির শৃঙ্গস্থিত সেই লঙ্কাপুরীকে দেখিয়াই রাবণকে রণে নিহত বলিয়া স্থির করিবেন। বরুণালয় ভয়ঙ্কর সমুদ্রের উপর সেতু বন্ধন না করিয়া ইন্দ্র প্রভৃতি দেবগণ অথবা অসুরগণ কেহই সেই লঙ্কাপুরীতে উপস্থিত হইতে পারিবেন না। নিশ্চয়ই জানিবেন, লঙ্কাপর্য্যন্ত সমুদ্রের উপর সেতু নির্ম্মিত হইলেই উহা দ্বারা সমস্ত সৈন্য তথায় উপস্থিত হইতে পারিবে এবং যুদ্ধে জয় লাভও করিবে। কারণ এই কামরূপী বানরগণ সকলেই রণদক্ষ। রাজন্! আপনি এই সর্ব্বার্থনাশিনী বিকলবুদ্ধি পরিত্যাগ করুন; পৃথিবীতে শোকই মনুষ্যের বীর্য্য নষ্ট করিয়া থাকে। এ সময়ে মনুষ্যের যেরূপ কর্ত্তব্য, আপনি সেইরূপই শৌর্য্য অবলম্বন করুন। অবিলম্বে শৌর্য্যকার্য্যের অনুষ্ঠান করিলে মনুষ্যগণের অলঙ্কারস্বরূপ কার্য্যসিদ্ধি হইয়া থাকে। মহাপ্রাজ্ঞ! এই বিপৎসময়ে নিজ তেজোবলে ধৈর্য্য ধারণ করুন; কেননা প্রিয়বস্তু বিনষ্ট বা অনুদ্দিষ্ট হইলে আপনার ন্যায় মহাত্মা বীরগণের শোক উপস্থিত হওয়াই সর্ব্বনাশের মূলীভূত কারণ। ১১—১৬। আপনি বুদ্ধিমান্‌গণের অগ্রগণ্য এবং শাস্ত্রার্থও সম্যক্‌রূপে পরিজ্ঞাত আছেন অতএব আমার ন্যায় সচিবগণ সঙ্গে থাকিলে নিশ্চয়ই আপনি শত্রুজয়ে সফলতা লাভ করিবেন। রাঘব! আমি ত্রিলোকমধ্যে এরূপ কাহাকেই দেখি না যে, আপনি ধনুর্দ্ধারণপূর্ব্বক সমরে অবতীর্ণ হইলে আপনার সম্মুখীন হইতে পারে। আপনি বানরগণের প্রতি যে কার্য্যেরই ভার অর্পণ করিবেন, তাহা কদাচ বিফল হইবে না। আপনি সমুদ্রপারে যাইয়া অচিরে সীতার দর্শন লাভ করিবেন, সন্দেহ নাই। ভূপতে! আপনি শোক পরিত্যাগপূর্ব্বক ক্রোধ অবলম্বন করুন। ক্রোধবিহীন ক্ষত্রিয় শত্রুগণের বন্ধনাদিদ্বারা নিশ্চেষ্ট হইয়া থাকে, কিন্তু নিরতিশয় ক্রুদ্ধস্বভাব হইলে সকলেই তাহাকে ভয় করিয়া থাকে। আপনার বুদ্ধি অত্যন্ত সূক্ষ্ম! সুতরাং আপনি এক্ষণে আমাদিগের সহিত এই ভীষণসাগর পার হইবার কোন উপায় অবধারণ করুন। আমরা এই সৈন্যগণ সাগর উত্তীর্ণ হইলেই আপনি নিশ্চয়ই বিজয় লাভ করিবেন। মনে মনে আপনি ইহাও অবধারণ করুন যে, সমুদ্র লঙ্ঘিত হইয়াছে এবং আপনিও জয়লাভ করিয়াছেন। এই রণবীর কামরূপী বানরগণ,—শিলা ও বৃক্ষবৃষ্টির দ্বারাই সেই শত্রুগণকে ধ্বংস করিবে। হে যুদ্ধপ্রিয়! আমি যেন দেখিতেছি, আমরা কোনরূপে সাগর পার হইয়াছি এবং রাবণও যুদ্ধে বিনষ্ট হইয়াছে, বিবেচনা করিতেছি। অধিক আর কি বলিব,—আপনি সর্ব্বপ্রকারেই বিজয় লাভ করিবেন। কারণ ইতস্ততঃ

নিমিত্তানি চ পশ্যামি মনো মে সম্প্রহৃষ্যতি ॥ ২৫

ইতি লঙ্কাকাণ্ডে দ্বিতীয়ঃ সর্গঃ ॥ ২ ॥

তৃতীয়ঃ সর্গঃ।

সুগ্রীবস্য বচঃ শ্রুত্বা হেতুমৎ পরমার্থবৎ।
প্রতিজগ্রাহ কাকুৎস্থো হনূমন্তমথাব্রবীৎ ॥ ১
তপসা সেতুবন্ধেন সাগরোচ্ছোষণেন চ।
সর্ব্বথাপি সমর্থোঽস্মি সাগরস্যাস্য লঙ্ঘনে ॥ ২
কতি দুর্গাণি দুর্গায়া লঙ্কায়াস্তদ্ব্রবীহি মে।
জ্ঞাতুমিচ্ছামি তৎ সর্ব্বং দর্শনাদিব বানর ॥ ৩
বলস্য পরিমাণঞ্চ দ্বারদুর্গক্রিয়ামপি।
গুপ্তিকর্ম্ম চ লঙ্কায়া রক্ষসাং সদনানি চ ॥ ৪
যথাসুখং যথাবচ্চ লঙ্কায়ামপি দৃষ্টবান্।
সর্ব্বমাচক্ষ তত্ত্বেন সর্ব্বথা কুশলো হ্যসি ॥ ৫
শ্রুত্বা রামস্য বচনং হনূমান্ মারুতাত্মজঃ।
বাক্যং বাক্যবিদাং শ্রেষ্ঠো রামং পুনরথাব্রবীৎ ॥ ৬
শ্রূয়তাং সর্ব্বমাখ্যাস্যে দুর্গকর্ম্মবিধানতঃ।
গুপ্তা পুরী যথা লঙ্কা রক্ষিতা চ যথা বলৈঃ ॥ ৭
রাক্ষসাশ্চ যথা স্নিগ্ধা রাবণস্য চ তেজসা।
পরাং সমৃদ্ধিং লঙ্কায়াঃ সাগরস্য চ ভীমতাম্ ॥ ৮
বিভাগঞ্চ বলৌঘস্য নির্দ্দেশং বাহনস্য চ।
এবমুক্ত্বা হরিশ্রেষ্ঠঃ কথয়ামাস তত্ত্বতঃ ॥ ৯
প্রহৃষ্টমুদিতা লঙ্কা মত্তদ্বিপসমাকুলা।
মহতী রথসম্পূর্ণা রক্ষোগণনিষেবিতা ॥ ১০
বাজিভিশ্চ সুসম্পূর্ণা সা পুরী দুর্গমা পরৈঃ।
দৃঢবদ্ধকপাটানি মহাপরিঘবন্তি চ।
চত্বারি বিপুলান্যস্যা দ্বারাণি সুমহান্তি চ ॥ ১১
তত্রেষূপলযন্ত্রাণি বলবন্তি মহান্তি চ।
আগতং পরসৈন্যন্তু তত্র তৈঃ প্রতিনিবার্য্যতে ॥ ১২
দ্বারেষু সংস্কৃতা ভীমাঃ কালায়সময়াঃ শিতাঃ।
শতশো রচিতা বীরৈঃ শতঘ্ন্যো রক্ষসাং গণৈঃ ॥ ১৩
সৌবর্ণশ্চ মহাংস্তস্যাঃ প্রাকারো দুষ্প্রধর্ষণঃ।
মণিবিদ্রুমবৈদূর্য্যমুক্তাবিরচিতান্তরঃ ॥ ১৪
সর্ব্বতশ্চ মহাভীমাঃ শীততোয়াশয়াঃ শুভাঃ।
অগাধা গ্রাহসম্পূর্ণাঃ পরিখা মীনসেবিতাঃ ॥ ১৫
দ্বারেষু তাসাং চত্বারঃ সংক্রমাঃ পরমায়তাঃ।
যন্ত্রৈরুপেতা বহুভির্মহদ্ভির্গৃহপঙ্ক্তিভিঃ ॥ ১৬

সুনির্মিত সকল দেখিতেছি। এবং আমার মনে নিরতিশয় আহ্লাদ উপস্থিত হইতেছে।' ১৭—২৫।

তৃতীয় সর্গ।

কাকুৎস্থ রামচন্দ্র, সুগ্রীবের সেই পরমার্থভূত যুক্তিযুক্ত কথা শুনিয়া যথার্থ বলিয়া স্বীকার করিলেন, —এবং হনূমানকে কহিলেন, হনূমন্! আমি তপোবলে, সেতুবন্ধন বা সমুদ্র জল শোষণাদি সর্ব্ব প্রকারেই এই সাগর লঙ্ঘনে সমর্থ। কিন্তু তোমাকে দেখিয়া অবধি কয়েকটী বিষয় শুনিবার নিমিত্ত আমার বিশেষ অভিলাষ জন্মিয়াছে। তুমি আমার কাছে সেই সকল কথা বল;—সেই দুর্গম লঙ্কাপুরীর কয়টী দুর্গ আছে? রাবণরাজের সৈন্যসংখ্যা কত? দ্বার-দেশের দুর্গমতা-সম্পাদক পরিখাদি এবং দুর্গরক্ষক প্রাকারাদির উপরিভাগে যন্ত্রাদি আছে কি না? রাক্ষসগণের বাসস্থানসমূহ কিরূপ? তুমি দর্শন ও বর্ণন,—এই দুই বিষয়েই বিশেষ নিপুণ। অতএব লঙ্কায় যাহা যাহা দেখিয়াছ, তাহা নির্ভয়চিত্তে আমার নিকটে যথাবৎ বল। ১—৫। পরে বাক্যবিশারদ পবনতনয় হনূমান্, রামচন্দ্রের কথা শুনিয়া পুনরায় তাঁহাকে কহিতে লাগিলেন,—"রাজন্! সেই লঙ্কাপুরী অদৃষ্টভাবে রাক্ষসসেনাকর্তৃক যেরূপে রক্ষিত হইতেছে,—রাক্ষসগণ রাবণের তেজঃসম্পাদিত পরম সমৃদ্ধি লাভ করিয়া স্নিগ্ধচিত্তে যেরূপে লঙ্কামধ্যে বাস করিতেছে,—সেই ভয়ানক সাগর সেনাসমূহের বিভাগ, তাহাদের বাহনের সংখ্যা এবং দুর্গকর্ম্মাদি যথাবৎ বর্ণন করিতেছি, শুনুন।" বানরশ্রেষ্ঠ হনূমান্ এই কথা বলিয়া যথাবৎ কহিতে আরম্ভ করিলেন। ৬—৯। হে নৃপতে! শক্রগণ,—সেই উদ্ধতস্বভাব রাক্ষসগণ-নিষেবিত মত্তহস্তিসমাকুল এবং অশ্ব ও রথসঙ্কুল লঙ্কাপুরীতে যাইতে সক্ষম হয় না। সেই লঙ্কাপুরীর মহাপরিঘবিশিষ্ট দৃঢ়-কপাটবদ্ধ চারিটী বৃহৎ ও বিশাল দ্বার আছে। সেই দ্বার-সকলের ভিতর হইতে বাণ ও শিলাদি নিক্ষেপ করিবার নিমিত্ত দৃঢ় বৃহৎ, ইষুপল যন্ত্রসমূহ স্থাপিত আছে। উহাদ্বারা সমাগত শক্রসৈন্যগণ বহির্দেশ হইতেই নিবারিত হয়। রাক্ষসবীরগণ তথায় লৌহসারময়ী শলা সকল এবং শত শত শাণিত শতঘ্নী সজ্জিত করিয়া রাখিয়াছে। তাহার সেই মণি, বিদ্রুম, বৈদূর্য্য, ও মুক্তাদি-যুক্ত স্বর্ণনির্ম্মিত প্রাচীর কেহই ধর্ষণ করিতে পারে না। তাহার চতুর্দ্দিকে মীনসেবিত ভীষণ নক্রসমাকুল ও বহুল শীতলজলপূর্ণ অগাধ পরিখা বিদ্যমান আছে। ১০—১৫। সেই লঙ্কাপুরীর চারিটী দ্বারে পরিখা পার হইবার নিমিত্ত, চারিটী সুপ্রশস্ত সেতুপথ আছে।

ত্রায়ন্তে সংক্রমাস্তত্র পরসৈন্যাগমে সতি।
যন্ত্রৈস্তৈরবকীর্য্যন্তে পরিখাসু সমন্ততঃ ॥ ১৭
একস্ত্বকম্প্যো বলবান্ সংক্রমঃ সুমহান্ দৃঢ়ঃ।
কাঞ্চনৈর্বহুভিঃ স্তম্ভৈর্বেদিকাভিশ্চ শোভিতঃ ॥ ১৮
স্বয়ং প্রকৃতিমাপন্নো যুযুৎসু রাম রাবণঃ।
উত্থিতশ্চাপ্রমত্তশ্চ বলানামনুদর্শনে ॥ ১৯
লঙ্কাপুরী নিরালম্বা দেবদুর্গভয়াবহা।
নাদেয়ং পার্ব্বতং বন্যং কৃত্রিমঞ্চ চতুর্ব্বিধম্ ॥ ২০
স্থিতা পারে সমুদ্রস্য দূরপারস্য রাঘব।
নৌপথশ্চাপি নাস্ত্যত্র নিরুদ্দেশশ্চ সর্ব্বশঃ ॥ ২১
শৈলাগ্রে রচিতা দুর্গা সা পূর্দ্দেবপুরোপমা।
বাজিবারণসম্পূর্ণা লঙ্কা পরমদুর্জ্জয়া ॥ ২২
পরিখাশ্চ শতঘ্ন্যশ্চ যন্ত্রাণি বিবিধানি চ।
শোভয়ন্তি পুরীং লঙ্কাং রাবণস্য দুরাত্মনঃ ॥ ২৩
অযুতং রক্ষসামত্র পূর্ব্বদ্বারং সমাশ্রিতম্।
শূলহস্তা দুরাধর্ষাঃ সর্ব্বে খড়্গাগ্রযোধিনঃ ॥ ২৪
নিযুতং রক্ষসামত্র দক্ষিণদ্বারমাশ্রিতম্।
চতুরঙ্গেণ সৈন্যেন যোধাস্তত্রাপ্যনুত্তমাঃ ॥ ২৫
প্রযুতং রক্ষসামত্র পশ্চিমদ্বারমাশ্রিতম্।
চর্ম্মখড়্গধরাঃ সর্ব্বে তথা সর্ব্বাস্ত্রকোবিদাঃ ॥ ২৬
অর্ব্বুদং রক্ষসামত্র উত্তরদ্বারমাশ্রিতম্।
রথিনশ্চাশ্ববাহাশ্চ কুলপুত্রাঃ সুপূজিতাঃ ॥ ২৭
শতশোহথ সহস্রাণি মধ্যমং স্কন্ধমাশ্রিতাঃ।
যাতুধানা দুরাধর্ষা সাগ্রকোটিশ্চ রক্ষসাম্ ॥ ২৮
তে ময়া সংক্রমা ভগ্নাঃ পরিখাশ্চাবপূরিতাঃ।
দগ্ধা চ নগরী লঙ্কা প্রাকারাশ্চাবসাদিতাঃ ॥ ২৯
যেন কেন তু মার্গেণ তরাম বরুণালয়ম্।
হতেতি নগরী লঙ্কা বানরৈরুপধার্য্যতাম্ ॥ ৩০
অঙ্গদো দ্বিবিদো মৈন্দো জাম্ববান্ পনসো নলঃ।
নীলঃ সেনাপতিশ্চৈব বলশেষেণ কিং তব ॥ ৩১
প্লবমানা হি গত্বা তাং রাবণস্য মহাপুরীম্।
সপর্ব্বতবনাং ভিত্ত্বা সখাতাঞ্চ সতোরণাম্ ॥ ৩২
সপ্রাকারাং সভবনামানয়িষ্যন্তি রাঘব ॥ ৩৩
এবমাজ্ঞাপয় ক্ষিপ্রং বলানাং সর্ব্বসংগ্রহম্।
মুহূর্ত্তেন তু যুক্তেন প্রস্থানমভিরোচয় ॥ ৩৪

ইতি লঙ্কাকাণ্ডে তৃতীয়ঃ সর্গঃ ॥ ৩ ॥

তাহার নিকটে বহু প্রকার যন্ত্র ও বৃহদাকার গৃহশ্রেণীও অবস্থিত আছে। শত্রুসৈন্যগণ উপস্থিত হইলে সেই সেতুপথ সকল প্রাকারের উপরিভাগে স্থাপিত যন্ত্রাদিদ্বারা সুরক্ষিত হয়; এবং শত্রুসৈন্যগণও পরিখামধ্যে বিতাড়িত হইয়া থাকে। সেই চারিটী পথের মধ্যে একটী সংক্রম,—অকম্প্য, বলবান্, দৃঢ় ও অতিবৃহৎ এবং কাঞ্চন-নির্ম্মিত অনেক স্তম্ভ ও বেদিকাদ্বারা সুশোভিত। হে রামচন্দ্র! রাবণ যুদ্ধ-ইচ্ছুক হইয়া বলদর্শনের নিমিত্ত সতর্কিত-ভাবে অক্ষোভ্য-চিত্তে সেই সেতু-পথের নিকটে স্বয়ং উপস্থিত হইয়া থাকে। সেই নিরাবলম্ব ভয়াবহ লঙ্কাপুরীতে নাদেয়, পার্ব্বতীয়, বন্য ও কৃত্রিম, এই চারি রকম দুর্গ থাকায় দেবগণও তথায় যাইতে ভীত হন। রাঘব! লঙ্কাপুরী দুস্তর সাগরের পরপার-স্থিতা। সেখানে যে সকল জলদুর্গ আছে, তথায় নৌকাদ্বারা গমনাগমনেরও পথ নাই। এজন্য এ পর্য্যন্ত কেহই সেই লঙ্কাপুরীর কোন বিশেষ সংবাদ অবগত নহে। পর্ব্বতের উপর অনেক দুর্গ নির্ম্মিত থাকায়, বাজি-বারণ সম্পূর্ণ অমরাবতী তুল্য সেই লঙ্কা-পুরীকে দুর্জ্জয় বোধ হইল। ১৬—২২। রাম! পরিখা, শতঘ্নী এবং বহুপ্রকার যন্ত্র, সেই দুরাত্মা রাবণের লঙ্কাপুরীকে পরিশোভিত করিয়া রাখিয়াছে। সেই পুরীর পূর্ব্বদ্বারে শূল হস্তে করিয়া দুর্দ্ধর্ষ দশ হাজার রাক্ষস আছে। তাহারা খড়্গযুদ্ধে বিশেষ পারদর্শী। সেই দক্ষিণ দ্বারে এক লক্ষ রাক্ষস আছে এবং চতুরঙ্গিণী সেনার সহিত অনেকে উৎকৃষ্ট যোদ্ধাও আছে। পশ্চিম দ্বারে খড়্গচর্ম্মধারী, সর্ব্বাস্ত্রকুশল দশ লক্ষ রাক্ষস আছে। উত্তর দ্বারে দশ কোটি রথী অশ্বারোহী এবং সংকুলপ্রসূত রাক্ষস রাবণকর্ত্তৃক সুপূজিত হইয়া অবস্থিত রহিয়াছে। মধ্যম স্কন্ধে যে সকল দুর্দ্ধর্ষ রাক্ষসসৈন্য আছে, তাহাদের সংখ্যা গণনা করিয়া শেষ করা যায় না। ২৩—২৭। আমি সেতু-পথ সকল ভাঙ্গিয়া দিয়াছি এবং লঙ্কা দগ্ধ করত প্রাচীর সকল ভাঙ্গিয়া পরিখাকে পরিপূরিত করিয়া আসিয়াছি। ইহা নিশ্চয়ই জানিবেন, আমরা যে কোন প্রকারে হউক, সাগর পার হইব এবং লঙ্কা-নগরীও আমাদিগের কর্ত্তৃক বিনষ্ট হইবে। আপনার অপর সৈন্যের প্রয়োজন কি? হে রাঘব! কেবলমাত্র অঙ্গদ, দ্বিবিদ, মৈন্দ, জাম্ববান্, পনস, নল এবং সেনাপতি নীল,—আমরা এই কয়েক জনেই সাগর পার হইয়া, পর্ব্বত, বন, খাত, ভবন, প্রাকার ও তোরণের সহিত লঙ্কাপুরীকে ছিন্ন ভিন্ন করিয়া সীতা দেবীকে আপনার নিকটে আনিয়া দিব। হে রাঘব! আপনি যদি এইরূপ ইচ্ছা করেন, তাহা হইলে অবিলম্বে জানকীকে আনয়নার্থ আমাদিগকে আজ্ঞা

চতুর্থঃ সর্গঃ।

শ্রুত্বা হনুমতো বাক্যং যথাবদনুপূর্ব্বশঃ।
ততোঽব্রবীন্মহাতেজা রামঃ সত্যপরাক্রমঃ॥ ১
যাং নিবেদয়সে লঙ্কাং পুরীং ভীমস্য রক্ষসঃ।
ক্ষিপ্রমেতাং বধিষ্যামি সত্যমেতদ্ব্রবীমি তে॥ ২
অস্মিন্ মুহূর্ত্তে সুগ্রীব প্রয়াণমভিরোচয়।
যুক্তো মুহূর্ত্তে বিজয়ে প্রাপ্তো মধ্যং দিবাকরঃ॥ ৩
সীতাং হৃত্বা তু তদ্‌যাতু ক্বাসৌ যাস্যতি জীবিতঃ।
সীতা শ্রুত্বা তু যানং মে আশামেষ্যতি জীবিতে।
জীবিতান্তেঽমৃতং স্পৃষ্ট্বা পীত্বা বিষমিবাতুরঃ॥ ৪
উত্তরাফল্গুনী হ্যদ্য শ্বস্তু হস্তেন যোক্ষ্যতে।
অভিপ্রয়াম সুগ্রীব সর্ব্বানীকসমাবৃতাঃ॥ ৫
নিমিত্তানি চ পশ্যামি যানি প্রাদুর্ভবন্তি বৈ।
নিহত্য রাবণং সংখ্যে হ্যানয়িষ্যামি জানকীম্॥ ৬
উপরিষ্টাদ্ধি নয়নং স্ফুরমাণমিদং মম।
বিজয়ং সমনুপ্রাপ্তং শংসতীব মনোরথম্॥ ৭
ততো বানররাজেন লক্ষ্মণেন সুপূজিতঃ।
উবাচ রামো ধর্ম্মাত্মা পুনরপ্যর্থকোবিদঃ॥ ৮
অগ্রে যাতু বলস্যাস্য নীলো মার্গমবেক্ষিতুম্।
বৃতঃ শতসহস্রেণ বানরাণাং তরস্বিনাম্॥ ৯
ফলমূলবতা নীল শীতকাননবারিণা।
পথা মধুমতা চাশু সেনাং সেনাপতে নয়॥ ১০
দূষয়েয়ুর্দুরাত্মানঃ পথি মূলফলোদকম্।
রাক্ষসাঃ পথি রক্ষেথাস্তেভ্যস্ত্বং নিত্যমুদ্যতঃ॥ ১১
নিম্নেষু বনদুর্গেষু বনেষু চ বনৌকসঃ।
অভিপ্লুত্যাভিপশ্যেয়ুঃ পরেষাং নিহতং বলম্॥ ১২
যত্তু ফল্গু বলং কিঞ্চিত্তদত্রৈবোপপদ্যতাম্।
এতদ্ধি ঘোরং কৃত্যং নো বিক্রমেণ প্রযুধ্যতাম্॥ ১৩
সাগরৌঘনিভং ভীমমগ্রানীকং মহাবলাঃ।
কপিসিংহাঃ প্রকর্ষন্তু শতশোঽথ সহস্রশঃ॥ ১৪
গজশ্চ গিরিসঙ্কাশো গবয়শ্চ মহাবলঃ।

করুন; আর যদি সমুদয় বানরকে তথায় লইয়া যাইতে বাসনা হয়, তবে মুহূর্ত্ত মধ্যেই লঙ্কাগমনে উদ্যোগী হউন।” ২৮—৩১।

চতুর্থ সর্গ।

মহাতেজা সত্যপরাক্রম রামচন্দ্র, হনুমৎকর্ত্তৃক যথাযৎকথিত এই সকল কথা আনুপূর্ব্বিক শুনিয়া কহিলেন, “হনুমন্! আমি, সেই ভীমরূপ রাক্ষসের লঙ্কাপুরী অবিলম্বে বিধ্বংসিত করিয়া ফেলিব। তুমি এইরূপ যাহা কহিতেছ, তৎসমস্তই আমার সত্য বলিয়া বোধ হইতেছে। সুগ্রীব! তোমরা এই মুহূর্ত্তেই সমরযাত্রায় উদ্যোগী হও। কারণ সূর্য্য মধ্যগামী হইয়াছেন, নিশ্চয়ই এইরূপ বিজয়প্রদ অভিজিন্নামক মুহূর্ত্তে যুদ্ধযাত্রা করাই বিধেয়। আমি এই বিজয়মুহূর্ত্তে যুদ্ধ যাত্রা করিলে, রাবণ কখনই প্রাণরক্ষা করিতে সক্ষম হইবে না। বিষ পান করিয়া আতুর ব্যক্তি যেরূপ মরণ সময় অমৃততুল্য ঔষধ স্পর্শ করিয়াও, প্রাণের আশায় আশ্বাসিত হয়, সেইরূপ,—‘আমি যুদ্ধযাত্রায় বাহির হইয়াছি’ এই কথা শুনিলেও জানকী প্রাণের আশা ত্যাগ করিবেন না। অদ্য চন্দ্রমা উত্তরফল্গুনী নক্ষত্রে অবস্থান করিতেছেন। সুতরাং এই তারা আমার সাধকতারা হইয়াছে। কিন্তু আগামী কল্য হস্তার সহিত যোগ হইলে নিধনতারা হইবে। যেহেতু পুনর্ব্বসু নক্ষত্রে আমি জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলাম। অতএব হে সুগ্রীব! আমরা সর্ব্বসৈন্যপরিবেষ্টিত হইয়া অদ্যই সমরযাত্রায় বাহির হইব। অগ্রে যে সকল সুনিমিত্ত প্রাদুর্ভূত হইতেছে, ইহা দেখিয়া বোধ হয়, আমরা নিশ্চয়ই যুদ্ধক্ষেত্রে রাবণকে বধ করিয়া, জানকীরে গৃহে আনয়ন করিব। আমার এই দক্ষিণ নয়নের উপরিভাগ বারংবার নৃত্য করিয়া যেন আমার অভিলাষানুরূপ উপস্থিত বিজয়কে সূচনা করিয়া দিতেছে। ১—৭। পরে অর্থবিশারদ ধর্ম্মাত্মা রামচন্দ্র,—বানররাজ সুগ্রীব এবং লক্ষ্মণকর্ত্তৃক সুপূজিত হইয়া, পুনরায় কহিতে লাগিলেন;—“সেনাপতি নীল, বেগশালী শত সহস্র বানরসেনায় পরিবেষ্টিত হইয়া পথ অন্বেষণের নিমিত্ত সেনাগণের অগ্রেই গমন করুন। হে সেনাপতে নীল! যথায় উত্তম ফল মূল ও সুমধুর শীতল জল এবং বন আছে, তুমি এইরূপ পথ দিয়া সেনাগণকে লইয়া যাও। দুরাত্মা রাক্ষসগণ, পথস্থিত ফল ও পানীয় সকল বিষাদিদ্বারা দূষিত করিয়া রাখিবে। তুমি সে বিষয়ে বিশেষ সাবধান হইয়া সৈন্যদিগকে রক্ষা করিবে। বানরগণ, উল্লম্ফন করত বৃক্ষাদির উচ্চদেশে উঠিয়া ভূমির নিম্নস্থিত বনদুর্গ ও বন সকলে সন্নিবেশিত শত্রুসেনাগণকে যেন অনুসন্ধান করিয়া যায়। আমাদের এই সেনাগণের মধ্যে, বাল্য ও বৃদ্ধত্বহেতু যাহাদিগকে দুর্ব্বল বোধ হইবে, তাহাদিগকে এই কিষ্কিন্ধ্যাতেই রাখিয়া যাও। কারণ আমাদের এই লঙ্কা-যুদ্ধব্যাপার ঘোরতর হইবে, বোধ হইতেছে। অতএব কেবলমাত্র বিক্রমসম্পন্ন সৈন্যের সহিতই যাত্রা করা কর্ত্তব্য।

গবাক্ষশ্চাগ্রতো যান্তু গবাং দৃপ্তা ইবর্ষভাঃ ॥ ১৫
যাতু বানরবাহিন্যা বানরঃ প্লবতাং পতিঃ।
পালয়ন্ দক্ষিণং পার্শ্বমৃষভো বানরর্ষভঃ ॥ ১৬
গন্ধহস্তীব দুর্দ্ধর্ষস্তরস্বী গন্ধমাদনঃ।
যাতু বানরবাহিন্যাঃ সব্যং পার্শ্বমধিষ্ঠিতঃ ॥ ১৭
যাস্যামি বলমধ্যেঽহং বলৌঘমভিহর্ষয়ন্।
অধিরুহ্য হনূমন্তমৈরাবতমিবেশ্বরঃ ॥ ১৮
অঙ্গদেনৈষ সংযাতু লক্ষ্মণশ্চান্তকোপমঃ।
সার্ব্বভৌমেন ভূতেশো দ্রবিণাধিপতির্যথা ॥ ১৯
জাম্ববাংশ্চ সুষেণশ্চ বেগদর্শী চ বানরঃ।
ঋক্ষরাজো মহাসত্ত্বঃ কুক্ষিং রক্ষন্তু তে ত্রয়ঃ ॥ ২০
রাঘবস্য বচঃ শ্রুত্বা সুগ্রীবো বাহিনীপতিঃ।
ব্যাদিদেশ মহাবীর্য্যো বানরান্ বানরর্ষভঃ ॥ ২১
তে বানরগণাঃ সর্ব্বে সমুৎপত্য মহৌজসঃ।
গুহাভ্যঃ শিখরেভ্যশ্চ আশু পুপ্লুবিরে তদা ॥ ২২
ততো বানররাজেন লক্ষ্মণেন চ পূজিতঃ।
জগাম রামো ধর্ম্মাত্মা সসৈন্যো দক্ষিণাং দিশম্ ॥ ২৩
শতৈঃ শতসহস্রৈশ্চ কোটীভিশ্চাযুতৈরপি।
বারণাভৈশ্চ হরিভির্যযৌ পরিবৃতস্তদা ॥ ২৪
তং যান্তমনুযাতি স্ম মহতী হরিবাহিনী।
হৃষ্টাঃ প্রমুদিতাঃ সর্ব্বে সুগ্রীবেণাভিপালিতাঃ ॥ ২৫
আপ্লবন্তঃ প্লবন্তশ্চ গর্জ্জন্তশ্চ প্লবঙ্গমাঃ।
ক্ষ্বেলন্তো নিনদন্তশ্চ জগ্মুর্বৈ দক্ষিণাং দিশম্ ॥ ২৬
ভক্ষয়ন্তঃ সুগন্ধীনি মধূনি চ ফলানি চ।
উদ্বহন্তো মহাবৃক্ষান্ মঞ্জরীপুঞ্জধারিণঃ ॥ ২৭
অন্যোন্যং সহসা দৃপ্তা নির্ব্বহন্তি ক্ষিপন্তি চ।
পতন্তশ্চোৎপতন্ত্যন্যে পাতয়ন্ত্যপরে পরান্ ॥ ২৮
রাবণো নো নিহন্তব্যঃ সর্ব্বে চ রজনীচরাঃ।
ইতি গর্জ্জন্তি হরয়ো রাঘবস্য সমীপতঃ ॥ ২৯
পুরস্তাদৃষভো বীরো নীলঃ কুমুদ এব চ।
পথানং শোধয়ন্তি স্ম বানরৈর্বহুভিঃ সহ ॥ ৩০
মধ্যে তু রাজা সুগ্রীবো রামো লক্ষ্মণ এব চ।
বানরৈর্বলিভির্ভীমৈর্বৃতাঃ শত্রুনিবর্হণাঃ ॥ ৩১
হরিঃ শতবলির্বীরঃ কোটিভির্দশভির্বৃতঃ।
সর্ব্বামেকো হ্যবষ্টভ্য ররক্ষ হরিবাহিনীম্ ॥ ৩২

শত সহস্র মহাবল বানরসিংহ এই মহাসাগর সদৃশ ভয়ঙ্কর বানরসেনা সঞ্চালন করিয়া লইয়া যাউক। গিরিসদৃশ গজ—মহাবল গবয় ও গবাক্ষ,—মদগর্ব্বিত গোবৃষভের ন্যায়, সেনাদলের অগ্রে যাউক। ৮—১৫। লম্ফপ্রদানকারিগণের অগ্রগণ্য বানরশ্রেষ্ঠ ঋষভ, দক্ষিণদিক্ রক্ষাপূর্ব্বক বানরসেনার সহিত যাউক। গন্ধ-হস্তীর ন্যায় দুর্দ্ধর্ষ বেগশালী গন্ধমাদন, বানরসেনার সহিত বামভাগ রক্ষা করত যাইবে। ইন্দ্র যেরূপ ঐরাবতে চড়িয়া গমন করেন,—সেইরূপ আমি হনূমানের স্কন্ধে চাড়য়া, সর্ব্বসৈন্যের আহ্লাদ উৎপাদন করত সেনামধ্যে যাইব। সার্ব্বভৌমনামক হস্তীর উপর চড়িয়া ধনাধিপতি যক্ষরাজ কুবের যেরূপ গমন করেন, সেইরূপ অন্তকোপম লক্ষ্মণ অঙ্গদের পৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া গমন করিবেন। ঋক্ষরাজ জাম্ববান্, মহাবল সুষেণ ও বেগদর্শী এই তিনজন সৈন্যগণের কুক্ষিদেশ রক্ষা করিবে। ১৬—২০। বানরশ্রেষ্ঠ মহাবল সেনাপতি সুগ্রীব রামচন্দ্রের কথা শুনিয়া বানরগণকে তদনুরূপ আজ্ঞা দিলেন। তখন সেই মহাবল বানরগণ লম্ফপ্রদান-পূর্ব্বক আপনাদিগের আশ্রয়ভূত গুহা ও শিখর সকল হইতে বাহির হইল। পরে, ধর্ম্মাত্মা রাম, বানররাজ সুগ্রীব এবং লক্ষ্মণকর্তৃক সুপূজিত ও অসংখ্য হস্তিতুল্য বানরগণে পরিবেষ্টিত হইয়া, সসৈন্যে দক্ষিণ দিগভিমুখে যাত্রা করিলেন। তৎকালে সুগ্রীবপালিত বানরসৈন্যগণ হৃষ্টান্তঃকরণে প্রফুল্লমুখে তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাইতে লাগিল। ২১—৩৫। কোন কোন বানর,—সেনাগণকে রক্ষা করিবার নিমিত্ত চতুর্দ্দিকে লম্ফপ্রদান করিয়া, কেহ বা অগ্রস্থিত ফলমূলাদির শুদ্ধাশুদ্ধ পরীক্ষা করিবার নিমিত্ত অগ্রগামী হইয়া,—কেহ সিংহনাদ এবং কেহ বা চীৎকার করিয়া সুগন্ধি ও সুমিষ্ট ফল সকল ভক্ষণ এবং মঞ্জরীপুষ্প-শোভিত মহাবৃক্ষ সকল উদ্বহনপূর্ব্বক দক্ষিণদিকে যাইতে লাগিল। কেহ কেহ গর্ব্বিত হইয়া পরস্পর পরস্পরকে বহন ও স্কন্ধ হইতে ভূমিতলে নিক্ষেপ করিতে লাগিল। কেহ বা ক্রমান্বয়ে যাইতে লাগিল। কেহ বা ঊর্দ্ধে গমন করত অন্যকে ভূমিতলে ফেলিয়া দিতে লাগিল। "রাবণ এবং অপর সমস্ত রাক্ষসকে আমরা সংহার করিব"—বানরগণ, রামচন্দ্রের সম্মুখে বারংবার এই কথা বলিয়া গর্জ্জন করিতে লাগিল। মহাবীর ঋষভ, কুমুদ এবং নীল,—বহুল বানরের সহিত পথ সকল পরিষ্কৃত করত, সেই সেনাগণের অগ্রে অগ্রে যাইতে লাগিল। ২১—৩০। শত্রুনিসূদন রামচন্দ্র লক্ষ্মণ এবং বানররাজ সুগ্রীব, বলশালী এবং ভীমমূর্ত্তি অসংখ্য বানরগণে পরিবেষ্টিত হইয়া তাহাদের মধ্যভাগে যাইতে লাগিলেন। মহাবল বানর শতবলি, দশকোটি বানরসেনায় পরিবেষ্টিত হইয়া, একাকীই সেই সমস্ত বানরসেনাকে রক্ষা করিতে

কোটীশতপরীবারঃ কেশরী পনসো গজঃ ।
অর্কশ্চাতিবলঃ পার্শ্বমেকং তস্যাভিরক্ষতি ॥ ৩৩
সুষেণো জাম্ববাংশ্চৈব ঋক্ষৈর্বহুভিরাবৃতৌ ।
সুগ্রীবং পুরতঃ কৃত্বা জঘনং সংররক্ষতুঃ ॥ ৩৪
তেষাং সেনাপতির্বীরো নীলো বানরপুঙ্গবঃ ।
সমন্তাৎ প্লবতাং শ্রেষ্ঠস্তদ্বলং পর্য্যবারয়ৎ ॥ ৩৫
দরীমুখঃ প্রজঙ্ঘশ্চ জম্ভোঽথ রভসঃ কপিঃ ।
সর্ব্বতশ্চ যযুর্বীরাস্ত্বরয়ন্তঃ প্লবঙ্গমান্ ॥ ৩৬
এবং তে হরিশার্দ্দূলা গচ্ছন্তি বলদর্পিতাঃ ।
অপশ্যংস্তে গিরিশ্রেষ্ঠং সহ্যং দ্রুমশতাকুলম্ ।
সরাংসি চ প্রফুল্লানি তটাকানি বরাণি চ ॥ ৩৭
রামস্য শাসনং জ্ঞাত্বা ভীমকোপস্য ভীতবৎ ।
বর্জ্জয়ন্নগরাভ্যাসাংস্তথা জনাপদানপি ॥ ৫৭
সাগরৌঘনিভং ভীমং তদ্বানরবলং মহৎ ।
নিঃসসর্প মহাঘোরং ভীমঘোষমিবার্ণবম্ ॥ ৩৯
তস্য দাশরথেঃ পার্শ্বে শূরাস্তে কপিকুঞ্জরাঃ ।
তূর্ণমাপুপ্লুবুঃ সর্ব্বে সদশ্বা ইব চোদিতাঃ ॥ ৪০
কপিভ্যামুহ্যমানৌ তৌ শুশুভাতে নরর্ষভৌ ।
মহদ্ভ্যামিব সংস্পৃষ্টৌ গ্রহাভ্যাং চন্দ্রভাস্করৌ ॥ ৪১
ততো বানররাজেন লক্ষ্মণেন সুপূজিতঃ ।
জগাম রামো ধর্ম্মাত্মা সসৈন্যো দক্ষিণাং দিশম্ ॥ ৪২
তমঙ্গদগতো রামং লক্ষ্মণঃ শুভয়া গিরা ।
উবাচ পরিপূর্ণার্থাং পূর্ণার্থং প্রতিভানবান্ ॥ ৪৩
হৃতামবাপ্য বৈদেহীং ক্ষিপ্রং হত্বা চ রাবণম্ ।
সমৃদ্ধার্থঃ সমৃদ্ধার্থামযোধ্যাং প্রতিযাস্যসি ॥ ৪৪
মহান্তি চ নিমিত্তানি দিবি ভূমৌ চ রাঘব ।
শুভানি তব পশ্যামি সর্ব্বাণ্যেবার্থসিদ্ধয়ে ॥ ৪৫
অনুবাতি শিবো বায়ুঃ সেনাং মৃদুহিতঃ সুখঃ ।
পূর্ণবল্গুস্বরাশ্চামী প্রবদন্তি মৃগদ্বিজাঃ ॥ ৪৬
প্রসন্নাশ্চ দিশঃ সর্ব্বা বিমলশ্চ দিবাকরঃ ।
উশনা চ প্রসন্নার্চ্চিরনু ত্বাং ভার্গবো গতঃ ॥ ৪৭
ব্রহ্মরাশির্বিশুদ্ধশ্চ শুদ্ধাশ্চ পরমর্ষয়ঃ ।
অর্চ্চিষ্মন্তঃ প্রকাশন্তে ধ্রুবং সর্ব্বে প্রদক্ষিণম্ ॥ ৪৮
ত্রিশঙ্কুর্বিমলো ভাতি রাজর্ষিঃ সপুরোহিতঃ ।
পিতামহঃ পুরোহস্মাকং ইক্ষ্বাকূণাং মহাত্মনাম্ ॥ ৪৯
বিমলে চ প্রকাশেতে বিশাখে নিরুপদ্রবে ।
নক্ষত্রং পরমস্মাকমিক্ষ্বাকূণাং মহাত্মনাম্ ॥ ৫০

লাগিল। শতকোটি বানরপরিবেষ্টিত মহাবল কেশরী পনস, গজ এবং অর্ক,—সেই সেনার এক পার্শ্ব রক্ষা করিয়া যাইতে লাগিল। সুষেণ এবং জাম্ববান্, অসংখ্য ঋক্ষগণে পরিবেষ্টিত হইয়া, সেনামধ্যস্থিত সুগ্রীবকে অগ্রে করত, তাহার জঘনদেশ রক্ষা করিতে লাগিল। পাছে সৈন্যগণকর্ত্তৃক নিকটস্থ নগরাদি উপদ্রবগ্রস্ত হয় এজন্য লম্ফপ্রদানপূর্ব্বক, গমনশীলদিগের অগ্রগণ্য বানরপুঙ্গব মহাবল সেনাপতি নীল, সর্ব্বতোভাবে তাহাদিগকে নিবারণ করিয়া যাইতে লাগিল। দরীমুখ, প্রজঙ্ঘ, এবং রভস সেনাগণকে সর্ব্বতোভাবে বেগে চালনা করিয়া লইয়া চলিল। ৩১—৩৬। সেই বল-গর্ব্বিত বানর-শার্দ্দূলগণ এইরূপে যাইতে যাইতে বৃক্ষ-শতশোভিত পর্ব্বতশ্রেষ্ঠ সহ্য, বিকশিত-কমল সুশোভিত সরোবর এবং চমৎকার তড়াগ সকল দেখিতে পাইল; কিন্তু বানরগণ, ভীমকোপ রামের শাসন জানিতে পারিয়া, ভয়ে নগর এবং জনপদের নিকট দিয়াও যাইতে সাহসী হইল না। মহাসমুদ্রের ন্যায় ভীষণ সুমহৎ বানরগণ, ভয়ঙ্কর গর্জ্জনকারী মহা-সাগরের ন্যায়, পর্ব্বত হইতে নির্গত হইল। সেই শূর কপিকুঞ্জরগণ সুসারথি-চালিত উত্তম অশ্বের ন্যায়, শ্রীরামের পার্শ্বভাগে লম্ফপ্রদানপূর্ব্বক দ্রুত গমন করিতে লাগিল। তৎকালে হনূমান্ ও অঙ্গদের স্কন্ধাধি-রূঢ় সেই পুরুষশ্রেষ্ঠ রাম ও লক্ষ্মণ, রাহু এবং কেতু-সংস্পৃষ্ট সূর্য্য ও চন্দ্রের ন্যায়, শোভা ধারণ করিলেন। এইরূপে ধর্ম্মাত্মা রাম—বানরেশ্বর সুগ্রীব এবং লক্ষ্মণ-কর্ত্তৃক সম্যক্পূজিত হইয়া সসৈন্যে দক্ষিণাভিমুখে যাইতে লাগিলেন। পরে অঙ্গদস্কন্ধারূঢ় লক্ষ্মণ, শুভ-সূচক লক্ষণ সকল দর্শনে ভবিষ্যৎ কার্য্যসিদ্ধি বুঝিয়া পূর্ণপ্রায় মনোরথ রামচন্দ্রকে এইরূপ কহিতে লাগিলেন "রঘুনাথ। আমরা রাবণকে বধ করত রাবণহৃতা জানকীকে উদ্ধার করিয়া সফল-মনোরথ হইয়া, নিশ্চয়ই ধনজনপূর্ণা অযোধ্যাতে প্রত্যাগমন করিব। রাঘব! আকাশ ও পৃথিবীতে আপনার কার্য্যসিদ্ধি-সূচক শুভকর সুমহৎ লক্ষণ সকল দেখিতেছি। ঐ দেখুন, সুন্দর সুশীতল সুরভি অনুকূল সমীরণ সেনা-গণের পৃষ্ঠদেশে বীজন করিতেছে। মৃগ এবং পক্ষিগণ বিচ্ছেদরহিত শ্রবণসুখকর স্বরে কূজন করিতেছে। ৩৭—৪৬। দিক্ সকল প্রসন্ন হইয়াছে এবং রবি বিশদ কিরণ বিতরণ করিতেছেন। প্রসন্নকিরণ ভৃগু-নন্দন শুক্রও আপনার পশ্চাদ্গামী হইয়াছেন। দেখুন, নভঃস্থল, মেঘ-মালিন্যাদিশূন্য হওয়ায় ব্রহ্মর্ষি ও পরমর্ষিগণ ধ্রুবকে প্রদক্ষিণ করিয়া বিমল জ্যোতিঃ প্রকাশ করত সমুদিত হইয়াছেন। মহাত্মা ইক্ষ্বাকু-গণের পিতামহ রাজর্ষি ত্রিশঙ্কু বিশ্বামিত্রস্থ সপ্তর্ষি-মণ্ডলের মধ্যবর্ত্তী পুরোহিত বসিষ্ঠের সহিত বিমল

নৈর্ঋতং নৈর্ঋতানাঞ্চ নক্ষত্রমতিপীড্যতে।
মূলো মূলবতা স্পৃষ্টো ধূপ্যতে ধূমকেতুনা॥ ৫১
সর্ব্বঞ্চৈতদ্বিনাশায় রাক্ষসানামুপস্থিতম্।
কালে কালগৃহীতানাং নক্ষত্রং গ্রহপীড়িতম্॥ ৫২
প্রসন্নাঃ সুরসাশ্চাপো বনানি ফলবন্তি চ।
প্রবান্তি নাধিকা গন্ধা যথর্ত্তুকুসুমা দ্রুমাঃ॥ ৫৩
ব্যূঢ়ানি কপিসৈন্যানি প্রকাশন্তেঽধিকং প্রভো।
দেবানামিব সৈন্যানি সংগ্রামে তারকাময়ে।
এবমার্য্য সমীক্ষ্যৈতান্ প্রীতো ভবিতুমর্হসি॥ ৫৪
ইতি ভ্রাতরমাশ্বাস্য হৃষ্টঃ সৌমিত্রিরব্রবীৎ।
অথাবৃত্য মহীং কৃৎস্নাং জগাম হরিবাহিনী॥ ৫৫
ঋক্ষবানরগোপুচ্ছৈর্নখদংষ্ট্রায়ুধৈরপি।
করাগ্রৈশ্চরণাগ্রৈশ্চ বানরৈরুদ্ধৃতং রজঃ॥ ৫৬
ভৌমমন্তর্দধে লোকং নিবার্য্য সবিতুঃ প্রভাম্।
সপর্ব্বতবনাকাশাং দক্ষিণাং হরিবাহিনী॥ ৫৭
ছাদয়ন্তী যযৌ ভীমা দ্যামিবাম্বুদসন্ততিঃ।
উত্তরন্ত্যাস্তু সেনায়াং সন্ততং বহুযোজনম্॥ ৫৮
নদীস্রোতাংসি সর্ব্বাণি সস্যন্দুর্ব্বিপরীতবৎ।
সরাংসি বিমলাম্ভাংসি দ্রুমাকীর্ণাংশ্চ পর্ব্বতান্॥ ৫৯
সমান্ ভূমিপ্রদেশাংশ্চ বনানি ফলবন্তি চ।
মধ্যেন চ সমন্তাচ্চ তির্য্যক্ চাধশ্চ সাবিশৎ॥ ৬০
সমাবৃত্য মহীং কৃৎস্নাং জগাম মহতী চমূঃ।
তে হৃষ্টবদনাঃ সর্ব্বে জগ্মুর্ম্মারুতরংহসঃ॥ ৬১
হরয়ো রাঘবস্যার্থে সমারোপিতবিক্রমাঃ।
হর্ষবীর্য্যবলোদ্রেকান্ দর্শয়ন্তঃ পরস্পরম্॥ ৬২
যৌবনোৎসেকজান্ দর্পান্ বিবিধাংশ্চক্রুরধ্বনি।
তত্র কেচিদ্ দ্রুতং জগ্মুরুৎপেতুশ্চ তথাপরে॥ ৬৩
কেচিৎ কিলকিলাং চক্রুর্ব্বানরা বারণোপমাঃ।
প্রাস্ফোটয়ংশ্চ পুচ্ছানি সংনিজঘ্নুঃ পদান্যপি॥ ৬৪
ভুজান্ বিক্ষিপ্য শৈলাংশ্চ দ্রুমানন্যে বভঞ্জিরে।
আরোহন্তশ্চ শৃঙ্গাণি গিরীণাং গিরিগোচরাঃ॥ ৬৫
মহানাদান্ প্রমুঞ্চন্তঃ ক্ষ্বেড়ামন্যে প্রচক্রিরে।
উরুবেগৈশ্চ মমৃদুর্লতাজালান্যনেকশঃ॥ ৬৬
জৃম্ভমাণাশ্চ বিক্রান্তা বিচিক্রীড়ুঃ শিলাদ্রুমৈঃ।

কিরণ প্রকাশ করিতেছেন। আমাদিগের পরম-হিতকারী বিশাখাদ্বয়ও মঙ্গলাদি দুষ্টগ্রহের আক্রমণ-শূন্য হইয়া, বিমলভাবে প্রকাশিত হইতেছে। ঐ দেখুন, রাক্ষসগণের হিতকারী নির্ঋতিদৈবত, মূলা নক্ষত্রও দণ্ডাকারে উত্থিত ধূমকেতু-স্পৃষ্ট হওয়ায় পীড়িত ও সন্তাপিত হইতেছে। ৪৭—৫১। এই নিমিত্ত সকল দেখিয়া বোধ হইতেছে, রাক্ষসদিগের বিনাশের কারণই এই সকল ঘটনা আবির্ভূত হইতেছে। কেননা, যাহাদের মৃত্যু নিকটবর্ত্তী হয়, তাহাদেরই নক্ষত্র এবং গ্রহপীড়া উপস্থিত হইয়া থাকে। সরোবরের জল মধুর ও প্রসন্ন এবং বৃক্ষ সকল অকালে ফলবান্ হইতেছে। তরুরাজি অকালে কুসুমিত হওয়ায়, তাহাদের গন্ধ ঋতুকাল অপেক্ষা সমধিক হইয়াছে। প্রভো! এই ব্যূহাকারে বিন্যস্ত কপিসৈন্যশ্রেণী তারকাসুরের সহিত যুদ্ধরত সুরসেনাগণের ন্যায়, সমধিক শোভা পাইতেছে। আর্য্য! আপনি এই সকল সুনিমিত্ত দেখিয়া প্রীতি লাভ করুন।" সুমিত্রানন্দন লক্ষ্মণ, রামচন্দ্রকে আশ্বাস দিয়া এইরূপ বলিলে, সেই বানরসৈন্য সুবিস্তীর্ণ ভূভাগ আচ্ছন্ন করিয়া গমন করিতে লাগিল। ৫২—৫৫। তৎকালে নখদন্তায়ুধ সেই ঋক্ষ, বানর ও গোপুচ্ছগণের হস্ত ও পদাগ্রবিক্ষিপ্ত ধূলিরাশি, রবিকিরণ আচ্ছাদিত করিয়া, সমুদয় দক্ষিণদেশ সমাচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল। মেঘমালা যেরূপ আকাশ আচ্ছাদন করিয়া থাকে, তদ্রূপ সেই বানরসৈন্য,—গিরি, বন ও আকাশের সহিত দক্ষিণদেশকে সমাচ্ছাদিত করিয়া যাইতে লাগিল। বহুযোজনবিস্তৃত সেই বানরসৈন্যের প্রয়াণকালে নদীস্রোত সকল বিপরীতদিকে প্রবাহিত হইতে লাগিল। এইরূপে সেই মহতী সেনা,—স্বচ্ছসলিলপূর্ণ সরোবর, বৃক্ষাকীর্ণ পর্ব্বত, সমতল ভূমিপ্রদেশ এবং ফলপূর্ণ কানন সকলে প্রবেশপূর্ব্বক সুবিস্তীর্ণ ভূভাগ আবৃত করিয়া যাইতে লাগিল। বায়ুর ন্যায় বেগশালী সেই বানরগণের মুখ হইতে তৎকালে আহ্লাদের লক্ষণ প্রকাশ পাইল এবং তাহারা "রামের কারণ সমরে নিযুক্ত হইব" বলিয়া পরাক্রম ও পথিমধ্যে পরস্পর হর্ষ, বীর্য্য, বলোদ্রেক এবং যৌবনোচিত নানাপ্রকার দর্পচিহ্ন প্রকাশ করিতে লাগিল। সেই হস্তীর ন্যায় বানরগণের মধ্যে কেহ কেহ সাতিশয় দ্রুতপদে এবং কেহ বা শূন্যমার্গে যাইতে লাগিল; কেহ বা হর্ষসূচক কিলকিলা শব্দ করিতে লাগিল। কেহ লাঙ্গুল সঞ্চালন, কেহ পৃথিবীতে পাদাস্ফালন এবং কেহ বা হস্তপ্রসারণপূর্ব্বক বৃক্ষ ও পর্ব্বত সকলকে ভগ্ন করিতে লাগিল। পর্ব্বততুল্য কতকগুলি বানর, ভয়ঙ্কর গর্জ্জন করত পর্ব্বতশিখরে আরোহণ করিয়া ক্রীড়া করিতে থাকিল এবং কেহ বা মুখব্যাদানপূর্ব্বক পরাক্রম প্রকাশ করিয়া, প্রবলবেগে উরুদেশের বিবিধ লতাজাল ভূতলশায়ী

ততঃ শতসহস্রৈশ্চ কোটিভিশ্চ সহস্রশঃ ॥ ৬৭
বানরাণাং সুঘোরাণাং শ্রীমৎ পরিবৃতা মহী।
সা স্ম যাতি দিবারাত্রং মহতী হরিবাহিনী ॥ ৬৮
প্রহৃষ্টমুদিতাঃ সর্ব্বে সুগ্রীবেণাভিপালিতাঃ।
বানরাস্ত্বরিতা যান্তি সর্ব্বে যুদ্ধাভিনন্দিনঃ।
প্রমোক্ষয়িষবঃ সীতাং মুহূর্ত্তং ক্বাপি নাবসন্। ৬৯
ততঃ পাদপসংবাধং নানাবনসমাযুতম্।
সহ্যপর্ব্বতমাসাদ্য বানরাস্তে সমারুহন্ ॥ ৭০
কাননানি বিচিত্রাণি নদীপ্রস্রবণানি চ।
পশ্যন্নভিযযৌ রামঃ সহ্যস্য মলয়স্য চ ॥ ৭১
চম্পকাংস্তিলকাংশ্চূতানশোকান্ সিন্ধুবারকান্।
তিমিশান্ করবীরাংশ্চ ভঞ্জন্তি স্ম প্লবঙ্গমাঃ ॥ ৭৩
অঙ্কোলাংশ্চ করঞ্জাংশ্চ প্লক্ষন্যগ্রোধতিন্দুকান্।
জম্বুকামলকান্নাগান্ ভঞ্জন্তি স্ম প্লবঙ্গমাঃ ॥ ৭২
প্রস্তরেষু চ রম্যেষু বিবিধাঃ কাননদ্রুমাঃ।
বায়ুবেগপ্রচলিতাঃ পুষ্পৈরবকিরন্তি তান্ ॥ ৭৪
মারুতঃ সুখসংস্পর্শো বাতি চন্দনশীতলঃ।
ষট্‌পদৈরনুকূজদ্ভির্বনেষু মধুগন্ধিষু ॥ ৭৫
অধিকং শৈলরাজস্য ধাতুভিঃ সুবিভূষিতঃ।
ধাতুভ্যঃ প্রসৃতো রেণুর্বায়ুবেগেন ঘটিতঃ ॥ ৭৬

সুমহদ্বানরানীকং ছাদয়ামাস সর্ব্বতঃ।
গিরিপ্রস্থেষু রম্যেষু সর্ব্বতঃ সম্প্রপুষ্পিতাঃ ॥ ৭৭
কেতক্যঃ সিন্ধুবারাশ্চ বাসন্ত্যশ্চ মনোরমাঃ।
মাধব্যো গন্ধপূর্ণাশ্চ কুন্দগুল্মাশ্চ পুষ্পিতাঃ ॥ ৭৮
চিরিবিল্বা মধুকাশ্চ বঞ্জুলা বকুলাস্তথা।
রঞ্জকাস্তিলকাশ্চৈব নাগবৃক্ষাশ্চ পুষ্পিতাঃ ॥ ৭৯
চূতাঃ পাটলিকাশ্চৈব কোবিদারাশ্চ পুষ্পিতাঃ।
মুচুলিন্দার্জ্জুনাশ্চৈব শিংশপাঃ কুটজাস্তথা ॥ ৮০
হিন্তালাস্তিনিশাশ্চৈব চূর্ণকা নীপকাস্তথা
নীলাশোকাশ্চ সরলা অঙ্কোলা পদ্মকাস্তথা ॥ ৮১
প্রীয়মাণৈঃ প্লবঙ্গৈস্তু সর্ব্বে পর্য্যাকুলীকৃতাঃ।
বাপ্যস্তস্মিন্ গিরৌ রম্যাঃ পল্বলানি তথৈব চ ॥ ৮২
চক্রবাকানুচরিতাঃ কারণ্ডবনিষেবিতাঃ।
প্লবৈঃ ক্রৌঞ্চৈশ্চ সঙ্কীর্ণা বরাহমৃগসেবিতাঃ ॥ ৮৩
ঋক্ষৈস্তরক্ষুভিঃ সিংহৈঃ শার্দ্দূলৈশ্চ ভয়াবহৈঃ।
ব্যালৈশ্চ বহুভির্ভীমৈঃ সেব্যমানাঃ সমন্ততঃ ॥ ৮৪
পদ্মৈঃ সৌগন্ধিকৈঃ ফুল্লৈঃ কুমুদৈশ্চোৎপলৈস্তথা।
বারিজৈর্বিবিধৈঃ পুষ্পৈরম্যাস্তত্র জলাশয়াঃ ॥ ৮৫
তস্য সানুষু কূজন্তি নানাদ্বিজগণাস্তথা।
স্নাত্বা পীত্বোদকান্যত্র জলে ক্রীড়ন্তি বানরাঃ ॥ ৮৬
অন্যোন্যং প্লাবয়ন্তি স্ম শৈলমারুহ্য বানরাঃ।
ফলান্যমৃতগন্ধীনি মূলানি কুসুমানি চ ॥ ৮৭

করত শিলা ও বৃক্ষ লইয়া ক্রীড়া আরম্ভ করিল। পরে সেই শত শত, সহস্র সহস্র কোটি কোটি ভীমকায় বানরগণে পৃথিবী পরিব্যাপ্তা হইয়া পড়িল। হৃষ্টাকুল, যুদ্ধাভিলাষী এবং সুগ্রীবপালিত সেই বানরসেনাগণ, সীতাকে উদ্ধার করিবার ইচ্ছায় কোন স্থানে বিশ্রাম না করিয়া, ত্বরান্বিত হইয়া রাত্রিদিন যাইতে লাগিল। ৫৬—৬৯। পরে সেই বানরগণ সম্মুখে বিবিধ কানন-শোভিত সহ্য পর্ব্বতের দক্ষিণদিক্ দেখিয়া তাহাতে আরোহণ করিল এবং রামচন্দ্র,—সহ্য ও মলয়পর্ব্বতের রমণীয় কানন ও নদীনির্ঝর সকল দেখিতে দেখিতে যাইতে লাগিলেন। যাইবার সময়ে বানরগণ সেই দুই পর্ব্বতস্থিত চম্পক, তিলক, চূত, অশোক, সিন্ধুবার তিনিশ, করবীর, অঙ্কোল, করঞ্জ, প্লক্ষ, বট, তিন্দুক, জম্বুক, এবং পুন্নাগ প্রভৃতি বৃক্ষ সকল ভগ্ন করিতে লাগিল। সুরম্য পর্ব্বতোপরি অবস্থিত নানাজাতীয় বনতরুরাজি বায়ুবেগে স্পন্দিত হইয়া কুসুমসমূহের দ্বারা বানরগণকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল। ৭০—৭৩। মধুগন্ধামোদিত সেই কাননভূমিতে মধুর গুঞ্জনকারী ভ্রমর-পঙ্ক্তির সহিত সুখস্পর্শ, সুশীতল, চন্দনবাসিত সমীরণ মন্দ-মন্দ প্রবাহিত হইতে লাগিল। কিন্তু সেই পর্ব্বতরাজ সহ্য, ধাতুগণের দ্বারাই সবিশেষ শোভা পাইয়াছিল তৎকালে সেই ধাতুসমূহের রেণু বায়ুর দ্বারা সঞ্চালিত হইয়া, সেই মহতী বানরসেনাকে সমাচ্ছাদিত করিল। সেই সুরম্য গিরিপ্রস্থে মনোরম ও সৌরভপূর্ণ কেতকী, সিন্ধুবার, নবমল্লিকা, মাধবী, কুন্দ, চিরবিল্ব, মধুক, স্থলপদ্ম, বকুল, রঞ্জক, তিলক, নাগেশ্বর, চূত, পাটলী, রক্তকাঞ্চন, মুচুলিন্দ, অর্জ্জুন, শিংশপা, গিরিমল্লিকা, হিন্তাল, তিনিশ, চূর্ণক, নীপক, সরল, অঙ্কোল এবং পদ্ম প্রভৃতি বৃক্ষ ও লতা সকল পুষ্পিত হইয়াছিল। ৭৫—৮১। তাহা দেখিয়া বানরগণ অত্যন্ত হৃষ্ট হইয়া সে সকল ছিন্ন ভিন্ন করিয়া ফেলিল। সেই পর্ব্বতে চক্রবাক ও কারণ্ডবনিষেবিত, জলকুক্কুট ও ক্রৌঞ্চ-সঙ্কীর্ণ, ভীষণ বরাহ, মৃগ, ঋক্ষ, তরক্ষু, সিংহ, শার্দ্দূল এবং ভীমকায় অসংখ্য সর্পসেবিত অনেকানেক মনো-হর বাপী ও পল্বল প্রভৃতি জলপূর্ণ জলাশয় সকল শোভা পাইতেছিল। বিকশিত ও সুরভিপূর্ণ কমল, কুমুদ, উৎপল এবং নানাজাতীয় সুরম্য জলজপুষ্প-শোভিত, সেই সকল জলাশয়ের তটদেশে নানা-জাতীয় পক্ষী সকল সুমধুর কূজন করিতেছিল। বানর-গণ তথায় স্নান ও জল পান করিয়া, ক্রীড়া করিতে

বভঞ্জুর্বানরাস্তত্র পাদপানাং মদোৎকটাঃ।
দ্রোণমাত্রপ্রমাণানি লম্বমানানি বানরাঃ॥ ৮৮
যযুঃ পিবন্তো হৃষ্টাস্তে মধুনি মধুপিঙ্গলাঃ।
পাদপানবভঞ্জন্তো বিকর্ষন্তস্তথা লতাঃ॥ ৮৯
বিধমন্তো গিরিবরান্ প্রযযুঃ প্লবগর্ষভাঃ।
বৃক্ষেভ্যোঽন্যে তু কপয়ো নর্দন্তো মধুদর্পিতাঃ॥ ৯০
অন্যান্ বৃক্ষান্ প্রপদ্যন্তে প্রপতন্ত্যপি চাপরে।
বভূব বসুধা তৈস্তু সম্পূর্ণা হরিপুঙ্গবৈঃ।
যথা কলমকেদারৈঃ পক্বৈরিব বসুন্ধরা॥ ৯১
তং সহ্যং সমতিক্রম্য মলয়ঞ্চ মহাগিরিম্।
মহেন্দ্রমথ সম্প্রাপ্য রামো রাজীবলোচনঃ।
আরুরোহ মহাবাহুঃ শিখরং দ্রুমভূষিতম্॥ ৯২
ততঃ শিখরমারুহ্য রামো দশরথাত্মজঃ।
কূর্মমীনসমাকীর্ণমপশ্যৎ সলিলাশয়ম্॥ ৯৩
আসেতুরানুপূর্ব্বেণ সমুদ্রং ভীমনিঃস্বনম্॥ ৯৪
অবরুহ্য জগামাশু বেলাবনমনুত্তমম্।
রামো রময়তাং শ্রেষ্ঠঃ সসুগ্রীবঃ সলক্ষ্মণঃ॥ ৯৫
অথ ধৌতোপলতলাং তোয়ৌঘৈঃ সহসোত্থিতৈঃ।
বেলামাসাদ্য বিপুলাং রামো বচনমব্রবীৎ॥ ৯৬
এতে বয়মনুপ্রাপ্তাঃ সুগ্রীব বরুণালয়ম্।
ইহেদানীং হি চিন্তা সা যা নঃ পূর্ব্বমুপস্থিতা॥ ৯৭
অতঃপরমতীরোঽয়ং সাগরঃ সরিতাং পতিঃ।
ন চায়মনুপায়েন শক্যস্তরিতুমর্ণবঃ॥ ৯৮
তদিহৈব নিবেশোঽস্তু মন্ত্রঃ প্রস্তূয়তামিহ।
যথেদং বানরবলং পরং পারমবাপ্নুয়াৎ॥ ৯৯
ইতীব স মহাবাহুঃ সীতাহরণকর্শিতঃ।
রামঃ সাগরমাসাদ্য বাসমাজ্ঞাপয়ত্তদা॥ ১০০
সর্ব্বাঃ সেনা নিবেশ্যন্তাং বেলায়াং হরিপুঙ্গব।
সম্প্রাপ্তো মন্ত্রকালো নঃ সাগরস্যেহ লঙ্ঘনে॥ ১০১
স্বাং স্বাং সেনাং সমুৎসৃজ্য মা চ কশ্চিৎ কুতো ব্রজেৎ।
গচ্ছন্তু বানরাঃ শূরা জ্ঞেয়ং ছন্নং ভয়ঞ্চ নঃ॥ ১০২
রামস্য বচনং শ্রুত্বা সুগ্রীবঃ সহলক্ষ্মণঃ।
সেনাং ন্যবেশয়ত্তীরে সাগরস্য দ্রুমায়ুতে॥ ১০৩
বিররাজ সমীপস্থং সাগরস্য চ তদ্বলম্।
মধুপাণ্ডুজলঃ শ্রীমান্ দ্বিতীয় ইব সাগরঃ॥ ১০৪
বেলাবনমুপাগম্য ততস্তে হরিপুঙ্গবাঃ।

করিতে শৈলশিখরে আরোহণ করিয়া সুমধুর ফল, মূল এবং সুগন্ধি পুষ্পসমূহে পরস্পর পরস্পরকে প্লাবিত করিতে লাগিল এবং মধুপানে মত্ত হইয়া তরুরাজির দ্রোণপ্রমাণ শাখা সকল ভগ্ন করিয়া ফেলিল। মধুর ন্যায় পিঙ্গলবর্ণ সেই বানরশ্রেষ্ঠগণ মধুপান করত বৃক্ষ সকলকে ভগ্ন, লতা সকলকে আকর্ষণ এবং গিরিশৃঙ্গ সকলকে কম্পিত করত হৃষ্টচিত্তে যাইতে লাগিল। কোন কোন বানর, মধুপানে পরিতৃপ্ত হইয়া, বৃক্ষে আরোহণপূর্ব্বক গর্জ্জন করিতে লাগিল এবং কেহ বা আরোহণ ও কেহ বা অবতরণ করিতে লাগিল। তৎকালে সেই প্রদেশ বানরপুঙ্গবগণে পরিব্যাপ্ত হইয়া পক্ব কলম-ধান্যপূর্ণ ক্ষেত্রের ন্যায় শোভা ধারণ করিল। ৮২—৯১। পরে রাজীবলোচন মহাবাহু দশরথতনয় রাম সেই সহ্য ও মলয় পর্ব্বত অতিক্রম করত শিখর-তরুভূষিত মহেন্দ্র পর্ব্বত পাইয়া তাহার শৃঙ্গদেশে আরোহণ করিয়া মৎস্য কুম্ভীরপূর্ণ বারিধিকে দেখিতে পাইলেন এবং সেনাসন্নিবেশ অনুসারে ক্রমে ক্রমে সেই ভীমরব সমুদ্রের নিকটবর্ত্তী হইলেন। তৎপরে যাবতীয় চিত্তবিনোদকারী ব্যক্তিগণের শ্রেষ্ঠ রাম গিরিবর হইতে অবতীর্ণ হইয়া সুগ্রীব এবং লক্ষ্মণের সহিত দ্রুতবেগে মহাসমুদ্রের অনুত্তম বেলাবনে গমন করিলেন। ৯২—৯৫। পরে রাম জলতরঙ্গধারা ধৌত উপলশোভিত বেলাভূমিতে উপস্থিত হইয়া বলিলেন, "সুগ্রীব! আমরা সমুদ্র সন্নিধানে আসিয়াছি, কিন্তু পূর্ব্বে সাগরপার হইবার বিষয়ে আমাদের যেরূপ ভাবনা হইয়াছিল, এক্ষণেও সেই চিন্তা উপস্থিত হইতেছে। অতঃপর কোন উপায় স্থির না করিলে এই সরিৎপতি সাগর কোনক্রমে পার হওয়া যাইবে না। সেনা ইহার পরপারে যাওয়া একরূপ অসাধ্য। সুতরাং এই স্থানেই সেনাগণ সন্নিবেশিত হউক এবং বানরসৈন্য যেরূপে সমুদ্রের পরপারে যাইতে পারে তাহার যুক্তি স্থির কর।" সীতাহরণকর্শিত মহাবাহু রাম মহাসমুদ্রসন্নিহিত হইয়া সুগ্রীবকে এইরূপে সেনাসন্নিবেশের আদেশ দিলেন। "বানরপুঙ্গব! এই বেলা-ভূমিতেই সেনাগণকে সন্নিবেশিত কর; কেননা সমুদ্র পার হইবার মন্ত্রণাকাল উপস্থিত হইয়াছে। কোন সেনাপতি যেন তদীয় সৈন্যগণকে পরিত্যাগ করিয়া কোথাও না যায়। কারণ এস্থানে আমাদিগের অজ্ঞাত রাক্ষসমায়াকৃত ভয়ের অনেক কারণ আছে, জানিও। এজন্য বীর বানরগণ সন্নিবেশ-বহির্ভাগে পর্য্যটন করত তদ্রূপ ভয় হইতে তাহাদিগকে রক্ষা করুক। ৯৬—১০২। সুগ্রীব এবং লক্ষ্মণ রামচন্দ্রের কথা শুনিয়া সেই বৃক্ষপূর্ণ সমুদ্রতটে সেনাগণকে সন্নিবেশিত করিলেন। তৎকালে মহাসাগরের নিকটস্থ সেই বানরসেনা, মধুপিঙ্গলবর্ণ জলপূর্ণ দ্বিতীয় মহাসমুদ্রবৎ শোভা পাইল। তৎপরে সেই বানরশ্রেষ্ঠগণ বেলা-বন প্রাপ্ত ও সেই

নিবিষ্টাশ্চ পরং পারং কাঙ্ক্ষমাণা মহোদধেঃ ॥ ১০৫
তেষাং নিবিশমানানাং সৈন্যসন্নাহনিঃস্বনঃ।
অন্তর্দ্ধায় মহানাদমর্ণবস্য প্রশুশ্রুবে ॥ ১০৬
সা বানরাণাং ধ্বজিনী সুগ্রীবেণাভিপালিতা।
ত্রিধা নিবিষ্টা মহতী রামস্যার্থপরাভবৎ ॥ ১০৭
সা মহার্ণবমাসাদ্য হৃষ্টা বানরবাহিনী।
বায়ুবেগসমাধূতং পশ্যমানা মহার্ণবম্ ॥ ১০৮
দূরপারমসম্বাধং রক্ষোগণনিষেবিতম্।
পশ্যন্তো বরুণাবাসং নিষেদুর্হরিযূথপাঃ ॥ ১০৯
চণ্ডনক্রগ্রাহঘোরং ক্ষপাদৌ দিবসক্ষয়ে।
হসন্তমিব ফেনৌঘৈর্নৃত্যন্তমিব চোর্ম্মিভিঃ ॥ ১১০
চন্দ্রোদয়ে সমুদ্ধূতং প্রতিচন্দ্রসমাকুলম্।
চণ্ডানিলমহাগ্রাহৈঃ কীর্ণং তিমিতিমিঙ্গিলৈঃ ॥ ১১১
দীপ্তভোগৈরিবাকীর্ণং ভুজঙ্গৈর্বরুণালয়ম্।
অবগাঢ়ং মহাসত্ত্বৈর্নানাশৈলসমাকুলম্ ॥ ১১২
সুদুর্গং দুর্গমার্গং তমগাধমসুরালয়ম্।
মকরৈর্নাগভোগৈশ্চ বিগাঢ়া বাতলোলিতাঃ ॥ ১১৩
উৎপেতুশ্চ নিপেতুশ্চ প্রহৃষ্টা জলরাশয়ঃ।
অগ্নিচূর্ণমিবাবিদ্ধং ভাস্বরাম্বুমহোরগম্।
সুরারিনিলয়ং ঘোরং পাতালবিষয়ং সদা ॥ ১১৪
সাগরঞ্চাম্বরপ্রখ্যমম্বরং সাগরোপমম্।
সাগরঞ্চাম্বরঞ্চেতি নির্ব্বিশেষমদৃশ্যত ॥ ১১৫
সম্পৃক্তং নভসাপ্যম্ভঃ সম্পৃক্তঞ্চ নভোঽম্ভসা।
তাদৃগ্রূপে স দৃশ্যেতে তারারত্নসমাকুলে ॥ ১১৬
সমুৎপতিতমেঘস্য বীচিমালাকুলস্য চ।
বিশেষো ন দ্বয়োরাসীৎ সাগরস্যাম্বরস্য চ ॥ ১১৭
অন্যোন্যৈরাহতাঃ সক্তাঃ সস্বনুর্ভীমনিঃস্বনাঃ।
ঊর্ম্ময়ঃ সিন্ধুরাজস্য মহাভের্য্য ইবাহবে ॥ ১১৮
রত্নৌঘজলসন্নাদং বিষক্তমিব বায়ুনা।
উৎপতন্তমিব ক্রুদ্ধং যাদোগণসমাকুলম্ ॥ ১১৯
দদৃশুস্তে মহাত্মানো বাতাহতজলাশয়ম্।
অনিলোদ্ধূতমাকাশে প্রলপন্তমিবোর্ম্মিভিঃ ॥ ১২০
ততো বিস্ময়মাপন্না হরয়ো দদৃশুঃ স্থিতাঃ।
ভ্রান্তোর্ম্মিজালসন্নাদং প্রলোলমিব সাগরম্ ॥ ১২১

ইতি লঙ্কাকাণ্ডে চতুর্থঃ সর্গঃ ॥ ৪ ॥

স্থানে সন্নিবিষ্ট হইয়া, সমুদ্রের পরপারে যাইবার ইচ্ছা করিতে লাগিল। সেই সন্নিবিষ্ট বানর-সেনাসমূহের নিঃস্বন, মহাসমুদ্রের মহানাদকে বিলুপ্ত করিয়া ফেলিল। রামচন্দ্রের প্রয়োজন-সাধনে যত্নশীল সুগ্রীবপালিত সেই বানরসৈন্য,—ঋক্ষ, বানর ও গোলাঙ্গুল এই তিন শ্রেণীতে সন্নিবিষ্ট হইল। ১০৩—১০৭।—বানরগণ, বায়ুবেগে প্রকম্পিত সেই মহাসাগর দেখিয়া অতিশয় প্রীত হইল এবং সেই দুস্তর রাক্ষসগণসেবিত, মধ্যস্থলে আশ্রয়োপযোগী পর্ব্বতাদি-রহিত, প্রচণ্ড-নক্রাদি জলজন্তুসমাকুল, প্রদোষকালে ফেনপুঞ্জে সহাস্য ও ঊর্ম্মিদামে নৃত্যমানের ন্যায় চন্দ্রোদয়কালে কম্পিত হওয়ায়, প্রতি তরঙ্গভাবে পৃথক্ পৃথক্ চন্দ্রবিশিষ্টের ন্যায়, প্রচণ্ডবায়-তুল্য বেগবান্ প্রকাণ্ডকায় নক্র এবং তিমি ও তিমিঙ্গিলসমূহে পরিপূর্ণ বরুণালয় দেখিবার জন্য কূলে উপবেশন করিল। সেই মহাসাগর, পাতালপুরীর ন্যায় অচলদেহ উরগগণে পরিব্যাপ্ত, মহাসত্ত্বনিষেবিত, বহু পর্ব্বত-সমাকুল লঙ্কাদিরূপ শোভন দুর্গবিশিষ্ট দুস্তর এবং অসুরগণের আবাসস্থল। মকর এবং জলসর্পগণের ফণামণ্ডল-নিক্ষিপ্ত বারিরাশি, বায়ুর দ্বারা সন্তাড়িত হওয়ায়, যেন হৃষ্ট হইয়াই কখন উৎক্ষিপ্ত ও কখন বা পতিত হইতেছিল। সেই রাক্ষস-নিলয় পাতাল-গোচর ভীষণ মহাসাগরে যে সকল প্রকাণ্ডকায় জলসর্প ছিল, তাহাদের ফণমণির কিরণ জলোপরি প্রতিভাত হওয়ায় বোধ হইতেছিল, কেহ যেন জলোপরি অগ্নিচূর্ণ সকল বিন্যস্ত করিয়া রাখিয়াছে। ১০৮—১১৪। সাগর, নীলাকাশতুল্য এবং নীলাকাশ সাগরতুল্য হওয়ায়, সাগর এবং অম্বর নির্ব্বিশেষরূপে এক বলিয়া মনে হইতেছিল। সাগর ও আকাশতলের পরস্পর সৌসাদৃশ্য থাকায় এবং আকাশে রত্নরাজিতুল্য তারকা-রাজি, সাগরে তারকারাজির ন্যায় রত্নরাজি বিরাজমান হওয়ায়, উভয়ই একরূপ বলিয়া দেখাইতে লাগিল। মেঘের সহিত আকাশ এবং ঊর্ম্মিমালাসমাকুল সাগরের কোন পার্থক্যই লক্ষিত হইল না। মহাসাগরের ভীষণ শব্দায়মান সেই অবিচ্ছিন্ন তরঙ্গ পরস্পর সন্তাড়িত হওয়ায় রণভেরীর ন্যায় গম্ভীর শব্দ হইতে লাগল। জলজন্তুসমাকুল বারিধির জল, বায়ুদ্বারা সঞ্চালিত হওয়ায় রত্নসমূহ তরঙ্গসমূহের দ্বারা সশব্দে ঊর্দ্ধে উৎক্ষিপ্ত হওয়ায় বোধ হইতেছিল, যেন মহাসাগর ক্রুদ্ধ হইয়াই তাহাদিগকে উৎক্ষেপণ করিতেছিলেন। এইরূপে সেই মহাত্মা বানরগণ বিস্ময়াকুলহৃদয়ে ঘূর্ণায়মান বীচিমালাদ্বারা শব্দকারী বায়ুবিতাড়িত চঞ্চল বারিপূর্ণ মহাসমুদ্রকে যেন আকাশমার্গে উত্থিত হইয়া তরঙ্গধ্বনিতে প্রলাপবাক্য বলিতে দর্শন করিলেন। ১১৫—১২০।

পঞ্চমঃ সর্গঃ।

সা তু নীলেন বিধিবৎ স্বারক্ষা সুসমাহিতা।
সাগরস্যোত্তরে তীরে সাধু সেনা নিবেশিতা॥ ১
মৈন্দশ্চ দ্বিবিদশ্চোভৌ তত্র বানরপুঙ্গবৌ।
বিচেরতুশ্চ তাং সেনাং রক্ষার্থং সর্বতো দিশম্॥ ২
নিবিষ্টায়াস্তু সেনায়াং তীরে নদনদীপতেঃ।
পার্শ্বস্থং লক্ষ্মণং দৃষ্ট্বা রামো বচনমব্রবীৎ॥ ৩
শোকশ্চ কিল কালেন গচ্ছতা হ্যপগচ্ছতি।
মম চাপশ্যতঃ কান্তামহন্যহনি বর্দ্ধতে॥ ৪
ন মে দুঃখং প্রিয়া দূরে ন মে দুঃখং হৃতেতি চ।
এতদেবানুশোচামি বয়োঽস্যা হ্যতিবর্ত্ততে॥ ৫
বাহি বাত যতঃ কান্তা তাং স্পৃষ্ট্বা মামপি স্পৃশ।
ত্বয়ি মে গাত্রসংস্পর্শশ্চন্দ্রে দৃষ্টিসমাগমঃ॥ ৬
তন্মে দহতি গাত্রাণি বিষং পীতমিবাশয়ে।
হা নাথেতি প্রিয়া সা মাং হ্রিয়মাণা যদব্রবীৎ॥ ৭
তদ্বিয়োগেন্ধনবতা তচ্চিন্তাবিমলার্চ্চিষা।
রাত্রিন্দিবং শরীরং মে দহ্যতে মদনাগ্নিনা॥ ৮
অবগাহ্যার্ণবং স্বপ্স্যে সৌমিত্রে ভবতা বিনা।
এবঞ্চ প্রজ্বলন্ কামো ন মাং সুপ্তং জলে দহেৎ॥ ৯
বহ্বেতৎ কাময়ানস্য শক্যমেতেন জীবিতুম্।
যদহং সা চ বামোরুরেকাং ধরণিমাশ্রিতৌ॥ ১০
কেদারস্যেব কেদারঃ সোদকস্য নিরূদকঃ।
উপস্নেহেন জীবামি জীবন্তীং যৎ শৃণোমি তাম্॥ ১১
কদা নু খলু সুশ্রোণীং শতপত্রায়তেক্ষণাম্।
বিজিত্য শত্রূন্ দ্রক্ষ্যামি সীতাং স্ফীতামিব শ্রিয়ম্॥ ১২
কদা সুচারুদন্তোষ্ঠং তস্যাঃ পদ্মমিবাননম্।
ঈষদুন্নম্য পাস্যামি রসায়নমিবাতুরঃ॥ ১৩
তৌ তস্যাঃ সহিতৌ পীনৌ স্তনৌ তালফলোপমৌ।
কদা নু খলু সোৎকম্পৌ হসন্ত্যা মাং ভজিষ্যতঃ॥ ১৪
সা নূনমসিতাপাঙ্গী রক্ষোমধ্যগতা সতী।
মন্নাথা নাথহীনেব ত্রাতারং নাধিগচ্ছতি॥ ১৫
কথং জনকরাজস্য দুহিতা মম চ প্রিয়া।

পঞ্চম সর্গ।

সেই বানরসৈন্য সেনাপতি নীলকর্তৃক সাগরের উত্তর তীরে সন্নিবেশিত হইয়া বিধিপূর্ব্বক রক্ষিত হইতে লাগিল। বানরপুঙ্গব মৈন্দ ও দ্বিবিদ, সেই সেনাগণের রক্ষার্থ চারিদিকে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। সৈন্যগণ, নদনদীপতি সমুদ্রের তীরে এইরূপে সন্নিবেশিত হইলে, রামচন্দ্র পার্শ্বস্থিত লক্ষ্মণকে দেখিয়া, বলিলেন, "লক্ষ্মণ! সময় যত অতীত হয়, তাহার সহিত শোকও নশ্বর হয়, ইহা চির-প্রসিদ্ধ; কিন্তু আমার পক্ষে তাহা বিপরীত মনে হইতেছে। কেমনা, প্রিয়ার অদর্শনজনিত শোক দিন দিনই আমার প্রতিবৃদ্ধি পাইতেছে। প্রিয়া দূরে রহিয়াছেন; তজ্জন্য আমি দুঃখিত নহি; রাবণ তাহাকে অপহরণ করিয়া লইয়া গিয়াছে; আমি সেজন্যও দুঃখ করি না, কিন্তু তাঁহার যে রাবণকৃত মাসদ্বয়রূপ অবশিষ্ট জীবনকাল অতীত হইতেছে, সেই জন্যই আমার বিশেষ শোক হইতেছে। সমীরণ! জানকী যেখানে আছেন, তুমি তথায় যাও এবং তাঁহার অঙ্গ স্পর্শ করিয়া আসিয়া আমাকে স্পর্শ কর; তাহা হইলে, গ্রীষ্মতাপে চক্ষু সন্তপ্ত হইলে চন্দ্রদর্শনে যেমন সে তাপ প্রশমিত হইয়া যায়, তদ্রূপ তুমি প্রিয়াকে স্পর্শ করিয়া আমাকে স্পর্শ করিলে আমার সীতাশোক-সন্তপ্ত দেহ শীতল হইবে। ১—৬। যখন তিনি রাবণকর্তৃক অপহৃতা হন, তৎকালে 'হা নাথ!' বলিয়া আমাকে যে আহ্বান করিয়াছিলেন, তাহাই এক্ষণে আমার হৃদয়ে বিষবৎ অবস্থান করত আমার দেহকে দগ্ধ করিতেছে। লক্ষ্মণ! আমার শরীর দিবারাত্রই মদনাগ্নিতে দগ্ধ হইতেছে; প্রিয়াবিরহ তাহার কাষ্ঠ এবং প্রিয়াচিন্তাই তাহার শিখাস্বরূপ হইয়াছে। সৌমিত্রে! তুমি এই স্থানেই থাক, আমি একাকী সাগরবারি-মধ্যে নিদ্রা যাই। বোধ হয়, আমি সলিলমধ্যে সুপ্ত হইলে প্রজ্বলিত কামানল আমায় দগ্ধ করিতে পারিবে না। লক্ষ্মণ! সেই বামোরু সীতা এবং আমি, উভয়ে যখন এক ধরণীতেই অবস্থান করি। তখন তাঁহাকে পুনরায় পাইবার আশা আছে। এই আশাতেই আমি এ পর্য্যন্ত প্রাণ ধারণ করিয়া আছি। জলাকীর্ণ ভূমি শুকাইলে তৎস্থিত ধান্য সকল যেমন তাহার জলপূর্ণ অবস্থার উপর স্নেহবশতঃ কথঞ্চিৎ জীবিত থাকে, 'তদ্রূপ সীতা জীবিত আছেন'—ইহা শুনিয়াই আমি প্রাণধারণ করিতেছি। হায়! কত দিনে শত্রু জয় করিয়া কমলায়তলোচনা, সমৃদ্ধা রাজলক্ষ্মীর ন্যায়, সেই সুশ্রোণী জনকনন্দিনীকে দেখিতে পাইব! হায়! আতুর ব্যক্তির রসায়ন-পানের ন্যায় কবে সেই চারুবর্ণনার মুখ-কমল উন্নমিত করিয়া অধরসুধা পান করিব! কত দিনে সেই সুহাসিনীর উৎকম্পান্বিত, তালফলোপম ঘন পীন স্তনদ্বয় আমাকে পীড়ন করিবে! হায় সেই অসিতাপাঙ্গী, পতিব্রতা জনক-তনয়া আমার ন্যায় পতি বর্ত্তমান থাকিতেও রাক্ষসগণের মধ্যগতা হইয়া, অনাথার ন্যায়, কাহাকেই পরিত্রাণকারী পাইতেছেন না। ৭—১৫। কি আক্ষেপের

রাক্ষসীমধ্যগা শেতে নূনং দশরথস্নুষা ॥ ১৬
অধিক্ষোভ্যাণি রক্ষাংসি সা বিধূয়োৎপতিষ্যতি।
বিধূয় জলদান্নীলান্ শশিলেখা শরৎস্বিব ॥ ১৭
স্বভাবতনুকা নূনং শোকেনানশনেন চ।
ভূয়স্তনুতরা সীতা দেশকালবিপর্য্যয়াৎ ॥ ১৮
কদা নু রাক্ষসেন্দ্রস্য নিধায়োরসি সায়কান্।
শোকং প্রত্যাহরিষ্যামি শোকমুৎসৃজ্য মানসম্ ॥ ১৯
কদা নু খলু মে সাধ্বী সীতামরসুতোপমা।
সোৎকণ্ঠা কণ্ঠমালম্ব্য মোক্ষ্যত্যানন্দজং জলম্ ॥ ২০
কদা শোকমিমং ঘোরং মৈথিলীবিপ্রয়োগজম্।
সহসা বিপ্রমোক্ষ্যামি বাসঃ শুক্লেতরং যথা ॥ ২১
এবং বিলপতস্তস্য তত্র রামস্য ধীমতঃ।
দিনক্ষয়ান্মন্দবপুর্ভাস্করোঽস্তমুপাগতঃ ॥ ২২
আশ্বাসিতো লক্ষ্মণেন রামঃ সন্ধ্যামুপাসত।
স্মরন্ কমলপত্রাক্ষীং সীতাং শোকাকুলীকৃতঃ ॥ ২৩

ইতি লঙ্কাকাণ্ডে পঞ্চমঃ সর্গঃ ॥ ৫

বিষয়! রাজর্ষি জনকের তনয়া, মহারাজ দশরথের পুত্রবধূ এবং আমার প্রণয়িনী হইয়াও জানকী কেমন করিয়া রাক্ষসীগণমধ্যে অবস্থান করিতেছেন। শরৎকালে শশিকলা যেমন নীলমেঘ সকল অপসারিত করিয়া উদিত হয়, সেইরূপ সীতা দুর্দ্ধর্ষ রাক্ষসগণকে নির্ম্মূল করিয়া নিঃসন্দেহে সমুদিত হইবেন। লক্ষ্মণ! সীতা স্বভাবতই কৃশাঙ্গী, তাহাতে এই দেশ-কাল-বিপর্য্যয়সম্ভূত শোক এবং অনাহারাদির দ্বারা নিশ্চয়ই আরও কৃশাঙ্গী হইয়াছেন। হায়! আমি কত দিনে সেই দুরাত্মা রাক্ষসরাজের বক্ষঃস্থলে শরজাল নিক্ষেপ করিয়া, আমার মনস্তাপ দূর করিয়া জানকীর শোক-ভার অপনীত করিব এবং সেই দেববালার ন্যায় সাধ্বী জনকনন্দিনী উৎকণ্ঠার সহিত আমার কণ্ঠ অবলম্বন করিয়া আনন্দাশ্রু বিসর্জ্জন করিবেন। কত দিনে সীতাবিয়োগজনিত এই বিষম শোক, মলিন বসনের ন্যায় পরিত্যাগ করিব!" ধীমান্ রামচন্দ্র সীতাশোকে আকুল হইয়া এইরূপ বিলাপ করিতে লাগিলেন ;— ইত্যবসরে দিবাশেষ হওয়ায়, ভগবান্ ভাস্কর হীনপ্রভ হইয়া অস্তাচলে গেলেন। তদনন্তর লক্ষ্মণ, সীতা-শোক-সন্তপ্ত রামচন্দ্রকে সান্ত্বনা করিলে, তিনি সায়ং-কালীন সন্ধ্যোপাসনায় প্রবৃত্ত হইলেন। ১৬—২৩।

ষষ্ঠঃ সর্গঃ।

লঙ্কায়াস্তু কৃতং কর্ম্ম ঘোরং দৃষ্ট্বা ভয়াবহম্।
রাক্ষসেন্দ্রো হনুমতা শক্রেণেব মহাত্মনা।
অব্রবীদ্রাক্ষসান্ সর্ব্বান্ হ্রিয়া কিঞ্চিদবাঙ্মুখঃ ॥ ১
ধর্ষিতা চ প্রবিষ্টা চ লঙ্কা দুষ্প্রসহা পুরী।
তেন বানরমাত্রেণ দৃষ্টা সীতা চ জানকী ॥ ২
প্রাসাদো ধর্ষিতশ্চৈত্যঃ প্রবরা রাক্ষসা হতাঃ।
আবিলা চ পুরী লঙ্কা সর্ব্বা হনুমতা কৃতা ॥ ৩
কিং করিষ্যামি ভদ্রং বঃ কিং বো যুক্তমনন্তরম্।
উচ্যতাং নঃ সমর্থং যৎ কৃতঞ্চ সুকৃতং ভবেৎ ॥ ৪
মন্ত্রমূলঞ্চ বিজয়ং প্রবদন্তি মনস্বিনঃ।
তস্মাদ্বৈ রোচয়ে মন্ত্রং রামং প্রতি মহাবলাঃ ॥ ৫
ত্রিবিধাঃ পুরুষা লোকে উত্তমাধমমধ্যমাঃ।
তেষান্তু সমবেতানাং গুণদোষৌ বদাম্যহম্ ॥ ৬
মন্ত্রিভির্হি সংযুক্তঃ সমর্থৈর্ম্মন্ত্রনির্ণয়ে।
মিত্রৈর্ব্বাপি সমানার্থৈর্ব্বান্ধবৈরপি বাধিকৈঃ ॥ ৭
সহিতো মন্ত্রয়িত্বা যঃ কর্ম্মারম্ভান্ প্রবর্ত্তয়েৎ।

ষষ্ঠ সর্গ।

এদিকে রাক্ষসরাজ রাবণ, লঙ্কামধ্যে মহাবল পুরন্দরের ন্যায়, হনুমানের কৃত সেই ভীষণ কার্য্য দেখিয়া লজ্জায় কিঞ্চিৎ অধোবদন হইয়া, রাক্ষসগণকে বলিলেন, "একজন মাত্র বানর আসিয়াই এই দুর্জ্জয় লঙ্কাপুরী আক্রমণ করিয়া পুরমধ্যে প্রবেশ করিল এবং জনকনন্দিনী সীতাকেও দেখিয়া গেল। হনুমান্ একাকীই চৈত্যপ্রাসাদের ধর্ষণ এবং প্রধান প্রধান রাক্ষসগণকে বিনাশপূর্ব্বক সমগ্র লঙ্কাপুরীকে বিক্ষুব্ধ করিয়া গিয়াছে। যাহা হউক, এক্ষণে আমি তোমাদের কল্যাণকর কোন্ কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিব এবং অতঃপর কোন্ কার্য্য তোমাদেরই বা যুক্তিসঙ্গত বলিয়া মনে হয়? রাক্ষসগণ! যে কার্য্য পরিণামে শ্লাঘনীয় বলিয়া মনে হইবে, তোমরা এরূপ কোন উপায় বল। মহাবল রাক্ষসগণ! এক্ষণে রামের প্রতিকূলাচরণবিষয়ে মন্ত্রণা করাই কর্ত্তব্য; কেমনা পণ্ডিতগণ মন্ত্রণাকেই জয়লাভের মূলভূত বলিয়া থাকেন। পৃথিবীতে উত্তম, মধ্যম এবং অধম ভেদে তিন প্রকার পুরুষ আছে; আমি তাহাদের গুণ ও দোষ কীর্ত্তন করিতেছি। ১—৬। যে পুরুষ, মন্ত্র-নির্ণয় করিতে সক্ষম, মন্ত্রিত্রয়ের সহিত অথবা সমসুখ-দুঃখভোগী মিত্র ও বান্ধববর্গের সহিত মন্ত্রণা করিয়া

দৈবে চ কুরুতে যত্নং তমাহুঃ পুরুষোত্তমম্ ॥ ৮
একোঽর্থং বিমৃশেদেকো ধর্ম্মে প্রকুরুতে মনঃ।
একঃ কার্য্যাণি কুরুতে তমাহুর্মধ্যমং নরম্ ॥ ৯
গুণদোষৌ ন নিশ্চিত্য ত্যক্ত্বা দৈবব্যপাশ্রয়ম্।
করিষ্যামীতি যঃ কার্য্যমুপেক্ষেৎ স নরাধমঃ ॥ ১০
যথেমে পুরুষা নিত্যমুত্তমাধম মধ্যমাঃ।
এবং মন্ত্রোঽপি বিজ্ঞেয় উত্তমাধমমধ্যমঃ ॥ ১১
ঐকমত্যমুপাগম্য শাস্ত্রদৃষ্টেন চক্ষুষা।
মন্ত্রিণো যত্র নিরতাস্তমাহুর্মন্ত্রমুত্তমম্ ॥ ১২
বহ্বীরপি মতীর্গত্বা মন্ত্রিণামর্থনির্ণয়ঃ।
পুনর্যত্রৈকতাং প্রাপ্তঃ স মন্ত্রো মধ্যমঃ স্মৃতঃ ॥ ১৩
অন্যোন্যমতিমাস্থায় যত্র সম্প্রতিভাষ্যতে।
ন চৈকমত্যে শ্রেয়োঽস্তি মন্ত্রঃ সোঽধম উচ্যতে ॥ ১৪
তস্মাৎ সুমন্ত্রিতং সাধু ভবন্তো মতিসত্তমাঃ।
কার্য্যং সম্প্রতিপদ্যন্তামেতৎ কৃত্যং মতং মম ॥ ১৫
বানরাণাং হি বীরাণাং সহস্রৈঃ পরিবারিতঃ।
রামোঽভ্যেতি পুরীং লঙ্কামস্মাকমুপরোধকঃ ॥ ১৬
তরিষ্যতি চ সুব্যক্তং রাঘবঃ সাগরং সুখম্।
তরসা যুক্তরূপেণ সানুজঃ সবলানুগঃ।
সমুদ্রমুচ্ছোষয়তি বীর্য্যেণান্যৎ করোতি বা ॥ ১৭
অস্মিন্নেবংবিধে কার্য্যে বিরুদ্ধে বানরৈঃ সহ।
হিতং পুরে চ সৈন্যে চ সর্ব্বং সম্মন্ত্র্যতাং মম ॥ ১৮

ইতি লঙ্কাকাণ্ডে ষষ্ঠঃ সর্গঃ ॥ ৬ ॥

সপ্তমঃ সর্গঃ।

ইত্যুক্তা রাক্ষসেন্দ্রেণ রাক্ষসাস্তে মহাবলাঃ।
ঊচুঃ প্রাঞ্জলয়ঃ সর্ব্বে রাবণং রাক্ষসেশ্বরম্ ॥ ১
দ্বিষৎপক্ষমবিজ্ঞায় নীতিবাহ্যস্ত্ববুদ্ধয়ঃ।
রাজন্ পরিঘশক্ত্যৃষ্টি-শূলপট্টিশকুন্তলম্ ॥ ২
সুমহন্নো বলং কস্মাদ্বিষাদং ভজতে ভবান্।
ত্বয়া ভোগবতীং গত্বা নির্জ্জিতাঃ পন্নগা যুধি ॥ ৩
কৈলাসশিখরবাসী যক্ষৈর্বহুভিরাবৃতঃ।
সুমহৎ কদনং কৃত্বা বশ্যস্তে ধনদঃ কৃতঃ ॥ ৪

এবং দৈবসহায়ে যত্নপরায়ণ হইয়া কার্য্যারম্ভে প্রবৃত্ত হয় তাহাকেই পণ্ডিতগণ উত্তম পুরুষ বলিয়া থাকেন; যে ব্যক্তি নিজেই ধর্ম্ম এবং অর্থের বিচার করিয়া কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়, তাহাকে মধ্যম এবং যে গুণ দোষের সম্যক্ বিচার ও দৈবের আশ্রয় গ্রহণ না করিয়া, 'আমি নিজেই এই কর্ম্ম সম্পন্ন করিব' এইরূপ স্থির করত কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়া পরে তাহাতে উপেক্ষা করে, তাহাকে অধম পুরুষ বলিয়া থাকেন। ৭—১০। পুরুষগণের মধ্যে যেরূপ উত্তম, মধ্যম ও অধম এই তিন শ্রেণী কথিত হইল, সেইরূপ মন্ত্রিগণের মন্ত্রণাও উত্তম, মধ্যম ও অধম এই তিন শ্রেণীতে বিভক্ত। নীতিবিদ্ মন্ত্রিগণ নয়-দৃষ্টিতে সেই সকল বিষয় পর্য্যালোচনা করিয়া ঐকমত্য অবলম্বন করত যে মন্ত্রণায় প্রবৃত্ত হন, নীতিশাস্ত্র-বিশারদগণ তাহাকেই উত্তম মন্ত্র বলিয়া থাকেন। যে মন্ত্রনির্ণয়ে মন্ত্রিগণ, প্রথমতঃ নানারূপ বিরুদ্ধ মত অবলম্বন করিয়া, তৎপরে পুনর্ব্বার ঐকমত্য অবলম্বন করেন, সেই মন্ত্রকে মধ্যম এবং যে মন্ত্রণাতে মন্ত্রিগণ পরস্পর বিভিন্ন মত অবলম্বন করত বিরুদ্ধভাষী ও কিয়ৎপরিমাণে ঐকমত্য অবলম্বন করিলেও তাহা পরিণামে শ্রেয়স্কর হয় না, তাহাকে অধম মন্ত্র বলিয়া থাকেন। অতএব মন্ত্রিসত্তমগণ! তোমরা মন্ত্রণা করিয়া যাহা সৎকার্য্য বলিয়া স্থির করিবে, তাহাই আমার কর্ত্তব্য। ১১—১৫। অবিলম্বে রাম, অসংখ্য ভীমকর্ম্মা বানরবীরে পরিবেষ্টিত হইয়া আমাদিগকে অবরোধ করিবার জন্য অচিরাৎ লঙ্কা-পুরীতে উপস্থিত হইবে। সেই রঘুনন্দন রাম তপো-বলে অথবা বিদ্যাবলে—যে কোনপ্রকারেই হউক, ভ্রাতা লক্ষ্মণ এবং অন্যান্য সেনাগণের সহিত নিঃসন্দেহ অক্লেশে সমুদ্র পার হইবে। দেখ, তাহার একমাত্র বানর আসিয়াই এতাদৃশ কার্য্য সম্পাদন করিয়া গিয়াছে। কিন্তু নিজ বীর্য্যবলে রামচন্দ্র সাগর শোষণ অথবা তদুপরি সেতু-নির্ম্মাণ প্রভৃতি অন্যবিধ উপায় অবলম্বন করত, সাগর উত্তীর্ণ হইয়া বানরগণের সহিত লঙ্কায় উপস্থিত হইলে, তৎকালে আমার পুরী ও সৈন্য-মধ্যে যাহাতে মঙ্গল হয়, তোমরা তদ্বিষয়েরই মন্ত্রণা স্থির কর।" ১৬—১৮।

সপ্তম সর্গ।

সেই মহাবল রাক্ষসগণ রাক্ষসরাজ রাবণের এই রূপ উক্তি শুনিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে বলিলেন, "মহারাজ! শত্রুপক্ষের বলাবল না জানিয়া মন্ত্রণা করা নির্ব্বোধের কার্য্য। আপনার পরিঘ, শক্তি, ঋষ্টি, শূল ও পট্টিশ-ধারী বিপুল সৈন্য রহিয়াছে, তথাপি আপনি বিষণ্ণ হইতেছেন কেন? আপনি পাতালে অভিযান করিয়া নাগগণকে জয় করিয়াছেন। প্রভো! যিনি মহেশ্বরের সখা বলিয়া গর্ব্ব করিয়া থাকেন, সেই কৈলাসবাসী

স মহেশ্বরসখ্যেন শ্লাঘমানস্ত্বয়া বিভো।
নির্জ্জিতঃ সমরে রোষাল্লোকপালো মহাবলঃ ॥ ৫
বিনিপাত্য চ যক্ষৌঘান্ বিক্ষোভ্য বিনিগৃহ্য চ।
ত্বয়া কৈলাসশিখরাদ্বিমানমিদমাহৃতম্ ॥ ৬
ময়েন দানবেন্দ্রেণ ত্বদ্ভয়াৎ সখ্যমিচ্ছতা।
দুহিতা তব ভার্য্যার্থে দত্তা রাক্ষসপুঙ্গব ॥ ৭
দানবেন্দ্রো মহাবাহো বীর্য্যোৎসিক্তো দুরাসদঃ।
বিগৃহ্য বশমানীতঃ কুম্ভীনস্যাঃ সুখাবহঃ ॥ ৮
নির্জ্জিতাস্তে মহাবাহো নাগা গত্বা রসাতলম্।
বাসুকিস্তক্ষকঃ শঙ্খো জটী চ বশমাহৃতাঃ ॥ ৯
অক্ষয়া বলবন্তশ্চ শূরা লব্ধবরাঃ পুনঃ।
ত্বয়া সংবৎসরং যুদ্ধা সমরে দানবা বিভো ॥ ১০
স্ববলং সমুপাশ্রিত্য নীতা বশমরিন্দম।
মায়াশ্চাধিগতাস্তত্র বহ্ব্যো বৈ রাক্ষসাধিপ ॥ ১১
শূরাশ্চ বলবন্তশ্চ বরুণস্য সুতা রণে।
নির্জ্জিতাস্তে মহাভাগ চতুর্ব্বিধবলানুগাঃ ॥ ১২
মৃত্যুদণ্ডমহাগ্রাহং শাল্মলিদ্রুমমণ্ডিতম্।
কালপাশমহাবীচিং যমকিঙ্করপন্নগম্ ॥ ১৩
মহাজ্বরেণ দুর্দ্ধর্ষং যমলোকমহার্ণবম্।
অবগাহ্য ত্বয়া রাজন্ যমস্য বলসাগরম্ ॥ ১৪
জয়শ্চ বিপুলঃ প্রাপ্তো মৃত্যুশ্চ প্রতিষেধিতঃ।
সুযুদ্ধেন চ তে সর্ব্বে লোকাস্তত্র সুতোষিতাঃ ॥ ১৫
ক্ষত্রিয়ৈর্বহুভির্বীরৈঃ শক্রতুল্যপরাক্রমৈঃ।
আসীদ্বসুমতী পূর্ণা মহদ্ভিরিব পাদপৈঃ ॥ ১৬
তেষাং বীর্য্যগুণোৎসাহৈর্ন সমো রাঘবো রণে।
প্রসহ্য তে ত্বয়া রাজন্ হতাঃ সমরদুর্জ্জয়াঃ ॥ ১৭
তিষ্ঠ বা কিং মহারাজ শ্রমেণ তব বানরান্।
অয়মেকো মহারাজ ইন্দ্রজিৎ ক্ষপয়িষ্যতি ॥ ১৮
অনেন চ মহারাজ মাহেশ্বরমনুত্তমম্।
ইষ্ট্বা যজ্ঞং বরো লব্ধো লোকে পরমদুর্লভঃ ॥ ১৯
শক্তিতোমরমীনঞ্চ বিনিকীর্ণান্ত্রশৈবলম্।
গজকচ্ছপসম্বাধমশ্বমণ্ডূকসঙ্কুলম্ ॥ ২০
রুদ্রাদিত্যমহাগ্রাহং মরুদ্বসুমহোরগম্।
রথাশ্বগজতোয়ৌঘং পদাতিপুলিনং মহৎ ॥ ২১
অনেন হি সমাসাদ্য দেবানাং বলসাগরম্।
গৃহীতো দৈবতপতির্লঙ্কাঞ্চাপি প্রবেশিতঃ ॥ ২২
পিতামহনিয়োগাচ্চ মুক্তঃ শম্বরবৃত্রহা।
গতস্ত্রিবিষ্টপং রাজন্ সর্ব্বদেবনমস্কৃতঃ ॥ ২৩

বহুযক্ষ-পরিবৃত দিক্‌পাল কুবেরকেও আপনি রোষভরে যুদ্ধে পরাস্ত করিয়া বশীভূত করিয়াছেন এবং যক্ষগণকে বিক্ষোভিত ও নিগৃহীত করত তাহাদের অনেককে বধ করিয়া কৈলাসশিখর হইতে এই বিমান আহরণ করিয়াছেন। ১—৬। রাক্ষসেন্দ্র! দানবেন্দ্র ময়, আপনার ভয়ে ভীত হইয়া আপনার সহিত মিত্রতা স্থাপনার্থ নিজ দুহিতা মন্দোদরীকে ভার্য্যারূপে আপনাকে সম্প্রদান করিয়াছেন। কুম্ভীনসীর প্রিয় ভর্ত্তা, বীর্য্যবান্ অজেয় দানবেন্দ্র 'মধু'র সহিত যুদ্ধ করিয়া আপনি তাহাকে বশীভূত করিয়াছেন। মহাবাহো! আপনি রসাতলে যাইয়া নাগগণকে পরাজয় করত বাসুকি, তক্ষক, শঙ্খ এবং জটী প্রভৃতি নাগগণকে বশ করিয়াছেন। অরিন্দম প্রভো রাক্ষসেন্দ্র! আপনি নিজবল আশ্রয় করিয়া সংবৎসর কাল যুদ্ধ করত অক্ষয়, বলবান্, শূর এবং বরসংবর্দ্ধিত কালকেয় প্রভৃতি দানবগণকে নিজবশে আনিয়াছেন এবং তাহাদের সহিত বহু দিবস সহবাসহেতু অনেক মায়াবলও শিক্ষা করিয়াছেন। ৭—১১। মহাভাগ! আপনি যুদ্ধক্ষেত্রে চতুরঙ্গিণী সেনার সহিত শূর এবং মহাবল বরুণ-নন্দনগণকেও পরাস্ত করিয়াছেন। রাজন্! আপনি মৃত্যুদণ্ডরূপ মহাশক্রসঙ্কুল, যাতনারূপ শাল্মলীদ্রুমমণ্ডিত, কালপাশরূপ ভীষণ উর্ম্মিমালাপরিব্যাপ্ত, যমদূতরূপ সর্পপরিপূর্ণ, মহাজ্বররূপ-হেতু দুর্দ্ধর্ষ যমের বলরূপ সাগরবিশিষ্ট, যমলোকরূপ মহাসমুদ্রে অবগাহন করিয়া সুমহান্ জয় লাভ করিয়াছেন এবং মৃত্যুকেও অতিক্রম করিয়াছেন। মহারাজ! তথায় আপনার ন্যায়-যুদ্ধ দেখিয়া সকল লোকই প্রীত হইয়াছিল। বৃহৎ পাদপসমূহের ন্যায়, শক্রতুল্য পরাক্রমশালী বীর ক্ষত্রিয়গণে যে পৃথিবী পরিপূর্ণা ছিল, আপনি বাহুবলে সেই রণদুর্নিবার ক্ষত্রিয়গণকেও নিধন করিয়াছেন। মহারাজ! রাম যুদ্ধবিষয়ে তাহাদের ন্যায় বীর্য্য, গুণ ও বলশালী নহে; মহারাজ! আপনারই বা এরূপ পরিশ্রম স্বীকারের প্রয়োজন কি? আপনি বিশ্রাম করুন, এই ইন্দ্রজিৎ একাকীই বানরগণকে জয় করিবেন, রাজন্! ইন্দ্রজিৎ, উত্তম মাহেশ্বর যজ্ঞ করিয়া মহেশ্বরের নিকট হইতে দুর্লভ বর প্রাপ্ত হইয়াছেন। ১২—১৯। এই বীরই শক্তি-তোমররূপ মীনগণে পরিপূর্ণ, বিকীর্ণ অস্ত্ররূপ শৈবালময়, গজরূপ কচ্ছপ এবং অশ্বরূপ ভেকসঙ্কুল, রুদ্র ও আদিত্যরূপ মহাগ্রাহসমাকুল, বায়ু ও বসুগণরূপ মহাসর্পসমন্বিত, রথ অশ্ব ও গজরূপ জলরাশিপূর্ণ এবং পদাতিরূপ মহৎ পুলিনবিশিষ্ট দেবসেনারূপ মহাসাগর প্রাপ্ত হইয়া দেবরাজ ইন্দ্রকে বন্ধন করিয়া লঙ্কায় আনিয়াছিলেন। রাজন্!

এবমেব ত্বং মহারাজ বিসৃজেন্দ্রজিতং সুতম্ ।
যাবদ্বানরসেনাং তাং সরামাং নয়তি ক্ষয়ম্ ॥ ২৪
রাজন্ নাপদযুক্তেয়মাগতা প্রাকৃতাজ্জনাৎ ।
হৃদি নৈব ত্বয়া কার্য্যা ত্বং বধিষ্যসি রাঘবম্ ॥ ২৫

ইতি লঙ্কাকাণ্ডে সপ্তমঃ সর্গঃ ॥ ৭ ॥

অষ্টমঃ সর্গঃ ।

ততো নীলাম্বুদপ্রখ্যঃ প্রহস্তো নাম রাক্ষসঃ ।
অব্রবীৎ প্রাঞ্জলির্বাক্যং শূরঃ সেনাপতিস্তদা ॥ ১
দেবদানবগন্ধর্ব্বাঃ পিশাচপতগোরগাঃ ।
সর্ব্বে ধর্ষয়িতুং শক্যাঃ কিং পুনর্মানবৌ রণে ॥ ২
সর্ব্বে প্রমত্তা বিশ্বস্তা বঞ্চিতাঃ স্ম হনূমতা ।
নহি মে জীবতো গচ্ছেজ্জীবন্ স বনগোচরঃ ॥ ৩
সর্ব্বাং সাগরপর্য্যন্তাং সশৈলবনকাননাম্ ।
করোম্যবানরাং ভূমিমাজ্ঞাপয়তু মাং ভবান্ ॥ ৪
রক্ষাঞ্চৈব বিধাস্যামি বানরাদ্রজনীচর ।
নাগমিষ্যতি তে দুঃখং কিঞ্চিদাত্মাপরাধজম্ ॥ ৫
অব্রবীত্তু সুসংক্রুদ্ধো দুর্ম্মুখো নাম রাক্ষসঃ ।
ইদং ন ক্ষমণীয়ং হি সর্ব্বেষাং নঃ প্রধর্ষণম্ ॥ ৬
অয়ং পরিভবো ভূয়ঃ পুরস্যান্তঃপুরস্য চ ।
শ্রীমতো রাক্ষসেন্দ্রস্য বানরেন্দ্রপ্রধর্ষণম্ ॥ ৭
অস্মিন্ মুহূর্ত্তে হত্বৈকো নিবর্ত্তিষ্যামি বানরান্ ।
প্রবিষ্টান্ সাগরং ভীমমম্বরং বা রসাতলম্ ॥ ৮
ততোঽব্রবীৎ সুসংক্রুদ্ধো বজ্রদংষ্ট্রো মহাবলঃ ।
প্রগৃহ্য পরিঘং ঘোরং মাংসশোণিতদূষিতম্ ॥ ৯
কিং বো হনুমতা কার্য্যং কৃপণেন তপস্বিনা ।
রামে তিষ্ঠতি দুর্দ্ধর্ষে সুগ্রীবেঽপি সলক্ষ্মণে ॥ ১০
অদ্য রামং সসুগ্রীবং পরিঘেণ সলক্ষ্মণম্ ।
আগমিষ্যামি হত্বৈকো বিক্ষোভ্য হরিবাহিনীম্ ॥ ১১
ইদং মমাপরং বাক্যং শৃণু রাজন্ যদীচ্ছসি ।
উপায়কুশলো হ্যেব জয়েচ্ছত্রূনতন্দ্রিতঃ ॥ ১২
কামরূপধরাঃ শূরাঃ সুভীমা ভীমদর্শনাঃ ।
রাক্ষসানাং সহস্রাণি রাক্ষসাধিপ নিশ্চিতাঃ ॥ ১৩
কাকুৎস্থমুপসঙ্গম্য বিভ্রতং মানুষং বপুঃ ।
সর্ব্বে হ্যসম্ভ্রমা ভূত্বা ব্রুবন্তু রঘুসত্তমম্ ॥ ১৪

তদনন্তর ব্রহ্মার নিয়োগানুসারে সেই সর্ব্বদেব-নমস্কৃত শম্বর ও বৃত্রঘাতীকে বিমুক্ত করায়, তিনিও স্বর্গে প্রতিগমন করেন, সুতরাং নগরাজ! আপনি, পুত্র ইন্দ্রজিৎকেই আজ্ঞা করুন, তিনিই রামের সহিত সেই সমগ্র বানরসেনাকে নিধন করিবেন। রাজন! আপনি নর ও বানররূপ ইতর জন হইতে যে বিপদের আশঙ্কা করিতেছেন, তাহা যারপর নাই যুক্তিহীন; নিশ্চয় আপনি রামকে বিনাশ করিবেন। ২০—২৫।

অষ্টম সর্গ।

তদন্তর নীলমেঘসদৃশ কৃষ্ণকায় বীর সেনাপতি প্রহস্তনামক রাক্ষস কৃতাঞ্জলিপুটে বলিলেন, "মহারাজ! মানব রাম লক্ষ্মণের কথা কি, রণক্ষেত্রে দেবতা, দানব, গন্ধর্ব, পিশাচ পতগ এবং উরগগণ কেও আমি পরাস্ত করিতে পারি। আমরা পানভোগ-পরবশ হইয়া প্রমত্ত এবং বিপদ্ উপস্থিত হইবার কোন কারণ না থাকায় নিঃশঙ্ক ছিলাম বলিয়াই হনুমান কর্ত্তৃক প্রতারিত হইয়াছি; তাহা ভিন্ন আমি প্রাণ থাকিতে সেই অরণ্যচারী কখনই প্রাণ লইয়া ফিরিতে পারিত না। রাক্ষসনাথ! আপনি আমাকে আদেশ করুন, আমিই শৈল এবং কাননের সহিত সাগরসীমাপর্য্যন্ত সমুদয় ভূভাগ বানরশূন্য করিয়া বানরভয় হইতে রাক্ষসগণকে রক্ষা করিব এবং আপনারও সীতাহরণরূপ আত্মাপরাধ-জনিত দুঃখ উপস্থিত হইবে না।" ১—৫। পরে দুর্ম্মুখনামক রাক্ষস অতিক্রোধে কহিল, "মহারাজ! একটা বানর আসিয়াই যে আমাদের সকলকে অপদস্থ করিয়া গিয়াছে, ইহা কোনরূপেই সহ্য হয় না; বিশেষতঃ নগরী এবং অন্তঃপুর দগ্ধ করিয়া রাক্ষসরাজের যে অবমাননা করিয়াছে তাহা নিতান্ত অসহ্য। মহারাজ! আপনি আদেশ করুন, আমি এই মুহূর্ত্তেই যাইয়া একাকী সেই বানরগণকে সংহারপূর্ব্বক ফিরিয়া আসিতেছি, তাহারা ভীষণ সমুদ্র আকাশ এবং রসাতলে প্রবেশ করিয়াও আত্মরক্ষা করিতে পারিবে না।" ৬—৮। তদনন্তর মহাবল রাক্ষস বজ্রদংষ্ট্র নিরতিশয় ক্রোধাকুল হইয়া মাংসশোণিতালিপ্ত এক ভয়ঙ্কর পরিঘ গ্রহণপূর্ব্বক কহিল "রাম, লক্ষ্মণ এবং সুগ্রীব জীবিত থাকিতে সেই দরিদ্র দীন তপস্বী হনুমানের জীবন নষ্ট করিয়া আমাদের কি ফল হইবে? রাজন! অদ্য আমি একাকী [illegible] রাম, লক্ষ্মণ এবং সুগ্রীবকে [illegible] কারণ রাক্ষসরাজ! উপায়জ্ঞ ব্যক্তিই শত্রুগণকে জয় করিতে পারেন, এজন্য আমার এই আর একটী নিবেদন শুনুন;—কামরূপধারী, শূর, ভীমকায়, ভীমদর্শন, অসংখ্য রাক্ষস, মনুষ্যরূপ ধারণ করিয়া সেই কাকুৎস্থ রঘুসত্তম রামের নিকট যাইয়া তাঁহাকে

প্রেষিতা ভরতেনৈব ভ্রাত্রা তব যবীয়সা।
স হি সেনাং সমুত্থাপ্য ক্ষিপ্রমেবোপযাস্যতি ॥ ১৫
ততো বয়মিতস্তূর্ণং শূলশক্তিগদাধরাঃ।
চাপবাণাসিহস্তাশ্চ ত্বরিতাস্তত্র যাম হে ॥ ১৬
আকাশে গণশঃ স্থিত্বা হত্বা তাং হরিবাহিনীম্‌।
অশ্মশস্ত্রমহাবৃষ্ট্যা প্রাপয়াম যমক্ষয়ম্‌ ॥ ১৭
এবমেতদুপসর্পেতামনয়ং রামলক্ষ্মণৌ।
অবশ্যমপনীতেন জহতামেব জীবিতম্‌ ॥ ১৮
কৌম্ভকর্ণিস্ততো বীরো নিকুম্ভো নাম বীর্য্যবান্‌।
অব্রবীৎ পরমক্রুদ্ধো রাবণং লোকরাবণম্‌ ॥ ১৯
সর্ব্বে ভবন্তস্তিষ্ঠন্তু মহারাজেন সঙ্গতাঃ।
অহমেকো হনিষ্যামি রাঘবং সহলক্ষ্মণম্‌
সুগ্রীবং সহনমন্তং সর্ব্বাংশ্চৈবাত্র বানরান্‌ ॥ ২০
ততো বজ্রহনুর্নাম রাক্ষসঃ পর্ব্বতোপমঃ।
ক্রুদ্ধঃ পরিলিহন্‌ সৃক্কাং জিহ্বয়া বাক্যমব্রবীৎ ॥ ২১
স্বৈরং কুর্ব্বন্তু কার্য্যাণি ভবন্তো বিগতজ্বরাঃ।
একোঽহং ভক্ষয়িষ্যামি তাং সর্ব্বাং হরিবাহিনীম্‌ ॥ ২২
স্বস্থাঃ ক্রীড়ন্তু নিশ্চিন্তাঃ পিবন্তু মধু বারুণম্‌।
অহমেকো বধিষ্যামি সুগ্রীবং সহলক্ষ্মণম্‌ ॥ ২৩
সাঙ্গদঞ্চ হনূমন্তং সর্ব্বাংশ্চৈবাত্র বানরান্‌ ॥ ২৪

ইতি যুদ্ধকাণ্ডে অষ্টমঃ সর্গঃ ॥ ৮ ॥

নবমঃ সর্গঃ।

ততো নিকুম্ভো রভসঃ সূর্য্যশত্রুর্মহাবলঃ।
সুপ্তঘ্নো যজ্ঞকোপশ্চ মহাপার্শ্বমহোদরৌ ॥ ১
অগ্নিকেতুশ্চ দুর্দ্ধর্ষো রশ্মিকেতুশ্চ রাক্ষসঃ।
ইন্দ্রশত্রুশ্চ বলবান্‌ পুত্রো বৈ রাবণাত্মজঃ ॥ ২
প্রহস্তোঽথ বিরূপাক্ষো বজ্রদংষ্ট্রো মহাবলঃ।
ধূম্রাক্ষোঽথ নিকুম্ভশ্চ দুর্ম্মুখশ্চৈব রাক্ষসঃ ॥ ৩
পরিঘান্‌ পট্টিশান্‌ শূলান্‌ প্রাসান্‌ শক্তিপরশ্বধান্‌।
চাপানি চ সুবাণানি খড়্গাংশ্চ বিপুলাম্বুজান্‌ ॥ ৪
প্রগৃহ্য পরমক্রুদ্ধাঃ সমুৎপত্য চ রাক্ষসাঃ।
অব্রুবন্‌ রাবণং সর্ব্বে প্রদীপ্তা ইব তেজসা ॥ ৫
অদ্য রামং বধিষ্যামঃ সুগ্রীবঞ্চ সলক্ষ্মণম্‌।
কৃপণঞ্চ হনূমন্তং লঙ্কা যেন প্রধর্ষিতা ॥ ৬
তান্‌ গৃহীতায়ুধান্‌ সর্ব্বান্‌ বারয়িত্বা বিভীষণঃ।
অব্রবীৎ প্রাঞ্জলির্বাক্যং পুনঃ প্রত্যুপবেশ্য তান্‌ ॥ ৭
অপ্যুপায়ৈস্ত্রিভিস্তাত যোঽর্থঃ প্রাপ্তুং ন শক্যতে।

অভ্রান্তচিত্তে এই কথা বলুক যে, 'আমরা আপনার কনিষ্ঠভ্রাতা ভরতকর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়াছি' তাহা হইলে রাম, বানরসৈন্য পরিত্যাগ করিয়া তৎক্ষণাৎ আমাদের সৈন্যের সহিত মিলিত হইবে। তাহার পর আমরা শূল, শক্তি, গদা, ধনু বাণ এবং খড়্গ প্রভৃতি অস্ত্র-শস্ত্র ধারণ করত অবিলম্বে তথায় যাইব এবং দলে দলে আকাশমণ্ডলে থাকিয়া শিলা ও অস্ত্রাদি বৃষ্টি করত সেই বানরসেনাগণকে আহত করিয়া যমালয়ে পাঠাইব। মহারাজ! রাম ও লক্ষ্মণ আমাদিগের দ্বারা যদি এইরূপ প্রতারিত হয়, তবে নিশ্চয়ই আমাদিগের ছলনায় প্রাণ বিসর্জ্জন করিবে।" ৯—১৮। তৎপরে প্রতাপশালী বীর্য্যবান কুম্ভকর্ণনন্দন নিকুম্ভ বিষম ক্রুদ্ধ হইয়া সর্ব্বলোক-পীড়াপ্রদ রাবণকে লক্ষ্য করিয়া প্রহস্তাদি রাক্ষসগণকে কহিল, "আপনারা সকলেই মহারাজের সহিত একত্র হইয়া অবস্থান করুন, আমি নিজেই রাম, লক্ষ্মণ, সুগ্রীব ও হনুমান্‌ প্রভৃতি সকল বানরকে বিনাশ করিব।" পরে পর্ব্বত তুল্য বজ্রহনুনামক রাক্ষস, ক্রুদ্ধ হইয়া জিহ্বা দ্বারা ওষ্ঠপ্রান্ত অবলেহনপূর্ব্বক বলিতে লাগিল, "আপনারা নিশ্চিন্তমনে স্বচ্ছন্দে ইচ্ছানুরূপ কার্য্যে প্রবৃত্ত হউন, আমি একাকীই বানরসেনাগণকে ভক্ষণ করিয়া আসি। আপনারা সুস্থ ও নিরুদ্বিগ্নহৃদয়ে বারুণী পান করত ক্রীড়া করুন। আমি নিজেই লক্ষ্মণ এবং সুগ্রীব, অঙ্গদ ও হনুমান্‌ প্রভৃতি সমস্ত বানরকে সংহার করিতেছি। ১৯—২৪।

নবম সর্গ।

তদনন্তর কুম্ভকর্ণ-পুত্র নিকুম্ভ, মহাবল সূর্য্যশত্রু, রভস, সুপ্তঘ্ন, যজ্ঞকোপ, মহাপার্শ্ব, মহোদর, দুর্দ্ধর্ষ অগ্নিকেতু, রশ্মিকেতু, ইন্দ্রশত্রু, তেজস্বী মহাবল রাবণতনয় ইন্দ্রজিৎ, প্রহস্ত, বিরূপাক্ষ, মহাবল বজ্রদংষ্ট্র এবং অপর নিকুম্ভ ও দুর্ম্মুখ, ধূম্রাক্ষ প্রভৃতি তেজঃপ্রদীপ্ত রাক্ষসগণ ক্রোধভরে দাঁড়াইয়া, পরিঘ, পট্টিশ, শূল, প্রাস, শক্তি, কুঠার, সুশাণিত-বাণ-যোজিত ধনু এবং নির্ম্মল জলবৎ স্বচ্ছ প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড খড়্গ গ্রহণপূর্ব্বক রাবণকে বলিল, আমরা অদ্যই রাম, লক্ষ্মণ, সুগ্রীব এবং সেই লঙ্কাবিধ্বস্তকারী দীন-স্বভাব হনুমানের জীবন সংহার করিব।" ১—৬। বিভীষণ, সেই শস্ত্রধারী রাক্ষসদিগকে নিবারণপূর্ব্বক নিজ নিজ স্থানে পুনর্ব্বার উপবেশন করাইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে বলিতে লাগিলেন, "সাম, দান, ভেদ' এই তিনপ্রকার উপায়ের দ্বারা যে,

তস্য বিক্রমকালাংস্তান্ যুক্তানাহুর্মনীষিণঃ ॥ ৮
প্রমত্তেষ্বভিযুক্তেষু দৈবেন প্রহতেষু চ।
বিক্রমাস্তাত সিধ্যন্তি পরীক্ষ্য বিধিনা কৃতাঃ ॥ ৯
অপ্রমত্তং কথং তন্তু বিজিগীষুং বলে স্থিতম্।
জিতরোষং দুরাধর্ষং তং ধর্ষয়িতুমিচ্ছথ ॥ ১০
সমুদ্রং লঙ্ঘয়িত্বা তু ঘোরং নদনদীপতিম্।
গতিং হনুমতো লোকে কো বিদ্যাত্তর্কয়েত বা ॥ ১১
বলান্যপরিমেয়াণি বীর্য্যাণি চ নিশাচরাঃ।
পরেষাং সহসাবজ্ঞা ন কর্ত্তব্যা কথঞ্চন ॥ ১২
কিঞ্চ রাক্ষসরাজস্য রামেণাপকৃতং পুরা।
আজহার জনস্থানাদ্যস্য ভার্য্যাং যশস্বিনঃ ॥ ১৩
খরো যদ্যতিবৃত্তস্তু স রামেণ হতো রণে।
অবশ্যং প্রাণিনা প্রাণা রক্ষিতব্যা যথাবলম্ ॥ ১৪
এতন্নিমিত্তং বৈদেহী ভয়ং নঃ সুমহত্তবেৎ।
আহৃতা সা পরিত্যাজ্যা কলহার্থে কৃতে নু কিম্ ॥ ১৫

কার্য্য সম্পন্ন করিতে পারা যায় না, নীতিশাস্ত্রজ্ঞগণ সেই কার্য্যসাধনের জন্য বিক্রম প্রকাশ করিবার সময় নিরূপণ করিয়াছেন। অনবহিত, কার্য্যান্তরাসক্ত এবং রোগাদির দ্বারা দৈবাহত শত্রুর প্রতি বিধিমত পরীক্ষা করিয়া বিক্রম প্রয়োগ করিলে তাহা সুসিদ্ধ হইয়া থাকে। তোমরা সেই প্রমাদ-বিহীন, জয়াভিলাষী, দৈবসহায়, জিতক্রোধ এবং দুর্দ্ধর্ষ রামচন্দ্রকে কি প্রকারে জয় করিতে সাহসী হইতেছ? পূর্ব্বে তোমরা কে জানিতে বা তর্ক করিতে পারিয়াছিলে যে, হনুমান্ নদ-নদীপতি ভীষণ সমুদ্র পার হইয়া লঙ্কায় উপস্থিত হইবে? রাক্ষসগণ! শত্রুগণের বীর্য্যশালী অপরীক্ষিত সৈন্য আছে; তাহাদের প্রতি সহসা অবজ্ঞা করা উচিত নহে। ৭—১২। সেই যশস্বী রামচন্দ্রই বা পূর্ব্বে রাক্ষসপতির এরূপ কি গুরুতর অপকার করিয়াছিলেন, যে জন্য তিনি জনস্থান হইতে তাঁহার পত্নীকে অপহরণ করিয়া আনিলেন? যদি বল, 'রাম খরকে নিহত করিয়াছেন'; কিন্তু দেখ, খরই প্রথমে রামের অপকারে প্রবৃত্ত হইয়াছিল বলিয়াই, রাম তাহাকে সংহার করিয়াছেন। সাধ্যানুসারে নিজ জীবন রক্ষা করা ত প্রাণিমাত্রেরই কর্ত্তব্য। মহারাজ! খর-দূষণাদির বধপ্রতিশোধের কারণই সীতাকে হরণ করা হইয়াছে সত্য, কিন্তু আমাদের অচিরাৎ সেই সীতা-হরণজনিত বিষম ভয় উপস্থিত হইবে। সুতরাং উপস্থিত সেই ভাবী ভয়ের হেতুস্বরূপিণী সীতাকে পরিত্যাগ করাই কর্ত্তব্য; কেননা যাহাতে পরিণামে বিবাদ উপস্থিত হয়, এরূপ কার্য্য করিবার প্রয়োজন কি?

ন তু ক্ষমং বীর্য্যবতা তেন ধর্ম্মানুবর্ত্তিনা।
বৈরং নিরর্থকং কর্ত্তুং দীয়তামস্য মৈথিলী ॥ ১৬
যাবন্ন সগজাং সাশ্বাং বহুরত্নসমাকুলাম্।
পুরীং দারয়তে বাণৈর্দীয়তামস্য মৈথিলী ॥ ১৭
যাবৎ সুঘোরা মহতী দুর্দ্ধর্ষা হরিবাহিনী।
নাবস্কন্দতি নো লঙ্কাং তাবৎ সীতা প্রদীয়তাম্ ॥ ১৮
বিনশ্যেদ্ধি পুরী লঙ্কা শূরাঃ সর্ব্বে চ রাক্ষসাঃ।
রামস্য দয়িতা পত্নী স্বয়ং যদি ন দীয়তে ॥ ১৯
প্রসাদয়ে ত্বাং বন্ধুত্বাৎ কুরুষ্ব বচনং মম।
হিতং তথ্যং ত্বহং ব্রূমি দীয়তামস্য মৈথিলী ॥ ২০

পুরা শরৎসূর্য্যমরীচিসন্নিভান্
নবাগ্রপুঙ্খান্ সুদৃঢ়ান্ নৃপাত্মজঃ।
সৃজত্যমোঘান্ বিশিখান্ বধায় তে
প্রদীয়তাং দাশরথায় মৈথিলী ॥ ২১
ত্যজাশু কোপং সুখধর্ম্মনাশনম্
ভজস্ব ধর্ম্মং রতিকীর্ত্তিবর্দ্ধনম্।
প্রসীদ জীবেম সপুত্রবান্ধবাঃ
প্রদীয়তাং দাশরথায় মৈথিলী ॥ ২২

রাজন্! আপনি রামচন্দ্রকে জানকী প্রত্যর্পণ করুন; যেহেতু সেই বীর্য্যবান্ ধর্ম্মাত্মা রামচন্দ্রের সহিত নিরর্থক শত্রুতা করা উচিত নহে। রামচন্দ্র যে পর্য্যন্ত এই গজবাজিসমাকুল নানা রত্নসম্পূর্ণ লঙ্কাপুরীকে বাণসমূহ-দ্বারা বিদীর্ণ না করেন, তাহার পূর্ব্বেই আপনি সীতাকে প্রত্যর্পণ করুন। যে পর্য্যন্ত সেই ঘোররূপ সুমহৎ দুর্জ্জয় বানরসৈন্য আমাদের এই লঙ্কাপুরীকে বিধ্বস্ত না করে, তাহার পূর্ব্বেই সীতাকে প্রত্যর্পণ করা উচিত। মহারাজ! যদি আপনি স্বয়ং সেই রামের প্রিয়তমা পত্নী সীতাকে প্রত্যর্পণ না করেন, তাহা হইলে এই লঙ্কাপুরী এবং বীর্য্যশালী রাক্ষসগণ সকলেই বিনাশপ্রাপ্ত হইবে। ১৩—১৯। আমি আপনার ভ্রাতা বলিয়া আপনার কল্যাণকর সত্য কথাই কহিতেছি; আপনি আমার প্রতি প্রসন্ন হউন এবং আমার কথা রক্ষা করিয়া রামচন্দ্রকে মৈথিলী প্রত্যর্পণ করুন। মহারাজ! সেই রাজপুত্র রাম আপনার বধের জন্য সূর্য্যকিরণতুল্য উজ্জ্বল-ফলপুঙ্খ সুদৃঢ় অব্যর্থ বাণ সকল নিক্ষেপ করিবার পূর্ব্বেই দাশরথিকে সীতা প্রদান করুন। রাজন্! আপনি সুখ এবং ধর্ম্মনাশকর ক্রোধ ত্যাগ করিয়া ঈশ্বরানুরাগ ও কীর্ত্তি-বর্দ্ধন ধর্ম্ম অবলম্বনপূর্ব্বক সুপ্রসন্নমনে দাশরথিকে সীতা প্রতিদান করিয়া পুত্র ও মিত্রগণের সহিত

বিভীষণবচঃ শ্রুত্বা রাবণো রাক্ষসেশ্বরঃ।
বিসর্জ্জয়িত্বা তান্ সর্ব্বান্ প্রবিবেশ স্বকং গৃহম্॥ ২৩

ইতি লঙ্কাকাণ্ডে নবমঃ সর্গঃ॥ ৯॥

দশমঃ সর্গঃ।

ততঃ প্রত্যুষসি প্রাপ্তে প্রাপ্তধর্ম্মার্থনিশ্চয়ঃ।
রাক্ষসাধিপতের্ব্বেশ্ম ভীমকর্ম্মা বিভীষণঃ॥১
শৈলাগ্রচয়সঙ্কাশং শৈলশৃঙ্গমিবোন্নতম্।
সুবিভক্তমহাকক্ষং মহাজনপরিগ্রহম্॥ ২
মতিমদ্ভির্মহামাত্রৈরনুরক্তৈরধিষ্ঠিতম্।
রাক্ষসৈশ্চাপ্তপর্য্যাপ্তৈঃ সর্ব্বতঃ পরিরক্ষিতম্॥ ৩
মত্তমাতঙ্গনিশ্বাসৈর্ব্যাকুলীকৃতমারুতম্।
শঙ্খঘোষমহাঘোষং তূর্য্যনাদানুনাদিতম্॥ ৪
প্রমদাজনসম্বাধং প্রজল্পিতমহাপথম্।
তপ্তকাঞ্চননির্য্যূহং ভূষণোত্তমভূষিতম্॥ ৫
গন্ধর্ব্বাণামিবাবাসমালয়ং মরুতামিব।
রত্নসঞ্চয়সম্বাধং ভবনং ভোগিনামিব॥ ৬
তং মহাভ্রমিবাদিত্যস্তেজোবিস্তৃতরশ্মিবান্।
অগ্রজস্যালয়ং বীরঃ প্রবিবেশ মহাদ্যুতিঃ॥ ৭
পুণ্যান্ পুণ্যাহঘোষাংশ্চ বেদবিদ্ভিরুদাহৃতান্।
শুশ্রাব সুমহাতেজা ভ্রাতুর্বিজয়সংশ্রিতান্॥ ৮
পূজিতান্ দধিপাত্রৈশ্চ সর্পির্ভিঃ সুমনোঽক্ষতৈঃ।
মন্ত্রবেদবিদো বিপ্রান্ দদর্শ স মহাবলঃ॥ ৯
স পূজ্যমানো রক্ষোভির্দীপ্যমানং স্বতেজসা।
আসনস্থং মহাবাহুর্ব্ববন্দে ধনদানুজম্॥ ১০
স রাজদৃষ্টিসম্পন্নমাসনং হেমভূষিতম্।
জগাম সমুদাচারং প্রযুজ্যাচারকোবিদঃ॥ ১১
স রাবণং মহাত্মানং বিজনে মন্ত্রিসন্নিধৌ।
উবাচ হিতমত্যর্থং বচনং হেতুনিশ্চিতম্॥ ১২
প্রসাদ্য ভ্রাতরং জ্যেষ্ঠং সান্ত্বেনোপস্থিতক্রমঃ।
দেশকালার্থসংবাদী দৃষ্টলোকপরাবরঃ॥ ১৩
যদা প্রভৃতি বৈদেহী সম্প্রাপ্তেহ পরন্তপ।
তদা প্রভৃতি দৃশ্যন্তে নিমিত্তান্যশুভানি নঃ॥ ১৪
সস্ফুলিঙ্গঃ সধূমার্চ্চিঃ সধূমকলুষোদয়ঃ।
মন্ত্রসন্ধুক্ষিতোঽপ্যগ্নির্ন সম্যগভিবর্দ্ধতে॥ ১৫
অগ্নিষ্ঠেষ্বগ্নিশালাসু তথা ব্রহ্মস্থলীষু চ।
সরীসৃপাণি দৃশ্যন্তে হব্যেষু চ পিপীলিকাঃ॥ ১৬

আমাদের প্রাণ রক্ষা করুন।" রাক্ষসরাজ রাবণ, বিভীষণের কথা শুনিয়া সকলকে বিদায় প্রদান পূর্ব্বক নিজ ভবনে প্রবেশ করিলেন। ২০—২৩।

দশম সর্গ।

অনন্তর পরদিবস প্রভাতে মহাতেজস্বী রশ্মিমান্ সূর্য্য যেরূপ মহামেঘমালামধ্যে প্রবিষ্ট হন, তদ্রূপ ধর্ম্মার্থতত্ত্বজ্ঞ ভীমকর্ম্মা মহাদ্যুতি বীরশ্রেষ্ঠ বিভীষণ, শৈলশিখরসমূহের ন্যায় উচ্চগৃহবিশিষ্ট পর্ব্বতশিখরের ন্যায় উচ্চ সুবিভক্ত বৃহৎ কক্ষবিশিষ্ট, মহাজনপরিব্যাপ্ত, মতিমান্ মহাকায় অনুরক্ত হিতরত ও কার্য্যসাধনসক্ষম রাক্ষসগণকর্ত্তৃক অধিষ্ঠিত ও সর্ব্বতোভাবে রক্ষিত, মত্তহস্তিগণের নিশ্বাসদ্বারা নিপীড়িতবায়ু, শঙ্খশব্দের ন্যায় সুমহান শব্দসম্পূর্ণ, তূর্য্যধ্বনিনিনাদিত, প্রমদাজনসম্পূর্ণ রাত্রিশেষহেতু জনরবপূর্ণ রাজপথ উত্তম ভূষণ-ভূষিত তপ্তকাঞ্চননির্ম্মিত দ্বারশোভিত গন্ধর্ব্ব ও দেবগণের ভবনসদৃশ, সমৃদ্ধিশালী নাগভবনের ন্যায় রত্নসমূহসম্পূর্ণ অগ্রজ রাবণের গৃহে প্রবেশ করিলেন। মহাতেজস্বী বলবান্ বিভীষণ, বেদজ্ঞ রাক্ষস-সমীরিত ভ্রাতার বিজয়সূচক পবিত্র পুণ্যাহশব্দ শুনিলেন এবং পুষ্প-অক্ষতদ্বারা পূজিত, হস্তে দধি ও ঘৃতপূর্ণ পাত্রধারী মন্ত্রবেদবিদ্ ব্রাহ্মণগণকে দেখিলেন। ১—৯। পরে সেই স্বতেজঃপ্রদীপ্ত রাক্ষসগণকর্ত্তৃক সংকৃত হইয়া, মহাবাহু বিভীষণ সিংহাসনোপবিষ্ট কুবেরানুজ রাবণকে বন্দনা করিলেন; রাবণ তাঁহাকে সদাচারসম্মত আশীর্ব্বাদ করিয়া আসন গ্রহণ করিতে অনুমতি করিলে, তিনিও রাজনির্দ্দিষ্ট কাঞ্চন-ভূষিত আসনে উপবেশন করিলেন। তৎপরে লোক সকলের উৎকৃষ্টতা ও অপকৃষ্টতাবিষয়ে অভিজ্ঞ বিভীষণ, জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা মহাবল রাবণকে যথাশাস্ত্র বন্দনাদি করিয়া প্রিয়বাক্যে প্রসন্ন করত সেই নির্জ্জন স্থানে মন্ত্রিগণের সন্নিকটেই দেশকালের উচিত এবং সদর্থ ও যুক্তিপূর্ণ হিতকর বাক্য সকল বলিতে লাগিলেন। ১০—১৩। "পরন্তপ! যে অবধি বিদেহ-রাজনন্দিনী এই লঙ্কাপুরীতে প্রবেশ করিয়াছেন, তদবধি আমাদিগের অমঙ্গল-সূচক বিবিধ দুর্নিমিত্ত দেখা যাইতেছে। প্রজ্বলিত করিবার সময় অগ্নি ধূমময় হইয়া উত্থিত হয়, তৎপরে সংস্কারকালেও স্ফুলিঙ্গ এবং শিখার সহিত প্রভূত ধূম উদ্গারণ করিয়া থাকে। মহারাজ! মন্ত্রসমূহদ্বারা সম্যক্ আহুতি প্রদান করাতেও অগ্নি সবিশেষ বর্দ্ধিত হন না। মহানস, অগ্নিহোত্র-শালা এবং বেদাধ্যয়ন-গৃহসমূহে সর্পাদি সরীসৃপ এবং হবনীয় দ্রব্যসমূহে পিপীলিকা

গবাং পয়াংসি স্কন্নানি বিমদা বরকুঞ্জরাঃ।
দীনমশ্বাঃ প্রহেষন্তে নবগ্রাসাভিনন্দিনঃ ॥ ১৭
খরোষ্ট্রাশ্বতরা রাজন্ ভিন্নরোমাঃ স্রবন্তি চ।
ন স্বভাবেঽবতিষ্ঠন্তে বিধানৈরপি চিন্তিতাঃ ॥ ১৮
বায়সাঃ সঙ্ঘশঃ ক্রূরা ব্যাহরন্তি সমন্ততঃ।
সমবেতাশ্চ দৃশ্যন্তে বিমানাগ্রেষু সঙ্ঘশঃ ॥ ১৯
গৃধ্রাশ্চ পরিলীয়ন্তে পুরীমুপরি পীড়িতাঃ।
উপপন্নাশ্চ সন্ধ্যে দ্বে ব্যাহরন্ত্যশিবং শিবাঃ ॥ ২০
ক্রব্যাদানাং মৃগাণাঞ্চ পুরীদ্বারেষু সঙ্ঘশঃ।
শ্রূয়ন্তে বিপুলা ঘোষাঃ সবিস্ফূর্জ্জিতনিঃস্বনাঃ ॥ ২১
তদেবং প্রস্তুতে কার্য্যে প্রায়শ্চিত্তমিদং ক্ষমম্।
রোচতে বীর বৈদেহী রাঘবায় প্রদীয়তাম্ ॥ ২২
ইদঞ্চ যদি বা মোহাল্লোভাদ্বা ব্যাহৃতং ময়া।
তত্রাপি চ মহারাজ ন দোষং কর্ত্তুমর্হসি ॥ ২৩
অয়ং হি দোষঃ সর্ব্বস্য জনস্যাস্যোপলক্ষ্যতে।
রক্ষসাং রাক্ষসীনাঞ্চ পুরস্যান্তঃপুরস্য চ ॥ ২৪
শ্রাবণে চাস্য মন্ত্রস্য নিবৃত্তাঃ সর্ব্বমন্ত্রিণঃ।
অবশ্যঞ্চ ময়া বাচ্যং যদ্দৃষ্টমথবা শ্রুতম্।
সংবিধায় যথান্যায়ং তদ্ভবান্ কর্ত্তুমর্হতি ॥ ২৫
ইতি স্ম মন্ত্রিণাং মধ্যে ভ্রাতা ভ্রাতরমূচিবান্।
রাবণং রক্ষসাং শ্রেষ্ঠং পথ্যমেতদ্বিভীষণঃ ॥ ২৬

হিতং মহার্থং মৃদু হেতুসংহিতং
ব্যতীতকালায়তি সম্প্রতি ক্ষমম্
নিশম্য তদ্বাক্যমুপস্থিতজ্বরঃ
প্রসঙ্গবানুত্তরমেতদব্রবীৎ ॥ ২৭
ভয়ং ন পশ্যামি কুতশ্চিদপ্যহং
ন রাঘবঃ প্রাপ্স্যতি জাতু মৈথিলীম্।
সুরৈঃ সহেন্দ্রৈরপি সঙ্গরে কথং
মমাগ্রতঃ স্থাস্যতি লক্ষ্মণাগ্রজঃ ॥ ২৮
ইতীদমুক্ত্বা সুরসৈন্যনাশনো
মহাবলঃ সংযতি চণ্ডবিক্রমঃ।
দশাননো ভ্রাতরমাপ্তবাদিনং
বিসর্জ্জয়ামাস তদা বিভীষণম্ ॥ ২৯

ইতি লঙ্কাকাণ্ডে দশমঃ সর্গঃ ॥ ১০ ॥

সকল দেখা যাইতেছে, গাভী সকল দুগ্ধবিহীন, উৎকৃষ্ট হস্তী সকল মদবিহীন এবং অশ্বগণ পর্য্যাপ্ত ভোজন করিয়াও, ক্ষুধাতুরের ন্যায়, নূতন আহার্য্য পাইবার আশায় দীনভাবে শব্দ করিতেছে। রাজন্! গর্দ্দভ, উষ্ট্র এবং অশ্বতরগণ ঊর্দ্ধ্বরোম হইয়া অশ্রুবারি মোচন করিতেছে এবং সুচিকিৎসিত হইয়াও প্রকৃতিস্থ হইতেছে না। ১৭—১৮। ক্রূরস্বভাব বায়সগণ দলবদ্ধ হইয়া চারিদিকে বিকৃতস্বরে শব্দ করিতেছে এবং কখন বা উহাদিগকে দলবদ্ধ হইয়া বিমানোপরি উপবিষ্ট থাকিতেও দেখা যাইতেছে। গৃধ্র সকল পীড়িত হইয়া পুরীর উপরিভাগে পড়িতেছে এবং শৃগালগণ দুই সন্ধ্যা নিকটে আসিয়া, অশুভসূচক চীৎকার করিতেছে। নগরীর দ্বারচতুষ্টয়ে ব্যাঘ্র প্রভৃতি মাংসাশী পশুগণের, বজ্রপতনশব্দের ন্যায়, ভীষণ শব্দ শ্রুত হইতেছে। সুতরাং বীর! রামচন্দ্রকে সীতা প্রতিদান করাই এই বর্ত্তমান-অশুভলক্ষণশান্তির প্রকৃত প্রায়শ্চিত্ত বলিয়া মনে হইতেছে। মহারাজ! যদিও আমি মোহ অথবা লোভবশতঃ এই সকল বলিয়া থাকি, তথাপি আপত্তি দোষ লইবেন না। সীতাহরণ-জনিত এই যে দুর্নিমিত্ত সকল উপস্থিত হইতেছে, ইহা এই লোক সকলের এবং নিখিল রাক্ষস, রাক্ষসী, অন্তঃপুর ও সমগ্র লঙ্কাপুরীরই অনিষ্টকর বোধ হইতেছে। যদিও আপনার ভয়ে কোন মন্ত্রীই আপনার সমক্ষে এই মন্ত্রণা উত্থাপিত করিতে পারে নাই, তথাপি আমি যাহা দেখিয়াছি এবং শুনিয়াছি, তাহা আপনার নিকটে ব্যক্ত করা আমার একান্ত কর্ত্তব্য। এক্ষণে অবধারণ করিয়া যাহা কর্ত্তব্য হয় করুন।” ১৯—২৫। ভ্রাতা বিভীষণ, রাক্ষসগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ভ্রাতা রাক্ষস-প্রধান রাবণকে মন্ত্রিগণসমক্ষে এইরূপ শুভদায়ক কথা বলিলে, সীতাকামী রাবণ, বিভীষণের তাদৃশ ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান কালের হিতজনক সর্ব্বহিতকর বিনয়পূর্ণ হেতুগর্ভ বাক্যসমূহ শ্রবণে ক্রোধান্বিত হইয়া উত্তর করিলেন, “আমি কাহারই নিকট হইতে ভয়ের কারণ দেখিতে পাইতেছি না; রাঘব কখনই মৈথিলীকে পাইতে পারিবে না, কেননা, সেই লক্ষ্মণাগ্রজ রাম, ইন্দ্র প্রভৃতি দেবগণের সহিত মিলিত হইলেও রণভূমিতে আমার অগ্রে অবস্থান করিতে সমর্থ হইবে না।” রণভূমিতে প্রচণ্ড পরাক্রমশালী সুরসৈন্য-নাশন মহাবল দশানন হিতৈষী ভ্রাতা বিভীষণকে এই বলিয়া বিদায় করিলেন। ২৬—২৯।

কাদশঃ সর্গঃ।

স বভূব কৃশো রাজা মৈথিলীকামমোহিতঃ
অসম্মানাচ্চ সুহৃদাং পাপঃ পাপেন কর্ম্মণা ॥ ১
অতীব কামসম্পন্নো বৈদেহীমনুচিন্তয়ন্।
অতীতসময়ে কালে তস্মিন্ বৈ যুধি রাবণঃ।
অমাত্যৈশ্চ সুহৃদ্ভিশ্চ প্রাপ্তকালমমন্যত॥ ২
স হেমজালবিততং মণিবিদ্রুমভূষিতম্।
উপগম্য বিনীতাশ্বমারুরোহ মহারথম্॥ ৩
তমাস্থায় রথশ্রেষ্ঠং মহামেঘসমস্বনম্।
প্রযযৌ রক্ষসাং শ্রেষ্ঠো দশগ্রীবঃ সভাং প্রতি॥ ৪
অসিচর্ম্মধরা যোধাঃ সর্ব্বায়ুধধরাস্ততঃ।
রাক্ষসা রাক্ষসেন্দ্রস্য পুরস্তাৎ সম্প্রতস্থিরে॥ ৫
নানাবিকৃতবেষাশ্চ নানাভূষণভূষিতাঃ।
পার্শ্বতঃ পৃষ্ঠতশ্চৈনং পরিবার্য্য যযুস্তদা॥ ৬
রথৈশ্চাতিরথাঃ শীঘ্রং মত্তৈশ্চ বরবারণৈঃ।
অনূৎপেতুর্দশগ্রীবমাক্রীড়দ্ভিশ্চ বাজিভিঃ।
গদাপরিঘহস্তাশ্চ শক্তিতোমরপাণয়ঃ॥ ৭
ততস্তূর্য্যসহস্রাণাং সঞ্জজ্ঞে নিঃস্বনো মহান্।
তুমুলঃ শঙ্খশব্দশ্চ সভাং গচ্ছতি রাবণে॥ ৮
স নেমিঘোষেণ মহান্ সহসাভিনিনাদয়ন্।
রাজমার্গং শ্রিয়া জুষ্টং প্রতিপেদে মহারথঃ॥ ৯
বিমলঞ্চাতপত্রঞ্চ প্রগৃহীতমশোভত।
পাণ্ডুরং রাক্ষসেন্দ্রস্য পূর্ণস্তারাধিপো যথা॥ ১০
হেমমঞ্জরিগর্ভে চ শুদ্ধস্ফটিকবিগ্রহে।
চামরব্যজনে তস্য রেজতুঃ সব্যদক্ষিণে॥ ১১
তং কৃতাঞ্জলয়ঃ সর্ব্বে রথস্থং পৃথিবীস্থিতাঃ।
রাক্ষসা রাক্ষসশ্রেষ্ঠং শিরোভিস্তং ববন্দিরে॥ ১২
রাক্ষসৈঃ স্তূয়মানঃ সন্ জয়াশীর্ভিররিন্দমঃ।
আসসাদ মহাতেজাঃ সভাং বিরচিতাং তদা॥ ১৩
সুবর্ণরজতাস্তীর্ণাং বিশুদ্ধস্ফটিকান্তরাম্।
বিরাজমানো বপুষা রুক্মপট্টোত্তরচ্ছদাম্॥ ১৪
তাং পিশাচশতৈঃ ষড়্‌ভিরভিগুপ্তাং সদাপ্রভাম্।
প্রবিবেশ মহাতেজাঃ সুকৃতাং বিশ্বকর্ম্মণা॥ ১৫
তস্যাং স বৈদূর্য্যময়ং প্রিয়কাজিনসংবৃতম্।
মহৎ সোপাশ্রয়ং ভেজে রাবণঃ পরমাসনম্॥ ১৬
ততঃ শশাসেশ্বরবদ্‌দূতান্ লঘুপরাক্রমান্।
সমানয়ত মে ক্ষিপ্রমিহৈতান্ রাক্ষসানিতি॥ ১৭
কৃতাম'স্ত মহজ্জানে কর্ত্তব্যমিতি শত্রুভিঃ॥ ১৮
রাক্ষসাস্তদ্বচঃ শ্রুত্বা লঙ্কায়াং পরিচক্রমুঃ।

একাদশ সর্গ।

পাপাত্মা রাক্ষসরাজ রাবণ,—পরস্ত্রীহরণস্বরূপ পাপ কার্য্য এবং বিভীষণ প্রভৃতি আত্মীয়গণের অসম্মান করিয়াও মৈথিলীকামনায় নিতান্ত মোহিত হইয়া দিন দিন কৃশ হইতে লাগিলেন। নিয়ত সীতা-চিন্তাকুল কামাতুর রাবণ যুদ্ধের প্রকৃত কাল উপস্থিত না হইলেও তৎকালে যুদ্ধই কর্ত্তব্য বলিয়া স্থির করত মন্ত্রী এবং সুহৃদ্‌গণের সহিত তদ্বিষয়ে মন্ত্রণা করিবার জন্য হেম-জালপরিবৃত, মণিবিদ্রুমভূষিত, সুশিক্ষিত অশ্বযুক্ত মেঘবৎ শব্দবিশিষ্ট মহারথে আরোহণপূর্ব্বক সভা-ভিমুখে প্রস্থান করিলেন। তৎকালে সর্ব্বাস্ত্রধারী এবং অসিচর্ম্মধারী বহুসংখ্যক রাক্ষস রাক্ষস-পতির অগ্রে অগ্রে যাইতে লাগিল। ১—৫। বিকৃত-বেশ ও নানাবিধভূষণধারী রাক্ষসগণ পার্শ্ব এবং পৃষ্ঠ-দেশ রক্ষা করত যাইতে লাগিল। অতিরথগণ রথা-রোহণ এবং অন্যান্য রাক্ষসগণের মধ্যে কেহ বা মত্ত হস্তী ও কেহ বা নানারূপ গতিদ্বারা ক্রীড়াকারী ঘোটকে আরোহণ করিয়া গদা, পরিঘ, শক্তি, তোমর কুঠার ও শূলাদি অস্ত্রে সুসজ্জিত হইয়া রাবণের অনু-গামী হইল। এইরূপ রাক্ষসপতি সভাগমনে বহি-র্গত হইলে, চারিদিক্ হইতে সহস্র সহস্র তূর্য্য এবং শঙ্খের সুমহৎ তুমুল ধ্বনি হইতে লাগিল। পরে মহারথ রাবণ, তদীয় রথনেমি-শব্দে চতুর্দ্দিক্ নিনাদিত করত সুশোভিত রাজপথে উপস্থিত হইলেন। রাক্ষসে-ন্দ্রের মস্তকোপরি পাণ্ডুরবর্ণ ছত্র, নির্ম্মল পূর্ণচন্দ্রের ন্যায় শোভা ধারণ করিল। তাঁহার বাম এবং দক্ষিণ পার্শ্বে সুবর্ণ মঞ্জরীগর্ভ বিশুদ্ধ স্ফটিকের ন্যায় শুভ্রবর্ণ চামরদ্বয় শোভা পাইতে লাগিল। ভূতলস্থিত রাক্ষস-গণ কৃতাঞ্জলিপুটে মস্তক অবনত করিয়া, রথস্থিত রাক্ষসনাথকে অভিবাদন করিল। পরে মহাতেজস্বী শত্রুনিধনকারী বিরাজমান-বপু রাবণ, এইরূপে রাক্ষস-গণকর্ত্তৃক স্তুত ও জয়াশীর্ব্বাদ-দ্বারা সংবর্দ্ধিত হইয়া, বিশ্বকর্ম্মবিরচিত কনক-রজতনির্ম্মিত, বিশুদ্ধ স্ফটিকশোভিত, স্বর্ণখচিত-পট্টবস্ত্র-সমাচ্ছাদিত এবং ছয় শত পিশাচদ্বারা রক্ষিত সভাগৃহে উপস্থিত হইয়া তন্মধ্যে প্রবেশ করিলেন; এবং বিশাল সোপান-সংশ্রিত কোমল প্রিয়ক মৃগচর্ম্মসমাচ্ছাদিত বৈদূর্য্য-মণি-খচিত সিংহাসনে উপবেশন করিলেন। পরে রাক্ষসরাজ পরাক্রমশালী দূতগণকে আদেশ করিলেন, "তোমরা লঙ্কাবাসী রাক্ষসগণকে শীঘ্র আমার নিকটে আনয়ন কর; কারণ, আমি বুঝিতেছি, শত্রুগণের সহিত আমার এক মহৎ কর্ত্তব্য কার্য্য আছে।৬—১৮।

অনুগেহমবস্থায় বিহারশয়নেষু চ।
উদ্যানেষু চ রক্ষাংসি চোদয়ন্তো হ্যভীতবৎ ॥ ১৯
তে রথান্‌রুচিরা একে দৃপ্তানেকে দৃঢ়ান্ হয়ান্।
নাগানন্যেঽধিরুরুহুর্জগ্মুশ্চৈকে পদাতয়ঃ ॥ ২০
সা পুরী পরমাকীর্ণা রথকুঞ্জরবাজিভিঃ।
সম্পতদ্ভির্বিরুরুচে গরুত্মদ্ভিরিবাম্বরম্ ॥ ২১
তে বাহনান্যবস্থাপ্য যানানি বিবিধানি চ।
সভাং পদ্ভিঃ প্রবিবিশুঃ সিংহা গিরিগুহামিব ॥ ২২
রাজ্ঞঃ পাদৌ গৃহীত্বা তু রাজ্ঞা তে প্রতিপূজিতাঃ।
পীঠেষ্বন্যে বৃসীষ্বন্যে ভূমৌ কেচিদুপাবিশন্ ॥ ২৩
তে সমেত্য সভায়াং বৈ রাক্ষসা রাজশাসনাৎ।
যথার্হমুপতস্থুস্তে রাবণং রাক্ষসাধিপম্ ॥ ২৪
মন্ত্রিণশ্চ যথামুখ্যা নিশ্চিতার্থেষু পণ্ডিতাঃ।
অমাত্যাশ্চ গুণোপেতাঃ সর্ব্বজ্ঞা বুদ্ধিদর্শনাঃ ॥ ২৫
সমীয়ুস্তত্র শতশঃ শূরাশ্চ বহবস্তথা।
সভায়াং হেমবর্ণায়াং সর্ব্বার্থস্য সুখায় বৈ ॥ ২৬

রাক্ষসগণ, রাক্ষসেশ্বরের আজ্ঞা শুনিয়া প্রতিলঙ্কাবাসীর গৃহে প্রবেশ করত বিহার-রত, নিদ্রিত এবং উদ্যানস্থিত রাক্ষসগণের নিকটে রাক্ষসরাজ দর্শনের আদেশ প্রচার করিয়া নির্ভয়ে লঙ্কামধ্যে বিচরণ করিতে লাগিল। পরে অদ্ভুত লঙ্কাবাসী রাক্ষসগণ কেহ রথে; কেহ বলবান্ অশ্বে, কেহ বা হস্তীতে আরোহণ করিয়া এবং কেহ বা পদব্রজেই যাইতে লাগিল। তৎকালে লঙ্কাপুরী,—রথ, হস্তী ও ঘোটকগণে সমাচ্ছন্না হইয়া, পতনশীল পক্ষিগণে পরিব্যাপ্ত, আকাশের ন্যায় শোভা ধারণ করিল। তৎপরে রাক্ষসগণ সভাদ্বারে উপস্থিত হইয়া, নিজ নিজ বাহন ও যান সকল পরিত্যাগ করত কেশরী যেমন গিরিগুহায় প্রবেশ করে, তদ্রূপ পদব্রজেই সভামধ্যে প্রবেশ করিল এবং রাক্ষসেশ্বরের পদদ্বয় বন্দনা করত রাবণকর্তৃক প্রতিপূজিত হইয়া কেহ পীঠোপরি, কেহ বা বিস্তৃত আসনে এবং কেহ কেহ বা ভূমিতেই উপবেশন করিল। ১৯—২৩। রাক্ষসগণ রাজাদেশানুসারে সভামধ্যে এই রূপে উপস্থিত হইয়া, যথাযোগ্যরূপে রাক্ষসরাজকে বন্দনা করিল। মন্ত্রিবিষয়ে সচিবগণ এবং গুণবান্ সর্ব্বশাস্ত্রবিদ্ বুদ্ধলোচন শত শত মন্ত্রী প্রধানাদি-পর্য্যায়ক্রমে উপস্থিত হইল। এইরূপে সেই হেমবর্ণ সুরম্য রাক্ষসরাজসভাতে ভাবী মঙ্গলের জন্য মন্ত্রণা স্থিরকরণার্থে এবং ক্রমে ক্রমে বহুসংখ্যক বীরও দলে দলে আসিয়া উপস্থিত হইল। ২৪—২৬।

ততো মহাত্মা বিপুলং সুযুগ্যং
রথং বরং হেমবিচিত্রিতাঙ্গম্।
শুভং সমাস্থায় যযৌ যশস্বী
বিভীষণঃ সংসদমগ্রজস্য ॥ ২৭
স পূর্ব্বজায়াবরজঃ শশংস
নামাথ পশ্চাচ্চরণৌ ববন্দে।
শুকঃ প্রহস্তশ্চ তথৈব তেভ্যো
দদৌ যথার্হং পৃথগাসনানি চ ॥ ২৮
সুবর্ণনানামণিভূষণানাং
সুবাসসাং সংসদি রাক্ষসানাম্।
তেষাং পরার্দ্ধ্যাগুরুচন্দনানাং
স্রজাশ্চ গন্ধাঃ প্রববুঃ সমন্তাৎ ॥ ২৯
ন চুক্রুশুর্নানৃতমাহ কশ্চিৎ
সভাসদো নাপি জজল্পুরুচ্চৈঃ।
সংসিদ্ধার্থাঃ সর্ব্ব এবোগ্রবীর্য্যা
ভর্ত্তুঃ সর্ব্বে দদৃশুশ্চাননং তে ॥ ৩০
স রাবণঃ শস্ত্রভৃতাং মনস্বিনাং
মহাবলানাং সমিতৌ মনস্বী।
তস্যাং সভায়াং প্রভয়া চকাশে
মধ্যে বসূনামিব বজ্রহস্তঃ ॥ ৩১
ইতি লঙ্কাকাণ্ডে একাদশঃ সর্গঃ ॥ ১১ ॥

তৎপরে যশস্বী মহাত্মা বিভীষণ, রমণীয় অশ্বযুক্ত সুবর্ণচিত্রিত মঙ্গলচিহ্ন-সংযুক্ত অতি বৃহৎ উৎকৃষ্ট রথে আরোহণপূর্ব্বক জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার সভায় আসিলেন এবং প্রথমে নিজের নাম উচ্চারণ করিয়া, অগ্রজের পদদ্বয় বন্দনা করিলে, শুক এবং প্রহস্তও তদ্রূপ করিল; রাবণও তাহাদিগকে যথাযোগ্যরূপে পৃথক্ পৃথক্ আসন প্রদান করাইলেন। তৎকালে কাঞ্চন এবং বিবিধ মণিময় ভূষণে ভূষিত উৎকৃষ্টবসনপরিধায়ী সভাস্থিত সেই রাক্ষসগণের দিব্য অগুরু চন্দন এবং মাল্য-সকলের মনোহর গন্ধ, সভার চতুর্দ্দিকে প্রবাহিত হইতে লাগিল। সেই সভাসদ্‌গণের মধ্যে কেহই কোনপ্রকার আক্রোশসূচক অথবা মিথ্যা কথা বলিল না এবং উচ্চৈঃস্বরে কোন কথাই কাহারও মুখ হইতে বাহির হইল না; অতিশয় বীর্য্যশালী সেই রাক্ষসগণ যেন পূর্ণমনোরথ হইয়াই কেবল প্রভুর মুখের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়াছিল। তৎকালে সেই সভাস্থিত শস্ত্রধারী উদারাশয় রাক্ষসগণের মধ্যস্থিত মনস্বী রাবণ, সভামধ্যে বসুগণের মধ্যবর্ত্তী বাসবের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। ২৭—৩১।

দ্বাদশঃ সর্গঃ।

স তাং পরিষদং কৃৎস্নাং সমীক্ষ্য সমিতিঞ্জয়ঃ।
প্রবোধয়ামাস তদা প্রহস্তং বাহিনীপতিম্॥ ১
সেনাপতে যথা তে স্যুঃ কৃতবিদ্যাশ্চতুর্বিধাঃ।
যোধা নগররক্ষায়াং তথা ব্যাদেষ্টুমর্হসি॥ ২
স প্রহস্তঃ প্রণীতাত্মা চিকীর্ষন্ রাজশাসনম্।
বিনিক্ষিপদ্বলং সর্বং বহিরন্তশ্চ মন্দিরে॥ ৩
ততো বিনিক্ষিপ্য বলং সর্বং নগরগুপ্তয়ে।
প্রহস্তঃ প্রমুখে রাজ্ঞো নিষসাদ জগাদ চ॥ ৪
নিহিতং বহিরন্তশ্চ বলং বলবতস্তব।
কুরুষ্বাবিমনাঃ ক্ষিপ্রং যদভিপ্রেতমস্তি তে॥ ৫
প্রহস্তস্য বচঃ শ্রুত্বা রাজা রাজ্যহিতৈষিণঃ।
সুখেপ্সুঃ সুহৃদাং মধ্যে ব্যাজহার স রাবণঃ॥ ৬
প্রিয়াপ্রিয়ে সুখে দুঃখে লাভালাভে হিতাহিতে।
ধর্মকামার্থকৃচ্ছ্রেষু যূয়মর্হথ বেদিতুম্॥ ৭
সর্বকৃত্যানি যুষ্মাভিঃ সমারব্ধানি সর্বদা।
মন্ত্রকর্মনিযুক্তানি ন জাতু বিফলানি মে॥ ৮
সসোমগ্রহনক্ষত্রৈর্মরুদ্ভিরিব বাসবঃ।
ভবদ্ভিরহমত্যর্থং বৃতঃ শ্রিয়মবাপ্নুয়াম্॥ ৯
অহন্তু খলু সর্বান্ বঃ সমর্থয়িতুমুদ্যতঃ।
কুম্ভকর্ণস্য তু স্বপ্নান্নেমমর্থমচোদয়ম্॥ ১০
অয়ং হি সুপ্তঃ ষণ্মাসান্ কুম্ভকর্ণো মহাবলঃ।
সর্বশস্ত্রভৃতাং মুখ্যঃ স ইদানীমুপস্থিতঃ॥ ১১
ইয়ঞ্চ দণ্ডকারণ্যাদ্রামস্য মহিষী প্রিয়া।
রক্ষোভিশ্চরিতোদ্দেশাদানীতা জনকাত্মজা॥ ১২
সা মে ন শয্যামারোঢুমিচ্ছত্যলসগামিনী।
ত্রিষু লোকেষু চান্যা মে ন সীতা সদৃশী তথা॥ ১৩
তনুমধ্যা পৃথুশ্রোণী শারদেন্দুনিভাননা।
হেমবিম্বনিভা সৌম্যা মায়েব ময়নির্মিতা॥ ১৪
সুলোহিততলৌ শ্লক্ষ্ণৌ চরণৌ সুপ্রতিষ্ঠিতৌ।
দৃষ্ট্বা তাম্রনখৌ তস্যা দীপ্যতে মে শরীরজঃ॥ ১৫
হুতাগ্নেরর্চিঃসঙ্কাশামেনাং সৌরীমিব প্রভাম্।
উন্নসং বিমলং বল্গু বদনং চারুলোচনম্॥ ১৬
পশ্যংস্তদবশস্তস্যাঃ কামস্য বশমেয়িবান্।
ক্রোধহর্ষসমানেন দুর্বর্ণকরণেন চ॥ ১

দ্বাদশ সর্গ।

রণজয়ী রাবণ সভাস্থ রাক্ষসগণের প্রতি নেত্রপাতপূর্ব্বক সেনাধ্যক্ষ প্রহস্তের প্রতি আদেশ করিলেন, সেনাপতে! অস্ত্রশস্ত্রে কৃতবিদ্য রথী, অশ্বারোহী, গজারোহী এবং পদাতি এই চারি প্রকার যোদ্ধৃগণ যেরূপে সতর্কতার সহিত নগর রক্ষায় নিযুক্ত হয়, তুমি তাহাদিগের প্রতি সেইরূপ আদেশ প্রচার কর। সাবধানচিত্ত প্রহস্ত, রাজশাসন প্রতিপালন করিবার জন্য, রাজপুরীর অভ্যন্তরে এবং বহির্ভাগে যথাবিধানে সৈন্য সন্নিবেশপূর্ব্বক নগররক্ষার জন্য অপর সৈন্যদিগকে নিযুক্ত করিয়া পুনর্ব্বার রাজসম্মুখে উপবিষ্ট হইয়া বলিল, "রাজন্! আপনার যেরূপ অসংখ্য সৈন্য, তদনুসারেই পুরীর ভিতরে এবং বহির্ভাগে সৈন্য সকল সন্নিবেশিত হইয়াছে। এক্ষণে আপনার যেরূপ অভিপ্রেত, অব্যাকুলচিত্তে অচিরে তাহার অনুষ্ঠান করুন।" ১—৫। সুখাভিলাষী রাজা রাবণ, রাজ্যহিতাভিলাষী প্রহস্তের কথা শুনিয়া, সুহৃদ্গণকে বলিতে লাগিলেন, "প্রিয়, অপ্রিয়, সুখ দুঃখ, লাভ অলাভ, হিত, অহিত এবং ধর্ম্ম ও কাম অর্থজনিত কোন কষ্ট উপস্থিত হইলে, তোমরাই তদ্বিষয়ের কর্ত্তব্য অবধারণ করিতে যথার্থ সক্ষম। কেননা পূর্ব্বে তোমরা মন্ত্রণা করিয়া আমার যে সকল কার্য্য আরম্ভ করিয়াছিলে, সেই সকল কার্য্য কখনই বৃথা হয় নাই। আমি তোমাদের দ্বারা পরিবেষ্টিত হইয়া, চন্দ্রাদি গ্রহ নক্ষত্র এবং মরুদ্গণপরিবৃত দেবরাজতুল্য, অসীম সম্পত্তি পাইয়াছি। আমি পূর্ব্বে তোমাদের নিকটে এই বিষয়ের প্রস্তাব করিতে উদ্যত হইয়াছিলাম। কিন্তু কুম্ভকর্ণ নিদ্রিত থাকায়, এই বিষয় বিজ্ঞাপন করিতে পারি নাই। কেননা, শস্ত্রধারিগণের শ্রেষ্ঠ এই কুম্ভকর্ণ, ছয়মাস কাল নিদ্রিত ছিলেন। অদ্য ইনি জাগরিত হইয়া সভায় আসিয়াছেন। সেই জন্য আমি অদ্য অভিপ্রেত বিষয় প্রকাশ করিতেছি। আমি রাক্ষসগণের বিচরণস্থান দণ্ডককানন হইতে রামের প্রিয়তমা মহিষী জনকনন্দিনী সীতাকে হরণ করিয়া আনিয়াছি। ৬—১২। ত্রিভুবনমধ্যে মৃদুগামিনী সীতার ন্যায় আমার মনোহারিণী আর কেহই নাই; কিন্তু সেই ক্ষীণমধ্যা স্থূলনিতম্বা শরচ্চন্দ্রনিভাননা, ময়মায়ানির্ম্মিত সুবর্ণপ্রতিমাতুল্যা, সৌম্যদর্শনা জনকনন্দিনী আমার শয্যায় আরোহণ করিতে চাহিতেছে না। যজ্ঞাগ্নিশিখা এবং সূর্য্যকিরণতুল্য সেই জনকনন্দিনী এবং তাহার তাম্রবর্ণ-নখশোভিত, সুলোহিত করতুল্য ও সুগঠিত রমণীয় চরণদ্বয় দেখিয়া, আমার কামানল প্রজ্বলিত হইয়া উঠিতেছে। আমি অস্বাধীনভাবে সেই সীতার উন্নতনাসিকা চারু লোচন বিমল ও সুন্দর মুখকমল নিরীক্ষণ করিয়া মদনের বশীভূত হইয়াছি

শোকসন্তাপনিত্যেন কামেন কলুষীকৃতঃ ।
সা তু সংবৎসরং কালং মাময়াচত ভামিনী ॥ ১৮
প্রতীক্ষমাণা ভর্তারং রামমায়তলোচনা ।
তন্মায়া চারুনেত্রায়াঃ প্রতিজ্ঞাতং বচঃ শুভম্ ॥ ১৯
শ্রান্তোঽহং সততং কামাদ্যাতো হয় ইবাধ্বনি ।
কথং সাগরমক্ষোভ্যং তরিষ্যন্তি বনৌকসঃ ॥ ২০
বহুসত্ত্বঝষাকীর্ণং তৌ বা দশরথাত্মজৌ ।
অথবা কপিনৈকেন কৃতং নঃ কদনং মহৎ ॥ ২১
দুর্জ্ঞেয়াঃ কার্য্যগতয়ো ব্রূত যস্য যথামতি ।
মানুষাদ্মে ভয়ং নাস্তি তথাপি তু বিমৃশ্যতাম্ ॥ ২২
তদা দেবাসুরে যুদ্ধে যুষ্মাভিঃ সহিতোঽজয়ম্ ।
তে মে ভবন্তশ্চ তথা সুগ্রীবপ্রমুখান্ হরীন্ ॥ ২৩
পরে পারে সমুদ্রস্য পুরস্কৃত্য নৃপাত্মজৌ ।
সীতায়াঃ পদবীং প্রাপ্য সম্প্রাপ্তৌ বরুণালয়ম্ ॥ ২৪
অদেয়া চ যথা সীতা বধ্যৌ দশরথাত্মজৌ ।
ভবদ্ভির্মন্ত্র্যতাং মন্ত্রঃ সুনীতঞ্চাভিধীয়তাম্ ॥ ২৫
ন হি শক্তিং প্রপশ্যামি জগত্যন্যস্য কস্যচিৎ ।
সাগরং বানরৈস্তীর্ত্বা নিশ্চয়েন জয়ো মম ॥ ২৬
তস্য কামপরীতস্য নিশম্য পরিদেবিতম্ ।
কুম্ভকর্ণঃ প্রচুক্রোধ বচনঞ্চেদমব্রবীৎ ॥ ২৭

> যদা তু রামস্য সলক্ষ্মণস্য
> প্রসহ্য সীতা খলু সা ইহাহৃতা ।
> সকৃৎসমীক্ষ্যৈব সুনিশ্চিতং তদা
> ভজেত চিত্তং যমুনেব যামুনম্ ॥ ২৮

সর্ব্বমেতন্মহারাজ কৃতমপ্রতিমং তব ।
বিধীয়েত সহাস্মাভিরাদাবেবাস্য কর্ম্মণঃ ॥ ২৯
ন্যায়েন রাজকার্য্যাণি যঃ করোতি দশানন ।
ন স সন্তপ্যতে পশ্চান্নিশ্চিতার্থমতির্নৃপঃ ॥ ৩০
অনুপায়েন কর্ম্মাণি বিপরীতানি যানি চ ।
ক্রিয়মাণানি দুষ্যন্তি হবীংষ্যপ্রযতেষ্বিব ॥ ৩১

এবং ক্রোধ ও হর্ষ এই উভয় কালেই সমভাবাপন্ন কান্তিনাশক নিত্যশোকসন্তাপপ্রদ কামকর্ত্তৃক কলুষিত হইয়াছি। সেই আয়তনেত্রা তাহার পতির আগমনপ্রতীক্ষায় আমার নিকটে সংবৎসর কাল অবসর প্রার্থনা করিয়াছিল; আমিও নলকূবরের অভিশাপভয়ে সেই চারুনেত্রার নিকটে তাহাই প্রতিজ্ঞা করিয়াছি; কিন্তু নিয়ত পথপর্য্যটনকারী ঘোটক যেরূপ শ্রান্ত হয় সেইরূপ আমিও কামপীড়াবশতঃ প্রতিদিন শ্রান্ত হইতেছি। অপিচ বনবাসী বানরগণ অথবা সেই দশরথতনয় রাম ও লক্ষ্মণই বা কিরূপে এই অক্ষোভ্য ভীষণ জলচরসঙ্কুল সমুদ্র উত্তীর্ণ হইতে পারিবে, ইহা ভাবিয়াও নিশ্চিন্ত থাকিতে পারি না। কারণ দেখ, একটামাত্র বানর আসিয়াই আমাদের কিরূপ দুরবস্থা করিয়া গিয়াছে। ১৩—২১। ফলে, কার্য্যের গতি নিতান্ত দুর্জ্ঞেয়; সুতরাং তোমরা স্ব স্ব বুদ্ধি-অনুসারে তোমাদের অভিপ্রায় ব্যক্ত কর। পূর্ব্বে যাহাদের সাহায্যে দেবতা ও অসুরগণের সহিত যুদ্ধে জয় লাভ করিয়াছিলাম, এখনও সেই তোমরা আমার সেইরূপ সহায়ই রহিয়াছ, অতএব যদিও মানুষ হইতে কোন ভয়ের কারণ দেখিতে পাই না, তথাপি তদ্বিষয়ের সুযুক্তি স্থির করা কর্ত্তব্য; আমি শুনিয়াছি, সেই নরেন্দ্রপুত্র রাম ও লক্ষ্মণ, সীতার অনুসন্ধান পাইয়া সুগ্রীব প্রভৃতি বানরগণের সহিত সমুদ্রের পরপারে আসিয়াছে। এক্ষণে যাহাতে সীতাকে প্রত্যর্পণ করিতে না হয় এবং সেই দশরথ পুত্রদ্বয়ও নিহত হয়, তোমরা যুক্তি করিয়া এরূপ পরামর্শ স্থির কর। বিশেষতঃ তোমরা নিশ্চয়ই জানিবে যে, যুদ্ধ উপস্থিত হইলে তাহাতে আমিই জয় লাভ করিব; কেননা বানরগণের সহিত সাগর পার হইয়া আমাকে জয় করিতে পারে, পৃথিবীতে কাহারও এরূপ ক্ষমতা আমি দেখিতে পাই না।" ২২—২৬।

কুম্ভকর্ণ কামাতুর রাক্ষসরাজের কাম এবং শোকজনিত প্রলাপ শুনিয়া অতিশয় ক্রোধান্বিত হইয়া বলিলেন, "মহারাজ! আপনি যখন রাম ও লক্ষ্মণের নিকট হইতে বলপূর্ব্বক জনকনন্দিনীকে হরণ করিয়া আনেন, তখন আমাদিগের সহিত মন্ত্রণা না করিয়া নিজেই তদ্বিষয়ে কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য বিবেচনা করিয়াছিলেন; অতএব যমুনা যেমন পৃথিবীতে অবতরণ সময়ে পূর্ব্বে স্বীয় হ্রদ পরিপূর্ণ করত কালান্তরে সমুদ্র পূরণ করায়, সমুদ্রজলের দ্বারা নিজ উন্নতি প্রাপ্ত হয় না, আপনারও পরিশেষে আমাদিগের সহিত মন্ত্রণার কোন লাভ নাই। রাজন্! এরূপ কার্য্যে প্রবৃত্ত হইবার পূর্ব্বেই আমাদিগের সহিত মন্ত্রণা করা আপনার কর্ত্তব্য ছিল; তাহা হইলে আমরা ইহার প্রতিবিধান করিতে পারিতাম। কিন্তু আপনি তাহা না করিয়া সীতাকে যে বঞ্চনাপূর্ব্বক হরণ করিয়া আনিয়াছেন, তাহা আপনার পক্ষে নিতান্ত অনুচিত কার্য্য হইয়াছে। দশানন! যে ভূপতি কর্ত্তব্য-বিষয়ের মন্ত্রণা স্থির করিয়া ন্যায়ানুসারে রাজকার্য্যে প্রবৃত্ত হন, তাঁহাকে কদাচ পশ্চাৎ সন্তাপিত হইতে হয় না। কিন্তু সামাদি উপায় অবহেলা করিয়া যে সকল কার্য্য অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে, তাহা পরহিংসাদিযোগে প্রযুক্ত হবির ন্যায়,

যঃ পশ্চাৎ পূর্ব্বকার্য্যাণি কর্ম্মাণ্যভিচিকীর্ষতি।
পূর্ব্বঞ্চ পরকার্য্যাণি স ন বেদ নয়ানয়ৌ ॥ ৩২
চপলস্য তু কৃত্যেষু প্রসমীক্ষ্যাধিকং বলম্।
ছিদ্রমন্যে প্রপদ্যন্তে ক্রৌঞ্চস্য খমিব দ্বিজাঃ ॥ ৩৩
ত্বয়েদং মহদারব্ধং কার্য্যমপ্রতিচিন্তিতম্।
দিষ্ট্যা ত্বাং নাবধীদ্রামো বিষমিশ্রমিবামিষম্ ॥ ৩৪
তস্মাত্ত্বয়া সমারব্ধং কর্ম্ম হ্যপ্রতিমং পরৈঃ।
অহং সমীকরিষ্যামি হত্বা শত্রূংস্তবানঘ ॥ ৩৫
অহমুৎসাদয়িষ্যামি শত্রূংস্তব নিশাচর।
যদি শক্রবিবস্বন্তৌ যদি পাবকমারুতৌ।
তাবহং যোধয়িষ্যামি কুবেরবরুণাবপি ॥ ৩৬
গিরিমাত্রশরীরস্য মহাপরিঘযোধিনঃ।
নর্দ্দতস্তীক্ষ্ণদংষ্ট্রস্য বিভীয়াদ্বৈ পুরন্দরঃ ॥ ৩৭
পুনর্মাং স দ্বিতীয়েন শরেণ নিহনিষ্যতি।
ততোঽহং তস্য পাস্যামি রুধিরং কামমাশ্বস ॥ ৩৮
বধেন বৈ দাশরথেঃ সুখাবহং
জয়ং তবাহর্ত্তুমহং যতিষ্যে।
হত্বা চ রামং সহ লক্ষ্মণেন
খাদামি সর্ব্বান্ হরিযূথমুখ্যান্ ॥ ৩৯
রমস্ব কামং পিব চাগ্র্যবারুণীং
কুরুষ্ব কার্য্যাণি হিতানি বিজ্বরঃ।
ময়া তু রামে গমিতে যমক্ষয়ং
চিরায় সীতা বশগা ভবিষ্যতি ॥ ৪০

ইতি লঙ্কাকাণ্ডে দ্বাদশঃ সর্গঃ ॥ ১২ ॥

ত্রয়োদশঃ সর্গঃ।

রাবণং ক্রুদ্ধমাজ্ঞায় মহাপার্শ্বো মহাবলঃ।
মুহূর্ত্তমনুসঞ্চিন্ত্য প্রাঞ্জলির্বাক্যমব্রবীৎ ॥ ১
যঃ খল্বপি বনং প্রাপ্য মৃগব্যালনিষেবিতম্।
ন পিবেন্মধু সম্প্রাপ্য স নরো বালিশো ভবেৎ ॥ ২
ঈশ্বরস্যেশ্বরঃ কোঽস্তি তব শত্রুনিবর্হণ।
রমস্ব সহ বৈদেহ্যা শত্রূনাক্রম্য মূর্দ্ধসু ॥ ৩

দূষিত হয়। যিনি প্রথম কর্ত্তব্য কার্য্য সকল পরে এবং পশ্চাৎকর্ত্তব্য কার্য্য সকল প্রথমেই করেন, তিনি রাজার নীতি এবং অনীতিবিষয়ে নিতান্ত অনভিজ্ঞ। ২৯—৩২। রাজন্! যে নৃপতির অধিক বল থাকে, তিনিই বিজয়ী হন, এরূপ নহে; পক্ষিগণ যেরূপ কুমারকৃত রন্ধ্রদ্বারা অলঙ্ঘনীয় ক্রৌঞ্চ পর্ব্বতকেও অতিক্রম করিয়াছিল, সেইরূপ শত্রু রাজগণও চঞ্চল নৃপতির বলাধিক্য দেখিয়াও তাঁহাকে অতিক্রম করিবার জন্য তাঁহার ছিদ্র অন্বেষণ করিয়া থাকে। আপনি পরিণামফল চিন্তা না করিয়া সীতাহরণরূপ যে গুরুতর কার্য্য করিয়াছেন, তাহাতে বিষমিশ্রিত আমিষ যেরূপ ভোজন করিবামাত্রেই ভোক্তার প্রাণ নাশ করে, সেইরূপ রামচন্দ্র যে সেই সময়েই আপনার প্রাণ বধ করেন নাই, ইহাই আপনার পরম সৌভাগ্য। অনঘ! যাহা হউক, আপনি অনুচিত কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়া, শত্রুদিগের সহিত সমরের সূত্রপাত করিয়াছেন, অতএব আমি শত্রুগণকে বধ করিয়া আপনার অভীষ্ট সম্পাদন করিব। রাক্ষসরাজ! ইন্দ্র, সূর্য্য, অগ্নি, বায়ু, কুবের অথবা বরুণও যদ্যপি আপনার শত্রু হয়, তাহা হইলেও আমি তাহাদের সহিত রণে প্রবৃত্ত হইয়া আপনার শত্রুগণকে উৎসন্ন করিব। ৩৩—৩৬। আমি যৎকালে রণক্ষেত্রে সিংহনাদ করত সুমহৎ পরিঘ লইয়া উপস্থিত হই, তখন আমার এই পর্ব্বতপ্রমাণ দেহ এবং তীক্ষ্ণ দন্ত দেখিয়া পুরন্দরও ভয় পায়। রাজন্! আপনি আশ্বস্ত হউন; নিশ্চয় জানিবেন, রাম একটী বাণ নিক্ষেপ করিবার পূর্ব্বেই আমি তাহাকে বধ করিয়া তাহার রক্ত পান করিব। আমি দশরথ-তনয় রামের নিধনসাধনদ্বারা আপন সুখপ্রদ বিজয়-লাভার্থ যত্নবান্ হইব। আমি লক্ষ্মণের সহিত তাহাকে সংহার করিয়া, বানরদলের দলপতিগণকে ভক্ষণ করিব। এক্ষণে আপনি নিশ্চিন্ত হইয়া হিতকার্য্যসাধনে প্রবৃত্ত হউন এবং বারুণী পান ও স্বেচ্ছাপূর্ব্বক বিহার করুন। আমি রামচন্দ্রকে বধ করিলে, সীতা চিরকালের জন্য আপনার বশবর্ত্তিনী হইবে।" ৩৭—৪০।

ত্রয়োদশ সর্গ।

মহাবল মহাপার্শ্ব, রাবণ ক্রোধান্বিত হইয়াছেন, দেখিয়া মুহূর্ত্তকাল চিন্তা করত কৃতাঞ্জলিপুটে বলিল, "প্রভো! আপনি যে রামের আশ্রমে প্রবেশ করিয়া তাহার পত্নীকে হরণ করিয়া আনিয়াছেন, ইহা আপনার উচিত কার্য্যই হইয়াছে; কেননা যে ব্যক্তি মৃগ ও সর্পনিষেবিত কাননে প্রবেশ করত মধু পাইয়াও তাহা পান না করে, সে নিতান্ত মূর্খ। আর এরূপ কার্য্যে ঈশ্বরের নিকটে অপরাধী বলিয়াও ভয় করিবেন না। যেহেতু, আপনি ধর্ম্মপ্রবর্ত্তক যমাদি ঈশ্বরগণেরও ঈশ্বর; সুতরাং এক্ষণে শত্রুগণের মস্তকে পদার্পণ

বলাৎ কুক্কুটবৃত্তেন প্রবর্ত্তস্ব মহাবল।
আক্রম্যাক্রম্য সীতাং বৈ তাং ভুঙ্ক্ষ্ব চ রমস্ব চ ॥ ৪
লব্ধকামস্য তে পশ্চাদাগমিষ্যতি কিং ভয়ম্।
প্রাপ্তমপ্রাপ্তকালং বা সর্ব্বং প্রতিবিধাস্যসে ॥ ৫
কুম্ভকর্ণঃ সহাস্মাভিরিন্দ্রজিচ্চ মহাবলঃ।
প্রতিষেধয়িতুং শক্তৌ সবজ্রমপি বজ্রিণম্ ॥ ৬
উপপ্রদানং সান্ত্বং বা ভেদং বা কুশলৈঃ কৃতম্।
সমতিক্রম্য দণ্ডেন সিদ্ধিমর্থেষু রোচয়ে ॥ ৭
ইহ প্রাপ্তান্ বয়ং সর্ব্বান্ শত্রূংস্তব মহাবল।
বশে শস্ত্রপ্রতাপেন করিষ্যামো ন সংশয়ঃ ॥ ৮
এবমুক্তস্তদা রাজা মহাপার্শ্বেন রাবণঃ।
তস্য সম্পূজয়ন্ বাক্যমিদং বচনমব্রবীৎ ॥ ৯
মহাপার্শ্ব প্রবদতো রহস্যং কিঞ্চিদাত্মনঃ।
চিরবৃত্তং তদাখ্যাস্যে যদবাপ্তং পুরা ময়া ॥ ১০
পিতামহস্য ভবনং গচ্ছন্তীং পুঞ্জিকস্থলাম্।
চঞ্চূর্য্যমাণামদ্রাক্ষমাকাশেঽগ্নিশিখামিব ॥ ১১
সা প্রসহ্য ময়া ভুক্তা কৃতা বিবসনা ততঃ।
স্বয়ম্ভূভবনং প্রাপ্তা লোলিতা নলিনী যথা ॥ ১২
তচ্চ তস্য তদা মন্যে জ্ঞাতমাসীন্মহাত্মনঃ।
অথ সংকুপিতো বেধা মামিদং বাক্যমব্রবীৎ ॥ ১৩
অদ্যপ্রভৃতি যামন্যাং বলান্নারীং গমিষ্যসি।
তদা তে শতধা মূর্দ্ধা ফলিষ্যতি ন সংশয়ঃ ॥ ১৪
ইত্যহং তস্য শাপস্য ভীতঃ প্রসভমেব তাম্।
নারোহয়ে বলাৎ সীতাং বৈদেহীং শয়নে শুভে ॥ ১৫
সাগরস্যেব মে বেগো মারুতস্যেব মে গতিঃ।
নৈতদ্দাশরথির্বেদ হ্যাসাদয়তি তেন মাম্ ॥ ১৬
কো হি সিংহমিবাসীনং সুপ্তং গিরিগুহাশয়ে।
ক্রুদ্ধং মৃত্যুমিবাসীনং সংবোধয়িতুমিচ্ছতি ॥ ১৭
ন মত্তো নির্গতান্ বাণান্ দ্বিজিহ্বান্ পন্নগানিব।
রামঃ পশ্যতি সংগ্রামে তেন মামভিগচ্ছতি ॥ ১৮
ক্ষিপ্রং বজ্রসমৈর্বাণৈঃ শতধা কার্ম্মুকচ্যুতৈঃ।
রামমাদীপয়িষ্যামি উল্কাভিরিব কুঞ্জরম্ ॥ ১৯
তচ্চাস্য বলমাদাস্যে বলেন মহতা বৃতঃ।

করিয়া স তায় সহিত বিহার করুন। মহাবল! যদি রমণকালে সীতা আপনার প্রতিকূলা হয়, তাহা হইলেও আপনি কুক্কুটবৎ বলপূর্ব্বক বারংবার আক্রমণ করত তাহাকে সম্ভোগ এবং রমণ করুন। মহারাজ! যে প্রকারেই হউক, আপনি কামনা চরিতার্থ করিলে পশ্চাতই বা ভয়সম্ভাবনা কোথায়? আর যদি সাবধান বা অসাবধান অবস্থাতেও কোন ভয়ের কারণ উপস্থিত হয়, তাহা হইলে তখন তৎপ্রতিবিধানে যত্ন করিবেন। ১—৫। এই মহাবল কুম্ভকর্ণ এবং ইন্দ্রজিৎ আমাদের সাহায্যে বজ্রপাণি বাসবকেও পরাজয় করিতে পারিবেন। রাজন্! আমার মতে অপেক্ষাকৃত হীনবল নীতিশাস্ত্রকুশলগণই সাম, দান এবং ভেদ এই ত্রিবিধ উপায় অবলম্বন করিয়া কার্য্যসিদ্ধি করেন, কিন্তু আমরা যখন শত্রুগণ অপেক্ষা প্রবল, তখন দণ্ড অবলম্বন করিয়া কার্য্যসিদ্ধি করাই আমার অভিপ্রেত। মহাবল! আপনার শত্রুগণ যখন এই লঙ্কাপুরীতে আসিবে, তখন আমরা নিঃসংশয়ে শস্ত্রতাপের দ্বারা তাহাদিগকে বশীভূত করিতে পারিব। রাক্ষসরাজ রাবণ মহাপার্শ্বের এইরূপ উক্তি শুনিয়া তাহার বাক্যের প্রশংসা করত বলিলেন, "মহাপার্শ্ব! তুমি বলপ্রয়োগের কথা বলিতেছ; তাহা না করিবার কোন গূঢ় রহস্য আছে। তদ্বিষয়ে পূর্ব্বে আমার যাহা ঘটিয়াছিল, তাহা এক্ষণে তোমার নিকটে ব্যক্ত করিতেছি। পূর্ব্বে একদা আমি প্রদীপ্ত অগ্নিশিখাবৎ দীপ্তিমতী পুঞ্জিকস্থলীনাম্নী কোন অপ্সরাকে লুক্কায়িতভাবে আকাশপথে পিতামহভবনে যাইতে দেখিয়া বলপূর্ব্বক তাহাকে বিবস্ত্রা করিয়া উপভোগ করি। তৎপরে সেই রম্ভা করিপিষ্টা নলিনীর ন্যায় নিতান্ত বিবশা হইয়া ব্রহ্মার নিকটে উপস্থিত হয় এবং বোধ হয়, মহাত্মা ব্রহ্মাও তদ্বিষয় জানিতে পারায়, যৎপরোনাস্তি ক্রুদ্ধ হইয়া, আমাকে এই অভিশাপ প্রদান করিলেন যে,—যদি তুমি অদ্য হইতে বলপূর্ব্বক কোন কামিনীকে সম্ভোগ কর, তাহা হইলে নিশ্চয়ই তদ্দণ্ডেই তোমার মস্তক শতধা বিদীর্ণ হইয়া যাইবে। ৬—১৭। আমি সেই শাপে ভীত হইয়াই সেই বিদেহরাজকুমারী সীতাকে আমার শুভ শয্যায় সবলে আরোহণ করাইতে চেষ্টা করি নাই। সেই দশরথাত্মজ রাম, আমার এই সাগরতুল্য বেগ এবং বায়ুর ন্যায় গতির বিষয় জানে না; এইজন্যই আমাকে আক্রমণ করিবার চেষ্টা করিতেছে। আমি গিরিগুহায় প্রসুপ্ত সিংহ এবং সংক্রুদ্ধ যমের ন্যায় সমাসীন থাকিলে, তৎকালে কে আমার বিশ্রাম ভঙ্গ করিতে সাহসী হয়? রাম, সমরে আমার শরাসননিক্ষিপ্ত দ্বিজিহ্ব পন্নগগণের ন্যায়, বাণ সকল দেখে নাই, সেই জন্যই আমার নিকটে আসিতেছে। কিন্তু যেরূপ উল্কাসমূহদ্বারা কুঞ্জর ভস্মীভূত হয়, তদ্রূপ আমিও অচিরে সেই রামকে আমার কার্ম্মুকনির্গত বজ্রতুল্য শরজালে ভস্মীভূত করিয়া ফেলিব।

উদিতঃ সবিতা কালে নক্ষত্রাণাং প্রভামিব। ২০
ন বাসবেনাপি সহস্রচক্ষুষা
যথাস্মি শক্যো বরুণেন বা পুনঃ।
ময়া ত্বিয়ং বাহুবলেন নির্জ্জিতা
পুরা পুরী বৈশ্রবণেন পালিতা॥ ২১
ইত্যার্ষে লঙ্কাকাণ্ডে ত্রয়োদশঃ সর্গঃ॥ ১৩॥

চতুর্দ্দশঃ সর্গঃ।

নিশাচরেন্দ্রস্য নিশম্য বাক্যং
স কুম্ভকর্ণস্য চ গর্জ্জিতানি।
বিভীষণো রাক্ষসরাজমুখ্য-
মুবাচ বাক্যং হিতমর্থযুক্তম্॥ ১
বৃতো হি বাহ্বন্তরভোগরাশি-
শ্চিন্তাবিষঃ সুস্মিততীক্ষ্ণদংষ্ট্রঃ।
পঞ্চাঙ্গুলীপঞ্চশিরোঽতিকায়ঃ
সীতামহাহিঃ স্ববকেন রাজন্। ২
যাবন্ন লঙ্কাং সমভিদ্রবন্তি
বলীমুখাঃ পর্ব্বতকূটমাত্রাঃ।
দংষ্ট্রায়ুধাশ্চৈব নখায়ুধাশ্চ
প্রদীয়তাং দাশরথায় মৈথিলী॥ ৩
যাবন্ন গৃহ্ণন্তি শিরাংসি বাণা
রামেরিতা রাক্ষসপুঙ্গবানাম্।
বজ্রোপমা বায়ুসমানবেগাঃ
প্রদীয়তাং দাশরথায় মৈথিলী॥ ৪
ন কুম্ভকর্ণেন্দ্রজিতৌ চ রাজং-
স্তথা মহাপার্শ্বমহোদরৌ বা।
নিকুম্ভকুম্ভৌ চ তথাতিকায়ঃ
স্থাতুং সমর্থা যুধি রাঘবস্য॥ ৫
জীবংস্তু রামস্য ন মোক্ষ্যসে ত্বং
গুপ্তঃ সবিত্রাপ্যথবা মরুদ্ভিঃ।
ন বাসবস্যাঙ্কগতো ন মৃত্যো-
র্নভো ন পাতালমনুপ্রবিষ্টঃ॥ ৬
নিশম্য বাক্যন্তু বিভীষণস্য
ততঃ প্রহস্তো বচনং বভাষে।
ন নো ভয়ং বিদ্ম ন দৈবতেভ্যো
ন দানবেভ্যোঽপ্যথবা কদাচিৎ॥ ৭
ন যক্ষগন্ধর্ব্বমহোরগেভ্যো
ভয়ং ন সংখ্যে পতগোরগেভ্যঃ।
কথং নু রামাদ্ভবিতা ভয়ং নো
নরেন্দ্রপুত্রাৎ সমরে কদাচিৎ॥ ৮
প্রহস্তবাক্যং ত্বহিতং নিশম্য
বিভীষণো রাজহিতানুকাঙ্ক্ষী।
ততো মহার্থং বচনং বভাষে
ধর্ম্মার্থকামেষু নিবিষ্টবুদ্ধিঃ॥ ৯
প্রহস্ত রাজা চ মহোদরশ্চ
ত্বং কুম্ভকর্ণশ্চ যথার্থজাতম্।

অধিক কি, সূর্য্য যেরূপ যথাসময়ে উদিত হইয়া তারকাগণের প্রভা বিলুপ্ত করেন, সেইরূপ আমিও যথাকালে স্বয়ং সৈন্যে পরিবৃত হইয়া তাহার সমস্ত বল অবসন্ন করিব। সহস্রাক্ষ ইন্দ্র অথবা বরুণ, সমরে আমাকে পরাস্ত করিতে সমর্থ নহেন। আমি পূর্ব্বে এই কুবেরপালিত লঙ্কাপুরীকে বাহুবলেই নিজের আয়ত্তাধীন করিয়াছিলাম। ১৮—২১।

চতুর্দ্দশ সর্গ।

বিভীষণ, রাক্ষসেন্দ্র রাবণের বাক্য এবং কুম্ভকর্ণের গর্জ্জন শুনিয়া, রাক্ষসরাজকে এইরূপ হিত ও অর্থযুক্ত বাক্য বলিতে লাগিলেন, "রাজন্! কেন আপনি এই বক্ষঃস্থলরূপ ফণা, চিন্তারূপ বিষ, সুস্মিতরূপ তীক্ষ্ণ দন্ত এবং পঞ্চাঙ্গুলিরূপ পঞ্চশিরোবিশিষ্ট বৃহৎকায় সীতারূপ সর্পকে আনয়ন করিলেন? মহারাজ! যতক্ষণ পর্য্যন্ত না গিরিশিখরতুল্য ও নখ-দন্তায়ুধ বানরগণ লঙ্কাতে উপস্থিত হয়, তাহার পূর্ব্বেই আপনি রামকে সীতা প্রত্যর্পণ করুন। যতক্ষণ পর্য্যন্ত না রামনিক্ষিপ্ত বায়ুবেগশালী বজ্রতুল্য বাণ সকল মহা-মহা মস্তক বিভিন্ন করে, তাহার পূর্ব্বেই আপনি সীতাকে প্রতিদান করুন। রাজন্! কুম্ভকর্ণ, ইন্দ্রজিৎ, মহাপার্শ্ব, মহোদর অথবা অতিকায়, ইহারা কেহই যুদ্ধক্ষেত্রে শ্রীরামের সম্মুখে তিষ্ঠিতে পারিবে না। তৎকালে আপনি, সূর্য্য ও সমুদয় দেবগণকর্ত্তৃক সুরক্ষিত হইলে, অথবা ইন্দ্র এবং যমের আশ্রয় গ্রহণ করিলে, কিংবা আকাশ ও রসাতলমধ্যে প্রবেশ করিলেও, জীবিত অবস্থায় শ্রীরামের হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইবেন না। ১—৬। তৎপরে প্রহস্ত, বিভীষণের কথা শুনিয়া কহিল—"যুদ্ধ উপস্থিত হইলে দেবতা, দানব, যক্ষ, গন্ধর্ব্ব অথবা মহামহাপক্ষিগণ হইতেও যখন কখনই ভয় পাই নাই, তখন রামনামক একজন মানুষ-রাজপুত্র হইতে আমাদের ভয়ের আশঙ্কা কি?" রাজার মঙ্গলাভিলাষী এবং ধর্ম্ম, অর্থ ও কাম এই ত্রিবর্গের যথার্থ তত্ত্বজ্ঞ বিভীষণ, প্রহস্তের অশুভকর কথা শুনিয়া মহার্থপূর্ণ বাক্যে বলিলেন, "প্রহস্ত! রাক্ষস-

ব্রবীত রামং প্রতি তন্ন শক্যং
যথাগতি স্বর্গমধর্ম্মবুদ্ধেঃ ॥ ১০
বধস্তু রামস্য ময়া ত্বয়া চ
প্রহস্ত সর্ব্বৈরপি রাক্ষসৈর্ব্বা।
কথং ভবেদর্থবিশারদস্য
মহার্ণবং তর্ত্তুমিবাপ্লবস্য ॥ ১১
ধর্ম্মপ্রধানস্য মহারথস্য
ইক্ষ্বাকুবংশপ্রভবস্য রাজ্ঞঃ।
পুরোহস্য দেবাশ্চ তথাবিধস্য
কৃত্যেষু শক্তস্য ভবন্তি মূঢ়াঃ ॥ ১২
তীক্ষ্ণা ন তাবত্তব কঙ্কপত্রা
দুরাসদা রাঘববিপ্রমুক্তাঃ।
ভিত্ত্বা শরীরং প্রবিশন্তি বাণাঃ
প্রহস্ত তেনৈব বিকত্থসে ত্বম্ ॥ ১৩
ভিত্ত্বা ন তাবৎ প্রবিশন্তি কায়ং
প্রাণান্তিকাস্তেঽশনিতুল্যবেগাঃ।
শিতাঃ শরা রাঘববিপ্রমুক্তাঃ
প্রহস্ত তেনৈব বিকত্থসে ত্বম্ ॥ ১৪
ন রাবণো নাতিবলস্ত্রিশীর্ষো
ন কুম্ভকর্ণস্য সুতো নিকুম্ভঃ।
ন চেন্দ্রজিদ্দাশরথিং প্রবোঢ়ুং
ত্বং বা রণে শক্রসমং সমর্থাঃ ॥ ১৫
দেবান্তকো বাপি নরান্তকো বা
তথাতিকায়োঽতিরথো মহাত্মা।
অকম্পনশ্চাপি সমানসারঃ
স্থাতুং ন শক্তা যুধি রাঘবস্য ॥ ১৬
অয়ঞ্চ রাজা ব্যসনাভিভূতো
মিত্রৈরমিত্রপ্রতিমৈর্ভবদ্ভিঃ।
অন্বাস্যতে রাক্ষসনাশনার্থে
তীক্ষ্ণঃ প্রকৃত্যা হ্যসমীক্ষ্যকারী ॥ ১৭
অনন্তভোগেন সহস্রমূর্দ্ধ্না
নাগেন ভীমেন মহাবলেন।
বলাৎ পরিক্ষিপ্তমিমং ভবন্তো
রাজানমুৎক্ষিপ্য বিমোচয়ন্তু ॥ ১৮
যাবদ্ধি কেশগ্রহণাৎ সুহৃদ্ভিঃ
সমেত্য সর্ব্বৈঃ পরিপূর্ণকামৈঃ।
নিগৃহ্য রাজা পরিরক্ষিতব্যো
ভূতৈর্যথা ভীমবলৈর্গৃহীতঃ ॥ ১৯
সুবারিণা রাঘবসাগরেণ
প্রচ্ছাদ্যমানস্তরসা ভবদ্ভিঃ।
যুক্তস্ত্বয়ং তারয়িতুং সমেত্য
কাকুৎস্থপাতালমুখে পতন্ সঃ ॥ ২০
ইদং পুরস্যাস্য সরাক্ষসস্য
রাজ্ঞশ্চ পথ্যং সসুহৃজ্জনস্য।

রাজ, মহোদর কুম্ভকর্ণ এবং তুমি রামচন্দ্রকে পরাস্ত করিব বলিয়া যে গর্ব্ব করিলে, অধার্ম্মিকের স্বর্গগমনের ন্যায় তোমরা কেহই তাহা কার্য্যে পরিণত করিতে পারিবে না। প্রহস্ত! উড়ুপাদি (ভেলা) সাহায্য-বিহীন ব্যক্তির সমুদ্রপার-গমনের ন্যায় তুমি আমি অথবা সমস্ত রাক্ষসদ্বারা কিরূপে সেই অর্থবিশারদ রামচন্দ্রের নিধন সাধন হইতে পারে? অধিকন্তু সেই ধার্ম্মিকবর মহারথ ইক্ষ্বাকুকুলনন্দন রামের সহিত যুদ্ধে দেবগণও নিতান্ত অনভিজ্ঞের ন্যায় অবস্থান করেন। প্রহস্ত! এখনও রাঘববিনির্ম্মুক্ত তীক্ষ্ণ অব্যর্থ বাণসমূহ তোমার গাত্র ভেদ করিয়া তূণীর মধ্যে প্রবেশ করে নাই বলিয়াই তুমি রাক্ষসরাজের সম্মুখে এরূপ বৃথা গর্ব্ব করিতেছ। এখনও রাঘববাহু-বিনির্ম্মুক্ত বজ্রতুল্য বেগশালী জীবনান্তকারী সুশাণিত বাণসমূহ তোমার দেহ ভেদ করিয়া পুনর্ব্বার তাঁহার তূণীর মধ্যে প্রবেশ করে নাই। প্রহস্ত! সেই জন্যই তুমি এইরূপ বৃথা আত্ম শ্লাঘা করিতেছ। প্রহস্ত! মহাবলশালী রাবণ, ত্রিশীর্ষ, ইন্দ্রজিৎ, তুমি, কুম্ভকর্ণ কিম্বা কুম্ভকর্ণের পুত্র নিকুম্ভ, তোমরা কেহই রণভূমিতে সেই মহেন্দ্রতুল্য বিক্রমশালী রামচন্দ্রের বিক্রম সহ্য করিতে পারিবে না। অপিচ, এই দেবান্তক, নরান্তক এবং অতিরথ অতিকায় ও অকম্পন,—ইহারাও সেই রামচন্দ্রের সহিত সমরে তিষ্ঠিতে পারিবে না। ৭—১৬। রাক্ষসরাজ কামরূপ ব্যসনে নিতান্ত অভিভূত হইয়াছেন, এই জন্যই তোমার ন্যায় শত্রুতুল্য বন্ধুগণের সহিত মন্ত্রণাপূর্ব্বক পরিণাম চিন্তা না করিয়াই, রাক্ষসকুল নির্ম্মূল করণার্থে এই তীক্ষ্ণস্বভাব অবলম্বন করিয়াছেন। অপরিমিতবলশালী সহস্রমুণ্ড মহাবল ভীমদর্শন বাসুকিরূপ রামবৈরপাশে বেষ্টিত এই রাক্ষসরাজকে মুক্ত কর। যেরূপ কোন পুরুষে ভূতাবেশ হইলে তাহার আত্মীয়-বন্ধুগণ কেশগ্রহণাদি-রূপ নিগ্রহদ্বারা তাহাকে রক্ষা করে, সেইরূপ তোমরাও এই রাক্ষসরাজকে রক্ষা কর। প্রহস্ত! সুচরিত্র-রূপ সলিলপূর্ণ রামরূপ সাগরে আচ্ছাদিত হইয়া কাকুৎস্থরূপ পাতালে মগ্নপ্রায় এই রাক্ষসরাজকে তোমাদের রক্ষা করা উচিত। আমি,—এই লঙ্কাপুরী, রাক্ষসরাজ, তাঁহার সুহৃদ্গণ ও যাবতীয় রাক্ষসগণের কল্যাণের জন্য বলিতেছি,—রাক্ষসরাজ, রামচন্দ্রকে

সম্যক্ হি বাক্যং স্বমতং ব্রবীমি
নরেন্দ্রপুত্রায় দদাতু মৈথিলীম্॥ ২১
পরস্য বীর্য্যং স্ববলঞ্চ বুদ্ধ্বা
স্থানং ক্ষয়ঞ্চৈব তথৈব বৃদ্ধিম্।
তথা স্বপক্ষেঽপ্যনুমৃশ্য বুদ্ধ্যা
বদেৎ ক্ষমং স্বামিহিতং স মন্ত্রী॥ ২২
ইতি লঙ্কাকাণ্ডে চতুর্দ্দশঃ সর্গঃ॥ ১৪॥

পঞ্চদশ সর্গঃ।

বৃহস্পতেস্তুল্যমতের্বচস্তৎ
নিশম্য যত্নেন বিভীষণস্য।
ততো মহাত্মা বচনং বভাষে
তত্রেন্দ্রজিন্নৈরৃতযূথমুখ্যঃ॥ ১
কিন্নাম তে তাতকনিষ্ঠ বাক্য-
মনর্থকং বৈ বহুভীতবচ্চ।
অস্মিন্ কুলে যোঽপি ভবেন্ন জাতঃ
সোঽপীদৃশং নৈব বদেন্ন কুর্য্যাৎ॥ ২
সত্ত্বেন বীর্য্যেণ পরাক্রমেণ
ধৈর্য্যেণ শৌর্য্যেণ চ তেজসা চ।
একঃ কুলেঽস্মিন্ পুরুষো বিমুক্তো
বিভীষণস্তাত কনিষ্ঠ এষঃ॥ ৩
কিন্নাম তৌ মানুষরাজপুত্রা-
বস্মাকমেকেন হি রাক্ষসেন।
সুপ্রাকৃতেনাপি নিহন্তুমেতৌ
শক্যৌ কুতো ভীষয়সে স্ম ভীরো॥ ৪

ত্রিলোকনাথো ননু দেবরাজঃ
শক্রো ময়া ভূমিতলে নিবিষ্টঃ।
ভয়ার্দ্দিতাশ্চাপি দিশঃ প্রপন্নাঃ
সর্ব্বে তদা দেবগণাঃ সমগ্রাঃ॥ ৫
ঐরাবতো নিঃস্বনমুন্নদন্ স-
ন্নিপাতিতো ভূমিতলে ময়া তু।
বিকৃষ্য দন্তৌ তু ময়া প্রসহ্য
বিত্রাসিতা দেবগণাঃ সমগ্রাঃ॥ ৬
সোঽহং সুরাণামপি দর্পহন্তা
দৈত্যোত্তমানামপি শোকদাতা।
কথং নরেন্দ্রাত্মজয়োর্ন শক্তো
মনুষ্যয়োঃ প্রাকৃতয়োঃ সুবীর্য্যঃ॥ ৭
অথেন্দ্রকল্পস্য দুরাসদস্য
মহৌজসস্তদ্বচনং নিশম্য।
ততো মহার্থং বচনং বভাষে
বিভীষণঃ শস্ত্রভৃতাং বরিষ্ঠঃ॥ ৮
ন তাত মন্ত্রে তব নিশ্চয়োঽস্তি
বালস্ত্বমদ্যাপ্যবিপক্কবুদ্ধিঃ।
তস্মাত্ত্বয়া হ্যাত্মবিনাশনায়
বচোঽর্থহীনং বহু বিপ্রলপ্তম্॥ ৯
পুত্রপ্রবাদেন তু রাবণস্য
ত্বমিন্দ্রজিন্মিত্রমুখোঽসি শত্রুঃ।

সীতা ফিরাইয়া দিউন। যে মন্ত্রী, বিবেচনাপূর্ব্বক শত্রুপক্ষের এবং আপনাদের বীর্য্য, বল, ক্ষয় ও বৃদ্ধির বিষয় সম্যক্ পরিজ্ঞাত হইয়া প্রভুর মঙ্গলবিষয়ে উপদেশ দেন, তিনিই প্রকৃত মন্ত্রী।" ১৭—২২।

পঞ্চদশ সর্গ।

তদনন্তর রাক্ষসবর মহাবল ইন্দ্রজিৎ বৃহস্পতির ন্যায় বুদ্ধিশালী বিভীষণের কথা শুনিয়া, দুঃখের সহিত বলিতে লাগিলেন, "কনিষ্ঠ তাত! কি জন্য আপনি ভয়াতুরের ন্যায় এরূপ নিরর্থক কথা বলিতেছেন? পৌলস্ত্যকুল-জাতের কথা দূরে থাকুক, সহজদুর্ব্বল মনুষ্যকুল-প্রসূত পুরুষও এরূপ কথা বলে না এবং এরূপ কার্য্য করে না। এই কুলে একমাত্র পিতৃব্য বিভীষণই বল, বীর্য্য, বিক্রম, ধৈর্য্য শৌর্য্য ও তেজোবিহীন। ভীরু! আপনি এ কি ভয় দেখাইতেছেন? আমাদের একজনমাত্র সামান্য রাক্ষসই সেই মানুষ রাজপুত্রদ্বয়কে বিনাশ করিতে পারে। আমি ত্রিলোকনাথ দেবরাজ ইন্দ্রকেও বন্দী করিয়া ভূমিতলে আনিয়াছি। সমগ্র দেবতাগণও মৎকর্তৃক পরাস্ত হইয়া দিগ্‌দিগন্তে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে। আমি বলপূর্ব্বক ঐরাবতের দন্তদ্বয় আকর্ষণ করিলে, সেই দেব-গজ আর্ত্তনাদ করত ভূমিতে পতিত হয়, তখন সমগ্র দেবগণই ভীত হইয়াছিল। আমি দেবগণের গর্ব্ব চূর্ণ ও মহাদৈত্যগণের শোক উৎপাদন করিয়াছি; এতাদৃশ বীর্য্যবান্ হইয়াও কি জন্য সেই সামান্য মনুষ্য রাজপুত্রদের সহিত যুদ্ধ করিতে পারিব না?' ১—৭। পরে শস্ত্রধারিপ্রধান বিভীষণ, ইন্দ্রতুল্য দুর্জ্জয় মহাতেজস্বী ইন্দ্রজিতের গর্ব্বিতবচন শুনিয়া এইরূপ অর্থযুক্ত বাক্য বলিলেন, "পুত্র! তুমি কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্যবিচারে নিতান্ত অপটু; কেননা তোমার বুদ্ধি এখনও বালকের ন্যায় নিতান্ত অপরিপক্ক রহিয়াছে; এজন্য তুমি আত্মবিনাশের কারণই নানা প্রলাপ বলিলে। ইন্দ্রজিৎ! তুমি পুত্র বলিয়াই বাহ্যতঃ রাবণের মিত্র, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তুমি তাঁহার পরম

যস্ত্বেদৃশং রাঘবতো বিনাশং
নিশম্য মোহাদনুমন্যসে ত্বম্॥ ১০
ত্বমেব বধ্যশ্চ সুদুর্মতিশ্চ
স চাপি বধ্যো য ইহানয়ৎ ত্বাম্।
বালং দৃঢ়ং সাহসিকঞ্চ যোহদ্য
প্রাবেশয়ন্মন্ত্রকৃতাং সমীপম্॥ ১১
মূঢ়ঃ প্রগল্ভোহবিনয়োপপন্ন-
স্তীক্ষ্ণস্বভাবোহল্পমতির্দুরাত্মা।
মূর্খস্ত্বমত্যন্তসুদুর্মতিশ্চ
ত্বমিন্দ্রজিদ্বালতয়া ব্রবীষি॥ ১২
কো ব্রহ্মদণ্ডপ্রতিমপ্রকাশা-
নর্চিষ্মতঃ কালনিকাশরূপান্।
সহেত বাণান্ যমদণ্ডকল্পান্
সমীক্ষ্য যুক্তান্ যুধি রাঘবেণ॥ ১৩
ধনানি রত্নানি সুভূষণানি
বাসাংসি দিব্যানি মণীংশ্চ চিত্রান্।
সীতাঞ্চ রামায় নিবেদ্য দেবীং
বসেম রাজন্নিহ বীতশোকাঃ॥ ১৪

ইতি লঙ্কাকাণ্ডে পঞ্চদশঃ সর্গঃ॥ ১৫॥

ক্রে ; যেহেতু রাম হইতে তাঁহার বর্ত্তমান বিনাশসময় দেখিয়াও মোহবশতঃ তাঁহাকে নিবারণ করিতেছ না। ইন্দ্রজিৎ! তুমি যেরূপ দুর্ব্বুদ্ধি, তাহাতে আমার মতে তুমি বধার্হ, আর যে ব্যক্তি এরূপ অব্যবস্থিত-চিত্ত, উগ্রস্বভাব বালককে মন্ত্রিগণের মধ্যে প্রবেশ করাইয়াছে, এবং যে এখানে আসিতে বলিয়াছে, তাহাদিগকেও বধ করা উচিত। ইন্দ্রজিৎ! তুমি কার্য্যাকার্য্য-বিবেকশূন্য, বাচাল, অবিনয়ী, উগ্রস্বভাব, অদীর্ঘদর্শী, মূর্খ, দুর্ম্মতি এবং দুরাত্মা বলিয়াই, বালকের ন্যায় এরূপ বলিতেছ। রামচন্দ্র, রণভূমিতে ব্রহ্মদণ্ডের ন্যায় কালাগ্নিতুল্য বাণ নিক্ষেপ করিতে থাকিলে, কে তাহা সহ্য করিতে পারিবে? রাজন্! আপনি রামচন্দ্রকে ধন, রত্ন, ভূষণ, রুচির বাস এবং বিচিত্র মণিসমূহের সহিত সীতাকে প্রতিদান করিলে, আমরা নিরুদ্বিগ্ন হই।” ৮—১৪।

ষোড়শঃ সর্গঃ।

সুনিবিষ্টং হিতং বাক্যমুক্তবন্তং বিভীষণম্।
অব্রবীৎ পরুষং বাক্যং রাবণঃ কালচোদিতঃ॥ ১
বসেৎ সহ সপত্নেন ক্রুদ্ধেনাশীবিষেণ চ।
ন তু মিত্রপ্রবাদেন সংবসেচ্ছত্রুসেবিনা॥ ২
জানামি শীলং জ্ঞাতীনাং সর্ব্বলোকেষু রাক্ষস।
হৃষ্যন্তি ব্যসনেষ্বেতে জ্ঞাতীনাং জ্ঞাতয়ঃ সদা॥ ৩
প্রধানং সাধকং বৈদ্যং ধর্ম্মশীলঞ্চ রাক্ষস।
জ্ঞাতয়োহপ্যবমন্যন্তে শূরং পরিভবন্তি চ॥ ৪
নিত্যমন্যোন্যসংহৃষ্টা ব্যসনেষ্বাততায়িনঃ।
প্রচ্ছন্নহৃদয়া ঘোরা জ্ঞাতয়স্তু ভয়াবহাঃ॥ ৫
শ্রূয়ন্তে হস্তিভির্গীতাঃ শ্লোকাঃ পদ্মবনে পুরা।
পাশহস্তান্ নরান্ দৃষ্ট্বা শৃণু তান্ গদতো মম॥ ৬
নাগ্নির্নান্যানি শস্ত্রাণি ন নঃ পাশা ভয়াবহাঃ।
ঘোরাঃ স্বার্থপ্রযুক্তাস্তু জ্ঞাতয়ো নো ভয়াবহাঃ॥ ৭
উপায়মেতে বক্ষ্যন্তি গ্রহণে নাত্র সংশয়ঃ।

ষোড়শ সর্গ।

ধর্ম্মাত্মা বিভীষণ, এইরূপ অর্থযুক্ত কল্যাণকর বাক্য সকল বলিতে লাগিলে, রাবণ কাল-প্রেরিত হইয়া তাঁহাকে এইরূপ পরুষ বাক্য বলিলেন, “বরং শত্রু অথবা সংক্রুদ্ধ সর্পের সহিতও একত্র বাস করিবে, কিন্তু নামমাত্র মিত্র অথচ শত্রুসেবী—এরূপ মিত্রের সহিত কদাচ বাস করিবে না। বিভীষণ! আমি জ্ঞাতিদিগের চরিত্র জানি, সর্ব্বলোকেই জ্ঞাতিগণের বিপদ্ উপস্থিত হইলে, অন্যান্য জ্ঞাতি-গণ আনন্দিত হইয়া থাকে। বিভীষণ! জ্ঞাতিগণ,—তাহাদের মধ্যে প্রধান কার্য্যক্ষম, বিদ্বান্, ধার্ম্মিক ও বীর পুরুষকে অবমাননা করে এবং ছিদ্রান্বেষণপূর্ব্বক তাহাকে পরাভূত করিয়া থাকে; সুতরাং জ্ঞাতি অপেক্ষা ভয়াবহ আর কি হইতে পারে? ইহাদের মনের ভাব অবগত হওয়া দুঃসাধ্য; এই জ্ঞাতিরূপী শত্রুগণ-পরস্পরের বিপদ্ উপস্থিত হইলে, পরস্পর আনন্দ প্রকাশ করিয়া থাকে। আমি শুনিয়াছি বহুকাল হইল, কতকগুলি হস্তী পদ্মবনে বিচরণপূর্ব্বক হস্তি-বন্ধনার্থ পাশহস্ত কতিপয় গজারোহী ব্যক্তিকে দেখিয়া জ্ঞাতিগণ-সম্বন্ধে যে কয়েকটী শ্লোক বলিয়াছিল, আমি তোমাদের নিকটে তাহা বলিতেছি, শ্রবণ কর। ১—৬। ‘আমরা,—অগ্নি, পাশ অথবা অন্যান্য শস্ত্র দেখিয়া ভীত হই না, কিন্তু এই স্বার্থপর জ্ঞাতিদিগকে দেখিয়া, আমাদের যার পর নাই ভয় হইতেছে।

তস্মাদ্ভয়াদ্‌জ্ঞাতিভয়ং সুকষ্টং বিদিতঞ্চ নঃ ॥ ৮
বিদ্যতে গোষু সম্পন্নং বিদ্যতে জ্ঞাতিতো ভয়ম্।
বিদ্যতে স্ত্রীষু চাপল্যং বিদ্যতে ব্রাহ্মণে তপঃ ॥ ৯
ততো নেষ্টমিদং সৌম্য যদহং লোকসৎকৃতঃ।
ঐশ্বর্য্যমভিজাতশ্চ রিপূণাং মূর্দ্ধ্নি চ স্থিতঃ ॥ ১০
যথা পুষ্করপত্রেষু পতিতাস্তোয়বিন্দবঃ।
ন শ্লেষমভিগচ্ছন্তি তথানার্য্যেষু সৌহৃদম্ ॥ ১১
যথা শরদি মেঘানাং সিঞ্চতামপি গর্জ্জতাম্।
ন ভবত্যম্বুসংক্লেদস্তথানার্য্যেষু সৌহৃদম্ ॥ ১২
যথা মধুকরস্তর্ষাদ্রসং বিন্দন্ন তিষ্ঠতি।
তথা ত্বমপি তত্রৈব তথানার্য্যেষু সৌহৃদম্ ॥ ১৩
যথা মধুকরস্তর্ষাৎ কাশপুষ্পং পিবন্নপি।
রসমত্র ন বিন্দেত তথানার্য্যেষু সৌহৃদম্ ॥ ১৪
যথা পূর্ব্বং গজঃ স্নাত্বা গৃহ্য হস্তেন বৈ রজঃ।
দূষয়ত্যাত্মনো দেহং তথানার্য্যেষু সৌহৃদম্ ॥ ১৫
যোঽন্যস্ত্বেবংবিধং ব্রূয়াদ্বাক্যমেতন্নিশাচর।
অস্মিন্মুহূর্ত্তে ন ভবেৎ ত্বাং তু ধিক্ কুলপাংসন ॥ ১৬
ইত্যুক্তঃ পরুষং বাক্যং ন্যায়বাদী বিভীষণঃ।
উৎপপাত গদাপাণিশ্চতুর্ভিঃ সহ রাক্ষসৈঃ ॥ ১৭
অব্রবীচ্চ তদা বাক্যং জাতক্রোধো বিভীষণঃ।
অন্তরীক্ষগতঃ শ্রীমান্ ভ্রাতরং রাক্ষসাধিপম্ ॥ ১৮
স ত্বং ভ্রান্তোঽসি মে রাজন্ ব্রূহি মাং যদ্যদিচ্ছসি।
জ্যেষ্ঠো মান্যঃ পিতৃসমো ন চ ধর্ম্মপথে স্থিতঃ।
ইদং হি পরুষং বাক্যং ন ক্ষমাম্যগ্রজস্য তে ॥ ১৯
সুনীতং হিতকামেন বাক্যমুক্তং দশানন।
ন গৃহ্ণন্ত্যকৃতাত্মানঃ কালস্য বশমাগতাঃ ॥ ২০
পুরুষাঃ সুলভা রাজন্ সততং প্রিয়বাদিনঃ।
অপ্রিয়স্য চ পথ্যস্য বক্তা শ্রোতা চ দুর্লভঃ ॥ ২১
বদ্ধং কালস্য পাশেন সর্ব্বভূতাপহারিণা।

ইহারাই যে, হস্তিপকগণের নিকটে আমাদিগের বন্ধন করিবার উপায় দেখাইয়া দিবে তাহাতে আর সন্দেহ নাই।' আমরা শত শত বার দেখিয়াছি, জগতে যত ভয় আছে, তন্মধ্যে জ্ঞাতিগণ হইতে যে ভয় উপস্থিত হয়, তাহারই পরিণাম বিশেষ কষ্টজনক হইয়া উঠে। যেরূপ গো সকলে হব্য-কব্য-সাধনরূপ সম্পত্তি, প্রমদাগণে চাপল্য এবং ব্রাহ্মণে তপস্যা নিয়তই বর্ত্তমান থাকে, তদ্রূপ জ্ঞাতিগণেও নিয়তই ভয় আছে। ৭—৯ বিভীষণ। আমি যে শত্রুগণকে পরাস্ত করিয়া বিপুল ঐশ্বর্য্য লাভ করত সর্ব্বলোক-কর্ত্তৃক সংকৃত হইয়াছি, বোধ হয়, ইহাই তোমার অসন্তোষের কারণ হইয়াছে। যেরূপ পদ্মপত্রে বারি-বিন্দু পড়িলে তাহা কোনমতেই পত্রে সংশ্লিষ্ট হয় না, সেইরূপ ক্রূরস্বভাবসম্পন্ন লোকের সহিত বন্ধুত্ব করিলে, তাহা কোনরূপেই তাহার অন্তঃকরণে সংশ্লিষ্ট হয় না। শরৎকালে মেঘমালা গর্জ্জন ও বারিবর্ষণ করিতে থাকিলেও তাহাতে যেরূপ পৃথিবী জলসংক্লিন্না হয় না তদ্রূপ দুর্জ্জনের সহিত যতই সৌহৃদ্য প্রকাশ কর, তাহা বিফল হইয়া থাকে। মধুকর যেরূপ তৃষিত হইয়া বিবিধ পুষ্পে স্বেচ্ছানুরূপ মধু পান করিয়া পরিতৃপ্ত হইলে, আর তন্মধ্যে অবস্থান করে না, সেইরূপ দুর্জ্জনের সহিত মিত্রতা করিলে, সে আপনারই কার্য্য সম্পন্ন করিয়া লয়; বিভীষণ! তুমিও সেইরূপ। তৃষ্ণার্ত্ত মধুব্রত, যেরূপ নানামতে চেষ্টা করিলেও কাশ-পুষ্পে অভিলাষানুরূপ মধু পায় না, সেইরূপ দুর্জ্জনের সহিত মিত্রতা করিলে তাহার নিকট হইতে কোন ফল পাওয়া যায় না। হস্তী যেরূপ প্রথমতঃ জলে স্নান করত তৎপরেই করদ্বারা ধূলি নিক্ষেপপূর্ব্বক স্নানকৃত নির্ম্মলতা নষ্ট করিয়া নিজের দেহ কলুষিত করে, তদ্রূপ দুর্জ্জনের সহিত মিত্রতা করিলে, সে নিজ কার্য্য সম্পাদনের পর স্বয়ংই সৌহার্দ্দ নাশ করিয়া থাকে। অরে কুল-পাংসন! তোর জীবনে ধিক্! তুই আমার সহোদর বলিয়াই নিষ্কৃতি পাইলি; নচেৎ অন্য কেহ এরূপ কথা বলিলে, এই দণ্ডেই তাহাকে বধ করিতাম।" ১০—১৬। ন্যায়বাদী বিভীষণ রাবণকর্ত্তৃক এইরূপ পরুষবাক্যে ভর্ৎসিত হইয়া, হস্তে গদা লইয়া আপনার চারিজন সহচরের সহিত আকাশ-মার্গে উত্থিত হইলেন এবং বিষম ক্রোধান্বিত হইয়া অন্তরীক্ষ হইতে ভ্রাতা রাক্ষসরাজকে বলিতে লাগি-লেন, "রাজন্! আপনি জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা, পিতৃতুল্য, এজন্য মাননীয়; অতএব আপনি যাহা ইচ্ছা বলুন, তৎসমস্তই সহ্য করা আমার উচিত, কিন্তু আপনি পরস্ত্রী-হরণাদিরূপ ঘোরতর অধর্ম্মাচরণে প্রবৃত্ত হইয়া-ছেন, এই জন্যই আপনি অগ্রজ হইলেও আমি অদ্য আপনার এই পরুষ বাক্য সকল সহ্য করিলাম না। দশানন! আমি আপনার কল্যাণকামনাতেই এইরূপ নীতিসঙ্গত উপদেশ সকল বলিয়াছিলাম, কিন্তু আপনি তাহা গ্রহণ করিলেন না; ইহাতে আপনারই বা দোষ কি? কারণ প্রসিদ্ধই আছে, আসন্নশেষ হইলে মূঢ় ব্যক্তিগণ হিতৈষী সুহৃদ্‌গণ-সমীরিত সদুপদেশ সকল শ্রবণ করে না। রাজন্! প্রিয়বাদী ব্যক্তি অনেক আছে, কিন্তু শুনিতে অপ্রিয় অথচ পরিণামশুভদায়ক বাক্যের বক্তা এবং শ্রোতা

ন কশ্চিদস্য ক্ষেমং প্রদাস্যং শরণং তথা ॥ ২২
ন বাসবকরোন্মুক্তৈঃ শিতৈঃ বা শনিভূষণৈঃ।
ন ত্বামিচ্ছাম্যহং দ্রষ্টুং রামেণ নিহতং শরৈঃ ॥ ২৩
শূরাশ্চ বলবন্তশ্চ কৃতাস্ত্রাশ্চ নরা রণে।
কালাভিপন্নাঃ সীদন্তি যথা বালুকসেতবঃ ॥ ২৪
তন্মর্ষয়তু যচ্চোক্তং গুরুত্বাদ্ধিতমিচ্ছতা।
আত্মানং সর্বথা রক্ষ পুরীঞ্চেমাং সরাক্ষসাম্।
স্বস্তি তেঽস্তু গমিষ্যামি সুখী ভব ময়া বিনা ॥ ২৫

নিবার্যমাণস্য ময়া হিতৈষিণা
ন রোচতে তে বচনং নিশাচর।
পরীতকালা হি গতায়ুষো নরা
হিতং ন গৃহ্ণন্তি সুহৃদ্ভিরীরিতম্ ॥ ২৬

ইতি লঙ্কাকাণ্ডে ষোড়শঃ সর্গঃ ।

উভয়ই নিতান্ত দুর্লভ। যেরূপ গৃহে অগ্নি-প্রজ্বলিত হইলে, তৎকালে উপেক্ষা করা উচিত নহে, সেইরূপ আপনাকে সর্বভূতবিনাশী কালপাশে বদ্ধ হইয়া, বিনষ্ট হইতে দেখিয়াই আমি এরূপ হিত কথা সকল বলিয়াছিলাম। মহারাজ। আমি আপনাকে রামচন্দ্র-কর্তৃক প্রদীপ্ত অনলতুল্য কনকভূষিত সুশাণিত বাণ-সমূহদ্বারা নিহত দেখিতে ইচ্ছা করি না। বালুকা-সেতু যতই দৃঢ় হউক না কেন, বর্ষাকাল আসিলেই তাহা যেমন ভগ্ন হইয়া যায়, তদ্রূপ পুরুষ যতই বলবান, শস্ত্রবিদ্ ও শূর হউক না কেন, সময় উপস্থিত হইলে তাহাকে অবসন্ন হইতেই হইবে। যাহা হউক, রাক্ষসরাজ। আপনি গুরু; আমি আপনার মঙ্গল-কামনায় যাহা বলিয়াছি, সেজন্য আমার দোষ মার্জ্জনা করিবেন। আমি যাইতেছি; আপনি আমাকে বিদায় দিয়া সুখী হউন এবং রাক্ষসগণের সহিত এই লঙ্কা-পুরী ও আপনাকে সর্বতোভাবে রক্ষা করুন। আপনার মঙ্গল হউক। রাক্ষসরাজ! আমি মঙ্গলবাসনায় আপনাকে নিবারণ করিতেছিলাম, কিন্তু আপনি সে কথা শুনিলেন না। সত্যই বটে, পরমায়ুঃশেষ হইলে অন্তিমকালে লোকে সুহৃজ্জনসমানীত হিত কথাসমূহ কোনরূপেই গ্রহণ করে না। ১৭—২৬।

সপ্তদশঃ সর্গঃ ।

ইত্যুক্ত্বা পরুষং বাক্যং রাবণং রাবণানুজঃ।
আজগাম মুহূর্তেন যত্র রামঃ সলক্ষ্মণঃ ॥ ১
তং মেরুশিখরাকারং দীপ্তামিব শতহ্রদাম্।
গগনস্থং মহীস্থাস্তে দদৃশুর্বানরাধিপাঃ ॥ ২
সে চাপ্যনুচরাস্তস্য চত্বারো ভীমবিক্রমাঃ।
তেঽপি বর্মাসিসম্পন্না ভূষণোত্তমভূষিতাঃ ॥ ৩
স চ মেঘচলপ্রখ্যো বজ্রায়ুধসমপ্রভঃ।
বরায়ুধধরো বীরো দিব্যাভরণভূষিতঃ ॥ ৪
তমাত্মপঞ্চমং দৃষ্ট্বা সুগ্রীবো বানরাধিপঃ।
বানরৈঃ সহ দুর্ধর্ষং চিন্তয়ামাস বুদ্ধিমান্ ॥ ৫
চিন্তয়িত্বা মুহূর্তং স বানরাংস্তানুবাচ হ।
হনুমৎপ্রমুখান্ সর্বানিদং বচনমুত্তমম্ ॥ ৬
এষ সর্বায়ুধোপেতশ্চতুর্ভিঃ সহ রাক্ষসৈঃ।
রাক্ষসোঽভ্যেতি পশ্যধ্বমস্মান্ হন্তুং ন সংশয়ঃ ॥ ৭
সুগ্রীবস্য বচঃ শ্রুত্বা সর্বে তে বানরোত্তমাঃ।
শালানুদ্যম্য শৈলাংশ্চ ইদং বচনমব্রুবন্ ॥ ৮
শীঘ্রং ব্যাদিশ নো রাজন্ বধায়ৈষাং দুরাত্মনাম্।
নিপতন্তি হতা যাবদ্ধরণ্যামল্পচেতনাঃ ॥ ৯

সপ্তদশ সর্গ।

রাবণানুজ বিভীষণ, রাক্ষসরাজ রাবণকে উক্তরূপ পরুষবাক্য বলিয়া, যে স্থানে রামচন্দ্র, লক্ষ্মণের সহিত অবস্থান করিতেছিলেন, মুহূর্ত্তকালমধ্যে তথায় উপস্থিত হইলেন। বানরযূথপতিগণ ভূতল হইতে সেই আকাশস্থিত বিদ্যুতের ন্যায় প্রদীপ্তদেহ সুমেরু-শৃঙ্গতুল্য বিভীষণকে দেখিতে পাইল। বুদ্ধিমান্ বানর-রাজ সুগ্রীব বর্ম্ম ও অস্ত্রধারী দিব্য আভরণভূষিত পরাক্রমশালী চারিজন অনুচরের সহিত সেই মেঘ ও পর্ব্বততুল্য বজ্রের ন্যায় প্রদীপ্তাঙ্গ, দিব্যাস্ত্রধারী দিব্য-ভূষণ-ভূষিত দুর্দ্ধর্ষ বিভীষণকে দেখিয়া বানরগণের সহিত চিন্তা করিতে লাগিলেন। ১—৫। পরে সুগ্রীব মুহূর্ত্তকাল চিন্তা করিয়া, হনুমান প্রভৃতি বানরদিগকে বলিলেন, "ঐ দেখ, আমার নিশ্চয় বোধ হইতেছে, এই সর্ব্বশস্ত্রধারী রাক্ষস আমাদিগকে বধ করিবার জন্যই আর চারিজন রাক্ষসের সহিত এস্থানে আসিতেছে। তখন বানরযূথপতিগণ সুগ্রীবের কথা শুনিয়া শালবৃক্ষ এবং বৃহৎ বৃহৎ প্রস্তরখণ্ড উত্তোলন করিয়া বলিল, "মহারাজ। আপনি শীঘ্রই এই দুরাত্মাদিগের বধার্থ আমাদিগকে অনুমতি করুন; আমরা অবিলম্বেই ইহাদিগকে সংহার করিয়া ভূতলে

তেষাং সম্ভাষমাণানামন্যোন্যং স বিভীষণঃ।
উত্তরং তীরমাসাদ্য খস্থ এব ব্যতিষ্ঠত॥ ১০
স উবাচ তদা প্রাজ্ঞঃ স্বরেণ মহতা মহান্।
সুগ্রীবং তাংশ্চ সম্প্রেক্ষ্য খস্থ এব বিভীষণঃ॥ ১১
রাবণো নাম দুর্বৃত্তো রাক্ষসো রাক্ষসেশ্বরঃ।
তস্যাহমনুজো ভ্রাতা বিভীষণ ইতি শ্রুতঃ॥ ১২
তেন সীতা জনস্থানাৎ হৃতা হত্বা জটায়ুষম্।
রুদ্ধা চ বিবশা দীনা রাক্ষসীভিঃ সুরক্ষিতা॥ ১৩
তমহং হেতুভির্বাক্যৈর্বিবিধৈশ্চ ন্যদর্শয়ম্।
সাধু নির্য্যাত্যতাং সীতা রামায়েতি পুনঃপুনঃ॥ ১৪
স চ ন প্রতিজগ্রাহ রাবণঃ কালচোদিতঃ।
উচ্যমানং হিতং বাক্যং বিপরীত ইবৌষধম্॥ ১৫
সোঽহং পরুষিতস্তেন দাসবচ্চাবমানিতঃ।
ত্যক্ত্বা পুত্রাংশ্চ দারাংশ্চ রাঘবং শরণং গতঃ॥ ১৬
নিবেদয়ত মাং ক্ষিপ্রং রাঘবায় মহাত্মনে।
সর্ব্বলোকশরণ্যায় বিভীষণমুপস্থিতম্॥ ১৭
এতত্তু বচনং শ্রুত্বা সুগ্রীবো লঘুবিক্রমঃ।
লক্ষ্মণস্যাগ্রতো রামং সংরব্ধমিদমব্রবীৎ॥ ১৮

প্রবিষ্টঃ শত্রুসৈন্যং হি প্রাপ্তঃ শত্রুরতর্কিতঃ।
নিহন্যাদন্তরং লব্ধ্বা উলূকো বায়সানিব॥ ১৯
মন্ত্রে ব্যূহে নয়ে চারে যুক্তো ভবিতুমর্হসি।
বানরাণাঞ্চ ভদ্রং তে পরেষাঞ্চ পরন্তপ॥ ২০
অন্তর্দ্ধানগতা হ্যেতে রাক্ষসাঃ কামরূপিণঃ।
শূরাশ্চ নিকৃতিজ্ঞাশ্চ তেষাং জাতু ন বিশ্বসেৎ॥ ২১
প্রণিধী রাক্ষসেন্দ্রস্য রাবণস্য ভবেদয়ম্।
অনুপ্রবিশ্য সোঽস্মাসু ভেদং কুর্য্যান্ন সংশয়ঃ॥ ২২
অথবা স্বয়মেবৈষ ছিদ্রমাসাদ্য বুদ্ধিমান্।
অনুপ্রবিশ্য বিশ্বস্তে কদাচিৎ প্রহরেদপি॥ ২৩
মিত্রাটবীবলঞ্চৈব মৌলং ভৃত্যবলং তথা।
সর্ব্বমেতদ্বলং গ্রাহ্যং বর্জ্জয়িত্বা দ্বিষদ্বলম্॥ ২৪
প্রকৃত্যা রাক্ষসো হ্যেষ ভ্রাতা মিত্রস্য বৈ প্রভো।
আগতশ্চ রিপোঃ পক্ষাৎ কথমস্মিংশ্চ বিশ্বসেৎ॥ ২৫
রাবণস্যানুজো ভ্রাতা বিভীষণ ইতি শ্রুতঃ।

নিপাতিত করি।" বানরগণ পরস্পর এইরূপ বলিতে লাগিলেও, তাহাদিগের কথায় উপেক্ষা করত বিভীষণ সমুদ্রের উত্তর তীরে উপস্থিত হইয়া গগনমণ্ডলেই অবস্থান করিতে লাগিলেন। তৎপরে সেই মহাপ্রাজ্ঞ বিভীষণ,—সুগ্রীব এবং অন্য বানরগণকে দেখিয়া সবিশেষ গম্ভীরস্বরে বলিতে লাগিলেন, "রাক্ষসগণের অধিপতি রাবণনামক দুর্বৃত্ত রাক্ষস আছে; আমি তাহার অনুজ ভ্রাতা, আমার নাম বিভীষণ। সেই দুরাত্মাই জটায়ুকে বধ করিয়া জনস্থান হইতে জনকনন্দিনীকে হরণ করিয়া লইয়া গিয়াছে। জানকী ক্রূর-স্বভাব রাক্ষসীগণকর্ত্তৃক সুরক্ষিত হইয়া রাবণের অধিকারমধ্যে নিতান্ত দীনভাবে বাস করিতেছেন। 'রামচন্দ্রকে সীতা প্রতিদান করুন' ইত্যাদি বহুবিধ নীতি-সম্মত বাক্যে আমি রাবণকে বারম্বার অনুরোধ করিয়াছিলাম; কিন্তু মুমূর্ষু ব্যক্তি যেরূপ ঔষধ সেবন করে না, সেইরূপ তাহার আসন্নকাল নিকটবর্ত্তী হওয়ায় সে মদীরিত হিতবাক্যসকলে কর্ণপাত করিল না। পরে আমি তৎকর্ত্তৃক দাসবৎ অবমানিত এবং উত্তেজিত হইয়া, স্ত্রীপুত্রাদি সমুদয় পরিত্যাগপূর্ব্বক, রামচন্দ্রের শরণাগত হইয়াছি। ৬—১৬। যাহা হউক, তোমরা শীঘ্রই সেই সর্ব্বলোক-শরণ মহাত্মা রামচন্দ্রের নিকটে আমার আগমনবার্ত্তা নিবেদন কর।" ভীমবিক্রম বানররাজ সুগ্রীব, বিভীষণের কথা শুনিয়া লক্ষ্মণের সম্মুখেই রামচন্দ্রকে সক্রোধে বলিলেন, প্রভো! কয়েকজন শত্রুসৈন্য অলক্ষিতভাবে আমাদের সেনাসন্নিবেশমধ্যে প্রবেশ করিয়াছে। বোধ হয়, বায়সগণকে পেচকের ন্যায়, ইহারাও সুযোগ পাইলেই আমাদিগকে বধ করিবে। সুতরাং পরন্তপ! যাহাতে বানরগণের এবং নিজের মঙ্গল হয়, আপনি এইরূপ কার্য্যাকার্য্য-স্থির, সেনাসন্নিবেশ, তাহাদের শিক্ষা-বিধান ও শত্রুগণের বলবীর্য্যাদির বিষয় জানিবার জন্য চর নিযুক্ত করুন; প্রভো! এই কালরূপী শূর রাক্ষস-দিগকে কখনই বিশ্বাস করা যুক্তিযুক্ত নহে, কেননা ইহারা অলক্ষিতভাবে বিচরণ এবং ছলনাদ্বারা বিষম বিপদ্ ঘটাইতে পারে। ১৭—২১। বোধ হয়, রাক্ষস-রাজ রাবণের চর এই সমাগত বুদ্ধিমান্ রাক্ষস, আমাদের সৈন্যমধ্যে প্রবেশ করিয়া, নিশ্চয় পরস্পর ভেদ জন্মাইয়া দিবে; অথবা আমাদিগের সৈন্যমধ্যে প্রবেশ করত কালক্রমে আমাদিগকে বিশ্বস্ত বুঝিলেই, সুযোগ পাইলে, নিজেই আমাদিগকে বিনষ্ট করিয়া ফেলিবে। সৈন্যবৃদ্ধি হইবে মনে করিয়া প্রবেশ করিতে দেওয়া নীতিবিরুদ্ধ, কারণ পণ্ডিতেরা বলিয়াছেন, যুদ্ধের সময় স্বকীয়, মিত্রপ্রেরিত ও কার্য্যকালে ভৃতিদ্বারা সংগৃহীত এই তিনপ্রকার সৈন্য গ্রহণ করিবে, কিন্তু শত্রুসৈন্যকে কদাচ গ্রহণ করিবে না।' প্রভো! এ ত সহজেই রাক্ষস; বিশেষতঃ আপনার শত্রু রাবণের ভ্রাতা এবং শত্রুপক্ষ হইতে আসিয়াছে; অতএব কিরূপে ইহাকে বিশ্বাস করা যাইতে পারে? রাক্ষস-রাজার ভ্রাতা এই বিভীষণ অপর চারিজন, রাক্ষসের

চতুর্ভিঃ সহ রক্ষোভির্ভবন্তং শরণং গতঃ ॥ ২৬
রাবণেন প্রণীতং হি তমবেহি বিভীষণম্।
তস্যাহং নিগ্রহং মন্যে ক্ষমং ক্ষমবতাং বর ॥ ২৭
রাক্ষসো জিহ্মযা বুদ্ধ্যা সন্দিষ্টোঽয়মিহাগতঃ।
প্রহর্ত্তুং মায়য়াচ্ছন্নো বিশ্বস্তে ত্বয়ি চানঘ ॥ ২৮
বধ্যতামেষ তীব্রেণ দণ্ডেন সচিবৈঃ সহ।
রাবণস্য নৃশংসস্য ভ্রাতা হ্যেষ বিভীষণঃ ॥ ২৯
এবমুক্ত্বা তু তং রামং সংরব্ধো বাহিনীপতিঃ।
বাক্যজ্ঞং বাক্যকুশলং ততো মৌনমুপাগমৎ ॥ ৩০
সুগ্রীবস্য তু তদ্বাক্যং শ্রুত্বা রামো মহাবলঃ।
সমীপস্থানুবাচেদং হনুমৎপ্রমুখান্ কপীন্ ॥ ৩১
যদুক্তং কপিরাজেন রাবণাবরজং প্রতি।
বাক্যং হেতুমদত্যর্থং ভবদ্ভিরপি চ শ্রুতম্ ॥ ৩২
সুহৃদা হ্যর্থকৃচ্ছ্রেষু যুক্তং বুদ্ধিমতা সদা।
সমর্থেনোপসন্দেষ্টুং শাশ্বতীং ভূতিমিচ্ছতা ॥ ৩৩
ইত্যেবং পরিপৃষ্টাস্তে স্বং স্বং মতমতন্দ্রিতাঃ।
সোপচারং তদা রামমূচুঃ প্রিয়চিকীর্ষবঃ ॥ ৩৪
অজ্ঞাতং নাস্তি তে কিঞ্চিৎ ত্রিষু লোকেষু রাঘব।
আত্মানং পূজয়ন্ রাম পৃচ্ছস্যস্মান্ সুহৃত্তযা ॥ ৩৫
ত্বং হি সত্যব্রতঃ শূরো ধার্ম্মিকো দৃঢ়বিক্রমঃ।
পরীক্ষ্যকারী স্মৃতিমান্নিসৃষ্টাত্মা সুহৃৎসু চ ॥ ৩৬
তস্মাদেকৈকশস্তাবদ্ ব্রুবন্তু সচিবাস্তব।
হেতুতো মতিসম্পন্নাঃ সমর্থাশ্চ পুনস্তথা ॥ ৩৭
ইত্যুক্তে রাঘবায়াথ মতিমানঙ্গদোঽগ্রতঃ।
বিভীষণপরীক্ষার্থমুবাচ বচনং হরিঃ ॥ ৩৮
শত্রোঃ সকাশাৎ সম্প্রাপ্তঃ সর্ব্বথা শঙ্ক্য এব হি।
বিশ্বাসনীয়ঃ সহসা ন কর্ত্তব্যো বিভীষণঃ ॥ ৩৯
ছাদয়িত্বাত্মভাবং হি চরন্তি শঠবুদ্ধয়ঃ।
প্রহরন্তি চ রন্ধ্রেষু সোঽনর্থঃ সুমহান্ ভবেৎ ॥ ৪০
অর্থানর্থৌ বিনিশ্চিত্য ব্যবসায়ং ভজেদিহ।
গুণতঃ সংগ্রহং কুর্য্যাদ্দোষতস্ত বিসর্জ্জয়েৎ ॥ ৪১
যদি দোষো মহাংস্তস্মিংস্ত্যজ্যতামবিশঙ্কিতম্।
গুণান্ বাপি বহূন্ জ্ঞাত্বা সংগ্রহঃ ক্রিয়তে নৃপ ॥ ৪২
শরভস্ত্বথ নিশ্চিত্য সার্থং বচনমব্রবীৎ।
ক্ষিপ্রমস্মিন্নরব্যাঘ্র চারঃ প্রতিবিধীয়তাম্ ॥ ৪৩
প্রণিধায় হি চারেণ যথাবৎ সূক্ষ্মবুদ্ধিনা।
পরীক্ষ্য চ ততঃ কার্য্যো যথান্যায়ং পরিগ্রহঃ ॥ ৪৪

সহিত আপনার শরণাপন্ন হইয়াছে সত্য, কিন্তু আপনি নিশ্চয় জানিবেন, রাবণই বিভীষণকে পাঠাইয়াছে। ক্ষমাশীল! আমার মতে ইহাকে নিগ্রহ করাই উচিত। এই কুটিলবুদ্ধি মায়াবী প্রথমতঃ বিশ্বস্তভাবে থাকিয়া সুযোগক্রমে আপনাকে প্রহার করিবার জন্যই রাবণকর্ত্তৃক সন্দিষ্ট হইয়া এস্থানে আসিয়াছে। প্রভো! এই বিভীষণ নিষ্ঠুর রাবণের ভ্রাতা; সুতরাং শীঘ্র তীক্ষ্ণদণ্ড প্রয়োগে মন্ত্রীদিগের সহিত ইহাকে বধ করুন।” বাক্যনিপুণ সেনাপতি সুগ্রীব ক্রোধভরে বাক্যকুশল রামকে এই কথা বলিয়া, মৌন অবলম্বন করিলেন। ২২—৩০। মহাবল রাম, সুগ্রীবের এইরূপ কথা শুনিয়া নিকটস্থ হনুমান্ প্রভৃতি বানরগণকে বলিলেন,—“বানররাজ সুগ্রীব, রাবণসহোদর বিভীষণের বিষয়ে যে যুক্তিপূর্ণ বাক্য সকল বলিলেন, বোধ হয়, তোমরা সকলেই তাহা শুনিয়াছ। মিত্রের কার্য্যাকার্য্য সন্দেহ উপস্থিত হইলে, স্থিরতর হিতৈষী বুদ্ধিমান্ এবং বিচারদক্ষ মিত্রের এইরূপ উপদেশ দেওয়াই উচিত, সুতরাং তোমরা এ বিষয়ে কি বল?” অপ্রমত্ত বানরগণ রামের এই প্রশ্ন শুনিয়া তাঁহার হিত-কামনায় বিনীতভাবে বলিতে লাগিল, “মতিমন্ রাম! ত্রিভুবনমধ্যে কিছুই আপনার অজ্ঞাত নাই, তথাপি মিত্রবৎ আমাদিগকে সমাদর করতই এরূপ জিজ্ঞাসা করিতেছেন। মহারাজ! আপনি সত্যব্রত, শূর, ধার্ম্মিক, দৃঢ়বিক্রম, স্মৃতিমান্, কার্য্যাকার্য্য-বিচারক এবং বন্ধুগণের বাক্যে বিশ্বাস করিয়া থাকেন; সেই জন্য আপনার বার্যাক্রম দীর্ঘদর্শী অমাত্যগণ একে একে যুক্তিযুক্ত মত ব্যক্ত করুন।” ৩১—৩৭। পরে বুদ্ধিমান্ অঙ্গদ, বিভীষণের চরিত্র পরীক্ষা করিবার জন্য অগ্রে রামকে কহিল, মহারাজ! বিভীষণ শত্রুর নিকট হইতে আসিয়াছে, অতএব ভয়ের স্থল; সুতরাং হঠাৎ তাহাকে বিশ্বাস করা উচিত নহে; আরও দেখুন, ক্রূরস্বভাব ব্যক্তিগণ সদাসর্ব্বদা আত্মস্বভাব গোপন করিয়া বিচরণ করে; পরে সুযোগ পাইলে এরূপ প্রহার করে যে, সেই অনর্থ যার পর নাই ভয়ঙ্কর হইয়া উঠে। প্রথমতঃ হিতাহিত বিবেচনা করিয়া বল সংগ্রহ করা উচিত। যাহাদের অধিক গুণ আছে, তাহাদিগকে সংগ্রহ এবং দোষভাগ অধিক হইলে তাহাদিগকে পরিত্যাগ করা উচিত। নৃপ! যদ্যপি আপনি সমাগত বিভীষণের অধিক দোষ দেখিতে পান, তবে তাহাকে পরিত্যাগ করুন আর যদি বিশেষ গুণ দেখেন, তবে নিঃশঙ্কচিত্তে সংগ্রহ করুন্। ৩৮—৪২। পরে শরভঙ্কন কাল চিন্তা করিয়া, এই যুক্তিযুক্ত বাক্য বলিল,—“নরব্যাঘ্র! ইহাদের চরিত্র পরীক্ষার জন্য অবিলম্বে একজন দূত

জাম্ববাংস্ত্বথ সম্প্রেক্ষ্য শাস্ত্রবুদ্ধ্যা বিচক্ষণঃ।
বাক্যং বিজ্ঞাপয়ামাস গুণবদ্দোষবর্জ্জিতম্॥ ৪৫
বদ্ধবৈরাচ্চ পাপাচ্চ রাক্ষসেন্দ্রাদ্বিভীষণঃ।
অদেশকালে সম্প্রাপ্তঃ সর্ব্বথা শঙ্ক্যতাময়ম্॥ ৪৬
ততো মৈন্দস্তু সম্প্রেক্ষ্য নয়াপনয়কোবিদঃ।
বাক্যং বচনসম্পন্নো বভাষে হেতুমত্তরম্॥ ৪৭
অনুজো নাম তস্যৈষ রাবণস্য বিভীষণঃ।
পৃচ্ছ্যতাং মধুরেণায়ং শনৈর্নরপতীশ্বর॥ ৪৮
ভাবমস্য তু বিজ্ঞায় ততস্তত্ত্বং করিষ্যসি।
যদি দুষ্টো ন দুষ্টো বা বুদ্ধিপূর্ব্বং নরর্ষভ॥ ৪৯
অথ সংস্কারসম্পন্নো হনুমান সচিবোত্তমঃ।
উবাচ বচনং শ্লক্ষ্ণমর্থবন্মধুরং লঘু॥ ৫০
ন ভবন্তং মতিশ্রেষ্ঠং সমর্থং বদতাং বরম্।
অতিশায়য়িতুং শক্তো বৃহস্পতিরপি ব্রুবন্॥ ৫১
ন বাদান্নাপি সংঘর্ষান্নাধিক্যান্ন চ কামতঃ।
বক্ষ্যামি বচনং রাজন্ যথার্থং রামগৌরবাৎ॥ ৫২
অর্থানর্থনিমিত্তং হি যদুক্তং সচিবৈস্তব।
তত্র দোষং প্রপশ্যামি ক্রিয়া ন হ্যুপপদ্যতে॥ ৫৩
ঋতে নিয়োগাৎ সামর্থ্যমববোদ্ধুং ন শক্যতে।
সহসা বিনিয়োগো হি দোষবান্ প্রতিভাতি মে॥ ৫৪
চারপ্রণিহিতং যুক্তং যদুক্তং সচিবৈস্তব।
অর্থস্যাসম্ভবাত্তত্র কারণং নোপপদ্যতে॥ ৫৫
অদেশকালে সম্প্রাপ্ত ইত্যয়ং যদ্বিভীষণঃ।
বিবক্ষা তত্র মেঽস্তীয়ং তাং নিবোধ যথামতি॥ ৫৬
স এষ দেশঃ কালশ্চ ভবতীহ যথা তথা।
পুরুষাৎ পুরুষং প্রাপ্য তথা দোষগুণাবপি॥ ৫৭
দৌরাত্ম্যং রাবণে দৃষ্ট্বা বিক্রমঞ্চ তথা ত্বয়ি।
যুক্তমাগমনং হ্যত্র সদৃশং তস্য বুদ্ধিতঃ॥ ৫৮
অজ্ঞাতরূপৈঃ পুরুষৈঃ স রাজন্ পৃচ্ছ্যতামিতি।
যদুক্তমত্র মে প্রেক্ষা কাচিদস্তি সমীক্ষিতা॥ ৫৯
পৃচ্ছ্যমানো বিশঙ্কেত সহসা বুদ্ধিমান্ বচঃ।

শ্রবণ করুন; পরে সংশয়শূন্য চার দ্বারা প্রকৃতরূপে জানিয়া যথাবিধি পরীক্ষা করিয়া সংগ্রহ করিবেন।" তৎপরে মন্ত্রণাদক্ষ জাম্ববান্ যথাশাস্ত্র বিচারপূর্ব্বক এই সগুণ অথচ নির্দোষ বাক্য বলিলেন,—"রাজন্! বিভীষণ যখন প্রভূত আক্রোশ প্রদানপূর্ব্বক প্রভুর বিপৎকালে পরাধিকারে আসিয়াছে, তখন নিশ্চয়ই বোধ হইতেছে, আপনার সহিত বদ্ধবৈর পাপাশয় রাক্ষসরাজ রাবণই ইহাকে পাঠাইয়াছে; অতএব ইহা হইতে বিপদ্ হইবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা আছে।" অতঃপর নয়ানয়পণ্ডিত বাক্যনিপুণ মৈন্দ বিবেচনা করিয়া এই হেতুযুক্ত বাক্য বলিলেন—"নরপতীশ্বর! রাবণের সহোদর ভ্রাতা এই বিভীষণকে প্রথমতঃ গুপ্ত চারমুখে মধুরভাবে আমূল বৃত্তান্ত জিজ্ঞাসা করিয়া, ইহার মনোগত ভাব জানুন। নরশার্দ্দূল! তৎপরে এ সৎ বা অসৎ বুদ্ধি অনুসারে বিবেচনা করিয়া, যাহা কর্ত্তব্য হয় করিবেন।" ৪৩—৪৯। পরে সর্ব্বশাস্ত্রবিদ্ মন্ত্রিশ্রেষ্ঠ হনুমান্ এই অর্থসঙ্গত মিতাক্ষর মধুর সন্দর্ভ শ্রুতি-সুখকর বাক্য সকল বলিতে লাগিলেন,—বাগ্মিপ্রবর! আপনি অসীম-শক্তিশালী এবং শাস্ত্রার্থ নিরূপণে পারদর্শী; আমার বোধ হয়, বৃহস্পতিও মন্ত্রণা-বিষয়ে আপনাকে অতিক্রম করিতে পারেন না। রাজন্! আমি তর্কপটু মন্ত্রিপদবাচ্য এবং অতিশয় বুদ্ধিমান্ বলিয়া কিংবা স্বেচ্ছাপূর্ব্বক এরূপ বলিতে প্রবৃত্ত হই নাই, কিন্তু এই গুরুতর কার্য্য উপস্থিত হওয়ায়, আপনি সম্মানপূর্ব্বক জিজ্ঞাসা করিয়াছেন, বলিয়াই বলিতেছি,—রাজন্! আপনার অঙ্গদ প্রভৃতি অমাত্যগণ, বিভীষণের দোষ গুণ-পরীক্ষার বিষয়ে যাহা বলিলেন, তাহাতে অনেক দোষ আছে, বিশেষতঃ এ সময়ে তাহার চরিত্রাদি পরীক্ষা করা সম্ভাবিত হইয়া উঠিবে না। এক্ষণে বিভীষণকে এ স্থানে আনিয়া তদ্বৃত্তান্ত জিজ্ঞাসা প্রভৃতি নিয়োগ ব্যতীত তাহার আন্তরিক ভাব এবং বল বীর্য্য কিছুই জানা যাইতেছে না। কিন্তু হঠাৎ রাজসমীপে আনয়ন করাও অনুচিত। আপনার মন্ত্রিগণ চার পাঠাইবার বিষয় যাহা বলিয়াছেন, অনাবশ্যকবোধে তাহারও কোন প্রয়োজনীয়তা দেখিতেছি না। ৫০—৫৫। আর জাম্ববান্ যে, বিভীষণ রাক্ষসরাজকে সঙ্কটে পতিত দেখিয়াও, যখন অযথাকালে তাহার অধিকার হইতে আমাদের অধিকারে আসিয়াছে, সুতরাং তখন আশঙ্কার বিষয়, ইত্যাদি বলিয়াছেন, ইহা সত্য, কিন্তু বিভীষণ অসময়ে রাবণকে পরিত্যাগ করিয়া যে জন্য আমাদের অধিকারে আসিয়াছে, আমি তদ্বিষয়ে কিছু বলিতে ইচ্ছা করি, স্থিরভাবে শ্রবণ করুন। বিভীষণ, রাবণের অশেষ দোষ, দৌরাত্ম্য এবং আপনাকে তাহা অপেক্ষা সৎ-পুরুষ, গুণবান্ ও সমধিক-বিক্রমশালী দেখিয়া যে আপনার নিকটে আসিয়াছে, ইহাতে তাহার সমধিক বুদ্ধিমানের কার্য্যই করা হইয়াছে। গুপ্ত চরদ্বারা বিভীষণকে তাহার বৃত্তান্ত জিজ্ঞাসা করিবার বিষয়ে মৈন্দ যাহা বলিয়াছেন, তদ্বিষয়েও আমি বিচার করিয়া যে সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছি, তাহা শ্রবণ করুন। ৫৬—৫৯। মহারাজ! বিভীষণ বুদ্ধিমান্; সুতরাং

তত্র মিত্রং প্রদদ্যেত মিথ্যাপূর্ব্বং সুখাগতম্ ॥ ৬০
অশঙ্কাং সহসা রাজন্ ভাবো বোদ্ধুং পরস্য বৈ ।
অন্তরেণ স্বরৈর্ভিন্নৈর্নৈপুণ্যং পশ্যতাং ভৃশম্ ॥ ৬১
ন ত্বস্য ব্রুবতো জাতু লক্ষ্যতে দুষ্টভাবতা ।
প্রসন্নং বদনঞ্চাপি তস্মান্মে নাস্তি সংশয়ঃ ॥ ৬২
অশঙ্কিতমতিঃ স্বস্থো ন শঠঃ পরিসর্পতি ।
ন চাস্য দুষ্টবাগস্তি তস্মান্মে নাস্তি সংশয়ঃ ॥ ৬৩
আকারশ্ছাদ্যমানোঽপি ন শক্যো বিনিগূহিতুম্ ।
বলাদ্ধি বিবৃণোত্যেব ভাবমন্তর্গতং নৃণাম্ ॥ ৬৪
দেশকালোপপন্নঞ্চ কার্য্যং কার্য্যবিদাংবর ।
স ফলং লভতে ক্ষিপ্রং প্রয়োগেণাভিসংহিতম্ ॥ ৬৫
উদ্যোগং তব সংপ্রেক্ষ্য মিথ্যাবৃত্তঞ্চ রাবণম্ ।
বালিনশ্চ বধং শ্রুত্বা সুগ্রীবঞ্চাভিষেচিতম্ ॥ ৬৬
রাজ্যং প্রার্থয়মানশ্চ বুদ্ধিপূর্ব্বমিহাগতঃ ।
এতাবত্তু পুরস্কৃত্য বিদ্যতে তস্য সংগ্রহঃ ॥ ৬৭
যথাশক্তি ময়োক্তন্তু রাক্ষসস্যার্জ্জবং প্রতি ।
প্রমাণং ত্বং হি শেষস্য শ্রুত্বা বুদ্ধিমতাংবর ॥ ৬৮

ইতি লঙ্কাকাণ্ডে সপ্তদশঃ সর্গঃ ॥ ১৭ ॥

অষ্টাদশঃ সর্গঃ ।

অথ রামঃ প্রসন্নাত্মা শ্রুত্বা বায়ুসুতস্য হ ।
প্রত্যভাষত দুর্দ্ধর্ষঃ শ্রুতবানাত্মনি স্থিতম্ ॥ ১
মমাপি চ বিবক্ষাস্তি কাচিৎ প্রতি বিভীষণম্ ।
শ্রোতুমিচ্ছামি তৎ সর্ব্বং ভবদ্ভিঃ শ্রেয়সি স্থিতৈঃ ॥ ২
মিত্রভাবেন সম্প্রাপ্তং ন ত্যজেয়ং কথঞ্চন ।
দোষো যদ্যপি তস্য স্যাৎ সতামেতদগর্হিতম্ ॥ ৩
সুগ্রীবস্ত্বথ তদ্বাক্যমাভাষ্য চ বিমৃশ্য চ
ততঃ শুভতরং বাক্যমুবাচ হরিপুঙ্গবঃ ॥ ৪
সুদুষ্টো বাপ্যদুষ্টো বা কিমেষ রজনীচরঃ ।
ঈদৃশং ব্যসনং প্রাপ্তং ভ্রাতরং যঃ পরিত্যজেৎ ॥ ৫
কো নাম স ভবেত্তস্য যমেষ ন পরিত্যজেৎ ।

অজ্ঞাতকুলশীল কোন পুরুষ সহসা তাঁহাকে কোন কথা জিজ্ঞাসা করিলে 'এই অজ্ঞাত ব্যক্তি কেন আমায় একপ জিজ্ঞাসা করিতেছে' ইত্যাদি তাঁহার মনে আশঙ্কা জন্মিবে, আর চর বলিয়া কোন প্রকারে বুঝিতে পারিলেও যে সুখলাভ-আশায় আপনার সহিত মিত্রতা করিতে আসিয়াছে, একপ অনর্থক জিজ্ঞাসিত হওয়ায় তাহাও দূষিত হইবে। রাজন্! সহসা শত্রুর মনোগত ভাব অবগত হওয়া দুঃসাধ্য; সুতরাং কিছুদিন বিভীষণের ব্যবহার দেখিলে এবং কাকু ও বাগ্‌ভঙ্গী শুনিলেই, তাহার অভিপ্রায় জানিতে পারিবেন। পরীক্ষাদ্বারা বিভীষণের বাক্যাদিতে আমি কোন অসদভিপ্রায় জানিতে পারি নাই এবং তাহার মুখেও অসন্তুষ্টির কোন চিহ্ন দেখা যায় নাই; অতএব তাহার চরিত্রের প্রতিও আমার কোন সন্দেহ নাই। মহারাজ! বিভীষণ দুষ্টস্বভাব হইলে কদাচ শঙ্কাশূন্য হইয়া সুস্থচিত্তে আপনার নিকটে আসিত না এবং তাহার কথাতেও কোন দোষ নাই; অতএব তাহার প্রতি আমার কোন সন্দেহ হইতেছে না। মনোভাব গোপন করিতে যতই চেষ্টা করুক না কেন, তাহা কোনমতেই গোপন থাকে না; কেননা মনোগত ভাব ভাল বা মন্দ আপনা হইতেই হঠাৎ প্রকাশ হইয়া পড়ে ৬০—৬৪। কার্য্যজ্ঞ! দেশকালের বিষয় বিবেচনা করিয়া কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলে, তাহা পরিণামে নিশ্চয়ই সফল হয়, অতএব বিভীষণ আপনার রাবণবধে উদ্‌যোগ এবং রাবণকে বলগর্ব্বিত ও পাপরত দেখিয়া এবং বালীকে নিহত ও সুগ্রীবকে কিষ্কিন্ধ্যারাজ্যে অভিষিক্ত শুনিয়া, যেরূপ বালীকে বধ করিয়া সুগ্রীবকে রাজ্য প্রদান করিয়াছেন, সেইরূপ রাবণকে নিধনপূর্ব্বক তাহাকেই রাজ্য প্রদান করিবেন, এই প্রত্যাশাতেই আপনার শরণাপন্ন হইয়াছে; সুতরাং তাহাকে সাদরে গ্রহণ করাই কর্ত্তব্য। ধীশালিগণের অগ্রগণ্য! আমি বিভীষণের চরিত্রের ঔদার্য্যবিষয়ে শক্ত্যনুসারে যাহা বলিলাম, সমস্তই শুনিলেন; এক্ষণে যাহা কর্ত্তব্য হয়, করুন ” ৬৫—৬৮।

অষ্টাদশ সর্গ।

পরে সর্ব্বশাস্ত্র-সুপণ্ডিত অজেয় রাম, বায়ুতনয় হনুমানের কথা শুনিয়া প্রসন্নচিত্তে প্রত্যুত্তর করিলেন, —“তোমরা আমার মঙ্গলসাধনে যত্নবান্; সুতরাং বিভীষণের বিষয়ে আমার যাহা বক্তব্য আছে, শ্রবণ কর। বিভীষণ যখন মিত্রতা করিবার জন্য আমার শরণাপন্ন হইয়াছে, তখন তাহার বহু দোষ থাকিলেও আমি তাহাকে পরিত্যাগ করিতে পারিব না; এইরূপ আচরণ সাধুগণের নিকটেও নিন্দনীয় হইবে না।’ পরে বানররাজ সুগ্রীব, রামের কথা শুনিয়া মনে মনে পুনরায় বিবেচনা করত এই শুভকর বাক্য বলিলেন। ১—৪। “এই রাক্ষস দুশ্চরিত্রই হউক আর সচ্চরিত্রই হউক, যখন ভ্রাতাকে এতাদৃশ বিপদে পতিত দেখিয়াও ফেলিয়া আসিয়াছে, তখন বিপদে পতিত

বানরাধিপতের্বাক্যং শ্রুত্বা সর্ব্বানুদীক্ষ্য তু ॥ ৬
ঈষদুৎস্ময়মানস্তু লক্ষ্মণং পুণ্যলক্ষণম্ ।
ইতি হোবাচ কাকুৎস্থো বাক্যং সত্যপরাক্রমঃ ॥ ৭
অনধীত্য চ শাস্ত্রাণি বৃদ্ধাননুপসেব্য চ ।
ন শক্যমীদৃশং বক্তুং যদুবাচ হরীশ্বরঃ ॥ ৮
অস্তি সূক্ষ্মতরং কিঞ্চিৎ যথা চ প্রতিভাতি মাম্ ।
প্রত্যক্ষং লৌকিকঞ্চাপি বর্ত্ততে সর্ব্বরাজসু ॥ ৯
অমিত্রাস্তৎকুলীনাশ্চ প্রাতিদেশ্যাশ্চ কীর্ত্তিতাঃ ।
ব্যসনেষু প্রহর্ত্তারস্তস্মাদয়মিহাগতঃ ॥ ১০
অপাপাস্তৎকুলীনাশ্চ মানয়ন্তি স্বকান্ হিতান্
এষ প্রায়ো নরেন্দ্রাণাং শঙ্কনীয়স্তু শোভনঃ ॥ ১১
যস্তু দোষস্ত্বয়া প্রোক্তো হ্যাদানেঽরিবলস্য চ ।
তত্র তে কীর্ত্তয়িষ্যামি যথাশাস্ত্রমিদং শৃণু ॥ ১২
ন বয়ং তৎকুলীনাশ্চ রাজ্যকাঙ্ক্ষী চ রাক্ষসঃ ।
পণ্ডিতা হি ভবিষ্যন্তি তস্মাদ্গ্রাহ্যো বিভীষণঃ ॥ ১৩
অব্যগ্রাশ্চ প্রহৃষ্টাশ্চ তে ভবিষ্যন্তি সঙ্গতাঃ ।
প্রণাদশ্চ মহানেষোঽন্যোন্যস্য ভয়মাগতম্ ।
ইতি ভেদং গমিষ্যন্তি তস্মাদ্গ্রাহ্যো বিভীষণঃ ॥ ১৪
ন সর্ব্বে ভ্রাতরস্তাত ভবন্তি ভরতোপমাঃ ।
মদ্বিধা বা পিতুঃ পুত্রাঃ সুহৃদো বা ভবদ্বিধাঃ ॥ ১৫
এবমুক্তস্তু রামেণ সুগ্রীবঃ সহ লক্ষ্মণঃ ।
উত্থায়েদং মহাপ্রাজ্ঞঃ প্রণতো বাক্যমব্রবীৎ ॥ ১৬
রাবণেন প্রণিহিতং তমবেহি নিশাচরম্ ।
তস্যাহং নিগ্রহং মন্যে ক্ষমং ক্ষমবতাংবর ॥ ১৭
রাক্ষসো জিহ্মযা বুদ্ধ্যা সন্দিষ্টোঽয়মিহাগতঃ
প্রহর্ত্তুং ত্বয়ি বিশ্বস্তে প্রচ্ছন্নো ময়ি বানঘ ॥ ১৮
লক্ষ্মণে বা মহাবাহো স বধ্যঃ সচিবৈঃ সহ ।
রাবণস্য নৃশংসস্য ভ্রাতা হ্যেষ বিভীষণঃ ॥ ১৯
এবমুক্ত্বা রঘুশ্রেষ্ঠং সুগ্রীবো বাহিনীপতিঃ ।

দেখিয়া বিভীষণ যাহাকে পরিত্যাগ না করিবে, আমি ত কাহাকেই তাহার এরূপ আত্মীয় দেখিতে পাই না। অতএব আমাদিগকেও বিপদাপন্ন দেখিলে সে নিশ্চয় পরিত্যাগ করিয়া যাইবে।” সত্যপরাক্রম কাকুৎস্থ রাম, বানররাজ সুগ্রীবের কথা শুনিয়া, বানরগণের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করত মৃদু হাস্যপূর্ব্বক পুণ্যলক্ষণ লক্ষ্মণকে বলিলেন, “লক্ষ্মণ। বানররাজ যাহা বলিলেন, বহুকাল বৃদ্ধগণের উপাসনা এবং শাস্ত্রসমূহ অধ্যয়ন না করিয়া, কেহই এরূপ বলিতে পারে না। সুগ্রীব, বিভীষণের ভ্রাতৃ-পরিত্যাগরূপ যে দোষের বিষয় বলিলেন, তদ্বিষয়েও নিখিল রাজগণের প্রত্যক্ষভূত, সর্ব্বলোকপ্রসিদ্ধ এবং পূর্ব্বোক্ত হইতে সূক্ষ্মতর আরও কিছু বক্তব্য আছে। পণ্ডিতগণ,—জ্ঞাতি এবং নিকটবর্ত্তী অন্যান্য রাজাকেই রাজার শত্রু বলিয়া কীর্ত্তন করেন; কেননা বিপদ্ উপস্থিত হইলে, সুবিধা পাইয়া তাহারাই বিনাশসাধনের চেষ্টা করে। এই বিভীষণও সেই উদ্দেশ্যে আমার নিকটে আসিয়াছে। ৫—১০। জ্ঞাতি যতই নিষ্পাপ হউক না কেন, নিয়ত আত্মহিতসাধনেরই চেষ্টা করে, অতএব ইহারা শুভাকাঙ্ক্ষী হইলেও নৃপতির সম্পূর্ণ ভয়ের স্থল। তোমরা শত্রুবল সংগ্রহের যে দোষ উল্লেখ করিয়াছ, আমি তদ্বিষয়েও এই নীতিশাস্ত্রসম্মত উত্তর করিতেছি, শ্রবণ কর। আমরা বিভীষণের জ্ঞাতি নহি যে, সে আমার রাজ্যলাভের জন্য আমাদিগকে বিনাশ করিবে; সে ভ্রাতার নিধন সাধন করিয়া, তাহার রাজ্যলাভ-প্রত্যাশাতেই আমার শরণ লইয়াছে। রাক্ষসগণও কার্য্যাকার্য্য-বিচারজ্ঞ পণ্ডিত হইয়া থাকে, সুতরাং তাহাকে গ্রহণ করাই কর্ত্তব্য। ইহা প্রসিদ্ধ আছে যে, ভ্রাতাগণ পরস্পর মিলিত হইয়া অব্যাকুলহৃদয়ে সন্তুষ্টচিত্তে বাস করে, কিন্তু কালক্রমে সকলেরই রাজ্যলোভলালসা বলবতী হইলে, পরস্পরের মধ্যে ভেদ জন্মে। তৎপরে জ্ঞাতিগণের যেরূপ চিরপ্রচলিত রীতি আছে তদনুসারে রণকোলাহল ও পরস্পরের শঙ্কা উপস্থিত হয়; অতএব বোধ হয়, বিভীষণ এতদিন পর্য্যন্ত রাবণের সহিত সুখে বাস করত সম্প্রতি কোন কারণবশতঃ তাহার নিধন সাধন করিয়া, তদীয় রাজ্যলাভের প্রত্যাশাতেই আমার শরণ গ্রহণ করিয়াছে; সুতরাং তাহাকে গ্রহণ করাই কর্ত্তব্য। যদি এরূপ মনে কর যে, ভরত কেন তবে রাজ্য পাইয়াও তাহা গ্রহণ করিলেন না, কিন্তু লক্ষ্মণ! পৃথিবীতে ভরতের ন্যায় লোভশূন্য ভ্রাতা, আমার ন্যায় পিতৃবাক্য-প্রতিপালক পুত্র এবং তোমার ন্যায় সুহৃদ্ নিতান্ত দুর্লভ।” রাম, লক্ষ্মণকে এই কথা বলিলে, বুদ্ধিমান্ সুগ্রীব দণ্ডায়মান হইয়া, প্রণামপূর্ব্বক বলিলেন, “ক্ষমাশীল! বোধ হয়, রাবণই এই রাক্ষসকে পাঠাইয়াছে; আমার মতে তাহাকে নিগ্রহ করাই শ্রেয়ঃ। ১১—১৭। অনঘ! এই কুটিলবুদ্ধি নিশাচর রাবণ-কর্ত্তৃক আদিষ্ট হইয়া, আমাদিগের বিশ্বাস জন্মাইয়া গুপ্তভাবে আপনার, আমার অথবা লক্ষ্মণের বিনাশ-সাধন করিবার জন্যই এস্থানে আসিয়াছে। সুতরাং নৃশংস রাবণের ভ্রাতা এই বিভীষণকে অমাত্যগণের সহিত সংহার করাই উচিত।” বক্তা-শ্রেষ্ঠ সেনাপতি সুগ্রীব, বাক্যনিপুণ রঘুনন্দন

বাক্যজ্ঞো বাক্যকুশলং ততো মৌনমুপাগমৎ ॥ ২০
সুগ্রীবস্য তু তদ্বাক্যং রামঃ শ্রুত্বা বিমৃশ্য চ।
ততঃ শুভতরং বাক্যমুবাচ হরিপুঙ্গবম্ ॥ ২১
সুদুষ্টো বাপ্যদুষ্টো বা কিমেষ রজনীচরঃ।
সূক্ষ্মমপ্যহিতং কর্ত্তুং মম শক্তঃ কথঞ্চন ॥ ২২
পিশাচান্ দানবান্ যক্ষান্ পৃথিব্যাঞ্চৈব রাক্ষসান্।
অঙ্গুল্যগ্রেণ তান্ হন্যামিচ্ছন্ হরিগণেশ্বর ॥ ২৩
শ্রূয়তে হি কপোতেন শত্রুঃ শরণমাগতঃ।
অর্চ্চিতশ্চ যথান্যায়ং স্বৈশ্চ মাংসৈর্নিমন্ত্রিতঃ ॥ ২৪
স হি তং প্রতিজগ্রাহ ভার্য্যাহর্ত্তারমাগতম্।
কপোতো বানরশ্রেষ্ঠ কিং পুনর্মদ্বিধো জনঃ ॥ ২৫
ঋষেঃ কণ্বস্য পুত্রেণ কণ্ডুনা পরমর্ষিণা।
শৃণু গাথাং পুরা গীতাং ধর্ম্মিষ্ঠাং সত্যবাদিনা ॥ ২৬
বদ্ধাঞ্জলিপুটং দীনং যাচন্তং শরণাগতম্।
ন হন্যাদানৃশংস্যার্থমপি শত্রুং পরন্তপ ॥ ২৭
আর্ত্তো বা যদি বা দৃপ্তঃ পরেষাং শরণং গতঃ।
অরিঃ প্রাণান্ পরিত্যজ্য রক্ষিতব্যঃ কৃতাত্মনা ॥ ২৮
স চেদ্ভয়াদ্বা মোহাদ্বা কামাদ্বাপি ন রক্ষতি।
স্বয়া শক্ত্যা যথান্যায়ং তৎপাপং লোকগর্হিতম্ ॥ ২৯
বিনষ্টঃ পশ্যতস্তস্য রক্ষিণঃ শরণং গতঃ।
আদায় সুকৃতং তস্য সর্ব্বং গচ্ছেদরক্ষিতঃ ॥ ৩০
এবং দোষো মহানত্র প্রপন্নানামরক্ষণে।
অস্বর্গ্যঞ্চাযশস্যঞ্চ বলবীর্য্যবিনাশনম্ ॥ ৩১
করিষ্যামি যথার্থন্তু কণ্ডোর্বচনমুত্তমম্।
ধর্ম্মিষ্ঠঞ্চ যশস্যঞ্চ স্বর্গ্যং স্যাত্তু ফলোদয়ম্ ॥ ৩২
সকৃদেব প্রপন্নায় তবাস্মীতি চ যাচতে।
অভয়ং সর্ব্বভূতেভ্যো দদাম্যেতদ্ব্রতং মম ॥ ৩৩
আনয়ৈনং হরিশ্রেষ্ঠ দত্তমস্যাভয়ং ময়া।
বিভীষণো বা সুগ্রীব যদি বা রাবণঃ স্বয়ম্ ॥ ৩৪
রাঘবস্য বচঃ শ্রুত্বা সুগ্রীবঃ প্লবগেশ্বরঃ।
প্রত্যভাষত কাকুৎস্থং সৌহার্দ্দেনাভিপূরিতঃ ॥ ৩৫

রামকে ইহা বলিয়া মৌনাবলম্বন করিলেন। ১৮—২০। রাম, সুগ্রীবের এরূপ কথা শুনিয়া ক্ষণকাল চিন্তা করত বানররাজকে এই কল্যাণপ্রদ বাক্য বলিলেন ;—"সুগ্রীব! এই রাক্ষস বিভীষণ দুষ্টই হউক আর সচ্চরিত্রই হউক, এ আমার বিন্দুমাত্র অনিষ্ট করিতে পারিবে না। কপীশ্বর! সামান্য বিভীষণের কথা দূরে থাকুক, আমি ইচ্ছা করিলে মুহূর্ত্তমধ্যেই পৃথিবীস্থ তাবৎ পিশাচ দানব, যক্ষ ও রাক্ষসগণকে অঙ্গুলির অগ্রভাগ দ্বারাই বিনাশ করিতে পারি। শরণাগতব্যক্তির প্রতি যেরূপ ব্যবহার করা উচিত, তদ্বিষয়ে একটী ইতিহাস বলিতেছি। শুনিয়াছি, কোন সময়ে জনৈক ব্যাধ কপোতের আবাসভূত এক বৃক্ষের তলদেশে উপস্থিত হয়। কপোত সেই স্বপত্নী কপোতীর অপহারক শত্রুকেও নিজের আশ্রয়ে উপস্থিত এবং শীতার্ত্ত দেখিয়া, অগ্নি আনয়নপূর্ব্বক শীত নিবারণ করত, সাধ্যানুসারে তাহার সেবা-শুশ্রূষা করিল এবং তৎপরে নিজদেহের মাংসদ্বারা ব্যাধের ক্ষুধা নিবারণ করিতেও অনুরোধ করিল। বানরশ্রেষ্ঠ সুগ্রীব! যখন তির্য্যকৃজাতি কপোতও ভার্য্যাহন্তা শরণাগত শত্রুর প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন না করিয়া, বরং যথাবিধি সৎকারই করিয়াছে, তখন আমি ক্ষত্রিয় হইয়া কিরূপে শরণাগত শত্রুর প্রতি অনাদর প্রকাশ করিব? ২১—২৫। সুগ্রীব! এতদ্বিষয়ে মহর্ষি কণ্বের পুত্র সত্যবাদী মহর্ষি কণ্ডু যে কয়েকটী ধর্ম্মসঙ্গত গাথা গান করিয়াছিলেন, তাহা শ্রবণ কর ;—"শরণাগত হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে দীনভাবে আশ্রয় ভিক্ষা করিলে, আশ্রিতরক্ষণরূপ ধর্ম্ম অনুষ্ঠানের অনুরোধে তাদৃশ শত্রুকেও বধ করিবে না। শত্রু আর্ত্তই হউক, অথবা দৃপ্তই হউক, কাতরভাবে শত্রুর শরণ গ্রহণ করিলে প্রাণপর্য্যন্ত পরিত্যাগ করিয়াও, তাহাকে রক্ষা করা ধার্ম্মিক ব্যক্তির কর্ত্তব্য। আর যদি ভয়, মোহ অথবা স্বেচ্ছাপূর্ব্বকই হউক, শক্ত্যনুসারে যথাবিধি রক্ষা না করে, তাহা হইলে পাপগ্রস্ত এবং জনসমাজেও নিন্দাভাজন হইতে হয়। এইরূপ আশ্রিত ব্যক্তিকে রক্ষা না করিলে যদ্যপি সে কোনরূপে বিনষ্ট হয়, তাহা হইলে সেই হত ব্যক্তি তাহাকে উপেক্ষা করত তদীয় সুকৃতের ফলভাগী হইয়া স্বর্গে যায়। সুগ্রীব! শরণাগতকে রক্ষা না করিলে এইরূপ মহৎ দোষ জানিবে এবং উহাতে যৎপরোনাস্তি অযশ, বলবীর্য্যনাশ ও স্বর্গগমনের পুণ্যও বিলুপ্ত হইয়া থাকে। সুতরাং আমি সেই মহর্ষি কণ্ডুর ধর্ম্মানুমোদিত, যশোবর্দ্ধন ও স্বর্গপ্রাপক সদুপদেশ বচন সকল যথাবৎ প্রতিপালন, করিব ; তাহাতে বিশেষ ফলোদয় হইবে। ২৬—৩২। অপিচ 'আমি আপনার শরণাপন্ন হইলাম' এই কথা একবার মাত্র বলিয়া আমার নিকটে আশ্রয় চাহিলে, সে যে-ই হউক না কেন, তাহাকে আশ্রয় দেওয়া আমার প্রধান সঙ্কল্প। বানরশ্রেষ্ঠ সুগ্রীব! এ ব্যক্তি যদ্যপি বিভীষণ বা স্বয়ং রাবণই হয়, তথাপি আমি অভয় দিতেছি, তুমি অবিলম্বে তাহাকে আমার নিকটে আনয়ন কর।" বানররাজ সুগ্রীব, কাকুৎস্থ রামের কথা

কিমত্র চিত্রং ধর্ম্মজ্ঞ লোকনাথশিখামণে।
যত্ত্বমার্য্যং প্রভাষেথাঃ সত্ত্ববান্ সৎপথে স্থিতঃ॥ ৩৬
মম চাপ্যন্তরাত্মায়ং শুদ্ধং বেত্তি বিভীষণম্।
অনুমানাচ্চ ভাবাচ্চ সর্ব্বতঃ সুপরীক্ষিতঃ॥ ৩৭
তস্মাৎ ক্ষিপ্রং সহাস্মাভিস্তুল্যো ভবতু রাঘব।
বিভীষণো মহাপ্রাজ্ঞঃ সখিত্বঞ্চাভ্যুপৈতু নঃ॥ ৩৮

তততু সুগ্রীববচো নিশম্য তৎ
হরীশ্বরেণাভিহিতং নরেশ্বরঃ।
বিভীষণেনাশু জগাম সঙ্গমং
পতত্রিরাজেন যথা পুরন্দরঃ॥ ৩৯

ইতি লঙ্কাকাণ্ডে অষ্টাদশঃ সর্গঃ॥ ১৮॥

একোনবিংশঃ সর্গঃ।

রাঘবেণাভয়ে দত্তে সন্নতো রাবণানুজঃ।
বিভীষণো মহাপ্রাজ্ঞো ভূমিং সমবলোকয়ৎ॥ ১
খাৎ পপাতাবনিং হৃষ্টো ভক্তৈরনুচরৈঃ সহ।
স তু রামস্য ধর্ম্মাত্মা নিপপাত বিভীষণঃ॥ ২

শুনিয়া সৌহার্দ্দভাবে পরিপূরিত হইয়া এইরূপ প্রত্যুত্তর করিলেন,—"লোকনাথ। ধর্ম্মজ্ঞ আপনি বীর্য্যবান্ ও রাজসমূহের শিরোমণিস্বরূপ; অতএব সৎপথাবলম্বন-পূর্ব্বক যে, এরূপ মঙ্গলজনক আদেশ প্রদান করিবেন, তাহাতে আশ্চর্য্য কি? পরমচতুর হনুমান,—ভাব, রূপ ও অনুমানদ্বারা বিভীষণের চরিত্র পরীক্ষা করায়, এবং আপনার এইরূপ কথা শুনিয়া আমার অন্তরাত্মাও এক্ষণে বিভীষণকে বিশুদ্ধ চরিত্র বলিয়া বোধ করিতেছে। সুতরাং রাঘব! মহাপ্রাজ্ঞ বিভীষণ আমাদের তুল্য হউক এবং অচিরে আমাদিগের সহিত তাহার মিত্রতা সংস্থাপিত হউক।" তৎপরে নরেন্দ্র রাম, সুগ্রীবের কথা শুনিয়া দেবেন্দ্র যেরূপ পক্ষিরাজ গরুড়ের সহিত সঙ্গত হইয়াছিলেন, তদ্রূপ অবিলম্বে রাক্ষসরাজ বিভীষণের সহিত মিলিত হইলেন। ৩৩—৩৯।

ঊনবিংশ সর্গ।

রঘুনন্দন রাম এইরূপে অভয় দিলে, রাবণানুজ মহাবিজ্ঞ বিভীষণ ভক্তিভাবে তাঁহাকে প্রণাম করত অবরোহণ করিবার বাসনায় পৃথিবীর প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন এবং হৃষ্টচিত্তে সচিবগণের সহিত গগন হইতে ভূমিতলে অবরোহণ করত, রামের নিকটে

পাদয়োর্নিপপাতাথ চতুর্ভিঃ সহ রাক্ষসৈঃ।
অব্রবীচ্চ তদা বাক্যং রামং প্রতি বিভীষণঃ॥ ৩
ধর্ম্মযুক্তঞ্চ যুক্তঞ্চ সাম্প্রতং সম্প্রহর্ষণম্।
অনুজো রাবণস্যাহং তেন চাস্ম্যবমানিতঃ।
ভবন্তং সর্ব্বভূতানাং শরণ্যং শরণাগতঃ॥ ৪
পরিত্যক্তা ময়া লঙ্কা মিত্রাণি চ ধনানি চ।
ভবদ্গতং হি মে রাজ্যং জীবিতঞ্চ সুখানি চ॥ ৫
তস্য তদ্বচনং শ্রুত্বা রামো বচনমব্রবীৎ।
বচসা সান্ত্বয়িত্বৈনং লোচনাভ্যাং পিবন্নিব॥ ৬
আখ্যাহি মম তত্ত্বেন রাক্ষসানাং বলাবলম্॥ ৭
এবমুক্তং তদা রক্ষো রামেণাক্লিষ্টকর্ম্মণা।
রাবণস্য বলং সর্ব্বং ব্যাখ্যাতুমুপচক্রমে॥ ৮
অবধ্যঃ সর্ব্বভূতানাং গন্ধর্ব্বোরগপক্ষিণাম্।
রাজপুত্র দশগ্রীবো বরদানাৎ স্বয়ম্ভুবঃ॥ ৯
রাবণানন্তরো ভ্রাতা মম জ্যেষ্ঠশ্চ বীর্য্যবান্।
কুম্ভকর্ণো মহাতেজাঃ শক্রপ্রতিবলো যুধি॥ ১০
রাম সেনাপতিস্তস্য প্রহস্তো যদি তে শ্রুতঃ।
কৈলাসে যেন সমরে মণিভদ্রঃ পরাজিতঃ॥ ১১
বদ্ধগোধাঙ্গুলিত্রাণো হ্যবদ্ধকবচো যুধি।
ধনুরাদায় যস্তিষ্ঠন্নদৃশ্যো ভবতীন্দ্রজিৎ॥ ১২

উপস্থিত হইলেন। পরে অপর রাক্ষস-চতুষ্টয়ের সহিত তাঁহার চরণতলে নিপতিত হইয়া, ধর্ম্ম ও যুক্তি-সম্মত এবং প্রীতিকর এই বাক্য বলিলেন,—"আমি রাবণের অনুজ সহোদর; তৎকর্ত্তৃক অবমানিত হইয়া লঙ্কা, মিত্র এবং ধনাদি সমস্ত পরিত্যাগ করত আপনাকে সর্ব্বভূতের শরণস্থল দেখিয়া শরণ লইলাম। এক্ষণে আমার জীবন সুখ ও রাজ্যলাভ সমস্তই আপনার অধীন।" রাম বিভীষণের কথা শুনিয়া প্রীতি-প্রফুল্ল-নেত্রে অবলোকন এবং মধুর বাক্যে সান্ত্বনা করত তাহাকে বলিলেন,—"বিভীষণ! তুমি রাক্ষসদিগের বলাবল সমস্ত আমার নিকটে যথার্থ বর্ণন কর। —৭। অক্লিষ্টকর্ম্মা রাম এই কথা বলিলে, রাক্ষস বিভীষণ, রাবণের বলবিস্তার বর্ণন করিতে আরম্ভ করিলেন—"রাজনন্দন! ব্রহ্মার বর প্রভাবে দশানন গন্ধর্ব্ব, উরগ এবং পক্ষী প্রভৃতি সকল ভূতেরই অবধ্য! রাবণের কনিষ্ঠ বীর্য্যবান্ মহাতেজস্বী এবং যুদ্ধে দেবরাজের ন্যায় কুম্ভকর্ণনামক আমার এক জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা আছেন। রাঘব! শুনিয়া থাকিবেন, কৈলাস পর্ব্বতে সমরে যে মণিভদ্রকেও পরাজিত করিয়াছিল, সেই প্রহস্ত রাবণের সেনাপতি; ইন্দ্রজিৎ কবচবিহীন হইয়াও অঙ্গুলিমাত্র ধারণ করি-

সংগ্রামে সুমহদ্‌ব্যূহে তর্পয়িত্বা হুতাশনম্
অন্তর্দ্ধানগতঃ শত্রূনিন্দ্রজিদ্ধন্তি রাঘব ॥ ১৩
মহোদরমহাপার্শ্বৌ রাক্ষসশ্চাপ্যকম্পনঃ।
অনীকপাস্তু তস্যৈতে লোকপালসমা যুধি ॥ ১৪
দশকোটিসহস্রাণি রক্ষসাং কামরূপিণাম্।
মাংসশোণিতভক্ষাণাং লঙ্কাপুরনিবাসিনাম্ ॥ ১৫
স তৈস্তু সহিতো রাজা লোকপালানযোধয়ৎ।
সহ দেবৈস্তু তে ভগ্না রাবণেন দুরাত্মনা ॥ ১৬
বিভীষণস্য তু বচস্তচ্ছ্রুত্বা রামসত্তমঃ।
অথাক্ষ্য মনসা সর্ব্বমিদং বচনমব্রবীৎ ॥ ১৭
যানি কর্ম্মাপদানানি রাবণস্য বিভীষণ।
আখ্যাতানি চ তত্ত্বেন হ্যবগচ্ছামি তান্যহম্ ॥ ১৮
অহং হত্বা দশগ্রীবং সপ্রহস্তং সহাত্মজম্।
রাজানং ত্বাং করিষ্যামি সত্যমেতচ্ছৃণোতু মে ॥ ১৯
রসাতলং বা প্রবিশেৎ পাতালং বাপি রাবণঃ।
পিতামহসকাশং বা ন মে জীবন্ বিমোক্ষ্যতে ॥ ২০
অহত্বা রাবণং সংখ্যে সপুত্রজনবান্ধবম্।
অযোধ্যাং ন প্রবেক্ষ্যামি ত্রিভিস্তৈর্ভ্রাতৃভিঃ শপে ॥ ২১
শ্রুত্বা তু বচনং তস্য রামস্যাক্লিষ্টকর্ম্মণঃ।
শিরসা বন্দ্য ধর্ম্মাত্মা বক্তুমেব প্রচক্রমে ॥ ২২
রাক্ষসানাং বধে সাহ্যং লঙ্কায়াশ্চ প্রধর্ষণে।
করিষ্যামি যথাপ্রাণং প্রবেক্ষ্যামি চ বাহিনীম্ ॥ ২৩
ইতি ব্রুবাণং রামস্তু পরিষ্বজ্য বিভীষণম্।
অব্রবীল্লক্ষ্মণং প্রীতঃ সমুদ্রাজ্জলমানয় ॥ ২৪
তেন চেমং মহাপ্রাজ্ঞমভিষিঞ্চ বিভীষণং।
রাজানং রক্ষসাং ক্ষিপ্রং প্রসন্নে ময়ি মানদ ॥ ২৫
এবমুক্তস্তু সৌমিত্রিরভ্যষিঞ্চদ্বিভীষণম্।
মধ্যে বানরমুখ্যানাং রাজানং রামশাসনাৎ ॥ ২৬
তং প্রসাদং তু রামস্য দৃষ্ট্বা সদ্যঃ প্লবঙ্গমাঃ।
প্রচুক্রুশুর্মহাত্মানং সাধু সাধ্বিতি চাব্রুবন্ ॥ ২৭
অব্রবীচ্চ হনূমাংশ্চ সুগ্রীবশ্চ বিভীষণম্।
কথং সাগরমক্ষোভ্যং তরাম বরুণালয়ম্ ॥ ২৮
সৈন্যৈঃ পরিবৃতাঃ সর্ব্বে বানরাণাং মহৌজসাম্।
উপায়ৈরভিগচ্ছাম যথা নদনদীপতিম্।
তরাম তরসা সর্ব্বে সসৈন্যা বরুণালয়ম্ ॥ ২৯
এবমুক্তস্তু ধর্ম্মাত্মা প্রত্যুবাচ বিভীষণঃ।
সমুদ্রং রাঘবো রাজা শরণং গন্তুমর্হতি ॥ ৩০
খানিতঃ সগরেণায়মপ্রমেয়ো মহোদধিঃ।

যাই, ধনুর্ব্বাণ হস্তে রণভূমিতে অবস্থান করে এবং ইচ্ছানুসারে অদৃশ্যও হইতে পারে। রাঘব! ইন্দ্রজিৎ যজ্ঞে হুতাশনের তৃপ্তি সাধনপূর্ব্বক সুমহৎ ব্যূহবিশিষ্ট রণক্ষেত্রে অদৃশ্য হইয়া, অন্তরীক্ষ হইতে শত্রুগণকে নিধন করিয়া থাকে। যুদ্ধে লোকপালগণের ন্যায় বিক্রমশালী মহোদর, মহাপার্শ্ব ও অকম্পন প্রভৃতি রাক্ষসগণ তাহার সেনাপতি। দুরাত্মা রাক্ষসরাজ রাবণ,—কামরূপী মাংসশোণিতভোজী লঙ্কাবাসী দশ সহস্রকোটি রাক্ষস-সেনায় পরিবৃত হইয়া, লোকপালগণের সহিত যুদ্ধ করত দেবগণের সহিত তাঁহাদিগকে পরাস্ত করিয়াছে।” ৮—১৬। রঘুসত্তম রাম, বিভীষণের সেই কথা শুনিয়া, মনে মনে সমস্ত পর্য্যালোচনাপূর্ব্বক বলিলেন, “বিভীষণ! তুমি রাবণের বলবীর্য্যাদির বিষয় যাহা বলিলে, সমস্তই সত্য বলিয়া অনুমান হইতেছে। কিন্তু সে যাহা হউক, তুমি নিশ্চয় জানিও, আমি প্রহস্ত ও ইন্দ্রজিতের সহিত রাবণকে নিহত করিয়া তোমাকে রাজা করিব। যদ্যপি রাবণ রসাতল, পাতাল অথবা ব্রহ্মার আশ্রয় গ্রহণ করে, তথাপি জীবিত অবস্থায় আমার হস্তে মুক্তি পাইবে না। আমি লক্ষ্মণাদি ভ্রাতৃত্রয়ের শপথ করিয়া বলিতেছি, পুত্র ও বন্ধুবান্ধবগণের সহিত রাবণকে বধ না করিয়া, অযোধ্যায় ফিরিয়া যাইব না। ১৭—২১। ধর্ম্মাত্মা বিভীষণ, অক্লিষ্টকর্ম্মা রামের কথা শুনিয়া বিনত-মস্তকে তাঁহার পদদ্বয় বন্দনাপূর্ব্বক পুনর্ব্বার বলিতে লাগিলেন,—“আমি সৈন্যমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া রাক্ষসগণের বধ ও লঙ্কার প্রধর্ষণবিষয়ে যথাশক্তি আপনার সাহায্য করিব।” বিভীষণ ইহা বলিলে, রাম প্রীত হইয়া তাঁহাকে আলিঙ্গনপূর্ব্বক লক্ষ্মণকে বলিলেন, “মানদ! আমি বিভীষণের প্রতি প্রীত হইয়াছি, সুতরাং তুমি শীঘ্র সমুদ্র হইতে বারি আনয়ন করিয়া, এই মহাপ্রাজ্ঞ বিভীষণকে রাক্ষসরাজ্যে অভিষেক কর।” ২২—২৫। রাম এইরূপ আজ্ঞা করিলে, সুমিত্রাপুত্র লক্ষ্মণ, রামের আদেশক্রমে বানরযূথপতিগণের মধ্যে বিভীষণকে রাজপদে অভিষিক্ত করিলেন। তখন বানরগণ বিভীষণের প্রতি রামের তাদৃশ প্রসন্নতা দেখিয়া কিলকিলা শব্দে মহাত্মা বিভীষণকে সাধুবাদ প্রদান করিতে লাগিল। পরে হনুমান্ ও সুগ্রীব, বিভীষণকে বলিলেন,—রাক্ষসরাজ! আমরা কিরূপে এই অক্ষোভ্য বরুণালয় মহাসাগর পার হইব? আমরা যে উপায়ে মহাবল বানর-সেনায় পরিবৃত হইয়া, এই নদনদীপতি বরুণালয় অচিরে উত্তীর্ণ হইতে পারি, তাহার চেষ্টা করুন।” ২৯। শুনিয়া ধর্ম্মাত্মা বিভীষণ বলিলেন,—রঘুনন্দন মহারাজ রাম সমুদ্রের শরণাপন্ন হউন। তাহা হইতে এই অপ্রমেয় মহামতি মহাসমুদ্র

কর্তুমর্হতি রামস্য জ্ঞাতেঃ কার্য্যং মহামতিঃ ॥ ৩১
এবং বিভীষণেনোক্তং রাক্ষসেন বিপশ্চিতা
আজগামাথ সুগ্রীবো যত্র রামঃ সলক্ষ্মণঃ ॥ ৩২
ততশ্চাখ্যাতুমারেভে বিভীষণবচঃ শুভম্।
সুগ্রীবো বিপুলগ্রীবঃ সাগরস্যোপবেশনম্ ॥ ৩৩
প্রকৃত্যা ধর্ম্মশীলস্য রাঘবস্যাপ্যরোচত।
স লক্ষ্মণং মহাতেজাঃ সুগ্রীবঞ্চ হরীশ্বরম্ ॥ ৩৪
সৎক্রিয়ার্থং ক্রিয়াদক্ষং স্মিতপূর্ব্বমভাষত।
বিভীষণস্য মন্ত্রোঽয়ং মম লক্ষ্মণ রোচতে ॥ ৩৫
সুগ্রীবঃ পণ্ডিতো নিত্যং ভবান্ মন্ত্রবিচক্ষণঃ।
উভাভ্যাং সম্প্রধার্য্যার্থং রোচতে যত্তদুচ্যতাম্ ॥ ৩৬
এবমুক্তৌ ততো বীরাবুভৌ সুগ্রীবলক্ষ্মণৌ।
সমুদাচারসংযুক্তমিদং বচনমূচতুঃ ॥ ৩৭
কিমর্থং নৌ নরব্যাঘ্র ন রোচিষ্যতি রাঘব।
বিভীষণেন যত্তূক্তমস্মিন্ কালে সুখাবহম্ ॥ ৩৮
অবদ্ধা সাগরে সেতুং ঘোরেঽস্মিন্ বরুণালয়ে।
লঙ্কা নাসাদিতুং শক্যা সেন্দ্রৈরপি সুরাসুরৈঃ ॥ ৩৯
বিভীষণস্য শূরস্য যথার্থং ক্রিয়তাং বচঃ।
অলং কালাত্যয়ং কৃত্বা সাগরায় নিযুজ্যতাম্।
যথা সৈন্যেন গচ্ছামঃ পুরীং রাবণপালিতাম্ ॥ ৪০
এবমুক্তঃ কুশাস্তীর্ণে তীরে নদনদীপতেঃ।
সংবিবেশ তদা রামো বেদ্যামিব হুতাশনঃ ॥ ৪১

ইতি লঙ্কাকাণ্ডে একোনবিংশঃ সর্গঃ ॥ ১৯ ॥

বিংশঃ সর্গঃ।

ততো নিবিষ্টাং ধ্বজিনীং সুগ্রীবেণাভিপালিতাম্।
দদর্শ রাক্ষসোঽভ্যেত্য শার্দ্দূলো নাম বীর্য্যবান্ ॥ ১
চারো রাক্ষসরাজস্য রাবণস্য দুরাত্মনঃ।
তাং দৃষ্ট্বা সর্ব্বতো ব্যগ্রং প্রতিগম্য স রাক্ষসঃ।
প্রবিশ্য লঙ্কাং বেগেন রাজানমিদমব্রবীৎ ॥ ২
এষ বৈ বানরর্ক্ষৌঘো লঙ্কাং সমভিবর্ত্ততে।
অগাধশ্চাপ্রমেয়শ্চ দ্বিতীয় ইব সাগরঃ ॥ ৩
পুত্রৌ দশরথস্যেমৌ ভ্রাতরৌ রামলক্ষ্মণৌ।
উত্তমৌ রূপসম্পন্নৌ সীতায়াঃ পদমাগতৌ ॥ ৪
এতৌ সাগরমাসাদ্য সন্নিবিষ্টৌ মহাদ্যুতী।
বলমাকাশমাবৃত্য সর্ব্বতো দশযোজনম্ ॥ ৫
তত্ত্বভূতং মহারাজ ক্ষিপ্রং বেদিতুমর্হসি ॥ ৬

আপনার সমর হইতে উৎপত্তির কারণ রামকে আপন জ্ঞাতি বিবেচনা করিয়া, অবশ্যই তাঁহার কার্য্য সাধন করিবেন।" বানররাজ সুগ্রীব পণ্ডিত-বর রাক্ষস বিভীষণের এই কথা শুনিয়া লক্ষ্মণের সহিত রামচন্দ্রের নিকটে আসিলেন। ২৬—৩২। তৎপরে মহাগ্রীব সুগ্রীব, বিভীষণ-কথিত সমুদ্রোপাসনা-বিষয়ক সেই শুভকর বাক্য সকল যথাযথ নিবেদন করিলে, সহজ ধার্ম্মিক মহাতেজস্বী রামও তাহাতে অনুমোদন করিলেন এবং মৃদুহাস্য-পূর্ব্বক বিভীষণের সম্মান-বর্দ্ধনের জন্য ক্রিয়াদক্ষ লক্ষ্মণ ও বানররাজ সুগ্রীবকে বলিলেন,—লক্ষ্মণ! বিভীষণের এই মন্ত্রণাই আমার মনোমত। সুগ্রীব তুমি পণ্ডিত এবং মন্ত্রণানিপুণ, সুতরাং উভয়ে পরামর্শ করিয়া তোমাদের যাহা অভিমত হয়, প্রকাশ কর। ৩৩—৩৬। তৎপরে বীরবর লক্ষ্মণ ও সুগ্রীব এইরূপ উক্ত হইয়া, সমাদরে এই কথা বলিলেন "নরশার্দ্দূল রঘুনন্দন রাম! বিভীষণ যে কালোচিত সুখজনক বাক্য বলিয়াছেন, তাহা আমাদের অভিমত না হইবে কেন? নরবর রাঘব! এই ভীষণ বরুণালয় সমুদ্রের উপর সেতু বন্ধন না করিয়া ইন্দ্রাদি দেবগণ অথবা অসুরগণও লঙ্কাপুরীতে উপস্থিত হইতে পারেন না, সুতরাং আর কালবিলম্বে প্রয়োজন নাই, সত্বরে মহাত্মা বিভীষণের বাক্যপালনে তৎপর হইয়া সমুদ্রের শরণাগত হউন এবং যাহাতে আমরা সসৈন্যে রাবণরক্ষিত লঙ্কাপুরীতে প্রবেশ করিতে পারি, তাহার চেষ্টা করুন।" ইহা শুনিয়া রামচন্দ্র বেদিমধ্যে হুতাশনের ন্যায়, সমুদ্রতীরে কুশাসন বিস্তীর্ণ করিয়া উপবিষ্ট হইলেন। ৩৭—৪১।

বিংশ সর্গ।

পরে দুরাত্মা রাক্ষসরাজ রাবণের চর শার্দ্দূলনামক জনৈক মহাবল পরাক্রান্ত রাক্ষস, তথায় আসিয়া, সাগরতীরে সন্নিবিষ্ট সুগ্রীবপালিত সেই বানরসৈন্য দেখিয়া ব্যগ্রভাবে তৎক্ষণাৎ লঙ্কায় প্রতিগমন করিয়া, রাক্ষসরাজকে বলিল, "রাক্ষসরাজ! দ্বিতীয় সাগরের ন্যায় অগাধ এবং অপ্রমেয় বানরসমূহ লঙ্কার নিকট-বর্ত্তী হইয়াছে। পরম রূপবান্ মহাপুরুষ মহাদ্যুতি দশরথাত্মজ রাম ও লক্ষ্মণ, উভয় ভ্রাতাই সীতার উদ্ধারের জন্য সাগর-তীরে অবস্থান করিতেছেন। মহারাজ! তাঁহার সৈন্যগণ দশযোজন-পরিমিত ভূভাগ এবং আকাশমণ্ডল আচ্ছন্ন করিয়া অবস্থান করিতেছে। সুতরাং মহারাজ। এক্ষণে যাহা উচিত প্রতিবিধান হয় করুন। মহারাজ! দূতগণদ্বারা অবিলম্বে সকল

তব দূতো মহারাজ ক্ষিপ্রমর্হসি বোদ্ধুম্।
উপপ্রদানং সান্ত্বং বা ভেদো বাত্র প্রযুজ্যতাম্॥ ৭
শার্দূলস্য বচঃ শ্রুত্বা রাবণো রাক্ষসেশ্বরঃ।
উবাচ সহসা ব্যগ্রঃ সম্প্রধার্য্যার্থমাত্মনঃ।
শুকং নাম তদা রক্ষো বাক্যমর্থবিদাং বরম্॥ ৮
সুগ্রীবং ক্রূহি গত্বাশু রাজানং বচনান্মম।
যথাসন্দেশমক্লীবং শ্লক্ষ্ণয়া পরয়া গিরা॥ ৯

ত্বং বৈ মহারাজকুলপ্রসূতো
মহাবলশ্চর্ক্ষরজঃ সুতশ্চ।
ন কশ্চনার্থস্তব নাস্ত্যনর্থ-
স্তথাপি মে ভ্রাতৃসমো হরীশ॥ ১০

অহং যদ্যহরং ভার্য্যাং রাজপুত্রস্য ধীমতঃ।
কিং তত্র তব সুগ্রীব কিষ্কিন্ধ্যাং প্রতিগম্যতাম্॥ ১১
নহীয়ং হরিভির্লঙ্কা প্রাপ্তুং শক্যা কথঞ্চন।
দেবৈরপি সগন্ধর্ব্বৈঃ কিং পুনর্নরবানরৈঃ॥ ১২
স তদা রাক্ষসেন্দ্রেণ সন্দিষ্টো রজনীচরঃ।
শুকো বিহঙ্গমো ভূত্বা তূর্ণমাপ্লুত্য চাম্বরম্॥ ১৩
স গত্বা দূরমধ্বানমুপর্য্যুপরি সাগরম্।
স স্থিতো হ্যম্বরে বাক্যং সুগ্রীবমিদমব্রবীৎ॥ ১৪
সর্ব্বমুক্তং যথাদিষ্টং রাবণেন দুরাত্মনা।
তং প্রাপয়ন্তং বচনং তূর্ণমাপ্লুত্য বানরাঃ।
প্রাপদ্যন্ত তদা ক্ষিপ্রং লোপ্তুং হন্তুঞ্চ মুষ্টিভিঃ॥ ১৫
স তৈঃ প্লবঙ্গৈঃ প্রসভং নিগৃহীতো নিশাচরঃ।
গগনাদ্ভূতলে চাশু প্রতিগৃহ্যাবতারিতঃ॥ ১৬
বানরৈঃ পীড্যমানস্তু শুকো বচনমব্রবীৎ॥ ১৭
ন দূতান্ ঘ্নন্তি কাকুৎস্থ বার্য্যন্তাং সাধু বানরাঃ।
যস্তু হিত্বা মতং ভর্ত্তুঃ স্বমতং সম্প্রধারয়েৎ।
অনুক্তবাদী দূতঃ সন স দূতো বধমর্হতি॥ ১৮
শুকস্য বচনং রামঃ শ্রুত্বা তু পরিদেবিতম্।
উবাচ মা বধিষ্টেতি ঘ্নতঃ শাখামৃগর্ষভান্॥ ১৯
স চ পত্রলঘুর্ভূত্বা হরিভির্দর্শিতে ভয়ে।
অন্তরিক্ষে স্থিতো ভূত্বা পুনর্ব্বচনমব্রবীৎ॥ ২০
সুগ্রীব সত্ত্বসম্পন্ন মহাবলপরাক্রম।
কিং ময়া খলু বক্তব্যো রাবণো লোকরাবণঃ॥ ২১

স এবমুক্তঃ প্লবগাধিপস্তদা
প্লবঙ্গমানামৃষভো মহাবলঃ।

বিষয় জানা কর্ত্তব্য, পরে পরামর্শানুসারে সীতাকে প্রত্যর্পণ, সন্ধি বা ভেদসাধন যাহা যুক্তিসঙ্গত হয়, করিবেন। ১—৭। রাক্ষসেশ্বর রাবণ, শার্দূলের কথা শুনিয়া, আপনার তৎকালোচিত কার্য্য অবধারণ করত, শুকনামক একজন কার্য্যজ্ঞ রাক্ষসকে ব্যগ্রভাবে বলিলেন, "শুক! তুমি আমার বাক্যানুসারে, অবিলম্বে সুগ্রীবের নিকটে যাও এবং আমি যাহা বলিতেছি, তাহার কিঞ্চিন্মাত্রও ব্যতিক্রম না করিয়া অকাতরমনে মধুর কথায় সেই বানররাজকে বলিও,—'বানরেশ্বর! তুমি রামের সাহায্য করিলে, তাহাতে কোনরূপ সম্পদ্বৃদ্ধির সম্ভাবনা এবং না করিলেও কোন বিপদ্ ঘটিবার ভয় নাই; বিশেষতঃ তুমি মহারাজকুল-প্রসূত বানররাজ ঋক্ষরাজার পুত্র এবং নিজেও অসীম বলবান্; সুতরাং আমার ভ্রাতৃতুল্য; অতএব সুগ্রীব! আমি ধীমান্ দশরথনন্দন রামের পত্নীকে হরণ করিয়া আনিয়াছি, তাহাতে তোমার ক্ষতি কি? এজন্য কিষ্কিন্ধ্যায় ফিরিয়া যাওয়াই তোমার উচিত হইতেছে। তুমি নিশ্চয় জানিও, তোমার বানরগণ কদাচ লঙ্কায় আসিতে পারিবে না। সুগ্রীব! নরবানরের ত কথাই নাই, দেবতাগণ ও গন্ধর্ব্বগণ মিলিত হইলেও লঙ্কায় প্রবেশ করিতে পারিবে না।" ৮—১২। রাক্ষস শুক, রাক্ষসরাজের এইরূপ আদেশ শুনিয়া পক্ষিরূপ ধারণপূর্ব্বক ত্বরায় আকাশে উঠিল। পরে সাগরের উপরিস্থ আকাশমার্গে বহুদূর অতিক্রম করত আকাশস্থিত হইয়াই সুগ্রীবকে, দুরাত্মা রাবণ যেরূপ আদেশ করিয়াছিল, সেইরূপ সমস্ত কথা বলিল। রাক্ষস শুক এই কথা বলিলে বানরগণ তাহাকে লক্ষ্য করত তৎক্ষণাৎ আকাশে উত্থিত হইয়া, কেহ বা ছেদন করিতে উদ্যত হইল এবং কেহ বা তাহাকে বধের জন্য মুষ্টি-প্রহার আরম্ভ করিল। বানরগণ, নিশাচর শুকের এইরূপ দুর্দ্দশা করিয়া, তাহাকে বলপূর্ব্বক আকাশ হইতে ভূতলে পাতিত করিলে, সে যৎপরোনাস্তি পীড়িত হইয়া বলিতে লাগিল; "কাকুৎস্থ! দূতদিগকে বধ করা উচিত নহে, সুতরাং আপনি এই বানরগণকে নিবারণ করুন। যে দূত আপনাকে রক্ষা করিবার জন্য প্রভুর আজ্ঞা গোপন করত কালোচিত স্বমত-কল্পিত অন্যরূপ বাক্য বলে, মহারাজ! সেইরূপ দূতই বধের যোগ্য। ১৩—১৮। পরে রাম শুকের বাক্য এবং বিলাপ শুনিয়া বানরযূথপতিগণকে 'তোমরা উহাকে মারিও না' বলিয়া প্রহার করিতে নিষেধ করিলেন। রামের আদেশ শুনিয়া বানরগণ অভয় প্রদান করিলে, শুক আকাশে উত্থিত হইয়া, পুনর্ব্বার বলিতে লাগিল, "মহাবলপরাক্রম-সত্ত্বসম্পন্ন সুগ্রীব! আমি লঙ্কায় প্রতিগমন করিয়া লোকরাবণ রাবণকে কি উত্তর দিব, তাহা আমাকে বলিয়া দাও।" বানরগণের অধিপতি মহাবল

উবাচ বাক্যং রজনীচরস্য বৈ
চারং শুকং দীনমদীনসত্ত্বঃ ॥ ২২
ন মেঽসি মিত্রং ন তথানুকম্প্যো
ন চোপকর্ত্তাসি ন মে প্রিয়োঽসি ।
অরিশ্চ রামস্য সহানুবন্ধ-
স্ততোঽসি বালীব বধার্হবধ্যঃ ॥ ২৩
নিহন্ম্যহং ত্বাং সসুতং সবন্ধুং
সজ্ঞাতিবর্গং রজনীচরেশ ।
লঙ্কাঞ্চ সর্ব্বাং মহতা বলেন
সর্ব্বৈঃ করিষ্যামি সমেত্য ভস্ম ॥ ২৪
ন মোক্ষ্যসে রাবণ রাঘবস্য
সর্ব্বৈঃ সহেন্দ্রৈরপি মূঢ় গুপ্তঃ ।
অন্তর্হিতঃ সূর্য্যপথং গতোঽপি
তথৈব পাতালমনুপ্রবিষ্টঃ ।
গিরীশপাদাম্বুজসঙ্গতো বা
হতোঽসি রামেণ সহানুজস্ত্বম্ ॥ ২৫
তস্য তে ত্রিষু লোকেষু ন পিশাচং ন রাক্ষসম্ ।
ত্রাতারং নানুপশ্যামি ন গন্ধর্ব্বং ন চাসুরম্ ॥ ২৬
অবধীস্ত্বং জরাবৃদ্ধং গৃধ্ররাজং জটায়ুষম্ ।
কিং নু তে রামসান্নিধ্যে সকাশে লক্ষ্মণস্য চ ।
হৃতা সীতা বিশালাক্ষী যাং ত্বং গৃহ্য ন বুধ্যসে ॥ ২৭
মহাবলং মহাত্মানং দুরাধর্ষং সুরৈরপি ।
ন বুধ্যসে রঘুশ্রেষ্ঠং যস্তে প্রাণান্ হরিষ্যতি ॥ ২৮
ততোঽব্রবীদ্বালিসুতস্ত্বঙ্গদঃ কপিসত্তমঃ ।
নায়ং দূতো মহাপ্রাজ্ঞ চারকঃ প্রতিভাতি মে ॥ ২৯
তুলিতং হি বলং সর্ব্বমনেনাত্রৈব তিষ্ঠতা ।
গৃহ্যতাং মাগমল্লঙ্কামেতদ্ধি মম রোচতে ॥ ৩০
ততো রাজ্ঞা সমাদিষ্টাঃ সমুৎপত্য বলীমুখাঃ ।
জগৃহুশ্চ ববন্ধুশ্চ বিলপন্তমনাথবৎ ॥ ৩১
শুকস্তু বানরৈশ্চণ্ডৈস্তত্র তৈঃ সম্প্রপীড়িতঃ ।
ব্যাচুক্রোশ মহাত্মানং রামং দশরথাত্মজম্ ।
লুপ্যেতে মে বলাৎ পক্ষৌ ভিদ্যেতে মে তথাক্ষিণী ॥ ৩২
যাঞ্চ রাত্রিং মরিষ্যামি জায়ে রাত্রিঞ্চ যামহম্ ।
এতস্মিন্নন্তরে কালে যন্ময়া হ্যশুভং কৃতম্ ।
সর্ব্বং তদুপপদ্যেথা জহ্যাং চেদ্যদি জীবিতম্ ॥ ৩৩
নাঘাতয়ত্তদা রামঃ শ্রুত্বা তৎপরিদেবিতম্ ।
বানরানব্রবীদ্রামো মুচ্যতাং দূত আগতঃ ॥ ৩৪

ইতি লঙ্কাকাণ্ডে বিংশঃ সর্গঃ ॥ ২০ ॥

অদীনসত্ত্ব বানরেশ্বর সুগ্রীব, শুককর্ত্তৃক এইরূপ জিজ্ঞাসিত হইয়া, রাক্ষসরাজ রাবণকে বলিবার জন্য দীনভাবাপন্ন রাক্ষসচর শুককে বলিলেন। ১৯—২২। "শুক! তুমি রাবণকে বলিবে—"রাবণ! তুমি আমার মিত্র, উপকারী, প্রিয় অথবা দয়ার পাত্র নহ, প্রত্যুত রামের শত্রু, আমারও শত্রু, অতএব পুত্রাদির সহিত তোমাকেও বালীর ন্যায় বধ করা উচিত। রাক্ষসনাথ! আমি সত্বর সুমহৎ সৈন্যের সহিত লঙ্কায় উপস্থিত হইয়া পুত্র, জ্ঞাতি এবং বন্ধুবর্গের সহিত তোমাকে বিনাশ করিয়া তোমার লঙ্কাপুরীকেও ভস্মসাৎ করিয়া ফেলিব। রাবণ! যদ্যপি ইন্দ্রাদি সমুদয় দেবগণও তোমাকে রক্ষা করেন, কিংবা তুমি সূর্য্যপথে লুক্কায়িত হও অথবা পাতালে প্রবেশ কিংবা গিরীশপদে আশ্রয় লও, তথাপি রামচন্দ্রের হস্ত হইতে মুক্তি লাভ করিতে পারিবে না; তুমি অনুজগণের সহিত নিহত হইয়াছ জানিবে। আমি ত্রিভুবনে পিশাচ, রাক্ষস, গন্ধর্ব্ব ও অসুরগণের মধ্যে এরূপ কাহাকেও দেখিতে পাই না, যে তোমাকে রক্ষা করিতে পারে। তুমি জরাগ্রস্ত বৃদ্ধ গৃধ্ররাজ জটায়ুকে বধ করিয়া, আপনাকে বলশালী মনে করিও না। তোমার বল থাকিলে, তুমি কি রাম ও লক্ষ্মণের অসাক্ষাতে চোরের ন্যায়, জানকীকে হরণ করিয়া আনিতে? রাবণ! যিনি তোমার প্রাণ সংহার করিবেন, তুমি সেই দেবগণেরও দুর্দ্ধর্ষ মহাত্মা মহাবল রঘুশ্রেষ্ঠ রামকে চেন না, সেইজন্য এরূপ কার্য্য করিয়াছ।" ২৩—২৮। তৎপরে কপিসত্তম বালিতনয় অঙ্গদ বলিলেন, "মহাপ্রাজ্ঞ! এ রাক্ষস রাবণের দূত নহে, কিন্তু গুপ্তচর বলিয়া বোধ হইতেছে। এই রাক্ষস এস্থানে থাকিয়া আপনার বলাদি সমস্ত পরীক্ষা করিয়াছে; সুতরাং ইহাকে লঙ্কায় ফিরিয়া যাইতে না দিয়া আমার বিবেচনায় অবরুদ্ধ করা কর্ত্তব্য।" তদনন্তর বানরপতি সুগ্রীব আদেশ দিলে বানরগণ ঊর্দ্ধে লম্ফ প্রদানপূর্ব্বক, সে অনাথের ন্যায় বিলাপ করিতে থাকিলেও, তাহাকে ধরিয়া বন্ধন করিল। ২৯—৩১। প্রচণ্ড বানরগণ-কর্ত্তৃক শুক অতিমাত্র পীড়িত হইয়া, দশরথতনয় মহাত্মা রামকে চীৎকারসহকারে বলিতে লাগিল, "রঘুনন্দন! বানরগণ বলপূর্ব্বক আমার পক্ষচ্ছেদন এবং চক্ষু উৎপাটন করিতে উদ্যত হইয়াছে; আপনি ইহাদিগকে নিবারণ করুন; নতুবা ইহাতে যদ্যপি আমার জীবন যায়, তাহা হইলে আমি জন্মগ্রহণ-কাল হইতে মৃত্যুকালপর্য্যন্ত যত দিন পাপ করিয়াছি আপনিই তাহার ফল ভোগ করিবেন।" রাম তাহার এই বিলাপ শুনিয়া বানরকে আঘাত করিতে নিষেধ

একবিংশঃ সর্গঃ।

ততঃ সাগরবেলায়াং দর্ভানাস্তীর্য্য রাঘবঃ।
অঞ্জলিং প্রাঙ্মুখঃ কৃত্বা প্রতিশিশ্যে মহোদধেঃ॥ ১
বাহুং ভুজগভোগাভমুপধায়ারিসূদনঃ।
জাতরূপময়ৈশ্চৈব ভূষণৈর্ভূষিতং পুরা॥ ২
মণিকাঞ্চনকেয়ূরমুক্তাপ্রবরভূষণৈঃ।
ভুজৈঃ পরমনারীণামভিমৃষ্টমনেকধা॥ ৩
চন্দনাগুরুভিশ্চৈব পুরস্তাদভিসেবিতম্।
বালসূর্য্যপ্রকাশৈশ্চ চন্দনৈরুপশোভিতম্॥ ৪
শয়নে চোত্তমাঙ্গেন সীতায়াঃ শোভিতং পুরা।
তক্ষকস্যেব সম্ভোগং গঙ্গাজলনিষেবিতম্॥ ৫
সংযুগে যুগসঙ্কাশং শত্রূণাং শোকবর্দ্ধনম্।
সুহৃদাং নন্দনং দীর্ঘং সাগরান্তব্যপাশ্রয়ম্॥ ৬
অস্যতা চ পুনঃ সব্যং জ্যাঘাতবিগতত্বচম্।
দক্ষিণো দক্ষিণং বাহুং মহাপরিঘসন্নিভম্॥ ৭
গোসহস্রপ্রদাতারমুপধায় ভুজোত্তমম্।
অদ্য মে মরণং বাপি তরণং সাগরস্য বা॥ ৮
ইতি রামো মতিং কৃত্বা মহাবাহুর্মহোদধিম্।
অধিশিশ্যে চ বিধিবৎ প্রযতোহত্র স্থিতো মুনিঃ॥ ৯
তস্য রামস্য সুপ্তস্য কুশাস্তীর্ণে মহীতলে।
নিয়মাদপ্রমত্তস্য নিশাস্তিস্রোঽভিজগ্মতুঃ॥ ১০
স ত্রিরাত্রোষিতস্তত্র নয়জ্ঞো ধর্ম্মবৎসলঃ।
উপাসত তদা রামঃ সাগরং সরিতাং পতিম্॥ ১১
ন চ দর্শয়তে রূপং মন্দো রামস্য সাগরঃ।
প্রযতেনাপি রামেণ যথার্হমপি পূজিতঃ॥ ১২
সমুদ্রস্য ততঃ ক্রুদ্ধো রামো রক্তান্তলোচনঃ।
সমীপস্থমুবাচেদং লক্ষ্মণং শুভলক্ষণম্॥ ১৩
অবলেপঃ সমুদ্রস্য ন দর্শয়তি যঃ স্বয়ম্।
প্রশমশ্চ ক্ষমা চৈব আর্জ্জবং প্রিয়বাদিতা।
অসমর্থ্যং ফলন্ত্যেতে নির্গুণেষু সতাং গুণাঃ॥ ১৪
আত্মপ্রশংসিনং দুষ্টং ধৃষ্টং বিপরিধাবকম্।
সর্ব্বত্রোৎসৃষ্টদণ্ডঞ্চ লোকঃ সৎকুরুতে নরম্॥ ১৫
ন সাম্না শক্যতে কীর্ত্তির্ন সাম্না শক্যতে যশঃ।
প্রাপ্তুং লক্ষ্মণ লোকেঽস্মিন্ জয়ো বা রণমূর্দ্ধনি॥ ১৬
অদ্য মদ্বাণনির্ভিন্নৈর্ম্মকরৈর্মকরালয়ম্।

করত কহিলেন—"তোমরা এই সমাগত দূতকে ছাড়িয়া দেও।" ৩২—৩৪।

একবিংশ সর্গ।

পরে শত্রুসংহারকারী রঘুনন্দন রাম সাগরের বেলাভূমিতে কুশাসন বিস্তীর্ণ করিয়া, সমুদ্রের নিকটে বরপ্রার্থনার্থ কৃতাঞ্জলিপুটে পূর্ব্বমুখ হইয়া শয়নে উদ্যত হইলেন। তৎপরে অরিন্দম রাম,—ভুজগ-ভোগতুল্য, বনবাসের পূর্ব্বে সুবর্ণভূষণ-ভূষিত, উত্তম রমণীগণের উৎকৃষ্ট মণি কাঞ্চনময় কেয়ূর ও মুক্তা-নির্ম্মিত, বিবিধ ভূষণে ভূষিত বাহুযুগলদ্বারা বহুবার প্রমার্জ্জিত, পূর্ব্বে চন্দন ও অগুরু-সুবাসিত, বালসূর্য্যবৎ কুঙ্কুম-শোভিত, তক্ষক-শরীরের ন্যায় সুগঠনবিশিষ্ট, মহামূল্য শয্যায় জানকীর মস্তকদ্বারা পরিশোভিত, গঙ্গাজল-বিধৌত, রণস্থলে শত্রু-গণের চিরশোক-বর্দ্ধন, বন্ধুদিগের প্রীতিবর্দ্ধন, সাগরান্ত ভূভাগের প্রতিষ্ঠাভূত, পুনঃপুনঃ শরনিক্ষেপ-দক্ষ, জ্যাঘাত চিহ্নাঙ্কিত, মহাপরিঘতুল্য এবং যদ্দ্বারা পূর্ব্বে অসংখ্য গো প্রদত্ত হইয়াছে, এরূপ সুদীর্ঘ দক্ষিণ বাহুকে উপাধান করিয়া সম্প্রতি আমার সমুদ্র-তরণ অথবা আমার হস্তে সাগরের মরণ,—এই উভয়ের যাহা হয় হইবে, এইরূপ স্থির করিয়া সমুদ্র-তীরে শয়ন এবং মুনিবৃত্তি অবলম্বনপূর্ব্বক মৌনাব-লম্বন করিলেন। মহাবল রামচন্দ্রের এইরূপ নিয়মাবলম্বন-সহকারে কুশাস্তীর্ণ ভূতলে অপ্রমত্ত-ভাবে শয়নাবস্থায় তিন রাত্রি অতিবাহিত হইল। ১—১০। নীতিজ্ঞ ধর্ম্মবৎসল রাম এইরূপে ত্রিরাত্র বাস করত নদীপতি সমুদ্রের উপাসনা করিলেন। কিন্তু মন্দবুদ্ধি সাগর,—ব্রতাবলম্বী রামকর্ত্তৃক সম্যক্-রূপে পূজিত হইয়াও তাঁহাকে দর্শন না দেওয়ায়, তিনি সমুদ্রের উপর বিষম ক্রুদ্ধ হইলেন; তখন তাঁহার চক্ষুর অপাঙ্গদেশপর্য্যন্তও রক্তবর্ণ হইল। তৎপরে সমীপস্থিত শুভলক্ষণ লক্ষ্মণকে বলিলেন, "সমুদ্র যখন এতাবৎকালের মধ্যে আমাকে দর্শন দিলেন না, তখন বোধ হয়, তাঁহার গর্ব্ব হইয়াছে। লক্ষ্মণ! নির্গুণ লোক সকল,—শান্তি, ক্ষমা, কৌটিল্যরাহিত্য এবং প্রিয়বাদিত্ব প্রভৃতি সাধুদিগের এই সদ্গুণ-সমূহকে অসামর্থ্যের কার্য্য বলিয়া বিবেচনা করে; যে ব্যক্তি কোন গুণ না থাকিলেও, লোকের নিকটে আপনার শৌর্য্যাদির সুখ্যাতি করে, আত্মগুণপ্রকাশের জন্য ইতস্ততঃ ধাবিত হয় এবং সকল লোকের প্রতি তীক্ষ্ণ দণ্ড প্রয়োগ করে, দুশ্চরিত্র ও প্রগল্ভ লোকে তাহারই সৎকার করিয়া থাকে। ১১—১৫। লক্ষ্মণ! এই পৃথিবীতে প্রথমোপায় সামদ্বারা যশ ও কীর্ত্তি এবং রণভূমিতেও জয় লাভ করিতে পারা যায় না।

নিরুদ্ধতোয়ং সৌমিত্রে প্লবদ্ভিঃ পশ্য সর্ব্বতঃ ॥ ১৭
ভোগিনাং পশ্য ভোগানি ময়া ভিন্নানি লক্ষ্মণ।
মহাভোগানি মৎস্যানাং করিণাঞ্চ করানিহ ॥ ১৮
সশঙ্খশুক্তিকাজালং সমীনমকরং তথা।
অদ্য যুদ্ধেন মহতা সমুদ্রং পরিশোষয়ে ॥ ১৯
ক্ষময়া হি সমাযুক্তং মাময়ং মকরালয়ঃ।
অসমর্থং বিজানাতি ধিক্ ক্ষমামীদৃশে জনে ॥ ২০
ন দর্শয়তি সাম্না মে সাগরো রূপমাত্মনঃ।
চাপমানয় সৌমিত্রে শরাংশ্চাশীবিষোপমান্ ॥ ২১
সমুদ্রং শোষয়িষ্যামি পদ্ভ্যাং যান্তু প্লবঙ্গমাঃ।
অদ্যাক্ষোভ্যমপি ক্রুদ্ধঃ ক্ষোভয়িষ্যামি সাগরম্।
বেলাসু কৃতমর্য্যাদং সহস্রোর্ম্মিসমাকুলম্ ॥ ২২
নির্ম্মর্য্যাদং করিষ্যামি সায়কৈর্বরুণালয়ম্।
মহার্ণবং ক্ষোভয়িষ্যে মহাদানবসঙ্কুলম্ ॥ ২৩
এবমুক্ত্বা ধনুষ্পাণিঃ ক্রোধবিস্ফারিতেক্ষণঃ।
বভূব রামো দুর্দ্ধর্ষো যুগান্তাগ্নিরিব জ্বলন্ ॥ ২৪
সম্পীড্য চ ধনুর্ঘোরং কম্পয়িত্বা শরৈর্জগৎ।
মুমোচ বিশিখানুগ্রান্ বজ্রানিব শতক্রতুঃ ॥ ২৫
তে জ্বলন্তো মহাবেগাস্তেজসা সায়কোত্তমাঃ।
প্রবিশন্তি সমুদ্রস্য জলং বিত্রস্তপন্নগম্ ॥ ২৬
তোয়বেগঃ সমুদ্রস্য সমীনমকরো মহান্।
সংবভূব মহাঘোরঃ সমারুতরবস্তথা ॥ ২৭
মহোর্ম্মিজালচলিতঃ শঙ্খজালসমাবৃতঃ।
সধূমঃ পরিবৃত্তোর্ম্মিঃ সহসাসীন্মহোদধিঃ ॥ ২৮
ব্যথিতাঃ পন্নগাশ্চাসন্ দীপ্তাস্যা দীপ্তলোচনাঃ।
দানবাশ্চ মহাবীর্য্যাঃ পাতালতলবাসিনঃ ॥ ২৯
ঊর্ম্ময়ঃ সিন্ধুরাজস্য সনক্রমকরাস্তথা।
বিন্ধ্যমন্দরসঙ্কাশাঃ সমুৎপেতুঃ সহস্রশঃ ॥ ৩০
আঘূর্ণিততরঙ্গৌঘঃ সম্ভ্রান্তোরগরাক্ষসঃ।
উদ্বর্ত্তিতমহাগ্রাহঃ সঘোষো বরুণালয়ঃ ॥ ৩১

ততস্তু তং রাঘবমুগ্রবেগং
প্রকর্ষমাণং ধনুরপ্রমেয়ম্।
সৌমিত্রিরুৎপত্য বিনিশ্বসন্তং
মা মেতি চোক্ত্বা ধনুরাললম্বে ॥ ৩২
এতদ্বিনাপি হ্যুদধেস্তবাদ্য
সম্পৎস্যতে বীরতমস্য কার্য্যম্।

সৌমিত্রে! অদ্য আমার বাণে ছিন্ন-ভিন্ন হইবা ভাসমান মকরসমূহদ্বারা এই মকরালয় সমুদ্রের বারিরাশিকে সমাচ্ছাদিত হইতে দেখিবে। লক্ষ্মণ! সর্প এবং মৎস্যগণের প্রকাণ্ড শরীর ও জলহস্তিগণের শুণ্ড সকল নির্ভিন্ন হইতে দেখ। আমি অদ্য সুমহৎ যুদ্ধ করিয়া, শঙ্খ, শুক্তি, মীন এবং মকর-সমূহের সহিত সমুদ্রকে শোষণ করিয়া ফেলিব। এইরূপ ব্যক্তির প্রতি ক্ষমাকে ধিক্! কারণ আমি ক্ষমাবান্; সেইজন্যই সমুদ্র আমাকে অসমর্থ স্থির করিয়াছে। ১৬—২০। লক্ষ্মণ! আমি সাম অবলম্বন করায় সমুদ্র দেখা দিল না; সুতরাং তুমি আমার ধনু এবং সর্পতুল্য বাণসমূহ আনয়ন কর; আমি সমুদ্রকে শোষণ করিয়া ফেলি; বানরগণ পদব্রজেই যাউক। লক্ষ্মণ! অদ্য আমি যখন ক্রুদ্ধ হইয়াছি, তখন কোন ব্যক্তিই যাহাকে সঙ্কোভিত করিতে পারে না, সেই সমুদ্রকে আমার বাণসমূহদ্বারা এরূপ উদ্বেলিত করিব যে, তাহার সহস্র সহস্র উর্ম্মিমালা তাহার সীমাভূত বেলাভূমি অতিক্রমপূর্ব্বক উত্থিত হইবে, আর বরুণালয় এবং মহাকায় দানবগণও সংক্ষুব্ধ হইবে; অধিক কি, এই মহাসমুদ্রকে মর্য্যাদাবিহীন করিয়া সর্ব্বতোভাবেই সংক্ষোভিত করিব।" ২১—২৩। রঘুনন্দন রাম ইহা বলিয়াই রোষবিস্ফারিত লোচনে শরাসন ধারণপূর্ব্বক প্রজ্বলিত প্রলয়াগ্নির ন্যায় দুর্দ্ধর্ষ হইয়া উঠিলেন। পরে সেই ভীষণ ধনুতে আরোপণ করত, তাহার নির্ঘাতঘোষে অখিল ভুবন কম্পিত করিয়া, ইন্দ্রের বজ্রনিক্ষেপের ন্যায় প্রচণ্ড বিশিখ সকল পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন। রামকার্ম্মুক-বিনির্গত সেই তেজঃপ্রদীপ্ত ভয়ঙ্কর বাণসকল মহাবেগে সমুদ্রের বারিমধ্যে প্রবিষ্ট হওয়ায়, মৎস্য এবং মকর-গণের সহিত সমুদ্রের জলরাশি প্রবলবেগে প্রবাহিত হইতে লাগিল এবং ভীষণ বাত্যাসহ গভীর শব্দ উত্থিত হইল। শঙ্খজাল-সমাবৃত তরঙ্গ সকল বিশৃঙ্খল-ভাবে প্রবাহিত হইতে লাগিল এবং সমুদ্রজলে বাণাগ্নি প্রবিষ্ট হওয়ায়, মহাসাগর হঠাৎ ধূমসমাচ্ছন্ন হইয়া পড়িল। পাতালতলবাসী দীপ্তাস্য দীপ্তলোচন মহা-বীর্য্য পন্নগ এবং মহাবীর্য্যবান্ দানবগণও অতিশয় ব্যথিত হইল। তৎকালে সমুদ্র হইতে বিন্ধ্য এবং মন্দরতুল্য সহস্র সহস্র উর্ম্মি, নক্র ও মকর সকল উৎপতিত হইতে লাগিল। তরঙ্গমালা আঘূর্ণিত, সর্প ও রাক্ষসগণ সম্ভ্রান্ত এবং মহাকায় গ্রাহ সকল উত্থিত হওয়ায়, বরুণালয় ভীষণ আর্ত্তনাদে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। ২৪—৩১। এইরূপে রঘুনন্দন রাম দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগপূর্ব্বক, সেই উগ্রবেগ বিপুল ধনু আকর্ষণ করত বাণ নিক্ষেপ করিতে থাকিলে, সুমিত্রানন্দন লক্ষ্মণ 'না, না' শব্দে নিষেধ করিয়া, তাঁহার ধনু ধারণপূর্ব্বক বলিলেন, "বীরশ্রেষ্ঠ! আপনার

ভবদ্বিধাঃ ক্রোধবশং ন যান্তি
দীর্ঘং ভবান্ পশ্যতু সাধুবৃত্তম্॥ ৩৩
অন্তর্হিতৈশ্চাপি তথান্তরিক্ষে
ব্রহ্মর্ষিভিশ্চৈব সুরর্ষিভিশ্চ।
শব্দঃ কৃতঃ কষ্টমিতি ব্রুবদ্ভি-
র্মেতি চোক্ত্বা মহতা স্বরেণ॥ ৩৪
ইতি লঙ্কাকাণ্ডে একবিংশঃ সর্গঃ॥ ২১॥

দ্বাবিংশঃ সর্গঃ।

অথোবাচ রঘুশ্রেষ্ঠঃ সাগরং দারুণং বচঃ।
অদ্যাহং শোষয়িষ্যামি সপাতালং মহার্ণবম্॥ ১
শরনির্দগ্ধতোয়স্য পরিশুষ্কস্য সাগর।
ময়া নিহতসত্ত্বস্য পাংশুরুৎপদ্যতে মহান্॥ ২
মৎকার্ম্মুকনিসৃষ্টেন শরবর্ষেণ সাগর।
পরং তীরং গমিষ্যন্তি পদ্ভিরেব প্লবঙ্গমাঃ॥ ৩
বিচিন্বন্নাভিজানাসি পৌরুষং নাপি বিক্রমম্।
দানবালয় সন্তাপং মত্তো নাম গমিষ্যসি॥ ৪
ব্রাহ্মেণাস্ত্রেণ সংযোজ্য ব্রহ্মদণ্ডনিভং শরম্।
সংযোজ্য ধনুষি শ্রেষ্ঠে বিচকর্ষ মহাবলঃ॥ ৫

তস্মিন্ বিকৃষ্টে সহসা রাঘবেণ শরাসনে।
রোদসী সম্পফালেব পর্ব্বতাশ্চ চকম্পিরে॥ ৬
তমশ্চ লোকমাবব্রে দিশশ্চ ন চকাশিরে।
পরিচুক্ষুভিরে চাশু সরাংসি সরিতস্তদা॥ ৭
তির্য্যক্ চ সহ নক্ষত্রৈঃ সঙ্গতৌ চন্দ্রভাস্করৌ।
ভাস্করাংশুভিরাদীপ্তং তমসা চ সমাবৃতম্॥ ৮
প্রচকাশে তদাকাশমুল্কাশতবিদীপিতম্॥ ৯
অন্তরিক্ষাচ্চ নির্ঘাতা নির্জগ্মুরতুলস্বনাঃ।
বপুঃপ্রকর্ষেণ ববুর্দিব্যমারুতপঙ্‌ক্তয়ঃ॥ ১০
বভঞ্জ চ তদা বৃক্ষান্ জলদানুদ্বহন্নপি।
আরুজংশ্চৈব শৈলাগ্রান্ শিখরাণি বভঞ্জ চ॥ ১১
দিবি চ স্ম মহাবেগাঃ সংহতাঃ সমহাস্বনাঃ।
মুমুচুর্বৈদ্যুতানগ্নীংস্তে মহাশনয়স্তদা॥ ১২
যানি ভূতানি দৃশ্যানি চুক্রুশুশ্চাশনেঃ সমম্।
অদৃশ্যানি চ ভূতানি মুমুচুর্ভৈরবং স্বনম্॥ ১৩
শিশ্যিরে চাপি ভূতানি সন্ত্রস্তান্যুদ্বিজন্তি চ।
সম্প্রবিব্যথিরে চাপি ন চ পস্পন্দিরে ভয়াৎ॥ ১৪
সহ ভূতৈঃ সতোয়োর্ম্মিঃ সনাগঃ সহরাক্ষসঃ।

ন্যায় ব্যক্তির ক্রোধপরবশ হওয়া অনুচিত; সুতরাং সমুদ্রের প্রাণী সকলকে এরূপ সংক্ষুব্ধ না করিয়া, সূক্ষ্ম বুদ্ধিদ্বারা অন্য কোন উপযুক্ত উপায় স্থির করুন। ঐ দেখুন, ব্রহ্মর্ষি ও দেবর্ষিগণ অদৃশ্যভাবে অন্তরীক্ষে থাকিয়া, 'হা কষ্ট!' এই নিদারুণ শব্দে দুঃখ প্রকাশ করত 'মা, মা!' এই শব্দে আপনাকে নিবারণ করিতেছেন।" ৩৩—৩৫।

দ্বাবিংশ সর্গ।

পরে রঘুশ্রেষ্ঠ রাম সাগরকে এই নিদারুণ বাক্য বলিলেন—"সাগর! আমি অদ্য পাতালের সহিত মহার্ণবরূপী তোমাকে শোষণ করিব। আমার কার্ম্মুক-বিনির্গত বাণসমূহ দ্বারা তোমার প্রাণী সকল নিহত হইবে এবং বারিরাশি নির্দগ্ধ হইয়া পরিশুষ্ক হইলে, তোমার গর্ভ হইতে সুমহৎ ধূলিপটল উত্থিত হইতে থাকিবে। সুতরাং বানরগণও পদব্রজেই পরপারে যাইবে। দানবালয়! তুমি বঞ্চিত হইয়াছ বলিয়াই, আমার পৌরুষ এবং বিক্রম বুঝিতে পারিতেছ না; কিন্তু জানিও, আমা হইতে তুমি জীবননাশ জন্য বিষম সন্তাপ প্রাপ্ত হইবে।" ইহা বলিয়া, মহাবল রাম ব্রহ্মদণ্ডনিভ বাণ, ব্রাহ্ম মন্ত্রে অভিমন্ত্রিত করিয়া, বিপুল শরাসনে যোজনপূর্ব্বক আকর্ষণ করিলেন। ১—৫। রঘুনন্দন এইরূপে সেই শরাসন আকর্ষণ করিলে তৎক্ষণাৎ স্বর্গ ও মর্ত্ত্যের অভ্যন্তর ভাগ যেন স্ফুটিত ও পর্ব্বত সকল কম্পিত হইল। তৎপরে লোক সকল অন্ধকারে আচ্ছন্ন, দিক্ সকল অপ্রকাশ এবং সরোবর ও নদী সকল সংক্ষুব্ধ হইল। চন্দ্র ও সূর্য্য,—নক্ষত্রগণের সহিত বিষম ভাবে মিলিত হইয়া, বিষমপথে যাইতে লাগিলেন এবং আকাশমণ্ডল সূর্য্য-কিরণে উদ্ভাসিত থাকিয়াও, তমসাচ্ছন্ন হইল এবং তন্মধ্যে শত শত দীপ্তিবিশিষ্ট উল্কা সকল প্রকাশ পাইতে লাগিল। অন্তরীক্ষ হইতে ভয়ঙ্কর নির্ঘাত-শব্দ সকল নিঃসৃত হইতে লাগিল। গগনমণ্ডলে বায়ু প্রস্ফোটিত হইয়া মেঘমালাকে বারংবার ইতস্ততঃ সঞ্চালন করত তরু সকলকে ভগ্ন করিল এবং পর্ব্বতাগ্র সকলকে উৎপীড়িত করত শিখর সকলকে নিপাতিত করিতে লাগিল। মহাবেগ, মহাস্বন বজ্র সকল পরস্পর আকাশে সংহত হওয়ায়, মুহুর্ম্মুহু বৈদ্যুতাগ্নি বিক্ষিপ্ত হইতে লাগিল। তৎকালে দৃশ্য ও অদৃশ্য প্রাণিমাত্রেই অভিভূত হইয়া, ভীষণ আর্ত্ত-নাদ করিতে লাগিল এবং ভয়ে কম্পিতদেহ হইয়া, নিস্পন্দভাবে পড়িয়া রহিল। তৎপরে মহাসাগর,—জল, ঊর্ম্মি, নাগ, রাক্ষস এবং প্রাণিগণের সুমহৎ

সহসাত্মুত্থিতো বেগাদ্ভীমবেগো মহোদধিঃ।
যোজনং ব্যতিচক্রাম বেলামস্কৃত্য সংপ্লবাৎ॥ ১৫
তং তথা সমতিক্রান্তং নাতিচক্রাম রাঘবঃ।
সমুদ্ধতমমিত্রঘ্নো রামো নদনদীপতিম্॥ ১৬
ততো মধ্যাৎ সমুদ্রস্য সাগরঃ স্বয়মুত্থিতঃ।
উদয়াদ্রের্মহাশৈলান্মেরোরিব দিবাকরঃ॥ ১৭
পন্নগৈঃ সহ দীপ্তাস্যৈঃ সমুদ্রঃ প্রত্যদৃশ্যত।
স্নিগ্ধবৈদূর্য্যসঙ্কাশো জাম্বুনদবিভূষণঃ।
রক্তমাল্যাম্বরধরঃ পদ্মপত্রনিভেক্ষণঃ।
সর্ব্বপুষ্পময়ীং দিব্যাং শিরসা ধারয়ন্ স্রজম্॥ ১৯
জাতরূপময়ৈশ্চৈব তপনীয়বিভূষণৈঃ।
আত্মজানাঞ্চ রত্নানাং ভূষিতো ভূষণোত্তমৈঃ॥ ২০
ধাতুভির্মণ্ডিতঃ শৈলো বিবিধৈর্হিমবানিব।
আবর্ত্তিততরঙ্গৌঘঃ কালিকানিলসঙ্কুলঃ॥ ২১
গঙ্গাসিন্ধুপ্রধানাভিরাপগাভিঃ সমাবৃতঃ।
সাগরঃ সমুপক্রম্য পূর্ব্বমামন্ত্র্য বীর্য্যবান।
অব্রবীৎ প্রাঞ্জলির্বাক্যং রাঘবং শরপাণিনম্॥ ২২
পৃথিবী বায়ুরাকাশমাপো জ্যোতিশ্চ রাঘব।
স্বভাবে সৌম্য তিষ্ঠন্তি শাশ্বতং মার্গমাশ্রিতাঃ॥ ২৩
তৎস্বভাবো মমাপ্যেষ যদগাধোহহমপ্লবঃ।
বিকারস্তু ভবেদ্গাধ এতত্তে প্রবদাম্যহম্॥ ২৪
ন কামান্ন চ লোভাদ্বা ন ভয়াৎ পার্থিবাত্মজ।
রাগান্নক্রাকুলজলং স্তম্ভয়েয়ং কথঞ্চন॥ ২৫
বিধাস্যে যেন গন্তাসি বিষহিষ্যেহপ্যহং তথা।
ন গ্রাহা বিধমিষ্যন্তি যাবৎ সেনা তরিষ্যতি।
হরীণাং তরণে রাম করিষ্যামি যথা স্থলম্॥ ২৬
তমব্রবীত্তদা রামঃ শৃণু মে বরুণালয়।
অমোঘোহয়ং মহাবাণঃ কস্মিন্ দেশে নিপাত্যতাম্॥ ২৭
রামস্য বচনং শ্রুত্বা তঞ্চ দৃষ্ট্বা মহাশরম্।
মহোদধির্ম্মহাতেজা রাঘবং বাক্যমব্রবীৎ॥ ২৮
উত্তরেণাবকাশোহস্তি কশ্চিৎ পুণ্যতরো মম।
দ্রুমকুল্য ইতি খ্যাতো লোকে খ্যাতো যথা ভবান্॥ ২৯
উগ্রদর্শনকর্ম্মাণো বহবস্তত্র দস্যবঃ।
আভীরপ্রমুখাঃ পাপাঃ পিবন্তি সলিলং মম॥ ৩০
তৈর্ন তৎ স্পর্শনং পাপং সহেয়ং পাপকর্ম্মভিঃ।
অমোঘঃ ক্রিয়তাং রাম অয়ং তত্র শরোত্তমঃ॥ ৩১
তস্য তদ্বচনং শ্রুত্বা সাগরস্য স রাঘবঃ।
মুমোচ তং শরং দীপ্তং পরং সাগরদর্শনাৎ॥ ৩২

বেগবলতঃ হঠাৎ এরূপ ভয়ঙ্কর বেগশালী হইয়া উঠিলেন যে, প্রলয়কাল উপস্থিত না হওয়াতেও বেলাভূমি অতিক্রম করিয়া একযোজন পর্য্যন্ত উচ্ছলিত হইলেন। শত্রুহন্তা রঘুনন্দন রাম, নদনদীপতি সমুদ্রকে বিচলিত হইতে দেখিয়াও, স্বীয় অস্ত্র পরিত্যাগ করিলেন না। ৬—১৬। পরে সূর্য্য যেরূপ উদয়াচলে সুমেরুর মধ্য দেশ হইতে উত্থিত হন, তদ্রূপ স্নিগ্ধ-বৈদূর্য্যতুল্য স্বর্ণাভরণ-ভূষিত, রক্তমাল্যাম্বরধারী, পদ্ম-পত্রায়তনেত্র মস্তকে সর্ব্বপুষ্পময়-দিব্য-মাল্যধারী-নানাবিধ-ধাতুমণ্ডিত হিমালয়পর্ব্বতের ন্যায় স্বীয় অভ্যন্তরজাত রত্নরাজি-খচিত তপ্তকাঞ্চনের ন্যায় দেদীপ্যমান কনকময় ভূষণে বিভূষিত, আঘূর্ণিত তরঙ্গ-মালা এবং মেঘবায়ুসমূহে সঙ্কুল সমুদ্র—প্রদীপ্তাস্য নাগ ও গঙ্গাপ্রমুখ নদীগণে সমাবৃত হইয়া, জলরাশির-মধ্যদেশ হইতে স্বয়ং উত্থিত হইতেছেন দেখা গেল। তৎপরে বীর্য্যবান্ সাগর নিকটবর্ত্তী হইয়া সেই বাণহস্ত রঘুনন্দন রামকে সম্বোধনপূর্ব্বক কৃতাঞ্জলিপুটে বলিতে লাগিলেন,—"সৌম্য রঘুনন্দন! পৃথিবী, বায়ু, আকাশ, জল ও তেজ ইহারা সৃষ্টিকাল হইতে অনাদিমার্গ আশ্রয় করিয়া, নিজ নিজ নির্দ্দিষ্ট স্বভাবেই অবস্থান করে; অতএব আমি যে অগাধ এবং দুস্তর ইহাও আমার সেই স্বভাবের কার্য্য; তাহার অভাবেই আমার বিকার উপস্থিত হয়। নৃপনন্দন! আমি কখনই লোভ, ভয়, অনুরাগ অথবা স্বেচ্ছাপূর্ব্বক আমার স্বরূপভূত এই নক্রসমাকুল বারিকে স্তম্ভিত করি না। সে যাহা হউক, আপনি যেরূপে পার হইতে পারিবেন এবং আমিও সহ্য করিতে পারিব, তাহার উপায় বলিতেছি। আমি বানরগণের তরণের জন্য এরূপ কোন কৌশল বাহির করিব যে, আপনার সেনাগণ যৎকালে পরপারে যাইবে, তৎকালে জলজন্তুগণ তাহাদের প্রতি কোন উপদ্রব করিতে পারিবে না।" ১৭—২৬। পরে রাম বলিলেন, "হে বরুণালয়! এক্ষণে আমি এই অব্যর্থ বাণ কাহার উপর নিক্ষেপ করি?" মহাতেজস্বী মহোদধি রঘুনন্দনের কথা শুনিয়া এবং তাঁহার হস্ত-স্থিত সেই ভীষণ বাণ দেখিয়া বলিলেন, "আপনি যেরূপ লোকবিখ্যাত, তদ্রূপ উত্তরদিকে দ্রুমকুল্যনামক আমার কোন সুপ্রসিদ্ধ পুণ্যতর স্থান আছে। তথায় উগ্রদর্শন, দুষ্কর্ম্মরত, পাপাচার আভীরপ্রমুখ বহুসংখ্যক দস্যু বাস করত আমার জল পান করিয়া থাকে। রাম! সেই পাপাচারগণ, জলস্পর্শ করায় যে পাপ হয়, তাহা আমার অত্যন্ত অসহ্য হইয়াছে; সুতরাং এই দিব্যবাণ সেই স্থানে নিক্ষেপ করিয়া অব্যর্থ করুন।" ২৭—৩১। রঘুনন্দন রাম, সমুদ্রের কথা

তেন তন্মরুকান্তারং পৃথিব্যাং কিল বিশ্রুতম্।
নিপাতিতঃ শরো যত্র বজ্রাশনিসমপ্রভঃ॥ ৩৩
ননাদ চ তদা তত্র বসুধা শল্যপীড়িতা।
তস্মাদ্‌ব্রণমুখাত্তোয়মুৎপপাত রসাতলাৎ॥ ৩৪
স বভূব তদা কূপো ব্রণ ইত্যেব বিশ্রুতঃ।
সততঞ্চোত্থিতং তোয়ং সমুদ্রস্যেব দৃশ্যতে॥ ৩৫
অবদারণশব্দশ্চ দারুণঃ সমপদ্যত।
তস্মাত্তদ্বাণপাতেন অপঃ কুক্ষিষশোষয়ৎ॥ ৩৬
বিখ্যাতং ত্রিষু লোকেষু মরুকান্তারমেব চ।
শোষয়িত্বা তু তং কুক্ষিং রামো দশরথাত্মজঃ।
বরং তস্মৈ দদৌ পশ্চাৎ মরবেঽমরবিক্রমঃ॥ ৩৭
পশব্যশ্চাল্পরোগশ্চ ফলমূলরসায়ুতঃ।
বহুস্নেহো বহুক্ষীরঃ সুগন্ধির্বিবিধৌষধিঃ॥ ৩৮
এবমেতৈশ্চ সংযুক্তো বহুভিঃ সংযুতো মরুঃ।
রামস্য বরদানাচ্চ শিবঃ পন্থা বভূব হ॥ ৩৯
তস্মিন্‌ দগ্ধে তদা কুক্ষৌ সমুদ্রঃ সরিতাংপতিঃ।
রাঘবং সর্ব্বশাস্ত্রজ্ঞমিদং বচনমব্রবীৎ॥ ৪০
অয়ং সৌম্য নলো নাম তনয়ো বিশ্বকর্ম্মণঃ।
পিত্রা দত্তবরঃ শ্রীমান্ প্রীতিমান্ বিশ্বকর্ম্মণ॥ ৪১
এষ সেতুং মহোৎসাহঃ করোতু ময়ি বানরঃ।
তমহং ধারয়িষ্যামি যথা হ্যেষ পিতা তথা॥ ৪২
এবমুক্ত্বোদধির্নষ্টঃ সমুত্থায় নলস্তদা।
অব্রবীদ্বানরশ্রেষ্ঠো বাক্যং রামং মহাবলম্॥ ৪৩
অহং সেতুং করিষ্যামি বিস্তীর্ণে মকরালয়ে।
পিতুঃ সামর্থ্যমাসাদ্য তত্ত্বমাহ মহোদধিঃ॥ ৪৪
দণ্ড এব পরো লোকে পুরুষস্যেতি মে মতিঃ।
ধিক্ ক্ষমামকৃতজ্ঞেষু সান্ত্বং দানমথাপি বা॥ ৪৫
অয়ং হি সাগরো ভীমঃ সেতুকর্ম্মদিদৃক্ষয়া।
দদৌ দণ্ডভয়াদ্‌গাধং রাঘবায় মহোদধিঃ॥ ৪৬
মম মাতুর্বরো দত্তো মন্দরে বিশ্বকর্ম্মণা।
ময়া তু সদৃশঃ পুত্রস্তব দেবি ভবিষ্যতি॥ ৪৭
ঔরসস্তস্য পুত্রোঽহং সদৃশো বিশ্বকর্ম্মণা।
ন চাপ্যহমনুক্তো বঃ প্রব্রূয়ামাত্মনো গুণান্॥ ৪৮
সমর্থশ্চাপ্যহং সেতুং কর্ত্তুং বৈ বরুণালয়ে।
তস্মাদদ্যৈব বধ্নন্তু সেতুং বানরপুঙ্গবাঃ॥ ৪৯
ততো বিসৃষ্টা রামেণ সর্ব্বতো হরিপুঙ্গবাঃ।
উৎপেতুর্মহারণ্যং হৃষ্টাঃ শতসহস্রশঃ॥ ৫০

শুনিয়া তাঁহার উপদেশানুসারে সেই দীপ্তিশালী বাণ সেই স্থানে নিক্ষেপ করিলেন। বজ্রাগ্নির ন্যায় প্রদীপ্ত শর যে স্থানে পতিত হইয়াছিল, তাহা তদবধি পৃথিবীতে 'মরুকান্তার' নামে প্রসিদ্ধ। সেই বাণ পতিত হওয়ায় তথাকার ভূভাগ শব্দায়মান হইল এবং যে স্থানে তাহা ভূগর্ভে প্রবেশ করিল, সেই দ্বার দিয়া পাতাল হইতে সমুদ্রজলের ন্যায়, প্রভূত বারিরাশি উত্থিত হওয়ায়, উহা 'ব্রণ' নামে প্রসিদ্ধ কূপ হইয়াছে। নিদারুণ শব্দে সেই বাণ ভূগর্ভে প্রবিষ্ট হওয়ায়, তথাকার দস্যুগণের জীবিকাভূত সরোবর এবং তড়াগাদির সমস্ত জল পরিশুষ্ক হওয়ায়, সেই স্থান 'মরুকান্তার' নামে বিখ্যাত হইয়াছে। পরে অমরবিক্রম দশরথতনয় রাম তথাকার নিম্নস্থল সকল এইরূপে পরিশুষ্ক করিয়া, পশ্চাৎ সেই মরুভূমিকে বর দিলেন। তাঁহার বরপ্রভাবে সেই মরুভূমি পুনরায় প্রাণিগণের বাসোপযোগী, রোগশূন্য, বিবিধ সুরস ফলমূলে পূর্ণ, বহুস্নেহ, বহুক্ষীর এবং সুগন্ধি বহুবিধ ওষধি দ্বারা সমাকীর্ণ হওয়ায় তাহার পথ সকলও পথিকগণের সুখদায়ক হইল। ৩২—৩৯। তৎপরে নদীপতি সমুদ্র, সর্ব্বশাস্ত্রবিৎ রঘুনন্দন রামকে "সৌম্য রঘুনন্দন! এই বিশ্বকর্ম্মপুত্র নল, তাহার পিতার নিকট হইতে সর্ব্ববস্তু-নির্ম্মাণ-সামর্থ্য-রূপ বর পাইয়াছে; সুতরাং পিতার ন্যায় শক্তিশালী এই মহোৎসাহ বানর আমার উপরে সেতু প্রস্তুত করুক, আমি তাহা ধারণ করিব।" ইহা বলিয়া অন্তর্হিত হইলেন। পরে বানরশ্রেষ্ঠ নল দণ্ডায়মান হইয়া, মহাবল রামকে বলিল, "মহারাজ! সমুদ্র যাহা বলিলেন, তাহা নিশ্চয়ই সত্য। আমি পিতার বরপ্রভাবে এই বিস্তীর্ণ মকরালয় সমুদ্রের উপর সেতু প্রস্তুত করিব। যে ব্যক্তি অকৃতজ্ঞদিগকে ক্ষমা বা দান করে এবং তাহাদিগের সহিত সন্ধি করে, তাহার সেই ক্ষমাদিকে ধিক্! আমার মতে তাদৃশ পুরুষগণের প্রতি দণ্ড প্রয়োগ করাই উচিত। এই ভয়ঙ্কর সাগর দণ্ডভয়েই আপনার বক্ষে সেতু নির্ম্মাণ করিবার জন্য রঘুনন্দনকে স্থান প্রদান করিলেন। এক্ষণে সাগরের কথা শুনিয়া আমার স্মরণ হইতেছে, পূর্ব্বে মন্দরপর্ব্বতে বিশ্বকর্ম্মা আমার জননীকে এই বর দিয়াছিলেন যে, 'দেবি! তোমার পুত্র আমারই তুল্য হইবে।' আমি সেই মহাত্মা বিশ্বকর্ম্মার ঔরস-পুত্র এবং তাঁহার তুল্য নির্ম্মাণকুশল। আপনারা কোন কথা জিজ্ঞাসা না করায়, আমি আপনাদের নিকটে আত্মগুণের পরিচয় দিই নাই। আমি নিশ্চয়ই সমুদ্রের উপরে সেতু প্রস্তুত করিতে পারিব, সুতরাং অদ্যই বানরগণকে আমার সহিত সেতু নির্ম্মাণার্থ আজ্ঞা করুন।" ৪০—৪৯। পরে অসংখ্য প্রধান প্রধান

তে নগান্ নগসঙ্কাশাঃ শাখামৃগগণর্ষভাঃ ।
বভঞ্জুঃ পাদপাংস্তত্র প্রচকর্ষুশ্চ সাগরম্ ॥ ৫১
তে সালৈশ্চাশ্বকর্ণৈশ্চ ধবৈর্বংশৈশ্চ বানরাঃ ।
কুটজৈরর্জ্জুনৈস্তালৈস্তিলকৈস্তিনিশৈরপি ॥ ৫২
বিল্বকৈঃ সপ্তপর্ণৈশ্চ কর্ণিকারৈশ্চ পুষ্পিতৈঃ ।
চূতৈশ্চাশোকবৃক্ষৈশ্চ সাগরং সমপূরয়ন্ ॥ ৫৩
সমূলাংশ্চ বিমূলাংশ্চ পাদপান্ হরিসত্তমাঃ ।
ইন্দ্রকেতূনিবোদ্যম্য প্রজহ্রুর্বানরাস্তরূন্ ॥ ৫৪
তালান্ দাড়িমগুল্মাংশ্চ নারিকেলবিভীতকান্ ।
করীরান্ বকুলান্ নিম্বান্ সমাজহ্রুরিতস্ততঃ ॥ ৫৫
হস্তিমাত্রান্ মহাকায়াঃ পাষাণাংশ্চ মহাবলাঃ ।
পর্ব্বতাংশ্চ সমুৎপাট্য যন্ত্রৈঃ পরিবহন্তি চ ॥ ৫৬
প্রক্ষিপ্যমাণৈরচলৈঃ সহসা জলমুদ্ধতম্ ।
সমুৎসসর্প চাকাশমবাসর্পত্ততঃ পুনঃ ॥ ৫৭
সমুদ্রং ক্ষোভয়ামাসুর্নিপতন্তঃ সমন্ততঃ ।
সূত্রাণ্যন্যে প্রগৃহ্নন্তি ব্যায়তং শতযোজনম্ ॥ ৫৮
নলশ্চক্রে মহাসেতুং মধ্যে নদনদীপতেঃ ।
স তদা ক্রিয়তে সেতুর্বানরৈর্ঘোরকর্ম্মভিঃ ॥ ৫৯
দণ্ডানন্যে প্রগৃহ্নন্তি বিচিন্বন্তি তথাপরে ।
বানরৈঃ শতশস্তত্র রামস্যাজ্ঞাপুরঃসরৈঃ ॥ ৬০
মেঘাভৈঃ পর্ব্বতাভৈশ্চ তৃণৈঃ কাষ্ঠৈর্ববন্ধিরে ।
পুষ্পিতাগ্রৈশ্চ তরুভিঃ সেতুং বধ্নন্তি বানরাঃ ॥ ৬১
পাষাণাংশ্চ গিরিপ্রখ্যান্ গিরীণাং শিখরাণি চ ।
দৃশ্যন্তে পরিধাবন্তো গৃহ্য বারণসন্নিভাঃ ॥ ৬২
শৈলানাং ক্ষিপ্যমাণানাং শিলানাং তত্র পাত্যতাম্ ।
বভূব তুমুলঃ শব্দস্তদা তস্মিন্ মহোদধৌ ॥ ৬৩
কৃতানি প্রথমেনাহ্না যোজনানি চতুর্দ্দশ ।
প্রহৃষ্টৈর্গজসঙ্কাশৈস্ত্বরমাণৈঃ প্লবঙ্গমৈঃ ॥ ৬৪
দ্বিতীয়েন তথৈবাহ্না যোজনানি তু বিংশতিঃ ।
কৃতানি প্লবগৈস্তূর্ণং ভীমকায়ৈর্মহাবলৈঃ ॥ ৬৫
অহ্না তৃতীয়েন তথা যোজনানি তু সাগরে ।
ত্বরমাণৈর্মহাকায়ৈরেকবিংশতিরেব চ ॥ ৬৬
চতুর্থেন তথা চাহ্না দ্বাবিংশতিরথাপি চ ।
যোজনানি মহাবেগৈঃ কৃতানি ত্বরিতৈস্ততঃ ॥ ৬৭
পঞ্চমেন তথা চাহ্না প্লবগৈঃ ক্ষিপ্রকারিভিঃ ।
যোজনানি ত্রয়োবিংশৎ সুবেলমধিকৃত্য বৈ ॥ ৬৮
স বানরবরঃ শ্রীমান্ বিশ্বকর্ম্মাত্মজো বলী ।
ববন্ধ সাগরে সেতুং যথা চাস্য পিতা তথা ॥ ৬৯

বানর, রামচন্দ্রকর্ত্তৃক আদিষ্ট হইয়া হৃষ্টমনে উল্লম্ফন করত মহারণ্যমধ্যে প্রবেশ করিল। তৎপরে সেই পর্ব্বতপ্রমাণ বানরযূথপগণ গিরিশিখর এবং বৃক্ষ সকলকে ভগ্ন ও উৎপাটিত করত সমুদ্রতীরে আনিতে আরম্ভ করিল এবং শাল, অশ্বকর্ণ, ধব, কুটজ, তাল, তিলক, তিনিশ, বিল্ব, পুষ্পিত সপ্তপর্ণ, কর্ণিকার, চূত এবং অশোক প্রভৃতি বৃক্ষ সকল দ্বারা সাগরতীর আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল। ঐরূপে সেই মহা মহা বানরগণ ইন্দ্রধ্বজতুল্য সমূল এবং নির্ম্মূল বৃক্ষ সকলকে চতুর্দিক্ হইতে আহরণ করিতে লাগিল। নানা স্থান হইতে তাল, দাড়িম্ব, নারিকেল, বিভীতক, করবীর, বকুল ও নিম্ব প্রভৃতি বহুল বৃক্ষ আহরণ করিতে থাকিল। হস্তীর ন্যায় প্রকাণ্ড প্রস্তরখণ্ড এবং পর্ব্বত সকলকে উৎপাটন করিয়া যন্ত্র দ্বারা বহন করিতে লাগিল। প্রস্তরখণ্ড সকল প্রক্ষিপ্ত হইতে থাকিলে, সমুদ্রজল উৎক্ষিপ্ত হইয়া আকাশ পর্য্যন্ত উত্থিত এবং পুনরায় অধঃপতিত হইতে লাগিল। ৫০—৫৭। এইরূপে চারিদিক্ হইতে প্রস্তর সকল পতিত হওয়ায়, সমুদ্র সংক্ষুব্ধ হইয়া উঠিল। বহুসংখ্যক বানর, সূত্র ধরিয়া, সেই সেতুর সমবিষমাদি পরীক্ষা করিতে লাগিল। এইরূপে নল ঘোরকর্ম্মা বানরগণের সহিত সমুদ্রমধ্যে শতযোজনপরিমাণ দীর্ঘ সেতুবন্ধনকার্য্যে ব্যাপৃত হইলে, কোন কোন বানর দণ্ড গ্রহণ করত নিজ নিজ অধীনস্থ বানরগণকে কার্য্য করাইতে লাগিল এবং কেহ কেহ ইতস্ততঃ বৃক্ষাদি অন্বেষণ করিতে লাগিল। মেঘ এবং পর্ব্বততুল্য অসংখ্য বানর, রামের আদেশক্রমে তৃণ, কাষ্ঠ ও পুষ্পিতাগ্র বৃক্ষাদি দ্বারা সেতু বন্ধন করিতে আরম্ভ করিল। হস্তীর ন্যায় বহুসংখ্যক বানর পর্ব্বতপ্রমাণ প্রস্তরখণ্ড এবং গিরিশৃঙ্গ সকল গ্রহণ করত, সেতুর অভিমুখে ধাবিত হইতে লাগিল। তৎকালে গিরিশৃঙ্গ এবং প্রস্তরখণ্ড সকল প্রক্ষিপ্ত হওয়ায়, সমুদ্রে তুমুল শব্দ উত্থিত হইতে লাগিল। ৫৮—৬৩। এইরূপে গজপ্রমাণ ক্ষিপ্রকারী মহাবেগ ও মহাবলশালী মহাকায় বানরগণ অপরিমিত আনন্দসহকারে প্রথম দিনে চতুর্দ্দশযোজন দীর্ঘ সেতু প্রস্তুত করিল। ভীমকায় মহাবল বানরগণ সেইরূপ লঘুহস্ততা প্রকাশ করিয়া দ্বিতীয় দিনে বিংশতি, তৃতীয় দিনে একবিংশতি, চতুর্থ দিনে দ্বাবিংশতি যোজন প্রস্তুত করিল। পরে পঞ্চম দিনে ত্রয়োবিংশতি যোজন নির্ম্মাণ করিয়া, লঙ্কানিম্নস্থ বেলাভূমিতে সংযোজিত করিয়া দিল। ৬৪—৬৮। এইরূপে বিশ্বকর্ম্মতনয় বলশালী বানরশ্রেষ্ঠ নল, তাহার

স নলেন কৃতঃ সেতুঃ সাগরে মকরালয়ে।
শুশুভে সুভগঃ শ্রীমান্ স্বাতীপথ ইবাম্বরে॥ ৭০
ততো দেবাঃ সগন্ধর্ব্বাঃ সিদ্ধাশ্চ পরমর্ষয়ঃ।
আগম্য গগনে তস্থুর্দ্রষ্টুকামাস্তদদ্ভুতম্॥ ৭১
দশযোজনবিস্তীর্ণং শতযোজনমায়তম্।
দদৃশুর্দেবগন্ধর্ব্বা নলসেতুং সুদুষ্করম্। ৭২
আপ্লবন্তঃ প্লবন্তশ্চ গর্জ্জন্তশ্চ প্লবঙ্গমাঃ॥ ৭৩
তমচিন্ত্যমসহ্যঞ্চ অদ্ভুতং লোমহর্ষণম্।
দদৃশুঃ সর্ব্বভূতানি সাগরে সেতুবন্ধনম্॥ ৭৪
তানি কোটিসহস্রাণি বানরাণাং মহৌজসাম্।
বধ্নন্তঃ সাগরে সেতুং জগ্মুঃ পারং মহোদধেঃ॥ ৭৫
বিশালঃ সুকৃতঃ শ্রীমান্ সুভূমিঃ সুসমাহিতঃ।
অশোভত মহান্ সেতুঃ সীমন্ত ইব সাগরে॥ ৭৬
ততঃ পারে সমুদ্রস্য গদাপাণির্বিভীষণঃ।
পরেষামভিধানার্থমতিষ্ঠৎ সচিবৈঃ সহ॥ ৭৭
সুগ্রীবস্তু ততঃ প্রাহ রামং সত্যপরাক্রমম্।
হনুমন্তং ত্বমারোহ অঙ্গদং ত্বথ লক্ষ্মণঃ॥ ৭৮
অয়ং হি বিপুলো বীর সাগরো মকরালয়ঃ।
বৈহায়সৌ যুবামেতৌ বানরৌ ধারয়িষ্যতঃ॥ ৭৯

অগ্রতস্তস্য সৈন্যস্য শ্রীমান্ রামঃ সলক্ষ্মণঃ।
জগাম ধন্বী ধর্ম্মাত্মা সুগ্রীবেণ সমন্বিতঃ॥ ৮০
অন্যে মধ্যেন গচ্ছন্তি পার্শ্বতোঽন্যে প্লবঙ্গমাঃ।
সলিলং প্রপতন্ত্যন্যে মার্গমন্যে প্রপেদিরে।
কেচিদ্বৈহায়সগতাঃ সুপর্ণা ইব পুপ্লুবুঃ॥ ৮১
ঘোষেণ মহতা ঘোষং সাগরস্য সমুচ্ছ্রিতম্।
ভীমমন্তর্দধে ভীমা তরন্তী হরিবাহিনী॥ ৮২
বানরাণাং হি সা তীর্ণা বাহিনী নলসেতুনা।
তীরে নিবিবিশে রাজ্ঞা বহুমূলফলোদকে॥ ৮৩
তদদ্ভুতং রাঘবকর্ম্ম দুষ্করং
সমীক্ষ্য দেবাঃ সহ সিদ্ধচারণৈঃ।
উপেত্য রামং সহসা মহর্ষিভিঃ
সমভ্যষিঞ্চন্ সুশুভৈর্জলৈঃ পৃথক্॥ ৮৪
জয়স্ব শত্রূন্ নরদেব মেদিনীং
সসাগরাং পালয় শাশ্বতীঃ সমাঃ।
ইতীব রামং নরদেবসৎকৃতং
শুভৈর্বচোভির্বিবিধৈরপূজয়ন্॥ ৮৫
ইতি লঙ্কাকাণ্ডে দ্বাবিংশঃ সর্গঃ॥ ২২॥

পিতার ন্যায়, নৈপুণ্য প্রকাশ করত সাগরের বক্ষে সেতু প্রস্তুত করিল। মকরালয় সমুদ্রের উপরে সুন্দররূপে নলনির্ম্মিত সেই সেতু, আকাশস্থ ছায়া-পথের ন্যায়, শোভা পাইতে লাগিল। পরে দেবগণ,—গন্ধর্ব্ব, সিদ্ধ এবং পরমর্ষিগণের সহিত সেতু দেখিবার ইচ্ছায় আসিয়া গগনমণ্ডলে অবস্থান করত শতযোজন দীর্ঘ এবং দশযোজন বিস্তৃত নলনির্ম্মিত সেই অদ্ভুত ও সুদুষ্কর সেতু দেখিতে লাগিলেন। বানরগণও সেতু বন্ধন করিয়া আনন্দে গর্জ্জন করত তদুপরি কেহ কেহ লম্ফন ও কেহ কেহ উল্লম্ফনপূর্ব্বক দেখিতে লাগিল। এইরূপে সকল জীবগণই সেই অচিন্ত্য, লোমহর্ষণ, অসহ্য এবং অদ্ভুত সেতু দেখিতে লাগিল। এইরূপে সেতু প্রস্তুত করিয়াই মহাতেজস্বী সহস্রকোটি বানর সমুদ্রের পরপারে গমন করিল। তৎকালে সেই সুনির্ম্মিত সুগঠিত সমতল সুশোভিত সুবিস্তীর্ণ সেতু, সাগরের সীমন্তের ন্যায়, শোভা পাইতে লাগিল। তৎপরে বিভীষণ রাক্ষসগণের সহিত যুদ্ধ-যাত্রার্থ হস্তে গদা লইয়া স্বীয় অমাত্যগণের সহিত সমুদ্রের পরপারে অবস্থান করিতে লাগিলেন। পরে বানররাজ সুগ্রীব, সত্যপরাক্রম রামকে বলিলেন, "বীর! এই মধ্যবর্ত্তী সমুদ্রপথ বহুদূর, সুতরাং আপনি হনুমানের এবং লক্ষ্মণ অঙ্গদের পৃষ্ঠে আরোহণ করুন। আকাশগামী এই দুই বানর আপনাদিগকে বহন করিয়া লইয়া যাইবে।" পরে ধর্ম্মাত্মা শ্রীমান্ রাম, ধনু ধারণ-পূর্ব্বক লক্ষ্মণ ও সুগ্রীবের সহিত সৈন্যগণের অগ্রে অগ্রে যাইতে লাগিলেন এবং বানরগণের মধ্যে, কেহ কেহ বা মধ্যে ও কেহ বা পার্শ্বে যাইতে লাগিল। বহুসংখ্যক বানর সন্তরণ করিয়া যাইতে আরম্ভ করিল। অনেকে যাইতে স্থান না পাইয়া তীরেই অবস্থিত রহিল এবং কেহ কেহ সুপর্ণের ন্যায় কৌশল প্রকাশ করিয়া আকাশপথেই যাইতে লাগিল ৬৯—৮১

বানরসেনাগণ গমনকালে এরূপ চীৎকার করিতে লাগিল যে, আপনাদের সুমহৎ শব্দ দ্বারা বারিধির ভয়ঙ্কর উচ্ছ্রিত শব্দকেও প্রচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল। এইরূপে বানরগণ নলনির্ম্মিত সেতু দ্বারা মহার্ণব পার হইলে, বানররাজ সুগ্রীব তাহাদিগকে বহুফলমূলপূর্ণ তীরে সন্নিবেশিত করিলেন। তৎকালে দেবগণ, সিদ্ধ চারণ ও মহর্ষিগণের সহিত রঘুনন্দনের সেই অদ্ভুত দুষ্কর কার্য্য দেখিয়া তৎক্ষণাৎ রামের নিকটে উপস্থিত হইয়া মন্দাকিনীর পূত বারি দ্বারা তাঁহাকে অভিষিক্ত করিলেন এবং "নরদেব! আপনি শত্রুগণকে পরাস্ত করিয়া সুদীর্ঘকাল এই সসাগরা ধরিত্রীকে প্রতিপালন করুন" এইরূপ বহুবিধ শুভ বাক্য দ্বারা সেই রাজশ্রেষ্ঠ রামকে আনন্দিত করিতে লাগিল। ৮২—৮৫।

ত্রয়োবিংশঃ সর্গঃ।

নিমিত্তানি নিমিত্তজ্ঞো দৃষ্ট্বা লক্ষ্মণপূর্ব্বজঃ।
সৌমিত্রিং সম্পরিষ্বজ্য ইদং বচনমব্রবীৎ ॥ ১
পরিগৃহ্যোদকং শীতং বনানি ফলবন্তি চ।
বলৌঘং সংবিভজ্যেমং ব্যূহ্য তিষ্ঠেম লক্ষ্মণ ॥ ২
লোকক্ষয়করং ভীমং ভয়ং পশ্যাম্যুপস্থিতম্।
নিবর্হণং প্রবীরাণামৃক্ষবানররক্ষসাম্ ॥ ৩
বাতাশ্চ কলুষা বান্তি কম্পন্তে চ বসুন্ধরা।
পর্ব্বতাগ্রাণি বেপন্তে পতন্তি চ মহীরুহাঃ ॥ ৪
মেঘাঃ ক্রব্যাদসঙ্কাশাঃ পরুষাঃ পরুষস্বনাঃ।
ক্রূরাঃ ক্রূরং প্রবর্ষন্তি মিশ্রং শোণিতবিন্দুভিঃ ॥ ৫
রক্তচন্দনসঙ্কাশা সন্ধ্যা পরমদারুণা।
জ্বলিতং প্রপতত্যেতদাদিত্যাদগ্নিমণ্ডলম্ ॥ ৬
দীনা দীনস্বরাঃ ক্রূরাঃ সর্ব্বতো মৃগপক্ষিণঃ।
প্রত্যাদিত্যং বিনর্দন্তি জনয়ন্তো মহদ্ভয়ম্ ॥ ৭
রজন্যামপ্রকাশস্তু সন্তাপয়তি চন্দ্রমাঃ।
কৃষ্ণরক্তাংশুপর্য্যন্তো লোকক্ষয় ইবোদিতঃ ॥ ৮
হ্রস্বো রূক্ষোঽপ্রকাশশ্চ পরিবেষস্তু লোহিতঃ।
আদিত্যে বিমলে নীলং লক্ষ্ম লক্ষ্মণ দৃশ্যতে ॥ ৯
রজসা মহতা চাপি নক্ষত্রাণি হতানি চ।
যুগান্তমিব লোকানাং পশ্য শংসন্তি লক্ষ্মণ ॥ ১০
কাকাঃ শ্যেনাস্তথা নীচৈর্গৃধ্রাঃ পরিপতন্তি চ।
শিবাশ্চাপ্যশুভান্নাদান্ নদন্তি সুমহাভয়ান্ ॥ ১১
শৈলৈঃ শূলৈশ্চ খড়্গৈশ্চ বিমুক্তৈঃ কপিরাক্ষসৈঃ।
ভবিষ্যত্যাবৃতা ভূমির্মাংসশোণিতকর্দ্দমা ॥ ১২
ক্ষিপ্রমদ্যৈব দুর্দ্ধর্ষাং পুরীং রাবণপালিতাম্।
অভিযাম জবেনৈব সর্ব্বৈর্হরিভিরাবৃতাঃ ॥ ১৩
ইত্যেবমুক্ত্বা ধন্বী স রামঃ সংগ্রামধর্ষণঃ।
প্রতস্থে পুরতো রামো লঙ্কামভিমুখো বিভুঃ ॥ ১৪
সবিভীষণসুগ্রীবাঃ সর্ব্বে তে বানরর্ষভাঃ।
প্রতস্থিরে বিনর্দন্তো ধৃতানাং দ্বিষতাং বধে ॥ ১৫
রাঘবস্য প্রিয়ার্থন্তু সুতরাং বীর্য্যশালিনাম্।
হরীণাং কর্ম্মচেষ্টাভিস্তুতোষ রঘুনন্দনঃ ॥ ১৬

ইতি লঙ্কাকাণ্ডে ত্রয়োবিংশঃ সর্গঃ ॥ ২৩ ॥

ত্রয়োবিংশ সর্গ।

পরে নিমিত্তজ্ঞ লক্ষ্মণাগ্রজ রাম বিবিধ লোক ক্ষয়কর ঘোর লক্ষণ সকল দেখিয়া, সুমিত্রানন্দন লক্ষ্মণকে আলিঙ্গন করত বলিলেন, "লক্ষ্মণ! যে স্থানে সুশীতল জল এবং ফলবান্ বৃক্ষ সকল আছে, তথায় এই ঋক্ষ, গোলাঙ্গূল এবং বানর সকলকে বিভাগ করত ব্যূহ রচনাপূর্ব্বক অবস্থান করা উচিত; কেননা বীরাগ্রগণ্য ঋক্ষ, বানর ও রাক্ষসগণের সংহার-সূচক ঘোরতর লোকক্ষয়কর ভয় উপস্থিত দেখিতেছি। ঐ দেখ, বায়ু—রজঃ প্রভৃতি দ্বারা কলুষিত হইয়া প্রবাহিত হইতেছে, বসুন্ধরা এবং পর্ব্বতের অগ্রভাগ সকল কম্পিত ও বৃক্ষ সকল পতিত হইতেছে ক্রব্যাদসদৃশ ক্রূর এবং নেত্রোদ্বেগকর ভীমঘোষ মেঘ সকল ক্রূরভাবে রক্তমিশ্রিত বিন্দু সকল বর্ষণ করিতেছে। ১—৫। সন্ধ্যা সময়, রক্তচন্দনের ন্যায় নিদারুণ লোহিতবর্ণ হইয়াছে। সূর্য্যমণ্ডল হইতে প্রজ্বলিত অগ্নিখণ্ড সকল পতিত হইতেছে; তাহা দেখিয়া ক্রূরস্বভাব পশুপক্ষিগণ সূর্য্যাভিমুখ হইয়া দীনভাবে করুণস্বরে আমার মনে ভীষণ ভয় উৎপাদনপূর্ব্বক পুনঃপুনঃ শ্রুতিকঠোর নিনাদ করিতেছে। চন্দ্রমা পূর্ব্বের ন্যায় সুপ্রকাশ না হইয়া, কৃষ্ণ এবং লোহিত পরিধিদ্বারা পরিবেষ্টিত প্রলয়কালীন মূর্ত্তিতে উদিত হইয়া সন্তাপিত করিতেছেন। লক্ষ্মণ! হ্রস্ব ও রূক্ষভাবে প্রকাশমান এবং লোহিতবর্ণ-পরিধি-বেষ্টিত বিমল সূর্য্যমণ্ডলে নীলচিহ্ন দেখা যাইতেছে। নক্ষত্রগণ সুমহৎ ধূলিপুঞ্জে সমাচ্ছাদিত হইয়াছে। লক্ষ্মণ! এই সকল দেখিয়া বোধ হইতেছে, যেন যুগান্তকাল উপস্থিত হইয়াছে। ৬—১০। কাক, শ্যেন ও গৃধ্রগণ সহসা নিম্নে পতিত হইতেছে। শৃগালগণ ভয়জনক অমঙ্গল সূচক সুমহৎ শব্দ করিতেছে। লক্ষ্মণ! ইহা দেখিয়া, বোধ হইতেছে, অত্রত্য ভূভাগ নিশ্চয় অল্পকালের মধ্যেই বানর এবং রাক্ষসগণ-নিক্ষিপ্ত শেল, শূল ও খড়্গ প্রভৃতি অস্ত্র দ্বারা সমাকীর্ণ এবং মাংস ও রুধিরে কর্দ্দমাক্ত হইবে। সুতরাং আমরা অদ্যই বানরগণে পরিবৃত হইয়া ত্বরায় রাবণ-পালিতা দুর্জ্জয় লঙ্কাপুরীতে যাইব।" সংগ্রাম-ধর্ষণ লোকরঞ্জন বিভু রাম এই কথা বলিয়া হস্তে ধনুর্ব্বাণ ধারণ করত অগ্রে লঙ্কাভিমুখে প্রস্থান করিলেন। বিভীষণ, সুগ্রীব এবং অপর বানরগণও বিপুল সিংহনিনাদ করত তাঁহাদের পশ্চাদ্বাবিত হইল। রঘুনন্দন রাম, সীতার উদ্ধারের জন্য সেইরূপ বীর্য্যশালী বানরগণের সেইরূপ কার্য্য ও যত্ন দেখিয়া পরম সন্তুষ্ট হইলেন। ১১—১৬।

চতুর্ব্বিংশঃ সর্গঃ।

সা বীরসমিতী রাজ্ঞা বিররাজ ব্যবস্থিতা।
শশিনা শুভনক্ষত্রা পৌর্ণমাসীব শারদী॥ ১
প্রচচাল চ বেগেন ত্রস্তা চৈব বসুন্ধরা।
পীড্যমানা বলৌঘেন তেন সাগরবর্চ্চসা॥ ২
ততঃ শুশ্রুবুরাক্রুষ্টং লঙ্কায়াঃ কাননৌকসঃ।
ভেরীমৃদঙ্গসংঘুষ্টং তুমুলং লোমহর্ষণম্॥ ৩
বভূবুস্তেন ঘোষেণ সংহৃষ্টা হরিযূথপাঃ।
অমৃষ্যমাণাস্তদ্ঘোষং বিনেদুর্ঘোষবত্তরম্॥ ৪
রাক্ষসাস্তৎ প্রবঙ্গানাং শুশ্রুবুস্তেঽপি গর্জ্জিতম্।
নর্দ্দতামিব দৃপ্তানাং মেঘানামম্বরে স্বনম্॥ ৫
দৃষ্ট্বা দাশরথির্লঙ্কাং চিত্রধ্বজপতাকিনাম্।
জগাম মনসা সীতাং দূয়মানেন চেতসা॥ ৬
অত্র সা মৃগশাবাক্ষী রাবণেনোপরুধ্যতে।
অভিভূতা গ্রহেণেব লোহিতাঙ্গেন রোহিণী॥ ৭
দীর্ঘমুষ্ণঞ্চ নিশ্বস্য সমুদ্বীক্ষ্য চ লক্ষ্মণম্।
উবাচ বচনং বীরস্তৎকালহিতমাত্মনঃ॥ ৮
আলিখন্তীমিবাকাশমুত্থিতাং পশ্য লক্ষ্মণ।
মনসেব কৃতাং লঙ্কাং নগাগ্রে বিশ্বকর্ম্মণা॥ ৯
বিমানৈর্ব্বহুভির্লঙ্কা সঙ্কীর্ণা হি বিরাজতে।
বিষ্ণোঃ পদমিবাকাশং ছাদিতং পাণ্ডুভির্ঘনৈঃ॥ ১০
পুষ্পিতৈঃ শোভিতা লঙ্কা বনৈশ্চিত্ররথোপমৈঃ।
নানাপতগসংঘুষ্টৈঃ ফলপুষ্পোপগৈঃ শুভৈঃ॥ ১১
পশ্য মত্তবিহঙ্গানি প্রলীনভ্রমরাণি চ।
কোকিলাকুলষণ্ডানি দোধবীতি শিবোঽনিলঃ॥ ১২
ইতি দাশরথী রামো লক্ষ্মণং সমভাষত।
বলঞ্চ তত্র বিভজচ্ছাস্ত্রদৃষ্টেন কর্ম্মণা॥ ১৩
শশাস কপিসেনাং তাং বলদাদায় বীর্য্যবান্।
অঙ্গদঃ সহ নীলেন তিষ্ঠেদুরসি দুর্জ্জয়ঃ॥ ১৪
তিষ্ঠেদ্বানরবাহিন্যা বানরৌঘসমাবৃতঃ।
আশ্রিতো দক্ষিণং পার্শ্বমৃষভো নাম বানরঃ॥ ১৪
গন্ধহস্তীব দুর্দ্ধর্ষস্তরস্বী গন্ধমাদনঃ।
তিষ্ঠেদ্বানরবাহিন্যাঃ সব্যং পক্ষমধিষ্ঠিতঃ।
মূর্দ্ধ্নি স্থাস্যাম্যহং যত্তো লক্ষ্মণেন সমন্বিতঃ॥ ১৬

চতুর্ব্বিংশ সর্গ।

অনন্তর সেই সমাগত বীরগণ, রাজকুমার রামকর্ত্তৃক বূহমধ্যে সন্নিবেশিত হইয়া, শোভনতারকাপুঞ্জবিরাজিত শরৎকালীন পূর্ণিমারাত্রির ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল। তত্রত্য ভূভাগ, সাগরবৎ সেই বলসমূহের বেগে যার পর নাই পীড়িত হইয়া বারংবার কম্পিত হইতে লাগিল। পরে বনচারী বানরযূথপতিগণ, লঙ্কা হইতে রাক্ষসগণের আক্রোশ-শব্দ এবং ভেরী ও মৃদঙ্গ সকলের সুমহৎ লোমহর্ষণ শব্দ শুনিতে পাইয়া অতিশয় পুলকিত হইল এবং তাহা সহ্য করিতে না পারিয়া এরূপ ভয়ানক শব্দ করিল যে, রাক্ষসেরাও অন্তরীক্ষে শব্দায়মান-মেঘগর্জ্জনের ন্যায়, মদগর্ব্ব বানরগণের সেই গর্জ্জনধ্বনি শুনিতে পাইল। ১—৫। দাশরথি রাম, বিচিত্রধ্বজপতাকাশোভিত লঙ্কাপুরী দেখিয়া মনোমধ্যে সীতাকে স্মরণ করত "এই স্থানেই সেই বালমৃগাক্ষী জানকী মঙ্গলগ্রহাভিভূত রোহিণী নক্ষত্রের ন্যায়, রাবণকর্ত্তৃক অবরুদ্ধা হইয়া আছেন" এইরূপ পরিতাপ করিতে লাগিলেন। পরে বীরবর রাম, লক্ষ্মণের দিকে চাহিয়া উষ্ণ এবং দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করত আপনার তৎকালোচিত হিতজনক এই কথা বলিলেন, "লক্ষ্মণ! দেখ, পর্ব্বতের শিখরদেশে নির্ম্মিতা লঙ্কানগরীর প্রাসাদ-শিখর শ্রেণী আকাশ ভেদ করত উঠিয়া এরূপ শোভা পাইতেছে যে, বোধ হয় যেন বিশ্বকর্ম্মা মনোমধ্যেই এই পুরী নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। দেখ, লঙ্কানগরী সপ্তভূমিকপ্রাসাদ সকলে সঙ্কীর্ণ হইয়া, পাণ্ডুবর্ণ মেঘাচ্ছাদিত বিষ্ণুপদ আকাশের ন্যায় শোভা ধারণ করিয়াছে। ৬—১০। গন্ধর্ব্বরাজ চিত্ররথের উপবনসদৃশ ফলপুষ্পপূর্ণ বনরাজি উহাকে কেমন শোভান্বিত করিতেছে। ঐ দেখ, নানাজাতি পক্ষিগণ উহার উপরে উপবেশন করিয়া সুমধুর শব্দ করিতেছে। লক্ষ্মণ! ঐ দেখ সুশীতল সুরভি সুন্দর সমীরণ, বৃক্ষ সকলকে প্রকম্পিত করিতেছে, পক্ষিগণ প্রমত্তভাবে তদুপরি উপবিষ্ট রহিয়াছে; পাছে বায়ুবেগবশতঃ পতিত হইতে হয়, এই ভাবিয়াই যেন ভ্রমরসমূহ পুষ্পমধ্যে লীন হইতেছে। কোকিলগণ যেন বসন্তসমাগমে ব্যাকুল হইয়াই সুমধুর কুহু রব করিতেছে।" বীর দাশরথি রাম, লক্ষ্মণকে এই কথা বলিয়া সেই স্থানেই যুদ্ধশাস্ত্রোক্ত নিয়মানুসারে সৈন্যবিভাগে প্রবৃত্ত হইয়া সেই বানরবল হইতে স্বীয় সাহায্যক্ষম সেনাপতিকে পৃথক্ করিয়া লইয়া কপিসৈন্যগণকে এইরূপ আজ্ঞা করিলেন; "দুর্জ্জয় অঙ্গদ, সেনাপতি নীলের সহিত এই সৈন্যগণের উরঃস্থলে থাকিবে। কপিশ্রেষ্ঠ ঋষভ বানরসমূহে পরিবেষ্টিত হইয়া বানরসেনাগণের সহিত দক্ষিণ পার্শ্বে থাকিবে; মদস্রাবী হস্তীর ন্যায়, দুর্দ্ধর্ষ মহাবেগশালী বানরবর গন্ধমাদন, বানরসেনাগণের

জাম্ববাংশ্চ সুষেণশ্চ বেগদর্শী চ বানরঃ ।
ঋক্ষমুখ্যা মহাত্মানঃ কুক্ষিং রক্ষন্তু তে ত্রয়ঃ ॥ ১৭
জঘনং কপিসেনায়াঃ কপিরাজোঽভিরক্ষতু ।
পশ্চার্দ্ধমিব লোকস্য প্রচেতাস্তেজসাবৃতঃ ॥ ১৮
সুবিভক্তমহাব্যূহা মহাবানররক্ষিতা ।
অনীকিনী সা বিবভৌ যথা দ্যৌঃ সাভ্রসংপ্লবা ॥ ১৯
প্রগৃহ্য গিরিশৃঙ্গাণি মহতশ্চ মহীরুহান্ ।
আসেতুর্বানরা লঙ্কাং বিমর্দ্দয়িষবো রণে ॥ ২০
শিখরৈর্বিকিরামৈনাং লঙ্কাং মুষ্টিভিরেব বা ।
ইতি স্ম দধিরে সর্ব্বে মনাংসি হরিপুঙ্গবাঃ ॥ ২১
ততো রামো মহাতেজাঃ সুগ্রীবমিদমব্রবীৎ ।
সুবিভক্তানি সৈন্যানি শুক এষ বিমুচ্যতাম্ ॥ ২২
রামস্য তু বচঃ শ্রুত্বা বানরেন্দ্রো মহাবলঃ ।
মোচয়ামাস তং দূতং শুকং রামস্য শাসনাৎ ॥ ২৩
মোচিতো রামবাক্যেন বানরৈশ্চ নিপীড়িতঃ ।
শুকঃ পরমসন্ত্রস্তো রক্ষোঽধিপমুপাগমৎ ॥ ২৪
রাবণঃ প্রহসন্নেব শুকং বাক্যমুবাচ হ ।
কিমিমৌ তে সিতৌ পক্ষৌ লূনপক্ষশ্চ দৃশ্যসে ।
কচ্চিন্নানেকচিত্তানাং তেষাং তু বশমাগতঃ ॥ ২৫
ততঃ স ভয়সংবিগ্নস্তেন রাজ্ঞাভিচোদিতঃ ।
বচনং প্রত্যুবাচেদং রক্ষসাধিপমুত্তমম্ ॥ ২৬
সাগরস্যোত্তরে তীরেঽব্রুবং তে বচনং তথা ।
যথাসন্দেশমক্লিষ্টং সান্ত্বয়ন্ শ্লক্ষ্ণয়া গিরা ॥ ২৭
ক্রুদ্ধৈস্তৈরহমুৎপ্লুত্য দৃষ্টমাত্রঃ প্লবঙ্গমৈঃ
গৃহীতোঽস্ম্যপি চারব্ধো হন্তুং লোপ্তুঞ্চ মুষ্টিভিঃ ॥ ২৮
ন তে সম্ভাষিতুং শক্যাঃ সম্প্রশ্নোঽত্র ন বিদ্যতে ।
প্রকৃত্যা কোপনাস্তীক্ষ্ণা বানরা রাক্ষসাধিপ ॥ ২৯
স চ হন্তা বিরাধস্য কবন্ধস্য খরস্য চ ।
সুগ্রীবসহিতো রামঃ সীতায়াঃ পদমাগতঃ ॥ ৩০
স কৃত্বা সাগরে সেতুং তীর্ত্বা চ লবণোদধিম্ ।
এষ রক্ষাংসি নির্দ্ধূয় ধন্বী তিষ্ঠতি রাঘবঃ ॥ ৩১
ঋক্ষবানরসঙ্ঘানামনীকানি সহস্রশঃ ।
গিরিমেঘনিকাশানাং ছাদয়ন্তি বসুন্ধরাম্ ॥ ৩২

সহিত বামভাগে থাকিবে। আমি লক্ষ্মণের সহিত সাবধানে সর্ব্বাগ্রে অবস্থান করিব। বানরশ্রেষ্ঠ মহাবল জাম্ববান্, সুষেণ এবং বেগদর্শী, এই তিন জনে কুক্ষি-দেশ রক্ষা করিবে। বরুণ যেমন নিজের তেজে পৃথিবীর পশ্চিমদিক্ রক্ষা করেন, সেইরূপ বানর-রাজ সুগ্রীব এই সেনাসমূহের জঘনদেশ রক্ষা করিবেন। ১১—১৮। বীরশ্রেষ্ঠ বানরগণকর্তৃক সুর-ক্ষিত সেই বানরসৈন্যসমূহ বিভক্ত হইয়া, নিবিড় মেঘাচ্ছাদিত আকাশের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল। বানরগণ গিরিশিখর এবং বৃহৎ বৃহৎ বৃক্ষ সকল লইয়া যেন মর্দ্দন করিবার ইচ্ছাতেই লঙ্কানগরীকে আক্রমণ করিল। তৎকালে বানরগণ এইরূপ উৎ-সাহান্বিত হইয়া উঠিল যে, তাহারা মনে করিতে লাগিল, এই লঙ্কাপুরীকে পর্ব্বতশিখরনিচয় বর্ষণে সমাচ্ছাদিত অথবা মুষ্টিপ্রহারেই ইহার প্রমোদমালা চূর্ণ করিয়া ফেলিব। ১১—২১। পরে মহাতেজস্বী রাম, বানররাজ সুগ্রীবকে বলিলেন "এক্ষণে সমস্ত সৈন্য বিভাগ করা হইয়াছে, সুতরাং এই শুককে ছাড়িয়া দাও। মহাবল বানররাজ সুগ্রীব, রামের কথা শুনিয়া তাঁহার আদেশক্রমে রাক্ষসরাজের দূত সেই শুককে মুক্ত করিয়া দিলে, সেই রাক্ষস, বানর-গণকর্তৃক নিতান্ত নিপীড়িত এবং ভীত হইয়া ত্বরায় রাক্ষসরাজের নিকটে উপস্থিত হইল। রাবণ শুককে তদবস্থায় আসিতে দেখিয়া ঈষৎ হাস্য করত "এ কি? তোমার পক্ষ সকল ছিন্ন দেখিতেছি কেন? কেহ কি তোমার পক্ষদ্বয় বন্ধন করিয়াছিল? অথবা তুমি কি সেই চঞ্চলচিত্ত বানরগণের বশতাপন্ন হইয়াছিলে? ইহা জিজ্ঞাসা করিলে, ভয়োদ্বিগ্নচিত্ত শুক, রাক্ষস-রাজকে প্রত্যুত্তর করিল,—"মহারাজ! আমি সমু-দ্রের উত্তর তীরে যাইয়া প্রথমতঃ মধুরস্বরে বানরগণকে সান্ত্বনা করিবার জন্য আপনি যেরূপ বলিয়াছিলেন, সেইরূপেই আপনার আদিষ্ট সেই বীরোচিত বাক্য সকল বলিতে লাগিলাম। বানরগণ আমাকে দেখি-বামাত্র যৎপরোনাস্তি ক্রুদ্ধ হইয়া, ঊর্দ্ধে লম্ফপ্রদান করত আমাকে ধারণ এবং পক্ষদ্বয় ছেদন ও মুষ্টি-প্রহারপূর্ব্বক আমার প্রাণপর্য্যন্তও নষ্ট করিতে উদ্যত হইল। ২২—২৮। রাক্ষসপতে! সেই অরণ্যচর বানরগণ স্বভাবতই ক্রুদ্ধ হইয়া স্বভাব এবং পূর্ব্বাপর বিবেচনা না করিয়াই হঠাৎ কার্য্য করিয়া থাকে। এজন্য কোন বিচার না করিয়াই, আমাকে এইরূপ লাঞ্ছনা করিয়াছে; অতএব তাহাদিগকে সম্ভাষণ করিবার উপায় নাই। মহারাজ! যে বীর,—মহা-বল বিরাধ, কবন্ধ এবং আপনার ভ্রাতা খরকেও নিহত করিয়াছেন, তিনি বানররাজ সুগ্রীবের সহিত সীতার অন্বেষণে প্রবৃত্ত হইয়া সেতুনির্ম্মাণ দ্বারা লবণসমুদ্র পার হইয়া রাক্ষসদিগকে তৃণ জ্ঞান করত ধনুর্ব্বাণ ধারণপূর্ব্বক লঙ্কায় আসিয়া অবস্থান করিতেছেন! তাঁহার পার্শ্বতায় মেঘতুল্য এত বানর-ভল্লুকসৈন্য আসিয়াছে যে, তাহারা পৃথিবীকে আচ্ছন্ন করিয়া

রাক্ষসানাং বলৌঘস্য বানরেন্দ্রবলস্য চ।
নৈতয়োর্বিদ্যতে সন্ধির্দেবদানবয়োরিব॥ ৩৩
পুরা প্রাকারমায়াতি ক্ষিপ্রমেকতরং কুরু।
সীতাকাস্মৈ প্রযচ্ছাশু যুদ্ধং বাপি প্রদীয়তাম্॥ ৩৪
শুকস্য বচনং শ্রুত্বা রাবণো বাক্যমব্রবীৎ।
রোষসংরক্তনয়নো নির্দহন্নিব চক্ষুষা॥ ৩৫
যদি মাং প্রতিযুধ্যেরন্ দেবগন্ধর্বদানবাঃ।
নৈব সীতাং প্রদাস্যামি সর্বলোকভয়াদপি॥ ৩৬
কদা সমভিধাবন্তি মামকা রাঘবং শরাঃ।
বসন্তে পুষ্পিতং মত্তা ভ্রমরা ইব পাদপম্॥ ৩৭
কদা শোণিতদিগ্ধাঙ্গং দীপ্তৈঃ কার্মুকবিচ্যুতৈঃ।
শরৈরাদীপয়িষ্যামি উল্কাভিরিব কুঞ্জরম্॥ ৩৮
তচ্চাস্য বলমাদাস্যে বলেন মহতা বৃতঃ।
জ্যোতিষামিব সর্বেষাং প্রভামুদ্যন্ দিবাকরঃ॥ ৩৯
সাগরস্যেব মে বেগো মারুতস্যেব মে বলম্।
ন চ দাশরথির্বেদ তেন মাং যোদ্ধুমিচ্ছতি॥ ৪০

রাখিয়াছে। মহারাজ! আপনার এবং বানররাজ সুগ্রীবের সৈন্যসমূহের মধ্যে দেবতাগণের সহিত দানবগণের ন্যায়, পরস্পর সন্ধি সংস্থাপন হইবার কোন সম্ভাবনাই নাই; সুতরাং আপনি ত্বরায় রামকে সীতা প্রদান অথবা তাঁহার সহিত যুদ্ধ এই দুয়ের একটী অবলম্বন করুন। কারণ অচিরে তাহারা এস্থানে আসিবে।" ২৯—৩৪। শুকের এই প্রকার কথা শুনিয়া রাবণ ক্রুদ্ধ হইয়া রোষারুণিতনেত্রে যেন শুককে দগ্ধ করত বলিলেন, "যদি দেব, দানব এবং গন্ধর্বগণ মিলিত হইয়া আমার সহিত প্রতিযুদ্ধ করে, কিম্বা ত্রিভুবনবাসী লোক সমস্ত যদি আমার প্রতিকূল হয়, তথাপি আমি, ভীত হইয়া সীতাকে প্রত্যর্পণ করিব না। হায়! কখন এরূপ শুভ সময় আসিবে, যখন বসন্তকালে প্রমত্ত ভ্রমরকুল যেরূপ কুসুমিত বৃক্ষের অভিমুখে ধাবিত হয়, তদ্রূপ আমার বাণসমূহ সেই রাঘবের প্রতি ধাবিত হইবে! কখন আমার কার্ম্মুক-বিক্ষিপ্ত প্রদীপ্ত বাণসকল দ্বারা শোণিত-দিগ্ধাঙ্গ সেই রামকে, উল্কা দ্বারা যেরূপ হস্তী দগ্ধ হয়, সেইরূপ দগ্ধ করিয়া ফেলিব। শুক! আমি নিশ্চয় বলিতেছি, যেরূপ সূর্য্য উদিত হইয়া নক্ষত্রাদি ক্ষুদ্র জ্যোতিষ্কসমূহের প্রভাব বিলুপ্ত করিয়া থাকেন, সেইরূপ আমিও বিপুলবলপরিবৃত হইয়া সেই সামান্য বলকে বিলুপ্ত করিয়া ফেলিব। বোধ হয়, দশরথের পুত্র সেই রাম আমার সমুদ্রতুল্য বেগ এবং বায়ু-সদৃশ বল জানে না, সেই জন্যই আমার সহিত যুদ্ধ

ন মে তূণীশয়ান্ বাণান্ সবিষানিব পন্নগান্।
রামঃ পশ্যতি সংগ্রামে তেন মাং যোদ্ধুমিচ্ছতি॥ ৪১
ন জানাতি পুরা বীর্যং মম যুদ্ধে স রাঘবঃ॥ ৪২
মম চাপময়ীং বীণাং শরকোণৈঃ প্রবাদিতাম্।
জ্যাশব্দতুমুলাং ঘোরামার্তগীতমহাস্বনাম্॥ ৪৩
নারাচতলসন্নাদাং নদীমহিতবাহিনীম্।
অবগাহ্য মহারঙ্গং বাদয়িষ্যাম্যহং রণে॥ ৪৪
ন বাসবেনাপি সহস্রচক্ষুষা
যুদ্ধেঽস্মি শক্যো বরুণেন বা পুনঃ।
যমেন বা ধর্ষয়িতুং শরাগ্নিনা
মহাহবে বৈশ্রবণেন বা স্বয়ম্॥ ৪৫
ইতি লঙ্কাকাণ্ডে চতুর্বিংশঃ সর্গঃ॥ ২৪॥

পঞ্চবিংশঃ সর্গঃ।

সবলে সাগরং তীর্ণে রামে দশরথাত্মজে।
অমাত্যৌ রাবণঃ শ্রীমানব্রবীচ্ছুকসারণৌ॥ ১
সমগ্রং সাগরং তীর্ণং দুস্তরং বানরং বলম্।
অভূতপূর্বং রামেণ সাগরে সেতুবন্ধনম্॥ ২

করিতে ইচ্ছা করিতেছে। রাম, এখনও রণভূমিতে আমার সরাশনে নিহিত সবিষ আশীবিষতুল্য শরসমূহ দেখে নাই বলিয়াই আমার সহিত যুদ্ধ করিতে ইচ্ছা করিতেছে। বোধ হয়, রাঘব আমার বীর্য্য জানে না, এবং আমি যে রণভূমিতে সেনা নদীরূপ মহারঙ্গে অবগাহন করিয়া বাণরূপ কোণসকল দ্বারা বাদিত, জ্যাশব্দরূপ তুমুলশব্দবিশিষ্ট, আর্ত্ত এবং ভীত সকলের 'হা হতোঽস্মি' ইত্যাদিরূপ গীতশব্দসদৃশ নানাবিধ স্বরপূর্ণ এবং প্রক্ষিপ্ত নারাচতলের ন্যায় সন্নাদবিশিষ্ট ধনুর্ম্ময়ী বীণা বাদিত করিব, তাহা জানিতে পারে নাই, সেই জন্যই এইরূপ ইচ্ছা করিতেছে। শুক! অধিক কি সহস্রলোচন ইন্দ্র অথবা বরুণও আমাকে যুদ্ধে জয় করিতে পারে না; যম অথবা স্বয়ং কুবেরও আমাকে বাণাগ্নিদ্বারা ধর্ষণ করিতে অক্ষম।" ৪০—৪৫।

পঞ্চবিংশ সর্গ।

দশরথপুত্র রাম সৈন্য সমভিব্যাহারে সমুদ্র পার হইয়া লঙ্কায় উপস্থিত হইয়াছেন, শুনিয়া রাবণ,—শুক ও সারণনামক আপন মন্ত্রিদ্বয়কে বলিতে লাগিলেন, "রাম সমুদ্রের উপর সেতু প্রস্তুত করি

সাগরে সেতুবন্ধং তং ন শ্রদ্দধ্যাং কথঞ্চন।
অবশ্যঞ্চাপি সংখ্যেয়ং তন্ময়া বানরং বলম্॥ ৩
ভবন্তৌ বানরং সৈন্যং প্রবিশ্যানুপলক্ষিতৌ।
পরিমাণঞ্চ বীর্য্যঞ্চ যে চ মুখ্যাঃ প্লবঙ্গমাঃ॥ ৪
মন্ত্রিণো যে চ রামস্য সুগ্রীবস্য চ সম্মতাঃ।
যে পূর্ব্বমভিবর্ত্তন্তে যে চ শূরাঃ প্লবঙ্গমাঃ॥ ৫
স চ সেতুর্যথা বদ্ধঃ সাগরে সলিলার্ণবে।
নিবেশঞ্চ যথা তেষাং বানরাণাং মহাত্মনাম্॥ ৬
রামস্য ব্যবসায়ঞ্চ বীর্য্যং প্রহরণানি চ।
লক্ষ্মণস্য চ বীরস্য তত্ত্বতো জ্ঞাতুমর্হথঃ॥ ৭
কশ্চ সেনাপতিস্তেষাং বানরাণাং মহৌজসাম্।
তচ্চ জ্ঞাত্বা যথাতত্ত্বং শীঘ্রমাগন্তুমর্হথঃ॥ ৮
ইতি প্রতিসমাদিষ্টৌ রাক্ষসৌ শুকসারণৌ।
হরিরূপধরৌ বীরৌ প্রবিষ্টৌ বানরং বলম্॥ ৯
ততস্তদ্বানরং সৈন্যমচিন্ত্যং লোমহর্ষণম্।
সংখ্যাতুং নাধ্যগচ্ছেতাং তদা তৌ শুকসারণৌ॥ ১০
তৎ স্থিতং পর্ব্বতাগ্রেষু নির্ঝরেষু গুহাসু চ।
তরমাণঞ্চ তীর্ণঞ্চ তর্ত্তুকামঞ্চ সর্ব্বশঃ॥ ১১
নিবিষ্টং নিবিশচ্চৈব ভীমনাদং মহাবলম্।
তদ্বলার্ণবমক্ষোভ্যং দদৃশাতে নিশাচরৌ॥ ১২
তৌ দদর্শ মহাতেজাঃ প্রতিচ্ছন্নৌ বিভীষণঃ।
আচচক্ষে স রামায় গৃহীত্বা শুকসারণৌ॥ ১৩
তস্যৈতৌ রাক্ষসেন্দ্রস্য মন্ত্রিণৌ শুকসারণৌ।
লঙ্কায়াঃ সমনুপ্রাপ্তৌ চারৌ পরপুরঞ্জয়॥ ১৪
তৌ দৃষ্ট্বা ব্যথিতৌ রামং নিরাশৌ জীবিতে তথা।
কৃতাঞ্জলিপুটৌ ভীতৌ বচনঞ্চেদমূচতুঃ॥ ১৫
আবামিহাগতৌ সৌম্য রাবণপ্রহিতাবুভৌ।
পরিজ্ঞাতুং বলং সর্ব্বং তবেদং রঘুনন্দন॥ ১৬
তয়োস্তদ্বচনং শ্রুত্বা রামো দশরথাত্মজঃ।
অব্রবীৎ প্রহসন্ বাক্যং সর্ব্বভূতহিতে রতঃ॥ ১৭
যদি দৃষ্টং বলং সর্ব্বং বয়ং বা সুসমাহিতাঃ।
যথোক্তং বা কৃতং কার্য্যং ছন্দতঃ প্রতিগম্যতাম্॥ ১৮
অথ কিঞ্চিদদৃষ্টং বা ভূয়স্তদ্দ্রষ্টুমর্হথঃ।
বিভীষণো বা কাৎস্ন্যেন পুনঃ সন্দর্শয়িষ্যতি॥ ১৯

য়াছে এবং তদ্দ্বারা সমগ্র বানরসৈন্য দুস্তর সাগর পার হইয়াছে। মন্ত্রিন্! আমি এরূপ কর্ম্ম কাহাকেই কখন করিতে দেখি নাই। সমুদ্রে সেতু-বন্ধন, ইহা ত আমি কোনমতেই বিশ্বাস করিয়া উঠিতে পারিতেছি না। যাহা হউক, এক্ষণে রামের সহিত কত বানরসৈন্য আসিয়াছে, তাহা জানা কর্ত্তব্য; সুতরাং তোমরা অদৃশ্যভাবে বানরসৈন্য-মধ্যে প্রবেশ করিয়া সেই বানরসৈন্যের সংখ্যা, তাহাদের বীর্য্য, তন্মধ্যে যেগুলি প্রধান, যাহারা রামের মন্ত্রী, যাহারা সুগ্রীবের সহচর, যাহারা সৈন্যের পুরোগামী এবং যে বানরগণ বীর বলিয়া প্রসিদ্ধ। ১—৫। সেই সলিলার্ণব সাগরের উপর যেরূপে সেতু নির্ম্মিত হইয়াছে, সেই মহাবল বানরগণ যেরূপে সন্নি-বেশিত হইয়াছে তাহা এবং মহাবীর রাম ও লক্ষ্মণের কার্য্যপ্রণালী, বল ও অস্ত্রাদির বিষয় প্রকৃতরূপে জানিয়া আইস। সেই মহাতেজা বানরগণের সেনা-পতিই বা কে, তাহাও প্রকৃতরূপে জানিয়া শীঘ্রই ফিরিয়া আসিবে।" রাক্ষস শুক ও সারণ, রাক্ষস রাজের এইরূপ আদেশ পাইয়া, বানররূপ ধারণপূর্ব্বক বানরসৈন্যমধ্যে প্রবেশ করিল, কিন্তু তাহারা সেই অচিন্ত্য লোমহর্ষণ বানরসৈন্য গণনা করিতে পারিল না। ৬—১০। যেহেতু তখন অসংখ্য বানরসৈন্য সমুদ্র পার হইয়া গিরিশিখর, নির্ঝর, গুহা, সমুদ্রতীর, কানন এবং উপবনে অবস্থান করিতেছিল, অনেকেই পার হইতেছিল এবং বহুসংখ্যক সৈন্য তখনও পরপারে থাকিয়া পার হইবার উদ্‌যোগ করিতেছিল। গুপ্তবেশধারী রাক্ষস শুক ও সারণ এইরূপ শিবিরমধ্যে প্রবিষ্ট এবং প্রবেশোন্মুখ সেই ভীমনাদ মহাবল অক্ষোভ্য বানরবাহিনী দেখিতেছে, ইত্যবসরে মহা-তেজস্বী বিভীষণ তাহাদিগকে দেখিতে পাইলেন এবং অপর বানরগণ দ্বারা তাহাদিগকে রামচন্দ্রের নিকটে আনাইয়া বলিতে লাগিলেন, "শত্রুতাপন! ইহারা উভয়েই সেই রাক্ষসরাজ রাবণের মন্ত্রী, ইহাদের নাম শুক ও সারণ। মহারাজ! ইহারা চাররূপে রাবণকর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া, আপনার বল দেখিবার জন্য আসিয়াছে।" পরে শুক ও সারণ, রামকে দেখিয়া ভয়বিহ্বল হইয়া প্রাণের আশায় জলাঞ্জলি দিয়া বলিল; "সৌম্য রঘুনন্দন! আমরা উভয়েই রাবণের আদেশে আপনার এই সমগ্র বল জানিবার জন্য এ স্থানে আসিয়াছি।" ১১—১৬। সর্ব্বভূতহিতৈষী দশরথ-পুত্র রাম তাহাদের সেইরূপ সকরুণ বাক্য শুনিয়া মৃদু হাস্য করত বলিলেন, 'যদি তোমরা আমাদের সমস্ত সৈন্য দেখিয়া থাক, অমাত্যের সহিত সুগ্রীব এবং আমাদের বীর্য্যাদির বিষয় জানিতে পারিয়া থাক, অথবা রাবণ যেরূপ বলিয়া দিয়াছিল, তাহা সম্পন্ন করিয়াও যদ্যপি কোন কার্য্য করিয়া থাক, আমি সে সকল ক্ষমা করিতেছি, তোমরা স্বেচ্ছানুসারে ফিরিয়া যাও যদি কিছু দেখিতে অবশিষ্ট

ন চাস্ত্রগ্রহণং প্রাপ্য হন্তব্যং জীবিতং প্রতি।
ন্যস্তশস্ত্রৌ গৃহীতৌ চ ন দূতৌ বধমর্হথঃ ॥ ২০
প্রচ্ছন্নৌ চ বিমুক্তৌ চারৌ রাত্রিঞ্চরাবুভৌ।
শত্রুপক্ষস্য সততং বিভীষণ বিকর্ষিণৌ ॥ ২১
প্রবিশ্য নগরীং লঙ্কাং ভবদ্ভ্যাং ধনদানুজঃ।
বক্তব্যো রক্ষসাং রাজা যথোক্তবচনং মম ॥ ২২
যদ্বলং ত্বং সমাশ্রিত্য সীতাং মে হৃতবানসি।
তদ্দর্শয় যথাকামং সসৈন্যশ্চ সবান্ধবঃ ॥ ২৩
শ্বঃ কাল্যে নগরীং লঙ্কাং সপ্রাকারাং সতোরণাম্।
রক্ষসাঞ্চ বলং পশ্য শরৈর্বিধ্বংসিতং ময়া ॥ ২৪
ক্রোধং ভীমমহং মোক্ষ্যে সসৈন্যে ত্বয়ি রাবণ।
শ্বঃ কাল্যে বজ্রবান্ বজ্রং দানবেষ্বিব বাসবঃ ॥ ২৫
ইতি প্রতিসমাদিষ্টৌ রাক্ষসৌ শুকসারণৌ।
জয়েতি প্রতিনন্দ্যৈনং রাঘবং ধর্ম্মবৎসলম্।
আগম্য নগরীং লঙ্কামব্রূতাং রাক্ষসাধিপম্ ॥ ২৬
বিভীষণগৃহীতৌ তু বধার্থং রাক্ষসেশ্বর।
দৃষ্ট্বা ধর্ম্মাত্মনা মুক্তৌ রামেণামিততেজসা ॥ ২৭

একস্থানগতা যত্র চত্বারঃ পুরুষর্ষভাঃ।
লোকপালসমাঃ শূরাঃ কৃতাস্ত্রা দৃঢ়বিক্রমাঃ ॥ ২৮
রামো দাশরথিঃ শ্রীমান্ লক্ষ্মণশ্চ বিভীষণঃ।
সুগ্রীবশ্চ মহাতেজা মহেন্দ্রসমবিক্রমঃ ॥ ২৯
এতে শক্তাঃ পুরীং লঙ্কাং সপ্রাকারাং সতোরণাম্।
উৎপাট্য সংক্রাময়িতুং সর্ব্বে তিষ্ঠন্তু বানরাঃ ॥ ৩০
যাদৃশং তদ্ধি রামস্য রূপং প্রহরণানি চ।
বধিষ্যতি পুরীং লঙ্কামেকস্তিষ্ঠন্তু তে ত্রয়ঃ ॥ ৩১
রামলক্ষ্মণগুপ্তা সা সুগ্রীবেণ চ বাহিনী।
বভূব দুর্দ্ধর্ষতরা সর্ব্বৈরপি সুরাসুরৈঃ ॥ ৩২
প্রহৃষ্টযোধা ধ্বজিনী মহাত্মনাং
বনৌকসাং সম্প্রতি যোদ্ধুমিচ্ছতাম্।
অলং বিরোধেন শমো বিধীয়তাং
প্রদীয়তাং দাশরথায় মৈথিলী ॥ ৩৩

ইতি লঙ্কাকাণ্ডে পঞ্চবিংশঃ সর্গঃ ॥ ২৫ ॥

থাকে, তাহাও দেখিয়া যাও অথবা বিভীষণ পুনর্ব্বার সমস্ত দেখাইয়া দিবেন। তোমরা আমার বন্দীভূত হইয়াছ বলিয়া প্রাণের আশা পরিত্যাগ করিও না; কেননা তোমরা দূত, অস্ত্রহীন এবং শরণাগত, অতএব অবধ্য। বিভীষণ! রাবণের শত্রুপক্ষ-ভেদ-সাধনক্ষম এবং প্রচ্ছন্নরূপী এই রাক্ষসদ্বয়কে ছাড়িয়া দাও।" ১৭—২১। রঘুনন্দন, বিভীষণকে এই কথা বলিয়া পুনরায় শুক এবং সারণকে বলিতে লাগিলেন, "তোমারা লঙ্কা নগরীতে প্রবেশ করিয়া কুবেরের কনিষ্ঠ ভ্রাতা সেই রাক্ষসরাজ রাবণকে আমার এই কথাগুলি বলিবে;—"তুমি যে বলে আমার প্রিয়তমা-পত্নী সীতাকে হরণ করিয়া আনিয়াছ, এক্ষণে সৈন্য এবং বান্ধবগণের সহিত সেই বল দেখাও। তুমি কল্য প্রভাতেই দেখিবে—তোরণশোভিত এবং প্রাকার-বেষ্টিত লঙ্কা নগরী ও সমগ্র রাক্ষসবল আমার শর-সমূহদ্বারা বিধ্বস্ত হইতেছে। বজ্রপাণি দেবরাজ ইন্দ্র যেরূপ দানবগণের উপর বজ্র নিক্ষেপ করেন, রাবণ! কল্য প্রভাতে আমি তোমার উপর সেইরূপ ক্রোধ নিক্ষেপ করিব।" ২২—২৫। শুক ও সারণ এইরূপে প্রত্যাগত হইয়া ধর্ম্মবৎসল রঘুনন্দন রামকে 'আপনি বিজয় লাভ করুন' এই বলিয়া অভিনন্দন করত লঙ্কা নগরীতে গিয়া রাক্ষসরাজকে বলিতে লাগিল,—"রাক্ষসেশ্বর! আমরা বানরসৈন্যমধ্যে প্রবেশ করিয়া বধ করিবার জন্য বিভীষণকর্ত্তৃক ধৃত হইলে অমিতবল ধর্ম্মাত্মা রাম তাহা দেখিয়া আমা-দিগকে ছাড়িয়া দিয়াছেন। মহারাজ! লোকপাল-তুল্য বীর্য্যবান্ সর্ব্বাস্ত্রকুশল ও প্রবল-পরাক্রম দশরথা-ত্মজ শ্রীমান্ রাম ও লক্ষ্মণ, আপনার কনিষ্ঠ সহোদর বিভীষণ এবং মহেন্দ্রতুল্য বিক্রমশালী মহাতেজস্বী কিষ্কিন্ধ্যারাজ সুগ্রীব, এই চারিজন পুরুষশ্রেষ্ঠ যখন একত্র মিলিত হইয়াছেন, তখন অন্য বানরগণের সাহায্য ব্যতীতও চারিজনেই প্রাকার ও তোরণের সহিত এই লঙ্কাপুরীকে স্বস্থান হইতে উপড়াইয়া অন্য স্থানে ফেলিতে পারিবেন। রামের যেরূপ রূপ এবং অস্ত্রাদি দেখিলাম, তাহাতে লক্ষ্মণ, বিভীষণ অথবা সুগ্রীব কাহারও সাহায্যের প্রয়োজন হইবে না, একাকীই তিনি লঙ্কাপুরীকে ধ্বংস করিবেন। মহারাজ! যেরূপ দেখি-লাম, তাহাতে রাম, লক্ষ্মণ এবং সুগ্রীবকর্ত্তৃক রক্ষিত সেই বানর সেনাকে সমস্ত অমর এবং অসুরগণেরও অজেয় বলিয়া বোধ হইল। রাজন্! সেই মহাবল বনচারী বানরসেনাগণ সকলেই রণদক্ষ এবং তাহারা যুদ্ধার্থী হইয়া প্রতীক্ষা করিতেছে, সুতরাং তাহাদের সহিত বিরোধের প্রয়োজন নাই; আপনি দশরথ-নন্দনের নিকটে জানকীকে প্রত্যর্পণ করিয়া তাঁহার সহিত সন্ধি স্থাপন করুন।" ২৬—৩৩।

ষড়্‌বিংশঃ সর্গঃ।

তদ্বচঃ সত্যমক্লীবং সারণেনাভিভাষিতম্
নিশম্য রাবণো রাজা পর্য্যভাষত সারণম্ ॥ ১
যদি মামভিযুঞ্জীরন্ দেবগন্ধর্ব্বদানবাঃ।
নৈব সীতামহং দদ্যাং সর্ব্বলোকভয়াদপি ॥ ২
ত্বন্তু সৌম্য পরিত্রস্তো হরিভিঃ পীড়িতো ভৃশম্।
প্রতিপ্রদানমদ্যৈব সীতায়াঃ সাধু মন্যসে।
কো হি নাম সপত্নো মাং সমরে জেতুমর্হতি ॥ ৩
ইত্যুক্ত্বা পরুষং বাক্যং রাবণো রাক্ষসাধিপঃ।
আরুরোহ ততঃ শ্রীমান্ প্রাসাদং হিমপাণ্ডুরম্ ॥ ৪
বহুতালসমুৎসেধং রাবণোঽথ দিদৃক্ষয়া।
তাভ্যাং চরাভ্যাং সহিতো রাবণঃ ক্রোধমূর্চ্ছিতঃ।
পশ্যমানঃ সমুদ্রং তং পর্ব্বতাংশ্চ বনানি চ।
দদর্শ পৃথিবীদেশং সুসম্পূর্ণং প্লবঙ্গমৈঃ ॥ ৬
তদপারমসহ্যঞ্চ বানরাণাং মহাবলম্
আলোক্য রাবণো রাজা পরিপপ্রচ্ছ সারণম্ ॥ ৭
এষাং কে বানরা মুখ্যাঃ কে শূরাঃ কে মহাবলাঃ।
কে পূর্ব্বমভিবর্ত্তন্তে মহোৎসাহাঃ সমন্ততঃ ॥ ৮
কেষাং শৃণোতি সুগ্রীবঃ কে বা যূথপযূথপাঃ।
সারণাচক্ষ্ব মে সর্ব্বং কিম্প্রভাবাঃ প্লবঙ্গমাঃ ॥ ৯
সারণো রাক্ষসেন্দ্রস্য বচনং পরিপৃচ্ছতঃ।
আচচক্ষেঽথ মুখ্যজ্ঞো মুখ্যাংস্তত্র বনৌকসঃ ॥ ১০
এষ যোঽভিমুখো লঙ্কাং নর্দ্দংস্তিষ্ঠতি বানরঃ।
যূথপানাং সহস্রেণ শতেন পরিবারিতঃ ॥ ১১
যস্য ঘোষেণ মহতা সপ্রাকারা সতোরণা।
লঙ্কা প্রতিহতা সর্ব্বা সশৈলবনকাননা। ১২
সর্ব্বশাখামৃগেন্দ্রস্য সুগ্রীবস্য মহাত্মনঃ।
বলাগ্রে তিষ্ঠতে বীরো নীলো নামৈষ যূথপঃ ॥ ১৩
বাহূ প্রগৃহ্য যঃ পদ্ভ্যাং মহীং গচ্ছতি বীর্য্যবান্।
লঙ্কামভিমুখঃ কোপাদভীক্ষ্ণঞ্চ বিজৃম্ভতে ॥ ১৪
গিরিশৃঙ্গপ্রতীকাশঃ পদ্মকিঞ্জল্কসন্নিভঃ।
স্ফোটয়ত্যতিসংরব্ধো লাঙ্গুলঞ্চ পুনঃপুনঃ ॥ ১৫
যস্য লাঙ্গুলশব্দেন স্বনন্তি প্রদিশো দশ।
এষ বানররাজেন সুগ্রীবেণাভিষেচিতঃ ॥ ১৬
যৌবরাজ্যেঽঙ্গদো নাম ত্বামাহ্বয়তি সংযুগে।
বালিনঃ সদৃশঃ পুত্রঃ সুগ্রীবস্য সদা প্রিয়ঃ ॥ ১৭

ষড়্‌বিংশ সর্গ

সারণের সেই সত্য এবং অকাতর বাক্য শুনিয়া রাবণ তাহাকে বলিলেন, "যদি দেবতা, দানব এবং গন্ধর্ব্বগণ অথবা ত্রিলোকবাসী সকল লোক একত্রিত হইয়া আমার সহিত সমরে প্রবৃত্ত হয়, তথাপি আমি ভয়ে সীতাকে প্রত্যর্পণ করিব না। সৌম্য! বানরগণ তোমাকে যৎপরোনাস্তি পীড়ন করিয়াছে, সেইজন্যই তুমি অত্যন্ত ভীত হইয়াছ এবং সীতাকে প্রত্যর্পণ করাই যুক্তিসঙ্গত বলিয়া মনে করিতেছ, বস্তুতঃ কোন্ শত্রু আমাকে যুদ্ধে জয় করিতে পারিবে?" রাক্ষসরাজ শ্রীমান্ রাবণ সক্রোধে এইরূপ পরুষ বাক্য সকল বলিয়া বানরবল দেখিবার নিমিত্ত সেই চারদ্বয়ের সমভিব্যাহারে হিমের ন্যায় পাণ্ডুবর্ণ অত্যুচ্চ প্রাসাদে আরোহণ করিলেন। ১—৫। পরে সমুদ্র, পর্ব্বত ও বন সকল বানরসৈন্যে পরিপূর্ণ হইয়াছে এবং সেই অপার দুঃসহ মহাবল বানরগণ বিশ্রাম করিতেছে দেখিয়া রাবণ সারণকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "এই বানরগণের মধ্যে কাহারা প্রধান, কাহারা বীর এবং কোন্ বানরগণই বা মহাবলবান্? কোন্ বানরগণ সবিশেষ উৎসাহের সহিত সর্ব্বতোভাবে বানরসৈন্যের সম্মুখভাগ রক্ষা করিতেছে? কাহারা সুগ্রীবের মন্ত্রী? কোন্ বানরগণই বা দলপতিগণেরও প্রধান? তাহাদের পরাক্রমই বা কেমন? সারণ! তুমি আমার নিকটে এই সকল বিষয়ের কীর্ত্তন কর।" বানরগণের মধ্যে কে প্রধান, কে অপ্রধান তদ্বিষয়ে সম্যক্ অভিজ্ঞ সারণ রাক্ষসরাজের কথা শুনিয়া প্রধান প্রধান বানরগণের পরিচয় দিতে লাগিল। ৬—১০। ঐ দেখুন, যে বানর শত সহস্র দলপতিগণে পরিবেষ্টিত হইয়া লঙ্কার দিকে দৃষ্টিনিক্ষেপ করত সিংহনাদ করিতেছে, যাহার তুমুল শব্দে পর্ব্বত জলাশয় ও কানন সকলের সহিত প্রাকারবেষ্টিত ও তোরণশোভিত লঙ্কানগরী প্রতিধ্বনিত হইতেছে এবং যে বানর, বানররাজ মহাত্মা সুগ্রীবের সৈন্যের অগ্রভাগে অবস্থান করিতেছে উহার নাম নীল। পর্ব্বতশিখরের ন্যায় উন্নতকায়, পদ্মকেশরের ন্যায় পীতবর্ণ ঐ যে বানর বাহুদ্বয় উদ্যত করত পদদ্বয়ে বিচরণ করিতেছে, ক্রোধভরে লঙ্কাভিমুখে বারংবার দৃষ্টিনিক্ষেপ ও মুখভঙ্গী প্রকাশ করিয়া যেন অতিমাত্র ক্রুদ্ধ হইয়া পুনঃপুনঃ লাঙ্গুল উৎক্ষেপাদি করিতেছে এবং যাহার লাঙ্গুলউৎক্ষেপশব্দে দশদিক্ প্রতিধ্বনিত হইতেছে, মহারাজ! বানররাজ সুগ্রীবকর্ত্তৃক যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত এই যুবরাজ অঙ্গদ আপনাকে যুদ্ধের জন্য আহ্বান করিতেছে।

এতস্য বলিনঃ সর্ব্বে বিহারা নাম যূথপাঃ।
রাজন্ শতসহস্রাণি চত্বারিংশত্তথৈব চ ॥ ৩৬
যস্ত মেঘ ইবাকাশং মহানাবৃত্য তিষ্ঠতি।
মধ্যে বানরবীরাণাং সুরাণামিব বাসবঃ ॥ ৩৭
ভেরীণামিব সন্নাদো যস্যৈষ শ্রূয়তে মহান্।
ঘোষঃ শাখামৃগেন্দ্রাণাং সংগ্রামমভিকাঙ্ক্ষতাম্ ॥ ৩৮
এষ পর্ব্বতমধ্যাস্তে পারিপাত্রমনুত্তমম্।
যুদ্ধে দুষ্প্রসহো নিত্যং পনসো নাম যূথপঃ। ৩৯
এনং শতসহস্রাণাং শতার্দ্ধং পর্য্যুপাসতে।
যূথপা যূথপশ্রেষ্ঠং যেষাং যূথানি ভাগশঃ ॥ ৪০
যস্তু ভীমাং প্রবল্গন্তীং চমূং তিষ্ঠতি শোভয়ন্।
স্থিতস্তীরে সমুদ্রস্য দ্বিতীয় ইব সাগরঃ ॥ ৪১
এষ দর্দ্দুরসঙ্কাশো বিনতো নাম যূথপঃ।
পিবংশ্চরতি পর্ণাশাং নদীনামুত্তমাং নদীম্ ॥ ৪২
ষষ্টিঃ শতসহস্রাণি বলমস্য প্লবঙ্গমাঃ।
ত্বামাহ্বয়তি যুদ্ধায় ক্রথনো নাম বানরঃ ॥ ৪৩
বিক্রান্তা বলবন্তশ্চ যথা যূথানি ভাগশঃ।
যস্তু গৈরিকবর্ণাভং বপুঃ পুষ্যতি বানরঃ ॥ ৪৪
অবমত্য সদা সর্ব্বান্ বানরান্ বলদর্পিতঃ।
গবয়ো নাম তেজস্বী ত্বাং ক্রোধাদভিবর্ত্ততে ॥ ৪৫
এনং শতসহস্রাণি সপ্ততিঃ পর্য্যুপাসতে।
এষৈবাশংসতে লঙ্কাং স্বেনানীকেন মর্দ্দিতুম্ ॥ ৪৬
এতে দুষ্প্রসহা বীরা যেষাং সংখ্যা ন বিদ্যতে।
যূথপা যূথপশ্রেষ্ঠা যেষাং যূথানি ভাগশঃ ॥ ৪৭

ইতি লঙ্কাকাণ্ডে ষড়্‌বিংশঃ সর্গঃ ॥ ২৬ ॥

সপ্তবিংশঃ সর্গঃ।

তাংস্তু তে সম্প্রবক্ষ্যামি প্রেক্ষমাণস্য যূথপান্।
রাঘবার্থে পরাক্রান্তা যে ন রক্ষন্তি জীবিতম্ ॥ ১
স্নিগ্ধা যস্য বহুব্যামা দীর্ঘলাঙ্গুলমাশ্রিতাঃ।
তাম্রাঃ পীতাঃ সিতাঃ কৃষ্ণাঃ প্রকীর্ণা ঘোরকর্ম্মণঃ ॥ ২
প্রগৃহীতাঃ প্রকাশন্তে সূর্য্যস্যেব মরীচয়ঃ।
পৃথিব্যাং চানুকৃষ্যন্তে হরো নামৈষ বানরঃ ॥ ৩
যং পৃষ্ঠতোঽনুগচ্ছন্তি শতশোঽথ সহস্রশঃ।
বৃক্ষমুদ্যম্য সহসা লঙ্কারোহণতৎপরাঃ ॥ ৪
যূথপা হরিরাজস্য কিঙ্করাঃ সমুপস্থিতাঃ।
নীলানিব মহামেঘাংস্তিষ্ঠতো যাংস্তু পশ্যসি ॥ ৫

বাস করে। ২৯—৩৫। চল্লিশ লক্ষ বিহার নামক বলশালী যূথপতি এই বীরের অনুগামী হইয়াছে। যেখানে যুদ্ধাভিলাষী বানরসিংহগণের সুমহৎ শব্দ ভেরীশব্দের ন্যায় শুনিতে পাওয়া যাইতেছে, ঐ স্থানে মেঘ যেরূপ আকাশ আচ্ছন্ন করিয়া থাকে, দেবরাজ ইন্দ্র যেরূপ অমরগণের মধ্যে আসীন থাকেন, তদ্রূপ যে বীর বানরবীরগণের মধ্যে সমাসীন রহিয়াছে, যুদ্ধে নিয়ত দুঃসহ ঐ যূথপতিশ্রেষ্ঠ পনস, পারিপাত্র নামক উৎকৃষ্ট পর্ব্বতে বাস করে; মহারাজ! পঞ্চাশৎ লক্ষ পরিমিত বানর যূথপতিগণ নিজ নিজ সৈন্যের সহিত এই বীরের অনুগামী হইয়াছে। ৩৬—৪০। যে বীর প্রবমান ভীমপরাক্রম বানরগণের মধ্যে থাকিয়া সমুদ্রের তীরস্থিত দ্বিতীয় সূর্য্যের ন্যায় শোভা বিস্তার করিতেছে, ঐ মেঘবৎ বিনত নামক দলপতি বিচরণ করত প্রত্যহ উত্তম পর্ণাশানদীর জল পান করিয়া থাকে; ষষ্টিলক্ষ পরিমিত বানর এই বীরের সৈন্য-দলভুক্ত আছে। ঐ দেখুন,— ক্রথননামক যূথপতি আপনাকে যুদ্ধের জন্য আহ্বান করিতেছে; মহারাজ! এই বীরের অধীনে যে সকল বল-বিক্রমশালী দলপতি আছে, তাহাদের প্রত্যেকের অধীনেই তাহার ন্যায় বলবান্ বানর সৈন্য রহিয়াছে। যাহার দেহকান্তি গৈরিকবর্ণের ন্যায় ঐ তেজস্বী গবয়-নামক বানর ক্রোধভরে আপনার সহিত যুদ্ধ করিতে উদ্যত হইয়াছে। মহারাজ! ঐ গবয় এরূপ বলদর্পিত যে, অপর কোন বানরকেই বীর বলিয়া মানে না। ইহার যে সপ্ততিলক্ষ সৈন্য আছে, তাহা দ্বারাই লঙ্কানগরীকে বিধ্বস্ত করিতে ইচ্ছা করিতেছে মহারাজ! এই দুঃসহ বানরবীরদিগকে গণনা করিয়া শেষ করা যায় না; যেহেতু ইহাদের মধ্যে যে সকল প্রধান দলপতি আছে, তাহাদের প্রত্যেকের অধীনে অনেক দলপতি এবং সেই দলপতিগণের প্রত্যেকের অধীনেও পৃথক্ পৃথক্ সৈন্য আছে। ৪১—৪৭।

সপ্তবিংশ সর্গ।

মহারাজ! আপনি যে সকল বানরগণকে দেখিতেছেন, তাহাদের মধ্যে যাহারা রাঘবের জন্য পরাক্রম প্রকাশ করিয়া প্রাণ পর্য্যন্ত পরিত্যাগ করিতে উদ্যত হইয়াছে, তাহাদের পরিচয় দিতেছি, শুনুন,— যাহার দীর্ঘ লাঙ্গুলাশ্রিত তাম্র, পীত এবং শুক্লবর্ণ প্রকীর্ণ উৎক্ষিপ্ত ও অতিদীর্ঘ কেশকলাপ, সূর্য্য-কিরণের ন্যায় পৃথিবীকে দীপ্তিমতী করিয়াছে ঐ কৃষ্ণবর্ণ ঘোরকর্ম্মা বানরের নাম হর। ঐ বীরের পশ্চাদ্দেশেই বানররাজ সুগ্রীবের কিঙ্কর শতসহস্র দলপতি বলপূর্ব্বক লঙ্কা আক্রমণ করিবার মানসে

অসিতাঞ্জনসঙ্কাশান্ যুদ্ধে সত্যপরাক্রমান্।
অসংখ্যেয়াননির্দ্দেশ্যান্ পরং পারমিবোদধেঃ॥ ৬
পর্ব্বতেষু চ যে কেচিদ্বিষয়েষু নদীষু চ।
এতে ত্বামভিবর্ত্তন্তে রাজন্ ঋক্ষাঃ সুদারুণাঃ॥ ৭
এষাং মধ্যে স্থিতো রাজন্ ভীমাক্ষো ভীমদর্শনঃ।
পর্জ্জন্য ইব জীমূতৈঃ সমন্তাৎ পরিবারিতঃ॥ ৮
ঋক্ষবন্তং গিরিশ্রেষ্ঠমধ্যাস্তে নর্ম্মদাং পিবন্।
সর্ব্বর্ক্ষাণামধিপতির্ধূম্রো নামৈষ যূথপঃ॥ ৯
যবীয়ানস্য তু ভ্রাতা পশ্যৈনং পর্ব্বতোপমম্।
ভ্রাত্রা সমানো রূপেণ বিশিষ্টশ্চ পরাক্রমে॥ ১০
স এষ জাম্ববান্নাম মহাযূথপযূথপঃ।
প্রশান্তো গুরুবর্ত্তী চ সম্প্রহারেষমর্ষণঃ॥ ১১
এতেন সাহ্যং সুমহৎ কৃতং শক্রস্য ধীমতা।
দেবাসুরে জাম্ববতা লব্ধাশ্চ বহবো বরাঃ॥ ১২
আরুহ্য পর্ব্বতাগ্রেভ্যো মহাভ্রবিপুলাঃ শিলাঃ।
মুঞ্চন্তি বিপুলাকারা ন মৃত্যোরুদ্বিজন্তি চ॥ ১৩
রাক্ষসানাঞ্চ সদৃশাঃ পিশাচানাঞ্চ রোমশাঃ।
এতস্য সৈন্যা বহবো চরন্ত্যমিততেজসঃ॥ ১৪

যমেনমভিসংরব্ধং প্লবমানমবস্থিতম্।
প্রেক্ষন্তে বানরাঃ সর্ব্বে স্থিতং যূথপযূথপম্॥ ১৫
এষ রাজন্ সহস্রাক্ষং পর্য্যুপাস্তে হরীশ্বরঃ।
বলেন বলসংযুক্তো দম্ভো নামৈষ যূথপঃ॥ ১৬
যঃ স্থিতং যোজনে শৈলং গচ্ছন্ পার্শ্বেন সেবতে।
ঊর্দ্ধং তথৈব কায়েন গতঃ প্রাপ্নোতি যোজনম্॥ ১৭
যস্মান্ন পরমং রূপং চতুষ্পাদেষু বিদ্যতে।
শ্রুতঃ সন্নাদনো নাম বানরাণাং পিতামহঃ॥ ১৮
যেন যুদ্ধং পুরা দত্তং রণে শক্রস্য ধীমতা।
পরাজয়শ্চ ন প্রাপ্তঃ সোঽয়ং যূথপযূথপঃ॥ ১৯
যস্য বিক্রমমাণস্য শক্রস্যেব পরাক্রমঃ।
এষ গন্ধর্ব্বকন্যায়ামুৎপন্নঃ কৃষ্ণবর্ত্মনা॥ ২০
তদা দেবাসুরে যুদ্ধে সাহ্যার্থং ত্রিদিবৌকসাম্।
যত্র বৈশ্রবণো রাজা জম্বুমুপনিষেবতে॥ ২১
যো রাজা পর্ব্বতেন্দ্রাণাং বহুকিন্নরসেবিনাম্।
বিহারসুখদো নিত্যং ভ্রাতুস্তে রাক্ষসাধিপ॥ ২২
তত্রৈব রমতে শ্রীমান্ বলবান্ বানরোত্তমঃ।
যুদ্ধেষ্বকথনো নিত্যং ক্রথনো নাম যূথপঃ॥ ২৩

বৃক্ষহস্তে দণ্ডায়মান রহিয়াছে। পর্ব্বত, গ্রাম এবং নদী সকলে—নীলমেঘ ও অসিতাঞ্জনতুল্য, যুদ্ধে সত্যপরাক্রম এবং রেণু সকলের ন্যায় অসংখ্য ও সমুদ্রের পরপারের ন্যায় অনির্দ্দেশ্য যে ভয়ঙ্কর ঋক্ষ এবং বানরগণকে দেখিতেছেন, উঁহারা সকলেই আপনার সহিত যুদ্ধ করিবার জন্য অগ্রসর হইয়াছে। ১—৭। রাজন্! আকাশ যেরূপ সর্ব্বতোভাবে মেঘজালে পরিব্যাপ্ত হইয়া থাকে, তদ্রূপ ভীমলোচন ও ভীমপরাক্রম যে বীর ঐ বানরদলের মধ্যে রহিয়াছে, ঐ বানরগণাধিপতি ধূম্রনামক যূথপতি, নর্ম্মদার পশ্চাদ্দেশস্থিত ঋক্ষবান্ নামক উত্তম পর্ব্বতে বাস করে। রূপে ভ্রাতার সমান, বলে তাহা অপেক্ষাও অধিক ধূম্রের কনিষ্ঠ ভ্রাতা ঐ পর্ব্বতপ্রমাণ বীরকে দেখুন; মহারাজ! সমরে যাহাকে পরাস্ত করিতে পারা যায় না, ঐ সেই শান্তমূর্ত্তি গুরুবশবর্ত্তী যূথপতিশ্রেষ্ঠ জাম্ববান্। ধীমান্ জাম্ববান্ দেব এবং অসুরগণের যুদ্ধকালে দেবরাজ শচীপতির সুমহৎ সাহায্য করিয়া অনেক বর লাভ করিয়াছেন। মৃত্যু উপস্থিত হইলেও যাহারা কম্পিত হয় না, ঐ রাক্ষস এবং পিশাচদিগের ন্যায় ক্রূরস্বভাব যে বানরগণ সিংহনাদ করত পর্ব্বতশৃঙ্গে আরোহণ করিয়া মহামেঘতুল্য বিপুল শিলা সকল ক্ষেপণ করত চারিদিকে বিচরণ করিতেছে, উঁহারা সকলেই এই অমিততেজা জাম্ববানের সৈন্য। ৮—১৪। যে বানর ক্রীড়া করিবার জন্য কখন উৎপতিত হইতেছে, কখন বা ভূতলেই ক্রীড়া করিতেছে এবং বানরগণ সকলেই যাহার প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া রহিয়াছে, ঐ সেনাপরিবৃত বলশালী দলপতিশ্রেষ্ঠের নাম দম্ভ; মহারাজ! এই বানরপুঙ্গব সহস্রলোচন ইন্দ্রের উপাসনা করিয়া থাকে। যে বানর,—পর্ব্বতোপরি অবস্থানকালে একযোজন, যাইবার কালে পার্শ্বদ্বারা একযোজন, অগ্রে পদদ্বয়দ্বারা একযোজন ও উর্দ্ধে নিজ শরীর দ্বারা একযোজন ব্যাপিয়া গমন করে, যে বুদ্ধিমান বানর ইন্দ্রের সহিত যুদ্ধ করিয়া সেই সময়ে জয়ী হইয়াছিল এবং চতুষ্পাদগণের মধ্যে যাহার অপেক্ষা উত্তমরূপ আর নাই, ঐ সেই প্রসিদ্ধ বানরগণের পিতামহ সন্নাদননামক যূথপতি। ১৫—১৯। যে বীর পূর্ব্বে দেবাসুরের যুদ্ধকালে দেবতাগণের সাহায্যের জন্য অগ্নির ঔরসে গন্ধর্ব্বকন্যার গর্ভে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিল এবং যে রণক্ষেত্রে দেবরাজের ন্যায় পরাক্রম প্রকাশ করিয়া থাকে, এই সেই ক্রথননামক দলপতি। রাক্ষসরাজ! আপনার ভ্রাতা যথায় বাস করিয়া জম্বুদ্বীপে বসতি এবং বিহারজনিত পরম সুখ ভোগ করেন, এই বলবান্ শ্রীমান্ বানরশ্রেষ্ঠ সেই বহুকিন্নর-সেবিত উত্তম পর্ব্বতে বাস করিয়া সকল প্রকার সুখভোগ করিয়া থাকে। মহারাজ! যুদ্ধে আত্মশ্লাঘাশূন্য এবং

বৃতঃ কোটিসহস্রেণ হরীণাং সমবস্থিতঃ।
এষৈবাশংসতে লঙ্কাং স্বেনানীকেন মর্দ্দিতুম্‌॥ ২৩
যো গঙ্গামনুপর্য্যেতি ত্রাসয়ন্ গজযূথপান্।
হস্তিনাং বানরাণাঞ্চ পূর্ব্ববৈরমনুস্মরন্॥ ২৪
এষ যূথপতির্নেতা গর্জ্জন্ গিরিগুহাশয়ঃ।
গজান্ রোধয়তে বন্যানারুজংশ্চ মহীরুহান্॥ ২৫
হরীণাং বাহিনীমুখ্যো নদীং হৈমবতীমনু।
উশীরবীজমাশ্রিত্য মন্দরং পর্ব্বতোত্তমম্॥ ২৬
রমতে বানরশ্রেষ্ঠো দিবি শক্র ইব স্বয়ম্।
এনং শতসহস্রাণাং সহস্রমভিবর্ত্ততে॥ ২৭
বীর্য্যবিক্রমদৃপ্তানাং নর্দ্দতাং বাহুশালিনাম্।
স এষ নেতা চৈতেষাং বানরাণাং মহাত্মনাম্॥ ২৮
স এষ দুর্দ্ধরো রাজন্ প্রমাথী নাম যূথপঃ।
বাতেনেবোদ্ধতং মেঘং যমেনমনুপশ্যসি॥ ৩০
অনীকমপি সংরব্ধং বানরাণাং তরস্বিনাম্।
উদ্ধূতমরুণাভাসং পবনেন সমন্ততঃ।
বিবর্ত্তমানং বহুশো যত্রৈতদ্বহুলং রজঃ॥ ৩১
এতে সিতমুখা ঘোরা গোলাঙ্গূলা মহাবলাঃ।
শতং শতসহস্রাণি দৃষ্ট্বা বৈ সেতুবন্ধনম্॥ ৩২
গোলাঙ্গূলং মহারাজ গবাক্ষং নাম যূথপম্।

পরিবার্য্যাভিবর্ত্তন্তে লঙ্কাং মর্দ্দিতুমোজসা॥ ৩৩
ভ্রমরাচরিতা যত্র সর্ব্বকালফলদ্রুমাঃ।
যং সূর্য্যস্তুল্যবর্ণাভমনুপর্য্যেতি পর্ব্বতম্॥ ৩৪
যস্য ভাসা সদা ভান্তি তদ্বর্ণা মৃগপক্ষিণঃ।
যস্য প্রস্থং মহাত্মানো ন ত্যজন্তি মহর্ষয়ঃ॥ ৩৫
সর্ব্বে কামফলা বৃক্ষাঃ সদা ফলসমন্বিতাঃ।
মধূনি চ মহার্হাণি যস্মিন্ পর্ব্বতসত্তমে॥ ৩৬
তত্রৈষ রমতে রাজন্ রম্যে কাঞ্চনপর্ব্বতে।
মুখ্যো বানরমুখ্যানাং কেশরী নাম যূথপঃ॥ ৩৭
ষষ্টির্গিরিসহস্রাণি রম্যাঃ কাঞ্চনপর্ব্বতাঃ।
তেষাং মধ্যে গিরিবরস্ত্বমিবানঘ রক্ষসাম্॥ ৩৮
তত্রৈকে কপিলাঃ শ্বেতাস্তাম্রাস্যা মধুপিঙ্গলাঃ।
নিবসন্ত্যুত্তমগিরৌ তীক্ষ্ণদংষ্ট্রা নখায়ুধাঃ॥ ৩৯
সিংহা ইব চতুর্দ্দংষ্ট্রা ব্যাঘ্রা ইব দুরাসদাঃ।
সর্ব্বে বৈশ্বানরসমা জ্বলদাশীবিষোপমাঃ॥ ৪০
সুদীর্ঘাঞ্চিতলাঙ্গূলা মত্তমাতঙ্গসন্নিভাঃ।
মহাপর্ব্বতসঙ্কাশা মহাজীমূতনিস্বনাঃ॥ ৪১
রক্তপিঙ্গলনেত্রা হি মহাভীমগতিস্বনাঃ।

সহস্রকোটি-বানরযোদ্ধা দ্বারা পরিবেষ্টিত এই বীর তদীয় সেনাগণ দ্বারাই লঙ্কানগরী দলন করিতে ইচ্ছা করিতেছে। ২০—২৩। যে বানর যূথপতি গজযূথ-নের সহিত বানরোত্তম কেশরীর যুদ্ধবিষয়ক হস্তী এবং বানরগণের পূর্ব্ব-বৈর স্মরণ করিয়া গঙ্গার নিকটে গজযূথগণকে ভয় দেখাইয়া থাকে, ঐ সেনাপতিকে দেখুন। মহারাজ! গিরিগুহানিবাসী এই যূথপতি ভীষণ গর্জ্জন-সহকারে বন্য বৃক্ষসকল ভগ্ন করিয়া বন্য হস্তীদিগকে (ভয় দেখাইয়া) স্তম্ভিত করিয়া থাকে। দেবরাজ বাসব যেরূপ অমরাবতীতে বাস করেন তদ্রূপ এই বানরবাহিনীপতি, গঙ্গার নিকটস্থ উশীরবীজ এবং মন্দরনামক রম্য পর্ব্বতে বাস করিয়া পরম প্রীতি অনুভব করিয়া থাকে। রাক্ষসনাথ! বল-বীর্য্য-গর্ব্বিত ঘোরতর, মহাবাহু সহস্রলক্ষ বানর যাহার অনুগত এবং যথায় ক্রুদ্ধ-স্বভাব বেগবান্ বানর সেনা দ্বারা সমুদ্ভূত লোহিতবর্ণ ধূলিজাল চারি দিকে বিকীর্ণ হইয়াছে, ঐ সেই শত্রুগণের দুর্দ্ধর্ষ প্রমাথী নামক যূথপতি, বাতোদ্ধত মেঘের ন্যায় বিরাজমান রহিয়াছে। মহারাজ! ঘোররূপ শুভ্র মুখ মহাবল শতলক্ষ বানর, সেতুবন্ধনের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া যে গবাক্ষনামক বানরদলপতি চতুর্দ্দিকে বেষ্টন করিয়া রহিয়াছে, উহারা লঙ্কাকে দলন করিবার জন্যই ওরূপ গর্জ্জন করিতেছে। ২৫—৩৩। মহারাজ। ঐ দেখুন, প্রধান প্রধান বানরদিগের নায়ক কেশরীনামক যূথপতি। রাজন্! যথাকার সর্ব্বকালফলপ্রদ তরু সর্ব্বদা ভ্রমরসেবিত, সূর্য্য যাহাকে আপনার তুল্যবর্ণ-বিবেচনায় প্রতিদিন প্রদক্ষিণ করিয়া থাকেন, যাহার কান্তিদ্বারা প্রতিভাত হইয়া তথাকার মৃগপক্ষিগণ তাহার সমানবর্ণ বলিয়া অনুমিত হয়, যথায় তরুরাজ ফলপুষ্পশালী ও ইচ্ছানুরূপ ফলপ্রদ হওয়ায় মহর্ষিগণ সর্ব্বদা বাস করিতেছেন এবং যে রম্য পর্ব্বতে মহামূল্য মধু পাওয়া যায়, এই বীরকেশরী সেই মনোহর কাঞ্চন পর্ব্বতে বাস করে। অনঘ! আপনি যেরূপ রাক্ষসগণের প্রধান, সেইরূপ ষষ্টিসহস্রসংখ্যক রমণীয় কাঞ্চন-পর্ব্বতের মধ্যে সাবর্ণিমেরুনামক পর্ব্বত সর্ব্বপ্রধান। সেই সাবর্ণিমেরু পর্ব্বতে শ্বেত, কপিল ও মধুর ন্যায় পিঙ্গলবর্ণ, তাম্রমুখ, তীক্ষ্ণদংষ্ট্র, নখায়ুধ, সিংহের ন্যায় চতুর্দ্দংষ্ট্র, ব্যাঘ্রের ন্যায় দুর্দ্ধর্ষ, অনলের ন্যায় তেজস্বী, ক্রুদ্ধ সর্পের ন্যায় ভীষণ, সুদীর্ঘ এবং রমণীয় লাঙ্গুল-বিশিষ্ট, মত্তমাতঙ্গ ও মহাপর্ব্বতের ন্যায় বিশালকায় ও মহামেঘের ন্যায় ঘোরগর্জ্জনকারী পিঙ্গলবর্ণ সুগোল-নয়নবিশিষ্ট, মহাভীমগতি ও ভীমরব যে বানরগণ বাস

মন্দমগ্রীব তে সর্বে ভস্মলঙ্কাং সমীক্ষ্য তে ॥ ৪২
এষ চৈষামধিপতির্মধ্যে তিষ্ঠতি বীর্য্যবান্।
জয়ার্থী নিত্যমাদিত্যমুপতিষ্ঠতি বীর্য্যবান ॥ ৪৩
নাম্না পৃথিব্যাং বিখ্যাতো রাজন্ শতবলীতি যঃ।
এষৈবাশংসতে লঙ্কাং স্বেনানীকেন মর্দ্দিতুম্ ॥ ৪৪
বিক্রান্তো বলবান্ শূরঃ পৌরুষে স্বে ব্যবস্থিতঃ।
রামপ্রিয়ার্থং প্রাণানাং দয়াং ন কুরুতে হরিঃ ॥ ৪৫
গজো গবাক্ষো গবয়ো নলো নীলশ্চ বানরঃ।
একৈকমেব যোধানাং কোটিভির্দশভির্বৃতঃ ॥ ৪৬
তথান্যে বানরশ্রেষ্ঠা বিন্ধ্যপর্ব্বতবাসিনঃ।
ন শক্যাং তে বহুত্বাত্তু সংখ্যাতুং লঘুবিক্রমাঃ ॥ ৪৭
সর্ব্বে মহারাজ মহাপ্রভাবাঃ
সর্ব্বে মহাশৈলনিকাশকায়াঃ।
সর্ব্বে সমর্থাঃ পৃথিবীং ক্ষণেন
কর্ত্তুং প্রবিধ্বস্তবিকীর্ণ শৈলাম্ ॥ ৪৮
ইতি লঙ্কাকাণ্ডে সপ্তবিংশঃ সর্গঃ ॥ ২৭ ॥

অষ্টাবিংশঃ সর্গঃ।

সারণস্য বচঃ শ্রুত্বা রাবণং রাক্ষসাধিপম্।
বলমাদিশ্য তৎ সর্ব্বং শুকো বাক্যমথাব্রবীৎ ॥ ১
স্থিতান্ পশ্যসি যানেতান্ মত্তানিব মহাদ্বিপান্।
ন্যগ্রোধানিব গাঙ্গেয়ান্ সালান্ হৈমবতানিব ॥ ২
এতে দুষ্প্রসহা রাজন্ বলিনঃ কামরূপিণঃ।
দৈত্যদানবসঙ্কাশা যুদ্ধে দেবপরাক্রমাঃ ॥ ৩
এষাং কোটিসহস্রাণি নব পঞ্চ চ সপ্ত চ।
তথা শঙ্খসহস্রাণি তথা বৃন্দশতানি চ ॥ ৪
এতে সুগ্রীবসচিবাঃ কিষ্কিন্ধানিলয়াঃ সদা।
হরয়ো দেবগন্ধর্ব্বৈরুৎপন্নাঃ কামরূপিণঃ ॥ ৫
যৌ তৌ পশ্যসি তিষ্ঠন্তৌ সমানৌ দেবরূপিণৌ।
মৈন্দশ্চ দ্বিবিদশ্চৈব তাভ্যাং নাস্তি সমো যুধি ॥ ৬
ব্রহ্মণা সমনুজ্ঞাতা অমৃতপ্রাশিনাবুভৌ
আশংসেতে যুধা লঙ্কামেতৌ মর্দ্দিতুমোজসা ॥ ৭
যন্তু পশ্যসি তিষ্ঠন্তং প্রভিন্নমিব কুঞ্জরম্।
যো বলাৎ ক্ষোভয়েৎ ক্রুদ্ধঃ সমুদ্রমপি বানরঃ ॥ ৮
এষোঽভিগন্তা লঙ্কায়াং বৈদেহ্যাস্তব চ প্রভো।
এনং পশ্য পুরা দৃষ্টং বানরং পুনরাগতম্ ॥ ৯
জ্যেষ্ঠঃ কেশরিণঃ পুত্রো বাতাত্মজ ইতি শ্রুতঃ।
হনুমানিতি বিখ্যাতো লঙ্ঘিতো যেন সাগরঃ ॥ ১০
কামরূপো হরিশ্রেষ্ঠো বলরূপসমন্বিতঃ।

করে, ঐ দেখুন, উহারাই যেন লঙ্কাকে দলিত করিবে বলিয়া আসিয়াছে।" ২৮—৪২। রাজন্! জয়াভিলাষী হইয়া যে সর্ব্বদা সূর্য্যের উপাসনা করিয়া থাকে, এই বানরগণের অধিপতি, ঐ সেই শতবলি-নামক বীর্য্যশালী বানর উহাদের মধ্যে বসিয়া আছে। মহারাজ! এই বীর শতবলী এরূপ পরাক্রান্ত, বলবান এবং পৌরুষশালী যে, স্বীয় সৈন্যের সাহায্যেই লঙ্কাকে মর্দ্দন করিবে বলিয়া মনস্থ করিয়াছে। গজ, গবাক্ষ, গবয়, নল ও নীল প্রভৃতি বানরগণ সকলেই প্রাণের মায়া পরিত্যাগ করত দশকোটি সৈন্যে সজ্জিত হইয়া রামের মঙ্গলসাধনবাসনায় আসিয়াছে। রাজন্! বিন্ধ্যপর্ব্বত হইতে বলপ্রকাশে লঘুপরাক্রম যে বানরশ্রেষ্ঠগণ আসিয়াছে, তাহাদের সংখ্যার শেষ নাই। মহারাজ! এই বীরগণের সকলেরই দেহ মহাশৈলবৎ সকলেই মহাপ্রভাব এবং সকলেই শিলাবান দ্বারা ক্ষণকালমধ্যে ধরিত্রীকে সমাচ্ছন্ন করিতে পারে।" ৪৩—৪৮।

অষ্টাবিংশ সর্গ।

সারণ এইরূপে রামের বল নির্দ্দেশ করিয়া মৌনাবলম্বন করিলে, শুক, রাক্ষসরাজ রাবণকে বলিল "মহারাজ! হিমালয়সম্ভূত শালতরুর ন্যায়, গঙ্গাতীরজাত বটবৃক্ষের ন্যায় এবং মদমত্ত হস্তীর ন্যায় প্রকাণ্ড কামরূপী বলবান বীরগণকে দেখিতেছেন, উহারা সকলেই যুদ্ধ-ক্ষেত্রে দৈত্য-দানবের ন্যায় বিক্রম প্রকাশ করিয়া থাকে এবং যুদ্ধকালে কেহই উহাদের প্রতাপ সহ্য করিতে পারে না। দেবতা এবং গন্ধর্ব্বগণের ঔরসে উৎপন্ন সহস্রশঙ্খ-শতবৃন্দ-একবিংশত্যধিক-সহস্রকোটি সংখ্যক ঐ কামরূপী কিষ্কিন্ধ্যবাসী বানরগণ সকলেই সুগ্রীবের অমাত্য। দেবরূপী ও সমানরূপ ঐ যে বীরদ্বয়কে দেখিতেছেন, রণভূমিতে ঐ মৈন্দ ও দ্বিবিদের ন্যায় কেহই পরাক্রম প্রকাশ করিতে পারে না। মহারাজ! যাহারা ব্রহ্মার অনুমতি অনুসারে অমৃত পান করিয়া থাকে, ঐ সেই বীরদ্বয় লঙ্কাকে দলিত করিবার কামনা করিতেছে। মত্তহস্তীর ন্যায় ঐ যে বানরকে দেখিতেছেন, ঐ বীর ক্রুদ্ধ হইয়া বলপূর্ব্বক সমুদ্রকেও ক্ষুব্ধ করিয়াছিল। রাজন্! যে সমুদ্র পার হইয়া লঙ্কায় প্রবেশ করিয়া বিদেহরাজনন্দিনী এবং আপনারও অনুসন্ধান করিয়াছিল এবং আপনি যাহাকে পূর্ব্বে দেখিয়াছিলেন, ঐ দেখুন, কেশরীর জ্যেষ্ঠপুত্র পবননন্দন সেই বিখ্যাত হনুমান্ আবার আসিয়াছে। যেরূপ বায়ুর গতি-রোধ হয় না, তদ্রূপ কেহই ঐ

অনিবার্য্যগতিশ্চৈব যথা সততগঃ প্রভুঃ । ১১
উদ্যন্তং ভাস্করং দৃষ্ট্বা বালঃ কিল বুভুক্ষিতঃ ।
ত্রিযোজনসহস্রন্তু অধ্বানমবতীর্য্য হি ॥ ১২
আদিত্যমাহরিষ্যামি ন মে ক্ষুৎ প্রতিযাস্যতি ।
ইতি নিশ্চিত্য মনসা পুপ্লুবে বলদর্পিতঃ ॥ ১৩
অনাধৃষ্যতমং দেবমপি দেবর্ষিরাক্ষসৈঃ ।
অনাসাদ্যৈব পতিতো ভাস্করোদয়নে গিরৌ ॥ ১৪
পতিতস্য কপেরস্য হনুরেকা শিলাতলে ।
কিঞ্চিদ্ভিন্না দৃঢ়হনুর্হনুমানেষ তেন বৈ ॥ ১৫
সত্যমাগমযোগেন মমৈষ বিদিতো হরিঃ ।
নাস্য শক্যং বলং রূপং প্রভাবো বানুভাষিতুম্ ॥ ১৬
এষ আশংসতে লঙ্কামেকো মর্দ্দিতুমোজসা ।
যেন জাজ্বল্যতেঽসৌ বৈ ধূমকেতুস্তবাদ্য বৈ ।
লঙ্কায়াং নিহিতশ্চাপি কথং বিস্মরসে কপিম্ ॥ ১৭
যশ্চৈষোঽনন্তরঃ শূরঃ শ্যামঃ পদ্মনিভেক্ষণঃ ।
ইক্ষ্বাকূণামতিরথো লোকে বিশ্রুতপৌরুষঃ ॥ ১৮
যস্মিন্ ন চলতে ধর্ম্মো যো ধর্ম্মং নাতিবর্ত্ততে ।
যো ব্রাহ্মমস্ত্রং বেদাংশ্চ বেদ বেদবিদাংবরঃ ॥ ১৯
যো ভিন্দ্যাদ্গগনং বাণৈর্মেদিনীং বাপি দারয়েৎ ।
যস্য মৃত্যোরিব ক্রোধঃ শক্রস্যেব পরাক্রমঃ ॥ ২০
যস্য ভার্য্যা জনস্থানাৎ সীতা চাপহৃতা ত্বয়া ।
স এষ রামস্ত্বাং রাজন্ যোদ্ধুং সমভিবর্ত্ততে ॥ ২১
তস্যৈষ দক্ষিণে পার্শ্বে শুদ্ধজাম্বূনদপ্রভঃ ।
বিশালবক্ষাস্তাম্রাক্ষো নীলকুঞ্চিতমূর্দ্ধজঃ ॥ ২২
এষো হি লক্ষ্মণো নাম ভ্রাতুঃ প্রিয়হিতে রতঃ ।
নয়ে যুদ্ধে চ কুশলঃ সর্ব্বশস্ত্রভৃতাংবরঃ ॥ ২৩
অমর্ষী দুর্জ্জয়ো জেতা বিক্রান্তো বলদর্পিতঃ ।
রামস্য দক্ষিণো বাহুর্নিত্যং প্রাণো বহিশ্চরঃ ॥ ২৪
ন হ্যেষ রাঘবস্যার্থে জীবিতং পরিরক্ষতি ।
এষৈবাশংসতে যুদ্ধে নিহন্তুং সর্ব্বরাক্ষসান্ ॥ ২৫
যস্তু সব্যমসৌ পক্ষং রামস্যাশ্রিত্য তিষ্ঠতি ।
রক্ষোগণপরিক্ষিপ্তো রাজা হ্যেষ বিভীষণঃ ॥ ২৬
শ্রীমতা রাজরাজেন লঙ্কায়ামভিষেচিতঃ ।
ত্বামসৌ প্রতিসংরব্ধো যুদ্ধায়ৈষোঽভিবর্ত্ততে ॥ ২৭
যন্তু পশ্যসি তিষ্ঠন্তং মধ্যে গিরিমিবাচলম্ ।
সর্ব্বশাখামৃগেন্দ্রাণাং ভর্ত্তারমমিতৌজসম্ ॥ ২৮

সর্ব্বকর্ম্মনিপুণ কামরূপী রূপবান্ বলশালী বানরশ্রেষ্ঠ হনুমানের গতি-রোধ করিতে পারে না। বাল্যকালে এই বীর একদিন সূর্য্যদেবকে উদিত হইতে দেখিয়া 'আমি সূর্য্যকে ভক্ষণ করিব নতুবা আমার ক্ষুধা নিবৃত্তি হইবে না' মনে মনে এই অনুমান করত তিনহাজার যোজন পথ অতিক্রম করিয়া সূর্য্যমণ্ডলে উঠিয়াছিল; পরন্তু দেব, ঋষি ও রাক্ষসগণের অধর্ষণীয় সেই আদিত্য দেবকে না পাইয়া উদয়পর্ব্বতে পতিত হইল। ১—১৪। মহারাজ! পূর্ব্বে এই বীরের হনু অতিশয় দৃঢ় ছিল, কিন্তু শিলাতলে পড়িবামাত্রই ইহার একটী হনু কিঞ্চিৎ ভগ্ন হওয়ায় এই বীর সেই ভূতপূর্ব্ব বৃত্তান্তক্রমে হনূমান্ নামে বিখ্যাত হইয়াছে। এই বীরের বল, রূপ এবং তেজ বর্ণন করা সকলেরই সাধ্যাতীত; এমন কি, এ একাকীই নিজ তেজোবলে লঙ্কাকে মর্দ্দন করিতে স্থিরসঙ্কল্প করিয়াছে। রাজন্! পূর্ব্বে যে বীর আপনার প্রতাপ-জ্বলিত অগ্নিকে প্রজ্বলিত করিয়া তাহাকে লঙ্কামধ্যেই নিক্ষেপ করিয়াছিল, আপনি কেমন করিয়া অদ্য সেই হনুমান্‌কে বিস্মৃত হইতেছেন? ১৫—১৭। হনূমানের নিকটে যে শ্যামবর্ণ কমললোচন বীর বসিয়া আছেন, উনি সেই ইক্ষ্বাকুবংশের মহারথী, ভূতলে উঁহার অসামান্য পুরুষকার বিখ্যাত। মহারাজ! যাঁহাতে ধর্ম্ম অবিচলিতভাবে অবস্থিত, যিনি কদাপি ধর্ম্মবিরুদ্ধ কার্য্য করেন না, যিনি বেদবিদ্গণের প্রধান যে বীর ব্রাহ্ম অস্ত্র ও অখিল বেদ অবগত আছেন যিনি বাণদ্বারা মেদিনীকে বিদীর্ণ এবং আকাশকেও ভেদ করিতে পারেন, যাঁহার পরাক্রম ইন্দ্রের ন্যায় ও ক্রোধ মৃত্যুর ন্যায়, জনস্থান হইতে আপনি যাঁহার পত্নীকে হরণ করিয়া আনিয়াছেন, উনি সেই রাম। আপনার সহিত যুদ্ধ করিবার জন্য উপস্থিত হইয়াছেন। ১৮—২১। রামচন্দ্রের দক্ষিণপার্শ্বে ঐ যে বীরকে দেখিতেছেন, যাঁহার বর্ণ শুদ্ধ কাঞ্চনের ন্যায়, চক্ষু লোহিত, বক্ষঃস্থল বিশাল, কেশকলাপ ঘন নীল ও আকুঞ্চিত, উনিই সেই লক্ষ্মণ। উনি নীতিবিশারদ, যুদ্ধনিপুণ, শস্ত্রধারিগণের শ্রেষ্ঠ, ক্রোধশালী, দুর্জ্জয়, জয়শীল, পরাক্রান্ত ও বলদর্পিত; অধিক কি, রামের দক্ষিণ বাহু এবং বহিশ্চর প্রাণভূত। ঐ বীর লক্ষ্মণ রামের জন্য প্রাণ পরিত্যাগ করিতে প্রস্তুত। মহারাজ! এই বীর একাকীই সকল রাক্ষস নিধন করিবেন বলিতেছেন। রাক্ষস-চতুষ্টয়-পরিবেষ্টিত হইয়া যে বীর রামের বাম-পার্শ্বে বসিয়া আছেন, উনিই রাজা বিভীষণ। রাজন্! বিভীষণ রাজরাজ রামচন্দ্রকর্ত্তৃক লঙ্কারাজ্যে অভিষিক্ত হইয়া আপনার সহিত যুদ্ধ করিবার ইচ্ছায় ক্রোধভরে অবস্থান করিতেছেন। ২২—২৭। বানর-গণের অধিপতি, পর্ব্বতবৎ অচল, যাঁহাকে মধ্যে

তেজসা যশসা বুদ্ধ্যা বলেনাভিজনেন চ।
যঃ কপীনতিবভ্রাজ হিমবানিব পর্ব্বতঃ॥ ২৯
কিষ্কিন্ধ্যায়াং সমধ্যাস্তে গুহাং সগহনদ্রুমাম্।
দুর্গাং পর্ব্বতদুর্গস্থাং প্রধানৈঃ সহযূথপৈঃ॥ ৩০
যস্যৈষা কাঞ্চনী মালা শোভতে শতপুষ্করা।
কান্তা দেবমনুষ্যাণাং যস্যাং লক্ষ্মীঃ প্রতিষ্ঠিতা॥ ৩১
এতাং মালাঞ্চ তারাঞ্চ কপিরাজ্যঞ্চ শাশ্বতম্।
সুগ্রীবো বালিনং হত্বা রামেণ প্রতিপাদিতঃ॥ ৩২
শতং শতসহস্রাণাং কোটিমাহুর্ম্মনীষিণঃ।
শতং কোটিসহস্রাণাং শঙ্কুরিত্যভিধীয়তে॥ ৩৩
শতং শঙ্কুসহস্রাণাং মহাশঙ্কুরিতি স্মৃতঃ।
মহাশঙ্কুসহস্রাণাং শতং বৃন্দমিহোচ্যতে॥ ৩৪
শতং বৃন্দসহস্রাণাং মহাবৃন্দ ইতি স্মৃতঃ।
মহাবৃন্দসহস্রাণাং শতং পদ্মমিহোচ্যতে॥ ৩৫
শতং পদ্মসহস্রাণাং মহাপদ্মমিতি স্মৃতম্।
মহাপদ্মসহস্রাণাং শতং খর্ব্বমিহোচ্যতে॥ ৩৬
শতং খর্ব্বসহস্রাণাং সমুদ্রমভিধীয়তে।
শতং সমুদ্রসাহস্রং মহৌঘমিতি বিশ্রুতম্॥ ৩৭
এবং কোটিসহস্রেণ শঙ্কূনাঞ্চ শতেন চ।
মহাশঙ্কুসহস্রেণ তথা বৃন্দশতেন চ॥ ৩৮
মহাবৃন্দসহস্রেণ তথা পদ্মশতেন চ।
মহাপদ্মসহস্রেণ তথা খর্ব্বশতেন চ॥ ৩৯
সমুদ্রেণ চ তেনৈব মহৌঘেন তথৈব চ।
এবং কোটিমহৌঘেন সমুদ্রসদৃশেন চ॥ ৪০
বিভীষণেন বীরেণ সচিবৈঃ পরিবারিতঃ।
সুগ্রীবো বানরেন্দ্রস্ত্বাং যুদ্ধার্থমভিবর্ত্ততে।
মহাবলবৃতো নিত্যং মহাবলপরাক্রমঃ॥ ৪১

ইমাং মহারাজ সমীক্ষ্য বাহিনী-
মুপস্থিতাং প্রজ্বলিতগ্রহোপমাম্।
ততঃ প্রযত্নঃ পরমো বিধীয়তাং
যথা জয়ঃ স্যান্ন পরৈঃ পরাভবঃ॥ ৪২

ইতি লঙ্কাকাণ্ডে অষ্টাবিংশঃ সর্গঃ॥ ২৮॥

একোনত্রিংশঃ সর্গঃ।

শুকেন তু সমাদিষ্টান্ দৃষ্ট্বা স হরিযূথপান্।
লক্ষ্মণঞ্চ মহাবীর্য্যং ভুজং রামস্য দক্ষিণম্॥ ১
সমীপস্থঞ্চ রামস্য ভ্রাতরঞ্চ বিভীষণম্।
সর্ব্ববানররাজঞ্চ সুগ্রীবং ভীমবিক্রমম্॥ ২
অঙ্গদঞ্চাপি বলিনং বজ্রহস্তাত্মজাত্মজম্।
হনূমন্তঞ্চ বিক্রান্তং জাম্ববন্তঞ্চ দুর্জ্জয়ম্॥ ৩
সুষেণং কুমুদং নীলং নলঞ্চ প্লবগর্ষভম্।
গজং গবাক্ষং শরভং মৈন্দঞ্চ দ্বিবিদং তথা॥ ৫

অবস্থান করিতে দেখিতেছেন, হিমালয় যেমন পর্ব্বত-সমূহের মধ্যে প্রধান, সেইরূপ ঐ বীর তেজ, যশ, বুদ্ধি, বল এবং কৌলীন্যদ্বারা সকল বানরকেই অতিক্রম করিয়াছেন। রাজন্! যে বীর শ্রেষ্ঠ দল-পতিগণের সহিত কিষ্কিন্ধ্যানগরে গিরিদুর্গস্থ তরু-সমাকুল অন্যের অগম্য গুহামধ্যে বাস করেন, এবং দেবতা ও মনুষ্যগণের বাঞ্ছিত অতি মনোহর শতপুষ্করনির্ম্মিত কাঞ্চনী মালা যাঁহার কণ্ঠদেশে শোভা পাইতেছে, ঐ সেই বীর সুগ্রীব, রামের সাহায্যে বালীকে বধ করিয়া ঐ মাল্য, তারা এবং অক্ষয় বানর-রাজ্য লাভ করিয়াছেন।২৮—৩২। মহারাজ! মনীষিগণ বলিয়াছেন, একশত সহস্রে এক কোটি, শতসহস্র কোটিতে শঙ্কু, শতসহস্র শঙ্কুতে মহাশঙ্কু, একশত মহাশঙ্কু-সহস্রে এক বৃন্দ, শতসহস্র বৃন্দে মহাবৃন্দ, শত মহাবৃন্দ-সহস্রে পদ্ম, শতগুণিত সহস্র পদ্মে মহাপদ্ম, শতসহস্র মহাপদ্মে খর্ব্ব, শতসহস্র খর্ব্বে মহাখর্ব্ব, শতসহস্র মহাখর্ব্বে সমুদ্র এবং শতগুণিত সহস্র সমুদ্রে এক মহৌঘ হইয়া থাকে। ৩৩—৩৭। মহারাজ! মহাবল-পরিবেষ্টিত ভীমপরাক্রম বানর-রাজ সুগ্রীব বীরশ্রেষ্ঠ বিভীষণাদি-অমাত্যগণে পরি-বেষ্টিত হইয়া আপনার সহিত যুদ্ধ করিবার ইচ্ছায় শতাধিক কোটি মহৌঘ, শতাধিক কোটি সমুদ্র, শত খর্ব্ব, শত মহাখর্ব্ব, সহস্র মহাপদ্ম, শত পদ্ম, সহস্র মহাবৃন্দ, শত বৃন্দ, সহস্র মহাশঙ্কু, শত শঙ্কু এবং লক্ষ কোটি বানরসৈন্য সঙ্গে লইয়া লঙ্কায় আসিয়া-ছেন। রাজন্! জলন্তগ্রহের ন্যায় উপস্থিত এই বানরবাহিনী দেখিলেন, এক্ষণে যাহাতে শত্রুহস্তে পরাজিত না হইয়া জয়লাভ করিতে পারেন, তদ্বিষয়ে সবিশেষ যত্ন করুন।” ৩৮—৪১।

ঊনত্রিংশ সর্গ।

রাবণ,—শুককর্তৃক সমাদিষ্ট বানর-যূথপতিগণ, রামের দক্ষিণ বাহুস্বরূপ মহাবীর্য্য লক্ষ্মণ, রামের সমী-পস্থ ভ্রাতা বিভীষণ, সকল বানরগণের অধিপতি ভীম-বিক্রম সুগ্রীব, বলশালী বালিনন্দন অঙ্গদ, পরাক্রান্ত হনূমন্, দুর্জ্জয় জাম্ববান্, সুষেণ, কুমুদ, নীল, কপি-বর নল, গজ, গবাক্ষ, শরভ, মৈন্দ এবং দ্বিবিদকে

কিঞ্চিদাবিগ্নহৃদয়ো জাতক্রোধশ্চ রাবণঃ।
ভর্ৎসয়ামাস তৌ বীরৌ কথান্তে শুকসারণৌ॥ ৫
অধোমুখৌ তৌ প্রণতাববদচ্ছুকসারণৌ।
রোষগদ্গদয়া বাচা সংরব্ধঃ পরুষং তথা॥ ৬
ন তাবৎ সদৃশং নাম সচিবৈরুপজীবিভিঃ।
বিপ্রিয়ং নৃপতের্বক্তুং নিগ্রহে প্রগ্রহে প্রভোঃ॥ ৭
রিপূণাং প্রতিকূলানাং যুদ্ধার্থমভিবর্ত্ততাম্।
উভাভ্যাং সদৃশং নাম বক্তুমপ্রস্তবে স্তবম্॥ ৮
আচার্য্যা গুরবো বৃদ্ধা বৃথা বাং পর্য্যুপাসিতাঃ।
সারং যদ্রাজশাস্ত্রাণামনুজীব্যং ন গৃহ্যতে॥ ৯
গৃহীতো বা ন বিজ্ঞাতো ভারোঽজ্ঞানস্য বাহ্যতে।
ঈদৃশৈঃ সচিবৈর্যুক্তো মূর্খৈর্দিষ্ট্যা ধরাম্যহম্॥ ১০
কিং নু মৃত্যোর্ভয়ং নাস্তি মাং বক্তুং পরুষং বচঃ।
যস্য মে শাসতো জিহ্বা প্রযচ্ছতি শুভাশুভম্॥ ১১
অপ্যেব দহনং স্পৃষ্ট্বা বনে তিষ্ঠন্তি পাদপাঃ।
রাজদোষপরামৃষ্টাস্তিষ্ঠন্তে নাপরাধিনঃ॥ ১২
হন্যামহং ত্বিমৌ পাপৌ শত্রুপক্ষপ্রশংসকৌ।
যদি পূর্ব্বোপকারৈর্মে ক্রোধো ন মৃদুতাং ব্রজেৎ॥ ১৩
অপধ্বংসত গচ্ছধ্বং সন্নিকর্ষাদিতো মম।
ন হি বাং হন্তুমিচ্ছামি স্মরাম্যুপকৃতানি বাম্।
হতাবেব কৃতঘ্নৌ তৌ ময়ি স্নেহপরাঙ্মুখৌ॥ ১৪
এবমুক্তৌ তু সব্রীড়ৌ তাবুভৌ শুকসারণৌ।
রাবণং জয়শব্দেন প্রতিনন্দ্যাভিনিঃসৃতৌ॥ ১৫
অব্রবীচ্চ দশগ্রীবঃ সমীপস্থং মহোদরম্।
উপস্থাপয় মে শীঘ্রং চারান্নীতি নিশাচরঃ।
মহোদরস্তথোক্তস্তু শীঘ্রমাজ্ঞাপয়চ্চরান্॥ ১৬
ততশ্চারাঃ সন্ত্বরিতাঃ প্রাপ্তাঃ পার্থিবশাসনাৎ।
উপস্থিতাঃ প্রাঞ্জলয়ো বর্দ্ধয়িত্বা জয়াশিষা॥ ১৭
তানব্রবীত্ততো বাক্যং রাবণো রাক্ষসেশ্বরঃ।
চারান্ প্রত্যয়িকান্ শূরান্ ধীরান্ বিগতসাধ্বসান্॥ ১৯
ইতো গচ্ছত রামস্য ব্যবসায়ং পরীক্ষিতুম্।
মন্ত্রেষ্বভ্যন্তরা যেঽস্য প্রীত্যা তেন সমাগতাঃ॥ ১৮
কথং স্বপিতি জাগর্ত্তি কিমন্যচ্চ করিষ্যতি।
বিজ্ঞায় নিপুণং সর্ব্বমাগন্তব্যমশেষতঃ॥ ২০
চারেণ বিদিতঃ শত্রুঃ পণ্ডিতৈর্বসুধাধিপৈঃ।

দেখিয়া কিঞ্চিৎ উদ্বিগ্ন হইলেন এবং পশ্চাৎ ক্রোধান্বিত হইয়া সেই দুই বীর শুক ও সারণকে ভর্ৎসনা করিতে লাগিলেন। ১—৫। বিনয়যুক্ত শুক ও সারণ প্রণত এবং অধোমুখে দণ্ডায়মান হইলে, রাবণ রোষগদ্গদস্বরে সক্রোধে কঠোর বাক্য বলিতে লাগিলেন।—"যিনি ইচ্ছা করিলে নিগ্রহ এবং অনুগ্রহ দুইই করিতে পারেন, সেই রাজার সম্মুখে তাহার অপ্রিয় কথা বলা উপজীবী মন্ত্রিগণের কখনই উচিত নহে। তোমাদিগকে জিজ্ঞাসা না করিলেও তোমরা যে যুদ্ধার্থ উপস্থিত প্রতিকূল শত্রুগণের বলোৎকর্ষের বিষয় বলিলে, ইহা কি রাক্ষসদিগের ন্যায় কার্য্য হইয়াছে? তোমরা আচার্য্য, গুরু এবং বৃদ্ধগণকে বৃথা উপাসনা করিয়াছিলে কেননা রাজধর্ম্মের সারভূত যে অনুজীবিধর্ম্ম, তাহা গ্রহণ করিতে পার নাই; কিংবা গ্রহণ করিয়া ভ্রমক্রমে এই অজ্ঞানের ভার বহন করিতেছ। আমি নিজে ঈদৃশ মন্ত্রী লইয়া সৌভাগ্যবলেই রাজ্য রক্ষা করিতেছি। ৬—১০। তোমাদের শুভ অশুভ আমার জিহ্বাগ্রবর্ত্তী, ইহা জানিয়াও আমার সম্মুখে এতাদৃশ পরুষ বাক্য বলিতে তোমাদের কি প্রাণে ভয়ও হইল না? বনমধ্যে বৃক্ষ সকল অগ্নিস্পৃষ্ট হইয়াও কথঞ্চিৎ জীবিত থাকিতে পারে, কিন্তু রাজদ্রোহী অপরাধিগণ কোন মতেই জীবিত থাকিতে পারে না। যদি পূর্ব্বকৃত উপকার স্মরণ করিয়া আমার ক্রোধের কিঞ্চিৎ লাঘব না হইত, তাহা হইলে এই দণ্ডেই তোমাদের ন্যায় শত্রুপক্ষস্তাবক পাপাত্মাদ্বয়কে বধ করিতাম। তোমরা যেরূপ কৃতঘ্ন ও আমার প্রতি স্নেহশূন্য, তাহাতে নিশ্চয়ই তোমাদিগকে বধ করা উচিত; কিন্তু তোমাদের পূর্ব্বকৃত উপকার সকল স্মরণ করিয়া তাহা হইতে বিরত হইলাম; যাহা হউক, তোমরা আমার নিকট হইতে দূরীভূত হও এবং আর আমার সভামধ্যে প্রবেশ করিও না। রাবণের কথা শুনিয়া শুক ও সারণ জয়শব্দে রাবণকে অভিনন্দিত করত লজ্জিতভাবে উভয়েই সভা হইতে নির্গত হইল। ১১—১৫। পরে নিশাচর দশানন সমীপস্থ মহোদরকে বলিলেন, "শীঘ্র চারগণকে আমার নিকটে আনয়ন কর।" 'যে আজ্ঞা,' বলিয়া মহোদর চারগণকে তথায় অবিলম্বে উপস্থিত হইতে আদেশ করিল। তৎপরে চারগণ, রাজাদেশে সত্বর তথায় আসিয়া জয়সূচক আশীর্ব্বাদে রাবণকে অভিনন্দিত করিলে, রাক্ষসরাজ রাবণ সেই নির্ভীক শূর বিশ্বাসী চারগণকে বলিলেন, "তোমরা রাম এবং সন্তুষ্টচিত্তে তাহার কার্য্য করিবার জন্য আগত মন্ত্রিবর্গের কার্য্যকলাপ পরীক্ষা করিবার জন্য শীঘ্র এখান হইতে যাও। তাহারা কিরূপে নিদ্রা যায়, জাগরিত অবস্থায় কি করে এবং অদ্যই বা কি করিবে, তোমরা কৌশলে নিঃশেষরূপে এই সমস্ত জানিয়া আসিবে; কেননা বিচক্ষণ ভূপালগণ চার দ্বারা শত্রুগণের অবস্থা জানিতে

যুদ্ধে হ্রস্বেন যত্নেন সমাসাদ্য নিরস্যতে ॥ ২১
চারাস্তু তে তথেত্যুক্ত্বা প্রহৃষ্টা রাক্ষসেশ্বরম্ ।
শার্দূলমগ্রতঃ কৃত্বা ততশ্চক্রুঃ প্রদক্ষিণম্ ॥ ২২
ততস্তেনং মহাত্মানং চারা রাক্ষসসত্তমম্ ।
কৃত্বা প্রদক্ষিণং জগ্মুর্যত্র রামঃ সলক্ষ্মণঃ ॥ ২৪
তে সুবেলস্য শৈলস্য সমীপে রামলক্ষ্মণৌ ।
প্রচ্ছন্না দদৃশুর্গত্বা সসুগ্রীববিভীষণৌ ।
প্রেক্ষমাণাশ্চমূং তাঞ্চ বভূবুর্ভয়বিহ্বলাঃ ॥ ২৫
তে তু ধর্ম্মাত্মনা দৃষ্টা রাক্ষসেন্দ্রেণ রাক্ষসাঃ ।
বিভীষণেন তত্রস্থা নিগৃহীতা যদৃচ্ছয়া ॥ ২৬
শার্দূলো গ্রাহিতস্ত্বেকঃ পাপোঽয়মিতি রাক্ষসঃ ।
মোচিতঃ সোঽপি রামেণ বধ্যমানঃ প্লবঙ্গমৈঃ ॥ ২৬
অনৃশংসেন রামেণ [illegible] ॥ ২৭
বানরৈরর্দ্দিতাস্তে তু বিক্রান্তৈর্লঘুবিক্রমৈঃ ।
পুনর্লঙ্কামনুপ্রাপ্তাঃ শ্বসন্তো নষ্টচেতসঃ ॥ ২৮

ততো দশগ্রীবমুপস্থিতাস্তে
চরা বহির্নিত্যচরা নিশাচরাঃ ।
গিরেঃ সুবেলস্য সমীপবাসিনং
ন্যবেদয়ন্ রামবলং মহাবলাঃ ॥ ২৯

ইতি লঙ্কাকাণ্ডে একোনত্রিংশঃ সর্গঃ ॥ ২৯ ॥

পারিলে রণক্ষেত্রে অনায়াসেই তাহাদিগকে পরাস্ত করিতে পারেন। ১৮—২১। চারগণ 'যে আজ্ঞা' বলিয়া শার্দূলকে অগ্রে লইয়া হৃষ্টচিত্তে রাক্ষসেশ্বর মহোদরকে প্রদক্ষিণ করিল; অতঃপর মহাত্মা মহোদরকে প্রদক্ষিণ করিয়া রাম ও লক্ষ্মণ যেখানে অবস্থান করিতেছেন, তথায় গেল। চারগণ সুবেল গিরির নিকটে গিয়া গুপ্ত থাকিয়া রাম লক্ষ্মণ, সুগ্রীব ও বিভীষণকে দেখিল এবং সেই বানর-সৈন্য দেখিয়া ভয়ে যারপর নাই বিহ্বল হইয়া পড়িল। পরন্তু রাক্ষসেন্দ্র ধর্ম্মাত্মা বিভীষণ সেই রাক্ষসগণকে দেখিতে পাইয়া বানরগণ দ্বারা তাহাদিগকে নির্যাতন করিলেন এবং পাপাশয় বলিয়া কেবল প্রধান চর শার্দূলকেই বন্ধন করাইলেন, কিন্তু রাম তাহাকে বন্ধনমুক্ত করিয়া দিলেন। এইরূপে সেই চর রাক্ষসগণ প্রবলপরাক্রান্ত বানরগণকর্ত্তৃক নিপীড়িত এবং দয়ালু রামচন্দ্র কর্ত্তৃক মুক্তি লাভ করিয় দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগপূর্ব্বক হতচেতনের ন্যায়, পুনরায় লঙ্কামধ্যে প্রবেশ করিল। তৎপরে মহাবল নিত্য-বহিশ্চর সেই রাক্ষস চরগণ, দশাননের নিকটে উপস্থিত হইয়া সুবেল পর্ব্বতের নিকটস্থ, সেই রাম-বলের কথা নিবেদন করিল। ২২—২৯।

ত্রিংশঃ সর্গঃ ।

ততস্তমক্ষোভ্যবলং লঙ্কাধিপতয়ে চরাঃ ।
সুবেলে রাঘবং শৈলে নিবিষ্টং প্রত্যবেদয়ন্ ॥ ১
চারাণাং রাবণঃ শ্রুত্বা প্রাপ্তং রামং মহাবলম্ ।
জাতোদ্বেগোঽভবৎ কিঞ্চিৎ শার্দূলং বাক্যমব্রবীৎ ॥ ২
অযথাবচ্চ তে বর্ণো দীনশ্চাসি নিশাচর ।
নাসি কচ্চিদমিত্রাণাং ক্রুদ্ধানাং বশমাগতঃ ॥ ৩
ইতি তেনানুশিষ্টস্তু বাচং মন্দমুদীরয়ন্ ।
তদা রাক্ষসশার্দূলং শার্দূলো ভয়বিহ্বলঃ ॥ ৪
ন তে চারয়িতুং শক্যা রাজন্ বানরপুঙ্গবাঃ ।
বিক্রান্তা বলবন্তশ্চ রাঘবেণ চ রক্ষিতাঃ ॥ ৫
নাপি সম্ভাষিতুং শক্যাঃ সম্প্রশ্নোঽত্র ন লভ্যতে ।
সর্বতো রক্ষ্যতে পন্থা বানরৈঃ পর্ব্বতোপমৈঃ ॥ ৬
প্রবিষ্টমাত্রে জ্ঞাতোঽহং বলে তস্মিন্ বিচারিতে ।
বলাদ্গৃহীতো রক্ষোভির্বহুধাস্মি বিচারিতঃ ॥ ৭
জানুভির্মুষ্টিভির্দন্তৈস্তলৈশ্চাভিহতো ভৃশম্ ।
পরিণীতোঽস্মি হরিভির্নিষ্প্রমদৈঃ ॥ ৮

ত্রিংশ সর্গ।

"রামচন্দ্র সুবেলপর্ব্বতে অবস্থান করিতেছেন এবং তাঁহার সৈন্য সকল অধীর" চরগণ এই কথা রাবণের নিকটে বলিলে, রাবণ মহাবল রাম লঙ্কামধ্যে উপস্থিত হইয়াছেন শুনিয়া কিঞ্চিৎ উদ্বিগ্ন হইয়া শার্দূলকে বলিলেন, "নিশাচর! তোমাকে বিবর্ণ এবং দীনভাবাপন্ন বোধ হইতেছে কেন? তুমি কি ক্রুদ্ধ শত্রুগণের হস্তগত হইয়াছিলে? রাবণ এইরূপে ভয়াকুল শার্দূলকে জিজ্ঞাসা করিলে রাক্ষস শার্দূল রাবণকে মৃদু-মন্দ বাক্যে প্রত্যুত্তর দিল—"মহারাজ! রাঘবপালিত সেই পরাক্রান্ত বলবান বানরপুঙ্গবগণের বলাবল স্থির করা চারগণের সাধ্যাতীত। রাজন্! পর্ব্বততুল্য বানরগণ চতুর্দ্দিকের পথ সকল এরূপে রক্ষা করিতেছে যে, সেই বানরপুঙ্গবগণের বলাবল বিচার করা দূরে থাকুক, তাহাদের সহিত বাক্যালাপও করিতে পারিলাম না। ১—৬। সৈন্যপর্য্যবেক্ষণকালে আমরা প্রবেশ করিবামাত্রেই বিভীষণের অনুচর রাক্ষসগণ আমাকে চিনিতে পারিয়া বানরগণ দ্বারা বন্ধন এবং বিবিধ-গতিতে বল-মধ্যে পরিভ্রমণ করাইল। তৎপরে বানরগণ,—ক্রোধভরে জানু, মুষ্টি, দন্ত ও তল দ্বারা প্রহার করত ঘোষণাপূর্ব্বক সর্ব্বত্র পরিভ্রমণ করাইয়া অবশেষে রামের নিকটে লইয়া গেল। মহারাজ!

পরিণীয় চ সর্ব্বত্র নীতোঽহং রামসংসদি।
রুধিরস্রাবিদীনাঙ্গো বিহ্বলশ্চলিতেন্দ্রিয়ঃ ॥ ৯
হরিভির্বধ্যমানশ্চ যাচমানঃ কৃতাঞ্জলিঃ।
রাঘবেণ পরিত্রাতো মা মেতি চ যদৃচ্ছয়া ॥ ১০
এষ শৈলশিলাভিস্তু পূরয়িত্বা মহার্ণবম্।
দ্বারমাশ্রিত্য লঙ্কায়া রামস্তিষ্ঠতি সায়ুধঃ ॥ ১১
গরুড়ব্যূহমাস্থায় সর্ব্বতো হরিভির্বৃতঃ।
মাং বিসৃজ্য মহাতেজা লঙ্কামেবাভিবর্ত্ততে ॥ ১২
পুরা প্রাকারমায়াতি ক্ষিপ্রমেকতরং কুরু।
সীতাং বাপি প্রযচ্ছাশু যুদ্ধং বাপি প্রদীয়তাম্ ॥ ১৩
মনসা তু তদা প্রেক্ষ্য তচ্ছ্রুত্বা রাক্ষসাধিপঃ।
শার্দ্দূলং সুমহদ্বাক্যমথোবাচ স রাবণঃ ॥ ১৪
যদি মাং প্রতিযুধ্যন্তে দেবগন্ধর্ব্বদানবাঃ।
নৈব সীতাং প্রদাস্যামি সর্ব্বলোকভয়াদপি ॥ ১৫
এবমুক্ত্বা মহাতেজা রাবণঃ পুনরব্রবীৎ।
চারিতা ভবতা সেনা কেঽত্র শূরাঃ প্লবঙ্গমাঃ ॥ ১৬
কিম্প্রভাঃ কীদৃশাঃ সৌম্য বানরা যে দুরাসদাঃ।
কস্য পুত্রাশ্চ পৌত্রাশ্চ তত্ত্বমাখ্যাহি সুব্রত ॥ ১৭
তথাত্র প্রতিপৎস্যামি জ্ঞাত্বা তেষাং বলাবলম্।
অবশ্যং বলসংখ্যানং কর্ত্তব্যং যুদ্ধমিচ্ছতা ॥ ১৮
অথৈবমুক্তঃ শার্দ্দূলো রাবণেনোত্তমশ্চরঃ।
ইদং বচনমারেভে বক্তুং রাবণসন্নিধৌ ॥ ১৯
অথর্ক্ষরজসঃ পুত্রো যুধি রাজন্ স দুর্জ্জয়ঃ।
গদ্গদস্যাথ পুত্রোঽত্র জাম্ববানিতি বিশ্রুতঃ ॥ ২০
গদ্গদস্যাথ পুত্রোঽন্যো গুরুপুত্রঃ শতক্রতোঃ।
কদনং যস্য পুত্রেণ কৃতমেকেন রক্ষসাম্ ॥ ২১
সুষেণশ্চাত্র ধর্ম্মাত্মা পুত্রো ধর্ম্মস্য বীর্য্যবান্।
সৌম্যঃ সোমাত্মজশ্চাত্র রাজন্ দধিমুখঃ কপিঃ ॥ ২২
সুমুখো দুর্ম্মুখশ্চাত্র বেগদর্শী চ বানরঃ।
মৃত্যুর্ব্বানররূপেণ নূনং সৃষ্টঃ স্বয়ম্ভুবা ॥ ২৩
পুত্রো হুতবহস্যাত্র নীলঃ সেনাপতিঃ স্বয়ম্।
অনিলস্য তু পুত্রোঽত্র হনুমানিতি বিশ্রুতঃ ॥ ২৪
নপ্তা শক্রস্য দুর্দ্ধর্ষো বলবানঙ্গদো যুবা।
মৈন্দশ্চ দ্বিবিদশ্চোভৌ বলিনাবশ্বিসম্ভবৌ ॥ ২৫
পুত্রা বৈবস্বতস্যাথ পঞ্চ কালান্তকোপমাঃ।
গজো গবাক্ষো গবয়ঃ শরভো গন্ধমাদনঃ ॥ ২৬

তৎকালে আমি বানরগণ কর্ত্তৃক বধ্যমান হইয়া এরূপ বিহ্বল হইয়াছিলাম যে, আমার সকল ইন্দ্রিয়ই অবশ হইয়াছিল এবং সর্ব্বাঙ্গে শোণিত নির্গত হইতেছিল, অতএব দীনভাবে কৃতাঞ্জলিপুটে রামের নিকটে ক্ষমা প্রার্থনা করায় তিনি তৎক্ষণাৎ আমাকে মুক্তি দিলেন। ৭—১০। রাজন্! সেই তেজস্বী রামচন্দ্র,—শিলা এবং পর্ব্বতখণ্ড দ্বারা মহাসমুদ্রকে পরিপূর্ণ করত সশস্ত্রে লঙ্কার দ্বারদেশে অবস্থান করিতেছিলেন; এক্ষণে আমাকে ছাড়িয়া দিয়া বানরগণে পরিবৃত হইয়া 'গরুড়'ব্যূহমধ্যে অবস্থান করিতেছেন। মহারাজ! বোধ হয়, তিনি অবিলম্বেই পুরমধ্যে প্রবেশ করিবেন, সুতরাং আপনি সত্বরেই সীতাপ্রত্যর্পণ অথবা যুদ্ধদান, এই উভয়ের এক পক্ষ অবলম্বন করুন।" পরে রাক্ষসাধিপ রাবণ সেই সকল কথা শুনিয়া ক্ষণকাল মনোমধ্যে চিন্তা করত বলিলেন, "সুব্রত! যদি দেব, দানব ও গন্ধর্ব্বগণ একত্র হইয়া আমার বিপক্ষে যুদ্ধ করে, অথবা ত্রিভুবনবাসী সকল লোকই আমার বিপক্ষ হয়, তথাপি আমি ভীত হইয়া সীতাকে প্রত্যর্পণ করিব না।" ১১—১৫। মহাতেজস্বী রাবণ এই কথা বলিয়া পুনরায় শার্দ্দূলকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "সৌম্য! তুমি ত সেই বানরসৈন্যের সর্ব্বত্রই পরিভ্রমণ করিয়াছ, এক্ষণে সেই দুরাসদ বানরগণ কাহার পুত্র, কাহার পৌত্র, তাহাদের শরীরকান্তিই বা কিরূপ, কাহারাই বা বীর বলিয়া বিখ্যাত, এই সমস্ত বিবরণ তুমি আমার নিকটে প্রকৃতরূপে বর্ণন কর; তাহা হইলে আমি তাহাদের বলাবল জানিতে পারিয়া তৎপরে তাহার প্রতিবিধান করিব; কেননা বিজিগীষু নৃপতির—অগ্রে শত্রুর সৈন্যসংখ্যা নির্ণয় করা ও তাহাদের বলাবল জানা অবশ্য কর্ত্তব্য।" চরপ্রবর শার্দ্দূল এইরূপ কথা শুনিয়া রাবণের নিকট বলিতে আরম্ভ করিল; "মহারাজ! সেই বলমধ্যে ঋক্ষরজার ক্ষেত্রসম্ভূত বানরবর সুগ্রীব অবস্থান করিতেছেন। গদ্গদের পুত্র লোকবিখ্যাত জাম্ববান্ এবং যাহার পুত্র একাকীই রাক্ষসগণের যৎপরো নাস্তি দুরবস্থা করিয়াছিল, গদ্গদের ক্ষেত্রজ পুত্র এবং দেবরাজের গুরু বৃহস্পতির পুত্র সেই কেশরীও তথায় আছে। ১৬—২১। রাজন্! সেই বানরগণের মধ্যে ধর্ম্মের পুত্র ধর্ম্মাত্মা বীর্য্যবান্ সুষেণ এবং সৌম্যমূর্ত্তি চন্দ্রের পুত্র কপিবর দধিমুখও তথায় আছে। সুমুখ, দুর্ম্মুখ এবং বেগদর্শিনামক যে তিনটী বানর আছে, তাহাদিগকে দেখিলেই মনে হয় যেন বিধাতা সাক্ষাৎ মৃত্যুকেই বানররূপে সৃষ্টি করিয়াছেন। অগ্নিপুত্র নীল, স্বয়ং সেনাপতি হইয়াছেন। বায়ুপুত্র বিখ্যাত হনুমান্ও তথায় আছেন। দেবরাজের নপ্তা বলবান্ দুর্দ্ধর্ষ যুবা অঙ্গদ, অশ্বিকুমার বলশালী মৈন্দ ও দ্বিবিদ এবং কালান্ত-যমতুল্য বৈবস্বতাদি পঞ্চ যমের পুত্র গজ, গবাক্ষ, গবয়, শরভ ও গন্ধমাদন, এই বীরগণ সকলেই

দশ বানরকোট্যশ্চ শূরাণাং যুদ্ধকাঙ্ক্ষিণাম্।
শ্রীমতাং দেবপুত্রাণাং শেষং নাখ্যাতুমুৎসহে ॥ ২৭
পুত্রো দশরথস্যৈষ সিংহসংহননো যুবা।
দূষণো নিহতো যেন খরশ্চ ত্রিশিরাস্তথা ॥ ২৮
নাস্তি রামস্য সদৃশো বিক্রমে ভুবি কশ্চন।
বিরাধো নিহতো যেন কবন্ধশ্চান্তকোপমঃ ॥ ২৯
বক্তুং ন শক্তো রামস্য গুণান্ কশ্চিন্নরঃ ক্ষিতৌ।
জনস্থানগতা যেন তাবন্তো রাক্ষসা হতাঃ ॥ ৩০
লক্ষ্মণশ্চাত্র ধর্ম্মাত্মা মাতঙ্গানামিবর্ষভঃ।
যস্য বাণপথং প্রাপ্য ন জীবেদপি বাসবঃ ॥ ৩১
শ্বেতো জ্যোতির্ম্মুখশ্চাত্র ভাস্করস্যাত্মসম্ভবৌ।
বরুণস্য চ পুত্রোঽথ হেমকূটঃ প্লবঙ্গমঃ ॥ ৩২
বিশ্বকর্ম্মসুতো বীরো নলঃ প্লবগসত্তমঃ।
বিক্রান্তো বেগবানত্র বসুপুত্রঃ স দুর্দ্ধরঃ ॥ ৩৩
রাক্ষসানাং বরিষ্ঠশ্চ তব ভ্রাতা বিভীষণঃ।
প্রতিগৃহ্য পুরীং লঙ্কাং রাঘবস্য হিতে রতঃ ॥ ৩৪
ইতি সর্ব্বং সমাখ্যাতং তদেবং বানরং বলম্।
সুবেলেঽধিষ্ঠিতং শৈলে শেষকার্য্যে ভবান্ গতিঃ ॥ ৩৫

ইতি লঙ্কাকাণ্ডে ত্রিংশঃ সর্গঃ ॥ ৩০ ॥

তথায় আছেন। দেবনন্দন অন্য যে দশকোটি শূর শ্রীমান্ বানরগণ যুদ্ধার্থ লঙ্কায় আসিয়াছে, তাহাদের বিষয় বলিয়া শেষ করিতে পারি না। ২২—২৭। মহারাজ! যিনি জনস্থানবাসী সকল রাক্ষসকেই বধ করিয়াছেন, খর, দূষণ, ত্রিশিরা, বিরাধ ও অন্তক-তুল্য কবন্ধ যাঁহার হস্তে নিহত হইয়াছে এবং যুদ্ধে কেহই যাঁহার ন্যায় পরাক্রম প্রকাশ করিতে পারে না পৃথিবীতে কোন ব্যক্তিই সেই সিংহবিক্রম যুবা রামের গুণ বর্ণন করিতে পারে না। রাজন্! যাঁহার বাণপথে পতিত হইলে, দেবরাজও প্রাণ রক্ষা করিতে পারেন না, গজরাজের ন্যায় সেই ধার্ম্মিক লক্ষ্মণও তথায় রহিয়াছেন। শ্বেত ও জ্যোতির্ম্মুখ নামক ভাস্কর-পুত্রদ্বয়, বরুণপুত্র হেমকূট, বিশ্বকর্ম্ম-নন্দন কপিপ্রবর নল এবং বেগবান্ বসুপুত্র দুর্দ্ধরও তথায় রহিয়াছে। রামের নিকটে লঙ্কারাজ্য লাভ করিয়া তাঁহার হিতসাধন কামনায় আপনার ভ্রাতা রাক্ষসব্যাঘ্র বিভীষণও তথায় রহিয়াছেন। মহারাজ! সুবেল পর্ব্বতে অধিষ্ঠিত বানরবলের বিষয় আপনার নিকটে বলিলাম, এক্ষণে যাহা কর্ত্তব্য বিবেচনা করেন, তাহা করুন।”২৮—৩৫।

একত্রিংশঃ সর্গঃ।

ততস্তমক্ষোভ্যবলং লঙ্কায়াং নৃপতেশ্চরাঃ।
সুবেলে রাঘবং শৈলে নিবিষ্টং প্রত্যবেদয়ন্ ॥ ১
চারাণাং রাবণঃ শ্রুত্বা প্রাপ্তং রামং মহাবলম্।
জাতোদ্বেগোঽভবৎ কিঞ্চিৎ সচিবানিদমব্রবীৎ ॥ ২
মন্ত্রিণঃ শীঘ্রমায়ান্তু সর্ব্বে বৈ সুসমাহিতাঃ।
অয়ং নো মন্ত্রকালো হি সম্প্রাপ্ত ইতি রাক্ষসাঃ ॥ ৩
তস্য তচ্ছাসনং শ্রুত্বা মন্ত্রিণোঽভ্যাগমন্ দ্রুতম্।
ততঃ সম্মন্ত্রয়ামাস রাক্ষসৈঃ সচিবৈঃ সহ ॥ ৪
মন্ত্রয়িত্বা তু দুর্দ্ধর্ষঃ ক্ষমং যত্তদনন্তরম্।
বিসর্জ্জয়িত্বা সচিবান্ প্রবিবেশ স্বমালয়ম্ ॥ ৫
ততো রাক্ষসমাদায় বিদ্যুজ্জিহ্বং মহাবলম্।
মায়াবিনং মহামায়াং প্রাবিশদ্যত্র মৈথিলী ॥ ৬
বিদ্যুজ্জিহ্বঞ্চ মায়াজ্ঞমব্রবীদ্রাক্ষসাধিপঃ।
মোহয়িষ্যাবহে সীতাং মায়য়া জনকাত্মজাম্ ॥ ৭
শিরো মায়াময়ং গৃহ্য রাঘবস্য নিশাচর।
মাং ত্বং সমুপতিষ্ঠস্ব মহচ্চ সশরং ধনুঃ ॥ ৮
এবমুক্তস্তথেত্যাহ বিদ্যুজ্জিহ্বো নিশাচরঃ।
দর্শয়ামাস তাং মায়াং সুপ্রযুক্তাং স রাবণে।

একত্রিংশ সর্গ।

চারগণ লঙ্কামধ্যে সুবেল পর্ব্বতে অধিষ্ঠিত অক্ষোভ্যবল রামের বিষয় এইরূপে নিবেদন করিলে, রাক্ষসরাজ রাবণ, ‘মহাবল রাম উপস্থিত হইয়াছেন, জানিতে পারিয়া কিঞ্চিৎ উদ্বিগ্ন হইলেন এবং সচিবগণকে বলিলেন ;—“মন্ত্রি-রাক্ষসগণ! এক্ষণে আমাদের মন্ত্রণাকাল উপস্থিত হইয়াছে, সুতরাং তোমরা শীঘ্র সভামধ্যে আইস।” রাজাদেশ শুনিয়া মন্ত্রিগণ অবিলম্বে সভামধ্যে উপস্থিত হইলে, রাবণ সেই রাক্ষস সচিবগণের সহিত মন্ত্রণা করিতে লাগিলেন এবং মন্ত্রণা-কার্য্য শেষ হইলে, সচিবগণকে বিদায় দিয়া নিজগৃহে প্রবেশ করিলেন। ১—৫। তৎপরে রাক্ষসরাজ মায়াবী রাবণ, মায়াবিশারদ মহাবল বিদ্যুজ্জিহ্ব নামক রাক্ষসকে লইয়া মিথিলারাজনন্দিনীর নিকটে যাইতে ইচ্ছুক হইয়া তাঁহাকে কহিলেন; “হে নিশাচর! আমরা উভয়ে মায়াবলে জানকীকে মোহিত করিব, সুতরাং তুমি মায়া-বিরচিত রাঘব-মস্তক এবং একটা ধনু ও বাণ লইয়া সীতার সম্মুখে আমার নিকটে উপস্থিত হইবে।” রাবণের এইরূপ কথা শুনিয়া নিশাচর বিদ্যুজ্জিহ্ব ধনু ও বাণ লইয়া তাহাই অঙ্গীকার পূর্ব্বক রাবণকে সেই মায়া প্রদর্শন করাইল। রাক্ষস-

মৈন্দশ্চ দ্বিবিদশ্চোভৌ তৌ বানরবরর্ষভৌ ।
নিশ্বসন্তৌ রুদন্তৌ চ রুধিরেণ পরীবৃতৌ ॥ ২৮
অসিনা ব্যায়তে ছিন্নৌ মধ্যে হ্যরিনিসূদনৌ ।
অনুতিষ্ঠতি মেদিন্যাং পনসঃ পনসো যথা ॥ ২৯
নারাচৈর্বহুভিশ্ছিন্নঃ শেতে দর্য্যাং দরীমুখঃ ।
কুমুদস্তু মহাতেজা নিকূজন্ সায়কৈর্হতঃ ॥ ৩০
অঙ্গদো বহুভিশ্ছিন্নঃ শরৈরাসাদ্য রাক্ষসৈঃ ।
পরিতো রুধিরোদ্গারী ক্ষিতৌ নিপতিতোঽঙ্গদঃ ॥ ৩১
হরয়ো মথিতা নাগৈ রথজালৈস্তথাপরে ।
শয়ানা মৃদিতাস্তত্র বায়ুবেগৈরিবাম্বুদাঃ ॥ ৩২
প্রহৃতাশ্চ পরে ত্রস্তা হন্যমানা জঘন্যতঃ ।
অভিদ্রুতাস্তু রক্ষোভিঃ সিংহৈরিব মহাদ্বিপাঃ ॥ ৩৩
সাগরে পতিতাঃ কেচিৎ কেচিদ্গগনমাশ্রিতাঃ ।
ঋক্ষা বৃক্ষানুপারূঢ়া বানরৈর্ব্যতিমিশ্রিতাঃ ॥ ৩৪
সাগরস্য চ তীরেষু শৈলেষু চ বনেষু চ ।
পিঙ্গলাক্ষা বিরূপাক্ষৈ রাক্ষসৈর্বহবো হতাঃ ॥ ৩৫

এবং তব হতো ভর্ত্তা সসৈন্যো মম সেনয়া ।
ক্ষতজার্দ্রং রজোধ্বস্তমিদমস্যাহৃতং শিরঃ ॥ ৩৬
ততঃ পরমদুর্দ্ধর্ষো রাবণো রাক্ষসেশ্বরঃ ।
সীতায়ামুপশৃণ্বন্ত্যাং রাক্ষসীমিদমব্রবীৎ ॥ ৩৭
রাক্ষসং ক্রূরকর্ম্মাণং বিদ্যুজ্জিহ্বং সমানয় ।
যেন তদ্দাশরথিশিরঃ সংগ্রামাৎ স্বয়মাহৃতম্ ॥ ৩৮
বিদ্যুজ্জিহ্বস্ততো গৃহ্য শিরস্তৎ সশরাসনম্ ।
প্রণামং শিরসা কৃত্বা রাবণস্যাগ্রতঃ স্থিতঃ ॥ ৩৯
তমব্রবীত্ততো রাজা রাবণো রাক্ষসং স্থিতম্ ।
বিদ্যুজ্জিহ্বং মহাজিহ্বং সমীপপরিবর্ত্তিনম্ ॥ ৪০
অগ্রতঃ কুরু সীতায়াঃ শীঘ্রং দাশরথেঃ শিরঃ ।
অবস্থাং পশ্চিমাং ভর্ত্তুঃ কৃপণা সাধু পশ্যতু ॥ ৪১
এবমুক্তং তু তদ্রক্ষঃ শিরস্তৎ প্রিয়দর্শনম্ ।
উপনিক্ষিপ্য সীতায়াঃ ক্ষিপ্রমন্তরধীয়ত ॥ ৪২
রাবণশ্চাপি চিক্ষেপ ভাস্বরং কার্ম্মুকং মহৎ ।
ত্রিষু লোকেষু বিখ্যাতং রামস্যৈতদিতি ব্রুবন্ ॥ ৪৩
ইদং তত্তব রামস্য কার্ম্মুকং জ্যাসমাবৃতম্ ।
ইহ প্রহস্তেনানীতং তং হত্বা নিশি মানুষম্ ॥ ৪৪
স বিদ্যুজ্জিহ্বেন সহৈব তচ্ছিরো
ধনুশ্চ ভূমৌ বিনিকীর্য্য রাবণঃ ।

...ণ বহুসংখ্যক পট্টিশের দ্বারা তাহার জানুদেশে আঘাত করায় সে নিহত হইয়া ছিন্নমূল তরুর ন্যায় পতিত হইয়াছে। অরিদমন কপিবর মৈন্দ ও দ্বিবিদ, রাক্ষসগণকর্ত্তৃক অসি দ্বারা মধ্যদেশে আহত হইয়া পতিত হইয়াছে; দেখিলাম, তাহাদের সর্ব্বাঙ্গ রুধিরধারায় সিক্ত এবং ঘন ঘন নিশ্বাস বহিতেছে। পনস বানর মধ্যস্থল বিদীর্ণ হওয়ায় পনসের ন্যায় ভূমিতে পতিত হইয়াছে। দরীমুখ নামক বানর বহুসংখ্যক নারাচ দ্বারা ছিন্ন হইয়া দরীমধ্যে শয়ান রহিয়াছে। মহাতেজস্বী কুমুদ আহত হইয়া নিঃশব্দেই পতিত হইয়াছে। ২৮—৩০। অঙ্গদ, বহুশরে ছিন্ন ভিন্ন হইয়া নিহত হইয়াছে, তাহার অঙ্গদ ভূমিতে নিপতিত হইয়াছে এবং সর্ব্বাঙ্গ হইতে রুধিরধারা নির্গত হইতেছে। বানরগণ, বায়ুবেগসঞ্চালিত মেঘমালার ন্যায় হস্তী ও রথ সকলের দ্বারা মর্দ্দিত হইয়া হতজ্ঞান হইয়াছে; সিংহ পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবিত হইলে প্রকাণ্ড হস্তিগণ যেরূপ ইতস্ততঃ পলায়ন করে, সেইরূপ বানরগণ রাক্ষস সকলের দ্বারা তাড়িত ও পীড়িত হইয়া চারিদিকে পলায়ন করিয়াছে। ঋক্ষগণ, বানরদলের সহিত মিলিত হইয়া গুপ্ত ভাবে বৃক্ষোপরি আরোহণ করিয়াছে, কেহ বা সাগরে পতিত হইয়াছে, কেহ বা আকাশে আশ্রয় লইয়াছে। এইরূপে সাগরতীর, শৈল এবং বনমধ্যে বিরূপাক্ষ রাক্ষসগণ কর্ত্তৃক বহুসংখ্যক পিঙ্গলাক্ষ বানর নিহত হইয়াছে।

৩১—৩৫। জনকনন্দিনি! এইরূপে আমার সেনাগণ তোমার পতিকে সসৈন্যে নিহত করিয়াছে, তোমার প্রাণেশের [illegible] এই ছিন্ন মস্তক আনিয়াছি।" তৎপরে অতি দুর্জ্জয় রাক্ষসরাজ রাবণ, সীতাকে শুনাইয়া নিকটবর্ত্তিনী এক রাক্ষসীকে বলিলেন "রণভূমি হইতে যে স্বয়ং রামের ছিন্ন মস্তক আনিয়াছে, সেই ক্রূরকর্ম্মা রাক্ষস বিদ্যুজ্জিহ্বকে শীঘ্র আনয়ন কর।" পরে বিদ্যুজ্জিহ্ব, রামের মস্তক ও ধনুক এবং বাণ লইয়া সত্বরে রাবণনিকটে উপস্থিত হইয়া প্রণামপূর্ব্বক সম্মুখে দাঁড়াইল। রাবণ, অমাত্যশ্রেষ্ঠ মহাজিহ্ব বিদ্যুজ্জিহ্বকে সম্মুখে উপস্থিত দেখিয়া বলিলেন। ৩৬—৪০। "দাশরথির ছিন্নমস্তক শীঘ্র সীতার সম্মুখে রাখ; এই কৃপণা সীতা নিজপতির চরমদশা দেখুক।" এই কথা শুনিয়া রাক্ষস বিদ্যুজ্জিহ্ব সেই প্রিয়দর্শন মুখ সীতার সম্মুখে রাখিয়া তৎক্ষণাৎ অন্তর্হিত হইল। তৎপরে রাবণ বলিলেন, "সীতে! দেখ, সেই রাঘবের ত্রিভুবনবিখ্যাত উজ্জ্বল সুমহৎ ধনু। প্রহস্ত রাত্রিকালে তোমার সেই মানুষ রামকে নিহত করিয়া এই সুবৃহৎ জ্যার সহিত ধনু আনিয়াছে।" পরে রাবণ বিদ্যুজ্জিহ্ব কর্ত্তৃক আনীত সেই মস্তক ও ধনু যশস্বিনী জানকীর সম্মুখে

বিদেহরাজস্য সুতাং যশস্বিনীং
ততোঽব্রবীত্তাং ভব মে বশানুগা ॥ ৪৫

ইতি লঙ্কাকাণ্ডে একত্রিংশঃ সর্গঃ ॥ ৩১

দ্বাত্রিংশঃ সর্গঃ।

সা সীতা তচ্ছিরো দৃষ্ট্বা তচ্চ কার্ম্মুকমুত্তমম্।
সুগ্রীবপ্রতিসংসর্গমাখ্যাতঞ্চ হনূমতা ॥ ১
নয়নে মুখবর্ণঞ্চ ভর্ত্তুস্তৎসদৃশং মুখম্।
কেশান্ কেশান্তদেশঞ্চ তঞ্চ চূড়ামণিং শুভম্ ॥ ২
এতৈঃ সর্ব্বৈরভিজ্ঞানৈরভিজ্ঞায় সুদুঃখিতা।
বিজগর্হে চ কৈকেয়ীং ক্রোশন্তী কুররী যথা ॥ ৩
সকামা ভব কৈকেয়ি হতোঽয়ং কুলনন্দনঃ।
কুলমুৎসাদিতং সর্ব্বং ত্বয়া কলহশীলয়া ॥ ৪
আর্য্যেণ কিন্নু কৈকেয্যাঃ কৃতং রামেণ বিপ্রিয়ম্।
যন্ময়া চীরবসনং দত্ত্বা প্রব্রাজিতো বনম্ ॥ ৫
এবমুক্ত্বা তু বৈদেহী বেপমানা তপস্বিনী।
জগাম জগতীং বালা ছিন্না তু কদলী যথা ॥ ৬

রাখিয়া সীতাকে বলিলেন, "যাহা হইবার হইয়াছে, এখন আমার বশীভূত হওয়াই তোমার কর্ত্তব্য।" ॥১—৪৫।

দ্বাত্রিংশ সর্গ।

সীতা সেই উত্তম ধনু ও ছিন্ন মস্তক দেখিয়া এবং হনুমান্ যাহাদিগকে সুগ্রীবের সচিব বলিয়া পরিচয় দিয়াছিলেন, তাহাদের নিধনসংবাদ শুনিয়া, চীৎকারকারিণী কুররীর ন্যায় বহুক্ষণ রোদন করিলেন। তৎপরে নয়ন, মুখবর্ণ, কেশ, ললাট, সেই মঙ্গলজনক চূড়ামণি এবং অন্যান্য বহুপ্রকার চিহ্ন দ্বারা পরীক্ষা করিয়া যখন তাহাতে স্বামীর মুখের কোন বৈলক্ষণ্যই দেখিতে পাইলেন না, তখন রোদন করিতে করিতে কৈকেয়ীকে নিন্দা করিয়া কহিলেন—"রে কৈকেয়ি! এতদিনে তোর মনের ইচ্ছা পূর্ণ হইল। তুই রঘুকুলনন্দন রামচন্দ্রকে নিহত করিলি এবং সুমহৎ রঘুকুলও উৎসন্ন করিলি। হায়! আর্য্যপুত্র তোর কি অনিষ্ট সাধন করিয়াছিলেন, যে, তুই চীর-বসন পরাইয়া আমার সহিত তাঁহাকে নির্ব্বাসিত করিয়াছিলি! ১—৫।" এই কথা বলিয়াই দীনতাবাপন্না বালিকা বিদেহ-নন্দিনীর দেহ কাঁপিতে লাগিল এবং তিনি ছিন্নমূল কদলী-

সা মুহূর্ত্তাৎ সমাশ্বস্য প্রতিলভ্যাথ চেতনাম্।
তচ্ছিরঃ সমুপাঘ্রায় বিললাপায়তেক্ষণা ॥ ৭
হা হতাস্মি মহাবাহো বীরব্রতমনুব্রত।
ইমাং তে পশ্চিমাবস্থাং গতাস্মি বিধবা কৃতা ॥ ৮
প্রথমং মরণং নার্য্যা ভর্ত্তুর্বৈগুণ্যমুচ্যতে।
সুবৃত্তঃ সাধুবৃত্তায়াঃ সংবৃত্তস্ত্বং মমাগ্রতঃ ॥ ৯
মহদ্দুঃখং প্রপন্নায়া মগ্নায়াঃ শোকসাগরে।
যো হি মামুদ্যতস্ত্রাতুং সোঽপি ত্বং বিনিপাতিতঃ ॥ ১০
সা শ্বশ্রূর্মম কৌশল্যা ত্বয়া পুত্রেণ রাঘব।
বৎসেনেব যথা ধেনুর্বিবৎসা বৎসলা কৃতা ॥ ১১
আদিষ্টং দীর্ঘমায়ুস্তে যৈরচিন্ত্যপরাক্রম।
অনৃতং বচনং তেষামল্পায়ুরসি রাঘব ॥ ১২
অথবা নশ্যতি প্রজ্ঞা প্রাজ্ঞস্যাপি সতস্তব।
পচত্যেনং তথা কালো ভূতানাং প্রভবো হ্যয়ম্ ॥ ১৩
অদৃষ্টমৃত্যুমাপন্নঃ কস্মাত্ত্বং নয়শাস্ত্রবিৎ।
ব্যসনানামুপায়জ্ঞঃ কুশলো হ্যসি বর্জ্জনে ॥ ১৪
তথা ত্বং সম্পরিষ্বজ্য রৌদ্রয়াতিনৃশংসয়া।

বৃক্ষের ন্যায় ভূমিতলে পতিতা হইলেন। পরে আয়ত-লোচনা সীতা মুহূর্ত্তকালের পর আশ্বস্ত হইয়া চৈতন্য লাভ করিলেন এবং সেই ছিন্ন মস্তক নিকটে রাখিয়া বিলাপ করিতে লাগিলেন,—"হা মহাবাহো! আমি জীবিত থাকিয়াও বিনষ্টা হইলাম। তুমি বীরবরের ন্যায়, পিতৃসত্য প্রতিপালন করিলে, কিন্তু আমি বিধবা হইয়া তোমার এই শেষ দশা দর্শন করিলাম। হা নাথ! প্রথমে স্বামীর মরণ স্ত্রীর পাপেই হইয়া থাকে। কিন্তু আমি ত কোন পাপই করি নাই, তবে কেন তুমি সাধুর ন্যায়, অগ্রে প্রাণ ত্যাগ করিলে। হায়! আমি সুমহৎ দুঃখে পতিত হইয়া শোকসাগরে ডুবিয়াছিলাম। তুমি আমাকে তাহা হইতে উদ্ধার করিতে উদ্যত হইয়াই নিহত হইলে। ৬—১০। হা নাথ! আমার সেই শ্বশ্রূ, বৎসলা কৌশল্যা, বৎসলা ধেনুর ন্যায় কি কারণে তবাদৃশপুত্রহারা হইলেন? রাঘব! বশিষ্ঠাদি দৈবজ্ঞ মহর্ষিগণ তোমাকে দীর্ঘায়ু বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন, কিন্তু তুমি অল্পায়ুর ন্যায় গতায়ু হওয়ায় তাঁহাদের কথা মিথ্যা হইল। তুমি বুদ্ধিমান্ হইয়াও যে, বুদ্ধিভ্রংশবশত সুপ্তাবস্থায় শত্রুর হস্তে প্রাণ হারাইয়াছ, বোধ হয় তাহা কালকর্ত্তৃকই হইয়াছে; কারণ কালই সর্ব্বভূতের ঈশ্বর। হা নীতিশাস্ত্রবিশারদ; তুমি আসন্ন বিপৎসমূহের উপায়জ্ঞ এবং তাহার প্রতীকার-সমর্থ হইয়াও, কি কারণে অকাল-

কালরাত্র্যা ময়াচ্ছিদ্য হৃতঃ কমললোচনঃ ॥ ১৫
ইহ শেষে মহাবাহো মাং বিহায় তপস্বিনীম্ ।
প্রিয়ামিব যথা নারীং পৃথিবীং পুরুষর্ষভ ॥ ১৬
অর্চ্চিতং সততং যত্নাদ্গন্ধমাল্যৈর্ময়া তব ।
ইদং তে মৎপ্রিয়ং বীর ধনুঃ কাঞ্চনভূষিতম্ ॥ ১৭
পিত্রা দশরথেন ত্বং শ্বশুরেণ মমানঘ ।
সর্ব্বৈশ্চ পিতৃভিঃ সার্দ্ধং নূনং স্বর্গে সমাগতঃ ॥ ১৮
দিবি নক্ষত্রভূতশ্চ মহৎ কর্ম্ম কৃতং তথা ।
পুণ্যং রাজর্ষিবংশং ত্বমাত্মনঃ সমুপেক্ষসে ॥ ১৯
কিং মাং ন প্রেক্ষসে রাজন্ কিং বা ন প্রতিভাষসে ।
বালাং বালেন সম্প্রাপ্তাং ভার্য্যাং মাং সহচারিণীম্ ॥ ২০
সংশ্রুতং গৃহ্ণতা পাণিং চরিষ্যামীতি যত্ত্বয়া ।
স্মর তন্মম কাকুৎস্থ নয় মামপি দুঃখিতাম্ ॥ ২১
কস্মান্মামপহায় ত্বং গতো গতিমতাং বর ।
অস্মাল্লোকাদমুং লোকং ত্যক্ত্বা মামিহ দুঃখিতাম্ ॥ ২২
কল্যাণৈ রুচিরং গাত্রং পরিষ্বক্তং ময়ৈব তু ।
ক্রব্যাদৈস্তচ্ছরীরং তে নূনং বিপরিকৃষ্যতে ॥ ২৩
অগ্নিষ্টোমাদিভির্যজ্ঞৈরিষ্টবানাপ্তদক্ষিণৈঃ ।
অগ্নিহোত্রেণ সংস্কারং কেন ত্বং ন তু লপ্স্যসে ॥ ২৪
প্রব্রজ্যামুপপন্নানাং ত্রয়াণামেকমাগতম্ ।
পরিপ্রেক্ষতি কৌসল্যা লক্ষ্মণং শোকলালসা ॥ ২৫
স তস্যাঃ পরিপৃচ্ছন্ত্যা বধং মিত্রবলস্য তে ।
তব চাখ্যাস্যতে নূনং নিশায়াং রাক্ষসৈর্বধম্ ॥ ২৬
সা ত্বাং সুপ্তং হতং জ্ঞাত্বা মাঞ্চ রক্ষোগৃহং গতাম্ ।
হৃদয়েনাবদীর্ণেন ন ভবিষ্যতি রাঘব ॥ ২৭
মম হেতোরনার্য্যায়া অনঘঃ পার্থিবাত্মজঃ ।
রামঃ সাগরমুত্তীর্য্য বীর্য্যবান্ গোষ্পদে হতঃ ॥ ২৮
অহং দাশরথেনোঢ়া মোহাৎ স্বকুলপাংসনী ।
আর্য্যপুত্রস্য রামস্য ভার্য্যা মৃত্যুরজায়ত ॥ ২৯
নূনমন্যাং ময়া জাতিং বারিতং দানমুত্তমম্ ।
যাহমদ্যেব শোচামি ভার্য্যা সর্ব্বাতিথেরিহ ॥ ৩০
সাধু ঘাতয় মাং ক্ষিপ্রং রামস্যোপরি রাবণ ।

তাবে মৃত্যুমুখে পতিত হইলে। হা কমললোচন! হায়! আমিই অতিনৃশংসা ভীষণ কালরাত্রিস্বরূপা হইয়া, তোমাকে আলিঙ্গন করত অভিভূত করিয়া হরণ করিলাম। ১১—১৫। হা মহাবাহো! হে পুরুষপ্রবর! এই হতভাগিনীকে পরিত্যাগ করত প্রিয়তমা রমণীজ্ঞানে, পৃথিবীকে আলিঙ্গন করিয়া কোথায় শয়ন করিয়াছ? আমি নিয়ত গন্ধমাল্যাদির দ্বারা যাহার অর্চ্চনা করিতাম এবং যাহা আমার অতিশয় প্রিয় ছিল, তোমার এই সেই কাঞ্চনভূষিত ধনুর এ কি অবস্থা হইয়াছে! হা অনঘ! তুমি নিশ্চয়ই অমরধামে আমার পিতৃসম শ্বশুর দশরথ এবং অপর পিতৃগণের সহিত মিলিত হইয়াছ। যিনি অন্তরীক্ষে নক্ষত্ররূপে অবস্থান করিতেছেন, সেই রাজর্ষি ত্রিশঙ্কুর পবিত্র বংশে জন্ম গ্রহণ করিয়া, তুমি পিতৃবাক্যপালনরূপ সুমহৎ কার্য্য করিলে। কিন্তু এরূপ পুণ্য লাভ করিয়া যে এতাদৃশ মহর্ষিবংশে উপেক্ষা প্রদর্শনপূর্ব্বক স্বর্গরাজ্যে গমন করিলে, ইহা নিতান্ত অনুচিত হইল। হা রাজন্! তুমি বাল্যকালেই যে বালিকাকে সহচরী ভার্য্যা বলিয়া স্বীকার করিয়াছিলে, এখন কি জন্য তাহার কথায় প্রত্যুত্তর দান অথবা তাহার প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতেছ না? ১৬—২০। হা কাকুৎস্থ! আমার পাণিগ্রহণকালে, —"তোমার সহিত ধর্ম্মকর্ম্ম আচরণ করিব",—তুমি এইরূপ যে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলে, এখন তাহা স্মরণ কর এবং আমাকেও তোমার অনুগামিনী কর। হা সদ্গতিময়! আমাকে দুঃখভাগিনী করিবার নিমিত্ত তুমি ইহলোক পরিত্যাগ করিয়া পরলোকবাসী হইলে! হায়! তোমার যে মঙ্গলময় মনোহর দেহ, কেবল আমিই আলিঙ্গন করিতাম, সেই শরীর এক্ষণে রাক্ষসগণকর্ত্তৃক ইতস্তত আকর্ষিত হইবে! যে তুমি ভূরিদক্ষিণ অগ্নিষ্টোমাদি বিবিধ যজ্ঞ করিতে,—এখন কি নিমিত্ত আর সে অগ্নিহোত্র সংস্কৃত হইতেছে না? হায়! আমরা তিন জনে বনবাসে আসিয়াছিলাম, কিন্তু কৌশল্যা একমাত্র লক্ষ্মণকেই ফিরিয়া আসিতে দেখিয়া শোকসাগরে ডুবিলেন। ২১—২৫। পরে লক্ষ্মণকে তোমার কথা জিজ্ঞাসিলে, তিনি নিশ্চয়ই বানরবলের বধ এবং তুমিও যে রাত্রিকালে রাক্ষসগণকর্ত্তৃক নিহত হইয়াছ, তাহাও বলিবেন। হা রাঘব! তৎকালে তোমাকে নিদ্রিত অবস্থায় নিহত এবং আমাকে রাক্ষসগণের গৃহগতা শুনিয়া, তাঁহার হৃদয় কি শতধা বিদীর্ণ হইবে না? হায়! এই দুঃশীলা সীতার নিমিত্তই নিষ্পাপ রাজপুত্র রাঘব, সাগর পার হইয়া গোষ্পদে নিহত হইলেন। হায়! আর্য্যপুত্র রামচন্দ্র অজ্ঞানবশতই এই রঘুকুলনাশিনীকে বিবাহ করিয়াছিলেন; কারণ, সেই ভার্য্যাই তাঁহার মৃত্যুর কারণ হইল। হা আর্য্য! আমি পূর্ব্বজন্মে নিশ্চয়ই কাহারও উত্তম দানকার্য্যে বাধা দিয়াছিলাম, এই কারণেই নিখিল অতিথিবৎসল তোমার ভার্য্যা হইয়াও, আজি এইরূপ বিপন্না হইয়া শোক করি-

সমানয় পতিং পত্ন্যা কুরু কল্যাণমুত্তমম্ ॥ ৩১
শিরসা মে শিরশ্চাস্য কায়ং কায়েন যোজয়।
রাবণানুগমিষ্যামি গতিং ভর্ত্তুর্মহাত্মনঃ ॥ ৩২
ইতীব দুঃখসন্তপ্তা বিললাপায়তেক্ষণা।
ভর্ত্তুঃ শিরো ধনুশ্চৈব দদর্শ জনকাত্মজা ॥ ৩৩
এবং লালপ্যমানায়াং সীতায়াং তত্র রাক্ষসঃ।
অভিচক্রাম ভর্ত্তারমনীকস্থঃ কৃতাঞ্জলিঃ ॥ ৩৪
বিজয়স্বার্য্যপুত্রেতি সোঽভিবাদ্য প্রসাদ্য চ।
ন্যবেদয়দনুপ্রাপ্তং প্রহস্তং বাহিনীপতিম্ ॥ ৩৫
অমাত্যৈঃ সহিতঃ সর্ব্বৈঃ প্রহস্তস্ত্বামুপস্থিতঃ।
তেন দর্শনকামেন অহং প্রস্থাপিতঃ প্রভো ॥ ৩৬
নূনমস্তি মহারাজ রাজভাবাৎ ক্ষমান্বিত।
কিঞ্চিদাত্যয়িকং কার্য্যং তেষাং ত্বং দর্শনং কুরু ॥ ৩৭
এতচ্ছ্রুত্বা দশগ্রীবো রাক্ষসপ্রতিবেদিতম্।
অশোকবনিকাং ত্যক্ত্বা মন্ত্রিণাং দর্শনং যযৌ ॥ ৩৮
স তু সর্ব্বং সমর্থ্যৈব মন্ত্রিভিঃ কৃত্যমাত্মনঃ।
সভাং প্রবিশ্য বিদধে বিদিত্বা রামবিক্রমম্ ॥ ৩৯

অন্তর্ধানং তু তচ্ছীর্ষং তচ্চ কার্ম্মুকমুত্তমম্।
জগাম রাবণস্যৈব নির্য্যাণসমনন্তরম্ ॥ ৪০
রাক্ষসেন্দ্রস্তু তৈঃ সার্দ্ধং মন্ত্রিভির্ভীমবিক্রমৈঃ।
সমর্থয়ামাস তদা রামকার্য্যবিনিশ্চয়ম্ ॥ ৪১
অবিদূরস্থিতান্ সর্ব্বান্ বলাধ্যক্ষান্ হিতৈষিণঃ।
অব্রবীৎ কালসদৃশো রাবণো রাক্ষসাধিপঃ ॥ ৪২
শীঘ্রং ভেরীনিনাদেন স্ফুটং কোণাহতেন মে।
সমানয়ধ্বং সৈন্যানি বক্তব্যঞ্চ ন কারণম্ ॥ ৪৩

ততস্তথেতি প্রতিগৃহ্য তদ্বচো-
বলাধিপাস্তে মহদাত্মনো বলম্।
সমানয়ংশ্চৈব সমাগতঞ্চ
নিবেদয়ন্ ভর্ত্তরি যুদ্ধকাঙ্ক্ষিণে ॥ ৪৪

ইত্যার্ষে রামায়ণে দ্বাত্রিংশঃ সর্গঃ।

ত্রয়স্ত্রিংশঃ সর্গঃ।

সীতাং তু মোহিতাং দৃষ্ট্বা সরমা নাম রাক্ষসী।
আসসাদাথ বৈদেহীং প্রিয়াং প্রণয়িনী সখী ॥ ১
মোহিতাং রাক্ষসেন্দ্রেণ সীতাং পরমদুঃখিতাম্।
আশ্বাসয়ামাস তদা সরমা মৃদুভাষিণী ॥ ২

তেছি! ২৬—৩০। রাবণ! তুমি শীঘ্রই আমাকে বধ করিয়া, রামের উপর স্থাপন কর,—তুমি এই পতিপত্নী-সংযোজনরূপ পুণ্যকার্য্যটী কর। দশানন! তুমি রাঘবের দেহে আমার দেহ ও তাঁহার মস্তকে আমার মস্তক সংযোজিত কর,—তাহা হইলেই আমি মহাত্মা স্বামীর অনুগামিনী হইয়া সদ্গতি লাভ করিব।" আয়তলোচনা জনকনন্দিনী, স্বামীর ছিন্ন মস্তক ও সেই সুমহৎ ধনু দর্শনপূর্ব্বক নিতান্ত দুঃখসন্তপ্তা হইয়া এইরূপ বিলাপ করিতে লাগিলেন। এই সময়ে প্রহস্ত-প্রেরিত একজন দ্বার-রক্ষক রাক্ষস, রাবণসম্মুখে আসিয়া অভিবাদনপূর্ব্বক কৃতাঞ্জলিপুটে নিবেদন করিল,—"মহারাজ! বিজয়ী হউন।" এইরূপ বিজয় বাক্যে ঐ রাক্ষস, রাবণকে সন্তুষ্ট করিয়া কহিল;—"মহারাজ! সেনাপতি প্রহস্ত, সচিবগণের সহিত দ্বারদেশে উপস্থিত হইয়াছেন এবং আপনার দর্শনাভিলাষী হইয়া আমাকে আপনার নিকটে পাঠাইয়াছেন। ৩১—৩৬। রাজন্! বোধ হয়, নিশ্চয়ই কোন অত্যাবশ্যক রাজকার্য্য উপস্থিত হইয়াছে। সে জন্যই তাঁহারা এই অসময়ে উপস্থিত হইয়াছেন, অতএব আপনি তাঁহাদের সহিত দেখা করুন।" দশানন, রাক্ষস-কথিত এই কথা শুনিয়া অশোকবন পরিত্যাগ করত, সত্বর মন্ত্রিগণের সহিত সাক্ষাৎ করিতে প্রস্থিত হইলেন। সভামধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া, রাবণ তাহাদের প্রমুখাৎ রামের পরাক্রম অবগত হইয়া, মন্ত্রিবর্গের পরামর্শ লইয়া, কর্ত্তব্য স্থির করিতে লাগিলেন। এদিকে রাবণের বহির্গমনের সঙ্গে সঙ্গেই সেই মায়ামুণ্ড ও সেই উত্তম মায়া-ধনু অদৃশ্য হইয়া গেল। ৩৭—৪০। রাক্ষসেন্দ্র রাবণ, সেই ভীম-বিক্রম রাক্ষসগণের সহিত পরামর্শ করিয়া, রামের সহিত কি করা উচিত, তাহা স্থির করিলেন। কর্ত্তব্য স্থির করিয়া, কালসদৃশ রাক্ষসনাথ রাবণ, নিকটস্থ হিতৈষী সেনাধ্যক্ষকে কহিলেন, "তোমরা ভেরীধ্বনি দ্বারা সেনাগণকে শীঘ্র আমার এই স্থানে আনয়ন কর, কিন্তু কাহাকেও আনয়নের কারণ বলিবে না।" পরে সেই রক্ষোভর্ত্তার দূতগণ "তাহাই হউক" এই কথা বলিয়া রাক্ষসরাজের কথা স্বীকার করত, সেই সুমহৎ রাক্ষসসৈন্যকে তথায় উপস্থিত করিয়া, স্বামি-সন্নিধানে তাহাদের আগমন সংবাদ জানাইল। ৪১—৪৪।

ত্রয়স্ত্রিংশ সর্গ।

এদিকে সীতার প্রণয়িনী সখী সরমা রাক্ষসী,—সীতাকে মোহিত দেখিয়া, তাঁহার নিকটবর্ত্তিনী হইল এবং মৃদুবাক্যে সেই রাবণ-মোহিতা পরম দুঃখিতা

সা হি তত্র কৃতা মিত্রং সীতয়া রক্ষমাণয়া।
রক্ষন্তী রাবণাদিষ্টা সানুক্রোশা দৃঢ়ব্রতা॥ ৩
সা দদর্শ সখীং সীতাং সরমা নষ্টচেতনাম্।
উপাবৃত্যোত্থিতাং ধ্বস্তাং বড়বামিব পাংশুষু॥ ৪
তাং সমাশ্বাসয়ামাস সখীস্নেহেন সুব্রতাম্।
উক্তা যদ্রাবণেন ত্বং প্রত্যুক্তশ্চ স্বয়ং ত্বয়া॥ ৫
লীনয়া গহনে শূন্যে ভয়মুৎসৃজ্য রাবণাৎ।
তব হেতোর্বিশালাক্ষি ন হি মে রাবণাদ্ভয়ম্॥ ৬
স সম্ভ্রান্তশ্চ নিষ্ক্রান্তো যৎকৃতে রাক্ষসেশ্বরঃ।
তচ্চ মে বিদিতং সর্বমভিনিষ্ক্রম্য মৈথিলি॥ ৭
ন শক্যং সৌপ্তিকং কর্তুং রামস্য বিদিতাত্মনঃ।
বধশ্চ পুরুষব্যাঘ্রে তস্মিন্নৈবোপপদ্যতে॥ ৮
ন চৈবং বানরা হন্তুং শক্যাঃ পাদপযোধিনঃ।
সুরা দেবর্ষভেণেব রামেণ হি সুরক্ষিতাঃ॥ ৯
দীর্ঘবৃত্তভুজঃ শ্রীমান্ মহোরস্কঃ প্রতাপবান্।
ধন্বী সংহননোপেতো ধর্মাত্মা ভুবি বিশ্রুতঃ॥ ১০
বিক্রান্তো রক্ষিতা নিত্যমাত্মনশ্চ পরস্য চ।
লক্ষ্মণেন সহ ভ্রাত্রা কুশলী নয়শাস্ত্রবিৎ॥ ১১
হন্তা পরবলৌঘানামচিন্ত্যবলপৌরুষঃ।
ন হতো রাঘবঃ শ্রীমান্ সীতে শত্রুনিবর্হণঃ॥ ১২
অযুক্তবুদ্ধিকৃত্যেন সর্বভূতবিরোধিনা।
ইয়ং প্রযুক্তা রৌদ্রেণ মায়া মায়াবিদা ত্বয়ি॥ ১৩
শোকস্তে বিগতঃ সর্বঃ কল্যাণং ত্বামুপস্থিতম্।
ধ্রুবং ত্বাং ভজতে লক্ষ্মীঃ প্রিয়ং তে ভবতি শৃণু॥ ১৪
উত্তীর্য সাগরং রামঃ সহ বানরসেনয়া।
সন্নিবিষ্টঃ সমুদ্রস্য তীরমাসাদ্য দক্ষিণম্॥ ১৫
দৃষ্টো মে পরিপূর্ণার্থঃ কাকুৎস্থঃ সহলক্ষ্মণঃ।
সহিতৈঃ সাগরান্তস্থৈর্বলৈস্তিষ্ঠতি রক্ষিতঃ॥ ১৬
অনেন প্রেষিতা যে চ রাক্ষসা লঘুবিক্রমাঃ।
রাঘবস্তীর্ণ ইত্যেবং প্রবৃত্তিস্তৈরিহাহৃতা॥ ১৭
স তাং শ্রুত্বা বিশালাক্ষি প্রবৃত্তিং রাক্ষসাধিপঃ।
এষ মন্ত্রয়তে সর্বৈঃ সচিবৈঃ সহ রাবণঃ॥ ১৮
ইতি ব্রুবাণা সরমা রাক্ষসী সীতয়া সহ।
সর্বোদ্যোগেন সৈন্যানাং শব্দং শুশ্রাব ভৈরবম্॥ ১৯

জনক-তনয়াকে আশ্বাসিতা করিতে লাগিল। সরমা, রাবণরাজের আজ্ঞায় সীতার রক্ষাকার্য্যে নিযুক্তা হয়। সে নিজের দয়ালুতা ও পরোপকারব্রতশীলতা-গুণে সীতার সখী হইয়াছিল। পরে সরমা, গতচেতনা সুব্রতা সখী সীতাকে ঘোটকীর ন্যায়, কখন ধূলি লুণ্ঠিতা, কখন উত্থিতা দেখিয়া স্নেহভরে আশ্বাস প্রদান করত কহিল,—"হে ভীরু! তুমি রাবণের কথায় যে সকল প্রত্যুত্তর প্রদান করিয়াছ, আমি তোমার স্নেহবশত এই নির্জ্জন বনমধ্যে লুক্কায়িত থাকিয়া সেই সমস্ত কথাই শুনিয়াছি। আমি রাবণকে ভয় করি না। হে বিশাললোচনে! রাবণ আমাকে তোমার রক্ষণকার্য্যে নিযুক্তা করিয়াছে; সুতরাং তোমার জন্য যে সকল কার্য্য সম্পন্ন করিয়া থাকি, তাহাতে রাবণ হইতে ভয়ের আশঙ্কা কি? ১—৬। হে মৈথিলি! সেই রাক্ষসরাজ রাবণ যে কারণে এ স্থান হইতে তাড়াতাড়ি চলিয়া গিয়াছিল, আমি তাহার পশ্চাতে গমন করিয়া সেই সমস্তই জানিয়া আসিয়াছি; সেই সর্ব্বান্তর্যামী রামচন্দ্র নিদ্রিত হইলে, তাঁহার সৈন্যগণের সহিত যুদ্ধ করাও সকলেরই দুঃসাধ্য এবং তাদৃশ অবস্থায় সেই পুরুষ-শার্দ্দূল রামচন্দ্রকে বধ করাও সম্ভব হইতে পারে না। রামের কথা দূরে থাকুক, ইন্দ্ররক্ষিত সুরগণের ন্যায়, রাঘব-রক্ষিত সেই বৃক্ষ দ্বারা যুদ্ধকারী বানরগণকে নিহত করাও দুঃসাধ্য। সখি! যাঁহার ভুজদ্বয় আজানুলম্বিত এবং বর্ত্তুল,—সেই বিশাল-রক্ষা, স্ব [illegible] রক্ষিত, বিক্রান্ত, নিয়ত আত্ম পর রক্ষণ-সমর্থ ও লোক-বিশ্রুত নীতিশাস্ত্রবিৎ প্রতাপবান্ শ্রীমান্ রামচন্দ্র ভাই লক্ষ্মণের সহিত কুশলে আছেন। ৭—১১। হে সীতে! পরবলহন্তা অচিন্ত্যবল-পৌরুষ, শত্রুবধকারী শ্রীমান্ রঘুনন্দন হত হন নাই, অযথাবুদ্ধি, ক্রূরকর্ম্মা, সর্ব্বভূতবিরোধী, ভাবকর্ত্তি, মায়াবী রাবণ তোমার নিকটে মায়া প্রকাশ করিয়াই এইরূপ করিয়াছে। হে সীতে! তোমার শোকের অবসান হইয়াছে। তোমার সমুদয় কল্যাণ উপস্থিত। হে সীতে! তুমি নিশ্চয়ই লক্ষ্মী লাভ করিবে। এখন তোমার নিকটে প্রিয়সংবাদ বলিতেছি, শ্রবণ কর;—রাম, বানরসেনা সমভিব্যাহারে সাগর পার হইয়া, মহাসাগরের দক্ষিণ তীরে অবস্থিতি করিতেছেন। আমি অন্তরীক্ষ হইতে দেখিয়াছি, কাকুৎস্থ রামচন্দ্র ও লক্ষ্মণ,—সাগরতীরস্থ বানরসৈন্যে পরিবেষ্টিত ও সজ্জিত হইয়া অবস্থান করিতেছেন। ১২—১৬। রাবণ যে সকল ক্ষিপ্রকর্ম্মা বলবান্ রাক্ষসগণকে রামের নিকটে পাঠাইয়াছিল, তাহারা ফিরিয়া আসিয়া, রাবণসন্নিধানে, "রাম সাগর পার হইয়া লঙ্কায় উপস্থিত"—এইরূপ সংবাদ প্রদান করিয়াছে। হে আয়ত-লোচনে! রাক্ষসনাথ রাবণ উক্ত বার্ত্তা শুনিয়া সচিবগণের সহিত মন্ত্রণা করিতেছেন।" সরমা এই কথা বলিতেছে, ইত্যবসরে তাঁহারা

দণ্ডনির্ঘাতবাদিন্যাঃ শ্রুত্বা ভের্য্যা মহাস্বনম্।
উবাচ সরমা সীতামিদং মধুরভাষিণী ॥ ২০
সন্নাহজননী হ্যেষা ভৈরবা ভীরু ভেরিকা।
ভেরীনাদঞ্চ গম্ভীরং শৃণু তোয়দনিঃস্বনম্ ॥ ২১
কল্প্যন্তে মত্তমাতঙ্গা যুজ্যন্তে রথবাজিনঃ।
দৃশ্যন্তে তুরগারূঢ়াঃ প্রাসহস্তাঃ সহস্রশঃ ॥ ২২
তত্র তত্র চ সন্নদ্ধাঃ সম্পতন্তি সহস্রশঃ।
আপূর্য্যন্তে রাজমার্গাঃ সৈন্যৈরদ্ভুতদর্শনৈঃ ॥ ২৩
বেগবদ্ভির্নদদ্ভিশ্চ তোয়ৌঘৈরিব সাগরঃ।
শস্ত্রাণাঞ্চ প্রসন্নানাং চর্ম্মণাং বর্ম্মণাং তথা ॥ ২৪
রথবাজিগজানাঞ্চ রাক্ষসেন্দ্রানুযায়িনাম্।
সম্ভ্রমো রক্ষসামেষ হৃষিতানাং তরস্বিনাম্।
প্রভাং বিসৃজতাং পশ্য নানাবর্ণসমুত্থিতাম্ ॥ ২৫
বনং নির্দ্দহতো ঘর্ম্মে যথারূপং বিভাবসোঃ।
ঘণ্টানাং শৃণু নির্ঘোষং রথানাং নেমিনিস্বনম্।
হয়ানাং হ্রেষমাণানাং শৃণু তুর্য্যধ্বনিং তথা ॥ ২৬
উদ্যতায়ুধহস্তানাং রাক্ষসেন্দ্রানুযায়িনাম্।
সম্ভ্রমো রক্ষসামেষ তুমুলং লোমহর্ষণম্।
শ্রীস্ত্বাং ভজতি শোকঘ্নী রক্ষসাং ভয়মাগতম্ ॥ ২৭

রামঃ কমলপত্রাক্ষো দৈত্যানামিব বাসবঃ।
অবজিত্য জিতক্রোধস্তমচিন্ত্যপরাক্রমঃ।
রাবণং সমরে হত্বা ভর্ত্তা ত্বাধিগমিষ্যতি ॥ ২৮
বিক্রমিষ্যতি রক্ষঃসু ভর্ত্তা তে সহলক্ষ্মণঃ।
যথা শত্রুষু শত্রুঘ্নো বিষ্ণুনা সহ বাসবঃ ॥ ২৯
আগতস্য হি রামস্য ক্ষিপ্রমঙ্কগতাং সতীম্।
অহং দ্রক্ষ্যামি সিদ্ধার্থাং ত্বাং শত্রৌ বিনিপাতিতে ॥ ৩০
অশ্রূণ্যানন্দজানি ত্বং বর্ত্তয়িষ্যসি জানকি।
সমাগম্য পরিষ্বক্তা তস্যোরসি মহোরসঃ ॥ ৩১
অচিরান্মোক্ষ্যতে সীতে দেবি তে জঘনং গতাম্।
ধৃতামেতাং বহূন্ মাসান্ বেণীং রামো মহাবলঃ ॥ ৩২
তস্য দৃষ্ট্বা মুখং দেবি পূর্ণচন্দ্রমিবোদিতম্।
মোক্ষ্যসে শোকজং বারি নির্ম্মোকমিব পন্নগী ॥ ৩৩
রাবণং সমরে হত্বা নচিরাদেব মৈথিলি।
ত্বয়া সমগ্রঃ প্রিয়য়া সুখার্হো লপ্স্যতে সুখম্ ॥ ৩৪
সভাজিতা ত্বং রামেণ মোদিষ্যসি মহাত্মনা।
সুবর্ষেণ সমাযুক্তা যথা শস্যেন মেদিনী ॥ ৩৫

সমরোদ্যোগজনিত অতিভীষণ সৈন্যকোলাহল শ্রবণ করিলেন। মধুরভাষিণী সরমা দণ্ডের আঘাতে বাদ্যমান ভেরীর সুমহৎ ধ্বনি শুনিয়া সীতাকে কহিলেন। ১৭—২০। হে ভীরু! যে ভেরীরব-শ্রবণে সেনাগণ সন্নাহধারণাদিরূপ যুদ্ধ-উদ্যোগ করিয়া থাকে, মেঘগর্জ্জনের তুল্য ভীষণ ঐ সেই ভেরীনিনাদ শ্রবণ কর। ঐ দেখ, মদমত্ত মাতঙ্গগণ সমরসজ্জায় সজ্জিত এবং তুরঙ্গগণ রথে যোজিত হইতেছে। সন্নাহধারী অসংখ্য বীরগণ প্রাসহস্তে অশ্বে আরোহণ করিতেছে এবং যেরূপ মহাসাগর তরঙ্গমালায় পরিপূর্ণ হয়, সেইরূপ রাজপথে অদ্ভুতদর্শন, বেগবান্, শব্দায়মান সেনাগণে পরিপূরিত হইয়াছে। ঐ দেখ, রাবণরাজের অনুগামী বেগবান রাক্ষসগণ, সসম্ভ্রমে সুশাণিত শস্ত্র, চর্ম্ম ও বর্ম্ম সকল ইতস্তত ক্ষেপণ করিতেছে এবং তুরঙ্গ, মাতঙ্গ ও রথ প্রভৃতি বাহন সকল বহির্গত হইতেছে। গ্রীষ্মকালে বনদহনকারী অগ্নির ন্যায় ঐ নানাবর্ণসমুত্থিত প্রভা দর্শন কর। হে সীতে! ঐ ঘণ্টাধ্বনি, রথ সকলের চক্রধ্বনি এবং তূর্য্যনিনাদ ও অশ্বগণের হ্রেষারব শ্রবণ কর। রাক্ষসরাজ রাবণের অনুগামী উদ্যতায়ুধ রাক্ষসগণের লোমহর্ষণকর তুমুল ত্বরা দর্শন কর। তোমার শোকবিনাশী অভ্যুদয় নিকটবর্ত্তী। রাক্ষসদিগের ভীতি উপস্থিত। ২১—২৭।

দেবরাজ ইন্দ্র যেমন দৈত্যকবল হইতে রাজ্যলক্ষ্মীর উদ্ধার করিয়াছিলেন; সেইরূপ পদ্মপলাশলোচন জিতেন্দ্রিয় রামচন্দ্র অচিরেই সেই রাবণকে সমরে নিহত করিয়া তোমাকে লাভ করিবেন; যেহেতু রামের পরাক্রম অচিন্তনীয়। উপেন্দ্রের সাহায্যে ইন্দ্র যেমন দৈত্যবর্গের উপরে বলপ্রকাশ করিয়া কৃতকার্য্য হইয়াছেন, সেইরূপ তোমার স্বামী লক্ষ্মণের সাহায্যে রাক্ষসদিগের উপরে বিক্রম প্রকাশ করিয়া নিশ্চয়ই কৃতকার্য্য হইবেন। তোমার শত্রু হত হইলে, তোমার বাসনা পূর্ণ হইবে এবং তোমাকে সেই সমাগত স্বামীর ক্রোড়ে অবস্থান করিতে দেখিব। হে জানকি! তুমি শীঘ্রই সেই মহোরস্ক স্বামী কর্ত্তৃক গাঢ়রূপে আলিঙ্গিত হইয়া তাঁহার বক্ষঃস্থলে আনন্দাশ্রু বিসর্জ্জন করিবে। হে সীতে! তুমি এই কয়েক মাস জঘনদেশলম্বিত যে একমাত্র বেণী ধারণ করিয়াছ, মহাবল রামচন্দ্র শীঘ্রই সেই বেণী মোচন করিবেন। হে দেবি! যেরূপ পন্নগী নির্ম্মোক ত্যাগ করে, সেইরূপ তুমি, সমুদিত পূর্ণচন্দ্রের ন্যায়, সেই স্বামীকে দেখিয়া আনন্দাশ্রু বিসর্জ্জন করিবে। হে মৈথিলি! সুখোচিত রামচন্দ্র অচিরকালমধ্যেই রণভূমিতে রাবণকে বধ করিয়া তোমার সহিত সুখ লাভ করিবেন। সুবর্ষ-পরিতৃপ্ত শস্যপূর্ণা বসুন্ধরার ন্যায় তুমি রামচন্দ্রসন্দর্শনলাভে পরিতৃপ্তা হইয়া আনন্দ লাভ করিবে। হে দেবি জানকি! যিনি

গিরিবরমভিতো বিবর্ত্তমানো
হয় ইব মণ্ডলমাশু যঃ করোতি।
তমিহ শরণমভ্যুপৈহি দেবি
দিবসকরং প্রভবো হ্যয়ং প্রজানাম্ ॥ ৩৬

ইতি লঙ্কাকাণ্ডে ত্রয়স্ত্রিংশঃ সর্গঃ ॥ ৩৩ ॥

—

চতুস্ত্রিংশঃ সর্গঃ।

অথ তাং জাতসন্তাপাং তেন বাক্যেন মোহিতাম্।
সরমা হ্লাদয়ামাস মহীং দগ্ধামিবাম্ভসা ॥ ১
ততস্তস্যা হিতং সখ্যাশ্চিকীর্ষন্তী সখী বচঃ।
উবাচ কালে কালজ্ঞা স্মিতপূর্ব্বাভিভাষিণী ॥ ২
উৎসহেয়মহং গত্বা ত্বদ্বাক্যমসিতেক্ষণে।
নিবেদ্য কুশলং রামে প্রতিচ্ছন্না নিবর্ত্তিতুম্ ॥ ৩
ন হি মে ক্রমমাণায়া নিরালম্বে বিহায়সি।
সমর্থো গতিমন্বেতুং পবনো গরুড়োহপি বা ॥ ৪
এবং ব্রুবাণাং তাং সীতা সরমামিদমব্রবীৎ।
মধুরং শ্লক্ষ্ণয়া বাচা পূর্ব্বং শোকাভিপন্নয়া ॥ ৫
সমর্থা গগনং গন্তুমপি চ ত্বং রসাতলম্।
অবগচ্ছাম্য কর্ত্তব্যং কর্ত্তব্যং তে মদন্তরে ॥ ৬

মৎপ্রিয়ং যদি কর্ত্তব্যং যদি বুদ্ধিঃ স্থিরা তব।
জ্ঞাতুমিচ্ছামি তং গত্বা কিং করোতীতি রাবণঃ ॥ ৭
স হি মায়াবলঃ ক্রূরো রাবণঃ শত্রুরাবণঃ।
মাং মোহয়তি দুষ্টাত্মা পীতমাত্রেব বারুণী ॥ ৮
তর্জ্জাপয়তি মাং নিত্যং ভর্ৎসাপয়তি চাসকৃৎ।
রাক্ষসীভিঃ সুঘোরাভির্যো মাং রক্ষতি নিত্যশঃ ॥ ৯
উদ্বিগ্না শঙ্কিতা চাস্মি ন স্বস্থং মনো মম।
তদ্ভয়াচ্চাহমুদ্বিগ্না অশোকবনিকাং গতা ॥ ১০
যদি নাম কথা তস্য নিশ্চিতং বাপি যদ্ভবেৎ।
নিবেদয়েথাঃ সর্ব্বং তৎপরো মে স্যাদনুগ্রহঃ ॥ ১১
সা ত্বেবং ব্রুবতীং সীতাং সরমা মৃদুভাষিণী।
উবাচ বদনং তস্যাঃ স্পৃশন্তী বাষ্পবিক্লবম্ ॥ ১২
এষ তে যদ্যভিপ্রায়স্তস্মাদ্গচ্ছামি জানকি।
গৃহ্য শত্রোরভিপ্রায়মুপাবর্ত্তামি মৈথিলি ॥ ১৩
এবমুক্ত্বা ততো গত্বা সমীপং তস্য রক্ষসঃ।
শুশ্রাব কথিতং তস্য রাবণস্য সমন্ত্রিণঃ ॥ ১৪

গিরিবর সুমেরুর চতুর্দ্দিকে অশ্বের ন্যায়, মণ্ডলাকারে পরিভ্রমণ করিয়া থাকেন, তুমি সম্প্রতি সেই দিবাকরের শরণাগত হও। কারণ তিনিই প্রজাবর্গের সুখ-দুঃখ বিধাতা। ২৭—৩৬।

—

চতুস্ত্রিংশ সর্গ।

দাবানল-দগ্ধধরণী যেমন বারিপাতে শীতল হয়, তদ্রূপ রাবণ বাক্য মোহিতা সীতার শোকসন্তপ্ত অন্তঃকরণ সরমার এবম্বিধ আশ্বাসবাক্যে শীতল হইল। পরে কালজ্ঞা সখী সরমা, সীতার মঙ্গলসাধন-বাসনায় ঈষৎ হাসিতে হাসিতে কহিল,—"হে অসিতলোচনে! আমি প্রচ্ছন্নভাবে রামচন্দ্রসন্নিধানে গমন করত, তোমার কুশলবার্ত্তা নিবেদন করিয়া অদৃশ্যভাবেই পুনরায় আসিতে পারি। হে সীতে! অধিক কি, আমি যখন নিরালম্ব আকাশে গমন করি, তখন পবন, অথবা গরুড়ও আমার গতি নিরূপণ করিতে পারেন না।" সরমা এই কথা বলিলে সীতা নবজাত দারুণ শোক পরিত্যাগপূর্ব্বক মৃদুমধুর বাক্যে কহিলেন,— "সরমে! তুমি যে আকাশ অথবা পাতালেও গমন করিতে পার, তাহা আমি জানি। আমার জন্য যদি তুমি কিছু কর্ত্তব্য বলিয়া করিতে উদ্যতা হও, তাহা হইলে কি করিতে হইবে, তাহা বলিতেছি, শ্রবণ কর। যদি তুমি একান্তই আমার প্রিয়কার্য্য করিবার বাসনা করিয়া থাক, তাহা হইলে রাবণ এ স্থান হইতে গিয়া কি করিতেছে, তাহা আমার জানিতে ইচ্ছা (তুমি গিয়া জানিয়া আইস)। লোকে যেরূপ সুরা পান করিয়া মোহিত হয়, সেইরূপ মায়াবলে বলীয়ান্ রাবণ, আমাকে মায়া দ্বারা মোহিত করিতে চেষ্টা করিতেছে। সরমে! রাবণ দুষ্টাত্মা ক্রূর। সে সর্ব্বদা রাক্ষসীগণ দ্বারা আমার রক্ষাবিধান করে এবং তাহাদের দ্বারা আমাকে তর্জ্জন ও ভর্ৎসনা করাইয়া থাকে। ৫—৯। সখি! আমি এই সুন্দর অশোকবনমধ্যে রাবণভয়ে সর্ব্বদা উদ্বিগ্ন ও শঙ্কিত হইয়া রহিয়াছি। আমার মন কখন সুস্থ থাকিতেছে না। সভামধ্যে গিয়া রাবণ যেরূপ পরামর্শ করিয়া কর্ত্তব্য স্থির করে; তুমি তাহা জানিয়া, আমার নিকটে বলিবে,—তাহা হইলেই তোমার আমার প্রতি যথেষ্ট অনুগ্রহ করা হইবে। ১০। ১১। মৃদুভাষিণী সরমা, সীতার এইরূপ কথা শুনিয়া, বসনাঞ্চল দ্বারা তাঁহার অশ্রুপ্লাবিত মুখমণ্ডল মর্জ্জন করত কহিল,— "জানকি! যদি ইহাই তোমার অভিপ্রেত হয় তবে আমি এই ক্ষণেই চলিলাম,—শত্রুর অভিপ্রায় জানিয়া শীঘ্রই ফিরিয়া আসিব।" এই কথা বলিয়া, সরমা রাবণের সভায় গমন করিল এবং রাবণ মন্ত্রিগণের সহিত যেরূপ পরামর্শ করিতেছিল, তৎসমস্তই

সা শ্রুত্বা নিশ্চয়ং তস্য নিশ্চয়জ্ঞা দুরাত্মনঃ ।
পুনরেবাগমৎ ক্ষিপ্রমশোকবনিকাং শুভাম্ ॥ ১৫
সা প্রবিষ্টা ততস্তত্র দদর্শ জনকাত্মজাম্ ।
প্রতীক্ষমাণাং স্বামেব ভ্রষ্টপদ্মামিব শ্রিয়ম্ ॥ ১৬
তাং তু সীতা পুনঃপ্রাপ্তাং সরমাং প্রিয়ভাষিণীম্ ।
পরিষ্বজ্য চ সুস্নিগ্ধং দদৌ চ স্বয়মাসনম্ ॥ ১৭
ইহাসীনা সুখং সর্ব্বমাখ্যাহি মম তত্ত্বতঃ ।
ক্রূরস্য নিশ্চয়ং তস্য রাবণস্য দুরাত্মনঃ ॥ ১৮
এবমুক্তা তু সরমা সীতয়া বেপমানয়া ।
কথিতং সর্ব্বমাচষ্টে রাবণস্য সমন্ত্রণঃ ॥ ১৯
জনন্যা রাক্ষসেন্দ্রো বৈ ত্বন্মোক্ষার্থং বৃহদ্বচঃ ।
অতিস্নিগ্ধেন বৈদেহি মন্ত্রিবৃদ্ধেন চোদিতঃ ॥ ২০
দীয়তামভিসংকৃত্য মনুজেন্দ্রায় মৈথিলী ।
নিদর্শনং তে পর্য্যাপ্তং জনস্থানে যদদ্ভুতম্ ॥ ২১
লঙ্ঘনঞ্চ সমুদ্রস্য দর্শনঞ্চ হনূমতঃ ।
বধঞ্চ রক্ষসাং যুদ্ধে কঃ কুর্য্যান্মানুষো ভুবি ॥ ২২
এবং স মন্ত্রিবৃদ্ধেন মাত্রা চ বহু বোধিতঃ ।
ন ত্বামুৎসহতে মোক্তুমর্থমর্থপরো যথা ॥ ২৩
নোৎসহত্যমৃতো মোক্তুং যুদ্ধে ত্বামিতি মৈথিলি ।
সামাত্যস্য নৃশংসস্য নিশ্চয়ো হ্যেষ বর্ত্ততে ॥ ২৪
তদেষ সুস্থিরা বুদ্ধিমৃ ত্যুলোভাদবস্থিতা ।
ভয়ান্ন শক্তস্ত্বাং মোক্তুমনিরস্তস্তু সংযুগে ।
রাক্ষসানাঞ্চ সর্ব্বেষামাত্মনশ্চ বধেন হি ॥ ২৫
নিহত্য রাবণং সংখ্যে সর্ব্বথা নিশিতৈঃ শরৈঃ ।
প্রতিনেষ্যতি রামস্ত্বামযোধ্যামসিতেক্ষণে ॥ ২৬
এতস্মিন্নন্তরে শব্দো ভেরীশঙ্খসমাকুলঃ ।
শ্রুতো বৈ সর্ব্বসৈন্যানাং কম্পয়ন্ ধরণীতলম্ ॥ ২৭

> শ্রুত্বা তু তং বানরসৈন্যনাদং
> লঙ্কাং গতা রাক্ষসরাজভৃত্যাঃ ।
> হতৌজসো দৈন্যপরীতচেষ্টাঃ
> শ্রেয়ো ন পশ্যন্তি নৃপস্য দোষাৎ ॥ ২৮

ইতি লঙ্কাকাণ্ডে চতুস্ত্রিংশঃ সর্গঃ ॥ ৩৪ ॥

পঞ্চত্রিংশঃ সর্গঃ ।

তেন শঙ্খবিমিশ্রেণ ভেরীশব্দেন নাদিনা ।
উপযাতি মহাবাহু রামঃ পরপুরঞ্জয়ঃ ॥ ১

শুনিল। ১২—১৪। অনন্তর সেই বুদ্ধিমতী সরমা, দুরাত্মা রাবণের মন্ত্রণা জানিয়া শীঘ্র মনোহর অশোক-বনে ফিরিয়া আসিল। পরে বনমধ্যে প্রবেশ করিয়া দেখিল, জনকনন্দিনী কমলশূন্যা কমলার ন্যায় বিরাজ করিতেছেন এবং তাঁহার আগমন প্রতীক্ষা করিতে-ছেন। সীতা প্রিয়ভাষিণী সরমাকে পুনরাগত দেখিয়া প্রেমভরে গাঢ় আলিঙ্গন দানপূর্ব্বক স্বয়ংই বসিতে আসন প্রদান করিয়া কহিলেন,—"সখি! এই আসনে বসিয়া, সেই ক্রূরকর্ম্মা দুরাত্মা রাবণের মন্ত্রণা সকল আমার নিকটে প্রকাশ করিয়া বল।" সীতা সরমাকে এই কথা বলিলে সরমা মন্ত্রিগণের সহিত রাবণের যেরূপ পরামর্শ হইতেছিল, সেই সমস্ত বলিতে লাগিল। ১৫—১৯। সরমা কহিল, "বৈদেহি! এক বৃদ্ধ মন্ত্রী, তোমাকে সমাদরপূর্ব্বক, প্রত্যর্পণ করিবার নিমিত্ত মধুরস্বরে এই সুমহৎ বাক্য বলিলেন,—'রাবণ! শীঘ্র রামচন্দ্রকে সীতা প্রদান কর। রাজন্! হনুমান্ যে সাগর পার হইয়া সীতাকে দর্শন করিয়াছে, এবং রামচন্দ্র জনস্থানে যে অদ্ভুত কর্ম্ম করিয়াছেন, তদ্দ্বারাই তাঁহার পরাক্রম বিষয়ে যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যাইতেছে। বল দেখি, কোন্ মনুষ্য রণভূমিতে রাক্ষসগণকে বধ করিতে সক্ষম হয়?' সীতে! বৃদ্ধ মন্ত্রী এবং রাবণের মাতা এইরূপে রাবণকে বহু উপদেশ প্রদান করিলেন; কিন্তু অর্থলোভী যেমন অর্থ পরি-ত্যাগ করিতে কিছুতেই সম্মত হয় না, সেইরূপ রাবণ কিছুতেই তোমাকে পরিত্যাগ করিতে স্বীকৃত হইলেন না। ২০—২৩। মৈথিলি! সেই নৃশংস রাবণ মন্ত্রিগণের সহিত একমত হইয়া এইরূপ পণ করিয়াছে যে, যুদ্ধে না মরিয়া তোমাকে পরিত্যাগ করিবে না। রাক্ষসগণ এবং স্বয়ংও নিহত না হইলে, কেবল মৃত্যুভয়ে যুদ্ধ হইতে নিবৃত্ত হইয়া তোমাকে পরিত্যাগ করিবে না, ইহাই রাবণের স্থির-সিদ্ধান্ত হইয়াছে। হে অসিত-লোচনে! তুমি চিন্তিতা হইও না, রাম শীঘ্রই তীক্ষ্ণ বাণ-সমূহ দ্বারা রাবণকে বধ করিয়া তোমাকে অযোধ্যায় লইয়া যাইবেন।" সরমা এইরূপ কহিতেছে, ইত্যবসরে সৈন্যগণের শঙ্খভেরীধ্বনি ও তুমুল কোলাহলে পৃথিবী কম্পিতা হইতে লাগিল। রাক্ষসরাজ ভৃত্য লঙ্কাবাসী রাক্ষসগণ,—বানরসেনা-সমূহের সেই সিংহনাদ শুনিয়া রাজার অন্যায় ব্যবহারে অমঙ্গল আশঙ্কা করিয়া, নিস্তেজ হইল এবং সাতিশয় কাতর হইয়া প্রাণের আশা পরিত্যাগ করিল। ২৪—২৮।

পঞ্চত্রিংশ সর্গ ।

শত্রুবিজয়ী মহাবাহু রামচন্দ্র, শঙ্খ ও ভেরীধ্বনির সঙ্গে সঙ্গে লঙ্কার নিকটবর্ত্তী হইতে লাগিলেন।

তন্নিনাদং নিশম্যাথ রাবণো রাক্ষসেশ্বরঃ।
মুহূর্ত্তং ধ্যানমাস্থায় সচিবানভ্যুদৈক্ষত॥ ২
অথ তান্ সচিবাংস্তত্র সর্ব্বানাভাষ্য রাবণঃ।
সভাং সন্নাদয়ন্ সর্ব্বানিত্যুবাচ মহাবলঃ॥ ৩
জগৎসন্তাপনঃ ক্রূরো গর্হয়ন্ রাক্ষসেশ্বরঃ।
তরণং সাগরস্যাস্য বিক্রমং বলপৌরুষম্॥ ৪
যদুক্তবন্তো রামস্য ভবন্তস্তন্ময়া শ্রুতম্।
ভবতশ্চাপ্যহং বেদ্মি যুদ্ধে সত্যপরাক্রমান্।
তূষ্ণীকানীক্ষতোঽন্যোন্যং বিদিত্বা রামবিক্রমম্॥ ৫
ততস্তু সুমহাপ্রাজ্ঞো মাল্যবান্নাম রাক্ষসঃ।
রাবণস্য বচঃ শ্রুত্বা ইতি মাতামহোঽব্রবীৎ॥ ৬
বিদ্যাস্বভিবিনীতো যো রাজা রাজন্ নয়ানুগঃ।
স শাস্তি চিরমৈশ্বর্য্যমরীংশ্চ কুরুতে বশে॥ ৭
সন্দধানো হি কালেন বিগৃহ্ণংশ্চারিভিঃ সহ।
স্বপক্ষে বর্দ্ধনং কুর্ব্বন্ মহদৈশ্বর্য্যমশ্নুতে॥ ৮
হীয়মানেন কর্ত্তব্যো রাজ্ঞা সন্ধিঃ সমেন চ।
ন শত্রুমবমন্যেত জ্যায়ান্ কুর্ব্বীত বিগ্রহম্॥ ৯
তন্মহ্যং রোচতে সন্ধিঃ সহ রামেণ রাবণ।
যদর্থমভিযুক্তোঽসি সীতা তস্মৈ প্রদীয়তাম্॥ ১০
তস্য দেবর্ষয়ঃ সর্ব্বে গন্ধর্ব্বাশ্চ জয়ৈষিণম্।
বিরোধং মা গমস্তেন সন্ধিস্তে তেন রোচতাম্॥ ১১
অসৃজদ্ ভগবান্ পক্ষৌ দ্বাবেব হি পিতামহঃ।
সুরাণামসুরাণাঞ্চ ধর্ম্মাধর্ম্মৌ তদাশ্রয়ৌ॥ ১২
ধর্ম্মো হি শ্রূয়তে পক্ষ অমরাণাং মহাত্মনাম্।
অধর্ম্মো রক্ষসাং পক্ষো হ্যসুরাণাঞ্চ রাক্ষস॥ ১৩
ধর্ম্মো বৈ গ্রসতেঽধর্ম্মং যদা কৃতমভূদ্যুগম্।
অধর্ম্মো গ্রসতে ধর্ম্মং তদা তিষ্যঃ প্রবর্ত্ততে॥ ১৪
তত্ত্বয়া চরতা লোকান্ ধর্ম্মোঽপি নিহতো মহান্।
অধর্ম্মঃ প্রগৃহীতশ্চ তেনাস্মদ্বলিনঃ পরে॥ ১৫
স প্রমাদাৎ প্রবৃদ্ধস্তেঽধর্ম্মোঽহির্গ্রসতে হি নঃ।
বিবর্দ্ধয়তি পক্ষঞ্চ সুরাণাং সুরভাবনঃ॥ ১৬
বিষয়েষু প্রসক্তেন যৎকিঞ্চিৎকারিণা ত্বয়া।
ঋষীণামগ্নিকল্পানামুদ্বেগো জনিতো মহান্॥ ১৭
তেষাং প্রভাবো দুর্দ্ধর্ষঃ প্রদীপ্ত ইব পাবকঃ।
তপসা ভাবিতাত্মানো ধর্ম্মস্যানুগ্রহে রতাঃ॥ ১৮
মুখ্যৈর্যজ্ঞৈর্যজন্ত্যেতে তৈস্তৈর্যত্নৈর্দ্বিজাতয়ঃ।

রাক্ষসপতি রাবণ, সেই তুমুল শব্দ শ্রবণে মুহূর্ত্তকাল চিন্তা করিয়া, মন্ত্রিগণের উপর দৃষ্টিপাত করিলেন। পরে জগৎসন্তাপন ক্রূর মহাবল রাক্ষসেশ্বর রাবণ, গভীর গর্জ্জনে সভাগৃহ প্রতিধ্বনিত করিয়া, রামচন্দ্রের প্রশংসাকারী রাক্ষসগণের নিন্দা করত মন্ত্রিগণকে কহিলেন,—'তোমরা রামের সমুদ্রতরণ, বলবিক্রম এবং পৌরুষের বিষয় যাহা বলিয়াছ, আমি তৎসমস্তই শুনিয়াছি এবং তোমরা পরাক্রম প্রকাশে কৃতী হইয়াও যে, রামের পরাক্রম অবগত হইয়া নিরুৎসাহে পরস্পর মুখ-দেখা দেখি করিতেছ, আমি তাহাও বুঝিতে পারিতেছি। ১—৫। পরে রাবণের মাতামহ মহাপ্রাজ্ঞ মাল্যবান্, রাবণের কথা শুনিয়া কহিল, "মহারাজ! যে রাজা চতুর্দ্দশ বিদ্যায় পারদর্শী হইয়া, নীতিশাস্ত্র অনুসারে কার্য্য করেন, তিনিই শত্রুবর্গকে বশীভূত করিতে এবং ঐশ্বর্য্য রক্ষা করিতে সক্ষম হন। যিনি যথাসময়ে শত্রুর সহিত সন্ধি অথবা বিগ্রহ করিয়া, সপক্ষ বর্দ্ধন করেন,—তিনিই মহৎ ঐশ্বর্য্যলাভ করিয়া থাকেন। নৃপতি কখনই শত্রুর প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন করিবেন না; স্বয়ং শত্রু অপেক্ষা হীনবল অথবা সমানবল হইলেও, সন্ধি করিবেন;—কিন্তু শত্রু অপেক্ষা প্রবল হইলে বিগ্রহ করাই কর্ত্তব্য। রাবণ! আমার মতে যাহার জন্য রাম তোমার সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইতেছেন, সেই সীতাকে প্রদান করিয়া, তাঁহার সহিত তোমার সন্ধি করাই কর্ত্তব্য। ৬—১০। দেবতা, গন্ধর্ব্ব, এবং ঋষিগণ সকলেই রামচন্দ্রের বিজয়কামনা করিতেছেন, অতএব তাঁহার সহিত বিরোধ করিও না। তাঁহার সহিত সন্ধি করিতে সম্মত হও। ভগবান্ পিতামহ,—সুর ও অসুরগণের আশ্রয়ভূত ধর্ম্ম ও অধর্ম্মরূপ দুইটী পক্ষ সৃষ্টি করিয়াছেন। হে নিশাচর। আমি শুনিয়াছি, তন্মধ্যে ধর্ম্ম—মহাত্মা অমরগণের পক্ষ এবং অধর্ম্ম—অসুর ও রাক্ষসগণের পক্ষ বলিয়া কথিত হইয়া থাকে। যখন সত্যযুগ প্রবর্ত্তিত হয়, তখন ধর্ম্ম অধর্ম্মকে গ্রাস করে; অধর্ম্ম যখন ধর্ম্মকে গ্রাস করে, তখনই কলিযুগের প্রারম্ভ। পরন্তু তুমি দিগ্বিজয়কালে ধর্ম্ম পরিত্যাগ করত, দেবতা-ব্রাহ্মণকে পীড়ন করিয়া অধর্ম্ম আচরণ করিয়াছ; সেই জন্যই তোমার শত্রুগণ এরূপ প্রবল হইয়া উঠিয়াছে; ১১—১৫। তোমার অনবধানতা-দোষে বৃদ্ধি-প্রাপ্ত সেই অধর্ম্মই অধুনা সর্পরূপে আমাদিগকে গ্রাস করিতেছে; আর সুরগণের নিত্যানুষ্ঠিত ধর্ম্ম তাহাদের পক্ষসমর্থন করিতেছে। তুমি যথেচ্ছাচারী এবং বিলাসযুক্ত হইয়া নিরন্তর অগ্নিকল্প ঋষিগণের ক্রোধ উৎপাদন করিয়াছ। রাবণ! যাঁহারা তপস্যা দ্বারা নিরন্তর ধর্ম্মের উপাসনা করেন, সেই মহর্ষিগণের ক্রোধ, প্রদীপ্ত অগ্নিতুল্য, অতীব দুঃসহ। সেই দ্বিজাতিগণ বেদমন্ত্র পাঠ করিয়া, তপস্যা স্থানে বসিয়া তপস্যা

জুহ্বত্যগ্নীংশ্চ বিধিবদ্বেদাংশ্চোচ্চৈরধীয়তে ॥১৯
অভিভূয় চ রক্ষাংসি ব্রহ্মঘোষানুদীরয়ন্‌।
দিশো বিপ্রদ্রুতাঃ সর্ব্বে স্তনয়িত্নুরিবোষ্ণগে ॥ ২০
ঋষীনামগ্নিকল্পানামগ্নিহোত্রসমুত্থিতঃ।
আবৃত্য রক্ষসাং তেজো ধূমো ব্যাপ্য দিশো দশ।
তেষু তেষু চ দেশেষু পুণ্যেষ্বেব ধৃতব্রতৈঃ ॥ ২১
চর্য্যমাণং তপস্তীব্রং সন্তাপয়তি রাক্ষসান্‌।
দেবদানবযক্ষেভ্যো গৃহীতশ্চ বরস্ত্বয়া ॥ ২২
মনুষ্যা বানরা ঋক্ষা গোলাঙ্গুলা মহাবলাঃ।
বলবন্ত ইহাগম্য গর্জ্জন্তি দৃঢ়বিক্রমাঃ ॥ ২৩
উৎপাতান্‌ বিবিধান্‌ দৃষ্ট্বা ঘোরান্‌ বহুবিধান্‌ বহূন্‌।
বিনাশমনুপশ্যামি সর্ব্বেষাং রক্ষসামহম্‌ ॥ ২৪
খরাভিস্তনিতা ঘোরা মেঘাঃ প্রতিভয়ঙ্করাঃ।
শোণিতেনাভিবর্ষন্তি লঙ্কামুষ্ণেন সর্ব্বতঃ ॥ ২৫
রুদতাং বাহনানাঞ্চ প্রপতন্ত্যশ্রুবিন্দবঃ।
রজোধ্বস্তা বিবর্ণাশ্চ ন প্রভান্তি যথাপুরম্‌ ॥ ২৭
ব্যালা গোমায়বো গৃধ্রা বাশ্যন্তি চ সুভৈরবম্‌।
প্রবিশ্য লঙ্কামারামে সমবায়াংশ্চ কুর্ব্বতে ॥ ২৭
কালিকাঃ পাণ্ডুরৈর্দ্দন্তৈঃ প্রহসন্ত্যগ্রতঃ স্থিতাঃ।
স্ত্রিয়ঃ স্বপ্নেষু মুষ্ণন্ত্যো গৃহাণি প্রতিভাষ্য চ ॥ ২৮
গৃহাণাং বলিকর্ম্মাণি শ্বানঃ পর্য্যুপসেবতে।
খরা গোষু প্রজায়ন্তে মূষকা নকুলেষু চ ॥ ২৯
মার্জ্জারা দ্বীপিভিঃ সার্দ্ধং শূকরাঃ শুনকৈঃ সহ।
কিন্নরা রাক্ষসৈশ্চাপি সমেয়ুর্ম্মানুষৈঃ সহ ॥ ৩০
পাণ্ডুরা রক্তপাদাশ্চ বিহগাঃ কালচোদিতাঃ।
রাক্ষসানাং বিনাশায় কপোতা বিচরন্তি চ ॥ ৩১
চীচীকূচীতি বাশন্ত্যঃ সারিকা বেশ্মসু স্থিতাঃ।
পতন্তি গ্রথিতাশ্চাপি নির্জ্জিতাঃ কলহৈষিভিঃ ॥ ৩২
পক্ষিণশ্চ মৃগাঃ সর্ব্বে প্রত্যাদিত্যং রুদন্তি তে।
করালো বিকটো মুণ্ডঃ পুরুষঃ কৃষ্ণপিঙ্গলঃ ॥ ৩৩
কালো গৃহাণি সর্ব্বেষাং কালে কালেঽন্ববেক্ষতে।
এতান্যন্যানি দুষ্টানি নিমিত্তান্যুৎপতন্তি চ ॥ ৩৪
রামং মন্যামহে বিষ্ণুং মানুষং রূপমাস্থিতম্‌।
ন হি মানুষমাত্রোঽসৌ রাঘবো দৃঢ়বিক্রমঃ।
যেন বদ্ধঃ সমুদ্রে চ সেতুঃ স পরমাদ্ভুতঃ।

করিতে করিতেই রাক্ষসগণকে নিবারণ করত,—বেদাধ্যায়ন ও ধ্যানরূপ মুখ্যযজ্ঞের দ্বারা ব্রহ্মোপাসনা এবং অগ্নিতে হোম করিয়া থাকেন। গ্রীষ্মকালে যেরূপ প্রখরতেজা সূর্য্যদেব উদিত হইলে, মেঘ সকল ইতস্ততঃ সঞ্চালিত হয়, সেইরূপ রাক্ষসগণ তাঁহাদের বেদধ্বনি শুনিয়া, চারিদিকে পলায়ন করিয়াছে। সেই অগ্নিকল্প ঋষিগণের অগ্নিহোত্র ধূম, রাক্ষসগণকে নিস্তেজ করিয়া দশদিক্‌ ব্যাপ্ত করিয়াছে। সেই ধৃতব্রত ঋষিগণ তপস্থানে বসিয়া তপস্যা করিতে করিতে অতি গভীর গর্জ্জন সহকারে রাক্ষসগণকে সন্তাপিত করিয়া থাকেন। তুমি প্রজাপতির নিকটে বর লাভ করিয়া, কেবল মাত্র দেব দানব ও যক্ষগণের অবধ্য হইয়াছ; কিন্তু সম্প্রতি বলবান্‌ দৃঢ়বিক্রম মহাবল মনুষ্য, বানর, ঋক্ষ, ও গোলাঙ্গুলগণ এই লঙ্কাপুরীতে আসিয়া গর্জ্জন করিতেছে। ১৮—২৩। এই অসংখ্য বিবিধ প্রকার উৎপাত দেখিয়া আমার বোধ হইতেছে যে, সমস্ত রাক্ষস বিনষ্ট হইবে। ঐ দেখ, অতি ভীষণ মেঘগণ অতি গভীর গর্জ্জন সহকারে, লঙ্কার চারিদিকে উষ্ণ শোণিত বর্ষণ করিতেছে। ঐ দেখ, বাহন সকল রোদন করিতে করিতে অশ্রু বর্ষণ করিতেছে; এবং দিক্‌ সকল ধূলিধূসরিত হইয়াছে,—পূর্ব্বের ন্যায় দিক্‌সমূহ প্রকাশ পাইতেছে না। শৃগাল, শকুনি প্রভৃতি মাংসাশী পশুপক্ষিগণ ভয়ানকরবে উদ্যানমধ্যে প্রবেশ করত, দলবদ্ধ হইয়া ভীষণ শব্দ করিতেছে। আরও স্বপ্ন দেখিতেছি যে, কালীমূর্ত্তি স্ত্রীসকল, গৃহমধ্যে প্রবেশ করত তত্রত্য দ্রব্যসমূহ অপহরণপূর্ব্বক পাণ্ডুরবর্ণ দন্ত বাহির করিয়া বিকট হাস্য এবং আমাদের প্রতিকূলে সম্ভাষণ করিতেছে। ২৪—২৮। পূজার উপাচার দ্রব্য কুক্কুরে ভক্ষণ করিতেছে। গর্দ্দভ সকল গোগর্ভে এবং মূষিকগণ নকুলীগর্ভে উৎপন্ন হইতেছে। ব্যাঘ্রের সহিত বিড়াল, কুক্কুরের সহিত শূকর, এবং রাক্ষস ও মানুষের সহিত কিন্নরগণ সঙ্গম করিতেছে। পাণ্ডুরবর্ণ রক্তপাদ কপোতগণ রাক্ষসগণের বিনাশের নিমিত্ত কালপ্রেরিত হইয়াই যেন গৃহমধ্যে বিচরণ করিতেছে। গৃহপালিত সারিকাগণ, পরস্পর কলহ করত পরাভূত ও একত্রে গৃহমধ্যে পতিত হইয়া, চীচীকূচী প্রভৃতি অস্ফুট ধ্বনি করিতেছে। পশুপক্ষিগণ সূর্য্যের দিকে মুখ করিয়া, রোদন করিতেছে। করাল ও বিকলমুণ্ড কৃষ্ণপিঙ্গলবর্ণ কালপুরুষ সন্ধ্যাকালে আমাদের গৃহমধ্যে প্রবেশ করত ভ্রমণ করিয়া থাকে। মহারাজ! নিয়তই, এইরূপ দুর্নিমিত্ত ও উৎপাত সকল উপস্থিত হইতেছে। সুতরাং যিনি সমুদ্রমধ্যে অদ্ভুত সেতু নির্ম্মাণ করিয়াছেন তিনি অসীমপরাক্রমশালী; সামান্য মনুষ্য নহেন; বোধ হয়, স্বয়ং বিষ্ণুই মানুষরূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন। রাবণ! তুমি রামচন্দ্রের কর্ম্ম এবং

কুরুষ্ব নররাজেন সন্ধিং রামেণ রাবণ।
জ্ঞাত্বাবধার্য্য কর্ম্মাণি ক্রিয়তামায়তিক্ষমম্ ॥ ৩৫
ইদং বচস্তস্য নিগদ্য মাল্যবান্
পরীক্ষ্য রক্ষোঽধিপতের্মনঃ পুনঃ।
অনুত্তমেষূত্তমপৌরুষো বলী
বভূব তূষ্ণীং সমবেক্ষ্য রাবণম্ ॥ ৩৬
ইতি লঙ্কাকাণ্ডে পঞ্চত্রিংশঃ সর্গঃ ॥ ৩৫ ॥

ষট্‌ত্রিংশঃ সর্গঃ।

তত্তু মাল্যবতো বাক্যং হিতমুক্তং দশাননঃ।
ন মর্ষয়তি দুষ্টাত্মা কালস্য বশমাগতঃ ॥ ১
স বদ্ধ্বা ভ্রুকুটিং বক্ত্রে ক্রোধস্য বশমাগতঃ।
অমর্ষাৎ পরিবৃত্তাক্ষো মাল্যবন্তমথাব্রবীৎ ॥ ২
হিতবুদ্ধ্যা যদহিতং বচঃ পরুষমুচ্যতে।
পরপক্ষং প্রবিশ্যৈব নৈতচ্ছ্রোত্রগতং মম ॥ ৩
মানুষং কৃপণং রামমেকং শাখামৃগাশ্রয়ম্।
সমর্থং মন্যসে কেন ত্যক্তং পিত্রা বনালয়ম্ ॥ ৪
রক্ষসামীশ্বরং মাঞ্চ দেবানাঞ্চ ভয়ঙ্করম্।
হীনং মাং মন্যসে কেন অহীনং সর্ববিক্রমৈঃ ॥ ৫
বীরদ্বেষেণ বা শঙ্কে পক্ষপাতেন বা রিপোঃ।
ত্বয়াহং পরুষাণ্যুক্তো মম প্রোৎসাহনেন বা ॥ ৬
প্রভবন্তং পদস্থং হি পরুষং কোঽভিভাষতে।
পণ্ডিতঃ শাস্ত্রতত্ত্বজ্ঞো বিনা প্রোৎসাহনেন বা ॥ ৭
আনীয় চ বনাৎ সীতাং পদ্মহীনামিব শ্রিয়ম্।
কিমর্থং প্রতিদাস্যামি রাঘবস্য ভয়াদহম্ ॥ ৮
বৃতং বানরকোটীভিঃ সসুগ্রীবং সলক্ষ্মণম্।
পশ্য কৈশ্চিদহোভিস্তং রাঘবং নিহতং ময়া ॥ ৯
দ্বন্দ্বে যস্য ন তিষ্ঠন্তি দৈবতান্যপি সংযুগে।
স কস্মাদ্রাবণো যুদ্ধে ভয়মাহারয়িষ্যতি ॥ ১০
দ্বিধা ভজ্যেয়মপ্যেবং ন নমেয়ং তু কস্যচিৎ।
এষ মে সহজো দোষঃ স্বভাবো দুরতিক্রমঃ ॥ ১১
যদি তাবৎ সমুদ্রে তু সেতুর্বদ্ধো যদৃচ্ছয়া।
রামেণ বিস্ময়ঃ কোঽত্র যেন তে ভয়মাগতম্ ॥ ১২
স তু তীর্ত্বার্ণবং রামঃ সহ বানরসেনয়া।
প্রতিজানামি তে সত্যং ন জীবন্ প্রতিযাস্যতি ॥ ১৩
এবং ব্রুবাণং সংরব্ধং রুষ্টং বিজ্ঞায় রাবণম্।

এই দুর্নিমিত্ত সকল অবগত হইয়া, যাহাতে ভবিষ্যতে মঙ্গল হয়, তদনুসারে সেই নররাজ রামচন্দ্রের সহিত সন্ধি কর।" শস্ত্রধারিপ্রবর উত্তমপৌরুষ বলশালী মাল্যবান্ এই কথা কহিয়া, রাক্ষসরাজ রাবণের মন পরীক্ষা করত, তাঁহার মুখভঙ্গী দেখিয়া মৌন অবলম্বন করিয়া রহিল। ২৯—৩৬।

ষট্‌ত্রিংশ সর্গ।

রাবণের তৎকালে কালপ্রেরিতা দুর্বুদ্ধি আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিল, এই কারণে মাল্যবানের উক্ত হিতবাক্য তাহার অসহ্য হইল। পরন্তু ক্রোধে তাঁহার চক্ষুর্দ্বয় ঘুরিতে লাগিল। পরে ক্রোধ-পরবশ হইয়া ভীষণ ভ্রুকুটি করত রাবণ মাল্যবানকে বলিলেন,—"তুমি শত্রুপক্ষকে প্রবল বিবেচনা করিয়া, আমার হিতসাধনবাসনায় যে অহিতকর কঠোর বাক্য কহিলে, তাহা আমার কর্ণবিবরে প্রবিষ্ট হয় নাই। যে রাম পিতৃকর্তৃক পরিত্যক্ত এবং বনবাসী হইয়া বানরগণের শরণাপন্ন হইয়াছে, সেই দীন রামকে সমর্থ বিবেচনা করিতেছ;—কিন্তু যে রাবণ, দেবগণের ভয়োৎপাদন করিয়াছে, প্রবলপরাক্রান্ত রাক্ষসগণের ঈশ্বর, সেই আমাকে অসমর্থ বিবেচনা করিতেছে,—ইহার কারণ কি? ১—৫। বোধ হয়, বীরগণের প্রতি বিদ্বেষ ও শত্রুগণের প্রতি পক্ষপাতবশতঃ অথবা আমাকে উৎসাহিত করিবার নিমিত্তই এরূপ কঠোর বাক্যসকল তুমি বলিলে; কারণ উৎসাহিত করিবার অভিপ্রায় না থাকিলে, কোন্ শাস্ত্রতত্ত্বজ্ঞ পণ্ডিত যুদ্ধ-সমর্থ পদস্থ প্রভুকে এরূপ পরুষ কথা কহিতে সমর্থ হয়? আমি অপরা লক্ষ্মীরূপিণী সীতাকে বন হইতে আনিয়া, কি নিমিত্ত রাঘবের ভয়ে তাহাকে প্রত্যর্পণ করিব? তুমি অল্পদিনের মধ্যেই দেখিবে—আমি অসংখ্য বানর, সুগ্রীব ও লক্ষ্মণের সহিত রাঘবকে বধ করিয়াছি। রণভূমিতে দেবগণও যাহার সহিত দ্বন্দ্বযুদ্ধে তিষ্ঠিতে পারেন না, সেই রাবণ কি নিমিত্ত যুদ্ধ করিতে ভীত হইবে? ৬—১০। বরং দ্বিধা ভগ্ন হইব, তথাপি কাহারও নিকটে অবনত হইব না,—যদিও এইটী আমার স্বভাবসিদ্ধ দোষ বটে—, তথাপি স্বভাব ত দুরতিক্রম্য, সুতরাং আমি এ স্বভাব ত্যাগ করিতে পারি না। সাগরে রাঘবের যে সেতুবন্ধন দেখিয়া তোমরা ভীত হইয়াছ, তাহাতে বিস্ময়ের কারণ কি? সে ত ঘুণাক্ষরের ন্যায়, দৈবাৎ হইয়াছে। রাম, বানরসেনার সহিত সাগর পার হইয়া এই লঙ্কাপুরীতে আসিয়াছে বটে, কিন্তু আমি তোমার নিকট শপথ-পূর্ব্বক প্রতিজ্ঞা করিতেছি,—সে জীবিত অবস্থায় ফিরিয়া যাইতে পারিবে না।" রাবণ ক্রোধভরে ঐ সকল

ব্রীড়িতো মাল্যবান্ বাক্যং নোত্তরং প্রত্যপদ্যত ॥ ১৪
জয়াশিষা তু রাজানং বর্দ্ধয়িত্বা যথোচিতম্ ।
মাল্যবানভ্যনুজ্ঞাতো জগাম স্বনিবেশনম্ ॥ ১৫
রাবণস্তু সহামাত্যো মন্ত্রয়িত্বা বিমৃশ্য চ ।
লঙ্কায়াস্ত তদা গুপ্তিং কারয়ামাস রাক্ষসঃ ॥ ১৬
ব্যাদিদেশ চ পূর্ব্বস্যাং প্রহস্তং দ্বারি রাক্ষসম্ ।
দক্ষিণস্যাং মহাবীর্য্যৌ মহাপার্শ্বমহোদরৌ ॥ ১৭
পশ্চিমায়ামথ দ্বারি পুত্রমিন্দ্রজিতং তদা ।
ব্যাদিদেশ মহামায়ং রাক্ষসৈর্ব্বহুভির্বৃতম্ ॥ ১৮
উত্তরস্যাং পুরদ্বারি ব্যাদিশ্য শুকসারণৌ ।
স্বয়ং চাত্র গমিষ্যামি মন্ত্রিণস্তানুবাচ হ ॥ ১৯
রাক্ষসস্তু বিরূপাক্ষং মহাবীর্য্যপরাক্রমম্ ।
মধ্যমেহস্থাপয়দ্ গুল্মে বহুভিঃ সহ রাক্ষসৈঃ ॥ ২০
এবং বিধানং লঙ্কায়াং কৃত্বা রাক্ষসপুঙ্গবঃ ।
কৃতকৃত্যমিবাত্মানাং মন্যতে কালচোদিতঃ ॥ ২১
বিসর্জ্জয়ামাস ততঃ স মন্ত্রিণো
বিধানমাজ্ঞাপ্য পুরস্য পুষ্কলম্ ।
জয়াশিষা মন্ত্রিগণেন পূজিতো
বিবেশ সোহন্তঃপুরমৃদ্ধিমন্মহৎ ॥ ২২
ইতি লঙ্কাকাণ্ডে ষট্‌ত্রিংশঃ সর্গঃ ॥ ৩৬ ॥

কথা কহিলে, মাল্যবান্ লজ্জিত হইয়া আর কোন উত্তর করিল না। পরন্তু মাল্যবান্, রাবণকে যথোচিত জয়সূচক আশীর্ব্বাক্য দ্বারা অভিনন্দন করিয়া, তাহার অনুমত্যনুসারে আপন গৃহে গমন করিল। ১১—১৫। রাক্ষসবর রাবণও মন্ত্রিগণের সহিত লঙ্কার রক্ষণবিষয়ে পরামর্শ করিতে লাগিলেন। পরে তিনি মন্ত্রিগণকে কহিলেন, —"রাক্ষস প্রহস্ত পূর্ব্বদ্বারে অবস্থান করুক,—এবং মহাবীর্য্য মহাপার্শ্ব ও মহোদর দক্ষিণদ্বারে অবস্থান করুক। মায়াবিশারদ কুমার ইন্দ্রজিৎ রাক্ষসগণে পরিবেষ্টিত হইয়া পশ্চিম দ্বার রক্ষা করিবেন। শুক ও সারণকে উত্তর দ্বার হইতে অপসারিত করিয়া আমি স্বয়ং তথায় অবস্থান করিব। পরাক্রমশালী মহাবীর্য্য বিরূপাক্ষ পুরমধ্যবর্ত্তী শিবিরে বহুসংখ্যক রাক্ষসগণের সহিত অবস্থান করুক।" রাক্ষসপুঙ্গব রাবণ এইরূপে লঙ্কানগরীর রক্ষাবিধান করিয়া, কালপ্রেরিত হইয়া, আপনাকে কৃতকৃত্য জ্ঞান করিলেন। পরে লঙ্কাপুরীর এইরূপ রক্ষাবিধান করত মন্ত্রিগণকে বিদায় দিলেন এবং স্বয়ং জয়সূচক আশীর্ব্বাদ দ্বারা মন্ত্রিগণকর্ত্তৃক প্রতিপূজিত হইয়া, অন্তঃপুরমধ্যে প্রবেশ করিলেন। ১৬—২২

সপ্তত্রিংশঃ সর্গঃ ।

নরবানররাজানৌ স তু বায়ুসুতঃ কপিঃ ।
জাম্ববানৃক্ষরাজশ্চ রাক্ষসশ্চ বিভীষণঃ ॥ ১
অঙ্গদো বালিপুত্রশ্চ সৌমিত্রিঃ শরভঃ কপিঃ ।
সুষেণঃ সহদায়াদো মৈন্দো দ্বিবিদ এব চ ॥ ২
গজো গবাক্ষঃ কুমুদো নলোহথ পনসস্তথা ।
অমিত্রবিষয়ং প্রাপ্তাঃ সমবেতাঃ সমর্থয়ন্ ॥ ৩
ইয়ং সা লক্ষ্যতে লঙ্কা পুরী রাবণপালিতা ।
সাসুরোরগগন্ধর্ব্বৈঃ সর্ব্বৈরপি সুদুর্জ্জয়া ॥
কার্য্যসিদ্ধিং পুরস্কৃত্য মন্ত্রয়ধ্বং বিনির্ণয়ে ।
নিত্যং সন্নিহিতো যত্র রাবণো রাক্ষসাধিপঃ ॥ ৫
অথ তেষু ব্রুবাণেষু রাবণাবরজোহব্রবীৎ ।
বাক্যমগ্রাম্যপদবৎ পুষ্কলার্থং বিভীষণঃ ॥ ৬
অনলঃ পনসশ্চৈব সম্পাতিঃ প্রমতিস্তথা ।
গত্বা লঙ্কাং মমামাত্যাঃ পুরীং পুনরিহাগতাঃ ॥ ৭
ভূত্বা শকুনয়ঃ সর্ব্বে প্রবিষ্টাশ্চ রিপোর্বলম্ ।
বিধানং বিহিতং যচ্চ তদ্ দৃষ্ট্বা সমুপস্থিতাঃ ॥ ৮
সংবিধানং যথাহুস্তে রাবণস্য দুরাত্মনঃ ।
রাম তদ্ ব্রুবতঃ সর্ব্বং যাথাতথ্যেন মে শৃণু ॥ ৯

সপ্তত্রিংশ সর্গ ।

এদিকে নররাজ রাম,—বানররাজ সুগ্রীব, কপিবর বায়ুতনয় হনমান্, ঋক্ষরাজ জাম্ববান্, রাক্ষস বিভীষণ, বালিনন্দন অঙ্গদ, সুমিত্রানন্দন লক্ষ্মণ, বানরবর শরভ, সবন্ধু সুষেণ, মৈন্দ দ্বিবিদ, গজ, গবাক্ষ, কুমুদ, নল এবং পনস ইহারা শত্রুপুরীমধ্যে উপস্থিত হইয়া একত্রে উপবেশন করত বলিতে লাগিলেন,—"এই সেই রাবণপালিতা লঙ্কাপুরী; দেব, দানব, গন্ধর্ব্ব, নাগ কেহই এই পুরী জয় করিতে পারে না। রাক্ষসরাজ রাবণ এই পুরীমধ্যে সর্ব্বদা অবস্থিতি করিতেছে। এক্ষণে কি উপায়ে কার্য্যসিদ্ধি হয়, তদ্বিষয়ে সকলে মন্ত্রণা কর।" ১—৫। পরে রাবণানুজ বিভীষণ তাঁহাদের কথা শুনিয়া, বিশুদ্ধভাষায় প্রচুরার্থযুক্ত বাক্য বলিলেন,—"অনল, পনস, সম্পাতি ও প্রমতিনামক আমার চারি জন অমাত্য লঙ্কামধ্যে গমন করিয়া ফিরিয়া আসিয়াছেন। তাঁহারা পক্ষিরূপ ধারণপূর্ব্বক শত্রুসৈন্যমধ্যে প্রবেশ করিয়া, শত্রুদিগের রক্ষাব্যবস্থা জ্ঞাত হইয়া, আমার নিকটে উপস্থিত হইয়াছেন। রাম! তাঁহারা দুরাত্মা রাবণের নগররক্ষার ব্যবস্থাবিষয়ে আমায় যাহা বলিলেন, আমি আপনার নিকটে

পূর্ব্বং প্রহস্তঃ সবলো দ্বারমাসাদ্য তিষ্ঠতি।
দক্ষিণঞ্চ মহাবীর্য্যৌ মহাপার্শ্বমহোদরৌ ॥ ১০
ইন্দ্রজিৎ পশ্চিমং দ্বারং রাক্ষসৈর্বহুভির্বৃতঃ।
পট্টিশাসিধনুষ্মদ্ভিঃ শূলমুদ্গরপাণিভিঃ ॥ ১১
নানাপ্রহরণৈঃ শূরৈরাবৃতো রাবণাত্মজঃ।
রাক্ষসানাং সহস্রৈস্তু বহুভিঃ শস্ত্রপাণিভিঃ ॥ ১২
যুক্তঃ পরমসংবিগ্নো রাক্ষসৈঃ সহ মন্ত্রবিৎ।
উত্তরং নগরদ্বারং রাবণঃ স্বয়মাস্থিতঃ ॥ ১৩
বিরূপাক্ষস্তু মহতা শূলখড়্গধনুষ্মতা।
বলেন রাক্ষসৈঃ সার্দ্ধং মধ্যমং গুল্মমাশ্রিতঃ ॥ ১৪
এতানেবংবিধান্ গুল্মান্ লঙ্কায়াঃ সমুদীক্ষ্য তে।
মামকা মন্ত্রিণঃ সর্ব্বে শীঘ্রং পুনরিহাগতাঃ ॥ ১৫
গজানাং দশসাহস্রং রথানামযুতং তথা।
হয়ানামযুতে দ্বে চ সাগ্রকোটিশ্চ রক্ষসাম্ ॥ ১৬
বিক্রান্তা বলবন্তশ্চ সংযুগেম্বাততায়িনঃ।
ইষ্টা রাক্ষসরাজস্য নিত্যমেতে নিশাচরাঃ ॥ ১৭
একৈকস্যাত্র যুদ্ধার্থে রাক্ষসস্য বিশাম্পতে।
পরীবারঃ সহস্রাণাং সহস্রমুপতিষ্ঠতি ॥ ১৮
এতাং প্রবৃত্তিং লঙ্কায়াং মন্ত্রিপ্রোক্তাং বিভীষণঃ।
এবমুক্ত্বা মহাবাহু রাক্ষসাংস্তানদর্শয়ৎ ॥ ১৯
লঙ্কায়াং সচিবৈঃ সর্ব্বং রামায় প্রত্যবেদয়ৎ।
রামং কমলপত্রাক্ষমিদমুত্তরমব্রবীৎ।
রাবণাবরজঃ শ্রীমান্ রামপ্রিয়চিকীর্ষয়া ॥ ২০
কুবেরন্তু যদা রাম রাবণঃ প্রতিযুধ্যতি।
ষষ্টিঃ শতসহস্রাণি তদা নির্যান্তি রাক্ষসাঃ ॥ ২১
পরাক্রমেণ বীর্য্যেণ তেজসা সত্ত্বগৌরবাৎ।
সদৃশা হ্যত্র দর্পেণ রাবণস্য দুরাত্মনঃ ॥ ২২
অত্র মন্যুর্ন কর্ত্তব্যঃ কোপয়ে ত্বাং ন ভীষয়ে।
সমর্থো হ্যসি বীর্য্যেণ সুরাণামপি নিগ্রহে ॥ ২৩
তদ্ভবাংশ্চতুরঙ্গেণ বলেন মহতা বৃতম্।
ব্যূহ্যেদং বানরানীকং নির্ম্মথিষ্যসি রাবণম্ ॥ ২৪
রাবণাবরজে বাক্যমেবং ব্রুবতি রাঘবঃ।
শত্রূণাং প্রতিঘাতার্থমিদং বচনমব্রবীৎ ॥ ২৫
পূর্ব্বদ্বারে তু লঙ্কায়াং নীলো বানরপুঙ্গবঃ।
প্রহস্তং প্রতিযোদ্ধা স্যাদ্বানরৈর্বহুভির্বৃতঃ ॥ ২৬
অঙ্গদো বালিপুত্রস্তু বলেন মহতা বৃতঃ।
দক্ষিণে বাধতাং দ্বারে মহাপার্শ্বমহোদরৌ ॥ ২৭
হনুমান্ পশ্চিমদ্বারং নিষ্পীড্য পবনাত্মজঃ
প্রবিশত্বপ্রমেয়াত্মা বহুভিঃ কপিভির্বৃতঃ ॥ ২৮

তাহা কহিতেছি, শুনুন;—প্রহস্ত বহুলবলপরিবৃত হইয়া পূর্ব্বদ্বারে এবং মহাবীর্য্য মহাপার্শ্ব ও মহোদর দক্ষিণ দ্বারে অবস্থান করিতেছে। ৬—১০। রাবণনন্দন ইন্দ্রজিৎ পট্টিশ ও খড়্গ প্রভৃতি নানা অস্ত্রধারী এবং শূলমুদ্গরহস্ত শূর রাক্ষসগণ দ্বারা পরিবেষ্টিত হইয়া পশ্চিম দ্বার রক্ষা করিতেছে। মন্ত্রবিৎ রাবণ,—সাতিশয় উদ্বিগ্ন হইয়া শস্ত্রপাণি বহুসহস্র রাক্ষসে পরিবেষ্টিত হইয়া স্বয়ং এই লঙ্কানগরীর উত্তর দ্বারে অবস্থান করিতেছেন। বিরূপাক্ষ,—শূল, খড়্গ ও ধনুর্দ্ধারী সুমহৎ রাক্ষস সৈন্যের সহিত পুরমধ্যে শিবির স্থাপনপূর্ব্বক অবস্থান করিতেছে। আমার মন্ত্রিগণ লঙ্কাপুরীমধ্যে এইরূপ সেনাসন্নিবেশ দেখিয়া তৎক্ষণাৎ এখানে ফিরিয়া আসিয়াছেন। ১১—১৫। দশসহস্র মাতঙ্গ, অযুতসংখ্যক রথ, দুই অযুত অশ্ব এবং এককোটি বিক্রান্ত বলবান্ শস্ত্রপাণি রাক্ষসরাজের প্রিয় নিশাচর একত্র সমবেত হইয়াছে। হে নরনাথ! সেই প্রত্যেক রাক্ষসের সহিত তাহাদের অসংখ্য পরিবারগণ সম্মিলিত হইয়াছে।" মহাবাহু বিভীষণ, মন্ত্রিগণ-কথিত এই লঙ্কাপুরীর কথা নিবেদন করিয়া সেই রাক্ষস-চতুষ্টয়কে দেখাইলেন;—এবং তাহারা লঙ্কাপুরীমধ্যে যে যে কার্য্য করিয়া আসিয়াছে, তাহা বলিলেন। পরে রাবণানুজ শ্রীমান্ বিভীষণ, রামের হিতসাধন-বাসনায় সেই পদ্মপলাশলোচন রামচন্দ্রকে বলিলেন,—হে রাম! রাবণ যখন কুবেরের সহিত সমরে প্রবৃত্ত হন, তখন ষাটলক্ষ রাক্ষস তাঁহার অনুগামী হইয়াছিল। রাজন্! সেই রাক্ষসগণ পরাক্রম, বীর্য্য, তেজ, বল, অসীম ধৈর্য্য এবং দর্পে দুরাত্মা রাবণের অনুরূপ—তদপেক্ষা কোন অংশেই নিকৃষ্ট নহে। আপনি রাগ করিবেন না, আমি আপনাকে ভয় দেখাইবার জন্য এরূপ বলিতেছি না, কেবল আপনার ক্রোধ উদ্দীপ্ত করিবার নিমিত্তই বলিলাম। কারণ আপনি ক্রুদ্ধ হইলে, নিজ বীর্য্যবলে দেবগণেরও নিগ্রহ করিতে পারেন; আমি নিশ্চয়ই বলিতেছি, আপনি এই অসংখ্য চতুরঙ্গ বানরসৈন্যের ব্যূহ করিয়া রাবণকে বিমর্দিত করিবেন।" ১৬—২৪। রাবণানুজ বিভীষণ এই কথা কহিলে, রঘুনন্দন শত্রুগণের প্রতিঘাতের নিমিত্ত কহিলেন;—"বানরপুঙ্গব নীল,—বানরগণদ্বারা পরিবেষ্টিত হইয়া, লঙ্কার পূর্ব্বদ্বারে অবস্থান করত প্রহস্তের সহিত যুদ্ধ করুন। বালিপুত্র অঙ্গদ,—মহদ্বল-পরিবেষ্টিত হইয়া, দক্ষিণ দ্বারে মহাপার্শ্ব এবং মহোদরের প্রতিযোদ্ধা হউক। অতুল্যবল পবন-তনয় হনুমান্,—পশ্চিমদ্বারে প্রবেশ

দৈত্যদানবসঙ্ঘানামৃষীণাঞ্চ মহাত্মনাম্।
বিপ্রকারপ্রিয়ঃ ক্ষুদ্রো বরদানবলান্বিতঃ ॥ ২৯
পরিক্রমতি যঃ সর্ব্বান্ লোকান্ সন্তাপয়ন্ প্রজাঃ।
তস্যাহং রাক্ষসেন্দ্রস্য স্বয়মেব বধে ধৃতঃ ॥ ৩০
উত্তরং নগরদ্বারমহং সৌমিত্রিণা সহ।
নিপীড্যাভিপ্রবেক্ষ্যামি সবলো যত্র রাবণঃ ॥ ৩১
বানরেন্দ্রশ্চ বলবান্ ঋক্ষরাজশ্চ বীর্য্যবান্।
রাক্ষসেন্দ্রানুজশ্চৈব গুল্মে ভবতু মধ্যমে ॥ ৩২
ন চৈব মানুষং রূপং কার্য্যং হরিভিরাহবে।
এষা ভবতু নঃ সংজ্ঞা যুদ্ধেঽস্মিন্ বানরে বলে ॥ ৩৩
বানরা এব নশ্চিহ্নং স্বজনেঽস্মিন্ ভবিষ্যতি।
বয়ং তু মানুষেণৈব সপ্ত যোৎস্যামহে পরান্ ॥ ৩৪
অহমেব সহ ভ্রাত্রা লক্ষ্মণেন মহৌজসা।
আত্মনা পঞ্চমশ্চায়ং সখা মম বিভীষণঃ ॥ ৩৫
স রামঃ কৃত্যসিদ্ধ্যর্থমেবমুক্ত্বা বিভীষণম্।
সুবেলারোহণে বুদ্ধিং চকার মতিমান্ প্রভুঃ ॥ ৩৬
রমণীয়তরং দৃষ্ট্বা সুবেলস্য গিরেস্তটম্ ॥ ৩৭
ততস্তু রামো মহতা বলেন
প্রচ্ছাদ্য সর্ব্বাং পৃথিবীং মহাত্মা।
প্রহৃষ্টরূপোঽভিজগাম লঙ্কাং
কৃত্বা মতিং সোঽরিবধে মহাত্মা ॥ ৩৮
ইতি লঙ্কাকাণ্ডে সপ্তত্রিংশঃ সর্গঃ ॥ ৩৭ ॥

অষ্টত্রিংশঃ সর্গঃ।

স তু কৃত্বা সুবেলস্য মতিমারোহণং প্রতি।
লক্ষ্মণানুগতো রামঃ সুগ্রীবমিদমব্রবীৎ ॥ ১
বিভীষণঞ্চ ধর্ম্মজ্ঞমনুরক্তং নিশাচরম্।
মন্ত্রজ্ঞঞ্চ বিধিজ্ঞঞ্চ শ্লক্ষ্ণয়া পরয়া গিরা ॥ ২
সুবেলং সাধু শৈলেন্দ্রং ক্রমধাতুশতৈশ্চিতম্।
অধ্যারোহামহে সর্ব্বে বৎস্যামোঽত্র নিশামিমাম্ ॥ ৩
লঙ্কাং চালোকয়িষ্যামো নিলয়ং তস্য রক্ষসঃ।
যেন মে মরণান্তায় হৃতা ভার্য্যা দুরাত্মনা ॥ ৪
যেন ধর্ম্মো ন বিজ্ঞাতো ন বৃত্তং ন কুলং তথা।
রাক্ষস্যা নীচয়া বুদ্ধ্যা যেন তদ্গর্হিতং কৃতম্ ॥ ৫
এবং সংমন্ত্রয়ন্নেব সক্রোধো রাবণং প্রতি।
রামঃ সুবেলং বাসায় চিত্রসানুমুপারুহৎ ॥ ৬
পৃষ্ঠতো লক্ষ্মণশ্চৈবমন্বগচ্ছৎ সমাহিতঃ।
সশরং চাপমুদ্যম্য সুমহদ্বিক্রমে রতঃ ॥ ৭
তমন্বারোহৎ সুগ্রীবঃ সামাত্যঃ সবিভীষণঃ।

করিয়া যুদ্ধ করিতে থাকুক। যে ব্যক্তি প্রজাবর্গকে সন্তাপিত করত সকল লোককেই অতিক্রম করিয়াছে এবং দৈত্য, দানব ও মহাত্মা ঋষিগণের অনিষ্ট করিতে যে ভালবাসে, সেই ক্ষুদ্রাশয় রাক্ষসেন্দ্র রাবণের বধার্থ কৃতসঙ্কল্প হইয়া, আমি স্বয়ংই লক্ষ্মণের সহিত সবল রাবণাশ্রিত সেই উত্তর দ্বার নিপীড়িত করিয়া তন্মধ্যে প্রবেশ করিব। ২৫—৩১। বানরেন্দ্র বলবান সুগ্রীব, বীর্য্যবান ঋক্ষরাজ জাম্ববান এবং রাবণানুজ বিভীষণ মধ্যম গুল্মে অবস্থান করিবেন। যুদ্ধক্ষেত্রে বানরগণ যেন মনুষ্যরূপ ধারণ না করে। আমার এই সঙ্কেত থাকিল যে, যুদ্ধক্ষেত্রে বানররূপই আমাদের আত্মীয় একারণ অবধ্য, কেবল আমরা সাতজন মনুষ্যরূপে যুদ্ধ করিব। আমি, মহাতেজা লক্ষ্মণ, সখা বিভীষণ এবং ইহার সচিব রাক্ষস-চতুষ্টয়,—আমরা সাত ব্যক্তি মনুষ্যরূপ ধারণ করিয়া যুদ্ধ করিব, এতদ্ভিন্ন মনুষ্যরূপধারী অপর যাহাকে দেখিবে, তাহাকেই বধ করিবে। ৩২—৩৫। সর্ব্বকার্য্যসমর্থ বুদ্ধিমান্ রাম বিভীষণকে এই কথা বলিয়া কার্য্যসিদ্ধির নিমিত্ত রমণীয়তর সুবেল শৈলতট দেখিয়া সেই সুবেল পর্ব্বতে আরোহণ করিতে বাসনা করিলেন। এইরূপে মহাবল মহাত্মা রাম শত্রুবধে কৃতনিশ্চয় হইয়া, মহতী বানরসেনা দ্বারা পৃথিবীকে সমাচ্ছন্ন করিলেন এবং হৃষ্টচিত্তে লঙ্কাভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন। ৩৬—৩৮।

অষ্টত্রিংশ সর্গ।

রামচন্দ্র লক্ষ্মণের সহিত সুবেল-শৈলে আরোহণ করিতে অভিলাষী হইয়া, সুগ্রীব এবং ধর্ম্মজ্ঞ যথাবিধি মন্ত্রণাকুশল ও অনুরক্ত নিশাচর বিভীষণকে এই মনোজ্ঞ কথা বলিলেন;—আমরা সকলেই বৃক্ষসঙ্কুল বিচিত্রধাতুশোভিত সুবেল-শৈলে আরোহণ করিয়া, অদ্য তথায় রাত্রি যাপন করিব। যে মরিবার নিমিত্ত আমার ভার্য্যাকে অপহরণ করিয়াছে, যে রাক্ষসী বুদ্ধির বশীভূত হইয়া ধর্ম্ম, সদাচার ও কুলের প্রতি দৃষ্টি না করিয়াই এই গর্হিত কর্ম্ম করিয়াছে, আমরা তথা হইতে সেই দুরাত্মা রাক্ষসের গৃহ দর্শন করিব। ১—৫। রাম ক্রোধভরে রাবণকে এই কথা বলিয়াই বিচিত্রসানু-শোভিত সুবেল-শৈলে উঠিলেন। বিক্রমশালী লক্ষ্মণ, সশর ধনু উদ্যত করিয়া, একমনে তাঁহার অনুগমন করিলেন। সুগ্রীব, অমাত্যগণের সহিত বিভীষণ, এবং সেই সকল অসংখ্য শীঘ্রগামী

তে বায়ুবেগপ্রবণাস্তং গিরিং গিরিচারিণঃ।
অধ্যারোহন্ত শতশঃ সুবেলং যত্র রাঘবঃ॥ ৮
তে ত্বদীর্ঘেণ কালেন গিরিমারুহ্য সর্ব্বতঃ।
দদৃশুঃ শিখরে তস্য বিষক্তামিব খে পুরীম্॥ ৯
তাং শুভাং প্রবরদ্বারাং প্রাকারবরশোভিতাম্।
লঙ্কাং রাক্ষসসম্পূর্ণাং দদৃশুর্হরিযূথপাঃ॥ ১০
প্রাকারবরসংস্থৈশ্চ তথা নীলৈশ্চ রাক্ষসৈঃ।
দদৃশুস্তে হরিশ্রেষ্ঠাঃ প্রাকারমপরং কৃতম্॥ ১১
তে দৃষ্ট্বা বানরাঃ সর্ব্বে রাক্ষসান্ যুদ্ধকাঙ্ক্ষিণঃ।
মুমুচুর্ব্বিবিধান্নাদাংস্তত্র রামস্য পশ্যতঃ॥ ১২
ততোহস্তমগমৎ সূর্য্যঃ সন্ধ্যয়া প্রতিরঞ্জিতঃ।
পূর্ণচন্দ্রপ্রদীপ্তা চ ক্ষপা সমতিবর্ত্তত॥ ১৩

ততঃ স রামো হরিবাহিনীপতি-
র্বিভীষণেন প্রতিনন্দ্য সৎকৃতঃ।
সলক্ষ্মণো যূথপযূথসংযুতঃ
সুবেলপৃষ্ঠে ন্যবসদ্যথাসুখম্॥ ১৪

ইতি লঙ্কাকাণ্ডে অষ্টত্রিংশঃ সর্গঃ॥ ৩৮॥

একোনচত্বারিংশঃ সর্গঃ।

তাং রাত্রিমুষিতাস্তত্র সুবেলে হরিযূথপাঃ।
লঙ্কায়াং দদৃশুর্বীরা বনান্যুপবনানি চ॥ ১
সমসৌম্যানি রম্যাণি বিশালান্যায়তানি চ।
দৃষ্টিরম্যাণি তে দৃষ্ট্বা বভূবুর্জ্জাতবিস্ময়াঃ॥ ২
চম্পকাশোকবকুল-শালতালসমাকুলা।
তমালপনসচ্ছন্না নাগমালাসমাবৃতা॥ ৩
হিন্তালৈরর্জ্জুনৈর্নীপৈঃ সপ্তপর্ণৈঃ সুপুষ্পিতৈঃ।
তিলকৈঃ কর্ণিকারৈশ্চ পাটলৈশ্চ সমন্ততঃ॥ ৪
শুশুভে পুষ্পিতাগ্রৈশ্চ লতাপরিগতৈর্দ্রুমৈঃ।
লঙ্কা বহুবিধৈর্দিব্যৈর্যথেন্দ্রস্যামরাবতী॥ ৫
বিচিত্রকুসুমোপেতৈ রক্তকোমলপল্লবৈঃ।
শাদ্বলৈশ্চ তথা নীলৈশ্চিত্রাভির্বনরাজিভিঃ॥ ৬
গন্ধাঢ্যান্যভিরম্যাণি পুষ্পাণি চ ফলানি চ।
ধারয়ন্ত্যগমাস্তত্র ভূষণানীব মানবাঃ॥ ৭
তচ্চৈত্ররথসঙ্কাশং মনোজ্ঞং নন্দনোপমম্।
বনং সর্ব্বর্ত্তুকং রম্যং শুশুভে ষট্পদাযুতম্॥ ৮
দাত্যূহকোযষ্টিভির্নৃত্যমানৈশ্চ বর্হিণৈঃ।
রুতং পরভৃতানাঞ্চ শুশুভে বননির্ঝরে॥ ৯
নিত্যমত্তবিহঙ্গানি ভ্রমরাচরিতানি চ।
কোকিলাকুলষণ্ডানি বিহঙ্গাভিরুতানি চ॥ ১০
ভৃঙ্গরাজাভিগীতানি কুররৈঃ সেবিতানি চ।
বিবিশুস্তে ততস্তানি বনান্যুপবনানি চ।
হৃষ্টাঃ প্রমুদিতা বীরা হরয়ঃ কামরূপিণঃ॥ ১১

গিরিচারী বানরগণ বায়ুবেগে সেই সুবেল-শৈলে উঠিয়া রামচন্দ্রের নিকট উপস্থিত হইল। সেই বানরযূথপতিগণ যেন আকাশরচিত, সেই উত্তম প্রাচীর-শোভিত, সুবৃহদ্দ্বারযুক্ত রাক্ষসপূর্ণ মনোহর লঙ্কাপুরী দর্শন করিল। সেই কপিবরগণ দেখিল;—প্রাচীরবক্ষানিযুক্ত রাক্ষসগণ প্রাচীরোপরি আরোহণ করায়, যেন প্রাচীরের উপরি দ্বিতীয় প্রাচীর নির্ম্মিত হইয়াছে। বানরগণ, রাক্ষসসমূহকে দেখিয়া, যুদ্ধাভিলাষে রামের সম্মুখেই সিংহনাদ করিতে লাগিল। পরে সূর্য্যদেব সন্ধ্যারাগরঞ্জিত হইয়া অস্তগমন করিলেন। পূর্ণচন্দ্রে আলোকিতা হইয়া যামিনী উপস্থিত হইল। পরে রাম বিভীষণকর্ত্তৃক অভিনন্দিত এবং সম্মানিত হইয়া সুগ্রীব, লক্ষ্মণ এবং অপর প্রধান প্রধান যূথপতিগণের সহিত সেই সুবেল পর্ব্বতে সুখে অবস্থান করিতে লাগিলেন। ৮—১৪।

ঊনচত্বারিংশ সর্গ।

বীর বানর-দলপতিগণ সেই রাত্রি তথায় বাস করিলেন। তাঁহারা তথা হইতে লঙ্কামধ্যে সুন্দর রমণীয় বিশাল বিস্তৃত এবং দৃষ্টিসুখকর বন ও উপবন সকল দেখিয়া সাতিশয় বিস্মিত হইলেন। চম্পক, অশোক, বকুল, শাল, তাল, তমাল, পনস, নাগকেশর, হিন্তাল, অর্জ্জুন, কদম্ব, তিলক, কর্ণিকার, পলাশ প্রভৃতি বৃক্ষ সকল পুষ্পিত ও লতাজালে বেষ্টিত হইয়া, চতুর্দিকে শোভা পাইতেছিল। লঙ্কানগরী কুসুমিত-নন্দনকাননশোভিত অমরাবতীর ন্যায় বোধ হইতেছিল। ১—৫। বিচিত্র কুসুম ও কোমলরক্তপল্লব-শোভিত বনরাজি এবং নীলবর্ণ শাদ্বল-সকল তাহার অসীম শোভা সম্পাদন করিতেছিল। মনুষ্যগণ যেরূপ অলঙ্কার পরিধান করে, তদ্রূপ বৃক্ষ সকল মনোহর সুরভি পুষ্প এবং ফল ধারণ করিয়াছিল। সেই চৈত্ররথ ও নন্দনবন তুল্য, সকল ঋতুতেই মনোহর ভ্রমরগুঞ্জিত বনরাজি, সাতিশয় শোভা ধারণ করিয়াছিল। সেই বনের স্থানে স্থানে নির্ঝর। সেই বন-মধ্যে কাক, টিট্টিভ ও ময়ূরেরা নাচিতেছিল,—এবং কোকিলগণ কূজন করিতেছিল। সেই বনমধ্যে বিহঙ্গগণ সর্ব্বদা উন্মত্ত হইয়া কূজন করিতেছিল। ভ্রমরগণ গুঞ্জন করিতেছিল। কোকিলকুল কুহুরবে বন আলোড়িত করিতেছিল। পরে সেই কামরূপী

তেষাং প্রবিশতাং তত্র বানরাণাং মহৌজসাম্।
পুষ্পসংসর্গসুরভির্ব্ববৌ প্রাণসমোহনিলঃ ॥ ১২
অন্যে তু হরিবীরাণাং যূথান্নিষ্ক্রম্য যূথপাঃ।
সুগ্রীবেণাভ্যনুজ্ঞাতা লঙ্কাং জগ্মুঃ পতাকিনীম্ ॥ ১৩
বিত্রাসয়ন্তো বিহগান্ গ্লাপয়ন্তো মৃগদ্বিপান্।
কম্পয়ন্তশ্চ তাং লঙ্কাং নাদৈঃ স্বৈর্নদতাংবরাঃ ॥ ১৪
কুর্ব্বন্তস্তে মহাবেগা মহীং চরণপীড়িতাম্।
রজশ্চ সহসৈবোর্দ্ধং জগাম চরণোত্থিতম্ ॥ ১৫
ঋক্ষাঃ সিংহাশ্চ মহিষা বারণাশ্চ মৃগাঃ খগাঃ।
তেন শব্দেন বিত্রস্তা জগ্মুর্ভীতা দিশো দশ ॥ ১৬
শিখরং তু ত্রিকূটস্য প্রাংশু চৈকং দিবিস্পৃশম্।
সমন্তাৎ পুষ্পসংচ্ছন্নং মহারজতসন্নিভম্ ॥ ১৭
শতযোজনবিস্তীর্ণং বিমলং চারুদর্শনম্।
শ্লক্ষ্ণং শ্রীমন্মহচ্চৈবং দুষ্প্রাপং শকুনৈরপি ॥ ১৮
মনসাপি দুরারোহং কিং পুনঃ কর্ম্মণা জনৈঃ।
নিবিষ্টা তস্য শিখরে লঙ্কা রাবণপালিতা ॥ ১৯
দশযোজনবিস্তীর্ণা বিংশদ্‌যোজনমায়তা।
সা পুরী গোপুরৈরুচ্চৈঃ পাণ্ডুরাম্বুদসন্নিভৈঃ।
কাঞ্চনেন চ শালেন রাজতেন চ শোভতে ॥ ২০
প্রাসাদৈশ্চ বিমানৈশ্চ লঙ্কা পরমভূষিতা।
ঘনৈরিবাতপাপায়ে মধ্যমং বৈষ্ণবং পদম্ ॥ ২১
যস্যাং স্তম্ভসহস্রেণ প্রাসাদঃ সমলঙ্কৃতঃ।
কৈলাসশিখরাকারো দৃশ্যতে খমিবোল্লিখন্ ॥ ২২
চৈত্যঃ স রাক্ষসেন্দ্রস্য বভূব পুরভূষণম্।
শতেন রক্ষসাং নিত্যং যঃ সমগ্রেণ রক্ষ্যতে ॥ ২৩
মনোজ্ঞাং কাননবতীং পর্ব্বতৈরুপশোভিতাম্।
নানাধাতুবিচিত্রৈশ্চ উদ্যানৈরুপশোভিতাম্ ॥ ২৪
নানাবিহগসঙ্ঘুষ্টাং নানামৃগনিষেবিতাম্।
নানাকুসুমসংচ্ছন্নাং নানারাক্ষসসেবিতাম্ ॥ ২৫
তাং সমৃদ্ধাং সমৃদ্ধার্থাং লক্ষ্মীবান্ লক্ষ্মণাগ্রজঃ।
নগরীং ত্রিদিবপ্রখ্যাং বিস্ময়ং প্রাপ বীর্য্যবান্ ॥ ২৬

তাং রত্নপূর্ণাং বহুসংবিধানাং
প্রাসাদমালাভিরলঙ্কৃতাঞ্চ।
পুরীং মহাযন্ত্রকবাটমুখ্যাং
দদর্শ রামো মহতা বলেন ॥ ২৭

ইতি লঙ্কাকাণ্ডে একোনচত্বারিংশঃ সর্গঃ ॥ ৩৯ ॥

বীর বানরগণ, আনন্দিতমনে সেই বনমধ্যে প্রবেশ করিল। সেই মহাতেজস্বী বানরগণের বন-প্রবেশকালে কুসুমসৌরভবাহী প্রাণবায়ুর ন্যায় মন্দসঞ্চারী সমীরণ বহিতে লাগিল। অন্যান্য দলপতিগণ সুগ্রীবের আজ্ঞানুসারে প্রধান দল হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া, সেই পতাকা শোভিত লঙ্কায় প্রবেশ করিতে লাগিল। ৬—১৩। তাহাদের লঙ্কা-প্রবেশকালীন ভীষণ গর্জ্জনে পক্ষিগণ বিত্রাসিত, মৃগ ও হস্তিগণ ক্ষুভিত এবং লঙ্কাপুরী কম্পিত হইতে লাগিল। মহাবেগশালী সেই বানরদিগের পদভরে মেদিনী অবনত হইয়া গেল। তাহাদের পদোত্থিত ধূলিরাশি সহসা নভোমণ্ডল আচ্ছন্ন করিয়া তুলিল। ঋক্ষ, সিংহ, মহিষ মাতঙ্গ ও বিহঙ্গমগণ তাহাদের ভীম-গর্জ্জনে ভীত হইয়া, দশদিকে আশ্রয় গ্রহণ করিল। ত্রিকূট পর্ব্বতের অতি উচ্চ গগনস্পর্শী এক শৃঙ্গ শতযোজন বিস্তৃত। সেই পর্ব্বত দেখিতে অতি সুন্দর। সেই সুশ্রী নির্ম্মল মসৃণশৃঙ্গ এত উচ্চ যে তথায় পক্ষিগণও উঠিতে সমর্থ হয় না,—অধিক কি, লোকের চিত্তও তত্দূর উঠিতে সমর্থ হয় না,—মনুষ্যের ত কথাই নাই। সেই দুরারোহ বিশাল ত্রিকূট-শৃঙ্গে রাবণপালিতা লঙ্কাপুরী; সে পুরী বিস্তারে দশযোজন ও দৈর্ঘ্যে বিংশতিযোজন। শ্বেত-মেঘ সদৃশ উচ্চ বহির্দ্বার ও স্বর্ণরৌপ্যময় প্রাচীর দ্বারা সে পুরী সাতিশয় শোভিতা। ১৪—২০। গ্রীষ্মাবসানে আকাশ যেরূপ মেঘনিচয় দ্বারা শোভিত হয়, সেইরূপ প্রাসাদ ও বিমান সকল দ্বারা যে লঙ্কা নগরী নিরতিশয় শোভিতা। পুরমধ্যে যে স্তম্ভসহস্র শোভিত কৈলাসশিখর-সদৃশ প্রাসাদ, আকাশ ভেদ করিয়া উঠিয়াছে এবং বহু শত রাক্ষস যাহাকে সর্ব্বদা রক্ষা করিতেছে, রাক্ষসেন্দ্র রাবণের সেই চৈত্য-নামক প্রাসাদ যে লঙ্কানগরীর ভূষণস্বরূপ, সেই রমণীয় কানন এবং বিবিধ ধাতুরাগ-রঞ্জিত পর্ব্বত ও উদ্যানে শোভিতা বিবিধবিহগনিনাদিতা, বিবিধ-মৃগ-সেবিতা বিবিধ-কুসুম-সমাকীর্ণা বিবিধ-রাক্ষস-সেবিতা এবং অমরাবতী-সদৃশ সমৃদ্ধিশালিনী লঙ্কানগরী দেখিয়া শ্রীমান্ বীর্য্যবান্ লক্ষ্মণাগ্রজ রাম বিস্মিত হইলেন। রাম এইরূপে বহুতর বানরসৈন্য-সমভিব্যাহারে তথায় অবস্থানপূর্ব্বক, সেই রত্নপূর্ণা প্রাসাদ-শ্রেণী-সুশোভিতা, বিশাল কবাটযুক্তা লঙ্কানগরী দেখিতে লাগিলেন। ২১—২৭।

চত্বারিংশঃ সর্গঃ।

ততো রামঃ সুবেলাগ্রং যোজনদ্বয়মণ্ডলম্।
উপারোহৎ সসুগ্রীবো হরিযূথৈঃ সমন্বিতঃ॥ ১
স্থিত্বা মুহূর্ত্তং তত্রৈব দিশো দশ বিলোকয়ন্।
ত্রিকূটশিখরে রম্যে নির্ম্মিতাং বিশ্বকর্ম্মণা॥ ২
দদর্শ লঙ্কাং সুন্যস্তাং রম্যকাননশোভিতাম্।
তস্যাং গোপুরশৃঙ্গস্থং রাক্ষসেন্দ্রং দুরাসদম্॥ ৩
শ্বেতচামরপর্য্যন্তং বিজয়চ্ছত্রশোভিতম্।
রক্তচন্দনসংলিপ্তং রক্তাভরণভূষিতম্॥ ৪
নীলজীমূতসঙ্কাশং হেমসংচ্ছাদিতাম্বরম্।
ঐরাবতবিষাণাগ্রৈরুৎকৃষ্টকিণবক্ষসম্॥ ৫
শশলোহিতরাগেণ সংবীতং রক্তবাসসা।
সন্ধ্যাতপেন সংচ্ছন্নং মেঘরাশিমিবাম্বরে॥ ৬
পশ্যতাং বানরেন্দ্রাণাং রাঘবস্যাপি পশ্যতঃ।
দর্শনাদ্রাক্ষসেন্দ্রস্য সুগ্রীবঃ সহসোত্থিতঃ॥ ৭
ক্রোধবেগেন সংযুক্তঃ সত্ত্বেন চ বলেন চ।
অচলাগ্রাদথোত্থায় পুপ্লুবে গোপুরস্থলে॥ ৮
স্থিত্বা মুহূর্ত্তং সংপ্রেক্ষ্য নির্ভয়েনান্তরাত্মনা।
তৃণীকৃত্য চ তদ্রক্ষঃ সোঽব্রবীৎ পরুষং বচঃ॥ ৯
লোকনাথস্য রামস্য সখা দাসোঽস্মি রাক্ষস।
ন ময়া মোক্ষ্যসেঽদ্য ত্বং পার্থিবেন্দ্রস্য তেজসা॥ ১০
ইত্যুক্ত্বা সহসোৎপত্য পুপ্লুবে তস্য চোপরি।
আকৃষ্য মুকুটং চিত্রং পাতয়ামাস তদ্ভুবি॥ ১১
সমীক্ষ্য তূর্ণমায়ান্তং বভাষে তং নিশাচরঃ।
সুগ্রীবস্ত্বং পরোক্ষং মে হীনগ্রীবো ভবিষ্যসি॥ ১২
ইত্যুক্ত্বোত্থায় তং ক্ষিপ্রং বাহুভ্যামাক্ষিপত্তলে।
কন্দুকবৎ সমুত্থায় বাহুভ্যামাক্ষিপদ্ধরিঃ॥ ১৩
পরস্পরং স্বেদবিদিগ্ধগাত্রৌ
পরস্পরং শোণিতরক্তদেহৌ।
পরস্পরং শ্লিষ্টনিরুদ্ধচেষ্টৌ
পরস্পরং শাল্মলিকিংশুকাবিব॥ ১৪
মুষ্টিপ্রহারৈশ্চ তলপ্রহারৈ-
রত্নিঘাতৈশ্চ করাগ্রঘাতৈঃ।
তৌ চক্রতুর্যুদ্ধমসহ্যরূপং
মহাবলৌ রাক্ষসবানরেন্দ্রৌ॥ ১৫

চত্বারিংশ সর্গ।

পরে রাম,—সুগ্রীব ও বানরদলপতিগণ-সমভিব্যাহারে সেই যোজনদ্বয়-বিস্তৃত সুবেলশৃঙ্গে আরোহণ করিলেন। তথায় অবস্থান করত দশদিক্ দেখিয়া, মনোহর ত্রিকূট-শিখরে বিশ্বকর্ম্ম-নির্ম্মিতা, রম্যকানন-শোভিতা সুদৃশ্যা লঙ্কানগরীর প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া দেখিলেন,—দুর্দ্ধর্ষ রাক্ষসেন্দ্র রাবণ বহির্দ্বারের উপরিভাগে অবস্থান করিতেছে। রাবণের মস্তকোপরি বিজয়চ্ছত্র ও দুই পার্শ্বে শ্বেত চামর শোভা পাইতেছে। তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ রক্তচন্দনে লিপ্ত। রক্ত আভরণে ভূষিত, উত্তরীয় বস্ত্র সুবর্ণরঞ্জিত। তাঁহার গাত্র নীলবর্ণ;—এই হেতু দূর হইতে দেখিলে নীল-মেঘ বলিয়া মনে হয়। তাঁহার বক্ষঃস্থলে ঐরাবত, হস্তীর দন্তাঘাত চিহ্ন। ১—৫। তাঁহার পরিধেয় বসন শশরক্তবৎ রক্তবর্ণ। এই কারণে তিনি সন্ধ্যারাগ-রঞ্জিত মেঘসমূহের ন্যায় প্রতীয়মান হইতেছেন, রঘুনন্দন ও বানরেন্দ্রগণ এইরূপে দেখিতেছেন, ইত্যবসরে সুগ্রীব হঠাৎ উঠিয়া ক্রোধবেগে উৎসাহ ও বল-সহকারে সেই অচলাগ্র হইতে লম্ফপ্রদান করত যে স্থানে রাবণ অবস্থান করিতেছিলেন, সেই গোপুরে উপস্থিত হইলেন। পরে মুহূর্ত্তকাল অবস্থান করত রাক্ষস রাবণকে তৃণজ্ঞান করিয়া, নির্ভীকচিত্তে বলিতে লাগিলেন, "রে নিশাচর! আমি লোকনাথ রামের দাস। আমি সেই পৃথিবীপতির অনুগ্রহে যেরূপ বলশালী হইয়াছি, তাহাতে তুই আজ কোনরূপেই আমার নিকটে মুক্তিলাভ করিতে পারিবি না।"৬—১০। বানররাজ এই কথা বলিয়া লম্ফপ্রদান করিয়া সহসা তাঁহার মস্তকে আরোহণপূর্ব্বক, বিচিত্র মুকুট আকর্ষণ করিয়া লইয়া ভূতলে ফেলিয়া দিলেন এবং স্বয়ংও ভূতলে অবতীর্ণ হইয়া পুনর্ব্বার রাবণের দিকে আসিতে লাগিলেন। নিশাচর রাবণ, সুগ্রীবকে দ্রুতবেগে আসিতে দেখিয়া বলিলেন, 'সুগ্রীব! তুমি যতক্ষণ আমার দৃষ্টিপথে পতিত হও নাই, ততক্ষণই সুগ্রীব ছিলে, এইবার হীনগ্রীব হইবে।" এই কথা বলিয়াই রাবণ বাহুদ্বয় ধরিয়া, সুগ্রীবকে কন্দুকের ন্যায় ভূতলে ফেলিয়া দিলেন। সুগ্রীবও তৎক্ষণাৎ উত্থিত হইয়া, রাবণের বাহুদ্বয় আক্রমণ করত তাহাকে ভূতলে ফেলিয়া দিলেন। তাঁহারা পরস্পর এইরূপে যুদ্ধ করিতে থাকিলে উভয়েরই শরীর ঘর্ম্মাক্ত হইল এবং রুধিরধারায় দেহ রক্তবর্ণ হইল। উভয়েই জড়াজড়ি করিয়া আক্রমণ করাতে নিশ্চেষ্ট হইয়া মিলিত শাল্মলী ও কিংশুক বৃক্ষের ন্যায় প্রতীয়মান হইতে লাগিলেন। মহাবল রাক্ষসেন্দ্র রাবণ ও বানরেন্দ্র সুগ্রীব পরস্পর মুষ্টি, তল, অরত্নি এবং করাগ্র প্রহারের দ্বারা এরূপ যুদ্ধ আরম্ভ করিলেন যে, তাহা ক্রমে উভয়েরই নিরতিশয়

কৃত্বা নিযুদ্ধং ভৃশমুগ্রবেগৌ
কালঞ্চিরং গোপুরবেদিমধ্যে ।
উৎক্ষিপ্য চোৎক্ষিপ্য বিনম্য দেহৌ
পাদক্রমাৎক্ষেপ্য বেদিলগ্নৌ ॥ ১৬
অন্যোন্যমাপীড্য বিলগ্নদেহৌ
তৌ পেততুঃ শালনিখাতমধ্যে ।
উৎপেততুর্ভূমিতলং স্পৃশন্তৌ
স্থিত্বা মুহূর্তন্ত্বভিনিশ্বসন্তৌ ॥ ১৭
আলিঙ্গ্য চালিঙ্গ্য চ বাহুযোক্ত্রৈঃ
সংযোজয়ামাসতুরাহবে তৌ ।
সংরম্ভশিক্ষাবলসংপ্রযুক্তৌ
সুচেরতুঃ সংপ্রতিযুদ্ধমার্গে ॥ ১৮
শার্দূলসিংহাবিব জাতদংষ্ট্রৌ
গজেন্দ্রপোতাবিব সম্প্রযুক্তৌ ।
সংহত্য সংবেষ্ট্য চ তৌ করাভ্যাং
তৌ পেততুর্বৈ যুগপদ্ধরায়াম্ ॥ ১৯
উদ্যম্য চান্যোন্যমভিক্ষিপন্তৌ
সঞ্চক্রমাতে বহু যুদ্ধমার্গে ।
ব্যায়ামশিক্ষাবলসংপ্রযুক্তৌ
ক্লমং ন তৌ জগ্মতুরাশু বীরৌ ॥ ২০
বাহূত্তমৈর্বারণবারণাভৈ-
র্নিবারয়ন্তৌ পরবারণাভৌ ।
চিরেণ কালেন ভৃশং প্রযুক্তৌ
সঞ্চেরতুর্মণ্ডলমার্গমাশু ॥ ২১
তৌ পরস্পরমাসাদ্য যত্তাবন্যোন্যসূদনে ।
মার্জ্জারাবিব ভক্ষ্যার্থেঽবতস্থাতে মুহুর্মুহুঃ ॥ ২২
মণ্ডলানি বিচিত্রাণি স্থানানি বিবিধানি চ ।
গোমূত্রকাদিচিত্রাণি গতপ্রত্যাগতানি চ ॥ ২৩
তিরশ্চীনগতান্যেব তথা বক্রগতানি চ ।
পরিমোক্ষং প্রহারাণাং বর্জ্জনং পরিধাবনম্ ॥ ২৪
অভিদ্রবণমাপ্লাবমবস্থানং সবিগ্রহম্ ।
পরাবৃত্তমপাবৃত্তমপক্রান্তমবপ্লুতম্ ॥ ২৫
উপগুপ্তমপক্রান্তং যুদ্ধমার্গবিশারদৌ ।
তৌ বিচেরতুরন্যোন্যং বানরেন্দ্রশ্চ রাবণঃ ॥ ২৬
এতস্মিন্নন্তরে রক্ষো মায়াবলমথাত্মনঃ ।
আরব্ধুমুপসংপেদে জ্ঞাত্বা তং বানরাধিপঃ ॥ ২৭
উৎপপাত তদাকাশং জিতকাশী জিতক্লমঃ ।
রাবণঃ স্থিতঃ এবাত্র হরিরাজেন বঞ্চিতঃ ॥ ২৮
অথ হরিবরনাথঃ প্রাপ্তসংগ্রামকীর্ত্তি-
র্নিশিচরপতিমাজৌ যোজয়িত্বা শ্রমেণ

অসহ্য হইয়া উঠিল। এইরূপে সেই উগ্রবেগ বীরদ্বয় বহির্দ্বারে বেদিমধ্যে বহুক্ষণ বাহুযুদ্ধ করত উভয়ে উভয়ের দেহকে কখন নিম্নাভিমুখ করিয়া ঊর্দ্ধে ক্ষেপণ করিতে লাগিলেন, এবং কখন বা পদাঘাত দ্বারা বেদীতলে নিপাতিত করিতে লাগিলেন। ১১—১৬। পরে উভয়ে উভয়কে আক্রমণ করত বিলগ্নদেহ হইয়া প্রাচীরপরিখামধ্যে পড়িয়া গেলেন, তথায় ক্ষণকাল নিশ্চেষ্টভাবে থাকিয়া দীর্ঘশ্বাস পরিত্যাগপূর্ব্বক ভূমিতে ভর দিয়া উত্থিত হইলেন। ক্রোধসহকারে শিক্ষা কৌশল ও বলপ্রদর্শনপূর্ব্বক যুদ্ধমার্গে বিচরণ করত উভয়ে উভয়কে বারংবার আলিঙ্গন করিয়া বাহুরজ্জু দ্বার পরস্পর পরস্পরকে বন্ধন করিতে লাগিলেন। এইরূপে জাতদন্ত সিংহ ও শার্দ্দূলের ন্যায় অথবা হস্তিশাবকের ন্যায়, উভয়ে উভয়কে দুই হস্তে আঘাত ও প্রতিঘাত করত উভয়েই যুগপৎ ধরণীতলে পতিত হইতে লাগিলেন। সেই বীরদ্বয় উদ্যোগসহকারে পরস্পরকে তিরস্কার করত ঘোরতর যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। এবং ব্যায়াম ও শিক্ষাবলে বহুক্ষণ যুদ্ধ করিয়াও কেহই শীঘ্র পরিশ্রান্ত হইলেন না। ১৭—২০। মত্তমাতঙ্গতুল্য সেই বীরদ্বয় হস্তিশুণ্ডের ন্যায় বিশাল বাহুদণ্ড দ্বারা পরস্পরকে নিবারণ করত মণ্ডলগতিতে বহুক্ষণ যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। খাদ্য দ্রব্যের জন্য যেমন মার্জ্জারদ্বয় বিবাদ করে, সেইরূপ বিবাদ করত তাঁহারাও পরস্পর পরস্পরের বধসাধন বাসনায় যত্নবান্ হইলেন। এইরূপে সেই যুদ্ধবিশারদ রাক্ষসেন্দ্র ও বানরেন্দ্র বিচিত্র মণ্ডল, বিবিধ স্থান গোমূত্ররেখাসদৃশ কুটিল গতি, বিচিত্রভাবে গমনাগমন, বক্র ও চক্রাকার গতি, লক্ষ্যভ্রংশীকরণ, অভিমুখে শীঘ্র ধাবন, ধীরে ধীরে শত্রুর দিকে গমন, যুদ্ধবাসনায় অভিমুখে অবস্থান, পরাঙ্মুখ হইয়া গমন, পার্শ্ব অপসরণ, পরস্পর জানু গ্রহণপূর্ব্বক অবনতদেহে ধাবন, প্রতিপদে প্রতিপক্ষকে প্রহার করিতে গমন, বক্ষস্থলোপরি দৃঢ়রূপে বাহুস্থাপন,—বিপক্ষের বাহু গ্রহণ করিবার নিমিত্ত বাহুপ্রসারণ ইত্যাদি বিবিধ কৌশল প্রকাশ করত রণভূমিতে বিচরণ করিতে লাগিলেন। ২১—২৬। ইত্যবসরে রাক্ষস রাবণ, বানররাজ হইতে মুক্তিলাভের উপায়ান্তর না দেখিয়া, আপন মায়া বিস্তার করিতে আরম্ভ করিলে রণবিজয়ী শ্রান্তিশূন্য বানররাজ সুগ্রীব তাহা জানিতে পারিয়া সহসা আকাশে উৎপতিত হইলেন। রাবণ বানরপ্রবর কর্ত্তৃক বঞ্চিত হইয়া সেই স্থানেই রহিলেন। পরে সূর্য্যপুত্র বানররাজ সুগ্রীব

গগনমতিবিশালং লঙ্ঘয়িত্বার্কসূনু-
র্হরিগণবলমধ্যে রামপার্শ্বং জগাম ॥ ২৯
ইতি স সবিতৃসূনুস্তত্র তৎ কর্ম্ম কৃত্বা
পবনগতিরনীকং প্রাবিশৎ সম্প্রহৃষ্টঃ।
রঘুবরনৃপসূনোর্বর্দ্ধয়ন্ যুদ্ধহর্ষং
তরুমৃগগণমুখ্যৈঃ পূজ্যমানো হরীন্দ্রঃ ॥ ৩০
ইতি লঙ্কাকাণ্ডে চত্বারিংশঃ সর্গঃ ॥ ৪০ ॥

একচত্বারিংশঃ সর্গঃ।

অথ তস্মিন্নিমিত্তানি দৃষ্ট্বা লক্ষ্মণপূর্ব্বজঃ।
সুগ্রীবং সম্পরিষজ্য রামো বচনমব্রবীৎ ॥ ১
অসংমন্ত্র্য ময়া সার্দ্ধং তদিদং সাহসং কৃতম্।
এবং সাহসযুক্তানি ন কুর্ব্বন্তি জনেশ্বরাঃ ॥ ২
সংশয়ে স্থাপ্য মাঞ্চেদং বলঞ্চেমং বিভীষণম্।
কষ্টং কৃতমিদং বীর সাহসং সাহসপ্রিয় ॥ ৩
ইদানীং মা কৃথা বীর এবংবিধমরিন্দম।
ত্বয়ি কিঞ্চিৎ সমাপন্নে কিং কার্য্যং সীতয়া মম ॥ ৪
ভরতেন মহাবাহো লক্ষ্মণেন যবীয়সা।
শত্রুঘ্নেন চ শত্রুঘ্ন স্বশরীরেণ বা পুনঃ ॥ ৫
ত্বয়ি চানাগতে পূর্ব্বমিতি মে নিশ্চিতা মতিঃ।
জানতশ্চাপি তে বীর্য্যং মহেন্দ্রবরুণোপম ॥ ৬
হত্বাহং রাবণং যুদ্ধে সপুত্রবলবাহনম্।
অভিষিচ্য চ লঙ্কায়াং বিভীষণমথাপি চ ॥ ৭
ভরতে রাজ্যমারোপ্য ত্যক্ষ্যে দেহং মহাবল।
তমেবং বাদিনং রামং সুগ্রীবঃ প্রত্যভাষত ॥ ৮
তব ভার্য্যাপহর্তারং দৃষ্ট্বা রাঘব রাবণম্।
মর্ষয়ামি কথং বীর জানন্ বিক্রমমাত্মনঃ ॥ ৯
ইত্যেবং বাদিনং বীরমভিনন্দ্য চ রাঘবঃ।
লক্ষ্মণং লক্ষ্মিসম্পন্নমিদং বচনমব্রবীৎ ॥ ১০
পরিগৃহ্যোদকং শীতং বনানি ফলবন্তি চ।
বলৌঘং সংবিভজ্যেমং ব্যূহ্য তিষ্ঠাম লক্ষ্মণ ॥ ১১
লোকক্ষয়করং ভীমং ভয়ং পশ্যাম্যুপস্থিতম্।
নিবর্হণং প্রবীরাণাং ঋক্ষবানররক্ষসাম্ ॥ ১২
বাতা হি পরুষং বান্তি কম্পতে চ বসুন্ধরা।
পর্ব্বতাগ্রাণি বেপন্তে নদন্তি ধরণীধরাঃ ॥ ১৩
মেঘাঃ ক্রব্যাদসঙ্কাশাঃ পরুষাঃ পরুষস্বনাঃ।
ক্রূরাঃ ক্রূরং প্রবর্ষন্তে মিশ্রং শোণিতবিন্দুভিঃ ॥ ১৪
রক্তচন্দনসঙ্কাশা সন্ধ্যা পরমদারুণা।

সংগ্রামে নিশাচরপতি রাবণকে পরিশ্রান্ত করিয়া স্বয়ং বিজয়রূপ কীর্ত্তি লাভ করত অতি বিশাল গগন উল্লঙ্ঘন করিয়া বানরবলমধ্যে রামচন্দ্রের নিকটে গিয়া উপস্থিত হইলেন। তৎপরে হৃষ্টচিত্তে বায়ুবেগে বানরসেনা মধ্যে প্রবেশ করত তিনি তাহাদের দ্বারা পূজিত হইলেন এবং যুদ্ধবৃত্তান্ত নিবেদন করত রামচন্দ্রের আনন্দবর্দ্ধন করিতে লাগিলেন। ২৭—৩০।

একচত্বারিংশ সর্গ।

সুগ্রীব উপস্থিত হইলে, লক্ষ্মণাগ্রজ রামচন্দ্র তাঁহার গাত্রে যুদ্ধচিহ্ন রক্তাদি দর্শন করত তাঁহাকে আলিঙ্গন করিয়া কহিলেন, "তুমি আমার সহিত পরামর্শ না করিয়া যে সাহস প্রকাশ করিয়াছ ভূপতি-গণ কখন এরূপ দুঃসাহসিক কার্য্য করেন না। হে বীর! সাহসপ্রিয়! তুমি যে দুঃসাহসিক কার্য্য করিয়াছ, ইহাতে আমার বানরসেনার এবং বিভীষণেরও তোমার প্রত্যাগমন বিষয়ে সংশয় উপস্থিত হইয়াছিল। হে অরিন্দম! যাহা করিবার করিয়াছ, আর যেন কখন এরূপ সাহস প্রকাশ করিও না। কারণ দৈবাৎ তোমার কিছু হইলে, সীতায় আমার কি কাজ? হে মহাবাহো অরিদমন! তোমা ব্যতিরেকে ভরত, কনিষ্ঠ লক্ষ্মণ,শত্রুঘ্ন,—এমন কি নিজ শরীরেও আমার প্রয়োজন নাই। ১—৫। হে মহাবল! তোমার মহেন্দ্র ও বরুণসদৃশ বিক্রম জানিয়াও, তুমি না আসায় আমি স্থির করিয়াছিলাম;—'আমি রণভূমিতে পুত্র, বল ও বাহনের সহিত রাবণকে বিনষ্ট করিয়া বিভীষণকে লঙ্কা-রাজ্যে অভিষিক্ত করিব এবং স্বীয় রাজ্যভার ভরতকে প্রদান করিয়া স্বয়ং দেহত্যাগ করিব।" রাম এই কথা কহিলে, সুগ্রীব কহিলেন, "হে বীর রঘুনন্দন! আমি নিজের বিক্রম অবগত হইয়াও, আপনার ভার্য্যা-পহারী রাবণকে দেখিয়া কিরূপে স্থির থাকিতে পারি?" রঘুনন্দন বীরবর সুগ্রীবের এতাদৃশ কথা শুনিয়া তাঁহাকে অভিনন্দিত করত, শ্রীমান্ লক্ষ্মণকে বলিলেন;—৬—১০। "লক্ষ্মণ। যেখানে শীতল জল ও ফলাদি পাওয়া যায়, এইরূপ কাননপ্রদেশে সৈন্য সকল ভাগ করিয়া ব্যূহ নির্ম্মাণপূর্ব্বক অবস্থান করা কর্ত্তব্য; কারণ, লোকক্ষয়কর ভয়ঙ্কর দুর্নিমিত্ত দেখিতেছি; এবং ঋক্ষ, বানর ও রাক্ষস বীরগণের বধসূচক দুর্নিমিত্ত সকল দৃষ্টিগোচর হইতেছে। ঐ দেখ, রুক্ষবায়ু, বহিতেছে, পৃথিবী কাঁপিতেছে এবং পর্ব্বতের শৃঙ্গ কাঁপিতেছে। মহীধর সকল শব্দায়মান হইতেছে। মাংসাশী রাক্ষসাদির ন্যায় ভীষণকায় কর্কশনাদী ক্রূর মেঘসকল শোণিতবিন্দু-মিশ্রিত অশুভ বারি বর্ষণ করিতেছে। সন্ধ্যা—রক্তচন্দন সদৃশ লোহিতরাগে রঞ্জিত হইয়া,

জলচ্চ নিপতত্যেতদাদিত্যাদগ্নিমণ্ডলম্॥ ১৫
আদিত্যমভিবাশ্যন্তি জনয়ন্তো মহদ্ভয়ম্।
দীনা দীনস্বরাঃ ক্রূরা অপ্রশস্তা মৃগদ্বিজাঃ॥ ১৬
রজন্যামপ্রশস্তশ্চ সন্তাপয়তি চন্দ্রমাঃ।
কৃষ্ণরক্তাংশুপর্য্যন্তো লোকক্ষয় ইবোদিতঃ॥ ১৭
হ্রস্বো রুক্ষোঽপ্রশস্তশ্চ পরিবেষঃ সুলোহিতঃ।
আদিত্যমণ্ডলে নীলং লক্ষ লক্ষ্মণ দৃশ্যতে॥ ১৮
দৃশ্যন্তে ন যথাবচ্চ নক্ষত্রাণ্যভিবর্ত্ততে।
যুগান্তমিব লোকস্য পশ্য লক্ষ্মণ শংসতি॥ ১৯
কাকাঃ শ্যেনাস্তথা গৃধ্রা নীচৈঃ পরিপতন্তি চ।
শিবাশ্চাপ্যশুভা বাচঃ প্রবদন্তি মহাস্বনাঃ॥ ২০
শৈলৈঃ শূলৈশ্চ খড়্গৈশ্চ বিমুক্তৈঃ কপিরাক্ষসৈঃ।
ভবিষ্যত্যাবৃতা ভূমির্মাংসশোণিতকর্দ্দমা॥ ২১
ক্ষিপ্রমদ্য দুরাধর্ষং পুরীং রাবণপালিতাম্।
অভিযাম জবেনৈব সর্ব্বতো হরিভির্বৃতাঃ॥ ২২
ইত্যেবন্তু বদন্ বীরো লক্ষ্মণং লক্ষ্মণাগ্রজঃ।
তস্মাদবাতরৎ ক্ষিপ্রং পর্ব্বতাগ্রান্মহাবলঃ॥ ২৩
অবতীর্য্য তু ধর্ম্মাত্মা তস্মাচ্ছৈলাৎ স রাঘবঃ।
পরৈঃ পরমদুর্দ্ধর্ষং দদর্শ বলমাত্মনঃ॥ ২৪
সন্নহ্য তু সসুগ্রীবঃ কপিরাজবলং মহৎ।
কালজ্ঞো রাঘবঃ কালে সংযুগায়াভ্যচোদয়ৎ॥ ২৫
ততঃ কালে মহাবাহুর্বলেন মহতা বৃতঃ।
প্রবিষ্টঃ পুরতো ধন্বী লঙ্কামভিমুখঃ পুরীম্॥ ২৬
তৌ বিভীষণসুগ্রীবৌ হনুমান্ জাম্ববানলঃ।
ঋক্ষরাজস্তথা নীলো লক্ষ্মণশ্চান্বযুস্তদা॥ ২৭
ততঃ পশ্চাৎ সুমহতী পৃতনর্ক্ষবনৌকসাম্।
প্রচ্ছাদ্য মহতীং ভূমিমনুযাতি স্ম রাঘবম্॥ ২৮
শৈলশৃঙ্গাণি শতশঃ প্রবৃদ্ধাংশ্চ মহীরুহান্।
জগৃহুঃ কুঞ্জরপ্রখ্যা বানরাঃ পরবারণাঃ॥ ২৯
তৌ ত্বদীর্ঘেণ কালেন ভ্রাতরৌ রামলক্ষ্মণৌ।
রাবণস্য পুরীং লঙ্কামাসেদতুররিন্দমৌ॥ ৩০
পতাকামালিনীং রম্যামুদ্যানবনশোভিতাম্।
চিত্রবপ্রাং সুদুষ্প্রাপামুচ্চৈঃ প্রাকারতোরণাম্॥ ৩১
তাং সুরৈরপি দুর্দ্ধর্ষাং রামবাক্যপ্রচোদিতাঃ।
যথানিদেশং সংপীড্য ন্যবিশন্ত বনৌকসঃ॥ ৩২
লঙ্কায়াস্তূত্তরদ্বারং শৈলশৃঙ্গমিবোন্নতম্।
রামঃ সহানুজো ধন্বী জুগোপ চ রুরোধ চ॥ ৩৩

অতি ভীষণ-মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছে। সূর্য্যমণ্ডল হইতে প্রজ্বলিত অগ্নিপিণ্ডসকল নিপতিত হইতেছে। দীনস্বভাব ক্রূর অপ্রশস্ত পশু এবং পক্ষিগণ সূর্য্যাভিমুখ হইয়া দীনভাবে যে রোদন করিতেছে, সেই ক্রন্দন-ধ্বনি শুনিয়া নিরতিশয় ভয় উপস্থিত হইতেছে। ১১—১৬। রাত্রিকালে চন্দ্র,উষ্ণ কিরণে লোক সকলকে সন্তপ্ত করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। এবং তাঁহার চতুর্দ্দিকে প্রলয়কালের ন্যায় কৃষ্ণ ও রক্তবর্ণ কিরণ সকল দৃষ্ট হইতেছে। লক্ষ্মণ! ঐ দেখ, সূর্য্যমণ্ডলে হ্রস্ব, রুক্ষ ও অপ্রশস্ত পরিবেষ এবং নীল চিহ্ন সকল নয়নগোচর হইতেছে। হে লক্ষ্মণ! চন্দ্রমা প্রতি-নক্ষত্রে যথাবৎ অবস্থান না করায়, আমার নিশ্চয় বোধ হইতেছে, যেন শীঘ্রই প্রলয়কাল উপস্থিত হইবে। গৃধ্র, শ্যেন ও কাকসকল সহসা গৃহাঙ্গণে নিপতিত হইতেছে। শিবাগণ উচ্চৈঃস্বরে যেন অশুভ সংবাদ প্রদান করিতেছে। পরস্পর নিক্ষিপ্ত শৈল, শূল ও খড়্গাঘাতে রাক্ষস ও বানরগণের মাংস ও শোণিতে পৃথিবী কর্দ্দমাক্ত হইতেছে। হে লক্ষ্মণ! সে যাহাই হউক, অদ্য আমরা বানরগণে পরিবেষ্টিত হইয়া, বলপূর্ব্বক রাবণ পালিতা দুর্দ্ধর্ষা লঙ্কাপুরীতে প্রবেশ করিব। বীর-বর মহাবল লক্ষ্মণাগ্রজ রামচন্দ্র, লক্ষ্মণকে এই কথা বলিয়া, পর্ব্বতের অগ্রভাগ হইতে নিম্নে অবতরণ করিতে ইচ্ছা করিলেন। পরে কালজ্ঞ ধর্ম্মাত্মা রামচন্দ্র, পর্ব্বতাগ্র হইতে অবতীর্ণ হইয়া, শত্রুগণের দুর্দ্ধর্ষ স্বীয় বল পর্য্যবেক্ষণ করত সুগ্রীবের সহিত মিলিত হইয়া, সেই বানর-রাজের সৈন্যগণকে ব্যূহ-রচনায় বিন্যস্ত করিলেন এবং শুভক্ষণে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইবার আজ্ঞা দিলেন। ১৭—২৫। তৎপরে মহাবাহু রঘুনন্দন, অসংখ্য সৈন্যে পরিবেষ্টিত হইয়া ধনু ধারণ-পূর্ব্বক, লঙ্কাপুরীর অভিমুখে প্রস্থিত হইলেন। বিভীষণ, সুগ্রীব, হনুমান্, ঋক্ষরাজ জাম্ববান্ নল, নীল এবং লক্ষ্মণ তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিলেন। অসংখ্য ঋক্ষ-বানরসৈন্য, বিস্তীর্ণ ভূভাগ সমাচ্ছাদিত করিয়া,রঘুনন্দনের পশ্চাৎপশ্চাৎ যাইতে লাগিল। শত্রু-বিনাশসমর্থ কুঞ্জরসদৃশ বানরগণ গমনকালে অসংখ্য শৈলশৃঙ্গ ও বিশাল বৃক্ষ সকল গ্রহণ করিল।২৬—২৯। এইরূপে অরিন্দম রাম, ভ্রাতা লক্ষ্মণের সহিত অল্প-কালমধ্যেই রাক্ষসরাজের লঙ্কাপুরীতে উপস্থিত হইলেন। বানরগণও রামের আদেশানুসারে সেই পতাকামালিনী উদ্যান-শোভিতা বিচিত্র প্রাচীরবেষ্টিতা অন্যের দুষ্প্রবেশ্যা,—উচ্চ প্রাচীর ও তোরণশোভিতা সুরগণেরও দুর্দ্ধর্ষা, মনোহরা লঙ্কাপুরীতে প্রবেশ করিয়া সাতিশয় উৎপীড়ন করিতে লাগিল। এইরূপে রাম, ধনুর্ব্বাণহস্তে অনুজ লক্ষ্মণের সমভিব্যাহারে লঙ্কার উত্তর দ্বার অবরোধপূর্ব্বক স্বীয় সেনাগণকে

লঙ্কামুপনিবিষ্টশ্চ রামো দশরথাত্মজঃ।
লক্ষ্মণানুচরো বীরঃ পুরীং রাবণপালিতাম্ ॥ ৩৪
উত্তরদ্বারমাসাদ্য যত্র তিষ্ঠতি রাবণঃ।
নান্যো রামাদ্ধি তদ্দ্বারং সমর্থঃ পরিরক্ষিতুম্ ॥ ৩৫
রাবণাধিষ্ঠিতং ভীমং বরুণেনেব সাগরম্।
সায়ুধৈ রাক্ষসৈর্ভীমৈরভিগুপ্তং সমন্ততঃ ॥ ৩৬
লঘূনাং ত্রাসজননং পাতালমিব দানবৈঃ।
বিন্যস্তানি চ যোধানাং বহূনি বিবিধানি চ ॥ ৩৭
দদর্শায়ুধজালানি তথৈব কবচানি চ।
পূর্ব্বং তু দ্বারমাসাদ্য নীলো হরিচমূপতিঃ ॥ ৩৮
অতিষ্ঠৎ সহ মৈন্দেন দ্বিবিদেন চ বীর্য্যবান্।
অঙ্গদো দক্ষিণদ্বারং জগ্রাহ সুমহাবলঃ ॥ ৩৯
ঋষভেণ গবাক্ষেণ গজেন গবয়েন চ।
হনুমান্ পশ্চিমদ্বারং ররক্ষ বলবান্ কপিঃ ॥ ৪০
প্রমাথিপ্রঘসাভ্যাঞ্চ বীরৈরন্যৈশ্চ সঙ্গতঃ।
মধ্যমে চ স্বয়ং গুল্মে সুগ্রীবঃ সমতিষ্ঠত ॥ ৪১
সহ সর্ব্বৈর্হরিশ্রেষ্ঠৈঃ সুপর্ণপবনোপমৈঃ।
বানরাণাং তু ষট্‌ত্রিংশৎ কোট্যঃ প্রখ্যাতযূথপাঃ ॥ ৪২
নিষ্পীড্যোপনিবিষ্টাশ্চ সুগ্রীবো যত্র বানরঃ।
শাসনেন তু রামস্য লক্ষ্মণঃ সবিভীষণঃ ॥ ৪৩
দ্বারে দ্বারে হরীণাং তু কোটিং কোটিং ন্যবেশয়ৎ।
পশ্চিমেন তু রামস্য সুষেণঃ সহজাম্ববান্ ॥ ৪৪
অদূরান্মধ্যমে গুল্মে তস্থৌ বহুবলানুগঃ।
তে তু বানরশার্দ্দূলাঃ শার্দ্দূলা ইব দংষ্ট্রিণঃ।
গৃহীত্বা দ্রুমশৈলাগ্রান্ হৃষ্টা যুদ্ধায় তস্থিরে ॥ ৪৫
সর্ব্বে বিকৃতলাঙ্গুলাঃ সর্ব্বে দংষ্ট্রানখায়ুধাঃ।
সর্ব্বে বিকৃতচিত্রাঙ্গাঃ সর্ব্বে চ বিকৃতাননাঃ ॥ ৪৬
দশনাগবলাঃ কেচিৎ কেচিদ্দশগুণোত্তরাঃ।
কেচিন্নাগসহস্রস্য বভূবুস্তুল্যবিক্রমাঃ ॥ ৪৭
সন্তি চৌঘবলাঃ কেচিৎ কেচিচ্ছতগুণোত্তরাঃ।
অপ্রমেয়বলাশ্চান্যে তত্রাসন্ হরিযূথপাঃ ॥ ৪৮
অদ্ভুতশ্চ বিচিত্রশ্চ তেষামাসীৎ সমাগমঃ।
তত্র বানরসৈন্যানাং শলভানামিবোদ্গমঃ ॥ ৪৯
পরিপূর্ণমিবাকাশং পূর্ণেব চ মেদিনী।
লঙ্কামুপনিবিষ্টৈশ্চ সম্পতদ্ভিশ্চ বানরৈঃ ॥ ৫০
শতং শতসহস্রাণাং পৃতনর্ক্ষবনৌকসাম্।
লঙ্কাদ্বারাণ্যুপাজগ্মুরন্যে যোদ্ধুং সমন্ততঃ ॥ ৫১
আবৃতঃ স গিরিঃ সর্ব্বৈস্তৈঃ সমন্তাৎ প্লবঙ্গমৈঃ।
অযুতানাং সহস্রঞ্চ পুরীং তামভ্যবর্ত্তত ॥ ৫২

রক্ষা করিতে লাগিলেন। যে দ্বারে রাবণ অবস্থান করিতেছেন,—"রাম ভিন্ন অপর কেহই সে দ্বার রক্ষা করিতে সমর্থ হইবে না"—এই বিবেচনা করিয়াই বীর দাশরথি ধনুর্ব্বাণহস্তে উত্তর দ্বার অবরোধ করিলেন। ৩০—৩৫। বরুণাধিষ্ঠিত মহাসাগরের ন্যায় এবং দানবদল-রক্ষিত পাতালপুরীর ন্যায়,—সশস্ত্র ভীমরূপ রাক্ষসগণকর্ত্তৃক সর্ব্বতোভাবে রক্ষিত,—সেই রাবণাধিষ্ঠিত উত্তর দ্বার দর্শন করিলে, সামান্য বলশালী ব্যক্তিগণের নিরতিশয় ভয় উপস্থিত হইয়া থাকে। বানরগণ তথায় গিয়া রাক্ষসযোধগণের বহুবিধ অস্ত্র ও কবচ সকল দেখিল। বানরসেনাপতি বীর্য্যবান্ নীল,—মৈন্দ ও দ্বিবিদের সহিত পূর্ব্বদ্বারে উপস্থিত হইয়া, তথায় অবস্থান করিতে লাগিলেন। মহাবল অঙ্গদ,—ঋষভ, গজ ও গবাক্ষের সহিত পূর্ব্বদ্বার অবরোধ করিলেন। কপিবর মহাবল হনমান্—প্রমাথ, প্রঘস ও অপর বীরগণদ্বারা পরিবেষ্টিত হইয়া পশ্চিমদ্বার রক্ষা করিতে লাগিলেন। স্বয়ং সুগ্রীব,—গরুড় ও পবনতুল্য বানরশ্রেষ্ঠগণের সহিত মধ্যম 'গুল্মে' অবস্থান করিতে লাগিলেন। ছত্রিশকোটি বানরযূথপতি, সুগ্রীবের নিকটে অবস্থানপূর্ব্বক লঙ্কাপুরী পীড়ন করিতে লাগিল। রামের আদেশ অনুসারে লক্ষ্মণ ও বিভীষণ, প্রতিদ্বারে কোটি কোটি বানরসেনা সন্নিবেশিত করিলেন। যে স্থানে রঘুনন্দন রামচন্দ্র অবস্থান করিতেছিলেন, তাহার অব্যবহিত পশ্চিমে এবং মধ্যম 'গুল্মের' সন্নিকটেই সুষেণ ও জাম্ববান্ সসৈন্যে অবস্থান করিতে লাগিলেন। এইরূপে তীক্ষ্ণদন্ত শার্দ্দূলগণতুল্য সেই বানর-শার্দ্দূলগণ বৃক্ষ ও শৈলাগ্র সকল লইয়া হৃষ্টচিত্তে যুদ্ধের নিমিত্ত উদ্‌যোগী হইল। ৩৬—৪৫। নখ ও দন্তরূপ অস্ত্রযুক্ত ও বিচিত্রদেহ সেই বানরগণ ক্রোধভরে লাঙ্গুলতাড়ন, অঙ্গসঞ্চালন ও মুখভঙ্গী প্রকাশ করিতেছিল। বানরগণের মধ্যে কেহ দশ, কেহ শত এবং কেহ বা সহস্র হস্তীর তুল্য বলশালী। তাহাদের মধ্যে কেহ বা অসংখ্য এবং কেহ বা তদপেক্ষা বহুসংখ্যক হস্তীর ন্যায় বলশালী। তন্মধ্যে কাহারও কাহারও বলের তুলনা ছিল না। তথায় পঙ্গপালের ন্যায় অসংখ্য-বানরসমাগম অতি বিচিত্র এবং অতি অদ্ভুত হইয়াছিল। লঙ্কামধ্যে উপবিষ্ট বানরগণ দ্বারা তত্রত্য ভূভাগ এবং উৎপতিত বানরগণ দ্বারা আকাশ সম্পূর্ণরূপে পূর্ণ হইয়াছিল। ৪৬—৫০। এইরূপে আরও কোটি কোটি ভল্লুকবানরসৈন্য যুদ্ধাশয়ে চতুর্দ্দিক হইতে লঙ্কাদ্বারে আসিয়া উপস্থিত হইল। ক্রমে সহস্র অযুত বানর আসিয়া সেইপুরী আক্রমণ করিল।

বানরৈর্ব্বলিভিশ্চ বজ্রবৃক্ষমপাণিভিঃ ।
সর্ব্বতঃ সংবৃতা লঙ্কা দুষ্প্রবেশাপি বায়ুনা ॥ ৫৩
রাক্ষসা বিস্ময়ং জগ্মুঃ সহসাভিনিপীড়িতাঃ ।
বানরৈর্মেঘসঙ্কাশৈঃ শক্রতুল্যপরাক্রমৈঃ ॥ ৫৪
মহাঞ্ছব্দোহভবত্তত্র বলৌঘস্যাভিবর্ত্ততঃ ।
সাগরস্যেব ভিন্নস্য যথা স্যাৎ সলিলস্বনঃ ॥ ৫৫
তেন শব্দেন মহতা সপ্রাকারা সতোরণা ।
লঙ্কা প্রচলিতা সর্ব্বা সশৈলবনকাননা ॥ ৫৬
রামলক্ষ্মণগুপ্তা সা সুগ্রীবেণ চ বাহিনী ।
বভূব দুর্দ্ধর্ষতরা সর্ব্বৈরপি সুরাসুরৈঃ ॥ ৫৭
রাঘবঃ সন্নিবেশ্যৈব স্বসৈন্যং রক্ষসাং বধে ।
সংমন্ত্র্য মন্ত্রিভিঃ সার্দ্ধং নিশ্চিত্য চ পুনঃ পুনঃ ॥ ৫৮
আনন্তর্য্যমভিপ্রেপ্সুঃ ক্রমযোগার্থতত্ত্ববিৎ ।
বিভীষণস্যানুমতে রাজধর্ম্মমনুস্মরন্ ॥ ৫৯
অঙ্গদং বালিতনয়ং সমাহূয়েদমব্রবীৎ ।
গত্বা সৌম্য দশগ্রীবং ব্রূহি মদ্বচনাৎ কপে ॥ ৬০
লঙ্ঘয়িত্বা পুরীং লঙ্কাং ভয়ং ত্যক্ত্বা গতব্যথঃ ।
ভ্রষ্টশ্রীকং গতৈশ্বর্য্যং মুমূর্ষুং নষ্টচেতনম্ ॥ ৬১

ঋষীণাং দেবতানাঞ্চ গন্ধর্ব্বাপ্সরসাং তথা ।
নাগানামথ যক্ষাণাং রাজ্ঞাঞ্চ রজনীচর ॥ ৬২
যচ্চ পাপং কৃতং মোহাদবলিপ্তেন রাক্ষস ।
নন্বিদানীং গতো দর্পঃ স্বয়ম্ভুবরদানজঃ ॥ ৬৩
যস্য দণ্ডধরস্তেঽহং দারাহরণকর্শিতঃ ।
দণ্ডং ধারয়মাণস্তু লঙ্কাদ্বারে ব্যবস্থিতঃ ॥ ৬৪
পদবীং দেবতানাঞ্চ মহর্ষীণাঞ্চ রাক্ষস ।
রাজর্ষীণাঞ্চ সর্ব্বেষাং গমিষ্যসি যুধি স্থিরঃ ॥ ৬৫
বলেন যেন বৈ সীতাং মায়য়া রাক্ষসাধম ।
মামতিক্রময়িত্বা ত্বং হৃতবাংস্তন্নিদর্শয় ॥ ৬৬
অরাক্ষসমিমং লোকং কর্ত্তাস্মি নিশিতৈঃ শরৈঃ ।
ন চেচ্ছরণমভ্যেষি তামাদায় তু মৈথিলীম্ ॥ ৬৭
ধর্ম্মাত্মা রাক্ষসশ্রেষ্ঠঃ সম্প্রাপ্তোঽয়ং বিভীষণঃ ।
লঙ্কৈশ্বর্য্যমিদং শ্রীমান্ ধ্রুবং প্রাপ্নোত্যকণ্টকম্ ॥ ৬৮
ন হি রাজ্যমধর্ম্মেণ ভোক্তুং ক্ষণমপি ত্বয়া ।
শক্যং মূর্খসহায়েন পাপেনাবিদিতাত্মনা ॥ ৬৯
যুধ্যস্ব মা ধৃতিং কৃত্বা শৌর্য্যমালম্ব্য রাক্ষস ।

যাহার উপরে লঙ্কাপুরী অবস্থিতা, সেই ত্রিকূট পর্ব্বত, তখন চতুর্দ্দিকে কেবল বানরে পরিপূর্ণ বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। লঙ্কানগরী যখন বানরগণকর্ত্তৃক সর্ব্বতোভাবে পরিবেষ্টিতা হইলে, তখন বায়ুরও প্রবেশেরও স্থান থাকিল না। মেঘসদৃশ এবং ইন্দ্রতুল্য পরাক্রমশালী বানরগণকর্ত্তৃক নিপীড়িত হইয়া রাক্ষসগণ অত্যন্ত বিস্মিত হইল। সেই সময় সমুদ্রের জলনিধির জলকল্লোলের ন্যায়, সেই সেনাসমূহের সুমহৎ কোলাহলধ্বনি, আকাশ ভেদ করিয়া উত্থিত হইল। সেই সুমহৎ শব্দে লঙ্কাদ্বীপ বারংবার কাঁপিতে লাগিল। অধিক কি, তৎকালে শৈল, বন কানন, প্রাকার ও তোরণের সহিত রাম, লক্ষ্মণ ও সুগ্রীবরক্ষিত সেই বানরবাহিনীকে সুর ও অসুরগণেরও দুর্দ্ধর্ষ বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। ৫১—৫৭। পরে সামাদি-প্রয়োগ-সমর্থ রঘুনন্দন এইরূপে সেনাসকলকে সন্নিবেশিত করিয়া, রাজধর্ম্মের শাসন স্মরণ করিলেন। তৎপরে কি কর্ত্তব্য, তাহা সম্পন্ন করিবার নিমিত্ত, বিভীষণ এবং অপর মন্ত্রিগণের সহিত বারংবার মন্ত্রণা করিয়া বালিনন্দন অঙ্গদকে আহ্বানপূর্ব্বক বলিলেন,—“হে সৌম্য কপে! তুমি আমার আদেশানুসারে নির্ভয়ে এবং হৃষ্টচিত্তে প্রাচীর উল্লঙ্ঘনপূর্ব্বক লঙ্কাপুরমধ্যে প্রবেশ করিয়া সেই শ্রীভ্রষ্ট, গতৈশ্বর্য্য, মুমূর্ষু এবং নষ্টচেতন দশাননকে আমার এই কথাগুলি বলিয়া আইস,—‘রে রজনীচর! তুমি এতকাল মোহ ও দর্পের বশীভূত হইয়া, দেবতা, ঋষি, গন্ধর্ব্ব, নাগ, যক্ষ, ভূপতি ও অপ্সরোগণের পীড়াকর যে সকল কর্ম্ম করিয়াছ, এক্ষণে তাহার নিদারুণ পরিণাম উপস্থিত হইয়াছে। ৫৮—৬৩। রে রাক্ষস! যখন আমি, স্ত্রী-হরণরূপ নিদারুণ কর্ম্মে একান্ত ব্যথিত-চিত্ত হইয়া, তোমার বধসাধন-বাসনায়, দণ্ডপাণি যমের তুল্য দণ্ডধারণপূর্ব্বক লঙ্কার দ্বারদেশে অবস্থান করিলাম, তখন নিশ্চয়ই তোমার পিতামহ-বর-সম্ভূত দর্প অদ্য চূর্ণ হইল। রে নিশাচর! তুমি রণভূমিতে আমাকর্ত্তৃক হত হইয়া দেবতা, মহর্ষি ও রাজর্ষিগণের ন্যায়, পুণ্যলোকে বসতি লাভ করিবে। রে রাক্ষসাধম! তুমি যে বল ও মায়াবলে আমাকে কুটীর হইতে অপসারিত করিয়া সীতাকে চুরি করিয়াছ, এক্ষণে সেই বল ও মায়া দেখাও। যদি তুমি সীতাকে লইয়া আমার নিকটে উপস্থিত হইয়া শরণাগত না হও, তাহা হইলে আমি তীক্ষ্ণশরসমূহ দ্বারা সমগ্র ভূমণ্ডলকে রাক্ষসশূন্য করিয়া, এই সমাগত শ্রীমান্ ধর্ম্মাত্মা রাক্ষসশ্রেষ্ঠ বিভীষণকে এই নিষ্কণ্টক লঙ্কারাজ্য এবং ইহার সমস্ত আধিপত্য প্রদান করিব। তুমি যেরূপ পাপাচারী ও সৎ এবং অসদ্‌বিবেক-বিহীন, তাহাতে এরূপ অধর্ম্মাচরণ করিয়া কয়েক জন মূর্খ মন্ত্রীর সাহায্যে আর অধিকদিন রাজ্য ভোগ করিতে পারিবে না।

মচ্ছরৈস্ত্বং রণে শান্তস্ততঃ পূতো ভবিষ্যসি ॥ ৭০
যদ্যাবিশসি লোকাংস্ত্রীন্ পক্ষিভূতো নিশাচর।
মম চক্ষুষ্পথং প্রাপ্য ন জীবন্ প্রতিযাস্যসি ॥ ৭১
ব্রবীমি ত্বাং হিতং বাক্যং ক্রিয়তামৌর্দ্ধদেহিকম্।
সুদৃষ্টা ক্রিয়তাং লঙ্কা জীবিতং তে ময়ি স্থিতম্ ॥ ৭২
ইত্যুক্তঃ স তু তারেয়ো রামেণাক্লিষ্টকর্ম্মণা।
জগামাকাশমাবিশ্য মূর্ত্তিমানিব হব্যবাট্ ॥ ৭৩
সোঽতিপত্য মুহূর্ত্তেন শ্রীমান্ রাবণমন্দিরম্।
দদর্শাসীনমব্যগ্রং রাবণং সচিবৈঃ সহ ॥ ৭৪
ততস্তস্যাবিদূরেণ নিপত্য হরিপুঙ্গবঃ
দীপ্তাগ্নিসদৃশস্তস্থাবঙ্গদঃ কনকাঙ্গদঃ ॥ ৭৫
তদ্রামবচনং সর্ব্বমন্যূনাধিকমুত্তমম্।
সামাত্যং শ্রাবয়ামাস নিবেদ্যাত্মানমাত্মনা ॥ ৭৬
দূতোঽহং কোশলেন্দ্রস্য রামস্যাক্লিষ্টকর্ম্মণঃ।
বালিপুত্রোঽঙ্গদো নাম যদি তে শ্রোত্রমাগতঃ ॥ ৭৭
আহ ত্বাং রাঘবো রামঃ কৌসল্যানন্দবর্দ্ধনঃ।
নিষ্পত্য প্রতিযুধ্যস্ব নৃশংস পুরুষো ভব ॥ ৭৮
হন্তাস্মি ত্বাং সহামাত্যং সপুত্রজ্ঞাতিবান্ধবম্।
নিরুদ্বিগ্নাস্ত্রয়ো লোকা ভবিষ্যন্তি হতে ত্বয়ি ॥ ৭৯
দেবদানবযক্ষাণাং গন্ধর্ব্বোরগরক্ষসাম্।
শত্রুমদ্যোদ্ধরিষ্যামি ত্বামৃষীণাঞ্চ কণ্টকম্ ॥ ৮০
বিভীষণস্য চৈশ্বর্য্যং ভবিষ্যতি হতে ত্বয়ি।
ন চেৎ সৎকৃত্য বৈদেহীং প্রণিপত্য প্রদাস্যসি ॥ ৮১
ইত্যেবং পরুষং বাক্যং ব্রুবাণে হরিপুঙ্গবে।
অমর্ষবশমাপন্নো নিশাচরগণেশ্বরঃ ॥ ৮২
ততঃ স রোষমাপন্নঃ শশাস সচিবাংস্তদা।
গৃহ্যতামিতি দুর্ম্মেধা বধ্যতামিতি চাসকৃৎ ॥ ৮৩
রাবণস্য বচঃ শ্রুত্বা দীপ্তাগ্নিমিব তেজসা।
জগৃহুস্তং ততো ঘোরাশ্চত্বারো রজনীচরাঃ ॥ ৮৪
গ্রাহয়ামাস তারেয়ঃ স্বয়মাত্মানমাত্মবান্।
বলং দর্শয়িতুং বীরো যাতুধানগণে তদা ॥ ৮৫
স তান্ বাহুদ্বয়াসক্তানাদায় পতগানিব।
প্রাসাদং শৈলসঙ্কাশমুৎপপাতাঙ্গদস্তদা ॥ ৮৬

৬৪—৬৯। হে রাক্ষস! যদি আমার শরণাগত হওয়া তোমার অভিপ্রেত না হয়, তবে ধৈর্য্য এবং শৌর্য্য অবলম্বন করত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হও। যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলে, রণভূমিতে আমার বিক্ষিপ্ত শরসমূহ দ্বারা তোমার দেহ পবিত্র হইবে। এবং তুমি অদ্যপি যে সকল পাপকার্য্য করিয়াছ, তাহা হইতে মুক্তি লাভ করিবে। রে নিশাচর! তুমি যদি পক্ষিরূপ ধারণ করিয়া, ত্রিলোকমধ্যে পরিভ্রমণ কর, তথাপি আমার দৃষ্টিপথ অতিক্রম অথবা আপন প্রাণ রক্ষা করিতে সমর্থ হইবে না, সম্প্রতি তোমার প্রাণ আমার হস্তেই রহিয়াছে। অতএব তোমার মঙ্গলের নিমিত্তই বলিতেছি, তুমি পরলোকে সদ্গতি-লাভের নিমিত্ত দানাদি আচরণ কর; এবং লঙ্কানগরীকে জন্মের মত ভাল করিয়া দেখিয়া লও"। ৭০—৭২। অক্লিষ্টকর্ম্মা রঘুনন্দনকর্ত্তৃক এইরূপে উক্ত হইয়া, তারাতনয় অঙ্গদ, মূর্ত্তিমান্ অগ্নির ন্যায়, আকাশ দিয়া যাইতে লাগিলেন। পরে মুহূর্ত্তকালমধ্যে তিনি রাবণমন্দিরে উপস্থিত হইয়া মন্ত্রিগণের সহিত ধীরভাবে সমাসীন রাবণকে দেখিলেন। তৎপরে কনকাঙ্গদ-ভূষিত, প্রজ্বলিত অগ্নিতুল্য বানরশ্রেষ্ঠ অঙ্গদ, রাবণের নিকটে নিপতিত হইয়া, স্বয়ং আপনার নাম কীর্ত্তনপূর্ব্বক মন্ত্রিগণসহ অবস্থিত রাবণকে সেই রামকথিত বাক্য সকল যথোক্তপ্রকারে বলিতে লাগিলেন। অঙ্গদ কহিলেন,—"বোধ হয় আমার নাম শুনিয়া থাকিবে। আমি বালিনন্দন। আমার নাম অঙ্গদ। সম্প্রতি অক্লিষ্টকর্ম্মা অযোধ্যাপতি রামের দূত হইয়া তোমার নিকটে আসিয়াছি। ৭৩—৭৭। কৌসল্যানন্দবর্দ্ধন রঘুনন্দন রামচন্দ্র তোমাকে বলিয়াছেন;—'রে নৃশংস! তুই পুর হইতে বাহির হইয়া, আমার সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া নিজ পুরুষকার দেখা; আমি,—পুত্র, জ্ঞাতি ও বান্ধবগণের সহিত তোকে বধ করিব। রাবণ! তুই নিহত হইলে ত্রিভুবনের উদ্বেগ দূর হইবে। আমি তোকে মারিয়া দেব, দানব, যক্ষ, গন্ধর্ব্ব, উরগ, রাক্ষস এবং ঋষিগণের কণ্টক উদ্ধার করিব। তুই যদি আমার পদানত হইয়া মানে মানে আমার সীতাকে না দিস্, তাহা হইলে নিশ্চয়ই মরিবি এবং তোর সমস্ত ঐশ্বর্য্য বিভীষণের হইবে।" ৭৮—৮১। বানরশ্রেষ্ঠ অঙ্গদ এই কথা বলিলে, রাক্ষসেশ্বর রাবণ সাতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া, পার্শ্ববর্ত্তী মন্ত্রিগণকে কহিলেন, "এই দুর্ব্বুদ্ধিকে বন্ধন কর এবং এই মুহূর্ত্তেই ইহার প্রাণ নষ্ট কর।" রাবণের কথা শুনিয়া ভীষণকায় চারিজন রাক্ষস সেই জ্বলন্ত বহ্নিসম অঙ্গদকে বাঁধিতে প্রবৃত্ত হইল। বীরবর বুদ্ধিমান্ তারাতনয় সামর্থ্য থাকিতেও, রাক্ষসগণকে স্বীয় বল দেখাইবার নিমিত্ত স্বয়ংই তাহাদের বশীভূত হইলেন, রাক্ষসগণ অঙ্গদকে বন্ধন করিতে প্রবৃত্ত হইলে অঙ্গদ সহসা পর্ব্বতের ন্যায় প্রাসাদোপরি লাফাইয়া উঠিলেন; তৎকালে যাহারা বাঁধিবার জন্য তাঁহার বাহুদ্বয় ধরিয়াছিল। তাহারা তাঁহার

তস্যোৎপতনবেগেন নিধূতাস্তত্র রাক্ষসাঃ।
ভূমৌ নিপতিতাঃ সর্ব্বে রাক্ষসেন্দ্রস্য পশ্যতঃ ॥ ৮৭
ততঃ প্রাসাদশিখরং শৈলশৃঙ্গমিবোন্নতম্।
চক্রাম রাক্ষসেন্দ্রস্য বালিপুত্রঃ প্রতাপবান্ ॥ ৮৮
তৎ পফাল তদাক্রান্তং দশগ্রীবস্য পশ্যতঃ।
পুরা হিমবতঃ শৃঙ্গং বজ্রেণেব বিদারিতম্ ॥ ৮৯
ভঙ্‌ক্ত্বা প্রাসাদশিখরং নাম বিশ্রাব্য চাত্মনঃ।
বিনদ্য সুমহানাদমুৎপপাত বিহায়সা ॥ ৯০
ব্যথয়ন্ রাক্ষসান্ সর্ব্বান হর্ষয়ংশ্চাপি বানরান্।
স বানরাণাং মধ্যে তু রামপার্শ্বমুপাগতঃ ॥ ৯১
রাবণস্তু পরং চক্রে ক্রোধং প্রাসাদধর্ষণাৎ।
বিনাশকাত্মনঃ পশ্যন্নিশ্বাসপরমোঽভবৎ ॥ ৯২
রামস্তু বহুভিৰ্হৃষ্টৈর্নিনদদ্ভিঃ প্লবঙ্গমৈঃ।
বৃতো রিপুবধাকাঙ্ক্ষী যুদ্ধায়ৈবাভিবর্ত্তত ॥ ৯৩
সুষেণস্তু মহাবীর্য্যো গিরিকূটোপমো হরিঃ।
বহুভিঃ সংবৃতস্তত্র বানরৈঃ কামরূপিভিঃ ॥ ৯৪
স তু দ্বারাণি সংযম্য সুগ্রীববচনাৎ কপিঃ।
পর্য্যক্রামত দুর্দ্ধর্ষো নক্ষত্রাণীব চন্দ্রমাঃ ॥ ৯৫
তেষামক্ষৌহিণীশতং সমবেক্ষ্য বনৌকসাম্।
লঙ্কামুপনিবিষ্টানাং সাগরঞ্চাভিবর্ত্ততাম্ ॥ ৯৬
রাক্ষসা বিস্ময়ং জগ্মুস্ত্রাসং জগ্মুস্তথাপরে।
অপরে সমরে হর্ষাদ্ধর্ষমেবোপপেদিরে ॥ ৯৭
কৃৎস্নং হি কপিভির্ব্যাপ্তং প্রাকারপরিখান্তরম্।
দদৃশূ রাক্ষসা দীনাঃ প্রাকারং বানরীকৃতম্ ॥ ৯৮
হাহাকারমকুর্ব্বস্ত রাক্ষসা ভয়মাগতাঃ। ৯৯

তস্মিন্মহাভীষণকে প্রবৃত্তে
কোলাহলে রাক্ষসরাজযোধাঃ।
প্রগৃহ্য রক্ষাংসি মহায়ুধানি
যুগান্তবাতা ইব সংবিচেরুঃ ॥ ১০০

ইতি লঙ্কাকাণ্ডে একচত্বারিংশঃ সর্গঃ ॥ ৪১

দ্বিচত্বারিংশঃ সর্গঃ।

ততস্তে রাক্ষসাস্তত্র গত্বা রাবণমন্দিরম্।
ন্যবেদয়ন্ পুরীং রুদ্ধাং রামেণ সহ বানরৈঃ ॥ ১
রুদ্ধাং তু নগরীং শ্রুত্বা জাতক্রোধো নিশাচরঃ।
বিধানং দ্বিগুণং কৃত্বা প্রাসাদঞ্চাপ্যরোহত ॥ ২
স দদর্শাবৃতাং লঙ্কাং সশৈলবনকাননাম্।
অসংখ্যেয়ৈর্হরিগণৈঃ সর্ব্বতো যুদ্ধকাঙ্ক্ষিভিঃ ॥ ৩
স দৃষ্ট্বা বানরৈঃ সর্ব্বৈর্বসুধাং কপিলীকৃতাম্।

বাহুদ্বয়ে পক্ষীর ন্যায় ঝুলিতে লাগিল। তাঁহার উৎপতনবেগে বিচলিত হইয়া, রাক্ষসগণ রাক্ষসরাজ রাবণের সম্মুখেই ভূমিতলে পড়িয়া গেল। পরে বালিনন্দন প্রতাপশালী অঙ্গদ, গিরিশৃঙ্গতুল্য সেই প্রাসাদশিখরে উপনীত হইয়া, তাহাতে এরূপ পদাঘাত করিলেন যে, তাহা বজ্রাঘাতে হিমালয়শৃঙ্গের ন্যায় ভগ্ন হইল, এবং দশাননের সম্মুখেই ভূতলশায়ী হইল। এইরূপে অঙ্গদ প্রাসাদশিখর ভগ্ন করিয়া, বারংবার আপনার নাম কীর্ত্তনপূর্ব্বক, বিকট সিংহনাদ করিতে করিতে আকাশপথে উঠিলেন এবং রাক্ষসগণের ব্যথা ও বানরগণের হর্ষ উৎপাদন করিতে করিতে বানরমধ্যস্থিত রামের পার্শ্বে উপনীত হইলেন। ৮২—৯১। প্রাসাদ ভগ্ন হওয়ায় রাবণ সাতিশয় ক্রুদ্ধ হইলেন। তিনি রামদূতের বল এবং আপনার ভাবী বিনাশের বিষয় চিন্তা করিয়া, বারংবার দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিতে লাগিলেন। এদিকে রামও বলবান্ বানরগণে পরিবেষ্টিত হইয়া শত্রুবিনাশের জন্য যুদ্ধেই মনোনিবেশ করিলেন। গিরিকূটতুল্য মহাবীর্য্য দুর্দ্ধর্ষ সুষেণ,—সুগ্রীবের আজ্ঞা অনুসারে কামরূপী বানরগণে পরিবৃত হইয়া, চন্দ্র যেরূপ অশ্বিনী প্রভৃতি নক্ষত্রনিচয়ে গমন করেন, সেইরূপ সকল দ্বারেই বিচরণ করিতে লাগিলেন। লঙ্কামধ্যে সাগরসীমা পর্য্যন্ত উপনিবিষ্ট সেই অসংখ্য অক্ষৌহিণীপরিমিত বানরসৈন্য দেখিয়া রাক্ষসগণের মধ্যে কেহ বিস্মিত, কেহ ভীত এবং কেহ বা রণোৎসাহে মত্ত হইয়া অত্যন্ত আনন্দিত হইল। কোন কোন রাক্ষস, প্রাচীরোপরি উঠিয়া, প্রাচীর এবং পরিখা সকলকেও বানরগণে পরিপূর্ণ দেখিয়া, ভয়ে হাহাকার করিতে লাগিল। এইরূপ অতিভীষণ কোলাহল আরম্ভ হইলে, রাক্ষসগণ অস্ত্রশস্ত্র লইয়া প্রলয়-বায়ুর ন্যায়, রাক্ষস-রাজের রাজধানীর চতুর্দ্দিকে পরিভ্রমণ করিতে লাগিল। ৯২—১০০।

দ্বিচত্বারিংশ সর্গ।

এদিকে রাক্ষসগণ রাবণমন্দিরে গমন করিয়া, বানরগণের সহিত রামচন্দ্রের লঙ্কারোধের কথা নিবেদন করিল। তাহা শুনিয়া নিশাচরপতি রাবণ, দ্বাররক্ষার্থ দ্বিগুণ সৈন্য নিয়োগ করিয়া, স্বয়ং রাজ-অট্টালিকার উপর উঠিলেন। পরে রাবণ, অসংখ্য বানরগণে পরিবেষ্টিতা শৈল, বন এবং কাননশালিনী লঙ্কার দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া দেখিলেন, সর্ব্বত্র বানরগণ সন্নিবিষ্ট হই-

এবং রূপস্থিতয়োঃ স্মারিতি চিন্তাপরোঽভবৎ ॥ ৪
স চিন্তয়িত্বা সুচিরং ধৈর্য্যমালম্ব্য রাবণঃ।
রাঘবৌ হরিযূথাংশ্চ দদর্শায়তলোচনঃ ॥ ৫
রাঘবঃ সহ সৈন্যেন মুদিতো নাম পুপ্লুবে।
লঙ্কাং দদর্শ গুপ্তাং বৈ সর্ব্বতো রাক্ষসৈর্বৃতাম্ ॥ ৬
দৃষ্ট্বা দাশরথির্লঙ্কাং চিত্রধ্বজপতাকিনীম্।
জগাম মনসা সীতাং দূয়মানেন চেতসা ॥ ৭
অত্র সা মৃগশাবাক্ষী মৎকৃতে জনকাত্মজা।
পীড্যতে শোকসন্তপ্তা কৃশা স্থণ্ডিলশায়িনী ॥ ৮
নিপীড্যমানাং ধর্ম্মাত্মা বৈদেহীমনুচিন্তয়ন্।
ক্ষিপ্রমাজ্ঞাপয়দ্রামো বানরান্ দ্বিষতাং বধে ॥ ৯
এবমুক্তে তু বচসি রামেণাক্লিষ্টকর্ম্মণা।
সঙ্ঘর্ষমাণাঃ প্লবগাঃ সিংহনাদৈরপূরয়ন্ ॥ ১০
শিখরৈর্বিকিরামৈতাং লঙ্কাং মুষ্টিভিরেব বা।
ইতি স্ম দধিরে সর্ব্বে মনাংসি হরিযূথপাঃ ॥ ১১
উদ্যম্য গিরিশৃঙ্গাণি মহান্তি শিখরাণি চ।
তরূংশ্চোৎপাট্য বিবিধাংস্তিষ্ঠন্তি হরিযূথপাঃ ॥ ১২
প্রেক্ষতো রাক্ষসেন্দ্রস্য তান্যনীকানি ভাগশঃ।
রাঘবপ্রিয়কামার্থং লঙ্কামারুরুহুস্তদা ॥ ১৩
তে তাম্রবক্ত্রা হেমাভা রামার্থে ত্যক্তজীবিতাঃ।
লঙ্কামেবাভ্যবর্ত্তন্ত শালভূধরযোধিনঃ ॥ ১৪
তেদ্রুমৈঃ পর্ব্বতাগ্রৈশ্চ মুষ্টিভিশ্চ প্লবঙ্গমাঃ।
প্রাকারাগ্রাণ্যসংখ্যানি মমন্থুস্তোরণানি চ ॥ ১৫
পরিখাঃ পূরয়ন্তশ্চ প্রসন্নসলিলাশয়ান্।
পাংশুভিঃ পর্ব্বতাগ্রৈশ্চ তৃণৈঃ কাষ্ঠৈশ্চ বানরাঃ ॥ ১৬
ততঃ সহস্রযূথাশ্চ কোটিযূথাশ্চ যূথপাঃ।
কোটিযূথশতাশ্চান্যে লঙ্কামারুরুহুস্তদা ॥ ১৭
কাঞ্চনানি প্রমর্দ্দন্তস্তোরণানি প্লবঙ্গমাঃ।
কৈলাসশিখরাগ্রাণি গোপুরাণি প্রমথ্য চ ॥ ১৮
আপ্লবন্তঃ প্লবন্তশ্চ গর্জ্জন্তশ্চ প্লবঙ্গমাঃ।
লঙ্কাং তামভিধাবন্তি মহাবারণসন্নিভাঃ ॥ ১৯
জয়ত্যতিবলো রামো লক্ষ্মণশ্চ মহাবলঃ।
রাজা জয়তি সুগ্রীবো রাঘবেণাভিপালিতঃ ॥ ২০
ইত্যেবং ঘোষয়ন্তশ্চ গর্জ্জন্তশ্চ প্লবঙ্গমাঃ।
অভ্যধাবন্ত লঙ্কায়াঃ প্রাকারং কামরূপিণঃ ॥ ২১
বীরবাহুঃ সুবাহুশ্চ নলশ্চ পনসস্তথা।
নিপীড্যোপনিবিষ্টাস্তে প্রাকারং হরিযূথপাঃ।
এতস্মিন্নন্তরে চক্রুঃ স্কন্ধাবারনিবেশনম্ ॥ ২২

যাছে। তাহাতে তথাকার ভূভাগ কপিলবর্ণ হইয়াছে। সেই সময় তাহার মনে 'কি উপায়ে বানরগণকে বিনষ্ট করিব' এই চিন্তাই প্রবল হইয়া উঠিল বিশাল-লোচন রাবণ, বহুক্ষণ এইরূপ চিন্তা করত ধৈর্য্যাব-লম্বন করিয়া রঘুনন্দন রামচন্দ্র লক্ষ্মণ, ও বানরগণকে দেখিতে লাগিলেন। ১—৫। এখানে রাঘব, সসৈন্যে প্রাচীরসন্নিহিত হইয়া, রাক্ষসপরিবৃত সুরক্ষিত লঙ্কা-নগরী দেখিতে লাগিলেন। কিন্তু সেই বিচিত্র ধ্বজ-পতাকাশালিনী লঙ্কাপুরী দেখিয়া মনোমধ্যে সীতাকে চিন্তা করিয়া ক্ষুব্ধহৃদয়ে কহিলেন,—"হায়! এইস্থ সেই সেই বালমৃগ-নয়না কৃশাঙ্গী জানকী, আমার নিমিত্ত পীড়িত এবং শোকসন্তপ্ত হইয়া ভূমিতলে শয়ন করিয়া আছেন। ধর্ম্মাত্মা রামচন্দ্র এইরূপে ক্ষণকাল রাবণ-নিপীড়িতা বৈদেহীর বিষয় চিন্তা করত বানরগণকে শীঘ্র যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইতে আজ্ঞা করিলেন। ৬—৯। অক্লিষ্ট-কর্ম্মা রামচন্দ্র এইরূপ বলিলে বানরগণ, সকলেই সমকালে অগ্রগামী হইবার নিমিত্ত সিংহনাদে চারি-দিক্ পরিপূর্ণ করিল। সেই সময় সেই বানরদলপতিগণ সকলেই এইরূপ মনে করিতে লাগিল, 'আমরা পর্ব্বত-শৃঙ্গ সকল নিক্ষেপ করিয়া, এই লঙ্কানগরী বিদীর্ণ করিব অথবা মুষ্টিপ্রহারেই ইহাকে চূর্ণ করিয়া ফেলিব।' তাহারা সকলে ক্ষুদ্র ও বৃহৎ বিবিধ বৃক্ষ উৎপাটন করত রাঘবের মঙ্গল সাধন কামনায় রাক্ষসরাজের সাক্ষাতে একে একে লঙ্কায় আরোহণ করিল। এইরূপে সেই শিলাশাল-যোধী তাম্রমুখ হেমাভ বানরগণ, রামচন্দ্রের নিমিত্ত প্রাণ পর্য্যন্ত বিসর্জ্জন করিতে উদ্যত হইয়া সকলেই লঙ্কাভিমুখে ধাবিত হইল। তাহারা পুরোমধ্যে প্রবেশ করিয়া পর্ব্বতাগ্র এবং মুষ্টিপ্রহার দ্বারা প্রাচীরাগ্র ও অসংখ্য তোরণ ভাঙ্গিয়া ফেলিতে লাগিল। পাংশু, পর্ব্বতাগ্র-তৃণ ও কাষ্ঠ দ্বারা, নির্ম্মলসলিলা পরিখা সকল পরিপূর্ণ করিল। সেই সময় আরও কোটি কোটি বানর লঙ্কামধ্যে প্রবেশ করিয়া, কাঞ্চননির্ম্মিত তোরণ ও তাহার কৈলাসশৃঙ্গের ন্যায় উন্নত অগ্রভাগ সকল ভাঙ্গিতে লাগিল। মহাগজতুল্য অসংখ্য বানর, গর্জ্জন সহকারে উল্লম্ফন করত লঙ্কার চারিদিকে ভ্রমণ করিতে লাগিল। ১০—১৯। কোন কোন কামরূপী বানর সিংহনাদ করত প্রাচীরের উপর আরোহণ-পূর্ব্বক "জয়! মহাবল রাম ও লক্ষ্মণের জয়! রাঘবরক্ষিত বানররাজ সুগ্রীবের জয়" এইরূপ ঘোষণা করত বেগে অগ্রসর হইতে লাগিল। বীরবাহু, সুবাহু, নল ও পনস প্রভৃতি দলপতিগণ সেনাপ্রবেশের নিমিত্ত বাহিরের প্রাচীর ভাঙ্গিয়া পুরমধ্যে প্রবেশ করিল। ইতিমধ্যে বানরসেনাপতিগণ শিবির স্থাপন করিতে

পূর্ব্বদ্বারস্তু কুমুদঃ কোটিভির্দ্দশভির্বৃতঃ।
আবৃত্য বলবাংস্তস্থৌ হরিভির্জিতকাশিভিঃ॥ ২৩
সহায়ার্থে তু তস্যৈব নিবিষ্টঃ প্রঘসো হরিঃ।
পনসশ্চ মহাবাহুর্বানরৈরভিসংবৃতঃ॥ ২৪
দক্ষিণদ্বারমাসাদ্য বীরঃ শতবলিঃ কপিঃ।
আবৃত্য বলবাংস্তস্থৌ বিংশত্যা কোটিভির্বৃতঃ॥ ২৫
সুষেণঃ পশ্চিমদ্বারং গত্বা তারাপিতা বলী।
আবৃত্য বলবাংস্তস্থৌ কোটিকোটিভিরাবৃতঃ॥ ২৬
উত্তরদ্বারমাগম্য রামঃ সৌমিত্রিণা সহ।
আবৃত্য বলবাংস্তস্থৌ সুগ্রীবশ্চ হরীশ্বরঃ॥ ২৭
গোলাঙ্গুলো মহাকায়ো গবাক্ষো ভীমদর্শনঃ।
বৃতঃ কোট্যা মহাবীর্য্যস্তস্থৌ রামস্য পার্শ্বতঃ॥ ২৮
ঋক্ষাণাং ভীমকোপানাং ধূম্রঃ শত্রুনিবর্হণঃ।
বৃতঃ কোট্যা মহাবীর্য্যস্তস্থৌ রামস্য পার্শ্বতঃ॥ ২৯
সন্নদ্ধস্তু মহাবীর্য্যো গদাপাণির্বিভীষণঃ।
বৃতো যত্তৈস্তু সচিবৈস্তস্থৌ যত্র মহাবলঃ॥ ৩০
গজো গবাক্ষো গবয়ঃ শরভো গন্ধমাদনঃ।
সমন্তাৎ পরিধাবন্তো ররক্ষু হরিবাহিনীম্॥ ৩১
ততঃ কোপপরীতাত্মা রাবণো রাক্ষসেশ্বরঃ।
নির্য্যাণং সর্ব্বসৈন্যানাং দ্রুতমাজ্ঞাপয়ত্তদা॥ ৩২
এতচ্ছ্রুত্বা তদা বাক্যং রাবণস্য মুখেরিতম্।
সহসা ভীমনির্ঘোষমুদ্ঘুষ্টং রজনীচরৈঃ॥ ৩৩
ততঃ প্রচোদিতা ভেৰ্য্যশ্চন্দ্রপাণ্ডুরপুষ্করাঃ।
হেমকোণৈরভিহতা রাক্ষসানাং সমন্ততঃ॥ ৩৪
বিনেদুশ্চ মহাঘোষাঃ শঙ্খাঃ শতসহস্রশঃ।
রাক্ষসানাং সুঘোরাণাং মুখমারুতপূরিতাঃ॥ ৩৫
তে বভুঃ শুভনীলাঙ্গাঃ সশঙ্খা রজনীচরাঃ।
বিদ্যুন্মণ্ডলসন্নদ্ধাঃ সবলাকা ইবাম্বুদাঃ॥ ৩৬
নিষ্পতন্তি ততঃ সৈন্যা হৃষ্টা রাবণচোদিতাঃ।
সময়ে পূর্য্যমাণস্য বেগা ইব মহোদধেঃ॥ ৩৭
ততো বানরসৈন্যেন মুক্তো নাদঃ সমন্ততঃ।
মলয়ঃ পূরিতো যেন সসানুপ্রস্থকন্দরঃ॥ ৩৮
শঙ্খদুন্দুভিনির্ঘোষঃ সিংহনাদস্তরস্বিনাম্।
পৃথিবীঞ্চান্তরিক্ষঞ্চ সাগরঞ্চাভ্যনাদয়ৎ॥ ৩৯
গজানাং বৃংহিতৈঃ সার্দ্ধং হয়ানাং হ্রেষিতৈরপি।
রথানাং নেমিনির্ঘোষৈ রক্ষসাং পদনিস্বনৈঃ॥ ৪০
এতস্মিন্নন্তরে ঘোরঃ সংগ্রামঃ সমপদ্যত।
রক্ষসাং বানরাণাঞ্চ যথা দেবাসুরে পুরা॥ ৪১

আরম্ভ করিলেন। ২০—২২। বলবান্ কুমুদ রণবিজয়ী দশকোটি বানরে পরিবেষ্টিত হইয়া, পূর্ব্বদ্বারে সন্নিবিষ্ট হইল। তাহার সাহায্যের নিমিত্ত বানরপরিবেষ্টিত বানরশ্রেষ্ঠ প্রঘস ও মহাবাহু পনস সেই স্থানে সন্নিবেশ স্থাপন করিল। বীরবর বলবান বানর শতবলি, বিংশতিকোটি বানরসেনার সহিত দক্ষিণদ্বারে অবস্থান করিতে লাগিল। তারার পিতা বলবান্ সুষেণ কোটি কোটি বানরগণের সহিত পশ্চিমদ্বারে সন্নিবিষ্ট হইলেন। বলবান্ রামচন্দ্র, লক্ষ্মণ ও বানররাজ সুগ্রীব, উত্তরদ্বারে অবস্থান করিলেন। ভীমদর্শন মহাবীর্য্য মহাকায় গোলাঙ্গুল গবাক্ষ, কোটিসংখ্যক বানরে পরিবেষ্টিত হইয়া রামচন্দ্রের নিকটবর্ত্তী হইলেন। ২৩—২৮। মহাবীর্য্য অরিন্দম ধূম্র কোটিসংখ্যক ভল্লুকে পরিবেষ্টিত হইয়া রামচন্দ্রের নিকটে গমন করিল। বদ্ধসন্নাহ মহাবীর্য্য গদাহস্ত বিভীষণ, মন্ত্রীগণের সহিত মহাবল রামচন্দ্রের নিকটে গেলেন। গজ, গবাক্ষ, গবয়, শরভ ও গন্ধমাদন চারিদিকে পরিভ্রমণ করত বানরসেনাগণকে রক্ষা করিতে লাগিল। নিশাচরপতি রাবণ, এই সকল ব্যাপার অবগত হইয়া অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইলেন এবং স্বীয় সৈন্যগণকে সত্বর যুদ্ধার্থ বহির্গত হইতে আজ্ঞা দিলেন। নিশাচরগণও রাবণের সেই কথা শুনিয়া ভেরীনির্ঘোষের সহিত সর্ব্বত্র তদীয় আজ্ঞা প্রচার করিল। পরে চারিদিক্ হইতে রাক্ষসগণের সুবর্ণ কোণাহত ও চন্দ্রতুল্য-পাণ্ডুরবর্ণ মুখাচ্ছাদন-যুক্ত ভেরী সকল বাজিতে লাগিল। ভীষণকায় রাক্ষসগণের মুখবায়ুপূরিত ঘোরশব্দ শতসহস্র শঙ্খ এককালে নিনাদিত হইয়া উঠিল। রত্নাভরণালঙ্কৃত শুকতুল্য নীলাঙ্গ নিশাচরগণ, শঙ্খ ধারণ করিয়াছে, সেই সময় তাহাদিগকে, বিদ্যুৎমালাবিরাজিত বলাকা-শোভিত মেঘমালার ন্যায়, বোধ হইতে লাগিল। পরে রাক্ষসগণ রাবণের আদেশে, প্রলয়কালে পরিপূর্ণ মহাসাগরের তরঙ্গবেগের ন্যায়, প্রবল বেগে লঙ্কাপুরী হইতে বাহির হইল। তাহা দেখিয়া বানরসেনাগণ চারিদিক্ হইতে এরূপ সিংহনাদ করিয়া উঠিল যে, তাহাতে অতিদূরবর্ত্তী মলয় পর্ব্বতও সানু প্রস্থ এবং কন্দরের সহিত প্রতিধ্বনিত হইয়া উঠিল। সেই বেগবান্ বানরগণের সিংহনাদ, শঙ্খ-দুন্দুভিশব্দ, মাতঙ্গগণের বৃংহিত, অশ্বের হ্রেষারব, রথসমূহের নেমিনির্ঘোষ এবং রাক্ষসগণের পদশব্দ—পৃথিবী, আকাশ, এবং মহাসাগরও প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল। তৎপরে পূর্ব্বকালীন দেবাসুর-সংগ্রামের ন্যায়, রাক্ষস এবং বানরগণের ঘোরতর সমর আরম্ভ হইল। ৩৭—৪১।

তে গদাভিঃ প্রদীপ্তাভিঃ শক্তিশূলপরশ্বধৈঃ।
নিজঘ্নুর্বানরান্ সর্ব্বান্ কথয়ন্তঃ স্ববিক্রমান্ ॥ ৪২
তথা বৃক্ষৈর্ম্মহাকায়াঃ পর্ব্বতাগ্রৈশ্চ বানরাঃ।
নিজঘ্নুস্তানি রক্ষাংসি নখৈর্দ্দন্তৈশ্চ বেগিনঃ ॥ ৪৩
রাজা জয়তি সুগ্রীব ইতি শব্দো মহানভূৎ।
রাজন্ জয়জয়েত্যুক্ত্বা স্বস্বনামকথাং ততঃ ॥ ৪৪
রাক্ষসাস্তপরে ভীমাঃ প্রাকারস্থা মহীগতান্।
বানরান্ ভিন্দিপালৈশ্চ শূলৈশ্চৈব ব্যদারয়ন্ ॥ ৪৫
বানরাশ্চাপি সংক্রুদ্ধাঃ প্রাকারস্থান্ মহীং গতাঃ।
রাক্ষসান্ পাতয়ামাসুঃ খমাপ্লুত্য স্ববাহুভিঃ ॥ ৩৬
স সংপ্রহারস্তুমুলো মাংসশোণিতকর্দ্দমঃ।
রক্ষসাং বানরাণাঞ্চ সম্বভূবাদ্ভুতোপমঃ ॥ ৪৭

ইতি লঙ্কাকাণ্ডে দ্বিচত্বারিংশঃ সর্গঃ ॥ ৪২ ॥

দ্বিচত্বারিংশঃ সর্গঃ।

যুধ্যতাং তু ততস্তেষাং বানরাণাং মহাত্মনাম্।
রক্ষসাং সংবভূবাথ বলরোষঃ সুদারুণঃ ॥ ১

রাক্ষসগণ, বারংবার স্ব স্ব বিক্রম প্রকাশপূর্ব্বক প্রদীপ্ত শক্তি, শূল, পরশু ও গদা দ্বারা বানরগণকে আঘাত করিতে লাগিল। বৃহৎকায় মহাকায় বানরগণও বৃক্ষ, পর্ব্বতাগ্র, নখ ও দন্ত দ্বারা রাক্ষসগণকে আঘাত করিতে লাগিল। সেই সময় সেই বানরসেনামধ্য হইতে,—'জয়! বানররাজ সুগ্রীবের জয়!'—এইরূপ সুমহৎ ধ্বনি উঠিল। ভীমকায় রাক্ষসগণও বারংবার,—'জয় রাক্ষসরাজের জয়,'—এই বলিয়া আপন আপন নাম কীর্ত্তনপূর্ব্বক প্রসাদোপরি আরোহণ করিয়া ভিন্দিপাল ও শূল সকলের দ্বারা, নিকটস্থ বানরগণকে বিদীর্ণ করিতে লাগিল। তাহা দেখিয়া ভূতলস্থ বানরগণ ক্রোধে আকাশে উল্লম্ফনপূর্ব্বক, বাহুপ্রহারে প্রাচীরস্থিত রাক্ষসগণকে পাতিত করিতে লাগিল। তৎকালে বানর ও রাক্ষসগণের একপ তুমুল সংগ্রাম হইল যে, উভয়পক্ষীয় বীরগণের শরীরনির্গত মাংস ও রক্তে রণভূমি কর্দ্দমপূর্ণ হইয়া অতি অদ্ভুত বোধ হইতে লাগিল। ৪২—৪ ।

ত্রিচত্বারিংশ সর্গ।

পরে মহাত্মা বানর ও রাক্ষসগণ এইরূপ যুদ্ধ করিতে করিতে পরস্পর সাতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া উঠি-

তে হয়ৈঃ কাঞ্চনাপীড়ৈর্ধ্বজৈশ্চাগ্নিশিখোপমৈঃ।
রথৈশ্চাদিত্যসঙ্কাশৈঃ কবচৈশ্চ মনোরমৈঃ ॥ ২
নির্যযূ রাক্ষসা বীরা নাদয়ন্তো দিশো দশ।
রাক্ষসা ভীমকর্ম্মাণো রাবণস্য জয়ৈষিণঃ ॥ ৩
বানরাণামপি চমূর্বৃহতী জয়মিচ্ছতাম্।
অভ্যধাবত তাং সেনাং রক্ষসাং ঘোরকর্ম্মণাম্ ॥ ৪
এতস্মিন্নন্তরে তেষামন্যোন্যমভিধাবতাম্।
রক্ষসাং বানরাণাঞ্চ দ্বন্দ্বযুদ্ধমবর্ত্তত ॥ ৫
অঙ্গদেনেন্দ্রজিৎ সার্দ্ধং বালিপুত্রেণ রাক্ষসঃ।
অযুধ্যত মহাতেজাস্ত্র্যম্বকেন যথান্তকঃ ॥ ৬
প্রজঙ্ঘেন চ সম্পাতির্নিত্যং দুর্দ্ধর্ষণো রণে।
জম্বুমালিনমারব্ধো হনুমানপি বানরঃ ॥ ৭
সঙ্গতঃ পরমক্রোধো রাক্ষসো রাবণানুজঃ।
সমরে তীক্ষ্ণবেগেন শত্রুঘ্নেন বিভীষণঃ ॥ ৮
তপনেন গজঃ সার্দ্ধং রাক্ষসেন মহাবলঃ
নিকুম্ভেন মহাতেজা নীলোঽপি সমযুধ্যত ॥ ৯
বানরেন্দ্রস্তু সুগ্রীবঃ প্রঘসেন সুসঙ্গতঃ।
সঙ্গতঃ সমরে শ্রীমান্ বিরূপাক্ষেণ লক্ষ্মণঃ ॥ ১০
অগ্নিকেতুঃ সুদুর্দ্ধর্ষো রশ্মিকেতুশ্চ রাক্ষসঃ।
সুপ্তঘ্নো যজ্ঞকোপশ্চ রামেণ সহ সঙ্গতাঃ ॥ ১১

লেন। পরে রাবণের বিজয়াভিলাষে ভীমকর্ম্মা বীর রাক্ষসগণ মনোরম কবচ ধারণপূর্ব্বক কাঞ্চনমালাযুক্ত অগ্নিশিখা-তুল্য ধ্বজশোভিত, অশ্ব-সঞ্চালিত এবং সূর্য্যতুল্য রথে আরোহণ করিয়া দশদিক্ প্রতিধ্বনিত করত যুদ্ধার্থ নির্গত হইল। জয়াভিলাষী অসংখ্য বানরসেনাও সেই ঘোরকর্ম্মা রাক্ষসগণের অভিমুখে ধাবিত হইল। অনন্তর উভয়সেনা সম্মুখবর্ত্তী হইলে, রাক্ষস ও বানরগণের পরস্পর দ্বন্দ্বযুদ্ধ আরম্ভ হইল। ১—৫। অন্ধকাসুর যেমন মহাদেবের সহিত যুদ্ধ করিয়াছিল, তদ্রূপ ইন্দ্রজিৎ বালিপুত্র অঙ্গদের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিল। রণদুর্জ্জয় সম্পাতি, প্রজঙ্ঘের সহিত এবং বানরবর হনুমান, জম্বুমালীর সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। সেই রণস্থলে রাবণানুজ রাক্ষস বিভীষণ, কুপিত হইয়া, তীক্ষ্ণবেগ মিত্রঘ্ননামক রাক্ষসের সহিত যুদ্ধাসক্ত হইলেন। মহাবল গজ, তপনের সহিত এবং মহাতেজা নীল, নিকুম্ভের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। বানরেন্দ্র সুগ্রীব, রাক্ষস প্রঘসের সহিত দ্বন্দ্বযুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। বিরূপাক্ষনামক রাক্ষসের সহিত শ্রীমান্ লক্ষ্মণের সংগ্রাম হইতে লাগিল। দুর্জ্জয় অগ্নিকেতু, রশ্মিকেতু, সুপ্তঘ্ন ও যজ্ঞকোপনামক চারিজন

বজ্রমুষ্টিশ্চ মৈন্দেন দ্বিবিদেনাশনিপ্রভঃ।
রাক্ষসাভ্যাং সুঘোরাভ্যাং কপিমুখ্যৌ সমাগতৌ ॥ ১২
বীরঃ প্রতপনো ঘোরো রাক্ষসো রণদুর্জ্জয়ঃ।
সমরে তীক্ষ্ণবেগেন নলেন সমযুধ্যত ॥ ১৩
ধর্ম্মস্য পুত্রো বলবান্ সুষেণ ইতি বিশ্রুতঃ।
স বিদ্যুন্মালিনা সার্দ্ধমযুধ্যত মহাকপিঃ ॥ ১৪
বানরাশ্চাপরে ঘোরা রাক্ষসৈরপরৈঃ সহ।
দ্বন্দ্বং সমীযুঃ সহসা যুদ্ধায় বহুভিঃ সহ ॥ ১৫
তত্রাসীৎ সুমহদ্যুদ্ধং তুমুলং রোমহর্ষণম্।
রক্ষসাং বানরাণাঞ্চ বীরাণাং জয়মিচ্ছতাম্ ॥ ১৬
হরিরাক্ষসদেহেভ্যঃ প্রসৃতাঃ কেশশাদ্বলাঃ।
শরীরসংঘাটবহাঃ প্রসুস্রুঃ শোণিতাপগাঃ ॥ ১৭
আজঘানেন্দ্রজিৎ ক্রুদ্ধো বজ্রেণেব শতক্রতুঃ।
অঙ্গদং গদয়া বীরং শত্রুসৈন্যবিদারণম্ ॥ ১৮
তস্য কাঞ্চনচিত্রাঙ্গং রথং সাশ্বং সসারথিম্।
জঘান গদয়া শ্রীমানঙ্গদো বেগবান্ হরিঃ ॥ ১৯
সম্পাতিস্তু প্রজঙ্ঘেন ত্রিভির্বাণৈঃ সমাহতঃ।
নিজঘানাশ্বকর্ণেন প্রজঙ্ঘং রণমূর্দ্ধনি ॥ ২০
জম্বুমালী রথস্থস্তু রথশক্ত্যা মহাবলঃ।
বিভেদ সমরে ক্রুদ্ধো হনূমন্তং স্তনান্তরে ॥ ২১
তস্য তং রথমাস্থায় হনূমান্মারুতাত্মজঃ।
প্রমমাথ তলেনাশু সহ তেনৈব রক্ষসা ॥ ২২
নদন্ প্রতপনো ঘোরো নলং সোঽভ্যনুধাবত।
নলঃ প্রতপনস্যাশু পাতয়ামাস চক্ষুষী ॥ ২৩
ভিন্নগাত্রঃ শরৈস্তীক্ষ্ণৈঃ ক্ষিপ্রহস্তেন রক্ষসা।
গ্রসন্তমিব সৈন্যানি প্রঘসং বানরাধিপঃ ॥ ২৪
সুগ্রীবঃ সপ্তপর্ণেন নিজঘান জবেন চ।
প্রপীড্য শরবর্ষেণ রাক্ষসং ভীমদর্শনম্ ॥ ২৫
নিজঘান বিরূপাক্ষং শরেণৈকেন লক্ষ্মণঃ।
অগ্নিকেতুশ্চ দুর্দ্ধর্ষো রশ্মিকেতুশ্চ রাক্ষসঃ।
সুপ্তঘ্নো যজ্ঞকোপশ্চ রামমাদীপয়ন্ শরৈঃ ॥ ২৬
তেষাং চতুর্ণাং রামস্তু শিরাংসি সমরে শরৈঃ।
ক্রুদ্ধশ্চতুর্ভিশ্চিচ্ছেদ ঘোরৈরগ্নিশিখোপমৈঃ ॥ ২৭
বজ্রমুষ্টিস্তু মৈন্দেন মুষ্টিনা নিহতো রণে।
পপাত সরথঃ সাশ্বঃ পুরাট্ট ইব ভূতলে ॥ ২৮
নিকুম্ভস্তু রণে নীলং নীলাঞ্জনচয়প্রভম্।
নির্বিভেদ শরৈস্তীক্ষ্ণৈঃ করৈর্মেঘমিবাংশুমান্ ॥ ২৯

রাক্ষস রামচন্দ্রের সহিত সঙ্গত হইল। ভীষণকায় বজ্রমুষ্টি ও অশনিপ্রভনামক দুইজন রাক্ষস মৈন্দ ও দ্বিবিদনামক বানরদ্বয়ের সহিত যুদ্ধাসক্ত হইল। ভীমরূপ রণদুর্জ্জয় বীর প্রতপননামক রাক্ষস তীক্ষ্ণ-বেগ নলের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিল। ৬—১৩। ত্রিলোকবিখ্যাত বলবান্ ধর্ম্মপুত্র মহাকপি সুষেণ বিদ্যুন্মালীর সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। এইরূপ অন্যান্য ভীমপরাক্রম বানরগণ, অসংখ্য রাক্ষসগণের সহিত দ্বন্দ্বযুদ্ধে প্রবৃত্ত হইল। এইরূপে সেই রণক্ষেত্রে জয়াভিলাষী বানর এবং রাক্ষসবীরগণের তুমুল রোম-হর্ষণ সমর আরম্ভ হইল। আহত বানর ও রাক্ষস দিগের দেহবিনির্গত রক্তধারা নদীর ন্যায় প্রবাহিত হইতে লাগিল। তাহাদের রক্তাক্ত শরীর ঐ নদীতে ভাসমান কাষ্ঠের ন্যায় বোধ হইতে লাগিল। তাহাদের কেশরাশি উহার শৈবাল বলিয়া প্রতীয়মান হইতে লাগিল। ইন্দ্র যেরূপ বজ্রপ্রহার করেন, সেইরূপ ইন্দ্রজিৎ শত্রুসৈন্যবিদারণ অঙ্গদকে গদা প্রহার করিলেন। ১৪—১৮। বেগবান্ বানরবর অঙ্গদও তদীয় নিক্ষিপ্ত গদা লইয়া তাঁহার অশ্ব, সারথি ও কাঞ্চনচিত্রিত রথে প্রহার করিলেন। সম্পাতি প্রজঙ্ঘ কর্ত্তৃক বাণত্রয়ে আহত হইয়া একটী অশ্বকর্ণ বৃক্ষদ্বারা তাহার মাথায় আঘাত করিল। রথস্থিত মহাবল জম্বুমালী ক্রোধভরে হনুমানের বক্ষোমধ্যে শক্তি-অস্ত্রের আঘাত করিলে, পবনতনয় হনু-মান্ সত্বরে তদীয় রথে আরোহণ করিয়া চপেটাঘাতে রথের সহিত সেই রাক্ষসকে ভূমিতলশায়ী করিলেন। ১৯—২২। ভীমরূপ ক্ষিপ্রহস্ত প্রতপন সশব্দে নলের প্রতি ধাবিত হইয়া, তদীয় অঙ্গে শরনিকর বর্ষণ করিতে লাগিল। নল অনায়াসেই তাহার চক্ষু দুইটী উপ-ড়াইয়া ফেলিলেন। প্রঘস, যেন সৈন্যগণকে গ্রাস করি-তেছে, এই বিবেচনা করিয়াই বানররাজ সুগ্রীব একটী সপ্তপর্ণ বৃক্ষ দ্বারা শীঘ্র তাহাকে নিহত করিলেন। লক্ষ্মণ ভীমদর্শন বিরূপাক্ষকে অসংখ্য বাণ দ্বারা পীড়িত করত পরিশেষে একমাত্র বাণ দ্বারা তাহাকে বধ করিলেন। দুর্জ্জয় রাক্ষস অগ্নিকেতু রশ্মিকেতু, সুপ্তঘ্ন ও যজ্ঞকোপ রামচন্দ্রের উপর বাণবর্ষণ করিতে লাগিল। রামচন্দ্র তাহাতে অত্যন্ত কোপান্বিত হইয়া অগ্নিশিখাতুল্য চারিটী ভয়ঙ্কর বাণ দ্বারা তাহাদের চারি জনেরই মাথা কাটিয়া ফেলিলেন। সেই রণক্ষেত্রে রাক্ষস বজ্র, মৈন্দকর্ত্তৃক মুষ্টিপীড়িত হইয়া, পুরমধ্যবর্ত্তী উচ্চ অট্টালিকার ন্যায়, অশ্ব ও রথের সহিত ভূমিতলে পতিত হইল। ২৩—২৮। সূর্য্য যেরূপ প্রখর কিরণ-জাল দ্বারা জলদজাল ভেদ করিয়া প্রকাশিত হন, সেইরূপ নিকুম্ভ, নীলাঞ্জন-তুল্য সেনাপতি নীলকে

পুনঃ শরশতেনাথ ক্ষিপ্রহস্তো নিশাচরঃ।
বিভেদ সমরে নীলং নিকুম্ভঃ প্রজহাস চ॥ ৩০
তস্যৈব রথচক্রেণ নীলো বিষ্ণুরিবাহবে।
শিরশ্চিচ্ছেদ সমরে নিকুম্ভস্য চ সারথেঃ॥ ৩১
বজ্রাশনিসমস্পর্শো দ্বিবিদশ্চাশনিপ্রভম্।
জঘান গিরিশৃঙ্গেণ মিষতাং সর্বরক্ষসাম্॥ ৩২
দ্বিবিদং বানরেন্দ্রং তং ক্রমযোধিনমাহবে।
শরৈরশনিসঙ্কাশৈঃ স বিব্যাধাশনিপ্রভঃ॥ ৩৩
স শরৈরভিবিদ্ধাঙ্গো দ্বিবিদঃ ক্রোধমূর্চ্ছিতঃ।
শালেন সরথং সাশ্বং নিজঘানাশনিপ্রভম্॥ ৩৪
বিদ্যুন্মালী রথস্থস্তু শরৈঃ কাঞ্চনভূষণৈঃ।
সুষেণং তাড়য়ামাস ননাদ চ মুহুর্মুহুঃ॥ ৩৫
তং রথস্থমথো দৃষ্ট্বা সুষেণো বানরোত্তমঃ।
গিরিশৃঙ্গেণ মহতা রথমাশু ন্যপাতয়ৎ॥ ৩৬
লাঘবেন তু সংযুক্তো বিদ্যুন্মালী নিশাচরঃ।
অপক্রম্য রথাত্তূর্ণং গদাপাণিঃ ক্ষিতৌ স্থিতঃ॥ ৩৭
ততঃ ক্রোধসমাবিষ্টঃ সুষেণো হরিপুঙ্গবঃ।
শিলাং সুমহতীং গৃহ্য নিশাচরমভিদ্রবৎ॥ ৩৮
তমাপতন্তং গদয়া বিদ্যুন্মালী নিশাচরঃ।
বক্ষস্যভিজঘানাশু সুষেণং হরিপুঙ্গবম্॥ ৩৯
গদাপ্রহারং তং ঘোরমচিন্ত্য প্লবগোত্তমঃ।
তাং তস্যোপরি পাতয়ামাস তস্যোরসি মহামৃধে॥ ৪০
শিলাপ্রহারাভিহতো বিদ্যুন্মালী নিশাচরঃ।
নিষ্পিষ্টহৃদয়ো ভূমৌ গতাসুর্নিপপাত হ॥ ৪১
এবং তৈর্বানরৈঃ শূরৈঃ শূরাস্তে রজনীচরাঃ।
দ্বন্দ্বে বিমথিতাস্তত্র দৈত্যা ইব দিবৌকসঃ॥ ৪২
ভল্লৈশ্চান্যৈর্গদাভিশ্চ শক্তিতোমরসায়কৈঃ।
অপবিদ্ধৈশ্চাপি রথৈস্তথা সাংগ্রামিকৈর্হয়ৈঃ॥ ৪৩
নিহতৈঃ কুঞ্জরৈর্মত্তৈস্তথা বানররাক্ষসৈঃ।
চক্রাক্ষযুগদণ্ডৈশ্চ ভগ্নৈর্ধরণিসংশ্রিতৈঃ॥ ৪৪
বভূবায়োধনং ঘোরং গোমায়ুগণসেবিতম্।
কবন্ধানি সমুৎপেতুর্দিক্ষু বানররক্ষসাম্॥ ৪৫
বিমর্দ্দে তুমুলে তস্মিন্ দেবাসুররণোপমে॥ ৪৬
নিহন্যমানা হরিপুঙ্গবৈস্তদা।
নিশাচরাঃ শোণিতগন্ধমূর্চ্ছিতাঃ।
পুনঃ সুযুদ্ধং তরসা সমাশ্রিতা।
দিবাকরস্যাস্তময়াভিকাঙ্ক্ষিণঃ॥ ৪৭

ইতি লঙ্কাকাণ্ডে ত্রিচত্বারিংশঃ সর্গঃ॥ ৪৩

তীক্ষ্ণ বাণ সকল দ্বারা ভেদ করিল। তৎপরে পুনর্ব্বার শতসংখ্যক বাণ দ্বারা তাহার দেহ ভেদ করত উচ্চৈঃস্বরে হাসিতে লাগিল। পরন্তু নীল, তদীয় রথচক্র লইয়া, চক্রপাণি বিষ্ণুর ন্যায়, নিকুম্ভ ও নিকুম্ভসারথির মাথা কাটিয়া ফেলিলেন। বজ্রতুল্য কঠিন দ্বিবিদ সর্ব্বরাক্ষস সমক্ষেই পর্ব্বতশৃঙ্গ-প্রহার দ্বারা অশনিপ্রভকে প্রহার করিল। রাক্ষস অশনিপ্রভও বজ্রতুল্য বাণসমূহ দ্বারা বৃক্ষযোধী বানরেন্দ্র দ্বিবিদকে বিদ্ধ করিল; কিন্তু দ্বিবিদ বাণবিদ্ধ হইয়া, অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইল এবং একটী শালবৃক্ষ দ্বারা অশনিপ্রভের অশ্ব ও রথ ভগ্ন করিল এবং তাহাকে বধ করিল। ২৯—৩৪। রথস্থিত বিদ্যুন্মালী বারংবার সিংহনাদপূর্ব্বক অসংখ্য কাঞ্চনভূষণ বাণসমূহ দ্বারা সুষেণকে আঘাত করিলে, বানরোত্তম সুষেণ, সুমহৎ পর্ব্বতশৃঙ্গ দ্বারা তদীয় রথ চূর্ণ করিলেন। তখন নিশাচর বিদ্যুন্মালী, সত্বর রথ হইতে অবতরণপূর্ব্বক, গদাহস্তে ভূমিতলে অবস্থান করিতে লাগিলেন। তৎপরে বানরশ্রেষ্ঠ সুষেণ ক্রুদ্ধ হইয়া বিশাল শিলাখণ্ড হস্তে লইয়া, তদভিমুখে ধাবমান হইলেন। নিশাচর বিদ্যুন্মালী, বানরশ্রেষ্ঠ সুষেণকে আসিতে দেখিয়া, সত্বর তাঁহার বক্ষঃস্থলে গদাপ্রহার করিলে, বানরবর সুষেণ তাহা লক্ষ্য না করিয়াই তাহার উপর পূর্ব্বগৃহীত বিশাল শিলা নিক্ষেপ করিল। নিশাচর বিদ্যুন্মালী সেই শিলাপ্রহারে নিষ্পেষিত হওয়াতে গতপ্রাণ হইয়া ভূমিতলে পতিত হইল। ৩৫—৪১। এইরূপে সেই দ্বন্দ্বযুদ্ধে, সুরগণনিপীড়িত অসুরগণের ন্যায়, শূর নিশাচরগণ, বীরবর বানরগণকর্ত্তৃক বিমথিত হইতে লাগিল। ভল্ল, গদা, শক্তি, তোমর এবং বাণসমূহের দ্বারা আহত হইয়া রথ এবং সাংগ্রামিক অশ্ব সকল ভূমিতলে পতিত হইল। সেই ভীষণ সংগ্রামে রণক্ষেত্র নিহত মত্ত মাতঙ্গ, বানর, রাক্ষস এবং ভগ্ন চক্র, যুগ ও দণ্ড সমূহে পরিপূর্ণ হইয়া গেল। ক্রমে সেই রণস্থল শৃগালগণের বিচরণভূমি হইয়া উঠিল। দেবাসুরসংগ্রামের ন্যায় সেই তুমুল সংগ্রামের চারিদিক্ হইতে বানর এবং রাক্ষসগণের মস্তকহীন দেহ সকল নৃত্য করিতে লাগিল। তৎকালে শোণিতগন্ধামোদিত নিশাচরগণ, বানরগণ কর্ত্তৃক নিরতিশয় পীড়িত হইয়াও, পুনর্ব্বার বল-সহকারে সুযুদ্ধ করত সূর্য্যের অস্তগমন এবং রাত্রির আগমন প্রতীক্ষা করিতে লাগিল। ৪২—৪৭।

চতুশ্চত্বারিংশঃ সর্গঃ।

যুধ্যতামেব তেষান্তু তদা বানররক্ষসাম্।
রবিরস্তং গতো রাত্রিঃ প্রবৃত্তা প্রাণহারিণী ॥ ১
অন্যোন্যং বদ্ধবৈরাণাং ঘোরাণাং জয়মিচ্ছতাম্।
সম্প্রবৃত্তং নিশাযুদ্ধং তদা বানররক্ষসাম্ ॥ ২
রাক্ষসোঽসীতি হরয়ো বানরোঽসীতি রাক্ষসাং।
অন্যোন্যং সমরে জঘ্নুস্তস্মিংস্তমসি দারুণে ॥ ৩
হত দারয় চৈহীতি কথং বিদ্রবসীতি চ।
এবং সুতুমুলঃ শব্দস্তস্মিন্ সৈন্যে তু শুশ্রুবে ॥ ৪
কালাঃ কাঞ্চনসন্নাহাস্তস্মিংস্তমসি রাক্ষসাঃ।
সম্প্রাদৃশ্যন্ত শৈলেন্দ্রা দীপ্তৌষধিবনা ইব ॥ ৫
তস্মিংস্তমসি দুষ্পারে রাক্ষসাঃ ক্রোধমূর্চ্ছিতাঃ।
পরিপেতুর্মহাবেগা ভক্ষয়ন্তঃ প্লবঙ্গমান্ ॥ ৬
তে হয়ান্ কাঞ্চনাপীড়ান্ ধ্বজাংশ্চাশীবিষোপমান্।
আপ্লুত্য দশনৈস্তীক্ষ্ণৈর্ভীমকোপা ব্যদারয়ন্ ॥ ৭
বানরা বলিনো যুদ্ধে ক্ষোভয়ন রাক্ষসীং চমূম্।
কুঞ্জরান্ কুঞ্জরারোহান্ পতাকাধ্বজিনো রথান্ ॥ ৮
চকর্ষুশ্চ দদংশুশ্চ দশনৈঃ ক্রোধমূর্চ্ছিতাঃ।
লক্ষ্মণশ্চাপি রামশ্চ শরৈরাশীবিষোপমৈঃ ॥ ৯
দৃশ্যাদৃশ্যানি রক্ষাংসি প্রবরাণি নিজঘ্নতুঃ।
তুরঙ্গখুরবিধ্বস্তং রথনেমিসমুত্থিতম্ ॥ ১০
রুরোধ কর্ণনেত্রাণি যুধ্যতাং ধরণীরজঃ।
বর্ত্তমানে তথা ঘোরে সংগ্রামে লোমহর্ষণে।
রুধিরৌঘা মহাঘোরা নদ্যস্তত্র প্রসুস্রুবুঃ ॥ ১১
ততো ভেরীমৃদঙ্গানাং পণবানাঞ্চ নিস্বনঃ।
শঙ্খনেমিস্বনোন্মিশ্রঃ সংবভূবাদ্ভুতোপমঃ ॥ ১২
হয়ানাং স্তনমানানাং রাক্ষসানাঞ্চ নিঃস্বনঃ।
শস্তানাং বানরাণাঞ্চ সংবভূবাত্র দারুণঃ ॥ ১৩
হতৈর্বানরমুখ্যৈশ্চ শক্তিশূলপরশ্বধৈঃ।
নিহতৈঃ পর্ব্বতাকারৈ রাক্ষসৈঃ কামরূপিভিঃ ॥ ১৪
শস্ত্রপুষ্পোপহারা চ তত্রাসাদ্ যুদ্ধমেদিনী।
দুর্জ্ঞেয়া দুর্নিবেশা চ শোণিতস্রাবকর্দ্দমা ॥ ১৫
সা বভূব নিশা ঘোরা হরিরাক্ষসহারিণী।
কালরাত্রীব ভূতানাং সর্ব্বেষাং দুরতিক্রমা ॥ ১৬
ততস্তে রাক্ষসাস্তত্র তস্মিংস্তমসি দারুণে।
রামমেবাভ্যবর্ত্তন্ত সংহৃষ্টাঃ শরবৃষ্টিভিঃ ॥ ১৭
তেষামাপততাং শব্দঃ ক্রুদ্ধানামপি গর্জ্জতাম্।

চতুশ্চত্বারিংশ সর্গ।

বানর এবং রাক্ষসগণের এইরূপ সংগ্রাম হইতেছে, ইত্যবসরে দিবাকর অস্তমিত হইলেন—প্রাণহারিণী নিশা আসিয়া উপস্থিত হইল। তখন পরস্পর বদ্ধবৈর জয়াভিলাষী ও ভীষণমূর্ত্তি সেই বানর ও রাক্ষসগণের নিশাযুদ্ধ আরম্ভ হইল। সেই দারুণ অন্ধকারে বানরগণ 'তুই রাক্ষস' ও রাক্ষসগণ 'তুই বানর'। এই কথা বলিয়া পরস্পর পরস্পরকে আঘাত করিতে লাগিল। সেই সৈন্যগণের মধ্য হইতে, 'বধ কর' 'বিদারিত কর' 'কি জন্য পলায়ন করিতেছ? ফিরিয়া আইস' এইরূপ তুমুল শব্দ শ্রুতিগোচর হইতে লাগিল। সেই অন্ধকারে কৃষ্ণবর্ণ রাক্ষসগণ, কাঞ্চননির্ম্মিত কবচ ধারণ করায়, তৎকালে তাহাদিগকে, প্রদীপ্ত ওষধিবনভূষিত গিরিরাজ-সমূহের ন্যায়, বোধ হইতে লাগিল। ১—৫। সেই দুষ্পার অন্ধকারে ক্রোধমোহিত রাক্ষসগণ, বানরগণের মধ্যে প্রবেশপূর্ব্বক তাহাদিগকে ভক্ষণ করিতে লাগিল। ভীমকোপ বানরগণ লাফাইয়া উঠিয়া, তীক্ষ্ণ দন্ত দ্বারা কাঞ্চনাপীড় অশ্ব ও আশীবিষ-সদৃশ ধ্বজসমূহকে বিদারিত করিতে লাগিল। সেই রণক্ষেত্রে বলবান্ বানরগণ ক্রোধে হতজ্ঞান হইয়া, সমগ্র রাক্ষসসৈন্য ক্ষুব্ধ করত দন্তদ্বারা গজ, গজারোহী সৈন্য সকল এবং ধ্বজপতাকাশোভিত রথ সকল আকর্ষণ ও দংশন করিতে লাগিল। এদিকে রামচন্দ্র এবং লক্ষ্মণ সর্পতুল্য বাণসমূহ দ্বারা দৃশ্য ও অদৃশ্যভাবে রাক্ষস-শ্রেষ্ঠগণকে বিনষ্ট করিতে লাগিলেন। সেই সময় তুরঙ্গখুর ও রথচক্রসমুত্থিত ধূলিরাশি দ্বারা যুদ্ধাসক্ত সেনাগণের কর্ণ এবং নেত্র অবরুদ্ধ হইল। ৬—১০। এইরূপে তুমুল লোমহর্ষণ যুদ্ধ আরম্ভ হইলে, তথা হইতে ভীষণ রক্তধারা নদী হইয়া বহিতে লাগিল। পরে শঙ্খ ও রথচক্রশব্দমিশ্রিত ভেরী, মৃদঙ্গ এবং পণব সকলে অদ্ভুত শব্দ সমুত্থিত হইল। হত ও তাড়িত রাক্ষসগণের আর্ত্তস্বরে এবং শস্ত্রক্ষেপ ও বাহনগণের ধ্বনিতে রণভূমি পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। শক্তি শূল ও পরশু প্রভৃতি অস্ত্র দ্বারা নিহত বানর এবং পর্ব্বতাকার কামরূপী রাক্ষসগণ পতিত হওয়ায়, সেই রণভূমি শস্ত্ররূপ পুষ্পোপহারে পরিশোভিত হইল। সেই যুদ্ধভূমি ক্ষরিত রক্তে কর্দ্দমযুক্ত হওয়ায় দুর্দ্দর্শনীয় ও সকলেরই দুষ্প্রবেশ্য হইয়া উঠিল। ১১—১৫। সেই বানর ও রাক্ষসগণের তমোময়ী সংহাররজনী তথাকার প্রাণিবর্গের দুরতিবাহনীয় হইয়া উঠিল। পরে সেই নিদারুণ অন্ধকারে সকল রাক্ষসই রামচন্দ্রের উপর বাণ বর্ষণ করিতে লাগিল। তৎকালে ভীমকোপ

যুগান্ত ইব সপ্তানাং সমুদ্রাণামভূৎ স্বনঃ ॥ ১৮
তেষাং রামঃ শরৈঃ ষড়্ভিঃ ষড় জঘান নিশাচরান্ ।
নিমেষান্তরমাত্রেণ ঘোরৈরগ্নিশিখোপমৈঃ ॥ ১৯
যজ্ঞশত্রুশ্চ দুর্দ্ধর্ষো মহাপার্শ্বমহোদরৌ ।
বজ্রদংষ্ট্রো মহাকায়স্তৌ চোভৌ শুকসারণৌ ॥ ২০
তে তু রামেণ বাণৌঘৈঃ সর্ব্বে মর্ম্মসু তাড়িতাঃ ।
যুদ্ধাদপসৃতাস্তত্র সাবশেষায়ুষস্তদা ॥ ২১
নিমেষান্তরমাত্রেণ ঘোরৈরগ্নিশিখোপমৈঃ ।
দিশশ্চকার বিমলাঃ প্রদিশশ্চ মহারথঃ ॥ ২২
যে ত্বন্যে রাক্ষসা বীরা রামস্যাভিমুখে স্থিতাঃ ।
তেঽপি নষ্টাঃ সমাসাদ্য পতঙ্গা ইব পাবকম্ ॥ ২৩
সুবর্ণপুঙ্খৈর্বিশিখৈঃ সম্পতদ্ভিঃ সমন্ততঃ ।
বভূব রজনী চিত্রা খদ্যোতৈরিব শারদী ॥ ২৪
রাক্ষসানাঞ্চ নিনদৈর্ভেরীণাঞ্চৈব নিঃস্বনৈঃ ।
সা বভূব নিশা ঘোরা ভূয়ো ঘোরতরাভবৎ ॥ ২৫
তেন শব্দেন মহতা প্রবৃদ্ধেন সমন্ততঃ ।
ত্রিকূটঃ কন্দরাকীর্ণঃ প্রব্যাহরদিবাচলঃ ॥ ২৬
গোলাঙ্গূলা মহাকায়াস্তমসা তুল্যবর্চ্চসঃ ।
সম্পরিষ্বজ্য বাহুভ্যাং ভক্ষয়ন্ রজনীচরান্ ॥ ২৭
অঙ্গদস্তু রণে শত্রুন্নিহন্তুং সমুপস্থিতঃ ।
ইন্দ্রজিৎ তু রথং ত্যক্ত্বা হতাশ্বো হতসারথিঃ ।
অঙ্গদেন মহাকায়স্তত্রৈবান্তরধীয়ত ॥ ২৮
তৎ কর্ম্ম বালিপুত্রস্য সর্ব্বে দেবাঃ সহর্ষিভিঃ ।
তুষ্টুবুঃ পূজনার্হস্য তৌ চোভৌ রামলক্ষ্মণৌ ॥ ২৯
প্রভাবং সর্ব্বভূতানি বিদুরিন্দ্রজিতো যুধি ।
ততস্তেন মহাত্মানং দৃষ্ট্বা তুষ্টা প্রধর্ষিতম্ ॥ ৩০
ততঃ প্রহৃষ্টাঃ কপয়ঃ সসুগ্রীববিভীষণাঃ ।
সাধু সাধ্বিতি নেদুশ্চ দৃষ্ট্বা শত্রুং পরাজিতম্ ॥ ৩১
ইন্দ্রজিত্তু তদা তেন নির্জ্জিতো ভীমকর্ম্মণা ।
সংযুগে বালিপুত্রেণ ক্রোধঞ্চক্রে সুদারুণম্ ॥ ৩২
সোঽন্তর্দ্ধানগতঃ পাপো রাবণী রণকর্কশঃ ।
ব্রহ্মদত্তবরো বীরো রাবণিঃ ক্রোধমূর্চ্ছিতঃ ॥ ৩৩
অদৃশ্যো নিশিতান্ বাণান্ মুমোচাশনিসন্নিভান্ ।
রামঞ্চ লক্ষ্মণঞ্চৈব ঘোরৈর্নাগময়ৈঃ শরৈঃ ॥ ৩৪
বিভেদ সমরে ক্রুদ্ধঃ সর্ব্বগাত্রেষু রাঘবৌ ।
মায়য়া সংবৃতস্তত্র মোহয়ন্ রাঘবৌ যুধি ॥ ৩৫
অদৃশ্যঃ সর্ব্বভূতানাং কূটযোধী নিশাচরঃ ।
ববন্ধ শরবন্ধেন ভ্রাতরৌ রামলক্ষ্মণৌ ॥ ৩৬

রাক্ষসগণ, সিংহনাদপূর্ব্বক যুগপৎ রামচন্দ্রের দিকে ধাবমান হওয়ায়, প্রলয়কালীন সপ্ত সমুদ্রের যুগপৎ গর্জ্জনের ন্যায় ভীষণ শব্দ সমুত্থিত হইল। কিন্তু রাম, নিমেষমধ্যে অগ্নিশিখা-তুল্য সুশাণিত বাণ দ্বারা দুর্দ্ধর্ষ যজ্ঞশত্রু, মহাপার্শ্ব, মহোদর, মহাকায়, বজ্রদংষ্ট্র, শুক, এবং সারণ,—এই ছয়জন রাক্ষসকে বিদ্ধ করিলেন। ১৮—২০। নিশাচরগণও রামবাণে মর্ম্মাহত হইয়া, স্ব স্ব প্রাণ লইয়াই রণক্ষেত্র হইতে পলায়ন করিল। সেই সময় মহারথ রাম, এরূপ অগ্নিশিখাতুল্য সুশাণিত বাণ সকল ক্ষেপণ করিতে লাগিলেন যে, নিমেষমধ্যে সকল দিক্ অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইয়া গেল। অপর যে রাক্ষসগণ রামচন্দ্রের দিকে ধাবিত হইয়াছিল তাহারা অগ্নিমুখে পতিত পতঙ্গের ন্যায় বিনষ্ট হইল। চারিদিকে স্বর্ণপুঙ্খ বাণ সকল পতিত হওয়ায়, সেই রজনী খদ্যোতশালিনী শারদীয় রজনীর ন্যায় প্রতীয়মানা হইতে লাগিল। রাক্ষসগণের নিনাদ ও ভেরীরবে সেই ঘোরা রজনী আরও ঘোরতরা হইয়া উঠিল। ২১—২৫। সর্ব্বতোভাবে বর্দ্ধিত সেই সুমহৎ শব্দ ত্রিকূট পর্ব্বতের গুহা-সমূহে প্রবিষ্ট হইয়া প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল। অন্ধকারের ন্যায় কৃষ্ণবর্ণ মহাকায় গোলাঙ্গূলগণ বাহু-দ্বয়া নিষ্পেষণপূর্ব্বক নিশাচরগণকে ভক্ষণ করিতে লাগিল। অঙ্গদ শত্রুদিগকে নিহত করিবার নিমিত্ত রণ-স্থলমধ্যে প্রবেশ করিয়া, ইন্দ্রজিতের সহিত যুদ্ধ করত তদীয় সারথি ও অশ্বগণকে বধ করিলেন। তখন উপায়ান্তর না দেখিয়া ইন্দ্রজিৎ, রথ পরিত্যাগপূর্ব্বক সেই স্থানেই অন্তর্হিত হইলেন। দেবতা এবং ঋষিগণ, প্রশংসার্হ বালিনন্দনের তাদৃশ কর্ম্মের প্রশংসা করত রামচন্দ্রের এবং লক্ষ্মণের প্রশংসা করিতে লাগিলেন। ইন্দ্রজিতের রণপরাক্রম কাহারও অবিদিত নাই। সেই জন্য তাঁহাকে অঙ্গদকর্ত্তৃক প্রধর্ষিত দেখিয়া সকলেই আহ্লাদিত হইলেন। ২৬—৩০। সুগ্রীব, বিভীষণ এবং অপর বানরগণও শত্রুকে পরাজিত দেখিয়া সিংহনাদ করিতে লাগিল ও 'সাধু সাধু' বলিয়া অঙ্গদের অনেক প্রশংসা করিল। রণস্থলে ভীমকর্ম্মা বালিনন্দনের নিকটে পরাজিত হইলেন, বলিয়া ইন্দ্রজিৎ সাতিশয় ক্রুদ্ধ হইলেন। তখন সেই পিতামহ-বরদৃপ্ত রণকর্কশ পাপকর্ম্মা বীর রাবণনন্দন ইন্দ্রজিৎ, ক্রোধমোহিত হইয়া অদৃশ্যভাবে বজ্রতুল্য নিশিত বাণ সকল ক্ষেপণ করিতে লাগিলেন। তৎপরে তিনি অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া ভীষণ নাগপাশ দ্বারা রঘুনন্দন রামচন্দ্রের ও লক্ষ্মণের সর্ব্বাঙ্গ বিদ্ধ করিলেন। সেই মায়াযোধী নিশাচর ইন্দ্রজিৎ সকলের অদৃশ্য ভাবে থাকিয়া, মায়াবলে রঘুনন্দন রামচন্দ্র এবং

তৌ তেন পুরুষব্যাঘ্রৌ ক্রুদ্ধেনাশীবিষোপমৌ
সহসাভিহতৌ বীরৌ তদা প্রেক্ষন্ত বানরাঃ॥ ৩৭

প্রকাশরূপস্তু যদা ন শক্ত-
স্তৌ বাধিতুং রাক্ষসরাজপুত্রঃ।
মায়াং প্রযোক্তুং সমুপাজগাম।
ববন্ধ তৌ রাজসুতৌ দুরাত্মা॥ ৩৮

ইতি লঙ্কাকাণ্ডে চতুশ্চত্বারিংশঃ সর্গঃ॥ ৪৪॥

পঞ্চচত্বারিংশঃ সর্গঃ।

স তস্য গতিমন্বিচ্ছন্ রাজপুত্রঃ প্রতাপবান্।
দিদেশাতিবলো রামো দশ বানরযূথপান্॥ ১
দ্বৌ সুষেণস্য দায়াদৌ নীলঞ্চ প্লবগাধিপম্।
অঙ্গদং বালিপুত্রঞ্চ শরভঞ্চ তরস্বিনম্॥ ২
দ্বিবিদঞ্চ হনূমন্তং সানুপ্রস্থং মহাবলম্।
ঋষভঞ্চর্ষভস্কন্ধমাদিদেশ পরন্তপঃ॥ ৩
তে সংপ্রহৃষ্টা হরয়ো ভীমানুদ্যম্য পাদপান্।
আকাশং বিবিশুঃ সর্ব্বে মার্গমাণা দিশো দশ॥ ৪
তেষাং বেগবতাং বেগমিষুভির্ব্বেগবত্তরৈঃ।
অস্ত্রবিৎ পরমাস্ত্রেণ বারয়ামাস রাবণিঃ॥ ৫
তে ভীমবেগা হরয়ো নারাচৈঃ ক্ষতবিক্ষতাঃ।
অন্ধকারে ন দদৃশুর্মেঘৈঃ সূর্য্যমিবাবৃতম্॥ ৬
রামলক্ষ্মণয়োরেব সর্ব্বদেহভিদঃ শরান্।
ভৃশমাবেশয়ামাস রাবণিঃ সমিতিঞ্জয়ঃ॥ ৭
নিরন্তরশরীরৌ তু তাবুভৌ রামলক্ষ্মণৌ।
ক্রুদ্ধেনেন্দ্রজিতা বীরৌ পন্নগৈঃ শরতাং গতৈঃ॥ ৮
তয়োঃ ক্ষতজমার্গেণ সুস্রাব রুধিরং বহু।
তাবুভৌ চ প্রকাশেতে পুষ্পিতাবিব কিংশুকৌ॥ ৯
ততঃ পর্য্যন্তরক্তাক্ষো ভিন্নাঞ্জনচয়োপমঃ।
রাবণির্ভ্রাতরৌ বাক্যমন্তর্ধানগতোঽব্রবীৎ॥ ১০
যুধ্যমানমনালক্ষ্যং শক্রোঽপি ত্রিদশেশ্বরঃ।
দ্রষ্টুমাসাদিতুং বাপি ন শক্তঃ কিং পুনর্যুবাম্॥ ১১
প্রাপিতাবিষুজালেন রাঘবৌ কঙ্কপত্রিণা।
এষ রোষপরীতাত্মা নয়ামি যমসাদনম্॥ ১২
এবমুক্ত্বা তু ধর্ম্মজ্ঞৌ ভ্রাতরৌ রামলক্ষ্মণৌ।
নির্ব্বিভেদ শিতৈর্ব্বাণৈঃ প্রহর্ষং বিননাদ চ॥ ১৩
ভিন্নাঞ্জনচয়শ্যামো বিস্ফার্য্য বিপুলং ধনুঃ।
ভূয় এব শরান্ ঘোরান্ বিসসর্জ্জ মহামৃধে॥ ১৪
ততো মর্ম্মসু মর্ম্মজ্ঞো মজ্জয়ন্ নিশিতান্ শরান্।

লক্ষ্মণকে মোহিত করত শরবন্ধ দ্বারা বন্ধন করিলেন। সেই পুরুষব্যাঘ্র রাম এবং লক্ষ্মণ, ক্রুদ্ধ ইন্দ্রজিৎ কর্তৃক সর্পময় শরসমূহে বদ্ধ হইলে, বানরগণ বিস্মিত হইয়া দেখিতে লাগিল। এইরূপে দুরাত্মা রাক্ষসরাজ-নন্দন ইন্দ্রজিৎ সম্মুখসংগ্রামে অক্ষম হইয়া মায়াবলে মনুজ রাজনন্দনদ্বয় রাম ও লক্ষ্মণকে বন্ধন করিল। ৩১—৩৮।

পঞ্চচত্বারিংশ সর্গ।

প্রবলপ্রতাপশালী রাজনন্দন রামচন্দ্র ইন্দ্রজিৎ কোথায় থাকিয়া যুদ্ধ করিতেছে, তাহা জানিবার নিমিত্ত সুষেণের ভ্রাতৃযুগল, বানরপ্রবর নীল, বালিনন্দন অঙ্গদ, বেগবান্ শরভ, দ্বিবিদ, হনুমান্, মহাবল সানুপ্রস্থ, ঋষভ এবং ঋষভস্কন্ধ এই দশ জন বানরকে আজ্ঞা করিলেন। সেই বানরগণ তাঁহার আদেশ পাইয়া, সাতিশয় আনন্দ সহকারে, বৃহৎ বৃক্ষ সকল উদ্যত করত দশদিক্ অন্বেষণ করিতে করিতে আকাশমধ্যে প্রবেশ করিল। অস্ত্রবিদ্ ইন্দ্রজিৎ ব্রহ্মাস্ত্রমন্ত্রিত বেগবান্ বাণসমূহে সেই বেগশালী বীরগণের বেগ রোধ করিলেন। ১—৫। সেই বেগবান্ বানরগণ, নারাচ-সমূহে ক্ষতবিক্ষত হইয়া, মেঘাবৃত সূর্য্যের ন্যায়, অন্ধকারে অন্তর্হিত ইন্দ্রজিৎকে দেখিতে পাইল না। ইত্যবসরে রণদুর্জ্জয় রাবণনন্দন, শরসমূহদ্বারা রামচন্দ্র এবং লক্ষ্মণের সর্ব্বাঙ্গ ভেদ করিলেন। সেই ভ্রাতৃযুগল, ক্রুদ্ধ মেঘনাদনিক্ষিপ্ত শররূপী সর্পসমূহ দ্বারা এরূপ বিদ্ধ হইলেন যে, তাঁহাদের দেহের কোন স্থানই অক্ষত রহিল না। ক্ষত স্থান দিয়া দরদরিত-ধারে রুধিরধারা ক্ষরিত হইতে থাকায় তৎকালে তাঁহারা পুষ্পিত পলাশবৃক্ষের ন্যায় প্রতীয়মান হইতে লাগিলেন। ৭—৯। পরে রক্তলোচন ভিন্নাঞ্জনতুল্য রাবণ-নন্দন ইন্দ্রজিৎ, অন্তর্হিত থাকিয়াই সেই ভ্রাতৃদ্বয়কে কহিলেন, "ওহে রাঘব যুগল! তোমাদের কথা দূরে থাকুক, আমি যখন অলক্ষিতে থাকিয়া যুদ্ধ করি, তখন দেবরাজ ইন্দ্রও আমাকে দেখিতে বা আমার কাছে আসিতে পারে না। সে যাহা হউক, আমি অবিলম্বেই কঙ্কপত্রভূষিত বাণদ্বারা আচ্ছন্ন করিয়া তোমাদিগকে যমালয়ে পাঠাইব।" ইন্দ্রজিৎ, ধর্ম্মজ্ঞ ভ্রাতৃদ্বয় রামচন্দ্র এবং লক্ষ্মণকে এই কথা বলিয়া, নিশিত বাণ-সমূহের দ্বারা বিদ্ধ করত হর্ষে বারংবার সিংহনাদ করিলেন। সেই ভীষণ সংগ্রামে ভিন্না-ঞ্জনচয়সদৃশ শ্যামবর্ণ ইন্দ্রজিৎ, বিপুল ধনু বিস্ফা-রণপূর্ব্বক পুনরায় ঘোরতর বাণ-জাল বর্ষণ করিতে

রামলক্ষ্মণয়োর্বীরো ননাদ চ মুহুর্মুহুঃ। ১৫
বদ্ধৌ তু শরবন্ধেন তাবুভৌ রণমূর্দ্ধনি।
নিমেষান্তরমাত্রেণ ন শেকতুরবেক্ষিতুম্ ॥ ১৬
ততো বিভিন্নসর্ব্বাঙ্গৌ শরশল্যাচিতৌ কৃতৌ।
ধ্বজাবিব মহেন্দ্রস্য রজ্জুমুক্তৌ প্রকম্পিতৌ। ১৭
তৌ সম্প্রচলিতৌ বীরৌ মর্ম্মভেদেন কর্শিতৌ।
নিপেততুর্মহেষ্বাসৌ জগত্যাং জগতীপতী। ১৮
তৌ বীরশয়নে বীরৌ শয়ানৌ রুধিরোক্ষিতৌ।
শরবেষ্টিতসর্ব্বাঙ্গাবার্ত্তৌ পরমপীড়িতৌ ॥ ১৯
নহ্যবিদ্ধন্তয়োর্গাত্রে বভূবাঙ্গুলমন্তরম্।
নানির্ভিন্নন্চাস্তব্ধমাকরাগ্রাদজিহ্মগৈঃ। ২০
তৌ তু ক্রূরেণ নিহতৌ রক্ষসা কামরূপিণা।
অসৃক্ সুস্রুবতুস্তীব্রং জলং প্রস্রবণাবিব। ২১
পপাত প্রথমং রামো বিদ্ধো মর্ম্মসু মার্গণৈঃ।
ক্রোধাদিন্দ্রজিতা যেন পুরা শক্রো বিনির্জ্জিতঃ। ২২
রুক্মপুঙ্খৈঃ প্রসন্নাগ্রৈ রজোগতিভিরাশুগৈঃ।
নারাচৈরর্দ্ধনারাচৈর্ভল্লৈরঞ্জলিকৈরপি।
বিব্যাধ বৎসদন্তৈশ্চ সিংহদংষ্ট্রৈঃ ক্ষুরৈস্তথা। ২৩
স বীরশয়নে শিশ্যে বিজ্যমাবিধ্য কার্ম্মুকম্।
ভিন্নমুষ্টিপরীণাহং ত্রিনতং রুক্মভূষিতম্। ২৪
বাণপাতান্তরে রামং পাতিতং পুরুষর্ষভম্।
স তত্র লক্ষ্মণো দৃষ্ট্বা নিরাশো জীবিতেঽভবৎ। ২৫
রামং কমলপত্রাক্ষং শরণ্যং রণতোষণম্।
শুশোচ ভ্রাতরং দৃষ্ট্বা পতিতং ধরণীতলে। ২৬
হরয়শ্চাপি তং দৃষ্ট্বা সন্তাপং পরমং গতাঃ।
শোকার্ত্তাশ্চুক্রুশুর্ঘোরমশ্রুপূরিতলোচনাঃ। ২৭
বদ্ধৌ তু তৌ বীরশয়ে শয়ানৌ
তে বানরাঃ সম্পরিবার্য্য তস্থুঃ।
সমাগতা বায়ুসুতপ্রমুখ্যা
বিষাদমার্ত্তাঃ পরমঞ্চ জগ্মুঃ ॥ ২৮
ইতি লঙ্কাকাণ্ডে পঞ্চচত্বারিংশঃ সর্গঃ। ৪৫

লাগিলেন। পরে সেই ধর্ম্মজ্ঞ বীর রামচন্দ্র এবং লক্ষ্মণের মর্ম্মস্থানে উত্তমরূপ ধারাল বাণসকল নিক্ষেপ করত আহ্লাদে বারংবার সিংহনাদ করিলেন। ১০—১৫। সেই সময় সেই বীরদ্বয় রণস্থলে বাণ-বন্ধনে বদ্ধ হইয়া এক নিমিষের জন্যও দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে পারিলেন না। পরন্তু তাহারা শরশল্য-পীড়িত এবং সর্ব্বাঙ্গে ক্ষত বিক্ষত হওয়ায়, তাহাদিগকে, রজ্জু-মুক্ত প্রকম্পিত মহেন্দ্রধ্বজের তুল্য বোধ হইতে লাগিল। সেই বিশালধনুর্দ্ধর জগতীপতি, বলশালী রাম লক্ষ্মণ বীরদ্বয় মর্ম্মস্থানে পীড়িত হইয়া ভূপতিত হইলেন। সেই বীরদ্বয় সর্ব্বাঙ্গে বাণবেষ্টিত এবং সাতিশয় পীড়িত হইয়া বীরশয্যায় শয়ন করিলেন। তাঁহাদের সর্ব্বাঙ্গ হইতে তখন রক্তধারা বাহির হইতে লাগিল। তাঁহাদের শরীরে অঙ্গুলিপ্রমাণ স্থানও অবিদ্ধ থাকিল না। তাঁহাদের হস্তের অঙ্গুলি হইতে আরম্ভ করিয়া কোন স্থানই বাণসমূহে অক্ষোভিত বা অবি-দারিত রহিল না। ১৬—২০। তাঁহারা কামরূপী ক্রূর রাক্ষসকর্ত্তৃক বাণসমাহত হইলে, যেরূপ প্রস্রবণ হইতে জলধারা নিঃসৃত হয়, সেইরূপ তাঁহাদের শরীর হইতে রক্তধারা বাহির হইতে লাগিল। পুরাকালে দেবরাজ ইন্দ্রও যাহার নিকটে পরাজিত হইয়াছিলেন, সেই ইন্দ্রজিৎ কর্ত্তৃক নিক্ষিপ্ত শরসমূহে সমাচ্ছন্ন হইয়া, রামচন্দ্র প্রথমে নিপতিত হইলেন। ইন্দ্রজিৎ স্বর্ণপুঙ্খ, সুশাণিত ও ধূলির ন্যায় পতনশীল নারাচ, অর্দ্ধনারাচ, ভল্ল, অঞ্জলিক, বৎসদন্ত, সিংহদংষ্ট্র এবং ক্ষুর দ্বারা বিদ্ধ করিলে, রামচন্দ্র স্থানত্রয়ে নত, স্বর্ণভূষিত মুষ্টিস্থানে ভিন্ন, এবং জ্যা-বিহীন ধনু পরিত্যাগ করিয়া বীরশয্যায় শয়ন করিলেন। লক্ষ্মণ, পুরুষশ্রেষ্ঠ রামচন্দ্রকে শয্যায় শয়ন করিতে দেখিয়া জীবনে হতাশ হইলেন। ২১—২৫। তিনি সেই কমলদললোচন যুদ্ধসন্তোষী শরণ্য ভ্রাতা রামচন্দ্রকে ভূমিতলে পতিত দেখিয়া বিলাপ করিতে লাগিলেন। বানরগণও তাঁহার সেইরূপ অবস্থা দেখিয়া অত্যন্ত সন্তাপিত হইল। তাহারা শোকে অশ্রুপূর্ণনয়নে বারংবার আক্রোশ প্রকাশ করিতে লাগিল। পরে বায়ুনন্দনাদি বীরগণ তথায় সমাগত হইয়া, অত্যন্ত দুঃখিত এবং বিষণ্নমনে সেই বীরশয়নে শয়ান শরবদ্ধ বীরদ্বয়ের চতুর্দ্দিক্ বেষ্টন করিয়া অবস্থান করিতে লাগিল। ২৬—২৮।

ষট্চত্বারিংশঃ সর্গঃ।

ততো দ্যাং পৃথিবীঞ্চৈব বীক্ষমাণা বনৌকসঃ।
দদৃশুঃ সন্ততৌ বাণৈর্ভ্রাতরৌ রামলক্ষ্মণৌ ॥ ১
বৃষ্টেবোপরতে দেবে কৃতকর্ম্মণি রাক্ষসে।
আজগামাথ তং দেশং সসুগ্রীবো বিভীষণঃ। ২

ষট্চত্বারিংশ সর্গ।

পরে বনবিহারী বানরগণ আকাশ ও ভূতলের দিকে দৃষ্টিপাত করত, বাণবদ্ধ ভ্রাতৃদ্বয় রামচন্দ্র এবং লক্ষ্মণকে দেখিতে পাইল। তৎপরে বারিবর্ষণান্তর

নীলশ্চ দ্বিবিদো মৈন্দঃ সুষেণঃ কুমুদোঽঙ্গদঃ।
তূর্ণং হনুমতা সার্দ্ধমন্বশোচন্ত রাঘবৌ ॥ ৩
অচেষ্টৌ মন্দনিশ্বাসৌ শোণিতেন পরিপ্লুতৌ।
শরজালাচিতৌ স্তব্ধৌ শয়ানৌ শরতল্পগৌ ॥ ৪
নিশ্বসন্তৌ যথা সর্পৌ নিশ্চেষ্টৌ মন্দবিক্রমৌ।
রুধিরস্রাবদিগ্ধাঙ্গৌ তপনীয়াবিব ধ্বজৌ ॥ ৫
তৌ বীরশয়নে বীরৌ শয়ানৌ মন্দচেষ্টিতৌ।
যূথপৈঃ স্বৈঃ পরিবৃতৌ বাষ্পব্যাকুললোচনৈঃ ॥ ৬
রাঘবৌ পতিতৌ দৃষ্ট্বা শরজালসমন্বিতৌ
বভূবুর্ব্যথিতাঃ সর্ব্বে বানরাঃ সবিভীষণাঃ ॥ ৭
অন্তরিক্ষং নিরীক্ষন্তো দিশঃ সর্ব্বাশ্চ বানরাঃ।
নচৈনং মায়য়া ছন্নং দদৃশূ রাবণিং রণে ॥ ৮
তং তু মায়াপ্রতিচ্ছন্নং মায়য়ৈব বিভীষণঃ।
বীক্ষমাণো দদর্শাগ্রে ভ্রাতুঃ পুত্রমবস্থিতম্।
তমপ্রতিমকর্ম্মাণমপ্রতিদ্বন্দ্বমাহবে ॥ ৯
দদর্শান্তর্হিতং বীরং বরদানাদ্বিভীষণঃ।
তেজসা যশসা চৈব বিক্রমেণ চ সংযুতঃ ॥ ১০
ইন্দ্রজিত্ত্বাত্মনঃ কর্ম্ম তৌ শয়ানৌ সমীক্ষ্য চ।
উবাচ পরমপ্রীতো হর্ষয়ন্ সর্ব্বরাক্ষসান্ ॥ ১১

দূষণস্য চ হন্তারৌ খরস্য চ মহাবলৌ।
সাদিতৌ মামকৈর্ব্বাণৈর্ভ্রাতরৌ রামলক্ষ্মণৌ ॥ ১২
নেমৌ মোক্ষয়িতুং শক্যাবেতস্মাদিষুবন্ধনাৎ।
সর্ব্বৈরপি সমাগম্য সর্ষিসঙ্ঘৈঃ সুরাসুরৈঃ ॥ ১৩
যৎকৃতে চিন্তয়ানস্য শোকার্ত্তস্য পিতুর্মম।
অস্পৃষ্ট্বা শয়নং গাত্রৈস্ত্রিযামা যাতি শর্ব্বরী ॥ ১৪
কৃৎস্নেয়ং যৎকৃতে লঙ্কা নদী বর্ষাস্বিবাকুলা।
সোঽয়ং মূলহরোঽনর্থঃ সর্ব্বেষাং শমিতো মম ॥ ১৫
রামস্য লক্ষ্মণস্যৈব সর্ব্বেষাঞ্চ বনৌকসাম্।
বিক্রমা নিষ্ফলাঃ সর্ব্বে যথা শরদি তোয়দাঃ ॥ ১৬
এবমুক্ত্বা তু তান্ সর্ব্বান্ রাক্ষসানপি পশ্যতঃ।
যূথপানপি তান্ সর্ব্বাংস্তাড়য়ৎ স চ রাবণিঃ ॥ ১৭
নীলং নবভিরাহত্য মৈন্দঞ্চ স দ্বিবিদং তথা।
ত্রিভিস্ত্রিভিরমিত্রঘ্নস্তাপ পরমেষুভিঃ ॥ ১৮
জাম্ববন্তং মহেষ্বাসো বিদ্ধ্বা বাণেন বক্ষসি।
হনুমতো বেগবতো বিসসর্জ্জ শরান্ দশ ॥ ১৯
গবাক্ষং শরভঞ্চৈব তাবপ্যমিতবিক্রমৌ।
দ্বাভ্যাং দ্বাভ্যাং মহাবেগো বিব্যাধ যুধি রাবণিঃ ॥ ২০
গোলাঙ্গুলেশ্বরঞ্চৈব বালিপুত্রমথাঙ্গদম্।
বিব্যাধ বহুভির্ব্বাণৈস্ত্বরমাণোঽথ রাবণিঃ ॥ ২১

মেঘের ন্যায়, ইন্দ্রজিৎ বীরদ্বয়কে শরজালে বদ্ধ করিয়া প্রতিনিবৃত্ত হইলে, বিভীষণ সুগ্রীবসমভিব্যাহারে সেই স্থানে উপনীত হইলেন। নীল মৈন্দ, দ্বিবিদ, সুষেণ কুমুদ এবং অঙ্গদ হনুমানকে সঙ্গে লইয়া তথায় উপস্থিত হইয়া, তাঁহাদের নিমিত্ত শোক প্রকাশ করিতে লাগিল। শরজালে বদ্ধ রাম এবং লক্ষ্মণ রক্তাক্তকলেবরে শরশয্যায় শয়ান হইয়া রুদ্ধবীর্য্য ভুজঙ্গের ন্যায় দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিতেছিলেন। তাঁহাদের নয়নযুগল হইতে অশ্রুধারা বিগলিত হইতেছিল; চতুর্দ্দিকে দলপতিগণ আসীন রহিয়াছে। বিভীষণ ও বানরগণ তাঁহাদিগকে এইরূপ ভূপতিত সুবর্ণধ্বজের ন্যায় নিশ্চেষ্ট ও অচেতনপ্রায় দেখিয়া ব্যথিত হইলেন। ১—৭। বানরগণ আকাশ ও চতুর্দ্দিক্ অনুসন্ধান করিয়াও কোথাও সেই মায়াবী রাবণনন্দন ইন্দ্রজিৎকে দেখিতে পাইল না। পরন্তু বিভীষণ দৃষ্টিনিক্ষেপ করিয়াই মায়াবলে সেই মায়াচ্ছন্ন ভ্রাতৃনন্দনকে দেখিতে পাইলেন। দেখিলেন,—সেই অপ্রতিকর্ম্মা রণস্থলে অপ্রতিদ্বন্দ্বী ও বরদানগর্ব্বিত বীর ইন্দ্রজিৎ অন্তর্হিত হইয়া সম্মুখেই অবস্থান করিতেছে। তেজ, যশ এবং বিক্রমসম্পন্ন ইন্দ্রজিৎ স্বীয় কর্ম্ম ও রঘুনন্দন-যুগলকে শয়ান দর্শন করিয়া, আহ্লাদের সহিত রাক্ষসগণকে আহ্লাদিত করত কহিলেন ৮—১১। খরদূষণবিনাশী মহাবল ভ্রাতৃদ্বয় রাম ও লক্ষ্মণ আমার শরাঘাতে অবসন্ন হইয়াছে। ঋষিগণ দেবগণ ও দৈত্যগণ সকলে মিলিত হইয়া আসিলেও ইহাদের দুই জনকে এই বাণবন্ধন হইতে মুক্ত করিতে পারিবে না। যাহার জন্য ভাবিয়া ভাবিয়া আমার শোকার্ত্ত পিতা সমস্ত রাত্রি বসিয়া কাটাইতেছেন এবং যাহার জন্য সমগ্র লঙ্কানগরীই বর্ষাকালের নদীর মত আকুল হইয়াছে, আমাদের সর্ব্বনাশকর সেই অনর্থকে অদ্য দূরীভূত করিলাম। ১২—১৫। রামচন্দ্র লক্ষ্মণ এবং অন্যান্য বানরগণের বিক্রম, শরৎকালীন মেঘের ন্যায় নিষ্ফল হইল। রাবণনন্দন, সম্মুখস্থ রাক্ষসগণকে এই কথা কহিয়া দলপতিগণকেও তাড়াইতে লাগিলেন। সেই শত্রুঘাতী বিপুলধনুর্দ্ধারী বীর ইন্দ্রজিৎ নীলকে নয় বাণে বিদ্ধ করিয়া, মৈন্দ এবং দ্বিবিদকে সুশাণিত তিন তিন বাণে সন্তাপিত করিলেন। পরে জাম্ববানকে বক্ষঃস্থলে বিদ্ধ করিয়া, বেগবান্ হনুমানের প্রতি দশটী বাণ নিক্ষেপ করিলেন। মহাবেগ রাবণ-নন্দন সেই রণক্ষেত্রে অমিতবিক্রম গবাক্ষ ও শরভকে দুই দুই বাণে বিদ্ধ করত সবেগে বহুসংখ্যক বাণদ্বারা গোলাঙ্গুলপতি এবং অঙ্গদকে বিদ্ধ করিলেন। ১৬—২১।

তান্ বানরবরান্ ভিত্বা শরৈরগ্নিশিখোপমৈঃ।
ননাদ বলবাংস্তত্র মহাসত্ত্বঃ স রাবণিঃ॥ ২২
সন্দর্শয়িত্বা বানৌঘৈস্ত্রাসয়িত্বা চ বানরান্।
প্রজহাস মহাবাহুর্বচনঞ্চেদমব্রবীৎ॥ ২৩
শরবন্ধেন ঘোরেণ ময়া বদ্ধৌ চমূমুখে।
সহিতৌ ভ্রাতরাবেতৌ নিশাময়ত রাক্ষসাঃ॥ ২৪
এবমুক্তাস্তু তে সর্ব্বে রাক্ষসাঃ কূটযোধিনঃ।
পরং বিস্ময়মাপন্নাঃ কর্ম্মণা তেন হর্ষিতাঃ। ২৫
বিনেদুশ্চ মহানাদান্ সর্ব্বে তে জলদোপমাঃ।
হতো রাম ইতি জ্ঞাত্বা রাবণিং সমপূজয়ন্॥ ২৬
নিষ্পন্দৌ তু তদা দৃষ্ট্বা ভ্রাতরৌ রামলক্ষ্মণৌ।
বসুধায়াং নিরুচ্ছ্বাসৌ হতাবিত্যন্বমন্যত॥ ২৭
হর্ষেণ তু সমাবিষ্ট ইন্দ্রজিৎ সমিতিঞ্জয়ঃ।
প্রবিবেশ পুরীং লঙ্কাং হর্ষয়ন্ সর্ব্বনৈর্ঋতান্॥ ২৮
রামলক্ষ্মণয়োর্দৃষ্ট্বা শরীরে সায়কৈশ্চ তে।
সর্ব্বাণি চাঙ্গোপাঙ্গানি সুগ্রীবং ভয়মাবিশৎ॥ ২৯
তমুবাচ পরিত্রস্তং বানরেন্দ্রং বিভীষণঃ।
সবাষ্পবদনং দীনং ক্রোধব্যাকুললোচনম্।
অলং ত্রাসেন সুগ্রীব বাষ্পবেগো নিগৃহ্যতাম্॥ ৩০
এবম্প্রায়াণি যুদ্ধানি বিজয়ো নাস্তি নৈষ্ঠিকঃ।
সৌভাগ্যশেষতাস্মাকং যদি বীর ভবিষ্যতি॥ ৩১
মোহমেতৌ প্রহাস্যেতে মহাত্মানৌ মহাবলৌ।
পর্য্যবস্থাপয়াত্মানমনাথং মাঞ্চ বানর॥ ৩২
এবমুক্ত্বা ততস্তস্য জলক্লিন্নেন পাণিনা।
সুগ্রীবস্য শুভে নেত্রে প্রমমার্জ্জ বিভীষণঃ॥ ৩৩
ততঃ সলিলমাদায় বিদ্যয়া পরিজপ্য চ।
সুগ্রীবনেত্রে ধর্ম্মাত্মা প্রমমার্জ্জ বিভীষণঃ॥ ৩৪
বিমৃজ্য বদনং তস্য কপিরাজস্য ধীমতঃ।
অব্রবীৎ কালসম্প্রাপ্তমসম্ভ্রান্তমিদং বচঃ॥ ৩৫
ন কালঃ কপিরাজেন্দ্র বৈক্লব্যমবলম্বিতুম্।
অতিস্নেহোঽপি কালেঽস্মিন্ মরণায়োপকল্পতে॥ ৩৬
তস্মাদুৎসৃজ্য বৈক্লব্যং সর্ব্বকার্য্যবিনাশনম্।
হিতং রামপুরোগাণাং সৈন্যানামনুচিন্তয়॥ ৩৭
অথবা রক্ষ্যতাং রামো যাবৎ সংজ্ঞাবিপর্য্যয়ঃ।
লব্ধসংজ্ঞৌ হি কাকুৎস্থৌ ভয়ং নো ব্যপনেষ্যতঃ॥ ৩৮
নৈতৎ কিঞ্চন রামস্য ন চ রামো মুমূর্ষতি।
নহ্যেনং হাস্যতে লক্ষ্মীর্দুর্লভা যা গতায়ুষাম্। ৩৯

মহাসত্ত্ব বলবান্ রাবণ-নন্দন, সেই অগ্নিশিখাতুল্য বাণসমূহ দ্বারা বানরগণকে বিদ্ধ করত সিংহনাদ করিয়া উঠিলেন। সেই মহাবাহু ইন্দ্রজিৎ, এইরূপে বাণ সমূহ দ্বারা বানরগণকে পীড়িত করত বারংবার হাস্য করিয়া কহিলেন,—"ওহে রাক্ষসগণ! এই দেখ, এই দুই ভ্রাতা আমাকর্ত্তৃক বাণবন্ধনে বদ্ধ হইয়া রণক্ষেত্রে পতিত হইয়াছে।" অনন্তর মায়াযোধী নিশাচরগণ এইরূপে কথিত হইয়া, ইন্দ্রজিতের তাদৃশ কার্য্য দেখিয়া সাতিশয় বিস্মিত ও হৃষ্ট হইল। ২২—২৫। মেঘতুল্যবর্ণ রাক্ষসগণ—'রাম নিহত হইয়াছেন'—মনে করিয়া সিংহনাদ করত ইন্দ্রজিতের প্রশংসা করিতে লাগিল এবং সেই ভ্রাতৃযুগল রাম ও লক্ষ্মণকে স্পন্দহীন ও নিশ্বাস-বিহীন হইয়া ভূতলে পতিত দেখিয়া নিহত বলিয়াই মনে করিল। তৎপরে রণবিজয়ী ইন্দ্রজিৎ রাক্ষসগণকে আহ্লাদিত করত লঙ্কাপুরীমধ্যে প্রবেশ করিলেন। এদিকে রামচন্দ্র এবং লক্ষ্মণের শরীর ও অঙ্গোপাঙ্গই বাণবিদ্ধ দেখিয়া সুগ্রীব সাতিশয় ভীত হইলেন। বিভীষণ ক্রোধে অস্থিরদৃষ্টি বাষ্পপূর্ণবদন বানরেন্দ্রকে ভীত ও দীনভাবাপন্ন দেখিয়া কহিলেন,—'কি? সুগ্রীব! বাষ্পবেগ রোধ কর। যুদ্ধে এইরূপই হইয়া থাকে। বারংবার সমানভাবে কখনই বিজয় লাভ করিতে পারা যায় না। হে বীর! আমাদের সৌভাগ্য থাকে ত, অচিরেই এই মহাত্মা মহাবল ভ্রাতৃযুগলের মোহ দূর হইবে। হে বানরেন্দ্র! তুমি নিশ্চয় জানিবে, যাঁহারা সত্য এবং ধর্ম্মে অনুরক্ত থাকেন, তাঁহাদের কখনই মৃত্যুভয় হয় না। অতএব তুমি অনাথের ন্যায়, শোক না করিয়া আপনাকে এবং আমাকে সুস্থ কর।' বিভীষণ এই কথা বলিয়া প্রথমতঃ নিজ জলার্দ্র কর দ্বারা সুগ্রীবের চক্ষুর্দ্বয় মুছিয়া দিলেন। পরে হস্তে জল লইয়া তিরস্করণী মন্ত্র জপ করত সেই মন্ত্রপূত জল দ্বারা পুনর্ব্বার তাঁহার নয়ন-যুগল মার্জ্জন করিলেন। ধীমান্ বানররাজের মুখ প্রোঞ্ছন করিয়া দিয়া ধীরে ধীরে সেই সময়ের উচিত কথা কহিলেন। ২৬—৩৫। "হে কপিরাজেন্দ্র! এখন বিহ্বল হইবার সময় নহে। এ সময়ে স্নেহাতিশয়-প্রকাশক রোদনাদিও মৃত্যুর কারণ হইয়া পড়ে। অতএব এই সর্ব্বকার্য্য-বিনাশক কাতরতা পরিত্যাগ-পূর্ব্বক যাহাতে রামচন্দ্রের পুরোগামী সৈন্যগণের মঙ্গল হয়, তাহার চিন্তা কর;—অথবা যে পর্য্যন্ত রামচন্দ্র ও লক্ষ্মণ সংজ্ঞাশূন্য হইয়া থাকেন, তাবৎকাল ইঁহাদিগকে রক্ষা কর। কারণ ইঁহারা সংজ্ঞা লাভ করিলেই আমাদের ভয় দূর হইবে। সুগ্রীব! ঐ দেখ, এখনও রঘুনন্দনের শরীরে যে শোভা রহিয়াছে, তাহা মৃত-ব্যক্তিতে থাকে না। অতএব তুমি নিশ্চয় জানিবে,

তস্মাদাশ্বাসয়াম্যানং বলকাশ্বাসয় স্বকম্।
যাবৎ সৈন্যানি সর্ব্বাণি পুনঃ সংস্থাপয়াম্যহম্ ॥ ৪০
এতে হি ফুল্লনয়নাস্ত্রাসাদাগতসাধ্বসাঃ।
কর্ণে কর্ণে প্রকথিতা হরয়ো হরিসত্তম ॥ ৪১
মাং তু দৃষ্ট্বা প্রধাবন্তমনীকং সম্প্রহর্ষিতম্।
ত্যজন্তু হরয়স্ত্রাসং ভুক্তপূর্ব্বামিব স্রজম্ ॥ ৪২
সমাশ্বাস্য তু সুগ্রীবং রাক্ষসেন্দ্রো বিভীষণঃ।
বিদ্রুতং বানরানীকং তৎ সমাশ্বাসয়ৎ পুনঃ ॥ ৪৩
ইন্দ্রজিত্তু মহামায়ঃ সর্ব্বসৈন্যসমাবৃতঃ।
বিবেশ নগরীং লঙ্কাং পিতরং চাভ্যুপাগমৎ ॥ ৪৪
তত্র রাবণমাসাদ্য অভিবাদ্য কৃতাঞ্জলিঃ।
আচচক্ষে প্রিয়ং পিত্রে নিহতৌ রামলক্ষ্মণৌ ॥ ৪৫
উৎপপাত ততো হৃষ্টঃ পুত্রঞ্চ পরিষস্বজে।
রাবণো রক্ষসাং মধ্যে শ্রুত্বা শত্রূ নিপাতিতৌ ॥ ৪৬
উপাঘ্রায় চ তং মূর্দ্ধি পপ্রচ্ছ প্রীতমানসঃ।
পৃচ্ছতে চ যথাবৃত্তং পিত্রে তস্মৈ ন্যবেদয়ৎ ॥ ৪৭
যথা তৌ শরবন্ধেন নিশ্চেষ্টৌ নিষ্প্রভৌ কৃতৌ ॥ ৪৮

রামচন্দ্র এরূপ কোন পাপই করেন নাই, যাহাতে ইঁহার এতাদৃশ আকস্মিক মৃত্যু ঘটিতে পারে। সম্প্রতি তুমি আপনাকে আশ্বাসিত কর এবং স্বীয় বল রক্ষা কর। আমিও সেনাগণকে সুস্থির করি। ৩৬—৪০। হে হরিসত্তম! ঐ দেখ, বানরগণ নয়ন বিস্ফারিত করত ভীত এবং শঙ্কিত হইয়া পরস্পর কর্ণে কর্ণে রামের বিপদের বিষয় বলাবলি করিতেছে। সে যাহা হউক, আমি সেনাগণকে আশ্বাসিত করিবার নিমিত্ত ধাবিত হই এবং বানরগণ তদ্দর্শনে পরিভুক্ত মালাপরিত্যাগের ন্যায়, ভয় পরিত্যাগপূর্ব্বক আনন্দ করুক। রাক্ষসেন্দ্র বিভীষণ এইরূপে সুগ্রীবকে আশ্বাসিত করিয়া ধাবিত বানরসৈন্যগণকে পুনরায় সুস্থির করিলেন। এদিকে অতি মায়াবী ইন্দ্রজিৎ, বহুসৈন্যে পরিবেষ্টিত হইয়া লঙ্কানগরীতে প্রবেশপূর্ব্বক পিতার নিকটে উপনীত হইলেন। পরে রাবণের নিকটবর্ত্তী হইয়া অভিবাদন করত কৃতাঞ্জলিপুটে রাম এবং লক্ষ্মণের নিধনরূপ প্রিয়বার্ত্তা নিবেদন করিলেন। ৪১—৪৫। রাক্ষসমণ্ডলীমধ্যস্থিত রাবণ, শত্রুদ্বয় নিপাতিত হইয়াছে শুনিয়া দণ্ডায়মান হইলেন, এবং হৃষ্টচিত্তে পুত্রকে আলিঙ্গন করিলেন। পরে প্রীতমনে মস্তক আঘ্রাণ করত যুদ্ধবৃত্তান্ত জিজ্ঞাসিলে ইন্দ্রজিৎ যেরূপে রামচন্দ্র ও লক্ষ্মণকে শরবন্ধনে বদ্ধ করিয়া নিশ্চেষ্ট ও নিষ্প্রভ করিয়াছেন, সেই সমস্ত যথাবৎ নিবেদন করিলেন।

স হর্ষবেগানুগতান্তরাত্মা
শ্রুত্বা গিরং তস্য মহারথস্য।
জহৌ জ্বরং দাশরথেঃ সমুত্থং
প্রহৃষ্টবাচাভিননন্দ পুত্রম্ ॥ ৪৯

ইতি লঙ্কাকাণ্ডে ষট্‌চত্বারিংশঃ সর্গঃ ॥ ৪৬

সপ্তচত্বারিংশঃ সর্গঃ।

তস্মিন্ প্রবিষ্টে লঙ্কায়াং কৃতার্থে রাবণাত্মজে।
রাঘবং পরিবার্য্যাথ ররক্ষুর্বানরর্ষভাঃ ॥ ১
হনুমানঙ্গদো নীলঃ সুষেণঃ কুমুদো নলঃ।
গজো গবাক্ষঃ পনসঃ সানুপ্রস্থো মহাহরিঃ ॥ ২
জাম্ববানৃষভঃ সুন্দো রম্ভঃ শতবলিঃ পৃথুঃ।
ব্যূঢ়ানীকাশ্চ যত্তাশ্চ দ্রুমানাদায় সর্ব্বতঃ ॥ ৩
বীক্ষমাণা দিশঃ সর্ব্বাস্তির্য্যগূর্দ্ধঞ্চ বানরাঃ।
তৃণেষ্বপি চ চেষ্টৎসু রাক্ষসা ইতি মেনিরে ॥ ৪
রাবণশ্চাপি সংহৃষ্টো বিসৃজ্যেন্দ্রজিতং সুতম্।
আজুহাব ততঃ সীতারক্ষণী রাক্ষসীস্তদা ॥ ৫
রাক্ষস্যস্ত্রিজটা চাপি শাসনাত্তমুপস্থিতাঃ।
তা উবাচ ততো হৃষ্টো রাক্ষসী রাক্ষসাধিপঃ ॥ ৬

মহারথ ইন্দ্রজিতের কথা শুনিয়া দশাননের রামভয় অপগত হওয়ায়, তাঁহার অন্তরাত্মাও আহ্লাদে পরিপ্লুত হইল এবং তিনি আহ্লাদসূচক কথায় পুত্রকে অভিনন্দিত করিলেন। ৪৬—৪৯।

সপ্তচত্বারিংশ সর্গ।

রাবণ-নন্দন কৃতার্থ হইয়া লঙ্কামধ্যে প্রবেশ করিলে বানরশ্রেষ্ঠগণ রঘুনন্দনের চারিদিকে অবস্থানপূর্ব্বক তাঁহাকে রক্ষা করিতে লাগিল। জাম্ববান্, ঋষভ, সুন্দ, রম্ভ, শতবলি এবং পৃথু প্রভৃতি সেনানায়কগণ ব্যূহাকারে সৈন্যসংস্থাপনপূর্ব্বক, সতর্কভাবে বৃক্ষহস্তে অবস্থান করিতে লাগিল। সেই সময় রক্ষার্থ নিযুক্ত বানরগণ, এরূপ সতর্কতা-সহকারে চারিদিক্ দেখিতে লাগিল যে, কোথাও পত্রশব্দ হইলেও—"ঐ রাক্ষস আসিতেছে"—মনে করিয়া, সেই দিকেই দৌড়িয়া যাইতে লাগিল। এদিকে রাবণ, হৃষ্টচিত্তে প্রিয় পুত্র ইন্দ্রজিৎকে বিদায় দিয়া, সীতার রক্ষণকার্য্যে নিযুক্ত রাক্ষসীগণকে ডাকিলেন। ১—৫। ত্রিজটা এবং রাক্ষসীগণ রাবণের আদেশ শুনিয়া, তথায় উপস্থিত

ইত্যাবিন্দ্রজিতাখ্যাত বৈদেহ্যা রামলক্ষ্মণৌ।
পুষ্পকং তৎ সমারোপ্য দর্শয়ধ্বং রণে হতৌ ॥ ৭
যদাশ্রয়াদবষ্টব্ধা নেয়ং মামুপতিষ্ঠতে।
সোঽস্যা ভর্ত্তা সহ ভ্রাত্রা নিহতো রণমূর্দ্ধনি ॥ ৮
নির্বিশঙ্কা নিরুদ্বিগ্না নিরপেক্ষা চ মৈথিলী।
মামুপস্থাস্যতে সীতা সর্ব্বাভরণভূষিতা ॥ ৯
অদ্য কালবশং প্রাপ্তং রণে রামং সলক্ষ্মণম্।
অবেক্ষ্য বিনিবৃত্তা সা নান্যাং গতিমপশ্যতী।
অনপেক্ষা বিশালাক্ষী মামুপস্থাস্যতে স্বয়ম্ ॥ ১০
তস্য তদ্বচনং শ্রুত্বা রাবণস্য দুরাত্মনঃ।
রাক্ষস্যস্তাস্তথেত্যুক্ত্বা জগ্মুর্যত্র পুষ্পকম্ ॥ ১১
ততঃ পুষ্পকমাদায় রাক্ষস্যো রাবণাজ্ঞয়া।
অশোকবনিকাস্থাং তাং মৈথিলীং সমুপানয়ন্ ॥ ১২
তামাদায় তু রাক্ষস্যো ভর্ত্তৃশোকপরাজিতাম্।
সীতামারোপয়ামাসুর্বিমানং পুষ্পকং তদা ॥ ১৩
ততঃ পুষ্পকমারোপ্য সীতাং ত্রিজটয়া সহ।
রাবণশ্চারয়ামাস পতাকাধ্বজমালিনীম্ ॥ ১৪
প্রাঘোষয়ত হৃষ্টশ্চ লঙ্কায়াং রাক্ষসেশ্বরঃ।
রাঘবো লক্ষ্মণশ্চৈব হতাবিন্দ্রজিতা রণে ॥ ১৫

বিমানেনাপি গত্বা তু সীতা ত্রিজটয়া সহ।
দদর্শ বানরাণাং তু সর্ব্বং সৈন্যং নিপাতিতম্ ॥
প্রহৃষ্টমনসশ্চাপি দদর্শ পিশিতাশনান্।
বানরাংশ্চাপি দুঃখার্ত্তান্ রামলক্ষ্মণপার্শ্বতঃ ॥ ১৭
ততঃ সীতা দদর্শোভৌ শয়ানৌ শরতল্পগৌ।
লক্ষ্মণঞ্চৈব রামঞ্চ বিসংজ্ঞৌ শরপীড়িতৌ ॥ ১৮
বিধ্বস্তকবচৌ বীরৌ বিপ্রবিদ্ধশরাসনৌ।
শায়কৈশ্ছিন্নসর্ব্বাঙ্গৌ শরস্তম্বময়ৌ ক্ষিতৌ ॥ ১৯
তৌ দৃষ্ট্বা ভ্রাতরৌ তত্র প্রবীরৌ পুরুষর্ষভৌ।
শয়ানৌ পুণ্ডরীকাক্ষৌ কুমারাবিব পাবকী ॥ ২০
শরতল্পগতৌ বীরৌ তথাভূতৌ নরর্ষভৌ।
দুঃখার্ত্তা করুণং সীতা সুভৃশং বিললাপ হ ॥ ২১
ভর্ত্তারমনবদ্যাঙ্গী লক্ষ্মণঞ্চাসিতেক্ষণা।
প্রেক্ষ্য পাংশুষু চেষ্টন্তৌ রুরোদ জনকাত্মজা ॥ ২২
সা বাষ্পশোকাভিহতা সমীক্ষ্য
তৌ ভ্রাতরৌ দেবসুতপ্রভাবৌ

হইলে, রাক্ষসনাথ হৃষ্টচিত্তে তাহাদিগকে কহিলেন,—"তোমরা সীতাকে,—"ইন্দ্রজিৎকর্তৃক রাম ও লক্ষ্মণ নিহত হইয়াছে"—এই কথা বলিয়া, পুষ্পকবিমানে আরোহণ করাইয়া, সেই নিহত রামচন্দ্র এবং লক্ষ্মণকে দেখাও। যাহার জন্য গর্ব্বিত হইয়া, জনক-নন্দিনী সীতা আমার বশবর্ত্তিনী হয় নাই, তাহার সেই ভর্ত্তা, ভ্রাতার সহিত রণস্থলে নিহত হইয়াছে। সম্প্রতি সীতা, রামের আশা পরিত্যাগ করিয়া নিঃশঙ্কচিত্তে নিরুদ্বেগে সর্ব্বালঙ্কারভূষিতা হইয়া আমার বশবর্ত্তিনী হইবে। বোধ হয়, আজ সেই বিশালনয়না জনক-নন্দিনী, রাম-লক্ষ্মণকে রণস্থলে নিগৃহীত দেখিলে, অগত্যা উপায়ান্তর না দেখিয়া, তথা হইতে প্রত্যাগত হইয়া নিজেই আমাকে ভজিবে।" ৮—১০। রাক্ষসীগণ, দুরাত্মা রাবণের সেই কথা শুনিয়া,—"তাহাই হউক"—বলিয়া পুষ্পকসন্নিধানে গমন করিল। পরে রাক্ষসীগণ রাবণাদেশে সেই পুষ্পক-বিমান লইয়া, অশোকবনবাসিনী জানকীর নিকটে উপস্থিত হইল এবং সেই ভর্তৃশোককৃশা সীতাকে তদুপরি আরোহণ করাইল। তৎপরে দশানন ত্রিজটার সহিত সীতাকে পুষ্পকোপরি আরোহণ করাইয়া, ধ্বজপতাকাশালিনী লঙ্কানগরীর চারিদিকে লইয়া বেড়াইতে লাগিলেন। সেই রাক্ষসপতি ভ্রমণকালে লঙ্কার চারিদিকে, 'ইন্দ্রজিৎকর্তৃক রাম ও লক্ষ্মণ রণস্থলে নিহত হইয়াছে'—এইরূপ ঘোষণাও করাইতে লাগিলেন। ১১—১৫। পরে সীতা, ত্রিজটার সহিত বিমানে আরোহণপূর্ব্বক রণক্ষেত্রে গমন করিয়া দেখিলেন,—প্রায় সমস্ত বানরসৈন্যই রণস্থলে পতিত হইয়াছে। মাংসাশী নিশাচরগণ হৃষ্টচিত্তে চারিদিকে বেড়াইতেছে, বানরগণ, দুঃখিত-চিত্তে রাম ও লক্ষ্মণের পার্শ্বে উপবিষ্ট রহিয়াছে। তৎপরে জনক-নন্দিনী দেখিলেন,—রামচন্দ্র এবং লক্ষ্মণ শরপীড়িত ও সংজ্ঞাশূন্য হইয়া শরশয্যায় শয়ান রহিয়াছেন। সেই বীরবর ভ্রাতৃদ্বয়ের গাত্রে বর্ম্ম নাই; হস্তের ধনু স্খলিত হইয়া রহিয়াছে। তাঁহারা সর্ব্বাঙ্গে বাণসমাচ্ছন্ন হইয়া ভূতলে পতিত হইয়া-ছেন। সীতা দেখিলেন,—সেই অগ্নিতনয়ের ন্যায়, তেজস্বী বীরশ্রেষ্ঠ, পুরুষপুঙ্গব ও পুণ্ডরীকলোচন ভ্রাতৃযুগল, শরশয্যায় শয়ন করিয়া আছেন। ১৬—২০। সেই মনুজপুঙ্গব বীরদ্বয়কে তাদৃশ অবস্থায় শরশয্যায় শয়ান দেখিয়া, জনকনন্দিনী সাতিশয় দুঃখিতা হইয়া বারংবার বিলাপ করিতে লাগিলেন। অনিন্দ্যগাত্রী অসিত-লোচনা জানকী,—রামচন্দ্র ও লক্ষ্মণকে ধূলায় লুণ্ঠিত দেখিয়া রোদন করিতে লাগিলেন। জনকনন্দিনী,—দেবকুমারসদৃশ প্রভাবশালী ভ্রাতৃ-দ্বয়কে তাদৃশ অবস্থায় পতিত দেখিয়া—'তাঁহারা নিহত হইয়াছেন'—মনে করিয়া সাতিশয় শোকে কাতরা

বিতর্কয়ন্তী নিধনং তয়োঃ সা
দুঃখান্বিতা বাক্যমিদং জগাদ ॥ ২৩
ইতি লঙ্কাকাণ্ডে সপ্তচত্বারিংশঃ সর্গঃ ॥ ৪৭ ॥

অষ্টচত্বারিংশঃ সর্গঃ ।

ভর্ত্তারং নিহতং দৃষ্ট্বা লক্ষ্মণঞ্চ মহাবলম্ ।
বিললাপ ভৃশং সীতা করুণং শোককর্শিতা ॥ ১
উচুর্লাক্ষণিকা যে মাং পুত্রিণ্যবিধবেতি চ ।
তেঽদ্য সর্ব্বে হতে রামে জ্ঞানিনোঽনৃতবাদিনঃ ॥ ২
যজ্বনো মহিষীং যে মাং উচুঃ পত্নীঞ্চ সত্রিণঃ ।
তেঽদ্য সর্ব্বে হতে রামে জ্ঞানিনোঽনৃতবাদিনঃ ॥ ৩
বীরপার্থিবপত্নীনাং যে বিদুর্ভর্তৃপূজিতাম্ ।
তেঽদ্য সর্ব্বে হতে রামে জ্ঞানিনোঽনৃতবাদিনঃ ॥ ৪
উচুঃ সংশ্রবণে যে মাং দ্বিজাঃ কার্ত্তান্তিকাঃ শুভাম্।
তেঽদ্য সর্ব্বে হতে রামে জ্ঞানিনোঽনৃতবাদিনঃ ॥ ৫
ইমানি খলু পদ্মানি পাদয়োর্ব্বৈ কুলস্ত্রিয়ঃ ।
আধিরাজ্যেঽভিষিচ্যন্তে নরেন্দ্রৈঃ পতিভিঃ সহ ॥ ৬
বৈধব্যং যান্তি যৈর্নার্য্যোঽলক্ষণৈর্ভাগ্যদুর্লভাঃ ।
নাত্র পশ্যামি পদ্মানি পশ্যন্তী হতলক্ষণা ॥ ৭
সত্যানীমানি স্থানাম্যুক্তানি লক্ষণৈঃ ।
তান্যদ্য নিহতে রামে বিতথানি ভবন্তি মে ॥ ৮
কেশাঃ সূক্ষ্মাঃ সমা নীলা ভ্রুবৌ চাসংহতে মম । ৯
বৃত্তে চারোমকে জঙ্ঘে দন্তাশ্চাবিরলা মম ॥
শঙ্খে নেত্রে করৌ পাদৌ গুল্ফাবূরূ সমৌ চিতৌ ।
অনুবৃত্তনখাঃ স্নিগ্ধাঃ সমাশ্চাঙ্গুলয়ো মম ॥ ১০
স্তনৌ চাবিরলৌ পীনৌ মামকৌ মগ্নচূচুকৌ ।
মগ্না চোৎসেধনী নাভিঃ পার্শ্বোরস্কঞ্চ মে চিতম্ ॥ ১১
মম বর্ণো মণিনিভো মৃদূন্যঙ্গরুহাণি চ ।
প্রতিষ্ঠিতাং দ্বাদশভির্মামূচুঃ শুভলক্ষণাম্ ॥ ১২
সমগ্রযবমচ্ছিদ্রং পাণিপাদঞ্চ বর্ণবৎ ।
মন্দস্মিতেত্যেব চ মাং কন্যালক্ষণিকা দ্বিজাঃ ॥ ১৩
আধিরাজ্যেঽভিষেকো মে ব্রাহ্মণৈঃ পতিনা সহ ।
কৃতান্তকুশলৈরুক্তং তৎ সর্ব্বং বিতথীকৃতম্ ॥ ১৪
শোধয়িত্বা জনস্থানং প্রবৃত্তিমুপলভ্য চ ।

হইলেন; এবং অশ্রু বিমোচনপূর্ব্বক অতি দুঃখে বলিতে লাগিলেন। ২১—২৩।

অষ্টচত্বারিংশ সর্গ।

শোককর্শিতা সীতা,—মহাবল ভর্ত্তা এবং লক্ষ্মণকে নিহত দেখিয়া সাতিশয় করুণস্বরে বিলাপ করিতে লাগিলেন; "হায়! যে সামুদ্রিক-লক্ষণজ্ঞ পণ্ডিতগণ আমাকে,—'পুত্রবতী ও অবিধবা' বলিয়াছিলেন—অদ্য রাম নিহত হওয়ায়, তাঁহাদের সেই কথা মিথ্যা হইল। যাঁহারা বলিয়াছিলেন,—"রাম যখন অশ্বমেধাদি যজ্ঞে ব্রতী হইবেন; আপনি তখন তাঁহার সহচারিণী হইবেন। হায়! সেই জ্ঞানী পণ্ডিতগণ রাম নিহত হওয়ায়, অদ্য মিথ্যাবাদী হইলেন। হায়! যে জ্ঞানিগণ,—বীররাজমহিষীগণের মধ্যে আমাকেই স্বামীর আদরণীয়া প্রধানা মহিষী বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন, অদ্য রাম নিহত হওয়ায় তাঁহাদের কথা মিথ্যা হইল। যে পরলোক-তত্ত্বজ্ঞ ব্রাহ্মণগণ আমাকে শুভলক্ষণা বলিয়াছিলেন, হায়! অদ্য রাম নিহত হওয়ায়, তাঁহারাও মিথ্যাবাদী হইলেন। ১—৫। হায়! পদদ্বয়ে যে পদ্মচিহ্ন থাকিলে কুলকামিনীগণ নরেন্দ্রস্বামীর সহিত রাজ্যে অভিষিক্ত হন, এই আমার পদদ্বয় এবং পাণিতলে সেই পদ্মচিহ্ন রহিয়াছে। কি আশ্চর্য্য! যে সকল অলক্ষণ থাকিলে দুর্ভাগা রমণীগণ বৈধব্যদশা প্রাপ্ত হয়, আমি বিশেষরূপে পর্য্যবেক্ষণ করিয়াও আমাতে তাদৃশ কোন অলক্ষণই দেখিতেছি না; পরন্তু আমার সুলক্ষণ সকল দুর্লক্ষণে পরিণত হইল। হায়! লক্ষণজ্ঞ পণ্ডিতগণ স্ত্রীলোকের যে পদ্মচিহ্নকে 'অমোঘফল' বলিয়া থাকেন, রাম নিহত হওয়ায়, অদ্য আমার পক্ষে সে সমস্ত মিথ্যা হইল। আমার কেশ সকল সূক্ষ্ম, সমান এবং নীলবর্ণ; ভ্রূযুগল পরস্পর অসংশ্লিষ্ট;—জঙ্ঘাদ্বয় সুগোল ও রোমশূন্য; দন্ত সকল বিরল; অপাঙ্গ, নেত্র, করযুগল, পাদদ্বয়, গুল্ফ ও উরুদ্বয় পরস্পরসংযুক্ত এবং অঙ্গুলি সকলের মধ্যভাগ সমান অরুক্ষ ও আনুপূর্ব্বিক-বর্ত্তুলনখশোভিত। ৬—১১। আমার স্তনযুগল পরস্পর অসংসক্ত পীন ও উন্নত এবং চুচুকদ্বয় মধ্যে নিমগ্ন। অপিচ আমার স্তনসমাপবর্ত্তী পার্শ্বদেশ ও বক্ষঃস্থল বিশাল,—নাভিপার্শ্ব উন্নত ও মধ্যে সুগভীর; গাত্রের বর্ণ মণির ন্যায় উজ্জ্বল; রোম সকল কোমল; পদাঙ্গুল ও পদতল সমতল। হায়! এই সকল কারণে পণ্ডিতগণ আমাকে 'সুলক্ষণা' বলিতেন। কন্যালক্ষণজ্ঞগণ আমার পাণিতল ও পদদ্বয়কে সম ও সমগ্র-অচ্ছিদ্র যবসম্পন্ন এবং আমাকে মন্দস্মিতাদি শুভলক্ষণসম্পন্না বলিতেন। হায়! জ্যোতির্ব্বিদ্-ব্রাহ্মণগণ কহিয়াছিলেন, আমি স্বামীর সহিত রাজ্যে অভিষিক্ত হইব,—কিন্তু সমস্ত কথাই মিথ্যা হইল। হায়! যাঁহারা জনস্থান নিষ্কণ্টক করিয়া তথায় রাক্ষসগণের বৃত্তান্ত অবগত হইয়াছিলেন, সেই

তীর্ত্বা সাগরমক্ষোভ্যং ভ্রাতরৌ গোষ্পদে হতৌ। ১৫
ননু বারুণমাগ্নেয়মৈন্দ্রং বায়ব্যমেব চ।
অস্ত্রং ব্রহ্মশিরশ্চৈব রাঘবৌ প্রত্যপদ্যত॥ ১৬
অদৃশ্যমানেন রণে মায়য়া বাসবোপমৌ।
মম নাথাবনাথায়া নিহতৌ রামলক্ষ্মণৌ। ১৭
ন হি দৃষ্টিপথং প্রাপ্য রাঘবস্য রণে রিপুঃ।
জীবন্ প্রতিনিবর্ত্তেত যদ্যপি স্যান্মনোজবঃ॥ ১৮
ন কালস্যাতিভারোঽস্তি কৃতান্তশ্চ সুদুর্জ্জয়ঃ।
যত্র রামঃ সহ ভ্রাত্রা শেতে যুধি নিপাতিতঃ॥ ১৯
ন শোচামি তথা রামং লক্ষ্মণঞ্চ মহারথম্।
নাত্মানং জননীঞ্চাপি যথা শ্বশ্রূং তপস্বিনীম্॥ ২০
সা তু চিন্তয়তে নিত্যং সমাপ্তব্রতমাগতম্।
কদা দ্রক্ষ্যামি সীতাঞ্চ লক্ষ্মণঞ্চ সরাঘবম্॥ ২১
পরিদেবয়মানাং তাং রাক্ষসী ত্রিজটাব্রবীৎ।
মা বিষাদং কৃথা দেবি ভর্ত্তায়ং তব জীবতি॥ ২২
কারণানি চ বক্ষ্যামি মহান্তি সদৃশানি চ।
যথেমৌ জীবতো দেবি ভ্রাতরৌ রামলক্ষ্মণৌ॥ ২৩
ন হি কোপপরীতানি হর্ষপর্য্যুৎসুকানি চ।
ভবন্তি যুধি যোধানাং মুখানি নিহতে পতৌ॥ ২৪
ইদং বিমানং বৈদেহি পুষ্পকং নাম নামতঃ।
দিব্যং ত্বাং ধারয়েন্নেদং যদ্যেতৌ গতজীবিতৌ॥ ২৫
হতবীরপ্রধানা হি গতোৎসাহা নিরুদ্যমা।
সেনা ভ্রমতি সংখ্যেষু হতকর্ণেব নৌর্জ্জলে॥ ২৬
ইয়ং পুনরসম্ভ্রান্তা নিরুদ্বিগ্না তপস্বিনী।
সেনা রক্ষতি কাকুৎস্থৌ ময়া প্রীত্যা নিবেদিতৌ॥ ২৭
সা ত্বং ভব সুবিস্রব্ধা অনুমানৈঃ সুখোদয়ৈঃ।
অহতৌ পশ্য কাকুৎস্থৌ স্নেহাদেতদ্ব্রবীমি তে॥ ২৮
অনৃতং নোক্তপূর্ব্বং মে ন চ বক্ষ্যামি মৈথিলি।
চারিত্রসুখশীলত্বাৎ প্রবিষ্টাসি মনো মম॥ ২৯
নেমৌ শক্যৌ রণে জেতুং সেন্দ্রৈরপি সুরাসুরৈঃ।
তাদৃশং দর্শনং দৃষ্ট্বা ময়া চোদীরিতং তব॥ ৩০
ইদঞ্চ সুমহচ্চিহ্নং শনৈঃ পশ্যস্ব মৈথিলি।
বিসংজ্ঞৌ পতিতাবেতৌ নৈব লক্ষ্মীর্বিমুঞ্চতি॥ ৩১

ভ্রাতৃদ্বয় অক্ষোভ্য মহাসাগর পার হইয়া গোষ্পদে নিহত হইলেন। ১২—১৫। হায়! এই বীরদ্বয়—বারুণ, আগ্নেয়, ঐন্দ্র, বায়ব্য এবং ব্রহ্মশির নামক যে অস্ত্র লাভ করিয়াছিলেন, কি নিমিত্ত এ দুঃখসময়ে তাহা স্মরণ করিলেন না? হায়! এই অনাথার নাথ ইন্দ্রসদৃশ রাম এবং লক্ষ্মণ মায়াবলে অদৃশ্য ইন্দ্রজিৎকর্তৃক রণস্থলে নিহত হইয়াছেন। হায়! ইন্দ্রজিৎ অদৃশ্য থাকিয়াই এরূপ করিয়াছে; কিন্তু সম্মুখযুদ্ধে কখনই এরূপ করিতে পারিত না। কারণ, রণক্ষেত্রে রঘুনন্দনের দৃষ্টিপথে পতিত শত্রু, মনের ন্যায় বেগবান্ হইলেও জীবিত অবস্থায় ফিরিয়া যাইতে পারে না। হায়! যখন রামও ভ্রাতার সহিত রণক্ষেত্রে নিপতিত হইলেন, তখন নিশ্চয় বোধ হইতেছে যে, কালের অসাধ্য কর্ম্ম নাই। কালকে কেহই অতিক্রম করিতে পারে না। কালই লোককে শুভাশুভ বিতরণ করিয়া থাকেন। রাম, মহারথ লক্ষ্মণ, জননী অথবা নিজের নিমিত্তও তাদৃশ শোক উপস্থিত হইতেছে না,—কিন্তু হতভাগ্য শ্বশ্রূর পরিণাম চিন্তা করিয়া আমার হৃদয় বিদীর্ণ হইতেছে। ১৬—২০। হায়! তিনি নিয়তই মনে করিতেছেন,—রামচন্দ্র, লক্ষ্মণ ও সীতা কখন বনবাস হইতে ফিরিয়া আসিবে, কখন তাহাদের দেখা পাইব। সীতা এইরূপ বিলাপ করিতে থাকিলে, রাক্ষসী ত্রিজটা বলিল;—"দেবি! তুমি আর বিলাপ করিও না, কারণ তোমার এই স্বামী বাঁচিয়া আছেন। দেবি! এই ভ্রাতৃদ্বয় রামচন্দ্র এবং লক্ষ্মণ যে জীবিত আছেন, তাহার কারণ সকল বলিতেছি শুন। ঐ দেখ, বানরগণ সকলেই ক্রোধ প্রকাশ করিতেছে এবং তাহাদের মুখে হর্ষচিহ্নও দেখা যাইতেছে। রণস্থলে রাজা নিহত হইলে, সেনাগণের মুখে কখনই এরূপ চিহ্ন সকল দেখা যাইত না। দেবি! যদি ইঁহারা জীবন ত্যাগ করিতেন, তাহা হইলে পুষ্পক-নামক এই দিব্য বিমান, কখন তোমাকে ধারণ করিত না। ২১—২৫। অপিচ রাজার বধ হইলে, সেনাগণ হতোৎসাহ ও নিরুদ্যম হইয়া, জলমধ্যগত কর্ণধারবিহীন নৌকার ন্যায় রণক্ষেত্রে ভ্রমণ করিতে থাকে। পরন্তু এই তপস্বিনী বানরবাহিনী অসম্ভ্রান্তা ও নিরুদ্বিগ্না হইয়া, রঘুনন্দনদ্বয়কে রক্ষা করিতেছে। সীতে! আমি স্নেহ ও প্রীতি বশতই তোমাকে এই সমস্ত কথা বলিলাম; অতএব তুমি আমার এই সুখজনক অনুমানে বিশ্বস্তা হইয়া, অহত কাকুৎস্থযুগল রাম-লক্ষ্মণকে দেখ। মৈথিলি! আমি পূর্ব্বে কখনই মিথ্যা কথা কহি নাই এবং কহিবও না। বিশেষতঃ তুমি চরিত্র ও স্বভাবগুণে আমার মন হরণ করিয়াছ। ইন্দ্রাদি দেবতা এবং অসুরগণও ইঁহাদিগকে পরাভব করিতে সমর্থ হন না। বিশেষতঃ আমি পূর্ব্বোক্তরূপ সুলক্ষণসমূহ দেখিয়াই তোমাকে এরূপ বলিলাম। ২৬—৩০। মৈথিলি আরও একটী অতি আশ্চর্য্য দেখ, ইঁহারা শরপীড়িত ও বিসংজ্ঞ হইয়া ভূপতিত হইয়াছেন,—তথাপি ইঁহা-

প্রায়েণ গতসত্ত্বানাং পুরুষাণাং গতায়ুষাম্।
দৃশ্যমানেষু বক্ত্রেষু পরং ভবতি বৈকৃতম্॥ ৩২
ত্যজ শোকঞ্চ দুঃখঞ্চ মোহঞ্চ জনকাত্মজে।
রামলক্ষ্মণয়োরর্থে নাদ্য শক্যমজীবিতুম্॥ ৩৩
শ্রুত্বা তু বচনং তস্যাঃ সীতা সুরসুতোপমা।
কৃতাঞ্জলিরুবাচেমামেবমস্ত্বিতি মৈথিলী॥ ৩৪
বিমানং পুষ্পকং তত্তু সন্নিবর্ত্ত্য মনোজবম্।
দীনা ত্রিজটয়া সীতা লঙ্কামেব প্রবেশিতা॥ ৩৫
ততস্ত্রিজটয়া সার্দ্ধং পুষ্পকাদবরুহ্য সা।
অশোকবনিকামেব রাক্ষসীভিঃ প্রবেশিতা॥ ৩৬
প্রবিশ্য সীতা বহুবৃক্ষখণ্ডাং
তাং রাক্ষসেন্দ্রস্য বিহারভূমিম্।
সংপ্রেক্ষ্য সঞ্চিন্ত্য চ রাজপুত্রৌ
পরং বিষাদং সমুপাজগাম॥ ৩৭
ইতি লঙ্কাকাণ্ডে অষ্টচত্বারিংশঃ সর্গঃ॥ ৪৮॥

একোনপঞ্চাশঃ সর্গঃ।

ঘোরেণ শরবন্ধেন বদ্ধৌ দশরথাত্মজৌ।
নিশ্বসন্তৌ যথা নাগৌ শয়ানৌ রুধিরোক্ষিতৌ॥ ১
সর্ব্বে তে বানরশ্রেষ্ঠাঃ সসুগ্রীবা মহাবলাঃ।
পরিবার্য্য মহাত্মানৌ তস্থুঃ শোকপরিপ্লুতাঃ॥ ২
এতস্মিন্নন্তরে রামঃ প্রত্যবুধ্যত বীর্য্যবান্।
স্থিরত্বাৎ সত্ত্বযোগাচ্চ শরৈঃ সন্দানিতোঽপি সন্॥ ৩
ততো দৃষ্ট্বা সরুধিরং বিষণ্ণং গাঢ়মর্পিতম্।
ভ্রাতরং দীনবদনং পর্য্যদেবয়দাতুরঃ॥ ৪
কিং নু মে সীতয়া কার্য্যং লব্ধয়া জীবিতেন বা।
শয়ানং যোঽদ্য পশ্যামি ভ্রাতরং যুধি নির্জ্জিতম্॥ ৫
শক্যা সীতাসমা নারী মর্ত্ত্যলোকে বিচিন্বতা।
ন লক্ষ্মণসমো ভ্রাতা সচিবঃ সাম্পরায়িকঃ॥ ৬
পরিত্যক্ষ্যাম্যহং প্রাণান্ বানরাণান্তু পশ্যতাম্।
যদি পঞ্চত্বমাপন্নঃ সুমিত্রানন্দবর্দ্ধনঃ॥ ৭
কিং নু বক্ষ্যামি কৌশল্যাং মাতরং কিংন্বু কৈকেয়ীম্।
কথমম্বাং সুমিত্রাঞ্চ পুত্রদর্শনলালসাম্॥ ৮
বিবৎসাং বেপমানাঞ্চ বেপন্তীং কুররীমিব।
কথমাশ্বাসয়িষ্যামি যদি যাস্যামি তং বিনা॥ ৯
কথং বক্ষ্যামি শত্রুঘ্নং ভরতঞ্চ যশস্বিনম্।
ময়া সহ বনং যাতো বিনা তেনাহমাগতঃ॥ ১০

দের দেহ লাবণ্য-বিহীন হয় নাই। এতদ্দ্বারা নিশ্চয় বোধ হইতেছে, ইঁহারা বাঁচিয়া আছেন। কারণ মৃত ব্যক্তির মুখশ্রী প্রায়ই বিকৃত হইয়া থাকে। জনক-নন্দিনি! আমি সেই জন্য বলিতেছি, তুমি শোক, দুঃখ ও মোহ ত্যাগ কর। রাম-লক্ষ্মণের জন্য তোমার প্রাণত্যাগ কোন ক্রমেই সঙ্গত নহে। মিথিলারাজ-নন্দিনী দেবকুমারীসদৃশী সীতা, এই সকল কথা শুনিয়া যোড়হাতে কহিলেন, "তুমি যাহা বলিলে, তাহাতে আমার শোক অনেক দূর হইল।" ৩১—৩৪। অনন্তর ত্রিজটা, সেই মনের ন্যায় বেগগামী পুষ্পক-বিমানে আরোহণ করাইয়া সীতাকে পুনরায় লঙ্কামধ্যে লইয়া গেল। সীতা, ত্রিজটার সহিত অশোকবন-সমীপে উপনীতা হইয়া, রাক্ষসীগণের সহিত পুনর্ব্বার বনমধ্যে প্রবেশ করিলেন। এইরূপে জানকী, রাক্ষসেন্দ্র রাবণের বিহার-ভূমি, বহুবৃক্ষসমাকুল অশোককানন-মধ্যে প্রবেশ করিলেন। কিন্তু রাজপুত্রদ্বয় রাম ও লক্ষ্মণের যেরূপ অবস্থা দেখিয়াছিলেন, তৎকালে সেই অবস্থা মনে হওয়ায় সাতিশয় বিষণ্ণা হইলেন। ৩৫—৩৭

ঊনপঞ্চাশ সর্গ।

ঘোর বাণবন্ধনে আবদ্ধ রাজপুত্রদ্বয়, সর্ব্বাঙ্গে রক্তধারাপ্লুত হইয়া, রুদ্ধবীর্য্য বিষধরের ন্যায় নিশ্বাস পরিত্যাগ করত ভূতলশায়ী হইলে, সুগ্রীবপ্রমুখ মহাবল বানরশ্রেষ্ঠগণ অত্যন্ত শোকে কাতর হইয়া তাঁহাদের চতুষ্পার্শ্ব বেষ্টন করিয়া বসিলেন। ইতি-মধ্যে বলবন্ধ বীর্য্যবান্ রামচন্দ্র, গাত্রের দৃঢ়তা ও বলাধিক্যহেতু চেতনা প্রাপ্ত হইলেন। পরে গাঢ়তর বাণবদ্ধ রুধিরাপ্লুত বিষণ্ণ ও দীনবদন ভ্রাতাকে দেখিয়া কাতর হইয়া বিলাপ করিতে লাগিলেন। ১—৪। "হায় যদি ভ্রাতাকেই রণক্ষেত্রে নির্জ্জিত ও ধরাশায়ী দেখিতে হইল, তবে আর সীতাকে উদ্ধার করিয়া কি করিব? এবং আমার এ জীবনেই বা ফল কি? হায়! এই ধরাধাম খুঁজিলে, সীতার ন্যায়, অনেক রমণী পাইতে পারিব, কিন্তু ত্রিলোক অনুসন্ধান করিয়াও লক্ষ্মণের ন্যায়, সংগ্রাম-সচিব ভ্রাতা লাভ করিতে পারিব না। যদি এই সুমিত্রানন্দবর্দ্ধন লক্ষ্মণ পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হন, তাহা হইলে আমি এই মুহূর্ত্তেই বানরগণের সম্মুখে প্রাণ পরিত্যাগ করিব। হায়! আমি অযোধ্যায় ফিরিয়া গিয়, জননী কৌশল্যা, কৈকেয়ী এবং পুত্রদর্শনোৎসুকা মাতা সুমিত্রাকেই বা কি বলিব? হায়। আমি লক্ষ্মণ বিনা তথায় গিয়া, বৎসবিয়োগে কুররীর ন্যায় কম্পমানা সেই সুমিত্রাকে কি বলিয়া আশ্বাস দিব? হায়! আমি যাহার সহিত বনে আসিয়াছিলাম, সেই লক্ষ্মণ বিনা অযোধ্যায় ফিরিয়া গিয়া, যশস্বী ভরত অথবা শত্রুঘ্নকেই বা কি

উপালম্ভং ন শক্ষ্যামি সোঢ়ুং বত্সানুমিত্রয়া।
ইহৈব দেহং ত্যক্ষ্যামি ন হি জীবিতুমুৎসহে॥ ১১
ধিক্ মাং দুষ্কৃতকর্ম্মাণমনার্য্যং মৎকৃতে হ্যসৌ।
লক্ষ্মণঃ পতিতঃ শেতে শরতল্পে গতাসুবৎ॥ ১২
ত্বং নিত্যং সুবিষণ্ণং মামাশ্বাসয়সি লক্ষ্মণ।
গতাসুর্নাদ্য শক্তোঽসি মামার্তমভিভাষিতুম্॥ ১৩
যেনাদ্য বহবো যুদ্ধে নিহতা রাক্ষসাঃ ক্ষিতৌ।
তস্যামেবাদ্য শূরস্ত্বং শেষে বিনিহতঃ শরৈঃ॥ ১৪
শয়ানঃ শরতল্পেঽস্মিন্ স শোণিতপরিপ্লুতঃ।
শরভূতস্ততো ভাসি ভাস্করোঽস্তমিব ব্রজন্॥ ১৫
বাণাভিহতমর্ম্মত্বান্ন শক্নোষীহ ভাষিতুম্।
রুজা চাব্রুবতো যস্য দৃষ্টিরাগেণ সূচ্যতে॥ ১৬
যথৈব মাং বনং যান্তমনুযাতো মহাদ্যুতিঃ।
অহমপ্যনুযাস্যামি তথৈবৈনং যমক্ষয়ম্॥ ১৭
ইষ্টবন্ধুজনো নিত্যং মাঞ্চ নিত্যমনুব্রতঃ।
ইমামদ্য গতোঽবস্থাং মমানার্য্যস্য দুর্নয়ৈঃ॥ ১৮
সুরুষ্টেনাপি বীরেণ লক্ষ্মণেন ন সংস্মরে।
পরুষং বিপ্রিয়ঞ্চাপি শ্রাবিতুং তু কদাচন॥ ১৯
বিসসর্জ্জৈকবেগেন পঞ্চবাণশতানি যঃ।
ইস্বস্ত্রেষ্বধিকস্তস্মাৎ কার্ত্তবীর্য্যাচ্চ লক্ষ্মণঃ॥ ২০
অস্ত্রৈরস্ত্রাণি যো হন্যাচ্ছক্রস্যাপি মহাত্মনঃ।
সোঽয়মুর্ব্ব্যাং হতঃ শেতে মহার্হশয়নোচিতঃ॥ ২১
তত্তু মিথ্যাপ্রলপ্তং মাং প্রধক্ষ্যতি ন সংশয়ঃ।
যন্ময়া ন কৃতো রাজা রাক্ষসানাং বিভীষণঃ॥ ২২
অস্মিন্ মুহূর্ত্তে সুগ্রীব প্রতিযাতুমতোঽর্হসি।
মত্বা হীনং ময়া রাজন্ রাবণোঽভিভবিষ্যতি॥ ২৩
অঙ্গদং তু পুরস্কৃত্য সসৈন্যং সপরিচ্ছদম্।
সাগরং তর সুগ্রীব নীলেন চ নলেন চ॥ ২৪
কৃতং হনুমতা কর্ম্ম যদন্যৈর্দুষ্করং রণে।
ঋক্ষরাজেন তুষ্যামি গোলাঙ্গূলাধিপেন চ॥ ২৫
অঙ্গদেন কৃতং কর্ম্ম মৈন্দেন দ্বিবিদেন চ।
যুদ্ধং কেশরিণা সংখ্যে ঘোরং সম্পাতিনা কৃতম্॥ ২৬
গবয়েন গবাক্ষেণ শরভেণ গজেন চ।

বলিব? ৫—১০। আমি সেই সুমিত্রার তিরস্কার কথা সকল সহ্য করিতে পারিব না; অতএব এই স্থানেই শরীর ত্যাগ করিব। আমার আর বাঁচিবার ইচ্ছা নাই। আমাকে ধিক্! কারণ এই অনার্য্য দুষ্কৃত-কর্ম্মার নিমিত্তই এই লক্ষ্মণ, মৃত ব্যক্তির ন্যায় শরশয্যায় শয়ান হইয়াছেন। হা লক্ষ্মণ! আমি যখন বিষণ্ণ হইতাম, তখন নিয়তই তুমি আমাকে আশ্বাস দিতে। কিন্তু অদ্য আমি এরূপ পীড়িত হইয়াছি, তথাপি তুমি অদ্য মুমূর্ষু বলিয়া, আমার সহিত বাক্যালাপ করিতেও পারিতেছ না। হায়! অদ্য এই রণক্ষেত্রে যে অসংখ্য রাক্ষস বধ করিয়া ভূতলশায়ী করিয়াছে, সেই শূরবর লক্ষ্মণও বাণদ্বারা আহত হইয়া শরশয্যায় শয়ন করিয়াছে। হা লক্ষ্মণ! তুমি রক্ত-পরিপ্লুত হইয়া শরশয্যায় শয়ন করিয়া, শূররাশিস্বরূপ হইয়া, অস্তোন্মুখ সূর্য্যের ন্যায় প্রতীয়মান হইতেছে! ১১—১৫। হায়! তোমার মর্ম্মস্থানসকল বাণবিদ্ধ হইয়াছে, তাই তুমি কথা কহিতে পারিতেছ না; কিন্তু তুমি কথা না কহিলেও, দৃষ্টিরাগেই আভ্যন্তরীণ ব্যথাসমূহ প্রকাশিত হইতেছে। হায়! যেরূপ আমার বনগমনকালে এই মহাদ্যুতি আমার পশ্চাদ্‌গামী হইয়াছিলেন, আমিও অদ্য সেইরূপ ইহার পশ্চাদ্‌গামী হইয়া যমলোকে গমন করিব। হায়! যিনি নিয়তই বন্ধুগণের প্রতি প্রীতি দেখাইতেন এবং সর্ব্বদা আমার আজ্ঞানুবর্ত্তী ছিলেন, অদ্য এই অনার্য্য রামের দুর্নীতিতেই সেই লক্ষ্মণের এরূপ অবস্থা হইল। হায়! এই বীর লক্ষ্মণ সাতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়াও কখন আমাকে কঠোর বা অপ্রিয় কথা শুনাইয়াছিলেন কি না, তাহা আমার মনে হয় না। হায়! লক্ষ্মণ দুইবাহুবিশিষ্ট হইয়াও, একবেগে পঞ্চশত বাণ ক্ষেপণ করিয়াছিলেন, সেই কারণে ইহাকে সহস্রবাহু কার্ত্তবীর্য্য অপেক্ষাও অধিক বলিয়া বোধ হইত। ১৬—২০। হায়! যিনি অস্ত্রবলে বলীয়ান্ প্রবল বিপক্ষের চালিত অস্ত্র সকল অস্ত্রকৌশলে বারণ করিতে সক্ষম, মহার্হ শয্যায় যাহার শয়ন করা অভ্যাস, সেই লক্ষ্মণ অদ্য ধরাশয্যায় শয়ন করিয়া রহিয়াছেন। হায়! আমি যে, বিভীষণকে রাক্ষসগণের রাজা করিব বলিয়া প্রতিশ্রুত হইয়া, তাহা কার্য্যে পরিণত করিতে পারিলাম না, সেই প্রতিজ্ঞাভঙ্গে আমার অন্তঃকরণ অতিশয় দগ্ধ হইতেছে। হে সুগ্রীব! আমার অভাবে রাবণ তোমাকে বলহীন বিবেচনা করিয়া, আক্রমণ করিবে; অতএব তুমি এ মুহূর্ত্তেই এস্থান হইতে ফিরিয়া যাও। হে সুগ্রীব! তুমি অঙ্গদকে অগ্রে করিয়া নীল, নল এবং অপর সৈন্য ও পরিচ্ছদের সহিত সাগর পার হইয়া শীঘ্র প্রস্থান কর। হনুমান্, ঋক্ষরাজ ও গোলাঙ্গূলাধিপতি আমার নিমিত্ত যে সমুদয় কর্ম্ম করিয়াছে, তাহা অপর কেহ করিতে পারে না; সে কারণে আমি বড়ই সন্তুষ্ট আছি। ২১—২৫। অঙ্গদ, মৈন্দ, দ্বিবিদ, কেশরী, সম্পাতি,গবয়,গবাক্ষ, শরভ, গজ এবং অন্যান্য বানরগণ

অন্যৈশ্চ হরিভির্যুক্তং দুর্দ্ধর্ষং ত্যক্তজীবিতৈঃ। ২৭
ন চাতিক্রমিতুং শক্যং দৈবং সুগ্রীব মানুষৈঃ।
যত্তু শক্যং বয়স্যেন সুহৃদা বা পরং মম। ২৮
কৃতং সুগ্রীব তৎ সর্ব্বং ভবতা ধর্ম্মভীরুণা।
মিত্রকার্য্যং কৃতমিদং ভবদ্ভির্বানরর্ষভাঃ। ২৯
অনুজ্ঞাতা ময়া সর্ব্বে যথেষ্টং গন্তুমর্হথ।
শুশ্রুবুস্তস্য যে সর্ব্বে বানরাঃ পরিদেবিতুম্।
বর্ত্তয়াঞ্চক্রিরেঽশ্রূণি নেত্রৈঃ কৃষ্ণেতরেক্ষণাঃ॥ ৩০
ততঃ সর্ব্বাণ্যনীকানি স্থাপয়িত্বা বিভীষণঃ।
আজগাম গদাপাণিস্ত্বরিতং যত্র রাঘবঃ। ৩১
তং দৃষ্ট্বা ত্বরিতং যান্তং নীলাঞ্জনচয়োপমম্।
বানরা দুদ্রুবুঃ সর্ব্বে মন্যমানাস্ত রাবণিম্। ৩২

ইতি লঙ্কাকাণ্ডে একোনপঞ্চাশঃ সর্গঃ। ৪৯

পঞ্চাশঃ সর্গঃ।

অথোবাচ মহাতেজা হরিরাজো মহাবলঃ
কিমিয়ং ব্যথিতা সেনা মূঢ়বাতেব নৌর্জলে॥ ১
সুগ্রীবস্য বচঃ শ্রুত্বা বালিপুত্রোঽঙ্গদোঽব্রবীৎ।
ন ত্বং পশ্যসি রামঞ্চ লক্ষ্মণঞ্চ মহারথম্। ২
শরজালাচিতৌ বীরাবুভৌ দশরথাত্মজৌ।
শরতল্পে মহাত্মানৌ শয়ানৌ রুধিরোক্ষিতৌ॥ ৩
অথাব্রবীদ্বানরেন্দ্রঃ সুগ্রীবঃ পুত্রমঙ্গদম্।
নানিমিত্তমিদং মন্যে ভবিতব্যং ভয়েন তু॥ ৪
বিষণ্ণবদনা হ্যেতে ত্যক্তপ্রহরণা দিশঃ।
পলায়ন্তে ন হরয়স্ত্রাসাদুৎফুল্ললোচনাঃ॥ ৫
অন্যোন্যস্য ন লজ্জন্তে ন নিরীক্ষন্তি পৃষ্ঠতঃ।
বিপ্রকর্ষন্তি চান্যোন্যং পতিতং লঙ্ঘয়ন্তি চ॥ ৬
এতস্মিন্নন্তরে বীরো গদাপাণির্বিভীষণঃ॥
সুগ্রীবং বর্দ্ধয়ামাস রাঘবঞ্চ জয়াশিষা। ৭
বিভীষণঞ্চ সুগ্রীবো দৃষ্ট্বা বানরভীষণম্।
ঋক্ষরাজং মহাত্মানং সমীপস্থমুবাচ হ॥ ৮
বিভীষণোঽয়ং সম্প্রাপ্তো যং দৃষ্ট্বা বানরর্ষভাঃ।
বিদ্রবন্তি পরিত্রস্তা রাবণাত্মজশঙ্কয়া॥ ৯
শীঘ্রমেতান্ সুসংত্রস্তান্ বহুধা বিপ্রধাবিতান্।

আমার নিমিত্ত রণক্ষেত্রে প্রাণপণে ভীষণ যুদ্ধ করিয়াছ। হে সুগ্রীব! তুমি ধর্ম্মভীরু বয়স্য এবং সুহৃদের যাহা কর্ত্তব্য, তাহা সাধ্যানুসারে করিয়াছ; কিন্তু কি করিব, দৈব প্রতিকূল; মনুষ্যের সাধ্য কি প্রতিকূল দৈবকে অতিক্রম করে? হে বানরশ্রেষ্ঠগণ! তোমরা আমার যথার্থ মিত্রকার্য্য করিয়াছ। সম্প্রতি আমি তোমাদিগকে অনুমতি করিতেছি, তোমরা এক্ষণে আপন আপন অভীষ্ট স্থানে গমন করিতে পার। যে সকল পিঙ্গলাক্ষ বানরগণ তাঁহার এইরূপ বিলাপ কথা সকল শ্রবণ করিল, তাহাদের মুখ অশ্রুজলে প্লাবিত হইতে লাগিল। ইত্যবসরে বিভীষণ বানর-সেনাকে পুনঃস্থাপিত করিয়া, গদাহস্তে শীঘ্র রামচন্দ্রের নিকটে উপস্থিত হইলেন। নীল কজ্জলরাশিসমবর্ণ সেই বীরকে দ্রুতপদে আগমন করিতে দেখিয়া বানরগণ, ইন্দ্রজিৎ মনে করিয়া চারিদিকে পলায়ন করিতে লাগিল। ২৭—৩২।

পঞ্চাশ সর্গ।

পরে বলশালী মহাতেজা বানররাজ সুগ্রীব কহিলেন;—এই বানরসৈন্য, জলমধ্যগত বাতাহত নৌকার ন্যায়—কি নিমিত্ত এরূপ বিচলিত হইয়া পড়িল। সুগ্রীবের কথা শুনিয়া অঙ্গদ কহিলেন; "আপনি কি শরজাল দ্বারা আচ্ছাদিত রক্তাক্তকলেবর শরশয্যায় শায়িত এই মহাত্মা দশরথ-নন্দন রামচন্দ্র ও লক্ষ্মণকে দেখিতেছেন না? যখন ইঁহারাই এরূপ অবস্থায় পতিত রহিয়াছেন, তখন সেনাগণের এরূপ ব্যাকুল হইবার কারণ জিজ্ঞাসা করিবার আবশ্যক কি?" তৎপরে বানরেন্দ্র সুগ্রীব ভ্রাতৃপুত্র অঙ্গদকে কহিলেন—"বৎস! বানরগণ যে এরূপ ব্যাকুল হইয়াছে, ইহার কোন বিশেষ কারণ আছে। বোধ হয়, কোন ভয় উপস্থিত হইয়া থাকিবে। ঐ দেখ, বানরগণ বিষণ্ণবদন হইয়া, অস্ত্র পরিত্যাগপূর্ব্বক, চারিদিকে পলাইতেছে এবং ভয়ে উঁহাদের লোচন সকল উৎফুল্ল হইয়াছে। ১—৫। দেখ, ইহারা এরূপ ভয় পাইয়াছে যে, পলাইতেও লজ্জা বোধ করিতেছে না;—কেহ সম্মুখে থাকিয়া প্রতিরোধ করিলে, তাহাকে আকর্ষণ করিয়া এবং কেহ পতিত হইলে তাহাকে লঙ্ঘন করিয়াই গমন করিতেছে; তথাপি কেহ পশ্চাদ্দিকে দৃষ্টিপাত করিতেছে না।" সুগ্রীব এইরূপ বলিতেছেন, ইতিমধ্যে বীর বিভীষণ গদাহস্তে তথায় আসিয়া, বিজয়সূচক আশীর্ব্বাক্য দ্বারা রঘুনন্দন রামচন্দ্রকে ও বানররাজ সুগ্রীবকে অভিনন্দন করিলেন। তখন সুগ্রীব বিভীষণকেই বানরগণের ভয়ের কারণ জ্ঞান করিয়া সমীপস্থ মহাত্মা ঋক্ষরাজকে কহিলেন;—"ঋক্ষরাজ! বিভীষণকে আসিতে দেখিয়াই বানরগণ রাবণনন্দনভ্রমে ভয়ে চারিদিকে

পথ্যবস্থাপয়াধ্যাহি বিভীষণমুপস্থিতম্ ॥ ১০
সুগ্রীবেণৈবমুক্তস্তু জাম্ববানৃক্ষপার্থিবঃ।
বানরান্ সান্ত্বয়ামাস সন্নিবর্ত্ত্য প্রধাবতঃ ॥ ১১
তে নিবৃত্তাঃ পুনঃ সর্ব্বে বানরাস্ত্যক্তসাধ্বসাঃ।
ঋক্ষরাজবচঃ শ্রুত্বা তঞ্চ দৃষ্ট্বা বিভীষণম্ ॥ ১২
বিভীষণস্তু রামস্য দৃষ্ট্বা গাত্রং শরৈশ্চিতম্।
লক্ষ্মণস্য তু ধর্ম্মাত্মা বভূব ব্যথিতেন্দ্রিয়ঃ ॥ ১৩
জলক্লিন্নেন হস্তেন তয়োর্নেত্রে বিমৃজ্য চ।
শোকসম্পীড়িতমনা রুরোদ বিললাপ চ ॥ ১৪
ইমৌ তৌ সত্ত্বসম্পন্নৌ বিক্রান্তৌ প্রিয়সংযুগৌ।
ইমামবস্থাং গমিতৌ রাক্ষসৈঃ কূটযোধিভিঃ ॥ ১৫
ভ্রাতুঃ পুত্রেণ চেতেন দুষ্পুত্রেণ দুরাত্মনা।
রাক্ষস্যা জিহ্মযা বুদ্ধ্যা বঞ্চিতৌ ঋজুবিক্রমৌ ॥ ১৬
শরৈরিমাবলং বিদ্ধৌ রুধিরেণ সমুক্ষিতৌ।
বসুধায়ামিমৌ সুপ্তৌ দৃশ্যেতে শল্যকাবিব ॥ ১৭
যয়োর্বীর্য্যমুপাশ্রিত্য প্রতিষ্ঠা কাঙ্ক্ষিতা ময়া।
তাবিমৌ দেহনাশায় প্রসুপ্তৌ পুরুষর্ষভৌ ॥ ১৮
জীবন্নদ্য বিপন্নোঽস্মি নষ্টরাজ্যমনোরথঃ।
প্রাপ্তপ্রতিজ্ঞশ্চ রিপুঃ সকামো রাবণঃ কৃতঃ ॥ ১৯
এবং বিলপমানং তং পরিষ্বজ্য বিভীষণম্।
সুগ্রীবঃ সত্ত্বসম্পন্নো হরিরাজোঽব্রবীদিদম্ ॥ ২০
রাজ্যং প্রাপ্স্যসি ধর্ম্মজ্ঞ লঙ্কায়াং নেহ সংশয়ঃ।
রাবণঃ সহ পুত্রেণ স কামং নেহ লপ্স্যতে ॥ ২১
গরুড়াধিষ্ঠিতাবেতাবুভৌ রাঘবলক্ষ্মণৌ।
ত্যক্ত্বা মোহং বধিষ্যেতে সগণং রাবণং রণে ॥ ২২
এবমাশ্বাস্য তং রক্ষঃ সুগ্রীবস্তু বিভীষণম্।
সুষেণং শ্বশুরং পার্শ্বে সুগ্রীবস্তমুবাচ হ ॥ ২৩
সহ শূরৈর্হরিগণৈর্লব্ধসংজ্ঞাবরিন্দমৌ।
গচ্ছ ত্বং ভ্রাতরৌ গৃহ্য কিষ্কিন্ধ্যাং রামলক্ষ্মণৌ ॥ ২৪
অহং তু রাবণং হত্বা সপুত্রং সহবান্ধবম্।
মৈথিলীমানয়িষ্যামি শক্রো নষ্টামিব শ্রিয়ম্ ॥ ২৫
শ্রুত্বৈতদ্বানরেন্দ্রস্য সুষেণো বাক্যমব্রবীৎ।
দৈবাসুরং মহাযুদ্ধমনুভূতং পুরাতনম্ ॥ ২৬
তদা স্ম দানবা দেবান্ শরসংস্পর্শকোবিদান্।
নিজঘ্নুঃ শস্ত্রবিদুষশ্ছাদয়ন্তো মুহুর্মুহুঃ ॥ ২৭

পলায়ন করিতেছে। অতএব আপনি শীঘ্র চারিদিকে পলায়িত বানর-সেনাগণকে বিভীষণের আগমন-বার্ত্তা জ্ঞাপন করিয়া সুস্থির করুন। ৯—১০। ঋক্ষরাজ জাম্ববান্, সুগ্রীবের আদেশে পলায়মান বানরগণকে আহ্বান করিতে লাগিলেন। বানরগণও ঋক্ষরাজের কথা শুনিয়া এবং বিভীষণকেও উপস্থিত দেখিয়া নির্ভয়ে ফিরিয়া আসিল। পরে ধর্ম্মাত্মা বিভীষণ,—রামচন্দ্র এবং লক্ষ্মণের সর্ব্বাঙ্গ শরসমাচ্ছন্ন দেখিয়া, অত্যন্ত ব্যথিত হইলেন এবং আর্দ্র হস্তদ্বারা তাঁহাদের লোচনযুগল পরিমার্জ্জন করত শোকে অধীর হইয়া বিলাপ করিতে করিতে কহিলেন,—"হায়! সেই সত্ত্বসম্পন্ন সমরপ্রিয় বিক্রান্ত ভ্রাতৃদ্বয় কূটযোধী রাক্ষসদিগের হস্তে এতাদৃশ দুরবস্থায় পতিত হইয়াছেন। ১১—১৫। হায়! রাবণের দুষ্টপুত্র ও আমার ভ্রাতৃপুত্র দুরাত্মা ইন্দ্রজিতের রাক্ষসী কুটিল-বুদ্ধিকর্ত্তৃক, এই সরলমতি রাজনন্দনদ্বয় প্রতারিত হইয়াছেন। হায়! শরসমাচ্ছন্ন ও রক্তাক্তকলেবর হইয়া, ভূতলে পতিত এই ভ্রাতৃদ্বয়কে দুইটী শজারুর ন্যায় বোধ হইতেছে। হায়! যাঁহাদের বীর্য্যের উপর নির্ভর করিয়াই আমি রাজ্যলাভের বাসনা করিয়াছিলাম, সেই পুরুষশ্রেষ্ঠ রাজনন্দনদ্বয় দেহ ত্যাগ করিবার নিমিত্তই ধরাশায়ী হইয়াছেন। হায়! ইঁহাদের এরূপ অবস্থায় আমি জীবিত থাকিয়াও বিপন্ন হইলাম। এক্ষণে আমার মনোমধ্যে রাজ্য-লাভের যে বাসনা আশা হইয়াছিল, তাহাও নির্মূল হইল; কিন্তু রাবণের প্রতিজ্ঞাপূরণ হইল এবং মনোরথ সিদ্ধ হইল।" বিভীষণ এইরূপ বিলাপ করিতে থাকিলে মহাবল বানররাজ সুগ্রীব তাঁহাকে আলিঙ্গনপূর্ব্বক কহিলেন। ১৬—২০। "হে ধর্ম্মজ্ঞ! আপনি নিশ্চয় জানিবেন, রাবণ অথবা ইন্দ্রজিতের বাসনা কখনই পূর্ণ হইবে না। কারণ, গরুড় আসিলেই রামচন্দ্র এবং লক্ষ্মণ উভয়েই সংজ্ঞা লাভ করিবেন এবং উঁহারা রণক্ষেত্রে রাবণকে সবংশে নিধন করিবেন। আপনি নিশ্চয়ই এই লঙ্কারাজ্য লাভ করিবেন। তদ্বিষয়ে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই।" সুগ্রীব এইরূপে রাক্ষস বিভীষণকে আশ্বাসিত করিয়া, পার্শ্বস্থিত শ্বশুর সুষেণকে কহিলেন;—"তুমি,—এই ভ্রাতৃযুগল রাম-লক্ষ্মণকে এবং অন্যান্য শূর বানরগণকেও কিষ্কিন্ধ্যায় লইয়া যাও। যে পর্য্যন্ত ইঁহারা সংজ্ঞা লাভ না করেন, তাবৎ কাল ইঁহাদিগকে সেই স্থানে রক্ষা কর। এদিকে আমিও পুত্র এবং বন্ধুবর্গের সহিত রাবণকে সংহার করিয়া, যেরূপ ইন্দ্র নষ্টশ্রীর পুনরুদ্ধার করিয়াছিলেন, তদ্রূপ রাবণহৃতা জানকীর উদ্ধার সাধন করিয়া স্বদেশে গমন করিতেছি।" ২১—২৫। বানরশ্রেষ্ঠ সুগ্রীবের এতাদৃশ কথা শুনিয়া সুষেণ কহিলেন,—"পূর্ব্বে আমি,—দেবতা ও অসুরগণের ভীষণ যুদ্ধ দেখিয়াছিলাম; তাহাতে শস্ত্র-

তানার্তান্ নষ্টসংজ্ঞাংশ্চ গতাসূংশ্চ বৃহস্পতিঃ।
বিদ্যাভির্মন্ত্রযুক্তাভিরোষধীভিশ্চিকিৎসতি ॥ ২৮
তান্যৌষধান্যানয়িতুং ক্ষীরোদং যান্তু সাগরম্।
জবেন বানরাঃ শীঘ্রং সম্পাতিপনসাদয়ঃ ॥ ২৯
হরয়স্তু বিজানন্তি পার্ব্বতী তে মহৌষধী।
সঞ্জীবকরণীং দিব্যাং বিশল্যাং দেবনির্ম্মিতাম্ ॥ ৩০
চন্দ্রশ্চ নাম দ্রোণশ্চ ক্ষীরোদে সাগরোত্তমে।
অমৃতং যত্র মথিতং তত্র তে পরমৌষধী ॥ ৩১
তৌ তত্র বিহিতৌ দেবৈঃ পর্ব্বতৌ তু মহোদধৌ।
অয়ং বায়ুসুতো রাজন্ হনুমাংস্তত্র গচ্ছতু ॥ ৩২
এতস্মিন্নন্তরে বায়ুর্মেঘাশ্চাপি সবিদ্যুতঃ।
পর্য্যস্য সাগরে তোয়ং কম্পয়ন্নিব পর্ব্বতান্ ॥ ৩৩
মহতা পক্ষবাতেন সর্ব্বদ্বীপমহাদ্রুমাঃ।
নিপেতুর্ভগ্নবিটপাঃ সলিলে লবণাম্ভসি ॥ ৩৪
অভবন্ পন্নগাস্ত্রস্তা ভোগিনস্তত্র বাসিনঃ।
শীঘ্রং সর্ব্বাণি যাদাংসি জগ্মুশ্চ লবণার্ণবম্ ॥ ৩৫
ততো মুহূর্ত্তাদ্গরুড়ং বৈনতেয়ং মহাবলম্।
বানরা দদৃশুঃ সর্ব্বে জ্বলন্তমিব পাবকম্ ॥ ৩৬

তমাগতমভিপ্রেক্ষ্য নাগাস্তে বিপ্রদুদ্রুবুঃ।
যৈস্তু তৌ পুরুষৌ বদ্ধৌ শরভূতৈর্মহাবলৈঃ ॥ ৩৭
ততঃ সুপর্ণঃ কাকুৎস্থৌ স্পৃষ্ট্বা প্রত্যভিনন্দ্য চ।
বিমমর্শ চ পাণিভ্যাং মুখে চন্দ্রসমপ্রভে ॥ ৩৮
বৈনতেয়েন সংস্পৃষ্টাস্তয়োঃ সংরুরুহুর্ব্রণাঃ।
সুবর্ণে চ তনূ স্নিগ্ধে তয়োরাশু বভূবতুঃ ॥ ৩৯
তেজো বীর্য্যং বলঞ্চৌজ উৎসাহশ্চ মহাগুণঃ।
প্রদর্শনঞ্চ বুদ্ধিশ্চ স্মৃতিশ্চ দ্বিগুণা তয়োঃ ॥ ৪০
তাবুত্থাপ্য মহাতেজা গরুড়ো বাসবোপমৌ।
উভৌ চ সস্বজে হৃষ্টো রামশ্চৈনমুবাচ হ।
ভবৎপ্রসাদাদ্ব্যসনং রাবণিপ্রভবং মহৎ।
উপায়েন ব্যতিক্রান্তৌ শীঘ্রঞ্চ বলিনৌ কৃতৌ ॥ ৪২
যথা তাতং দশরথং যথাজঞ্চ পিতামহম্।
তথা ভবন্তমাসাদ্য হৃদয়ং মে প্রসীদতি ॥ ৪৩
কো ভবান্ রূপসম্পন্নো দিব্যস্রগনুলেপনঃ।
বসানো বিরজে বস্ত্রে দিব্যাভরণভূষিতঃ ॥ ৪৪
তমুবাচ মহাতেজা বৈনতেয়ো মহাবলঃ।
পতত্রিরাজঃ প্রীতাত্মা হর্ষপর্য্যাকুলেক্ষণম্ ॥ ৪৫

বিশারদ দানবগণ,—রণচতুর সুরগণকে শরসমূহে আচ্ছন্ন করিলে যখন দেবগণের মধ্যে কেহ সংজ্ঞাবিহীন এবং অনেকে বিগতপ্রাণ হইলেন, তখন সুরগুরু বৃহস্পতি মন্ত্রপুত ঔষধী দ্বারা চিকিৎসা করিয়া তাঁহাদিগকে সচেতন ও পুনর্জ্জীবিত করিয়াছিলেন। রাজন্! পূর্ব্বে যথায় দেবগণ অমৃত মন্থন করিয়াছিলেন, সেই স্থানে চন্দ্র ও দ্রোণ-নামক গিরি দুইটীর উপরিভাগে 'সঞ্জীবকরণী' ও 'বিশল্যকরণী-নাম্নী' যে দুই পরমৌষধী আছে, বানরগণ তাহা অবগত আছে। ২৮—৩০। অতএব সম্প্রতি সেই ঔষধ আনিবার জন্য সম্পাতি ও পনস প্রভৃতি বানরগণ, শীঘ্র ক্ষীরোদ সাগরে যাউক। অথবা এই পবনপুত্র হনুমান একাকীই তথায় গমন করুক" সুষেণ যখন এই কথা কহিতেছিলেন, তখন বিদ্যুৎমালাশোভিত মেঘসমূহের আবির্ভাব হইল এবং প্রবল বাত্যা উঠিয়া সাগরজল ও গিরি সকলকে কাঁপাইতে লাগিল। প্রবল পক্ষবাতে বৃক্ষ সকল ভগ্ন হইলে, তাহার শাখাসকল লবণমহাসাগরের জলমধ্যে ডুবিতে লাগিল। মলয়পর্ব্বতবাসী বৃহৎকায় সর্পগণ ভীত হইল এবং জলজন্তুগণ শীঘ্র লবণ-মহাসাগরের মধ্যে ডুবিল। ৩১—৩৫। পরে বানরগণ, মুহূর্ত্তকালমধ্যে প্রজ্বলিত বহ্নির ন্যায়, বিনতানন্দন গরুড়কে দেখিতে পাইল।

যে শরভূত মহাবল নাগসমূহদ্বারা পুরুষশ্রেষ্ঠ রাম-লক্ষ্মণ বদ্ধ হইয়াছিলেন, বিনতানন্দনকে সমাগত দেখিয়া তাহারা সকলেই দ্রুতবেগে পলাইল। তৎপরে গরুড় রামচন্দ্রের নিকটে উপস্থিত হইয়া অভিনন্দনপূর্ব্বক তাঁহাদের গাত্র স্পর্শ করিয়া হস্তদ্বারা তাঁহাদের মুখচন্দ্র মার্জ্জনা করিতে লাগিলেন। বিনতানন্দন কর্ত্তৃক স্পৃষ্ট হইলে তাঁহাদের দেহ ক্ষতহীন হইয়া পূর্ব্বের ন্যায় স্নিগ্ধ এবং শোভাশালী হইল। তাঁহাদের তেজ, পরাক্রম, দৈহিক বল, মহাগুণ, উৎসাহ, দর্শনশক্তি, বুদ্ধি এবং স্মরণশক্তি পূর্ব্বাপেক্ষা দ্বিগুণ হইল। ৩৬—৪০। মহাতেজা গরুড়, সেই ইন্দ্রতুল্য রাঘবযুগলকে উত্থাপনপূর্ব্বক আনন্দের সহিত উভয়কেই আলিঙ্গন করিলে, তখন রামচন্দ্র তাঁহাকে কহিলেন, 'আপনার প্রসাদেই আমরা রাবণ-তনয় ইন্দ্রজিৎকৃত মহাবিপদ্ হইতে শীঘ্র মুক্তি লাভ করিলাম; আমাদের দেহও বলবান্ হইয়াছে। পিতা দশরথ এবং পিতামহ অজকে দেখিয়া মন যেরূপ প্রসন্ন হয়, আপনাকে দেখিয়াও আমার হৃদয় সেইরূপ প্রসন্ন হইল। আপনি স্বর্গীয় মাল্য ও অনুলেপন ধারণ করত দিব্য অলঙ্কারে ভূষিত হইয়া নির্ম্মল বস্ত্রযুগল পরিধান করিয়াছেন; আপনার রূপও দেবোপম;—সত্য করিয়া বলুন, আপনি কে?' পক্ষিরাজ গরুড় প্রীত হইয়া, মহাতেজস্বী মহাবল

অহং সখা তে কাকুৎস্থ প্রিয়ং প্রাণো বহিশ্চরঃ।
গরুত্মানিহ সম্প্রাপ্তো যুবয়োঃ সাহ্যকারণাৎ ॥ ৪৬
অসুরা বা মহাবীর্য্যা বানরা বা মহাবলাঃ।
সুরাশ্চাপি সগন্ধর্ব্বাঃ পুরস্কৃত্য শতক্রতুম্ ॥ ৪৭
নেমং মোক্ষয়িতুং শক্তাঃ শরবন্ধং সুদারুণম্।
মায়াবলাদিন্দ্রজিতা নির্ম্মিতং ক্রূরকর্ম্মণা ॥ ৪৮
এতে নাগাঃ কাদ্রবেয়াস্তীক্ষ্ণদংষ্ট্রা বিষোল্বণাঃ।
রক্ষোমায়াপ্রভাবেণ শরভূতাস্তদাশ্রয়াঃ ॥ ৪৯
সভাগ্যশ্চাসি ধর্ম্মজ্ঞ রাম সত্যপরাক্রম।
লক্ষ্মণেন সহ ভ্রাত্রা সমরে রিপুঘাতিনা ॥ ৫০
ইমং শ্রুত্বা তু বৃত্তান্তং ত্বরমাণোঽহমাগতঃ।
সহসৈবাবয়োঃ স্নেহাৎ সখিত্বমনুপালয়ন্ ॥ ৫১
মোক্ষিতৌ চ মহাঘোরাদস্মাৎ সায়কবন্ধনাৎ।
অপ্রমাদশ্চ কর্ত্তব্যো যুবাভ্যাং নিত্যমেব হি ॥ ৫২
প্রকৃত্যা রাক্ষসাঃ সর্ব্বে সংগ্রামে কূটযোধিনঃ।
শূরাণাং শুদ্ধভাবানাং ভবতামার্জ্জবং বলম্ ॥ ৫৩
তন্ন বিশ্বসনীয়ং বো রাক্ষসানাং রণাজিরে।
এতেনৈবোপমানেন নিত্যং জিহ্মা হি রাক্ষসাঃ ॥ ৫৪
এবমুক্ত্বা তদা রামং সুপর্ণঃ সমহাবলঃ।
পরিষজ্য চ সুস্নিগ্ধমাপ্রষ্টুমুপচক্রমে ॥ ৫৫
সখে রাঘব ধর্ম্মজ্ঞ রিপূণামপি বৎসল।
অভ্যনুজ্ঞাতুমিচ্ছামি গমিষ্যামি যথাসুখম্ ॥ ৫৬
ন চ কৌতূহলং কার্য্যং সখিত্বং প্রতি রাঘব।
কৃতকর্ম্মা রণে বীর সখিত্বমনুবেৎস্যসি ॥ ৫৭
বালবৃদ্ধাবশেষং তু লঙ্কাং কৃত্বা শরোর্ম্মিভিঃ।
রাবণং তু রিপুং হত্বা সীতাং ত্বমুপলপ্স্যসে ॥ ৫৮
ইত্যেবমুক্ত্বা বচনং সুপর্ণঃ শীঘ্রবিক্রমঃ।
রামঞ্চ নীরুজং কৃত্বা মধ্যে তেষাং বনৌকসাম্ ॥ ৫৯
প্রদক্ষিণং ততঃ কৃত্বা পরিষজ্য চ বীর্য্যবান্।
জগামাকাশমাবিশ্য সুপর্ণঃ পবনো যথা ॥ ৬০
নীরুজৌ রাঘবৌ দৃষ্ট্বা ততো বানরযূথপাঃ।
সিংহনাদং তদা নেদুর্লাঙ্গুলং দুধুবুশ্চ তে ॥ ৬১
ততো ভেরীঃ সমাজঘ্নুর্মৃদঙ্গাংশ্চাপ্যবাদয়ন্।
দধ্মুঃ শঙ্খান্ সম্প্রহৃষ্টাঃ ক্ষ্বেলন্ত্যপি যথাপুরং ॥ ৬২
অপরে স্ফোটা বিক্রান্তা বানরা নগযোধিনঃ।
দ্রুমানুৎপাট্য বিবিধাংস্তস্থুঃ শতসহস্রশঃ ॥ ৬৩
বিসৃজন্তো মহানাদাংস্ত্রাসয়ন্তো নিশাচরান্।
লঙ্কাদ্বারাণ্যুপাজগ্মুর্যোদ্ধুকামাঃ প্লবঙ্গমাঃ ॥ ৬৪

— —

হর্ষাকুললোচন রামচন্দ্রকে কহিলেন। ৪১—৪৫। "হে কাকুৎস্থ। আমি আপনার সখা বহিশ্চর প্রাণ; আমার নাম গরুড়। আপনাদের সাহায্য করিবার নিমিত্তই এখানে আসিয়াছি। ক্রূরকর্ম্মা ইন্দ্রজিৎ মায়াবলে আপনাদিগকে যে নিদারুণ বাণ-বন্ধনে বদ্ধ করিয়াছিল, মহাবীর্য্য অসুরগণ, মহাবল বানরগণ অথবা গন্ধর্ব্বগণের সহিত ইন্দ্রাদি দেবগণও আপনাদিগকে এই বন্ধন হইতে মুক্ত করিতে পারিতেন না। এই তীক্ষ্ণদন্ত তীক্ষ্ণবিষ কদ্রুনন্দন নাগগণ, রাক্ষসী মায়ার প্রভাবেই শররূপ হইয়া আপনাদিগকে আশ্রয় করিয়াছিল। হে ধর্ম্মজ্ঞ সত্যপরাক্রম রাম-চন্দ্র! সমরে রিপুঘাতী এই ভ্রাতা লক্ষ্মণের সহিত আপনি আপনাকে ভাগ্যবান্ বলিয়াই বোধ করিবেন। ৪৬—৫০। রাঘব! আপনারা বাণবদ্ধ হইয়াছেন,—আমি এই কথা শুনিয়াই স্নেহবশতঃ বন্ধুত্বের অনু-রোধে আপনার নিকটে সত্বর আসিয়া আপনাদিগকে এই মহাঘোর বাণবন্ধন হইতে মুক্ত করিয়াছি। সম্প্রতি আপনারা সর্ব্বদা সতর্ক হইয়া থাকিবেন। আপনার ন্যায় বিশুদ্ধস্বভাব শূরগণ রণক্ষেত্রে সরলতাসহকারেই যুদ্ধ করিয়া থাকেন; কিন্তু রাক্ষসগণ স্বভাবতই মায়া-যোদ্ধা। অতএব আপনারা রণক্ষেত্রে এই রাক্ষসগণকে কোনমতেই বিশ্বাস করিবেন না। কারণ, ইহারা নিয়তই কুটিলতা প্রকাশ করিয়া থাকে। মহাবল, গরুড় এই কথা বলিয়া রামচন্দ্রকে গাঢ়রূপে আলিঙ্গনপূর্ব্বক পুনরায় কহিলেন। ৫১—৫৫। "হে সখে। রঘু-নন্দন! আপনি এরূপ ধর্ম্মপরায়ণ যে, সময়বিশেষে শত্রুকেও স্নেহ দেখাইয়া থাকেন। সম্প্রতি আমি আপনার অনুমতি লইয়া স্বস্থানে যাইতে ইচ্ছা করি। হে রাঘব। আমার এতাদৃশ বন্ধুত্বে বিস্মিত হইবেন না। আপনি এই লঙ্কাযুদ্ধে কৃতকার্য্য হইয়া আমাদের এই ভূতপূর্ব্ব বন্ধুত্বের আমূল বিবরণ জানিতে পারি-বেন। হে রঘুনন্দন! আপনি আপন বাণসমূহ দ্বারা বালক এবং বৃদ্ধ ছাড়া আর সমস্ত শত্রুবর্গকে উচ্ছেদ করিয়া সীতাকে পুনরায় প্রাপ্ত হইবেন।" শীঘ্রগামী বীর্য্যবান্ গরুড় রঘুনন্দনদ্বয়কে নীরোগ করত এই কথা বলিয়া বানরগণমধ্যস্থ রামচন্দ্রকে প্রদক্ষিণপূর্ব্বক পব-নের ন্যায় গতিতে বেগে আকাশপথে প্রস্থান করিলেন। ৫৬—৬০। পরে বানরযূথপতিগণ রাঘবদ্বয়কে আরোগ্য লাভ করিতে দেখিয়া, আহ্লাদে নিজ নিজ লাঙ্গুল কম্পন এবং সিংহনাদ করিতে লাগিল। তৎপরে তাহারা ভেরী মৃদঙ্গ ও শঙ্খধ্বনি করত হৃষ্টচিত্তে পূর্ব্বের ন্যায় খেলা করিতে লাগিল। অন্যান্য শত সহস্র বিক্রান্ত নগযোধী বানরগণ আস্ফালনপূর্ব্বক বিবিধ বৃক্ষ সকল উৎপাটন করিয়া, রণকামনায় সিংহনাদে নিশাচরগণের

তেষাং সুভীমস্তুমুলো নিনাদো
বভূব শাখামৃগযূথপানাম্।
ক্ষয়ে নিদাঘস্য যথা ঘনানাং
নাদঃ সুভীমো নদতাং নিশীথে ॥ ৬৫

ইতি লঙ্কাকাণ্ডে পঞ্চাশঃ সর্গঃ ॥ ৫০ ॥

একপঞ্চাশঃ সর্গঃ।

তেষাং তু তুমুলং শব্দং বানরাণাং মহৌজসাম্।
নর্দ্দতাং রাক্ষসৈঃ সার্দ্ধং তদা শুশ্রাব রাবণঃ ॥ ১
স্নিগ্ধগম্ভীরনির্ঘোষং শ্রুত্বা তং নিনদং ভৃশম্।
সচিবানাং ততস্তেষাং মধ্যে বচনমব্রবীৎ ॥ ২
যথাসৌ সম্প্রহৃষ্টানাং বানরাণামুপস্থিতঃ।
বহূনাং সুমহান্নাদো মেঘানামিব গর্জ্জতাম্ ॥ ৩
সুব্যক্তং মহতী প্রীতিরেতেষাং নাত্র সংশয়ঃ।
তথা হি বিপুলৈর্নাদৈশ্চুক্ষুভে লবণার্ণবঃ ॥ ৪
তৌ তু বদ্ধৌ শরৈস্তীক্ষ্ণৈর্ভ্রাতরৌ রামলক্ষ্মণৌ।
অয়ঞ্চ সুমহান্নাদঃ শঙ্কাং জনয়তীব মে ॥ ৫
এবঞ্চ বচনং চোক্ত্বা মন্ত্রিণো রাক্ষসেশ্বরঃ ॥
উবাচ নৈঋতাংস্তত্র সমীপপরিবর্ত্তিনঃ ॥ ৬
জ্ঞায়তাং তূর্ণমেতেষাং সর্ব্বেষাঞ্চ বনৌকসাম্।
শোককালে সমুৎপন্নে হর্ষকারণমুত্থিতম্ ॥ ৭
তথোক্তাস্তে সুসম্ভ্রান্তাঃ প্রাকারমধিরুহ্য চ।
দদৃশুঃ পালিতাং সেনাং সুগ্রীবেণ মহাত্মনা ॥ ৮
তৌ চ মুক্তৌ সুঘোরেণ শরবন্ধেন রাঘবৌ।
সমুত্থিতৌ মহাভাগৌ বিষেদুঃ সর্ব্বরাক্ষসাঃ ॥ ৯
সন্ত্রস্তহৃদয়াঃ সর্ব্বে প্রাকারাদবরুহ্য তে।
বিবর্ণা রাক্ষসা ঘোরা রাক্ষসেন্দ্রমুপস্থিতাঃ ॥ ১০
তদপ্রিয়ং দীনমুখা রাবণস্য চ রাক্ষসাঃ।
কৃৎস্নং নিবেদয়ামাসুর্যথাবদ্বাক্যকোবিদাঃ ॥ ১১
যৌ তাবিন্দ্রজিতা যুদ্ধে ভ্রাতরৌ রামলক্ষ্মণৌ।
নিবদ্ধৌ শরবন্ধেন নিষ্প্রকম্পভুজৌ কৃতৌ ॥ ১২
বিমুক্তৌ শরবন্ধেন দৃশ্যেতে তৌ রণাজিরে।
পাশানিব গজৌ ছিত্ত্বা গজেন্দ্রসমবিক্রমৌ ॥ ১৩
তচ্ছ্রুত্বা বচনং তেষাং রাক্ষসেন্দ্রো মহাবলঃ।
চিন্তারোষসমাক্রান্তো বিবর্ণবদনোঽব্রবীৎ ॥ ১৪
ঘোরৈর্দত্তবরৈর্বদ্ধৌ শরৈরাশীবিষোপমৈঃ।
অমোঘৈঃ সূর্য্যসঙ্কাশৈঃ প্রমথ্যেন্দ্রজিতা যুধি ॥ ১৫

ভয়োৎপাদন করিতে করিতে লঙ্কাদ্বারে উপস্থিত হইল। পরে সেই বানরযুথপতিগণ, গ্রীষ্মাবসানে নিশীথকালে গর্জ্জনকারী মেঘসমূহের গভীর গর্জ্জনের ন্যায়, ভীষণ গর্জ্জন করিতে লাগিল। ৬১—৬৫।

একপঞ্চাশ সর্গ।

এদিকে রাবণ, বিভীষণ-প্রমুখ রাক্ষসগণের এবং সেই মহাতেজস্বী বানরগণের তুমুল ধ্বনি শুনিতে পাইলেন। রাক্ষসপতি সেই স্নিগ্ধগম্ভীর-নির্ঘোষ নিদারুণ শব্দ শুনিয়া আপন মন্ত্রিগণকে কহিলেন,—"বানরগণ সাতিশয় আহ্লাদসহকারে মেঘ-গর্জ্জনের মত গভীর গর্জ্জন করিতেছে,—ইহাতে নিশ্চয়ই বোধ হইতেছে যে, ইহাদের কোন মহান্ আহ্লাদ উপস্থিত হইয়া থাকিবে। ঐ দেখ, উহাদের গভীরগর্জ্জনে লবণসাগরও ক্ষুভিত হইতেছে। সেই ভ্রাতৃদ্বয় রাম ও লক্ষ্মণ বাণসমূহে বদ্ধ হইয়াছিল। কিন্তু এক্ষণে বানরবৃন্দের এই সুমহৎ রব উত্থিত হওয়ায়, আমার অত্যন্ত শঙ্কা উপস্থিত হই-তেছে।" ১—৫। রাক্ষসনাথ রাবণ, মন্ত্রিগণকে এই কথা বলিয়া আপন পার্শ্ববর্ত্তী নিশাচরগণকে কহিলেন, "এই বনবাসী বানরগণের শোকের সময়ে আনন্দের কারণ কি উপস্থিত হইল,—তাহা জানিয়া আইস।" রাক্ষসগণ রাবণের আজ্ঞা শিরোধার্য্য করিয়া প্রাচীরো-পরি উঠিয়া মহাত্মা সুগ্রীবকর্ত্তৃক পালিত সেই বানর-বাহিনীর দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া দেখিল,—মহাভাগ রাম ও লক্ষ্মণ ঘোর শরবন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া উত্থিত হইয়াছেন, দেখিয়া তাহারা বড়ই বিষণ্ণ হইল। পরে সেই ঘোররূপ নিশাচরগণ ভয়ে বিবর্ণ হইয়া, ত্রস্তহৃদয়ে প্রাচীরশিখর হইতে অবতরণপূর্ব্বক রাক্ষস-পতির সম্মুখে উপনীত হইল। ৬—১০। সেই বাক্য-বিশারদ নিশাচরগণ, ম্লানমুখে রাবণসম্মুখে উপস্থিত হইয়া, সেই অপ্রিয় কথা সকল যথাযথভাবে নিবেদন করত কহিল;—"যে রাম এবং লক্ষ্মণ, রণস্থলে ইন্দ্রজিৎকর্ত্তৃক বাণবন্ধনে বদ্ধ হইয়াছিলেন এবং তৎপরে যাঁহাদের বাহুদ্বয় নিস্পন্দ হইয়াছিল, আমরা দেখিলাম, গজেন্দ্র-তুল্য বিক্রমশালী সেই ভ্রাতৃদ্বয় গজদ্বয়ের ন্যায়, পাশ সকল ছেদনপূর্ব্বক বাণবন্ধ হইতে মুক্ত হইয়া রণক্ষেত্রে অবস্থান করিতেছেন।" তাহা-দের এইরূপ কথা শুনিয়া মহাবল রাক্ষসরাজের মুখ-মণ্ডল চিন্তা ও রোষে বিবর্ণ হইল। পরে কিঞ্চিৎ বিষণ্ণ হইয়া কহিলেন;—"যে রাম এবং লক্ষ্মণ রণ-ক্ষেত্রে ইন্দ্রজিৎকর্ত্তৃক প্রমথিত হইয়া, বরলব্ধ ঘোররূপ সর্পতুল্য সূর্য্যপ্রতিম অমোঘ বাণসমূহদ্বারা বদ্ধ

তদস্ত্রবন্ধমাসাদ্য যদি মুক্তৌ রিপূ মম।
সংশয়স্থমিদং সর্ব্বমনুপশ্যাম্যহং বলম্ ॥ ১৬
নিষ্ফলাঃ খলু সংবৃত্তাঃ শরাঃ পাবকতেজসঃ।
আদত্তং যৈস্তু সংগ্রামে রিপূণাং জীবিতং মম ॥ ১৭
এবমুক্ত্বা তু সংক্রুদ্ধো নিশ্বসন্ উরগো যথা।
অব্রবীদ্রক্ষসাং মধ্যে ধূম্রাক্ষং নাম রাক্ষসম্ ॥ ১৮
বলেন মহতা যুক্তো রাক্ষসৈর্ভীমবিক্রম।
ত্বং বধায়াশু নির্যাহি রামস্য সহ বানরৈঃ ॥ ১৯
এবমুক্তস্তু ধূম্রাক্ষো রাক্ষসেন্দ্রেণ ধীমতা।
পরিক্রম্য ততঃ শীঘ্রং নির্জ্জগাম নৃপালয়াৎ ॥ ২০
অভিনিষ্ক্রম্য তদ্দ্বারং বলাধ্যক্ষমুবাচ হ।
ত্বরয়স্ব বলং শীঘ্রং কিঞ্চিরেণ যুযুৎসতঃ ॥ ২১
ধূম্রাক্ষবচনং শ্রুত্বা বলাধ্যক্ষো বলানুগঃ।
বলমুদ্যোজয়ামাস রাবণস্যাজ্ঞয়া দ্রুতম্ ॥ ২২
তে বদ্ধঘণ্টা বলিনো ঘোররূপা নিশাচরাঃ।
বিনর্দমানাঃ সংহৃষ্টা ধূম্রাক্ষং পর্য্যবারয়ন ॥ ২৩
বিবিধায়ুধহস্তাশ্চ শূলমুদ্গরপাণয়ঃ।
গদাভিঃ পট্টিশৈর্দ্দণ্ডৈরায়সৈর্মুষলৈরপি ॥ ২৪
পরিঘৈর্ভিন্দিপালৈশ্চ ভল্লৈঃ পাশৈঃ পরশ্বধৈঃ।
নির্যযু রাক্ষসা ঘোরা নর্দ্দন্তো জলদা যথা ॥ ২৫
রথৈঃ কবচিনস্ত্বন্যে ধ্বজৈশ্চ সমলঙ্কৃতৈঃ।
সুবর্ণজালবিহিতৈঃ খরৈশ্চ বিবিধাননৈঃ ॥ ২৬
হয়ৈঃ পরমশীঘ্রৈশ্চ গজেন্দ্রৈশ্চৈব মদোৎকটৈঃ।
নির্যযুর্নৈঋতব্যাঘ্রা ব্যাঘ্রা ইব দুরাসদাঃ ॥ ২৭
বৃকসিংহমুখৈর্যুক্তং খরৈঃ কনকভূষিতৈঃ।
আরুরোহ রথং দিব্যং ধূম্রাক্ষঃ খরনিঃস্বনম্ ॥ ২৮
স নির্যাতো মহাবীর্য্যো ধূম্রাক্ষো রাক্ষসৈর্বৃতঃ।
হসন্ বৈ পশ্চিমদ্বারাদ্ধনূমান্ যত্র তিষ্ঠতি ॥ ২৯
রথপ্রবরমাস্থায় খরযুক্তং খরস্বনম্।
প্রয়ান্তং তু মহাঘোরং রাক্ষসং ভীমদর্শনম্ ॥ ৩০
অন্তরীক্ষগতাঃ ক্রূরাঃ শকুনাঃ প্রত্যষেধয়ন্।
রথশীর্ষে মহাভীমো গৃধ্রশ্চ নিপপাত হ ॥ ৩১
ধ্বজাগ্রে গ্রথিতাশ্চৈব নিপেতুঃ কুণপাশনাঃ।
রুধিরার্দ্রো মহান্ শ্বেতঃ কবন্ধঃ পতিতো ভুবি ॥ ৩২
বিস্বরঞ্চোৎসৃজন্নাদং ধূম্রাক্ষস্য নিপাতিতঃ।
ববর্ষ রুধিরং দেবঃ সঞ্চচাল চ মেদিনী ॥ ৩৩
প্রতিলোমং ববৌ বায়ুর্নির্ঘাতসমনিঃস্বনঃ।
তিমিরৌঘাবৃতাস্তত্র দিশশ্চ ন চকাশিরে ॥ ৩৪

হইয়াছিল, যখন তাহারা সেই বাণবন্ধন হইতেও মুক্তি পাইয়াছে, তখন আমি যে আর এই রাক্ষসসেনার দ্বারা বিজয়লাভ করিতে পারিব, এরূপ আশা নাই। ১১—১৬। হায়! যাহারা রণক্ষেত্রে শত্রুগণের প্রাণ হরণ করিয়াছিল, অগ্নির ন্যায় তেজস্বী সেই বাণসমূহ অদ্য বিফল হইল।" নিশাচরপতি এই কথা বলিয়া, ক্রোধে বিষধর সর্পের ন্যায় নিশ্বাস পরিত্যাগপূর্ব্বক রাক্ষসগণ-মধ্যস্থ ধূম্রাক্ষ রাক্ষসকে কহিলেন; "হে ভীমবিক্রম! বানরগণের সহিত রামকে বধ করিবার নিমিত্ত তুমি বহুসৈন্য লইয়া শীঘ্র যুদ্ধযাত্রা কর।" রাক্ষস ধূম্রাক্ষ ধীমান্ রাক্ষসেন্দ্রকর্ত্তৃক এইরূপে আদিষ্ট হইয়া, রাবণকে প্রদক্ষিণপূর্ব্বক শীঘ্র রাজভবন হইতে বাহির হইল। ১৭—২০। পরে রাজদ্বার হইতে বহির্গত হইয়া, বলাধ্যক্ষকে কহিল;—রণক্ষেত্রে গমনোন্মুখ যোদ্ধার বিলম্ব করা উচিত নহে, অতএব শীঘ্র সৈন্যসকলকে বহির্গত কর।" তৎপরে বলাধ্যক্ষ, ধূম্রাক্ষবাক্য শুনিয়া রাবণের আদেশানুরূপ সৈন্যসকলকে সত্বর উদ্যোগী করিল। সেই ঘণ্টাধারী মহাবল ঘোররূপ নিশাচরগণ, সিংহনাদ করত হৃষ্টচিত্তে ধূম্রাক্ষের চারিদিক্ বেষ্টন করিয়া দণ্ডায়মান হইল। তাহাদের মধ্যে বহুসংখ্যক নিশাচর, মেঘনিচয়ের ন্যায়, গভীর গর্জ্জনপূর্ব্বক বহুবিধ আয়ুধ, শূল, মুদ্গর, গদা, পট্টিশ, লৌহদণ্ড, মুষল, পরিঘ, ভিন্দিপাল, ভল্ল, পাশ এবং কুঠার লইয়া বাহির হইল। ২১—২৫। অনেকে কবচ ধারণ করিয়া, ধ্বজশোভিত সুবর্ণজালবিশিষ্ট খরসঞ্চালিত সুশোভিত রথে উঠিয়া বহির্গত হইল। দুর্জ্জয় ব্যাঘ্রের ন্যায় বহুসংখ্যক রাক্ষসব্যাঘ্র শীঘ্রগামী অশ্ব ও মদমত্ত মাতঙ্গের উপর উঠিয়া বহির্গত হইল। অনন্তর ধূম্রাক্ষ,—বৃক এবং সিংহের ন্যায়, ভীষণবদন সুবর্ণালঙ্কৃত খর সকলের দ্বারা সঞ্চালিত রথে উঠিল। রাক্ষসগণপরিবেষ্টিত সেই মহাবীর্য্য ধূম্রাক্ষ, হাস্যবদনে বাহির হইয়া, যথায় হনূমান্ অবস্থান করিতেছিল, সেই পশ্চিমদ্বারে গমন করিল। কিন্তু সেই মহাঘোর ভীমদর্শন নিশাচর,—ঝন্ঝন্-শব্দযুক্ত এবং খরসংযুক্ত উত্তম রথে আরোহণপূর্ব্বক গমন করিতে প্রবৃত্ত হইলে, আকাশচর ক্রূর শকুনগণ, বিবিধ অশুভ লক্ষণ দ্বারা তাহাকে নিবারণ করিতে লাগিল। তাহার রথচূড়ায় ভীমকায় গৃধ্র নিপতিত হইল। ২৬—৩১। মাংসাশী পক্ষিগণ, মালার ন্যায় শ্রেণীবদ্ধ হইয়া ধ্বজার অগ্রভাগে পড়িতে লাগিল। রক্তাক্ত শ্বেতবর্ণ কবন্ধ, ভৈরব রব করিতে করিতে ধূম্রাক্ষের সমীপস্থ ভূমিতলে পতিত হইল। পর্জ্জন্যদেব রক্তবর্ষণ করিতে লাগিলেন; মেদিনী কাঁপিতে লাগিলেন এবং নির্ঘাত-শব্দে বায়ু প্রবাহিত হইতে লাগিল। ঘোর অন্ধকারে সমাচ্ছন্ন

স তুৎপাতাংস্ততো দৃষ্ট্বা রাক্ষসানাং ভয়াবহান্।
প্রাদুর্ভূতান্ সুঘোরাংশ্চ ধূম্রাক্ষো ব্যথিতোঽভবৎ।
মুমুহু রাক্ষসাঃ সর্ব্বে ধূম্রাক্ষস্য পুরঃসরাঃ॥ ৩৫

ততঃ স ভীমো বহুভির্নিশাচরৈ-
র্বৃতোঽভিনিষ্ক্রম্য রণোৎসুকো বলী।
দদর্শ তাং রাঘববাহুপালিতাং
মহৌঘকল্পাং বহুবানরীং চমূম্॥ ৩৬

ইতি লঙ্কাকাণ্ডে একপঞ্চাশঃ সর্গঃ॥ ৫১

দ্বিপঞ্চাশঃ সর্গঃ।

ধূম্রাক্ষং প্রেক্ষ্য নির্যান্তং রাক্ষসং ভীমবিক্রমম্।
বিনেদুর্বানরাঃ সর্ব্বে প্রহৃষ্টা যুদ্ধকাঙ্ক্ষিণঃ॥ ১
তেষাং তু তুমুলং যুদ্ধং সংজজ্ঞে কপিরক্ষসাম্।
অন্যোন্যং পাদপৈর্ঘোরৈর্নিঘ্নতাং শূলমুদ্গরৈঃ॥ ২
রাক্ষসৈর্বানরা ঘোরা বিনিকৃত্তাঃ সমন্ততঃ।
বানরৈ রাক্ষসাশ্চাপি দ্রুমৈর্ভূমিসমীকৃতাঃ॥ ৩
রাক্ষসাস্তভিসংক্রুদ্ধা বানরান্ নিশিতৈঃ শরৈঃ।
বিব্যধুর্ঘোরসঙ্কাশৈঃ কঙ্কপত্রৈরজিহ্মগৈঃ॥ ৪
তে গদাভিশ্চ ভীমাভিঃ পট্টিশৈঃ কূটমুদ্গরৈঃ।
ঘোরৈশ্চ পরিঘৈশ্চিত্রৈস্ত্রিশূলৈশ্চাপি সংশ্রিতৈঃ॥ ৫
বিদার্য্যমাণা রক্ষোভির্বানরাস্তে মহাবলাঃ।
অমর্ষজ্জনিতোদ্ধর্ষাশ্চক্রুঃ কর্ম্মাণ্যভীতবৎ॥ ৬
শরনির্ভিন্নগাত্রাস্তে শূলনির্ভিন্নদেহিনঃ।
জগৃহুস্তে দ্রুমাংস্তত্র শিলাংশ্চ হরিযূথপাঃ॥ ৭
তে ভীমবেগা হরয়ো নর্দমানাস্ততস্ততঃ।
মমন্থু রাক্ষসান্ বীরান্ নামানি চ বভাষিরে॥ ৮
তদ্বভূবাদ্ভুতং ঘোরং যুদ্ধং বানররক্ষসাম্।
শিলাভির্বিবিধাভিশ্চ বহুশাখৈশ্চ পাদপৈঃ॥ ৯
রাক্ষসা মথিতাঃ কেচিদ্বানরৈর্জ্জিতকাশিভিঃ।
মুখৈঃ প্রবেমু রুধিরং কেচিদ্রুধিরভোজনাঃ॥ ১০
পার্শ্বেষু দারিতাঃ কেচিৎ কেচিদ্রাশীকৃতা দ্রুমৈঃ।
শিলাভিশ্চূর্ণিতাঃ কেচিৎ কেচিদ্দন্তৈর্ব্বিদারিতাঃ॥ ১১
ধ্বজৈর্ব্বিমথিতৈর্ভগ্নৈঃ খড়্গৈশ্চ বিনিপাতিতৈঃ।
রথৈর্ব্বিধ্বংসিতাঃ কেচিদ্ব্যথিতা রজনীচরাঃ॥ ১২
গজেন্দ্রৈঃ পর্ব্বতাকারৈঃ পর্ব্বতাগ্রৈর্বনৌকসাম্।
মথিতৈর্বাজিভিঃ কীর্ণং সারোহৈর্বসুধাতলম্॥ ১৩
বানরৈর্ভীমবিক্রান্তৈরাপ্লুত্যাপ্লুত্য বেগিতৈঃ।
রাক্ষসাঃ করজৈস্তীক্ষ্ণৈর্ম্মুখেষু বিনিদারিতাঃ॥ ১৪

হইয়া দিক্‌সমূহ অপ্রকাশিত হইল। ধূম্রাক্ষ—রাক্ষসগণের ভয়জনক এই ভীষণ উৎপাত সকল দর্শন করিয়া, বড়ই ব্যথিত হইল। পরে রণসমুৎসুক বলবান্ ভীমরূপ ধূম্রাক্ষ,—অসংখ্য রাক্ষসগণের সহিত পুরী হইতে বহির্গত হইয়া, সেই রাঘববাহুরক্ষিত ভীষণ জলপ্রবাহের ন্যায় কলকলনাদ-বিশিষ্ট বানরসৈন্যকে দেখিতে পাইল। ৩২—৩৬।

দ্বিপঞ্চাশ সর্গ।

সমরোৎসুক বানরগণ, ভীমবিক্রম রাক্ষস ধূম্রাক্ষকে বাহিরে আসিতে দেখিয়া সিংহনাদ করিয়া উঠিল। পরে সেই বানর এবং নিশাচরগণের তুমুল যুদ্ধ আরম্ভ হইল। তখন তাহারা বৃহৎ বৃক্ষ, শূল মুদ্গর সকল দ্বারা পরস্পর পরস্পরকে মারিতে আরম্ভ করিল। নিশাচরগণ বানরগণকে বলপূর্ব্বক আক্রমণ করিল। বানরগণও বৃক্ষপ্রহারে নিশাচরগণকে ভূমিতলশায়ী করিতে লাগিল। রাক্ষসগণ ক্রোধভরে তীক্ষ্ণ অবক্রগামী ভীষণ কঙ্কপত্র বাণসকল নিক্ষেপ করত বানরগণকে বিনাশ করিতে লাগিল। তখন নিশাচরগণ সেই মহাবল বানরগণকে ভয়ঙ্কর গদা, পট্টিশ ও কূটমুদ্গর এবং সুগৃহীত বিচিত্র ঘোররূপ পরিঘ সকল দ্বারা বিদারণ করিলে,—ক্রোধভরে এবং উৎসাহ সহকারে, বানরগণ নির্ভয়ে কার্য্য করিতে লাগিল। ১—৬। সেই ভীমবেগশালী বানরযূথপতিগণ বাণ এবং শূলসমূহ দ্বারা ভিন্নগাত্র হইয়া, বৃক্ষ ও শিলা লইয়া, সিংহনাদ করিতে করিতে আপন আপন নাম কীর্ত্তনপূর্ব্বক রাক্ষসগণকে বিলোড়িত করিতে লাগিল। সেই সময়ে বহুশাখাসমন্বিত বৃক্ষ এবং বিবিধশিলাপ্রহার দ্বারা সেই বানর এবং নিশাচরগণের ঘোরতর অদ্ভুত যুদ্ধ হইতে লাগিল। তখন কতকগুলি রক্তপায়ী নিশাচর, বলদর্পিত বানরগণকর্ত্তৃক সন্তাড়িত হইয়া রক্ত বমন করিতে লাগিল। ৭—১০। কেহ পার্শ্বদেশে দারিত, কেহ শিলা দ্বারা চূর্ণিত, কেহ দন্তদ্বারা বিদারিত এবং কেহ কেহ বৃক্ষপ্রহারে নিহত হইয়া, সেই রণক্ষেত্রে রাশীকৃত হইয়া পতিত হইল। ধ্বজা সকল বিমথিত, খড়্গসকল ভগ্ন এবং রথ সকল ভগ্ন হওয়ায় কতকগুলি রাক্ষস অত্যন্ত ব্যথিত হইয়া প'ড়ল। পর্ব্বতশৃঙ্গ, পর্ব্বতপ্রমাণ গজেন্দ্র, নিহত অশ্বারোহী এবং অশ্বে তত্রত্য ভূভাগ আকীর্ণ হইয়া পড়িল। ভীমবিক্রম বেগবান্ বানরগণ বারংবার লম্ফ প্রদানপূর্ব্বক নখ দ্বারা নিশাচরগণের মুখ সকল

বিষণ্ণবদনা ভূয়ো বিপ্রকীর্ণশিরোরুহাঃ।
মূঢ়াঃ শোণিতগন্ধেন নিপেতুর্ধরণীতলে ॥ ১৫
অন্যে তু পরমক্রুদ্ধা রাক্ষসা ভীমবিক্রমাঃ।
তলৈরেবাভিধাবন্তি বজ্রস্পর্শসমৈর্হরীন্ ॥ ১৬
বানরৈরাপতন্তস্তে বেগিতা বেগবত্তরৈঃ।
মুষ্টিভিশ্চরণৈর্দন্তৈঃ পাদপৈশ্চাবপোথিতাঃ ॥ ১৭
সৈন্যং তু বিদ্রুতং দৃষ্ট্বা ধূম্রাক্ষো রাক্ষসর্ষভঃ।
রোষেণ কদনঞ্চক্রে বানরাণাং যুযুৎসতাম্ ॥ ১৮
প্রাসৈঃ প্রমথিতাঃ কেচিদ্বানরাঃ শোণিতস্রবাঃ।
মুদ্গরৈরাহতাঃ কেচিৎ পতিতা ধরণীতলে ॥ ১৯
পরিঘৈর্মথিতাঃ কেচিদ্ভিন্দিপালৈশ্চ দারিতাঃ।
পট্টিশৈর্মথিতাঃ কেচিদ্বিহ্বলন্তো গতাসবঃ ॥ ২০
কেচিদ্বিনিহতা ভূমৌ রুধিরার্দ্রা বনৌকসঃ।
কেচিদ্বিদ্রাবিতা নষ্টাঃ সংক্রুদ্ধৈ রাক্ষসৈর্যুধি ॥ ২১
বিভিন্নহৃদয়াঃ কেচিদেকপার্শ্বেন শায়িতাঃ।
বিদারিতাস্ত্রিশূলৈশ্চ কেচিদান্ত্রৈর্বিনিঃসৃতাঃ ॥ ২২
তৎ সুভীমং মহদ্যুদ্ধং হরিরাক্ষসসঙ্কুলম্।
প্রবভৌ শস্ত্রবহুলং শিলাপাদপসঙ্কুলম্ ॥ ২৩

ধনুর্জ্যাতন্ত্রিমধুরং হিক্কাতালসমন্বিতম্।
মন্দস্তনিতগীতং তদ্যুদ্ধগান্ধর্বমাবভৌ ॥ ২৪
ধূম্রাক্ষস্তু ধনুষ্পাণির্বানরান্ রণমূর্দ্ধনি।
হসন্ বিদ্রাবয়ামাস দিশঃ শায়কবৃষ্টিভিঃ ॥ ২৫
ধূম্রাক্ষেণার্দ্দিতং সৈন্যং ব্যথিতং প্রেক্ষ্য মারুতিঃ।
অভ্যবর্ত্তত সংক্রুদ্ধঃ প্রগৃহ্য বিপুলাং শিলাম্ ॥ ২৬
ক্রোধাদ্দ্বিগুণতাম্রাক্ষঃ পিতৃতুল্যপরাক্রমঃ।
শিলাং তাং পাতয়ামাস ধূম্রাক্ষস্য রথং প্রতি ॥ ২৭
আপতন্তীং শিলাং দৃষ্ট্বা গদামুদ্যম্য সম্ভ্রমাৎ।
রথাদাপ্লুত্য বেগেন বসুধায়াং ব্যতিষ্ঠত ॥ ২৮
সা প্রমথ্য রথং তস্য নিপপাত শিলা ভুবি।
সচক্রকূবরং সাশ্বং সধ্বজং সশরাসনম্ ॥ ২৯
স ভঙ্ক্ত্বা তু রথং তস্য হনুমান্ মারুতাত্মজঃ।
রক্ষসাং কদনং চক্রে সস্কন্ধবিটপৈর্দ্রুমৈঃ ॥ ৩০
বিভিন্নশিরসো ভূত্বা রাক্ষসা রুধিরোক্ষিতাঃ।
দ্রুমৈঃ প্রমথিতাশ্চান্যে নিপেতুর্ধরণীতলে ॥ ৩১
বিদ্রাব্য রাক্ষসং সৈন্যং হনুমান মারুতাত্মজঃ।
গিরেঃ শিখরমাদায় ধূম্রাক্ষমভিদুদ্রুবে ॥ ৩২

বিদীর্ণ করিতে লাগিল। তখন অনেক রাক্ষস রক্ত-গন্ধে মোহিত হইয়া আলুলায়িতকেশে, বিষণ্ণ বদনে পৃথিবীতলে পতিত হইতে লাগিল। ১১—১৫। কতিপয় ভীমবিক্রম রাক্ষস অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া, বানর-গণের গাত্রে বজ্রোপম চপেটাঘাত করিতে লাগিল; কিন্তু বেগবান্ বানরগণ—মুষ্টি, চরণ, দন্ত এবং বৃক্ষ দ্বারা তাহাদিগকে এরূপ প্রহার করিতে লাগিল যে, তাহারা অস্থির হইয়া পলাইতে লাগিল। পরে রাক্ষস-শ্রেষ্ঠ ধূম্রাক্ষ, আপন সৈন্যগণকে পলায়িত দেখিয়া ক্রোধে যুদ্ধেচ্ছু বানরগণকে উৎপীড়ন করিতে লাগিল। কতকগুলি বানর, প্রাস অস্ত্রে আহত হওয়ায় তাহাদের দেহ হইতে রক্তস্রাব হইতে লাগিল। অনেকগুলি বানর মুদ্গরপ্রহারে আহত হইয়া ভূমিতলে পতিত হইল। কোন কোন বানর পট্টিশ এবং পরিঘদ্বারা মথিত এবং ভিন্দিপাল দ্বারা বিদারিত হইয়া বিহ্বল ও গতাসু হইয়া রণক্ষেত্রে পড়িয়া গেল। ১৬—২০। বহুসংখ্যক বানর, ক্রুদ্ধ রাক্ষস কর্ত্তৃক রণক্ষেত্রে বিদ্রাবিত এবং নিহত হইয়া, রক্তাক্ত কলেবরে ভূতলে পতিত হইল। হৃদয় বিদীর্ণ হওয়ায়, কেহ কেহ এক পার্শ্বে ভূতলে শয়ন করিয়া রহিল এবং ত্রিশূল দ্বারা বিদারিত হওয়ায় কাহারও বা অন্ত্রসকল বাহির হইয়া পড়িল। এইরূপে বানর ও রাক্ষসগণের শিলা-বৃক্ষ-সঙ্কুল এবং শস্ত্রবহুল তুমুল মহাসমর হইতে লাগিল।

ধনু ও জ্যারূপ মধুর-স্বরযুক্ত তন্ত্রীবিশিষ্ট অশ্বগণের হ্রেষারূপ তাললয়সমন্বিত এবং মন্দনামক হস্তিগণের গর্জ্জনরূপ গীতশব্দবিশিষ্ট সেই যুদ্ধ সেই সময়ে গন্ধর্ব্ব-সঙ্গীতের ন্যায় প্রতীয়মান হইতে লাগিল। রাক্ষস ধূম্রাক্ষ এইরূপে রণক্ষেত্রে ধনু ধারণ করিয়া বাণবর্ষণে চারিদিক্ আচ্ছন্ন করত হাসিতে হাসিতে বানরগণকে বিতাড়িত করিল ২১—২৫। পবনতনয় হনুমান্, ধূম্রাক্ষ কর্ত্তৃক বানরগণকে এইরূপে বিতাড়িত দেখিয়া, ক্রোধ-ভরে বিপুল শিলাহস্তে অগ্রসর হইলেন। পিতৃতুল্য পরাক্রমশালী হনুমান্ কোপে আরক্তচক্ষু হইয়া, ধূম্রা-ক্ষের রথোপরি সেই শিলা নিক্ষেপ করিলে, ধূম্রাক্ষ ভয়ে গদা উদ্যত করিয়া, রথ হইতে লম্ফ প্রদানপূর্ব্বক বেগে ভূমিতলে পতিত হইল। পরে চক্র, কূবর, অশ্ব, ধ্বজ এবং শরাসন সকলের সহিত ধূম্রাক্ষের রথকে বিচূর্ণিত করিয়া সেই শিলা—ভূমিতলে পতিত হইল। তখন পবননন্দন হনুমান্ তদীয় রথ পরিত্যাগ-পূর্ব্বক শাখাসমন্বিত বৃক্ষপ্রহারে রাক্ষসগণকে উৎপীড়িত করিতে লাগিলেন ২৬—৩০। বৃক্ষ সন্তা-ড়িত হওয়ায়, রাক্ষসদিগের মস্তকসমূহ ভাঙ্গিয়া গেল এবং মস্তক হইতে রক্তধারা পতিত হইতে লাগিল। অনেকেই জীবনবিহীন হইয়া ভূতলে পড়িল। পবন-নন্দন এইরূপে রাক্ষস-সেনাগণকে বিতাড়িত করিয়া, একটি গিরিশৃঙ্গ হস্তে লইয়া, ধূম্রাক্ষের অভি-

তমাপতন্তং ধূম্রাক্ষো গদামুদ্যম্য বীর্য্যবান্।
বিনর্দ্দমানঃ সহসা হনুমন্তমভিদ্রবৎ ॥ ৩৩
তস্য ক্রুদ্ধস্য বেগেন গদাং তাং বহুকণ্টকাম্।
পাতয়ামাস ধূম্রাক্ষো মস্তকেঽথ হনূমতঃ ॥ ৩৪
তাড়িতঃ স তয়া তত্র গদয়া ভীমবেগয়া।
স কপির্ম্মারুতবলস্তং প্রহারমচিন্তয়ন্।
ধূম্রাক্ষস্য শিরোমধ্যে গিরিশৃঙ্গমপাতয়ৎ ॥ ৩৫
স বিস্ফারিতসর্ব্বাঙ্গো গিরিশৃঙ্গেণ তাড়িতঃ।
পপাত সহসা ভূমৌ বিকীর্ণ ইব পর্ব্বতঃ ॥ ৩৬
ধূম্রাক্ষং নিহতং দৃষ্ট্বা হতশেষা নিশাচরাঃ।
ত্রস্তাঃ প্রবিবিশুর্লঙ্কাং বধ্যমানাঃ প্লবঙ্গমৈঃ ॥ ৩৭

স তু পবনসুতো নিহত্য শত্রূন্
ক্ষতজবহাঃ সরিতশ্চ সংবিকীর্য্য।
রিপুবধজনিতশ্রমো মহাত্মা
মুদমগমৎ কপিভিঃ সুপূজ্যমানঃ ॥ ৩৮

ইতি লঙ্কাকাণ্ডে দ্বিপঞ্চাশঃ সর্গঃ ॥ ৫২ ॥

মুখে ধাবিত হইলেন। বীর্য্যবান্ ধূম্রাক্ষ, হনুমান্‌কে আসিতে দেখিয়া, সিংহনাদপূর্ব্বক গদা উদ্যত করিয়া তাহার প্রতি ধাবিত হইল। পরে ক্রোধভরে সেই বহুকণ্টক-যুক্ত গদা, কোপান্বিত বায়ুনন্দনের মস্তকে নিক্ষেপ করিল। কিন্তু বায়ুর ন্যায় বলবান্ বানর হনুমান্, সেই ভীষণ গদাপ্রহারকে তুচ্ছ বলিয়া মনে করিলেন। পরে সেই পূর্ব্বগৃহীত পর্ব্বত-শৃঙ্গ ধূম্রাক্ষের মাথার উপর নিপাতিত করিলে সে তদ্দ্বারা অত্যন্ত আহত হইয়া, আপনি অঙ্গসকল বিস্তারপূর্ব্বক, বিশীর্ণ গিরির ন্যায় হঠাৎ ভূমিতলে পতিত হইল। হতাবশিষ্ট নিশাচরগণ ধূম্রাক্ষকে হত দেখিয়া, অত্যন্ত ভীত হইল এবং বানর-গণকর্তৃক বধ্যমান হইয়া সভয়ে শীঘ্র লঙ্কা-মধ্যে প্রবেশ করিল। মহাবল বায়ুপুত্র, এইরূপে শত্রুগণকে নিপাতিত করিলেন। রণক্ষেত্রে শোণিতনদী প্রবাহিত হইল। হনুমান্,—রিপুবধ-জনিত পরিশ্রমে একান্ত ক্লান্ত হইলেও, বানরগণকর্ত্তৃক পূজিত হইয়া, অত্যন্ত আহ্লাদিত হইলেন। ৩১—৩৮।

ত্রিপঞ্চাশঃ সর্গঃ।

ধূম্রাক্ষং নিহতং শ্রুত্বা রাবণো রাক্ষসেশ্বরঃ।
ক্রোধেন মহতাবিষ্টো নিশ্বসন্ন্ উরগো যথা ॥ ১
দীর্ঘমুষ্ণং বিনিশ্বস্য ক্রোধেন কলুষীকৃতঃ।
অব্রবীদ্রাক্ষসং ক্রূরং বজ্রদংষ্ট্রং মহাবলম্ ॥ ২
গচ্ছ ত্বং বীর নির্য্যাহি রাক্ষসৈঃ পরিবারিতঃ।
জহি দাশরথিং রামং সুগ্রীবং বানরৈঃ সহ ॥ ৩
তথেত্যুক্ত্বা দ্রুততরং মায়াবী রাক্ষসেশ্বরম্।
নির্জ্জগাম বলৈঃ সার্দ্ধং বহুভিঃ পরিবারিতঃ ॥ ৪
নাগৈরশ্বৈঃ খরৈরুষ্ট্রৈঃ সংযুক্তঃ সুসমাহিতঃ।
পতাকাধ্বজচিত্রৈশ্চ বহুভিঃ সমলঙ্কৃতঃ ॥ ৫
ততো বিচিত্রকেয়ূরো মুকুটেন বিভূষিতঃ।
তনুত্রঞ্চ সমাবৃত্য সধনুর্নির্যযৌ দ্রুতম্।
পতাকালঙ্কৃতং দীপ্তং তপ্তকাঞ্চনভূষিতম্।
রথং প্রদক্ষিণং কৃত্বা সমারোহচ্চমূপতিঃ ॥ ৭
ঋষ্টিভিস্তোমরৈশ্চিত্রৈঃ শ্লক্ষ্ণৈশ্চ মুষলৈরপি।
ভিন্দিপালৈশ্চ চাপৈশ্চ শক্তিভিঃ পট্টিশৈরপি ॥ ৮
খড়্গৈশ্চক্রৈর্গদাভিশ্চ নিশিতৈশ্চ পরশ্বধৈঃ।
পদাতয়শ্চ নির্যান্তি বিবিধাঃ শস্ত্রপাণয়ঃ ॥ ৯

ত্রিপঞ্চাশ সর্গ।

রাক্ষসেন্দ্র রাবণ, ধূম্রাক্ষের নিধনসংবাদ শুনিয়া অত্যন্ত কোপযুক্ত হইয়া, বিষধর সর্পের ন্যায় নিশ্বাস পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন। পরে ক্রোধে অধীর হইয়া, দীর্ঘ এবং উষ্ণ নিশ্বাস পরিত্যাগপূর্ব্বক ক্রূর-স্বভাব মহাবল বজ্রদংষ্ট্র-নামক রাক্ষসকে কহিলেন,—"হে বীর! তুমি রাক্ষসগণ দ্বারা পরিবেষ্টিত হইয়া, রণক্ষেত্রে গমন কর, এবং দাশরথি রাম ও বানরগণের সহিত সুগ্রীবকে বধ করিয়া আইস।" মায়াবিশারদ রাক্ষস বজ্রদংষ্ট্র,—রাক্ষসপতি রাবণের আদেশ শিরোধার্য্য করিয়া, অসংখ্য তুরঙ্গ, মাতঙ্গ, উষ্ট্র, গর্দ্দভ এবং পতাকা-ধ্বজশোভিত রথশালিনী মহতী রাক্ষস-সেনা ও সেনা-নায়কগণে পরিবেষ্টিত হইয়া একাগ্রমনে যুদ্ধযাত্রায় বাহির হইল। সেই বজ্রদংষ্ট্র, যাত্রাকালে বিচিত্র কেয়ূর ও মুকুট ধারণপূর্ব্বক বর্ম্ম পরিধান করিয়া, কাঞ্চন ভূষিত, উজ্জ্বল ও পতাকা শোভিত রথ প্রদক্ষিণানন্তর তদুপরি আরোহণ করিল। ১—৭। বিচিত্র তোমর, শ্লক্ষ্ণ মুষল, নিশিত কুঠার ও ঋষ্টি, ভিন্দিপাল, চাপ, শক্তি, পট্টিশ, খড়্গ, চক্র, গদা এবং অন্যান্য বিবিধ শস্ত্র লইয়া, পদাতি সেনাগণ তাহার পশ্চাৎ-পশ্চাৎ অনুগমন করিতে লাগিল। সেই

বিচিত্রবাসসঃ সর্ব্বে দীপ্তা রাক্ষসপুঙ্গবাঃ।
গজা মদোৎকটাঃ শূরাশ্চলন্ত ইব পর্ব্বতাঃ॥ ১০
তে যুদ্ধকুশলা রূঢ়াস্তোমরাঙ্কুশপাণিভিঃ।
অন্যে লক্ষণসংযুক্তাঃ শূরারূঢ়া মহাবলাঃ॥ ১১
তদ্রাক্ষসবলং ঘোরং বিপ্রস্থিতমশোভত।
প্রাবৃট্‌কালে যথা মেঘা নর্দ্দমানাঃ সবিদ্যুতঃ॥ ১২
নিঃসৃতা দক্ষিণদ্বারাদঙ্গদো যত্র যূথপঃ।
তেষাং নিষ্ক্রমমাণানামশুভং সমজায়ত॥ ১৩
আকাশাদ্বিঘনাৎ তীব্রা উল্কাশ্চাপতংস্তদা।
বমন্তঃ পাবকজ্বালাঃ শিবা ঘোরা ববাশিরে॥ ১৪
ব্যাহরন্ত মৃগা ঘোরা রাক্ষসাং নিধনং তদা।
সমাপতন্তো যোধাশ্চ প্রাস্খলংস্তত্র দারুণম্॥ ১৫
এতানৌৎপাতিকান্ দৃষ্ট্বা বজ্রদংষ্ট্রো মহাবলঃ।
ধৈর্য্যমালম্ব্য তেজস্বী নির্জ্জগাম রণোৎসুকঃ॥ ১৬
তাংস্তু বিদ্রবতো দৃষ্ট্বা বানরা জিতকাশিনঃ।
প্রণেদুঃ সুমহানাদান্ দিশঃ শব্দেন পূরয়ন্॥ ১৭
ততঃ প্রবৃত্তং তুমুলং হরীণাং রাক্ষসৈঃ সহ।
ঘোরাণাং ভীমরূপাণামন্যোন্যবধকাঙ্ক্ষিণাম্॥ ১৮
নিষ্পতন্তো মহোৎসাহা ভিন্নদেহশিরোধরাঃ।
রুধিরোক্ষিতসর্ব্বাঙ্গা ন্যপতন্ ধরণীতলে॥ ১৯
কেচিদন্যোন্যমাসাদ্য শূরাঃ পরিঘবাহবঃ।
চিক্ষিপুর্ব্বিবিধান্ শস্ত্রান্ সমরেষ্বনিবর্ত্তিনঃ॥ ২০
দ্রুমাণাঞ্চ শিলানাঞ্চ শস্ত্রাণাঞ্চাপি নিঃস্বনঃ।
শ্রূয়তে সুমহাংস্তত্র ঘোরো হৃদয়ভেদনঃ॥ ২১
রথনেমিস্বনস্তত্র ধনুষশ্চাপি ঘোরবৎ।
শঙ্খভেরীমৃদঙ্গানাং বভূব তুমুলঃ স্বনঃ॥ ২২
কেচিদস্ত্রাণি সংত্যজ্য বাহুযুদ্ধমকুর্ব্বত।
তলৈশ্চ চরণৈশ্চাপি মুষ্টিভিশ্চ দ্রুমৈরপি॥ ২৩
জানুভিশ্চাহতাঃ কেচিদ্ভগ্নদেহাশ্চ রাক্ষসাঃ।
শিলাভিশ্চূর্ণিতাঃ কেচিদ্বানরৈর্যুদ্ধদুর্ম্মদৈঃ॥ ২৪
বজ্রদংষ্ট্রো ভৃশং তং দৃষ্ট্বা রণে বিত্রাসয়ন্ হরীন্।
চচার লোকসংহারে পাশহস্ত ইবান্তকঃ॥ ২৫
বলবন্তোঽস্ত্রবিদুষো নানাপ্রহরণা রণে।
জঘ্নু র্বানরসৈন্যানি রাক্ষসাঃ ক্রোধমূর্চ্ছিতাঃ॥
নিঘ্নতো রাক্ষসান্ সর্ব্বান্ দৃষ্ট্বা বালিসুতো রণে।
ক্রোধেন দ্বিগুণাবিষ্টঃ সংবর্ত্তক ইবানলঃ॥ ২৭

রাক্ষসশ্রেষ্ঠগণ সকলেই উজ্জ্বল-বিচিত্র-বসন-পরিধায়ী। তাহাদের পশ্চাতে তোমর ও অঙ্কুশহস্ত-হস্তিপক-সমারূঢ়, শূর রণকুশল মদমত্ত মাতঙ্গগণ, গতিশীল পর্ব্বতের ন্যায় গমন করিতে লাগিল। পরে আরোহি-পূর্ণ সুলক্ষণসম্পন্ন রণনিপুণ মহাবল অশ্বগণও বাহির হইল। সেই সময়ে বর্ষাকালের সৌদামিনীশোভিতা গর্জ্জনশালিনী কাদম্বিনীর ন্যায়, সেই ঘোররূপা রণগামিনী রাক্ষস-বাহিনী নির্গত হইয়া যথায় যূথপতি অঙ্গদ অবস্থান করিতেছিলেন, সেই দক্ষিণদ্বারে গমন করিল। রাক্ষসগণ বাহির হইলে, তাহাদের অশুভসূচক দুর্লক্ষণ সকল দৃষ্ট হইতে লাগিল। ৮—১৩। আকাশ হইতে তীব্র বিদ্যুৎ এবং জ্বলন্ত অঙ্গার সকল ভূমিতলে পতিত হইতে লাগিল। ঘোররূপ শিবাগণ বহ্নিশিখাসকল বমনপূর্ব্বক শব্দ করিতে আরম্ভ করিল এবং পশুগণ চীৎকারপূর্ব্বক রাক্ষসগণের বধবার্ত্তা প্রচার করিতে লাগিল। যাত্রা-কালে যোদ্ধাদিগের নিদারুণ পদস্খলন হইতে লাগিল। কিন্তু তেজস্বী মহাবল বজ্রদংষ্ট্র এই সকল অশুভচিহ্ন দেখিয়াও ধৈর্য্য ধারণপূর্ব্বক, সমরসমুৎসুক হইয়া বাহির হইল। এদিকে বিজয়ী বানরবৃন্দ, রাক্ষসগণকে সমাগত দেখিয়া, এরূপ সিংহনাদ করিতে লাগিল যে, তাহার প্রতিধ্বনিতে দশদিক্ পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। পরে পরস্পর-বধাভিলাষী ভীমরূপ মহাবল বানর এবং রাক্ষসগণের তুমুল সংগ্রাম আরম্ভ হইল। ১৪—১৮। তখন সেই মহা-উৎসাহযুক্ত বীরগণের দেহ, মস্তক এবং গ্রীবা সকল ভিন্ন হইলে, তাহারা রক্তাক্তকলেবরে ভূমিপতিত হইতে লাগিল। সমরে অপরাঙ্মুখ এবং অর্গলের ন্যায় কোন কোন রাক্ষসবীর পরস্পরকে আক্রমণপূর্ব্বক বিবিধ শস্ত্র সকল নিক্ষেপ করিতে লাগিল। সেই ঘোর রণক্ষেত্রে হৃদয়ভেদ-কারী বৃক্ষ, প্রস্তর এবং শস্ত্র সকলের ভীষণ শব্দ হইতে লাগিল। রথনেমি, ধনু, শঙ্খ, ভেরী এবং মৃদঙ্গ সকলেরও তুমুল ধ্বনি হইতে লাগিল। পরে কোন কোন বীর, অস্ত্র সকল পরিত্যাগপূর্ব্বক তল, চরণ ও মুষ্টি দ্বারা বাহুযুদ্ধ করিতে লাগিল এবং কেহ কেহ বৃক্ষযুদ্ধও করিতে লাগিল। তখন কোন কোন রাক্ষসের দেহ ভগ্ন হইল। কেহ বা যুদ্ধদুর্ম্মদ বানরগণ কর্ত্তৃক জানু দ্বার আহত হইল এবং কেহ কেহ প্রস্তরের আঘাতে গুঁড়া হইয়া গেল। পরে বজ্রদংষ্ট্র এই সমস্ত দেখিয়া বানরগণকে ভীত করিয়া লোক-সংহারে উদ্যত পাশহস্ত যমের ন্যায় রণক্ষেত্রে বিচরণ করিতে লাগিল। ১৯—২৫। তখন বিবিধ প্রহরণধারী অস্ত্র-বিদ্ বলবন্ নিশাচরগণ, কোপে মূর্চ্ছিত হইয়া, বানর-সেনাগণকে নিহত করিতে লাগিল। কিন্তু বালিনন্দন অঙ্গদ,—রণক্ষেত্রে রাক্ষসগণকর্ত্তৃক বানরসকলকে নিহত দেখিয়া ক্রোধে প্রলয়াগ্নির ন্যায় দ্বিগুণতর

তান্ রাক্ষসগণান্ সর্ব্বান্ বৃক্ষমুদ্যম্য বীর্য্যবান্।
অঙ্গদঃ ক্রোধতাম্রাক্ষঃ সিংহঃ ক্ষুদ্রমৃগানিব ॥ ২৮
চকার কদনং ঘোরং শক্রতুল্যপরাক্রমঃ।
অঙ্গদাভিহতাস্তত্র রাক্ষসা ভীমবিক্রমাঃ ॥ ২৯
বিভিন্নশিরসঃ পেতুর্নিকৃত্তা ইব পাদপাঃ।
রথৈশ্চিত্রৈর্ধ্বজৈরশ্বৈঃ শরীরৈর্হরিরক্ষসাম্ ॥ ৩০
রুধিরৌঘেণ সংচ্ছন্না ভূমির্ভয়করী তদা।
হারকেয়ূরবস্ত্রৈশ্চ শস্ত্রৈশ্চ সমলঙ্কৃতা ॥ ৩১
ভূমির্ভাতি রণে তত্র শারদীয়া যথানিশা।
অঙ্গদস্য চ বেগেন তদ্রাক্ষসবলং মহৎ।
প্রাকম্পত তদা তত্র পবনেনাম্বুদো যথা ॥ ৩২
ইতি লঙ্কাকাণ্ডে ত্রিপঞ্চাশঃ সর্গঃ ॥ ৫৩ ॥

চতুঃপঞ্চাশঃ সর্গঃ।

স্ববলস্য চ ঘাতেন অঙ্গদস্য বলেন চ।
রাক্ষসঃ ক্রোধমাবিষ্টো বজ্রদংষ্ট্রো মহাবলঃ ॥ ১
বিস্ফার্য্য চ ধনুর্ঘোরং শক্রাশনিসমপ্রভম্।
বানরাণামনীকানি প্রাকিরচ্ছরবৃষ্টিভিঃ ॥ ২
রাক্ষসশ্চাপি মুখ্যাস্তে রথেষু সমবস্থিতাঃ।
নানাপ্রহরণাঃ শূরাঃ প্রাযুধ্যন্ত তদা রণে ॥ ৩
বানরাণাঞ্চ শূরাস্তে সর্ব্বে প্লবগর্ষভাঃ।
আযুধ্যন্ত শিলাহস্তাঃ সমবেতাঃ সমন্ততঃ ॥ ৪
তত্রাযুধসহস্রাণি তস্মিন্নায়োধনে ভৃশম্।
রাক্ষসাঃ কপিমুখ্যেষু পাতয়াঞ্চক্রিরে তদা ॥ ৫
বানরাশ্চৈব রক্ষঃসু মহাবৃক্ষান্ মহাশিলাঃ।
প্রবীরাঃ পাতয়ামাসুর্ম্মত্তবারণসন্নিভাঃ ॥ ৬
শূরাণাং যুধ্যমানানাং সমরেম্বনিবর্ত্তিনাম্।
তদ্রাক্ষসগণানাঞ্চ সুযুদ্ধং সমবর্ত্তত ॥ ৭
প্রভগ্নশিরসঃ কেচিচ্ছিন্নৈঃ পাদৈশ্চ বাহুভিঃ।
শস্ত্রৈরর্দ্দিতদেহাস্তু রুধিরেণ সমুক্ষিতাঃ ॥ ৮
হরয়ো রাক্ষসাশ্চৈব শেরতে গাং সমাশ্রিতাঃ।
কঙ্কগৃধ্রবলৈশ্চান্যৈশ্চ গোমায়ুকুলসঙ্কুলাঃ ॥ ৯
কবন্ধানি সমুৎপেতুর্ভীরূণাং ভীষণানি বৈ।
ভুজপাণিশিরশ্ছিন্নাশ্ছিন্নকায়াশ্চ ভূতলে ॥ ১০
বানরা রাক্ষসাশ্চাপি নিপেতুস্তত্র ভূতলে।
ততো বানরসৈন্যেন হন্যমানং নিশাচরম্ ॥ ১১
প্রাভজ্যত বলং সর্ব্বং বজ্রদংষ্ট্রস্য পশ্যতঃ।
রাক্ষসান্ ভয়বিত্রস্তান্ হন্যমানান্ প্লবঙ্গমৈঃ ॥ ১২
দৃষ্ট্বা স রোষতাম্রাক্ষো বজ্রদংষ্ট্রঃ প্রতাপবান্।

প্রজ্বলিত হইলেন। পরে ইন্দ্রতুল্য-পরাক্রমশালী সেই বীর্য্যবান্ অঙ্গদ,—কোপে আরক্তচক্ষু হইয়া, সিংহ যেরূপ ক্ষুদ্র মৃগগণকে নাশ করে, সেইরূপ বৃক্ষ উদ্যত করিয়া, সেই রাক্ষসগণকে ঘোরতররূপে বিনাশ করিতে লাগিলেন। তখন সেই ভীমবিক্রম নিশাচরগণ অঙ্গদ কর্ত্তৃক আহত হইয়া, ভিন্নমস্তক হইল,—এবং ছিন্ন-বৃক্ষের ন্যায় তাহারা ভূমিতলে পতিত হইতে লাগিল। রথ, বিচিত্র ধ্বজ, অশ্ব, বানর এবং রাক্ষসগণের মৃতদেহ ও রক্তধারা সেই রণক্ষেত্র সমাচ্ছন্ন হইল। তখন সেই রণভূমি অতিশয় ভয়ঙ্করী হইয়া উঠিল। অপিচ তৎকালে সেই রণক্ষেত্র,—হার, কেয়ূর, বস্ত্র ও শস্ত্র সকলে সমলঙ্কৃত হইয়া, শরৎকালের নিশার ন্যায়, শোভা ধারণ করিল। সেই সময়ে অঙ্গদের বেগে আলোড়িত হইয়া, সেই সুমহৎ রাক্ষসসেনা পবন-সঞ্চালিত জলদজালের ন্যায় কাঁপিতে লাগিল। ২৮—৩২।

চতুঃপঞ্চাশ সর্গ।

আপন সেনাসমূহের নিধন এবং অঙ্গদের পরাক্রম দেখিয়া, মহাবল রাক্ষস বজ্রদংষ্ট্র অত্যন্ত কোপান্বিত হইল। তখন সে বজ্রসদৃশ ভয়ঙ্কর ধনুর্বিস্ফারণপূর্ব্বক বানর-সেনাগণের উপর শর বর্ষণ করিতে লাগিল। তৎকালে রথারূঢ় নানাঅস্ত্রধারী শূর নিশাচরগণও যুদ্ধ করিতে লাগিল। বানরশ্রেষ্ঠ শূর বানরগণও একত্র হইয়া প্রস্তরহস্তে সর্ব্বতোভাবে সমরে প্রবৃত্ত হইল। সেই রণক্ষেত্রে রাক্ষসগণ বানরবীরগণের উপর সহস্র সহস্র নানারূপ বাণবর্ষণ করিতে লাগিল। ১—৫। মত্তহস্তিতুল্য বানরবীরগণও রাক্ষসগণকে লক্ষ্য করিয়া, প্রকাণ্ড বৃক্ষ ও মহাপ্রস্তর সকল ক্ষেপণ করিতে লাগিল। এইরূপ যুদ্ধে অপরাঙ্মুখ এবং সমরাভিলাষী সেই রাক্ষস ও বানরগণের সুযুদ্ধ আরম্ভ হইলে, তাহাদের কাহারও মাথা ভাঙ্গিল এবং অনেকেরই পদ ও বাহু ছিন্ন হইয়া গেল। তখন বানর ও রাক্ষসগণ বাণ দ্বারা পীড়িত হইয়া রক্তাক্তদেহে ভূমিতলে শয়ন করিয়া রহিল। তাহাদের মৃতদেহ সকল কঙ্ক, শকুনি, বক ও শৃগালগণে ব্যাপ্ত হইল। তখন ভীরু ব্যক্তিগণের ভয়জনক কবন্ধ সকল উৎপতিত হইতে লাগিল। ভুজ, পাণি, মস্তক এবং দেহ সকল ছিন্ন হইলে, বানর ও রাক্ষসগণ ভূতলে পড়িয়া যাইতে লাগিল। পরে বানরসেনাকর্ত্তৃক হন্যমান সেই নিশাচর সেনাসকল বজ্রদংষ্ট্রের সম্মুখেই রণে ভঙ্গ দিয়া পালাইতে আরম্ভ করিল। ৬—১২।

প্রবিবেশ ধনুষ্পাণিস্ত্রাসয়ন্ হরিবাহিনীম্ ॥ ১৩
শরৈর্বিদারয়ামাস কঙ্কপত্রৈরজিহ্মগৈঃ।
বিভেদ বানরাংস্তত্র সপ্তাষ্টৌ নব পঞ্চ চ।
বিব্যাধ পরমক্রুদ্ধো বজ্রদংষ্ট্রঃ প্রতাপবান্ ॥ ১৪
ত্রস্তাঃ সর্ব্বে হরিগণাঃ শরৈঃ সংকৃত্তদেহিনঃ।
অঙ্গদং সম্প্রধাবন্তি প্রজাপতিমিব প্রজাঃ ॥ ১৫
ততো হরিগণান্ ভগ্নান্ দৃষ্ট্বা বালিসুতস্তদা।
ক্রোধেন বজ্রদংষ্ট্রং তমুদীক্ষন্তমুদৈক্ষত ॥ ১৬
বজ্রদংষ্ট্রোঽঙ্গদশ্চোভৌ যোযুধ্যেতে পরস্পরম্।
চেরতুঃ পরমক্রুদ্ধৌ হরিমত্তগজাবিব ॥ ১৭
ততঃ শরসহস্রেণ হরিপুত্রং মহাবলম্।
জঘান মর্ম্মদেশেষু শরৈরগ্নিশিখোপমৈঃ ॥ ১৮
রুধিরোক্ষিতসর্ব্বাঙ্গো বালিসূনুর্মহাবলঃ।
চিক্ষেপ বজ্রদংষ্ট্রায় বৃক্ষং ভীমপরাক্রমঃ ॥ ১৯
দৃষ্ট্বাপতন্তং তং বৃক্ষমসম্ভ্রান্তঃ স রাক্ষসঃ।
চিচ্ছেদ বহুধা সোঽপি মথিতঃ প্রাপতদ্ভুবি ॥ ২০
তং দৃষ্ট্বা বজ্রদংষ্ট্রস্য বিক্রমং প্লবগর্ষভঃ।
প্রগৃহ্য বিপুলং শৈলং চিক্ষেপ চ ননাদ চ ॥ ২১
তমাপতন্তং দৃষ্ট্বা স রথাদাপ্লুত্য বীর্য্যবান্।
গদাপাণিরসম্ভ্রান্তঃ পৃথিব্যাং সমতিষ্ঠত ॥ ২২
সাঙ্গদেন শিলা ক্ষিপ্তা গত্বা তু রণমূর্দ্ধনি।
সচক্রকূবরং সাশ্বং প্রমমাথ রথং তদা ॥ ২৩
ততোঽন্যচ্ছিখরং গৃহ্য বিপুলং দ্রুমভূষিতম্।
বজ্রদংষ্ট্রস্য শিরসি পাতয়ামাস বানরঃ ॥ ২৪
অভবচ্ছোণিতোদ্গারী বজ্রদংষ্ট্রঃ সুমূর্চ্ছিতঃ।
মুহূর্ত্তমভবন্মূঢ়ো গদামালিঙ্গ্য নিশ্বসন্ ॥ ২৫
স লব্ধসংজ্ঞো গদয়া বালিপুত্রমবস্থিতম্।
জঘান পরমক্রুদ্ধো বক্ষোদেশে নিশাচরঃ ॥ ২৬
গদাং ত্যক্ত্বা ততস্তত্র মুষ্টিযুদ্ধমকুর্ব্বত।
অন্যোন্যং জঘ্নতুস্তত্র তাবুভৌ হরিরাক্ষসৌ ॥ ২৭
রুধিরোদ্গারিণৌ তৌ তু প্রহারৈর্জনিতশ্রমৌ।
বভূবতুঃ সুবিক্রান্তাবঙ্গারকবুধাবিব ॥ ২৮
ততঃ পরমতেজস্বী অঙ্গদঃ প্লবগর্ষভঃ।
উৎপাট্য বৃক্ষং স্থিতবানাসীৎ পুষ্পফলৈর্যুতঃ ॥ ২৯
জগ্রাহ চার্ষভং চর্ম্ম খড়্গঞ্চ বিপুলং শুভম্।

প্রতাপশালী রাক্ষস বজ্রদংষ্ট্র বানরগণ কর্ত্তৃক হন্যমান ও ভয়বিত্রস্ত নিশাচরগণকে পলাইতে দেখিল, সে তখন ক্রোধে আরক্তচক্ষু হইল এবং ধনুষ্টঙ্কারপূর্ব্বক বানরসেনাকে বিত্রাসিত করিল এবং সে রণক্ষেত্রে প্রবেশপূর্ব্বক বক্রগামী কঙ্কপত্রযুক্ত বাণসমূহ দ্বারা বানরগণকে বিদীর্ণ করিতে লাগিল। সেই প্রতাপবান বজ্রদংষ্ট্র অত্যন্ত কোপান্বিত হইয়া এক একটি বাণ-নিক্ষেপে একেবারে পাঁচ, সাত, আট ও নয়জন বানরকে বিদ্ধ করিতে লাগিল। বানরগণও বাণসমূহদ্বারা ছিন্নদেহ হইয়া, প্রজাগণ যেরূপ প্রজাপতির অভিমুখে ধাবিত হয়, সেইরূপ ভয়ে অঙ্গদের অভিমুখে ধাবিত হইল। ১৩—১৫। তখন বালিনন্দন বানরগণকে ভগ্ন দেখিয়া চারিদিক্ অবলোকনকারী বজ্রদংষ্ট্রের প্রতি সক্রোধদৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন। পরে বজ্রদংষ্ট্র এবং অঙ্গদ উভয়েই নিরতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলে তখন তাহাদিগকে মদমত্ত মাতঙ্গ এবং সিংহের ন্যায় বোধ হইতে লাগিল। নিশাচর বজ্রদংষ্ট্র অগ্নিশিখা সদৃশ সহস্র শরদ্বারা মহাবল অঙ্গদকে মর্ম্মস্থলে আঘাত করিল। ভীমপরাক্রম বলশালী অঙ্গদের সর্ব্বাঙ্গ রক্তাক্ত হইল। তিনি তখন সক্রোধে বজ্রদংষ্ট্রের অভিমুখে একটি বৃক্ষ নিক্ষেপ করিলেন। পরন্তু নিশাচর সেই বৃক্ষকে পতিত হইতে দেখিয়া, নিঃশঙ্কহৃদয়ে তাহা খণ্ড খণ্ড করিয়া ভূতলে পাতিত করিল। ১৬—২০। বানরশ্রেষ্ঠ অঙ্গদ বজ্রদংষ্ট্রের তাদৃশ বিক্রম দেখিয়া একখানি বৃহৎ প্রস্তর গ্রহণপূর্ব্বক তাহা ক্ষেপণ করিয়া সিংহনাদ করিলেন। কিন্তু বীর্য্যবান্ নিশাচর, সেই শিলাখণ্ডকে পতিত হইতে দেখিয়া, রথ হইতে লম্ফপ্রদানপূর্ব্বক নির্ভয়ে গদাহস্তে ভূমিতলে অবস্থান করিতে লাগিল। সেই সময়ে অঙ্গদ-নিক্ষিপ্ত সেই শিলা সবলে পতিত হইয়া, রণক্ষেত্রের মধ্যস্থিত চক্র এবং অশ্বের সহিত সেই রথকে গুঁড়া করিয়া ফেলিল। পরে অঙ্গদ অন্য একটী বৃক্ষশোভিত বৃহৎ গিরিশৃঙ্গ লইয়া, বজ্রদংষ্ট্রের মাথায় পাতিত করিলেন। তখন সেই রাক্ষস রক্ত বমন করিতে করিতে মূর্চ্ছিত হইল এবং মুহূর্ত্তকালমাত্র অচেতন থাকিয়া, স্বীয় গদাহস্তে করিয়া নিশ্বাস পরিত্যাগ করিতে লাগিল। ২১—২৫। পরে সেই নিশাচর চেতনাপ্রাপ্ত হইয়া অত্যন্ত কোপভরে সম্মুখে অবস্থিত অঙ্গদের বক্ষঃস্থলে গদাপ্রহার করিল। তৎপরে গদাযুদ্ধ পরিত্যাগপূর্ব্বক সেই বানর ও রাক্ষস উভয়ে মুষ্টিযুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া, পরস্পরকে আঘাত করিতে লাগিল। তখন সেই বিক্রমশালী বীরযুগল পরস্পর পরস্পরকে প্রহারে পরিশ্রান্ত এবং রুধিরাক্তদেহ হইল। তখন তাহারা মঙ্গল ও বুধগ্রহের ন্যায় প্রতীয়মান হইতে লাগিল। পরে পরমতেজস্বী বানরপুঙ্গব অঙ্গদ,—পুষ্প ও ফলশালী একটী বৃক্ষ উৎপাটনপূর্ব্বক অবস্থান করিতে লাগি-

রাক্ষসা হরয়স্তূর্ণং জঘ্নুরত্যুগ্রযোজসা।
বাহুভিঃ পরিঘাকারৈর্যুধ্যন্তঃ পর্ব্বতোপমান্ ॥ ২৬
হরয়ো ভীমকর্ম্মাণো রাক্ষসান্ জঘ্নুরাহবে।
রাক্ষসাস্ত্বভিসংক্রুদ্ধাঃ প্রাসতোমরপাণয়ঃ।
কপীন্নিজঘ্নিরে তত্র শস্ত্রৈঃ পরমদারুণৈঃ।
অকম্পনঃ সুসংক্রুদ্ধো রাক্ষসানাং চমূপতিঃ ॥ ২৮
সংহর্ষয়তি তান্ সর্ব্বান রাক্ষসান ভীমবিক্রমান।
হরয়স্ত্বপি রক্ষাংসি মহাদ্রুমমহাশ্মভিঃ ॥ ২৯
বিদারয়ন্ত্যভিক্রম্য শস্ত্রাণ্যাচ্ছিদ্য বীর্য্যবান্।
এতস্মিন্নন্তরে বীরা হরয়ঃ কুমুদো নলঃ ॥ ৩০
মৈন্দশ্চ পরমক্রুদ্ধশ্চক্রুর্ব্বেগমনুত্তমম্।
তে তু বৃক্ষৈর্মহাবীরা রাক্ষসানাং চমূমুখে ॥ ৩১
কদনং সুমহচ্চক্রুর্লীলয়া হরিপুঙ্গবাঃ।
মমন্থ রাক্ষসাঃ সর্ব্বে নানাপ্রহরণৈশ্চমূম্ ॥ ৩২

ইতি লঙ্কাকাণ্ডে পঞ্চপঞ্চাশঃ সর্গঃ ॥ ৫৫ ॥

ষট্পঞ্চাশঃ সর্গঃ।

তদ্দৃষ্ট্বা সুমহৎ কর্ম্ম কৃতং বানরসত্তমৈঃ
ক্রোধমাহারয়ামাস যুধি তীব্রমকম্পনঃ ॥ ১
ক্রোধমূর্চ্ছিতরূপস্তু ধুন্বন্ পরমকার্ম্মুকম্।
দৃষ্ট্বা তু কর্ম্ম শত্রূণাং সারথিং বাক্যমব্রবীৎ ॥ ২
তত্রৈব তাবৎ ত্বরিতং রথং প্রাপয় সারথে।
এতে চ বলিনো ঘ্নন্তি সুবহূন্ রাক্ষসান্ রণে ॥ ৩
এতেহত্র বলবন্তো বা ভীমকোপাশ্চ বানরাঃ।
দ্রুমশৈলপ্রহরণাস্তিষ্ঠন্তি প্রমুখে মম ॥ ৪
এতান্নিহন্তুমিচ্ছামি সমরশ্লাঘিনো হ্যহম্।
এতৈঃ প্রমথিতং সর্ব্বং রক্ষসাং দৃশ্যতে বলম্ ॥ ৫
ততঃ প্রচলিতাশ্বেন রথেন রথিনাংবরঃ।
হরীনভ্যপতদ্দূরাচ্ছরজালৈরকম্পনঃ ॥ ৬
ন স্থাতুং বানরাঃ শেকুঃ কিং পুনর্যোদ্ধুমাহবে।
অকম্পনশরৈর্ভগ্নাঃ সর্ব্বে এবাভিদুদ্রুবুঃ ॥ ৭
তান্মৃত্যুবশমাপন্নানকম্পনশরানুগান্।
সমীক্ষ্য হনুমান্ জ্ঞাতীনুপতস্থে মহাবলঃ ॥ ৮
তং মহাপ্লবগং দৃষ্ট্বা সর্ব্বে তে প্লবগর্ষভাঃ।
সমেত্য সমরে বীরাঃ সহিতাঃ পর্য্যবারয়ন্ ॥ ৯
ব্যবস্থিতং হনুমন্তং তে দৃষ্ট্বা প্লবগর্ষভাঃ।
বভূবুর্ব্বলবন্তো হি বলবন্তমুপাশ্রিতাঃ ॥ ১০

রণরক্ত ভীমকর্ম্মা বানরগণ,—পরিঘতুল্য বাহুদ্বারা পর্ব্বতপ্রতিম রাক্ষসগণকে এবং প্রাস-তোমরধারী রাক্ষসগণও অত্যন্ত কোপান্বিত হইয়া নিদারুণ শস্ত্র সকলদ্বারা বানরগণকে বধ করিতে লাগিল। রাক্ষস সেনাপতি অকম্পন, ক্রুদ্ধ ভীমপরাক্রম রাক্ষসগণকে উত্তেজিত করিতে লাগিল। বানরগণও মহান্ বৃক্ষ ও মহান্ প্রস্তর সকল দ্বারা বলপূর্ব্বক রাক্ষসগণের শস্ত্র সকল সমাচ্ছাদিত করিয়া, তাহাদিগকে বিদীর্ণ করিতে লাগিল। এই অবসরে কুমুদ নল ও মৈন্দ প্রভৃতি বানরবীরগণ অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া সুমহৎ বেগ প্রকাশ করিতে লাগিল, সেই মহাবীর বানরশ্রেষ্ঠগণ সেনাভিমুখে অবস্থান করত অনায়াসে রাক্ষসগণের উৎপীড়ন করিতে লাগিল। অকম্পনের আদেশ পাইয়া বিবিধ অস্ত্র দ্বারা যুদ্ধকারী,—নিশাচরগণও বহুবিধ অস্ত্রদ্বারা বানরগণকে অত্যন্ত পীড়িত করিতে লাগিল। ২৬—৩২।

ষট্পঞ্চাশ সর্গ।

রণক্ষেত্রে বানরপ্রধানগণের সে ভীষণ কর্ম্ম দেখিয়া সেনাপতি অকম্পনও একান্ত কোপান্বিত হইল। সেই বীর,—শত্রুগণের কার্য্য দেখিয়া, ক্রোধে হতজ্ঞান হইল এবং স্বীয় বৃহৎ ধনু আস্ফালন পূর্ব্বক সারথিকে কহিল, "হে সারথে! এই বলবান্ বানরগণ, যুদ্ধে অসংখ্য রাক্ষসগণকে বধ করিতেছে; অতএব শীঘ্র ঐখানেই রথ লইয়া চল। যাহারা বৃক্ষ ও প্রস্তররূপ অস্ত্র সকল ধারণপূর্ব্বক আমার সম্মুখে অবস্থান করিতেছে, এই সমরশ্লাঘী ভীমকোপ বানরগণ অতিশয় বলবান্; অতএব অগ্রে ইহাদিগকেই বধ করিতে ইচ্ছা করি, কারণ, দেখিতেছি যে, এই কয়েক জন দ্বারা সমগ্র রাক্ষসসেনা প্রমথিত হইতেছে।"১—৫। পরে সারথি কর্তৃক অশ্বগণ সঞ্চালিত হইলে, রথিশ্রেষ্ঠ অকম্পন বানরগণের অভিমুখে ধাবিত হইয়া, দূর হইতেই তাহাদিগকে বাণজাল দ্বারা সমাচ্ছাদিত করিতে লাগিল। তখন সেই অকম্পনের সহিত যুদ্ধ করা দূরে থাকুক, বানরগণ তাহার সম্মুখেও অবস্থান করিতে পারিল না; প্রত্যুত তাহার বাণ দ্বারা নিতান্ত পীড়িত ও ভগ্ন হইয়া সকলেই পলাইতে লাগিল। কিন্তু মহাবল হনুমান্ আপন জ্ঞাতিগণকে অকম্পনবাণে নিতান্ত পীড়িত ও মৃত্যু-দশাগ্রস্ত দেখিয়া তদভিমুখে ধাবিত হইলেন। তখন সেই মহাবানরকে দেখিয়া সেই বীর বানরগণ পুনরায় রণক্ষেত্রে আসিয়া তাঁহাকে বেষ্টন করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। হনুমান্‌কে সমরার্থ

অকম্পনস্তু শৈলাভং হনূমন্তমবস্থিতম্।
মহেন্দ্র ইব ধারাভিঃ শরৈরভিববর্ষ হ॥ ১১
অচিন্তয়িত্বা বাণৌঘান্ শরীরে পতিতান্ কপিঃ।
অকম্পনবধার্থায় মনো দধ্রে মহাবলঃ॥ ১২
স প্রহস্য মহাতেজা হনুমান্ মারুতাত্মজঃ।
অভিদুদ্রাব তদ্রক্ষঃ কম্পয়ন্নিব মেদিনীম্॥ ১৩
তস্যাথ নর্দমানস্য দীপ্যমানস্য তেজসা।
বভূব রূপং দুর্দ্ধর্ষং দীপ্তস্যেব বিভাবসোঃ॥ ১৪
আত্মানং ত্বপ্রহরণং জ্ঞাত্বা ক্রোধসমন্বিতঃ।
শৈলমুৎপাটয়ামাস বেগেন হরিপুঙ্গবঃ॥ ১৫
গৃহীত্বা সুমহাশৈলং পাণিনৈকেন মারুতিঃ।
স বিনদ্য মহানাদং ভ্রাময়ামাস বীর্য্যবান্॥ ১৬
ততস্তমভিদুদ্রাব রাক্ষসেন্দ্রমকম্পনম্।
পুরা হি নমুচিং সংখ্যে বজ্রেণেব পুরন্দরঃ॥ ১৭
অকম্পনস্তু তদ্দৃষ্ট্বা গিরিশৃঙ্গং সমুদ্যতম্।
দূরাদেব মহাবাণৈরর্দ্ধচন্দ্রৈর্ব্যদারয়ৎ॥ ১৮
তং পর্ব্বতাগ্রমাকাশে রক্ষোবাণবিদারিতম্।
বিকীর্ণং পতিতং দৃষ্ট্বা হনুমান্ ক্রোধমূর্চ্ছিতঃ॥ ১৯
সোঽশ্বকর্ণং সমাসাদ্য রোষদর্পান্বিতো হরিঃ।
তূর্ণমুৎপাটয়ামাস মহাগিরিমিবোচ্ছ্রিতম্॥ ২০
তং গৃহীত্বা মহাস্কন্ধং সোঽশ্বকর্ণং মহাদ্যুতিঃ।
প্রগৃহ্য পরয়া প্রীত্যা ভ্রাময়ামাস ভূতলে॥ ২১
প্রধাবন্নুরুবেগেন বভঞ্জ তরসা দ্রুমান্।
হনুমান্ পরমক্রুদ্ধশ্চরণৈর্দারয়ন্ মহীম্॥ ২২
গজাংশ্চ সগজারোহান্ সরথান্ রথিনস্তথা।
জঘান হনুমান্ ধীমান্ রাক্ষসাংশ্চ পদাতিকান্॥ ২৩
তমন্তকমিব ক্রুদ্ধং সদ্রুমং প্রাণহারিণম্।
হনুমন্তমভিপ্রেক্ষ্য রাক্ষসা বিপ্রদুদ্রুবুঃ॥ ২৪
তমাপতন্তং সংক্রুদ্ধং রাক্ষসানাং ভয়াবহম্।
দদর্শাকম্পনো বীরশ্চুক্ষোভ চ ননাদ চ॥ ২৫
স চতুর্দ্দশভির্বাণৈর্নিশিতৈর্দেহদারণৈঃ।
নির্বিভেদ মহাবীর্য্যং হনুমন্তমকম্পনঃ॥ ২৬
স তথা বিপ্রকীর্ণস্তু নারাচৈঃ শিতশক্তিভিঃ।
হনুমান্ দদৃশে বীরঃ প্ররূঢ় ইব সানুমান্॥ ২৭
বিররাজ মহাবীর্য্যো মহাকায়ো মহাবলঃ।
পুষ্পিতাশোকসঙ্কাশো বিধূম ইব পাবকঃ॥ ২৮
ততোঽন্যং বৃক্ষমুৎপাট্য কৃত্বা বেগমনুত্তমম্।

উপস্থিত দেখিয়া, সেই পলায়মান বানরশ্রেষ্ঠগণও বলবান্ হইল; কারণ, বলবানের সাহায্যে দুর্ব্বল ব্যক্তিও বলবান্ হইয়া থাকে। পরে অকম্পন, গিরি-তুল্য হনূমান্‌কে সম্মুখে অবস্থান করিতে দেখিয়া, যেরূপ ইন্দ্র বারিধারা বর্ষণ করেন, সেইরূপ তাহার উপর বাণ বর্ষণ করিতে লাগিল; কিন্তু মহাবল বানর হনমান্ আপন দেহে নিপতিত সেই বাণধারা তুচ্ছ করিয়া, অকম্পনের বধবিষয়ে মনোভিনিবেশ করিলেন। সেই মহাতেজস্বী বায়ুপুত্র হনমান্, মেদিনী কাঁপাইয়া, হাসিতে হাসিতে সেই রাক্ষসের অভিমুখে ধাবিত হইলেন। সেই সময়ে আপন তেজে দীপ্যমান ও শব্দায়মান সেই বীরের আকৃতি জ্বলন্ত অনলের ন্যায়, ভীষণ হইল। বীর্য্যবান্ বানরশ্রেষ্ঠ হনমান্, আপনাকে অস্ত্র-বিহীন দেখিয়া একটা পর্ব্বত উপড়াইলেন। ৬—১৫। এবং এক হস্তে সেই মহাশৈল লইয়া, সিংহনাদপূর্ব্বক তাহা ঘুরাইতে লাগিলেন। তৎপরে পুরাকালে ইন্দ্র রণক্ষেত্রে যেরূপ নমুচির দিকে ধাবিত হইয়াছিলেন, সেইরূপ সেই রাক্ষসশ্রেষ্ঠ অকম্পনের দিকে ধাবিত হইলেন। কিন্তু অকম্পন সেই পর্ব্বতশৃঙ্গকে সমুদ্যত দেখিয়া, দূর হইতেই সুমহৎ অর্দ্ধচন্দ্র বাণ দ্বারা তাহাকে বিদারিত করিয়া ফেলিল। হনমান্ সেই পর্ব্বতশৃঙ্গকে অকম্পনের বাণকর্ত্তৃক শূন্যপথেই বিদারিত এবং বিকীর্ণ হইয়া ভূমিতলে পতিত হইতে দেখিয়া কোপে অধীর হইয়া পড়িলেন। তখন কোপান্বিত ও দর্পান্বিত সেই বানরশ্রেষ্ঠ হনুমান্, মহা-গিরিতুল্য উন্নত একটি অশ্বকর্ণ বৃক্ষ দেখিয়া তাহাকে উপড়াইয়া ফেলিলেন। ১৬—২০। পরে সেই মহাদ্যুতি হনমান্ সেই মহাস্কন্ধ অশ্বকর্ণকে লইয়া পরম প্রীতিসহ-কারে তাহাকে রণক্ষেত্রে ঘুরাইতে লাগিলেন। সেই সময়ে কোপপূর্ণ হনমানের সুমহৎ বেগভরে বৃক্ষসকল ভগ্ন এবং পদবিন্যাসে বসুন্ধরা বিদীর্ণা হইতে লাগিল। এইরূপে হনমান্,—আরোহী সহ মাতঙ্গ, রথী সহ রথ এবং অন্যান্য ভীমরূপ পদাতিক রাক্ষসগণকে বধ করিতে থাকিলে, তাহারা প্রাণহারী যমের ন্যায় সেই ক্রুদ্ধ অঞ্জনাতনয় হনমান্‌কে দেখিয়াই পলায়ন করিতে লাগিল। মহাবীর অকম্পন, সেই সমাগত কোপযুক্ত হনমান্‌কে নিশাচরগণের ভয়োৎপাদন করিতে দেখিয়া, অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হইয়া সিংহনাদ করিতে লাগিল। ২১—২৫। তৎপরে দেহবিদারণকারী সুশাণিত চতুর্দ্দশটি বাণ দ্বারা সেই মহাবীর হনমান্‌কে বিদ্ধ করিল। সেই সময়ে সুশাণিত নারাচ ও শক্তিসকল দ্বারা, তদীয় শরীর এরূপ সমাচ্ছন্ন হইল যে, বৃক্ষ-সঙ্কুল গিরিবরের ন্যায় প্রতিভাত হইতে লাগিল। অপিচ সেই মহাবল মহাকায় মহাবীর্য্য হনুমান্, পুষ্পিত অশোক ও ধূমবিহীন অগ্নির ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। তৎপরে পবনতনয়,

শিরস্তভিজঘানাশু রাক্ষসেন্দ্রমকম্পনম্ ॥ ২৯
স বৃক্ষেণ হতস্তেন সক্রোধেন মহাত্মনা ।
রাক্ষসো বানরেন্দ্রেণ পপাত চ মমার চ ॥ ৩০
তং দৃষ্ট্বা নিহতং ভূমৌ রাক্ষসেন্দ্রমকম্পনম্ ।
ব্যথিতা রাক্ষসাঃ সর্ব্বে ক্ষিতিকম্প ইব দ্রুমাঃ ॥ ৩১
ত্যক্তপ্রহরণাঃ সর্ব্বে রাক্ষসাস্তে পরাজিতাঃ ।
লঙ্কামভিযযুস্ত্রস্তা বানরৈস্তৈরভিদ্রুতাঃ ॥ ৩২
তে মুক্তকেশাঃ সম্ভ্রান্তা ভগ্নমানাঃ পরাজিতাঃ
স্রবচ্ছ্রমজলৈরঙ্গৈঃ প্রস্রবন্তো বিদুদ্রুবুঃ ॥ ৩৩
অন্যোন্যং তে প্রমথ্নন্তো বিবিশুর্নগরং ভয়াৎ ।
পৃষ্ঠতস্তে সুসংমূঢাঃ প্রেক্ষমাণা মুহুর্ম্মুহুঃ ॥ ৩৪
তেষু লঙ্কাং প্রবিষ্টেষু রাক্ষসেষু মহাবলাঃ ।
সমেত্য হরয়ঃ সর্ব্বে হনুমন্তমপূজয়ন্ ॥ ৩৫
সোঽপি প্রহৃষ্টস্তান্ সর্ব্বান্ হরীন সম্প্রত্যপূজয়ৎ ।
হনুমান্ সত্ত্বসম্পন্নো যথার্হমনুকূলতঃ ॥ ৩৬
বিনেদুশ্চ যথাপ্রাণং হরয়ো জিতকাশিনঃ ।
চকৃষুশ্চ পুনস্তত্র সপ্রাণানেব রাক্ষসান্ ॥ ৩৭
স বীরশোভামভজন্মহাকপিঃ
সমেত্য রক্ষাংসি নিহত্য মারুতিঃ ।
মহাসুরং ভীমমমিত্রনাশনো
বিষ্ণুর্যথৈবোরুবলং চমূমুখে ॥ ৩৮
অপূজয়ন্ দেবগণস্তদা কপিং
স্বয়ঞ্চ রামোঽতিবলশ্চ লক্ষ্মণঃ ।
তথৈব সুগ্রীবমুখাঃ প্লবঙ্গমা
বিভীষণশ্চৈব মহাবলস্তদা ॥ ৩৯
ইতি লঙ্কাকাণ্ডে ষট্পঞ্চাশঃ সর্গঃ ॥ ৫৬ ॥

সপ্তপঞ্চাশঃ সর্গঃ ।

অকম্পনবধং শ্রুত্বা ক্রুদ্ধো বৈ রাক্ষসেশ্বরঃ ।
কিঞ্চিদ্দীনমুখশ্চাপি সচিবাংস্তানুদৈক্ষত ॥ ১
স তু ধ্যাত্বা মুহূর্ত্তন্তু মন্ত্রিভিঃ সংবিচার্য্য চ ।
ততস্তু রাবণঃ পূর্ব্বাহ্নদিবসে রাক্ষসাধিপঃ ।
পুরীং পরিযযৌ লঙ্কাং সর্ব্বান্ গুল্মানবেক্ষিতুম্ ॥ ২
তাং রাক্ষসগণৈর্গুপ্তাং গুল্মৈরভিসংবৃতাম্ ।
দদর্শ নগরীং রাজা পতাকাধ্বজমালিনীম্ ॥ ৩
রুদ্ধাং তু নগরীং দৃষ্ট্বা রাবণো রাক্ষসেশ্বরঃ ।
উবাচাত্মহিতং কালে প্রহস্তং যুদ্ধকোবিদম্ ॥ ৪

শীঘ্র অন্য একটী বৃক্ষ উপড়াইয়া অত্যন্ত বেগসহকারে রাক্ষসেন্দ্র অকম্পনের মাথায় আঘাত করিলেন। কোপপূর্ণ মহাবল বানরেন্দ্রকর্ত্তৃক এইরূপে বৃক্ষসমাহত হইয়া, সেই রাক্ষস তৎক্ষণাৎ ভূতলে পতিত হইয়া পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইল। ২৬—৩০। নিশাচরগণ, রাক্ষসেন্দ্র অকম্পনকে ভূতলে পতিত এবং নিহত দেখিয়া অত্যন্ত ব্যথিত হইল এবং ভূকম্পনকালে বৃক্ষসমূহের ন্যায় কাঁপিতে লাগিল। তখন সেই নিশাচরগণ বানরগণকর্ত্তৃক তাড়িত হইয়া, আপন আপন অস্ত্র ফেলিয়া রাখিয়া লঙ্কাভিমুখে পলাইতে লাগিল। সেই পরাজিত, ভগ্নমনাঃ নিশাচরগণও ভয়ে আলুলায়িতকেশে সসম্ভ্রমে পলায়ন করিতে লাগিলে তাহাদের দেহ হইতে ঘর্ম্মজল বিগলিত হইতে লাগিল। সেই সময়ে সাতিশয় ভীত হইয়া পলায়নপর রাক্ষসগণ বারম্বার পশ্চাৎদিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে লাগিল এবং আপনারা পরস্পর সংঘর্ষে পীড়িত হইয়া নগরমধ্যে প্রবেশ করিল। ৩১—৩৪। এইরূপে রাক্ষসগণ লঙ্কামধ্যে প্রবেশ করিলে মহাবল বানরগণ ফিরিয়া আসিয়া, হনুমানকে পূজা করিল। সেই নীতিবিশারদ সত্ত্বসম্পন্ন হনুমানও, আলিঙ্গন এবং সম্ভাষণাদি দ্বারা তাহাদের সকলকে যথাযোগ্য প্রতিপূজা করিলেন। পরে সেই বিজয়ী বানরবৃন্দ, যথাশক্তি সিংহনাদ করিয়া মৃত রাক্ষসগণ জীবিত আছে মনে করিয়াই, তাহাদিগকে পুনর্ব্বার আকর্ষণ করিতে লাগিল। যেরূপ অমিত্রঘাতী মহাবল বিষ্ণু, রণক্ষেত্রে ভীমরূপ মধু-কৈটভাদি মহাসুরগণকে বধ করিয়া মহতী শোভা ধারণ করিয়াছিলেন, সেইরূপ সেই মহাবানর হনুমান্‌ও রাক্ষসগণকে বধ করিয়া বীরশোভায় শোভিত হইলেন। সেই সময়ে আকাশস্থ দেবগণ, সুগ্রীবপ্রমুখ বানরগণ, মহাবল বিভীষণ, অতিবল লক্ষ্মণ এবং স্বয়ং রামও সেই বানর হনুমানকে যথাবিধি সম্মান করিলেন। ৩৫—৩৯।

সপ্তপঞ্চাশ সর্গ।

অকম্পনের বধবার্ত্তা শুনিয়া, নিশাচরপতি রাবণ, সাতিশয় ক্রুদ্ধ হইলেন এবং দীনমুখে মন্ত্রিগণের মুখ পানে চাহিয়া রহিলেন। পরে রাবণ ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া, মন্ত্রিগণের সহিত পরামর্শপূর্ব্বক লঙ্কার 'গুল্ম' সকল পর্য্যবেক্ষণ করিবার নিমিত্ত পূর্ব্বাহ্ণকালে পুরমধ্যে গমন করিলেন এবং নগরমধ্যে বিচরণ করত দেখিলেন, পতাকা-ধ্বজমালিনী ও বহুব্যূহসমন্বিতা সেই লঙ্কানগরী রাক্ষসগণকর্ত্তৃক সর্ব্বতোভাবে রক্ষিতা হইতেছে। তৎপরে রাক্ষসেশ্বর রাবণ, সেই লঙ্কানগরীকে বানরগণকর্ত্তৃক সর্ব্বতোভাবে বদ্ধ

পুরস্যোপনিবিষ্টস্য সহসা পীড়িতস্য হ।
নান্যং যুদ্ধাৎ প্রপশ্যামি মোক্ষং যুদ্ধবিশারদ ॥ ৫
অহং বা কুম্ভকর্ণো বা ত্বং বা সেনাপতির্ম্মম।
ইন্দ্রজিদ্বা নিকুম্ভো বা বহেয়ুর্ভারমীদৃশম্ ॥ ৬
স ত্বং বলমতঃ শীঘ্রমাদায় রথম স্থিতঃ।
বিজয়ায়াভিনির্যাহি যত্র সর্ব্বে বনৌকসঃ ॥ ৭
নির্যাণাদেব তে নূনং চলিতা হরিবাহিনী।
নর্দ্দতাং রাক্ষসেন্দ্রাণাং শ্রুত্বা নাদং দ্রবিষ্যতি ॥ ৮
চপলা হ্যবিনীতাশ্চ চলচিত্তাশ্চ বানরাঃ।
ন সহিষ্যন্তি তে নাদং সিংহনাদমিব দ্বিপাঃ ॥ ৯
বিদ্রুতে চ বলে তস্মিন্ রামঃ সৌমিত্রিণা সহ।
অবশস্তে নিরালম্বঃ প্রহস্ত বশমেষ্যতি ॥ ১০
আপৎ সংশয়িতা শ্রেয়ো নাত্র নিঃসংশয়ীকৃতা।
প্রতিলোমানুলোমং বা যত্তু নো মন্যসে হিতম্ ॥ ১১
রাবণেনৈবমুক্তস্তু প্রহস্তো বাহিনীপতিঃ।
রাক্ষসেন্দ্রমুবাচেদমসুরেন্দ্রমিবোশনাঃ ॥ ১২

রাজন্ মন্ত্রিতপূর্ব্বং নঃ কুশলৈঃ সহ মন্ত্রিভিঃ।
বিবাদশ্চাপি নো বৃত্তঃ সমবেক্ষ্য পরস্পরম্ ॥ ১৩
প্রদানেন তু সীতায়াঃ শ্রেয়ো ব্যবসিতং ময়া।
অপ্রদানে পুনর্যুদ্ধং দৃষ্টমেব তথৈব নঃ ॥ ১৪
সোঽহং দানৈশ্চ মানৈশ্চ সততং পূজিতস্ত্বয়া।
সান্ত্বৈশ্চ বিবিধৈঃ কালে কিন্ন কুর্য্যাং হিতং তব ॥ ১৫
ন হি মে জীবিতং রক্ষ্যং পুত্রদারধনানি চ।
ত্বং পশ্য মাং জুহূষন্তং ত্বদর্থে জীবিতং যুধি ॥ ১৬
এবমুক্ত্বা তু ভর্ত্তারং রাবণং বাহিনীপতিঃ।
উবাচেদং বলাধ্যক্ষান্ প্রহস্তঃ পুরতঃ স্থিতান্ ॥ ১৭
সমানয়ত মে শীঘ্রং রাক্ষসানাং মহাবলম্।
মদ্বাণাশনিবেগেন হতানাঞ্চ রণাজিরে ॥ ১৮
অদ্য তৃপ্যন্তু মাংসাদাঃ পক্ষিণঃ কাননৌকসাম্।
তে তু তদ্বচনং শ্রুত্বা বলাধ্যক্ষা মহাবলাঃ ॥ ১৯
বলমুদ্যোজয়ামাসুস্তস্মিন্ রাক্ষসমন্দিরে।
সা বভূব মুহূর্ত্তেন ভীমৈর্নানাবিধায়ুধৈঃ ॥ ২০
লঙ্কা রাক্ষসবীরৈস্তৈর্গজৈরিব সমাকুলা।
হুতাশনং তর্পয়তাং ব্রাহ্মণাংশ্চ নমস্যতাম্ ॥ ২১

দেখিয়া যথাসময়ে যুদ্ধবিশারদ প্রহস্তকে যেরূপে আপনার মঙ্গল হয়, তাহা বলিতে লাগিলেন;— ১—৪। "হে যুদ্ধবিশারদ! শত্রু-সৈন্যগণ চারিদিকে সন্নিবিষ্ট হইয়া পুরীকে যেরূপ উৎপীড়িত করিতেছে, ইহাতে এ সময়ে যুদ্ধ ভিন্ন মুক্তির অপর উপায় দেখিতে পাই না। কিন্তু এখন আমি, কুম্ভকর্ণ, ইন্দ্রজিৎ, নিকুম্ভ অথবা আমার সেনাপতি তুমি ছাড়া অন্য কে আর এ ভার বহিতে সমর্থ হইবে? অতএব তুমি সত্বর রথারোহণপূর্ব্বক সেনাপরিবৃত হইয়া, যে স্থানে বানরগণ আছে, সেই স্থানে বিজয়ের নিমিত্ত যাত্রা কর। "তুমি যুদ্ধার্থ বাহির হইয়াছ,"—বোধ হয়, এই কথা শুনিয়াই সেই বানরবাহিনী বিচলিত হইবে এবং রাক্ষসগণের সিংহনাদ শুনিয়া ইতস্ততঃ পলাইবে। হে বীর! যেরূপ মাতঙ্গগণ সিংহনাদ সহ্য করিতে পারে না, সেইরূপ সেই অবিনীত চপল এবং চলচিত্ত বানরসেনা তোমার ভীমনাদ সহ্য করিতে সমর্থ হইবে না। ৫—৯। হে প্রহস্ত! সেনা সকল ইতস্ততঃ ধাবিত হইলে, সেই প্রভুশক্তিবিহীন অসহায় রাম ও সুমিত্রা-নন্দন লক্ষ্মণের সহিত তোমার বশীভূত হইবে। হে বীর! সেই যুদ্ধস্থলে তোমার নিধন হইবার সম্ভাবনা নাই; প্রত্যুত তুমিই শ্রেয়োলাভ করিবে। অতএব যুদ্ধে প্রবৃত্ত হওয়াই কর্ত্তব্য। অথবা তুমি যাহা মঙ্গল বলিয়া বিবেচনা করিতেছ, তাহা আমার মনের অনুকূল অথবা প্রতিকূলই হউক, প্রকাশ করিয়া বল।" রাবণকর্ত্তৃক এইরূপ অভিহিত হইয়া সেনাপতি প্রহস্ত, ভার্গব যেরূপ দানবেন্দ্রকে বলিয়া থাকেন, সেইরূপ রাক্ষসেন্দ্র রাবণকে কহিলেন; —"মহারাজ! পূর্ব্বে আমরা নীতিনিপুণ মন্ত্রিগণের সহিত এ বিষয়ের মন্ত্রণা করিয়াছিলাম; কিন্তু সে সময়ে পরস্পর মতের ঐক্য না হওয়ায়, আমাদের বিবাদও ঘটিয়াছিল। তখন আমি সীতাকে ফিরাইয়া দেওয়াই শ্রেয়স্কর বলিয়া নিশ্চয় করিয়াছিলাম এবং তাহা না করিলে যে যুদ্ধ-ঘটনা হইবে তাহাও কহিয়াছিলাম। মহারাজ! অধুনা আমাদের সেই ঘটনাই উপস্থিত হইয়াছে। রাক্ষসনাথ! সে যাহা হউক, আপনি দান, সম্মান ও বিবিধ সান্ত্বনা কথা দ্বারা আমাকে সম্মানিত করিয়া থাকেন, অতএব এ সময়ে আপনার নিমিত্ত কোনরূপ মঙ্গলকর কার্য্যের অনুষ্ঠান করিতে ত্রুটি করিব না।" ১০—১৫। সেনাপতি এই কথা বলিয়া, সম্মুখে উপস্থিত বলাধ্যক্ষকে কহিলেন,—"মহতী রাক্ষসসেনাকে শীঘ্র আমার নিকটে আনয়ন কর। অদ্য বনবাসী মাংসাশী পক্ষিগণ রণস্থলে মদীয় রণবেগ দ্বারা নিহত বানরগণের মাংস ভক্ষণ করিয়া তৃপ্তি লাভ করুক।" তাঁহার এতাদৃশ বাক্য শুনিয়া, রাবণ-মন্দিরস্থ বলাধ্যক্ষগণ শীঘ্র বল সকলকে উদ্যোগী করিলে, মুহূর্ত্তকালমধ্যে সেই লঙ্কানগরী, হস্তিপ্রমাণ বিবিধ-অস্ত্রধারী রাক্ষসবীরগণে পরিপূর্ণ হইয়া পড়িল। সেই সময়ে ব্রাহ্মণগণকে

আজ্যগন্ধপ্রতিবহঃ সুরভির্মারুতো ববৌ ।
স্রজশ্চ বিবিধাকারা জগৃহুস্ত্বভিমন্ত্রিতাঃ ॥ ২২
সংগ্রামসজ্জাঃ সংহৃষ্টা ধারয়ন্ রাক্ষসাস্তদা ।
সধনুষ্কাঃ কবচিনো বেগাদাপ্লুত্য রাক্ষসাঃ ॥ ২৩
রাবণং প্রেক্ষ্য রাজানং প্রহস্তং পর্য্যবারয়ন্ ।
অথামন্ত্র্য তু রাজানং ভেরীমাহত্য ভৈরবাম্ ॥ ২৪
আরুরোহ রথং দিব্যং প্রহস্তঃ সজ্জকল্পিতম্ ।
হয়ৈর্মহাজবৈর্যুক্তং সম্যক্‌সূতং সুসংযুতম্ ॥ ২৫
মহাজলদনির্ঘোষং সাক্ষাচ্চন্দ্রার্কভাস্বরম্ ।
উরগধ্বজদুর্দ্ধর্ষং সুবরূথং স্বপস্করম্ ॥ ২৬
সুবর্ণজালসংযুক্তং প্রহসন্তমিব শ্রিয়া ।
ততস্তং রথমাস্থায় রাবণার্পিতশাসনঃ ।
লঙ্কায়া নির্যযৌ তূর্ণং বলেন মহতা বৃতঃ ॥ ২৭
ততো দুন্দুভিনির্ঘোষঃ পর্জ্জন্যনিনদোপমঃ ।
বাদিত্রাণাঞ্চ নিনদঃ পূরয়ন্নিব মেদিনীম্ ॥ ২৮
শুশ্রুবে শঙ্খশব্দশ্চ প্রয়াতে বাহিনীপতৌ
নিনদন্তঃ স্বরান্ ঘোরান্ রাক্ষসা জগ্মুরগ্রতঃ ॥ ২৯
ভীমরূপা মহাকায়াঃ প্রহস্তস্য পুরঃসরাঃ ।
নরান্তকঃ কুম্ভহনুর্মহানাদঃ সমুন্নতঃ ।
প্রহস্তসচিবা হ্যেতে নির্যযুঃ পরিবার্য্য তম্ ॥ ৩০
ব্যূহেনৈব সুঘোরেণ পূর্ব্বদ্বারাৎ স নির্যযৌ ।
গজযূথনিকাশেন বলেন মহতা বৃতঃ ॥ ৩১
সাগরপ্রতিমৌঘেন বৃতস্তেন বলেন সঃ ।
প্রহস্তো নির্যযৌ তূর্ণং ক্রুদ্ধঃ কালান্তকোপমঃ ॥ ৩২
তস্য নির্যাণঘোষেণ রাক্ষসানাঞ্চ নর্দ্দতাম্ ।
লঙ্কায়াং সর্ব্বভূতানি বিনেদুর্ব্বিকৃতৈঃ স্বরৈঃ ॥ ৩৩
ব্যভ্রমাকাশমাবিশ্য মাংসশোণিতভোজনাঃ ।
মণ্ডলান্যপসব্যানি খগাশ্চক্রূ রথং প্রতি ॥ ৩৪
বমন্ত্যঃ পাবকজ্বালাঃ শিবা ঘোরা ববাশিরে ।
অন্তরিক্ষাৎ পপাতোল্কা বায়ুশ্চ পরুষং ববৌ ॥ ৩৫
অন্যোন্যমভিসংরব্ধা গ্রহাশ্চ ন চকাশিরে ।
মেঘাশ্চ খরনির্ঘোষা রথস্যোপরি রক্ষসঃ ॥ ৩৬
ববৃষূ রুধিরং চাস্য সিষিচুশ্চ পুরঃসরান্ ।
কেতুমূর্দ্ধনি গৃধ্রস্তু বিলীনো দক্ষিণামুখঃ ॥ ৩৭
নদন্নুভয়তঃ পার্শ্বং সমগ্রাং শ্রিয়মাহরৎ ।
সারথের্বহুশশ্চাস্য সংগ্রামমনিবর্ত্তিনঃ ॥ ৩৮
প্রতোদো ন্যপতদ্ধস্তাৎ সূতস্য হয়সাদিনঃ ।

প্রণাম করিয়া, সেই নিশাচরগণ হব্য দ্বারা অগ্নিকে তর্পিত করিতে লাগিলে তাহাদের ঘৃতগন্ধ সহ সুরভি-বায়ু প্রবাহিত হইল। পরে তাহারা মন্ত্রপূত বিবিধাকার মাল্য সকল ধারণ করিল। ১৬—২২। এইরূপে সেই নিশাচরগণ, হৃষ্টচিত্তে কবচ ও ধনুর্দ্ধারণপূর্ব্বক রণসজ্জায় সজ্জিত হইয়া রাক্ষসরাজ রাবণকে দেখিয়া, বেগে উল্লম্ফনপূর্ব্বক প্রহস্তকে বেষ্টন করিল। পরে প্রহস্ত রাক্ষসরাজকে আমন্ত্রণ করিয়া এক ভীষণ ভেরীরব করিতে করিতে দিব্য রথে আরোহণ করিলেন। প্রহস্তের সেই রথ নানা অস্ত্রে পূর্ণ এবং তাহা বেগবান্ অশ্বগণ ও বিচক্ষণ সারথিদ্বারা সঞ্চালিত। সেই রথ মেঘের ন্যায় গম্ভীরশব্দনিযুক্ত,—চন্দ্রসূর্য্যের ন্যায় উজ্জ্বল ও ভুজঙ্গ-ধ্বজ-সমন্বিত,—সেই রথ দুর্দ্ধর্ষ এবং সুন্দরচক্রবিশিষ্ট, বরূথযুক্ত সুঘটিত এবং সুবর্ণজাল-সংযুক্ত। সেই রথের এত অধিক সৌন্দর্য্য যে, অন্য শোভাকে সে যেন তিরস্কার করিতেছে। রাবণ-কর্ত্তৃক আদিষ্ট সেনাপতি প্রহস্ত, সেই রথে আরোহণপূর্ব্বক সুমহতী রাক্ষসসেনা দ্বারা পরিবেষ্টিত হইয়া লঙ্কা হইতে বাহির হইলে, ঘনগর্জ্জন-সদৃশ দুন্দুভিনির্ঘোষ, বাদিত্রনিনাদ এবং শঙ্খধ্বনি—মেদিনী পরিপূর্ণ করিল। তৎকালে ঘোরস্বরে শব্দায়মান ভীমরূপ মহাকায় প্রহস্তের অগ্রযায়ী নিশাচরগণ অগ্রে অগ্রে গমন করিতে লাগিল। প্রহস্তের মন্ত্রী নরান্তক, কুম্ভহনু, মহানাদ ও সমুন্নত-নামক রাক্ষসচতুষ্টয়, প্রহস্তকে বেষ্টন করিয়া বহির্গত হইল। ২৩—৩০। গজযূথতুল্য সুমহতী রাক্ষসসেনায় পরিবেষ্টিত সেই প্রহস্ত, সুঘোর ব্যূহ রচনাপূর্ব্বক পূর্ব্ব দ্বার হইতে বাহির হইলেন। তখন প্রহস্ত সেই মহাসাগরতুল্য সেনা দ্বারা পরিবেষ্টিত হইয়া, বহির্গমনপূর্ব্বক কালান্তক যমের ন্যায় প্রতিভাত হইতে লাগিল। প্রহস্ত বাহির হইলে, শব্দায়মান রাক্ষসগণের বহির্গমনরবে লঙ্কানগরীস্থ প্রাণিপুঞ্জ বিকৃতস্বরে চীৎকার করিতে লাগিল। মাংসশোণিতভোজী শকুনি প্রভৃতি পক্ষিগণ মেঘশূন্য আকাশে উৎপতিত হইয়া তাহার রথ প্রদক্ষিণ করিতে লাগিল। ঘোররূপ শৃগালগণ ভয়ঙ্কর রুক্ষস্বরে অগ্নিশিখা বমন করিতে লাগিল। আকাশ হইতে উল্কাপাত ও রুক্ষ বায়ু বহিতে লাগিল। ৩১—৩৫। পরস্পর সংরব্ধ গ্রহগণের প্রভা লোপ পাইল। খরগর্জ্জী মেঘগণ সেই রাক্ষস প্রহস্তের রথের উপর রক্তধারা বর্ষণ করিতে লাগিল এবং তাহার অগ্রবর্ত্তী সেনাগণকে সেই রক্তধারায় অভিষিক্ত করিতে লাগিল। কেতুর উপর উপবিষ্ট শকুনি, দক্ষিণমুখ হইয়া শব্দ করত উভয়পার্শ্ব কণ্ডূয়ন করিয়া তাহার সমগ্র প্রভা হরণ করিল। সংগ্রাম-সরোবরে অবগাহনশীল প্রহস্তের রথস্থ সূতবংশীয় অশ্বশি   সারথির হস্ত হইতে তোত্র (চাবুক)

নির্ধ্যাণশ্রীশ্চ যা চাসাদ্দ্বাম্বরা চ সুদুর্লভা ॥ ৩৯
সা ননাশ মুহূর্ত্তেন সমে চ স্খলতো হয়াঃ।
প্রহস্তং তু বিনির্যান্তং প্রখ্যাতবলপৌরুষম্।
যুধি নানাপ্রহরণা কপিসেনাভ্যবর্ত্তত ॥ ৪০
অথ ঘোষঃ সুতুমুলো হরীণাং সমজায়ত।
বৃক্ষানারুজতাঞ্চৈব গুর্বীর্গৃহ্ণতাং শিলাঃ ॥ ৪১
নর্দতাং রাক্ষসানাঞ্চ বানরাণাঞ্চ গর্জ্জতাম্।
উভে প্রমুদিতে সৈন্যে রক্ষোগণবনৌকসাম্ ॥ ৪২
বেগিতানাং সমর্থানামন্যোন্যবধকাঙ্ক্ষিণাম্।
পরস্পরং চাহ্বয়তাং নিনাদঃ শ্রূয়তে মহান্ ॥ ৪৩
ততঃ প্রহস্তঃ কপিরাজবাহিনী
মভিপ্রতস্থে বিজয়ায় দুর্মতিঃ।
বিবৃদ্ধবেগাঞ্চ বিবেশ তাং চমূং
যথা মুমূর্ষুঃ শলভো বিভাবসুম্ ॥ ৪৪

ইতি লঙ্কাকাণ্ডে সপ্তপঞ্চাশঃ সর্গঃ ॥ ৫৭ ॥

অষ্টপঞ্চাশঃ সর্গঃ।

ততঃ প্রহস্তং নির্যান্তং দৃষ্ট্বা রণকৃতোদ্যমম্।
উবাচ সস্মিতং রামো বিভীষণমরিন্দমঃ ॥ ১
ক এষ সুমহাকায়ো বলেন মহতা বৃতঃ।
আগচ্ছতি মহাবেগঃ কিংরূপবলপৌরুষঃ।
আচক্ষ্ব মে মহাবাহো বীর্য্যবন্তং নিশাচরম্ ॥ ২
রাঘবস্য বচঃ শ্রুত্বা প্রত্যুবাচ বিভীষণঃ।
এষ সেনাপতিস্তস্য প্রহস্তো নাম রাক্ষসঃ ॥ ৩
লঙ্কায়াং রাক্ষসেন্দ্রস্য ত্রিভাগবলসংবৃতঃ।
বীর্য্যবানস্ত্রবিচ্ছূরঃ সুপ্রখ্যাতপরাক্রমঃ ॥ ৪
ততঃ প্রহস্তং নির্যান্তং ভীমং ভীমপরাক্রমম্।
গর্জ্জন্তং সুমহাকায়ং রাক্ষসৈরভিসংবৃতম্ ॥ ৫
দদর্শ মহতী সেনা বানরাণাং বলীয়সাম্।
অভিসংজাতঘোষাণাং প্রহস্তমভিগর্জ্জতাম্ ॥ ৬
খড়্গাশ্চ ঋষ্টিবাণাশ্চ শূলানি মুষলানি চ।
গদাশ্চ পরিঘাঃ প্রাসা বিবিধাশ্চ পরশ্বধাঃ ॥ ৭
ধনূংষি চ বিচিত্রাণি রাক্ষসানাং জয়ৈষিণাম্।
প্রগৃহীতান্যশোভন্ত বানরানভিধাবতাম্ ॥ ৮
জগৃহুঃ পাদপাংশ্চাপি পুষ্পিতান্ গিরীংস্তথা।
শিলাশ্চ বিপুলা দীর্ঘা যোদ্ধুকামাঃ প্লবঙ্গমাঃ ॥ ৯
তেষামন্যোন্যমাসাদ্য সংগ্রামঃ সুমহানভূৎ।
বহূনামশ্মবৃষ্টিঞ্চ শরবর্ষঞ্চ বর্ষতাম্ ॥ ১০

পতিত হইল এবং সমভূমিতেও অশ্ব সকলের পদস্খলন হইতে লাগিল। অধিক কি, প্রহস্তের নির্গমনকালে যে সুদুর্লভ উজ্জ্বল শোভা হইয়াছিল, তাহা মুহূর্ত্তকাল-মধ্যে অন্তর্হিত হইল। এইরূপে প্রথিতপৌরুষ এবং বিখ্যাতবীর্য্য প্রহস্ত বহির্গত হইলে রণস্থলে নানাঅস্ত্রধারী বানরগণ তাহার অভিমুখে ধাবিত হইল। ৩৬—৪০ সেই সময়ে সেই বানরগণের গিরিশৃঙ্গ সকল ভঙ্গপূর্ব্বক বৃহৎ প্রস্তরখণ্ড ও বৃক্ষ সকল গ্রহণের তুমুল শব্দ হইতে লাগিল। পরে বানর ও রাক্ষস উভয়পক্ষীয় সেনাগণ এরূপ গর্জ্জন ও সিংহনাদ করিতে লাগিল যে, অতি দূর হইতে সেই রণদক্ষালিত পরস্পর বধাভিলাষী ও আহ্বানকারী সমর্থ বীরগণের সুমহৎ শব্দ শুনা যাইতে লাগিল। পরে দুর্ম্মতি প্রহস্ত বানররাজের সেনাভিমুখে প্রস্থিত হইয়া যেরূপ মুমূর্ষু শলভ অনলমধ্যে প্রবেশ করে, সেইরূপ বেগে সেই বাহিনী-মধ্যে প্রবেশ করিল। ৪১—৪৪।

অষ্টপঞ্চাশ সর্গ।

অরিন্দম রাম, যুদ্ধার্থী প্রহস্তকে নির্গত হইতে দেখিয়া ঈষৎ হাস্যের সহিত বিভীষণকে কহিলেন, মহাবাহো! ঐ যে মহাকায় বীর্য্যবান্ রাক্ষস সুমহৎ সৈন্যে পরিবেষ্টিত হইয়া সবেগে আসিতেছে, উহার নাম কি এবং উহার বল ও পৌরুষই বা কিরূপ? তুমি আমার নিকটে এই সমস্ত যথার্থরূপে বল।" রামের কথা শুনিয়া বিভীষণ কহিলেন; "এই প্রহস্ত-নামক রাক্ষস রাবণের সেনাপতি। লঙ্কাপুরীমধ্যে রাক্ষসেন্দ্রের যে রাক্ষসসেনা আছে, এই বিখ্যাত-পরাক্রম অস্ত্রজ্ঞ বীর্য্যবান্ ও শূর রাক্ষস তাহার তিন ভাগের এক ভাগ দ্বারা পরিবেষ্টিত হইয়া আসিতেছে।" ১—৪। এদিকে রাক্ষসগণ-পরিবৃত, ভীম-বিক্রম, গর্জ্জনশীল মহাকায় ও ভীষণদর্শন প্রহস্তকে বহির্গত দেখিয়া, অমিতবল মহান্ বানরসৈন্য ক্রোধ-ভরে সিংহনাদ করিতে লাগিল। সেই সময়ে বানর-গণের অভিমুখে ধাবিত জয়াভিলাষী রাক্ষসগণকর্তৃক গৃহীত সুরম্য ধনু বিবিধ পরশ্বধ, খড়্গ, শক্তি ও ঋষ্টি প্রভৃতি বাণ, শূল, মুষল, গদা, পরিঘ ও প্রাস সকল শোভা পাইতে লাগিল। তাহা দেখিয়া যুদ্ধাভি-লাষী বানরগণও পুষ্পিত বৃক্ষ, পর্ব্বতশিখর ও প্রকাণ্ড দীর্ঘ প্রস্তর সকল গ্রহণ করিল। এইরূপে উভয়ে উভয়ের সম্মুখীন হইলে, শিলা এবং শরবর্ষণকারী সেই বহুসংখ্যক বানর ও রাক্ষসগণের ভয়ঙ্কর যুদ্ধ

বহবো রাক্ষসা যুদ্ধে বহূন্ বানরপুঙ্গবান্।
বানরা রাক্ষসাংশ্চাপি নিজঘ্নুর্বহবো বহূন্ ॥ ১১
শূলৈঃ প্রমথিতাঃ কেচিৎ কেচিত্তু পরমায়ুধৈঃ।
পরিঘৈরাহতাঃ কেচিৎ কেচিচ্ছিন্নাঃ পরশ্বধৈঃ ॥ ১২
নিরুচ্ছ্বাসাঃ পুনঃ কেচিৎ পতিতা জগতীতলে।
বিভিন্নহৃদয়াঃ কেচিদিষুসন্ধানসাদিতাঃ ॥ ১৩
কেচিদ্দ্বিধাকৃতাঃ খড়্গৈঃ স্ফুরন্তঃ পতিতা ভুবি।
বানরা রাক্ষসৈঃ শূলৈঃ পার্শ্বতশ্চ বিদারিতাঃ ॥ ১৪
বানরৈশ্চাপি সংক্রুদ্ধৈ রাক্ষসৌঘাঃ সমন্ততঃ।
পাদপৈর্গিরিশৃঙ্গৈশ্চ সংপিষ্টা বসুধাতলে ॥ ১৫
বজ্রস্পর্শতলৈর্হস্তৈর্মুষ্টিভিশ্চ হতা ভৃশম্।
বমন্ শোণিতমাস্যেভ্যো বিশীর্ণদশনেক্ষণাঃ ॥ ১৬
আর্ত্তস্বনঞ্চ স্বনতাং সিংহনাদঞ্চ নর্দতাম্।
বভূব তুমুলঃ শব্দো হরীণাং রক্ষসাং যুধি ॥ ১৭
বানরা রাক্ষসাঃ ক্রুদ্ধা বীরমার্গমনুব্রতাঃ।
বিবৃত্তবদনা ক্রূরাশ্চক্রুঃ কর্ম্মাণ্যভীতবৎ ॥ ১৮
নরান্তকঃ কুম্ভহনুর্মহানাদঃ সমুন্নতঃ।
এতে প্রহস্তসচিবাঃ সর্ব্বে জঘ্নুর্বনৌকসঃ ॥ ১৯
তেষাং নিপততাং শীঘ্রং নিঘ্নতাঞ্চাপি বানরান্।
দ্বিবিদো গিরিশৃঙ্গেণ জঘানৈকং নরান্তকম্ ॥ ২০
দুর্ম্মুখঃ পুনরাদায় কপিঃ সুবিপুলং দ্রুমম্।
রাক্ষসং ক্ষিপ্রহস্তস্তু সমুন্নতমপোথয়ৎ ॥ ২১
জাম্ববাংস্তু সুসংক্রুদ্ধঃ প্রগৃহ্য মহতীং শিলাম্।
পাতয়ামাস তেজস্বী মহানাদস্য বক্ষসি ॥ ২২
অথ কুম্ভহনুস্তত্র তারেণাসাদ্য বীর্য্যবান্।
বৃক্ষেণ মহতা সদ্যঃ প্রাণান্ সন্ত্যাজয়দ্রণে ॥ ২৩
অমৃষ্যমাণস্তৎ কর্ম্ম প্রহস্তো রথমাশ্রিতঃ।
চকার কদনং ঘোরং ধনুষ্পাণির্বনৌকসাম্ ॥ ২৪
আবর্ত্ত ইব সংজজ্ঞে সেনয়োরুভয়োস্তদা।
ক্ষুভিতস্যাপ্রমেয়স্য সাগরস্যেব নিঃস্বনঃ ॥ ২৫
মহতা হি শরৌঘেণ রাক্ষসো রণদুর্ম্মদঃ।
অর্দয়ামাস সংক্রুদ্ধো বানরান্ পরমাহবে ॥ ২৬
বানরাণাং শরীরৈস্তু রাক্ষসানাঞ্চ মেদিনী।
বভূবাতিচিতা ঘোরৈঃ পর্ব্বতৈরিব সংবৃতা ॥ ২৭
সা মহী রুধিরৌঘেণ প্রচ্ছন্না সম্প্রকাশতে।
সংচ্ছন্না মাধবে মাসি পলাশৈরিব পুষ্পিতৈঃ ॥ ২৮
হতবীরৌঘবপ্রাং তু ভগ্নায়ুধমহাদ্রুমাম্।

আরম্ভ হইল। ৫—১০। রাক্ষসগণ অসংখ্য বানর-পুঙ্গবগণকে এবং বানরগণও বহুসংখ্যক রাক্ষসদিগকে সংহার করিতে লাগিল। সেই সময়ে কেহ কেহ চক্র ও শূল দ্বারা প্রমথিত, কেহ পরিঘ-অস্ত্রদ্বারা আহত, কেহ পরশু দ্বারা বিচ্ছিন্ন, কেহ বাণসমূহ দ্বারা বিদ্ধ হইয়া অবসন্ন ও বিভিন্নহৃদয় এবং কেহ বা উচ্ছ্বাসশূন্য হইয়াই ভূতলে পতিত হইল। কোন কোন বানর বীর রাক্ষসগণকর্তৃক খড়্গাঘাতে দ্বিখণ্ডিত এবং কাহারও বা পার্শ্বদেশে বিদীর্ণ হওয়ায় ভূপতিত হইয়া ধরিত্রীর বিচিত্র শোভা সম্পাদন করিতে লাগিল। রাক্ষসগণও বিষম ক্রুদ্ধ বানরগণকর্তৃক বৃক্ষ এবং পর্ব্বতশৃঙ্গদ্বারা সর্ব্বতোভাবে তাড়িত হইয়া ভূতলশায়ী হইতে লাগিল। বানরগণের বজ্রস্পর্শ মুষ্টি ও চপেটাঘাতে আহত ও বিশীর্ণ হইয়া সেই রাক্ষসগণ মুখে বমন করিতে লাগিল। তখন আর্ত্তনাদ ও সিংহনাদকারী সেই বানর ও রাক্ষসদিগের ভয়ঙ্কর শব্দ উঠিল, এইরূপে সেই বিকৃতমুখ ক্রূর রাক্ষস ও বানরগণ বীর মার্গের অনুবর্ত্তী হইয়া ক্রোধভরে নির্ভয়ে যুদ্ধ করিতে লাগিল। প্রহস্তের অমাত্য নরান্তক, কুম্ভহনু, মহানাদ ও সমুন্নত-নামক চারিজন রাক্ষস বানরগণকে বধ করিতে লাগিল। পরন্তু দ্বিবিদ তাহাদিগকে এইরূপে আপতিত ও বানরগণকে বধ করিতে দেখিয়া একটী পর্ব্বতশৃঙ্গ দ্বারা নরান্তক-নামক রাক্ষসকে আঘাত করিল; বানরশ্রেষ্ঠ দুর্ম্মুখ, একটী বৃহৎ বৃক্ষ আনিয়া তাহার দ্বারা ক্ষিপ্রহস্ত রাক্ষস সমুন্নতকে প্রোথিত করিয়া ফেলিল। মহাতেজস্বী জাম্ববান্ সক্রোধে একটী প্রকাণ্ড প্রস্তর লইয়া মহানাদের বক্ষঃস্থলে মারিলেন। তারা-পুত্র অঙ্গদ একটী সুমহৎ বৃক্ষপ্রহারে কুম্ভহনুকে বধ করিলেন। ১১—২৩। রথারোহী প্রহস্ত তাহাদের সেইরূপ কর্ম্ম সহ্য করিতে না পারিয়া ধনুর্দ্ধারণপূর্ব্বক বানরগণকে ভয়ঙ্কর উৎপীড়ন করিতে লাগিলেন। উভয়পক্ষীয় সেনাগণ তখন বেগে চারিদিকে ভ্রমণ করায়, তাহাদের সেই বিচিত্র গতি আবর্ত্তের ন্যায় বোধ হইতে লাগিল এবং তাহা হইতে তরঙ্গ-সঞ্চালিত অপ্রমেয় সমুদ্রের ন্যায় শব্দ উঠিল। সেই যুদ্ধক্ষেত্রে কোন রণদুর্ম্মদ রাক্ষস সুমহৎ বাণসমূহ দ্বারা বানরগণকে অতিশয় উৎপীড়িত করিতে লাগিল। তখন সেই রণক্ষেত্র,—বানর ও রাক্ষসগণের ঘোররূপ শরীর দ্বারা এরূপ ব্যাপ্ত হইয়া পড়িল যে, তাহাকে পর্ব্বতসমাকীর্ণ বলিয়া মনে হইতে লাগিল। ২৪—২৭। পরন্তু সেই সমরভূমি শোণিতরাশিদ্বারা সমাচ্ছন্ন হইয়া, চৈত্রমাসে পলাশ-পুষ্প সমাকুল বলিয়া মনে হইতে লাগিল। সেই সময়ে গজযূথপতিগণ যেরূপ পদ্মরাগপূর্ণ পদ্মিনীসরোবর পার হয়, তদ্রূপ সেই রাক্ষস এবং প্রধান প্রধান বানরসমূহ হংসসারস-

শোণিতৌঘমহাতোয়াং যমসাগরগামিনীম্ ॥ ২৯
যকৃৎপ্লীহমহাপঙ্কাং বিনিকীর্ণান্ত্রশৈবলাম্।
ভিন্নকায়শিরোমীনামঙ্গাবয়বশাদ্বলাম্ ॥ ৩০
গৃধ্রহংসগণাকীর্ণাং কঙ্কসারসসেবিতাম্।
মেদঃফেনসমাকীর্ণামার্তস্তনিতনিঃস্বনাম্ ॥ ৩১
তাং কাপুরুষদুস্তারাং যুদ্ধভূমিময়ীং নদীম্।
নদীমিব ঘনাপায়ে হংসসারসসেবিতাম্ ॥ ৩২
রাক্ষসাঃ কপিমুখ্যাশ্চ তেরুস্তাং দুস্তরাং নদীম্।
যথা পদ্মরজোধ্বস্তাং নলিনীং গজযূথপাঃ ॥ ৩৩
ততঃ সৃজন্তং বাণৌঘান্ প্রহস্তং স্যন্দনে স্থিতম্।
দদর্শ তরসা নীলো বিধমন্তং প্লবঙ্গমান্ ॥ ৩৪
উদ্ধূত ইব বায়ুঃ খে মহদভ্রবলং বলাৎ।
সমীক্ষ্যাভিদ্রুতং যুদ্ধে প্রহস্তো বাহিনীপতিঃ ॥ ৩৫
রথেনাদিত্যবর্ণেন নীলমেবাভিদুদ্রুবে।
স ধনুর্ধন্বিনাং শ্রেষ্ঠো বিকৃষ্য পরমাহবে ॥ ৩৬
নীলায় ব্যসৃজদ্বাণান্ প্রহস্তো বাহিনীপতিঃ।
তে প্রাপ্য বিশিখা নীলং বিনির্ভিদ্য সমাহিতাঃ ॥ ৩৭
মহীং জগ্মুর্মহাবেগা রোষিতা ইব পন্নগাঃ।
নীলঃ শরৈরভিহতো নিশিতৈর্জ্বলনোপমৈঃ ॥ ৩৮
স তং পরমদুর্ধর্ষমাপতন্তং মহাকপিঃ।
প্রহস্তং তাড়য়ামাস বৃক্ষমুৎপাট্য বীর্যবান্ ॥ ৩৯
স তেনাভিহিতঃ ক্রুদ্ধো নদন্ রাক্ষসপুঙ্গবঃ।
ববর্ষ শরবর্ষাণি প্লবগানাং চমূপতৌ ॥ ৪০
তস্য বাণগণানেব রাক্ষসস্য দুরাত্মনঃ।
অপারয়ন্ বারয়িতুং প্রত্যগৃহ্ণান্নিমীলিতঃ।
যথৈব গোবৃষো বর্ষং শারদং শীঘ্রমাগতম্ ॥ ৪১
এবমেব প্রহস্তস্য শরবর্ষং দুরাসদম্।
নিমীলিতাক্ষঃ সহসা নীলঃ সেহে সুদারুণম্ ॥ ৪২
রোষিতঃ শরবর্ষেণ সালেন মহতা মহান্।
প্রজঘান হয়ান্নীলঃ প্রহস্তস্য মহাবলঃ ॥ ৪৩
ততো রোষপরীতাত্মা ধনুস্তস্য দুরাত্মনঃ।
বভঞ্জ তরসা নীলো ননাদ চ পুনঃপুনঃ ॥ ৪৪
বিধনুস্তু কৃতস্তেন প্রহস্তো বাহিনীপতিঃ।
প্রগৃহ্য মুষলং ঘোরং স্যন্দনাদবপুপ্লুবে ॥ ৪৫
তাবুভৌ বাহিনীমুখ্যৌ জাতবৈরৌ তরস্বিনৌ।
স্থিতৌ ক্ষতজসিক্তাঙ্গৌ প্রভিন্নাবিব কুঞ্জরৌ ॥ ৪৬
উল্লিখন্তৌ সুতীক্ষ্ণাভির্দংষ্ট্রাভিরিতরেতরম্।
সিংহশার্দূলসদৃশৌ সিংহশার্দূলচেষ্টিতৌ ॥ ৪৭
বিক্রান্তবিজয়ৌ বীরৌ সমরেষ্বনিবর্তিনৌ।

শোভিত সমুদ্র-গামিনী শারদীয় নদীর ন্যায় যমরূপ-সাগরগামিনী যুদ্ধনদী পার হইতে লাগিল। কাপুরুষ-গণ সেই নদী পার হইতে পারে না। নিহত বীরগণ সেই নদীর তীর, ভগ্ন অস্ত্র সকল সেই নদীর তীরস্থ মহাবৃক্ষ, রুধিরপ্রবাহ তাহার জলপ্রবাহ, যকৃৎ-প্লীহা তাহার কর্দম, ইতস্ততঃ বিকীর্ণ অন্ত্ররাজি তাহার শৈবাল, ছিন্ন দেহ ও মস্তক তাহার মৎস্য, গৃধ্রগণ তাহার হংস, কঙ্কসমূহ তাহার সারস, মেদোরাশি তাহার ফেনরাশি, আর্তগণের চীৎকার সেই নদীর তরঙ্গধ্বনি।২৮—৩৩। পরে প্রহস্ত রথে আরোহণপূর্বক শরনিক্ষেপে বানর-গণকে বিদারিত করিতেছে দেখিয়া নীল সবেগে তাহা-দেরই দিকে ধাবিত হইলেন। বাহিনীপতি প্রহস্ত, বৃহৎ মেঘতুল্য বলশালী ও আকাশে উদ্ধূত বায়ুর ন্যায়, নীলকে রণস্থলে সম্মুখে ধাবিত দেখিয়া, তাহার সূর্য্য-বর্ণ রথ সঞ্চালিত করিয়া তাঁহারই সম্মুখীন হইলেন। তৎপরে ধনুর্দ্ধারীদিগের শ্রেষ্ঠ সেনানী প্রহস্ত, নিজ বিপুল ধনু আকর্ষণ করত নীলের প্রতি শর নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। সেই মহাবেগশালী শরসমূহও নীলের গাত্রোপরি পতিত হইল এবং সমাহিত ভাবে তাহার মধ্যে প্রবেশ করত তাহা ভেদ করিয়া, ক্রুদ্ধ সর্পগণের ন্যায়, পৃথিবীমধ্যে প্রবেশ করিতে লাগিল। বীর্য্যবান কপিশ্রেষ্ঠ নীলও অনল-তুল্য শরসমূহ দ্বারা আহত হইয়া একটী বৃক্ষ উপড়া-ইয়া যুদ্ধনিরত মহাদুর্দ্ধর্ষ প্রহস্তকে আঘাত করিলে, সেই রাক্ষসপুঙ্গব তাহাতে অতিশয় আহত হইয়া সিংহনাদ করত বানরসেনাধ্যক্ষের উপর বাণ বৃষ্টি করিতে লাগিলেন। ৩৪—৪০। যেরূপ পথিমধ্যে বৃষ্টি আসিলে বৃষ নিবারণ করিতে না পারিয়া, স্থিরভাবে সহ্য করিয়া থাকে, সেইরূপ নীলও নিমিলিতনেত্রে সেই দুরাচার রাক্ষস প্রহস্তের অসহ্য এবং নিদারুণ বাণবর্ষণ নিবারণ করিতে না পারিয়া, অবাধে তাহা সহ্য করিতে লাগিলেন। পরে সেই মহাবল নীল প্রহস্তের বাণবৃষ্টি দেখিয়া রোষপরবশ হইয়া একটী বৃহৎ শালবৃক্ষ-প্রহারে প্রহস্তের চারিটী ঘোটককে বধ করত সেই দুরাত্মা প্রহস্তের ধনু ভাঙ্গিয়া বারম্বার সিংহনাদ করিতে থাকিলে, সেনাপতি প্রহস্ত শরাসন-শূন্য হইয়া একটী ভীষণ মুষল হস্তে করিয়া রথ হইতে লম্ফপ্রদান করিলেন। ৪১—৪৫। তখন পরস্পর বদ্ধবৈর সিংহ-ব্যাঘ্রতুল্য এবং সিংহশার্দ্দূলচেষ্টিত সেই দুই বলবান সেনাপতি সুতীক্ষ্ণ দন্তদ্বারা উভয়ে উভ-য়কে ক্ষতবিক্ষত করিতে থাকিলে, তাহাদিগকে হস্তি-দ্বয়ের ন্যায় দেখাইতে লাগিল। অপিচ সেই বীরদ্বয় যশোলাভকামনায় যুদ্ধে পরাঙ্মুখ না হইয়া বিজয়ার্থ

কাঙ্ক্ষমাণৌ যশঃ প্রাপ্তুং বৃত্রবাসবয়োরিব ॥ ৪৮
আজঘান তদা নীলং ললাটে মুষলেন সঃ।
প্রহস্তঃ পরমায়স্তস্তস্য সুস্রাব শোণিতম্ ॥ ৪৯
ততঃ শোণিতদিগ্ধাঙ্গঃ প্রগৃহ্য চ মহাতরুম্।
প্রহস্তস্যোরসি ক্রুদ্ধো বিসসর্জ্জ মহাকপিঃ। ৫০
তমচিন্ত্য প্রহারং স প্রগৃহ্য মুষলং মহৎ।
অভিদুদ্রাব বলিনং বলান্নীলং প্লবঙ্গমম্।
তমুগ্রবেগং সংরব্ধমাপতন্তং মহাকপিঃ ॥ ৫১
ততঃ সম্প্রেক্ষ্য জগ্রাহ মহাবেগো মহাশিলাম্।
তস্য যুদ্ধাভিকামস্য মৃধে মুষলযোধিনঃ ॥ ৫২
প্রহস্তস্য শিলাং নীলো মূর্দ্ধ্নি তূর্ণমপাতয়ৎ।
নীলেন কপিমুখ্যেন বিমুক্তা মহতী শিলা।
বিভেদ বহুধা ঘোরা প্রহস্তস্য শিরস্তদা ॥ ৫৩
স গতাসুর্গতশ্রীকো গতসত্ত্বো গতেন্দ্রিয়ঃ।
পপাত সহসা ভূমৌ ছিন্নমূল ইব দ্রুমঃ ॥ ৫৪
বিভিন্নশিরসস্তস্য বহু সুস্রাব শোণিতম্।
শরীরাদপি সুস্রাব গিরেঃ প্রস্রবণো যথা ॥ ৫৫
হতে প্রহস্তে নীলেন তদকম্প্যং মহাবলম্।
রক্ষসামবশিষ্টানাং লঙ্কামভিজগাম হ ॥ ৫৬
ন শেকুঃ সমবস্থাতুং নিহতে বাহিনীপতৌ।
সেতুবন্ধং সমাসাদ্য বিশীর্ণং সলিলং যথা ॥ ৫৭
হতে তস্মিংশ্চমূমুখ্যে রাক্ষসাস্তে নিরুদ্যমাঃ।
রক্ষঃপতিগৃহং গত্বা ধ্যানমূকত্বমাগতাঃ।
প্রাপ্তাঃ শোকার্ণবং তীব্রং বিসংজ্ঞা ইব তেহভবন্ ॥ ৫৮

ততস্তু নীলো বিজয়ী মহাবলঃ
প্রশস্যমানঃ সুকৃতেন কর্ম্মণা।
সমেত্য রামেণ সলক্ষ্মণেন
প্রহৃষ্টরূপস্তু বভূব যূথপঃ ॥ ৫৯

ইতি লঙ্কাকাণ্ডে অষ্টপঞ্চাশঃ সর্গঃ ॥ ৫৮ ॥

একোনষষ্টিতমঃ সর্গঃ।

তস্মিন্ হতে রাক্ষসসৈন্যপালে
প্লবঙ্গমনামৃষভেণ যুদ্ধে।
ভীমায়ুধং সাগরবেগতুল্যং
বিদুদ্রুবে রাক্ষসরাজসৈন্যম্ ॥ ১
গত্বাথ রক্ষোহধিপতেঃ শশংসুঃ
সেনাপতিং পাবকসূনুশস্তম্।

সমুদ্যত বৃত্র এবং ইন্দ্রের বিক্রম প্রকাশ করিতে লাগিলেন। পরে প্রচণ্ড বলশালী প্রহস্ত নীলের ললাটদেশে মুষল প্রহার করিলে, তাহা হইতে শোণিতস্রাব হইতে লাগিল। তখন কপিশ্রেষ্ঠ নীল রুধিরদিগ্ধাঙ্গ হইয়া অতীব ক্রুদ্ধ হইলেন এবং একটী প্রকাণ্ড বৃক্ষ হস্তে লইয়া, প্রহস্তের বক্ষঃস্থলে প্রহার করিলেন। ৪৬—৫০। কিন্তু সেই বীর তাদৃশ প্রহারের প্রতি ভ্রূক্ষেপও না করিয়া প্রকাণ্ড মুষল লইয়া বেগ-সহকারে বলবান্ বানরসত্তম নীলের অভিমুখে ধাবিত হইলেন। মহাবেগশালী মহাকপি নীল, ক্রুদ্ধ তীব্রবেগ প্রহস্তকে সম্মুখে উপস্থিত দেখিয়া, সেই যুদ্ধাভিলাষী মুষলযোধী প্রহস্ত মুষল প্রহার করিবার পূর্ব্বেই একটী প্রকাণ্ড প্রস্তর তাহার মস্তকোপরি নিক্ষেপ করিলে কপিশ্রেষ্ঠ নীলকর্ত্তৃক নিক্ষিপ্ত সেই ঘোররূপ মহান্ প্রস্তর প্রহস্তের মস্তক বিদীর্ণ করিয়া ফেলিল। তখন সেই প্রহস্তের ইন্দ্রিয় সকল অবশ, বল বিগত ও শরীর শ্রীহীন হইল এবং তিনি গতাসু হইয়া ছিন্নমূল তরুবরের ন্যায় ভূতলে পড়িলেন। তখন সেই বীরের মস্তক বিদীর্ণ হওয়ায় তাহা হইতে, বহু শোণিত ক্ষরিত হইল এবং যেরূপ পর্ব্বত হইতে প্রস্রবণ সকল নির্গত হয়, তদ্রূপ তাহার শরীর হইতেও রুধিরধারা ক্ষরিত হইতে লাগিল। ৫১—৫৫।

এইরূপে নীল প্রহস্তকে নিহত করিলে রাক্ষসগণের সেই অবশিষ্ট অকম্পনীয় সুমহৎ বল লঙ্কার দিকে প্রস্থান করিল। সেতু ভাঙ্গিয়া গেলে যেরূপ সলিল বাহির হইয়া যায়, সেইরূপ সেনাপতি নিহত হওয়ায় সেই রাক্ষসগণও তথায় আর তিষ্ঠিতে পারিল না। অপিচ সেই রাক্ষসপতি নিহত হওয়ায় রাক্ষসগণ শোকসাগরে নিমগ্ন ও অচেতনপ্রায় হইল। এবং পরিশেষে নিরুদ্যম হইয়া রাক্ষসরাজের গৃহে প্রতিগমন করত, ধ্যানমগ্ন ব্যক্তির ন্যায়, মৌনাবলম্বন করিয়া রহিল। এদিকে যূথপতি মহাবল বিজয়ী নীল,—রাম ও লক্ষ্মণের সমীপবর্ত্তী হইলেন। রাম-লক্ষ্মণ নীলের উত্তম কার্য্যের প্রশংসা করিতে থাকিলে নীল সাতিশয় হৃষ্ট হইলেন। ৫৬—৫৯।

ঊনষষ্টিতম সর্গ।

বানর-পুঙ্গব নীল রাক্ষসসেনাপতি প্রহস্তকে রণ-স্থলে নিহত করিলে, ভীমাস্ত্রধারী সমুদ্রবেগতুল্য রাক্ষসরাজের সৈন্যগণ পলায়ন করিতে লাগিল। পরে রাক্ষসরাজের নিকটে উপস্থিত হইয়া ‘অগ্নি-তনয়কর্ত্তৃক

তচ্চাপি তেষাং বচনং নিশম্য
রক্ষোঽধিপঃ ক্রোধবশং জগাম ॥ ২
সংখ্যে প্রহস্তং নিহতং নিশম্য
ক্রোধার্দ্দিতং শোকপরীতচেতাঃ।
উবাচ তান্ রাক্ষসযূথমুখ্যা-
নিন্দ্রো যথা নির্জ্জরযূথমুখ্যান্ ॥ ৩
নাবজ্ঞা রিপবো কার্য্যা যৈরিন্দ্রবলসাদনঃ।
সূদিতঃ সৈন্যপালো মে সানুযাত্রঃ সকুঞ্জরঃ ॥ ৪
সোঽহং রিপুবিনাশায় বিজয়ায়াবিচারয়ন্।
স্বয়মেব গমিষ্যামি রণশীর্ষং তদদ্ভুতম্ ॥ ৫
অদ্য তদ্বানরানীকং রামঞ্চ সহলক্ষ্মণম্।
নির্দ্দহিষ্যামি বাণৌঘৈর্বনং দীপ্তৈরিবাগ্নিভিঃ ॥ ৬
স এবমুক্ত্বা জ্বলনপ্রকাশং
রথং তুরঙ্গোত্তমরাজিযুক্তম্।
প্রকাশমানং বপুষা জ্বলন্তং
সমারুরোহামররাজশত্রুঃ ॥ ৭
স শঙ্খভেরীপণবপ্রণাদৈ-
রাস্ফোটিতক্ষ্বেড়িতসিংহনাদৈঃ।
পুণ্যৈঃ স্তবৈশ্চাপি সুপূজ্যমান-
স্তদা যযৌ রাক্ষসরাজমুখ্যঃ ॥ ৮
স শৈলজীমূতনিকাশরূপৈ-
র্মাংসাশনৈঃ পাবকদীপ্তনেত্রৈঃ।
বভৌ বৃতো রাক্ষসরাজমুখ্যো
ভূতৈর্বৃতো রুদ্র ইবামরেশঃ ॥ ৯
ততো নগর্য্যাঃ সহসা মহৌজা
নিষ্ক্রম্য তদ্বানরসৈন্যমুগ্রম্।
মহার্ণবাভ্রস্তনিতং দদর্শ
সমুদ্যতং পাদপশৈলহস্তম্ ॥ ১০
তদ্রাক্ষসানীকমতিপ্রচণ্ড-
মালোক্য রামো ভুজগেন্দ্রবাহুঃ।
বিভীষণং শস্ত্রভৃতাং বরিষ্ঠ-
মুবাচ সেনানুগতঃ পৃথুশ্রীঃ ॥ ১১
নানাপতাকাধ্বজচ্ছত্রজুষ্টং
প্রাসাসিশূলাযুধশস্ত্রজুষ্টম্।
বলং মহেন্দ্রোপমনাগজুষ্টং
কস্যেদমক্ষোভ্যমভীরুজুষ্টম্ ॥ ১২
ততস্তু রামস্য নিশম্য বাক্যং
বিভীষণঃ শক্রসমানবীর্য্যঃ।
শশংস রামায় বলপ্রবেকং
মহাত্মনাং রাক্ষসপুঙ্গবানাম্ ॥ ১৩
যোঽসৌ গজস্কন্ধগতো মহাত্মা
নবোদিতার্কোপমতাম্রবক্ত্রঃ।
সংকম্পয়ন্নাগশিরোঽভ্যুপৈতি
হ্যকম্পনং ত্বেনমবেহি রাজন্ ॥ ১৪

সেনাপতি নিহত হইয়াছেন' এই সংবাদ বলিলে রাক্ষসরাজ তাহা শুনিয়া বিষম ক্রুদ্ধ হইলেন। যুদ্ধক্ষেত্রে প্রহস্ত নিহত হইয়াছে শুনিয়া রোষে ও শোকে ব্যাকুলচিত্ত হইয়া, দেবরাজ যেরূপ দেবতাদিগের অধিনায়কগণকে বলিয়া থাকেন, তিনি সেইরূপ রাক্ষসদলের দলপতিগণকে বলিলেন। ১—৩। "যাহাদিগের হস্তে ইন্দ্রবল-সূদন আমার সেই সেনাপতি অনুযাত্র ও কুঞ্জরের সহিত হত হইয়াছেন, সেই শত্রুর প্রতি অবজ্ঞা করা কর্ত্তব্য নহে; সুতরাং শত্রুগণের বধসাধন করত সমরে বিজয় লাভ করিবার জন্য আমি কোন বিচার না করিয়াই স্বয়ং সেই অদ্ভুত মহাসমরে যাত্রা করিব। প্রজ্বলিত অনলে বনদাহের ন্যায়, আমি অদ্য শরানলে রাম ও লক্ষ্মণের সহিত সেই বানরসেনাকে দগ্ধ করিয়া ফেলিব।" ৪—৬। স্বীয় জাজ্বল্যমান শরীর দ্বারা প্রকাশমান ইন্দ্ররিপু রাবণ এই কথা বলিয়া, জ্বলন্ত অগ্নির ন্যায় উজ্জ্বল উত্তম-অশ্বসমূহবিরাজিত রথে আরোহণ করিলেন। এইরূপে সেই রাজশ্রেষ্ঠ রাক্ষস রাবণ পবিত্র স্তুতিবাক্যে পূজিত হইয়া বহির্গত হইলে চারিদিক্ হইতে সৈনিকগণের আস্ফালন, কুর্দন, নিনাদ ও সিংহনাদ এবং শঙ্খ, ভেরী ও পণব সকলের শব্দ উত্থিত হইতে লাগিল। সেই সময়ে পর্ব্বত ও মেঘতুল্য এবং অনলের ন্যায় দীপ্তচক্ষু মাংসাশী রাক্ষসগণকর্ত্তৃক পরিবেষ্টিত হওয়ায় সেই রাক্ষসরাজকে ভূতপরিবৃত দেবেশ্বর রুদ্রের ন্যায় বোধ হইতে লাগিল। পরে সেই মহাতেজস্বী রাবণ সবলে নগর হইতে নির্গত হইয়া মহাসমুদ্র এবং মহামেঘতুল্য শব্দকারী শৈলপাদপহস্ত, যুদ্ধোদ্যত ভীষণমূর্ত্তি বানরগণকে দেখিতে পাইলেন। এদিকে নাগেন্দ্রতুল্য বাহুযুগলবিশিষ্ট সেনানুগত সুদর্শন রঘুনন্দন সেই বিষম প্রচণ্ড রাক্ষসসৈন্য দেখিয়া, শস্ত্রধারিপ্রবর বিভীষণকে কহিলেন;—"নানাবর্ণপতাকা ও ধ্বজশোভিত, মহেন্দ্র-পর্ব্বততুল্য মৃগগণ-নিষেবিত এবং প্রাস, তরবারি ও শূল প্রভৃতি বিবিধ অস্ত্র ও শস্ত্রসম্পূর্ণ এই সৈন্য কাহার?" ৭—১২। রামের কথা শুনিয়া ইন্দ্রতুল্য বীর্য্যবান্ বিভীষণ, রামের নিকটে মহাবল রাক্ষসপুঙ্গবগণের সেই উৎকৃষ্ট বলের বিষয় বলিতে লাগিলেন। বিভীষণ কহিলেন;—"রাজন্! নবোদিত সূর্য্যের ন্যায় যে মহাবল

যোঽসৌ রথস্থো মৃগরাজকেতু-
র্ধূন্বন্ ধনুঃ শক্রধনুঃপ্রকাশম্।
করীব ভাত্যুগ্রবিবৃত্তদংষ্ট্রঃ
স ইন্দ্রজিন্নাম বরপ্রধানঃ॥ ১৫
যশ্চৈষ বিন্ধ্যাস্তমহেন্দ্রকল্পো
ধন্বী রথস্থোঽতিরথোঽতিবীরঃ।
বিস্ফারয়ংশ্চাপমতুল্যমানং
নাম্নাতিকায়োঽতিবিবৃদ্ধকায়ঃ॥ ১৬
যোঽসৌ নবার্কোদিততাম্রচক্ষু-
রারুহ্য ঘণ্টানিনদপ্রণাদম্।
গজং খরং গর্জ্জতি বৈ মহাত্মা
মহোদরো নাম স এষ বীরঃ॥ ১৭
যোঽসৌ হয়ং কাঞ্চনচিত্রভাণ্ড-
মারুহ্য সন্ধ্যাভ্রগিরিপ্রকাশম্।
প্রাসং সমুদ্যম্য মরীচিনদ্ধং
পিশাচ এষোঽশনিতুল্যবেগঃ॥ ১৮
যশ্চৈষ শূলং নিশিতং প্রগৃহ্য
বিদ্যুৎপ্রভং কিঙ্করবজ্রবেগম্।
বৃষেন্দ্রমাস্থায় শশিপ্রকাশ-
মায়াতি যো (সোঽ)ঽসৌ ত্রিশিরা যশস্বী॥ ১৯
অসৌ চ জীমূতনিকাশরূপঃ
কুম্ভঃ পৃথুব্যূঢ়সুজাতবক্ষাঃ।
সমাহিতঃ পন্নগরাজকেতু-
র্বিস্ফারয়ন্ যাতি ধনুর্বিধুন্বন্॥ ২০
যশ্চৈষ জাম্বূনদবজ্রজুষ্টং
দীপ্তং সধূমং পরিঘং প্রগৃহ্য।
আয়াতি রক্ষোবলকেতুভূতো
যোঽসৌ নিকুম্ভোঽদ্ভুতবীরকর্ম্মা॥ ২১
যশ্চৈষ চাপাসিশরৌঘজুষ্টং
পতাকিনং পাবকদীপ্তরূপম্।
রথং সমাস্থায় বিভাত্যুদগ্রো
নরান্তকোঽসৌ নগশৃঙ্গযোধী॥ ২২
যশ্চৈষ নানাবিধঘোররূপৈ-
র্ব্যাঘ্রোষ্ট্রনাগেন্দ্রমৃগাশ্ববক্ত্রৈঃ।
ভূতৈর্বৃতো ভাতি বিবৃত্তনেত্রৈ-
র্যোঽসৌ সুরাণামপি দর্পহন্তা॥ ২৩
যত্রৈতদিন্দুপ্রতিমং বিভাতি
ছত্রং সিতং সূক্ষ্মশলাকমগ্র্যম্।
অত্রৈব রক্ষোঽধিপতির্মহাত্মা
ভূতৈর্বৃতো রুদ্র ইবাবভাতি॥ ২৪
অসৌ কিরীটী চলকুণ্ডলাস্যো
নগেন্দ্রবিন্ধ্যোপমভীমকায়ঃ।

রাক্ষস, হস্তিপৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া তাহার মস্তক কম্পিত করত আসিতেছে, ইহাকে অকম্পন বলিয়া জানিবেন। সিংহধ্বজযুক্ত রথে আরোহণ করিয়া, ইন্দ্রধনুর ন্যায় বিপুল ধনু প্রকম্পিত করত যে বিবৃতদন্ত মত্তহস্তীর ন্যায় শোভা পাইতেছে এই সেই বরদান-সমুদ্ধত ইন্দ্রজিৎ। বিন্ধ্যাচল, অস্তাচল এবং মহেন্দ্রগিরিতুল্য অপ্রমেয়দেহ যে ধনুর্দ্ধারী অতিরথ অতিবীর নিজ ধনু বিস্ফারিত করিয়া আসিতেছে, ঐ বিবৃদ্ধকায় বীরের নাম অতিকায়। নবোদিত সূর্য্যের ন্যায় আরক্তচক্ষু যে মহাবল রাক্ষস ঘণ্টাধ্বনির শব্দ-বিশিষ্ট ক্রূর হস্তীর উপরে আরোহণ করিয়া গর্জ্জন করিতেছে, ঐ সেই মহোদর-নামক বীর। ১৩—১৭। যে সন্ধ্যাকালীন জলদ এবং পর্ব্বততুল্য, কনকালঙ্কার-ভূষিত ঘোটকে আরোহণ করত উজ্জ্বল প্রাস উদ্যত করিয়া রহিয়াছে, বজ্রের ন্যায় বেগশালী ঐ বীরের নাম পিশাচ। যে, সুতীক্ষ্ণ শূল হস্তে বজ্রাপেক্ষা বেগবান্, চন্দ্রতুল্য দীপ্তিমান্ এবং বিদ্যুতের ন্যায় প্রভাশালী বৃষেন্দ্রের উপরি আরোহণ করিয়া আসিতেছে, ঐ সেই যশস্বী ত্রিশিরা। বিশাল-সুজাতবক্ষ এবং বিদ্যুৎতুল্য রূপবান্ যে বীর, একাগ্রচিত্তে নিজ ধনু বিস্ফারিত ও কম্পিত করত অগ্রসর হইতেছে এবং যাহার রথধ্বজে সর্পরাজচিহ্ন দেখা যাইতেছে, উহারই নাম কুম্ভ। রাক্ষসবলের ধ্বজকেতুস্বরূপ যে অদ্ভুতকর্ম্মা বীর, কাঞ্চন ও হীরক-খচিত প্রদীপ্ত সধূম পরিঘ হস্তে আসিতেছে, উহারই নাম নিকুম্ভ। ১৮—২১। যে মহাকায় বীর, অগ্নির ন্যায় দীপ্তরূপ, পতাকা শোভিত এবং চাপ, তরবারি, বাণসমূহসম্পূর্ণ রথারোহণে শোভা পাইতেছে, উহার নাম নরান্তক। মহারাজ! এই বীর অস্ত্রের সহিত যুদ্ধ করিতে না পাইলে তাহার বাহু-কণ্ডূতি নিবারণ করিবার জন্য পর্ব্বতশৃঙ্গের সহিতই যুদ্ধ করিয়া থাকে। যিনি দেবতাগণেরও দর্প চূর্ণ করিয়াছেন, ঐ সেই রাক্ষসপতি;—ঘোররূপ বিবৃতচক্ষু ব্যাঘ্র উষ্ট্র ও গজেন্দ্রবদন নানারূপ ভূতগণে পরিবেষ্টিত হইয়া, ভূতগণপরিবেষ্টিত রুদ্রের ন্যায় শোভা পাইতেছেন। ঐ যে সূক্ষ্মশলাকা-রচিত চন্দ্রের ন্যায় শুভ্রবর্ণ উৎকৃষ্ট ছত্র দেখা যাইতেছে, রাক্ষসগণের অধীশ্বর রাবণ ঐ স্থানে আছেন। মহারাজ! যিনি দেবেন্দ্র এবং বৈবস্বতেরও দর্প চূর্ণ করিয়াছেন এবং যাঁহার বদনমণ্ডলে দোলায়মান কুণ্ডল দেখা যাই-

মহেন্দ্রবৈবস্বতদর্পহন্তা
রক্ষোঽধিপঃ সূর্য্য ইবাবভাতি ॥ ২৫
প্রত্যুবাচ ততো রামো বিভীষণমরিন্দমঃ।
অহো দীপ্তমহাতেজা রাবণো রাক্ষসেশ্বরঃ ॥ ২৬
আদিত্য ইব দুষ্প্রেক্ষ্যো রশ্মিভির্ভাতি রাবণঃ।
ন ব্যক্তং লক্ষয়ে হ্যস্য রূপং তেজঃসমাবৃতম্ ॥ ২৭
দেবদানববীরাণাং বপুর্নৈবংবিধং ভবেৎ।
যাদৃশং রাক্ষসেন্দ্রস্য বপুরেতদ্ধি রাজতে ॥ ২৮
সর্ব্বে পর্ব্বতসঙ্কাশাঃ সর্ব্বে পর্ব্বতযোধিনঃ।
সর্ব্বে দীপ্তায়ুধধরা যোধাস্তস্য মহাত্মনঃ ॥ ২৯
বিভাতি রক্ষোরাজোঽসৌ প্রদীপ্তৈর্ভীমদর্শনৈঃ।
ভূতৈঃ পরিবৃতস্তীক্ষ্ণৈর্দেহবদ্ভিরিবান্তকঃ ॥ ৩০
দিষ্ট্যায়মদ্য পাপাত্মা মম দৃষ্টিপথং গতঃ।
অদ্য ক্রোধং বিমোক্ষ্যামি সীতাহরণসম্ভবম্ ॥ ৩১
এবমুক্ত্বা ততো রামো ধনুরাদায় বীর্য্যবান।
লক্ষ্মণানুচরস্তস্থৌ সমুদ্ধৃত্য শরোত্তমম্ ॥ ৩২
ততঃ স রক্ষোঽধিপতির্মহাত্মা
রক্ষাংসি তান্যাহ মহাবলানি।
দ্বারেষু চর্য্যাগৃহগোপুরেষু
সুনির্বৃতাস্তিষ্ঠত নির্ব্বিশঙ্কাঃ ॥ ৩৩
ইহাগতং মাং সহিতং ভবদ্ভি-
র্বনৌকসশ্ছিদ্রমিদং বিদিত্বা।
শূন্যাং পুরীং দুষ্প্রসহাং প্রমথ্য
প্রধর্ষয়েয়ুঃ সহসা সমেতাঃ ॥ ৩৪
বিসর্জ্জয়িত্বা সচিবাংস্ততস্তান্
গতেষু রক্ষঃসু যথানিয়োগম্।
ব্যদারয়দ্বানরসাগরৌঘং
মহাঝষৈঃ পূর্ণমিবার্ণবৌঘম্ ॥ ৩৫
তমাপতন্তং সহসা সমীক্ষ্য
দীপ্তেষুচাপং যুধি রাক্ষসেন্দ্রম্।
মহৎ সমুৎপাট্য মহীধরাগ্রং
দুদ্রাব রক্ষোঽধিপতিং হরীশঃ ॥ ৩৬
তচ্ছৈলশৃঙ্গং বহুবৃক্ষসানুং
প্রগৃহ্য চিক্ষেপ নিশাচরায়।
তমাপতন্তং সহসা সমীক্ষ্য
চিচ্ছেদ বাণৈস্তপনীয়পুঙ্খৈঃ ॥ ৩৭
তস্মিন্ প্রবৃদ্ধোত্তমসানুবৃক্ষে
শৃঙ্গে বিদীর্ণে পতিতে পৃথিব্যাম্।
মহাহিকল্পং শরমন্তকাভং
সমাদদে রাক্ষসলোকনাথঃ ॥ ৩৮

তেছে, ঐ সেই নাগেন্দ্র ও বিন্ধ্যাচলের ন্যায় ভীষণকায় রাক্ষসরাজ, সূর্য্যের ন্যায় প্রকাশ পাইতেছেন।” ২২—২৫। অরিন্দম রাম বিভীষণের কথা শুনিয়া বলিলেন; “অহো! এই মহাতেজা রাক্ষসরাজ রাবণ কি তেজস্বী! ইহার দেহের কিরণ ইতস্ততঃ বিস্ফুরিত হওয়ায়, ভাস্করের ন্যায় এরূপ দুর্দ্দর্শনীয় হইয়াছে যে, ইহার তেজঃসমাকীর্ণ রূপ দেখা যাইতেছে না। রাক্ষসপতির দেহ দেবতা ও দানববীরগণের শরীরের ন্যায় প্রকাশ পাইতেছে। মহাবল রাবণের অনুগামী যোদ্ধাগণের সকলেই পর্ব্বততুল্য বৃহৎকায়, প্রদীপ্তায়ুধধারী এবং দেহকান্তি নিবারণ করিবার জন্য সকলেই পর্ব্বতের সহিত যুদ্ধ করিয়া থাকে। রাক্ষসরাজ দীপ্তিমান্ ভীমদর্শন এবং তীক্ষ্ণদেহ ভূতগণে পরিবেষ্টিত হওয়ায়, ইহাঁকে ভূতগণপরিবেষ্টিত যমের ন্যায় বোধ হইতেছে। সৌভাগ্যক্রমেই আজ এই পাপাত্মা আমার দৃষ্টিপথে পড়িয়াছে। আমার মনে সীতাহরণজনিত যে ক্রোধ প্রদীপ্ত হইয়াছে, আজ তাহা ইহার উপরেই নিক্ষেপ করিব।” ২৬—৩১। ইহা বলিয়া বীর্য্যবান্ রাম ধনুর্দ্ধারণপূর্ব্বক উত্তম বাণ লইয়া অগ্রসর হইলে, লক্ষ্মণও তাঁহার অনুগামী হইলেন। পরে মহাত্মা রাক্ষসরাজ, সেই মহাবল রাক্ষসগণকে বলিলেন,—তোমরা নির্ভয়ে, সাবধানে লঙ্কার চারিটী দ্বার, মহামার্গ, প্রধান গৃহ এবং বহির্দ্বারস্থ অট্টালিকাসমূহে অবস্থান কর; কেননা সমবেত মহাবল বনবাসী বানরগণ, তোমাদিগের সহিত আমার পুরী হইতে বহির্গমনরূপ এই ছিদ্র জানিতে পারিয়া দুষ্প্রসহা এবং বীরশূন্যা পুরীকে প্রমথিত ও বিদলিত করিয়া ফেলিবে।” তৎপরে রাক্ষসগণ রাবণের নিয়োগ অনুসারে পুরীমধ্যে প্রবেশ করিলে, রক্ষোরাজও তাঁহার সচিবগণকে বিদায় দিয়া, স্বয়ং মহামৎস্য-পূর্ণ মহাসমুদ্র-সলিলের ন্যায়, সেই সুমহৎ বানরসৈন্যগণকে বিধ্বস্ত করিতে লাগিলেন। তখন বানরপতি সুগ্রীব, উজ্জ্বল বাণ ও ধনুর্দ্ধারী রাক্ষসরাজকে হঠাৎ যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত দেখিয়া একটি প্রকাণ্ড পর্ব্বতশৃঙ্গ উপড়াইয়া রাবণের দিকে ধাবিত হইলেন। পরে বহু বৃক্ষ এবং সানুশোভিত সেই পর্ব্বতশৃঙ্গকে রাক্ষসরাজের প্রতি নিক্ষেপ করিলেন। কিন্তু রাবণ তাহাকে পতনোন্মুখ দেখিয়া প্রদীপ্তপুঙ্খ-শোভিত শরসমূহদ্বারা তৎক্ষণাৎ তাহা কাটিয়া ফেলিলেন। ৩২—৩৭। সেই প্রবৃদ্ধ ও উত্তম সানু এবং বৃক্ষরাজি-বিরাজিত গিরিশৃঙ্গ বিদীর্ণ হইয়া ভূতলে পতিত হইলে, রাক্ষসনাথ ক্রুদ্ধ

স তং গৃহীত্বানিলতুল্যবেগং
সবিস্ফুলিঙ্গজ্বলনপ্রকাশম্।
বাণং মহেন্দ্রাশনিতুল্যবেগং
চিক্ষেপ সুগ্রীববধায় রুষ্টঃ॥ ৩৯
স সায়কো রাবণবাহুমুক্তঃ
শক্রাশনিস্পর্শবপুঃপ্রকাশম্।
সুগ্রীবমাসাদ্য বিভেদ বেগাৎ
গুহেরিতা ক্রৌঞ্চমিবোগ্রশক্তিঃ॥ ৪০
স সায়কার্ত্তো বিপরীতচেতাঃ
কূজন্ পৃথিব্যাং নিপপাত বীরঃ।
তং বীক্ষ্য ভূমৌ পতিতং বিসংজ্ঞং
নেদুঃ প্রহৃষ্টা যুধি যাতুধানাঃ॥ ৪১
ততো গবাক্ষো গবয়ঃ সুষেণ-
স্ত্বৃষভো জ্যোতিমুখো নলশ্চ।
শৈলান্ সমুদ্যম্য বিবৃদ্ধকায়াঃ
প্রদুদ্রুবুস্তং প্রতি রাক্ষসেন্দ্রম্॥ ৪২
তেষাং প্রহারান্ স চকার মোঘান্
রক্ষোঽধিপো বাণশতৈঃ শিতাগ্রৈঃ।
তান্ বানরেন্দ্রানপি বাণজালৈ-
র্বিভেদ জাম্বুনদচিত্রপুঙ্খৈঃ॥ ৪৩
ততস্তু তদ্বানরসৈন্যমুগ্রং
প্রচ্ছাদয়ামাস স বাণজালৈঃ।

তে বধ্যমানাঃ পতিতাশ্চ বীরা
নানদ্যমানা ভয়শল্যবিদ্ধাঃ।
শাখামৃগা রাবণসায়কার্ত্তা
জগ্মুঃ শরণ্যং শরণং স্ম রামম্॥ ৪৪
ততো মহাত্মা স ধনুর্ধনুষ্মা-
নাদায় রামঃ সহসা জগাম।
তং লক্ষ্মণঃ প্রাঞ্জলিরভ্যুপেত্য
উবাচ বাক্যং পরমার্থযুক্তম্॥ ৪৫
কামমার্য্য সুপর্য্যাপ্তো বধায়াস্য দুরাত্মনঃ।
বিধমিষ্যাম্যহং চৈতমনুজানীহি মাং বিভো॥ ৪৬
তমব্রবীন্মহাতেজা রামঃ সত্যপরাক্রমঃ।
গচ্ছ যত্নপরশ্চাপি ভব লক্ষ্মণ সংযুগে॥ ৪৭
রাবণো হি মহাবীর্য্যো রণে চাদ্ভুতবিক্রমঃ।
ত্রৈলোক্যেনাপি সংক্রুদ্ধো দুষ্প্রসহ্যো ন সংশয়ঃ॥ ৪৮
তস্য ছিদ্রাণি মার্গস্ব স্বচ্ছিদ্রাণি চ লক্ষয়।
চক্ষুষা ধনুষাত্মানং গোপায়স্ব সমাহিতঃ॥ ৪৯
রাঘবস্য বচঃ শ্রুত্বা সম্পরিষ্বজ্য পূজ্য চ।
অভিবাদ্য চ রামায় যযৌ সৌমিত্রিরাহবে॥ ৫০

হইয়া বিশাল সর্প ও যমতুল্য একটী বাণ গ্রহণ করিলেন এবং অনিল ও ইন্দ্রের বজ্রের ন্যায় বেগবান্ ও সস্ফুলিঙ্গ জ্বলন্ত অনলের ন্যায় সেই বাণটীকে সুগ্রীবের বিনাশবাসনায় নিক্ষেপ করিলেন। কার্ত্তিকেয়-নিক্ষিপ্ত উগ্রতরা শক্তি যেরূপ ক্রৌঞ্চপর্ব্বতে পতিত হইয়াছিল, সেইরূপ রাবণের হস্তবিমুক্ত সেই বাণ, উজ্জ্বলমূর্ত্তি বজ্রের ন্যায় কঠিন দেহ সুগ্রীবের উপর পতিত হইয়া, তাঁহার অঙ্গ বিদ্ধ করিয়া ফেলিল। বীরবর বানররাজও সেই শরাঘাতে অতিশয় ক্লিষ্ট এবং অচেতন হইয়া অস্ফুট শব্দ করত ভূতলে পতিত হইলেন এবং রাক্ষসগণ তাঁহাকে রণমধ্যে অচেতন ও ভূপতিত দেখিয়া আহ্লাদে সিংহনাদ করিতে লাগিল। ৩৯—৪১। পরে গবাক্ষ, সুষেণ, ঋষভ, জ্যোতির্ম্মুখ ও নল প্রভৃতি বানরগণ স্ব স্ব দেহ স্ফীত করিয়া ও প্রস্তরখণ্ড সকল হস্তে লইয়া রাক্ষসপতির দিকে ধাবিত হইল। কিন্তু রাক্ষসনাথ শাণিত শত শর দ্বারা তাহাদের সেই নিক্ষিপ্ত প্রস্তরাদি ব্যর্থ করিয়া, সুবর্ণপুঙ্খ শরসমূহ দ্বারা সেই বানরেন্দ্রগণের গাত্র-বিদ্ধ করিলেন। তখন সেই ভীমকায় বানরেন্দ্রগণও দেববৈরী রাবণের শরজালে অভিভূত হইয়া ভূপতিত হইলে, রাবণ বাণসমূহদ্বারা সেই উগ্রস্বভাব বানরসৈন্যগণকে অভিভূত করিতে লাগিলেন। সেই বানরগণ রাবণের বাণপ্রহারে অতিশয় পীড়িত, বধ্যমান ও ভূপতনোন্মুখ হইয়া শরণাগতরক্ষক রামচন্দ্রের শরণাপন্ন হইল। তাহা দেখিয়া ধনুর্দ্ধারিপ্রবর মহাত্মা রাম ধনুর্দ্ধারণ করিয়া তৎক্ষণাৎ অগ্রসর হইলে লক্ষ্মণ কৃতাঞ্জলিপুটে তাঁহার নিকট আসিয়া যুক্তিপূর্ণ হিতকর বাক্য বলিলেন,—"আর্য্য! আমি একাকীই এই দুরাত্মাকে বধ করিতে পারি; সুতরাং প্রভো! আপনি অনুমতি করুন, আমিই এই রাক্ষসকে বধ করিয়া ফেলি।" ৪২—৪৬। লক্ষ্মণের কথা শুনিয়া সত্যপরাক্রম মহাতেজা রাম কহিলেন,—"লক্ষ্মণ! যাও, কিন্তু যুদ্ধক্ষেত্রে বিশেষ সাবধান হইবে। সাবধানে নিজ ছিদ্র সকল গোপন করত শত্রুর ছিদ্র অন্বেষণ করিবে এবং তৎপরে চারিদিকে দেখিয়া নিজ ধনুর্দ্বারা আত্মরক্ষা করিতে চেষ্টা করিবে; কেননা মহাবীর রাবণ যুদ্ধে অদ্ভুত পরাক্রম প্রকাশ করিয়া থাকে এবং এ ক্রুদ্ধ হইলে, ত্রিভুবনবাসী সমস্ত লোকও ইহার বিক্রম সহ্য করিতে পারে না, তদ্বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।" রামের কথা শুনিয়া সুমিত্রাতনয় লক্ষ্মণ তাঁহাকে অভিবাদন ও পূজা করিলেন। এবং রামচন্দ্রকে আলিঙ্গনপূর্ব্বক তাঁহার

স রাবণং রাবণরক্ষবাহুং
দদর্শ ভীমোদ্যতদীপ্তচাপম্।
প্রচ্ছাদয়ন্তং শরবৃষ্টিজালৈ-
স্তান্ বানরান্ ভিন্নবিকীর্ণদেহান্॥ ৫১
তমালোক্য মহাতেজা হনুমান্ মারুতাত্মজঃ।
নিবার্য্য শরজালানি বিদুদ্রাব স রাবণম্॥ ৫২
রথং তস্য সমাসাদ্য বাহুমুদ্যম্য দক্ষিণম্।
ত্রাসয়ন্ রাবণং ধীমান্ হনুমান্ বাক্যমব্রবীৎ॥ ৫৩
দেবদানবগন্ধর্বৈর্যক্ষৈশ্চ সহ রাক্ষসৈঃ।
অবধ্যত্বং ত্বয়া প্রাপ্তং বানরেভ্যস্তু তে ভয়ম্॥ ৫৪
এষ মে দক্ষিণো বাহুঃ পঞ্চশাখঃ সমুদ্যতঃ।
বিধমিষ্যতি তে দেহে ভূতাত্মানং চিরোষিতম্॥ ৫৫
শ্রুত্বা হনুমতো বাক্যং রাবণো ভীমবিক্রমঃ।
সংরক্তনয়নঃ ক্রোধাদিদং বচনমব্রবীৎ॥ ৫৬
ক্ষিপ্রং প্রহর নিঃশঙ্কং স্থিরাং কীর্ত্তিমবাপ্নুহি।
ততস্ত্বাং জ্ঞাতবিক্রান্তং নাশয়িষ্যামি বানর॥ ৫৭
রাবণস্য বচঃ শ্রুত্বা বায়ুসূনুর্বচোঽব্রবীৎ।
প্রহৃতং হি ময়া পূর্ব্বমক্ষং তব সুতং স্মর॥ ৫৮

এবমুক্তো মহাতেজা রাবণো রাক্ষসেশ্বরঃ।
আজঘানানিলসুতং তলেনোরসি বীর্য্যবান্।
স তলাভিহতস্তেন চচাল চ মুহুর্মুহুঃ॥ ৫৯
স্থিত্বা মুহূর্ত্তং তেজস্বী স্থৈর্য্যং কৃত্বা মহামতিঃ।
আজঘানাভিসংক্রুদ্ধস্তলেনৈবামরদ্বিষম্। ৬০
ততস্তলেনাভিহতো বানরেণ মহাত্মনা।
দশগ্রীবঃ সমাধূতো যথা ভূমিচলেঽচলঃ॥ ৬১
সংগ্রামে তং তথা দৃষ্ট্বা রাবণং তলতাড়িতম্।
ঋষয়শ্চারণাঃ সিদ্ধা নেদুর্দেবাশ্চ সাসুরাঃ॥ ৬২
অথাশ্বস্য মহাতেজা রাবণো বাক্যমব্রবীৎ।
সাধু বানর বীর্য্যেণ শ্লাঘনীয়োঽসি মে রিপুঃ॥ ৬৩
রাবণেনৈবমুক্তস্তু মারুতির্বাক্যমব্রবীৎ।
ধিগস্তু মম বীর্য্যং যৎ ত্বং জীবসি রাবণ॥ ৬৪
সকৃত্তু প্রহরেদানীং দুর্ব্বুদ্ধে কিং বিকত্থসে।
ততস্ত্বাং মামকো মুষ্টির্নয়িষ্যতি যমক্ষয়ম্॥ ৬৫
ততো মারুতবাক্যেন কোপস্তস্য প্রজজ্বলে।
সংরক্তনয়নো যত্নান্মুষ্টিমাবর্ত্য দক্ষিণম্।

নিকট হইতে বিদায় লইয়া যুদ্ধযাত্রা করিলেন। অনন্তর অগ্রসর হইয়া দেখিলেন,—হস্তিশুণ্ডের ন্যায় বিশালবাহু রাবণ ভীষণ ধনু উত্তোলনপূর্ব্বক বানরগণের শরীরে অজস্র বাণ বর্ষণ করিতেছে। তাহাতে তাহারা ছিন্নভিন্নদেহ হইয়া ভূপতিত হইতেছে। ৪৭—৫১। ইত্যবসরে পবনতনয় হনুমান্ লক্ষ্মণকে অগ্রগামী দেখিয়া, তাঁহাকে নিবারণ করিলেন এবং তিনি নিজেই রাবণের শরজাল নিবারণ করিতে করিতে তদভিমুখে ধাবিত হইলেন। পরে সেই ধীমান্ রাবণের রথোপরি আরোহণপূর্ব্বক দক্ষিণ বাহু সমুদ্যত করিয়া রাবণের ভয়োৎপাদনপূর্ব্বক কহিলেন,—"তুমি বরপ্রভাবে দেবতা, দানব, গন্ধর্ব্ব ও রাক্ষসগণেরই অবধ্য, হইয়াছ; কিন্তু বানরগণ হইতে তোমার সম্পূর্ণ ভয়ের সম্ভাবনা আছে। পঞ্চাঙ্গুলিরূপ শাখাবিশিষ্ট আমার এই দক্ষিণ হস্ত তোমার দেহমধ্যে চিরবাসী তোমার ভূতাত্মাকে বিধ্বস্ত করিয়া ফেলিবে।" ভীমপরাক্রম রাক্ষসরাজ হনুমানের কথা শুনিয়া ক্রোধে আরক্তচক্ষু হইয়া বলিলেন, তুমি শীঘ্র আমাকে আঘাত করত অক্ষয় কীর্ত্তি লাভ কর, তৎপরে তোমার পরাক্রম জানিয়া আমি তোমাকে বধ করিব।" রাবণের কথা শুনিয়া হনুমান্ বলিলেন;—আমার পরাক্রম আর জানিবার প্রয়োজন নাই; আমি তোমার সেই পুত্র অক্ষকে বধ করিয়াছি, তাহা মনে কর, তাহা হইলে জানিতে পারিবে।" হনুমান্ এই কথা বলিলে মহাতেজস্বী বীর্য্যবান্ রাক্ষসপতি রাবণ পবনতনয়ের বক্ষঃস্থলেই করতল প্রহার করিলেন। কিন্তু সেই তেজস্বী মহামতি বায়ুনন্দন তলপ্রহারে মুহুর্মুহু বিচলিত হইলেও মুহূর্ত্তকালমধ্যে সুস্থির হইয়া সক্রোধে সেই দেববৈরি রাবণকে করতলদ্বারা প্রহার করিলেন। ৫২—৬০। তখন দশানন, সেই মহাবল বানরকর্ত্তৃক করতলদ্বারা আহত হইয়া ভূমিকম্পকালে ভূধরের ন্যায় কাঁপিতে লাগিলেন। সিদ্ধ, চারণ, ঋষি, সুর ও অসুরগণও যুদ্ধক্ষেত্রে করতলপ্রহারে সেইরূপ ভাবে বিহ্বল হইতে দেখিয়া, আনন্দে সিংহনাদ করিতে লাগিলেন। পরে মহাতেজা রাবণ সংজ্ঞালাভপূর্ব্বক সুস্থির হইয়া কহিলেন, "ওহে বানর! তুমি তোমার বীর্য্যপ্রভাবে প্রশংসার ভাজন হইয়াছ এবং তুমি যে আমার শত্রু, তাহাও তোমার পক্ষে শ্লাঘার বিষয় মনে করিতেছি।" রাবণ এই কথা বলিলে, পবনপুত্র বলিলেন; "রাবণ! আমার বীর্য্যকে ধিক্; কেননা আমার প্রহারে এখনও তুমি বাঁচিয়া আছ! রে দুর্ব্বুদ্ধে! যাহা হউক, অনর্থক আত্মশ্লাঘা করিবার প্রয়োজন নাই; আর একবার প্রহার করিয়া দেখ; তৎপরে আমার এই মুষ্টি তোমাকে যমালয়ের অতিথি করিবে।" ৬১—৬৫। হনুমানের কথা শুনিয়া বীর্য্যবান্ রাবণের ক্রোধানল প্রজ্বলিত ও নয়নদ্বয়

পাতয়ামাস বেগেন বানরোরসি বীর্য্যবান্ ॥ ৬৬
হনুমান্ বক্ষসি ব্যূঢ়ে সঞ্চচালাহতঃ পুনঃ।
বিহ্বলং তং তদা দৃষ্ট্বা হনুমন্তং মহাবলম্ ॥ ৬৭
রথেনাতিরথঃ শীঘ্রং নীলং প্রতি সমভ্যগাৎ।
রাক্ষসানামধিপতির্দশগ্রীবঃ প্রতাপবান্ ॥ ৬৮
পন্নগপ্রতিমৈর্ভীমৈঃ পরমর্ম্মাতিভেদনৈঃ।
শরৈরাদীপয়ামাস নীলং হরিচমূপতিম্ ॥ ৬৯
স শরৌঘসমায়স্তো নীলো হরিচমূপতিঃ।
করেণৈকেন শৈলাগ্রং রক্ষোঽধিপতয়েঽসৃজৎ ॥ ৭০
হনুমানপি তেজস্বী সমাশ্বস্তো মহামনাঃ।
বিপ্রেক্ষমাণো যুদ্ধেপ্সুঃ সরোষমিদমব্রবীৎ ॥ ৭১
নীলেন সহ সংযুক্তং রাবণং রাক্ষসেশ্বরম্।
অন্যেন যুধ্যমানস্য ন যুক্তমভিধাবনম্ ॥ ৭২
রাবণোঽথ মহাতেজাস্তং শৃঙ্গং সপ্তভিঃ শরৈঃ।
আজঘান সুতীক্ষ্ণাগ্রৈস্তদ্বিশীর্ণং পপাত হ ॥ ৭৩
তদ্বিশীর্ণং গিরেঃ শৃঙ্গং দৃষ্ট্বা হরিচমূপতিঃ।
কালাগ্নিরিব জজ্বাল কোপেন পরবীরহা ॥ ৭৪

সোঽশ্বকর্ণান্ ধবান্ শালান্ চূতাংশ্চাপি সুপুষ্পিতান্।
অন্যাংশ্চ বিবিধান্ বৃক্ষান্ নীলশ্চিক্ষেপ সংযুগে ॥ ৭৫
স তান্ বৃক্ষান্ সমাসাদ্য প্রতিচিচ্ছেদ রাবণঃ।
অভ্যবর্ষচ্চ ঘোরেণ শরবর্ষেণ পাবকিম্ ॥ ৭৬
অভিবৃষ্টঃ শরৌঘেণ মেঘেনেব মহাবলঃ।
হ্রস্বং কৃত্বা ততো রূপং ধ্বজাগ্রে নিপপাত হ ॥ ৭৭
পাবকাত্মজমালোক্য ধ্বজাগ্রে সমবস্থিতম্।
জজ্বাল রাবণঃ ক্রোধাৎ ততো নীলো ননাদ চ ॥ ৭৮
ধ্বজাগ্রে ধনুষশ্চাগ্রে কিরীটাগ্রে চ তং হরিম্।
লক্ষ্মণোঽথ হনুমাংশ্চ রামশ্চাপি সুবিস্মিতাঃ ॥ ৭৯
রাবণোঽপি মহাতেজাঃ কপিলাঘবিস্মিতঃ।
অস্ত্রমাহারয়ামাস দীপ্তমাগ্নেয়মদ্ভুতম্ ॥ ৮০
ততস্তে চুক্রুশুর্হৃষ্টা লব্ধলক্ষাঃ প্লবঙ্গমাঃ।
নীললাঘবসম্ভ্রান্তং দৃষ্ট্বা রাবণমাহবে ॥ ৮১
বানরাণাঞ্চ নাদেন সংরব্ধো রাবণস্তদা।
সম্ভ্রমাবিষ্টহৃদয়ো ন কিঞ্চিৎ প্রত্যপদ্যত ॥ ৮২
আগ্নেয়েনাথ সংযুক্তং গৃহীত্বা রাবণঃ শরম্।
ধ্বজশীর্ষস্থিতং নীলমুদৈক্ষত নিশাচরঃ ॥ ৮৩
ততোঽব্রবীন্মহাতেজা রাবণো রাক্ষসেশ্বরঃ।

রক্তবর্ণ হইয়া উঠিল; তখন তিনি নিজ দক্ষিণ মুষ্টি উদ্যত করিয়া বানরপ্রধান হনুমানের বক্ষঃস্থলে প্রহার করিলেন। হনুমান্‌ও বিশাল বক্ষঃস্থলে সমাহত হইয়া বারংবার বিচলিত এবং অচেতন হইলেন। রাক্ষসগণের অধীশ্বর প্রতাপশালী মহারথ রাবণ, মহাবল হনুমানকে তদ্রূপ বিহ্বল দেখিয়া অচিরে স্বীয় রথ পরিবর্ত্তিত করত নীলের প্রতি ধাবিত হইলেন। পরে পরমর্ম্মভেদী সর্পতুল্যবাণসমূহ-বর্ষণে বানরসেনাগণের অধিনায়ক নীলকে উত্তেজিত করিতে লাগিলেন। কিন্তু বানরসেনানী নীল, বাণ-সমূহে সমাহত হইয়াও এক হস্তে একটী গিরিশৃঙ্গ লইয়া রাক্ষসপতিকে আঘাত করিলেন। ৬৬—৭০। এ দিকে তেজস্বী মহামনা হনুমানও চেতনা লাভ করত আশ্বস্ত হইয়া যুদ্ধবাসনায় ইতস্ততঃ নিরীক্ষণ করিয়া রাক্ষসরাজ রাবণকে নীলের সহিত যুদ্ধ করিতে দেখিয়া সক্রোধে বলিলেন;—দশানন! একজনের সহিত যুদ্ধ করিতে করিতে পলায়ন করা কর্ত্তব্য নহে। অপ্রতিমতেজস্বী বলশালী রাক্ষসনাথ রাবণ, হনুমানের সেই কথায় উপেক্ষা করিয়া নীলনিক্ষিপ্ত সেই পর্ব্বতশৃঙ্গকে লক্ষ্য করিয়া এরূপ সাতটা শর ক্ষেপণ করিলেন যে, সেই শরাঘাতেই উহা খণ্ডখণ্ড হইয়া ভূপতিত হইল। তখন পরবীরবিজয়ী বানরসেনাপতি নীল যুদ্ধক্ষেত্রে সেই পর্ব্বতশৃঙ্গটীকে বিশীর্ণ ও ভূপতিত দেখিয়া ক্রোধে কালাগ্নির ন্যায় হইলেন এবং রাবণের প্রতি অশ্বকর্ণ, ধব, শাল ও পুষ্পিত আম্রবৃক্ষ সকল এবং অন্যান্য বিবিধ বৃক্ষসকল নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। ৭১—৭৫। রাবণও সেই সকল নিক্ষিপ্ত বৃক্ষকে ছেদনপূর্ব্বক ঘোরতর বাণবর্ষণ-দ্বারা অনলতনয়কে অভিভূত করিয়া ফেলিলেন। কিন্তু নীল মেঘমালাতুল্য বাণসমূহে আচ্ছন্ন হইয়াছেন দেখিয়া নিজ দেহকে ক্ষুদ্র করত দশাননের ধ্বজাগ্রে নিপতিত হইলেন। তখন রাবণ অগ্নিতনয়কে নিজ ধ্বজাগ্রে অবস্থান করিতে দেখিয়া ক্রোধে জ্বলিয়া উঠিলেন; তাহা দেখিয়া নীল, সিংহনাদ-পূর্ব্বক এরূপ দ্রুতগতিতে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন যে, হনুমান্, লক্ষ্মণ এবং রামচন্দ্রও যুগপৎ তাঁহাকে রাবণের ধ্বজ, ধনু ও কিরীটাগ্রে অবস্থিত দেখিয়া যারপর নাই বিস্মিত হইলেন। রাবণও বানরের এইরূপ রণকৌশল দেখিয়া প্রজ্বলিত এবং বিস্মিত হইয়া, একটী অদ্ভুত আগ্নেয় অস্ত্র লইলেন। ৭৬—৮০। এদিকে বানরগণ, রাবণকে নীলের ক্ষিপ্রগতি সন্দর্শনে সম্ভ্রান্ত দেখিয়া, আনন্দে আক্রোশ প্রকাশ করিতে লাগিল। রাবণও বানরসেনার এইরূপ শব্দ শুনিয়া এরূপ ক্রুদ্ধ ও শশব্যস্ত হইলেন যে, তিনি কি করিবেন, তাহা কিছুই স্থির করিতে পারিলেন না। তৎপরে সেই মহাতেজস্বী রাক্ষসপতি রাবণ আগ্নেয়াস্ত্রযুক্ত বাণ লইয়া ধ্বজাগ্রস্থিত নীলকে

কপে লাঘবযুক্তোঽসি মায়যা পরয়া সহ ॥ ৮৪
জীবিতং খলু রক্ষস্ব যদি শক্তোঽসি বানর।
তানি তান্যাত্মরূপাণি সৃজসি ত্বমনেকশঃ ॥ ৮৫
তথাপি ত্বাং ময়া মুক্তঃ সায়কোঽস্ত্রপ্রযোজিতঃ।
জীবিতং পরিরক্ষন্তং জীবিতাদ্ভ্রংশয়িষ্যতি ॥ ৮৬
এবমুক্ত্বা মহাবাহু রাবণো রাক্ষসেশ্বরঃ।
সন্ধায় বাণমস্ত্রেণ চমূপতিমতাড়য়ৎ ॥ ৮৭
সোঽগ্নিযুক্তেন বাণেন নীলো বক্ষসি তাড়িতঃ।
নির্দহ্যমানঃ সহসা নিপপাত মহীতলে ॥ ৮৮
পিতৃমাহাত্ম্যসংযোগাদাত্মনশ্চাপি তেজসা।
জানুভ্যামপতদ্ভূমৌ ন তু প্রাণৈর্বিযুজ্যত ॥ ৮৯
বিসংজ্ঞং বানরং দৃষ্ট্বা দশগ্রীবো রণোৎসুকঃ।
রথেনাম্বুদনাদেন সৌমিত্রিমভিদুদ্রুবে ॥ ৯০
আসাদ্য রণমধ্যে তং বারয়িত্বা স্থিতো জ্বলন্।
ধনুর্বিস্ফারয়ামাস রাক্ষসেন্দ্রঃ প্রতাপবান্ ॥ ৯১

তমাহ সৌমিত্রিরদীনসত্ত্বো
বিস্ফারয়ন্তং ধনুরপ্রমেয়ম্।
অন্বেহি মামদ্য নিশাচরেন্দ্র
ন বানরাংস্ত্বং প্রতিযোদ্ধুমর্হসি ॥ ৯২

স তস্য বাক্যং প্রতিপূর্ণঘোষং
জ্যাশব্দমুগ্রঞ্চ নিশম্য রাজা।
আসাদ্য সৌমিত্রিমুপস্থিতং তং
রোষাচিতাং বাচমুবাচ রক্ষঃ ॥ ৯৩
দিষ্ট্যাসি মে রাঘব দৃষ্টিমার্গং
প্রাপ্তোঽন্তগামী বিপরীতবুদ্ধিঃ।
অস্মিন্ ক্ষণে যাস্যসি মৃত্যুলোকং
সংসাদ্যমানো মম বাণজালৈঃ ॥ ৯৪
তমাহ সৌমিত্রিরবিস্ময়ানো
গর্জন্তমুদ্বৃত্তশিতাগ্রদংষ্ট্রম্।
রাজন্ন গর্জন্তি মহাপ্রভাবা
বিকত্থসে পাপকৃতাং বরিষ্ঠঃ ॥ ৯৫
জানামি বীর্য্যং তব রাক্ষসেন্দ্র
বলং প্রতাপঞ্চ পরাক্রমঞ্চ।
অবস্থিতোঽহং শরচাপপাণি-
রাগচ্ছ কিং মোঘবিকত্থনেন ॥ ৯৬
স এবমুক্তঃ কুপিতঃ সসর্জ্জ
রক্ষোঽধিপঃ সপ্ত শরান্ সুপুঙ্খান্।
তান্ লক্ষ্মণঃ কাঞ্চনচিত্রপুঙ্খৈ-
শ্চিচ্ছেদ বাণৈর্নিশিতাগ্রধারৈঃ ॥ ৯৭

দেখিয়া কহিলেন ;—"বানর! তুমি বারংবার ক্ষিপ্রগতি দেখাইয়া আমাকে প্রবঞ্চিত করিলে সত্য, পুনর্ব্বার তুমি সেই রূপ ধারণ করিয়া নিজের জীবন রক্ষার চেষ্টা কর। ৮১—৮৫। কিন্তু তুমি অশেষ চেষ্টায় প্রাণ-রক্ষার জন্য যত্নবান্ হইলেও আগ্নেয়াস্ত্র-প্রযুক্ত আমার এই বাণ তোমার প্রাণ সংহার করিবে।" মহাবাহু রাক্ষসপতি রাবণ এই কথা বলিয়া, বাণসন্ধানপূর্ব্বক সেনাপতি নীলের দিকে ধাবিত হইয়া সেই বাণ নিক্ষেপ করিলেন। তখন নীল বক্ষঃস্থলে সেই আগ্নেয়াস্ত্র-দ্বারা আহত ও দগ্ধপ্রায় হইয়া হঠাৎ ভূপতিত হইলেন; কিন্তু নিজ তেজে এবং পিতা অনলের মাহাত্ম্যবলে সেই আগ্নেয়াস্ত্রে তাঁহার জীবন নষ্ট হইল না; তিনি কেবলমাত্র জানুতে ভর দিয়া ভূপতিত হইলেন। এদিকে রণসমুৎসুক রাবণ, বানরপ্রধান নীলকে অচেতন দেখিয়া নিজ অম্বুদনাদী রথ সঞ্চালনপূর্ব্বক সুমিত্রানন্দন লক্ষ্মণের দিকে ধাবিত হইলেন। ৮৬—৯০। পরে প্রতাপশালী রাক্ষসরাজ, রণমধ্যস্থলে লক্ষ্মণকে পাইয়া ক্রোধে জ্বলিয়া উঠিয়া বানর সৈন্যগণকে তাড়নাপূর্ব্বক তাঁহার ধনু বিস্ফারিত করিতে লাগিলেন। প্রবলবলশালী সুমিত্রানন্দন লক্ষ্মণ তাঁহাকে সেইরূপে সেই বিশাল ধনু বিস্ফারিত করিতে দেখিয়া কহিলেন ;—"রাক্ষস! বানরগণের সহিত যুদ্ধ করা তোমার উচিত নহে; সম্মুখে আসিয়া আজ আমার সহিত যুদ্ধ কর।" রাক্ষসরাজ রাবণ তাঁহার সেই প্রতিধ্বনিপূর্ণ বাক্য ও তীব্রতর জ্যাধ্বনি শুনিয়া এবং সুমিত্রানন্দনকে সেইরূপভাবে সম্মুখে থাকিতে দেখিয়া সক্রোধে কহিলেন ; "রাঘব! তোমার কাল পূর্ণ হইয়াছে, সেই জন্য বুদ্ধিও বিপরীত হইয়াছে। এই কারণেই হউক, অথবা আমার সৌভাগ্যক্রমেই হউক, যখন তুমি আজ আমার দৃষ্টিপথে পড়িয়াছ, তখন নিশ্চয়ই আমার বাণসমূহের দ্বারা অবসন্ন হইয়া অচিরেই যমালয়ে যাইবে।" ৯১—৯৪। রাবণের কথা শুনিয়া লক্ষ্মণ বিস্মিত না হইয়াই বলিলেন ;—"রাবণ! তুমি পাপীদিগের অগ্রগণ্য, সেইজন্যই তুমি নির্লজ্জভাবে এইরূপ গর্জ্জন করত তোমার তীক্ষ্ণ দন্ত-রাজি বাহির করিয়া এরূপ আত্মশ্লাঘা করিতেছ; মহাতেজা ব্যক্তিগণ কখনই এরূপ করেন না। রাক্ষস-রাজ! আমি তোমার বীর্য্য, বল, প্রতাপ ও পরাক্রম সমস্তই জানিয়াছি, সুতরাং আর এরূপ আত্মশ্লাঘার আবশ্যক নাই, আমি ধনুর্ব্বাণ লইয়া অবস্থান করিতেছি, তুমিও অগ্রসর হও।" রাক্ষসরাজ এই কথা শুনিয়া লক্ষ্মণের প্রতি সাতটী সুপুঙ্খ বাণ নিক্ষেপ করিলে, সুমিত্রানন্দন তীক্ষ্ণাগ্র বাণসমূহে তাহা কাটিয়া

তান্ প্রেক্ষমাণঃ সহসা নিকৃত্তান্
নিকৃত্তভোগানিব পন্নগেন্দ্রান্।
লঙ্কেশ্বরঃ ক্রোধবশং জগাম
সসর্জ্জ চান্যান্নিশিতান্ পৃষৎকান্॥ ৯৮
স বাণবর্ষন্তু ববর্ষ তীব্রং
রামানুজঃ কার্ম্মুকসম্প্রযুক্তম্।
ক্ষুরার্দ্ধচন্দ্রোত্তমকর্ণিভল্লৈঃ
শরাংশ্চ চিচ্ছেদ ন চুক্ষুভে চ॥ ৯৯
স বাণজালান্যপি তানি তানি
মোঘানি পশ্যংস্ত্রিদশারিরাজঃ।
বিসিস্মিয়ে লক্ষ্মণলাঘবেন
পুনশ্চ বাণান্নিশিতান্মুমোচ॥ ১০০
স লক্ষ্মণশ্চাপি শরান্ শিতাগ্রান্
মহেন্দ্রবজ্রাশনিভীমবেগান্।
সন্ধায় চাপে জ্বলনপ্রকাশান্
সসর্জ্জ রক্ষোঽধিপতের্ব্বধায়॥ ১০১
স তান্ প্রচিচ্ছেদ হি রাক্ষসেন্দ্রঃ
শিতান্ শরান্ লক্ষ্মণমাজঘান।
শরেণ কালাগ্নিসমপ্রভেণ
স্বয়ম্ভুদত্তেন ললাটদেশে॥ ১০২
স লক্ষ্মণো রাবণশায়কার্ত্ত-
শ্চচাল চাপং শিথিলং প্রগৃহ্য।
পুনশ্চ সংজ্ঞাং প্রতিলভ্য কৃচ্ছ্রা-
চ্চিচ্ছেদ চাপং ত্রিদশেন্দ্রশত্রোঃ॥ ১০৩
নিকৃত্ত্য চাপং ত্রিভিরাজঘান
বাণৈস্তদা দাশরথিঃ শিতাগ্রৈঃ।
স শায়কার্ত্তো বিচচাল রাজা
কৃচ্ছ্রাচ্চ সংজ্ঞাং পুনরাসসাদ॥ ১০৪
স কৃত্তচাপঃ শরতাড়িতশ্চ
মেদার্দ্রগাত্রো রুধিরাবসিক্তঃ।
জগ্রাহ শক্তিং স্বয়মুগ্রশক্তিঃ
স্বয়ম্ভুদত্তাং যুধি দেবশত্রুঃ॥ ১০৫
স তাং সধূমানলসন্নিকাশাং
বিত্রাসনীং সংযতি বানরাণাম্।
চিক্ষেপ শক্তিং তরসা জ্বলন্তীং
সৌমিত্রয়ে রাক্ষসরাষ্ট্রনাথঃ॥ ১০৬
তামাপতন্তীং ভরতানুজোঽস্ত্রৈ-
র্জঘান বাণৈশ্চ হুতাগ্নিকল্পৈঃ।
তথাপি সা তস্য বিবেশ শক্তি-
র্ভুজান্তরং দাশরথের্ব্বিশালম্॥ ১০৭
স শক্তিমান্ শক্তিসমাহতঃ সন্
জজ্বাল ভূমৌ স রঘুপ্রবীরঃ।
তং বিহ্বলন্তং সহসাভ্যুপেত্য
জগ্রাহ রাজা তরসা ভুজাভ্যাম্॥ ১০৮

ফেলিলেন। তখন লঙ্কাপতি ভিন্নদেহ সর্পগণের ন্যায়, সেই বাণসমূহকে হঠাৎ ছিন্ন হইতে দেখিয়া বিষম ক্রুদ্ধ হইলেন এবং অন্য সুতীক্ষ্ণ বাণসমূহ নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন; কিন্তু রামানুজ লক্ষ্মণ তাহাতে ক্ষুব্ধ না হইয়া নিজ সুমহৎ ধনু হইতে বাণবর্ষণ করিতে লাগিলেন এবং ক্ষুর, অর্দ্ধচন্দ্র ও সুশাণিত ফলবিশিষ্ট ভল্ল সকল দ্বারা দশাননের শরসকল কাটিয়া ফেলিলেন। দেববৈরি-রাবণনিক্ষিপ্ত সেই বাণসমূহ বিফল হইল দেখিয়া বিস্মিত হইলেন এবং পুনরায় শাণিত শর সকল নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। ৯৫—৯৯। পরে লক্ষ্মণও নিজ ধনুতে দেবেন্দ্রের বজ্রের ন্যায় বেগশালী, অগ্নির ন্যায় সুতীক্ষ্ণফলক বাণসকল সন্ধান করত রাক্ষসপতি রাবণের উপর নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন; কিন্তু রাবণ সেই সকল বাণ কাটিয়া লক্ষ্মণের ললাটদেশে স্বয়ম্ভুদত্ত কালাগ্নিতুল্য শর আঘাত করিলেন। লক্ষ্মণ রাবণের বাণে অত্যন্ত পীড়িত হইয়া ক্ষণকাল বিচলিত হইলেন বটে, কিন্তু বহুকষ্টে মুহূর্ত্তকালমধ্যেই প্রকৃতিস্থ হইয়া স্বীয় শিথিল ধনু পুনরায় গ্রহণ করিয়া দেবশত্রু রাবণের ধনু কাটিয়া ফেলিলেন। দশরথাত্মজ লক্ষ্মণ, এইরূপে রাক্ষসরাজের ধনু কাটিয়া তিনটী বাণ-দ্বারা রাক্ষস-রাজকে আঘাত করিলে, তিনি তাহাতে নিতান্ত পীড়িত হইয়া বিচলিত হইলেন এবং বহুকষ্টে পুনরায় সংজ্ঞা লাভ করিলেন। ১০০—১০৪। লক্ষ্মণ ধনু কাটিয়া তাঁহার গাত্রে বাণ প্রহার করিলে, উগ্রশক্তি, দেবশত্রু রাবণের দেহ মেদার্দ্র ও রক্তাক্ত হইলে তৎকালে তিনি অন্য উপায় না দেখিয়া ব্রহ্মদত্ত শক্তি গ্রহণ করিলেন। রাক্ষসরাজের অধীশ্বর, সুমিত্রাতনয়কে লক্ষ্য করিয়া যুদ্ধক্ষেত্রে বানরদলের ভয়োৎপাদিনী এবং সধূম অগ্নির ন্যায় জাজ্বল্যমানা সেই শক্তি নিক্ষেপ করিলেন। ভরতানুজ লক্ষ্মণ সেই শক্তি-অস্ত্র সম্মুখে আসিতে দেখিয়া, তৎপ্রতি লক্ষ্য করিয়া অসংখ্য অগ্নিতুল্য বাণ নিক্ষেপ করিলেন বটে, কিন্তু সেই শক্তি কিছুতেই প্রতিহত না হইয়া লক্ষ্মণের বিশাল বাহুযুগলের অন্তরালে প্রবেশ করিল। তখন সেই শক্তিশালী রঘুপ্রবীর লক্ষ্মণ শক্তিপ্রহারে বিকল হইয়া ভূপতিত হইলেন। তাঁহাকে এইরূপ বিকল ভাবে পড়িতে দেখিয়া, রাবণ তৎক্ষণাৎ তাঁহার নিকটবর্ত্তী

হিমবান্ মন্দরো মেরুস্ত্রৈলোক্যং বা সহামরৈঃ ।
শক্যং ভুজাভ্যামুদ্ধর্ত্তুং ন শক্যো ভরতানুজঃ ॥ ১০৯
শক্ত্যা ব্রাহ্ম্যা তু সৌমিত্রিস্তাড়িতোঽপি স্তনান্তরে ।
বিষ্ণোরমীমাংস্যভাগমাত্মানং প্রত্যনুস্মরৎ ॥ ১১০
ততো দানবদর্পঘ্নং সৌমিত্রিং দেবকণ্টকঃ ।
তং পীড়য়িত্বা বাহুভ্যাং ন প্রভুর্লঙ্ঘনেঽভবৎ ॥ ১১১
ততঃ ক্রুদ্ধো বায়ুসুতো রাবণং সমভিদ্রবৎ ।
আজঘানোরসি ক্রুদ্ধো বজ্রকল্পেন মুষ্টিনা ॥ ১১২
তেন মুষ্টিপ্রহারেণ রাবণো রাক্ষসেশ্বরঃ ।
জানুভ্যামগমদ্ভূমৌ চচাল চ পপাত চ ॥ ১১৩
আস্যৈশ্চ নেত্রৈঃ শ্রবণৈঃ পপাত রুধিরং বহু ।
বিঘূর্ণমানো নিশ্চেষ্টো রথোপস্থ উপাবিশৎ ॥ ১১৪
বিসংজ্ঞো মূর্চ্ছিতশ্চাসীন্ন চ স্থানং সমালভৎ ।
বিসংজ্ঞং রাবণং দৃষ্ট্বা সমরে ভীমবিক্রমম্ ॥ ১১৫
ঋষয়ো বানরাশ্চৈব নেদুর্দেবাঃ সহাসুরাঃ ।
হনুমানপি তেজস্বী লক্ষ্মণং রাবণার্দ্দিতম্ ॥ ১১৬
আনয়দ্রাঘবাভ্যাসং বাহুভ্যাং পরিগৃহ্য তম্ ।
বায়ুসূনোঃ সুহৃত্ত্বেন ভক্ত্যা পরময়া চ সঃ ।
শত্রূণামপ্রকম্প্যোঽপি লঘুত্বমগমৎ কপেঃ ॥ ১১৭
তং সমুৎসৃজ্য সা শক্তিঃ সৌমিত্রিং যুধি নির্জ্জিতম্ ।
রাবণস্য রথে তস্মিন্ স্থানং পুনরুপাগমৎ ॥ ১১৮
রাবণোঽপি মহাতেজাঃ প্রাপ্য সংজ্ঞাং মহাহবে ।
আদদে নিশিতান্ বাণান্ জগ্রাহ চ মহদ্ধনুঃ ॥ ১১৯
আশ্বস্তশ্চ বিশল্যশ্চ লক্ষ্মণঃ শত্রুসূদনঃ ।
বিষ্ণোর্ভাগমমীমাংস্যমাত্মানং প্রত্যনুস্মরন্ ॥ ১২০
নিপাতিতমহাবীরাং বানরাণাং মহাচমূম্ ।
রাঘবস্তু রণে দৃষ্ট্বা রাবণং সমভিদ্রবৎ ॥ ১২১
অথৈনমুপসংক্রম্য হনুমান্ বাক্যমব্রবীৎ ।
মম পৃষ্ঠং সমারুহ্য রাক্ষসং শাস্তুমর্হসি ॥ ১২২
বিষ্ণুর্যথা গরুত্মন্তমারুহ্যামরবৈরিণম্ ।
তচ্ছ্রুত্বা রাঘবো বাক্যং বায়ুপুত্রেণ ভাষিতম্ ॥ ১২৩
আরুরোহ মহাশূরো হনূমন্তং মহাকপিম্ ।
রথস্থং রাবণং সংখ্যে দদর্শ মনুজাধিপঃ ॥ ১২৪
তমালোক্য মহাতেজাঃ প্রদুদ্রাব স রাবণম্ ।
বৈরোচনমিব ক্রুদ্ধো বিষ্ণুরভ্যুদ্যতায়ুধঃ ॥ ১২৫
জ্যাশব্দমতুলং কৃত্বা বজ্রনিষ্পেষনিষ্ঠুরম্ ।

হইয়া তাঁহাকে উঠাইবার ইচ্ছায় স্বীয় বাহুদ্বয়দ্বারা সবলে গ্রহণ করিলেন। ১০৫—১০৮। বরং হিমালয়, মন্দর অথবা দেবগণের সহিত ত্রিভুবনকেও উত্তোলন করিতে পারা যায়, কিন্তু ভরতানুজ লক্ষ্মণকে রণস্থলে কেহই উঠাইতে পারে না। কেন না, সুমিত্রা-তনয় সেই অমোঘ ব্রহ্মশক্তিদ্বারা বক্ষঃস্থলে আহত হইয়াই তাহা হইতে পরিত্রাণের জন্য আপনাতে যে অন্যের ভাবনা এবং বিচারের অগোচর বৈষ্ণব অংশ আছে, তাহা স্মরণ করিলেন। দেবশত্রু রাবণ সেই দানবদর্পদলন লক্ষ্মণকে উঠাইবার জন্য চেষ্টা করিলেন বটে, কিন্তু কিছুতেই তাঁহাকে বিচালিত করিতে পারিলেন না। তখন বায়ুতনয় ক্রুদ্ধ হইয়া রাবণের দিকে ধাবিত হইলেন এবং তাহার বক্ষঃস্থলে, বজ্রকল্প মুষ্ট্যাঘাত করিলেন।১০৯—১১২। রাক্ষসরাজ রাবণ সেই মুষ্টিপ্রহারে অচেতন হইয়া পতিত হইলেন এবং জানুদ্বয়ে ভর করিয়া ভূতলে বসিয়া পড়িলেন। তৎকালে তাঁহার মুখ, চক্ষু এবং কর্ণ হইতে প্রভূত-পরিমাণে রক্ত বাহির হইতে লাগিল ; তিনি ঘূর্ণমান ও নিশ্চেষ্ট হইয়া রথোপরি উপবিষ্ট হইলেন। তখন ভীমবিক্রম রাবণকে চেতনাশূন্য হইতে দেখিয়া বানর, ঋষি, সিদ্ধ ও ইন্দ্রাদি দেবগণ সিংহনাদ করিতে লাগিলেন। তৎপরে তেজস্বী হনূমান্ রাবণপীড়িত লক্ষ্মণকে স্বীয় বাহুযুগলে তুলিয়া লইয়া রামচন্দ্রের নিকটে আনিলেন। সুমিত্রানন্দন, শত্রুগণের অকম্পনীয় হইয়াও পবন-নন্দনের মিত্রতা ও নিতান্ত ভক্তির বাধ্য হইয়াই তাঁহার নিকটে লঘু হইলেন। ১১৩—১১৭। পরে সেই শক্তি রণস্থলে নির্জ্জিত সুমিত্রানন্দনকে পরিত্যাগ করিয়া পুনরায় রাবণের রথে আসিয়া অবস্থান করিল। অনন্তর তেজস্বী রাবণও সেই সুমহৎ যুদ্ধাঙ্গনে পুনরায় চেতনা প্রাপ্ত হইয়া স্বীয় সুমহৎ ধনু ও সুতীক্ষ্ণ শর সকল গ্রহণ করিলেন। এদিকে শত্রুনিসূদন লক্ষ্মণও আপনাতে অপরের অবিচার্য্য বৈষ্ণব অংশ স্মরণপূর্ব্বক সুদৃঢ় হইয়া আশ্বস্ত এবং প্রকৃতিস্থ হইলেন। পরে রঘুনন্দন রাম, বিপুল বানরবাহিনীর মহাবীরদিগকে নিপাতিত হইতে দেখিয়া রাবণের দিকে ধাবিত হইলেন। তখন হনুমান্ তাঁহার নিকটস্থ হইয়া বলিলেন ;—"প্রভো! বিষ্ণু যেরূপ দেববৈরী গরুড়ের পৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া থাকেন, সেইরূপ আপনিও আমার পৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া রাক্ষসগণকে শাস্তি প্রদান করুন।" হনুমানের সেই কথা শুনিয়া মনুজ-রাজ রাঘব তৎক্ষণাৎ সেই কপিপ্রধান হনুমানের পৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া রণমধ্যগত রথস্থিত রাবণকে দেখিতে পাইলেন। ১১৮—১২৪ ॥ মহাতেজস্বী রাঘব, রাবণকে দেখিয়াই, বিরোচনের অভিমুখে ধাবিত উদ্যতাস্ত্র বিষ্ণুর ন্যায় দশাননের দিকে ধাবিত হইলেন

গিরা গম্ভীরয়া রামো রাক্ষসেন্দ্রমুবাচ হ ॥ ১২৬
তিষ্ঠ তিষ্ঠ মম ত্বং হি কৃত্বা বিপ্রিয়মীদৃশম্।
ক্ব নু রাক্ষসশার্দ্দূল গত্বা মোক্ষমবাপ্স্যসি ॥ ১২৭
যদীন্দ্রবৈবস্বতভাস্করান্ বা
স্বয়ম্ভুবৈশ্বানরশঙ্করান্ বা।
গমিষ্যসি ত্বং দশধা দিশো বা
তথাপি মে নাদ্য গতো বিমোক্ষ্যসে ॥ ১২৮
যশ্চৈব শক্ত্যা নিহতস্ত্বয়াদ্য
গচ্ছন্ বিষাদং সহসাভ্যুপেত্য।
স এষ রক্ষোগণরাজ মৃত্যুঃ
সপুত্রপৌত্রস্য তবাদ্য যুদ্ধে ॥ ১২৯
এতেন চাত্যদ্ভুতদর্শনানি
শরৈর্জনস্থানকৃতালয়ানি।
চতুর্দ্দশান্যাত্তবরায়ুধানি
রক্ষঃসহস্রাণি নিষূদিতানি ॥ ১৩০
রাঘবস্য বচঃ শ্রুত্বা রাক্ষসেন্দ্রো মহা[illegible]।
বায়ুপুত্রং মহাবেগং বহন্তং রাঘবং রণে ॥ ১৩১
রোষেণ মহতাবিষ্টঃ পূর্ব্ববৈরমনুস্মরন্।
আজঘান শরৈর্দীপ্তৈঃ কালানলশিখোপমৈঃ ॥ ১৩২
রাক্ষসেনাহবে তস্য তাড়িতস্যাপি সায়কৈঃ।
স্বভাবতেজোযুক্তস্য ভূয়স্তেজোঽভ্যবর্দ্ধত ॥ ১৩৩
ততো রামো মহাতেজা রাবণেন কৃতব্রণম্।
দৃষ্ট্বা প্লবগশার্দ্দূলং ক্রোধস্য বশমেয়িবান্ ॥ ১৩৪
তস্যাভিসংক্রম্য রথং সচক্রং
সাশ্বধ্বজচ্ছত্রমহাপতাকম্।
সসারথিং সাশনিশূলখড্গং
রামঃ প্রচিচ্ছেদ শরৈঃ শিতাগ্রৈঃ ॥ ১৩৫
অথেন্দ্রশত্রুং তরসা জঘান
বাণেন বজ্রাশনিসন্নিভেন।
ভুজান্তরে ব্যূঢসুজাতরূপে
বজ্রেণ মেরুং ভগবানিবেন্দ্রঃ ॥ ১৩৬
যো বজ্রপাতাশনিসন্নিপাতা-
ন্ন চুক্ষুভে নাপি চচাল রাজা।
স রামবাণাভিহতো ভৃশার্ত্ত-
শ্চচাল চাপঞ্চ মুমোচ বীরঃ ॥ ১৩৭
তং বিহ্বলন্তং প্রসমীক্ষ্য রামঃ
সমাদদে দীপ্তমথার্দ্ধচন্দ্রম্।
তেনার্কবর্ণং সহসা কিরীটং
চিচ্ছেদ রক্ষোঽধিপতের্মহাত্মা ॥ ১৩৮
তং নির্ব্বিষাশীবিষসন্নিকাশং
শান্তার্চ্চিষং সূর্য্যমিবাপ্রকাশম্।
গতশ্রিয়ং কৃত্তকিরীটকূট-
মুবাচ রামো যুধি রাক্ষসেন্দ্রম্ ॥ ১৩৯
কৃতং ত্বয়া কর্ম্ম মহৎ সুভীমং
হতপ্রবীরশ্চ কৃতস্ত্বয়াহম্।

এবং বজ্রশব্দের ন্যায় ভীষণ ও উগ্র জ্যাশব্দ করিয়া গম্ভীর বাক্যে রাক্ষসরাজকে বলিলেন ; 'রাক্ষসশার্দ্দূল! ক্ষণকাল অপেক্ষা কর, তুমি আমার বিষম অনিষ্ট আচরণ করিয়া কোথায় পলায়ন করিয়া পরিত্রাণ পাইবে? তুমি যদি পলায়ন করিয়া ইন্দ্র, যম, সূর্য্য, ব্রহ্মা, অগ্নি অথবা মহাদেবেরও শরণাগত হও কিম্বা দিগন্তে পলায়ন কর, তথাপি আজ আমার হাতে পরিত্রাণ পাইবে না। রাবণ! তোমার শক্তিদ্বারা আহত হইয়া লক্ষ্মণ বিষণ্ণ হইয়াছেন, আমি এই দুঃখেই অদ্য প্রতিজ্ঞা করিয়া তোমার এবং তোমার পুত্রগণের মৃত্যুর কারণ হইয়াই যুদ্ধক্ষেত্রে আসিয়াছি। জনস্থানবাসী উত্তম-অস্ত্রধারী ও অদ্ভুতদর্শন সেই চতুর্দ্দশসহস্র রাক্ষসকে আমিই সংহার করিয়াছি।' ১২৫—১৩০। রাঘবের কথা শুনিয়া রাক্ষসরাজ মহাবল রাবণ হনুমানের সহিত পূর্ব্বশত্রুতা স্মরণ করিয়া যুদ্ধক্ষেত্রে রাঘবের বাহন সেই মহাবেগবান্ পবনতনয়ের গাত্রে কালানল-জ্বালাসম উজ্জ্বল ভীষণ বাণ নিক্ষেপ করিলেন কিন্তু রণক্ষেত্রে রাক্ষসকর্ত্তৃক বাণতাড়িত হইয়া সেই স্বভাবতেজস্বীর তেজ আরও বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইল।

পরে মহাতেজস্বী রাম, বানরব্যাঘ্র হনুমানকে রাবণ-কর্ত্তৃক ব্যথিত দেখিয়া বিষম ক্রুদ্ধ হইলেন এবং একাগ্র মনে তীক্ষ্ণফলক বাণসমূহদ্বারা অশ্ব, চক্র, ধ্বজ, ছত্র, পতাকা, সারথি এবং বজ্রের ন্যায় অসহ্য শূল ও খড়্গের সহিত তাঁহার রথ কাটিয়া ফেলিলেন। তৎপরে ভগবান্ ইন্দ্র যেরূপ বজ্র দ্বারা মেরুকে আঘাত করিয়াছিলেন, সেইরূপ বজ্রতুল্য বাণদ্বারা সেই ইন্দ্রশত্রু রাবণের বিবিধ আভরণে ভূষিত বিশাল বাহুযুগলের মধ্যে আঘাত করিলেন। ১৩১—১৩৬। তখন যিনি পূর্ব্বে বজ্রের আঘাতে ক্ষুব্ধ বা বিচলিত হন নাই, সেই বীরবর রাবণও রামবাণে আহত হইয়া, এরূপ পীড়িত ও বিচলিত হইলেন যে, তাঁহার হাত হইতে ধনু খসিয়া পড়িল। মহাবল রাম তাঁহাকে এইরূপ কাতর দেখিয়া একটী উজ্জ্বল অর্দ্ধচন্দ্রবাণ লইলেন এবং তাহার দ্বারা নিশাচরপতির সুবর্ণবর্ণ কিরীট কাটিয়া দিলেন। পরে রাম, বিষহীন বিষধরের ন্যায় বিগতশ্রী ছিন্নকিরীট এবং মেঘাচ্ছন্ন সূর্য্যের ন্যায় তেজোবিহীন রাক্ষসেন্দ্র রাবণকে কহিলেন। ১৩৭—১৩৯ । "রাবণ!

তস্মাৎ পরিশ্রান্ত ইতি ব্যবস্য
ন ত্বাং শরৈর্ম্মৃত্যুবশং নয়ামি ॥ ১৪০
প্রযাহি জানামি রণার্দ্দিতস্ত্বং
প্রবিশ্য রাত্রিঞ্চররাজ লঙ্কাম্।
আশ্বস্য নির্য্যাহি রথী সধন্বা
তদা বলং প্রেক্ষ্যসি মে রথস্থঃ ॥ ১৪১
স এবমুক্তো হতদর্পহর্ষো
নিকৃত্তচাপো নিহতাশ্বসূতঃ।
শরার্দ্দিতো ভগ্নমহাকিরীটো
বিবেশ লঙ্কাং সহসা স্ম রাজা ॥ ১৪২
তস্মিন্ প্রবিষ্টে রজনীচরেন্দ্রে
মহাবলে দানবদেবশত্রৌ।
হরীন্ বিশল্যান্ সহ লক্ষ্মণেন
চকার রামঃ পরমাহবাগ্রে ॥ ১৪৩
তস্মিন্ প্রভগ্নে ত্রিদশেন্দ্রশত্রৌ
সুরাসুরা ভূতগণা দিশশ্চ।
সসাগরাঃ সর্ষিমহোরগাশ্চ
তথৈব ভূম্যম্বুচরাঃ প্রহৃষ্টাঃ ॥ ১৪৪
ইতি লঙ্কাকাণ্ডে একোনষষ্টিতমঃ সর্গঃ ॥ ৫৯

তুমি অতি ভীষণ কার্য্য করিয়াছ। তুমি আমার বড় বড় বীরকে নিহত করিয়াছ। সুতরাং এরূপ কার্য্যে নিতান্ত ক্লান্ত হইয়া থাকিবে। এই ভাবিয়াই আমি আপন বাণসমূহ নিক্ষেপ করিয়া তোমাকে যমসদনে পাঠাইলাম না। রাক্ষসরাজ! তুমি সংগ্রামজনিত পরিশ্রমে অত্যন্ত কাতর হইয়াছ, অতএব এক্ষণে লঙ্কামধ্যে প্রবেশ করিয়া আশ্বস্ত হও। তৎপরে রথারূঢ় হইয়া ধনু ধারণপূর্ব্বক যখন পুনর্ব্বার রণস্থলে আসিবে, তখনই আমার পরাক্রম জানিতে পারিবে।' তখন ধনু ছিন্ন, অশ্ব ও সারথি নিহত, মহাকিরীট ভগ্ন এবং স্বয়ংও রামবাণে অত্যন্ত পীড়িত হওয়ায়, রাক্ষসরাজের দর্প চূর্ণ হইয়াছিল;—রাবণের আনন্দ গিয়াছিল; তিনি হঠাৎ লঙ্কামধ্যে প্রবেশ করিলেন। দেবতা এবং দানবগণের শত্রু,—মহাবল নিশাচরপতি রাবণ এইরূপে লঙ্কামধ্যে প্রবেশ করিলে, রাম রণস্থলের মধ্যস্থিত লক্ষ্মণ এবং বানরগণকে বিশল্য করিতে লাগিলেন। এদিকে ইন্দ্রশত্রু রাবণকে রণে ভঙ্গ দিয়া লঙ্কামধ্যে প্রবেশ করিতে দেখিয়া দেব, দানব, মহর্ষি, নাগ, ভূতগণ, দিক্ ও সাগর সকল এবং ভূচর ও জলচর,—সমস্ত প্রাণীই সন্তোষ লাভ করিল। ১৪০—১৪৪।

ষষ্টিতমঃ সর্গঃ।

স প্রবিশ্য পুরীং লঙ্কাং রামবাণভয়ার্দ্দিতঃ।
ভগ্নদর্পস্তদা রাজা বভূব ব্যথিতেন্দ্রিয়ঃ ॥ ১
মাতঙ্গ ইব সিংহেন গরুড়েনেব পন্নগঃ।
অভিভূতোঽভবদ্রাজা রাঘবেণ মহাত্মনা ॥ ২
ব্রহ্মদণ্ডপ্রকাশানাং বিদ্যুৎসদৃশবর্চ্চসাম্।
স্মরন্ রাঘববাণানাং বিব্যথে রাক্ষসেশ্বরঃ ॥ ৩
স কাঞ্চনময়ং দিব্যমাশ্রিত্য পরমাসনম্।
বিক্ষমাণো রাক্ষসান্ রাবণো বাক্যমব্রবীৎ ॥ ৪
সর্ব্বং তৎ খলু মে মোঘং যৎ তপ্তং পরমং তপঃ।
যৎ সমানো মহেন্দ্রেণ মানুষেণাস্মি নির্জ্জিতঃ ॥ ৫
ইদং তদ্ ব্রহ্মণো ঘোরং বাক্যং মামভ্যুপস্থিতম্।
মানুষেভ্যো বিজানীহি ভয়ং ত্বমিতি তত্তথা ॥ ৬
দেবদানবগন্ধর্ব্বৈর্যক্ষরাক্ষসপন্নগৈঃ।
অবধ্যত্বং ময়া প্রোক্তং মনুষ্যেভ্যো ন যাচিতম্ ॥ ৭
তমিমং মানুষং মন্যে রামং দশরথাত্মজম্।
ইক্ষ্বাকুকুলজাতেন হ্যনরণ্যেন যৎ পুরা ॥ ৮

ষষ্টিতম সর্গ।

অনন্তর রাক্ষস-রাজ রাবণ শ্রীরামের বাণভয়ে ব্যাকুলচিত্ত ও ভগ্নদর্প হইয়া পুরীমধ্যে প্রবেশ করিলে তাঁহার ইন্দ্রিয় সকল নিতান্ত ব্যথিত হইল। তিনি সিংহকর্ত্তৃক গজেন্দ্র ও গরুড়কর্ত্তৃক সর্পগণ যেরূপ অভিভূত হইয়া থাকে, সেইরূপ মহাবল রামচন্দ্রকর্ত্তৃক রাক্ষসেন্দ্র রাবণও অভিভূত হইয়াছিলেন। প্রস্ফুরিত সৌদামিনীর ন্যায়, তেজঃশালী এবং ব্রহ্মদণ্ডসদৃশ ভীষণ রামচন্দ্রের বাণ সকল তাঁহার মনে পড়ায় তিনি আরও ব্যথিত হইতে লাগিলেন। পরে রাবণ কাঞ্চন-নির্ম্মিত দিব্যাসনে উপবেশনপূর্ব্বক, রাক্ষসগণের প্রতি দৃষ্টিনিক্ষেপ করত কহিলেন,—"হায়! আমি যে কঠোর তপশ্চরণ করিয়াছিলাম, অদ্য আমার তাহা বৃথা বলিয়া বোধ হইতেছে। কারণ, আমি ইন্দ্রের সমান হইয়াও, একজন মনুষ্যকর্ত্তৃক নির্জ্জিত হইলাম। ১—৫। হায়! আমি মনুষ্যগণের কোন কথা উল্লেখ না করিয়া, কেবল দেব, দানব, গন্ধর্ব্ব, যক্ষ রাক্ষস ও পন্নগগণ হইতেই অবধ্যত্বরূপ বর প্রার্থনা করিলে,—পিতামহ 'তথাস্তু' বলিয়া কহিয়াছিলেন যে,— মনুষ্যগণ হইতেই তোমার ভয় উপস্থিত হইবে।' এই সেই নিদারুণ ব্রহ্মবাক্যের ফল এখন উপস্থিত হইয়াছে। পূর্ব্বে ইক্ষ্বাকুকুলজাত অনরণ্য যে আমাকে কহিয়াছিলেন; 'রে দুর্ব্বুদ্ধে! রে কুলাঙ্গার, রাক্ষসাধম,

উৎপৎস্যতি হি মদ্বংশে পুরুষো রাক্ষসান্তকঃ ।
যস্ত্বাং সপুত্রং সামাত্যং সবলং সাশ্বসারথিম্ ॥ ৯
নিহনিষ্যতি সংগ্রামে ত্বাং রাবণ দুর্ম্মতে
শপ্তোঽহং বেদবত্যা চ যথা সা ধর্ষিতা পুরা ॥ ১০
সেয়ং সীতা মহাভাগা জাতা জনকনন্দিনী ।
উমা নন্দীশ্বরশ্চাপি রম্ভা বরুণকন্যকা ॥ ১১
যথোক্তাস্তথা প্রাপ্তং ন মিথ্যা ঋষিভাষিতম্ ।
এতদেব সমাগম্য যত্নং কর্ত্তুমিহার্হথ ॥ ১২
রাক্ষসাশ্চাপি তিষ্ঠন্তু চর্য্যাগোপুরমূর্দ্ধসু ।
স চাপ্রতিমগাম্ভীর্য্যো দেবদানবদর্পহা ॥ ১৩
ব্রহ্মশাপাভিভূতস্তু কুম্ভকর্ণো বিবোধ্যতাম্ ।
সমরে জিতমাত্মানং প্রহস্তঞ্চ নিপাতিতম্ ॥ ১৪
জ্ঞাত্বা রক্ষো ভীমবলমাদিদেশ মহাবলঃ ।
দ্বারেষু যত্নঃ ক্রিয়তাং প্রাকারশ্চাধিরুহ্যতাম্ ॥ ১৫
নিদ্রাবশসমাবিষ্টঃ কুম্ভকর্ণো বিবোধ্যতাম্ ।
সুখং স্বপিতি নিশ্চিন্তঃ কালোপহতচেতনঃ ॥ ১৬
নব সপ্ত দশাষ্টৌ চ মাসান্ স্বপিতি রাক্ষসঃ ।
মন্ত্রং কৃত্বা প্রসুপ্তোঽয়মিতস্তু নবমেঽহনি ॥ ১৭
স হি সংখ্যে মহাবাহুঃ ককুদঃ সর্ব্বরক্ষসাম্ ।
বানরান্ রাজপুত্রৌ চ ক্ষিপ্রমেব হনিষ্যতি ॥ ১৮
এষ কেতুঃ পরং সংখ্যে মুখ্যো বৈ সর্ব্বরক্ষসাম্ ।
কুম্ভকর্ণঃ সদা শেতে মূঢ়ো গ্রাম্যসুখে রতঃ ॥ ১৯
রামেণাভিনিরস্তস্য সংগ্রামেঽস্মিন সুদারুণে ।
ভবিষ্যতি ন মে শোকঃ কুম্ভকর্ণে বিবোধিতে ॥ ২০
কিং করিষ্যাম্যহং তেন শক্রতুল্যবলেন হি ।
ঈদৃশে ব্যসনে ঘোরে যো ন সাহায্য কল্পতে ॥ ২১
তে তু তদ্বচনং শ্রুত্বা রাক্ষসেন্দ্রস্য রাক্ষসাঃ ।
জগ্মুঃ পরমসম্ভ্রান্তাঃ কুম্ভকর্ণনিবেশনম্ ॥ ২২
তে রাবণসমাদিষ্টা মাংসশোণিতভোজনাঃ ।
গন্ধমাল্যং মহদ্ভক্ষ্যমাদায় সহসা যযুঃ ॥ ২৩
তাং প্রবিশ্য মহাদ্বারাং সর্ব্বতো যোজনায়তাম্ ।
কুম্ভকর্ণগুহাং রম্যাং পুষ্পগন্ধপ্রবাহিনীম্ ॥ ২৪
কুম্ভকর্ণস্য নিশ্বাসাদবধূতা মহাবলাঃ ।
প্রতিষ্ঠমানাঃ কৃচ্ছ্রেণ যত্নাৎ প্রবিবিশুর্গুহাম্ ॥ ২৫
তাং প্রবিশ্য গুহাং রম্যাং রত্নকাঞ্চনকুট্টিমাম্ ।

আমার বংশে এরূপ কোন পুরুষ উৎপন্ন হইবে, যে পুত্র, অমাত্য, সেনা এবং সারথির সহিত তোমাকে রণস্থলে সংহার করিবে। এই দশরথনন্দন রামচন্দ্রকে সেই মনুষ্য বলিয়া বোধ হইতেছে। বেদবতী যে আমাকর্ত্তৃক ধর্ষিতা হইয়া আমাকে অভিসম্পাত করিয়াছিলেন, বোধ হয় সেই মহাভাগা বেদবতীই এই জনক-নন্দিনী সীতারূপে জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন। উমা, নন্দীশ্বর, রম্ভার এবং বরুণকন্যা পুঞ্জিকাস্থলীর নিমিত্ত ভগবান্ ব্রহ্মা যে শাপ প্রদান করিয়াছিলেন, বোধ হয় আমি তাহাই ফলপ্রাপ্ত হইতেছি; জানিলাম,—তপোবলসম্পন্ন ব্যক্তিগণের বাক্য কখনই মিথ্যা হয় না। অতএব তোমরা এই সমস্ত সবিশেষ জানিয়া ইহার প্রতিবিধান সাধনে যত্নবান্ হও এবং চর্য্যা ও গোপুরের উপরে অবস্থান করিবার নিমিত্ত রাক্ষসগণকে নিযুক্ত কর এবং পিতামহশাপে অভিভূত, অপ্রতিমগাম্ভীর্য্যশালী দেব-দানবদলের দর্প-দলনকারী কুম্ভকর্ণকে জাগরিত করিতে চেষ্টা পাও। মহাবল রাবণ যুদ্ধে আপনাকে পরাজিত এবং প্রহস্ত ও ভীমপরাক্রম রাক্ষস সকলকে নিহত দেখিয়াই সেই রাক্ষসগণকে বারংবার এইরূপ আজ্ঞা করিলেন,—"তোমরা সযত্নে দ্বার সকল রক্ষা কর। প্রাচীরের উপর উঠিয়া চতুর্দ্দিক্ অবলোকন কর, হতচিত্ত কুম্ভকর্ণ নিশ্চিন্ত হইয়া সুখে নিদ্রা যাইতেছে, অতএব সেই নিদ্রাতুরকেও জাগাও। ৮—১৬।

পিতামহের আদেশ অনুসারে নিশাচর কুম্ভকর্ণ, ছয়মাস নিদ্রিত থাকিয়া একদিবসমাত্র জাগরিত হয়, কিন্তু সম্প্রতি নয় দিবসমাত্র ঘুমাইয়াছে; অতএব তাহাকে যত্নপূর্ব্বক জাগানই কর্ত্তব্য। রাক্ষসগণশ্রেষ্ঠ সেই মহাবাহু কুম্ভকর্ণ রণস্থলে রাজকুমার রাম ও লক্ষ্মণ এবং বানরগণকেও ত্বরায় সংহার করিয়া ফেলিবে। সর্ব্ব-রাক্ষসশ্রেষ্ঠ কুম্ভকর্ণ এইরূপ মহাবলশালী হইলেও মূঢ়তাবশতঃ গ্রাম্যসুখে অনুরক্ত হইয়া সতত শয়ন করিয়াই থাকে। আমি সেই সুদারুণ রণস্থলে রামকর্ত্তৃক পরাস্ত হইয়াছি বটে, কিন্তু কুম্ভকর্ণ জাগিয়া উঠিলে আমার আর শোক উপস্থিত হইবে না। আমার এতাদৃশ ঘোরতর ব্যসনসময়েও যদি ইন্দ্রসম পরাক্রমশালী কুম্ভকর্ণ আমার কোনরূপ সাহায্য না করে, তবে আর আমি তাহাকে লইয়া কি করিব ?১৭—২১। মাংসশোণিতভোজী নিশাচরগণ, রাক্ষসরাজের এই কথা শুনিয়া তৎকর্ত্তৃক আদিষ্ট হইয়া অতীব সম্ভ্রান্তচিত্তে গন্ধমাল্য ও প্রচুর ভক্ষ্য দ্রব্য সকল গ্রহণপূর্ব্বক হঠাৎ কুম্ভকর্ণের গৃহাভিমুখে গমন করিল। সেই মহাবল নিশাচরগণ সকল দিকে যোজন-বিস্তৃত গন্ধপুষ্পপ্রবাহিণী রম্য কুম্ভকর্ণগুহার দ্বারদেশে প্রবেশপূর্ব্বক কুম্ভকর্ণের নিশ্বাসস্বরে বারংবার কম্পিত হইয়াও বহুকষ্টে ধৈর্য্য সম্পাদনপূর্ব্বক অতিক্লেশে সে গুহামধ্যে প্রবেশ করিল। পরে রাক্ষসশার্দ্দূলগণ,

দদৃশুর্নৈঋতব্যাঘ্রাঃ শয়ানং ভীমবিক্রমম্ ॥ ২৬
তে তু তং বিকৃতং সুপ্তং বিকীর্ণমিব পর্ব্বতম্।
কুম্ভকর্ণং মহানিদ্রং সমেতাঃ প্রত্যবোধয়ন্ ॥ ২৭
উর্দ্ধলোমাঞ্চিততনুং শ্বসন্তমিব পন্নগম্।
ত্রাসয়ন্তং বিনিশ্বাসৈঃ শয়ানং ভীমবিক্রমম্ ॥ ২৮
ভীমনাসাপুটং তং তু পাতালবিপুলাননম্।
শয়নে ন্যস্তসর্ব্বাঙ্গং মেদোরুধিরগন্ধিনম্ ॥ ২৯
কাঞ্চনাঙ্গদনদ্ধাঙ্গং কিরীটেনার্কবর্চ্চসম্।
দদৃশুর্নৈঋতব্যাঘ্রং কুম্ভকর্ণমরিন্দমম্ ॥ ৩০
ততশ্চক্রুর্মহাত্মানঃ কুম্ভকর্ণস্য চাগ্রতঃ।
ভূতানাং মেরুসঙ্কাশং রাশিং পরমতর্পণম্ ॥ ৩১
মৃগাণাং মহিষাণাঞ্চ বরাহাণাঞ্চ সঞ্চয়ান্।
চক্রুর্নৈঋতশার্দ্দূলা রাশিমন্নস্য চাদ্ভুতম্ ॥ ৩২
ততঃ শোণিতকুম্ভাংশ্চ মাংসানি বিবিধানি চ।
পুরস্তাৎ কুম্ভকর্ণস্য চক্রুস্ত্রিদিবশত্রবঃ ॥ ৩৩
লিলিপুশ্চ পরার্দ্ধ্যেন চন্দনেন পরন্তপম্।
দিব্যৈরাশ্বাসয়ামাসুর্মাল্যৈর্গন্ধৈঃ সুগন্ধিভিঃ ॥ ৩৪
ধূপগন্ধাংশ্চ সসৃজুস্তুষ্টুবুশ্চ পরন্তপম্।
জলদা ইব চোন্নেদুর্যাতুধানাস্ততস্ততঃ ॥ ৩৫
শঙ্খাংশ্চ পূরয়ামাসুঃ শশাঙ্কসদৃশপ্রভান্।
তুমুলং যুগপচ্চাপি বিনেদুশ্চাপ্যমর্ষিতাঃ ॥ ৩৬
নেদুরাস্ফোটয়ামাসুশ্চিক্ষিপুস্তে নিশাচরাঃ।
কুম্ভকর্ণবিবোধার্থং চক্রুস্তে বিপুলং স্বরম্ ॥ ৩৭
সশঙ্খভেরীপণবপ্রণাদং
সাস্ফোটিতক্ষ্বেলিতসিংহনাদম্।
দিশো দ্রবন্তস্ত্রিদিবং কিরন্তঃ
শ্রুত্বা বিহঙ্গাঃ সহসা নিপেতুঃ ॥ ৩৮
যদা ভৃশং তৈর্নিনদৈর্মহাত্মা
ন কুম্ভকর্ণো বুবুধে প্রসুপ্তঃ।
ততো ভুশুণ্ডীমুষলানি সর্ব্বে
রক্ষোগণাস্তে জগৃহুর্গদাশ্চ ॥ ৩৯
তং শৈলশৃঙ্গৈর্মুষলৈর্গদাভি-
র্বক্ষঃস্থলে মুদ্গরমুষ্টিভিশ্চ।
সুখপ্রসুপ্তং ভুবি কুম্ভকর্ণং
রক্ষাংস্যুদগ্রাণি তদা নিজঘ্নুঃ ॥ ৪০
তস্য নিশ্বাসবাতেন কুম্ভকর্ণস্য রক্ষসঃ।
রাক্ষসা কুম্ভকর্ণস্য স্থাতুং শেকুর্ন চাগ্রতঃ ॥ ৪১
ততঃ পরিহিতা গাঢ়ং রাক্ষসা ভীমবিক্রমাঃ।
মৃদঙ্গপণবান্ ভেরীঃ শঙ্খকুম্ভগণাংস্তথা ॥ ৪২

রত্নকাঞ্চনময়ভূমিতল-ভূষিত ও শোভিত সেই রম্য-গুহামধ্যে প্রবেশ করিল। দেখিল, ভীমবিক্রম কুম্ভ-কর্ণ শুইয়া আছেন। ২২—২৬। পরে সেই অধঃপতিত পর্ব্বতবৎ প্রতীয়মান, বিকৃতদর্শন ও নিদ্রাভিভূত কুম্ভ-কর্ণকে জাগাইবার নিমিত্ত সকলে একত্র হইয়া দেখিল,—সেই শয়ান অরিন্দম ভীমবিক্রম কুম্ভকর্ণের রোম-রাজি উৎক্ষিপ্ত হইয়া রহিয়াছে এবং তাঁহার নাসিকা হইতে, সশ্বাস, বিষধরসর্পের ন্যায়, নিশ্বাস নির্গত হইতেছে। সেই নিশ্বাসনিবন্ধন,—তন্নিকটস্থ জীবমাত্রেরই পরিবর্তন ঘটিতেছে। তাঁহার নাসা-পুট ভয়ঙ্কর এবং বদন পাতালসদৃশ বিপুল। তাঁহার কাঞ্চনাঙ্গদ-ভূষিত পর্য্যঙ্ক-বিন্যস্ত সর্ব্বদেহ হইতে মেদ ও রক্তগন্ধ বাহির হইতেছে এবং শিরো-দেশে রত্নময় কিরীট থাকায় সেই সময়ে তাঁহাকে সূর্য্য-সদৃশ তেজঃশালী বলিয়া বোধ হইতেছিল। পরে সেই মহাবল নিশাচরগণ কুম্ভকর্ণের সম্মুখে তাঁহার তৃপ্তিকর মৃগ, মহিষ ও বরাহ প্রভৃতি জীব এবং মেরু-সদৃশ অন্নরাশি স্থাপন করিল। পরে সেই সুরশত্রু রাক্ষসগণ শত্রুতাপন কুম্ভকর্ণের সম্মুখে বহুবিধ মাংস ও রক্তপূর্ণ কলস সকল রাখিয়া তাঁহার গাত্রে তীব্রগন্ধ চন্দন লেপন করিয়া সুগন্ধি গন্ধদ্রব্য ও মাল্যদ্বারা তাঁহাকে চর্চ্চিত করিতে লাগিল। নিশাচরগণ, সেই অরিন্দম কুম্ভকর্ণের সম্মুখে তীব্রগন্ধ ধূপ সকল রাখিয়া জলদ-গম্ভীরস্বরে স্তব করিতে লাগিল এবং শশধর-তুল্য শঙ্খ সকলকে পরিপূরিত করত ক্রোধভরে যুগপৎ শঙ্খধ্বনি-সহকারে সিংহনাদ করিতে আরম্ভ করিল। ২৭—৩৬। এইরূপে কুম্ভকর্ণকে জাগাইবার নিমিত্ত নিশাচরগণ,—সিংহনাদ, আস্ফালন, কুম্ভকর্ণের অঙ্গ-বিলোড়ন এবং বিকৃত শব্দ করিতে আরম্ভ করিল। পক্ষিগণ,—শঙ্খ, ভেরী ও পণবনাদের সহিত নিশাচর-গণের সেই আস্ফোটিত, ক্ষ্বেড়িত ও সিংহনাদ শুনিয়া সহসা চতুর্দ্দিকে ধাবিত, আকাশে উৎপতিত এবং ভূতলে পতিত হইতে লাগিল। কিন্তু যখন নিদ্রাভিভূত মহাবল কুম্ভকর্ণ নিশাচরগণের ঘোরতর নিনাদেও জাগিলেন না,—তখন রাক্ষসগণ ক্রুদ্ধ হইয়া ভুষুণ্ডী, মুষল ও গদা গ্রহণ করিল। পরে সেই প্রচণ্ড নিশাচর-গণ,—শৈলশৃঙ্গ, মুষল, মুদ্গর, গদা ও মুষ্টিদ্বারা ভূতলে সুখনিদ্রিত কুম্ভকর্ণের বক্ষঃস্থলে আঘাত করিতে লাগিল। রাক্ষসগণ বলবান্ হইলেও সেই রাক্ষসেন্দ্র কুম্ভকর্ণের প্রবলনিশ্বাসপ্রভাবে তাঁহার সম্মুখে অবস্থান করিতে সমর্থ হইল না। পরে সেই ভীমপরাক্রম পিশিতাশনগণ, স্ব স্ব বস্ত্র সংযত করিয়া মৃদঙ্গ, পণব, ভেরী, শঙ্খ ও কুম্ভনামক বাদ্যযন্ত্র সকল

দশ রাক্ষসসাহস্রং যুগপৎ পর্য্যবারয়ন্।
নীলাঞ্জনচয়াকারং তে তু তং প্রত্যবোধয়ন্॥ ৪৩
অভিঘ্নন্তো নদন্তশ্চ ন চ সম্বুবুধে তদা।
যদা চৈনং ন শেকুস্তে প্রতিবোধয়িতুং তদা॥ ৪৪
ততো গুরুতরং যত্নং দারুণং সমুপাক্রমন্।
অশ্বানুষ্ট্রান্ খরান্নাগান্ জঘ্নুর্দণ্ডকশাঙ্কুশৈঃ॥ ৪৫
ভেরীশঙ্খমৃদঙ্গাংশ্চ সর্ব্বপ্রাণৈরবাদয়ন্।
নিজঘ্নুশ্চাস্য গাত্রাণি মহাকাষ্ঠকটঙ্করৈঃ॥ ৪৬
মুদ্গরৈর্মুষলৈশ্চাপি সর্ব্বপ্রাণসমুদ্যতৈঃ।
তেন নাদেন মহতা লঙ্কা সর্ব্বা প্রপূরিতা।
সপর্ব্বতবনা সর্ব্বা সোহপি নৈব প্রবুধ্যতে॥ ৪৭
ততো ভেরীসহস্রন্তু যুগপৎ সমহন্যত।
মৃষ্টকাঞ্চনকোণানামসক্তানাং সমন্ততঃ॥ ৪৮
এবমপ্যতিনিদ্রস্তু যদা নৈব প্রবুধ্যতে।
শাপস্য বশমাপন্নস্ততঃ ক্রুদ্ধা নিশাচরাঃ॥ ৪৯
ততঃ কোপসমাবিষ্টাঃ সর্ব্বে ভীমপরাক্রমাঃ।
তদ্রক্ষো বোধয়িষ্যন্তশ্চক্রুরন্যে পরাক্রমম্॥ ৫০
অন্যে ভেরীঃ সমাজঘ্নুরন্যে চক্রুর্মহাস্বনম্।
কেশানন্যে প্রলুলুপুঃ কর্ণাবন্যে দশন্তি চ॥ ৫১
উদকুম্ভশতানন্যে সমসিঞ্চন্ত কর্ণয়োঃ।
ন কুম্ভকর্ণঃ পস্পন্দে মহানিদ্রাবশং গতঃ॥ ৫২
অন্যে চ বলিনস্তস্য কূটমুদ্গরপাণয়ঃ।
মূর্দ্ধ্নি বক্ষসি গাত্রেষু পাতয়ন্ কূটমুদ্গরান্॥ ৫৩
রজ্জুবন্ধনবদ্ধাভিঃ শতঘ্নীভিশ্চ সর্ব্বশঃ।
বধ্যমানো মহাকায়ো ন প্রাবুধ্যত রাক্ষসঃ॥ ৫৪
বারণানাং সহস্রঞ্চ শরীরেহস্য প্রধাবিতম্।
কুম্ভকর্ণস্তদা প্রাপ্য স্পর্শং পরমবুধ্যত॥ ৫৫

স পাত্যমানৈর্গিরিশৃঙ্গবৃক্ষৈ-
রচিন্তয়ংস্তান্ বিপুলান্ প্রহারান্।
নিদ্রাক্ষয়াৎ ক্ষুৎপরিপীড়িতশ্চ
বিজৃম্ভমাণঃ সহসোৎপপাত॥ ৫৬
স নাগভোগাচলশৃঙ্গকল্পৌ
বিক্ষিপ্য বাহূ গিরিবজ্রসারৌ।
বিবৃত্য বক্ত্রং বড়বামুখাভং
নিশাচরেন্দ্রো বিকৃতং জজৃম্ভে॥ ৫৭

তস্য জাজৃম্ভমাণস্য বক্ত্রং পাতালসন্নিভম্।
দদৃশে মেরুশৃঙ্গাগ্রে দিবাকর ইবোদিতঃ॥ ৫৮

বাজাইতে লাগিল। এইরূপে দশসহস্র নিশাচর, নীলাঞ্জনপুঞ্জসদৃশ সেই কুম্ভকর্ণকে জাগাইবার নিমিত্ত যুগপৎ বিবিধপ্রকার চেষ্টা করিতে লাগিল। এইরূপে বিবিধবাদ্যবাদন ও সিংহনাদ করিয়াও যখন তাঁহাকে জাগাইতে পারিল না, তখন তাহা অপেক্ষা গুরুতর ও নিদারুণ উপায় অবলম্বন করিল;—তাহারা অশ্ব, উষ্ট্র, গর্দ্দভ ও হস্তিগণকে দণ্ড, কশ ও অঙ্কুশ দ্বারা আঘাত করিয়া কুম্ভকর্ণের গাত্রোপরি সঞ্চালন করাইতে লাগিল। ভেরী, শঙ্খ ও মৃদঙ্গ সকলকে বলসহকারে বাজাইতে লাগিল। সবল-সমুদ্যত সুমহৎ কাষ্ঠ, মুদ্গর ও মুষল সকল উত্তোলনপূর্ব্বক তদ্দ্বারা সবলে তাঁহার গাত্রে প্রহার করিতে লাগিল। সেই সময়ে সেই তুমুল শব্দে বনপর্ব্বতাদির সহিত লঙ্কানগরী পরিপূরিতা হইল। তথাপি কুম্ভকর্ণের নিদ্রাভঙ্গ হইল না। ৩৭—৪৭। পরে পরস্পর সমাসক্ত সহস্র-সংখ্যক ভেরী, কাঞ্চনকোণ দ্বারা সমাহত হইয়া চারিদিকে যুগপৎ ধ্বনিত হইতে লাগিল। ব্রহ্মশাপ বশত ঘোর নিদ্রায় অভিভূত কুম্ভকর্ণ, যখন ইহাতেও জাগিলেন না, তখন রাক্ষসগণ অত্যন্ত কোপান্বিত হইল। পরে সেই কোপাবিষ্ট ভীমপরাক্রম রাক্ষসগণ, রাক্ষস কুম্ভকর্ণকে জাগাইবার নিমিত্ত কেহ পরাক্রম-প্রকাশ, কেহ ভেরী-বাদন, কেহ বা সিংহনাদ, করিতে লাগিল, কেহ বা তাঁহার কেশ ধরিয়া টানিতে লাগিল; এবং কেহ কেহ বা কর্ণে দংশন করিতে লাগিল। বহুসংখ্যক রাক্ষস শত শত পূর্ণকুম্ভ লইয়া তাঁহার কর্ণদ্বয়কে জলপূর্ণ করিতে থাকিল, কিন্তু তথাপি নিদ্রাভিভূত কুম্ভকর্ণ একবার নড়িলেনও না। অন্যান্য বলবান্ রাক্ষসগণ হস্তে ভীষণ মুদ্গর লইয়া, তদ্দ্বারা তদীয় মস্তক, বক্ষঃস্থল এবং সর্ব্বগাত্রেই প্রহার করিতে লাগিল। অপিচ রজ্জু-বদ্ধ শতঘ্নীসমূহ দ্বারা বদ্ধ হইয়াও যখন সেই মহাকায় রাক্ষসবর কুম্ভকর্ণ জাগিলেন না, তখন রাক্ষসগণ তাঁহার দেহের উপর যুগপৎ অসংখ্য মাতঙ্গগণকে সঞ্চালিত করিতে থাকিল;—করিবরগণের পদ-দলন-জনিত সুখময় স্পর্শে তাঁহার নিদ্রাভঙ্গ হইল। কুম্ভকর্ণ, সেই পাত্যমান গিরিশৃঙ্গ ও বৃক্ষ সকল দ্বারা আঘাত প্রাপ্ত হইলেও, তদ্বিষয়ে কোন চিন্তা না করিয়াই নিদ্রানাশ-হেতু ক্ষুধায় কাতর হইয়া জৃম্ভণ করিতে করিতে হঠাৎ উঠিয়া বসিলেন। ৪৮—৫৬। পরে রাক্ষসেন্দ্র কুম্ভকর্ণ,—বজ্রাপেক্ষা সারবান্ অচলশৃঙ্গ ও নাগভোগসদৃশ বাহুদ্বয় বিক্ষিপ্ত করত বড়বামুখ-সদৃশ স্বীয় মুখমণ্ডল বিস্তৃত করিয়া জৃম্ভণ করিতে লাগিলেন। সেই সময়ে সেই অচির-প্রবুদ্ধ মহাবল রাক্ষসশ্রেষ্ঠ কুম্ভকর্ণ,—বারংবার জৃম্ভণ করিতে থাকিলে, তাঁহার মুখবিবরকে পাতালবিল বলিয়া বোধ

স জৃম্ভমাণোঽতিবলঃ প্রবুদ্ধস্তু নিশাচরঃ।
নিশ্বাসশ্চাস্যতো জজ্ঞে পর্ব্বতাদিব মারুতঃ ॥ ৫৯
রূপমুত্তিষ্ঠতস্তস্য কুম্ভকর্ণস্য তদ্বভৌ।
যুগান্তে সর্ব্বভূতানি কালস্যেব দিধক্ষতঃ ॥ ৬০
তস্য দীপ্তাগ্নিসদৃশে বিদ্যুৎসদৃশবর্চ্চসী।
দদৃশাতে মহানেত্রে দীপ্তাবিব মহাগ্রহৌ ॥ ৬১
ততস্ত্বদর্শয়ন্ সর্ব্বান্ ভক্ষ্যাংশ্চ বিবিধান্ বহূন্।
বরাহান্ মহিষাংশ্চৈব বভক্ষ স মহাবলঃ ॥ ৬২
আদদ্‌ বুভুক্ষিতো মাংসং শোণিতং তৃষিতোঽপিবৎ।
মেদঃকুম্ভাংশ্চ মদ্যাংশ্চ পপৌ শক্ররিপুস্তদা ॥ ৬৩
ততস্তৃপ্ত ইতি জ্ঞাত্বা সমুৎপেতুর্নিশাচরাঃ।
শিরোভিশ্চ প্রণম্যৈনং সর্ব্বতঃ পর্য্যবারয়ন্ ॥ ৬৪
নিদ্রাবিশদনেত্রস্তু কলুষীকৃতলোচনঃ।
চারয়ন্ সর্ব্বতো দৃষ্টিং তানুবাচ নিশাচরান্ ॥ ৬৫
স সর্ব্বান্ সান্ত্বয়ামাস নৈর্ঋতান্নৈর্ঋতর্ষভঃ।
বোধনাদ্বিস্মিতশ্চাপি রাক্ষসানিদমব্রবীৎ ॥ ৬৬
কিমর্থমহমাদৃত্য ভবদ্ভিঃ প্রতিবোধিতঃ।
কচ্চিৎ সুকুশলং রাজ্ঞো ভয়ং বা নেহ কিঞ্চন ॥ ৬৭
অথবা ধ্রুবমন্যেভ্যো ভয়ং পরমুপস্থিতম্।
যদর্থমেবং ত্বরিতৈর্ভবদ্ভিঃ প্রতিবোধিতঃ ॥ ৬৮
অদ্য রাক্ষসরাজস্য ভয়মুৎপাটয়াম্যহম্।
দারয়িষ্যে মহেন্দ্রং বা শীতয়িষ্যে তথানলম্ ॥ ৬৯
ন হ্যল্পকারণে সুপ্তং বোধয়িষ্যতি মাদৃশম্।
তদাখ্যাতার্থতত্ত্বেন মৎপ্রবোধনকারণম্ ॥ ৭০
এবং ব্রুবাণং সংরব্ধং কুম্ভকর্ণমরিন্দমম্।
যূপাক্ষঃ সচিবো রাজ্ঞঃ কৃতাঞ্জলিরভাষত ॥ ৭১
ন নো দেবকৃতং কিঞ্চিদ্ভয়মস্তি কদাচন।
মানুষান্নো ভয়ং রাজন্ তুমুলং সম্প্রবাধতে ॥ ৭২
ন দৈত্যদানবেভ্যো বা ভয়মস্তি হি নঃ ক্বচিৎ।
যাদৃশং মানুষং রাজন্ ভয়মস্মানুপস্থিতম্ ॥ ৭৩
বানরৈঃ পর্ব্বতাকারৈর্লঙ্কেয়ং পরিবারিতা।
সীতাহরণসন্তপ্তাদ্রামাদস্মাকমুল্বণং ভয়ম্ ॥ ৭৪
একেন বানরেণেবং পূর্ব্বং দগ্ধা মহাপুরী।
কুমারো নিহতশ্চাক্ষঃ সানুযাত্রঃ সকুঞ্জরঃ ॥ ৭৫
স্বয়ং রক্ষোঽধিপশ্চাপি পৌলস্ত্যো দেবকণ্টকঃ।
ব্রজেতি সংযুগে মুক্তো রামেণাদিত্যবর্চ্চসা ॥ ৭৬
যন্ন দেবৈঃ কৃতো রাজা নাপি দৈত্যৈর্ন দানবৈঃ।

হইতে লাগিল। তখন তাঁহাকে মেরুশৃঙ্গাগ্রে সমুদিত দিবাকরসদৃশ এবং তাঁহার নিশ্বাসকে পার্ব্বতীয় বাতসঙ্ঘাত বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। উত্থানকালে কুম্ভকর্ণের সেই মূর্ত্তি, প্রলয়কালে সর্ব্বভূতদহনেচ্ছু কালের ন্যায় প্রকাশ পাইতে লাগিল। তাঁহার উজ্জ্বল অগ্নিতুল্য এবং বিদ্যুৎসদৃশ তেজোবিশিষ্ট সুমহৎ চক্ষুর্দ্বয় দেদীপ্যমান গ্রহদ্বয়ের ন্যায়, দৃষ্ট হইতে লাগিল। ৫৯—৬১। পরে রাক্ষসগণ পূর্ব্বসমাহৃত বহুপরিমিত বরাহ ও মহিষ প্রভৃতি বিবিধ আহারীয় দ্রব্য সকল দেখাইলে, মহাবল কুম্ভকর্ণ সেই সমস্ত খাইতে প্রবৃত্ত হইলেন। বুভুক্ষিত ও তৃষিত, ইন্দ্রশত্রু কুম্ভকর্ণ,—মাংস-ভক্ষণ এবং শোণিত, মেদ ও মদ্যকুম্ভ সকল পান করিলে, রাক্ষসগণ তাঁহাকে পরিতৃপ্ত বোধ করিয়া, তাঁহার নিকটে যাইল;—এবং অবনতমস্তকে প্রণাম করিয়া চারিদিকে পরিবেষ্টনপূর্ব্বক দণ্ডায়মান হইল। পরে রাক্ষসপ্রধান কুম্ভকর্ণ অকালে নিদ্রাভঙ্গহেতু বিস্ময়ান্বিত হইয়া ঈষদুন্মীলিত ও কলুষিতনেত্রে সর্ব্বদিকে দৃষ্টিনিক্ষেপপূর্ব্বক নিকটস্থ রাক্ষসসমূহকে সান্ত্বনা করত কহিলেন;—"তোমরা কি জন্য আমাকে এতাদৃশ যত্নসহকারে প্রবোধিত করিলে? রাক্ষসরাজ রাবণ ত কুশলে আছেন? তাঁহার ত কোন ভয় উপস্থিত হয় নাই? অথবা তোমরা যখন আমাকে এরূপ সত্বরভাবে জাগাইয়াছ, তখন নিশ্চয়ই কোন সুমহৎ ভয় উপস্থিত হইয়াছে। আমি অদ্য রাক্ষসরাজের সেই ভয়কে দূর করিবার নিমিত্ত মহেন্দ্রকে বিদারণ অথবা অগ্নিকে শৈত্যগুণযুক্ত করিব। রাক্ষসরাজ কখন সামান্য কারণে আমার ন্যায় নিদ্রিত বীরকে জাগরিত করিবেন না; অতএব আমাকে জাগাইবার কারণ কি?—তাহা স্বরূপতঃ প্রকাশ করিয়া বল।" ৬২—৭০। অরিদমন কুম্ভকর্ণ ক্রোধভরে এই কথা কহিলে রাজমন্ত্রী যূপাক্ষ যোড়হাতে কহিল;—"মহারাজ! আমাদের দেবকৃত কোন ভয়ই উপস্থিত হয় নাই; কিন্তু মনুষ্যগণ হইতে ভীষণ ভয় উপস্থিত হইয়াছে। হে রাজন্! মনুষ্যগণ হইতে আমাদের যেরূপ ভয় উপস্থিত হইয়াছে দৈত্য অথবা দানবগণ হইতেও কখন এমন ভয় উপস্থিত হয় নাই। সীতাহরণসন্তপ্ত রামচন্দ্রই আমাদের এই সুমহৎ ভয়ের কারণ;—তাঁহার পর্ব্বতাকার বানরগণকর্তৃক এই লঙ্কানগরী পরিবেষ্টিতা হইয়াছে। পূর্ব্বে একমাত্র বানর কর্তৃক এই মহাপুরী দগ্ধ এবং মাতঙ্গ বাহন ও অনুযাত্রগণের সহিত কুমার অক্ষ হত হইয়াছেন। দেবকণ্টক পুলস্ত্যনন্দন নিশাচরপতি রাবণ স্বয়ংই, সূর্য্যের তুল্য তেজস্বী রামের নিকটে পরাভূত হইয়াছেন এবং রামকর্তৃক 'পলায়ন কর' এইরূপ অভিহিত হইয়া পরিত্যক্ত হইয়াছেন। রাক্ষসরাজ রাবণ,—পূর্ব্বে দেব,

কুতঃ স ইহ রামেণ বিমুক্তঃ প্রাণসংশয়াৎ ॥ ৭৭
স যূপাক্ষবচঃ শ্রুত্বা ভ্রাতুর্যুধি পরাভবম্।
কুম্ভকর্ণো বিবৃত্তাক্ষো যূপাক্ষমিদমব্রবীৎ ॥ ৭৮
সর্ব্বমদ্যৈব যূপাক্ষ হরিসৈন্যং সলক্ষ্মণম্।
রাঘবঞ্চ রণে জিত্বা ততো দ্রক্ষ্যামি রাবণম্ ॥ ৭৯
রাক্ষসাংস্তর্পয়িষ্যামি হরীণাং মাংসশোণিতৈঃ।
রামলক্ষ্মণয়োশ্চাপি স্বয়ং পাস্যামি শোণিতম্ ॥ ৮০

তত্তস্য বাক্যং ব্রুবতো নিশম্য
সগর্ব্বিতং রোষবিবৃদ্ধদোষম্।
মহোদরো নৈর্ঋতযোধমুখ্যঃ
কৃতাঞ্জলির্বাক্যমিদং বভাষে ॥ ৮১

রাবণস্য বচঃ শ্রুত্বা গুণদোষৌ বিমৃশ্য চ।
পশ্চাদপি মহাবাহো শত্রূন্ যুধি বিজেষ্যসি ॥ ৮২
মহোদরবচঃ শ্রুত্বা রাক্ষসৈঃ পরিবারিতঃ।
কুম্ভকর্ণো মহাতেজাঃ সম্প্রতস্থে মহাবলঃ ॥ ৮৩
সুপ্তমুত্থাপ্য ভীমাক্ষং ভীমরূপপরাক্রমম্।
রাক্ষসাস্ত্বরিতা জগ্মুর্দশগ্রীবনিবেশনম্ ॥ ৮৪
তেঽধিগম্য দশগ্রীবমাসীনং পরমাসনে।
ঊচুর্বদ্ধাঞ্জলিপুটাঃ সর্ব্ব এব নিশাচরাঃ ॥ ৮৫
কুম্ভকর্ণঃ প্রবুদ্ধোঽসৌ ভ্রাতা তে রাক্ষসেশ্বর।

দৈত্য অথবা দানবগণ হইতেও কখনই এরূপ দুরবস্থা প্রাপ্ত হন নাই; অধুনা রামচন্দ্র কর্ত্তৃক তাদৃশ প্রাণ-সংশয়-দশায় উপনীত হইয়াছেন এবং কথঞ্চিৎ জীবিতাবস্থায় পরিত্যক্ত হইয়াছেন।" ৭১—৭৭। কুম্ভকর্ণ ভ্রাতার পরাভব-বিষয়ক যূপাক্ষের কথা শুনিয়া চক্ষুর্দ্বয় ক্রোধে বিস্ফারিত করিয়া কহিলেন;—"যূপাক্ষ! আমি অদ্যই প্রথমত বানর বাহিনীর সহিত রাম ও লক্ষ্মণকে বধ করিয়া পশ্চাৎ রাক্ষসরাজ রাবণের সহিত সাক্ষাৎ করিব। বানরগণের মাংস ও শোণিত দ্বারা নিশাচরগণকে পরিতৃপ্ত করিয়া স্বয়ং রাম এবং লক্ষ্মণের রক্ত পান করিব।" রাক্ষস সেনাপতি মহোদর, কুম্ভকর্ণের এতাদৃশ গর্ব্বিত এবং রোষবশতঃ দুর্নীতিপূর্ণ কথা শুনিয়া যোড়হাতে কহিল;—হে মহাবাহো! অগ্রে রাক্ষসরাজ রাবণের বাক্য শ্রবণপূর্ব্বক সমরক্ষেত্রে তাহার গুণদোষ বিচার করত পশ্চাৎ শত্রুগণকে জয় করিবেন।" বিপুল-বলযুক্ত মহাতেজা কুম্ভকর্ণ, মহোদরের কথা শুনিয়া রাক্ষসগণে পরিবেষ্টিত হইয়া সেই স্থানেই যাইতে উপক্রম করিলেন। সেই সময়ে কতকগুলি রাক্ষস,—ভীমচক্ষু, ভীমরূপ ও ভীমপরাক্রম কুম্ভকর্ণকে জাগরিত দেখিয়া, রাবণগৃহে গমনপূর্ব্বক পরমাসনে সমাসীন দশানন রাবণকে যোড়হাতে

কথং তত্রৈব নির্যাতু দ্রক্ষ্যসে তমিহাগতম্ ॥ ৮৬
রাবণস্ত্বব্রবীদ্ধৃষ্টো রাক্ষসাংস্তানুপস্থিতান্।
দ্রষ্টুমেনমিহেচ্ছামি যথান্যায়ঞ্চ পূজ্যতাম্ ॥ ৮৭
তথেত্যুক্ত্বা তু তে সর্ব্বে পুনরাগম্য রাক্ষসাঃ।
কুম্ভকর্ণমিদং বাক্যমূচূ রাবণচোদিতাঃ ॥ ৮৮
দ্রষ্টুং ত্বাং কাঙ্ক্ষতে রাজা সর্ব্বরাক্ষসপুঙ্গবঃ।
গমনে ক্রিয়তাং বুদ্ধির্ভ্রাতরং সম্প্রহর্ষয় ॥ ৮৯
কুম্ভকর্ণস্তু দুর্দ্ধর্ষো ভ্রাতুরাজ্ঞায় শাসনম্।
তথেত্যুক্ত্বা মহাবীর্য্যঃ শয়নাদুৎপপাত হ ॥ ৯০
প্রক্ষাল্য বদনং হৃষ্টঃ স্নাতঃ পরমহর্ষিতঃ।
পিপাসুস্ত্বরয়ামাস পানং বলসমীরণম্ ॥ ৯১
ততস্তে ত্বরিতাস্তত্র রাক্ষসা রাবণাজ্ঞয়া।
মদ্যং ভক্ষ্যাংশ্চ বিবিধান্ ক্ষিপ্রমেবোপহারয়ন্ ॥ ৯২
পীত্বা ঘটসহস্রে দ্বে গমনায়োপচক্রমে।
ঈষৎ সমুৎকটো মত্তস্তেজোবলসমন্বিতঃ ॥ ৯৩
কুম্ভকর্ণো বভৌ ক্রুদ্ধঃ কালান্তকযমোপমঃ।
ভ্রাতুঃ স ভবনং গচ্ছন্ রক্ষোবলসমন্বিতঃ।
কুম্ভকর্ণঃ পদন্যাসৈরকম্পয়ত মেদিনীম্ ॥ ৯৪

কহিল;—"হে রাক্ষসেশ্বর! আপনার ভ্রাতা কুম্ভকর্ণ জাগিয়াছেন। সম্প্রতি, তিনি সেই স্থান হইতেই যুদ্ধযাত্রা করিবেন, না এ স্থানে আসিয়া আপনার সহিত সাক্ষাৎ করিবেন?" সেই কথা শুনিয়া উদ্ধত দশানন, সেই সমাগত রাক্ষসদিগকে কহিলেন,—"আমি তাঁহাকে এই স্থানে দেখিতে ইচ্ছা করি; অতএব তোমরা তাঁহাকে যথাযোগ্য সৎকারপূর্ব্বক লইয়া আইস।" রাক্ষসগণ রাবণের বাক্য স্বীকার করত, আদেশ অনুসারে কুম্ভকর্ণের নিকটে গিয়া কহিল;—'রাক্ষসগণের অধীশ্বর রাজা দশানন আপনাকে দেখিতে ইচ্ছা করেন, অতএব তাঁহার আনন্দবর্দ্ধনার্থ তথায় গমন করিতে অভিলাষী হউন।" ৭৮—৮৯। মহাবীর্য্য দুর্দ্ধর্ষ কুম্ভকর্ণ, ভ্রাতার আদেশ জানিয়া,—'তাহাই হউক'—এই কথা বলিয়া শয্যা হইতে উঠিলেন এবং হৃষ্টচিত্তে মুখ ধুইয়া, ও স্নান করিয়া পরম আনন্দে পিপাসু হইয়া, বলবৃদ্ধিকর মদ্য পান করিতে ইচ্ছা করিলেন। তখন রাক্ষসগণ রাবণের আদেশ অনুসারে শীঘ্র বিবিধ মদ্য ও ভক্ষ্য দ্রব্য সকল আনয়ন করিল। পরে তেজোবল-যুক্ত কুম্ভকর্ণ দুইহাজার কলস মদ্য পানপূর্ব্বক ঈষৎপরিমাণে মত্ত ও তীব্রস্বভাব হইয়া গমন করিতে প্রবৃত্ত হইলে, তাঁহাকে, কোপযুক্ত কালান্তক যমের ন্যায় বোধ হইতে লাগিল। সেই সময়ে কুম্ভকর্ণ রাক্ষসগণে পরিবেষ্টিত,

স রাজমার্গং বপুষা প্রকাশয়ন্
সহস্রশঃ পৌরজনীমিবাংশুভিঃ।
জগাম তত্রাঞ্জলিমালয়া বৃতঃ
শতক্রতুর্গেহমিব স্বয়ম্ভুবঃ॥ ৫
তং রাজমার্গস্থমমিত্রঘাতিনং
বনৌকসস্তে সহসা বহিঃ স্থিতাঃ।
দৃষ্ট্বাপ্রমেয়ং গিরিশৃঙ্গকল্পং
বিতত্রসুস্তে সহ যূথপালৈঃ॥ ১৬
কেচিচ্ছরণ্যং শরণং স্ম রামং
ব্রজন্তি কেচিৎ ব্যথিতাঃ পতন্তি
কেচিদ্দিশশ্চ ব্যথিতাঃ প্রয়ান্তি
কেচিদ্ভয়ার্তা ভুবি শেরতে স্ম॥ ১৭
তমদ্রিশৃঙ্গপ্রতিমং কিরীটিনং
স্পৃশন্তমাদিত্যমিবাত্মতেজসা।
বনৌকসঃ প্রেক্ষ্য বিবৃদ্ধমদ্ভুতং
ভয়ার্দ্দিতা দুদ্রুবিরে যতস্ততঃ॥ ১৮

ইতি লঙ্কাকাণ্ডে ষষ্টিতমঃ সর্গঃ॥ ৬০

হইয়া, ভ্রাতৃভবনে গমন করিতে প্রবৃত্ত হইলে, তাঁহার পদভরে বসুন্ধরা কাঁপিতে লাগিল। সূর্য্য যেরূপ কর-জালদ্বারা পৃথিবীকে প্রকাশিত করেন, সেইরূপ তিনিও আপন কান্তিদ্বারা রাজপথকে আলোকিত করত, রাক্ষসগণের অঞ্জলিমালায় পরিবৃত হইয়া, দেবরাজ ইন্দ্রের ব্রহ্মসদন-গমনের ন্যায়, ভ্রাতৃভবনে যাইতে লাগিলেন। সেই গিরিশৃঙ্গতুল্য অমিত্রঘাতী অপ্রমেয় বীর রাজপথে যাইতে থাকিলে, বহিঃস্থিত বনবাসী বানর এবং যূথপতিগণও দূর হইতে তাঁহাকে দেখিয়াই ত্রাসিত হইল। তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ শরণ্য রামচন্দ্রের শরণাগত হইল। কেহ ব্যথিত হইয়া ভূতলে পড়িয়া গেল এবং কেহ কেহ বা দিক্-বিদিকে পলাইতে লাগিল। কেহ কেহ বা ভয়ার্ত্ত হইয়া ভূমিতলে শুইয়া রহিল। অধিক কি, যিনি আপন তেজ দ্বারা সূর্য্যকেও অতিক্রম করিয়াছেন, সেই গিরিশৃঙ্গতুল্য কিরীটধারী সমুন্নত এবং অদ্ভুত-দর্শন বীরকে দেখিয়াই বানরগণ যথাইচ্ছা চারিদিকে পলাইতে লাগিল। ১৫—১৮।

একষষ্টিতমঃ সর্গঃ।

ততো রামো মহাতেজা ধনুরাদায় বীর্য্যবান্।
কিরীটিনং মহাকায়ং কুম্ভকর্ণং দদর্শ হ॥ ১
তং দৃষ্ট্বা রাক্ষসশ্রেষ্ঠং পর্ব্বতাকারদর্শনম্।
ক্রমমাণমিবাকাশং পুরা নারায়ণং যথা॥ ২
সতোয়াম্বুদসঙ্কাশং কাঞ্চনাঙ্গদভূষণম্।
দৃষ্ট্বা পুনঃ প্রদুদ্রাব বানরাণাং মহাচমূঃ॥ ৩
বিদ্রুতাং বাহিনীং দৃষ্ট্বা বর্দ্ধমানঞ্চ রাক্ষসম্।
সবিস্মিতমিদং রামো বিভীষণমুবাচ হ॥ ৪
কোঽসৌ পর্ব্বতসঙ্কাশঃ কিরীটী হরিলোচনঃ।
লঙ্কায়াং দৃশ্যতে বীরঃ সবিদ্যুদিব তোয়দঃ॥ ৫
পৃথিব্যাঃ কেতুভূতোঽসৌ মহানেকোঽত্র দৃশ্যতে।
যং দৃষ্ট্বা বানরাঃ সর্ব্বে বিদ্রবন্তি যতস্ততঃ॥ ৬
আচক্ষ্ব সুমহান্ কোঽসৌ রক্ষো বা যদি বাসুরঃ।
ন ময়ৈবংবিধং ভূতং দৃষ্টপূর্ব্বং কদাচন॥ ৭
সম্পৃষ্টো রাজপুত্রেণ রামেণাক্লিষ্টকর্ম্মণা।
বিভীষণো মহাপ্রাজ্ঞঃ কাকুৎস্থমিদমব্রবীৎ॥ ৮
যেন বৈবস্বতো যুদ্ধে বাসবশ্চ পরাজিতঃ।
সৈষ বিশ্রবসঃ পুত্রঃ কুম্ভকর্ণঃ প্রতাপবান্।

একষষ্টিতম সর্গ।

পরে মহাতেজস্বী বীর্য্যশালী রাম, শরাসন ধারণ-পূর্ব্বক সেই কিরীটধারী মহাকায় কুম্ভকর্ণের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন। পুরাকালে অম্বরাকে ক্রমমাণ নারায়ণের ন্যায়, সেই পর্ব্বতপ্রমাণ রাক্ষসশ্রেষ্ঠকে দেখিয়া রামচন্দ্র সম্যক্ বদ্ধপরিকর হইলেন। সজল-জলদ-তুল্য কনককেয়ূরভূষিত সেই বীরকে ক্রমশঃ পরিবর্দ্ধিত হইতে দেখিয়া মহতী বানরসেনা পুনরায় পলায়ন করিতে লাগিল। বানরবাহিনীকে বিদ্রুত এবং রাক্ষস কুম্ভকর্ণকে পরিবর্দ্ধিত হইতে দেখিয়া রাম সবিস্ময়ে বিভীষণকে বলিলেন;—"লঙ্কামধ্যে পর্ব্বততুল্য সবিদ্যুৎমেঘবৎ ঐ যে কপিলনয়ন বীর দেখা যাইতেছে, ও কে? উহাকে পৃথিবীর একমাত্র মহান্ কেতু বলিয়াই অনুমান হইতেছে; কেননা, উহাকে দেখিবামাত্র সকল বানরই চারিদিকে পলাইতেছে। সুতরাং এই মহাপ্রাণী রাক্ষস অথবা অসুর, তাহা তুমি আমার নিকটে প্রকাশ করিয়া বল। পূর্ব্বে আমি কখনও এরূপ অদ্ভুত প্রাণী দেখি নাই।" ১—৭। মহাপ্রাজ্ঞ বিভীষণ অক্লিষ্টকর্ম্মা কাকুৎস্থ-রাজ-তনয় রাম, এইরূপ জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিলেন;—"যিনি রণস্থলে যম এবং ইন্দ্রকেও পরাভব করিয়া-

অস্য প্রমাণসদৃশো রাক্ষসোঽন্যো ন বিদ্যতে ॥ ৯
এতেন দেবা যুধি দানবাশ্চ
যক্ষা ভুজঙ্গাঃ পিশিতাশনাশ্চ।
গন্ধর্ববিদ্যাধরপন্নগাশ্চ
সহস্রশো রাঘব সম্প্রভগ্নাঃ ॥ ১০
শূলপাণিং বিরূপাক্ষং কুম্ভকর্ণং মহাবলম্।
হন্তুং ন শেকুস্ত্রিদশাঃ কালোঽয়মিতি মোহিতাঃ ॥ ১১
প্রকৃত্যা হ্যেষ তেজস্বী কুম্ভকর্ণো মহাবলঃ।
অন্যেষাং রাক্ষসেন্দ্রাণাং বরদানকৃতং বলম্ ॥ ১২
বালো জাতমাত্রেণ ক্ষুধার্ত্তেন মহাত্মনা।
ভক্ষিতানি সহস্রাণি প্রজানাং সুবহূন্যপি ॥ ১৩
তেষু সংভক্ষ্যমাণেষু প্রজা ভয়নিপীড়িতাঃ।
যান্তি স্ম শরণং শক্রং তমপ্যর্থং ন্যবেদয়ন্ ॥ ১৪
স কুম্ভকর্ণং কুপিতো মহেন্দ্রো
জঘান বজ্রেণ শিতেন বজ্রী।
স শক্রবজ্রাভিহতো মহাত্মা
চচাল কোপাচ্চ ভৃশং ননাদ ॥ ১৫
তস্য নানদ্যমানস্য কুম্ভকর্ণস্য রক্ষসঃ।
শ্রুত্বা নিনাদং বিত্রস্তাঃ প্রজা ভূয়ো বিতত্রসুঃ ॥ ১৬
ততঃ ক্রুদ্ধো মহেন্দ্রস্য কুম্ভকর্ণো মহাবলঃ।
নিষ্কৃষ্যৈরাবতাদ্দন্তং জঘানোরসি বাসবম্ ॥ ১৭
কুম্ভকর্ণপ্রহারার্ত্তো বিজজ্বাল স বাসবঃ।
ততো বিষেদুঃ সহসা দেবা ব্রহ্মর্ষিদানবাঃ ॥ ১৮
কুম্ভকর্ণস্য দৌরাত্ম্যং শশংসুস্তে প্রজাপতেঃ।
প্রজানাং ভক্ষণঞ্চাপি ধর্ষণঞ্চ দিবৌকসাম্।
আশ্রমধ্বংসনঞ্চাপি পরস্ত্রীহরণং তথা ॥ ১৯
এবং যদি প্রজাস্ত্বেষ ভক্ষয়িষ্যতি নিত্যশঃ।
অচিরেণৈব কালেন শূন্যো লোকো ভবিষ্যতি ॥ ২০
বাসবস্য বচঃ শ্রুত্বা সর্ব্বলোকপিতামহঃ।
রক্ষাংস্যাবাহয়ামাস কুম্ভকর্ণং দদর্শ হ ॥ ২১
কুম্ভকর্ণং সমীক্ষ্যৈব বিতত্রাস প্রজাপতিঃ।
কুম্ভকর্ণমথাশ্বস্তঃ স্বয়ম্ভূরিদমব্রবীৎ ॥ ২২
ধ্রুবং লোকবিনাশায় পৌলস্ত্যেনাসি নির্ম্মিতঃ।
তস্মাত্ত্বমদ্যপ্রভৃতি মৃতকল্পঃ শয়িষ্যসে ॥ ২৩
ব্রহ্মশাপাভিভূতোঽথ নিপপাতাগ্রতঃ প্রভোঃ।
ততঃ পরমসম্ভ্রান্তো রাবণো বাক্যমব্রবীৎ ॥ ২৪
প্রবৃদ্ধঃ কাঞ্চনো বৃক্ষঃ ফলকালে নিকৃত্যতে।
ন নপ্তারং স্বকং ন্যায্যং শপ্তুমেবং প্রজাপতে ॥ ২৫

ছিলেন, ইনিই সেই বিশ্রবাপুত্র প্রতাপশালী কুম্ভকর্ণ। ইহাঁর ন্যায় দীর্ঘকায় রাক্ষস আর কেহই নাই। রাঘব! ইহাঁকর্ত্তৃকই রণক্ষেত্রে দানব, যক্ষ, রাক্ষস, গন্ধর্ব্ব, বিদ্যাধর ও নাগগণ সহস্র সহস্রবার নির্জ্জিত হইয়া পলায়ন করিয়াছিল। রাজন্! এই মহাবলশালী বিরূপাক্ষ কুম্ভকর্ণকে নিধন করা দূরে থাকুক, যখন ইনি শূলহস্তে অবস্থান করিতেন, তখন দেবতাগণ ইহাঁকে মূর্ত্তিমান্ কালস্বরূপ বিবেচনা করিয়া মোহিত হইতেন। অন্য রাক্ষসেন্দ্রগণ বরপ্রভাবেই বলবান্ হইয়াছেন, কিন্তু এই মহাবল কুম্ভকর্ণ স্বভাবতই তেজস্বী। এই মহাবল ভূমিষ্ঠ হইবামাত্রই ক্ষুধার্ত্ত হইয়া বহুসহস্র প্রজাকে ভক্ষণ করিতে থাকিলে প্রজাগণ ভয়ব্যাকুলচিত্তে দেবরাজ ইন্দ্রের শরণাগত হইয়া, তাঁহার নিকটে সমস্ত বিবরণ নিবেদন করে। তাহা শুনিয়া মহেন্দ্র ক্রুদ্ধ হইয়া ইহাঁর উপরে সুতীক্ষ্ণ বজ্র নিক্ষেপ করিলে, এই মহাত্মা বজ্রপ্রহারে কিঞ্চিৎ আহত এবং বিচলিত হইয়াও বারংবার সিংহনাদ করিতে লাগিলেন। তখন বারংবার শব্দায়মান রাক্ষসশ্রেষ্ঠ কুম্ভকর্ণের সেই ভীষণ নিনাদ শুনিয়া প্রজাগণ পুনরায় ভীত হইয়া পড়িল। ৮—১৬। পরে মহাবল কুম্ভকর্ণ, ঐরাবতের দন্ত উপড়াইয়া তাহা-দ্বারা মহেন্দ্রের বক্ষঃস্থলে প্রহার করিলে, কুম্ভকর্ণের প্রহারে ইন্দ্র নিতান্ত পীড়িত এবং রক্তাক্তকায় হইলেন। তাহা দেখিয়া দেবতা, দানব এবং ব্রহ্মর্ষিগণ সাতিশয় বিষণ্ণ হইলেন এবং বাসব ও প্রজাগণের সহিত, অবিলম্বে প্রজাপতি পিতামহের নিকটে উপস্থিত হইয়া প্রজাগণের ভক্ষণ, দেবতাগণের ধর্ষণ, আশ্রমসকলের বিধ্বংসন এবং পরস্ত্রীহরণরূপ কুম্ভকর্ণের অত্যাচারের কথা নিবেদন করিলেন। বাসব বলিলেন;—"এ যদি প্রত্যহ এইরূপে প্রজাগণকে ভক্ষণ করে, তাহা হইলে অল্পদিনের মধ্যেই ধরা লোকশূন্যা হইবে"। ১৭—২০। লোকপিতামহ ব্রহ্মা, ইন্দ্রের কথা শুনিয়া, গায়ত্রীমন্ত্রে রাক্ষসগণকে আহ্বানপূর্ব্বক কুম্ভকর্ণকে দেখিলেন; কিন্তু কুম্ভকর্ণকে দেখিয়াই তাঁহার বিষম ভয় উপস্থিত হইল। পরে ক্ষণকালানন্তর আশ্বস্ত সন্তুষ্টভাবে কুম্ভকর্ণকে বলিলেন; নিশ্চয় পৌলস্ত্য, লোকবিনাশের জন্যই তোমাকে নির্ম্মাণ করিয়াছেন; তুমি অদ্য হইতে মৃতপ্রায় হইয়া শয়ন করিয়া থাকিবে।" পিতামহ এইরূপ শাপ দিলে কুম্ভকর্ণ তাঁহার সম্মুখেই নিদ্রায় অভিভূত হইয়া ভূপতিত হইলে, রাবণ অতীব সন্ত্রস্ত হইয়া বলিলেন, "হায়! বৃদ্ধিশীল হেমতরু ফল-প্রদানকালে ছেদিত হইল। প্রজাপতে! নিজ

ন মিথ্যাবচনশ্চ ত্বং স্বপ্স্যত্যেব ন সংশয়ঃ।
কালস্তু ক্রিয়তামস্য শয়নে জাগরে তথা ॥ ২৬
রাবণস্য বচঃ শ্রুত্বা স্বয়ম্ভূরিদমব্রবীৎ।
শয়িতা হ্যেষ ষণ্মাসানেকাহং জাগরিষ্যতি ॥ ২৭
একেনাহ্না ত্বসৌ বীরশ্চরন্ ভূমিং বুভুক্ষিতঃ।
ব্যাত্তাস্যো ভক্ষয়েল্লোকান্ সংবৃদ্ধ ইব পাবকঃ ॥ ২৮
সোঽসৌ ব্যসনমাপন্নং কুম্ভকর্ণমবোধয়ৎ।
ত্বৎপরাক্রমভীতশ্চ রাজা সম্প্রতি রাবণঃ ॥ ২৯
স এষ নির্গতো বীরঃ শিবিরাদ্ভীমবিক্রমঃ।
বানরান্ ভৃশসংক্রুদ্ধো ভক্ষয়ন্ পরিধাবতি ॥ ৩০
কুম্ভকর্ণং সমীক্ষ্যৈব হরয়োঽদ্য প্রদুদ্রুবুঃ।
কথমেনং রণে ক্রুদ্ধং বারয়িষ্যন্তি বানরাঃ ॥ ৩১
উচ্যন্তাং বানরাঃ সর্ব্বে যন্ত্রমেতৎ সমুচ্ছ্রিতম্।
ইতি বিজ্ঞায় হরয়ো ভবিষ্যন্তীহ নির্ভয়াঃ ॥ ৩২
বিভীষণবচঃ শ্রুত্বা হেতুমৎ সুমুখোদ্গতম্।
উবাচ রাঘবো বাক্যং নীলং সেনাপতিং তদা ॥ ৩৩
গচ্ছ সৈন্যানি সর্ব্বাণি ব্যূহ্য তিষ্ঠস্ব পাবকে।
দ্বারাণ্যাদায় লঙ্কায়াশ্চর্য্যাশ্চাপ্যথ সংক্রমান্ ॥ ৩৪
শৈলশৃঙ্গাণি বৃক্ষাংশ্চ শিলাশ্চাপ্যুপসংহরন্।
ভবন্তঃ সায়ুধাঃ সর্ব্বে বানরাঃ শৈলপাণয়ঃ ॥ ৩৫
রাঘবেণ সমাদিষ্টো নীলো হরিচমূপতিঃ।
শশাস বানরানীকং যথাবৎ কপিকুঞ্জরঃ ॥ ৩৬
ততো গবাক্ষঃ শরভো হনুমানঙ্গদস্তথা।
শৈলশৃঙ্গাণি শৈলাভা গৃহীত্বা দ্বারমভ্যয়ুঃ ॥ ৩৭
রামবাক্যমুপশ্রুত্য হরয়ো জিতকাশিনঃ।
পাদপৈরর্দ্দয়ন্ বীরা বানরাঃ পরবাহিনীম্ ॥ ৩৮
ততো হরীণাং তদনীকমুগ্রং
ররাজ শৈলোদ্যতবৃক্ষহস্তম্।
গিরেঃ সমীপানুগতং যথৈব
মহন্মহাম্ভোধরজালমুগ্রম্ ॥ ৩৯

ইতি লঙ্কাকাণ্ডে একষষ্টিতমঃ সর্গঃ ॥ ৬১ ॥

দ্বিষষ্টিতমঃ সর্গঃ।

স তু রাক্ষসশার্দ্দূলো নিদ্রামদসমাকুলঃ।
রাজমার্গং শ্রিয়া জুষ্টং যযৌ বিপুলবিক্রমঃ ॥ ১
রাক্ষসানাং সহস্রৈশ্চ বৃতঃ পরমদুর্জ্জয়ঃ।
গৃহেভ্যঃ পুষ্পবর্ষেণ কীর্য্যমাণস্তদা যযৌ ॥ ২

পৌত্রকে এরূপ শাপ দেওয়া উচিত নহে। আপনার বাক্য কোন মতেই যে মিথ্যা হইবার নহে, সুতরাং ইহার নিদ্রা এবং জাগরণের সময় নিরূপণ করুন।” ২১—২৬। রাবণের কথা শুনিয়া পিতামহ ব্রহ্মা বলিলেন,—“এ অনায় ছয় মাস নিদ্রিত থাকিয়া এক দিনমাত্র জাগিবে এবং এই বীর সেই দিনই ক্ষুধিত হইয়া মুখব্যাদানপূর্ব্বক পৃথিবীতে পরিভ্রমণ করত, প্রবৃদ্ধ অগ্নির ন্যায় লোক সকলকে ভক্ষণ করিয়া বেড়াইবে।” রাজা দশানন, আপনার বিক্রম দেখিয়া ভীত হইয়াছেন এবং এই বিপৎকালে সেই কুম্ভকর্ণকে জাগরিত করিয়াছেন। রাঘব। আমি নিশ্চয় বলিতেছি, এই ভীমপরাক্রম বীর বিষম ক্রুদ্ধ হইয়া বানরগণকে ভক্ষণ করিবার জন্যই শিবির হইতে বহির্গত হইয়া দ্রুতপদে চলিতেছে। তখন রাম বলিলেন,—“কুম্ভকর্ণকে দেখিয়াই যখন বানরগণ পলায়ন করিতেছে, তখন এ যখন ক্রুদ্ধ হইয়া রণভূমে দাঁড়াইবে, তখন বানরগণ কিরূপে ইহাকে নিবারণ করিতে পারিবে?” রামের কথা শুনিয়া বিভীষণ বলিলেন,—“বানরগণকে এইরূপ বলা যাউক যে, ‘রাবণ তোমাদিগকে ভয় দেখাইবার জন্যই এই একটা যন্ত্র উত্তোলন করিয়াছে’ তাহা হইলেই উহাদের আর, ভয় থাকিবে না।” ২৭—৩২। বানরগণের মঙ্গলজনক এবং যুক্তিসঙ্গত বিভীষণের সেই যুক্তি শুনিয়া রঘুনন্দন রাম, সেনাপতি নীলকে কহিলেন, পাবকতনয়! তুমি,—হস্তে গিরি এবং আয়ুধধারী বানরগণের সহিত পর্ব্বতশৃঙ্গ, বৃক্ষ ও প্রস্তর সকল সংগ্রহপূর্ব্বক লঙ্কার দ্বার, চর্য্যা ও সংক্রম সকলে ব্যূহ বিন্যাস করিয়া অবস্থান কর।” সেনাপতি বানরকুঞ্জর নীল, রামচন্দ্র কর্তৃক এইরূপ আদিষ্ট হইয়া বানরগণের নিকটে সেইরূপ বিজ্ঞাপন করিলেন। পরে পর্ব্বততুল্য সমুন্নত গবাক্ষ, শরভ, হনুমান্ ও অঙ্গদ গিরিশৃঙ্গ সকল লইয়া পুরদ্বারে গমন করিলেন। এইরূপে সেই জিতকাশী বানরগণ রামের বাক্যে আশ্বস্ত হইয়া শত্রুপক্ষীয় সৈন্যগণকে প্রহার করিতে লাগিল। সেই সময়ে সেই ঘোররূপা বানরসেনা পর্ব্বতশৃঙ্গ এবং বৃক্ষরাজি ধারণ করত গিরিসমীপস্থ মহান্ মেঘপুঞ্জের ন্যায় প্রকাশ পাইল। ৩৩—৩৯।

দ্বিষষ্টিতম সর্গ।

এদিকে নিদ্রামদসমাকুল অতুল-পরাক্রমশালী রাক্ষসব্যাঘ্র কুম্ভকর্ণ সুরম্য রাজপথে উপস্থিত হইলেন। সেই পরম-দুর্জ্জয় বীর সহস্র সহস্র রাক্ষসগণে পরিবেষ্টিত হইয়া যখন রাজপথে গমন করেন, তখন

স হেমজালবিততং ভানুভাস্বরদর্শনম্ ।
দদর্শ বিপুলং রম্যং রাক্ষসেন্দ্রনিবেশনম্ ॥ ৩
স তত্তদা সূর্য্য ইবাভ্রজালং
প্রবিশ্য রক্ষোঽধিপতের্নিবেশনম্ ।
দদর্শ দূরেঽগ্রজমাসনস্থং
স্বয়ম্ভুবং শক্র ইবাসনস্থম্ ॥ ৪
ভ্রাতুঃ স ভবনং গত্বা রক্ষোগণসমন্বিতঃ ।
কুম্ভকর্ণঃ পদন্যাসৈরকম্পয়ত মেদিনীম্ ॥ ৫
সোঽভিগম্য গৃহং ভ্রাতুঃ কক্ষ্যামভিবিগাহ্য চ ।
দদর্শোদ্বিগ্নমাসীনং বিমানে পুষ্পকে গুরুম্ ॥ ৬
অথ দৃষ্ট্বা দশগ্রীবঃ কুম্ভকর্ণমুপস্থিতম্ ।
তূর্ণমুত্থায় সংহৃষ্টঃ সন্নিকর্ষমুপানয়ৎ ॥
অথাসীনস্য পর্য্যঙ্কে কুম্ভকর্ণো মহাবলঃ ।
ভ্রাতুর্ববন্দে চরণৌ কিং কৃত্যমিতি চাব্রবীৎ ॥ ৮
পুনঃ স মুদিতোৎপত্য রাবণঃ পরিষস্বজে ।
স ভ্রাত্রা সম্পরিষক্তো যথাবচ্চাভিনন্দিতঃ ॥ ৯
কুম্ভকর্ণঃ শুভং দিব্যং প্রতিপেদে বরাসনম্ ।
স তদাসনমাশ্রিত্য কুম্ভকর্ণো মহাবলঃ ॥ ১০
সংরক্তনয়নঃ ক্রোধাদ্রাবণং বাক্যমব্রবীৎ ।
কিমর্থমহমাদৃত্য ত্বয়া রাজন্ প্রবোধিতঃ ॥ ১১
শংস কস্মাদ্ভয়ং তেঽত্র কো বা প্রেতো ভবিষ্যতি ।
ভ্রাতরং রাবণঃ ক্রুদ্ধং কুম্ভকর্ণমবস্থিতম্ ।
রোষেণ পরিবৃত্তাভ্যাং নেত্রাভ্যাং বাক্যমব্রবীৎ ॥ ১২
অদ্য তে সুমহান্ কালঃ শয়ানস্য মহাবল ।
সুপ্তস্ত্বং ন জানীষে মম রামকৃতং ভয়ম্ ॥ ১৩
এষ দাশরথিঃ শ্রীমান্ সুগ্রীবসহিতো বলী ।
সমুদ্রং লঙ্ঘয়িত্বা তু কুলং নঃ পরিকৃন্ততি ॥ ১৪
হন্ত পশ্যস্ব লঙ্কায়াং বনান্যুপবনানি চ ।
সেতুনা সুখমাগত্য বানরৈকার্ণবং কৃতম্ ॥ ১৫
যে রাক্ষসা মুখ্যতমা হতাস্তে বানরৈর্যুধি ।
বানরাণাং ক্ষয়ং যুদ্ধে ন পশ্যামি কথঞ্চন ।
ন চাপি বানরা যুদ্ধে জিতপূর্ব্বাঃ কদাচন ॥ ১৬
তদেতদ্ভয়মুৎপন্নং ত্রায়স্বেহ মহাবল ।
নাশয় ত্বমিমানদ্য তদর্থং বোধিতো ভবান্ ॥ ১৭
সর্ব্বক্ষপিতকোশঞ্চ স ত্বমভ্যুপপদ্য মাম্ ।
ত্রায়স্বেমাং পুরীং লঙ্কাং বালবৃদ্ধাবশেষিতাম্ ॥ ১৮
ভ্রাতুরর্থে মহাবাহো কুরু কর্ম্ম সুদুষ্করম্ ।

পথের উভয়পার্শ্বস্থ প্রাসাদশ্রেণী হইতে তাঁহার শিরে পুষ্পবর্ষণ হইতে লাগিল। পরে কুম্ভকর্ণ অদূরে রাক্ষসরাজ রাবণের কনকজালমণ্ডিত দিবাকরের ন্যায় উজ্জ্বল সুবৃহৎ ও সুরম্য গৃহ দেখিতে পাইলেন। অনন্তর সূর্য্য যেরূপ মেঘমধ্যে প্রবেশ করেন, সেই রূপ সেই বীর, রাক্ষসরাজের গৃহে প্রবেশপূর্ব্বক দেবেন্দ্রের হংসাসন-সমাসীন-স্বয়ম্ভুদর্শনের ন্যায়, সিংহাসনে সমাসীন অগ্রজ রাবণকে দেখিতে পাইলেন রাক্ষসগণে পরিবেষ্টিত বীরবর কুম্ভকর্ণ, রাবণের গৃহমধ্য দিয়া গমনকালে তাঁহার প্রতিপদক্ষেপেই মেদিনী কাঁপিতেছিল! সেই বীর ভ্রাতার গৃহে উপস্থিত হইয়া দ্বার সকল অতিক্রমপূর্ব্বক উদ্বিগ্নমনে পুষ্পক-বিমানে সমাসীন ভ্রাতাকে দেখিতে পাইলেন। দশগ্রীব রাবণও সমাগত কুম্ভকর্ণকে দেখিবামাত্র প্রীতমনে সত্বর উত্থিত হইয়া ভ্রাতাকে নিকটে আনয়ন করিলেন। ১—৭। পরে দশানন পর্য্যঙ্কে উপবেশন করিলে, মহাবল কুম্ভকর্ণ ভ্রাতার পদযুগল বন্দনা করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—"আমাকে কি করিতে হইবে?" রাবণ কুম্ভকর্ণকে প্রণত দেখিয়া হৃষ্টচিত্তে পুনরায় গাত্রোত্থান করত তাঁহাকে আলিঙ্গন করিলেন। কুম্ভকর্ণও ভ্রাতা কর্ত্তৃক আলিঙ্গিত ও সম্যক্ রূপে অভিনন্দিত হইয়া অমরোচিত উত্তম শুভাসনে উপবেশনপূর্ব্বক রোষারুণিতনেত্রে রাবণকে বলিলেন, "রাজন্! সযত্নে আমাকে জাগরিত করিয়াছেন কেন? কাহা হইতে আপনার ভয় উপস্থিত হইয়াছে এবং কাহাকেই বা অদ্য যম-ভবনের অতিথি করিতে হইবে? বলুন" কুম্ভকর্ণ সক্রোধে এই কথা বলিয়া মৌনাবলম্বন করিলে তাঁহার কথা শুনিয়া রাবণও ক্রোধে চক্ষু যুগল পরিবর্ত্তিত করত বলিলেন, "মহাবল! তুমি বহুকাল শয়ন করিয়া সুখে নিদ্রা যাইতেছিলে, অতএব রাম হইতে আমার যে ভয় উপস্থিত হইয়াছে, তাহা জানিতে পার নাই। বলবান্ শ্রীমান্ দশরথতনয় রাম, সুগ্রীবের সহিত সমুদ্র পার হইয়া রাক্ষসকুল নাশ করিতেছে। ৮-১৪। দেখ, বানরগণ সেতুপথে সুখে লঙ্কায় উপস্থিত হইয়া বন এবং উপবনাদি সমস্তই বানর-সাগরের ন্যায় করিয়াছে। যে রাক্ষসগণ প্রধানতম বলিয়া বিখ্যাত ছিল তাহারাই যুদ্ধস্থলে বানরগণের হস্তে নিহত হইয়াছে; কিন্তু একদিনও বানরগণের বিনাশ বা পরাজয় হইয়াছে, এরূপ শুনি নাই; মহাবল! আমি এই জন্যই তোমাকে জাগাইয়াছি; তুমি অদ্য ইহাদিগকে বধ করিয়া আমাকে পরিত্রাণ কর। আমার কোষসমস্ত শূন্য হইয়াছে; সুতরাং তুমি অনুগ্রহ করিয়া আমাকে পরিত্রাণ কর এবং বালবৃদ্ধাবশিষ্টা এই লঙ্কাপুরীকেও রক্ষা কর। অরিন্দম মহাবাহো! অদ্য তুমি আমার অনুরোধে ভ্রাতার

যচ্চৈবং নোক্তপূর্ব্বো হি ভ্রাতা কশ্চিৎ পরন্তপ ॥ ১৯
ত্বয্যস্তি মম চ স্নেহঃ পরা সম্ভাবনা চ মে
দেবাসুরেষু যুদ্ধেষু বহুশো রাক্ষসর্ষভ।
ত্বয়া দেবাঃ প্রতিব্যূহ্য নির্জ্জিতাশ্চাসমে যুধি ॥ ২০
তদেতৎ সর্ব্বমাতিষ্ঠ বীর্য্যং ভীমপরাক্রম।
ন হি তে সর্ব্বভূতেষু দৃশ্যতে সদৃশো বলী ॥ ২২
কুরুষ মে প্রিয়হিতমেতদুত্তমং
যথাপ্রিয়ং প্রিয়রণ বান্ধবপ্রিয়।
স্বতেজসা ব্যধম সপত্নবাহিনীং
শরদ্ঘনং পবন ইবোদ্যতো মহান্ ॥ ২২
ইতি লঙ্কাকাণ্ডে দ্বিষষ্টিতমঃ সর্গঃ ॥ ৬২

ত্রিষষ্টিতমঃ সর্গঃ।

তস্য রাক্ষসরাজস্য নিশম্য পরিদেবিতম্।
কুম্ভকর্ণো বভাষেদং বচনং প্রজহাস চ ॥ ১
দৃষ্টো দোষো হি যোঽস্মাভিঃ পুরা মন্ত্রবিনির্ণয়ে।
হিতেষ্বনভিযুক্তেন সোঽয়মাসাদিতস্ত্বয়া ॥ ২
শীঘ্রং খল্বভ্যুপেতং ত্বাং ফলং পাপস্য কর্ম্মণঃ
নিরয়েষ্বেব পতনং যথা দুষ্কৃতকর্ম্মণঃ ॥ ৩
প্রথমং বৈ মহারাজ কৃত্যমেতদচিন্তিতম্।
কেবলং বীর্য্যদর্পেণ নানুবন্ধো বিচারিতঃ ॥ ৪
যঃ পশ্চাৎ পূর্ব্বকার্য্যাণি কুর্য্যাদৈশ্বর্য্যমাস্থিতঃ।
পূর্ব্বং চোত্তরকার্য্যাণি ন স বেদ নয়ানয়ৌ ॥ ৫
দেশকালবিহীনানি কর্ম্মাণি বিপরীতবৎ।
ক্রিয়মাণানি দুষ্যন্তি হবীংষ্যপ্রযতেষ্বিব ॥ ৬
ত্রয়াণাং পঞ্চধা যোগং কর্ম্মণাং যঃ প্রপশ্যতি।
সচিবৈঃ সময়ং কৃত্বা স সম্যগ্‌বর্ত্ততে পথি ॥ ৭
যথাগমঞ্চ যো রাজা সময়ঞ্চ চিকীর্ষতি।
বুধ্যতে সচিবৈর্বুদ্ধ্যা সুহৃদশ্চানুপশ্যতি ॥ ৮
ধর্ম্মমর্থঞ্চ কামঞ্চ সর্ব্বান্ বা রক্ষসাং পতে।
ভজতে পুরুষঃ কালে ত্রীণি দ্বন্দ্বানি বা পুনঃ ॥ ৯
ত্রিষু চৈতেষু যচ্ছ্রেষ্ঠং শ্রুত্বা তন্নাববুধ্যতে।
রাজা বা রাজপুত্রো বা (মহৎ) বা ব্যর্থং তস্য বহুশ্রুতম্ ॥ ১০
উপপ্রদানং সান্ত্বঞ্চ ভেদং কালে চ বিক্রমম্।

জন্য দুষ্করকার্য্যে প্রবৃত্ত হও। আমি পূর্ব্বে কখনও কোন ভ্রাতাকেই এরূপ অনুরোধ করি নাই; রাক্ষসপুঙ্গব! তুমি পূর্ব্বে দেবাসুরযুদ্ধকালে প্রতিব্যূহ নির্ম্মাণ করত অনেকবার অমরগণকে যুদ্ধে পরাজিত করিয়াছিলে; এইজন্য তোমাতে আমার সম্পূর্ণ আশা আছে এবং তোমাকে আমি সবিশেষ স্নেহও করিয়া থাকি। ভীমপরাক্রম! আমি নিখিল প্রাণিগণের মধ্যে কাহাকেও তোমার ন্যায় বলবান্ দেখিতে পাই না, সুতরাং তুমিই আমার জন্য সম্যক্ বীর্য্য প্রকাশ কর। সমরপ্রিয় বন্ধু! প্রবল বায়ু যেমন উত্থিত হইয়া শারদীয় মেঘমালাকে তিরোহিত করে, তদ্রূপ তুমি ইচ্ছানুসারে এই শত্রুসেনাকে সন্তাপিত করত আমার সুমহৎ প্রিয়কার্য্যের অনুষ্ঠান কর।” ১৯—২২।

ত্রিষষ্টিতম সর্গ।

কুম্ভকর্ণ রাক্ষসরাজ রাবণের বিলাপবাক্য শুনিয়া হাস্য করত বলিলেন;—আমরা মন্ত্র-নির্ণয়কালে ভবিষ্যৎ যে বিপদের আশঙ্কা করিয়াছিলাম, আপনি হিতবাক্যে শ্রদ্ধা করেন নাই বলিয়া এক্ষণে আপনার সেই বিপদ্ উপস্থিত হইয়াছে। পাপাচারীর নরকে পতনের ন্যায় আপনার পাপকর্ম্মের ফল শীঘ্রই ফলিয়াছে।

মহারাজ! আপনি কেবল বলদর্পবশতঃই পূর্ব্বে এ বিষয়ের কিছুমাত্র চিন্তা করেন নাই এবং এইরূপ ঘটিবে কি না, তদ্বিষয়ে বিচারও করেন নাই। যিনি ঐশ্বর্য্যমদে মত্ত হইয়া অগ্রের কর্ত্তব্য সকল শেষে এবং শেষের কর্ত্তব্য সকল অগ্রেই সম্পন্ন করেন; তিনি নীতি ও অনীতি কিছুমাত্র জানেন না। যেরূপ অসংস্কৃত অগ্নিতে আহুতি দিলে তাহা বিফল হয়, সেইরূপ দেশ কাল বিবেচনা না করিয়া কার্য্য করিলে তাহা সমস্তই বিপরীত এবং দোষাবহ হইয়া থাকে। ১—৬। যে রাজা ক্ষয়, বৃদ্ধি ও স্থিতি অথবা সাম দান ভেদ দণ্ড ও সামাদির প্রয়োগ চিন্তা করত অমাত্যগণের সহিত কার্য্যের আরম্ভোপায়, পুরুষদ্রব্যসম্পৎ, দেশকালবিভাগ, বিপত্তিপ্রতীকার ও কার্য্যসিদ্ধি এই পাঁচ প্রকার মন্ত্রণা করিয়া কার্য্য করেন, তিনিই যথার্থ নীতিপথের অনুসরণ করিয়া থাকেন; যে রাজা অমাত্যগণের সহিত সামাদির কার্য্যাকার্য্যবিচারে প্রবৃত্ত হন, তিনি বুদ্ধিবলে অমাত্যগণের মনোভাব এবং তাঁহাদের মধ্যে কে যথার্থ মিত্র ও কে-ই বা কেবল তোষামোদকারী তাহা বুঝিতে পারেন। রাক্ষসরাজ! লোকসকলের মধ্যে কেহ প্রাতঃ, অপরাহ্ণ ও রাত্রি এই ত্রিকালে যথাক্রমে ধর্ম্ম, অর্থ ও কামকে সেবা করেন; কেহ বা সেই সেই কালে ধর্ম্ম এবং কাম, এবং কেহ বা এককালে তিনকেই সেবা করিয়া থাকেন। কিন্তু এই তিনের মধ্যে শ্রেষ্ঠ কি, ইহা যিনি শুনিয়াও বুঝিতে না পারেন, তিনি রাজাই হউন, অথবা রাজপুত্রই হউন তাঁহার সমস্ত নীতিজ্ঞানই বিফল হয়।

যোগঞ্চ রক্ষসাং শ্রেষ্ঠ তাবুভৌ চ নয়ানয়ৌ ॥ ১১
কালে ধর্ম্মার্থকামান্ যঃ সংমন্ত্র্য সচিবৈঃ সহ ।
নিষেবেতাত্মবান্ লোকে ন স ব্যসনমাপ্নুয়াৎ ॥ ১২
হিতানুবন্ধমালোক্য কুর্য্যাৎ কার্য্যমিহাত্মনঃ ।
রাজা সহার্থতত্ত্বজ্ঞৈঃ সচিবৈর্ব্বুদ্ধিজীবিভিঃ ॥ ১৩
অনভিজ্ঞায় শাস্ত্রার্থান্ পুরুষাঃ পশুবুদ্ধয়ঃ ।
প্রাগল্ভ্যাদ্বক্তুমিচ্ছন্তি মন্ত্রিষ্বভ্যন্তরীকৃতাঃ ॥ ১৪
অশাস্ত্রবিদুষাং তেষাং কার্য্যং নাভিহিতং বচঃ ।
অর্থশাস্ত্রানভিজ্ঞানাং বিপুলাং শ্রিয়মিচ্ছতাম্ ।
অহিতঞ্চ হিতাকারং ধার্ষ্ট্যাজ্জল্পন্তি যে নরাঃ ।
অবেক্ষ্য মন্ত্রবাহ্যাস্তে কর্ত্তব্যাঃ কৃত্যদূষণাঃ ॥ ১৬
বিনাশয়ন্তো ভর্ত্তারং সহিতাঃ শত্রুভির্ব্বুধৈঃ ।
বিপরীতানি কৃত্যানি কারয়ন্তীহ মন্ত্রিণঃ ॥ ১৭
তান্ ভর্ত্তা মিত্রসঙ্কাশানমিত্রান্ মন্ত্রনির্ণয়ে ।
ব্যবহারেণ জানীয়াৎ সচিবানুপসংহিতান্ ॥ ১৮
চপলস্যেহ কৃত্যানি সহসানুপ্রধাবতঃ ।
ছিদ্রমন্যে প্রপদ্যন্তে ক্রৌঞ্চস্য খমিব দ্বিজাঃ ॥ ১৯

যো হি শত্রুমবজ্ঞায় আত্মানং নাভিরক্ষতি
অবাপ্নোতি হি সোঽনর্থান্ স্থানাচ্চ ব্যবরোপ্যতে ॥ ২০
যদুক্তমিহ তে পূর্ব্বং প্রিয়য়া মেঽনুজেন চ ।
তদেব নো হিতং বাক্যং যথেচ্ছসি তথা কুরু ॥ ২১
তত্তু শ্রুত্বা দশগ্রীবঃ কুম্ভকর্ণস্য ভাষিতম্ ।
ভ্রুকুটিঞ্চৈব সঞ্চক্রে ক্রুদ্ধশ্চৈনমভাষত ॥ ২২
মান্যো গুরুরিবাচার্য্যঃ কিং মাং ত্বমনুশাসসি ।
কিমেবং বাক্শ্রমং কৃত্বা যদ্যুক্তং তদ্বিধীয়তাম্ ॥ ২৩
বিভ্রমাচ্চিত্তমোহাদ্বা বলবীর্য্যাশ্রয়েণ বা ।
নাভিপন্নমিদানীং যদ্ব্যর্থা তস্য পুনঃ কথা ॥ ২৪
অস্মিন্ কালে তু যদ্যুক্তং তদিদানীং বিচিন্ত্যতাম্ ।
মমাপনয়জং দুঃখং বিক্রমেণ সমীকুরু ॥ ২৫
যদি খল্বস্তি মে স্নেহো বিক্রমং বাবগচ্ছসি ।
যদি কার্য্যং মমৈতত্তে হৃদি কার্য্যতমং মতম্ ॥ ২৬
স সুহৃদ্ যো বিপন্নার্থং দীনমভ্যুপপদ্যতে ।
স বন্ধুর্যোঽপনীতেষু সাহায্যায়োপকল্পতে ॥ ২৭
তমথৈবং ব্রুবাণং স বচনং ধীরদারুণম্ ।

রাক্ষসশ্রেষ্ঠ! যে বুদ্ধিমান্ রাজা উপযুক্ত সময়ে অমাত্যগণের সহিত সাম, দান, ভেদ, বিক্রমপ্রভৃতি, পূর্ব্বোক্ত পঞ্চবিধ যোগ, নীতি ও অনীতি এবং ধর্ম্ম, অর্থ ও কামবিষয়ক মন্ত্রণা স্থির করিয়া কার্য্য করেন, তিনি কখনই বিপদ্গ্রস্ত হন না। ১১—১২। রাজার সর্ব্বার্থতত্ত্ববিদ্ ও বুদ্ধিজীবী অমাত্যগণের সহিত পরামর্শ করিয়া, যাহাতে নিজের মঙ্গল হয়, এরূপ কার্য্য করা উচিত। অমাত্যমধ্যে পরিগণিত, শাস্ত্রানভিজ্ঞ যে সকল পশুবুদ্ধি পুরুষগণ শাস্ত্রের মর্ম্ম না জানিয়া বাচালতাবশতঃ যে কথা বলিয়া থাকে, বিপুল-ঐশ্বর্য্যাভিলাষী নরপতিগণের পক্ষে তাদৃশ শাস্ত্রজ্ঞান-হীন মন্ত্রীর বাক্যানুসারে কার্য্য করা সমুচিত নহে, যে সকল কার্য্যদূষক ব্যক্তিগণ ধৃষ্টতাবশতঃ মন্দকেও ভাল বলিয়া বর্ণন করে, তাহাদিগকে মন্ত্রণাকার্য্য হইতে দূর করিয়া দেওয়া উচিত। মহারাজ! আপনার বহু কুমন্ত্রী; আপনি প্রভু হইলেও আপনাকে উৎসন্ন করিবার জন্য অকার্য্য সাধন করাইয়া থাকে এবং অনেক কুমন্ত্রী আপনার কুমন্ত্রণাজনিত বিপদ্ আগত দেখিয়া সর্ব্বজ্ঞ শত্রুর সহিত মিলিত হইয়া আত্মরক্ষা করেন। সুতরাং রাজার মন্ত্রনির্ণয়কালে মিত্রের ন্যায় প্রতীয়মান, কিন্তু উৎকোচাদি দ্বারা শত্রুপক্ষাশ্রিত; অতএব অমিত্র কুমন্ত্রীদিগকে পরীক্ষা করা কর্ত্তব্য। যেরূপ পক্ষিগণ কুমারবিদারিত ক্রৌঞ্চপর্ব্বতের ছিদ্রমধ্যে প্রবেশ করে, সেইরূপ শত্রুগণও চপল এবং ক্ষিপ্রকারী রাজার ছিদ্র পাইয়া তন্মধ্যে প্রবেশ করিয়া থাকে। যিনি শত্রুকে অবহেলা করিয়া আপনাকে রক্ষা না করেন, তাঁহার সুমহান্ অনর্থ উপস্থিত হয় এবং তিনি স্থান হইতেও পরিভ্রষ্ট হইয়া থাকেন। আপনার পত্নী মন্দোদরী এবং অনুজ ভ্রাতা বিভীষণ যাহা বলিয়াছিলেন, তাহাই আমাদিগের মঙ্গলকর; তবে আপনার যাহা অভিমত হয়, তাহাই করুন।” ১৩—২১। কুম্ভকর্ণের এইরূপ কথা শুনিয়া, দশানন ক্রোধে ভ্রুকুটি করত কহিলেন, মান্য গুরু এবং আচার্য্যের ন্যায়, কেন তুমি আমাকে এরূপ অনুশাসন করিতেছ? এরূপ বাক্যশ্রমের প্রয়োজন কি? এক্ষণে যেরূপ করা কর্ত্তব্য তাহাই কর। অপিচ আমি বিভ্রম, চিত্তমোহ ও বলবীর্য্য-দর্পের বশীভূত হইয়া পূর্ব্বে তোমাদের যে হিতকথা শুনি নাই, এক্ষণে তাহার পুনরুক্তির প্রয়োজন কি? এ সময়ে যাহা কর্ত্তব্য তাহাই স্থির কর। যদি তোমার পরাক্রম ও আমার প্রতি স্নেহ থাকে এবং উপস্থিত আমার এই যুদ্ধকার্য্য যদি তোমার অবশ্যকর্ত্তব্য বলিয়া বিবেচনা হয়, তাহা হইলে তুমি আমার অনীতিজনিত এই দুঃখকে তোমার বিক্রম দ্বারা তিরোহিত কর। যিনি বিপন্ন ও দীনভাবাপন্নগণের প্রতি দয়া প্রকাশ করেন, তিনি সুহৃৎ; পরন্তু নীতিপথ হইতে বিচলিত হইলেও যিনি সহায়তা করিয়া থাকেন, তিনিই বন্ধু বলিয়া অভিহিত হন।” ২২—২৮। রাবণ এইরূপ ধীর

রুষ্টোঽয়মিতি বিজ্ঞায় শনৈঃ শ্লক্ষ্ণমুবাচ হ। ২৮
অতীব হি সমালক্ষ্য ভ্রাতরং ক্ষুভিতেন্দ্রিয়ম্
কুম্ভকর্ণঃ শনৈর্ব্বাক্যং বভাষে পরিসান্ত্বয়ন্ ॥ ২৯
শৃণু রাজন্নবহিতো মম বাক্যমরিন্দম।
অলং রাক্ষসরাজেন্দ্র সন্তাপমুপপদ্য তে।
রোষঞ্চ সম্পরিত্যজ্য স্বস্থো ভবিতুমর্হসি ॥ ৩০
নৈতন্মনসি কর্ত্তব্যং ময়ি জীবতি পার্থিব।
তমহং নাশয়িষ্যামি যৎকৃতে পরিতপ্যসে ॥ ৩১
অবশ্যন্তু হিতং বাচ্যং সর্ব্বাবস্থং গতং ময়া।
বন্ধুভাবাদভিহিতং ভ্রাতৃস্নেহাচ্চ পার্থিব ॥ ৩২
সদৃশং যচ্চ কালেঽস্মিন্ কর্ত্তুং স্নিগ্ধেন বন্ধুনা।
শত্রূণাং কদনং পশ্য ক্রিয়মাণং ময়া মৃধে ॥ ৩৩
অদ্য পশ্য মহাবাহো ময়া সমরশীর্ষণি।
হতে রামে সহ ভ্রাত্রা দ্রবন্তীং হরিবাহিনীম্ ॥ ৩৪
অদ্য রামস্য দৃষ্ট্বাহং ময়ানীতং রণাচ্ছিরঃ।
সুখীভব মহাবাহো সীতা ভবতু দুঃখিতা ॥ ৩৫
অদ্য রামস্য পশ্যন্তু নিধনং সুমহৎ প্রিয়ম্।
লঙ্কায়াং রাক্ষসাঃ সর্ব্বে যে তে নিহতবান্ধবাঃ ॥ ৩৬
অদ্য শোকপরীতানাং স্ববন্ধুবধকারণাৎ।
শত্রোর্যুধি বিনাশেন করোম্যস্রপ্রমার্জ্জনম্ ॥ ৩৭
অদ্য পর্ব্বতসঙ্কাশং সসূর্য্যমিব তোয়দম্।
বিকীর্ণং পশ্য সমরে সুগ্রীবং প্লবগেশ্বরম্ ॥ ৩৮
কথঞ্চ রাক্ষসৈরেভির্ময়া চ পরিসান্ত্বিতঃ।
জিঘাংসুভির্দাশরথিং ব্যথসে ত্বং সদানঘ ॥ ৩৯
মাং নিহত্য কিল ত্বাং হি নিহনিষ্যতি রাঘবঃ।
নাহমাত্মনি সন্তাপং গচ্ছেয়ং রাক্ষসাধিপ ॥ ৪০
কামং ত্বিদানীমপি মাং ব্যাদিশ ত্বং পরন্তপ।
ন পরঃ প্রেক্ষণীয়স্তে যুদ্ধায়াতুলবিক্রম।
অহমুৎসাদয়িষ্যামি শত্রূংস্তব মহাবলান্ ॥ ৪১
যদি শক্রো যদি যমো যদি পাবকমারুতৌ।
তানহং যোধয়িষ্যামি কুবেরবরুণাবপি ॥ ৪২
গিরিমাত্রশরীরস্য শিতশূলধরস্য মে।
নর্দতস্তীক্ষ্ণদংষ্ট্রস্য বিভীয়াদ্বৈ পুরন্দরঃ ॥ ৪৩
অথবা ত্যক্তশস্ত্রস্য মৃদ্নতস্তরসা রিপূন্।
ন মে প্রতিমুখে কশ্চিচ্ছক্তঃ স্থাতুং জিজীবিষুঃ ॥ ৪৪

অথচ নিদারুণ বাক্য সকল বলিলে, কুম্ভকর্ণ 'ইনি ক্রুদ্ধ হইয়াছেন' এই বিবেচনা করিয়াই ধীরে ধীরে মধুরবাক্যে বলিবার উপক্রম করিলেন। পরে মহাবীর কুম্ভকর্ণ ভ্রাতাকে নিতান্ত বিকলেন্দ্রিয় দেখিয়া উত্তরোত্তর সান্ত্বনা করত কহিলেন,—অরিন্দম রাজন্! স্থিরচিত্তে আমার কথা শুনুন। রাক্ষসরাজেন্দ্র! এরূপ আক্ষেপ করিবার আবশ্যক নাই। ক্রোধ পরিত্যাগ করিয়া প্রকৃতিস্থ হউন। রাজন্! আমি বাঁচিয়া থাকিতে আপনি মনোমধ্যে এরূপ দুঃখকে স্থান দিবেন না; আমি নিশ্চয় বলিতেছি, যাহার জন্য আপনাকে এরূপ দুঃখিত হইতে হইয়াছে, আমি তাহাকে বিহত করিব। মহারাজ! আপনি যে অবস্থাতেই থাকুন সকল সময়েই শুভজনক বাক্য বলা উচিত মনে করিয়াই বন্ধুভাব এবং ভ্রাতৃস্নেহবশতঃ আমি আপনাকে এরূপ বলিয়াছি। যাহা হউক, এ সময়ে স্নিগ্ধ বন্ধুর যেরূপ কার্য্য করা উচিত, আপনি রণক্ষেত্রে সংকৃত শত্রুগণের কদনরূপ কার্য্য দ্বারা তাহা প্রত্যক্ষ করুন। ২৮—৩৩। মহাবাহো! আজ আমি রণস্থলে ভ্রাতার সহিত রামকে বধ করিলে আপনি দেখিতে পাইবেন—বানরসেনা পলায়ন করিতেছে। মহাভুজ! অদ্য আমি রণস্থল হইতে রামের মস্তক আনিলে তাহা দেখিয়া আপনি সুখী ও জানকী দুঃখিতা হইবেন। যাহাদের আত্মীয়গণ বিনষ্ট হইয়াছে, আজ সেই লঙ্কাবাসী রাক্ষসগণও সুমহৎ-প্রিয়স্বরূপ রামের মৃত্যু দেখুক। আজ যুদ্ধস্থলে শত্রুগণকে সংহার করিয়া, স্বজনবিনাশজন্য শোকাকুল রাক্ষসগণের নয়নাশ্রু মার্জ্জিত করিব। মহারাজ! অদ্য পর্ব্বততুল্য সুগ্রীবকে সূর্য্য মেঘমালার ন্যায় বিকীর্ণ এবং রুধিরাক্ত দেখিবেন। অনঘ! রামের বধাভিলাষী এই রাক্ষসগণ এবং আমি সান্ত্বনা করিলেও কি জন্য আপনি ব্যথিত হইতেছেন? রাক্ষসরাজ! যদি রাম অগ্রে আমাকে বধ করিয়া পশ্চাৎ আপনাকে বধ করে, তাহাতে আমার কিছুমাত্র সন্তাপ নাই। ৩৪-৪০। অরিন্দম! বিপুলবিক্রম! আপনাকে যুদ্ধের জন্য আর কাহারই প্রত্যাশা করিতে হইবে না, আপনি আমাকে আদেশ করিয়াই নিশ্চিন্ত থাকুন; আমিই আপনার শত্রুকুল উৎসন্ন করিব। যদি ইন্দ্র, যম, অগ্নি, বায়ু, কুবের অথবা বরুণও যুদ্ধ করেন, তথাপি আমি তাহাদিগের সহিত প্রতিযুদ্ধ করিব। আমি যখন সুতীক্ষ্ণ শূল ধারণ করিয়া দণ্ডায়মান হইব, তৎকালে আমার সেই পর্ব্বতপ্রমাণ দেহ ও তীক্ষ্ণ দন্তরাজি দেখিয়া এবং সিংহনাদ শুনিয়া ইন্দ্রও ভীত হইবেন। অথবা অধিক কথার প্রয়োজন কি? আমি যখন অস্ত্র-শস্ত্র পরিত্যাগ করত শত্রুকুল মর্দ্দন করিতে থাকিব, সেই সময়ে যাহার বাঁচিবার আশা আছে, এরূপ কেহই আমার

নৈব শক্ত্যা ন গদয়া নাসিনা নিশিতৈঃ শরৈঃ ॥ ৪৫
হস্তাভ্যামেব সংরব্ধো হনিষ্যামি সবজ্রিণম্।
যদি মে মুষ্টিবেগং স রাঘবোঽদ্য সহিষ্যতি ॥ ৪৬
ততঃ পাস্যন্তি বাণৌঘা রুধিরং রাঘবস্য মে।
চিন্তয়া তপ্যসে রাজন্ কিমর্থং ময়ি তিষ্ঠতি ॥ ৪৭
সোঽহং শত্রুবিনাশায় তব নির্যাতুমুদ্যতঃ।
মুঞ্চ রামাদ্ভয়ং ঘোরং নিহনিষ্যামি সংযুগে ॥ ৪৮
রাঘবং লক্ষ্মণঞ্চৈব সুগ্রীবঞ্চ মহাবলম্।
হনূমন্তঞ্চ রক্ষোঘ্নং যেন লঙ্কা প্রদীপিতা ॥ ৪৯
হরীংশ্চ ভক্ষয়িষ্যামি সংযুগে সমুপস্থিতে।
অসাধারণমিচ্ছামি তব দাতুং মহদ্যশঃ ॥ ৫০
যদি চেন্দ্রাদ্ভয়ং রাজন্ যদি চাপি স্বয়ম্ভুবঃ।
অপি দেবাঃ শয়িষ্যন্তে ময়ি ক্রুদ্ধে মহীতলে ॥ ৫১
যমঞ্চ শময়িষ্যামি ভক্ষয়িষ্যামি পাবকম্।
আদিত্যং পাতয়িষ্যামি সনক্ষত্রং মহীতলে ॥ ৫২
শতক্রতুং বধিষ্যামি পাস্যামি বরুণালয়ম্।
পর্ব্বতাংশ্চূর্ণয়িষ্যামি দারয়িষ্যামি মেদিনীম্ ॥ ৫৩
দীর্ঘকালং প্রসুপ্তস্য কুম্ভকর্ণস্য বিক্রমম্।
অদ্য পশ্যন্তু ভূতানি ভক্ষ্যমাণানি সর্ব্বশঃ
ন হি মে ত্রিদিবং সর্ব্বমাহারো মম পূর্য্যতে ॥ ৫৪
বধেন তে দাশরথেঃ সুখাবহং
সুখং সমাহর্ত্তুমহং ব্রজামি।
নিহত্য রামং সহ লক্ষ্মণেন
খাদামি সর্ব্বান্ হরিযূথমুখ্যান্ ॥ ৫৫
রমস্ব রাজন্ পিব চাদ্য বারুণীং
কুরুষ্ব কৃত্যানি বিনীয় দুঃখম্।
ময়াদ্য রামে গমিতে যমক্ষয়ং
চিরায় সীতা বশগা ভবিষ্যতি ॥ ৫৬

ইতি লঙ্কাকাণ্ডে ত্রিষষ্টিতমঃ সর্গঃ ॥ ৬৩

চতুঃষষ্টিতমঃ সর্গঃ।

তদুক্তমতিকায়স্য বলিনো বাহুশালিনঃ।
কুম্ভকর্ণস্য বচনং শ্রুত্বোবাচ মহোদরঃ ॥ ১
কুম্ভকর্ণ কুলে জাতো ধৃষ্টঃ প্রাকৃতদর্শনঃ।
অবলিপ্তো ন শক্নোষি কৃত্যং সর্ব্বত্র বেদিতুম্ ॥ ২
ন হি রাজা ন জানীতে কুম্ভকর্ণ নয়ানয়ৌ।
ত্বন্তু কৈশোরকাদ্ধৃষ্টঃ কেবলং বক্তুমিচ্ছসি ॥ ৩
স্থানং বৃদ্ধিঞ্চ হানিঞ্চ দেশকালবিধানবিৎ।

সম্মুখে থাকিতে পারিবে না। শক্তি গদা, অসি অথবা শাণিত শর এ সকলের কিছুমাত্র আবশ্যক নাই, আমি ক্রুদ্ধ হইলে কেবলমাত্র হস্ত দ্বারাই বজ্রধারী ইন্দ্রকেও বধ করিব। যদি রাম আজ আমার মুষ্টিপ্রহারবেগ সহ্য করিয়া বাঁচিয়া থাকে, তাহা হইলে আমার বাণ সমূহ তাহার রক্তপান করিবে। সুতরাং মহারাজ! আমি জীবিত থাকিতে আপনি পরিতাপ করিতেছেন কেন? আমি আপনার শত্রুবধার্থ যাত্রা করিতে উপক্রম করিয়াছি, সুতরাং আপনি রাম-বিষয়ক এই বিষম ভয় ত্যাগ করুন। আমি রণক্ষেত্রে রাম, লক্ষ্মণ মহাবল সুগ্রীব এবং যে লঙ্কা দগ্ধ করিয়াছিল, সেই রাক্ষসঘাতী হনূমান্‌কেও বধ করিব এবং তথায় যে সকল বানর আসিয়াছে, তাহাদিগকেও ভক্ষণ করিয়া ফেলিব। রাজন্! যদি ইন্দ্র অথবা ব্রহ্মা হইতেও আপনার ভয় উপস্থিত হয়, তথাপি আমি আপনার জয়জনিত অসাধারণ মহদ্‌যশ বিস্তার করিতে মনন করিয়াছি। রাক্ষসেশ্বর! আমি ক্রুদ্ধ হইলে, দেবগণকে ভূতলশায়িত যমকে উপশান্ত, অনলকে ভক্ষণ, তারাগণের সহিত সূর্য্যকে ভূতলে পাতিত, দেবরাজকে বিনাশ, বরুণালয় সাগরকে পান, ভূধর সকলকে চূর্ণ এবং বসুন্ধরাকে বিদীর্ণ করিতে পারি। আমি দীর্ঘকাল নিদ্রিত ছিলাম, কিন্তু অদ্য জীব সকল এই কুম্ভকর্ণকর্তৃক ভক্ষিত হইয়া তাহার পরাক্রম দেখুক। এমন কি, এই ত্রিভুবনও আমার আহারে পর্য্যাপ্ত হয় না। রাজন! রাম ও লক্ষ্মণকে বধ করিয়া আপনার অসীম সুখ আহরণ করিবার জন্য চলিলাম; এখনই লক্ষ্মণের সহিত রামকে বধ করিয়া সমস্ত বানরগণকে ভক্ষণ করিব। মহারাজ! আমি অদ্য রামকে যমালয়ে প্রেরণ করিলে সীতা চিরদিনের জন্য আপনার বশীভূতা হইবে, সুতরাং আপনি দুঃখ পরিত্যাগপূর্ব্বক অভীষ্ট কার্য্যের অনুষ্ঠান, বারুণী পান এবং যথাসুখে রমণ করুন।" ৪১—৫৬।

চতুঃষষ্টিতম সর্গ।

মহাকায় মহাবাহু মহাবল কুম্ভকর্ণের এইরূপ উক্তি শুনিয়া মহোদর বলিলেন,—"কুম্ভকর্ণ! তুমি মহাকুলে জন্ম গ্রহণ করিয়াছ বটে, কিন্তু প্রাগল্‌ভ্য ও গর্ব্ববশতঃ প্রকৃত অবস্থা দেখিতে পাও না; অতএব কোন্ সময়ে কি করা কর্ত্তব্য, তাহা জানিতে পার না; রাজার কি উচিতানুচিত কর্ম্মবিষয়ে জ্ঞান নাই? তুমি কৈশোর বয়স হইতেই ধৃষ্ট, সেই জন্যই এইরূপ বলিতেছ। রাক্ষসরাজ আপন এবং শত্রুপক্ষের স্থান,

আত্মানঞ্চ পরেষাঞ্চ বুধ্যতে রাক্ষসর্ষভঃ ॥ ৪
যত্তু শক্যং বলবতা কর্ত্তুং প্রাকৃতবুদ্ধিনা।
অনুপাসিতবৃদ্ধেন কঃ কুর্য্যাত্তাদৃশং নরঃ ॥ ৫
যাংস্তু ধর্ম্মার্থকামাংস্ত্বং ব্রবীষি পৃথগাশ্রয়ান।
অনুবোদ্ধুং স্বভাবেন ন হি লক্ষণমস্তি তান ॥ ৬
কর্ম্ম চৈব হি সর্ব্বেষাং কারণানাং প্রয়োজনম্।
শ্রেয়ঃ পাপীয়সাং চাত্র ফলং ভবতি কর্ম্মণাম্ ॥ ৭
নিঃশ্রেয়সফলাবেব ধর্ম্মার্থাবিতরাবপি।
অধর্ম্মানর্থয়োঃ প্রাপ্তং ফলঞ্চ প্রত্যবায়িকম্ ॥ ৮
ঐহলৌকিকপারক্যং কর্ম্ম পুংভির্নিষেব্যতে।
কর্ম্মাণ্যপি তু কল্যাণি লভতে কামমাস্থিতঃ ॥ ৯
তত্র কৢপ্তমিদং রাজ্ঞা হৃদি কার্য্যং মতঞ্চ নঃ।
শত্রৌ হি সাহসং যত্তৎ কিমিবাত্রাপনীয়তে ॥ ১০
একস্যৈবাভিযানে তু হেতুর্যঃ প্রাকৃতস্ত্বয়া।
তত্রাপ্যনুপপন্নং তে বক্ষ্যামি যদসাধু চ ॥ ১১
যেন পূর্ব্বং জনস্থানে বহবোঽতিবলা হতাঃ।
রাক্ষসা রাঘবং তং ত্বং কথমেকো হনিষ্যসি ॥ ১২
যে পূর্ব্বং নির্জ্জিতাস্তেন জনস্থানে মহৌজসঃ।
রাক্ষসাংস্তান পুরে সর্ব্বান ভীতানদ্য ন পশ্যসি ॥ ১৩
তং সিংহমিব সংক্রুদ্ধং রামং দশরথাত্মজম্।
সর্পং সুপ্তমিবাবুদ্ধ্যা প্রবোধয়িতুমিচ্ছসি ॥ ১৪
দীপ্যমানং তেজসা নিত্যং ক্রোধেন চ দুরাসদম্।
কস্তং মৃত্যুমিবাসহ্যমাসাদয়িতুমর্হতি ॥ ১৫
সংশয়স্থমিদং সর্ব্বং শত্রোঃ প্রতিসমাসনে।
একস্য গমনং তত্র ন হি মে রোচতে ভৃশম্ ॥ ১৬
হীনার্থস্তু সমৃদ্ধার্থং কো রিপুং প্রাকৃতং যথা।
নিশ্চিতং জীবিতত্যাগে বশমানেতুমিচ্ছতি ॥ ১৭
যস্য নাস্তি ত্রিলোকেষু সদৃশো রাক্ষসোত্তম।
কথমাশংসসে যোদ্ধুং তুল্যেনেন্দ্রবিবস্বতোঃ ॥ ১৮
এবমুক্ত্বা তু সংরব্ধং কুম্ভকর্ণং মহোদরঃ।

বুদ্ধি ক্ষয় এবং দেশকালের বিভাগাদি সমস্তই জানিয়াছেন। যে কখনও বৃদ্ধগণের উপাসনা করে নাই, এরূপ ইতর-বুদ্ধি ও বলদর্পিত লোকও যে কার্য্য করিতে পারে না, নীতিজ্ঞগণ কি, সেইরূপ কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতে পারেন? তুমি যে শ্রেষ্ঠাদি বিচার-পূর্ব্বক পৃথক্‌রূপে আশ্রয়ণীয় ধর্ম্ম, অর্থ এবং কামের কথা বলিলে, তাহা অন্যকে উপদেশ দেওয়া দূরে থাকুক, তুমি সে সকল বিষয় নিজেই জান না। এই জগতে একমাত্র কর্ম্মই সুখকারণ—ধর্ম্ম অর্থ ও কাম এই ত্রিবর্গের উৎপাদক, কেননা কর্ম্ম ভিন্ন কিছুই হয় না, এই জন্য কোন ব্যক্তি যদি পাপ ও পুণ্যজনক উভয়বিধ কর্ম্মই করে, তাহাতে তাহার উভয়বিধ ফলই হয়, অতএব ধর্ম্ম ও কাম যখন এক ব্যক্তির দ্বারাই অনুষ্ঠিত হয়, তখন কিরূপে পরস্পর বিরুদ্ধ বলিব? আর ধর্ম্ম এবং অর্থের ফল নিঃশ্রেয়স হইলেও কামনা-বিশেষ থাকিলে তাহাতে স্বর্গ এবং অভ্যুদয়াদিরূপ ভাবী দুঃখকারণ সকলও উৎপন্ন হইয়া থাকে; আর এক কথা, কর্ত্তব্য জপাদিরূপ ধর্ম্ম ও অর্থসাধ্য যাগাদি রূপ অর্থ অনুষ্ঠান না করিলে তাহাতে অধর্ম্ম ও অনর্থ এবং তজ্জন্য পুরুষকে ইহকালে দারিদ্র্যাদি এবং পরকালে নরকভোগাদি প্রত্যবায় ফল ভোগ করিতে হয়, কিন্তু কাম হইতে সেরূপ হয় না। কামকে আশ্রয় করিলে, আপাততই সুমহৎ সুখ লাভ করিতে পারা যায়; সুতরাং আমার মতে রাক্ষসরাজের মনে যাহা নিশ্চিত হইয়াছে, তাহারই অনুষ্ঠান করা উচিত; কেননা শত্রুগণের প্রতি সাহস প্রকাশ করায় কিছুমাত্র অনীতি দেখা যায় না। ১—১০। আরও তুমি যে অভিমানবশতঃ অন্য সাহায্য ব্যতীত একাকীই শত্রুগণকে জয় করিবার কথা বলিলে, তাহাও আমার বিবেচনায় অনুচিত এবং অসাধু; যে হেতু যে রাম পূর্ব্বে একাকীই জনস্থানে অসংখ্য অতিবল রাক্ষস-গণকে বধ করিয়াছেন, তুমি কাহারও সাহায্য না লইয়া একাকী তাঁহাকে কিরূপে বধ করিবে? তৎকালে জনস্থানে যে মহাতেজস্বী রাক্ষসগণ রাম কর্ত্তৃক নির্জ্জিত হইয়া তাঁহার ভয়ে লুক্কায়িত হইয়াছে, তুমি অদ্যও তাহাদিগকে উপস্থিত দেখিতে পাইবে না। কি আশ্চর্য্যের কথা! তুমি জানিয়া-শুনিয়া ক্রুদ্ধ সিংহ এবং নিদ্রিত অহিবরের ন্যায়, সেই দশরথতনয় রামকে জাগরিত করিতে ইচ্ছা করি-তেছ? যিনি ক্রুদ্ধ হইলে সর্ব্বজীবের দুর্দ্ধর্ষ হন, কে সেই তেজঃ-প্রদীপ্ত এবং মৃত্যুর ন্যায় অসহ্য রামের নিকটস্থ হইতে পারে? তাত! এই রাক্ষসগণ সকলে সমবেত হইয়া রামের সম্মুখে অবস্থান করত জীবিত থাকিতে পারে কি না সন্দেহ; সুতরাং তোমার একাকী রামের সহিত যুদ্ধার্থ যাত্রা করা আমার যুক্তি-যুক্ত বলিয়া মনে হয় না। স্বয়ং হীনবল হইয়াও কোন্ ব্যক্তি প্রাণপরিত্যাগের জন্যই অন্য ইতর শত্রুর ন্যায়, সমৃদ্ধার্থ শত্রুকে স্ববশে আনিবার ইচ্ছা করিতে পারে? রাক্ষসোত্তম! ত্রিভুবনে যাহার ন্যায় কেহই নাই, তুমি কি জন্য সেই সূর্য্য এবং ইন্দ্রের সম-কক্ষ ইক্ষ্বাকু-নন্দন রামের সহিত একাকী যুদ্ধ করিতে ইচ্ছা করিতেছ?" ১১ ১৮। মহোদর, সক্রোধে কুম্ভকর্ণকে

উবাচ রক্ষসাং মধ্যে রাবণং লোকরাবণম্ ॥ ১৯
লব্ধ্বা পুনস্তাং বৈদেহীং কিমর্থং ত্বং বিজল্পসে
যদীচ্ছসি তদা সীতা বশগা তে ভবিষ্যতি ॥ ২০
দৃষ্টঃ কশ্চিদুপায়ো মে সীতোপস্থানকারকঃ।
রুচিতশ্চেৎ স্বয়া বুদ্ধ্যা রাক্ষসেন্দ্র ততঃ শৃণু ॥ ২১
অহং দ্বিজিহ্বঃ সংহ্রাদী কুম্ভকর্ণো বিতর্দ্দনঃ।
পঞ্চ রামবধায়ৈতে নির্যান্তীত্যবঘোষয় ॥ ২২
ততো গত্বা বয়ং যুদ্ধং দাস্যামস্তস্য যত্নতঃ।
জেষ্যামো যদি তে শত্রূন্ নোপায়ৈঃ কৃত্যমস্তি নঃ ॥ ২৩
অথ জীবতি নঃ শত্রুর্বয়ঞ্চ কৃতসংযুগাঃ।
ততঃ সমভিপৎস্যামো মনসা যৎ সমীক্ষিতম্ ॥ ২৪
বয়ং যুদ্ধাদিহৈষ্যামো রুধিরেণ সমুক্ষিতাঃ।
বিদার্য্য স্বতনুং বাণৈ রামনামাঙ্কিতৈঃ শরৈঃ ॥ ২৫
ভক্ষিতো রাঘবোঽস্মাভির্লক্ষ্মণশ্চেতি বাদিনঃ।
তব পাদৌ গ্রহীষ্যামস্ত্বং নঃ কামং প্রপূরয় ॥ ২৬
ততোঽবঘোষয় পুরে গজস্কন্ধেন পার্থিব।
হতো রামঃ সহ ভ্রাত্রা সসৈন্য ইতি সর্বতঃ ॥ ২৭
প্রীতো নাম ততো ভূত্বা ভৃত্যানাং ত্বমরিন্দম।
ভোগাংশ্চ পরিবারাংশ্চ কামান্ বসু চ দাপয় ॥ ২৮
ততো মাল্যানি বাসাংসি ভূষণাণ্যনুলেপনম্।
দেয়ঞ্চ বহু যোধেভ্যঃ স্বয়ঞ্চ মুদিতঃ পিব ॥ ২৯
ততোঽস্মিন্ বহুলীভূতে কৌলীনে সর্বতো গতে।
ভক্ষিতঃ সসুহৃদ্রামো রাক্ষসৈরিতি বিশ্রুতে ॥ ৩০
প্রবিশ্যাশ্বাস্য চাপি ত্বং সীতাং রহসি সান্ত্বয়।
ধনধান্যৈশ্চ রত্নৈশ্চ কামৈশ্চৈনাং প্রলোভয় ॥ ৩১
অনয়োপধয়া রাজন্ ভূয়ঃ শোকানুবন্ধয়া।
অকামা ত্বদ্বশং সীতা নষ্টনাথা গমিষ্যতি ॥ ৩২
রমণীয়ং হি ভর্তারং বিনষ্টমবগম্য সা।
নৈরাশ্যাৎ স্ত্রীলঘুত্বাচ্চ ত্বদ্বশং প্রতিপৎস্যতে ॥ ৩৩
সা পুরা সুখসংবৃদ্ধা সুখার্হা দুঃখকর্শিতা।
ত্বদধীনং সুখং জ্ঞাত্বা সর্বথৈব গমিষ্যতি ॥ ৩৪
এতৎ সুনীতং মম দর্শনেন
রামং হি দৃষ্ট্বৈব ভবেদনর্থঃ।

এই কথা বলিয়া রাক্ষসগণমধ্যস্থ লোক রাবণ রাবণকে বলিলেন,—"আপনি সীতাকে পাইয়াও কি জন্য বিলম্ব করিতেছেন? যদি আপনার ইচ্ছা হয়, তাহা হইলে অন্য উপায়ে সীতাও আপনার বশীভূতা হইবে। রাক্ষসেন্দ্র! সীতা যাহাতে আপনার প্রতি অনুকূলা হন, আমি তাহার একটী সদুপায় স্থির করিয়াছি, যদি আপনার বিবেচনায় তাহা ভাল বলিয়া মনে হয়, তবে তাহা শুনুন,—আপনি এইরূপ ঘোষণা করুন যে, দ্বিজিহ্ব, সংহ্রাদী, কুম্ভকর্ণ, বিতর্দ্দন ও মহোদর এই পাঁচজনে যুদ্ধার্থ বহির্গত হইয়াছে। এদিকে আমরাও রণক্ষেত্রে গমনপূর্ব্বক যত্নসহকারে যুদ্ধ করিয়া যদি আপনার শত্রুকে জয় করিতে পারি, তাহা হইলে আমাদের আর অন্য উপায়ের প্রয়োজন হইবে না। কিন্তু যদি আমরা ভীষণ যুদ্ধ করিলেও আপনার শত্রুগণ জীবিত থাকে, তাহা হইলে আমি মনে মনে যে উপায় স্থির করিয়াছি, তাহা অবলম্বন করা যাইবে। ১৯—২৪। আমরা রামনামাঙ্কিত বাণ দ্বারা নিজ নিজ দেহ বিদ্ধ করত রক্তাক্ত দেহে এই স্থানে আসিব এবং আপনার চরণধারণপূর্ব্বক বলিব, 'আমরা রাম ও লক্ষ্মণকে ভক্ষণ করিয়াছি; সুতরাং আপনি আমাদের মনস্কামনা পূর্ণ করুন।' রাজন্! তৎপরে আপনি নগরের সর্ব্বত্র হস্তিপৃষ্ঠে এইরূপ ঘোষণা করিবেন যে, ভ্রাতা ও সৈন্যগণের সহিত রাম নিহত হইয়াছে। অরিন্দম! তৎপরে যেন আপনি পরম প্রীত হইয়াছেন, এইরূপ ভান করিয়া ভৃত্য এবং দাসদাসীগণকে বহুবিধ অভিলষিত ভোগ্য বস্তু ও অর্থ প্রদান করিবেন এবং যোদ্ধগণকে মাল্য, বসন, ভূষণ ও বহুবিধ পানীয় প্রদান করত নিজেও পানাদি করিবেন। ২৫—২৯। পরে রাম সুহৃদ্বর্গের সহিত রাক্ষসগণকর্ত্তৃক ভক্ষিত হইয়াছে, এইরূপ সংবাদ যখন চতুর্দ্দিকে পরিব্যাপ্ত হইয়া সীতার কর্ণগোচর হইবে, তখন আপনি অশোকবনে প্রবেশ করিয়া নির্জ্জনে সীতাকে আশ্বস্তা ও সান্ত্বনা করত ধন, ধান্য, রত্ন ও কমনীয় বস্তু দ্বারা প্রলোভিত করিবেন। রাজন্! এইরূপ করিলে অনাথা সীতার ইচ্ছা না থাকিলেও এইরূপ শোকদ্দীপক বঞ্চনা দ্বারা সে নিশ্চয়ই আপনার বশীভূতা হইবে। জনকনন্দিনী রমণীয় ভর্ত্তাকে নিহত শুনিয়া নৈরাশ্য এবং স্ত্রীজাতি-সুলভ লঘুত্ববশতঃ আপনার যে বশ্যতা স্বীকার করিবেন, তাহাতে আর কোন সন্দেহ নাই। সীতা পূর্ব্বে পরম সুখে সংবর্দ্ধিতা হইয়া এক্ষণে এইরূপ দুঃখভোগ করত তাঁহার সুখলাভকে আপনার অধীন ভাবিয়া সর্ব্বতোভাবে আপনার বশে আসিবেন। মহারাজ! আমার বিবেচনায় ইহাই যুক্তিযুক্ত বলিয়া বোধ হইতেছে। আপনি উৎকণ্ঠিত হইবেন না; এইরূপ করিলে বিনা যুদ্ধেই আপনার বাসনা পূর্ণ হইবে; সুতরাং রণস্থলে রামের সহিত সম্মিলিত হইবার ইচ্ছা করিবেন না;

ইহৈব তে সেৎস্যতি মোহস্যুকো ভ-
গ্নমানযুদ্ধেন সুখস্য লাভঃ ॥ ৩৫
অনষ্টসৈন্যো হ্যনবাপ্তসংশয়ো
রিপূন্ অযুদ্ধেন জয়ন্ জনাধিপ।
যশশ্চ সৌখ্যঞ্চ মহানুভাবঃ
শ্রিয়ঞ্চ কীর্ত্তিঞ্চ চিরং সমশ্নুতে ॥ ৩৬
ইতি লঙ্কাকাণ্ডে চতুঃষষ্টিতমঃ সর্গঃ ॥ ৬৪

পঞ্চষষ্টিতমঃ সর্গঃ।

স তথোক্তস্তু নির্ভর্ৎস্য কুম্ভকর্ণো মহোদরম্।
অব্রবীদ্রাক্ষসশ্রেষ্ঠং ভ্রাতরং রাবণং ততঃ ॥ ১
সোহহং তব ভয়ং ঘোরং বধাত্তস্য দুরাত্মনঃ।
রামস্যাদ্য প্রমার্জ্জামি নির্বৈরো হি সুখী ভব ॥ ২
গর্জ্জন্তি ন বৃথা শূরা নির্জ্জলা ইব তোয়দাঃ।
পশ্য সম্পাদ্যমানং তু গর্জ্জিতং যুধি কর্ম্মণা ॥ ৩
ন মর্ষয়ন্তি চাত্মানং সম্ভাবয়িতুমাত্মনা।
অদর্শয়িত্বা শূরাস্তু কর্ম্ম কুর্ব্বন্তি দুষ্করম্ ॥ ৪
বিক্লবানাং হ্যবুদ্ধীনাং রাজ্ঞাং পণ্ডিতমানিনাম্।
রোচতে ত্বদ্বচো নিত্যং কথ্যমানং মহোদর ॥ ৫
যুদ্ধে কাপুরুষৈর্নিত্যং ভবদ্ভিঃ প্রিয়বাদিভিঃ।
রাজানমনুগচ্ছদ্ভিঃ সর্ব্বং কৃত্যং বিনাশিতম্ ॥ ৬
রাজশেষা কৃতা লঙ্কা ক্ষীণঃ কোশো বলং হতম্।
রাজানমিমমাসাদ্য সুহৃচ্চিহ্নমমিত্রকম্ ॥ ৭
এষ নির্য্যাম্যহং যুদ্ধমুদ্যতঃ শত্রুনির্জ্জয়ে।
দুর্নয়ং ভবতামদ্য সমীকর্ত্তুং মহাহবে ॥ ৮
এবমুক্তবতো বাক্যং কুম্ভকর্ণস্য ধীমতঃ।
প্রত্যুবাচ ততো বাক্যং প্রহসন্ রাক্ষসাধিপঃ ॥ ৯
মহোদরোঽয়ং রামাত্তু পরিত্রস্তো ন সংশয়ঃ।
নহি রোচয়তে তাত যুদ্ধং যুদ্ধবিশারদ ॥ ১০
কশ্চিন্মে ত্বৎসমো নাস্তি সৌহৃদেন বলেন চ।
গচ্ছ শত্রুবধায় ত্বং কুম্ভকর্ণ জয়ায় চ ॥ ১১
শয়ানঃ শত্রুনাশার্থং ভবান্ সম্বোধিতো ময়া।
অয়ং হি কালঃ সুমহান্ রাক্ষসানামরিন্দম ॥ ১২
সংগচ্ছ শূলমাদায় পাশহস্ত ইবান্তকঃ।
বানরান্ রাজপুত্রৌ চ ভক্ষয়াদিত্যতেজসৌ ॥ ১৩
সমালোক্য তু তে রূপং বিদ্রবিষ্যন্তি বানরাঃ।
রামলক্ষ্মণয়োশ্চাপি হৃদয়ে প্রস্ফুটিষ্যতঃ ॥ ১৪
এবমুক্ত্বা মহাতেজাঃ কুম্ভকর্ণং মহাবলম্।

কেননা, তাহাতে সুখলাভ না হইয়া সবিশেষ অনর্থপাতেরই সম্ভাবনা। জনাধিপ! যে মহান্ মহীপতি স্বয়ং সংশয়াকুল না হইয়া, সৈন্যগণকে বিনষ্ট না করিয়া বিনা যুদ্ধে শত্রুগণকে জয় করিতে পারেন, তিনি বিপুল যশ, সুখ, সম্পত্তি ও কীর্ত্তি লাভ করিয়া থাকেন। ৩০—৩৬।

পঞ্চষষ্টিতম সর্গ।

এইরূপ উক্তি শুনিয়া, কুম্ভকর্ণ মহোদরকে তিরস্কারপূর্ব্বক অগ্রজ রাক্ষসরাজ রাবণকে কহিলেন; "মহারাজ! আপনি শত্রুশূন্য হইয়া সুখে অবস্থান করুন, আমি সেই দুরাচার রামকে বধ করত, আপনার ঘোরতর ভয় দূর করিব। শূরগণ কখনই, জলশূন্য মেঘের ন্যায় বৃথা গর্জ্জন করেন না; আমি যে গর্জ্জন করিয়াছি, আপনি রণক্ষেত্রে তাহা সফল হইতে দেখুন। বীরপুরুষগণ বৃথা আত্মশ্লাঘা করিতে ইচ্ছা করেন না, তাঁহারা বাক্যে প্রকাশ না করিয়াই দুষ্করকার্য্য করিয়া থাকেন। ওহে মহোদর! তুমি যে সকল কথা বলিলে, বীরত্ববিহীন নির্ব্বোধ ও পণ্ডিতাভিমানী রাজারই তাহা মনঃপূত হইয়া থাকে। যুদ্ধকালে তোমার মত কাপুরুষ এবং মন্ত্রণাকালে রাজার মনোমত চাটুবাক্য প্রয়োগনিপুণ অনুগত তোমার ন্যায় ব্যক্তিগণ হইতেই মহারাজের সর্ব্বনাশ ঘটিয়াছে। তোমরা এই সরলচিত্ত রাজাকে পাইয়া সুহৃচ্চিহ্নধারী শত্রুর ন্যায় কার্য্য করত কোষ সকলকে শূন্য, বল সকলকে হত এবং লঙ্কাকে রাজাবশিষ্ট করিয়াছ। আমি তোমাদের এই দুর্নয়কে যুদ্ধে দব করিবার জন্য শত্রুজয়ে কৃতসঙ্কল্প হইয়া যাত্রা করিতেছি।" ১—৮। ধীমান্ কুম্ভকর্ণ এইরূপ বলিলে রাক্ষসরাজ সহাস্যে কহিলেন,—"বৎস যুদ্ধবিশারদ! মহোদর নিশ্চয় রাম হইতে ভীত হইয়া থাকিবে, সেই জন্যই ইহার যুদ্ধ করিতে ইচ্ছা নাই। কুম্ভকর্ণ! সৌহৃদ্য অথবা বলবিষয়ে তোমার সমান আমার আর কেহই নাই; সুতরাং তুমি শত্রুগণের নিধনসাধন এবং বিজয়লাভার্থ শীঘ্র নির্গত হও। অরিন্দম! রাক্ষসগণের এই নিদারুণ দুঃসময় উপস্থিত দেখিয়াই তুমি নিদ্রিত থাকিলেও আমি তোমাকে জাগাইয়াছি; সুতরাং পাশহস্ত যমের ন্যায়, শূল ধারণপূর্ব্বক নির্গত হইয়া, সূর্য্যের ন্যায় তেজস্বী রাজতনয়দ্বয় এবং বানরগণকে ভক্ষণ কর। তোমার আকার দেখিয়াই বানরগণ পলায়ন করিবে এবং রামলক্ষ্মণেরও হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া যাইবে।" ৯—১৪। মহাতেজস্বী রাক্ষসপুঙ্গব রাজা দশানন, মহাবল

পুনর্জাতমিবাত্মানং মেনে রাক্ষসপুঙ্গবঃ ॥ ১৫
কুম্ভকর্ণবলাভিজ্ঞো জানংস্তস্য পরাক্রমম্।
বভূব মুদিতো রাজা শশাঙ্ক ইব নির্ম্মলঃ ॥ ১৬
ইত্যেবমুক্তঃ সংহৃষ্টো নির্জগাম মহাবলঃ।
রাজ্ঞস্তু বচনং শ্রুত্বা যোদ্ধুমুদ্যুক্তবাংস্তদা ॥ ১৭
আদদে নিশিতং শূলং বেগাচ্ছত্রুনিবর্হণঃ।
সর্ব্বং কালায়সং দীপ্তং তপ্তকাঞ্চনভূষণম্ ॥ ১৮
ইন্দ্রাশনিসমপ্রখ্যং বজ্রপ্রতিমগৌরবম্।
দেবদানবগন্ধর্ব্বযক্ষপন্নগসূদনম্ ॥ ১৯
রক্তমাল্যমহাদামং স্বতশ্চোদ্গতপাবকম্।
আদায় বিপুলং শূলং শত্রুশোণিতরঞ্জিতম্ ॥ ২০
কুম্ভকর্ণো মহাতেজা রাবণং বাক্যমব্রবীৎ।
গমিষ্যাম্যহমেকাকী তিষ্ঠত্বিহ বলং মহৎ ॥ ২১
অদ্য তান্ ক্ষুভিতঃ ক্রুদ্ধো ভক্ষয়িষ্যামি বানরান্।
কুম্ভকর্ণবচঃ শ্রুত্বা রাবণো বাক্যমব্রবীৎ ॥ ২২
সৈন্যৈঃ পরিবৃতো গচ্ছ শূলমুদ্গরপাণিভিঃ।
বানরা হি মহাত্মানঃ শূরাঃ সুব্যবসায়িনঃ ॥ ২৩
একাকিনং প্রমত্তং বা নয়েয়ুর্দশনৈঃ ক্ষয়ম্।
তস্মাৎ পরমদুর্দ্ধর্ষৈঃ সৈন্যৈঃ পরিবৃতো ব্রজ।
রক্ষসামহিতং সর্ব্বং শত্রুপক্ষং নিষূদয় ॥ ২৪
অথাসনাৎ সমুৎপত্য স্রজং মণিকৃতান্তরাম্।
আববন্ধ মহাতেজাঃ কুম্ভকর্ণস্য রাবণঃ ॥ ২৫
অঙ্গদাঙ্গুলিবেষ্টাংশ্চ বরাণ্যাভরণানি চ।
হারঞ্চ শশিসঙ্কাশমাববন্ধ মহাত্মনঃ ॥ ২৬
দিব্যানি চ সুগন্ধীনি মাল্যদামানি রাবণঃ।
গাত্রেষু সজ্জয়ামাস শ্রোত্রয়োশ্চাস্য কুণ্ডলে ॥ ২৭
কাঞ্চনাঙ্গদকেয়ূরনিষ্কাভরণভূষিতঃ।
কুম্ভকর্ণো বৃহৎকর্ণঃ সুহুতোঽগ্নিরিবাবভৌ ॥ ২৮
শ্রোণীসূত্রেণ মহতা মেচকেন বিরাজতা।
অমৃতোৎপাদনে নদ্ধো ভুজগেনেব মন্দরঃ ॥ ২৯

সকাঞ্চনং ভারসহং নিবাতং
বিদ্যুৎপ্রভং দীপ্তমিবাত্মভাসম্।
আবধ্যমানঃ কবচং ররাজ
সন্ধ্যাভ্রসংবীত ইবাদ্রিরাজঃ ॥ ৩০

সর্ব্বাভরণসর্ব্বাঙ্গঃ শূলপাণিঃ স রাক্ষসঃ।
ত্রিবিক্রমকৃতোৎসাহো নারায়ণ ইবাবভৌ ॥ ৩১
ভ্রাতরং সম্পরিষ্বজ্য কৃত্বা চাপি প্রদক্ষিণম্।
প্রণম্য শিরসা তস্মৈ প্রতস্থে স মহাবলঃ ॥ ৩২
তমাশীর্ভিঃ প্রশস্তাভিঃ প্রেষয়ামাস রাবণঃ।
শঙ্খদুন্দুভিনির্ঘোষৈঃ সৈন্যৈশ্চাপি বরায়ুধৈঃ ॥ ৩৩

কুম্ভকর্ণের বল এবং পরাক্রম জানিতেন, এজন্য তাঁহাকে এই কথা বলিয়া, নির্ম্মল শশধরের ন্যায় প্রফুল্ল হইলেন এবং আপনাকে পুনর্জ্জাত বলিয়া মনে করিলেন। কুম্ভকর্ণও রাক্ষসরাজের এতাদৃশ প্রশংসা বাক্য-শ্রবণে পরম সন্তুষ্ট হইয়া যুদ্ধযাত্রার উদ্‌যোগ করিতে লাগিলেন। সেই শত্রু-নিসূদন বীর, বেগে কালায়সনির্ম্মিত, তপ্তকাঞ্চনভূষিত, ইন্দ্রের বজ্র-তুল্য ভীষণকান্তি ও গৌরবশালী, দেবতা, দানব গন্ধর্ব্ব, যক্ষ ও পন্নগগণের বধক্ষম প্রদীপ্ত ও সুতীক্ষ্ণ শূল গ্রহণ করিলেন। রমণীয় রক্তমালায় শোভিত হওয়ায় উহা হইতে অগ্নি নির্গত হইতেছিল। মহাতেজা কুম্ভ-কর্ণ, তাদৃশ শত্রুরুধিররঞ্জিত শাণিত শূল লইয়া রাবণকে বলিলেন,—"বল সকল এই স্থানেই থাকুক, আজ ক্ষুধার্ত্ত আমি একাকী যাইয়াই ক্রোধবশতঃ বানরগণকে ভক্ষণ করিয়া আসি।" কুম্ভকর্ণের কথা শুনিয়া রাবণ কহিলেন,—"কুম্ভকর্ণ! তুমি, শূলমুদ্গর-পাণি সৈন্যগণে পরিবৃত হইয়া যাও; কেননা, সেই বানরগণ মহাবল, শূর এবং সতত যুদ্ধব্যবসায়ী; অতএব তোমাকে প্রমত্ত বা একাকী দেখিলে তাহারা তৎ-ক্ষণাৎ দন্তাঘাতে বিনাশ করিয়া ফেলিবে। সেই জন্যই আমি বলিতেছি, তুমি পরমদুর্দ্ধর্ষ সৈন্যগণে পরিবৃত হইয়া অগ্রসর হও এবং রাক্ষসগণের অনিষ্টকারী শত্রু-পক্ষ সকলকে সংহার কর।" ১৫—২৪। পরে মহাতেজা রাবণ আসন হইতে সমুত্থিত হইয়া মহাবল কুম্ভকর্ণের গলদেশে মণিশোভিত মালা এবং যথাস্থানে কেয়ূর, অঙ্গুরীয়ক ও চন্দ্রহার প্রভৃতি উত্তম উত্তম ভূষণ সকল বন্ধন করিয়া দিলেন। কর্ণযুগলে দুইটী কুণ্ডল পরাইয়া দিলেন এবং সুগন্ধ দিব্য মাল্যদামে তাঁহার শরীর সুশোভিত করিলেন। তখন বৃহৎকর্ণ কুম্ভকর্ণ—কনকময় অঙ্গদ, কেয়ূর ও নিষ্কাদি আভ-রণে ভূষিত হইয়া, সুহুত অগ্নির ন্যায়, শোভা পাইতে লাগিলেন। অপিচ মেচকদাম-বিরাজিত কটিসূত্র ধারণ করায় তাঁহাকে অমৃত-মন্থন কালীন সর্পজড়িত মন্দরের ন্যায় বোধ হইতে লাগিল। সেই বীর, কনক-ময় বিদ্যুৎপ্রভ অভেদ্য আত্মপ্রভায় দেদীপ্যমান ভারসহ কবচ বন্ধন করিয়া, সন্ধ্যাকালীন-মেঘমালা-বিমণ্ডিত গিরিরাজের ন্যায় শোভা ধারণ করিলেন। সেই রাক্ষসশ্রেষ্ঠ সর্ব্বাঙ্গে সকল প্রকার আভরণ এবং হস্তে শূল ধারণ, ত্রিপদন্যাসে কৃতোৎসাহ নারা-য়ণের ন্যায় প্রকাশ পাইতে লাগিলেন। পরে মহাবল কুম্ভকর্ণ, ভ্রাতা রাবণকে দণ্ডবৎ প্রণাম, প্রদক্ষিণ ও আলিঙ্গন করত প্রস্থানোদ্যত হইলে,

তং গজৈশ্চ তুরঙ্গৈশ্চ স্যন্দনৈশ্চাম্বুদস্বনৈঃ ।
অনুজগ্মুর্মহাত্মানো রথিনো রথিনাং বরম্ ॥ ৩৪
সর্পৈরুষ্ট্রৈঃ খরৈশ্চৈব সিংহদ্বিপমৃগদ্বিজৈঃ ।
অনুজগ্মুশ্চ তং ঘোরং কুম্ভকর্ণং মহাবলম্ ॥ ৩৫

স পুষ্পবর্ষৈরবকীর্য্যমাণো
ধৃতাতপত্রঃ শিতশূলপাণিঃ ।
মদোৎকটঃ শোণিতগন্ধমত্তো
বিনির্যযৌ দানবদেবশত্রুঃ ॥ ৩৬

পদাতয়শ্চ বহবো মহানাদা মহাবলাঃ ।
অন্বযূ রাক্ষসা ভীমা ভীমাক্ষাঃ শস্ত্রপাণয়ঃ ॥ ৩৭
রক্তাক্ষাঃ সুবহুব্যামা নীলাঞ্জনচয়োপমাঃ ।
শূলানুদ্যম্য খড়্গাংশ্চ নিশিতাংশ্চ পরশ্বধান্ ॥ ৩৮
ভিন্দিপালাংশ্চ পরিঘান্ গদাশ্চ মুষলানি চ ।
তালস্কন্ধাংশ্চ বিপুলান্ ক্ষেপণীয়ান্ দুরাসদান্ ॥ ৩৯
অথান্যদ্বপুরাদায় দারুণং ঘোরদর্শনম্ ।
নিষ্পপাত মহাতেজাঃ কুম্ভকর্ণো মহাবলঃ ॥ ৪০
ধনুঃশতপরীণাহঃ স ষট্শতসমুচ্ছ্রিতঃ ।
রৌদ্রঃ শকটচক্রাক্ষো মহাপর্ব্বতসন্নিভঃ ॥ ৪১
সন্নিপত্য চ রক্ষাংসি দগ্ধশৈলোপমো মহান্ ।
কুম্ভকর্ণো মহাবক্ত্রঃ প্রহসন্নিদমব্রবীৎ ॥ ৪২
অদ্য বানরমুখ্যানাং যানি যূথানি ভাগশঃ ।
নির্দহিষ্যামি সংক্রুদ্ধঃ পতঙ্গানিব পাবকঃ ॥ ৪৩
নাপরাধ্যন্তি মে কামং বানরা বনচারিণঃ ।
জাতিরস্মদ্বিধানাং সা পুরোদ্যানবিভূষণম্ ॥ ৪৪
পুররোধস্য মূলং তু রাঘবঃ সহ লক্ষ্মণঃ ।
হতে তস্মিন্ হতং সর্ব্বং তং বধিষ্যামি সংযুগে । ৪৫
এবং তস্য ব্রুবাণস্য কুম্ভকর্ণস্য রক্ষসঃ ।
নাদং চক্রুর্মহাঘোরং কম্পয়ন্ত ইবার্ণবম্ ॥ ৪৬
তস্য নিষ্পততস্তূর্ণং কুম্ভকর্ণস্য ধীমতঃ ।
বভূবুর্ঘোররূপাণি নিমিত্তানি সমন্ততঃ ॥ ৪৭
উল্কাশনিযুতা মেঘা বভূবুর্গর্দ্দভারুণাঃ ।
সসাগরবনা চৈব বসুধা সমকম্পত ॥৪৮
ঘোররূপাঃ শিবা নেদুঃ সজ্বালকবলৈর্মুখৈঃ ।
মণ্ডলান্যপসব্যানি ববন্ধুশ্চ বিহঙ্গমাঃ ॥ ৪৯
নিষ্পপাত চ গৃধ্রোঽস্য শূলে বৈ পথি গচ্ছতঃ ।
প্রাস্ফুরন্নয়নং চাস্য সব্যো বাহুরকম্পত ॥ ৫০
নিষ্পপাত তদা চোল্কা জ্বলন্তী ভীমনিঃস্বনা ।
আদিত্যো নিষ্প্রভশ্চাসীন্ন বাতি চ সুখোঽনিলঃ ॥ ৫১

রাবণ প্রশস্ত আশীর্ব্বাক্য দ্বারা তাঁহার অভিনন্দন করিলেন। মহাবল মহারথী রাক্ষসগণ,—উৎকৃষ্ট অস্ত্রশস্ত্রধারী সৈন্য, মেঘের ন্যায় শব্দকারী রথরাজি, গজসমূহ, তুরঙ্গচয় এবং শঙ্খ ও দুন্দুভি-ধ্বনির সহিত সেই যোদ্ধার অনুগামী হইল। কতকগুলি রাক্ষস,—সর্প, উষ্ট্র, খর, দ্বিপ, মৃগ ও পক্ষীর পৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া ঘোররূপ মহাবল কুম্ভকর্ণের পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাইতে লাগিল। এইরূপে সেই মদোৎকট, রুধির-গন্ধমত্ত ও শিতশূলধারী দেব-দানবশত্রু কুম্ভকর্ণ বহির্গত হইলে তাঁহার মস্তকোপরি প্রশস্ত ছত্র ধৃত হইল এবং সকলদিক্ হইতে পুষ্পবৃষ্টি হইতে লাগিল। তৎপরে নীলাঞ্জনচয়তুল্য বহুব্যামদীর্ঘ মহানাদ ভীমরূপ ভীমাক্ষ লোহিতলোচন মহাবল পদাতিগণ,—শাণিত শূল, খড়্গ, পরশু, ভিন্দিপাল, পরিঘ, গদা, মুষল, বিপুল তালস্কন্ধ ও দুরাসদ ক্ষেপণীয় সকল উত্তোলনপূর্ব্বক তাঁহার অনুগামী হইল। পরে মহাতেজস্বী মহাবল কুম্ভকর্ণ যেন অন্য প্রকার ঘোরদর্শন দারুণ দেহ ধারণ করত যাইতে লাগিলেন। শকটচক্রের ন্যায় নয়নবিশিষ্ট ও মহাপর্ব্বততুল্য সেই ভীষণ দেহের আয়তন উর্দ্ধে ছয় শত এবং পরিধিতে এক শত ধনু। দগ্ধশৈল-তুল্য সেই মহাবক্ত্র মহা-রাক্ষস কুম্ভকর্ণ হাসিতে হাসিতে রাক্ষসগণকে বলি-লেন "অনল যেরূপ পতঙ্গগণকে দহন করে, তদ্রূপ আমিও অদ্য বানরগণের যে সকল পৃথক্ পৃথক্ দল আছে, তাহাদিগকে দগ্ধ করিয়া ফেলিব অথবা আমাদিগের পুরী ও উদ্যানাদির ভূষণস্বরূপ সেই বানরগণ ত স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া আমাদের কোন অপরাধ করে নাই; লক্ষ্মণের সহিত রামই এই লঙ্কারোধের মূল, সুতরাং তাহাদিগকেই রণক্ষেত্রে বধ করিব; কারণ, রাম নিহত হইলে সকলেই বিনষ্ট হইবে।" ৩২—৪৫। রাক্ষস কুম্ভকর্ণ এই কথা বলিলে, মহা-বল যোধগণ এরূপ সিংহনাদ করিল যে, মহাসাগরও যেন কাঁপিয়া উঠিল। ধীমান্ কুম্ভকর্ণ পুরী হইতে এইরূপে নির্গত হইতেছেন, ইত্যবসরে চতুর্দ্দিক্ হইতে ঘোররূপ দুর্নিমিত্ত সকল আবির্ভূত হইতে লাগিল; উল্কাশনিযুক্ত মেঘসকল গর্দ্দভের ন্যায় অরুণবর্ণ হইয়া উঠিল এবং সাগর ও কাননসমূহের সহিত পৃথিবী কম্পিতা হইতে লাগিল। ঘোররূপ শৃগাল মুখে অঙ্গার-কবল ধারণ করত অশুভ শব্দ করিল এবং পক্ষিগণ প্রতিকূলভাবে মণ্ডলাকারে পরিভ্রমণ করিতে লাগিল। তিনি যখন পথমধ্যে গমন করেন, তৎকালে তাঁহার শূলোপরি শকুনি নিপতিত হইল এবং তাঁহার বামচক্ষু স্ফুরিত ও বামহস্ত কম্পিত হইতে লাগিল। ৪৬—৫০। সম্মুখে ভীষণ শব্দে প্রজ্বলিত উল্কাপাত হইল; সূর্য্য

অচিন্তয়ন্মহোৎপাতানুত্থিতান্ রোমহর্ষণান্।
নির্যযৌ কুম্ভকর্ণস্তু কৃতান্তবলচোদিতঃ॥ ৫২
স লঙ্ঘয়িত্বা প্রাকারং পদ্ভ্যাং পর্ব্বতসন্নিভঃ।
দদর্শ ঘনপ্রখ্যং বানরানীকমদ্ভুতম্॥ ৫৩
তে দৃষ্ট্বা রাক্ষসশ্রেষ্ঠং বানরাঃ পর্ব্বতোপমম্।
বায়ুনুন্না ইব ঘনা যযুঃ সর্ব্বা দিশস্তদা॥ ৫৪
তদ্বানরানীকমতিপ্রচণ্ডং
দিশো দ্রবদ্ভিন্নমিবাভ্রজালম্॥
স কুম্ভকর্ণঃ সমবেক্ষ্য হর্ষা-
ন্ননাদ ভূয়ো ঘনবদ্ঘনাভঃ॥ ৫৫
তে তস্য ঘোরং নিনদং নিশম্য
যথা নিনাদং দিবি বারিদস্য।
পেতুর্ধরণ্যাং বহবঃ প্লবঙ্গা
নিকৃত্তমূলা ইব শালবৃক্ষাঃ॥ ৫৬
বিপুলপরিঘবান্ স কুম্ভকর্ণো
রিপুনিধনায় বিনিঃসৃতো মহাত্মা।
কপিগণভয়মাদদৎ সুভীমং
প্রভুরিব কিঙ্করদণ্ডবান্ যুগান্তে॥ ৫৭

ইতি লঙ্কাকাণ্ডে পঞ্চষষ্টিতমঃ সর্গঃ॥ ৬৫॥

প্রভাহীন হইলেন এবং সুখকর বায়ু প্রবাহিত হইল না। কিন্তু কালবল-প্রেরিত কুম্ভকর্ণ সেই লোমহর্ষণকর মহোৎপাত সকলের বিষয় না ভাবিয়াই নির্গত হইলেন। পরে পর্ব্বতপ্রমাণ কুম্ভকর্ণ পদ দ্বারা প্রাচীর উল্লঙ্ঘন করত মেঘমালার ন্যায় সেই অদ্ভুত বানরবাহিনীকে দেখিতে পাইলেন। বানরগণ সেই পর্ব্বতবৎ রাক্ষসশ্রেষ্ঠকে দেখিয়াই, বায়ুচালিত জলদজালবৎ চারিদিকে বিকীর্ণ হইয়া পড়িল। মেঘতুল্য কুম্ভকর্ণ, মেঘমালার ন্যায় সেই প্রচণ্ড বানরসেনাকে ছিন্ন ভিন্ন মেঘজালের ন্যায় ইতস্ততঃ পলাইতে দেখিয়া হর্ষে পুনরায় সিংহনাদ করিলেন। শূন্যমার্গে শব্দায়মান ঘনঘটার নিদারুণ শব্দের ন্যায় সেই ঘোর শব্দ শুনিয়া অনেক বানর, ছিন্নমূল শালবৃক্ষের ন্যায় ভূতলে পতিত হইল। এইরূপ অরি-বিনাশার্থে নির্গত বিপুল-পরিঘশালী মহাবল কুম্ভকর্ণ, অনুচরগণে পরিবেষ্টিত প্রলয়কালীন দণ্ডপাণি কালাগ্নিরুদ্রের ন্যায়, বানরগণের বিষম ভয় জন্মাইতে লাগিলেন। ৫১—৫৭।

ষট্‌ষষ্টিতমঃ সর্গঃ।

স লঙ্ঘয়িত্বা প্রাকারং গিরিকূটোপমো মহান্।
নির্যযৌ নগরাৎ তূর্ণং কুম্ভকর্ণো মহাবলঃ॥ ১
ননাদ চ মহানাদং সমুদ্রমভিনাদয়ন্।
জনয়ন্নিব নির্ঘাতান্ বিধমন্নিব পর্ব্বতান্॥ ২
তমবধ্যং মঘবতা যমেন বরুণেন বা।
প্রেক্ষ্য ভীমাক্ষমায়ান্তং বানরা বিপ্রদুদ্রুবুঃ॥ ৩
তাংস্তু বিপ্রদ্রুতান্ দৃষ্ট্বা বালিপুত্রোঽঙ্গদোঽব্রবীৎ।
নীলং নলং গবাক্ষঞ্চ কুমুদঞ্চ মহাবলম্॥ ৪
আত্মানমত্র বিস্মৃত্য বীর্য্যাণ্যভিজনানি চ।
ক গচ্ছত ভয়ত্রস্তাঃ প্রাকৃতা হরয়ো যথা॥ ৫
সাধু সৌম্যা নিবর্ত্তধ্বং কিং প্রাণান্ পরিরক্ষথ।
নালং যুদ্ধায় বৈ রক্ষো মহতীয়ং বিভীষিকা॥ ৬
মহতীমুত্থিতামেনাং রাক্ষসানাং বিভীষিকাম্।
বিক্রমাদ্বিধমিষ্যামো নিবর্ত্তধ্বং প্লবঙ্গমাঃ॥ ৭
কৃচ্ছ্রেণ তু সমাশ্বস্য সঙ্গম্য চ ততস্ততঃ।
বৃক্ষান্ গৃহীত্বা হরয়ঃ সম্প্রতস্থূ রণাজিরে॥ ৮
তে নিবর্ত্ত্য তু সংক্রুদ্ধাঃ কুম্ভকর্ণং বনৌকসঃ।

ষট্‌ষষ্টিতম সর্গ।

পর্ব্বতশিখরের ন্যায় সমুন্নতদেহ মহাবল কুম্ভকর্ণ প্রাচীর উল্লঙ্ঘন করত সত্বর নগর হইতে নির্গত হইয়া এরূপ সিংহনাদ করিলেন যে, তাহাতে সমুদ্র অনুনাদিত পর্ব্বত সকল প্রতিধ্বনিত এবং বজ্রের ন্যায় শব্দ উঠিল। যম, বরুণ অথবা দেবরাজও যাহাকে বধ করিতে পারেন না, সেই ভীমাক্ষ কুম্ভকর্ণকে আসিতে দেখিয়া, বানরগণ পলায়ন করিতে আরম্ভ করিল। তাহা দেখিয়া বালিনন্দন অঙ্গদ,—মহাবল নীল, নল, গবাক্ষ ও কুমুদকে বলিলেন;—'এ কি। অন্য ইতর বানরের ন্যায়, তোমরাও ভয়বিহ্বল হইয়া নিজ নিজ সেই মহাবীর্য্য ও কৌলীন্য ভুলিয়া কোথায় পলায়ন করিতেছ? সৌম্যগণ! এরূপে প্রাণরক্ষা করিবার প্রয়োজন কি? প্রতিনিবৃত্ত হও। বিশেষতঃ এই যে রাক্ষসকে দেখিতেছ, ইহা একটী বিষম বিভীষিকামাত্র, ইহার যুদ্ধ করিবার শক্তি নাই; সুতরাং বানরগণ ফিরিয়া আইস; আমরা সকলে সমবেত হইয়া পরাক্রম প্রকাশে রাক্ষসগণের সমুত্থিত এই বিষম বিভীষিকা দূর করিব। ১—৭। অঙ্গদের উৎসাহপূর্ণ উক্তি শুনিয়া বানরগণ আশ্বস্ত হইয়া বহুকষ্টে নিবৃত্ত হইল এবং বৃক্ষসমূহ ধারণ করত রণস্থলে উপস্থিত হইল। মদমত্ত মাতঙ্গগণের ন্যায়, সেই বানরগণ

নিজঘ্নুঃ পরমক্রুদ্ধাঃ সমদা ইব কুঞ্জরাঃ॥ ৯
প্রাংশুভির্গিরিশৃঙ্গৈশ্চ শিলাভিশ্চ মহাবলাঃ।
পাদপৈঃ পুষ্পিতাগ্রৈশ্চ হন্যমানো ন কম্পতে॥ ১০
তস্য গাত্রেষু পতিতা ভিদ্যন্তে বহবঃ শিলাঃ।
পাদপাঃ পুষ্পিতাগ্রাশ্চ ভগ্নাঃ পেতুর্মহীতলে॥ ১১
সোঽপি সৈন্যানি সংক্রুদ্ধো বানরাণাং মহৌজসাম্।
মমন্থ পরমায়ত্তো বনান্যগ্নিরিবোত্থিতঃ॥ ১২
লোহিতার্দ্রাস্তু বহবঃ শেরতে বানরর্ষভাঃ।
নিরস্তাঃ পতিতা ভূমৌ তাম্রপুষ্পা ইব দ্রুমাঃ॥ ১৩
লঙ্ঘয়ন্তঃ প্রধাবন্তো বানরা নাবলোকয়ন।
কেচিৎ সমুদ্রে পতিতাঃ কেচিদ্গগনমাশ্রিতাঃ॥ ১৪
বধ্যমানাস্তু তে বীরা রাক্ষসেনাবলীলয়া।
সাগরং যেন বৈ তীর্ণাঃ পথা তেনৈব দুদ্রুবুঃ॥ ১৫
তে স্থলানি তদা নিম্নং বিবর্ণবদনা ভয়াৎ।
ঋক্ষা বৃক্ষান্ সমারূঢ়াঃ কেচিৎ পর্ব্বতমাশ্রিতাঃ॥ ১৬
নিপেতুঃ প্লবগাঃ কেচিৎ কেচিন্নৈবাবতস্থিরে।
কেচিদ্ভূমৌ নিপতিতাঃ কেচিৎ সুপ্তা মৃতা ইব॥ ১৭
তান্ সমীক্ষ্যাঙ্গদো ভগ্নান্ বানরানিদমব্রবীৎ।
অবতিষ্ঠত যুধ্যামো নিবর্ত্তধ্বং প্লবঙ্গমাঃ॥ ১৮
ভগ্নানাং বো ন পশ্যামি পরিক্রম্য মহীমিমাম্।
স্থানং সর্ব্বে নিবর্ত্তধ্বং কিং প্রাণান্ পরিরক্ষথ॥ ১৯
নিরায়ুধানাং ক্রমতামসঙ্গগতিপৌরুষাঃ।
দারা হ্যপহসিষ্যন্তি স বৈ ঘাতস্তু জীবতাম্॥ ২০
কুলেষু জাতাঃ সর্ব্বে স্ম বিস্তীর্ণেষু মহৎসু চ।
ক্ব গচ্ছত ভয়ত্রস্তাঃ প্রাকৃতা হরয়ো যথা॥
অনার্য্যাঃ খলু যদ্ভীতাস্ত্যক্ত্বা বীর্য্যং প্রধাবত॥ ২১
বিকত্থনানি বো যানি সদা বৈ জনসংসদি।
তানি বঃ ক্ব নু যাতানি সোদগ্রাণি হিতানি চ॥ ২২
ভীরোঃ প্রবাদাঃ শ্রূয়ন্তে যস্তু জীবতি ধিক্কৃতঃ।
মার্গঃ সৎপুরুষৈর্জুষ্টঃ সেব্যতাং ত্যজ্যতাং ভয়ম্॥ ২৩
শয়ামহে বা নিহতাঃ পৃথিব্যামল্পজীবিতাঃ।
প্রাপ্নুয়ামো ব্রহ্মলোকং দুষ্প্রাপঞ্চ কুযোধিভিঃ॥ ২৪
অবাপ্নুয়ামঃ কীর্ত্তিং বা নিহত্বা শত্রুমাহবে।

উৎসাহ-সহকারে নিযুদ্ধ হইয়াই স্যাতিশয় ক্রোধপূর্ণ-হৃদয়ে কুম্ভকর্ণকে প্রহার করিতে লাগিল। কিন্তু সেই মহাবল উন্নত পর্ব্বতশৃঙ্গ, শিলা এবং পুষ্পিত তরু-সমূহ দ্বারা সন্তাড়িত হইয়াও কিছুমাত্র বিচলিত হইলেন না। অধিকন্তু শিলা ও পুষ্পিত বৃক্ষ সকল কুম্ভকর্ণের গাত্রে পতিত হইয়াই ভগ্ন ও ভূতলে পতিত হইতে লাগিল। কুম্ভকর্ণও অনলের বন-দহনের ন্যায়, ক্রোধে মহাতেজা বানরগণের সেই সৈন্যগণকে সম্যক্ উদ্যমসহকারে মন্থন করিতে লাগিলেন। তৎকালে বহুল বানর নিরস্ত হইয়া রক্তাক্তদেহে তাম্রবর্ণকুসুমশোভিত বৃক্ষ সকলের ন্যায়, ভূমিতে পতিত ও শয়ান হইতে লাগিল। তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ কোন দিকে দৃষ্টিনিক্ষেপ না করিয়াই ধাবিত হওত লঙ্ঘন করিবার অভিপ্রায়ে সমুদ্রে পতিত হইল ও কেহ কেহ বা গহনমধ্যে লুক্কায়িত হইল। এবং অনেক বীর বানর সেই রাক্ষসকর্ত্তৃক অবলীলা-ক্রমে আহত হইয়া যে পথে সমুদ্র পার হইয়াছিল, সেই পথেই পলাইতে লাগিল। ঋক্ষগণ ভয়ে বিশুষ্ক-বদন হইয়া গুহামধ্যে প্রবেশ করিল এবং কেহ বৃক্ষোপরি আরূঢ় ও কেহ বা পর্ব্বতোপরি উত্থিত হইল। বানরগণের মধ্যে কেহ যুদ্ধাভিলাষে গমন করিতে লাগিল এবং কেহ বা রণক্ষেত্রে অবস্থান করিতেই পারিল না। কোন কোন বানর ভূমিতে পড়িল এবং কেহ বা মৃতবৎ শয়ন করিয়া রহিল। ৮—১৭। অঙ্গদ বানরগণকে ভগ্ন হইতে দেখিয়া বলিলেন,—"ওহে বানরগণ! তোমরা নিবৃত্ত হইয়া অবস্থান কর; আমরা সকলেই যুদ্ধ করিব। তোমরা যদি এরূপে রণে ভঙ্গ দিয়া পলায়ন-পূর্ব্বক সমস্ত পৃথিবী পর্য্যটন কর, তথাপি কোথাও এরূপ স্থান দেখি না যে, তথায় তোমাদের প্রাণরক্ষা করিতে পারিবে, সুতরাং শীঘ্র নিবৃত্ত হও, এরূপে প্রাণরক্ষা করিয়া কি হইবে? অতুল-গতি পৌরুষ-সমন্বিত বানরগণ! তোমরা যদি নিজ নিজ প্রস্তর বৃক্ষাদি আয়ুধ সকল ফেলিয়া এরূপে পলায়ন কর, তাহা হইলে তোমাদের পত্নীগণ যে উপহাস করিবে, মৃত্যু অপেক্ষা তাহা অধিকতর ক্লেশকর জানিবে। আমরা সকলেই সুমহৎ বিশাল বংশে জন্মিয়াছি; সুতরাং তোমরা কি জন্য ইতর বানরগণের ন্যায় ভয়বিহ্বল হইয়া পলায়ন করিতেছ? অধিকন্তু তোমরা পরাক্রম পরিত্যাগপূর্ব্বক পলায়ন করিলে রাজদ্রোহী হইবে। নিজ নিজ উগ্রতা প্রতিপাদন ও বানররাজের হিতসাধন করিবার জন্য তোমরা পূর্ব্বে যে আত্মশ্লাঘা করিয়াছিলে, সে সকল কোথায় গেল? বানরগণ! এইরূপ প্রবাদ শুনিতে পাওয়া যায় যে, "ভীরুগণ বীরগণকর্ত্তৃক ধিক্কৃত হইয়া জীবন ধারণ করে, সুতরাং তোমরা ভয় পরিত্যাগ করিয়া সৎপুরুষসেবিত রণমার্গের অনুসরণ কর। ১৮—২৩। আয়ুঃশেষবশতঃ শত্রু-কর্ত্তৃক যদি আমরা দৈবাৎ নিহত হইয়া ধরাশায়ী হই, তাহা হইলে কুযোধগণের দুষ্প্রাপ্য ব্রহ্মলোকে যাইব এবং বীরগণের সুখলভ্য পারত্রিক পরম ঐশ্বর্য্য লাভ করিব; কিন্তু যদি রণে শত্রুগণকে সংহার করিতে

নিহত্য বীরলোকাংস্তে ভোক্ষ্যামো বয়ং বানরাঃ ॥ ২৫
ন কুম্ভকর্ণঃ কাকুৎস্থং দৃষ্ট্বা জীবন্ গমিষ্যতি।
দীপ্যমানমিবাসাদ্য পতঙ্গো জ্বলনং যথা ॥ ২৬
পলায়নেন চোদ্দিষ্টাঃ প্রাণান্ রক্ষামহে বয়ম্।
একেন বহবো ভগ্না যশো নাশং গমিষ্যতি ॥ ২৭
এবং ব্রুবাণং তং শূরমঙ্গদং কনকাঙ্গদম্।
দ্রবমাণাস্ততো বাক্যমূচুঃ শূরাবগর্হিতম্ ॥ ২৮
কৃতং নঃ কদনং ঘোরং কুম্ভকর্ণেন রক্ষসা
ন স্থানকালো গচ্ছামো দয়িতং জীবিতং হি নঃ ॥ ২৯
এতাবদুক্ত্বা বচনং সর্ব্বে তে ভেজিরে দিশঃ।
ভীমং ভীমাক্ষমায়ান্তং দৃষ্ট্বা বানরযূথপাঃ ॥ ৩০
দ্রবমাণাস্তু তে বীরা অঙ্গদেন বলীমুখাঃ।
সান্ত্বনৈশ্চানুমানৈশ্চ ততঃ সর্ব্বে নিবর্ত্তিতাঃ ॥ ৩১
প্রহর্ষমুপনীতাশ্চ বালিপুত্রেণ ধীমতা।
আজ্ঞাপ্রতীক্ষাস্তস্থুশ্চ সর্ব্বে বানরযূথপাঃ ॥ ৩২

ইতি লঙ্কাকাণ্ডে ষট্‌ষষ্টিতমঃ সর্গঃ ॥ ৬৬ ॥

সপ্তষষ্টিতমঃ সর্গঃ।

তে নিবৃত্তা মহাকায়াঃ শ্রুত্বাঙ্গদবচস্তদা।
নৈষ্ঠিকীং বুদ্ধিমাস্থায় সর্ব্বে সংগ্রামকাঙ্ক্ষিণঃ ॥ ১
সমুদীরিতবীর্য্যাস্তে সমারোপিতবিক্রমাঃ।
পর্য্যবস্থাপিতা বাক্যৈরঙ্গদেন বলীয়সা ॥ ২
প্রয়াতাশ্চ গতা হর্ষং মরণে কৃতনিশ্চয়াঃ।
চক্রুঃ সুতুমুলং যুদ্ধং বানরাস্ত্যক্তজীবিতাঃ ॥ ৩
অথ বৃক্ষান্ মহাকায়াঃ সানূনি সুমহান্তি চ।
বানরাস্তূর্ণমুদ্যম্য কুম্ভকর্ণমভিদ্রবন্ ॥ ৪
কুম্ভকর্ণঃ সুসংক্রুদ্ধো গদামুদ্যম্য বীর্য্যবান্।
অর্দ্দয়ন্ স মহাকায়ঃ সমন্তাদ্ব্যক্ষিপদ্রিপূন্ ॥ ৫
শতানি সপ্ত চাষ্টৌ চ সহস্রাণি চ বানরাঃ।
প্রকীর্ণাঃ শেরতে ভূমৌ কুম্ভকর্ণেন তাড়িতাঃ ॥ ৬
ষোড়শাষ্টৌ চ দশ চ বিংশং ত্রিংশত্তথৈব চ।
পরিক্ষিপ্য চ বাহুভ্যাং খাদন্ স পরিধাবতি।
ভক্ষয়ন্ ভৃশসংক্রুদ্ধো গরুড়ঃ পন্নগানিব ॥ ৭
কৃচ্ছ্রেণ চ সমাশ্বস্তাঃ সঙ্গম্য চ ততস্ততঃ।
বৃক্ষাদিহস্তা হরয়স্তস্থুঃ সংগ্রামমূর্দ্ধনি ॥ ৮

পারি, তাহা হইলে ইহলোকে অতুল কীর্ত্তি লাভ করিতে পারিব। পতঙ্গ যেরূপ জ্বলন্ত অনলের নিকটবর্ত্তী হইয়া প্রাণ রক্ষা করিতে পারে না, তদ্রূপ কুম্ভকর্ণও রঘুনন্দনের দৃষ্টিপথে পতিত হইয়া প্রাণ লইয়া প্রতিগমন করিতে পারিবে না। বিশেষতঃ আমরা মহাবীর ও বহুসংখ্যক হইয়াও যদি একজনের দ্বারাই ভগ্ন হইয়া পলায়নপূর্ব্বক প্রাণ রক্ষা করি, তাহা হইলে আমাদের যশ নষ্ট হইবে।” ২৪—২৭। কনককেয়ূরভূষিত শূরবর অঙ্গদ এইরূপ বলিতে লাগিলে, পলায়নকারী বানরগণ শূরবিগর্হিত বাক্যে উত্তর করিল;—“আমরা রাক্ষস কুম্ভকর্ণকর্ত্তৃক ঘোরতর পীড়িত হইয়াছি, অতএব আর তিষ্ঠিতে পারি না। কারণ, প্রাণই সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয়তম।” বানরযূথপতিগণ ভীমাক্ষ ভীমরূপ কুম্ভকর্ণকে আসিতে দেখিয়া এতাবন্মাত্র বলিয়াই চারিদিকে পলায়ন করিতে আরম্ভ করিল। পরে অঙ্গদের সান্ত্ব ও প্রলোভনবাক্যে সেই পলায়মান বানরযূথপতিগণ পুনর্ব্বার প্রতিনিবৃত্ত হইল। তখন বিচক্ষণ বালিতনয় অঙ্গদ তাহাদিগকে প্রহৃষ্ট করিলে, সেই যূথপতিগণও যুদ্ধাজ্ঞার অপেক্ষা করিতে লাগিল। ২৮—৩২।

সপ্তষষ্টিতম সর্গ।

অঙ্গদের কথা শুনিয়া সকলেই নিবৃত্ত হইল; এবং মৃত্যু পর্য্যন্ত পণ করিয়া সংগ্রাম করিবার ইচ্ছা করিল। পরে বলবান্ অঙ্গদ বিবিধ কথায় বানরগণকে যথাস্থানে সন্নিবেশিত করিলে পুনরায় বলবীর্য্য বৰ্দ্ধিত হওয়ায় তাহারা পূর্ব্ববৎ বিক্রম প্রকাশ করিতে লাগিল। পরে সেই বানরগণ সকলেই প্রাণের আশা পরিত্যাগপূর্ব্বক মরণে কৃতনিশ্চয় হইয়া সানন্দে তুমুল যুদ্ধ করিতে আরম্ভ করিল। সেই মহাকায় কপিগণ—বৃক্ষ ও মহৎ সানু সকল উদ্যত করিয়া কুম্ভকর্ণের সম্মুখে ধাবিত হইলে, বীর্য্যবান্ মহাকায় কুম্ভকর্ণ ক্রোধভরে গদা উদ্যত করিয়া শত্রু বানরগণকে ধর্ষিত ও চতুর্দ্দিকে বিক্ষিপ্ত করিতে লাগিলেন। তখন অষ্টসহস্র এবং সপ্তশত বানর কুম্ভকর্ণকর্ত্তৃক সন্তাড়িত হইয়া প্রকীর্ণভাবে ভূমিতে শয়ন করিল। গরুড় যেমন সর্পগণকে ভক্ষণ করেন, সেইরূপ অত্যন্ত ক্রুদ্ধ কুম্ভকর্ণ এক এক বারে ষোড়শ, অষ্টাদশ, বিংশতি এবং ত্রিংশৎপরিমিত বানরগণকে বাহুযুগল দ্বারা গ্রহণপূর্ব্বক মুখমধ্যে নিক্ষেপ করিয়া ভক্ষণপূর্ব্বক বিচরণ করিতে লাগিলেন। তখন বানরগণ বহু কষ্টে আশ্বস্ত হইয়া একত্র সমবেত হইল এবং বৃক্ষ ও শৈলহস্তে রণক্ষেত্রে অবস্থান করিতে লাগিল। ১—৮।

ততঃ পর্ব্বতমুৎপাট্য দ্বিবিদঃ প্লবগর্ষভঃ।
দুদ্রাব গিরিশৃঙ্গাভং বিলম্ব ইব তোয়দঃ॥ ৯
তং সমুৎপাট্য চিক্ষেপ কুম্ভকর্ণায় বানরঃ।
তমপ্রাপ্য মহাকায়ং তস্য সৈন্যেঽপতত্ততঃ॥ ১০
মমর্দ্দাশ্বান্ গজাংশ্চাপি রথাংশ্চাপি নগোত্তমঃ।
তানি চান্যানি রক্ষাংসি এবং চান্যদ্গিরেঃ শিরঃ॥ ১১
তচ্ছৈলবেগাভিহতং হতাশ্বং হতসারথিম্।
রক্ষসাং রুধিরক্লিন্নং বভূবায়োধনং মহৎ॥ ১২
রথিনো বানরেন্দ্রাণাং শরৈঃ কালান্তকোপমৈঃ।
শিরাংসি নদতাং জহ্রুঃ রাক্ষসা ভীমনিঃস্বনাঃ॥ ১৩
বানরাশ্চ মহাত্মানঃ সমুৎপাট্য মহাদ্রুমান্।
রথানশ্বান্ গজানুষ্ট্রান্ রাক্ষসানভ্যসূদয়ন্॥ ১৪
হনুমাঞ্ছৈলশৃঙ্গাণি শিলাশ্চ বিবিধান্ দ্রুমান্।
ববর্ষ কুম্ভকর্ণস্য শিরস্যম্বরমাস্থিতঃ॥ ১৫
তানি পর্ব্বতশৃঙ্গাণি শূলাগ্রেণ বিভেদ সঃ।
বভঞ্জ বৃক্ষবর্ষঞ্চ কুম্ভকর্ণো মহাবলঃ॥ ১৬
ততো হরীণাং তদনীকমুগ্রং
দুদ্রাব শূলং নিশিতং প্রগৃহ্য।
তস্থৌ স তস্যাপততঃ পুরস্তাৎ
মহীধরাগ্রং হনুমান্ প্রগৃহ্য॥ ১৭
স কুম্ভকর্ণং কুপিতো জঘান
বেগেন শৈলোত্তমভীমকায়ম্।
স চুক্ষুভে তেন তদাভিভূতো
মেদার্দ্রগাত্রো রুধিরাবসিক্তঃ॥ ১৮
স শূলমাবিধ্য তড়িৎপ্রকাশং
গিরির্যথা প্রজ্বলিতাগ্নিশৃঙ্গম্।
বাহ্বন্তরে মারুতিমাজঘান
গুহোঽচলং ক্রৌঞ্চমিবোগ্রশক্ত্যা॥ ১৯
স শূলনির্ভিন্নমহাভুজান্তরঃ
প্রবিহ্বলঃ শোণিতমুদ্বমন্ মুখাৎ।
ননাদ ভীমং হনুমান্ মহাহবে
যুগান্তমেঘস্তনিতস্বনোপমম্॥ ২০
ততো বিনেদুঃ সহসা প্রহৃষ্টা
রক্ষোগণাস্তং ব্যথিতং সমীক্ষ্য।
প্লবঙ্গমাস্তু ব্যথিতা ভয়ার্ত্তাঃ
প্রদুদ্রুবুঃ সংযতি কুম্ভকর্ণাৎ॥ ২১
ততস্তু নীলো বলবান্ পর্য্যবস্থাপয়ন্ বলম্।
প্রবিচিক্ষেপ শৈলাগ্রং কুম্ভকর্ণায় ধীমতে॥ ২২
তদাপতন্তং সম্প্রেক্ষ্য মুষ্টিনাভিজঘান হ।
মুষ্টিপ্রহারাভিহতং তচ্ছৈলাগ্রং ব্যশীর্য্যত।

পরে লম্বমান মেঘের ন্যায় বানরশ্রেষ্ঠ দ্বিবিদ একটী পর্ব্বতশিখর উৎপাটনপূর্ব্বক পর্ব্বতশৃঙ্গতুল্য কুম্ভকর্ণের প্রতি ধাবিত হইল; সেই বানর গিরিশিখর উৎপাটন করিয়া কুম্ভকর্ণোদ্দেশে নিক্ষেপ করিলে, তাহা সেই মহাকায় কুম্ভকর্ণের উপর পতিত না হইয়া তাহার সৈন্যের উপর পতিত হইল। সেই পর্ব্বতশৃঙ্গ পতিত হওয়ায় অশ্ব, গজ এবং রথ সকল চূর্ণ হইয়া গেল। তখন দ্বিবিদ,—সেই সকল রাক্ষস ও অন্যান্য রাক্ষসগণকে লক্ষ্য করিয়া আর একটী গিরিশৃঙ্গ নিক্ষেপ করিলে, তাহার বেগে অভিহিত হইয়া অনেক অশ্ব ও সারথি নিহত হওয়ায়, রাক্ষসগণের রুধিরবহুল তুমুল যুদ্ধ আরম্ভ হইল। পরে রথারূঢ় ভীমরবকারী রাক্ষসগণ, কালান্তকতুল্য বাণসমূহ দ্বারা শব্দায়মান বানরগণের মস্তক হরণ করিতে থাকিলে, মহাবল বানরগণও বৃহৎ বৃক্ষ সকল উৎপাটন করত রথ, অশ্ব, গজ উষ্ট্র ও রাক্ষসগণকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করিতে লাগিল। হনুমান্ আকাশে উঠিয়া কুম্ভকর্ণের মস্তকে গিরিশৃঙ্গ, শিলা এবং বিবিধ বৃক্ষসকল বর্ষণ করিতে প্রবৃত্ত হইলে, বিপুল বলশালী কুম্ভকর্ণ স্বীয় শূলের অগ্রভাগ দ্বারা সেই সমস্ত শৈলশৃঙ্গকে ভগ্ন ও বৃক্ষ সকলকে খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিতে লাগিলেন। পরে শাণিত শূল উত্তোলনপূর্ব্বক, বানর-বাহিনীর প্রতি ধাবিত হইলে হনুমান্ একটী গিরিশৃঙ্গ লইয়া তাঁহার সম্মুখে অবস্থিত হইয়া রোষভরে তদ্দ্বারা বেগে সেই শৈলোত্তমতুল্য রাক্ষসকে আঘাত করিলেন। তাহাতে তিনি ক্ষুব্ধ ও অভিভূত হইলেন এবং তাঁহার গাত্র,—রক্ত ও মেদে প্লাবিত হইয়া গেল। ৯—১৮। পরে আগ্নেয় গিরি যেমন প্রজ্বলিত অগ্নিময় শৃঙ্গ, উত্তোলন করে, সেইরূপ গিরিপ্রমাণ কুম্ভকর্ণ, তড়িন্মালার ন্যায় দেদীপ্যমান মহাশূল উদ্যত করিয়া তদ্দ্বারা কুমার যেমন উগ্র শক্তির সাহায্যে ক্রৌঞ্চ পর্ব্বতকে বিদীর্ণ করিয়াছিলেন,—সেইরূপ হনুমানের বক্ষঃস্থল বিদ্ধ করিলেন। হনুমান্ যুদ্ধক্ষেত্রে সুমহৎ শূল দ্বারা বক্ষঃস্থলে আহত হওয়ায় অত্যন্ত বিহ্বল হইয়া ক্রোধে প্রলয়কালীন মেঘগর্জ্জনের ন্যায় ভীষণ চীৎকার করিতে লাগিলেন; তাঁহার মুখ হইতে রক্ত বাহির হইতে লাগিল। রাক্ষসগণ তাঁহাকে সহসা এরূপ ব্যথিত দেখিয়া হর্ষে সিংহনাদ করিয়া উঠিল এবং বানরগণ ভয়ে ব্যথিতহৃদয় হইয়া, কুম্ভকর্ণের নিকট হইতে পলাইতে লাগিল। ১৯—২১। পরে মহাবলশালী নীল সৈন্যগণ সংস্থাপনপূর্ব্বক ধীমান্ কুম্ভকর্ণের উদ্দেশে একটী গিরিশৃঙ্গ নিক্ষেপ করিলেন। তখন কুম্ভকর্ণ সেই শৃঙ্গকে সম্মুখে আসিতে দেখিয়াই তাহার উপর মুষ্ট্যাঘাত করিলে

সবিস্ফুলিঙ্গং সজ্বালং নিপপাত মহীতলে ॥ ২৩
ঋষভঃ শরভো নীলো গবাক্ষো গন্ধমাদনঃ।
পঞ্চ বানরশার্দ্দূলাঃ কুম্ভকর্ণমুপাদ্রবন্ ॥ ২৪
শৈলৈর্বৃক্ষৈস্তলৈঃ পাদৈর্ম্মুষ্টিভিশ্চ মহাবলাঃ।
কুম্ভকর্ণং মহাকায়ং নিজঘ্নুঃ সর্ব্বতো যুধি ॥ ২৫
স্পর্শানিব প্রহারাংস্তান্ বেদয়ানো ন বিব্যথে।
ঋষভং তু মহাবেগং বাহুভ্যাং পরিষস্বজে ॥ ২৬
কুম্ভকর্ণভুজাভ্যাং তু পীড়িতো বানরর্ষভঃ।
নিপপাতর্ষভো ভীমঃ প্রমুখাগতশোণিতঃ ॥ ২৭
মুষ্টিনা শরভং হত্বা জানুনা নীলমাহবে।
আজঘান গবাক্ষং তু তলেনেন্দ্ররিপুস্তদা ॥ ২৮
দত্তপ্রহারব্যথিতা মুমুহুঃ শোণিতোক্ষিতাঃ।
নিপেতুস্তে তু মেদিন্যাং নিকৃত্তা ইব কিংশুকাঃ ॥ ২৯
তেষু বানরমুখ্যেষু পাতিতেষু মহাত্মসু।
বানরাণাং সহস্রাণি কুম্ভকর্ণং প্রদুদ্রুবুঃ ॥ ৩০
তং শৈলমিব শৈলাভাঃ সর্ব্বে তু প্লবগর্ষভাঃ।
সমারুহ্য সমুৎপত্য দদংশুঃ প্লবগর্ষভাঃ ॥ ৩১
তং নখৈর্দ্দশনৈশ্চাপি মুষ্টিভির্বাহুভিস্তথা।
কুম্ভকর্ণং মহাবাহুং নিজঘ্নুঃ প্লবগর্ষভাঃ ॥ ৩২

স বানরসহস্রৈস্তু বিচিতঃ পর্ব্বতোপমঃ।
ররাজ রাক্ষসব্যাঘ্রো গিরিরাত্মরুহৈরিব ॥ ৩৩
বাহুভ্যাং বানরান্ সর্ব্বান্ প্রগৃহ্য স মহাবলঃ।
ভক্ষয়ামাস সংক্রুদ্ধো গরুড়ঃ পন্নগানিব ॥ ৩৪
প্রক্ষিপ্তাঃ কুম্ভকর্ণেন বক্ত্রে পাতালসন্নিভে।
নাসাপুটাভ্যাং নির্জ্জগ্মুঃ কর্ণাভ্যাং চৈব বানরাঃ ॥ ৩৫
ভক্ষয়ন্ ভৃশসংক্রুদ্ধো হরীন্ পর্ব্বতসন্নিভঃ।
বভঞ্জ বানরান্ সর্ব্বান্ সংক্রুদ্ধো রাক্ষসোত্তমঃ ॥ ৩৬
মাংসশোণিতসংক্লেদাং কুর্ব্বন্ ভূমিং স রাক্ষসঃ।
চচার হরিসৈন্যেষু কালাগ্নিরিব মূর্চ্ছিতঃ ॥ ৩৭
বজ্রহস্তো যথা শক্রঃ পাশহস্ত ইবান্তকঃ।
শূলহস্তো বভৌ যুদ্ধে কুম্ভকর্ণো মহাবলঃ ॥ ৩৮
যথা শুষ্কাণ্যরণ্যানি গ্রীষ্মে দহতি পাবকঃ।
তথা বানরসৈন্যানি কুম্ভকর্ণো দদাহ সঃ ॥ ৩৯
ততস্তে বধ্যমানাস্তু হতযূথাঃ প্লবঙ্গমাঃ।
বানরা ভয়সংবিগ্না বিনেদুর্বিকৃতৈঃ স্বরৈঃ ॥ ৪০
অনেকশো বধ্যমানাঃ কুম্ভকর্ণেন বানরাঃ।
রাঘবং শরণং জগ্মুর্ব্যথিতা ভিন্নচেতসঃ ॥ ৪১

সেই গিরিশৃঙ্গ সেই মুষ্টিপ্রহারে বিশীর্ণ হইয়া জ্বালা ও স্ফুলিঙ্গের সহিত ধরণীতলে পতিত হইল। তখন ঋষভ, শরভ, নীল, গবাক্ষ ও গন্ধমাদন,—এই পাঁচজন মহাবল বানরশ্রেষ্ঠ যুদ্ধস্থলে মহাকায় কুম্ভকর্ণের প্রতি ধাবমান হইয়া,—শৈল, তল, পাদ ও মুষ্টি দ্বারা তাহাকে আঘাত করিতে লাগিলে, কুম্ভকর্ণ সেই সকল আঘাতকে সুখস্পর্শ বোধ করিয়া কিছুমাত্র ব্যথিত হইলেন না। অধিকন্তু মহাবেগশালী ঋষভকে বাহু দ্বারা বেষ্টন করিয়া ধরিলেন। ভীমরূপ বানরর্ষভ ঋষভ এইরূপে কুম্ভকর্ণের বাহুযুগল দ্বারা পীড়িত হইয়া মুখ দ্বারা রক্তবমনপূর্ব্বক ভূতলে পতিত হইল। পরে ইন্দ্রশত্রু কুম্ভকর্ণ রণমধ্যে মুষ্টি দ্বারা শরভকে জানু দ্বারা নীলকে এবং তল দ্বারা গবাক্ষকে আঘাত করিলে, সেই বীরগণ নিতান্ত ব্যথিত ও রক্তাক্ত হইয়া, ছিন্নকিংশুক বৃক্ষের ন্যায়, ধরণীতলে শয়ন করিল। ২২—২৯। সেই মহাবল বানরমুখ্যগণ, কুম্ভকর্ণ কর্তৃক এইরূপে পাতিত হইলে, সহস্র সহস্র বানর কুম্ভকর্ণের সম্মুখে ধাবিত হইল। গিরিসদৃশ সেই বানরশ্রেষ্ঠগণ লাফাইয়া সেই শৈলাকার নিশাচরের উপর উঠিয়া তাহাকে দংশন করিতে লাগিল। তৎকালে সেই বানরশ্রেষ্ঠগণ,—নখ, দন্ত, মুষ্টি ও বাহু দ্বারা মহাবাহু কুম্ভকর্ণকে আঘাত করিতে আরম্ভ করিল;—তৎকালে গিরিতুল্য রাক্ষসশার্দ্দূল কুম্ভকর্ণ বানরসহস্রে পরিব্যাপ্ত হইয়া, তরুরাজি বিরাজিত গিরিবরের ন্যায়, শোভা ধারণ করিলেন। পরে গরুড় যেরূপ সর্পগণকে ভক্ষণ করেন, সেইরূপ সেই মহাবল কুম্ভকর্ণ, ক্রোধভরে বাহু দ্বারা বানরগণকে আক্রমণপূর্ব্বক, ভক্ষণ করিতে প্রবৃত্ত হইলে, বানরগণ কুম্ভকর্ণকর্তৃক তাঁহার পাতাল-তুল্য মুখবিবরে নিক্ষিপ্ত হইয়া নাসাপুট ও কর্ণযুগল দিয়া নিষ্ক্রান্ত হইতে লাগিল। ৩০—৩৫। তদ্দর্শনে পর্ব্বতোপম রাক্ষসবর কুম্ভকর্ণ নিদারুণ ক্রুদ্ধ হইয়া, বানরগণকে চর্ব্বণ করত, সমগ্র বানরসেনাকে ভগ্ন করিলেন। এইরূপে রাক্ষস কুম্ভকর্ণ, রণভূমিকে মাংস ও শোণিতে ক্লেদিত করত বনরসেনামধ্যে প্রলয়কালীন প্রজ্বলিত অগ্নির ন্যায় বিচরণ করিতে লাগিলেন। অপিচ সেই মহাবল কুম্ভকর্ণ শূল ধারণ করিয়া, বজ্রহস্ত ইন্দ্র এবং পাশহস্ত যমের ন্যায়, প্রকাশ পাইতে লাগিলেন। হুতাশন যেরূপ গ্রীষ্মকালে শুষ্ক অরণ্য দগ্ধ করেন, সেইরূপ তিনিও বানরসৈন্যগণকে দগ্ধ করিতে লাগিলেন। তখন হতযূথ বহুল বানর তৎকর্তৃক পীড়িত হইয়া ভয়োদ্বিগ্নমনে বিকৃতস্বরে চীৎকার করিতে লাগিল এবং অনেকানেক বানরগণ কুম্ভকর্ণকর্তৃক তাড়িত হইলে, ভগ্নোৎসাহ হইয়া ভয়বিহ্বলচিত্তে রামচন্দ্রের শরণাগত হইতে লাগিল।

প্রভগ্নান্ বানরান্ দৃষ্ট্বা বজ্রহস্তাত্মজাত্মজঃ।
অভ্যধাবত বেগেন কুম্ভকর্ণং মহাহবে ॥ ৪২
শৈলশৃঙ্গং মহদ্গৃহ্য বিনদন্ স মুহুর্মুহুঃ।
ত্রাসয়ন্ রাক্ষসান্ সর্ব্বান্ কুম্ভকর্ণপদানুগান্ ॥ ৪৩
চিক্ষেপ শৈলশিখরং কুম্ভকর্ণস্য মূর্দ্ধনি।
স তেনাভিহতো মূর্দ্ধ্নি শৈলেনেন্দ্ররিপুস্তদা ॥ ৪৪
কুম্ভকর্ণঃ প্রজজ্বাল ক্রোধেন মহতা তদা।
সোঽভ্যধাবত বেগেন বালিপুত্রমমর্ষণম্ ॥ ৪৫
কুম্ভকর্ণো মহানাদস্ত্রাসয়ন্ সর্ব্ববানরান্।
শূলং সসর্জ্জ বৈ রোষাদঙ্গদে তু মহাবলঃ ॥ ৪৬
তদাপতন্তং বলবান্ যুদ্ধমার্গবিশারদঃ।
লাঘবান্মোক্ষয়ামাস বলবান্বানরর্ষভঃ ॥ ৪৭
উৎপত্য চৈনং তরসা তলেনোরস্যতাড়য়ৎ।
স তেনাভিহতঃ কোপাৎ প্রমুমোহাচলোপমঃ ॥ ৪৮
স লব্ধসংজ্ঞোঽতিবলো মুষ্টিং সংগৃহ্য রাক্ষসঃ।
অপহাসেন চিক্ষেপ বিসংজ্ঞঃ স পপাত হ ॥ ৪৯
তস্মিন্ প্লবগশার্দ্দূলে বিসংজ্ঞে পতিতে ভুবি।
তচ্ছূলং সমুপাদায় সুগ্রীবমভিদুদ্রুবে ॥ ৫০
তমাপতন্তং সম্প্রেক্ষ্য কুম্ভকর্ণং মহাবলম্।
উৎপপাত তদা বীরঃ সুগ্রীবো বানরাধিপঃ ॥ ৫১

স পর্ব্বতাগ্রমুৎক্ষিপ্য সমাবিধ্য মহাবলঃ।
অভিদুদ্রাব বেগেন কুম্ভকর্ণং মহাবলম্ ॥ ৫২
তমাপতন্তং সংপ্রেক্ষ্য কুম্ভকর্ণঃ প্লবঙ্গমম্।
তস্থৌ বিবৃতসর্ব্বাঙ্গো বানরেন্দ্রস্য সম্মুখঃ ॥ ৫৩
কপিশোণিতদিগ্ধাঙ্গং ভক্ষয়ন্তং মহাকপীন্।
কুম্ভকর্ণং স্থিতং দৃষ্ট্বা সুগ্রীবো বাক্যমব্রবীৎ ॥ ৫৪
পাতিতাশ্চ ত্বয়া বীরাঃ কৃতং কর্ম্ম সুদুষ্করম্।
ভক্ষিতানি চ সৈন্যানি প্রাপ্তং তে পরমং যশঃ ॥ ৫৫
ত্যজ তদ্বানরানীকং প্রাকৃতৈঃ কিং করিষ্যসি।
সহস্বৈকং নিপাতং মে পর্ব্বতস্যাস্য রাক্ষস ॥ ৫৬
তদ্বাক্যং হরিরাজস্য সত্ত্বধৈর্য্যসমন্বিতম্।
শ্রুত্বা রাক্ষসশার্দ্দূলঃ কুম্ভকর্ণোঽব্রবীদ্বচঃ ॥ ৫৭
প্রজাপতেস্তু পৌত্রস্ত্বং তথৈবর্ক্ষরজঃসুতঃ।
ধৃতিপৌরুষসম্পন্নস্তস্মাদ্গর্জ্জসি বানর ॥ ৫৮
স কুম্ভকর্ণস্য বচো নিশম্য
ব্যাবিধ্য শৈলং সহসা মুমোচ।
তেনাজঘানোরসি কুম্ভকর্ণং
শৈলেন বজ্রাশনিসন্নিভেন ॥ ৫৯
তচ্ছৈলশৃঙ্গং সহসা বিভিন্নং
ভুজান্তরে তস্য তদা বিশালে।

৩৬—৪১। বালিনন্দন অঙ্গদ, মহারণে বানরগণকে ছিন্নভিন্ন হইতে দেখিয়া বেগে কুম্ভকর্ণাভিমুখে ধাবিত হইলেন। সেই বীর একটি সুমহৎ গিরিশৃঙ্গ লইয়া বারংবার সিংহনাদ দ্বারাই কুম্ভকর্ণের পশ্চাদ্গামী রাক্ষসগণকে সন্ত্রাসিত করিয়া সেই গিরিশৃঙ্গকে কুম্ভকর্ণের মস্তকোদ্দেশে ক্ষেপণ করিলেন। ইন্দ্রশত্রু কুম্ভকর্ণ সেই শিখর দ্বারা মস্তকে আহত হইয়া অত্যন্ত ক্রোধে প্রজ্বলিত হইয়া উঠিলেন এবং বেগে অঙ্গদের অভিমুখে ধাবিত হইলেন। পরে সিংহনাদ সহকারে অঙ্গদ উদ্দেশে মহাবল কুম্ভকর্ণ, বানরগণকে ভীত করত, সক্রোধে সেই শূল নিক্ষেপ করিলে, যুদ্ধমার্গবিশারদ বলবান্ বানরশ্রেষ্ঠ অঙ্গদ, তাহা বেগে পতিত হইতে হইতেই সত্বরতা দেখাইয়া আপনাকে তাহা হইতে মুক্ত করিলেন এবং বেগে উৎপতিত হইয়া তল দ্বারা কুম্ভকর্ণের বক্ষঃস্থলে এরূপে আঘাত করিলেন যে, গিরিতুল্য কুম্ভকর্ণও সেই আঘাতে মুগ্ধ হইয়া পড়িলেন। ৪২—৪৮। বিপুলবলশালী কুম্ভকর্ণ ক্ষণকাল পরে চেতনা লাভ করিয়া হাস্য করত অঙ্গদের বক্ষঃস্থলে মুষ্ট্যাঘাত করিলে, অঙ্গদও তাঁহাতে সংজ্ঞাহীন হইয়া পতিত হইলেন। বানরশার্দ্দূল অঙ্গদ ভূপাতিত হইলে, কুম্ভকর্ণ শূল লইয়া সুগ্রীবের অভিমুখে ধাবিত হইলেন। বীরবর বানররাজ সুগ্রীব, মহাবল কুম্ভকর্ণকে আসিতে দেখিয়া, স্বয়ং উর্দ্ধে লম্ফপ্রদানপূর্ব্বক একটি পর্ব্বতাগ্র উপড়াইয়া, মহাবল কুম্ভকর্ণের উদ্দেশে ক্ষেপণ করিয়া, পরে বেগে অভিমুখে ধাবিত হইলেন। কুম্ভকর্ণ, বানররাজকে আসিতে দেখিয়া সর্ব্বাঙ্গ পরিমার্জ্জিত করত, তাঁহার সম্মুখে গমন করিলেন। ৪৯—৫৩। বানর-শোণিতে রঞ্জিত-কলেবর কুম্ভকর্ণকে রণস্থলে অবস্থিত ও মহামহা-বানরদিগকে ভক্ষণ করিতে দেখিয়া সুগ্রীব কহিলেন ;—হে রাক্ষস! তুমি বানরবাহিনীকে ভক্ষণ এবং বীরগণকে পাতিত করিয়া দুষ্কর কর্ম্ম সম্পন্ন করিয়াছ এবং পরম যশ লাভ করিয়াছ। সে যাহা হউক, ইতর বানরগণকে মারিয়া কি করিবে? তাহাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া আমার এই গিরির এক আঘাত সহ্য কর।” বানররাজের বীর্য্য ও ধৈর্য্যযুক্ত তাদৃশ কথা শুনিয়া রাক্ষসশার্দ্দূল কুম্ভকর্ণ কহিলেন ;—“বানররাজ! তুমি প্রজাপতির পৌত্র এবং ঋক্ষরাজার পুত্র ; বিশেষতঃ তোমার ধৈর্য্য ও পৌরুষ আছে বলিয়াই এরূপ গর্জ্জন করিতেছ। সুগ্রীব, কুম্ভকর্ণের কথা শুনিয়া বজ্রাশনিতুল্য সেই গিরি-শিখর উঠাইয়া তদ্দ্বারা কুম্ভকর্ণের বক্ষঃস্থলে আঘাত

ততো বিষেদুঃ সহসা প্লবঙ্গা
রক্ষোগণাশ্চাপি মুদা বিনেদুঃ॥ ৬০
স শৈলশৃঙ্গাভিহতশ্চুকোপ
ননাদ রোষাচ্চ বিবৃত্য বক্ত্রম্।
ব্যাবিধ্য শূলঞ্চ তড়িৎপ্রকাশং
চিক্ষেপ হর্যৃক্ষপতের্বধায়॥ ৬১
তৎ কুম্ভকর্ণস্য ভুজপ্রবিদ্ধং
শূলং শিতং কাঞ্চনদামজুষ্টম্।
ক্ষিপ্রং সমুৎপত্য নিগৃহ্য দোর্ভ্যাং
বভঞ্জ বেগেন সুতোঽনিলস্য॥ ৬২
কৃতং ভারসহস্রস্য শূলং কালায়সং মহৎ
বভঞ্জ জানুমারোপ্য তদা হৃষ্টঃ প্লবঙ্গমঃ॥ ৬৩
শূলং ভগ্নং হনুমতা দৃষ্ট্বা বানরবাহিনী।
হৃষ্টা ননাদ বহুশঃ সর্বতশ্চাপি দুদ্রুবে॥ ৬৪
বভূবাথ পরিত্রস্তো রাক্ষসো বিমুখোঽভবৎ।
সিংহনাদঞ্চ তে চক্রুঃ প্রহৃষ্টা বনগোচরাঃ।
মারুতিং পূজয়াঞ্চক্রুর্দৃষ্ট্বা শূলং তথাগতম্॥ ৬৫
স তৎ তথা ভগ্নমবেক্ষ্য শূলং
চুকোপ রক্ষোঽধিপতির্মহাত্মা।
উৎপাট্য লঙ্কামলয়াৎ স শৃঙ্গং
জঘান সুগ্রীবমুপেত্য তেন॥ ৬৬
স শৈলশৃঙ্গাভিহতো বিসংজ্ঞঃ
পপাত ভূমৌ যুধি বানরেন্দ্রঃ।
তং প্রেক্ষ্য ভূমৌ পতিতং বিসংজ্ঞং
নেদুঃ প্রহৃষ্টা যুধি যাতুধানাঃ॥ ৬৭
সমভ্যুপেত্যাদ্ভুতঘোরবীর্যাং
স কুম্ভকর্ণো যুধি বানরেন্দ্রম্।
জহার সুগ্রীবমভিপ্রগৃহ্য
যথানিলো মেঘমিব প্রচণ্ডঃ॥ ৬৮
স তং মহামেঘনিকাশরূপ-
মুৎপাট্য গচ্ছন্ যুধি কুম্ভকর্ণঃ।
ররাজ মেরুপ্রতিমানরূপো
মেরুর্যথাভ্যুচ্ছ্রিতঘোরশৃঙ্গঃ॥ ৬৯
ততস্তমাদায় জগাম বীরঃ
স স্তূয়মানো যুধি রাক্ষসেন্দ্রঃ।
শৃণ্বন্ নিনাদং ত্রিদিবালয়ানাং
প্লবঙ্গরাজগ্রহবিস্মিতানাম্॥ ৭০
ততস্তমাদায় তদা স মেনে
হরীন্দ্রমিন্দ্রোপমমিন্দ্রবীর্যঃ।
অস্মিন্ হৃতে সর্বমিদং হৃতং স্যাৎ
সরাঘবং সৈন্যমিতীন্দ্রশত্রুঃ॥ ৭১

করিলেন। কিন্তু সেই শৈলশৃঙ্গ কুম্ভকর্ণের বিশাল বক্ষঃস্থলে পতিত হইবাই সহসা ভাঙ্গিয়া গেল; তাহাতে বানরগণ বিষণ্ণ হইল এবং রাক্ষসগণ আহ্লাদে সিংহনাদ করিতে লাগিল। কুম্ভকর্ণ সেই গিরিশৃঙ্গ দ্বারা অভিহত হইয়া সক্রোধে মুখবিবর বিস্ফারণপূর্ব্বক সিংহনাদ করিয়া বানররাজের বধ-কামনায় বিদ্যুতের ন্যায় প্রকাশমান শূল নিক্ষেপ করিলেন। বায়ুনন্দন বেগে সত্বর উৎপতিত হইয়া কুম্ভকর্ণের ভুজপ্রেরিত কাঞ্চনদাম-শোভিত সেই শাণিত শূলকে বাহুদ্বারা গ্রহণপূর্ব্বক ভাঙ্গিয়া ফেলিলেন;—বীরবর হনমান্ সহস্রভার কালায়স দ্বারা নির্ম্মিত সেই শূলকে জানুতে রাখিয়া ভাঙ্গিয়া ফেলিলেন। ৫৪—৬৩। হনমান্-কর্ত্তৃক শূল ভগ্ন হইল দেখিয়া, বানরসেনাগণ বারংবার আনন্দে সিংহনাদ করত এদিক্-ওদিক্ ধাবিত হইতে লাগিল। পরে রাক্ষসগণ ভীত হইয়া রণে পরাঙ্মুখ হওয়ায় এবং সেই মহাশূলকে দ্বিখণ্ডিত দর্শনে বনচারী বানরগণ পরমানন্দে সিংহনাদ সহকারে হনমান্‌কে পূজা করিল। রাক্ষসপতি মহাবল কুম্ভকর্ণ শূলকে তাদৃশ ভগ্ন হইতে দেখিয়া অত্যন্ত কোপান্বিত হইলেন এবং লঙ্কাসমীপস্থ মলয়াচলের একটী শৃঙ্গ উপড়াইয়া সুগ্রীবের নিকটে আসিয়া তদ্দ্বারা তাঁহাকে প্রহার করিলেন বানরেন্দ্র সুগ্রীব রণমধ্যে সেই গিরিশৃঙ্গ দ্বারা নিতান্ত আহত হইয়া চেতনাহীন ও ভূতলে পতিত হইলেন। তখন তাঁহাকে সংজ্ঞাহীন হইয়া ভূমিতলে পতিত দেখিয়া রাক্ষসগণ আনন্দে সিংহনাদ করিতে লাগিল। পরে প্রচণ্ড বায়ু যেরূপ মেঘ সকলকে স্থানান্তরিত করে, সেইরূপ "কুম্ভকর্ণ অদ্ভুতবীর্য্য ঘোররূপ বানরেন্দ্র সুগ্রীবের নিকটে উপস্থিত হইয়া তাহাকে কক্ষপুটে গ্রহণপূর্ব্বক প্রস্থান করিতে লাগিলেন। সুমেরুপ্রতিম কুম্ভকর্ণ মহামেরু-সদৃশ সুগ্রীবকে লইয়া যৎকালে গমন করিতে লাগিলেন, তখন বোধ হইল যেন সমুন্নত-শিখর-সমন্বিত মেরুপর্ব্বত গমন করিতেছে। এদিকে বানররাজ গৃহীত হইয়াছেন দেখিয়া, দেবগণ অত্যন্ত বিস্মিত হইয়া নানা প্রকার শোকসূচক ধ্বনি করিতে লাগিলেন। রাক্ষসেন্দ্র কুম্ভকর্ণ বারংবার সেই সমস্ত ধ্বনি শুনিতে শুনিতে রাক্ষসগণ কর্ত্তৃক স্তূয়মান হইয়া যাইতে লাগিলেন। ইন্দ্রের তুল্য বীর্য্যসম্পন্ন ইন্দ্রশত্রু কুম্ভকর্ণ, তৎকালে সেই ইন্দ্রতুল্য হরীন্দ্র সুগ্রীবকে গ্রহণ করিয়া মনে করিলেন যে, 'এই সুগ্রীব নিহত হইলে, রাঘবযুগলের

বিদ্রুতাং বাহিনীং দৃষ্ট্বা বানরাণামিতস্ততঃ।
কুম্ভকর্ণেন সুগ্রীবং গৃহীতঞ্চ হরীশ্বরম্ ॥ ৭২
হনুমাংশ্চিন্তয়ামাস মতিমান্মারুতাত্মজঃ।
এবং গৃহীতে সুগ্রীবে কিং কর্ত্তব্যং ময়া ভবেৎ ॥ ৭৩
যদ্ধি ন্যায্যং ময়া কর্ত্তুং তৎ করিষ্যাম্যসংশয়ম্।
ভূত্বা পর্ব্বতসঙ্কাশো নাশয়িষ্যামি রাক্ষসম্ ॥ ৭৪

মযা হতে সংযতি কুম্ভকর্ণে
মহাবলে মুষ্টিবিশীর্ণদেহে।
বিমোচিতে বানরপার্থিবে চ
ভবন্তু হৃষ্টাঃ প্লবগাঃ সমগ্রাঃ ॥ ৭৫

অথবা স্বয়মপ্যেষ মোক্ষং প্রাপ্স্যতি পার্থিবঃ।
গৃহীতোঽয়ং যদি ভবেৎ ত্রিদশৈঃ সাসুরোরগৈঃ ॥ ৭৬
মন্যে ন তাবদাত্মানং বুধ্যতে বানরাধিপঃ।
শৈলপ্রহারাভিহতঃ কুম্ভকর্ণেন সংযুগে ॥ ৭৭
অয়ং মুহূর্ত্তাৎ সুগ্রীবো লব্ধসংজ্ঞো মহাহবে।
আত্মনো বানরাণাঞ্চ যৎ পথ্যং তৎ করিষ্যতি ॥ ৭৮
ময়া তু মোক্ষিতস্যাস্য সুগ্রীবস্য মহাত্মনঃ।
অপ্রীতিশ্চ ভবেৎ কষ্টা কীর্ত্তিনাশশ্চ শাশ্বতঃ ॥ ৭৯
তস্মান্মুহূর্ত্তং কাঙ্ক্ষিষ্যে বিক্রমং মোক্ষিতস্য তু।
ভিন্নঞ্চ বানরানীকং তাবদাশ্বাসয়াম্যহম্ ॥ ৮০
ইত্যেবং চিন্তয়িত্বা তু হনুমান্মারুতাত্মজঃ।
ভূয়ঃ সংস্তম্ভয়ামাস বানরাণাং মহাচমূম্ ॥ ৮১

স কুম্ভকর্ণোঽথ বিবেশ লঙ্কাং
স্ফুরন্তমাদায় মহাহরিং তম্।
বিমানচর্য্যাগৃহগোপুরস্থৈঃ
পুষ্পাগ্র্যবর্ষৈরবপূজ্যমানঃ ॥ ৮২

লাজগন্ধোদবর্ষৈস্তু সিচ্যমানঃ শনৈঃ শনৈঃ।
রাজবীথ্যাস্তু শীতত্বাৎ সংজ্ঞামাপ মহাবলঃ ॥ ৮৩

ততঃ স সংজ্ঞামুপলভ্য কৃচ্ছ্রাদ্
বলীয়সস্তস্য ভুজান্তরস্থঃ।
অবেক্ষমাণঃ পুররাজমার্গং
বিচিন্তয়ামাস মুহুর্মহাত্মা ॥ ৮৪

এবং গৃহীতেন কথং নু নাম
শক্যং ময়া সম্প্রতি কর্ত্তুমদ্য।
তথা করিষ্যামি যথা হরীণাং
ভবিষ্যতীষ্টঞ্চ হিতঞ্চ কার্য্যম্ ॥ ৮৫

ততঃ করাগ্রৈঃ সহসা সমেত্য
রাজা হরীণামমরেন্দ্রশত্রোঃ।
খরৈশ্চ কর্ণৌ দশনৈশ্চ নাসাং
দদংশ পার্শ্বৌ বিদদার পার্শ্বো ॥ ৮৬

সহিত সমস্ত বানরসৈন্যই নিহত হইবে।' এদিকে বুদ্ধিমান্ পবন-নন্দন হনুমান্, কুম্ভকর্ণকর্ত্তৃক হরীশ্বর সুগ্রীবকে গৃহীত এবং বানরবাহিনীকে ইতস্ততঃ পলায়মান দেখিয়া ভাবিলেন,—'সম্প্রতি কি করা কর্ত্তব্য? এ সময়ে যাহা করা উচিত আমি নিশ্চয়ই তাহা করিব। সম্প্রতি আমি পর্ব্বতাকার দেহ ধারণ করিয়া রাক্ষস কুম্ভকর্ণকে বধ করিব। এই ভাবে সমরক্ষেত্রে আমি মুষ্টিপ্রহারে কুম্ভকর্ণের শরীর বিশীর্ণ করিয়া উহাকে সংহার করিলে এবং বানররাজ সুগ্রীবকে মুক্ত করিলে নিঃসন্দেহ সমুদয় বানরগণ আনন্দিত হইবে,—অথবা আমার এইরূপ সাহায্যের আবশ্যক নাই। এই বানর যদি অসুর ও সর্পগণের সহিত দেবগণকর্ত্তৃক গৃহীত হন, তথাপি আপনিই আপনাকে মুক্ত করিতে পারিবেন। বোধ হয়, গিরির আঘাতে একান্ত আহত হওয়ায়, ইঁহার সংজ্ঞা লোপ হইয়া থাকিবে;—সেই জন্যই স্বয়ং যে কুম্ভকর্ণকর্ত্তৃক রণস্থলে গৃহীত হইয়াছেন, তাহা এখনও তিনি জানিতে পারেন নাই। আমার নিশ্চয় বোধ হইতেছে, ইনি এই মুহূর্ত্তেই চেতনা লাভ করিয়া, আপনার ও বানরগণের যাহাতে মঙ্গল হয়, তাহা করিবেন। বিশেষতঃ আমি যদি এই মহাবল সুগ্রীবকে এতাদৃশ কষ্ট হইতে মুক্ত করি, তাহা হইলে ইঁহার শাশ্বতী কীর্ত্তি বিনষ্ট হইবে; সুতরাং আমার সহিত ইঁহার অপ্রণয় ঘটিবারও সম্ভব। অতএব ক্ষণকাল অপেক্ষা করিয়া দেখি, এই বীর সুগ্রীব শত্রু-হস্ত হইতে মুক্ত হইয়া, কি প্রকার পরাক্রম প্রকাশ করেন। আমি ইতিমধ্যে এই ছিন্ন-ভিন্ন বানর-সেনাগণকে আশ্বাসিত করি।' বায়ুপুত্র হনুমান্ এইরূপ ভাবিয়া সুমহৎ বানরসেনাগণকে পুনরায় স্থাপিত করিতে লাগিলেন। ৭৪—৮১। এদিকে কুম্ভকর্ণ সেই দীপ্তিমান্ মহাবানর সুগ্রীবকে লইয়া,—বিমান, পথ, গৃহ ও গোপুরস্থিত রাক্ষসগণ কর্ত্তৃক উত্তম পুষ্প-বর্ষণ দ্বারা সম্যক্‌ভাবে পূজিত হইয়া, লঙ্কাপুরীমধ্যে প্রবেশ করিলেন। সেই সময়ে লাজগন্ধবারিবর্ষণ দ্বারা অভিষিক্ত হওয়ায় এবং রাজপথের শৈত্যনিবন্ধন মহাবল সুগ্রীব শনৈঃ শনৈঃ চেতনা লাভ করিলেন। এইরূপে সেই মহাবল, সুগ্রীব বহুকষ্টে চেতনা লাভ করত আপনাকে রাজপুরের পথিমধ্যে সেই বলশালী কুম্ভকর্ণের বাহুমধ্যগত দেখিয়া ভাবিলেন;—'এরূপ অবস্থায় কিরূপ প্রতীকার করা যাইতে পারে? এক্ষণে আমার এরূপ কার্য্য করা কর্ত্তব্য, যাহাতে বানরগণের মঙ্গল ও ইষ্ট সিদ্ধ হয়।' পরে বানররাজ সহসা আক্রমণপূর্ব্বক স্বীয় তীক্ষ্ণ নখর দ্বারা ইন্দ্রশত্রু

স কুম্ভকর্ণো হৃতকর্ণনাসো
বিদারিতস্তেন রদৈর্নখৈশ্চ ।
রোষাভিভূতঃ ক্ষতজার্দ্রগাত্রঃ
সুগ্রীবমাবিধ্য পিপেষ ভূমৌ ॥ ৮৭
স ভূতলে ভীমবলাভিপিষ্টঃ
সুরারিভিস্তৈরভিহন্যমানঃ ।
জগাম খং কন্দুকবজ্জবেন
পুনশ্চ রামেণ সমাজগাম ॥ ৮৮
কর্ণনাসাবিহীনস্তু কুম্ভকর্ণো মহাবলঃ ।
ররাজ শোণিতোৎসিক্তো গিরিঃ প্রস্রবণৈরিব ॥ ৮৯
শোণিতার্দ্রো মহাকায়ো রাক্ষসো ভীমদর্শনঃ ।
অমর্ষাচ্ছোণিতোদ্গারী শুশুভে রাবণানুজঃ ॥ ৯০
নীলাঞ্জনচয়প্রখ্যঃ সসন্ধ্য ইব তোয়দঃ ।
যুদ্ধায়াভিমুখং ভূয়ো মনশ্চক্রে নিশাচরঃ ॥ ৯১
গতে চ তস্মিন্ সুররাজশত্রুঃ
ক্রোধাৎ প্রদুদ্রাব রণায় ভূয়ঃ ।
অনায়ুধোঽস্মীতি বিচিন্ত্য রৌদ্রো
ঘোরং তদা মুদ্গরমাসসাদ ॥ ৯২
ততঃ স পুর্য্যা সহসা মহাত্মা
নিষ্ক্রম্য তদ্বানরসৈন্যমুগ্রম্ ।
বভক্ষ রক্ষো যুধি কুম্ভকর্ণঃ
প্রজা যুগান্তাগ্নিরিব প্রবৃদ্ধঃ ॥ ৯৩
বুভুক্ষিতঃ শোণিতমাংসগৃধ্নুঃ
প্রবিশ্য তদ্বানরসৈন্যমুগ্রম্ ।
চখাদ রক্ষাংসি হরীন্ পিশাচান্
ঋক্ষাংশ্চ মোহাদ্যুধি কুম্ভকর্ণঃ ।
যথৈব মৃত্যুর্হরতে যুগান্তে
স ভক্ষয়ামাস হরীংশ্চ মুখ্যান্ ॥ ৯৪
একং দ্বৌ ত্রীন্ বহূন্ ক্রুদ্ধো বানরান্ সহ রাক্ষসৈঃ ।
সমাদায়ৈকহস্তেন প্রচিক্ষেপ ত্বরন্ মুখে ॥ ৯৫
সংপ্রস্রবংস্তদা মেদঃ শোণিতঞ্চ মহাবলঃ ।
বধ্যমানো নগেন্দ্রাগ্রৈর্ভক্ষয়ামাস বানরান্ ॥ ৯৬
তে ভক্ষ্যমাণা হরয়ো রামং জগ্মুস্তদা গতিম্ ।
কুম্ভকর্ণো ভৃশং ক্রুদ্ধঃ কপীন্ খাদন্ প্রধাবতি ॥ ৯৭
শতানি সপ্ত চাষ্টৌ চ বিংশত্ত্রিংশত্তথৈব চ ।
সম্পরিষ্বজ্য বাহুভ্যাং খাদন্ বিপরিধাবতি ॥ ৯৮
মেদোবসাশোণিতদিগ্ধগাত্রঃ
কর্ণাবসক্তগ্রথিতান্ত্রমালঃ ।

কুম্ভকর্ণের কর্ণদ্বয় এবং দন্ত দ্বারা নাকটী কাটিয়া লইয়া পদনখ দ্বারা তাঁহার দুই পার্শ্ব বিদীর্ণ করিলেন। তখন নাসিকা ও কর্ণ ছেদিত, নখ ও দন্ত দ্বারা সর্ব্বতোভাবে বিদারিত এবং সর্ব্বাঙ্গ রক্তে আর্দ্র হওয়ায় কুম্ভকর্ণ অত্যন্ত কোপান্বিত হইয়া সুগ্রীবকে ভূতলে পেষণ করিতে লাগিলেন; কিন্তু বানররাজ সুগ্রীব, সেই ভীমবল কুম্ভকর্ণ কর্তৃক ভূতলে পেষিত এবং অন্য রাক্ষসগণ কর্তৃক সর্ব্বতোভাবে পীড্যমান হইয়াও, বেগে কন্দুকবৎ ঊর্দ্ধে উত্থিত হইয়া পুনরায় রামচন্দ্রের নিকটে সমাগত হইলেন। ৮২—৮৮। সেই সময়ে মহাবল কুম্ভকর্ণ নাসাকর্ণ-বিহীন হইয়া শোণিত-রঞ্জিতকলেবরে প্রস্রবণরাজি-বিরাজিত গিরিরাজের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। অপিচ, সেই নীলাঞ্জনচয়সদৃশ রক্তাক্ত মহাদেহ ভীমদর্শন রাবণানুজ রাক্ষস কুম্ভকর্ণ শোণিত উদ্গারণ করত, সন্ধ্যাকালীন মেঘের ন্যায় শোভমান হইয়া, ক্রোধভরে পুনরায় যুদ্ধযাত্রা করিবার ইচ্ছা করিলেন। বানররাজ সুগ্রীবের গমনান্তে রৌদ্রমূর্ত্তি ইন্দ্রশত্রু কুম্ভকর্ণ পুনরায় রণস্থলের অভিমুখে ধাবিত হইলেন এবং আপনাকে অস্ত্রহীন বিবেচনা করিয়া, ভীষণ এক মুদ্গর হস্তে লইলেন। পরে সেই মহাবল রাক্ষস, সহসা পুর হইতে বাহির হইয়া, যুদ্ধক্ষেত্রে গমনপূর্ব্বক প্রলয়-কালীন অগ্নি যেরূপ প্রজাসকলকে দহন করেন, সেইরূপ বানরসেনাগণকে খাইয়া ফেলিতে লাগিলেন। মাংস রক্ত-লোলুপ কুম্ভকর্ণ ক্ষুধিত হইয়াছিলেন, সুতরাং উগ্র বানরসেনামধ্যে প্রবেশপূর্ব্বক মোহবশতঃ বানর, রাক্ষস, পিশাচ বা ঋক্ষগণের মধ্যে যাহাকে পাইলেন, তাহাকেই খাইয়া ফেলিতে লাগিলেন। যুগান্তকালে যম যেমন প্রাণিনিচয়কে গ্রাস করেন, সেইরূপ কুম্ভ-কর্ণও মহাকায় বানরদিগকে কবলিত করিতে আরম্ভ করিলেন। সেই বীর ক্রোধে এক হস্ত দ্বারা রাক্ষস-গণের সহিত দুই তিনটি বা অনেকগুলি বানরকে আক্রমণ-পূর্ব্বক মুখমধ্যে নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। তিনি শৈলশৃঙ্গাদি দ্বারা বধ্যমান হইয়াও, বানরগণকে ভক্ষণ করিতে থাকিলে, সেই মহাবলের মুখাদি হইতে মেদ ও রক্তস্রাব হইতে লাগিল। ৮৯—৯৬। এইরূপে কুম্ভকর্ণ ক্রোধভরে বানরগণকে খাইতে খাইতে ধাবিত হইলে বানরগণ তৎকর্তৃক ভক্ষ্যমাণ হইয়া রামচন্দ্রের শরণ লইল। কিন্তু কুম্ভকর্ণ ক্ষান্ত না হইয়া সপ্ত, অষ্ট, বিংশতি, ত্রিংশৎ এবং কোন কোন বারে এক-শত পর্য্যন্ত বানরগণকে বাহু দ্বারা আক্রমণপূর্ব্বক খাইয়া ফেলিতে লাগিলেন। পরে মেদ, বসা ও রক্ত দ্বারা সিক্তদেহ তীক্ষ্ণদন্ত কুম্ভকর্ণ, কর্ণদ্বয়ে অন্ত্ররচিত

ববর্ষ শূলানি সুতীক্ষ্ণদংষ্ট্রঃ
কালো যুগান্তস্থ ইব প্রবৃদ্ধঃ। ৯৯
তস্মিন্ কালে সুমিত্রায়াঃ পুত্রঃ পরবলার্দ্দনঃ।
চকার লক্ষ্মণঃ ক্রুদ্ধো যুদ্ধং পরপুরঞ্জয়ঃ॥ ১০০
স কুম্ভকর্ণস্য শরান্ শরীরে সপ্ত বীর্য্যবান।
নিচখানাদদে চান্যান্ বিসসর্জ্জ চ লক্ষ্মণঃ॥ ১০১
পীড্যমানস্তদাস্ত্রস্তু বিশেষং তং স রাক্ষসঃ।
ততশ্চকোপ বলবান্ সুমিত্রানন্দবর্দ্ধনঃ॥ ১০২
অথাস্য কবচং শুভ্রং জাম্বূনদময়ং শুভম্॥
প্রচ্ছাদয়ামাস শরৈঃ সন্ধ্যাভ্রমিব মারুতঃ॥ ১০৩
নীলাঞ্জনচয়প্রখ্যঃ শরৈঃ কাঞ্চনভূষণৈঃ।
আপীড্যমানঃ শুশুভে মেঘৈঃ সূর্য্য ইবাংশুমান্॥ ১০৪
ততঃ স রাক্ষসো ভীমঃ সুমিত্রানন্দবর্দ্ধনম্।
সাবজ্ঞমেব প্রোবাচ বাক্যং মেঘৌঘনিঃস্বনঃ॥ ১০৫
অন্তকস্যাপ্যকষ্টেন যুধি জেতারমাহবে।
যুধ্যতামামভীতেন স্থাপিতা বীরতা ত্বয়া॥ ১০৬
প্রগৃহীতায়ুধস্যেহ মৃত্যোরিব মহামৃধে।
তিষ্ঠন্নপ্যগ্রতঃ পূজ্যঃ কিমু যুদ্ধপ্রদায়কঃ॥ ১০৭
ঐরাবতসমারূঢ়ো বৃতঃ সর্ব্বামরৈঃ প্রভুঃ।
নৈব শক্রোঽপি সমরে স্থিতপূর্ব্বঃ কদাচন॥ ১০৮
অদ্য ত্বয়াহং সৌমিত্রে বালেনাপি পরাক্রমৈঃ।
তোষিতো গন্তুমিচ্ছামি ত্বামনুজ্ঞাপ্য রাঘবম্॥ ১০৯
যত্তু বীর্য্যবলোৎসাহৈস্তোষিতোঽহং রণে ত্বয়া।
রামমেবৈকমিচ্ছামি হন্তুং যস্মিন্ হতে হতম্॥ ১১০
রামে ময়া চ নিহতে যেঽন্যে স্থাস্যন্তি সংযুগে।
তানহং যোধয়িষ্যামি স্ববলেন প্রমাথিনা॥ ১১১
ইত্যুক্তবাক্যং তদ্রক্ষঃ প্রোবাচ স্তুতিসংহিতম্।
মৃধে ঘোরতরং বাক্যং সৌমিত্রিঃ প্রহসন্নিব॥ ১১২
যন্ত্বং শক্রাদিভির্দ্দেবৈরসহ্যঃ প্রাপ্য পৌরুষম্।
তৎ সত্যং নান্যথা বীর দৃষ্টস্তেঽদ্য পরাক্রমঃ॥ ১১৩
এষ দাশরথী রামস্তিষ্ঠত্যদ্রিরিবাচলঃ।
ইতি শ্রুত্বা হ্যনাদৃত্য লক্ষ্মণং স নিশাচরঃ॥ ১১৪
অতিক্রম্য চ সৌমিত্রিং কুম্ভকর্ণো মহাবলঃ।
রামমেবাভিদুদ্রাব কম্পয়ন্নিব মেদিনীম্॥ ১১৫
অথ দাশরথী রামো রৌদ্রমস্ত্রং প্রয়োজয়ন্।
কুম্ভকর্ণস্য হৃদয়ে সসর্জ্জ নিশিতান্ শরান্॥ ১১৬

মালা ধারণপূর্ব্বক যুগান্তকালীন প্রবৃদ্ধ যমের ন্যায় শূল বর্ষণ করিতে লাগিলেন। সেই সময়ে পরপুর-বিজয়ী সুমিত্রানন্দন লক্ষ্মণ কোপান্বিত হইয়া যুদ্ধ আরম্ভ করিলেন। বীর্য্যবান্ লক্ষ্মণ প্রথমে সপ্ত শরে কুম্ভকর্ণের দেহ বিদ্ধ করত পুনরায় অন্য বাণ সকল লইয়া ক্ষেপণ করিলে, কুম্ভকর্ণ অন্যান্য অস্ত্র দ্বারা তাহা বিফল করিয়া ফেলিল। তাহা দেখিয়া সুমিত্রা-নন্দনবর্দ্ধন মহাবলশালী লক্ষ্মণ অত্যন্ত কোপান্বিত হইয়া বায়ু যেরূপ সন্ধ্যাভ্রকে দূর করে, সেইরূপ কুম্ভকর্ণের সুবর্ণময় শুভ শুভ্র কবচ বাণদ্বারা ঢাকিয়া ফেলিলেন। সেই সময়ে নীলাঞ্জনচয়তুল্য কুম্ভকর্ণ সুবর্ণভূষণ বাণসমূহ দ্বারা পীড়িত হইয়া, মেঘপরিবেষ্টিত অংশুমান্ সূর্য্যের ন্যায়, শোভা পাইতে লাগিলেন। ৯৯—১০৪। পরে মেঘের ন্যায় শব্দকারী সেই ভীমরূপ রাক্ষস অবজ্ঞা সহকারে এই কথা কহিলেন,—"যে ব্যক্তি যুদ্ধক্ষেত্রে যমকেও অনায়াসে জয় করিয়াছে, সেই কুম্ভকর্ণের সহিত তুমি যে নির্ভয়ে যুদ্ধ করিলে, ইহাতে তুমি অদ্য সুমহৎ বীরত্ব প্রকাশ করিলে। যে সময়ে আমি অস্ত্রধারণপূর্ব্বক সাক্ষাৎ যমের ন্যায় রণমধ্যে বিচরণ করি, তখন আমার সহিত যুদ্ধকারীর কথা দূরে থাকুক, যে আমার সম্মুখে অব-স্থান করিতেও সমর্থ হয়, সেও পূজনীয়; কারণ, অমরগণপরিবেষ্টিত ঐরাবত-সমারূঢ় দেবেন্দ্র ইন্দ্রও পূর্ব্বে কখন রণস্থলে আমার সম্মুখে তিষ্ঠিতে সমর্থ হয় নাই। কিন্তু হে সৌমিত্রে! অদ্য তুমি বালক হইলেও, স্বীয় পরাক্রম দ্বারা আমাকে পরিতুষ্ট করিয়াছ, অতএব আমি তোমার আদেশ লইয়া রামচন্দ্রের নিকটে যাইতে ইচ্ছা করি। আমি যুদ্ধক্ষেত্রে তোমার বীর্য্য, বল ও উৎসাহ দ্বারা পরম তুষ্টি লাভ করিয়াছি; অতএব অধুনা রামকেই সংহার করিতে ইচ্ছা করিতেছি; কারণ, সে হত হইলে সকলেই হত হইবে। রাম হত হইলে অবশিষ্ট যাহারা সমরে থাকিবে, আমি স্বীয় শত্রু-দলনক্ষম বল দ্বারা তাহা-দের সহিত যুদ্ধ করিব। ১০৫—১১১। কুম্ভকর্ণ এই কথা বলিলে, সুমিত্রা-নন্দন লক্ষ্মণ হাসিতে হাসিতে এই স্তুতিসংহিত ঘোরতর বাক্য বলিলেন,—"হে বীর! ইন্দ্রাদি দেবগণ যে প্রভূত পৌরুষ অবলম্বন করিয়াও রণস্থলে তোমার পরাক্রম সহ্য করিতে অসমর্থ তাহা সত্য, কখনই মিথ্যা নহে! আমি অদ্য তোমার সেই পরাক্রম স্বচক্ষে দেখিলাম। ঐ দাশরথি রাম, অচল গিরির ন্যায় অবস্থিত রহিয়াছেন।" মহাবল রাক্ষস কুম্ভকর্ণ, এই কথা শুনিয়া লক্ষ্মণকে অনাদর করত তাঁহাকে অতিক্রমপূর্ব্বক পৃথিবীকে যেন কাঁপা-ইয়া রামের প্রতি ধাবমান হইলেন। পরে দশরথ-

তস্য রামেণ বিদ্ধস্য সহসাভিপ্রধাবতঃ।
অঙ্গারমিশ্রাঃ ক্রুদ্ধস্য মুখান্নিশ্চেরুরর্চ্চিষঃ॥ ১১৭
রামাস্ত্রবিদ্ধো ঘোরং বৈ নর্দ্দন্ রাক্ষসপুঙ্গবঃ।
অভ্যধাবত তং ক্রুদ্ধো হরীন্ বিদ্রাবয়ন্ রণে॥ ১১৮
তস্যোরসি নিমগ্নাস্তে শরা বর্হিণবাসসঃ।
হস্তাচ্চাস্য পরিভ্রষ্টা গদা চোর্ব্ব্যাং পপাত হ।
আয়ুধানি চ সর্ব্বাণি বিপ্রকীর্য্যন্ত ভূতলে॥ ১১৯
স নিরায়ুধমাত্মানং যদা মেনে মহাবলঃ।
মুষ্টিভ্যাঞ্চ করাভ্যাঞ্চ চকার কদনং মহৎ॥ ১২০
স বাণৈরতিবিদ্ধাঙ্গঃ ক্ষতজেন সমুক্ষিতঃ।
রুধিরং পরিসুস্রাব গিরিঃ প্রস্রবণং যথা॥ ১২১
স তীব্রেণ চ কোপেন রুধিরেণ চ মূর্চ্ছিতঃ।
বানরান্ রাক্ষসান্ ঋক্ষান্ খাদন্ স পরিধাবতি॥ ১২২
অথ শৃঙ্গং সমাবিধ্য ভীমং ভীমপরাক্রমঃ।
চিক্ষেপ রামমুদ্দিশ্য বলবানন্তকোপমঃ॥ ১২৩
অপ্রাপ্তমন্তরা রামঃ সপ্তভিস্তৈরজিহ্মগৈঃ।
ততস্তু রামো ধর্ম্মাত্মা তস্য শৃঙ্গং মহত্তদা।
শরৈঃ কাঞ্চনচিত্রাঙ্গৈশ্চিচ্ছেদ ভরতাগ্রজঃ॥ ১২৪
তন্মেরুশিখরাকারৈর্দ্দ্যোতমানমিব শ্রিয়া।
দ্বে শতে বানরাণাং চ পতমানমপাতয়ৎ॥ ১২৫
তস্মিন্ কালে স ধর্ম্মাত্মা লক্ষ্মণো রামমব্রবীৎ।
কুম্ভকর্ণবধে যুক্তো যোগান্ পরিমৃশন্ বহূন্॥ ১২৬
নৈবায়ং বানরান্ রাজন্ ন বিজানাতি রাক্ষসান্।
মত্তঃ শোণিতগন্ধেন স্বান্ পরাংশ্চৈব খাদতে॥ ১২৭
সাধ্বেনমধিরোহন্তু সর্ব্বতো বানরর্ষভাঃ।
যূথপাশ্চ যথামুখ্যাস্তিষ্ঠন্ত্বস্মিন্ সমন্ততঃ॥ ১২৮
অপ্যয়ং দুর্ম্মতিঃ কালে গুরুভারপ্রপীড়িতঃ।
প্রচরন্ রাক্ষসো ভূমৌ নান্যান্ হন্যাৎ প্লবঙ্গমান্॥ ১২৯
তস্য তদ্বচনং শ্রুত্বা রাজপুত্রস্য ধীমতঃ।
তে সমারুরুহুর্হৃষ্টাঃ কুম্ভকর্ণং মহাবলাঃ॥ ১৩০
কুম্ভকর্ণস্তু সংক্রুদ্ধঃ সমারূঢ়ৈঃ প্লবঙ্গমৈঃ।
ব্যধূনয়ত্তান্ বেগেন দুষ্টহস্তীব হস্তিপান্॥ ১৩১
তান্ দৃষ্ট্বা নির্দ্ধুতান্ রামো রুষ্টোঽয়মিতি রাক্ষসম্।
সমুৎপপাত বেগেন ধনুরুত্তমমাদদে॥ ১৩২
ক্রোধসংরক্তনয়নো বীরো নির্দ্দহন্নিব চক্ষুষা।

নন্দন রাম রৌদ্র অস্ত্র প্রয়োগ করত কুম্ভকর্ণের হৃদয়কে লক্ষ্য করিয়া শাণিত বাণ সকল ক্ষেপণ করিলেন। রামচন্দ্রকর্ত্তৃক বিদ্ধ কুম্ভকর্ণ ক্রুদ্ধ হইয়া তদভিমুখে ধাবমান হইতে থাকিলে তাঁহার মুখ হইতে অঙ্গারমিশ্র স্ফুলিঙ্গ সকল বাহির হইতে লাগিল। ১১২—১১৭। রাক্ষসশ্রেষ্ঠ কুম্ভকর্ণ, রণমধ্যে রামচন্দ্রের অস্ত্র দ্বারা ঘোররূপে বিদ্ধ হইয়া, রামকে ছাড়িয়া ক্রোধে বানরগণকে বিধ্বস্ত করত দৌড়িলেন। রামনিক্ষিপ্ত ময়ূরপুচ্ছশোভিত সেই সমস্ত বাণ তাঁহার বক্ষঃস্থলে প্রবিষ্ট হওয়ায়, তাঁহার হস্ত হইতে গদা প্রভ্রষ্ট হইয়া, পৃথিবীতে পড়িয়া গেল এবং অন্যান্য অস্ত্র সকলও ভূতলে ছড়াইয়া পড়িল। এইরূপে যখন সেই মহাবল আপনাকে নিরস্ত্র দেখিলেন, তখন মুষ্টি ও কর দ্বারা সুমহৎ যুদ্ধ আরম্ভ করিলেন। গিরি হইতে যেরূপ প্রস্রবণ সকল বাহির হয়, সেইরূপ কুম্ভকর্ণের রক্তাক্ত দেহ বাণ দ্বারা অতিবিদ্ধ হওয়ায়, তাহা হইতে রক্তধারা সকল বাহির হইতে লাগিল। তখন সেই বীর,—তীব্র কোপে ও রক্তগন্ধে কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্যজ্ঞানবিহীন হইয়া বানর, রাক্ষস ও ঋক্ষগণকে খাইতে খাইতে ধাবিত হইতে লাগিলেন। পরে যমতুল্য ভীমপরাক্রম বলবান্ কুম্ভকর্ণ একটী বৃহৎ গিরিশৃঙ্গ উপড়াইয়া রামের উদ্দেশে ক্ষেপণ করিলেন; কিন্তু ধর্ম্মাত্মা ভরতাগ্রজ রামচন্দ্র, কাঞ্চনচিত্রিত অবক্রগামী সপ্ত বাণ দ্বারা পথিমধ্যেই সেই সুমহৎ শৃঙ্গ, খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিলেন। স্বীয় কান্তি দ্বারা মেরুশিখরের ন্যায় উজ্জ্বল সেই শৃঙ্গ পতিত হইয়া দুই শত বানরকে পতিত করিল। ১১৮—১২৫। সেই সময়ে ধর্ম্মাত্মা লক্ষ্মণ সমাহিত-মনে কুম্ভকর্ণের বধবিষয়ে উপায় চিন্তা করত রামচন্দ্রকে কহিলেন,—“মহারাজ কুম্ভকর্ণের বানর ও রাক্ষসবিষয়ক ভেদাভেদ জ্ঞান নাই। ঐ দেখুন, এ রক্তগন্ধে মত্ত হইয়া স্বীয় এবং পর, উভয়পক্ষীয় সেনাগণকেই খাইয়া ফেলিতেছে। রাজন্! বানরশ্রেষ্ঠগণ ইহার উপর আরোহণ করুক এবং প্রধান যূথপতিগণও কুম্ভকর্ণের উপরে আরোহণ করিয়া চারিদিকে অবস্থান করুক। তাহা হইলেই এই দুর্ম্মতি রাক্ষস, বানরভরে একান্ত পীড়িত হইয়া ভূতলে পর্য্যটন করত আর বানরগণকে বিনাশ করিতে পারিবে না। ধীমান্ রাজনন্দন লক্ষ্মণের তাদৃশ কথা শুনিয়া মহাবল বানরগণ, সানন্দে কুম্ভকর্ণের উপর আরোহণ করিলে, কুম্ভকর্ণ বানরগণের আরোহণ জন্য অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া হস্তী যেরূপ হস্তিপককে বিধূনিত করিয়া ফেলে, সেইরূপ গ্রীবাদেশ কাঁপাইয়া বানরগণকে ফেলিয়া দিলেন। পরে বানরগণকে পতিত দেখিয়া, রাম ‘কুম্ভকর্ণ রুষ্ট হইয়াছে’—বিবেচনাপূর্ব্বক উত্তমধনু ধারণ করত সবেগে উত্থিত হইলেন। পরে যেন স্বীয় চক্ষু দ্বারা দহন করিবার অভিপ্রায়েই ক্রোধে রক্তচক্ষু বীর

রাঘবো রাক্ষসং বেগাদভিদুদ্রাব বেগিতঃ ॥ ১৩৩
যূথপান্ হর্ষয়ন্ সর্ব্বান্ কুম্ভকর্ণবলার্দ্দিতান্ ॥ ১৩৪
স চাপমাদায় ভুজঙ্গকল্পং
দৃঢ়জ্যমুগ্রং তপনীয়চিত্রম্।
হরীন্ সমাশ্বাস্য সমুৎপপাত
রামো নিবদ্ধোত্তমতূণবাণঃ ॥ ১৩৫
স বানরগণৈস্তৈস্তু বৃতঃ পরমদুর্জ্জয়ৈঃ।
লক্ষ্মণানুচরো বীরঃ সম্প্রতস্থে মহাবলঃ ॥ ১৩৬
স দদর্শ মহাত্মানং কিরীটিনমরিন্দমম্।
শোণিতাবৃতরক্তাক্ষং কুম্ভকর্ণং মহাবলম্ ॥ ১৩৭
সর্ব্বান্ সমভিধাবন্তং যথা রুষ্টং দিশাগজম্।
মার্গমাণং হরীন্ ক্রুদ্ধং রাক্ষসৈঃ পরিবারিতম্ ॥ ১৩৮
বিন্ধ্যমন্দরসঙ্কাশং কাঞ্চনাঙ্গদভূষণম্।
স্রবন্তং রুধিরং বক্ত্রাদ্বর্ষমেঘমিবোত্থিতম্ ॥ ১৩৯
জিহ্বয়া পরিলিহন্তং সৃক্কণী শোণিতোক্ষিতে।
মৃদ্নন্তং বানরানীকং কালান্তকযমোপমম্ ॥ ১৪০
তং দৃষ্ট্বা রাক্ষসশ্রেষ্ঠং প্রদীপ্তানলবর্চ্চসম্।
বিস্ফারয়ামাস তদা কার্ম্মুকং পুরুষর্ষভঃ ॥ ১৪১
স তস্য চাপনির্ঘোষাৎ কুপিতো রাক্ষসর্ষভঃ।
অমৃষ্যমাণস্তং ঘোষমভিদুদ্রাব রাঘবম্ ॥ ১৪২
ততস্তু বাতোদ্ধতমেঘকল্পং
ভুজঙ্গরাজোত্তমভোগবাহুঃ।
তমাপতন্তং ধরণীধরাভ-
মুবাচ রামো যুধি কুম্ভকর্ণম্ ॥ ১৪৩
আগচ্ছ রক্ষোহধিপ মা বিষাদ-
মবস্থিতোহহং প্রগৃহীতচাপঃ।
অবেহি মাং রাক্ষসবংশনাশং
যস্ত্বং মুহূর্ত্তাদ্ভবিতা বিচেতাঃ ॥ ১৪৪
রামোহয়মিতি বিজ্ঞায় জহাস বিকৃতস্বনম্।
অভ্যধাবত সংক্রুদ্ধো হরীন্ বিদ্রাবয়ন্ রণে ॥ ১৪৫
দারয়ন্নিব সর্ব্বেষাং হৃদয়ানি বনৌকসাম্।
প্রহস্য বিকৃতং ভীমং স মেঘস্তনিতোপমম্।
কুম্ভকর্ণো মহাতেজা রাঘবং বাক্যমব্রবীৎ ॥ ১৪৬
নাহং বিরাধো বিজ্ঞেয়ো ন কবন্ধঃ খরো ন চ।
ন বালী ন চ মারীচঃ কুম্ভকর্ণঃ সমাগতঃ ॥ ১৪৭
পশ্য মে মুদ্গরং ভীমং সর্ব্বকালায়সং মহৎ।
অনেন নির্জ্জিতা দেবা দানবাশ্চ পুরা ময়া ॥ ১৪৮
বিকর্ণনাস ইতি মাং নাবজ্ঞাতুং ত্বমর্হসি।
স্বল্পাপি হি ন মে পীড়া কর্ণনাসাবিকর্ত্তনাৎ ॥ ১৪৯
দর্শয়েক্ষ্বাকুশার্দ্দূল বীর্য্যং গাত্রেষু মেহনঘ।

রঘুনন্দন কুম্ভকর্ণ-বলপীড়িত যূথপতিগণকে আনন্দিত করত বেগে সেই রাক্ষস কুম্ভকর্ণের অভিমুখে গমনোদ্যত হইলেন। রামচন্দ্র—উত্তম তূণ ও বাণ বন্ধন করত সমুজ্জ্বল-চিত্র ও দৃঢ়জ্যাসমন্বিত ভুজঙ্গসদৃশ ধনু ধারণপূর্ব্বক উত্থিত হইলে, বানরনিচয় আশ্বস্ত হইল। মহাবল বীর রাম প্রস্থান করিলে, লক্ষ্মণ তাঁহার পশ্চাদ্গামী হইলেন এবং পরম-দুর্জ্জয় বানরগণ তাঁহার চারিদিক্ বেষ্টন করিয়া, যাইতে লাগিল। ১২৬—১৩৬। পরে দাশরথি, সেই রুধিরাক্তদেহ মহাবল মহাবীর্য্য কিরীটধারী অরিন্দম কুম্ভকর্ণকে দেখিতে পাইলেন। রামচন্দ্র দেখিলেন, সেই বিন্ধ্য ও মন্দরতুল্য দীর্ঘদেহ সুবর্ণবলয়ভূষিত বীর, রাক্ষসগণে পরিবেষ্টিত হইয়া, রুষ্ট দিগ্গজের ন্যায়, ক্রোধে চারিদিক্ পরিভ্রমণপূর্ব্বক বানরগণের অনুসন্ধান করিতেছেন এবং বর্ষণশীল মেঘের ন্যায়, তাঁহার মুখ হইতে রক্তস্রাব হইতেছিল। কালান্তক যমের ন্যায় সেই বীর জিহ্বা দ্বারা স্বীয় রক্তাক্ত সৃক্কণিদ্বয় পরিলেহনপূর্ব্বক বানরসেনাগণকে মর্দ্দন করিতেছেন। পুরুষশ্রেষ্ঠ রামচন্দ্র উজ্জ্বল অগ্নিতুল্য সেই রাক্ষসশ্রেষ্ঠকে দেখিয়াই ধনু বিস্ফারিত করিলে, রাক্ষসপুঙ্গব কুম্ভকর্ণ সেই ধনুঃশব্দ সহ্য করিতে না পারিয়া বিগুণতর কোপাবিষ্ট হইয়া রামচন্দ্রের প্রতি ধাবিত হইলেন। পরে ভুজগরাজতুল্য বাহুদ্বয়শালী রামচন্দ্র পর্ব্বততুল্য কুম্ভকর্ণকে বাতসমীরিত মেঘের ন্যায় আসিতে দেখিয়া বলিলেন, "হে রাক্ষসপতে! তুমি দুঃখিত হইও না, এই আমি ধনুর্হস্তে অবস্থান করিতেছি, আমাকেই সেই রাক্ষস-কুলনাশক রামচন্দ্র জানিও। হে বীর! তুমি এই মুহূর্ত্তেই প্রাণহীন হইবে।" ১৩৭—১৪৪। পরে মহাতেজা কুম্ভকর্ণ—'এই রাম' এইরূপ বিবেচনা করিয়া, বিকৃতস্বরে হাস্য করত ক্রোধে বানরসেনাকে বিধ্বস্ত করিয়া রামচন্দ্রের অভিমুখে ধাবিত হইলেন। পরে অখিল বানরগণের হৃদয়কে যেন বিদারণ করত, মেঘনির্ঘোষের ন্যায় বিকৃতস্বরে অট্টহাস্য পুরঃসর রামচন্দ্রকে কহিলেন;—"আমাকে বিরাধ, কবন্ধ, খর, বালী অথবা মারীচ মনে করিও না; আমি স্বয়ং কুম্ভকর্ণ আসিয়াছি। আমার এই কালায়স-নির্ম্মিত সুমহৎ মুদ্গর দেখ; আমি ইহা দ্বারাই পূর্ব্বে দেবতা এবং দানবগণকে জয় করিয়াছি। আমি নাসাকর্ণহীন হইয়াছি বলিয়া তুমি আমাকে অবজ্ঞা করিও না; কারণ, নাসিকা ও কর্ণ কর্ত্তিত হওয়ায়, আমার অণুমাত্র ক্লেশ বোধ হইতেছে না। হে অনঘ ইক্ষ্বাকুশার্দ্দূল! তুমি অগ্রে আমার

ততস্ত্বাং ভক্ষয়িষ্যামি দৃষ্টপৌরুষবিক্রমম্॥ ১৫০

স কুম্ভকর্ণস্য বচো নিশম্য
রামঃ সুপুঙ্খান্ বিসসর্জ্জ বাণান্।
তৈরাহতো বজ্রসমপ্রবেগৈ-
র্ন চুক্ষুভে ন ব্যথতে সুরারিঃ॥ ১৫১

যৈঃ সায়কৈঃ সালবরা নিকৃত্তা
বালী হতো বানরপুঙ্গবশ্চ।
তে কুম্ভকর্ণস্য তদা শরীরং
বজ্রোপমা ন ব্যথয়াম্প্রচক্রুঃ॥ ১৫২

স বারিধারা ইব সায়কাংস্তান্
পিবন্ শরীরেণ মহেন্দ্রশত্রুঃ।
জঘান রামস্য শরপ্রবেগং
ব্যাবিধ্য তং মুদ্গরমুগ্রবেগম্॥ ১৫৩

ততস্তু রক্ষঃ ক্ষতজানুলিপ্তং
বিত্রাসনং দেবমহাচমূনাম্।
ব্যাবিধ্য তং মুদ্গরমুগ্রবেগং
বিদ্রাবয়ামাস চমূং হরীণাম্॥ ১৫৪

বায়ব্যমাদায় ততো বরাস্ত্রং
রামঃ প্রচিক্ষেপ নিশাচরায়।
সমুদ্গরং তেন জহার বাহুং
স কৃত্তবাহুস্তুমুলং ননাদ॥ ১৫৫

স তস্য বাহুর্গিরিশৃঙ্গকল্পঃ
সমুদ্গরো রাঘববাণকৃত্তঃ।
পপাত তস্মিন্ হরিরাজসৈন্যে
জঘান তাং বানরবাহিনীঞ্চ॥ ১৫৬

তে বানরা ভগ্নহতাবশেষাঃ
পর্য্যন্তমাশ্রিত্য তদা বিষণ্ণাঃ।
প্রপীড়িতাঙ্গা দদৃশুঃ সুঘোরং
নরেন্দ্ররক্ষোঽধিপসন্নিপাতম্॥ ১৫৭

স কুম্ভকর্ণোঽস্ত্রনিকৃত্তবাহু-
র্মহানিকৃত্তাগ্র ইবাচলেন্দ্রঃ।
উৎপাটয়ামাস করেণ বৃক্ষং
ততোঽভিদুদ্রাব রণে নরেন্দ্রম্॥ ১৫৮

তং তস্য বাহুং সহসালবৃক্ষং
সমুদ্যতং পন্নগভোগকল্পম্।
ঐন্দ্রাস্ত্রযুক্তেন জহার রামো
বাণেন জাম্বূনদচিত্রিতেন॥ ১৫৯

স কুম্ভকর্ণস্য ভুজো নিকৃত্তঃ
পপাত ভূমৌ গিরিসন্নিকাশঃ।
বিচেষ্টমানো নিজঘান বৃক্ষান্
শৈলান্ শিলা বানররাক্ষসাংশ্চ॥ ১৬০

তং ছিন্নবাহুং সমবেক্ষ্য রামঃ
সমাপতন্তং সহসা নদন্তম্।
দ্বাবর্দ্ধচন্দ্রৌ নিশিতৌ প্রগৃহ্য
চিচ্ছেদ পাদৌ যুধি রাক্ষসস্য॥ ১৬১

দেহে স্বীয় বীর্য্য দেখাও, তৎপরে আমি তোমার পৌরুষ ও বিক্রম দেখিয়া তোমাকে খাইয়া ফেলিব।” ১৪৫—১৫০। কুম্ভকর্ণের কথা শুনিয়া রঘুনন্দন সুপুঙ্খ বাণ সকল ক্ষেপণ করিলেন। কিন্তু বজ্রের ন্যায় বেগবান্ সেই সকল বাণদ্বারা আহত হইয়াও, সুরশত্রু কুম্ভকর্ণ কিছুমাত্র ক্ষুব্ধ বা ব্যথিত হইলেন না। যে সকল বাণদ্বারা মহাবৃক্ষনিচয় ছেদিত হইয়াছে এবং বানরপুঙ্গব বালী নিহত হইয়াছেন, সেই বজ্রতুল্য বাণসকলও, কুম্ভকর্ণের দেহকে, কিছুমাত্র ব্যথিত করিতে পারিল না। ইন্দ্রশত্রু কুম্ভকর্ণ, পর্ব্বতের বারিধারা-ধারণের ন্যায়, স্বীয় দেহে সেই বাণনিকর ধারণ করত উগ্রবেগশালী মুদ্গর সঞ্চালনপূর্ব্বক রাঘবের বাণবেগ নিবারণ করিলেন। পরে যদ্দ্বারা অমরসেনাও বিত্রাসিত হইয়াছিল, সেই রক্তলিপ্ত উগ্রবেগ মুদ্গর ঘূর্ণিত করিয়া, মহতী বানর-বাহিনীকে বিদ্রাবিত করিতে লাগিলেন। তাহা দেখিয়া রামচন্দ্র বায়ব্য-নামক উৎকৃষ্ট অস্ত্র গ্রহণ করত নিক্ষেপ করিয়া তদ্দ্বারা মুদ্গরের সহিত কুম্ভকর্ণের বাহু ছেদন করিয়া ফেলিলেন; তখন কুম্ভকর্ণও ছিন্নবাহু হইয়া তুমুল শব্দ করিতে লাগিলেন। গিরিশৃঙ্গতুল্য মুদ্গরযুক্ত রাম-বাণদ্বারা ছিন্ন সেই বাহু, বানর-রাজের সৈন্যমধ্যে পতিত হইয়া, বহুল বানর সৈন্যকে বিনষ্ট করিল। তখন ভগ্ন ও হতশেষ পীড়িতদেহ বানরগণ বিষণ্ণমুখে একপার্শ্বে অবস্থিত হইয়া, মনুজেন্দ্র ও রাক্ষসেন্দ্রের সুঘোর সমর দেখিতে লাগিল। ১৫১—১৫৭। পরে মহা-তরবারির দ্বারা ছিন্নাগ্র গিরীন্দ্রের ন্যায়, রামবাণদ্বারা ছিন্নবাহু কুম্ভকর্ণ অন্য হস্তদ্বারা একটি বৃক্ষ উপড়াইয়া নরেন্দ্র রামচন্দ্রের প্রতি বেগে ধাবমান হইলে, রাম সুবর্ণ-চিত্রিত ঐন্দ্রাস্ত্রমন্ত্রিত বাণদ্বারা শালবৃক্ষের সহিত সমুদ্যত ভুজগভোগ-তুল্য কুম্ভকর্ণের অপর বাহু কাটিয়া ফেলিলেন। কুম্ভকর্ণের পর্ব্বত তুল্য সেই ছিন্ন বাহু চেষ্টাবিহীন হইয়া ভূতলে পতিত হইল এবং বহুল বৃক্ষ, শৈল ও বানরগণকে বিনষ্ট করিল। তৎপরে রামচন্দ্র সেই ছিন্নবাহু রাক্ষসকে সহসা সিংহনাদ সহকারে পুনরায় আসিতে দেখিয়া দুইটী শাণিত অর্দ্ধচন্দ্র বাণ লইয়া তদ্দ্বারা তাঁহার পদদ্বয় কাটিয়া ফেলিলেন;

তৌ তস্য পাদৌ প্রদিশো দিশশ্চ
গিরের্গুহাশ্চৈব মহার্ণবঞ্চ।
লঙ্কাঞ্চ সেনাং কপিরাক্ষসানাং
বিনাদয়ন্তৌ বিনিপেততুশ্চ ॥ ১৬২
নিকৃত্তবাহুর্বিনিকৃত্তপাদো
বিদার্য্য বক্ত্রং বড়বামুখাভম্।
দুদ্রাব রামং সহসাভিগর্জন্
রাহুর্যথা চন্দ্রমিবান্তরিক্ষে ॥ ১৬৩
অপূরয়ত্তস্য মুখং শিতাগ্রৈ-
রামঃ শরৈর্হেমপিনদ্ধপুঙ্খৈঃ।
সম্পূর্ণবক্ত্রো ন শশাক বক্তুং
চুকূজ কৃচ্ছ্রেণ মুমোহ চাপি ॥ ১৬৪
অথাদদে সূর্য্যমরীচিকল্পং
স ব্রহ্মদণ্ডান্তককালকল্পম্।
অরিষ্টমৈন্দ্রং নিশিতং সুপুঙ্খং
রামঃ শরং মারুততুল্যবেগম্ ॥ ১৬৫
তং বজ্রজাম্বূনদচারুপুঙ্খং
প্রদীপ্তসূর্য্যজ্বলনপ্রকাশম্।
মহেন্দ্রবজ্রাশনিতুল্যবেগং
রামঃ প্রচিক্ষেপ নিশাচরায় ॥ ১৬৬
স সায়কো রাঘববাহুচোদিতো
দিশঃ স্বভাসা দশ সম্প্রকাশয়ন্।
বিধূমবৈশ্বানরভীমদর্শনো
জগাম শক্রাশনিভীমবিক্রমঃ ॥ ১৬৭
স তন্মহাপর্ব্বতকূটসন্নিভং
সুবৃত্তদংষ্ট্রং চলচারুকুণ্ডলম্।
চকর্ত রক্ষোধিপতেঃ শিরস্তদা
যথৈব বৃত্রস্য পুরা পুরন্দরঃ ॥ ১৬৮
কুম্ভকর্ণশিরো ভাতি কুণ্ডলালঙ্কৃতং মহৎ।
আদিত্যেঽভ্যুদিতে রাত্রৌ মধ্যস্থ ইব চন্দ্রমাঃ ॥ ১৬৯
তদ্রামবাণাভিহতং পপাত
রক্ষঃশিরঃ পর্ব্বতসন্নিকাশম্।
বভঞ্জ চর্য্যাগৃহগোপুরাণি
প্রাকারমুচ্চং তমপাতয়চ্চ ॥ ১৭০
তচ্চাতিকায়ং হিমবৎপ্রকাশং
রক্ষস্তদা তোয়নিধৌ পপাত।
গ্রাহান্ পরান্ মীনবরান্ ভুজঙ্গমান্
মমর্দ ভূমিঞ্চ তথা বিবেশ ॥ ১৭১
তস্মিন্ হতে ব্রাহ্মণদেবশত্রৌ
মহাবলে সংযতি কুম্ভকর্ণে।
চচাল ভূর্ভূমিধরাশ্চ সর্ব্বে
হর্ষাচ্চ দেবাস্তুমুলং প্রণেদুঃ ॥ ১৭২
ততস্তু দেবর্ষিমহর্ষিপন্নগাঃ
সুরাশ্চ ভূতানি সুপর্ণগুহ্যকাঃ।
সযক্ষগন্ধর্ব্বগণা নভোগতাঃ
প্রহর্ষিতা রামপরাক্রমেণ ॥ ১৭৩

তাঁহার সেই ছিন্ন পদদ্বয়, দিক্, বিদিক্, গিরিগুহা, মহার্ণব, লঙ্কা এবং বানর ও রাক্ষস সেনাগণকে অনুনাদিত করত পতিত হইল। তখন, অন্তরীক্ষে রাহু যেরূপ চন্দ্রকে গ্রাস করিতে ধাবিত হয়, সেইরূপ ছিন্নবাহু ও ছিন্নপদ কুম্ভকর্ণ বড়বামুখ তুল্য স্বীয় মুখ ব্যাদান করিয়া, সশব্দে সহসা রামচন্দ্রের অভিমুখে ধাবিত হইলেন। তাহা দেখিয়া রঘুনন্দন রামচন্দ্র, সুবর্ণপুঙ্খ-শোভিত বাণসমূহে তাঁহার মুখবিবর পরিপূরিত করিলেন। তখন বাণদ্বারা বদনবিবর পূর্ণ হওয়ায় কুম্ভকর্ণ কিছুমাত্র কথা কহিতে না পারিয়া অস্ফুট-ধ্বনি করত মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। ১৫৭—১৬৪। পরে রাম সূর্য্য-মরীচিবৎ চাকচক্যময়, প্রদীপ্তদিবাকর-জ্বলনতুল্য দেদীপ্যমান, মহেন্দ্রের বজ্র ও অশনির ন্যায় ভয়ঙ্কর বেগবান্, মারুতবৎ আশুগামী, সুবর্ণ ও হীরকাদি-খচিত-শোভনপুঙ্খবিশিষ্ট, শত্রুগণের অশুভ-প্রদ, নিশিত বাণ গ্রহণপূর্ব্বক রাক্ষস কুম্ভকর্ণের প্রতি নিক্ষেপ করিলেন। রামবাহুনিক্ষিপ্ত নির্ধূম মহাপ্রজ্বলিত অনলের তুল্য ভীমদর্শন সেই বাণ আপন-প্রভায় দশদিক্ উদ্ভাসিত করত, ইন্দ্র ও ইন্দ্রের বজ্রতুল্য ভীমপরাক্রম রাক্ষসপতি কুম্ভকর্ণের নিকটে গমন করিল।—পূর্ব্বকালে পুরন্দর যেরূপ বৃত্রাসুরের মস্তক ছেদন করিয়াছিলেন, সেইরূপ রমণীয়কুণ্ডল-শোভিত মহাপর্ব্বতের কূটসদৃশ বিবৃতদন্ত তদীয় মস্তক ছেদন করিয়া ফেলিল। সেই সময়ে কুম্ভকর্ণের কুণ্ডল-বিরাজিত সুবৃহৎ মস্তক, সূর্য্যের উদয়-বশত ম্লান গগন-মধ্যস্থিত চন্দ্রের ন্যায় প্রকাশ পাইতে লাগিল। রাক্ষস-কুম্ভকর্ণের রামশর-নিকৃত্ত গিরিতুল্য মস্তক লঙ্কামধ্যে পতিত হওয়ায় চর্য্যা ও গোপুর ভগ্ন এবং লঙ্কার উচ্চ প্রাচীরও পতিত হইল। হিমালয়-তুল্য সেই অতি দীর্ঘ রাক্ষস সমুদ্রে পতিত হইয়া বৃহৎ বৃহৎ গ্রাহ, মীন, ভুজঙ্গগণ ও ভূমিকে মর্দ্দিত করত জল-মধ্যে প্রবিষ্ট হইল। ১৬৫—১৭১। দেবতা ও ব্রাহ্মণ-গণের শত্রু সেই মহাবল কুম্ভকর্ণ রণমধ্যে হত হইলে ভূমি ও পর্ব্বত সকল কম্পিত হইল এবং দেবগণ আহ্লাদে তুমুল সিংহনাদ করিলেন। আকাশ-স্থিত দেব, দেবর্ষি, মহর্ষি, পন্নগ, সুপর্ণ, গুহ্যক, যক্ষ ও

ততস্তু তে তস্য বধেন ভূরিণা
মনস্বিনো নৈঋ্ঋতরাজবান্ধবাঃ।
বিনেদুরুচ্চৈর্ব্যথিতা রঘূত্তমং
হরিং সমীক্ষ্যৈব যথা মতঙ্গজাঃ॥ ১৭৪
স দেবলোকস্য তমো নিহত্য
সূর্য্যো যথা রাহুমুখাদ্বিমুক্তঃ।
তথা ব্যভাসাদ্ধরিসৈন্যমধ্যে
নিহত্য রামো যুধি কুম্ভকর্ণম্॥ ১৭৫
প্রহর্ষমীযুর্বহবশ্চ বানরাঃ
প্রবুদ্ধপদ্মপ্রতিমৈরিবাননৈঃ।
অপূজয়ন্ রাঘবমিষ্টভাগিনং
হতে রিপৌ ভীমবলে নৃপাত্মজম্॥ ১৭৬
স কুম্ভকর্ণং সুরসৈন্যমর্দ্দনং
মহৎসু যুদ্ধেষু কদা চ নাজিতম্।
ননন্দ হত্বা ভরতাগ্রজো রণে
মহাসুরং বৃত্রমিবামরাধিপঃ॥ ১৭৭

ইতি লঙ্কাকাণ্ডে সপ্তষষ্টিতমঃ সর্গঃ॥ ৬৭

গন্ধর্ব্বগণের সহিত সমস্ত প্রাণিগণই রামচন্দ্রের পরাক্রম দেখিয়া পরম পরিতুষ্ট হইলেন। রাক্ষসরাজ রাবণের মনস্বী বান্ধবগণ, কুম্ভকর্ণের তাদৃশ নিদারুণ বধে নিতান্ত ব্যথিত হইয়া, সিংহ দেখিয়া হস্তিগণের ন্যায়, রামচন্দ্রকে দেখিয়া উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করিতে আরম্ভ করিল। তৎকালে রামচন্দ্র, কুম্ভকর্ণকে সমরে বধ করিয়া, রাহুমুখবিমুক্ত সূর্য্য যেমন অন্ধকার তিরোহিত করত গগনাঙ্গনে বিরাজমান হন, সেইরূপ বানরসেনামধ্যে শোভা পাইতে লাগিলেন। সেই ভীমবল শত্রু নিহত হইলে, আহ্লাদে বানরগণের মুখ, পদ্মের ন্যায় প্রফুল্ল হইয়া উঠিল এবং তাহারা ইষ্টভাগী রাজনন্দন রামচন্দ্রকে পূজা করিতে লাগিল। অমররাজ ইন্দ্র, মহাসুর বৃত্রকে বধ করিয়া যেরূপ আহ্লাদিত হইয়াছিলেন, সেইরূপ ভরতাগ্রজ রামচন্দ্র, যে কখনও কোন মহারণে পরাজিত হয় নাই, সেই সুরসৈন্যমর্দ্দনকারী কুম্ভকর্ণকে বধ করিয়া পরম প্রীতি লাভ করিলেন। ১৭২—১৭৭।

অষ্টষষ্টিতমঃ সর্গঃ।

কুম্ভকর্ণং হতং দৃষ্ট্বা রাঘবেণ মহাত্মনা।
রাক্ষসা রাক্ষসেন্দ্রায় রাবণায় ন্যবেদয়ন্॥ ১
রাজন্ স কালসঙ্কাশঃ সংযুক্তঃ কালকর্ম্মণা।
বিদ্রাব্য বানরীং সেনাং ভক্ষয়িত্বা চ বানরান্॥ ২
প্রতপিত্বা মুহূর্ত্তঞ্চ প্রশান্তো রামতেজসা।
কায়েনার্দ্ধপ্রবিষ্টেন সমুদ্রং ভীমদর্শনম্॥ ৩
নিকৃত্তনাসাকর্ণেন বিক্ষরদ্রুধিরেণ চ।
রুদ্ধ্বা দ্বারং শরীরেণ লঙ্কায়াঃ পর্ব্বতোপমঃ॥ ৪
কুম্ভকর্ণস্তব ভ্রাতা কাকুৎস্থশরপীড়িতঃ।
অগণ্ডভূতো বিবৃতো দাবদগ্ধ ইব দ্রুমঃ॥ ৫
শ্রুত্বা বিনিহতং সংখ্যে কুম্ভকর্ণং মহাবলম্।
রাবণঃ শোকসন্তপ্তো মুমোহ চ পপাত চ॥ ৬
পিতৃব্যং নিহতং শ্রুত্বা দেবান্তকনরান্তকৌ।
ত্রিশিরাশ্চাতিকায়শ্চ রুরুদুঃ শোকপীড়িতাঃ॥ ৭
ভ্রাতরং নিহতং শ্রুত্বা রামেণাক্লিষ্টকর্ম্মণা।
মহোদরমহাপার্শ্বৌ শোকাক্রান্তৌ বভূবতুঃ॥ ৮
ততঃ কৃচ্ছ্রাৎ সমাসাদ্য সংজ্ঞাং রাক্ষসপুঙ্গবঃ।
কুম্ভকর্ণবধাদ্দীনো বিললাপাকুলেন্দ্রিয়ঃ॥ ৯

অষ্টষষ্টিতম সর্গ।

মহাবল রামকর্ত্তৃক কুম্ভকর্ণকে নিহত দেখিয়া রাক্ষসগণ রাক্ষসরাজ রাবণের নিকটে গমনপূর্ব্বক তদ্বিষয়ে নিবেদন করত বলিল—"মহারাজ! কৃতান্ত তুল্য আপনার ভ্রাতা কুম্ভকর্ণ মুহূর্ত্তকাল পরাক্রম প্রকাশপূর্ব্বক বানর-বাহিনীকে বিধ্বস্ত এবং বানরগণকে ভক্ষণ করত রামের তেজে প্রশান্ত হইয়া নিহত হইয়াছেন। তাঁহার মস্তক-বিহীন দেহ, ভীষণদর্শন সমুদ্রে প্রবিষ্ট হইয়াছে। তাঁহার নাসাকর্ণবিহীন রুধিরসিক্ত পর্ব্বততুল্য মস্তক দ্বারা লঙ্কার দ্বার রুদ্ধ হইয়াছে। রাজন্! তিনি দাবানলদগ্ধ তরুর ন্যায়, রামের বাণে নিতান্ত পীড়িত এবং হস্ত, পদ ও মস্তক-বিহীন হইয়া শয়ন করিয়াছেন।" ১—৫। মহাবল কুম্ভকর্ণকে সমরে নিহত শুনিয়া রাবণ শোকসন্তপ্ত এবং মূর্চ্ছিত হইলেন। দেবান্তক নরান্তক, ত্রিশিরা ও অতিকায় প্রভৃতি রাবণতনয়গণ পিতৃব্যকে নিহত শুনিয়া শোকে অধীর হইয়া কাঁদিতে লাগিলেন। মহোদর এবং মহাপার্শ্বও বৈমাত্রেয় ভ্রাতা অক্লিষ্টকর্ম্মা কুম্ভকর্ণ রামকর্ত্তৃক নিহত হইয়াছেন শুনিয়া নিতান্ত শোকাকুল হইল। পরে রাক্ষসশ্রেষ্ঠ রাবণ, বহুকষ্টে চেতনা লাভ করত কুম্ভকর্ণের নিধন বশত অবশেন্দ্রিয়

হা বীর রিপুদর্পঘ্ন কুম্ভকর্ণ মহাবল।
ত্বং মাং বিহায় বৈ দৈবাদ্‌যাতোঽসি যমসাদনম্‌ ॥ ১০
মম শল্যমনুদ্ধৃত্য বান্ধবানাং মহাবল।
শত্রুসৈন্যং প্রতাপ্যৈকঃ ক্ব মাং সন্ত্যজ্য গচ্ছসি ॥ ১১
ইদানীং খল্বহং নাস্মি যস্য মে পতিতো ভুজঃ।
দক্ষিণো যং সমাশ্রিত্য ন বিভেমি সুরাসুরান্‌ ॥ ১২
কথমেবংবিধো বীরো দেবদানবদর্পহা।
কালাগ্নিপ্রতিমো হ্যদ্য রাঘবেণ রণে হতঃ ॥ ১৩
যস্য তে বজ্রনিষ্পেষো ন কুর্য্যাদ্ব্যসনং সদা।
স কথং রামবাণার্ত্তঃ প্রসুপ্তোঽসি মহীতলে ॥ ১৪
এতে দেবগণাঃ সার্দ্ধমৃষিভির্গগনে স্থিতাঃ।
নিহতং ত্বাং রণে দৃষ্ট্বা নিনদন্তি প্রহর্ষিতাঃ ॥ ১৫
ধ্রুবমদ্যৈব সংহৃষ্টা লব্ধলক্ষাঃ প্লবঙ্গমাঃ।
আরোক্ষ্যন্তীহ দুর্গাণি লঙ্কাদ্বারাণি সর্ব্বশঃ ॥ ১৬
রাজ্যেন নাস্তি মে কার্য্যং কিং করিষ্যামি সীতয়া।
কুম্ভকর্ণবিহীনস্য জীবিতে নাস্তি মে মতিঃ ॥ ১৭
যদ্যহং ভ্রাতৃহন্তারং ন হন্মি যুধি রাঘবম্‌।
ননু মে মরণং শ্রেয়ো ন চেদং ব্যর্থজীবিতম্‌ ॥ ১৮
অদ্যৈব তং গমিষ্যামি দেশং যত্রানুজো মম।
ন হি ভ্রাতৄন্‌ সমুৎসৃজ্য ক্ষণং জীবিতুমুৎসহে ॥ ১৯
দেবা হি মাং হসিষ্যন্তি দৃষ্ট্বা পূর্ব্বাপকারিণম্‌।
কথমিন্দ্রং জয়িষ্যামি কুম্ভকর্ণ হতে ত্বয়ি ॥ ২০
তদিদং মামনুপ্রাপ্তং বিভীষণবচঃ শুভম্‌।
যদজ্ঞানান্ময়া তস্য ন গৃহীতং মহাত্মনঃ ॥ ২১
বিভীষণবচস্তাবৎ কুম্ভকর্ণপ্রহস্তয়োঃ।
বিনাশোঽয়ং সমুৎপন্নো মাং ব্রীড়য়তি দারুণঃ ॥ ২২
তস্যায়ং কর্ম্মণঃ প্রাপ্তো বিপাকো মম শোকদঃ।
যন্ময়া ধার্ম্মিকঃ শ্রীমান্‌ স নিরস্তো বিভীষণঃ ॥ ২৩

ইতি বহুবিধমাকুলান্তরাত্মা
কৃপণমতীব বিলপ্য কুম্ভকর্ণম্‌।
ন্যপতদপি দশাননো ভৃশার্ত্ত-
স্তমনুজমিন্দ্ররিপুং হতং বিদিত্বা ॥ ২৪

ইতি লঙ্কাকাণ্ডে অষ্টষষ্টিতমঃ সর্গঃ ॥ ৬৮ ॥

হইয়া দীনভাবে বিলাপ করত বলিলেন,—"হা বীর! হা বৈরিদর্পনাশন! হা মহাবল! হা কুম্ভকর্ণ! দৈবক্রমে তুমি আমাকে ফেলিয়া যমপুরে গিয়াছ! হা মহাবল! তুমি কেবলমাত্র শত্রুসৈন্যের প্রতাপবৃদ্ধি করত আমার এবং বান্ধবগণের শল্য উদ্ধরণ না করিয়াই আমাকে ফেলিয়া কোথায় যাইতেছ? হা বীর! হায়, আমি যে দক্ষিণ হস্তকে আশ্রয় করিয়া সুরাসুরকেও ভয় করিতাম না, আজ আমার সেই বাহু পতিত হওয়ায় আমিও লুপ্তপ্রায় হইলাম। ৬—১২। হায়! যে কালাগ্নির ন্যায় বীর,—দেব-দানবগণেরও দর্প চূর্ণ করিয়াছিলেন, অদ্য রাঘব কিরূপে তাঁহাকে সমরে নিহত করিল? হায়! বজ্র দ্বারা আহত হইয়াও যাঁহার কিছুমাত্র পীড়া হইত না, সেই বীর আজ কিরূপে রামের শরে পীড়িত হইয়া মৃত্তিকায় শয়ন করিলেন! হায়! ঐ দেখ, ঋষিগণের সহিত বিমানস্থ দেবগণ তোমাকে সমরে নিহত দেখিয়া হর্ষে আনন্দধ্বনি করিতেছে। অদ্য বানরগণ অবসর পাইয়া নিশ্চয়ই সানন্দে লঙ্কাদ্বার এবং দুর্গের উপর আরোহণ করিবে। আমার রাজ্যে আর আবশ্যক কি এবং সীতাকে লইয়াই বা আর কি করিব? কেননা, কুম্ভকর্ণশূন্য হইয়া আর বাঁচিতে ইচ্ছা নাই। আমি যদি সেই ভ্রাতৃঘাতী রামকে সমরে নিহত করিতে না পারি, তাহা হইলে অনর্থক এই দেহভার বহন করা অপেক্ষা আমার মরণই ভাল। ১৩—১৮। আমি ভ্রাতৃবিহীন হইয়া ক্ষণমাত্রও বাঁচিয়া থাকিতে পারিব না; সুতরাং যে স্থানে ভ্রাতা কুম্ভকর্ণ শয়ন করিয়াছেন, আমি এখনই তথায় যাই। হা কুম্ভকর্ণ! আমি পূর্ব্বে দেবগণের অনেক অপকার করিয়াছি, কিন্তু আজ তুমি নিহত হওয়ায় আমি ইন্দ্রকে জয় করিতে না পারিলে, দেবতাগণ আমাকে বিদ্রূপ করিবে। হায়! আমি অজ্ঞানতা বশতঃ মহাত্মা বিভীষণের যে কল্যাণকর উপদেশ সকল শুনি নাই, আজ তাহার পরিণাম উপস্থিত হইল। হায়! কুম্ভকর্ণ এবং প্রহস্তের বিনাশ বশত এক্ষণে স্মৃতিপথে উপস্থিত হইয়া সেই বিভীষণ-বাক্য আমাকে যার পর নাই লজ্জিত করিতেছে। হায়! আমি ধার্ম্মিক শ্রীমান্‌ বিভীষণকে যে দূরীভূত করিয়াছি, আজ সেই নিদারুণ কার্য্যের শোকপ্রদ পরিণাম উপস্থিত হইয়াছে।" ইন্দ্রশত্রু ভ্রাতা কুম্ভকর্ণকে নিহত জানিয়া দশানন শোককাতর হইয়া ব্যাকুলমনে এইরূপ বহুবিধ সকরুণ বিলাপ করত ভূতলে পতিত হইলেন। ১৯—২৪।

একোনসপ্ততিতমঃ সর্গঃ।

এবং বিলপমানস্য রাবণস্য দুরাত্মনঃ।
শ্রুত্বা শোকাভিভূতস্য ত্রিশিরা বাক্যমব্রবীৎ ॥ ১
এবমেব মহাবীর্য্যো হতো নস্তাতমধ্যমঃ।
ন তু সৎপুরুষা রাজন্ বিলপন্তি যথা ভবান্ ॥ ২
নূনং ত্রিভুবনস্যাপি পর্য্যাপ্তস্ত্বমসি প্রভো।
স কস্মাৎ প্রাকৃত ইব শোচস্যাত্মানমীদৃশম্ ॥ ৩
ব্রহ্মদত্তাস্তি তে শক্তিঃ কবচং সায়কো ধনুঃ।
সহস্রখরসংযুক্তো রথো মেঘসমস্বনঃ ॥ ৪
ত্বয়াসকৃদ্বিশস্ত্রেণ বিশস্তা দেবদানবাঃ।
স সর্ব্বায়ুধসম্পন্নো রাঘবং শাস্তুমর্হসি ॥ ৫
কামং তিষ্ঠ মহারাজ নির্গমিষ্যাম্যহং রণে।
উদ্ধরিষ্যামি তে শত্রূন্ গরুড়ঃ পন্নগানিব ॥ ৬
শম্বরো দেবরাজেন নরকো বিষ্ণুনা যথা।
তথাদ্য শয়িতা রামো ময়া যুধি নিপাতিতঃ ॥ ৭
শ্রুত্বা ত্রিশিরসো বাক্যং রাবণো রাক্ষসাধিপঃ।
পুনর্জাতমিবাত্মানং মন্যতে কালচোদিতঃ ॥ ৮
শ্রুত্বা ত্রিশিরসো বাক্যং দেবান্তকনরান্তকৌ।
অতিকায়শ্চ তেজস্বী বভূবুর্যুদ্ধহর্ষিতাঃ ॥ ৯
ততোঽহমহমিত্যেব গর্জ্জন্তো নৈর্ঋতর্ষভাঃ।
রাবণস্য সুতা বীরাঃ শক্রতুল্যপরাক্রমাঃ ॥ ১০
অন্তরীক্ষগতাঃ সর্ব্বে সর্ব্বে মায়াবিশারদাঃ।
সর্ব্বে ত্রিদশদর্পঘ্নাঃ সর্ব্বে সমরদুর্ম্মদাঃ ॥ ১১
সর্ব্বে সুবলসম্পন্নাঃ সর্ব্বে বিস্তীর্ণকীর্ত্তয়ঃ।
সর্ব্বে সমরমাসাদ্য ন শ্রূয়ন্তে স্ম নির্জ্জিতাঃ ॥ ১২
দেবৈরপি সগন্ধর্ব্বৈঃ সকিন্নরমহোরগৈঃ।
সর্ব্বেঽস্ত্রবিদুষো বীরাঃ সর্ব্বে যুদ্ধবিশারদাঃ ॥ ১৩
সর্ব্বে প্রবরবিজ্ঞানাঃ সর্ব্বে লব্ধবরাস্তথা ॥ ১৪
স তৈস্তথা ভাস্করতুল্যদর্শনৈঃ
সুতৈর্বৃতঃ শত্রুবলশ্রিয়ার্দ্দনৈঃ।
ররাজ রাজা মঘবান্ যথামরৈ-
র্বৃতো মহাদানবদর্পনাশনৈঃ ॥ ১৫
স পুত্রান্ সম্পরিষ্বজ্য ভূষয়িত্বা চ ভূষণৈঃ।
আশীর্ভিশ্চ প্রশস্তাভিঃ প্রেষয়ামাস বৈ রণে ॥ ১৬
যুদ্ধোন্মত্তঞ্চ মত্তঞ্চ ভ্রাতরৌ চাপি রাবণঃ।
রক্ষণার্থং কুমারাণাং প্রেষয়ামাস সংযুগে ॥ ১৭
তেঽভিবাদ্য মহাত্মানং রাবণং লোকরাবণম্।
কৃত্বা প্রদক্ষিণঞ্চৈব মহাকায়াঃ প্রতস্থিরে ॥ ১৮

ঊনসপ্ততিতম সর্গ।

শোকাকুল দুরাত্মা রাবণের এই প্রকার বিলাপ-বাক্য সকল শুনিয়া ত্রিশিরা বলিলেন,—"মহারাজ! আপনি যেরূপ বলিলেন, তদ্রূপ গুণসম্পন্ন আমাদের মধ্যম তাত নিহত হইয়াছেন সত্য, কিন্তু সৎপুরুষগণ আপনার ন্যায় রোদন করেন না। প্রভো! আপনি কি জন্য সাধারণ লোকের ন্যায় আত্মাকে শোকাভিভূত করিতেছেন? আমরা নিশ্চয়ই জানি, এই ত্রিভুবনও আপনার নিকটে পর্য্যাপ্ত নহে। আপনার পিতামহ-দত্ত শক্তি, কবচ, বাণ, ধনু এবং মেঘের ন্যায় শব্দকারী সহস্রখর-সঞ্চালিত রথ বিদ্যমান আছে। আর আপনি যখন কোন প্রহরণ না লইয়াই অনেক-বার দেব দানবগণকে দমন করিয়াছেন, তখন এক্ষণে সর্ব্বপ্রকার প্রহরণ ধারণ করিলে, রাঘবকে জয় করিতে না পারিবেন কেন? ১—৫। মহারাজ! অথবা আপনি সবসুখে বিশ্রাম করুন; আমি গরুড়ের ন্যায় একাকীই যুদ্ধে যাইয়া সর্পগণের ন্যায় আপনার শত্রুগণকে সংহার করিব। দেব-রাজ শম্বরকে এবং বিষ্ণু নরকাসুরকে যেরূপ নিপাতিত করিয়াছিলেন, সেইরূপ আমিও রামকে রণস্থলে নিপাতিত করিয়া ভূতলশায়ী করিব। কাল-প্রেরিত রাক্ষসরাজ রাবণ ত্রিশিরার কথা শুনিয়া আপনাকে পুনর্জ্জাত বলিয়া মনে করিলেন এবং তেজস্বী অতিকায়, দেবান্তক ও নরান্তকও যুদ্ধার্থ হর্ষ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। পরে ইন্দ্রের ন্যায় বিক্রম-শালী রাক্ষসপ্রধান বীরবর রাবণতনয়েরা 'আমিই যাইব, আমিই যাইব' এরূপ গর্জ্জন করিতে আরম্ভ করি-লেন। তাঁহারা সকলেই অন্তরীক্ষগমনে সমর্থ, মায়া-বিশারদ, মহাবলশালী, ত্রিভুবনবিস্তৃতকীর্ত্তি, রণ-দুর্জ্জয় এবং দেবদর্পহারী। তাঁহাদের কাহাকেও কখন রণক্ষেত্রে কিন্নর, মহোরগ এবং গন্ধর্ব্বগণের সহিত দেবগণকর্ত্তৃকও পরাজিত হইতে কেহ কখন শ্রবণ করেন নাই। তাঁহারা সকলেই বিদ্বান্ বীর, রণকুশল, সুবিজ্ঞ এবং ব্রহ্মার নিকটে লব্ধবর। ৬—১৪। সেই সময়ে রাক্ষসরাজ সেই দিবাকরের ন্যায় প্রদীপ্ত-দেহ শত্রুবলবিমর্দ্দন বীরগণে পরিবেষ্টিত হইয়া দানবদর্পনাশন অমরগণে পরিবেষ্টিত ইন্দ্রের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। পরে দশানন পুত্রদিগকে আলিঙ্গন করত উত্তম অলঙ্কারে ভূষিত করিয়া প্রশস্ত আশীর্ব্বাদপূর্ব্বক যুদ্ধে পাঠাইলেন এবং রণভূমে কুমারগণের রক্ষার্থ মত্ত ও যুদ্ধোন্মত্ত-নামক ভ্রাতৃদ্বয়ও প্রেরিত হইল। ঐ উভয়ের অপর নাম মহোদর ও মহাপার্শ্ব। তখন সেই মহা-

সর্ব্বৌষধীভির্গন্ধৈশ্চ সমালভ্য মহাবলাঃ।
নির্জগ্মুর্নৈর্ঋতশ্রেষ্ঠাঃ ষড়েতে যুদ্ধকাঙ্ক্ষিণঃ ॥ ১৯
ত্রিশিরাশ্চাতিকায়শ্চ দেবান্তকনরান্তকৌ।
মহোদরমহাপার্শ্বৌ নির্জগ্মুঃ কালচোদিতাঃ ॥ ২০
ততঃ সুদর্শনং নাগং নীলজীমূতসন্নিভম্।
ঐরাবতকুলে জাতমারুরোহ মহোদরঃ ॥ ২১
সর্ব্বায়ুধসমাযুক্তস্তূণীভিশ্চাপ্যলঙ্কৃতঃ।
ররাজ গজমাস্থায় সবিতেবাস্তমূর্দ্ধনি ॥ ২২
হয়োত্তমসমাযুক্তং সর্ব্বায়ুধসমাকুলম্।
আরুরোহ রথশ্রেষ্ঠং ত্রিশিরা রাবণাত্মজঃ ॥ ২৩
ত্রিশিরা রথমাস্থায় বিররাজ ধনুর্দ্ধরঃ।
সবিদ্যুদুল্কঃ সজ্বালঃ সেন্দ্রচাপ ইবাম্বুদঃ ॥ ২৪
ত্রিভিঃ কিরীটৈস্ত্রিশিরাঃ শুশুভে স রথোত্তমে।
হিমবানিব শৈলেন্দ্রস্ত্রিভিঃ কাঞ্চনপর্ব্বতৈঃ ॥ ২৫
অতিকায়োঽতিতেজস্বী রাক্ষসেন্দ্রসুতস্তদা।
আরুরোহ রথশ্রেষ্ঠং শ্রেষ্ঠঃ সর্ব্বধনুষ্মতাম্ ॥ ২৬
সুচক্রাক্ষং সুসংযুক্তং সানুকর্ষং সকূবরম্।
তূণীবাণাসনৈর্দ্দীপ্তং প্রাসাসিপরিঘাকুলম্ ॥ ২৭
স কাঞ্চনবিচিত্রেণ কিরীটেন বিরাজতা।
ভূষণৈশ্চ বভৌ মেরুঃ প্রভাভিরিব ভাসয়ন্ ॥ ২৮
স ররাজ রথে তস্মিন্ রাজসূনুর্মহাবলঃ।
বৃতো নৈর্ঋতশার্দ্দূলৈর্বজ্রপাণিরিবামরৈঃ ॥ ২৯
হয়মুচ্চৈঃশ্রবঃপ্রখ্যং শ্বেতং কনকভূষণম্।
মনোজবং মহাকায়মারুরোহ নরান্তকঃ ॥ ৩০
গৃহীত্বা প্রাসমুল্কাভং বিররাজ নরান্তকঃ।
শক্তিমাদায় তেজস্বী গুহঃ শিখিগতো যথা ॥ ৩১
দেবান্তকঃ সমাদায় পরিঘং হেমভূষণম্।
পরিগৃহ্য গিরিং দোর্ভ্যাং বপুর্বিষ্ণোর্বিড়ম্বয়ন্ ॥ ৩২
মহাপার্শ্বো মহাতেজা গদামাদায় বীর্য্যবান্।
বিররাজ গদাপাণিঃ কুবের ইব সংযুগে ॥ ৩৩
তে প্রতস্থুর্মহাত্মানোঽমরাবত্যাং সুরা ইব।
তান্ গজৈশ্চ তুরঙ্গৈশ্চ রথৈশ্চাম্বুদনিঃস্বনৈঃ।
অনুজগ্মুর্মহাত্মানো রাক্ষসাঃ প্রবরায়ুধাঃ ॥ ৩৪
তে বিরেজুর্মহাত্মানঃ কুমারাঃ সূর্য্যবর্চ্চসঃ।
কিরীটিনঃ শ্রিয়া জুষ্টা গ্রহা দীপ্তা ইবাম্বরে ॥ ৩৫
প্রগৃহীতা বভৌ তেষাং বস্ত্রাণামাবলিঃ শিবা।
শরদভ্রপ্রতীকাশা হংসাবলিরিবাম্বরে ॥ ৩৬

কায় মহাবল রাক্ষসশ্রেষ্ঠগণও মহাবল লোকরাবণ রাবণকে প্রদক্ষিণপূর্ব্বক সর্ব্বৌষধি ও গন্ধ দ্বারা লিপ্তাঙ্গ হইয়া যুদ্ধকামনায় প্রস্থান করিলেন। ত্রিশিরা, অতিকায় দেবান্তক, নরান্তক, মহোদর ও মহাপার্শ্ব এই ছয়জন রাক্ষস যেন কালপ্রেরিত হইয়াই যুদ্ধে যাইতে উদ্যত হইলেন। মহোদর নীলমেঘের ন্যায় ঐরাবত কুলজাত একটী হস্তীর উপরে আরোহণ করিলেন। তূণ ও অস্ত্রজালে সমলঙ্কৃত সেই বীর হস্তিপৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া অস্তাচল-চূড়াবলম্বী তপনের ন্যায় শোভমান হইলেন। রাবণ-তনয় ত্রিশিরা বাজিরাজিকর্ত্তৃক সঞ্চালিত এবং সর্ব্বায়ুধ-শালী এক উত্তম রথে আরোহণ করিলেন। ধনুর্দ্ধারী ত্রিশিরা রথোপরি আরোহণ করিয়া বিদ্যুৎ, উল্কা-জ্বালা এবং ইন্দ্রচাপে ভূষিত মেঘের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। কাঞ্চনপর্ব্বতত্রয়ে গিরিবর হিমালয়ের যেরূপ শোভা হয়, রথস্থ ত্রিশিরার মস্তকত্রয়ে কনকময় কিরীটত্রয় দেদীপ্যমান হওয়ায় তাঁহারও সেইরূপ শোভা হইল। ধনুর্দ্ধরগণের শ্রেষ্ঠ রাবণতনয় তেজস্বী অতিকায় তূণ ও ধনু দ্বারা প্রদীপ্ত প্রাস ও অসি দ্বারা পরিপূরিত, শোভন চক্র, অক্ষ, অনুকর্ষ ও কূবরযুক্ত উত্তমাশ্ব-সংযোজিত এক রথে আরোহণ করিলেন। সেই বীর—কাঞ্চনচিত্রিত বিরাজমান কিরীট ও ভূষণসমূহে চতুর্দ্দিক্ উদ্ভাসিত করত মেরুর ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। ১৫—২৮। রাক্ষসশ্রেষ্ঠগণ সেই মহাবল-শালী রাজকুমারের চারিদিক্ পরিবেষ্টন করায়, তাঁহাকে দেবতা-পরিবৃত বাসবের ন্যায় বোধ হইতে লাগিল। রাক্ষস নরান্তক, উচ্চৈঃশ্রবার ন্যায় একটী শুভ্রবর্ণ কাঞ্চনভূষিত মনের ন্যায় দ্রুতগামী মহাকায় ঘোটকে আরোহণ করিলেন। তেজস্বী নরান্তক উল্কার ন্যায় প্রাস লইয়া, ময়ূরের পৃষ্ঠে সমারূঢ় শক্তিহস্ত স্কন্দের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। দেবান্তক একটী সুবর্ণভূষণ পরিঘ লইয়া, যেন সমুদ্র-মন্থনকালীন হস্তদ্বয়ে ধৃতমন্দর বিষ্ণুর অনুকরণ করিলেন। মহাতেজা বীর্য্যবান্ মহাপার্শ্ব, গদা লইয়া যুদ্ধে গদাপাণি কুবেরের ন্যায় শোভা ধারণ করিলেন। ২৯—৩৩। অমরাবতী হইতে দেবতাগণের ন্যায় সেই বীরগণও পুর হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া, প্রস্থান করিলেন। উৎকৃষ্ট অস্ত্রধারী মহাবল রাক্ষসগণ—তুরঙ্গ, মাতঙ্গ ও মেঘের ন্যায় শব্দকারী রথ সকলের সহিত সেই কুমারগণের অনুগামী হইল। তৎকালে সূর্য্যের ন্যায় দীপ্তিমান্ সেই কিরীটধারী মহাবল শ্রীমান্ রাজকুমারগণ, আকাশমধ্যস্থ উজ্জ্বল গ্রহগণের ন্যায় প্রকাশ পাইতে লাগিলেন। সেই কুমারগণকর্ত্তৃক পরিহিত শরদভ্রতুল্য শুভ্র বস্ত্রনিচয়কে নভোমণ্ডলস্থ

মরণং বাপি নিশ্চিত্য শত্রূণাং বা পরাজয়ম্।
ইতি কৃত্বা মতিং বীরাঃ সঞ্জগ্মুঃ সংযুগার্থিনঃ ॥ ৩৭
অগর্জ্জংশ্চ প্রণেদুশ্চ চিক্ষিপুশ্চাপি সায়কান্।
অগৃহ্ণংশ্চ মহাত্মানো নির্যাতা যুদ্ধদুর্ম্মদাঃ ॥ ৩৮
ক্ষ্বেড়িতাস্ফোটিতানাং বৈ সঞ্চচালেব মেদিনী।
রক্ষসাং সিংহনাদৈশ্চ সংস্ফোটিতমিবাম্বরম্ ॥ ৩৯
তেঽভিনিষ্ক্রম্য মুদিতা রাক্ষসেন্দ্রা মহাবলাঃ।
দদৃশুর্বানরানীকং সমুদ্যতশিলানগম্ ॥ ৪০
হরয়োঽপি মহাত্মানো দদৃশূ রাক্ষসং বলম্।
হস্ত্যশ্বরথসম্বাধং কিঙ্কিণীশতনাদিতম্ ॥ ৪১
নীলজীমূতসঙ্কাশং সমুদ্যতমহায়ুধম্।
দীপ্তানলরবিপ্রখ্যৈর্নৈর্ঋতৈঃ সর্ব্বতো বৃতম্ ॥ ৪২
তদ্দৃষ্ট্বা বলমায়াতং লব্ধলক্ষাঃ প্লবঙ্গমাঃ।
সমুদ্যতমহাশৈলাঃ সম্প্রণেদুর্মহুর্ম্মুহুঃ ॥ ৪৩
অমৃষ্যমাণা রক্ষাংসি প্রতিনর্দ্দন্ত বানরাঃ ॥ ৪৪

ততঃ সমুৎকৃষ্টরবং নিশম্য
রক্ষোগণা বানরযূথপানাম্।
অমৃষ্যমাণাঃ পরহর্ষমুগ্রং
মহাবলা ভীমতরং প্রণেদুঃ ॥ ৪৫

তে রাক্ষসবলং ঘোরং প্রবিশ্য হরিযূথপাঃ।
বিচেরুরুদ্যতৈঃ শৈলৈর্নগাঃ শিখরিণো যথা ॥ ৪৬
কেচিদাকাশমাবিশ্য কেচিদুর্ব্ব্যাং প্লবঙ্গমাঃ।
রক্ষঃসৈন্যেষু সংক্রুদ্ধাঃ কেচিদ্দ্রুমশিলায়ুধাঃ ॥ ৪৭
দ্রুমাংশ্চ বিপুলস্কন্ধান্ গৃহ্য বানরপুঙ্গবাঃ।
তদ্যুদ্ধমভবদ্ঘোরং রক্ষোবানরসঙ্কুলম্ ॥ ৪৮
তে পাদপশিলাশৈলৈশ্চক্রুর্বৃষ্টিমনুপমাম্।
বাণৌঘৈর্বার্য্যমাণাশ্চ হরয়ো ভীমবিক্রমাঃ ॥ ৪৯
সিংহনাদান্ বিনেদুশ্চ রণে রাক্ষসবানরাঃ।
শিলাভিশ্চূর্ণয়ামাসুর্যাতুধানান্ প্লবঙ্গমাঃ ॥ ৫০
নিজঘ্নুঃ সংযুগে ক্রুদ্ধাঃ কবচাভরণাবৃতান্।
কেচিদ্রথগতান বীরান গজবাজিগতানপি ॥ ৫১
নিজঘ্নুঃ সহসা বীরান যাতুধানান্ প্লবঙ্গমাঃ।
শৈলশৃঙ্গান্বিতাঙ্গাস্তে মুষ্টিভির্বান্তলোচনাঃ ॥ ৫২
চেলুঃ পেতুশ্চ নেদুশ্চ তত্র রাক্ষসপুঙ্গবাঃ।
রাক্ষসাশ্চ শরৈস্তীক্ষ্ণৈর্বিভিদুঃ কপিকুঞ্জরান্ ॥ ৫৩
শূলমুদ্গরখড়্গৈশ্চ জঘ্নুঃ প্রাসৈশ্চ শক্তিভিঃ।
অন্যোঽন্যং পাতয়ামাসুঃ পরস্পরজয়ৈষিণঃ ৫৪

হংসসমূহের ন্যায় বোধ হইতে লাগিল। পরে যুদ্ধাভিলাষী সেই রণদুর্ম্মদ মহাবলী বীরগণ 'হয় আমরা শত্রুগণকে পরাজিত করিব, নচেৎ স্বয়ংই যুদ্ধে প্রাণ পরিত্যাগ করিব' এইরূপ স্থির সঙ্কল্প করত নির্গত হইয়া গর্জ্জন, সিংহনাদ এবং বাণ গ্রহণ ও বাণবর্ষণ আরম্ভ করিলেন। তাঁহাদিগের ক্ষ্বেড়িত, আস্ফোটিত ও নিনাদ এবং অন্যান্য রাক্ষসগণের সিংহনাদে ধরিত্রী বিচলিতা এবং আকাশতল যেন বিদীর্ণ হইতে লাগিল। সেই মহাবল রাক্ষসেন্দ্রগণ সহর্ষে কিয়দ্দূর যাইয়া, সমুদ্যতশিলা-পর্ব্বতধারী বানর-সৈন্যগণকে দেখিতে পাইলেন। মহাবল বানর-গণও কিঙ্কিণীশত-নাদিত এবং হস্তী, অশ্ব ও রথশালিনী সেই রাক্ষসসেনাকে দেখিতে পাইল। প্রজ্বলিত অনল এবং সূর্য্যের ন্যায় দীপ্তিশালী রাক্ষসগণে পরিবেষ্টিত নীলমেঘতুল্য প্রতীয়মান উদ্যতাস্ত্র রাক্ষসসৈন্য দেখিয়া বানরগণ বৃহৎ বৃহৎ পর্ব্বতশৃঙ্গ উত্তোলনপূর্ব্বক লক্ষ্য স্থির রাখিয়া বারম্বার সিংহনাদ করিতে লাগিল। রাক্ষসগণও তাহাদের সেই শব্দ সহ্য না করিয়া প্রতিনাদ করিয়া উঠিল। সেই মহাবল রাক্ষসগণ বানরযূথপতিদিগের ভীম রব শুনিয়া শত্রুপক্ষের সেরূপ বিকট হর্ষ সহ্য করিতে না পারিয়া ভীমতর সিংহনাদ করিতে লাগিল। ৩৪—৪৫। পরে বানরযূথপতিগণ ঘোর রাক্ষসসেনামধ্যে প্রবেশপূর্ব্বক, শৃঙ্গবিশিষ্ট গিরিবরের ন্যায় পর্ব্বতহস্তে বিচরণ করিতে লাগিল। সেই বানরগণের মধ্যে কেহ শূন্যমার্গে উত্থিত হইল, কেহ পৃথিবীতে অবস্থান করিতে লাগিল এবং কেহ কেহ রাক্ষসসৈন্যের প্রতি ক্রুদ্ধ হইয়া বৃক্ষ ও পর্ব্বতরূপ প্রহরণ সকল ধারণ করত বিচরণ করিতে লাগিল। কোন কোন বানরপুঙ্গব বৃহৎস্কন্ধবৃক্ষ লইয়া যুদ্ধ আরম্ভ করিল? এইরূপে বানর ও রাক্ষসগণের তুমুল সঙ্কুল যুদ্ধ চলিতে লাগিল। সেই ভীমপরাক্রম বানরগণ আর্ত্তনাদ করত বৃক্ষ প্রস্তর এবং পর্ব্বত বর্ষণ করিতে আরম্ভ করিলে, রাক্ষসগণও বাণদ্বারা তাহাদিগের সেই শিলাদি বর্ষণ ব্যর্থ করিতে লাগিল। সেই সময়ে বানর ও রাক্ষসগণ পরস্পর মিলিত হইয়া যুগপৎ সিংহনাদ করিতে লাগিল। পরে বানরগণ ক্রুদ্ধ হইয়া অলঙ্কার ও কবচসংবৃত রাক্ষসগণকে যুদ্ধক্ষেত্রে শিলাঘাতে চূর্ণ-বিচূর্ণ করত নিহত করিতে লাগিল। কোন কোন বীর বানর—রথ, হস্তী এবং ঘোটকে সমারূঢ় বীরবর রাক্ষসগণকে অকস্মাৎ বিনাশ করিতে আরম্ভ করিল। তখন বানরগণের মুষ্টিপ্রহারে চক্ষু সকল নির্গত এবং পর্ব্বতশৃঙ্গ-বর্ষণে দেহ নিচিত হওয়ায় অনেকানেক রাক্ষসপুঙ্গব কাতর রব করত বিচলিত ও পতিত হইতে থাকিলে, রাক্ষসগণও শূল, মুদ্গর, খড়্গ, প্রাস ও শক্তি দ্বারা কপিকুঞ্জরগণকে বধ এবং

রিপুশোণিতদিগ্ধাঙ্গাস্তত্র বানররাক্ষসাঃ।
ততঃ শৈলৈশ্চ খড়্গৈশ্চ বিসৃষ্টৈর্হরিরাক্ষসৈঃ ॥ ৫৫
মুহূর্তেনাবৃতা ভূমিরভবচ্ছোণিতোক্ষিতা।
আসীদ্বসুমতী পূর্ণা তদা যুদ্ধমদান্বিতৈঃ ॥ ৫৬
আক্ষিপ্তাঃ ক্ষিপ্যমাণাশ্চ ভগ্নশৈলৈশ্চ বানরৈঃ।
পুনরঙ্গৈস্তদা চক্রুরাসন্না যুদ্ধমদ্ভুতম্ ॥ ৫৭
বানরান্ বানরৈরেব জঘ্নুস্তে নৈরৃতর্ষভাঃ।
রাক্ষসান্ রাক্ষসৈরেব জঘ্নুস্তে বানরা অপি ॥ ৫৮
আক্ষিপ্য চ শিলাঃ শৈলান্ জঘ্নুস্তে রাক্ষসাস্তদা।
তেষাঞ্চ ছিত্ত্বা শস্ত্রাণি জঘ্নূ রক্ষাংসি বানরাঃ ॥ ৫৯
নিজঘ্নুঃ শৈলশৃঙ্গৈশ্চ বিভিদুশ্চ পরস্পরম্।
সিংহনাদান্ বিনেদুশ্চ রণে রাক্ষসবানরাঃ ॥ ৬০
ছিন্নবর্ম্মতনুত্রাণা রাক্ষসা বানরৈর্হতাঃ।
রুধিরং প্রস্রুতাস্তত্র রসসারমিব দ্রুমাঃ ॥ ৬১
রথেন চ রথঞ্চাপি বারণেনাপি বারণম্।
হয়েন চ হয়ং কেচিন্নিজঘ্নুর্বানরা রণে ॥ ৬২
ক্ষুরপ্রৈরর্দ্ধচন্দ্রৈশ্চ ভল্লৈশ্চ নিশিতৈঃ শরৈঃ।
রাক্ষসা বানরেন্দ্রাণাং বিভিদুঃ পাদপান্ শিলাঃ ॥ ৬৩
বিকীর্ণৈঃ পর্ব্বতাগ্রৈশ্চ দ্রুমৈশ্ছিন্নৈশ্চ সংযুগে।
হতৈশ্চ কপিরক্ষোভির্দুর্গমা বসুধাভবৎ ॥ ৬৪
তে বানরা গর্ব্বিতহৃষ্টচেষ্টাঃ
সংগ্রামমাসাদ্য ভয়ং বিমুচ্য।
যুদ্ধং স্ম সর্ব্বে সহ রাক্ষসৈস্তে
নানাস্ত্রাশ্চক্রুরদীনসত্ত্বাঃ ॥ ৬৫
তস্মিন্ প্রবৃত্তে তুমুলে বিমর্দ্দে
প্রহৃষ্যমাণেষু বলীমুখেষু।
নিপাত্যমানেষু চ রাক্ষসেষু
মহর্ষয়ো দেবগণাশ্চ নেদুঃ ॥ ৬৬
ততো হয়ং মারুততুল্যবেগ-
মারুহ্য শক্তিং নিশিতাং প্রগৃহ্য।
নরান্তকো বানরসৈন্যমুগ্রং
মহার্ণবং মীন ইবাবিবেশ ॥ ৬৭
স বানরান্ সপ্তশতানি বীরঃ
প্রাসেন দীপ্তেন বিনির্ব্বিভেদ।
একঃ ক্ষণেনেন্দ্ররিপুর্মহাত্মা
জঘান সৈন্যং হরিপুঙ্গবানাম্ ॥ ৬৮
দদৃশুশ্চ মহাত্মানং হয়পৃষ্ঠপ্রতিষ্ঠিতম্।
চরন্তং হরিসৈন্যেষু বিদ্যাধরমহর্ষয়ঃ ॥ ৬৯

বাণধারা ছেদন করিতে লাগিল। এইরূপে শত্রুগণের রুধিরে দিগ্ধগাত্র এবং পরস্পর বিজয়াভিলাষী সেই বানর ও রাক্ষসগণ পরস্পর পরস্পরকে পাতিত করিতে লাগিল। শোণিতপরিপ্লুত রণভূমি বানর ও রাক্ষসগণ কর্তৃক নিক্ষিপ্ত প্রস্তর ও খড়্গাদি দ্বারা মুহূর্ত্তকালমধ্যে সমাচ্ছন্না হইয়া পড়িল। তৎকালে অরিমর্দ্দিত রণমত্ত রাক্ষসগণের বিকীর্ণ পর্ব্বতপ্রমাণ দেহে সমরাঙ্গণ পরিপূর্ণ হইল। ৪৬—৫৮। পর্ব্বতশৃঙ্গাদি যুদ্ধোপকরণ ভগ্ন হওয়ায় বানরগণকর্তৃক, বাহুযুগল দ্বারা নিক্ষিপ্ত ও ক্ষিপ্যমাণ রাক্ষসগণ হস্তপদাদি দ্বারা রাক্ষসদিগকে এবং রাক্ষসশ্রেষ্ঠগণ বানর দ্বারা বানরগণকে নিধন করিতে লাগিল। রাক্ষসগণ, বানরগণ কর্তৃক ক্ষিপ্ত শিলা ও শৈলসকল সবলে গ্রহণপূর্ব্বক তদ্দ্বারা বানরদিগকে এবং বানরগণও রাক্ষসগণের শস্ত্র সকল গ্রহণ করত তদ্দ্বারা রাক্ষসদিগকে নিহত করিতে লাগিল। এইরূপে সেই বানর ও রাক্ষসগণ পর্ব্বতশৃঙ্গাদি দ্বারা রণমধ্যে পরস্পর পরস্পরকে চূর্ণ-বিচূর্ণ ও নিহত করত সিংহনাদ করিতে লাগিল। বৃক্ষ হইতে যেরূপ নির্য্যাস (আটা) বাহির হয়, সেইরূপ বানরগণকর্তৃক হত, ছিন্নবর্ম্ম ও ভগ্নধনু নিশাচরগণের গাত্র হইতে রক্তস্রাব হইতে লাগিল। কোন কোন বানর সেই রণক্ষেত্রে রথ দ্বারা রথ, হস্তী দ্বারা হস্তী এবং অশ্ব দ্বারা অশ্বগণকে নিহত করিতে লাগিল। ৫৭—৬২। তখন বানরগণ শিলা ও বৃক্ষ দ্বারা রাক্ষসগণকে আঘাত করিতে থাকিলে রাক্ষসগণও বানরেন্দ্রগণের সেই শিলা ও বৃক্ষসকলকে সুতীক্ষ্ণ ক্ষুরপ্র, অর্দ্ধচন্দ্র ও ভল্ল দ্বারা কাটিয়া ফেলিতে লাগিল। সেই সময়ে বিকীর্ণ পর্ব্বত ও অস্ত্রচ্ছিন্ন বৃক্ষ এবং বানর ও রাক্ষসগণের মৃতদেহে রণভূমি দুর্গম হইয়া পড়িল। গর্ব্বিত ও হৃষ্টচিত্ত অদীনসত্ত্ব সমরাসক্ত বানরগণ, শিলাখণ্ডাদি বিবিধ প্রহরণ ধারণপূর্ব্বক নির্ভয়ে হৃদয়ে যুদ্ধক্ষেত্রে রাক্ষসগণের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিল। এইরূপে সেই ভীষণ যুদ্ধে বানরগণ প্রহৃষ্টচিত্তে রাক্ষসগণকে সংহার করিতে থাকিলে, মহর্ষি ও দেবগণ আনন্দধ্বনি করিতে লাগিলেন। পরে নরান্তক, বায়ুর ন্যায় বেগবান্ একটী অশ্বে আরোহণ করত সুতীক্ষ্ণ শক্তি গ্রহণ করিয়া মহাসমুদ্রে মৎস্যের ন্যায় উগ্র বানরসৈন্যমধ্যে প্রবেশ করিলেন। সেই ইন্দ্রশত্রু মহাবল বীরবর নরান্তক একাকীই ক্ষণকালমধ্যে দীপ্তিশালী প্রাস দ্বারা সপ্তশত বানরকে ভেদ করত অনেক বানরসৈন্যকে বধ করিলেন। বিদ্যাধর ও মহর্ষিগণ সেই অশ্বারোহী মহাবলশালী রাক্ষসকে অদ্ভুতরূপে বানর সৈন্যমধ্যে বিচরণ করিতে দেখিলেন।

স তস্য দদৃশে মার্গো মাংসশোণিতকর্দ্দমঃ।
পতিতৈঃ পর্ব্বতাকারৈর্বানরৈরভিসংবৃতঃ॥ ৭০
যাবত্তু ক্রমিতুং বুদ্ধিং চক্রুঃ প্লবগপুঙ্গবাঃ।
তাবদেতানতিক্রম্য নির্বিভেদ নরান্তকঃ॥ ৭১
দদাহ হরিসৈন্যানি বনানীব বিভাবসুঃ।
যাবদুৎপাটয়ামাসুর্বৃক্ষান্ শৈলান্ বনৌকসঃ॥ ৭২
তাবৎ প্রাসহতাঃ পেতুর্বজ্রকৃত্তা ইবাচলাঃ।
জ্বলন্তং প্রাসমুদ্যম্য সংগ্রামান্তে নরান্তকঃ॥ ৭৩
দিক্ষু সর্ব্বাসু বলবান্ বিচচার নরান্তকঃ।
প্রমৃদ্নন্ সর্ব্বতো যুদ্ধে প্রাবৃট্কালে যথানিলঃ॥ ৭৪
ন শেকুর্ধাবিতুং বীরা ন স্থাতুং স্পন্দিতুং কুতঃ।
উৎপতন্তং স্থিতং যান্তং সর্ব্বান্ বিব্যাধ বীর্য্যবান্॥ ৭৫
একেনান্তককল্পেন প্রাসেনাদিত্যতেজসা।
ভগ্নানি হরিসৈন্যানি নিপেতুর্ধরণীতলে॥ ৭৬
বজ্রনিষ্পেষসদৃশং প্রাসস্যাভিনিপাতনম্।
ন শেকুর্বানরাঃ সোঢ়ুং তে বিনেদুর্মহাস্বনম্॥ ৭৭
পততাং হরিবীরাণাং রূপাণি প্রচকাশিরে।
বজ্রভিন্নাগ্রকূটানাং শৈলানাং পততামিব॥ ৭৮

তিনি যে দিকে বিচরণ করিতে লাগিলেন, সেই দিকের পথ সকল মাংস ও রক্তে কর্দ্দমযুক্ত এবং পতিত পর্ব্বতপ্রমাণ বানরগণ দ্বারা পরিপূর্ণ হইতে লাগিল। বানরগণমধ্যে যাহারা যখনই পলাইতে ইচ্ছা করিতে লাগিল, নরান্তক তখনই তাঁহাদিগকে বধ করিতে লাগিলেন। ৬৯—৭১। বিভাবসুর বনদহনের ন্যায়, রাক্ষস নরান্তক এইরূপে বানরসৈন্যগণকে দগ্ধ করিতে লাগিলেন। সেই বানরগণের মধ্যে যাহারা যখনই বৃক্ষাদি উপড়াইতে উদ্যত হইতে লাগিল, তখনই তাহারা নরান্তকের প্রাস দ্বারা আহত হইয়া বজ্রহত পর্ব্বতের ন্যায় পতিত হইতে লাগিল। এইরূপে নরান্তক উজ্জ্বল প্রাস উদ্যত করিয়া বর্ষাকালে অনিলের ন্যায় রণভূমির চতুর্দিকে বিচরণ করত বানরগণকে সর্ব্বতোভাবে বিমর্দ্দিত করিতে লাগিলেন। সেই সময়ে সেই বানরগণের মধ্যে কেহই যুদ্ধে স্থির থাকিতে কিছু বলিতে বা পলায়ন করিতে পারিল না। কেননা সেই বীর্য্যবান্ নরান্তক,—উৎপতিত, স্থিত এবং গমনশীল প্রভৃতি সকল বানরকেই বাণাবদ্ধ করিতে লাগিলেন। যম এবং আদিত্যের ন্যায় তেজোবিশিষ্ট সেই নরান্তক একমাত্র প্রাস দ্বারা সমস্ত বানর সৈন্য ভগ্ন ও ভূপাতিত করিলেন। বানরগণ বজ্রনিষ্পেষতুল্য সেই প্রাসের আঘাত সহ্য করিতে না পারিয়া নিদারুণ চীৎকার করিতে লাগিল। সেই সময়ে পতিত বানর বীরগণের

যে তু পূর্ব্বং মহাত্মানঃ কুম্ভকর্ণেন পাতিতাঃ।
তে স্বস্থা বানরশ্রেষ্ঠাঃ সুগ্রীবমুপতস্থিরে॥ ৭৯
প্রেক্ষমাণঃ স সুগ্রীবো দদৃশে হরিবাহিনীম্।
নরান্তকভয়ত্রস্তাং বিদ্রবন্তীং যতস্ততঃ॥ ৮০
বিদ্রুতাং বাহিনীং দৃষ্ট্বা স দদর্শ নরান্তকম্।
গৃহীতপ্রাসমায়ান্তং হয়পৃষ্ঠপ্রতিষ্ঠিতম্॥ ৮১
দৃষ্ট্বোবাচ মহাতেজাঃ সুগ্রীবো বানরাধিপঃ।
কুমারমঙ্গদং বীরং শক্রতুল্যপরাক্রমম্।
গচ্ছৈনং রাক্ষসং বীরং যোঽসৌ তুরগমাস্থিতঃ।
ক্ষোভয়ন্তং হরিবলং ক্ষিপ্রং প্রাণৈর্বিযোজয়॥ ৮৩
স ভর্ত্তুর্বচনং শ্রুত্বা নিষ্পপাতাঙ্গদস্তদা।
অনীকান্মেঘসঙ্কাশাদংশুমানিব বীর্য্যবান্॥ ৮৪
শৈলসঙ্ঘাতসঙ্কাশো হরীণামুত্তমোঽঙ্গদঃ।
রত্নাঙ্গদসন্নদ্ধঃ সধাতুরিব পর্ব্বতঃ॥ ৮৫
নিরায়ুধো মহাতেজাঃ কেবলং নখদংষ্ট্রবান্।
নরান্তকমভিক্রম্য বালিপুত্রোঽব্রবীদ্বচঃ॥ ৮৬
তিষ্ঠ কিং প্রাকৃতৈরেভির্হরিভিস্তং করিষ্যসি।
অস্মিন্ বজ্রসমস্পর্শং প্রাসং ক্ষিপ মমোরসি॥ ৮৭
অঙ্গদস্য বচঃ শ্রুত্বা প্রচুক্রোধ নরান্তকঃ।

সেই সকল বজ্র দ্বারা ভিন্নাগ্র ভূপতিত গিরিসমূহের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল। ৭২—৭৮। পরে যে মহাবীর বানরপুঙ্গবগণ পূর্ব্বে কুম্ভকর্ণকর্তৃক নিপাতিত হইয়াছিলেন, তাঁহারা সুস্থ হইয়া সুগ্রীবের নিকটে গমন করিলেন এবং সুগ্রীবও নরান্তকভয়ে ভীত বানরবাহিনীকে চারিদিকে পলায়ন করিতে দেখিলেন। বানররাজ, আপন সেনাদলকে পলাইতে দেখিয়া, দূরে দৃষ্টিনিক্ষেপপূর্ব্বক দেখিলেন,—প্রাসধারী অশ্বারূঢ় নরান্তক আসিতেছে। তাহাকে দেখিয়াই মহাতেজা বানররাজ সুগ্রীব ইন্দ্রের তুল্য পরাক্রমশালী বীরবর কুমার অঙ্গদকে কহিলেন,—'যে অশ্বারূঢ় রাক্ষস, বানরসেনাগণকে সংক্ষোভিত করিতেছে, যাও, শীঘ্র ঐ বীর রাক্ষসকে বধ কর।" বীর্য্যবান্ অঙ্গদ রাজার কথা শুনিয়া, মেঘমালা হইতে সূর্য্যের ন্যায় বানরসৈন্য হইতে বাহির হইলেন। সেই সময়ে শৈলসঙ্ঘ তুল্য সেই বানরশ্রেষ্ঠ অঙ্গদ, অঙ্গদযুগল ধারণ করত ধাতুমান্ পর্ব্বতের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। কেবল নখ এবং দন্ত ছাড়া, অন্য অস্ত্রশস্ত্রহীন মহাতেজা বালিনন্দন অঙ্গদ নরান্তকের নিকটে উপস্থিত হইয়া কহিলেন;—"স্থির হও, এই ইতর বানরগণকে মারিয়া কি হইবে? ঐ বজ্রস্পর্শ প্রাস আমার বক্ষঃস্থলে নিক্ষেপ কর।"

সন্দশ্য দশনৈরোষ্ঠং নিশ্বস্য চ ভুজঙ্গবৎ।
আভিগম্যাঙ্গদং ক্রুদ্ধো বালিপুত্রং নরান্তকঃ॥ ৮৮

স প্রাসমাবিধ্য তদাঙ্গদায়
সমুজ্জ্বলন্তং সহসোৎসসর্জ্জ।
স বালিপুত্রোরসি বজ্রকল্পে
বভূব ভগ্নো ন্যপতচ্চ ভূমৌ॥ ৮৯
তং প্রাসমালোক্য তদা বিভগ্নং
সুপর্ণকৃত্তোরগভোগকল্পম্।
তলং সমুদ্যম্য স বালিপুত্র-
স্তুরঙ্গমস্যাভিজঘান মূর্দ্ধ্নি॥ ৯০
নিমগ্নপাদঃ স্ফুটিতাক্ষিতারো
নিষ্ক্রান্তজিহ্বোঽচলসন্নিকাশঃ।
স তস্য বাজী নিপপাত ভূমৌ
তলপ্রহারেণ বিকীর্ণমূর্দ্ধা॥ ৯১
নরান্তকঃ ক্রোধবশং জগাম
হতং তুরঙ্গং পতিতং সমীক্ষ্য।
স মুষ্টিমুদ্যম্য মহাপ্রভাবো
জঘান শীর্ষে যুধি বালিপুত্রম্॥ ৯২
অথাঙ্গদো মুষ্টিবিশীর্ণমূর্দ্ধা
সুস্রাব তীব্রং রুধিরং ভৃশোষ্ণম্।
মুহুর্বিজজ্বাল মুমোহ চাপি
সংজ্ঞাং সমাসাদ্য বিসিস্ময়ে চ॥ ৯৩
অথাঙ্গদো মৃত্যুসমানবেগং
সংবর্ত্ত্য মুষ্টিং গিরিশৃঙ্গকল্পম্।
নিপাতয়ামাস তদা মহাত্মা
নরান্তকস্যোরসি বালিপুত্রঃ॥ ৯৪
স মুষ্টিনির্ভিন্ননিমগ্নবক্ষা
জ্বালা বমন্ শোণিতদিগ্ধগাত্রঃ।
নরান্তকো ভূমিতলে পপাত
যথাচলো বজ্রনিপাতভগ্নঃ॥ ৯৫
তদান্তরিক্ষে ত্রিদশোত্তমানাং
বনৌকসাঞ্চৈব মহাপ্রণাদঃ।
বভূব তস্মিন্নিহতেঽগ্র্যবীর্য্যে
নরান্তকে বালিসুতেন সংখ্যে॥ ৯৬
অথাঙ্গদো রামমনঃপ্রহর্ষণং
সুদুষ্করং তং কৃতবান্ হি বিক্রমম্।
বিসিস্মিয়ে সোঽপ্যথ ভীমকর্ম্মা
পুনশ্চ যুদ্ধে স বভূব হর্ষিতঃ॥ ৯৭
ইতি লঙ্কাকাণ্ডে একোনসপ্ততিতমঃ সর্গঃ॥ ৬৯

সপ্ততিতমঃ সর্গঃ।

নরান্তকং হতং দৃষ্ট্বা চুক্রুশুর্নৈর্ঋতর্ষভাঃ।
দেবান্তকস্ত্রিমূর্দ্ধা চ পৌলস্ত্যশ্চ মহোদরঃ॥ ১
আরূঢো মেঘসঙ্কাশং বারণেন্দ্রং মহোদরঃ।

অঙ্গদের কথা শুনিয়া নরান্তক অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইলেন এবং কোপে সর্পবৎ নিশ্বাস পরিত্যাগপূর্ব্বক দন্ত দ্বারা ওষ্ঠ দংশন করত বালিনন্দন অঙ্গদের নিকটবর্ত্তী হইয়া সমুজ্জ্বল প্রাস উদ্যত করিয়া নিক্ষেপ করিলে, সেই অস্ত্র বালিপুত্রের বজ্রতুল্য বক্ষঃস্থলে পতিত হইয়া ভগ্ন এবং ভূপতিত হইল। ৭৯—৮৯। সুবর্ণময় সর্পফণার তুল্য সেই প্রাসকে ভগ্ন হইতে দেখিয়া, বালিনন্দন নরান্তকের অশ্বসমূহকে তলপ্রহার করিলে, সেই গিরিতুল্য অশ্বের পদচতুষ্টয় ভগ্ন, নয়নতারা স্ফুটিত, জিহ্বা নিষ্ক্রান্ত এবং মস্তক বিশীর্ণ হইয়া ভূমিতলে নিপতিত হইল। অশ্বকে নিহত ও ভূপতিত দেখিয়া, মহাপ্রভাব নরান্তক অত্যন্ত কোপ সহকারে মুষ্টি উদ্যত করিয়া বালিনন্দনের মাথায় আঘাত করিলেন। সেই প্রহারে অঙ্গদের মস্তক বিশীর্ণ হইল এবং তাহা হইতে উষ্ণ রক্ত বাহির হইতে লাগিল, তখন অঙ্গদ মূর্চ্ছিত হইলেন। কিন্তু ক্ষণকাল পরে চেতনা লাভ করত একান্ত বিস্মিত ও কোপে দ্বিগুণ প্রজ্বলিত হইয়া উঠিলেন। পরে সেই মহাবল বালিনন্দন অঙ্গদ, নরান্তকের বক্ষঃস্থলে যমের ন্যায় মহাবেগশালী গিরিশৃঙ্গতুল্য মুষ্টি দ্বারা প্রহার করিলেন। সেই মুষ্টিপ্রহারে বক্ষঃস্থল ভিন্ন ও নিমগ্ন হইল,—এবং নিশাচর নরান্তকও অভিঘাতোত্থ জ্বালা বমন করত রক্তাক্তদেহে ভূতলে পতিত হইলেন। সেই যুদ্ধস্থলে বালিনন্দন-কর্ত্তৃক উগ্রবীর্য্য রাক্ষস নরান্তক নিহত হইলে, আকাশে দেবগণের এবং রণক্ষেত্রে বানরগণের সুমহৎ আনন্দধ্বনি সমুত্থিত হইল। এইরূপে ভীমকর্ম্মা অঙ্গদ, রামচন্দ্রের আহ্লাদজনক তাদৃশ দুষ্কর বিক্রম প্রকাশ করিয়া, নিজেই বিস্ময়াবিষ্ট হইলেন এবং আনন্দে পুনর্ব্বার সমরার্থ উৎসাহ প্রকাশ করিতে লাগিলেন ৯০—৯৭।

সপ্ততিতম সর্গ।

নরান্তককে নিহত দেখিয়া,—দেবান্তক, ত্রিশিরা এবং পৌলস্ত্য মহোদর, এই রাক্ষসপুঙ্গবত্রয় অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইলেন। বেগবান মহোদর মেঘতুল্য বারণ-

বালিপুত্রং মহাবীর্য্যমভিদুদ্রাব বেগবান্ ॥ ২
ভ্রাতৃর্ব্যসনসন্তপ্তস্তদা দেবান্তকো বলী।
আদায় পরিঘং ঘোরমঙ্গদং সমভিদ্রবৎ ॥ ৩
রথমাদিত্যসঙ্কাশং যুক্তং পরমবাজিভিঃ।
আস্থায় ত্রিশিরা বীরো বালিপুত্রমথাভ্যগাৎ ॥ ৪
স ত্রিভির্দেবদর্পঘ্নৈ রাক্ষসেন্দ্রৈরভিদ্রুতঃ।
বৃক্ষমুৎপাটয়ামাস মহাবিটপমঙ্গদঃ ॥ ৫
দেবান্তকায় তং বীরশ্চিক্ষেপ সহসাঙ্গদঃ।
মহাবৃক্ষং মহাশাখং শক্রো দীপ্তামিবাশনিম্ ॥ ৬
ত্রিশিরাস্তং প্রচিচ্ছেদ শরৈরাশীবিষোপমৈঃ।
স বৃক্ষং কৃত্তমালোক্য উৎপপাত তদাঙ্গদঃ ॥ ৭
স ববর্ষ ততো বৃক্ষান্ শিলাশ্চ কপিকুঞ্জরঃ।
তান্ প্রচিচ্ছেদ সংক্রুদ্ধস্ত্রিশিরা নিশিতৈঃ শরৈঃ ॥ ৮
পরিঘাগ্রেণ তান্ বৃক্ষান্ বভঞ্জ স মহোদরঃ।
ত্রিশিরাশ্চাঙ্গদং বীরমভিদুদ্রাব সায়কৈঃ ॥ ৯
গজেন সমভিক্রম্য বালিপুত্রং মহোদরঃ।
জঘানোরসি সংক্রুদ্ধস্তোমরৈর্বজ্রসন্নিভৈঃ ॥ ১০
দেবান্তকশ্চ সংক্রুদ্ধঃ পরিঘেণ তদাঙ্গদম্।
উপগম্যাভিহত্যাশু ব্যপচক্রাম বেগবান্ ॥ ১১
স ত্রিভির্নৈঋতশ্রেষ্ঠৈর্যুগপৎ সমভিদ্রুতঃ।
ন বিব্যথে মহাতেজা বালিপুত্রঃ প্রতাপবান্ ॥ ১২
স বেগবান্ মহাবেগং কৃত্বা পরমদুর্জ্জয়ঃ।
তলেন সমভিদ্রুত্য জঘানাস্য মহাগজম্।
পেততুর্নয়নে তস্য বিননাদ স কুঞ্জরঃ ॥ ১৩
বিষাণঞ্চাস্য নিষ্কৃষ্য বালিপুত্রো মহাবলঃ।
দেবান্তকমভিদ্রুত্য তাড়য়ামাস সংযুগে ॥ ১৪
স বিহ্বলস্তু তেজস্বী বাতোদ্ধূত ইব দ্রুমঃ।
লাক্ষারসসবর্ণঞ্চ সুস্রাব রুধিরং মুখাৎ ॥ ১৫
অথাশ্বাস্য মহাতেজাঃ কৃচ্ছ্রাদ্দেবান্তকো বলী।
আবিধ্য পরিঘং বেগাদাজঘান তদাঙ্গদম্ ॥ ১৬
পরিঘাভিহতশ্চাপি বানরেন্দ্রাত্মজস্তদা।
জানুভ্যাং পতিতো ভূমৌ পুনরেবোৎপপাত হ ॥ ১৭
তমুৎপতন্তং ত্রিশিরাস্ত্রিভির্বাণৈরজিহ্মগৈঃ।
ঘোরৈর্হরিপতেঃ পুত্রং ললাটেঽভিজঘান হ ॥ ১৮
ততোঽঙ্গদং পরিক্ষিপ্তং ত্রিভির্নৈঋতপুঙ্গবৈঃ।
হনুমানথ বিজ্ঞায় নীলশ্চাপি প্রতস্থতুঃ ॥ ১৯
ততশ্চিক্ষেপ শৈলাগ্রং নীলস্ত্রিশিরসে তদা।

রথে সমারূঢ় হইয়া বালিনন্দন বীর্য্যবান্ অঙ্গদের প্রতি ধাবিত হইলেন। বলবান্ দেবান্তক ভ্রাতৃবধে একান্ত সন্তপ্ত হইয়া ঘোরতর পরিঘ গ্রহণপূর্ব্বক অঙ্গদাভিমুখে ধাবমান হইলেন। বীর ত্রিশিরা উত্তমাশ্বনিচয়দ্বারা সঞ্চালিত সূর্য্যতুল্য রথে আরোহণ করিয়া বালিতনয়ের সম্মুখে গমন করিলেন। তখন অঙ্গদ দেবদর্পনাশন রাক্ষসেন্দ্রগণ কর্তৃক এইরূপে আক্রান্ত হইয়া একটী বিপুল শাখাপ্রশাখাযুক্ত বৃহৎ বৃক্ষ উৎপাটনপূর্ব্বক দেবরাজ যেরূপ বজ্র নিক্ষেপ করেন, সেইরূপ দেবান্তককে লক্ষ্য করিয়া সেই মহাশাখাবিশিষ্ট মহাবৃক্ষকে নিক্ষেপ করিলে ত্রিশিরা বিষধরসর্পতুল্য বাণসকলদ্বারা তাহা কাটিয়া ফেলিলেন। তখন কপি কুঞ্জর অঙ্গদ সেই বৃক্ষকে ছিন্ন হইতে দেখিয়া ঊর্দ্ধে লম্ফপ্রদানপূর্ব্বক পর্ব্বত এবং বৃক্ষ বর্ষণ করিতে থাকিলেন; কিন্তু ত্রিশিরা ক্রুদ্ধ হইয়া শাণিত বাণদ্বারা সেই সমস্ত বৃক্ষ ছেদন করিতে লাগিলেন। ১—৮। অন্য দিক্ হইতে মহোদরও পরিঘাগ্রে সেই বৃক্ষ সকল ছেদন করিতে প্রবৃত্ত হওয়ায় ত্রিশিরা অবসর পাইয়া বাণ বর্ষণ করিতে করিতে বীর বালিনন্দনের প্রতি ধাবিত হইলেন। গজারূঢ় মহোদরও তদভিমুখে ধাবিত হইয়া সক্রোধে বজ্রসন্নিভ তোমর দ্বারা অঙ্গদের বক্ষঃস্থলে প্রহার করিলেন। বেগবান দেবান্তক কোপভরে সমাগত হইয়া পরিঘ দ্বারা সত্বর অঙ্গদকে প্রহারপূর্ব্বক, স্থানান্তরে গমন করিলেন। কিন্তু সেই মহাতেজস্বী প্রতাপবান্ পরম দুর্জ্জয় বালিনন্দন, তিনটী রাক্ষসবরকর্তৃক যুগপৎ আক্রান্ত হইয়াও, কিছুমাত্র ব্যথিত হইলেন না; অধিকন্তু সুমহৎ বেগসহকারে মহোদরের হস্তীর মাথায় তলপ্রহার করিলে, সেই তলপ্রহারেই হস্তিরাজের নয়নদ্বয় পতিত হইল; তখন সেই হস্তী ভীষণ চীৎকার করিতে লাগিল। পরে মহাবল বালিনন্দন, হস্তীর দন্ত উপড়াইয়া লইয়া, দেবান্তকের প্রতি ধাবিত হইয়া তদ্দ্বারা তাঁহাকে রণমধ্যে সন্তাড়িত করিলে, সেই তেজস্বী বাতোদ্ধূত বৃক্ষের ন্যায় বিহ্বল হইয়া লাক্ষারসতুল্য রক্ত বমন করিতে লাগিলেন। পরে সেই মহাতেজস্বী বলশালী দেবান্তক, বহুকষ্টে আশ্বস্ত হইয়া অঙ্গদের বক্ষঃস্থলে পরিঘদ্বারা প্রহার করিলেন। বানরেন্দ্রনন্দন পরিঘদ্বারা আহত হইয়া জানুদ্বয় দ্বারা ভূতল আশ্রয় করত তৎক্ষণাৎ উত্থিত হইলেন। হরিরাজ-কুমারের উত্থানকালেই, ত্রিশিরা তিনটী কুটিলগামী ভীষণ বাণদ্বারা তাঁহার ললাটদেশে প্রহার করিলেন। তখন অঙ্গদকে তিনজন রাক্ষসশ্রেষ্ঠ কর্তৃক আক্রান্ত দেখিয়া, হনুমান্ এবং নীল তাঁহার নিকটবর্ত্তী হইলেন। পরে নীল, ত্রিশিরাকে লক্ষ্য করিয়া একটী গিরিশিখর

তদ্রাবণসুতো ধীমান্ বিচ্ছেদ নিশিতৈঃ শরৈঃ ॥ ২০
তদ্বাণশতনির্ভিন্নং বিদারিতশিলাতলম্।
সবিস্ফুলিঙ্গং সজ্বালং নিপপাত গিরেঃ শিরঃ ॥ ২১
স বিজৃম্ভিতমালোক্য হর্ষাদ্দেবান্তকো বলী।
পরিঘেণাভিদুদ্রাব মারুতাত্মজমাহবে ॥ ২২
তমাপতন্তমুৎপত্য হনুমান্ কপিকুঞ্জরঃ।
আজঘান তদা মূর্দ্ধ্নি বজ্রকল্পেন মুষ্টিনা ॥ ২৩
শিরসি প্রাহরদ্বীরস্তদা বায়ুসুতো বলী।
নাদেনাকম্পয়চ্চৈব রাক্ষসান্ স মহাকপিঃ ॥ ২৪
স মুষ্টিনিষ্পিষ্টবিকীর্ণমূর্দ্ধা
নির্ব্বান্তদন্তাক্ষিবিলম্বিজিহ্বঃ।
দেবান্তকো রাক্ষসরাজসূনু-
র্গতাসুরুর্ব্ব্যাং সহসা পপাত ॥ ২৫
তস্মিন্ হতে রাক্ষসযোধমুখ্যে
মহাবলে সংযতি দেবশত্রৌ।
ক্রুদ্ধস্ত্রিশীর্ষা নিশিতাগ্রমুগ্রং
ববর্ষ নীলোরসি বাণবর্ষম্ ॥ ২৬
মহোদরস্তু সংক্রুদ্ধঃ কুঞ্জরং পর্ব্বতোপমম্।
ভূয়ঃ সমধিরুহ্যাশু কন্দরং রশ্মিবানিব ॥ ২৭
ততো বাণময়ং বর্ষং নীলস্যোপর্য্যপাতয়ৎ।
গিরৌ বর্ষং তড়িচ্চক্রচাপবানিব তোয়দঃ ॥ ২৮
ততঃ শরৌঘৈরভিবর্ষ্যমাণো
বিভিন্নগাত্রঃ কপিসৈন্যপালঃ।
নীলো বভূবাথ বিসৃষ্টগাত্রো
বিষ্টম্ভিতস্তেন মহাবলেন ॥ ২৯
ততস্তু নীলঃ প্রতিলব্ধসংজ্ঞঃ
শৈলং সমুৎপাট্য সবৃক্ষষণ্ডম্।
ততঃ সমুৎপত্য মহোগ্রবেগো
মহোদরস্তেন জঘান মূর্দ্ধ্নি ॥ ৩০
ততঃ স শৈলাভিনিপাতভগ্নো
মহোদরস্তেন সহ দ্বিপেন।
বিপোথিতো ভূমিতলে গতাসুঃ
পপাত বজ্রাভিহতো যথাদ্রিঃ ॥ ৩১
পিতৃব্যং নিহতং দৃষ্ট্বা ত্রিশিরাশ্চাপমাদদে।
হনুমন্তঞ্চ সংক্রুদ্ধো বিব্যাধ নিশিতৈঃ শরৈঃ ॥ ৩২
স বায়ুসূনুঃ কুপিতশ্চিক্ষেপ শিখরং গিরেঃ।
ত্রিশিরাস্তচ্ছরৈস্তীক্ষ্ণৈর্বিভেদ বহুধা বলী ॥ ৩৩
তদ্ব্যর্থং শিখরং দৃষ্ট্বা দ্রুমবর্ষং তদা কপিঃ।
বিসসর্জ্জ রণে তস্মিন্ রাবণস্য সুতং প্রতি ॥ ৩৪
তমাপতন্তমাকাশে দ্রুমবর্ষং প্রতাপবান্।
ত্রিশিরা নিশিতৈর্বাণৈশ্চিচ্ছেদ চ ননাদ চ ॥ ৩৫

ক্ষেপণ করিলে, ধীমান্ রাবণ-নন্দন শাণিত বাণ সকল দ্বারা তাহা কাটিয়া ফেলিলেন। সেই সময়ে একশত বাণ দ্বারা, সেই পর্ব্বতশৃঙ্গের শিলাতল বিদীর্ণ হওয়ায় তাহা স্ফুলিঙ্গ ও জ্বালামালার সহিত নিপতিত হইল। বলশালী দেবান্তক, রণমধ্যে ত্রিশিরার এতাদৃশ বিচেষ্টিত দেখিয়া, সানন্দে পরিঘহস্তে হনুমানের প্রতি ধাবিত হইলেন। তখন কপিকুঞ্জর হনুমান্ তাঁহাকে সমাগত দেখিয়া লম্ফপ্রদানপূর্ব্বক বজ্রবৎ মুষ্টি দ্বারা তাঁহার মস্তকে আঘাত করিলেন এবং সেই মহাকপি বলশালী বীর হনুমান্ এরূপ সিংহনাদ করিলেন যে, তাহাতে রাক্ষসগণ ভয়ে কম্পিত হইতে থাকিল। সেই মুষ্ট্যাঘাতে রাক্ষসরাজ-নন্দন দেবান্তকের মস্তক, পিষ্ট ও ভগ্ন, দন্ত ও অক্ষি নির্গত এবং জিহ্বা বিলম্বিত হইয়া পড়িল সুতরাং তিনিও গতাসু হইয়া হঠাৎ ভূমিতলে পড়িয়া গেলেন। ১—২৫। সেই রাক্ষসযোধপ্রধান মহাবল দেবশত্রু দেবান্তক, রণক্ষেত্রে নিহত হইলে ত্রিশিরা ক্রুদ্ধ হইয়া নীলের বক্ষঃস্থলে উগ্র ও ধারাল বাণ সকল বর্ষণ করিতে লাগিলেন। পরে মহোদর অত্যন্ত কোপান্বিত হইয়া, সূর্য্য যেরূপ মন্দরোপরি আরোহণ করেন, সেইরূপ আপন গিরিতুল্য হস্তীর উপরে পুনরায় আরোহণপূর্ব্বক, বিদ্যুৎ ও ইন্দ্রধনুসমন্বিত মেঘের পর্ব্বতোপরি বারিবর্ষণের ন্যায় নীলের বক্ষঃস্থলে বাণ বর্ষণ আরম্ভ করিলেন। সেই ভীমবেগশালী বানরসেনাপতি নীল, সেই মহাবলশালী কর্ত্তৃক মহোদর কর্ত্তৃক বাণনিকর-দ্বারা ক্ষতবিক্ষতাঙ্গ শ্লথগাত্র ও বীর্য্যহীন হইয়া পড়িলেন এবং ক্ষণকাল পরেই প্রকৃতিস্থ হইয়া, বৃক্ষ-খণ্ডের সহিত একটী শৈল উত্তোলনপূর্ব্বক উৎপতিত হইয়া তদ্দ্বারা মহোদরের মাথায় প্রহার করিলেন। মহোদরও সেই সশৈলনিপাত দ্বারা হস্তীর সহিত বিচূর্ণিত ও বিগতপ্রাণ হইয়া, বজ্রবিদারিত পর্ব্বতের ন্যায় ভূমিতলে পতিত ও বিপোথিত হইলেন। ২৬—৩১। পিতৃব্য মহোদরকে নিহত দেখিয়া ত্রিশিরা অত্যন্ত কোপান্বিত হইয়া ধনুর্ব্বাণ ধারণপূর্ব্বক ধারাল বাণসকল দ্বারা হনুমান্‌কে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন। তখন হনুমানও কুপিত হইয়া একটি গিরিশৃঙ্গ ক্ষেপণ করিলে, বলশালী ত্রিশিরা তীক্ষ্ণবাণসমূহদ্বারা তাহাকে বহুধা ছেদন করিয়া ফেলিলেন। সেই সমর-মধ্যে কপিবর হনুমান্ গিরিশৃঙ্গকে ব্যর্থ দেখিয়া রাবণ-নন্দনকে লক্ষ্য করত বৃক্ষসকল বর্ষণ করিতে আরম্ভ করিলে, প্রতাপশালী ত্রিশিরা, সেই বৃক্ষ সকলকে

হনুমাংস্তু সমুৎপত্য হয়ং ত্রিশিরসস্তদা।
বিদদার নখৈঃ ক্রুদ্ধো নাগেন্দ্রং মৃগরাড়িব ॥ ৩৬
অথ শক্তিং সমাদায় কালরাত্রিমিবান্তকঃ।
চিক্ষেপানিলপুত্রায় ত্রিশিরা রাবণাত্মজঃ ॥ ৩৭
দিবঃ ক্ষিপ্তামিবোল্কান্তাং শক্তিং ক্ষিপ্তামসঙ্গতাম্।
গৃহীত্বা হরিশার্দ্দূলো বভঞ্জ চ ননাদ চ ॥ ৩৮
তাং দৃষ্ট্বা ঘোরসঙ্কাশাং শক্তিং ভগ্নাং হনূমতা।
প্রহৃষ্টা বানরগণা বিনেদুর্জ্জলদা যথা ॥ ৩৯
ততঃ খড়্গং সমুদ্যম্য ত্রিশিরা রাক্ষসোত্তমঃ।
নিচখান তদা খড়্গং বানরেন্দ্রস্য বক্ষসি ॥ ৪০
খড়্গপ্রহারাভিহতো হনুমান মারুতাত্মজঃ।
আজঘান ত্রিমূর্দ্ধানং তলেনোরসি বীর্য্যবান্ ॥ ৪১
স তলাভিহতস্তেন স্রস্তহস্তায়ুধো ভুবি।
নিপপাত মহাতেজাস্ত্রিশিরাস্ত্যক্তচেতনঃ ॥ ৪২
স তস্য পততঃ খড়্গং সমাচ্ছিদ্য মহাকপিঃ।
ননাদ গিরিসঙ্কাশস্ত্রাসয়ন্ সর্ব্বরাক্ষসান্ ॥ ৪৩
অমৃষ্যমাণং তং ঘোষমুৎপপাত নিশাচরঃ।
উৎপত্য চ হনুমন্তং তাড়য়ামাস মুষ্টিনা ॥ ৪৪
তেন মুষ্টিপ্রহারেণ সঞ্চুকোপ মহাকপিঃ।
কুপিতশ্চ নিজগ্রাহ কিরীটে রাক্ষসর্ষভম্ ॥ ৪৫

স তস্য শীর্ষাণ্যসিনা সিতেন
কিরীটজুষ্টানি সকুণ্ডলানি।
ক্রুদ্ধঃ প্রচিচ্ছেদ সুতোঽনিলস্য
ত্বষ্টুঃ সুতস্যেব শিরাংসি শক্রঃ ॥ ৪৬
তান্যায়তাক্ষাণ্যগসন্নিভানি
প্রদীপ্তবৈশ্বানরলোচনানি।
পেতুঃ শিরাংসীন্দ্ররিপোর্ধরণ্যাং
জ্যোতীংষি মুক্তানি যথার্কমার্গাৎ ॥ ৪৭
তস্মিন্ হতে দেবরিপৌ ত্রিশীর্ষে
হনূমতা শক্রপরাক্রমেণ।
নেদুঃ প্লবঙ্গাঃ প্রচচাল ভূমী
রক্ষাংস্যথো দুদ্রুবিরে সমন্তাৎ ॥ ৪৮

হতং ত্রিশিরসং দৃষ্ট্বা যুদ্ধোন্মত্তং তথৈব চ।
হতৌ প্রেক্ষ্য দুরাধর্ষৌ দেবান্তকনরান্তকৌ ॥ ৪৯
চুকোপ পরমামর্ষী মত্তো রাক্ষসপুঙ্গবঃ।
জগ্রাহার্চ্চিষ্মতীঞ্চাপি গদাং সর্ব্বায়সীং তদা ॥ ৫০
হেমপট্টপরিক্ষিপ্তাং মাংসশোণিতফেনিলাম্।
বিরাজমানাং বিপুলাং শত্রুশোণিততর্পিতাম্ ॥ ৫১
তেজসা সম্প্রদীপ্তাগ্রাং রক্তমাল্যবিভূষিতাম্।
ঐরাবতমহাপদ্মসার্ব্বভৌমভয়াবহাম্ ॥ ৫২

ধারাল বাণসকলদ্বারা আকাশপথেই ছেদনপূর্ব্বক সিংহ-নাদ করিয়া উঠিলেন। তাহা দেখিয়া হনুমান্ লম্ফ-প্রদানপূর্ব্বক, মৃগরাজ যেরূপ হস্তীকে বিদারিত করে, সেইরূপ নখদ্বারা ত্রিশিরার অশ্বকে বিদারিত করিয়া ফেলিলেন। পরে রাবণনন্দন ত্রিশিরা যমের কালরাত্রি গ্রহণের ন্যায় শক্তি গ্রহণ করিয়া, বায়ুনন্দন হনুমানের প্রতি ক্ষেপণ করিলেন। হরিশার্দ্দূল হনুমান্ আকাশ হইতে নির্গত উল্কার ন্যায়, সেই অপ্রতিহত শক্তিকে ধারণপূর্ব্বক, ভাঙ্গিয়া ফেলিয়া সিংহনাদ করিতে লাগিলেন। সেই ভয়ঙ্করী শক্তিকে হনুমান্ কর্ত্তৃক ভগ্ন হইতে দেখিয়া, বানরগণ হর্ষে জলদগণের ন্যায় গর্জ্জিয়া উঠিল। ৩২—৩৯। পরে রাক্ষসোত্তম ত্রিশিরা খড়্গ সমুদ্যত করত, তদ্দ্বারা বানরেন্দ্র হনুমানের বক্ষঃ-স্থলে প্রহার করিলেন। বীর্য্যবান্ বায়ুনন্দন হনুমানও খড়্গপ্রহারে আহত হইয়া, ত্রিশিরার বক্ষঃস্থলে তল-প্রহার করিলেন এবং মহাতেজা ত্রিশিরাও সেই তল-প্রহারে স্খলিতাস্ত্র ও গতচেতন হইয়া ভূমিতলে পড়িয়া গেলেন। সেই রাক্ষস, পতিত হইবামাত্র গিরিতুল্য কপিবর হনুমান্ তাঁহার খড়্গ গ্রহণ করিয়া রাক্ষস-গণকে সন্ত্রাসিত করত সিংহনাদ করিয়া উঠিলে, রাক্ষস ত্রিশিরা সেই শব্দ সহ্য না করিয়া শীঘ্র গাত্রোত্থান-পূর্ব্বক, উৎপতিত হইয়া হনুমানকে মুষ্টিদ্বারা প্রহার করিলেন। মহাকপি হনুমান্ সেই মুষ্টিপ্রহারে অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইলেন এবং ক্রোধভরে সেই রাক্ষসশ্রেষ্ঠের কিরীট ধারণ করিলেন। পরে ইন্দ্র যেরূপ বায়ুনন্দনও, ক্রোধে সেই শাণিত অসিদ্বারা, তাঁহার কুণ্ডলালঙ্কৃত ও কিরীট-শোভিত মস্তকত্রয় কাটিয়া ফেলিলেন, তখন আকাশপথ হইতে জ্যোতিঃপিণ্ড সকল যেরূপ নিপতিত হয়, সেইরূপ সেই ইন্দ্রশত্রু নিশাচরের প্রদীপ্ত হুতা-শনবৎ আয়তলোচনান্বিত পর্ব্বততুল্য মস্তকত্রয় পৃথিবীতে পতিত হইল। এইরূপে ইন্দ্রের ন্যায় পরা-ক্রমশালী হনুমান্কর্ত্তৃক সেই দেবশত্রু ত্রিশিরা নিহত হইলে বসুমতী বিচলিতা হইলেন এবং বানরগণ সিংহ-নাদ করিয়া উঠিল; রাক্ষসগণও চতুর্দ্দিকে পলায়ন করিতে আরম্ভ করিল। ৪০—৪৮। ত্রিশিরা, মহোদর, এই অপর নামধারী যুদ্ধোন্মত্ত, এবং দুরাধর্ষ দেবান্তক ও নরান্তককে নিহত দেখিয়া, অমর্ষশালী রাক্ষসশ্রেষ্ঠ "মহাপার্শ্ব" এই অপর নামধারী মত্ত, অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া একটী লৌহময়ী দীপ্তিমতী গদা গ্রহণ করিলেন। যুগান্তকালীন-প্রজ্বলিত অগ্নিতুল্য ক্রুদ্ধ রাক্ষসশ্রেষ্ঠ মত্ত,—সেই হেমপট্ট-সমাচ্ছাদিত, মাংসশোণিতফেনিল

গদামাদায় সংক্রুদ্ধো মত্তো রাক্ষসপুঙ্গবঃ।
হরীন্ সমভিদুদ্রাব যুগান্তাগ্নিরিব জ্বলন্ ॥ ৫৩
অথর্ষভঃ সমুৎপত্য বানরো রাবণানুজম্।
মহাপার্শ্বমুপাগম্য তস্থৌ তস্যাগ্রতো বলী ॥ ৫৪
তং পুরস্তাৎ স্থিতং দৃষ্ট্বা বানরং পর্বতোপমম্।
আজঘানোরসি ক্রুদ্ধো গদয়া বজ্রকল্পয়া ॥ ৫৫
স তয়াভিহতস্তেন গদয়া বানরর্ষভঃ।
ভিন্নবক্ষাঃ সমাধূতঃ সুস্রাব রুধিরং বহু ॥ ৫৬
স সংপ্রাপ্য চিরাৎ সংজ্ঞামৃষভো বানরেশ্বরঃ।
ক্রুদ্ধো বিস্ফুরমাণোষ্ঠো মহাপার্শ্বমুদৈক্ষত ॥ ৫৭

স বেগবান্ বেগবদভ্যুপেত্য
তং রাক্ষসং বানরবীরমুখ্যঃ।
সংবর্ত্য মুষ্টিং সহসা জঘান
বাহ্বন্তরে শৈলনিকাশকল্পঃ ॥ ৫৮
স কৃত্তমূলঃ সহসেব বৃক্ষঃ
ক্ষিতৌ পপাত ক্ষতজোক্ষিতাঙ্গঃ।
তাং চাস্য ঘোরাং যমদণ্ডকল্পাং
গদাং প্রগৃহ্যাশু তদা ননাদ ॥ ৫৯
মুহূর্তমাসীৎ স গতাসুকল্পঃ
প্রত্যাগতাত্মা সহসা সুরারিঃ।
উৎপত্য সন্ধ্যাভ্রসমানবর্ণ-
স্তং বারিরাজাত্মজমাজঘান ॥ ৬০
স মূর্চ্ছিতো ভূমিতলে পপাত
মুহূর্তমাসাদ্য পুনঃ সসংজ্ঞঃ।
গদামেব তস্যাদ্রিবরাদ্রিকল্পাং
গদাং সমাদায় জঘান সংখ্যে ॥ ৬১
সা তস্য রৌদ্রা সমুপেত্য দেহং
[illegible] সর্বপ্রশত্রোঃ।
বিভেদ বক্ষঃ ক্ষতজস্য ভূরি
[illegible] ইবাদ্রিরাজঃ ॥ ৬২

অভিদুদ্রাব বেগেন গদাং তস্য মহাত্মনঃ।
তাং গৃহীত্বা গদাং ভীমামাবিধ্য চ পুনঃপুনঃ।
মত্তানীকং মহাপার্শ্বং স জঘান রণাজিরে ॥ ৬৩
স স্বয়া গদয়া ভগ্নো বিশীর্ণদশনেক্ষণঃ।
নিপপাত মহাপার্শ্বো বজ্রাহত ইবাচলঃ ॥ ৬৪
বিশীর্ণনয়নো ভূমৌ গতসত্ত্বো গতাসবঃ।
পতিতে রাক্ষসে তস্মিন্ বিদ্রুতং রাক্ষসাং বলম্ ॥ ৬৫
তস্মিন্ হতে ভ্রাতরি রাবণস্য
তন্নৈঋতানাং বলমর্ণবাভম্।

শক্রশোণিত-তর্পিত ঐরাবত মহাপদ্ম ও সার্বভৌম-নামক দিগ্‌গজগণের ভয়াবহ, রক্তমাল্য-চর্চিত ও তেজঃ প্রদীপ্ত বিরাজমান বিপুল গদা গ্রহণপূর্বক বানরগণের প্রতি ধাবিত হইলেন। পরে বলবান্ বানর ঋষভ উৎপতিত হইয়া রাবণানুজ মহাপার্শ্বের সমীপে আগমনপূর্বক, সম্মুখে অবস্থিত হইলেন। ৪৯—৫৪ মহাপার্শ্ব সেই গিরিতুল্য ঋষভকে সম্মুখে অবস্থান করিতে দেখিয়া বজ্রকল্প গদাদ্বারা বক্ষঃস্থলে আঘাত করিলেন। তৎকর্তৃক তাদৃশ গদা দ্বারা আহত হইয়া, সেই বানরশ্রেষ্ঠ কম্পিত হইলেন এবং তাঁহার বক্ষঃস্থল সন্তাড়িত হওয়ায়, তাহা হইতে বহু রক্তস্রাব হইতে লাগিল। পরে বানরযূথপতি ঋষভ বহু বিলম্বে চেতনা লাভ করত ক্রোধে ওষ্ঠ কম্পিত করিতে করিতে মহাপার্শ্বের প্রতি দৃষ্টি-নিক্ষেপ করিলেন। গিরিতুল্য সেই বেগবান্ বানর বীরাগ্রণী বেগ-সহকারে সহসা সমাগত হইয়া, মুষ্টি সমুদ্যত করিয়া রাক্ষস মহাপার্শ্বের বক্ষঃস্থলে আঘাত করায় সেই রাক্ষস রক্তপরিপ্লুতদেহে ছিন্নমূল-তরুর ন্যায় হঠাৎ ভূতলে পতিত হইলেন। তখন ঋষভ তাঁহার যমদণ্ডতুল্য ঘোর গদা লইয়া সিংহনাদ করিয়া উঠিলেন। সন্ধ্যাকালীন মেঘবৎ লোহিতকায় সেই রাক্ষস মহাপার্শ্ব মুহূর্তকাল মৃতবৎ অবস্থান করত সংজ্ঞা লাভ করিয়া উত্থিত হইলেন এবং বরুণ-নন্দন ঋষভকে এরূপ আঘাত করিলেন যে, তাহাতে সেই বীর মূর্চ্ছিত হইয়া, পৃথিবীতে পড়িয়া গেলেন। পরে ঋষভ মুহূর্তকাল পরেই সংজ্ঞা লাভ করিয়া পুনরায় উত্থিত হইয়াই, গিরিতুল্য তাঁহার গদা গ্রহণপূর্বক রাক্ষসকেই রণমধ্যে আহত করিলেন। সেই গদা,—দেবতা, যজ্ঞ এবং ব্রাহ্মণগণের শত্রু সেই রৌদ্রমূর্ত্তি রাক্ষসের গাত্রে ভয়ঙ্কররূপে পতিত হইয়া তাহার বক্ষঃস্থল ভেদ করিল; সেই ক্ষতস্থান হইতে শৈল-রাজের ধাতুপ্রবাহ-নিঃসরণের ন্যায় ভূরি ভূরি রক্তস্রাব হইতে লাগিল। পরে মহাবলশালী ঋষভ সেই মহা-বল রাক্ষসের তাদৃশী ভয়ঙ্করী গদা গ্রহণ করত বেগে ধাবমান হইয়া বারংবার সঞ্চালনপূর্বক রণমধ্যে মহাপার্শ্বকে পুনরায় ভীষণ আঘাত করিল। তখন সেই নিশাচর মহাপার্শ্ব স্বীয় গদা দ্বারাই আহত হইয়া, ভগ্নদেহ হইলেন,—তাহার নেত্রদ্বয় ও দন্ত-পংক্তি বিশীর্ণ হইয়া পড়িল; তখন তিনি আয়ুধ ও প্রাণহীন হইয়া বজ্রাহত পর্বতের ন্যায় ভূতলে পতিত হইলেন এবং তাঁহাকে নিহত দেখিয়া রাক্ষসবলও পলায়ন করিতে লাগিল। এইরূপে সেই রাবণভ্রাতা মহাপার্শ্ব নিহত হইলে, সেই সমুদ্রতুল্য রাক্ষস-সেনা

ত্যক্তায়ুধং কেবলজীবিতার্থং
দুদ্রাব ভিন্নার্ণবসন্নিকাশম্ ॥ ৬৬
ইতি লঙ্কাকাণ্ডে সপ্ততিতমঃ সর্গঃ ॥ ৭০ ॥

একসপ্ততিতমঃ সর্গঃ।

স্ববলং ব্যথিতং দৃষ্ট্বা তুমুলং লোমহর্ষণম্।
ভ্রাতৄংশ্চ নিহতান্ দৃষ্ট্বা শক্রতুল্যপরাক্রমান্ ॥ ১
পিতৃব্যৌ চাপি সন্দৃশ্য সমরে সন্নিপাতিতৌ।
যুদ্ধোন্মত্তঞ্চ মত্তঞ্চ ভ্রাতরৌ রাক্ষসোত্তমৌ ॥ ২
চুকোপ চ মহাতেজা ব্রহ্মদত্তবরো যুধি।
অতিকায়োঽদ্রিসঙ্কাশো দেবদানবদর্পহা ॥ ৩
স ভাস্করসহস্রস্য সঙ্ঘাতমিব ভাস্বরম্।
রথমারুহ্য শক্রারিরভিদুদ্রাব বানরান্ ॥ ৪
স বিস্ফার্য্য তদা চাপং কিরীটী মৃষ্টকুণ্ডলঃ।
নাম সংশ্রাবয়ামাস ননাদ চ মহাস্বনম্ ॥ ৫
তেন সিংহপ্রণাদেন নামবিশ্রাবণেন চ।
জ্যাশব্দেন চ ভীমেন ত্রাসয়ামাস বানরান্ ॥ ৬
তে দৃষ্ট্বা দেহমাহাত্ম্যং কুম্ভকর্ণোঽয়মুত্থিতঃ।
ভয়ার্ত্তা বানরাঃ সর্ব্বে সংশ্রয়ন্তে পরস্পরম্ ॥ ৭
তে তস্য রূপমালোক্য যথা বিষ্ণোস্ত্রিবিক্রমে।
ভয়াদ্বানরযূথাস্তে বিদ্রবন্তি ততস্ততঃ ॥ ৮
তেঽতিকায়ং সমাসাদ্য বানরা মূঢ়চেতসঃ।
শরণ্যং শরণং জগ্মুর্লক্ষ্মণাগ্রজমাহবে ॥ ৯
ততোঽতিকায়ং কাকুৎস্থো রথস্থং পর্ব্বতোপমম্।
দদর্শ ধন্বিনং দূরাদ্গর্জ্জন্তং কালমেঘবৎ ॥ ১০
স তং দৃষ্ট্বা মহাকায়ং রাঘবস্তু সুবিস্মিতঃ।
বানরান্ সান্ত্বয়িত্বা চ বিভীষণমুবাচ হ ॥ ১১
কোঽসৌ পর্ব্বতসঙ্কাশো ধনুষ্মান্ হরিলোচনঃ।
যুক্তে হয়সহস্রেণ বিশালে স্যন্দনে স্থিতঃ ॥ ১২
য এষ নিশিতৈঃ শূলৈঃ সুতীক্ষ্ণৈঃ প্রাসতোমরৈঃ।
অর্চ্চিষ্মদ্ভির্বৃতো ভাতি ভূতৈরিব মহেশ্বরঃ ॥ ১৩
কালজিহ্বাপ্রকাশাভির্য এষোঽভিবিরাজতে।
আবৃতো রথশক্তীভির্বিদ্যুদ্ভিরিব তোয়দঃ ॥ ১৪
ধনূংষি চাস্য সজ্জানি হেমপৃষ্ঠানি সর্ব্বশঃ।
শোভয়ন্তি রথশ্রেষ্ঠং শক্রচাপমিবাম্বরম্ ॥ ১৫
য এষ রক্ষঃশার্দ্দূলো রণভূমিং বিরাজয়ন্।
অভ্যেতি রথিনাং শ্রেষ্ঠো রথেনাদিত্যবর্চ্চসা ॥ ১৬
ধ্বজশৃঙ্গপ্রতিষ্ঠেন রাহুণাভিবিরাজতে।

অস্ত্র শস্ত্র পরিত্যাগ করিয়া কেবলমাত্র প্রাণরক্ষার নিমিত্তই উচ্ছলিত মহাসাগরের ন্যায় চতুর্দ্দিকে ছড়াইয়া পড়িল। ৫৫—৬৬।

একসপ্ততিতম সর্গ।

দেবদানবগণের দর্পহারী ব্রহ্মবর-দীপ্ত গিরিতুল্য মহাতেজস্বী অতিকায়, স্বীয় তুমুল লোমহর্ষণ সৈন্যগণকে ব্যথিত এবং ইন্দ্রতুল্য পরাক্রমশালী ভ্রাতৃগণকে নিহত ও রাক্ষসোত্তম যুদ্ধোন্মত্ত ও মত্তনামক পিতৃব্য ভ্রাতৃদ্বয়কে রণমধ্যে বিনিপাতিত দেখিয়া, অত্যন্ত কোপান্বিত হইলেন। পরে সেই ইন্দ্রশত্রু সূর্য্যসহস্রের সঙ্ঘাততুল্য দীপ্তিমান রথে আরোহণ করিয়া বানরগণের প্রতি ধাবমান হইলেন। সেই কুণ্ডলভূষিত কিরীটধারী বীর, ধনু বিস্ফারিত করিয়া আপন নাম উল্লেখ সহকারে ঘোররবে সিংহনাদ করিতে লাগিলেন। তখন তাঁহার সিংহনাদ, জ্যাশব্দ ও নাম শুনিয়া বানরগণ নিরতিশয় ত্রাসযুক্ত হইল এবং দেহমাহাত্ম্যদর্শনে 'পুনরায় কুম্ভকর্ণ উত্থিত হইয়াছে' এইরূপ বোধ করিয়া ভয়ে পরস্পর পরস্পরের আশ্রয় গ্রহণ করিতে লাগিল। বলিদলনকালীন বিষ্ণুর ত্রিবিক্রম মূর্ত্তির ন্যায়, তাঁহার রূপ দেখিয়াই, বানরযূথপতিগণ এদিক্ ওদিক্ পলাইতে আরম্ভ করিল সেই মূঢ়চিত্ত বানরগণ অতিকায়কে রণস্থলে দেখিয়াই শরণ্য লক্ষ্মণাগ্রজ রামের শরণ লইল। ১—৯। পরে কাকুৎস্থ রামচন্দ্র, দূর হইতে কালমেঘের ন্যায় শব্দায়মান সেই পর্ব্বত-প্রতিম রথস্থ ধনুর্দ্ধারী অতিকায়কে দেখিতে পাইলেন। রামচন্দ্র সেই মহাকায়কে দেখিয়াই বিস্মিত হইলেন এবং বানরগণকে সান্ত্বনা করত বিভীষণকে কহিলেন;—সিংহের ন্যায় লোচনশালী পর্ব্বতপ্রতিম ধনুর্দ্ধারী যে বীর সহস্র অশ্ব-সঞ্চালিত বিশাল রথে আরোহণ করিয়া আসিতেছে, এ কে? শাণিত শূল ও সুতীক্ষ্ণ প্রাস-মুদ্গরাদি দ্বারা পরিবেষ্টিত হওয়ায়, যে বীর ভূতগণপরিবেষ্টিত মহেশ্বরের ন্যায় শোভা পাইতেছে, ঐ বীরের নাম কি? যে বীর কালজিহ্বার ন্যায় প্রকাশমান রথস্থিত শক্তিনিচয় দ্বারা পরিবেষ্টিত হইয়া, বিদ্যুন্মালাশোভিত মেঘের ন্যায় শোভা ধারণ করিয়াছে;—ইন্দ্রধনু যেরূপ আকাশকে শোভিত করে, সেইরূপ যাহার হেমপৃষ্ঠবিশিষ্ট সজ্জিত ধনুসকল রথকে শোভিত করিয়াছে এবং যে রথিশ্রেষ্ঠ রাক্ষসশার্দ্দূল সূর্য্যের ন্যায় দীপ্তিমান্ রথে আরোহণ করিয়া ভূমিকে শোভিত করিয়া আগমন করিতেছে, এ কে? মিত্র! ঐ রাক্ষস, ধ্বজশৃঙ্গে প্রতিষ্ঠিত রাহুদ্বারা

সূর্য্যরশ্মিপ্রতীকাশৈর্বাণৈর্দ্দিশো দশ বিরাজয়ন্ ॥ ১৭
ত্রিনতং মেঘনির্হ্রাদং হেমপৃষ্ঠমলঙ্কৃতম্ ।
শতক্রতুধনুঃপ্রখ্যং ধনুশ্চাস্য বিরাজতে ॥ ১৮
সধ্বজঃ সপতাকশ্চ সানুকর্ষো মহারথঃ ।
চতুঃসাদিসমাযুক্তো মেঘস্তনিতনিঃস্বনঃ ॥ ১৯
বিংশতির্দ্দশ চাষ্টৌ চ তূণস্য রথমাস্থিতাঃ ।
কার্ম্মুকাণি চ ভীমানি জ্যাশ্চ কাঞ্চনপিঙ্গলাঃ ॥ ২০
দ্বৌ চ খড়্গৌ চ পার্শ্বস্থৌ প্রদীপ্তৌ পার্শ্বশোভিতৌ ।
চতুর্হস্তৎসরুচিতৌ ব্যক্তহস্তদশায়তৌ ॥ ২১
রক্তকণ্ঠগুণো ধীরো মহাপর্ব্বতসন্নিভঃ ।
কালঃ কালমহাবক্ত্রো মেঘস্থ ইব ভাস্করঃ ॥ ২২
কাঞ্চনাঙ্গদনদ্ধাভ্যাং ভুজাভ্যামেষ শোভতে ।
শৃঙ্গাভ্যামিব তুঙ্গাভ্যাং হিমবান্ পর্ব্বতোত্তমঃ ॥ ২৩
কুণ্ডলাভ্যামুভাভ্যাঞ্চ ভাতি বক্ত্রং শুভেক্ষণম্ ॥
পুনর্ব্বস্বন্তরগতঃ পরিপূর্ণো নিশাকরঃ ॥ ২৪
আচক্ষ্ব মে মহাবাহো ত্বমেনং রাক্ষসোত্তমম্ ।
যং দৃষ্ট্বা বানরাঃ সর্ব্বে ভয়ার্ত্তা বিদ্রুতা দিশঃ ॥ ২৫
স পৃষ্টো রাজপুত্রেণ রামেণামিততেজসা ।
আচচক্ষে মহাতেজা রাঘবায় বিভীষণঃ ॥ ২৬
দশগ্রীবো মহাতেজা রাজা বৈশ্রবণানুজঃ ।
ভীমকর্ম্মা মহাত্মা হি রাবণো রাক্ষসেশ্বরঃ ॥ ২৭
তস্যাসীদ্বীর্য্যবান্ পুত্রো রাবণপ্রতিমো বলে ।
বৃদ্ধসেবী শ্রুতধরঃ সর্ব্বাস্ত্রবিদুষাং বরঃ ॥ ২৮
অশ্বপৃষ্ঠে রথে নাগে খড়্গে ধনুষি কর্ষণে ।
ভেদে সান্ত্বে চ দানে চ নয়ে মন্ত্রে চ সম্মতঃ ॥ ২৯
যস্য বাহুং সমাশ্রিত্য লঙ্কা ভবতি নির্ভয়া ।
তনয়ং ধান্যমালিন্যা অতিকায়মিমং বিদুঃ ॥ ৩০
এতেনারাধিতো ব্রহ্মা তপসা ভাবিতাত্মনা ।
অস্ত্রাণি চাপ্যবাপ্তানি রিপবশ্চ পরাজিতাঃ ॥ ৩১
সুরাসুরৈরবধ্যত্বং দত্তমস্মৈ স্বয়ম্ভুবা ।
এতচ্চ কবচং দিব্যং রথশ্চ রবিভাস্বরঃ ॥ ৩২
এতেন শতশো দেবা দানবাশ্চ পরাজিতাঃ ।
রক্ষিতানি চ রক্ষাংসি যক্ষাশ্চাপি নিষূদিতাঃ ॥ ৩৩
বজ্রং বিষ্টম্ভিতং যেন বাণৈরিন্দ্রস্য ধীমতা ।
পাশঃ সলিলরাজস্য যুদ্ধে প্রতিহতস্তথা ॥ ৩৪
এষোহতিকায়ো বলবান্ রাক্ষসানামথর্ষভঃ ।
স রাবণসুতো ধীমান্ দেবদানবদর্পহা ॥ ৩৫

রথে আরোহণ করিয়া, সূর্য্যরশ্মির ন্যায় প্রদীপ্ত বাণজাল দ্বারা দশদিক্ বিরাজিত করত শোভা পাইতেছে। ঐ নিশাচরের মেঘের ন্যায় শব্দায়মান ত্রিনত হেমপৃষ্ঠ এবং অলঙ্কৃত ধনু, ইন্দ্র-ধনুর ন্যায় শোভা পাইতেছে। মেঘবৎ শব্দায়মান এবং ধ্বজ ও অনুকর্ষে শোভিত উহার রথ সারথি-চতুষ্টয়-কর্ত্তৃক সঞ্চালিত হইতেছে। ঐ রথে অষ্টত্রিংশৎ তূণ, ভীষণ কার্ম্মুক এবং সুবর্ণের ন্যায় পিঙ্গলবর্ণ জ্যা সকল লম্বিত রহিয়াছে। যে দুইখানি সমুজ্জ্বল খড়্গ উহার উভয় পার্শ্বে শোভা পাইতেছে, উহার চতুর্হস্তপরিমিত মুষ্টি দেখিয়াই বোধ হইতেছে যে, খড়্গদ্বয়ও প্রত্যেকেই দীর্ঘে দশহস্তপরিমিত হইবে। উহার কণ্ঠদেশে রক্তবর্ণ মালা দুলিতেছে, এবং উহার মুখ সাক্ষাৎ যমের ন্যায় ভয়ঙ্কর। ঐ মহাগিরিতুল্য ঘোররূপ কৃষ্ণবর্ণ রাক্ষস মেঘমধ্যগত সূর্য্যের ন্যায় শোভা পাইতেছে। গিরিরাজ হিমবান্ যেরূপ অত্যুচ্চ শিখরদ্বয়দ্বারা পরিশোভিত হন, এই রাক্ষসও কনকাঙ্গদ ভূষিত ভুজযুগলদ্বারা সেইরূপ শোভা ধারণ করিয়াছে। ইহার সুন্দর চক্ষুর্দ্বয়যুক্ত মুখমণ্ডল, কুণ্ডলযুগলদ্বারা পুনর্ব্বসুনক্ষত্রদ্বয়মধ্যগত পূর্ণচন্দ্রের ন্যায় শোভা পাইতেছে। হে মহাবাহো! যাহাকে দেখিয়া বানরগণ ভয়ে চারিদিকে পলায়ন করিতেছে, ঐ রাক্ষসশ্রেষ্ঠ কে? ইহা আমায় বল।" ১০—২৫। মহাতেজা বিভীষণ—অমিততেজস্বী রঘুনন্দন রামচন্দ্রকর্ত্তৃক এইরূপে জিজ্ঞাসিত হইলে,—কহিলেন;—"ভীমকর্ম্মা রাক্ষসনাথ মহাত্মা দশগ্রীব রাবণরাজ,—কুবেরের কনিষ্ঠ ভ্রাতা। এই বীর্য্যবান্ রাক্ষস সেই রাবণরাজেরই পুত্র। এই রাক্ষস, ধান্যমালিনী নামক রাবণ-পত্নীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়াছে। ইহার নাম অতিকায়। রাবণের ন্যায় বলশালী এই বীর বৃদ্ধসেবী, শ্রুতধর এবং শস্ত্রধারিগণের শ্রেষ্ঠ। এই বীর অশ্বপৃষ্ঠে, রথে অথবা হস্তীর উপরে আরোহণ করিয়া, খড়্গ, ধনু অথবা পাশাদি দ্বারা যুদ্ধ করিতে এবং সাম, দান ও ভেদবিষয়ক রাজনীতিতে ও মন্ত্রণাতে সুনিপুণ। হে রাজন্! ইহার বাহুবল আশ্রয় করিয়াই লঙ্কানিবাসিগণ নির্ভয়ে কালাতিপাত করিতেছে। এই মহামতি অতিকায় কঠোর তপস্যা দ্বারা ব্রহ্মার আরাধনা করিয়া তাঁহার নিকট হইতে বিবিধ অস্ত্র প্রাপ্ত হইয়াছে এবং তদ্দ্বারা বহুবার শত্রুদিগকে পরাজয় করিয়াছে। ব্রহ্মা ইহাকে সুর ও অসুরগণ হইতে অবধ্যত্বরূপ বর দিয়াছেন এবং এই দিব্য কবচ ও সূর্য্যের ন্যায় দীপ্তিমান্ রথ দিয়াছেন। এই রাক্ষসকর্ত্তৃক দেবতা ও দানবগণের শত শত বীর পরাজিত, যক্ষগণ বিদূরিত এবং রাক্ষসগণ রক্ষিত হইয়াছে। যে ব্যক্তি রণক্ষেত্রে বাণজালদ্বারা ইন্দ্রের বজ্রকে বিফল করিয়াছে। এবং সলিলরাজ

তদস্মিন্ ক্রিয়তাং যত্নঃ ক্ষিপ্রং পুরুষপুঙ্গব।
পুরা বানরসৈন্যানি ক্ষয়ং নয়তি সায়কৈঃ॥ ৩৬
ততোঽতিকায়ো বলবান্ প্রবিশ্য হরিবাহিনীম্।
বিস্ফারয়ামাস ধনুর্ননাদ চ পুনঃপুনঃ॥ ৩৭
তং ভীমবপুষং দৃষ্ট্বা রথস্থং রথিনাং বরম্।
অভিপেতুর্মহাত্মানঃ প্রধানা যে বনৌকসঃ॥ ৩৮
কুমুদো দ্বিবিদো মৈন্দো নীলঃ শরভ এব চ।
পাদপৈর্গিরিশৃঙ্গৈশ্চ যুগপৎ সমভিদ্রবন্॥ ৩৯
তেষাং বৃক্ষাংশ্চ শৈলাংশ্চ শরৈঃ কনকভূষণৈঃ।
অতিকায়ো মহাতেজাশ্চিচ্ছেদাস্ত্রবিদাং বরঃ॥ ৪০
তাংশ্চৈব সর্ব্বান্ স হরীন্ শরৈঃ সর্ব্বায়সৈর্বলী।
বিব্যাধাভিমুখান্ সংখ্যে ভীমকায়ো নিশাচরঃ॥ ৪১
তেঽর্দ্দিতা বাণবর্ষেণ ভিন্নগাত্রাঃ পরাজিতাঃ।
ন শেকুরতিকায়স্য প্রতিকর্ত্তুং মহাহবে॥ ৪২
তৎ সৈন্যং হরিবীরাণাং ত্রাসয়ামাস রাক্ষসঃ।
মৃগযূথমিব ক্রুদ্ধো হরির্যৌবনদর্পিতঃ॥ ৪৩
স রাক্ষসেন্দ্রো হরিযূথমধ্যে
নাযুধ্যমানং নিজঘান কঞ্চিৎ।
উৎপত্য রামং সধনুঃ কলাপী
সগর্ব্বিতং বাক্যমিদং বভাষে॥ ৪৪
রথে স্থিতোঽহং শরচাপপাণি-
র্ন প্রাকৃতং কঞ্চন যোধয়ামি।
যস্যাস্তি শক্তির্ব্যবসায়যুক্তো
দদাতু মে শীঘ্রমিহাদ্য যুদ্ধম্॥ ৪৫
তত্তস্য বাক্যং ব্রুবতো নিশম্য
চুকোপ সৌমিত্রিরমিত্রহন্তা।
অমৃষ্যমাণশ্চ সমুৎপপাত
জগ্রাহ চাপঞ্চ ততঃ স্ময়িত্বা॥ ৪৬
ক্রুদ্ধঃ সৌমিত্রিরুৎপত্য তূণাদাক্ষিপ্য সায়কম্।
পুরস্তাদতিকায়স্য বিচকর্ষ মহদ্ধনুঃ॥ ৪৭
পূরয়ন্ স মহীং সর্ব্বামাকাশং সাগরং দিশঃ।
জ্যাশব্দো লক্ষ্মণস্যোগ্রস্ত্রাসয়ন্ রজনীচরান্॥ ৪৮
সৌমিত্রেশ্চাপনির্ঘোষং শ্রুত্বা প্রতিভয়ং তদা।
বিসিস্মিয়ে মহাতেজা রাক্ষসেন্দ্রাত্মজো বলী॥ ৪৯
তদাতিকায়ঃ কুপিতো দৃষ্ট্বা লক্ষ্মণমুত্থিতম্।
আদায় নিশিতং বাণমিদং বচনমব্রবীৎ॥ ৫০
বালস্ত্বমসি সৌমিত্রে বিক্রমেষ্ববিচক্ষণঃ।
গচ্ছ কিং কালসঙ্কাশং মাং যোধয়িতুমিচ্ছসি॥ ৫১
ন হি মদ্বাহুসৃষ্টানাং বাণানাং হিমবানপি।

বরুণের পাশকে প্রতিহত করিয়াছিল, দেবতা ও দানবগণের দর্পনাশক এই সেই রাক্ষসশ্রেষ্ঠ রাবণনন্দন বলবান্ অতিকায়। হে পুরুষশ্রেষ্ঠ! শীঘ্র ইহার বধসাধনে যত্নবান্ হউন। কারণ এ ব্যক্তি সর্ব্বপ্রথমে অস্ত্রজালে বানর-সেনাগণকেই নিঃশেষ করিতেছে।" ২৬—৩৬। পরে বলবান্ অতিকায় বানরসেনার মধ্যে প্রবেশ করিয়া ধনু বিস্ফারণপূর্ব্বক বারংবার সিংহনাদ করিতে লাগিলেন। সেই সময় সেই রথিশ্রেষ্ঠ ভীমকায় নিশাচরকে রথোপরি অবস্থান করিতে দেখিয়া কুমুদ, দ্বিবিদ, মৈন্দ নল এবং শরভ প্রভৃতি প্রধান-তম বানরগণ—পাদপ এবং গিরিশৃঙ্গহস্তে এককালে তাঁহার প্রতি ধাবমান হইলে, অস্ত্রধারিশ্রেষ্ঠ মহাতেজস্বী অতিকায়, সুবর্ণভূষিত বাণ-সকল দ্বারা তাহাদের বৃক্ষ ও প্রস্তর সকলকে কাটিয়া ফেলিলেন। তাহার পরে সেই শস্ত্রবিশারদ বলশালী রাক্ষস, লৌহনির্ম্মিত বাণ-সকল দ্বারা সম্মুখাগত সেই বানরগণকে সন্তাড়িত করিলে, তাহারা অতিকায়ের বাণবর্ষণ দ্বারা ক্ষত-বিক্ষতাঙ্গ ও পরাজিত হইয়া, কিছুমাত্র প্রতিকার করিতে সমর্থ হইল না। তখন যৌবনদর্পিত সিংহ যেরূপ মৃগযূথকে সন্ত্রাসিত করে, সেইরূপ সেই রাক্ষস বানরসেনাগণকে সন্ত্রাসিত করিতে লাগিলেন কিন্তু ধনুস্তূণসমন্বিত সেই রাক্ষসেন্দ্র বানর সেনামধ্যে যুদ্ধবিরত কোন বানরকেই প্রহার করিলেন না,—কেবলমাত্র রামচন্দ্রকে লক্ষ্য করিয়া সগর্ব্বে কহিলেন; —"আমি কোন ইতর যোদ্ধার সহিত যুদ্ধ করিতে অভিলাষ করি না, এই আমি ধনুর্ব্বাণ হস্তে রথোপরি অবস্থান করিতেছি, যদি কাহারও যুদ্ধব্যবসায় বা শক্তি থাকে, সে এখনই শীঘ্র আসিয়া আমার সহিত যুদ্ধ করুক।" ৩৭—৪৫। তাঁহার এইরূপ কথা শুনিয়া, অরিন্দম সুমিত্রানন্দন লক্ষ্মণ অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইলেন এবং তাহা সহ্য না করিয়া ঈষৎ হাস্যপূর্ব্বক ধনুর্ব্বাণহস্তে গাত্রোত্থান করিলেন। লক্ষ্মণ উত্থিত হইয়াই তূণ হইতে বাণ গ্রহণপূর্ব্বক অতিকায়ের সম্মুখেই মহৎ ধনু আকর্ষণ করিলেন। সেই ধনুর জ্যাশব্দে সমগ্রা পৃথিবী সাগর ও দিক্‌সকল পরিপূর্ণ হইল এবং রজনীচরগণ ভীত হইয়া পড়িল। লক্ষ্মণের সেইরূপ ভীষণ চাপনির্ঘোষ শুনিয়া মহাতেজস্বী বলবান্ রাবণনন্দনও একান্ত বিস্মিত হইলেন। অতিকায় লক্ষ্মণকে উত্থিত হইতে দেখিয়া, ক্রোধে শাণিত বাণ লইয়া কহিলেন;—"ওহে সুমিত্রা-নন্দন! তুমি বালক, সুতরাং যুদ্ধকার্য্যেও অবিচক্ষণ! আমি তোমার পক্ষে যমসদৃশ। অতএব স্থানান্তরে গমন কর; কেন আমার সহিত যুদ্ধবাসনা করিতেছ?

সোঢ়ুং সহতে বেগমন্তরিক্ষমথো মহী ॥ ৫২
সুখপ্রসুপ্তং কালাগ্নিং বিবোধয়িতুমিচ্ছসি।
ন্যস্য চাপং নিবর্ত্তস্ব প্রাণান্ জহি মদাগতঃ ॥ ৫৩
অথবা ত্বং প্রতিস্তব্ধো ন নিবর্ত্তিতুমিচ্ছসি।
তিষ্ঠ প্রাণান্ পরিত্যজ্য গমিষ্যসি যমক্ষয়ম্ ॥ ৫৪
পশ্য মে নিশিতান্ বাণান্ রিপুদর্পনিসূদনান্।
ঈশ্বরায়ুধসঙ্কাশান্ তপ্তকাঞ্চনভূষিতান্ ॥ ৫৫
এষ তে সর্পসঙ্কাশো বাণঃ পাস্যতি শোণিতম্।
মৃগরাজ ইব ক্রুদ্ধো নাগরাজস্য শোণিতম্।
ইত্যেবমুক্ত্বা সংক্রুদ্ধঃ শরং ধনুষি সন্দধে ॥ ৫৬

শ্রুত্বাতিকায়স্য বচঃ সরোষং
সগর্ব্বিতং সংযতি রাজপুত্রঃ।
স সঞ্চুকোপাতিবলো মনস্বী
উবাচ বাক্যঞ্চ ততো বৃহচ্ছ্রীঃ ॥ ৫৭
ন বাক্যমাত্রেণ ভবান্ প্রধানো
ন কত্থনাৎ সৎপুরুষা ভবন্তি।
ময়ি স্থিতে ধন্বিনি বাণপাণৌ
নিদর্শয়স্বাত্মবলং দুরাত্মন্ ॥ ৫৮

কর্ম্মণা সূচয়াত্মানং ন বিকত্থিতুমর্হসি।
পৌরুষেণ তু যো যুক্তঃ স তু শূর ইতি স্মৃতঃ ॥ ৫৯
সর্ব্বায়ুধসমাযুক্তো ধন্বী ত্বং রথমাস্থিতঃ।
শরৈর্বা যদি বাপ্যস্ত্রৈর্দর্শয়স্ব পরাক্রমম্ ॥ ৬০
ততঃ শিরস্তে নিশিতৈঃ পাতয়িষ্যাম্যহং শরৈঃ।
মারুতঃ কালসম্পক্বং বৃন্তাত্তালফলং যথা ॥ ৬১
অদ্য তে মামকা বাণাস্তপ্তকাঞ্চনভূষণাঃ।
পাস্যন্তি রুধিরং গাত্রাদ্বাণশল্যান্তরোত্থিতম্ ॥ ৬২
বালোঽয়মিতি বিজ্ঞায় ন চাবজ্ঞাতুমর্হসি।
বালো বা যদি বৃদ্ধো মৃত্যুং জানীহি সংযুগে ॥ ৬৩
বালেন বিষ্ণুনা লোকাস্ত্রয়ঃ ক্রান্তাস্ত্রিবিক্রমৈঃ।
লক্ষ্মণস্য বচঃ শ্রুত্বা হেতুমৎ পরমার্থবৎ ॥ ৬৪
ততো বিদ্যাধরা ভূতা দেবা দৈত্যা মহর্ষয়ঃ।
গুহ্যকাশ্চ মহাত্মানস্তদ্যুদ্ধং দদৃশুস্তদা ॥ ৬৫
ততোঽতিকায়ঃ কুপিতশ্চাপমারোপ্য সায়কম্।
লক্ষ্মণায় প্রচিক্ষেপ সংক্ষিপন্নিব চাম্বরম্ ॥ ৬৬
তমাপতন্তং নিশিতং শরমাশীবিষোপমম্।
অর্দ্ধচন্দ্রেণ চিচ্ছেদ লক্ষ্মণঃ পরবীরহা ॥ ৬৭
তন্নিকৃত্তং শরং দৃষ্ট্বা কৃত্তভোগমিবোরগম্।
অতিকায়ো ভৃশং ক্রুদ্ধঃ পঞ্চ বাণান্ সমাদধে ॥ ৬৮

তোমার কথা দূরে থাকুক, মহী, আকাশ অথবা হিমালয়ও ঈশ্বর-পরিত্যক্ত এই বাণসকলের বেগ সহ্য করিতে সমর্থ হয় না; সুনিদ্রিত কালাগ্নিকে কি নিমিত্ত জাগরিত করিতে ইচ্ছা করিতেছ? কেন আমার হস্তে প্রাণ হারাইবে? ধনুর্ব্বাণ পরিত্যাগ করিয়া শীঘ্র নিবৃত্ত হও। অথবা যদি অহঙ্কারহেতু নিবৃত্ত হইতে ইচ্ছা না হয়, তবে ক্ষণকাল অপেক্ষা কর,—প্রাণ পরিত্যাগ করিয়াই একেবারে যমগৃহে গমন করিবে। শত্রুদলের দর্পদলনকারী ঈশ্বরায়ুধতুল্য ও তপ্তসুবর্ণভূষিত এই আমার শাণিত বাণসকল দেখ; সিংহ যেরূপ ক্রুদ্ধ হইয়া হস্তিরাজের রক্ত পান করে, সেইরূপ সর্পতুল্য এই বাণ তোমার রক্ত পান করিবে।' অতিকায় এই কথা বলিয়া সক্রোধে ধনুতে শর সন্ধান করিলেন। ৪৬—৫৬। বলশালী মনস্বী শ্রীমান্ রাজনন্দন লক্ষ্মণ-রণমধ্যে অতিকায়ের এতাদৃশ সরোষ ও সগর্ব্ব কথা শুনিয়া অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া কহিলেন,—"রে দুরাত্মন্! তুমি বাক্যমাত্রেই প্রধান হইতে পারিবে না; কারণ, কেবলমাত্র আত্মশ্লাঘা দ্বারা লোক গুণবান্ বলিয়া প্রসিদ্ধ হয় না। এই আমি ধনুর্ব্বাণ-হস্তে অবস্থান করিতেছি, তুমি সাধ্যানুসারে আপন শক্তি দেখাও। যাহার পৌরুষ থাকে, লোকে তাহা-কেই বীর বলে; অতএব তুমি বৃথা আত্মশ্লাঘা না করিয়া, কার্য্য দ্বারা আপনার বীরত্ব প্রকাশ কর। তুমি সর্ব্বপ্রকার অস্ত্র ধারণপূর্ব্বক ধনুর্হস্তে রথোপরি অবস্থান করিতেছ। অতএব বাণ অথবা যাহা ইচ্ছা হয়, প্রথমে আপন পরাক্রম দেখাও; তৎপরে বায়ু যেরূপ কালপক্ব তালফলকে বৃন্ত হইতে পাতিত করে, সেইরূপ শাণিত বাণসমূহদ্বারা তোমার মস্তক পাতিত করিব। অদ্য তপ্ত-সুবর্ণ-ভূষিত আমার বাণ সকল বাণ-দ্বারা কৃতচ্ছিদ্র তোমার গাত্র হইতে নির্গত রক্ত পান করিবে। আমাকে বালক বলিয়া অবজ্ঞা করা উচিত নহে। কারণ, বালকরূপী বিষ্ণুকর্ত্তৃক ত্রিপদদ্বারা ত্রিলোক আক্রান্ত হইয়াছিল। ফলকথা, আমি বালক অথবা বৃদ্ধই হই, আমার হস্তেই তোমার মৃত্যু আছে,—নিঃসন্দেহ জানিও। লক্ষ্মণের এইরূপ হেতুযুক্ত ও পরমার্থযুক্ত কথা শুনিয়া অতিকায় অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া, শরাসনে শরসন্ধানপূর্ব্বক, গগনমণ্ডলকে যেন গ্রাস করত লক্ষ্মণ-উদ্দেশে তাহা নিক্ষেপ করিলেন। সেই সময় দেব, দানব গুহ্যক মহর্ষি ও বিদ্যাধর প্রভৃতি প্রাণিগণ তাঁহাদিগের সেই যুদ্ধ দর্শন করিতে থাকিলেন। শত্রু পরবীরহন্তা লক্ষ্মণ সেই বিষধরসর্পতুল্য শাণিত শরকে একটী অর্দ্ধচন্দ্র বাণদ্বারা কাটিয়া ফেলিলে, রাক্ষস অতিকায় সেই ছিন্ন শরকে ছিন্নফণ সর্পের ন্যায় বিফল

তাঞ্ছরান্ সম্প্রচিক্ষেপ লক্ষ্মণায় নিশাচরঃ ।
তানপ্রাপ্তাংস্তৈর্বাণৈশ্চিচ্ছেদ ভরতানুজঃ ॥ ৬৯
স তাংশ্ছিত্বা শিতৈর্বাণৈর্লক্ষ্মণঃ পরবীরহা ।
আদদে নিশিতং বাণং জ্বলন্তমিব তেজসা ॥ ৭০
তমাদায় ধনুঃশ্রেষ্ঠে যোজয়ামাস লক্ষ্মণঃ ।
বিচকর্ষ চ বেগেন বিসসর্জ্জ চ সায়কম্ ॥ ৭১
পূর্ণায়তবিসৃষ্টেন শরেণানতপর্ব্বণা ।
ললাটে রাক্ষসশ্রেষ্ঠমাজঘান স বীর্য্যবান্ ॥ ৭২
স ললাটে শরো মগ্নস্তস্য ভীমস্য রক্ষসঃ ।
দদৃশে শোণিতেনাক্তঃ পন্নগেন্দ্র ইবাচলে ॥ ৭৩
রাক্ষসঃ প্রচকম্পেঽথ লক্ষ্মণেষুপ্রপীড়িতঃ ।
রুদ্রবাণহতং ঘোরং যথা ত্রিপুরগোপুরম্ ।
চিন্তয়ামাস চাশ্বস্য বিমৃশংশ্চ মহাবলঃ ॥ ৭৪
সাধু বাণনিপাতেন শ্লাঘনীয়োঽসি মে রিপুঃ ।
বিধায়ৈবং বিদার্য্যাস্যং বিনম্য চ মহাভুজৌ ।
স রথোপস্থমাস্থায় রথেন প্রচচার হ ॥ ৭৫
একং ত্রীন্ পঞ্চ সপ্তেতি সায়কান্ রাক্ষসর্ষভঃ ।
আদদে সন্দধে চাপি বিচকর্ষোৎসসর্জ্জ চ ॥ ৭৬
তে বাণাঃ কালসঙ্কাশা রাক্ষসেন্দ্রধনুশ্চ্যুতাঃ ।
হেমপুঙ্খা রবিপ্রখ্যাশ্চক্রুর্দীপ্তমিবাম্বরম্ ॥ ৭৭
ততস্তান্ রাক্ষসোৎসৃষ্টান্ শরৌঘান্ রাঘবানুজঃ ।
অসম্ভ্রান্তঃ প্রচিচ্ছেদ নিশিতৈর্বহুভিঃ শরৈঃ ॥ ৭৮
তান্ শরান্ যুধি সম্প্রেক্ষ্য নিকৃত্তান্ রাবণাত্মজঃ ।
চুকোপ ত্রিদশেন্দ্রারির্জগ্রাহ নিশিতং শরম্ ॥ ৭৯
স সন্ধায় মহাতেজাস্তং বাণং সহসোৎসৃজৎ ।
তেন সৌমিত্রিমায়ান্তমাজঘান স্তনান্তরে ॥ ৮০
অতিকায়েন সৌমিত্রিস্তাড়িতো যুধি বক্ষসি ।
সুস্রাব রুধিরং তীব্রং মদং মত্ত ইব দ্বিপঃ ॥ ৮১
স চকার তদাত্মানং বিশল্যং সহসা বিভুঃ ।
জগ্রাহ চ শরং তীক্ষ্ণমস্ত্রেণাপি সমাদধে ॥ ৮১
আগ্নেয়েন তদাস্ত্রেণ যোজয়ামাস সায়কম্ ।
স জজ্বাল তদা বাণো ধনুশ্চাস্য মহাত্মনঃ ॥ ৮৩
অতিকায়োঽতিতেজস্বী রৌদ্রমস্ত্রং সমাদদে ।
তেন বাণং ভুজঙ্গাভং হেমপুঙ্খমযোজয়ৎ ॥ ৮৪
তদস্ত্রং জ্বলিতং ঘোরং লক্ষ্মণঃ শরমাহিতম্ ।
অতিবাধায় চিক্ষেপ কালদণ্ডমিবান্তকঃ ॥ ৮৫
আগ্নেয়াস্ত্রাভিসংযুক্তং দৃষ্ট্বা বাণং নিশাচরঃ
উৎসসর্জ্জ তদা বাণং রৌদ্রং সূর্য্যাস্ত্রযোজিতম্ ॥ ৮৬

দর্শনে নিরতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া লক্ষ্মণকে লক্ষ্য করত অপর পঞ্চবাণ নিক্ষেপ করিলেন; কিন্তু ভরতানুজ সেই সকল বাণ নিকটাগত হইতে না হইতেই কাটিয়া ফেলিলেন। ৫৭—৬৯। পরবীরহন্তা বীর্য্যবান্ লক্ষ্মণ তীক্ষ্ণধার বাণসমূহদ্বারা সেই সমস্ত বাণ ছেদনপূর্ব্বক একটী তেজঃপ্রদীপ্ত সুশাণিত শর লইয়া মহাধনুতে যোজনা করিয়া,আকর্ষণপূর্ব্বক বেগে বিসর্জ্জন করিলেন। আকর্ণপূরিত সেই আনতপর্ব্ব বাণ, রাক্ষসশ্রেষ্ঠ অতিকায়ের ললাটদেশ বিদ্ধ করিলে, ভীমরূপ রাক্ষসের ললাটে মগ্ন সেই রক্তাক্ত বাণকে অচলস্থিত সর্পরাজের ন্যায় বোধ হইতে লাগিল। সেই রাক্ষসও রুদ্রবাণ-সমাহত ঘোর ত্রিপুরাসুরের পুরদ্বারবৎ লক্ষ্মণ বাণে একান্ত কম্পিতদেহ হইয়া পড়িলেন। পরে মহাবল অতিকায় ক্ষণকাল পরে আশ্বস্ত হইয়া, মনোমধ্যে বিচারপূর্ব্বক কর্ত্তব্যবিষয় চিন্তা করিতে লাগিলেন,—কহিলেন; "সাধু লক্ষ্মণ! তোমার বাণসন্ধান দেখিয়া তোমাকে শ্লাঘনীয় রিপু বলিয়া বোধ হইতেছে" অতিকায় মুখমণ্ডল বিস্ফারণ করত সুস্পষ্টভাবে এইরূপ কহিয়া ভুজদ্বয়কে স্ববশে স্থাপনপূর্ব্বক রথনীড়ে আরোহণ করিয়া রণক্ষেত্রে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। সেই সময়ে তিনি ধনু আকর্ষণপূর্ব্বক এককালে এক, তিন, পাঁচ এবং সাতটী পর্য্যন্ত বাণ সন্ধান ও বিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন। রাক্ষসেন্দ্র অতিকায়ের ধনুর্ব্বিনির্ম্মুক্ত সেই যমতুল্য হেমপুঙ্খ সূর্য্যসম তেজঃপ্রদীপ্ত বাণসমূহ আকাশকে বিদীর্ণ করিতে লাগিল। রাঘবানুজ লক্ষ্মণও অসম্ভ্রান্তচিত্তে ধারাল বাণসমূহ দ্বারা রাক্ষসনিসৃষ্ট সেই সমস্ত বাণ কাটিয়া ফেলিলেন। ৭০—৭৮। মহাতেজা ইন্দ্রশত্রু রাবণ-নন্দন সেই বাণসমূহকে কর্ত্তিত দেখিয়া, অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইলেন এবং অন্য একটী শাণিত বাণ লইয়া সন্ধান ও সবলে পরিত্যাগ করিয়া তাহা দ্বারা লক্ষ্মণের বক্ষঃস্থল বিদ্ধ করিলেন। সুমিত্রানন্দন লক্ষ্মণ, রণমধ্যে অতিকায়কর্ত্তৃক বক্ষঃস্থলে আহত হইলে মত্ত মাতঙ্গের যেরূপ মদস্রাব হয়, সেইরূপ তাঁহার রক্তস্রাব হইতে লাগিল। পরে সেই মহাবল শক্তিসম্পন্ন লক্ষ্মণ আপনাকে শল্যহীন করত, অন্য একটী বাণকে আগ্নেয় মন্ত্রে অভিমন্ত্রিত করিয়া ধনুতে যোজিত করিলে, তাঁহার বাণ এবং ধনু জ্বলিয়া উঠিল। তখন মহাতেজস্বী অতিকায়ও সর্পতুল্য স্বর্ণপুঙ্খ ভীষণ এক বাণ গ্রহণ ও সংযোজন করিয়া অভিমন্ত্রিত করিলেন। যম যেরূপ কালদণ্ড ক্ষেপণ করেন, সেইরূপ লক্ষ্মণ সেই দিব্যাস্ত্রে অভিমন্ত্রিত বাণ অতিকায়-উদ্দেশে নিক্ষেপ করিলে, রাক্ষস অতিকায়ও সেই আগ্নেয়াস্ত্রে অভিমন্ত্রিত বাণ দেখিয়া, সূর্য্যাস্ত্রে অভিমন্ত্রিত ভীষণ এক বাণ ক্ষেপণ

তাবুভাবম্বরে বাণাবন্যোন্যমভিজঘ্নতুঃ।
তেজসা সম্প্রদীপ্তাগ্রৌ ক্রুদ্ধাবিব ভুজঙ্গমৌ।
তাবন্যোন্যং বিনির্দহ্য পেততুঃ পৃথিবীতলে ॥ ৮৭
নিরর্চিষৌ ভস্মকৃতৌ ন ভ্রাজেতে শরোত্তমৌ।
তাবুভৌ দীপ্যমানৌ স্ম ন ভ্রাজেতে মহীতলে ॥ ৮৮
ততোঽতিকায়ঃ সংক্রুদ্ধস্ত্বস্ত্রমৈষীকমুৎসৃজৎ।
তচ্চিচ্ছেদ সৌমিত্রিরস্ত্রমৈন্দ্রেণ বীর্য্যবান্ ॥ ৮৯
ঐষীকং নিহতং দৃষ্ট্বা কুমারো রাবণাত্মজঃ।
যাম্যেনাস্ত্রেণ সংক্রুদ্ধো যোজয়ামাস সায়কম্ ॥ ৯০
ততস্তদস্ত্রং চিক্ষেপ লক্ষ্মণায় নিশাচরঃ।
বায়ব্যেন তদস্ত্রেণ নিজঘান স লক্ষ্মণঃ ॥ ৯১
অথৈনং শরধারাভির্ধারাভিরিব তোয়দঃ।
অভ্যবর্ষত সংক্রুদ্ধো লক্ষ্মণো রাবণাত্মজম্ ॥ ৯২
তেঽতিকায়ং সমাসাদ্য কবচে বজ্রভূষিতে।
ভগ্নাগ্রশল্যাঃ সহসা পেতুর্বাণা মহীতলে ॥ ৯৩
তান্ মোঘানভিসম্প্রেক্ষ্য লক্ষ্মণঃ পরবীরহা।
অভ্যবর্ষত বাণানাং সহস্রেণ মহাযশাঃ ॥ ৯৪
স বৃষ্যমাণো বাণৌঘৈরতিকায়ো মহাবলঃ।
অবধ্যকবচঃ সংখ্যে রাক্ষসো নৈব বিব্যথে ॥ ৯৫
ন শশাক রুজং কর্ত্তুং যুধি তস্য নরোত্তমঃ।
অথৈনমভ্যুপাগম্য বায়ুর্বাক্যমুবাচ হ ॥ ৯৬
ব্রহ্মদত্তবরো হ্যেষ অবধ্যকবচাবৃতঃ।
ব্রাহ্মেণাস্ত্রেণ ভিন্ধ্যেনমেষ বধ্যো হি নান্যথা।
অবধ্য এষ হ্যন্যেষামস্ত্রাণাং কবচী বলী ॥ ৯৭

ততস্তু বায়োর্বচনং নিশম্য
সৌমিত্রিরিন্দ্রপ্রতিমানবীর্য্যঃ।
সমাদদে বাণমমোঘবেগং
তদ্‌ব্রাহ্মমস্ত্রং সহসা নিযুজ্য ॥ ৯৮
তস্মিন্ বরাস্ত্রে তু নিযুজ্যমানে
সৌমিত্রিণা বাণবরে শিতাগ্রে।
দিশঃ সচন্দ্রার্কমহাগ্রহাশ্চ
নভশ্চ তত্রাস ররাস চোর্ব্বী ॥ ৯৯
তং ব্রহ্মণোঽস্ত্রেণ নিযুজ্য চাপে
শরং সুপুঙ্খং যমদূতকল্পম্।
সৌমিত্রিরিন্দ্রারিসুতস্য তস্য
সসর্জ্জ বাণং যুধি বজ্রকল্পম্ ॥ ১০০
তং লক্ষ্মণোৎসৃষ্টবিবৃদ্ধবেগং
সমাপতন্তং শ্বসনপ্রবেগম্।
সুবর্ণবজ্রোত্তমচিত্রপুঙ্খং
তদাতিকায়ঃ সমরে দদর্শ ॥ ১০১
তং প্রেক্ষমাণঃ সহসাতিকায়ো
জঘান বাণৈর্নিশিতৈরনেকৈঃ।

করিলেন। ক্রুদ্ধ সর্পদ্বয়তুল্য সেই তেজঃপ্রদীপ্ত বাণদ্বয় আকাশপথে পরস্পর পরস্পরকে সমাহত করিল এবং সেই ভীষণ বাণদ্বয় পরস্পরকে দগ্ধ করিয়া দীপ্তিহীন ও ভস্মাবশেষ হইয়া ভূতলে পতিত হইল। পরে অতিকায় অতি ক্রুদ্ধ হইয়া ত্বাষ্ট্র ঐষীকাস্ত্র ক্ষেপণ করিলে, বীর্য্যবান্ লক্ষ্মণও ঐন্দ্র অস্ত্র দ্বারা তাহা কাটিয়া ফেলিলেন। ৭৯—৮৯। ঐষীক অস্ত্রকে প্রতিহত দেখিয়া রাক্ষসবর রাবণনন্দন কুমার অতিকায় কোপান্বিত হইয়া স্বীয় ধনুতে যাম্য অস্ত্র সংযোজিত করিয়া লক্ষ্মণোদ্দেশে নিক্ষেপ করিলে লক্ষ্মণ বায়ব্য অস্ত্রদ্বারা তাহা নিবারণ করিলেন। পরে বারিদের বারিধারাবর্ষণের ন্যায়, বাণধারাবর্ষণদ্বারা রাবণনন্দন অতিকায়কে অভিবর্ষিত করিতে থাকিলে, সেই বাণ সকল, অতিকায়ের হীরকভূষিত কবচে পতিত হইবামাত্র, তাহাদের ফলা সকল ভগ্ন ও তাহারা ভূতলে পতিত হইল। পরবীরহন্তা মহাযশা লক্ষ্মণ সেই সকল অস্ত্রকে ব্যর্থ দেখিয়া, বাণসহস্রদ্বারা অতিকায়কে সমাচ্ছাদিত করিলেও, অভেদনীয় বর্ম্মধারী রাক্ষসশ্রেষ্ঠ মহাবল অতিকায় রণক্ষেত্রে বাণসমূহদ্বারা পরিব্যাপ্ত হইয়াও কিছুমাত্র ব্যথিত হইলেন না। এইরূপে যখন নরোত্তম লক্ষ্মণ কোনরূপেই রাক্ষস অতিকায়কে পীড়িত করিতে সক্ষম হইলেন না, তখন পবনদেব তাঁহার নিকটে আসিয়া কহিলেন,—'এই রাক্ষস, ব্রহ্মার নিকটে বরলাভ করিয়াছে এবং সম্প্রতি অভেদ্য কবচে আচ্ছাদিত রহিয়াছে। অতএব ইহাকে ব্রহ্ম অস্ত্রদ্বারা বধ কর; ইহা ভিন্ন অন্য অস্ত্রদ্বারা ইহাকে বধ করিতে সমর্থ হইবে না; কারণ এই নিশাচর অন্য অস্ত্রের অবধ্য।' ৯০—৯৭। ইন্দ্রের ন্যায় বীর্য্যসম্পন্ন সুমিত্রানন্দন লক্ষ্মণ পবনের কথা শুনিয়া একটী উগ্রবেগ বাণ লইয়া ব্রাহ্মমন্ত্রে অভিমন্ত্রিত করত ধনুতে যোজনা করিলেন। সুমিত্রানন্দন লক্ষ্মণ ব্রাহ্মমন্ত্রে অভিমন্ত্রিত সুতীক্ষ্ণাগ্র শরবর সন্ধান করিলে দিক্, সূর্য্য ও চন্দ্র প্রভৃতি মহাগ্রহ সকল, অন্তরীক্ষ এবং বসুন্ধরা ভীত ও শব্দায়মান হইল। লক্ষ্মণ,—যুদ্ধক্ষেত্রে এইরূপ যমদূততুল্য ও বজ্রতুল্য সেই সুপুঙ্খ বাণকে ব্রহ্মাস্ত্রে অভিমন্ত্রিত করিয়া, ইন্দ্রারিনন্দন অতিকায়ের প্রতি নিক্ষেপ করিলে,—অতিকায়ও উত্তম সুবর্ণ ও হীরক-দ্বারা চিত্রিতপুঙ্খ এবং বায়ুর ন্যায় বেগশালী সেই লক্ষ্মণবিসৃষ্ট বাণকে হঠাৎ নিকটে উপস্থিত হইতে দেখিলেন;—এবং সেই বাণনিবারণার্থ অসংখ্য শাণিত

স সায়কস্তস্ত সুপর্ণবেগ-
স্তথাতিকায়স্ত জগাম পার্শ্বম্॥ ১০২
তমাগতং প্রেক্ষ্য তদাতিকায়ো
বাণং প্রদীপ্তান্তককালকল্পম্।
জঘান শক্ত্যৃষ্টিগদাকুঠারৈঃ
শূলৈঃ শরৈশ্চাপ্যবিপন্নচেষ্টঃ॥ ১০৩
তান্যায়ুধান্যদ্ভুতবিগ্রহাণি
মোঘানি কৃত্বা স শরোঽগ্নিদীপ্তঃ।
প্রসহ্য তস্যৈব কিরীটজুষ্টং
তদাতিকায়স্য শিরো জহার॥ ১০৪
তচ্ছিরঃ সশিরস্ত্রাণং লক্ষ্মণেষুপ্রমর্দ্দিতম্।
পপাত সহসা ভূমৌ শৃঙ্গং হিমবতো যথা॥ ১০৫
তং ভূমৌ পতিতং দৃষ্ট্বা বিক্ষিপ্তাম্বরভূষণম্।
বভূবুর্ব্যথিতাঃ সর্ব্বে হতশেষা নিশাচরাঃ॥ ১০৬
তে বিষণ্ণমুখা দীনাঃ প্রহারৈর্জনিতশ্রমাঃ।
বিনেদুরুচ্চৈঃ সহসা বহবো বিস্বরৈঃ স্বরৈঃ॥ ১০৭
ততস্তে ত্বরিতং যাতা নিরপেক্ষা নিশাচরাঃ।
পুরীমভিমুখা ভীতা দ্রবন্তো নায়কে হতে॥ ১০৮
প্রহর্ষযুক্তা বহবস্তু বানরাঃ
প্রফুল্লপদ্মপ্রতিমাননাস্তদা।
অপূজয়ন্ লক্ষ্মণমিষ্টভাগিনং
হতে রিপৌ ভীমবলে দুরাসদে॥ ১০৯

ইতি লঙ্কাকাণ্ডে একসপ্ততিতমঃ সর্গঃ॥ ৭১

বাণ নিক্ষেপ করিলেন বটে, কিন্তু সুপর্ণের ন্যায় বেগশালী লক্ষ্মণের সেই বাণ কিছুতেই নিবৃত্ত না হইয়া তাঁহার নিকটে সমাগত হইল। তখন রাবণনন্দন, প্রদীপ্ত যমতুল্য সেই বাণ সমাগত দেখিয়া, চেষ্টাবিহীন না হইয়া শক্তি, ঋষ্টি, গদা, কুঠার, শূল ও অন্যান্য বাণ নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন; কিন্তু সেই অগ্নিপ্রদীপ্ত বাণ সেই সমস্ত বাণজাল ব্যর্থ করিয়া সবলে অতিকায়ের কিরীটশোভিত মস্তক হরণ করিল। তখন লক্ষ্মণের বাণদ্বারা ছিন্ন, শিরস্ত্রাণশোভিত তদীয় মস্তক হিমালয়শৃঙ্গের ন্যায় সহসা ভূতলে পতিত হইল। তৎপরে হতাবশিষ্ট রাক্ষসগণ বিবসন ও ভূষণবিহীন সেই বীরকে ভূতলে পতিত দেখিয়া অত্যন্ত ব্যথিত হইল। বানরগণের প্রহারে অতিক্লান্ত বিষণ্ণমুখ ও দীনভাবাপন্ন সেই রাক্ষসগণ হঠাৎ উচ্চৈঃস্বরে আর্তনাদ করিতে লাগিল। পরে সেই হতনায়ক রাক্ষসগণ নিরাশ হইয়া, ভয়বশতঃ শীঘ্র পুরীর অভিমুখে প্রস্থান করিল। ভীমবল ও দুর্জ্জয় শত্রু নিহত হইলে, প্রফুল্ল পদ্মের ন্যায়, প্রফুল্লমুখ বানরগণ আহ্লাদিতচিত্তে সফলকাম লক্ষ্মণকে পূজা করিতে লাগিল। ৯৮—১০৯।

দ্বিসপ্ততিতমঃ সর্গঃ।

অতিকায়ং হতং শ্রুত্বা লক্ষ্মণেন মহাত্মনা।
উদ্বেগমগমদ্রাজা বচনং চেদমব্রবীৎ॥ ১
ধূম্রাক্ষঃ পরমামর্ষী সর্ব্বশস্ত্রভৃতাং বরঃ।
অকম্পনঃ প্রহস্তশ্চ কুম্ভকর্ণস্তথৈব চ॥ ২
এতে মহাবলা বীরা রাক্ষসা যুদ্ধকাঙ্ক্ষিণঃ।
জেতারঃ পরসৈন্যানাং পরৈর্নিত্যাপরাজিতাঃ॥ ৩
সসৈন্যাস্তে হতা বীরা রামেণাক্লিষ্টকর্ম্মণা।
রাক্ষসাঃ সুমহাকায়া নানাশস্ত্রবিশারদাঃ।
অন্যে চ বহবঃ শূরা মহাত্মানো নিপাতিতাঃ॥ ৪
প্রখ্যাতবলবীর্য্যেণ পুত্রেণেন্দ্রজিতা মম।
তৌ ভ্রাতরৌ তদা বদ্ধৌ ঘোরৈর্দত্তবরৈঃ শরৈঃ॥ ৫
যন্ন শক্যং সুরৈঃ সর্ব্বৈরসুরৈর্বা মহাবলৈঃ।
মোক্তুং তদ্বন্ধনং ঘোরং যক্ষগন্ধর্ব্বপন্নগৈঃ॥ ৬
তন্ন জানে প্রভাবৈর্ব্বা মায়য়া মোহনেন বা।
শরবন্ধাদ্বিমুক্তৌ তৌ ভ্রাতরৌ রামলক্ষ্মণৌ॥ ৭
যে যোধা নির্গতাঃ শূরা রাক্ষসা মম শাসনাৎ।

দ্বিসপ্ততিতম সর্গ।

মহাত্মা লক্ষ্মণকর্তৃক অতিকায় নিহত হইয়াছেন শুনিয়া, রাক্ষসরাজ অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হইয়া কহিলেন; —'শস্ত্রধারিগণের অগ্রগণ্য, কোপনস্বভাব, ধূম্রাক্ষ, অকম্পন, প্রহস্ত এবং কুম্ভকর্ণ প্রভৃতি মহাবল বীর রাক্ষসগণ নিয়ত যুদ্ধাভিলাষী। ইহারা রণস্থলে শত্রুসৈন্যবিজয়ী এবং শত্রুবর্গকর্তৃক নিয়ত অপরাজিত। ইহারা এইরূপ শক্তিসম্পন্ন হইলেও অক্লিষ্টকর্ম্মা রাম তাহাদিগকে সসৈন্যে বধ করিয়াছেন। নানাশস্ত্রবিশারদ মহাকায় এবং মহাবল অন্যান্য অনেক রাক্ষসও নিপাতিত হইয়াছে। প্রখ্যাত-বলবীর্য্য আমার পুত্র ইন্দ্রজিৎ বরলব্ধ বাণসমূহদ্বারা ভ্রাতৃদ্বয় রাম লক্ষ্মণকে যে বন্ধন করিয়াছিল—মহাবল সুর, অসুর, যক্ষ, গন্ধর্ব্ব বা সর্পগণও সেই ঘোর বন্ধন হইতে মুক্তি লাভ করিতে পারে না,—ভ্রাতৃদ্বয় রাম ও লক্ষ্মণ যে, কোন্ প্রভাব মায়া বা মোহিনী বিদ্যার প্রভাবে তাহা হইতে মুক্ত হইয়াছে, জানি না!—আমার আজ্ঞানুসারে যে সকল মহাবীর রাক্ষস বাহির হইয়াছিল,

তে সর্ব্বে নিহতা যুদ্ধে বানরৈঃ সুমহাবলৈঃ। ৮
তং ন পশ্যাম্যহং যুদ্ধে যোহদ্য রামং সলক্ষ্মণম্।
শাসয়েৎ সবলং বীরং সসুগ্রীববিভীষণম্ ॥ ৯
অহো সুবলবান্ রামো মহদস্ত্রবলঞ্চ বৈ।
যস্য বিক্রমমাসাদ্য রাক্ষসা নিধনং গতাঃ॥ ১০
অপ্রমত্তৈশ্চ সর্ব্বত্র গুপ্তৈা রক্ষ্যা পুরী ত্বিয়ম্।
অশোকবনিকা চৈব যত্র সীতাভিরক্ষ্যতে॥ ১১
নিষ্ক্রামো বা প্রবেশো বা জ্ঞাতব্যঃ সর্ব্বথৈব বঃ।
যত্র যত্র ভবেদ্গুল্মস্তত্র তত্র পুনঃপুনঃ॥ ১২
সর্ব্বতশ্চাপি তিষ্ঠধ্বং স্বৈঃ স্বৈঃ পরিবৃতা বলৈঃ।
দ্রষ্টব্যঞ্চ পদং তেষাং বানরাণাং নিশাচরাঃ॥ ১৩
প্রদোষে বার্দ্ধরাত্রে বা প্রত্যূষে বাপি সর্ব্বশঃ।
নাবজ্ঞা তেষু কর্ত্তব্যা বানরেষু কদাচন॥ ১৪
দ্বিষতাং বলমুদ্যুক্তমাপতৎ কিং স্থিতং যথা॥ ১৫
ততস্তে রাক্ষসাঃ সর্ব্বে শ্রুত্বা লঙ্কাধিপস্য তৎ।
বচনং সর্ব্বমাতিষ্ঠন্ যথাবত্তু মহাবলাঃ॥ ১৬
তান্ সর্ব্বান্ হি সমাদিশ্য রাবণো রাক্ষসাধিপঃ।
মন্যুশল্যং বহন্ দীপ্তং প্রবিবেশ স্বমালয়ম্॥ ১৭
ততঃ স সন্দীপিতকোপবহ্নি-
নিশাচরাণামধিপো ভৃশার্ত্তঃ।
তদেব পুত্রব্যসনং বিচিন্তয়ন্
মুহুর্ম্মুহুশ্চৈব তদা বিনিশ্বসন॥ ১৮

ইতি লঙ্কাকাণ্ডে দ্বিসপ্ততিতমঃ সর্গঃ॥ ৭২॥

তাহারা সকলেই মহাবল বানরগণকর্তৃক যুদ্ধে নিহত হইয়াছে। অদ্য যে সুগ্রীব, বিভীষণ ও সেনাগণের সহিত বীরবর রামচন্দ্র ও লক্ষ্মণকে সংগ্রামে শাসন করিতে সমর্থ হইবে, আমি ত এরূপ কাহাকেও দেখিতেছি না। ১—৯। আহা! যাহার বিক্রমে রাক্ষসগণ নিহত হইয়াছে, সেই রাম কি অলৌকিক বলশালী এবং তাহার অস্ত্রবলও কি ভয়ঙ্কর? যাহা হউক, তোমরা সকলে যে স্থানে সীতা রক্ষিত হইয়াছে সেই অশোকবন এবং অপরাধীদিগের বিচারালয় প্রভৃতির সহিত এই পুরীকেও অপ্রমত্ত ভাবে রক্ষা কর। অশোকবন, রাজপুর বা অন্যান্য অপরাধিগণের বিচারালয়মধ্যে যে কেহ প্রবেশ করিবে, অথবা তাহা হইতে বাহির হইবে, তাহাদিগকে সর্ব্বতোভাবে বারংবার পরীক্ষা করিয়া দেখিবে। হে রাক্ষসগণ! তোমরা সকলে সর্ব্বত্র সসৈন্যে অবস্থানপূর্ব্বক বানরগণের যাতায়াতবিষয়ে তত্ত্বাবধান রাখিবে। কি প্রদোষ, কি অর্দ্ধরাত্র, কি প্রভাত,—সকল সময়েই সতর্ক থাকিবে,—সামান্য বোধে বানরদিগকে উপেক্ষা করিও না। অপিচ শত্রুপক্ষীয় সেনাগণ পূর্ব্বের ন্যায় সেনানিবেশে অবস্থান করিতেছে কি উদ্যমযুক্ত হইয়া লঙ্কাভিমুখে আসিতেছে, তাহাও পর্য্যবেক্ষণ করিবে।" লঙ্কাপতির কথা শুনিয়া মহাবল রাক্ষসগণ আদেশানুরূপ কার্য্যানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইল। রাক্ষসরাজ রাবণ, তাহাদের সকলকে এইরূপ আদেশ প্রদানপূর্ব্বক, হৃদয়মধ্যে শোকরূপ প্রদীপ্ত শল্য বহন করত, আপন ভবনে প্রবেশ করিলেন। শোকপীড়িত নিশাচরপতি আপন পুত্রগণের বিপন্নদশার বিষয় চিন্তা করিতে করিতে কোপানলে প্রদীপ্ত হইয়া উঠিলেন এবং মুহুর্ম্মুহু দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন। ১০—১৮।

ত্রিসপ্ততিতমঃ সর্গঃ।

ততো হতান্ রাক্ষসপুঙ্গবাংস্তান্
দেবান্তকাদিত্রিশিরোহতিকায়ান্।
রক্ষোগণাস্তত্র হতাবশেষা-
স্তে রাবণায় ত্বরিতাঃ শশংসুঃ॥ ১
ততো হতাংস্তান্ সহসা নিশম্য
রাজা মুমোহাশ্রুপরিপ্লুতাক্ষঃ।
পুত্রক্ষয়ং ভ্রাতৃবধঞ্চ ঘোরং
বিচিন্ত্য রাজা সুচিরং প্রদধ্যৌ॥ ২
ততস্তু রাজানমুদীক্ষ্য দীনং
শোকার্ণবে সম্পরিপ্লুয়মানম্।
রথর্ষভো রাক্ষসরাজসূনু-
স্তমিন্দ্রজিদ্বাক্যমিদং বভাষে॥ ৩
ন তাত মোহং পরিগন্তুমর্হসে
যত্রেন্দ্রজিজ্জীবতি নৈর্ঋতেশ।

ত্রিসপ্ততিতম সর্গ।

অনন্তর হতাবশিষ্ট রাক্ষসগণ, দ্রুতপদে রাবণসমীপে গমনপূর্ব্বক দেবান্তক, ত্রিশিরা ও অতিকায় প্রভৃতি রাক্ষসশ্রেষ্ঠগণের বধবৃত্তান্ত নিবেদন করিলে, রাক্ষসরাজ রাবণ শোকে মুগ্ধ হইলেন এবং অশ্রুপরিপ্লুতচক্ষে পুত্র এবং ভ্রাতৃগণের নিদারুণ বধবিষয়ে ভাবিতে লাগিলেন। তখন রাক্ষসরাজকে শোকার্ণবে মগ্ন ও দীনভাবাপন্ন দেখিয়া পুত্র রথিশ্রেষ্ঠ রাজপুত্র ইন্দ্রজিৎ এই কথা বলিলেন;—"হে পিতঃ! হে

মেন্দ্রারিবাণাভিহতোঽস্তি কশ্চিৎ
প্রাণান্ সমর্থঃ সমরেঽভিপাতুম্॥ ৪
পশ্যাদ্য রামং সহ লক্ষ্মণেন
মদ্বাণনির্ভিন্নবিকীর্ণদেহম্।
গতায়ুষং ভূমিতলে শয়ানং
শিতৈঃ শরৈরাচিতসর্বগাত্রম্॥ ৫
ইমাং প্রতিজ্ঞাং শৃণু শক্রশত্রোঃ
সুনিশ্চিতাং পৌরুষদৈবযুক্তাম্।
অদ্যৈব রামং সহ লক্ষ্মণেন
সন্তর্পয়িষ্যামি শরৈরমোঘৈঃ॥ ৬
অদ্যেন্দ্রবৈবস্বতবিষ্ণুরুদ্র-
সাধ্যাশ্চ বৈশ্বানরচন্দ্রসূর্য্যাঃ।
দ্রক্ষ্যন্তু মে বিক্রমমপ্রমেয়ং
বিষ্ণোরিবোগ্রং বলিযজ্ঞবাটে॥ ৭
স এবমুক্ত্বা ত্রিদশেন্দ্রশত্রু-
রাপৃচ্ছ্য রাজানমদীনসত্ত্বঃ।
সমারুরোহানিলতুল্যবেগং
রথং খরশ্রেষ্ঠসমাধিযুক্তম্॥ ৮
সমাস্থায় মহাতেজা রথং হরিরথোপমম্।
জগাম সহসা তত্র যত্র যুদ্ধমরিন্দমঃ॥ ৯
তং প্রস্থিতং মহাত্মানমনুজগ্মুর্মহাবলাঃ।
সংহর্ষমাণা বহবো ধনুঃপ্রবরপাণয়ঃ॥ ১০

গজস্কন্ধগতাঃ কেচিৎ কেচিৎ পরমবাজিভিঃ।
ব্যাঘ্রবৃশ্চিকমার্জ্জারখরোষ্ট্রৈশ্চ ভুজঙ্গমৈঃ॥ ১১
বরাহৈঃ শ্বাপদৈঃ সিংহৈর্জম্বুকৈঃ পর্ব্বতোপমৈঃ।
কাকহংসময়ূরৈশ্চ রাক্ষসা ভীমবিক্রমাঃ।
প্রাসমুদ্গরনিস্ত্রিংশপরশ্বধগদাধরাঃ॥ ১২
স শঙ্খনিনদৈঃ পূর্ণৈর্ভেরীণাঞ্চাপি নিঃস্বনৈঃ
জগাম ত্রিদশেন্দ্রারিরাজিং বেগেন বীর্য্যবান্॥ ১৩
স শঙ্খশশিবর্ণেন ছত্রেণ রিপুসূদনঃ
ররাজ প্রতিপূর্ণেন নভশ্চন্দ্রমসা যথা॥ ১৪
বীজ্যমানস্ততো বীরো হৈমৈর্হেমবিভূষণৈঃ।
চারুচামরমুখ্যৈশ্চ মুখ্যঃ সর্ব্বধনুষ্মতাম্॥ ১৫
ততস্ত্বিন্দ্রজিতা লঙ্কা সূর্য্যপ্রতিমতেজসা।
ররাজাপ্রতিবীর্য্যেণ দ্যৌরিবার্কেণ ভাস্বতা॥ ১৬
স সম্প্রাপ্য মহাতেজা যুদ্ধভূমিমরিন্দমঃ।
স্থাপয়ামাস রক্ষাংসি রথং প্রতি সমন্ততঃ॥ ১৭
ততস্তু হুতভোক্তারং হুতভুক্সদৃশপ্রভঃ।
জুহুবে রাক্ষসশ্রেষ্ঠো বিধিবন্মন্ত্রসত্তমৈঃ॥ ১৮
স হবিলাজসৎকারৈর্মাল্যগন্ধপুরস্কৃতৈঃ।
জুহুবে পাবকং তত্র রাক্ষসেন্দ্রঃ প্রতাপবান্॥ ১৯

রাক্ষসনাথ! ইন্দ্রজিৎ থাকিতে আপনার এরূপ শোকাভিভূত হওয়া উচিত নহে। আপনি নিশ্চয় জানিবেন, রণমধ্যে এই ইন্দ্রজিতের বাণদ্বারা আহত হইয়া, কোন প্রাণী জীবিত থাকিতে সমর্থ হয় না। অদ্য আপনি,—রামচন্দ্রকে লক্ষ্মণের সহিত আমার নিশিত বাণজালে পরিব্যাপ্ত, ক্ষতবিক্ষত-সর্ব্বাঙ্গ, রক্তাক্ত এবং বিগতপ্রাণ হইয়া ভূতলে শয়ন করিয়া আছে দেখিবেন;—ইন্দ্রজিতের দৈব ও পৌরুষসংযুক্ত এই সুনিশ্চিত প্রতিজ্ঞা শুনুন;—আমি অদ্যই লক্ষ্মণের সহিত রামকে অব্যর্থ বাণসকলদ্বারা সন্তর্পিত করিব। অদ্য ইন্দ্র, যম, রুদ্র, অগ্নি, চন্দ্র, সূর্য্য ও সাধ্যগণ বলিরাজের যজ্ঞস্থলে বিষ্ণুর ন্যায় আমার অপ্রমেয় বিক্রম দেখুন। ১—৭। অদীনসত্ত্ব দেবরাজ-শত্রু মহাতেজস্বী অরিন্দম ইন্দ্রজিৎ, এই বলিয়া, রাক্ষস-রাজের আদেশ গ্রহণপূর্ব্বক, ধনু ও খড়্গাদি-যুক্ত অশ্বতরচালিত এবং বায়ুর ন্যায় বেগশালী ইন্দ্ররথ তুল্য রথে আরোহণপূর্ব্বক হঠাৎ সমরক্ষেত্রে গমন করিতে আরম্ভ করিলে, মহাধনুর্দ্ধারী অনেক ভীম-বিক্রম মহাবল রাক্ষসও আহ্লাদসহকারে সেই মহা-ত্মার পশ্চাদ্গামী হইল। তাহাদের মধ্যে কেহ হস্তি-স্কন্ধে, কেহ উত্তম অশ্বে, কেহ কেহ ব্যাঘ্র, বৃশ্চিক, মার্জ্জার, অশ্বতর, উষ্ট্র, বরাহ ও সর্পের উপরে, কেহ গিরিতুল্য সিংহ ও জম্বুকের উপরে এবং কেহ বা কাক, হংস ও ময়ূরাদি পক্ষীর উপরে উঠিয়া প্রাস, মুদ্গর, নিস্ত্রিংশ, পরশু, গদা, ভুশুণ্ডী, মুদ্গর, যষ্টি, শতঘ্নী ও পরিঘ প্রভৃতি অস্ত্রজালে সজ্জিত হইয়া যাইতে লাগিল। এইরূপে শত্রুহন্তা বীর্য্যবান্ ইন্দ্রজিৎ,—শঙ্খ এবং ভেরীর গগনস্পর্শী শব্দের সহিত রণভূমি-উদ্দেশে গমন করত, শশধরের ন্যায় শোভমান শঙ্খ ও ছত্রদ্বারা, পূর্ণচন্দ্রশোভিত নভো-মণ্ডলের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। সেই সময়ে ধনুর্দ্ধারিগণের অগ্রণী সেই বীর, হেমদণ্ডযুক্ত সুচারু চামরদ্বারা বীজিত হইতে লাগিলেন। সূর্য্যতুল্য তেজস্বী সেই অপ্রতিমবীর্য্য ইন্দ্রজিতের রূপে লঙ্কা নগরী তেজঃপ্রদীপ্ত-সূর্য্যশোভিত আকাশের ন্যায়, প্রকাশ পাইতে লাগিল। ৮—১৬। পরে সেই অগ্নি-প্রতিম অরিন্দম মহাতেজস্বী রাক্ষসসত্তম ইন্দ্রজিৎ যুদ্ধজয়-সাধনভূত নিকুম্ভিলায় উপস্থিত হইয়া আপন রথের চারিদিকে রাক্ষসগণকে সংস্থাপনপূর্ব্বক মন্ত্রোচ্চারণদ্বারা অগ্নিতে যথাবিধি হোম করিলেন। সেই প্রতাপশালী রাক্ষসেন্দ্র ইন্দ্রজিৎ অগ্রে অগ্নিতে

শস্ত্রাণি শরপত্রাণি সমিধোঽথ বিভীতকাঃ।
লোহিতানি চ বাসাংসি স্রুবং কার্ষ্ণায়সং তথা॥ ২০
স তত্রাগ্নিং সমাস্তীর্য্য শরপত্রৈঃ সতোমরৈঃ।
ছাগস্য কৃষ্ণবর্ণস্য গলং জগ্রাহ জীবতঃ॥ ২১
সকৃদেব সমিদ্ধস্য বিধূমস্য মহার্চ্চিষঃ।
বভূবুস্তানি লিঙ্গানি বিজয়ং যান্যদর্শয়ন্॥ ২২
প্রদক্ষিণাবর্ত্তশিখস্তপ্তকাঞ্চনসন্নিভঃ।
হবিস্তৎ প্রতিজগ্রাহ পাবকঃ স্বয়মুত্থিতঃ॥ ২৩
সোঽস্ত্রমাহারয়ামাস ব্রাহ্মমস্ত্রবিশারদঃ।
ধনুশ্চাত্মরথঞ্চৈব কচিৎ চাভ্যমন্ত্রয়ৎ॥ ২৪
তস্মিন্নাহূয়মানেঽস্ত্রে হূয়মানে চ পাবকে।
সার্কগ্রহেন্দুনক্ষত্রং বিতত্রাস নভস্থলম্॥ ২৫
স পাবকং পাবকদীপ্ততেজা
হুত্বা মহেন্দ্রপ্রতিমপ্রভাবঃ।
সচাপবাণাসিরথাশ্বশূলঃ
খেঽন্তর্দ্দধেঽত্মানমচিন্ত্যবীর্য্যঃ॥ ২৬
ততো হয়রথাকীর্ণং পতাকাধ্বজশোভিতম্।
নির্যযৌ রাক্ষসবলং নর্দ্দমানং যুযুৎসয়া॥ ২৭

তে শরৈর্বহুভিশ্চিত্রৈস্তীক্ষ্ণবেগৈরলঙ্কৃতৈঃ।
তোমরৈরঙ্কুশৈশ্চাপি বানরান্ জঘ্নুরাহবে॥ ২৮
রাবণিস্তু সুসংক্রুদ্ধস্তান্ নিরীক্ষ্য নিশাচরান্।
হৃষ্টা ভবন্তো যুধ্যন্তু বানরাণাং জিঘাংসয়া॥ ২৯
ততস্তে রাক্ষসাঃ সর্ব্বে গর্জ্জন্তো জয়কাঙ্ক্ষিণঃ।
অভ্যবর্ষংস্ততো ঘোরান্ বানরান্ শরবৃষ্টিভিঃ॥ ৩০
স তু নালীকনারাচৈর্গদাভির্মুষলৈরপি।
রক্ষোভিঃ সংবৃতঃ সংখ্যে বানরান্ বিচকর্ত্ত হ॥ ৩১
তে বধ্যমানাঃ সমরে বানরাঃ পাদপায়ুধাঃ।
অভ্যধাবন্ত সহসা রাবণিং শৈলপাদপৈঃ॥ ৩২
ইন্দ্রজিত্তু তদা ক্রুদ্ধো মহাতেজা মহাবলঃ।
বানরাণাং শরীরাণি ব্যধমদ্রাবণাত্মজঃ॥ ৩৩
শরেণৈকেণ চ হরীন্নব পঞ্চ চ সপ্ত চ।
বিভেদ সমরে ক্রুদ্ধো রাক্ষসান্ সম্প্রহর্ষয়ন্॥ ৩৪
স শরৈঃ সূর্য্যসঙ্কাশৈঃ শাতকুম্ভবিভূষণৈঃ।
বানরান্ সমরে বীরঃ প্রমমাথ সুদুর্জ্জয়ঃ॥ ৩৫
তে ভিন্নগাত্রাঃ সমরে বানরাঃ শরপীড়িতাঃ।
পেতুর্মথিতসঙ্কল্পাঃ সুরৈরিব মহাসুরাঃ॥ ৩৬

মাল্য ও গন্ধ প্রদান করিয়া, তৎপরে লাজাদিদ্বারা তদীয় সংস্কার সম্পাদন করত ঘৃতাহুতি আরম্ভ করিলেন। তাহাতে শস্ত্র সকলই আস্তরণভূত শরপত্রস্বরূপ হইল। সেই যজ্ঞে বিভীতককাষ্ঠ, রক্তবর্ণবস্ত্র এবং কৃষ্ণলৌহনির্ম্মিত স্রুব সমাহৃত হইলে, ইন্দ্রজিৎ তোমররূপ শরপত্রদ্বারা অগ্নি প্রজ্বালনপূর্ব্বক সজীব কৃষ্ণবর্ণ ছাগের গলদেশ গ্রহণ করিয়া, সেই প্রজ্বালিত হুতাশনে একবার হোম করিবামাত্র অগ্নি ধূমবিহীন হইলেন এবং তদীয় উত্থিত শিখা সকল বিজয়সূচক চিহ্নসমূহ প্রকাশ করিল। অপিচ তপ্তকাঞ্চনতুল্য অগ্নি দক্ষিণাবর্ত্ত শিখা সকলের সহিত স্বয়ং সমুত্থিত হইয়া, ইন্দ্রজিতের আহুতি গ্রহণ করিলেন। পরে অস্ত্রবিশারদ ইন্দ্রজিৎ আপন অস্ত্র, ধনু, রথ ও কবচকে ব্রাহ্মমন্ত্রে অভিমন্ত্রিত করিলেন। যখন সেই বীর অগ্নিতে আহুতিপ্রদান এবং অস্ত্রসকলকে ব্রাহ্মমন্ত্রে অভিমন্ত্রিত করেন, তখন সূর্য্য, চন্দ্র প্রভৃতি গ্রহ ও নক্ষত্রগণের সহিত নভোমণ্ডলস্থিত সমুদয় জীবই ভীত হইল। ইন্দ্রের তুল্য প্রভাবশালী এবং অগ্নিতুল্য তেজঃপ্রদীপ্ত সেই অচিন্ত্যবীর্য্য ইন্দ্রজিৎ এইরূপ অগ্নিতে আহুতি প্রদানপূর্ব্বক ধনু, বাণ, অসি, শূল এবং অশ্ব ও রথের সহিত আকাশপথে, অন্তর্হিত হইলেন। তৎপরে ধ্বজপতাকাশোভিত এবং অশ্বরথসমাকীর্ণ সেই রাক্ষসসেনাও যুদ্ধবাসনায় সিংহনাদ করিতে করিতে বাহির হইল। ১৭—২৬। রাক্ষসসেনাগণ নিকুম্ভিলা হইতে বাহির হইয়াই তীক্ষ্ণবেগে ও অলঙ্কৃত বিচিত্র অসংখ্য বাণ তোমর এবং অঙ্কুশ। সকলদ্বারা বানরগণকে আহত করিতে আরম্ভ করিল। রাবণ-নন্দন রাক্ষস ইন্দ্রজিৎ ও সেনাগণকে সমরাসক্ত দেখিয়া কোপভরে কহিলেন; তোমরা বানরগণকে সংহার করিবার বাসনায় হৃষ্টচিত্তে যুদ্ধ করিতে থাক।' বিজয়াভিলাষী রাক্ষসগণ এই কথা শুনিয়াই, সিংহনাদসহকারে ঘোররূপ বানরগণের উপরে বাণ বর্ষণ করিতে আরম্ভ করিল। রাক্ষসসেনাগণের উপরিভাগে আকাশপথে অবস্থিত ইন্দ্রজিৎ নালীকে, নারাচ, গদা ও মুষল প্রভৃতি অস্ত্র-মালা দ্বারা বানরগণকে ছেদন করিতে লাগিলেন। পাদপায়ুধ বানরগণও তৎকর্তৃক সংগ্রামে বধ্যমান হইয়া, ইন্দ্রজিতের প্রতি শৈল ও বৃক্ষ বর্ষণ করিতে লাগিল। মহাতেজা মহাবল রাবণনন্দন, ইহাতে অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া, বানরগণের দেহ সকলকে ছিন্ন ভিন্ন করিতে আরম্ভ করিলেন। তিনি সেই যুদ্ধক্ষেত্রে রাক্ষসগণকে আহ্লাদিত করত, এক এক বাণে পাঁচ, সাত, অথবা নয়জন বানরকে আহত করিতে লাগিলেন। সেই সুদুর্জ্জয় বীর এইরূপে রণক্ষেত্রে সুবর্ণবিভূষিত সূর্য্যবৎ তেজঃপ্রদীপ্ত বাণসমূহদ্বারা বানরগণকে প্রমথিত করিতে থাকিলে, সেই বাণপীড়িত ও ছিন্নগাত্র বানরগণ

তে পতন্তুমিবাদিত্যং যে দৈর্বাণগভস্তিভিঃ।
অভ্যধাবন্ত সংক্রুদ্ধাঃ সংযুগে বানরর্ষভাঃ॥ ৩৭
ততস্তু বানরাঃ সর্ব্বে ভিন্নদেহা বিচেতসঃ।
ব্যথিতা বিদ্রবন্তি স্ম রুধিরেণ সমুক্ষিতাঃ॥ ৩৮
রামস্যার্থে পরাক্রম্য বানরাস্ত্যক্তজীবিতাঃ।
নর্দ্দন্তস্তে নিবৃত্তাস্তু সমরে সশিলায়ুধাঃ॥ ৩৯
তে দ্রুমৈঃ পর্ব্বতাগ্রৈশ্চ শিলাভিশ্চ প্লবঙ্গমাঃ।
অভ্যবর্ষন্ত সমরে রাবণিং সমবস্থিতাঃ॥ ৪০
তং দ্রুমাণাং শিলানাঞ্চ বর্ষং প্রাণহরং মহৎ।
ব্যপোহত মহাতেজা রাবণিঃ সমিতিঞ্জয়ঃ॥ ৪১
ততঃ পাবকসঙ্কাশৈঃ শরৈরাশীবিষোপমৈঃ।
বানরাণামনীকানি বিভেদ সমরে প্রভুঃ॥ ৪২
অষ্টাদশশরৈস্তীক্ষ্ণৈঃ স বিদ্ধা গন্ধমাদনম্।
বিব্যাধ নবভিশ্চৈব নলং দূরাদবস্থিতম্॥ ৪৩
সপ্তভিস্তু মহাবীর্য্যো মৈন্দং মর্ম্মবিদারণৈঃ।
পঞ্চভির্বিশিখৈশ্চৈব গজং বিব্যাধ সংযুগে॥ ৪৪
জাম্ববন্তন্তু দশভির্নীলং ত্রিংশদ্ভিরেব চ।
সুগ্রীবমৃষভঞ্চৈব সোহঙ্গদং দ্বিবিদং তথা॥ ৪৫
ঘোরৈর্দত্তবরৈস্তীক্ষ্ণৈর্নিষ্প্রাণানকরোত্তদা॥ ৪৫

অন্যানপি তদা মুখ্যান্ বানরান্ বহুভিঃ শরৈঃ।
অর্দ্দয়ামাস সংক্রুদ্ধঃ কালাগ্নিরিব মূর্চ্ছিতঃ॥ ৪৬
স শরৈঃ সূর্য্যসঙ্কাশৈঃ সুমুক্তৈঃ শীঘ্রগামিভিঃ।
বানরাণামনীকানি নির্ম্মমন্থ মহারণে॥ ৪৭
আকুলাং বানরীং সেনাং শরজালেন পীড়িতাম্।
হৃষ্টঃ স পরয়া প্রীত্যা দদর্শ ক্ষতজোক্ষিতাম্॥ ৪৮
পুনরেব মহাতেজা রাক্ষসেন্দ্রাত্মজো বলী।
সংসৃজ্য বাণবর্ষঞ্চ শস্ত্রবর্ষঞ্চ দারুণম্॥ ৪৯
মমর্দ্দ বানরানীকং পরিতস্ত্রিন্দ্রজিদ্বলী॥ ৫০

স্বসৈন্যমুৎসৃজ্য সমেত্য তূর্ণং
মহাহবে বানরবাহিনীষু।
অদৃশ্যমানঃ শরজালমুগ্রং
ববর্ষ নীলাম্বুধরো যথাম্বু॥ ৫১
তে শক্রজিদ্বাণবিশীর্ণদেহা
মায়াহতা বিস্বরমুন্নদন্তঃ।
রণে নিপেতুর্হরয়োহদ্রিকল্পা
যথেন্দ্রবজ্রাভিহতা নগেন্দ্রাঃ॥ ৫২
তে কেবলং সন্দদৃশুঃ শিতাগ্রান্
বাণান্ রণে বানরবাহিনীষু।
মায়ানিগূঢ়ঞ্চ সুরেন্দ্রশত্রুং
ন চাত্র তং রাক্ষসমপ্যপশ্যন্॥ ৫৩

সুবর্ণমণ্ডিত মহাসুরগণের ন্যায়, যুদ্ধাসনা পরিত্যাগ করত পতিত হইতে লাগিল। অনেক বানরশ্রেষ্ঠ ক্রোধভরে, বাণরূপ কিরণমালায় অলঙ্কৃত, অস্তাগিরি পতনোন্মুখ সূর্য্যের ন্যায় সেই ইন্দ্রজিতের অভিমুখে ধাবিত হ ল। পরে অনেকেই ছিন্নগাত্র পীড়িত, রক্তসমুক্ষিত ও জ্ঞানহীন হইয়া পলাইতে আরম্ভ করিল। ২৮—৩৮। পরে তাহারা রঘুনন্দনের নিমিত্ত পরাক্রম প্রকাশপূর্ব্বক প্রাণ পর্য্যন্ত বিসর্জ্জন করিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়া, শিলাদি অস্ত্র লইয়া সিংহনাদ করিতে করিতে পুনরায় যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া, সমরক্ষেত্রে রাবণ-নন্দনকে লক্ষ্য করিয়া বৃক্ষ, পর্ব্বতাগ্র ও প্রস্তর সকল বর্ষণ করিতে লাগিল। কিন্তু সমরদুর্জ্জয় মহাপ্রভাব মহাতেজস্বী ইন্দ্রজিৎ, সেই বৃক্ষ ও প্রস্তরবর্ষণকে স্বীয় বাণবর্ষণদ্বারা নিবারিত করিয়া, বিষধর সর্প ও পাবক তুল্য বাণসমূহদ্বারা সেই বানরসেনাগণেকে বিভিন্ন করিতে লাগিলেন। সেই মহাবীর্য্য ইন্দ্রজিৎ অষ্টাদশ সুতীক্ষ্ণবাণে গন্ধমাদনকে বিদ্ধ করিয়া, দূর হইতে নয় বাণে নলকে বিদ্ধ করিলেন। পরে সাতটী মর্ম্মবিদারণ বাণদ্বারা মৈন্দকে এবং পাঁচটী বাণদ্বারা গজকে দশবাণে জাম্ববান্‌কে, ত্রিংশদ্‌বাণে নীলকে বিদ্ধ করিয়া ব্রহ্মার বরলব্ধ সুতীক্ষ্ণ ভীষণ বাণজালে সুগ্রীব, ঋষভ, অঙ্গদ ও বানরদিগকে মৃতপ্রায় করিয়া ফেলিলেন

প্রজ্বলিতানলাধিপ্রতিম ইন্দ্রজিৎ ক্রোধভরে এইরূপে ভয়ঙ্কর বাণসমূহদ্বারা অন্যান্য প্রধান প্রধান বানরগণকেও বিমার্দ্দিত করিতে লাগিলেন। এইরূপে ইন্দ্রজিৎ দ্রুতগামী সুমুক্ত ও সূর্য্যতুল্য বাণসমূহদ্বারা বানরসেনাগণকে বিমথিত করত হর্ষ ও পরমপ্রীতি সহকারে রক্তধারা পরিপ্লুত বাণনিকর পীড়িত সেই আকুল বানরসেনাকে দেখিতে লাগিলেন। পরে মহাতেজস্বী মহাবল রাক্ষসরাজকুমার ইন্দ্রজিৎ পুনরায় নিদারুণ শস্ত্র ও বাণবর্ষণদ্বারা বানরসেনাগণকে সর্ব্বতোভাবে মর্দ্দিত করিতে লাগিলেন। ৩৯—৫০। নীলমেঘ যেরূপ বারিধারা বর্ষণ করে, সেইরূপ তিনিও সেই মহাসমরে আকাশে অন্তর্হিত থাকিয়া, আপন সৈন্যগণের উপরিভাগ পরিত্যাগপূর্ব্বক শীঘ্র বানরগণের উপরি অধিষ্ঠিত হইয়া উগ্র বাণজাল বর্ষণ করিতে থাকিলে, সেই পর্ব্বতপ্রমাণ মায়ামোহিত বানরগণ ইন্দ্রজিৎবাণে বিশীর্ণদেহ হইয়া বিকৃত স্বরে চীৎকার করিয়া ইন্দ্রবজ্রবিদারিত পর্ব্বতগণের ন্যায় ভূতলে পতিত হইতে আরম্ভ করিল। সেই সময়ে বানরগণ সেনামধ্যে কেবলমাত্র ইন্দ্রজিৎকর্ত্তৃক নিক্ষিপ্ত শাণিতাগ্র বাণ সকলই দেখিতে লাগিল। কিন্তু মায়াবলে

ততঃ স রক্ষোঽধিপতির্মহাত্মা
সর্বা দিশো বাণগণৈঃ শিতাগ্রৈঃ।
প্রচ্ছাদয়ামাস রবিপ্রকাশৈ-
র্বিদারয়ামাস চ বানরেন্দ্রান্॥ ৫৪
স শূলনিস্ত্রিংশপরশ্বধানি
ব্যাবিদ্ধদীপ্তানলসন্নিভানি।
সবিস্ফুলিঙ্গোজ্জ্বলপাবকানি
ববর্ষ তীব্রং প্লবগেন্দ্রসৈন্যে॥ ৫৫
ততো জ্বলনসঙ্কাশৈর্বাণৈর্বানরযূথপাঃ।
তাড়িতাঃ শক্রজিদ্বাণৈঃ প্রফুল্লা ইব কিংশুকাঃ॥ ৫৬
উদীক্ষমাণা গগনং কেচিন্নেত্রেষু তাড়িতাঃ।
শরৈর্বিবিশুরন্যোন্যং পেতুশ্চ জগতীতলে॥ ৫৭
হনুমন্তঞ্চ সুগ্রীবমঙ্গদং গন্ধমাদনম্।
জাম্ববন্তং সুষেণঞ্চ বেগদর্শিনমেব চ॥ ৫৮
মৈন্দঞ্চ দ্বিবিদং নীলং গবাক্ষং গবয়ং তথা।
কেশরিং হরিলোমানং বিদ্যুদ্দংষ্ট্রঞ্চ বানরম্॥ ৫৯
সূর্য্যাননং জ্যোতির্ম্মুখং তথা দধিমুখং হরিম্।
পাবকাক্ষং নলঞ্চৈব কুমুদঞ্চৈব বানরম্॥ ৬০
প্রাসৈঃ শূলৈঃ শিতৈর্বাণৈরিন্দ্রজিন্মন্ত্রসংহিতৈঃ।
বিব্যাধ হরিশার্দ্দূলান্ সর্ব্বাংস্তান্ রাক্ষসোত্তমঃ॥ ৬১
স বৈ গদাভির্হরিযূথমুখ্যান্
নির্ব্বিদ্য বাণৈস্তপনীয়বর্ণৈঃ।
ববর্ষ রামং শরবৃষ্টিজালৈঃ
সলক্ষ্মণং ভাস্কররশ্মিকল্পৈঃ॥ ৬২
স বাণবর্ষৈরভিবৃষ্যমাণো
ধারানিপাতানিব তান্ বিচিন্ত্য।
সমীক্ষমাণঃ পরমাদ্ভুতশ্রী
রামস্তদা লক্ষ্মণমিত্যুবাচ॥ ৬৩
অসৌ পুনর্লক্ষ্মণ রাক্ষসেন্দ্রো
ব্রহ্মাস্ত্রমাশ্রিত্য সুরেন্দ্রশত্রুঃ।
নিপাতয়িত্বা হরিসৈন্যমুগ্র-
মস্মান্ শরৈরর্দ্দয়তি প্রসক্তম্॥ ৬৪
স্বয়ম্ভুবা দত্তবরো মহাত্মা
সমাহিতোঽন্তর্হিতভীমকায়ঃ।
কথং নু শক্যো যুধি নষ্টদেহো
নিহন্তুমদ্যেন্দ্রজিদুদ্যতাস্ত্রঃ॥ ৬৫
মন্যে স্বয়ম্ভূর্ভগবানচিন্ত্য-
স্তস্যৈতদস্ত্রং প্রভবশ্চ যোঽস্য।
বাণাবপাতং ত্বমিহাদ্য ধীমান্
ময়া সহাব্যগ্রমনাঃ সহস্ব॥ ৬৬
প্রচ্ছাদয়ত্যেষ হি রাক্ষসেন্দ্রঃ
সর্ব্বা দিশঃ সায়কবৃষ্টিজালৈঃ।

লুক্কায়িত সেই ইন্দ্রশত্রু রাক্ষসকে তথায় দেখিতে পাইল না। তৎপরে রাক্ষসপতি মহাবল ইন্দ্রজিৎ সূর্য্য-প্রতিম শিতাগ্র শরনিকরদ্বারা দিক্ সকলকে প্রচ্ছাদিত করত বানরেন্দ্রগণকে বিদীর্ণ করিতে লাগিলেন। অপিচ প্রজ্বলিত অগ্নিতুল্য এবং স্ফুলিঙ্গ ও অগ্নিকণা সম্বলিত শূল, নিস্ত্রিংশ ও পরশু সকল লইয়া বানর-রাজ সুগ্রীবের সৈন্যোপরি বর্ষণ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। ৫১—৫৫। তখন বানরযূথপতিগণ ইন্দ্রজিতের জ্বলনতুল্য বাণনিকরদ্বারা তাড়িত হইয়া, পুষ্পিত কিংশুকবৃক্ষের ন্যায় দৃষ্ট হইতে লাগল। কেহ কেহ ঊর্দ্ধদিকে দৃষ্টিপাত করিবামাত্র নেত্রদেশে তাড়িত হইয়া অন্যের দেহে আশ্রয় গ্রহণ করিল এবং কেহ বা পৃথিবীতে পতিত হইতে লাগিল। রাক্ষসশ্রেষ্ঠ ইন্দ্রজিৎ —মন্ত্রপূত তীক্ষ্ণধার প্রাস, শূল এবং অন্যান্য বাণ-দ্বারা হনুমান্, সুগ্রীব, অঙ্গদ, গন্ধমাদন, জাম্ববান্, সুষেণ, বেগদর্শী, মৈন্দ, দ্বিবিদ, নীল, গবাক্ষ, গবয়, কেশরী, হরিলোম, বিদ্যুদ্দংষ্ট্র, সূর্য্যানন, জ্যোতির্মুখ, দধি-মুখ, পাবকাক্ষ, নল ও কুমুদ প্রভৃতি হরিশার্দ্দূলগণকে বিদ্ধ করিলেন। ৫৬—৬১। ইন্দ্রজিৎ সুবর্ণবর্ণ বাণ ও গদা সকলদ্বারা বানরযূথপতিগণকে এইরূপে ছিন্ন-ভিন্ন করত, রামলক্ষ্মণের উপরে সূর্য্যরশ্মিতুল্য বাণনিকর বর্ষণ করিতে লাগিলেন। তখন অদ্ভুত-শ্রীসম্পন্ন রামচন্দ্র সেই বাণবর্ষে সর্ব্বতোভাবে অভি-বর্ষিত হইয়াও সেই সকলকে বারিধারার ন্যায় বোধ করিয়া, লক্ষ্মণকে কহিলেন;—"হে লক্ষ্মণ! ঐ দেখ সেই ইন্দ্রশত্রু রাক্ষসেন্দ্র ইন্দ্রজিৎ ব্রহ্মাস্ত্রের আশ্রয় গ্রহণপূর্ব্বক উগ্র বানরসেনা নিপাতিত করিয়া ব্রহ্মবরলব্ধ বাণসমূহদ্বারা পুনরায় আমাদিগকে পীড়িত করিতেছে। এই ভীমকায় অস্ত্রশস্ত্রে সাজ্জত হইয়া মহাবল ইন্দ্রজিৎ পিতামহ হইতে বর লাভ করিয়া আকাশে অন্তর্হিত হইয়াছে। অতএব এরূপ লুক্কায়িত থাকিয়া যুদ্ধ করিলে আমরা কি উপায়ে অদ্য ইহাকে বধ করিতে সক্ষম হইব? হে ধীমন্! যিনি এই বিশ্বের সৃষ্টি করিয়াছেন, এই অস্ত্র সকলকে সেই অচিন্ত্যবৈভব স্বয়ম্ভুর প্রভাবসম্ভূত বলিয়াই বোধ হই-তেছে; অতএব পিতামহের সম্মানরক্ষার্থ আমার সহিত তুমিও অব্যগ্রচিত্তে উপস্থিত সময়ে এই বাণবর্ষণ সহ্য কর। ঐ দেখ ঐ রাক্ষসেন্দ্র ইন্দ্রজিৎ বাণজাল-বর্ষণে দশদিক প্রচ্ছাদিত করিতেছে এবং

এতচ্চ সর্ব্বং পতিতাগ্রশূরং
ন ভ্রাজতে বানররাজসৈন্যম্॥ ৬৭
আবাস্তু দৃষ্ট্বা পতিতৌ বিসংজ্ঞৌ
নিবৃত্তযুদ্ধৌ হতহর্ষরোষৌ।
ধ্রুবং প্রবেক্ষ্যত্যমরারিবাস-
মসৌ সমাসাদ্য রণাগ্রলক্ষ্মীম্॥ ৬৮
ততস্তু তাবিন্দ্রজিতোহস্ত্রজালৈ-
র্বভূবতুস্তত্র তদা বিশস্তৌ।
স চাপি তৌ তত্র বিষাদয়িত্বা
ননাদ হর্ষাদ্যুধি রাক্ষসেন্দ্রঃ॥ ৬৯
ততস্তদা বানরসৈন্যমেবং
রামঞ্চ সঙ্খ্যে সহ লক্ষ্মণেন।
নিষূদয়িত্বা সহসা বিবেশ
পুরীং দশগ্রীবভুজাভিগুপ্তাম্।
সংস্তূয়মানঃ স তু যাতুধানৈঃ
পিত্রে চ সর্ব্বং হৃষিতোহভ্যুবাচ॥ ৭০
ইতি লঙ্কাকাণ্ডে ত্রিসপ্ততিতমঃ সর্গঃ॥ ৩

প্রধান প্রধান বানরবীরগণ নিপাতিত হইতেছে বানররাজের এই সমগ্র বানরবলও শ্রীহীন হইয়াছে। অতএব আমরা এইরূপ করিলে ইন্দ্রজিৎ আমাদিগকে হর্ষরোষশূন্য যুদ্ধনিবৃত্ত এবং জ্ঞানহীন হইয়া ভূতলে পতিত দেখিয়া, সমরে মহতী বিজয়লক্ষ্মী লাভ করত নিশ্চয়ই লঙ্কাপুরীমধ্যে প্রবেশ করিবে।" রামচন্দ্র এবং লক্ষ্মণ এইরূপ পরামর্শ করত ইন্দ্রজিতের বাণজালে পাতিত হইলে, রাক্ষসেন্দ্রও তাঁহাদিগকে সেই সময়ে বিষন্ন দেখিয়া আহ্লাদে সিংহনাদ করিয়া উঠিলেন। এইরূপে রাক্ষস-রাজনন্দন ইন্দ্রজিৎ—রাম ও লক্ষ্মণের সহিত বানরসেনাগণকে সমরে পরাজয়পূর্ব্বক, দশাননভুজপালিত পুরমধ্যে সহসা প্রবেশ করিলেন এবং তথায় নিশাচরগণকর্তৃক সম্মানিত হইয়া আহ্লাদসহকারে পিতার নিকটে সমস্ত কথা নিবেদন করিলেন। ৬২—৭০।

চতুঃসপ্ততিতমঃ সর্গঃ।

তয়োস্তদা সাদিতয়ো রণাগ্রে
মুমোহ সৈন্যং হরিযূথপানাম্।
সুগ্রীবনীলাঙ্গদজাম্ববন্তো
ন চাপি কিঞ্চিৎ প্রতিপেদিরে তে॥ ১
ততো বিষণ্ণং সমবেক্ষ্য সর্ব্বং
বিভীষণো বুদ্ধিমতাং বরিষ্ঠঃ।
উবাচ শাখামৃগরাজবীরা-
নাশাসয়ন্নপ্রতিমৈর্বচোভিঃ॥ ২
মা ভৈষ্ট নাস্ত্যত্র বিষাদকালো
যদার্য্যপুত্রৌ হ্যবশৌ বিষণ্ণৌ।
স্বয়ম্ভুবো বাক্যমথোদ্বহন্তৌ
যৎ সাদিতাবিন্দ্রজিদস্ত্রজালৈঃ॥ ৩
তস্মৈ তু দত্তং পরমাস্ত্রমেতৎ
স্বয়ম্ভুবা ব্রাহ্মমমোঘবীর্য্যম্।
তন্মানয়ন্তৌ যুধি রাজপুত্রৌ
নিপাতিতৌ কোহত্র বিষাদকালঃ॥ ৪
ব্রাহ্মমস্ত্রং ততো ধীমান্ মানয়িত্বা তু মারুতিঃ।
বিভীষণবচঃ শ্রুত্বা হনূমানিদমব্রবীৎ॥ ৫
অস্মিন্নস্ত্রহতে সৈন্যে বানরাণাং তরস্বিনাম্।
যো যো ধারয়তে প্রাণাংস্তং তমাশ্বাসয়াবহে॥ ৬

চতুঃসপ্ততিতম সর্গ।

রাম ও লক্ষ্মণ রণমধ্যে এইরূপ অবসন্ন হইলে বানরযূথপতিগণের সৈন্যগণ নিরুপায় এবং নিশ্চেষ্ট হইয়া মোহ প্রাপ্ত হইল। তখন সুগ্রীব, নীল, অঙ্গদ এবং জাম্ববান্ প্রভৃতি কেহই কিছু ভাবিয়া স্থির করিতে পারিলেন না। পরে বুদ্ধিমান্‌গণের অগ্রগণ্য বিভীষণ সকলকে এইরূপ বিষণ্ণ দেখিয়া, বানররাজ সুগ্রীবের বীরগণকে অনুপম বাক্যে আশ্বস্ত করত বলিলেন,—'আর্য্যপুত্রদ্বয়কে অবশ বা বিষন্ন দেখিয়া তোমরা ভীত হইও না' এক্ষণে বিষাদের সময় নহে। বিধাতার বাক্য প্রতিপালন করিবার জন্যই ইঁহারা ইন্দ্রজিতের শরজালে এরূপ অবসন্ন হইয়াছেন। স্বয়ম্ভু ইন্দ্রজিৎকে এই সুমহৎ অমোঘবীর্য্য ব্রাহ্ম অস্ত্র দিয়াছেন বলিয়া, এই রাজকুমারদ্বয় তদীয় সম্মান রক্ষা করিবার জন্যই নিপতিত হইয়াছেন; সুতরাং ইহাতে অবসন্ন হইবার অবসর কোথায়?" ১—৪। পবন-তনয় হনূমান্ বিভীষণের কথা শুনিয়া তৎকথিত ব্রহ্মাস্ত্রের সম্মানরক্ষণবিষয়ে স্বীকার করিয়া বলিলেন—"বেগবান্ বানরগণের অস্ত্রাহত সৈন্যমধ্যে

তাবুভৌ যুগপদ্বীরৌ হনূমদ্রাক্ষসোত্তমৌ।
উল্কাহস্তৌ তদা রাত্রৌ রণশীর্ষে বিচেরতুঃ ॥ ৭
ভিন্নলাঙ্গূলহস্তোরু পাদাঙ্গুলিশিরোধরৈঃ।
স্রবদ্ভিঃ ক্ষতজং গাত্রৈঃ প্রস্রবদ্ভিঃ সমন্ততঃ ॥ ৮
পতিতৈঃ পর্ব্বতাকারৈর্ব্বানরৈরভিসংবৃতাম্।
শস্ত্রৈশ্চ পতিতৈর্দীপ্তৈর্দদৃশাতে বসুন্ধরাম্ ॥ ৯
সুগ্রীবমঙ্গদং নীলং শরভং গন্ধমাদনম্।
জাম্ববন্তং সুষেণঞ্চ বেগদর্শিনমেব চ ॥ ১০
মৈন্দং নলং জ্যোতির্ম্মুখং দ্বিবিদঞ্চাপি বানরম্।
বিভীষণো হনূমাংশ্চ দদৃশাতে হতান্ রণে ॥ ১১
সপ্তষষ্টির্হতাঃ কোট্যো বানরাণাং তরস্বিনাম্।
অহ্নঃ পঞ্চমশেষেণ বল্লভেন স্বয়ম্ভুবঃ ॥ ১২
সাগরৌঘনিভং ভীমঃ দৃষ্ট্বা বাণার্দ্দিতং বলম্।
মার্গতে জাম্ববন্তঞ্চ হনূমান্ সবিভীষণঃ ॥ ১৩
স্বভাবজরয়া যুক্তং বৃদ্ধং শরশতৈশ্চিতম্।
প্রজাপতিসুতং বীরং শাম্যন্তমিব পাবকম্ ॥ ১৪
দৃষ্ট্বা তমভিসঙ্গম্য পৌলস্ত্যো বাক্যমব্রবীৎ।
কচ্চিদার্য্য শরৈস্তীক্ষ্ণৈর্ন প্রাণা ধ্বংসিতাস্তব ॥ ১৫

বিভীষণবচঃ শ্রুত্বা জাম্ববানৃক্ষপুঙ্গবঃ।
কৃচ্ছ্রাদভ্যুদ্গিরদ্বাক্যমিদং বচনমব্রবীৎ ॥ ১৬
নৈঋতেন্দ্র মহাবীর্য্য স্বরেণ ত্বাভিলক্ষয়ে।
বিদ্ধগাত্রঃ শিতৈর্ব্বাণৈর্ন ত্বাং পশ্যামি চক্ষুষা ॥ ১৭
অঞ্জনা সুপ্রজা যেন মাতরিশ্বা চ সুব্রত।
হনূমান্ বানরশ্রেষ্ঠঃ প্রাণান্ ধারয়তে ক্বচিৎ ॥ ১৮
শ্রুত্বা জাম্ববতো বাক্যমুবাচেদং বিভীষণঃ।
আর্য্যপুত্রাবতিক্রম্য কস্মাৎ পৃচ্ছসি মারুতিম্ ॥ ১৯
নৈব রাজনি সুগ্রীবে নাঙ্গদে নাপি রাঘবে।
আর্য্য সন্দর্শিতঃ স্নেহো যথা বায়ুসুতে পরঃ ॥ ২০
বিভীষণবচঃ শ্রুত্বা জাম্ববান্ বাক্যমব্রবীৎ।
শৃণু নৈঋত শার্দ্দূল যস্মাৎ পৃচ্ছামি মারুতিম্ ॥ ২১
অস্মিন্ জীবতি বীরে তু হতমপ্যহতং বলম্।
হনূমত্যুজ্ঝিতপ্রাণে জীবন্তোঽপি মৃতা বয়ম্ ॥ ২২
ধরতে মারুতস্তাত মারুতপ্রতিমো যদি।
বৈশ্বানরসমো বীর্য্যে জীবিতাশা ততো ভবেৎ ॥ ২৩
ততো বৃদ্ধমুপাগম্য বিনয়েনাভ্যবাদয়ৎ।
জগ্রাহ চাস্মনো নাম হনূমান্ মারুতাত্মজঃ ॥ ২৪

যে যে জীবিত আছে, চলুন এক্ষণে আমরা তাহাদিগকে আশ্বস্ত করি।" পরে বিভীষণ ও হনুমান্ উভয়েই সেই রাত্রিতে হস্তে উল্কা লইয়া রণক্ষেত্রে বিচরণ করিতে করিতে দেখিলেন, নিপতিত পর্ব্বতাকার বানর ও প্রদীপ্ত শস্ত্রসমূহে রণস্থল পরিপূর্ণ হইয়াছে এবং নিপতিত বানরগণের ছিন্ন লাঙ্গুল, হস্ত, উরু, পাদ, অঙ্গুলি, মস্তক ও অধর সকল হইতে রক্তধারা নির্গত হইতেছে ও অনেকেই মল-মূত্র ত্যাগ করিতেছে। দেখিলেন—সুগ্রীব, অঙ্গদ, নীল, শরভ, গন্ধমাদন, জাম্ববান্, সুষেন, বেগদর্শী, মৈন্দ, নল, জ্যোতির্ম্মুখ ও দ্বিবিদ প্রভৃতি বানরগণ সেই যুদ্ধে নিহতপ্রায় হইয়াছেন। পরে হনুমান্ ও বিভীষণ ব্রহ্মার প্রিয়পাত্র ইন্দ্রজিৎকর্ত্তৃক দিবসের শেষার্দ্ধমধ্যে নিহত সপ্তষষ্টি কোটি বেগবান্ বানরকে পর্য্যবেক্ষণ করত সেই সাগরতরঙ্গবৎ বাণার্দ্দিত ভীষণরূপ বানরবলের মধ্যে জাম্ববান্কে অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। বিস্তর অন্বেষণের পর, নির্ব্বাণোন্মুখ অনলের ন্যায়, সেই বাণজালে সমাচ্ছন্ন ও স্বাভাবিকজরাগ্রস্ত প্রজাপতি-পুত্র বীর জাম্ববান্কে দেখিয়া পৌলস্ত্য বিভীষণ তাঁহার নিকটে যাইয়া বলিলেন; "আর্য্য! এই তীক্ষ্ণ শর-বর্ষণে ত আপনার প্রাণ বিনষ্ট হয় নাই?" ঋক্ষপ্রধান জাম্ববান্ বিভীষণের কথা শুনিয়া বহুকষ্টে বাক্য উচ্চারণ করত বলিলেন;—"মহাবীর্য্য! সুতীক্ষ্ণ বাণসমূহদ্বারা আমার শরীর এরূপ বিদ্ধ হইয়াছে যে, আমি আপনাকে চক্ষে দেখিতে পাইতেছি না, কেবল-মাত্র আপনার স্বর শুনিয়াই আপনাকে রাক্ষসেন্দ্র বিভীষণ বলিয়া বুঝিতে পারিতেছি। যাহা হউক, সুব্রত। যাহাকে পুত্র লাভ করিয়া অঞ্জনা সুপুত্রবতী ও পবনদেব সুপুত্রবান্ হইয়াছেন, সেই বানরশ্রেষ্ঠ হনুমান্ কি জীবিত আছে?" ৫—১৮। জাম্ববানের এইরূপ কথা শুনিয়া বিভীষণ বলিলেন; "আর্য্য! আপনি রাম-লক্ষ্মণকে উপেক্ষা প্রদর্শনপূর্ব্বক কি কারণ পবনতনয়ের কথা জিজ্ঞাসা করিতেছেন? আপনি,—রঘুনন্দন, বানররাজ সুগ্রীব ও অঙ্গদের প্রতি স্নেহানুবন্ধন প্রদর্শন না করিয়া বায়ুতনয় হনুমানের প্রতি যে এরূপ স্নেহ প্রকাশ করিলেন, ইহার কারণ কি?" বিভীষণের কথা শুনিয়া জাম্ববান্ বলিলেন,—"রাক্ষসব্যাঘ্র! আমি যে জন্য কেবল মারুতির কথা জিজ্ঞাসা করিলাম তাহা শুনুন;—যদিও এই বানরসৈন্য নিহত হইয়াছে সত্য, তথাপি বীরবর হনুমান্ বাঁচিয়া থাকিলে কাহাকেও নিহত মনে করি না; কিন্তু বায়ুতনয় নিহত হইলে আমরা জীবিত থাকিয়াও মৃতবৎ হইতাম। তাত! হুতাশনের ন্যায় বীর্য্যবান্ পবন-সদৃশ হনুমান্ যদি জীবিত থাকে, তবেই আমার জীবনে আশা হয়।" ১৯—২৩। পরে পবন-পুত্র হনুমান্ বৃদ্ধ জাম্ববানের নিকটস্থ হইয়া

শ্রুত্বা হনূমতো বাক্যং তদা বিব্যথিতেন্দ্রিয়ঃ।
পুনর্জাতমিবাত্মানং মন্যতে স্মর্ক্ষপুঙ্গবঃ ॥ ২৫
ততোঽব্রবীন্মহাতেজা হনূমন্তং স জাম্ববান্।
আগচ্ছ হরিশার্দ্দূল বানরাংস্ত্রাতুমর্হসি ॥ ২৬
নান্যো বিক্রমপর্য্যাপ্তস্ত্বমেষাং পরমঃ সখা।
ত্বৎপরাক্রমকালোঽয়ং নান্যং পশ্যামি কঞ্চন ॥ ২৭
ঋক্ষবানরবীরাণামনীকানি প্রহর্ষয়।
বিশল্যৌ কুরু চাপ্যেতৌ সাদিতৌ রামলক্ষ্মণৌ ॥ ২৮
গত্বা পরমমধ্বানমুপর্য্যুপরি সাগরম্।
হিমবন্তং নগশ্রেষ্ঠং হনূমন্ গন্তুমর্হসি ॥ ২৯
ততঃ কাঞ্চনমত্যুগ্রমৃষভং পর্ব্বতোত্তমম্।
কৈলাসশিখরঞ্চাত্র দ্রক্ষ্যস্যরিনিষূদন ॥ ৩০
তয়োঃ শিখরয়োর্মধ্যে প্রদীপ্তমতুলপ্রভম্।
সর্ব্বৌষধিযুতং বীর দ্রক্ষ্যস্যৌষধিপর্ব্বতম্ ॥ ৩১
তস্য বানরশার্দ্দূল চতস্রো মূর্দ্ধ্নি সম্ভবাঃ।
দ্রক্ষ্যস্যোষধয়ো দীপ্তা দীপয়ন্তীর্দিশো দশ ॥ ৩২
মৃতসঞ্জীবনীঞ্চৈব বিশল্যকরণীমপি।
সুবর্ণকরণীঞ্চৈব সন্ধানীঞ্চ মহৌষধীম্ ॥ ৩৩
তাঃ সর্ব্বা হনুমন্ গৃহ্য ক্ষিপ্রমাগন্তুমর্হসি।
আশ্বাসয় হরীন্ প্রাণৈর্যোজ্য গন্ধবহাত্মজ ॥ ৩৪
শ্রুত্বা জাম্ববতো বাক্যং হনূমান্ মারুতাত্মজঃ।
আপূর্য্যত বলোদ্ধর্ষৈস্তোয়বেগৈরিবার্ণবঃ ॥ ৩৫
স পর্ব্বততটাগ্রস্থঃ পীড়য়ন্ পর্ব্বতোত্তমম্।
হনূমান্ দৃশ্যতে বীরো দ্বিতীয় ইব পর্ব্বতঃ ॥ ৩৬
হরিপাদবিনির্ভগ্নো নিষসাদ স পর্ব্বতঃ।
ন শশাক তদাত্মানং সোঢুং ভৃশনিপীড়িতঃ ॥ ৩৭
তস্য পেতুর্নগা ভূমৌ হরিবেগাচ্চ জজ্বলুঃ।
শৃঙ্গাণি চ ব্যকীর্য্যন্ত পীড়িতস্য হনূমতা ॥ ৩৮
তস্মিন্ সম্পীড্যমানে তু ভগ্নদ্রুমশিলাতলে।
ন শেকুর্বানরাঃ স্থাতুং ঘূর্ণমানে নগোত্তমে ॥ ৩৯
সা ঘূর্ণিতমহাদ্বারা প্রভগ্নগৃহগোপুরা।
লঙ্কা ত্রাসাকুলা রাত্রৌ প্রনৃত্তেবাভবত্তদা ॥ ৪০
পৃথিবীধরসঙ্কাশো নিপীড্য পৃথিবীধরম্।
পৃথিবীং ক্ষোভয়ামাস সার্ণবাং মারুতাত্মজঃ ॥ ৪১
পদ্ভ্যাস্তু শৈলমাপীড্য বড়বামুখবন্মুখম্।
বিবৃত্যোগ্রং ননাদোচ্চৈস্ত্রাসয়ন্ রজনীচরান্ ॥ ৪২
তস্য নানদ্যমানস্য শ্রুত্বা নিনদমুত্তমম্।
লঙ্কাস্থা রাক্ষসাঃ সর্ব্বে ন শেকুঃ স্পন্দিতুং ভয়াৎ ॥ ৪৩

তাঁহার পদদ্বয় ধারণ করত সবিনয়ে স্বীয়নামোচ্চারণপূর্ব্বক অভিবাদন করিলে ব্যথিতেন্দ্রিয় মহাতেজস্বী ঋক্ষশ্রেষ্ঠ জাম্ববান্ তাঁহার কথা শুনিয়া আপনাকে পুনর্জ্জাত মনে করত বলিলেন, "বানরব্যাঘ্র! আইস, এক্ষণে এই বানরগণকে পরিত্রাণ কর; তোমার পরাক্রম প্রকাশের এই সময় উপস্থিত, তুমিই এই বানরগণের পরম মিত্র; অন্য কেহই তোমার ন্যায় পরাক্রমশালী নহে। ঋক্ষ ও বানর বীরগণের এই সকল সৈন্যকে আনন্দিত এবং এই পীড়িত রাম ও লক্ষ্মণকে সুস্থ কর। শত্রুদমনকারী হনূমন্! তুমি সমুদ্রের উপর দিয়া বহুদূর পথ গমনপূর্ব্বক পর্ব্বতরাজ হিমালয়ে উপস্থিত হইয়া স্বর্ণময় দুর্গম শৈলবর ঋষভ ও কৈলাসশিখর দেখিতে পাইবে এবং তথায় সেই শৃঙ্গদ্বয়ের মধ্যে সর্ব্বৌষধি-বিশিষ্ট অতুলপ্রভা-সমন্বিত ও প্রদীপ্ত ওষধি-পর্ব্বত তোমার নয়নগোচর হইবে। বানরশার্দ্দূল! সেই পর্ব্বতের উপরে দীপ্তিমান্ মৃতসঞ্জীবনী বিশল্যকরণী, সুবর্ণকরণী, ও সন্ধানকরণীনামক চারিটী ওষধি দেখিতে পাইবে। দেখিবে সেই ওষধিসমূহের শোভায় দশদিক্ আলোকিত হইতেছে। বায়ুতনয় হনূমন্! সেই সমস্ত ঔষধি লইয়া অবিলম্বে প্রত্যাগমনপূর্ব্বক বানরগণকে জীবিত ও আশ্বস্ত কর। ২৪—৩৪।

জাম্ববানের এই কথা শুনিয়া বায়ুতনয় হনূমান্ বায়ুবেগপূরিত মহাসাগরের ন্যায় বলোদ্রেকে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিলেন। পরে উৎপতিত হইবার জন্য পর্ব্বতশ্রেষ্ঠ ত্রিকূটের শিখরদেশে আরোহণপূর্ব্বক তাহাকে পীড়িত করত দ্বিতীয় পর্ব্বতের ন্যায় পরিদৃশ্যমান হইতে লাগিলেন। তৎকালে সেই পর্ব্বত সেই বানরবরের পদভরে নিতান্ত পীড়িত হওয়ায়, স্বস্থানে থাকিতে না পারিয়া ভগ্ন ও ভূমিসাৎ হইয়া পড়িল। বানরশ্রেষ্ঠ হনূমানের বেগে পীড়িত সেই ভূধরের বৃক্ষসকল ভূতলে পতিত ও পরস্পর সঙ্ঘর্ষণজন্য অগ্নি প্রজ্বলিত হইতে লাগিল এবং শৃঙ্গ সকল চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িল। এইরূপে পর্ব্বতশ্রেষ্ঠ ত্রিকূটের বৃক্ষ সকল ভগ্ন, শিলাতল বিকীর্ণ এবং সেই পর্ব্বত স্বয়ং পীড়িত ও বিঘূর্ণিত হইতে থাকিলে বানরগণ তদুপরি থাকিতে পারিল না। সেই নিশাকালে সুমহৎদ্বার সকল ঘূর্ণিত এবং গৃহ ও গোপুর সকল ভগ্ন হওয়ায় লঙ্কাপুরী বিত্রস্ত ভাবে যেন নৃত্য করিতে লাগিল। পর্ব্বততুল্য হনূমান্ এইরূপে সেই ভূধরকে পীড়িত করত সমুদ্রের সহিত পৃথিবীকেও আলোড়িত করিলেন। তৎপরে পদদ্বয়দ্বারা সেই পর্ব্বতে ভর করিয়া বড়বামুখের ন্যায় মুখমণ্ডল বিস্ফারিত করত এরূপ উচ্চৈঃস্বরে সিংহনাদ করিলেন যে, তাহাতে রাক্ষসগণ সন্ত্রাসিত হইয়া পড়িল। সেই শব্দকারী বানরের ভীষণ নিনাদ শুনিয়া লঙ্কানিবাসী

নমস্কৃত্বাথ রামায় মারুতির্ভীমবিক্রমঃ।
রাঘবার্থে পরং কর্ম্ম সমীহত পরন্তপঃ ॥ ৪৪

স পুচ্ছমুদ্যম্য ভুজঙ্গকল্পং
বিনম্য পৃষ্ঠং শ্রবণে নিকুচ্য।
বিবৃত্য বক্ত্রং বড়বামুখাভ-
মাপুপ্লুবে ব্যোম্নি স চণ্ডবেগঃ ॥ ৪৫

স বৃক্ষখণ্ডাংস্তরসা জহার
শৈলান্ শিলাঃ প্রাকৃতবানরাংশ্চ ॥
বাহূরুবেগোদ্ধতসম্প্রণুন্না-
স্তে ক্ষীণবেগাঃ সলিলে নিপেতুঃ ॥ ৪৬

স তৌ প্রসার্য্যোরগভোগকল্পৌ
ভুজৌ ভুজঙ্গারিনিকাশবীর্য্যঃ।
জগাম শৈলং নগরাজমগ্র্যং
দিশঃ প্রকর্ষন্নিব বায়ুসূনুঃ ॥ ৪৭

স সাগরং ঘূর্ণিতবীচিমালং
তদাভ্রমদ্‌ভ্রামিতসর্ব্বসত্ত্বম্।
সমীক্ষমাণঃ সহসা জগাম
চক্রং যথা বিষ্ণুকরাৎ প্রমুক্তম্ ॥ ৪৮

স পর্ব্বতান্ বৃক্ষগণান্ সরাংসি
নদীস্তটাকানি পুরোত্তমানি।
স্ফীতান্ জনাংস্তানপি সম্প্রবীক্ষ্য
জগাম বেগাৎ পিতৃতুল্যবেগঃ ॥ ৪৯

আদিত্যপথমাশ্রিত্য জগাম স গতশ্রমঃ।
হনুমাংস্ত্বরিতো বীরঃ পিতুস্তুল্যপরাক্রমঃ ॥ ৫০
জবেন মহতা যুক্তো মারুতির্মারুতো যথা।
জগাম হরিশার্দ্দূলো দিশঃ শব্দেন নাদয়ন্।
স্মরন্ জাম্ববতো বাক্যং মারুতির্ভীমবিক্রমঃ ॥ ৫১
দদর্শ সহসা চাপি হিমবন্তং মহাকপিঃ।
নানাপ্রস্রবণোপেতং বহুকন্দরনির্ঝরম্ ॥ ৫২
শ্বেতাভ্রচয়সঙ্কাশৈঃ শিখরৈশ্চারুদর্শনৈঃ।
শোভিতং বিবিধৈর্বৃক্ষৈরগমং পর্ব্বতোত্তমম্ ॥ ৫৩

স তং সমাসাদ্য মহানগেন্দ্র-
মতিপ্রবৃদ্ধোত্তমহেমশৃঙ্গম্।
দদর্শ পুণ্যানি মহাশ্রমাণি
সুরর্ষিসঙ্ঘোত্তমসেবিতানি ॥ ৫৪

স ব্রহ্মকোশং রজতালয়ঞ্চ
শক্রালয়ং রুদ্রশরপ্রমোক্ষম্।
হয়াননং ব্রহ্মশিরশ্চ দীপ্তং
দদর্শ বৈবস্বতকিঙ্করাংশ্চ ॥ ৫৫
বজ্রালয়ং বৈশ্রবণালয়ঞ্চ।
সূর্য্যপ্রভং সূর্য্যনিবন্ধনঞ্চ।

রাক্ষসগণ ভয়ে নিস্পন্দভাবে অবস্থিত রহিল। পরে ভীমপরাক্রম প্রচণ্ডবেগশালী শত্রুদমন হনুমান্ রামচন্দ্রকে নমস্কারপূর্ব্বক তাঁহার জন্য দুষ্কর কার্য্য করিতে উদ্যত হইয়া স্বীয় সর্পতুল্য লাঙ্গুল উচ্ছ্রিত, পৃষ্ঠ বিনামিত, কর্ণদ্বয় আকুঞ্চিত এবং বড়বামুখতুল্য মুখমণ্ডল বিস্তারিত করত আকাশে উঠিলেন। সেই সময়ে সেই বীরের উৎপতনবেগে সেই পর্ব্বতস্থ বৃক্ষ এবং প্রস্তরাদিও তাঁহার সহিত শূন্যমার্গে উঠিল এবং তদীয় বাহু ও উরুদ্বয়ের বেগে সেই বৃক্ষাদি কিয়ৎক্ষণ সঞ্চালিত হইয়া ক্রমে বেগক্ষয়বশতঃ সমুদ্রের জলে পড়িল। ৩৫—৪৬। এ দিকে গরুড়ের ন্যায় বীর্য্যশালী বায়ু-তনয় হনুমান্ সর্পাকৃতি বাহুদ্বয় বিস্তারপূর্ব্বক যেন দিক্ সকলকে আকর্ষণ করিতে করিতেই সেই পর্ব্বত-রাজের অভিমুখে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। তৎ-কালে পিতার ন্যায় বেগবান্ সেই বীর ঘূর্ণিত তরঙ্গ-মালাসমাকুল মহার্ণবকে এবং তন্মধ্যস্থ জলভ্রমিতে ঘূর্ণায়মান জলজন্তুনিচয়কে দেখিতে দেখিতে বিষ্ণু-করবিমুক্ত চক্রের ন্যায় বেগে যাইতে লাগিলেন। অসংখ্য পর্ব্বত, বৃক্ষ, সরোবর, নদী, তট এবং বহুলোকসমাকুল জনপদ সকল তৎকালে তাঁহার চক্ষে পড়িল। পিতার ন্যায় পরাক্রমশালী বীর হনুমান্ সূর্য্যের পথ আশ্রয়পূর্ব্বক যাইতে থাকিলে তাঁহার কিছুমাত্র শ্রান্তি বোধ হইল না। বানরশ্রেষ্ঠ হনুমান্ মারুতের ন্যায় প্রচণ্ড বেগসহকারে গমন করত স্বীয় শব্দদ্বারা দশদিক্ প্রতিধ্বনিত করিতে লাগি-লেন। ভীমপরাক্রম মহাকপি বায়ুপুত্র জাম্ব-বানের উপদেশ স্মরণ করত সবেগে যাইতে যাইতে সহসা হিমালয় পর্ব্বত দেখিতে পাইলেন। পরে বহুল প্রস্রবণ, কন্দর, নির্ঝর এবং শ্বেতাভ্ররাশিতুল্য সুচারু-দর্শন শিখর ও বিবিধ তরুরাজিশোভিত সেই পর্ব্বতে উপস্থিত হইলেন। ৩৭—৫৩। বায়ুতনয় সমুন্নত সুবর্ণ-শিখরশোভিত সেই মহাপর্ব্বতে উপস্থিত হইয়া দেবর্ষি-গণসেবিত পবিত্র দিব্য মহাশ্রম সকল দেখিতে পাই-লেন। পরে যথায় হিরণ্যগর্ভ ও রজতনাভিনামক হিরণ্য-গর্ভের অন্য মূর্ত্তি অবস্থিত, সেই স্থান ইন্দ্রালয় এবং ত্রিপুরবিনাশকালে যে স্থান হইতে রুদ্রদেব অস্ত্রনিক্ষেপ করিয়াছিলেন যথায় ভগবান্ হয়গ্রীব থাকেন ও যে স্থানে ব্রহ্মাণ্ডের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা থাকেন, সেই সকল আশ্রম এবং যম-অনুচরগণকে দেখিতে পাই-

ব্রহ্মালয়ং শঙ্করকার্ম্মুকঞ্চ
দদর্শ নাভিঞ্চ বসুন্ধরায়াঃ ॥ ৫৬
কৈলাসমুগ্রং হিমবচ্ছিলাঞ্চ
তং বৈ বৃষং কাঞ্চনশৈলমগ্র্যম্।
প্রদীপ্তসর্ব্বৌষধিসম্প্রদীপ্তং
দদর্শ সর্ব্বৌষধিপর্ব্বতেন্দ্রম্ ॥ ৫৭
স তং সমীক্ষ্যানলরাশিদীপ্তং
বিসিস্মিয়ে বাসবদূতসূনুঃ।
আপ্লুত্য তং ঔষধিপর্ব্বতেন্দ্রং
তত্রৌষধীনাং বিচয়ং চকার ॥ ৫৮
স যোজনসহস্রাণি সমতীত্য মহাকপিঃ।
দিব্যৌষধিধরং শৈলং বিচরন্ মারুতাত্মজঃ ॥ ৫৯
মহৌষধ্যস্ততঃ সর্ব্বাস্তস্মিন্ পর্ব্বতসত্তমে।
বিজ্ঞায়ার্থিনমায়ান্তং ততো জগ্মুরদর্শনম্ ॥ ৬০
স তা মহাত্মা হনুমানপশ্যং-
শ্চুকোপ রোষাচ্চ ভৃশং ননাদ।
অমৃষ্যমাণোঽগ্নিসমানচক্ষু-
র্মহীধরেন্দ্রং তমুবাচ বাক্যম্ ॥ ৬১
কিমেতদেবং সুবিনিশ্চিতং তে
যদ্রাঘবে নাসি কৃতানুকম্পঃ।
পশ্যাদ্য মদ্বাহুবলাভিভূতো
বিকীর্ণমাত্মানমথো নগেন্দ্র ॥ ৬২
স তস্য শৃঙ্গং সনগং সনাগং
সকাঞ্চনং ধাতুসহস্রজুষ্টম্।
বিকীর্ণকূটং জ্বলিতাগ্রসানুং
প্রগৃহ্য বেগাৎ সহসোন্মমাথ ॥ ৬৩
স তং সমুৎপাট্য খমুৎপপাত
বিত্রাস্য লোকান্ সসুরান্ সুরেন্দ্রান্।
সংস্তূয়মানঃ খচরৈরনেকৈ-
র্জগাম বেগাদ্ গরুড়োগ্রবেগঃ ॥ ৬৪
স ভাস্করাধ্বানমনুপ্রপন্ন-
স্তং ভাস্করাভং শিখরং প্রগৃহ্য।
বভৌ তদা ভাস্করসন্নিকাশো
রবেঃ সমীপে প্রতিভাস্করাভঃ ॥ ৬৫
স তেন শৈলেন ভৃশং ররাজ
শৈলোপমো গন্ধবহাত্মজস্তু।
সহস্রধারেণ সপাবকেন
চক্রেণ খে বিষ্ণুরিবার্পিতেন ॥ ৬৬
তং বানরাঃ প্রেক্ষ্য তদা বিনেদুঃ
স তানপি প্রেক্ষ্য মুদা ননাদ।
তেষাং সমুৎকৃষ্টরবং নিশম্য
লঙ্কালয়া ভীমতরং বিনেদুঃ ॥ ৬৭

লেন। অগ্নি এবং কুবেরের আলয়, সূর্য্যের ন্যায় দীপ্তিশালী সূর্য্যগণের সম্মিলনস্থান, ব্রহ্মালয়, হরের পিনাকনামক ধনু এবং ভূ-নাভিসংজ্ঞক প্রাজাপত্য স্থান সকল দেখিলেন। পরে কৈলাস পর্ব্বত ও তথায় রুদ্রদেবের সমাধিপীঠ ও বৃষ এবং উজ্জ্বলপ্রভ সর্ব্বপ্রকার ওষধিসমূহে দেদীপ্যমান অগ্নিরাশিবৎ সমুজ্জ্বল ওষধিপর্ব্বত দেখিয়া বায়ুনন্দন হনুমান অতীব বিস্ময়াপন্ন হইয়া, সেই ওষধিপর্ব্বতে লম্ফপ্রদানপূর্ব্বক জাম্ববৎ-কথিত মহৌষধি-সকলের অন্বেষণ করিতে লাগিলেন। ৫৪—৫৮। এইরূপে কপিশ্রেষ্ঠ হনুমান্ সহস্রযোজন অতিক্রমপূর্ব্বক সেই সর্ব্বৌষধিসমন্বিত পর্ব্বতে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন; কিন্তু সেই পর্ব্বতশ্রেষ্ঠে অবস্থিত ওষধি সকল গ্রহীতা উপস্থিত হইয়াছে জানিয়াই তখন অদৃশ্য হইল। সেই মহৌষধি সকল দেখিতে না পাইয়া ক্রোধে হনুমানের লোচনদ্বয় অগ্নিবর্ণ হইয়া উঠিল এবং তিনি তাহাদিগের সেইরূপ কার্য্য সহ্য করিতেন না পারিয়া ভীষণ সিংহনাদ করত সেই পর্ব্বতরাজকে বলিলেন;—"হে নগেন্দ্র! তুমি যে রাঘবের প্রতিও দয়া প্রকাশ করিতেছ না, কিরূপ কার্য্য বিবেচনা করিতেছ? যদি তুমি শক্তিসত্ত্বে এইরূপ ঔদাসীন্য প্রকাশ করিয়া থাক; তবে আজ আমার বাহুবলে অভিভূত হইয়া আপনাকে বিকীর্ণ হইতে দেখিবে। ৫৯—৬২। হনুমান্ এই বলিয়া সেই পর্ব্বতের সহস্র সহস্র ধাতুসমন্বিত সুবর্ণভূষিত, তরুরাজি ও মাতঙ্গাদি জন্তুসমূহে পরিব্যাপ্ত একটী শৃঙ্গ গ্রহণপূর্ব্বক প্রজ্বলিত শৃঙ্গসানুসমন্বিত সেই পর্ব্বতরাজকে মহাবেগে সহসা উপড়াইলেন;—সেই সময়ে তাঁহার বহুল শৃঙ্গ চতুর্দ্দিকে ছড়াইয়া পড়িল। গরুড়ের ন্যায় উগ্রবেগ হনুমান্ সেই শৈল উপড়াইয়া আকাশে উঠিলেন এবং দেবতা ও অসুরগণের সহিত সমুদয় লোককে সন্ত্রাসিত করত অসংখ্য আকাশচরগণ-কর্ত্তৃক স্তূয়মান হইয়া বেগে প্রস্থান করিতে লাগিলেন। দিবাকরের ন্যায় রূপসম্পন্ন সেই বীর সূর্য্যতুল্য নির্ম্মল শিখর গ্রহণ করত ভাস্করপথে উপস্থিত হইয়া ভাস্করসমীপে প্রতিভাস্করের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। পর্ব্বততুল্য হনুমান্ সেই পর্ব্বত লইয়া হস্তে ধৃত অগ্নিজ্বালাসমন্বিত সহস্রধার সুদর্শন চক্রদ্বারা শোভিত বিষ্ণুর ন্যায় শোভা ধারণ করিলেন।৬৩—৬৬। সেই সময়ে বানরগণ তাঁহাকে দেখিয়া সিংহনাদ করিয়া উঠিল; এবং তিনিও তাঁহাদিগকে দেখিয়া আনন্দে সিংহনাদ

ততো মহাত্মা নিপপাত তস্মিন্
শৈলোত্তমে বানরসৈন্যমধ্যে।
হরূত্তমেভ্যঃ শিরসাভিবাদ্য
বিভীষণং তত্র চ সস্বজে সঃ ॥ ৬৮
তাবপ্যুভৌ মানুষরাজপুত্রৌ
তং গন্ধমাঘ্রায় মহৌষধীনাম্।
বভূবতুস্তত্র তদা বিশল্যা-
বুত্তস্থুরন্যে চ হরিপ্রবীরাঃ ॥ ৬৯
সর্ব্বে বিশল্যা বিরুজাঃ ক্ষণেন
হরিপ্রবীরা নিহতাশ্চ যে স্যুঃ।
গন্ধেন তাসাং প্রবরৌষধীনাং
সুপ্তা নিশান্তেষ্বিব সম্প্রবুদ্ধাঃ ॥ ৭০
যদাপ্রভৃতি লঙ্কায়াং যুধ্যন্তে হরিরাক্ষসাঃ।
তদাপ্রভৃতি মানার্থমাজ্ঞয়া রাবণস্য চ ॥ ৭১
যে হন্যন্তে রণে তত্র রাক্ষসা কপিকুঞ্জরৈঃ।
হতাহতাস্তু ক্ষিপ্যন্তে সর্ব্ব এব তু সাগরে ॥ ৭২
ততো হরির্গন্ধবহাত্মজস্তু
তমোষধীশৈলমুদগ্রবেগঃ।
নিনায় বেগাদ্ধিমবন্তমেব
পুনশ্চ রামেণ সমাজগাম ॥ ৭৩
ইতি লঙ্কাকাণ্ডে চতুঃসপ্ততিতমঃ সর্গঃ।

পঞ্চসপ্ততিতমঃ সর্গঃ।

ততোঽব্রবীন্মহাতেজাঃ সুগ্রীবো বানরেশ্বরঃ।
অর্থ্যং বিজ্ঞাপয়ংশ্চাপি হনূমন্তমিদং বচঃ ॥ ১
যতো হতঃ কুম্ভকর্ণঃ কুমারাশ্চ নিষূদিতাঃ।
নেদানীমুপনির্হারং রাবণো দাতুমর্হতি ॥ ২
যে যে মহাবলাঃ সন্তি লঘবশ্চ প্লবঙ্গমাঃ।
লঙ্কামভিপতন্ত্বাশু গৃহ্যোল্কাঃ প্লবগর্ষভাঃ ॥ ৩
ততোঽস্তং গত আদিত্যে রৌদ্রে তস্মিন্নিশামুখে।
লঙ্কামভিমুখাঃ সোল্কা জগ্মুস্তে প্লবগর্ষভাঃ ॥ ৪
উল্কাহস্তৈর্হরিগণৈঃ সর্ব্বতঃ সমভিদ্রুতাঃ।
আরক্ষস্থা বিরূপাক্ষাঃ সহসা বিপ্রদুদ্রুবুঃ ॥ ৫
গোপুরাট্টপ্রতোলীষু চর্য্যাসু বিবিধাসু চ।
প্রাসাদেষু চ সংহৃষ্টাঃ সসৃজুস্তে হুতাশনম্ ॥ ৬
তেষাং গৃহসহস্রাণি দদাহ হুতভুক্ তদা।
প্রাসাদাঃ পর্ব্বতকারাঃ পতন্তি ধরণীতলে ॥ ৭
অগুরুর্দহ্যতে তত্র পরঞ্চৈব সুচন্দনম্।
মৌক্তিকা মণয়ঃ স্নিগ্ধা বজ্রঞ্চাপি প্রবালকম্ ॥ ৮

করিলেন; তাহাদের সেই উচ্চ নিনাদ শুনিয়া লঙ্কাবাসিগণও ভীষণ চীৎকার করিয়া উঠিল। পরে মহাত্মা হনুমান্ গিরিশ্রেষ্ঠ ত্রিকূটের উপরি বানরসৈন্য-মধ্যে নিপতিত হইয়া প্রধান বানরকে অভিবাদন করিয়া বিভীষণকে আলিঙ্গন করিলেন। এদিকে মনুষ্য-রাজতনয় রাম ও লক্ষ্মণ মহৌষধি সকলের গন্ধ আঘ্রাণ করিয়া তৎক্ষণাৎ সুস্থ হইলেন এবং অন্যান্য বানরবীরগণও আরোগ্য হইয়া উত্থিত হইল। নিদ্রিত ব্যক্তি যেরূপ রাত্রিশেষে জাগরিত হয়, সেইরূপ সেই যুদ্ধে যে যে বানরবীর নিহত হইয়াছিল, তাহারা সকলেই সেই মহৌষধির গন্ধে ক্ষণকালের মধ্যে বিশল্য এবং ব্রণহীন হইয়া উঠিল। ৬৭—৭০। যখন হইতে বানর-রাক্ষসগণের যুদ্ধ আরম্ভ হইয়াছিল, সেই সময় হইতেই নিহত সৈন্যগণের সংখ্যা শত্রুগণ জানিতে না পারে, এ নিমিত্ত রাবণের আদেশে সংগ্রামমধ্যে বানরহস্তে হত ও আহত রাক্ষসগণ সমুদ্রমধ্যে নিক্ষিপ্ত হইতেছিল; মৃত রাক্ষসদেহ একটীও তথায় ছিল না; এই জন্য সেই ওষধির গন্ধে একটীও রাক্ষস জীবিত হইতে পারে নাই। পরে মহাবেগশালী বায়ুতনয় হনুমান্ সেই মহৌষধি-পর্ব্বত সবেগে হিমালয় পর্ব্বতে সংস্থাপনপূর্ব্বক পুনর্ব্বার রামের নিকটে আসিলেন ॥ ৭১—৭৩।

পঞ্চসপ্ততিতম সর্গ।

পরে মহাতেজস্বী বানররাজ সুগ্রীব নিজ মনোগত ভাব প্রকাশপূর্ব্বক হনুমান্‌কে বলিলেন;—"যখন কুম্ভকর্ণ ও কুমারগণ নিহত হইয়াছে, তখন রাবণ আর পুর রক্ষা করিতে পারিবে না; সুতরাং বানরসেনামধ্যে যে সকল মহাবল বানর আছে, সেই বানরশ্রেষ্ঠগণ উল্কাহস্তে সত্বর লঙ্কামধ্যে প্রবেশ করুক।" তাহার পর সন্ধ্যা হইলে বানরপুঙ্গবগণ উল্কাহস্তে লঙ্কাভিমুখে গমন করিল। তখন ঘোর সন্ধ্যাকালেই বিরূপাক্ষ রাক্ষসগণ লঙ্কাদ্বার রক্ষা করিতেছিল; তাহারা বানরগণকে উল্কাহস্তে তাহাদের দিকে আসিতে দেখিয়া পলায়ন করিল। সেই সুযোগে বানরগণ হৃষ্টচিত্তে বাহির্দ্বার, উপরিতন গৃহ, প্রশস্ত রাজপথ ও ক্ষুদ্র পথ এবং প্রাসাদে অগ্নিসংযোগ করিল। ১—৬। তখন তাহাদের সহস্র সহস্র গৃহ অগ্নিতে দগ্ধ হইতে লাগিল এবং পর্ব্বতাকার প্রাসাদসমূহ ধরণীতলে পড়িতে লাগিল। অগুরু, উৎকৃষ্ট চন্দন, মণি, মুক্তা, হীরক, প্রবাল এবং স্বর্ণপাত্র, রত্নবিশিষ্ট

ক্ষৌমঞ্চ দহ্যতে তত্র কৌশেয়ঞ্চাপি শোভনম্।
আবিকং বিবিধং চৌর্ণং কাঞ্চনং ভাণ্ডমায়ুধম্॥ ৯
নানাবিকৃতসংস্থানং বাজিভাণ্ডপরিচ্ছদম্।
গজগ্রৈবেয়কক্ষ্যাংশ্চ রথভাণ্ডাংশ্চ সংস্কৃতান্॥ ১০
তনুত্রাণি চ যোধানাং হস্ত্যশ্বানাঞ্চ বর্ম্ম চ।
খড়্গা ধনূংষি জ্যাবাণাস্তোমরাঙ্কুশশক্তয়ঃ॥ ১১
রোমজং বালজং চর্ম্ম ব্যাঘ্রজং চাণ্ডজং বহু।
মুক্তামণিবিচিত্রাংশ্চ প্রাসাদাংশ্চ সমন্ততঃ॥ ১২
বিবিধানস্ত্রসংযোগানগ্নির্দ্দহতি তত্র বৈ।
নানাবিধান্ গৃহাংশ্চিত্রান্ দদাহ হুতভুক্ তদা॥ ১৩
আবাসান্ রাক্ষসানাঞ্চ সর্ব্বেষাং গৃহগৃধ্নুনাম্।
হেমচিত্রতনুত্রাণাং স্রগ্ভাণ্ডাম্বরধারিণাম্॥ ১৪
সীধুপানচলাক্ষাণাং মদবিহ্বলগামিনাম্।
কান্তালম্বিতবস্ত্রাণাং শত্রুসঞ্জাতমন্যুনাম্॥ ১৫
গদাশূলাসিহস্তানাং খাদতাং পিবতামপি।
শয়নেষু মহার্হেষু প্রসুপ্তানাং প্রিয়ৈঃ সহ॥ ১৬
ত্রস্তানাং গচ্ছতাং তূর্ণং পুত্রানাদায় সর্ব্বতঃ।
তেষাং শতসহস্রাণি তদা লঙ্কানিবাসিনাম্॥ ১৭
অদহৎ পাবকস্তত্র জজ্বাল চ পুনঃপুনঃ।
সারবন্তি মহার্হাণি গম্ভীরগুণবন্তি চ॥ ১৮
হেমচন্দ্রার্দ্ধচন্দ্রাণি চন্দ্রশালোন্নতানি চ।
রত্নচিত্রগবাক্ষাণি সাধিষ্ঠানানি সর্ব্বশঃ।
মণিবিদ্রুমচিত্রাণি স্পৃশন্তীব দিবাকরম্॥ ১৯
ক্রৌঞ্চবর্হিণবর্ণানাং ভূষণানাঞ্চ নিঃস্বনৈঃ।
নাদিতান্যচলাভানি বেশ্মান্যগ্নির্দ্দদাহ সঃ॥ ২০
জ্বলনেন পরীতানি তোরণানি চকাশিরে।
বিদ্যুদ্ভিরিব নদ্ধানি মেঘজালানি ঘর্ম্মগে। ২১
জ্বলনেন পরীতানি গৃহাণি প্রচকাশিরে
দাবাগ্নিদীপ্তানি যথা শিখরাণি মহাগিরেঃ॥ ২২
বিমানেষু প্রসুপ্তাশ্চ দহ্যমানা বরাঙ্গনাঃ।
ত্যক্তাভরণসর্ব্বাঙ্গা হাহেত্যুচ্চৈর্বিচুক্রুশুঃ॥ ২৩
তত্র চাগ্নিপরীতানি নিপেতুর্ভবনান্যপি।
বজ্রিবজ্রহতানীব শিখরাণি মহাগিরেঃ॥ ২৪
তানি নির্দ্দহ্যমানানি দূরতঃ প্রচকাশিরে।
হিমবচ্ছিখরাণীব দহ্যমানানি সর্ব্বশঃ॥ ২৫
হর্ম্ম্যাগ্রৈর্দ্দহ্যমানৈশ্চ জ্বালাপ্রজ্বলিতৈরপি।
রাত্রৌ সা দৃশ্যতে লঙ্কা পুষ্পিতৈরিব কিংশুকৈঃ॥ ২৬
হস্ত্যধ্যক্ষৈর্গজৈর্মুক্তৈশ্চ মুক্তৈশ্চ তুরগৈরপি।

ক্ষৌম, কৌশেয়, রাঙ্কব এবং পশুলোমজ বস্ত্রাদি সমস্ত ভস্মীভূত হইয়া গেল। তৎকালে অশ্বগণের মনোহর পরিচ্ছদ ও অলঙ্কার, সুসংস্কৃত রথভূষণ, গ্রৈবেয়কাদি অলঙ্কারবিশিষ্ট হস্তিগণের গৃহসকল, যোধগণের তনুত্র, অশ্ব ও হস্তিগণের বর্ম্ম, খড়্গ, ধনু, জ্যা, বাণ, তোমর, অঙ্কুশ, শক্তি, রোমজাত কম্বলাদি, চমরীপুচ্ছজাত চামরাদি, অসংখ্য ব্যাঘ্রচর্ম্ম, অণ্ডজাত কস্তূরী, মুক্তা-মণিদ্বারা চিত্রিত প্রাসাদ-সমূহ, বিবিধ বিচিত্র গৃহ ও অস্ত্র সকল দগ্ধ হইয়া গেল। ৭—১৩। সেই সময়ে রাক্ষসগণ কাঞ্চনময় বর্ম্ম পরিধানপূর্ব্বক গৃহ-মধ্যে বিবিধ মাল্য এবং ভূষণে ভূষিত থাকিয়া মদ্য পান করিতেছিল, মদ্যপানে সকলেরই নেত্র ঘূর্ণিত ও গতি বিকৃত হইয়াছিল, কান্তাগণ তাহা-দের বস্ত্রাকর্ষণ করিতেছিল। তাহারা শত্রুবধ করিবার জন্ত ক্রোধান্বিত। তাহাদের মধ্যে কেহ শূল, কেহ তর-বারি, কেহ বা গদা হস্তে লইয়া অবস্থান করিতেছিল। কেহ বা আহার করিতেছিল; কেহ বা আস্ফালন করিতেছিল। কেহ বা স্ত্রীর সহিত সুখশয্যায় শয়ান ছিল। অগ্নিভয়ে তাহারা সকলেই স্ত্রী-পুত্রাদি লইয়া চতুর্দ্দিকে পলায়ন করিতে লাগিল। সর্ব্বত্র অগ্নি প্রজ্বলিত হইয়া সকলের আবাস গৃহ দগ্ধ করিয়া ফেলিল। অনেক কক্ষ, প্রাচীর, অন্তর্গৃহ, প্রধান গৃহ ও দুর্গম গৃহাদিসমন্বিত গাম্ভীর্য্যগুণবিশিষ্ট মহার্হ ও সারবান্ গৃহ, কাঞ্চনির্ম্মিত পূর্ণচন্দ্র ও অর্দ্ধচন্দ্রসমন্বিত উত্তম চন্দ্রশালা এবং সৌধ-হর্ম্ম্যাদি-পঞ্চবিধ অধিষ্ঠান-সমন্বিত রত্নবর্ণ রাগ-রঞ্জিতগবাক্ষশোভিত, মণি ও বিদ্রুমদামে বিচিত্রিত এবং যাহারা উচ্চতায় সূর্য্যকে স্পর্শ করিয়াছে, এতাদৃশ উচ্চতম প্রাসাদ সকল ভস্ম-সাৎ হইয়া গেল। ১৪—১৯। এইরূপে অগ্নি,—ক্রৌঞ্চ ও ময়ূরের ন্যায় শোভনবর্ণ ভূষণদামের শিঞ্জনে অনু-নাদিত পর্ব্বততুল্য গৃহ সকলকে দগ্ধ করিলেন। সেই সময়ে অগ্নিসন্দীপিত তোরণ সকল, গ্রীষ্মকালে বিদ্যুদ্দাম-বিরাজিত মেঘের ন্যায় প্রকাশ পাইতে লাগিল। অগ্নিময় গৃহ সকল, দাবাগ্নিসন্দীপিত মহাগিরি শিখরের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল। বিমান সকলে নিদ্রিতা শ্রেষ্ঠা রমণীগণ অগ্নিদগ্ধ হইয়া, সর্ব্বাঙ্গ হইতে আভরণ সকল বিমোচন করত উচ্চৈঃ-স্বরে 'হা হা' শব্দে রোদন করিতে লাগিল। অগ্নি-সন্দীপিত গৃহসকল, বজ্রাহত মহাগিরির শৃঙ্গসমূহের ন্যায় নিপতিত হইতে লাগিল। সেই অনন্ত প্রাসাদ সকল দূর হইতে অনন্ত হিমালয় শিখরসমূহের ন্যায় প্রকাশ পাইতে লাগিল। সেই রাত্রে অনন্ত শিখাসমূহ চতুর্দ্দিকে পরি-ব্যাপ্ত থাকায় লঙ্কাপুরী, পুষ্পিত কিংশুক বৃক্ষের ন্যায়

বভূব লঙ্কা লোকান্তে ভ্রান্তগ্রাহ ইবার্ণবঃ ॥ ২৭
অশ্বং মুক্তং গজো দৃষ্ট্বা কচিদ্ভীতোঽপসর্পতি।
ভীতো ভীতং গজং দৃষ্ট্বা কচিদশ্বো নিবর্ত্ততে ॥ ২৮
লঙ্কায়াং দহ্যমানায়াং শুশুভে চ মহোদধিঃ।
ছায়াসংসক্তসলিলো লোহিতোদ ইবার্ণবঃ ॥ ২৯
সা বভূব মুহূর্ত্তেন হরিভির্দীপিতা পুরী।
লোকস্যাস্য ক্ষয়ে ঘোরে প্রদীপ্তেব বসুন্ধরা ॥ ৩০
নারীজনস্য ধূমেন ব্যাপ্তস্যোচ্চৈর্বিনেদুষঃ।
স্বনো জ্বলনতপ্তস্য শুশ্রুবে শতযোজনম্ ॥ ৩১
প্রদগ্ধকায়ানপরান্ রাক্ষসান্নির্গতান্ বহিঃ।
সহসাভ্যুৎপতন্তি স্ম হরয়োঽথ যুযুৎসবঃ ॥ ৩২
উদ্‌ঘুষ্টং বানরাণাঞ্চ রাক্ষসানাঞ্চ নিঃস্বনম্।
দিশো দশ সমুদ্রঞ্চ পৃথিবীঞ্চ ব্যনাদয়ৎ ॥ ৩৩
বিশল্যৌ চ মহাত্মানৌ তাবুভৌ রামলক্ষ্মণৌ।
অসম্ভ্রান্তৌ জগৃহতুস্তে উভে ধনুষী বরে ॥ ৩৪
ততো বিস্ফারয়ামাস রামশ্চ ধনুরুত্তমম্।
বভূব তুমুলঃ শব্দো রাক্ষসানাং ভয়াবহঃ ॥ ৩৫

অশোভত তদা রামো ধনুর্বিস্ফারয়ন্ মহৎ।
ভগবানিব সংক্রুদ্ধো ভবো বেদময়ং ধনুঃ। ৩৬
উদ্‌ঘুষ্টং বানরাণাঞ্চ রাক্ষসানাং চ নিঃস্বনম্।
জ্যাশব্দস্তাবুভৌ শব্দাবতি রামস্য শুশ্রুবে ॥ ৩৭
বানরোদ্‌ঘুষ্টঘোষশ্চ রাক্ষসানাং চ নিস্বনঃ।
জ্যাশব্দশ্চাপি রামস্য ত্রয়ং ব্যাপ দিশো দশ ॥ ৩৮
তস্য কার্ম্মুকনির্ম্মুক্তৈঃ শরৈস্তৎ পুরগোপুরম্।
কৈলাসশৃঙ্গপ্রতিমং বিকীর্ণমপতদ্ভুবি ॥ ৩৯
ততো রামশরান্ দৃষ্ট্বা বিমানেষু গৃহেষু চ।
সন্নাহো রাক্ষসেন্দ্রাণাং তুমুলঃ সমপদ্যত ॥ ৪০
তেষাং সন্নহ্যমানানাং সিংহনাদঞ্চ কুর্ব্বতাম্।
শর্ব্বরী রাক্ষসেন্দ্রাণাং রৌদ্রীব সমপদ্যত ॥ ৪১
আদিষ্টা বানরেন্দ্রাস্তে সুগ্রীবেণ মহাত্মনা।
আসন্নং দ্বারমাসাদ্য যুধ্যধ্বঞ্চ প্লবঙ্গমাঃ ॥ ৪২
যশ্চ বো বিতথং কুর্য্যাৎ তত্র তত্রাপ্যুপস্থিতঃ।
স হন্তব্যোঽভিসংপ্লুত্য রাজশাসনদূষকঃ ॥ ৪৩
তেষু বানরমুখ্যেষু দীপ্তোল্কোজ্জ্বলপাণিষু।
স্থিতেষু দ্বারমাশ্রিত্য রাবণং ক্রোধ আবিশৎ ॥ ৪৪

অত্যুমিতা হইতে লাগিল।২১—২৬। সেই সময়ে অধ্যক্ষেরা অগ্নিদাহভয়ে হস্তী ও অশ্বগণের বন্ধনমুক্ত করিয়া দিল। তৎকালে লঙ্কানগরী প্রলয়কালে ঘূর্ণমান গ্রাহগণসমাকীর্ণ সমুদ্রের সাদৃশ্য ধারণ করিল। কোথাও মুক্ত অশ্বকে দেখিয়া ভয়বশতঃ হস্তী পলায়ন করিতে লাগিল এবং কোথাও বা ভীত হস্তীকে দেখিয়া অশ্বও ভয়ে পলায়ন করিতে আরম্ভ করিল। যখন লঙ্কানগরী এইরূপে দগ্ধ হয়, তখন অনলের শিখাবিম্ব সকল সমুদ্রজলে পতিত হওয়ায় তাহাকে লোহিতসমুদ্র বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। বলিতে কি, বানরগণকর্ত্তৃক জ্বালিত সেই পুরী, মুহূর্ত্তকালের মধ্যে প্রলয়কালীন প্রদীপ্ত বসুন্ধরার ন্যায় হইয়া পড়িল। সেই সময়ে অগ্নিসন্তপ্ত, ধূমব্যাপ্ত ও রোরুদ্যমান রাক্ষস-রমণীগণের শব্দ শতযোজন দূর হইতে শ্রুতিগোচর হইতে লাগিল। সেই সময়ে যে সকল দগ্ধদেহ রাক্ষস বাহিরে আসিতেছিল, যুদ্ধেচ্ছু বানরগণ তাহাদের অভিমুখে ধাবিত হইতে লাগিল। তদানীন্তন বানরগণের উদ্‌ঘোষ ও রাক্ষসগণের শব্দে দশদিক্, সমুদ্র এবং সমগ্র বসুন্ধরা প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল। ২৭—৩৩। এদিকে ভ্রাতৃদ্বয় মহাত্মা রাম ও লক্ষ্মণ [illegible] অসম্ভ্রান্তচিত্তেই উভয় ধনু গ্রহণ করিলেন। [illegible] উভয় ধনু বিস্ফারিত [illegible] রাক্ষসগণের মধ্যে ভীষণ তুমুল শব্দ উঠিল

তৎপরে রঘুনন্দন সেই সুমহৎ ধনু বিস্ফারণপূর্ব্বক সংহারকালে শব্দব্রহ্মাত্মক-বেদময়-ধনুর্বিস্ফারণকারী ভগবান্ উমাপতির ন্যায় বোধ হইতে লাগিলেন। তৎকালে রামের জ্যাশব্দ বানর ও রাক্ষসদিগের শব্দ অপেক্ষা অধিক উচ্চ বলিয়া কেবল সেই জ্যা-শব্দই শ্রুতিগোচর হইতে লাগিল। ক্রমে বানরগণের গর্জ্জনধ্বনি, রাক্ষসগণের চীৎকার এবং রামচন্দ্রের জ্যাশব্দ দশদিক্ ব্যাপিয়া উঠিল। রামচন্দ্রের ধনুঃক্ষিপ্ত বাণসমূহে সেই পুরীর কৈলাসশিখর তুল্য গোপুর বিকীর্ণ হইয়া ভূপতিত হইল। ৩৪—৩৯। এদিকে বিমান এবং সমুদয় গৃহে রঘুনন্দনের বাণসমূহ পড়িতেছে দেখিয়া রাক্ষসগণ তুমুল যুদ্ধের আয়োজন করিল। রাক্ষসেন্দ্রগণ সিংহনাদ করিতে করিতে রণসজ্জায় সজ্জিত হইতে লাগিল। সেই রজনী তখন কালরাত্রির ন্যায় হইয়া উঠিল। ইতিমধ্যে মহাত্মা সুগ্রীব বানরেন্দ্রগণকে এইরূপ আদেশ করিলেন,—“ওহে বানরগণ! তোমরা নিজ নিজ নিকটবর্ত্তী দ্বারে দণ্ডায়মান থাকিয়া যুদ্ধ কর। সেই স্থানে উপস্থিত থাকিয়াও যে আমার আদেশ বিফল করিবে, রাজাজ্ঞার অবজ্ঞাকারী সেই বানরকে আক্রমণ করিয়া নিহত করিবে।” পরে সেই বানর-শ্রেষ্ঠগণ প্রদীপ্ত উল্কাহস্তে [illegible] করিয়া অবস্থান করিলে রাবণ [illegible]

তস্য জৃম্ভিতবিক্ষেপাৎ ব্যামিশ্রা বৈ দিশো দশঃ।
রূপবানিব রুদ্রস্য মন্যুর্গাত্রেষ্বদৃশ্যত ॥ ৪৫
স কুম্ভঞ্চ নিকুম্ভঞ্চ কুম্ভকর্ণাত্মজাবুভৌ।
প্রেষয়ামাস সংক্রুদ্ধো রাক্ষসৈর্বহুভিঃ সহ ॥ ৪৬
যূপাক্ষঃ শোণিতাক্ষশ্চ প্রজঙ্ঘঃ কম্পনস্তথা।
নির্যযুঃ কৌম্ভকর্ণিভ্যাং সহ রাবণশাসনাৎ ॥ ৪৭
শশাস চৈব তান্ সর্ব্বান্ রাক্ষসান্ স মহাবলান্।
রাক্ষসা গচ্ছতাদ্যৈব সিংহনাদঞ্চ নাদয়ন্ ॥ ৪৮
ততস্তু চোদিতাস্তেন রাক্ষসা জ্বলিতায়ুধাঃ।
লঙ্কায়া নির্যযুর্বীরাঃ প্রণদন্তঃ পুনঃ পুনঃ ॥ ৪৯
রক্ষসাং ভূষণস্থাভির্ভাভিঃ স্বাভিশ্চ সর্ব্বশঃ।
চক্রুস্তে সপ্রভং ব্যোম হরয়শ্চাগ্নিভিঃ সহ ॥ ৫০
তত্র তারাধিপস্যাভা তারাণাঞ্চ তথৈব ভা।
তয়োরাভরণস্থা ভা জ্বলিতা দ্যামভাসয়ৎ ॥ ৫১
চন্দ্রাভা ভূষণাভা চ গ্রহাণাং জ্বলিতা চ ভা।
হরিরাক্ষসসৈন্যানি ভ্রাজয়ামাস সর্ব্বতঃ ॥ ৫২
তত্র চার্দ্ধপ্রদীপ্তানাং গৃহাণাং সাগরঃ পুনঃ।
ভাভিঃ সংসক্তসলিলশ্চলোর্ম্মিঃ শুশুভেঽধিকম্ ॥ ৫৩
পতাকাধ্বজসংযুক্তমুত্তমাসিপরশ্বধম্।
ভীমাশ্বরথমাতঙ্গনানাপত্তিসমাকুলম্ ॥ ৫৪
দীপ্তশূলগদাখড়্গপ্রাসতোমরকার্ম্মুকম্।
তদ্রাক্ষসবলং ভীমং ঘোরবিক্রমপৌরুষম্ ॥ ৫৫
দদৃশে জ্বলিতপ্রাসং কিঙ্কিণীশতনাদিতম্।
হেমজালাচিতভুজং ব্যাবেষ্টিতপরশ্বধম্ ॥ ৫৬
ব্যাঘূর্ণিতমহাশস্ত্রং বাণসংসক্তকার্ম্মুকম্।
গন্ধমাল্যমধূৎসেক সম্মোদিতমহানিলম্ ॥ ৫৭
ঘোরং শূরজনাকীর্ণং মহাম্বুধরনিঃস্বনম্।
তদ্দৃষ্ট্বা বলমায়াতং রাক্ষসানাং দুরাসদম্ ॥ ৫৮
সঞ্চচাল প্লবঙ্গানাং বলমুচ্চৈর্ননাদ চ।
জবেনাপ্লুত্য চ পুনস্তদ্বলং রক্ষসাং মহৎ ॥ ৫৯
অভ্যয়াৎ প্রত্যরিবলং পতঙ্গ ইব পাবকম্।
তেষাং ভুজপরামর্শ-ব্যামৃষ্টপরিঘাশনি ॥ ৬০
রাক্ষসানাং বলং শ্রেষ্ঠং ভূয়ঃ পরমশোভত।
ততোন্মত্তা ইবোৎপেতুর্হরয়োঽথ যুযুৎসবঃ ॥ ৬১
তরুশৈলৈরভিঘ্নন্তো মুষ্টিভিশ্চ নিশাচরান্।
তথৈবাপততাং তেষাং হরীণাং নিশিতৈঃ শরৈঃ ॥ ৬২
শিরাংসি সহসা জহ্রু রাক্ষসা ভীমবিক্রমাঃ।

হইল। ৪০—৪৪। তদীয় জৃম্ভিত বিক্ষোভে দশ দিক্ কলুষিত হইল এবং প্রলয়কালীন রুদ্রের মূর্ত্তিমান্ ক্রোধের ন্যায় তাঁহার শরীরেও ক্রোধচিহ্ন সকল প্রকাশ পাইতে লাগিল। তৎপরে রাক্ষসরাজ ক্রোধভরে কুম্ভকর্ণনন্দন কুম্ভ ও নিকুম্ভকে বহুসংখ্যক রাক্ষস-সমভিব্যাহারে প্রেরণ করিলেন। তাঁহার আদেশে যূপাক্ষ, শোণিতাক্ষ, প্রজঙ্ঘ ও কম্পননামা চারিজন রাক্ষস কুম্ভকর্ণের দুই পুত্রকে সঙ্গে লইয়া বহির্গত হইল। তখন রাবণ বানরগণের ভয় উৎপাদন করিবার জন্য সিংহনাদ করত সেই মহাবল রাক্ষসগণকে বলিলেন—"ওহে রাক্ষসগণ! তোমরা এই রাত্রিতেই বহির্গত হও।" ৪৫—৪৮। রাক্ষসরাজের প্রেরণায় রাক্ষসগণ প্রজ্বলিত প্রহরণ হস্তে লইয়া বারংবার সিংহনাদ করত লঙ্কা হইতে বহির্গত হইল। তৎকালে রাক্ষসগণ নিজ নিজ দেহ ও অলঙ্কারের প্রভা এবং বানরগণহস্তস্থিত অগ্নির প্রভায় নভোমণ্ডল আলোকিত করিল। উপরে চন্দ্র এবং তারকনিচয়ের কান্তি এবং নিম্নে কপি-রাক্ষসগণের ভূষণচ্ছটা একত্র সম্মিলিত হইয়া আকাশ উজ্জ্বল করিল। চন্দ্রালোক, ভূষণকান্তি এবং প্রজ্বলিত গৃহ সকলের অগ্নি—বানর ও রাক্ষসগণকে প্রকাশিত করিতে লাগিল। অনল-প্রদীপ্ত গৃহসকলের কান্তি সাগর-বারিতে পতিত হওয়ায় চঞ্চলতরঙ্গ-মালা-সমাকুল সমুদ্র অধিকতর শোভাশালী হইল। ৪৯—৫৩। পরে পতাকা ও ধ্বজসংযুক্ত, উত্তম অসি ও পরশুধারী, ভীমাকার অশ্ব, রথ, হস্তী ও অসংখ্যপদাতিসঙ্কুল, প্রদীপ্ত শূল, গদা, খড়্গ, প্রাস, তোমর ও ধনুঃসমাকৃত শত শত কিঙ্কিণী-নিনাদিত প্রচলিত কুঠার ও কনকভূষণে ভূষিতবাহু এবং প্রজ্বলিতপ্রাস-সমন্বিত সেই ঘোররূপ বিক্রান্ত ও পরাক্রমশালী রাক্ষসবল দৃষ্ট হইল। মহামেঘের ন্যায় শব্দকারী এবং শূরজনাকীর্ণ ভীষণকায় রাক্ষসসৈন্য ধনুতে বাণ সংযোজনপূর্ব্বক মহাশস্ত্র সকলকে ঘূর্ণন করিতে করিতে বাহির হইলে, তাহাদের দেহ ও মাল্য এবং পীত মদ্যের গন্ধে তথাকার বায়ু সৌরভময় হইয়া উঠিল। ৫৪—৫৭। সেই দুর্দ্ধর্ষ রাক্ষস-সেনাকে আসিতে দেখিয়া বানরসৈন্যগণ বিচলিত হইয়া উচ্চৈঃস্বরে সিংহনাদ করিল এবং সবেগে লম্ফপ্রদানপূর্ব্বক অগ্নির মুখে ধাবিত পতঙ্গের ন্যায় সেই শত্রুসৈন্যের অভিমুখে ধাবিত হইল। তৎকালে রাক্ষসগণ বাহু-দ্বারা পরিঘ ও অশনি সকল ঘূর্ণিত করিতে থাকিলে, সেই সেই শ্রেষ্ঠ রাক্ষসবল সমধিক শোভা পাইল। পরে যুদ্ধেচ্ছু বানরগণ, উন্মত্তের ন্যায়, উৎপতিত হইয়া তরু, শৈল ও মুষ্টিদ্বারা রাক্ষসগণকে আঘাত করিতে থাকিলে, ভীমবিক্রম রাক্ষসগণও [illegible] সেই [illegible]

দশনৈর্হতকর্ণাশ্চ মুষ্টিভির্ভিন্নমস্তকাঃ।
শিলাপ্রহারভগ্নাঙ্গা বিচেরুস্তত্র রাক্ষসাঃ॥ ৬৩
তথৈবাপ্যপরে তেষাং কপীনামসিভিঃ শিতৈঃ।
প্রবরানভিতো জঘ্নুর্ঘোররূপা নিশাচরাঃ॥ ৬৪
হন্তমন্যং জঘানান্যঃ পাতয়ন্তমপাতয়ৎ।
গর্হমাণং জগর্হান্যো দশন্তমপরোঽদশৎ॥ ৬৫
দেহীত্যন্যো দদাত্যন্যো দদামীত্যপরঃ পুনঃ।
কিং ক্লেশয়সি তিষ্ঠেতি তত্রান্যোন্যং বভাষিরে॥ ৬৬
বিপ্রলম্বিতশস্ত্রঞ্চ বিমুক্তকবচায়ুধম্।
সমুদ্যতমহাপ্রাসং মুষ্টিশূলাসিকুন্তলম্॥ ৬৭
প্রাবর্ত্তত মহারৌদ্রং যুদ্ধং বানররক্ষসাম্।
বানরান্ দশ সপ্তেতি রাক্ষসা জঘ্নুরাহবে॥ ৬৮
বিপ্রলম্বিতবস্ত্রঞ্চ বিমুক্তকবচধ্বজম্।
বলং রাক্ষসমালম্ব্য বানরাঃ পর্য্যবারয়ন্॥ ৬৯

ইতি লঙ্কাকাণ্ডে পঞ্চসপ্ততিতমঃ সর্গঃ॥ ৭৫॥

লাগিল। বানরগণ দন্তদ্বারা রাক্ষসগণের কর্ণচ্ছেদ, মুষ্টিদ্বারা মস্তকবিদারণ এবং শিলাঘাতে অঙ্গচূর্ণ করিয়া দিতে লাগিল। ৫৮—৬৩। এবং অপর ঘোররূপ রাক্ষস সুতীক্ষ্ণ তরবারি দ্বারা প্রধান বানরগণকে বধ করিতে লাগিল। বানরগণও বেগবান্ প্রধান রাক্ষসগণকে নিহত করিল। তখন কেহ কাহাকে আঘাত বা নিপাত করিলে অন্যে আসিয়া সেই আঘাতকারীকে আঘাত এবং ধরাশায়ী করিতে লাগিল। কেহ কাহাকে নিন্দা বা দংশন করিলে সেও তাহাকে নিন্দা বা দংশন করিতে লাগিল। কেহ বলিল, 'যুদ্ধ দাও' কেহ বারংবার বলিতে লাগিল "দিতেছি" কেহ বা যুদ্ধ প্রদান করিতে লাগিল। তখন পরস্পর 'স্থির হও, কি জন্য আপনাকে ক্লেশ দিতেছ?' এইরূপ বলাবলি করিতে লাগিল। তখন কাহারও অস্ত্র ব্যর্থ এবং কাহারও কবচ এবং আয়ুধ স্খলিত হইতে লাগিল। এইরূপে বানর ও রাক্ষসগণের সমুদ্যত প্রাস, মুষ্টি, শূল, তরবারি ও কুন্তলসমন্বিত সুমহৎ ভীষণ যুদ্ধ আরম্ভ হইলে, রাক্ষসগণ এককালে সপ্ত দশ বানরকে ও বানরগণও সেই যুদ্ধে রাক্ষসগণকে আক্রমণ করিয়া নিবারণ করিতে লাগিল; তখন অনেক রাক্ষস স্খলিত-বস্ত্র ও ধ্বজকবচহীন হইল। ৬৪—৬৯।

ষট্‌সপ্ততিতমঃ সর্গঃ।

প্রবৃত্তে সঙ্কুলে তস্মিন্ ঘোরে বীরজনক্ষয়ে।
অঙ্গদঃ কম্পনং বীরমাসসাদ রণোৎসুকঃ॥ ১
আহূয় সোঽঙ্গদং কোপাৎ তাড়য়ামাস বেগিতঃ।
গদয়া কম্পনঃ পূর্ব্বং স চচাল ভৃশং হতঃ॥ ২
স সংজ্ঞাং প্রাপ্য তেজস্বী চিক্ষেপ শিখরং গিরেঃ।
অর্দ্দিতশ্চ প্রহারেণ কম্পনঃ পতিতো ভুবি॥ ৩
ততস্তু কম্পনং দৃষ্ট্বা শোণিতাক্ষো হতং রণে।
রথেনাভ্যপতৎ ক্ষিপ্রং তত্রাঙ্গদমভীতবৎ॥ ৪
সোঽঙ্গদং নিশিতৈর্বাণৈস্তদা বিব্যাধ বেগিতঃ।
শরীরদারণৈস্তীক্ষ্ণৈঃ কালাগ্নিসমবিগ্রহৈঃ॥ ৫
ক্ষুরক্ষুরপ্রনারাচৈর্বৎসদন্তৈঃ শিলীমুখৈঃ।
কর্ণিশল্যবিপাঠৈশ্চ বহুভির্নিশিতৈঃ শরৈঃ॥ ৬
অঙ্গদঃ প্রতিবিদ্ধাঙ্গো বালিপুত্রঃ প্রতাপবান্।
ধনুরুগ্রং রথং বাণান্ মমর্দ্দ তরসা বলী॥ ৭
শোণিতাক্ষস্ততঃ ক্ষিপ্রমসিচর্ম্ম সমাদদে।
উৎপপাত তদা ক্রুদ্ধো বেগবানবিচারয়ন্॥ ৮
তং ক্ষিপ্রতরমাপপ্লুত্য পরামৃশ্যাঙ্গদো বলী।
করেণ তস্য তং খড়্গং সমাচ্ছিদ্য ননাদ চ॥ ৯

ষট্‌সপ্ততিতম সর্গ।

এইরূপে বীরজনক্ষয়কারী ভীষণ যুদ্ধ আরম্ভ হইলে, অঙ্গদ রণসমুৎসুক হইয়া কম্পনের নিকটে গমন করিলেন। বেগবান্ কম্পন অঙ্গদকে আহ্বান করত গদাদ্বারা প্রহার করিলে, প্রথমতঃ তিনি অত্যন্ত আহত হইয়া বিচলিত হইলেন। পরন্তু তেজস্বী অঙ্গদ ক্ষণকালমধ্যে চেতনা লাভ করিয়া একটী পর্ব্বতশৃঙ্গ নিক্ষেপ করিলে, কম্পন সেই প্রহারেই পীড়িত হইয়া ভূতলে পতিত হইলেন। কম্পনকে রণমধ্যে নিহত দেখিয়া শোণিতাক্ষ রথারোহণে সত্বর নির্ভয়ে আগমনপূর্ব্বক সবেগে শরীরভেদী ও কালাগ্নি-তুল্য ক্ষুর, ক্ষুরপ্র, নারাচ, বৎসদন্ত, শিলীমুখ, কর্ণী, শল্য ও বিপাঠ প্রভৃতি বহুবিধ তীক্ষ্ণ শাণিত শরসমূহ-দ্বারা অঙ্গদকে বিদ্ধ করিলেন। ১—৬। প্রতাপবান্ বলশালী বালিতনয় অঙ্গদ সেই বাণসমূহে বিদ্ধ হইয়া সবেগে শত্রুর উগ্র ধনু ও বাণ সকল ভাঙ্গিয়া ছিন্ন-ভিন্ন করিয়া ফেলিলেন। পরে শোণিতাক্ষ ক্রোধ-ভরে অবিলম্বে তরবারি-চর্ম্ম গ্রহণ করত কোন বিচার না করিয়াই বেগে লম্ফপ্রদান করিয়া উঠিলে, বলশালী কপিশ্রেষ্ঠ অঙ্গদ তৎক্ষণাৎ লম্ফ প্রদানপূর্ব্বক রাক্ষসকে আক্রমণ করত হস্তদ্বারা তাহার খড়্গ কাড়িয়া লইয়া

তস্যাংসফলকে খড়্গং নিজঘান ততোহঙ্গদঃ।
যজ্ঞোপবীতবচ্চৈনং চিচ্ছেদ কপিকুঞ্জরঃ ॥ ১০
তং প্রগৃহ্য মহাখড়্গাং বিনদ্য চ পুনঃপুনঃ।
বালিপুত্রোঽভিদুদ্রাব রণশীর্ষে পরানরীন্ ॥ ১১
প্রজঙ্ঘসহিতো বীরো যূপাক্ষস্তু ততো বলী।
রথেনাভিযযৌ ক্রুদ্ধো বালিপুত্রং মহাবলম্ ॥ ১২
আয়সীং তু গদাং গৃহ্য স বীরঃ কনকাঙ্গদঃ।
শোণিতাক্ষঃ সমাশ্বস্য তমেবানুপপাত হ ॥ ১৩
প্রজঙ্ঘস্তু মহাবীরো যূপাক্ষসহিতো বলী।
গদয়াভিযযৌ ক্রুদ্ধো বালীপুত্রং মহাবলম্ ॥ ১৪
তয়োর্ম্মধ্যে কপিশ্রেষ্ঠঃ শোণিতাক্ষপ্রজঙ্ঘয়োঃ।
বিশাখয়োর্ম্মধ্যগতঃ পূর্ণচন্দ্র ইবাবভৌ ॥ ১৫
অঙ্গদং পরিরক্ষন্তৌ মৈন্দো দ্বিবিদ এব চ।
তস্য তস্থতুরভ্যাসে পরস্পরদিদৃক্ষয়া ॥ ১৬
অভিপেতুর্ম্মহাকায়াঃ প্রতিযত্তা মহাবলাঃ।
রাক্ষসা বানরান্ রোষাদসিবাণগদাধরাঃ ॥ ১৭
ত্রয়াণাং বানরেন্দ্রাণাং ত্রিভী রাক্ষসপুঙ্গবৈঃ।
সংসক্তানাং মহদ্যুদ্ধমভবদ্রোমহর্ষণম্ ॥ ১৮
তে তু বৃক্ষান্ সমাদায় সম্প্রচিক্ষিপুরাহবে।
খড়্গেন প্রতিচিক্ষেপ তান্ প্রজঙ্ঘো মহাবলঃ ॥ ১৯
রথানশ্বান্ দ্রুমাঞ্ছৈলান্ প্রতিচিক্ষিপুরাহবে।
শরৌঘৈঃ প্রতিচিচ্ছেদ তান্ যূপাক্ষো মহাবলঃ ॥ ২০
সৃষ্টান্ দ্বিবিদমৈন্দাভ্যাং দ্রুমানুৎপাট্য বীর্য্যবান্।
বভঞ্জ গদয়া মধ্যে শোণিতাক্ষঃ প্রতাপবান্ ॥ ২১
উদ্যম্য বিপুলং খড়্গাং পরমর্ম্মবিদারণম্।
প্রজঙ্ঘো বালিপুত্রায় অভিদুদ্রাব বেগিতঃ ॥ ২২
তমভ্যাসগতং দৃষ্ট্বা বানরেন্দ্রো মহাবলম্।
আজঘানাশ্বকর্ণেন দ্রুমেণাতিবলস্তদা ॥ ২৩
বাহুং চাস্য সনিস্ত্রিংশমাজঘান স মুষ্টিনা।
বালিপুত্রস্য ঘাতেন স পপাত ক্ষিতাবসিঃ ॥ ২৪
তং দৃষ্ট্বা পতিতং ভূমৌ খড়্গাং মুষলসন্নিভম্।
মুষ্টিং সংবর্ত্তয়ামাস বজ্রকল্পং মহাবলঃ ॥ ২৫
স ললাটে মহাবীর্য্যমঙ্গদং বানরর্ষভম্।
আজঘান মহাতেজাঃ স মুহূর্ত্তং চচাল হ ॥ ২৬
স সংজ্ঞাং প্রাপ্য তেজস্বী বালিপুত্রঃ প্রতাপবান্।
প্রজঙ্ঘস্য শিরঃ কায়াৎ পাতয়ামাস মুষ্টিনা ॥ ২৭
স যূপাক্ষোঽশ্রুপূর্ণাক্ষঃ পিতৃব্যে নিহতে রণে।
অবরুহ্য রথাৎ ক্ষিপ্রং ক্ষীণেষুঃ খড়্গামাদদে ॥ ২৮

সিংহনাদ করিলেন। খড়্গ লইয়া স্কন্ধদেশে সেই খড়্গ-দ্বারা আঘাত করিয়া তাহাকে যজ্ঞোপবীতবৎ ছেদন করিয়া ফেলিলেন। ৭—১০। তৎপরে বালিতনয় বারংবার সিংহনাদ করত অন্য শত্রুগণের অভিমুখে ধাবিত হইলেন; তাহা দেখিয়া বলবান্ যূপাক্ষ প্রজঙ্ঘকে সঙ্গে লইয়া রথসঞ্চালনপূর্ব্বক কোপভরে মহাবল অঙ্গদের অভিমুখীন হইলেন। এ দিকে কনকাঙ্গদ-ভূষিত বীর শোণিতাক্ষও সেই অসিপ্রহারে প্রাণত্যাগ করিল না; পরন্তু পুনরায় আশ্বস্ত হইয়া উত্থিত হইল। সেই রাক্ষস একটা লৌহময়ী গদা লইয়া পুনরায় অঙ্গদের অভিমুখে ধাবিত হইল। সেই সময় কপিশ্রেষ্ঠ বালিনন্দন,—শোণিতাক্ষ ও প্রজঙ্ঘের মধ্যে অবস্থানপূর্ব্বক, বিশাখানক্ষত্র-যুগলের মধ্যগত পূর্ণশশীর ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন।১১—১৫। তৎপরে মৈন্দ ও দ্বিবিদ অঙ্গদকে রক্ষা করিবার নিমিত্ত তাঁহার সমীপে গমন করিলেন। অসি, বাণ, ও গদাধারী মহাদেহ মহাবল নিশাচরগণ ক্রোধভরে সাবধানে সেই বানরগণের অভিমুখে গমন করিল। সেই সময়ে একত্র মিলিত মৈন্দ, দ্বিবিদ ও অঙ্গদ এই তিন বানরেন্দ্রের সহিত প্রজঙ্ঘ, যূপাক্ষ ও শোণিতাক্ষ এই তিন রাক্ষসশ্রেষ্ঠের ভীষণ রোমহর্ষণ যুদ্ধ আরম্ভ হইল। সেই রণস্থলে বানরগণ বৃক্ষসমূহ লইয়া নিক্ষেপ করিল; মহাবল প্রজঙ্ঘ খড়্গদ্বারা সেই সমস্ত কাটিয়া ফেলিলেন।১৬—১৯। কপিবরগণ—রথ, অশ্ব, বৃক্ষ, প্রস্তরখণ্ড প্রভৃতি যাহা নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন, মহাবল যূপাক্ষ বাণসমূহদ্বারা তৎসমস্তই কাটিয়া ফেলিলেন। বীর্য্যবান্ প্রতাপশালী শোণিতাক্ষ গদাদ্বারা মৈন্দ ও দ্বিবিদকর্ত্তৃক উৎপাটিত এবং নিক্ষিপ্ত বৃক্ষসমূহ ভগ্ন করিতে লাগিলেন। পরে প্রজঙ্ঘ শত্রুমর্ম্মভেদী বিপুল খড়্গ লইয়া বালিনন্দনের অভিমুখে ধাবিত হইলে, বিপুল বলবান্ বানরেন্দ্র অঙ্গদ তাঁহাকে নিকটাগত দেখিয়া একটী অশ্বকর্ণ বৃক্ষদ্বারা প্রহার করিলেন এবং সেই রাক্ষসের খড়্গ-সমন্বিত বাহুতে মুষ্ট্যাঘাত করিলেন। মুষ্ট্যাঘাতে তাঁহার খড়্গ ভূতলে পতিত হইল। সেই মুষলতুল্য খড়্গকে ভূতলে পতিত হইতে দেখিয়া, মহাবল মহাতেজস্বী প্রজঙ্ঘ বজ্রতুল্য মুষ্টি উত্তোলনপূর্ব্বক মহাবীর্য্য বানরশ্রেষ্ঠ অঙ্গদের ললাটে আঘাত করিলে তিনি মুহূর্ত্তকালের নিমিত্ত বিচলিত হইলেন। কিন্তু প্রতাপবান্ তেজস্বী অঙ্গদ পুনরায় সংজ্ঞা লাভ করত, মুষ্টিদ্বারা প্রজঙ্ঘের মস্তক দেহ হইতে পৃথক্ করিয়া ফেলিলেন। ২০—২৭। পিতৃব্য প্রজঙ্ঘকে রণস্থলে নিহত হইতে দেখিয়া যূপাক্ষ অশ্রুপূর্ণ লোচনে শরবর্ষণ পরিত্যাগপূর্ব্বক, খড়্গহস্তে রথ হইতে ভূতলে নামিয়া

তমাপতন্তং সংপ্রেক্ষ্য যূপাক্ষং দ্বিবিদস্তরন্।
আজঘানোরসি ক্রুদ্ধো জগ্রাহ চ বলাবলী ॥ ২৯
গৃহীতং ভ্রাতরং দৃষ্ট্বা শোণিতাক্ষো মহাবলঃ।
আজঘান মহাতেজা বক্ষসি দ্বিবিদং ততঃ ॥ ৩০
স ততোঽভিহতস্তেন চচাল চ মহাবলঃ।
উদ্যতাঞ্চ পুনস্তস্য জহার দ্বিবিদো গদাম্ ॥ ৩১
এতস্মিন্নন্তরে মৈন্দো দ্বিবিদাভ্যাসমাগমৎ।
তৌ শোণিতাক্ষযূপাক্ষৌ প্লবগাভ্যাং তরস্বিনৌ।
চক্রতুঃ সমরে তীব্রমাকর্ষোৎপাটনং ভৃশম্ ॥ ৩২
দ্বিবিদঃ শোণিতাক্ষস্তু বিদদার নখৈর্মুখে।
নিষ্পিপেষ স বীর্য্যেণ ক্ষিতাবাবিধ্য বীর্য্যবান্ ॥ ৩৩
যূপাক্ষমভিসংক্রুদ্ধো মৈন্দো বানরপুঙ্গবঃ।
পীড়য়ামাস বাহুভ্যাং পপাত স হতঃ ক্ষিতৌ ॥ ৩৪
হতপ্রবীরা ব্যথিতা রাক্ষসেন্দ্রচমূস্তদা।
জগামাভিমুখী সা তু কুম্ভকর্ণাত্মজো যতঃ ॥ ৩৫
আপতন্তীঞ্চ বেগেন কুম্ভস্তাং সান্ত্বয়চ্চমূম্।
অথোৎকৃষ্টং মহাবীর্য্যৈর্লব্ধলক্ষৈঃ প্লবঙ্গমৈঃ ॥ ৩৬
নিপাতিতমহাবীরাং দৃষ্ট্বা রক্ষশ্চমূং তদা।
কুম্ভঃ প্রচক্রে তেজস্বী রণে কর্ম্ম সুদুষ্করম্ ॥ ৩৭

স ধনুর্দ্ধারিণাং শ্রেষ্ঠঃ প্রগৃহ্য সুসমাহিতঃ।
মুমোচাশীবিষপ্রখ্যাঞ্ছরান্ দেহবিদারণান্ ॥ ৩৮
তস্য তচ্ছুশুভে ভূয়ঃ সশরং ধনুরুত্তমম্।
বিদ্যুদৈরাবতার্চ্চিষ্মৎ দ্বিতীয়েন্দ্রধনুর্যথা ॥ ৩৯
আকর্ণাকৃষ্টমুক্তেন জঘান দ্বিবিদং তদা।
তেন হাটকপুঙ্খেন পত্রিণা পত্রবাসসা ॥ ৪০
সহসাভিহতস্তেন বিপ্রমুক্তপদঃ স্ফুরন্।
নিপপাতাদ্রিকূটাভো বিহ্বলঃ প্লবগোত্তমঃ ॥ ৪১
মৈন্দস্তু ভ্রাতরং তত্র তথা দৃষ্ট্বা মহাহবে।
অভিদুদ্রাব বেগেন প্রগৃহ্য বিপুলাং শিলাম্ ॥ ৪২
তাং শিলাং তু প্রচিক্ষেপ রাক্ষসায় মহাবলঃ।
বিভেদ তাং শিলাং কুম্ভঃ প্রহসন্ পঞ্চভিঃ শরৈঃ ॥ ৪৩
সন্ধায় চান্যং সুমুখং শরমাশীবিষোপমম্।
আজঘান মহাতেজা বক্ষসি দ্বিবিদাগ্রজম্ ॥ ৪৪
স তু তেন প্রহারেণ মৈন্দো বানরযূথপঃ।
মর্ম্মণ্যভিহতস্তেন পপাত ভুবি মূর্চ্ছিতঃ ॥ ৪৫
অঙ্গদো মাতুলৌ দৃষ্ট্বা ব্যথিতৌ তু মহাবলৌ।
অভিদুদ্রাব বেগেন কুম্ভমুদ্যতকার্ম্মুকম্ ॥ ৪৬
তমাপতন্তং বিব্যাধ কুম্ভঃ পঞ্চভিরায়সৈঃ।

আসিলেন; কিন্তু বলশালী দ্বিবিদ যূপাক্ষকে আসিতে দেখিয়া ক্রোধভরে শীঘ্র তাঁহার বক্ষঃস্থলে আঘাত করিয়া তাঁহাকে বলপূর্ব্বক ধরিলেন। ভ্রাতাকে গৃহীত দেখিয়া মহাতেজস্বী মহাবল শোণিতাক্ষ দ্বিবিদের বক্ষঃস্থলে প্রহার করিলেন। মহাবল দ্বিবিদ সেই আঘাতে বিচলিত হইয়া, পরক্ষণেই তাহার উদ্যত গদা কাড়িয়া লইলেন। এই অবসরে মৈন্দ ভ্রাতার সাহায্য করিবার নিমিত্ত দ্বিবিদের কাছে আসিলেন, এবং দ্বিবিদও নখদ্বারা শোণিতাক্ষের মুখ বিদীর্ণ করিয়া ফেলিলেন। বীর্য্যবান্ দ্বিবিদ তাঁহাকে ভূতলে ফেলিয়া দিয়া বলপূর্ব্বক নিষ্পেষিত করিতে লাগিলেন। ২৮—৩৩। তখন তরস্বী শোণিতাক্ষ ও যূপাক্ষের সহিত মৈন্দ ও দ্বিবিদ নামক বানরদ্বয়ের তুমুল সংগ্রাম আরম্ভ হইলে, তাঁহারা পরস্পর পরস্পরকে আকর্ষণপূর্ব্বক যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। বানরশ্রেষ্ঠ বীর্য্যবান্ মৈন্দ অত্যন্ত কোপান্বিত হইয়া, যূপাক্ষকে বাহুদ্বারা পীড়নপূর্ব্বক ধরাশায়ী করিয়া বলপূর্ব্বক পেষণ করিলে, তিনি নিহত হইয়া ভূতলে পড়িয়া গেলেন। রাক্ষসরাজের সেনাগণ এইরূপে নিহত হইতে থাকিলে, অবশিষ্ট সৈন্যগণ ব্যথিত হইয়া, যথায় কুম্ভকর্ণনন্দন অবস্থান করিতেছিলেন, সেইদিকে দৌড়িয়া গেল। কুম্ভও সেই সেনাগণকে বেগে আসিতে দেখিয়া, সান্ত্বনা

করিলেন। রাক্ষসশ্রেষ্ঠ তেজস্বী কুম্ভ, বানরহস্তে মহাবীরগণকে নিহত দেখিয়া, ঘোরতর যুদ্ধ করিতে আরম্ভ করিলেন। ৩৪—৩৮। সেই ধনুর্দ্ধরপ্রবর ধনুর্ধারণপূর্ব্বক সাবধানে দেহবিদারক সর্পতুল্য বাণসমূহ বর্ষণ করিতে লাগিলেন। সেই সময়ে তাঁহার বাণসমন্বিত ধনু,—বিদ্যুৎ এবং ঐরাবতসম্বলিত ইন্দ্রধনুর ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল। সেই বীর আকর্ণ ধনু আকর্ষণপূর্ব্বক সুবর্ণপুঙ্খ-পত্রশোভিত বাণদ্বারা দ্বিবিদকে প্রহার করিলেন। গিরিশৃঙ্গতুল্য বানরশ্রেষ্ঠ দ্বিবিদ, সেই প্রহারে নিতান্ত আহত হইয়া, মুখব্যাদন এবং পাদদ্বয় বিস্তৃত করত বিহ্বল হইয়া পড়িলেন। মৈন্দ ভ্রাতাকে সেই মহারণে বিহ্বল হইতে দেখিয়া, একটা বিপুল শিলা লইয়া কুম্ভাভিমুখে দৌড়িয়া গেলেন। ৩৯—৪২। মহাবল মৈন্দ, রাক্ষস কুম্ভের অভিমুখে সেই প্রস্তর নিক্ষেপ করিলে, মহাতেজস্বী কুম্ভ হাসিতে হাসিতে পাঁচটী বাণ দ্বারা তাহা কাটিয়া ফেলিলেন এবং বিষধরসর্পতুল্য সুমুখ অন্য একটী বাণ ধনুতে সন্ধান করিয়া, দ্বিবিদাগ্রজ মৈন্দের বক্ষঃস্থলে আঘাত করিলেন। বানর যূথপতি মৈন্দ, সেই আঘাতে মর্ম্মাহত হইয়া মূর্চ্ছিত ও ভূপতিত হইলেন। অঙ্গদ, মহাবল মাতুলযুগলকে ব্যথিত দেখিয়া, ধনুর্দ্ধারী কুম্ভের অভিমুখে ধাবিত হইলেন।

ত্রিভিশ্চান্যৈঃ শিতৈর্বাণৈর্মাতঙ্গমিব তোমরৈঃ ॥ ৪৭
সোঽঙ্গদং বহুভির্বাণৈঃ কুম্ভো বিব্যাধ বীর্য্যবান্ ॥ ৪৮
অকুণ্ঠধারৈর্নিশিতৈস্তীক্ষ্ণৈঃ কনকভূষণৈঃ।
অঙ্গদঃ প্রতিবিদ্ধাঙ্গো বালিপুত্রো ন কম্পতে ॥ ৪৯
শিলাপাদপবর্ষাণি তস্য মূর্দ্ধ্নি ববর্ষ হ।
স প্রচিচ্ছেদ তান্ সর্ব্বান্ বিভেদ চ শিলাঃ শরৈঃ ॥ ৫০
কুম্ভকর্ণাত্মজঃ শ্রীমান্ বালিপুত্রসমীরিতান্।
আপতন্তঞ্চ সম্প্রেক্ষ্য কুম্ভো বানরযূথপম্ ॥ ৫১
ভ্রুবোর্বিব্যাধ বাণাভ্যামুল্কাভ্যামিব কুঞ্জরম্।
তস্য সুস্রাব রুধিরং পিহিতে চাস্য লোচনে ॥ ৫২
অঙ্গদঃ পাণিনা নেত্রে পিধায় রুধিরোক্ষিতে।
শালমাসন্নমেকেন পরিজগ্রাহ পাণিনা ॥ ৫৩
সম্পীড্যোরসি সস্কন্ধং করেণাভিনিবেশ্য চ।
কিঞ্চিদভ্যবনম্যৈনমুন্মমাথ মহারণে ॥ ৫৪
তমিন্দ্রকেতুপ্রতিমং বৃক্ষং মন্দরসন্নিভম্।
সমুৎসৃজত বেগেন পশ্যতাং সর্ব্বরক্ষসাম্ ॥ ৫৫
স চিচ্ছেদ শিতৈর্বাণৈঃ সপ্তভিঃ কায়ভেদনৈঃ।
অঙ্গদো বিব্যথেঽভীক্ষ্ণং সম্পপাত মুমোহ চ ॥ ৫৬
অঙ্গদং পতিতং দৃষ্ট্বা সীদন্তমিব সাগরম্।
দুরাসদং হরিশ্রেষ্ঠা রাঘবায় ন্যবেদয়ন্ ॥ ৫৭
রামস্তু ব্যথিতং শ্রুত্বা বালিপুত্রং মহাহবে।
ব্যাদিদেশ হরিশ্রেষ্ঠান্ জাম্ববৎপ্রমুখাংস্ততঃ ॥ ৫৮
তে তু বানরশার্দ্দূলাঃ শ্রুত্বা রামস্য শাসনম্।
অভিপেতুঃ সুসংক্রুদ্ধাঃ কুম্ভমুদ্যতকার্ম্মুকম্ ॥ ৫৯
ততো দ্রুমশিলাহস্তাঃ কোপসংরক্তলোচনাঃ।
রিরক্ষিষন্তোঽভ্যপতন্নঙ্গদং বানরর্ষভাঃ ॥ ৬০
জাম্ববাংশ্চ সুষেণশ্চ বেগদর্শী চ বানরঃ।
কুম্ভকর্ণাত্মজং বীরং ক্রুদ্ধাঃ সমভিদুদ্রুবুঃ ॥ ৬১
সমীক্ষ্যাপততস্তাংস্তু বানরেন্দ্রান্ মহাবলান্।
আববার শরৌঘেণ নগেনেব জলাশয়ম্ ॥ ৬২
তস্য বাণপথং প্রাপ্য ন শেকুরতিবর্ত্তিতুম্।
বানরেন্দ্রা মহাত্মানো বেলামিব মহোদধিঃ ॥ ৬৩
তাংস্তু দৃষ্ট্বা হরিগণান্ শরবৃষ্টিভিরর্দ্দিতান্।
অঙ্গদং পৃষ্ঠতঃ কৃত্বা ভ্রাতৃজং প্লবগেশ্বরঃ ॥ ৬৪
অভিদুদ্রাব সুগ্রীবঃ কুম্ভকর্ণাত্মজং রণে।
শৈলসানুচরং নাগং বেগবানিব কেশরী ॥ ৬৫

তাঁহাকে আসিতে দেখিয়া বীর্য্যবান্ কুম্ভ প্রথমত পাঁচটী এবং তৎপরে তিনটী শাণিত লৌহময় বাণ এবং অন্য অসংখ্য বাণ ও তোমরদ্বারা মাতঙ্গের ন্যায়, তাঁহাকে বিদ্ধ করিলেন; কিন্তু সেই কনকভূষিত তীক্ষ্ণ শাণিত অকুণ্ঠধার বাণসমূহদ্বারা বিদ্ধ হইয়াও, অঙ্গদ কম্পিত হইলেন না। ৪৩—৪৯। অধিকন্তু সেই রাক্ষসের মাথায় প্রস্তর এবং বৃক্ষ সকল বর্ষণ করিতে লাগিলেন। শ্রীমান্ কুম্ভকর্ণনন্দন অঙ্গদক্ষিপ্ত সেই বৃক্ষ এবং প্রস্তরখণ্ড সকলকে কাটিয়া ফেলিলেন। পরে সেই বানরদলপতিকে ক্রমশঃ অগ্রসর হইতে দেখিয়া, হস্তিপক যেরূপ অঙ্কুশদ্বারা হস্তীকে বিদ্ধ করে, সেইরূপ কুম্ভ বাণদ্বারা তাঁহার ভ্রূযুগল বিদ্ধ করিলেন। নিদারুণ প্রহারে তাঁহার ভ্রূযুগল হইতে রক্তস্রাব হইতে লাগিল এবং চক্ষুর্দ্বয় নিমীলিত হইল। অঙ্গদ সেই মহারণে একহস্তে রক্তাক্ত চক্ষুর্দ্বয় সমাচ্ছাদিত করিয়া অন্য হস্তে নিকটস্থ একটী শালবৃক্ষ উপড়াইয়া লইলেন, এবং সেই সস্কন্ধ বৃক্ষকে বক্ষঃস্থলে স্থাপনপূর্ব্বক, একহস্তে কিঞ্চিৎ নত করিয়া তাহাকে শাখাপত্রশূন্য করিলেন। ৫০—৫৪। পরে মন্দরগিরি ও ইন্দ্রধ্বজতুল্য সেই বৃক্ষকে রাক্ষসগণের সম্মুখেই বেগসহকারে নিক্ষেপ করিলে, কুম্ভকর্ণনন্দন সাতটী দেহভেদী শাণিত বাণদ্বারা বালিনন্দননিক্ষিপ্ত সেই বৃক্ষকে ছেদন করিয়া, অন্য একটী বাণদ্বারা শীঘ্র অঙ্গদের বক্ষঃস্থলে আঘাত করিলেন। অঙ্গদ সেই আঘাতে অত্যন্ত ব্যথিত ও মোহপ্রাপ্ত হইয়া ভূমতলে পতিত হইলেন। দলপতিগণ, দুর্দ্ধর্ষ সাগরের ন্যায়, অঙ্গদকে সেই মহারণে অবসন্ন হইতে দেখিয়া, রামসমীপে সেই সংবাদ নিবেদন করিল। রামচন্দ্র মহারণে বালিনন্দন অবসন্ন হইয়াছেন শুনিয়া, জাম্ববান্ প্রভৃতি বানরগণকে তাঁহার সাহায্যার্থ আজ্ঞা করিলেন। বানরশার্দ্দূলগণও রামের আদেশে ক্রোধভরে ধনুর্দ্ধারী কুম্ভের অভিমুখে দৌড়িয়া গেলেন। ক্রোধে আরক্তচক্ষুঃ প্রস্তর-বৃক্ষহস্ত জাম্ববান্, সুষেণ ও বেগদর্শী প্রভৃতি বানরপুঙ্গবগণ অঙ্গদকে রক্ষা করিবার আশায় ধাবিত হইয়া বীরবর কুম্ভকর্ণনন্দনের দিকে ধাবিত হইলেন। ৫৫—৬১। কুম্ভ, পর্ব্বতখণ্ডদ্বারা, জলপ্রপাতের ন্যায় সেই মহাবল, বানরেন্দ্রগণকে আসিতে দেখিয়া বাণসমূহদ্বারা রুদ্ধ করিলেন। যেরূপ মহাসমুদ্র বেলাভূমি অতিক্রম করিতে পারে না, সেইরূপ মহাবল বানরেন্দ্রগণও তাহার বাণসমূহকে অতিক্রম করিতে পারিলেন না। বানররাজ সুগ্রীব, সেই বানরশ্রেষ্ঠগণকে সমরমধ্যে বাণবৃষ্টি দ্বারা পীড়িত দেখিয়া, ভ্রাতৃপুত্র অঙ্গদকে পশ্চাতে রাখিয়া, বেগবান্ সিংহ যেরূপ শৈলসানুচর হস্তীর প্রতি ধাবিত হয়, সেইরূপ কুম্ভকর্ণনন্দনের অভিমুখে

উৎপাট্য চ মহাবৃক্ষানশ্বকর্ণাদিকান্ বহূন্।
অন্যাংশ্চ বিবিধান্ বৃক্ষাংশ্চিচ্ছেদ স মহাকপিঃ ॥ ৬৬
তাং ছাদয়ন্তীমাকাশং বৃক্ষবৃষ্টিং দুরাসদাম্।
কুম্ভকর্ণাত্মজঃ শীঘ্রং চিচ্ছেদ স্বশরৈঃ শিতৈঃ ॥ ৬৭
অর্দ্দিতাস্তে ক্রমা রেজুর্যথা ঘোরাঃ শতঘ্নয়ঃ।
ক্রমবর্ষন্তু তচ্ছিন্নং দৃষ্ট্বা কুম্ভেন বীর্য্যবান্।
বানরাধিপতিঃ শ্রীমান্ মহাসত্ত্বো ন বিব্যথে ॥ ৬৮
স বিধ্যমানঃ সহসা সহমানস্তু তান্ শরান্।
কুম্ভস্য ধনুরাক্ষিপ্য বভঞ্জেন্দ্রধনুঃপ্রভম্ ॥ ৬৯
অবপ্লুত্য ততঃ শীঘ্রং কৃত্বা কর্ম্ম সুদুষ্করম্।
অব্রবীৎ কুপিতং কুম্ভং ভগ্নশৃঙ্গমিব দ্বিপম্ ॥ ৭০
নিকুম্ভাগ্রজ বীর্য্যং তে বাণবেগং তদদ্ভুতম্ ॥ ৭১
সন্নতিশ্চ প্রভাবশ্চ তব বা রাবণস্য বা।
প্রহ্লাদবলিবৃত্রঘ্নকুবেরবরুণোপমম্ ॥ ৭২
একস্তমনুজাতোঽসি পিতরং বলবত্তরম্।
ত্বামেবৈকং মহাবাহুং শূলহস্তমরিন্দমম্ ॥ ৭৩
ত্রিদশা নাতিবর্ত্তন্তে জিতেন্দ্রিয়মিবাধয়ঃ।
বিক্রমস্ব মহাযুদ্ধে কর্ম্মাণি মম পশ্য চ ॥ ৭৪

বরদানাৎ পিতৃব্যস্তে সহতে দেবদানবান্।
কুম্ভকর্ণস্তু বীর্য্যেণ সহতে চ সুরাসুরান্ ॥ ৭৫
ধনুষীন্দ্রজিতস্তুল্যঃ প্রতাপে রাবণস্য চ।
ত্বমদ্য রক্ষসাং লোকে শ্রেষ্ঠোঽসি বলবীর্য্যতঃ ॥ ৭৬
মহাবিমর্দ্দং সমরে ময়া সহ তবাদ্ভুতম্।
অদ্য ভূতানি পশ্যন্তু শক্রশম্বরয়োরিব ॥ ৭৭
কৃতমপ্রতিমং কর্ম্ম দর্শিতঞ্চাস্ত্রকৌশলম্।
পাতিতা হরিবীরাশ্চ ত্বয়ৈতে ভীমবিক্রমাঃ ॥ ৭৮
উপালম্ভভয়াচ্চৈব নাসি বীর ময়া হতঃ।
কৃতকর্ম্মা পরিশ্রান্তো বিশ্রান্তঃ পশ্য মে বলম্ ॥ ৭৯
তেন সুগ্রীববাক্যেন সবিমানেন মানিতঃ।
অগ্নেরাজ্যাহুতস্যেব তেজস্তস্যাভ্যবর্দ্ধত ॥ ৮০
ততঃ কুম্ভস্তু সুগ্রীবং বাহুভ্যাং জগৃহে তদা।
গজাবিবাবীতমদৌ নিঃশ্বসন্তৌ মুহুর্ম্মুহুঃ ॥ ৮১
অন্যোন্যগাত্রগ্রথিতৌ কর্ষন্তাবিতরেতরম্।
সধূমাং মুখতো জ্বালাং বিসৃজন্তৌ পরিশ্রমাৎ ॥ ৮২
তয়োঃ পাদাভিঘাতাচ্চ নিমগ্না চাভবন্মহী।

ধাবিত হইলেন। ৬২—৬৫। সেই মহাকপি অশ্বকর্ণাদি বহুবিধ বৃক্ষ উপড়াইয়া কুম্ভের উপরে ক্ষেপণ করিতে লাগিলেন। কিন্তু কুম্ভকর্ণনন্দন, শাণিত বাণসমূহদ্বারা আকাশ আচ্ছন্ন করিয়া আপতিত সেই বৃক্ষসমূহ শীঘ্র কাটিয়া ফেলিলেন। তখন সেই ছিন্ন বৃক্ষসকল ঘোররূপ শতঘ্নীর ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল। বীর্য্যবান্ মহাসত্ত্ব শ্রীমান বানররাজ সেই বৃক্ষ সকলকে কুম্ভকর্ত্তৃক ছেদিত দেখিয়া কিছুমাত্র ব্যথিত হইলেন না। তিনি কুম্ভকর্ত্তৃক হঠাৎ বিধ্যমান হইয়া সেই সমস্ত বাণ সহ্য করিয়া তাঁহার ইন্দ্রধনুসদৃশ ধনু কাড়িয়া লইয়া ভাঙ্গিয়া ফেলিলেন। বানররাজ এতাদৃশ দুষ্কর কর্ম্ম সাধন করত শীঘ্র লম্ফপ্রদান করিয়া, ভগ্নশৃঙ্গ দ্বিপের ন্যায়, কোপান্বিত কুম্ভকে কহিলেন। ৬৬—৭০। "হে নিকুম্ভাগ্রজ! প্রহ্লাদ, বলি, ইন্দ্র, কুবের অথবা বরুণের সহিত তোমার উপমা হইতে পারে। তোমার বিনয় এবং প্রভাব রাবণের ন্যায়। একমাত্র তুমিই তোমার বলবত্তর পিতা কুম্ভকর্ণের অনুরূপ হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছ। হে মহাবাহো! হে অরিন্দম! তুমি একাকী শূলহস্তে দণ্ডায়মান হইলে, মনঃপীড়া যেমন জিতেন্দ্রিয়কে আক্রমণ করিতে পারে না, সেইরূপ দেবগণও তোমাকে অতিক্রম করিতে সমর্থ হন না। সে যাহা হউক, তুমি অদ্য এই মহাযুদ্ধে স্বীয় পরাক্রম প্রকাশ কর এবং আমারও কর্ম্ম দেখ। তোমার পিতৃব্য রাবণ, পিতামহের বরপ্রভাবে দেবতা এবং দানবগণকে অতিক্রম করিয়াছেন; কিন্তু কুম্ভকর্ণ স্বীয় বীর্য্যপ্রভাবেই সংগ্রামে সুর এবং অসুরগণকে পরাজিত করিয়াছিলেন। ৭১—৭৫। তুমি প্রতাপে রাবণ এবং ধনুর্ব্বিদ্যায় ইন্দ্রজিতের তুল্য। সুতরাং এক্ষণে রাক্ষসগণের মধ্যে তোমাকেই বলবীর্য্যে শ্রেষ্ঠ বলিয়া বোধ হইতেছে। ইন্দ্রের সহিত শম্বরাসুরের ন্যায়, এই যুদ্ধক্ষেত্রে তোমার সহিত আমার অদ্ভুত সমর হইবে;—প্রাণিগণ অদ্য তাহা দেখুন। তুমি ভীমবিক্রম বানরবীরগণকে ধরাশায়ী করিয়া অপ্রমিত কর্ম্ম করিয়াছ এবং অদ্ভুত অস্ত্রকৌশল দেখাইয়াছ। এক্ষণে তুমি যুদ্ধ করিয়া ক্লান্ত হইয়াছ; লোকনিন্দাভয়ে এক্ষণই তোমাকে বধ করিতেছি না। ক্ষণকাল বিশ্রাম কর; তৎপরে আমার পরাক্রম দেখিও; সুগ্রীবের এতাদৃশ কটুবাক্যে কুম্ভ অপমানিত হইলেন। ঘৃতাহুতিদানে অগ্নির ন্যায়, তাঁহার তেজ আরও বাড়িয়া উঠিল। পরে সেই বীর কুম্ভ বাহুপঞ্জরে সুগ্রীবকে গ্রহণ করিলেন। সেই সময়ে তাঁহারা উভয়েই মদস্রাবী হস্তীর ন্যায় মুহুর্ম্মুহু নিশ্বাস ত্যাগ করিতে লাগিলেন। পরস্পর গাত্রে গাত্রে ঘর্ষণ করিয়া পরস্পরকে আকর্ষণ করিতে লাগিলেন। পরিশ্রমে উভয়ের মুখ হইতে

ব্যাবর্ত্তিততরঙ্গশ্চ চুক্ষুভে বরুণালয়ঃ ॥ ৮৩
ততঃ কুম্ভং সমুৎক্ষিপ্য সুগ্রীবো লবণাম্ভসি।
পাতয়ামাস বেগেন দর্শয়ন্ন্ দধেঃ স্থলম্ ॥ ৮৪
ততঃ কুম্ভনিপাতেন জলরাশিঃ সমুত্থিতঃ।
বিন্ধ্যমন্দরসঙ্কাশো বিসসর্প সমন্ততঃ ॥ ৮৫
ততঃ কুম্ভঃ সমুৎপত্য সুগ্রীবমভিপত্য চ।
আজঘনোরসি ক্রুদ্ধো বজ্রকল্পেন মুষ্টিনা ॥ ৮৬
তস্য চর্ম্ম চ পুস্ফোট সঞ্জজ্ঞে চাপি শোণিতম্।
তস্য মুষ্টির্মহাবেগঃ প্রতিজঘ্নেঽস্থিমণ্ডলে ॥ ৮৭
তস্য বেগেন তত্রাসীত্তেজঃ প্রজ্বলিতং মহৎ।
বজ্রনিষ্পেষসঞ্জাতা জ্বালা মেরোর্যথা গিরেঃ ॥ ৮৮
স তত্রাভিহতস্তেন সুগ্রীবো বানরর্ষভঃ।
মুষ্টিং সংবর্ত্তয়ামাস বজ্রকল্পং মহাবলঃ ॥ ৮৯
অর্চ্চিঃসহস্রবিকচ-রবিমণ্ডলবর্চ্চসম্।
স মুষ্টিং পাতয়ামাস কুম্ভস্যোরসি বীর্য্যবান্ ॥ ৯০
স তু তেন প্রহারেণ বিহ্বলো ভৃশপীড়িতঃ।
নিপপাত তদা কুম্ভো গতার্চ্চিরিব পাবকঃ ॥ ৯১
মুষ্টিনাভিহতস্তেন নিপপাত তু রাক্ষসঃ।
লোহিতাঙ্গ ইবাকাশাদ্দীপ্তরশ্মির্যদৃচ্ছয়া ॥ ৯২
কুম্ভস্য পততো রূপং ভগ্নস্যোরসি মুষ্টিনা।
বভৌ রুদ্রাভিপন্নস্য যথা রূপং গবাংপতেঃ ॥ ৯৩
তস্মিন্ হতে ভীমপরাক্রমেণ
প্লবঙ্গমানামৃষভেণ যুদ্ধে।
মহী সশৈলা সবনা চচাল
ভয়ঞ্চ রক্ষাংস্যধিকং বিবেশ ॥ ৯৪

ইতি লঙ্কাকাণ্ডে ষট্সপ্ততিতমঃ সর্গঃ ॥ ৭৬ ॥

সপ্তসপ্ততিতমঃ সর্গঃ।

নিকুম্ভো ভ্রাতরং দৃষ্ট্বা সুগ্রীবেণ নিপাতিতম্।
প্রদহন্নিব কোপেন বানরেন্দ্রমুদৈক্ষত ॥ ১
ততঃ স্রগ্দামসন্নদ্ধং দত্তপঞ্চাঙ্গুলং শুভম্।
আদদে পরিঘং ধীরো নগেন্দ্রশিখরোপমম্ ॥ ২
হেমপট্টপরিক্ষিপ্তং বজ্রবিদ্রুমভূষিতম্।
যমদণ্ডোপমং ভীমং রক্ষসাং ভয়নাশনম্ ॥ ৩
তমাবিধ্য মহাতেজাঃ শক্রধ্বজসমৌজসম্।
বিননাদ বিবৃত্তাস্যো নিকুম্ভো ভীমবিক্রমঃ ॥ ৪
উরোগতেন নিষ্কেণ ভুজস্থৈরঙ্গদৈরপি।
কুণ্ডলাভ্যাঞ্চ চিত্রাভ্যাং মালয়া চ বিচিত্রয়া ॥ ৫
নিকুম্ভো ভূষণৈর্ভাতি তেন স্ম পরিঘেণ চ।

সদৃশ বহ্নিশিখা বহির্গত হইতে লাগিল। তাঁহাদের পদাঘাতে রণভূমি নিমগ্ন এবং তরঙ্গ উত্থিত হওয়ায়, সাগরও কাঁপিতে লাগিল। তৎপরে সুগ্রীব কুম্ভকে গ্রহণপূর্ব্বক যেন সমুদ্রের তল দর্শন করাইবার নিমিত্ত, বেগসহকারে লবণসমুদ্রে নিক্ষেপ করিলেন। তখন কুম্ভের পতনহেতু জলরাশি বিন্ধ্য ও মন্দর পর্ব্বতের ন্যায় উর্দ্ধে উত্থিত হইয়া চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িল। ৮১—৮৫। কুম্ভ ক্ষণকাল পরেই উঠিয়া ক্রোধভরে সুগ্রীবের বক্ষঃস্থলে বজ্রতুল্য মুষ্টি আঘাত করিলেন। সেই বেগপ্রযুক্ত মুষ্টি সুগ্রীবের চর্ম্ম ভেদ করিয়া অস্থিমণ্ডলে আহত হওয়ায়, তাহা হইতে রক্ত বাহির হইতে লাগিল। সেই মুষ্টির বেগে বজ্রনিষ্পেষণে সুমেরুপর্ব্বত হইতে বহ্নিজ্বালার তুল্য সুমহৎ তেজ প্রজ্বলিত হইল। মহাবল বীর্য্যবান্ বানরশ্রেষ্ঠ সুগ্রীব তাঁহার নিকটে এইরূপে আঘাতপ্রাপ্ত হইয়া, সহস্রকরসমুজ্জ্বল রবিমণ্ডলের ন্যায় দীপ্তিশালী বজ্রকল্প মুষ্টি ঘূর্ণিত করিয়া, কুম্ভের বক্ষঃস্থলে আঘাত করিলেন। ৮৬—৯০। তখন সেই প্রহারে কুম্ভ অত্যন্ত তাড়িত ও বিহ্বল হইয়া শিখাহীন অনলের তুল্য ভূমিতলে পতিত হইলেন। যেমন হঠাৎ আকাশ হইতে যদৃচ্ছাক্রমে দীপ্তরশ্মি মঙ্গলগ্রহ নিপতিত হইলেন। সেই সময়ে মুষ্টিপ্রহারে বক্ষঃস্থলে আহত হইয়া নিপতিত কুম্ভ, রুদ্রাভিভূত সূর্য্যের ন্যায় প্রকাশ পাইতে লাগিলেন। এইরূপে রণমধ্যে ভীমপরাক্রম বানররাজহস্তে কুম্ভ নিহত হইলে, গিরি এবং বন সকলের সহিত বসুমতী বিচলিতা এবং রাক্ষসগণ সমধিক ভীত হইল। ৯১—৯৪।

সপ্তসপ্ততিতম সর্গ।

সুগ্রীবহস্তে নিকুম্ভ ভ্রাতাকে নিপাতিত দেখিয়া, ক্রোধে যেন দগ্ধ করত বানরেন্দ্রের প্রতি দৃষ্টিনিক্ষেপ করিলেন। পরে তিনি ভীষণ পরিঘ ধারণ করিলেন। সেই পরিঘ মাল্যদামজড়িত, পঞ্চাঙ্গুলিপ্রমাণ-সুবর্ণপট্টখচিত, হীরকপ্রবালে ভূষিত, দেখিতে যমদণ্ডের তুল্য ভীষণ এবং রাক্ষসদিগের ভয়নাশক। মহাতেজস্বী ভীমবিক্রম নিকুম্ভ ইন্দ্রধ্বজের ন্যায় তেজোবিশিষ্ট ভয়ঙ্কর পরিঘ লইয়া বদন ব্যাদানপূর্ব্বক সিংহনাদ করিলেন। সেই সময়ে তাঁহার বক্ষঃস্থলে নিষ্ক, ভুজযুগলে অঙ্গদ, কর্ণে মনোহর কুণ্ডলযুগল, গলে মাল্য [illegible]

যথেন্দ্রধনুষা মেঘঃ সবিদ্যুৎ স্তনয়িত্নুমান্॥ ৬
পরিঘাগ্রেণ পুস্ফোট বাতগ্রন্থির্মহাত্মনঃ।
প্রজজ্বাল সঘোষশ্চ বিধূম ইব পাবকঃ॥ ৭
নগর্য্যা বিটপাবত্যা গন্ধর্ব্বভবনোত্তমৈঃ।
সতারাগণনক্ষত্রং সচন্দ্রং সমহাগ্রহম্।
নিকুম্ভপরিঘাঘূর্ণং ভ্রমতীব নভস্থলম্॥ ৮
দুরাসদশ্চ সঞ্জজ্ঞে পরিঘাভরণপ্রভঃ।
ক্রোধেন্ধনো নিকুম্ভাগ্নির্যুগান্তাগ্নিরিবোত্থিতঃ॥ ৯
রাক্ষসা বানরাশ্চাপি ন শেকুঃ স্পন্দিতুং ভয়াৎ।
হনুমাংস্তু বিবৃত্যোরস্তস্থৌ প্রমুখতো বলী॥ ১০
পরিঘোপমবাহুস্তু পরিঘং ভাস্করপ্রভম্।
বলী বলবতস্তস্য পাতয়ামাস বক্ষসি॥ ১১
স্থিরে তস্যোরসি ব্যূঢ়ে পরিঘঃ শতধা কৃতঃ
বিকীর্য্যমাণঃ সহসা উল্কাশতমিবাম্বরে॥ ১২
স তু তেন প্রহারেণ ন চচাল মহাকপিঃ।
পরিঘেণ সমাধূতো যথা ভূমিচলেঽচলঃ॥ ১৩
স তথাভিহতস্তেন হনুমান্ প্লবগোত্তমঃ।
মুষ্টিং সংবর্ত্তয়ামাস বলেনাতিমহাবলঃ॥ ১৪
তমুদ্যম্য মহাতেজা নিকুম্ভোরসি বীর্য্যবান্।
অভিচিক্ষেপ বেগেন বেগবান্ বায়ুবিক্রমঃ॥ ১৫
তস্য পুস্ফোট চর্ম্মাস্য প্রসুস্রাব চ শোণিতম্।
মুষ্টিনা তেন সঞ্জজ্ঞে মেঘে বিদ্যুদিবোত্থিতা॥ ১৬
স তু তেন প্রহারেণ নিকুম্ভো বিচচাল হ।
স্বস্থশ্চাপি নিজগ্রাহ হনুমন্তং মহাবলম্॥ ১৭
চুক্রুশুশ্চ তদা সংখ্যে ভীমং লঙ্কানিবাসিনঃ।
নিকুম্ভেনোদ্যতং দৃষ্ট্বা হনুমন্তং মহাবলম্॥ ১৮
স তদা হ্রিয়মাণোঽপি হনুমাংস্তেন রক্ষসা।
আজঘানানিলসুতো বজ্রকল্পেন মুষ্টিনা॥ ১৯
আত্মানং মোক্ষয়িত্বাথ ক্ষিতাবভ্যবপদ্যত।
হনুমানুন্মমাথাশু নিকুম্ভং মারুতাত্মজঃ॥ ২০
নিক্ষিপ্য পরমায়স্তো নিকুম্ভং নিষ্পিপেষ চ।
উৎপত্য চাস্য বেগেন পপাতোরসি বেগবান্॥ ২১
পরিগৃহ্য চ বাহুভ্যাং পরিবৃত্য শিরোধরাম্।
উৎপাটয়ামাস শিরো ভৈরবং নদতো মহৎ॥ ২২
অথ নিনদতি সাদিতে নিকুম্ভে
পবনসুতেন রণে বভূব যুদ্ধম্।
দশরথসুতরাক্ষসেন্দ্রসূনো-
র্ভৃশতরমাগতরোষয়োঃ সুভীমম্॥ ২৩

মেঘ যেরূপ ইন্দ্রধনু দ্বারা শোভা পায়, তিনিও বিচিত্র ভূষণে এবং পরিঘাস্ত্রে সেইরূপ শোভিত হইলেন। ১—৬। সেই পরিঘ অস্ত্রের অত্যুচ্চ অগ্রভাগ আবহাদি-সপ্তবায়ু-পথ ভেদ করিয়া উঠিল এবং শব্দায়মান বিধূম অগ্নির ন্যায় জ্বলিতে লাগিল। সেই পরিঘঘূর্ণনে, উত্তম গন্ধর্ব্বভবন, অমরাবতী, গ্রহ, নক্ষত্র, চন্দ্র ও অপর মহাগ্রহ-সমন্বিত নভোমণ্ডল যেন ঘূর্ণিত হইতে লাগিল। পরিঘস্থিত আভরণ সকলের এরূপ প্রভা সমুত্থিত হইল যে, কোনরূপ কাষ্ঠ দ্বারা সন্দীপিত নিকুম্ভরূপ অগ্নি প্রলয়কালীন অনলের তুল্য যেন প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল। তখন রাক্ষস অথবা বানরগণ সকলেই ভয়ে নিস্পন্দ হইয়া রহিল, কেবল বলশালী হনুমান্ বক্ষঃস্থল বিবৃত করিয়া অগ্রসর হইলেন। ৭—১০। পরিঘতুল্য-বাহুসমন্বিত বলবান্ নিকুম্ভ বলশালী হনুমানের বক্ষঃস্থলে সেই সূর্য্যপ্রভ পরিঘকে নিক্ষেপ করিলেন। তাঁহার বিশাল বক্ষঃস্থলে পতিত হইবামাত্র পরিঘ শতধা ভগ্ন হইল এবং শত শত উল্কার ন্যায় আকাশপথে বিকীর্ণ হইয়া পড়িল। বায়ুর ন্যায় বিক্রমশালী [illegible] মহাবল মহাতেজস্বী বীর্য্যবান্ বানরসত্তম হনুমান্ পরিঘ-অস্ত্রে আহত হইয়া ভূমিকম্পে অচলের ন্যায় বিচলিত হইলেন। কিন্তু মহাকপি বায়ুতনয় কর্ত্তৃক তাদৃশরূপে অভিহত হইয়াও নিকুম্ভের বক্ষঃস্থলে বলপূর্ব্বক মুষ্ট্যাঘাত করিলেন। সেই মুষ্টির আঘাতে নিকুম্ভের চর্ম্ম ফাটিয়া গেল; তাহা হইতে রক্তধারা সবল নির্গত হইতে লাগিল; বোধ হইল যেন মেঘ হইতে সৌদামিনী সমুত্থিত হইতেছে। ১১—১৬। নিকুম্ভ সেই প্রহারে বিচলিত হইলেন বটে, কিন্তু ক্ষণকালমধ্যে সুস্থ হইয়াই মহাবল হনুমানকে আক্রমণ করিলেন। লঙ্কানিবাসী রাক্ষসগণ নিকুম্ভকর্ত্তৃক মহাবল হনুমানকে গৃহীত দেখিয়া ভীষণ রব করিয়া উঠিল। বায়ুনন্দন হনুমান্ সেই নিশাচর-কর্ত্তৃক গৃহীত হইয়াও, বজ্রতুল্য মুষ্টিপ্রহারে তাঁহাকে আহত করিয়া আপনাকে মুক্ত করিলেন এবং লম্ফ-প্রদানপূর্ব্বক ভূমিতে পতিত হইয়া, নিকুম্ভকে পীড়ন করিতে লাগিলেন। ১৭—২০। সেই বেগবান্ বীর ক্রোধভরে নিকুম্ভকে ভূমিতে ফেলিয়া বারংবার পেষণ করিতে লাগিলেন। তৎপরে লম্ফ দিয়া সবেগে তাহার বক্ষঃস্থলে আরোহণ করিলেন। তখন নিকুম্ভ ভীমরবে গর্জ্জন করিতেছিলেন। হনুমান্ দুই হস্তে রাক্ষসকে গ্রহণপূর্ব্বক তাঁহার গ্রীবা ভগ্ন করিয়া বিশাল মস্তক উৎপাটন করিলেন। এইরূপে নিনাদকারী নিকুম্ভ, পবন-তনয় হনুমান্ কর্ত্তৃক নিহত হইলে; অত্যন্ত কোপান্বিত দশরথনন্দন রাম[illegible]

স্বপেতে তু জীবে নিকুম্ভস্য হৃষ্টা
বিনেদুঃ প্লবগা দিশঃ সস্বনুশ্চ।
চচালেব চোর্ব্বী পপাতেব সা দ্যৌ-
র্বলং রাক্ষসানাং ভয়ঞ্চাবিবেশ ॥ ২৪
ইতি লঙ্কাকাণ্ডে সপ্তসপ্ততিতমঃ সর্গঃ ॥ ৭৭

অষ্টসপ্ততিতমঃ সর্গঃ।

নিকুম্ভং নিহতং শ্রুত্বা কুম্ভঞ্চ বিনিপাতিতম্।
রাবণঃ পরমামর্ষী প্রজজ্বালানলো যথা। ১
নৈঋতঃ ক্রোধশোকাভ্যাং দ্বাভ্যান্তু পরিমূর্চ্ছিতঃ।
খরপুত্রং বিশালাক্ষং মকরাক্ষমচোদয়ৎ ॥ ২
গচ্ছ পুত্র ময়াজ্ঞপ্তো বলেনাভিসমন্বিতঃ।
রাঘবং লক্ষ্মণঞ্চৈব জহি তৌ সবনৌকসৌ ॥ ৩
রাবণস্য বচঃ শ্রুত্বা শূরমানী খরাত্মজঃ।
বাঢ়মিত্যব্রবীদ্ধৃষ্টো মকরাক্ষো নিশাচরঃ ॥ ৪
সোঽভিবাদ্য দশগ্রীবং কৃত্বা চাপি প্রদক্ষিণম্
নির্জগাম গৃহাচ্ছুভ্রাদ্রাবণস্যাজ্ঞয়া বলী ॥ ৫
সমীপস্থং বলাধ্যক্ষং খরপুত্রোঽব্রবীদিদম্।
রথমানীয়তাং তূর্ণং সৈন্যঞ্চানীয়তাং ত্বরা ॥ ৬
তস্য তদ্বচনং শ্রুত্বা বলাধ্যক্ষো নিশাচরঃ।
স্যন্দনঞ্চ বলঞ্চৈব সমীপং প্রত্যপাদয়ৎ ॥ ৭
প্রদক্ষিণং রথং কৃত্বা সমারুহ্য নিশাচরঃ।
সূতং সঞ্চোদয়ামাস শীঘ্রং বৈ রথমাবহ ॥ ৮
অথ তান্ রাক্ষসান্ সর্ব্বান্ মকরাক্ষোঽব্রবীদিদম্।
যূয়ং সর্ব্বে প্রযুধ্যধ্বং পুরস্তান্মম রাক্ষসাঃ ॥ ৯
অহং রাক্ষসরাজেন রাবণেন মহাত্মনা।
আজ্ঞপ্তঃ সমরে হন্তুং তাবুভৌ রামলক্ষ্মণৌ ॥ ১০
অদ্য রামং বধিষ্যামি লক্ষ্মণঞ্চ নিশাচরাঃ।
শাখামৃগঞ্চ সুগ্রীবং বানরাংশ্চ শরোত্তমৈঃ ॥ ১১
অদ্য শূলনিপাতৈশ্চ বানরাণাং মহাচমূম্।
প্রদহিষ্যামি সম্প্রাপ্তং শুষ্কেন্ধনমিবানলঃ ॥ ১২
মকরাক্ষস্য তচ্ছ্রুত্বা বচনং তে নিশাচরাঃ।
সর্ব্বে নানায়ুধোপেতা বলবন্তঃ সমাহিতাঃ ॥ ১৩
তে কামরূপিণঃ ক্রূরা দংষ্ট্রিণঃ পিঙ্গলেক্ষণাঃ।
মাতঙ্গা ইব নর্দন্তো ধ্বস্তকেশা ভয়াবহাঃ ॥ ১৪
পরিবার্য্য মহাকায়া মহাকায়ং খরাত্মজম্।
অভিজগ্মুস্ততো হৃষ্টাশ্চালয়ন্তো বসুন্ধরাম্ ॥ ১৫
শঙ্খভেরীসহস্রাণামাহতানাং সমন্ততঃ।

এবং রাক্ষসেন্দ্র খরের পুত্র মকরাক্ষের ভয়ঙ্কর যুদ্ধ আরম্ভ হইল। নিকুম্ভ নিহত হইলে, বানরগণের আনন্দপূর্ণ সিংহনাদে চারিদিক্ প্রতিধ্বনিত এবং কুম্ভের নিধনবার্ত্তায় বসুমতী বিচলিতা ও আকাশ যেন ভূপতিত হইল। নিকুম্ভকে নিহত দেখিয়া এবং বানরগণের ভৈরব রব শুনিয়া রাক্ষস-সেনাগণেরও মনে অত্যন্ত ভয়সঞ্চার হইল। ২১—২৪।

অষ্টসপ্ততিতম সর্গ।

রাবণ,—নিকুম্ভ ও কুম্ভের বধবার্ত্তা শুনিয়া অত্যন্ত ক্রোধে অগ্নির ন্যায় জ্বলিয়া উঠিলেন। রাক্ষসরাজ,—ক্রোধে ও শোকে অধীর হইয়া বিশাললোচন খর-নন্দন মকরাক্ষকে কহিলেন ;—বৎস! আমি তোমাকে অনুমতি করিতেছি, তুমি বিপুল সেনা দ্বারা পরিবেষ্টিত হইয়া, রণক্ষেত্রে গমনপূর্ব্বক বানরগণের সহিত সেই রামচন্দ্র ও লক্ষ্মণকে বধ কর।” শূরাভিমানী বলশালী প্রগল্ভ খরনন্দন রাক্ষস মকরাক্ষ, রাবণের কথা শুনিয়া,—‘তথাস্ত’ বলিয়া স্বীকার করিল। পরে দশাননকে অভিবাদন ও প্রদক্ষিণ করত তাঁহার আদেশ অনুসারে শুভ্রবর্ণ ভবন হইতে বাহির হইয়া সমীপস্থ বলাধ্যক্ষকে কহিল,—‘সত্বর আমার রথ ও সেনাগণকে আনয়ন কর।” ১—৬। বলাধ্যক্ষ আদেশমাত্রেই রথ ও সেনাগণকে তাঁহার সমীপে আনয়ন করিলে, রাক্ষস মকরাক্ষ প্রদক্ষিণপূর্ব্বক রথে আরোহণ করিয়া, সারথিকে শীঘ্র রথ চালাইতে আদেশ দিল। পরে মকরাক্ষ সেই রাক্ষসগণকে সম্বোধন করিয়া কহিল ;—“ওহে নিশাচরগণ! তোমরা আমার সম্মুখে থাকিয়া, বানরগণের সহিত যুদ্ধ করিবে। মহাত্মা রাক্ষসরাজ রাবণ রণমধ্যে সেই রামচন্দ্র এবং লক্ষ্মণকে বধ করিবার নিমিত্ত আমাকে আদেশ করিয়াছেন। অতএব হে রাক্ষসগণ! আমি অদ্য উত্তম বাণসমূহদ্বারা রাম, লক্ষ্মণ এবং শাখামৃগ সুগ্রীবকেও বধ করিব। অগ্নি যেরূপ শুষ্ক কাষ্ঠসমূহকে দগ্ধ করেন, সেইরূপ আমিও অদ্য শূলপ্রহারে বিপুল বানরসেনা দগ্ধ করিয়া ফেলিব।” মকরাক্ষের এই কথা শুনিয়া, রাক্ষসগণ যুদ্ধার্থ সজ্জিত হইল। উহাদের সকলের হস্তে নানাবিধ অস্ত্র; উহারা কামরূপী, ক্রূর-স্বভাব ও পিঙ্গলনেত্র; উহাদের দন্ত অতি ভীষণ, কেশজাল আলুলায়িত। তাহারা মহাকায় খরপুত্রকে বেষ্টন করিয়া পরমানন্দে হস্তীর ন্যায় গর্জ্জন করিতে করিতে ছুটিল। ৭—১৫। সেই সময়ে সহস্র সহস্র শঙ্খ

কেড়িতাস্ফোটিতানাঞ্চ তত্র শব্দো মহানভূৎ। ১৬
প্রভ্রষ্টে হথ করাত্তস্য প্রতোদঃ সারথেস্তদা।
পপাত সহসা দৈবাৎ ধ্বজস্তস্য তু রক্ষসঃ॥ ১৭
তস্য তে রথসংযুক্তা হয়া বিক্রমবর্জ্জিতাঃ।
চরণৈরাকুলৈর্গত্বা দীনাঃ সাস্রমুখা যযুঃ॥ ১৮
প্রবাতি পবনস্তস্মিন্ সপাংশুঃ খরদারুণঃ।
নির্য্যাণে তস্য রৌদ্রস্য মকরাক্ষস্য দুর্ম্মতেঃ॥ ১৯
তানি দৃষ্ট্বা নিমিত্তানি রাক্ষসা বীর্য্যবত্তমাঃ।
অচিন্ত্য নির্গতাঃ সর্ব্বে যত্র তৌ রামলক্ষ্মণৌ॥ ২০
ঘনগজমহিষাঙ্গতুল্যবর্ণাঃ
সমরমুখেষসকৃদ্গদাসিভিন্নাঃ।
অহমহমিতি যুদ্ধকৌশলাস্তে
রজনিচরঃ পরিবভ্রমুর্নদন্তঃ॥ ২১

ইতি লঙ্কাকাণ্ডে অষ্টসপ্ততিতমঃ সর্গঃ॥ ৭৮

একোনাশীতিতমঃ সর্গঃ।

নির্গতং মকরাক্ষং তে দৃষ্ট্বা বানরপুঙ্গবাঃ।
আপ্লুত্য সহসা সর্ব্বে যোদ্ধুকামা ব্যবস্থিতাঃ॥ ১
ততঃ প্রবৃত্তং সুমহৎ তদ্যুদ্ধং রোমহর্ষণম্।
নিশাচরৈঃ প্লবঙ্গানাং দেবানাং দানবৈরিব॥ ২
বৃক্ষশূলনিপাতৈশ্চ গদাপরিঘপাতনৈঃ।
অন্যোন্যং মর্দ্দয়ন্তি স্ম তদা কপিনিশাচরাঃ॥ ৩
শক্তিখড়্গগদাকুন্তৈস্তোমরৈশ্চ নিশাচরাঃ।
পট্টিশৈর্ভিন্দিপালৈশ্চ বাণপাতৈঃ সমন্ততঃ॥ ৪
পাশমুদ্গরদণ্ডৈশ্চ নির্ঘাতৈশ্চাপরৈস্তথা।
কদনং কপিসিংহানাং চক্রুস্তে রজনীচরাঃ॥ ৫
বাণৌঘৈরর্দ্দিতাশ্চাপি খরপুত্রেণ বানরাঃ।
সম্ভ্রান্তমনসঃ সর্ব্বে দুদ্রুবুর্ভয়পীড়িতাঃ॥ ৬
তান্ দৃষ্ট্বা রাক্ষসাঃ সর্ব্বে দ্রবমাণান্ বনৌকসঃ।
নেদুস্তে সিংহবদ্দৃপ্তা রাক্ষসা জিতকাশিনঃ॥ ৭
বিদ্রবৎসু তদা তেষু বানরেষু সমন্ততঃ।
রামস্তান্ বারয়ামাস শরবর্ষেণ রাক্ষসান্॥ ৮
বারিতান্ রাক্ষসান্ দৃষ্ট্বা মকরাক্ষো নিশাচরঃ।
কোপানলসমাবিষ্টো বচনঞ্চেদমব্রবীৎ॥ ৯
তিষ্ঠ রাম ময়া সার্দ্ধং দ্বন্দ্বযুদ্ধং ভবিষ্যতি।
ত্যাজয়িষ্যামি তে প্রাণান্ ধনুর্ম্মুক্তৈঃ শিতৈঃ শরৈঃ॥১০
যত্তদা দণ্ডকারণ্যে পিতরং হতবান্ মম।

ও ভেরী বাদিত হইতে লাগিল। সেনাগণ উচ্চরবে সিংহনাদ করিতে লাগিল। গমনকালে সহসা তাহার সারথির হস্ত হইতে কশা স্খলিত হইয়া পড়িল এবং দৈবাৎ রথধ্বজও ভূতলে পতিত হইল। তাহার রথ-যোজিত তুরঙ্গমগণের বিক্রম-ব্যত্যয় ঘটিল;—তাহারা স্খলিতগমনে অশ্রুমুখে দীনভাবে গমন করিতে লাগিল সেই দুর্ম্মতি ভীষণ রাক্ষস মকরাক্ষের গমন-কালে ধূলিপটল সংযুক্ত রুক্ষ বায়ু বহিতে লাগিল। ১৬—১৯। কিন্তু অত্যন্ত বীর্য্যবান্ রাক্ষসগণ সেই দুর্নিমিত্ত সকল দেখিয়াও, তদ্বিষয়ে কিছুমাত্র চিন্তা না করিয়াই, যে স্থানে রাম-লক্ষ্মণ অবস্থান করিতেছিলেন, সেইদিকে গমন করিল। সেই রাক্ষসগণ মেঘ, মহিষ এবং মাতঙ্গের সমা-বর্ণ, উহাদের গাত্রে অনেক অনেক খড়্গ গদাচিহ্ন জাজ্বল্যমান। উহারা সকলেই যুদ্ধ-বিদ্যায় নিপুণ। রাক্ষসগণ বারংবার সিংহনাদ করত "আমি" "আমি" এইরূপ ধ্বনি করত ভ্রমণ করিতে লাগিল। ২০।২১।

ঊনাশীতিতম সর্গ।

মকরাক্ষকে আসিতে দেখিয়া, বানরশ্রেষ্ঠগণ সকলে যুদ্ধাভিলাষে, [illegible] হইল। পরে দেবগণের সহিত দানবগণের যেরূপ যুদ্ধ হইয়া থাকে, সেইরূপ রাক্ষসগণের সহিত বানরগণের ভীষণ লোমহর্ষণ যুদ্ধ আরম্ভ হইল। তখন বানর ও রাক্ষসগণ,—বৃক্ষ, শূল, গদা এবং পরিঘ প্রভৃতি অস্ত্রপ্রহারে পরস্পর পরস্পরকে পীড়ন করিতে লাগিল। রাক্ষসগণ—শক্তি, খড়্গ, গদা, কুন্ত, তোমর, পট্টিশ, ভিন্দিপাল প্রভৃতি অস্ত্রনিক্ষেপে ও প্রহারে এবং পাশ, মুদ্গর, দণ্ড ও অপর বিবিধ অস্ত্র দ্বারা বানরগণকে পীড়ন করিতে লাগিল। খরপুত্রের বাণে এইরূপে পীড়িত হইয়া বানরগণ ভয়ে সসম্ভ্রমে পলায়ন করিতে লাগিল। বানরগণকে চতুর্দ্দিকে পলাইতে দেখিয়া, রণ-বিজয়ী রাক্ষসগণ অহঙ্কারে সিংহনাদ করিতে লাগিল। ১—৭। বানরগণ এইরূপে চারিদিকে ধাবিত হইলে, রামচন্দ্র বাণবর্ষণ করিয়া রাক্ষসগণকে নিবারণ করিতে লাগিলেন। রাক্ষসগণকে নিবারিত হইতে দেখিয়া, রাক্ষস মকরাক্ষ কোপানলে জ্বলিয়া উঠিয়া কহিল, "রাম! ক্ষণকাল অবস্থান করিয়া আমার সহিত দ্বন্দ্ব-যুদ্ধ কর; আমি শাণিত বাণসমূহ নিক্ষেপ করিয়া তোমার প্রাণ নাশ করিব। তুমি যখন পূর্ব্বে দণ্ডকারণ্যে আমার পিতাকে বধ করিয়াছিলে, সেই অবধি তোমার উপরে আমার ক্রোধসঞ্চার হইয়া রহিয়াছে। অদ্য তোমাকে আমার সম্মুখে সর্ব্বৈ [illegible]

তদপ্রভৃতি স্বকর্ম্মস্থং স্মৃত্বা রোষোঽভিবর্দ্ধতে ॥ ১১
দহ্যন্তে ভৃশমঙ্গানি দুরাত্মন্ মম রাঘব।
ন দৃষ্টোঽসি ন দৃষ্টস্ত্বং তস্মিন্ কালে মহাবনে ॥ ১২
দিষ্ট্যাসি দর্শনং রাম মম ত্বং প্রাপ্তবানিহ।
কাঙ্ক্ষিতোঽসি ক্ষুধার্ত্তস্য সিংহস্যেবেতরো মৃগঃ ॥ ১৩
অদ্য মদ্বাণবেগেন প্রেতরাড়্বিষয়ং গতঃ।
যে ত্বয়া নিহতাঃ শূরাঃ সহ তৈশ্চ সমেষ্যসি ॥ ১৪
বহুনাত্র কিমুক্তেন শৃণু রাম বচো মম।
পশ্যন্তু সকলা লোকাস্ত্বাং মাঞ্চৈব রণাজিরে ॥ ১৫
অস্ত্রৈর্বা গদয়া বাপি বাহুভ্যাং বা রণাজিরে।
অভ্যস্তং যেন বা রাম বর্ত্ততাং তেন বা মৃধম্ ॥ ১৬
মকরাক্ষবচঃ শ্রুত্বা রামো দশরথাত্মজঃ।
অব্রবীৎ প্রহসন্ বাক্যমুত্তরোত্তরবাদিনম্ ॥ ১৭
কত্থসে কিং বৃথা রক্ষো বহূন্যসদৃশানি তে।
ন রণে শক্যতে জেতুং বিনা যুদ্ধেন বাগ্বলাৎ ॥ ১৮
চতুর্দ্দশসহস্রাণি রক্ষসাং ত্বৎপিতা চ যঃ।
ত্রিশিরা দূষণশ্চাপি দণ্ডকে নিহতা ময়া ॥ ১৯
স্বাশিতাশ্চাপি মাংসেন গৃধ্রগোমায়ুবায়সাঃ।
ভবিষ্যন্ত্যদ্য বৈ পাপ তীক্ষ্ণতুণ্ডনখাঙ্কুশাঃ ॥ ২০
রাঘবেণৈবমুক্তস্তু মকরাক্ষো মহাবলঃ।
বাণৌঘানমুচত্তস্মৈ রাঘবায় রণাজিরে ॥ ২১
তান্ শরান্ শরবর্ষেণ রামশ্চিচ্ছেদ নৈকধা।
নিপেতুর্ভুবি বিচ্ছিন্না রুক্মপুঙ্খাঃ সুবাসসঃ ॥ ২২
তদ্‌যুদ্ধমভবত্তত্র সমেত্যান্যোন্যমোজসা।
খররাক্ষসপুত্রস্য সূনোর্দশরথস্য চ ॥ ২৩
জীমূতয়োরিবাকাশে শব্দো জ্যাতলয়োস্তথা।
ধনুর্ম্মুক্তঃ স্বনোৎকৃষ্টঃ শ্রূয়তে চ রণাজিরে ॥ ২৪
দেবদানবগন্ধর্ব্বাঃ কিন্নরাশ্চ মহোরগাঃ।
অন্তরিক্ষগতাঃ সর্ব্বে দ্রষ্টুকামাস্তদদ্ভুতম্ ॥ ২৫
বিদ্ধমন্যোন্যগাত্রেষু দ্বিগুণং বর্দ্ধতে বলম্।
কৃতপ্রতিকৃতান্যোন্যং কুরুতাং তৌ রণাজিরে ॥ ২৬
রামমুক্তাংস্তু বাণৌঘান্ রাক্ষসস্ত্বচ্ছিনদ্রণে।
রক্ষোমুক্তাংস্তু রামো বৈ নৈকধা প্রাচ্ছিনচ্ছরৈঃ ॥ ২৭
বাণৌঘবিততাঃ সর্ব্বা দিশশ্চ প্রদিশস্তথা।
সঞ্ছন্না বসুধা দ্যৌশ্চ সমন্তান্ন প্রকাশতে ॥ ২৮
ততঃ ক্রুদ্ধো মহাবাহুর্ধনুশ্চিচ্ছেদ রক্ষসঃ।
অষ্টাভিরথ নারাচৈঃ সূতং বিব্যাধ রাঘবঃ ॥ ২৯

আমার সেই ক্রোধ আরও বর্দ্ধিত হইতেছে। রে দুরাত্মন্! তুমি যে তৎকালে সেই মহাবনে আমার দৃষ্টিপথে পতিত হও নাই, এই জন্য আমার অঙ্গ সকল সতত দগ্ধ হইতেছে। ৮—১২। রাম! ক্ষুধার্ত্ত সিংহের সমীপে ইতর মৃগের ন্যায় তুমি আমার কাঙ্ক্ষিত হইয়াছ। ভাগ্যবশতই তুমি অদ্য আমার দৃষ্টিপথে পড়িয়াছ। তুমি যে শূরগণকে বধ করিয়াছ, অদ্য আমার বাণে যমভবনে নীত হইয়া তুমিও তাহাদিগের সহিত মিলিত হইবে। ওহে রাম! অধিক কথার প্রয়োজন নাই; আমি এই মাত্র বলিতেছি যে, অদ্য লোকসকল রণাঙ্গনে তোমার ও আমার বলবীর্য্য দেখুক। দাশরথে! অস্ত্র, গদা, বাহু অথবা অন্য যে প্রকার যুদ্ধে তোমার বিশেষ অভ্যাস আছে, অদ্য তদ্দ্বারাই যুদ্ধ কর।" দাশরথি রামচন্দ্র মকরাক্ষের কথা শুনিয়া হাসিতে হাসিতে সেই প্রলাপী রাক্ষসকে কহিলেন। ১৩—১৭। "ওরে নিশাচর! কি জন্য এরূপ বহু অসদৃশ কথা কহিয়া বৃথা আত্মশ্লাঘা করিতেছিস্? তুই যুদ্ধ না করিয়া কেবল কথায় জয় লাভ করিতে পারিবি না। আমি একাকীই দণ্ডকারণ্যে তোর পিতা খর, ত্রিশিরা, দূষণ এবং [illegible] চতুর্দ্দশসহস্র রাক্ষসকে বধ করিয়াছি। রে পাপ! অদ্য [illegible]

গোমায়ু ও কাকগণ তোর্ মাংস ভোজন করিয়া পরিতৃপ্ত হইবে এবং অন্যান্য মাংসাশী পক্ষীদিগের পক্ষ ও মুখ রক্তাক্ত হইলে, তাহারা হৃষ্টচিত্তে ভূতলে ও আকাশের সর্ব্বত্র বিচরণ করিতে থাকিবে।" রঘুনন্দন এই কথা বলিলে, মহাবল মকরাক্ষ সমরে প্রবৃত্ত হইয়া, এককালে রাঘবের প্রতি অসংখ্য বাণ নিক্ষেপ করিল। কিন্তু রাম বাণবর্ষণ দ্বারা সেই বাণসমুদয়কে কাটিয়া ফেলিলে সেই সুবর্ণপুঙ্খ ও সুপত্র বাণ সকল বিছিন্ন হইয়া ভূমিতলে পতিত হইল। ১৮—২২। এইরূপে খরনন্দন এবং দশরথনন্দন পরস্পর স্পর্দ্ধাসহকারে মিলিত হইলে, তুমুল যুদ্ধ আরম্ভ হইল। সেই সময়ে সেই রণক্ষেত্রে মেঘগর্জ্জনের ন্যায় উভয়ের জ্যানিনাদ শুনা যাইতে লাগিল। দেব, দানব, গন্ধর্ব্ব, কিন্নর ও মহোরগগণ সেই অদ্ভুত যুদ্ধ দেখিবার নিমিত্ত অন্তরীক্ষে উপস্থিত হইলেন। সেই সময়ে উভয়ের দেহ যত বিদ্ধ হইতে লাগিল, উভয়ের সামর্থ্যও ততই বাড়িতে লাগিল,—পরস্পর পরস্পরকে প্রহার করিতে লাগিলেন। রঘুনন্দন যে সমস্ত বাণ ক্ষেপণ করিলেন, রাক্ষস সে সমস্ত বাণ কাটিয়া ফেলিল,—এবং রামচন্দ্রও রাক্ষস মকরাক্ষের বাণসমূহ বাণ দ্বারা কাটিয়া ফেলিলেন। উভয়ের বাণরাশি দ্বারা চতুর্দিক্ [illegible] এবং [illegible] ২৮। [illegible]

ছিত্ত্বা রথং শরৈ রামো হত্বা অশ্বানপাতয়ৎ।
বিরথো বসুধাস্থঃ স মকরাক্ষো নিশাচরঃ ॥ ৩০
অতিষ্ঠদ্বসুধাং রক্ষঃ শূলং জগ্রাহ পাণিনা।
ত্রাসনং সর্ব্বভূতানাং যুগান্তাগ্নিসমপ্রভম্ ॥ ৩১
দুরবাপং মহাশূলং রুদ্রদত্তং ভয়ঙ্করম্।
জাজ্বল্যমানমাকাশে সংহারাস্ত্রমিবাপরম্ ॥ ৩২
যং দৃষ্ট্বা দেবতাঃ সর্ব্বা ভয়ার্ত্তা বিদ্রুতা দিশঃ।
বিভ্রাম্য চ মহচ্ছূলং প্রজ্বলন্তং নিশাচরঃ ॥ ৩৩
স ক্রোধাৎ প্রাহিণোৎ তস্মৈ রাঘবায় মহাত্মনে।
তমাপতন্তং জ্বলিতং খরপুত্রকরাচ্চ্যুতম্ ॥ ৩৪
বাণৈশ্চতুর্ভিরাকাশে শূলং চিচ্ছেদ রাঘবঃ।
স ছিন্নো নৈকধা শূলো দিব্যহাটকমণ্ডিতঃ।
ব্যশীর্য্যত মহোল্কেব রামবাণার্দ্দিতো ভুবি ॥ ৩৫
তচ্ছূলং নিহতং দৃষ্ট্বা রামেণাক্লিষ্টকর্ম্মণা।
সাধু সাধ্বিতি ভূতানি ব্যাহরন্তি নভোগতাঃ ॥ ৩৬
তদ্দৃষ্ট্বা নিহতং শূলং মকরাক্ষো নিশাচরঃ।
মুষ্টিমুদ্যম্য কাকুৎস্থং তিষ্ঠ তিষ্ঠেতি চাব্রবীৎ ॥ ৩৭
স তং দৃষ্ট্বাপতন্তং তু প্রহস্য রঘুনন্দনঃ।
পাবকাস্ত্রং ততো রামঃ সন্দধে তু শরাসনে ॥ ৩৮
তেনাস্ত্রেণ হতং রক্ষঃ কাকুৎস্থেন তদা রণে।
সংছিন্নহৃদয়ন্তত্র পপাত চ মমার চ ॥ ৩৯
দৃষ্ট্বা তে রাক্ষসাঃ সর্ব্বে মকরাক্ষস্য পাতনম্।
লঙ্কামেব প্রধাবন্ত রামবাণভয়ার্দ্দিতাঃ ॥ ৪০
দশরথনৃপসূনুবাণবেগৈ-
রজনিচরং নিহতং খরাত্মজং তম্।
প্রদদৃশুরথ দেবতাঃ প্রহৃষ্টা
গিরিমিব বজ্রহতং যথা বিকীর্ণম্ ॥ ৪১
ইতি লঙ্কাণ্ডে একোনাশীতিতমঃ সর্গঃ ॥ ৭৯ ॥

আশীতিতমঃ সর্গঃ।

মকরাক্ষং হতং শ্রুত্বা রাবণঃ সমিতিঞ্জয়ঃ।
রোষেণ মহতাবিষ্টো দন্তান্ কটকটায্য চ ॥ ১
কুপিতশ্চ তদা তত্র কিং কার্য্যমিতি চিন্তয়ন্।
আদিদেশাথ সংক্রুদ্ধো রণায়েন্দ্রজিতং সুতম্ ॥ ২
জহি বীর মহাবীর্য্যৌ ভ্রাতরৌ রামলক্ষ্মণৌ।
অদৃশ্যো দৃশ্যমানো বা সর্ব্বথা ত্বং বলাধিকঃ ॥ ৩
ত্বমপ্রতিমকর্ম্মাণমিন্দ্রং জয়সি সংযুগে।
কিং পুনর্ম্মানুষৌ দৃষ্ট্বা ন বধিষ্যসি সংযুগে ॥ ৪
তথোক্তো রাক্ষসেন্দ্রেণ প্রতিগৃহ্য পিতুর্বচঃ।

ধনুশ্ছেদনপূর্ব্বক আটটী নারাচ দ্বারা তাহার সারথিকে বিদ্ধ করিলেন এবং বাণসমূহদ্বারা রথ ভগ্ন করিয়া, অশ্বগণকে নিপাতিত করিলেন। তখন রাক্ষস মকরাক্ষ ভূতলে অবস্থান করত, যুগান্তকালীন অগ্নির ন্যায় প্রভাবিশিষ্ট সর্ব্বভূতভয়দায়ী শূল গ্রহণ করিলেন। সেই শূল, আকাশে দ্বিতীয় সংহারাস্ত্রের ন্যায় জ্বলিতে লাগিল। সেই রুদ্রদত্ত দুরবাপ মহাশূল দেখিয়া, দেবগণও ভয়ে চতুর্দ্দিকে পলায়ন করিলেন। সেই রাক্ষস বারংবার সেই মহাশূল ঘুরাইয়া, কোপভরে মহাত্মা রাঘবের প্রতি নিক্ষেপ করিলেন। কিন্তু রঘুনন্দন খর-পুত্রের করবিমুক্ত সেই প্রজ্বলিত শূল দেখিয়া, শূন্য-পথেই চারিটী বাণ দ্বারা কাটিয়া ফেলিলেন। তপ্ত-সুবর্ণখচিত সেই শূল রামবাণে খণ্ড খণ্ড হইয়া, মহা-উল্কার ন্যায় চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িল। ২৯—৩৫। অক্লিষ্টকর্ম্মা রামচন্দ্র সেই শূলকে প্রতিহত করিলেন দেখিয়া, গগনবিহারী প্রাণিগণ তাঁহাকে সাধুবাদ করিতে লাগিলেন। রাক্ষস মকরাক্ষ শূল বিফল হইল দেখিয়া, মুষ্টি উত্তোলনপূর্ব্বক—'থাক্—থাক্' বলিয়া রামচন্দ্রের অভিমুখে ধাবিত হইলেন। রঘুনন্দন রাম-[illegible] দেখিয়া হাস্যপূর্ব্বক [illegible] করিলেন। সেই

অস্ত্র দ্বারাই রাক্ষস মকরাক্ষের হৃদয় বিদীর্ণ হইলে, মকরাক্ষ যুদ্ধক্ষেত্রে পতিত হইয়া পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইলেন। তখন অন্যান্য রাক্ষসগণ মকরাক্ষকে নিহত দেখিয়া রামবাণভয়ে নিতান্ত কাতর হইয়া, লঙ্কাভিমুখে দৌড়িয়া পলাইল। খরনন্দন রাক্ষস মকরাক্ষ রাজা দশরথের পুত্র রামচন্দ্রের হস্তে নিহত হইয়া বজ্রবিদারিত পর্ব্বতের ন্যায় চূর্ণিত হইয়া পড়িয়া আছেন দেখিয়া দেবগণ পরম পরিতুষ্ট হইলেন। ৩৬—৪১।

অশীতিতম সর্গ।

মকরাক্ষ নিহত হইয়াছেন শুনিয়া, যুদ্ধজয়ী রাবণ, অত্যন্ত ক্রোধে দন্ত, 'কট মট' করিতে লাগিলেন। পরে 'কি করা কর্ত্তব্য' এই বিষয় ক্ষণকাল চিন্তাপূর্ব্বক ক্রোধসহকারে পুত্র ইন্দ্রজিৎকে রণগমনে আজ্ঞা দিলেন। রাবণ কহিলেন;—হে বীর! তুমি সর্ব্ব প্রকারেই অতিবলবান্। অতএব অদৃশ্য অথবা দৃশ্য হইয়াই হউক, মহাবীর্য্য ভ্রাতৃযুগল রাম এবং লক্ষ্মণকে বধ কর। তুমি রণস্থলে অসীমসাহসশালী [illegible] করিয়াছ; সুতরাং দুইজন মনুষ্যকে দেখিয়া [illegible] বধ করিতে পারিবে না কি? রাক্ষসেন্দ্র [illegible]

যজ্ঞভূমৌ স বিধিবৎ পাবকং জুহবেন্দ্রজিৎ ॥ ৫
জুহ্বতশ্চাপি তত্রাগ্নিং রক্তোষ্ণীষধরাঃ স্ত্রিয়ঃ।
আজগ্মুস্তত্র সম্ভ্রান্তা রাক্ষস্যো যত্র রাবণিঃ ॥ ৬
শস্ত্রাণি শরপত্রাণি সমিধোঽথ বিভীতকাঃ।
লোহিতানি চ বাসাংসি স্রুবং কার্ষ্ণায়সং তথা ॥ ৭
সর্ব্বতোঽগ্নিং সমাস্তীর্য্য শরপত্রৈঃ সতোমরৈঃ।
ছাগস্য সর্ব্বকৃষ্ণস্য গলং জগ্রাহ জীবতঃ ॥ ৮
সকৃদ্ধোমসমিদ্ধস্য বিধূমস্য মহার্চ্চিষা।
বভূবুস্তানি লিঙ্গানি বিজয়ং দর্শয়ন্তি চ ॥ ৯
প্রদক্ষিণাবর্ত্তশিখস্তপ্তহাটকসন্নিভঃ।
হবিস্তৎ প্রতিজগ্রাহ পাবকঃ স্বয়মুত্থিতঃ ॥ ১০
হুত্বাগ্নিং তর্পয়িত্বাথ দেবদানবরাক্ষসান্।
আরুরোহ রথশ্রেষ্ঠমন্তর্ধানগতং শুভম্ ॥ ১১
স বাজিভিশ্চতুর্ভিস্তু বাণৈস্তু নিশিতৈর্যুতঃ।
আরোপিতমহাচাপঃ শুশুভে স্যন্দনোত্তমে ॥ ১২
জাজ্বল্যমানো বপুষা তপনীয়পরিচ্ছদঃ।
মৃগৈশ্চন্দ্রার্দ্ধচন্দ্রৈশ্চ স রথঃ সমলঙ্কৃতঃ ॥ ১৩
জাম্বূনদমহাকম্বুর্দীপ্তপাবকসন্নিভঃ।
বভূবেন্দ্রজিতঃ কেতুর্বৈদূর্য্যসমলঙ্কৃতঃ ॥ ১৪
তেন চাদিত্যকল্পেন ব্রহ্মাস্ত্রেণ চ পালিতঃ।
স বভূব দুরাধর্ষো রাবণিঃ সুমহাবলঃ ॥ ১৫
সোঽভিনির্য্যায় নগরাদিন্দ্রজিৎ সমিতিঞ্জয়ঃ।
হুত্বাগ্নিং রাক্ষসৈর্মন্ত্রৈরন্তর্দ্ধানগতোঽব্রবীৎ ॥ ১৬
অদ্য হত্বা রণে যৌ তৌ মিথ্যাপ্রব্রজিতৌ বনে।
জয়ং পিত্রে প্রদাস্যামি রাবণায় রণার্জ্জিতম্ ॥ ১৭
অদ্য নির্ব্বানরামুর্ব্বীং হত্বা রামং সলক্ষ্মণম্।
করিষ্যে পরমাং প্রীতিমিত্যুক্ত্বান্তরধীয়ত ॥ ১৮
আপপাতাথ সংক্রুদ্ধো দশগ্রীবেণ চোদিতঃ।
তীক্ষ্ণকার্ম্মুকনারাচৈস্তীক্ষ্ণস্ত্বিন্দ্ররিপূ রণে ॥ ১৯
স দদর্শ মহাবীর্য্যো নাগৌ ত্রিশিরসাবিব।
সৃজন্তাবিষুজালানি বীরৌ বানরমধ্যগৌ ॥ ২০
ইমৌ তাবিতি সঞ্চিন্ত্য সজ্যং কৃত্বা চ কার্ম্মুকম্।
সন্ততানেষুধারাভিঃ পর্জ্জন্য ইব বৃষ্টিমান্ ॥ ২১
স তু বৈহায়সংরথে যুধি তৌ রামলক্ষ্মণৌ।
অচক্ষুর্বিষয়ে তিষ্ঠন্ বিব্যাধ নিশিতৈঃ শরৈঃ ॥ ২২
তৌ তস্য শরবেগেন পরীতৌ রামলক্ষ্মণৌ।
ধনুষী সশরে কৃত্বা দিব্যমস্ত্রং প্রচক্রতুঃ ॥ ২৩

করিলে, ইন্দ্রজিৎ পিতার আজ্ঞা শিরোধার্য্য করত যজ্ঞভূমিতে গমন করিয়া, অগ্নিতে যথাবিধি হোম করিতে আরম্ভ করিলেন। ১—৫। ইন্দ্রজিৎ হোম-কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলে, হোমপরিচারিকা রক্তোষ্ণীষধারিণী কামিনীগণ সসম্ভ্রমে সেই স্থানে আগমন করিল। সেই যজ্ঞে শস্ত্র সকলই আস্তরণভূত, শরপত্র-স্বরূপ হইল এবং তাহা সম্পাদন করিবার নিমিত্ত বিভীতককাষ্ঠ, রক্তবর্ণ বস্ত্র ও কৃষ্ণায়সনির্ম্মিত স্রুব-সমাহৃত হইলে, ইন্দ্রজিৎ তোমরস্বরূপ শরপত্র দ্বারা অগ্নি প্রজ্বলিত করিয়া সজীব কৃষ্ণবর্ণ ছাগের গলদেশ ধরিয়া হোম করিবামাত্র সেই শরপত্র-সমিদ্ধ অগ্নি ধূমহীন হইলেন এবং হুতাশনের সমুজ্জ্বল শিখাসমূহে বিজয়সূচক চিহ্ন প্রকাশিত হইল। অপিচ তপ্তকাঞ্চন-তুল্য অগ্নি সমুজ্জ্বল শিখাসমূহ দ্বারা প্রদক্ষিণাবর্ত্তে উত্থানপূর্ব্বক তাঁহার আহুতি গ্রহণ করিলেন। ৬—১০। রাবণনন্দন ইন্দ্রজিৎ, এইরূপে অগ্নিতে আহুতিদান দ্বারা দেব, দানব এবং রাক্ষসগণের তৃপ্তিসাধনপূর্ব্বক অদৃশ্য শুভলক্ষণ উত্তমরথে আরোহণ করিলেন। সেই সময়ে অশ্বচতুষ্টয় সঞ্চালিত উত্তম রথে আরূঢ় সেই বীর, সুমহৎ ধনু ও শাণিত বাণ-সকল ধারণপূর্ব্বক মহতী শোভা ধারণ করিলেন। আপন শরীর দ্বারা জাজ্বল্যমান [illegible] ও অর্দ্ধচন্দ্রাদি দ্বারা ভূষিত হইয়াছিল। সুবর্ণবলয়যুক্ত এবং প্রদীপ্ত অগ্নিতুল্য তাঁহার কেতুও বৈদূর্য্যমণি দ্বারা সর্ব্বতোভাবে শোভিত হইয়াছিল, সেই রথও সূর্য্যসম সমুজ্জ্বল ব্রহ্মাস্ত্র দ্বারা রক্ষিত হওয়ায় মহাবল রাবণ-নন্দন সমধিক দুর্দ্ধর্ষ হইলেন। ১১—১৫। সমরবিজয়ী ইন্দ্রজিৎ এইরূপে অগ্নিতে হোম করিয়া, লঙ্কাপুরী হইতে নির্গত হইয়া, রাক্ষসমন্ত্রবলে অদৃশ্যভাবে থাকিয়া কহিলেন ;—"অদ্য কপটসন্ন্যাসী রাম এবং লক্ষ্মণকে যুদ্ধমধ্যে বধ করিয়া পিতা রাবণকে সংগ্রাম-জয় প্রদান করিব। রাম লক্ষ্মণকে বধ করিয়া, বসুমতীকে বানরবিহীন এবং পিতাকে পরম আহ্লাদিত করিব। দশাননপ্রেরিত তীক্ষ্ণস্বভাব ইন্দ্রজিৎ এই কথা বলিয়াই, তীক্ষ্ণধনু ও নারাচসমূহ লইয়া অদৃশ্যভাবে আকাশপথে গমনপূর্ব্বক বানরগণের মধ্যে, ত্রিশিরা নাগ-দ্বয়ের ন্যায় সেই বাণজালবর্ষণকারী মহাবীর্য্য বীর-দ্বয়কে দেখিতে পাইলেন। ১৬—২০। পরে 'এই সেই রাম-লক্ষ্মণ' এইরূপ চিন্তা করিয়া ধনুতে জ্যারোপণ-পূর্ব্বক জলধারাবর্ষণে জলধরের ন্যায়, বাণধারাবর্ষণে চারিদিক পরিপূর্ণ করিলেন। আকাশগামী রথে আরূঢ় সেই বীর অদৃশ্য থাকিয়া, শাণিত বাণ-সমূহ দ্বারা যুদ্ধে [illegible]

প্রচ্ছাদয়ন্তৌ গগনং শরজালৈর্ম্মহাবলৌ।
তমস্ত্রৈঃ সূর্য্যসঙ্কাশৈর্নৈব পস্পর্শতুঃ শরৈঃ ॥ ২৪
স হি ধূমান্ধকারঞ্চ চক্রে প্রচ্ছাদয়ন্নভঃ।
দিশশ্চান্তর্দ্দধে শ্রীমান্নীহারতমসাবৃতাঃ ॥ ২৫
নৈব জ্যাতলনির্ঘোষো ন চ নেমিখুরস্বনঃ।
শুশ্রুবে চরতস্তস্য ন চ রূপং প্রকাশতে ॥ ২৬
ঘনান্ধকারে তিমিরে শিলাবর্ষমিবাদ্ভুতম্।
স ববর্ষ মহাবাহুর্নারাচশরবৃষ্টিভিঃ ॥ ২৭
স রামং সূর্য্যসঙ্কাশৈঃ শরৈর্দত্তবরৈর্ভৃশম্।
বিব্যাধে সমরে ক্রুদ্ধঃ সর্ব্বগাত্রেষু রাবণিঃ ॥ ২৮
তৌ হন্যমানৌ নারাচৈর্ধারাভিরিব পর্ব্বতৌ।
হেমপুঙ্খান্নরব্যাঘ্রৌ তিগ্মান্ মুমুচতুঃ শরান্ ॥ ২৯
অন্তরিক্ষে সমাসাদ্য রাবণিং কঙ্কপত্রিণঃ।
নিকৃত্য পতগা ভূমৌ পেতুস্তে শোণিতাপ্লুতাঃ ॥ ৩০
অতিমাত্রং শরৌঘেণ দীপ্যমানৌ নরোত্তমৌ।
তানিষূন্ পততো ভল্লৈরনেকৈর্নিচকর্ত্ততুঃ ॥ ৩১
যতো হি দদৃশাতে তৌ শরান্নিপতিতান্ শিতান্।
ততস্তু তৌ দাশরথী সসৃজাতেঽস্ত্রমুত্তমম্ ॥ ৩২
রাবণিস্তু দিশঃ সর্ব্বা রথেনাতিরথঃ পতন্।
বিব্যাধ তৌ দাশরথী লঘ্বস্ত্রো নিশিতৈঃ শরৈঃ ॥ ৩৩
তেনাতিবিদ্ধৌ তৌ বীরৌ রুক্মপুঙ্খৈঃ সুসংহতৈঃ।
বভূবতুর্দাশরথী পুষ্পিতাবিব কিংশুকৌ ॥ ৩৪
নাস্য বেগ-(বেদ) গতিং কশ্চিন্ন চ রূপং ধনুঃ শরান্।
ন চাস্য বিদিতং কিঞ্চিৎ সূর্য্যস্যেবাভ্রসংপ্লবে ॥ ৩৫
তেনাতিবিদ্ধা হরয়ো নিহতাশ্চ গতাসবঃ।
বভূবুঃ শতশস্তত্র পতিতা ধরণীতলে ॥ ৩৬
লক্ষ্মণস্তু ততঃ ক্রুদ্ধো ভ্রাতরং বাক্যমব্রবীৎ।
ব্রাহ্মমস্ত্রং প্রযোক্ষ্যামি বধার্থং সর্ব্বরক্ষসাম্ ॥ ৩৭
তমুবাচ ততো রামো লক্ষ্মণং শুভলক্ষণম্।
নৈকস্য হেতো রক্ষাংসি পৃথিব্যাং হন্তুমর্হসি ॥ ৩৮
অযুধ্যমানং প্রচ্ছন্নং প্রাঞ্জলিং শরণাগতম্।
পলায়মানং মত্তং বা ন হন্তুং ত্বমিহার্হসি ॥ ৩৯
অস্যৈব তু বধে যত্নং করিষ্যাবো মহাভুজ।
আদেক্ষ্যাবো মহাবেগানস্ত্রানাশীবিষোপমান্ ॥ ৪০
তমেনং মায়িনং ক্ষুদ্রমন্তর্হিতরথং বলাৎ।
রাক্ষসং নিহনিষ্যন্তি দৃষ্ট্বা বানরযূথপাঃ ॥ ৪১

দাশরথি-দ্বয় তাঁহার বাণে সর্ব্বতোভাবে বেষ্টিত হইয়া, ধনুতে বাণ যোজনপূর্ব্বক, দিব্যাস্ত্রে অভিমন্ত্রিত করিয়া, সূর্য্যের ন্যায় দেদীপ্যমান বাণসমূহ দ্বারা গগনপথ আচ্ছন্ন করিলেন বটে, কিন্তু তাঁহাদের কোন অস্ত্রই সেই অন্তর্হিত অদৃশ্য ইন্দ্রজিৎকে স্পর্শ করিতে সমর্থ হইল না। ইতিমধ্যে ইন্দ্রজিৎ নভোমণ্ডল ধূমান্ধকারে এবং দিক্‌সকল নীহারজালে এরূপ অন্ধকারিত করিলেন যে, সেই সময়ে তাঁহার রূপ প্রকাশিত হওয়া দূরে থাকুক, সেই আকাশচারীর জ্যাতল, রথচক্র বা অশ্বখুরের ধ্বনি পর্য্যন্তও শুনা গেল না। ২১—২৬। সেই নিবিড়ান্ধকারে দিক্‌সমূহ তিমিরাবৃত হইলে, মহাবাহু ইন্দ্রজিৎ প্রস্তরবর্ষণের ন্যায় অদ্ভুত নারাচ ও বাণ বর্ষণ করিতে আরম্ভ করিলেন। তিনি কোপভরে সূর্য্যতুল্য প্রদীপ্ত বাণসমূহ দ্বারা রণমধ্যে রামচন্দ্রকে বিঁধিতে লাগিলেন। পর্ব্বত যেরূপ বারিধারা দ্বারা প্লাবিত হয়, সেইরূপ সেই দুই নরশ্রেষ্ঠ নারাচ অস্ত্রসমূহে আহত হইয়া, ঘোররূপ স্বর্ণপুঙ্খ বাণসমূহ ক্ষেপণ করিতে লাগিলেন। সেই কঙ্কপত্র বাণ সকল অন্তরীক্ষে ইন্দ্রজিৎ সমীপে উপস্থিত হইয়া, তাঁহার শরীর ভেদ করত রক্তাক্ত হইয়া ভূতলে পড়িতে লাগিল। সেই সময়ে ইন্দ্রজিৎ কর্ত্তৃক নিক্ষিপ্ত বাণসমূহ দ্বারা অতিমাত্র দীপ্যমান সেই দুই নরশ্রেষ্ঠ [illegible] বাণসমূহকে অসংখ্য ভল্ল দ্বারা [illegible] যে স্থান হইতে শাণিত বাণ সকল পতিত হইতেছে দেখিলেন,—তদভিমুখেই বাণ নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। ২৭—৩২। অতঃপর ইন্দ্রজিৎও সর্ব্বদিকে রথ সঞ্চালনপূর্ব্বক শাণিত বাণসমূহ দ্বারা সেই লঘ্বস্ত্র দাশরথিদ্বয়কে বিঁধিতে লাগিলেন। যখন বীরবর দাশরথিদ্বয়, সর্ব্বাঙ্গে সুবর্ণপুঙ্খ সুক্ষিপ্ত বাণসমূহে বিদ্ধ হইয়া, পুষ্পিত কিংশুকবৃক্ষ-দ্বয়ের ন্যায় প্রতীয়মান হইতে লাগিলেন। যেরূপ মেঘাবৃত সূর্য্যের গতি অবগত হইতে পারা যায় না, সেইরূপ কেহই ইন্দ্রজিতের গতি, রূপ, ধনু অথবা বাণ কিছুই দেখিতে পাইল না। সেই যুদ্ধে শত শত বানর হত এবং আহত হইয়া ভূমিতলে পতিত হইল। ৩৩—৩৬। পরে লক্ষ্মণ ক্রুদ্ধ হইয়া ভ্রাতাকে কহিলেন;—"হে মহাবল! আমি রাক্ষসগণের বধের নিমিত্ত ব্রহ্মাস্ত্র প্রয়োগ করিয়া, এই ভূলোককে রাক্ষসবিহীন করিতে অভিলাষ করি।" এই কথা শুনিয়া, রামচন্দ্র শুভলক্ষণ লক্ষ্মণকে কহিলেন,—একজনের নিমিত্ত পৃথিবীর সমস্ত রাক্ষসকে বধ করা কর্ত্তব্য নহে। হে মহাবাহো! যুদ্ধ হইতে নিবৃত্ত, লুক্কায়িত, যোড়হস্তে, শরণাগত, পলায়মান অথবা মত্ত শত্রুকে নিহত করা বিধেয় নহে। অতএব অদ্য আমরা ইহাকে বধ করিবার নিমিত্তই যত্নবান্ হইয়া বিষধরসর্পতুল্য বেগশালী বাণসমূহ নিক্ষেপ করিব। হে বীর! মায়াবলে অন্তর্হিত এই

যদ্যেষ ভূমিং বিশতে দিবং বা
রসাতলং বাপি নভস্থলং বা।
এবং বিগূঢ়োঽপি মমাস্ত্রদগ্ধঃ
পতিষ্যতে ভূমিতলে গতাসুঃ ॥ ৭২
ইত্যেবমুক্ত্বা বচনং মহার্থং
রঘুপ্রবীরঃ প্লবগর্ষভৈর্বৃতঃ।
বধায় রৌদ্রস্য নৃশংসকর্ম্মণ-
স্তদা মহাত্মা ত্বরিতং নিরীক্ষতে ॥ ৭৩

ইতি লঙ্কাকাণ্ডে অশীতিতমঃ সর্গঃ ॥ ৮০ ॥

একাশীতিতমঃ সর্গঃ।

বিজ্ঞায় তু মনস্তস্য রাঘবস্য মহাত্মনঃ।
সন্নিবৃত্যাহবাত্তস্মাৎ প্রবিবেশ পুরং ততঃ ॥ ১
সোঽনুস্মৃত্য বধং তেষাং রাক্ষসানাং তরস্বিনাম্।
ক্রোধতাম্রেক্ষণঃ শূরো নির্জগামাথ রাবণিঃ ॥ ২
স পশ্চিমেন দ্বারেণ নির্যযৌ রাক্ষসৈর্বৃতঃ।
ইন্দ্রজিৎ সুমহাবীর্য্যঃ পৌলস্ত্যো দেবকণ্টকঃ ॥ ৩
ইন্দ্রজিত্তু ততো দৃষ্ট্বা ভ্রাতরৌ রামলক্ষ্মণৌ।
রণায়াভ্যুদ্যতৌ বীরৌ মায়াং প্রাদুষ্করোত্তদা ॥ ৪
ইন্দ্রজিত্তু রথে স্থাপ্য সীতাং মায়াময়ীং তদা।
বলেন মহতাবৃত্য তস্যা বধমরোচয়ৎ ॥ ৫
মোহনার্থন্তু সর্ব্বেষাং বুদ্ধিং কৃত্বা সুদুর্ম্মতিঃ।
হন্তং সীতাং ব্যবসিতো বানরাভিমুখো যযৌ ॥ ৬
তং দৃষ্ট্বা ত্বভিনির্যান্তং সর্ব্বে তে কাননৌকসঃ।
উৎপেতুরভিসংক্রুদ্ধাঃ শিলাহস্তা যুযুৎসবঃ ॥ ৭
হনুমান্ পুরতস্তেষাং জগাম কপিকুঞ্জরঃ।
প্রগৃহ্য সুমহচ্ছৃঙ্গং পর্ব্বতস্য দুরাসদম্ ॥ ৮
স দদর্শ হতানন্দাং সীতামিন্দ্রজিতো রথে।
একবেণীধরাং দীনামুপবাসকৃশাননাম্ ॥ ৯
পরিক্লিষ্টৈকবসনামমৃজাং রাঘবপ্রিয়াম্।
রজোমলাভ্যামালিপ্তৈঃ সর্ব্বগাত্রৈর্বরস্ত্রিয়ম্ ॥ ১০
তাং নিরীক্ষ্য মুহূর্ত্তন্তু মৈথিলীমধ্যবস্য চ।
বভূবাচিরদৃষ্টা হি তেন সা জনকাত্মজা ॥ ১১
অব্রবীত্তাং তু শোকার্ত্তাং নিরানন্দাং তপস্বিনীম্।
দৃষ্ট্বা রথস্থিতাং দীনাং রাক্ষসেন্দ্রসুতাশ্রিতাম্ ॥ ১২
কিং সমর্থিতমস্যেতি চিন্তয়ন্ স মহাকপিঃ।
সহ তৈর্বানরশ্রেষ্ঠৈরভ্যধাবত রাবণিম্ ॥ ১৩
তদ্বানরবলং দৃষ্ট্বা রাবণিঃ ক্রোধমূর্চ্ছিতঃ।

মায়াবী রাক্ষস ইন্দ্রজিৎ যদি কোনরূপে বানরগণের দৃষ্টিগোচর হয়, তাহা হইলে বানরযূথপতিগণই ইহাকে নিহত করিবে। অধিক কি, যদি ইন্দ্রজিৎ,—স্বর্গ, মর্ত্ত্য, রসাতল, অথবা আকাশমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া লুক্কায়িত হয়, তথাপি আমার অস্ত্রে দগ্ধ ও গতাসু হইয়া ভূমিতলে পতিত হইবে।” ৩৭—৭৩।

একাশীতিতম সর্গ।

ইন্দ্রজিৎ, মহাত্মা রামচন্দ্রের এতাদৃশ অভিসন্ধি জানিতে পারিলেন এবং তৎক্ষণাৎ যুদ্ধ হইতে নিবৃত্ত হইয়া লঙ্কাপুরীমধ্যে প্রবেশ করিলেন। কিন্তু সেই শূর রাবণি ইন্দ্রজিৎ কুম্ভকর্ণ প্রভৃতি বেগবান্ রাক্ষসগণের বধের বিষয় চিন্তাপূর্ব্বক ক্রোধে আরক্তচক্ষু হইয়া পুনরায় পুরী হইতে বহির্গত হইলেন। পৌলস্ত্য-কুলজাত দেবকণ্টক মহাবীর ইন্দ্রজিৎ রাক্ষসগণে পরিবেষ্টিত হইয়া পশ্চিম দ্বার দিয়া বাহির হইলেন এবং বীরশ্রেষ্ঠ ভ্রাতৃদ্বয় রাম-লক্ষ্মণকে যুদ্ধার্থ সমুদ্যত দেখিয়া মায়া প্রকাশ করত নিজ রথে একটী মায়াময়ী সীতা স্থাপন করিয়া বলপূর্ব্বক তাঁহাকে বধ করিতে মনন করিলেন।১—৫। সেই দুর্ম্মতি সকলকে মোহাচ্ছন্ন করিবার ইচ্ছায় সেই মায়াময়ী সীতাকে বধ করিবার জন্য বানরগণের অভিমুখে উপস্থিত হইল। ইন্দ্রজিৎকে পুনর্ব্বার বাহির হইতে দেখিয়া যুদ্ধার্থী বনচর বানরগণ সক্রোধে শিলাহস্তে উৎপতিত হইল। কপিশ্রেষ্ঠ হনুমান্ একটী দুর্ব্বহ বিপুল পর্ব্বতশৃঙ্গ হস্তে লইয়া তাহাদের অগ্রবর্ত্তী হইয়া দেখিলেন;—সতত উপবাসবশতঃ যাঁহার মুখমণ্ডল কৃশ হইয়াছে, সেই মলিনবসনা একবেণীধারিণী ধূলিধূসরিতা মলিনগাত্রী রমণীরত্ন রামপ্রণয়িনী দীনভাবে ও দুঃখিতচিত্তে ইন্দ্রজিতের রথে অবস্থান করিতেছেন। ৬—১০। হনুমান কিছু দিন পূর্ব্বে জানকীকে দেখিয়াছিলেন, অতএব দেখিবা-মাত্রেই তাঁহাকে মিথিলারাজনন্দিনী বলিয়া চিনিতে পারিলেন। দীনভাবাপন্না মলিনগাত্রী জানকীকে রথমধ্যে দেখিয়া বারম্বার পর নাই ব্যথিত হই-লেন; অশ্রুজলে তাঁহার মুখমণ্ডল সিক্ত হইয়া পড়িল। তখন নিরানন্দা শোকাকুলা তপস্বিনী জানকী রাক্ষসেন্দ্রনন্দন ইন্দ্রজিতের অধীনে রথমধ্যে দীনভাবে রহিয়াছেন দেখিয়া হনুমান্ রাবণতনয়ের উদ্দেশ্য-বিষয়ে ক্ষণকাল চিন্তা করত বানরগণকে [illegible] জিজ্ঞাসা করিলেন এবং সেই বানরবীরগণের সহিত ইন্দ্রজিতের অভিমুখে [illegible] সেই

কৃত্বা বিক্রোশং নিস্ত্রিংশং মূর্দ্ধ্নি সীতামকর্ষৎ ॥ ১৪
তাং স্ত্রিয়ং পশ্যতাং তেষাং তাড়য়ামাস রাক্ষসঃ।
ক্রোশন্তীং রাম রামেতি মায়য়া যোজিতাং রথে ॥ ১৫
গৃহীতমূর্দ্ধজাং দৃষ্ট্বা হনূমান্ দৈন্যমাগতঃ।
দুঃখজং বারি নেত্রাভ্যামুৎসৃজন্ মারুতাত্মজঃ ॥ ১৬
তাং দৃষ্ট্বা চারুসর্ব্বাঙ্গীং রামস্য মহিষীং প্রিয়াম্।
অব্রবীৎ পরুষং বাক্যং ক্রোধাদ্রক্ষোঽধিপাত্মজম্ ॥ ১৭
দুরাত্মন্নাত্মনাশায় কেশপক্ষে পরামৃশঃ।
ব্রহ্মর্ষীণাং কুলে জাতো রাক্ষসীং যোনিমাশ্রিতঃ ॥ ১৮
ধিক্ ত্বাং পাপসমাচারং যস্য তে মতিরীদৃশী।
নৃশংসানার্য্য দুর্ব্বৃত্ত ক্ষুদ্র পাপপরাক্রম।
অনার্য্যস্যেদৃশং কর্ম্ম ঘৃণা তে নাস্তি নির্ঘৃণ ॥ ১৯
চ্যুতা গৃহাচ্চ রাজ্যাচ্চ রামহস্তাচ্চ মৈথিলী।
কিং তবৈষাপরাদ্ধা হি যদেনাং হংসি নির্দ্দয় ॥ ২০
সীতাং হত্বা তু ন চিরং জীবিষ্যসি কথঞ্চন।
বধার্হকর্ম্মণা তেন মম হস্তগতো হ্যসি ॥ ২১
যে চ স্ত্রীঘাতিনাং লোকা লোকবধ্যৈশ্চ কুৎসিতাঃ।
ইহ জীবিতমুৎসৃজ্য প্রেত্য তান্ প্রতিপৎস্যসে ॥ ২২
ইতি ব্রুবাণো হনূমান্ সায়ুধৈর্হরিভির্বৃতঃ।
অভ্যধাবৎ সুসংক্রুদ্ধো রাক্ষসেন্দ্রসুতং প্রতি ॥ ২৩
আপতন্তং মহাবীর্য্যং তদনীকং বনৌকসাম্।
রক্ষসাং ভীমকোপানামনীকেন ন্যবারয়ৎ ॥ ২৪
স তাং বাণসহস্রেণ বিক্ষোভ্য হরিবাহিনীম্।
হনূমন্তং হরিশ্রেষ্ঠমিন্দ্রজিৎ প্রত্যুবাচ হ ॥ ২৫
সুগ্রীবস্ত্বঞ্চ রামশ্চ যন্নিমিত্তমিহাগতাঃ।
তাং বধিষ্যামি বৈদেহীমদ্যৈব তব পশ্যতঃ ॥ ২৬
ইমাং হত্বা ততো রামং লক্ষ্মণং ত্বাঞ্চ বানর।
সুগ্রীবঞ্চ বধিষ্যামি তঞ্চানার্য্যং বিভীষণম্। ২৭
ন হন্তব্যাঃ স্ত্রিয়শ্চেতি যদ্ব্রবীষি প্লবঙ্গম।
পীড়াকরমমিত্রাণাং যচ্চ কর্ত্তব্যমেব তৎ ॥ ২৮
তমেবমুক্ত্বা রুদতীং সীতাং মায়াময়ীং তদা।
শিতধারেণ খড়্গেন নিজঘানেন্দ্রজিৎ স্বয়ম্ ॥ ২৯
যজ্ঞোপবীতমার্গেণ ছিন্না তেন তপস্বিনী।
সা পৃথিব্যাং পৃথুশ্রোণী পপাত প্রিয়দর্শনা ॥ ৩০
তামিন্দ্রজিৎ স্ত্রিয়ং হত্বা হনূমন্তমুবাচ হ।
ময়া রামস্য পশ্যেমাং প্রিয়াং শস্ত্রনিষূদিতাম্ ॥ ৩১

বানরসৈন্য দেখিয়া রাবণতনয় রাক্ষস ইন্দ্রজিৎ ক্রোধে আকুল হইয়া তরবারি নিষ্কাশিত করিলেন এবং বানরগণের সম্মুখেই রথমধ্যে "রামরাম" রবে উচ্চৈঃস্বরে বিলাপকারিণী সেই মায়ানির্ম্মিতা সীতার কেশদাম ধরিয়া পীড়ন করিতে লাগিলেন। ১১—১৫। সীতা এইরূপে কেশে ধৃতা হইয়াছেন দেখিয়া, বায়ুতনয় হনূমান্ নিতান্ত কাতর হইলেন এবং দুঃখে তাঁহার নয়নদ্বয় হইতে অশ্রু বাহির হইতে লাগিল। রঘুর প্রিয়তমা মহিষী সেই পরমা সুন্দরী জানকীর ঈদৃশ অবস্থা দেখিয়া হনূমান্ পরুষবাক্যে ইন্দ্রজিৎকে কহিলেন;—"দুরাত্মন্! তুই আত্মবিনাশের জন্যই সীতার কেশপাশ এরূপ আকর্ষণ করিতেছিস্। পাপপরাক্রম! রে অনার্য্য! নৃশংস! রে নিচাশয়! দুর্ব্বৃত্ত! তোরে ধিক্; যেহেতু তুই ব্রহ্মর্ষিগণের কুলে জন্ম গ্রহণ করিলেও রাক্ষসস্বভাব বশতই তোর এরূপ পাপবুদ্ধি জন্মিয়াছে। রে নির্ঘৃণ! এরূপ সাধু-বিগর্হিত কার্য্য করিতে কি তোর বিন্দুমাত্র ঘৃণা জন্মিতেছে না? রে নির্দ্দয়! গৃহ, রাজ্য এবং রাম-হস্ত হইতেও বিচ্যুতা এই জানকী তোর নিকটে কি অপরাধে অপরাধিনী যে, তুই ইঁহাকে বধ করিতে-ছিস্? ১৬—২০। রে বধার্হ! তুই যখন আমার হাতে পড়িয়াছিস্, তখন সীতাকে হত্যা করিয়া কোন রূপেই আর প্রাণ ধারণ করিতে পারিবি না। চৌর-গণ, [illegible] অপেক্ষাও অতি দুঃখপ্রদ বলিয়া) যে স্থান পরিত্যাগ করিয়া থাকে, তুই প্রাণ ত্যাগ করিয়া সেই স্ত্রীঘাতীদিগের পশ্চাৎ নরকে যাইবি।" হনূমান্ এই কথা বলিয়াই অস্ত্রধারী বানরগণে পরিবৃত হইয়া সক্রোধে রাবণনন্দন ইন্দ্র-জিতের দিকে ধাবিত হইলেন। সেই মহাবিক্রম বানর-সৈন্যগণকে আসিতে দেখিয়া ইন্দ্রজিৎ রাক্ষসসৈন্য-দ্বারা তাহাদিগের প্রতিরোধ করিলেন এবং সহস্র বাণ-দ্বারা বানর-সৈন্যগণকে বিক্ষোভিত করত, বানরশ্রেষ্ঠ হনূমানকে বলিলেন। ২১—২৫। রাম, সুগ্রীব অথবা তুমি যেজন্য এস্থানে আসিয়াছ, আজ তোমার সম্মুখেই সেই বৈদেহীকে বধ করিব। ওরে বানর! অগ্রে হত্যা করিয়া তৎপরে রাম, লক্ষ্মণ, সুগ্রীব, অনার্য্য বিভীষণ এবং তোকেও বধ করিব। বানর! তুই 'স্ত্রীবধ করা উচিত নহে' বলিতেছিস্, কিন্তু পূর্ব্বে রাম কিরূপে তাড়কাকে বধ করিয়াছিল? বিশেষতঃ শত্রু-গণের যাহা ক্লেশজনক হয়, তাহাই করা কর্ত্তব্য; সুতরাং আমি এই রামমহিষী জানকীকে বধ করিব।" ইন্দ্রজিৎ এই কথা বলিয়াই তীক্ষ্ণধার তরবারিদ্বারা স্বয়ং সেই রোদনপরায়ণা মায়াময়ী সীতাকে আঘাত করত যজ্ঞোপবীতবৎ কাটিলেন; সেই নিরপরাধিনী নিবিড়-নিতম্বা প্রিয়দর্শনা মায়াময়ী সীতাও ভূতলে পতিত হইলেন। ২৬—৩০। তখন ইন্দ্রজিৎ সেই স্ত্রীকে

এষা বিশস্তা বৈদেহী নিষ্ফলো বঃ পরিশ্রমঃ ॥ ৩২
ততঃ খড়্গেন মহতা হত্বা তামিন্দ্রজিৎ স্বয়ম্।
হৃষ্টঃ স্বরথমাস্থায় ননাদ চ মহাস্বনম্ ॥ ৩৩
বানরাঃ শুশ্রুবুঃ শব্দমদূরে প্রত্যবস্থিতাঃ।
ব্যাদিতাস্যস্য নদতস্তদ্দুর্গং সংশ্রিতস্য তু ॥ ৩৪
তথা তু সীতাং বিনিহত্য দুর্ম্মতিঃ
প্রহৃষ্টচেতাঃ স বভূব রাবণিঃ।
তং হৃষ্টরূপং সমুদীক্ষ্য বানরা
বিষণ্ণরূপাঃ সমভিপ্রদুদ্রুবুঃ ॥ ৩৫
ইতি লঙ্কাকাণ্ডে একাশীতিতমঃ সর্গঃ ॥ ৮১ ॥

দ্ব্যশীতিতমঃ সর্গঃ।

শ্রুত্বা তং ভীমনির্হ্রাদং শক্রাশনিসমস্বনম্।
বীক্ষমাণা দিশঃ সর্ব্বা দুদ্রুবুর্বানরা ভৃশম্ ॥ ১
তানুবাচ ততঃ সর্ব্বান্ হনূমান্ মারুতাত্মজঃ।
বিষণ্ণবদনান্ দীনাংস্ত্রস্তান্ বিদ্রবতঃ পৃথক্ ॥ ২
কস্মাদ্বিষণ্ণবদনা বিদ্রবধ্বং প্লবঙ্গমাঃ।
ত্যক্তযুদ্ধসমুৎসাহাঃ শূরত্বং ক্ব নু বো গতম্।
পৃষ্ঠতোঽনুব্রজধ্বং মামগ্রতো যান্তমাহবে ॥ ৩

এবমুক্তাঃ সুসংক্রুদ্ধা বায়ুপুত্রেণ ধীমতা।
শৈলশৃঙ্গান্ দ্রুমাংশ্চৈব জগৃহুর্হৃষ্টমানসাঃ ॥ ৪
অভিপেতুশ্চ গর্জ্জন্তো রাক্ষসান্ বানরর্ষভাঃ।
পরিবার্য্য হনূমন্তমন্বযুশ্চ মহাহবে ॥ ৫
স তৈর্বানরমুখ্যৈস্তু হনূমান্ সর্ব্বতো বৃতঃ।
হুতাশন ইবার্চ্চিষ্মানদহচ্ছত্রুবাহিনীম্ ॥ ৬
স রাক্ষসানাং কদনং চকার সুমহান্ কপিঃ।
বৃতো বানরসৈন্যেন কালান্তকযমোপমঃ ॥ ৭
স তু শোকেন চাবিষ্টঃ কোপেন মহতা হরিঃ।
হনূমান্ রাবণিরথে মহতীং পাতয়চ্ছিলাম্ ॥ ৮
তামাপতন্তীং দৃষ্ট্বৈব রথঃ সারথিনা তদা।
বিধেয়াশ্বসমাযুক্তো বিদূরমপবাহিতঃ ॥ ৯
তমিন্দ্রজিতমপ্রাপ্য রথস্থং সহসারথিম্।
বিবেশ ধরণীং ভিত্ত্বা সা শিলা ব্যর্থমুদ্যতা ॥ ১০
পতিতায়াং শিলায়াস্তু ব্যথিতা রক্ষসাং চমূঃ।
নিপতন্ত্যা চ শিলয়া রাক্ষসা মথিতা ভৃশম্ ॥ ১১
তমভ্যধাবন্ শতশো নদন্তঃ কাননৌকসঃ।
তে দ্রুমাংশ্চ মহাকায়া গিরিশৃঙ্গাণি চোদ্যতাঃ ॥ ১২
ক্ষিপন্তীন্দ্রজিতং সংখ্যে বানরা ভীমবিক্রমাঃ।
বৃক্ষশৈলমহাবর্ষং বিসৃজন্তঃ প্লবঙ্গমাঃ ॥ ১৩

বধ করত হনুমানকে বলিলেন; এই দেখ, আমি অস্ত্রাঘাতে রামপত্নী জানকীকে বধ করিলাম অতএব যখন সীতাই নিহত হইল, তখন তোমাদের আর বৃথা পরিশ্রমের আবশ্যক কি? ইন্দ্রজিৎ এইরূপে সেই মায়াময়ী সীতাকে হত্যা করত হৃষ্টচিত্তে নিজ রথে আরোহণ করিয়া ঘোররবে সিংহনাদ করিলেন। অদূরে অবস্থিত বানরগণ আকাশদুর্গে লুক্কায়িত মুখব্যাদান-পূর্ব্বক শব্দকারী ইন্দ্রজিতের সিংহনাদ শুনিতে পাইল। দুর্ম্মতি রাবণনন্দন এইরূপে মায়াসীতাকে বধ করিলে, বানরগণ সেই হৃষ্টচিত্ত বীরকে দেখিয়া বিষণ্ণবদনে ইতস্তত পলাইতে লাগিল। ৩১—৩৫।

দ্ব্যশীতিতম সর্গ।

বজ্রধ্বনির ন্যায় ইন্দ্রজিতের সেই ভীষণ সিংহনাদ শুনিয়া বানরগণ চারিদিকে দৃষ্টিপাতপূর্ব্বক পলাইতে লাগিল। কিন্তু বায়ুতনয় হনুমান্ তাহাদিগকে ভীত হইয়া বিষণ্ণবদনে এবং দীনভাবে পলাইতে দেখিয়া সকলকেই পৃথক্ পৃথক্‌রূপে বলিলেন,—"ওহে বানর-গণ! তোমরা যুদ্ধোৎসাহ পরিত্যাগ করিয়া বিষণ্ণবদনে পলাইতেছ কেন? তোমাদের সেই বীরত্ব কোথায় গেল? তোমাদের মত বীরগণের পলায়ন করা উচিত নহে। সুতরাং আমি অগ্রে যাইতেছি, তোমরা আমার পশ্চাৎ আইস।" ধীমান্ বায়ুতনয় এই কথা বলিলে, বানরগণের ক্রোধোদয় হইল; তখন তাহারা সকলেই উৎসাহের সহিত প্রস্তর ও বৃক্ষসকল গ্রহণ করিতে লাগিল। পরে সেই বানরশ্রেষ্ঠ হনুমান্‌কে বেষ্টন করত গর্জ্জন করিতে করিতে মহারণে অগ্রসর হইল। ১—৫। তৎকালে হনুমান্ সেই প্রধান বানরগণে পরিবেষ্টিত হইয়া, জ্যোতিষ্মান্ পাবকের ন্যায় শত্রু-সৈন্যগণকে দগ্ধ করিতে লাগিলেন। কালান্তক-যম-তুল্য মহাকপি বায়ুতনয় হনুমান্ বানরসৈন্যগণের সাহায্যে রাক্ষসগণকে পীড়িত করত শোক এবং ক্রোধে অধীর হইয়া একটী প্রকাণ্ড প্রস্তর হস্তে লইয়া রাবণ-নন্দনের রথে নিক্ষেপ করিলেন। কিন্তু শিলা আসিতেছে দেখিয়াই সারথি শিক্ষিত-ঘোটক-সংযোজিত রথ দূরে চালনা করিলে সেই শিলা সারথির সহিত রথস্থিত ইন্দ্রজিৎকে না পাইয়া ব্যর্থ হইয়া মৃত্তিকা ভেদ করিয়া প্রবেশ করিল। ৬—১০। সেই প্রস্তরখণ্ডপতনে বহুসংখ্যক রাক্ষসসৈন্য মর্দ্দিত ও ব্যথিত হইল। পরে শত শত মহাকায় ভীমপরাক্রম বনচর বানর সিংহনাদ-পূর্ব্বক ইন্দ্রজিতের [illegible] ধাবিত হইয়া [illegible]

শস্ত্রাণাং বদনং চক্রুর্নর্দুশ্চ বিবিধৈঃ স্বনৈঃ।
বানরৈস্তৈর্মহাভীমৈর্ঘোররূপা নিশাচরাঃ ॥ ১৪
বীর্য্যাদভিহতো বৃক্ষৈর্ব্যচেষ্টন্ত রণাজিতৌ।
স্বসৈন্যমভিবীক্ষ্যাথ বানরার্দ্দিতমিন্দ্রজিৎ ॥ ১৫
প্রগৃহীতায়ুধঃ ক্রুদ্ধঃ পরানভিমুখো যযৌ।
স শরৌঘানবসৃজন্ স্বসৈন্যেনাভিসংবৃতঃ ॥ ১৬
জঘান কপিশার্দ্দূলান্ সুবহূন্ দৃঢ়বিক্রমঃ।
শূলৈরশনিভিঃ খড়্গৈঃ পট্টিশৈঃ কূটমুদ্গরৈঃ ॥ ১৭
তে চাপ্যনুচরাংস্তস্য বানরা জঘ্নুরাহবে ॥ ১৮
সস্কন্ধবিটপৈঃ শালৈঃ শিলাভিশ্চ মহাবলাঃ।
হনুমান্ কদনং চক্রে রক্ষসাং ভীমকর্ম্মণাম্ ॥ ১৯
সন্নিবার্য্য পরানীকমব্রবীত্তান্ বনৌকসঃ।
হনুমান্ সন্নিবর্ত্তধ্বং ন নঃ সাধ্যমিদং বলম্ ॥ ২০
ত্যক্ত্বা প্রাণান্ বিচেষ্টন্তো রামপ্রিয়চিকীর্ষবঃ।
যন্নিমিত্তং হি যুধ্যামো হতা সা জনকাত্মজা ॥ ২১
ইমমর্থং হি বিজ্ঞাপ্য রামং সুগ্রীবমেব চ।
তৌ যৎ প্রতিবিধাস্যেতে তৎ করিষ্যামহে বয়ম্ ॥ ২২
ইত্যুক্ত্বা বানরশ্রেষ্ঠো বারয়ন্ সর্ব্ববানরান্।
শনৈঃ শনৈরসন্ত্রস্তঃ সবলঃ সন্ন্যবর্ত্তত ॥ ২৩
ততঃ প্রেক্ষ্য হনূমন্তং ব্রজন্তং যত্র রাঘবৌ।
স হোতুকামো দুষ্টাত্মা গতশ্চৈত্যাং নিকুম্ভিলাম্ ॥ ২৪
নিকুম্ভিলামধিষ্ঠায় পাবকং জুহবেন্দ্রজিৎ।
যজ্ঞভূম্যাং ততো গত্বা পাবকস্তেন রক্ষসা ॥ ২৫
হূয়মানঃ প্রজজ্বাল হোমশোণিতভুক্ তদা।
সোঽর্চ্চিঃপিনদ্ধো দদৃশে হোমশোণিততর্পিতঃ।
সন্ধ্যাগত ইবাদিত্যঃ সুতীব্রোঽগ্নিঃ সমুত্থিতঃ ॥ ২৬
অথেন্দ্রজিদ্রাক্ষসভূতিহেতু-
র্জুহাব হব্যং বিধিনা বিধানবিৎ।
দৃষ্ট্বা ব্যতিষ্ঠন্ত চ রাক্ষসাস্তে
মহাসমূহেষু নয়ানয়জ্ঞাঃ ॥ ২৭
ইতি লঙ্কাকাণ্ডে দ্ব্যশীতিতমঃ সর্গঃ ॥ ৮২

গ্রহণ করিল এবং ইন্দ্রজিৎকে তৎসমা করত সেই বিশাল বৃক্ষ বর্ষণ করিয়া শত্রুগণকে উৎপীড়িত করত বিবিধস্বরে সিংহনাদ করিতে লাগিল। তৎকালে ঘোররূপ রাক্ষসগণ ভীমরূপ বানরগণকর্ত্তৃক বলপূর্ব্বক বিক্ষিপ্ত বৃক্ষপ্রহারে রণক্ষেত্রে পতিত হইতে লাগিল। বানরগণকর্ত্তৃক রাক্ষসসৈন্য পীড়িত হইতেছে দেখিয়া ইন্দ্রজিৎ অস্ত্রধারণপূর্ব্বক সক্রোধে বানরসেনার অভিমুখে ধাবিত হইলেন। সেই দৃঢ়বিক্রম বীর স্বীয় সৈন্যগণে পরিবৃত শূল, অশনি, খড়্গ, পট্টিশ ও কূটমুদ্গর প্রভৃতি এবং শরসমূহ নিক্ষেপ করত বানরশার্দ্দূলকে নিহত করিতে লাগিলেন। ১১—১৭। সেই যুদ্ধে বানরগণও ইন্দ্রজিতের অনুচরগণকে নিহত করিতে লাগিল। মহাবল হনূমান্‌ও স্কন্ধ এবং শাখাবিশিষ্ট শালবৃক্ষ এবং শিলাসমূহদ্বারা ভীমকর্ম্মা রাক্ষসগণকে মর্দ্দিত ও শত্রুসৈন্যগণকে নিবারিত করত স্বীয় সৈন্যগণকে কহিলেন,—বানরগণ! নিবৃত্ত হও, আর ইহাদিগের সহিত যুদ্ধ করিবার প্রয়োজন নাই। তোমরা রামের প্রিয়সাধনবাসনায় প্রাণপর্য্যন্ত পরিত্যাগ করিতে উদ্যত হইয়া পরাক্রম প্রকাশ করিতেছ; কিন্তু যাহার জন্য যুদ্ধ করা হইতেছে, সেই জানকীই নিহত হইয়াছেন; চল রামচন্দ্র এবং সুগ্রীবকে এই কথা জানাই, তৎপরে তাঁহারা যেরূপ আদেশ করিবেন, তাহাই করিব।" বানরশ্রেষ্ঠ হনূমান্ এই কথা বলিয়াই বানরগণকে নিবৃত্ত করত সৈন্যসহ ধীরে ধীরে নির্ভয়ে যুদ্ধ হইতে নিবৃত্ত হইলেন। ১৮—২৩। হনূমান্ রামের নিকটে যাইতেছেন দেখিয়া দুরাত্মা রাক্ষস ইন্দ্রজিৎ হোম করিবার জন্য প্রথমে নিকুম্ভিলা চৈত্যবৃক্ষ-সমীপে গমন করত হুতাশনে আহুতি দিলেন। পরে যজ্ঞভূমিতে উপস্থিত হইয়া অগ্নিতে আহুতিদান আরম্ভ করিলে, হোমশোণিতভোজী হুতাশন সতেজে জ্বলিয়া উঠিলেন। তৎকালে সেই জ্বালাসমন্বিত ও হোমশোণিত-তৃপ্ত তীব্র অগ্নি, সন্ধ্যাকালীন সূর্য্যের ন্যায়, অনুমিত হইতে লাগিলেন। এইরূপে রাক্ষসগণের অভ্যুদয়কারী বিধানজ্ঞ ইন্দ্রজিৎ যথাবিধি হোম করিতে থাকিলে, এই মহাসমরের কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্যবিচারকুশল রাক্ষসগণ স্থিরভাবে বসিয়া তাহা দেখিতে লাগিল। ২৪—২৭।

ত্র্যশীতিতমঃ সর্গঃ।

রাঘবশ্চাপি বিপুলং তং রাক্ষসবনৌকসম্।
শ্রুত্বা সংগ্রামনির্ঘোষং জাম্ববন্তমুবাচ হ ॥ ১
সৌম্য নূনং হনুমতা কৃতং কর্ম্ম সুদুষ্করম্।
শ্রূয়তে হি মহাভীমঃ সুমহানায়ুধস্বনঃ ॥ ২

ত্র্যশীতিতম সর্গ।

এ দিকে রঘুনন্দন, বানর ও রাক্ষসগণের তুমুল সংগ্রামকোলাহল শুনিয়া জাম্ববানকে বলিলেন,—"সৌম্য বোধ হয়, হনূমান্ অতিদুষ্কর কোন কার্য্য করিয়াছে; কারণ, অতি ভয়ঙ্কর প্রহরণশব্দ শুনিতে পাওয়া

তদ্গচ্ছ কুরু সাহায্যং স্বযলেনাভিসংবৃতঃ ।
ক্ষিপ্রমৃক্ষপতে তস্য কপিশ্রেষ্ঠস্য যধ্যতঃ ॥ ৩
ঋক্ষরাজস্তথেত্যুক্ত্বা স্বেনানীকেন সংবৃতঃ ।
অগচ্ছৎ পশ্চিমদ্বারং হনূমান্ যত্র বানরঃ ॥ ৪
অথাগান্তং হনূমন্তং দদর্শর্ক্ষপতিস্তদা ।
বানরৈঃ কৃতসংগ্রামৈঃ শ্বসদ্ভিরভিসংবৃতম্ ॥ ৫
দৃষ্ট্বা পথি হনূমাংশ্চ তদৃক্ষবলমুদ্যতম্ ।
নীলমেঘনিভং ভীমং সন্নিবার্য্য ন্যবর্ত্তত ॥ ৬
স তেন সহ সৈন্যেন সন্নিকর্ষং মহাযশাঃ ।
শীঘ্রমাগম্য রামায় দুঃখিতো বাক্যমব্রবীৎ ॥ ৭
সমরে যুধ্যমানানামস্মাকং প্রেক্ষতাং পুরঃ ।
জঘান রুদতীং সীতামিন্দ্রজিদ্রাবণাত্মজঃ ॥ ৮
উদ্ভ্রান্তচিত্তস্তাং দৃষ্ট্বা বিষণ্ণোঽহমরিন্দম ।
তদহং ভবতো বৃত্তং বিজ্ঞাপয়িতুমাগতঃ ॥ ৯
তস্য তদ্বচনং শ্রুত্বা রাঘবঃ শোকমূর্চ্ছিতঃ ।
নিপপাত তদা ভূমৌ ছিন্নমূল ইব দ্রুমঃ ॥ ১০
তং ভূমৌ দেবসঙ্কাশং পতিতং দৃশ্য রাঘবম্ ।
অভিপেতুঃ সমুৎপত্য সর্ব্বতঃ কপিসত্তমাঃ ॥ ১১
অসিঞ্চন্ সলিলৈশ্চৈনং পদ্মোৎপলসুগন্ধিভিঃ ।
প্রদহন্তমসংহার্য্যং সহসাগ্নিমিবোত্থিতম্ ॥ ১২
তং লক্ষ্মণোঽথ বাহুভ্যাং পরিষজ্য সুদুঃখিতঃ ।
উবাচ রামমস্বস্থং বাক্যং হেত্বর্থসংযুতম্ ॥ ১৩
শুভে বর্ত্মনি তিষ্ঠন্তং ত্বামার্য্য বিজিতেন্দ্রিয়ম্ ।
অনর্থেভ্যো ন শক্নোতি ত্রাতুং ধর্ম্মো নিরর্থকঃ ॥ ১৪
ভূতানাং স্থাবরাণাঞ্চ জঙ্গমানাঞ্চ দর্শনম্ ।
যথাস্তি ন তথা ধর্ম্মস্তেন নাস্তীতি মে মতিঃ ॥ ১৫
যথৈব স্থাবরং ব্যক্তং জঙ্গমঞ্চ তথাবিধম্ ।
নায়মর্থস্তথা যুক্তস্ত্বদ্বিধো ন বিপদ্যতে ॥ ১৬
যদ্যধর্ম্মো ভবেদ্ভূতো রাবণো নরকং ব্রজেৎ ।
ভবাংশ্চ ধর্ম্মসংযুক্তো নৈব ব্যসনমাপ্নুয়াৎ ॥ ১৭
তস্য চ ব্যসনাভাবাদ্ব্যসনঞ্চাগতে ত্বয়ি ।
ধর্ম্মো ভবত্যধর্ম্মশ্চ পরস্পরবিরোধিনৌ ॥ ১৮
ধর্ম্মেণোপলভেদ্ধর্ম্মমধর্ম্মঞ্চাপ্যধর্ম্মতঃ ।
যদ্যধর্ম্মেণ যুজ্যেরন্ যেষ্বধর্ম্মঃ প্রতিষ্ঠিতঃ ॥ ১৯

যাইতেছে ; সুতরাং ঋক্ষপতে! এই যুধ্যমান বানর-বীরের সাহায্য করিবার জন্য স্ববল-পরিবৃত হইয়া অবিলম্বে গমন কর।” ঋক্ষরাজ ‘তথাস্তু’ বলিয়া যে স্থানে কপিশ্রেষ্ঠ হনূমান্ অবস্থান করিতেন, স্বীয় সৈন্যসমভিব্যাহারে সেই পশ্চিমদ্বারের দিকে যাইয়া দেখিলেন, হনূমান্ আসিতেছেন। যুদ্ধক্লান্ত বানরগণ দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিতে করিতে তাঁহার চতুর্দ্দিক বেষ্টন করিয়া আসিতেছে। ১—৫। মহাযশা হনূমান্ পথিমধ্যে সেই নীলমেঘতুল্য রণসমুদ্যত ভয়ঙ্কর ঋক্ষসেনা দেখিয়া নিবারণ করিলেন এবং তাহাদিগের সহিত বিষণ্নমনে রামসন্নিধানে উপস্থিত হইয়া কহিলেন,—“আমরা রণক্ষেত্রে যুদ্ধ করিতে করিতে দেখিলাম, রাবণনন্দন ইন্দ্রজিৎ আমাদের সম্মুখে রোরুদ্যমানা জানকীকে নিহত করিল। অরিন্দম! তাঁহার ঈদৃশ অবস্থা দেখিয়া আমার হৃদয় উদ্‌ভ্রান্ত ও অবসন্ন হওয়ায়, আমি আপনাকে ইহা বলিবার জন্য আসিয়াছি।” হনূমানের এই কথা শুনিয়া রামচন্দ্র শোকে মূর্চ্ছিত হইয়া, ছিন্নমূল বৃক্ষের ন্যায় ভূতলে পতিত হইলেন। ৬—১০। দেব-তুল্য রঘুনন্দনকে তদ্রূপ অবস্থায় ভূতলে পতিত হইতে দেখিয়া বানরশ্রেষ্ঠগণ লম্ফ প্রদান করত ত্বরায় তাঁহার নিকটে উপস্থিত হইল এবং সীতার বধ-জনিত শোকে প্রজ্বলিত অনিবার্য্য অনলের ন্যায় প্রদীপ্ত রঘুনন্দনের গাত্রে গন্ধশালি বারিসেচন করিতে লাগিল। পরে লক্ষ্মণ সাতিশয় দুঃখিত হইয়া শোকপীড়িত রামচন্দ্রকে আলিঙ্গনপূর্ব্বক যুক্তিপূর্ণ বাক্যে বলিলেন ;—“আর্য্য! আপনি জিতেন্দ্রিয় এবং চিরদিন সৎপথে থাকিয়া ধর্ম্মকে রক্ষা করিয়া আসিতেছেন ; কিন্তু সেই ধর্ম্ম আপনাকে বিপদ্ হইতে রক্ষা করিতে পারিলেন না ; সুতরাং ধর্ম্ম কিছুই নহে—মিথ্যা। স্থাবর অথবা জঙ্গম পশ্বাদি প্রাণি-সমূহ দেখিতেছি, এনিমিত্ত ইহারা আছে বলিয়া বুঝিতেছি ; ধর্ম্ম তদ্রূপ প্রত্যক্ষদর্শন না হওয়ায়, আমার বোধ হয়, ধর্ম্মই নাই। ১১—১৫। ধর্ম্ম-প্রসঙ্গশূন্য স্থাবর এবং ধর্ম্মহীন জঙ্গম পশ্বাদি প্রাণি-সমূহকে যেরূপ সুখী দেখিতে পাওয়া যায়, ধর্ম্মাশ্রিতকে সেরূপ সুখী দেখিতে পাওয়া যায় না। কেননা, তাহা হইলে আপনার ন্যায় ধার্ম্মিক মনুষ্য কখনই এরূপ বিপদে পড়িতেন না। যদি অধর্ম্ম দ্বারা দুঃখ এবং ধর্ম্মদ্বারা সুখ লাভ হইত, তাহা হইলে রাবণ নরকে যাইত এবং আপনিও এরূপ দুঃখে পড়িতেন না। আপনার দুঃখ এবং রাবণের দুঃখাভাব দেখিয়া বোধ হইতেছে যে, পরস্পরবিরোধী ধর্ম্ম এবং অধর্ম্ম প্রতি-বিরুদ্ধ ফল দেয়। কারণ যেমন ধর্ম্মদ্বারা [illegible] দুঃখরূপ ফল লাভ করা যায়, তদ্রূপ অধর্ম্মদ্বারাও সুখ-রূপ ফল লাভ হইয়া থাকে ; [illegible] এবং অধর্ম্ম দ্বারা [illegible]

ন বিধর্ম্মেণ যুজ্যেয়ন্নাধর্ম্মরুচয়ো জনাঃ।
ধর্ম্মেণাচরতাং তেষাং তথা ধর্ম্মফলং ভবেৎ॥ ২০
যস্মাদর্থা বিবর্দ্ধন্তে যেষধর্ম্মঃ প্রতিষ্ঠিতঃ।
ক্লিশ্যন্তে ধর্ম্মশীলাশ্চ তস্মাদেতৌ নিরর্থকৌ॥ ২১
বধ্যন্তে পাপকর্ম্মাণো যদ্যধর্ম্মেণ রাঘব।
বধকর্ম্মহতোঽধর্ম্মঃ স হতঃ কং বধিষ্যতি॥ ২২
অথবা বিহিতেনায়ং হন্যতে হন্তি চাপরম্।
বিধিরালিপ্যতে তেন ন স পাপেন কর্ম্মণা॥ ২৩
অদৃষ্টপ্রতিকারেণ অব্যক্তেনাসতা সতা।
কথং শক্যং পরং প্রাপ্তুং ধর্ম্মেণারিবিকর্ষণ॥ ২৪
যদি সৎ স্যাৎ সতাং মুখ্য নাসৎ স্যাৎ তব কিঞ্চন।
ত্বয়া যদীদৃশং প্রাপ্তং তস্মাত্তন্নোপপদ্যতে॥ ২৫
অথবা দুর্ব্বলঃ ক্লীবো বলং ধর্ম্মোঽনুবর্ত্ততে।
দুর্ব্বলো হৃতমর্য্যাদো ন সেব্য ইতি মে মতিঃ॥ ২৬

বলস্য যদি চেদ্ধর্ম্মো গুণভূতঃ পরাক্রমৈঃ।
ধর্ম্মমুৎসৃজ্য বর্ত্তস্ব যথা ধর্ম্মে তথা বলে॥ ২৭
অথ চেৎ সত্যবচনং ধর্ম্মঃ কিল পরন্তপ।
অনৃতং ত্বয্যকরুণে কিন্ন বদ্ধস্ত্বয়া বিনা॥ ২৮
যদি ধর্ম্মো ভবেদ্ভূতঃ অধর্ম্মো বা পরন্তপ।
ন স্ম হত্বা মুনিং বজ্রী কুর্য্যাদিজ্যাং শতক্রতুঃ॥ ২৯
অধর্ম্মসংশ্রিতো ধর্ম্মো বিনাশয়তি রাঘব।
সর্ব্বমেতদ্যথাকামং কাকুৎস্থ কুরুতে নরঃ॥ ৩০
মম চেদং মতং তাত ধর্ম্মোঽয়মিতি রাঘব
ধর্ম্মমূলং ত্বয়া চ্ছিন্নঃ রাজ্যমুৎসৃজতা তদা॥ ৩১
অর্থেভ্যোঽথ প্রবৃদ্ধেভ্যঃ সংবৃত্তেভ্যস্ততস্ততঃ।
ক্রিয়াঃ সর্ব্বাঃ প্রবর্ত্তন্তে পর্ব্বতেভ্য ইবাপগাঃ॥ ৩২
অর্থেন হি বিযুক্তস্য পুরুষস্যাল্পচেতসঃ।
বিচ্ছিদ্যন্তে ক্রিয়াঃ সর্ব্বা গ্রীষ্মে কুসরিতো যথা॥ ৩৩
সোঽয়মর্থং পরিত্যজ্য সুখকামঃ সুখৈধিতঃ।

হইত, তাহা হইলে রাবণ প্রভৃতি পাপিগণ দুঃখেই পতিত হইত। যদি ধার্ম্মিকগণ দুঃখেই না পড়িয়া স্বায় আচরিত ধর্ম্মের সুখরূপ ফল লাভ করিতেন, তাহা হইলেই ইহাদিগকে বিরুদ্ধ ফলরহিত বলিয়া নির্দ্দেশ করা যাইত। বীর! যাহারা নিরত অধর্ম্মাচরণ করে, তাহাদের শ্রীবৃদ্ধি এবং ধার্ম্মিকগণের বিপদ্ দেখিয়া ধর্ম্ম এবং অধর্ম্ম এই উভয়কেই নিরর্থক বলিয়া মনে হয়। ১৬—২১। রাঘব! অধর্ম্ম, পাপকর্ম্মশীল পুরুষকে বিনষ্ট করিতে পারে না; কেননা ক্রিয়াশরীররূপ ত্রিক্ষণস্থায়ী অধর্ম্ম স্বয়ং ক্রিয়ার সহিত চতুর্থক্ষণে নষ্ট হইয়া তাহার পর কাহাকে নষ্ট করিতে পারিবে? যদি কর্ম্মের জন্য অদৃষ্ট স্বীকার করা যায়, তাহা হইলেও কর্ম্মানুষ্ঠাতা পুরুষ সেই পাপে লিপ্ত হইতে পারে না; কেননা যে বিহিত বিধিদ্বারা শ্যেনাদি আভিচারিক যজ্ঞে হিংসাদি কার্য্য হইয়া থাকে; সেই বিধি অথবা তৎপ্রণেতাই সেই যজ্ঞজনিত পাপে লিপ্ত হইতে পারে। অরিন্দম! ধর্ম্ম বর্ত্তমান থাকিলেও সে বধাদিজন্য পাপে লিপ্ত হইতে পারে না; কেননা স্বীয় চিৎশক্তিদ্বারা অনুভূয়মান অসৎকল্প অপ্রত্যক্ষরূপ ধর্ম্ম স্বয়ং অচেতন; অতএব সে কর্ত্তব্য শত্রুপ্রতীকারাদি কার্য্যের সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ। সাধুশ্রেষ্ঠ! যদি সৎকর্ম্মজন্য অদৃষ্ট সত্যই হইত, তাহা হইলে আপনি কিছুমাত্র দুঃখ পাইতেন না; পরন্তু আপনি যখন এরূপ ব্যসনে পতিত হইয়াছেন, তখন সেই ধর্ম্ম আছে বলিয়া বোধ হয় না। অথবা স্বভাবতঃ সামর্থ্যহীন অকিঞ্চিৎকর ধর্ম্ম নিজের দুর্ব্বলতাবশতঃ পৌরুষের অনুবর্ত্তী হইয়া থাকে; আমার মতে সেই দুর্ব্বল মর্য্যাদাহীন ধর্ম্মের সেবা করা উচিত নহে। ২২—২৬। যদি ধর্ম্ম পৌরুষেরই সহকারী হইল, তবে আর তাহার উপাসনায় লাভ কি? আপনি অধর্ম্মের উপাসনা পরিত্যাগ করিয়া, ধর্ম্মের উপাসনা যেরূপে করিতেছিলেন, সেইরূপেই সযত্নে পৌরুষের অনুবর্ত্তী হউন। শত্রুতাপন! যদি সত্যকথাই আপনার বিবেচনায় ধর্ম্ম বলিয়া বিবেচিত হয়, তাহা হইলেও পিতা দশরথ আপনাকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করিতে চাহিলে, আপনি তাহা স্বীকার করত, অবশেষে প্রতিপালন না করিয়া কি জন্য অধর্ম্মে লিপ্ত হইলেন না? অরিন্দম! ধর্ম্ম অথবা অধর্ম্ম এই উভয়ের মধ্যে যদি কেহ প্রধান হইত, তাহা হইলে ইন্দ্র, বিশ্বরূপ মুনির হত্যারূপ অধর্ম্ম এবং তৎপরে যজ্ঞরূপ ধর্ম্ম এই উভয়ের অনুষ্ঠান করিতেন না। রাঘব! পৌরুষাশ্রিত ধর্ম্মই শত্রুসংহারে সমর্থ, সেই জন্যই লোকে উভয়ের অনুষ্ঠান করিয়া থাকে। ২৭—৩০। রঘুনন্দন! দেশ, কাল ও পাত্রভেদে কার্য্য করাই আমার মতে পরম ধর্ম্ম; কিন্তু আপনি সেই সময়ে রাজ্য পরিত্যাগ করিয়া সেই ধর্ম্মের মূলচ্ছেদ করিয়াছেন। যেমন পর্ব্বত হইতে নদী সকল নির্গত হয়, সেইরূপ নানা দেশ হইতে সমাহৃত প্রচুর অর্থ হইতেই ক্রিয়া সকল প্রবর্ত্তিত হইয়া থাকে; অন্যথা যেমন ক্ষুদ্র নদী সকল গ্রীষ্মের তাপে শুষ্ক হয়, তেমনি অল্পবুদ্ধি অর্থহীন ব্যক্তির সকল কার্য্যই নষ্ট হইয়া যায়। অনেক স্থলে দেখা

পাপমাচরতে কর্ত্তুং তদা দোষঃ প্রবর্ত্ততে॥ ৩৪
যস্যার্থাস্তস্য মিত্রাণি যস্যার্থাস্তস্য বান্ধবাঃ।
যস্যার্থাঃ স পুমান্ লোকে যস্যার্থাঃ স চ পণ্ডিতঃ॥ ৩৫
যস্যার্থাঃ স চ বিক্রান্তো যস্যার্থাঃ স চ বুদ্ধিমান্।
যস্যার্থাঃ স মহাবাহুর্যস্যার্থাঃ স গুণাধিকঃ॥ ৩৬
অর্থ স্যৈতে পরিত্যাগে দোষাঃ প্রব্যাহৃতা ময়া।
রাজ্যমুৎসৃজতা ধীর যেন বুদ্ধিস্ত্বয়া কৃতা॥ ৩৭
যস্যার্থা ধর্ম্মকামার্থাস্তস্য সর্ব্বং প্রদক্ষিণম্।
অধনেনার্থকামেন নার্থঃ শক্যং বিচিন্বতা॥ ৩৮
হর্ষঃ কামশ্চ দর্পশ্চ ধর্ম্মঃ ক্রোধঃ শমো দমঃ।
অর্থাদেতানি সর্ব্বাণি প্রবর্ত্তন্তে নরাধিপ॥ ৩৯
যেষাং নশ্যত্যয়ং লোকশ্চরতাং ধর্ম্মচারিণাম্।
তেঽর্থাস্ত্বয়ি ন দৃশ্যন্তে দুর্দ্দিনেষু (যথা) নবগ্রহাঃ॥ ৪০
ত্বয়ি প্রব্রজিতে বীর গুরোশ্চ বচনে স্থিতে।
রক্ষসাপহৃতা ভার্য্যা প্রাণৈঃ প্রিয়তরা তব॥ ৪১
তদদ্য বিপুলং বীর দুঃখমিন্দ্রজিতা কৃতম্।
কর্ম্মণা ব্যপনেষ্যামি তস্মাদুত্তিষ্ঠ রাঘব॥ ৪২
উত্তিষ্ঠ নরশার্দ্দূল দীর্ঘবাহো ধৃতব্রত।
কিমাত্মানং মহাত্মানং মহাত্মাববুধ্যসে॥ ৪৩
অয়মনঘ তবোদিতঃ প্রিয়ার্থং
জনকসুতানিধনং নিরীক্ষ্য রুষ্টঃ।
সরথগজহয়াং সরাক্ষসেন্দ্রাং
ভৃশমিষুভির্ব্বিনিপাতয়ামি লঙ্কাম্॥ ৪৪

ইতি লঙ্কাকাণ্ডে ত্র্যশীতিতমঃ সর্গঃ॥ ৮৩॥

চতুরশীতিতমঃ সর্গঃ।

রামমাশ্বাসমানে তু লক্ষ্মণে ভ্রাতৃবৎসলে।
নিক্ষিপ্য গুল্মান্ স্বস্থানে তত্রাগচ্ছদ্বিভীষণঃ॥ ১
নানাপ্রহরণৈর্বীরৈশ্চতুর্ভিরভিসংবৃতঃ।
নীলাঞ্জনচয়াকারৈর্মাতঙ্গৈরিব যূথপঃ॥ ২
সোঽভিগম্য মহাত্মানং রাঘবং শোকলালসম্।
বানরাংশ্চাপি দদৃশে বাষ্পপর্য্যাকুলেক্ষণান্॥ ৩
রাঘবঞ্চ মহাত্মানমিক্ষ্বাকুকুলনন্দনম্।
দদর্শ মোহমাপন্নং লক্ষ্মণস্যাঙ্কমাশ্রিতম্॥ ৪
ব্রীড়িতং শোকসন্তপ্তং দৃষ্ট্বা রামং বিভীষণঃ।

বীর, পুরুষ প্রথমে সুখসাধন অর্থ পরিত্যাগ করত পশ্চাৎ সুখাভিলাষী হয় এবং কালক্রমে সেই অভিলাষ বর্দ্ধিত হইলে, পাপাচরণ করিতে আরম্ভ করে; অতএব দোষ ঘটিয়া থাকে। এই সংসারে যাহার অর্থ আছে সেই পুরুষ এবং মিত্র ও বান্ধবগণ তাহারই; যাহার অর্থ আছে, সেই পণ্ডিত, বিক্রান্ত, বুদ্ধিমান্, মহাবাহু ও গুণবান্। ৩১—৩৬। যাহা বলিলাম, অর্থ পরিত্যাগ করিলে এই দোষই ঘটিয়া থাকে; কিন্তু আপনি কোন্ বুদ্ধির বশবর্ত্তী হইয়া রাজ্য পরিত্যাগ করিয়াছেন, বলিতে পারি না। যাহার অর্থ আছে, সকলই তাহার অনুকূল এবং সে অনায়াসেই ধর্ম্ম-কামাদি করিতে পারে; কিন্তু নির্দ্ধন ব্যক্তি অশেষ চেষ্টা করিলেও তাহা সিদ্ধ করিতে পারে না। নরনাথ! হর্ষ, কাম, দর্প, ধর্ম্ম ক্রোধ শম ও দম প্রভৃতি অর্থ হইতেই হইয়া থাকে। অর্থাভাববশতঃ ধর্ম্মচারী তপস্বিগণও ইহলোকে পুরুষার্থবিহীন হইয়া থাকেন। ৩৭—৪০। কিন্তু যেরূপ মেঘাচ্ছন্ন আকাশে নক্ষত্র দেখা যায় না, সেইরূপ ইহলোকে সুখসাধনভূত সেই অর্থ সকল আপনাতে দেখা যাইতেছে না। বীর! আপনি পিতার আদেশে বনবাসী হইয়াছেন বলিয়াই, রাক্ষসে আপনার প্রাণ অপেক্ষা প্রিয়তমা পত্নীকে অপহরণ করিয়াছে। বীর রঘুনন্দন! আপনি গাত্রোত্থান করুন, ইন্দ্রজিৎ যে দুঃখজনক কার্য্য করি-য়াছে, তাহা আমি কার্য্য দ্বারা অপনীত করিব। দীর্ঘ-বাহো নরব্যাঘ্র! আপনি ব্রতচারী ও মহাত্মা হইয়াও কেন আপনার পরমাত্মস্বরূপ বিস্মৃত হইতেছেন? নিষ্পাপ! জানকীর নিধনসংবাদ শ্রবণে ক্রোধ উপস্থিত হইয়াছে বলিয়াই, আমি আপনার প্রিয়-কামনায় এই সমস্ত কহিলাম; যাহা হউক, আপনি উঠুন, আমি বাণসমূহদ্বারা রথ, অশ্ব, হস্তী ও রাক্ষসরাজের সহিত সমস্ত লঙ্কানগরী ধ্বংস করিব। ৪১—৪৪।

চতুরশীতিতম সর্গ।

ভ্রাতৃবৎসল লক্ষ্মণ এইরূপে রামচন্দ্রকে আশ্বস্ত করিতেছেন, এমন সময়ে বিভীষণ সেনাগণকে স্ব স্ব নির্দ্দিষ্ট স্থানে সংস্থাপন করিয়া সেই স্থানে আসিলেন। গজযূথপতি যেরূপ গজসমূহে পরিবৃত হইয়া আগমন করে, তদ্রূপ নীলাঞ্জন-পুঞ্জের ন্যায় দেহবিশিষ্ট নানা-প্রহরণধারী বীর রাক্ষসচতুষ্টয়ে পরিবৃত সেই রাক্ষসেন্দ্রও তথায় আসিয়া দেখিলেন,—ইক্ষ্বাকু-কুলতিলক মহাত্মা রাম সংজ্ঞাশূন্য হইয়া লক্ষ্মণের ক্রোড়ে শয়ন করিয়া রহিয়াছেন; লক্ষ্মণ শোকে আকুল হইয়া বিলাপ করিতেছেন এবং বানরগণ অশ্রুপূর্ণলোচনে রোদন করিতেছে। রাক্ষসশ্রেষ্ঠ বিভীষণ রামচন্দ্রকে শোকা-

অন্তর্দুঃখেন দীনাত্মা কিমেতদিতি সোহব্রবীৎ ॥ ৫
বিভীষণমুখং দৃষ্ট্বা সুগ্রীবং তাংশ্চ বানরান্।
লক্ষ্মণোবাচ মন্দার্থমিদং বাষ্পপরিপ্লুতঃ ॥ ৬
হতা ইন্দ্রজিতা সীতা ইতি শ্রুত্বৈব রাঘবঃ।
হনূমদ্বচনাৎ সৌম্য ততো মোহমুপাশ্রিতঃ ॥ ৭
কথয়ন্তন্তু সৌমিত্রিং সন্নিবার্য্য বিভীষণঃ।
পুষ্কলার্থমিদং বাক্যং বিসংজ্ঞং রামমব্রবীৎ ॥ ৮
মনুজেন্দ্রার্ত্তরূপেণ যদুক্তস্ত্বং হনূমতা।
তদযুক্তমহং মন্যে সাগরস্যেব শোষণম্ ॥ ৯
অভিপ্রায়ং তু জানামি রাবণস্য দুরাত্মনঃ।
সীতাং প্রতি মহাবাহো ন চ ঘাতং করিষ্যতি ॥ ১০
যাচ্যমানঃ সুবহুশো ময়া হিতচিকীর্ষুণা।
বৈদেহীমুৎসৃজস্বেতি ন চ তৎ কৃতবান্ বচঃ ॥ ১১
নৈব সাম্না ন দানেন ন ভেদেন কুতো যুধা।
সা দ্রষ্টুমপি শক্যেত নৈব চান্যেন কেনচিৎ ॥ ১২
বানরান্মোহয়িত্বা তু প্রতিযাতঃ স রাক্ষসঃ।
মায়াময়ীং মহাবাহো তাং বিদ্ধি জনকাত্মজাম্ ॥ ১৩
চৈত্যং নিকুম্ভিলামদ্য প্রাপ্য হোমং করিষ্যতি।
হুতবানুপযাতো হি দেবৈরপি সবাসবৈঃ।
দুরাধর্ষো ভবত্যেষ সংগ্রামে রাবণাত্মজঃ ॥ ১৪
তেন মোহয়তা নূনমেষা মায়া প্রযোজিতা।
বিঘ্নমন্বিচ্ছতা তত্র বানরাণাং পরাক্রমে ॥ ১৫
সসৈন্যাস্তত্র গচ্ছামো যাবত্তন্ন সমাপ্যতে।
ত্যজেমং নরশার্দ্দূল মিথ্যাসন্তাপমাগতম্ ॥ ১৬
সীদতে হি বলং সর্ব্বং দৃষ্ট্বা ত্বাং শোককর্শিতম্।
ইহ ত্বং স্বস্থহৃদয়স্তিষ্ঠ সত্ত্বসমুচ্ছ্রিতঃ ॥ ১৭
লক্ষ্মণং প্রেষয়াস্মাভিঃ সহ সৈন্যানুকর্ষিভিঃ ॥ ১৮
এষ তং নরশার্দ্দূলো রাবণিং নিশিতৈঃ শরৈঃ।
ত্যাজয়িষ্যতি তৎ কর্ম্ম ততো বধ্যো ভবিষ্যতি ॥ ১৯
তবৈস্যতে নিশিতাস্তীক্ষ্ণাঃ পত্রিপত্রাঙ্গবাজিনঃ।
পতত্রিণ ইবাসৌম্যাঃ শরাঃ পাস্যন্তি শোণিতম্ ॥ ২০
তৎ সন্দিশ মহাবাহো লক্ষ্মণং শুভলক্ষণম্।
রাক্ষসস্য বিনাশায় বজ্রং বজ্রধরো যথা ॥ ২১
মনুজবর ন কালবিপ্রকর্ষো
রিপুনিধনং প্রতি যৎ ক্ষমোহদ্য কর্ত্তুম্।
ত্বমতিসৃজ রিপোর্ব্বধায় বজ্রং
দিতিজরিপোর্ম্মথনে যথামরেন্দ্রঃ ॥ ২২
সমাপ্তকর্ম্মা হি স রাক্ষসর্ষভো
ভবত্যদৃশ্যঃ সমরে সুরাসুরৈঃ।

কুল ও মোহাচ্ছন্ন দেখিয়া ব্যথিতহৃদয়ে দীনভাবে বলিলেন,—একি। ১—৫। তখন বিভীষণ এবং সুগ্রীব-প্রমুখ বানরগণকে দীনবদন দেখিয়া, লক্ষ্মণ বাষ্পপূর্ণলোচনে এই অশুভসংবাদ বলিলেন,—"সৌম্য! ইন্দ্রজিৎকর্ত্তৃক জানকী নিহতা হইয়াছেন, হনূমানের মুখে এই কথা শুনিয়াই রঘুনন্দন মোহাভিভূত হইয়াছেন।" লক্ষ্মণ এইরূপ বলিতে থাকিলে, বিভীষণ তাঁহাকে নিবারণ করিয়া রামচন্দ্রকে এই পুষ্কলার্থ বাক্য বলিলেন—"মনুজেন্দ্র! হনূমান্ দীনভাবে আপনাকে যে কথা বলিয়াছে, সাগরশোষণের ন্যায় তাহা নিতান্ত অসম্ভব বলিয়া মনে করি। মহাবাহো! আমি দুরাত্মা রাবণের সীতার প্রতি মনোভাব জানি, সে সীতাকে কখনই হত্যা করিবে না। ৬—১০। তাঁহাকে বধ করা দূরে থাকুক, আমি তাহারই মঙ্গলকামনায় 'সীতাকে পরিত্যাগ কর' বলিয়া বারংবার অনুনয় করিলেও সে তাহা রক্ষা করে নাই। মহারাজ! যখন সাম, দান অথবা ভেদ এই ত্রিবিধ উপায় দ্বারাও কেহই সীতার দর্শন পায় না, তখন ইন্দ্রজিৎ যুদ্ধের ছলে কিরূপে তাঁহার দর্শনলাভ করিবে? মহাবাহো! আমার নিশ্চয় বোধ হইতেছে, মায়াসীতা বধ করিয়া রাক্ষস ইন্দ্রজিৎ প্রতারণা করিয়া গিয়াছে। [illegible] নিকুম্ভিলায়

গমন করত হোম করিয়া ফিরিয়া আসিলে, সমরে ইন্দ্রপ্রমুখ দেবগণও তাহাকে জয় করিতে পারিবেন না। আমি নিশ্চয় বলিতেছি যে, নিজ অভীষ্টসিদ্ধিমানসে বানরগণকে পরাক্রমবিহীন করিবার নিমিত্তই সে এই মায়া প্রকাশ করিয়াছে। নরব্যাঘ্র! আপনি আর বৃথা বিলাপ করিবেন না। যেহেতু আপনাকে শোকাকুল দেখিয়া সমগ্র বানরসেনাই অবসন্ন হইতেছে; সুতরাং আপনি ধৈর্য্য ধারণপূর্ব্বক সুস্থচিত্তে এই স্থানে থাকুন, আমরা তাহার হোমসমাপ্তির পূর্ব্বেই সসৈন্যে তথায় যাইতেছি। এই নরশার্দ্দূল লক্ষ্মণকে আমাদিগের সঙ্গে প্রেরণ করুন; ইনি সুতীক্ষ্ণ বাণসমূহদ্বারা তাহাকে সেই হোমকর্ম্ম হইতে নিবৃত্ত করিলেই, সে আমাদের বধ্য হইবে। এই পক্ষিপক্ষযুক্ত বেগশালী তীক্ষ্ণ তীক্ষ্ণ বাণ সকল, অশুভ কঙ্কপ্রভৃতি পক্ষিগণের ন্যায় তাহার রক্ত পান করিবে। ১১—২০। সুতরাং মহাবাহো! বজ্রপাণি ইন্দ্রের বজ্রপ্রেরণের ন্যায় আপনি শুভলক্ষণ লক্ষ্মণকে আমাদিগের সঙ্গে প্রেরণ করুন। নরবর শত্রুবধে বিলম্ব করা উচিত নহে; সুতরাং যেরূপ দেবরাজ ইন্দ্র দৈত্যবধের জন্য বজ্র প্রয়োগ করিয়া থাকেন, তদ্রূপ লক্ষ্মণকে আমাদের সঙ্গে প্রেরণ করুন। মহারাজ!

সুযুৎসতা তেন সধা প্রুবর্দ্ধ্মণা
ভবেৎ সুরাণামপি সংশয়ো মহান্ ॥ ২৩
ইতি লঙ্কাকাণ্ডে চতুরশীতিতমঃ সর্গঃ ॥ ৮৪ ॥

পঞ্চাশীতিতমঃ সর্গঃ ।

তস্য তদ্বচনং শ্রুত্বা রাঘবঃ শোককর্শিতঃ ।
নোপধারয়তে ব্যক্তং যদুক্তং তেন রক্ষসা ॥ ১
ততো ধৈর্য্যমবষ্টভ্য রামঃ পরপুরঞ্জয়ঃ ।
বিভীষণমুপাসীনমুবাচ কপিসন্নিধৌ ॥ ২
নৈর্ঋতাধিপতে বাক্যং যদুক্তং তে বিভীষণ ।
ভূয়স্তচ্ছ্রোতুমিচ্ছামি ব্রূহি যত্তে বিবক্ষিতম্ ॥ ৩
রাঘবস্য বচঃ শ্রুত্বা বাক্যং বাক্যবিশারদঃ ।
যত্তৎ পুনরিদং বাক্যং বভাষেঽথ বিভীষণঃ ॥ ৪
যথাজ্ঞপ্তং মহাবাহো ত্বয়া গুল্মনিবেশনম্ ।
তত্তথানুষ্ঠিতং বীর ত্বদ্বাক্যসমনন্তরম্ ॥ ৫
তান্যনীকানি সর্ব্বাণি বিভক্তানি সমন্ততঃ ।
বিন্যস্তা যূথপাশ্চৈব যথান্যায়ং বিভাগশঃ ॥ ৬
ভূয়স্তু মম বিজ্ঞাপ্যং তচ্ছৃণুষ মহাপ্রভো ।
ত্বয্যকারণসন্তপ্তে সন্তপ্তহৃদয়া বয়ম্ ॥ ৭
ত্যজ রাজন্নিমং শোকং মিথ্যাসন্তাপমাগতম্ ।
তদিয়ং ত্যজ্যতাং চিন্তা শত্রুহর্ষবিবর্দ্ধনী ॥ ৮
উদ্যমঃ ক্রিয়তাং বীর হর্ষঃ সমুপসেব্যতাম্ ।
প্রাপ্তব্যা যদি তে সীতা হন্তব্যাশ্চ নিশাচরাঃ ॥ ৯
রঘুনন্দন বক্ষ্যামি শ্রূয়তাং মে হিতং বচঃ ।
সাধ্বয়ং যাতু সৌমিত্রির্বলেন মহতা বৃতঃ ॥ ১০
নিকুম্ভিলায়াং সম্প্রাপ্তং হন্তুং রাবণিমাহবে ।
ধনুর্ম্মণ্ডলনির্ম্মুক্তৈরাশীবিষবিষোপমৈঃ ॥ ১১
তেন বীরেণ তপসা বরদানাৎ স্বয়ম্ভুবঃ ।
অস্ত্রং ব্রহ্মশিরঃ প্রাপ্তং কামগাশ্চ তুরঙ্গমাঃ ॥ ১২
স এষ সহ সৈন্যেন প্রাপ্তঃ কিল নিকুম্ভিলাম্ ।
যদ্যুত্তিষ্ঠেৎ কৃতং কর্ম্ম হতান্ সর্ব্বাংশ্চ বিদ্ধি নঃ ॥ ১৩
নিকুম্ভিলামসম্প্রাপ্তমকৃতাগ্নিঞ্চ যো রিপুঃ ।
ত্বামাততায়িনং হন্যাদিন্দ্রশত্রো স তে বধঃ ॥ ১৪
বরো দত্তো মহাবাহো সর্ব্বলোকেশ্বরেণ বৈ ।
ইত্যেবং বিহিতো রাজন্ বধস্তস্যৈব ধীমতঃ ॥ ১৫
বধায়েন্দ্রজিতো রাম সন্দিশস্ব মহাবলম্ ।

সেই রাক্ষসশ্রেষ্ঠ হোম-সমাপন করিলে দেবতা এবং অসুরগণেরও অদৃশ্য হইয়া থাকে ; অতএব সে হোম-কার্য্য সমাপ্ত করিয়া যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলে, দেবগণেরও প্রাণসংশয় হইবে।" ২১—২৩।

পঞ্চাশীতিতম সর্গ ।

রঘুনন্দনের হৃদয় শোকে নিতান্ত অধীর হইয়াছিল, এ কারণে বিভীষণ যাহা বলিলেন, তাহা তিনি মনোযোগপূর্ব্বক শুনিতে পারেন নাই। কিছুক্ষণ পরে পরপুরঞ্জয় রাম ধৈর্য্যধারণপূর্ব্বক বানরগণের সম্মুখে আসীন বিভীষণকে বলিলেন ;—"রাক্ষসশ্রেষ্ঠ বিভীষণ! তুমি যাহা বলিলে, আমি আবার তাহা শুনিতে ইচ্ছা করি ; সুতরাং যাহা বলিয়াছিলে, তাহা আবার বল" রামের কথা শুনিয়া বাক্যবিশারদ বিভীষণ যাহা বলিয়াছিলেন, পুনরায় তাহাই বলিতে আরম্ভ করিলেন— "মহাবাহো বীর! আপনি যেরূপ চতুর্দ্দিকে সেনা বিভাগ করিয়া সন্নিবেশিত করিবার অনুমতি দিয়াছিলেন, আপনার আদেশের পরক্ষণেই তাহা সম্পাদিত হইয়াছে। ১—৫। সেনাসকলকে বিভক্ত করিয়া তাহাদের প্রত্যেক বিভাগে এক একটি দলপতি নিয়োগ করা হইয়াছে। মহাপ্রভো! আমার আরও কিছু বক্তব্য আছে, শুনুন। রাজন্! আপনি অকারণ এরূপ শোকাকুল হওয়ায়, আমাদের হৃদয়ও সন্তাপিত হইতেছে ; সুতরাং আপনি এই উপস্থিত অকারণ সন্তাপ পরিত্যাগ করুন ; কারণ, আপনার এরূপ চিন্তায় কেবল শত্রুদিগের আনন্দবৃদ্ধি। বীর! যদি রাক্ষসগণকে সংহার করিয়া সীতার উদ্ধার করিতে হয়, তাহা হইলে আপনি স্ফূর্ত্তির সহিত স্বকার্য্যসাধনে তৎপর হউন। রঘুনন্দন! আমি একটী হিতবাক্য বলিতেছি শুনুন,—সেই রাবণনন্দন নিকুম্ভিলায় যজ্ঞ করিতেছে ; সুমিত্রানন্দন সৈন্যবর্গে পরিবেষ্টিত হইয়া তথায় গমন করুন। তাহা হইলে উত্তম হইবে। ইনি উপস্থিত হইয়া বিষতুল্য বাণ প্রহারে তাহাকে বধ করিতে পারিবেন। বীর! ইন্দ্রজিৎ তপস্যা করিয়া ব্রহ্মার বরে ব্রহ্মশিরনামক অস্ত্র এবং কামগামী অনেক অশ্ব পাইয়াছে। ৬—১২। এক্ষণে সে যদি নিকুম্ভিলা-যজ্ঞ সমাধা করিয়া সসৈন্যে ফিরিয়া আসে, তাহা হইলে আপনি নিশ্চয় জানিবেন যে, আমাদিগকে নিহত করিয়াছে। সর্ব্বলোকেশ্বর ব্রহ্মা বরদানকালে বলিয়াছিলেন যে,—ইন্দ্রশত্রো! যে সময়ে তুমি নিকুম্ভিলায় যজ্ঞে রত থাকিবে, সেই সময়ে যজ্ঞসমাধার পূর্ব্বে, যেহ তোমাকে আক্রমণ করিলে তোমার মৃত্যু হইবে। মহাবাহো রাম! সেই ইন্দ্রজিৎকে বধ করিবার এই একমাত্র উপায় আছে ; সুতরাং এক্ষণে তাহাকে

হতে তস্মিন্ হতং বিদ্ধি রাবণং সসুহৃদ্গণম্ ॥ ১৬
বিভীষণবচঃ শ্রুত্বা রামো বাক্যমথাব্রবীৎ।
জানামি তস্য রৌদ্রস্য মায়াং সত্যপরাক্রম ॥ ১৭
স হি ব্রহ্মাস্ত্রবিৎ প্রাজ্ঞো মহামায়ো মহাবলঃ।
করোত্যসংজ্ঞান্ সংগ্রামে দেবান্ সবরুণানপি ॥ ১৮
তস্যান্তরিক্ষে চরতঃ সরথস্য মহাযশঃ।
ন গতির্জ্ঞায়তে বীর সূর্য্যস্যেবাভ্রসংপ্লবে ॥ ১৯
রাঘবস্তু রিপোর্জ্ঞাত্বা মায়াবীর্য্যং দুরাত্মনঃ।
লক্ষ্মণং কীর্ত্তিসম্পন্নমিদং বচনমব্রবীৎ ॥ ২০
যদ্বানরেন্দ্রস্য বলং তেন সর্ব্বেণ সংবৃতঃ।
হনুমৎপ্রমুখৈশ্চৈব যূথপৈঃ সহ লক্ষ্মণ ॥ ২১
জাম্ববেনর্ক্ষপতিনা সহ সৈন্যেন সংবৃতঃ।
জহি তং রাক্ষসসুতং মায়াবলসমন্বিতম্ ॥ ২২
অয়ং ত্বাং সচিবৈঃ সার্দ্ধং মহাত্মা রজনীচরঃ।
অভিজ্ঞাতস্তু ম মায়ানাং পৃষ্ঠতোহনুগমিষ্যতি ॥ ২৩
রাঘবস্য বচঃ শ্রুত্বা লক্ষ্মণঃ সবিভীষণঃ।
জগ্রাহ কার্ম্মুকশ্রেষ্ঠমন্যদ্ভীমপরাক্রমঃ ॥ ২৪
সন্নদ্ধঃ কবচী খড়্গী সশরী বাণচাপভৃৎ।
রামপাদাবুপস্পৃশ্য হৃষ্টঃ সৌমিত্রিরব্রবীৎ ॥ ২৫
অদ্য মৎকার্ম্মুকোন্মুক্তাঃ শরা নির্ভিদ্য রাবণিম্।
লঙ্কামভিপতিষ্যন্তি হংসাঃ পুষ্করিণীমিব ॥ ২৬
অদ্যৈব তস্য রৌদ্রস্য শরীরং মামকাঃ শরাঃ।
বিধমিষ্যন্তি ভিত্ত্বা তং মহাচাপগুণচ্যুতাঃ ॥ ২৭
এবমুক্ত্বা তু বচনং দ্যুতিমান্ ভ্রাতুরগ্রতঃ।
স রাবণিবধাকাঙ্ক্ষী লক্ষ্মণস্ত্বরিতং যযৌ ॥ ২৮
সোহভিবাদ্য গুরোঃ পাদৌ কৃত্বা চাপি প্রদক্ষিণম্।
নিকুম্ভিলামভিযযৌ চৈত্যং রাবণিপালিতম্ ॥ ২৯
বিভীষণেন সহিতো রাজপুত্রঃ প্রতাপবান্।
কৃতস্বস্ত্যয়নো ভ্রাত্রা লক্ষ্মণস্ত্বরিতো যযৌ ॥ ৩০
বানরাণাং সহস্রৈস্তু হনুমান্ বহুভির্বৃতঃ।
বিভীষণশ্চ সামাত্যো লক্ষ্মণং ত্বরিতং যযৌ ॥ ৩১
মহতা হরিসৈন্যেন সবেগমভিসংবৃতঃ।
ঋক্ষরাজবলঞ্চৈব দদর্শ পথি বিষ্ঠিতম্ ॥ ৩২
স গত্বা দূরমধ্বানং সৌমিত্রির্মিত্রনন্দনঃ।
রাক্ষসেন্দ্রবলং দূরাদপশ্যৎ ব্যূহমাশ্রিতম্ ॥ ৩৩
স সম্প্রাপ্য ধনুষ্পাণির্মায়াযোগমরিন্দমঃ।
তস্থৌ ব্রহ্মবিধানেন বিজেতুং রঘুনন্দনঃ ॥ ৩৪
বিভীষণেন সহিতো রাজপুত্রঃ প্রতাপবান্।
অঙ্গদেন চ বীরেণ তথানিলসুতেন চ ॥ ৩৫

বধ করিবার উপায় করুন; আপনি জানিবেন সেই ইন্দ্রজিৎ নিহত হইলেই রাবণ সংবংশে নিহত হইবে।" বিভীষণের কথা শুনিয়া রামচন্দ্র বলিলেন;—"সত্য-পরাক্রম! আমি সেই ভীষণ রাক্ষসের মায়ার বিষয় জানি। সেই বীর প্রাজ্ঞ, ব্রহ্মাস্ত্রবিৎ, মহামায়াবী ও অত্যন্ত বলশালী। আমি জানি, সে যুদ্ধে বরুণ-প্রমুখ দেবগণকেও বিচেতন করিতে পারে। মহাযশ বীর! যেরূপ মেঘাচ্ছন্ন আকাশে সূর্য্যের গতি লক্ষ্য হয় না, সেইরূপ সেই বীর রথারোহণে অন্তরীক্ষে বিচরণ করিলে কেহ তাহার গতি লক্ষ্য করিতে পারে না।" পরে সেই দুরাত্মার মায়া ও বীর্য্যের বিষয় চিন্তা করিয়া কীর্ত্তিমান্ লক্ষ্মণকে বলিলেন।—"লক্ষ্মণ! জাম্ববান্ ও হনুমৎপ্রমুখ যূথপতি এবং ঋক্ষরাজ ও বানররাজ সুগ্রীবের সমগ্র সেনায় পরিবৃত হইয়া সেই মহাবলশালী রাবণনন্দনকে নিহত কর; মহাত্মা বিভীষণ তাহার সমস্ত মায়াই জানেন; ইনি অমাত্য-গণের সহিত তোমার পশ্চাৎ যাইবেন।" রামচন্দ্রের কথা শুনিয়া ভীমপরাক্রম লক্ষ্মণ এবং বিভীষণও [illegible] ধনু পরিত্যাগ করিয়া অন্য উত্তম ধনু লইলেন। পরে [illegible],—[illegible], কবচ, খড়্গ ও [illegible] [illegible] [illegible] রঘুনন্দনের পাদস্পর্শপূর্ব্বক মহর্ষে বলিলেন। ১৯—২৫। অদ্য আমার ধনুর্ম্মুক্ত বাণ সকল পুষ্করিণীতে অসংখ্য হংস আসিয়া পড়ার ন্যায় ইন্দ্রজিতের দেহ ভেদ করিয়া লঙ্কামধ্যে পতিত হইবে। আমার সুমহৎধনুর্গুণনিক্ষিপ্ত বাণ সকল অদ্যই সেই ভীমাকার রাক্ষসের অঙ্গ ভেদ করিয়া বিদীর্ণ করিয়া ফেলিবে।" চারুমূর্ত্তি লক্ষ্মণ ভ্রাতার সম্মুখে এই বলিয়া তাঁহাকে অভিবাদন ও প্রদ-ক্ষিণপূর্ব্বক ইন্দ্রজিৎকে বধ করিবার মানসে, সত্বর সেই ইন্দ্রজিতের যজ্ঞভূমি নিকুম্ভিলার অভিমুখে প্রস্থান করিলেন। রাজপুত্র প্রতাপবান্ লক্ষ্মণ এই রূপে ভ্রাতার নিকট হইতে শুভযাত্রা করিয়া বিভী-ষণের সহিত সত্বরগমনে চলিলেন। ২৬—৩০। বহু সহস্র বানরে পরিবৃত হনূমান্ এবং অমাত্যের সহিত বিভীষণ অবিলম্বে তাঁহার অনুগামী হইলেন। তিনি এইরূপে বানরসৈন্যবেষ্টিত হইয়া যাইতে যাইতে পথিমধ্যে দেখিলেন, একদল ভল্লুকসৈন্য উৎকণ্ঠিত-চিত্তে তাঁহাদের প্রতীক্ষা করিতেছে। পরে অরিন্দম ধনুষ্পাণি সুমিত্রা-নন্দন বহুদূর গমন করত দূর হইতে রাক্ষসেন্দ্রের সৈন্যব্যূহ দেখিয়া পিতামহ যেরূপে নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন, সেইরূপেই সেই মায়াবিশারদ ইন্দ্রজিৎকে বধ করিবার ইচ্ছা করিলেন। সেই প্রতাপশালী রাজনন্দন লক্ষ্মণ,—বিভীষণ, অঙ্গদ এবং বীরবর পবননন্দন হনূমানের সহিত সেই

বিবিধমমলশস্ত্রভাস্বরং তৎ
ধ্বজগহনং গহনং মহারথৈশ্চ।
প্রতিভয়তমমপ্রমেয়বেগং
তিমিরমিব দ্বিষতাং বলং বিবেশ ॥ ৩৬

ইতি লঙ্কাকাণ্ডে পঞ্চাশীতিতমঃ সর্গঃ ॥ ৮৫ ॥

ষড়শীতিতমঃ সর্গঃ।

অথ তস্যামবস্থায়াং লক্ষ্মণং রাবণানুজঃ।
পরেষামহিতং বাক্যমর্থসাধকমব্রবীৎ ॥ ১
যদেতদ্রাক্ষসানীকং মেঘশ্যামং বিলোক্যতে।
এতদাযোধ্যতাং শীঘ্রং কপিভিশ্চ শিলায়ুধৈঃ ॥ ২
অস্যানীকস্য মহতো ভেদনে যত লক্ষ্মণ।
রাক্ষসেন্দ্রসুতোঽপ্যত্র ভিন্নে দৃশ্যো ভবিষ্যতি ॥ ৩
স ত্বমিন্দ্রাশনিপ্রখ্যৈঃ শরৈরবকিরন্ পরান্।
অভিদ্রবাশু যাবদ্বৈ নৈতৎ কর্ম সমাপ্যতে ॥ ৪
জহি বীর দুরাত্মানং মায়াপরমধার্ম্মিকম্।
রাবণিং ক্রূরকর্ম্মাণং সর্ব্বলোকভয়াবহম্ ॥ ৫
বিভীষণবচঃ শ্রুত্বা লক্ষ্মণঃ শুভলক্ষণঃ।
ববর্ষ শরবর্ষেণ রাক্ষসেন্দ্রসুতং প্রতি ॥ ৬
ঋক্ষাঃ শাখামৃগাশ্চৈব দ্রুমপ্রবরযোধিনঃ।
অভ্যধাবন্ত সহিতাস্তদনীকমবস্থিতম্ ॥ ৭
রাক্ষসাশ্চ শিতৈর্বাণৈরসিভিঃ শক্তিতোমরৈঃ।
অভ্যবর্ত্তন্ত সমরে কপিসৈন্যং জিঘাংসবঃ ॥ ৮
স সম্প্রহারস্তুমুলঃ সঞ্জজ্ঞে কপিরক্ষসাম্।
শব্দেন মহতা লঙ্কাং নাদয়ন্ বৈ সমন্ততঃ ॥ ৯
শস্ত্রৈশ্চ বিবিধাকারৈঃ শিতৈর্বাণৈশ্চ পাদপৈঃ।
উদ্যতৈর্গিরিশৃঙ্গৈশ্চ ঘোরৈরাকাশমাবৃতম্ ॥ ১০
রাক্ষসা বানরেন্দ্রেষু বিকৃতাননবাহবঃ।
নিবেশয়ন্তঃ শস্ত্রাণি চক্রুস্তে সুমহদ্ভয়ম্ ॥ ১১
তথৈব সকলৈর্বৃক্ষৈর্গিরিশৃঙ্গৈশ্চ বানরাঃ।
অভিজঘ্নুশ্চ জঘ্নুশ্চ সমরে সর্ব্বরাক্ষসান্ ॥ ১২
ঋক্ষবানরমুখ্যৈশ্চ মহাকায়ৈর্মহাবলৈঃ।
রক্ষসাং যুধ্যমানানাং মহদ্ভয়মজায়ত ॥ ১৩
স্বমনীকং বিষণ্ণন্তু শ্রুত্বা শত্রুভিরর্দ্দিতম্।
উদতিষ্ঠত দুর্দ্ধর্ষঃ স কর্ম্মণ্যননুষ্ঠিতে ॥ ১৪
বৃক্ষান্ধকারান্নির্গম্য জাতক্রোধঃ স রাবণিঃ।
আরুরোহ রথং সজ্জং পূর্ব্বযুক্তং সুসংযতম্ ॥ ১৫
স ভীমকার্ম্মুকশরঃ কৃষ্ণাঞ্জনচয়োপমঃ।
রক্তাস্যনয়নো ভীমো বভৌ মৃত্যুরিবান্তকঃ ॥ ১৬

বিবিধ নির্ম্মল শস্ত্রদ্বারা ভাস্বর, বৃহৎ রথ ও ধ্বজ সকলদ্বারা দুর্গম এবং ঘোরান্ধকারের ন্যায় অতিভীষণ অসংখ্যশত্রুসৈন্যমধ্যে প্রবেশ করিলেন। ৩১—৩৬।

ষড়শীতিতম সর্গ।

সেই অবস্থায় রাবণানুজ বিভীষণ যাহাতে স্বপক্ষের ইষ্ট এবং পরপক্ষের অনিষ্ট হয় এরূপ বাক্যে কহিলেন—"ঐ যে মেঘের ন্যায় শ্যামবর্ণ রাক্ষসসেনা দেখাযাইতেছে, বানরগণ উহাদিগের সহিত অবিলম্বে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হউক। লক্ষ্মণ! আপনি সত্বর এই রাক্ষসদল বিচ্ছিন্ন করিতে যত্নবান্ হউন, কেননা রাক্ষসসেনা বিচ্ছিন্ন হইলে এই স্থানেই রাবণনন্দন ইন্দ্রজিৎকে দেখা যাইবে। বীর! যতক্ষণ পর্য্যন্ত ইন্দ্রজিতের হোম সমাধা না হয়, আপনি তাহার পূর্ব্বেই ইন্দ্রের বজ্রের ন্যায় বাণসমূহ দ্বারা এই শত্রুসৈন্যগণকে দূরীভূত করুন, তৎপরে সেই সর্ব্বলোকভয়ঙ্কর ক্রূরকর্ম্মা পাপাত্মা মায়াবী দুরাচার রাবণতনয়কে বধ করুন।" ১—৫। বিভীষণের কথা শুনিয়া শুভলক্ষণ লক্ষ্মণ ইন্দ্রজিৎকে লক্ষ্য করিয়া বাণ বর্ষণ করিতে লাগিলেন। বানর এবং ভল্লুকগণ মিলিত হইয়া বৃক্ষহস্তে সেই রাক্ষসসেনার দিকে ধাবিত হইল। রাক্ষসগণও বানরবধমানসে সুতীক্ষ্ণ বাণ, শক্তি এবং তোমরসমূহ লইয়া বানরসেনার সম্মুখীন হইল। এইবারেও রাক্ষসগণের তুমুল যুদ্ধ আরম্ভ হইলে, তাহাদের ভীষণ নিনাদে লঙ্কাপুরী প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল। নানারূপ শস্ত্র, সুতীক্ষ্ণ বাণ এবং উদ্যত ঘোররূপ পর্ব্বতশৃঙ্গ ও বৃক্ষসমূহে আকাশমণ্ডল সমাচ্ছন্ন হইল। ৬—১০। বিকৃতবাহু বিকৃতবদন রাক্ষসগণ, বানরেন্দ্রগণের অঙ্গে অস্ত্রাঘাত করত নিদারুণ ভয় দেখাইতে লাগিল। বানরগণও প্রস্তরখণ্ডহস্তে রাক্ষসগণের নিকটবর্ত্তী হইয়া রণস্থলে তাহাদিগকে নিপাতিত করিতে লাগিল। তৎকালে ভল্লুক ও বানর-যূথপতিগণের পরাক্রম দেখিয়া রাক্ষসগণ ভীত হইল। এদিকে দুর্দ্ধর্ষ রাবণতনয় স্বীয় সৈন্যগণকে শত্রুহস্তে সাতিশয় পীড়িত ও বিষণ্ণ দেখিয়া কার্য্য শেষ হইতে না-হইতেই উঠিলেন এবং ক্রোধভরে বৃক্ষগহন হইতে বাহির হইয়া পূর্ব্বযোজিত সুসজ্জিত রথে আরোহণ করিলেন। ১১—১৫। তৎকালে নীলাঞ্জনের ন্যায় প্রকাণ্ডদেহ [illegible] লোহিতলোচন সেই বীর [illegible] ধারণ করত

দৃষ্ট্বৈব তু রথস্থং তং পর্য্যবর্ত্তত তদ্বলম্।
রক্ষসাং ভীমবেগানাং লক্ষ্মণেন যুযুৎসতাম্॥ ১৭
তস্মিন্ কালে তু হনুমান্ রুজং স দুরাসদম্।
ধরণীধরসঙ্কাশো মহাবৃক্ষমরিন্দমঃ॥ ১৮
স রাক্ষসানাং তৎসৈন্যং কালাগ্নিরিব নির্দ্দহন্।
চকার বহুভির্বৃক্ষৈর্নিঃসংজ্ঞং যুধি বানরঃ॥ ১৯
বিধ্বংসয়ন্তং তরসা দৃষ্ট্বৈব পবনাত্মজম্।
রাক্ষসানাং সহস্রাণি হনূমন্তমবাকিরন্॥ ২০
শিতশূলধরাঃ শূলৈরসিভিশ্চাসিপাণয়ঃ।
শক্তিহস্তাশ্চ শক্তীভিঃ পট্টিশৈঃ পট্টিশায়ুধাঃ॥ ২১
পরিঘৈশ্চ গদাভিশ্চ কুন্তৈশ্চ শুভদর্শনৈঃ।
শতশোঽথ শতঘ্নীভিরায়সৈরপি মুদ্গরৈঃ॥ ২২
ঘোরৈঃ পরশুভিশ্চৈব ভিন্দিপালৈশ্চ রাক্ষসাঃ।
মুষ্টিভির্বজ্রবেগৈশ্চ তলৈরশনিসন্নিভৈঃ॥ ২৩
অভিজঘ্নুঃ সমাসাদ্য সমন্তাৎ পর্ব্বতোপমম্।
তেষামপি চ সংক্রুদ্ধশ্চকার কদনং মহৎ॥ ২৪
স দদর্শ কপিশ্রেষ্ঠমচলোপমমিন্দ্রজিৎ।
সূদয়ানমমিত্রঘ্নমমিত্রান্ পবনাত্মজম্॥ ২৫
স সারথিমুবাচেদং যাহি যত্রৈষ বানরঃ।
ক্ষয়মেব হি নঃ কুর্য্যাদ্ রাক্ষসানামুপেক্ষিতঃ॥ ২৬
ইত্যুক্তঃ সারথিস্তেন যযৌ যত্র স মারুতিঃ।
বহন্ পরমদুর্দ্ধর্ষং স্থিতমিন্দ্রজিতং রথে॥ ২৭
সোঽভ্যুপেত্য শরান্ খড়্গান্ পট্টিশাসিপরশ্বধান্।
অভ্যবর্ষত দুর্দ্ধর্ষঃ কপিমূর্দ্ধনি রাক্ষসঃ॥ ২৮
তানি শস্ত্রাণি ঘোরাণি প্রতিগৃহ্য স মারুতিঃ।
রোষেণ মহতাবিষ্টো বাক্যঞ্চেদমুবাচ হ॥ ২৯
যুধ্যস্ব যদি শূরোঽসি রাবণাত্মজ দুর্ম্মতে।
বায়ুপুত্রং সমাসাদ্য ন জীবন্ প্রতিযাস্যসি॥ ৩০
বাহুভ্যাং সম্প্রযুধ্যস্ব যদি মে দ্বন্দ্বমাহবে।
বেগং সহস্ব দুর্ব্বুদ্ধে ততস্ত্বং রক্ষসাং বরঃ॥ ৩১
হনূমন্তং জিঘাংসন্তং সমুদ্যতশরাসনম্।
রাবণাত্মজমাচষ্টে লক্ষ্মণায় বিভীষণঃ॥ ৩২
যঃ স বাসবনির্জ্জেতা রাবণস্যাত্মসম্ভবঃ।
স এষ রথমাস্থায় হনূমন্তং জিঘাংসতি॥ ৩৩
তমপ্রতিমসংস্থানৈঃ শরৈঃ শত্রুনিবারণৈঃ।
জীবিতান্তকরৈর্ঘোরৈঃ সৌমিত্রে রাবণিং জহি॥ ৩৪
ইত্যেবমুক্তস্তু তদা মহাত্মা
বিভীষণেনারিবিভীষণেন।
দদর্শ তং পর্ব্বতসন্নিকাশং
রথস্থিতং ভীমবলং দুরাসদম্॥ ৩৫
ইতি লঙ্কাকাণ্ডে ষড়শীতিতমঃ সর্গঃ॥ ৮৬॥

সর্ব্বভূতনাশকারী মৃত্যুর ন্যায় বিরাজ করিতে লাগিলেন। তাঁহাকে রথারূঢ় দেখিয়াই লক্ষ্মণের সহিত ভীষণবেগে রাক্ষসগণ যুদ্ধ করিবার জন্য অগ্রসর হইল। তখন পর্ব্বততুল্য অরিন্দম বানরবর হনূমান্ অতি প্রকাণ্ড একটী বৃক্ষ উপড়াইয়া অগ্রসর হইলেন এবং প্রলয়ানলের ন্যায় সেই বৃক্ষপ্রহারে অসংখ্য রাক্ষসসৈন্যকে বিচেতন করিতে লাগিলেন। পবন-তনয় হনূমান্ রাক্ষসবল বিধ্বংসিত করিতেছেন দেখিয়া, সহস্র সহস্র রাক্ষস তাঁহার উপরে শরবর্ষণ করিতে লাগিল; সুতীক্ষ্ণ শূলধারী রাক্ষসগণ শূল, খড়্গপাণিগণ খড়্গ, শক্তিহস্তগণ শক্তি, পট্টিশধারিগণ পট্টিশ এবং অন্যান্য রাক্ষসগণ—পরিঘ, গদা, শুভদর্শন কুন্ত, শত শত শতঘ্নী, আয়স মুদ্গর, ঘোররূপ পরশু ও ভিন্দিপাল, বজ্রতুল্য মুষ্টি ও চপেটাঘাতদ্বারা সেই পর্ব্বতসদৃশ বীরকে নিপীড়িত করিতে লাগিল; তিনিও সক্রোধে তাহাদের সাতিশয় পীড়ন করিতে লাগিলেন। ১৬—২৪। তখন ইন্দ্রজিৎ পর্ব্বতের ন্যায় অটল থাকিয়া শত্রুদমন পবনতনয়কে শত্রু সংহার করিতে দেখিয়া সারথিকে বলিলেন—"যেখানে ঐ বানর রহিয়াছে, ঐ স্থানে চল; উঁহাকে উপেক্ষা করিলে, উহার হস্তে আমাদের সমস্ত সৈন্য নিহত হইবে। সারথিকে এই কথা বলিবামাত্র সে রণমধ্যস্থিত পরমদুর্দ্ধর্ষ ইন্দ্রজিৎকে হনূমানের নিকট লইয়া গেল। সেই দুরাধর্ষ রাক্ষস কপিবর হনূমানের নিকটে উপস্থিত হইয়া তাঁহার মস্তকে খড়্গ, পরশু, পট্টিশ ও অন্যান্য বহুবিধ বাণ বর্ষণ করিতে লাগিলেন। বায়ুনন্দন অনায়াসেই সেই ঘোর বাণসমূহ সহ্য করিয়া সাতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলেন। ২৫—২৯। রে দুর্ম্মতি রাবণি! তুই যদি বীর হস্, তাহা হইলে ক্ষণকাল যুদ্ধ করিতে পারিবি; কিন্তু বায়ুনন্দনের হস্তে পড়িয়া প্রাণ লইয়া ফিরিতে পারিবি না। তোর যদি দ্বন্দ্ব যুদ্ধ করিবার অভিলাষ থাকে, তাহা হইলে আয় আমার সহিত যুদ্ধ কর্। তাহাতে সমর্থ হইলে বুঝিব, তুমি রাক্ষসগণের মধ্যে বীর বটে।" তৎপরে ইন্দ্রজিৎ ধনু ধারণপূর্ব্বক হনূমান্‌কে বধ করিবার জন্য ধাবিত হইলে বিভীষণ লক্ষ্মণকে কহিলেন—"ঐ দেখুন, সুরাসুরবিজয়ী রাবণতনয় ইন্দ্রজিৎ পুনর্ব্বার রথারূঢ় হইয়া হনূমান্‌কে বধ করিবার অভিলাষ করিতেছে। সুতরাং সৌমিত্রে! আপনি প্রাণঘাতী ভীষণ শরে ঐ রাবণনন্দনকে বধ করুন।" শত্রুভীষণ বিভীষণ এই কথা বলিলে মহাত্মা লক্ষ্মণ, সেই পর্ব্বততুল্য অটল ভীমবল রথারূঢ় দুর্দ্ধর্ষ ইন্দ্রজিতের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন। ৩০—৩৫।

সপ্তাশীতিতমঃ সর্গঃ।

এবমুক্ত্বা তু সৌমিত্রিং জাতহর্ষো বিভীষণঃ।
ধনুষ্পাণিং তমাদায় ত্বরমাণো জগাম সঃ॥ ১
অবিদূরং ততো গত্বা প্রবিশ্য তু মহদ্বনম্।
অদর্শয়ত তৎ কর্ম্ম লক্ষ্মণায় বিভীষণঃ॥ ২
নীলজীমূতসঙ্কাশং ন্যগ্রোধং ভীমদর্শনম্।
তেজস্বী রাবণভ্রাতা লক্ষ্মণায় ন্যবেদয়ৎ॥ ৩
ইহোপহারং ভূতানাং বলবান্ রাবণাত্মজঃ।
উপহৃত্য ততঃ পশ্চাৎ সংগ্রামমভিবর্ত্ততে॥ ৪
অদৃশ্যঃ সর্ব্বভূতানাং ততো ভবতি রাক্ষসঃ।
নিহন্তি সমরে শত্রূন্ বধ্নাতি চ শরোত্তমৈঃ॥ ৫
তমপ্রবিষ্টং ন্যগ্রোধং বলিনং রাবণাত্মজম্।
বিধ্বংসয় শরৈর্দীপ্তৈঃ সরথং সাশ্বসারথিম্॥ ৬
তথেত্যুক্ত্বা মহাতেজাঃ সৌমিত্রির্মিত্রনন্দনঃ।
বভূবাবস্থিতস্তত্র চিত্রং বিস্ফারয়ন্ ধনুঃ॥ ৭
স রথেনাগ্নিবর্ণেন বলবান্ রাবণাত্মজঃ।
ইন্দ্রজিৎ কবচী খড়্গী সধ্বজঃ প্রত্যদৃশ্যত॥ ৮
তমুবাচ মহাতেজাঃ পৌলস্ত্যমপরাজিতম্।
সমাহ্বয়ে ত্বাং সমরে সম্যগ্যুদ্ধং প্রযচ্ছ মে॥ ৯
এবমুক্তো মহাতেজা মনস্বী রাবণাত্মজঃ।
অব্রবীৎ পরুষং বাক্যং তত্র দৃষ্ট্বা বিভীষণম্॥ ১০
ইহ ত্বং জাতসংবৃদ্ধঃ সাক্ষাদ্ভ্রাতা পিতুর্মম॥
কথং দ্রুহ্যসি পুত্রস্য পিতৃব্যো মম রাক্ষস॥ ১১
ন জ্ঞাতিত্বং ন সৌহার্দ্দং ন জাতিস্তব দুর্ম্মতে।
প্রমাণং ন চ সৌদর্য্যং ন ধর্ম্মো ধর্ম্মদূষণ॥ ১২
শোচ্যস্ত্বমসি দুর্ব্বুদ্ধে নিন্দনীয়শ্চ সাধুভিঃ।
যস্ত্বং স্বজনমুৎসৃজ্য পরভৃত্যত্বমাগতঃ॥ ১৩
নৈতচ্ছিথিলয়া বুদ্ধ্যা ত্বং বেৎসি মহদন্তরম্।
ক্ব চ স্বজনসংবাসঃ ক্ব চ নীচপরাশ্রয়ঃ॥ ১৪
গুণবান্ বা পরজনঃ স্বজনো নির্গুণোঽপি বা।
নির্গুণঃ স্বজনঃ শ্রেয়ান্ যঃ পরঃ পর এব সঃ॥ ১৫
যঃ স্বপক্ষং পরিত্যজ্য পরপক্ষং নিষেবতে।
স স্বপক্ষে ক্ষয়ং যাতে পশ্চাত্তৈরেব হন্যতে॥ ১৬
নিরনুক্রোশতা চেয়ং যাদৃশী তে নিশাচর।
স্বজনেন ত্বয়া শক্যং পৌরুষং রাবণানুজ॥ ১৭
ইত্যুক্তো ভ্রাতৃপুত্রেণ প্রত্যুবাচ বিভীষণঃ।

সপ্তাশীতিতম সর্গ।

বিভীষণ এই বলিয়া ধনুষ্পাণি লক্ষ্মণকে সঙ্গে লইয়া সক্রোধে ত্বরান্বিত হইয়া যাইতে লাগিলেন। কিয়দ্দূর যাইয়া নিবিড় বনে প্রবেশপূর্ব্বক লক্ষ্মণকে ইন্দ্রজিতের সেই আভিচারিক ব্যাপার দেখাইলেন। পরে সেই তেজস্বী রাবণসহোদর, লক্ষ্মণকে নীলমেঘতুল্য ভীষণ এক বটবৃক্ষ দেখাইয়া বলিলেন, এই স্থানে বলবান্ রাবণতনয় ভূতগণকে বলি দিয়া সমরে গমন করে, সেই জন্যই সেই রাক্ষস যুদ্ধক্ষেত্রে সকলের অদৃশ্য হইয়া সুতীক্ষ্ণশর দ্বারা শত্রুগণকে বন্ধন এবং বধ করিয়া থাকে। সুতরাং যতক্ষণ বলবান্ রাবণনন্দন এই বটবৃক্ষমূলে না আসিতেছে, তাহার মধ্যেই আপনি প্রদীপ্ত রথ ও সারথির সহিত ইহাকে বধ করুন। ১—৬। বন্ধুগণের আনন্দদায়ী সুমিত্রানন্দন বিভীষণের কথায় সম্মত হইয়া বিচিত্র ধনু বিস্ফারণপূর্ব্বক অগ্রসর হইয়া দেখিলেন,—বলবান্ রাবণাত্মজ কবচ ও খড়্গ ধারণপূর্ব্বক ধ্বজশোভী অনলোজ্জ্বল রথে আরোহণ করিয়া রহিয়াছেন। তাহা দেখিয়া মহাতেজস্বী লক্ষ্মণ সেই অপরাজিত পৌলস্ত্যনন্দনকে বলিলেন;—"আমি তোমাকে সমরে আহ্বান করিতেছি, তুমি আমাকে যুদ্ধ প্রদান কর।" মহাতেজস্বী মনস্বী রাবণ-তনয় এইরূপে যুদ্ধার্থ আহূত হইয়া, সেই স্থানে বিভীষণকে দেখিয়া কর্কশ স্বরে বলিলেন,—"রাক্ষস! তুমি পিতার সাক্ষাৎ ভ্রাতা এবং আমার পিতৃব্য; বিশেষতঃ তুমি এই রাক্ষসকুলে জন্ম লাভ করিয়া বর্দ্ধিত হইয়াছ। পুত্রের প্রতি এরূপ বিদ্রোহাচরণ করিতেছ কেন? দুর্ম্মতে! তোমাদ্বারা ধর্ম্ম দূষিত হইতেছে; যেহেতু তোমার কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য-বিবেচনা এবং ভ্রাতৃপ্রেম সৌহার্দ্দ অথবা জাতি বা জ্ঞাতি-বাৎসল্য কিছুমাত্র নাই। দুর্ব্বুদ্ধে! তুমি স্বজনগণকে ছাড়িয়া শত্রুর ভৃত্য হইয়া সাধুগণের নিকটে নিন্দনীয় এবং শোচনীয় হইয়াছ। কোথায় তুমি আত্মীয়-স্বজনের সহিত বাস করিবে, না অধম শত্রুগণের আশ্রয়ে রহিয়াছ? কিন্তু তোমার ভালমন্দ বিবেচনা-শক্তি কিছুমাত্র নাই, এই কারণে তুমি শত্রু ও আত্মীয়-বর্গের সহবাসে কিরূপ পার্থক্য তাহা বুঝিতে পারিতেছ না। স্বজন নির্গুণ এবং শত্রু গুণবান্ হইলেও নির্গুণ স্বজনের আশ্রয়েই থাকা উচিত; কেননা শত্রু কখনই মিত্র হয় না, সে চিরকাল শত্রুই থাকে। ৭—১৫। বিশেষতঃ যে স্বপক্ষ পরিত্যাগ করিয়া পরপক্ষের আশ্রয় লয়, সে স্বপক্ষক্ষয়ের পর তাহাদিগের দ্বারাই নিহত হইয়া থাকে। রাক্ষস! তুমি রাবণের কনিষ্ঠ ভ্রাতা হইয়া যেরূপ নির্দ্দয়ের ন্যায় কার্য্য করিলে, স্বজন হইয়া আর কেহ এরূপ করিতে পারে না।" ভ্রাতৃ-পুত্রের এইরূপ [illegible]

অজানন্নিব মচ্ছীলং কিং রাক্ষস বিকত্থসে। ১৮
রাক্ষসেন্দ্রসুতাসাধো পারুষ্যং ত্যজ গৌরবাৎ।
কুলে যদ্যপ্যহং জাতো রক্ষসাং ক্রূরকর্ম্মণাম্।
গুণো যঃ প্রথমো নৃণাং তন্মে শীলমরাক্ষসম্। ১৯
ন রমে দারুণেনাহং ন চাধর্ম্মেণ বৈ রমে।
ভ্রাতা বিষমশীলেঽপি কথং ভ্রাত্রা নিরস্যতে। ২০
ধর্ম্মাৎ প্রচ্যুতশীলং হি পুরুষং পাপনিশ্চয়ম্।
ত্যক্ত্বা সুখমবাপ্নোতি হস্তাদাশীবিষং যথা। ২১
পরস্বহরণে যুক্তং পরদারাভিমর্শকম্।
ত্যাজ্যমাহুর্দুরাত্মানং বেশ্ম প্রজ্বলিতং যথা। ২২
পরস্বানাঞ্চ হরণং পরদারাভিমর্শনম্।
সুহৃদামতিশঙ্কা চ ত্রয়ো দোষাঃ ক্ষয়াবহাঃ। ২৩
মহর্ষীণাং বধো ঘোরঃ সর্ব্বদেবৈশ্চ বিগ্রহঃ।
অভিমানশ্চ রোষশ্চ বৈরত্বং প্রতিকূলতা। ২৪
এতে দোষা মম ভ্রাতুর্জীবিতৈশ্বর্য্যনাশনাঃ।
গুণান্ প্রচ্ছাদয়ামাসুঃ পর্ব্বতানিব তোয়দাঃ। ২৫
দোষৈরেতৈঃ পরিত্যক্তো ময়া ভ্রাতা পিতা তব।
নেয়মস্তি পুরী লঙ্কা ন চ ত্বং ন চ তে পিতা। ২৬

অতিমানশ্চ বালশ্চ দুর্ব্বিনীতশ্চ রাক্ষস।
বদ্ধস্ত্বং কালপাশেন ব্রূহি মাং যদ্যদিচ্ছসি। ২৭
অদ্যেহ ব্যসনং প্রাপ্তং যন্মাং পরুষমুক্তবান্।
প্রবেষ্টুং ন ত্বয়া শক্যং ন্যগ্রোধং রাক্ষসাধম। ২৮
ধর্ষয়িত্বা চ কাকুৎস্থং ন শক্যং জীবিতুং ত্বয়া।
যুধ্যস্ব নরদেবেন লক্ষ্মণেন রণে সহ।
হতস্ত্বং দেবতাকার্য্যং করিষ্যসি যমক্ষয়ম্। ২৯

নিদর্শয়িত্বাত্মবলং সমুদ্যতং
কুরুষ্ব সর্ব্বায়ুধসায়কব্যয়ম্।
ন লক্ষ্মণস্যৈত্য হি বাণগোচরং
ত্বমদ্য জীবন্ সবলো গমিষ্যসি। ৩০

ইতি লঙ্কাকাণ্ডে সপ্তাশীতিতমঃ সর্গঃ। ৮৭।

অষ্টাশীতিতমঃ সর্গঃ।

বিভীষণবচঃ শ্রুত্বা রাবণিঃ ক্রোধমূর্চ্ছিতঃ।
অব্রবীৎ পরুষং বাক্যং ক্রোধেনাভ্যুৎপপাত চ। ১
উদ্যতায়ুধনিস্ত্রিংশো রথে সুসমলঙ্কৃতে।
কালাশ্বযুক্তে মহতি স্থিতঃ কালান্তকোপমঃ। ২

বলিলেন;—"ইন্দ্রজিৎ! তুমি আমার স্বভাব না জানিয়াই কেন এরূপ বৃথা আত্মশ্লাঘা করিতেছ? অসাধো রাবণনন্দন! তোমার যদি আমার প্রতি পিতৃব্য বলিয়া গৌরব থাকে, তবে, এরূপ পরুষভাব পরিত্যাগ কর। আমি ক্রূরকর্ম্মা রাক্ষসকুলে জন্মিয়াছি সত্য; কিন্তু তোমার ন্যায় আমার মন কখনই নিদারুণ আভিচারিক অথবা অধর্ম্মে অনুরক্ত নহে; তুমি স্বজন পরিত্যাগে দোষ কীর্ত্তন করিলে কিন্তু সমস্বভাব না হইলেও অগ্র ভ্রাতাকে পরিত্যাগ করা কি ভ্রাতার কর্ত্তব্য হইয়াছে? ১৮—২০। আমি যদি ধর্ম্মত্যাগী বা পাপাচারী হইতাম, তাহা হইলে রাবণ আমাকে হস্তস্থিত সর্পের ন্যায় পরিত্যাগ করিয়া সুখী হইতে পারিতেন। পরস্বাপহরণে রত এবং পরস্ত্রীহারী দুরাত্মাকে প্রজ্বলিত গৃহের ন্যায় পরিত্যাগ করাই উচিত। (তজ্জন্যই আমি রাবণকে পরিত্যাগ করিয়াছি।) যেরূপ মেঘদল পর্ব্বতকে সমাচ্ছাদিত করে, তদ্রূপ আমার ভ্রাতার জীবনহারী ঐশ্বর্য্যনাশন পরস্ব এবং পরস্ত্রীহরণ, সুহৃদ্‌গণের অনিষ্টচিন্তা, মহর্ষিগণের ঘোররূপ বধ, দেবতাগণের সহিত বিগ্রহ এবং অভিমান, রোষ, বৈরভাব ও প্রতিকূলতা প্রভৃতি বিনাশহেতু দোষসমূহ তাঁহার গুণগ্রামকে আচ্ছন্ন করিয়াছে। ২১—২৫। এই সকল দোষ দেখিয়াই ত আমি তোমার পিতা জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা রাবণকে পরিত্যাগ করিয়াছি, এক্ষণে তোমার পিতা, তুমি অথবা লঙ্কানগরী কিছুই থাকিবে না। রাক্ষস! তুমি বালক এবং নিতান্ত গর্ব্বিত ও দুর্ব্বিনীত, সেই জন্য এরূপ কালপাশে বদ্ধ হইয়াছ; এ সময়ে যাহা ইচ্ছা তাহাই বল। রাক্ষসাধম! তুমি আমাকে পূর্ব্বে কর্কশবাক্য বলিয়াছিলে, এই কারণে এইরূপ বিপত্তি প্রাপ্ত হইলে। যাহা হউক, তুমি আর বটবৃক্ষমূলে যাইতে অথবা কাকুৎস্থকে পরাজিত করিয়া জীবিত অবস্থায় ফিরিতে পারিবে না। তুমি রণমধ্যে নরদেব লক্ষ্মণের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হও এবং তাঁহার হস্তে নিহত হইয়া যমভবনে যাইয়া দেবগণের সন্তোষরূপ সুমহৎ কার্য্য সম্পাদন কর। ইন্দ্রজিৎ! তুমি যদি নিজের বল দেখাইয়া সমুদয় অস্ত্রশস্ত্র ব্যয় কর; তথাপি লক্ষ্মণের বাণপথে পতিত হইয়া অদ্য সসৈন্যে প্রাণ লইয়া ফিরিতে পারিবে না।" ২৬—৩০।

অষ্টাশীতিতম সর্গ।

বিভীষণের কথা শুনিয়া ভীমবল ইন্দ্রজিৎ ক্রোধে প্রজ্বলিত ও উত্থিত হইয়া অনেক রূঢ়বাক্য বলিলেন। পরে খড়্গ উত্তোলনপূর্ব্বক কৃষ্ণবর্ণ-অশ্বযোজিত

মহাপ্রমাণমুদ্যম্য বিপুলং বেগবদ্দৃঢ়ম্।
ধনুর্ভীমবলো ভীমং শরাংশ্চামিত্রনাশনান্॥ ৩
তং দদর্শ মহেষ্বাসো রথস্থঃ সমলঙ্কৃতঃ।
অলঙ্কৃতমমিত্রঘ্নো রাবণস্যাত্মজো বলী॥ ৪
হনূমৎপৃষ্ঠমারূঢ়মুদয়স্থরবিপ্রভম্।
উবাচৈনং সুসংরব্ধঃ সৌমিত্রিং সবিভীষণম্।
তাংশ্চ বানরশার্দ্দূলান্ পশ্যধ্বং মে পরাক্রমম্॥ ৫
অদ্য মৎকার্ম্মুকোৎসৃষ্টং শরবর্ষং দুরাসদম্।
মুক্তবর্ষমিবাকাশে ধারয়িষ্যথ সংযুগে॥ ৬
অদ্য বো মামকা বাণা মহাকার্ম্মুকনিঃসৃতাঃ।
বিধমিষ্যন্তি গাত্রাণি তূলরাশিমিবানলঃ॥ ৭
তীক্ষ্ণসায়কনির্ভিন্নান্ শূলশক্ত্যৃষ্টিপট্টিশৈঃ।
অদ্য বো গময়িষ্যামি সর্ব্বানেব যমক্ষয়ম্॥ ৮
সৃজতঃ শরবর্ষাণি ক্ষিপ্রহস্তস্য সংযুগে।
জীমূতস্যেব নদতঃ কঃ স্থাস্যতি মমাগ্রতঃ॥ ৯
রাত্রিযুদ্ধে তদা পূর্ব্বং বজ্রাশনিসমৈঃ শরৈঃ।
শায়িতৌ স্থো ময়া ভূমৌ বিসংজ্ঞৌ সপুরঃসরৌ॥ ১০
স্মৃতির্ন তেঽস্তি বা মন্যে ব্যক্তং যাতো যমক্ষয়ম্।
আশীবিষসমং ক্রুদ্ধং যন্মাং যোদ্ধুমুপাস্থিতঃ॥ ১১
তচ্ছ্রুত্বা রাক্ষসেন্দ্রস্য গর্জ্জিতং রাঘবস্তদা।
অভীতবদনঃ ক্রুদ্ধো রাবণিং বাক্যমব্রবীৎ॥ ১২
উক্তশ্চ দুর্গমঃ পারঃ কার্য্যাণাং রাক্ষস ত্বয়া।
কার্য্যাণাং কর্ম্মণা পারং যো গচ্ছতি স বুদ্ধিমান্॥ ১৩
স ত্বমর্থস্য হীনার্থো দুরবাপস্য কেনচিৎ।
বাচা ব্যাহৃত্য জানীষে কৃতার্থোঽস্মীতি দুর্ম্মতে॥ ১৪
অন্তর্দ্ধানগতেনাজৌ যত্ত্বয়াচরিতস্তদা।
তস্করাচরিতো মার্গো নৈষ বীরনিষেবিতঃ॥ ১৫
যথা বাণপথং প্রাপ্য স্থিতোঽস্মি তব রাক্ষস।
দর্শয়স্বাদ্য তত্তেজো বাচা ত্বং কিং বিকত্থসে॥ ১৬
এবমুক্তো ধনুর্ভীমং পরামৃশ্য মহাবলঃ
সসর্জ্জ নিশিতান্ বাণানিন্দ্রজিৎ সমিতিঞ্জয়ঃ॥ ১৭
তেন সৃষ্টা মহাবেগাঃ শরাঃ সর্পবিষোপমাঃ।
সম্প্রাপ্য লক্ষ্মণং পেতুঃ শ্বসন্ত ইব পন্নগাঃ॥ ১৮
শরৈরতিমহাবেগৈর্ব্বেগবান্ রাবণাত্মজঃ।
সৌমিত্রিমিন্দ্রজিদ্যুদ্ধে বিব্যাধ শুভলক্ষণম্॥ ১৯
সশরৈরতিবিদ্ধাঙ্গো রুধিরেণ সমুক্ষিতঃ।

অলঙ্কৃত সুমহৎ রথে আরোহণ করিয়া বেগবান্ সুমহৎ বিপুল ভীষণ ধনু এবং শত্রুবিদারণ বাণ সকল লইলেন। পরে সেই সমলঙ্কৃত বিপুলধনুর্দ্ধারী শত্রুঘাতী বলশালী ইন্দ্রজিৎ, হনূমানের পৃষ্ঠে আরূঢ় উদীয়মান সূর্য্যের ন্যায় উজ্জ্বল লক্ষ্মণ, তাঁহার সমভিব্যাহারী বিভীষণ এবং অন্যান্য বানরবীরগণকে লক্ষ্য করিয়া সক্রোধে বলিলেন,—“আমার বিক্রম দেখ; ১—৫। অদ্য তোমারা মেঘ হইতে বারিধারার ন্যায় আমার ধনু হইতে বিনির্গত অসহ্য বাণধারা বর্ষণ সহ্য কর। অগ্নি যেমন তূলারাশিকে ভস্মসাৎ করেন, সেইরূপ অদ্য আমার সুমহৎ কার্ম্মুক হইতে বিনিঃসৃত বাণসমূহ তোমাদের দেহ বিদীর্ণ করিবে। অদ্য তীক্ষ্ণ শূল, শক্তি, ঋষ্টি, পট্টিশ ও অন্যান্য বাণসমূহদ্বারা তোমাদিগকে যমপুরে পাঠাইব। যখন আমি রণমধ্যে মেঘের ন্যায় গর্জ্জন করত ক্ষিপ্রহস্তে বাণ বর্ষণ করিতে থাকিব, তখন কে আমার সম্মুখে তিষ্ঠিতে পারিবে? পূর্ব্বে নিশাযুদ্ধে তুমি এবং আর এক দিন তোমরা দুই ভ্রাতাতেই অনুচরগণের সহিত যে, আমার বজ্রাশনিতুল্য বাণসমূহ দ্বারা সমরে শায়িত হইয়াছিলে, বোধ হয় তাহা তোমার স্মরণে নাই। আমি ক্রুদ্ধ বিষধর সর্পের ন্যায়; আমার সহিত যখন যুদ্ধ করিতে আসিয়াছ, তখন নিশ্চয়ই যমপুরে গিয়াছ।” ৬—১১। নির্ভীক রঘুনন্দন, রাক্ষসেন্দ্র ইন্দ্রজিতের এইরূপ গর্ব্বিত বচন শুনিয়া ক্রোধভরে বলিলেন—“ওহে রাক্ষস! তুমি কেবল কথায় কঠিন কার্য্যের শেষ করিলে বটে, কিন্তু যিনি কার্য্যদ্বারা দুর্গম পারে গমন করিতে পারেন, তিনিই বুদ্ধিমান্। দুর্ম্মতে! কোন ব্যক্তিই যাহা সম্পাদন করিতে পারে না, তুমি নিকৃষ্ট হইয়াও কথাতে আমার পরাজয়রূপ সেই কার্য্য সম্পাদন করত আপনাকে কৃতার্থ বলিয়া মনে করিতেছ। তুমি তৎকালে রণমধ্যে অদৃশ্য থাকিয়া যে কার্য্য করিয়াছ, তাহা বীরগণের অনুমোদিত নহে; চৌরে সেইরূপ কার্য্য করিয়া থাকে। ১২—১৫। ওহে রাক্ষস! বৃথা আত্মশ্লাঘা করিতেছ কেন? যেরূপ আমি তোমার বাণমুখে অবস্থান করিতেছি, সেইরূপ তুমিও সম্মুখরণে তোমার পরাক্রম দেখাও।” লক্ষ্মণ এই কথা বলিলে মহাবল সমরবিজয়ী ইন্দ্রজিৎ প্রকাণ্ড ধনু বিস্ফারণপূর্ব্বক সুতীক্ষ্ণ বাণসমূহ নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। তৎকালে ইন্দ্রজিৎকর্ত্তৃক নিক্ষিপ্ত সর্পবিষসদৃশ মহাবেগবান্ বাণসমূহ লক্ষ্মণের গাত্রে পতিত হইবামাত্র অত্যুগ্রবীর্য্য সর্প যেমন নিশ্বাস ত্যাগ করিতে করিতে পতিত হয়, সেইরূপ ভূতলে পতিত হইতে লাগিল। এইরূপে বেগবান্ রাবণ-নন্দন ইন্দ্রজিৎ মহাবেগশালী বাণসমূহ দ্বারা [illegible] লক্ষ্মণকে বিদ্ধ করিলে, [illegible]

ততস্তে লক্ষ্মণঃ শ্রীমান্ বিধূম ইব পাবকঃ ॥ ২০
ইন্দ্রজিত্বাত্মনঃ কর্ম্ম প্রসমীক্ষ্যাভিগম্য চ।
বিনদ্য সুমহান্নাদমিদং বচনমব্রবীৎ ॥ ২১
পত্রিণঃ শিতধারাস্তে শরা মৎকার্ম্মুকচ্যুতাঃ।
আদাস্যন্তেঽদ্য সৌমিত্রে জীবিতং জীবিতান্তকাঃ ॥ ২২
অদ্য গোমায়ুসঙ্ঘাশ্চ শ্যেনসঙ্ঘাশ্চ লক্ষ্মণ।
গৃধ্রাশ্চ নিপতন্তু ত্বাং গতাসুং নিহতং ময়া ॥ ২৩
ক্ষত্রবন্ধুঃ সদানার্য্যো রামঃ পরমদুর্ম্মতিঃ।
ভক্তং ভ্রাতরমদ্যৈব ত্বাং দ্রক্ষ্যতি হতং ময়া ॥ ২৪
বিস্রস্তকবচং ভূমৌ ব্যপবিদ্ধশরাসনম্।
হৃতোত্তমাঙ্গং সৌমিত্রে ত্বামদ্য নিহতং ময়া ॥ ২৫
ইতি ব্রুবাণং সংক্রুদ্ধঃ পরুষং রাবণাত্মজম্।
হেতুমদ্বাক্যমর্থজ্ঞো লক্ষ্মণঃ প্রত্যুবাচ হ ॥ ২৬
বাগ্বলং ত্যজ দুর্ব্বুদ্ধে ক্রূরকর্ম্মন্ হি রাক্ষস।
অথ কস্মাদ্বদস্যেতৎ সম্পাদয় সুকর্ম্মণা ॥ ২৭
অকৃত্বা কত্থসে কর্ম্ম কিমর্থমিহ রাক্ষস।
কুরু তৎ কর্ম্ম যেনাহং শ্রদ্দধেয়ং তব কত্থনম্ ॥ ২৮
অনুক্ত্বা পরুষং বাক্যং কিঞ্চিদপ্যনবক্ষিপন্।
অবিকত্থন্ বধিষ্যামি ত্বাং পশ্য পুরুষাদন ॥ ২৯
ইত্যুক্ত্বা পঞ্চ নারাচানাকর্ণাপূরিতান্ শিতান্।
নিচখান মহাবেগান্ লক্ষ্মণো রাক্ষসোরসি ॥ ৩০
সুপত্রবেগিতা বাণা জ্বলিতা ইব পন্নগাঃ।
নৈর্ঋতোরস্যভাসন্ত সবিতু রশ্ময়ো যথা ॥ ৩১
স শরৈরাহতস্তেন সরোষো রাবণাত্মজঃ।
সুপ্রযুক্তৈস্ত্রিভির্বাণৈঃ প্রতিবিব্যাধ লক্ষ্মণম্ ॥ ৩২
স বভূব মহাভীমো নররাক্ষসসিংহয়োঃ।
বিমর্দ্দস্তুমুলো যুদ্ধে পরস্পরজয়ৈষিণোঃ ॥ ৩৩
বিক্রান্তৌ বলসম্পন্নাবুভৌ বিক্রমশালিনৌ।
উভৌ পরমদুর্জ্জেয়াবতুল্যবলতেজসৌ ॥ ৩৪
যুযুধাতে তদা বীরৌ গ্রহাবিব নভোগতৌ।
বলবৃত্রাবিব হি তৌ যুধি তৌ দুষ্প্রধর্ষণৌ ॥ ৩৫
যুযুধাতে মহাত্মানৌ তদা কেশরিণাবিব।
বহূনবসৃজন্তৌ হি মার্গণৌঘানবস্থিতৌ ॥ ৩৬
নররাক্ষসমুখ্যৌ তৌ প্রহৃষ্টাবভ্যযুধ্যতাম্ ॥ ৩৭

ইতি লঙ্কাকাণ্ডে অষ্টাশীতিতমঃ সর্গঃ ॥ ৮৮ ॥

শরীর হইয়া ধূমহীন হুতাশনের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। ১৬—২০। তখন ইন্দ্রজিৎ স্বীয় কর্ম্ম দেখিয়া মহা গর্জ্জন করত গর্ব্বিতভাবে বলিলেন "সৌমিত্রে! অদ্য আমার কার্ম্মুকবিনির্গত প্রাণান্তকারী তীক্ষ্ণধার শরনিকরে তোমার জীবননাশ হইবে। লক্ষ্মণ! অদ্য আমার হস্তে তুমি নিহত হইলে শৃগাল, শকুনি ও শ্যেনগণ তোমার উপরে নিপতিত হইবে। পরমদুর্ম্মতি ক্ষত্রিয়াধম অনার্য্য রাম, অদ্যই দেখিবে যে, তাহার ভক্তভ্রাতা তুমি আমার হস্তে নিহত হইয়া পতিত রহিয়াছ। সৌমিত্রে! অদ্য তুমি আমাকর্ত্তৃক নিহত হইলে, রাম দেখিবে—তোমার কবচ বিধ্বস্ত, শরাসন ছিন্ন এবং মস্তক অপহৃত হইয়াছে।" ২১—২৫। রাবণ-নন্দন ইন্দ্রজিৎ পরুষভাবে এই কথা বলিলে, বিচক্ষণ লক্ষ্মণ সক্রোধে উত্তর করিলেন—"রে ক্রূরকর্ম্মা দুর্ব্বুদ্ধি রাক্ষস! বাগাড়ম্বর পরিত্যাগ কর, বৃথা বকিতেছিস্ কেন, কার্য্যদ্বারা বল দেখা। রাক্ষস! কার্য্য না করিয়াই এরূপ আত্মশ্লাঘা করিতেছিস্ কেন? যাহাতে তোর আত্মশ্লাঘা প্রশংসার বিষয় হয়, এরূপ কার্য্য কর্। রে পুরুষাধম! এই দেখ, আমি বৃথা আত্মশ্লাঘা অথবা কাহারও নিন্দা না করিয়া কোন কর্কশ কথা না বলিয়াই তোর বধ করিতেছি"। লক্ষ্মণ

এই কথা বলিয়া, আকর্ণপূর্ণ-বেগশালী শাণিত পাঁচটি নারাচ লইয়া ইন্দ্রজিতের বক্ষস্থলে আঘাত করিলেন। ২৬—৩০। সেই সময়ে কঙ্কপত্রশোভী বেগবিশিষ্ট ক্রোধজ্বলিত বিষধর সর্পের ন্যায় সেই শরসমূহ, ইন্দ্রজিতের বক্ষঃস্থলে সূর্য্যকিরণের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল। সেই বাণপ্রহারে আহত হইয়া ইন্দ্রজিৎ বাণদ্বারা লক্ষ্মণকে প্রতিবিদ্ধ করিলেন। এইরূপ রণক্ষেত্রে পরস্পর-বিজয়াভিলাষী সেই নরবর এবং রাক্ষসবরের ভয়ঙ্কর তুমুল যুদ্ধ হইতে লাগিল। তাঁহারা উভয়েই বলবান্, পরাক্রমশালী, দুর্জ্জয়, অতুল্যবল ও অমিততেজস্বী। পরস্পর যুদ্ধব্যাপৃত সেই বীরদ্বয় যুদ্ধানুরত বৃত্রাসুর ও ইন্দ্র এবং আকাশস্থিত গ্রহ-যুগলের ন্যায় প্রতীয়মান হইতে লাগিলেন। মহাবল সিংহযুগলের ন্যায়, সেই মহাত্মা নর এবং রাক্ষসরাজ-তনয় রণমধ্যে অবস্থিত হইয়া হৃষ্টচিত্তে অসংখ্য শর-জাল নিক্ষেপ করত যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। তৎকালে ইন্দ্র এবং শম্বরাসুরের ন্যায় মহাবল বীরদ্বয়, মেঘের বারিবর্ষণের ন্যায় বাণবর্ষণদ্বারা পরস্পরকে আচ্ছন্ন করিতে লাগিল। ৩১—৩৭।

একোননবতিতমঃ সর্গঃ ।

ততঃ শরান্ দাশরথিঃ সন্ধায়ামিত্রকর্ষণঃ ।
সসর্জ্জ রাক্ষসেন্দ্রায় ক্রুদ্ধঃ সর্প ইব শ্বসন্ ॥ ১
তস্য জ্যাতলনির্ঘোষং স শ্রুত্বা রাক্ষসাধিপঃ ।
বিবর্ণবদনো ভূত্বা লক্ষ্মণং সমুদৈক্ষত ॥ ২
বিষণ্ণবদনং দৃষ্ট্বা রাক্ষসং রাবণাত্মজম্ ।
সৌমিত্রিং যুদ্ধসংযুক্তং প্রত্যুবাচ বিভীষণঃ ॥ ৩
নিমিত্তান্যুপপশ্যামি যান্যস্মিন্ রাবণাত্মজে ।
ত্বর তেন মহাবাহো ভগ্ন এব ন সংশয়ঃ ॥ ৪
ততঃ সন্ধায় সৌমিত্রিঃ শরানাশীবিষোপমান্ ।
মুমোচ বিশিখাংস্তস্মিন্ সর্পানিব বিষোল্বণান্ ॥ ৫
শক্রাশনিসমস্পর্শৈর্লক্ষ্মণেনাহতঃ শরৈঃ ।
মুহূর্তমভবন্মূঢ়ঃ সর্ব্বসংক্ষুভিতেন্দ্রিয়ঃ ॥ ৬
উপলভ্য মুহূর্তেন সংজ্ঞাং প্রত্যাগতেন্দ্রিয়ঃ ।
দদর্শাবস্থিতং বীরমাজৌ দশরথাত্মজম্ ।
সোঽভিচক্রাম সৌমিত্রিং রোষাৎ সংরক্তলোচনঃ ॥ ৭
অব্রবীচ্চৈনমাসাদ্য পুনঃ স পরুষং বচঃ ।
কিং ন স্মরসি তদ্যুদ্ধে প্রথমে মৎপরাক্রমৈঃ ।
নিবদ্ধস্ত্বং সহ ভ্রাত্রা যদা যুধি বিচেষ্টসে ॥ ৮
যুবাং খলু মহাযুদ্ধে বজ্রাশনিসমৈঃ শরৈঃ ।
শায়িতৌ প্রথমং ভূমৌ বিসংজ্ঞৌ সপুরঃসরৌ ॥ ৯
স্মৃতির্বা নাস্তি তে মন্যে ব্যক্তং বা যমসাদনম্ ।
গন্তুমিচ্ছসি যস্মাৎ ত্বমাধর্ষয়িতুমিচ্ছসি ॥ ১০
যদি তে প্রথমে যুদ্ধে ন দৃষ্টো মৎপরাক্রমঃ ।
অদ্য ত্বাং দর্শয়িষ্যামি তিষ্ঠেদানীং ব্যবস্থিতঃ ॥ ১১
ইত্যুক্ত্বা সপ্তভির্বাণৈরভিবিব্যাধ লক্ষ্মণম্ ।
দশভিস্তু হনূমন্তং তীক্ষ্ণধারৈঃ শরোত্তমৈঃ ॥ ১২
ততঃ শরশতেনৈব সুপ্রযুক্তেন বীর্য্যবান্ ।
ক্রোধাদ্দ্বিগুণসংরব্ধো নির্ব্বিভেদ বিভীষণম্ ॥ ১৩
তদ্দৃষ্ট্বেন্দ্রজিতা কর্ম্ম কৃতং রামানুজস্তদা ।
অচিন্তয়িত্বা প্রহসন্ নৈতৎ কিঞ্চিদিতি ব্রুবন্ ॥ ১৪
মুমোচ চ শরান্ ঘোরান্ সংগৃহ্য নরপুঙ্গবঃ ।
অভীতবদনঃ ক্রুদ্ধো রাবণিং লক্ষ্মণো যুধি ॥ ১৫
নৈবং রণগতাঃ শূরাঃ প্রহরন্তি নিশাচর ।
লঘবশ্চাল্পবীর্য্যাশ্চ শরা হীমে সুখাস্তব ॥ ১৬
নৈবং শূরাস্তু যুধ্যন্তে সমরে যুদ্ধকাঙ্ক্ষিণঃ ।
ইত্যেবং তং ব্রুবন্ ধন্বী শরৈরভিববর্ষ হ ॥ ১৭
তস্য বাণৈঃ সুবিধ্বস্তং কবচং কাঞ্চনং মহৎ ।

ঊননবতিতম সর্গ ।

পরে শত্রুঘাতী দাশরথি সক্রোধে ক্রুদ্ধ ফণীর ন্যায় নিশ্বাস ফেলিয়া রাক্ষসেন্দ্র ইন্দ্রজিতের প্রতি বাণ নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। তখন তাঁহার জ্যাতলশব্দ শুনিয়া রাক্ষসেন্দ্র ইন্দ্রজিৎ বিবর্ণবদন হইয়া লক্ষ্মণের প্রতি দৃষ্টিনিক্ষেপ করিলেন। বিভীষণ, রাক্ষসশ্রেষ্ঠ ইন্দ্রজিৎকে বিবর্ণমুখ এবং সুমিত্রানন্দনকে যুদ্ধাসক্ত দেখিয়া কহিলেন,—"মহাবাহো! রাবণ-তনয়ের মুখ বৈবর্ণ্যাদিরূপ যে দুর্নিমিত্ত সকল দেখা যাইতেছে, তাহাতে নিশ্চয় বোধ হয়, উহার উদ্যম ভগ্ন হইয়াছে; সুতরাং আপনি সত্বর উহাকে নিহত করিতে যত্নবান্ হউন।" বিভীষণের কথা শুনিয়া সুমিত্রা-তনয় লক্ষ্মণ সর্পসদৃশ শরসমূহ নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। ১—৫। বজ্রের ন্যায় কঠিন সেই বাণসমূহে আহত হইয়া রাবণি মুহূর্তকাল বিচেতন হইলেন, তাঁহার ইন্দ্রিয় সকলও বিকল হইল। মুহূর্তকাল পরেই সুস্থ হইয়া সংজ্ঞালাভ করত দেখিলেন, বীরবর দাশরথি রণমধ্যে অবস্থিত রহিয়াছেন। তখন ক্রোধে আরক্ত-নয়ন হইয়া সুমিত্রা-নন্দনের নিকটে যাইয়া পুনর্ব্বার পরুষস্বরে বলিলেন,—"প্রথম যুদ্ধে তুই যে, ভ্রাতার সহিত আমার বাণবলে রণমধ্যে বদ্ধ হইয়াছিলি, তাহা কি তোর মনে নাই? যেদিন আমার সহিত প্রথম যুদ্ধ হয়, সে দিন আমি শাণিত শরসমূহদ্বারা অনুচর-গণের সহিত তোদের উভয়কেই যে রণক্ষেত্রে শায়িত করিয়াছিলাম, বোধ হয় তাহা তুই ভুলিয়া গিয়াছিস্! যাহা হউক, তুই যখন আমাকে বধ করিবার ইচ্ছা করিয়াছিস্, তখন নিশ্চয় বোধ হইতেছে যে, তোর্ যমা-লয়ে যাইবার বাসনা হইয়াছে। ৬—১০। অথবা যদি তুই প্রথম যুদ্ধে আমার পরাক্রম না দেখিয়া থাকিস্, তবে ক্ষণকাল অবস্থান কর্, আমি তোকে অচিরেই আমার শক্তি দেখাইতেছি।" বীর্য্যবান্ রাবণ-তনয় এই কথা বলিয়াই সাতটী বাণে লক্ষ্মণকে এবং তীক্ষ্ণধার দশটী উৎকৃষ্ট বাণদ্বারা হনুমানকে বিদ্ধ করত ক্রোধে দ্বিগুণ-উৎসাহান্বিত হইয়া সুপ্রযুক্ত শত শত শর দ্বারা বিভীষণকে বিদ্ধ করিলেন। নরশ্রেষ্ঠ রামানুজ লক্ষ্মণ ইন্দ্রজিতের সেই কার্য্য দেখিয়া, তদ্বিষয়ে কোন চিন্তা না করিয়াই হাসিতে হাসিতে 'এরূপ শরাঘাতে আর কি হইতে পারে?' এই বলিয়া নির্ভীকহৃদয়ে ধনুর্দ্ধারণপূর্ব্বক সক্রোধে ইন্দ্রজিতের প্রতি ঘোর শর নিক্ষেপ করত কহিলেন; "ওরে রাক্ষস! তোর অল্পবীর্য্য ও ক্ষুদ্র বাণসকল আমার গাত্রে সুখস্পর্শ বোধ হইল। তুই যেরূপ প্রহার করিলি, যুদ্ধাভিলাষী রণ-যশস্বী বীরগণ যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া কখনই এরূপ প্রহার করেন না।" লক্ষ্মণ এই কথা বলিয়াই বাণবর্ষণ

ব্যশীর্য্যত রথোপস্থে তারাজালমিবাম্বরাৎ ॥ ১৮
বিধূতবর্ম্মা নারাচৈর্বভূব স কৃতব্রণঃ ।
ইন্দ্রজিৎ সমরে বীরঃ প্রত্যূষে ভানুমানিব ॥ ১৯
ততঃ শরসহস্রেণ সংক্রুদ্ধো রাবণাত্মজঃ ।
বিভেদ সমরে বীরো লক্ষ্মণং ভীমবিক্রমঃ ॥ ২০
ব্যশীর্য্যত মহদ্দিব্যং কবচং লক্ষ্মণস্য তু ।
কৃতপ্রতিকৃতান্যোন্যং বভূবতুরভিদ্রুতৌ ॥ ২১
অভীক্ষ্ণং নিশ্বসন্তৌ হি যুধ্যতাং তুমুলং যুধি ।
শরসঙ্কৃত্তসর্ব্বাঙ্গৌ সর্ব্বতো রুধিরোক্ষিতৌ ।
সুদীর্ঘকালং তৌ বীরাবন্যোন্যং নিশিতৈঃ শরৈঃ ॥ ২২
ততক্ষতুর্মহাত্মানৌ রণকর্ম্মবিশারদৌ ।
বভূবতুশ্চাত্মজয়ে যত্তৌ ভীমপরাক্রমৌ ॥ ২৩
তৌ শরৌঘৈস্তথা কীর্ণৌ নিকৃত্তকবচধ্বজৌ ।
সৃজন্তৌ রুধিরঙ্কোষ্ণং জলং প্রস্রবণাবিব ॥ ২৪
শরবর্ষং ততো ঘোরং মুঞ্চতোর্ভীমনিঃস্বনম্ ।
সাসারয়োরিবাকাশে নীলয়োঃ কালমেঘয়োঃ ॥ ২৫
তয়োরথ মহান্ কালো ব্যতীয়াদ্যুধ্যমানয়োঃ ।
ন চ তৌ যুদ্ধবৈমুখ্যং শ্রমং বাপ্যুপজগ্মতুঃ ॥ ২৬
অস্ত্রাণ্যস্ত্রবিদাং শ্রেষ্ঠৌ দর্শয়ন্তৌ পুনঃপুনঃ ।
শরানুচ্চাবচাকারানন্তরীক্ষে ববন্ধতুঃ ॥ ২৭
ব্যপেতদোষমস্যন্তৌ লঘু চিত্রঞ্চ সুষ্ঠু চ ।
উভৌ তু তুমুলং ঘোরং চক্রতুর্নররাক্ষসৌ ॥ ২৮
তয়োঃ পৃথক্ পৃথগ্ভীমঃ শুশ্রুবে তুমুলঃ স্বনঃ ।
প্রকম্পজননো ঘোরো নির্ঘাত ইব দারুণঃ ॥ ২৯
তয়োঃ স ভ্রাজতে শব্দস্তদা সমরমত্তয়োঃ ।
সুঘোরয়োর্নিঃস্বনতোর্গগনে মেঘয়োরিব ॥ ৩০
সুবর্ণপুঙ্খৈর্নারাচৈর্বলবন্তৌ কৃতব্রণৌ ।
প্রসুস্রুবাতে রুধিরং কীর্ত্তিমন্তৌ জয়ে ধৃতৌ ॥ ৩১
তে গাত্রয়োর্নিপতিতা রুক্মপুঙ্খাঃ শরা যুধি ।
অসৃগ্দিগ্ধা বিনিষ্পেতুর্বিবিশুর্ধরণীতলম্ ॥ ৩২
অন্যে সুনিশিতৈঃ শস্ত্রৈরাকাশে সঞ্জঘট্টিরে ।
বভঞ্জুশ্চিচ্ছিদুশ্চৈব তয়োর্বাণাঃ সহস্রশঃ ॥ ৩৩
স বভূব রণে ঘোরস্তয়োর্বাণময়শ্চয়ঃ ।
অগ্নিভ্যামিব দীপ্তাভ্যাং সত্রে কুশময়শ্চয়ঃ ॥ ৩৪
তয়োঃ কৃতব্রণৌ দেহৌ শুশুভাতে মহাত্মনোঃ ।
সুপুষ্পাবিব নিষ্পত্রৌ বনে কিংশুকশাল্মলী ॥ ৩৫
চক্রতুস্তুমুলং ঘোরং সন্নিপাতং মুহুর্মুহুঃ ।

করিতে লাগিলেন ।১১—১৭। যেরূপ তারাজাল আকাশ হইতে ভূতলে পতিত হয়, তদ্রূপ লক্ষ্মণের বাণে ইন্দ্রজিতের কনকময় ছিন্ন কবচও বিকীর্ণ হইয়া রথপার্শ্বে পড়িল। তৎকালে রাবণ-তনয় রণমধ্যে লক্ষ্মণের নারাচ-অস্ত্রে ছিন্নকবচ ও সর্ব্বাঙ্গে ক্ষতবিক্ষত হইয়া প্রভাত-কালীন ভানুর ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। তখন ভীম-পরাক্রম বীরবর রাবণনন্দন ক্রুদ্ধ হইয়া সহস্র শরে লক্ষ্মণকে বিদ্ধ করিলেন। ১৮—২০। তাহাতে লক্ষ্মণের উৎকৃষ্ট দিব্য কবচ বিশীর্ণ হইয়া পড়িল। এইরূপে সেই বীরদ্বয় পরস্পরের প্রতি ধাবিত হইয়া উভয়ের শর নিবারণ করত মুহুর্ম্মুহু নিশ্বাস সহকারে তুমুল সংগ্রাম করিতে লাগিলেন। তাঁহারা বহুক্ষণ শাণিত শরদ্বারা সর্ব্বতোভাবে পরস্পরের শরীর বিদ্ধ করায় উভয়ের সর্ব্বাঙ্গ ছিন্ন-ভিন্ন ও রক্তাক্ত হইল। যুদ্ধবিশারদ ভীমবিক্রম সেই মহাত্মদ্বয় বিজয়লাভের জন্য যত্নবান্ হইয়া পরস্পরের দেহ বিদ্ধ করিতে লাগিলেন, উভয়ের ধ্বজ ও কবচ ছিন্ন হইল। প্রস্রবণ হইতে যেরূপ বারিধারা নির্গত হয়, সেইরূপ শরসমাকীর্ণ উভয়ের গাত্র হইতে উষ্ণ রুধির নির্গত হইতে লাগিল। তাঁহারা উভয়ে নীলবর্ণ কালমেঘযুগলের বারিধারা-বর্ষণের ন্যায় ভীষণশব্দকারী ঘোরতর বাণবর্ষণ করিতে লাগিলেন। ২১—২৫। [illegible] তাঁহারা দীর্ঘকাল যুদ্ধ করিলেন, কেহই ক্লান্ত বা রণবিমুখ হইলেন না। অস্ত্রধারিগণের অগ্রগণ্য সেই নর ও রাক্ষস এইরূপে অস্ত্রকৌশল দেখাইয়া উভয়ের শাণিতবাণসমূহকে আকাশেই কাটিয়া ফেলিতে লাগিলেন। এইরূপে নির্দ্দোষ দ্রুতগামী বিচিত্র এবং উত্তম শরসমূহ নিক্ষেপ করত ঘোর তুমুল যুদ্ধ আরম্ভ করিলেন। তৎকালে প্রবলঝটিকার ঘোরতর শব্দের ন্যায় উভয়ের ভয়ঙ্কর প্রকম্পজনক তুমুল নিনাদ পৃথক্-রূপে সুস্পষ্ট শ্রুত হইতে লাগিল এবং সেই রণমত্ত বীরদ্বয়ের নিনাদকে, আকাশে শব্দায়মান মেঘযুগলের ধ্বনির ন্যায় বোধ হইল। বিজয় এবং কীর্ত্তির জন্য যত্নবান্ সেই দুই বলশালীর সুবর্ণপুঙ্খ নারাচসমূহে ক্ষত দেহ হইতে রুধিরধারা নির্গত হইতে লাগিল। ২৬—৩১। উভয়ের রুক্মপুঙ্খ বাণ সকল উভয়ের গাত্র বিদ্ধ করত রুধিররঞ্জিত হইয়া ভূগর্ভে প্রবেশ করিতে লাগিল। অন্য রাক্ষসগণ শাণিত শস্ত্রসমূহদ্বারা শূন্যমার্গে তাঁহাদের শাণিত বাণসকলকে সহস্র অংশে ভগ্ন, ছিন্ন ও চূর্ণ করিতে লাগিল। যজ্ঞক্ষেত্রে প্রদীপ্ত অগ্নিদ্বয়ের চতুর্দ্দিকে যেরূপ কুশরাশি পড়িয়া থাকে, তদ্রূপ সেই ঘোরতর যুদ্ধে সেই বীরদ্বয়ের চারিদিকে বাণসমূহ পড়িয়া রাশি-প্রমাণ হইয়া গেল। তৎকালে সেই ক্ষতবিক্ষতাঙ্গ মহাত্মদ্বয় বনমধ্যস্থিত পত্রশূন্য পুষ্পসমাচ্ছাদিত কিংশুক ও শাল্মলি তরুর ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন।

ইন্দ্রজিল্লক্ষ্মণশ্চৈব পরস্পরজয়ৈষিণৌ ॥ ৩৬
লক্ষ্মণো রাবণিং যুদ্ধে রাবণিশ্চাপি লক্ষ্মণম্।
অন্যোন্যং তাবভিঘ্নন্তৌ ন শ্রমং প্রতিপদ্যতাম্ ॥ ৩৭
বাণজালৈঃ শরীরস্থৈরবগাঢ়ৈস্তরস্বিনৌ।
শুশুভাতে মহাবীর্য্যৌ প্ররূঢ়াবিব পর্ব্বতৌ ॥ ৩৮
তয়ো রুধিরসিক্তানি সংবৃতানি শরৈর্ভৃশম্।
বভ্রাজুঃ সর্ব্বগাত্রাণি জ্বলন্ত ইব পাবকাঃ ॥ ৩৯
তয়োরথ মহান্ কালো ব্যতীয়াদ্‌যুধ্যমানয়োঃ।
ন চ তৌ যুদ্ধবৈমুখ্যং শ্রমঞ্চাপ্যভিজগ্মতুঃ ॥ ৪০

অথ সমরপরিশ্রমং নিহন্তুং
সমরমুখেষ্বজিতস্য লক্ষ্মণস্য।
প্রিয়হিতমুপপাদয়ন্মহাত্মা
সমরমুপেত্য বিভীষণোঽবতস্থে ॥ ৪১

ইতি লঙ্কাকাণ্ডে একোননবতিতমঃ সর্গঃ। ৮৯ ॥

নবতিতমঃ সর্গঃ।

যুধ্যমানৌ ততো দৃষ্ট্বা প্রসক্তৌ নররাক্ষসৌ।
প্রভিন্নাবিব মাতঙ্গৌ পরস্পরজয়ৈষিণৌ ॥ ১
তয়োর্যুদ্ধং দ্রষ্টুকামো বরচাপধরো বলী।
শূরঃ স রাবণভ্রাতা তস্থৌ সংগ্রামমূর্দ্ধনি ॥ ২
ততো বিস্ফারয়মাস মহদ্ধনুরবস্থিতঃ।
উৎসসর্জ্জ চ তীক্ষ্ণাগ্রান্ রাক্ষসেষু মহাশরান্ ॥ ৩
তে শরাঃ শিখিসংস্পর্শা নিপতন্তঃ সমাহিতাঃ।
রাক্ষসান্ দারয়মাসুর্বজ্রা ইব মহাগিরীন্ ॥ ৪
বিভীষণস্যানুচরাস্তেঽপি শূলাসিপট্টিশৈঃ।
চিচ্ছিদুঃ সমরে বীরান্ রাক্ষসান্ রাক্ষসোত্তমাঃ ॥ ৫
রাক্ষসৈস্তৈঃ পরিবৃতঃ স তদা তু বিভীষণঃ।
বভৌ মধ্যে প্রবৃষ্টানাং কলভানামিব দ্বিপঃ ॥ ৬
ততঃ সঞ্চোদয়ানো বৈ হরীন্ রক্ষোবধপ্রিয়ান্।
উবাচ বচনং কালে কালজ্ঞো রক্ষসাং বরঃ ॥ ৭
একোঽয়ং রাক্ষসেন্দ্রস্য পরায়ণমবস্থিতঃ।
এতচ্ছেষং বলং তস্য কিং তিষ্ঠত হরীশ্বরাঃ ॥ ৮
অস্মিংশ্চ নিহতে পাপে রাক্ষসে রণমূর্দ্ধনি।
রাবণং বর্জ্জয়িত্বা তু শেষমস্য বলং হতম্ ॥ ৯
প্রহস্তো নিহতো বীরো নিকুম্ভশ্চ মহাবলঃ।
কুম্ভকর্ণশ্চ কুম্ভশ্চ ধূম্রাক্ষশ্চ নিশাচরঃ ॥ ১০
জম্বুমালী মহামালী তীক্ষ্ণবেগোঽশনিপ্রভঃ।
সুপ্তঘ্নো যজ্ঞকোপশ্চ বজ্রদংষ্ট্রশ্চ রাক্ষসঃ ॥ ১১
সংহ্রাদো বিকটোঽরিঘ্নস্তপনো মন্দ এব চ।
প্রঘাসঃ প্রঘসশ্চৈব প্রজঙ্ঘো জঙ্ঘ এব চ ॥ ১২

এইরূপে পরস্পর বিজয়াভিলাষী লক্ষ্মণ এবং ইন্দ্রজিৎ মুহুর্মুহু ঘোরতর তুমুল যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। কখন লক্ষ্মণ ইন্দ্রজিৎকে এবং কখন বা ইন্দ্রজিৎ লক্ষ্মণকে আঘাত করিতে লাগিলেন। যুদ্ধে কেহই পরিশ্রান্ত হইলেন না। ৩২—৩৭। সেই মহাবীর্য্য বেগবান্ বীরদ্বয় বাণসমূহে বিদ্ধ এবং আচ্ছন্ন হইয়া বৃক্ষসমূহাচ্ছন্ন পর্ব্বতযুগলের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। তাঁহাদের শরসংবৃত রুধিররঞ্জিত সর্ব্বাঙ্গ জ্বলন্ত অনলের ন্যায় প্রকাশিত হইল। এইরূপে তাঁহারা অনেকক্ষণ যুদ্ধ করিলেন, যুদ্ধে কেহই ক্লান্ত বা বিমুখ হইলেন না। ইত্যবসরে মহাত্মা বিভীষণ, সমরে অপরাজিত লক্ষ্মণের রণশ্রম অপনোদন করিবার জন্য তাঁহার হিতাকাঙ্ক্ষী হইয়া রণমধ্যে আসিয়া অবস্থান করিতে লাগিলেন। ৩৮—৪১।

নবতিতম সর্গ।

রাবণ-সহোদর বলশালী বিভীষণ, মদমত্ত মাতঙ্গযুগলের ন্যায় পরস্পর-বিজয়াভিলাষী সেই নর এবং রাক্ষসকে পরস্পর যুদ্ধাসক্ত দেখিয়া তাঁহাদিগের সমর দেখিবার জন্য উৎকৃষ্ট ধনু ধারণ করিয়া রণমধ্যে আসিলেন এবং তথায় আসিয়া ভূতলে থাকিয়াই, ধনু বিস্ফারণপূর্ব্বক রাক্ষসগণের প্রতি তীক্ষ্ণফলক সুমহৎ শর সন্ধান করিতে লাগিলেন। বজ্র যেরূপ মহাগিরিকে বিদীর্ণ করে, তদ্রূপ সেই অগ্নিতুল্য বাণসকল মাংসাশিগণের দেহ বিদীর্ণ করিতে লাগিল। বিভীষণের অনুচর সেই বীর রাক্ষসগণও শূল, তরবারি এবং পট্টিশ দ্বারা রাক্ষসগণকে ছেদন করিতে লাগিল। ১—৫। তৎকালে বিভীষণ সেই সচিব রাক্ষসগণে পরিবেষ্টিত হইয়া মদমত্ত হস্তিশাবকগণের মধ্যবর্ত্তী মহামাতঙ্গের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। পরে কালজ্ঞ রাক্ষসশ্রেষ্ঠ বিভীষণ রাক্ষস-বধাভিলাষী বানরগণকে সম্বোধনপূর্ব্বক তৎকালের উচিত বাক্য বলিলেন;—"হরীশ্বরগণ! এই একমাত্র ইন্দ্রজিৎই রাক্ষসরাজের শেষ অবলম্বন আছে এবং যে সৈন্যগণকে দেখিতেছ ইহাই রাবণের শেষ বল। সুতরাং তোমরা আর বিলম্ব করিতেছ কেন? এই পাপ রাক্ষস যুদ্ধে নিহত হইলে, রাবণ ব্যতীত আর সকলকেই সংহার করা হইল। ৬—৯। মহাবল বীর্য্যবান্ দুর্দ্ধর্ষ বীরবর প্রহস্ত, নিকুম্ভ, কুম্ভ, কুম্ভকর্ণ, ধূম্রাক্ষ, জম্বুমালী, মহামালী, তীক্ষ্ণবেগ, অশনিপ্রভ, সুপ্তঘ্ন, যজ্ঞকোপ, বজ্রদংষ্ট্র,

অগ্নিকেতুশ্চ দুর্দ্ধর্ষো রশ্মিকেতুশ্চ বীর্য্যবান্।
বিদ্যুজ্জিহ্বো দ্বিজিহ্বশ্চ সূর্য্যশত্রুশ্চ রাক্ষসঃ॥ ১৩
অকম্পনঃ সুপার্শ্বশ্চ বক্রমালী চ রাক্ষসঃ।
কম্পনঃ সত্ত্ববন্তশ্চ দেবান্তকনরান্তকৌ॥ ১৪
এতান্নিহত্যাতিবলান্ বহূন্ রাক্ষসসত্তমান্।
বাহুভ্যাং সাগরং তীর্ত্বা লঙ্ঘ্যতাং গোষ্পদং লঘু॥ ১৫
এতাবদেব শেষং বো জেতব্যমিতি বানরাঃ।
হতাঃ সর্ব্বে সমাগম্য রাক্ষসা বলদর্পিতাঃ॥ ১৬
অযুক্তং নিধনং কর্ত্তুং পুত্রস্য জনিতুর্মম।
ঘৃণামপাস্য রামার্থে নিহন্যাং ভ্রাতুরাত্মজম্॥ ১৭
হন্তুকামস্য মে বাষ্পং চক্ষুশ্চৈব নিরুণ্যাতি।
তমেবৈষ মহাবাহুর্লক্ষ্মণঃ শময়িষ্যতি।
বানরা ঘ্নত সম্ভূয় ভৃত্যানস্য সমীপগান্॥ ১৮
ইতি তেনাতিযশসা রাক্ষসেনাভিচোদিতাঃ।
বানরেন্দ্রা জহৃষিরে লাঙ্গুলানি চ বিব্যধুঃ॥ ১৯
ততস্তে কপিশার্দ্দূলাঃ ক্ষ্বেড়ন্তশ্চ পুনঃপুনঃ।
মুমুচুর্বিবিধান্নাদান্ মেঘান্ দৃষ্ট্বেব বর্হিণঃ॥ ২০
জাম্ববানপি তৈঃ সর্ব্বৈঃ স্বযূথৈরভিসংবৃতঃ।
তেঽশ্মভিস্তাড়য়ামাসুর্নখৈর্দন্তৈশ্চ রাক্ষসান্॥ ২১
নিঘ্নন্তমৃক্ষাধিপতিং রাক্ষসাস্তে মহাবলাঃ।
পরিবব্রুর্ভয়ং ত্যক্ত্বা তমনেকবিধায়ুধাঃ॥ ২২
শরৈঃ পরশুভিস্তীক্ষ্ণৈঃ পট্টিশৈর্যষ্টিতোমরৈঃ।
জাম্ববন্তং মৃধে জঘ্নুর্নিঘ্নন্তং রাক্ষসীং চমূম্॥ ২৩
স সম্প্রহারস্তুমুলঃ সঞ্জজ্ঞে কপিরক্ষসাম্।
দেবাসুরাণাং ক্রুদ্ধানাং যথা ভীমো মহাস্বনঃ॥ ২৪
হনুমানপি সংক্রুদ্ধঃ সালমুৎপাট্য পর্ব্বতাৎ।
স লক্ষ্মণং স্বয়ং পৃষ্ঠাদবরোপ্য মহামনাঃ।
রক্ষসাং কদনং চক্রে দুরাসাদঃ সহস্রশঃ॥ ২৫
স দত্ত্বা তুমুলং যুদ্ধং পিতৃব্যস্যেন্দ্রজিদ্বলী।
লক্ষ্মণং পরবীরঘ্নঃ পুনরেবাভ্যধাবত॥ ২৬
তৌ প্রযুদ্ধৌ তদা বীরৌ মৃধে লক্ষ্মণরাক্ষসৌ।
শরৌঘানভিবর্ষন্তৌ জঘ্নতুস্তৌ পরস্পরম্॥ ২৭
অভীক্ষ্ণমন্তর্দধতুঃ শরজালৈর্মহাবলৌ।
চন্দ্রাদিত্যাবিবোষ্ণান্তে যথা মেঘৈস্তরস্বিনৌ॥ ২৮
ন হ্যাদানং ন সন্ধানং ধনুষো বা পরিগ্রহঃ।
ন বিপ্রমোক্ষো বাণানাং ন বিকর্ষো ন বিগ্রহঃ॥ ২৯
ন মুষ্টিপ্রতিসন্ধানং ন লক্ষ্যপ্রতিপাদনম্।
অদৃশ্যত তয়োস্তত্র যুধ্যতোঃ পাণিলাঘবাৎ॥ ৩০

সংহ্রাদ, বিকট, অরিঘ্ন, তপন, মন্দ, প্রঘাস, প্রঘস, প্রজঙ্ঘ, জঙ্ঘ, অগ্নিকেতু, রশ্মিকেতু, বিদ্যুজ্জিহ্ব, দ্বিজিহ্ব, সূর্য্যশত্রু, অকম্পন, সুপার্শ্ব, বক্রমালী, কম্পন, সত্ত্ববন্ত, দেবান্তক ও নরান্তক প্রভৃতি মহাবল রাক্ষস-শ্রেষ্ঠগণকে সংহার করিয়া তোমরা বাহু দ্বারা সাগর পার হইয়াছ; একণে ইহাদিগকে বধ করা গোষ্পদলঙ্ঘন; সুতরাং সত্বর এই গোষ্পদলঙ্ঘন কর। ১০—১৫। বানরগণ! বলদর্পিত অন্যান্য রাক্ষসগণ নিহত হইয়াছে; তোমাদের জয় করিবার মধ্যে কেবল এইমাত্র অবশিষ্ট আছে। ইহার পিতৃস্থানীয় হইয়া আমার পুত্রতুল্য, ইন্দ্রজিৎকে বধ করা গর্হিত হইলেও, আমি রামচন্দ্রের জন্য দয়া পরিত্যাগ করিয়া ইহাকে বধ করিব। কপিবরগণ! আমি ইহাকে বধ করিবার ইচ্ছা করিতেছি, কিন্তু বাষ্পবারি নয়নদ্বয়কে আচ্ছন্ন করিতেছে, সুতরাং মহাবাহু লক্ষ্মণ ইহাকে বধ করুন এবং তোমরা ইহার পার্শ্বচর ভৃত্যগণকে সংহার কর।” যশস্বিবর রাক্ষস বিভীষণ এইরূপে উৎসাহিত করিলে বানরেন্দ্রগণ হৃষ্টচিত্তে লাঙ্গুল সঞ্চালন করিতে লাগিল। পরে মেঘদর্শনে ময়ূরগণ যেরূপ কেকাধ্বনি করে, সেই বানরশার্দ্দূলগণও সেইরূপ সিংহনাদ করিতে লাগিল। ইত্যবসরে ঋক্ষরাজ জাম্ববান্ স্বদলে পরিবেষ্টিত হইয়া অগ্রসর হইলেন এবং তাঁহার সৈন্যগণ,—নখ, দন্ত ও শিলা বর্ষণ দ্বারা রাক্ষসগণকে সন্তাড়িত করিতে আরম্ভ করিল। ১৬—২১। ঋক্ষরাজ জাম্ববান্ যুদ্ধে রাক্ষস-সেনাগণকে বিনাশ করিতেছেন দেখিয়া নানা অস্ত্রধারী রাক্ষসগণ নির্ভয়ে জাম্ববান্‌কে ভর্ৎসনা করত তীক্ষ্ণ-ফলক শর, পরশু, পট্টিশ, যষ্টি ও তোমর সকল দ্বারা তাঁহাকে আঘাত করিতে লাগিল। পূর্ব্বে দেবতা এবং অসুরগণের যেরূপ ঘোরতর যুদ্ধ হইয়াছিল, ক্রুদ্ধ বানর এবং রাক্ষসগণেরও সেইরূপ ঘোরতর যুদ্ধ হইতে লাগিল। মহামনা অজেয় হনুমান্‌ও পৃষ্ঠারূঢ় লক্ষ্মণকে বিশ্রামার্থ ভূমিতে অবতীর্ণ করত সক্রোধে পর্ব্বত হইতে একটী শৃঙ্গ উপড়াইয়া রাক্ষসগণকে বিনাশ করিতে লাগিলেন। এদিকে পরবীরঘাতী বলবান্ ইন্দ্রজিৎ পিতৃব্যের সহিত ঘোরতর যুদ্ধ করিয়া লক্ষ্মণের অভিমুখে ধাবিত হইলে, পুনর্ব্বার সেই বীরবর নর এবং রাক্ষসের যুদ্ধ আরম্ভ হইল। সেই মহাবল বেগবান্ বীরদ্বয় বাণ-সমূহ বর্ষণ করত পরস্পরকে আহত এবং মুহুর্মুহু বর্ষা-কালীন মেঘদ্বারা চন্দ্রসূর্য্যের ন্যায় বাণে আচ্ছন্ন করিতে লাগিলেন। ২২—২৮। তৎকালে তাঁহারা কোন্ সময়ে বাণ গ্রহণ এবং সন্ধান, ধনুর্গ্রহণ, মুষ্টিদ্বারা ধারণ, আকর্ষণ ও বাণ মোচন করিতে লাগিলেন, তাহা কেহই লক্ষ্য

চাপবেগপ্রযুক্তৈশ্চ বাণজালৈঃ সমন্ততঃ।
অন্তরিক্ষেঽভিসম্পন্নে ন রূপাণি চকাশিরে॥ ৩১
লক্ষ্মণো রাবণিং প্রাপ্য রাবণিশ্চাপি লক্ষ্মণম্‌।
অব্যবস্থা ভবত্যুগ্রা তাভ্যামন্যোন্যবিগ্রহে॥ ৩২
তাভ্যামুভাভ্যাং তরসা প্রসৃষ্টৈর্বিশিখৈঃ শিতৈঃ।
নিরন্তরমিবাকাশং বভূব তমসাবৃতম্‌॥ ৩৩
তৈঃ পতদ্ভিশ্চ বহুভিস্তয়োঃ শরশতৈঃ শিতৈঃ।
দিশশ্চ প্রদিশশ্চৈব বভূবুঃ শরসঙ্কুলাঃ॥ ৩৪
তমসা পিহিতং সর্ব্বমাসীৎ প্রতিভয়ং মহৎ॥ ৩৫
অস্তং গতে সহস্রাংশৌ সংবৃতে তমসা চ বৈ।
রুধিরৌঘা মহানদ্যঃ প্রাবর্ত্তন্ত সহস্রশঃ॥ ৩৬
ক্রব্যাদা দারুণা বাগ্‌ভিশ্চিক্ষিপুর্ভীমনিঃস্বনাম্‌।
ন তদানীং ববৌ বায়ুর্ন চ জজ্বাল পাবকঃ॥ ৩৭
স্বস্ত্যস্তু লোকেভ্য ইতি জজল্পুস্তে মহর্ষয়ঃ।
সম্পেতুশ্চাত্র সন্তপ্তা গন্ধর্ব্বাঃ সহ চারণৈঃ॥ ৩৮
অথ রাক্ষসসিংহস্য কৃষ্ণান্‌ কনকভূষণান্‌।
শরৈশ্চতুর্ভিঃ সৌমিত্রির্বিব্যাধ চতুরো হয়ান্‌॥ ৩৯
ততোঽপরেণ ভল্লেন পীতেন নিশিতেন চ।
সম্পূর্ণায়তমুক্তেন সুপত্রেণ সুবর্চসা॥ ৪০
মহেন্দ্রাশনিকল্পেন সূতস্য বিচরিষ্যতঃ।
স তেন বাণাশনিনা তলশব্দানুনাদিনা।
লাঘবাদ্রাঘবঃ শ্রীমান্‌ শিরঃ কায়াদপাহরৎ॥ ৪১
স যন্তরি মহাতেজা হতে মন্দোদরীসুতঃ।
স্বয়ং সারথ্যমকরোৎ পুনশ্চ ধনুরস্পৃশৎ॥ ৪২
তদদ্ভুতমভূত্তত্র সারথ্যং পশ্যতাং যুধি॥ ৪৩
হয়েষু ব্যগ্রহস্তং তং বিব্যাধ নিশিতৈঃ শরৈঃ।
ধনুষ্যথ পুনর্ব্যগ্রং হয়েষু মুমুচে শরান্‌॥ ৪৪
ছিদ্রেষু তেষু বাণৌঘৈর্বিচরন্তমভীতবৎ।
অর্দ্দয়ামাস সমরে সৌমিত্রিঃ শীঘ্রকৃত্তমঃ॥ ৪৫
নিহতং সারথিং দৃষ্ট্বা সমরে রাবণাত্মজঃ।
প্রজহৌ সমরোদ্ধর্ষং বিষণ্ণঃ স বভূব হ॥ ৪৬
বিষণ্ণবদনং দৃষ্ট্বা রাক্ষসং হরিযূথপাঃ।
ততঃ পরমসংহৃষ্টা লক্ষ্মণঞ্চাভ্যপূজয়ন্‌॥ ৪৭
ততঃ প্রমাথী রভসঃ শরভো গন্ধমাদনঃ।
অমৃষ্যমাণাশ্চত্বারশ্চক্রুর্বেগং হরীশ্বরাঃ॥ ৪৮
তে চাস্য হয়মুখ্যেষু তূর্ণমুৎপত্য বানরাঃ।
চতুর্ষু সুমহাবীর্য্যা নিপেতুর্ভীমবিক্রমাঃ॥ ৪৯
তেষামধিষ্ঠিতানাং তৈর্বানরৈঃ পর্ব্বতোপমৈঃ।
মুখেভ্যো রুধিরং ব্যক্তং হয়ানাং সমবর্ত্তত॥ ৫০

করিতে পারিল না। এইরূপে অদৃশ্যভাবে লঘুহস্ততা দেখাইয়া যুদ্ধ করিতে থাকিলে, তাঁহাদের ধনুর্ব্বেগ-বিমুক্ত শরজালে নভোমণ্ডল ব্যাপ্ত হইল; তাহাতে আকাশে গ্রহনক্ষত্রাদি সমস্তই অদৃশ্য হইয়া গেল। লক্ষ্মণ রাবণতনয়কে এবং রাবণি লক্ষ্মণকে লক্ষ্য করিয়া বাণ ক্ষেপণ করিতে থাকিলে, তাঁহাদের সেই যুদ্ধে বানররাক্ষস-বধস্বরূপ বিষম অব্যবস্থা ঘটিয়া উঠিল। তাঁহারা উভয়ে সবেগে যে শাণিত বাণ ক্ষেপণ করিতেছিলেন, তদ্দ্বারা আকাশও ঘোর অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইল। তাঁহাদের উভয়ের পতিত শোণিত অসংখ্য বাণদ্বারা দিক্‌-বিদিক্‌ সকল আচ্ছন্ন হইল। ২৯—৩৫। সেই সময়ে সূর্য্য অস্ত গেলেন, তাহাতে সেই শরসংবৃত দিক্‌ সকল আরও ঘোরতর অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইল। রণক্ষেত্রে শত শত রক্তনদী বহিতে লাগিল। রক্তনদীর তীরে ক্রব্যাদগণ ভীষণ স্বরে ভয়ঙ্কর নিনাদ করিতে লাগিল। তৎকালে বায়ু বন্ধ হইল, অগ্নিও প্রজ্বলিত হইলেন না। তাহা দেখিয়া মহর্ষিগণ এবং চারণগণের সহিত সিদ্ধগণও 'সকল লোকের মঙ্গল হউক' এই কথা বলিতে বলিতে তথায় আসিলেন। পরে সুমিত্রা-নন্দন চারিটী বাণদ্বারা রাক্ষস-সিংহ ইন্দ্রজিতের কনকভূষিত কৃষ্ণবর্ণ ঘোটক-চতুষ্টয়কে বিদ্ধ করিলেন। পরে তলশব্দ দ্বারা নিনাদিত ও দেবেন্দ্রের বজ্রতুল্য একটী সম্পূর্ণায়তমুক্ত শোভনপত্রসমন্বিত তেজোবিশিষ্ট পীতবর্ণ তীক্ষ্ণধার ভল্ল দ্বারা যুদ্ধে বিচরণকারী সারথির সুশোভিত মস্তক ছেদন করিয়া ফেলিলেন। সারথি নিহত হইলে মন্দোদরী-নন্দন নিজেই সারথির কার্য্য এবং রথীর কার্য্য ধনুঃসঞ্চালন করিলেন। তৎকালে তাঁহার সারথ্যকর্ম্ম দেখিয়া সকলেই বিস্মিত হইল। ইন্দ্রজিৎ যখন অশ্বচালনা করিতে থাকেন, লক্ষ্মণ সেই সময়ে তাঁহাকে শরবিদ্ধ করিতে লাগিলেন এবং যখন ধনুর্দ্ধারণপূর্ব্বক যুদ্ধে ব্যাপৃত হন, তখন তাঁহার অশ্বগণকে সুতীক্ষ্ণ শরে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন। শীঘ্রকারিগণের অগ্রগণ্য সুমিত্রানন্দন এইরূপে ছিদ্রানুসন্ধান করত যুদ্ধে নির্ভীকচিত্তে বিচরণকারী ইন্দ্রজিৎকে পীড়ন করিতে লাগিলেন। সারথিকে নিহত দেখিয়া রাবণতনয় বিষণ্ণ হইলেন এবং তাঁহার রণহর্ষ দূরে গেল। ৩৬—৪৬। বানরযূথপতিগণ সেই রাক্ষসকে বিষণ্ণ দেখিয়া পরম পরিতুষ্ট হইল এবং লক্ষ্মণের অশেষ প্রশংসা করিল। পরে প্রমাথী, রভস, শরভ, গন্ধমাদন এই মহাবীর্য্য ভীমপরাক্রম বানরপুঙ্গবচতুষ্টয় সক্রোধে এবং সবেগে ইন্দ্রজিতের দিব্য অশ্বচতুষ্টয়ের উপর পতিত হইলে, সেই পর্ব্বততুল্য

তে হয়া মথিতা স্তয়া বসবো ধরণীং গতাঃ। ৫১
তে নিহতা হয়াংস্তস্য প্রমথ্য চ মহারথম্।
পুনরুৎপত্য বেগেন তস্থুর্লক্ষ্মণপার্শ্বতঃ। ৫২
স হতাশ্বাদবপ্লুত্য রথান্মথিতসারথিঃ।
শরবর্ষেণ সৌমিত্রিমভ্যধাবত রাবণিঃ। ৫৩
ততো মহেন্দ্রপ্রতিমঃ স লক্ষ্মণঃ
পদাতিনং তং নিশিতৈর্বরোত্তমৈঃ।
সৃজন্তমাজৌ নিশিতাগ্র্যোত্তমান্
ভৃশং তদা বাণগণৈর্ব্যদারয়ৎ। ৫৪
ইতি লঙ্কাকাণ্ডে নবতিতমঃ সর্গঃ। ৯০।

একনবতিতমঃ সর্গঃ।

স হতাশ্বো মহাতেজা ভূমৌ তিষ্ঠন্ নিশাচরঃ।
ইন্দ্রজিৎ পরমক্রুদ্ধঃ সম্প্রজজ্বাল তেজসা। ১
তৌ ধন্বিনৌ জিঘাংসন্তাবন্যোন্যমিষুভিঃ শরম্।
বিজয়েনাভিনিষ্ক্রান্তৌ বনে গজবৃষাবিব। ২
নিবর্হয়ন্তশ্চান্যোন্যং তে রাক্ষসবনৌকসঃ।
ভর্তারং ন জহুর্যুদ্ধে সম্পতন্তস্ততস্ততঃ।
ততস্তান্ রাক্ষসান্ সর্বান্ হর্ষয়ন্ রাবণাত্মজঃ।
স্তুবানো হর্ষমাণশ্চ ইদং বচনমব্রবীৎ। ৪
তমসা বহুলেনেমাঃ সংসক্তাঃ সর্বতো দিশঃ।
নেহ বিজ্ঞায়তে স্বো বা পরো বা রাক্ষসোত্তমাঃ। ৫
ধৃষ্টং ভবন্তো যুধ্যন্তু হরীণাং মোহনায় বৈ।
অহন্তু রথমাস্থায় আগমিষ্যামি সংযুগে। ৬
তথা ভবন্তঃ কুর্বন্তু যথেমে হি বনৌকসঃ।
ন যুধ্যেয়ুর্দুরাত্মানঃ প্রবিষ্টে নগরং ময়ি। ৭
ইত্যুক্ত্বা রাবণসুতো বঞ্চয়িত্বা বনৌকসঃ।
প্রবিবেশ পুরীং লঙ্কাং রথহেতোরমিত্রহা। ৮
স রথং ভূষয়িত্বাথ রুচিরং হেমভূষিতম্।
প্রাসাসিশরসংযুক্তং যুক্তং পরমবাজিভিঃ। ৯
অধিষ্ঠিতং হয়জ্ঞেন সূতেনাপ্তোপদেশিনা।
আরুরোহ মহাতেজা রাবণিঃ সমিতিঞ্জয়ঃ। ১০
স রাক্ষসগণৈর্মুখ্যৈর্বৃতো মন্দোদরীসুতঃ।
নির্যযৌ নগরাদ্বীরঃ কৃতান্তবলনোদিতঃ। ১১
সোঽভিনিষ্ক্রম্য নগরাদিন্দ্রজিৎ পরমৌজসা।
অভ্যায়াজ্জবনৈরশ্বৈর্লক্ষ্মণং সবিভীষণম্। ১২
ততো রথস্থমালোক্য সৌমিত্রী রাবণাত্মজম্।
বানরাশ্চ মহাবীর্যা রাক্ষসশ্চ বিভীষণঃ।
বিস্ময়ং পরমং জগ্মুর্লাঘবাত্তস্য ধীমতঃ। ১৩

বানরেন্দ্রগণের ভয়ে সেই চারিটী ঘোটকের মুখ হইতে রুধিরধারা নির্গত হইতে লাগিল। তাহারাও মথিত ও ভগ্নদেহ হইয়া প্রাণত্যাগপূর্ব্বক ভূতলে পতিত হইল। ৪৭—৫১। সেই বানরবীরগণও রাবণনন্দনের সেই অশ্বগণকে নিহত এবং রথকে প্রমথিত করত পুনর্ব্বার উৎপতিত হইয়া লক্ষ্মণের পার্শ্বে গমন করিলেন। পরে ইন্দ্রজিৎ অশ্ব এবং সারথিবিহীন রথ হইতে অবতীর্ণ হইয়া বাণ-বর্ষণ করিতে করিতে সুমিত্রা-তনয়ের অভিমুখে ধাবিত হইলেন। তাহা দেখিয়া মহেন্দ্রসদৃশ লক্ষ্মণ, সেই সুশাণিত-শরসমূহসন্ধানকারী ঘোটকবিহীন পাদচারী ইন্দ্রজিৎকে বাণ-সমূহ দ্বারা বারংবার বিদীর্ণ করিতে লাগিলেন। ৫২—৫৪।

একনবতিতম সর্গ।

অশ্বচতুষ্টয় নিহত হইলে ইন্দ্রজিৎ ভূমিতে অবস্থান করত অত্যন্ত ক্রোধে এবং তেজে জ্বলিয়া উঠিলেন। শ্রেষ্ঠগজযুগলের ন্যায়, সেই দুই ধানুষ্কপ্রবর বিজয়াভিলাষী হইয়া, পরস্পরকে নিহত করিবার কামনায় শরাঘাত করিতে লাগিলেন; বানর এবং রাক্ষসগণও স্ব স্ব প্রভুকে পরিত্যাগ না করিয়া তাঁহাদিগের নিকটে থাকিয়া পরস্পরকে নিহত করিতে লাগিল। পরে রাবণ-তনয় হর্ষ প্রকাশপূর্ব্বক রাক্ষসগণকে সান্ত্বনা এবং প্রীতি প্রদান করত বলিলেন—"রাক্ষসশ্রেষ্ঠগণ! দিক্ সকল ঘোরতর অন্ধকারে আচ্ছন্ন হওয়ায়, এই যুদ্ধক্ষেত্রে 'কে আত্মীয় কে পর' কিছুই জানা যাইতেছে না। ১—৫। সুতরাং বানরগণের মোহোৎপাদনার্থ তোমরা নির্ভয়ে যুদ্ধ কর, আমিও এই অবসরে রথারূঢ় হইয়া আসি। তোমরা বানরগণের সহিত এরূপ যুদ্ধ করিবে যে, আমার নগরপ্রবেশকালীন ইহারা যেন আমার গতি রোধ করিতে না পারে। অরিন্দম রথবজয়ী মহাতেজস্বী মন্দোদরীনন্দন ইন্দ্রজিৎ রথে আরোহণপূর্ব্বক এই কথা বলিয়া বানরগণকে প্রবঞ্চিত করত রথের নিমিত্ত পুরীমধ্যে প্রবেশ করিলেন এবং অশ্বশাস্ত্রজ্ঞ সুশিক্ষিত সারথিকর্তৃক অধিষ্ঠিত, উত্তম-অশ্বযোজিত এবং অসিপ্রাসপূর্ণ কাঞ্চনভূষিত মনোহর রথে আরোহণ করিলেন। ৬—১০। পরে তিনি প্রধান-রাক্ষসগণে পরিবেষ্টিত হইয়া যেন কালপ্রেরিত হইয়াই সত্বর নগর হইতে বহির্গত হইলেন। রাবণতনয় এইরূপে সতেজে নগর হইতে বহির্গত হইয়া যে স্থানে বিভীষণ ও লক্ষ্মণ ছিলেন, সেইদিকে গমন করিলেন। তখন সুমিত্রানন্দন লক্ষ্মণ, বিভীষণ এবং মহাবীর্য্য বানরগণ তাঁহাকে রথারূঢ় দেখিয়া তাঁহার

রাবণিশ্চাপি সংক্রুদ্ধো রণে বানরযূথপান্।
পাতয়ামাস বাণৌঘৈঃ শতশোঽথ সহস্রশঃ ॥ ১৩
স মণ্ডলীকৃতধনূ রাবণিঃ সমিতিঞ্জয়ঃ।
হরীনভ্যহনৎ ক্রুদ্ধঃ পরং লাঘবমাস্থিতঃ ॥ ১৫
তে বধ্যমানা হরয়ো নারাচৈর্ভীমবিক্রমৈঃ।
সৌমিত্রিং শরণং প্রাপ্তাঃ প্রজাপতিমিব প্রজাঃ ॥ ১৬
ততঃ সমরকোপেন জ্বলিতো রঘুনন্দনঃ।
চিচ্ছেদ কার্ম্মুকং তস্য দর্শয়ন্ পাণিলাঘবম্ ॥ ১৭
সোঽন্যৎ কার্ম্মুকমাদায় সজ্যং চক্রে ত্বরন্নিব।
তদপ্যস্য ত্রিভির্বাণৈর্লক্ষ্মণো নিরকৃন্তত ॥ ১৮
অথৈনং ছিন্নধন্বানমাশীবিষবিষোপমৈঃ।
বিব্যাধোরসি সৌমিত্রী রাবণিং পঞ্চভিঃ শরৈঃ ॥ ১৯
তে তস্য কায়ং নির্ভিদ্য মহাকার্ম্মুকনিঃসৃতাঃ।
নিপেতুর্ধরণীং বাণা রক্তা ইব মহোরগাঃ ॥ ২০
স ছিন্নধন্বা রুধিরং বমন্ বক্ত্রেণ রাবণিঃ।
জগ্রাহ কার্ম্মুকশ্রেষ্ঠং দৃঢজ্যং বলবত্তরম্ ॥ ২১
স লক্ষ্মণং সমুদ্দিশ্য পরং লাঘবমাস্থিতঃ।
ববর্ষ শরবর্ষাণি বর্ষাণীব পুরন্দরঃ ॥ ২২
মুক্তমিন্দ্রজিতা তত্তু শরবর্ষমরিন্দমঃ।
আবারয়দসম্ভ্রান্তো লক্ষ্মণঃ সুদুরাসদম্ ॥ ২৩
সন্দর্শয়ামাস তদা রাবণিং রঘুনন্দনঃ।
অসম্ভ্রান্তো মহাতেজাস্তদদ্ভুতমিবাভবৎ ॥ ২৪
ততস্তান্ রাক্ষসান্ সর্ব্বান্ ত্রিভিরেকৈকমাহবে।
অবিধ্যৎ পরমক্রুদ্ধঃ শীঘ্রাস্ত্রং সম্প্রদর্শয়ন্।
রাক্ষসেন্দ্রসুতশ্চাপি বাণৌঘৈঃ সমতাড়য়ৎ ॥ ২৫
সোঽতিবিদ্ধো বলবতা শত্রুণা শত্রুঘাতিনা।
অসক্তং প্রেষয়ামাস লক্ষ্মণায় বহূন্ শরান্ ॥ ২৬
তানপ্রাপ্তান্ শিতৈর্বাণৈশ্চিচ্ছেদ পরবীরহা।
সারথেরস্য চ রণে রথিনো রথসত্তমঃ।
শিরো জহার ধর্ম্মাত্মা ভল্লেনানতপর্ব্বণা ॥ ২৭
অসূতাস্তে হয়াস্তত্র রথমূহুরবিক্লবাঃ।
মণ্ডলান্যভিধাবন্তি তদদ্ভুতমিবাভবৎ ॥ ২৮
অমর্ষবশমাপন্নঃ সৌমিত্রির্দৃঢ়বিক্রমঃ।
প্রত্যবিধ্যদ্ধয়াংস্তস্য শরৈর্বিত্রাসয়ন্ রণে ॥ ২৯
অমৃষ্যমাণস্তৎ কর্ম্ম রাবণস্য সুতো বলী।
বিব্যাধ দশভির্বাণৈঃ সৌমিত্রিং রোমহর্ষণম্ ॥ ৩০
তে তস্য বজ্রপ্রতিমাঃ শরাঃ সর্পবিষোপমাঃ।
বিলয়ং জগ্মুরাগত্য কবচং কাঞ্চনপ্রভম্ ॥ ৩১

ক্ষিপ্রহস্ততার বিষয় চিন্তা করিয়া যার পর নাই বিস্মিত হইলেন। রাবণি বহির্গত হইয়াই ক্রোধভরে শরসমূহ-নিক্ষেপে শত সহস্র বানরকে নিহত করিলেন। সেই সমরবিজয়ী বীর ক্রোধে অতিশীঘ্র নিজ ধনু আকর্ষণ এবং ঘূর্ণনপূর্ব্বক বানরদিগকে বধ করিতে লাগিলেন। তাঁহার ভীষণ নারাচে বিদ্ধ বানরগণ, প্রজাগণ যেরূপ প্রজাপতির শরণাপন্ন হয়, তদ্রূপ সুমিত্রানন্দনের শরণাপন্ন হইল। ১১—১৬। তাহা দেখিয়া রঘুনন্দন ক্রোধে প্রজ্বলিত হইয়া ক্ষিপ্রহস্তে ইন্দ্রজিতের ধনু কাটিয়া ফেলিলেন। পরে ইন্দ্রজিৎ সত্বর আর একখানি ধনু গ্রহণ করত জ্যারোপণ করিবার পূর্ব্বেই লক্ষ্মণ তিনবাণে তাহাও কাটিয়া ফেলিলেন। এইরূপে রাবণনন্দনের ধনু ছিন্ন হওয়ায়, সুমিত্রা-নন্দন সর্পতুল্য পাঁচটী বাণ দ্বারা তাঁহার বক্ষঃস্থল বিদ্ধ করিলেন। লক্ষ্মণের বিশাল ধনুর্নিক্ষিপ্ত বাণসকল রাক্ষসের দেহ ভেদ করত রক্তাক্ত হইয়া রক্তবর্ণ ভুজঙ্গের ন্যায় ভূতলে পড়িল। তখন ছিন্নধনু হইয়া রাবণতনয় রক্ত বমন করিতে করিতে অন্য একটী সুদৃঢ় সজ্য ধনু লইয়া দেবরাজ যেরূপ বারিবর্ষণ করেন, তদ্রূপ লক্ষ্মণকে লক্ষ্য করিয়া শীঘ্রহস্তে বাণ বর্ষণ করিতে লাগিলেন। ১৭—২২। কিন্তু মহাতেজস্বী অরিন্দম রঘুনন্দন লক্ষ্মণ নির্ভীকহৃদয়ে ইন্দ্রজিদ্বিমুক্ত সেই দুর্নিবার্য্য বাণবর্ষণ প্রতিহত করত রাবণিকে স্বীয় পরাক্রম দেখাইতে লাগিলেন। তাহা অতি অদ্ভুতের ন্যায় হইল। সেই যুদ্ধে সুমিত্রানন্দন অস্ত্র-চালনায় ক্ষিপ্রহস্ততা প্রদর্শনপূর্ব্বক ক্রোধ-ভরে প্রত্যেক রাক্ষসকে তিন তিন বাণে বিদ্ধ করিয়া সহস্র সহস্র শরদ্বারা ইন্দ্রজিৎকে সন্তাড়িত করিলেন। রাবণনন্দনও সেই বলশালী শত্রুঘাতী শত্রু কর্ত্তৃক অতিশয় বিদ্ধ হইয়া লক্ষ্মণের প্রতি অবিরত বাণ বর্ষণ করিতে লাগিলেন। কিন্তু পরবীর-নিসূদন ধর্ম্মাত্মা রথোত্তম লক্ষ্মণ সেই সকল বাণ তাঁহার নিকটে আসিতে না-আসিতেই সুতীক্ষ্ণ বাণদ্বারা তাহা ছেদন করত আনতপর্ব্ব ভল্ল-অস্ত্রে ইন্দ্রজিতের সারথির মস্তক অপহরণ করিলেন। সেই সময়ে ইন্দ্রজিতের অশ্বসকল সারথিশূন্য হইলেও অক্লিষ্টভাবে তাহার রথ বহন করিতে লাগিল। ২৩—২৮। এবং অদ্ভুত মণ্ডলাকার গমনে ধাবিত হইতে লাগিল; তাহা দেখিয়া দৃঢ়বিক্রম সুমিত্রা-নন্দন ক্রোধান্বিত হইয়া সকলকে সন্ত্রাসিত করত তদীয় ঘোটকগণকে বাণবিদ্ধ করিলেন। পরন্তু বলবান্ রাবণ-তনয় তাঁহার সেই কর্ম্ম সহ্য করিতে না পারিয়া দশবাণে বলপ্রকাশে বিস্ময়কর সুমিত্রা-নন্দনকে বিদ্ধ করিলে, সেই সর্পবিষতুল্য বজ্রপ্রতিম বাণসকল তদীয় কনক-প্রভ কবচে পড়িয়াই লয়প্রাপ্ত

অভেদ্যকবচং মত্বা লক্ষ্মণং রাবণাত্মজঃ।
ললাটে লক্ষ্মণং বাণৈঃ সুপুঙ্খৈস্ত্রিভিরিন্দ্রজিৎ।
অবিধ্যৎ পরমক্রুদ্ধঃ শীঘ্রমস্ত্রং প্রদর্শয়ন্॥ ৩২
তৈঃ পৃষৎকৈর্ললাটস্থৈঃ শুশুভে রঘুনন্দনঃ।
রণাগ্রে সমরশ্লাঘী ত্রিশৃঙ্গ ইব পর্ব্বতঃ॥ ৩৩
স তথাপ্যর্দ্দিতো বাণৈ রাক্ষসেন তদা মৃধে।
তমাশু প্রতিবিব্যাধ লক্ষ্মণঃ পঞ্চভিঃ শরৈঃ॥ ৩৪
বিকৃষ্যেন্দ্রজিতো যুদ্ধে বদনে শুভকুণ্ডলে॥ ৩৫
লক্ষ্মণেন্দ্রজিতৌ বীরৌ মহাবলশরাসনৌ।
অন্যোন্যং জঘ্নতুর্বীরৌ বিশিখৈর্ভীমবিক্রমৌ॥ ৩৬
ততঃ শোণিতদিগ্ধাঙ্গৌ লক্ষ্মণেন্দ্রজিতাবুভৌ।
রণে তৌ রেজতুর্বীরৌ পুষ্পিতাবিব কিংশুকৌ॥ ৩৭
তৌ পরস্পরমভ্যেত্য সর্ব্বগাত্রেষু ধন্বিনৌ।
ঘোরৈর্বিব্যাধতুর্বাণৈঃ কৃতভাবাবুভৌ জয়ে॥ ৩৮
ততঃ সমরকোপেন সংযুতো রাবণাত্মজঃ।
বিভীষণং ত্রিভির্বাণৈর্বিব্যাধ বদনে শুভে॥ ৩৯
অয়োমুখৈস্ত্রিভির্বিদ্ধ্বা রাক্ষসেন্দ্রং বিভীষণম্।
একৈকেনাভিবিব্যাধ তান্ সর্ব্বান্ হরিযূথপান্॥ ৪০
তস্মৈ দৃঢ়তরক্রুদ্ধো জঘান গদয়া হয়ান্।
বিভীষণো মহাতেজা রাবণেঃ স দুরাত্মনঃ॥ ৪১
স হতাশ্বাদবপ্লুত্য রথান্মথিতসারথেঃ।
অথ শক্তিং মহাতেজাঃ পিতৃব্যায় মুমোচ হ॥ ৪২
তামাপতন্তীং সম্প্রেক্ষ্য সুমিত্রানন্দবর্দ্ধনঃ।
চিচ্ছেদ নিশিতৈর্বাণৈর্দশধাপাতয়দ্ভুবি॥ ৪৩
তস্মৈ দৃঢ়ধনুঃ ক্রুদ্ধো হতাশ্বায় বিভীষণঃ।
বজ্রস্পর্শসমান্ পঞ্চ সসর্জ্জোরসি মার্গণান্॥ ৪৪
তে তস্য কায়ং ভিত্ত্বা তু রুক্মপুঙ্খা নিমিত্তগাঃ।
বভূবুর্লোহিতাদিগ্ধা রক্তা ইব মহোরগাঃ॥ ৪৫
স পিতৃব্যস্য সংক্রুদ্ধ ইন্দ্রজিচ্ছরমাদদে।
উত্তমং রক্ষসাং মধ্যে যমদত্তং মহাবলম্॥ ৪৬
তং সমীক্ষ্য মহাতেজা মহেষুং তেন সন্ধিতম্।
লক্ষ্মণোহপ্যাদদে বাণমন্যং ভীমপরাক্রমঃ॥ ৪৭
কুবেরেণ স্বয়ং স্বপ্নে যদ্দত্তমমিতাত্মনা।
দুর্জ্জয়ং দুর্বিষহঞ্চ সেন্দ্রৈরপি সুরাসুরৈঃ॥ ৪৮
তয়োস্তু ধনুষী শ্রেষ্ঠে বাহুভিঃ পরিঘোপমৈঃ।
বিকৃষ্যমাণে বলবৎ ক্রৌঞ্চাবিব চুকূজতুঃ॥ ৪৯
তাভ্যাস্তু ধনুষী শ্রেষ্ঠে সংহিতৌ সায়কোত্তমৌ।
বিকৃষ্যমাণৌ বীরাভ্যাং ভৃশং জজ্বলতুঃ শ্রিয়া॥ ৫০
তৌ ভাসয়ন্তাবাকাশং ধনুর্ভ্যাং বিশিখৌ চ্যুতৌ।

হইল। তখন রাবণনন্দন তাঁহার কবচকে অভেদ্য বোধ করিয়া অস্ত্রচালনায় ক্ষিপ্রহস্ততা প্রদর্শন-পূর্ব্বক ক্রোধভরে তিনটী সুপুঙ্খ বাণদ্বারা তদীয় ললাট বিদ্ধ করিলেন। সেই বাণ সকল সমরশ্লাঘী রঘু-নন্দনের ললাটদেশে পতিত হওয়ায়, তিনি রণমধ্যে, ত্রিশৃঙ্গ পর্ব্বতের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। রাক্ষস ইন্দ্রজিৎকর্তৃক যুদ্ধে এইরূপে আহত হইয়া লক্ষ্মণ অচিরে পাঁচটী শর আকর্ষণপূর্ব্বক ইন্দ্রজিতের কুণ্ডল শোভিত বদন বিদ্ধ করিলেন। ২১—৩৫। এইরূপে ভীমবিক্রম ভীষণ ধনুর্ধারী বীরশ্রেষ্ঠ লক্ষ্মণ এবং ইন্দ্রজিৎ পরস্পরকে বাণদ্বারা আঘাত করিতে লাগিলেন। তৎকালে সেই বীরদ্বয়ের দেহ রুধিরে লিপ্ত হওয়ায়, উভয়েই পুষ্পিত কিংশুক বৃক্ষযুগলের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। তাঁহারা উভয়েই বিজয়া-ভিলাষী হইয়া ধনুঃকৌশল দেখাইয়া ঘোররূপ বাণ-সমূহদ্বারা পরস্পর সর্ব্বাঙ্গে আহত হইয়া ব্যথিত হই-লেন। তৎপরে রাবণতনয় ক্রোধান্বিত হইয়া তিনটী লৌহফলক বাণদ্বারা রাক্ষসেন্দ্র বিভীষণের সুশোভিত বদনমণ্ডল বিদ্ধ করত বানরযূথপতিগণকে একে একে বিদ্ধ করিলেন। ৩৬—৪০। তখন মহাতেজস্বী বিভীষণ বিষম ক্রুদ্ধ হইয়া গদাঘাতে দুরাত্মা ইন্দ্রজিতের ঘোটক-চতুষ্টয়কে বিনাশ করিলে, রাবণ-তনয় অশ্ব এবং সারথিবিহীন রথ হইতে লম্ফপ্রদানপূর্ব্বক পতিত হইয়া একটী শক্তি-অস্ত্র লইয়া পিতৃব্যের উপর নিক্ষেপ করিলেন; কিন্তু সুমিত্রানন্দবর্দ্ধন লক্ষ্মণ সেই শক্তিকে আসিতে দেখিয়াই শানিত শরদ্বারা দশভাগে কাটিয়া ভূতলে পাতিত করিলেন। ধানুষ্কবর বিভী-ষণও সেই অশ্ববিহীন বীরের বক্ষঃস্থল লক্ষ্য করিয়া বজ্রের ন্যায় কঠিন পাঁচটী বাণ নিক্ষেপ করিলেন। সেই লক্ষ্যভেদী সুবর্ণ-পুঙ্খ বাণসকল তাঁহার দেহ বিদ্ধ করত রক্তবর্ণ তীব্রবিষ সর্পের ন্যায় লোহিতবর্ণ হইল। ৪১—৪৫। তখন ইন্দ্রজিৎ পিতৃব্যের উপরে বিষম ক্রুদ্ধ হইয়া যমদত্ত সুদৃঢ় উত্তম বাণ লইলেন। ভীমপরাক্রম মহা-তেজস্বী লক্ষ্মণও ইন্দ্রজিৎ সেই সুমহৎ শর সন্ধান করিতেছেন দেখিয়া অসীমমাহাত্ম্যশালী কুবেরকর্তৃক স্বপ্নে প্রদত্ত ইন্দ্রাদি সুরাসুরগণেরও দুঃসহ দুর্জ্জয় একটী বাণ লইলেন। তৎকালে তাঁহাদের পরিঘ-তুল্য বাহুযুগল দ্বারা সবলে আকৃষ্ট শরাসন-যুগল, ক্রৌঞ্চযুগলের ন্যায় শব্দ করিতে লাগিল। সেই বীরদ্বয় কর্তৃক উৎকৃষ্ট ধনুতে সন্ধানপূর্ব্বক আকৃষ্ট সেই দিব্য তেজস্বী শরযুগল শোভায় চতুর্দ্দিক্ উজ্জ্বল করিল। তাঁহাদের ধনু হইতে

মুখেন মুখমাহত্য সন্নিপেততুরোজসা ॥ ৫১
সন্নিপাতস্তয়োশ্চাসীচ্ছরয়োর্ঘোররূপয়োঃ ।
সধূমবিস্ফুলিঙ্গশ্চ তজ্জোঽগ্নির্দারুণোঽভবৎ ॥ ৫২
তৌ মহাগ্রহসঙ্কাশাবন্যোন্যং সন্নিপত্য চ ।
সংগ্রামে শতধা যান্তৌ মেদিন্যাঞ্চৈব পেততুঃ ॥ ৫৩
শরৌ প্রতিহতৌ দৃষ্ট্বা তাবুভৌ রণমূর্দ্ধনি ।
ব্রীড়িতৌ জাতরোষৌ চ লক্ষ্মণেন্দ্রজিতৌ তদা ॥ ৫৪
সুসংরব্ধস্তু সৌমিত্রিরস্ত্রং বারুণমাদদে ।
রৌদ্রং মহেন্দ্রজিদ্‌যুদ্ধেঽপ্যসৃজদ্‌যুদ্ধবিষ্ঠিতঃ ।
তেন তদ্বিহতং শস্ত্রং বারুণং পরমাদ্ভুতম্ ॥ ৫৫
ততঃ ক্রুদ্ধো মহাতেজা ইন্দ্রজিৎ সমিতিঞ্জয়ঃ
আগ্নেয়ং সন্দধে ক্ষিপ্রং স লোকং সংক্ষিপন্নিব ॥ ৫৬
সৌর্য্যেণাস্ত্রেণ তং বীরো লক্ষ্মণঃ পর্য্যবারয়ৎ ॥ ৫৭
অস্ত্রং নিবারিতং দৃষ্ট্বা রাবণিঃ ক্রোধমূর্চ্ছিতঃ ।
আদদে নিশিতং বাণমাসুরং শত্রুদারণম্ ॥ ৫৮
তস্মাচ্চাপাদ্বিনিষ্পেতুর্ভাস্বরাঃ কূটমুদ্গরাঃ ।
শূলানি চ ভুষুণ্ড্যশ্চ গদাঃ খড়্গাঃ পরশ্বধাঃ ॥ ৫৯
তং দৃষ্ট্বা লক্ষ্মণঃ সংখ্যে ঘোরমস্ত্রং সুদারুণম্ ।
অবার্য্যং সর্ব্বভূতানাং সর্ব্বশস্ত্রবিদারণম্ ।
মাহেশ্বরেণ দ্যুতিমান্ তদস্ত্রং প্রত্যবারয়ৎ ॥ ৬০
তয়োঃ সমভবদ্‌যুদ্ধমদ্ভুতং লোমহর্ষণম্ ।
গগনস্থানি ভূতানি লক্ষ্মণং পর্য্যবারয়ন্ ॥ ৬১
ভৈরবাভিরুতে ভীমে যুদ্ধে বানররক্ষসাম্ ।
ভূতৈর্ব্বহুভিরাকাশং বিস্মিতৈরাবৃতং বভৌ ॥ ৬২
ঋষয়ঃ পিতরো দেবা গন্ধর্ব্বগরুড়োরগাঃ ।
শতক্রতুং পুরস্কৃত্য ররক্ষুর্লক্ষ্মণং রণে ॥ ৬৩
অথান্যং মার্গণশ্রেষ্ঠং সন্দধে রাঘবানুজঃ ।
হুতাশনসমস্পর্শং রাবণাত্মজদারুণম্ ॥ ৬৪
সুপত্রমনুবৃত্তাঙ্গং সুপর্ব্বাণং সুসংস্থিতম্ ।
সুবর্ণবিকৃতং বীরঃ শরীরান্তকরং শরম্ ॥ ৬৫
দুরাবারং দুর্ব্বিষহং রাক্ষসানাং ভয়াবহম্ ।
আশীবিষবিষপ্রখ্যং দেবসঙ্ঘৈঃ সমর্চ্চিতম্ ॥ ৬৬
যেন শক্রো মহাতেজা দানবানজয়ৎ প্রভুঃ ।
পুরা দেবাসুরে যুদ্ধে বীর্য্যবান্ হরিবাহনঃ ॥ ৬৭
তদৈন্দ্রমস্ত্রং সৌমিত্রিঃ সংযুগেষ্বপরাজিতম্ ।
শরশ্রেষ্ঠং ধনুঃশ্রেষ্ঠে বিকর্ষন্নিদমব্রবীৎ ।
লক্ষ্মীবান্ লক্ষ্মণো বাক্যমর্থসাধকমাত্মনঃ ॥ ৬৮
ধর্ম্মাত্মা সত্যসন্ধশ্চ রামো দাশরথির্যদি ।
পৌরুষে চাপ্রতিদ্বন্দ্বস্তদৈনং জহি রাবণিম্ ॥ ৬৯

নিক্ষিপ্ত বাণযুগল প্রভায় আকাশ আলোকিত করত পথিমধ্যে মুখামুখি আঘাত করিয়া বেগে পতিত হইল। তখন সেই ভীষণ বাণদ্বয়ের ঘর্ষণে সধূম অগ্নি-স্ফুলিঙ্গ বাহির হইতে লাগিল এবং পরস্পর সমাহত মহাগ্রহের ন্যায় সেই শরযুগল রণমধ্যে শতধা বিদীর্ণ হইয়া ভূতলে পতিত হইল। শর দুইটী রণমধ্যে বিফল হইল দেখিয়া লক্ষ্মণ এবং ইন্দ্রজিৎ উভয়েই লজ্জিত এবং কুপিত হইলেন। তখন সুমিত্রা-নন্দন ক্রোধভরে বারুণ অস্ত্র গ্রহণ করিলেন। সমরপ্রিয় মহেন্দ্র-বিজেতা ইন্দ্রজিৎও ভীষণ অস্ত্র নিক্ষেপ করিয়া তদ্দ্বারা সেই অদ্ভুত বারুণা-স্ত্রকে নিবারণ করিলেন। তখন রণবিজয়ী মহাতেজস্বী ইন্দ্রজিৎ যেন সকল লোককে নাশ করিবার জন্যই আগ্নেয় অস্ত্র গ্রহণ করিলেন। ৫১—৫৬। পরন্তু বীর লক্ষ্মণ সৌর্য্য-অস্ত্রদ্বারা তাহা নিবারণ করিয়া ফেলিলেন। অস্ত্র নিবারিত হইল দেখিয়া, রাবণতনয় যার পর নাই ক্রুদ্ধ হইলেন এবং একটী শত্রুবিদারণ শাণিত আসুরিক বাণ লইলেন। তিনি সেই বাণ লইবামাত্র তদীয় ধনু হইতে প্রভাবিশিষ্ট কূট, মুদ্গর, শূল, ভুষুণ্ডী, গদা, খড়্গ এবং পরশু সকল বহির্গত হইতে লাগিল। দ্যুতিমান্ লক্ষ্মণ রণমধ্যে সর্ব্বশস্ত্র-বিদারণ এবং সর্ব্বভূতের অবার্য্য সেই নিদারুণ ভীষণ অস্ত্র দেখিয়া মাহেশ্বর অস্ত্রে তাহা নিবারণ করিলেন। ৫৭—৬০। এইরূপে তাঁহাদের অদ্ভুত যুদ্ধ হইতে লাগিল। সেই সময়ে বানর ও রাক্ষসগণের ভৈরবরব-সমাকুল যুদ্ধ দেখিবার জন্য অসংখ্য প্রাণিগণ অন্তরীক্ষে আসিয়া উপস্থিত হইল; সেই আকাশস্থিত ভূতগণ লক্ষ্মণের চতুর্দ্দিকে সমবেত হইল। গন্ধর্ব্বগণ, গরুড়গণ, ঋষিগণ, পিতৃগণ, দেবগণ, দেবরাজকে অগ্রে করিয়া যুদ্ধে লক্ষ্মণকে রক্ষা করিতে লাগিলেন। পরে বীরবর লক্ষ্মণ ইন্দ্রজিৎকে বধ করিবার জন্য একটী উৎকৃষ্ট বাণ লইলেন; উহার পর্ব্ব ও পত্র অতি সুন্দর; উহা অনুক্রমে বর্ত্তুল; স্বর্ণমণ্ডিত; আশীবিষ সর্পের বিষের মত উহার বেগ অসহ্য; উহা রাক্ষস-গণের ভীতিপ্রদ, এমন কি প্রাণান্তকর; ইন্দ্রজিতের কালস্বরূপ। দেবগণ উহার পূজা করিতেন। পূর্ব্বে দেবাসুর-সংগ্রামে মহাতেজস্বী ইন্দ্র উহারই সাহায্যে দৈত্যজয় করিয়াছিলেন। ৬১—৬৭। ঐ অস্ত্রের নাম ঐন্দ্র, উহা যুদ্ধে কখনও ব্যর্থ হয় নাই। লক্ষ্মীবান্ সৌমিত্রি উত্তম ধনুতে ঐ বাণ যোজনা করিয়া আকর্ষণ-পূর্ব্বক স্বকার্য্য সাধনের জন্য ঐ অস্ত্রকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন—"দাশরথি রাম যদি ধার্ম্মিক, সত্য-

ইত্যুক্ত্বা বাণমাকর্ণং বিকৃষ্য তমজিহ্মগম্।
লক্ষ্মণঃ সমরে বীরঃ সসর্জ্জেন্দ্রজিতং প্রতি ॥ ৭০
ঐন্দ্রাস্ত্রেণ সমাযোজ্য লক্ষ্মণঃ পরবীরহা ॥ ৭১
তচ্ছিরঃ সশিরস্ত্রাণং শ্রীমজ্জ্বলিতকুণ্ডলম্।
প্রমথ্যেন্দ্রজিতঃ কায়াৎ পাতয়ামাস ভূতলে ॥ ৭২
তদ্রাক্ষসতনূজস্য ছিন্নস্কন্ধং শিরো মহৎ।
তপনীয়নিভং ভূমৌ দদৃশে রুধিরোক্ষিতম্ ॥ ৭৩
হতঃ স নিপপাতাশু ধরণ্যাং রাবণাত্মজঃ।
কবচী সশিরস্ত্রাণো বিপ্রবিদ্ধশরাসনঃ ॥ ৭৪
চুক্রুশুস্তে ততঃ সর্ব্বে বানরাঃ সবিভীষণাঃ।
হৃষ্যন্তো নিহতে তস্মিন্ দেবা বৃত্রবধে যথা ॥ ৭৫
অথান্তরিক্ষে দেবানামৃষীণাঞ্চ মহাত্মনাম্।
জজ্ঞেঽথ জয়সন্নাদো গন্ধর্ব্বাপ্সরসামপি ॥ ৭৬
পতিতং সমভিজ্ঞায় রাক্ষসী সা মহাচমূঃ।
বধ্যমানা দিশো ভেজে হরিভির্জ্জিতকাশিভিঃ ॥ ৭৭
বানরৈর্ব্বধ্যমানাস্তে শস্ত্রাণ্যুৎসৃজ্য রাক্ষসাঃ।
লঙ্কামভিমুখাঃ সস্রুর্ভ্রষ্টসংজ্ঞাঃ প্রধাবিতাঃ ॥ ৭৮
দুদ্রুবুর্বহুধা ভীতা রাক্ষসাঃ শতশো দিশঃ।
ত্যক্ত্বা প্রহরণান্ সর্ব্বে পট্টিশাসিপরশ্বধান্ ॥ ৭৯
কেচিল্লঙ্কাং পরিত্রস্তাঃ প্রবিষ্টা বানরার্দ্দিতাঃ।
সমুদ্রে পতিতাঃ কেচিৎ কেচিৎ পর্ব্বতমাশ্রিতাঃ ॥ ৮০
হতমিন্দ্রজিতং দৃষ্ট্বা শয়ানঞ্চ রণক্ষিতৌ।
রাক্ষসানাং সহস্রেষু ন কশ্চিৎ প্রত্যদৃশ্যত ॥ ৮১
যথাস্তংগত আদিত্যে নাবতিষ্ঠন্তি রশ্ময়ঃ।
তথা তস্মিন্নিপতিতে রাক্ষসাস্তে গতা দিশঃ ॥ ৮২
শান্তরশ্মিরিবাদিত্যো নির্ব্বাণ ইব পাবকঃ।
বভূব স মহাবাহুর্ব্যপাস্তগতজীবিতঃ ॥ ৮৩
প্রশান্তপীড়াবহুলো বিনষ্টারিঃ প্রহর্ষবান্।
বভূব লোকঃ পতিতে রাক্ষসেন্দ্রসুতে তদা ॥ ৮৪
হর্ষঞ্চ শক্রো ভগবান্ সহ সর্ব্বৈর্মহর্ষিভিঃ।
জগাম নিহতে তস্মিন্ রাক্ষসে পাপকর্ম্মণি ॥ ৮৫
অকালে চাপি দেবানাং শুশ্রুবে দুন্দুভিস্বনঃ।
নৃত্যদ্ভিরপ্সরোভিশ্চ গন্ধর্ব্বৈশ্চ মহাত্মভিঃ ॥ ৮৬
ববৃষুঃ পুষ্পবর্ষাণি তদদ্ভুতমিবাভবৎ।
প্রশশাম হতে তস্মিন্ রাক্ষসে ক্রূরকর্ম্মণি ॥ ৮৭
শুদ্ধা আপো নভশ্চৈব জহৃষুর্দ্দৈবদানবাঃ।
আজগ্মুঃ পতিতে তস্মিন্ সর্ব্বলোকভয়াবহে ॥ ৮৮
ঊচুশ্চ সহিতাস্তুষ্টা দেবগন্ধর্ব্বদানবাঃ।

বাদী এবং পৌরুষ-বিষয়ে অপ্রতিদ্বন্দ্বী হন, তাহা হইলে তুমি এই রাবণ-তনয়কে বিনাশ কর।" পরবীর-নিসূদন বীর লক্ষ্মণ এই বলিয়াই সেই ঋজুগামী ঐন্দ্র অস্ত্রকে আকর্ণ আকর্ষণপূর্ব্বক রণমধ্যে ইন্দ্রজিতের প্রতি নিক্ষেপ করিলেন। সেই অস্ত্রাঘাতে ইন্দ্রজিতের কিরীটকুণ্ডলাবৃত সুচারু মস্তক দেহ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া ভূতলে পতিত হইল। ৬৮—৭২। তৎকালে রাক্ষসরাজনন্দনের সেই স্কন্ধ হইতে বিচ্ছিন্ন রক্তাক্ত বিশাল মস্তক ভূতলে পতিত হইয়া উজ্জ্বল সুবর্ণের ন্যায় দেখাইতে লাগিল। এইরূপে কবচ শিরস্ত্রাণ ও শরাসনসমন্বিত রাবণ-নন্দন নিহত হইয়া ভূতলে পতিত হইল। যেরূপ দেবগণ বৃত্রবধে আনন্দিত হইয়াছিলেন, সেইরূপ সেই ইন্দ্রজিৎ নিহত হইলে বিভীষণ এবং বানরগণ আনন্দধ্বনি করিতে লাগিল। আকাশে মহাত্মা দেবতা, দানব, গন্ধর্ব্ব, মহর্ষি এবং অপ্সরোগণ জয়ধ্বনি করিতে লাগিলেন। রাক্ষসসেনা ইন্দ্রজিৎকে নিহত দেখিয়া বানরগণের হস্তে পীড়িত হইতে হইতে চারিদিকে পলায়ন করিল। বানরদিগের প্রহারে তাহারা কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া অস্ত্র-শস্ত্র পরিত্যাগপূর্ব্বক বেগে লঙ্কার দিকে ধাবিত হইল। ৭৩—৭৮। শত শত রাক্ষস ভয়ে পট্টিশ ও পরশু প্রভৃতি স্ব স্ব প্রহরণ পরিত্যাগ করিয়া যে যে দিকে পারিল, পলাইতে লাগিল। বানরপীড়িত হইয়া ভয়ে কেহ লঙ্কামধ্যে প্রবেশ করিল, কেহ সমুদ্রজলে পড়িল এবং কেহ বা পর্ব্বতোপরি আশ্রয় লইল। বলিতে কি, তৎকালে ইন্দ্রজিৎকে হত এবং রণভূমিতে শয়ান দেখিয়া সকলেই পলায়ন করিল। সহস্র সহস্র রাক্ষসের মধ্যে একটিকেও রণক্ষেত্রে দেখা গেল না। যেরূপ সূর্য্য অস্ত গেলে, তাহার কিরণসমূহও তাঁহার অনুগামী হয়, তদ্রূপ ইন্দ্রজিৎ নিহত হইলে, রাক্ষসগণও চারিদিকে পলায়ন করিল। তৎকালে ঐন্দ্রাস্ত্র প্রহারে গতাসু সেই মহাবাহু ইন্দ্রজিৎ নির্ব্বাণ-অগ্নি এবং শান্তরশ্মি সূর্য্যের ন্যায় প্রতীয়মান হইতে লাগিলেন। পাপাচারী সেই রাক্ষসতনয় সকলেরই শত্রু ছিল; অতএব তাহার বধে সকলের উপদ্রব শান্তি হইল। সকলেই আনন্দিত হইল। নিখিল মহর্ষিগণ এবং ভগবান্ ইন্দ্রও যার পর নাই প্রীত হইলেন। ৭৯—৮৫। তখন নভোমণ্ডলে মহাত্মা দেবতা এবং গন্ধর্ব্বগণের দুন্দুভিধ্বনি শ্রুত হইতে লাগিল; অপ্সরোগণ নৃত্য করিতে লাগিল। আকাশ হইতে পুষ্পবৃষ্টি হইতে লাগিল। সেই ক্রূরকর্ম্মা রাক্ষস নিহত হইলে ধূলি প্রশান্ত হইল। জল এবং আকাশ নির্ম্মল হইল। দেব-দানব ও গন্ধর্ব্বগণ হৃষ্ট হইয়া সেই স্থানে উপস্থিত হইয়া কহিলেন,—"নিষ্পাপ

বিজ্বরাঃ শান্তকলুষা ব্রাহ্মণা বিচরন্ত্বিতি ॥ ৮৯
ততোঽভ্যনন্দন্ সংহৃষ্টাঃ সমরে হরিযূথপাঃ ।
তমপ্রতিবলং দৃষ্ট্বা হতং নৈর্ঋতপুঙ্গবম্ ॥ ৯০
বিভীষণো হনূমাংশ্চ জাম্ববাংশ্চর্ক্ষযূথপাঃ ।
বিজয়েনাভিনন্দন্তস্তুষ্টুবুশ্চাপি লক্ষ্মণম্ ॥ ৯১
ক্ষ্বেড়ন্তশ্চ নদন্তশ্চ গর্জ্জন্তশ্চ প্লবঙ্গমাঃ ।
লব্ধলক্ষা রঘুসুতং পরিবার্য্যোপতস্থিরে ॥ ৯২
লাঙ্গূলানি প্রবিধ্যন্তঃ স্ফোটয়ংশ্চ বানরাঃ ।
লক্ষ্মণো জয়তীত্যেব বাক্যং বিশ্রাবয়ংস্তদা ॥ ৯৩
অন্যোন্যঞ্চ সমাশ্লিষ্য হরয়ো হৃষ্টমানসাঃ ।
চক্রুরুচ্চাবচগুণা রাঘবাশ্রয়জাং কথাঃ ॥ ৯৪
তদসুকরমথাভিবীক্ষ্য হৃষ্টাঃ
প্রিয়সুহৃদো যুধি লক্ষ্মণস্য কর্ম্ম ।
পরমমুপলভন্ মনঃপ্রহর্ষং
বিনিহতমিন্দ্ররিপুং নিশম্য দেবাঃ ॥ ৯৫

ইতি লঙ্কাকাণ্ডে একনবতিতমঃ সর্গঃ ॥ ৯১ ॥

দ্বিনবতিতমঃ সর্গঃ ।

রুধিরক্লিন্নগাত্রস্তু লক্ষ্মণঃ শুভলক্ষণঃ ।
বভূব হৃষ্টস্তং হত্বা শক্রজেতারমাহবে ॥ ১

ব্রাহ্মণগণ সম্প্রতি নিরুপদ্রব হইয়া বিচরণ করুন। তৎপরে বানরদলপতিগণ সেই অপ্রতিদ্বন্দ্বী রাক্ষস-প্রবরকে নিহত দেখিয়া হৃষ্টচিত্তে লক্ষ্মণকে অভিনন্দন করিল। বিভীষণ, হনূমান্ এবং ভল্লুকদলপতি জাম্ববান্ জয়শব্দদ্বারা লক্ষ্মণকে অভিনন্দন করত তাঁহার বিস্তর প্রশংসা করিলেন। বানরগণ তখন মহা-আনন্দে রঘু-নন্দন লক্ষ্মণের চারিদিক্ বেষ্টন করিয়া, সিংহনাদ, গর্জ্জন, লাঙ্গুল এবং বাহু সঞ্চালন করত 'লক্ষ্মণের জয়' ইত্যাকার বাক্য উচ্চারণ করিতে লাগিল।—তাহারা প্রীতচিত্তে পরস্পরকে আলিঙ্গন করত কেবল লক্ষ্মণের স্তুতি বাদ করিতে লাগিল। দেবগণ ইন্দ্রজিতের নিধনসংবাদ শুনিয়া সেই রণক্ষেত্রে আগমনপূর্ব্বক প্রিয় সুহৃদ্ লক্ষ্মণের সেই দুষ্কর কার্য্য প্রত্যক্ষ করিয়া অত্যন্ত আহ্লাদিত হইলেন। ৮৯—৯৫।

দ্বিনবতিতম সর্গ ।

যদিও লক্ষ্মণ যুদ্ধ করিয়া অত্যন্ত পরিশ্রান্ত হইয়া-ছিলেন,—তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ রক্তাক্ত হইয়া গিয়াছিল,

ততঃ স জাম্ববন্তঞ্চ হনূমন্তঞ্চ বীর্য্যবান্ ।
সন্নিপত্য মহাতেজাস্তাংশ্চ সর্ব্বান্ বনৌকসঃ ॥ ২
আজগাম ততঃ শীঘ্রং যত্র সুগ্রীবরাঘবৌ ।
বিভীষণমবষ্টভ্য হনূমন্তঞ্চ লক্ষ্মণঃ ॥ ৩
ততো রামমভিক্রম্য সৌমিত্রিরভিবাদ্য চ ।
তস্থৌ ভ্রাতৃসমীপস্থঃ শক্রস্যেন্দ্রানুজো যথা ॥ ৪
নিষ্টনন্নিব চাগত্য রাঘবায় মহাত্মনে ।
আচচক্ষে তদা বীরো ঘোরমিন্দ্রজিতো বধম্ ॥ ৫
রাবণেস্তু শিরশ্ছিন্নং লক্ষ্মণেন মহাত্মনা ।
ন্যবেদয়ত রামায় তদা হৃষ্টো বিভীষণঃ ॥ ৬
শ্রুত্বৈব তু মহাবীর্য্যো লক্ষ্মণেনেন্দ্রজিদ্বধম্ ।
প্রহর্ষমতুলং লেভে রামো বাক্যমুবাচ হ ॥ ৭
সাধু লক্ষ্মণ তুষ্টোঽস্মি কর্ম্ম চাসুকরং কৃতম্ ।
রাবণের্হি বিনাশেন জিতমিত্যুপধারয় ॥ ৮
স তং শিরস্যুপাঘ্রায় লক্ষ্মণং কীর্ত্তিবর্দ্ধনম্ ।
লজ্জমানং বলাৎ স্নেহাদঙ্কমারোপ্য বীর্য্যবান্ ॥ ৯
উপবেশ্য তমুৎসঙ্গে পরিষ্বজ্যাবপীড়িতম্ ।
ভ্রাতরং লক্ষ্মণং স্নিগ্ধং পুনঃপুনরুদৈক্ষত ॥ ১০

তথাপি ইন্দ্রবিজয়ীকে বধ করিলেন বলিয়া মনে মনে বড়ই সন্তুষ্ট হইলেন। পরে সেই বীর্য্যবান্ মহাতেজস্বী সুমিত্রা-নন্দন—বিভীষণ এবং হনূমানের গায়ের উপর ভর দিয়া জাম্ববান্ ও অন্যান্য বানরগণ সমভিব্যাহারে রামচন্দ্র এবং সুগ্রীব যথায় ছিলেন, তথায় আসিলেন। লক্ষ্মণ—বিভীষণ এবং হনূমানের স্কন্ধে দুই বাহু বেষ্টন-পূর্ব্বক তথায় উপস্থিত হইয়া রামচন্দ্রকে প্রদক্ষিণ ও অভিবাদন করত উপেন্দ্র যেরূপ ইন্দ্রের সমীপস্থ হন, তদ্রূপ ভ্রাতার নিকটে গমন করিলেন। আসিবার সময়ে বিভীষণের প্রসন্নতা এবং সন্তোষভাব দেখিয়াই বোধ হইতেছিল, ইন্দ্রজিৎ নিহত হইয়াছে। তথাপি তিনি আসিয়া রামের নিকটে তাহা পুনরায় কীর্ত্তন করিলেন। ১—৫। বিভীষণ হৃষ্টচিত্তে রামচন্দ্রের নিকটে আসিয়া বলিলেন—"মহাবল লক্ষ্মণ রাবণ-তনয় ইন্দ্রজিতের মস্তক ছেদন করিয়াছেন।" লক্ষ্মণ ইন্দ্রজিৎকে বধ করিয়াছেন, এই শুভ সংবাদ শুনিয়া রামচন্দ্র যার পর নাই আনন্দিত হইয়া বলিলেন—"সাধু লক্ষ্মণ! তোমার দুষ্কর কর্ম্ম দেখিয়া আমি পরম পরিতুষ্ট হইলাম। কেননা রাবণ-নন্দনের বধে আমা-দের জয় অবধারিত, তাহাতে আর কিছুমাত্র সন্দেহ নাই।" বীর্য্যবান্ রাম এই কথা বলিয়াই কীর্ত্তিবর্দ্ধন ভ্রাতা লক্ষ্মণের মস্তক আঘ্রাণ করত তিনি লজ্জিত হইলেও, স্নেহবশতঃ বলপূর্ব্বক তাঁহাকে নিজ ক্রোড়ে

শল্যসম্পীড়িতং শস্তং নিশ্বসন্তঞ্চ লক্ষ্মণম্।
রামস্তু দুঃখসন্তপ্তং তস্তু নিশ্বাসপীড়িতম্॥ ১১
মূর্দ্ধি চৈনমুপাঘ্রায় ভূয়ঃ সংস্পৃশ্য চ ত্বরন্।
উবাচ লক্ষ্মণং বাক্যমাশ্বাস্য পুরুষর্ষভঃ॥ ১২
কৃতং পরমকল্যাণং কর্ম্ম দুষ্করকর্ম্মণা।
অদ্য মন্যে হতে পুত্রে রাবণং নিহতং যুধি॥ ১৩
অদ্যাহং বিজয়ী শত্রৌ হতে তস্মিন্ দুরাত্মনি।
রাবণস্য নৃশংসস্য দিষ্ট্যা বীর ত্বয়া রণে॥ ১৪
ছিন্নো হি দক্ষিণো বাহুঃ স হি তস্য ব্যপাশ্রয়ঃ
বিভীষণহনূমদ্ভ্যাং কৃতং কর্ম্ম মহদ্রণে। ১৫
অহোরাত্রৈস্ত্রিভির্বীরঃ কথঞ্চিদ্বিনিপাতিতঃ।
নিরমিত্রঃ কৃতোহস্ম্যদ্য নির্যাস্যতি হি রাবণঃ॥ ১৬
বলব্যূহেন মহতা নির্যাস্যতি হি রাবণঃ।
বলব্যূহেন মহতা শ্রুত্বা পুত্রং নিপাতিতম্॥ ১৭
তং পুত্রবধসন্তপ্তং নির্যান্তং রাক্ষসাধিপম্।
বলেনাবৃত্য মহতা নিহনিষ্যামি দুর্জ্জয়ম্॥ ১৮
ত্বয়া লক্ষ্মণ নাথেন সীতা চ পৃথিবী চ মে।
ন দুষ্প্রাপা হতে তস্মিন্ শক্রজেতরি চাহবে॥ ১৯

স তং ভ্রাতরমাশ্বাস্য পরিষ্বজ্য চ রাঘবঃ।
রামঃ সুষেণং মুদিতঃ সমাভাষ্যেদমব্রবীৎ॥ ২০
বিশল্যোহয়ং মহাপ্রাজ্ঞঃ সৌমিত্রির্মিত্রবৎসলঃ।
যথা ভবতি সুস্থস্তথা ত্বং সমুদাচর॥ ২১
বিশল্যঃ ক্রিয়তাং ক্ষিপ্রং সৌমিত্রিঃ সবিভীষণঃ।
ঋক্ষবানরসৈন্যানাং শূরাণাং দ্রুমযোধিনাম্॥ ২২
যে চাপ্যন্যেহত্র যুধ্যন্তি সশল্যা ব্রণিনস্তথা।
তেহপি সর্ব্বে প্রযত্নেন ক্রিয়ন্তাং সুখিনস্তথা॥ ২৩
এবমুক্তঃ স রামেণ মহাত্মা হরিযূথপঃ।
লক্ষ্মণায় দদৌ নস্তঃ সুষেণঃ পরমৌষধম্॥ ২৪
স তস্য গন্ধমাঘ্রায় বিশল্যঃ সমপদ্যত।
তদা নির্বেদনশ্চৈব সংরূঢ়ব্রণ এব চ॥ ২৫
বিভীষণমুখানাঞ্চ সুহৃদাং রাঘবাজ্ঞয়া।
সর্ব্ববানরমুখ্যানাং চিকিৎসামকরোত্তদা॥ ২৬
ততঃ প্রকৃতিমাপন্নো হৃতশল্যো গতক্লমঃ।
সৌমিত্রির্মুদিতস্তত্র ক্ষণেন বিগতজ্বরঃ॥ ২৭
তথৈব রামঃ প্লবগাধিপস্তথা
বিভীষণশ্চর্ক্ষপতিশ্চ বীর্য্যবান্।
অবেক্ষ্য সৌমিত্রিমরোগমুত্থিতং
মুদা সসৈন্যা সুচিরং জহর্ষিরে॥ ২৮

বসাইয়া গাঢ়রূপে আলিঙ্গন করিলেন এবং বারংবার সস্নেহ দৃষ্টিতে দেখিলেন ৬—১০। তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ ক্ষত-বিক্ষত ও শল্যদ্বারা পীড়িত হইয়াছে এবং ঘন ঘন নিশ্বাস বহিতেছে। পুরুষশ্রেষ্ঠ রাম, লক্ষ্মণকে দুঃখসন্তপ্ত এবং নিশ্বাসপীড়িত দেখিয়া সত্বর পুনরায় তাঁহার মস্তক আঘ্রাণপূর্ব্বক আশ্বস্ত করিয়া বলিলেন—"তুমি অন্যের দুঃসাধ্য পরম কল্যাণকর কার্য্য করিয়াছ, যেহেতু—ইন্দ্রজিৎ নিহত হওয়ায়, রাবণকেও নিহত বলিয়া বোধ হইতেছে। বীর! সেই দুরাত্মা নিহত হওয়ায় অদ্য আমি আপনাকে বিজয়ী বলিয়া মনে করিতেছি। লক্ষ্মণ! ইন্দ্রজিৎই রাবণের একমাত্র ভরসা ছিল; কিন্তু সৌভাগ্যবশতঃ অদ্য তুমি তাহাকে নিহত করিয়া নিষ্ঠুর রাক্ষসরাজের দক্ষিণ বাহু ছেদন করিয়াছ। বিভীষণ এবং হনূমান্ যুদ্ধে গিয়া অতি মহৎ কার্য্য করিয়াছে। ১১—১৫। তিন রাত্রি এবং তিন দিনে সেই বীরকে তোমরা অতি কষ্টে নিপাতিত করিয়াছ, অধিক কি তোমরা আমাকে নিঃশত্রু করিয়াছ; একমাত্র রাবণ অবশিষ্ট আছে, সেও অদ্য যুদ্ধ করিতে আসিবে। পুত্রের নিধনসংবাদ শুনিয়া, রাক্ষসরাজ কখনই নিশ্চিন্ত থাকিবে না, সে অদ্যই সৈন্যপরিবৃত হইয়া যুদ্ধার্থ বহির্গত হইবে। পুত্রবধসন্তপ্ত দুর্জ্জয় রাক্ষসরাজ বহির্গত হইলে, আমি মহতী বানর-সেনায় পরিবেষ্টিত হইয়া তাহাকে বধ করিব। ইন্দ্রজিজ্জয়িন্! যুদ্ধে তুমি আমার সহায় থাকিলে সীতা অথবা বসুমতী এ উভয়ের কিছুই দুর্লভ হইবে না।" রঘুনন্দন লক্ষ্মণকে এইরূপে আলিঙ্গনপূর্ব্বক আশ্বস্ত করিয়া সুষেণকে বলিলেন। ১৬—২০। "সুষেণ! মহা-প্রাজ্ঞ মিত্রবৎসল সুমিত্রানন্দন যাহাতে সত্বর বিশল্য ও স্বস্থ হন, তুমি এইরূপ ঔষধাদি প্রদান কর। বীর! বিভীষণ এবং লক্ষ্মণকে সত্বর বিশল্য করত এই শূর শরক্রমযোধী ভল্লুক ও বানরসৈন্যগণের মধ্যে যাহারা ক্ষতবিক্ষত-দেহ এবং শল্যপীড়িত হইয়াছে, তাহাদিগকেও সযত্নে সত্বর সুস্থ কর।" রঘুনন্দন এই কথা বলিলে মহাত্মা বানরযূথপতি সুষেণ লক্ষ্মণের নাসিকায় পরমৌষধ প্রদান করিলেন। লক্ষ্মণ সেই ঔষধ আঘ্রাণমাত্রেই বিশল্য এবং বেদনাবিহীন হই-লেন এবং তাঁহার ক্ষত সকলও বিশুষ্ক হইয়া গেল। ২১—২৫। পরে সুষেণ রামচন্দ্রের আদেশ অনুসারে বিভীষণ প্রভৃতি সুহৃদ্বর্গ এবং বানরদলপতিগণের চিকিৎসা করিলেন। এইরূপে সুমিত্রানন্দন লক্ষ্মণ ক্ষণকালমধ্যে প্রকৃতিস্থ, বিশল্য, ক্লান্তিশূন্য এবং বিজ্বর হইয়া আনন্দিত হইলেন। সুমিত্রানন্দনকে রোগবিহীন এবং উঠিতে দেখিয়া রঘুনন্দন রাম, বানররাজ সুগ্রীব, রাক্ষসপতি বিভীষণ এবং বীর্য্যবান্ ভল্লুক জাম্ববান্ ও

অপূজয়ং কর্ম্ম স লক্ষ্মণস্য
সুদুষ্করং দাশরথির্মহাত্মা।
বভূব হৃষ্টো যুধি বানরেন্দ্রো
নিশম্য তং শক্রজিতং নিপাতিতম্॥ ২১
ইতি লঙ্কাকাণ্ডে দ্বিনবতিতমঃ সর্গঃ॥ ৯২

ত্রিনবতিতমঃ সর্গঃ।

ততঃ পৌলস্ত্যসচিবাঃ শ্রুত্বা চেন্দ্রজিতো বধম্।
আচচক্ষুরবজ্ঞায় দশগ্রীবায় সত্বরাঃ॥ ১
যুদ্ধে হতো মহারাজ লক্ষ্মণেন তবাত্মজঃ।
বিভীষণসহায়েন মিষতাং নো মহাদ্যুতিঃ॥ ২
শূরঃ শূরেণ সঙ্গম্য সংগ্রামেম্বপরাজিতঃ।
লক্ষ্মণেন হতঃ শূরঃ পুত্রস্তে বিবুধেন্দ্রজিৎ॥ ৩
গতঃ স পরমান্ লোকান্ শরৈঃ সন্তর্প্য লক্ষ্মণম্।
স তং প্রতিভয়ং শ্রুত্বা বধং পুত্রস্য দারুণম্॥ ৪
ঘোরমিন্দ্রজিতঃ সংখ্যে কশ্মলং প্রাবিশন্মহৎ।
উপলভ্য চিরাৎ সংজ্ঞাং রাজা রাক্ষসপুঙ্গবঃ॥ ৫
পুত্রশোকাকুলো দীনো বিললাপাকুলেন্দ্রিয়ঃ।
হা রাক্ষসচমূমুখ্য মম বৎস মহাবল॥ ৬

অপরাপর সৈন্যবর্গ সকলেই যার পর নাই প্রীতি লাভ করিলেন। মহাত্মা দাশরথি রাম, লক্ষ্মণের সেই দুষ্কর কর্ম্মের বিস্তর প্রশংসা করিলেন; ইন্দ্রজিৎ নিহত হওয়ায়, বানরেন্দ্র সুগ্রীবও অত্যন্ত আনন্দিত হইলেন। ২৭—২১।

ত্রিনবতিতম সর্গ।

রাবণের মন্ত্রিগণ ইন্দ্রজিতের নিধনসংবাদ শুনিয়া রণক্ষেত্রে গিয়া তাহা প্রত্যক্ষ করিল, তৎপরে তাহারা রাবণের নিকটে উপস্থিত হইয়া বলিল "মহারাজ! আমরা দেখিলাম, বিভীষণের সাহায্যে লক্ষ্মণ সমরে আপনার সেই তেজস্বী পুত্র ইন্দ্রজিৎকে বধ করিয়াছে। রাজন্! যে বীর কখনই কোন বীরকর্ত্তৃক যুদ্ধে পরাজিত হন নাই, আপনার শূরশ্রেষ্ঠ সুরেন্দ্রবিজেতা সেই পুত্র প্রথমে লক্ষ্মণকে শরসমূহদ্বারা পরিতপ্ত করিয়া অবশেষে লক্ষ্মণের হস্তে নিহত হইয়া উত্তম লোকে গিয়াছেন।" রাক্ষসশ্রেষ্ঠ রাজা দশানন, পুত্র ইন্দ্রজিতের সেই ভয়ঙ্কর নিদারুণ নিধনসংবাদ শুনিয়া এককালে মূর্চ্ছিত হইলেন। পরে বহুক্ষণ পরে সংজ্ঞা লাভ করত পুত্রশোকে আকুল এবং বিকলেন্দ্রিয় হইয়া দীনভাবে বিলাপ

জিত্বেন্দ্রং কথমদ্য ত্বং লক্ষ্মণস্য বশং গতঃ।
ননু ত্বমিষুভিঃ ক্রুদ্ধো ভিন্দ্যাঃ কালান্তকাবপি॥ ৭
মন্দরস্যাপি শৃঙ্গাণি কিং পুনর্লক্ষ্মণং যুধি।
অদ্য বৈবস্বতো রাজা ভূয়ো বহুমতো মম॥ ৮
যেনাদ্য ত্বং মহাবাহো সংযুক্তঃ কালধর্ম্মণা।
এষ পন্থাঃ সুযোধানাং সর্ব্বামরগণেষ্বপি।
যঃ কৃতে হন্যতে ভর্ত্তুঃ স পুমান্ স্বর্গমৃচ্ছতি॥ ৯
অদ্য দেবগণাঃ সর্ব্বে লোকপালা মহর্ষয়ঃ।
হতমিন্দ্রজিতং দৃষ্ট্বা সুখং স্বপ্স্যন্তি নির্ভয়াঃ॥ ১০
অদ্য লোকাস্ত্রয়ঃ কৃৎস্না পৃথিবী চ সকাননা।
একেনেন্দ্রজিতা হীনা শূন্যেব প্রতিভাতি মে॥ ১১
অদ্য নৈর্ঋতকন্যানাং শ্রোষ্যাম্যন্তঃপুরে রবম্।
করেণুসঙ্ঘস্য যথা নিনাদং গিরিগহ্বরে॥ ১২
যৌবরাজ্যঞ্চ লঙ্কাঞ্চ রক্ষাংসি চ পরন্তপ।
মাতরং মাঞ্চ ভার্য্যাশ্চ ক্ব গতোঽসি বিহায় নঃ॥ ১৩
মম নাম ত্বয়া বীর গতস্য যমসাদনম্।
প্রেতকার্য্যাণি কার্য্যাণি বিপরীতে হি বর্ত্তসে॥ ১৪
স ত্বং জীবতি সুগ্রীবে লক্ষ্মণে চ সরাঘবে।

করিতে লাগিলেন। ১—৫। "হা বৎস! হা রাক্ষসসেনাপতে! হা মহাবল! তুমি দেবেন্দ্রকে পরাস্ত করিয়া এক্ষণে কি প্রকারে লক্ষ্মণের বশীভূত হইলে? বীর! লক্ষ্মণের কথা দূরে থাকুক, তুমি ক্রুদ্ধ হইলে, বাণসমূহ দ্বারা কালান্তক-যুগল অথবা মন্দরশৈলের শৃঙ্গসকলকেও ভেদ করিতে সমর্থ হইতে! হা মহাবাহো! আজ আমি যমরাজকে প্রশংসা করিতেছি; যেহেতু তোমাকে আজ তিনি আপনার কবলে গ্রহণ করিলেন। তুমি যে পথের পথিক হইয়াছ, যোদ্ধৃবর্গ, এবং অমরগণও সেই পথের পথিক হইতে অভিলাষী হইয়া থাকেন। কারণ যে পুরুষ, স্বামীর নিমিত্ত প্রাণত্যাগ করে, সে নিশ্চয়ই স্বর্গে গমন করিয়া থাকে। হায়! অদ্য ইন্দ্রজিৎকে নিহত দেখিয়া দেবতা, মহর্ষি এবং লোকপালগণ নির্ভয়ে সুখে ঘুমাইবে। ৬—১০। হায়! ইন্দ্রজিৎ না থাকায় অদ্য এই কাননযুক্তা বসুমতী, অধিক কি, সমগ্র লোক শূন্য বলিয়া বোধ হইতেছে। গিরিগহ্বরে করিণীদের ন্যায়, অদ্য অন্তঃপুরে রাক্ষস-রমণীগণের রোদন-ধ্বনি শুনিতে হইবে। হা শত্রুতাপন! তুমি যৌবরাজ্য, লঙ্কা, রাক্ষসকুল, পিতা, মাতা এবং সহধর্ম্মিণীকে পরিত্যাগ করিয়া, কোথায় গমন করিলে! হা বীর! কোথায় আমি পরলোকগত হইলে, তুমি আমার প্রেতকার্য্য সম্পন্ন করিবে, না, আমাকেই

মম শল্যমনুদ্ধৃত্য ক্ব গতোঽসি বিহায় নঃ ॥ ১৫
এবমাদিবিলাপার্ত্তং রাবণং রাক্ষসাধিপম্।
আবিবেশ মহান্ কোপঃ পুত্রব্যসনসম্ভবঃ ॥ ১৬
প্রকৃত্যা কোপনং হ্যেনং পুত্রস্য পুনরাধয়ঃ।
দীপ্তং সন্দীপয়ামাসুর্ঘর্ম্মেঽর্কমিব রশ্ময়ঃ ॥ ১৭
কোপাদ্বিজৃম্ভমাণস্য বক্ত্রাদ্ ব্যক্তমভ্যজগন্।
উৎপপাত সধূমাগ্নির্বৃত্রস্য বদনাদিব। ১৮
স পুত্রবধসন্তপ্তঃ শূরঃ ক্রোধবশং গতঃ।
সমীক্ষ্য রাবণো বুদ্ধ্যা বৈদেহ্যা রোচয়দ্বধম্ ॥ ১৯
তস্য প্রকৃত্যা রক্তে চ রক্তে ক্রোধাগ্নিনাপি চ।
রাবণস্য মহাঘোরে দীপ্তে নেত্রে বভূবতুঃ ॥ ২০
ঘোরং প্রকৃত্যা রূপন্তু তস্য ক্রোধাগ্নিমূর্চ্ছিতম্।
বভূব রূপং ক্রুদ্ধস্য রুদ্রস্যেব দুরাসদম্ ॥ ২১
তস্য ক্রুদ্ধস্য নেত্রাভ্যাং প্রাপতন্নশ্রুবিন্দবঃ।
দীপাভ্যামিব দীপ্তাভ্যাং সার্চ্চিষঃ স্নেহবিন্দবঃ ॥ ২২
দন্তান্ বিদশতস্তস্য শ্রূয়তে দশনস্বনঃ।
যন্ত্রস্যাকৃষ্যমাণস্য মথ্যতো দানবৈরিব ॥ ২৩
তমন্তকমিব ক্রুদ্ধং চরাচরজিঘাংসয়া।
বীক্ষমাণং দিশঃ সর্ব্বা রাক্ষসা নোপচক্রমুঃ ॥ ২৪
ততঃ পরমসংক্রুদ্ধো রাবণো রাক্ষসাধিপঃ।
অব্রবীদ্রক্ষসাং মধ্যে সংস্তম্ভয়িষুরাহবে ॥ ২৫
ময়া বর্ষসহস্রাণি চরিত্বা পরমং তপঃ।
তেষু তেষ্ববকাশেষু স্বয়ম্ভূঃ পরিতোষিতঃ ॥ ২৬
তস্যৈব তপসো ব্যুষ্ট্যা প্রসাদাচ্চ স্বয়ম্ভুবঃ।
নাসুরেভ্যো ন দেবেভ্যো ভয়ং মম কদাচন ॥ ২৭
কবচং ব্রহ্মদত্তং মে যদাদিত্যসমপ্রভম্।
দেবাসুরবিমর্দ্দেষু ন চ্ছিন্নং বজ্রশক্তিভিঃ ॥ ২৮
তেন মামদ্য সংযুক্তং রথস্থমিহ সংযুগে।
প্রতীয়াৎ কোঽদ্য মামাজৌ সাক্ষাদপি পুরন্দরঃ ॥ ২৯
যত্তদাভিপ্রসন্নেন সশরং কার্ম্মুকং মহৎ।
দেবাসুরবিমর্দ্দেষু মম দত্তং স্বয়ম্ভুবা ॥ ৩০
অদ্য তূর্য্যশতৈর্ভীমং ধনুরুত্থাপ্যতাং মম।
রামলক্ষ্মণয়োরেব বধায় পরমাহবে ॥ ৩১
স পুত্রবধসন্তপ্তঃ ক্রূরঃ ক্রোধবশং গতঃ।
সমীক্ষ্য রাবণো বুদ্ধ্যা সীতাং হন্তুং ব্যবস্যত ॥ ৩২

তোমার প্রেতকার্য্য করিতে হইল! হা পুত্র! সুগ্রীব, রাম এবং লক্ষ্মণ বাঁচিয়া থাকিতে তুমি আমার শল্য উদ্ধার না করিয়াই কোথায় গেলে।" ১১—১৫। এইরূপ বিলাপ করিতে করিতে রাক্ষসরাজ রাবণের পুত্রবধজনিত সাতিশয় ক্রোধের উদয় হইল। স্বতই তেজস্বী সূর্য্যের তেজ নিদাঘকালে যেমন আরও প্রখর হয়, সেইরূপ পুত্রবধ-জনিত শোকে স্বতই কোপনশীল রাবণ আরও কুপিত হইলেন। বৃত্রাসুরের মুখ হইতে যেরূপ অগ্নি বাহির হইয়াছিল, সেইরূপ ক্রোধে মুখব্যাদনকারী দশাননের মুখ হইতে সধূম জ্বলন্ত অগ্নি বাহির হইতে লাগিল। পরে পুত্রবধসন্তপ্ত শূরবর রাবণ ক্রোধ বশীভূত হইয়া বহুক্ষণ চিন্তাপূর্ব্বক বৈদেহীকে বধ করিবার ইচ্ছা করিলেন। তাঁহার চক্ষু স্বভাবতঃ ঘোরতর রক্তবর্ণ; তাহার উপরে রোষানলে দ্বিগুণতর রক্তবর্ণ হইয়া অতিভীষণ হইয়া উঠিল। ১৬—২০। তাঁহার রূপ স্বভাবতই ঘোরতর। তখন ক্রোধানলে, লোকসংহারোদ্যত ক্রুদ্ধ রুদ্রের ন্যায় তাঁহার রূপ আরও ঘোরতর হইয়া উঠিল। যেরূপ প্রদীপ্ত দীপদ্বয় হইতে অগ্ন্যাবশিষ্ট জ্বলন্ত বর্ত্তিকাসহ তৈলবিন্দু নিপতিত হয়, সেইরূপ সেই ক্রুদ্ধ দশগ্রীবের নেত্র-যুগল হইতে উষ্ণ বারিবিন্দু পতিত হইতে লাগিল। তিনি দীয় দন্তে দন্তে ঘর্ষণ করিতে লাগিলে, সমুদ্রমন্থনকালে দানবগণকর্তৃক আকৃষ্যমাণ যন্ত্র হইতে সমুত্থিত ধ্বনির ন্যায়, নিদারুণ ধ্বনি শুনা যাইতে লাগিল। সেই সময়ে সেই সর্ব্বলোকভয়াবহ বীরকে, কালান্তক যমের ন্যায় ক্রুদ্ধ দেখিয়া, সকলেই চারিদিকে দৃষ্টিপাত করিতে লাগিল; কিন্তু কেহই তাঁহার নিকটে যাইতে সাহসী হইল না। পরে রাক্ষসাধিপতি রাবণ অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া, রাক্ষসগণকে সমরে পাঠাইবার অভিলাষে কহিলেন। ২১—২৫। "আমি বহুসহস্র বৎসর সুমহৎ তপস্যা করিয়াছি এবং সেই সেই সময়ে পিতামহ ব্রহ্মাকেও সন্তুষ্ট করিয়া তপস্যার ফলস্বরূপ তাঁহার নিকট হইতে এরূপ বরলাভ করিয়াছি যে, দেবতা অথবা অসুরগণ হইতে আমার কখনই ভয় উপস্থিত হইবার সম্ভাবনা নাই। ব্রহ্মা আমাকে সূর্য্যের ন্যায় প্রভাবিশিষ্ট যে কবচ দান করিয়াছেন, দেবাসুর-সংগ্রামকালে বজ্রশক্তিদ্বারাও তাহা ছিন্ন হয় নাই। আমি সেই কবচ ধারণপূর্ব্বক রথে চড়িয়া রণমধ্যে গমন করিলে, সাক্ষাৎ ইন্দ্রতুল্য হইলেও অদ্য কে আমার সম্মুখীন হইতে পারিবে? পূর্ব্বে দেবতা ও অসুরগণের সহিত যুদ্ধ করিবার সময়ে পিতামহ প্রীত হইয়া আমাকে উৎকৃষ্ট ধনুর্ব্বাণ দান করিয়াছেন। মহাসমরে রামচন্দ্রকে এবং লক্ষ্মণকে বধ করিবার নিমিত্ত অদ্য শত শত তূর্য্যাদি মঙ্গলবাদ্যের সহিত আমার সেই ধনু উত্তোলন কর।" ২৬—৩১। পুত্রবধসন্তপ্ত ক্রূর রাবণ, এই কথা বলিয়া ক্ষণকাল

প্রত্যবেক্ষ্য তু তাম্রাক্ষঃ সুঘোরো ঘোরদর্শনঃ।
দীনো দীনস্বরান্ সর্ব্বাংস্তানুবাচ নিশাচরান্॥ ৩৩
মায়য়া মম বৎসেন বঞ্চনার্থং বনৌকসাম্।
কিঞ্চিদেব হতং তত্র সীতেয়মিতি দর্শিতম্।
তদিদং তথ্যমেবাহং করিষ্যে প্রিয়মাত্মনঃ॥ ৩৪
বৈদেহীং নাশয়িষ্যামি ক্ষত্রবন্ধুমনুব্রতাম্।
ইত্যেবমুক্ত্বা সচিবান্ খড়্গমাশু পরামৃশৎ॥ ৩৫
উদ্ধৃত্য গুণসম্পন্নং বিমলাম্বরবর্চ্চসম্।
নিষ্পপাত স বেগেন সভার্য্যঃ সচিবৈর্বৃতঃ॥ ৩৬
রাবণঃ পুত্রশোকেন ভৃশমাকুলচেতনঃ।
সংক্রুদ্ধঃ খড়্গমাদায় সহসা যত্র মৈথিলী॥ ৩৭
ব্রজন্তং রাক্ষসং প্রেক্ষ্য সিংহনাদং বিচুক্রুশুঃ।
উচুশ্চান্যোন্যমাশ্লিষ্য সংক্রুদ্ধং প্রেক্ষ্য রাক্ষসম্॥ ৩৮
অদ্যৈনং তাবুভৌ দৃষ্ট্বা ভ্রাতরৌ প্রব্যথিষ্যতঃ।
লোকপালা হি চত্বারঃ ক্রুদ্ধেনানেন নির্জ্জিতাঃ॥ ৩৯
বহবঃ শত্রবশ্চান্যে সংযুগেষ্বভিপাতিতাঃ।
ত্রিষু লোকেষু রত্নানি ভুঙ্ক্তে চাহৃত্য রাবণঃ।
বিক্রমে চ বলে চৈব নাস্ত্যস্য সদৃশো ভুবি॥ ৪০
তেষাং সংজল্পমানানামশোকবনিকাং গতাম্।
অভিদুদ্রাব বৈদেহীং রাবণঃ ক্রোধমূর্চ্ছিতঃ॥ ৪১
বার্য্যমাণঃ সুবহু ক্রুদ্ধঃ সুহৃদ্ভির্হিতবুদ্ধিভিঃ।
অভ্যধাবত সংক্রুদ্ধঃ খে গ্রহো রোহিণীমিব॥ ৪২
মৈথিলী রক্ষ্যমাণা তু রাক্ষসীভিরনিন্দিতা।
দদর্শ রাক্ষসং ক্রুদ্ধং নিস্ত্রিংশবরধারিণম্॥ ৪৩
তং নিশম্য সনিস্ত্রিংশং ব্যথিতা জনকাত্মজা।
নিবার্য্যমাণং বহুশঃ সুহৃদ্ভিরনিবর্ত্তিনম্॥ ৪৪
সীতা দুঃখসমাবিষ্টা বিলপন্তীদমব্রবীৎ।
যথায়ং মামভিক্রুদ্ধঃ সমভিদ্রবতি স্বয়ম্।
বধিষ্যতি সনাথাং মামনাথামিব দুর্ম্মতিঃ॥ ৪৫
বহুশশ্চোদয়ামাস ভর্ত্তারং মামনুব্রতাম্।
ভার্য্যা মম ভবস্বেতি প্রত্যাখ্যাতো ধ্রুবং ময়া॥ ৪৬
সোঽয়ং মমানুপস্থানে ব্যক্তং নৈরাশ্যমাগতঃ।
ক্রোধলোভসমাবিষ্টো ব্যক্তং মাং হন্তুমুদ্যতঃ॥ ৪৭
অথবা তৌ নরব্যাঘ্রৌ ভ্রাতরৌ রামলক্ষ্মণৌ।
মন্নিমিত্তমনার্য্যেণ সমরেঽদ্য নিপাতিতৌ॥ ৪৮
ভৈরবো হি মহান্নাদো রাক্ষসানাং শ্রুতো ময়া।
বহূনামিহ হৃষ্টানাং তথা বিক্রোশতাং প্রিয়ম্॥ ৪৯

চিন্তাপূর্ব্বক ক্রোধবশীভূত হইয়া সীতাকেই বধ করিতে ইচ্ছা করিলেন। সেই দীনদশাপন্ন বিকট-মূর্ত্তি দুরাশয় বীর কোপে আরক্তচক্ষু হইয়া রাক্ষসগণকে কহিলেন;—"বৎস ইন্দ্রজিৎ বানরগণকে বঞ্চনা করিবার নিমিত্ত মায়াময়ী সীতাকে বধ করিয়া দেখাইয়াছিল। অদ্য আমি সত্য সত্যই ক্ষত্রিয়াধম রামের অনুরাগিণী সেই বৈদেহীকে নিহত করিয়া আপনার মঙ্গল সাধন করিব।" পুত্রশোকাভিভূত আকুলচিত্ত রাবণ, এই কথা বলিয়াই শীঘ্র শুভ্রবসনের ন্যায় নির্ম্মল সুতীক্ষ্ণ খড়্গ লইয়া সহধর্ম্মিণী ও মন্ত্রিগণে পরিবেষ্টিত হইয়া, যে স্থানে বৈদেহী অবস্থান করিতেন, ক্রোধভরে বেগে সেই দিকে প্রস্থান করিলেন। ৩২—৩৭। সেই সময়ে তাঁহাকে সেইভাবে যাইতে দেখিয়া, সচিবগণ সিংহনাদ ও পরস্পর আলিঙ্গনপূর্ব্বক এইরূপ কহিতে লাগিল যে—"ইনি যখন ক্রুদ্ধ হইয়া পূর্ব্বে লোকপালচতুষ্টয়কে পরাজিত এবং অপর অসংখ্য শত্রুকে রণমধ্যে বধ করিয়াছেন, তখন অদ্য ইঁহার এতাদৃশ রূপ দেখিয়া সেই ভ্রাতৃদ্বয় রাম লক্ষ্মণ নিশ্চয়ই ব্যথা প্রাপ্ত হইবে। ত্রিভুবনমধ্যে কেহই ইঁহার তুল্য বিক্রান্ত বা বলশালী নাই। কারণ ইনিই ত্রিভুবনের সমস্ত রত্ন সংগ্রহ করিয়া ভোগ করিতেছেন।" তাহারা এইরূপ কথোপকথন করিতে করিতে অশোকবনে উপস্থিত হইলে, রাবণ কোপে মূর্চ্ছিত হইয়া সীতাদেবীর অভিমুখে ধাবিত হইলেন। হিতৈষী সুহৃদ্গণ তাঁহাকে বারংবার নিবারণ করিতেছেন, তথাপি তিনি অন্তরীক্ষে রোহিণীর অভিমুখে ধাবিত অঙ্গারকাদি গ্রহের ন্যায় কোপভরে গমন করিতে লাগিলেন। তখন রাক্ষসীগণ-রক্ষিতা অনিন্দিতা জনকনন্দিনী দেখিলেন, রাবণ ক্রুদ্ধ হইয়া খড়্গহস্তে তাঁহার দিকে আগমন করিতেছেন। ৩৮-৪৩। সেই রাবণ, সুহৃদ্গণ কর্ত্তৃক বারংবার নিবারিত হইয়াও নিবৃত্ত হইতেছেন না—খড়্গহস্তে আসিতেছেন দেখিয়া, জানকী অত্যন্ত ব্যথিতা হইলেন এবং অতিদুঃখে বিলাপ করিতে লাগিলেন,—"যখন এই দুর্ম্মতি কোপভরে আমার দিকে আসিতেছে, তখন বোধ হয়, আমি সনাথা হইলেও অদ্য আমাকে অনাথার ন্যায় হনন করিবে। হায়! আমি একমাত্র স্বামীর অনুব্রতা;—তথাপি এই রাবণ আমাকে বারবার—'আমার ভার্য্যা হও'—এইরূপ প্রার্থনা করিয়া প্রত্যাখ্যাত হইয়াছে। বোধ হয় আমি অঙ্গীকার করি নাই বলিয়াই, সেই রাবণ,—নিরাশ ও ক্রোধবশীভূত হইয়া নিশ্চয়ই আমাকে হনন করিতে উদ্যত হইয়াছে। ৪৪—৪৭ অথবা সেই নরব্যাঘ্র ভ্রাতৃদ্বয় রাম এবং লক্ষ্মণ আমার নিমিত্ত অদ্য রণমধ্যে নিপাতিত হইয়া থাকিবেন। কারণ অসংখ্য [illegible] রাক্ষসগণের [illegible] ভীষণ [illegible]

অহো ধিঙ্মন্নিমিত্তোঽয়ং বিনাশো রাজপুত্রয়োঃ।
অথবা পুত্রশোকেন অহত্বা রামলক্ষ্মণৌ ॥ ৫০
বিধমিষ্যতি মাং রৌদ্রো রাক্ষসঃ পাপনিশ্চয়ঃ।
হনূমতস্তু তদ্বাক্যং ন কৃতং ক্ষুদ্রয়া ময়া ॥ ৫১
যদ্যহং তস্য পৃষ্ঠেন তদায়াসমনির্জ্জিতা।
নাদ্যৈবমনুশোচেয়ং ভর্ত্তুরঙ্কগতা সতী ॥ ৫২
মন্যে তু হৃদয়ং তস্যাঃ কৌশল্যায়াঃ ফলিষ্যতি।
একপুত্রা যদা পুত্রং বিনষ্টং শ্রোষ্যতে যুধি ॥ ৫৪
সা হি জন্ম চ বাল্যঞ্চ যৌবনঞ্চ মহাত্মনঃ।
ধর্ম্মকার্য্যাণি রূপঞ্চ রুদন্তী সংস্মরিষ্যতি ॥ ৫৪
নিরাশা নিহতে পুত্রে দত্ত্বা শ্রাদ্ধমচেতনা।
অগ্নিমারোক্ষ্যতে নূনমপো বাপি প্রবেক্ষ্যতি ॥ ৫৫
ধিগস্তু কুব্জামসতীং মন্থরাং পাপনিশ্চয়াম্।
যন্নিমিত্তমিমং শোকং কৌশল্যা প্রতিপৎস্যতে ॥ ৫৬
ইত্যেবং মৈথিলীং দৃষ্ট্বা বিলপন্তীং তপস্বিনীম্।
রোহিণীমিব চন্দ্রেণ বিনা গ্রহবশং গতাম্ ॥ ৫৭
এতস্মিন্নন্তরে তস্য অমাত্যঃ শীলবাঞ্ছুচিঃ।
সুপার্শ্বো নাম মেধাবী রাবণং রক্ষসাং বরম্।
নিবার্য্যমাণঃ সচিবৈরিদং বচনমব্রবীৎ ॥ ৫৮
কথং নাম দশগ্রীব সাক্ষাদ্বৈশ্রবণানুজ।
হন্তুমিচ্ছসি বৈদেহীং ক্রোধাদ্ধর্ম্মমপাস্য চ ॥ ৫৯
বেদবিদ্যাব্রতস্নাতঃ স্বকর্ম্মনিরতস্তথা।
স্ত্রিয়ঃ কস্মাদ্বধং বীর মন্যসে রাক্ষসেশ্বর ॥ ৬০
মৈথিলীং রূপসম্পন্নাং প্রত্যবেক্ষস্ব পার্থিব।
তস্মিন্নেব সহাস্মাভিরাহবে ক্রোধমুৎসৃজ ॥ ৬১
অভ্যুত্থানং ত্বমদ্যৈব কৃষ্ণপক্ষচতুর্দ্দশী।
কৃত্বা নির্যাহ্যমাবস্যাং বিজয়ায় বলৈর্বৃতঃ ॥ ৬২
শূরো ধীমান্ রথী খড়্গী রথপ্রবরমাস্থিতঃ।
হত্বা দাশরথিং রামং ভবান্ প্রাপ্স্যতি মৈথিলীম্ ॥ ৬৩

স তদ্দুরাত্মা সুহৃদা নিবেদিতং
বচঃ সুধর্ম্ম্যং প্রতিগৃহ্য রাবণঃ।
গৃহং জগামাথ ততশ্চ বীর্য্যবান্
পুনঃ সভাঞ্চ প্রযযৌ সুহৃদ্বৃতঃ ॥ ৬৪

ইতি লঙ্কাকাণ্ডে ত্রিনবতিতমঃ সর্গঃ ॥ ৯৩

গোচর হইতে ছল। ধিক্! আমার নিমিত্তই সেই রাজকুমারদ্বয় নিহত হইলেন। অথবা এই পাপাশয় ভীমমূর্ত্তি রাক্ষস রাবণ, পুত্রশোকবশতঃ রাম-লক্ষ্মণকে বধ না করিয়া, আমাকেই বধ করিতে আসিয়াছে। হায়! আমি কি জন্য হনুমানের কথামত কার্য্য করি নাই। হায়! আমি যদি রামকর্ত্তৃক শত্রুজয়ের আশা না করিয়াই হনুমানের পিঠে চড়িয়া গমন করিতাম, তাহা হইলে সুখে স্বামীর ক্রোড়ে থাকিতাম, অদ্য আর এরূপ শোক করিতে হইত না। ৪৮—৫২। হায়! একপুত্রবতী কৌশল্যা যখন পুত্রকে রণমধ্যে নিহত শুনিবেন, তখন নিশ্চয়ই তাঁহার হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া যাইবে; আমার নিশ্চয় বোধ হইতেছে, 'পুত্র নিহত হইয়াছেন' এই কথা শুনিয়া, তিনি নিরাশ ও জ্ঞানহীনা হইয়া,—তাঁহার ঔর্দ্ধদেহিক ক্রিয়াসম্পাদনপূর্ব্বক, অগ্নি অথবা জলমধ্যে প্রবেশ করিবেন। হায়! যাহার নিমিত্ত কৌশল্যা এরূপ শোক পাইলেন, সেই অসতী পাপীয়সী কুব্জা মন্থরাকে ধিক্!" চন্দ্রভিন্ন অন্য গ্রহের ক্রোড়গতা রোহিণীর ন্যায় তপস্বিনী জনকনন্দিনী সীতাকে এইরূপ বিলাপ করিতে দেখিয়া, শুদ্ধাচারী সুশীল এবং মেধাবী সুপার্শ্বনামক মন্ত্রী অন্যান্য মন্ত্রী কর্ত্তৃক নিবারিত হইয়াও রাক্ষসশ্রেষ্ঠ রাবণকে কহিলেন। ৫৩—৫৮। "হে দশানন! আপনি বৈশ্রবণের সাক্ষাৎ অনুজ সহোদর হইয়াও, কি প্রকারে ধর্ম্ম পরিত্যাগপূর্ব্বক বৈদেহীকে বধ করিতে ইচ্ছা করিতেছেন? হে বীর রাক্ষসেশ্বর! যথাবিধি ব্রত স্নান ও বেদাদি অধ্যয়ন করিয়া এবং তদনুরূপ অগ্নিহোত্রাদি স্বকর্ম্মে অনুরক্ত থাকিয়াও, আপনি কি নিমিত্ত স্ত্রীবধ করিতে উদ্যত হইয়াছেন? মহারাজ! আপনি এই বরবর্ণিনী মৈথিলীকে পরিত্যাগ করিয়া আমাদিগের সহিত রণমধ্যে সেই রামচন্দ্রের উপরে কোপ প্রকাশ করুন। ৫৯—৬১। রাক্ষসরাজ! অদ্য কৃষ্ণপক্ষের চতুর্দ্দশী। অতএব অদ্য সংগ্রামের আয়োজন করিয়া, আগামী কল্য অমাবস্যায় সেনাপরিবৃত হইয়া বিজয়ার্থ যাত্রা করিবেন। রাজন্! আপনি শূর, ধীমান্ এবং মহারথ! অতএব আমি নিশ্চয় বলিতেছি, আপনি উৎকৃষ্ট রথে আরোহণপূর্ব্বক খড়্গদ্বারা দাশরথি রামচন্দ্রকে বধ করিয়া জনকনন্দিনী সীতাকে লাভ করিবেন।" বীর্য্যবান্ দুরাসদ রাবণ সুহৃদের ধর্ম্মসঙ্গত কথা গ্রহণপূর্ব্বক সুহৃদ্গণের সহিত গৃহে ফিরিয়া গিয়া, পুনরায় সভামধ্যে প্রবেশ করিলেন। ৬২—৬৪।

চতুর্নবতিতমঃ সর্গঃ

স প্রবিশ্য সভাং রাজা দীনঃ পরমদুঃখিতঃ।
নিষসাদাসনে মুখ্যে সিংহঃ ক্রুদ্ধ ইব শ্বসন্॥ ১
অব্রবীচ্চ স তান্ সর্ব্বান্ বলমুখ্যান্মহাবলঃ।
রাবণঃ প্রাঞ্জলির্বাক্যং পুত্রব্যসনকর্শিতঃ॥ ২
সর্ব্বে ভবন্তঃ সর্ব্বেণ হস্ত্যশ্বেন সমাবৃতাঃ।
নির্যাত রথসঙ্ঘৈশ্চ পাদাতৈশ্চোপশোভিতাঃ॥ ৩
একং রামং পরিক্ষিপ্য সমরে হন্তুমর্হথ।
প্রহৃষ্টাঃ শরবর্ষাণি প্রাবৃট্‌কাল ইবাম্বুদাঃ॥ ৪
অথবাহং শরৈস্তীক্ষ্ণৈর্ভিন্নগাত্রং মহাহবে।
ভবদ্ভিঃ শ্বো নিহন্তাস্মি রামং লোকস্য পশ্যতঃ॥ ৫
ইত্যেতদ্বাক্যমাদায় রাক্ষসেন্দ্রস্য রাক্ষসাঃ।
নির্যযুস্তে রথৈঃ শীঘ্রৈর্নানানীকৈশ্চ সংযুতাঃ॥ ৬
পরিঘান্ পট্টিশাংশ্চৈব শরখড়্গপরশ্বধান্।
শরীরান্তকরান্ সর্ব্বে চিক্ষিপুর্বানরান্ প্রতি॥ ৭
বানরাশ্চ দ্রুমাঞ্ছৈলান্ রাক্ষসান্ প্রতি চিক্ষিপুঃ॥ ৮
স সংগ্রামো মহাভীমঃ সূর্য্যস্যোদয়নং প্রতি।
রক্ষসাং বানরাণাঞ্চ তুমুলঃ সমপদ্যত॥ ৯
তে গদাভিশ্চ চিত্রাভিঃ প্রাসৈঃ খড়্গৈঃ পরশ্বধৈঃ।
অন্যোন্যং সমরে জঘ্নুস্তদা বানররাক্ষসাঃ॥ ১০
এবং প্রবৃত্তে সংগ্রামে হ্যদ্ভুতং সুমহদ্রজঃ।
রক্ষসাং বানরাণাঞ্চ শান্তং শোণিতবিস্রবৈঃ॥ ১১
মাতঙ্গরথকূলাশ্চ শরমৎস্যা ধ্বজদ্রুমাঃ।
শরীরসঙ্ঘাতবহাঃ প্রসস্রুঃ শোণিতাপগাঃ॥ ১২
ততস্তে বানরাঃ সর্ব্বে শোণিতৌঘপরিপ্লুতাঃ।
ধ্বজং চর্ম্ম রথানশ্বান্নানাপ্রহরণানি চ।
আপ্লুত্যাপ্লুত্য সমরে বানরেন্দ্রা বভঞ্জিরে॥ ১৩
কেশান্ কর্ণান্ ললাটাংশ্চ নাসিকাশ্চ প্লবঙ্গমাঃ।
রক্ষসাং দশনৈস্তীক্ষ্ণৈর্নখৈশ্চাপি ব্যদারয়ন্॥ ১৪
একৈকং রাক্ষসং সংখ্যে শতং বানরপুঙ্গবাঃ।
অভ্যধাবন্ত ফলিতং বৃক্ষং শকুনয়ো যথা॥ ১৫
তদা গদাভির্গুর্ব্বীভিঃ প্রাসৈঃ খড়্গৈঃ পরশ্বধৈঃ।
নির্জঘ্নুর্বানরান্ ঘোরান্ রাক্ষসাঃ পর্ব্বতোপমাঃ॥ ১৬
রাক্ষসৈর্বধ্যমানানাং বানরাণাং মহাচমূঃ।
শরণ্যং শরণং যাতা রামং দশরথাত্মজম্॥ ১৭
ততো রামো মহাতেজা ধনুরাদায় বীর্য্যবান্।
প্রবিশ্য রাক্ষসং সৈন্যং শরবর্ষং ববর্ষ হ॥ ১৮
প্রবিষ্টন্তু তদা রামং মেঘাঃ সূর্য্যমিবাম্বরে।

চতুর্নবতিতম সর্গ।

পুত্রশোকাভিভূত মহাবল রাবণ, কোপান্বিত কেশরীর ন্যায় নিশ্বাস পরিত্যাগপূর্ব্বক, দীন এবং দুঃখিতভাবে সভামধ্যে প্রবেশ করিয়া সিংহাসনে বসিলেন। তিনি সেই প্রধান সেনাপতি রাক্ষসগণকে কহিলেন ;—"আজ তোমরা সকলে অবশিষ্ট রথ, পদাতি হস্তী ও অশ্ব সকলের সহিত যুদ্ধে বাহির হও। অদ্য তোমরা রণমধ্যে আহ্লাদিতচিত্তে মেঘের বারিবর্ষণের ন্যায় বাণ বর্ষণপূর্ব্বক একমাত্র রামকেই বধ করিতে চেষ্টা কর। অথবা আমিই তোমাদিগের সহিত আগামী কল্য মহাযুদ্ধে তীক্ষ্ণ বাণসমূহদ্বারা সকলের সম্মুখে রামকে বধ করিয়া ফেলিব।" ১—৫। রাক্ষসগণ রাক্ষসেন্দ্র রাবণের এই কথা শুনিয়া রথারোহণপূর্ব্বক চতুরঙ্গ সৈন্যে পরিবেষ্টিত হইয়া বাহির হইল এবং বানরগণকে লক্ষ্য করিয়া, দেহান্তকারী পরিঘ, পট্টিশ, পরশু, বাণ ও খড়্গ সকল নিক্ষেপ করিতে লাগিল। বানরগণও রাক্ষসগণের প্রতি বৃক্ষ এবং শৈল নিক্ষেপ করিতে আরম্ভ করিল। এইরূপে সূর্য্যোদয় হইতে রাক্ষস এবং বানরগণের ভয়ঙ্কর তুমুল সংগ্রাম আরম্ভ হইল। সেই সময়ে বানর ও রাক্ষসগণ,—বিচিত্র গদা, প্রাস, পরশু ও খড়্গ সকল দ্বারা পরস্পরকে আঘাত করিতে লাগিলে, সেই রণভূমির অদ্ভুত সুমহৎ ধূলিরাশি বানর এবং রাক্ষসগণের দেহনিঃসৃত রক্তধারা দ্বারা উপশান্ত হইল। ৬—১১। তাহাদের দেহ হইতে নির্গত শোণিতপ্রবাহ, রণক্ষেত্রে নদীর ন্যায় বহিতে লাগিল। হস্তী সকল সেই রক্তনদীর তীর, ধ্বজ সকল সেই তীরস্থ বৃক্ষ এবং বাণসকল মৎস্যের অনুরূপ হইল; মৃত দেহ সকল সেই নদী প্রবাহে বাহিত হইতে লাগিল। বানরেন্দ্রগণ রক্তলিপ্ত হইয়াও, বারংবার লম্ফপ্রদানপূর্ব্বক রণমধ্যে রাক্ষসগণের ধ্বজ, চর্ম্ম, রথ, অশ্ব এবং বহুবিধ অস্ত্রসমূহকে ভগ্ন করিয়া সুতীক্ষ্ণ নখ এবং দন্ত দ্বারা রাক্ষসগণের কেশ, কর্ণ, ললাট ও নাসিকা সকল ছেদন করিতে লাগিল। যেরূপ পক্ষিকুল ফলিত বৃক্ষের অভিমুখে ধাবিত হয়, সেইরূপ এক এক জন রাক্ষসের অভিমুখে শত শত বানর দৌড়িল। ১২—১৫। তাহা দেখিয়া গিরিতুল্য দেহবিশিষ্ট রাক্ষসগণ,—প্রাস, খড়্গ, পরশু এবং বৃহৎ গদাসমূহদ্বারা ভীমমূর্ত্তি বানরগণকে বধ করিতে লাগিল। তখন সেই মহতী বানরবাহিনী রাক্ষসগণহস্তে আহত হইয়া, শরণাগতবৎসল দশরথনন্দন রামচন্দ্রের শরণ লইল। পরে মহাতেজস্বী বীর্য্যবান্ রামচন্দ্র ধনুর্দ্ধারণপূর্ব্বক রাক্ষসসেনামধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া, বাণ বর্ষণ করিতে লাগিলেন। সূর্য্য যেরূপ ঘোরতর মেঘের অন্তরালে প্রবিষ্ট হইলে কেহই

অধিজ্যমূর্ধহাঘোরা নির্দহন্তং শরাগ্নিনা ॥ ১৯
কৃতান্যেব সুঘোরাণি রামেণ রজনীচরাঃ।
রণে রামস্য দদৃশুঃ কর্ম্মাণ্যসুকরাণি তে ॥ ২০
চালয়ন্তং মহাসৈন্যং বিধমন্তং মহারথান্।
দদৃশুস্তে ন বৈ রামং বাতং বনগতং যথা ॥ ২১
ছিন্নং ভিন্নং শরৈর্দগ্ধং প্রভগ্নং শস্ত্রপীড়িতম্।
বলং রামেণ দদৃশুর্ন রামং শীঘ্রকারিণম্ ॥ ২২
প্রহরন্তং শরীরেষু ন তে পশ্যন্তি রাঘবম্।
ইন্দ্রিয়ার্থেষু তিষ্ঠন্তং ভূতাত্মানমিব প্রজাঃ ॥ ২৩
এষ হন্তি গজানীকমেষ হন্তি মহারথান্।
এষ হন্তি শরৈস্তীক্ষ্ণৈঃ পদাতীন্ বাজিভিঃ সহ ॥ ২৪
ইতি তে রাক্ষসাঃ সর্ব্বে রামস্য সদৃশান্ রণে।
অন্যোন্যং কুপিতা জঘ্নুঃ সাদৃশ্যাদ্রাঘবস্য তে ॥ ২৫
ন তে দদৃশিরে রামং দহন্তমপি বাহিনীম্।
মোহিতাঃ পরমাস্ত্রেণ গান্ধর্ব্বেণ মহাত্মনা ॥ ২৬
তে তু রামসহস্রাণি রণে পশ্যন্তি রাক্ষসাঃ।
পুনঃ পশ্যন্তি কাকুৎস্থমেকমেব মহাহবে ॥ ২৭
ভ্রমন্তীং কাঞ্চনীং কোটিং কার্ম্মুকস্য মহাত্মনঃ।
অলাতচক্রপ্রতিমাং দদৃশুস্তে ন রাঘবম্ ॥ ২৮
শরীরনাভিসত্ত্বার্চ্চিঃ শরারং নেমিকার্ম্মুকম্।
জ্যাঘোষতলনির্ঘোষং তেজোবুদ্ধিগুণপ্রভম্ ॥ ২৯
দিব্যাস্ত্রগুণপর্য্যন্তং নিঘ্নন্তং যুধি রাক্ষসান্।
দদৃশূ রামচক্রং তৎ কালচক্রমিব প্রজাঃ ॥ ৩০
অনীকং দশসাহস্রং রথানাং বাতরংহসাম্।
অষ্টাদশসহস্রাণি কুঞ্জরাণাং তরস্বিনাম্ ॥ ৩১
চতুর্দ্দশসহস্রাণি সারোহাণাঞ্চ বাজিনাম্।
পূর্ণে শতসহস্রে দ্বে রাক্ষসানাং পদাতিনাম্ ॥ ৩২
দিবসস্যাষ্টভাগেন শরৈরগ্নিশিখোপমৈঃ।
হতান্যেকেন রামেণ রক্ষসাং কামরূপিণাম্ ॥ ৩৩
তে হতাশ্বা হতরথাঃ শান্তা বিমথিতধ্বজাঃ।
অভিপেতুঃ পুরীং লঙ্কাং হতশেষা নিশাচরাঃ ॥ ৩৪
হতৈর্গজপদাত্যশ্বৈস্তদ্বভূব রণাজিরম্।
আক্রীড়ভূমিঃ ক্রুদ্ধস্য রুদ্রস্যেব মহাত্মনঃ ॥ ৩৫
ততো দেবাঃ সগন্ধর্ব্বাঃ সিদ্ধাশ্চ পরমর্ষয়ঃ।
সাধু সাধ্বিতি রামস্য তৎ কর্ম্ম সমপূজয়ন্ ॥ ৩৬

তাঁহাকে দেখিতে পায় না, সেইরূপ ঘোররূপ রাক্ষসগণ সেই সময়ে রণমধ্যে প্রবিষ্ট রামচন্দ্রকে দেখিতে পাইল না; কেবল তাঁহার ঘোরতর দুষ্কর কর্ম্মসকলই দেখিতে লাগিল। ১৯—২০। বনমধ্যে প্রবাহিত বায়ু যেরূপ লোকের চাক্ষুষ হয় না, স্পর্শদ্বারা অনুমিত হয়, সেইরূপ রামচন্দ্র সেনা সকলকে চালিত করিতেছেন, মহারথীদিগকে বিদলিত করিতেছেন, কোন রাক্ষস ইহা দেখিতে পাইল না, কেবল অনুমানে বুঝিল। রাক্ষসগণ রণমধ্যে সৈন্যসকল ছিন্ন ভিন্ন, বাণদগ্ধ, শস্ত্র-পীড়িত এবং ভগ্ন হইতেছে দেখিতে পাইল, কিন্তু সেই ক্ষিপ্রহস্ত রামচন্দ্রকে কোথাও দেখিতে পাইল না। যেরূপ লোকসকল ইন্দ্রিয়গণের অধিষ্ঠাতা ভূতাত্মাকে দেখিতে পায় না, সেইরূপ রামচন্দ্র সকলের দেহে বাণ দ্বারা আঘাত করিতে থাকিলেও, কেহই তাঁহাকে দেখিতে পাইল না। সেই রাক্ষসগণ—"এ গজসৈন্য নষ্ট করিতেছে,—এ মহারথগণকে বধ করিতেছে, এ তীক্ষ্ণ বাণসমূহ দ্বারা অশ্বসকলের সহিত পদাতিক সৈন্যগণকে বধ করিতেছে" এইরূপ চীৎকার করিতে করিতে রণমধ্যে রামের ন্যায় প্রতীয়মান রাক্ষসগণকে সাদৃশ্য বশতঃ রামভ্রমে আঘাত করিতে লাগিল। মহাত্মা রামকর্ত্তৃক নিক্ষিপ্ত গান্ধর্ব্ব অস্ত্রে সেনাগণ মুগ্ধ হইয়া গিয়াছিল। তাহারা কখন রণমধ্যে সহস্র সহস্র রামকে দেখিতে লাগিল এবং কখন দেখিল যে, সেই মহা-সংগ্রামে একজনমাত্র রামই অবস্থান করিতেছেন। সুতরাং রাম, তাহাদিগকে বাণরূপ অগ্নি দ্বারা দগ্ধ করিতে থাকিলেও, তাহারা কেহই প্রকৃত রামকে দেখিতে পাইল না। ২১—২৭। কখন বা তাহারা রামের জ্বলন্ত অঙ্গার-চক্রতুল্য ধনুকের অগ্রভাগ লক্ষ্য করিল;—কিন্তু রামকে দেখিতে পাইল না। যেরূপ প্রজাগণ কালচক্র দর্শন করে, সেইরূপ তাহারা দেখিল যে, সেই রণমধ্যে একটী রামরূপ চক্র পরি-ভ্রমণপূর্ব্বক, রাক্ষসগণকে বধ করিতেছে। রামচন্দ্রের শরীর সেই চক্রের নাভি,—রামের বল তাহার কান্তি, বাণসকল অর,—কার্ম্মুক নেমি,—জ্যাশব্দই তাহার ঘর্ঘর-ধ্বনি,—প্রতাপ এবং বুদ্ধি এই উভয় গুণই প্রভা এবং দিব্যাস্ত্রগুণই তাহার পর্য্যন্ত। ২৮—৩০। এইরূপে একমাত্র রাম প্রাতঃকালাবধি দিবসের অষ্টম ভাগের মধ্যে অগ্নিশিখা তুল্য বাণ সকল দ্বারা, কাম-রূপী রাক্ষসগণের বায়ুর ন্যায় বেগবান্ দশসহস্র রথী, আরোহিসহ অষ্টাদশসহস্র হস্তী, আরোহীর সহিত চতুর্দ্দশসহস্র অশ্ব এবং সম্পূর্ণ দুইসহস্র পদাতিক সেনাকে যমালয়ে পাঠাইলেন। তখন হতাবশিষ্ট নিশা-চরগণ,—অশ্ব, রথ ও ধ্বজাদি হীন হইয়া, নিরুৎসাহে লঙ্কাপুরে প্রবেশ করিল। সেই সময়ে সেই রণক্ষেত্র —নিহত তুরঙ্গ, মাতঙ্গ ও পদাতিগণে আকীর্ণ হইয়া উঠিল;—তখন তাহা ক্রোধপূর্ণ মহাত্মা রুদ্রের ক্রীড়া-ভূমির ন্যায় প্রতীয়মান হইতে লাগিল। আকাশস্থিত

অব্রবীচ্চ তদা রামঃ সুগ্রীবং প্রত্যনন্তরম্ ।
বিভীষণঞ্চ ধর্ম্মাত্মা হনুমন্তঞ্চ বানরম্ ॥ ৩৭
জাম্ববন্তং হরিশ্রেষ্ঠং মৈন্দং দ্বিবিদমেব চ ।
এতদস্ত্রবলং দিব্যং মম বা ত্র্যম্বকস্য বা ॥ ৩৮
নিহত্য তাং রাক্ষসরাজবাহিনীং
রামস্তদা শক্রসমো মহাত্মা।
অস্ত্রেষু শস্ত্রেষু জিতক্লমশ্চ
সংস্তূয়তে দেবগণৈঃ প্রহৃষ্টৈঃ ॥ ৩৯

ইতি লঙ্কাকাণ্ডে চতুর্নবতিতমঃ সর্গঃ ॥ ৯৪ ॥

পঞ্চনবতিতমঃ সর্গঃ।

তানি নাগসহস্রাণি সারোহাণাঞ্চ বাজিনাম্ ।
রথানাং চাগ্নিবর্ণানাং সধ্বজানাং সহস্রশঃ ॥ ১
রাক্ষসানাং সহস্রাণি গদাপরিঘযোধিনাম্ ।
কাঞ্চনধ্বজচিত্রাণাং শূরাণাং কামরূপিণাম্ ॥ ২
নিহতানি শরৈর্দীপ্তৈস্তপ্তকাঞ্চনভূষণৈঃ ।
রাবণেন প্রযুক্তানি রামেণাক্লিষ্টকর্ম্মণা ॥ ৩
দৃষ্ট্বা শ্রুত্বা চ সম্ভ্রান্তা হতশেষা নিশাচরাঃ ।
রাক্ষস্যশ্চ সমাগম্য দীনাশ্চিন্তাপরিপ্লুতাঃ ॥ ৪
বিধবা হতপুত্রাশ্চ ক্রোশন্ত্যো হতবান্ধবাঃ ।
রাক্ষস্যঃ সহ সঙ্গম্য দুঃখার্ত্তাঃ পর্য্যদেবয়ন্ ॥ ৫
কথং শূর্পণখা বৃদ্ধা করালা নির্ণতোদরী ।
আসসাদ বনে রামং কন্দর্পসমরূপিণম্ ॥ ৬
সুকুমারং মহাসত্ত্বং সর্ব্বভূতহিতে রতম্ ।
তং দৃষ্ট্বা লোকবধ্যা সা হীনরূপা প্রকামিতা ॥ ৭
কথং সর্ব্বগুণৈর্হীনা গুণবন্তং মহৌজসম্ ।
সুমুখং দুর্ম্মুখী রামং কাময়ামাস রাক্ষসী ॥ ৮
জনস্যাস্যাল্পভাগ্যত্বাদ্বলিনী শ্বেতমূর্দ্ধজা ।
অকার্য্যমপহাস্যঞ্চ সর্ব্বলোকবিগর্হিতম্ ॥ ৯
রাক্ষসানাং বিনাশায় দূষণস্য খরস্য চ ।
চকারাপ্রতিরূপা সা রাঘবস্য প্রধর্ষণম্ ॥ ১০
তন্নিমিত্তমিদং বৈরং রাবণেন কৃতং মহৎ ।
বধায় সীতা সানীতা দশগ্রীবেণ রক্ষসা ॥ ১১
ন চ সীতাং দশগ্রীবঃ প্রাপ্নোতি জনকাত্মজাম্ ।
বদ্ধং বলবতা বৈরমক্ষয়ং রাঘবেণ চ ॥ ১২
বৈদেহীং প্রার্থয়ানং তং বিরাধং প্রেক্ষ্য রাক্ষসম্ ।
হতমেকেন রামেণ পর্য্যাপ্তং তন্নিদর্শনম্ ॥ ১৩
চতুর্দ্দশসহস্রাণি রক্ষসাং ভীমকর্ম্মণাম্ ।

দেবতা, গন্ধর্ব্ব, সিদ্ধ এবং পরমর্ষিগণ, 'সাধুসাধু' বলিয়া রামচন্দ্রের সেই কার্য্যের প্রশংসা করিতে লাগিলেন। ৩১—৩৬। পরে ধর্ম্মাত্মা রাম,—নিকটস্থিত সুগ্রীব, বিভীষণ, জাম্ববান, বানরবর হনূমান্ এবং কপিশ্রেষ্ঠ মৈন্দ ও দ্বিবিদকে কহিলেন,—"এই দিব্য অস্ত্রবলকে আমার অথবা ত্রিলোচনের বলিলেও হয়।" অস্ত্র-শস্ত্র-বিষয়ে ইন্দ্রের তুল্য মহাত্মা রামচন্দ্র এইরূপে শ্রান্তিশূন্য হইয়া, সেই রাক্ষসরাজ-সেনাকে বধ করিতে লাগিলেন। দেবগণ আনন্দচিত্তে তাঁহার স্তব করিতে আরম্ভ করিলেন। ৩৭—৩৯।

পঞ্চনবতিতম সর্গ।

সহস্র হস্তিযোদ্ধা সুবর্ণধ্বজশোভিত অসংখ্য কাম-রূপী শূর যে সমস্ত রাক্ষস রাবণের আদেশে যুদ্ধ করিতেছিল তাহারা অক্লিষ্টকর্ম্মা রামের বাণে নিহত হইল এবং আরোহিযুক্ত অসংখ্য হস্তী, অশ্ব, সহস্র সহস্র ধ্বজশোভী অগ্নির ন্যায় উজ্জ্বল রথও বিচূর্ণিত হইয়া নিহত হইল। ইহা দেখিয়া অবশিষ্ট রাক্ষসগণ

রাক্ষস-রমণীগণের মধ্যে অনেকেই হতপুত্রা বান্ধবহীনা ও বিধবা হইয়াছে শুনিয়া অত্যন্ত দুঃখিত হইল। তখন তাহারা সকলেই সমবেত হইয়া বিলাপ করিতে লাগিল। ১—৫। "হায়! কি অশুভক্ষণেই নতোদরী করাল-বদনা বৃদ্ধা শূর্পণখা, বনমধ্যে মদনতুল্য রূপ-বিশিষ্ট রামচন্দ্রকে দেখিয়াছিল। হায়! যাহাকে দেখিলেই লোকে বধ করিতে ইচ্ছা করে, সেই কুৎসিতা কুরূপা শূর্পণখাও সর্ব্বভূতমঙ্গলকারী মহাবল সুকুমার রামচন্দ্রকে দেখিয়া তাঁহার প্রণয়াভিলাষিণী হইয়াছিল। হায়! সেই রাক্ষসী সর্ব্বগুণবিহীনা দুর্ম্মুখী হইয়াও, কি প্রকারে তাদৃশ মহাতেজস্বী গুণবান্ সুন্দরবদন রামচন্দ্রকে কামনা করিয়াছিল! হায়! রাক্ষসগণের দুর্ভাগ্যবশতঃ তাহাদিগের ও খর-দূষণের বধের নিমিত্তই, জরাজীর্ণা পলিতকেশী শূর্প-ণখা রামচন্দ্রের ধর্ষণরূপ সর্ব্বলোকবিগর্হিত হাস্যজনক দুষ্কর্ম্ম করিয়াছিল। ৬—১০। তাহারই কথানুসারে রাক্ষসগণের বধের নিমিত্তই রাবণ সীতাকে আনিয়া লঙ্কাপুরীতে এই ভীষণ কলহ উপস্থিত করিয়াছেন। রাবণ, সীতাকে কোনরূপেই লাভ করিতে পারিবেন না। তাঁহার কেবলমাত্র বলবানের সহিত শত্রুতা করাই সার হইল। তিনি যে সীতাকে প্রাপ্ত হইবেন না, একমাত্র বিরাধই তাহার পর্য্যাপ্ত প্রমাণ। কারণ, সে বৈদেহীকে অভিলাষ করিয়া রামচন্দ্রের হস্তে প্রাণত্যাগ করিয়াছে। (সেই বিরাধও রক্ষার জন্যে

নিহতানি জনস্থানে শরৈরগ্নিশিখোপমৈঃ ॥ ১৪
খরশ্চ নিহতঃ সংখ্যে দূষণস্ত্রিশিরাস্তথা।
শরৈরাদিত্যসঙ্কাশৈঃ পর্য্যাপ্তং তন্নিদর্শনম্ ॥ ১৫
হতো যোজনবাহুশ্চ কবন্ধো রুধিরাশনঃ
ক্রোধান্নাদং নদন্ সোহথ পর্য্যাপ্তং তন্নিদর্শনম্ ॥ ১৬
জঘান বলিনং রামঃ সহস্রনয়নাত্মজম্।
বালিনং মেঘসঙ্কাশং পর্য্যাপ্তং তন্নিদর্শনম্ ॥ ১৭
ঋষ্যমূকে বসংশ্চৈব দীনো ভগ্নমনোরথঃ।
সুগ্রীবঃ প্রাপিতো রাজ্যং পর্য্যাপ্তং তন্নিদর্শনম্ ॥ ১৮
ধর্ম্মার্থসহিতং বাক্যং সর্ব্বেষাং রক্ষসাং হিতম্।
যুক্তং বিভীষণেনোক্তং মোহাত্তস্য ন রোচতে ॥ ১৯
বিভীষণবচঃ কুর্য্যাদ্‌যদি স্ম ধনদানুজঃ।
শ্মশানভূতা দুঃখার্ত্তা নেয়ং লঙ্কা ভবিষ্যতি ॥ ২০
কুম্ভকর্ণং হতং শ্রুত্বা রাঘবেণ মহাবলম্।
অতিকায়ঞ্চ দুর্দ্ধর্ষং লক্ষ্মণেন হতং তদা ॥ ২১
প্রিয়ঞ্চেন্দ্রজিতং পুত্রং রাবণো নাববুধ্যতে ॥ ২২
মম পুত্রো মম ভ্রাতা মম ভর্ত্তা রণে হতঃ।
ইত্যেব শ্রূয়তে শব্দো রাক্ষসীনাং কুলে কুলে ॥ ২৩
রথাশ্বনাগাশ্চ হতাস্তত্র তত্র সহস্রশঃ।
রণে রামেণ শূরেণ হতাশ্চাপি পদাতয়ঃ ॥ ২৪
রুদ্রো বা যদি বা বিষ্ণুর্ম্মহেন্দ্রো বা শতক্রতুঃ।
হন্তি নো রামরূপেণ যদি বা স্বয়মন্তকঃ ॥ ২৫
হতপ্রবীরা রামেণ নিরাশা জীবিতে বয়ম্।
অপশ্যন্ত্যো ভয়স্যান্তমনাথা বিলপামহে ॥ ২৬
রামহস্তাদ্দশগ্রীবঃ শূরো দত্তমহাবরঃ।
ইদং ভয়ং মহাঘোরং সমুৎপন্নং ন বুধ্যতে ॥ ২৭
তং ন দেবা ন গন্ধর্ব্বা ন পিশাচা ন রাক্ষসাঃ।
উপসৃষ্টং পরিত্রাতুং শক্তা রামেণ সংযুগে ॥ ২৮
উৎপাতাশ্চাপি দৃশ্যন্তে রাবণস্য রণে রণে।
কথয়ন্তি হি রামেণ রাবণস্য নিবর্হণম্ ॥ ২৯
পিতামহেন প্রীতেন দেবদানবরাক্ষসৈঃ।
রাবণস্যাভয়ং দত্তং মানুষেভ্যো ন যাচিতম্ ॥ ৩০
তদিদং মানুষং মন্যে প্রাপ্তং নিঃসংশয়ং ভয়ম্।
জীবিতান্তকরং ঘোরং রক্ষসাং রাবণস্য চ ॥ ৩১

অমর হইয়াছিল।) রামচন্দ্র প্রথমে অগ্নিতুল্য বাণসমূহ দ্বারা জনস্থানে যে ভীমকর্ম্মা চতুর্দ্দশসহস্র রাক্ষস এবং খর, দূষণ ও ত্রিশিরাকে বধ করিয়াছেন, ইহাই তাহার পর্য্যাপ্ত প্রমাণ। যোজনবিস্তৃতবাহুশালী রুধিরাশী কবন্ধ যে কোপভরে সিংহনাদ করিতে করিতে নিহত হইয়াছে, তাহাতেই রামের অসীম বীর্য্যবিষয়ে যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া গিয়াছে! রামচন্দ্র যে বলশালী মেঘসদৃশ বালীকে বধ করিয়াছেন, তাহাতেই বুঝা গিয়াছে যে, রাবণের সীতাবিষয়ক আশা বৃথা। ১১—১৬। তিনি যে ঋষ্যমূক পর্ব্বতে থাকিয়া, দীনভাবাপন্ন ভগ্নমনোরথ সুগ্রীবকে রাজ্য দান করিয়াছেন, ইহাই তৎপক্ষে যথেষ্ট প্রমাণ। হায়! বিভীষণ, রাক্ষসগণের মঙ্গলসাধনবাসনায় ধর্ম্মার্থসঙ্গত যুক্তিযুক্ত কথা বলিয়াছেন; কিন্তু তাহা রাবণের অভিমত হয় নাই যদি কুবেরের কনিষ্ঠ দশানন বিভীষণের কথানুসারে কার্য্য করিতেন তাহা হইলে, এই সমগ্র লঙ্কানগরী কখনই দুঃখসঙ্কুলা শ্মশানভূমি হইত না। ১৮—২০। হায়! রামকর্ত্তৃক মহাবল কুম্ভকর্ণ এবং লক্ষ্মণকর্ত্তৃক অতিকায় ও প্রিয়পুত্র ইন্দ্রজিৎ নিহত হইয়াছেন,—তথাপি কি রাজা রামচন্দ্রের পরাক্রম জানিতে পারেন নাই? প্রথমতঃ হনুমান্ লাঙ্গুলানলে লঙ্কা নগরীকে দগ্ধ এবং কুমার অক্ষকে নিহত করিল,—ইহা দেখিয়াও তাঁহার জ্ঞানোদয় হইল না? প্রতিগৃহেই রাক্ষস-রমণীগণের—হায়! আমার পুত্র, আমার ভ্রাতা, আমার ভর্ত্তা সংগ্রামে নিহত হইয়াছে'—এইরূপ শব্দই কেবল শুনা যাইতেছে। সহস্র সহস্র রথী, সাদী, মাতঙ্গারূঢ় ও পদাতিকগণ শূর রামচন্দ্রকর্ত্তৃক রণমধ্যে নিহত হইয়াছে। আমাদের বোধ হয়, রুদ্র, বিষ্ণু, দেবরাজ ইন্দ্র অথবা সাক্ষাৎ কৃতান্ত রামরূপ ধারণপূর্ব্বক আমাদিগকে বিনাশ করিতেছেন। ২১—২৫। হায়! রাম-হস্তে বীরগণ নিহত হইয়াছে,—আমাদেরও জীবনের আশা নাই,—আমাদের ভয়ের অন্ত নাই,—আমরা অনাথ হইয়া কেবল বিলাপ করিতেছি। বীরবর রাবণ ব্রহ্মার মহাবরে দর্পিত, এ নিমিত্ত সেই রামচন্দ্র হইতে যে কি সর্ব্বনাশ ঘটতেছে, তাহা বুঝিতে পারিতেছেন না। রামচন্দ্র যখন, তাঁহার বধে উদ্যত, তখন দেবতা, গন্ধর্ব্ব, পিশাচ অথবা রাক্ষসগণের মধ্যে কেহই তাঁহাকে রক্ষা করিতে পারিবে না। প্রত্যেক যুদ্ধেই নানা প্রকার দুর্লক্ষণ দেখা যাইতেছে। ইহাতেই বোধ হইতেছে যে, রামের হস্তে রাবণের মৃত্যু সুনিশ্চিত। পূর্ব্বে ব্রহ্মা প্রীত হইয়া রাবণকে দেব, দানব ও রাক্ষসগণের অবধ্য করিয়াছিলেন; কিন্তু বরগ্রহণকালে রাবণ মনুষ্যের নিকটে অবধ্যতা প্রার্থনা করেন নাই। ২৬—৩০। এক্ষণে রাক্ষসকুল এবং দশাননের প্রাণ বধ করিবার নিমিত্তই যে,—সেই এই মনুষ্য উপস্থিত হইয়াছে, তদ্বিষয়ে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। আমরা

পীড়্যমানাস্তু বলিনা বরদানেন রক্ষসা ।
দীপ্তৈস্তপোভির্বিবুধাঃ পিতামহমপূজয়ন্ ॥ ৩২
দেবতানাং হিতার্থায় মহাত্মা বৈ পিতামহঃ ।
উবাচ দেবতাস্তুষ্ট ইদং সর্ব্বা মহদ্বচঃ ॥ ৩৩
অদ্যপ্রভৃতি লোকাংস্ত্রীন্ সর্ব্বে দানবরাক্ষসাঃ ।
ভয়েন প্রবৃতা নিত্যং বিচরিষ্যন্তি শাশ্বতম্ ॥ ৩৪
দৈবতৈস্তু সমাগম্য সর্ব্বৈশ্চেন্দ্রপুরোগমৈঃ ।
বৃষধ্বজস্ত্রিপুরহা মহাদেবঃ প্রতোষিতঃ ॥ ৩৫
প্রসন্নস্তু মহাদেবো দেবানেতদ্বচোহব্রবীৎ ।
উৎপৎস্যতি হিতার্থং বো নারী রক্ষঃক্ষয়াবহা ॥ ৩৬
এষা দেবৈঃ প্রযুক্তা তু ক্ষুদ্যথা দানবান্ পুরা ।
ভক্ষয়িষ্যতি নঃ সর্ব্বান্ রাক্ষসঘ্নী সরাবণান্ ॥ ৩৭
রাবণস্যাপনীতেন দুর্ব্বিনীতস্য দুর্ম্মতেঃ ।
অয়ং নিষ্ঠানকো ঘোরঃ শোকেন সমভিপ্লুতঃ ॥ ৩৮
তং ন পশ্যামহে লোকে যো নঃ শরণদো ভবেৎ ।
রাঘবেণোপসৃষ্টানাং কালেনেব যুগক্ষয়ে ॥ ৩৯
নাস্তি নঃ শরণং কিঞ্চিদ্ভয়ে মহতি তিষ্ঠতাম্ ।
দাবাগ্নিবেষ্টিতানাং হি করেণূনাং যথা বনে ॥ ৪০
প্রাপ্তকালং কৃতং তেন পৌলস্ত্যেন মহাত্মনা ।

শুনিয়াছি, বরমদোদ্ধত বলশালী রাক্ষস দশাননকর্তৃক পরিপীড়িত হইয়া সুরগণ ঘোর তপস্যাদ্বারা ব্রহ্মার উপাসনা করিলে মহাত্মা প্রজাপতি অতিশয় সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাদের মঙ্গলের নিমিত্ত এই সুমহতী কথা বলিয়াছিলেন ;—'অদ্য হইতে দানব এবং রাক্ষসগণ ভয়বিহ্বল হইয়া ত্রিভুবনমধ্যে বিচরণ করিতে থাকিবে।' তৎপরে ইন্দ্রাদি দেবগণ একত্র হইয়া ত্রিপুরহর মহাদেবের উপাসনা করেন। ৩১—৩৫। তাহাতে সন্তুষ্ট হইয়া তিনি কহিয়াছিলেন ;—'রাক্ষসগণের অন্তকারিণী কোন কামিনী উৎপন্না হইবে।' পূর্ব্বে দেবগণের নিয়োগে ক্ষুধা যেরূপ দানবগণকে ভক্ষণ করিয়াছিল, দেবগণের নিয়োগে রাক্ষস-কুল-নাশিনী সীতাও সেইরূপ আমাদিগকে ভক্ষণ করিবার নিমিত্তই জন্মগ্রহণ করিয়াছে। হায় ! দুর্ম্মতি দুর্ব্বিনীত রাবণের বুদ্ধিদোষে আমাদের এই ঘোরতর শোক ও বিনাশ উপস্থিত। যুগান্তকালে সংহার-রুদ্র যেরূপ জগতের সমস্ত প্রাণীকে সংহার- করিতে উদ্যত হন, সেইরূপ রামচন্দ্র আমাদিগকে সংহার করিতে উদ্যত। এ সময়ে আমাদিগকে রক্ষা করে, এমন কাহাকেও দেখিতেছি না। দাবানলমধ্যে পতিত করিণীর ন্যায়, আমরা মহা সঙ্কটে পড়িয়াছি। আমাদের রক্ষার আর উপায় নাই। ৩৬—৪০। হায়! যাহা হইতে

যত এব ভয়ং দৃষ্টং তমেব শরণং গতঃ ॥ ৪১
ইতীব সর্ব্বা রজনীচরাস্ত্রিয়ঃ
পরস্পরং সম্পরিরভ্য বাহুভিঃ ।
বিষেদুরার্ত্তা-ভয়ভারপীড়িতা
বিনেদুরুচ্চৈশ্চ তদা সুদারুণম্ ॥ ৪২
ইতি লঙ্কাকাণ্ডে পঞ্চনবতিতমঃ সর্গঃ ॥ ৯৫ ॥

— —

ষণ্ণবতিতমঃ সর্গঃ ।

আর্ত্তানাং রাক্ষসীনান্তু লঙ্কায়াং বৈ কুলে কুলে ।
রাবণঃ করুণং শব্দং শুশ্রাব পরিদেবিতম্ ॥ ১
স তু দীর্ঘং বিনিশ্বস্য মুহূর্ত্তং ধ্যানমাস্থিতঃ ।
বভূব পরমক্রুদ্ধো রাবণো ভীমদর্শনঃ ॥ ২
সন্দশ্য দশনৈরোষ্ঠং ক্রোধসংরক্তলোচনঃ ।
রাক্ষসৈরপি দুর্দর্শঃ কালাগ্নিরিব মূর্ত্তিমান্ ॥ ৩
উবাচ চ সমীপস্থান্ রাক্ষসান্ রাক্ষসেশ্বরঃ ।
ক্রোধাব্যক্তকথস্তত্র নির্দ্দহন্নিব চক্ষুষা ॥ ৪
মহোদরং মহাপার্শ্বং বিরূপাক্ষঞ্চ রাক্ষসম্ ।
শীঘ্রং বদত সৈন্যানি নির্যাতেতি মমাজ্ঞয়া ॥ ৫
তস্য তদ্বচনং শ্রুত্বা রাক্ষসাস্তে ভয়ার্দ্দিতাঃ ।

আমাদিগের এই ভয়ের সৃষ্টি, মহাত্মা বিভীষণ তাঁহার শরণাপন্ন হইয়া উচিত কার্য্যই করিয়াছেন।" শোকার্ত্তা ভয়কাতরা রাক্ষসরমণীগণ এইরূপ বিলাপপূর্ব্বক পরস্পরকে আলিঙ্গন করিয়া, উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে লাগিলেন। ৪১—৪২।

— —

ষণ্ণবতিতম সর্গ ।

ভীমমূর্ত্তি দশানন রাবণ, ঘরে ঘরে রাক্ষস-কামিনীগণের এই রূপ তুমুল সকরুণ আর্ত্তরব শুনিয়া দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিতে করিতে মুহূর্ত্তকাল চিন্তা করিয়া অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইলেন। সেই বীর রাক্ষসবর ক্রোধে আরক্তচক্ষু হইয়া দশন দ্বারা অধর দংশন করত, মূর্ত্তিমান্ কালানলের ন্যায় রাক্ষসগণেরও দুর্দৃশ্য হইয়া উঠিলেন। পরে যেন নয়নানলে সকল জীবকে দগ্ধ করিবার অভিপ্রায়েই ক্রোধাস্ফুটস্বরে সমীপস্থিত মহোদর, মহাপার্শ্ব ও বিরূপাক্ষ প্রভৃতি রাক্ষসগণকে কহিলেন ;—"আমার আজ্ঞা অনুসারে শীঘ্র সেনাগণকে বহির্গত হইতে বল।" ১—৫। তাঁহার সেই কথা শুনিয়া ভয়পীড়িত রাক্ষসগণ

চোদয়ামাসুরব্যগ্রান্ রাক্ষসাংস্তান্ নৃপাজ্ঞয়া ॥ ৬
তে তু সর্ব্বে তথেত্যুক্ত্বা রাক্ষসা ভীমদর্শনাঃ।
কৃতস্বস্ত্যয়নাঃ সর্ব্বে তে রণাভিমুখা যযুঃ ॥ ৭
প্রতিপূজ্য যথান্যায়ং রাবণং তে মহারথাঃ।
তস্থুঃ প্রাঞ্জলয়ঃ সর্ব্বে ভর্ত্তুর্বিজয়কাঙ্ক্ষিণঃ ॥ ৮
ততোবাচ প্রহস্যৈতান্ রাবণঃ ক্রোধমূর্চ্ছিতঃ।
মহোদরমহাপার্শ্বৌ বিরূপাক্ষঞ্চ রাক্ষসম্ ॥ ৯
অদ্য বাণৈর্ধনুর্ম্মুক্তৈর্যুগান্তাদিত্যসন্নিভৈঃ।
রাঘবং লক্ষ্মণঞ্চৈব নেষ্যামি যমসাদনম্ ॥ ১০
খরস্য কুম্ভকর্ণস্য প্রহস্তেন্দ্রজিতস্তথা।
করিষ্যামি প্রতীকারমদ্য শত্রুবধাদহম্ ॥ ১১
নৈবান্তরিক্ষং ন দিশো ন চ দ্যৌর্নাপি সাগরাঃ।
প্রকাশত্বং গমিষ্যন্তি মদ্বাণজলদাবৃতাঃ ॥ ১২
অদ্য বানরমুখ্যানাং তানি যূথানি ভাগশঃ।
ধনুষা শরজালেন বধিষ্যামি পতত্রিণা ॥ ১৩
অদ্য বানরসৈন্যানি রথেন পবনৌজসা।
ধনুঃসমুদ্রাদুদ্ভূতৈর্মথিষ্যামি শরোর্ম্মিভিঃ ॥ ১৪
ব্যাকোশপদ্মবক্ত্রাণি পদ্মকেশরবর্চ্চসাম্।
অদ্য যূথতটাকানি গজবৎ প্রমথাম্যহম্ ॥ ১৫
সশরৈরদ্য বদনৈঃ সংখ্যে বানরযূথপাঃ।
মণ্ডয়িষ্যন্তি বসুধাং সনালৈরিব পঙ্কজৈঃ ॥ ১৬
অদ্য যুদ্ধপ্রচণ্ডানাং হরীণাং দ্রুমযোধিনাম্।
মুক্তেনৈকেষুণা যুদ্ধে ভেৎস্যামি চ শতং শতম্ ॥ ১৭
হতো ভ্রাতা চ ভর্ত্তা চ যাসাঞ্চ তনয়ো হতঃ।
বধেনাদ্য রিপোস্তাসাং করোম্যশ্রুপ্রমার্জ্জনম্ ॥ ১৮
অদ্য মদ্বাণনির্ভিন্নৈঃ প্রকীর্ণৈর্গতচেতনৈঃ।
করোমি বানরৈর্যুদ্ধে যত্নবেক্ষ্যতলাং মহীম্ ॥ ১৯
অদ্য কাকাশ্চ গৃধ্রাশ্চ যে চ মাংসাশিনোঽপরে।
সর্ব্বাংস্তাংস্তর্পয়িষ্যামি শত্রুমাংসৈঃ শরাহতৈঃ ॥ ২০
কল্প্যতাং মে রথঃ শীঘ্রং ক্ষিপ্রমানীয়তাং ধনুঃ।
অনুপ্রয়ান্তু মাং যুদ্ধে যেঽত্র শিষ্টা নিশাচরাঃ ॥ ২১
তস্য তদ্বচনং শ্রুত্বা মহাপার্শ্বোঽব্রবীদ্বচঃ।
বলাধ্যক্ষান্ স্থিতাংস্তত্র বলং সন্ত্বর্য্যতামিতি ॥ ২২
বলাধ্যক্ষাস্তু সংযুক্তা রাক্ষসাংস্তান্ গৃহে গৃহে।
চোদয়ন্তঃ পরিযযুর্লঙ্কাং লঘুপরাক্রমাঃ ॥ ২৩
ততো মুহূর্ত্তান্নিষ্পেতু রাক্ষসা ভীমদর্শনাঃ।
নদন্তো ভীমবদনা নানাপ্রহরণৈর্ভুজৈঃ ॥ ২৪
অসিভিঃ পট্টিশৈঃ শূলৈর্গদাভির্মুষলৈর্হলৈঃ।
শক্তিভিস্তীক্ষ্ণধারাভির্ম্মহদ্ভিঃ কূটমুদ্গরৈঃ ॥ ২৫

রাজশাসনানুসারে নির্ভয় নিশাচর-সেনাগণকে সত্বর প্রস্তুত হইতে কহিল। ভীমদর্শন রাক্ষসগণও "তাহাই হউক,"—এই কথা বলিয়া মাঙ্গলিক স্বস্ত্যয়নের পর যুদ্ধক্ষেত্রাভিমুখে বহির্গত হইল। অন্য মহারথিগণও করযোড়ে দশাননকে যথাবিধি পূজা করিয়া, তাঁহার বিজয়াভিলাষে, যাত্রা করিল। পরে ক্রোধমোহিত রাবণ হাসিতে হাসিতে রাক্ষস মহোদর, মহাপার্শ্ব ও বিরূপাক্ষকে কহিলেন;—"আজ আমি, যুগান্তকালীন সূর্য্যের ন্যায় ধনুর্ম্মুক্ত বাণসমূহ দ্বারা রামচন্দ্র এবং লক্ষ্মণকে যমভবনে পাঠাইব। ৬—১০। আজ শত্রুগণকে বধ করিয়া খর, কুম্ভকর্ণ, প্রহস্ত এবং ইন্দ্রজিতের বধের প্রতিশোধ লইব। আজ আমার বাণরূপ মেঘজালে পরিবেষ্টিত হইয়া আকাশ, দিক্ অথবা সাগর কিছুই লক্ষ্য হইবে না। আজ এই ধনু ও সুপত্র বাণসমূহদ্বারা বানরগণকে দলে দলে বধ করিব। আজ পবনবেগে রথে আরোহণপূর্ব্বক, ধনুরূপ সমুদ্র হইতে উত্থিত বাণরূপ তরঙ্গ দ্বারা বানর-সেনাগণকে মথিত করিব। আজ আমি হস্তিতুল্য হইয়া, কেশররূপ রোমরাজি-বিরাজিত এবং মুখরূপ প্রফুল্ল-পঙ্কজযুক্ত বানররূপ দীর্ঘিকা সকল আলোড়িত করিব। আজ রণস্থলে বানরগণের বাণবিদ্ধ মুখমণ্ডল, সনাল কমলের ন্যায় বসুন্ধরাকে শোভিত করিবে। ১১—১৬। আজ এক এক বাণে রণদুর্দ্দম বৃক্ষযোধী শত শত বানরকে বধ করিব। যে রমণীগণের ভ্রাতা, ভর্ত্তা অথবা পুত্রগণ নিহত হইয়াছে, আমি অদ্য শত্রুগণকে বধ করিয়া তাহাদের চোখের জল মুছাইব। আজ যুদ্ধক্ষেত্রে আমার শরাহত গতাসু বানরসমূহ দ্বারা আকীর্ণ হইয়া ভূভাগ যাহাতে লোকের কষ্টদৃশ্য হয়, তাহা করিব। কাক, শকুনি এবং অন্যান্য যে সকল মাংসাশী আছে, অদ্য বাণদ্বারা আহত শত্রুগণের মাংস দ্বারা তাহাদের সকলকেই পরিতৃপ্ত করিব; ১০—২০। শীঘ্র আমার রথ সজ্জিত কর এবং ধনু আনয়ন কর। অবশিষ্ট সকল রাক্ষসই এক্ষণে আমার সহিত যুদ্ধে যাত্রা করুন। রাক্ষসরাজের কথা শুনিয়া মহাপার্শ্ব সেনা সকলকে শীঘ্র প্রস্তুত হইবার নিমিত্ত সমীপস্থিত বলাধ্যক্ষগণকে আজ্ঞা করিলেন। তখন ক্ষিপ্রবিক্রমী বলাধ্যক্ষগণ একত্র হইয়া লঙ্কানগরীর ঘরে ঘরে পরিভ্রমণপূর্ব্বক নিশাচরগণকে সংবাদ প্রদান করিল; পরে ভীমবদন ভীমদর্শন রাক্ষসগণ বিবিধ অস্ত্র শস্ত্র-হস্তে লইয়া সিংহনাদ করিতে করিতে বাহির হইল;—তাহাদের হস্তে অসি, পট্টিশ, শূল, গদা, মুষল, হল, তীক্ষ্ণধার

যষ্টিভির্বিবিধৈশ্চক্রৈর্নিশিতৈশ্চ পরশ্বধৈঃ।
ভিন্দিপালৈঃ শতঘ্নীভিরন্যৈশ্চাপি বরায়ুধৈঃ॥ ২৬
অথানয়ন্ বলাধ্যক্ষশ্চত্বারো রাবণাজ্ঞয়া।
রথানাং নিযুতং সাগ্রং নাগানাং নিযুতত্রয়ম্॥ ২৭
অশ্বানাং ষষ্টিকোটীস্তু খরোষ্ট্রাণাং তথৈব চ।
পদাতয়স্ত্বসংখ্যাতা জগ্মুস্তে রাজশাসনাৎ। ২৮
বলাধ্যক্ষাশ্চ সংস্থাপ্য রাজ্ঞঃ সেনাং পুরঃস্থিতাম্।
এতস্মিন্নন্তরে সূতঃ স্থাপয়ামাস তং রথম্॥ ২৯
দিব্যাস্ত্রবরসম্পন্নং নানালঙ্কারভূষিতম্।
নানায়ুধসমাকীর্ণং কিঙ্কিণীজালসংযুতম্॥ ৩০
নানারত্নপরিক্ষিপ্তং রত্নস্তম্ভৈর্বিরাজিতম্।
জাম্বূনদময়ৈশ্চৈব সহস্রকলশৈর্বৃতম্।
তং দৃষ্ট্বা রাক্ষসাঃ সর্ব্বে বিস্ময়ং পরমং গতাঃ॥ ৩১
তং দৃষ্ট্বা সহসোত্থায় রাবণো রাক্ষসেশ্বরঃ।
কোটিসূর্য্যপ্রতীকাশং জ্বলন্তমিব পাবকম্॥ ৩২
দ্রুতং সূতসমাযুক্তং যুক্তাষ্টতুরগং রথম্।
আরুরোহ তদা ভীমং দীপ্যমানং স্বতেজসা॥ ৩৩
ততঃ প্রয়াতঃ সহসা রাক্ষসৈর্বহুভির্বৃতঃ।
রাবণঃ সত্ত্বগাম্ভীর্য্যাদ্দারয়ন্নিব মেদিনীম্॥ ৩৪
ততশ্চাসীন্মহানাদস্তূর্য্যাণাঞ্চ ততস্ততঃ।
মৃদঙ্গৈঃ পটহৈঃ শঙ্খৈঃ কলহৈঃ সহ রক্ষসাম্॥ ৩৫

আগতো রক্ষসাং রাজা ছত্রচামরসংযুতঃ।
সীতাপহারী দুর্বৃত্তো ব্রহ্মঘ্নো দেবকণ্টকঃ।
যোদ্ধুং রঘুবরেণেতি শুশ্রুবে কলহধ্বনিঃ॥ ৩৬
তেন নাদেন মহতা পৃথিবী সমকম্পত।
তং শব্দং সহসা শ্রুত্বা বানরা দুদ্রুবুস্তদা॥ ৩৭
রাবণস্তু মহাবাহুঃ সচিবৈঃ পরিবারিতঃ।
আজগাম মহাতেজা জয়ায় বিজয়ম্প্রতি॥ ৩৮
রাবণেনাভ্যনুজ্ঞাতৌ মহাপার্শ্বমহোদরৌ।
বিরূপাক্ষশ্চ দুর্দ্ধর্ষো রথানারুরুহুস্তদা॥ ৩৯
তে তু হৃষ্টা বিনর্দ্দন্তো ভিন্দন্ত ইব মেদিনীম্।
নাদং ঘোরং বিমুঞ্চন্তো নির্যযুর্জয়কাঙ্ক্ষিণঃ॥ ৪০
ততো যুদ্ধায় তেজস্বী রক্ষোগণবলৈর্বৃতঃ।
নির্যযাবুদ্যতধনুঃ কালান্তকযমোপমঃ॥ ৪১
ততঃ প্রজবিতাশ্বেন রথেন স মহারথঃ।
দ্বারেণ নির্যযৌ তেন যত্র তৌ রামলক্ষ্মণৌ॥ ৪২
ততো নষ্টপ্রভঃ সূর্য্যো দিশশ্চ তিমিরাবৃতাঃ।
দ্বিজা বিনেদুর্ঘোরাশ্চ সঞ্চচাল চ মেদিনী॥ ৪৩
ববর্ষ রুধিরং দেবশ্চস্খলুশ্চ তুরঙ্গমাঃ।
ধ্বজাগ্রে ন্যপতদ্‌গৃধ্রো বিনেদুশ্চাশিবং শিবাঃ॥ ৪৪
নয়নঞ্চাস্ফুরদ্বামং বামো বাহুরকম্পত।

শক্তি, সুমহৎ কূটমুদ্গর, বহুবিধ যষ্টি, নিশিত চক্র, পরশু, ভিন্দিপাল ও শতঘ্নী প্রভৃতি উত্তম উত্তম অস্ত্র সকল শোভা পাইতেছিল। ২১—২৭। তার পর চারিজন সেনাধ্যক্ষ রাবণের আদেশানুসারে নিযুত-সংখ্যক রথ, তিন নিযুত হস্তী, ষষ্টিকোটি অশ্ব, খর ও উষ্ট্র আনয়ন করিল। রাজার আদেশে অসংখ্য পদাতি আসিয়া উপস্থিত হইল। সেনাধ্যক্ষগণ সেই সমুদয় সেনা রাজার সম্মুখে স্থাপিত করিল। ঐ সময়ে সারথি একখানি উত্তম রথ আনিল। সেই রথ নানাবিধ দিব্য অস্ত্রে এবং বিবিধ অলঙ্কারে ভূষিত; কিঙ্কিণীজালযুক্ত; বিবিধ রত্নে গ্রথিত; রত্নস্তম্ভে সুশোভিত। সেই রথের চারিপার্শ্বে সহস্র সুবর্ণ-কলস স্থাপিত হইয়াছিল। ২৮—৩১। রাক্ষসগণ সেই রথ দেখিয়া অত্যন্ত বিস্ময়াপন্ন হইল। রাক্ষস-রাজ রাবণ কোটিসূর্য্যতুল্য জ্বলন্ত অনলের ন্যায় দীপ্যমান অষ্টঅশ্বযোজিত দ্রুতগামী সেই রথে আরোহণ করিলেন। সেই ভীষণ রথ স্বীয় তেজে উদ্ভাসিত হইতে লাগিল। পরে রাবণ বহু রাক্ষস সমভিব্যাহারে গম্ভীর গর্জ্জনে মেদিনী বিদীর্ণ করত প্রস্থান করিলেন। তৎপরে মৃদঙ্গ, পটহ ও শঙ্খের মহানাদে এবং রাক্ষসদিগের কোলাহলে চতুর্দ্দিক্ পরিপূর্ণ হইল। সীতাপহারী দুর্বৃত্ত রাক্ষসরাজ ছত্র-চামরে শোভিত হইয়া, রামচন্দ্রের সহিত যুদ্ধ করিতে আসিয়াছেন,—এই প্রকার কোলাহল চতুর্দ্দিকে উত্থিত হইল। সেই মহাশব্দে পৃথিবী কম্পিত হইল; বানরগণ ভয়ে পলায়ন করিল। মহাতেজস্বী মহাবাহু রাবণ মন্ত্রিগণ সমভিব্যাহারে বিজয়াভিলাষে যুদ্ধক্ষেত্রে যাইতে লাগিলেন। ৩২—৩৮। তখন রাবণের অনুমতি অনুসারে মহাপার্শ্ব, মহোদর এবং দুর্জ্জয় বিরূপাক্ষ অশ্ব রথে আরোহণ করিল। তাহারা হৃষ্টচিত্তে সিংহনাদে মেদিনী বিদীর্ণ করিয়া, জয়াভিলাষে প্রস্থান করিল। এইরূপে কালান্তকযমতুল্য মহারথ রাক্ষসরাজ রাক্ষসসেনা-সমূহে পরিবেষ্টিত হইয়া চাপহস্তে বহির্গত হইলেন। সেই মহারথী বেগে অশ্ব-সঞ্চালনপূর্ব্বক যেখানে রাম-লক্ষ্মণ অবস্থান করিতেছিলেন, সেই দ্বার দিয়া নির্গত হইলেন। সেই সময়ে সূর্য্যদেব নিষ্প্রভ, ও দিক্ সকল ঘোর অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইল। ঘোরমূর্ত্তি বিহঙ্গম ও শৃগালগণ অমঙ্গলধ্বনি করিতে লাগিল,—মেদিনী কাঁপিতে লাগিল। অশ্বগণের গতি স্খলিত হইল; আকাশ হইতে রক্ত-

।ববর্ণবদনশ্চাসীৎ কিঞ্চিদভ্রশ্যত স্বরঃ ॥ ৪৫
ততো নিষ্পততো যুদ্ধে দশগ্রীবস্য রক্ষসঃ।
রণে নিধনশংসীনি রূপাণ্যেতানি জজ্ঞিরে ॥ ৪৬
অন্তরিক্ষাৎ পপাতোল্কা নির্ঘাতসমনিস্বনা।
বিনেদুরশিবা গৃধ্রা বায়সৈরভিমিশ্রিতাঃ ॥ ৪৭
এতানচিন্তয়ন্ ঘোরানুৎপাতান সমবস্থিতান্।
নির্যযৌ রাবণো মোহাদ্বধার্থং কালচোদিতঃ ॥ ৪৮
তেষাস্তু রথঘোষেণ রাক্ষসানাং মহাত্মনাম্।
বানরাণামপি চমূর্যুদ্ধায়ৈবাভ্যবর্তত।
অন্যোন্যমাহ্বয়ানানাং ক্রুদ্ধানাং জয়মিচ্ছতাম্ ॥ ৪৯
ততঃ ক্রুদ্ধো দশগ্রীবঃ শরৈঃ কাঞ্চনভূষণৈঃ।
বানরাণামনীকেষু চকার কদনং মহৎ ॥ ৫০
নিকৃত্তশিরসঃ কেচিদ্রাবণেন বলীমুখাঃ।
কেচিদ্বিচ্ছিন্নহৃদয়াঃ কেচিচ্ছ্রোত্রবিবর্জিতাঃ ॥ ৫১
নিরুচ্ছ্বাসা হতাঃ কেচিৎ কেচিৎ পার্শ্বেষু দারিতাঃ।
কেচিদ্বিভিন্নশিরসঃ কেচিচ্চক্ষুর্বিনাকৃতাঃ ॥ ৫২
দশাননঃ ক্রোধবিবৃত্তনেত্রো
যতো যতোহভ্যেতি রথেন সংখ্যে।
ততস্ততস্তস্য শরপ্রবেগং
সোঢ়ুং ন শেকুর্হরিযূথপাস্তে ॥ ৫৩

ইতি লঙ্কাকাণ্ডে ষণ্ণবতিতমঃ সর্গঃ ॥ ৯৬ ॥

সপ্তনবতিতমঃ সর্গঃ।

তথা তৈঃ কৃত্তগাত্রৈস্তু দশগ্রীবেণ মার্গণৈঃ।
বভূব বসুধা তত্র প্রকীর্ণা হরিভিস্তদা ॥ ১
রাবণস্যাপ্রসহ্যং তং শরসম্পাতমেকতঃ।
ন শেকুঃ সহিতুং দীপ্তং পতঙ্গা জ্বলনং যথা ॥ ২
তেঽর্দিতা নিশিতৈর্বাণৈঃ ক্রোশন্তো বিপ্রদুদ্রুবুঃ।
পাবকার্চিঃসমাবিষ্টা দহ্যমানা যথা গজাঃ ॥ ৩
প্লবঙ্গানামনীকানি মহাভ্রাণীব মারুতঃ।
সংযযৌ সমরে তস্মিন্ বিধমন্ রাবণঃ শরৈঃ ॥ ৪
কদনং তরসা কৃত্বা রাক্ষসেন্দ্রো বনৌকসাম্।
আসসাদ ততো যুদ্ধে ত্বরিতং রাঘবং রণে ॥ ৫
সুগ্রীবস্তান্ কপীন্ দৃষ্ট্বা ভগ্নান বিদ্রাবিতান্ রণে।
গুল্মে সুষেণং নিক্ষিপ্য চক্রে যুদ্ধে দ্রুতং মনঃ ॥ ৬
আত্মনঃ সদৃশং বীরং স তং নিক্ষিপ্য বানরম্।

বৃষ্টি হইতে লাগিল। রাবণের ধ্বজাগ্রে শকুনি নিপতিত হইল এবং কণ্ঠস্বর বিকৃত, বদন বিবর্ণ, বামনয়ন ও বাম বাহু স্পন্দিত হইতে লাগিল। ৩১—৪৫। রাক্ষসবর দশানন যুদ্ধার্থ বহির্গত হইলেন, তাঁহার বধসূচক এইরূপ দুর্নিমিত্ত সকল প্রাদুর্ভূত হইতে লাগিল। উল্কা সকল, নির্ঘাতের ন্যায় শব্দ করত আকাশ হইতে পতিত এবং কাকের সহিত মিলিত হইয়া শকুনিগণ অমঙ্গলধ্বনি করিতে আরম্ভ করিল। কিন্তু দশানন, কালপ্রেরিতের ন্যায়, মোহ বশতঃ আত্মবধের নিমিত্তই প্রাদুর্ভূত এই সকল ঘোর উৎপাতের বিষয় কিছুমাত্র চিন্তা না করিয়াই বাহির হইলেন। সেই সময়ে মহাবল রাক্ষসগণের রথধ্বনি শুনিয়াই, বানরসেনাগণও যুদ্ধার্থ সমুদ্যত হইল। তৎপরে ক্রুদ্ধ নিশাচর ও বানরগণ বিজয়াভিলাষে পরস্পরকে আহ্বানপূর্ব্বক তুমুল যুদ্ধ আরম্ভ করিল। ৪৬—৪৯। তখন দশানন ক্রুদ্ধ হইয়া কাঞ্চনভূষিত বাণসমূহ দ্বারা—বানরসেনাগণকে বধ করিতে লাগিলেন। তাহাদের কাহারও মস্তক ছিন্ন, কাহারও হৃদয় বিদীর্ণ, কাহারও কর্ণ ছিন্ন এবং কাহারও বা পার্শ্ব বিদীর্ণ হইল। কেহ চক্ষুর্বিহীন হইল এবং কেহ বা শ্বাসবিহীন হইয়া পড়িল। সেই সময়ে দশানন কোপভরে লোচনদ্বয় ঘূর্ণনপূর্ব্বক রথসঞ্চালন করিয়া যে দিকে গমন করিতে লাগিলেন, তথাকার কেহই তাঁহার বাণবেগ সহ্য করিতে পারিল না। ৫০—৫৩।

সপ্তনবতিতম সর্গ।

দশাননের বাণজালে বিদারিতদেহ বানরসমূহ দ্বারা সেই যুদ্ধক্ষেত্র সমাকীর্ণ হইয়া পড়িল। যেরূপ পতঙ্গগণ প্রদীপ্ত অগ্নিশিখা সহ্য করিতে পারে না, সেইরূপ কোন দিকের বানরগণই রাবণের শরনিপাত সহ্য করিতে পারিল না। অগ্নিশিখা সকলের মধ্যে প্রবিষ্ট দহ্যমান হস্তিসমূহের ন্যায় শাণিত বাণনিবহ দ্বারা পীড়িত সেই বানরগণও চীৎকার করিতে করিতে পলাইতে লাগিল। পবন যেরূপ মহতী মেঘমালাকে উৎসারিত করিয়া থাকেন, সেইরূপ রাক্ষসরাজও বাণপ্রহারে বানরগণকে সন্তাড়িত করত অগ্রসর হইতে লাগিলেন। রাক্ষসেন্দ্র রাবণ সবেগে বানরসৈন্যগণকে উৎপীড়িত করত দ্রুতপদে রণমধ্যস্থিত রাঘবকে দেখিতে পাইলেন। ১—৫। এদিকে সুগ্রীবও বানরগণকে যুদ্ধে ভগ্ন এবং পলায়মান দেখিয়া সুষেণকে গুল্মে সংস্থাপিত

সুগ্রীবেঽভিমুখং শত্রুং প্রতস্থে পাদপযুধঃ ॥ ৭
পার্শ্বতঃ পৃষ্ঠতশ্চাস্য সর্ব্বে বানরযূথপাঃ।
অনুজগ্মুর্মহাশৈলান্ বিবিধাংশ্চ বনস্পতীন্ ॥ ৮
ননর্দ্দ যুধি সুগ্রীবঃ স্বরেণ মহতা মহান্।
পোথয়ন্ বিবিধাংশ্চান্যান্ মমন্থোত্তমরাক্ষসান্ ॥ ৯
মমর্দ্দ চ মহাকায়ো রাক্ষসান্ বানরেশ্বরঃ।
যুগান্তসময়ে বায়ুঃ প্রবৃদ্ধানগমানিব ॥ ১০
রাক্ষসানামনীকেষু শৈলবর্ষং ববর্ষ হ।
অশ্মবর্ষং যথা মেঘঃ পক্ষিসঙ্ঘেষু কাননে ॥ ১১
কপিরাজবিমুক্তৈস্তৈঃ শৈলবর্ষৈস্তু রাক্ষসাঃ।
বিকীর্ণশিরসঃ পেতুর্ব্বিকীর্ণা ইব পর্ব্বতাঃ ॥ ১২
অথ সংক্ষীয়মাণেষু রাক্ষসেষু সমন্ততঃ।
সুগ্রীবেণ প্রভগ্নেষু নদৎসু চ পতৎসু চ ॥ ১৩
বিরূপাক্ষঃ স্বকং নাম ধন্বী বিশ্রাব্য রাক্ষসঃ।
রথাদাপ্লুত্য দুর্দ্ধর্ষো গজস্কন্ধমুপারুহৎ ॥ ১৪
স তং দ্বিপমথারুহ্য বিরূপাক্ষো মহারথঃ।
ননর্দ্দ ভীমনির্হ্রাদং বানরানভ্যধাবত ॥ ১৫
সুগ্রীবে স শরান্ ঘোরান্ বিসসর্জ্জ চমূমুখে।
স্থাপয়ামাস চোদ্বিগ্নান্ রাক্ষসান্ সম্প্রহর্ষয়ন্ ॥ ১৬
সোঽতিবিদ্ধঃ শিতৈর্ব্বাণৈঃ কপীন্দ্রস্তেন রক্ষসা।
চুক্রোশ চ মহাক্রোধো বধে চাস্য মনো দধে ॥ ১৭
ততঃ পাদপমুদ্ধৃত্য শূরঃ সম্প্রধনো হরিঃ।
অভিপত্য জঘানাস্য প্রমুখে তং মহাগজঃ ॥ ১৮
স তু প্রহারাভিহতঃ সুগ্রীবেণ মহাগজঃ
অপাসর্পদ্ধনুর্মাত্রং নিষসাদ ননাদ চ ॥ ১৯
গজাত্তু মথিতাত্তূর্ণমপক্রম্য স বীর্য্যবান্।
রাক্ষসোঽভিমুখঃ শত্রুং প্রত্যুদ্গম্য ততঃ কপিম্ ॥ ২০
আর্ষভং চর্ম্ম খড়্গঞ্চ প্রগৃহ্য লঘুবিক্রমঃ।
ভর্ৎসয়ন্নিব সুগ্রীবমাসসাদ ব্যবস্থিতম্ ॥ ২১
স হি তস্যাপি সংগৃহ্য প্রগৃহ্য বিপুলাং শিলাম্।
বিরূপাক্ষায় চিক্ষেপ সুগ্রীবো জলদোপমাম্ ॥ ২২
স তাং শিলামাপতন্তীং দৃষ্ট্বা রাক্ষসপুঙ্গবঃ।
অপক্রম্য সুবিক্রান্তঃ খড়্গেন প্রাহরত্তদা ॥ ২৩
তেন খড়্গপ্রহারেণ রক্ষসা বলিনা হতঃ।
মুহূর্ত্তমভবদ্ভূমৌ বিসংজ্ঞ ইব বানরঃ ॥ ২৪
সহসা স তদোৎপত্য রাক্ষসস্য মহাহবে।

করত যুদ্ধে যাইতে ইচ্ছা করিলেন। পরে আপনার ন্যায় সেই বীর বানরকে স্বীয় স্থানে রাখিয়া বৃক্ষহস্তে শত্রুর প্রতি ধাবিত হইলেন। অন্যান্য যূথপতিগণ সুমহৎ পর্ব্বতশৃঙ্গ ও বিবিধ বৃক্ষ হস্তে লইয়া তাঁহার পার্শ্ব এবং পৃষ্ঠভাগ আশ্রয় করিয়া যাইতে লাগিল। সেই যুদ্ধে মহাবল বানররাজ, ঘোরতর সিংহনাদ করত রাক্ষসগণকে প্রোথিত এবং তাহাদের সেনাপতিগণকে বিমর্দ্দিত করিতে লাগিলেন। যুগান্তকালে বায়ু যেরূপ বড় বড় বৃক্ষসমূহকে বিদলিত করেন সেইরূপ বানররাজ মহাকায় রাক্ষসগণকে মর্দ্দিত করত বারিদ যেরূপ কাননমধ্যে বিহঙ্গমগণের উপর শিলা বর্ষণ করিয়া থাকেন, তদ্রূপ রাক্ষসসৈন্যগণের উপরে প্রস্তর বর্ষণ করিতে লাগিলেন। ৭—১১। সেই সময়ে রাক্ষসগণ বানররাজ কর্ত্তৃক নিক্ষিপ্ত শিলা বৃক্ষ সকল দ্বারা বিকীর্ণমস্তক হইয়া, বিক্ষিপ্ত পর্ব্বতের ন্যায় ভূতলে পতিত হইল। এইরূপে সুগ্রীবের হস্তে সাতিশয় উৎপীড়িত রাক্ষসগণ আর্ত্তস্বরে আহত হইয়া পতিত হইতেছে দেখিয়া, বিপুলধনুর্দ্ধারী ঘোররব রাক্ষস বিরূপাক্ষ নিজ নাম উচ্চারণপূর্ব্বক রথ হইতে অবতীর্ণ হইয়া হস্তিপৃষ্ঠে আরোহণ করিল। মহাবল বিরূপাক্ষ গজের উপরে আরোহণ করিয়াই মেঘধ্বনির ন্যায় গম্ভীর সিংহনাদ করত বানরগণের দিকে ধাবিত হইল এবং সেনামুখে অবস্থিত সুগ্রীবের প্রতি ঘোরতর বাণবর্ষণ করত উদ্বিগ্ন রাক্ষসগণকে আহ্লাদিত ও সুস্থির করিল। বানররাজও সেই রাক্ষসকর্ত্তৃক সুতীক্ষ্ণ বাণনিচয় দ্বারা অতিশয় বিদ্ধ হইয়া ক্রোধভরে বারংবার আক্রোশ প্রকাশ করত তাহাকে বধ করিতে অভিলাষী হইলেন। ১২—১৭। পরে শূর যুদ্ধ-বিশারদ বানরবর সুগ্রীব একটি বৃক্ষ উৎপাটনপূর্ব্বক ধাবিত হইয়া তাহার প্রকাণ্ডকায় হস্তীর মস্তকে আঘাত করিলেন। তখন সুগ্রীবের প্রহারে বিষম আহত সেই মহাগজ অপসৃত হইয়া আর্ত্তনাদ করিতে করিতে বসিয়া পড়িলে, বীর্য্যবান্ রাক্ষস বিরূপাক্ষ সত্বর লম্ফপ্রদান করত উন্মথিত মাতঙ্গ হইতে অবতীর্ণ হইয়া অরাতি বানররাজের দিকে ধাবিত হইল। সেই ক্ষিপ্রবিক্রমী বীর,—ঋষভ চর্ম্ম এবং খড়্গ লইয়া সম্মুখে অবস্থিত সুগ্রীবকে তিরস্কার করিতে করিতে তাঁহার নিকটে উপস্থিত হইল। তাহা দেখিয়া বানররাজও ক্রুদ্ধ হইয়া বৃহৎ একখণ্ড মেঘের ন্যায় এক শিলাখণ্ড হস্তে লইয়া বিরূপাক্ষের প্রতি নিক্ষেপ করিলে সেই অতি বলবান্ রাক্ষসপ্রবরও শিলাকে পড়িতে দেখিয়াই কোনরূপে সে স্থান হইতে অপসৃত হইয়া সুগ্রীবকে খড়্গ প্রহার করিল। বানররাজ বলশালী রাক্ষসের বিষম খড়্গ-প্রহারে আহত হইয়া ক্ষণকালের জন্য অচেতন ও ভূতলে পতিত হইলেন। ১৮—২৪। পরে সহসা উত্থিত হইয়াই মুষ্টি ঘুরাইয়া

মুষ্টিং সংবর্ত্ত্য বেগেন পাতয়ামাস বক্ষসি ॥ ২৫
মুষ্টিপ্রহারাভিহতো বিরূপাক্ষো নিশাচরঃ।
তেন খড়্গেন সংক্রুদ্ধঃ সুগ্রীবস্য চমূমুখে ॥ ২৬
কবচং পাতয়ামাস পদ্ভ্যামভিহতোঽপতৎ। ২৭
স সমুত্থায় পতিতঃ কপিস্তস্য ব্যসর্জ্জয়ৎ।
তলপ্রহারমশনেঃ সমানং ভীমনিঃস্বনম্ ॥ ২৮
তলপ্রহারং তদ্রক্ষঃ সুগ্রীবেণ সমুদ্যতম্।
নৈপুণ্যান্মোচয়িত্বৈনং মুষ্টিনোরস্যতাড়য়ৎ। ২৯
ততস্তু সংক্রুদ্ধতরঃ সুগ্রীবো বানরেশ্বরঃ।
মোক্ষিতঞ্চাত্মনো দৃষ্ট্বা প্রহারং তেন রক্ষসা।
স দদর্শান্তরং তস্য বিরূপাক্ষস্য বানরঃ ॥ ৩০
ততোঽন্যস্য পাতয়ৎ ক্রোধাচ্ছঙ্খদেশে মহাতলম্।
মহেন্দ্রাশনিকল্পেন তলেনাভিহতঃ ক্ষিতৌ। ৩১
পপাত রুধিরক্লিন্নঃ শোণিতং হি সমুদ্গিরন্।
স্রোতোভ্যস্তু বিরূপাক্ষো জলং প্রস্রবণাদিব। ৩২
বিবৃত্তনয়নং ক্রোধাৎ সফেনরুধিরাপ্লুতম্।
দদৃশুস্তে বিরূপাক্ষং বিরূপাক্ষতরং কৃতম্। ৩৩
স্ফুরন্তং পরিবর্ত্তন্তং পার্শ্বেন রুধিরোক্ষিতম্।
করুণঞ্চ বিনর্দন্তং দদৃশুঃ কপয়ো রিপুম্ ॥ ৩৪
তদা তু তৌ সংযতি সম্প্রযুক্তৌ
তরস্বিনৌ বানররাক্ষসানাম্।
বলার্ণবৌ সস্বনতুশ্চ ভীমৌ
মহার্ণবৌ দ্বাবিব ভিন্নসেতূ। ৩৫
বিনাশিতং প্রেক্ষ্য বিরূপনেত্রং
মহাবলং তং হরিপার্থিবেন।
বলং সমস্তং কপিরাক্ষসানা-
মুদ্বৃত্তগঙ্গাপ্রতিমং বভূব ॥ ৩৬

ইতি লঙ্কাকাণ্ডে সপ্তনবতিতমঃ সর্গঃ। ৯৭ ॥

অষ্টনবতিতমঃ সর্গঃ।

হন্যমানে বলে তূর্ণমন্যোন্যং তে মহামৃধে।
সরসীব মহাঘর্মে সুপক্ষীণে বভূবতুঃ ॥ ১
স্ববলস্য তু ঘাতেন বিরূপাক্ষবধেন চ।
বভূব দ্বিগুণং ক্রুদ্ধো রাবণো রাক্ষসাধিপঃ। ২
প্রক্ষীণং স্ববলং দৃষ্ট্বা বধ্যমানং বলীমুখৈঃ।
বভূবাস্য ব্যথা যুদ্ধে দৃষ্ট্বা দৈববিপর্য্যয়ম্ ॥ ৩
উবাচ চ সমীপস্থং মহোদরমনন্তরম্।
অস্মিন্ কালে মহাবাহো জয়াশা ত্বয়ি মে স্থিতা। ৪
জহি শত্রুচমূং বীর দর্শয়াদ্য পরাক্রমম্।
ভর্তৃপিণ্ডস্য কালোঽয়ং নির্ব্বেষ্টুং সাধু যুধ্যতাম্। ৫

সেই মহাবীর রাক্ষ... বক্ষঃস্থলে পাতিত করিলেন। রাক্ষস বিরূপাক্ষ সেই মুষ্টিপ্রহারে আহত হইয়া বিষম ক্রোধে সেনাগণের সম্মুখেই খড়্গাপ্রহারে বানরবর সুগ্রীবের কবচ পাতিত করিল। তিনি পদদ্বয় আকুঞ্চিত করিয়া ভূতলে পতিত হইলেন এবং ক্ষণকাল পরেই উঠিয়া বজ্রের ন্যায় ভীমরবে বিরূপাক্ষকে চপেটাঘাত করিলেন। ২৫—২৮। কিন্তু সেই রাক্ষস আপনাকে নিপুণতার সহিত সুগ্রীবের চপেটাঘাত হইতে মুক্ত করত বানররাজের বক্ষঃস্থলে মুষ্টিপ্রাহার করিল। বানররাজ সুগ্রীব স্বীয় প্রহার ব্যর্থ হইল দেখিয়া যার পর নাই ক্রুদ্ধ হইলেন এবং তাহার ছিদ্র অন্বেষণপূর্ব্বক পুনরায় ললাটের অস্থিতে সুমহৎ তলাঘাত করিলেন। ইন্দ্রের বজ্রপাতের ন্যায় সেই তলপ্রহারে নিতান্ত আহত হইয়া, বিরূপাক্ষ, প্রস্রবণনির্গত স্রোতোধারার ন্যায়, রুধির বমন করিতে করিতে রক্তাক্ত দেহে ভূতলে পতিত হইল। ২৯—৩২। তখন বানরগণ ক্রোধভরে ফেনিল রুধিরে আপ্লুত ও সাতিশয় বিকৃতচক্ষু বিরূপাক্ষের নিকটস্থ হইয়া দেখিল;—তাহার ঘূর্ণ্যমান লোচনদ্বয় স্পন্দিত হইতেছে এবং সেই বীর রক্তাক্ত হইয়া পার্শ্বপরিবর্ত্তন করত করুণস্বরে নিনাদ করিতেছে। তৎকালে রাক্ষস এবং বানরগণের যুদ্ধার্থ সম্মুখাবস্থিত বেগবান্ ও ভীমরূপ সাগরতুল্য বলযুগল, ভগ্নসেতু সাগরের ন্যায় তুমুল শব্দ করিতে লাগিল। অপিচ বানররাজকর্ত্তৃক মহাবল বিরূপাক্ষকে নিহত দেখিয়া বানর রাক্ষসগণের সমগ্র সৈন্য, উদ্বেল ভাগীরথীসলিলের ন্যায় হইয়া পড়িল। ৩৩—৩৬।

অষ্টনবতিতম সর্গ।

তৎকালে সেই মহাসমরে উভয়পক্ষীয় সৈন্যগণ পরস্পর আহত হইয়া, গ্রীষ্মকালের ক্ষীণতর সরোবরের ন্যায় হইয়া পড়িল। এদিকে নিজ সৈন্যগণের ক্ষয় এবং বিরূপাক্ষের বিনাশ দেখিয়া রাক্ষসরাজ রাবণ দ্বিগুণতর ক্রুদ্ধ হইলেন। দশানন বানরগণকর্ত্তৃক নিজ সৈন্যগণের নিধনরূপ দুর্দ্দৈব দর্শনে অত্যন্ত ব্যথিত হইয়া সমীপস্থিত মহোদরকে বলিলেন;—"মহাবাহো! এক্ষণে একমাত্র তুমিই আমার জয়লাভের আশাস্থল হইয়াছ; সুতরাং শত্রুবধে যত্নবান্ হও। হে বীর! প্রভুর নিকটে কৃতজ্ঞতা প্রকাশের এই সময় হইয়াছে, সুতরাং যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া

এবমুক্তস্তথেত্যুক্ত্বা রাক্ষসেন্দ্রো মহোদরঃ ।
প্রবিবেশারিসেনাং স পতঙ্গ ইব পাবকম্ ॥ ৬
ততঃ স কদনং চক্রে বানরাণাং মহাবলঃ ।
ভর্তৃবাক্যেন তেজস্বী স্বেন বীর্য্যেণ চোদিতঃ ॥ ৭
বানরাশ্চ মহাসত্ত্বাঃ প্রগৃহ্য বিপুলাঃ শিলাঃ ।
প্রবিশ্যারিবলং ভীমং জঘ্নুস্তে সর্ব্বরাক্ষসান্ ॥ ৮
মহোদরঃ সুসংক্রুদ্ধঃ শরৈঃ কাঞ্চনভূষণৈঃ ।
চিচ্ছেদ পাণিপাদোরু বানরাণাং মহাহবে ॥ ৯
ততস্তে বানরাঃ সর্ব্বে রাক্ষসৈরর্দ্দিতা মৃধে ।
দিশো দশ দ্রুতাঃ কেচিৎ কেচিৎ সুগ্রীবমাশ্রিতাঃ ॥ ১০
প্রভগ্নং সমরে দৃষ্ট্বা বানরাণাং মহাবলম্ ।
অভিদুদ্রাব সুগ্রীবো মহোদরমনন্তরম্ ॥ ১১
প্রগৃহ্য বিপুলাং ঘোরাং মহীধরসমাং শিলাম্ ।
চিক্ষেপ চ মহাতেজাস্তদ্বধায় হরীশ্বরঃ ॥ ১২
তামাপতন্তীং সহসা শিলাং দৃষ্ট্বা মহোদরঃ ।
অসম্ভ্রান্তস্ততো বাণৈর্নিকৃন্তেন ততঃ শিলাম্ ॥ ১৩
রক্ষসা তেন বাণৌঘৈর্নিকৃত্তা সা সহস্রধা ।
নিপপাত তদা ভূমৌ গৃধ্রচক্রমিবাকুলম্ ॥ ১৪
তান্তু ভিন্নাং শিলাং দৃষ্ট্বা সুগ্রীবঃ ক্রোধমূর্চ্ছিতঃ ।
সালমুৎপাট্য চিক্ষেপ তং স চিচ্ছেদ নৈকধা ॥ ১৫
শরৈশ্চ বিদদারৈনং শূরঃ পরবলার্দ্দনঃ ।
স দদর্শ ততঃ ক্রুদ্ধঃ পরিঘং পতিতং ভুবি ॥ ১৬
আবিধ্য তু স তং দীপ্তং পরিঘং তস্য দর্শয়ন্ ।
পরিঘেণোগ্রবেগেন জঘানাস্য হয়োত্তমান্ ॥ ১৭
তস্মাদ্ধতহয়াদ্বীরঃ সোহবপ্লুত্য মহারথাৎ ।
গদাং জগ্রাহ সংক্রুদ্ধো রাক্ষসোহথ মহোদরঃ ॥ ১৮
গদাপরিঘহস্তৌ তৌ যুধি বীরৌ সমীয়তুঃ
নর্দ্দন্তৌ গোবৃষপ্রখ্যৌ ঘনাবিব সবিদ্যুতৌ ॥ ১৯
ততঃ ক্রুদ্ধো গদাং তস্মৈ চিক্ষেপ রজনীচরঃ ।
জ্বলন্তীং ভাস্করাভাসাং সুগ্রীবায় মহোদরঃ ॥ ২০
গদাং তাং সুমহাঘোরামাপতন্তীং মহাবলঃ ।
সুগ্রীবো রোষতাম্রাক্ষঃ সমুদ্যম্য মহাহবে ॥ ২১
আজঘান গদাং তস্য পরিঘেণ হরীশ্বরঃ
পপাত স গদোদ্ভিন্নঃ পরিঘস্তস্য ভূতলে ॥ ২২
ততো জগ্রাহ তেজস্বী সুগ্রীবো বসুধাতলাৎ ।
আয়সং মুষলং ঘোরং সর্ব্বতো হেমভূষিতম্ ॥ ২৩
স তমুদ্যম্য চিক্ষেপ সোহপ্যস্য প্রাক্ষিপদ্গদাম্ ।
ভিন্নাবন্যোন্যমাসাদ্য পেততুস্তৌ মহীতলে ॥ ২৪
ততো ভিন্নপ্রহরণৌ মুষ্টিভ্যাং তৌ সমীয়তুঃ

পরাক্রম দেখাইয়া শত্রুসৈন্যগণকে সংহার কর।” ১—৫। রাক্ষসরাজ এই কথা বলিলে, রাক্ষসেন্দ্র মহোদর ‘তথাস্তু’ বলিয়া পতঙ্গ যেরূপ অগ্নি-মধ্যে প্রবেশ করে, সেইরূপ শত্রুসৈন্য-মধ্যে প্রবেশ করিল। পরে সেই সমধিক-তেজঃশালী মহাবল, প্রভুর উত্তেজক বাক্যে এবং নিজবলমদে উত্তেজিত হইয়া বানরগণকে মর্দ্দন করিতে আরম্ভ করিল। মহাবল বানরগণও বৃহৎ প্রস্তর লইয়া ভয়ঙ্কর শত্রুসৈন্য-মধ্যে প্রবেশ করিয়া রাক্ষসগণকে বধ করিতে লাগিল। সেই মহারণে মহোদর বিষম ক্রুদ্ধ হইয়া সুবর্ণভূষিত বাণসমূহ দ্বারা বানরগণের হস্ত, পদ ও উরু কাটিয়া ফেলিতে লাগিল। যুদ্ধে রাক্ষসসমূহকর্ত্তৃক পীড়িত বানরগণ দশ দিকে পলায়ন করিতে আরম্ভ করিল এবং কেহ বা সুগ্রীবের শরণাগত হইল ৬—১০। তখন মহাতেজা বানররাজ সুগ্রীব মহতী বানরসেনাকে রণে ভগ্ন দেখিয়া মহোদরের প্রতি ধাবিত হইলেন এবং তাহাকে বধ করিবার ইচ্ছায় পর্ব্বততুল্য প্রকাণ্ড প্রস্তর লইয়া নিক্ষেপ করিলেন; কিন্তু মহোদর সেই শিলাকে সহসা আপতিত হইতে দেখিয়াই অসম্ভ্রান্তচিত্তে বাণ দ্বারা কাটিয়া ফেলিল। রাক্ষসকর্ত্তৃক শরসমূহ দ্বারা সহস্রধা ছিন্ন সেই শিলা আকুল গৃধ্রচক্রের ন্যায় ভূতলে পড়িল। শিলা ছিন্ন হইল দেখিয়া, পরবল-নিসূদন শূর সুগ্রীব যার পর নাই ক্রুদ্ধ হইলেন এবং একটী শালবৃক্ষ উপড়াইয়া রণমধ্যস্থ রাক্ষসের প্রতি নিক্ষেপ করত ক্রোধভরে নখ দ্বারা তাহাকে বিদারণ করিতে লাগিলেন। পরে একটী ভূপতিত উগ্রবেগ প্রদীপ্ত পরিঘ দেখিয়া সত্বর উত্তোলন করত রাক্ষসকে দেখাইয়া তদ্দ্বারা তদীয় অশ্বচতুষ্টয়কে নিপাতিত করিলেন। ১১—১৭। রাক্ষস মহোদর লম্ফপ্রদানে সেই অশ্ববিহীন মহারথ হইতে অবতীর্ণ হইয়া ক্রোধভরে একটী গদা লইল। তৎকালে বিদ্যুদ্বিলসিত বারিদযুগল ও গোবৃষযুগলতুল্য পরিঘহস্ত বীরযুগল সিংহনাদ করিতে করিতে পরস্পর সমরে সঙ্গত হইলেন। রাক্ষস মহোদর ক্রোধভরে সুগ্রীবকে লক্ষ্য করিয়া সূর্য্যের ন্যায় উজ্জ্বল গদা নিক্ষেপ করিলে, ক্রোধে আরক্তচক্ষু মহাবল বানররাজ সুগ্রীব, গদা আপতিত হইতেছে দেখিয়াই, পরিঘ উদ্যত করত সেই গদার উপর আঘাত করিলেন; কিন্তু সেই পরিঘ গদার আঘাতে ভগ্ন হইল এবং গদাও ভূতলে পতিত হইল ১৮—২২। পরে তেজস্বী সুগ্রীব ভূতল হইতে চতুর্দ্দিকে সুবর্ণ-ভূষিত একটী ঘোররূপ লৌহময় মুষল লইয়া উদ্যত করত ক্ষেপণ করিলেন; তাহা দেখিয়া মহোদরও আর একটী গদা নিক্ষেপ করিলে, উভয়ে পরস্পর সমাসক্ত হইয়া ভগ্ন ও ধরণীতলে পতিত হইল। এইরূপে প্রদীপ্ত অনলতুল্য তেজোবলবিশিষ্ট সেই

তেজোবলসমাবিষ্টৌ দীপ্তাবিব হুতাশনৌ ॥ ২৫
জঘ্নতুস্তৌ তদান্যোন্যং মর্দন্তৌ চ পুনঃপুনঃ।
তলৈশ্চান্যোন্যমাসাদ্য পেততুশ্চ মহীতলে ॥ ২৬
উৎপেততুস্তদা তূর্ণং জঘ্নতুশ্চ পরস্পরম্।
ভুজৈশ্চিক্ষিপতুর্বীরাবন্যোন্যমপরাজিতৌ ॥ ২৭
জগ্মতুস্তৌ শ্রমং বীরৌ বাহুযুদ্ধে পরন্তপৌ।
আজহ্রতুস্তদা খড়্গাবদূরপরিবর্ত্তিনৌ ॥ ২৮
ততো রোষপরীতাঙ্গৌ নর্দন্তাবভ্যধাবতাম্।
উদ্যতাসী রণে হৃষ্টৌ যুদ্ধে শস্ত্রবিশারদৌ ॥ ২৯
দক্ষিণং মণ্ডলং চোভৌ সুতূর্ণং সম্পরীয়তুঃ।
অন্যোন্যমভিসংক্রুদ্ধৌ জয়ে প্রণিহিতাবুভৌ ॥ ৩০
স তু শূরো মহাবেগো বীর্য্যশ্লাঘী মহোদরঃ।
মহাচর্ম্মণি তং খড়্গং পাতয়ামাস দুর্ম্মতিঃ ॥ ৩১
লগ্নমুৎকর্ষতঃ খড়্গং খড়্গেন কপিকুঞ্জরঃ।
জহার সশিরস্ত্রাণং কুণ্ডলোপগতং শিরঃ ॥ ৩২
নিকৃত্তশিরসস্তস্য পতিতস্য মহীতলে।
তদ্বলং রাক্ষসেন্দ্রস্য দৃষ্ট্বা তত্র ন দৃশ্যতে ॥ ৩৩
হত্বা তং বানরৈঃ সার্দ্ধং ননাদ মুদিতো হরিঃ।
চুক্রোধ চ দশগ্রীবো বভৌ হৃষ্টশ্চ রাঘবঃ ॥ ৩৪
বিষণ্ণবদনাঃ সর্ব্বে রাক্ষসা দীনচেতসঃ।
বিদ্রবন্তি ততঃ সর্ব্বে ভয়বিত্রস্তচেতসঃ ॥ ৩৫
মহোদরং তং বিনিপাত্য ভূমৌ
মহাগিরেঃ কীর্ণমিবৈকদেশম্।
সূর্য্যাত্মজস্তত্র ররাজ লক্ষ্ম্যা
সূর্য্যঃ স্বতেজোভিরিবাপ্রধৃষ্যঃ ॥ ৩৬
অথ বিজয়মবাপ্য বানরেন্দ্রঃ
সমরমুখে সুরসিদ্ধযক্ষসঙ্ঘৈঃ।
অবনিতলগতৈশ্চ ভূতসঙ্ঘৈ-
র্হর্ষসমাকুলিতৈর্নিরীক্ষ্যমাণঃ ॥ ৩৭

ইতি লঙ্কাকাণ্ডে অষ্টনবতিতমঃ সর্গঃ ॥ ৯৮

নবনবতিতমঃ সর্গঃ।

মহোদরে তু নিহতে মহাপার্শ্বো মহাবলঃ।
সুগ্রীবেণ সমীক্ষ্যাথ ক্রোধাৎ সংরক্তলোচনঃ ॥ ১
অঙ্গদস্য চমূং ভীমাং ক্ষোভয়ামাস মার্গণৈঃ।
স বানরাণাং মুখ্যানামুত্তমাঙ্গানি রাক্ষসঃ ॥ ২
পাতয়ামাস কায়েভ্যঃ ফলং বৃন্তাদিবানিলঃ।
কেষাঞ্চিদিষুভির্বাহূন্ চিচ্ছেদাথ স রাক্ষসঃ ॥ ৩
বানরাণাং সুসংক্রুদ্ধঃ পার্শ্বং কেষাঞ্চিদাক্ষিপৎ।

তখন উভয়ে বীরদ্বয় মুষ্টিযুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া পরস্পরকে আঘাত করত বারংবার সিংহনাদ করিতে করিতে পরস্পরকে তলপ্রহার করিয়া ভূতলে পতিত হইল। পরে সত্বর উৎপতিত হইয়া পরস্পরকে প্রহার ও দূরে নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। কিন্তু এইরূপ বহুক্ষণ বাহুযুদ্ধে কেহই পরাস্ত না হওয়ায় উভয়েই পরিশ্রান্ত হইয়া পড়িলেন। পরে সেই বীরযুগল উভয়েই নিকটস্থ এক একখানি খড়্গ গ্রহণ করিল। ২৩—২৮। তৎপরে রণমত্ত এবং শস্ত্রবিশারদ সেই বীরদ্বয় ক্রোধভরে অসি সমুদ্যত করত, সিংহনাদ সহকারে পরস্পরের দিকে ধাবিত হইয়া বিজয়াভিলাষে সত্বর দক্ষিণাবর্ত্তে আবর্ত্তিত হইয়া পরস্পরকে আক্রমণ করিলেন। সেই সময়ে বীর্য্যশ্লাঘী মহাবেগ দুর্ম্মতি মহোদর, বানররাজের বিপুল চর্ম্মে খড়্গাঘাত করিলে, সেই খড়্গ চর্ম্মমধ্যে সংলগ্ন হওয়ায়, সে যেমন তাহা আকর্ষণ করিতে আরম্ভ করিল, সেই অবসরে বানররাজ কুণ্ডলশোভিত এবং শিরস্ত্রাণবিশিষ্ট তদীয় মস্তক কাটিয়া ফেলিলেন। তখন তাহার ছিন্ন মস্তককে ভূমে পড়িতে দেখিয়াই, রাক্ষসেন্দ্রের সৈন্যগণ পলায়ন করিতে লাগিল। মহোদর নিহত হইলে, বানররাজ এবং রঘুনন্দন অন্যান্য বানরগণসমভিব্যাহারে আনন্দে উৎফুল্ল হইলেন; দশানন ক্রোধে বিষণ্ণ হইলেন। ২৯—৩৪। রাক্ষসগণ ভয়ে বিহ্বল হইয়া বিষণ্ণবদনে দীনমনে চতুর্দিকে পলাইতে লাগিল। এইরূপে মহাপর্ব্বতের শীর্ণ একদেশের ন্যায়, মহোদরকে ভূতলে পাতিত করত বিজয়ী সূর্য্যতনয় বানরেন্দ্র সুগ্রীব নিজ তেজোদ্বারা, দুরাধর্ষ মার্ত্তণ্ডের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। তখন আকাশস্থিত দেবতা, সিদ্ধ ও যক্ষগণ এবং পৃথিবীস্থ সকল প্রাণীই হর্ষোৎফুল্লনেত্রে রণমধ্যস্থিত সেই বীরকে দেখিতে লাগিলেন। ৩৫—৩৭।

নবনবতিতম সর্গ।

সুগ্রীব মহোদরকে বধ করিলেন দেখিয়া মহাবল রাক্ষস মহাপার্শ্ব ক্রোধে আরক্তনয়ন হইয়া উঠিয়া শরসমূহদ্বারা অঙ্গদের ভীমরূপ সৈন্যগণকে উৎপীড়িত করিতে লাগিল। বায়ু যেরূপ বৃন্ত হইতে ফল সকলকে পাতিত করে, তদ্রূপ মহাপার্শ্বও বানরযূথপতিদের মস্তক পাতিত করিতে লাগিল। সেই রাক্ষসের বাণ-প্রহারে কাহার বাহু ছিন্ন এবং কাহারও

তেঽর্দ্দিতা বাণবর্ষেণ মহাপার্শ্বেন বানরাঃ। ৪
বিষাদবিমুখাঃ সর্ব্বে বভূবুর্গতচেতসঃ।
নিশম্য বলমুদ্বিগ্নমঙ্গদো রাক্ষসার্দ্দিতম্॥ ৫
বেগং চক্রে মহাবেগঃ সমুদ্র ইব পর্ব্বণি।
আয়সং পরিঘং গৃহ্য সূর্য্যরশ্মিসমপ্রভম্॥ ৬
সমরে বানরশ্রেষ্ঠো মহাপার্শ্বে ন্যপাতয়ৎ।
স তু তেন প্রহারেণ মহাপার্শ্বো বিচেতনঃ॥ ৭
সসূতঃ স্যন্দনাত্তস্মাদ্বিসংজ্ঞশ্চাপতদ্ভুবি।
তস্যর্ক্ষরাজস্তেজস্বী নীলাঞ্জনচয়োপমঃ।
নিষ্পত্য সুমহাবীর্য্যঃ স্বযূথান্মেঘসন্নিভাৎ। ৮
প্রগৃহ্য গিরিশৃঙ্গাভাং ক্রুদ্ধঃ স বিপুলাং শিলাম্।
অশ্বান্ জঘান তরসা বভঞ্জ স্যন্দনঞ্চ তং। ৯
মুহূর্ত্তাল্লব্ধসংজ্ঞস্তু মহাপার্শ্বো মহাবলঃ।
অঙ্গদং বহুভির্ব্বাণৈর্ভূয়স্তং প্রত্যবিধ্যত॥ ১০
জাম্ববন্তং ত্রিভির্ব্বাণৈরাজঘান স্তনান্তরে।
ঋক্ষরাজং গবাক্ষঞ্চ জঘান বহুভিঃ শরৈঃ। ১১
গবাক্ষং জাম্ববন্তঞ্চ স দৃষ্ট্বা শরপীড়িতৌ।
জগ্রাহ পরিঘং ঘোরমঙ্গদঃ ক্রোধমূর্চ্ছিতঃ॥ ১২
তস্যাঙ্গদঃ সরোষাক্ষো রাক্ষসস্য তমায়সম্।
দূরস্থিতস্য পরিঘং রবিরশ্মিসমপ্রভম্।
দ্বাভ্যাং ভুজাভ্যাং সংগৃহ্য ভ্রামযিত্বা চ বীর্য্যবান্।
মহাপার্শ্বায় চিক্ষেপ বধার্থং বালিনঃ সুতঃ। ১৪
স তু ক্ষিপ্তো বলবতা পরিঘস্তস্য রক্ষসঃ।
ধনুশ্চ সশরং হস্তাচ্ছিরস্ত্রাণমপাতয়ৎ। ১৫
তং সমাসাদ্য বেগেন বালিপুত্রঃ প্রতাপবান্।
তলেনাভ্যহনৎ ক্রুদ্ধঃ কর্ণমূলে সকুণ্ডলে। ১৬
স প্রক্রুদ্ধো মহাবেগো মহাপার্শ্বো মহাদ্যুতিঃ।
করেণৈকেন জগ্রাহ সুমহান্তং পরশ্বধম্। ১৭
তং তৈলধৌতং বিমলং শৈলসারময়ং দৃঢ়ম্।
রাক্ষসঃ পরমক্রুদ্ধো বালিপুত্রে ন্যপাতয়ৎ॥ ১৮
তেন বামাংসফলকে ভৃশং প্রত্যবপাতিতম্।
অঙ্গদো মোক্ষয়ামাস সরোষঃ স পরশ্বধম্। ১৯
স বীরো বজ্রসঙ্কাশমঙ্গদো মুষ্টিমাত্মনঃ।
সংবর্ত্তয়ৎ সুসংক্রুদ্ধঃ পিতুস্তুল্যপরাক্রমঃ। ২০
রাক্ষসস্য স্তনাভ্যাসে মর্ম্মজ্ঞো হৃদয়ং প্রতি।
ইন্দ্রাশনিসমস্পর্শং স মুষ্টিং বিন্যপাতয়ৎ। ২১
তেন তস্য নিপাতেন রাক্ষসস্য মহামৃধে।
পফাল হৃদয়ঞ্চাস্য স পপাত হতো ভুবি। ২২
তস্মিন্ বিনিহতে ভূমৌ তৎ সৈন্যং সম্প্রচুক্ষুভে।
অভবচ্চ মহান্ ক্রোধঃ সমরে রাবণস্য তু। ২৩
বানরাণাং প্রহৃষ্টানাং সিংহনাদঃ সুপুষ্কলঃ।

পার্শ্ব বিদীর্ণ হইল। এইরূপে বানরগণ মহাপার্শ্বের বাণবর্ষণে বিষম উৎপীড়িত হইয়া কাতর হইল এবং কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া পলাইতে আরম্ভ করিল। তখন মহাবেগ বানরবর অঙ্গদ সৈন্যগণকে রাক্ষস-কর্ত্তৃক বলপূর্ব্বক পীড়িত এবং উদ্বিগ্ন দেখিয়া পর্ব্বকালীন সমুদ্রের ন্যায় দ্রুতবেগে, সূর্য্যকিরণের ন্যায় প্রভাবিশিষ্ট একটী লৌহপরিঘ লইয়া মহাপার্শ্বের প্রতি নিক্ষেপ করিলেন। সেই প্রহারে মহাপার্শ্ব সংজ্ঞাশূন্য হইয়া সারথির সহিত ভূতলে পতিত হইল। তখন নীলবর্ণজ্জলরাশিতুল্য মহাবীর্য্য তেজস্বী ঋক্ষরাজ জাম্ববান্ ক্রোধ-সহকারে নিজ মেঘতুল্য যূথ হইতে বাহির হইয়া প্রকাণ্ড প্রস্তর গ্রহণপূর্ব্বক তাহার অশ্বগণকে নিপাতিত করিয়া দুইটী গিরিশৃঙ্গদ্বারা রথ চূর্ণ করিয়া ফেলিলেন। ১—৯। মহাবল মহাপার্শ্বও মুহূর্ত্তকালমধ্যে চেতনা পাইয়া অসংখ্য বাণদ্বারা গবাক্ষ এবং অঙ্গদকে পুনর্ব্বার বিদ্ধ করত তিন বাণে ঋক্ষরাজ জাম্ববানের স্তনমধ্যে আঘাত করিল। তখন গবাক্ষ এবং জাম্ববান্‌কে বাণাঘাতে আকুল দেখিয়া বীর্য্যবান্ বালিনন্দন অঙ্গদ ক্রোধে অধীর হইয়া দুই বাহু দ্বারা সূর্য্যরশ্মির ন্যায় প্রভাবিশিষ্ট একটী লৌহপরিঘ লইয়া ঘুরাইতে ঘুরাইতে দূরস্থিত মহাপার্শ্বের বধাভিলাষে নিক্ষেপ করিলেন। বলবান্ বালিতনয়-কর্ত্তৃক নিক্ষিপ্ত সেই পরিঘ,—রাক্ষসের হস্তস্থিত ধনু, শর এবং শিরস্ত্রাণ পাতিত করিল। ১০—১৫। তাহা দেখিয়া প্রতাপবান্ অঙ্গদ সবেগে তাহার নিকটস্থ হইয়া ক্রোধভরে তাহার কুণ্ডলশোভিত কর্ণমূলে তলপ্রহার করিলেন। তাহাতে মহাবেগ মহাদ্যুতি মহাপার্শ্ব বিষম ক্রুদ্ধ হইয়া এক হস্তে একটী গিরিসারময় তৈলধৌত বিমল এবং দৃঢ় সুমহৎ পরশু লইয়া তদ্দ্বারা ক্রোধভরে বালিনন্দনকে আঘাত করিল। পরন্তু ক্রুদ্ধ অঙ্গদ বলপূর্ব্বক বামস্কন্ধে পতিত সেই পরশুকে ব্যর্থ করিলেন। পরে পিতার তুল্য পরাক্রমশালী কৌশলী বীরবর অঙ্গদ সক্রোধে বজ্রতুল্য এবং মহেন্দ্রের বজ্রের ন্যায় কঠোরস্পর্শ মুষ্টি বিঘূর্ণিত করত রাক্ষস মহাপার্শ্বের হৃদয় লক্ষ্য করিয়া স্তনসমীপে আঘাত করিলেন। ১৬—২১। সেই মুষ্টিপ্রহারেই রাক্ষসের হৃদয় বিদীর্ণ হইল, সে গতাসু হইয়া রণমধ্যে ভূতলে পতিত হইল। এইরূপে মহাপার্শ্ব নিহত এবং ভূপাতিত হওয়ায় তাহার সৈন্যগণ পলাইতে লাগিল দেখিয়া রাবণ যার পর নাই ক্রুদ্ধ হইলেন। সেই সময়ে সেনামধ্যে প্রহৃষ্ট বানর

স্ফোটয়ন্নিব শব্দেন লঙ্কাং সাট্টালগোপুরাম্‌ ।
মহেন্দ্রেণেব দেবানাং নাদঃ সমভবন্মহান্‌ ॥ ২৪
অথেন্দ্রশত্রুস্ত্রিদশালয়ানাং
বনৌকসাঞ্চৈব মহাপ্রণাদম্‌ ।
শ্রুত্বা সরোষং যুধি রাক্ষসেন্দ্রঃ
পুনশ্চ যুদ্ধাভিমুখোঽভবত্তদা ॥ ২৫

ইতি লঙ্কাকাণ্ডে নবনবতিতমঃ সর্গঃ। ৯৯

শততমঃ সর্গঃ।

মহোদরমহাপার্শ্বৌ হতৌ দৃষ্ট্বা দুরাসদৌ ।
তস্মিংশ্চ নিহতে বীরে বিরূপাক্ষে মহাবলে ॥ ১
আবিবেশ মহান্‌ ক্রোধো রাবণস্তু মহামৃধে ।
সূতং সঞ্চোদয়ামাস বাক্যঞ্চেদমুবাচ হ ॥ ২
নিহতানামমাত্যানাং রুদ্ধস্য নগরস্য চ।
দুঃখমেবাপনেষ্যামি হত্বা তৌ রামলক্ষ্মণৌ ॥ ৩
রামবৃক্ষং রণে হন্মি সীতাপুষ্পফলপ্রদম্‌ ।
প্রশাখা যস্য সুগ্রীবো জাম্ববান্‌ কুমুদো নলঃ ॥ ৪
দ্বিবিদশ্চৈব মৈন্দশ্চ অঙ্গদো গন্ধমাদনঃ ।
হনূমাংশ্চ সুষেণশ্চ সর্ব্বে চ হরিযূথপাঃ ॥ ৫
স দিশো দশ ঘোষেণ রথস্যাতিরথো মহান্‌ ।
নাদয়ন্‌ প্রযযৌ তূর্ণং রাঘবঞ্চাভ্যবর্ত্তত ॥ ৬
পূরিতা তেন শব্দেন সনদীগিরিকাননা ।
সঞ্চচাল মহী সর্ব্বা ত্রস্তসিংহমৃগদ্বিজা ॥ ৭
তামসং সুমহাঘোরং চকারাস্ত্রং সুদারুণম্‌ ।
নির্দদাহ কপীন্‌ সর্ব্বান্‌ তে প্রপেতুঃ সমন্ততঃ ॥ ৮
উৎপপাত রজো ভূমৌ তৈর্ভগ্নৈঃ সম্প্রধাবিতৈঃ ।
ন হি তৎ সহিতুং শেকুর্ব্রহ্মণা নির্ম্মিতং স্বয়ম্‌ ॥ ৯
তান্যনেকান্যনীকানি রাবণস্য শরোত্তমৈঃ ।
দৃষ্ট্বা ভগ্নানি শতশো রাঘবঃ পর্য্যবস্থিতঃ ॥ ১০
ততো রাক্ষসশার্দ্দূলো বিদ্রাব্য হরিবাহিনীম্‌ ।
স দদর্শ ততো রামং তিষ্ঠন্তমপরাজিতম্‌ ॥ ১১
লক্ষ্মণেন সহ ভ্রাত্রা বিষ্ণুনা বাসবং যথা ।
আলিখন্তমিবাকাশমবষ্টভ্য মহদ্ধনুঃ ॥ ১২
পদ্মপত্রবিশালাক্ষং দীর্ঘবাহুমরিন্দমম্‌ ।
ততো রামো মহাতেজাঃ সৌমিত্রিসহিতো বলী ॥ ১৩
বানরাংশ্চ রণে ভগ্নানাপতন্তঞ্চ রাবণম্‌ ।
সমীক্ষ্য রাঘবো হৃষ্টো মধ্যে জগ্রাহ কার্ম্মুকম্‌ ॥ ১৪
বিস্ফারয়িতুমারেভে ততঃ স ধনুরুত্তমম্‌ ।
মহাবেগং মহানাদং নির্ভিন্দন্নিব মেদিনীম্‌ ॥ ১৫
রাবণস্য চ বাণৌঘৈ রামবিস্ফারিতেন চ ।

গণের এবং অঙ্গদের সহিত প্রহৃষ্ট বানরগণের এরূপ তুমুল সিংহনাদ উত্থিত হইল যে, অট্টালিকা এবং গোপুরের সহিত সমগ্র লঙ্কানগরীই যেন সেই শব্দে ফাটিয়া গেল। ইন্দ্রশত্রু রাক্ষসেন্দ্র রাবণ রণমধ্যে সুর এবং বানরগণের সেই সুমহৎ সিংহনাদ শ্রবণপূর্ব্বক নিরতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া পুনরায় সমরাভিমুখী হইলেন। ২২—২৫।

শততম সর্গ।

দুর্জ্জয় মহাপার্শ্ব, মহোদর এবং মহাবলশালী বীর বিরূপাক্ষ সেই মহাযুদ্ধে নিহত হইল দেখিয়া দশানন বিষম ক্রুদ্ধ হইলেন এবং সারথিকে ত্বরান্বিত করিয়া বলিলেন;—"আমি আজ রাম লক্ষ্মণকে বধ করিয়া অমাত্যগণের নিধন ও পুরীর অবরোধজনিত দুঃখ দূর করিব। অদ্য আমি,—সুগ্রীব, জাম্ববান্‌, কুমুদ, নল, দ্বিবিদ, মৈন্দ, অঙ্গদ, গন্ধমাদন, হনূমান্‌, সুষেণ এবং অন্যান্যবানরদলপতিগণরূপ শাখা-সমন্বিত এবং বিদেহ-রাজকুমারীরূপ পুষ্প ফল-শোভিত রামরূপ বৃক্ষকে ছেদন করিব।" অতিরথ মহাশয় রাবণ এই কথা বলিয়াই রথশব্দে দশদিক্‌ প্রতিধ্বনিত করত রঘুনন্দনের প্রতি ধাবিত হইলেন। ১—৬। তৎকালে সেই শব্দে নদী, গিরি এবং কাননসকলের সহিত সমগ্রা বসুন্ধরা পরিপূরিতা ও প্রকম্পিতা হইল এবং পশু ও পক্ষিগণ বিত্রস্ত হইয়া পড়িল। পরে রাক্ষসরাজ ঘোরতর নিদারুণ তামস অস্ত্র নিক্ষেপ করিয়া বানরগণকে সর্ব্বতোভাবে দগ্ধ করিতে লাগিলেন। ব্রহ্মা স্বয়ং সেই অস্ত্র নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন, অতএব বানরগণ তাহা সহ্য করিতে না পারিয়া ভঙ্গ দিয়া পলায়ন করিতে থাকিলে, ভূতল হইতে ধূলিরাশি উত্থিত হইল। দশানন বাণসমূহদ্বারা শত শত সৈন্যকে উৎপীড়িত করিতেছেন দেখিয়া রামচন্দ্র অগ্রসর হইলে, রাক্ষসশ্রেষ্ঠ রাবণ বানরসেনাকে বিতাড়িত করত দেখিলেন, পদ্মপলাশলোচন দীর্ঘবাহু অপরাজিত অরিন্দম রঘুনন্দন বিষ্ণুর সহিত ইন্দ্রের ন্যায় ভ্রাতা লক্ষ্মণের সহিত একত্র অবস্থান করত বিশাল ধনু ধারণপূর্ব্বক তদ্দ্বারা আকাশে যেন চিত্রাঙ্কন করিতেছেন। মহাতেজা রাম এবং বলশালী সুমিত্রানন্দন লক্ষ্মণ বানরগণকে রণে ভগ্ন এবং রাবণকে সম্মুখে দেখিয়া হৃষ্টচিত্তে মহাবেগ দিব্য ধনু গ্রহণপূর্ব্বক ধনুর্নিনাদে মেদিনী কম্পিত করিয়া বিদীর্ণ করিবার

শব্দেন রাক্ষসাস্তেন পেতুশ্চ শতশস্তদা ॥ ১৬
তয়োঃ শরপথং প্রাপ্য রাবণো রাজপুত্রয়োঃ।
স বভৌ চ যথা রাহুঃ সমীপে শশিসূর্য্যয়োঃ ॥ ১৭
তমিচ্ছন্ প্রথমং যোদ্ধুং লক্ষ্মণো নিশিতৈঃ শরৈঃ।
মুমোচ ধনুরায়ম্য শরানগ্নিশিখোপমান্ ॥ ১৮
তান্ মুক্তমাত্রানাকাশে লক্ষ্মণেন ধনুষ্মতা।
বাণান্ বাণৈর্মহাতেজা রাবণঃ প্রত্যবারয়ৎ ॥ ১৯
একমেকেন বাণেন ত্রিভিস্ত্রীন্ দশভির্দশ।
লক্ষ্মণস্য প্রচিচ্ছেদ দর্শয়ন্ পাণিলাঘবম্ ॥ ২০
অভ্যতিক্রম্য সৌমিত্রিং রাবণঃ সমিতিঞ্জয়ঃ।
আসসাদ রণে রামং স্থিতং শৈলমিবাপরম্ ॥ ২১
স সংখ্যে রামমাসাদ্য ক্রোধসংরক্তলোচনঃ।
ব্যসৃজচ্ছরবর্ষাণি রাবণো রাঘবোপরি ॥ ২২
শরধারাস্ততো রামো রাবণস্য ধনুশ্চ্যুতাঃ।
দৃষ্ট্বৈব পতিতাঃ শীঘ্রং ভল্লান্ জগ্রাহ সত্বরম্ ॥ ২৩
তাঞ্ছরৌঘাংস্ততো ভল্লৈস্তীক্ষ্ণৈশ্চিচ্ছেদ রাঘবঃ।
দীপ্যমানান্ মহাঘোরাঞ্ছরানাশীবিষোপমান্ ॥ ২৪
রাঘবো রাবণং তূর্ণং রাবণো রাঘবং তথা।
অন্যোন্যং বিবিধৈস্তীক্ষ্ণৈঃ শরবর্ষৈর্ববর্ষতুঃ ॥ ২৫
চেরতুশ্চ চিরং চিত্রং মণ্ডলং সব্যদক্ষিণম্।
বাণবেগাৎ সমুৎক্ষিপ্তাবন্যোন্যমপরাজিতৌ ॥ ২৬
তয়োর্ভূতানি বিত্রেসুর্যুগপৎ সম্প্রযুধ্যতোঃ।
রৌদ্রয়োঃ সায়কমুচোর্যমান্তকনিকাশয়োঃ ॥ ২৭
সন্ততং বিবিধৈর্বাণৈর্বভূব গগনং তদা।
ঘনৈরিবাতপাপায়ে বিদ্যুন্মালাসমাকুলৈঃ ॥ ২৮
গবাক্ষিতমিবাকাশং বভূব শরবৃষ্টিভিঃ।
মহাবেগৈঃ সুতীক্ষ্ণাগ্রৈর্গৃধ্রপত্রৈঃ সুবাজিতৈঃ ॥ ২৯
শরান্ধকারমাকাশং চক্রতুঃ পরমং তদা।
গতেঽস্তং তপনে চাপি মহামেঘাবিবোত্থিতৌ ॥ ৩০
তয়োরভূন্মহাযুদ্ধমন্যোন্যবধকাঙ্ক্ষিণোঃ।
অনাসাদ্যমচিন্ত্যঞ্চ বৃত্রবাসবয়োরিব ॥ ৩১
উভৌ হি পরমেষ্বাসাবুভৌ যুদ্ধবিশারদৌ।
উভাবস্ত্রবিদাং মুখ্যাবুভৌ যুদ্ধে বিচেরতুঃ ॥ ৩২
উভৌ হি যেন ব্রজতস্তেন তেন শরোর্ম্ময়ঃ।
ঊর্ম্ময়ো বায়ুনা বিদ্ধা জগ্মুঃ সাগরয়োরিব ॥ ৩৩
ততঃ সংসক্তহস্তস্তু রাবণো লোকরাবণঃ।

উপক্রম করিলেন। সেই সময়ে রাবণের বাণবর্ষণ এবং রাঘবের ধনুর্বিস্ফারণ এই উভয়ের তুমুল শব্দে শত শত রাক্ষস নিপতিত হইল। ৭—১৬। সেই সময়ে রাজকুমারদ্বয়ের বাণপথে পতিত রাক্ষসরাজ, চন্দ্র-সূর্য্যের সমীপস্থ রাহুগ্রহের ন্যায় অনুমিত হইতে লাগিলেন। লক্ষ্মণ, সুতীক্ষ্ণ বাণসমূহদ্বারা অগ্রেই রাবণের সহিত যুদ্ধ করিতে অভিলাষী হইয়া, ধনু আনত করত অনলশিখা-তুল্য শরসমূহ নিক্ষেপ করিলেন। কিন্তু মহাতেজস্বী রাবণ বাণসমূহদ্বারা ধনুর্দ্ধরপ্রবর লক্ষ্মণকর্ত্তৃক নিক্ষিপ্ত সেই বাণ সকলকে আকাশমধ্যেই নিবারণ করিলেন। রণবিজয়ী দশানন ক্ষিপ্রহস্ততা দেখাইয়া সুমিত্রা-নন্দনের এক দুই বা তিন বাণকে যথাক্রমে এক দুই ও তিন বাণ দ্বারা নিবারণ করিয়া লক্ষ্মণকে অতিক্রমপূর্ব্বক রণ-মধ্যে পর্ব্বতের ন্যায় অচলভাবে অবস্থিত রামচন্দ্রের নিকটে উপস্থিত হইলেন। ১৭—২১। ক্রোধে আরক্তলোচন দশানন রণস্থলে রামকে পাইয়া তদুপরি বাণ বর্ষণ করিতে আরম্ভ করিলেন। কিন্তু রঘুনন্দন রাবণধনুর্মুক্ত সেই বাণসমূহ আপতিত হইতেছে, দেখিয়াই কতকগুলি তীক্ষ্ণ ভল্ল লইয়া তদ্দ্বারা রাবণের সেই বিষধর সর্পের ন্যায় মহাঘোর বাণ সকলকে ছেদন করিয়া ফেলিলেন। তৎপরে রাম এবং রাবণ পরস্পর পরস্পরকে লক্ষ্য করিয়া সুতীক্ষ্ণ বহুবিধ বাণসকল বর্ষণ করিতে লাগিলেন তাঁহারা পরস্পরে বাণবেগে উৎক্ষিপ্ত হইয়া কখন বাম এবং কখন দক্ষিণ-আবর্ত্তে বিচরণ করিতে লাগিলেন; কিন্তু কেহই পরাস্ত হইলেন না। ২২—২৬। কালান্তক যমের ন্যায় রুদ্রমূর্ত্তি সেই বীরদ্বয় এইরূপে বাণ নিক্ষেপ করত এককালে যুদ্ধ করিতে লাগিলে, প্রাণিগণ বিত্রস্ত হইল এবং গ্রীষ্মশেষে বিদ্যুন্মালা-বিলাসিত মেঘমালার ন্যায়, তাঁহাদের বিবিধ বাণরাজিদ্বারা আকাশমণ্ডল ব্যাপ্ত হইল। তাঁহাদের গৃধ্রপত্র ও সুপক্ষ তীক্ষ্ণাগ্র মহাবেগ শরসমূহদ্বারা আকাশ ব্যাপ্ত হওয়ায়, বোধ হইতে লাগিল যেন, আকাশমণ্ডল গবাক্ষজালে পরিশোভিত হইয়াছে। সমুত্থিত মহামেঘযুগলের ন্যায়, সেই বীরদ্বয় দিবাভাগেও শরবর্ষণদ্বারা আকাশ-মণ্ডলকে মহান্ধকারে আচ্ছন্ন করিলেন। ২৭—৩০। পূর্ব্বে বৃত্র এবং ইন্দ্রের যেরূপ যুদ্ধ হইয়াছিল। সেইরূপ পরস্পর বধাভিলাষী সেই দুই বীরের সেইরূপ অচিন্ত্য এবং অদৃষ্টপূর্ব্ব সুমহৎ যুদ্ধ হইতে লাগিল। তাঁহারা উভয়েই যুদ্ধ-বিদ্যাবিশারদ, ধানুষ্ক-প্রবর এবং অস্ত্রজ্ঞগণের অগ্রগণ্য; অতএব উভয়ে বিবিধ-গতিতে বিচরণ করত যে দিকে যাইতে লাগিলেন, সেই দিকেই বায়ু সঞ্চালিত মহাসাগরদ্বয়ের তরঙ্গমালার ন্যায়, বাণতরঙ্গ সকল সমুত্থিত হইল। পরে বাণগ্রহণে ব্যস্ত লোকবিদ্রাবণ রাবণ

নারাচমালাং রামস্য ললাটে প্রত্যমুঞ্চত ॥ ৩৪
রৌদ্রচাপপ্রযুক্তাস্তাং নীলোৎপলদলপ্রভাম্।
শিরসাধারয়ন্রামো ন ব্যথামভ্যপদ্যত ॥ ৩৫
অথ মন্ত্রানপি জপন্ রৌদ্রমস্ত্রমুদীরয়ন্।
শরান্ ভূয়ঃ সমাদায় রামঃ ক্রোধসমন্বিতঃ ॥ ৩৬
মুমোচ চ মহাতেজাশ্চাপমায়ম্য বীর্য্যবান্।
তাংশ্চরান্ রাক্ষসেন্দ্রায় চিক্ষেপাচ্ছিন্নসায়কঃ ॥ ৩৭
তে মহামেঘসঙ্কাশে কবচে পতিতাঃ শরাঃ।
অবধ্যে রাক্ষসেন্দ্রস্য ন ব্যথাং জনয়ংস্তদা ॥ ৩৮
পুনরেবাথ তং রামো রথস্থং রাক্ষসাধিপম্।
ললাটে পরমাস্ত্রেণ সর্ব্বাস্ত্রকুশলোঽভিনৎ ॥ ৩৯
তে ভিত্বা বাণরূপাণি পঞ্চশীর্ষা মহোরগাঃ।
শ্বসন্তো বিবিশুর্ভূমিং রাবণপ্রতিকূলতাঃ ॥ ৪০
নিহত্য রাঘবস্যাস্ত্রং রাবণঃ ক্রোধমূর্চ্ছিতঃ।
আসুরং সুমহাঘোরমন্যদস্ত্রং চকার সঃ ॥ ৪১
সিংহব্যাঘ্রমুখাংশ্চাপি কঙ্ককাকমুখানপি।
গৃধ্রশ্যেনমুখাংশ্চাপি শৃগালবদনাংস্তথা ॥ ৪২
ঈহ মৃগমুখাংশ্চাপি ব্যাদিতাস্যান্ ভয়াবহান্।
পঞ্চাস্যান্ লেলিহানাংশ্চ সসর্জ্জ নিশিতাঞ্ছরান্ ॥ ৪৩
শরান্ খরমুখাংশ্চান্যান্ বরাহমুখসংশ্রিতান্।
শ্বানকুক্কুটবক্ত্রাংশ্চ মকরাশীবিষাননান্ ॥ ৪৪
এতাংশ্চান্যাংশ্চ মায়াভিঃ সসর্জ্জ নিশিতাঞ্ছরান্।
রামং প্রতি মহাতেজাঃ ক্রুদ্ধঃ সর্প ইব শ্বসন্ ॥ ৪৫
আসুরেণ সমাবিষ্টঃ সোঽস্ত্রেণ রঘুনন্দনঃ।
সসর্জ্জাস্ত্রং মহাতেজাঃ পাবকং পাবকোপমঃ ॥ ৪৬
অগ্নিদীপ্তমুখান্ বাণান্ তত্র সূর্য্যমুখানপি।
গ্রহনক্ষত্রবক্ত্রাংশ্চ মহোল্কামুখসংস্থিতান্ ॥ ৪৭
বিদ্যুজ্জিহ্বোপমাংশ্চাপি সসর্জ্জ বিবিধাঞ্ছরান্।
তে রাবণশরা ঘোরা রাঘবাস্ত্রসমাহতাঃ ॥ ৪৮
বিলয়ং জগ্মুরাকাশে জগ্মুশ্চৈব সহস্রশঃ।
তদস্ত্রং নিহতং দৃষ্ট্বা রামেণাক্লিষ্টকর্ম্মণা ॥ ৪৯
হৃষ্টা নেদুস্ততঃ সর্ব্বে কপয়ঃ কামরূপিণঃ।
সুগ্রীবপ্রমুখা বীরাঃ সম্পরিক্ষিপ্য রাঘবম্ ॥ ৫০

তত্তস্তদস্ত্রং বিনিহত্য রাঘবঃ
প্রসহ্য তদ্রাবণবাহুনিঃসৃতম্।
মুদান্বিতো দাশরথির্মহাত্মা
বিনেদুরুচ্চৈর্মুদিতাঃ কপীশ্বরাঃ ॥ ৫১

ইতি লঙ্কাকাণ্ডে শততমঃ সর্গঃ ॥ ১০০ ॥

রামচন্দ্রের ললাটে লক্ষ্য করিয়া নারাচ সকল নিক্ষেপ করিলেন; কিন্তু রঘুনন্দন নীলোৎপলদলের ন্যায় প্রভাবিশিষ্ট এবং দশাননের ভীষণ ধনু হইতে বিমুক্ত সেই নারাচ সকল অক্লেশে মস্তকে সহ্য করিলেন, কিছুমাত্র ব্যথিত হইলেন না। ৩১—৩৫। প্রত্যুত, ভীষণ অস্ত্র প্রাদুর্ভূত করিবার জন্য ক্রোধভরে পুনরায় বাণ সকল গ্রহণ করত অভিমন্ত্রিত করিলেন। নিয়ত বাণ-বর্ষণকারী মহাতেজা বীর্য্যবান্ রাম সেই শর সকল লইয়া রাক্ষসেন্দ্র রাবণের প্রতি নিক্ষেপ করিলেন; কিন্তু সেই বাণ সকল, রাক্ষসরাজের মহামেঘতুল্য দুর্ভেদ্য কবচে পতিত হইয়াও কিছুমাত্র ব্যথা উৎপাদন করিতে পারিল না। তাহা দেখিয়া সর্ব্বাস্ত্রকুশল রঘুনন্দন পরমাস্ত্রদ্বারা পুনর্ব্বার রাক্ষসেন্দ্রের ললাটদেশ বিদ্ধ করিলেন; কিন্তু সেই বাণ সকল রাবণকর্তৃক নিবারিত হইয়া, বাণরূপ পরিত্যাগ করিয়া পঞ্চমুখ সর্প হইয়া নিশ্বাস ত্যাগ করিতে করিতে ভূগর্ভে প্রবেশ করিল। ৩৬—৪০। দশানন, রঘুনন্দনের অস্ত্র নিবারণ করত ক্রোধভরে অন্যান্য আসুর অস্ত্রসকল নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। মহাতেজা রাবণ ক্রোধে সর্পের ন্যায়, নিশ্বাস ত্যাগ করত রামচন্দ্রকে লক্ষ্য করিয়া ভয়াবহ লেলিহান ও বিস্তৃতপঞ্চমুখসমন্বিত সিংহমুখ, ব্যাঘ্রমুখ, কঙ্কমুখ, কাকমুখ, গৃধ্রমুখ, শ্যেনমুখ, শৃগালমুখ, বৃকমুখ, বরাহমুখ, কুক্কুরমুখ, কুক্কুটমুখ, মকরমুখ ও সর্পমুখ প্রভৃতি বাণ এবং অন্যান্য বহুবিধ সুতীক্ষ্ণ বাণ নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। অনলতুল্য মহাতেজস্বী রঘুনন্দনও সেই আসুর অস্ত্রদ্বারা আক্রান্ত হইয়া আগ্নেয় অস্ত্র প্রাদুর্ভূত করত প্রদীপ্ত অগ্নিমুখ, সূর্য্যমুখ, গ্রহমুখ, নক্ষত্রমুখ, উল্কামুখ এবং বিদ্যুজ্জিহ্বাতুল্য অপর বহুবিধ বাণ সকল নিক্ষেপ করিলে, রাবণের ভীষণ বাণ সকল রামাস্ত্রদ্বারা প্রতিহত হইয়া কতক অন্তরীক্ষে বিলীন হইল এবং কতক বা কতকগুলিকে বিনাশ করিল। সুগ্রীবপ্রমুখ কামরূপী বীর বানরগণ অক্লিষ্টকর্ম্মা রঘুনন্দনকর্তৃক রাবণের বাণ সকলকে নিবারিত দেখিয়া রামচন্দ্রকে বেষ্টন করত হৃষ্টান্তঃকরণে সিংহনাদ করিতে লাগিলেন। এইরূপে মহাত্মা রঘুনন্দন দাশরথি রাম, রাবণ-বাহুনিক্ষিপ্ত সেই শরসকলকে নিবারণ করত আনন্দিত হইলেন এবং বানরবীরগণ উচ্চৈঃস্বরে সিংহনাদ করিতে লাগিল। ৪১—৫১।

একাধিকশততমঃ সর্গঃ।

তস্মিন্ প্রতিহতেঽস্ত্রে তু রাবণো রাক্ষসাধিপঃ।
ক্রোধঞ্চ দ্বিগুণং চক্রে ক্রোধাচ্চাস্ত্রমনন্তরম্॥ ১
ময়েন বিহিতং রৌদ্রমন্যদস্ত্রং মহাদ্যুতি।
উৎস্রষ্টুং রাবণো ভীমং রাঘবায় প্রচক্রমে॥ ২
ততঃ শূলানি নিশ্চেরুর্গদাশ্চ মুষলানি চ।
কার্ম্মুকাদ্দীপ্যমানানি বজ্রসারাণি সর্ব্বশঃ॥ ৩
মুদ্গরাঃ কূটপাশাশ্চ দীপ্তাশ্চাশনয়স্তথা।
নিপেতুর্বিবিধাস্তীক্ষ্ণা বাতা ইব যুগক্ষয়ে॥ ৪
তদস্ত্রং রাঘবঃ শ্রীমান্ উত্তমাস্ত্রবিদাং বরঃ।
জঘান পরমাস্ত্রেণ গান্ধর্ব্বেণ মহাদ্যুতিঃ॥ ৫
তস্মিন্ প্রতিহতেঽস্ত্রে তু রাঘবেণ মহাত্মনা।
রাবণঃ ক্রোধতাম্রাক্ষঃ সৌরমস্ত্রমুদীরয়ৎ॥ ৬
ততশ্চক্রাণি নিষ্পেতুর্ভাস্বরাণি মহান্তি চ।
কার্ম্মুকাদ্ভীমবেগস্য দশগ্রীবস্য ধীমতঃ॥ ৭
তৈরাসীদ্গগনং দীপ্তং সম্পতদ্ভিঃ সমন্ততঃ।
পতদ্ভিশ্চ দিশো দীপ্তৈশ্চন্দ্রসূর্য্যগ্রহৈরিব॥ ৮
তানি চিচ্ছেদ বাণৌঘৈশ্চক্রাণি তু স রাঘবঃ।
আয়ুধানি চ চিত্রাণি রাবণস্য চমূমুখে॥ ৯
তদস্ত্রন্তু হতং দৃষ্ট্বা রাবণো রাক্ষসাধিপঃ।
বিব্যাধ দশভির্বাণৈ রামং সর্ব্বেষু মর্ম্মসু॥ ১০
স বিদ্ধো দশভির্বাণৈর্মহাকার্ম্মুকনিঃসৃতৈঃ।
রাবণেন মহাতেজা ন প্রাকম্পত রাঘবঃ॥ ১১
ততো বিব্যাধ গাত্রেষু সর্ব্বেষু সমিতিঞ্জয়ঃ।
রাঘবস্তু সুসংক্রুদ্ধো রাবণং বহুভিঃ শরৈঃ॥ ১২
এতস্মিন্নন্তরে ক্রুদ্ধো রাঘবস্যানুজো বলী।
লক্ষ্মণঃ সায়কান্ সপ্ত জগ্রাহ পরবীরহা॥ ১৩
তৈঃ সায়কৈর্মহাবেগৈ রাবণস্য মহাদ্যুতিঃ।
ধ্বজং মনুষ্যশীর্ষন্তু তস্য চিচ্ছেদ নৈকধা॥ ১৪
সারথেশ্চাপি বাণেন শিরো জ্বলিতকুণ্ডলম্।
জহার লক্ষ্মণঃ শ্রীমান্নৈর্ঋতস্য মহাবলঃ॥ ১৫
তস্য বাণৈশ্চ চিচ্ছেদ ধনুর্গজকরোপমম্।
লক্ষ্মণো রাক্ষসেন্দ্রস্য পঞ্চভির্নিশিতৈস্তদা॥ ১৬
নীলমেঘনিভাংশ্চাস্য সদশ্বান্ পর্ব্বতোপমান্।
জঘানাপ্লুত্য গদয়া রাবণস্য বিভীষণঃ॥ ১৭
হতাশ্বাত্তু তদা বেগাদবপ্লুত্য মহারথাৎ।
কোপমাহারয়ত্তীব্রং ভ্রাতরং প্রতি রাবণঃ॥ ১৮
ততঃ শক্তিং মহাশক্তিঃ প্রদীপ্তামশনীমিব।
বিভীষণায় চিক্ষেপ রাক্ষসেন্দ্রঃ প্রতাপবান্॥ ১৯
অপ্রাপ্তামেব তাং বাণৈস্ত্রিভিশ্চিচ্ছেদ লক্ষ্মণঃ।

একাধিকশততম সর্গ।

সেই অস্ত্রসমূহ বিফল হইল দেখিয়া, রাক্ষসরাজ রাবণ দ্বিগুণতর ক্রুদ্ধ হইলেন। তৎপরে ময়দানবনির্ম্মিত আর একটী ভীষণ উজ্জ্বল অস্ত্র রামের উপরে নিক্ষেপ করিবার উপক্রম করিলেন। তৎকালে তাঁহার ধনু হইতে, প্রলয়কালীন বায়ুরাশির ন্যায়, প্রদীপ্ত এবং বজ্রের ন্যায় সারবান্ তীক্ষ্ণফলক শূল, গদা, মুষল, মুদ্গর কূট, পাশ ও প্রদীপ্ত অশনি প্রভৃতি বহুবিধ সুতীক্ষ্ণ অস্ত্রসমূহ নির্গত হইতে লাগিল। কিন্তু অস্ত্রধারিগণের শ্রেষ্ঠ মহাদ্যুতি শ্রীমান্ রাম উৎকৃষ্ট-গান্ধর্ব্বাস্ত্রপ্রয়োগে তাহা কাটিয়া ফেলিলেন। ১—৫। মহাত্মা রঘুনন্দন সেই অস্ত্র বিফল করিলে ধীমান্ রাবণ ক্রোধে আরক্তনেত্র হইয়া সৌর অস্ত্র প্রয়োগ করিলেন;—তখন তাঁহার ধনু হইতে দীপ্তিমান্ চক্র সকল নির্গত হইতে লাগিল, দীপ্তিমান্ চন্দ্র সূর্য্য প্রভৃতি গ্রহগণ দ্বারা আকাশমণ্ডল যেরূপ আলোকিত হয়, সেই উৎপতিত বাণ-সমূহদ্বারা গগনতল সেইরূপ আলোকিত হইল। কিন্তু রঘুনন্দন সেনাগণের সম্মুখে সেই চক্র এবং বিচিত্র অস্ত্র সকল কাটিয়া ফেলিলেন। রাক্ষসরাজ রাবণ সেই অস্ত্র বিফল হইল দেখিয়া দশবাণপ্রহারে রামচন্দ্রের মর্ম্মস্থান সকল বিদ্ধ করিলেন। ৬—১০। কিন্তু মহাতেজস্বী রণ-বিজয়ী রঘুনন্দন রাম, রাবণের সুমহৎ ধনু হইতে নিক্ষিপ্ত সেই দশ বাণে বিদ্ধ হইয়াও বিচলিত হইলেন না; কিন্তু বিষম ক্রুদ্ধ হইয়া রাক্ষসরাজের সর্ব্বগাত্র বিদ্ধ করিলেন। ইত্যবসরে শত্রুবীরবিজয়ী বলবান্ মহাদ্যুতি রামানুজ লক্ষ্মণ সাতটী অতিবেগবান্ বাণ লইয়া তদ্দ্বারা রাবণের মনুষ্য-মস্তক-চিহ্নিত ধ্বজকে খণ্ড খণ্ড করিয়া কাটিয়া ফেলিলেন। পরে মহাবল শ্রীমান্ লক্ষ্মণ, একটী বাণ দ্বারা রাক্ষসপতি রাবণের সারথির সমুজ্জ্বলকুণ্ডলশোভিত মস্তক ছেদন করিলেন। তৎপরে পাঁচটী সুতীক্ষ্ণশর দ্বারা তদীয় হস্তিশুণ্ডতুল্য বিশাল ধনু কাটিয়া ফেলিলেন। সেই সময়ে বিভীষণ লম্ফপ্রদানপূর্ব্বক গদাদ্বারা রাবণের নীলমেঘ ও গিরিতুল্য উত্তম চারিটী অশ্বকে বধ করিলেন। তখন মহাশক্তি প্রতাপশালী রাক্ষসপতি অশ্ববিহীন রথ হইতে লম্ফপ্রদানপূর্ব্বক অবতীর্ণ হইয়া ভ্রাতা বিভীষণের উপর বিষম ক্রুদ্ধ হইলেন এবং প্রদীপ্ত বজ্রের ন্যায় একটী শক্তি লইয়া তাঁহার প্রতি নিক্ষেপ করিলেন। কিন্তু সেই শক্তি পড়িতে না-পড়িতেই লক্ষ্মণ তিনটী বাণ দ্বারা তাহাকে এক

অথোদতিষ্ঠৎ সন্নাদো বানরাণাং মহারণে ॥ ২০
সা পপাত ত্রিধা ছিন্না শক্তিঃ কাঞ্চনমালিনী।
সবিস্ফুলিঙ্গা জ্বলিতা মহোল্কেব দিবশ্চ্যুতা ॥ ২১
ততঃ সম্ভাবিততরাং কালেনাপি দুরাসদাম্।
জগ্রাহ বিপুলাং শক্তিং দীপ্যমানাং স্বতেজসা ॥ ২২
সা বেগিতা বলবতা রাবণেন দুরাত্মনা।
জজ্বাল সুমহাতেজা দীপ্তাশনিসমপ্রভা ॥ ২৩
এতস্মিন্নন্তরে বীরো লক্ষ্মণস্তং বিভীষণম্।
প্রাণসংশয়মাপন্নং তূর্ণমভ্যবপদ্যত ॥ ২৪
তং বিমোক্ষয়িতুং বীরশ্চাপমানম্য লক্ষ্মণঃ।
রাবণং শক্তিহস্তং বৈ শরবর্ষৈরবাকিরৎ ॥ ২৫
কীর্য্যমাণঃ শরৌঘেণ বিসৃষ্টেন মহাত্মনা।
ন প্রহর্ত্তুং মনশ্চক্রে বিমুখীকৃতবিক্রমঃ ॥ ২৬
মোক্ষিতং ভ্রাতরং দৃষ্ট্বা লক্ষ্মণেন স রাবণঃ।
লক্ষ্মণাভিমুখস্তিষ্ঠন্নিদং বচনমব্রবীৎ ॥ ২৭
মোক্ষিতস্তে বলশ্লাঘিন্ যস্মাদেবং বিভীষণঃ।
বিমুচ্য রাক্ষসং শক্তিস্ত্বয়ীয়ং বিনিপাত্যতে ॥ ২৮
এষা তে হৃদয়ং ভিত্ত্বা শক্তির্লোহিতলক্ষণা।
মদ্বাহুপরিঘোৎসৃষ্টা প্রাণানাদায় যাস্যতি ॥ ২৯
ইত্যেবমুক্ত্বা তাং শক্তিমষ্টঘণ্টাং মহাস্বনাম্।
ময়েন মায়াবিহিতামমোঘাং শত্রুঘাতিনীম্ ॥ ৩০
লক্ষ্মণায় সমুদ্দিশ্য জ্বলন্তীমিব তেজসা।
রাবণঃ পরমক্রুদ্ধশ্চিক্ষেপ চ ননাদ চ ॥ ৩১
সা ক্ষিপ্তা ভীমবেগেন বজ্রাশনিসমস্বনা।
শক্তিরভ্যপতদ্বেগাল্লক্ষ্মণং রণমূর্দ্ধনি ॥ ৩২
তামনুব্যাহরচ্ছক্তিমাপতন্তীং স রাঘবঃ।
স্বস্ত্যস্তু লক্ষ্মণায়েতি মোঘা ভব হতোদ্যমা ॥ ৩৩
রাবণেন রণে শক্তিঃ ক্রুদ্ধেনাশীবিষোপমা।
মুক্তা শূরস্যাভীতস্য লক্ষ্মণস্য মমজ্জ সা ॥ ৩৪
ন্যপতৎ সা মহাবেগা লক্ষ্মণস্য মহোরসি।
জিহ্বেবোরগরাজস্য দীপ্যমানা মহাদ্যুতিঃ ॥ ৩৫
ততো রাবণবেগেন সুদূরমবগাঢ়য়া।
শক্ত্যা বিভিন্নহৃদয়ঃ পপাত ভুবি লক্ষ্মণঃ ॥ ৩৬
তদবস্থং সমীপস্থো লক্ষ্মণং প্রেক্ষ্য রাঘবঃ।
ভ্রাতৃস্নেহান্মহাতেজা বিষণ্ণহৃদয়োঽভবৎ ॥ ৩৭
স মুহূর্ত্তমিব ধ্যাত্বা বাষ্পপর্য্যাকুলেক্ষণঃ।
বভূব সংরব্ধতরো যুগান্ত ইব পাবকঃ ॥ ৩৮
ন বিষাদস্য কালোঽয়মিতি সঞ্চিন্ত্য রাঘবঃ।
চক্রে সুতুমুলং যুদ্ধং রাবণস্য বধে ধৃতঃ।
সর্ব্বযত্নেন মহতা লক্ষ্মণং পরিবীক্ষ্য চ ॥ ৩৯

ভাবে কাটিলেন যে, সেই সুবর্ণমালিনী প্রজ্বলিতা শক্তি তিনখণ্ড হইয়া আকাশ হইতে পতিতা মহোল্কার ন্যায় চতুর্দ্দিকে স্ফুলিঙ্গ বিকিরণপূর্ব্বক ভূতলে পতিত হইল। ১১—২১। তাহা দেখিয়া দশানন স্বীয় তেজে দীপ্যমান এবং কালেরও দুর্লঙ্ঘ্য অপর একটী অমোঘ বিশাল শক্তি গ্রহণ করিলেন। তৎকালে মহাতেজস্বী বলশালী, দুরাত্মা রাবণকর্ত্তৃক সবেগে নির্ব্বিত্তা সেই প্রদীপ্ত বজ্রের ন্যায় প্রভাশালিনী শক্তি জ্বলিয়া উঠিল। ইত্যবসরে বীর লক্ষ্মণ বিভীষণের প্রাণ-সংশয় উপস্থিত দেখিয়া তাঁহাকে রক্ষা করিবার জন্য তৎক্ষণাৎ সেই শক্তির সম্মুখে আসিলেন এবং ধনু আনমনপূর্ব্বক শক্তিহস্ত রাবণকে বাণবর্ষণে আচ্ছন্ন করিলেন। তখন দশানন, মহাত্মা লক্ষ্মণ-কর্ত্তৃক শরসমূহ দ্বারা আচ্ছন্ন এবং প্রতিহত-পরাক্রম হইয়া শক্তিপ্রহারে অনভিলাষী হইলেন এবং ভ্রাতা বিভীষণকে লক্ষ্মণকর্ত্তৃক রক্ষিত দেখিয়া তদভিমুখে অবস্থান করত বলিলেন। ২২—২৭। বীর্য্যশ্লাঘিন্! তুমি রাক্ষস বিভীষণকে রক্ষা করিলে, কিন্তু এক্ষণে উঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া এই শক্তি তোমার উপরই পড়িতেছে। পরিঘতুল্য আমার বাহু হইতে বিসৃষ্টা এই রক্তরুধিরপায়িনী শক্তি তোমার হৃদয় ভেদ করত প্রাণ লইয়া নির্গতা হইবে।” রাক্ষসরাজ এই বলিয়াই মহাক্রোধে লক্ষ্মণকে লক্ষ্য করিয়া স্বীয় তেজে প্রদীপ্তা অষ্টঘণ্টাসমন্বিত সেই মহাশব্দ-যুক্তা শত্রুঘাতিনী অমোঘা ময়মায়াবিনির্ম্মিতা শক্তি নিক্ষেপ করিয়া সিংহনাদ করিয়া উঠিলেন। ভীমবেগে নিক্ষিপ্তা বজ্র ও অশনির ন্যায় শব্দকারিণী সেই শক্তিও সংগ্রামমধ্যস্থিত লক্ষ্মণের প্রতি ধাবিত হইল। শক্তি আপতিত হইতেছে দেখিয়া রামচন্দ্র বলিলেন,—“লক্ষ্মণের মঙ্গল হউক এবং এই শক্তি বিফল ও হতোদ্যম হউক।” পরন্তু কুপিত দশানন-কর্ত্তৃক রণমধ্যে নিক্ষিপ্তা সর্পতুল্য এবং বাসুকির জিহ্বার ন্যায় দীপ্যমানা সেই শক্তি, মহাবেগে নির্ভীক মহাদ্যুতি লক্ষ্মণের বিশাল বক্ষঃস্থলে পতিতা এবং নিমগ্না হইল। রাবণের বেগবলে গাঢ়রূপে মগ্না সেই শক্তি দ্বারা হৃদয় বিদ্ধ হওয়ায় লক্ষ্মণও ভূতলে পতিত হইলেন। ৩২—৩৬। মহাতেজস্বী সমীপস্থিত রামচন্দ্র লক্ষ্মণকে সেইরূপ অবস্থায় পতিত দেখিয়া ভ্রাতৃস্নেহ-প্রযুক্ত বিষণ্ণ হইলেন এবং অশ্রুপূর্ণনেত্রে মুহূর্ত্তকাল চিন্তা করত প্রলয়কালীন হুতাশনের ন্যায় সাতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিলেন। তিনি লক্ষ্মণকে দেখিয়া ‘এখন বিষাদের সময় নহে’ এইরূপ বিবেচনা করিয়া রাবণকে

স দদর্শ ততো রামঃ শক্ত্যা ভিন্নং মহাহবে।
লক্ষ্মণং রুধিরাদিগ্ধং সপন্নগমিবাচলম্ ॥ ৪০
তামপি প্রহিতাং শক্তিং রাবণেন বলীয়সা।
যত্নতস্তে হরিশ্রেষ্ঠা ন শেকুরবমর্দ্দিতুম্ ॥ ৪১
অর্দ্দিতাশ্চৈব বাণৌঘৈস্তে প্রবেকেণ রক্ষসাম্।
সৌমিত্রেঃ সা বিনির্ভিদ্য প্রবিষ্টা ধরণীতলম্ ॥ ৪২
তাং করাভ্যাং পরামৃশ্য রামঃ শক্তিং ভয়াবহাম্।
বভঞ্জ সমরে ক্রুদ্ধো বলবান্ বিচকর্ষ চ ॥ ৪৩
তস্য নিষ্কর্ষতঃ শক্তিং রাবণেন বলীয়সা।
শরাঃ সর্ব্বেষু গাত্রেষু পতিতা মর্ম্মভেদিনঃ ॥ ৪৪
অচিন্তয়িত্বা তান্ বাণান্ সমাশ্লিষ্য চ লক্ষ্মণম্।
অব্রবীচ্চ হনূমন্তং সুগ্রীবঞ্চ মহাকপিম্ ॥ ৪৫
লক্ষ্মণং পরিবার্য্যৈব তিষ্ঠধ্বং বানরোত্তমাঃ।
পরাক্রমস্য কালোহয়ং সম্প্রাপ্তো মে চিরেপ্সিতঃ ॥ ৪৬
পাপাত্মায়ং দশগ্রীবো বধ্যতাং পাপনিশ্চয়ঃ।
কাঙ্ক্ষিতং চাতকস্যেব ঘর্ম্মান্তে মেঘদর্শনম্ ॥ ৪৭
অস্মিন্ মুহূর্ত্তে ন-চিরাৎ সত্যং প্রতিশৃণোমি বঃ।
অরাবণমরামং বা জগদ্দ্রক্ষ্যথ বানরাঃ ॥ ৪৮
রাজ্যনাশং বনে বাসং দণ্ডকে পরিধাবনম্।
বৈদেহ্যাশ্চ পরামর্শো রক্ষোভিশ্চ সমাগমঃ ॥ ৪৯
প্রাপ্তং দুঃখং মহদ্ঘোরং ক্লেশশ্চ নিরয়োপমঃ।
অদ্য সর্ব্বমহং ত্যক্ষ্যে নিহত্বা বালিনং রণে ॥ ৫০
যদর্থং বানরং সৈন্যং সমানীতমিদং ময়া।
সুগ্রীবশ্চ কৃতো রাজ্যে নিহত্য বালিনং রণে ॥ ৫১
যদর্থং সাগরঃ ক্রান্তঃ সেতুর্বদ্ধশ্চ সাগরে ॥ ৫২
সোহয়মদ্য রণে পাপশ্চক্ষুর্ব্বিষয়মাগতঃ।
চক্ষুর্ব্বিষয়মাগম্য নায়ং জীবিতুমর্হতি ॥ ৫৩
দৃষ্টিং দৃষ্টিবিষস্যেব সর্পস্য মম রাবণঃ।
যথা বা বৈনতেয়স্য দৃষ্টিং প্রাপ্তো ভুজঙ্গমঃ ॥ ৫৪
সুখং পশ্যত দুর্দ্ধর্ষা যুদ্ধং বানরপুঙ্গবাঃ।
আসীনাঃ পর্ব্বতাগ্রেষু মমেদং রাবণস্য চ ॥ ৫৫
অদ্য পশ্যন্তু রামস্য রামত্বং মম সংযুগে।
ত্রয়ো লোকাঃ সগন্ধর্ব্বাঃ সিদ্ধপন্নগচারণাঃ ॥ ৫৬
অদ্য কর্ম্ম করিষ্যামি যল্লোকাঃ সচরাচরাঃ।
সদেবাঃ কথয়িষ্যন্তি যাবদ্ভূমির্দ্ধরিষ্যতি ॥ ৫৭
এবমুক্ত্বা শিতৈর্ব্বাণৈস্তপ্তকাঞ্চনভূষণৈঃ।
আজঘান রণে রামো দশগ্রীবং সমাহিতঃ ॥ ৫৮

করিবার জন্য অতি প্রযত্নে মুষলযুদ্ধ করিতে অভিলাষী হইলেন। পরে সমরে সর্পযুক্ত পর্ব্বতের ন্যায় লক্ষ্মণের নিকটে যাইয়া দেখিলেন, তাঁহার সর্ব্বশরীর রুধিরে পরিপ্লুত হইয়াছে। ৩৭—৪০। বানরশ্রেষ্ঠগণ বলশালী রাবণকর্ত্তৃক নিক্ষিপ্ত সেই শক্তিকে উঠাইবার চেষ্টা করিতেছে; কিন্তু রাক্ষসরাজ তখন বাণসমূহদ্বারা তাহাদিগকে এরূপ পীড়িত করিলেন যে, তাহারা কোনমতেই তাহা তুলিতে পারিল না। সেই ভয়াবহা শক্তি লক্ষ্মণের দেহ ভেদ করত ভূমিগর্ভে প্রবেশ করিতে উদ্যত দেখিয়া বলবান্ রামচন্দ্র সক্রোধে দুই হস্তে তাহা ধারণপূর্ব্বক আকর্ষণ এবং ভগ্ন করিলেন। তিনি যখন সেই শক্তি আকর্ষণ করেন, তখন বলশালী দশানন মর্ম্মভেদী বাণদ্বারা তাঁহার মর্ম্মস্থান সকল বিদ্ধ করিলেন; কিন্তু রঘুনন্দন সেই সকল বাণের বিষয় চিন্তা না করিয়াই লক্ষ্মণকে আলিঙ্গন করত মহাকপি সুগ্রীব এবং হনূমান্‌কে বলিলেন। ৪১—৪৫। 'বানরশ্রেষ্ঠগণ! এই আমার চির-বাঞ্ছিত-বলপ্রকাশের সময় উপস্থিত হইয়াছে, সুতরাং তোমরা লক্ষ্মণকে বেষ্টন করিয়া রক্ষা করিতে থাক। বানরগণ! আমি তোমাদের নিকটে এই সত্য প্রতিজ্ঞা করিতেছি;—তোমরা এই মুহূর্ত্তে জগৎ রামশূন্য অথবা রাবণশূন্য হইয়াছে শুনিবে; গ্রীষ্ম-কালে তৃষিত চাতকের নিকটে সলিলের ন্যায়, আমার চিরকাঙ্ক্ষিত এই পাপাত্মা পাপনিশ্চয় রাবণ আজ আমার নিকটে উপস্থিত হইয়াছে, সুতরাং ইহাকে এক্ষণেই বধ করা উচিত। রাজ্যনাশ, বনবাস, দণ্ডকারণ্যে পরিভ্রমণ, বৈদেহীর ধর্ষণ এবং রাক্ষস-গণের সহিত যুদ্ধে যে সকল দুঃখ ও নরক-যন্ত্রণার ন্যায় কষ্ট পাইয়াছি, যুদ্ধে আজ রাবণকে বধ করিয়া সেই সকল কষ্টই দূর করিব। ৪৬—৫০। আমি যাহার জন্য সমরে বালীকে বধ করিয়া সুগ্রীবকে বানররাজ্যে অভিষিক্ত করিয়াছি এবং এই বানরসৈন্যগণকে এ স্থানে আনিয়াছি ও যাহার জন্য সেতু বন্ধন করিয়া মহাসমুদ্র পার হইয়াছি, সেই পাপ রাবণ আজ আমার নয়নপথে পড়িয়াছে। গরুড়ের দৃষ্টিপথে পতিত সর্পের ন্যায় এই রাবণ যখন দৃষ্টিবিষসর্পবৎ আমার নয়নপথে পড়িয়াছে, তখন আজ আর প্রাণ রক্ষা করিতে পারিবে না। দুর্দ্ধর্ষ বানরশ্রেষ্ঠগণ! তোমরা পর্ব্বতাগ্রে সুখে উপবেশন করিয়া আমার এবং রাবণের যুদ্ধ দেখ। ৫১—৫৫। অদ্য সিদ্ধ, গন্ধর্ব্ব, পন্নগ এবং চারণ প্রভৃতি ত্রিভুবনবাসী ভূতগণ এই রামের রামত্ব দেখুক। অদ্য আমি এরূপ কর্ম্ম করিব যে, যত দিন পৃথিবী থাকিবে, ততদিন দেবগণ এবং চরাচর নিখিল লোক সেই বিষয়ে কথোপকথন করিতে থাকিবে।" রঘুনন্দন এই কথা বলিয়াই

তথা প্রসিদ্ধৈর্নারাচৈর্মুষলৈশ্চাপি রাবণঃ।
অভ্যবর্ষত্তদা রামং ধারাভিরিব তোয়দঃ॥ ৫৯
রামরাবণমুক্তানামন্যোন্যমভিনিঘ্নতাম্।
বরাণাঞ্চ শরাণাঞ্চ বভূব তুমুলঃ স্বনঃ॥ ৬০
বিচ্ছিন্নাশ্চ বিকীর্ণাশ্চ রামরাবণয়োঃ শরাঃ।
অন্তরিক্ষাৎ প্রদীপ্তাগ্রা নিপেতুর্ধরণীতলে॥ ৬১
তয়োর্জ্যাতলনির্ঘোষো রামরাবণয়োর্মহান্।
ত্রাসনঃ সর্বভূতানাং বভূবাদ্ভুতদর্শনঃ॥ ৬২
বিকীর্য্যমাণঃ শরজালবৃষ্টিভি-
র্মহাত্মনা দীপ্তধনুষ্মতার্দ্দিতঃ।
ভয়াৎ প্রদুদ্রাব সমেত্য রাবণো
যথানিলেনাভিহতো বলাহকঃ॥ ৬৩

ইতি লঙ্কাকাণ্ডে একাধিকশততমঃ সর্গঃ॥ ১০১

দ্ব্যধিকশততমঃ সর্গঃ।

শক্ত্যা নিপাতিতং দৃষ্ট্বা রাবণেন বলীয়সা।
লক্ষ্মণং সমরে শূরং শোণিতৌঘপরিপ্লুতম্॥ ১
স দত্ত্বা তুমুলং যুদ্ধং রাবণস্য দুরাত্মনঃ।
বিসৃজন্নিব বাণৌঘান্ সুষেণমিদমব্রবীৎ॥ ২

একাগ্রচিত্তে সাতটী সুবর্ণভূষিত শাণিত শর দ্বারা রণমধ্যস্থিত দশাননকে আঘাত করিলেন। মেঘ যেরূপ বারিধারা বর্ষণ করে, তদ্রূপ রাবণও বড় বড় নারাচ এবং মুষল সকল রামচন্দ্রের উপরে বর্ষণ করিলেন। তৎকালে পরস্পর প্রহারোদ্যত রাম এবং রাবণের ধনুর্মুক্ত উৎকৃষ্ট বাণ এবং মুষল সকলের তুমুল শব্দ উঠিল। ৫৮—৬০। তাঁহাদের দীপ্তফলক বাণসকল বিকীর্ণ এবং বিচ্ছিন্ন হইয়া আকাশ হইতে ভূতলে পড়িতে লাগিল। তাঁহারা অতি ভয়ঙ্কর সুমহৎ জ্যাশব্দ করিলে, প্রাণিগণ বিস্ময়াকুল হইয়া দেখিতে লাগিল। রাবণ, ধানুষ্কবর মহাত্মা রামচন্দ্রের বাণজালবর্ষণে বিকীর্ণ এবং পরিপীড়িত হইয়া ভয়ে বায়ুবতাড়িত মেঘের ন্যায় পলায়ন করিলেন। ৬১—৬৩।

দ্ব্যধিকশততম সর্গ।

শূরবর ভ্রাতা লক্ষ্মণ, বলশালী দশাননের শক্তি-অস্ত্রে আহত হইয়া রক্তাক্তদেহে পড়িয়া রহিয়াছেন, দেখিয়াও রামচন্দ্র বাণসমূহ বর্ষণ করত দুরাত্মা রাবণের সহিত তুমুল যুদ্ধ করিয়া সুষেণকে কহিলেন;—

এষ রাবণবীর্য্যেণ লক্ষ্মণঃ পতিতো ভুবি।
সর্পবচ্চেষ্টতে বীরো মম শোকমুদীরয়ন্॥ ৩
শোণিতার্দ্রমিমং বীরং প্রাণৈঃ প্রিয়তরং মম।
পশ্যতো মম কা শক্তির্যোদ্ধুং পর্য্যাকুলাত্মনঃ॥ ৪
অয়ং স সমরশ্লাঘী ভ্রাতা মে শুভলক্ষণঃ।
যদি পঞ্চত্বমাপন্নো প্রাণৈর্মে কিং সুখেন বা॥ ৫
লজ্জতীব হি মে বীর্য্যং ভ্রশ্যতীব করাদ্ধনুঃ।
সায়কা ব্যবসীদন্তি দৃষ্টির্বাষ্পবশং গতা॥ ৬
অবসীদন্তি গাত্রাণি স্বপ্নযানে নৃণামিব।
চিন্তা মে বর্দ্ধতে তীব্রা মুমূর্ষা চোপজায়তে॥ ৭
ভ্রাতরং নিহতং দৃষ্ট্বা রাবণেন দুরাত্মনা।
বিষ্টনন্তং দুঃখার্ত্তং মর্ম্মণ্যভিহতং ভৃশম্॥ ৮
পরং বিষাদমাপন্নো বিললাপাকুলেন্দ্রিয়ঃ।
ভ্রাতরং নিহতং দৃষ্ট্বা লক্ষ্মণং রণপাংশুষু॥ ৯
বিজয়েঽপি হি মে শূর ন প্রিয়ায়োপকল্পতে।
অচক্ষুর্বিষয়শ্চন্দ্রঃ কাং প্রীতিং জনয়িষ্যতি॥ ১০
কিং মে যুদ্ধেন কিং প্রাণৈর্যুদ্ধকার্য্যং ন বিদ্যতে।
যত্রায়ং নিহতঃ শেতে রণমূর্দ্ধনি লক্ষ্মণঃ॥ ১১

"এই বীর লক্ষ্মণ রাবণের বীর্য্যপ্রভাবে ভূমিতলে পতিত হইয়া, আহত সর্পের ন্যায়, ছট্‌ফট্ করিতেছেন দেখিয়া আমার অত্যন্ত শোক উপস্থিত হইতেছে। প্রাণ অপেক্ষা প্রিয়তর এই বীর লক্ষ্মণকে রক্তাক্ত দেখিয়া, আমার আত্মা ব্যাকুল হইয়াছে। আমার আর যুদ্ধ করিবার সামর্থ্য নাই। এই সমর-শ্লাঘী শুভলক্ষণযুক্ত ভ্রাতা লক্ষ্মণ যদি পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হন, তাহা হইলে সুখভোগ বা প্রাণধারণ করিয়া আমার ফল কি? ১—৫। দুরাত্মা দশানন কর্তৃক মর্ম্মস্থানে আহত ভ্রাতা লক্ষ্মণকে দুঃখার্ত্ত এবং বিকৃত-ধ্বনি করিতে দেখিয়া, স্বপ্নাবস্থায় ভয়প্রাপ্ত মনুষ্যের ন্যায় আমার অঙ্গ সকল অবসন্ন হইতেছে, বীর্য্য লজ্জা পাইতেছে, হস্ত হইতে ধনু স্খলিত হইতেছে, বাণ সকল বিশীর্ণ এবং নয়নদ্বয় বাষ্পপরিপ্লুত হইতেছে। এক্ষণে আমার চিন্তা বৃদ্ধি পাইতেছে ও মরিতে ইচ্ছা হইতেছে।" লক্ষ্মণকে রাবণের শক্তিপ্রহারে মর্ম্মাহত হইয়া ধূলিলুণ্ঠিত দেখিয়া, রামচন্দ্র আকুলেন্দ্রিয় এবং অত্যন্ত বিষণ্ণ হইয়া বিলাপ করিতে লাগিলেন;—"হা! শূর লক্ষ্মণ! তোমা বিনা বিজয়লাভকেও প্রিয় বোধ করি না; চন্দ্র অস্তমিত হইলে লোকের তাঁহার দর্শনজনিত আনন্দ হয় কি? যখন এই ভ্রাতা লক্ষ্মণ নিহত হইয়া রণমধ্যে শয়ন করিয়াছেন, তখন আর যুদ্ধে প্রয়োজন কি? প্রাণেই বা প্রয়োজন কি? যুদ্ধের কর্তব্য আর কিছুই নাই।

যথৈব মাং বনং যান্তমনুযাতি মহাদ্যুতিঃ।
অহমপ্যনুযাস্যামি তথৈবৈনং যমক্ষয়ম্ ॥ ১২
ইষ্টবন্ধুজনো নিত্যং মাং স নিত্যমনুব্রতঃ।
ইমামবস্থাং গমিতো রাক্ষসৈঃ কূটযোধিভিঃ ॥ ১৩
দেশে দেশে কলত্রাণি দেশে দেশে চ বান্ধবাঃ।
তং তু দেশং ন পশ্যামি যত্র ভ্রাতা সহোদরঃ ॥ ১৪
কিং মে রাজ্যেন দুর্দ্ধর্ষ লক্ষ্মণেন বিনা মম।
কথং বক্ষ্যাম্যহং ত্বম্বাং সুমিত্রাং পুত্রবৎসলাম্ ॥ ১৫
উপালম্ভং ন শক্ষ্যামি সোঢ়ুং দত্তং সুমিত্রয়া।
কিং নু বক্ষ্যামি কৌসল্যাং মাতরং কিন্নু কৈকয়ীম্ ॥ ১৬
ভরতং কিন্নু বক্ষ্যামি শত্রুঘ্নঞ্চ মহাবলম্।
সহ তেন বনং যাতো বিনা তেনাগতঃ কথম্ ॥ ১৭
ইহৈব মরণং শ্রেয়ো ন তু বন্ধুবিগর্হণম্।
কিং ময়া দুষ্কৃতং কর্ম্ম কৃতমন্যত্র জন্মনি ॥ ১৮
যেন মে ধার্ম্মিকো ভ্রাতা নিহতশ্চাগ্রতঃ স্থিতঃ।
হা ভ্রাতর্মনুজশ্রেষ্ঠ শূরাণাং প্রবর প্রভো ॥ ১৯
একাকী কিন্নু মাং ত্যক্ত্বা পরলোকায় গচ্ছসি।
বিলপন্তঞ্চ মাং ভ্রাতঃ কিমর্থং নাবভাষসে ॥ ২০
উত্তিষ্ঠ পশ্য কিং শেষে দীনং মাং পশ্য চক্ষুষা।
শোকার্ত্তস্য প্রমত্তস্য পর্ব্বতেষু বনেষু চ ॥ ২১
বিষণ্ণস্য মহাবাহো সমাশ্বাসয়িতা মম।
রামমেবং ব্রুবাণং তং শোকব্যাকুলিতেন্দ্রিয়ম্ ॥ ২২
আশ্বাসয়ন্নুবাচেদং সুষেণঃ পরমং বচঃ।
ত্যজেমাং নরশার্দ্দূল বুদ্ধিং বৈক্লব্যকারিণীম্ ॥ ২৩
শোকসঞ্জননীং চিন্তাং তুল্যাং বাণৈশ্চমূমুখে।
নৈব পঞ্চত্বমাপন্নো লক্ষ্মণো লক্ষ্মিবর্দ্ধনঃ ॥ ২৪
ন হ্যস্য বিকৃতং বক্ত্রং ন চ শ্যামং ন নিষ্প্রভম্।
সুপ্রভঞ্চ প্রসন্নঞ্চ মুখমস্য নিরীক্ষতাম্ ॥ ২৫
পদ্মপত্রতলৌ হস্তৌ সুপ্রসন্নে চ লোচনে।
নেদৃশং দৃশ্যতে রূপং গতাসূনাং বিশাম্পতে ॥ ২৬
বিষাদং মা কৃথা বীর সপ্রাণোঽয়মরিন্দম।
আখ্যাতি তু প্রসুপ্তস্য স্রস্তগাত্রস্য ভূতলে ॥ ২৭
সোচ্ছ্বাসং হৃদয়ং বীর কম্পমানং মুহুর্ম্মুহুঃ।
এবমুক্ত্বা মহাপ্রাজ্ঞঃ সুষেণো রাঘবং বচঃ ॥ ২৮
সমীপস্থমুবাচেদং হনূমন্তং মহাকপিম্।
সৌম্য শীঘ্রমিতো গত্বা পর্ব্বতং হি মহোদয়ম্ ॥ ২৯

৭—১১। আমি বনবাসী হইলে যেরূপ এই মহাদ্যুতি লক্ষ্মণ আমার পশ্চাদ্‌গামী হইয়াছিলেন, সেইরূপ আমিও যমভবনে ইঁহার পশ্চাদ্‌গমন করিব। হায়! বন্ধুজনবৎসল যে লক্ষ্মণ সর্ব্বদাই আমার অনুগত ছিলেন, সেই বীরই কূটযোধী রাক্ষসগণের হস্তে এইরূপ অবস্থায় উপনীত হইয়াছেন। প্রতিদেশেই কলত্র এবং বান্ধব পাওয়া যায়, কিন্তু সহোদর ভ্রাতা প্রাপ্ত হওয়া যায়, এরূপ দেশ দেখিতে পাই না। হে দুর্দ্ধর্ষ। যখন লক্ষ্মণই নাই, তখন আমার আর রাজ্যে প্রয়োজন কি? হায়! আমি কিরূপে পুত্রবৎসলা জননী সুমিত্রার নিকটে লক্ষ্মণের নিধনসংবাদ প্রকাশ করিব। ১২—১৫। জননী কৌশল্যা এবং মাতা কৈকেয়ীকে কি বলিব এবং মাতা সুমিত্রার তিরস্কার যে সহ্য করিতে পারিব না। হায়! মহাবল ভরত অথবা শত্রুঘ্ন আমাকে জিজ্ঞাসা করিবে যে,—“লক্ষ্মণ আপনার সহিত বনে গিয়াছিলেন, কিন্তু আপনি তাঁহাকে না লইয়া কিরূপে আসিলেন?” তখন আমি তাঁহাদিগকে কি উত্তর দিব? হায়! বন্ধুজনের নিকটে এইরূপ তিরস্কার সহ্য করা অপেক্ষা এই স্থানেই প্রাণ পরিত্যাগ করা সর্ব্বতোভাবে উচিত। হায়! আমি জন্মান্তরে এরূপ কি পাপকর্ম্ম করিয়াছিলাম যে, তাহার ফলে আমার এই ধার্ম্মিক ভ্রাতা আমার মৃত্যুর পূর্ব্বেই নিহত ও পতিত হইলেন। হায়! নিগ্রহানুগ্রহ-সমর্থ বীরবর পুরুষশ্রেষ্ঠ ভ্রাতঃ! তুমি কি জন্য আমাকে ছাড়িয়া একাকীই পরলোকে যাইতেছ? হা ভ্রাতঃ! আমি এরূপ বিলাপ করিতেছি, তথাপি তুমি কি নিমিত্ত আমার সহিত সম্ভাষণ করিতেছ না। ১৬—২০। একবার উঠ, শয়ন করিয়া আছ কেন? আমার অবস্থা একবার চক্ষে দেখ। হা মহাবাহো! পর্ব্বত অথবা কাননপ্রদেশে যখন আমি শোকার্ত্ত, বিষণ্ণ বা প্রমত্ত হইতাম, তখন তুমিই আমাকে আশ্বাস দিতে।” রামচন্দ্র শোকে অধীর হইয়া এইরূপ বিলাপ করিতেছেন দেখিয়া সুষেণ তাঁহাকে আশ্বস্ত করিয়া কহিলেন, “হে নরশার্দ্দূল! আপনি স্থির হউন, কাতর হইবেন না। লক্ষ্মীবর্দ্ধন লক্ষ্মণ প্রাণত্যাগ করেন নাই। কারণ ইঁহার বদনমণ্ডল বিকৃত, নিষ্প্রভ এবং কালিমাময় হয় নাই। হে বীর অরিন্দম বিশাম্পতে! আপনি বিষণ্ণ হইবেন না। ঐ দেখুন, ইঁহার বদনমণ্ডল এবং লোচনদ্বয় সুপ্রসন্ন রহিয়াছে, এবং পদ্মপলাশের ন্যায় আরক্ত করতল যেমন তেমনই রহিয়াছে, কিছুমাত্র বিকৃত হয় নাই; মৃতগণের এরূপ লক্ষণ দৃষ্ট হয় না। ২১—২৬। হে বীর! ঐ দেখুন, ভূমিতলে নিদ্রার শিথিলাঙ্গ পুরুষের ন্যায়, ইঁহার হৃদয় মুহুর্ম্মুহুঃ কম্পমান হওয়াতে অন্তঃপ্রাণ প্রকাশিত হইতেছে।” মহাপ্রাজ্ঞ সুষেণ, রামচন্দ্রকে এই কথা কহিয়া সমীপস্থিত মহাকপি হনূমানকে

পূর্ব্বমস্তু কথিতো যোঽসৌ বীর জাম্ববতা তব ।
দক্ষিণে শিখরে জাতাং মহৌষধিমিহানয় ॥ ৩০
বিশল্যকরণীং নাম্না সাবর্ণ্যকরণীং তথা ।
সঞ্জীবকরণীং বীর সন্ধানীঞ্চ মহৌষধিম্ ॥ ৩১
সঞ্জীবনার্থং বীরস্য লক্ষ্মণস্য ত্বমানয় ।
ইত্যেবমুক্তো হনুমান্ গত্বা চৌষধিপর্ব্বতম্ ।
চিন্তামভ্যগমচ্ছ্রীমানজানংস্তাং মহৌষধীম্ ॥ ৩২
তস্য বুদ্ধিঃ সমুৎপন্না মারুতেরমিতৌজসঃ ।
ইদমেব গমিষ্যামি গৃহীত্বা শিখরং গিরেঃ ॥ ৩৩
অস্মিংস্তু শিখরে জাতামোষধিং তাং সুখাবহাম্ ।
প্রতর্কেণাবগচ্ছামি সুষেণো হ্যেবমব্রবীৎ ॥ ৩৪
অগৃহ্য যদি গচ্ছামি বিশল্যকরণীমহম্ ।
কালাত্যয়েন দোষঃ স্যাদ্বৈক্লব্যঞ্চ মহত্তরেৎ ॥ ৩৫
ইতি সঞ্চিন্ত্য হনুমান্ গত্বা ক্ষিপ্রং মহাবলঃ ।
আসাদ্য পর্ব্বতশ্রেষ্ঠং ত্রিঃ প্রকম্প্য গিরেস্তটম্ ॥ ৩৬
ফুল্লনানাতরুগণং সমুৎপাট্য মহাবলঃ ।
গৃহীত্বা হরিশার্দ্দূলো হস্তাভ্যাং সমতোলয়ৎ ॥ ৩৭
স নীলমিব জীমূতং তোয়পূর্ণং নভস্তলাৎ ।
উৎপপাত গৃহীত্বা তু হনুমান্ শিখরং গিরেঃ ॥ ৩৮
সমাগম্য মহাবেগঃ সন্ন্যস্য শিখরং গিরেঃ ।
বিশ্রম্য কিঞ্চিদ্ধনুমান্ সুষেণমিদমব্রবীৎ ॥ ৩৯
ওষধীর্নাবগচ্ছামি তা অহং হরিপুঙ্গব ।
তদিদং শিখরং কৃৎস্নং গিরেস্তস্যাহৃতং ময়া ॥ ৪০
এবং কথয়মানস্তু প্রশস্য পবনাত্মজম্ ।
সুষেণো বানরশ্রেষ্ঠো জগ্রাহোৎপাট্য চৌষধীঃ ॥ ৪১
বিস্মিতাস্তু বভূবুস্তে সর্ব্বে বানরযূথপাঃ ।
দৃষ্ট্বা তু হনুমৎকর্ম্ম সুরৈরপি সুদুষ্করম্ ॥ ৪২
ততঃ সংক্ষোদয়িত্বা তামোষধিং বানরোত্তমঃ ।
লক্ষ্মণস্য দদৌ নস্তঃ সুষেণঃ সুমহাদ্যুতিঃ ॥ ৪৩
সশল্যঃ স সমাঘ্রায় লক্ষ্মণঃ পরবীরহা ।
বিশল্যো বিরুজঃ শীঘ্রমুদতিষ্ঠন্মহীতলাৎ ॥ ৪৪
তমুত্থিতন্তু হরয়ো ভূতলাৎ প্রেক্ষ্য লক্ষ্মণম্ ।
সাধু সাধ্বিতি সুপ্রীতা লক্ষ্মণং প্রত্যপূজয়ন্ ॥ ৪৫
এহ্যেহীত্যব্রবীদ্রামো লক্ষ্মণং পরবীরহা ।
সস্বজে গাঢ়মালিঙ্গ্য বাষ্পপর্য্যাকুলেক্ষণঃ ॥ ৪৬
অব্রবীচ্চ পরিষ্বজ্য সৌমিত্রিং রাঘবস্তদা ।
দিষ্ট্যা ত্বাং বীর পশ্যামি মরণাৎ পুনরাগতম্ ॥ ৪৭
ন হি মে জীবিতেনার্থঃ সীতয়া চ জয়েন বা ।

কহিলেন, হে সাধো! হে বীর! শীঘ্র এ স্থান হইতে প্রস্থান করিয়া, পূর্ব্বে জাম্ববান্ তোমাকে যাহার কথা বলিয়াছিলেন, সেই মহোদয় ওষধিগিরিতে গমন কর। শূর! সেই গিরির দক্ষিণ শৃঙ্গে বিশল্যকরণী, সাবর্ণ্যকরণী, সঞ্জীবকরণী ও সন্ধানকরণী নামে যে চারিটী মহৌষধি আছে, বীরবর লক্ষ্মণকে সঞ্জীবিত করিবার নিমিত্ত শীঘ্র সেই ওষধিসকল আনয়ন কর। হনুমান্‌কে এইরূপ কথা কহিলে, তৎক্ষণাৎ তিনি ওষধিগিরিতে গমন করিলেন; কিন্তু শ্রীমান্ হনুমান্ ওষধিসকল চিনিতে পারিলেন না, সেইকারণে অমিততেজা মারুতি অত্যন্ত চিন্তিত হইয়া মনোমধ্যে এইরূপ স্থির করিলেন যে,—পর্ব্বতের এই শিখরকেই লইয়া লঙ্কাপুরে গমন করি। সুষেণ যাহা বলিয়াছিলেন, তাহাতে এই শৃঙ্গেই সেই মহৌষধি আছে বলিয়া বোধ হইতেছে ২৭—৩৩। যদি আমি এক্ষণে বিশল্যকরণী না লইয়া লঙ্কায় যাই, তাহা হইলে কালাত্যয়ে দোষ এবং মহৎ বৈক্লব্যও ঘটিতে পারে। মহাবল হনুমান্ এইরূপ চিন্তা করত শীঘ্র গমন করিয়া, সেই গিরি-শ্রেষ্ঠকে ধারণপূর্ব্বক তিনবার কাঁপাইলেন। মহাবল হরিশার্দ্দূল হনুমান্, দুই হস্তে ধরিয়া সেই পুষ্পিতবৃক্ষশোভিত পর্ব্বত উপড়াইয়া, উত্তোলন করিলেন এবং জলপূর্ণ নীল-জলধরের ন্যায়, সেই গিরিশৃঙ্গ লইয়া আকাশে উত্থিত হইলেন। পরে ক্রুতবেগে লঙ্কামধ্যে উপস্থিত হইয়া সম্মুখে সেই গিরিশৃঙ্গ স্থাপনপূর্ব্বক, ক্ষণকাল বিশ্রাম করিয়া সুষেণকে কহিলেন; ৩৫—৩৯। "হে বানর-শ্রেষ্ঠ; তুমি যে ওষধি সকলের কথা বলিয়াছিলে, আমি তাহা চিনিতে না পারিয়া, সমগ্র গিরিশৃঙ্গই আনিয়াছি।" পবনপুত্র হনুমান্ এই কথা কহিলে, বানরশ্রেষ্ঠ সুষেণ তাঁহার প্রশংসা করত ওষধি সকল উপড়াইয়া লইলেন। হনুমান্ দেবতাদিগেরও দুঃসাধ্য কার্য্য সম্পাদন করিয়াছেন দেখিয়া দলপতিগণ বিস্মিত হইলেন। ৪০—৪২। পরে মহাদ্যুতি বানর-সত্তম সুষেণ ঔষধি চূর্ণ করিয়া, লক্ষ্মণের নাসিকায় প্রদান করিলেন। পরবীর-হন্তা শল্যপীড়িত লক্ষ্মণ, সেই ঔষধির গন্ধ আঘ্রাণ করিয়া, বিশল্য এবং ব্যথা-বিহীন হইয়া ধরাতল হইতে শীঘ্র উঠিলেন। বানরগণ লক্ষ্মণকে ভূতল হইতে উঠিতে দেখিয়া আহ্লাদ-সহকারে "সাধু সাধু" বলিয়া পূজা করিল। পরবীর-ঘাতী রামচন্দ্র,—'এস এস'—বলিয়া আহ্বানপূর্ব্বক, অশ্রুপূর্ণচক্ষে লক্ষ্মণকে গাঢ়রূপে আলিঙ্গন করিলেন। ৪৩—৪৬। রামচন্দ্র, সুমিত্রানন্দনকে এইরূপে আলিঙ্গনপূর্ব্বক কহিলেন,—"হে বীর! আমি ভাগ্য-বলেই তোমাকে মৃত্যু হইতে পুনঃ প্রাণ লাভ করিতে দেখিলাম। বিজয়লাভ, সীতা অথবা জীবনধারণ;—

কো হি মে জীবিতেনার্থস্ত্বয়ি পঞ্চত্বমাগতে। ৪৮
ইত্যেবং ব্রুবতস্তস্য রাঘবস্য মহাত্মনঃ।
খিন্নঃ শিথিলয়া বাচা লক্ষ্মণো বাক্যমব্রবীৎ। ৪৯
তাং প্রতিজ্ঞাং প্রতিজ্ঞায় পুরা সত্যপরাক্রম।
লঘুঃ কশ্চিদিবাসত্ত্বো নৈবং ত্বং বক্তুমর্হসি। ৫০
ন হি প্রতিজ্ঞাং কুর্ব্বন্তি বিতথাং সত্যবাদিনঃ।
লক্ষণং হি মহত্ত্বস্য প্রতিজ্ঞাপরিপালনম্‌। ৫১
নৈরাশ্যমুপগন্তুঞ্চ নালং তে মৎকৃতেঽনঘ।
বধেন রাবণস্যাদ্য প্রতিজ্ঞামনুপালয়। ৫২
ন জীবন্ যাস্যতে শত্রুস্তব বাণবশঙ্গতঃ।
নর্দতস্তীক্ষ্ণদংষ্ট্রস্য সিংহস্যেব মহাগজঃ। ৫৩
অহং তু বধমিচ্ছামি শীঘ্রমস্য দুরাত্মনঃ।
যাবদস্তং ন যাত্যেষ কৃতকর্ম্মা দিবাকরঃ। ৫৪
যদি বধমিচ্ছসি রাবণস্য সংখ্যে
যদি চ কৃতাং হি তবেচ্ছসি প্রতিজ্ঞাম্।
যদি তব রাজসুতাভিলাষমার্য্য
কুরু চ বচো মম শীঘ্রমদ্য বীর। ৫৫
ইতি লঙ্কাকাণ্ডে দ্ব্যধিকশততমঃ সর্গঃ। ১০২।

ত্র্যধিকশততমঃ সর্গঃ।

লক্ষ্মণেন তু তদ্বাক্যমুক্তং শ্রুত্বা স রাঘবঃ।
সন্দধে পরবীরঘ্নো ধনুরাদায় বীর্য্যবান্। ১
রাবণায় শরান্ ঘোরান্ বিসসর্জ্জ চমূমুখে।
অথান্যং রথমাস্থায় রাবণো রাক্ষসাধিপঃ। ২
অভ্যধাবত কাকুৎস্থং স্বর্ভানুরিব ভাস্করম্।
দশগ্রীবো রথস্থস্তু রামং বজ্রোপমৈঃ শরৈঃ।
আজঘান মহাশৈলং ধারাভিরিব তোয়দঃ। ৩
দীপ্তপাবকসঙ্কাশৈঃ শরৈঃ কাঞ্চনভূষণৈঃ।
অভ্যবর্ষদ্রণে রামো দশগ্রীবং সমাহিতঃ। ৪
ভূমৌ স্থিতস্য রামস্য রথস্থস্য চ রাক্ষসঃ।
ন সমং যুদ্ধমিত্যাহুর্দেবগন্ধর্ব্বকিন্নরাঃ। ৫
ততো দেববরঃ শ্রীমান্ শ্রুত্বা তেষাং বচোঽমৃতম্।
আহূয় মাতলিং শক্রো বচনঞ্চেদমব্রবীৎ। ৬
রথেন মম ভূমিষ্ঠং শীঘ্রং যাহি রঘূত্তমম্।
আহূয় ভূতলং যাতঃ কুরু দেবহিতং মহৎ। ৭

এই সমস্ত আমার আর কোন কার্য্যেই আসিত না। কারণ, তুমি হত হইলে বাঁচিয়া আমার কি ফল হইত?" লক্ষ্মণ মহাত্মা রামচন্দ্রের এতাদৃশ প্রতিজ্ঞাশৈথিল্যসূচক কাতর কথা শুনিয়া ক্ষুণ্ণ হইয়া কহিলেন;—"হে সত্যপরাক্রম। পূর্ব্বে তাদৃশ প্রতিজ্ঞা করিয়া অধুনা নিঃসার দুর্ব্বল ব্যক্তির ন্যায় এরূপ কথা বলা আপনার উচিত নহে। হে বীর! সত্যবাদিব্যক্তিগণ কখনই আপন প্রতিজ্ঞার অন্যথাচারণ করেন না! কারণ প্রতিজ্ঞাপালনই মহত্ত্বের লক্ষণ। ৪৭—৫১। হে অনঘ! আমার নিমিত্ত আপনার নিরাশ হওয়া উচিত নহে। আপনি অদ্যই রাবণকে বধ করিয়া আপন প্রতিজ্ঞা পালন করুন। যেরূপ ক্রোধে গর্জ্জনকারী তীক্ষ্ণদন্ত সিংহের নিকটে মহাগজ অব্যাহতি লাভ করিতে পারে না, সেইরূপ আপনার দৃষ্টিপথে পতিত শত্রু কোন রূপেই জীবিত অবস্থায় ফিরিয়া যাইতে পারিবে না। যে পর্য্যন্ত সূর্য্য আপনার কার্য্য সমাধাপূর্ব্বক অস্তাচলে গমন না করেন, আমি তাহার পূর্ব্বেই শীঘ্র এই দুরাত্মা রাবণকে বধ করিতে ইচ্ছা করি। হে বীর! হে আর্য্য! যদি রণমধ্যে রাবণকে বধ করিতে এবং আপনার প্রতিজ্ঞা রক্ষা করিতে ইচ্ছা করেন এবং যদি রাজনন্দিনী সীতাকে লাভ করিবার ইচ্ছা থাকে, তবে শীঘ্র আমার কথানুসারে কার্য্যে প্রবৃত্ত হউন।" ৫২—৫৫।

ত্র্যধিকশততম সর্গ।

লক্ষ্মণের এতাদৃশ কথা শুনিয়া, পরবীরঘাতী বীর্য্যবান্ রামচন্দ্র ধনুর্ব্বাণ সন্ধানপূর্ব্বক সেনাগণের সম্মুখেই রাবণের প্রতি ঘোরতর বাণ সকল নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। এদিকে রাক্ষসরাজ রাবণও অন্য রথে আরোহণ করিয়া, রাহু যেরূপ সূর্য্যের অভিমুখে ধাবিত হয়, সেইরূপ রামচন্দ্রের প্রতি ধাবিত হইলেন। মেঘ যেরূপ মহাশৈলোপরি জলধারা বর্ষণ করে, সেইরূপ রথস্থিত দশানন, রামচন্দ্রের গাত্রে বজ্রভেদী বাণ-সমূহ বর্ষণ করিতে লাগিলেন। রামচন্দ্র একমনে রাবণের অঙ্গে কাঞ্চনভূষিত জ্বলন্ত-অগ্নিতুল্য বাণ বর্ষণ করিতে আরম্ভ করিলেন। তখন আকাশস্থিত দেব, গন্ধর্ব্ব ও কিন্নরগণ পরস্পর বলাবলি করিতে লাগিলেন,—"রামচন্দ্র ভূমিতলে এবং দশানন রথের উপরে থাকিয়া যুদ্ধ করিতেছেন, অতএব ইঁহাদের সংগ্রাম সমান হইতেছে না।" ১—৫। তাঁহাদিগের অমৃততুল্য কথা শুনিয়া, শ্রীমান্ ইন্দ্র, মাতলিকে ডাকিয়া কহিলেন;—"মাতলে! শীঘ্র আমার রথ লইয়া ভূতলে রঘুনন্দনের নিকটে যাও এবং তাঁহাকে ডাকিয়া (রথে স্থাপনপূর্ব্বক) দেবগণের সুমহৎ মঙ্গল-

ইত্যুক্তো দেবরাজেন মাতলির্দেবসারথিঃ।
প্রণম্য শিরসা দেবং ততো বচনমব্রবীৎ ॥ ৮
শীঘ্রং যাস্যামি দেবেন্দ্র সারথ্যঞ্চ করোম্যহম্।
ততো হয়ৈশ্চ সংযোজ্য হরিতৈঃ স্যন্দনোত্তমম্।
ততঃ কাঞ্চনচিত্রাঙ্গঃ কিঙ্কিণীশতভূষিতঃ ॥ ৯
তরুণাদিত্যসঙ্কাশো বৈদূর্য্যময়কূবরঃ।
সদশ্বৈঃ কাঞ্চনাপীড়ৈর্যুক্তঃ শ্বেতপ্রকীর্ণকৈঃ ॥ ১০
হরিদ্ভিঃ সূর্য্যসঙ্কাশৈর্হেমজালবিভূষিতৈঃ।
রুক্মবেণুধ্বজঃ শ্রীমান্ দেবরাজরথো বরঃ ॥ ১১
দেবরাজেন সন্দিষ্টো রথমারুহ্য মাতলিঃ।
অভ্যবর্ত্তত কাকুৎস্থমবতীর্য্য ত্রিপিষ্টপাৎ ॥ ১২
অব্রবীচ্চ তদা রামং সপ্রতোদো রথে স্থিতঃ।
প্রাঞ্জলির্মাতলির্বাক্যং সহস্রাক্ষস্য সারথিঃ ॥ ১৩
সহস্রাক্ষেণ কাকুৎস্থ রথোঽয়ং বিজয়ায় তে।
দত্তস্তব মহাসত্ত্ব শ্রীমন্ শত্রুনিবর্হণ ॥ ১৪
ইদমৈন্দ্রং মহচ্চাপং কবচঞ্চাগ্নিসন্নিভম্।
শরাশ্চাদিত্যসঙ্কাশাঃ শক্তিশ্চ বিমলা শিতা ॥ ১৫
আরুহ্যেমং রথং বীর রাক্ষসং জহি রাবণম্।
ময়া সারথিনা দেব মহেন্দ্র ইব দানবান্ ॥ ১৬
ইত্যুক্তঃ সম্পরিক্রম্য রথং তমভিবাদ্য চ।
আরুরোহ তদা রামো লোকান্ লক্ষ্ম্যা বিরাজয়ন্ ॥ ১৭
তদ্বভৌ চাদ্ভুতং যুদ্ধং দ্বৈরথং রোমহর্ষণম্।
রামস্য চ মহাবাহো রাবণস্য চ রক্ষসঃ ॥ ১৮
স গান্ধর্ব্বেণ গান্ধর্ব্বং দৈবং দৈবেন রাঘবঃ।
অস্ত্রং রাক্ষসরাজস্য জঘান পরমাস্ত্রবিৎ ॥ ১৯
অস্ত্রং তু পরমং ঘোরং রাক্ষসং রাক্ষসাধিপঃ।
সসর্জ্জ পরমক্রুদ্ধঃ পুনরেব নিশাচরঃ ॥ ২০
তে রাবণধনুর্ম্মুক্তাঃ শরাঃ কাঞ্চনভূষণাঃ।
অভ্যবর্ত্তন্ত কাকুৎস্থং সর্পা ভূত্বা মহাবিষাঃ ॥ ২১
তে দীপ্তবদনা দীপ্তং বমন্তো জ্বলনং মুখৈঃ।
রামমেবাভ্যবর্ত্তন্ত ব্যাদিতাস্যা ভয়ানকাঃ ॥ ২২
তৈর্ব্বাসুকিসমস্পর্শৈর্দীপ্তভোগৈর্ম্মহাবিষৈঃ।
দিশশ্চ সন্ততাঃ সর্ব্বা বিদিশশ্চ সমাবৃতাঃ ॥ ২৩
তান্ দৃষ্ট্বা পন্নগান্ রামঃ সমাপতত আহবে।
অস্ত্রং গারুত্মতং ঘোরং প্রাদুশ্চক্রে ভয়াবহম্ ॥ ২৪
তে রাঘবধনুর্ম্মুক্তা রুক্মপুঙ্খাঃ শিখিপ্রভাঃ।
সুপর্ণাঃ কাঞ্চনা ভূত্বা বিচেরুঃ সর্পশত্রবঃ ॥ ২৫
তে তান্ সর্ব্বান্ শরান্ জঘ্নুঃ সর্পরূপান্ মহাজবান্।
সুপর্ণরূপা রামস্য বিশিখাঃ কামরূপিণঃ ॥ ২৬

কার্য্য কর।" দেবসারথি মাতলি ইন্দ্রকর্ত্তৃক এইরূপে অভিহিত হইয়া, অবনতমস্তকে তাঁহাকে প্রণামপূর্ব্বক কহিলেন;—"হে দেবেন্দ্র! আমি শীঘ্র ভূতলে যাইয়া তাঁহার সারথ্যকর্ম্ম সম্পন্ন করিতেছি।" পরে উত্তম রথে হরিদ্বর্ণ অশ্বসকল যোজনাপূর্ব্বক সুবর্ণচিত্রিত কিঙ্কিণীশতভূষিত, বৈদূর্য্যময়কূবরযুক্ত, হেমজাল-বিভূষিত সূর্য্যতুল্য কাঞ্চনাপীড় সদশ্বসকল দ্বারা সঞ্চালিত, শ্বেতচামর-শোভিত, সুবর্ণধ্বজ-সমলঙ্কৃত, বাল-সূর্য্যসদৃশ শোভমান ইন্দ্রের সেই রথে মাতলি উঠিলেন। ১—১১। এইরূপে ইন্দ্রসারথি মাতলি, ইন্দ্রকর্ত্তৃক আদিষ্ট হইয়া, রথে উঠিয়া স্বর্গ হইতে অবতীর্ণ হইলেন এবং কশা-হস্তে রথোপরি অবস্থান-পূর্ব্বক রামচন্দ্রের সমীপে আসিয়া যোড়হাতে কহিলেন,—"হে মহাসত্ত্ব শ্রীমন্ কাকুৎস্থ! ইন্দ্র আপনার বিজয়লাভের নিমিত্ত এই রথ পাঠাইয়াছেন। হে অরিন্দম! ইন্দ্র আপনাকে এই সুমহৎ ঐন্দ্র ধনু, অগ্নিতুল্য কবচ, সূর্য্যতুল্য বাণসমূহ এবং এই বিমল শাণিত শক্তি প্রদান করিয়াছেন। হে দেববীর রামচন্দ্র! আমার সারথ্য-কৌশলে ইন্দ্র যেরূপ দানবদলকে বিদলিত করেন, সেইরূপ আপনিও এই রথে উঠিয়া রাবণকে বধ করুন।" ১২—১৬। মাতলিকর্ত্তৃক এইরূপে অভিহিত হইয়া, রামচন্দ্র সেই রথকে প্রদক্ষিণপূর্ব্বক, অভিবাদন করিয়া, আপন দেহপ্রভায় চতুর্দ্দিক্ আলোকিত করত তাহার উপরে উঠিলেন। তখন রাক্ষস দশাননের এবং মহাবাহু রামচন্দ্রের অদ্ভুত ও রোমহর্ষণ দ্বৈরথ সমর আরম্ভ হইল। পরমাস্ত্রবিৎ রামচন্দ্র গান্ধর্ব্বাস্ত্র দ্বারা গান্ধর্ব্ববাণ সকলকে এবং দৈববাণ দ্বারা দৈবাস্ত্র সকলকে কাটিয়া ফেলিলেন। তাহা দেখিয়া রাবণ অত্যন্ত কোপযুক্ত হইয়া ঘোররূপ উৎকৃষ্ট রাক্ষস-অস্ত্র ক্ষেপণ করিলে, রাবণ-ধনুর্ম্মুক্ত সেই কাঞ্চনভূষিত দীপ্তমুখ ভয়ঙ্কর বাণ সকল সর্পরূপ ধারণপূর্ব্বক বদন বিস্তার করিয়া অগ্নি উদ্গিরণ করিতে করিতে রামচন্দ্রের অভিমুখে ধাবিত হইল। ১৭—২১। সেই সময়ে বিশাল-কায় মহাবিষ বাসুকির ন্যায় সেই সর্পসকল দ্বারা দিক্ ও বিদিক্ সকল আচ্ছন্ন হইল। রামচন্দ্র, সেই সর্পরূপী বাণসকলকে রণমধ্যে আসিতে দেখিয়াই, ঘোরতর ভয়াবহ গরুড়-অস্ত্র প্রয়োগ করিলেন। তখন সেই রামধনুর্ম্মুক্ত অগ্নিপ্রভ সুবর্ণপুঙ্খ বাণসকল সুবর্ণময়-গরুড়রূপ ধারণ-পূর্ব্বক রণক্ষেত্রে বিচরণ করিতে লাগিল। পরে রামচন্দ্রের সেই কামরূপ গরুড়াকৃতি বাণ সকল, দশাননের সর্পাকৃতি বাণসকলকে বিনষ্ট করিল। ২২—২৬।

অস্ত্রে প্রতিহতে ক্রুদ্ধো রাবণো রাক্ষসাধিপঃ।
অভ্যবর্ষত্তদা রামং ঘোরাভিঃ শরবৃষ্টিভিঃ ॥ ২৭
ততঃ শরসহস্রেণ রামমক্লিষ্টকারিণম্।
অর্দ্দয়িত্বা শরৌঘেণ মাতলিং প্রত্যবিধ্যত ॥ ২৮
চিচ্ছেদ কেতুমুদ্দিশ্য শরেণৈকেন রাবণঃ।
পাতয়িত্বা রথোপস্থে রথাৎ কেতুঞ্চ কাঞ্চনম্ ॥ ২৯
ঐন্দ্রানপি তথাশ্বান্ শরজালেন রাবণঃ।
বিষেদুর্দেবগন্ধর্ব্বাশ্চারণা দানবৈঃ সহ ॥ ৩০
রামমার্ত্তং তদা দৃষ্ট্বা সিদ্ধাশ্চ পরমর্ষয়ঃ।
ব্যথিতা বানরেন্দ্রাশ্চ বভূবুঃ সবিভীষণাঃ ॥ ৩১
রামচন্দ্রমসং দৃষ্ট্বা গ্রস্তং রাবণরাহুণা।
প্রাজাপত্যঞ্চ নক্ষত্রং রোহিণীং শশিনঃ প্রিয়াম্।
সমাক্রম্য বুধস্তস্থৌ প্রজানামহিতাবহঃ ॥ ৩২
সধূমপরিবৃত্তোর্ম্মিঃ প্রজ্বলন্নিব সাগরঃ।
উৎপপাত তদা ক্রুদ্ধঃ স্পৃশন্নিব দিবাকরম্ ॥ ৩৩
শ্যামবর্ণঃ সুপরুষো মন্দরশ্মির্দিবাকরঃ।
অদৃশ্যত কবন্ধাঙ্কঃ সংসক্তো ধূমকেতুনা ॥ ৩৪
কোশলানাঞ্চ নক্ষত্রং ব্যক্তমিন্দ্রাগ্নিদৈবতম্।
আহত্যাঙ্গারকস্তস্থৌ বিশাখামপি চাম্বরে ॥ ৩৫

দশাস্যো বিংশতিভুজঃ প্রগৃহীতশরাসনঃ।
অদৃশ্যত দশগ্রীবো মৈনাক ইব পর্ব্বতঃ ॥ ৩৬
নিরস্যমানো রামস্তু দশগ্রীবেণ রক্ষসা।
নাশক্নোদভিসন্ধাতুং সায়কান্ রণমূর্দ্ধনি ॥ ৩৭
স কৃত্বা ভ্রূকুটিং ক্রুদ্ধঃ কিঞ্চিৎ সংরক্তলোচনঃ।
জগাম স মহাক্রোধং নির্দ্দহন্নিব রাক্ষসান্ ॥ ৩৮
তস্য ক্রুদ্ধস্য বদনং দৃষ্ট্বা রামস্য ধীমতঃ।
সর্ব্বভূতানি বিত্রেসুঃ প্রাকম্পত চ মেদিনী ॥ ৩৯
সিংহশার্দ্দূলবান্ শৈলঃ সঞ্চচাল চলদ্রুমঃ।
বভূব চাতিক্ষুভিতঃ সমুদ্রঃ সরিতাং পতিঃ ॥ ৪০
খরাশ্চ খরনির্ঘোষা গগনে পরুষা ঘনাঃ।
ঔৎপাতিকাশ্চ নর্দ্দন্তঃ সমন্তাৎ পরিচক্রমুঃ ॥ ৪১
রামং দৃষ্ট্বা সুসংক্রুদ্ধমুৎপাতাংশ্চৈব দারুণান্।
বিত্রেসুঃ সর্ব্বভূতানি রাবণস্যাভবদ্ভয়ম্ ॥ ৪২
বিমানস্থাস্তদা দেবা গন্ধর্ব্বাশ্চ মহোরগাঃ
ঋষিদানবদৈত্যাশ্চ গরুত্মন্তশ্চ খেচরাঃ ॥ ৪৩
দদৃশুস্তে তদা যুদ্ধং লোকসংবর্ত্তসংস্থিতম্।
নানাপ্রহরণৈর্ভীমৈঃ শূরয়োঃ সংপ্রযুধ্যতোঃ ॥ ৪৪
ঊচুঃ সুরাসুরাঃ সর্ব্বে তদা বিগ্রহমাগতাঃ।
প্রেক্ষ্যমাণা মহাযুদ্ধং বাক্যং ভক্ত্যা প্রহৃষ্টবৎ ॥ ৪৫

অস্ত্রব্যর্থ হইল দেখিয়া রাক্ষসরাজ রাবণ অত্যন্ত কোপযুক্ত হইলেন এবং ঘোরতর সহস্রবাণবর্ষণে অক্লিষ্টকর্ম্মা রামচন্দ্রকে পীড়িত করিয়া, বাণসমূহ দ্বারা মাতলিকে বিদ্ধ করিলেন। পরে এক বাণ দ্বারা সেই ইন্দ্ররথের সুবর্ণময় ধ্বজকে বিঁধিলেন;—এবং রথের সম্মুখে সেই ধ্বজকে পাতিত করিয়া বাণজাল দ্বারা ইন্দ্রের অশ্বগণকে আহত করিলেন। তখন রামচন্দ্রকে রাবণবাণ দ্বারা পীড়িত দেখিয়া, দেবতা, গন্ধর্ব্ব, চারণ, দানব, সিদ্ধ ও মহর্ষিগণ বিষণ্ণ হইলেন এবং বানরেন্দ্র সুগ্রীব, বিভীষণ ও ঋক্ষগণ নিতান্ত ব্যথিত হইলেন। ২৭—৩১। সেই সময়ে রামচন্দ্র রাবণ-রাহুগ্রস্ত হইয়াছেন দেখিয়া, চন্দ্রনন্দন বুধ—সমময় তরঙ্গ উৎপাদনপূর্ব্বক, শশিপ্রিয়া রোহিণীকে আক্রমণ করত প্রজাসমূহের একান্ত অমঙ্গলসূচক হইয়া উঠিলেন। মহাসাগর যেন কোপে প্রজ্বলিত হইয়া সূর্য্যকে স্পর্শ করিবার নিমিত্তই স্ফীত হইয়া উঠিল। সূর্য্য রুক্ষ ও কৃষ্ণবর্ণ মণ্ডলে পরিবেষ্টিত হইলেন এবং তাঁহার কিরণজাল হীনপ্রভ হইয়া গেল। সূর্য্য তৎকালে ধূমকেতুসংযুক্ত হইয়া কবন্ধলাঞ্ছন বলিয়া প্রতীয়মান হইতে লাগিলেন। মঙ্গলগ্রহ কোশলগণের চিরমঙ্গলকর ইন্দ্রাগ্নিদৈবত বিশাখা নক্ষত্রকে আক্রমণ করিলেন। সেই সময়ে দশবদন বিংশতিবাহুযুক্ত দশানন, ধনুর্দ্ধারণপূর্ব্বক মৈনাকপর্ব্বতের ন্যায় প্রতীয়মান হইতে লাগিলেন। রামচন্দ্র, রাক্ষস রাবণকর্তৃক রণমধ্যে আহত হইয়া, বাণসন্ধান করিতে সমর্থ হইলেন না, কোপে আরক্তচক্ষু হইয়া তিনি ভ্রূভঙ্গী দ্বারা রাক্ষসগণকে যেন দগ্ধ করিতে লাগিলেন। ৩২—৩৮। সেই সময়ে ধীমান্ রামচন্দ্রের সেই কোপপূর্ণ মুখ দেখিয়া, পৃথিবী কম্পিতা হইল এবং সকল প্রাণীই ভীত হইল। সিংহশার্দ্দূলপরিবৃত পর্ব্বত কম্পমান হইল; তত্রত্য বৃক্ষসকল দোদুল্যমান হইল এবং সরিৎপতি সাগর অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হইলেন। কঠোর ও পরুষগর্জ্জনকারী রুক্ষ ঔৎপাতিক মেঘসমূহ গভীর গর্জ্জন করিতে করিতে আকাশের সর্ব্বত্র বিচরণ করিতে লাগিল। সেই সময়ে রামচন্দ্রের তাদৃশ মহাক্রোধ এবং দারুণ উৎপাত সকল দেখিয়া নিখিল প্রাণী বিত্রস্ত হইল। অধিক কি, দশাননও ভীত হইলেন। ৩৯—৪২। সেই দুই বীর বহুপ্রকার ভীষণ অস্ত্র দ্বারা প্রলয়কালের ন্যায় যে যুদ্ধ আরম্ভ করিলেন, দেবতা, গন্ধর্ব্ব, মহোরগ, ঋষি, দানব, দৈত্য, পক্ষী এবং অন্যান্য খেচরগণ আকাশে অবস্থিত হইয়া, তাহা দেখিতে লাগিলেন। সেই মহাযুদ্ধ-দর্শনকারী দেবদৈত্যগণের মধ্যে রাম-রাবণের জয়পরাজয়-বিষয়ক-

দশগ্রীবং জয়েত্যাহুরসুরাঃ সমবস্থিতাঃ।
দেবা রামমথোচুস্তে ত্বং জয়েতি পুনঃপুনঃ॥ ৪৬
এতস্মিন্নন্তরে ক্রোধাদ্রাঘবস্য চ রাবণঃ।
প্রহর্তুকামো দুষ্টাত্মা স্পৃশন্ প্রহরণং মহৎ॥ ৪৭
বজ্রসারং মহানাদং সর্ব্বশত্রুনিবর্হণম্।
শৈলশৃঙ্গনিভৈঃ কূটৈশ্চিত্তদৃষ্টিভয়াবহম্॥ ৪৮
সধূমমিব তীক্ষ্ণাগ্রং যুগান্তাগ্নিচয়োপমম্।
অতিরৌদ্রমনাসাদ্যং কালেনাপি দুরাসদম্॥ ৪৯
ত্রাসনং সর্ব্বভূতানাং দারুণং ভেদনং তথা।
প্রদীপ্ত ইব রোষেণ শূলং জগ্রাহ রাবণঃ॥ ৫০
তচ্ছূলং পরমক্রুদ্ধো জগ্রাহ যুধি বীর্য্যবান্।
অনীকৈঃ সমরে শূরৈ রাক্ষসৈঃ পরিবারিতঃ॥ ৫১
সমুদ্যম্য মহাকায়ো ননাদ যুধি ভৈরবম্।
সংরক্তনয়নো রোষাৎ স্বসৈন্যমভিহর্ষয়ন্॥ ৫২
পৃথিবীঞ্চান্তরিক্ষঞ্চ দিশশ্চ প্রদিশস্তথা।
প্রাকম্পয়ত্তদা শব্দো রাক্ষসেন্দ্রস্য দারুণঃ॥ ৫৩
অতিকায়স্য নাদেন তেন তস্য দুরাত্মনঃ।
সর্ব্বভূতানি বিত্রেসুঃ সাগরশ্চ প্রচুক্ষুভে॥ ৫৪
স গৃহীত্বা মহাবীর্য্যঃ শূলং তদ্রাবণো মহৎ।
বিনদ্য সুমহানাদং রামং পরুষমব্রবীৎ॥ ৫৫
শূলোঽয়ং বজ্রসারস্তে রাম রোষান্ময়োদ্যতঃ।
তব ভ্রাতৃসহায়স্য সদ্যঃ প্রাণান্ হরিষ্যতি॥ ৫৬
রক্ষসামদ্য শূরাণাং নিহতানাং চমূমুখে।
ত্বাং নিহত্য রণশ্লাঘিন্ করোমি রক্ষসাং সমম্॥ ৫৭
তিষ্ঠেদানীং নিহন্মি ত্বাং এষ শূলেন রাঘব।
এবমুক্ত্বা স চিক্ষেপ তচ্ছূলং রাক্ষসাধিপঃ॥ ৫৮
তদ্রাবণকরান্মুক্তং বিদ্যুন্মালাসমাকুলম্।
অষ্টঘণ্টং মহানাদং বিয়দ্গতমশোভত॥ ৫৯
তচ্ছূলং রাঘবো দৃষ্ট্বা জ্বলন্তং ঘোরদর্শনম্।
সসর্জ্জ বিশিখান্ রামশ্চাপমায়ম্য বীর্য্যবান্॥ ৬০
আপতন্তং শরৌঘেণ বারয়ামাস রাঘবঃ।
উৎপতন্তং যুগান্তাগ্নিং জলৌঘৈরিব বাসবঃ॥ ৬১
নির্দ্দদাহ স তান্ বাণান্ রামকার্ম্মুকনিঃসৃতান্।
রাবণস্য মহান্ শূলঃ পতঙ্গানিব পাবকঃ॥ ৬২
তান্ দৃষ্ট্বা ভস্মসাদ্ভূতান্ শূলসংস্পর্শচূর্ণিতান্।
সায়কানন্তরীক্ষস্থান্ রাঘবঃ ক্রোধমাহরৎ॥ ৬৩
স তাং মাতলিনানীতাং শক্তিং বাসবসম্মতাম্
জগ্রাহ পরমক্রুদ্ধো রাঘবো রঘুনন্দনঃ॥ ৬৪
সা তোলিতা বলবতা শক্তির্ঘণ্টাকৃতস্বনা।
নভঃ প্রজ্বালয়ামাস যুগান্তোল্কেব সপ্রভা॥ ৬৫

ভ্রান্তি উপস্থিত হইলে, দৈত্যগণ আহ্লাদসহকারে বারংবার—'রাবণের জয় হউক'—এবং দেবগণ পুনঃপুনঃ 'রামচন্দ্র! আপনি বিজয় লাভ করুন'—এইরূপ বলিতে লাগিলেন। ৪৩—৪৬। এই অবসরে দুষ্টাত্মা দশানন, রামচন্দ্রকে প্রহার করিতে ইচ্ছুক হইয়া বজ্রের তুল্য সারবান্ সুমহদ্ধ্বনিবিশিষ্ট সর্ব্বশত্রুঘাতী শৈলশৃঙ্গতুল্য দলত্রয়শোভী ও দৃষ্টিভীষণ সধূম জলন্তবহ্নিতুল্য এবং কালেরও দুরাসদ অতিরৌদ্র তীক্ষ্ণাগ্র ও অবার্থ বৃহৎ শূল হস্তে লইলেন। ৪৭—৫০। রণমধ্যে অসংখ্য শূরগণে পরিবেষ্টিত সেই সর্ব্বভূত-বিত্রাসন রাবণ, আরক্তলোচনে শত্রু-বিদারণ নিদারুণ শূল লইয়া, উদ্যত করত গভীর সিংহনাদে স্বীয় সেনাগণকে আনন্দিত করিলেন। অতিকায় দুর্বৃত্ত রাক্ষসেন্দ্রের সেই নিদারুণ সিংহনাদে পৃথিবী, আকাশ, দিক্ ও বিদিক্ সকল কম্পিত, প্রাণিগণ বিত্রস্ত এবং সাগর সংক্ষুব্ধ হইল। মহাবীর্য্য রাবণ, সেই শূল লইয়া মহারবে সিংহনাদ করিয়া কর্কশ কথায় রামচন্দ্রকে কহিলেন,—"রাম! আমি কোপভরে এই শূল তোমার প্রতি নিক্ষেপ করিতেছি, ইহা, তোমার ভ্রাতা তোমার সহায় থাকিলেও তোমার প্রাণ বধ করিবে। হে সমরশ্লাঘিন্ রামচন্দ্র! রণমধ্যে যে সকল শূর নিশাচর নিহত হইয়াছে, অদ্য তোমাকে বধ করিয়া তাহার পরিশোধ লইব। অতএব ক্ষণকাল থাক, এই আমি শূল নিক্ষেপ করিতেছি।" রাক্ষসরাজ এই কথা বলিয়াই সেই শূল নিক্ষেপ করিলেন। রাবণ-করবিমুক্ত বিদ্যুন্মালাসমাকুল অষ্টঘণ্টাযুক্ত সেই শূল মহারবে আকাশে উত্থিত হইয়া শোভা পাইতে লাগিল। ৫১—৫৯। বীর্য্যবান্ রঘুনন্দন রাম সেই ঘোরদর্শন প্রজ্বলিত শূল দেখিয়াই, ধনু আকর্ষণপূর্ব্বক অসংখ্য বাণ নিক্ষেপ করিলেন। যেরূপ ইন্দ্র, প্রলয়-অগ্নিকে জলরাশি দ্বারা নির্ব্বাপিত করেন, সেইরূপ রাঘব বাণসমূহদ্বারা সেই শূল প্রতিহত করিতে ইচ্ছুক হইলেন; কিন্তু অগ্নি যেরূপ পতঙ্গসমূহ দগ্ধ করেন, সেইরূপ দশানন-বিনির্মুক্ত সেই শূলও, রামধনুর্নির্গত সেই বাণসকল দগ্ধ করিয়া ফেলিল। রামচন্দ্র আপন বাণসকলকে শূলস্পর্শমাত্র অন্তরীক্ষেই চূর্ণ ও ভস্মসাৎ হইতে দেখিয়া, অত্যন্ত কোপান্বিত হইলেন এবং মাতলি বাসব-দত্ত যে শক্তি আনিয়াছিলেন, তাহাই হস্তে লইলেন। ৬০—৬৪। যুগান্তকালীন উল্কার ন্যায়, প্রজ্বালিনী ঘণ্টানিনাদিতা সেই শক্তি, বলবান্ রামচন্দ্রকর্তৃক উত্তোলিত হইয়া আকাশকে

সা ক্ষিপ্তা রাক্ষসেন্দ্রস্য তস্মিন্ শূলে পপাত হ।
ভিন্নঃ শক্ত্যা মহাশূলো নিপপাত গতদ্যুতিঃ॥ ৬৬
নির্বিভেদ ততো বাণৈর্হয়ানস্য মনোজবান্।
রামঃ ক্ষিপ্রৈর্মহাবেগৈর্বজ্রকল্পৈরজিহ্মগৈঃ॥ ৬৭
নির্বিভেদোরসি তদা রাবণং নিশিতৈঃ শরৈঃ।
রাঘবঃ পরমায়ত্তো ললাটে পত্রিভিস্ত্রিভিঃ॥ ৬৮
স শরৈর্ভিন্নসর্বাঙ্গো গাত্রপ্রস্রুতশোণিতঃ।
রাক্ষসেন্দ্রঃ সমূহস্থঃ ফুল্লাশোক ইবাবভৌ॥ ৬৯

স রামবাণৈরতিবিদ্ধগাত্রো
নিশাচরেন্দ্রঃ ক্ষতজার্দ্রগাত্রঃ।
জগাম খেদঞ্চ স আজিমধ্যে
ক্রোধঞ্চ চক্রে সুভৃশং তদানীম্॥ ৭০

ইতি লঙ্কাকাণ্ডে ত্র্যধিকশততমঃ সর্গঃ॥ ১০৩॥

চতুরধিকশততমঃ সর্গঃ।

স তু তেন প্রহারেণ কাকুৎস্থেনার্দিতো ভৃশম্।
রাবণঃ সমরশ্লাঘী মহাক্রোধমুপাগমৎ॥ ১
স দীপ্তনয়নোঽমর্ষাচ্চাপমুদ্যম্য বীর্য্যবান্।
অভ্যর্দ্দয়ৎ সুসংক্রুদ্ধো রাঘবং পরমাহবে॥ ২
বাণধারাসহস্রৈস্তু স তোয়দ ইবাম্বরাৎ।
রাঘবং রাবণো বাণৈস্তটাকমিব পূরয়ন্॥ ৩
পূরিতঃ শরজালেন ধনুর্মুক্তেন সংযুগে।
মহাগিরিরিবাকম্প্যঃ কাকুৎস্থো নৈব কম্পতে॥ ৪
স শরৈঃ শরজালানি বারয়ন্ সমরে স্থিতঃ।
গভস্তীনিব সূর্য্যস্য প্রতিজগ্রাহ বীর্য্যবান্॥ ৫
ততঃ শরসহস্রাণি ক্ষিপ্রহস্তো নিশাচরঃ।
নিজঘানোরসি ক্রুদ্ধো রাঘবস্য মহাত্মনঃ॥ ৬
স শোণিতসমাদিগ্ধঃ সমরে লক্ষ্মণাগ্রজঃ।
দৃষ্টঃ ফুল্ল ইবারণ্যে সুমহান্ কিংশুকদ্রুমঃ॥ ৭
শরাভিঘাতসংরব্ধঃ সোঽভিজগ্রাহ সায়কান্।
কাকুৎস্থঃ সুমহাতেজা যুগান্তাদিত্যবর্চ্চসঃ॥ ৮
ততোঽন্যোন্যং সুসংরব্ধৌ তাবুভৌ রামরাবণৌ।
শরান্ধকারে সমরে নোপলক্ষয়তাং তদা॥ ৯
ততঃ ক্রোধসমাবিষ্টো রামো দশরথাত্মজঃ।
উবাচ রাবণং বীরঃ প্রহস্য পরুষং বচঃ॥ ১০
মম ভার্য্যা জনস্থানাদজ্ঞানাদ্রাক্ষসাধম।
হৃতা তে বিবশা যস্মাত্তস্মাৎ ত্বং নাসি বীর্য্যবান্॥ ১১

আলোকিত করিল। পরে রামচন্দ্রনিক্ষিপ্ত সেই শক্তি, রাক্ষসেন্দ্রের শূলোপরি পতিত হইলে, সেই মহাশূলও শক্তি-সমাহত ও তেজোহীন হইয়া ভূমিতলে পড়িয়া গেল। তখন রামচন্দ্র কোপভরে সশব্দ বেগবান্ অথচ অজিহ্মগামী বাণসমূহদ্বারা রাবণের মনোজব অশ্বগণকে আবৃত করিয়া, শাণিত বাণসমূহদ্বারা তাঁহার বক্ষঃস্থল ভেদ করত তিন বাণে তাঁহার ললাটদেশ বিঁধিয়া ফলিলেন। রাক্ষসেন্দ্রগণের মধ্যে অবস্থিত রাবণ, বাণসমূহদ্বারা বিদ্ধ হইলে, তাঁহার সর্ব্বদেহ হইতে রুধিরধারা ক্ষরিত হইতে লাগিল। সেই সময়ে তিনি, বিকসিতপুষ্প অশোক-তরুর ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। এই রূপে রণমধ্যে রাবণের সর্ব্বদেহ রামবাণে অতিবিদ্ধ হইল; তিনি অত্যন্ত খিন্ন হইলেন। তখন ক্ষণকালমধ্যে নিদারুণ ক্রোধ আসিয়া তাঁহার চিত্তকে আক্রমণ করিল। ৬৫—৭০।

চতুরধিকশততম সর্গ।

সমরশ্লাঘী দশানন, কাকুৎস্থ রামচন্দ্রের প্রহারে অত্যন্ত কুপিত হইয়া মহাক্রোধে ধনুঃ সমুদ্যত করত মহাসমরে রাঘবের অভিমুখে ধাবিত হইলেন এবং মেঘ যেরূপ আকাশ হইতে পতিত বারিধারাসমূহদ্বারা তটকে পরিপূর্ণ করে, সেইরূপ বীর্য্যবান্ রাবণ ক্রোধে আরক্তচক্ষু হইয়া সহস্র সহস্র বাণরূপ ধারা দ্বারা রামচন্দ্রকে আচ্ছন্ন করিলেন। মহাপর্ব্বতের ন্যায় অকম্পনীয় বীর্য্যবান্ রামচন্দ্র রণমধ্যে রাবণ-ধনুর্মুক্ত সেই বাণজালে আচ্ছন্ন হইয়াও, কম্পিত হইলেন না। তিনি যুদ্ধক্ষেত্রে অবস্থানপূর্ব্বক বাণসমূহদ্বারা সেই বাণজাল নিবারণ করত সূর্য্যরশ্মির ন্যায় তাহা প্রতিগ্রহ করিলেন। ১—৫। পরে ক্ষিপ্রহস্ত নিশাচর রাবণ, কোপান্বিত হইয়া মহাত্মা রামের বক্ষঃস্থলে সহস্র বাণ প্রহার করিলেন। তখন লক্ষ্মণাগ্রজ রামচন্দ্র বনমধ্যে পুষ্পিত বিশাল কিংশুক বৃক্ষের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। মহাতেজস্বী কাকুৎস্থ রাম, বাণপ্রহারে নিতান্ত ক্রুদ্ধ হইয়া, প্রলয়-কালীন সূর্য্যকিরণের ন্যায়, অতিপ্রখর বাণসকল গ্রহণ করিলেন। সেই রাম ও রাবণ পরস্পর কোপান্বিত হইয়া, বাণবর্ষণে চতুর্দ্দিক্ অন্ধকার করিয়া ফেলিলেন। সেই অন্ধকারে কেহই কাহাকে দেখিতে পাইলেন না। পরে বীর দাশরথি রামচন্দ্র ক্রুদ্ধ হইয়া হাসিয়া, কর্কশ কথায় রাবণকে কহিলেন। ৬—১০। "হে রাক্ষসাধম! তুমি, জনস্থান হইতে আমার একাকিনী অসহায়া ভার্য্যাকে আমার অজ্ঞাতসারে চুরি করিয়া আনিয়াছ। অতএব তোমাকে বীর্য্যবান্

ময়া বিরহিতাং দীনাং বর্ত্তমানাং মহাবনে।
বৈদেহীং প্রসভং হৃত্বা শূরোঽহমিতি মন্যসে ॥ ১২
স্ত্রীষু শূর বিনাথাসু পরদারাভিমর্শনম্।
কৃত্বা কাপুরুষং কর্ম্ম শূরোঽহমিতি মন্যসে ॥ ১৩
ভিন্নমর্য্যাদ নির্লজ্জ চারিত্রেষ্বনবস্থিত।
দর্পান্মৃত্যুমুপাদায় শূরোঽহমিতি মন্যসে ॥ ১৪
শূরেণ ধনদভ্রাত্রা বলৈঃ সমুদিতেন চ।
শ্লাঘনীয়ং মহৎ কর্ম্ম যশস্যঞ্চ কৃতং ত্বয়া ॥ ১৫
উৎসেকেনাভিপন্নস্য গর্হিতস্যাহিতস্য চ।
কর্ম্মণঃ প্রাপ্নুহীদানীং তস্যাদ্য সুমহৎ ফলম্ ॥ ১৬
শূরোঽহমিতি চাত্মানমবগচ্ছসি দুর্ম্মতে।
নৈব লজ্জাস্তি তে সীতাং চোরবদ্ব্যপকর্ষতঃ ॥ ১৭
যদি মৎসন্নিধৌ সীতা ধর্ষিতা স্যাৎ ত্বয়া বলাৎ।
ভ্রাতরন্তু খরং পশ্যেস্তদা মৎসায়কৈর্হতঃ ॥ ১৮
দিষ্ট্যাসি মম মন্দাত্মন্ চক্ষুর্বিষয়মাগতঃ।
অদ্য ত্বাং সায়কৈস্তীক্ষ্ণৈর্নয়ামি যমসাদনম্ ॥ ১৯
অদ্য তে মচ্ছরৈশ্ছিন্নং শিরো জ্বলিতকুণ্ডলম্।
ক্রব্যাদা ব্যপকর্ষন্তু বিকীর্ণং রণপাংশুষু ॥ ২০
নিপত্যোরসি গৃধ্রাস্তে ক্ষিতৌ ক্ষিপ্তস্য রাবণ।
পিবন্তু রুধিরং তর্ষাদ্বাণশল্যান্তরোত্থিতম্ ॥ ২১
অদ্য মদ্বাণভিন্নস্য গতাসোঃ পতিতস্য তে।
কর্ষন্ত্বন্ত্রাণি পতগা গরুত্মন্ত ইবোরগান্ ॥ ২২
ইত্যেবং সংবদন্ বীরো রামঃ শত্রুনিবর্হণঃ।
রাক্ষসেন্দ্রং সমীপস্থং শরবর্ষৈরবাকিরৎ ॥ ২৩
বভূব দ্বিগুণং বীর্য্যং বলং হর্ষশ্চ সংযুগে।
রামস্যাস্ত্রবলঞ্চৈব শত্রোর্নিধনকাঙ্ক্ষিণঃ ॥ ২৪
প্রাদুর্বভূবুরস্ত্রাণি সর্ব্বাণি বিদিতাত্মনঃ।
প্রহর্ষাচ্চ মহাতেজাঃ শীঘ্রহস্ততরোঽভবৎ ॥ ২৫
শুভান্যেতানি চিহ্নানি বিজ্ঞায়াত্মগতানি সঃ।
ভূয় এবার্দ্দয়দ্রামো রাবণং রাক্ষসান্তকৃৎ ॥ ২৬
হরীণাঞ্চাশ্মনিকরৈঃ শরবর্ষৈশ্চ রাঘবাৎ।
হন্যমানো দশগ্রীবো বিঘূর্ণহৃদয়োঽভবৎ ॥ ২৭
যদা চ শস্ত্রং নারেভে ন চকর্ষ শরাসনম্।
নাস্য প্রত্যকরোদ্বীর্য্যং বিক্লবেনান্তরাত্মনা ॥ ২৮
ক্ষিপ্তাশ্চাস্য শরাস্তেন শস্ত্রাণি বিবিধানি চ।

বলিতে পারি না। আমার অনুপস্থিতে সেই মহাবন-মধ্যে একাকিনী দীনভাবে অবস্থিতা জানকীকে বলপূর্ব্বক চুরি করিয়া আনিয়া, আপনাকে বীর বলিয়া বোধ করিতেছ! ওহে! তুমি কেবল অনাথা স্ত্রীলোকের উপরে শৌর্য্য প্রকাশ করিতে পার। তুমি পরদার-হরণরূপ কাপুরুষতা করিয়া আপনাকে শূর বলিয়া বোধ করিতেছ? রে মানীর মর্য্যাদা-নাশনিলজ্জ-দুশ্চরিত্র! তুমি অহঙ্কারবশতঃ আপন মৃত্যুকে আহরণ করিয়া আপনাকে বীর বলিয়া বোধ করিতেছ? তুমি শূর, প্রবলবলশালী এবং কুবেরের ভ্রাতা হইয়া যে শ্লাঘনীয় সুমহৎ কার্য্য করিয়াছ, ইহাতে তুমি বড়ই যশস্বী হইবে। ১১—১৫। তুমি অহঙ্কারের বশীভূত হইয়া যে নিন্দিত অহিত কার্য্য করিয়াছ, এক্ষণে তাহার সুমহৎ ফল ভোগ কর। রে দুর্ম্মতে! তুমি চোরের ন্যায় সীতাকে হরণ করিয়া আপনাকে যে বীর বলিয়া বোধ করিতেছ, তাহাতে কি তোমার লজ্জা বোধ হইতেছে না। যদি আমার সমক্ষে তুমি বলপূর্ব্বক সীতাকে হরণ করিতে, তাহা হইলে সেই দণ্ডেই আমার বাণসমুদয় দ্বারা নিহত হইয়া পরলোক-গত ভ্রাতা খরের সহিত সাক্ষাৎ করিতে। রে মন্দবুদ্ধে! সৌভাগ্যক্রমে আমার দৃষ্টিপথে পতিত হইয়াছ, অদ্য নিশ্চয়ই তীক্ষ্ণ বাণসমূহদ্বারা তোমাকে যমালয়ে পাঠাইব।" অদ্য তোমার উজ্জ্বলকুণ্ডল-শোভিত মস্তক, আমার বাণসমূহদ্বারা ছিন্ন হইয়া রণধূলিতে বিলুণ্ঠিত হইলে, মাংসাশিগণ তাহা আকর্ষণ করুক। ১৬—২০। রাবণ! অদ্য আমি বাণ-শল্য দ্বারা তোমার হৃদয়ে ছিদ্র করিলে, তুমি পৃথিবী-তলে পতিত হইবে এবং পিপাসিত গৃধ্রগণ তোমার বক্ষঃস্থলে পতিত হইয়া, সেই ছিদ্র হইতে নির্গত তোমার রক্ত পান করিবে। যেরূপ গরুড় সর্পগণকে আকর্ষণ করে, সেইরূপ অদ্য তুমি আমার বাণসমূহে সমাহত হইয়া গতাসু এবং পতিত হইলে, পক্ষিগণ তোমার নাড়ী সকল টানিয়া ছিঁড়িতে থাকিবে।" বীর শত্রুনিসূদন রামচন্দ্র সমীপস্থ রাক্ষসেন্দ্রকে এই কথা বলিয়া, বাণবর্ষণ করিতে লাগিলেন। সেই সময়ে শত্রুবধে অভিলাষী রামের বীর্য্যবল, অস্ত্রবল এবং হর্ষ দ্বিগুণতর হইল। সেই মহাতেজস্বী জ্ঞানবান্ রাম-চন্দ্রের নিকটে অস্ত্রদেবতাগণ আবির্ভূত হইলেন; তখন তিনি অস্ত্রদেবতাগণের আবির্ভাবজনিত হর্ষে অধিকতর ক্ষিপ্রহস্ত হইয়া উঠিলেন। ২১—২৫। রাক্ষসান্তকারী রামচন্দ্র, আপনার এই সকল শুভ লক্ষণ দেখিয়া পুনরায় রাবণকে বাণদ্বারা পীড়িত করিতে লাগিলেন। তখন বানরগণকর্ত্তৃক নিক্ষিপ্ত প্রস্তর সমূহ এবং রামচন্দ্রের বাণসকলদ্বারা আহত হইয়া, রাবণের হৃদয় যেন ঘুরিতে লাগিল। রাবণ এইরূপ হতজ্ঞান অবস্থায় পতিত হইয়া, যখন বাণক্ষেপণ ও ধনুরাকর্ষণে অক্ষম হইলেন, তখন রামচন্দ্র আর

মরণাবস্থায় বর্ত্তন্তে মৃত্যুকালোহভ্যবর্ত্তত ॥ ২৯
সূতস্তু রথনেতাস্য তদবস্থং নিরীক্ষ্য তম্।
শনৈর্যুদ্ধাদসম্ভ্রান্তো রথং তস্যাপবাহয়ৎ ॥ ৩০
রথঞ্চ তস্যাথ জবেন সারথি-
র্নিবার্য্য ভীমং জলদস্বনং তদা।
জগাম ভীত্যা সমরান্মহীপতিং
নিরস্তবীর্য্যং পতিতং সমীক্ষ্য ॥ ৩১
ইতি লঙ্কাকাণ্ডে চতুরধিকশততমঃ সর্গঃ ॥ ১০৪ ॥

কোনরূপ বিক্রম প্রকাশ করিলেন না। পূর্ব্বনিক্ষিপ্ত বাণ ও অস্ত্র সকলই তাঁহাকে মৃতপ্রায় করিয়াছিল; তাঁহার অন্তিম সময় উপস্থিত হইল, তখন সারথি তাঁহার তাদৃশী অবস্থা দেখিয়া অসম্ভ্রান্তহৃদয়ে ধীরে ধীরে রণস্থল হইতে রথ লইয়া প্রস্থান করিল। সারথি রাক্ষসপতিকে বীর্য্যবিহীন ও পতিত দেখিয়া ভয়ে মেঘসমগর্জ্জনকারী ভয়ঙ্কর রথ ফিরাইয়া রণস্থল হইতে পলায়ন করিল। ২৬—৩১।

পঞ্চাধিকশততমঃ সর্গঃ।

স তু মোহাৎ সুসংক্রুদ্ধঃ কৃতান্তবলচোদিতঃ।
ক্রোধসংরক্তনয়নো রাবণঃ সূতমব্রবীৎ ॥ ১
হীনবীর্য্যমিবাসক্তং পৌরুষেণ বিবর্জ্জিতম্।
ভীরুর্লঘুমিবাসত্ত্বং বিহীনমিব তেজসা ॥ ২
বিমুক্তমিব মায়াভিরস্ত্রৈরিব বহিষ্কৃতম্।
মামবজ্ঞায় দুর্ব্বুদ্ধে স্বয়া বুদ্ধ্যা বিচেষ্টসে ॥ ৩
কিমর্থং মামবজ্ঞায় মচ্ছন্দমনবেক্ষ্য চ।
ত্বয়া শত্রুসমক্ষং মে রথোহয়মপবাহিতঃ ॥ ৪
ত্বয়াদ্য হি মমানার্য্য চিরকালমুপার্জ্জিতম্।
যশো বীর্য্যঞ্চ তেজশ্চ প্রত্যয়শ্চ বিনাশিতঃ ॥ ৫
শত্রোঃ প্রখ্যাতবীর্য্যস্য রঞ্জনীয়স্য বিক্রমৈঃ।
পশ্যতো যুদ্ধলুব্ধোহহং কৃতঃ কাপুরুষস্ত্বয়া ॥ ৬
যস্ত্বং রথমিমং মোহান্ন চোদ্বহসি দুর্ম্মতে।
সত্যোহয়ং প্রতি তর্কো মে পরেণ ত্বমুপস্কৃতঃ ॥ ৭
ন হি তদ্বিদ্যতে কর্ম্ম সুহৃদো হিতকাঙ্ক্ষিণঃ।
রিপূণাং সদৃশঞ্চৈতন্ন ত্বয়ৈতদনুষ্ঠিতম্ ॥ ৮
নিবর্ত্তয় রথং শীঘ্রং যাবন্নাপৈতি মে রিপুঃ।
যদি বাপ্যুষিতোহসি ত্বং স্মর্য্যন্তে যদি মে গুণাঃ ॥ ৯
এবং পরুষমুক্তস্তু হিতবুদ্ধিরবুদ্ধিনা।
অব্রবীদ্রাবণং সূতো হিতং সানুনয়ং বচঃ ॥ ১০
ন ভীতোহস্মি ন মূঢ়োহস্মি নোপজপ্তোহস্মি শত্রুভিঃ।
ন প্রমত্তো ন নিঃস্নেহো বিস্মৃতা ন চ সৎক্রিয়া ॥ ১১
ময়া তু হিতকামেন যশশ্চ পরিরক্ষতা।
স্নেহপ্রসন্নমনসা হিতমিত্যপ্রিয়ং কৃতম্ ॥ ১২
নাস্মিন্নর্থে মহারাজ ত্বং মাং প্রিয়হিতে রতম্।
কশ্চিল্লঘুরিবানার্য্যো দোষতো গন্তুমর্হসি ॥ ১৩

কালপ্রেরিত হইয়া, রাবণ মুহূর্ত্তকালমধ্যে চেতনা লাভ করত কোপে আরক্তনেত্রে সারথিকে কহিলেন,— "রে দুর্ব্বুদ্ধে! তুই ভয়বশতঃ আমাকে বিহীনবীর্য্য,—অস্ত্রপ্রয়োগে অসমর্থ,—পৌরুষ-বিবর্জ্জিত,—অল্পচিত্ত,—সত্ত্ব, তেজ এবং মায়াবিহীন ও অস্ত্র-শস্ত্রে অনভিজ্ঞ ভাবিয়া, অবজ্ঞা করিয়া আপনার ইচ্ছানুসারে কার্য্য করিতেছিস্! আমার অভিপ্রায় না জানিয়াই অবজ্ঞা করিয়া কি কারণে আমার রথ রণমধ্য হইতে লইয়া আসিলি? রে অনার্য্য! অদ্য তুই আমার চিরকালো-পার্জ্জিত সেই যশ, বীর্য্য ও তেজ এবং আমি অতি বলবান্ বলিয়া লোকের যে বিশ্বাস ছিল, তাহা নষ্ট করিয়াছিস্ ১—৫। আমি চিরকাল যুদ্ধলোভী, তাহা জানিয়াও আমাকে প্রখ্যাতবীর্য্য বিক্রমানুরাগী শত্রুর সম্মুখে কাপুরুষ করিয়াছিস্! রে দুর্ম্মতে! আমার বোধ হইতেছে, তুই কোন শত্রুর কথা শুনিয়াই, আমার রথ রণমধ্য হইতে লইয়া আসিয়াছিস্। তুই শত্রুর ন্যায় যে কার্য্য করিয়াছিস্, হিতাকাঙ্ক্ষী বন্ধুগণ একপ কার্য্য করিতে পারেন না। যাহা হউক, তুমি বহুকাল আমার নিকটে অবস্থান করিয়াছ, অতএব যদি আমার গুণসকল তোমার মনে থাকে, তবে যে পর্য্যন্ত আমার শত্রু অপগত না হয়, তাহার পূর্ব্বেই শীঘ্র রথ লইয়া গমন কর। হিতবুদ্ধি সারথি দুর্ব্বুদ্ধি রাবণের এবম্বিধ কঠোর কথা শুনিয়া বিনীতভাবে কহিল।—৬—১০। "আমি ভয়ে, অনবধানতাবশে, মোহবশে, আপনার প্রতি স্নেহহীন বলিয়া, অথবা কোন শত্রুর কথা শুনিয়া এরূপ কার্য্য করি নাই এবং আপনি আমাকে যেরূপ পুরস্কার দিয়া থাকেন, আমি তাহাও ভুলি নাই। রণমধ্য হইতে রথ লইয়া আসা অনুচিত হইলেও, আমি আপনার যশোরক্ষা ও মঙ্গল সাধন বাসনায় স্নেহবশে হিত মনে করিয়াই এই অপ্রিয় কার্য্য করিয়াছি। মহারাজ! আমি চিরকাল আপনার প্রিয় এবং হিতকর কার্য্যে রত। অতএব একণে ইহার জন্য ক্ষুদ্রাশয় অনার্য্য ব্যক্তির ন্যায়, আপনার আমার উপর দোষারোপ করা উচিত নহে।

শ্রূয়তাং প্রতিদাস্যামি যন্নিমিত্তং ময়া রথঃ।
নদীবেগ ইবাম্ভোভিঃ সংযুগে বিনিবর্ত্তিতঃ॥ ১৪
শ্রমং তবাবগচ্ছামি মহতা রণকর্ম্মণা।
ন হি তে বীর্য্যসৌমুখ্যং প্রকর্ষং নোপধারয়ে॥ ১৫
রথোদ্বহনখিন্নাশ্চ সংগ্রামে রথবাজিনঃ।
দীনা ঘর্ম্মপরিশ্রান্তা গাবো বর্ষহতা ইব॥ ১৬
নিমিত্তানি চ ভূয়িষ্ঠং যানি প্রাদুর্ভবন্তি নঃ।
তেষু তেষ্বভিপন্নেষু লক্ষয়াম্যপ্রদক্ষিণম্॥ ১৭
দেশকালৌ চ বিজ্ঞেয়ৌ লক্ষণানীঙ্গিতানি চ।
দৈন্যং হর্ষশ্চ খেদশ্চ রথিনশ্চ বলাবলম্॥ ১৮
স্থলনিম্নানি ভূমেশ্চ সমানি বিষমাণি চ।
যুদ্ধকালশ্চ বিজ্ঞেয়ঃ পরস্যান্তরদর্শনম্॥ ১৯
উপযানাপযানে চ স্থানং প্রত্যপসর্পণম্।
সর্ব্বমেতদ্রথস্থেন জ্ঞেয়ং রথকুটুম্বিনা॥ ২০
তব বিশ্রামহেতোস্তু তথৈষাং রথবাজিনাম্।
রৌদ্রং বর্জ্জয়তা খেদং ক্ষমং কৃতমিদং ময়া॥ ২১
স্বেচ্ছয়া ন ময়া বীর রথোঽয়মপবাহিতঃ।
ভর্ত্তৃস্নেহপরীতেন ময়েদং যৎ কৃতং প্রভো॥ ২২
আজ্ঞাপয় যথাতত্ত্বং বক্ষ্যস্যরিনিষূদন।
তৎ করিষ্যাম্যহং বীর গতানৃণ্যেন চেতসা॥ ২৩
সন্তুষ্টস্তেন বাক্যেন রাবণস্তস্য সারথেঃ।
প্রশস্যৈনং বহুবিধং যুদ্ধলুব্ধোঽব্রবীদিদম্॥ ২৪
রথং শীঘ্রমিমং সূত রাঘবাভিমুখং নয়।
নাহত্বা সমরে শত্রূন্ নিবর্ত্তিষ্যতি রাবণঃ॥ ২৫
এবমুক্ত্বা ততো হৃষ্টো রাবণো রাক্ষসেশ্বরঃ।
দদৌ তস্য শুভং হ্যেকং হস্তাভরণমুত্তমম্।
শ্রুত্বা রাবণবাক্যানি সারথিঃ সন্ন্যবর্ত্তত॥ ২৬

ততো দ্রুতং রাবণবাক্যচোদিতঃ
প্রচোদয়ামাস হয়ান্ স সারথিঃ।
স রাক্ষসেন্দ্রস্য ততো মহারথঃ
ক্ষণেন রামস্য রণাগ্রতোঽভবৎ॥ ২৭

ইতি লঙ্কাকাণ্ডে পঞ্চাধিকশততমঃ সর্গঃ॥ ১০৫॥

ষডধিকশততমঃ সর্গঃ।

ততো যুদ্ধপরিশ্রান্তং সমরে চিন্তয়া স্থিতম্।
রাবণঞ্চাগ্রতো দৃষ্ট্বা যুদ্ধায় সমুপস্থিতম্॥ ১

যেরূপ পূর্ণচন্দ্রোদয়ে সাগরজলরাশি স্ফীত হইয়া নদীবেগ পরিবর্ত্তিত করিয়া দেয়, সেইরূপ আমি রণমধ্য হইতে আপনার রথ যে ফিরাইয়া আনিয়াছি, তাহার কারণ শুনুন। আপনি যুদ্ধশ্রমে নিতান্ত কাতর হইয়াছেন। শত্রু বলোদ্ধত যুদ্ধে কিছুমাত্র ক্লান্ত হয় নাই। আপনার রথবাহী অশ্বগণ বৃষ্টি-তাড়িত গো সকলের ন্যায় শ্রমখিন্ন হইয়া রথসঞ্চালনে অসমর্থ এবং অবসন্ন হইয়াছে। এই কারণেই আমি এই কার্য্য করিয়াছি। ১১—১৬। যে সকল দুর্নিমিত্ত প্রাদুর্ভূত হইতেছিল, তাহা দেখিয়া বোধ হইল, যেন সেই সকল আমাদের অমঙ্গলের নিমিত্তই হইতেছে। মহারাজ! দেশ, কাল, রথীর লক্ষণ, ইঙ্গিত, দৈন্য, হর্ষ, খেদ, বল ও দৌর্ব্বল্য, স্থান সকলের সমতা, বন্ধুরতা ও নিম্নতাদি যুদ্ধের অবসর এবং শত্রুর ছিদ্র দর্শন করা, সারথির পক্ষে অবশ্য কর্ত্তব্য। অপিচ কোন্ সময়ে রথ শত্রুর অভিমুখে সঞ্চালন করিতে হয়, কখন পরিবর্ত্তিত করিয়া পলায়ন করিতে হয়, কখন বা শত্রুর সম্মুখে থাকিতে হয় এবং কখন বা পার্শ্ব দিয়া রথ চালাইতে হয়, এই সমস্ত বিষয় সারথির বিশেষ করিয়া জানা উচিত। ১৭—২০। আমি আপনার বিশ্রামের জন্য এবং রথবাজিগণের নিদারুণ ক্লান্তি দূর করিবার নিমিত্তই এই সময়োচিত কার্য্য করিয়াছি। হে প্রভো বীর! আমি আপন ইচ্ছায় রথ লইয়া আসি নাই, স্বামিস্নেহবশতই এইরূপ করিয়াছি। হে বীর! হে অরিসূদন! এক্ষণে যেরূপ আজ্ঞা করিবেন, তদনুরূপ কার্য্য করিয়া আপনার ঋণ পরিশোধ করিব।” যুদ্ধলুব্ধ রাবণ সারথির সেই কথায় সন্তুষ্ট হইয়া, তাহার বহুবিধ প্রশংসা করত কহিলেন। ২১—২৪। “সারথে! শীঘ্র রামচন্দ্রের অভিমুখে রথ লইয়া চল অদ্য রাবণ রণমধ্যে শত্রুগণকে বধ না করিয়া ফিরিবে না।” রাক্ষসরাজ রাবণ, হৃষ্টচিত্তে এই কথা বলিয়া, সারথিকে একটী সুন্দর হস্তাভরণ প্রদান করিলেন; সারথিও তাঁহার কথানুসারে রথ লইয়া ফিরিল। অনন্তর সারথি, রাবণের কথায় সত্বর হইয়া, অশ্বগণকে চালনা করিলে, রাক্ষসেন্দ্র রাবণের সেই মহারথ ক্ষণকালমধ্যে রণমধ্যস্থিত রামচন্দ্রের অভিমুখে উপস্থিত হইল। ২৫—২৭।

ষড়ধিকশততম সর্গ।

তখন দেবগণের সমভিব্যাহারে যুদ্ধ দেখিবার জন্য আগত ভগবান্ অগস্ত্য, রামচন্দ্রকে যুদ্ধে ক্লান্ত এবং চিন্তাযুক্ত ও রাবণকে যুদ্ধার্থ সম্মুখে অবস্থিত

দৈবতৈশ্চ সমাগম্য দ্রষ্টুমভ্যাগতো রণম্।
উপাগম্যাব্রবীদ্রামমগস্ত্যো ভগবাংস্তদা ॥ ২
রাম রাম মহাবাহো শৃণু গুহ্যং সনাতনম্।
যেন সর্ব্বানরীন্ বৎস সমরে বিজয়িষ্যসে ॥ ৩
আদিত্যহৃদয়ং পুণ্যং সর্ব্বশত্রুবিনাশনম্।
জয়াবহং জপং নিত্যমক্ষয়ং পরমং শিবম্ ॥ ৪
সর্ব্বমঙ্গলমঙ্গল্যং সর্ব্বপাপপ্রণাশনম্।
চিন্তাশোকপ্রশমনমায়ুর্ব্বর্দ্ধনমুত্তমম্ ॥ ৫
রশ্মিমন্তং সমুদ্যন্তং দেবাসুরনমস্কৃতম্।
পূজয়স্ব বিবস্বন্তং ভাস্করং ভুবনেশ্বরম্ ॥ ৬
সর্ব্বদেবাত্মকো হ্যেষ তেজস্বী রশ্মিভাবনঃ।
এষ দেবাসুরগণান্ লোকান্ পাতি গভস্তিভিঃ ॥ ৭
এষ ব্রহ্মা চ বিষ্ণুশ্চ শিবঃ স্কন্দঃ প্রজাপতিঃ।
মহেন্দ্রো ধনদঃ কালো যমঃ সোমো হ্যপাংপতিঃ ॥ ৮

পিতরো বসবঃ সাধ্যা অশ্বিনৌ মরুতো মনুঃ।
বায়ুর্বহ্নিঃ প্রজাঃ প্রাণ ঋতুকর্ত্তা প্রভাকরঃ ॥ ৯
আদিত্যঃ সবিতা সূর্য্যঃ খগঃ পূষা গভস্তিমান্।
সুবর্ণসদৃশো ভানুর্হিরণ্যরেতা দিবাকরঃ ॥ ১০
হরিদশ্বঃ সহস্রার্চ্চিঃ সপ্তসপ্তির্মরীচিমান্।
তিমিরোন্মথনঃ শম্ভুস্ত্বষ্টা মার্ত্তণ্ডকোঽংশুমান্ ॥ ১১

দেখিয়া রামচন্দ্রের সমীপে আসিয়া কহিলেন,—"হে বৎস মহাবাহো রাম! যদ্দ্বারা তুমি এই সমস্ত শত্রুকে পরাজয় করিতে সমর্থ হইবে আমি তোমাকে সেইরূপ একটী সনাতন অতি গোপনীয় স্তব বলিতেছি, শুন। বৎস রাঘব! তুমি,—শত্রুবিনাশন অক্ষয় ও পরম মঙ্গলকর পবিত্র 'আদিত্যহৃদয়'-নামক স্তব পাঠ কর;—এবং যিনি সকল মঙ্গলের নিদান; পাপরাশি-নাশী, চিন্তা ও শোকের প্রশমনকারী এবং পরমায়ুর বর্দ্ধনকারী; তুমি, সেই দেবাসুর-নমস্কৃত উদয়শীল মরীচিমালী ভুবনেশ্বর সূর্য্যদেবের উপাসনা কর। ১—৬। সে স্তবটী এই,—"হে সর্ব্বদেবময় তেজস্বি দিবাকর! আপনি জ্ঞানরশ্মি দ্বারা নিখিল লোকের প্রকাশ এবং দেবতা ও অসুরগণের রক্ষা করিয়া থাকেন। এই দৃশ্যমান দেব ভাস্কর, অতুল ঐশ্বর্য্য এবং বিদ্যাসকল সৃষ্টি করিবার জন্য যোগদর্শনীয় ব্রহ্মরূপ, সুসৃষ্ট পদার্থসকলকে পালন করিবার জন্য বিষ্ণুরূপ এবং তাহাদের সংহারার্থ শিবরূপ গ্রহণ করিয়াছেন বলিয়া, আপনি ব্রহ্মা বিষ্ণু এবং মহেশ্বর। ইন্দ্রিয়সকলকে স্কন্দন অর্থাৎ শোষণ করেন বলিয়া আপনি নিজ শক্তিদ্বারা সকলের উপাদানস্বরূপ এবং জন্য বস্তুমাত্রের অধীশ্বর বলিয়া প্রজাপতি; কাঞ্চনময় সুমেরুশিখরে পরিভ্রমণ ও বজ্রাদি অস্ত্র ধারণ করেন বলিয়া আপনি মহেন্দ্র; সকলের অন্তরে ধন অর্থাৎ চিৎশক্তি প্রদান করেন বলিয়া আপনি ধনদ; অপরোক্ষ বুদ্ধিবৃত্তিকে কার্য্যবিশেষে কলিত অর্থাৎ সঙ্কলিত করেন বলিয়া আপনি কাল; সকলের অন্তর্যামী বলিয়া যম; অমৃত বিতরণ করেন বলিয়া সোম; জলরাশির ক্ষয় এবং বৃদ্ধি করেন বলিয়া বরুণ; আপনি সর্ব্বপ্রকার বীজ প্রদান করেন এই কারণে আপনি বীজপ্রদ; আপনি পিতৃগণ; আপনি ধনের আকার বলিয়া বসু; যোগিগণ সতত আপনার সাধনা করেন বলিয়া আপনি সাধ্য; লোকের রোগ আরোগ্য করেন বলিয়া আপনি অশ্বিনীকুমার; জীবসমূহের প্রাণস্বরূপ বলিয়া আপনি মরুৎ; সর্ব্বজ্ঞ বলিয়া মনু; নিয়ত গতিশীল বলিয়া আপনি বায়ু; আপনার মহিমায় আপনিই প্রতিষ্ঠিত থাকিয়া আপনার অর্চ্চিঃসার সকলকে বহন করেন বলিয়া আপনি বহ্নি; জীবাত্মা সকল আপনা হইতে জন্ম গ্রহণ করে বলিয়া আপনি প্রজা; প্রাণযাত্রার প্রবর্ত্তক এই জন্য প্রাণ; ঋতু—অর্থাৎ জ্ঞান ও বসন্ত প্রভৃতি ঋতু সকলের উপাদান বলিয়া আপনি ঋতুকর্ত্তা; সকল লোককে আলোক দান করেন বলিয়া আপনি প্রভাকর; বিষয়সকলকে আদান করত ভোগ করেন বলিয়া আপনি আদিত্য; মেঘসৃষ্টিদ্বারা অন্নাদি সৃষ্টি করেন বলিয়া আপনি সবিতা; সকল লোককে কর্ম্মে নিয়োগ করেন বলিয়া সূর্য্য; পরিদৃশ্যমান আকাশ এবং লোক সকলের হৃদয়াকাশে বিচরণ করেন বলিয়া খগ; জীবনিবহকে পোষণ করেন বলিয়া পূষা; সর্ব্বব্যাপিনী লক্ষ্মী বিষ্ণুর ন্যায় আপনাকে আশ্রয় করিয়া আছেন বলিয়া গভস্তিমান্; লোকের প্রকাশ করেন বলিয়া ভানু; সুবর্ণবর্ণ হিরণ্য আপনার রেত অর্থাৎ জগদুৎপাদক, এই নিমিত্ত আপনি হিরণ্যরেতাঃ; সকল বস্তুর প্রকাশ করেন বলিয়া আপনি দিবাকর। ৭—১০। আপনার ঘোটক হরিদ্বর্ণ বলিয়া আপনার নাম হরিদশ্ব; আপনার রশ্মি সকল সহস্রপ্রকার, এই জন্য আপনার নাম সহস্রার্চ্চিঃ; আপনি চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা এবং বাক্ এই প্রাণাত্মক সপ্ত ইন্দ্রিয়কে বিষয়বিশেষে প্রধাবিত করেন এবং আপনার ঘোটকও সাতটী এই জন্য আপনি সপ্তসপ্তি; কররাশির আকর বলিয়া আপনি মরীচিমান্; অজ্ঞানরূপ অন্ধকারকে নাশ করেন বলিয়া তিমিরোন্মথন; অপবর্গাদিরূপ পরমানন্দ আপনা হইতেই

হিরণ্যগর্ভঃ শিশিরস্তপনোঽহস্করো রবিঃ।
অগ্নিগর্ভোঽদিতেঃ পুত্রঃ শঙ্খঃ শিশিরনাশনঃ ॥ ১২
ব্যোমনাথস্তমোভেদী ঋগ্‌যজুঃসামপারগঃ।
ঘনবৃষ্টিরপাং মিত্রো বিন্ধ্যবীথী প্লবঙ্গমঃ ॥ ১৩
আতপী মণ্ডলী মৃত্যুঃ পিঙ্গলঃ সর্ব্বতাপনঃ।
কবির্বিশ্বো মহাতেজা রক্তঃ সর্ব্বভবোদ্ভবঃ ॥ ১৪

নক্ষত্রগ্রহতারাণামধিপো বিশ্বভাবনঃ।
তেজসামপি তেজস্বী দ্বাদশাত্মন্নমোঽস্তু তে ॥ ১৫
নমঃ পূর্ব্বায় গিরয়ে পশ্চিমায়াদ্রয়ে নমঃ।
জ্যোতির্গণানাং পতয়ে দিনাধিপতয়ে নমঃ ॥ ১৬
জয়ায় জয়ভদ্রায় হর্য্যশ্বায় নমোনমঃ।
নমোনমঃ সহস্রাংশো আদিত্যায় নমোনমঃ ॥ ১৭
নম উগ্রায় বীরায় সারঙ্গায় নমোনমঃ।
নমঃ পদ্মপ্রবোধায়-প্রচণ্ডায় নমোঽস্তু তে ॥ ১৮
ব্রহ্মেশানাচ্যুতেশায় সূরায়াদিত্যবর্চ্চসে।

উৎপন্ন বলিয়া শম্ভু; ভক্তবৃন্দের জন্ম-মৃত্যুক্লেশ নিবারণ করেন বলিয়া আপনি ত্বষ্টা; প্রলয়ের পর মৃত অণ্ড অর্থাৎ ব্রহ্মাণ্ডকে পুনর্জীবিত করেন বলিয়া আপনি মার্ত্তণ্ড এবং বিশ্বব্যাপিয়া রহিয়াছেন বলিয়া আপনি অংশুমান্। আপনি,—ব্রহ্মা, বিষ্ণু এবং রুদ্র-স্বরূপ হইয়া নিখিল জগতের উৎপত্তি, স্থিতি এবং প্রলয় করিয়া থাকেন, এই জন্য আপনি হিরণ্য-গর্ভ; ত্রিতাপতপ্তগণের শ্রান্তিহর বলিয়া, আপনি শিশির; স্বভাবতই সকলের তাপক বলিয়া আপনি তপন; সকলের প্রকাশ করেন বলিয়া অহস্কর; ব্রহ্মা-দিকেও উপদেশ দেন বলিয়া রবি; কালাগ্নি রুদ্র আপনা হইতে উৎপন্ন, এই জন্য আপনি অগ্নিগর্ভ; অবিনাশিনী ব্রহ্মবিদ্যার সাহায্যে আপনাকে পাওয়া যায় এবং বেদমাতা অদিতির গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়া-ছিলেন বলিয়া আপনি অদিতির পুত্র; পরমানন্দ আকাশস্বরূপ বলিয়া আপনি শঙ্খ; শিশির অর্থাৎ জড়তা এবং হিম নাশ করেন বলিয়া আপনি শিশিরনাশন; আপনি আকাশের সৃষ্টিকর্ত্তা বলিয়া ব্যোমনাথ; অন্ধকার দূর করেন বলিয়া তমোভেদী; ঋক্, যজু এবং সামবেদের প্রতিপাদ্য বিষয় আপনি, এই জন্য আপনাকে ঋগ্‌যজুঃসামপারগ বলা হয়; মেঘের জল-বর্ষণের ন্যায় আপনি ভক্তবৃন্দের জন্য অকাতরে কর্ম্মফল বর্ষণ করেন বলিয়া আপনি ঘনবৃষ্টি; চৈতন্য দান দ্বারা সাত্ত্বিকগণের উপকার করেন এবং জলেরও উৎপাদন করেন, এই কারণে আপনি অপাম্মিত্র; দুর্গম ব্রহ্মনাড়ীমার্গে শীঘ্র গমনাগমন করিতে পারেন বলিয়া আপনি বিন্ধ্যবীথী প্লবঙ্গম। আপনি জগৎনির্ম্মাণের সঙ্কল্পকর্ত্তা বলিয়া আতপী; মণ্ডল অর্থাৎ কৌস্তভাদি মণি ধারণ করেন বলিয়া মণ্ডলী; সর্ব্বপ্রকার মৃত্যুর সম্পাদক বলিয়া মৃত্যু; পিঙ্গলনাড়ী-প্রবর্ত্তন দ্বারা কর্ম্মপথপ্রবর্ত্তক বলিয়া আপনি পিঙ্গল; সকলকেই সংহার করেন বলিয়া সর্ব্বতাপন; কাব্য-কর্ত্তা বলিয়া কবি; বিশ্বরূপী বলিয়া বিশ্ব; আপনি মহাতেজা; পালনপূর্ব্বক সকলকে অনুরক্ত করেন এবং লোহিতবর্ণ বলিয়া আপনি রক্ত; কার্য্যসমূহের উৎপত্তিহেতু বলিয়া আপনার নাম সর্ব্বভবোদ্ভব। ১১—১৪। আপনি অন্তর্যামিরূপে নক্ষত্রগ্রহতারাদির এই বিশ্বকে সর্ব্বতোভাবে পালন করেন, এই জন্য আপনি বিশ্বভাবন; আপনি অগ্ন্যাদি তেজঃপদার্থ-সকলের স্ফূর্ত্তিসাধক চিন্ময় তেজঃস্বরূপ, এই কারণ আপনি তেজস্তেজস্বী; আপনার স্বরূপ দ্বাদশ প্রকার বলিয়া আপনি দ্বাদশাত্মা; আপনাকে নমস্কার; আপনি পূর্ব্বগিরি আপনাকে নমস্কার। আপনি পশ্চিমাদ্রি জ্যোতির্গণপতি এবং দিনাধিপতি, আপ-নাকে নমস্কার। আপনি ব্রহ্মলোক পর্য্যন্ত সকল লোকের জয়প্রদ এবং জয়-নামক ব্রহ্মদ্বারপাল আপনারই মূর্ত্তি, এই জন্য আপনি জয়; ব্রহ্ম-লোকাদি জয়লভ্য মঙ্গলাত্মক এবং জয়ভদ্রাখ্য দ্বিতীয় ব্রহ্মদ্বারপালও আপনার মূর্ত্তি, এইজন্য আপনি জয়ভদ্র; আপনি পূর্ব্বকল্পে রামমূর্ত্তি গ্রহণ করিলে বানরশ্রেষ্ঠ হনূমান্ আপনার অশ্ব অর্থাৎ বাহন হইয়া-ছিল, এইজন্য আপনি হর্য্যশ্ব; আপনাকে নমস্কার। সহস্র সহস্র জীব আপনার অংশ, এইজন্য আপনি সহস্রাংশু; সচরাচর সকলে আপনাকে আদিত্য বলিয়া কীর্ত্তন করিয়া থাকে; আপনাকে বারংবার নমস্কার। আপনি বলবান্ ইন্দ্রিয় সকলকে নিগ্রহ করিয়া থাকেন, এই জন্য আপনি উগ্র; আপনাকে নমস্কার। প্রাণি-পুঞ্জকে বিবিধ চেষ্টা করিতে প্রেরণ করিয়াছেন বলিয়া আপনি বীর, প্রাণপ্রতিপাদ্য বলিয়া আপনি সারঙ্গ; আপনাকে বারংবার নমস্কার। কমলদল এবং হৃদয়-কমল এই উভয়কে প্রস্ফুটিত করেন বলিয়া আপনি পদ্মপ্রবোধ; আপনাকে নমস্কার। সর্ব্বকার্য্যসমর্থ এবং অতিশয় কোপনস্বভাব বলিয়া আপনার নাম প্রচণ্ড, আপনাকে বারংবার নমস্কার। ১৫—১৮। আপনি,—সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মা, স্থিতিকর্ত্তা নারায়ণ এবং সংহারকর্ত্তা রুদ্রকে স্ব স্ব কার্য্যে প্রবর্ত্তিত করেন, এই জন্য আপনি ব্রহ্মেশানাচ্যুতেশ; আপনি সূর, আপনি ব্রহ্মজ্ঞানের পথ

আত্মতে সর্ব্বভক্ষায় রৌদ্রায় বপুষে নমঃ॥ ১৯
তমোঘ্নায় হিমঘ্নায় শক্রঘ্নায়ামিতাত্মনে।
কৃতঘ্নঘ্নায় দেবায় জ্যোতিষাং পতয়ে নমঃ॥ ২০
তপ্তচামীকরাভায় হরয়ে বিশ্বকর্ম্মণে।
নমস্তমোঽভিনিঘ্নায় রুচয়ে লোকসাক্ষিণে॥ ২১
নাশয়ত্যেষ বৈ ভূতং তমেব সৃজতি প্রভুঃ।
পায়ত্যেষ তপত্যেষ বর্ষত্যেষ গভস্তিভিঃ॥ ২২
এষ সুপ্তেষু জাগর্ত্তি ভূতেষু পরিনিষ্ঠিতঃ।
এষ বৈ চাগ্নিহোত্রঞ্চ ফলঞ্চৈবাগ্নিহোত্রিণাম্॥ ২৩
দেবাশ্চ ক্রতবশ্চৈব ক্রতুনাং ফলমেব চ।
যানি কৃত্যানি লোকেষু সর্ব্বেষু পরমপ্রভুঃ॥ ২৪
এনমাপৎসু কৃচ্ছ্রেষু কান্তারেষু ভয়েষু চ।
কীর্ত্তয়ন্ পুরুষাঃ কশ্চিন্নাবসীদতি রাঘব॥ ২৫

বলিয়া আদিত্যবর্চ্চা; চেতন এবং অচেতন সকলকে প্রকাশিত করেন বলিয়া আপনি ভাস্বান্; সকলকে সংহার করেন বলিয়া আপনি সর্ব্বভক্ষ; অজ্ঞান-সংহারসমর্থ জ্ঞানস্বরূপ বলিয়া আপনি রৌদ্রবপু নাম ধারণ করিয়াছেন; আপনাকে নমস্কার। আপনি তমোঘ্ন; হিমঘ্ন; শত্রুঘ্ন; আপনি অমিতাত্মা; আপনি কৃতঘ্নদিগকে বিনাশ করেন, এই জন্য আপনার নাম কৃতঘ্নঘ্ন; আপনি চিদানন্দজ্যোতিঃস্বরূপ বলিয়া আপনার নাম দেবজ্যোতিঃপতি, আপনাকে নমস্কার। আপনি তপ্তকাঞ্চনতুল্যবর্ণ বলিয়া আপনার নাম তপ্তচামীকরাভ। অজ্ঞানসকলকে হরণ করেন বলিয়া আপনি হরি; নিখিল বিশ্ব আপনার কর্ম্ম বলিয়া আপনি বিশ্বকর্ম্মা; সকল প্রকার অন্ধকার দূর করেন বলিয়া আপনি তমোঽভিনিঘ্ন! বিলক্ষণ দীপ্তিমান্, এই জন্য আপনি রুচি; দৃশ্য প্রপঞ্চ সাক্ষাৎ দেখিয়া লোকসকলের পাপপুণ্যের সাক্ষী হইয়া থাকেন বলিয়া আপনি লোকসাক্ষী। আপনাকে নমস্কার। ১৯—২১। এই প্রভু-দিবাকরই প্রাণিগণের সৃজন, পালন এবং সংহার করেন; ইনিই স্বীয় কিরণ-মালা-দ্বারা তাহাদিগকে সন্তাপিত করেন; সকলে সুপ্ত হইলে, প্রাণিগণের অন্তর্যামিরূপ সূর্য্যই জাগরিত হইয়া থাকেন এবং তিনিই নিজে অগ্নিহোত্র ও তদনুষ্ঠানের ফলস্বরূপ। জগতে অশ্বমেধাদি যে সকল যজ্ঞ, যজ্ঞের অধিদেবতা, যজ্ঞফল এবং অন্য যে সকল ক্রিয়া আছে, পরমপ্রভু দিবাকর সেই সকলেই বর্ত্তমান আছেন। রামচন্দ্র! দুর্গমস্থানে, ভয়ে, আপদে বা দুঃখে দিবাকরের নাম কীর্ত্তন করিলে, কোন ব্যক্তিই অবসন্ন হয় না। ২২—২৫।

পূজয়স্বৈনমেকাগ্রো দেবদেবং জগৎপতিম্।
এতত্ত্রিগুণিতং জপ্ত্বা যুদ্ধেষু বিজয়িষ্যতি॥ ২৬
অস্মিন্ ক্ষণে মহাবাহো রাবণং ত্বং বধিষ্যসি।
এবমুক্ত্বা ততোঽগস্ত্যো জগাম স যথাগতম্॥ ২৭
এতচ্ছ্রুত্বা মহাতেজা নষ্টশোকোঽভবত্তদা।
ধারয়ামাস সুপ্রীতো রাঘবঃ প্রযতাত্মবান্॥ ২৮
আদিত্যং প্রেক্ষ্য জপ্ত্বেদং পরং হর্ষমবাপ্তবান্।
ত্রিরাচম্য শুচির্ভূত্বা ধনুরাদায় বীর্য্যবান্॥ ২৯
রাবণং প্রেক্ষ্য হৃষ্টাত্মা জয়ার্থং সমুপাগমৎ।
সর্ব্বযত্নেন মহতা বৃত্তস্তস্য বধেঽভবৎ॥ ৩০
অথ রবিরবদন্নিরীক্ষ্য রামং
মুদিতমনাঃ পরমং প্রহৃষ্যমাণঃ।
নিশিচরপতিসংক্ষয়ং বিদিত্বা
সুরগণমধ্যগতো বচস্ত্বরেতি॥ ৩১
ইতি লঙ্কাকাণ্ডে ষড়ধিকশততমঃ সর্গঃ॥ ১০৬॥

সপ্তাধিকশততমঃ সর্গঃ।

সারথিঃ স রথং হৃষ্টঃ পরসৈন্যপ্রধর্ষণম্।
গন্ধর্ব্বনগরাকারং সমুচ্ছ্রিতপতাকিনম্॥ ১

রাম! তুমি একাগ্রচিত্তে এই জগৎপতি দেবদেব দিবাকরকে পূজা করত তিন বার এই 'আদিত্য-হৃদয়' পাঠ কর, তাহা হইলেই যুদ্ধে জয় লাভ করিতে পারিবে। মহাবাহো! আমি নিশ্চয় বলিতেছি, এইরূপ করিলে তুমি মুহূর্ত্তের মধ্যেই রাবণকে বধ করিতে পারিবে।" অগস্ত্য এই কথা বলিয়াই পুনর্ব্বার যথাস্থানে প্রস্থান করিলেন। ঋষিপ্রবর অগস্ত্যের নিকটে 'আদিত্যহৃদয়' শুনিয়া মহাতেজস্বী রঘুনন্দন বিগতশোক হইলেন এবং সংযত হইয়া তিনবার আচমনপূর্ব্বক প্রীতভাবে একাগ্রচিত্তে আদিত্যাভিমুখে দৃষ্টিপাত করত এই 'আদিত্যহৃদয়' জপ করিয়া অত্যন্ত প্রীত হইলেন। তৎপরে বীর্য্যবান্ রাম, রাবণকে সম্মুখে উপস্থিত দেখিয়া ধনুর্ধারণপূর্ব্বক হৃষ্টমনে তাঁহাকে জয় করিতে উদ্যত হইলেন। তখন রামচন্দ্রকে দেখিয়া প্রহৃষ্যমাণ দিবাকর হৃষ্টান্তঃকরণে সত্বর দেবগণের মধ্যে গমন করত রাবণের অবিলম্বে যে নিধন হইবে তাহা ব্যক্ত করিলেন। ২৬—৩১।

সপ্তাধিকশততম সর্গ।

এদিকে রাবণের সারথি হৃষ্টচিত্তে রাবণের রথ লইয়া আসিল। শত্রুসৈন্য-মর্দ্দনকারী সেই রথ উচ্চ

যুক্তং পরমসম্পন্নৈর্বাজিভির্হেমমালিভিঃ।
যুদ্ধোপকরণৈঃ পূর্ণং পতাকাধ্বজমালিনম্ ॥ ২
গ্রসন্তমিব চাকাশং নাদয়ন্তং বসুন্ধরাম্।
প্রণাশং পরসৈন্যানাং স্বসৈন্যস্য প্রহর্ষণম্ ॥ ৩
রাবণস্য রথং ক্ষিপ্রং চোদয়ামাস সারথিঃ।
তমাপতন্তং সহসা স্বনবন্তং মহাধ্বজম্।
রথং রাক্ষসরাজস্য নররাজো দদর্শ হ ॥ ৪
কৃষ্ণবাজিসমাযুক্তং যুক্তং রৌদ্রেণ বর্চসা।
দীপ্যমানমিবাকাশে বিমানং সূর্য্যবর্চসম্ ॥ ৫
তড়িৎপতাকাগহনং দর্শিতেন্দ্রায়ুধপ্রভম্।
শরধারা বিমুঞ্চন্তং ধারাসারমিবাম্বুদম্ ॥ ৬
স দৃষ্ট্বা মেঘসঙ্কাশমাপতন্তং রথং রিপোঃ।
গিরের্বজ্রাভিমৃষ্টস্য দীর্য্যতঃ সদৃশস্বনম্ ॥ ৭
বিস্ফারয়ন্ বৈ বেগেন বালচন্দ্রানতং ধনুঃ।
উবাচ মাতলিং রামঃ সহস্রাক্ষস্য সারথিম্ ॥ ৮
মাতলে পশ্য সংরব্ধমাপতন্তং রথং রিপোঃ ॥ ৯
যথাপসব্যং পততা বেগেন মহতা পুনঃ।
সমরে হন্তুমাত্মানং যথানেন কৃতা মতিঃ ॥ ১০
তদপ্রমাদমাতিষ্ঠ প্রত্যুদ্গচ্ছ রথং রিপোঃ।
বিধ্বংসয়িতুমিচ্ছামি বায়ুর্মেঘমিবোত্থিতম্ ॥ ১১
অবিক্লবমসম্ভ্রান্তমব্যগ্রহৃদয়েক্ষণম্।
রশ্মিসঞ্চারনিয়তং প্রচোদয় রথং দ্রুতম্ ॥ ১২
কামং ন ত্বং সমাধেয়ঃ পুরন্দররথোচিতঃ।
যুযুৎসুরহমেকাগ্রঃ স্মারয়ে ত্বাং ন শিক্ষয়ে ॥ ১৩
পরিতুষ্টঃ স রামস্য তেন বাক্যেন মাতলিঃ।
প্রচোদয়ামাস রথং সুরসারথিসত্তমঃ ॥ ১৪
অপসব্যং ততঃ কুর্ব্বন্ রাবণস্য মহারথম্।
চক্রসমুত্থরজসা রাবণং ব্যবধূনয়ৎ ॥ ১৫
ততঃ ক্রুদ্ধো দশগ্রীবস্তাম্রবিস্ফারিতেক্ষণঃ।
রথপ্রতিমুখং রামং সায়কৈর্ব্যবধূনয়ৎ ॥ ১৬
ধর্ষণামর্ষিতো রামো ধৈর্য্যং রোষেণ লঙ্ঘয়ন্।
জগ্রাহ সুমহাবেগমৈন্দ্রং যুধি শরাসনম্। ১৭
শরাংশ্চ সুমহাবেগান্ সূর্য্যরশ্মিসমপ্রভান্।
তদুপোঢ়ং মহদ্যুদ্ধমন্যোন্যবধকাঙ্ক্ষিণোঃ।
পরস্পরাভিমুখয়োর্দৃপ্তয়োরিব সিংহয়োঃ ॥ ১৮
ততো দেবাঃ সগন্ধর্ব্বাঃ সিদ্ধাশ্চ পরমর্ষয়ঃ।
সমীয়ুর্দ্বৈরথং দ্রষ্টুং রাবণক্ষয়কাঙ্ক্ষিণঃ ॥ ১৯

ধ্বজপতাকায় সুশোভিত, কাঞ্চনমালালঙ্কৃত অতিবেগবান্ ঘোটকগণ দ্বারা সঞ্চালিত। ঐ রথে যুদ্ধে উপকরণসকল সজ্জিত ছিল। শত্রুসৈন্য ঐ রথ দেখিয়া ভয়ে মৃতপ্রায় হয়; নিজ সৈন্যগণ ঐ রথদর্শনে আনন্দে পুলকিত হয়। গন্ধর্ব্বনগরের ন্যায় প্রতীয়মান অতিমনোহর ঐ রাবণের রথ উচ্চতায় যেন আকাশ গ্রাস করত ঘর্ঘরশব্দে পৃথিবী প্রতিধ্বনিত করিয়া আসিতে লাগিল। নররাজ রাম দেখিলেন,—রাক্ষসরাজের মহাধ্বজশোভী রথ উচ্চ ঘর্ঘরশব্দ করিতে করিতে আসিতেছে। কৃষ্ণবর্ণ অশ্বগণ শোভিত অতিশয় তেজস্বী সূর্য্যের ন্যায় প্রতীয়মান বিমানতুল্য ঐ রথ পতাকারূপ সৌদামিনীদ্বারা গহন, রাবণ-ধনু-রূপ ইন্দ্রধনুদ্বারা সুশোভিত এবং বাণরূপ-বারিধারাবর্ষণকারী সেই রথ, জলধারাবর্ষীর ন্যায় শোভা পাইতেছে। ১—৬। রামচন্দ্র, বজ্রাঘাতে বিদীর্য্যমাণ ভূধরের ন্যায়, শব্দায়মান সেই মেঘসদৃশ শত্রুরথকে সহসা আপতিত হইতে দেখিয়া সবেগে বালচন্দ্রের ন্যায়, আনত স্বীয় ধনু বিস্ফারণপূর্ব্বক দেবরাজসারথি মাতলিকে বলিলেন, মাতলে! ঐ দেখ, শত্রু ক্রোধভরে পুনরায় রথ সঞ্চালিত করত এই দিকে আসিতেছে। এ যখন পুনর্ব্বার দক্ষিণাবর্ত্ত গতিতে মহাবেগে রণমধ্যে আসিয়েছে, তখন বোধ হয় আত্মবিনাশেই কৃতসংকল্প হইয়া থাকিবে; সুতরাং তুমি শত্রুর দিকে যাইয়া সাবধানে অবস্থান কর, কেননা বায়ু যেরূপ মেঘকে অপসারিত করে, সেইরূপ আমি ইহাকে বধ করিতে ইচ্ছা করি। তুমি ক্ষুব্ধ বা সম্ভ্রান্ত না হইয়া অবিচলিতভাবে অব্যগ্রলোচনে রশ্মি সংযমন-পূর্ব্বক শীঘ্র রথ লইয়া চল। ৭—১২। তুমি ইন্দ্রের সারথি, সুতরাং তোমাকে শিক্ষা দিবার কিছুই নাই; তবে যুদ্ধাভিলাষী হইয়া কেবল যুদ্ধসময়ের ইতিকর্ত্তব্য তোমাকে স্মরণ করাইয়া দিতেছি। শিক্ষা দিবার অভিপ্রায়ে এরূপ বলিতেছি না। সুরসারথি-সত্তম মাতলি রামচন্দ্রের এতাদৃশ কথায় পরম আহ্লাদিত হইয়া অশ্বসকলকে সঞ্চালিত করিলেন; এবং চক্রসমুদ্ভূত ধূলি-পটলদ্বারা দশাননের রথ ও দশাননকে কাঁপাইয়া তুলিলেন। তখন দশানন কোপভরে আরক্তচক্ষু হইয়া রামাভিমুখে রথ পরিবর্ত্তিত করত বাণসকল দ্বারা তাঁহাকে উৎপীড়িত করিতে লাগিলেন। তখন রামচন্দ্র রণমধ্যে তাঁহার বাণজালে আচ্ছন্ন হইয়াও কোপভরে কোনরূপে ধৈর্য্য অবলম্বনপূর্ব্বক মহাবেগযুক্ত সুমহৎ ঐন্দ্রধনু লইয়া সূর্য্যরশ্মির ন্যায় প্রভাবিশিষ্ট মহাবেগশালী বাণসকল ক্ষেপণ করিতে লাগিলেন। এইরূপে ক্রুদ্ধ সিংহযুগলের ন্যায়, সম্মুখে অবস্থানপূর্ব্বক পরস্পর বধাভিলাষী সেই বীরদ্বয়ের তুমুল যুদ্ধ আরম্ভ হইল। ১৩—১৮। সেই সময়ে রাবণবধাভিলাষী দেব, গন্ধর্ব্ব, সিদ্ধ ও

সমুৎপেতুরথোৎপাতা দারুণা রোমহর্ষণাঃ।
রাবণস্ত বিনাশায় রাঘবস্তোদয়ায় চ॥ ২০
ববর্ষ রুধিরং দেবো রাবণস্ত রথোপরি।
বাতা মণ্ডলিনস্তীব্রা ব্যপসব্যং প্রচক্রমুঃ॥ ২১
মহদ্‌গৃধ্রকুলং চাস্ত ভ্রমমাণং নভস্তলে।
যেন যেন রথো যাতি তেন তেন প্রধাবতি॥ ২২
সন্ধ্যয়া চাবৃতা লঙ্কা জবাপুষ্পনিকাশয়া।
দৃশ্যতে সংপ্রদীপ্তেব দিবসেহপি বসুন্ধরা॥ ২৩
সনির্ঘাতা মহোল্কাশ্চ সম্প্রপেতুর্মহাস্বনাঃ।
বিষাদয়ংস্তে রক্ষাংসি রাবণস্ত তদাহিতাঃ॥ ২৪
রাবণশ্চ যতস্তত্র প্রচচাল বসুন্ধরা।
রক্ষসাঞ্চ প্রহরতাং গৃহীতা ইব বাহবঃ॥ ২৫
তাম্রাঃ পীতাঃ সিতাঃ কৃষ্ণাঃ পতিতাঃ সূর্য্যরশ্ময়ঃ।
দৃশ্যন্তে রাবণস্তাগ্রে পর্ব্বতস্তেব ধাতবঃ॥ ২৬
গৃধ্রৈরনুগতাশ্চাস্ত বমন্ত্যো জ্বলনং মুখৈঃ।
প্রণেদুর্মুখমীক্ষন্ত্যঃ সংরব্ধমশিবাঃ শিবাঃ॥ ২৭
প্রতিকূলং ববৌ বায়ু রণে পাংশূন্ সমুৎকিরন্।
তস্ত রাক্ষসরাজস্ত কুর্ব্বন্ দৃষ্টিবিলোপনম্॥ ২৮
নিপেতুরিন্দ্রাশনয়ঃ সৈন্তে চাস্ত সমন্ততঃ।
দুর্ব্বিষহস্বরা ঘোরা বিনা জলধরোদয়ম্॥ ২৯
দিশশ্চ প্রদিশঃ সর্ব্বা বভূবুস্তিমিরাবৃতাঃ।
পাংশুবর্ষেণ মহতা দুর্দ্দর্শঞ্চ নভোহভবৎ॥ ৩০
কুর্ব্বন্ত্যঃ কলহং ঘোরং শারিকাস্তদ্রথং প্রতি।
নিপেতুঃ শতশস্তত্র দারুণং দারুণারুতাঃ॥ ৩১
জঘনেভ্যঃ স্ফুলিঙ্গাংশ্চ নেত্রেভ্যোহশ্রূণি সন্ততম্।
মুমুচুস্তস্ত তুরগাস্তুল্যমগ্নিঞ্চ বারি চ॥ ৩২
এবং প্রকারা বহবঃ সমুৎপাতা ভয়াবহাঃ।
রাবণস্ত বিনাশায় দারুণাঃ সম্প্রজজ্ঞিরে॥ ৩৩
রামস্তাপি নিমিত্তানি সৌম্যানি চ শিবানি চ।
বভূবুর্জ্জয়শংসীনি প্রাদুর্ভূতানি সর্ব্বশঃ॥ ৩৪
নিমিত্তানীহ সৌম্যানি রাঘবস্ত জয়ায় চ।
দৃষ্ট্বা পরমসংহৃষ্টো হতং মেনে চ রাবণম্॥ ৩৫
ততো নিরীক্ষ্যাত্মগতানি রাঘবো
রণে নিমিত্তানি নিমিত্তকোবিদঃ।
জগাম হর্ষঞ্চ পরাঞ্চ নির্বৃতিং
চকার যুদ্ধে হ্যধিকঞ্চ বিক্রমম্॥ ৩৬

ইতি লঙ্কাকাণ্ডে সপ্তাধিকশততমঃ সর্গঃ॥ ১০৭॥

পরমর্ষিগণ তাঁহাদের দ্বৈরথ-যুদ্ধ দেখিবার নিমিত্ত সমবেত হইলেন; পরে রামচন্দ্রের অভ্যুদয় এবং দশাননের বধের নিমিত্ত নিদারুণ রোমহর্ষণ উৎপাত সকল উত্থিত হইতে লাগিল,—পর্জ্জন্যদেব রাবণের রথোপরি রক্ত বর্ষণ করিলেন এবং তীব্র বায়ুমণ্ডল তাঁহাকে দক্ষিণে রাখিয়া প্রবাহিত হইতে লাগিল। তাঁহার রথ যে যে দিকে গমন করিতে লাগিল, আকাশ-পথে ভ্রমমাণ গৃধ্রগণও সেই সেই দিকে রথোপরি বিচরণ করিতে আরম্ভ করিল। সেই দিবাভাগেও লঙ্কানগরী জবাপুষ্পতুল্য সন্ধ্যারাগে রঞ্জিত হইল। সমগ্র লঙ্কাদ্বীপ যেন প্রজ্বলিত বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। রাবণের অমঙ্গলসূচক মহোল্কা সকল বজ্রতুল্য মহারবে রাক্ষসগণকে বিষণ্ণ করত পতিত হইল। যে স্থানে রাবণ ছিলেন, সেই স্থানের ভূভাগ বারংবার কাঁপিতে লাগিল এবং রাক্ষস-যোধগণের বাহু সকল স্তব্ধ হইয়া গেল। ১৯—২৫। রাক্ষসরাজের সম্মুখবর্ত্তী সূর্য্যরশ্মি সকল পার্ব্বতীয় ধাতুর ন্যায় তাম্র, পীত, শুক্ল ও কৃষ্ণবর্ণ দেখা যাইতে লাগিল; নিতান্ত অশুভজনক শিবাগণ গৃধ্রগণকর্তৃক অনুগত হইয়া, অগ্নিশিখা উদ্গারণ করিতে করিতে রাবণের মুখের দিকে দৃষ্টিপাতপূর্ব্বক ক্রোধসহকারে রব করিতে লাগিল। বায়ু ধূলিরাশি উড়াইয়া, রাবণের দৃষ্টি লোপ করিয়া প্রতিকূলে প্রবাহিত হইতে লাগিল। তাঁহার সেনার উপরে বিনামেঘে ভীষণ, বজ্রাঘাত হইতে লাগিল। ঘনীভূত ধূলিজালে দিক্ ও বিদিক্ সকল ঘোর অন্ধকারে আচ্ছন্ন এবং আকাশমণ্ডল দুর্দ্দর্শ হইল। ২৬—৩০। শত শত শারিকা ঘোর ও নিদারুণ কলহ করিতে করিতে দারুণস্বরে তাঁহার রথের উপর পতিত হইল। তাঁহার অশ্বগণ জঘন হইতে স্ফুলিঙ্গ এবং নেত্র হইতে অশ্রু মোচন করায় তাহাদের দেহ হইতে এককালে অগ্নি ও জল বাহির হইতে লাগিল। সেই সময়ে রাবণের বধসূচক এইরূপ বহুবিধ ভয়াবহ নিদারুণ উৎপাত সকল প্রাদুর্ভূত হইল। রামচন্দ্রের বিজয়সূচক সৌম্য ও মঙ্গলসূচক সর্ব্বপ্রকার সুনিমিত্ত প্রাদুর্ভূত হইল। সেই সময় রাঘব কপিগণ রামচন্দ্রের বিজয়সূচক সেই সুনিমিত্ত সকল দেখিয়া, পরম আহ্লাদিত হইল এবং রাবণকে নিহত বলিয়াই মনে করিল। নিমিত্তজ্ঞ রামচন্দ্রও আপনার পক্ষে এই সকল সুনিমিত্ত দেখিয়া, হৃষ্ট ও আহ্লাদিত হইয়া যুদ্ধে সমধিক বিক্রম প্রকাশ করিতে লাগিলেন। ৩১—৩৬।

অষ্টাধিকশততমঃ সর্গঃ।

ততঃ প্রবৃত্তমত্যর্থং রামরাবণয়োস্তদা।
সুমহদ্দ্বৈরথং যুদ্ধং সর্ব্বলোকভয়াবহম্॥ ১
ততো রাক্ষসসৈন্যঞ্চ হরীণাঞ্চ মহদ্বলম্।
প্রগৃহীতপ্রহরণং নিশ্চেষ্টং সমবর্ত্তত॥ ২
সম্প্রযুক্তৌ ততো দৃষ্ট্বা বলবন্নররাক্ষসৌ।
ব্যাক্ষিপ্তহৃদয়াঃ সর্ব্বে পরং বিস্ময়মাগতাঃ॥ ৩
নানাপ্রহরণৈর্ব্যগ্রৈর্ভুজৈর্বিস্মিতবুদ্ধয়ঃ।
তস্থুঃ প্রেক্ষ্য চ সংগ্রামং নাভিজগ্মুঃ পরস্পরম্॥ ৪
রক্ষসাং রাবণঞ্চাপি বানরাণাঞ্চ রাঘবম্।
পশ্যতাং বিস্মিতাক্ষাণাং সৈন্যং চিত্রমিবাবভৌ॥ ৫
তৌ তু তত্র নিমিত্তানি দৃষ্ট্বা রাঘবরাবণৌ।
কৃতবুদ্ধী স্থিরামর্ষৌ যুযুধাতে হ্যভীতবৎ॥ ৬
জেতব্যমিতি কাকুৎস্থো মর্ত্তব্যমিতি রাবণঃ।
ধৃতৌ স্ববীর্য্যসর্ব্বস্বং যুদ্ধেঽদর্শয়তাং তদা॥ ৭
ততঃ ক্রোধাদ্দশগ্রীবঃ শরান্ সন্ধায় বীর্য্যবান্।
মুমোচ ধ্বজমুদ্দিশ্য রাঘবস্য রথে স্থিতম্॥ ৮
তে শরাস্তমনাসাদ্য পুরন্দররথধ্বজম্।
রথশক্তিং পরামৃশ্য নিপেতুর্ধরণীতলে॥ ৯
ততো রামোঽপি সংক্রুদ্ধশ্চাপমাকৃষ্য বীর্য্যবান্।
কৃতপ্রতিকৃতং কর্ত্তুং মনসা সম্প্রচক্রমে॥ ১০
রাবণধ্বজমুদ্দিশ্য মুমোচ নিশিতং শরম্।
মহাসর্পমিবাসহ্যং জ্বলন্তং স্বেন তেজসা॥ ১১
রামশ্চিক্ষেপ তেজস্বী কেতুমুদ্দিশ্য সায়কম্।
জগাম স মহীং ভিত্ত্বা দশগ্রীবধ্বজং শরঃ॥ ১২
স নিকৃত্তোঽপতদ্ভূমৌ রাবণস্যন্দনধ্বজঃ।
ধ্বজস্যোন্মথনং দৃষ্ট্বা রাবণঃ সুমহাবলঃ॥ ১৩
সম্প্রদীপ্তোঽভবৎ ক্রোধাদমর্ষাৎ প্রদহন্নিব।
স রোষবশমাপন্নঃ শরবর্ষং ববর্ষ হ॥ ১৪
রামস্য তুরগান্ দীপ্তৈঃ শরৈর্বিব্যাধ রাবণঃ।
তে দিব্যা হরয়স্তত্র নাস্খলন্নাপি বভ্রমুঃ॥ ১৫
বভূবুঃ স্বস্থহৃদয়াঃ পদ্মনালৈরিবাহতাঃ।
তেষামসম্ভ্রমং দৃষ্ট্বা বাজিনাং রাবণস্তদা॥ ১৬
ভূয় এব সুসংক্রুদ্ধঃ শরবর্ষং মুমোচ হ।
গদাশ্চ পরিঘাংশ্চৈব চক্রাণি মুষলানি চ॥ ১৭
গিরিশৃঙ্গাণি বৃক্ষাংশ্চ তথা শূলপরশ্বধান্।
মায়াবিহিতমেতত্তু শস্ত্রবর্ষমপাতয়ৎ।
সহস্রশস্তদা বাণানশ্রান্তহৃদয়োদ্যমঃ॥ ১৮
তুমুলং ত্রাসজননং ভীমং ভীমপ্রতিস্বনম্।

অষ্টাধিকশততম সর্গ।

তৎপরে রাম ও রাবণের সর্ব্বলোক-ভয়াবহ সুমহৎ দ্বৈরথ যুদ্ধ আরম্ভ হইল। রাক্ষস ও বানরসেনাগণ অস্ত্রহস্তে নিশ্চেষ্টভাবে দণ্ডায়মান রহিল। সেই সময়ে সেই বলবান্ নর ও রাক্ষস পরস্পর সমরাসক্ত হইলে, সকলেই একান্ত বিস্মিত হইল। সেই বিশালবাহু সৈনিকগণ তাঁহাদিগকে দেখিয়া, বহুবিধ অস্ত্র উদ্যত করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। কিন্তু পরস্পর কেহ কাহারও সহিত যুদ্ধাসক্ত হইল না। রাক্ষসসেনাগণ রাবণের এবং বানরসেনাগণ রামচন্দ্রের প্রতি বিস্মিতভাবে দৃষ্টি নিক্ষেপ করত চিত্রার্পিতের ন্যায় প্রতীয়মান হইতে লাগিল। ১—৫। নিমিত্তদর্শনে রাম এবং রাবণ ক্রোধে বিচলিত না হইয়া একাগ্রমনে নির্ভয়ে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। সেই সময়ে—রামচন্দ্র 'জয় করিতে হইবে',—এই দৃঢ় নিশ্চয় করিয়া স্বীয় শক্তি প্রদর্শন করিতে লাগিলেন। রাবণ—"মরিতে হয়, তাহাও স্বীকার, তথাপি যুদ্ধ করিতে বিরত হইব না" এইরূপ দৃঢ়নিশ্চয় হইয়া আপনার সম্পূর্ণ বীর্য্য দেখাইতে লাগিলেন। বীর্য্যবান্ দশগ্রীব, রঘুনন্দনের রথস্থিত ধ্বজ লক্ষ্য করিয়া, বাণ-সমূহ সন্ধান ও ক্ষেপণ করিলে, সেই বাণ সকল ইন্দ্রের রথধ্বজ স্পর্শ করিতে না পারিয়া, দিব্যরথের মহিমায় ধরণীতলে পতিত হইল। তাহা দেখিয়া বীর্য্যবান্ রামও রাবণকৃত কার্য্যের প্রতিকার করণে ইচ্ছুক হইয়া, রাবণের রথধ্বজ লক্ষ্য করিয়া স্বীয় তেজে প্রজ্বলিত অসহ্য মহাসর্পতুল্য শাণিত শর ক্ষেপণ করিলেন। ৬—১১। তেজস্বী রামকর্ত্তৃক ধ্বজোদ্দেশে নিক্ষিপ্ত সেই বাণ, রাবণের রথধ্বজ ছেদনপূর্ব্বক ধরণীগর্ভে প্রবেশ করিল এবং সেই ছিন্ন ধ্বজও ভূমিতলে পতিত হইল। আপন রথধ্বজ উন্মথিত হইল দেখিয়া, মহাবল দশানন যেন সকল লোককে দগ্ধ করিবার নিমিত্তই ক্রোধে জ্বলিত হইয়া উঠিলেন এবং ক্রোধে অন্ধ হইয়া বাণবর্ষণপূর্ব্বক প্রদীপ্ত বাণনিচয়দ্বারা দাশরথির অশ্বগণকে বিদ্ধ করিলেন। কিন্তু সেই অশ্বগণ কিছুমাত্র স্খলিত বা সম্ভ্রান্ত হইল না; প্রত্যুত পদ্মনালদ্বারা যেন আহত হইল মনে করিয়া স্বস্থ রহিল। অশ্বগণ বাণ-প্রহারে কাতর হইল না দেখিয়া, রাবণ পুনর্ব্বার বাণবর্ষণ করিতে লাগিলেন। তিনি অশ্রান্তহৃদয়ে এবং উদ্যমসহকারে মায়াবিনির্ম্মিত অসংখ্য গদা, পরিঘ, চক্র, মুষল, শূল, পরশু, গিরিশৃঙ্গ, বৃক্ষ ও অন্য বহুবিধ শস্ত্র নিক্ষেপ করিলেন। ১২—১৮। এইরূপে তাঁহাদের

তয়োর্ষমভবদ্‌যুদ্ধং নৈকশস্ত্রময়ং মহৎ ॥ ১৯
বিমুচ্য রাঘবরথং সমন্তাদ্বানরে বলে ।
সায়কৈরন্তরিক্ষঞ্চ চকার সুনিরন্তরম্ ॥ ২০
মুমোচ চ দশগ্রীবো নিঃসঙ্গেনান্তরাত্মনা ॥ ২১
ব্যবসায়মানং তং দৃষ্ট্বা তৎপরং রাবণং রণে ।
প্রহসন্নিব কাকুৎস্থঃ সন্দধে নিশিতাঞ্ছরান্ ॥ ২২
স মুমোচ ততো বাণান্ শতশোঽথ সহস্রশঃ ।
তান্ দৃষ্ট্বা রাবণশ্চক্রে স্বশরৈঃ খং নিরন্তরম্ ॥ ২৩
তাভ্যাং নিযুক্তেন তদা শরবর্ষেণ ভাস্বতা ।
শরবদ্ধমিবাভাতি দ্বিতীয়ং ভাস্বদম্বরম্ ॥ ২৪
নানিমিত্তোঽভবদ্বাণো নানির্ভেত্তা ন নিষ্ফলঃ ॥
অন্যোন্যমভিসংহত্য নিপেতুর্ধরণীতলে ॥ ২৫
তথা বিসৃজতোর্বাণান্ রামরাবণয়োর্মৃধে ।
প্রাযুধ্যেতামবিচ্ছিন্নমস্যন্তৌ সব্যদক্ষিণম্ ।
চক্রতুশ্চ শরৈর্ঘোরৈর্নিরুচ্ছ্বাসমিবাম্বরম্ ॥ ২৬
রাবণস্য হয়ান্ রামো হয়ান্ রামস্য রাবণঃ ।
জঘ্নতুস্তৌ তদান্যোন্যং কৃতানুকৃতকারিণৌ ॥ ২৭
এবন্তু তৌ সুসংক্রুদ্ধৌ চক্রতুর্যুদ্ধমুত্তমম্ ।
মুহূর্ত্তমভবদ্ যুদ্ধং তুমুলং রোমহর্ষণম্ ॥ ২৮
প্রযুদ্ধমানৌ সমরে মহাবলৌ
শিতৈঃ শরৈ রাবণলক্ষ্মণাগ্রজৌ ।
ধ্বজাবপাতেন স রাক্ষসাধিপো
ভৃশং প্রচুক্রোধ তদা রঘূত্তমে ॥ ২৯

ইতি লঙ্কাকাণ্ডে অষ্টাধিকশততমঃ সর্গঃ ॥ ১০৮ ॥

নবাধিকশততমঃ সর্গঃ ।

তৌ তথা যুধ্যমানৌ তু সমরে রামরাবণৌ ।
দদৃশুঃ সর্ব্বভূতানি বিস্মিতেনান্তরাত্মনা ॥ ১
অর্দ্দয়ন্তৌ তু সমরে তয়োস্তৌ স্যন্দনোত্তমৌ ।
পরস্পরমভিক্রুদ্ধৌ পরস্পরমভিদ্রুতৌ ॥ ২
পরস্পরবধে যুক্তৌ ঘোররূপৌ বভূবতুঃ ।
মণ্ডলানি চ বীথীশ্চ গতপ্রত্যাগতানি চ ।
দর্শয়ন্তৌ বহুবিধাং সূতৌ সারথ্যজাং গতিম্ ॥ ৩
অর্দ্দয়ন্ রাবণং রামো রাঘবঞ্চাপি রাবণঃ ।
মায়াবশসমাপন্নৈঃ প্রবর্ত্তননিবর্ত্তনৈঃ ॥ ৪
ক্ষিপতোঃ শরজালানি তয়োস্তৌ স্যন্দনোত্তমৌ ।
চেরতুঃ সংযুগমহীং সাসারৌ জলদাবিব ॥ ৫
দর্শয়িত্বা তদা তৌ তু গতিং বহুবিধাং রণে ।
পরস্পরস্যাভিমুখৌ পুনরেব চ তস্থতুঃ ॥ ৬

ত্রাসজনক ভীষণপ্রতিধ্বনিপূর্ণ ভয়ঙ্কর ও বহুবিধ শরবর্ষণরূপ তুমুল যুদ্ধ হইতে লাগিল। সেই সময়ে রাবণ প্রাণের আশা পরিত্যাগ করিয়াই, রামের রথ পরিত্যাগ করিয়া বাণসমূহদ্বারা কেবল বানরবল এবং আকাশমণ্ডলকে আচ্ছন্ন করিলেন। যখন দশাননকে রণমধ্যে বাণসন্ধানে তৎপর দেখিয়া, রঘুনন্দন হাসিতে হাসিতে শতসহস্র বাণ সন্ধান ও ক্ষেপণ করিলেন। তাহা দেখিয়া রাক্ষসরাজও বাণসমূহদ্বারা আকাশমণ্ডল আচ্ছন্ন করিলেন। সেই সময়ে তাঁহাদের উভয়কর্তৃক নিক্ষিপ্ত প্রদীপ্তবাণবর্ষণে, আকাশে যেন অন্য একটী বাণময় আকাশ হইয়া উঠিল। রণমধ্যে রাম রাবণের প্রতি এবং রাবণ রামের প্রতি যে সকল শর ক্ষেপণ করিলেন, তাহার কোনটীই নিষ্ফল হইল না। প্রত্যেকটীই লক্ষ্যে পতিত হইয়া লক্ষ্যভেদ করিল। সকল বাণই পরস্পরকে প্রহার করিয়া ধরণীতলে পতিত হইতে লাগিল। ১৯—২৫। তাঁহারা সমরাসক্ত হইয়া বাম ও দক্ষিণ উভয় পার্শ্বে ধনুঃ সঞ্চালনপূর্ব্বক এরূপ ঘোর বাণবর্ষণ করিতে লাগিলেন যে, [ন]ভোমণ্ডল অবকাশশূন্য হইল। উভয়েই প্রতীকারপরায়ণ হইয়া রামচন্দ্র রাবণের এবং রাবণ রামচন্দ্রের অশ্বগণকে বিঁধিলেন। এইরূপে সেই মহাবল রাবণ ও লক্ষ্মণাগ্রজ রামচন্দ্র শাণিত বাণসমূহদ্বারা যুদ্ধ করিতে লাগিলেন; কিন্তু রথধ্বজ নিপতিত হওয়ায়, রাক্ষসরাজ রঘুনন্দনের উপর অত্যন্ত কোপান্বিত হইয়া উঠিলেন। ২৬—২৯।

নবাধিকশততম সর্গ।

তৎকালে নিখিল প্রাণীই, সাতিশয় বিস্মিতচিত্তে সেই ভীষণ সমরে রাম-রাবণের যুদ্ধ দেখিতে লাগিল। তাঁহারা অত্যন্ত ক্রুদ্ধ ও পরস্পরের উপরে ধাবিত হইয়া উভয়ের সেই উত্তম রথযুগল বিমর্দ্দিত করিতে লাগিলেন। সেই ঘোররূপ বীরদ্বয় পরস্পর বধেচ্ছু হইলে, উভয় রথের সারথী স্ব স্ব বহুবিধ শিক্ষাকৌশল দেখাইবার নিমিত্ত, মণ্ডলবীথি ও গত প্রত্যাগতাদি বিবিধ গতিতে বিচরণ করিতে লাগিল। মায়া দ্বারা সম্পাদিত প্রবর্ত্তন এবং নিবর্ত্তনদ্বারা রাম রাবণকে এবং রাবণ রামকে পীড়িত করিলেন। সেই সময়ে তাঁহারা বারিধারার ন্যায় বাণ বর্ষণ করিতে লাগিলেন। রণভূমিতে বিচরণশীল তাঁহাদের সেই উত্তম রথদ্বয় জলধারাবর্ষী মেঘযুগলের ন্যায় প্রতীয়মান হইতে লাগিল। উভয়ের সারথিও রণমধ্যে বহুবিধ গতি দেখাইয়া পুনরায় পরস্পরের অভিমুখে রথ স্থাপন

ধুরং ধুরেণ রথয়োর্বক্ত্রং বক্ত্রেণ বাজিনাম্।
পতাকাশ্চ পতাকাভিঃ সমীয়ুঃ স্থিতয়োস্তদা ॥ ৭
রাবণস্য ততো রামো ধনুর্মুক্তৈঃ শিতৈঃ শরৈঃ।
চতুর্ভিশ্চতুরো দীপ্তান্ হয়ান্ প্রত্যপসর্পয়ৎ ॥ ৮
স ক্রোধবশমাপন্নো হয়ানামপসর্পণে।
মুমোচ নিশিতান্ বাণান্ রাঘবায় দশাননঃ ॥ ৯
সোঽতিবিদ্ধো বলবতা দশগ্রীবেণ রাঘবঃ।
জগাম ন বিকারঞ্চ ন চাপি ব্যথিতোঽভবৎ ॥ ১০
চিক্ষেপ চ পুনর্বাণান্ বজ্রসারসমস্বনান্।
সারথিং বজ্রহস্তস্য সমুদ্দিশ্য দশাননঃ ॥ ১১
মাতলেস্তু মহাবেগাঃ শরীরে পাতিতাঃ শরাঃ।
ন সূক্ষ্মমপি সম্মোহং ব্যথাং বা প্রদদুর্যুধি ॥ ১২
তয়া ধর্ষণয়া ক্রুদ্ধো মাতলের্ন তথাত্মনঃ।
চকার শরজালেন রাঘবো বিমুখং রিপুম্ ॥ ১৩
বিংশতিং ত্রিংশ(তং)তিং ষষ্টিং শতশোঽথ সহস্রশঃ।
মুমোচ রাঘবো বীরঃ সায়কান্ স্যন্দনে রিপোঃ ॥ ১৪
রাবণোঽপি ততঃ ক্রুদ্ধো রথস্থো রাক্ষসেশ্বরঃ।
গদামুষলবর্ষেণ রামং প্রত্যর্দয়দ্রণে ॥ ১৫

তৎ প্রবৃত্তং পুনর্যুদ্ধং তুমুলং রোমহর্ষণম্ ॥ ১৬
গদানাং মুষলানাঞ্চ পরিঘাণাঞ্চ নিঃস্বনৈঃ।
শরাণাং পুঙ্খবাতৈশ্চ ক্ষুভিতাঃ সপ্তসাগরাঃ ॥ ১৭
ক্ষুব্ধানাং সাগরাণাঞ্চ পাতালতলবাসিনঃ।
ব্যথিতা দানবাঃ সর্ব্বে পন্নগাশ্চ সহস্রশঃ ॥ ১৮
চকম্পে মেদিনী কৃৎস্না সশৈলবনকাননা।
ভাস্করো নিষ্প্রভশ্চাসীন্ন ববৌ চাপি মারুতঃ ॥ ১৯
ততো দেবাঃ সগন্ধর্ব্বাঃ সিদ্ধাশ্চ পরমর্ষয়ঃ।
চিন্তামাপেদিরে সর্ব্বে সকিন্নরমহোরগাঃ ॥ ২০
স্বস্তি গোব্রাহ্মণেভ্যস্তু লোকাস্তিষ্ঠন্তু শাশ্বতাঃ।
জয়তাং রাঘবঃ সংখ্যে রাবণং রাক্ষসেশ্বরম্ ॥ ২১
এবং জপন্তোঽপশ্যংস্তে দেবাঃ সর্ষিগণাস্তদা।
রামরাবণয়োর্যুদ্ধং সুঘোরং রোমহর্ষণম্ ॥ ২২
গন্ধর্ব্বাপ্সরসাং সঙ্ঘা দৃষ্ট্বা যুদ্ধমনুপমম্।
সাগরঃ সাগরপ্রখ্যমম্বরং সাগরোপমম্ ॥ ২৩
রামরাবণয়োর্যুদ্ধং রামরাবণয়োরিব।
এবং ব্রুবন্তো দদৃশুস্তদ্ যুদ্ধং রামরাবণম্ ॥ ২৪
ততঃ ক্রোধান্মহাবাহু রঘূণাং কীর্ত্তিবর্দ্ধনঃ।
সন্ধায় ধনুষা রামঃ শরমাশীবিষোপমম্।
রাবণস্য শিরোঽচ্ছিন্দচ্ছ্রীমজ্জ্বলিতকুণ্ডলম্ ॥ ২৫
তচ্ছিরঃ পতিতং ভূমৌ দৃষ্টং লোকৈস্ত্রিভিস্তদা।

করিল। সেই রথদ্বয় পরস্পর সম্মুখীন হইলে, তাহাদের ধুর ও পতাকা এবং অশ্বগণের মুখসকল সমরেখায় অবস্থিত বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। পরে রামচন্দ্র ধনুর্মুক্ত শাণিত বাণসমূহদ্বারা রাবণের প্রদীপ্ত চারিটি অশ্বকে এরূপ আঘাত করিলেন যে, তাহারা আপন আপন পশ্চার্দ্ধের দিকে মুখ ফিরাইয়া রহিল। অশ্বগণকে বিচলিত দেখিয়া দশাননও ক্রোধে অধীর হইয়া, রামচন্দ্রাভিমুখে শাণিত বাণ সকল নিক্ষেপ করিলেন। ১—৯। কিন্তু রামচন্দ্র বলবান্ দশাননকর্তৃক অতিবিদ্ধ হইয়াও ব্যথিত বা কোনরূপ বিকার প্রাপ্ত হইলেন না। তখন দশানন ইন্দ্রসারথিকে লক্ষ্য করিয়া পুনরায় বজ্রতুল্য-শব্দকারী বাণসকল ক্ষেপণ করিলেন; কিন্তু রণমধ্যে মাতলির গাত্রে মহাবেগে পতিত সেই বাণ সকল তাঁহাকে কোনরূপে ব্যথিত বা মোহিত করিতে পারিল না। সেই মাতলিকে রাবণকর্ত্তৃক ধর্ষিত দেখিয়া, রামচন্দ্র অত্যন্ত কোপান্বিত হইয়া বাণজাল দ্বারা আপন শত্রুকে বিমুখ করিলেন। বীর রঘুনন্দন, একেবারে বিংশতি ত্রিংশৎ শত ও সহস্র-সংখ্যক বাণ শত্রুর রথাভিমুখে নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। রথিপ্রবর রাক্ষসেশ্বর রাবণও কোপান্বিত হইয়া গদা ও মুষল বর্ষণ করিয়া রণমধ্যস্থিত রামচন্দ্রকে প্রহার করিলেন। ১০—১৫।

এইরূপে লোমহর্ষণ তুমুল যুদ্ধ হইতে থাকিলে, গদা মুষল ও পরিঘ সকলের শব্দে এবং বাণ সকলের পুঙ্খ-বাতে সপ্তসাগরও সংক্ষুব্ধ হইল। তখন পাতাল-তলবাসী দানব এবং সহস্র সহস্র সর্প ব্যথিত হইয়া পড়িল। গিরি ও বন সকলের সহিত সমগ্রা বসুন্ধরা কাঁপিতে লাগিলেন ও সূর্য্য প্রভাহীন এবং সমীরণ নিস্তব্ধ হইলেন। তখন দেবতা, গন্ধর্ব্ব, সিদ্ধ, পরমর্ষি, কিন্নর ও মহোরগগণ অত্যন্ত চিন্তিত হইলেন। দেবগণ ও ঋষিগণ,—"গো ব্রাহ্মণ সকলের মঙ্গল হউক;—লোক সকল নিরাপদ্ হউক এবং রামচন্দ্র রণমধ্যে রাক্ষসরাজ রাবণকে জয় করুন"—এইরূপে রামচন্দ্রের বিজয় কামনাপূর্ব্বক রাম-রাবণের ঘোররূপ রোমহর্ষণ যুদ্ধ দেখিতে লাগিলেন। গন্ধর্ব্ব এবং অপ্সরাগণ—"সাগর যেমন সাগরের ন্যায়,—আকাশ যেমন আকাশের ন্যায়, সেইরূপ রামরাবণের যুদ্ধ রামরাবণের যুদ্ধের ন্যায়, ইহার অন্য আর উপমা নাই" এইরূপ বলিতে বলিতে সেই অদ্ভুত যুদ্ধ দেখিতে লাগিল। ১৬—২৪। পরে রঘুবংশীয়গণের কীর্ত্তিবর্দ্ধন মহাবাহু রামচন্দ্র, আপন ধনুতে সর্পতুল্য বাণ সন্ধানপূর্ব্বক রাবণের শোভা-যুক্ত ও কুণ্ডলদ্বয়দ্বারা সমুজ্জ্বল মস্তক ছেদন করি-

তথৈব সদৃশং চান্যদ্রাবণস্যোত্থিতং শিরঃ ॥ ২৬
তৎ ক্ষিপ্রং ক্ষিপ্রহস্তেন রামেণ ক্ষিপ্রকারিণা ।
দ্বিতীয়ং রাবণশিরশ্ছিন্নং সংযতি সায়কৈঃ ॥ ২৭
ছিন্নমাত্রঞ্চ তচ্ছীর্ষং পুনরেব প্রদৃশ্যতে ।
তদপ্যশনিসঙ্কাশৈশ্ছিন্নং রামস্য সায়কৈঃ ॥ ২৮
এবমেব শতং ছিন্নং শিরসাং তুল্যবর্চ্চসাম্ ।
ন চৈব রাবণস্যান্তো দৃশ্যতে জীবিতক্ষয়ে ॥ ২৯
ততঃ সর্ব্বাস্ত্রবিদ্বীরঃ কৌসল্যানন্দবর্দ্ধনঃ ।
বিমৈর্বহুভির্যুক্তশ্চিন্তয়ামাস রাঘবঃ ॥ ৩০
মারীচো নিহতো যৈস্তু খরো যৈস্তু সদূষণঃ ।
ক্রৌঞ্চারণ্যে বিরাধস্তু কবন্ধো দণ্ডকাবনে ॥ ৩১
যৈঃ শালা গিরয়ো ভগ্না বালী চ ক্ষুভিতোঽম্বুধিঃ ।
ত ইমে সায়কাঃ সর্ব্বে যুদ্ধে প্রাত্যয়িকা মম ॥ ৩২
কিন্নু তৎ কারণং যেন রাবণে মন্দতেজসঃ ॥ ৩৩
ইতি চিন্তাপরশ্চাসীদপ্রমত্তশ্চ সংযুগে ।
ববর্ষ শরবর্ষাণি রাঘবো রাবণোরসি ॥ ৩৪
রাবণোঽপি ততঃ ক্রুদ্ধো রথস্থো রাক্ষসেশ্বরঃ ।
গদামুষলবর্ষেণ রামং প্রত্যর্দ্দয়দ্রণে ॥ ৩৫

তৎ প্রবৃত্তং মহদ্যুদ্ধং তুমুলং রোমহর্ষণম্ ।
অন্তরিক্ষে চ ভূমৌ চ পুনশ্চ গিরিমূর্দ্ধনি ॥ ৩৬
দেবদানবযক্ষাণাং পিশাচোরগরক্ষসাম্ ।
পশ্যতাং তন্মহদ্যুদ্ধং সর্ব্বরাত্রমবর্ত্তত ॥ ৩৭
নৈব রাত্রিং ন দিবসং ন মুহূর্ত্তং ন চ ক্ষণম্ ।
রামরাবণয়োর্যুদ্ধং বিরামমুপগচ্ছতি ॥ ৩৮

দশরথসুতরাক্ষসেন্দ্রয়োস্তয়ো-
র্জয়মনবেক্ষ্য রণে স রাঘবস্য ।
সুরবররথসারথির্ম্মহাত্মা
রণরতরামমুবাচ বাক্যমাশু ॥ ৩৯

ইতি লঙ্কাকাণ্ডে নবাধিকশততমঃ সর্গঃ ॥ ১০৯ ॥

দশাধিকশততমঃ সর্গঃ ।

অথ সংস্মারয়ামাস মাতলী রাঘবং তদা ।
অজানন্নিব কিং বীর ত্বমেনমনুবর্ত্তসে ॥ ১
বিসৃজাস্মৈ বধায় ত্বমস্ত্রং পৈতামহং প্রভো ।
বিনাশকালঃ কথিতো যঃ সুরৈঃ সোঽদ্য বর্ত্ততে ॥ ২
ততঃ সংস্মারিতো রামস্তেন বাক্যেন মাতলেঃ ।
জগ্রাহ স শরং দীপ্তং নিশ্বসন্তমিবোরগম্ ॥ ৩

লেন। ত্রিলোকবাসী সর্ব্বলোক সেই রাবণের ছিন্ন মস্তক ভূতলে পতিত হইতে দেখিল। কিন্তু রামচন্দ্র যেরূপ মস্তক ছেদন করিলেন, তেমনি তাহার পরক্ষণেই সেইরূপ আর একটী মস্তক উত্থিত হইয়া রাবণের স্কন্ধে সংলগ্ন হইল। তাহা দেখিয়া ক্ষিপ্রকারী রঘুনন্দন বাণসকল ক্ষেপণপূর্ব্বক সেই দ্বিতীয় মস্তকও বাণদ্বারা ভূতলে পাতিত করিলেন। সেই মস্তক ছিন্ন হইবামাত্রই তদনুরূপ অন্য একটী মস্তক দেখা দিল এবং রামচন্দ্রও বজ্রতুল্য বাণসমূহদ্বারা তাহা কাটিয়া ফেলিলেন। এইরূপে তুল্যরূপ একশত মস্তক ছিন্ন হইল, তথাপি দশাননের প্রাণান্ত হইল না। তখন সর্ব্বাস্ত্রজ্ঞ কৌশল্যানন্দবর্দ্ধন রামচন্দ্র, বিমর্ষ হইয়া, চিন্তা করিতে লাগিলেন। ২৫—৩০। যে সকল বাণদ্বারা মারীচ, খর, দূষণ, ক্রৌঞ্চারণ্যবাসী বিরাধ ও দণ্ডকারণ্যনিবাসী কবন্ধ নিহত হইয়াছে এবং যে বাণসমূহদ্বারা শালতরু ও গিরি সকল ভগ্ন, বালী নিহত ও মহাসাগর সঙ্ক্ষুভিত হইয়াছিল—এই যুদ্ধেও আমার সেই অব্যর্থ বাণ সমস্তই বর্ত্তমান রহিয়াছে, কিন্তু ইহারা রাবণের নিকটে নিস্তেজ হইতেছে, ইহার কারণ কি? রামচন্দ্র এইরূপ চিন্তাপরবশ হইয়া একাগ্রচিত্তে রাবণের বক্ষঃস্থল লক্ষ্য করিয়া বাণ বর্ষণ করিতে লাগিলেন। রথস্থিত রাক্ষসেশ্বর রাবণও গদা-

এবং মুষলবর্ষণদ্বারা রঘুনন্দনকে পীড়ন করিতে লাগিলেন। ৩১—৩৫। এইরূপে পুনর্ব্বার আকাশ, ভূমি এবং কখন বা পর্ব্বতশৃঙ্গের উপরিভাগে সেই দুই কামচারী রথিপ্রবরের তুমুল ও লোমহর্ষণ সংগ্রাম আরম্ভ হইল। সেই যুদ্ধ দেখিতে দেখিতে দেব, দানব, যক্ষ, পিশাচ, সর্প ও রাক্ষসগণের সাতরাত্রি অতিবাহিত হইল। ইহার মধ্যে রাত্রি, দিন, মুহূর্ত্ত অথবা ক্ষণকালের নিমিত্তও সেই সংগ্রামের বিরাম হইল না। সেই সময়ে সেই রামরাবণের যুদ্ধে রামচন্দ্রকে বিজয় লাভ করিতে না দেখিয়া, দেবরাজ সারথি মহাত্মা মাতলি যুদ্ধনিরত রামচন্দ্রকে বলিলেন। ৩৬—৩৯।

দশাধিকশততম সর্গ।

পরে মাতলি, রঘুনন্দনের স্মরণার্থ কহিলেন,—"হে বীর! আপনি অনভিজ্ঞ ব্যক্তির ন্যায় এ কি করিতেছেন? হে প্রভো! সুরগণ ইহার যে বিনাশকালের কথা কহিয়াছিলেন, অদ্য সেই কাল উপস্থিত হইয়াছে। অতএব আপনি রাবণের বধের নিমিত্ত ব্রহ্মাস্ত্র নিক্ষেপ করুন। মাতলির বাক্যে স্মরণ হওয়ায়, বীর্য্যবান্ রামচন্দ্র, পূর্ব্বে ব্রহ্মা ভগবান্

যং তস্মৈ প্রথমং প্রাদাদগস্ত্যো ভগবানৃষিঃ।
ব্রহ্মদত্তং মহাবাণমমোঘং যুধি বীর্য্যবান্ ॥ ৪
ব্রহ্মণা নির্ম্মিতং পূর্ব্বমিন্দ্রার্থমমিতৌজসা।
দত্তং সুরপতেঃ পূর্ব্বং ত্রিলোকজয়কাঙ্ক্ষিণঃ ॥ ৫
যস্য বাজেষু পবনঃ ফলে পাবকভাস্করৌ।
শরীরমাকাশময়ং গৌরবে মেরুমন্দরৌ ॥ ৬
জাজ্বল্যমানং বপুষা সুপুঙ্খং হেমভূষিতম্।
তেজসা সর্ব্বভূতানাং কৃতং ভাস্করবর্চ্চসম্ ॥ ৭
সধূমমিব কালাগ্নিং দীপ্তমাশীবিষোপমম্।
রথনাগাশ্ববৃন্দানাং ভেদনং ক্ষিপ্রকারিণম্ ॥ ৮
দ্বারাণাং পরিঘাণাঞ্চ গিরীণামপি ভেদনম্।
নানারুধিরদিগ্ধাঙ্গং মেদোদিগ্ধং সুদারুণম্ ॥ ৯
বজ্রসারং মহানাদং নানাসমিতিদারণম্।
সর্ব্ববিত্রাসনং ভীমং শ্বসন্তমিব পন্নগম্ ॥ ১০
কঙ্কগৃধ্রবলানাঞ্চ গোমায়ুগণরক্ষসাম্।
নিত্যং ভক্ষপ্রদং যুদ্ধে যমরূপং ভয়াবহম্ ॥ ১১
নন্দনং বানরেন্দ্রাণাং রক্ষসামবসাদনম্।
বাজিতং বিবিধৈর্বাজৈশ্চারুচিত্রৈর্গরুত্মতঃ ॥ ১২
তমুত্তমেষুং লোকানামিক্ষ্বাকুভয়নাশনম্।
দ্বিষতাং কীর্ত্তিহরণং প্রহর্ষকরমাত্মনঃ ॥ ১৩
অভিমন্ত্র্য ততো রামস্তং মহেষুং মহাবলঃ।
বেদপ্রোক্তেন বিধিনা সন্দধে কার্ম্মুকে বলী ॥ ১৪
তস্মিন্ সন্ধীয়মানে তু রাঘবেণ শরোত্তমে।
সর্ব্বভূতানি সংত্রেসুশ্চচাল চ বসুন্ধরা ॥ ১৫
স রাবণায় সংক্রুদ্ধো ভৃশমায়ম্য কার্ম্মুকম্।
চিক্ষেপ পরমায়ত্তঃ শরং মর্ম্মবিদারণম্ ॥ ১৬
স বজ্র ইব দুর্দ্ধর্ষো বজ্রিবাহুবিসর্জ্জিতঃ।
কৃতান্ত ইব চাবার্য্যো ন্যপতদ্রাবণোরসি ॥ ১৭
স বিসৃষ্টো মহাবেগঃ শরীরান্তকরঃ পরঃ।
বিভেদ হৃদয়ং তস্য রাবণস্য দুরাত্মনঃ ॥ ১৮
রুধিরাক্তঃ স বেগেন শরীরান্তকরঃ শরঃ।
রাবণস্য হরন্ প্রাণান্ বিবেশ ধরণীতলম্ ॥ ১৯
স শরো রাবণং হত্বা রুধিরার্দ্রীকৃতচ্ছবিঃ।
কৃতকর্ম্মা নিভৃতবৎ স তূণীং পুনরাবিশৎ ॥ ২০
তস্য হস্তাদ্ধতস্যাশু কার্ম্মুকং তৎ সসায়কম্।
নিপপাত সহ প্রাণৈর্ভ্রশ্যমানস্য জীবিতাৎ ॥ ২১
গতাসুর্ভীমবেগস্তু নৈর্ঋতেন্দ্রো মহাদ্যুতিঃ।
পপাত স্যন্দনাদ্ভূমৌ বৃত্রো বজ্রহতো যথা ॥ ২২
তং দৃষ্ট্বা পতিতং ভূমৌ হতশেষা নিশাচরাঃ।

অগস্ত্য তাঁহাকে যে অব্যর্থ ব্রহ্মাস্ত্র প্রদান করিয়াছিলেন, নিশ্বাস পরিত্যাগকারী বিষধর সর্পের তুল্য সেই প্রদীপ্ত বাণ গ্রহণ করিলেন। পূর্ব্বে অমিত-তেজস্বী পিতামহ, ত্রিভুবন-বিজয়াভিলাষী দেবরাজ ইন্দ্রের নিমিত্ত সেই অস্ত্রটী নির্ম্মাণ করিয়া, তাঁহাকে প্রদান করিয়াছিলেন। ১—৫। সেই অস্ত্রের বেগে পবন, ফলায় অগ্নি ও সূর্য্য, সর্ব্বাঙ্গে ব্রহ্মা এবং গুরুত্বে মেরু ও মন্দরের অধিষ্ঠাতৃদেবতাদ্বয় অবস্থান করিতে ছিলেন। সেই ব্রহ্মাস্ত্র আপন দেহ-প্রভায় জাজ্বল্যমান, পোঙ্খ পুঙ্খদ্বারা শোভিত,—সুবর্ণভূষিত, পৃথিব্যাদি পঞ্চভূতের তেজোদ্বারা নির্ম্মিত, সূর্য্যের ন্যায় তেজোবিশিষ্ট,—সধূম প্রদীপ্ত ও বিষধর-সর্পতুল্য ছিল। রথ অশ্ব মাতঙ্গ দ্বার পরিঘ ও গিরি সকলের শীঘ্র ভেদকারী, বহুবিধ রুধির ও মেদোদ্বারা লিপ্ত, বজ্রের ন্যায় সারবান্ ও শব্দবিশিষ্ট ঐ মহাস্ত্র সংগ্রামে কখনও বাম্মুখ হয় নাই। ঐ মহাস্ত্র,—নিশ্বাসশীল সর্পের ন্যায় ভয়ঙ্কর ও ভয়প্রদ। ঐ অস্ত্র রণমধ্যে কঙ্ক, শকুনি, বক, শৃগাল ও রাক্ষসগণের নিয়ত ভক্ষ্যবস্তু প্রদান করিয়া থাকে। যমতুল্য সেই অস্ত্র বানরেন্দ্রগণের আনন্দজনক এবং রাক্ষসগণের অবসাদক। গরুড়ের বহুবিধ পক্ষদ্বারা ঐ অস্ত্রের পক্ষ নির্ম্মিত ইক্ষ্বাকুবংশীয়গণের ভয়নাশক, শত্রুগণের কীর্ত্তিহারক এবং স্বপক্ষের প্রহর্ষকারক। সেই দুর্দ্দারুণ ভীষণ মহাস্ত্রকে বেদবিহিত নিয়মে মহাবল রামচন্দ্র অভি-মন্ত্রিত করিয়া বলপূর্ব্বক ধনুতে সন্ধান করিলেন। ৬—১৪। তিনি সেই উত্তম বাণ সন্ধান করিলে, সকল লোক ভীত হইল,—বসুমতী কাঁপিতে লাগিল। পরে রঘুনন্দন ক্রোধভরে যত্নসহকারে ধনু অবনমনপূর্ব্বক সেই মর্ম্মভেদী বাণ ক্ষেপণ করিলেন। সাক্ষাৎ যমের ন্যায় অনিবার্য্য, বজ্রের ন্যায় দুর্দ্ধর্ষ সেই মহান্ অস্ত্র,—রাবণের বক্ষঃস্থলে নিপতিত হইল। রামচন্দ্র কর্ত্তৃক বিক্ষিপ্ত সেই দেহান্তকারী মহাবেগশালী বাণ দুরাত্মা রাবণের হৃদয় বিদারণ করিল। তৎপরে প্রাণ হরণপূর্ব্বক, রক্তাক্ত হইয়া প্রবলতর দুর্দ্দার বেগে ভূমধ্যে প্রবিষ্ট হইল; পরে বেগ থামিলে রাবণবধে কৃতকার্য্য রক্তাক্ত সেই বাণ বিনীতভাবে পুনর্ব্বার রামচন্দ্রের তূণমধ্যে প্রবেশ করিল। সেই অস্ত্রাঘাতে রাবণের প্রাণবায়ু বহির্গত হইবার উপক্রম হইল। ক্রমে প্রাণ বহির্গমনের সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার হস্ত হইতে বাণ-যোজিত ধনু স্খলিত হইয়া ভূতলে পতিত হইল। এইরূপে মহাদ্যুতি মহাবেগশালী রাক্ষসরাজ রাবণ প্রাণত্যাগ করিয়া, বজ্রাহত বৃত্রাসুরের ন্যায়, রথ হইতে

হতনাথা ভয়ত্রস্তাঃ সর্ব্বতঃ সম্প্রদুদ্রুবুঃ ॥ ২৩
নর্দ্দন্তশ্চাভিপেতুস্তান্ বানরা জয়শোভিনঃ ।
দশগ্রীববধং দৃষ্ট্বা বিজয়ং রাঘবস্য চ ॥ ২৪
অর্দ্দিতা বানরৈর্হৃষ্টৈ লঙ্কামভ্যপতন্ ভয়াৎ ।
হতাশ্রয়ত্বাৎ করুণৈর্বাষ্পপ্রস্রবণৈর্মুখৈঃ ॥ ২৫
ততো বিনেদুঃ সংহৃষ্টা বানরা জিতকাশিনঃ ।
বদন্তো রাঘবজয়ং রাবণস্য চ তদ্বধম্ ॥ ২৬
অথান্তরিক্ষে ব্যনদৎ সৌম্যস্ত্রিদশদুন্দুভিঃ ।
দিব্যগন্ধবহস্তত্র মারুতঃ সুসুখো ববৌ ॥ ২৭
নিপপাতান্তরিক্ষাচ্চ পুষ্পবৃষ্টিস্তদা ভুবি ।
কিরন্তী রাঘবরথং দুরাবাপা মনোহরা ॥ ২৮
রাঘবস্তবসংযুক্তা গগনে চ বিশুশ্রুবে ।
সাধুসাধ্বিতি বাগগ্র্যা দেবতানাং মহাত্মনাম্ ॥ ২৯
আবিবেশ মহান্ হর্ষো দেবানাঞ্চারণৈঃ সহ ।
রাবণে নিহতে রৌদ্রে সর্ব্বলোকভয়ঙ্করে ॥ ৩০
ততঃ সকামং সুগ্রীবমঙ্গদঞ্চ বিভীষণম্ ।
চকার রাঘবঃ প্রীতো হত্বা রাক্ষসপুঙ্গবম্ ॥ ৩১
ততঃ প্রজগ্মুঃ প্রশমং মরুদ্গণা
দিশঃ প্রসেদুর্বিমলং নভোঽভবৎ ।
মহী চকম্পে ন হি মারুতো ববৌ
স্থিরপ্রভশ্চাপ্যভবদ্দিবাকরঃ ॥ ৩২
ততস্তু সুগ্রীববিভীষণাঙ্গদাঃ
সুহৃদ্বিশিষ্টাঃ সহলক্ষ্মণাস্তদা ।
সমেত্য হৃষ্টা বিজয়েন রাঘবম্
রণেঽভিরামং বিধিনাভ্যপূজয়ন্ ॥ ৩৩
স তু নিহতরিপুঃ স্থিরপ্রতিজ্ঞঃ
স্বজনবলাভিবৃতো রণে বভূব ।
রঘুকুলনৃপনন্দনো মহৌজা-
স্ত্রিদশগণৈরভিসংবৃতো মহেন্দ্রঃ ॥ ৩৪

ইতি লঙ্কাকাণ্ডে দশাধিকশততমঃ সর্গঃ ॥ ১১০ ॥

একাদশাধিকশততমঃ সর্গঃ ।

ভ্রাতরং নিহতং দৃষ্ট্বা শয়ানং নির্জ্জিতং রণে ।
শোকবেগপরীতাত্মা বিললাপ বিভীষণঃ ॥ ১
বীর বিক্রান্ত বিখ্যাত প্রবীণ নয়কোবিদ ।
মহার্হশয়নোপেত কিং শেষেঽদ্য হতো ভুবি ॥ ২
নিক্ষিপ্য দীর্ঘৌ নিশ্চেষ্টৌ ভুজাবঙ্গদভূষিতৌ ।
মুকুটেনাপবৃত্তেন ভাস্করাকারবর্চ্চসা ॥ ৩

ভূমিতে পতিত হইলেন। ১৫—২২। রাক্ষসরাজ রাবণ নিহত হইলেন দেখিয়া হতাবশিষ্ট রাক্ষসগণ প্রভুর মৃত্যুতে ভয়ে কাতর হইয়া চারিদিকে পলায়ন করিতে লাগিল। যুদ্ধযোধী বানরগণ সিংহনাদ করিতে করিতে তাহাদের অভিমুখে ধাবিত হইল। রাক্ষসগণ, দশাননের বধ ও রামচন্দ্রের বিজয়লাভ দেখিয়া এবং বানরগণকর্ত্তৃক উৎপীড়িত হইয়া নিতান্ত কাতর হইল এবং অসহায় হইয়া দীনবদনে চোখের জল ফেলিতে ফেলিতে লঙ্কামধ্যে প্রবেশ করিল। পরে বিজয়ী বানরবৃন্দ হৃষ্টচিত্তে রাবণের নিধন ও রাঘবের বিজয়সংবাদ প্রকাশ করিতে লাগিল। ২৩—২৬। পরে আকাশে শুভসূচক দেবদুন্দুভি ধ্বনিত হইল এবং সুখকর দিব্য সুগন্ধি বায়ু বহিতে লাগিল। আকাশ হইতে রামের রথোপরি মনোহর পুষ্পবৃষ্টি হইতে লাগিল। আকাশে মহাত্মা দেবগণ—"সাধু সাধু"—বলিয়া রামের ভূয়সী প্রশংসা এবং স্তব করিতে লাগিলেন। সর্ব্বলোকভয়ঙ্কর দুর্জ্জয় রাবণ নিহত হইলে, দেবগণ এবং চারণগণ অপার আনন্দ লাভ করিলেন। এইরূপে রামচন্দ্র, রাক্ষসশ্রেষ্ঠ রাবণকে বধ করিয়া—সুগ্রীব, অঙ্গদ ও বিভীষণের মনস্কামনা পূর্ণ করিলেন এবং নিজেও অপার আনন্দ লাভ করিলেন। রাক্ষসরাজ নিহত হইলে, বায়ু প্রশান্তমূর্ত্তি ধারণ করিল;—দিক্‌সকল নির্ম্মল হইল;—আকাশ পরিষ্কার হইল;—পৃথিবীর কম্প নিবৃত্ত হইল, মন্দ মন্দভাবে বায়ু বহিতে লাগিল এবং সূর্য্য স্থিরপ্রভ হইলেন। ২৭—৩২। পরে সুগ্রীব বিভীষণ ও অঙ্গদ প্রভৃতি বন্ধুবর্গগণ লক্ষ্মণের সহিত হৃষ্টচিত্তে ও জয়োল্লাসে সমরদুর্জ্জয় রামচন্দ্রের নিকটে আগমনপূর্ব্বক তাঁহাকে যথাবিধি পূজা করিলেন। স্থিরপ্রতিজ্ঞ রঘুকুল-রাজকুমার মহাতেজস্বী রামচন্দ্র, শত্রুবিনাশের পর স্বজনগণে পরিবেষ্টিত হইয়া, দেবগণপরিবেষ্টিত দেবেন্দ্রের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। ৩৩।৩৪।

একাদশাধিকশততম সর্গ।

বিভীষণ,—ভ্রাতা রাবণকে রণমধ্যে নির্জ্জিত এবং নিহত হইয়া ভূমিতলে শয়ন করিতে দেখিয়া শোকাকুলচিত্তে বিলাপ করিতে লাগিলেন,—"হা বীর! হা বিক্রান্ত! হা বিখ্যাত! হা প্রবীণ! হা নীতিনিপুণ! আপনি মহার্হ শয্যায় শয়ন করিয়াও, নিহত হইয়া ভূমিতলে শয়ন করিলেন কেন? হা বীর! আপনার [illegible]

তদিদং বীর সম্প্রাপ্তং বময়া পূর্ব্বমীরিতম্।
কামমোহপরীতস্য তে তন্ন রুচিতং বচঃ॥ ৪
যন্ন দর্পাৎ প্রহস্তো বা নেন্দ্রজিন্নাপরে জনাঃ।
ন কুম্ভকর্ণোঽতিরথো নাতিকায়ো নরান্তকঃ।
ন স্বয়ং বহু মন্যেথাস্তস্যোদর্কোঽয়মাগতঃ॥ ৫
গতঃ সেতুঃ সুনীতানাং গতো ধর্ম্মস্য বিগ্রহঃ।
গতঃ সত্ত্বস্য সংক্ষেপঃ সুহস্তানাং গতির্গতা॥ ৬
আদিত্যঃ পতিতো ভূমৌ মগ্নস্তমসি চন্দ্রমাঃ।
চিত্রভানুঃ প্রশান্তার্চির্ব্যবসায়ো নিরুদ্যমঃ।
অস্মিন্নিপতিতো বীরে ভূমৌ শস্ত্রভৃতাং বরে॥ ৭
কিং শেষমিহ লোকস্য গতসত্ত্বস্য সাম্প্রতম্।
রণে রাক্ষসশার্দ্দূলে প্রসুপ্ত ইব পাংশুষু।

ধৃতিপ্রবালঃ প্রসভাগ্র্যপুষ্প-
স্তপোবলঃ শৌর্য্যনিবদ্ধমূলঃ।
রণে মহান্ রাক্ষসরাজবৃক্ষঃ
সম্মর্দ্দিতো রাঘবমারুতেন॥ ৯
তেজোবিষাণঃ কুলবংশবংশঃ
কোপপ্রসাদাপরগাত্রহস্তঃ।
ইক্ষ্বাকুসিংহাবগৃহীতদেহঃ
সুপ্তঃ ক্ষিতৌ রাবণগন্ধহস্তী॥ ১০

পরাক্রমোৎসাহবিজৃম্ভিতার্চ্চি-
র্নিশ্বাসধূমঃ স্ববলপ্রতাপঃ।
প্রতাপবান্ সংযতি রাবণাগ্নি-
র্নির্ব্বাপিতো রামপয়োধরেণ॥ ১১
সিংহর্ক্ষলাঙ্গুলককুদ্বিষাণঃ
পরাভিজিদ্গন্ধনগন্ধবাহঃ।
রক্ষোবৃষশ্চাপলকর্ণচক্ষুঃ
ক্ষিতীশ্বরব্যাঘ্রহতোঽবসন্নঃ॥ ১২
বদন্তং হেতুমদ্বাক্যং পরিদৃষ্টার্থনিশ্চয়ম্।
রামঃ শোকসমাবিষ্টমিত্যুবাচ বিভীষণম্॥ ১৩
নায়ং বিনষ্টো নিশ্চেষ্টঃ সমরে চণ্ডবিক্রমঃ।
অত্যুন্নতমহোৎসাহঃ পতিতোঽয়মশঙ্কিতঃ॥ ১৪
নৈবং বিনষ্টাঃ শোচ্যন্তে ক্ষত্রধর্ম্মব্যবস্থিতাঃ।
বৃদ্ধিমাশংসমানা যে নিপতন্তি রণাজিরে॥ ১৫
যেন সেন্দ্রাস্ত্রয়ো লোকাস্ত্রাসিতা যুধি ধীমতা।
তস্মিন্ কালসমাযুক্তে ন কালঃ পরিশোচিতুম্॥ ১৬
নৈকান্তবিজয়ো যুদ্ধে ভূতপূর্ব্বঃ কদাচন।
পরৈর্ব্বা হন্যতে বীরঃ পরান্ বা হন্তি সংযুগে॥ ১৭

ছিন্ন এবং অঙ্গদ-ভূষিত সুদীর্ঘ বাহুদ্বয় নিশ্চেষ্টভাবে নিক্ষিপ্ত হইয়াছে। হা শূর! আমি পূর্ব্বে যাহা বলিয়াছিলাম,—কাম ও লোভের বশীভূত হইয়া আপনি যাহা ভাল বোধ করেন নাই, এক্ষণে তাহাই উপস্থিত হইয়াছে। হায়! পূর্ব্বে গর্ব্ব-বশতঃ প্রহস্ত, ইন্দ্রজিৎ, অতিরথ, কুম্ভকর্ণ, অতিকায়, নরান্তক, আপনি স্বয়ং এবং অপর রাক্ষসগণও আমার কথা অবজ্ঞা করিয়াছিলেন, তাহারই ফলে এই দশা ঘটিল। হায়! শস্ত্রধারিপ্রবর! আপনি নিহত হইয়াছেন বলিয়া অদ্য ধার্ম্মিকগণের সেতু ভগ্ন হইল,—মূর্ত্তিমান্ ধর্ম্ম নষ্ট হইল, বলের কোষাগার বিলুপ্ত হইল, বীরদিগের আশ্রয় বিনষ্ট হইল। ১—৬। হা বীর! আপনি নিপতিত হইয়াছেন বলিয়া, অদ্য সূর্য্য ভূতলে পতিত, চন্দ্রমা রাহুগ্রস্ত এবং অগ্নি নির্ব্বাণ হইল। হা রাক্ষস-শার্দ্দূল! আপনি রণধূলিতে শয়ন করিয়াছেন বলিয়া,—সম্প্রতি এই অবশিষ্ট রাক্ষসগণ বলবিহীন এবং অসহায় হইতেছে। হায়! ধৈর্য্য যাহার পত্র, সহিষ্ণুতা যাহার পুষ্প, তপস্যা যাহার ফল এবং শৌর্য্য যাহার দৃঢ়মূল, সেই রাক্ষসরাজরূপ বৃক্ষ অদ্য রণমধ্যে রামরূপ বায়ুদ্বারা উন্মূলিত হইল। হায়! তেজ যাহার দন্ত, অভিজাত্য যাহার মেরু-দণ্ড, কোপ যাহার দেহাবয়ব এবং প্রসাদ যাহার হস্ত, সেই রাবণরূপ গন্ধহস্তী অদ্য রামরূপ সিংহদ্বারা নিহত হইয়া ধরাতলে শয়ন করিয়াছেন। ৭—১০। হায়! পরাক্রম ও উৎসাহ যাহার অর্চ্চি, নিশ্বাস যাহার ধূম, স্বীয় বল যাহার দাহিকাশক্তি, সেই প্রতাপ-বান্ রাবণরূপ অগ্নি রামরূপ মেঘদ্বারা নির্ব্বাপিত হইয়াছেন। হায়! রাক্ষসগণ যাহার লাঙ্গুল, ককুদ ও শৃঙ্গ, চপলতা (ধর্ম্মবিষয়ে অনবধান) যাহার চক্ষু ও কর্ণ, সেই বায়ুর ন্যায় বেগবান্ ও উৎসাহ-শালী শত্রুবিজয়ী রাক্ষসরাজরূপ বৃষ, রামরূপ ব্যাঘ্র-কর্ত্তৃক নিহত হইয়া অবসন্ন হইয়াছেন।" বিভীষণ, শোকাকুলচিত্তে এইরূপ হেতুযুক্ত এবং অর্থসঙ্গত কথা সকল বলিতেছেন, এমন সময়ে রামচন্দ্র কহিলেন;—"এই প্রচণ্ডপরাক্রমশালী মহোৎসাহযুক্ত রাক্ষসরাজ ভয়ে নিশ্চেষ্ট হইয়া রণমধ্যে পতিত হন নাই; যাহারা জয়ের আশায় ক্ষত্রিয়ধর্ম্ম পালনপূর্ব্বক এইরূপ সম্মুখরণে প্রাণ বিসর্জ্জন করে, তাহাদের নিমিত্ত শোক করা উচিত নহে। ১১—১৫। যে ধীমান্ ইন্দ্রাদি দেবগণের সহিত ত্রিভুবনকে বিত্রাসিত করিয়াছেন, তাঁহার এইরূপ বিনাশে শোক করা উচিত নহে। যুদ্ধে যে চিরকালই বিজয়লাভ হইবে, তাহার কোন নিয়ম নাই। বীরব্যক্তি কখন বা রণমধ্যে শত্রুকে পরাজিত করেন এবং কখন বা নিজেও তাহার

ঈদৃশং হি পূর্ব্বৈঃ সন্দিষ্টা গতিঃ ক্ষত্রিয়সম্মতা।
ক্ষত্রিয়ো নিহতঃ সংখ্যে ন শোচ্য ইতি নিশ্চয়ঃ॥ ১৮
তদেবং নিশ্চয়ং দৃষ্ট্বা তত্ত্বমাস্থায় বিজ্বরঃ।
যদিহানন্তরং কার্য্যং কল্প্যং তদনুচিন্তয়॥ ১৯
তমুক্তবাক্যং বিক্রান্তং রাজপুত্রং বিভীষণঃ।
উবাচ শোকসন্তপ্তো ভ্রাতুর্হিতমনন্তরম্॥ ২০

যোঽয়ং বিমর্দ্দেষু ন ভগ্নপূর্ব্বঃ
সুরৈঃ সমস্তৈরপি বাসবেন।
ভবন্তমাসাদ্য রণে বিভগ্নো
বেলামিবাসাদ্য যথা সমুদ্রঃ॥ ২১
অনেন দত্তানি সুনীয়কেষু
ভুক্তাশ্চ ভোগা নিভৃতাশ্চ ভৃত্যাঃ।
ধনানি মিত্রেষু সমর্পিতানি
বৈরাণ্যমিত্রেষু নিপাতিতানি॥ ২২
এষোহিতাগ্নিশ্চ মহাতপাশ্চ
বেদান্তগঃ কর্ম্মসু চাগ্র্যশূরঃ।
এতস্য যৎ প্রেতগতস্য কৃত্যং
তৎ কর্ত্তুমিচ্ছামি তব প্রসাদাৎ॥ ২৩
স তস্য বাক্যৈঃ করুণৈর্মহাত্মা
সম্বোধিতঃ সাধু বিভীষণেন।
আজ্ঞাপয়ামাস নরেন্দ্রসূনুঃ
স্বর্গীয়মাধানমদীনসত্ত্বঃ॥ ২৪

নিকটে পরাজিত হন। প্রাচীনগণ, সম্মুখসমরে দেহ-ত্যাগ করাই ক্ষত্রিয়-সম্মত গতি বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন। অতএব ক্ষত্রিয় রণমধ্যে নিহত হইলে, তাহার জন্য শোক করা উচিত নহে। বিভীষণ! আমি যাহা বলিলাম, ইহা স্থির জানিয়া ধৈর্য্য ধারণপূর্ব্বক সুস্থ হও এবং অতঃপর যাহা কর্ত্তব্য, তদ্বিষয়ে বিবেচনা কর।" রাজনন্দন বিক্রান্ত রামচন্দ্র এই কথা কহিলে, শোকসন্তপ্ত বিভীষণ ভ্রাতার প্রশংসাসূচক এই কথা কহিলেন। ১৬—২০। যিনি পূর্ব্বে কখনও ইন্দ্রাদি দেবগণের সহিত যুদ্ধ করিয়া ভগ্ন হন নাই, তিনি অদ্য মহাসাগর যেরূপ বেলাভূমির নিকটে ভগ্ন হয়, সেইরূপ আপনার নিকটে রণমধ্যে ভগ্ন হইলেন। জীবিতাবস্থায় রাবণ অগ্নিতে যথাবিধি হোম, বিবিধ ভোগের উপভোগ, ভৃত্যগণকে পারিতোষিকদান, যাচকগণকে এবং বন্ধুবর্গকে অর্থসাহায্য এবং শত্রু-গণের বৈরনির্যাতন করিয়াছেন। ইনি আহিতাগ্নি ও মহাতেজস্বী ছিলেন এবং বেদান্তশাস্ত্রে সুপণ্ডিত ছিলেন; অগ্নিহোত্রাদি কার্য্য সকল সম্পাদন করিয়াছিলেন। এক্ষণে আপনার অনুমতি অনুসারে

মরণান্তানি বৈরাণি নিবৃত্তং নঃ প্রয়োজনম্।
ক্রিয়তামস্য সংস্কারো মমাপ্যেষ যথা তব॥ ২৫
ইতি লঙ্কাকাণ্ডে একাদশাধিকশততমঃ সর্গঃ॥ ১১১॥

দ্বাদশাধিকশততমঃ সর্গঃ।

রাবণং নিহতং শ্রুত্বা রাঘবেণ মহাত্মনা।
অন্তঃপুরাদ্বিনিষ্পেতু রাক্ষস্যঃ শোককর্শিতাঃ॥ ১
বার্য্যমাণাঃ সুবহুশশ্চেষ্টন্ত্যো ধরণীতলে।
বিমুক্তকেশ্যঃ শোকার্ত্তা গাবো বৎসহতা যথা॥ ২
উত্তরেণ বিনিষ্ক্রম্য দ্বারেণ সহ রাক্ষসৈঃ।
প্রবিশ্যাযোধনং ঘোরং বিচিন্বন্ত্যো হতং পতিম্॥ ৩
আর্য্যপুত্রেতি বাদিন্যো হা নাথেতি চ সর্ব্বশঃ।
পরিপেতুঃ কবন্ধাঙ্কাং মহীং শোণিতকর্দ্দমাম্॥ ৪
তা বাষ্পপরিপূর্ণাক্ষ্যো ভর্তৃশোকপরাজিতাঃ।
করিণ্য ইব নর্দ্দন্ত্যঃ করেণ্বো হতযূথপাঃ॥ ৫
দদৃশুস্তা মহাকায়ং মহাবীর্য্যং মহাদ্যুতিম্।
রাবণং নিহতং ভূমৌ নীলাঞ্জনচয়োপমম্॥ ৬

ইহার প্রেতকার্য্য করিতে ইচ্ছা করি। সাধুবর বিভীষণ করুণস্বরে এইরূপ নিবেদন করিলে, রাজ-নন্দন মহাত্মা রামচন্দ্র, রাক্ষসরাজের স্বর্গার্থ প্রেত-কার্য্য করিতে আজ্ঞা দিলেন। রাম কহিলেন;—"বিভীষণ! মরণ পর্য্যন্তই শত্রুতা, কিন্তু অধুনা প্রয়োজন শেষ হওয়ায়, ইনি তোমার ন্যায় আমারও বন্ধু হইয়া-ছেন, অতএব ইঁহার সংকার কর। ২১—২৫।

দ্বাদশাধিকশততম সর্গ।

রাক্ষসীগণ,—মহাত্মা রামচন্দ্রকর্ত্তৃক রাবণ নিহত হইয়াছে,—শুনিয়া শোকবিহ্বল হইয়া অন্তঃপুর হইতে বাহির হইল। তাহারা বারবার নিবারিত হইয়াও বিবৎসা গাভীর ন্যায় শোকপীড়িতা হইয়া, আলুলায়িতকেশে রণধূলিতে বিলুণ্ঠন করিতে লাগিল। রাক্ষস-রমণী-গণ রাক্ষসগণ সমভিব্যাহারে উত্তরদ্বার দিয়া বাহির হইয়া, রণস্থলে প্রবেশপূর্ব্বক নিহত পতিকে অন্বে-ষণ করিতে করিতে ঘোররবে—"হা নাথ! হা আর্য্য-পুত্র!" এই বলিতে বলিতে, কবন্ধসঙ্কুলা ও শোণিত-পঙ্কিলা রণমধ্যভূমিতে উপস্থিত হইল। তাহারা স্বামিশোকে কাতরা হইয়া বাষ্পাকুল নেত্রে যূথপতি-বিরহিত করিণীগণের ন্যায়, চীৎকার করিতে করিতে এদিক্ ওদিক্ অন্বেষণ করত, নীলাঞ্জনস্তূপ-তুল্য মহা-কায় মহাবীর্য্য এবং মহাদ্যুতি পতিকে ভূপতিত

তাঃ পতিং সহসা দৃষ্ট্বা শয়ানং রণপাংশুষু।
নিপেতুস্তস্য গাত্রেষু ছিন্না বনলতা ইব ॥ ৭
বহুমানাৎ পরিষ্বজ্য কাচিদেনং রুরোদ হ।
চরণৌ কাচিদালম্ব্য কাচিৎ কণ্ঠেঽবলম্ব্য চ ॥ ৮
উৎক্ষিপ্য চ ভুজৌ কাচিদ্ভূমৌ সুপরিবর্ত্ততে।
হতস্য বদনং দৃষ্ট্বা কাচিন্মোহমুপাগমৎ ॥ ৯
কাচিদঙ্কে শিরঃ কৃত্বা রুরোদ মুখমীক্ষতী।
স্নাপয়ন্তী মুখং বাষ্পৈস্তুষারৈরিব পঙ্কজম্ ॥ ১০
এবমার্ত্তাঃ পতিং দৃষ্ট্বা রাবণং নিহতং ভুবি।
চুক্রুশুর্বহুধা শোকাদ্ভূয়স্তাঃ পর্য্যদেবয়ন্ ॥ ১১
যেন বিত্রাসিতঃ শক্রো যেন বিত্রাসিতো যমঃ।
যেন বৈশ্রবণো রাজা পুষ্পকেণ বিয়োজিতঃ ॥ ১২
গন্ধর্ব্বাণামৃষীণাঞ্চ সুরাণাঞ্চ মহাত্মনাম্।
ভয়ং যেন রণে দত্তঃ সোঽয়ং শেতে রণে হতঃ ॥ ১৩
অসুরেভ্যঃ সুরেভ্যো বা পন্নগেভ্যোঽপি বা তথা।
ভয়ং যো ন বিজানাতি তস্যেদং মানুষাদ্ভয়ম্ ॥ ১৪
অবধ্যো দেবতানাং যস্তথা দানবরক্ষসাম্।
হতঃ সোঽয়ং রণে শেতে মানুষেণ পদাতিনা ॥ ১৫
যো ন শক্যঃ সুরৈর্হন্তুং ন যক্ষৈর্নাসুরৈস্তথা।
সোঽয়ং কশ্চিদিবাসত্ত্বো মৃত্যুং মর্ত্ত্যেন লম্ভিতঃ ॥ ১৬
এবং বদন্ত্যো রুরুদুস্তস্য তা দুঃখিতাঃ স্ত্রিয়ঃ।
ভূয় এব চ দুঃখার্ত্তা বিলেপুশ্চ পুনঃপুনঃ ॥ ১৭
অশৃণ্বতা তু সুহৃদাং সততং হিতবাদিনাম্।
মরণায় হৃতা সীতা রাক্ষসাশ্চ নিপাতিতাঃ ॥ ১৮
ব্রুবাণোঽপি হিতং বাক্যমিষ্টো ভ্রাতা বিভীষণঃ।
ধৃষ্টং পরুষিতো মোহাত্ত্বয়াত্মবধকাঙ্ক্ষিণা ॥ ১৯
যদি নির্যাতিতা তে স্যাৎ সীতা রামায় মৈথিলী।
ন নঃ স্যাদ্ ব্যসনং ঘোরমিদং মূলহরং মহৎ ॥ ২০
বৃত্তকামো ভবেদ্ ভ্রাতা রামো মিত্রকুলং ভবেৎ।
বয়ঞ্চাবিধবাঃ সর্ব্বাঃ সকামা ন চ শত্রবঃ ॥ ২১
ত্বয়া পুনর্নৃশংসেন সীতাং সংরুন্ধতা বলাৎ।
রাক্ষসা বয়মাত্মা চ ত্রয়ং তুল্যং নিপাতিতম্ ॥ ২২
ন কামকারঃ কামং বা তব রাক্ষসপুঙ্গব।
দৈবং চেষ্টয়তে সর্ব্বং হতং দৈবেন হন্যতে ॥ ২৩
বানরাণাং বিনাশোঽয়ং রাক্ষসানাঞ্চ তে রণে।

দেখিতে পাইল। ১—৬। রণস্থলে ধূলিশয্যায় শায়িত পতিকে হঠাৎ দেখিয়া রাক্ষস-কামিনীগণ, ছিন্নলতার ন্যায়, রাক্ষস-রাজের গাত্রোপরি পতিত হইল। তাহাদের মধ্যে কেহ তাঁহাকে আলিঙ্গন এবং কেহ চরণযুগল ধারণ, কেহ বা কণ্ঠস্থল অবলম্বন করত রোদন করিতে লাগিল। কেহ বাহুযুগল উৎক্ষিপ্ত করিয়া ভূতলে লুণ্ঠিত হইতে লাগিল; কেহ বা মৃত পতির মুখমণ্ডল দেখিয়া মূর্চ্ছিত হইল। কোন রমণী তাঁহার মস্তক ক্রোড়ে করিয়া দেখিতে দেখিতে তুষারতুল্য অশ্রু-ধারায় স্বীয় মুখকমল প্লাবিত করিতে লাগিল। এই-রূপে তাহারা নিহত পতিকে ভূতলে পতিত দেখিয়া শোকপীড়িত হইয়া বহু প্রকারে বিলাপ করিতে লাগিল। ৭—১১। "হায়! যিনি, ইন্দ্র ও যমকে ভীতি-প্রদর্শন এবং বিশ্রবানন্দন মহারাজ কুবেরের পুষ্পকরথ বলপূর্ব্বক হরণ করিয়াছেন এবং দেব, গন্ধর্ব্ব ও ঋষি প্রভৃতি মহাত্মগণকে রণমধ্যে ভয়ব্যাকুল করিয়াছেন,—তিনিই অদ্য নিহত হইয়া রণমধ্যে শুইয়া আছেন। সুর, অসুর বা সর্প হইতে যাঁহার কিছুমাত্র ভয়ের আশঙ্কা ছিল না, অদ্য তিনি সামান্য মনুষ্য হস্তে নিহত হইলেন। হায়! ইনি,—দেব, দানব ও রাক্ষস-গণের অবধ্য হইয়াও আজ একজন সামান্য পাদচারী মনুষ্যের হস্তে নিহত হইয়া রণক্ষেত্রে শয়ন করিয়াছেন। হায়! দেবতা, অসুর অথবা যক্ষগণও যাঁহাকে বধ করিতে পারেন নাই, তিনি একজন সামান্য মানবের হস্তে নিতান্ত হীনবীর্য্যের ন্যায় নিহত হইলেন!" ১২—১৬। তাহারা এইরূপ করুণস্বরে বিলাপ করিয়া ব্যথিত-হৃদয়ে রোদন করিতে লাগিল। তৎপরে পুনর্ব্বার বিলাপ করিয়া কহিতে লাগিল—"হায়! তুমি নিয়ত হিতবাদী সুহৃদ্গণের কথা না শুনিয়া আপনার মৃত্যুর জন্যই সীতাকে হরণ করিয়াছিলে এবং রাক্ষস-গণকে সবংশে মারিলে। হায়! শুভাকাঙ্ক্ষী ভ্রাতা বিভীষণ তোমার হিতার্থে কত কথাই বলিয়াছিলেন, কিন্তু তুমি মোহপ্রযুক্ত আপনার মৃত্যুবাসনায় তাঁহাকে রূঢ়বাক্য বলিয়াছিলে, তাহার ফলও সম্প্রতি দেখা যাই-তেছে। হায়! যদি তুমি তাঁহার কথামত জনকনন্দিনী সীতাকে রামহস্তে সমর্পণ করিতে, তাহা হইলে আমা-দের এই মূলহর বিপৎপাত ঘটিত না। ১৭—২০। হায়! তাহা হইলে বিভীষণ, রাম ও তোমার মিত্রকুলের মনস্কামনা পূর্ণ হইত, এবং আমাদিগকে বৈধব্যযন্ত্রণা ভোগ করিতে, অথবা তোমার শত্রুগণকে আহ্লাদিত হইতে হইত না। কিন্তু তুমি নিষ্ঠুরের ন্যায় বলপূর্ব্বক সীতাকে অবরুদ্ধ করিয়া এককালে আপনাকে, আমা-দিগকে এবং রাক্ষসগণকেও নিপাতিত করিলে। অথবা হে রাক্ষসশ্রেষ্ঠ! তোমার কোন দোষ নাই, দৈবই সকল অনর্থ ঘটাইয়া দেয়। দৈবকর্তৃক নিহত হইয়াই সকলে বিনষ্ট হয়। অধুনা রামচন্দ্র নিমিত্তমাত্র হইয়া তোমাকে বধ করিলেন। হা মহাবাহো! দৈববশতই রণমধ্যে

তব চৈব মহাবাহো দৈবযোগাদুপাগতঃ ॥ ২৪
নৈবার্থেন ন কামেন বিক্রমেণ ন চাজ্ঞয়া।
শক্যা দৈবগতির্লোকে নিবর্ত্তয়িতুমুদ্যতা ॥ ২৫
বিলেপুরেবং দীনাস্তা রাক্ষসাধিপযোষিতঃ।
কুরর্য্য ইব দুঃখার্ত্তা বাষ্পপর্য্যাকুলেক্ষণাঃ ॥ ২৬
ইতি লঙ্কাকাণ্ডে দ্বাদশাধিকশততমঃ সর্গঃ ॥ ১১২

ত্রয়োদশাধিকশততমঃ সর্গঃ।

তাসাং বিলপমানানাং তদা রাক্ষসযোষিতাম্।
জ্যেষ্ঠা পত্নী প্রিয়া দীনা ভর্ত্তারং সমুদৈক্ষত ॥ ১
দশগ্রীবং হতং দৃষ্ট্বা রামেণাচিন্ত্যকর্ম্মণা।
পতিং মন্দোদরী তত্র কৃপণা পর্য্যদেবয়ৎ ॥ ২
ননু নাম মহাবাহো তব বৈশ্রবণানুজ।
ক্রুদ্ধস্য প্রমুখে স্থাতুং ত্রস্যত্যপি পুরন্দরঃ ॥ ৩
ঋষয়শ্চ মহান্তোহপি গন্ধর্ব্বাশ্চ যশস্বিনঃ।
ননু নাম তবোদ্বেগাচ্চারণাশ্চ দিশো গতাঃ ॥ ৪
স ত্বং মানুষমাত্রেণ রামেণ যুধি নির্জ্জিতঃ।
ন ব্যপত্রপসে রাজন্ কিমিদং রাক্ষসেশ্বরঃ ॥ ৫
কথং ত্রৈলোক্যমাক্রম্য শ্রিয়া বীর্য্যেণ চান্বিতম্।

তোমার এবং বানর ও রাক্ষসগণের মৃত্যু হইয়াছে, দৈবগতি যখন ফলোন্মুখী হয়, তখন অর্থ, কাম, বিক্রম অথবা আজ্ঞা ইহাদের কেহই তাহাকে নিবর্ত্তিত করিতে সমর্থ হয় না।" এইরূপে সেই রাক্ষস-রাজরমণীগণ, দুঃখার্ত্ত হইয়া দীনভাবে অশ্রুপূর্ণ নয়নে কুররী কুলের ন্যায় বিলাপ করিতে লাগিল। ২১—২৬।

ত্রয়োদশাধিকশততম সর্গ।

তৎকালে সেই বিলাপকারিণী রাক্ষসরমণীগণের মধ্যে রাবণের প্রিয়তমা জ্যেষ্ঠাপত্নী মন্দোদরী দীনভাবে স্বামীকে দেখিতে পাইলেন;—দশগ্রীব অচিন্ত্যকর্ম্মা রামের হস্তে নিহত হইয়াছেন দেখিয়, মন্দোদরী করুণ বিলাপ করিতে লাগিলেন,—"হে মহাবাহো ধনদানুজ রাক্ষসেশ্বর! পূর্ব্বে তুমি ক্রুদ্ধ হইলে তোমার সম্মুখে দেবরাজ পুরন্দরও অবস্থান করিতে শঙ্কিত হইতেন এবং মহর্ষি ও তপস্বী গন্ধর্ব্বগণ তোমার ভয়ে দিগন্তে পলায়ন করিতেন; এক্ষণে সেই তুমিই সামান্য মানুষ রামের হস্তে সম্মুখরণে পরাজিত হইলে, ইহাতে তোমার লজ্জা হইতেছে কি? ১—৫। হায়! তুমি বীর্য্যবলে ত্রিভুবন জয় করিয়া মহতী সম্পত্তি

অবিষহ্যং জঘান ত্বাং মানুষো বনগোচরঃ ॥ ৬
মানুষাণামবিষয়ে চরতঃ কামরূপিণঃ।
বিনাশস্তব রামেণ সংযুগে নোপপদ্যতে ॥ ৭
ন চৈতৎ কর্ম্ম রামস্য শ্রদ্দধামি চমূমুখে।
সর্ব্বতঃ সমুপেতস্য তব তেনাভিমর্শনম্ ॥ ৮
অথবা রামরূপেণ কৃতান্তঃ স্বয়মাগতঃ।
মায়াং তব বিনাশায় বিধায় প্রতিতর্কিতাম্ ॥ ৯
অথবা বাসবেন ত্বং ধর্ষিতোহসি মহাবল।
বাসবস্য তু কা শক্তিস্ত্বাং দ্রষ্টুমপি সংযুগে ॥ ১০
মহাবলং মহাবীর্য্যং দেবশত্রুং মহৌজসম্।
ব্যক্তমেষ মহাযোগী পরমাত্মা সনাতনঃ ॥ ১১
অনাদিমধ্যনিধনো মহতঃ পরমো মহান্।
তমসঃ পরমো ধাতা শঙ্খচক্রগদাধরঃ ॥ ১২
শ্রীবৎসবক্ষা নিত্যশ্রীরজয্যঃ শাশ্বতো ধ্রুবঃ।
মানুষং রূপমাস্থায় বিষ্ণুঃ সত্যপরাক্রমঃ ॥ ১৩
সর্ব্বৈঃ পরিবৃতো দেবৈর্ব্বানরত্বমুপাগতৈঃ।
সর্ব্বলোকেশ্বরঃ শ্রীমান্ লোকানাং হিতকাম্যয়া।
সরাক্ষসপরীবারং দেবশত্রুং ভয়াবহম্ ॥ ১৪

আহরণ করিয়াছিলে, কিন্তু এক্ষণে একজন বনচারী মানুষ তোমাকে বধ করিল, ইহা নিতান্ত অসহ্য। তুমি ইচ্ছানুসারে বহুবিধ রূপ ধারণপূর্ব্বক মানুষগণের অজ্ঞাত লঙ্কাদ্বীপে বিচরণ করিতে, সুতরাং রামহস্তে তোমার মৃত্যু কোনরূপেই সম্ভবপর ছিল না। তুমি সর্ব্বত্রই বিজয় লাভ করিতে, সুতরাং এক্ষণে রণমধ্যে তোমার এই মৃত্যু রামের কার্য্য বলিয়া বিশ্বাস হইতেছে না। বোধ হয়, যম স্বয়ংই মায়াবলে রামরূপ ধারণ করিয়া তোমাকে বধ করিতে আসিয়াছিলেন, তাহা তুমি জানিতে পার নাই। কিম্বা হা মহাবল! ইন্দ্র আসিয়া কি তোমাকে প্রচ্ছন্নরূপে বধ করিলেন? অথবা তা-ই বা কিরূপে সম্ভবে! তুমি দেবতাদিগের প্রবল শত্রু অতি তেজস্বী, রণক্ষেত্রে ইন্দ্রের তোমার প্রতি দৃষ্টিপাত করিবারই শক্তি নাই। ৬—১০। আমার নিশ্চয়ই বোধ হইতেছে, রাম সামান্য মনুষ্য নহেন। জন্ম, বৃদ্ধি ও নিধনবিহীন সর্ব্বশক্তিমান্ সর্ব্বান্তর্যামী সৃষ্টিকর্ত্তা পরমপুরুষ সনাতন পরমাত্মা হইবেন। তাঁহার বক্ষঃস্থল শ্রীবৎসলাঞ্ছিত। সেই অক্ষয় অমেয় অজেয় সত্যপরাক্রম সর্ব্বলোকেশ্বর শ্রীমান্ মহাদ্যুতি লক্ষ্মীপতি বিষ্ণুই লোক সকলের হিতকামনায় মনুষ্যরূপ ধারণপূর্ব্বক বানররূপী দেবগণের সহিত, ভূলোকে অবতীর্ণ হইয়া রাক্ষস-পরিবারের সহিত, মহাবল মহাবীর্য্য ভয়াবহ

ইন্দ্রিয়াণি পুরা জিত্বা জিতং ত্রিভুবনং ত্বয়া।
স্মরদ্ভিরিব তদ্বৈরং ইন্দ্রিয়ৈরেব নির্জ্জিতঃ ॥ ১৫
যদৈব হি জনস্থানে রাক্ষসৈর্বহুভির্বৃতঃ।
খরস্তু নিহতো ভ্রাতা তদা রামো ন মানুষঃ ॥ ১৬
যদৈব নগরীং লঙ্কাং দুষ্প্রবেশাং সুরৈরপি।
প্রবিষ্টো হনুমান্ বীর্য্যাত্তদৈব ব্যথিতা বয়ম্ ॥ ১৭
ক্রিয়তামবিরোধশ্চ রাঘবেণেতি যন্ময়া।
উচ্যমানং ন গৃহ্লাসি তস্যেয়ং ব্যুষ্টিরাগতা ॥ ১৮
অকস্মাচ্চাভিকামোঽসি সীতাং রাক্ষসপুঙ্গব।
ঐশ্বর্য্যস্য বিনাশায় দেহস্য স্বজনস্য চ ॥ ১৯
অরুন্ধত্যা বিশিষ্টাং তাং রোহিণ্যাশ্চাপি দুর্ম্মতে।
সীতাং ধর্ষয়তা মান্যাং ত্বয়া হ্যসদৃশং কৃতম্ ॥ ২০
বসুধায়াং হি বসুধাং শ্রিয়ঃ শ্রীং ভর্ত্তৃবৎসলাম্।
সীতাং সর্ব্বানবদ্যাঙ্গীমরণ্যে বিজনে শুভাম্ ॥ ২১
আনয়িত্বা তু তাং দীনাং ছদ্মনাত্মস্বদূষণম্ ॥ ২২
অপ্রাপ্যৈব চ তং কামং মৈথিলীসঙ্গমে কৃতম্।
পতিব্রতায়াস্তপসা নূনং দগ্ধোঽসি মে প্রভো॥ ২৩

দেবশত্রু রাক্ষস-রাজকে বধ করিয়াছেন। পূর্ব্বে তপস্যাকালে তুমি ইন্দ্রিয়গণকে জয় করিয়া পশ্চাৎ ত্রৈলোক্য জয় করিয়াছিলে। বোধ হয়, ইন্দ্রিয়গণ সেই শত্রুতা স্মরণ করিয়াই এক্ষণে তোমাকে পরাজিত করিয়াছে। হায়! যখন জনস্থানে তোমার ভ্রাতা খর অসংখ্য রাক্ষসগণের সহিত নিহত হইয়াছিলেন, আমি তখনই বুঝিয়াছিলাম, রামচন্দ্র সামান্য মনুষ্য নহেন। সুরগণের দুষ্প্রবেশ্য এই লঙ্কানগরীতে হনুমান্ যখন বীর্য্যবলে প্রবেশ করিয়াছিল, তখনই আমরা ব্যথিত হইয়া বার বার বলিয়াছিলাম, 'রামচন্দ্রের সহিত সন্ধি স্থাপন কর' তুমি তাহা শ্রবণ কর নাই,—তাহারই ফল অদ্য ফলিয়াছে। ১১—১৮। হা রাক্ষসশ্রেষ্ঠ! বোধ হয়, ঐশ্বর্য্য, স্বীয় দেহ এবং স্বজনগণের বধের নিমিত্তই তুমি সীতার প্রতি অভিলাষ করিয়াছিলে। হা দুর্ম্মতে! সীতাদেবী,—অরুন্ধতী ও রোহিণী অপেক্ষাও সর্ব্বাংশে শ্রেষ্ঠা। তুমি সেই পূজনীয়া সীতাকে হরণ করিয়া অতি অন্যায় কার্য্য করিয়াছিলে। সহিষ্ণুতাগুণে পৃথিবীর পৃথিবী, সৌন্দর্য্য-গুণে লক্ষ্মীর লক্ষ্মীস্বরূপা,—পতিপরায়ণা সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী সীতাদেবীকে বিজন কানন হইতে ছলে-বলে আনয়ন করিয়া তুমি নিজেই সবংশে মরিলে। হা স্বামিন্! তুমি সীতা-সহবাসে অভিলাষী হইয়াছিলে বটে; কিন্তু তাহা তোমার ভাগ্যে ঘটিল না, প্রত্যুত তাহার তপস্তাবলেই তুমি দগ্ধ হইলে। ১৯—২৩।

তদৈব যন্ন দগ্ধস্ত্বং ধর্ষয়ংস্তনুমধ্যমাম্।
দেবা বিভ্যতি তে সর্ব্বে সেন্দ্রাঃ সাগ্নিপুরোগমাঃ। ২৪
অবশ্যমেব লভতে ফলং পাপস্য কর্ম্মণঃ।
ভর্ত্তঃ পর্য্যাগতে কালে কর্ত্তা নাস্ত্যত্র সংশয়ঃ ॥ ২৫
শুভকৃচ্ছুভমাপ্নোতি পাপকৃৎ পাপমশ্নুতে।
বিভীষণঃ সুখং প্রাপ্তস্ত্বং প্রাপ্তঃ পাপমীদৃশম্ ॥ ২৬
সন্ত্যন্যাঃ প্রমদাস্তভ্যাং রূপেণাভ্যধিকাস্তুতঃ।
অনঙ্গবশমাপন্নস্ত্বস্তু মোহান্ন বুধ্যসে ॥ ২৭
ন কুলেন ন রূপেণ ন দাক্ষিণ্যেন মৈথিলী।
ময়াধিকা বা তুল্যা বা তত্তু মোহান্ন বুধ্যসে ॥ ২৮
সর্ব্বদা সর্ব্বভূতানাং নাস্তি মৃত্যুরলক্ষণঃ।
তব তাবদয়ং মৃত্যুর্মৈথিলীকৃতলক্ষণঃ ॥ ২৯
সীতানিমিত্তকো মৃত্যুস্ত্বয়া দূরাদুপাহৃতঃ।
মৈথিলী সহ রামেণ বিশোকা বিহরিষ্যতি ॥ ৩০
অল্পপুণ্যা ত্বহং ঘোরে পতিতা শোকসাগরে।
কৈলাসে মন্দরে মেরৌ তথা চৈত্ররথে বনে ॥ ৩১
দেবোদ্যানেষু সর্ব্বেষু বিহৃত্য সহিতা ত্বয়া।
বিমানেনানুরূপেণ যা যাম্যতুলয়া শ্রিয়া ॥ ৩২

তুমি যে সেই ক্ষীণ-মধ্যা জানকীকে ধর্ষণ করিতে করিতেই দগ্ধ হও নাই, তাহার কারণ ইন্দ্রাদি দেবগণ তোমাকে ভয় করিয়া চলিতেন। পাপকারী লোক সময় হইলে পাপের ফল প্রাপ্ত হয়; তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। যাহারা সৎকর্ম্ম করে, তাহারা শুভ ফল লাভ করে এবং যাহারা পাপকর্ম্ম করে, তাহারা অশুভ ফল প্রাপ্ত হয়। এই কারণে বিভীষণ সুখী হইল এবং তুমি অনন্ত দুঃখে পতিত হইলে। তোমার ত সীতা অপেক্ষা রূপগুণে আরও অনেক রমণী ছিল, কিন্তু তুমি কামবশ হইয়া মোহবশত তাহা বুঝিতে পার নাই। রূপ কুল বা দাক্ষিণ্যবিষয়ে সীতা আমা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ হওয়া দূরে থাকুক, আমার তুল্য হইবারও যোগ্যা নহে, কিন্তু তুমি মোহবশতঃ তাহা বুঝিতে পার নাই। ২৪—২৮। সীতাহরণই তোমার মৃত্যুর কারণ; যেহেতু বিনা কারণে কোন প্রাণীই পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হয় না। তুমি স্বয়ংই সীতার নিমিত্ত মৃত্যুকে দূর হইতে ডাকিয়া আনিয়াছিলে। এক্ষণে সীতা শোকবিরহিতা হইয়া, রামচন্দ্রের সহিত বিহার করিবে; আমি অল্পভাগ্যবতী, তাই শোকসাগরে ডুবিলাম। হা বীর! আমি,—বিচিত্র মাল্য ও বসন পরিধান করত অতুল্য শোভায় শোভিতা হইয়া অনুরূপ বিমানে আরোহণপূর্ব্বক, বিবিধ দেশ দর্শন করিতে করিতে সুমেরু, কৈলাস, মন্দর, চৈত্ররথ বন এবং অন্যান্য দেবোদ্যানে গমন

পশ্যন্তী বিবিধান্ দেশাংস্তাংস্তান্ চিত্রপ্রপঙ্কয়া।
অর্পিতা কামভোগেভ্যঃ সাস্মি বীর যথাভব।
বৈধব্যেবাস্মি সংবৃত্তা ধিগ্রাজ্ঞাং চঞ্চলাং শ্রিয়ম্॥ ৩৩
হা রাজন্ সুকুমারং তে সুভ্রু সুত্বক্ সমুন্নসম্।
কান্তিশ্রীদ্যুতিভিস্তুল্যমিন্দুপদ্মদিবাকরৈঃ॥ ৩৪
কিরীটকূটোজ্জ্বলিতং তাম্রাস্যং দীপ্তকুণ্ডলম্।
মদব্যাকুললোলাক্ষং ভূত্বা যৎ পানভূমিষু॥ ৩৫
বিবিধস্রগ্ধরং চারু বল্গু স্মিতকথং শুভম্।
তদেবাদ্য তবৈবং হি বক্ত্রং ন ভ্রাজতে প্রভো॥ ৩৬
রামসায়কনির্ভিন্নং রক্তং রুধিরবিস্রবৈঃ।
বিশীর্ণমেদোমস্তিষ্কং রূক্ষং স্যন্দনরেণুভিঃ॥ ৩৭
হা পশ্চিমা মে সম্প্রাপ্তা দশা বৈধব্যদায়িনী।
যা ময়াসীন্ন সংবুদ্ধা কদাচিদপি মন্দয়া॥ ৩৮
পিতা দানবরাজো মে ভর্ত্তা মে রাক্ষসেশ্বরঃ।
পুত্রো মে শক্রনির্জ্জেতা ইত্যহং গর্ব্বিতা ভৃশম্॥ ৩৯
দৃপ্তারিমথনাঃ ক্রূরাঃ প্রখ্যাতবলপৌরুষাঃ।
অকুতশ্চিদ্ভয়া নাথা মমেত্যাসীন্মতির্দ্ধ্রুবা॥ ৪০

করিয়া তোমার সহিত বিহার করিতাম; এক্ষণে আমি সেই মন্দোদরী হইয়াও তোমার অভাবে কামভোগে বঞ্চিতা হইলাম। ২৯—৩৩। আমি এক্ষণে অনাথা রমণীর ন্যায় হইলাম। চঞ্চলা রাজলক্ষ্মীকে ধিক্! হা রাজন্! হা স্বামিন্! তোমার বদন,—কান্তিতে চন্দ্র উজ্জ্বলতায় সূর্য্য এবং সৌন্দর্য্যে পদ্মের তুল্য। তোমার ভ্রূযুগল সুন্দর, ত্বক্ কোমল, নাসিকা উন্নত, সুন্দর কিরীট ও প্রদীপ্ত কুণ্ডলে ইহা সুশোভিত। তোমার মুখ মদিরাপানকালে মদে আরক্ত এবং চঞ্চলনয়নে অতিশয় শোভা ধারণ করিত। তোমার এই সুন্দর বদনে সহাস্য বাক্য অতি সুমধুর ছিল। এক্ষণে তোমার সেই বদন রামবাণে ছিন্ন হইয়া, আর সে শোভা ধারণ করিতেছে না। হায়! এক্ষণে তোমার সেই সুন্দর মুখ রক্তাক্ত এবং পথের ধূলিতে ধূসর হইয়া অতিশয় হতশ্রী হইয়াছে; মেদ,—মস্তিষ্ক বহির্গত হইয়া পড়িয়াছে। ৩৪—৩৭। হায়! আমি পূর্ব্বে কখনও যাহা মনেও ভাবি নাই, এক্ষণে আমার সেই বৈধব্যদশা উপস্থিত হইল। হায়! আমি এই বলিয়া গর্ব্ব করিতাম,—দানবরাজ ময় আমার পিতা, রাক্ষসগণের অধীশ্বর আমার ভর্ত্তা এবং সুরেন্দ্রবিজয়ী মেঘনাদ আমার পুত্র।' হায়! পৌরুষ ও বলবীর্য্যে বিখ্যাত খলস্বভাব অকুতোভয় বীরগণ আমাকে পরিত্রাণ করিবে বলিয়া আমার দৃঢ় আশা ছিল। কিন্তু হে রাক্ষসশ্রেষ্ঠগণ! অতুল বলশালী হইয়া তোমাদের

তেষামেবংপ্রভাবাণাং যুষ্মাকং রাক্ষসর্ষভাঃ।
কথং ভয়মসম্বুদ্ধং মানুষাদিদমাগতম্॥ ৪১
স্নিগ্ধেন্দ্রনীলনীলন্তু প্রাংশুশৈলোপমং মহৎ।
কেয়ূরাঙ্গদবৈদূর্য্যমুক্তাহারস্রগুজ্জ্বলম্॥ ৪২
কান্তং বিহারেষ্বধিকং দীপ্তং সংগ্রামভূমিষু।
ভাত্যাভরণভাভির্যদ্বিদ্যুদ্ভিরিব তোয়দঃ॥ ৪৩
তদেবাদ্য শরীরং তে তীক্ষ্ণৈর্নৈকশরৈশ্চিতম্।
পুনর্দুর্লভসংস্পর্শং পরিষ্বক্তুং ন শক্যতে॥ ৪৪
শ্বাবিধঃ শলকৈর্যদ্বৎ বাণৈর্লগ্নৈর্নিরন্তরম্।
স্বর্পিতৈর্মর্ম্মসু ভৃশং সংছিন্নস্নায়ুবন্ধনম্॥ ৪৫
ক্ষিতৌ নিপাতিতং রাজন্ শ্যামং বৈ রুধিরচ্ছবি।
বজ্রপ্রহারাভিহতো বিকীর্ণ ইব পর্ব্বতঃ॥ ৪৬
হা স্বপ্নঃ সত্যমেবেদং ত্বং রামেণ কথং হতঃ।
ত্বং মৃত্যোরপি মৃত্যুঃ স্যাঃ কথং মৃত্যুবশং গতঃ॥ ৪৭
ত্রৈলোক্যবসুভোক্তারং ত্রৈলোক্যোদ্বেগদং মহৎ।
জেতারং লোকপালানাং ক্ষেপ্তারং শঙ্করস্য চ॥ ৪৮
দৃপ্তানাং নিগৃহীতারমাবিষ্কৃতপরাক্রমম্।
লোকক্ষোভয়িতারঞ্চ সাধুভূতাবরণম্॥ ৪৯
ওজসা দৃপ্তবাক্যানাং বক্তারং রিপুসন্নিধৌ।

এরূপ মানুষ-ভয় কি প্রকারে উপস্থিত হইল? হা নাথ! স্নিগ্ধ ইন্দ্রনীলের ন্যায় নীলবর্ণ, মহাশৈলের ন্যায় উন্নত, কেয়ূর, অঙ্গদ, বৈদূর্য্য, মুক্তাহার ও পুষ্পমালা-দ্বারা সমুজ্জ্বল, বিহারসময়ে সমধিক কমনীয় এবং রণভূমিতে প্রদীপ্ত তোমার এই দেহ বহুপ্রকার আভরণে অলঙ্কৃত হইয়া, সৌদামিনীশোভিত মেঘের ন্যায় শোভা পাইত। কিন্তু সেই দেহ পরে দুর্লভ হইলেও তীক্ষ্ণ বাণসমূহে আচ্ছন্ন বলিয়া এক্ষণে আর আলিঙ্গন করিতে পারিতেছি না। ৩৮—৪৪। তোমার সর্ব্বাঙ্গ, বাণবিদ্ধ হইয়া শল্যকের (শজারুর) কণ্টকাকীর্ণ গাত্রবৎ শোভা পাইতেছে। স্নায়ুবন্ধন ছিন্ন হইয়াছে। হা রাজন্! তোমার কৃষ্ণবর্ণ দেহ রক্তপরিপ্লুত হওয়ায়, বজ্রপ্রহার-পতিত বিকীর্ণ গিরির ন্যায় প্রকাশ পাইতেছে। হায়! সমস্তই স্বপ্নের ন্যায় বোধ হইতেছে। কারণ, তুমি মৃত্যুরও মৃত্যুস্বরূপ হইয়া কি প্রকারে রামহস্তে নিহত হইয়া মৃত্যুর বশীভূত হইলে? ৪৫—৪৭। হায়! যিনি ত্রৈলোক্যের নিখিল রত্ন ভোগ করিতেন, নিখিল ত্রৈলোক্যবাসীকে উদ্বিগ্ন করিতেন, যিনি লোকপালগণকে জয় করিয়াছেন, এমন কি শঙ্করও যাঁহাকে দেখিবে ভয়ে চমকিত হইয়া উঠিতেন,—গর্ব্বিত ব্যক্তিগণ যাঁহার হস্তে নিগৃহীত হইত, যিনি সর্ব্বত্রই বিক্রম প্রকাশ করিতেন, সাধুগণকে যিনি যজ্ঞে

ভিদ্যমানাঃ শরৈঃ সঙ্খ্যে নারায়ণকরচ্যুতৈঃ।
নিপেতু রাক্ষসা ভূমৌ শৈলা বজ্রহতা ইব॥ ১৪
ব্রণানি পরগাত্রেভ্যো বিষ্ণুচক্রকৃতানি হি।
অসৃক্ ক্ষরন্তি ধারাভিঃ স্বর্ণধারা ইবাচলাঃ॥ ১৫
শঙ্খরাজরবশ্চাপি শার্ঙ্গচাপরবস্তথা।
রাক্ষসানাং রবাংশ্চাপি গ্রসতে বৈষ্ণবো রবঃ॥ ১৬
তেষাং শিরোধরান্ ধূতান্ শরধ্বজধনূংষি চ।
রথান্ পতাকাস্তূণীরান্ চিচ্ছেদ স হরিঃ শরৈঃ॥ ১৭
সূর্য্যাদিব করা ঘোরা বার্য্যোঘা ইব সাগরাৎ।
পর্ব্বতাদিব নাগেন্দ্রা ধারৌঘা ইব চাম্বুদাৎ॥ ১৮
তথা শার্ঙ্গবিনির্ম্মুক্তাঃ শরা নারায়ণেরিতাঃ।
নির্দ্ধাবন্তীষবস্তূর্ণং শতশোঽথ সহস্রশঃ॥ ১৯
শরভেণ যথা সিংহাঃ সিংহেন দ্বিরদা যথা।
দ্বিরদেন যথা ব্যাঘ্রা ব্যাঘ্রেণ দ্বীপিনো যথা॥ ২০
দ্বীপিনেব যথা শ্বানঃ শুনা মার্জ্জারকা যথা।
মার্জ্জারেণ যথা সর্পাঃ সর্পেণ চ যথাখবঃ॥ ২১
তথা তে রাক্ষসাঃ সর্ব্বে বিষ্ণুনা প্রভবিষ্ণুনা।
দ্রবন্তি দ্রাবিতাশ্চান্যে শায়িতাশ্চ মহীতলে॥ ২২
রাক্ষসানাং সহস্রাণি নিহত্য মধুসূদনঃ।
বারিজং পূরয়ামাস তোয়দং সুররাড়িব॥ ২৩
নারায়ণশরত্রস্তং শঙ্খনাদসুবিহ্বলম্।
যযৌ লঙ্কামভিমুখং প্রভগ্নং রাক্ষসং বলম্॥ ২৪
প্রভগ্নে রাক্ষসবলে নারায়ণশরাহতে।
সুমালী শরবর্ষেণ নিববার রণে হরিম্॥ ২[৫]
স তু তং ছাদয়ামাস নীহার ইব ভাস্করম্।
রাক্ষসাঃ সত্ত্বসম্পন্নাঃ পুনর্ধৈর্য্যং সমাদধুঃ॥ ২৬
অথ সোঽভ্যপতদ্রোষাদ্রাক্ষসো বলদর্পিতঃ।
মহানাদং প্রকুর্ব্বাণো রাক্ষসান্ জীবয়ন্নিব॥ ২৭
উৎক্ষিপ্য লম্বাভরণং ধুন্বন্ করমিব দ্বিপঃ।
ররাস রাক্ষসো হর্ষাৎ সতড়িত্তোয়দো যথা॥ ২৮
সুমালের্নর্দতস্তস্য শিরো জ্বলিতকুণ্ডলম্।
চিচ্ছেদ যন্তুরশ্বাশ্চ ভ্রান্তাস্তস্য তু রাক্ষসঃ॥ ২৯
তৈরশ্বৈর্ভ্রাম্যতে ভ্রান্তৈঃ সুমালী রাক্ষসেশ্বরঃ
ইন্দ্রিয়াশ্বৈঃ পরিভ্রান্তৈর্ধৃতিহীনো যথা নরঃ॥ ৩০
ততো বিষ্ণুং মহাবাহুং প্রপতন্তং রণাজিরে।

বিমুক্ত হইয়া সেই রাক্ষসদিগকে বিদারণ করিয়া ভূতলে প্রবেশ করিল। রাক্ষসেরা হরির করকমল হইতে বিচ্যুত বাণসমূহে বিদ্ধ হইয়া বজ্রাহত গিরির ন্যায় ভূপৃষ্ঠে পড়িল। বিষ্ণুচক্রদ্বারা শত্রুদেহের ক্ষত স্থান সকল হইতে গৈরিকধারাস্রাবী পর্ব্বত-রাজির ন্যায় ধারাপ্রবাহে রুধির ঝরিতে লাগিল। ১১—১৫। বৈষ্ণবরব, শঙ্খরাজরব এবং শার্ঙ্গচাপ-রব মিলিত হইয়া রাক্ষসদিগের রব এবং প্রাণ যেন গ্রাস করিয়া ফেলিল। তখন সেই হরি তাহাদের কম্পিত শিরোধর, বাণ, ধ্বজ, রথ, পতাকা এবং তূণীর কাটিলেন। সূর্য্যমণ্ডল হইতে যেমন কিরণরাশি নিঃসৃত হয়, সাগর হইতে যেমন তরঙ্গ প্রবাহিত হয়, পর্ব্বত হইতে নগেন্দ্র সকল যেমন ধাবিত হয়, মেঘ হইতে যেমন ধারা পতিত হয়, সেইরূপ বিষ্ণুনিক্ষিপ্ত শত সহস্র বাণ অতিবেগে ধাবিত হইতে লাগিল। আবার কতকগুলি শর শার্ঙ্গধনুতে মোচনোন্মুখ হইয়া রহিল। শরভসন্নিধানে সিংহ, সিংহসমীপে হস্তী, করীর নিকটে ব্যাঘ্র, ব্যাঘ্রের নিকটে দ্বীপী, দ্বীপীর নিকটে কুক্কুর, কুক্কুরসমীপে মার্জ্জার, মার্জ্জারের নিকটে সর্প এবং সর্পের সমীপে মূষিক সকল যেমন পরাজিত হইয়া পলায়ন করে, সেইরূপ সেই রাক্ষসগণ প্রভবিষ্ণু বিষ্ণুকর্ত্তৃক বিধ্বস্ত হইয়া পলায়ন করিল। ১৬—২২। পরে হরি পশ্চাৎ ধাবিত হইয়া তাহাদিগের কতকগুলিকে ভূতলে পাতিত করিলেন। তখন সুররাজের মেঘের ধ্বনির ন্যায় নারায়ণ সহস্র সহস্র রাক্ষস নিধন করিয়া জলজ শঙ্খ বায়ুদ্বারা পূরিত করিলেন। প্রধান প্রধান রাক্ষসসেনা হরির বাণাঘাতে বিত্রস্ত এবং শঙ্খনাদে বিহ্বল হইয়া লঙ্কার অভিমুখে গমন করিল। বিষ্ণুর বাণে সমাহত হইয়া রাক্ষসসেনা ভগ্ন হইলে সুমালী বাণবর্ষণপূর্ব্বক হরিকে সমরে নিবারণ করিল;—তুহিন যেমন সূর্য্যকে সমাচ্ছন্ন করিয়া রাখে, সেইরূপ রাক্ষস তাঁহাকে আচ্ছাদন করিল। তৎকালে সত্ত্বসম্পন্ন রাক্ষসেরা পুনরায় ধৈর্য্য ধারণ করিল। তৎপরে বলগর্ব্বিত রাক্ষস ক্রোধবশতঃ ঘোরতর গর্জ্জন করিতে করিতে রাক্ষসগণকে যেন পুনরুজ্জীবিত করিয়াই আপতিত হইল। ২৩—২৭। লম্বমান আভরণ উৎক্ষেপণ করিয়া করী যেমন করকম্পন-পূর্ব্বক চীৎকার করিতে থাকে, সেইরূপ রাক্ষস আহ্লাদিত হইয়া তৎকালে বিদ্যুদ্বিরাজিত মেঘের ন্যায়, গর্জ্জন করিতে লাগিল। সুমালী শব্দ করিতে থাকিলে, হরি তাহার সারথির উজ্জ্বলকুণ্ডলভূষিত মস্তক কাটিয়া ফেলিলেন। তখন রাক্ষসের ঘোটক সকল সারথিবিহীন হইয়া স্বেচ্ছাগামী হইল। ধৈর্য্য-বিহীন মানুষ যেমন পরিভ্রান্ত ইন্দ্রিয়স্বরূপ অশ্বদ্বারা ঘুরিয়া বেড়ায়, সেইরূপ রাক্ষসেশ্বর সুমালী সেই ভ্রান্ত অশ্বগণদ্বারা ভ্রমিত হইতে লাগিল। মহাবাহু বিষ্ণু

হতে সুমালেরশ্বৈশ্চ রথে বিষ্ণুরথং প্রতি।
মালী চাভ্যদ্রবদ্যুক্তঃ প্রগৃহ্য স শরাসনম্॥ ৩১
মাল্যেধর্নুশ্চ্যুতা বাণাঃ কার্ত্তস্বরবিভূষিতাঃ।
বিবিশুর্হরিমাসাদ্য ক্রৌঞ্চং পত্ররথা ইব॥ ৩২
অর্দ্দ্যমানঃ শরৈঃ সোঽথ মালিমুক্তৈঃ সহস্রশঃ।
চুক্ষুভে ন রণে বিষ্ণুর্জিতেন্দ্রিয় ইবাধিভিঃ॥ ৩৩
অথ মৌর্বীস্বনং কৃত্বা ভগবান্ ভূতভাবনঃ।
মালিনং প্রতি বাণৌঘান্ সসর্জ্জাসিগদাধরঃ॥ ৩৪
তে মালিদেহমাসাদ্য বজ্রবিদ্যুৎপ্রভাঃ শরাঃ।
পিবন্তি রুধিরং তস্য নাগা ইব সুধারসম্॥ ৩৫
মালিনং বিমুখং কৃত্বা শঙ্খচক্রগদাধরঃ।
মালিমৌলিং ধ্বজঞ্চাপং বাজিনশ্চাপ্যপাতয়ৎ॥ ৩৬
বিরথস্তু গদাং গৃহ্য মালী নক্তঞ্চরোত্তমঃ।
আপুপ্লুবে গদাপাণির্গির্য্যগ্রাদিব কেশরী॥ ৩৭
গদয়া গরুড়ং সংখ্যে ঈশানমিব চান্তকঃ।
ললাটদেশেঽভ্যহনদ্বজ্রেণেন্দ্রো যথাচলম্॥ ৩৮
গদয়াভিহতস্তেন মালিনা গরুড়ো ভৃশম্।
রণাৎ পরাঙ্মুখং দেবং কৃতবান্ বেদনাতুরঃ॥ ৩৯

পরাঙ্মুখে কৃতে দেবে মালিনা গরুড়েন বৈ।
উদতিষ্ঠন্মহাঞ্ছব্দো রক্ষসামভিনর্দ্দতাম্॥ ৪০
রক্ষসাং রুবতাং রাবং শ্রুত্বা হরিহয়ানুজঃ।
তির্য্যগাস্থায় সংক্রুদ্ধঃ পক্ষীশে ভগবান্ হরিঃ॥ ৪১
পরাঙ্মুখোঽপ্যুৎসসর্জ্জ মালেশ্চক্রং জিঘাংসয়া।
তৎ সূর্য্যমণ্ডলাভাসং স্বভাসা ভাসয়ন্নভঃ॥ ৪২
কালচক্রনিভং চক্রং মালেঃ শীর্ষমপাতয়ৎ।
তচ্ছিরো রাক্ষসেন্দ্রস্য চক্রোৎকৃত্তং বিভীষণম্।
পপাত রুধিরোদ্গারি পুরা রাহুশিরো যথা॥ ৪৩
ততঃ সুরৈঃ সম্প্রহৃষ্টৈঃ সর্ব্বপ্রাণসমীরিতঃ।
সিংহনাদরবো মুক্তঃ সাধু দেবেতি বাদিভিঃ॥ ৪৪
মালিনং নিহতং দৃষ্ট্বা সুমালী মাল্যবানপি।
সবলৌ শোকসন্তপ্তৌ লঙ্কামেব প্রধাবিতৌ॥ ৪৫
গরুড়স্তু সমাশ্বস্তঃ সন্নিবৃত্য যথা পুরা।
রাক্ষসান্ দ্রাবয়ামাস পক্ষবাতেন কোপিতঃ॥ ৪৬
চক্রকৃত্তাস্যকমলা গদাসঞ্চূর্ণিতোরসঃ।
লাঙ্গলগ্লপিতগ্রীবা মুষলৈর্ভিন্নমস্তকাঃ॥ ৪৭
কেচিচ্চৈবাসিনা ছিন্নাস্তথান্যে শরতাড়িতাঃ।
নিপেতুরম্বরাত্তূর্ণং রাক্ষসাঃ সাগরাম্ভসি॥ ৪৮

রণক্ষেত্রে আসিলে, মালী স্বীয় ধনুর্ব্বাণ গ্রহণপূর্ব্বক উদ্যুক্ত হইয়া তাঁহাকে আঘাত করিতে লাগিল। সুবর্ণবিভূষিত বাণসমূহ মালীর কার্ম্মুকনির্ম্মুক্ত হইয়া ক্রৌঞ্চ পর্ব্বতে পক্ষিসমূহের ন্যায় হরির শরীরমধ্যে প্রবিষ্ট হইল। ২৮—৩২। তখন হরি মালী কর্ত্তৃক বিমুক্ত সহস্র সহস্র বাণজালে নিপীড়িত হইয়া আধি-দ্বারা আক্রান্ত জিতেন্দ্রিয় ব্যক্তির ন্যায় যুদ্ধে ক্ষুব্ধ হইলেন না। তৎপরে গদাপাণি অসিধর ভূতভাবন ভগবান্ জ্যাশব্দ করিয়া মালীর উপরে বাণসকল নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। বজ্র এবং বিদ্যুতের ন্যায় তেজঃপুঞ্জশালী সেই বাণসকল মালীর দেহে আসিয়া, সর্পগণ যেমন সুধারস পান করে, সেইরূপ তাহার শোণিত পান করিতে লাগিল। তখন শঙ্খ-চক্র-গদাধর নারায়ণ মালীকে বিমুখ করিয়া তাহার মুকুট, ধ্বজ, কার্ম্মুক এবং অশ্ব সকলকে পাতিত করিলেন। ৩৩—৩৬। পরন্তু রাক্ষস মালী রথহীন হইয়া গদাগ্রহণ করত, পর্ব্বতাগ্র হইতে সিংহের ন্যায় গদা হস্তে উল্লম্ফন করিতে লাগিল। যম যেমন মহেশের প্রতি অস্ত্র ক্ষেপণ করিয়াছিলেন এবং ইন্দ্র বজ্রদ্বারা যেমন পর্ব্বতকে আহত করেন, সেইরূপ রাক্ষস বিহগ-রাজ গরুড়ের ললাটদেশে গদাদ্বারা আঘাত করিল। গরুড় তখন মালিকর্ত্তৃক গদাঘাতে নিতান্ত অভিভূত এবং বেদনায় ব্যথিত হইয়া হরিকে রণ হইতে পরাঙ্মুখ করিল। মালিকর্ত্তৃক আহত গরুড়দ্বারা হরি পরাঙ্মুখ হইলে, নর্দ্দমান রাক্ষসদিগের ভীষণ শব্দ উত্থিত হইল। ৩৭—৪০। পরাঙ্মুখ হইয়াও হরিহয়ানুজ ভগবান্ হরি, রাক্ষসগণের সিংহনাদ শুনিয়া ক্রোধে পক্ষিরাজপৃষ্ঠে তির্য্যক্‌ভাবে থাকিয়া মালীর বধকামনায় চক্র পরিত্যাগ করিলেন। সূর্য্যমণ্ডলতুল্য-তেজঃপুঞ্জ কালচক্রপ্রতিম সেই চক্র স্বীয় কিরণজালদ্বারা নভোমণ্ডল উদ্ভাসিত করিয়া মালীর মুণ্ড পাতিত করিল। রাক্ষসরাজের সেই ভীষণ মস্তক চক্রদ্বারা কর্ত্তিত হইয়া পুরাকালীন রাহুমস্তকের ন্যায় শোণিত উদ্গারণ করিতে করিতে পতিত হইল। তখন দেবতা-গণ প্রীত হইয়া 'সাধু দেব' এই কথা বলিয়া, সকলে উচ্চারিত সিংহনাদ মোচন করিতে লাগিলেন। সুমালী এবং মাল্যবান্ মালীকে নিহত দেখিয়া শোকা-কুলচিত্তে সেনা-সমভিব্যাহারে লঙ্কায় ধাবিত হইল। ৪১—৪৫। তৎকালে গরুড় আশ্বস্ত এবং প্রতিনিবৃত্ত হইয়া রোষবশতঃ পূর্ব্বের ন্যায় পক্ষসম্ভূত বায়ুদ্বারা রাক্ষসদিগকে ধ্বংস করিতে লাগিল। কাহারও মুখ-কমল চক্রাহত, কাহারও বক্ষঃস্থল গদাঘাতে চূর্ণ, লাঙ্গল দ্বারা কাহারও গ্রীবা হরণ, মুষল আঘাতে কাহারও মস্তক বিভিন্ন, তরবারি প্রহারে কাহারও বা মস্তক ছিন্ন এবং কাহাকেও বা বাণজালে তাড়িত করিলেন। এই-

নারায়ণোঽপীষুবরাশনীভি-
বিদারয়ামাস ধনুর্বিমুক্তৈঃ।
নক্তঞ্চরান্ মুক্তবিধূতকেশান্
যথাশনীভিঃ সতড়িন্মহাভ্রঃ॥ ৪৯
ভিন্নাতপত্রং পতমানশস্ত্রং
শরৈরপধ্বস্তবিনীতবেশম্।
বিনিঃসৃতান্ত্রং ভয়লোলনেত্রং
বলং তদুন্মত্তত্বরং বভূব॥ ৫০
সিংহার্দ্দিতানামিব কুঞ্জরাণাং
নিশাচরাণাং সহকুঞ্জরাণাম্।
রবাশ্চ বেগাশ্চ সমং বভূবুঃ
পুরাণসিংহেন বিমর্দ্দিতানাম্॥ ৫১
তে বার্য্যমাণা হরিবাণজালৈঃ
স্ববাণজালানি সমুৎসৃজন্তঃ।
ধাবন্তি নক্তঞ্চরকালমেঘা
বায়ুপ্রণুন্না ইব কালমেঘাঃ॥ ৫২
চক্রপ্রহারৈর্বিনিকৃত্তশীর্ষাঃ
সঞ্চূর্ণিতাঙ্গাশ্চ গদাপ্রহারৈঃ।
অসিপ্রহারৈর্দ্বিবিধা বিভিন্নাঃ
পতন্তি শৈলা ইব রাক্ষসেন্দ্রাঃ॥ ৫৩
বিলম্বমানৈর্মণিহারকুণ্ডলৈ-
র্নিশাচরৈর্নীলবলাহকোপমৈঃ।
নিপাত্যমানৈর্দদৃশে নিরন্তরং
নিপাত্যমানৈরিব নীলপর্ব্বতৈঃ॥ ৫৪

ইত্যুত্তরকাণ্ডে সপ্তমঃ সর্গঃ॥ ৭

রূপে রাক্ষসেরা আহত হইয়া, আকাশতল হইতে অবিলম্বে সাগরতলে পতিত হইল। সবিদ্যুৎ মহামেঘ যেমন বজ্রদ্বারা বিদীর্ণ হয়, সেইরূপ নারায়ণও ধনুর্মুক্ত বাণবর এবং অশনির প্রহারে উন্মুক্ত অথচ বিধৃতকেশ রাক্ষসদিগকে বিদারণ করিতে লাগিলেন। ৩৬—৪৯। তৎকালে রাক্ষস-সেনাগণের বিনীত বেশ বাণসমূহে বিনষ্ট, অবিরল নিপতিত শস্ত্রদ্বারা ছত্র ছিন্ন ভিন্ন এবং অন্ত্র বিনিঃসৃত হওয়ায় সেই সেনা ভয়বশতঃ চঞ্চলচক্ষু হইয়া আত্ম-পরজ্ঞানবিহীন হইল। সিংহার্দ্দিত হস্তীর ন্যায় নৃসিংহকর্তৃক নিপীড়িত রাক্ষসগণের রব ও বেগ এবং হস্তিগণের রবও একর্কালে সমুদ্ভূত হইল। যেমন কৃষ্ণবর্ণ মেঘ সকল বায়ুদ্বারা বিচ্ছিন্ন হইয়া ধাবিত হয়, সেইরূপ রাক্ষসরূপ কৃষ্ণমেঘসমূহ নারায়ণের বাণজালে নিবারিত হইয়া স্বীয় স্বীয় বাণজাল বিকিরণ করিতে করিতে ধাবিত হইল। রাক্ষসেন্দ্রগণ চক্র-প্রহারে বিচ্ছিন্ন-মস্তক, গদাঘাতে চূর্ণদেহ, তরবারি-আঘাতে দুই ভাগে বিভক্ত হইয়া, পর্ব্বতের ন্যায় পতিত হইল। সেই সময়ে নিপাত্যমান নীলপর্ব্বতের ন্যায়, বিলম্বমান মণিময় হার এবং কুণ্ডলে শোভিত নীল-মেঘের ন্যায় নিপাত্যমান রাক্ষসগণে ভূতল আচ্ছন্ন হইয়া গেল। ৫০—৫৪।

অষ্টমঃ সর্গঃ।

হন্যমানে বলে তস্মিন্ পদ্মনাভেন পৃষ্ঠতঃ।
মাল্যবান্ সন্নিবৃত্তোঽথ বেলামেত্য ইবার্ণবঃ॥ ১
সংরক্তনয়নঃ ক্রোধাচ্চলন্মৌলির্নিশাচরঃ।
পদ্মনাভমিদং প্রাহ বচনং পুরুষোত্তমম্॥ ২
নারায়ণ ন জানাসে ক্ষাত্রধর্ম্মং পুরাতনম্।
অযুদ্ধমনসো ভীতানস্মান্ হংসি যথেতরঃ॥ ৩
পরাঙ্মুখবধং পাপং যঃ করোতি সুরেশ্বর।
স হন্তা ন গতঃ স্বর্গং লভতে পুণ্যকর্ম্মণাম্॥ ৪
যুদ্ধশ্রদ্ধাথবা তেঽস্তি শঙ্খচক্রগদাধর।
অহং স্থিতোঽস্মি পশ্যামি বলং দর্শয় যত্তব॥ ৫
মাল্যবন্তং স্থিতং দৃষ্ট্বা মাল্যবন্তমিবাচলম্
উবাচ রাক্ষসেন্দ্রং তং দেবরাজানুজো বলী॥ ৬
যুষ্মত্তো ভয়ভীতানাং দেবানাং বৈ ময়াভয়ম্।
রাক্ষসোৎসাদনং দত্তং তদেতদনুপাল্যতে॥ ৭

অষ্টম সর্গ।

সেই সেনা, বিষ্ণুকর্তৃক পশ্চাৎ হইতে নিহন্যমান হইলে মাল্যবান্, বেলাভূমি প্রাপ্ত সাগরের ন্যায় নিবৃত্ত হইল। পরে রাক্ষস কোপে নয়ন রক্তবর্ণ করিয়া মস্তকসঞ্চালনপূর্ব্বক পুরুষোত্তম হরিকে এই কথা বলিল;—"নারায়ণ! তুমি পুরাতন ক্ষাত্রধর্ম্মের বিষয় অবগত নও, কারণ আমরা ভয়বশতঃ যুদ্ধে অমনোযোগী হইয়াছি, তথাপি তুমি ইতরের ন্যায় আমাদিগকে বধ করিতেছ। সুরেশ্বর! যে পরাঙ্মুখ ব্যক্তির বধজনিত পাপ করে, সেই হন্তা পরলোকে যাইয়া পুণ্যকর্ম্মের অনুষ্ঠাতৃগণের স্বর্গলোক পায় না। অথবা শঙ্খচক্রগদাধর! যদি তোমার যুদ্ধের বাসনা থাকে, তবে তোমার যাহা কিছু বল আছে, তাহা দেখাও, আমি অবস্থিত হইয়া তাহা দেখিতেছি। ১—৫। মাল্যবান্ পর্ব্বতের ন্যায়, রাক্ষসরাজ মাল্যবান্‌কে অবস্থিত দেখিয়া বলশালী ইন্দ্রানুজ তাহাকে

প্রাণৈরপি প্রিয়ং কার্য্যং দেবানাং হি সদা ময়া।
সোঽহং বো নিহনিষ্যামি রসাতলগতানপি ॥ ৮
দেবদেবং ব্রুবাণং তং রক্তাম্বুরুহলোচনম্।
শক্ত্যা বিভেদ সংক্রুদ্ধো রাক্ষসেন্দ্রো ভুজান্তরে ॥ ৯
মাল্যবদ্ভুজনির্মুক্তা শক্তির্ঘণ্টাকৃতস্বনা।
হরেরুরসি বভ্রাজ মেঘস্থেব শতহ্রদা ॥ ১০
ততস্তামেব চোৎকৃষ্য শক্তিং শক্তিধরপ্রিয়ঃ।
মাল্যবন্তং সমুদ্দিশ্য চিক্ষেপাম্বুজেক্ষণঃ ॥ ১১
স্কন্দোৎসৃষ্টেব সা শক্তির্গোবিন্দকরনিঃসৃতা।
কাঙ্ক্ষন্তী রাক্ষসং প্রায়ান্মহোল্কেবাঞ্জনাচলম্ ॥ ১২
সা তস্যোরসি বিস্তীর্ণে হারভারাবভাসিতে।
অপতদ্রাক্ষসেন্দ্রস্য গিরিকূট ইবাশনিঃ ॥ ১৩
তয়া ভিন্নতনুত্রাণঃ প্রাবিশদ্বিপুলং তমঃ।
মাল্যবান্ পুনরাশ্বস্তস্তস্থৌ গিরিরিবাচলঃ ॥ ১৪
ততঃ কার্ষ্ণায়সং শূলং কণ্টকৈর্বহুভিশ্চিতম্।
প্রগৃহ্যাভ্যহনদ্দেবং স্তনয়োরন্তরে দৃঢ়ম্ ॥ ১৫
তথৈব রণরক্তস্তু মুষ্টিনা বাসবানুজম্।
তাড়য়িত্বা ধনুর্মাত্রমপক্রান্তো নিশাচরঃ ॥ ১৬
ততোঽম্বরে মহচ্ছব্দঃ সাধু সাধ্বিতি চোত্থিতঃ।
আহত্য রাক্ষসো বিষ্ণুং গরুড়ঞ্চাপ্যতাড়য়ৎ ॥ ১৭
বৈনতেয়স্ততঃ ক্রুদ্ধঃ পক্ষবাতেন রাক্ষসম্।
ব্যপোহয়দ্বলবান্ বায়ুঃ শুষ্কপর্ণচয়ং যথা ॥ ১৮
দ্বিজেন্দ্রপক্ষবাতেন দ্রাবিতং দৃশ্য পূর্ব্বজম্।
সুমালী স্ববলৈঃ সার্দ্ধং লঙ্কামভিমুখো যযৌ ॥ ১৯
পক্ষবাতবলোদ্ধূতো মাল্যবানপি রাক্ষসঃ।
স্ববলেন সমাগম্য যযৌ লঙ্কাং হ্রিয়া বৃতঃ ॥ ২০
এবং তে রাক্ষসা রাম হরিণা কমলেক্ষণ।
বহুশঃ সংযুগে ভগ্না হতপ্রবরনায়কাঃ ॥ ২১
অশক্নুবন্তস্তে বিষ্ণুং প্রতিযোদ্ধুং বলার্দ্দিতাঃ।
ত্যক্ত্বা লঙ্কাং গতা বস্তুং পাতালং সহপত্নয়ঃ ॥ ২২
সুমালিনং সমাসাদ্য রাক্ষসং রঘুসত্তম।
স্থিতাঃ প্রখ্যাতবীর্য্যাস্তে বংশে সালকটঙ্কটে ॥ ২৩
যে ত্বয়া নিহতাস্তে বৈ পৌলস্ত্যা নাম রাক্ষসাঃ।
সুমালী মাল্যবান্ মালী যে চ তেষাং পুরঃসরাঃ।
সর্ব্ব এতে মহাভাগ রাবণাদ্বলবত্তরাঃ ॥ ২৪

বলিলেন, "তোমাদিগের ভয়ে ভীত দেবতাগণকে রাক্ষসনাশরূপ অভয় দান দিয়াছি। এখন রাক্ষস বধ করিয়া তাহা প্রতিপালন করিতেছি। প্রাণ দিয়াও দেবতাদিগের প্রিয়সাধন করা আমার সর্ব্বদা কর্ত্তব্য; যদি তোমরা পাতালেও প্রবেশ কর, তথাপি আমি তোমাদিগকে বধ করিব। রক্তকমলসদৃশ-লোচন-সমন্বিত দেবদেব এইরূপ বলিতেছেন, ইত্যবসরে রাক্ষসেন্দ্র ক্রোধপরবশ হইয়া শক্তিদ্বারা তাঁহার বক্ষঃস্থল বিদ্ধ করিল; তখন সেই মাল্যবানের বাহু-নিক্ষিপ্ত শক্তি ঘণ্টাদ্বারা শব্দায়মানা হইয়া মেঘস্থিত বিদ্যুতের ন্যায়, নারায়ণের বক্ষঃস্থলে শোভা পাইতে লাগিল। শক্তিধরপ্রিয় কমললোচন বিষ্ণু তৎপর-ক্ষণেই সেই শক্তিকে উত্তোলন করিয়া মাল্যবানের প্রতি নিক্ষেপ করিলেন। ৮—১১। বৃহৎ উল্কা যেমন অঞ্জনপর্ব্বতের অভিমুখে ধায়, তদ্রূপ সেই শক্তি হরির করনিঃসৃত হইয়া, গুহোৎসৃষ্ট শক্তির ন্যায়, রাক্ষসের বিনাশ জন্য ধাবিত হইল। বজ্র যেমন গিরিশিখরে নিপতিত হয়, সেইরূপ সেই শক্তি হার-মালাদ্বারা অবভাসিত রাক্ষসেশ্বরের বিশাল বক্ষঃস্থলে পড়িল। শক্তিপ্রহারে অঙ্গত্রাণ বিভিন্ন হওয়ায় মাল্যবান্ বিষম মোহে আবিষ্ট হইল; কিন্তু পুনরায় আশ্বস্ত হইয়া পর্ব্বতের ন্যায়, অচলভাবে রহিল। অবশেষে বহুলকণ্টকাকীর্ণ কৃষ্ণলৌহনির্ম্মিত শূল লইয়া দেবশ্রেষ্ঠ বিষ্ণুর বক্ষঃস্থলের মধ্যস্থলে দৃঢ়রূপে আঘাত করিল। ১২—১৫। অপিচ সেই রণ-প্রিয় রাক্ষস বাসবানুজ উপেন্দ্রকে মুষ্টিদ্বারা তাড়িত করিয়া ধনুর্মাত্রসহায় হইয়া পশ্চাৎ হইতে পরাবৃত্ত হইল। তখন আকাশে 'সাধু সাধু' এই মহান্ শব্দ উত্থিত হইল। রাক্ষস বিষ্ণুকে আহত করিয়া গরুড়কেও তাড়না করিল। তখন বলবান্ বিনতাপুত্র ক্রুদ্ধ হইয়া, বায়ুসঞ্চালিত শুষ্ক পত্রসমূহের ন্যায় পক্ষবায়ু দ্বারা রাক্ষসকে দূরে অপসারিত করিল। অগ্রজ মাল্যবান্, পক্ষিরাজ গরুড়ের পক্ষবাতদ্বারা তাড়িত হইল,—সুমালী ইহা দেখিয়া স্ববল সমভিব্যা-হারে লঙ্কার দিকে প্রস্থান করিল। পক্ষসম্ভূত-বায়ুবেগে উৎক্ষিপ্ত হইয়া মাল্যবান্ রাক্ষসও লজ্জায় পরিবৃত এবং স্বীয় সেনার সহিত মিলিত হইয়া লঙ্কায় প্রবেশ করিল। ১৬—২০। কমললোচন রাম! প্রধান প্রধান সেনানায়কগণ নিহত হওয়ায় রাক্ষসেরা এইরূপে হরির নিকটে রণে ভঙ্গ দিল। সেই বলপীড়িত রাক্ষসেরা হরির সহিত প্রতিযুদ্ধ করিতে না পারিয়া লঙ্কা পরিত্যাগপূর্ব্বক সপত্নীক পাতালে বাস করিতে গেল। রঘুসত্তম! বিখ্যাতবীর্য্য রাক্ষসগণ সালকটঙ্কটা-বংশীয় সুমালীর আশ্রয়ে কালযাপন করিতে লাগিল। রাম! তুমি পুলস্ত্যবংশীয় যে সকল রাক্ষস বধ করিয়াছ, মহাভাগ সুমালী, মাল্যবান্ এবং মালী ইহারা সকলেই তাহাদের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ এমন কি

ন চান্যো রাক্ষসান্ হন্তা সুরারীন্ দেবকণ্টকান্।
ঋতে নারায়ণং দেবং শঙ্খচক্রগদাধরম্ ॥ ২৫
ভবান্ নারায়ণো দেবশ্চতুর্বাহুঃ সনাতনঃ।
রাক্ষসান্ হন্তুমুৎপন্নো হ্যজেয়ঃ প্রভুরব্যয়ঃ ॥ ২৬
নষ্টধর্ম্মব্যবস্থানাং কালে কালে প্রজাকরঃ।
উৎপদ্যতে দস্যুবধে শরণাগতবৎসলঃ ॥ ২৭

এষা ময়া তব নরাধিপ রাক্ষসানা-
মুৎপত্তিরদ্য কথিতা সকলা যথাবৎ।
ভূয়ো নিবোধ রঘুসত্তম রাবণস্য
জন্ম প্রভাবমতুলং সসুতস্য সর্ব্বম্ ॥ ২৮
চিরাৎ সুমালী ব্যচরদ্রসাতলং
স রাক্ষসো বিষ্ণুভয়ার্দ্দিতস্তদা।
পুত্রৈশ্চ পৌত্রৈশ্চ সমন্বিতো বলী
ততস্তু লঙ্কামবসদ্ধনেশ্বরঃ ॥ ২৯

ইত্যুত্তরকাণ্ডে অষ্টমঃ সর্গঃ ॥ ৮ ॥

রাবণ অপেক্ষাও অধিকতর বলবান্। শঙ্খচক্র-গদাধর দেব নারায়ণ ভিন্ন আর কেহ, দেবগণের পীড়াদায়ক সুরশত্রু রাক্ষসদিগকে বধ করিতে পারে না। ২১—২৫। তুমি চতুর্ভুজ দেব সনাতন নারায়ণ তুমিই অজেয় প্রভু অব্যয়; কিন্তু তুমি রাক্ষসবধ করিবার জন্য মায়ারূপে জন্মিয়াছ। তুমি বিহিত ধর্ম্মের সুব্যবস্থা করিয়া থাক; তুমি সময়ে সময়ে প্রজা সৃষ্টি কর; তুমি শরণাগতবৎসল, অতএব দস্যুদিগকে নিহত করিবার জন্য সময়ে সময়ে তোমাকে মায়াদ্বারা দেহ ধারণ করিতে হয়। রাজন্! আজ তোমার নিকটে রাক্ষসদিগের এই সকল উৎপত্তিবিবরণ যথাপূর্ব্ব কীর্ত্তন করিলাম। রঘুসত্তম! রাবণ এবং তাহার পুত্রগণের জন্ম এবং অতুল প্রভাবের বিষয় পুনরায় আনুপূর্ব্বিক শ্রবণ কর। যখন সেই বলবান্ রাক্ষস সুমালী, বিষ্ণুভয়ে ভীত হইয়া পুত্রপৌত্র সমভিব্যাহারে সুদীর্ঘকাল পাতালে বিচরণ করিতে প্রবৃত্ত হইল, তৎকালে ধনেশ্বর লঙ্কায় বসতি করিতে লাগিলেন। ২৬—২৯।

নবমঃ সর্গঃ।

কস্যচিত্ত্বথ কালস্য সুমালী নাম রাক্ষসঃ।
রসাতলান্মর্ত্ত্যলোকং সর্ব্বং বৈ বিচচার হ ॥ ১
নীলজীমূতসঙ্কাশস্তপ্তকাঞ্চনকুণ্ডলঃ।
কন্যাং দুহিতরং গৃহ্য বিনা পদ্মমিব শ্রিয়ম্ ॥ ২
রাক্ষসেন্দ্রঃ স তু তদা বিচরন্ বৈ মহীতলে।
তদাপশ্যৎ স গচ্ছন্তং পুষ্পকেণ ধনেশ্বরম্ ॥ ৩
গচ্ছন্তং পিতরং দ্রষ্টুং পুলস্ত্যতনয়ং বিভুম্।
তং দৃষ্ট্বামরসঙ্কাশং গচ্ছন্তং পাবকোপমম্ ॥ ৪
রসাতলং প্রবিষ্টঃ সন্ মর্ত্ত্যলোকাৎ সবিস্ময়ঃ।
ইত্যেবং চিন্তয়ামাস রক্ষসানাং মহামতিঃ ॥ ৫
কিং কৃত্বা শ্রেয় ইত্যেবং বর্দ্ধেমহি কথং বয়ম্।
নীলজীমূতসঙ্কাশস্তপ্তকাঞ্চনকুণ্ডলঃ ॥ ৬
রাক্ষসেন্দ্রঃ স তু তদাচিন্তয়ৎ সুমহামতিঃ।
অথাব্রবীৎ সুতাং রক্ষঃ কৈকসীং নাম নামতঃ ॥ ৭
পুত্রি প্রদানকালোঽয়ং যৌবনং ব্যতিবর্ত্ততে।
প্রত্যাখ্যানাচ্চ ভীতৈস্ত্বং ন বরৈঃ পরিগৃহ্যসে ॥ ৮
ত্বৎকৃতে চ বয়ং সর্ব্বে যন্ত্রিতা ধর্ম্মবুদ্ধয়ঃ।
ত্বং হি সর্ব্বগুণোপেতা শ্রীঃ সাক্ষাদিব পুত্রিকে ॥ ৯

নবম সর্গ।

নীলমেঘতুল্য সুমালী রাক্ষস কিয়ৎকাল পরে পাতাল হইতে নির্গত হইয়া বিমল স্বর্ণগ্রথিত কুণ্ডল পরিধানপূর্ব্বক পদ্মবিহীন শ্রীর ন্যায়, অবিবাহিত দুহিতা সঙ্গে করিয়া সমস্ত মর্ত্ত্যলোকে বিচরণ করিতে লাগিল। রাক্ষসরাজ তৎকালে ভূতলে ভ্রমণ করিতে করিতে দেখিল—তখন পুলস্ত্যতনয় বিভু ধনদ পুষ্পকরথে আরোহণ করিয়া পিতাকে দেখিবার জন্য যাইতেছিলেন। পাবকতুল্য দেবসঙ্কাশ ধনেশ্বরকে সেই অবস্থায় দেখিয়া রাক্ষস, মর্ত্ত্যলোক হইতে সবিস্ময়ে পাতালে প্রবেশ করিল। মহামতি রাক্ষস তথায় যাইয়া এইরূপ চিন্তা করিতে লাগিল যে, কোন্ শ্রেয়ঃকার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়া আমরা কি উপায়ে এইরূপ বর্দ্ধিত হইব? সুনীলমেঘতুল্য বিমলকাঞ্চন-কুণ্ডল-বিভূষিত মহামতি রাক্ষসপতি তৎকালে এইরূপ চিন্তা করিয়া কৈকসী নাম্নী স্বীয় দুহিতাকে কহিল,—"পুত্রি! তোমার যৌবনকাল অতীত হইতেছে, সুতরাং বিবাহের এই উপযুক্ত সময়, পাছে প্রত্যাখ্যাত হয় এই আশঙ্কায় ভীত হইয়া বর সকল তোমাকে পরিগ্রহ করিতেছে না। বৎসে! তুমি সাক্ষাৎ লক্ষ্মীর ন্যায় সমস্ত গুণে বিভূষিতা; সুতরাং আমা

কন্যাপিতৃত্বং দুঃখং হি সর্ব্বেষাং মানকাঙ্ক্ষিণাম্।
ন জ্ঞায়তে চ কঃ কন্যাং বরয়েদিতি কন্যকে ॥ ১০
মাতুঃ কুলং পিতৃকুলং যত্র চৈব চ দীয়তে।
কুলত্রয়ং সদা কন্যা সংশয়ে স্থাপ্য তিষ্ঠতি ॥ ১১
সা ত্বং মুনিবরং শ্রেষ্ঠং প্রজাপতিকুলোদ্ভবম্।
ভজ বিশ্রবসং পুত্রি পৌলস্ত্যং বরয় স্বয়ম্ ॥ ১২
ঈদৃশাস্তে ভবিষ্যন্তি পুত্রাঃ পুত্রি ন সংশয়ঃ।
তেজসা ভাস্করসমো যাদৃশোঽয়ং ধনেশ্বরঃ ॥ ১৩
সা তু তদ্বচনং শ্রুত্বা কন্যকা পিতৃগৌরবাৎ।
তত্র গত্বা চ সা তস্থৌ বিশ্রবা যত্র তপ্যতে ॥ ১৪
এতস্মিন্নন্তরে রাম পুলস্ত্যতনয়ো দ্বিজঃ।
অগ্নিহোত্রমুপাতিষ্ঠচ্চতুর্থ ইব পাবকঃ ॥ ১৫
অবিচিন্ত্য তু তাং বেলাং দারুণাং পিতৃগৌরবাৎ।
উপসৃত্যাগ্রতস্তস্য চরণাধোমুখী স্থিতা ॥ ১৬
বিলিখন্তী মুহুর্ভূমিমঙ্গুষ্ঠাগ্রেণ ভামিনী।
স তু তাং বীক্ষ্য সুশ্রোণীং পূর্ণচন্দ্রনিভাননাম্ ॥ ১৭
অব্রবীৎ পরমোদারো দীপ্যমানাং স্বতেজসা।
ভদ্রে কস্যাসি দুহিতা কুতো বা ত্বমিহাগতা।
কিং কার্য্যং কস্য বা হেতোস্তত্ত্বতো ব্রূহি শোভনে ॥১৮

এবমুক্তা তু সা কন্যা কৃতাঞ্জলিরথাব্রবীৎ।
আত্মপ্রভাবেণ মুনে জ্ঞাতুমর্হসি মে মতম্ ॥ ১৯
কিন্তু মাং বিদ্ধি ব্রহ্মর্ষে শাসনাৎ পিতুরাগতাম্।
কৈকসী নাম নাম্নাহং শেষং ত্বং জ্ঞাতুমর্হসি ॥ ২০
স তু গত্বা মুনির্ধ্যানে বাক্যমেতদুবাচ হ।
বিজ্ঞাতং তে ময়া ভদ্রে কারণং যন্মনোগতম্ ॥ ২১
সুতাভিলাষো মত্তস্তে মত্তমাতঙ্গগামিনি।
দারুণায়াং তু বেলায়াং যস্মাত্ত্বং মামুপস্থিতা ॥ ২২
শৃণু তস্মাৎ সুতান্ ভদ্রে যাদৃশান্ জনয়িষ্যসি।
দারুণান্ দারুণাকারান্ দারুণাভিজনপ্রিয়ান্ ॥ ২৩
প্রসবিষ্যসি সুশ্রোণি রাক্ষসান্ ক্রূরকর্ম্মণঃ।
সা তু তদ্বচনং শ্রুত্বা প্রণিপত্য ব্রবীদ্ বচঃ ॥ ২৪
ভগবন্নীদৃশান্ পুত্রাংস্ত্বত্তোঽহং ব্রহ্মবাদিনঃ।
নেচ্ছামি সুদুরাচারান্ প্রসাদং কর্ত্তুমর্হসি ॥ ২৫
কন্যয়া ত্বেবমুক্তস্তু বিশ্রবা মুনিপুঙ্গবঃ।
উবাচ কৈকসীং ভূয়ঃ পূর্ণেন্দুরিব রোহিণীম্ ॥ ২৬
পশ্চিমো যস্তব সুতো ভবিষ্যতি শুভাননে।

সকলে ধর্ম্মবুদ্ধি হইয়া তোমার উপযুক্ত পতিলাভের জন্য যত্নবান্ হইয়াছি। কন্যাকে! কোন্ ব্যক্তি কন্যাকে বরণ করিবে, মানাকাঙ্ক্ষী সকল জনগণের পিতৃত্ব নিবন্ধন যে এই দুঃখ হইয়া থাকে, কন্যা তাহা বুঝিতে পারে না। ১—১০। মাতৃকুল, পিতৃকুল, শ্বশুরকুল,—এই কুলত্রয়কে কন্যা সদা সংশয়ে রাখিয়া থাকে। পুত্রি! প্রজাপতিকুল-সম্ভূত মুনিবর পুলস্ত্যনন্দন বিশ্রবার নিকটে গমন করিয়া তাঁহাকে স্বয়ং স্বপতিত্বে বরণ কর। পুত্রি! এই ধনেশ্বর সূর্য্যের ন্যায় যেরূপ তেজঃসম্পন্ন, তোমার সেইরূপ পুত্র জন্মিবে।" পরন্তু কন্যা সেইরূপ শুনিয়া পিতৃগৌরববশতঃ বিশ্রবা মুনি যথায় তপস্যা করিতেছিলেন, তথায় গিয়া অবস্থিত হইল। রাম! তৎকালে পুলস্ত্যপুত্র দ্বিজবর বিশ্রবা, চতুর্থ অগ্নির ন্যায়, প্রদোষসময়ে অগ্নিহোত্র করিতেছিলেন। ১১—১৫। কিন্তু সেই ভামিনী নিদারুণ প্রদোষকাল বিবেচনা না করিয়াই পিতৃগৌরববশতঃ তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইয়া অঙ্গুষ্ঠাগ্রদ্বারা বারংবার ভূমি খনন করত পদপ্রান্তে দৃষ্টিপাতপূর্ব্বক অধোমুখে রহিল। পরম উদারপ্রকৃতি মুনি, স্বীয় তেজঃপ্রভাবে দীপ্যমানা পূর্ণচন্দ্রাননা সেই সুশ্রোণীকে দেখিয়া বলিলেন,—ভদ্রে! তুমি কাহার কন্যা? কোথা হইতেই বা এখানে আসিয়াছ? কাহার জন্য আসিয়াছ? আমাকেই বা কোন কার্য্যের অনুষ্ঠান করিতে হইবে? শোভনে! তুমি এই সকল বিষয় যথাবৎ কীর্ত্তন কর।" সেই কন্যা এইরূপ প্রশ্ন শুনিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে বলিল,—মুনে! আপনি আত্মপ্রভাবে আমার মনোগত বিষয় জানুন! ব্রহ্মর্ষে! আমার নাম কৈকসী, আমি পিতার আদেশক্রমে আসিয়াছি, অবশিষ্ট বিষয় আমি বলিতে পারিব না আপনি নিজেই তাহা অবগত হউন। ১৬—২০। সেই মুনি ধ্যানযোগে জানিয়া কহিলেন, "ভদ্রে! আমি তোমার আসিবার কারণ এবং মনোগত অভিপ্রায় জানিয়াছি, হে মত্তমাতঙ্গগামিনি! তুমি আমা হইতে সন্তান কামনা করিয়াছ, কিন্তু দারুণ সময়ে আমার নিকটে আসিয়াছ, অতএব হে ভদ্রে! তুমি যাদৃশ পুত্র সকল উৎপাদন করিবে, তাহা শুন;—হে সুশ্রোণি! খল বান্ধবগণের প্রিয়, খলস্বভাব, ভীষণাকৃতি ক্রূরকর্ম্মা রাক্ষস সকল প্রসব করিবে।" কন্যা তাঁহার কথা শুনিয়া, প্রণাম করিয়া কহিল,—"ভগবন্! আপনি ব্রহ্মবাদী, অতএব আপনার নিকট হইতে এবম্প্রকার অতীব দুরাচার সন্তান কামনা করি না। অতএব যাহাতে উত্তম পুত্র জন্ম গ্রহণ করে, তদ্বিষয়ে আপনি দয়া প্রকাশ করুন। ২১—২৫। মুনিবর বিশ্রবা, কন্যার এইরূপ কথা শুনিয়া, রোহিণীকে পূর্ণচন্দ্রের ন্যায়, কৈকসীকে পুনরায় কহিলেন, "শুভাননে!

মম বংশানুরূপঃ স ধর্ম্মাত্মা চ ন সংশয়ঃ ॥ ২৭
এবমুক্তা তু সা কন্যা রাম কালেন কেনচিৎ।
জনয়ামাস বীভৎসং রক্ষোরূপং সুদারুণম্ ॥ ২৮
দশগ্রীবং মহাদংষ্ট্রং নীলাঞ্জনচয়োপমম্।
তাম্রোষ্ঠং বিংশতিভুজং মহাস্যং দীপ্তমূর্দ্ধজম্ ॥ ২৯
তস্মিন্ জাতে ততস্তস্মিন্ সজ্বালকবলাঃ শিবাঃ।
ক্রব্যাদাশ্চাপসব্যানি মণ্ডলানি প্রচক্রমুঃ॥ ৩০
ববর্ষ রুধিরং দেবো মেঘাশ্চ খরনিস্বনাঃ।
প্রবভৌ ন চ সূর্য্যো বৈ মহোল্কাশ্চাপতন্ ভুবি ॥ ৩১
চকম্পে জগতী চৈব ববুর্বাতাঃ সুদারুণাঃ।
অক্ষোভ্যঃ ক্ষুভিতশ্চৈব সমুদ্রঃ সরিতাং পতিঃ ॥ ৩২
অথ নামাকরোত্তস্য পিতামহসমঃ পিতা।
দশগ্রীবঃ প্রসূতোঽয়ং দশগ্রীবো ভবিষ্যতি ॥ ৩৩
তস্য ত্বনন্তরং জাতঃ কুম্ভকর্ণো মহাবলঃ।
প্রমাণাদ্যস্য বিপুলং প্রমাণং নেহ বিদ্যতে ॥ ৩৪
ততঃ শূর্পণখা নাম সঞ্জজ্ঞে বিকৃতাননা।
বিভীষণশ্চ ধর্ম্মাত্মা কৈকস্যাঃ পশ্চিমঃ সুতঃ ॥ ৩৫
তস্মিন্ জাতে মহাসত্ত্বে পুষ্পবর্ষং পপাত হ।
নভঃস্থানে দুন্দুভয়ো দেবানাং প্রাণদংস্তথা।
বাক্যঞ্চৈবান্তরিক্ষে চ সাধু সাধ্বিতি তত্তদা ॥ ৩৬
তৌ তু তত্র মহারণ্যে ববৃধাতে মহৌজসৌ।
কুম্ভকর্ণদশগ্রীবৌ লোকোদ্বেগকরৌ তদা ॥ ৩৭
কুম্ভকর্ণঃ প্রমত্তস্তু মহর্ষীন্ ধর্ম্মবৎসলান্।
ত্রৈলোক্যং নিত্যাসন্তুষ্টো ভক্ষয়ন্ বিচচার হ ॥ ৩৮
বিভীষণস্তু ধর্ম্মাত্মা নিত্যং ধর্ম্মে ব্যবস্থিতঃ।
স্বাধ্যায়নিয়তাহার উবাস বিজিতেন্দ্রিয়ঃ ॥ ৩৯
অথ বৈশ্রবণো দেবস্তত্র কালেন কেনচিৎ।
আগতঃ পিতরং দ্রষ্টুং পুষ্পকেণ ধনেশ্বরঃ ॥ ৪০
তং দৃষ্ট্বা কৈকসী তত্র জ্বলন্তমিব তেজসা।
আগম্য রাক্ষসী তত্র দশগ্রীবমুবাচ হ ॥ ৪১
পুত্র বৈশ্রবণং পশ্য ভ্রাতরং তেজসাবৃতম্।
ভ্রাতৃভাবে সমে চাপি পশ্যাত্মানং ত্বমীদৃশম্ ॥ ৪২
দশগ্রীব তথা যত্নং কুরুষ্বামিতবিক্রম।
যথা ত্বমপি মে পুত্র ভবের্বৈশ্রবণোপমঃ ॥ ৪৩
মাতুস্তদ্বচনং শ্রুত্বা দশগ্রীবঃ প্রতাপবান্।
অমর্ষমতুলং লেভে প্রতিজ্ঞাঞ্চাকরোত্তদা ॥ ৪৪

তোমার কনিষ্ঠ সন্তান আমার বংশানুরূপ ধর্ম্মাত্মা হইবে সন্দেহ নাই।” হে রাম। সেই কন্যাকে এই কথা বলিলে, কন্যা কিয়ৎকাল পরে অতিদারুণ বীভৎস রাক্ষস প্রসব করিল। তাহার মাথা দশটী এবং বিশাল; কেশসমূহ অগ্নিশিখাতুল্য প্রদীপ্ত, ওষ্ঠ লালবর্ণ, দন্ত বৃহৎ, হাত কুড়িটী। তাহার বর্ণ নীলাঞ্জনপর্ব্বতের ন্যায়। সেই রাক্ষস জন্মিলে শৃগাল সকলের মুখমধ্যে অগ্নিশিখা উদ্গিরণ হইতে লাগিল। ক্রব্যাদগণ চক্রাকারে বামাবর্ত্তে বিচরণ করিতে লাগিল। দেবতারা রক্ত বৃষ্টি করিলেন। মেঘ সকল ঘোর গর্জ্জন করিল। সূর্য্য ম্লান হইয়া আসিল। মহতী উল্কা সকল ভূমিতলে পতিত হইল। ২৬—৩১। পৃথিবী কাঁপিতে লাগিল, বায়ু সকল সুদারুণ হইল এবং অক্ষোভ্য সরিৎপতি সাগর ক্ষুব্ধ হইল। অনন্তরে পিতামহপ্রতিম পিতা তাহার নাম রাখিলেন,—এই বালক দশটী গ্রীবাযুক্ত হইয়া জন্ম গ্রহণ করিয়াছে, এই নিমিত্ত এ “দশগ্রীব” নামেই কথিত হইবে। যাহার প্রমাণ হইতে বিপুল পরিমাণ ইহ সংসারে বিদ্যমান নাই, তাদৃশ মহাবল কুম্ভকর্ণ তাহার পর জন্ম লাভ করে। তাহার পর বিকৃতবদনা শূর্পণখা জন্মে। ধর্ম্মাত্মা বিভীষণ কৈকসীর কনিষ্ঠ পুত্র। সেই মহাসত্ত্ব জন্ম গ্রহণ করিয়া মাত্র পুষ্প বর্ষণ হইতে লাগিল, আকাশমণ্ডলে দেবতাগণের দুন্দুভি সকল বাজিতে লাগিল। সেই সময়ে অন্তরীক্ষে ‘সাধু সাধু’ এই কথা শ্রুত হইল। ৩২—৩৬। তখন প্রাণী সকলে উদ্বেগকর মহাবল দশগ্রীব এবং কুম্ভকর্ণ সেই মহাবনে বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। প্রমত্ত কুম্ভকর্ণ ধর্ম্মবৎসল মহর্ষিগণকে খাইয়া ফেলিতে আরম্ভ করিল;—সে সর্ব্বদা অসন্তুষ্ট হইয়া ত্রিভুবনে ভ্রমণ করিতে লাগিল। কিন্তু বিভীষণ ধর্ম্মপরায়ণ; সুতরাং তিনি বিধিপূর্ব্বক ধর্ম্মকার্য্যে সতত অবস্থিত থাকিতেন। বিশেষতঃ তিনি জিতেন্দ্রিয় হইয়া স্বাধ্যায় অধ্যয়নপূর্ব্বক আহার সংযত করিয়া বাস করিতেন। কিছুদিন পরে বৈশ্রবণ দেব ধনেশ্বর পুষ্পক রথে চড়িয়া পিতার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে আসিলেন। ৩৭—৪০। সেই সময়ে তেজোদ্বারা প্রদীপ্ত ধনেশ্বরকে তথায় দেখিয়া কেকসী রাক্ষসী দশগ্রীবকে কহিল, ‘পুত্র! তোমার দীপ্তিশালী ভ্রাতা বৈশ্রবণকে দেখ; ভ্রাতৃভাব সমান হইলেও কুবের অপেক্ষা তোমার এবংপ্রকার হীনা দশা দেখ! অতএব হে অমিত-বিক্রম পুত্র দশগ্রীব! যাহাতে তুমি বৈশ্রবণ-তুল্য ঐশ্বর্য্যশালী হইতে সমর্থ হও, সেইরূপ অধ্যবসায় অবলম্বন কর। সেই সময়ে মাতার এইরূপ কথা শুনিয়া প্রতাপবান্ দশানন অতুল ঈর্ষার বশবর্ত্তী হইয়া প্রতিজ্ঞাপূর্ব্বক কহিল,—‘আমি

সত্যং তে প্রতিজানামি ভ্রাতৃতুল্যোঽধিকোঽপি বা।
ভবিষ্যাম্যোজসা চৈব সন্তাপং ত্যজ হৃদ্গতম্ ॥ ৪৫
ততঃ ক্রোধেন তেনৈব দশগ্রীবঃ সহানুজঃ।
চিকীর্ষু দুষ্করং কর্ম্ম তপসে ধৃতমানসঃ ॥ ৪৬
প্রাপ্স্যামি তপসা কামমিতি কৃত্বাধ্যবস্য চ।
আগচ্ছদাত্মসিদ্ধ্যর্থং গোকর্ণস্যাশ্রমং শুভম্ ॥ ৪৭
স রাক্ষসস্তত্র সহানুজস্তদা
তপশ্চচারাতুলমুগ্রবিক্রমঃ।
অতোষয়চ্চাপি পিতামহং বিভুম্
দদৌ স তুষ্টশ্চ বরান্ জয়াবহান্ ॥ ৪৮

ইত্যুত্তরকাণ্ডে নবমঃ সর্গঃ ॥ ৯ ॥

দশমঃ সর্গঃ।

অথাব্রবীন্মুনিং রামঃ কথং তে ভ্রাতরো বনে।
কীদৃশন্তু তদা ব্রহ্মন্ তপস্তেপুর্মহাবলাঃ ॥ ১
অগস্ত্যস্ত্বব্রবীৎ তত্র রামং সুপ্রীতমানসম্।
তাংস্তান্ ধর্ম্মবিধীংস্তত্র ভ্রাতরস্তে সমাবিশন্ ॥ ২
কুম্ভকর্ণস্ততো যত্তো নিত্যং ধর্ম্মপথে স্থিতঃ।
ততাপ গ্রীষ্মকালে তু পঞ্চাগ্নীন্ পরিতঃ স্থিতঃ ॥ ৩
মেঘাম্বুসিক্তো বর্ষাসু বীরাসনমসেবত।
নিত্যঞ্চ শিশিরে কালে জলমধ্যপ্রতিশ্রয়ঃ ॥ ৪
এবং বর্ষসহস্রাণি দশ তস্যাপচক্রমুঃ।
ধর্ম্মে প্রযতমানস্য সৎপথে নিষ্ঠিতস্য চ ॥ ৫
বিভীষণস্তু ধর্ম্মাত্মা নিত্যং ধর্ম্মপরঃ শুচিঃ।
পঞ্চবর্ষসহস্রাণি পাদেনৈকেন তস্থিবান্ ॥ ৬
সমাপ্তে নিয়মে তস্য ননৃতুশ্চাপ্সরোগণাঃ।
পপাত পুষ্পবর্ষঞ্চ তুষ্টুবুশ্চাপি দেবতাঃ ॥ ৭
পঞ্চবর্ষসহস্রাণি সূর্য্যঞ্চৈবান্ববর্ত্তত।
তস্থৌ চোর্দ্ধশিরোবাহুঃ স্বাধ্যায়ে ধৃতমানসঃ ॥ ৮
এবং বিভীষণস্যাপি স্বর্গস্থস্যেব নন্দনে।
দশবর্ষসহস্রাণি গতানি নিয়তাত্মনঃ ॥ ৯
দশবর্ষসহস্রন্তু নিরাহারো দশাননঃ।
পূর্ণে বর্ষসহস্রে তু শিরশ্চাগ্নৌ জুহাব সঃ ॥ ১০
এবং বর্ষসহস্রাণি নব তস্যাতিচক্রমুঃ।
শিরাংসি নব চাপ্যস্য প্রবিষ্টানি হুতাশনম্ ॥ ১১
অথ বর্ষসহস্রে তু দশমে দশমং শিরঃ।
ছেত্তুকামে দশগ্রীবে প্রাপ্তস্তত্র পিতামহঃ ॥ ১২

আপনার নিকটে সত্য করিয়া প্রতিজ্ঞা করিতেছি যে, স্বীয় তেজঃপ্রভাবে ভ্রাতার তুল্য অথবা তাহা অপেক্ষা অধিক ঐশ্বর্য্যশালী হইব, অতএব আপনি আন্তরিক দুঃখ দূর করুন।' ৪০—৪৫। পরে দশগ্রীব সেই ক্রোধের বশবর্ত্তী হইয়া তপস্যা করিবার জন্য স্থিরনিশ্চয় হইয়া অনুজগণের সহিত দুষ্কর কর্ম্ম করিতে ইচ্ছা করিল। সে 'তপস্যা দ্বারা অভীষ্টসিদ্ধি করিব'—এইরূপ স্থির করিয়া অধ্যবসায় অবলম্বনপূর্ব্বক, আত্ম-সিদ্ধার্থ মঙ্গলময় গোকর্ণাশ্রমে আসিল। সেই উগ্র-বিক্রম রাক্ষস, ভ্রাতৃগণসহ অতুল তপশ্চরণ করিয়া বিভু পিতাকে সন্তুষ্ট করিল; সেই সময়ে পিতামহ পরম পরিতুষ্ট হইয়া জয়াবহ বর সকল দিলেন। ৪৬—৪৮।

দশম সর্গ।

পরে রাম অগস্ত্য মুনিকে কহিলেন, "ব্রহ্মন্! সেই মহাবল ভ্রাতাগণ সেই সময়ে বনমধ্যে কি প্রকারে কিরূপ তপস্যা করিয়াছিল?" অগস্ত্য ঋষি অত্যন্ত হৃষ্টান্তঃকরণে রামকে কহিলেন,—"ভ্রাতাগণ সেই সেই ধর্ম্মানুষ্ঠানে সমাবিষ্ট হইল; তৎপরে যত্ত কুম্ভকর্ণ সর্ব্বদা ধর্ম্মপথে থাকিয়া, তপস্যা করিতে লাগিল। সে গ্রীষ্মকালে পঞ্চাগ্নির মধ্যে বাস করিত। বর্ষাকালে মেঘের জলে ভিজিয়া, সেই বীরাসনের সেবা করিত। শীতকালে সতত জলমধ্যে বাস করিত। অত্যন্ত সৎপথে অবস্থিত ধর্ম্মপরায়ণ কুম্ভকর্ণের এইরূপে দশ হাজার বৎসর গত হইল। ১—৫। কিন্তু ধর্ম্মাত্মা বিভীষণ সর্ব্বদা ধর্ম্মপরায়ণ এবং শুচি হইয়া একপদেই পাঁচহাজার বৎসর দাঁড়াইয়া রহিল। এই নিয়ম শেষ হইলে, দেবতারা তাহার স্তব করিলেন, আকাশ হইতে পুষ্পবর্ষণ হইল এবং অপ্সরাগণ নৃত্য করিতে লাগিল। সে স্বাধ্যায়ে মন সন্নিবিষ্ট করিয়া, উর্দ্ধবাহু এবং উর্দ্ধশিরে অবস্থিত হইয়া পাঁচ হাজার বৎসর সূর্য্যের অনুবর্ত্তন করিল। নন্দনকাননে স্বর্গস্থ দেবতার ন্যায় সংযতাত্মা বিভীষণের এইরূপে দশ হাজার বৎসর গত হইল। দশানন অনাহারে দশহাজার বৎসর তপস্যা করিতে লাগিল; তাহার এক হাজার বৎসর পরিপূর্ণ হইলে, সে একটী মস্তক কাটিয়া অগ্নিতে আহুতি দিল। ৬—১০। এইরূপে তাহার নয় হাজার বৎসর গত হইয়া গেল। একটী একটী করিয়া তাহার নয়টী মস্তকই অগ্নি মধ্যে প্রবেশ করিল। দশহাজার বৎসর সমাপ্ত হইলে, দশগ্রীব দশম মস্তকটী কাটিয়া ফেলিতে ইচ্ছা করিল। তখন পিতামহ ব্রহ্মা সেই স্থানে আগমন করিলেন।

পিতামহস্তু সুপ্রীতঃ সার্দ্ধং দেবৈরুপস্থিতঃ।
তব তাবদ্দশগ্রীব প্রীতোঽস্মীত্যভ্যভাষত ॥ ১৩
শীঘ্রং বরয় ধর্ম্মজ্ঞ বরো যস্তেঽভিকাঙ্ক্ষিতঃ।
কং তে কামং করোম্যদ্য ন বৃথা তে পরিশ্রমঃ ॥ ১৪
অথাব্রবীদ্দশগ্রীবঃ প্রহৃষ্টেনান্তরাত্মনা।
প্রণম্য শিরসা দেবং হর্ষগদ্গদয়া গিরা ॥ ১৫
ভগবন্ প্রাণিনাং নিত্যং নান্যত্র মরণাদ্ভয়ম্।
নাস্তি মৃত্যুসমঃ শত্রুরমরত্বমহং বৃণে ॥ ১৬
এবমুক্তস্তদা ব্রহ্মা দশগ্রীবমুবাচ হ।
নাস্তি সর্ব্বামরত্বং তে বরমন্যং বৃণীষ্ব মে ॥ ১৭
এবমুক্তে তদা রাম ব্রহ্মণা লোককর্ত্তৃণা।
দশগ্রীব উবাচেদং কৃতাঞ্জলিরথাগ্রতঃ ॥ ১৮
সুপর্ণনাগযক্ষাণাং দৈত্যদানবরক্ষসাম্।
অবধ্যোঽহং প্রজাধ্যক্ষ দেবতানাঞ্চ শাশ্বত ॥ ১৯
ন হি চিন্তা মমান্যেষু প্রাণিষমরপূজিত।
তৃণভূতা হি তে মন্যে প্রাণিনো মানুষাদয়ঃ ॥ ২০
এবমুক্তস্তু ধর্ম্মাত্মা দশগ্রীবেণ রক্ষসা।
উবাচ বচনং দেবঃ সহ দেবৈঃ পিতামহঃ ॥ ২১
ভবিষ্যত্যেবমেতত্তে বচো রাক্ষসপুঙ্গব।
এবমুক্ত্বা তু তং রাম দশগ্রীবং পিতামহঃ ॥ ২২
শৃণু চাপি বরো ভূয়ঃ প্রীতস্যেহ শুভো মম।
হুতানি যানি শীর্ষাণি পূর্ব্বমগ্নৌ ত্বয়ানঘ ॥ ২৩
পুনস্তানি ভবিষ্যন্তি তথৈব তব রাক্ষস।
বিতরামীহ তে সৌম্য বরঞ্চান্যং দুরাসদম্ ॥ ২৪
ছন্দতস্তব রূপঞ্চ মনসা যদ্যথেপ্সিতম্।
এবং পিতামহোক্তস্য দশগ্রীবস্য রক্ষসঃ
অগ্নৌ হুতানি শীর্ষাণি পুনস্তান্যুত্থিতানি বৈ ॥ ২৫
এবমুক্ত্বা তু তং রাম দশগ্রীবং পিতামহঃ।
বিভীষণমথোবাচ বাক্যং লোকপিতামহঃ ॥ ২৬
বিভীষণ ত্বয়া বৎস ধর্ম্মসংহিতবুদ্ধিনা ॥ ২৭
পরিতুষ্টোঽস্মি ধর্ম্মাত্মন্ বরং বরয় সুব্রত ॥
বিভীষণস্তু ধর্ম্মাত্মা বচনং প্রাহ সাঞ্জলিঃ ॥ ২৮
বৃতঃ সর্ব্বগুণৈর্নিত্যং চন্দ্রমা রশ্মিভির্যথা।
ভগবন্ কৃতকৃত্যোঽহং যন্মে লোকগুরুঃ স্বয়ম্ ॥ ২৯
প্রীতেন যদি দাতব্যো বরো মে শৃণু সুব্রত।
পরমাপদ্গতস্যাপি ধর্ম্মে মম মতির্ভবেৎ ॥ ৩০

পিতামহ অত্যন্ত আহ্লাদিত হইয়া দেবগণ-সহ উপস্থিত হইয়া কহিলেন, "দশগ্রীব! আমি তোমার প্রতি সন্তুষ্ট হইয়াছি। হে ধর্ম্মজ্ঞ! তোমার যে বর ইচ্ছা তাহা শীঘ্র প্রার্থনা কর। তোমার পরিশ্রম ব্যর্থ হইবে না। অতএব তোমার কোন্ বাসনা পূর্ণ করিব?' তখন দশগ্রীব হৃষ্টান্তঃকরণে মস্তক দ্বারা দেব পিতামহকে প্রণাম-পূর্ব্বক আহ্লাদগদ্গদবাক্যে কহিল;—১১—১৫। হে ভগবন্! প্রাণীদিগের সতত মরণের ভয় উপস্থিত হইয়া থাকে। অপর কোন ভয় নাই। বিশেষতঃ মৃত্যুসম শত্রু নাই, সুতরাং আমি অমর হইতে ইচ্ছা করি।" সেই সময়ে ব্রহ্মাকে এরূপ কথা বলিলে, তিনি দশগ্রীবকে কহিলেন;—সকলের অমরত্ব নাই, সুতরাং তোমার অমরত্ব বর লাভ হইতে পারে না। অতএব তুমি আমার নিকটে অন্য একটী বর প্রার্থনা কর।' হে [illegible], লোকনির্ম্মাতা বিধাতা এইরূপ বাক্য বিন্যাস [illegible] দশগ্রীব করযোড়ে তাঁহার সম্মুখে এই [illegible] —এই [illegible] লাগিল,—'হে শাশ্বত! হে প্রজাধ্যক্ষ!. দেব, দানব, দৈত্য, যক্ষ, রক্ষ, নাগ ও সুপর্ণের অবধ্য হই, আপনি আমাকে এই বর দিন। অমর-পূজিত! মনুষ্য প্রভৃতি জীবগণকে আমি তৃণতুল্য জ্ঞান করি; সুতরাং অন্য জীব হইতে আমার কোন চিন্তা নাই। ১৬—২০। [illegible] দেব পিতামহ

ধর্ম্মাত্মা রাক্ষস দশগ্রীবের এইরূপ কথা শুনিয়া দেবগণ সহ তাহাকে এই কথা বলিলেন,—"হে রাক্ষসশ্রেষ্ঠ! তুমি যে কথা কহিলে, তোমার তাহাই হইবে? রাম! পিতামহ এইরূপ কহিয়া দশগ্রীবকে কহিলেন,—'অনঘ! আমি সন্তুষ্ট হইয়া পুনরায় তোমাকে যে শুভ বর দিতেছি, তাহা শুন। রাক্ষস! তুমি যে সকল মস্তক অগ্নিতে আহুতি দিয়াছ, তোমার সেই সকল মস্তক সেইরূপই হইবে। হে সৌম্য! আমি এক্ষণে তোমাকে অন্য প্রাণীর দুর্লভ বর দিতেছি যে, তুমি মনে মনে যেরূপ ইচ্ছা করিবে, ইচ্ছামাত্রেই তাহা পাইবে।" পিতামহ এইরূপ কহিলে, রাক্ষস দশগ্রীবের অনলে হুত মস্তক সকল পুনরায় উত্থিত হইল। রাম! পিতামহ, দশাননকে এইরূপ কহিয়া বিভীষণকে কহিলেন;—২১—২৬। 'বৎস বিভীষণ! তোমার ধর্ম্মসংহিতা বুদ্ধিদ্বারা আমি পরিতুষ্ট হইয়াছি,—অতএব হে ধর্ম্মাত্মন্! তুমি বর প্রার্থনা কর। তখন ধর্ম্মাত্মা বিভীষণ করযোড়ে কহিল, 'ভগবন্! আপনি লোকগুরু হইয়া, স্বয়ং আমার প্রতি সন্তুষ্ট হইয়াছেন, ইহাতে আমি কৃতকৃত্য এবং রশ্মিজালে সমাবৃত শশধরের ন্যায়, সতত সমস্তপুরুষার্থ-পরিবৃত হইলাম। সন্তুষ্ট হইয়া যদি আমাকে আপনার কোন বর অবশ্যদেয় হইয়া থাকে, [illegible]

অশিক্ষিতঞ্চ ব্রহ্মাস্ত্রং ভগবন্ প্রতিভাতু মে।
যা যা মে জায়তে বুদ্ধির্যেষু যেম্বাশ্রমেষু চ ॥ ৩১
সা সা ভবতু ধর্ম্মিষ্ঠা তং তং ধর্ম্মং চ পালয়ে।
এষ মে পরমোদার বরঃ পরমকো মতঃ ॥ ৩২
ন হি ধর্ম্মাভিরক্তানাং লোকে কিঞ্চন দুর্লভম্।
পুনঃ প্রজাপতিঃ প্রীতো বিভীষণমুবাচ হ ॥ ৩৩
ধর্ম্মিষ্ঠস্ত্বং যথা বৎস তথা চৈতদ্ভবিষ্যতি।
যস্মাদ্রাক্ষসযোনৌ তে জাতস্যামিত্রনাশন ॥ ৩৪
নাধর্ম্মে জায়তে বুদ্ধিরমরত্বং দদামি তে।
ইত্যুক্ত্বা কুম্ভকর্ণায় বরং দাতুমবস্থিতম্ ॥ ৩৫
প্রজাপতিং সুরাঃ সর্ব্বে বাক্যং প্রাঞ্জলয়োঽব্রুবন্।
ন তাবৎ কুম্ভকর্ণায় প্রদাতব্যো বরস্ত্বয়া ॥ ৩৬
জানীষে হি যথা লোকাংস্ত্রাসয়ত্যেষ দুর্ম্মতিঃ।
নন্দনেঽপ্সরসঃ সপ্ত মহেন্দ্রানুচরা দশ ॥ ৩৭
অনেন ভক্ষিতা ব্রহ্মন্নৃষয়ো মানুষাস্তথা।
অলব্ধবরপূর্ব্বেণ যৎ কৃতং রাক্ষসেন তু ॥ ৩৮
যদ্যেষ বরলব্ধঃ স্যাদ্ভক্ষয়েদ্ভুবনত্রয়ম্।
বরব্যাজেন মোহোঽস্মৈ দীয়তামমিতপ্রভ ॥ ৩৯
লোকানাং স্বস্তি চৈবং স্যাদস্য বেদস্য চ সম্মতিঃ।
এবমুক্তঃ সুরৈর্ব্রহ্মাচিন্তয়ৎ পদ্মসম্ভবঃ ॥ ৪০
চিন্তিতা চোপতস্থেঽস্য পার্শ্বে দেবী সরস্বতী ॥ ৪১
প্রাঞ্জলিঃ সা তু পার্শ্বস্থা প্রাহ বাক্যং সরস্বতী।
ইয়মস্ম্যাগতা দেব কিং কার্য্যং করবাণ্যহম্।
প্রজাপতিস্তু তাং প্রাপ্তাং প্রাহ বাক্যং সরস্বতীম্ ॥ ৪২
বাণী ত্বং রাক্ষসেন্দ্রস্য ভব বাগ্দেবতেপ্সিতা।
তথেত্যুক্ত্বা প্রবিষ্টাস্তং প্রজাপতিরথাব্রবীৎ ॥ ৪৩
কুম্ভকর্ণ মহাবাহো বরং বরয় যো মতঃ।
কুম্ভকর্ণস্তু তদ্বাক্যং শ্রুত্বা বচনমব্রবীৎ ॥ ৪৪
স্বপ্তুং বর্ষাণ্যনেকানি দেবদেব মমেপ্সিতম্।
এবমস্ত্বিতি তঞ্চোক্ত্বা প্রায়াদ্ব্রহ্মা সুরৈঃ সমম্ ॥ ৪৫
দেবী সরস্বতী চৈব রাক্ষসং তং জহৌ পুনঃ।
ব্রহ্মণা সহ দেবেষু গতেষু চ নভঃস্থলম্ ॥ ৪৬
বিমুক্তোঽসৌ সরস্বত্যা স্বাং সংজ্ঞাঞ্চ ততো গতঃ।
কুম্ভকর্ণস্তু দুষ্টাত্মা চিন্তয়ামাস দুঃখিতঃ ॥ ৪৭
ঈদৃশং কিমিদং বাক্যং মমাদ্য বদনাচ্চ্যুতম্।

করুন। সুব্রত! অত্যন্ত বিপদে পড়িলেও ধর্ম্মে যেন আমার মতি থাকে। ভগবন্! গুরুর উপদেশ ব্যতীত ব্রহ্মাস্ত্র আমার কাছে প্রতিভাত হউক। আর যে যে আশ্রমে আমার যে যে মতি হইবে, সেই সেই মতি যেন ধর্ম্মশালিনী হয়, আর ইহার লাভের নিমিত্ত সেই সেই ধর্ম্মের পালন করি। হে পরমোদার! এই বরই আমার বাঞ্ছিত; কারণ, ধর্ম্মানুরক্ত ব্যক্তিগণের লোকে কিছুই দুষ্প্রাপ্য নহে। ব্রহ্মা সন্তুষ্ট হইয়া পুনরায় বিভীষণকে কহিলেন। ২৭—৩৩। 'বৎস! তুমি ধর্ম্মপরায়ণ, অতএব তোমার ধর্ম্মই লাভ হইবে। হে শত্রুনাশন! রাক্ষসকুলে জন্মিয়াও তোমার অধর্ম্মে মতি হয় নাই, অতএব তোমাকে অমরত্ব বর দান করিলাম। ব্রহ্মা এইরূপ কহিয়া কুম্ভকর্ণকে বর দিবার নিমিত্ত অবস্থিত হইলে, দেবগণ করযোড়ে তাঁহাকে কহিলেন,—"আপনি জানেন, এই দুর্ম্মতি ত্রিলোককে ভয়চকিত করিতেছে, অতএব আপনি কুম্ভকর্ণকে বর দিবেন না। হে ব্রহ্মন্! এই রাক্ষস, নন্দনবনে ইন্দ্রের দশজন অনুচর, সাতজন অপ্সরা এবং মনুষ্যগণকে খাইয়া ফেলিয়াছে। এ বর না পাইয়াই এবম্প্রকার ভীষণ কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়াছে, যদি এই রাক্ষস বর পায়, তবে ত্রিভুবন খাইয়া ফেলিবে। অতএব হে অমিতপ্রভ! বরদান ছল করিয়া আপনি কুম্ভকর্ণকে মোহ দান করুন। তাহা হইলে প্রাণিগণের শুভ হইবে এবং ইহারও সম্মান করা হইবে। পদ্মযোনি ব্রহ্মা, দেবগণের এইরূপ কথা শুনিয়া, দেবী সরস্বতীকে চিন্তা করিলেন। ৩৪—৪০। চিন্তিত হইবামাত্র তিনি ব্রহ্মার পার্শ্বে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সেই সরস্বতী পার্শ্বস্থ হইয়া করযোড়ে কহিলেন, "দেব! আমি আসিয়াছি, আমাকে কোন্ কর্ম্ম করিতে হইবে?" তখন ব্রহ্মা সেই সমাগতা সরস্বতীকে কহিলেন,—"বাণি! তুমি দেবতাগণের অনুকূল হইয়া কুম্ভকর্ণের মুখ হইতে নিঃসৃত হও।" 'তাহাই হইবে,' এই কথা কহিয়া সরস্বতী কুম্ভকর্ণের মুখমধ্যে প্রবেশ করিলেন। পরে প্রজাপতি কহিলেন,—'হে মহাবাহো কুম্ভকর্ণ! তোমার যে বর ইচ্ছা, তুমি সেই বর প্রার্থনা কর।' কুম্ভকর্ণ ব্রহ্মার এইরূপ [illegible] শুনিয়া কহিল, 'দেবদেব! আমার এই ইচ্ছা; আমি অনেক বৎসর ঘুমাই। কিন্তু হে দেব! [illegible] মাস নিদ্রা সুখ ভোগ করিয়া একটী দিনমাত্র ভোজন করি।' 'এইরূপ হউক'—এই [illegible] কহিয়া [illegible] দেবগণের সহিত যাত্রা করিলেন। [illegible]—৪৫। দেবী সরস্বতীও সেই রাক্ষসকে [illegible] পরিত্যাগ করিলেন। দেবগণ ব্রহ্মার সহিত আকাশতলে গমন করিলে ঐ রাক্ষস সরস্বতীকর্ত্তৃক মুক্ত হইয়া আপন চৈতন্য লাভ করিল; পরে দুষ্টাত্মা কুম্ভকর্ণ দুঃখিত হইয়া চিন্তা করিতে লাগিল যে, আজ এরূপ কথা আমার মুখ হইতে কেন নিঃসৃত হইল? বোধ হয় সমাগত দেবতা [illegible]

অহং ব্যামোহিতো দেবৈরিতি মন্তে তদাপতৈঃ ॥ ৪৮
এবং লব্ধবরাঃ সর্ব্বে ভ্রাতরো দীপ্ততেজসঃ।
শ্লেষ্মাতকবনং গত্বা তত্র তে হ্যবসন্ সুখম্ ॥ ৪৯

ইত্যুত্তরকাণ্ডে দশমঃ সর্গঃ ॥ ১০ ॥

একাদশঃ সর্গঃ।

সুমালী বরলব্ধাংস্তু জ্ঞাত্বা চৈতান্নিশাচরান্।
উদতিষ্ঠদ্ভয়ং ত্যক্ত্বা সানুগঃ স রসাতলাৎ ॥ ১
মারীচশ্চ প্রহস্তশ্চ বিরূপাক্ষো মহোদরঃ।
উদতিষ্ঠন্ সুসংরব্ধাঃ সচিবাস্তস্য রক্ষসঃ ॥ ২
সুমালী সচিবৈঃ সার্দ্ধং বৃতো রাক্ষসপুঙ্গবৈঃ।
অভিগম্য দশগ্রীবং পরিষ্বজ্যেদমব্রবীৎ ॥ ৩
দিষ্ট্যা তে বৎস সম্প্রাপ্তশ্চিন্তিতোঽয়ং মনোরথঃ।
যস্ত্বং ত্রিভুবনশ্রেষ্ঠাল্লব্ধবান্ বরমুত্তমম্ ॥ ৪
যৎকৃতে চ বয়ং লঙ্কাং ত্যক্ত্বা যাতা রসাতলম্।
তদ্গতং নো মহাবাহো মহদ্বিষ্ণুকৃতং ভয়ম্ ॥ ৫
অসকৃৎ তদ্ভয়াদ্ভগ্নাঃ পরিত্যজ্য স্বমালয়ম্।
বিদ্রুতাঃ সহিতাঃ সর্ব্বে প্রবিষ্টাঃ স্ম রসাতলম্ ॥ ৬
অস্মদীয়া চ লঙ্কেয়ং নগরী রাক্ষসোষিতা।
নিবেশিতা তব ভ্রাত্রা ধনাধ্যক্ষেণ ধীমতা ॥ ৭
যদি নামাত্র শক্যং স্যাৎ সাম্না দানেন বানঘ।
তরসা বা মহাবাহো প্রত্যানেতুং কৃতং ভবেৎ ॥ ৮
ত্বঞ্চ লঙ্কেশ্বরস্তাত ভবিষ্যসি ন সংশয়ঃ।
ত্বয়া রাক্ষসবংশোঽয়ং নিমগ্নোঽপি সমুদ্ধৃতঃ ॥ ৯
সর্ব্বেষাং নঃ প্রভুশ্চৈব ভবিষ্যসি মহাবল।
অথাব্রবীদ্দশগ্রীবো মাতামহমুপস্থিতম্ ॥ ১০
বিত্তেশো গুরুরস্মাকং নার্হসে বক্তুমীদৃশম্।
সাম্না হি রাক্ষসেন্দ্রেণ প্রত্যাখ্যাতো গরীয়সা ॥ ১১
কিঞ্চিন্নাহ তদা রক্ষো জ্ঞাত্বা তস্য চিকীর্ষিতম্।
কস্যচিৎ ত্বথ কালস্য বসন্তং রাবণং ততঃ ॥ ১২
প্রহস্তঃ প্রশ্রিতং বাক্যমিদং রাক্ষসমব্রবীৎ।
দশগ্রীব মহাবাহো নার্হসে বক্তুমীদৃশম্ ॥ ১৩
সৌভ্রাত্রং নাস্তি শূরাণাং শৃণু চেদং বচো মম।
অদিতিশ্চ দিতিশ্চৈব ভগিন্যৌ সহিতে হিতে ॥ ১৪
ভার্য্যে পরমরূপিণ্যৌ কশ্যপস্য প্রজাপতেঃ।
অদিতির্জনয়ামাস দেবাংস্ত্রিভুবনেশ্বরান্ ॥ ১৫

সকল তৎকালে আমায় বিমুগ্ধ করিয়া থাকিবে। সেই দীপ্ততেজা ভ্রাতৃগণ এইরূপ বরলাভ করিয়া শ্লেষ্মাতকবনে গমনপূর্ব্বক তথায় সুখে বাস করিতে লাগিল। ৮৮—৪৯।

একাদশ সর্গ।

সুমালী এই সকল রাক্ষসের বরলাভবিবরণ শুনিয়া, ভয় পরিত্যাগপূর্ব্বক অনুচরগণ-সহ পাতাল হইতে উত্থিত হইল। মারীচ, মহোদর, প্রহস্ত, বিরূপাক্ষ প্রভৃতি সেই রাক্ষসের সচিবগণও অতিশয় উৎসাহের সহিত উত্থিত হইল। সুমালী, প্রধান প্রধান রাক্ষসগণে পরিবেষ্টিত হইয়া মন্ত্রিগণ-সমভিব্যাহারে যাইয়া দশাননকে—আলিঙ্গনপূর্ব্বক কহিল, 'বৎস! তুমি ত্রিভুবনশ্রেষ্ঠ ব্রহ্মার নিকটে উত্তমবর লাভ করিয়াছ,—এই কামনা আমরা বহুকাল হৃদয়ে পোষণ করিয়া আসিতেছি; কিন্তু ভাগ্যক্রমে তুমি তাহাই লাভ করিয়াছ। মহাবাহো! যাহার জন্য আমরা লঙ্কা পরিত্যাগ করিয়া পাতালে গিয়াছিলাম, আমাদিগের সেই হরিকৃত সুমহৎ ভয় দূর হইয়াছে। ১—৫। নারায়ণের ভয়ে বারংবার ভগ্ন হইয়া আমাদের গৃহ ত্যাগ করিয়া পলায়নপূর্ব্বক সকলে পাতালে প্রবিষ্ট হইয়াছিলাম। পূর্ব্বকালে এই লঙ্কা নগরী আমাদিগের অধিকারে ছিল, তৎকালে রাক্ষসেরা এখানে বাস করিত, কিন্তু তোমার ভ্রাতা ধীমান্ ধনাধ্যক্ষ এক্ষণে তাহাতে অধিষ্ঠিত রহিয়াছেন। অনঘ মহাবাহো! সাম, দান অথবা বল দ্বারা যদি লঙ্কা প্রত্যাহরণ করিতে পার, তাহা হইলে আমাদিগের কল্যাণ করা হয়। তাত! তুমি লঙ্কার অধীশ্বর হইবে, সন্দেহ নাই। মহাবল! এ রাক্ষসকুল নিমগ্ন হইয়াছিল, তথাপি তুমি ইহাকে উদ্ধার করিলে; সুতরাং তুমি আমাদের সকলের প্রভু হইবে। পরে দশানন সমুপস্থিত মাতামহকে কহিল। ৬—১০। ধনপতি কুবের আমাদিগের গুরু, সুতরাং আপনার এরূপ কথা বলা উচিত নহে। রাক্ষসপতি গুরুতর সান্ত্বনাবাক্য দ্বারা তাহাকে প্রত্যাখ্যান করিল; কিন্তু সেই রাক্ষস তাহার চিকীর্ষিত জানিয়া তখন আর কিছুই বলিল না। কিয়ৎকাল বসতি করিলে প্রহস্ত বিনীত ভাবে রাক্ষস রাবণকে বলিল, 'মহাবাহো দশানন! তোমার এরূপ কথা বলা উচিত হয় নাই। বীরদিগের সৌভ্রাত্র নাই, আমি ইহার উদাহরণ দেখাইতেছি, শ্রবণ কর।—পরম রূপবতী দিতি এবং অদিতি-নাম্নী দুই ভগিনী মিলিত হইয়া প্রজাপতি কশ্যপের হিতা

দিতিস্ত্বজনয়দ্দৈত্যান্ কশ্যপস্যাত্মসম্ভবান্ ।
দৈত্যানাং কিল ধর্ম্মজ্ঞ পুরেয়ং সবনার্ণবা ॥ ১৬
সপর্ব্বতা মহী বীর তেঽভবন্ প্রভবিষ্ণবঃ ।
নিহত্য তাংস্তু সমরে বিষ্ণুনা প্রভবিষ্ণুনা ॥ ১৭
দেবানাং বশমানীতং ত্রৈলোক্যমিদমব্যয়ম্ ।
নৈতদেকো ভবানেব করিষ্যতি বিপর্য্যয়ম্ ॥ ১৮
সুরাসুরৈরাচরিতং তৎ কুরুষ্ব বচো মম ।
এবমুক্তো দশগ্রীবঃ প্রহৃষ্টেনান্তরাত্মনা ॥ ১৯
চিন্তয়িত্বা মুহূর্ত্তং বৈ বাঢ়মিত্যেব সোঽব্রবীৎ ।
স তু তেনৈব হর্ষেণ তস্মিন্নহনি বীর্য্যবান্ ॥ ২০
বনং গতো দশগ্রীবঃ সহ তৈঃ ক্ষণদাচরৈঃ ।
ত্রিকূটস্থঃ স তু তদা দশগ্রীবো নিশাচরঃ ॥ ২১
প্রেষয়ামাস দৌত্যেন প্রহস্তং বাক্যকোবিদঃ ।
প্রহস্ত শীঘ্রং গচ্ছ ত্বং ব্রূহি নৈর্ঋতপুঙ্গব ॥ ২২
বচসা মম বিত্তেশং সামপূর্ব্বমিদং বচঃ ।
ইয়ং লঙ্কা পুরী রাজন্ রাক্ষসানাং মহাত্মনাম্ ॥ ২৩
ত্বয়া নিবেশিতা সৌম্য নৈতদ্যুক্তং তবানঘ ।
তদ্ভবান্ যদি নো হ্যদ্য দদ্যাদতুলবিক্রম ॥ ২৪
কৃতা ভবেন্মম প্রীতির্ধর্ম্মশ্চৈবানুপালিতঃ ।
স তু গত্বা পুরীং লঙ্কাং ধনদেন সুরক্ষিতাম্ ॥ ২৫
অব্রবীৎ পরমোদারাং বিত্তপালমিদং বচঃ ।
প্রেষিতোঽহং তব ভ্রাতা দশগ্রীবেণ সুব্রত ॥ ২৬
ত্বৎসমীপং মহাবাহো সর্ব্বশস্ত্রভৃতাং বর ।
বচনং মম বিত্তেশ যদ্ব্রবীতি দশাননঃ ॥ ২৭
ইয়ং কিল পুরী রম্যা সুমালিপ্রমুখৈঃ পুরা ।
ভুক্তপূর্ব্বা বিশালাক্ষ রাক্ষসৈর্ভীমবিক্রমৈঃ ॥ ২৮
তেন বিজ্ঞাপ্যতে সোঽয়ং সাম্প্রতং বিশ্রবাত্মজ ।
তদেষা দীয়তাং তাত যাচতস্তস্য সামতঃ ॥ ২৯
প্রহস্তাদপি সংশ্রুত্য দেবো বৈশ্রবণো বচঃ ।
প্রত্যুবাচ প্রহস্তং তং বাক্যং বাক্যবিদাং বরঃ ॥ ৩০
দত্তা মমেয়ং পিত্রা তু লঙ্কা শূন্যা নিশাচরৈঃ ।
নিবেশিতা চ মে রক্ষো দানমানাদিভির্গুণৈঃ ॥ ৩১
ব্রূহি গচ্ছ দশগ্রীবং পুরীং রাজ্যঞ্চ যন্মম ।
তবাপ্যেতন্মহাবাহো ভুঙ্ক্ষ্ব রাজ্যমকণ্টকম্ ॥ ৩২
অবিভক্তং ত্বয়া সার্দ্ধং রাজ্যং যচ্চাপি মে বসু ।
এবমুক্ত্বা ধনাধ্যক্ষো জগাম পিতুরন্তিকম্ ॥ ৩৩

হইয়াছিলেন। তাহার মধ্যে অদিতি, ত্রৈলোক্যেশ্বর দেবতাগণকে প্রসব করেন। ১১—১৫। দিতি কশ্যপের ঔরসজাত দৈত্যদিগকে উৎপাদিত করেন। ধর্ম্মজ্ঞ বীর! পুরাকালে এই ভূমণ্ডল,—পর্ব্বত, সাগর এবং কাননের সহিত দৈত্যদিগের অধিকৃত ছিল। দৈত্যদল পূর্ব্বে সমধিক প্রভাবশালী হইয়াছিল; কিন্তু প্রভাবিষ্ণু বিষ্ণু তাহাদিগকে সংহার করিয়া এই অব্যয় ত্রৈলোক্য দেবতাদের বশে আনেন। তুমি একাকীই কেবল এ বিদ্রোহ করিবে এমন নহে, পূর্ব্বকালে সুর এবং অসুরগণও এইরূপ আচরণ করিয়াছেন; সুতরাং তুমি আমার কথা প্রতিপালন কর।” দশানন তাহার এই কথা শুনিয়া অন্তরাত্মার সহিত সন্তুষ্ট হইয়া মুহূর্ত্তকাল চিন্তা করিয়া অনুমোদন করিল। পরন্তু বীর্য্যবান্ দশানন সেই হর্ষনিবন্ধন রাক্ষসগণসমভিব্যাহারে সেই দিনেই লঙ্কার নিকটস্থ কাননে গেল। তৎকালে বাক্যকোবিদ রাক্ষস দশানন ত্রিকূট পর্ব্বতে থাকিয়া প্রহস্তকে দৌত্যকার্য্যের জন্য যাইতে অনুমতি দিয়া বলিল,—‘রাক্ষসপুঙ্গব প্রহস্ত! তুমি শীঘ্র গমন করিয়া আমার বাক্যানুসারে ধনপতিকে সান্ত্বনাপূর্ব্বক এই কথা বলিবে;—‘রাজন্! এই লঙ্কাপুরী পূর্ব্বকালে মহাত্মা রাক্ষসগণের অধিকারে ছিল। অনঘ সৌম্য! এখন আপনি ইহাতে স[illegible]ছেন, ইহা আপনার উচিত নহে। অতুলবিক্রম! আপনি যদি অদ্য আমাদিগকে এই লঙ্কা দান করেন, তাহা হইলে আমার প্রতি প্রীতি প্রদর্শন করা হয় এবং ধর্ম্মও রক্ষিত হয়। পরে প্রহস্ত, ধনপতি কর্তৃক সুরক্ষিতা লঙ্কাপুরীতে যাইয়া ধনেশ্বরকে এই পরম উদার বাক্য বলিল,—সুব্রত! আপনার ভ্রাতা দশানন আমাকে আপনার নিকটে পাঠাইয়াছেন। সর্ব্বশস্ত্রধারিপ্রধান মহাবাহো কুবের! সেই দশানন যাহা বলিতেছেন, আপনি আমার মুখ হইতে সেই কথা শুনুন।—বিশালাক্ষ! পুরাকালে এই সুপ্রসিদ্ধ সুচারু লঙ্কাপুরী ভীমবিক্রম সুমালী প্রভৃতি রাক্ষসগণকর্তৃক প্রথমে উপভুক্ত হইয়াছে। বৎস বিশ্রবানন্দন! সেইজন্য তিনি এই লঙ্কা প্রার্থনা করিয়াছেন, আপনি সামপূর্ব্বক ইহা তাঁহাকে দান করুন; এই বিষয়ে আপনার নিকটে বিজ্ঞাপন করিতেছি। বাক্যবিশারদবর দেব বৈশ্রবণ কুবের প্রহস্ত-প্রমুখাৎ এই কথা শুনিয়া তাঁহাকে প্রত্যুত্তর করিলেন। ১৬—৩১। নিশাচর! রাক্ষসশূন্যা লঙ্কাপুরী [illegible] আমাকে দিয়াছেন, আমি দান এবং [illegible]সম্মাননাদি গুণদ্বারা লঙ্কায় উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছি। তুমি দশাননের নিকটে যাইয়া তাহাকে বলিবে [illegible] মহাবাহো! আমার যে রাজ্য এবং পুরী আছে, তাহা তোমারই; সুতরাং তুমি অকণ্টক রাজ্য ভোগ কর, আর আমার ধন এবং রাজ্য তোমার সহিত অবিভক্ত হউক। এই

অভিবাদ্য গুরুং প্রাহ রাবণস্য যদীপ্সিতম্।
এষ তাত দশগ্রীবো দূতং প্রেষিতবান্ মম ॥ ৩৪
দীয়তাং নগরী লঙ্কা পূর্ব্বং রক্ষোগণোষিতা।
মযাত্র যদনুষ্ঠেয়ং তন্মমাচক্ষ্ব সুব্রত ॥ ৩৫
ব্রহ্মর্ষিস্ত্বেবমুক্তোঽসৌ বিশ্রবা মুনিপুঙ্গবঃ।
প্রাঞ্জলিং ধনদং প্রাহ শৃণু পুত্র বচো মম ॥ ৩৬
দশগ্রীবো মহাবাহুরুক্তবান্ মম সন্নিধৌ।
ময়া নির্ভর্ৎসিতশ্চাসীদ্বহুশোক্তঃ স দুর্ম্মতিঃ ॥ ৩৭
সক্রোধেন ময়া চোক্তো ধ্বংসস্বেতি পুনঃপুনঃ।
শ্রেয়োঽভিযুক্তং ধর্ম্যঞ্চ শৃণু পুত্র বচো মম ॥ ৩৮
বরপ্রদানসংমূঢ়ো মান্যামান্যং সুদুর্ম্মতিঃ।
ন বেত্তি মম শাপাচ্চ প্রকৃতিং দারুণাং গতঃ।
তস্মাদ্গচ্ছ মহাবাহো কৈলাসং ধরণীধরম্।
নিবেশয় নিবাসার্থং ত্যক্ত্বা লঙ্কাং সহানুগঃ ॥ ৪০
তত্র মন্দাকিনী রম্যা নদীনামুত্তমা নদী।
কাঞ্চনৈঃ সূর্য্যসঙ্কাশৈঃ পঙ্কজৈঃ সংবৃতোদকা ॥ ৪১
কুমুদৈরুৎপলৈশ্চৈব অন্যৈশ্চৈব সুগন্ধিভিঃ।
তত্র দেবাঃ সগন্ধর্ব্বাঃ সাপ্সরোরগকিন্নরাঃ ॥ ৪২
বিহারশীলাঃ সততং রমন্তে সর্ব্বদাশ্রিতাঃ।
ন হি ক্ষমং ত্বয়ানেন বৈরং ধনদ রক্ষসা।
জানীষে হি যথানেন লব্ধঃ পরমকো বরঃ ॥ ৪৩
এবমুক্তো গৃহীত্বা তু তদ্বচঃ পিতৃগৌরবাৎ।
সদারপুত্রঃ সামাত্যঃ সবাহনধনো গতঃ ॥ ৪৪
প্রহস্তোঽথ দশগ্রীবং গত্বা বচনমব্রবীৎ।
প্রহৃষ্টাত্মা মহাত্মানং সহামাত্যং সহানুজম্ ॥ ৪৫
শূন্যা সা নগরী লঙ্কা ত্যক্ত্বৈনাং ধনদো গতঃ।
প্রবিশ্য তাং সহাস্মাভিঃ স্বধর্ম্মং তত্র পালয় ॥ ৪৬
এবমুক্তো দশগ্রীবঃ প্রহস্তেন মহাবলঃ।
বিবেশ নগরীং লঙ্কাং ভ্রাতৃভিঃ সবলানুগৈঃ ॥ ৪৭
ধনদেন পরিত্যক্তাং সুবিভক্তমহাপথাম্।
আরুরোহ স দেবারিঃ স্বর্গং দেবাধিপো যথা ॥ ৪৮

স চাভিষিক্তঃ ক্ষণদাচরৈস্তদা
নিবেশয়ামাস পুরীং দশাননঃ।
নিকামপূর্ণা চ বভূব সা পুরী
নিশাচরৈর্নীলবলাহকোপমৈঃ ॥ ৪৯
ধনেশ্বরস্ত্বথ পিতৃবাক্যগৌরবা-
ন্ন্যবেশয়চ্ছশিবিমলে গিরৌ পুরীম্।

কথা বলিয়া ধনাধ্যক্ষ পিতার নিকটে গেলেন। তৎপরে পিতাকে অভিবাদন করিয়া রাবণের ঈপ্সিত বিষয় কহিলেন, পিতঃ! দশানন আমার নিকটে দূত পাঠাইয়াছে, এইরূপ বলিয়া পাঠাইয়াছে যে, লঙ্কাপুরী পুরাকালে রাক্ষসদিগের বাসভূমি ছিল, সুতরাং আপনি ইহা দান করুন। সুব্রত! এ স্থলে আমার যাহা কর্ত্তব্য, আপনি তাহা বলুন।" ৩১—৩৫। মুনিশ্রেষ্ঠ ব্রহ্মর্ষি বিশ্রবা এই কথা শুনিয়া কর-যোড়ে অবস্থিত ধনপতিকে বলিলেন, "পুত্র! আমার কথা শ্রবণ কর। মহাবাহু দশানন আমার নিকটে ইহা বলিয়াছিল, সুতরাং সেই দুর্ম্মতিকে বারংবার ভৎসনা করিয়া কহিয়াছিলাম এবং আমি ক্রুদ্ধ হইয়া, তুমি ধ্বংস হইবে, পুনঃপুনঃ তাহাকে এই কথা বলিয়াছি। পুত্র! শ্রেয়ঃসমন্বিত ধর্ম্মযুক্ত আমার কথা শ্রবণ কর। সেই দুর্ম্মতি বরলাভে মোহিত হইয়া মান্যামান্য জ্ঞান করে না; আমার শাপে ভীষণ-প্রকৃতি প্রাপ্ত হইয়াছে; সুতরাং মহাবাহো! তুমি লঙ্কা পরিত্যাগপূর্ব্বক অনুচর সমভিব্যাহারে কৈলাস পর্ব্বতে যাইয়া বাসের জন্য পুর নির্ম্মাণ কর। ৩৬—৪০। সকল নদী অপেক্ষা উত্তমা রমণীয়া মন্দাকিনী নদী তথা বিরাজমানা আছে; তাহার জল,—সূর্য্যের ন্যায় উজ্জ্বল, স্বর্ণকমল এবং কুমুদ, উৎপল ও সুগন্ধি পুষ্প দ্বারা আবৃত। দেবতাগণ, গন্ধর্ব্বগণ, অপ্সরোগণ, নাগগণ এবং কিন্নরগণ বিহারার্থ তথায় সতত থাকিয়া নিয়ত ক্রীড়া করিতেছে। ধনদ! এই রাক্ষস পরম বর-লাভ করিয়াছে, ইহা তুমি জান, সুতরাং ইহার সহিত বাদ করা তোমার উচিত নহে।" কুবের এই কথা শুনিয়া পিতার প্রতি গৌরববশতঃ তাঁহার কথা স্বীকার-পূর্ব্বক পুত্র, কলত্র, অমাত্য, ধন এবং বাহন-সমভি-ব্যাহারে প্রস্থান করিলেন। পরে প্রহস্ত,—ভ্রাতা এবং অমাত্যসহ সমাসীন মহাত্মা দশাননের নিকটে যাইয়া তাহাকে কহিল যে,—"কুবের লঙ্কা পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছেন, এখন লঙ্কাপুরী শূন্য পড়িয়া রহিয়াছে, সুতরাং আমাদিগকে সঙ্গে লইয়া লঙ্কায় প্রবেশপূর্ব্বক তথায় স্বীয় ধর্ম্ম প্রতিপালন কর।" মহাবল দশানন, প্রহস্তের মুখে এই কথা শুনিয়া আহ্লাদিত হইল, অবশেষে বল, অনুচরদল এবং ভ্রাতৃগণসহ লঙ্কা নগরে প্রবেশ করিল। দেবরাজ বাসব যেমন স্বর্গে আরোহণ করেন, তদ্রূপ সেই, দেবারি, কুবেরপরিত্যক্ত, মহাপথদ্বারা সুবিভক্ত লঙ্কায় আরোহণ করিল। দশানন, রাক্ষসগণকর্ত্তৃক অভিষিক্ত হইয়া তৎকালে পুরী স্থাপন করিলে, সেই পুরী নীলমেঘতুল্য রাক্ষসবৃন্দদ্বারা সম্যক্ পরিপূর্ণা হইল। ইন্দ্র যেমন স্বর্গপুরে অমরাবতী পুরী প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন, ধনপতি সেইরূপ চন্দ্রের ন্যায় বিমল

স্বলঙ্কৃতৈর্ভবনবরৈর্বিভূষিতাং
পুরন্দরঃ স্বরিব যথামরাবতীম্ ॥ ৫০
ইত্যুত্তরকাণ্ডে একাদশঃ সর্গঃ ॥ ১১ ॥

দ্বাদশঃ সর্গঃ।

রাক্ষসেন্দ্রোঽভিষিক্তস্তু ভ্রাতৃভিঃ সহিতস্তদা।
ততঃ প্রদানং রাক্ষস্যা ভগিন্যাঃ সমচিন্তয়ৎ ॥ ১
দদৌ তাং কালকেয়ায় দানবেন্দ্রায় রাক্ষসীম্।
স্বসাং শূর্পণখাং নাম বিদ্যুজ্জিহ্বায় রাক্ষসঃ ॥ ২
অথ দত্ত্বা স্বয়ং রক্ষো মৃগয়ামতটে স্ম তৎ।
তত্রাপশ্যৎ ততো রাম ময়ং নাম দিতেঃ সুতম্ ॥ ৩
কন্যাসহায়ং তং দৃষ্ট্বা দশগ্রীবো নিশাচরঃ।
অপৃচ্ছৎ কো ভবানেকো নির্মনুষ্যমৃগে বনে ॥ ৪
অনয়া মৃগশাবাক্ষ্যা কিমর্থং সহ তিষ্ঠসি।
ময়স্তদব্রবীদ্রাম পৃচ্ছন্তং তং নিশাচরম্ ॥ ৫
শ্রূয়তাং সর্ব্বমাখ্যাস্যে যথাবৃত্তমিদং তব।
হেমা নামাপ্সরাস্তত্র শ্রুতপূর্ব্বা যদি ত্বয়া ॥ ৬
দৈবতৈর্মম সা দত্তা পৌলোমীব শতক্রতোঃ।
তস্যাং সক্তমনা হ্যাসং দশবর্ষশতান্যহম্ ॥ ৭
সা চ দৈবতকার্য্যেণ ত্রয়োদশ সমা গতাঃ।
বর্ষং চতুর্দ্দশঞ্চৈব ততো হেমময়ং পুরম্ ॥ ৮
বজ্রবৈদূর্য্যচিত্রঞ্চ মায়য়া নির্ম্মিতং ময়া।
তত্রাহমবসং দীনস্তয়া হীনঃ সুদুঃখিতঃ ॥ ৯
তস্মাৎ পুরাদ্দুহিতরং গৃহীত্বা বনমাগতঃ।
ইয়ং মমাত্মজা রাজন্ তস্যাঃ কুক্ষৌ বিবর্দ্ধিতা॥ ১০
ভর্ত্তারমনয়া সার্দ্ধমস্যাঃ প্রাপ্তোঽস্মি মার্গিতুম্।
কন্যাপিতৃত্বং দুঃখং হি সর্ব্বেষাং মানকাঙ্ক্ষিণাম্ ॥ ১১
কন্যা হি দ্বে কুলে নিত্যং সংশয়ে স্থাপ্য তিষ্ঠতি।
পুত্রদ্বয়ং মমাপ্যস্যাং ভার্য্যায়াং সম্বভূব হ ॥ ১২
মায়াবী প্রথমস্তাত দুন্দুভিস্তদনন্তরঃ।
এবং তে সর্ব্বমাখ্যাতং যাথাতথ্যেন পৃচ্ছতঃ ॥ ১৩
ত্বামিদানীং কথং তাত জানীয়াং কো ভবানিতি।
এবমুক্তস্তু তদ্রক্ষো বিনীতমিদমব্রবীৎ ॥ ১৪
অহং পৌলস্ত্যতনয়ো দশগ্রীবশ্চ নামতঃ।
মুনের্বিশ্রবসো যস্তু তৃতীয়ো ব্রহ্মণোঽভবৎ ॥ ১৫
এবমুক্তস্তদা রাম রাক্ষসেন্দ্রেণ দানবঃ।
মহর্ষেস্তনয়ং জ্ঞাত্বা ময়ো দানবপুঙ্গবঃ॥ ১৬

কৈলাসশিখরে সুশোভন অলঙ্কারে সজ্জিত দিব্যগৃহ-দ্বারা বিরাজিত পুরী স্থাপন করিলেন। ৪১—৫০।

দ্বাদশ সর্গ।

পরে রাক্ষসপতি রাজ্যে অভিষিক্ত হইয়া রাক্ষসী ভগিনীর বিবাহের জন্য ভ্রাতৃগণের সহিত চিন্তিত হইল। তৎকালে রাক্ষসরাজ সেই শূর্পণখানাম্নী ভগিনীকে কালকেয় দানবেন্দ্র বিদ্যুজ্জিহ্বকে সম্প্রদান করিল। ভগিনীর বিবাহকার্য্য সমাধা করিয়া রাক্ষস স্বয়ং মৃগয়াবিহার করিতে লাগিল। রাম! সে সেই সময়ে দিতিসুত ময়কে তথায় দেখিল। রাক্ষস দশানন তাহাকে কন্যাসহ দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিল, 'আপনি কে? কি জন্যই বা একাকী এই বালমৃগাক্ষী কন্যার সহিত পশু এবং মানব-বিহীন বনমধ্যে অবস্থিতি করিতেছেন?' রাম! তখন ময় সেই জিজ্ঞাসু রাক্ষসকে বলিলেন,—১—৫। "তোমার নিকটে এই সকল যথার্থ বিবরণ বর্ণন করিতেছি, শ্রবণ কর। দেবলোকে হেমাভিধানা এক অপ্সরা আছে, ইহা পূর্ব্বেই তুমি শুনিয়া থাকিবে; ইন্দ্রকে পৌলোমীর ন্যায়, দেবতারা আমাকে সেই অপ্সরা সম্প্রদান করেন। আমি সহস্র বৎসর তাহাতে আসক্ত হইয়াছিলাম, এক্ষণে সে দেবকার্য্যের জন্য দেবলোকে গিয়াছে। তাহার বিরহে আমার ত্রয়োদশ এবং চতুর্দ্দশ বৎসর অতিবাহিত হইয়া গিয়াছে, এত বৎকালমধ্যে আমি বিচিত্র কৌশলে বজ্র এবং বৈদূর্য্যসমূহে চিত্রিত হেমময় পুর নির্ম্মাণ করি তাহার বিরহে অতিশয় দুঃখিত হইয়া দীনভাবে তাহাতে বাস করিতেছিলাম। এক্ষণে সেই পুর হইতে কন্যাকে লইয়া বনে আসিয়াছি। রাজন্ আমার এই দুহিতা সেই হেমার গর্ভে বর্দ্ধিত হইয়াছে ৬—১০। ইহার উপযুক্ত পতির অনুসন্ধানের জন্য ইহাকে সঙ্গে লইয়া বনে আসিয়াছি। কেননা মান কাঙ্ক্ষী সকল ব্যক্তিরই কন্যার পিতা হওয়া দুঃখদায়ক বিশেষতঃ কন্যা,—পিতৃকুল এবং মাতৃকুলকে সতত সংশয়ে স্থাপিত করিয়া অবস্থিতি করে। আর সেই স্ত্রীর গর্ভে আমার দুইটী পুত্র জন্মগ্রহণ করিয়াছে তাহার মধ্যে প্রথমটির নাম মায়াবী আর দ্বিতীয়টির নাম দুন্দুভি। হে তাত! তোমার প্রশ্নানুসারে যথাযথ সমস্ত বলিলাম। বৎস! তুমি কে? তা কিরূপে জানিতে পারিব? সেই রাক্ষস এই কথা শুনিয়া বিনীতভাবে বলিল, 'আমি ব্রহ্মার পৌত্র পুলস্ত্যতনয় বিশ্রবা মুনির পুত্র, আমার নাম দশানন ১১—১৫। রাম! তখন দানবশ্রেষ্ঠ ময়দান

দাতুং দুহিতরং তস্মৈ রোচয়ামাস তত্র বৈ।
করেণ তু করং তস্যা গ্রাহয়িত্বা ময়স্তদা ॥ ১৭
প্রহসন্ প্রাহ দৈত্যেন্দ্রো রাক্ষসেন্দ্রমিদং বচঃ।
ইয়ং মমাত্মজা রাজন্ হেময়াপ্সরসা ধৃতা ॥ ১৮
কন্যা মন্দোদরী নাম পত্ন্যর্থং প্রতিগৃহ্যতাম্।
বাঢ়মিত্যেব তং রাম দশগ্রীবোঽভ্যভাষত ॥ ১৯
প্রজ্বাল্য তত্র চৈবাগ্নিমকরোৎ পাণিসংগ্রহম্।
স হি তস্য ময়ো রাম শাপাভিজ্ঞস্তপোধনাৎ ॥ ২০
বিদিত্বা তেন সা দত্তা তস্য পৈতামহং কুলম্।
অমোঘাং তস্য শক্তিঞ্চ প্রদদৌ পরমাদ্ভুতম্ ॥ ২১
পরেণ তপসা লব্ধাং জঘ্নিবান্ লক্ষ্মণং যয়া।
এবং স কৃত্বা দারান্ বৈ লঙ্কায়া ঈশ্বরঃ প্রভুঃ ॥ ২২
গত্বা তু নগরীং ভার্য্যে ভ্রাতৃভ্যাং সমুপাহরৎ।
বৈরোচনস্য দৌহিত্রীং বজ্রজ্বালেতি নামতঃ ॥ ২৩
তাং ভার্য্যাং কুম্ভকর্ণস্য রাবণঃ সমকল্পয়ৎ।
গন্ধর্ব্বরাজস্য সুতাং শৈলূষস্য মহাত্মনঃ ॥ ২৪
সরমাং নাম ধর্ম্মজ্ঞাং লেভে ভার্য্যাং বিভীষণঃ।
তীরে তু সরসো বৈ তু সঞ্জজ্ঞে মানসস্য হি ॥ ২৫
সরস্তদা মানসন্তু ববৃধে জলদাগমে।
মাত্রা তু তস্যাঃ কন্যায়াঃ স্নেহেনাক্রন্দিতং বচঃ ॥ ২৬
সরো মা বর্দ্ধতেত্যুক্তং ততঃ সা সরমাভবৎ।
এবং তে কৃতদারা বৈ রেমিরে তত্র রাক্ষসাঃ ॥ ২৭
স্বাং স্বাং ভার্য্যামুপাদায় গন্ধর্ব্বা ইব নন্দনে।
ততো মন্দোদরী পুত্রং মেঘনাদমজীজনৎ ॥ ২৮
স এষ ইন্দ্রজিন্নাম যুষ্মাভিরভিধীয়তে।
জাতমাত্রেণ হি পুরা তেন রাবণসূনুনা ॥ ২৯
রুদতা সুমহান্ মুক্তো নাদো জলধরোপমঃ।
জড়ীকৃতা চ সা লঙ্কা তস্য নাদেন রাঘব ॥ ৩০
পিতা তস্যাকরোন্নাম মেঘনাদ ইতি স্বয়ম্।
সোঽবর্দ্ধত তদা রাম রাবণান্তঃপুরে শুভে ॥ ৩১
রক্ষ্যমাণো বরস্ত্রীভিশ্ছন্নঃ কাষ্ঠৈরিবানলঃ।
মাতাপিত্রোর্মহাহর্ষং জনয়ন্ রাবণাত্মজঃ ॥ ৩২

ইতি উত্তরকাণ্ডে দ্বাদশঃ সর্গঃ ॥ ১২ ॥

রাক্ষসরাজের এই কথা শুনিয়া তাহাকে ঋষিপুত্র বলিয়া জানিল এবং জানিয়াই তাহাকে কন্যা সম্প্রদান করিতে বাসনা করিল। তখন দৈত্যেন্দ্র ময়, কন্যার করদ্বারা তাহার কর গ্রহণ করাইয়া সহাস্যে রাক্ষস-রাজকে বলিলেন, 'রাজন্! আমার এই কন্যাকে হেমা-অপ্সরা গর্ভে ধারণ করিয়া প্রসব করিয়াছে, তুমি এই মন্দোদরী কন্যাকে পত্নী করিবার জন্য গ্রহণ কর।' রাম! দশানন তাহাকে কহিল;—'আপনার কথায় আমি স্বীকৃত হইলাম।' অবশেষে সে সেই স্থানে, অগ্নি প্রজ্জ্বলিত করিয়া তাহার পাণিগ্রহণ করিল। রাম! রাবণ 'দারুণ প্রকৃতি প্রাপ্ত হইবে' তপোধন বিশ্রবাপ্রদত্ত তাহার এই শাপের বিষয় ময়দানব শুনিয়াছিল। ১১—২০। সুতরাং কন্যা-দান না করিলে বলপূর্ব্বক গ্রহণ করিবে, ইহা বুঝিয়া এবং পিতামহ ব্রহ্মার বংশে তাহার উৎপত্তি জানিয়া ময় তাহাকে কন্যা সম্প্রদান করিল। যে শক্তি-অস্ত্র দ্বারা রাবণ লক্ষ্মণকে হনন করিয়াছিল, ময় দুষ্কর তপস্যার দ্বারা লব্ধ পরম অদ্ভুত সেই অমোঘ-শক্তি তাহাকে প্রদান করিল। সেই লঙ্কাধিপতি রাবণ এইরূপে বিবাহ করিয়া, নগরে আসিয়া ভ্রাতৃদ্বয়ের নিমিত্ত দুইটী ভার্য্যা আহরণ করিল। সেই সময়ে রাবণ বজ্রজ্বালা নামে বৈরোচন বলির দৌহিত্রীকে কুম্ভকর্ণের পত্নী করিয়া দিল। বিভীষণ, গন্ধর্ব্বরাজ মহাত্মা শৈলূষের দুহিতা ধর্ম্মজ্ঞান-সম্পন্না সরমাকে পত্নীরূপে লাভ করিলেন। সরমা যখন মানস-সরোবরের তীরে জন্মগ্রহণ করেন, সেই সময়ে মানসসরোবর বর্ষাকালের সমাগমে শিশুর নিকটস্থ স্থান পর্য্যন্ত বর্দ্ধিত হইল। তখন তাহার মাতা রোদন করিয়া স্নেহবশতঃ 'সরো মা বর্দ্ধত' অর্থাৎ 'সরোবর! বর্দ্ধিত হইও না' এই কথা বলিয়াছিলেন, সেই অবধি ইহার নাম সরমা হইয়াছে। রাক্ষসেরা এইরূপে বিবাহ করিয়া, নন্দনকাননে গন্ধর্ব্বগণের ন্যায় নিজ নিজ ভার্য্যাসমভিব্যাহারে তথায় বিহার করিতে লাগিল। পরে মন্দোদরী মেঘনাদনামক পুত্র প্রসব করিল। ২১—২৮। এই পুত্রই তোমাদের নিকটে ইন্দ্রজিৎ নামে কথিত হয়। পুরাকালে রাবণ-নন্দন রোদন করিতে করিতে মেঘতুল্য সুমহান্ নাদ উৎসৃজন করে; রাম! তাহার সেই নাদে লঙ্কা জড়ীভূত হয়। তদবধি তাহার পিতা স্বয়ং সেই পুত্রের নাম মেঘনাদ রাখিল। রাম! রাবণ-নন্দন উত্তম স্ত্রীগণ-কর্ত্তৃক রক্ষিত হইয়া পিতা এবং মাতার নিরতিশয় হর্ষ উৎপাদন করত, কাষ্ঠ দ্বারা সমাচ্ছন্ন অনলের ন্যায় রাবণের শুভ অন্তঃপুরমধ্যে তৎকালে বর্দ্ধিত হইতে লাগিল।' ২৯—৩২।

ত্রয়োদশঃ সর্গঃ।

অথ লোকেশ্বরোৎসৃষ্টা তত্র কালেন কেনচিৎ।
নিদ্রা সমভবত্তীব্রা কুম্ভকর্ণস্য রূপিণী॥ ১
ততো ভ্রাতরমাসীনং কুম্ভকর্ণোঽব্রবীদ্বচঃ
নিদ্রা মাং বাধতে রাজন্ কারয়স্ব মমালয়ম্॥ ২
বিনিযুক্তাস্ততো রাজ্ঞা শিল্পিনো বিশ্বকর্ম্মবৎ।
বিস্তীর্ণং যোজনং স্নিগ্ধং ততো দ্বিগুণমায়তম্॥ ৩
দর্শনীয়ং নিরাবাধং কুম্ভকর্ণস্য চক্রিরে।
স্ফাটিকৈঃ কাঞ্চনৈশ্চিত্রৈস্তম্ভৈঃ সর্ব্বত্র শোভিতম্॥ ৪
বৈদূর্য্যকৃতসোপানং কিঙ্কিণীজালকং তথা
দান্ততোরণবিন্যস্তং বজ্রস্ফটিকবেদিকম্॥ ৫
মনোহরং সর্ব্বসুখং কারয়ামাস রাক্ষসঃ
সর্ব্বত্র সুখদং নিত্যং মেরোঃ পুণ্যাং গুহামিব॥ ৬
তত্র নিদ্রাং সমাবিষ্টঃ কুম্ভকর্ণো মহাবলঃ
বহূন্যব্দসহস্রাণি শয়ানো ন চ বুধ্যতে॥ ৭
নিদ্রাভিভূতে তু তদা কুম্ভকর্ণে দশাননঃ।
দেবর্ষিযক্ষগন্ধর্ব্বান্ সঞ্জঘ্নে হি নিরঙ্কুশঃ॥ ৮
উদ্যানানি বিচিত্রাণি নন্দনাদীনি যানি চ।
তানি গত্বা সুসংক্রুদ্ধো ভিনত্তি স্ম দশাননঃ॥ ৯
নদীং গজ ইব ক্রীড়ন্ বৃক্ষান্ বায়ুরিবাক্ষিপন্।
নগান্ বজ্র ইবোৎসৃষ্টো বিধ্বংসয়তি রাক্ষসঃ॥ ১০
তথাবৃত্তন্তু বিজ্ঞায় দশগ্রীবং ধনেশ্বরঃ।
কুলানুরূপং ধর্ম্মজ্ঞো বৃত্তং সংস্মৃত্য চাত্মনঃ॥ ১১
সৌভ্রাত্রদর্শনার্থন্তু দূতং বৈশ্রবণস্তদা।
লঙ্কাং সম্প্রেষয়ামাস দশগ্রীবস্য বৈ হিতম্॥ ১২
স গত্বা নগরীং লঙ্কামাসসাদ বিভীষণম্।
মানিতস্তেন ধর্ম্মেণ পৃষ্টশ্চাগমনং প্রতি॥ ১৩
পৃষ্ট্বা চ কুশলং রাজ্ঞো জ্ঞাতীনামপি বিভীষণঃ।
সভায়াং দর্শয়ামাস তমাসীনং দশাননম্॥ ১৪
স দৃষ্ট্বা তত্র রাজানং দীপ্যমানং স্বতেজসা।
জয়েতি বাচা সম্পূজ্য তূষ্ণীং সমভিবর্ত্তত॥ ১৫
স তত্রোত্তমপর্য্যঙ্কে বরাস্তরণশোভিতে।
উপবিষ্টং দশগ্রীবং দূতো বাক্যমথাব্রবীৎ॥ ১৬
রাজন্ বদামি তে সর্ব্বং ভ্রাতা তব যদব্রবীৎ।
উভয়োঃ সদৃশং বীর বৃত্তস্য চ কুলস্য চ॥ ১৭॥
সাধু পর্য্যাপ্তমেতাবৎ কৃতশ্চারিত্রসংগ্রহঃ

ত্রয়োদশ সর্গ।

কিছুদিন পরে লোকপিতামহ ব্রহ্মকর্তৃক প্রেরিত নিদ্রা প্রেরিত হইয়া জৃম্ভাদিরূপে বাল্যাবস্থায় কুম্ভ-কর্ণের নিকটে আসিল। তখন কুম্ভকর্ণ সমাসীন ভ্রাতাকে বলিল—'রাজন্! নিদ্রা আমাকে পীড়িত করিতেছে, সুতরাং আমার গৃহ নির্ম্মাণ করাইয়া দিন।' তৎপরে বিশ্বকর্ম্মতুল্য শিল্পিগণ রাজাদেশে নিযুক্ত হইয়া কুম্ভকর্ণের জন্য যোজনমাত্র বিস্তীর্ণ, তদপেক্ষা দ্বিগুণ আয়ত বাধারহিত সুদৃশ্য রমণীয় গৃহ নির্ম্মাণ করিল। সেই গৃহের সোপান-পঙ্‌ক্তি বৈদূর্য্যমণিনির্ম্মিত, বেদিকাসকল স্ফটিক-রচিত, তোরণ-সকল দন্তময়, সর্ব্বত্র কিঙ্কিণী-জালায় অলঙ্কৃত, বিচিত্র স্তম্ভশ্রেণী স্ফটিক এবং স্বর্ণে নির্ম্মিত হইয়া তাহার সকল স্থানের শোভা সম্পাদন করিল। রাক্ষসপতি মেরুর পুণ্যতমা গুহার ন্যায়, সর্ব্বত্র সতত সুখদায়ক সর্ব্বসুখাবহ রমণীয় গৃহ প্রস্তুত করাইলেন। ১—৬। মহাবল কুম্ভকর্ণ নিদ্রার আবেশে বহু সহস্র বৎসর তথায় শুইয়া রহিল, কিন্তু জাগরিত হইল না। কুম্ভকর্ণ নিদ্রাভিভূত হইল। রাবণ নিরঙ্কুশ হইয়া দেবতা, গন্ধর্ব্ব, যক্ষ এবং ঋষি-দিগকে বধ করিতে লাগিল। নন্দন প্রভৃতি যে সকল সুচারু উদ্যান ছিল, রাবণ অতিশয় ক্রোধভরে গমনপূর্ব্বক সেই উদ্যান সকল ভগ্ন করিতে লাগিল। হস্তী যেমন নদীতে ক্রীড়া করিয়া তাহা বিধ্বস্ত করে, বায়ু যেমন তরুনিকরকে আন্দোলিত করিয়া উৎপাটিত করে, বজ্র যেমন পর্ব্বতে বিসৃষ্ট হইয়া তাহা ভাঙ্গিয়া ফেলে, সেইরূপ রাক্ষস, উপবনসকল বিধ্বস্ত করিল। কিন্তু ধর্ম্মজ্ঞ ধনেশ্বর দশাননের সেইরূপ চরিত্র অবগত হইয়া নিজ কুলানুরূপ ব্যবহার স্মরণ করিলেন। সেই সময়ে বৈশ্রবণ সৌভ্রাত্র দেখাইবার ইচ্ছায় হিতোপদেশ দিবার জন্য রাবণের নিকটে লঙ্কায় দূত পাঠাইলেন। ৭—১২। দূত লঙ্কানগরে যাইয়া বিভীষণের সহিত সম্মিলিত হইল। বিভীষণ ধর্ম্মানু-সারে তাহাকে সম্মাননা করিয়া আগমনের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। অবশেষে রাজার এবং জ্ঞাতি-গণের কুশল জিজ্ঞাসা করিয়া,সভায় সমাসীন দশাননকে দেখিলেন। সেই দূত তেজঃপ্রভায় দেদীপ্যমান রাজাকে তথায় দেখিয়া জয়বাক্য দ্বারা সম্মানিত করত ক্ষণকাল মৌনভাবে রহিল। অবশেষে সভা মধ্যে পাতিত আস্তরণদ্বারা সুসজ্জিত দিব্য পর্য্যঙ্কে সমাসীন দশাননকে বলিল;—"বীর! আপনার ভ্রাতা বৈশ্রবণ মাতা পিতার কুলচরিত্রের অনুরূপ যাহা বলিয়াছেন, আমি সেই সমস্তবিষয় আপনার নিকটে কীর্ত্তন করিতেছি। রাজন্! এতদিন পর্য্যন্ত যাহা করিয়াছ, তাহাই সর্ব্বতোভাবে পর্য্যাপ্ত। অতঃপর

সাধুধর্ম্মে ব্যবস্থানং ক্রিয়তাং যদি শক্যতে ॥ ১৮
দৃষ্টং মে নন্দনং ভগ্নং ঋষয়ো নিহতাঃ শ্রুতাঃ।
দেবতানাং সমুদ্যোগস্ত্বত্তো রাজন্ ময়া শ্রুতঃ ॥ ১৯
নিরাকৃতশ্চ বহুশস্ত্বয়াহং রাক্ষসাধিপ।
সাপরাধেহপি বালো হি রক্ষিতব্যঃ স্ববান্ধবৈঃ ॥ ২০
অহঞ্চ হিমবৎপৃষ্ঠং গতো ধর্ম্মমুপাসিতুম্।
রৌদ্রং ব্রতং সমাস্থায় নিয়তো নিয়তেন্দ্রিয়ঃ ॥ ২১
তত্র দেবো ময়া দৃষ্ট উময়া সহিতঃ প্রভুঃ।
সব্যং চক্ষুর্ময়া দৈবাত্তত্র দেব্যাং নিপাতিতম্ ॥ ২২
কা খেল্বেষেতি মহারাজ ন খল্বন্যেন হেতুনা।
রূপং হ্যনুপমং কৃত্বা রুদ্রাণী তত্র তিষ্ঠতি ॥ ২৩
দেব্যা দিব্যপ্রভাবেণ দগ্ধং সব্যং মমেক্ষণম্।
রেণুধ্বস্তমিব জ্যোতিঃ পিঙ্গলত্বমুপাগতম্ ॥ ২৪
ততোহহমন্যদ্বিস্তীর্ণং গত্বা তস্য গিরেস্তটম্।
তূষ্ণীং বর্ষশতান্যষ্টৌ সমধারং মহাব্রতম্ ॥ ২৫
সমাপ্তে নিয়মে তস্মিংস্তত্র দেবো মহেশ্বরঃ।
ততঃ প্রীতেন মনসা প্রাহ বাক্যমিদং প্রভুঃ ॥ ২৬
প্রীতোহস্মি তব ধর্ম্মজ্ঞ তপসানেন সুব্রত।
ময়া চৈতদ্ব্রতং চীর্ণং ত্বয়া চৈব ধনাধিপ ॥ ২৭
তৃতীয়ঃ পুরুষো নাস্তি যশ্চরেদ্ব্রতমীদৃশম্।
ব্রতং সুদুষ্করং হ্যেতন্ময়ৈবোৎপাদিতং পুরা ॥ ২৮
তৎ সখিত্বং ময়া সৌম্য রোচয়স্ব ধনেশ্বর।
তপসা নির্জ্জিতশ্চৈব সখা ভব মমানঘ ॥ ২৯
দেব্যা দগ্ধং প্রভাবেণ যচ্চ সব্যং তবেক্ষণম্।
পৈঙ্গল্যং যদবাপ্তং হি দেব্যা রূপনিরীক্ষণাৎ ॥ ৩০
একাক্ষিপিঙ্গলীত্যেব নাম স্থাস্যতি শাশ্বতম্।
এবং তেন সখিত্বঞ্চ প্রাপ্যানুজ্ঞাঞ্চ শঙ্করাৎ ॥ ৩১
আগতেন ময়া চৈব শ্রুতস্তে পাপনিশ্চয়ঃ।
তদধর্ম্মিষ্ঠসংযোগান্নিবর্ত্ত কুলদূষণাৎ ॥ ৩২
চিন্ত্যতে হি বধোপায়ঃ সর্ষিসঙ্ঘৈঃ সুরৈস্তব।
এবমুক্তো দশগ্রীবঃ কোপসংরক্তলোচনঃ ॥ ৩৩
হস্তান্ দন্তাংশ্চ সম্পিষ্য বাক্যমেতদুবাচ হ।
বিজ্ঞাতং তে ময়া দূত বাক্যং যত্ত্বং প্রভাষসে ॥ ৩৪
নৈব ত্বমসি নৈবাসৌ ভ্রাতা যেনাসি চোদিতঃ।

আপনার স্বভাব সংযত করা উচিত; যদি পার, তবে সাধুগণ-অনুষ্ঠিত ধর্ম্মে অবস্থিতি কর। ১৩—১৮। তুমি নন্দনকানন ভগ্ন করিয়াছ তাহা আমি দেখিয়াছি, এবং ঋষিসকল নিহত হইয়াছেন, তাহাও শুনিয়াছি, সুতরাং তোমার এই কার্য্যের প্রতিশোধের বিষয়ে দেবতারা যে উদ্যোগ করিতেছেন, তাহাও আমি শুনিয়াছি। রাক্ষসরাজ! বালক যদি অপরাধ করে তাহা হইলেও স্বীয় বন্ধুগণ তাহাকে রক্ষা করিয়া থাকে, সুতরাং যদিও তুমি আমাকে প্রত্যাখ্যাত করিয়াছ, তথাপি তোমাকে রক্ষা করা আমার কর্ত্তব্য। অপিচ আমি জিতেন্দ্রিয় এবং সংযতচিত্ত হইয়া রুদ্রের প্রসাদকর ব্রত অবলম্বনপূর্ব্বক হিমালয়পর্ব্বতে ধর্ম্ম-উপাসনা করিতে গিয়াছিলাম। মহারাজ! তথায় উমার সহিত প্রভু মহেশ্বরকে আমি দেখিতে পাই; তৎকালে রুদ্রাণী অনুপম রূপ ধারণ করিয়া তথায় অবস্থিতি করিতেছিলেন। অন্য কোন কারণ বশতঃ নহে, কেবল —'ইনি কে?' এইরূপ বিস্মিত হইয়া, আমি দৈব-বশতঃ দেবীর প্রতি সব্যচক্ষু নিক্ষেপ করি;—চক্ষু নিক্ষেপ করিবামাত্র আমার সব্য চক্ষু দেবীর স্বর্গীয় তেজদ্বারা দগ্ধ হইয়া, রেণুসমাহত জ্যোতির ন্যায়, পিঙ্গলবর্ণ ধারণ করিল। ১৯—২৪। পরে আমি সেই পর্ব্বতের অন্য এক বিস্তীর্ণ তটে গিয়া, মৌনী হইয়া, আটশত বৎসর সর্ব্বতোভাবে মহাব্রত ধারণ করিলাম। সেই নিয়ম শেষ হইলে, দেব মহাদেব তথায় আসিলেন। তৎপরে প্রভু হৃষ্টান্তঃকরণে এই কথা কহিলেন—'ধর্ম্মজ্ঞ সুব্রত! তোমার এই তপস্যা-দ্বারা আমি সন্তুষ্ট হইয়াছি। ধনাধিপ! আমি এই ব্রতের অনুষ্ঠান করিয়াছিলাম, তুমিও ইহার অনুষ্ঠান করিলে, কিন্তু এরূপ ব্রত আচরণ করিতে পারে, এমন পুরুষ আর তৃতীয় নাই। ধনেশ্বর! এই দুষ্কর ব্রত পূর্ব্বকালে আমিই সম্পন্ন করিয়াছি। অতএব হে সৌম্য! তুমি আমার সহিত সখ্য কামনা কর। হে অনঘ! তুমি তপস্যাশক্তিদ্বারা আমাকে পরাজয় করিয়াছ অতএব তুমি আমার বন্ধু হও। অধি-কন্তু দেবীর প্রভাবে তোমার সব্যচক্ষু দগ্ধ হইয়াছে এবং দেবীর রূপ দর্শন করায় পিঙ্গলবর্ণ হইয়াছে, সেই হেতু তোমার "একাক্ষি-পিঙ্গল"—এই নাম চিরস্থায়ী হইবে।' এইরূপে মহাদেবের সহিত বন্ধুত্ব লাভ করিয়া মহাদেবের নিকট হইতে অনুমতি লইয়া, আগমনপূর্ব্বক তোমার পাপকর্ম্মে প্রতিজ্ঞার কথা শুনিতে পাইলাম। তুমি কুলদূষক অধর্ম্মিষ্ঠ-সহবাস হইতে নিবৃত্ত হও। ২৫—৩২। কারণ, দেবতা এবং ঋষিগণ সকলে মিলিত হইয়া তোমাকে বধ করিবার উপায় দেখিতেছেন। দশানন এই কথা শুনিয়া ক্রোধে রক্তচক্ষু হইয়া দন্ত এবং হস্ত নিষ্পীড়নপূর্ব্বক এইরূপ কহিল,—'দূত! তুমি যাহা কহিলে, আমি তোমার সেই কথার মর্ম্ম বুঝিয়াছি। যিনি তোমাকে আমার নিকটে পাঠাইয়াছেন, আমার সেই ভ্রাতা এবং

হিতং নৈষ মমৈতদ্ধি ব্রবীতি ধনরক্ষকঃ ॥ ৩৫
মহেশ্বরসখিত্বং তু মূঢ়ঃ শ্রাবয়তে কিল ।
নৈবেদং ক্ষমণীয়ং মে যদেতদ্ভাষিতং ত্বয়া ॥ ৩৬
যদেতাবন্ময়া কালং দূত তস্য তু মর্ষিতম্ ।
ন হন্তব্যো গুরুর্জ্যেষ্ঠো মমায়মিতি মন্যতে ॥ ৩৭
তস্য ত্বিদানীং শ্রুত্বা মে বাক্যমেষা কৃতা মতিঃ ।
ত্রীঁল্লোকানপি জেষ্যামি বাহুবীর্য্যমুপাশ্রিতঃ ॥ ৩৮ ॥
এতন্মুহূর্ত্তমেবাহং তস্যৈকস্য তু বৈ কৃতে ।
চতুরো লোকপালাংস্তান্ নয়িষ্যামি যমক্ষয়ম্ ॥ ৩৯
এবমুক্ত্বা তু লঙ্কেশো দূতং খড়্গেন জঘ্নিবান্ ।
দদৌ ভক্ষয়িতুং হ্যেনং রাক্ষসানাং দুরাত্মনাম্ ॥ ৪০
ততঃ কৃতস্বস্ত্যয়নো রথমারুহ্য রাবণঃ ।
ত্রৈলোক্যবিজয়াকাঙ্ক্ষী যযৌ যত্র ধনেশ্বরঃ ॥ ৪১

ইত্যুত্তরকাণ্ডে ত্রয়োদশঃ সর্গঃ ॥ ১৩ ॥

তুমি উত্তরেই সে বিষয়ে সমর্থ হইবে না। এই ধন-রক্ষক কুবের আমার মঙ্গলকার্য্য করিতেছে না। প্রত্যুত মহাদেবের সহিত তাহার বন্ধুত্ব হইয়াছে, সেই মূঢ় কেবল তাহাই শুনাইতেছে। হে দূত! তুমি কুবেরের যে প্রবলপ্রতাপের বিষয় কহিলে, তাহা ক্ষমা করা কখনই উচিত নহে। কুবের জ্যেষ্ঠ, সুতরাং গুরু; অতএব তাহাকে বধ করা উচিত নহে, আমার অন্তরাত্মা ইতিপূর্ব্বে ইহাই বিবেচনা করিতে-ছিল বলিয়াই তাহাকে এ পর্য্যন্ত ক্ষমা করিয়াছিলাম। ৩৩—৩৭। এক্ষণে তাহার কথা শুনিয়া এই ইচ্ছা করিয়াছি যে, বাহুবলদ্বারা ত্রিভুবন জয় করিব। অধিক কি, আমি সেই এক ব্যক্তির বধপ্রসঙ্গে প্রসিদ্ধ লোক-পাল চারিজনকেও এই মুহূর্ত্তেই যমসদনে পাঠাইব।' লঙ্কাধিপতি রাবণ এইরূপ কহিয়া খড়্গের আঘাতে দূতের প্রাণ বধ করিল। অবশেষে সেই দূতের মৃত-শরীর লইয়া দুরাত্মা রাক্ষসদিগকে খাইয়া ফেলিতে আজ্ঞা করিল। তৎপরে রাবণ ত্রিভুবন জয় করিতে অভিলাষী হইয়া রথে চড়িয়া ধনেশ্বর যে স্থানে ছিলেন তথায় গেল। ২৮—৪১।

চতুর্দ্দশঃ সর্গঃ ।

ততঃ স সচিবৈঃ সার্দ্ধং ষড়্ভির্নিত্যবলোদ্ধতঃ ।
মহোদরপ্রহস্তাভ্যাং মারীচশুকসারণৈঃ ॥ ১
ধূম্রাক্ষেণ চ বীরেণ নিত্যং সমরগৃধ্নিনা ।
বৃতঃ সম্প্রযযৌ শ্রীমান্ ক্রোধাল্লোকান্ দহন্নিব ॥ ২
পুরাণি স নদীঃ শৈলান্ বনান্যুপবনানি চ ।
অতিক্রম্য মুহূর্ত্তেন কৈলাসং গিরিমাগমৎ ॥ ৩
সন্নিবিষ্টং গিরৌ তস্মিন্ রাক্ষসেন্দ্রং নিশম্য তু ।
যুদ্ধেপ্সুং তং কৃতোৎসাহং দুরাত্মানং সমন্ত্রিণম্ ॥ ৪
যক্ষা ন শেকুঃ সংস্থাতুং প্রমুখে তস্য রক্ষসঃ ।
রাজ্ঞো ভ্রাতেতি বিজ্ঞায় গতা যত্র ধনেশ্বরঃ ॥ ৫
তে গত্বা সর্ব্বমাচখ্যুর্ভ্রাতুস্তস্য চিকীর্ষিতম্ ।
অনুজ্ঞাতা যযুর্হৃষ্টা যুদ্ধায় ধনদেন তে ॥ ৬
ততো বলানাং সংক্ষোভো ব্যবর্দ্ধত যথোদধেঃ ।
তস্য নৈঋতরাজস্য শৈলং সঞ্চালয়ন্নিব ॥ ৭
ততো যুদ্ধং সমভবদ্‌যক্ষরাক্ষসসঙ্কুলম্ ।
ব্যথিতাশ্চাভবংস্তত্র সচিবা রাক্ষসস্য তে ॥ ৮
স দৃষ্ট্বা তাদৃশং সৈন্যং দশগ্রীবো নিশাচরঃ ।
হর্ষনাদান্ বহূন্ কৃত্বা স ক্রোধাদভ্যধাবত ॥ ৯

চতুর্দ্দশ সর্গ ।

পরে সদা বলগর্ব্বিত শ্রীমান্ দশানন, সর্ব্বদা সংগ্রামসমুৎসুক হইয়া, মহোদর, প্রহস্ত, মারীচ, শুক, সারণ, ধূম্রাক্ষ, প্রভৃতি ছয়টী মন্ত্রীর সহিত কোপে যেন সর্ব্ব প্রাণীকে দগ্ধ করিতেই যাত্রা করিল। সেই রাক্ষস,—বন, উপবন, নদী, গিরি এবং নগর সকল অতিক্রম করিয়া মুহূর্ত্তকাল-মধ্যে কৈলাসশিখরে আসিয়া উপনীত হইল। 'দুর্ম্মতি রাক্ষসনাথ মন্ত্রিগণসহ যুদ্ধকামনায় উৎসাহিত হইয়া সেই কৈলাসগিরিতে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে,—যক্ষেরা এই কথা শুনিয়া সেই রাক্ষসের সম্মুখে থাকিতে পারিল না; এই রাক্ষস, রাজার ভ্রাতা— ইহা জানিয়া কুবেরের নিকটে গমন করিল। ১—৫। যক্ষগণ গমন করিয়া তাঁহার ভ্রাতার অভিলষিত বিষয় সকল কহিল। তৎপরে তাহারা কুবেরের অনুমতি পাইয়া হৃষ্টচিত্তে যুদ্ধার্থ যাত্রা করিল। সেই সময়ে সেই গিরি সঞ্চালিত করিয়াই যেন সাগরের ন্যায় সেই রাক্ষসনাথের সৈন্যগণের সংক্ষোভ বর্দ্ধিত হইল। তাহার পর যক্ষ এবং রাক্ষস-গণের সঙ্কুল যুদ্ধ আরম্ভ হইল। রাক্ষসরাজের মন্ত্রিগণ সমরে ব্যথিত হইলে রাক্ষস দশানন তাদৃশ

যে তু তে রাক্ষসেন্দ্রস্য সচিবা ঘোরবিক্রমাঃ।
তেষাং সহস্রমেকৈকো যক্ষাণাং সমযোধয়ৎ ॥ ১০
ততো গদাভির্মুষলৈরসিভিঃ শক্তিতোমরৈঃ।
হন্যমানো দশগ্রীবস্তৎসৈন্যং সমগাহত ॥ ১১
স নিরুচ্ছ্বাসবৎ তত্র বধ্যমানো দশাননঃ।
বর্ষদ্ভিরিব জীমূতৈর্ধারাভিরবরুধ্যত ॥ ১২
ন চকার ব্যথাঞ্চৈব যক্ষশস্ত্রৈঃ সমাহতঃ।
মহীধর ইবাম্ভোদৈর্ধারাশতসমুক্ষিতঃ ॥ ১৩
স মহাত্মা সমুদ্যম্য কালদণ্ডোপমাং গদাম্।
প্রবিবেশ ততঃ সৈন্যং নয়ন যক্ষান্ যমক্ষয়ম্ ॥ ১৪
স কক্ষমিব বিস্তীর্ণং শুষ্কেন্ধনমিবাকুলম্।
বাতেনাগ্নিরিবাদীপ্তো যক্ষসৈন্যং দদাহ তৎ ॥ ১৫
তৈস্তু তত্র মহামাত্যৈর্মহোদরশুকাদিভিঃ।
অল্পাবশেষাস্তে যক্ষাঃ কৃতা বাতৈরিবাম্বুদাঃ ॥ ১৬
কেচিৎ সমাহতা ভগ্নাঃ পতিতাঃ সমরক্ষিতৌ।
ওষ্ঠাংশ্চ দশনৈস্তীক্ষ্ণৈরদশন্ কুপিতা রণে ॥ ১৭
শ্রান্তাশ্চান্যোন্যমালিঙ্গ্য ভ্রষ্টশস্ত্রা রণাজিরে।
সীদন্তি চ তদা যক্ষাঃ কূলা ইব জলেন হ।
হতানাং গচ্ছতাং স্বর্গং যুধ্যতামথ ধাবতাম্।
প্রেক্ষতামৃষিসঙ্ঘানাং বভূব ন তদান্তরম্ ॥ ১৯
ভগ্নাংস্তু তান্ সমালক্ষ্য যক্ষেন্দ্রাংস্তু মহাবলান্।
ধনাধ্যক্ষো মহাবাহুঃ প্রেষয়ামাস যক্ষকান্ ॥ ২০
এতস্মিন্নন্তরে রাম বিস্তীর্ণবলবাহনঃ।
প্রেষিতো ন্যপতদ্যক্ষো নাম্না সংযোধকণ্টকঃ ॥ ২১
তেন চক্রেণ মারীচো বিষ্ণুনেব রণে হতঃ।
পতিতো ভূতলে শৈলাৎ ক্ষীণপুণ্য ইব গ্রহঃ ॥ ২২
সসংজ্ঞস্তু মুহূর্তেন স বিশ্রম্য নিশাচরঃ।
তং যক্ষং যোধয়ামাস স চ ভগ্নঃ প্রদুদ্রুবে ॥ ২৩
ততঃ কাঞ্চনচিত্রাঙ্গং বৈদূর্য্যরজতোক্ষিতম্।
মর্য্যাদাং প্রতিহারাণাং তোরণান্তরমাবিশৎ ॥ ২৪
তন্তু রাজন্ দশগ্রীবং প্রবিশন্তং নিশাচরম্।
সূর্য্যভানুরিতি খ্যাতো দ্বারপালো ন্যবারয়ৎ ॥ ২৫
স বার্য্যমাণো যক্ষেণ প্রবিবেশ নিশাচরঃ।
যদা তু বারিতো রাম ন ব্যতিষ্ঠৎ স রাক্ষসঃ ॥ ২৬
ততস্তোরণমুৎপাট্য তেন যক্ষেণ তাড়িতঃ।

সেনা দেখিয়া সাহ্লাদে বহু সিংহনাদপূর্ব্বক কোপে তাহাদিগের সম্মুখে ধাবিত হইল। রাক্ষসনাথের যে সকল ঘোর পরাক্রান্ত মন্ত্রী ছিল, তাহাদের মধ্যে এক একজনই হাজার হাজার যক্ষের সহিত সংগ্রাম করিতে লাগিল। ৮—১০। তখন দশানন,—শক্তি, তোমর, অসি, মুষল এবং গদা দ্বারা আহত হইয়া সেই সেনা-সাগরমধ্যে অবগাহন করিল। রাক্ষসনাথ ধারাবর্ষী মেঘসমূহের ন্যায় শস্ত্রসমূহের দ্বারা হন্যমান হইলে, সেই যুদ্ধক্ষেত্রে উচ্ছ্বাসহীন হইয়া, অবরুদ্ধ হইল। রাক্ষসনাথ যক্ষগণের শস্ত্রদ্বারা সমাহত হইয়া, মেঘরাজির শত শত ধারায় অভিষিক্ত গিরির ন্যায়, ব্যথা অনুভব করিল না। অধিকন্তু সেই মহাত্মা রাক্ষস কালদণ্ডস্বরূপ গদা উঠাইয়া যক্ষগণকে যমালয়ে পাঠাইতে পাঠাইতে সেনসমূহের মধ্যে প্রবেশ করিল। রাবণ, বায়ু দ্বারা উদ্দীপ্ত অগ্নির তৃণগুল্ম-সমাবৃত শুষ্ককাষ্ঠ দহনের ন্যায়, আকুল সেই বিস্তীর্ণ যক্ষসেনা দগ্ধ করিতে লাগিল। ১১—১৫। কিন্তু রাবণের সহিত সমাগত মহোদর এবং শুকপ্রভৃতি মন্ত্রিগণ, বায়ুদ্বারা মেঘরাজির ন্যায়, সেই যুদ্ধে যক্ষগণের অল্পমাত্র শেষ রাখিল। কেহ কেহ যুদ্ধে সমাহত হইয়া ভগ্নদেহে ভূমে পড়িয়া গেল, কেহ বা রণে ক্রুদ্ধ হইয়া তীক্ষ্ণ দন্ত দ্বারা আপন ওষ্ঠ কামড়াইল। কেহ কেহ ক্লান্ত হইয়া রণক্ষেত্রে শস্ত্র-পরিত্যাগপূর্ব্বক পরস্পর আলিঙ্গন করিয়া রহিল। ফলতঃ সেই সময়ে যক্ষগণ জল দ্বারা আহত কূলের ন্যায়, আকুল হইল। তখন ভূমি-তলে ধাবমান যোদ্ধৃবর্গ যুদ্ধ করিতে করিতে শত্রু-কর্ত্তৃক নিহত হইয়া স্বর্গে চলিয়া গেল। সুতরাং যুদ্ধসন্দর্শনকারী ঋষিগণের এবং স্বর্গস্থিত যোদ্ধাদিগের থাকিবার স্থান কুলাইল না। পরে মহাবাহু কুবের সেনাগণকে ভগ্ন হইতে দেখিয়া, প্রধান প্রধান মহা-বল যক্ষগণকে যুদ্ধে পাঠাইলেন। ২৬—২১। হে রাম! ইত্যবসরে সংযোধকণ্টক নামক যক্ষ প্রেরিত হইয়া বিশাল সেনা এবং বাহনসহ যুদ্ধক্ষেত্রে আসিল। মারীচ,—বিষ্ণুর ন্যায় সেই যক্ষের চক্র-আঘাতে যুদ্ধে আহত হইয়া ক্ষীণপুণ্য গ্রহের ন্যায় গিরি হইতে ভূমিতলে পড়িয়া গেল। রাক্ষস মারীচ চেতনা লাভ করিয়া মুহূর্ত্তকাল বিশ্রামপূর্ব্বক সেই যক্ষের সহিত যুদ্ধ করিতেছে—এমন সময়ে সেই যক্ষ রণে ভঙ্গ দিয়া পলাইল। তৎপরে রাবণ যে স্থানে দ্বারিগণ অবস্থিতি করে, সেই স্বর্ণ, রজত এবং বৈদূর্য্যে খচিত মনোহর তোরণমধ্যে প্রবেশ করিল। হে রাজন্! রাক্ষস দশানন প্রবেশ করিতেছে—এমন সময়ে সূর্য্যভানু-নামক দ্বারী তাহাকে প্রবেশ করিতে নিষেধ করিল। ২১—২৫। কিন্তু সেই রাক্ষস দশানন, নিষেধ-সত্ত্বেও প্রবেশ করিল। রাম! যখন রাক্ষস রাবণ, নিষেধসত্ত্বেও অবস্থিত হইল না, তখন সেই

রুধিরং প্রস্রবন্ ভাতি শৈলো ধাতুস্রবৈরিব ॥ ২৭
স শৈলশিখরাভেন তোরণেন সমাহতঃ।
জগাম ন ক্ষিতিং বীরো বরদানাৎ স্বয়ম্ভুবঃ ॥ ২৮
তেনৈব তোরণেনাথ যক্ষস্তেনাভিতাড়িতঃ।
নাদৃশ্যত তদা যক্ষো ভস্মীকৃতশ্চ তস্তদা ॥ ২৯
ততঃ প্রদুদ্রুবুঃ সর্বে দৃষ্ট্বা রক্ষঃপরাক্রমম্।
ততো নদীর্গুহাশ্চৈব বিবিশুর্ভয়পীড়িতাঃ
ত্যক্তপ্রহরণাঃ শ্রান্তা বিবর্ণবদনাস্তদা ॥ ৩০

ইত্যুত্তরকাণ্ডে চতুর্দশঃ সর্গঃ। ১৪

পঞ্চদশঃ সর্গঃ।

ততস্তান্ লক্ষ্য বিত্রস্তান্ যক্ষেন্দ্রাংশ্চ সহস্রশঃ।
ধনাধ্যক্ষো মহাযক্ষং মাণিচারমথাব্রবীৎ ॥ ১
রাবণং জহি যক্ষেন্দ্র দুর্বৃত্তং পাপচেতসম্।
শরণং ভব বীরাণাং যক্ষাণাং যুদ্ধশালিনাম্ ॥ ২
এবমুক্তো মহাবাহুর্মাণিভদ্রঃ সুদুর্জয়ঃ।
বৃতো যক্ষসহস্রৈস্তু চতুর্ভিঃ সমযোধয়ৎ ॥ ৩

তে গদামুষলপ্রাসৈঃ শক্তিতোমরমুদ্গরৈঃ।
অভিঘ্নন্তস্তদা যক্ষা রাক্ষসান্ সমুপাদ্রবন্ ॥ ৪
কুর্বন্তস্তুমুলং যুদ্ধং চরন্তঃ শ্যেনবল্লঘু।
বাঢ়ং প্রযচ্ছ নেচ্ছামি দীয়তামিতি ভাষিণঃ ॥ ৫
ততো দেবাঃ সগন্ধর্বা ঋষয়ো ব্রহ্মবাদিনঃ।
দৃষ্ট্বা তত্তুমুলং যুদ্ধং পরং বিস্ময়মাগমন্ ॥ ৬
যক্ষাণাং তু প্রহস্তেন সহস্রং নিহতং রণে।
মহোদরেণ গদয়া সহস্রমপরং হতম্ ॥ ৭
ক্রুদ্ধেন চ তদা রাজন্ মারীচেন যুযুৎসুনা।
নিমেষান্তরমাত্রেণ দ্বে সহস্রে নিপাতিতে ॥ ৮
ক্ব চ যক্ষার্জ্জবং যুদ্ধং ক্ব চ মায়াবলাশ্রয়ম্।
রক্ষসাং পুরুষব্যাঘ্র তেন তেঽভ্যধিকা যুধি ॥ ৯
ধূম্রাক্ষেণ সমাগম্য মাণিভদ্রো মহারণে।
মুষলেনোরসি ক্রোধাত্তাড়িতো ন চ কম্পিতঃ ॥ ১০
ততো গদাং সমাবিধ্য মাণিভদ্রেণ রাক্ষসঃ।
ধূম্রাক্ষস্তাড়িতো মূর্দ্ধ্নি বিহ্বলঃ স পপাত হ ॥ ১১
ধূম্রাক্ষং তাড়িতং দৃষ্ট্বা পতিতং শোণিতোক্ষিতম্।
অভ্যধাবত সংগ্রামে মাণিভদ্রং দশাননঃ ॥ ১২

যক্ষ তোরণস্থিত দণ্ড উৎপাটিত করিয়া তাহার দ্বারা রাবণকে আঘাত করিল। সেই সময়ে রাবণের রক্ত স্রাব হইতে লাগিল; সে তখন গৈরিক ধাতু-ক্ষরণকারী পর্বতের ন্যায় শোভা পাইল। কিন্তু সেই বীর দশানন গিরিশিখরতুল্য তোরণস্থিত দণ্ডের প্রহারে আহত হইয়াও কেবল স্বয়ম্ভূ ব্রহ্মার বরপ্রভাবে পৃথিবীতলে পড়িয়া গেল না। সেই সময়ে রাবণ সেই তোরণদণ্ড দ্বারাই যক্ষকে এরূপ আঘাত করিল যে, তখনি তাহার দেহ একেবারে চূর্ণ হইল; এমন কি, যক্ষ আর নয়নগোচর হইল না। তখন রাক্ষস-রাজের বিক্রম দেখিয়া তাহারা সকলে পলাইল। পরিশেষে ভয়ার্ত্ত যক্ষগণ অস্ত্র পরিত্যাগপূর্ব্বক ক্লান্তি হেতু বিবর্ণবদনে নদী এবং গুহামধ্যে প্রবেশ করিল। ২৭—৩০।

পঞ্চদশ সর্গ।

"পরে সেই হাজার হাজার যক্ষপতিগণকে ভীত দেখিয়া, ধনাধ্যক্ষ বৈশ্রবণ, মহাযক্ষ মাণিভদ্রকে কহিলেন,—যক্ষেন্দ্র! তুমি দুরাচার পাপপরায়ণ রাবণকে বিনাশ করিয়া যুদ্ধে নিযুক্ত যক্ষবীরগণের রক্ষক হও। সুদুর্জ্জয় মহাবাহু মাণিভদ্র এই কথা শুনিয়া চারি হাজার যক্ষসেনায় পরিবেষ্টিত হইয়া যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইল। তখন সেই যক্ষগণ—শক্তি, প্রাস, মুষল, মুদ্গর, তোমর এবং গদা দ্বারা রাক্ষসগণকে আঘাত করিতে করিতে দৌড়িল। 'অস্ত্র প্রদান কর' 'আবশ্যক নাই',—"অস্ত্র দেও" পরস্পর এইরূপ কথা কহিতে কহিতে, শ্যেনপক্ষীর ন্যায়, ভ্রমণপূর্ব্বক তুমুল যুদ্ধ করিতে লাগিল। ১—৫। এপরে ব্রহ্মবাদী ঋষিবর্গ, দেবগণ এবং গন্ধর্ব্বগণ সেই তুমুল যুদ্ধ দেখিয়া অত্যন্ত বিস্মিত হইলেন। প্রহস্ত একহাজার যক্ষকে যুদ্ধে বধ করিল এবং মহোদরও অন্য এক হাজার যক্ষকে গদাঘাতে বধ করিল। হে রাজন্! সেই সময়ে মারীচ যুদ্ধাভিলাষী হইয়া কোপে নিমেষমধ্যে দুই হাজার যক্ষকে বধ করিল। হে পুরুষশ্রেষ্ঠ! রাক্ষসগণের যুদ্ধ মায়াবলের আশ্রিত। কিন্তু যক্ষগণের যুদ্ধ সরলতাপূর্ণ; সুতরাং এই উভয়ের যুদ্ধ অধিকতর বিভিন্ন। এই নিমিত্তই রাক্ষসগণ যুদ্ধে অধিক প্রবল। ধূম্রাক্ষ সেই মহাযুদ্ধে আসিয়া কোপহেতু মুষলদ্বারা মাণিভদ্রের বক্ষঃ-স্থলে আঘাত করিল, কিন্তু মাণিভদ্র তাহাতে বাধা পাইল না। ৬—১০। অধিকন্তু মাণিভদ্র গদা উঠাইয়াই ধূম্রাক্ষ রাক্ষসের মাথায় আঘাত করিল। সেই আঘাতেই সে মূর্চ্ছিত হইয়া পতিত হইল। আহত সুতরাং রক্তাক্ত ধূম্রাক্ষকে যুদ্ধে পতিত দেখিয়া দশানন মাণিভদ্রের সম্মুখে দৌড়িয়া গেল। তখন

সংক্রুদ্ধমভিধাবন্তং মাণিভদ্রো দশাননম্।
শক্তিভিস্তাড়য়ামাস তিসৃভির্যক্ষপুঙ্গবঃ ॥ ১৩
তাড়িতো মাণিভদ্রস্য মুকুটে প্রাহরদ্রণে।
তস্য তেন প্রহারেণ মুকুটং পার্শ্বমাগতম্ ॥ ১৪
ততঃ প্রভৃতি যক্ষোঽসৌ পার্শ্বমৌলিরভূৎ কিল।
তস্মিংস্তু বিমুখীভূতে মাণিভদ্রে মহাত্মনি।
সন্নাদঃ সুমহান্ রাজংস্তস্মিন্ শৈলে ব্যবর্দ্ধত ॥ ১৫
ততো দূরাৎ প্রদদৃশে ধনাধ্যক্ষো গদাধরঃ।
শুক্রপ্রোষ্ঠপদাভ্যাঞ্চ পদ্মশঙ্খসমাবৃতঃ ॥ ১৬
স দৃষ্ট্বা ভ্রাতরং সংখ্যে শাপাদ্বিভ্রষ্টগৌরবম্।
উবাচ বচনং ধীমান্ যুক্তং পৈতামহে কুলে ॥ ১৭
যন্মায়া বার্য্যমাণস্ত্বং নাবগচ্ছসি দুর্ম্মতে।
পশ্চাদস্য ফলং প্রাপ্য জ্ঞাস্যসে নিরয়ং গতঃ ॥ ১৮
যো হি মোহাদ্বিষং পীত্বা নাবগচ্ছতি দুর্ম্মতিঃ।
স তস্য পরিণামান্তে জানীতে কর্ম্মণঃ ফলম্ ॥ ১৯
দৈবতানি ন নন্দন্তি ধর্ম্মযুক্তেন কেনচিৎ।
যেন ত্বমীদৃশং ভাবং নীতস্তচ্চ ন বুধ্যসে ॥ ২০
মাতরং পিতরং বিপ্রমাচার্য্যঞ্চাবমন্য বৈ।
স পশ্যতি ফলং তস্য প্রেতরাজবশং গতঃ ॥ ২১
অধ্রুবে হি শরীরে যো ন করোতি তপোঽর্জ্জনম্।
স পশ্চাৎ তপ্যতে মূঢ়ো মৃতো দৃষ্ট্বাত্মনো গতিম্ ॥ ২২
কস্যচিন্ন হি দুর্ব্বুদ্ধেশ্ছন্দতো জায়তে মতিঃ।
যাদৃশং কুরুতে কর্ম্ম তাদৃশং ফলমশ্নুতে ॥ ২৩
ঋদ্ধিং রূপং বলং পুত্রান্ বিত্তং শূরত্বমেব চ।
প্রাপ্নুবন্তি নরা লোকে নির্জ্জিতং পুণ্যকর্ম্মভিঃ ॥ ২৪
এবং নিরয়গামী ত্বং যস্য তে মতিরীদৃশী।
ন ত্বাং সমভিভাষিষ্যে অসদ্বৃত্তেষ্বেষ নির্ণয়ঃ ॥ ২৫
এবমুক্তাস্ততস্তেন তস্যামাত্যাঃ সমাহতাঃ।
মারীচপ্রমুখাঃ সর্ব্বে বিমুখা বিপ্রদুদ্রুবুঃ ॥ ২৬
ততস্তেন দশগ্রীবো যক্ষেন্দ্রেণ মহাত্মনা।
গদয়াভিহতো মূর্দ্ধ্নি ন চ স্থানাৎ প্রকম্পিতঃ ॥ ২৭
ততস্তৌ রাম নিঘ্নন্তৌ তদান্যোন্যং মহামৃধে।
ন বিহ্বলৌ ন চ শ্রান্তৌ তাবুভৌ যক্ষরাক্ষসৌ ॥ ২৮
আগ্নেয়মস্ত্রং তস্মৈ স মুমোচ ধনদস্তদা।

যক্ষ মাণিভদ্র ক্রোধের বশীভূত হইয়া সম্মুখে ধাবমান দশাননকে তিনটী শক্তিদ্বারা আঘাত করিল। রাক্ষসরাজ রাবণ সেই শক্তির প্রহারে তাড়িত হইয়া মাণিভদ্রের মুকুটে আঘাত করিল। সেই আঘাতে তাহার মুকুট পার্শ্বদেশে আসিয়া পড়িল। হে রাজন্! তদবধি ঐ যক্ষের 'পার্শ্বমৌলি' নাম হইল। মহাত্মা মাণিভদ্র বিমুখ হইলে, রাক্ষসগণের সুমহান্ রব সেই গিরিতে বাড়িতে লাগিল। ১১—১৫। পরে গদাধারী কুবের পদ্ম এবং শঙ্খ নামক নিধির অধিষ্ঠাত্রী দেবতায় পরিবৃত হইয়া শুক্র এবং প্রোষ্ঠপদনামক মন্ত্রিদ্বয়-সহ দূর হইতে ভ্রাতাকে দেখিলেন। বিশ্রবার শাপহেতু গৌরবশূন্য ভ্রাতাকে যুদ্ধক্ষেত্রে দেখিয়া তিনি তাহাকে পিতামহকুলের উপযুক্ত কথা বলিতে লাগিলেন;—'রে দুর্ম্মতে! তুই আমা কর্ত্তৃক অসৎ কার্য্য হইতে নিবারিত হইয়াও আমার কথার তাৎপর্য্য বুঝিতে পারিলি না! অতএব পশ্চাৎ নরকে গিয়া ইহার ফল জানিতে পারিবি। বিশেষতঃ যে দুর্ম্মতি মোহহেতু বিষ খাইয়া জানিতে পারে না, সে তাহার শেষে কর্ম্মের ফল জানিতে পারে। ধর্ম্মযুক্ত কোন প্রাকৃত কারণহেতু দেবতাগণ অধুনা তোর প্রতি বিমুখ হইয়াছেন। সম্প্রতি তোর ধর্ম্ম না থাকায় দেবতাগণের অনভিনন্দনবশতঃ তোর যে ঈদৃশ খলস্বভাব হইয়াছে, তাহা তুই জানিতে পারিতেছিস না। ১৬—২০। যে ব্যক্তি—মাতা, পিতা, বিপ্র এবং আচার্য্যের অপমান করে, সে যমরাজের বশীভূত হইয়া, তাহার ফল দেখিতে পায়। যে ব্যক্তি ক্ষণভঙ্গুর দেহ ধারণ করিয়া তপস্যা উপার্জ্জন করে না, সে মূঢ় মরিবার পর আপন কর্ম্মসম্পাদিত গতি লাভ করিয়া শেষে সন্তপ্ত হয়। বিশেষতঃ মাতাপিতার সেবাব্যতীত বুদ্ধিশূন্য কোন পুরুষের স্বেচ্ছাবশতঃ সুমতি জন্মে না; অতএব মাতাপিতার সেবাবিহীন হইয়া যেরূপ দুষ্কর্ম্ম করে, সেইরূপ ফল লাভ করিয়া থাকে। মানবগণ ইহলোকে পুণ্যকার্য্য-পরম্পরা দ্বারা অর্জ্জিত পুত্র, ধন, বল, রূপ, সমৃদ্ধি এবং শূরত্ব লাভ করে। তুইও ঐরূপ দুষ্কর্ম্মান্বিত, অতএব তুই অবশ্যই নরকে যাইবি। বিশেষতঃ যখন তোর এরূপ বুদ্ধি, তখন তোর সহিত বাক্যালাপ করিতে পারি না। যেহেতু অসদাচার ব্যক্তিগণের প্রতি সদাচারসম্পন্ন জনগণের ইহাই অনুষ্ঠান করা কর্ত্তব্য।' ২১—২৫। তৎপরে মারীচ-প্রভৃতি তাহার মন্ত্রিগণকেও ঐরূপ কহিয়া তাহাদিগকে প্রহার করিলেন। তাহারা কুবেরকর্ত্তৃক আঘাত প্রাপ্ত হইবামাত্র সমরে পরাঙ্মুখ হইয়া পলাইয়া গেল। মন্ত্রিগণ পলাইলে মহাত্মা কুবের দশাননের মাথায় গদাঘাত আঘাত করিলেন, কিন্তু দশানন আহত হইয়াও, সেই স্থান হইতে বিচলিত হইল না। হে রাম! সেই সময়ে সেই যক্ষ এবং রাক্ষস উভয়ে পরস্পরকে আঘাত করিয়া মহাযুদ্ধে ক্লান্তও হইল না, বিহ্বলও

রাক্ষসেন্দ্রো বারুণেন তদস্ত্রং প্রত্যবারয়ৎ ॥ ২৯
ততো মায়াং প্রবিষ্টোঽসৌ রাক্ষসীং রাক্ষসেশ্বরঃ।
রূপাণাং শতসাহস্রং বিনাশায় চকার চ ॥ ৩০
ব্যাঘ্রো বরাহো জীমূতঃ পর্ব্বতঃ সাগরো দ্রুমঃ।
যক্ষো দৈত্যস্বরূপী চ সোঽদৃশ্যত দশাননঃ ॥ ৩১
বহূনি চ করোতি স্ম দৃশ্যন্তেত ন ত্বসৌ ততঃ।
প্রতিগৃহ্য ততো রাম মহদস্ত্রং দশাননঃ।
জঘান মূর্দ্ধ্নি ধনদং ব্যাবিধ্য মহতীং গদাম্ ॥ ৩২
এবং স তেনাভিহতো বিহ্বলঃ শোণিতোক্ষিতঃ।
কৃত্তমূল ইবাশোকো নিপপাত ধনাধিপঃ ॥ ৩৩
ততঃ পদ্মাদিভিস্তত্র নিধিভিঃ স তদাবৃতঃ।
ধনাদোচ্ছ্বাসিতস্তৈস্তু বনমানীয় নন্দনম্ ॥ ৩৪
নির্জ্জিত্য রাক্ষসেন্দ্রস্তং ধনদং হৃষ্টমানসঃ।
পুষ্পকং তস্য জগ্রাহ বিমানং জয়লক্ষণম্ ॥ ৩৫
কাঞ্চনস্তম্ভসংবীতং বৈদূর্য্যমণিতোরণম্।
মুক্তাজালপ্রতিচ্ছন্নং সর্ব্বকামফলদ্রুমম্ ॥ ৩৬
মনোজবং কামগমং কামরূপং বিহঙ্গমম্।
মণিকাঞ্চনসোপানং তপ্তকাঞ্চনবেদিকম্ ॥ ৩৭
দেবোপবাহ্যমক্ষয্যং সদা দৃষ্টিমনঃসুখম্।
বহ্বাশ্চর্য্যং ভক্তিচিত্রং ব্রহ্মণা পরিনির্ম্মিতম্ ॥ ৩৮
নির্ম্মিতং সর্ব্বকামৈস্তু মনোহরমনুত্তমম্।
ন তু শীতং ন চোষ্ণঞ্চ সর্ব্বর্ত্তুসুখদং শুভম্ ॥ ৩৯
স তং রাজা সমারুহ্য কামগং বীর্য্যনির্জ্জিতম্।
জিতং ত্রিভুবনং মেনে দর্পোৎসেকাৎ সুদুর্ম্মতিঃ।
জিত্বা বৈশ্রবণং দেবং কৈলাসাৎ সমবাতরৎ ॥ ৪০

স তেজসা বিপুলমবাপ্য তং জয়ং
প্রতাপবান্ বিমলকিরীটহারবান্।
ররাজ বৈ পরমবিমানমাস্থিতো
নিশাচরঃ সদসি গতো যথানলঃ ॥ ৪১

ইত্যুত্তরকাণ্ডে পঞ্চদশঃ সর্গঃ ॥ ১৫ ॥

ষোড়শঃ সর্গঃ।

স জিত্বা ধনদং রাম ভ্রাতরং রাক্ষসাধিপঃ।
মহাসেনপ্রসূতিং তদ্যযৌ শরবণং মহৎ ॥ ৪১
অথাপশ্যদ্দশগ্রীবো রৌক্মং শরবণং মহৎ।
গভস্তিজালসংবীতং দ্বিতীয়মিব ভাস্করম্ ॥ ৪২

হইল না। তখন কুবের তাহার উদ্দেশে আগ্নেয় অস্ত্র নিক্ষেপ করিলেন। রাক্ষসনাথ বারুণ-অস্ত্র-দ্বারা সেই অস্ত্র নিবারণ করিল। তৎপরে রাক্ষস-নাথ দশানন, কুবেরের বধবাসনায় রাক্ষসী মায়া অবলম্বনপূর্ব্বক শতসহস্র রূপ ধরিল। ২৬—৩০। ক্রমশঃ ব্যাঘ্র, বরাহ, মেঘ, গিরি, সাগর, বৃক্ষ, যক্ষ এবং দৈত্যরূপ ধারণপূর্ব্বক দেখা দিতে লাগিল। তখন রাবণ এত অধিক অস্ত্র বর্ষণ করিল যে, কেবল তাহাই দৃষ্টিগোচর হইতে লাগিল, কিন্তু রাবণকে কেহ আর দেখিতে পাইল না। হে রাম! পরে দশানন মহৎ অস্ত্র লইয়া মহতী গদা ভেদ করিয়া কুবেরের মাথায় আঘাত করিল। রাবণকর্ত্তৃক এই রূপে আঘাত প্রাপ্ত হইয়া ধনাধিপতি কুবের সর্ব্ব-দেহ রক্তাক্ত এবং মূর্চ্ছিত হইয়া, ছিন্নমূল বৃক্ষের ন্যায় নিপতিত হইলেন। তখন পদ্ম প্রভৃতি নিধিদেবতা-গণ কুবেরকে নন্দনবনে আনিয়া তাঁহার চতুর্দ্দিক্ পরিবেষ্টন করিয়া সংজ্ঞা সম্পাদন করিলেন। রাক্ষস-পতি কুবেরকে পরাজয় করিয়া প্রীতচিত্তে তাহার বিজয়চিহ্নস্বরূপ পুষ্পকনামক রথ গ্রহণ করিল। ৩১—৩৫। ঐ রথ মুক্তাজালে আবৃত। উহা অভিলষিত সর্ব্বজাতীয় ফলবান্ বৃক্ষ দ্বারা সুসজ্জিত। ইহার স্তম্ভ সকল সুবর্ণরচিত,—তোরণ বৈদূর্য্যমণি দ্বারা খচিত,—সোপানশ্রেণী মণি এবং কাঞ্চন দ্বারা নির্ম্মিত, বেদিকা সকল নির্ম্মল কাঞ্চনে গঠিত। এই রথের বেগ মন অপেক্ষাও দ্রুততর। বিশ্বকর্ম্মার দ্বারা বিনির্ম্মিত আকাশগামী ঐ রথ দেবতাদিগেরই বাহন। এইরূপ নানা প্রকার আশ্চর্য্য বস্তু দ্বারা ভূষিত ও এবং চিত্র-নিপুণতায় চিত্রিত ঐ অক্ষয় রথ কামগামী, কামরূপী এবং সতত চিত্ত ও নয়নের প্রীতিজনক। অনুত্তম মনোহর শুভ পুষ্পক রথ, সমগ্র কাম্যবস্তুজাত দ্বারা গঠিত। বিশেষতঃ সর্ব্ব ঋতুর সুখকর ঐরথ শীতলও নহে, উষ্ণও নহে। সেই সুদুর্ম্মতি রাজা রাবণ বীর্য্যবলে-জয়লব্ধ কামগ সেই রথে চড়িয়া অহঙ্কারসম্ভূত গর্ব্বহেতু 'তিনলোক জয় হইল'—এইরূপ মনে স্থির করিল। রাবণ, বৈশ্রবণ-দেবকে পরাভূত করিয়া কৈলাস-শিখর হইতে নীচে নামিয়া আসিল। প্রতাপবান্ রাক্ষস রাবণ তেজঃপ্রভাবে সেই বিপুল বিজয় লাভ করিয়া বিমল কিরীট এবং হারে সুসজ্জিত হইল এবং সেই রথে চড়িয়া সভায় আসিয়া অগ্নির ন্যায় বিরাজ করিল। ৩৬—৪১।

ষোড়শ সর্গ।

হে রাম! রাক্ষসনাথ রাবণ, ভ্রাতা কুবেরকে পরাজয় করিয়া মহাসেন কার্ত্তিকেয়ের জন্মভূমি বিশাল শরস্তম্ব যাত্রা করিল। অবশেষে দশানন কিরণজালে

স পর্ব্বতং সমারুহ্য কঞ্চিদ্রম্যবনান্তরম্।
প্রেক্ষতে পুষ্পকং তত্র রাম বিষ্টম্ভিতং তদা ॥ ৩
বিষ্টব্ধং কিমিদং কস্মাদগমং কামগং কৃতম্।
অচিন্তয়দ্রাক্ষসেন্দ্রঃ সচিবৈস্তৈঃ সমাবৃতঃ ॥ ৪
কিংনিমিত্তমিচ্ছয়া মে নেদং গচ্ছতি পুষ্পকম্।
পর্ব্বতস্যোপরিস্থস্য কর্ম্মেদং কস্যচিদ্ভবেৎ ॥ ৫
ততোঽব্রবীৎ তদা রাম মারীচো বুদ্ধিকোবিদঃ।
নেদং নিষ্কারণং রাজন্ পুষ্পকং যন্ন গচ্ছতি ॥ ৬
অথবা পুষ্পকমিদং ধনদান্নান্যবাহনম্।
অতো নিষ্পন্দমভবদ্ধনাধ্যক্ষবিনাকৃতম্ ॥ ৭
ইতি বাক্যান্তরে তস্য করালঃ কৃষ্ণপিঙ্গলঃ।
বামনো বিকটো মুণ্ডী নন্দী হ্রস্বভুজো বলী ॥ ৮
ততঃ পার্শ্বমুপাগম্য ভবস্যানুচরোঽব্রবীৎ।
নন্দীশ্বরো বচশ্চেদং রাক্ষসেন্দ্রমশঙ্কিতঃ ॥ ৯
নিবর্ত্তস্ব দশগ্রীব শৈলে ক্রীড়তি শঙ্করঃ।
সুপর্ণনাগযক্ষাণাং দেবগন্ধর্ব্বরক্ষসাম্ ॥ ১০
সর্ব্বেষামেব ভূতানামগম্যঃ পর্ব্বতঃ কৃতঃ।
ইতি নন্দিবচঃ শ্রুত্বা ক্রোধাৎ কম্পিতকুণ্ডলঃ ॥ ১১

রোষাত্তু তাম্রনয়নঃ পুষ্পকাদবরুহ্য সঃ।
কোঽয়ং শঙ্কর ইত্যুক্ত্বা শৈলমূলমুপাগতঃ ॥ ১২
সোঽপশ্যন্নন্দিনং তত্র দেবস্যাদূরতঃ স্থিতম্।
দীপ্তং শূলমবষ্টভ্য দ্বিতীয়মিব শঙ্করম্ ॥ ১৩
তং দৃষ্ট্বা বানরমুখমবজ্ঞায় স রাক্ষসঃ।
প্রহাসং মুমুচে তত্র সতোয় ইব তোয়দঃ ॥ ১৪
সংক্রুদ্ধো ভগবান্ নন্দী শঙ্করস্যাপরা তনুঃ।
অব্রবীৎ তত্র তদ্রক্ষো দশাননমুপস্থিতম্ ॥ ১৫
যস্মাদ্বানররূপং মামবজ্ঞায় দশানন।
অশনীপাতসঙ্কাশমুপহাসং প্রমুক্তবান্ ॥ ১৬
তস্মান্মদ্বীর্য্যসংযুক্তা মদ্রূপসমতেজসঃ।
উৎপৎস্যন্তি বধার্থং হি কুলস্য তব বানরাঃ ॥ ১৭
নখদংষ্ট্রায়ুধাঃ ক্রূরা মনঃসম্পাতরংহসঃ।
যুদ্ধোন্মত্তা বলোদ্রিক্তাঃ শৈলা ইব বিসর্পিণঃ ॥ ১৮
তে তব প্রবলং দর্পমুৎসেধঞ্চ পৃথগ্বিধম্।
ব্যপনেষ্যন্তি সম্ভূয় সহামাত্যসুতস্য চ ॥ ১৯
কিন্ত্বিদানীং ময়া শক্যং হন্তুং ত্বাং হে নিশাচর।
ন হন্তব্যো হতস্ত্বং হি পূর্ব্বমেব স্বকর্ম্মভিঃ ॥ ২০

আচ্ছাদিত দ্বিতীয় সূর্য্যের তুল্য স্বর্ণময় বিশাল শরবণ দেখিল। রাম! রাবণ রমণীয়-বনযুক্ত গিরিতে উঠিয়া দেখিল যে, তথায় পুষ্পক রথের গতিরোধ হইয়াছে।—এই রথ প্রভুর অভিলাষ অনুসারে গমন করিবে বলিয়া নির্ম্মিত হইয়াছে। অতএব কি জন্য যাইতেছে না, আর কি কারণেই বা ইহার গতিরোধ হইল—রাক্ষসরাজ রাবণ সেই মন্ত্রিগণ দ্বারা পরিবেষ্টিত হইয়া তখন এইরূপ ভাবিতে লাগিল;—এই পুষ্পক রথ আমার অভিলাষানুসারে কি জন্য যাইতেছে না? বোধ হয় এই কার্য্য গিরির উপরিস্থিত কোন ব্যক্তি দ্বারা সম্পন্ন হইয়া থাকিবে। ১—৫। হে রাম! সেই সময়ে বুদ্ধিকোবিদ মারীচ কহিল, "হে রাজন্! পুষ্পক রথ যে চলিতেছে না, ইহা অকারণ নহে, অবশ্যই ইহার কোন কারণ আছে। অথবা এই পুষ্পক রথ কুবের ভিন্ন অন্য কাহারও বাহন হয় না, অতএব কুবের কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হইয়া চলচ্ছক্তিবিহীন হইয়াছে।" এই কথার শেষ হইলে কৃষ্ণ-পিঙ্গলবর্ণ বলবান্ নন্দী তাহার নিকটে আসিলেন। নন্দীর মস্তক মুণ্ডিত, বাহুদ্বয় খর্ব্ব, মূর্ত্তি বামন, ভয়ঙ্কর এবং বিকট। শিবের অনুচর নন্দীশ্বর নির্ভয়চিত্তে রাক্ষসপতি রাবণের পার্শ্বে আসিয়া তাহাকে এই কথা কহিলেন, হে দশানন!—মহাদেব এই পর্ব্বতে ক্রীড়া করিতেছেন। অতএব তুমি ফিরিয়া যাও। বিশেষতঃ এই গিরি ঈশ্বরের ইচ্ছায় সুপর্ণ, নাগ, যক্ষ, দেব, গন্ধর্ব্ব প্রভৃতি সমুদায় প্রাণীর অগম্য হইয়াছে। নন্দীর এই কথা শুনিয়া, রাক্ষসপতি কোপবশতঃ চঞ্চল-কুণ্ডলে পুষ্পক রথ হইতে নামিল; এবং ক্রোধে রক্তচক্ষু করিয়া 'শঙ্কর—কে?'—এই কথা কহিয়া শৈলতলে উপস্থিত হইল। ৬—১২। রাবণ দেখিল, তথায় নন্দী উজ্জ্বল শূল উঠাইয়া দ্বিতীয় মহাদেবের ন্যায়, দেব মহাদেবের অদূরে দাঁড়াইয়া রহিয়াছেন। রাবণ তাঁহার বানরমুখ দেখিয়া অবজ্ঞাপূর্ব্বক সেই স্থলে, সজল মেঘের ন্যায় অত্যন্ত গম্ভীর হাসি হাসিতে লাগিল। তখন শঙ্করের দ্বিতীয় দেহস্বরূপ ভগবান্ নন্দী ক্রোধান্বিত হইয়া, নিকটে আগত রাক্ষস দশাননকে কহিলেন, "দশানন! বানররূপ দেখিয়া আমাকে তুচ্ছ করিয়া তুমি বজ্রনিপাতের ন্যায়, গম্ভীররবে বিদ্রূপ করিয়াছ; অতএব তোমার বংশবধের নিমিত্ত আমার তুল্য বীর্য্যবান এবং তেজস্বী বানরগণ আমার বীর্য্যসংযুক্ত হইয়া জন্মগ্রহণ করিবে। সেই নখ-দন্ত-অস্ত্রযুক্ত বানরগণ মনের ন্যায় শীঘ্রগামী, রণোন্মত্ত, গিরির তুল্য বিশাল, বলসম্পন্ন ও খলস্বভাব। ১৩—১৮। তাহারা জন্মগ্রহণ করিয়া পুত্র ও মন্ত্রিসহ তোমার মানসিক প্রবল অহঙ্কার এবং পৃথগ্বিধ দৈহিক গর্ব্ব দূর করিবে। হে রাক্ষস!

ইত্যুদীরিতবাক্যে তু দেবে তস্মিন্মহাত্মনি।
দেবদুন্দুভয়ো নেদুঃ পুষ্পবৃষ্টিশ্চ খাচ্চ্যুতা॥ ২১
অচিন্তয়িত্বা স তদা নন্দিবাক্যং মহাবলঃ।
পর্ব্বতন্তু সমাসাদ্য বাক্যমাহ দশাননঃ॥ ২২
পুষ্পকস্য গতিশ্ছিন্না যৎকৃতে মম গচ্ছতঃ।
তমিমং শৈলমুন্মূলং করোমি তব গোপতে॥ ২৩
কেন প্রভাবেণ ভবো নিত্যং ক্রীড়তি রাজবৎ।
বিজ্ঞাতব্যং ন জানীতে ভয়স্থানমুপস্থিতম্॥ ২৪
এবমুক্ত্বা ততো রাম ভুজান্ বিক্ষিপ্য পর্ব্বতে।
তোলয়ামাস তং শীঘ্রং স শৈলঃ সমকম্পত॥ ২৫
চালনাং পর্ব্বতস্যৈব গণা দেবস্য কম্পিতাঃ।
চচাল পার্ব্বতী চাপি তদাশ্লিষ্টা মহেশ্বরম্॥ ২৬
ততো রাম মহাদেবো দেবানাং প্রবরো হরঃ।
পাদাঙ্গুষ্ঠেন তং শৈলং পীড়য়ামাস লীলয়া॥ ২৭
পীড়িতাস্তু ততস্তস্য শৈলস্যোপমা ভুজাঃ।
বিস্মিতাশ্চাভবংস্তত্র সচিবাস্তস্য রক্ষসঃ॥ ২৮
রক্ষসা তেন রোষাচ্চ ভুজানাং পীড়নাত্তথা।
মুক্তো বিরাবঃ সহসা ত্রৈলোক্যং যেন কম্পিতম্॥ ২৯
মেনিরে বজ্রনিষ্পেষং তস্যামাত্যা যুগক্ষয়ে।
তদা বর্ত্মসু চলিতা দেবা ইন্দ্রপুরোগমাঃ॥ ৩০
সমুদ্রাশ্চাপি সংক্ষুব্ধাশ্চলিতাশ্চাপি পর্ব্বতাঃ।
যক্ষা বিদ্যাধরাঃ সিদ্ধাঃ কিমেতদিতি চাব্রুবন্॥ ৩১
তোষয়স্ব মহাদেবং নীলকণ্ঠমুমাপতিম্।
তমৃতে শরণং নান্যং পশ্যামোঽত্র দশানন॥ ৩২
স্তুতিভিঃ প্রণতো ভূত্বা তমেব শরণং ব্রজ।
কৃপালুঃ শঙ্করস্তুষ্টঃ প্রসাদং তে বিধাস্যতি॥ ৩৩
এবমুক্তস্তদামাত্যৈস্তুষ্টাব বৃষভধ্বজম্।
সামভির্বিবিধৈঃ স্তোত্রৈঃ প্রণম্য স দশাননঃ।
সংবৎসরসহস্রন্তু রুদতো রক্ষসো গতম্॥ ৩৪
ততঃ প্রীতো মহাদেবঃ শৈলাগ্রে বিষ্ঠিতঃ প্রভুঃ।
মুক্ত্বা চাস্য ভুজান্ রাম প্রাহ বাক্যং দশাননম্॥ ৩৫
প্রীতোঽস্মি তব বীরস্য শৌণ্ডীর্য্যাচ্চ দশানন।
শৈলাক্রান্তেন যো মুক্তস্ত্বয়া রাবঃ সুদারুণঃ॥ ৩৬
যস্মাল্লোকত্রয়ং চৈতদ্রাবিতং ভয়মাগতম্।
তস্মাত্ত্বং রাবণো নাম নাম্না রাজন্ ভবিষ্যসি॥ ৩৭

যদিও আমি তোমাকে বধ করিতে সমর্থ, তথাপি এখন তোমাকে বধ করা কর্ত্তব্য নহে, কারণ তুমি আপন দুষ্কৃত কর্ম্মদ্বারা পূর্ব্বেই হত হইয়াছ।' মহাত্মা দেব নন্দীর এই কথা উচ্চারণ হইবামাত্র, দেবদুন্দুভি ধ্বনিত এবং আকাশ হইতে পুষ্পবৃষ্টি হইল। তখন সেই মহাবল দশানন, নন্দীর কথায় চিন্তা না করিয়া গিরির নিকটস্থ হইয়া এই কথা কহিল। ১৯—২২। "হে রুদ্র! যাহাকে আশ্রয় করিয়া ক্রীড়ার জন্য গমন করিতে করিতে আমার পুষ্পক-রথের গতি রোধ করিয়াছ, আমি তোমার সেই গিরি উপড়াইয়া ফেলিব। কি শক্তি বলে মহাদেব, রাজার ন্যায় সতত ক্রীড়া করিতেছেন, তাহা জানা উচিত। বিশেষতঃ ভয়ের কারণ উপস্থিত হইয়াছে, তিনি তাহা জানিতে পারিতেছেন না। হে রাম! এইরূপ কহিয়া দশানন গিরির অধোদেশে বাহু-সকল বিক্ষেপ করিয়া সত্বর সেই গিরি উত্তোলন করিতে লাগিল। সেই আকর্ষণে গিরি কাঁপিতে লাগিল। গিরি সঞ্চালিত হইলে, শঙ্করের প্রমথগণ কাঁপিয়া উঠিল। পার্ব্বতীদেবীও চঞ্চলা হইয়া তৎক্ষণাৎ মহাদেবকে আলিঙ্গন করিলেন। রাম! তৎপরে দেব-শ্রেষ্ঠ মহাদেব হর,—লীলাপ্রযুক্ত পায়ের অঙ্গুষ্ঠদ্বারা সেই গিরিকে পীড়িত করিলেন; তাহাতে গিরির অধোদেশগত শৈল-স্তম্ভতুল্য রাবণের বাহু সকল পীড়িত হইল। তখন সেই রাবণের মন্ত্রিগণ বিস্ময়াপন্ন হইল।২৩—২৮। সেই রাক্ষস, কোপ এবং হঠাৎ বাহু-সমূহের পীড়াবশতঃ চীৎকার করিতে লাগিল। সেই চীৎকারশব্দে ত্রিভুবন কম্পিত হইল। তাহার মন্ত্রিগণ, তাহার ধ্বনি যুগক্ষয়-কালীন জায়মান বজ্র নিষ্পেষ বলিয়া বিবেচনা করিল। অধিক কি, সেই সময়ে পথিমধ্যস্থ ইন্দ্রপ্রমুখ দেবতাগণ তথা হইতে চলিত, সাগরসমূহ সংক্ষুব্ধ ও গিরিসকল চালিত হইল। যক্ষ, বিদ্যাধর এবং সিদ্ধগণ—'ইহা কি'—এই কথা কহিল। মন্ত্রিগণ কহিল,—'দশানন! নীলকণ্ঠ উমাপতি শঙ্করকে প্রীত কর। তিনি ব্যতীত অন্য কাহাকেও রক্ষাকর্ত্তা দেখিতে পাই না। স্তুতিদ্বারা প্রণত হইয়া মহাদেবের শরণ লও। শঙ্কর দয়ালু, তিনি প্রীত হইয়া তোমার প্রতি দয়া বিধান করিবেন। ২৯—৩৩। সেই সময়ে দশানন মন্ত্রি-গণের এইরূপ কথা শুনিয়া, প্রণত হইয়া সামবিহিত নানাপ্রকার স্তোত্রদ্বারা মহাদেবের স্তব করিতে লাগিল। অধিকন্তু কাঁদিতে কাঁদিতে রাবণের এক-হাজার সংবৎসর গত হইয়া গেল। হে রাম! তৎপরে শৈলশিখরস্থ প্রভু মহাদেব সন্তুষ্ট হইয়া দশাননের বাহুসকল মুক্ত করিয়া তাহাকে কহিলেন;—"দশানন! তুমি শৈল দ্বারা আক্রান্ত হইয়া বাহুদর্পে যে সুদারুণ নিনাদ করিয়াছ, তাহাতে আমি তোমার প্রতি সন্তুষ্ট হইয়াছি। হে রাজন্! বিশেষতঃ এই ত্রিভুবন শব্দায়মান হইয়া ত্রাসযুক্ত হইয়াছে। অতএব

দেবতা মানুষা যক্ষা যে চান্যে জগতীতলে।
এবং ত্বামভিধাস্যন্তি রাবণং লোকরাবণম্॥ ৩৮
গচ্ছ পৌলস্ত্য বিস্রব্ধঃ পথা যেন ত্বমিচ্ছসি।
ময়া চৈবাভ্যনুজ্ঞাতো রাক্ষসাধিপ গম্যতাম্॥ ৩৯
এবমুক্তস্তু লঙ্কেশঃ শম্ভুনা স্বয়মব্রবীৎ।
প্রীতো যদি মহাদেব বরং মে দেহি যাচতঃ॥ ৪০
অবধ্যত্বং ময়া প্রাপ্তং দেবগন্ধর্ব্বদানবৈঃ।
রাক্ষসৈর্গুহ্যকৈর্নাগৈর্যে চান্যে বলবত্তরাঃ॥ ৪১
মানুষান ন গণেদেব স্বল্পাস্তে মম সম্মতাঃ।
দীর্ঘমায়ুশ্চ মে প্রাপ্তং ব্রহ্মণস্ত্রিপুরান্তক।
বাঞ্ছিতং চায়ুষঃ শেষং শস্ত্রং ত্বং চ প্রযচ্ছ মে॥ ৪২
এবমুক্তস্ততস্তেন রাবণেন স শঙ্করঃ।
দদৌ খড়্গং মহাদীপ্তং চন্দ্রহাসমিতি শ্রুতম্॥ ৪৩
আয়ুষশ্চাবশেষঞ্চ দদৌ ভূতপতিস্তদা॥ ৪৪
দত্ত্বোবাচ ততঃ শম্ভুর্নাবজ্ঞেয়মিদং ত্বয়া।
অবজ্ঞাতং যদি হি তে মামেবৈষ্যত্যসংশয়ম্॥ ৪৫

তুমি 'রাবণ,'—এই নামে প্রসিদ্ধ হইবে। দেবতা, মনুষ্য, যক্ষ এবং পৃথিবীতলে যে সকল প্রাণী আছে, তাহারা সকলেই তোমাকে এইরূপ লোকরাবণ রাবণ বলিয়া ডাকিবে। হে পৌলস্ত্য! তোমার যে পথে যাইতে ইচ্ছা হয় তুমি বিশ্রব্ধভাবে সেই পথে যাও। হে রাক্ষসাধিপ! আমা কর্ত্তৃক পুষ্পকরথদ্বারা যাইতে আদিষ্ট হইয়াছ, অতএব যাও।' ৩৪—৩৯। লঙ্কাপতি রাবণ মহাদেবের এইরূপ কথা শুনিয়া, কহিল,—"মহাদেব! যদি আমার প্রতি তুষ্ট হইয়া থাকেন, তবে আমি প্রার্থনা করিতেছি, আমাকে বর দান করুন। দেব, দানব, গন্ধর্ব্ব, রাক্ষস, গুহ্যক, নাগ এবং বলবত্তর অন্য প্রাণিসমূহের অবধ্য,—এইরূপ বর লাভ করিয়াছি। হে দেব! মানবগণ আমার মতে অল্পবীর্য্য, অতএব আমি তাহাদিগকে গণ্য করি না। বিশেষতঃ ব্রহ্মার নিকট দীর্ঘ আয়ু লাভ করিয়াছি। অতএব হে ত্রিপুরান্তক! ভগবৎপ্রদত্ত আমার আয়ুঃ ক্ষয় পাইয়া যাহা অবশিষ্ট আছে, তাহাই আমার প্রার্থনীয়। অতএব এই সকল দুষ্কর্ম্ম দ্বারা উহা বিনষ্ট না হয়, আপনি এই বর দিন; আর সর্ব্বজীবের জয়ের জন্য দিব্য অস্ত্র দান করুন। তৎপরে ভূতপতি শঙ্কর, সেই সময়ে রাবণকর্ত্তৃক এইরূপ কথিত হইয়া, চন্দ্রহাসনামক প্রসিদ্ধ মহাদীপ্তিশালী খড়্গ এবং শাপাদি দ্বারা অবিনাশী অবশিষ্ট আয়ু দান করিলেন। ৩০—৪৪। বর দিয়া শিব কহিলেন,—"তুমি ইহাকে অবজ্ঞা করিও না। যদি ইহার প্রতি অবজ্ঞা দেখাও,

এবং মহেশ্বরেণৈব কৃতনামা স রাবণঃ।
অভিবাদ্য মহাদেবমারুরোহাথ পুষ্পকম্॥ ৪৬
ততো মহীতলং রাম পর্য্যক্রামত রাবণঃ।
ক্ষত্রিয়ান্ সুমহাবীর্য্যান্ বাধমানস্ততস্ততঃ॥ ৪৭
কেচিত্তেজস্বিনঃ শূরাঃ ক্ষত্রিয়া যুদ্ধদুর্ম্মদাঃ।
তচ্ছাসনমকুর্ব্বন্তো বিনেশুঃ সপরিচ্ছদাঃ॥ ৪৮
অপরে দুর্জ্জয়ং রক্ষো জানন্তঃ প্রাজ্ঞসম্মতাঃ।
জিতাঃ স্ম ইত্যভাষন্ত রাক্ষসং বলদর্পিতম্॥ ৪৯

ইত্যুত্তরকাণ্ডে ষোড়শঃ সর্গঃ॥ ১৬॥

সপ্তদশঃ সর্গঃ।

অথ রাজন্ মহাবাহুর্বিচরন্ পৃথিবীতলে।
হিমবদ্বনমাসাদ্য পরিচক্রাম রাবণঃ॥ ১
তত্রাপশ্যৎ স বৈ কন্যাং কৃষ্ণাজিনজটাধরাম্।
আর্ষেণ বিধিনা যুক্তাং দীপ্যন্তীং দেবতামিব॥ ২
স দৃষ্ট্বা রূপসম্পন্নাং কন্যাং তাং সুমহাব্রতাম্।
কামমোহপরীতাত্মা পপ্রচ্ছ প্রহসন্নিব॥ ৩

তাহা হইলে এই অস্ত্র তোমার নিকট হইতে আমার নিকটে আসিবে, ইহাতে কোন সংশয় নাই। রাবণ, মহাদেব কর্ত্তৃক এইরূপে 'রাবণ' এই নাম পাইয়া মহাদেবকে অভিবাদনপূর্ব্বক পুষ্পকরথে চড়িল। হে রাম! তৎপরে রাবণ মহাবীর্য্য ক্ষত্রিয়গণকে ক্রমশঃ পীড়িত করিয়া পৃথিবী পর্য্যটন করিতে লাগিল। কোন কোন তেজস্বী যুদ্ধদুর্ম্মদ ক্ষত্রিয় শূরগণ, রাবণের শাসন প্রতিপালন না করিয়া সেই সময়ে সপরিচ্ছদে সংহার প্রাপ্ত হইল। অন্যান্য বুদ্ধিমান্ ক্ষত্রিয়গণ বলদর্পিত রাবণকে দুর্জ্জয় জানিয়া "আমরা তোমার কাছে পরাজিত হইয়াছি"।—এই কথা কহিল। ৪৫—৪৯।

সপ্তদশ সর্গ।

হে রাজন্! মহাবাহু, রাবণ ধরণীতলে ভ্রমণপূর্ব্বক হিমালয় পর্ব্বতের নিকটস্থ বনে উপনীত হইয়া বিচরণ করিতে লাগিল। রাবণ তথাকার বনস্থলে এক কন্যা দেখিল। সেই কৃষ্ণবর্ণমৃগচর্ম্মপরিধানা কন্যা তপস্যার অনুষ্ঠানে নিরতা ছিলেন। কন্যাটী দেবতার ন্যায় দীপ্তি পাইতেছিলেন। রাবণ, সেই সুন্দরী মহাব্রতধারিণী কন্যাকে দেখিয়া কামমোহে অভিভূত হইয়া, যেন পরিহাস করিয়াই তাঁহাকে

কিমিদং বর্ত্তসে ভদ্রে বিরুদ্ধং যৌবনস্য তে।
ন হি যুক্তা তবৈতস্য রূপস্যৈবং প্রতিক্রিয়া॥ ৪
রূপং তেঽসমুপমং ভীরু কামোন্মাদকরং নৃণাম্।
ন যুক্তং তপসি স্থাতুং নির্গতো হ্যেষ নির্ণয়ঃ॥ ৫
কস্যাসি কিমিদং ভদ্রে কশ্চ ভর্ত্তা বরাননে।
যেন সম্ভুজ্যসে ভীরু স নরঃ পুণ্যভাগ্ ভুবি॥ ৬
পৃচ্ছতঃ শংস মে সর্ব্বং কস্য হেতোঃ পরিশ্রমঃ।
এবমুক্তা তু সা কন্যা রাবণেন যশস্বিনী॥ ৭
অব্রবীদ্বিধিবৎ কৃত্বা তস্যাতিথ্যং তপোধনা।
কুশধ্বজো নাম পিতা ব্রহ্মর্ষিরমিতপ্রভঃ।
বৃহস্পতিসুতঃ শ্রীমান্ বুদ্ধ্যা তুল্যো বৃহস্পতেঃ॥ ৮
তস্যাহং কুর্ব্বতো নিত্যং বেদাভ্যাসং মহাত্মনঃ।
সম্ভূতা বাঙ্ময়ী কন্যা নাম্না বেদবতী স্মৃতা॥ ৯
ততো দেবাঃ সগন্ধর্ব্বা যক্ষরাক্ষসপন্নগাঃ।
তে চাপি গত্বা পিতরং বরণং রোচয়ন্তি মে॥ ১০
ন চ মাং স পিতা তেভ্যো দত্তবান্ রাক্ষসেশ্বর।
কারণং তদ্বদিষ্যামি নিশাময় মহাভুজ॥ ১১
পিতুস্তু মম জামাতা বিষ্ণুঃ কিল সুরেশ্বরঃ॥ ১২
অভিপ্রেতস্ত্রিলোকেশস্তস্মান্নান্যস্য মে পিতা।
দাতুমিচ্ছতি তস্মৈ তু তচ্ছ্রুত্বা বলদর্পিতঃ।
শম্ভুর্নাম ততো রাজা দৈত্যানাং কুপিতোঽভবৎ॥ ১৩
তেন রাত্রৌ শয়ানো মে পিতা পাপেন হিংসিতঃ॥ ১৪
ততো মে জননী দীনা তচ্ছরীরং পিতুর্মম।
পরিষ্বজ্য মহাভাগা প্রবিষ্টা হব্যবাহনম্॥ ১৫
ততো মনোরথং সত্যং পিতুর্নারায়ণং প্রতি।
করোমীতি তমেবাহং হৃদয়েন সমুদ্বহে॥ ১৬
ইতি প্রতিজ্ঞামারুহ্য চরামি বিপুলং তপঃ।
এতত্তে সর্ব্বমাখ্যাতং ময়া রাক্ষসপুঙ্গব॥ ১৭
নারায়ণো মম পতির্ন ত্বন্যঃ পুরুষোত্তমাৎ।
আশ্রয়ে নিয়মং ঘোরং নারায়ণপরীপ্সয়া॥ ১৮
বিজ্ঞাতস্ত্বং হি মে রাজন্ গচ্ছ পৌলস্ত্যনন্দন।
জানামি তপসা সর্ব্বং ত্রৈলোক্যে যদ্ধি বর্ত্ততে॥ ১৯
সোঽব্রবীদ্রাবণো ভূয়স্তাং কন্যাং সুমহাব্রতাম্।
অবরুহ্য বিমানাগ্রাৎ কন্দর্পশরপীড়িতঃ।

জিজ্ঞাসিল,—"ভদ্রে! এইরূপ তপস্যা তোমার যৌবন-কালের বিরুদ্ধ। অতএব তুমি কেন ইহার অনুষ্ঠান করিতেছ? বিশেষতঃ এরূপ কঠোর তপস্যা তোমার এতাদৃশ এই উপমারহিত রূপের উপযুক্ত নহে। হে ভীরু! তোমার রূপ-লাবণ্য, মানবগণকে কামরূপ উন্মত্ততায় বিহ্বল করে। অতএব তোমার তপস্যায় নিরত হওয়া কর্ত্তব্য নহে। বৃদ্ধগণের এই নির্ণয় সিদ্ধান্তপ্রসিদ্ধ। ১—৫। হে ভদ্রে! তুমি কাহার কন্যা? তোমার এই ব্রতই বা কি? হে বরাননে! তোমার স্বামী কে? ভীরু! তুমি যাহার সহিত সম্ভোগ কর, এই ভুবনমধ্যে সেই মনুষ্যই পুণ্যবান্। তুমি কোন্ ইচ্ছা করিয়া এই পরিশ্রম করিতেছ? আমার প্রশ্নানুসারে সকল বৃত্তান্ত বর্ণন কর।" সেই যশস্বিনী তাপসী কন্যা, রাবণের এই-রূপ কথা শুনিয়া, তাঁহার বিধিবৎ আতিথ্য করিয়া কহিলেন;—"অমিতপ্রভ বৃহস্পতিসুত ব্রহ্মর্ষি কুশধ্বজ আমার পিতা।—সেই শ্রীসম্পন্ন আমার পিতা বুদ্ধি-বলে বৃহস্পতির ন্যায়। সেই মহাত্মা সতত বেদা-ভ্যাস করিতেন। তাঁহার নিকট হইতে বাঙ্ময়ী বেদ (মূর্ত্তি,কন্যা) উৎপন্না হয়। সুতরাং পিতা আমার বেদবতী এই নাম রাখেন। তৎপরে দেব, গন্ধর্ব্ব, যক্ষ, রাক্ষস ও সর্পসকল পিতার নিকটে আসিয়া আমাকে বিবাহার্থ প্রার্থনা করেন। ৬—১০। হে মহাবাহো রাক্ষসেশ্বর! পিতা আমায় তাহাদিগকে বিবাহার্থে দান করিলেন না। আমি তাহার কারণ বলিতেছি, শুন।—আমার পিতার ইচ্ছা ছিল যে, ত্রিভুবনপতি সুরেশ্বর বিষ্ণু তাঁহার জামাতা হন। সেই হেতু পিতা আমাকে অন্য কাহাকেও দান করেন নাই। পিতা, বিষ্ণুকে দান করিতে ইচ্ছা করিলে, বলগর্ব্বিত দৈত্যপতি শম্ভু ইহা শুনিয়া অত্যন্ত কোপান্বিত হইল। অবশেষে নিশাকালে শুইয়া আছেন, এমন সময় সেই দৈত্য আমার পিতাকে বধ করিল। সেই সময়ে আমার মহাভাগা মাতা শোকার্ত্ত হইয়া আমার পিতার সেই দেহ আলিঙ্গন-পূর্ব্বক অগ্নিতে প্রবেশ করিলেন। ১১—১৫। তৎপরে নারায়ণের প্রতি পিতার যে বাসনা ছিল, তাহা সত্য করিব বলিয়াই, তাঁহাকে হৃদয় মধ্যে বহন করিতেছি। হে রাক্ষসশ্রেষ্ঠ! এই প্রতিজ্ঞার বশবর্ত্তিনী হইয়া বৃহৎ তপস্যার আচরণ করিতেছি। এই ত তোমার নিকট সকল কথা কহিলাম। সেই বিষ্ণু নারায়ণই আমার পতি। সেই পুরুষোত্তম ব্যতীত অন্য কেহই আমার পতি নহেন। সুতরাং 'বিষ্ণুকে লাভ করিব' এই প্রত্যাশায় অতি কঠোর নিয়ম অবলম্বন করিয়াছি। হে পৌলস্ত্য-নন্দন! এই ত্রিভুবনমধ্যে যাহা কিছু আছে, তপস্যা শক্তি দ্বারা আমি সেই সকল জানিতে পারি। অতএব হে রাজন্! আমি তোমাকে জানিয়াছি, তুমি এ স্থান হইতে যাও।" সেই কামবাণে

অবলিপ্তাসি সুশ্রোণি যস্যাস্তে মতিরীদৃশী।
বৃদ্ধানাং মৃগশাবাক্ষি ভ্রাজতে পুণ্যসঞ্চয়ঃ ॥ ২১
ত্বং সর্ব্বগুণসম্পন্না নার্হসে বক্তুমীদৃশম্।
ত্রৈলোক্যসুন্দরী ভীরু যৌবনং তেঽতিবর্ত্ততে।
অহং লঙ্কাপতির্ভদ্রে দশগ্রীব ইতি শ্রুতঃ ॥ ২২
তস্য মে ভব ভার্য্যা ত্বং ভুঙ্ক্ষ্ব ভোগান্ যথাসুখম্ ॥ ২৩
কশ্চ তাবদসৌ যং ত্বং বিষ্ণুরিত্যভিভাষসে।
বীর্য্যেণ তপসা চৈব ভোগেন চ বলেন চ।
স ময়া নো সমো ভদ্রে যং ত্বং কাময়সেঽঙ্গনে ॥ ২৪
ইত্যুক্তবতি তস্মিংস্তু বেদবত্যথ সাব্রবীৎ।
মা মৈবমিতি সা কন্যা তমুবাচ নিশাচরম্ ॥ ২৫
ত্রৈলোক্যাধিপতিং বিষ্ণুং সর্ব্বলোকনমস্কৃতম্।
ত্বদৃতে রাক্ষসেন্দ্রান্যঃ কোঽবমন্যেত বুদ্ধিমান্ ॥ ২৬
এবমুক্তস্তয়া তত্র বেদবত্যা নিশাচরঃ।
মূর্দ্ধজেষু চ তাং কন্যাং করাগ্রেণ পরাম্পৃশৎ ॥ ২৭
ততো বেদবতী ক্রুদ্ধা কেশান্ হস্তেন সাচ্ছিনৎ।
অসির্ভূত্বা করস্তস্যাঃ কেশাংশ্ছিন্নান্ তদাকরোৎ ॥ ২৮
সা জ্বলন্তীব রোষেণ দহন্তীব নিশাচরম্।
উবাচাগ্নিং সমাধায় মরণায় কৃতত্বরা ॥ ২৯
ধর্ষিতায়াস্ত্বয়ানার্য্য ন মে জীবিতমিষ্যতে।
রক্ষস্তস্মাৎ প্রবেক্ষ্যামি পশ্যতস্তে হুতাশনম্ ॥ ৩০
যস্মাত্তু ধর্ষিতা চাহং ত্বয়া পাপাত্মনা বনে।
তস্মাত্তব বধার্থং হি সমুৎপৎস্যামহং পুনঃ ॥ ৩১
ন হি শক্যঃ স্ত্রিয়া হন্তুং পুরুষঃ পাপনিশ্চয়ঃ।
শাপে ত্বয়ি ময়োৎসৃষ্টে তপসশ্চ ব্যয়ো ভবেৎ ॥ ৩২
যদি ত্বস্তি ময়া কিঞ্চিৎ কৃতং দত্তং হুতং তথা।
তস্মাত্বযোনিজা সাধ্বী ভবেয়ং ধর্ম্মিণঃ সুতা ॥ ৩৩
এবমুক্ত্বা প্রবিষ্টা সা জ্বলিতং জাতবেদসম্।
পপাত চ দিবো দিব্যা পুষ্পবৃষ্টিঃ সমন্ততঃ ॥ ৩৪
সৈষা জনকরাজস্য প্রসূতা তনয়া প্রভো।
তব ভার্য্যা মহাবাহো বিষ্ণুস্ত্বং হি সনাতনঃ ॥ ৩৫
পূর্ব্বং ক্রোধহতঃ শত্রুর্যয়াসৌ নিহতস্তয়া।
উপাশ্রয়িত্বা শৈলাভস্তব বীর্য্যমমানুষম্ ॥ ৩৬

ব্যথিত রাবণ রথাগ্র হইতে ভূতলে নামিয়া সেই সুমহাব্রতা কন্যাকে কহিল,—১৬—২০। "হে সুশ্রোণি! তুমি অহঙ্কৃতা হইয়াছ। এরূপ না হইলে তোমার এমন কুবুদ্ধি হইত না। হে মৃগশাবনয়নে। পুণ্যসঞ্চয় করা বৃদ্ধ ব্যক্তিগণের পক্ষেই শোভা পায়, যুবতীর পক্ষে শোভা পায় না। ভীরু! সর্ব্বগুণে অলঙ্কৃতা হইয়া তোমার এবম্প্রকার বাক্য বিন্যাস করা কর্ত্তব্য হয় নাই। তুমি ত্রিভুবনমধ্যে প্রসিদ্ধা সুন্দ ; কিন্তু তোমার যৌবনকাল মিছা গত হইতেছে। হে ভদ্রে। আমি লঙ্কার রাজা, আমার নাম দশানন। অতএব তুমি আমার পত্নী হইয়া যাহাতে তোমার সুখ জন্মে, এক্ষণে এমন ভোগ্য বস্তুর সম্ভোগ কর। হে ভদ্রে! তুমি যাহাকে বিষ্ণু নামে সম্বোধন করিতেছ, সে ব্যক্তি কে? হে অঙ্গনে! তুমি যাহাকে বিবাহার্থ বাসনা করিতেছ, সে ব্যক্তি বীর্য্য, বল, ভোগ এবং তপস্যায় আমার সমান নহে।" রাক্ষস রাবণ এইরূপ কথা কহিলে, সেই কন্যা বেদবতী রাবণকে কহিলেন,—২১—২৫। "তুমি বিষ্ণুসম্বন্ধে এরূপ কথা কহিও না। তিনিই ত্রিলোকের ঈশ্বর বিষ্ণু সর্ব্বপ্রাণীর পূজনীয়। অতএব হে রাক্ষসেন্দ্র! তুমি ছাড়া অন্য কোন্ বুদ্ধিমান্ লোক তাঁহাকে অপমানের কথা বলিবে?" সেই সময়ে রাক্ষস রাবণ বেদবতীর এই কথা শুনিয়া হস্তের অগ্রভাগ দ্বারা সেই স্থলে বেদবতীর কেশস্পর্শ করিল। পরে সেই বেদবতী ক্রোধান্বিতা হইয়া নিজ হস্তদ্বারা আপন কেশসকল ছিঁড়িতে লাগিলেন। অধিক কি, তাঁহার করই যেন খড়্গ হইয়া তখন তাঁহার কেশ-সমূহ কর্ত্তন করিতে লাগিল। সেই কন্যা মরিবার নিমিত্ত ত্বরান্বিতা হইলেন এবং ক্রোধে জ্বলিয়া উঠিয়া যেন রাক্ষস রাবণকে দগ্ধ করতই বলিলেন ;—"রে অনার্য্য রাক্ষস! তুই আমাকে ধর্ষিত করিয়াছিস বটে, কিন্তু আমার প্রাণ লইতে পারিবি না। অতএব তোর সাক্ষাতেই আমি অনলে প্রবিষ্ট হইব। ২৬—৩০। তুই পাপাত্মা হইয়া, কেশস্পর্শ দ্বারা বনমাঝে আমাকে ধর্ষিত করিতেছিস; অতএব তোর বধের জন্য আমি পুনরায় ধরাধামে জন্মগ্রহণ করিব। আমি যদি তোকে শাপ দি, তাহা হইলে আমার তপস্যার বৃথা ক্ষয় হইবে; বিশেষতঃ পাপ বিষয়ে কৃতসঙ্কল্প পুরুষকে বধ করা স্ত্রীলোকের সাধ্যের অতীত। যদি আমি কিঞ্চিৎ সৎকর্ম্ম, দান অথবা হোম করিয়া থাকি,—তাহা হইলে সেইসকল কর্ম্ম দ্বারা সতী এবং অযোনিজা হইয়া, কোন ধার্ম্মিক ব্যক্তির কন্যারূপে জন্মগ্রহণ করিব।" এই কথা কহিয়া বেদবতী জ্বলন্ত অগ্নিতে প্রবেশ করিলেন। আকাশ হইতে চারিদিকে স্বর্গীয় পুষ্প বৃষ্টি হইতে লাগিল। ৩১—৩৪। হে মহাবাহো প্রভো! সেই বেদবতীই জনক-রাজের কন্যারূপে জন্ম লইয়া তোমার সহধর্ম্মিণী হইয়াছেন এবং তুমিই সেই সনাতন বিষ্ণু। পূর্ব্বে বেদবতীর ক্রোধ দ্বারা যে শত্রু নিহত হইয়াছিল, এক্ষণে সেই বেদবতীই তোমার অমানুষ বলের

এবমেষা মহাভাগা মর্ত্ত্যেষূৎপৎস্যতে পুনঃ।
ক্ষেত্রে হলমুখোৎকৃষ্টে বেদ্যামগ্নিশিখোপমা ॥ ৩৭
এষা বেদবতী নাম পূর্ব্বমাসীৎ কৃতে যুগে।
ত্রেতাযুগমনুপ্রাপ্য বধার্থং তস্য রক্ষসঃ।
উৎপন্না মৈথিলকুলে জনকস্য মহাত্মনঃ ॥ ৩৮

ইত্যুত্তরকাণ্ডে সপ্তদশঃ সর্গঃ। ১৭।

অষ্টাদশঃ সর্গঃ।

প্রবিষ্টায়াং হুতাশন্তু বেদবত্যাং স রাবণঃ।
পুষ্পকন্তু সমারুহ্য পরিচক্রাম মেদিনীম্।
ততো মরুত্তং নৃপতিং যজন্তং সহ দৈবতৈঃ।
উশীরবীজমাসাদ্য দদর্শ স তু রাবণঃ ॥ ২
সংবর্ত্তো নাম ব্রহ্মর্ষিঃ সাক্ষাদ্ভ্রাতা বৃহস্পতেঃ।
যাজয়ামাস ধর্ম্মজ্ঞঃ সর্ব্বৈর্দেবগণৈর্বৃতঃ ॥ ৩
দৃষ্ট্বা দেবাস্তু তদ্রক্ষো বরদানেন দুর্জ্জয়ম্।
তির্য্যগ্যোনিং সমাবিষ্টাস্তস্য ধর্ষণভীরবঃ ॥ ৪
ইন্দ্রো ময়ূরঃ সংবৃত্তো ধর্ম্মরাজস্তু বায়সঃ।
কৃকলাসো ধনাধ্যক্ষো হংসশ্চ বরুণোঽভবৎ ॥ ৫
অন্যেষ্বপি গতেষ্বেবং দেবেম্বরিনিসূদন।
রাবণঃ প্রাবিশদ্যজ্ঞং সারমেয় ইবাশুচিঃ ॥ ৬
তঞ্চ রাজানমাসাদ্য রাবণো রাক্ষসাধিপঃ।
প্রাহ যুদ্ধং প্রযচ্ছেতি নির্জ্জিতোঽস্মীতি বা বদ ॥ ৭
ততো মরুত্তো নৃপতিঃ কো ভবানিত্যুবাচ তম্।
অবহাসং ততো মুক্ত্বা রাবণো বাক্যমব্রবীৎ ॥ ৮
অকুতূহলভাবেন প্রীতোঽস্মি তব পার্থিব।
ধনদস্যানুজং যো মাং নাবগচ্ছসি রাবণম্ ॥ ৯
ত্রিষু লোকেষু কোঽন্যোঽস্তি যো ন জানাতি মে বলম্।
ভ্রাতরং যেন নির্জ্জিত্য বিমানমিদমাহৃতম্ ॥ ১০
ততো মরুত্তঃ স নৃপস্তং রাবণমথাব্রবীৎ।
ধন্যঃ খলু ভবান্ যেন জ্যেষ্ঠো ভ্রাতা রণে জিতঃ।
ন ত্বয়া সদৃশঃ শ্লাঘ্যস্ত্রিষু লোকেষু বিদ্যতে ॥ ১১
নাধর্ম্মসহিতং শ্লাঘ্যং ন লোকপ্রতিসংহিতম্।
কর্ম্ম দৌরাত্ম্যকং কৃত্বা শ্লাঘসে ভ্রাতৃনির্জ্জয়াৎ।
কং ত্বং প্রাক্ কেবলং ধর্ম্মং চরিত্বা লব্ধবান্ বরম্।
শ্রুতপূর্ব্বং হি ন ময়া ভাষসে যাদৃশং স্বয়ম্ ॥ ১২
তিষ্ঠেদানীং ন মে জীবন্ প্রতিযাস্যসি দুর্ম্মতে।

আশ্রয় লইয়া, সেই শৈলাভ রিপুকে বধ করিয়াছেন। এই মহাভাগা, বেদিমধ্যস্থা অগ্নিশিখার ন্যায় ভবিষ্যৎ কালে পৃথিবীতে হলমুখদ্বারা কর্ষিত ভূমিমধ্য হইতে এইরূপ বারবার উৎপন্ন হইবেন। পূর্ব্বকালে সত্যযুগে ইহার বেদবতী নাম ছিল, ত্রেতাযুগ প্রাপ্ত হইয়া ইনি রাক্ষসকুলের বধের নিমিত্ত মৈথিলকুলে মহাত্মা জনকের কন্যারূপে জন্ম লইয়াছেন। ৩৫—৩৮ ॥

অষ্টাদশ সর্গ।

বেদবতী অনলে প্রবেশ করিলে রাবণ পুষ্পক রথে চড়িয়া পৃথিবী পরিক্রমণ করিতে লাগিল। পরে রাবণ উশীরবীজনামক স্থানে উপনীত হইয়া নরনাথ মরুত্তকে দেখিল। তখন মরুত্ত দেবতাসকল দ্বারা পরিবেষ্টিত হইয়া যজ্ঞ করিতেছিলেন। বৃহস্পতির সহোদর ভ্রাতা ধর্ম্মজ্ঞ সংবর্ত্তনামক ব্রহ্মর্ষি দেববর্গ দ্বারা পরিবেষ্টিত হইয়া মরুত্তকে যাজন করিতেছিলেন। দেবতাগণ বরদানহেতু দুর্জ্জয় রাক্ষসকে দেখিয়া তাহার অত্যাচারভয়ে ভীত হইয়া, পক্ষিযোনিমধ্যে প্রবেশ করিলেন। ইন্দ্র, ময়ূর হইলেন; ধর্ম্মরাজ কাক হইলেন; কুবের কৃকলাস হইলেন;—এবং বরুণ হংস হইলেন। ১—৫। হে শত্রুসূদন! অন্যান্য দেবগণ ঐরূপ তির্য্যগ্যোনিমধ্যে প্রবেশ করিলে রাবণ, অশুচি কুকুরের ন্যায় যজ্ঞস্থলে প্রবেশ করিল। রাক্ষসরাজ রাবণ, রাজা মরুত্তের নিকটবর্ত্তী হইয়া তাঁহাকে কহিল,—"হয় যুদ্ধ দাও, না হয়, 'পরাজিত হইলাম বল!'" তৎপরে রাজা মরুত্ত তাহাকে কহিলেন,—"তুমি কে?" তখন রাবণ তাহাকে বিদ্রূপ করিয়া কহিল,—"হে পার্থিব! আমি ধনদ কুবেরের অনুজ, আমার নাম রাবণ। আপনি আমাকে জানেন না। অতএব এই অকৌতূহলভাবে আমি আপনার প্রতি সন্তুষ্ট হইয়াছি। আমার বিক্রম জানে না এরূপ লোক ত্রিভুবনে কেহই বিদ্যমান নাই। অধিক কি বলিব,—আমি ভ্রাতাকে পরাস্ত করিয়া এই রথ সংগ্রহ করিয়াছি। ৬—১০। পরে সেই রাজা মরুত্ত,—রাবণকে কহিলেন—তুমি জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকে যুদ্ধে হারাইয়া দিয়াছ, অতএব তুমিই ধন্য, তোমার ন্যায় শ্লাঘনীয় ব্যক্তি ত্রিভুবনমধ্যে আর বিদ্যমান নাই। অধর্ম্মের সহিত যে কার্য্য অনুষ্ঠিত হয়, তাহা শ্লাঘনীয় নহে;—আর লোকবিনিন্দিত কার্য্যও শ্লাঘনীয় নহে;—কিন্তু তুমি কি দুরাচারব্যক্তির ন্যায় কার্য্য করিয়া—ভ্রাতাকে জয় করিয়া শ্লাঘা করিতেছ? তুমি পূর্ব্বে পূজ্যাপূজ্যরহিত কোন্ ধর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়া পূর্ব্বে বর পাইয়াছ? রাবণ! তুমি নিজে যেরূপ কহিতেছ, আমি পূর্ব্বে ইহা কখন শুনি নাই। রে

অদ্য ত্বাং নিশিতৈর্বাণৈঃ প্রেষয়ামি যমক্ষয়ম্॥ ১৩
ততঃ শরাসনং গৃহ্য সায়কাংশ্চ নরাধিপঃ।
রণায় নির্যযৌ ক্রুদ্ধঃ সংবর্ত্তো, মার্গমাবৃণোৎ॥ ১৪
সোঽব্রবীৎ স্নেহসংযুক্তো মরুত্তং তং মহামুনিঃ।
শ্রোতব্যং যদি মদ্বাক্যং সম্প্রহারো ন তে ক্ষমঃ॥ ১৫
মাহেশ্বরমিদং সত্রমসমাপ্তং কুলং দহেৎ।
দীক্ষিতস্য কুতো যুদ্ধং ক্রোধিত্বং দীক্ষিতে কুতঃ॥ ১৬
সংশয়শ্চ জয়ে নিত্যং রাক্ষসশ্চ সুদুর্জ্জয়ঃ।
স নিবৃত্তো গুরোর্বাক্যান্মরুত্তঃ পৃথিবীপতিঃ।
বিসৃজ্য সশরং চাপং স্বস্থো মখমুখোঽভবৎ॥ ১৭
ততস্তং নির্জ্জিতং মত্বা ঘোষয়ামাস বৈ শুকঃ।
রাবণো জয়তীত্যুচ্চৈর্হর্ষান্নাদং বিমুক্তবান্॥ ১৮
তান্ ভক্ষয়িত্বা তত্রস্থান্ মহর্ষীন্ যজ্ঞমাগতান্।
বিতৃপ্তো রুধিরৈস্তেষাং পুনঃ সম্প্রযযৌ মহীম্॥ ১৯
রাবণে তু গতে দেবাঃ সেন্দ্রাশ্চৈব দিবৌকসঃ।
ততঃ স্বাং যোনিমাসাদ্য তানি সত্ত্বানি চাব্রুবন্॥ ২০

হর্ষাত্তদাব্রবীদিন্দ্রো মযূরং নীলবর্হিণম্।
প্রীতোঽস্মি তব ধর্ম্মজ্ঞ ভুজঙ্গাদ্ধি ন তে ভয়ম্॥ ২১
ইদং নেত্রসহস্রন্তু যত্তদ্বর্হে ভবিষ্যতি।
বর্ষমাণে ময়ি মুদং প্রাপ্স্যসে প্রীতিলক্ষণম্॥ ২২
এবমিন্দ্রো বরং প্রাদান্ময়ূরস্য সুরেশ্বরঃ॥ ২৩
নীলাঃ কিল পুরা বর্হা ময়ূরাণাং নরাধিপ।
সুরাধিপাদ্বরং প্রাপ্য গতাঃ সর্ব্বে বিচিত্রতাম্॥ ২৪
ধর্ম্মরাজোঽব্রবীদ্রাম প্রাগ্বংশে বায়সং স্থিতম্।
পক্ষিংস্তবাস্মি সুপ্রীতঃ প্রীতস্য বচনং শৃণু॥ ২৫
যথান্যে বিবিধৈ রোগৈঃ পীড্যন্তে প্রাণিনো ময়া।
ন তে তে প্রভবিষ্যন্তি ময়ি প্রীতে ন সংশয়ঃ॥ ২৬
মৃত্যুতস্তে ভয়ং নাস্তি বরান্মম বিহঙ্গম।
যাবত্ত্বাং ন বধিষ্যন্তি নরাস্তাবদ্ভবিষ্যসি॥ ২৭
যে চ মদ্বিষয়স্থা বৈ মানবাঃ ক্ষুধয়ার্দ্দিতাঃ।
ত্বয়ি ভুক্তে তু তৃপ্তাস্তে ভবিষ্যন্তি সবান্ধবাঃ॥ ২৮
বরুণস্ত্বব্রবীদ্ধংসং গঙ্গাতোয়বিচারিণম্।
শ্রূয়তাং প্রীতিসংযুক্তং বচঃ পত্ররথেশ্বর॥ ২৯

দুর্ম্মতে! তুই থাক্! আমার নিকট হইতে প্রাণে বাঁচিয়া ফিরিয়া যাইতে পারিবি না। তীক্ষ্ণ বাণ সকল দ্বারা আজই তোকে যমালয়ের অতিথি করিব।' পরে রাজা মরুত্ত কোপান্বিত হইয়া বাণ এবং ধনু লইয়া যুদ্ধের নিমিত্ত বাহির হইয়া রাবণের পথ আটক করিলেন। তখন সেই মহর্ষি সংবর্ত্ত সস্নেহে মরুত্তকে কহিলেন,—"যদি আমার কথা শুনিবার যোগ্য হয়, তবে রাবণকে তোমার আঘাত করা উচিত হয় না। ১১—১৫। এই মহেশ্বরদৈবত যজ্ঞ যদি অসমাপ্ত থাকে, তাহা হইলে কুল দগ্ধ হয়, আপনি এক্ষণ যজ্ঞে দীক্ষিত, সুতরাং আপনার ন্যায় ব্যক্তির এখন যুদ্ধ করা উচিত নহে। আর দীক্ষিত ব্যক্তির ক্রোধের উদয় হওয়া উচিত নহে। বিশেষতঃ এই রাক্ষস অত্যন্ত দুর্জ্জয় এবং ইহার সহিত যুদ্ধে তুমি যে জয়লাভ করিতে পারিবে, সে বিষয়েও আমার সন্দেহ রহিয়াছে। পৃথিবীপতি মরুত্ত গুরুর কথা অনুসারে যুদ্ধে নিবৃত্ত হইলেন।— সুরাসন ত্যাগ করিলেন,— স্বস্থচিত্তে যজ্ঞ শেষ করিবার জন্য উদ্‌যোগী হইলেন। তৎপরে রাবণের মন্ত্রী শুক, মরুত্ত রাজাকে পরাজিত বিবেচনা করিয়া আহ্লাদে এই কথা বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে রাবণের জয় ঘোষণা করিতে লাগিল, —রাবণ সেই যজ্ঞে সমাগত তত্রস্থ মহর্ষিগণকে খাইয়া ফেলিয়া তাহাদের রক্তে অত্যন্ত পরিতৃপ্ত হইল। তখন সে পুনরায় পৃথিবীতলে যাত্রা করিল। রাবণ গমন করিলে স্বর্গবাসী ইন্দ্র প্রভৃতি দেবতাগণ আপন আপন প্রকৃতি লাভ করিয়া সেই প্রাণিগণকে কহিতে লাগিলেন। ১৬—২০। তখন ইন্দ্র আহ্লাদবশতঃ নীলপুচ্ছযুক্ত ময়ূরকে কহিলেন, —ধর্ম্মজ্ঞ! তোমার প্রতি আমি সন্তুষ্ট হইয়াছি, অতএব তোমার সর্প হইতে কখন ভয় হইবে না। অধিকন্তু আমার এই নয়নসহস্র তোমার পুচ্ছশ্রেণীতে শোভিত হইবে; আর আমি বারিবর্ষণ করিতে থাকিলে, আমার সন্তুষ্টির চিহ্নস্বরূপ—হর্ষ লাভ করিবে। সুরনাথ ইন্দ্র, ময়ূরকে এইরূপ বর দান করিলেন। হে নরপতে! পূর্ব্বকালে ময়ূরগণের পুচ্ছ কেবল নীলবর্ণ ছিল। পরে সকলে ইন্দ্রের কাছে বর পাইয়া বিচিত্রতা লাভ করিয়াছে। হে রাম! ধর্ম্মরাজ, হবির্গৃহে অবস্থিত কাককে কহিলেন,—"পক্ষিন্! আমি তোমার প্রতি অত্যন্ত আহ্লাদিত হইয়াছি। অতএব আমার কথা শুন। ২১—২৫। অন্যান্য প্রাণিগণ যেমন আমাকর্ত্তৃক নানা রোগে ব্যথিত হয়, আমি প্রসন্ন হওয়ায় সেইরূপ সেই রোগসকল তোমাকে নিপীড়িত করিতে পারিবে না, সন্দেহ নাই। হে বিহঙ্গম! আমার বরপ্রভাবে তোমার মৃত্যু হইতে ভয় নাই। মানবগণ যে পর্য্যন্ত তোমাকে বধ না করিবে, সেই পর্য্যন্ত তুমি বাঁচিয়া থাকিবে। কিন্তু যে সকল মানব আমার আলয়ে ক্ষুধায় কাতর হইবে, তুমি ভোজন করিলে, তাহারা বন্ধুবান্ধবসহ পরিতৃপ্ত হইবে।' তৎপরে বরুণ,

বর্ণো মনোরমঃ সৌম্যশ্চন্দ্রমণ্ডলসন্নিভঃ ।
ভবিষ্যতি তবোদগ্রঃ শুদ্ধফেনসমপ্রভঃ ॥ ৩০
মচ্ছরীরং সমাসাদ্য কান্তো নিত্যং ভবিষ্যসি ।
প্রাপ্স্যসে চাতুলাং প্রীতিমেতন্মে প্রীতিলক্ষণম্ ॥ ৩১
হংসানাং হি পুরা রাম ন বর্ণঃ সর্ব্বপাণ্ডুরঃ ।
পক্ষা নীলাগ্রসংবীতাঃ ক্রোড়াঃ শষ্পাগ্রনির্ম্মলাঃ ॥ ৩২
অথাব্রবীদ্বৈশ্রবণঃ কৃকলাসং গিরৌ স্থিতম্ ।
হৈরণ্যং সম্প্রযচ্ছামি বর্ণং প্রীতস্তবাপ্যহম্ ॥ ৩৩
সদ্রব্যঞ্চ শিরো নিত্যং ভবিষ্যতি তবাক্ষয়ম্ ।
এষ কাঞ্চনকো বর্ণো মৎপ্রীত্যা তে ভবিষ্যতি ॥ ৩৪
এবং দত্ত্বা বরাংস্তেভ্যস্তস্মিন্ যজ্ঞোৎসবে সুরাঃ ।
নিবৃত্তে সহ রাজ্ঞা তে পুনঃ স্বভবনং গতাঃ ॥ ৩৫

ইত্যুত্তরকাণ্ডে অষ্টাদশঃ সর্গঃ ॥ ১৮

একোনবিংশঃ সর্গঃ ।

অথ জিত্বা মরুত্তং স প্রযযৌ রাক্ষসাধিপঃ ।
নগরাণি নরেন্দ্রাণাং যুদ্ধকাঙ্ক্ষী দশাননঃ ॥ ১
সমাসাদ্য তু রাজেন্দ্রান্মহেন্দ্রবরুণোপমান্ ।
অব্রবীদ্রাক্ষসেন্দ্রস্তু যুদ্ধং মে দীয়তামিতি ॥ ২
নির্জ্জিতাঃ স্মেতি বা ব্রূত এষ মে হি সুনিশ্চয়ঃ ।
অন্যথাকুর্ব্বতামেবং মোক্ষো নৈবোপপদ্যতে ॥ ৩
ততস্ত্বভীরবঃ প্রাজ্ঞাঃ পার্থিবা ধর্ম্মনিশ্চয়াঃ ।
মন্ত্রয়িত্বা ততোঽন্যোন্যং রাজানঃ সুমহাবলাঃ ॥ ৪
নির্জ্জিতাঃ স্মেত্যভাষন্ত জ্ঞাত্বা বরবলং রিপোঃ ।
দুষ্মন্তঃ সুরথো গাধির্গয়ো রাজা পুরূরবাঃ ॥ ৫
এতে সর্ব্বেঽব্রুবংস্তাত নির্জ্জিতাঃ স্মেতি পার্থিবাঃ ।
অযোধ্যাং সমাসাদ্য রাবণো রাক্ষসাধিপঃ ॥ ৬
সুগুপ্তামনরণ্যেন শক্রেণেবামরাবতীম্ ।
স তং পুরুষশার্দ্দূলং পুরন্দরসমং বলে ॥ ৭
প্রাহ রাজানমাসাদ্য যুদ্ধং দেহীতি রাবণঃ ।
নির্জ্জিতোঽস্মীতি বা ব্রূহি ত্বমেবং মম শাসনম্ ॥ ৮
অযোধ্যাধিপতিস্তস্য শ্রুত্বা পাপাত্মনো বচঃ ।
অনরণ্যস্তু সংক্রুদ্ধো রাক্ষসেন্দ্রমথাব্রবীৎ ॥ ৯
দীয়তে দ্বন্দ্বযুদ্ধং তে রাক্ষসাধিপতে ময়া ।
সন্তিষ্ঠ ক্ষিপ্রমায়ত্তো ভব চৈবং ভবাম্যহম্ ॥ ১০
অথ পূর্ব্বং শ্রুতার্থেন নির্জ্জিতং সুমহদ্বলম্ ।

গঙ্গাসলিলবিহারী হংসকে কহিলেন—'পত্ররথেশ্বর! আমার প্রীতিসংযুক্ত কথা শুন। তোমার চন্দ্রমণ্ডলতুল্য নির্ম্মল ফেনসমানকান্তি এবং উৎকৃষ্টতর মনোহর সুন্দর বর্ণ হইবে। ২৮—৩০। বিশেষতঃ আমার দেহ-স্বরূপ জলে বিচরণ করিয়া সদা সৌন্দর্য্য এবং অতুল আহ্লাদ লাভ করিবে, ইহাই আমার চিহ্ন।" রাম! পূর্ব্বকালে হংসগণের বর্ণ সমস্ত শুক্লবর্ণ ছিল না। পক্ষসকলের অগ্রভাগ নীলবর্ণ এবং ক্রোড় কোমল শ্যামবর্ণ ছিল। পরে বৈশ্রবণ, পর্ব্বতস্থ কৃকলাসকে কহিলেন,—"আমি তোমার প্রতি সন্তুষ্ট হইয়া হৈরণ্য বর্ণ প্রদান করিব। তোমার মস্তকের বর্ণ সুবর্ণের ন্যায় হইবে। অধিকন্তু আমার প্রীতিহেতু এই সুবর্ণবর্ণ তোমার অক্ষয় হইয়া থাকিবে। সেই দেবতাগণ তাহাদিগকে এইরূপ বর দিয়া, সেই যজ্ঞ-উৎসব শেষ হইলে, রাজার সহিত আপন-আপন গৃহে যাত্রা করিলেন ৩১—৩৫।

ঊনবিংশ সর্গ।

সেই রাক্ষসরাজ দশানন মরুত্তকে জয় করিয়া, যুদ্ধ-কামনায় রাজগণের নগরে নগরে যাইতে লাগিল। নিশাচররাজ রাবণ,—ইন্দ্র এবং বরুণতুল্য রাজেন্দ্র-গণের নিকটে গিয়া, কহিল যে,—আমাকে তোমরা যুদ্ধ দাও অথবা 'পরাজিত হইলাম'—এই কথা বল। কারণ, ইহাই আমার স্থির নিশ্চয়;—যাহারা এই দুয়ের মধ্যে একটা উপায় অবলম্বন না করিবে, তাহাদের কোন মতেই মুক্তির উপায় দেখি না।' তাহার পর ধর্ম্মনিরত প্রাজ্ঞ সুমহাবল পৃথিবীপাল নরপতিগণ, নির্ভয় হইলেও, শত্রু রাবণের অধিক বল জানিয়া তাঁহারা পরস্পর মন্ত্রণাপূর্ব্বক;—'হাঁ আমরা আপনার নিকটে পরাজিত হইলাম" এই কথা কহিলেন। তাত! দুষ্মন্ত, সুরথ, গাধি, গয় রাজা, পুরূরবা, এই পৃথিবীপালগণ 'পরাজিত হইলাম' কহিলেন। পরে রাক্ষসনাথ রাবণ,—ইন্দ্রপালিতা অমরাবতীর ন্যায় রাজা অনরণ্যকর্তৃক সুরক্ষিত অযোধ্যা-নগরীতে উপস্থিত হইল। রাবণ, ইন্দ্রতুল্যবলশালী সেই পুরুষশার্দ্দূল রাজার নিকটস্থ হইয়া তাঁহাকে কহিল যে—'যুদ্ধ দাও,—অথবা পরাজিত হইলাম' বলিয়া অঙ্গীকার কর। আমার শাসন এইরূপ জানিবে।' ১—৮। কিন্তু অযোধ্যানাথ অনরণ্য সেই পাপাত্মার কথা শুনিয়া ক্রোধান্বিত হইয়া রাক্ষসেন্দ্র রাবণকে কহিলেন,—'হে নিশাচরপতে! আমি তোমার সহিত দ্বন্দ্বযুদ্ধ করিতেছি,—তুমি কিছুকাল দাঁড়াও। আমি এরূপ সৈন্যবেষ্টিত হইব যে, তুমি শীঘ্র আমার বশীভূত হইবে।" অযোধ্যার রাজা, রাবণের বিবরণ শুনিয়া,

নিষ্ক্রামন্তন্নরেন্দ্রস্য বলং রক্ষোবধোদ্যতম্ ॥ ১১
নাগানাং দশসাহস্রং বাজিনাং নিযুতং তদা।
রথানাং বহুসাহস্রং পত্তীনাঞ্চ নরোত্তম ॥ ১২
মহীং সঞ্ছাদ্য নিষ্ক্রান্তং সপদাতিরথং রণে।
ততঃ প্রবৃত্তং সুমহদ্‌যুদ্ধং যুদ্ধবিশারদ ॥ ১৩
অনরণ্যস্য নৃপতে রাক্ষসেন্দ্রস্য চাদ্ভুতম্।
তদ্রাবণবলং প্রাপ্য বলং তস্য মহীপতেঃ ॥ ১৪
প্রাণশ্যত তদা সর্বং হব্যং হুতমিবানলে।
যুদ্ধা চ সুচিরং কালং কৃত্বা বিক্রমমুত্তমম্ ॥ ১৫
প্রজ্বলন্তং তমাসাদ্য ক্ষিপ্রমেবাবশেষিতম্।
প্রাবিশৎ সঙ্কুলং তত্র শলভা ইব পাবকম্ ॥ ১৬
সোহপশ্যৎ তন্নরেন্দ্রস্য নশ্যমানং মহাবলম্।
মহার্ণবং সমাসাদ্য বনাপগশতং যথা ॥ ১৭
ততঃ শক্রধনুঃপ্রখ্যং ধনুর্বিস্ফারয়ন্ স্বয়ম্।
আসসাদ নরেন্দ্রস্তং রাবণং ক্রোধমূর্চ্ছিতঃ ॥ ১৮
অনরণ্যেন তেঽমাত্যা মারীচশুকসারণাঃ।
প্রহস্তসহিতা ভগ্না ব্যদ্রবন্ত মৃগা ইব ॥ ১৯
ততো বাণশতান্যষ্টৌ পাতয়ামাস মূর্দ্ধনি।
তস্য রাক্ষসরাজস্য ইক্ষ্বাকুকুলনন্দনঃ ॥ ২০
তস্য বাণাঃ পতন্তস্তে চক্রিরে ন ক্ষতং ক্বচিৎ।
বারিধারা ইবাভ্রেভ্যঃ পতন্ত্যো গিরিমূর্দ্ধনি ॥ ২১
ততো রাক্ষসরাজেন ক্রুদ্ধেন নৃপতিস্তদা।
তলেনাভিহতো মূর্দ্ধ্নি স রথান্নিপপাত হ ॥ ২২
স রাজা পতিতো ভূমৌ বিহ্বলঃ প্রবিবেপিতঃ।
বজ্রদগ্ধ ইবারণ্যে শালো নিপতিতো যথা ॥ ২৩
তং প্রহস্যাব্রবীদ্রক্ষ ইক্ষ্বাকুং পৃথিবীপতিম্।
কিমিদানীং ফলং প্রাপ্তং ত্বয়া মাং প্রতিযুধ্যতা ॥ ২৪
ত্রৈলোক্যে নাস্তি যো দ্বন্দ্বং মম দদ্যান্নরাধিপ।
শঙ্কে প্রসক্তো ভোগেষু ন শৃণোষি বলং মম ॥ ২৫
তস্যৈবং ব্রুবতো রাজা মন্দাসুর্বাক্যমব্রবীৎ।
কিং শক্যমিহ কর্ত্তুং বৈ কালো হি দুরতিক্রমঃ ॥ ২৬
ন হ্যহং নির্জ্জিতো রক্ষস্ত্বয়া চাত্মপ্রশংসিনা।
কালেনৈব বিপন্নোঽহং হেতুভূতস্তু মে ভবান্ ॥ ২৭
কিন্ত্বিদানীং ময়া শক্যং কর্ত্তুং প্রাণপরিক্ষয়ে।
ন হ্যহং বিমুখো রক্ষো যুধ্যমানস্ত্বয়া হতঃ ॥ ২৮

প্রতিযুদ্ধ করিবার জন্য পূর্ব্বেই সুমহৎ সেনা নিযুক্ত করিয়াছিলেন। অযোধ্যার রাজা সেই সেনা উদ্যত করিয়া রাক্ষসবধার্থ বাহির করিলেন। হে নরোত্তম! দশসহস্র হাস্তিক, দশসহস্র অশ্বারোহী, বহু সহস্র রথী এবং বহুসহস্র পদাতি,—পৃথিবী আচ্ছন্ন করিয়া যুদ্ধের জন্য বাহির হইল। যুদ্ধ-বিশারদ! পরে নরপতি অনরণ্যের ও রাক্ষসরাজ রাবণের ঘোরতর অদ্ভুত সমর আরম্ভ হইল। সেই সময়ে অযোধ্যাপতির সেনা, রাবণ-সেনার সহিত মিলিত হইয়া সুদীর্ঘকাল যুদ্ধ করিল। অবশেষে উত্তম বিক্রম প্রকাশ করিয়া, অগ্নিতে হুত হবির ন্যায় সকলে সংহার প্রাপ্ত হইল। প্রজ্বলিত অগ্নির নিকটবর্ত্তী হইয়া যেমন শলভকুল তাহাতে প্রবেশ করে, সেইরূপ সেই অবশিষ্ট সেনা দেদীপ্যমান রাবণের সহিত যুদ্ধে মিলিত হইয়া শীঘ্রই সমরে বিনাশ প্রাপ্ত হইয়া গেল। ৯—১৬। তখন সেই নরেন্দ্র অনরণ্য দেখিলেন যে, শত শত নদী যেমন সাগরনিকটস্থ হইয়া তাহাতে বিলয়প্রাপ্ত হয়, সেইরূপ সেই মহাসেনা বিলয় প্রাপ্ত হইতেছে। তৎপরে নরপতি কোপে পরিপূর্ণ হইয়া ইন্দ্রের ধনুর্তুল্য একটী ধনু বিস্ফারণ করত নিজেই রাবণের সম্মুখে গেলেন। মারীচ, শুক, সারণ, প্রহস্ত প্রভৃতি রাবণের অমাত্যগণ অনরণ্যের নিকট পরাজিত হইয়া, হরিণপালের ন্যায় পলাইয়া গেল। তাহার পর ইক্ষ্বাকুকুলনন্দন অনরণ্য, সেই রাক্ষসরাজের মাথায় আটশত বাণ নিক্ষেপ করিলেন। জলধারা যেমন মেঘ হইতে বহির্গত হইয়া পর্ব্বতের মাথায় পতিত হয়, সেইরূপ তাঁহার সেই বাণসমূহ নিপতিত হইয়া তাহার কোনস্থানই ক্ষত করিল না। ১৭—২১। তখন রাক্ষসরাজ ক্রুদ্ধ হইয়া রাজার মাথায় তল-আঘাত করিল। তিনি সেই আঘাতে আহত হইয়া রথ হইতে পড়িয়া গেলেন। শালবৃক্ষ যেমন বজ্রদ্বারা দগ্ধ হইয়া বন-মধ্যে, পড়িয়া যায়, সেইরূপ সেই রাজা বিহ্বলচিত্তে ভূতলে পড়িয়া কাঁপিতে লাগিলেন। তখন রাক্ষসরাজ রাবণ ব্যঙ্গ করিয়া সেই ইক্ষ্বাকুনন্দন পৃথিবীশ্বরকে কহিল যে,—'তুমি আমার সহিত প্রতিযুদ্ধ করিয়া এখন কি ফল লাভ করিলে বল? হে নরাধিপ! আমাকে যে দ্বন্দ্বযুদ্ধ প্রদান করে, ত্রিভুবনে এরূপ লোক বিদ্যমান নাই। আমি বোধ করি, তুমি সুখভোগসংযুক্ত হইয়া আমার বলের বিষয় শুনিতেছ না।' রাবণ এইরূপ কহিলে, হীনবল রাজা তাহাকে কহিলেন,—'কালকে অতিক্রম করা দুঃসাধ্য, সুতরাং আমি ইহাতে কি করিতে পারি? ২২—২৬। হে রাক্ষস! তুমি নিজের প্রসংশা নিজেই করিতেছ বটে, কিন্তু আমি তোমা কর্ত্তৃক পরাজিত হই নাই। দুরতিক্রমণীয় কালই আমাকে বিপদে ফেলিয়াছে। তুমি কেবল নিমিত্ত মাত্র। হে নিশাচর! আমার প্রাণক্ষয়কালে আমি তোমার এখন কি করিতে

ইক্ষ্বাকুপরিভাবিত্বাদ্বচো বক্ষ্যামি রাক্ষস।
যদি দত্তং যদি হুতং যদি মে সুকৃতং তপঃ।
যদি গুপ্তাঃ প্রজাঃ সম্যক্ তদা সত্যং বচোঽস্তু মে। ২৯
উৎপৎস্যতে কুলে হ্যস্মিন্ ইক্ষ্বাকূণাং মহাত্মনাম্।
রামো দাশরথির্নাম যস্তে প্রাণান্ হরিষ্যতি। ৩০
ততো জলধরোদগ্রস্তাড়িতো দেবদুন্দুভিঃ।
তস্মিন্ দাহৃতে শাপে পুষ্পবৃষ্টিশ্চ খাচ্চ্যুতা। ৩১
ততঃ স রাজা রাজেন্দ্র গতঃ স্থানং ত্রিপিষ্টপম্।
স্বর্গতে চ নৃপে তস্মিন্ রাক্ষসঃ সোঽপসর্পত। ৩২
ইত্যুত্তরকাণ্ডে একোনবিংশঃ সর্গঃ। ১৯॥

বিংশঃ সর্গঃ।

ততো বিত্রাসয়ন্ মর্ত্ত্যান্ পৃথিব্যাং রাক্ষসাধিপঃ।
আসসাদ ঘনে তস্মিন্নারদং মুনিপুঙ্গবম্। ১
তস্যাভিবাদনং কৃত্বা দশগ্রীবো নিশাচরঃ।
অব্রবীৎ কুশলং পৃষ্ট্বা হেতুমাগমনস্য চ। ২
নারদস্তু মহাতেজা দেবর্ষিরমিতপ্রভঃ।
অব্রবীন্মেঘপৃষ্ঠস্থো রাবণং পুষ্পকে স্থিতম্। ৩
রাক্ষসাধিপতে সৌম্য তিষ্ঠ বিশ্রবসঃ সুত।
প্রীতোঽস্ম্যভিজনোপেত বিক্রমৈরূর্জ্জিতৈস্তব। ৪
বিষ্ণুনা দৈত্যঘাতৈশ্চ গন্ধর্বোরগধর্ষণৈঃ।
ত্বয়া সমং বিমর্দ্দৈশ্চ ভৃশং হি পরিতোষিতঃ। ৫
কিঞ্চিদ্বক্ষ্যামি তাবত্তু শ্রোতব্যং শ্রোষ্যসে যদি।
তন্মে নিগদতস্তাত সমাধিং শ্রবণে কুরু। ৬
কিময়ং বধ্যতে তাত ত্বয়াবধ্যেন দৈবতৈঃ।
হত এব হ্যয়ং লোকো যদা মৃত্যুবশং গতঃ। ৭
দেবদানবদৈত্যানাং যক্ষগন্ধর্বরক্ষসাম্।
অবধ্যেন ত্বয়া লোকঃ ক্লেষ্টুং যোগ্যো ন মানুষঃ। ৮
নিত্যং শ্রেয়সি সম্মূঢ়ং মহদ্ভির্ব্যসনৈর্বৃতম্।
হন্যাৎ কস্তাদৃশং লোকং জরাব্যাধিশতৈর্যুতম্। ৯
তৈস্তৈরনিষ্টোপগমৈরজস্রং যত্র কুত্র বঃ।
মতিমান্মানুষে লোকে যুদ্ধে ন প্রণয়ী ভবেৎ। ১০
ক্ষীয়মাণং দৈবহতং ক্ষুৎপিপাসাজরাদিভিঃ।
বিষাদশোকসম্মূঢ়ং লোকং ত্বং ক্ষপয়স্ব মা॥ ১১

সক্ষম হইব? কিন্তু আমি রণে বিমুখ হই নাই; সম্মুখযুদ্ধ করিতে করিতেই তোমাকর্ত্তৃক আঘাত পাইয়াছি। রাক্ষস! ইক্ষ্বাকুকুলের অবমাননিবন্ধন বলিতেছি যে, আমি যদি প্রজাগণের সুপালন, তপস্যা এবং হবন করিয়া থাকি, তবে আমার কথা সত্য হউক। মহাত্মা ইক্ষ্বাকুদিগের এই কুলে দাশরথি রাম জন্মগ্রহণ করিবেন। সেই দশরথ-পুত্রই তোমার প্রাণ বধ করিবেন।" সেই শাপ প্রদত্ত হইলে, আকাশ হইতে পুষ্পবর্ষণ হইতে লাগিল এবং মেঘের ন্যায় গভীর দেবদুন্দুভি বাজিতে লাগিল। তখন সেই রাজশ্রেষ্ঠ নরপতি অনরণ্য দেহান্তে স্বর্গধামে গমন করিলেন। নরপতি স্বর্গে গেলে, রাক্ষস রাবণ তথা হইতে বাহির হইল। ২৭—৩২।

বিংশ সর্গ।

পরে রাক্ষসাধিপতি রাবণ, পৃথিবীস্থ মানবগণকে ভয়ে ভীত করিয়া, তৎকালে মেঘের উপরে অবস্থিত মুনিশ্রেষ্ঠ নারদের সাক্ষাৎ লাভ করিল। নিশাচর দশানন, তাঁহাকে অভিবাদন করিয়া মঙ্গল জিজ্ঞাসিল এবং আগমনের কারণ জিজ্ঞাসা করিল। অমিত-প্রভ মহাতেজা দেবর্ষি নারদ, মেঘপৃষ্ঠে থাকিয়াই পুষ্পকরথস্থ রাবণকে কহিলেন,—"হে সৌম্য রাক্ষসাধিপতে! তুমি আমার কথা শুনিবার নিমিত্ত কিছুকাল অপেক্ষা কর। হে বিশ্রবতনয়! তোমার অভিজন যুক্ত উগ্র বিক্রমদ্বারা আমি অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়াছি। পূর্ব্বকালে বিষ্ণু দৈত্যবধদ্বারা আমাকে অত্যন্ত আহ্লাদিত করিয়াছিলেন। পশ্চাৎ তোমার সহিত গন্ধর্ব্ব এবং সর্প প্রভৃতির বিনাশকর যে সকল যুদ্ধ হইবে, তাহার দ্বারা আমি নিতান্ত পরিতুষ্ট হইব। হে তাত! যদি তুমি শুন, তবে কিঞ্চিৎ তোমার শুনিবার বিষয় বলিতে ইচ্ছা করি, অতএব বলিতেছি, তুমি চিত্ত-সমাধানপূর্ব্বক এই কথা শুন। ১—৬। বৎস! এই মনুষ্যলোক যখন মৃত্যুর বশীভূত, তখন এই লোক নিহতই হইয়াছে। অতএব তুমি দেবগণের অবধ্য হইয়া, অনর্থক কেন ইহাদিগকে হনন করিতেছ? তুমি দেব, দানব, দৈত্য, যক্ষ, রক্ষ, এবং গন্ধর্ব্বগণের অবধ্য, অতএব এই মানুষ লোককে কষ্ট দেওয়া, তোমার কর্ত্তব্য নহে। এই মনুষ্যলোক সতত ঘোরতর ব্যসনে আচ্ছন্ন। বিশেষতঃ নিজ মঙ্গল আচরণে নিতান্ত বিমূঢ়, জরা এবং শতপ্রকার ব্যাধিদ্বারা সমাবৃত। অতএব এরূপ লোককে কে বধ করে? নানাবিধ অনিষ্টসম্বন্ধদ্বারা মনুষ্যলোক যথা তথা সতত পীড়িত হইয়া থাকে; অতএব যুদ্ধদ্বারা সেই মনুষ্যলোকের সংহারসাধনে কোন্ মতিমান্ ব্যক্তি অনুরাগী হয়? কিন্তু ক্ষুধা, পিপাসা এবং জরাদ্বারা মানব সতত ক্ষয়প্রাপ্ত

পশ্য তাবন্মহাবাহো রাক্ষসেশ্বর মানুষম্।
মূঢ়মেবং বিচিত্রার্থং যস্য ন জ্ঞায়তে গতিঃ॥ ১২
ক্বচিদ্বাদিত্রনৃত্যাদি সেব্যতে মুদিতৈর্জনৈঃ।
রুদ্যতে চাপরৈরার্ত্তৈর্ধারাশ্রুনয়নাননৈঃ॥ ১৩
মাতাপিতৃসুতস্নেহৈর্ভার্য্যাবন্ধুমনোরমৈঃ।
মোহিতোহয়ং জনো ধ্বস্তঃ ক্লেশং স্বং নাববুধ্যতে॥ ১৪
তৎ কিমেবং পরিক্লিশ্য লোকং মোহনিরাকৃতম্।
জিত এব ত্বয়া সৌম্য মর্ত্ত্যলোকো ন সংশয়ঃ॥ ১৫
অবশ্যমেভিঃ সর্ব্বৈশ্চ গন্তব্যং যমসাদনম্।
তং নিগৃহ্নীষ্ব পৌলস্ত্য যমং পরপুরঞ্জয়॥ ১৬
তস্মিন্ জিতে জিতং সর্ব্বং ভবত্যেব ন সংশয়ঃ॥ ১৫
এবমুক্তস্তু লঙ্কেশো দীপ্যমানং স্বতেজসা॥ ১৭
অব্রবীন্নারদং তত্র সম্প্রহস্যাভিবাদ্য চ।
মহর্ষে দেবগন্ধর্ব্ববিহার সমরপ্রিয়॥ ১৮
অহং সমুদ্যতো গন্তুং বিজয়ার্থং রসাতলম্।
ততো লোকত্রয়ং জিত্বা স্থাপ্য নাগান্ সুরান্ বশে।
সমুদ্রমমৃতার্থঞ্চ মথিষ্যামি রসালয়ম্॥ ১৯

অথাব্রবীদ্দশগ্রীবং নারদো ভগবানৃষিঃ।
ন খল্বিদানীং মার্গেণ ত্বয়েহান্যেন গম্যতে॥ ২০
অয়ং খলু সুদুর্গম্যঃ প্রেতরাজপুরং প্রতি।
মার্গো গচ্ছতি দুর্দ্ধর্ষ যমস্যামিত্রকর্ষণ॥ ২১
স তু শারদমেঘাভং হাসং মুক্ত্বা দশাননঃ।
উবাচ কৃতমিত্যেব বচনঞ্চেদমব্রবীৎ॥ ২২
তস্মাদেবং মহাব্রহ্মন্ বৈবস্বতবধোদ্যতঃ।
গচ্ছামি দক্ষিণামাশাং যত্র সূর্য্যাত্মজো নৃপঃ॥ ২৩
ময়া হি ভগবন্ ক্রোধাৎ প্রতিজ্ঞাতং রণার্থিনা।
অবজেষ্যামি চতুরো লোকপালানিতি প্রভো॥ ২৪
তদিহ প্রস্থিতোহহং বৈ পিতৃরাজপুরং প্রতি।
প্রাণিসংক্লেশকর্ত্তারং যোজয়িষ্যামি মৃত্যুনা॥ ২৫
এবমুক্ত্বা দশগ্রীবো মুনিং তমভিবাদ্য চ।
প্রযযৌ দক্ষিণামাশাং প্রবিষ্টঃ সহ মন্ত্রিভিঃ॥ ২৬
নারদস্তু মহাতেজা মুহূর্ত্তং ধ্যানমাস্থিতঃ।
চিন্তয়ামাস বিপ্রেন্দ্রো বিধূম ইব পাবকঃ॥ ২৭
যেন লোকাস্ত্রয়ঃ সেন্দ্রাঃ ক্লিশ্যন্তে সচরাচরাঃ।

হইতেছে। সুতরাং দৈবকর্তৃক নিহত, বিষাদ এবং শোকসন্তপ্ত মনুষ্যলোককে তুমি ক্ষয় করিও না। হে মহাবাহো রাক্ষসনাথ! দেখ, নরলোকের সুখ-দুঃখাদি ভোগকাল তাহারা জানে না, অতএব অজ্ঞানতাবশতঃ নরলোকে নানাবিধ সামান্য সামান্য পুরুষার্থে নিযুক্ত থাকে। ৭—১২। কোথায় মানবগণ আনন্দিতচিত্তে বাদিত্র ও নৃত্যের সেবায় রত রয়, কোথায় বা অন্য ব্যক্তিরা নিজ নিজ কষ্টের কারণ অশ্রুজলধারাপ্রবাহে মুখ এবং চক্ষু অভিষিক্ত করিয়া বিলাপ করে। অপিচ এই নরলোক,—মাতা পিতা ও পুত্রের স্নেহ এবং পত্নী ও বন্ধুবিষয়ক, চিন্তায় আচ্ছন্ন। অতএব অধঃপতনবশতঃ স্বীয় পারলৌকিক ক্লেশ বোধ করিতে পারে না; সুতরাং সৌম্য! এইরূপ অজ্ঞানদ্বারা স্বর্গচ্যুত নরলোককে কষ্ট দেওয়া বৃথা; অধিকন্তু তুমি এই মর্ত্ত্যলোক জয় করিয়াছ, ইহাতে সংশয় নাই। পরপুরঞ্জয় পুলস্ত্য-বংশধর! এই সমস্ত লোক নিশ্চয়ই শমনসদনে যাইবে। সুতরাং তুমি সেই শমনেরই নিগ্রহ কর। ১৩—১৬। সেই যমকে জয় করিলে, সকলেরই জয় হইবে সন্দেহ নাই। তখন লঙ্কাধিপতি, নারদের কথা শুনিয়া হাস্য করত স্বীয় তেজে দীপ্যমান নারদকে অভিবাদনপূর্ব্বক বলিলেন—"দেব-গন্ধর্ব্বলোক-ক্রীড়াপর সমরদর্শন-প্রিয় মহর্ষে! জয়ের জন্য আমি পাতালে যাইতে উদ্যত হইয়াছি, পরে ত্রিভুবন জয় করিয়া, দেবতা এবং নাগদিগকে বশে আনয়নপূর্ব্বক অমৃতের জন্য সুধাকর সমুদ্র মন্থন করিব।' পরে ভগবান্ নারদ দশাননকে বলিলেন;—'তুমি পাতালে যাইতে অভিলাষী হইয়া এখন রসাতল পথ দিয়া কোথায় যাইবে? দুর্দ্ধর্ষ অরিনাশন! এই বিষম দুর্গম যমপুরীর পথ প্রেতরাজনগরের দিকে গিয়াছে।' পরে রাবণ হাস্য করিয়া শরৎকালীন মেঘের ন্যায় দ্যুতিবিশিষ্ট নারদকে কহিলেন,—যমপুরীর পথ দিয়া গমন এবং যমকে জয় করা আমার সিদ্ধই হইয়াছে। মহাব্রহ্মন্! তুমি পথের বিষয় বলিয়া দিয়াছ, আমিও দিক্‌পাল-জয়ে প্রতিজ্ঞা করিয়াছি; সুতরাং নিশ্চয়ই যমের বধোদ্যত হইয়া রবিনন্দন নরপতি যে স্থানে আছেন, আমি সেই দক্ষিণ দিকে যাইব। ১৭—২৩। প্রভো! আপনার ক্রোধবশতঃ আমি প্রতিজ্ঞা করিয়াছি যে, যুদ্ধপ্রার্থী হইয়া আমি লোকপাল চতুষ্টয়কে জয় করিব। সেই উদ্দেশ্যে সম্প্রতি প্রেতরাজনগরের দিকে যাত্রা করিয়াছি। অবিলম্বে প্রাণিগণের ক্লেশদাতা সেই যমকে মৃত্যুর সহিত সাক্ষাৎ করাইব।' দশানন এই কথা বলিয়া, সেই মুনিকে অভিবাদনপূর্ব্বক তাঁহার নিকট হইতে প্রস্থান করত অমাত্যবর্গসহ দক্ষিণদিকে প্রস্থান করিল। কিন্তু মহাতেজা বিপ্রপ্রধান নারদ মুহূর্ত্তকাল ধ্যানে নিমগ্ন থাকিয়া, ধূমহীন অনলের ন্যায় স্থিরভাবে চিন্তা করিতে লাগিলেন।—আয়ুঃক্ষয় হইলে ইন্দ্র প্রভৃতি

কালে চায়ং যি ধর্ম্মেণ স কালো যোৎস্যতে কথম্ ॥ ২৮
স্বকৃতকৃত্যসাক্ষী যো দ্বিতীয় ইব পাবকঃ।
লব্ধসংজ্ঞা বিচেষ্টন্তে লোকা যস্য মহাত্মনঃ ॥ ২৯
যস্য নিত্যং ত্রয়ো লোকা বিদ্রবন্তি ভয়ার্দ্দিতাঃ।
তং কথং রাক্ষসেন্দ্রোঽসৌ স্বয়মেব গমিষ্যতি ॥ ৩০
যো বিধাতা চ ধাতা চ সুকৃতং দুষ্কৃতং তথা।
ত্রৈলোক্যং বিজিতং যেন তং কথং বিজয়িষ্যতে।
অপরং কিন্তু কৃত্বৈবং বিধানং সংবিধাস্যতি ॥ ৩১
কৌতূহলং সমুৎপন্নো যাস্যামি যমসাদনম্।
বিমর্দ্দং দ্রষ্টুমনয়োর্যমরাক্ষসয়োঃ স্বয়ম্ ॥ ৩২

ইত্যুত্তরকাণ্ডে বিংশঃ সর্গঃ ॥ ২০ ॥

একবিংশঃ সর্গঃ।

এবং সঞ্চিন্ত্য বিপ্রেন্দ্রো জগাম লঘুবিক্রমঃ।
আখ্যাতুং তদ্‌যথাবৃত্তং যমস্য সদনং প্রতি ॥ ১
অপশ্যৎ স যমং তত্র দেবমগ্নিপুরস্কৃতম্।
বিধানমনুতিষ্ঠন্তং প্রাণিনো যস্য যাদৃশম্ ॥ ২

স তু দৃষ্ট্বা যমঃ প্রাপ্তং মহর্ষিং তত্র নারদম্।
অব্রবীৎ সুখমাসীনমর্ঘ্যমাবেদ্য ধর্ম্মতঃ ॥ ৩
কচ্চিৎ ক্ষেমং নু দেবর্ষে কচ্চিদ্ধর্ম্মো ন নশ্যতি।
কিমাগমনকৃত্যং তে দেবগন্ধর্ব্বসেবিত ॥ ৪
অব্রবীত্তু তদা বাক্যং নারদো ভগবানৃষিঃ।
শ্রূয়তামভিধাস্যামি বিধানঞ্চ বিধীয়তাম্ ॥ ৫
এষ নাম্না দশগ্রীবঃ পিতৃরাজ নিশাচরঃ।
উপযাতি বশং নেতুং বিক্রমৈস্ত্বাং সুদুর্জ্জয়ঃ ॥ ৬
এতেন কারণেনাহং ত্বরিতো হ্যাগতঃ প্রভো।
দণ্ডপ্রহরণস্যাদ্য তব কিং নু ভবিষ্যতি ॥ ৭
এতস্মিন্নন্তরে দূরাদংশুমন্তমিবোদিতম্।
দদৃশে দীপ্তমায়ান্তং বিমানং তস্য রক্ষসঃ ॥ ৮
তং দেশং প্রভয়া তস্য পুষ্পকস্য মহাবলঃ।
কৃত্বা বিতিমিরং সর্ব্বং সমীপমভ্যবর্ত্তত ॥ ৯
সোঽপশ্যৎ স মহাবাহুর্দশগ্রীবস্ততস্ততঃ।
প্রাণিনঃ সুকৃতঞ্চৈব ভুঞ্জানাংশ্চৈব দুষ্কৃতম্ ॥ ১০
অপশ্যৎ সৈনিকাংশ্চাস্য যমস্যানুচরৈঃ সহ।
যমস্য পুরুষৈরুগ্রৈর্ঘোররূপৈর্ভয়ানকৈঃ ॥ ১১
দদর্শ বধ্যমানাংশ্চ ক্লিশ্যমানাংশ্চ দেহিনঃ।

সচরাচর-স্বর্গ-মর্ত্ত্য-পাতালবাসীদিগকে ধর্ম্মমার্গানুসারে যিনি ক্লেশ দেন, যিনি নিজকৃত দান এবং তপস্যাদির সাক্ষী এবং যাহার অনুগ্রহে লোকসকল সংজ্ঞালাভানন্তর বিচেষ্টিত হইতেছে, সেই দ্বিতীয় অগ্নির ন্যায় কালকে রাবণ কিরূপে জয় করিবে? ২৮—২৯। যাহার ভয়ে ভীত হইয়া ত্রিভুবন নিয়ত বিদ্রাবিত হইতেছে, এই লঙ্কাপতি স্বয়ং তাঁহার নিকটে কিরূপে যাইবে? যিনি লোকসকলের ধাতা এবং বিধাতা, যিনি পুণ্য বা পাপের ফলদাতা, যিনি ত্রিভুবন জয় করিয়াছেন, লঙ্কেশ্বর দশানন সেই কালকে কিরূপে জয় করিবে? কালই সকলের নিধনকর্ত্তা, কিন্তু দশানন কালাতিরিক্ত; সুতরাং কাল-ব্যতিরিক্ত কোন্ সাধন সম্পাদন করিয়া কালের পরাজয় বিধান করিবে? আমি কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া যম এবং রাক্ষসের যুদ্ধ দেখিবার জন্য স্বয়ং শমনসদনে যাইব।' ৩০—৩২।

একবিংশ সর্গ।

ক্ষিপ্রগামী বিপ্রশ্রেষ্ঠ নারদ এইরূপ চিন্তা করিয়া, সেই ব্যাপার বলিবার জন্য শমনগৃহের দিকে গেলেন। অবশেষে যমালয়ে যাইয়া দেখিলেন;—যমদেব নিজগৃহের সম্মুখে অগ্নি রাখিয়া যে প্রাণীর যেরূপ কর্ম্ম, তদনুরূপ নিগ্রহ এবং অনুগ্রহ বিধান করিতেছেন। যম, মহর্ষি নারদকে তথায় উপস্থিত দেখিয়া ধর্ম্মানুসারে অর্ঘ্য দান করত বসাইলেন। পরে নারদ সুখাসীন হইলে তাঁহাকে বলিলেন, "দেবগন্ধর্ব্বসেবিত দেবর্ষে! আপনার কুশল ত? ধর্ম্ম ত বিনষ্ট হইতেছে না? আপনার আসিবার প্রয়োজন কি?' ১—৪। তখন ভগবান্ নারদ বলিলেন,—'আমি কহিতেছি, অগ্রে শুনিয়া পরে সেই বিপদের প্রতিবিধান করিও। দশানন-নামক নিতান্ত দুর্জ্জয় রাক্ষস বিক্রম প্রকাশ করিয়া তোমাকে বশে আনিবার জন্য আসিতেছে। প্রভো! এই কারণেই ত্বরান্বিত হইয়া আমি তোমার নিকটে আসিয়াছি, তুমি দণ্ডাস্ত্রধারী হইলেও তোমার আজ জয় বা পরাজয়ের স্থিরতা নাই।' ইত্যবসরে দূর হইতে দেখিলেন যে, উদিত সূর্য্যের ন্যায়, দীপ্তিশালী রাক্ষসের বিমান আসিতেছে। মহাবল রাবণ সেই পুষ্পক রথের প্রভাপুঞ্জ দ্বারা সেই প্রদেশের অন্ধকাররাশি নাশ করিয়া অদূরবর্ত্তী হইল। ৫—৯। তখন মহাবাহু দশানন দেখিতে পাইল যে, প্রাণিসকল পুণ্য এবং পাপ কার্য্যের ফলভোগ করিতেছে। যমের সেনাগণ তাহাদের অনুচরগণের সহিত জীবসকলকে পুণ্য এবং পাপ অনুসারে সম্মান এবং বন্ধন করিতেছে। দশানন পুনরায় দেখিলেন যে, ঘোররূপ

ক্রোশতশ্চ মহানাদং তীব্রনিষ্টনতৎপরান্॥ ১২
কৃমিভির্ভক্ষ্যমাণাংশ্চ সারমেয়ৈশ্চ দারুণৈঃ।
শ্রোত্রায়াসকরা বাচো বদতশ্চ ভয়াবহাঃ॥ ১৩
সন্তার্যমাণান্ বৈতরণীং বহুশঃ শোণিতোদকাম্।
বালুকাসু চ তপ্তাসু তপ্যমানান্মুহুর্ম্মুহুঃ॥ ১৪
অসিপত্রবনে চৈব ভিদ্যমানানধার্ম্মিকান্।
রৌরবে ক্ষারনদ্যাঞ্চ ক্ষুরধারাসু চৈব হি॥ ১৫
পানীয়ং যাচমানাংশ্চ তৃষিতান্ ক্ষুধিতানপি।
শবভূতান্ কৃশান্ দীনান্ বিবর্ণান্মুক্তমূর্দ্ধজান্॥ ১৬
মলপঙ্কধরান্ দীনান্ রুক্ষাংশ্চ পরিধাবতঃ।
দদর্শ রাবণো মার্গে শতশোঽথ সহস্রশঃ॥ ১৭
কাংশ্চিচ্চ গৃহমুখ্যেষু গীতবাদিত্রনিঃস্বনৈঃ।
প্রমোদমানানদ্রাক্ষীদ্রাবণঃ সুকৃতৈঃ স্বকৈঃ॥ ১৮
গোরসং গোপ্রদাতারো অন্নঞ্চৈবান্নদায়িনঃ।
গৃহাংশ্চ গৃহদাতারঃ স্বকর্ম্মফলমশ্নতঃ॥ ১৯
সুবর্ণমণিমুক্তাভিঃ প্রমদাভিরলঙ্কৃতান্।
ধার্ম্মিকানপরাংস্তত্র দীপ্যমানান্ স্বতেজসা॥ ২০
দদর্শ স মহাবাহু রাবণো রাক্ষসাধিপঃ।
ততস্তান্ ভিদ্যমানাংশ্চ কর্ম্মভির্দুষ্কৃতৈঃ স্বকৈঃ॥ ২১
রাবণো মোচয়ামাস বিক্রমেণ বলাদ্বলী।
প্রাণিনো মোক্ষিতাস্তেন দশগ্রীবেণ রক্ষসা॥ ২২
সুখমাপুর্মুহূর্ত্তং তে হ্যতর্কিতমচিন্তিতম্।
প্রেতেষু মুচ্যমানেষু রাক্ষসেন বলীয়সা॥ ২৩
প্রেতগোপাঃ সুসংক্রুদ্ধা রাক্ষসেন্দ্রমভিদ্রবন্।
ততো হলহলাশব্দঃ সর্ব্বদিগ্‌ভ্যঃ সমুত্থিতঃ।
ধর্ম্মরাজস্য যোধানাং শূরাণাং সম্প্রধাবতাম্॥ ২৪
তে প্রাসৈঃ পরিঘৈঃ শূলৈর্মুষলৈঃ শক্তিতোমরৈঃ।
পুষ্পকং সমবর্ষন্ত শূরাঃ শতসহস্রশঃ॥ ২৫
তস্যাসনানি প্রাসাদান্ বেদিকাস্তোরণানি চ।
পুষ্পকস্য বভঞ্জুস্তে শীঘ্রং মধুকরা ইব॥ ২৬
দেবনিষ্ঠানভূতং তদ্বিমানং পুষ্পকং মৃধে।
ভজ্যমানং তথৈবাসীদক্ষয়ং ব্রহ্মতেজসা॥ ২৭
অসংখ্যা সুমহত্যাসীত্তস্য সেনা মহাত্মনঃ।
শূরাণামগ্রযাতৄনাং সহস্রাণি শতানি চ॥ ২৮
ততো বৃক্ষৈশ্চ শৈলৈশ্চ প্রাসাদানাং শতৈস্তথা।
ততস্তে সচিবাস্তস্য যথাকামং যথাবলম্॥ ২৯
অযুধ্যন্ত মহাবীরাঃ স চ রাজা দশাননঃ।
তে তু শোণিতদিগ্ধাঙ্গাঃ সর্ব্বশস্ত্রসমাহতাঃ॥ ৩০

ভয়ানক উগ্র যমদূতগণকর্তৃক বধ্যমান হইয়া জীবসকল ক্লেশবশতঃ দুঃখিতস্বরে চীৎকার করিতেছে। কোথাও নিদারুণ সারমেয় এবং কৃমিগণদ্বারা ভক্ষিত হইয়া ক্লেশকর ভয়াবহ বাক্য উচ্চারণ করিতেছে। অনেকে শোণিতের ন্যায় জলে পূর্ণা বৈতরণী নদী সন্তরণ করিতেছে; কেহ কেহ তাহার উত্তপ্ত বালুকায় বারংবার সন্তপ্ত হইতেছে। ১০—১৪। কতকগুলি পাপী, অসিপত্রবনে ক্ষত-বিক্ষত হইয়াছে। কতকগুলি পাপী,—রৌরব, ক্ষারনদী এবং ক্ষুরধারা-নামক নরকে থাকিয়া ক্ষুৎপিপাসায় কাতর হইয়া পানীয় চাহিতেছে। অপিচ আলুলায়িত কেশ, বিবর্ণ, দীন, কৃশ, মৃতপ্রায়, মললিপ্ত, দুঃখিত, রুক্ষকায়, ইতস্ততঃ ধাবমান শত সহস্র পাপিগণকে রাবণ পথিমধ্যে দেখিল। রাবণ যমপুরে দেখিল যে, কোন কোন পুণ্যাত্মা স্বীয় পুণ্যপ্রভাবে দিব্য আলয়ে গীত ও বাদিত্র-নিনাদদ্বারা আমোদ করিতেছেন। যাঁহারা গোদান, অন্নদান এবং গৃহদান করিয়াছেন, তাঁহারা নিজ নিজ কর্ম্মফলানুসারে গোরস, অন্ন এবং গৃহ সম্ভোগ করিতেছেন। ১৫—১৯। অপিচ ধার্ম্মিকগণ সুবর্ণ, মণি এবং মুক্তায় অলঙ্কৃত হইয়া প্রমদাগণের সহিত সঙ্গত রহিয়াছেন। অন্যান্য ধর্ম্মাত্মগণ নিজ নিজ তেজঃপ্রভায় প্রদীপ্ত হইতেছেন মহাবাহু রাক্ষসরাজ রাবণ, তথায় এরূপ দেখিল। তৎপরে বলবান্ রাবণ, পরাক্রম প্রকাশপূর্ব্বক সবলে আপন আপন পাপকার্য্যদ্বারা ভিদ্যমান সেই পাপিগণকে মুক্ত করিয়া দিল। প্রাণিগণ, রাক্ষস দশগ্রীবকর্তৃক বিমুক্ত হইয়া মুহূর্ত্তকালের জন্য অচিন্তনীয় অতর্কিত সুখ বোধ করিল। বলবান্ রাক্ষস প্রেতগণকে বিমুক্ত করিলে প্রেতরক্ষকেরা বিষম ক্রুদ্ধ হইয়া রাক্ষসের প্রতি ধাবিত হইল। তাহার পরক্ষণেই সম্প্রধাবিত যমরাজের যোদ্ধা বীরগণের কোলাহল-ধ্বনি সমস্ত দিক্ হইতে সমুত্থিত হইতে লাগিল। ২০—২৪। সেই শত সহস্র শূর,—শূল, মুষল, শক্তি, প্রাস, পরিঘ এবং তোমর প্রভৃতি অস্ত্র-শস্ত্র পুষ্পক রথে বর্ষণ করিতে লাগিল। তাহারা মৌমাছির ন্যায় আপতিত হইয়া অবিলম্বে পুষ্পক রথের প্রাসাদ, আসন, বেদিকা এবং তোরণ সকল ভাঙ্গিয়া দিল। দেবতাশ্রয়স্বরূপ পুষ্পকরথ যুদ্ধে ভজ্যমান হইয়াও ব্রহ্মার তেজোবলে সেইরূপই অক্ষয় রহিল। সেই মহাত্মা ধর্ম্মরাজের অসংখ্য সেনা ছিল; এমন কি তাঁহাদের মধ্যে অগ্রগণ্য শত সহস্র সহস্র শূর ছিল। তৎপরে যমের মহাবীর আমাত্যগণ,—বৃক্ষ, শৈল, এবং শত শত প্রাসাদদ্বারা শক্তি অনুসারে অভিলাষানুরূপ যুদ্ধ করিতে লাগিল। রাজা রাবণ

অমাত্যা রাক্ষসেন্দ্রস্য চক্রুরায়োধনং মহৎ।
অন্যোন্যং তে মহাভাগা জঘ্নুঃ প্রহরণৈর্ভৃশম্॥ ৩১
যমস্য চ মহাবাহো রাবণস্য চ মন্ত্রিণঃ।
অমাত্যাংস্তাংস্তু সন্ত্যজ্য যমযোধা মহাবলাঃ॥ ৩২
তমেব চাভ্যধাবন্ত শূলবর্ষৈর্দশাননম্।
ততঃ শোণিতদিগ্ধাঙ্গঃ প্রহারৈর্জর্জ্জরীকৃতঃ।
ফুল্লাশোক ইবাভাতি পুষ্পকে রাক্ষসাধিপঃ॥ ৩৩
স তু শূলগদাপ্রাসান্ শক্তিতোমরসায়কান্।
মুমোচ চ শিলাবৃক্ষান্ মুমোচাস্ত্রবলাদ্বলী॥ ৩৪
তরূণাঞ্চ শিলানাঞ্চ শস্ত্রাণাঞ্চাতিদারুণম্।
যমসৈন্যেষু তদ্বর্ষং পপাত ধরণীতলে॥ ৩৫
তাংস্তু সর্ব্বান্ বিনির্ভিদ্য তদস্ত্রমপহত্য চ।
জঘ্নুস্তে রাক্ষসং ঘোরমেকং শতসহস্রশঃ॥ ৩৬
পরিবার্য্য চ তং সর্ব্বে শৈলং মেঘোৎকরা ইব।
ভিন্দিপালৈশ্চ শূলৈশ্চ নিরুচ্ছ্বাসমপোথয়ন্॥ ৩৭
বিমুক্তকবচঃ ক্রুদ্ধঃ সিক্তঃ শোণিতবিস্রবৈঃ।
ততঃ স পুষ্পকং ত্যক্ত্বা পৃথিব্যামবতিষ্ঠত॥ ৩৮
ততঃ স কার্ম্মুকী বাণী সমরে চাভিবর্দ্ধত।
লব্ধসংজ্ঞো মুহূর্ত্তেন ক্রুদ্ধস্তস্থৌ যথান্তকঃ॥ ৩৯
ততঃ পাশুপতং দিব্যমস্ত্রং সন্ধায় কার্ম্মুকে।
তিষ্ঠ তিষ্ঠেতি তানুক্ত্বা তচ্চাপং ব্যপকর্ষত॥ ৪০
আকর্ণাৎ স বিকৃষ্যাথ চাপমিন্দ্রারিরাহবে।
মুমোচ তং শরং ক্রুদ্ধস্ত্রিপুরে শঙ্করো যথা॥ ৪১
তস্য রূপং শরস্যাসীৎ সধূমজ্বালমণ্ডলম্।
বনং দহিষ্যতো ঘর্ম্মে দাবাগ্নেরিব মূর্চ্ছিতঃ॥ ৪২
জ্বালামালী স তু শরঃ ক্রব্যাদানুগতো রণে।
মুক্তো গুল্মান্ দ্রুমাংশ্চাপি ভস্ম কৃত্বা প্রধাবতি॥ ৪৩
তে তস্য তেজসা দগ্ধাঃ সৈন্যা বৈবস্বতস্য তু।
রণে তস্মিন্নিপতিতা মাহেন্দ্রা ইব কেতবঃ॥ ৪৪
ততস্তু সচিবৈঃ সার্দ্ধং রাক্ষসো ভীমবিক্রমঃ।
ননাদ সুমহানাদং কম্পয়ন্নিব মেদিনীম্॥ ৪৫

ইত্যুত্তরকাণ্ডে একবিংশঃ সর্গঃ॥ ২১॥

এবং তাহার অমাত্যগণ সকলপ্রকার অস্ত্রদ্বারা সর্ব্বতোভাবে আহত হইয়া রক্তাক্তদেহে ঘোরতর যুদ্ধ করিতে লাগিল। মহাবাহু যম এবং রাবণের মহাভাগ মন্ত্রিগণ প্রহরণপরম্পরায় পরস্পর বিষম প্রহারে প্রবৃত্ত হইল; কিন্তু মহাবল যমসেনা-সকল সেই অমাত্যদিগকে পরিত্যাগ করিয়া শূল বর্ষণ করিতে করিতে রাবণের দিকেই ধাবিত হইল। পরে রাক্ষসাধিপতি প্রহারে জর্জ্জরীভূত এবং সর্ব্বাঙ্গে রুধিররঞ্জিত হইয়া প্রস্ফুটিত পুষ্পসমূহে সুশোভিত অশোকের ন্যায় পুষ্পক-রথে শোভা পাইতে লাগিল; কিন্তু বলবান্ রাবণ অস্ত্রনৈপুণ্যবশতঃ বৃক্ষ, প্রস্তর, শূল, শক্তি প্রাস, গদা ও তোমর প্রভৃতি প্রহরণসমূহ মোচন করিতে লাগিল। বৃক্ষ, শিলা এবং শস্ত্রের সেই নিদারুণ বর্ষণ যমসেনার উপরে পতিত হইয়া পরে ধরণীতলে পড়িল। ২৫—৩৫। সেই শত সহস্র যম-অনুচর গদা প্রভৃতি অস্ত্রসমূহ ভাঙ্গিয়া ফেলিয়া রাবণপ্রযুক্ত অস্ত্র নিবারণপূর্ব্বক কেবল ভীষণ রাক্ষস অস্ত্রবর্ষণকারী দশাননকেই প্রহার করিতে লাগিল। অধিক কি, মেঘরাশি যেমন পর্ব্বতকে বেষ্টন করে সেইরূপ তাহারা সকলে রাবণকে পরিবৃত করিয়া ভিন্দিপাল এবং শূলসমূহ দ্বারা নিশ্বাস-নিরোধপূর্ব্বক প্রোথিত করিল। পরে কবচ খুলিয়া যাওয়ায় রাবণ ক্ষরিত রুধির দ্বারা সিক্ত হইয়া ক্রোধবশতঃ পুষ্পক রথ পরিত্যাগপূর্ব্বক ভূমিতলে অবস্থিতি করিতে লাগিল। মুহূর্ত্তমধ্যেই সংজ্ঞা পাইয়া ক্রোধে যমের ন্যায় অবস্থিত রহিল; অবশেষে ধনুর্ব্বাণ ধারণপূর্ব্বক সমরে বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। তাহার পর শরাসনে দিব্য পাশুপত অস্ত্র সন্ধান করিয়া তাহাদিগকে 'থাক্ থাক্' এই কথা বলিয়া চাপ আকর্ষণ করিতে লাগিল। ৩৬—৪০। সেই ইন্দ্ররিপু রাবণ ক্রোধবশতঃ কার্ম্মুক আকর্ষণ করিয়া ত্রিপুরাসুরের সহিত শিবের ন্যায় যুদ্ধে সেই বাণ নিক্ষেপ করিল। সেই বাণের রূপ গ্রীষ্মকালে বন-দগ্ধকারী প্রকাশমান দাবানলের ধূম এবং জ্বালা-মণ্ডলের ন্যায়; সেই জ্বালামুখ ক্রব্যাদসমুপেত বাণ সমরে বিমুক্ত হইয়া গুল্ম এবং বৃক্ষসমূহ ভস্মসাৎ করিয়া ধাবিত হইল। বৈবস্বত যমের সৈন্যগণ সেই বাণের তেজে দগ্ধ হইয়া, মহেন্দ্র কেতু-নিচয়ের ন্যায়, তৎক্ষণাৎ নিপাতিত হইল তৎপরে ভীমপরাক্রম রাক্ষস অমাত্যগণ সহ ভূমণ্ডল কম্পিত করিয়া ঘোরতর শব্দে নিনাদ করিল। ৪১—৪৫।

দ্বাবিংশঃ সর্গঃ।

স তস্য তু মহানাদং শ্রুত্বা বৈবস্বতঃ প্রভুঃ।
শত্রুং বিজয়িনং মেনে স্ববলস্য চ সংক্ষয়ম্ ॥ ১
স হি যোধান্ হতং মত্বা ক্রোধসংরক্তলোচনঃ।
অব্রবীত্ত্বরিতঃ সূতং রথো মে উপনীয়তাম্ ॥ ২
তস্য সূতস্তদা দিব্যমুপস্থাপ্য মহারথম্।
স্থিতঃ স চ মহাতেজা অধ্যারোহত তং রথম্ ॥ ৩
প্রাসমুদ্গরহস্তশ্চ মৃত্যুস্তস্যাগ্রতঃ স্থিতঃ।
যেন সংক্ষিপ্যতে সর্ব্বং ত্রৈলোক্যমিদমব্যয়ম্ ॥ ৪
কালদণ্ডস্তু পার্শ্বস্থো মূর্ত্তিমানস্য চাভবৎ।
যমপ্রহরণং দিব্যং তেজসা জ্বলদগ্নিবৎ ॥ ৫
ততো লোকত্রয়ং ক্ষুব্ধমকম্পন্ত দিবৌকসঃ।
কালং দৃষ্ট্বা তথা ক্রুদ্ধং সর্ব্বলোকভয়াবহম্ ॥ ৬
ততস্ত্বচোদয়ৎ সূতস্তানশ্বান্ রুচিরপ্রভান্।
প্রযযৌ ভীমসংনাদো যত্র রক্ষঃপতিঃ স্থিতঃ ॥ ৭
মুহূর্ত্তেন যমং তে তু হয়া হরিহয়োপমাঃ।
প্রাপয়ন্ মনসস্তুল্যা যত্র তৎ প্রস্তুতং রণম্ ॥ ৮
দৃষ্ট্বা তথৈব বিকৃতং রথং মৃত্যুসমন্বিতম্।
সচিবা রাক্ষসেন্দ্রস্য সহসা বিপ্রদুদ্রুবুঃ ॥ ৯
লঘুসত্ত্বতয়া তে হি নষ্টসংজ্ঞা ভয়ার্দ্দিতাঃ।
নেহ যোদ্ধুং সমর্থাঃ স্ম ইত্যুক্ত্বা প্রযযুর্দিশঃ ॥ ১০
স তু তং তাদৃশং দৃষ্ট্বা রথং লোকভয়াবহম্।
নাক্ষুভ্যত দশগ্রীবো ন চাপি ভয়মাবিশৎ ॥ ১১
স তু রাবণমাসাদ্য ব্যসৃজচ্ছক্তিতোমরান্।
যমো মর্ম্মাণি সংক্রুদ্ধো রাবণস্য ন্যকৃন্তত ॥ ১২
রাবণস্তু ততঃ স্বস্থঃ শরবর্ষং মুমোচ হ।
তস্মিন্ বৈবস্বতরথে তোয়বর্ষমিবাম্বুদঃ ॥ ১৩
ততো মহাশক্তিশতৈঃ পাত্যমানৈর্মহোরসি।
নাশক্নোৎ প্রতিকর্ত্তুং স রাক্ষসঃ শল্যপীড়িতঃ ॥ ১৪
এবং নানাপ্রহরণৈর্যমেনামিত্রকর্ষিণা।
সপ্তরাত্রং কৃতঃ সংখ্যে বিসংজ্ঞো বিমুখো রিপুঃ ॥ ১৫
তদাসীৎ তুমুলং যুদ্ধং যমরাক্ষসয়োর্দ্বয়োঃ।
জয়মাকাঙ্ক্ষতোর্বীর সমরেম্বনিবর্ত্তিনোঃ ॥ ১৬
ততো দেবাঃ সগন্ধর্ব্বাঃ সিদ্ধাশ্চ পরমর্ষয়ঃ।
প্রজাপতিং পুরস্কৃত্য সমেতাস্তদ্রণাজিরম্ ॥ ১৭
সম্বর্ত্ত ইব লোকানাং যুধ্যতোরভবৎ তদা।
রাক্ষসানাঞ্চ মুখ্যস্য প্রেতানামীশ্বরস্য চ ॥ ১৮
রাক্ষসেন্দ্রোঽপি বিস্ফার্য্য চাপমিন্দ্রাশনিস্বনম্।

দ্বাবিংশ সর্গ।

সেই সূর্য্যতনয় প্রভু যম মহাশব্দ শুনিয়া নিজ সেনার সংক্ষয়, এবং শত্রুকে যুদ্ধজয়ী বিবেচনা করিলেন। তিনি যোদ্ধাগণকে নিহত জানিয়া ক্রোধে চক্ষু লালবর্ণ করিয়া সারথিকে বলিলেন,—শীঘ্র আমার রথ আন। তখন যমের সারথি ব্যস্তভাবে রথ লইয়া অপেক্ষা করিতে লাগিল; মহাতেজা ধর্ম্মরাজ যমও সেই রথে আরোহণ করিলেন। যিনি যুগান্তকালে নিত্য-প্রবহমাণ এই ত্রিভুবন সংহার করেন, সেই মৃত্যু,—প্রাস এবং মুদ্গর লইয়া যমের সম্মুখে অবস্থিত রহিয়াছেন; কালদণ্ডও ইহার পার্শ্বে মূর্ত্তিমান্ হইলেন এবং যমের দিব্য অস্ত্র সকল অনলের ন্যায় তেজঃপ্রভাবে জ্বলিতে লাগিল। ১—৫। তখন লোকসমূহের ভয়াবহ কালকে ক্রুদ্ধ দেখিয়া ত্রিলোক ক্ষুব্ধ এবং স্বর্গবাসী দেবতারা কম্পিত হইলেন। সারথি রুচিরপ্রভ অশ্ব সকলকে চালিত করিলে সেই রথ ঘোররবে রাক্ষসরাজের নিকটে উপস্থিত হইল। এমন কি, সেই মনের তুল্য বেগবান্ হরিহয়সদৃশ ঘোটক সকল, মুহূর্ত্তকালমধ্যে যমকে রণস্থলে উপনীত করিল। মৃত্যুসমন্বিত সেইরূপ বিকৃত রথ দেখিয়া রাক্ষসরাজের অমাত্যগণ সহসা পলায়ন করিতে লাগিল। সেই সংজ্ঞাশূন্য সচিবেরা বলহীনতাবশতঃ ভীত হইয়া 'আমরা এখানে যুদ্ধ করিতে পারিব না' এই বলিয়া নানাদিকে ধাবিত হইল। ৬—১০। কিন্তু লোকসমূহের ভয়াবহ সেইরূপ রথ দেখিয়া সেই রাবণ ক্ষুভিতও হইল না এবং ভয়ও পাইল না। পরে যম, রাবণের নিকটস্থ হইয়া ক্রোধবশতঃ শক্তি এবং তোমর নিক্ষেপ করিয়া তাহার মর্ম্ম স্থান সকল বিদ্ধ করিলেন। তখন রাবণও সুস্থ হইয়া বারিবর্ষণকারী মেঘের ন্যায়, রবিসুতের সেই রথে বাণ বর্ষণ করিতে লাগিল। শত শত মহাশক্তি বক্ষঃস্থলে পড়ায় সেই রাক্ষস রাবণ অল্পমাত্র পীড়িত হইল বটে, কিন্তু তাহার কোনরূপ প্রতিবিধান করিতে পারিল না। অমিত্র-কর্ষন যম এইরূপ নানা প্রহরণ দ্বারা সাত রাত্রি যুদ্ধ করিয়া শত্রুকে সংজ্ঞাশূন্য এবং রণে বিমুখ করিলেন। ১১—১৫। কিন্তু বীর! সেই সময়ে সমরে অনিবর্ত্তী পরস্পর-জয়াভিলাষী যম এবং রাক্ষস,—উভয়ের তুমুল যুদ্ধ হইতেছিল। তখন দেবতাগণ, গন্ধর্ব্বগণ, সিদ্ধগণ এবং মহর্ষিগণ পিতামহ ব্রহ্মাকে অগ্রে লইয়া সেই রণভূমে আসিলেন। প্রেতদিগের অধিপতি যম এবং রাক্ষসরাজ রাবণের যুদ্ধকালে যেন লোক সকলের প্রলয়কাল উপস্থিত হইয়াছিল।

নিরন্তরমিবাকাশং কুর্ব্বন্ বাণাংস্ততোঽসৃজৎ ॥ ১৯
মৃত্যুং চতুর্ভির্বিশিখৈঃ সূতং সপ্তভিরার্দ্দয়ৎ।
যমং শতসহস্রেণ শীঘ্রং মর্ম্মস্বতাড়য়ৎ ॥ ২০
ততঃ ক্রুদ্ধস্য বদনাৎ যমস্য সমজায়ত।
জ্বালামালী সনিশ্বাসঃ সধূমঃ কোপপাবকঃ ॥ ২১
তদাশ্চর্য্যমথো দৃষ্ট্বা দেবদানবসন্নিধৌ।
প্রহর্ষিতৌ সুসংরব্ধৌ মৃত্যুকালৌ বভূবতুঃ ॥ ২২
ততো মৃত্যুঃ ক্রুদ্ধতরো বৈবস্বতমভাষত।
মুঞ্চ মাং সমরে যাবদ্ধন্মীমং পাপরাক্ষসম্ ॥ ২৩
নৈষা রক্ষো ভবেদদ্য মর্য্যাদা হি নিসর্গতঃ।
হিরণ্যকশিপুঃ শ্রীমান্ নমুচিঃ শম্বরস্তথা ॥ ২৪
সংহ্রাদো ধূমকেতুশ্চ বলির্বৈরোচনোঽপি চ।
শম্ভুর্দৈত্যো মহারাজো বৃত্রো বাণস্তথৈব চ ॥ ২৫
রাজর্ষয়ঃ শাস্ত্রবিদো গন্ধর্ব্বাঃ সমহোরগাঃ।
ঋষয়ঃ পন্নগা দৈত্যা যক্ষাশ্চ হ্যপ্সরোগণাঃ ॥ ২৬
যুগান্তপরিবর্ত্তে চ পৃথিবী সমহার্ণবা।
ক্ষয়ং নীতা মহারাজ সপর্ব্বতসরিদ্দ্রুমা ॥ ২৭
এতে চান্যে চ বহবো বলবন্তো দুরাসদাঃ।
বিনিপন্না ময়া দৃষ্টাঃ কিমুতায়ং নিশাচরঃ ॥ ২৮
মুঞ্চ মাং সাধু ধর্ম্মজ্ঞ যাবদেনং নিহন্ম্যহম্।
ন হি কশ্চিন্ময়া দৃষ্টো বলবানপি জীবতি ॥ ২৯
বলং মম ন খল্বেতন্মর্য্যাদৈষা নিসর্গতঃ।
স দৃষ্টো ন ময়া কাল মুহূর্ত্তমপি জীবতি ॥ ৩০
তস্যৈবং বচনং শ্রুত্বা ধর্ম্মরাজঃ প্রতাপবান্।
অব্রবীৎ তত্র তং মৃত্যুং ত্বং তিষ্ঠৈনং নিহন্ম্যহম্ ॥ ৩১
ততঃ সংরক্তনয়নঃ ক্রুদ্ধো বৈবস্বতঃ প্রভুঃ।
কালদণ্ডমমোঘন্তু তোলয়ামাস পাণিনা ॥ ৩২
যস্য পার্শ্বেষু নিহিতাঃ কালপাশাঃ প্রতিষ্ঠিতাঃ।
পাবকাশনিসঙ্কাশো মুদ্গরো মূর্ত্তিমান্ স্থিতঃ ॥ ৩৩
দর্শনাদেব যঃ প্রাণান্ প্রাণিনামপি কর্ষতি।
কিংপুনঃ স্পৃশ্যমানস্য পাত্যমানস্য বা পুনঃ ॥ ৩৪
স জ্বালাপরিবারস্তু নির্দ্দহন্নিব রাক্ষসম্।
তেন স্পৃষ্টো বলবতা মহাপ্রহরণোঽস্ফুরৎ ॥ ৩৫
ততো বিদুদ্রুবুঃ সর্ব্বে তস্মাত্রস্তা রণাজিরে।
সুরাশ্চ ক্ষুভিতাঃ সর্ব্বে দৃষ্ট্বা দণ্ডোদ্যতং যমম্ ॥ ৩৬
তস্মিন্ প্রহর্ত্তুকামে তু যমে দণ্ডেন রাবণম্।

তৎপরে রাক্ষসেন্দ্রও, ইন্দ্রের বজ্রের ন্যায়, ঘোর রবে চাপ বিস্ফারণপূর্ব্বক আকাশ ঢাকিয়া ফেলিয়াই যেন শরজাল বিসর্জ্জন করিতে লাগিল। চারিটী বিশিখ দ্বারা মৃত্যুকে এবং সাতটী বাণদ্বারা সারথিকে আঘাত করিয়া শত সহস্র বাণে সত্বর যমের মর্ম্মস্থান আঘাত করিল। ১৯—২০। তখন ক্রোধাবিষ্ট যমের মুখমণ্ডল হইতে নিশ্বাসের সহিত সধূম জ্বালামালী ক্রোধরূপ অগ্নি বাহির হইল। পরে দেব এবং দানব-সন্নিধানে সেই আশ্চর্য্য ব্যাপার দেখিয়া মৃত্যু এবং কাল হর্ষান্বিত হইয়া অতিশয় উৎসাহিত হইলেন। পরে মৃত্যু বিষম ক্রুদ্ধ হইয়া বৈবস্বত যমকে বলিলেন, 'আপনি আমাকে আজ্ঞা করুন, আমি যুদ্ধে এই পাপরাক্ষসকে বধ করিতেছি; আমার স্বাভাবিক ধর্ম্মই এইরূপ; রাক্ষস অদ্য আর জীবিত থাকিবে না। মহারাজ! অধিক কি, হিরণ্যকশিপু, শ্রীমান্ নমুচি, শম্বর, সংহ্রাদ, ধূমকেতু, বিরোচননন্দন বলি, মহারাজ শম্ভু দৈত্য, বৃত্র, বাণ, শাস্ত্রজ্ঞ রাজর্ষিগণ, গন্ধর্ব্বগণ, মহোরগগণ, ঋষিগণ, পন্নগগণ, দৈত্যগণ, যক্ষগণ, অপ্সরোগণ এবং পর্ব্বত, পাদপ সরিৎ ও মহাসাগরসমন্বিতা পৃথিবীকেও যুগান্ত-পরিবর্ত্তনকালে ক্ষয়দশায় উপনীত করিয়াছি। ২১—২৭। ইহাদিগকে এবং অন্য বহুতর দুরাসদ বলবান্দিগকে দৃষ্টিমাত্রেই বিনাশ করিয়াছি, এই রাক্ষস ত সামান্য। সাধো ধর্ম্মজ্ঞ! আপনি আমাকে পরিত্যাগ করুন, আমি ইহাকে বধ করিব; যদি কোন ব্যক্তি সমধিক বলবানও হয়, তথাপি আমার দৃষ্টিপথে পড়িলে জীবিত থাকে না। আমার এই কথা কেবল বলপ্রকাশের উত্তেজক নহে; অনাদি সৃষ্টির স্বভাবানুসারে আমার দৃষ্টিই জীবগণের জীবনের শেষ সীমা; সুতরাং এই রাক্ষস আমার দৃষ্টিপথে পড়িলে মুহূর্ত্তকালও বাঁচিবে না।' তখন প্রতাপশালী ধর্ম্মরাজ যম সেই মৃত্যুর এই কথা শুনিয়া তাঁহাকে বলিলেন,—'তুমি অপেক্ষা কর, আমিই ইহাকে বধ করিব।' তৎপরেই প্রভু রবিসুত যম, ক্রোধে চক্ষু লোহিত করিয়া অমোঘ কালদণ্ড উত্তোলন করিলেন। ২৮—৩২। প্রশংসিত কালপাশ সকল যাঁহার পার্শ্বে রহিয়াছে; অগ্নি এবং বজ্রতুল্য মুদ্গর মূর্ত্তিমান্ হইয়া যাঁহার নিকটে অবস্থিতি করিতেছে এবং দৃষ্টিমাত্রেই যিনি প্রাণীদিগের প্রাণ আকর্ষণ করেন; পাশদ্বারা স্পৃষ্ট বা দণ্ড দ্বারা পাতিত ব্যক্তিরই ত কথাই নাই; সেই জ্বালাপরিবৃত মহাপ্রহরণ সেই বলবান্ শমনকর্ত্তৃক সংস্পৃষ্ট হইয়া রাক্ষসকে দগ্ধ করিবার জন্যই যেন স্ফূর্ত্তি পাইতে লাগিল। তখন রণক্ষেত্রে অবস্থিত প্রাণিসমূহ কালদণ্ডের ভয়ে ভীত হইয়া পলায়ন করিল। যমকে দণ্ড নিক্ষেপ করিতে দেখিয়া দেবতাগণ ক্ষুব্ধ হইলেন। কিন্তু সেই শমন, দণ্ডদ্বারা রাবণকে প্রহার করিতে

যমং পিতামহঃ সাক্ষাৎ দর্শয়িত্বেদমব্রবীৎ ॥ ৩৭
বৈবস্বত মহাবাহো ন খল্বমিতবিক্রম।
ন হন্তব্যস্ত্বয়ৈতেন দণ্ডেনৈষ নিশাচরঃ ॥ ৩৮
বরঃ খলু ময়ৈতস্মৈ দত্তস্ত্রিদশপুঙ্গব।
স ত্বয়া নানৃতঃ কার্য্যো যন্ময়া ব্যাহৃতং বচঃ ॥ ৩৯
যো হি মামনৃতং কুর্য্যাদ্দেবো বা মনুষোঽপি বা।
ত্রৈলোক্যমনৃতং তেন কৃতং স্যান্নাত্র সংশয়ঃ ॥ ৪০
ক্রুদ্ধেন বিপ্রমুক্তোঽয়ং নির্বিশেষং প্রিয়াপ্রিয়ে।
প্রজাঃ সংহরতে রৌদ্রো লোকত্রয়ভয়াবহঃ ॥ ৪১
অমোঘো হ্যেষ সর্ব্বেষাং প্রাণিনামমিতপ্রভঃ।
কালদণ্ডো ময়া সৃষ্টঃ সর্ব্বমৃত্যুপুরস্কৃতঃ ॥ ৪২
তন্ন খল্বেষ তে সৌম্য পাত্যো রাবণমূর্দ্ধনি।
ন হ্যস্মিন্ পতিতে কশ্চিন্মুহূর্ত্তমপি জীবতি ॥ ৪২
যদি হ্যস্মিন্নিপতিতে ন ম্রিয়েতৈষ রাক্ষসঃ।
ম্রিয়তে বা দশগ্রীবস্তদাপ্যুভয়তোঽনৃতম্ ॥ ৪৪
তন্নিবর্ত্তয় লঙ্কেশাদ্দণ্ডমেতং সমুদ্যতম্।
সত্যঞ্চ মাং কুরুষাদ্য লোকাংস্ত্বং যদ্যবেক্ষসে ॥ ৪৫
এবমুক্তস্তু ধর্ম্মাত্মা প্রত্যুবাচ যমস্তদা।

ইচ্ছা করিলে পিতামহ ব্রহ্মা সাক্ষাৎ দর্শন দিয়া যমকে বলিলেন। ৩২—৩৭। 'অমিত-বিক্রম মহাবাহো রবিনন্দন! তুমি এই দণ্ড দ্বারা রাক্ষসকে বধ করিও না। দেবশ্রেষ্ঠ! আমি ইহাকে দেবতাদিগের অবধ্য রূপ বর দিয়াছি; সুতরাং আমি যাহা বলিয়াছি, তোমার তাহা মিথ্যা করা উচিত নহে। অপিচ দেবতা বা মনুষ্য যিনি আমার বাক্য উল্লঙ্ঘন করিবেন, তিনি ত্রিভুবনকেই মিথ্যা করিবেন, ইহাতে সন্দেহ নাই। তুমি যদি আমার প্রিয় বা অপ্রিয় প্রাণীর প্রতি ক্রোধান্বিত হইয়া ত্রিলোকের ভয়াবহ রৌদ্রদণ্ড নিক্ষেপ কর, তাহা হইলে এ প্রিয়াপ্রিয় নির্ব্বিশেষে সকল প্রজা সংহার করিয়া ফেলিবে। বিশেষত সকলের মৃত্যুর হেতু অমিতপ্রভ অমোঘ কালদণ্ড, আমার সৃষ্ট প্রাণিমাত্রের বিনাশের জন্য আমি সৃজন করিয়াছি। ৩৮—৪২। সুতরাং সৌম্য! এই দণ্ড রাবণের মস্তকে নিক্ষেপ করা তোমার কর্ত্তব্য নহে; কেননা এই দণ্ড পতিত হইলেও যদি এই রাক্ষস রাবণ না মরে অথবা যদি মরে, তাহা হইলে উভয়তই আমার কথা মিথ্যা হইবে। সুতরাং এই সমুদ্যত দণ্ড, লঙ্কেশ্বর দশানন হইতে নিবৃত্ত কর এবং যদি এই ত্রিভুবনকে রক্ষা করিতে ইচ্ছা থাকে, তবে আমার কথা সত্য কর।' তখন ধর্ম্মরাজ যম এই কথা শুনিয়া উত্তর করিলেন—আপনি

এষ ব্যাবর্ত্তিতো দণ্ডঃ প্রভবিষ্ণুর্হি নো ভবান্ ॥ ৪৬
কিন্ত্বিদানীং ময়া শক্যং কর্ত্তুং রণগতেন হি।
ন ময়া যদ্যয়ং শক্যো হন্তুং বরপুরস্কৃতঃ ॥ ৪৭
এষ তস্মাৎ প্রণশ্যামি দর্শনাদস্য রাক্ষসঃ।
ইত্যুক্ত্বা সরথঃ সাশ্বস্তত্রৈবান্তরধীয়ত ॥ ৪৮
দশগ্রীবস্তু তং জিত্বা নাম বিশ্রাব্য চাত্মনঃ।
আরুহ্য পুষ্পকং ভূয়ো নিষ্ক্রান্তো যমসাদনাৎ ॥ ৪৯
স তু বৈবস্বতো দেবৈঃ সহ ব্রহ্মপুরোগমৈঃ।
জগাম ত্রিদিবং হৃষ্টো নারদশ্চ মহামুনিঃ ॥ ৫০

ইত্যুত্তরকাণ্ডে দ্বাবিংশঃ সর্গঃ ॥ ২২ ॥

ত্রয়োবিংশঃ সর্গঃ।

ততো জিত্বা দশগ্রীবো যমং ত্রিদশপুঙ্গবম্।
রাবণস্তু রণশ্লাঘী স্বসহায়ান্ দদর্শ হ ॥ ১
ততো রুধিরসিক্তাঙ্গং প্রহারৈর্জর্জ্জরীকৃতম্।
রাবণং রাক্ষসা দৃষ্ট্বা বিস্ময়ং সমুপাগমন্ ॥ ২
জয়েন বর্দ্ধয়িত্বা চ মারীচপ্রমুখাস্ততঃ।
পুষ্পকং ভেজিরে সর্ব্বে সান্ত্বিতা রাবণেন তু ॥ ৩

আমাদের প্রভু; সুতরাং আপনার আদেশানুসারে এই দণ্ড নিবর্ত্তিত হইল। ৪৩—৪৬। কিন্তু বরদানে পুরস্কৃত এই রাক্ষসকে যদি বিনাশ করিতে পারিলাম না, তবে সম্প্রতি আর যুদ্ধে থাকিয়া কি করিব? সুতরাং আমি এই রাক্ষসের দৃষ্টিপথ হইতে অন্তর্হিত হইব। এই কথা বলিয়া রথ এবং অশ্বসহ তথা হইতে অন্তর্দ্ধান করিলেন। দশানন ব্রহ্মার কৃপায় যমকে পরাজয় করিয়া, নিজ নাম প্রচারপূর্ব্বক পুষ্পক রথে আরোহণ করিয়া শমন-ভবন হইতে পুনরায় নিষ্ক্রান্ত হইল। তার পর বৈবস্বত যম, ব্রহ্মা প্রভৃতি দেবগণসহ ত্রিদশপুরে গমন করিলেন এবং মহামুনি নারদও আহ্লাদিত হইয়া যাত্রা করিলেন। ৪৭—৫০।

ত্রয়োবিংশ সর্গ।

পরে সমর-শ্লাঘাসম্পন্ন দশানন রাবণ, দেবতা-শ্রেষ্ঠ যমকে পরাজয় করিয়া, নিজ সহায়দিগকে দর্শন করিল। তখন রাক্ষসেরা প্রহারে জর্জ্জরীকৃত, সর্ব্বাঙ্গ রুধিরসিক্ত রাবণকে দেখিয়া নিতান্ত বিস্মিত হইল। তৎপরে মারীচ প্রভৃতি

ততো রসাতলং রক্ষঃ প্রবিষ্টঃ পয়সাং নিধিম্।
দৈত্যোরগগণাধ্যুষ্টং বরুণেন সুরক্ষিতম্॥ ৪
স তু ভোগবতীং গত্বা পুরীং বাসুকিপালিতাম্।
কৃত্বা নাগান্ বশে হৃষ্টো যযৌ মণিময়ীং পুরীম্॥ ৫
নিবাতকবচাস্তত্র দৈত্যা লব্ধবরা বসন্।
রাক্ষসস্তান্ সমাগম্য যুদ্ধায় সমুপাহ্বয়ৎ॥ ৬
তে তু সর্ব্বে সুবিক্রান্তা দৈতেয়া বলশালিনঃ।
নানাপ্রহরণাস্তত্র প্রহৃষ্টা যুদ্ধদুর্ম্মদাঃ॥ ৭
শূলৈস্ত্রিশূলৈঃ কুলিশৈঃ পট্টিশাসিপরশ্বধৈঃ।
অন্যোন্যং বিভিদুঃ ক্রুদ্ধা রাক্ষসা দানবাস্তথা॥ ৮
তেষান্তু যুধ্যমানানাং সাগ্রঃ সংবৎসরো গতঃ।
ন চান্যতরতস্তত্র বিজয়ো বা ক্ষয়োঽপি বা॥ ৯
ততঃ পিতামহস্তত্র ত্রৈলোক্যগতিরব্যয়ঃ।
আজগাম দ্রুতং দেবো বিমানবরমাস্থিতঃ॥ ১০
নিবাতকবচানান্তু নিবার্য্য রণকর্ম্ম তৎ।
বৃদ্ধঃ পিতামহো বাক্যমুবাচ বিদিতার্থবৎ॥ ১১
ন হ্যয়ং রাবণো যুদ্ধে শক্যো জেতুং সুরাসুরৈঃ।
ন ভবন্তঃ ক্ষয়ং নেতুমপি সামরদানবৈঃ॥ ১২
রাক্ষসস্য সখিত্বং বৈ ভবদ্ভিঃ সহ রোচতে।
অবিভক্তাশ্চ সর্ব্বার্থাঃ সুহৃদাং নাত্র সংশয়ঃ॥ ১৩
ততোঽগ্নিসাক্ষিকং সখ্যং কৃতবাংস্তত্র রাবণঃ।
নিবাতকবচৈঃ সার্দ্ধং প্রীতিমানভবত্তদা॥ ১৪
অর্চ্চিতস্তৈর্যথান্যায়ং সংবৎসরমথোষিতঃ।
স্বপুরান্নির্বিশেষঞ্চ প্রিয়ং প্রাপ্তো দশাননঃ॥ ১৫
তত্রোপধার্য্য মায়ানাং শতমেকং সমাপ্তবান্।
সলিলেন্দ্রপুরান্বেষী ভ্রমতি স্ম রসাতলম্॥ ১৬
ততোঽশ্মনগরং নাম কালকেয়ৈরধিষ্ঠিতম্।
গত্বা তু কালকেয়াংশ্চ হত্বা তত্র বলোৎকটান্॥ ১৭
শূর্পণখ্যাশ্চ ভর্ত্তারমসিনা প্রাচ্ছিনত্তদা।
শ্যালঞ্চ বলবন্তঞ্চ বিদ্যুজ্জিহ্বং বলোৎকটম্॥ ১৮
জিহ্বয়া সংলিহন্তঞ্চ রাক্ষসং সমরে তদা।
তং বিজিত্য মুহূর্ত্তেন জঘ্নে দৈত্যাংশ্চতুঃশতম্॥ ১৯
ততঃ পাণ্ডুরমেঘাভং কৈলাসমিব ভাস্বরম্।
বরুণস্যালয়ং দিব্যমপশ্যদ্রাক্ষসাধিপঃ॥ ২০
ক্ষরন্তীঞ্চ পয়স্তত্র সুরভিং গামবস্থিতাম্।

রাক্ষসগণ জয়বাক্যদ্বারা বর্দ্ধিত করিয়া, দশাননের সহিত পুষ্পক রথে আরোহণ করিল। অবশেষে রাক্ষস, রসাতলে প্রবেশ করিতে অভিলাষী হইয়া, দৈত্য এবং নাগগণকর্তৃক অধিষ্ঠিত বরুণ-রক্ষিত সমুদ্রমধ্যে প্রবেশ করিল। সে বাসুকিরক্ষিতা ভোগবতী পুরীতে উপস্থিত হইয়া, নাগদিগকে নিজবশে আনয়নপূর্ব্বক হৃষ্টচিত্তে মণিময়ী পুরীতে গমন করিল। ১—৫। লব্ধবর নিবাতকবচ প্রভৃতি দৈত্যগণ তথায় বাস করিতেছিল, রাক্ষস তাহাদের নিকটে গিয়া, তাহাদিগকে যুদ্ধার্থ আহ্বান করিল। সেই বলবান্ দৈত্যেরা বিষম পরাক্রান্ত; তাহারা সকলেই আহ্লাদিত রণদুর্ম্মদ এবং নানা অস্ত্রধারী। সেই দৈত্যগণ এবং রাক্ষসগণ ক্রুদ্ধ হইয়া শূল, ত্রিশূল কুলিশ, পট্টিশ, তরবারি এবং পরশ্বধদ্বারা পরস্পরকে বিদ্ধ করিতে লাগিল। সেই যুধ্যমান দৈত্য এবং রাক্ষসদিগের সম্পূর্ণ এক বৎসর অতীত হইয়া গেল, তথাপি সেই যুদ্ধে কোন পক্ষেরই পরাজয় বা বিজয় হইল না। তখন ত্রিলোকের গতি অব্যয় দেব পিতামহ ব্রহ্মা বিমানবরে আরোহণ করিয়া অবিলম্বে তথায় আসিলেন। ৬—১০। বৃদ্ধ পিতামহ নিবাতকবচদিগের সেই যুদ্ধ নিবারণ করিয়া স্পষ্টার্থ বাক্য বলিতে লাগিলেন;—"দেবতা বা অসুর কেহই এই রাবণকে যুদ্ধে পরাজয় করিতে পারিবে না আর তোমাদিগকেও দেবতা দানবগণ ক্ষয় করিতে পারেন না; সুতরাং তোমাদিগের সহিত রাক্ষসের বন্ধুত্ব করা উচিত বলিয়া আমার অভিলাষ হইতেছে। বিশেষতঃ ধন ধান্য প্রভৃতি সমস্ত উপভোগ্য বিষয় সকল বন্ধুগণের অবিভক্ত হইয়া থাকে, তাহাতে সন্দেহ নাই।' পরে রাবণ, অগ্নিসমক্ষে নিবাতকবচদিগের সহিত তথায় মিত্রতা করিয়া তৎকালে যারপর নাই আনন্দিত হইল। রাবণ সেই দৈত্যগণকর্তৃক ন্যায়ানুসারে পূজিত হইয়া একবৎসর কাল তথায় বাস করিয়া নিজ গৃহনির্ব্বিশেষে আনন্দ লাভ করিল। ১১—১৫। অপিচ সেই দৈত্যভবনে মিত্রতা-বশতঃ তাহাদের অনুসরণ করিয়া একশত মায়া লাভ করিল। পরে রাবণ, সলিলপতি বরুণের পুর অন্বেষণে অভিলাষী হইয়া পাতালে ভ্রমণ করিতে লাগিল। তৎপরে কালকেয় দৈত্যগণকর্তৃক অধিষ্ঠিত অশ্মনামক নগরে উপস্থিত হইয়া সেই শক্তিপ্রভাবে দুঃসহ কালকেয়দিগকে তথায় বধ করিল। এমন কি, তৎকালে নিজ ভগিনীপতি শূর্পণখার স্বামী শক্তিবশতঃ দুঃসহ বলবান্ বিদ্যুজ্জিহ্বকেও অসি-প্রহারে কাটিয়া ফেলিল। তখন জিহ্বাদ্বারা রাবণ-পক্ষীয়-রাক্ষস-ভক্ষণ-পরায়ণ রাক্ষস বিদ্যুজ্জিহ্বকে, যুদ্ধে পরাজিত করত মুহূর্ত্তকালমধ্যে চারিশত দৈত্যকে বিনাশ করিল। পরে রাক্ষসপতি কৈলাস-শিখরের ন্যায় দীপ্তিমান্ পাণ্ডুর মেঘাভ দিব্য বরুণা-

যস্যাঃ পয়োঽভিনিষ্যন্দাৎ ক্ষীরোদো নাম সাগরঃ ॥ ২১
দদর্শ রাবণস্তত্র গোবৃষেন্দ্রবরারণিম্ ।
যস্মাচ্চন্দ্রঃ প্রভবতি শীতরশ্মির্নিশাকরঃ ॥ ২২
যং সমাশ্রিত্য জীবন্তি ফেনপাঃ পরমর্ষয়ঃ ।
অমৃতং যত্র চোৎপন্নং স্বধা চ স্বধাভোজিনাম্ ॥ ২৩
যাং ব্রুবন্তি নরা লোকে সুরভিং নাম নামতঃ ।
প্রদক্ষিণন্তু তাং কৃত্বা রাবণঃ পরমাদ্ভুতাম্ ।
প্রবিবেশ মহাঘোরং গুপ্তং বহুবিধৈর্বলৈঃ ॥ ২৪
ততো ধারাশতাকীর্ণং শারদাভ্রনিভং তদা ।
নিত্যপ্রহৃষ্টং দদৃশে বরুণস্য গৃহোত্তমম্ ॥ ২৫
ততো হত্বা বলাধ্যক্ষান্ সমরে তৈশ্চ তাড়িতঃ ।
অব্রবীচ্চ ততো যোধান্ রাজা শীঘ্রং নিবেদ্যতাম্ ॥ ২৬
যুদ্ধার্থী রাবণঃ প্রাপ্তস্তস্য যুদ্ধং প্রদীয়তাম্ ।
বদ বা ন ভয়ং তেঽস্তি নির্জ্জিতোঽস্মীতি সাঞ্জলিঃ ॥ ২৭
এতস্মিন্নন্তরে ক্রুদ্ধা বরুণস্য মহাত্মনঃ ।
পুত্রাঃ পৌত্রাশ্চ নিষ্ক্রামন্ গৌশ্চ পুষ্কর এব চ ॥ ২৮
তে তু তত্র গুণোপেতা বলৈঃ পরিবৃতাঃ স্বকৈঃ ।
যুক্ত্বা রথান্ কামগমান্ উদ্যদ্ভাস্করবর্চ্চসঃ ॥ ২৯
ততো যুদ্ধং সমভবদ্দারুণং রোমহর্ষণম্ ।
সলিলেন্দ্রস্য পুত্রাণাং রাবণস্য চ ধীমতঃ ॥ ৩০
অমাত্যৈশ্চ মহাবীর্য্যৈর্দশগ্রীবস্য রক্ষসঃ ।
বারুণং তদ্বলং সর্ব্বং ক্ষণেন বিনিপাতিতম্ ॥ ৩১
সমীক্ষ্য স্ববলং সংখ্যে বরুণস্য সুতাস্তদা ।
অর্দ্দিতাঃ শরজালেন নিবৃত্তা রণকর্ম্মণঃ ॥ ৩২
মহীতলগতাস্তে তু রাবণং দৃশ্য পুষ্পকে ।
আকাশমাশু বিবশুঃ স্যন্দনৈঃ শীঘ্রগামিভিঃ ॥ ৩৩
মহদাসীত্ততস্তেষাং তুল্যং স্থানমবাপ্য তৎ ।
আকাশযুদ্ধং তুমুলং দেবদানবয়োরিব ॥ ৩৪
ততস্তে রাবণং যুদ্ধে শরৈঃ পাবকসন্নিভৈঃ ।
বিমুখীকৃত্য সংহৃষ্টা বিনেদুর্বিবিধান্ রবান্ ॥ ৩৫
ততো মহোদরঃ ক্রুদ্ধো রাজানং বীক্ষ্য ধর্ষিতম্ ।
ত্যক্ত্বা মৃত্যুভয়ং শূরো যুদ্ধাকাঙ্ক্ষী ব্যলোড়য়ৎ ॥ ৩৬
তেন তেষাং হয়াঃ সর্ব্বে কামগাঃ পবনোপমাঃ ।
মহোদরেণ গদয়া হতাস্তে প্রযযুঃ ক্ষিতিম্ ॥ ৩৭
তেষাং বরুণসূনূনাং হত্বা যোধান্ হয়াংশ্চ তান্ ।

ভবন দেখিতে পাইল। ১৬—২০। যাঁহার দুগ্ধ ক্ষরিত হইয়া ক্ষীরোদনামক সাগর উৎপন্ন হইয়াছে, সেই সুরভি গো দুগ্ধ ক্ষরণ করত তথায় রহিয়াছেন। যাঁহার ক্ষীরোৎপন্ন সমুদ্র হইতে শীতরশ্মি নিশাকর চন্দ্র উৎপন্ন হইয়াছেন,—রাবণ, মহাবৃষের সাক্ষাৎ জননী সেই সুরভিকে তথায় দেখিল; তাঁহাকে আশ্রয় করিয়া ফেনপায়ী মহর্ষিগণ বাঁচিয়া আছেন এবং দেবগণের অমৃত ও স্বধাভোজী পিতৃগণের ভক্ষ্য কব্য উৎপন্ন হইয়াছে। মনুষ্যগণ যাঁহাকে সুরভি নামে অভিহিত করিয়া থাকে, রাবণ সেই পরমাদ্ভুতা গাভীকে প্রদক্ষিণ করিয়া নানাবিধ বলদ্বারা সুরক্ষিত মহাঘোর পুরমধ্যে প্রবেশ করিল। তৎকালে শত শত বারিধারা-সমাকীর্ণ, শরৎকালীন মেঘমালার ন্যায় প্রভাবিশিষ্ট সতত সন্তুষ্ট জনে পরিপূর্ণ বরুণের দিব্য ভবন দেখিল। ২১—২৫। পরে রাবণ সেই বলাধ্যক্ষকর্ত্তৃক তাড়িত হইয়া যুদ্ধে তাহাদিগকে নিহত করিয়া যোদ্ধাদিগকে বলিল,—'তোমরা শীঘ্র রাজাকে বল যে, রাবণ যুদ্ধার্থী হইয়া আসিয়াছেন, সুতরাং তাঁহার সহিত যুদ্ধ করুন অথবা করযোড়ে 'আমি পরাস্ত হইলাম' এই কথা বলুন, তাহা হইলে আপনার আর কোন ভয় নাই।' ইত্যবসরে মহাত্মা বরুণের পুত্রগণ, পৌত্রগণ, গৌর এবং পুষ্করনামক তাঁহার সেনাপতিদ্বয় কুপিত হইয়া বহির্গত হইলেন। সেই গুণবান্ পুত্রগণ নিজ নিজ সেনায় পরিবেষ্টিত হইয়া উদিত রবিপ্রভ ইচ্ছাগামী রথ সংযোজিত করিয়া রণে উপস্থিত হইলেন। পরে ধীমান্ রাবণ এবং বারিধিরাজপুত্রগণের রোমহর্ষণ নিদারুণ সংগ্রাম হইতে লাগিল। ২৬—৩০। রাক্ষস দশাননের মহাবীর্য্যবান্ মন্ত্রিগণ বরুণের সেই সমস্ত সেনা ক্ষণকালমধ্যেই বিনষ্ট করিয়া ফেলিল। তখন বাণজালে নিপীড়িত বরুণতনয়েরা যুদ্ধে আপনাদের সেনার বিনাশ দেখিয়া 'আমরা ভূতলে, আর রাবণ পুষ্পক রথে আরূঢ় হইয়া আকাশ হইতে যুদ্ধ করিতেছে; অতএব একরূপ স্থলে যুদ্ধ করা অনুচিত, এই বিবেচনায় সমরে নিবৃত্ত হইলেন। তাঁহারা পুষ্পকরথে রাবণকে দেখিয়া মহীতল পরিত্যাগপূর্ব্বক দ্রুতগামী রথ-আরোহণে, অবিলম্বে আকাশমণ্ডলে প্রবিষ্ট হইলেন। সেই সময়ে স্থান পাইয়া দেবতা এবং দানবের ন্যায়, তাঁহাদের সেই মহারণ আকাশে তুমুল হইয়া উঠিল। তখন তাঁহারা অনলসম বাণসমূহে রাবণকে বিমুখ করিয়া, হৃষ্টচিত্তে নানারূপ রবে চীৎকার করিতে লাগিলেন। ৩১—৩৫। তখন শূর মহোদর, রাবণের পরাজয়-দর্শনে ক্রুদ্ধ হইয়া প্রাণের ভয় পরিত্যাগপূর্ব্বক যুদ্ধ-বাসনায় সেই সেনা বিধ্বস্ত করিতে লাগিল। বরুণতনয়গণের বায়ুতুল্য কামগামী অশ্ব সকল মহোদরের গদাপ্রহারে নিহত হইয়া ক্ষিতিতলে

মুমোচাশু মহানাদং বিরথান্ প্রেক্ষ্য তান্ স্থিতান্। ৩৮
তে তু তেষাং রথাঃ সাশ্বাঃ সহ সারথিভির্বরৈঃ।
মহোদরেণ নিহতাঃ পতিতাঃ পৃথিবীতলে। ৩৯
তে তু ত্যক্ত্বা রথান্ পুত্রা বরুণস্য মহাত্মনঃ।
আকাশে বিষ্ঠিতাঃ শূরাঃ স্বপ্রভাবান্ন বিব্যথুঃ। ৪০
ধনূংষি কৃত্বা সজ্যানি বিনির্ভিদ্য মহোদরম্।
রাবণং সমরে ক্রুদ্ধাঃ সহিতাঃ সমবারয়ন্॥ ৪১
সায়কৈশ্চাপবিভ্রষ্টৈর্বজ্রতুল্যৈঃ সুদারুণৈঃ।
দারয়ন্তি স্ম সংক্রুদ্ধা মেঘা ইব মহাগিরিম্। ৪২
ততঃ ক্রুদ্ধো দশগ্রীবঃ কালাগ্নিরিব মূর্চ্ছিতঃ।
শরবর্ষং মহাঘোরং তেষাং মর্ম্মস্বপাতয়ৎ। ৪৩
মুষলানি বিচিত্রাণি ততো ভল্লশতানি চ।
পট্টিশাংশ্চৈব শক্তীশ্চ শতঘ্নীর্মহতীরপি।
পাতয়ামাস দুর্দ্ধর্ষস্তেষামুপরি বিষ্ঠিতঃ। ৪৪
ততস্তেনৈব সহসা সীদন্তি স্ম পদাতিনঃ।
মহাপঙ্কমিবাসাদ্য কুঞ্জরাঃ ষষ্টিহায়নাঃ। ৪৫
সীদমানান্ সুতান্ দৃষ্ট্বা বিহ্বলান্ স মহাবলঃ।
ননাদ রাবণো হর্ষান্মহানম্বুধরো যথা॥ ৪৬
ততো রক্ষো মহানাদান্ মুক্ত্বা হন্তি স্ম বারুণান্।
নানাপ্রহরণোপেতৈর্ধারাপাতৈরিবাম্বুদঃ। ৪৭
ততস্তে বিমুখাঃ সর্ব্বে পতিতা ধরণীতলে।
রণাৎ স্বপুরুষৈঃ শীঘ্রং গৃহাণ্যেব প্রবেশিতাঃ॥ ৪৮
তানব্রবীত্ততো রক্ষো বরুণায় নিবেদ্যতাম্।
রাবণং ত্বব্রবীন্মন্ত্রী প্রহাসো নাম বারুণঃ। ৪৯
গতঃ খলু মহারাজো ব্রহ্মলোকং জলেশ্বরঃ।
গান্ধর্ব্বং বরুণঃ শ্রোতুং যং ত্বমাহ্বয়সে যুধি। ৫০
তৎ কিং তব বৃথা বীর পরিশ্রম্য গতে নৃপে।
যে তু সন্নিহিতা বীরাঃ কুমারাস্তে পরাজিতাঃ॥ ৫১
রাক্ষসেন্দ্রস্তু তচ্ছ্রুত্বা নাম বিশ্রাব্য চাত্মনঃ।
হর্ষান্নাদং বিমুঞ্চন্ বৈ নিষ্ক্রান্তো বরুণালয়াৎ। ৫২
আগতস্তু পথা যেন তেনৈব বিনিবৃত্য সঃ।
লঙ্কামভিমুখো রক্ষো নভস্তলগতো যযৌ। ৫৩
ইত্যুত্তরকাণ্ডে ত্রয়োবিংশঃ সর্গঃ। ২৩।

পতিত হইল। বরুণপুত্রগণের যোদ্ধা এবং সেই সকল অশ্ব বধ করিয়া, তাঁহাদিগকে রথহীন হইয়া থাকিতে দেখিয়া সেই মহোদর অবিলম্বে মহানাদ বিমোচন করিল। বস্তুত তাঁহাদের সেই রথসকল মহোদর কর্তৃক বিনষ্ট হইয়া, অশ্ব এবং উত্তম সারথিগণের সহিত ভূতলে পতিত হইল। কিন্তু মহাত্মা বরুণের বীর পুত্র-কল রথ ছাড়িয়া আকাশেই রহিলেন,—কেবল নিজ তেজোবশতঃ পতিত হইলেন না। ৩৮—৪০। তাঁহারা ক্রোধবশতঃ শরাসন সুসজ্জিত করিয়া, মহোদরকে বিদারণপূর্ব্বক সকলে মিলিয়া যুদ্ধে রাবণকে নিবারণ করিলেন। অপিচ তাঁহারা কোপবশতঃ পর্ব্বতোপরি মেঘের ন্যায় ধনুর্বিসৃষ্ট বজ্রতুল্য নিদারুণ বাণজাল দ্বারা রাবণকে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন। তখন দশানন ক্রোধে কালানলের ন্যায় বর্দ্ধিত হইয়া, তাঁহাদের মর্ম্মস্থানে ঘোরতর বাণ বর্ষণ করিতে লাগিল। সেই দুর্দ্ধর্ষ স্থিরভাবে বিচিত্র মুষল, পাট্টিশ, শক্তি, মহতী শতঘ্নী এবং শত শত ভল্ল প্রভৃতি বাণসমূহ তাঁহাদের উপরি নিক্ষেপ করিল। পরে ষষ্টিবর্ষবয়স্ক গজসমূহ যেমন কর্দ্দমে পড়িয়া অবসন্ন হয়, সেইরূপ পদাতি বরুণতনয়গণ রাবণের বাণবর্ষণে সহসা অবসন্ন হইয়া পড়িলেন। ৪১—৪৫। তখন সেই মহাবলবান্ রাবণ বরুণপুত্রদিগকে বিহ্বল এবং অবসন্ন দেখিয়া হর্ষবশতঃ মহামেঘের ন্যায় গম্ভীররবে গর্জ্জন করিল। পরে রাক্ষস গর্জ্জন করিয়া, জলদের ন্যায় ধারাপ্রবাহে নানাবিধ প্রহরণ নিক্ষেপ করিয়া বরুণপুত্রদিগকে বধ করিতে লাগিল। সেই বরুণপুত্রেরা সমরে বিমুখ হইয়া ভূতলে পতিত হইলে, অনুচরেরা শীঘ্র তাহাদিগকে রণক্ষেত্র হইতে গৃহমধ্যে লইয়া গেল। পরে রাক্ষস দশানন তাঁহাদিগকে বলিল,—'এখন তোমরা বরুণকে সংবাদ দেও।' তখন প্রহসন নামক বরুণের মন্ত্রী রাবণকে বলিলেন।—৪৬—৪৯। যাঁহাকে তুমি যুদ্ধে আহ্বান করিতেছ, সেই সলিলেশ্বর মহারাজ বরুণ সঙ্গীত শ্রবণ করিবার নিমিত্ত ব্রহ্মলোকে গিয়াছেন। অধিকন্তু বীর! যে সকল বীরকুমারেরা গৃহে ছিলেন, তাঁহারা পরাজিত হইয়াছেন; সুতরাং রাজা না থাকিলে তোমার বৃথা পরিশ্রমে প্রয়োজন কি? রাক্ষসরাজ ইহা শুনিয়া আপনার নাম প্রচারপূর্ব্বক হর্ষহেতু গর্জ্জন করিতে করিতে বরুণের গৃহ হইতে বহির্গত হইল। সেই রাক্ষস যে পথ ধরিয়া আসিয়াছিল, সেই পথেই নিবৃত্ত হইয়া আকাশমণ্ডলে গমনপূর্ব্বক লঙ্কাভিমুখে দৌড়িল। ৫০—২৩।

চতুর্ব্বিংশঃ সর্গঃ।

ততোঽশ্মনগরং ভূয়ো বিচেরুর্যুদ্ধদুর্ম্মদাঃ।
তত্রাপশ্যদ্দশগ্রীবো গৃহং পরমভাস্বরম্ ॥ ১
বৈদূর্য্যতোরণাকীর্ণং মুক্তাজালবিভূষিতম্।
সুবর্ণস্তম্ভগহনং বেদিকাভিঃ সমন্ততঃ ॥ ২
বজ্রস্ফটিকসোপানং কিঙ্কিণীজালসংবৃতম্।
বহ্বাসনযুতং রম্যং মহেন্দ্রভবনোপমম্ ॥ ৩
দৃষ্ট্বা গৃহবরং রম্যং দশগ্রীবঃ প্রতাপবান্।
কস্যেদং ভবনং রম্যং মেরুমন্দরসন্নিভম্ ॥ ৪
গচ্ছ প্রহস্ত শীঘ্রং ত্বং জানীষ ভবনোত্তমম্।
এবমুক্তঃ প্রহস্তস্তু প্রবিবেশ গৃহোত্তমম্ ॥ ৫
স শূন্যং প্রেক্ষ্য তদ্দ্বারং পুনঃ কক্ষ্যান্তরে যযৌ।
সপ্তকক্ষ্যান্তরং গত্বা ততো জ্বালামপশ্যত ॥ ৬
ততো দৃষ্টঃ পুমাংস্তত্র হৃষ্টো হাসং মুমোচ সঃ।
শ্রুত্বা স তু মহাহাসমূর্দ্ধরোমাভবত্তদা ॥ ৭
জ্বালামধ্যে স্থিতস্তত্র হেমমালী বিমোহিতঃ।
আদিত্য ইব দুষ্প্রেক্ষ্যঃ সাক্ষাদিব যমঃ স্থিতঃ ॥ ৮
তথা দৃষ্ট্বা তু বৃত্তান্তং ত্বরমাণো বিনির্গতঃ।
বিনির্গম্যাব্রবীৎ সর্ব্বং রাবণায় নিশাচরঃ ॥ ৯

চতুর্ব্বিংশ সর্গ।

পরে যুদ্ধদুর্দ্দম রাক্ষসেরা পুনরায় অশ্ম নগরে বিচরণ করিতে লাগিল। তথায় ইন্দ্রভবনের ন্যায় রমণীয় পরম ভাস্বর গৃহ দেখিল। ঐ গৃহের তোরণসমূহ বৈদূর্য্যমণি দ্বারা বিরচিত সোপানপঙ্ক্তি হীরক ও স্ফটিকপ্রস্তরে গঠিত এবং স্তম্ভসমূহ স্বর্ণময়ী কিঙ্কিণী-জালে সমাবৃত। সেই গৃহ বহুতর আসনযুক্ত বেদিকাদ্বারা সুস্তৃত এবং মুক্তামালায় বিভূষিত রহিয়াছে। প্রতাপশালী দশানন সেই চারু গৃহবর দেখিয়া কহিল,—"মেরু ও মন্দরতুল্য এই রমণীয় গৃহ কাহার? হে প্রহস্ত! তুমি শীঘ্র গিয়া ভবনের বিষয় জান।" প্রহস্ত ইহা শুনিয়া উৎকৃষ্ট গৃহমধ্যে প্রবেশ করিল। ১—৫। সে সেই গৃহ দ্বারশূন্য দেখিয়া পুনরায় কক্ষান্তরে গেল; ক্রমে সাতটী কক্ষার মধ্যে গমন করিয়া জ্বালা দেখিয়া তাহার মধ্যে এক পুরুষকে দেখিল। সেই পুরুষ আহ্লাদিত হইয়া হাস্য করিয়া উঠিলেন; তখন প্রহস্ত সেই উচ্চ হাস্য শুনিয়া রোমাঞ্চিতকলেবর হইল। সেই জ্বালামধ্যে অবস্থিত বিমোহিত হেমমালী পুরুষ, সূর্য্যের সদৃশ দুর্নিরীক্ষ্য হইয়া, সাক্ষাৎ যমের ন্যায় বিরাজ করিতেছেন। রাক্ষসপ্রবর সেইরূপ দেখিয়া শীঘ্র বাহির হইয়া

অথ রাম দশগ্রীবঃ পুষ্পকাদবরুহ্য সঃ।
প্রবেষ্টুমিচ্ছন্ বেশ্মাথ ভিন্নাঞ্জনচয়োপমঃ ॥ ১০
বদ্ধমৌলির্বপুষ্মাংশ্চ পুরুষো হস্তাগ্রতঃ স্থিতঃ।
দ্বারমাবৃত্য সহসা জ্বালাজিহ্বো ভয়ানকঃ ॥ ১১
রক্তাক্ষশ্চারুদশনো বিম্বোষ্ঠশ্চারুদর্শনঃ।
মহাভীষণনাসশ্চ কম্বুগ্রীবো মহাহনুঃ ॥ ১২
রূঢ়শ্মশ্রুর্নিগূঢ়াস্থির্দংষ্ট্রালো লোমহর্ষণঃ।
গৃহীত্বা লোহমুষলং দ্বারং বিষ্টভ্য তিষ্ঠতি ॥ ১৩
অথ সন্দর্শনাত্তস্য ঊর্দ্ধরোমা বভূব সঃ।
হৃদয়ং কম্পতে চাস্য বেপথুশ্চাপ্যজায়ত ॥ ১৪
নিমিত্তান্যমনোজ্ঞানি দৃষ্ট্বা রাম ব্যচিন্তয়ৎ।
অথ চিন্তয়তস্তস্য স এব পুরুষোঽব্রবীৎ ॥ ১৫
কিং ত্বং চিন্তয়সে রক্ষো ব্রূহি বিস্রব্ধমানসঃ।
যুদ্ধাতিথ্যমহং বীর করিষ্যে রজনীচর ॥ ১৬
এবমুক্ত্বা স তদ্রক্ষঃ পুনর্বচনমব্রবীৎ।
যোৎস্যসে বলিনা সার্দ্ধমথবা মন্যসে কথম্ ॥ ১৭
রাবণোঽভিহিতো ভূয় ঊর্দ্ধরোমা ব্যজায়ত।
অথ ধৈর্য্যং সমালম্ব্য রাবণো বাক্যমব্রবীৎ ॥ ১৮
গৃহেষু তিষ্ঠতে কো হি তদ্‌ব্রূহি বদতাং বর।

রাবণের নিকটে সমস্ত বৃত্তান্ত বলিল। হে রাম! তৎপরে ভিন্নাঞ্জনবৎ কৃষ্ণবর্ণ রাবণ রথ হইতে নামিয়া সেই গৃহে প্রবেশ করিতে অভিলাষ করিল। ৬—১০। ইতিমধ্যে জ্বালার ন্যায় জিহ্বাযুক্ত বদ্ধমৌলি বপুষ্মান্ ভয়ঙ্কর পুরুষ হঠাৎ দ্বার রোধকরত তাহার সম্মুখে দাঁড়াইলেন। তাঁহার চক্ষু লোহিত, নাসিকা অতীব ভীষণ, ওষ্ঠ বিম্বফলের ন্যায় সুদৃশ্য, দন্ত সুচারু, গ্রীবা কম্বুর ন্যায়, হনু বিশাল, অস্থি সকল নিভৃত; সেই শ্মশ্রুবিশিষ্ট চারুদর্শন রোমহর্ষণ দংষ্ট্রাল পুরুষ লৌহ-মুষল ধারণ করিয়া দ্বার রোধকরত অবস্থিতি করিতে-ছেন। পরে তাঁহাকে দেখিয়া রাবণের শরীর রোমা-ঞ্চিত, বক্ষঃস্থল এবং দেহ কম্পিত হইতে লাগিল। রাম! রাবণ অমনোজ্ঞ নিমিত্তসকল দেখিয়া চিন্তা করিতে লাগিল। ইতিমধ্যে সেই পুরুষই চিন্তাকুল রাবণকে বলিলেন। ১১—১৫। হে রাক্ষস! তুমি কি ভাবিতেছ? বিশ্বস্ত মনে আমার নিকটে তাহা ব্যক্ত কর। হে নিশাচর বীর! আমি তোমার যুদ্ধাতিথ্য প্রদান করিব।' তিনি এইরূপ কহিয়া পুনরায় সেই রাক্ষসকে বলিলেন,—তুমি বলির সহ যুদ্ধ করিবে? অথবা অন্য কোনরূপ মনন করিয়াছ?' রাবণ এই কথা শুনিয়া রোমাঞ্চিত হইল; পরিশেষে ধৈর্য্য ধারণ-পূর্ব্বক কহিতে লাগিল, 'বক্তৃপ্রবর! গৃহমধ্যে কোন্

তেনৈব সার্দ্ধং যোৎস্যামি যথা বা মন্যসে ভবান্ ॥ ১৯
স এবং পুনরপ্যাহ দানবেন্দ্রোহত্র তিষ্ঠতি।
এষ বৈ পরমোদারঃ শূরঃ সত্যপরাক্রমঃ ॥ ২০
বীরো বহুগুণোপেতঃ পাশহস্ত ইবান্তকঃ।
বালার্ক ইব তেজস্বী সমরেষ্বনিবর্ত্তকঃ ॥ ২১
অমর্ষী দুর্জ্জয়ো জেতা বলবান্ গুণসাগরঃ।
প্রিয়ংবদঃ সংবিভাগী গুরুবিপ্রপ্রিয়ঃ সদা ॥ ২২
কালাকাঙ্ক্ষী মহাসত্ত্বঃ সত্যবাক্ সৌম্যদর্শনঃ।
দক্ষঃ সর্ব্বগুণোপেতঃ শূরঃ স্বাধ্যায়তৎপরঃ ॥ ২৩
এষ গচ্ছতি বাত্যেষ জ্বলতে তপতে তথা।
দেবৈশ্চ ভূতসঙ্ঘৈশ্চ পন্নগৈশ্চ পতত্রিভিঃ ॥ ২৪
ভয়ং যো নাভিজানাতি তেন ত্বং যোদ্ধুমিচ্ছসি।
বলিনা যদি তে যোদ্ধুং রোচতে রাক্ষসেশ্বর ॥ ২৫
প্রবিশ ত্বং মহাসত্ত্ব সংগ্রামং কুরু মাচিরম্।
এবমুক্তো দশগ্রীবঃ প্রবিবেশ যতো বলিঃ ॥ ২৬
স বিলোক্যাথ লঙ্কেশং জহাস দহনোপমঃ।
আদিত্য ইব দুষ্প্রেক্ষ্যঃ স্থিতো দানবসত্তমঃ ॥ ২৭
অথ সন্দর্শনাদেব বলিবৈ বিশ্বরূপবান্।
স গৃহীত্বা চ তদ্রক্ষ উৎসঙ্গে স্থাপ্য চাব্রবীৎ ॥ ২৮
দশগ্রীব মহাবাহো কং তে কামং করোম্যহম্।
কিমাগমনকৃত্যং তে ব্রূহি ত্বং রাক্ষসেশ্বর ॥ ২৯
এবমুক্তস্তু বলিনা রাবণো বাক্যমব্রবীৎ।
শ্রুতং ময়া মহাভাগ বদ্ধস্ত্বং বিষ্ণুনা পুরা ॥ ৩০
সোহহং মোক্ষয়িতুং শক্তো বন্ধনাত্ত্বাং ন সংশয়ঃ।
এবমুক্তে ততো হাসং বলির্মুক্তেনমব্রবীৎ ॥ ৩১
শ্রূয়তামভিধাস্যামি যত্ত্বং পৃচ্ছসি রাবণ।
য এষ পুরুষঃ শ্যামো দ্বারে তিষ্ঠতি নিত্যদা ॥ ৩২
এতেন দানবেন্দ্রাশ্চ তথান্যে বলবত্তরাঃ।
বশং নীতা বলবতা পূর্ব্বে পূর্ব্বতরাশ্চ যে ॥ ৩৩
বদ্ধঃ সোহহমনেনৈব কৃতান্তো দুরতিক্রমঃ।
ক এনং পুরুষো লোকে বঞ্চয়িষ্যতি রাবণ ॥ ৩৪
সর্ব্বভূতাপহর্ত্তা বৈ য এষ দ্বারি তিষ্ঠতি।
কর্ত্তা কারয়িতা চৈব ধাতা চ ভুবনেশ্বরঃ ॥ ৩৫
ন ত্বং বেদ ন চৈবাহং ভূতভব্যভবৎপ্রভুঃ।
কলিশ্চৈবৈষ কালশ্চ সর্ব্বভূতাপহারকঃ ॥ ৩৬

ব্যক্তি আছে? আপনি তাহা বলুন; আমি তাঁহারই সহিত যুদ্ধ করিব অথবা আপনি যেরূপ মানস করেন। ১৬—১৯। সেই পুরুষ পুনরায় রাবণকে কহিলেন,—'নিতান্ত উদারস্বভাব সত্যপরাক্রম শূর দানবপতি বলি এস্থানে আছেন। এই বীর নানাপ্রকার গুণসমূহে অলঙ্কৃত নবোদিত সূর্য্যের ন্যায় তেজস্বী, পাশহস্ত, যমের সহিত যুদ্ধেও অনিবর্ত্তী। এই গুণসাগর বলবান্ বলি রাজা ক্রোধের বশীভূত হইয়া সকল প্রাণীকে জয় করিয়া দুর্জ্জয় হইয়াছেন। ইনি গুরু এবং বিপ্রের প্রিয়, সতত প্রিয়বাদী এবং সর্ব্ব বস্তু বিভাগ করিয়া ভোগ করিয়া থাকেন সর্ব্বগুণে বশীভূত সৌম্যদর্শন সত্যবাদী মহাসত্ত্ব শূর বলি,—স্বাধ্যায়নিরত, কার্য্যে উপযুক্ত, দক্ষ এবং কালের প্রতীক্ষা করিয়া থাকেন। ইনি, বহন হইয়া বায়ুর কার্য্য, জ্বলিয়া অনলের কার্য্য এবং উত্তাপ দান করিয়া তপনের কার্য্য করিতেন। অধিক কি, ইনি—দেবতাগণ, ভূতগণ, নাগগণ এবং পক্ষিগণ-সমভিব্যাহারে গমন করিতেন। ভয় কাহাকে বলে, বলি তাহা জানেন না। তুমি সেই বলির সহিত যুদ্ধ করিবার অভিলাষ করিয়াছ। মহাসত্ত্ব রাক্ষসরাজ! যদি বলির সহিত যুদ্ধ করিতে তোমার অভিমত হয়, তাহা হইলে পুরে প্রবেশ করিয়া যুদ্ধ কর।" রাবণ এই কথা শুনিয়া বলির নিকটে উপস্থিত হইল। ২০—২৬। পরে তথায় অবস্থিত সূর্য্যের ন্যায় দুর্নিরীক্ষ্য, অনলতুল্য সেই দানবসত্তম বলি, রাবণকে দেখিয়া হাসিয়া উঠিলেন। পরে সেই বিশ্বরূপবান্ বলি, সেই রাক্ষসকে দেখিবামাত্রেই তাহাকে ধরিয়া উৎসঙ্গে স্থানপূর্ব্বক বলিলেন,—'মহাবাহো দশানন! আমি তোমার কোন্ বাসনা পূর্ণ করিব? রাক্ষসপতি! তোমার আগমনের প্রয়োজন কি, তাহা বল।' রাবণ, বলির এইরূপ উক্তি শুনিয়া কহিল,—মহাভাগ! আমি শুনিয়াছি, পুরাকালে বিষ্ণু আপনাকে বদ্ধ করিয়াছিলেন; সুতরাং আমি আপনাকে বন্ধনদশা হইতে মুক্ত করিতে পারি সন্দেহ নাই।" রাবণ এই কথা বলিলে, বলি হাসিয়া তাহাকে বলিলেন। ২৭—৩১। 'রাবণ! তুমি যাহা জিজ্ঞাসা করিয়াছ, আমি তাহা বলিতেছি, শুন;—এই যে শ্যামবর্ণ পুরুষ দ্বারদেশে নিয়ত অবস্থিতি করিতেছেন, পূর্ব্বে যে সকল দানবেন্দ্র এবং অন্যান্য বলবান্ ব্যক্তি ছিলেন, ইনি বলপূর্ব্বক পূর্ব্বে তাঁহাদিগকে স্ববশে আনিয়াছিলেন! রাবণ! এই পুরুষই আমাকে বদ্ধ করিয়াছেন; ইনি যমের ন্যায় দুরতিক্রমণীয়; সুতরাং ইহলোকে কোন্ ব্যক্তি ইহাঁকে বঞ্চনা করিবে? যিনি আমার দ্বার রক্ষা করিতেছেন, এই ত্রৈলোক্যনাথই প্রাণিগণের সংহর্ত্তা, কর্ত্তা এবং কারয়িতা। এই প্রভু,—সর্ব্বভূতের অপহারক কাল কলি এবং ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমানস্বরূপ; তুমিও

লোকত্রয়স্য সর্ব্বস্য হর্ত্তা স্রষ্টা তথৈব চ।
সংহরত্যেষ ভূতানি স্থাবরাণি চরাণি চ॥ ৩৭
পুনশ্চ সৃজতে সর্ব্বমনাদ্যন্তং মহেশ্বরঃ।
ইষ্টশ্চৈব হি দত্তশ্চ হুতশ্চৈব নিশাচর॥ ৩৮
সর্ব্বমেব হি লোকেশো ধাতা গোপ্তা ন সংশয়ঃ।
নৈবংবিধং মহদ্ভূতং বিদ্যতে ভুবনত্রয়ে॥ ৩৯
অহং ত্বঞ্চৈব পৌলস্ত্য যে চান্যে পূর্ব্বিকাস্তরাঃ।
নেতা হ্যেষাং মহদ্ভূতং পশুং রশনয়া যথা॥ ৪০
বৃত্রো দনুঃ শুকঃ শম্ভুর্নিশুম্ভঃ শুম্ভ এব চ।
কালনেমিশ্চ প্রাহ্লাদিঃ কূটো বৈরোচনো মৃদুঃ॥ ৪১
যমলার্জ্জুনৌ চ কংসশ্চ কৈটভো মধুনা সহ।
এতে তপন্তি দ্যোতন্তি বান্তি বর্ষন্তি চৈব হি॥ ৪২
সর্ব্বৈঃ ক্রতুশতৈরিষ্টং সর্ব্বৈস্তপ্তং মহত্তপঃ।
সর্ব্বে তে সুমহাত্মানঃ সর্ব্বে বৈ যোগধর্ম্মিণঃ॥ ৪৩
সর্ব্বৈরৈশ্বর্য্যমাসাদ্য ভুক্তং ভোগৈর্মহত্তরৈঃ।
দত্তমিষ্টমধীতঞ্চ প্রজাশ্চ পরিপালিতাঃ॥ ৪৪
স্বপক্ষস্যগোপ্তারঃ প্রহর্ত্তারঃ পরেষপি।
স্যমরেষপি লোকেষু নৈতেষাং বিদ্যতে সমম্॥ ৪৫
শূরাস্তুভিজনোপেতাঃ সর্ব্বশাস্ত্রাস্ত্রপারগাঃ।
সর্ব্ববিদ্যাপ্রবেত্তারঃ সংগ্রামেষনিবর্ত্তকাঃ॥ ৪৬
সর্ব্বৈস্ত্রিদশরাজ্যানি কারিতানি মহাত্মভিঃ।
যুদ্ধে সুরগণাঃ সর্ব্বে নির্জ্জিতাশ্চ সহস্রশঃ॥ ৪৭
দেবানামপ্রিয়ে সক্তাঃ স্বপক্ষপরিপালকাঃ।
প্রমত্তাশ্চোপসক্তাশ্চ বালার্কসমতেজসঃ॥ ৪৮
যঃ সদৈনান্ প্রধর্ষেত তদেষাং বিষ্ণুরীশ্বরঃ।
উপায়পূর্ব্বকং নাশং স বেত্তা ভগবান্ হরিঃ॥ ৪৯
প্রাদুর্ভাবং বিকুরুতে যেনৈতং নিধনং নয়েৎ।
পুনরেবাত্মনাত্মানমধিষ্ঠায় স তিষ্ঠতি॥ ৫০
এবমেতেন দেবেন দানবেন্দ্রা মহাত্মনা।
তে হি সর্ব্বে ক্ষয়ং নীতা বলিনঃ কামরূপিণঃ॥ ৫১
সমরে চ দুরাধর্ষাঃ শ্রুয়ন্তে যেহপরাজিতাঃ।
তেহপি নীতা মহদ্ভুতাঃ কৃতান্তবলচোদিতাঃ॥ ৫২
এবমুক্ত্বা প্রোবাচ রাক্ষসং দানবেশ্বরঃ।
যদেতদৃশ্যতে বীর চক্রং দীপ্তানলোপমম্॥ ৫৩
এতদ্ গৃহীত্বা গচ্ছ ত্বং মম পার্শ্বং মহাবল।
ততো হহং তব বাখ্যাস্যে মুক্তিকারণমব্যয়ম্॥ ৫৪
তৎ কুরুষ মহাবাহো মা বিলম্বস্ব রাবণ!

ইহাঁকে জান না এবং আমিও জানি না। ইনি সমগ্র ত্রিভুবনের সৃজন ও সংহার করেন এবং স্থাবর ও জঙ্গম জীবসমূহেরও সংহার করিয়া থাকেন। এই মহেশ্বর অনাদি এবং অনন্ত সমস্তই পুনরায় সৃজন করেন। রাক্ষস! এই লোকেশ,—দান, যজ্ঞ এবং হুত এই সমস্তের বিধান এবং রক্ষা করেন, সংশয় নাই। এইরূপ মহাভূত ত্রৈলোক্যে বিদ্যমান নাই। ৩২—৩৯। রাবণ! এই মহাপ্রাণী—পাশদ্বারা পশুর ন্যায় পূর্ব্ব পূর্ব্ব দানবসকল, তুমি এবং আমি—সকলেরই নেতা। বৃত্র, দনু, শুক, শম্ভু, নিশুম্ভ, শুম্ভ, কালনেমি, প্রাহ্লাদি, কূট, মৃদু, বৈরোচন, যমল, অর্জ্জুন, কংস, মধু কৈটভ,—ইহাঁরা সকলেই চন্দ্র, সূর্য্য, অনিল এবং ইন্দ্রের আধিপত্য হরণ করিয়া স্বয়ংই বস্তু সকলকে প্রকাশিত, তাপিত, বহন এবং বর্ষণ করিতেন। সকলেই শতক্রতুদ্বারা যজ্ঞ করিয়াছিলেন, সকলেই সুমহৎ তপস্যার অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন, সকলেই অতিশয় মহাত্মা এবং যোগধর্ম্মাবলম্বী। তাঁহারা সকলেই অতুল ঐশ্বর্য্যের অধীশ্বর হইয়া মহত্তর ভোগ্য বস্তুজাতদ্বারা তাহা ভোগ করিয়া দান, যজ্ঞ, অধ্যয়ন এবং প্রজাসমূহ পালন করিয়াছেন। তাঁহারা সকলেই স্বপক্ষের প্রতিপালক এবং বিপক্ষ দলের নিহন্তা; তাঁহাদের তুল্য ব্যক্তি দেবগণ এবং লোকসমাজেও বিদ্যমান নাই। ৪০—৪৫। তাঁহারা সর্ব্ববিদ্যা বিশারদ সকল শস্ত্র এবং অস্ত্রে পারদর্শী, শূর সমস্ত অভিজনে পরিবৃত এবং সমরে অপরাঙ্মুখ। সেই সকল মহাত্মাই সহস্র সহস্র দেবগণকে যুদ্ধে পরাস্ত করিয়া স্বর্গরাজ্য সকল ভোগ করিয়াছেন। বালসূর্য্যের ন্যায় তেজোবিশিষ্ট প্রমত্ত দানবেরা বিষয়ভোগে আসক্ত ছিলেন। তাঁহারা স্বপক্ষ জনগণের প্রতিপালন এবং অমরবৃন্দের অপ্রিয়-কার্য্যে আসক্ত ছিলেন। বিষ্ণু সর্ব্বদা ইহাঁদিগকে নিপীড়িত করেন, সুতরাং তিনিই ইহাঁদের ঈশ্বর। বিশেষতঃ সেই ভগবান্ হরিই ইহাঁদিগকে বিনাশ করিতে পারেন। যিনি এই সকল সৃষ্টি করেন, তিনিই সমস্ত সংহার করিয়া আবার সংহারকালে আত্মদ্বারা আত্মাতে অধিষ্ঠিত হইয়া অবস্থিতি করেন। ৪৬—৫০। সেই কামরূপী বলবান্ দানবেন্দ্রগণ এইরূপে সেই মহাত্মা দেবতাকর্ত্তৃক ক্ষয় পাইয়াছেন। আমি শুনিয়াছি, যে সকল দানব সমরে অজেয় এবং দুর্দ্ধর্ষ ছিলেন, সেই প্রবলতম দানবেরা কৃতান্তবলের বশবর্ত্তী ক্ষয়দশাগ্রস্ত হইয়াছেন। দানবরাজ বলি এইকথা বলিয়া পুনরায় রাক্ষসকে বলিলেন,—মহাবল বীর! প্রজ্বলিত অনলের ন্যায় যে চক্র দেখিতেছ, ইহা লইয়া আমার পার্শ্বে

এতচ্ছ্রুত্বা গতো রক্ষঃ প্রহসংশ্চ মহাবলঃ ॥ ৫৫
যত্র স্থিতং মহাদিব্যং কুণ্ডলং রঘুনন্দন।
লীলয়োৎপাটনং চক্রে রাবণো বলদর্পিতঃ ॥ ৫৬
ন চ চালয়িতুং শক্তো রাবণোঽভূৎ কথঞ্চন।
লজ্জয়া স পুনর্ভূয়ো যত্নং চক্রে মহাবলঃ ॥ ৫৭
উৎক্ষিপ্তমাত্রে দিব্যে চ পপাত ভুবি রাক্ষসঃ।
ছিন্নমূলো যথা শালো রুধিরৌঘপরিপ্লুতঃ ॥ ৫৮
এতস্মিন্নন্তরে জজ্ঞে শব্দঃ পুষ্পকসম্ভবঃ।
রাক্ষসেন্দ্রস্য সচিবৈর্মুক্তো হাহাকৃতো মহান্ ॥ ৫৯
ততো রক্ষো মুহূর্ত্তেন চেতনাং লভ্য চোত্থিতম্।
লজ্জয়াবনতীভূতং বলির্বাক্যমুবাচ হ ॥ ৬০
আগচ্ছ রাক্ষসশ্রেষ্ঠ বাক্যং শৃণু মমোদিতম্।
যত্ত্বয়া চোদ্যতং বীর কুণ্ডলং মণিভূষিতম্ ॥ ৬১
এতদ্ধি পূর্ব্বজস্যাসীৎ কর্ণাভরণমীক্ষ্যতাম্।
এতৎ পতিতমচ্ছেদমত্র ভূমৌ মহাবল ॥ ৬২
অন্যৎ পর্ব্বতসানৌ হি পতিতং কুণ্ডলাদনু।
মুকুটং বেদিসামীপ্যে পতিতং যুধ্যতো ভুবি ॥ ৬৩
হিরণ্যকশিপোঃ পূর্ব্বং মম পূর্ব্বপিতামহাৎ।
ন তস্য কালো মৃত্যুর্ব্বা ন ব্যাধির্ন বিহিংসকাঃ ॥ ৬৪
ন দিবা মরণং তস্য ন রাত্রৌ সন্ধ্যয়োর্ন হি।
ন শুষ্কেণ ন চার্দ্রেণ ন চ শস্ত্রেণ কেনচিৎ ॥ ৬৫
বিদ্যতে রাক্ষসশ্রেষ্ঠ তস্য নাস্ত্রেণ কেনচিৎ।
প্রহ্লাদেন সমং চক্রে বাদং পরমদারুণম্ ॥ ৬৬
তস্য বাদে সমুৎপন্নে ধীরো লোকভয়ঙ্করঃ।
সর্ব্ববর্য্যস্য বীরস্য প্রহ্লাদস্য মহাত্মনঃ ॥ ৬৭
উৎপন্নো রাক্ষসশ্রেষ্ঠ নৃসিংহাকৃতিরূপধৃক্।
দৃষ্টঞ্চ তেন রৌদ্রেণ ক্ষুব্ধং সর্ব্বমশেষতঃ ॥ ৬৮
ততঃ উদ্ধৃত্য বাহুভ্যাং নখৈর্নিন্যে যমক্ষয়ম্।
এষ তিষ্ঠতি দ্বারস্থো বাসুদেবো নিরঞ্জনঃ ॥ ৬৯
তস্য দেবাধিদেবস্য গদতো মে শৃণুষ্ব হ।
বাক্যং পরমভাবেন যদি তে বর্ত্ততে হৃদি ॥ ৭০
ইন্দ্রাণাঞ্চ সহস্রাণি সুরাণামযুতানি চ।
ঋষীণাঞ্চৈব মুখ্যানাং শতানি চ সহস্রশঃ ॥ ৭১
বশং নীতানি সর্ব্বাণি য এষ দ্বারি তিষ্ঠতি।
তস্য তদ্বচনং শ্রুত্বা রাবণো বাক্যমব্রবীৎ ॥ ৭২
ময়া প্রেতেশ্বরো দৃষ্টঃ কৃতান্তঃ সহ মৃত্যুনা।
পাশহস্তো মহাজ্বাল উদ্ধৃতরোমা ভয়ানকঃ ॥ ৭৩

আইস; পরে আমি তোমার নিকটে অব্যয় মুক্তির উপায় বলিব। মহাবাহো রাবণ! অতএব তুমি ত্বরায় ঐ কার্য্য সম্পাদন কর। রঘুনন্দন! মহাবল রাক্ষস বলির কথা শুনিয়া উপহাস করত যে স্থানে সেই মহাদিব্য কুণ্ডল ছিল, তথায় গেল। বল-দর্পিত মহাবল রাবণ অবলীলাক্রমে উহা উৎপাটন করিল বটে, কিন্তু কিছুতেই তাহা আনিতে পারিল না। অধিকন্তু লজ্জাবশতঃ বারংবার যত্ন করিতে লাগিল। ৫১—৫৭। দিব্যকুণ্ডল উৎক্ষিপ্ত হইবা-মাত্রই রাক্ষস শোণিতধারায় পরিপ্লুত হইয়া, ছিন্নমূল শালবৃক্ষের ন্যায় ভূতলে পতিত হইল। ইত্যবসরে পুষ্পকসম্ভূত শব্দ উত্থিত হইল এবং রাবণের সচি-বেরাও ভীষণ হাহাকার শব্দ করিয়া উঠিল। পরে রাক্ষস মুহূর্ত্তকালমধ্যে চেতনা পাইয়া উঠিল বটে, কিন্তু লজ্জায় মস্তক অবনত করিয়া রহিল। তখন বলি রাজা তাহাকে বলিলেন;—রাক্ষসশ্রেষ্ঠ বীর! আমার নিকটে আসিয়া আমার বাক্য শ্রবণ কর। মণি-ভূষিত যে কুণ্ডল উঠাইতে উদ্যত হইয়াছিলে, ইহা আমার পূর্ব্বপুরুষ হিরণ্যকশিপুর কর্ণভূষণ ছিল। মহাবল! দেখ, ইহা এই স্থানে এইরূপ পতিত রহিয়াছে; অন্য কুণ্ডলটী পর্ব্বত-সানুতে পড়িয়া আছে; এই, কুণ্ডলব্যতীত মুকুটও তাঁহার যুদ্ধকালে বেদীর নিকটবর্ত্তী ভূমিভাগে পড়িয়া রহিয়াছে। ৫৮—৬৩। পূর্ব্বকালে আমার পূর্ব্ব পিতামহ সেই হিরণ্যকশিপুর কাল, মৃত্যু, ব্যাধি—কেহই হিংসক ছিল না। কোন অস্ত্র, শুষ্ক অথবা আর্দ্র বস্তুদ্বারা তাঁহার মৃত্যু হইত না এবং দিনে, রাত্রি-কালে অথবা প্রভাত বা সন্ধ্যার সময়েও তাঁহার মরণ হইত না। রাক্ষসশ্রেষ্ঠ! অধিক কি, কোন অস্ত্রেই তাঁহার মৃত্যু বিহিত হয় নাই। কেবল তিনি প্রহ্লা-দের সহিত বিষম বিবাদ করিয়াছিলেন। রাক্ষসবর! সেই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মহাত্মা বীর প্রহ্লাদের সহিত বিবাদ উপস্থিত হইলে, নৃসিংহ-আকৃতির ন্যায় রূপধারী লোকসমূহের ভয়ঙ্কর বীর পুরুষ উৎপন্ন হইলেন। সেই রৌদ্রের দৃষ্টিতে বিশ্ব সংসারই নিঃশেষে ক্ষুব্ধ হইল। ৬৪—৬৮। পরে তিনি বাহুযুগলদ্বারা হিরণ্যকশিপুকে উত্তোলন করিয়া নখরাঘাতে তাঁহাকে যমালয়ের অতিথি করিলেন। এই সেই নিরঞ্জন বাসুদেব দ্বারী হইয়া এখানে অবস্থিতি করিতেছেন। যদি তোমার হৃদয়ে পরম-ভাবের উদয় হইয়া থাকে, তবে সেই দেবাধিদেবের কথা বলিতেছি, শুন। এই যে পুরুষ দ্বারে অধিষ্ঠিত রহিয়াছেন, ইনি—সহস্র সহস্র ইন্দ্র, অযুত অযুত দেবতা এবং শত শত প্রধান ঋষিগণকে সহস্র বৎসর বশীভূত রাখিয়াছিলেন। রাবণ, বলির সেই কথা শুনিয়া কহিলেন,—নিরতিশয়

দংষ্ট্রালো বিদ্যুজ্জিহ্বশ্চ সর্পবৃশ্চিকরোমবান্।
রক্তাক্ষো ভীমবেগশ্চ সর্ব্বসত্ত্বভয়ঙ্করঃ॥ ৭৪
আদিত্য ইব দুষ্প্রেক্ষ্যঃ সমরেষ্বনিবর্ত্তকঃ।
পাপানাং শাসিতা চৈব স ময়া যুধি নির্জ্জিতঃ॥ ৭৫
ন চ মে তত্র ভীঃ কাচিদ্ব্যথা বা দানবেশ্বর।
এনন্তু নাভিজানামি তদ্ভবান্ বক্তুমর্হতি॥ ৭৬
রাবণস্য বচঃ শ্রুত্বা বলির্বৈরোচনোঽব্রবীৎ।
এষ ত্রৈলোক্যধাতা চ হরির্নারায়ণঃ প্রভুঃ॥ ৭৭
অনন্তঃ কপিলো জিষ্ণুর্নরসিংহো মহাদ্যুতিঃ।
ক্রতুধামা সুধামা চ পাশহস্তো ভয়ানকঃ॥ ৭৮
দ্বাদশাদিত্যসদৃশঃ পুরাণপুরুষোত্তমঃ।
নীলজীমূতসঙ্কাশঃ সুরনাথঃ সুরোত্তমঃ॥ ৭৯
জ্বালামালী মহাবাহো যোগী ভক্তজনপ্রিয়ঃ।
এষ ধারয়তে লোকানেষ বৈ সৃজতে প্রভুঃ॥ ৮০
এষ সংহরতে চৈব কালো ভূত্বা মহাবলঃ।
এষ যজ্ঞশ্চ যাজ্যশ্চ চক্রায়ুধধরো হরিঃ॥ ৮১
সর্ব্বদেবময়শ্চৈব সর্ব্বভূতময়স্তথা।
সর্ব্বলোকময়শ্চৈব সর্ব্বজ্ঞানময়স্তথা॥ ৮২
সর্ব্বরূপী মহারূপী বলদেবো মহাভুজঃ।
বীরহা বীর চক্ষুষ্মাংস্ত্রৈলোক্যগুরুরব্যয়ঃ॥ ৮৩
এনং মুনিগণাঃ সর্ব্বে চিন্তয়ন্তীহ মোক্ষিণঃ।
য এনং বেত্তি পুরুষং ন তু পাপৈর্বিলিপ্যতে॥ ৮৪
স্মৃত্বা শ্রুত্বা তথেষ্ট্বা চ সর্ব্বমস্মাদবাপ্যতে।
এতচ্ছ্রুত্বা তু বচনং রাবণো নির্যযৌ তদা॥ ৮৫
ক্রোধসংরক্তনয়ন উদ্যতাস্ত্রো মহাবলঃ।
তথাভূতঞ্চ তং দৃষ্ট্বা হরির্মুষলধৃক্ প্রভুঃ॥ ৮৬
নৈনং হন্ম্যধুনা পাপং চিন্তয়িত্বেতি রূপধৃক্।
অন্তর্দ্ধানং গতো রাম ব্রহ্মণঃ প্রিয়কাম্যয়া॥ ৮৭
ন চ তং পুরুষং তত্র পশ্যতে রজনীচরঃ।
হর্ষান্নাদং বিমুঞ্চন্ বৈ নিষ্ক্রামন্ বরুণালয়াৎ॥ ৮৮
যেনৈব সম্প্রবিষ্টঃ স পথা তেনৈব নির্যযৌ॥ ৮৯
ইত্যুত্তরকাণ্ডে চতুর্ব্বিংশঃ সর্গঃ॥ ২৪॥

পঞ্চবিংশঃ সর্গঃ।

অথ সঞ্চিন্ত্য লঙ্কেশঃ সূর্য্যলোকং জগাম হ।
মেরুশৃঙ্গে বরে রম্যে উষিত্বা তত্র শর্ব্বরীম্॥ ১

জ্বালাসমন্বিত পাশহস্ত, ঊর্দ্ধরোমা ভীষণ প্রেতরাজ যমকে মৃত্যুর সহিত দেখিয়াছি। যাঁহার লোচন লোহিত, দন্ত বিশাল, জিহ্বা বিদ্যুৎতুল্য, সর্প এবং বৃশ্চিকই যাঁহার রোম এবং বেগ ভয়ানক; যিনি সূর্য্যের ন্যায় দুনিরীক্ষ্য, যুদ্ধে অপরাঙ্মুখ এবং পাপ-রাশির বিনাশক; সেই সর্ব্বপ্রাণীর ভয়ঙ্কর কৃতান্তকে আমি যুদ্ধে জয় করিয়াছি। ৬৯—৭৫। দানবেশ্বর! তাঁহাতেও আমার কিছুমাত্র ভয় বা ব্যথা হয় নাই, কিন্তু আমি ইঁহাকে জানি না; সুতরাং আপনি ইঁহার বিষয় বলুন। বিরোচনতনয়, রাবণের কথা শুনিয়া বলিলেন,—'ইনি ত্রৈলোক্যের পালনকর্ত্তা প্রভু নারায়ণ হরি; ইনিই অনন্ত, কপিল, জিষ্ণু, মহাদ্যুতি নরসিংহ, ক্রতুর আশ্রয়, পাশহস্ত, ভয়ানক এবং উত্তম আশ্রয়। ইনিই দ্বাদশসূর্য্যতুল্য পুরাণ এবং পুরুষোত্তম। ইনি দেবেশ্বর এবং সুরগণের শ্রেষ্ঠ; ইঁহার দ্যুতি নীলমেঘ-তুল্য। মহাবাহো! ইনি ভক্তজনের প্রিয়, যোগী এবং জ্বালামালায় পরিবৃত। এই প্রভুই লোকসমূহ সৃজন করিয়াছেন, ইনিই আবার তাহাদিগকে পালন করিতেছেন। ৭৬—৮০। এই মহাবলই কাল হইয়া সমস্ত সংহার করেন। ইনিই চক্রায়ুধধারী, যজ্ঞ এবং রাজা; এই হরিই সমস্ত দেবতাস্বরূপ, অখিলভূতময়, সমস্ত লোকময় এবং জ্ঞানময়। বীর! মহারূপ সর্ব্বরূপময় হরিই বীরহন্তা মহাভুজ বলদেব। এই চক্ষুষ্মান্ হরি ত্রৈলোক্যগুরু এবং অব্যয়; অখিল মুনিগণ মোক্ষ-অভিলাষী হইয়া ইহলোকে ইঁহারই চরণ ধ্যান করিয়া থাকেন। অধিকন্তু যিনি এই পুরুষকে জানিয়াছেন, তিনি পাপরাশিতে লিপ্ত হন না। ইঁহার যজন, নামশ্রবণ এবং স্মরণ করিয়া ইঁহার নিকট হইতে সমস্ত অভিলষিত বস্তুই লাভ করা যায়।' ৮১—৮৪। মহাবল রাবণ এতাদৃশ বাক্য শুনিয়া ক্রোধে চক্ষু লোহিত করত অস্ত্র শস্ত্র গ্রহণ করিল। রাম! মুষলধারী প্রভু হরি, তাহার এইরূপ অবস্থা দেখিয়া মনে মনে ভাবিলেন যে, 'এক্ষণে পাপকে বধ করিব না' সেই রূপধারী হরি এইরূপ চিন্তা করিয়া ব্রহ্মার প্রিয়কামনায় অন্তর্হিত হইলেন। নিশাচর রাবণ তথায় সেই পুরুষকে দেখিতে পাইল না, সুতরাং আনন্দিতমনে সিংহনাদ করিতে করিতে বরুণের আলয় হইতে বাহির হইল; সে রাক্ষস যে পথ অবলম্বন করিয়া বরুণালয়ে প্রবেশ করিয়াছিল, সেই পথেই বহির্গত হইল। ৮৫—৮৯।

পঞ্চবিংশ সর্গ।

পরে লঙ্কাধিপতি রাবণ, কিয়ৎকাল চিন্তা করিয়া সেই রমণীয় শ্রেষ্ঠতম সুমেরু-শিখরে রাত্রিযাপন

পুষ্পকং তৎ সমারুহ্য রবেস্তরগসন্নিভম্ ।
নানাপাতগতির্দিব্যং বিহারবিয়তি স্থিতম্ ॥ ২
যত্রাপশ্যদ্রবিং দেবং সর্ব্বতেজোময়ং শুভম্ ।
বরকাঞ্চনকেয়ূররক্তাম্বরবিভূষিতম্ ॥ ৩
কুণ্ডলাভ্যাং শুভাভ্যান্তু ভ্রাজন্ মুখবিলাসিনম্ ।
কেয়ূরনিষ্কাভরণং রক্তমালাবলম্বিনম্ ॥ ৪
রক্তচন্দনদিগ্ধাঙ্গং সহস্রকিরণোজ্জ্বলম্ ।
তমাদিদেবমাদিত্যমুচ্চৈঃশ্রবসবাহনম্ ॥ ৫
অনাদ্যন্তমমধ্যঞ্চ লোকসাক্ষিং জগৎপতিম্ ।
তং দৃষ্ট্বা প্রবরং দেবং রাবণো রক্ষসাং বরঃ ॥ ৬
স প্রহস্তমুবাচাথ রবিতেজোবলার্দ্দিতঃ ।
গচ্ছামাত্য বদস্বৈনং নিদেশান্মম শাসনম্ ॥ ৭
যুদ্ধার্থং রাবণঃ প্রাপ্তো যুদ্ধং তস্য প্রদীয়তাম্ ।
নির্জ্জিতোঽস্মীতি বা ব্রূহি পক্ষমেকতরং কুরু ॥ ৮
তস্য তদ্বচনাদ্রক্ষঃ সূর্য্যস্যান্তিকমাগমৎ ।
পিঙ্গলং দণ্ডিনঞ্চৈব পশ্যতে দ্বারপালকৌ ॥ ৯
তাভ্যামাখ্যায় তৎ সর্ব্বং রাবণস্য বিনিশ্চয়ম্ ।
তূষ্ণীমাস্তে প্রহস্তস্তু তত্র তেজোংশুদীপিতঃ ॥ ১০

দণ্ডী গতো রবেঃ পার্শ্বং প্রণম্যাখ্যাতবান্ রবেঃ ।
শ্রুত্বা তু সূর্য্যস্তদ্বত্তং দণ্ডিনো রাবণস্য হ ॥ ১১
উবাচ বচনং ধীমান্ বুদ্ধিপূর্ব্বং তপাপহঃ ।
গচ্ছ দণ্ডিন্ জয়স্বৈনং নির্জ্জিতোঽস্মীতি বা বদ ॥ ১২
যত্তেঽভিকাঙ্ক্ষিতং কার্য্যং কশ্চিৎ কালং তপাচরম্ ।
স গত্বা বচনাত্তস্য রাক্ষসস্য মহাত্মনঃ ॥ ১৩
কথয়ামাস তৎ সর্ব্বং সূর্য্যোক্তবচনং তদা ।
স শ্রুত্বা বচনং তস্য দণ্ডিনো রাক্ষসেশ্বরঃ ।
ঘোষয়িত্বা জয়মাথ স্বজয়ং রাক্ষসাধিপঃ ॥ ১৪

ইত্যুত্তরকাণ্ডে পঞ্চবিংশঃ সর্গঃ ॥ ২৫

ষড়্বিংশঃ সর্গঃ ।

অথ সং চিন্ত্য লঙ্কেশঃ সোমলোকং জগাম হ ।
মেরুশৃঙ্গবরে রম্যে রজনীমুষ্য বীর্য্যবান্ ॥ ১
অথ স্যন্দনমারূঢো দিব্যস্রগনুলেপনঃ ।
অপ্সরোগণমুখ্যেন সেব্যমানস্তু গচ্ছতি ॥ ২
রতিশ্রান্তোঽপ্সরোঽঙ্কেষু চুম্বিতৈঃ স বিবুধ্যতে ।

করিল। অবশেষে সূর্য্যাশ্বতুল্য দিব্য পুষ্পকরথে আরোহণ করিয়া সূর্য্যলোকের দিকে চলিল। আকাশের যে স্থানে বিহার করা যায়, ঐ বিমান তথায় অবস্থিত; উহার গতি নানাবিধ। রাবণ সেই স্থানে গিয়া সমস্তভেজোময় শুভ সূর্য্যদেবকে দেখিল, শুভ কুণ্ডল-দ্বারা তাঁহার মুখমণ্ডল বিরাজিত রহিয়াছে, তাঁহার দেহ লোহিত বসনে বিভূষিত, বিমলসুবর্ণরচিত কেয়ূর এবং নিষ্ক প্রভৃতি ভূষণরাজিদ্বারা অলঙ্কৃত রক্ত-মালায় সুসজ্জিত, রক্তচন্দনে চর্চ্চিত এবং সহস্রকিরণমালায় উজ্জ্বল।। জগতের একমাত্র গতি লোকসাক্ষী সেই আদিত্য আদি, অন্ত ও মধ্যরহিত এবং উচ্চৈঃশ্রবা নামক ঘোটকে আরোহণ করিয়া আছেন। পরে রাক্ষসশ্রেষ্ঠ রাবণ, সেই প্রধান প্রভাকরকে দেখিয়া তাঁহার তেজোবলে নিপীড়িত হইয়া প্রহস্তকে কহিল—"অমাত্য! আমার আদেশবশতঃ যাইয়া আমার এই শাসন বিজ্ঞাপন কর যে,—রাবণ যুদ্ধ করিবার জন্য আসিয়াছেন; সুতরাং যুদ্ধ দান কর, অথবা 'পরাস্ত হইলাম' এই কথা বল,—এই উভয় পক্ষের মধ্যে একতর পক্ষ অবলম্বন কর।" প্রহস্ত তাহার সেই বচনানুসারে সূর্য্য-সন্নিকটে আসিয়া দণ্ডী এবং পিঙ্গলনামক দ্বারপাল-দ্বয়কে দেখিতে পাইল। পরে প্রহস্ত তাহাদিগকে রাবণের সেই প্রতিজ্ঞার বিষয় বলিল; কিন্তু স্বয়ং তীব্র কিরণমালায় প্রদীপ্ত হইয়া তথায় মৌনভাবে থাকিল। দণ্ডী, সূর্য্যের নিকটে গিয়া প্রণামপূর্ব্বক তাঁহার নিকটে সমস্ত নিবেদন করিল। পরন্তু অন্ধকারনাশক ধীমান্ সূর্য্য দণ্ডিপ্রমুখাৎ রাবণের সেই উক্তি শুনিয়া বিবেচনাপূর্ব্বক বলিলেন—"দণ্ডিন্! তুমি যাও, গিয়া উহাকে পরাস্ত কর অথবা 'পরাস্ত হইলাম' এই কথা বল; বস্তুত তোমার যাহা অভিলষিত, তাহাই কর।" সে অল্পকাল পরে তাঁহার বাক্যানুসারে রাক্ষসের নিকটে উপস্থিত হইল। তখন মহাকায় রাক্ষসের নিকটে দণ্ডী সূর্য্যকথিত সেই সকল কথা বলিল। পরে সেই রাক্ষসাধিপতি রক্ষঃপতি রাবণ, দণ্ডীর সেই কথা শুনিয়া স্বীয় জয় ঘোষণা করত প্রস্থান করিল। ১—১৪।

ষড়্বিংশ সর্গ।

লঙ্কাধিপতি রাবণ কিয়ৎকাল চিন্তা করিয়া সুমেরুর রমণীয় বনে রাত্রি অতিবাহিত করিয়া চন্দ্রলোকে গমন করিল। সেই সময়ে দিব্যমালা এবং গন্ধদ্রব্যে ভূষিত এক পুরুষ, প্রধান প্রধান অপ্সরোগণকর্ত্তৃক সেব্যমান হইয়া রথারোহণে যাইতেছিলেন। সেই পুরুষ রতিশ্রান্ত হইয়া অপ্সরোগণের ক্রোড়দেশে

দৃষ্টস্তু পুরুষস্তেন দৃষ্ট্বা কৌতূহলান্বিতঃ ॥ ৩
অথাপশ্যদৃষিং তত্র দৃষ্ট্বা চৈবমুবাচ তম্।
স্বাগতং তব দেবর্ষে কালেনৈবাগতো হ্যসি ॥ ৪
কোঽয়ং স্যন্দনমারূঢো হ্যপ্সরোগণসেবিতঃ।
নির্লজ্জ ইব সংযাতি ভয়স্থানং ন বিন্দতি ॥ ৫
রাবণেনৈবমুক্তস্তু পর্বতো বাক্যমব্রবীৎ।
শৃণু বৎস যথাতত্ত্বং বক্ষ্যে চাহং মহামতে ॥ ৬
অনেন নির্জ্জিতা লোকা ব্রহ্মা চৈবাভিতোষিতঃ।
এষ গচ্ছতি মোক্ষায় সুসুখং স্থানমুত্তমম্ ॥ ৭
তপসা নির্জ্জিতা যদ্বদ্‌ যত্তা রাক্ষসাধিপ।
প্রয়াতি পুণ্যকৃত্তদ্বৎ সোমং পীত্বা ন সংশয়ঃ ॥ ৮
ত্বং তু রাক্ষসশার্দ্দূল শূরঃ সত্যপরাক্রমঃ।
নৈবেদৃশেষু ক্রুধ্যন্তি বলিনো ধর্মচারিষু ॥ ৯
অথাপশ্যদ্রথবরং মহাকায়ং মহোজ্জ্বলম্।
জাজ্বল্যমানং বপুষা গীতবাদিত্রনিঃস্বনৈঃ ॥ ১০
নৈষ গচ্ছতি দেবর্ষে ভ্রাজমানো মহাদ্যুতিঃ।
কিন্নরৈশ্চ প্রগায়দ্ভির্নৃত্যদ্ভিশ্চ মনোরমম্ ॥ ১১

শ্রুত্বা চৈনমুবাচাথ পর্বতো মুনিসত্তমঃ।
এষ শূরো রণে যোদ্ধা সংগ্রামেষ্বনিবর্ত্তকঃ ॥ ১২
যুধ্যমানস্তু বৈবৈষ প্রহারৈর্জর্জ্জরীকৃতঃ।
কৃত্বা শূরে রণে জেতা স্বাম্যর্থে ত্যক্তজীবিতঃ ॥ ১৩
সংগ্রামে নিহতো মিত্রৈর্হত্বা চ সমরে বহূন্।
ইন্দ্রস্যাতিথিরেবৈষ অথবা যত্র গচ্ছতি ॥ ১৪
নৃত্যগীতপরৈর্লোকৈঃ সেব্যতে নরসত্তমঃ।
পপ্রচ্ছ রাবণো ভূয়ঃ কোঽয়ং যাত্যর্কসন্নিভঃ ॥ ১৫
রাবণস্য বচঃ শ্রুত্বা পর্বতো বাক্যমব্রবীৎ।
য এষ দৃশ্যতে রাজন্ বিমানে সর্বকাঞ্চনে ॥ ১৬
অপ্সরোগণসংযুক্তে পূর্ণচন্দ্রনিভাননঃ।
সুবর্ণদো মহারাজ বিচিত্রাভরণাম্বরঃ ॥ ১৭
এষ গচ্ছতি শীঘ্রেণ যানেন তু মহাদ্যুতিঃ।
পর্বতস্য বচঃ শ্রুত্বা রাবণো বাক্যমব্রবীৎ ॥ ১৮
এতে বৈ যান্তি রাজানো ব্রূহি ত্বমৃষিসত্তম।
কো মাত্র যাচিতো দদ্যাদ্‌যুদ্ধাতিথ্যং মমাদ্য বৈ ॥ ১৯
ত্বং মমার্থ্যেহি ধর্ম্মজ্ঞ পিতা মে ত্বং হি ধর্মতঃ।
এবমুক্তঃ প্রত্যুবাচ রাবণং পর্বতস্তদা ॥ ২০

শয়ান থাকিয়া চুম্বন-দ্বারা জাগরিত হইতেছেন, রাবণ তাহা দেখিয়া কৌতূহলান্বিত হইল। ইত্যবসরে তথায় পর্বত-নামক ঋষিকে দেখিয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিল,—'দেবর্ষে! আপনার সুখে আগমন হইয়াছে ত? আপনি যথাসময়েই আসিয়াছেন। অপ্সরোগণে সেবিত হইয়া রথারোহণপূর্বক নির্লজ্জভাবে যাইতেছে—এ ব্যক্তি কে? এ ভয়স্থান অবগত নহে?' ১—৫। পর্বত ঋষি, রাবণের এই কথা শুনিয়া বলিলেন,—'বৎস মহামতে! প্রকৃত বিবরণ বর্ণন করিতেছি, শ্রবণ কর,—ইনি তপোবলে সমস্ত লোক নির্জ্জিত এবং ব্রহ্মাকেও সন্তুষ্ট করিয়াছেন, অতএব মোক্ষ-অভিলাষে অতীব সুখাস্পদ উত্তম স্থানে যাইতেছেন। রাক্ষসাধিপ! তুমি যেমন তপস্যা-দ্বারা সমস্ত লোক অধিকৃত করিয়াছ, এই পুণ্যাত্মা ব্যক্তিও সেইরূপ লোক সকল লাভ করিয়া সোম পান করত যাইতেছেন, সন্দেহ নাই। রাক্ষস-শার্দ্দূল! তুমি বীর এবং সত্যপরাক্রম; সুতরাং বলবান্ ব্যক্তি ইহঁার ন্যায় ধর্মচারী জনগণের প্রতি রুষ্ট হন না।' ইত্যবসরে রাবণ একখানি বৃহৎ উত্তম রথ দেখিতে পাইল। তাহার সকল অবয়ব নিরতিশয় তেজঃপ্রভাবে জাজ্বল্যমান এবং গীত ও বাদ্যধ্বনিতে পরিপূর্ণ। ৬—১০। তখন রাবণ বলিল,—'দেবর্ষে! এই মহাদ্যুতিবিশিষ্ট 'পুরুষ,' কিন্নরগণে পরিশোভিত হইয়া তাহাদের মনোরম নৃত্য দর্শন এবং গীত শুনিতে শুনিতে কোথায় যাইতেছেন?' পরে মুনিবর পর্বত, ইহা শুনিয়া তাহাকে কহিলেন,—"এই শূর যোদ্ধা এবং যুদ্ধে পরাঙ্মুখ হন নাই। এই কার্য্যকুশল রণশ্রী বীর যুধ্যমান হইয়া যুদ্ধে প্রহার-দ্বারা জর্জ্জরীভূত হইয়া স্বামীর জন্য প্রাণ বিসর্জ্জন করিয়াছেন। ইনি যুদ্ধে শত্রুদল সংহার করিয়া অমিত্রকর্ত্তৃক নিহত হইয়া ইন্দ্রের অতিথি হইয়াছেন; অথবা এই নরশ্রেষ্ঠ যেখানে যান, সেই স্থানেই নৃত্য-গীতপরায়ণ লোকসকল দ্বারা সেবিত হন।' রাবণ পুনরায় জিজ্ঞাসা করিল,—'সূর্য্যের ন্যায় দীপ্তিবিশিষ্ট যে ব্যক্তি যাইতেছেন, ইনি কে? ১১—১৫। পর্বতঋষি রাবণের প্রশ্ন শুনিয়া তাহাকে বলিলেন,—"রাজন্! সর্বাঙ্গ স্বর্ণদ্বারা রচিত অপ্সরোরাজি শোভিত বিমানে যাঁহাকে দেখিতে পাইতেছেন, ইনি সুবর্ণদাতা। মহারাজ! পূর্ণ চন্দ্রতুল্য এই মহাদ্যুতি,—বিচিত্র ভূষণ এবং বস্ত্রে সুসজ্জিত হইয়া দ্রুতগতি-বিশিষ্ট যানে গমন করিতেছেন।" পর্বতমুনির কথা শুনিয়া রাবণ বলিল,—ঋষিশ্রেষ্ঠ! "এই সকল রাজা যাইতেছেন, ইহাদের মধ্যে কোন্ ব্যক্তি যাচিত হইয়া অদ্য আমাকে যুদ্ধাতিথ্য প্রদান করিবেন, তাহা আপনি বলুন। বিশেষতঃ ধর্মজ্ঞ! ধর্মানুসারে আপনি আমার পিতা, সুতরাং আপনি আমার নিকটে সেই ব্যক্তির নাম বলুন।" তখন পর্বত-মুনি এই

স্বর্গার্থিনো মহারাজ নৈতে যুদ্ধার্থিনো নৃপ:।
বক্ষ্যামি তে মহাভাগ যস্তে যুদ্ধং প্রদাস্যতি॥ ২১
স তু রাজা মহাতেজাঃ সপ্তদ্বীপেশ্বরো মহান্।
মান্ধাতেত্যভিবিখ্যাতঃ স তে যুদ্ধং প্রদাস্যতি॥ ২২
পর্ব্বতস্য বচঃ শ্রুত্বা রাবণো বাক্যমব্রবীৎ।
কুতোঽসৌ তিষ্ঠতে রাজা তৎ সমাচক্ষ সুব্রত॥ ২৩
সোঽহং যাস্যামি তত্রৈব যত্রাসৌ নরপুঙ্গবঃ।
রাবণস্য বচঃ শ্রুত্বা মুনির্বচনমব্রবীৎ॥ ২৪
যুবনাশ্বসুতো রাজা মান্ধাতা রাজসত্তমঃ।
সপ্তদ্বীপসমুদ্রান্তাং জিত্বেহাভ্যাগমিষ্যতি॥ ২৫
অথাপশ্যন্মহাবাহুস্ত্রৈলোক্যে বরদর্পিতঃ।
অযোধ্যায়াঃ পতিং বীরং মান্ধাতারং নরোত্তমম্॥ ২৬
সপ্তদ্বীপাধিপং যান্তং স্যন্দনেন বিরাজতা।
কাঞ্চনেন বিচিত্রেণ মাহেন্দ্রেণেব ভাস্বতা॥ ২৭
জাজ্বল্যমানং রূপেণ দিব্যগন্ধানুলেপনম্।
তমুবাচ দশগ্রীবো যুদ্ধং মে দীয়তামিতি॥ ২৮
এবমুক্তো দশগ্রীবং প্রহস্যেদমুবাচ হ।
যদি তে জীবিতং নেষ্টং ততো যুদ্ধ্যস্ব রাক্ষস॥ ২৯
মান্ধাতুর্ব্বচনং শ্রুত্বা রাবণো বাক্যমব্রবীৎ।

বরুণস্য কুবেরস্য যমস্যাপি ন বিব্যথে॥ ৩০
কিং পুনর্মানুষাত্ত্বত্তো রাবণো ভয়মাবিশেৎ।
এবমুক্ত্বা রাক্ষসেন্দ্রঃ ক্রোধাৎ সম্প্রজ্বলন্নিব॥ ৩১
আজ্ঞাপয়ামাস তদা রাক্ষসান্ যুদ্ধদুর্ম্মদান্।
অথ ক্রুদ্ধাশ্চ সচিবা রাবণস্য দুরাত্মনঃ॥ ৩২
ববৃষুঃ শরজালানি ক্রুদ্ধা যুদ্ধবিশারদাঃ।
অথ রাজ্ঞা বলবতা কঙ্কপত্রৈঃ শিলাশিতৈঃ॥ ৩৩
ইষুভিস্তাড়িতাঃ সর্ব্বে প্রহস্তশুকসারণাঃ।
মহোদরবিরূপাক্ষাদ্যকম্পনপুরোগমাঃ॥ ৩৪
অথ প্রহস্তস্তু নৃপমিষুবর্ষৈরবাকিরৎ।
অপ্রাপ্তানেব তান্ সর্ব্বান্ প্রচিচ্ছেদ নৃপোত্তমঃ॥ ৩৫
ভূষুণ্ডীভিশ্চ ভল্লৈশ্চ ভিন্দিপালৈশ্চ তোমরৈঃ।
নররাজেন দহ্যন্তে তৃণভারা ইবাগ্নিনা॥ ৩৬
ততো নৃপবরঃ ক্রুদ্ধঃ পঞ্চভিঃ প্রবিভেদ তম্।
তোমরৈশ্চ মহাবেগৈঃ পুনঃ ক্রৌঞ্চমিবাগ্নিজঃ॥ ৩৭
ততো মুহুর্ভ্রাময়িত্বা মুদ্গরং যমসন্নিভম্।
প্রাহরৎ সোঽতিবেগেন রাক্ষসস্য রথং প্রতি॥ ৩৮
স পপাত মহাবেগো মুদ্গরো বজ্রসন্নিভঃ।

কথা শুনিয়া রাবণকে বলিলেন। ১৮—২০। মহারাজ! এই সকল নরপতি স্বর্গগমনাভিলাষী,—ইঁহারা যুদ্ধাভিলাষী নহেন; সুতরাং যিনি তোমাকে যুদ্ধ প্রদান করিবেন, আমি তাহা বলিতেছি,—সপ্তদ্বীপের অধিপতি অতিশয় তেজস্বী মান্ধাতা নামে এক বিখ্যাত মহারাজ আছেন, তিনিই তোমার সহিত যুদ্ধ করিবেন।" পর্ব্বত-মুনির কথা শুনিয়া রাবণ জিজ্ঞাসিল, —'সুব্রত! ঐ রাজা কোথায় থাকেন, আপনি সবিস্তরে আমার নিকটে তাহা বলুন। সেই নরপতি যথায় থাকেন, আমি তথায় যাইব।" পর্ব্বত মুনি রাবণের কথা শুনিয়া কহিলেন,—'যুবনাশ্বসুত রাজসত্তম রাজা মান্ধাতা সাগরসীমা সপ্তদ্বীপা মেদিনী জয় করিয়া এই স্থানেই আসিবেন।"২১—২৫। পরে ত্রিলোক-প্রসিদ্ধ বরগর্ব্বিত মহাবাহু রাবণ, অযোধ্যাপতি নরোত্তম বীরবর মান্ধাতাকে দেখিতে পাইল; সেই সপ্তদ্বীপের অধিপতি, ইন্দ্ররথ-প্রভ বিচিত্র বর্ণে সুরঞ্জিত উজ্জ্বল সুবর্ণময় বিমানারোহণে যাইতেছেন। তিনি দিব্যগন্ধ এবং অনুলেপনে রঞ্জিত হইয়া সৌন্দর্য্য-প্রভাবে জাজ্বল্যমান হইয়াছেন। রাবণ তাঁহাকে কহিল—'আমার সহিত যুদ্ধ কর।" মান্ধাতা রাবণের এই কথা শুনিয়া তাহাকে পরিহাস-পূর্ব্বক কহিলেন, —'রাক্ষস! যদি তোমার জীবনে প্রয়োজন না থাকে, তাহা হইলে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হও।' ২৬—২৯। মান্ধাতার কথা শুনিয়া রাবণ কহিল,—'মানুষের ত কথাই নাই; বরুণ, কুবের এবং যমের নিকটে আমি পরাস্ত হই নাই, অতএব তোমার মত মানুষের নিকটে রাবণ ভীত হইবে?' তখন রাক্ষসরাজ এইরূপ বলিয়া ক্রোধে যেন প্রজ্বলিত হইয়া রণদুর্ম্মদ রাক্ষসদিগকে যুদ্ধ করিতে আজ্ঞা করিল। পরে দুরাত্মা রাবণের রণবিশারদ অমাত্য সকল ক্রুদ্ধ হইয়া বাণজাল বর্ষণ করিতে লাগিল। প্রহস্ত, শুক, সারণ, মহোদর, বিরূপাক্ষ, অকম্পন প্রভৃতি অগ্রগামী যোধবৃন্দ, বলবান্ রাজা কর্ত্তৃক শিলাশাণিত বাণসমূহে তাড়িত হইল। ৩০—৩৪। কিন্তু প্রহস্ত বাণসমূহ বর্ষণ করিয়া নরপতিকে আচ্ছন্ন করিল। নরশ্রেষ্ঠ মান্ধাতা সেই সকল বাণ আসিতে না আসিতেই তাহা কাটিয়া ফেলিলেন। অগ্নি যেমন তৃণ দগ্ধ করে, সেইরূপ নররাজ,—ভূষুণ্ডী, ভিন্দিপাল, ভল্ল এবং তোমরসমূহ-দ্বারা তাহাদিগকে দহন করিতে লাগিলেন। পরে অগ্নিতনয় কার্ত্তিকেয় যেমন বাণদ্বারা ক্রৌঞ্চ পর্ব্বত ভেদ করিয়াছিলেন, সেইরূপ নৃপবর ক্রুদ্ধ হইয়া পুনরায় অতিবেগশালী পাঁচটী তোমর অস্ত্রে তাহাকে বিদারণ করিলেন। পরে যমপ্রতিম মুদ্গর বারংবার ঘুরাইয়া বিষম বেগে রাক্ষসরাজের রথাভিমুখে নিক্ষেপ করিলেন। সেই বজ্রসন্নিভ মুদ্গর মহাবেগে পড়িয়া ইন্দ্রধনুর ন্যায়,

স তূর্ণং পাতিতস্তেন রাবণঃ শক্রকেতুবৎ ॥ ৩৯
তদা স নৃপতিঃ প্রীত্যা হর্ষোদগ্রবলো বভৌ ।
সকলেন্দুকলাঃ স্পৃষ্ট্বা যথাম্বু লবণাম্ভসঃ ॥ ৪০
ততো রক্ষোবলং সর্ব্বং হাহাভূতমচেতনম্ ।
পরিবার্য্যাথ তং তস্থৌ রাক্ষসেন্দ্রং সমন্ততঃ ॥ ৪১
ততশ্চিরাৎ সমাশ্বস্য রাবণো লোকরাবণঃ ।
মান্ধাতুঃ পীড়য়ামাস দেহং লঙ্কেশ্বরো ভৃশম্ ॥ ৪২
মূর্চ্ছিতস্তু নৃপং দৃষ্ট্বা প্রহৃষ্টাস্তে নিশাচরাঃ ।
চক্রুশ্চ সিংহনাদাংশ্চ প্রক্ষ্বেড়ন্তো মহাবলাঃ ॥ ৪৩
লব্ধসংজ্ঞো মুহূর্ত্তেন অযোধ্যাধিপতিস্তদা ।
দৃষ্ট্বা তং মন্ত্রিভিঃ শত্রুং পূজ্যমানং নিশাচরৈঃ ॥ ৪৪
জাতকোপো দুরাধর্ষশ্চন্দ্রার্কসদৃশদ্যুতিঃ ।
মহতা শরবর্ষেণ পাতয়ন্রাক্ষসং বলম্ ॥ ৪৫
চাপস্যৈব নিনাদেন তস্য বাণরবেণ চ ।
সঞ্চচাল ততঃ সৈন্যমুদ্ধূত ইব সাগরঃ ॥ ৪৬
তদ্যুদ্ধমভবদ্ঘোরং নররাক্ষসসঙ্কুলম্ ।
অথাবিষ্টৌ মহাত্মানৌ নররাক্ষসসত্তমৌ ॥ ৪৭
কার্ম্মুকাসিধরৌ বীরৌ বীরাসনগতৌ তদা ।
মান্ধাতা রাবণশ্চৈব রাবণশ্চৈব তং নৃপম্ ॥ ৪৮
ক্রোধেন মহতাবিষ্টৌ শরবর্ষং মুমোচতুঃ ।
তৌ পরস্পরসংক্ষোভাৎ প্রহারৈঃ ক্ষতবিক্ষতৌ ॥ ৪৯
কার্ম্মুকেহস্ত্রং সমাধায় রৌদ্রমস্ত্রমমুঞ্চত ।
আগ্নেয়েন তু মান্ধাতা তদস্ত্রং পর্য্যবারয়ৎ ॥ ৫০
গান্ধর্ব্বেণ দশগ্রীবো বারুণেন চ রাজরাট্ ।
গৃহীত্বা স তু ব্রহ্মাস্ত্রং সর্ব্বভূতভয়াবহম্ ॥ ৫১
চোদয়ামাস মান্ধাতা দিব্যং পাশুপতং মহৎ ।
তদস্ত্রং ঘোররূপন্তু ত্রৈলোক্যভয়বৰ্দ্ধনম্ ॥ ৫২
দৃষ্ট্বা ত্রস্তানি ভূতানি স্থাবরাণি চরাণি চ ।
বরদানাত্তু রুদ্রস্য তপসারাধিতং মহৎ ॥ ৫৩
ততঃ সংকম্পতে সর্ব্বং ত্রৈলোক্যং সচরাচরম্ ।
দেবাশ্চ কম্পিতাঃ সর্ব্বে লয়ং নাগাশ্চ সঙ্গতাঃ ॥ ৫৪
অথ তৌ মুনিশার্দ্দূলৌ ধ্যানযোগাদপশ্যতাম্ ।
পুলস্ত্যো গালবশ্চৈব বারয়ামাসতুর্নৃপম্ ॥ ৫৫
সোপালম্ভৈশ্চ বিবিধৈর্বাক্যৈ রাক্ষসসত্তমম্ ।
তৌ তু কৃত্বা তদা প্রীতিং নররাক্ষসয়োস্তদা ।
সম্প্রাপ্তৌ সুসংহৃষ্টৌ পথা যেনৈব চাগতৌ ॥ ৫৬

ইত্যুত্তরকাণ্ডে ষড়্বিংশঃ সর্গঃ ॥ ২৬ ॥

অবিলম্বে রাবণকে পাতিত করিল। লবণ-সাগরের বারি যেমন পূর্ণচন্দ্রের কর স্পর্শ করিয়া স্ফীত হয়, সেইরূপ তৎকালে সেই নরপতি প্রীতিনিবন্ধন হর্ষে স্ফীতবীর্য্য হইয়া শোভা পাইতে লাগিলেন। ৩৫—৪০। তখন সমস্ত রাক্ষসসেনা হাহাকার রব করিয়া, সেই অচেতন রাক্ষসরাজের চতুর্দ্দিক্ পরিবেষ্টন করিয়া রহিল। পরে লোকরাবণ লঙ্কাপতি রাবণ, বহুবিলম্বে আশ্বস্ত হইয়া মান্ধাতার শরীরে বেদনা প্রদান করিল। নরপতি বেদনায় মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। মহাবল রাক্ষসেরা তাঁহাকে মূর্চ্ছিত দেখিয়া হৃষ্টচিত্তে আস্ফালন করত সিংহনাদ করিতে লাগিল। তখন অযোধ্যাপতি মুহূর্ত্তকাল-মধ্যে সংজ্ঞা পাইয়া সেই শত্রুকে রাক্ষস-মন্ত্রিদ্বারা পূজিত হইতে দেখিয়া ক্রুদ্ধ হইলেন। সূর্য্য এবং চন্দ্রতুল্যকান্তি দুরাধর্ষ মান্ধাতা অবিরল বাণবর্ষণ-দ্বারা রাক্ষসসেনা সংহার করিতে লাগিলেন। পরে সেই সেনা সকল উচ্ছলিত সাগরের ন্যায়, তাঁহার ধনু এবং বাণ-শব্দেই সর্ব্বতোভাবে বিচলিত হইল। ৪১—৪৬। এমন কি, মানুষ এবং রাক্ষসসঙ্কুল সেই যুদ্ধ ঘোরতর হইয়া উঠিল। পরে মহাত্মা বীর নরবর মান্ধাতা এবং রাক্ষসবর দশানন বীরাসনে অবস্থিত হইয়া ধনু এবং তরবারি ধারণপূর্ব্বক তৎকালে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। মান্ধাতা এবং রাবণ অতিশয় ক্রোধাবিষ্ট হইয়া বাণ বর্ষণ করিতে লাগিলেন। তাঁহারা পরস্পরের সংক্ষোভবশতঃ প্রহারে ক্ষতবিক্ষত হইয়া এইরূপে পরস্পরের প্রতি বাণ বর্ষণ করিতে লাগিলেন। রাবণ, ধনুকে রৌদ্র অস্ত্র সন্ধান করিল, কিন্তু নরশ্রেষ্ঠ মান্ধাতা আগ্নেয় অস্ত্রদ্বারা সেই অস্ত্র নিবারণ করিলেন। ৪৭—৫০। দশানন গান্ধর্ব্ব অস্ত্র নিক্ষেপ করিল; মান্ধাতা বারুণ অস্ত্রে তাহা নিবারণ করিলেন। পরে রাবণ সর্ব্বপ্রাণীর ভয়াবহ ব্রহ্মাস্ত্র লইয়া তাহা ছুড়িল। মান্ধাতাও দিব্য পাশুপত মহাস্ত্র নিক্ষেপ করিলেন। ঐ মহাস্ত্র তপস্যাদ্বারা আরাধনা করিয়া রুদ্রের বরদানপ্রভাবে মান্ধাতা প্রাপ্ত হন। সেই ত্রিভুবনের ভয়বর্দ্ধন ঘোররূপ অস্ত্র দেখিয়া চরাচর প্রাণিগণ ত্রস্ত হইয়া উঠিল। তখন সচরাচর সমস্ত ত্রৈলোক্য কাঁপিতে লাগিল। এমন কি, দেবতাগণও কম্পিত হইলেন এবং নাগগণ লয়প্রাপ্ত হইল। ইত্যবসরে মুনিশার্দ্দূল পুলস্ত্য এবং গালব ধ্যানযোগে ইহা দেখিতে পাইলেন। তাঁহারা বিবিধ ভর্ৎসনাসূচক কথাদ্বারা নরনাথ মান্ধাতা এবং রাক্ষসশ্রেষ্ঠ রাবণকে নিবারণ করিলেন। কিন্তু তাঁহারা সেই সময়ে মানুষ এবং রাক্ষসের প্রীতিসাধন করিয়া যে পথে

সপ্তবিংশঃ সর্গঃ ।

গতাভ্যামথ বিপ্রাভ্যাং রাবণো রাক্ষসাধিপঃ ।
দশযোজনসাহস্রং প্রথমন্তু মরুৎপথম্ ॥ ১
যত্র তিষ্ঠন্তি নিত্যং হি হংসাঃ সর্ব্বগুণান্বিতাঃ ।
অত ঊর্দ্ধন্তু গত্বা বৈ মরুৎপথমনুত্তমম্ ॥ ২
দশযোজনসাহস্রং তদেব পরিগণ্যতে ।
তত্র সন্নিহিতা মেঘাস্ত্রিবিধা নিত্যশঃ স্থিতাঃ ॥ ৩
আগ্নেয়াঃ পক্ষিণো ব্রাহ্মাস্ত্রিবিধস্তত্র তে স্থিতাঃ ।
অথ গত্বা তৃতীয়ন্তু বায়োঃ পন্থানমুত্তমম্ ॥ ৪
নিত্যং যত্র স্থিতা সিদ্ধাশ্চারণাশ্চ মনস্বিনঃ ।
দশৈব তু সহস্রাণি যোজনানাং তথৈব চ ॥ ৫
চতুর্থং বায়ুমার্গন্তু শীঘ্রং গত্বা পরন্তপ ।
বসন্তি যত্র নিত্যস্থা ভূতাশ্চ সবিনায়কাঃ ॥ ৬
অথ গত্বা স বৈ শীঘ্রং পঞ্চমং বায়ুগোচরম্ ।
দশৈব চ সহস্রাণি যোজনানাং তথৈব চ ॥ ৭
গঙ্গা যত্র সরিচ্ছ্রেষ্ঠা নাগা বৈ কুমুদাদয়ঃ ।
কুঞ্জরাস্তত্র তিষ্ঠন্তি যে তু মুঞ্চন্তি শীকরম্ ॥ ৮
গঙ্গাতোয়েষু ক্রীড়ন্তি পুণ্যং বর্ষন্তি সর্ব্বশঃ ।
ততো রবিকরভ্রষ্টং বায়ুনা পেশলীকৃতম্ ॥ ৯
জলং পুণ্যং প্রপততি হিমং বর্ষতি রাঘব ।
ততো জগাম ষষ্ঠং স বায়ুমার্গং মহাদ্যুতে ॥ ১০
যোজনানাং সহস্রাণি দশৈব তু স রাক্ষসঃ ।
যত্রাস্তে গরুড়ো নিত্যং জ্ঞাতিবান্ধবসংকৃতঃ ॥ ১১
দশৈব তু সহস্রাণি যোজনানাং তথোপরি ।
সপ্তমে বায়ুমার্গে চ যত্রৈতে ঋষয়ঃ স্থিতাঃ ॥ ১২
অথ ঊর্দ্ধন্তু গত্বা বৈ সহস্রাণি দশৈব তু ।
অষ্টমং বায়ুমার্গন্তু যত্র গঙ্গা প্রতিষ্ঠিতা ॥ ১৩
আকাশগঙ্গা বিখ্যাতা আদিত্যপথসংস্থিতা ।
বায়ুনা ধার্য্যমাণা সা মহাবেগা মহাস্বনা ॥ ১৪
অত ঊর্দ্ধং প্রবক্ষ্যামি চন্দ্রমা যত্র তিষ্ঠতি ।
অশীতিং তু সহস্রাণি যোজনানাং প্রমাণতঃ ॥ ১৫
চন্দ্রমাস্তিষ্ঠতে যত্র গ্রহনক্ষত্রসংযুতঃ ।
শতং শতসহস্রাণ রশ্ময়শ্চন্দ্রমণ্ডলাৎ ॥ ১৬
প্রকাশয়ন্তি লোকাংস্তু সর্ব্বসত্ত্বসুখাবহাঃ ।
ততো দৃষ্ট্বা দশগ্রীবং চন্দ্রমা নির্দ্দহন্নিব ॥ ১৭

আসিয়াছিলেন, হৃষ্টচিত্তে সেই পথেই গমন করিলেন। ৫১—৫৬।

সপ্তবিংশ সর্গ।

বিপ্রদ্বয় চলিয়া গেলে, রাক্ষসনাথ রাবণ দশ-হাজারযোজন-পরিমিত প্রথম বায়ুপথে গমন করিল। সেই স্থানে সর্ব্বগুণযুক্ত হংস সকল সতত অবস্থিতি করে। ইহার ঊর্দ্ধদেশে দ্বিতীয়-বায়ুপথ। ইহারও পরিমাণ দশহাজার যোজন বলিয়া পরিগণিত হয়। সেই স্থানে অগ্নিজ, পক্ষজ এবং ব্রহ্মজ—এই তিন প্রকার মেঘ নিকটবর্ত্তী হইয়া সর্ব্বদা বিরাজ করে। অগ্নি-সম্ভূত বাষ্প হইতে যে সকল মেঘ জন্মে, তাহারাই অগ্নিজ। ইন্দ্র, গিরির পক্ষ কাটিয়া দেন, সেই পক্ষ হইতে যে সকল মেঘ জন্মে, তাহারাই পক্ষজ। আর যাহারা ব্রহ্মার নিশ্বাসে জন্মে, তাহারা ব্রহ্মজ নামে খ্যাত। দশানন, দ্বিতীয় বায়ুপথ অতিক্রম করিয়া অনুত্তম তৃতীয়-বায়ুপথে উপস্থিত হইল। ইহারও পরিমাণ দশহাজার যোজন। এই স্থানে মনস্বী সিদ্ধ এবং চারণগণ সতত বিরাজ করিতেছেন। ১—৫। হে পরন্তপ! রাবণ শীঘ্র চতুর্থ বায়ুপথে যাইল। এই স্থানে ভূত এবং বিনায়কবর্গ সদা বাস করে। পরে অতি শীঘ্র পঞ্চম-বায়ুগোচরে যাইল। তাহারও পরিমাণ দশহাজার যোজন। সেখানে নদীশ্রেষ্ঠ গঙ্গা এবং কুমুদপ্রভৃতি নাগসমূহ অধিষ্ঠিত আছেন। অধিকন্তু যাহারা জলকণা বর্ষণ করে, তাদৃশ হস্তি-যূথ তথায় রহিয়াছে। হস্তিগণ গঙ্গাজলে ক্রীড়া করিয়া তাহার পবিত্র জল বার বার বর্ষণ করিতেছে। রামচন্দ্র! তথায় বায়ুদ্বারা পেশলীকৃত সূর্য্যকরভ্রষ্ট পবিত্র জল পতিত হইতেছে এবং হিম-বর্ষণ হইতেছে। হে মহাদ্যুতে! পরে সেই রাক্ষস দশানন, ষষ্ঠ-বায়ুপথে যাইল। ইহারও পরিমাণ দশ-হাজার যোজন। সেই স্থানে গরুড়—জ্ঞাতি এবং বান্ধবদ্বারা সংকৃত হইয়া নিত্য বিরাজিত রহিয়াছেন। পরে রাবণ দশহাজার যোজনের উপর সপ্তম বায়ুপথে যাইল। এই স্থানে সেই ঋষি সকল অধিষ্ঠিত আছেন। রাবণ ইহার দশ হাজার যোজন ঊর্দ্ধে অষ্টমবায়ুপথে যাইল, এই স্থানে গঙ্গা বিরাজিতা আছেন। সেই মহাবেগবতী মহাকল্লোলরবকারিণী বিখ্যাতা আকাশ-গঙ্গা বায়ুকর্ত্তৃক ধার্য্যমাণা হইয়া সূর্য্যপথে অধিষ্ঠিত আছেন। পরে যে স্থানে চন্দ্র থাকেন, তাহার বিষয় বর্ণন করিতেছি। ইহার আশী-হাজার-যোজন-পরি-মাণ ঊর্দ্ধে চন্দ্র, গ্রহ-তারাসকলে সংযুক্ত হইয়া বিরাজ করিতেছেন। কিন্তু সর্ব্বজীবের সুখাবহ শতসহস্ররশ্মিসমূহ চন্দ্রমণ্ডল হইতে নিঃসৃত হইয়া জীব সকল প্রকাশ করিতেছে। পরে চন্দ্র দশান-

স তু শীতাগ্নিনা শীঘ্রং প্রাদহদ্রাবণং তদা।
নাসহংস্তস্য সচিবাঃ শীতাগ্নিভয়পীড়িতাঃ ॥ ১৮
রাবণং জয়শব্দেন প্রহস্তোঽথৈনমব্রবীৎ।
রাজন্ শীতেন বধ্যামো নিবর্ত্তাম ইতো বয়ম্ ॥ ১৯
চন্দ্ররশ্মিপ্রতাপেন রক্ষসাং ভয়মাবিশৎ।
স্বভাব এষ রাজেন্দ্র শীতাংশোর্দহনাত্মকঃ ॥ ২০
এতচ্ছ্রুত্বা প্রহস্তস্য রাবণঃ ক্রোধমূর্চ্ছিতঃ।
বিকর্ষ্য ধনুরুদ্যম্য নারাচৈস্তমপীড়য়ৎ ॥ ২১
অথ ব্রহ্মা তদাগচ্ছৎ সোমলোকং ত্বরান্বিতঃ।
দশগ্রীব মহাবাহো সাক্ষাদ্বিশ্রবসঃ সুতঃ ॥ ২২
গচ্ছ শীঘ্রমিতঃ সৌম্য মা চন্দ্রং পীড়য়স্ব বৈ।
লোকস্য হিতকামো বৈ দ্বিজরাজো মহাদ্যুতিঃ ॥ ২৩
মন্ত্রঞ্চেমং প্রদাস্যামি প্রাণাত্যয়গতিহৃদা।
যস্ত্বিমং সংস্মরেন্মন্ত্রং নাসৌ মৃত্যুমবাপ্নুয়াৎ ॥ ২৪
এবমুক্তো দশগ্রীবঃ প্রাঞ্জলির্দেবমব্রবীৎ।
যদি তুষ্টোঽসি মে দেব লোকনাথ মহাব্রত ॥ ২৫
যদি মন্ত্রশ্চ মে দেয়ো দীয়তাং মম ধার্ম্মিক।
যং জপ্ত্বাহং মহাভাগ সর্ব্বদেবেষু নির্ভয়ঃ ॥ ২৬
অসুরেষু চ সর্ব্বেষু দানবেষু পতত্রিষু।
ত্বৎপ্রসাদাত্তু দেবেশ স্যামজেয়ো ন সংশয়ঃ ॥ ২৭
এবমুক্তো দশগ্রীবং ব্রহ্মা বচনমব্রবীৎ।
প্রাণাত্যয়েষু জপ্তব্যো ন নিত্যং রাক্ষসাধিপ ॥ ২৮
অক্ষসূত্রং গৃহীত্বা তু জপেন্মন্ত্রমিমং শুভম্।
জপ্ত্বা তু রাক্ষসপতে ত্বমজেয়ো ভবিষ্যসি ॥ ২৯
অজপ্ত্বা রাক্ষসপতে ন তে সিদ্ধির্ভবিষ্যতি।
শৃণু মন্ত্রং প্রবক্ষ্যামি যেন রাক্ষসপুঙ্গব ॥ ৩০
মন্ত্রপ্রকীর্ত্তনাদেব প্রাপ্স্যসে সমরে জয়ম্।
নমস্তে দেবদেবেশ সুরাসুরনমস্কৃত ॥ ৩১
ভূতভব্য মহাদেব হরিপিঙ্গললোচন।
বালস্ত্বং বৃদ্ধরূপী চ বৈয়াঘ্রবসনচ্ছদ ॥ ৩২
অর্চ্চনীয়োঽসি দেব ত্বং ত্রৈলোক্যপ্রভুরীশ্বরঃ।
হরো হরিতনেমী চ যুগান্তদহনো বলঃ ॥ ৩৩
গণেশো লোকশম্ভুশ্চ লোকপালো মহাভুজঃ।
মহাভাগো মহাশূলী মহাদংষ্ট্রী মহেশ্বরঃ ॥ ৩৪
কালশ্চ বলরূপী চ নীলগ্রীবো মহোদরঃ।

মাত্রেই রাবণকে যেন দগ্ধ করিলেন। ফলত তিনি শীত এবং অগ্নিদ্বারা রাবণকে শীঘ্র সর্ব্বতোভাবে দগ্ধ করিয়া ফেলিলেন। তখন তাহার মন্ত্রিগণ শীত এবং অগ্নিভয়ে পীড়া প্রাপ্ত হইয়া আর যন্ত্রণা সহ্য করিতে সক্ষম হইল না। ৬—১৮। পরে প্রহস্ত জয়-শব্দ উচ্চারণপূর্ব্বক রাবণকে কহিল, 'রাজন্! আমরা শীতে মরিয়া যাইতেছি, অতএব আমরা এই স্থান হইতে সরিয়া যাইব। রাজেন্দ্র! শীতাংশুযুক্ত চন্দ্রের স্বভাবই দহনাত্মক। সুতরাং চন্দ্রের রশ্মির বলদ্বারা রাক্ষসগণের ত্রাস উপস্থিত হইয়াছে।' প্রহস্তের এই কথা শুনিয়া দশানন, ক্রোধযুক্তচিত্তে ধনু উঠাইয়া আস্ফালন করত নারাচসমূহদ্বারা তাঁহাকে পীড়ন করিল। সেই সময় ব্রহ্মা শীঘ্র চন্দ্রলোকে আসিয়া, দশাননকে কহিলেন,—বিশ্রবাতনয় মহাবাহো দশগ্রীব! তুমি চন্দ্রমাকে ব্যথা দিও না, শীঘ্র এই স্থান হইতে চলিয়া যাও। কারণ; এই মহাদ্যুতি চন্দ্র অখিল-প্রাণিগণের হিতাকাঙ্ক্ষী। ১৯—২৩। অধিকন্তু তোমাকে এই বক্ষ্যমাণ মন্ত্র প্রদান করিব, প্রাণিবধ হইবার কালে যে এই মন্ত্র স্মরণ করে, তাহার মৃত্যু হয় না। দশানন এইরূপ কথিত হইয়া যোড়হাতে দেব পিতামহ ব্রহ্মাকে কহিল,—'হে লোকনাথ, হে মহাব্রত দেব! আপনার যদি আমার প্রতি সন্তোষ হইয়া থাকে, আর আমাকে যদি মন্ত্র দান করা উচিত হয়, তবে সেই মন্ত্র আমাকে দিন। হে মহাভাগ ধার্ম্মিক! সেই মন্ত্রটী জপ করিয়া আমি দেবগণ, দানবগণ, অসুরগণ এবং পতত্রিগণের মধ্যে নির্ভয়ে বিচরণ করি। হে দেবেশ! অধিক কি, আপনার প্রসাদে আমাকে কেহ জয় করিতে সমর্থ হইবে না, ইহাতে সন্দেহ নাই। রাবণ, ব্রহ্মাকে এই কথা কহিলে, ব্রহ্মা রাবণকে কহিলেন,—প্রাণনাশ-সময়েই বিধির মন্ত্র জপ করা উচিত। নিত্য জপ করা বিধেয় নহে। হে রাক্ষসপতে! অক্ষসূত্র গ্রহণ করিয়াই এই মন্ত্রটি জপ করিতে হয়। অতএব তুমি মন্ত্র জপ করিলে তোমাকে কেহ জয় করিতে পারিবে না। ২৪—২৯। রাক্ষসপতি! মন্ত্রজপ না করিয়া তোমার সিদ্ধিলাভ হইবে না। অতএব রাক্ষসশ্রেষ্ঠ! আমি মন্ত্র বলিতেছি, শুন; এই মন্ত্র সঙ্কীর্ত্তন মাত্রেই তুমি যুদ্ধে অজেয় হইবে। মন্ত্রটী এই;—"হে সুরাসুর-নমস্কৃত দেবদেবেশ! ব্যাঘ্রাজিনবসন-ধারিন্ মহাদেব! তুমি—ভূত, ভবিষ্যৎ, বাল, বৃদ্ধ এবং হরিবৎ পিঙ্গলনয়ন; অতএব তোমায় নমস্কার করি। হে দেব! তুমি ত্রিলোকের প্রভু এবং ঈশ্বর,—অতএব তুমি আমার অর্চ্চনীয়। তুমি,—হর, হরিতনেত্র, যুগান্তদহন, বল, গণেশ, লোকশম্ভু, মহাভুজ, লোক-পাল, মহাভাগ, মহাশূলী, মহাদংষ্ট্র, মহেশ্বর।— তোমায় নমস্কার করি। ৩০—৩৪। তুমি,—কাল

বেদান্তগস্তপোহন্তশ্চ পশূনাং পতিরব্যয়ঃ ॥ ৩৫
শূলপাণির্বৃষকেতুর্নেতা গোপ্তা হরো হরিঃ।
জটী মুণ্ডী শিখণ্ডী চ মুকুটী চ মহাযশাঃ ॥ ৩৬
ভূতেশ্বরো গণাধ্যক্ষঃ সর্ব্বাত্মা সর্ব্বভাবনঃ।
সর্ব্বগঃ সর্ব্বহারী চ স্রষ্টা চ গুরুরব্যয়ঃ ॥ ৩৭
কমণ্ডলুধরো দেবঃ পিনাকী ধূর্জ্জটিস্তথা।
মাননীয়শ্চ ওঁকারো বরিষ্ঠো জ্যেষ্ঠসামগঃ।
মৃত্যুশ্চ মৃত্যুভূতশ্চ পারিযাত্রশ্চ সুব্রতঃ ॥ ৩৮
ব্রহ্মচারী গুহাবাসী বীণাপণবতূণবান্।
অমরো দর্শনীয়শ্চ বালসূর্য্যনিভস্তথা ॥ ৩৯
শ্মশানবাসী ভগবানুমাপতিরনিন্দিতঃ।
ভগস্যাক্ষিনিপাতী চ পূষ্ণো দশননাশনঃ ॥ ৪০
জ্বরহর্ত্তা পাশহস্তঃ প্রলয়ঃ কাল এব চ।
উল্কামুখোঽগ্নিকেতুশ্চ মুনির্দীপ্তো বিশাম্পতিঃ ॥ ৪
উন্মাদী বেপনকরশ্চতুর্থো লোকসত্তমঃ।
বামনো বামদেবশ্চ প্রাক্ প্রদক্ষিণবামনঃ ॥ ৪২
ভিক্ষুশ্চ ভিক্ষুরূপী চ ত্রিজটী কুটিলঃ স্বয়ম্।
শক্রহস্তপ্রতিষ্টম্ভী বসূনাং স্তম্ভনস্তথা ॥ ৪৩
ঋতুর্ঋতুকরঃ কালো মধুর্মধুকলোচনঃ।
বানস্পত্যো বাজসনো নিত্যমাশ্রমপূজিতঃ ॥৪৭
জগদ্ধাতা চ কর্ত্তা চ পুরুষঃ শাশ্বতো ধ্রুবঃ।
ধর্ম্মাধ্যক্ষো বিরূপাক্ষস্ত্রিধর্ম্মা ভূতভাবনঃ ॥ ৪৫
ত্রিনেত্রো-বহুরূপশ্চ সূর্য্যাযুতসমপ্রভঃ।
দেবদেবোঽতিদেবশ্চ চন্দ্রাঙ্কিতজটস্তথা ৪৬
নর্ত্তকো লাসকশ্চৈব পূর্ণেন্দুসদৃশাননঃ।
ব্রহ্মণ্যশ্চ শরণ্যশ্চ সর্ব্বজীবময়স্তথা ॥ ৪৭
সর্ব্বতূর্য্যনিনাদী চ সর্ব্ববন্ধবিমোক্ষকঃ।
মোহনো বন্ধনশ্চৈব সর্ব্বদা নিধনোত্তমঃ ॥ ৭৮
পুষ্পদন্তো বিভাগশ্চ মুখ্যঃ সর্ব্বহরস্তথা।
হরিশ্মশ্রুর্ধনুর্ধারী ভীমো ভীমপরাক্রমঃ ॥ ৪৯
ময়া প্রোক্তমিদং পুণ্যং নামাষ্টশতমুত্তমম্।
সর্ব্বপাপহরং পুণ্যং শরণ্যং শরণার্থিনাম্ ॥ ৫০
জপ্তমেতদ্দশগ্রীব কুর্য্যাচ্ছত্রুবিনাশনম্ ॥ ৫১
ইত্যুত্তরকাণ্ডে সপ্তবিংশঃ সর্গঃ ॥ ২৭ ॥

অষ্টাবিংশঃ সর্গঃ।

দত্ত্বা তু রাবণস্যৈবং বরং স কমলোদ্ভবঃ।
পুনরেবাগমৎ ক্ষিপ্রং ব্রহ্মলোকং পিতামহঃ ॥ ১
রাবণোঽপি বরং লব্ধ্বা পুনরেবাগমত্তথা।

বলরূপী, নীলগ্রীব, মহোদর বেদান্তগ, তপস্যার পারগামী, অব্যয়, পশুপতি; তোমায় নমস্কার করি। তুমি,—শূলপাণি, বৃষকেতু, নেতা গোপ্তা, হর, জটী, মুণ্ডী, শিখণ্ডী মহাযশা, মুকুটী;—তোমাকে নমস্কার করি। তুমি,—ভূতেশ্বর, গণাধ্যক্ষ, সর্ব্বাত্মা, সর্ব্বভাবন, সর্ব্বগ, সর্ব্বহারী, স্রষ্টা, অব্যয়, গুরু,—তোমায় নমস্কার করি। তুমি কমণ্ডলুধর দেবতা, পিনাকী, ধূর্জ্জটী, মাননীয় ওঁকার, বরিষ্ঠ, জ্যেষ্ঠসামগ মৃত্যু, মৃত্যুভূত, পারিযাত্র, সুব্রত,—তোমাকে নমস্কার করি। তুমি,—ব্রহ্মচারী, গুহাবাসী, বীণাপণবতূণবান্, বালসূর্য্যসদৃশ দর্শনীয়, অমর; তোমাকে নমস্কার করি। ২৫—৩৯। তুমি,—শ্মশানবাসী, ভগবান্, আনন্দিত, উমাপতি, ভগনয়নপাতী, পূষ-দশন-নাশন;—তোমাকে নমস্কার করি। তুমি,—জ্বরহর্ত্তা, পাশহস্ত, প্রলয়রূপ কাল, উল্কামুখ, অগ্নিকেতু, প্রদীপ্ত বিশাম্পতি মুনি;—তোমাকে নমস্কার করি। তুমি,—চতুর্থ লোকসত্তম, বেপনকর, উন্মাদী, বামন, বামদেব, প্রাক্, প্রদক্ষিণ বামন;—তোমাকে নমস্কার করি। তুমি,—ভিক্ষু, ভিক্ষুরূপী, ত্রিজটী কুটিল, শক্রহস্ত-প্রতিষ্টম্ভী, বসুস্তম্ভন;—তোমাকে নমস্কার করি। তুমি—ঋতু, ঋতুকর কাল, মধু, মধুলোচন, বানস্পত্য, বাজসন, নিত্য আশ্রমপূজিত;—তোমাকে নমস্কার করি। ৪০—৪৪। তুমি,—জগতের ধাতা, কর্ত্তা, শাশ্বত পুরুষ ধ্রুব, ধর্ম্মাধ্যক্ষ, বিরূপাক্ষ, ত্রিধর্ম্মা, ভূতভাবন;—তোমাকে নমস্কার করি। তুমি ত্রিনেত্র বহুরূপ, অযুত, সূর্য্যসমপ্রভ, দেবদেব, অতিদেব, চন্দ্রাঙ্কিতজট, তোমাকে নমস্কার করি। তুমি,—নর্ত্তক, লাসক, পূর্ণচন্দ্রানন, ব্রহ্মণ্য, শরণ্য, সর্ব্বজীবময়;—তোমাকে নমস্কার করি। তুমি,—সর্ব্বতূর্য্য-নিনাদী, সর্ব্ববন্ধন-বিমোক্ষক, মোহন, বন্ধন, সতত নিধনোত্তম তোমাকে নমস্কার করি। তুমি—পুষ্পদন্ত, বিভাগ, মুখ্য, সর্ব্বহর, হরিৎশ্মশ্রু, ধনুর্দ্ধারী, ভীম, ভীমপরাক্রম;—তোমাকে নমস্কার করি।" আমাকর্ত্তৃক কথিত পুণ্যতম এই উত্তম অষ্টোত্তরশত নাম সর্ব্বপাপের অপহারক। ইহা শরণার্থীদিগের শরণ্য এবং পুণ্যজনক। হে দশানন! এই মন্ত্র জপ করিলে, সর্ব্ব রিপু সংহার করা যায়। ৪৫—৫০।

অষ্টাবিংশ সর্গ।

সেই পদ্মযোনি ব্রহ্মা পিতামহ, রাবণকে বর দিয়া শীঘ্র পুনরায় ব্রহ্মলোকে যাইলেন। দশাননও ব্রহ্মার নিকটে বর পাইয়া, দেব,—গন্ধর্ব্ব. মানব

কেনচিত্ত্বথ কালেন রাবণো লোকরাবণঃ। ২
পশ্চিমার্ণবমাগচ্ছৎ সচিবৈঃ সহ রাক্ষসঃ।
দ্বীপস্থো দৃশ্যতে তত্র পুরুষঃ পাবকপ্রভঃ। ৩
মহাজাম্বূনদপ্রখ্য এক এব ব্যবস্থিতঃ।
দৃশ্যতে ভীষণাকারো যুগান্তানলসন্নিভঃ। ৪
দেবানামিব দেবেশো গ্রহাণামিব ভাস্করঃ।
শরভাণাং যথা সিংহো হস্তিষৈরাবতো যথা॥ ৫
পর্ব্বতানাং যথা মেরুঃ পারিজাতশ্চ শাখিনাম্।
তথা তং পুরুষং দৃষ্ট্বা স্থিতং মধ্যে মহাবলম্॥ ৬
অব্রবীচ্চ দশগ্রীবো যুদ্ধং মে দীয়তামিতি।
অভবত্তস্য সা দৃষ্টির্গ্রহমালা ইবাকুলা॥ ৭
দন্তান্ সন্দশতঃ শব্দো যন্ত্রস্যেবাভিভিদ্যতঃ।
জগর্জ্জোচ্চৈঃ স বলবান্ সহামাত্যো দশাননঃ॥ ৮
স গর্জ্জন্ বিবিধৈর্নাদৈঃ শৈলপ্রহস্তং ভয়ানকম্।
দংষ্ট্রালং বিকটঞ্চৈব কম্বুগ্রীবং মহোরসম্॥ ৯
মণ্ডূককুক্ষিং সিংহাস্যং কৈলাসশিখরোপমম্।
পদ্মপাদতলং ভীমং রক্ততালুকরং দৃশম্॥ ১০
মহানাদং মহাকায়ং মনোহনিলসমং জবে।
ভীমমাবদ্ধতূণীরং সঘণ্টাবরচামরম্॥ ১১
জ্বালামালাপরিক্ষিপ্তং কিঙ্কিণীজালনিঃস্বনম্।
মালয়া স্বর্ণপদ্মানাং কণ্ঠদেশেঽবলম্বয়া॥ ১২
ঋগ্বেদমিব শোভন্তং পদ্মমালাবিভূষিতম্।
সোঽঞ্জনাচলসঙ্কাশং কাঞ্চনাচলসন্নিভম্॥ ১৩
প্রাহরদ্রাক্ষসপতিঃ শূলশক্ত্যৃষ্টিপট্টিশৈঃ।
দীপিনা চ যথা সিংহ ঋষভেণেব কুঞ্জরঃ॥ ১৪
সুমেরুরিব নাগেন্দ্রৈর্নদীবেগৈরিবার্ণবঃ।
অকম্পমানঃ পুরুষো রাক্ষসং বাক্যমব্রবীৎ॥ ১৫
যুদ্ধশ্রদ্ধাং হি তে রক্ষো নাশয়িষ্যামি দুর্মতে।
রাবণস্য চ যো বেগঃ সর্ব্বলোকভয়ঙ্করঃ॥ ১৬
তথা বেগসহস্রাণি সংশ্রিতানি তমেব হি।
ধর্ম্মশ্চ তপশ্চৈব জগতঃ সিদ্ধিহেতুকৌ॥ ১৭
ঊরূ সমাশ্রিতৌ তস্য তে মন্মথঃ শিশ্নমাশ্রিতঃ।
বিশ্বেদেবাঃ কটীভাগং মরুতো বস্তিপার্শ্বয়োঃ॥ ১৮
মধ্যে চাষ্টৌ বসবস্তস্য সমুদ্রাঃ কুক্ষিতঃ স্থিতাঃ।
পার্শ্বাদিষু দিশঃ সর্ব্বাঃ সন্ধিষু মরুতঃ॥ ১৯
পিতরশ্চাশ্রিতাঃ পৃষ্ঠং হৃদয়ঞ্চ পিতামহঃ॥২০

প্রভৃতি বহুরিপু বধ করিয়া পুনরায় ফিরিয়া গেল। কিছুদিন গত হইল, লোকরাবণ রাক্ষস রাবণ, মন্ত্রিগণসহ পশ্চিমসমুদ্রে আসিল। তখন রাবণ, তথাকার একটী দ্বীপে অগ্নির ন্যায় প্রভাশালী এক পুরুষকে দেখিল। সেই বিমল স্বর্ণের কান্তিবিশিষ্ট পুরুষ তথায় অবস্থিত ছিলেন। কিন্তু দেবগণের মধ্যে ইন্দ্র যেমন প্রধান—গ্রহগণের মধ্যে ভাস্কর যেমন প্রধান—শরভসমূহের মধ্যে সিংহ যেমন প্রধান,—হস্তীর মধ্যে ঐরাবত যেমন প্রধান,—পর্ব্বতগণের মধ্যে সুমেরু যেমন প্রধান—এবং বৃক্ষরাজির মধ্যে পারিজাত যেমন প্রধান,—সেইরূপ সেই কালানলতুল্য সেই ভীষণাকার পুরুষও পুরুষগণের মধ্যে প্রধান।—সেই মহাবলশালী পুরুষকে দ্বীপমধ্যে একাকী বিরাজিত দেখিয়া দশানন কহিল,—'আমাকে যুদ্ধ দাও।" তখন সেই পুরুষের চক্ষু গ্রহমালার ন্যায় আকুল হইয়া উঠিল। সর্ব্বতোভাবে ভিদ্যমান যন্ত্রের ন্যায় দন্তদ্বারা দন্ত-দংশনের ধ্বনি সমুত্থিত হইল। সেই বলবান্ রাবণও মন্ত্রিগণের সহিত উচ্চরবে গর্জ্জিয়া উঠিল। ১—৮। অধিকন্তু অঞ্জনাচলসদৃশ রাক্ষসরাজ নানারূপ শব্দে গর্জ্জন করিয়া কনকগিরিনিভ দ্যুতিমান্ সেই পুরুষকে প্রহার করিল। তাঁহার মুখ সিংহ-মুখের ন্যায়, দন্ত বিশাল, গ্রীবা কম্বুতুল্য, বাহু আজানুলম্বিত, বক্ষঃস্থল বিশাল, কুক্ষি মণ্ডূকতুল্য, পাদতল পদ্মের ন্যায়, করকমল এবং তালু রক্তবর্ণ, বেগ মন ও বায়ুর ন্যায়, কণ্ঠদেশে স্বর্ণবর্ণ পদ্মের মালা বিলম্বিত, স্বর কিঙ্কিণীজালের ন্যায় সুমধুর, শরীর জ্বালামালায় পরিবৃত; পৃষ্ঠদেশে তূণীর আবদ্ধ; শরীর কৈলাসপর্ব্বতের ন্যায় প্রকাণ্ড এবং নিনাদ সুমহান্। ঘণ্টাচামরশোভিত ভীষণমূর্ত্তি ভয়ানক বিকটাকার পুরুষ, পদ্মমালায় বিভূষিত এবং ঋগ্বেদের অধিষ্ঠাত্রী দেবতার ন্যায় শোভমান। রাক্ষসরাজ রাবণ—শূল, শক্তি, ঋষ্টি এবং পট্টিশ অস্ত্রদ্বারা তাঁহাকে আঘাত করিল। হস্তীর প্রহারে সিংহ যেরূপ বিচলিত হয় না, ঋষভের প্রহারে কুঞ্জর যেরূপ বিচলিত হয় না, এবং নদীবেগবশতঃ সমুদ্র যেমন বিচলিত হয় না, সেইরূপ সেই পুরুষ রাবণের প্রহারে বিকম্পিত হইলেন না। অধিকন্তু রাক্ষসকে বলিলেন,—'দুর্ম্মতি রাক্ষস! আমি তোমার যুদ্ধশ্রদ্ধা দূর করিব।' রাবণের তেজ সর্ব্বলোকের ভয়াবহ, কিন্তু তাহা অপেক্ষা সহস্রগুণ তেজ সেই পুরুষকে আশ্রয় করিয়া রহিয়াছে। জগতের সিদ্ধির জন্য ধর্ম্ম এবং তপস্যা তাঁহার ঊরুদ্বয় অবলম্বন করিয়া অবস্থিতি করিতেছে। মন্মথ শিশ্ন, বিশ্বদেবতাগণ কটিদেশ, মারুত বস্তির পার্শ্বদ্বয়, অষ্টবসু, মধ্যভাগ, সাগরসমূহ কুক্ষিদেশ, দিক্ সমস্ত পার্শ্বাদি স্থান, মারুত সমস্ত

গোদানানি পবিত্রাণি ভূমিদানানি যানি চ।
সুবর্ণবরদানানি কক্ষলোমান্যুগানি চ॥ ২১
হিমবান্ হেমকূটশ্চ মন্দরো মেরুরেব চ।
নরস্তু তং সমাশ্রিত্য চাস্থিভূতা ব্যবস্থিতাঃ॥ ২২
পাণির্বজ্রোঽভবত্তস্য শরীরে দ্যৌরবস্থিতা।
কৃকাটিকায়াং সন্ধ্যা চ জলবাহাশ্চ যে ঘনাঃ॥ ২৩
বাহূ ধাতা বিধাতা চ তথা বিদ্যাধরাদয়ঃ।
শেষশ্চ বাসুকিশ্চৈব বিশালাক্ষ ইরাবতঃ॥ ২৪
কম্বলাশ্বতরৌ চোভৌ কর্কোটকধনঞ্জয়ৌ।
স চ ঘোরবিষো নাগস্তক্ষকঃ সোপতক্ষকঃ॥ ২৫
করজানাশ্রিতাশ্চৈব বিষবীর্য্যমুমুক্ষবঃ।
অগ্নিরাস্যমভূত্তস্য স্কন্ধৌ রুদ্রৈরধিষ্ঠিতৌ॥ ২৬
পক্ষমাসর্ত্তবশ্চৈব দংষ্ট্রয়োরুভয়োঃ স্থিতাঃ।
নাসে কুহূরমাবাস্যা ছিদ্রেষু বায়বঃ স্থিতাঃ॥ ২৭
গ্রীবা তস্যাভবদ্দেবী বাণী চাপি সরস্বতী।
নাসত্যৌ শ্রবণে চোভৌ নেত্রে চ শশিভাস্করৌ॥ ২৮
বেদাঙ্গানি চ যজ্ঞাশ্চ তারারূপাণি যানি চ।
সুবৃত্তানি চ বাক্যানি তেজাংসি চ তপাংসি চ॥ ২৯
এতানি নররূপস্য তস্য দেহাশ্রিতানি বৈ।
তেন বজ্রপ্রভাবেণ করাগ্রেণ লীলয়া॥ ৩০

সন্ধিস্থল, পিতৃগণ পৃষ্ঠ এবং পিতামহ হৃদয় আশ্রয়পূর্ব্বক তাঁহাতে অবস্থিতি করিতেছেন। ১—২০। গোদান, ভূমিদান এবং বিশুদ্ধসুবর্ণদান প্রভৃতি পবিত্র পুণ্যকার্য্য সকল তাঁহার কক্ষলোম আশ্রয় করিয়াছে। হিমবান্, হেমকূট, মন্দর এবং মেরুপর্ব্বত সেই পুরুষকে আশ্রয় করিয়া অস্থিস্বরূপ অবস্থিতি করিতেছে। বজ্র তাঁহার বাহু, স্বর্গ শরীর, জলবাহ মেঘসমূহ ও সন্ধ্যা অবটু (গ্রীবা) এবং ধাতা, বিধাতা বিদ্যাধর প্রভৃতি বাহুদ্বয় আশ্রয় করিয়া আছে। শেষনাগ, বাসুকি, বিশালাক্ষ, ইরাবত, কম্বল, অশ্বতর, কর্কোটক, ধনঞ্জয়, ঘোরবিষ তক্ষক এবং উপতক্ষক বিষবীর্য্যমুমুক্ষু হইয়া, অঙ্গুলিসকল আশ্রয়পূর্ব্বক অবস্থিতি করিতেছে। অগ্নি তাঁহার বদন, রুদ্রগণ স্কন্ধযুগল; পক্ষ, মাস ও ঋতু সকল উভয় দর্শনশ্রেণী। কুহূ অমাবস্যা নাসিকারন্ধ্রদ্বয়, বায়ুনিবহ ছিদ্র সকল, দেবী বাণী সরস্বতী গ্রীবা; অশ্বিনীকুমারযুগল শ্রবণযুগল এবং চন্দ্র ও সূর্য্য নয়নযুগল আশ্রয় করিয়া বিরাজ করিতেছেন। ২১—২৮। বেদাঙ্গ সকল, যজ্ঞসকল, যাহারা তারারূপী—সেই সমুদয় সুবৃত্ত বাক্যবৃন্দ, তেজঃপুঞ্জ এবং তপস্যা, সেই নররূপীর দেহ আশ্রয় করিয়া রহিয়াছে। সেই পুরুষ

পাণিনা পীড়িতং রক্ষো নিপপাত মহীতলে।
পতিতং রাক্ষসং জ্ঞাত্বা বিদ্রাব্য স নিশাচরান্॥ ৩১
শৈলপ্রতিমঃ সোঽথ পদ্মমালাবিভূষিতঃ।
প্রবিবেশ চ পাতালং নিক্ষং পর্ব্বতসন্নিভঃ॥ ৩২
উত্থায় চ দশগ্রীব আহূয় সচিবান্ স্বয়ম্।
ক্ব গতঃ সহসা ব্রূত প্রহস্তশুকসারণাঃ॥ ৩৩
এবমুক্তঃ রাবণেন রাক্ষসাস্তে তদাব্রুবন্।
প্রবিষ্টঃ স নরোঽত্রৈব দেবদানবদর্পহা॥ ৩৪
অথ সংগৃহ্য বেগেন গরুত্মানিব পন্নগম্।
স তু শীঘ্রং বিলদ্বারং প্রবিবেশ সুদুর্ম্মতিঃ॥ ৩৫
স প্রবিশ্য দদর্শাথ নীলাঞ্জনচয়োপমান্॥ ৩৬
কেয়ূরধারিণঃ শূরান্ রক্তমাল্যানুলেপনান্।
বরহাটকরত্নাদ্যৈর্বিবিধৈশ্চ বিভূষিতান্॥ ৩৭
দদৃশে তত্র নৃত্যন্তস্তিস্রঃ কোট্যো মহাত্মনাম্।
নির্ভয়াঃ সর্ব্বা বীতভয়া বিমলাঃ পাবকপ্রভাঃ॥ ৩৮
নৃত্যন্তোঽপশ্যত্তৈস্তাংস্তু রাবণো ভীমবিক্রমঃ।
দ্বারস্থো রাবণস্তত্র ত্রিষু লোকেষু নির্ভয়ঃ॥ ৩৯
যথা দৃষ্টঃ স তু নরস্তত্র সর্ব্বশঃ।
একবর্ণানেকবেশানেকরূপান্ মহৌজসঃ॥ ৪০

বজ্রতুল্য প্রভাবিশিষ্ট হস্তদ্বারা অনায়াসে রাক্ষসকে নিপীড়িত করিয়া ভূতলে নিপাতিত করিলেন। পদ্মমালায় বিভূষিত শৈলতুল্য পর্ব্বতপ্রমাণ সেই পুরুষ, রাবণকে নিপাতিত জানিয়া অন্যান্য রাক্ষসদিগকে বিধ্বস্ত করিয়া স্বয়ং পাতালে প্রবেশ করিলেন। পরে রাবণ উঠিয়া সচিবগণকে স্বয়ং আহ্বান করিয়া বলিল,—"সেই পুরুষ হঠাৎ কোথায় গেল তোমরা তাহা আমার নিকটে বল।" ২৯—৩৩। তখন প্রহস্ত, শুক এবং সারণ প্রভৃতি রাক্ষস সচিবগণ রাবণের এরূপ প্রশ্ন শুনিয়া কহিল—"সেই দেবত এবং দানবের দর্পহারী নর এই স্থানেই প্রবেশ করিয়াছে।" গরুড় যেমন সর্প লইয়া বেগে গমন করে, সেইরূপ সেই সুদুর্ম্মতি রাক্ষস রাবণ তৎক্ষণাৎ বিলদ্বারে উপস্থিত হইল; কিন্তু প্রবেশ করিয়াই কেয়ূরধারী শূরসকলকে দেখিতে পাইল। সেই নীলাঞ্জনচয়বৎ বীরগণ,—মাল্য এবং চন্দনাদিদ্বারা রঞ্জিত, বিমল সুবর্ণ এবং রত্নরাজি দ্বারা বিরচিত বিবিধ ভূষণে বিভূষিত। দশানন পুনরায় দেখিল যে অগ্নির ন্যায় প্রভাবিশিষ্ট বিমলদ্যুতি ভয়শূন্য তিনকোটি মহাত্মা পুরুষ নিয়ত উৎসবে কামুৎসুক হইয়া তথায় নৃত্য করিতেছেন। তখন ত্রিভুবনমধ্যে নির্ভয় ভীমপরাক্রম রাবণ দ্বারদেশে থাকিয়া নৃত্যপরায়ণ পুরুষ-

চতুর্ভুজান্মহোৎসাহাংস্তত্রাপশ্যৎ স রাক্ষসঃ।
তাংস্তু দৃষ্ট্বা দশগ্রীব উর্দ্ধরোমা বভূব হ॥ ৪১
স্বয়ম্ভুব দত্তবরস্ততঃ শীঘ্রং বিনির্যযৌ।
অথাপশ্যৎ পরং তত্র পুরুষং শয়নে স্থিতম্॥ ৪২
পাণ্ডুরেণ মহার্হেণ শয়নাসনবেশ্মনা।
শেতে স পুরুষস্তত্র পাবকেনাবগুণ্ঠিতঃ॥ ৪৩
দিব্যস্রগনুলেপা চ দিব্যাভরণভূষিতা।
দিব্যাম্বরধরা সাধ্বী ত্রৈলোক্যৈকভূষণম্॥ ৪৪
বালব্যজনহস্তা চ দেবী তত্র ব্যবস্থিতা।
লক্ষ্মীরিব সপদ্মা বৈ ভ্রাজতে লোকসুন্দরী॥ ৪৫
প্রবিষ্টঃ স তু রক্ষেন্দ্রো দৃষ্ট্বা তাং চারুহাসিনীম্।
জিঘৃক্ষুঃ সহসা সাধ্বীং সিংহাসনসমাস্থিতাম্॥ ৪৬
বিনাপি সচিবৈস্তত্র রাবণো দুর্মতিস্তদা।
হস্তে গ্রহীতুমিচ্ছন্মদনেন বশীকৃতঃ॥ ৪৭
সুপ্তমাশীবিষং যদ্বদ্রাবণঃ কালচোদিতঃ।
তথা সুপ্তো মহাবাহুঃ পাবকেনাবগুণ্ঠিতঃ॥ ৪৮
গ্রহীতুকামং তং জ্ঞাত্বা ব্যপবিদ্ধপটং তদা।
জহাসোচ্চৈর্ভৃশং দেবস্তং দৃষ্ট্বা রাক্ষসাধিপম্॥ ৪৯
তেজসা সহসা দীপ্তো রাবণো লোকরাবণঃ।
কৃত্তমূলো যথা শাখী নিপপাত মহীতলে॥ ৫০
পতিতং রাক্ষসং জ্ঞাত্বা বচনঞ্চেদমব্রবীৎ।
উত্তিষ্ঠ রাক্ষসশ্রেষ্ঠ মৃত্যুস্তে নাদ্য বিদ্যতে॥ ৫১
প্রজাপতিবরো রক্ষ্যস্তেন জীবসি রাক্ষস।
গচ্ছ রাবণ বিস্রব্ধো নাদ্য মরণং তব॥ ৫২
লব্ধসংজ্ঞো মুহূর্ত্তেন রাবণো ভয়মাবিশৎ।
এবমুক্তস্তদোত্থায় রাবণো দেবকণ্টকঃ॥ ৫৩
রোমহর্ষণমাপন্নো হ্যব্রবীত্তং মহাদ্যুতিম্।
কো ভবান্ বীর্য্যসম্পন্নো যুগান্তানলসন্নিভঃ॥ ৫৪
ব্রূহি ত্বং কো ভবান্ দেব কুতো ভূত্বা ব্যবস্থিতঃ।
এবমুক্তঃ স তেনাথ রাবণেন দুরাত্মনা॥ ৫৫
প্রত্যুবাচ হসন্ দেবো মেঘগম্ভীরয়া গিরা।
কিং তে ময়া দশগ্রীব বিজ্ঞাতেন নিশাচর॥ ৫৬
এবমুক্তো দশগ্রীবঃ প্রাঞ্জলির্বাক্যমব্রবীৎ।
প্রজাপতেস্তু বচনান্নাহং মৃত্যুপথং গতঃ॥ ৫৭
ন স জাতো জনিষ্যো বা মম তুল্যঃ সুরেষ্বপি।
প্রজাপতিবরং যো হি লঙ্ঘয়েদ্বীর্য্যমাশ্রিতঃ॥ ৫৮

দিগকে দেখিতে লাগিল। সেই পুরুষ যেরূপ দৃষ্ট হইয়াছিলেন, ইহাঁরাও সর্ব্বতোভাবে তাঁহারই তুল্য। সেই মহোৎসাহ-সম্পন্ন অতীব তেজস্বী চতুর্ভুজ পুরুষসকলের বর্ণ, বেশ এবং সৌন্দর্য্য একইরূপ। স্বয়ম্ভূ ব্রহ্মাকর্তৃক বরলব্ধ রাক্ষস রাবণ তথায় সেই পুরুষগণকে দেখিয়া রোমাঞ্চিত হইয়া তৎক্ষণাৎ সে স্থান হইতে বহির্গত হইল। পরে দশানন দেখিল যে, পাতাল-আলয়ের মধ্যে শয্যাতলে এক পরম পুরুষ শয়ন করিয়া রহিয়াছেন। ৩৪—৪২। তাঁহার সদন, শয্যা এবং আসন শ্বেতবর্ণ এবং মহামূল্য। ঐ পুরুষ বহ্নিদ্বারা আচ্ছাদিত হইয়া সেই শয্যায় শয়ান আছেন। অপিচ ত্রিভুবনের মধ্যে একমাত্র ভূষণস্বরূপা উত্তমবসন-পরিধানা সাধ্বী দেবী,—দিব্য মাল্য এবং আভরণে ভূষিতা এবং দিব্য অনুলেপনলিপ্তা হইয়া করপল্লবদ্বারা বালব্যজন ধারণপূর্ব্বক তথায় অধিষ্ঠান করিয়া আছেন। এমন কি, সেই লোকসুন্দরী রমণী পদ্মালয়া লক্ষ্মীর ন্যায় শোভা পাইতেছেন। কিন্তু পাতালপ্রবিষ্ট রাক্ষসরাজ রাবণ সেই সুচারুহাসিনীকে দেখিয়া, সিংহাসনে আসীনা সেই সাধ্বীকে ধরিতে ইচ্ছা করিল। কোন ব্যক্তি যেমন কালপ্রেরিত হইয়া সুপ্ত সর্প ধরিতে ইচ্ছা করে, সেইরূপ মন্ত্রিবিহীন দুরাচার দশানন মদনের বাণে পীড়িত হইয়া হস্ত দ্বারা তাঁহাকে ধরিতে ইচ্ছা করিল। পরে অনলাচ্ছাদিত নিদ্রিত মহাবাহু পুরুষ তৎক্ষণাৎ রাক্ষসের মনন জানিতে পারিলেন। অবশেষে সেই দেব তখন বিগলিত-বসন রাক্ষসরাজকে ধরিয়া অতীব উচ্চৈঃস্বরে হাসিলেন। ৪৩—৪৯। লোকরাবণ রাবণ তেজোদ্বারা প্রদীপ্ত হইয়া, ছিন্নমূল বৃক্ষের ন্যায়, হঠাৎ ভূতলে পতিত হইল। তখন সেই পুরুষ, রাক্ষসকে পতিত জানিয়া বলিলেন,—'রাক্ষসশ্রেষ্ঠ! তুমি উঠ, আজ তোমার মৃত্যু হইবে না। রাক্ষস! প্রজাপতি ব্রহ্মার প্রদত্ত বরই তোমার রক্ষক, সেই জন্য তুমি বাঁচিয়া রহিয়াছ। রাবণ এক্ষণে তোমার মৃত্যু নাই, সুতরাং বিশ্রব্ধভাবে প্রস্থান কর।' রাবণ মুহূর্ত্তকাল মধ্যে চেতনা লাভ করিয়া ভীত হইল; এমন কি, সেই দেবশত্রু রাবণ তৎকালে এই কথা শুনিয়া রোমাঞ্চিত দেহে উঠিয়া সেই মহাদ্যুতিমান্ পুরুষকে বলিল,—"আপনি কে? আপনি প্রলয়কালীন পাবকের ন্যায় দ্যুতিশালী এবং বীর্য্যবান্; অতএব দেব! আপনি কে, কোথা হইতে উদ্ভূত হইয়াছেন, তাহা বলুন।' পরে সেই দেব, দুর্মতি রাবণের প্রশ্ন শুনিয়া হাস্যপূর্ব্বক মেঘের ন্যায় গম্ভীররবে প্রত্যুত্তর করিলেন,—'রাক্ষস দশানন! আমাকে জানিয়া তোমার ফল কি?' দশানন এই কথা শুনিয়া করযোড়ে কহিল,—'প্রজাপতির বাক্যানুসারে আমি মৃত্যুপথের পথিক হই নাই। কিন্তু যদি বীর্য্য অবলম্বন করিয়া

ন তত্র পরিহারোঽস্তি প্রযত্নশ্চাপি দুর্ব্বলঃ।
ত্রৈলোক্যে তং ন পশ্যামি যো মে কুর্য্যাদ্বরং বৃথা ॥ ৫৯
অমরোঽহং সুরশ্রেষ্ঠ তেন মাং নাবিশদ্ভয়ম্।
অথাপি চ ভবেন্মৃত্যুস্ত্বদৃতস্যান্নাগতঃ প্রভো ॥ ৬০
যশস্যং শ্লাঘনীয়ঞ্চ ত্বদ্বত্তাম্মরণং মম।
অথাস্য গাত্রে সম্পশ্যদ্রাবণো ভীমবিক্রমঃ ॥ ৬১
তস্য দেবস্য সকলং ত্রৈলোক্যং সচরাচরম্।
আদিত্যা মরুতঃ সাধ্যা বসবোঽথাশ্বিনাবপি ॥ ৬২
রুদ্রাশ্চ পিতরশ্চৈব যমো বৈশ্রবণস্তথা।
সমুদ্রা গিরয়ো নদ্যো বেদা বিদ্যাস্ত্রয়োঽগ্নয়ঃ ॥ ৬৩
গ্রহাস্তারাগণা ব্যোমসিদ্ধগন্ধর্ব্বচারণাঃ।
মহর্ষয়ো বেদবিদো গরুড়োঽথ ভুজঙ্গমাঃ ॥ ৬৪
যে চান্যে দেবতা যক্ষাঃ সংস্থিতা দৈত্যরাক্ষসাঃ
গাত্রেষু শয়নস্থস্য দৃশ্যন্তে সূক্ষ্মমূর্ত্তয়ঃ ॥ ৬৫
আহ রামোঽথ ধর্ম্মাত্মা অগস্ত্যং মুনিসত্তমম্।
দ্বীপস্থঃ পুরুষঃ কোঽসৌ তিস্রঃ কোট্যশ্চ কাশ্চ তাঃ ॥ ৬৬
শয়ানঃ পুরুষঃ কোঽসৌ দৈত্যদানবদর্পহা।
রামস্য বচনং শ্রুত্বা অগস্ত্যো বাক্যমব্রবীৎ ॥ ৬৭
শ্রূয়তামভিধাস্যামি দেবদেব সনাতন।
ভগবান্ কপিলো নাম দ্বীপস্থো নর উচ্যতে ॥ ৬৮
যে তু নৃত্যন্তি বৈ তত্র সুরাস্তে তস্য ধীমতঃ।
তুল্যতেজঃপ্রভাবাস্তে কপিলস্য নরস্য বৈ ॥ ৬৯
নাসৌ ক্রুদ্ধেন দৃষ্টশ্চ রাক্ষসঃ পাপনিশ্চয়ঃ।
ন বভূব তদা তেন ভস্মসাদ্রাম রাবণঃ ॥ ৭০
ভিন্নগাত্রো নগপ্রখ্যো রাবণঃ পতিতো ভুবি।
বাক্শরৈস্তং বিভেদাশু রহস্যং পিশুনো যথা ॥ ৭১
অথ দীর্ঘেণ কালেন লব্ধসংজ্ঞঃ স রাক্ষসঃ।
আজগাম মহাতেজা যত্র তে সচিবাঃ স্থিতাঃ ॥ ৭২
ইত্যুত্তরকাণ্ডে অষ্টাবিংশঃ সর্গঃ ॥ ২৮ ॥

একোনত্রিংশঃ সর্গঃ।

নিবর্ত্তমানঃ সংহৃষ্টো রাবণঃ স দুরাত্মবান্।
জহ্রে পথি নরেন্দ্রর্ষিদেবদানবকন্যকাঃ ॥ ১
দর্শনীয়াং হি যাং রক্ষঃকন্যাং স্ত্রীং বাথ পশ্যতি।
হত্বা বন্ধুজনং তস্যা বিমানে তাং রুরোধ সঃ ॥ ২

ব্রহ্মার বর উল্লঙ্ঘন করিবেন, আমার ন্যায় পরাক্রান্ত সেই পুরুষ দেবলোকেও জন্মগ্রহণ করেন নাই এবং করিবেনও না। তথাপি সে বিষয়ে আমার অনাদর নাই, প্রযত্নও অতি সামান্য। দেবশ্রেষ্ঠ! যিনি আমার বর বিফল করিবেন, সেরূপ লোক ত্রিভুবন মধ্যে আমি দেখিতে পাই না, অতএব আমি অমর; সুতরাং আমার মনে ভয় হইবে না। প্রভো! যদিও আমার মৃত্যু নাই বটে, তথাপি যদি আমাকে মরিতে হয়, তবে আপনার হস্ত ব্যতীত যেন অপর কাহারও হস্তে না হয় ৫৫—৬০। আপনার হস্তে মরণও আমার যশস্য এবং শ্লাঘনীয়।' তৎপরে ভীমপরাক্রম রাবণ সেই দেবতার দেহে সচরাচর সমস্ত ত্রৈলোক্য দেখিতে পাইল। অপিচ, আদিত্যগণ, মরুদ্গণ, সাধ্যগণ, বসুগণ, অশ্বিনী কুমারযুগল, রুদ্রগণ, পিতৃগণ, যম, বৈশ্রবণ, সাগরসকল গিরিসমুদয়, নদীনিবহ, সমস্ত বেদ, বিদ্যা, অগ্নিত্রয়, গ্রহগণ, তারাগণ, সিদ্ধগণ, গন্ধর্ব্বগণ, চারণগণ, বেদজ্ঞ মহর্ষিগণ, ভুজঙ্গগণ, আকাশ, গরুড়, দৈত্যগণ, যক্ষগণ, রাক্ষসগণ এবং অন্যান্য দেবতা সকল, সূক্ষ্মমূর্ত্তি হইয়া শয়ান পুরুষের শরীরে দেখা যাইতেছে। ৬১—৬৫। পরে ধর্ম্মাত্মা রাম, মুনিবর অগস্ত্যকে বলিলেন,—দ্বীপস্থিত পুরুষ কে? আর অপর যে তিনকোটী পুরুষের কথা বলিলেন, তাঁহারাই বা কে? দৈত্য এবং দানবের দর্পহারী শয়ান পুরুষই বা কে? তখন অগস্ত্য মুনি রামের কথা শুনিয়া কহিলেন,—"দেব-দেব সনাতন! আমি বলিতেছি, শ্রবণ কর। সেই দ্বীপস্থিত পুরুষের নাম ভগবান্ কপিল। তিনিই শঙ্খ-চক্রগদাধারী দেব নারায়ণ; তিনিই শাশ্বত, অব্যয়, অচ্যুত, অনাদি, জগৎকারণ বিষ্ণু; তিনিই প্রাণিগণের সৃষ্টি এবং নাশকর্ত্তা। যে সকল দেবতা তথায় নৃত্য করিতেছেন, তাঁহারা সকলেই সেই ধীমান্ নর কপিলের ন্যায় তেজ এবং প্রভাবান্বিত। রাম! তিনি রুষ্ট হইয়া পাপবিষয়ে কৃতসঙ্কল্প সেই রাক্ষসকে তৎকালে দেখেন নাই; সেই কারণ রাবণ ভস্মীভূত হয় নাই। পিশুন যেমন রহস্যভেদ করে, তদ্রূপ তিনি বাক্যবাণে তাহাকে অবিলম্বে বিদ্ধ করিলেন, অতএব পর্ব্বতপ্রমাণ রাবণ ছিন্নগাত্র হইয়া ভূতলে পতিত হইয়াছিল। পরে সেই মহাতেজস্বী রাক্ষস বহু বিলম্বে সংজ্ঞা পাইয়া, যেস্থানে অমাত্যবর্গ অবস্থিতি করিতেছিল, তথায় আসিল। ৬৬—৭২

ঊনত্রিংশ সর্গ।

নিতান্ত দুষ্টচরিত রাবণ হৃষ্টচিত্তে নিবৃত্ত হইয়া পথিমধ্যে দেবকন্যা, দানবকন্যা, এবং ঋষিকন্যাদিগকে হরণ করিতে লাগিল। কন্যা বা স্ত্রী যাহাকে সুন্দরী দেখিল, সেই রাক্ষস তাহার আত্মীয়জনকে বধ করিয়া তাহাকে পুষ্পকরথের মধ্যে অবরোধ করিয়া রাখিল।

এবং পন্নগকন্যাশ্চ রাক্ষসাসুরমানুষীঃ।
যক্ষদানবকন্যাশ্চ বিমানে সোঽধ্যারোপয়ৎ ॥ ৩
তা হি সর্ব্বাঃ সমং দুঃখান্মুমুচুর্বাষ্পজং জলম্।
তুল্যমগ্ন্যর্চ্চিষাং তত্র শোকাগ্নিভয়সম্ভবম্ ॥ ৪
তাভিঃ সর্ব্বানবদ্যাভির্নদীভিরিব সাগরঃ।
আপূরিতং বিমানং তদ্ভয়শোকাশিবাশ্রুভিঃ ॥ ৫
নাগগন্ধর্ব্বকন্যাশ্চ মহর্ষিতনয়াশ্চ যাঃ।
দৈত্যদানবকন্যাশ্চ বিমানে শতশোঽরুদন্ ॥ ৬
দীর্ঘকেশ্যঃ সুচার্ব্বঙ্গ্যঃ পূর্ণচন্দ্রনিভাননাঃ।
পীনস্তনতটা মধ্যে বজ্রবেদিসমপ্রভাঃ ॥ ৭
রথকূবরসঙ্কাশৈঃ শ্রোণীদেশৈর্মনোহরাঃ।
স্ত্রিয়ঃ সুরাঙ্গনাপ্রখ্যা নিষ্টপ্তকনকপ্রভাঃ ॥ ৮
শোকদুঃখভয়ত্রস্তা বিহ্বলাশ্চ সুমধ্যমাঃ।
তাসাং নিশ্বাসবাতেন সর্ব্বতঃ সম্প্রদীপিতম্ ॥ ৯
অগ্নিহোত্রমিবাভাতি সনিরুদ্ধাগ্নিপুষ্পকম্।
দশগ্রীববশং প্রাপ্তাস্তাস্তু শোকাকুলাঃ স্ত্রিয়ঃ ॥ ১০
দীনবক্ত্রেক্ষণাঃ শ্যামা মৃগ্যঃ সিংহবশা ইব।
কাচিচ্চিন্তয়তী তত্র কিন্নু মাং ভক্ষয়িষ্যতি ॥ ১১

কাচিদ্দধ্যৌ সুদুঃখার্ত্তা অপি মাং মারয়েদয়ম্।
ইতি মাতৄঃ পিতৄন্ স্মৃত্বা ভর্তৄন্ ভ্রাতৄংস্তথৈব চ ॥ ১২
দুঃখশোকসমাবিষ্টা বিলেপুঃ সহিতাঃ স্ত্রিয়ঃ।
কথং নু খলু মে পুত্রো ভবিষ্যতি ময়া বিনা ॥ ১৩
কথং ভ্রাতা কথং মাতা নিমগ্নাঃ শোকসাগরে।
হা কথং নু করিষ্যামি ভর্ত্তুস্তস্মাদহং বিনা ॥ ১৪
মৃত্যো প্রসাদয়ামি ত্বাং নয় মাং দুঃখভাগিনীম্।
কিন্নু তদ্দুষ্কৃতং কর্ম্ম পুরা দেহান্তরে কৃতম্ ॥ ১৫
এবং স্ম দুঃখিতাঃ সর্ব্বাঃ পতিতাঃ শোকসাগরে।
ন খল্বিদানীং পশ্যামো দুঃখস্যান্তমাত্মনঃ ॥ ১৬
অহো ধিঙ্মানুষং লোকং নাস্তি খল্বধমঃ পরঃ।
যদ্দুর্ব্বলা বলবতা ভর্ত্তারো রাবণেন নঃ ॥ ১৭
সূর্য্যেণোদয়তা কালে নক্ষত্রাণীব নাশিতাঃ।
অহো সুবলবদ্রক্ষো বধোপায়েষু রজ্যতে ॥ ১৮
অহো দুর্ব্বৃত্তমাস্থায় নাত্মানং বৈ জুগুপ্সতে।
সর্ব্বথা সদৃশস্তাবদ্বিক্রমোঽস্য দুরাত্মনঃ ॥ ১৯
ইদং ত্বসদৃশং কর্ম্ম পরদারাভিমর্শনম্।
যস্মাদেষ পরক্যাসু রমতে রাক্ষসাধমঃ ॥ ২০

এইরূপ রাক্ষসকন্যা, অসুরকন্যা, মনুষ্যকন্যা, নাগকন্যা, যক্ষকন্যা এবং দানবকন্যা সকলকে রথে আরোহণ করাইতে লাগিল। তখন সেই কন্যাগণ মিলিয়া দুঃখবশতঃ এককালীন্ তথায় অশ্রুবারি বিসর্জ্জন করিতে লাগিল। সেই শোকানল এবং ভয়সম্ভূত অশ্রুজল অগ্নিজ্বালার ন্যায় অতি উষ্ণ। নদী সমূহদ্বারা যেমন সমুদ্র পরিপূর্ণ হয়, সেইরূপ ভয় এবং শোকবশতঃ অমঙ্গলসূচক অশ্রু-বিসর্জ্জন-কারিণী সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী কন্যাগণদ্বারা সেই রথ পূর্ণ হইল। তথায় শত শত নাগকন্যা, গন্ধর্ব্বকন্যা, মহর্ষিকন্যা, দৈত্যকন্যা এবং দানবকন্যাগণ ক্রন্দন করিতে লাগিল। ১—৬। দেববালার ন্যায় সেই সুন্দরীরা দীর্ঘকেশী, শুভ্রগাত্রী এবং মনোহারিণী, তাহাদের বদনকমল পূর্ণ চন্দ্রতুল্য স্তনতট সুপীন, মধ্যস্থল ভ্রমরের ন্যায় ক্ষীণ, শ্রোণিদেশ রথকূবরবৎ, বর্ণ তপ্তকাঞ্চনসদৃশ। অধিক কি, সেই সুমধ্যমা কন্যাগণ শোক, দুঃখ এবং ভয়ে বিত্রস্তা হইয়া উঠিল। তাহাদের নিশ্বাসমারুত দ্বারা সর্ব্বত্র সন্দীপিত হইয়া পুষ্পকরথ, অগ্নিসংরুদ্ধ অগ্নিহোত্রের ন্যায় সর্ব্বতোভাবে দীপিত হইল। অধিকন্তু সেই দীনবদনা কাতরানয়না শ্যামা ললনাগণ রাবণের বশীভূতা হইয়া, সিংহাক্রান্তা হরিণীর ন্যায়, শোকাকুলা হইল; তৎকালে কোন সুদুঃখিতা বালা ভাবিতে লাগিল যে,—এই রাবণ আমাকে কি মারিয়া ফেলিবে'। ৭—১১। কেহ বা 'রাবণ আমাকে খাইয়া ফেলিবে' এই চিন্তায় আকুল হইল। সেই স্ত্রীসমূহ—শোক এবং দুঃখে সমাকুলা হইয়া মাতা, পিতা, পতি এবং ভ্রাতাগণকে স্মরণ করত এইরূপ বিলাপ করিতে লাগিল,—'হায় আমার মাতা, ভ্রাতা এবং পুত্র আমাকে না দেখিয়া কিরূপ শোকসাগরে নিমগ্ন হইবেন? হায়! আমার সেই পতি ভিন্ন কিরূপে ইহার অনুকূল আচরণ করিব? হায়! পুরাকালে অন্য দেহে কোন মন্দ কার্য্য করিয়া থাকিব, অতএব তাহার ফলে এই দুঃখ ভোগ করিতেছি; সুতরাং মৃত্যু! আপনাকে প্রসন্ন করিতেছি, আপনি আমাকে নিজ আলয়ে লইয়া যান। আমরা সকলে দুঃখিতা হইয়া এইরূপ অপার শোকসাগরে পড়িয়াছি যে, এখন নিজ নিজ দুঃখের শেষ দেখিতে পাই না। ১২—১৬। হায়! যথাসময়ে সূর্য্য উদিত হইয়া যেমন নক্ষত্রগণকে বিনাশ করেন, সেইরূপ বলবান্ রাবণ আমাদের দুর্ব্বল পতিগণকে বধ করিতেছে; সুতরাং মনুষ্যলোক অপেক্ষা আর অধম নাই;—মনুষ্যলোকে ধিক্ থাকুক। রাক্ষস এতদূর বলবান্ হইয়াও বধসম্পাদক পাপকার্য্যে লিপ্ত হইতেছে ধিক্! রাবণ এরূপ দুর্ব্বৃত্ততা আচরণ করিয়াও আপনাকে নিন্দিত মনে করিতেছে না; সুতরাং এই দুরাত্মার পরাক্রম

তস্মাদ্বৈ স্ত্রীকৃতেনৈব বধং প্রাপ্স্যতি দুর্ম্মতিঃ।
সতীভির্বরনারীভিরেবং বাক্যেঽভ্যুদীরিতে॥ ২১
নেদুর্দুন্দুভয়ঃ স্বস্থাঃ পুষ্পবৃষ্টিঃ পপাত চ।
শপ্তঃ স্ত্রীভিঃ স তু সমং হতৌজা ইব নিষ্প্রভঃ॥ ২২
পতিব্রতাভিঃ সাধ্বীভির্বভূব বিমনা ইব।
এবং বিলপিতং তাসাং শৃণ্বন্ রাক্ষসপুঙ্গবঃ॥ ২৩
প্রবিবেশ পুরীং লঙ্কাং পূজ্যমানো নিশাচরৈঃ।
এতস্মিন্নন্তরে ঘোরা রাক্ষসী কামরূপিণী॥ ২৪
সহসা পতিতা ভূমৌ ভগিনী রাবণস্য সা।
তাং স্বসারং সমুত্থাপ্য রাবণঃ পরিসান্ত্বয়ন্॥ ২৫
অব্রবীৎ কিমিদং ভদ্রে বক্তুকামাসি মাং দ্রুতম্।
সা বাষ্পপরিরুদ্ধাক্ষী রক্তাক্ষী বাক্যমব্রবীৎ॥ ২৬
কৃতাস্মি বিধবা রাজংস্ত্বয়া বলবতা বলাৎ।
এতে রাজংস্ত্বয়া বীর্য্যাদ্দৈত্যা বিনিহতা রণে॥ ২৭
কালকেয়া ইতি খ্যাতাঃ সহস্রাণি চতুর্দশ।
প্রাণেভ্যোঽপি গরীয়ান্ যে তত্র ভর্ত্তা মহাবলঃ॥ ২৮
সোঽপি ত্বয়া হতস্তাত রিপুণা ভ্রাতৃগন্ধিনা।
তত্রাস্মি নিহতা রাজন্ স্বয়মেব হি বন্ধুনা॥ ২৯
রাজন্ বৈধব্যশব্দঞ্চ ভোক্ষ্যামি ত্বৎকৃতং হ্যহম্।
নন্বু নাম ত্বয়া রক্ষ্যো জামাতা সমরেষ্বপি॥ ৩০
ন ত্বয়া নিহতো যুদ্ধে স্বয়মেব ন লজ্জসে।
এবমুক্তো দশগ্রীবো ভগিন্যা ক্রোশমানয়া॥ ৩১
অব্রবীৎ সান্ত্বয়িত্বা তাং সামপূর্ব্বমিদং বচঃ।
অলং বৎসে রুদিত্বা তে ন ভেতব্যঞ্চ সর্ব্বশঃ॥ ৩২
দানমানপ্রসাদৈস্ত্বাং তোষয়িষ্যামি যত্নতঃ।
যুদ্ধপ্রমত্তো ব্যাক্ষিপ্তো জয়াকাঙ্ক্ষী ক্ষিপন্ শরান্॥ ৩৩
নাহমজ্ঞাসিষং যুধ্যান্ স্বান্ পরান্ বাপি সংযুগে।
জামাতরং ন জানে স্ম প্রহরন্ যুদ্ধদুর্ম্মদঃ॥ ৩৪
তেনাসৌ নিহতঃ সংখ্যে ময়া ভর্ত্তা তব স্বসঃ।
অস্মিন্ কালে তু যৎ প্রাপ্তং তৎ করিষ্যামি তে হিতম্॥
ভ্রাতুরৈশ্বর্য্যযুক্তস্য খরস্য বস পার্শ্বতঃ।
চতুর্দ্দশানাং ভ্রাতা তে সহস্রাণাং ভবিষ্যতি॥ ৩৬
প্রভুঃ প্রয়াণে দানে চ রাক্ষসানাং মহাবলঃ।
তত্র মাতৃষ্বসেয়স্তে ভ্রাতায়ং বৈ খরঃ প্রভুঃ॥ ৩৭
ভবিষ্যতি তবাদেশং সদা কুর্ব্বন্নিশাচরঃ।

সর্ব্বথা ভগবৎপ্রসাদের অযোগ্য। এই পরস্ত্রীহরণ অসদৃশ কর্ম্ম, কিন্তু এই রাক্ষসাধম পরকীয়া রমণীতেই রমণ করিতেছে; সুতরাং দুর্ম্মতি রাক্ষস স্ত্রীর কার্য্যদ্বারাই বধ লাভ করিবে। সেই পতিপ্রাণা প্রধানা রমণীগণ এইরূপ বলিলে, আকাশে দুন্দুভি সকল বাজিতে লাগিল এবং আকাশ হইতে পুষ্পবৃষ্টি হইল। রাবণ সুচরিত্রা, পতিব্রতা স্ত্রীগণ কর্ত্তৃক এককালে অভিশপ্ত হইয়া তেজোবিহীন ব্যক্তির ন্যায় প্রভাহীন এবং যেন বিমনা হইল। রাক্ষসবর রাবণ তাহাদিগের এইরূপ বিলাপবাক্য শুনিতে শুনিতে রাক্ষসদ্বারা সম্মানিত হইয়া লঙ্কাপুরীতে প্রবেশ করিল। ইত্যবকাশে রাবণের ভগিনী কামরূপিণী বিকটাকৃতি রাক্ষসী হঠাৎ ভূতলে পড়িল। রাবণ সেই ভগিনীকে উঠাইয়া সান্ত্বনাপূর্ব্বক বলিল—ভদ্রে! এ কি! শীঘ্র তুমি আমার নিকটে ইহার কারণ বল;—সেই আরক্ত-নয়না রাক্ষসী অশ্রুবারিদ্বারা নিরুদ্ধচক্ষু হইয়া বলিল। ১৭—২৬। 'রাজন্! আপনি বলবান্, অতএব বলপূর্ব্বক আমাকে বিধবা করিয়াছেন। রাজন্! আপনি বীর্য্যবলে কালকেয় নামে বিখ্যাত [illegible] চতুর্দ্দশসহস্র দৈত্যকে বধ করিয়াছেন, তাহার মধ্যে [illegible]মার প্রাণ অপেক্ষাও গুরুতর মহাবলশালী পতি [illegible]লেন। ভ্রাতঃ! আপনি শত্রু হইয়া তাঁহাকেও [illegible]ধ করিয়াছেন; সুতরাং কেবল সম্বন্ধমাত্রেই [illegible]আপনি ভ্রাতা। রাজন্! আমার স্বামীকে বধ করিয়াছেন, অতএব আপনি বন্ধু হইলেও আপনাদ্বারাই আমিও নিহতা হইলাম। অতএব রাজন্! আমি আপনার কৃত বৈধব্য সহ্য করিব। বিশেষতঃ যুদ্ধেও কি জামাতাকে অর্থাৎ আমার স্বামীকে রক্ষা করা আপনার কর্ত্তব্য নহে? অবশ্য রক্ষা করা কর্ত্তব্য; তাহা না করিয়া আপনি নিজেই তাঁহাকে যুদ্ধে বধ করিয়া লজ্জিত হইতেছেন না?' রাবণ, রোদনকারিণী ভগিনীর এই কথা শুনিয়া, তাহাকে সান্ত্বনা করিয়া সামপূর্ব্বক বলিল—'বৎসে! বিলাপ করা বৃথা, সুতরাং তুমি বন্ধুবান্ধব প্রভৃতি কাহাকেও ভয় না করিয়া স্বেচ্ছাপূর্ব্বক ভ্রমণ কর। ২৭—৩২। দান, মান এবং প্রসাদদ্বারা যত্নপূর্ব্বক আমি তোমার সন্তোষ বিধান করিব। আমি জয়াভিলাষে যুদ্ধে প্রমত্ত এবং বিক্ষিপ্তচিত্ত হইয়া বাণসমূহ নিক্ষেপ করিয়াছিলাম, অতএব তৎকালে যুদ্ধ করিতে করিতে স্বপক্ষ বা পরপক্ষ কিছুই জানিতে পারি নাই। ভগিনি! আমি জামাতাকে জানিতাম না, বিশেষতঃ রণ-দুর্ম্মদ হইয়া যুদ্ধ করিতেছিলাম, অতএব তোমার পতি আমা হস্তে যুদ্ধে নিহত হইয়াছেন। এখন তোমার যে হিত করা কর্ত্তব্য, আমি তাহাই করিব; সুতরাং তুমি ঐশ্বর্য্যশালী ভ্রাতা খরের নিকট বাস কর। তোমার সেই মহাবল ভ্রাতা, চতুর্দ্দশসহস্র রাক্ষসের সংগ্রাম প্রেরণ-বিষয়ে এবং দানে প্রভু হইবে।

শীঘ্রং গচ্ছত্বয়ং বীরো দণ্ডকান্ পরিরক্ষিতুম্‌। ৩৮
দূষণোঽস্য বলাধ্যক্ষো ভবিষ্যতি মহাবলঃ।
তত্র তে বচনং শূরঃ করিষ্যতি তদা খরঃ॥ ৩৯
রক্ষসাং কামরূপাণাং প্রভুরেষ ভবিষ্যতি।
এবমুক্ত্বা দশগ্রীবঃ সৈন্যমস্য দিদেশ হ॥ ৪০
চতুর্দ্দশসহস্রাণি রক্ষসাং বীর্য্যশালিনাম্‌।
স তৈঃ পরিবৃতঃ সর্ব্বৈ রাক্ষসৈর্ঘোরদর্শনৈঃ॥ ৪১
আগচ্ছত্তান্ খরঃ শীঘ্রং দণ্ডকানকুতোভয়ঃ।
স তত্র কারয়ামাস রাজ্যং নিহতকণ্টকম্‌।
সা চ শূর্পণখা তত্র ন্যবসদ্দণ্ডকে বনে॥ ৪২

ইত্যুত্তরকাণ্ডে একোনত্রিংশঃ সর্গঃ॥ ২৯

ত্রিংশঃ সর্গঃ।

স তু দত্ত্বা দশগ্রীবো বলং ঘোরং খরস্য তৎ।
ভগিনীঞ্চ সমাশ্বাস্য হৃষ্টঃ স্বস্থতরোঽভবৎ॥ ১
ততো নিকুম্ভিলা নাম লঙ্কোপবনমুত্তমম্‌।
তদ্রাক্ষসেন্দ্রো বলবান্ প্রবিবেশ সহানুগঃ॥ ২
ততো যূপশতাকীর্ণং সৌম্যচৈত্যোপশোভিতম্‌।
দদর্শ বিষ্ঠিতং যজ্ঞং শ্রিয়া সম্প্রজ্বলন্নিব॥ ৩
ততঃ কৃষ্ণাজিনধরং কমণ্ডলুশিখাধ্বজম্‌।
দদর্শ স্বসুতং তত্র মেঘনাদং ভয়াবহম্‌॥ ৪
তং সমাসাদ্য লঙ্কেশঃ পরিষজ্যাথ বাহুভিঃ।
অব্রবীৎ কিমিদং বৎস বর্ত্তসে ব্রূহি তত্ত্বতঃ॥ ৫
উশনা ত্বব্রবীত্তত্র যজ্ঞসম্পৎসমৃদ্ধয়ে।
রাবণং রাক্ষসশ্রেষ্ঠং দ্বিজশ্রেষ্ঠো মহাতপাঃ॥ ৬
অহমাখ্যামি তে রাজন্ শ্রূয়তাং সর্ব্বমেব তৎ।
যজ্ঞাস্তে সপ্ত পুত্রেণ প্রাপ্তাস্তে বহুবিস্তরাঃ॥ ৭
অগ্নিষ্টোমোঽশ্বমেধশ্চ যজ্ঞো বহুসুবর্ণকঃ।
রাজসূয়স্তথা যজ্ঞো গোমেধো বৈষ্ণবস্তথা॥ ৮
মাহেশ্বরে প্রবৃত্তে তু যজ্ঞে পুম্ভিঃ সুদুর্লভে।
বরাংস্তে লব্ধবান্ পুত্রঃ সাক্ষাৎ পশুপতেরিহ॥ ৯
কামগং স্যন্দনং দিব্যমন্তরিক্ষচরং ধ্রুবম্‌।
মায়া চ তামসী নাম যয়া সম্পদ্যতে তমঃ॥ ১০
এতয়া কিল সংগ্রামে মায়য়া রাক্ষসেশ্বর।
প্রযুক্তয়া গতিঃ শক্যা ন হি জ্ঞাতুং সুরাসুরৈঃ॥ ১১
অক্ষয়াবিষুধী বাণৈশ্চাপঞ্চাপি সুদুর্জ্জয়ম্‌।
অস্ত্রঞ্চ বলবদ্রাজন্ শত্রুবিধ্বংসনং রণে॥ ১২
এতান্ সর্ব্বান্ বরান্ লব্ধা পুত্রস্তেঽয়ং দশানন।

৩৩—৩৭। তোমার মাতৃস্বস্রেয় ভ্রাতা এই রাক্ষস খর সর্ব্বদা তোমার আদেশ প্রতিপালনপূর্ব্বক তথায় প্রভু হইয়া থাকিবে। অতএব এই বীর অবিলম্বে দণ্ডকারণ্যবাসীদিগকে রক্ষা করিতে যাউক, আর মহাবল দূষণ ইহার সেনাধ্যক্ষ হইবে। এই শূর রাক্ষস তথায় কামরূপী রাক্ষসদিগের প্রভু হইয়া তোমার বাক্য প্রতিপালন করিবে।' রাবণ এইরূপ বলিয়া বীর্য্যবান্ চতুর্দ্দশসহস্র রাক্ষসসেনাকে তাহার সহিত গমনের আদেশ করিল। খর সেই সকল ভীষণদর্শন রাক্ষসসেনায় পরিবেষ্টিত হইয়া অকুতোভয়ে, অবিলম্বে দণ্ডকস্থানে গেল। সেই খর তথায় নিষ্কণ্টক রাজ্য স্থাপন করিল এবং ভগিনী শূর্পণখাও সেই দণ্ডককাননে বসতি করিতে লাগিল। ৩৮—৪২।

ত্রিংশ সর্গ।

রাবণ, খরকে সেই ভীষণ সেনা দান করিয়া ভগিনীকে আশ্বস্ত করত হৃষ্টচিত্ত এবং অতিশয় সুস্থ হইল। পরে সেই বলশালী রাক্ষস, অনুগামী জনগণসমভিব্যাহারে নিকুম্ভিলানামক লঙ্কার রমণীয় উপবনমধ্যে প্রবেশ করিল। রাবণ, শোভায় সমুজ্জ্বল হইয়া তথায় প্রবেশপূর্ব্বক দেখিল যে, দিব্য দেবায়তনদ্বারা সুশোভিত শতযূপসমাকীর্ণ যজ্ঞ আরব্ধ হইয়াছে। পরে কৃষ্ণাজিনধারী দণ্ডকমণ্ডলুযুক্ত ভয়াবহ নিজপুত্র মেঘনাদকে তথায় দেখিতে পাইল। লঙ্কাপতি দশানন নিকটে গিয়া তাহাকে বাহু সকলদ্বারা আলিঙ্গন করিয়া বলিল,—'বৎস! তুমি কি কার্য্যের অনুষ্ঠান করিতেছ, তাহা আমার নিকটে বল।' ১—৫। তখন মহাতপা মুনিশ্রেষ্ঠ উশনা যজ্ঞসম্পৎসমৃদ্ধির জন্য রাক্ষসরাজ রাবণকে বলিলেন,—রাজন্! আপনাকে সেই সকল বিষয় বলিতেছি শুনুন। আপনার পুত্র বহুবিস্তার সুপ্রসিদ্ধ সপ্তযজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়াছেন। সেই অগ্নিষ্টোম, অশ্বমেধ, বহুসুবর্ণক, রাজসূয়, গোমেধ, বৈষ্ণব এবং পুরুষগণের মহাদুর্লভ মাহেশ্বর, যজ্ঞ প্রবৃত্ত হইলে, আপনার পুত্র মেঘনাদ এইস্থানে সাক্ষাৎ পশুপতির নিকটে বিস্তর বর লাভ করিয়াছেন। রাক্ষসরাজ! আকাশগামী অবিনশ্বর কামগামী দিব্য রথ এবং তামসী নামে মায়া প্রাপ্ত হইয়াছেন। এই মায়াদ্বারা তম উপস্থিত হইয়া থাকে। এই মায়া যুদ্ধে প্রয়োগ করিলে, দেবতা বা অসুরেরা ইহার গতি জানিতে পারে না। রাজন্! অক্ষয় ইষুধিদ্বয়, সুদুর্জ্জয় ধনু যুদ্ধে শত্রুবিনাশক বলবৎ অস্ত্র

অদ্য যজ্ঞসমাপ্তৌ চ ত্বাং দিদৃক্ষন্ স্থিতো হ্যহম্ ॥ ১৩
ততোহব্রবীদ্দশগ্রীবো ন শোভনমিদং কৃতম্।
পূজিতাঃ শত্রবো যস্মাদ্দ্রব্যৈরিন্দ্রপুরোগমাঃ ॥ ১৪
এহীদানীং কৃতং যদ্ধি সুকৃতং তন্ন সংশয়ঃ।
আগচ্ছ সৌম্য গচ্ছামঃ স্বমেব ভবনং প্রতি ॥ ১৫
ততো গত্বা দশগ্রীবঃ সপুত্রঃ সবিভীষণঃ।
স্ত্রিয়োহবতারয়ামাস সর্ব্বাস্তা বাষ্পগদ্গদাঃ ॥ ১৬
লক্ষিণ্যো রত্নভূতাশ্চ দেবদানবরক্ষসাম্।
তস্য তাসু মতিং জ্ঞাত্বা ধর্ম্মাত্মা বাক্যমব্রবীৎ ॥ ১৭
ঈদৃশস্তৈঃ সমাচারৈর্যশোহর্থকুলনাশনৈঃ।
ধর্ষণং প্রাণিনাং জ্ঞাত্বা স্বমতেন বিচেষ্টসে ॥ ১৮
জ্ঞাতীংস্তান্ ধর্ষয়িত্বেমাস্ত্বয়ানীতা বরাঙ্গনাঃ।
ত্বামতিক্রম্য মধুনা রাজন্ কুম্ভীনসী হৃতা ॥ ১৯
রাবণস্ত্বব্রবীদ্বাক্যং নাবগচ্ছামি কিন্ত্বিদম্।
কোহয়ং যস্তু ত্বয়াখ্যাতো মধুরিত্যেব নামতঃ ॥ ২০
বিভীষণস্তু সংক্রুদ্ধো ভ্রাতরং বাক্যমব্রবীৎ।
শ্রূয়তামস্য পাপস্য কর্ম্মণঃ ফলমাগতম্ ॥ ২১
মাতামহস্য যোহস্মাকং জ্যেষ্ঠো ভ্রাতা সুমালিনঃ।
মাল্যবানিতি বিখ্যাতো বৃদ্ধঃ প্রাজ্ঞো নিশাচরঃ ॥ ২২
পিতা জ্যেষ্ঠো জনন্যা নো হ্যস্মাকং চার্য্যকোহভবৎ।
তস্য কুম্ভীনসী নাম দুহিতুর্দুহিতাভবৎ ॥ ২৩
মাতৃষস্রুরথাস্মাকং সা চ কন্যানলোদ্ভবা।
ভবত্যস্মাকমেবৈষা ভ্রাতৃণাং ধর্ম্মতঃ স্বসা ॥ ২৪
সা হৃতা মধুনা রাজন্ রাক্ষসেন বলীয়সা।
যজ্ঞপ্রবৃত্তে পুত্রে তু ময়ি চান্তর্জলোষিতে ॥ ২৫
কুম্ভকর্ণে মহারাজ নিদ্রামনুভবত্যথ।
নিহত্য রাক্ষসশ্রেষ্ঠানমাত্যানিহ সম্মতান্ ॥ ২৬
ধর্ষয়িত্বা হৃতা রাজন্ গুপ্তাপ্যন্তঃপুরে তব।
শ্রুত্বাপি তন্মহারাজ ক্ষান্তমেব হতো ন সঃ ॥ ২৭
যস্মাদবশ্যং দাতব্যা কন্যা ভর্ত্রে হি ভ্রাতৃভিঃ।
তদেতৎ কর্ম্মণো হ্যস্য ফলং পাপস্য দুর্ম্মতেঃ ॥ ২৮
অস্মিন্নেবাভিসম্প্রাপ্তং লোকে বিদিতমস্তু তে।
বিভীষণবচঃ শ্রুত্বা রাক্ষসেন্দ্রঃ স রাবণঃ ॥ ২৯
দৌরাত্ম্যেনাত্মনোদ্ধূতস্তপ্তাম্ভা ইব সাগরঃ।

পাইয়াছেন। ৬—১২। রাবণ! তোমার এই পুত্র অদ্য যজ্ঞসমাপ্তিকালে এই সকল বর লাভ করিয়াছেন; তৎপরে আমি এবং আপনার পুত্র—উভয়ে আপনাকে দেখিব বলিয়া অপেক্ষা করিতেছি।' রাবণ বলিল, ইন্দ্র প্রভৃতি দেবতাগণ আমার শত্রু, সুতরাং তাহাদিগকে পূজা করিয়া ভাল কাজ কর নাই। এখন যা করিয়াছ, তা করিয়াছ, পরে আর করিও না। বৎস! এস, এখন আমরা নিজগৃহে যাই।' পরে দশানন,—বিভীষণ এবং পুত্র সমভিব্যাহারে গৃহে যাইয়া সেই বাষ্পগদ্গদ স্ত্রী সকলকে অবতারণ করিল। সেই সুলক্ষণা স্ত্রী সকল দেবতা দানব এবং রাক্ষসগণের রত্নস্বরূপা; সুতরাং সেই রমণীগণের প্রতি রাবণের অসৎ ইচ্ছা জানিয়া ধর্ম্মাত্মা বিভীষণ বলিলেন।—১৩—১৭। 'এই কার্য্য কারণে পাপস্পর্শ হয়, আপনি ইহা জানিয়াও স্বেচ্ছাপূর্ব্বক এইরূপ আচার অনুষ্ঠানদ্বারা যশ, অর্থ এবং কুলবিনাশন এবং প্রাণিগণকে উৎপীড়ন করিয়া বেড়াইতেছেন। আপনি সেই সকল জাতিকে নিপীড়ন করিয়া এই সকল সুন্দরী ললনাদিগকে আনয়ন করিয়াছেন; কিন্তু রাজন্! মধুনামক রাক্ষস আপনাকে অতিক্রম করিয়া কুম্ভীনসীকে হরণ করিয়াছে।' রাবণ বলিল, 'ইহা কিরূপে করিল, আমি তাহা বুঝিতে পারিতেছি না। বিশেষতঃ তুমি যাহাকে 'মধু' বলিলে, সেই ব্যক্তি কে? তখন বিভীষণ রুষ্ট হইয়া ভ্রাতাকে বলিলেন,—শুনুন, আপনার পরপত্নীবলাৎকাররূপ এই পাপকার্য্যের ফল ফলিয়াছে। ১৮—২১। আমাদিগের মাতামহ সুমালীর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা মাল্যবান্ নামে প্রসিদ্ধ প্রজ্ঞাবান্ এক বৃদ্ধ রাক্ষস ছিলেন। তিনি আমাদের জননীর জ্যেষ্ঠ তাত এবং আমাদের মাতামহ; তাঁহার কন্যা অনলা; সেই অনলার কন্যা কুম্ভীনসী। সেই কুম্ভীনসী আমাদের মাতৃষসার কন্যা, সুতরাং এই অনলসুতা ধর্ম্মানুসারে আমাদের ভগিনী। রাজন্! পুত্র যজ্ঞকার্য্যে নিরত হইলে এবং তপস্যার জন্য আমি জলমধ্যে প্রবেশ করিলে, বলবান্ মধু রাক্ষস তাহাকে হরণ করিয়াছে। মহারাজ বিশেষতঃ কুম্ভকর্ণ নিদ্রিত হইয়াছেন, অতএব সুপ্রসিদ্ধ রাক্ষসবর অমাত্যদিগকে বধ করিয়া আপনার অন্তঃপুরে রক্ষিতা কুম্ভীনসীকে নিপীড়নপূর্ব্বক হরণ করিয়া লইয়া গিয়াছে। মহারাজ! অবিবাহিতা ভগিনীর বিবাহ দেওয়া ভ্রাতৃগণের অবশ্যকর্ত্তব্য, তাহা হয় নাই; অতএব আমরা ইহা শুনিয়াও তাহাকে বধ না করিয়া ক্ষমা করিয়াছি। সুতরাং আপনি দুর্ম্মতির অনুবর্ত্তী হইয়া বিবাহবিধি উল্লঙ্ঘনপূর্ব্বক কন্যাহরণরূপ যে পাপকার্য্য করিয়াছেন, ইহলোকেই যে সেই পাপের এই ফল ফলিয়াছে, ইহা আপনি জানুন। রাক্ষসরাজ রাবণ, বিভীষণের কথা শুনিয়া তপ্তসলিল সমুদ্রের ন্যায়, নিজকৃত দৌরাত্ম্যে নিপীড়িত হইয়া নিতান্ত সন্তপ্ত হইল।

ততোঽব্রবীদ্দশগ্রীবঃ ক্রুদ্ধঃ সংরক্তলোচনঃ ॥ ৩০
কল্প্যতাং মে রথং শীঘ্রং শূরাঃ সজ্জীভবন্তু নঃ।
ভ্রাতা মে কুম্ভকর্ণশ্চ যে চ মুখ্যা নিশাচরাঃ ॥ ৩১
বাহনান্যধিরোহন্তু নানাপ্রহরণায়ুধাঃ।
অদ্য তং সমরে হত্বা মধুং রাবণনির্ভয়ম্ ॥ ৩২
সুরলোকং গমিষ্যামি যুদ্ধাকাঙ্ক্ষী সুহৃদ্‌বৃতঃ।
অক্ষৌহিণী সহস্রাণি চত্বার্য্যগ্র্যাণি রক্ষসাম্ ॥ ৩৩
নানাপ্রহরণান্যাশু নির্যযুর্যুদ্ধকাঙ্ক্ষিণাম্।
ইন্দ্রজিৎ ত্বগ্রতঃ সৈন্যাৎ সৈনিকান্ পরিগৃহ্য চ ॥ ৩৪
জগাম রাবণো মধ্যে কুম্ভকর্ণশ্চ পৃষ্ঠতঃ।
বিভীষণস্তু ধর্ম্মাত্মা লঙ্কায়াং ধর্ম্মমাচরন্ ॥ ৩৫
শেষাঃ সর্ব্বে মহাভাগা যযুর্মধুপুরং প্রতি।
খরৈরুষ্ট্রৈর্হয়ৈর্দীপ্তৈঃ শিশুমারৈর্মহোরগৈঃ ॥ ৩৬
রাক্ষসাঃ প্রযযুঃ সর্ব্বে কৃত্বাকাশং নিরন্তরম্।
দৈত্যাশ্চ শতশস্তত্র কৃতবৈরাশ্চ দৈবতৈঃ ॥ ৩৭
রাবণং প্রেক্ষ্য গচ্ছন্তমন্বগচ্ছন্ হি পৃষ্ঠতঃ।
স তু গত্বা মধুপুরং প্রবিশ্য চ দশাননঃ ॥ ৩৮
ন দদর্শ মধুং তত্র ভগিনীং তত্র দৃষ্টবান্।
সা চ প্রহ্বাঞ্জলির্ভূত্বা শিরসা চরণৌ গতা ॥ ৩৯
তস্য রাক্ষসরাজস্য ত্রস্তা কুম্ভনসী তদা।
তাং সমুত্থাপয়ামাস ন ভেতব্যমিতি ব্রুবন্ ॥ ৩
রাবণো রাক্ষসশ্রেষ্ঠঃ কিঞ্চাপি করবাণি তে।
সাব্রবীদ্‌যদি মে রাজন্ প্রসন্নস্ত্বং মহাভুজঃ ॥ ৪১
ভর্ত্তারং ন মমেহাদ্য হন্তুমর্হসি মানদ।
ন হীদৃশং ভয়ং কিঞ্চিৎ কুলস্ত্রীণামিহোচ্যতে ॥ ৪২
ভয়ানামপি সর্ব্বেষাং বৈধব্যং ব্যসনং মহৎ।
সত্যবাগ্‌ভব রাজেন্দ্র মামবেক্ষস্ব যাচতীম্ ॥ ৪৩
ত্বয়াপ্যুক্তং মহারাজ ন ভেতব্যমিতি স্বয়ম্।
রাবণস্ত্বব্রবীদ্ধৃষ্টঃ স্বসারং তত্র সংস্থিতাম্ ॥ ৪৪
ক চাসৌ তব ভর্ত্তা বৈ মম শীঘ্রং নিবেদ্যতাম্।
সহ তেন গমিষ্যামি সুরলোকং জয়ায় হি ॥ ৪৫
তব কারুণ্যসৌহার্দ্দান্নিবৃত্তোঽস্মি মধোর্ব্বধাৎ।
ইত্যুক্তা সা সমুত্থাপ্য প্রসুপ্তং তং নিশাচরম্ ॥ ৪৬
অব্রবীৎ সংপ্রহৃষ্টেব রাক্ষসী সা পতিং বচঃ।
এষ প্রাপ্তো দশগ্রীবো মম ভ্রাতা মহাবলঃ ॥ ৪৭
সুরলোকজয়াকাঙ্ক্ষী সাহায্যে ত্বাং বৃণোতি চ।
তদস্য ত্বং সহায়ার্থং সবন্ধুর্গচ্ছ রাক্ষস ॥ ৪৮

পরে রাবণ ক্রোধে চক্ষু আরক্ত করিয়া বলিল। ২২—৩০। শীঘ্র আমার রথ সুসজ্জিত কর এবং আমার সৈন্যগণও সজ্জিত হউক। আমার ভ্রাতা কুম্ভকর্ণ এবং প্রধান প্রধান রাক্ষসসকল বিবিধ প্রহরণ এবং অস্ত্র লইয়া বাহনে আরোহণ করুক। রাবণ হইতে নির্ভয় সেই মধুকে আজ যুদ্ধে সংহার করিয়া সুহৃদ্‌গণে পরিবৃত হইয়া জয়াভিলাষে দেবলোকে গমন করি।' প্রধান প্রধান চারিসহস্র অক্ষৌহিণী রাক্ষস প্রহারার্থ বহুবিধ প্রহরণ লইয়া যুদ্ধকামনায় শীঘ্র বহির্গত হইল। অধিকন্তু মেঘনাদ, সেনাদিগকে পরিগ্রহ করিয়া অগ্রে অগ্রে চলিল; রাবণ তাহার মধ্যে এবং কুম্ভকর্ণ তাহার পশ্চাৎ চলিল; কিন্তু ধর্ম্মাত্মা বিভীষণ ধর্ম্ম আচরণ করত লঙ্কাতেই অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। ৩১—৩৫। তাহাদের অবশিষ্ট মহাভাগ রাক্ষসগণ,—মহোরগ, খর, শিশুমার, উষ্ট্র এবং প্রভাশালী ঘোটকে আরোহণ করিয়া মধুপুরের দিকে প্রস্থান করিল। অধিক কি, সেই রাক্ষসেরা আকাশ আচ্ছাদন করিয়া যাইতে লাগিল। সেই সময়ে দেবতাদিগের চিরশত্রু শত শত দৈত্যগণও রাবণকে যাইতে দেখিয়া তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাইতে লাগিল। কিন্তু রাবণ, মধুপুরে উপস্থিত হইয়া তথায় প্রবেশপূর্ব্বক মধুকে দেখিতে পাইল না, কিন্তু ভগিনী কুম্ভীনসীকে তথায় দেখিতে পাইল। তৎকালে সেই কুম্ভীনসী ভীতা হইয়া কৃতাঞ্জলিপূর্ব্বক ভ্রাতা রাক্ষসরাজের পদতলে মস্তক পাতিত করিয়া রহিল; রাক্ষসশ্রেষ্ঠ রাবণ তাহাকে উঠাইয়া বলিল,—'তোমার ভয় নাই, অধিকন্তু তোমার আর কি প্রিয় কার্য্য অনুষ্ঠান করিব, তাহা বল।' সেই কুম্ভীনসী রাবণকে বলিল,—'মহাবাহো রাজন্। যদি আমার প্রতি আপনি প্রসন্ন হইয়া থাকেন, তবে আমার পতিকে বধ করিবেন না। মানদ! আমার বধের তুল্য ভয় কুলস্ত্রীগণের ইহলোকে আর কিছুই নাই। ৩৬—৪২। বিশেষতঃ সকল ভয় হইতে বৈধব্য-ব্যসনই শ্রেষ্ঠ। মহারাজ! আপনি নিজেই বলিয়াছেন, 'ভয় নাই' সুতরাং রাজেন্দ্র! আমার ভিক্ষা এই যে, আমার প্রতি কৃপাদৃষ্টিপাত করিয়া আপনার অঙ্গীকার পালন করুন।' তখন রাবণ প্রীত হইয়া সম্মুখে অবস্থিতা স্বীয় স্বসাকে বলিল,—"তোমার সেই স্বামী কোথায় আছে শীঘ্র আমাকে বল। আমি জয়কামনায় দেবলোকে যাইব; কেবল তোমার প্রতি কৃপা এবং সৌহার্দ্দবশতঃ মধুকে বধ করিলাম না।" সেই রাক্ষসী এইরূপ কথা শুনিয়া ঘুমন্ত রাক্ষস মধুকে উঠাইয়া, অত্যন্ত হৃষ্টার ন্যায়, পতিকে বলিল—এই মহাবল আমার ভ্রাতা রাবণ আসিয়াছেন। তিনি দেবলোকের জয়াভিলাষী হইয়া তোমাকে সাহায্যার্থ আহ্বান

স্নিগ্ধস্য ভজমানস্য যুক্তমর্থায় কল্পিতম্ ॥
তস্যাস্তদ্বচনং শ্রুত্বা তথেত্যাহ মধুর্বচঃ ॥ ৪৯
দদর্শ রাক্ষসশ্রেষ্ঠং যথান্যায়মুপেত্য সঃ।
পূজয়ামাস ধর্ম্মেণ রাবণং রাক্ষসাধিপম্ ॥ ৫০
প্রাপ্য পূজাং দশগ্রীবো মধুবেশ্মনি বীর্য্যবান্।
তত্র চৈকাং নিশামুষ্য গমনায়োপচক্রমে ॥ ৫১
ততঃ কৈলাসমাসাদ্য শৈলং বৈশ্রবণালয়ম্।
রাক্ষসেন্দ্রো মহেন্দ্রাভঃ সেনামুপনিবেশয়ৎ ॥ ৫২

ইত্যুত্তরকাণ্ডে ত্রিংশঃ সর্গঃ ॥ ৩০ ॥

একত্রিংশঃ সর্গঃ।

স তু তত্র দশগ্রীবঃ সহ সৈন্যেন বীর্য্যবান্।
অস্তং প্রাপ্তে দিনকরে নিবাসং সমরোচয়ৎ ॥ ১
উদিতে বিমলে চন্দ্রে তুল্যপর্ব্বতবর্চ্চসি।
প্রসুপ্তং সুমহৎ সৈন্যং নানাপ্রহরণায়ুধম্ ॥ ২
রাবণস্তু মহাবীর্য্যো নিষণ্ণঃ শৈলমূর্দ্ধনি।
স দদর্শ গুণাংস্তত্র চন্দ্রপাদোপশোভিতান্ ॥ ৩

করিতেছেন; সুতরাং রাক্ষস! তুমি বন্ধুগণের সহিত তাঁহার সাহায্যার্থ যাও। ৪৩—৪৮। বিশেষতঃ আমাকে দেখিয়াই স্নেহবশতঃ তোমার প্রতি জামাতৃভাব অবলম্বন করিয়াছেন;—অতএব তাঁহার কার্য্য উদ্ধারের জন্য সাহায্য করা তোমার কর্ত্তব্য।' মধু স্ত্রীর কথা শুনিয়া 'তাহাই করিব' এইরূপ উত্তর করিল। পরিশেষে মধুদৈত্য, রাক্ষসরাজ দশাননকে দেখিয়া উপচারের সহিত নিকটে যাইয়া ধর্ম্মানুসারে রাক্ষসাধিপতি রাবণের পূজা করিল। বীর্য্যবান্ রাবণ মধুর গৃহে সম্মান লাভ করিয়া তথায় একরাত্রি বাস করত যুদ্ধে যাইবার উদ্যোগ করিল। পরে মহেন্দ্রতুল্য রাক্ষসেন্দ্র রাবণ, বৈশ্রবণের বাসভূমি কৈলাস-পর্ব্বতে উপস্থিত হইয়া তথায় সেনা-সন্নিবেশ করিল ॥ ৪৯—৫২ ॥

একত্রিংশ সর্গ।

সূর্য্য অস্তগমন করিলে, সেই বীর্য্যশালী রাবণ, সেনাগণের সহিত তথায় রাত্রিযাপন করিল। পরে কৈলাস-শৃঙ্গ-তুল্য শুভ্রবর্ণ বিমল শশধর উদিত হইলে, নানাবিধপ্রহরণধারী আয়ুধ-সমন্বিত সুবিস্তীর্ণ সৈন্য নিদ্রায় অচেতন হইল। তখন মহাবীর্য্যশালী রাবণ, পর্ব্বতশিখরে নিষণ্ণ হইয়া চন্দ্রের কিরণজালে সুশোভিত কামভোগার্হ পার্ব্বত্য রমণীয় শোভা দেখিতে লাগিল—প্রস্ফুটিত কহ্লার-শোভিত সরোবর,

কর্ণিকারবনৈর্দীপ্তৈঃ কদম্ববকুলৈস্তথা।
পদ্মিনীভিশ্চ ফুল্লাভির্মন্দাকিন্যা জলৈরপি ॥ ৪
চম্পকাশোকপুন্নাগমন্দারতরুভিস্তথা।
চূতপাটললোধ্রৈশ্চ প্রিয়ঙ্গ্বর্জ্জুনকেতকৈঃ ॥ ৫
তগরৈর্নারিকেলৈশ্চ প্রিয়ালপনসৈস্তথা।
এতৈরন্যৈশ্চ তরুভিরুদ্ভাসিতবনান্তরে ॥ ৬
কিন্নরা মদনেনার্ত্তা রক্তা মধুরকণ্ঠিনঃ।
সমং সম্প্রজগুর্যত্র মনস্তুষ্টিবিবর্দ্ধনম্ ॥ ৭
বিদ্যাধরা মদক্ষীবা মদরক্তান্তলোচনাঃ।
যোষিদ্ভিঃ সহ সংক্রান্তাশ্চিক্রীড়ুর্জহৃষুশ্চ বৈ ॥ ৮
ঘণ্টানামিব সন্নাদঃ শুশ্রুবে মধুরস্বনঃ।
অপ্সরোগণসঙ্ঘানাং গায়তাং ধনদালয়ে ॥ ৯
পুষ্পবর্ষাণি মুঞ্চন্তো নগাঃ পবনতাড়িতাঃ।
শৈলং তং বাসয়ন্তীব মধুমাধবগন্ধিনঃ ॥ ১০
মধুপুষ্পরজঃপৃক্তং গন্ধমাদায় পুষ্কলম্।
প্রববৌ বর্দ্ধয়ন্ কামং রাবণস্য সুখোঽনিলঃ ॥ ১১
গেয়াৎ পুষ্পসমৃদ্ধ্যা চ শৈত্যাদ্বায়োর্গিরের্গুণাৎ।
প্রবৃত্তায়াং রজন্যাঞ্চ চন্দ্রস্যোদয়নেন চ ॥ ১২
রাবণঃ স মহাবীর্য্যঃ কামস্য বশমাগতঃ।
বিনিশ্বস্য বিনিশ্বস্য শশিনং সমবৈক্ষত ॥ ১৩

মন্দাকিনীর জল, প্রদীপ্ত কর্ণিকার, কদম্ব, বকুল, চম্পক, অশোক, পুন্নাগ, মন্দার, চূত, পাটল লোধ্র, প্রিয়ঙ্গু, অর্জ্জুন, কেতক, তগর, নারিকেল, প্রিয়াল ও পনস বৃক্ষ এবং অন্যান্য তরুরাজি দ্বারা সেই গিরির বনস্থল উদ্ভাসিত হইয়াছে। এইরূপ শোভান্বিত বনমধ্যে মধুর রবকারী কিন্নরগণ কামমদে মত্ত হইয়া অনুরাগবশতঃ স্বীয় প্রণয়িনীগণের সহিত মনের প্রীতি-বর্দ্ধন গান করিতেছে। ১—৭। অপিচ মদপ্রযুক্ত যাহাদের নয়নের প্রান্তভাগ লোহিতাভ হইয়াছে, সেইরূপ মদোন্মত্ত বিদ্যাধরেরা রমণীগণের সহিত সম্মিলিত হইয়া সানন্দে ক্রীড়ায় রত হইয়াছে। যে সকল অপ্সরা কুবেরের আলয়ে যাইতেছিল, তাহাদের মধুরস্বর, ঘণ্টানিনাদের ন্যায় কর্ণগোচর হইতে লাগিল। পবনহিল্লোলে তরুরাজি আন্দোলিত হইয়া কুসুম বর্ষণ করত বসন্তকালীন সর্ব্বজাতীয় পুষ্পের সৌরভ দ্বারা সেই গিরিকে সৌরভময় করিয়া তুলিল। সুখকর সমীরণ,—মধু এবং পুষ্পপরাগ-মিশ্রিত সুগন্ধি বহন-পূর্ব্বক রাবণের মদনানল বৃদ্ধি করিয়া সুমন্দরূপে বহিতে লাগিল। ৮—১১। কুসুমের চারুতা, সমীরণের শৈত্য, রজনীর আরম্ভে চন্দ্রের উদয়, পার্ব্বতীয় শোভা এবং গান প্রভৃতি দ্বারা মহাবীর্য্যবান্ রাবণ

এতস্মিন্নন্তরে তত্র দিব্যাভরণভূষিতা।
সর্বাপ্সরোবরা রম্ভা পূর্ণচন্দ্রনিভাননা॥ ১৪
দিব্যচন্দনলিপ্তাঙ্গী মন্দারকৃতমূর্দ্ধজা।
দিব্যোৎসবকৃতারম্ভা দিব্যপুষ্পবিভূষিতা॥ ১৫
চক্ষুর্মনোহরং পীনং মেখলাদামভূষিতম্।
সমুদ্বহন্তী জঘনং রতিপ্রাভৃতমুত্তমম্॥ ১৬
কৃতৈর্বিশেষকৈরার্দ্রৈঃ ষড়র্ত্তুকুসুমোদ্ভবৈঃ।
বভাবন্যতমেব শ্রীঃ কান্তিশ্রীদ্যুতিকীর্ত্তিভিঃ॥ ১৭
নীলং সতোয়মেঘাভং বস্ত্রং সমবগুণ্ঠিতা।
যস্যা বক্ত্রং শশিনিভং ভ্রুবৌ চাপনিভে শুভে॥ ১৮
উরূ করিকরাকারৌ করৌ পল্লবকোমলৌ।
সৈন্যমধ্যেন গচ্ছন্তী রাবণেনোপলক্ষিতা॥ ১৯
তাং সমুত্থায় গচ্ছন্তীং কামবাণবশং গতঃ।
করে গৃহীত্বা লজ্জন্তীং স্ময়মানোঽভ্যভাষত॥ ২০
ক্ব গচ্ছসি বরারোহে কাং সিদ্ধিং ভজসে স্বয়ম্।
কস্যাভ্যুদয়কালোঽয়ং যস্ত্বাং সমুপভোক্ষ্যতে॥ ২১
তবাননরসস্যাদ্য পদ্মোৎপলসুগন্ধিনঃ।
সুধামৃতরসস্যেব কোঽদ্য তৃপ্তিং গমিষ্যতি॥ ২২
স্বর্ণকুম্ভনিভৌ পীনৌ শুভৌ ভীরু নিরন্তরৌ।
কস্যোরঃস্থলসংস্পর্শং দাস্যতস্তে কুচাবিমৌ॥ ২৩
সুবর্ণচক্রপ্রতিমং স্বর্ণদামচিতং পৃথু।
অধ্যারোক্ষ্যতি কস্তেঽদ্য জঘনং স্বর্গরূপিণম্॥ ২৪
মদ্বিশিষ্টঃ পুমান্ কোঽদ্য শক্রো বিষ্ণুরথাশ্বিনৌ।
মামতীত্য হি যস্য ত্বং যাসি ভীরু ন শোভনম্॥ ২৫
বিশ্রম ত্বং পৃথুশ্রোণি শিলাতলমিদং শুভম্।
ত্রৈলোক্যে যঃ প্রভুশ্চৈব মদন্যো নৈব বিদ্যতে॥ ২৬
তদেবং প্রাঞ্জলিঃ প্রহ্বো যাচতে ত্বাং দশাননঃ।
ভর্ত্তুর্ভর্ত্তা বিধাতা চ ত্রৈলোক্যস্য ভজস্ব মাম্॥ ২৭
এবমুক্তাব্রবীদ্রম্ভা বেপমানা কৃতাঞ্জলিঃ।
প্রসীদ নার্হসে বক্তুমীদৃশং ত্বং হি মে গুরুঃ॥ ২৮
অন্যেভ্যোঽপি ত্বয়া রক্ষ্যা প্রাপ্নুয়াং ধর্ষণং যদি।

কামের বশীভূত হইয়া বারংবার নিশ্বাস ছাড়িয়া চন্দ্রমার প্রতি চাহিয়া রহিল। তখন অপ্সরঃপ্রধানা পূর্ণচন্দ্র-নিভাননা রম্ভা উৎকৃষ্ট আভরণে বিভূষিতা এবং দিব্য উৎসবের জন্য ত্বরান্বিতা হইয়া রাবণের সেনার মধ্য দিয়া যাইতেছিল; ইত্যবসরে হঠাৎ রাবণ তাঁহাকে দেখিতে পাইল। তিনি হরিচন্দনদ্বারা বিরচিত চিত্রক এবং ষড়ঋতুসঞ্জাত পুষ্পসম্ভার দ্বারা কল্পিত অলঙ্কারে সুসজ্জিতা হইয়া প্রত্যবয়বের কান্তি, সৌন্দর্য্য, লাবণ্য এবং কীর্ত্তি দ্বারা অন্যতমা শ্রীর তুল্য শোভা পাইতেছিলেন। তাঁহার বদন চন্দ্রতুল্য, সুন্দর ভ্রূযুগল ধনুর ন্যায়; উরুদ্বয় হস্তীর শুণ্ডের ন্যায়, করযুগল পল্লবের ন্যায় কোমল; মনোহর জঘন স্থূল, বিশেষতঃ মেখলায় ভূষিত থাকায় নয়ন এবং মনের প্রীতিপ্রদ এবং রতির উপায়নস্বরূপ; কেশকলাপ পারিজাতপুষ্পদ্বারা ভূষিত; শরীর দিব্য চন্দনদ্বারা চর্চ্চিত, মনোহর পুষ্পভূষায় ভূষিত এবং জলযুক্ত মেঘের ন্যায় নীলবসনে অবগুণ্ঠিত। রম্ভা লজ্জাবতী হইয়া যাইতেছিলেন, এমন সময়ে কন্দর্পশরের বশবর্ত্তী হইয়া রাবণ উঠিয়া তাঁহার হাত ধরিয়া ঈষৎহাস্যের সহিত বলিতে লাগিল। ১২—২০। 'বরারোহে! তুমি কাহার মনোবাসনা চরিতার্থ করিবে? আর নিজেই বা কোথায় যাইতেছ? কাহার এই অভ্যুদয়কাল উপস্থিত যে, তোমার সহিত রতি সম্ভোগ করিবে? কমল এবং উৎপলের ন্যায় সৌরভযুক্ত, সুধা এবং মধুরসতুল্য তোমার মুখসুধাদ্বারা কে অদ্য পরিতৃপ্ত হইবে? ভীরু! তোমার সুন্দর পয়োধর দুইটী সুবর্ণকলসের ন্যায় স্থূল। তোমার এই পয়োধরযুগল এতাদৃশ সংলগ্ন হইয়াছে যে, উভয়ের মধ্যে কিছুমাত্র ব্যবধান নাই। আমায় বল,—এই স্তনদ্বয় কোন্ পুরুষের বক্ষঃস্থল স্পর্শ করিবে? তোমার জঘনদ্বয় সুবর্ণচক্রের ন্যায় গোলাকৃতি অথচ স্থূল, বিশেষতঃ সোণার চন্দ্রহার দ্বারা শোভিত; সুতরাং স্বর্গসুখের ন্যায় অত্যন্ত সুখভোগ-হেতু এই শ্রেণিতটে আজ কে আরোহণ করিবে? ২১—২৪। হে ভীরু! ইন্দ্র, বিষ্ণু, অথবা অশ্বিনী-কুমারই হউন, অধুনা কোন্ ব্যক্তি আমা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট! তথাপি তুমি আমাকে অগ্রাহ্য করিয়া চলিয়া যাইতেছ, ইহা ভাল কাজ হইতেছে না। পৃথুজঘনে! এই সুন্দর শিলাতলে বিশ্রাম লাভ কর। দেখ, আমি ছাড়া এই ত্রিভুবনমধ্যে অন্য কোন প্রভু বিদ্যমান নাই; সুতরাং আমাকে উপেক্ষা করা তোমার উচিত হয় না। যিনি ত্রিভুবনের ভর্ত্তা, এই দশানন সেই ত্রিভুবনের ভর্ত্তারও ভর্ত্তা এবং বিধাতা, তথায় এই দশানন বিনয়পূর্ব্বক করযোড়ে তোমার নিকটে এইরূপ ভিক্ষা করিতেছে, অতএব তুমি আমাকে ভজনা কর। রম্ভা এই সমস্ত কথা শুনিয়া কাঁপিয়া উঠিয়া করযোড়ে কহিল,—আপনি আমার গুরু। অতএব আপনার এরূপ বাক্য বিন্যাস করা উচিত হয় না। আপনি আমার প্রতি প্রসন্ন হউন। সত্য করিয়া আপনাকে কহিতেছি, আমি ধর্ম্মানুসারে আপনার পুত্রবধূ।

তদ্ধর্ম্মতঃ স্নুষা তেঽহং তত্ত্বমেব ব্রবীমি তে ॥ ২৯
অথাব্রবীদ্দশগ্রীবশ্চরণাধোমুখীং স্থিতাম্‌ ।
রোমহর্ষমনুপ্রাপ্তাং দৃষ্টমাত্রেণ তাং তদা ॥ ৩০
সুতস্য যদি মে ভার্য্যা ততস্ত্বং হি স্নুষা ভবেঃ ।
বাঢ়মিত্যেব সা রম্ভা প্রাহ রাবণমুত্তরম্‌ ॥ ৩১
ধর্ম্মতস্তে সুতস্যাহং ভার্য্যা রাক্ষসপুঙ্গব ।
পুত্রঃ প্রিয়তরঃ প্রাণৈর্ভ্রাতুর্বৈশ্রবণস্য তে ॥ ৩২
বিখ্যাতস্ত্রিষু লোকেষু নলকূবর ইত্যয়ম্‌ ।
ধর্ম্মতো যো ভবেদ্বিপ্রঃ ক্ষত্রিয়ো বীর্য্যতো ভবেৎ ॥ ৩৩
ক্রোধাদ্‌যশ্চ ভবেদগ্নিঃ ক্ষান্ত্যা চ বসুধাসমঃ ।
তস্যাস্মি কৃতসঙ্কেতা লোকপালসুতস্য বৈ ॥ ৩৪
তমুদ্দিশ্য তু মে সর্ব্বং বিভূষণমিদং কৃতম্‌ ।
যথা তস্য হি নান্যস্য ভাবো মাং প্রতিতিষ্ঠতি ॥ ৩৫
তেন সত্যেন মাং রাজন্‌ মোক্তুমর্হস্যরিন্দম ।
স হি তিষ্ঠতি ধর্ম্মাত্মা মাং প্রতীক্ষ্য সমুৎসুকঃ ॥ ৩৬
তত্র বিঘ্নন্তু তস্যেহ কর্ত্তুং নার্হসি মুঞ্চ মাম্‌ ।
সদ্ভিরাচরিতং মার্গং গচ্ছ রাক্ষসপুঙ্গব ॥ ৩৭
মাননীয়োঽসি মে ত্বং হি পালনীয়া তথাস্মি তে ।
এবমুক্তো দশগ্রীবঃ প্রত্যুবাচ বিনীতবৎ ॥ ৩৮
স্নুষাস্মি যদবোচস্ত্বমেকপত্নীষ্বয়ং ক্রমঃ ।
দেবলোকস্থিতিরিয়ং সুরাণাং শাশ্বতী মতা ॥ ৩৯
পতিরপ্সরসাং নাস্তি ন চৈকস্ত্রীপরিগ্রহঃ ।
এবমুক্ত্বা স তাং রক্ষো নিবেশ্য চ শিলাতলে ॥ ৪০
কামভোগাভিসংরক্তো মৈথুনায়োপচক্রমে ।
সা বিমুক্তা ততো রম্ভা ভ্রষ্টমাল্যবিভূষণা ॥ ৪১
গজেন্দ্রাক্রীড়মথিতা নদীবাকুলতাং গতা ।
লুলিতাকুলকেশান্তা করবেপিতপল্লবা ॥ ৪২
পবনেনাবধূতেব লতাকুসুমশালিনী ।
সা বেপমানা লজ্জন্তী ভীতা করকৃতাঞ্জলিঃ ॥ ৪৩
নলকূবরমাসাদ্য পাদয়োর্নিপপাত হ ।
তদবস্থাঞ্চ তাং দৃষ্ট্বা মহাত্মা নলকূবরঃ ॥ ৪৪

অতএব আমি যদি অপর কোন পুরুষের কাছে নিপীড়িত হই, তবে আপনার আমাকে সে সময় রক্ষা করা উচিত। ২৫—২৯। রম্ভা এই কথা কহিয়া রাবণকে দেখিয়া রোমাঞ্চিতদেহে তাহার পদতল দর্শন করত অবস্থিত হইল। তখন রাবণ রম্ভাকে কহিল, —যদি তুমি আমার পুত্রের স্ত্রী হইতে, তাহা হইলে আমার পুত্রবধূ হইতে পারিতে। তখন রম্ভা রাবণকে কহিলেন যে, আপনার কথা স্বীকার করিতেছি। হে শ্রেষ্ঠ রাবণ! সঙ্কেতধর্ম্মানুসারে আমি আপনার তনয়ের স্ত্রী। আপনার ভ্রাতা কুবেরের প্রাণ অপেক্ষা প্রিয়তম নলকূবরনামক ত্রিভুবনপ্রসিদ্ধ এক সন্তান আছেন। সেই নলকূবর ধর্ম্মপ্রতিপালনে ব্রাহ্মণতুল্য বাহুবিক্রমে ক্ষত্রিয়তুল্য ক্রোধে অগ্নিতুল্য এবং ক্ষমাগুণে পৃথিবীতুল্য। সেই কুবের-নন্দনের কৃত সঙ্কেত অনুসারে অভিসারে যাইতেছি। ৩০—৩৪। তাঁহারই নিকটে গমন-উদ্দেশে এই সমস্ত অলঙ্কার পরিয়া আসিতেছি। বিশেষতঃ আমার উপরে তাঁহার যেরূপ ভাব প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে, আমারও তাঁহার প্রতি সেইরূপ ভাব; অপরের উপর আমার সে ভাবটি নাই। হে রাজন্‌! আপনি সেই সত্য অনুসারে আমাকে অদ্য ছাড়িয়া দিন। অরি-দমন! বিশেষতঃ সেই ধর্ম্মাত্মা কুবেরপুত্র আমার অপেক্ষায় পথ চাহিয়া উৎকণ্ঠিত হইয়া বসিয়া আছেন। এক্ষণে সে বিষয়ে তাঁহার বিঘ্ন উৎপাদন করা আপনার উচিত হয় না। অতএব হে রাক্ষস-শ্রেষ্ঠ রাবণ! সাধুগণ যে পথের পথিক, আপনি সেই পথের পথিক হইয়া আমাকে ছাড়িয়া দিন। আপনি যেমন আমার মান্য ব্যক্তি, আমিও তেমনি আপনার রক্ষণীয়া।" রাবণকে রম্ভা এই কথা কহিলে, রাবণ বিনয়ী ব্যক্তির ন্যায় প্রত্যুত্তর দিল,— 'আমি তোমার পুত্রবধূ হই'—তুমি যে এই কথা কহিলে, এই নিয়মটী এক পত্নীসম্বন্ধেই প্রচলিত। তুমি যদি কোন পুরুষের একমাত্র স্ত্রী হইতে, তোমার কথা খাটিত। বিশেষতঃ তুমি অপ্সরা। অপ্সরা-জাতির সর্ব্বদা একটী স্বামী থাকে না। দেবগণেরও এক স্ত্রী বিবাহের বিধান নাই। দেবলোকের এই মর্য্যাদাই চিরন্তন জানিবে। সেই রাক্ষস রাবণ এই কথা কহিয়া কামভোগে একান্ত আসক্ত হইয়া পড়িল। তখন রাবণ, রম্ভাকে শিলাতলে রাখিয়া রতি-সম্ভোগ করিবার উপক্রম করিল। সেই রম্ভা, সম্ভোগ শেষ হইলে, মুক্তি পাইল। তখন রম্ভা—হস্তিরাজগণ ক্রীড়া করিয়া নদীকে যেমন ব্যাকুল করে, সেইরূপ ব্যাকুলা হইল। অধিক কি, কুসুমশালিনী লতা যেমন বায়ুবেগে আলোড়িত হইয়া সৌন্দর্য্য-বিহীনা হয়, সেইরূপ রম্ভাও সৌন্দর্য্য-বিহীনা হইল। রম্ভার মালা বিস্রস্ত, অলঙ্কার পতিত হইল; করপল্লব কাঁপিতে লাগিল এবং কেশ-কলাপের প্রান্তভাগ ও অলকা সকল চঞ্চল হইল। তখন রম্ভা, লজ্জা এবং ভয়ে কাঁপিয়া উঠিয়া কর-যোড়ে নলকূবরের কাছে গিয়া তাঁহার পদতলে

অব্রবাৎ কিমিদং ভদ্রে পাদয়োঃ পতিতাসি মে।
সা বৈ নিশ্বসমানা তু বেপমানা কৃতাঞ্জলিঃ॥ ৪৫
তস্মৈ সর্ব্বং যথাতত্ত্বমাখ্যাতুমুপচক্রমে।
এষ দেব দশগ্রীবঃ প্রাপ্তো গন্তুং ত্রিপিষ্টপম্॥ ৪৬
তেন সৈন্যসহায়েন নিঃশেষং পরিণামিতা।
আয়ান্তী তেন দৃষ্টাস্মি ত্বৎসকাশমরিন্দম॥ ৪৭
গৃহীতা তেন পৃষ্টাস্মি কস্য ত্বমিতি রক্ষসা।
ময়া তু সর্ব্বং যৎ সত্যং তস্মৈ সর্ব্বং নিবেদিতম্॥ ৪৮
কামমোহাভিভূতাত্মা নাশ্রৌষীত্তদ্বচো মম।
যাচ্যমানো ময়া দেব স্নুষা তেঽহমিতি প্রভো॥ ৪৯
তৎ সর্ব্বং পৃষ্ঠতঃ কৃত্বা বলাত্তেনাস্মি ধর্ষিতা।
এবং ত্বমপরাধং মে ক্ষন্তুমর্হসি সুব্রত॥ ৫০
ন হি তুল্যং বলং সৌম্য স্ত্রিয়াশ্চ পুরুষস্য হি।
এতচ্ছ্রুত্বা তু সংক্রুদ্ধস্তদা বৈশ্রবণাত্মজঃ॥ ৫১
ধর্ষণাং তাং পরাং শ্রুত্বা ধ্যানং সম্প্রবিবেশ হ।
তস্য তৎ কর্ম্ম বিজ্ঞায় তদা বৈশ্রবণাত্মজঃ॥ ৫২
মুহূর্ত্তাৎ ক্রোধতাম্রাক্ষস্তোয়ং জগ্রাহ পাণিনা।
গৃহীত্বা সলিলং সর্ব্বমুপস্পৃশ্য যথাবিধি॥ ৫৩
উৎসসর্জ্জ তদা শাপং রাক্ষসেন্দ্রায় দারুণম্।
অকামা তেন যস্মাত্ত্বং বলাদ্ভদ্রে প্রধর্ষিতা॥ ৫৪
তস্মাৎ স যুবতীমন্যাং নাকামামুপযাস্যতি।
যদা হ্যকামাং কামার্ত্তো ধর্ষয়িষ্যতি যোষিতম্॥ ৫৫
মূর্দ্ধা তু সপ্তধা তস্য শকলীভবিতা তদা।
তস্মিন্নুদাহৃতে শাপে জ্বলিতাগ্নিসমপ্রভে॥ ৫৬
দেবদুন্দুভয়ো নেদুঃ পুষ্পবৃষ্টিশ্চ খাচ্চ্যুতা।
পিতামহমুখাশ্চৈব সর্ব্বে দেবাঃ প্রহর্ষিতাঃ॥ ৫৭
জ্ঞাত্বা লোকগতিং সর্ব্বাং তস্য মৃত্যুঞ্চ রক্ষসঃ।
শ্রুত্বা তু স দশগ্রীবস্তং শাপং রোমহর্ষণম্॥ ৫৮
নারীষু মৈথুনীভাবং নাকামাস্বভ্যরোচয়ৎ।
তেন নীতাঃ স্ত্রিয়ঃ প্রীতিমাপুঃ সর্ব্বাঃ পতিব্রতাঃ।
নলকূবরনির্ম্মুক্তং শাপং শ্রুত্বা মনঃপ্রিয়ম্॥ ৫৯

ইত্যুত্তরকাণ্ডে একত্রিংশঃ সর্গঃ॥ ৩১॥

পড়িলেন। মহাত্মা নলকূবর তাঁহার সেই অবস্থা দেখিয়া কহিলেন,—"ভদ্রে! এ কি! তুমি আমার চরণতলে পড়িলে কেন?" তখন রম্ভা কাঁপিতে কাঁপিতে—নিশ্বাস ত্যাগ করিতে করিতে, যোড়হাতে যথাতথ্য সকল সংবাদ কহিতে লাগিলেন,—'দেব! রাবণ স্বর্গে যাইতে ইচ্ছুক হইয়া কৈলাসপর্ব্বতে উপস্থিত হইয়াছে। ৩৫—৪৬। রাবণ আপন সেনার সহিত কৈলাসে এই রাত্রি অতিবাহিত করিতেছিল। হে অরিদমন! আমি আপনার কাছে আসিতেছি, এই অবকাশে সে আমাকে দেখিতে পাইল। সেই রাবণ আমাকে গ্রহণপূর্ব্বক জিজ্ঞাসিল,—'তুমি কাহার কাছে যাইতেছ?' কিন্তু—যাহা সত্য, আমি তাহাকে সেই সকল কথাই কহিলাম; সে কামজ-মোহে বিহ্বল হইয়া, আমার সেই কথা শুনিল না। তথাচ হে প্রভো দেব! 'আমি তোমার পুত্রবধূ হই' এই কথা কহিয়া রাবণের নিকটে ক্ষমা ভিক্ষা করিলাম। তবুও আমার সেই সমস্ত অনুনয়বাক্যে অবহেলা করিয়া, সে আমাকে বলদ্বারা সম্ভোগপূর্ব্বক ব্যভিচারিণী করিয়াছে। স্ত্রী এবং পুরুষের বল কখন সমান হয় না; অতএব হে সৌম্য সুব্রত! আপনি আমার এই দোষ মার্জ্জনা করুন।' তখন বৈশ্রবণ-তনয় নলকূবর এই কথা শুনিয়া অত্যন্ত ক্রোধান্বিত হইয়া সর্ব্বতোভাবে ধ্যানমগ্ন হইলেন। কুবের-নন্দন মুহূর্ত্তকালমধ্যে রাবণের সেই কার্য্য জানিয়া কোপে আরক্তচক্ষু হইলেন এবং হাতে করিয়া জল লইলেন। তখন যথাবিধি সমস্ত ইন্দ্রিয় স্পর্শপূর্ব্বক রাবণের উদ্দেশে নিদারুণ শাপ দিলেন। 'ভদ্রে! তুমি অকামা হইলেও, যখন সে তোমাকে বল-দ্বারা প্রধর্ষিত করিয়াছে তখন সে অপরা অকামা কোন যুবতী কামিনীকে আর সম্ভোগ করিতে পারিবে না। যখন সে মদন-পীড়িত হইয়া অকামা নারীকে ধর্ষিতা করিবে, তখনই তাহার মস্তক সপ্তধা ভগ্ন হইয়া পড়িবে।' প্রজ্বলিত অগ্নিতুল্য তেজঃশক্তি-সম্পন্ন সেই শাপ যখন নলকূবর উচ্চারণ করিলেন, তখন আকাশ হইতে ধরাতলে পুষ্পবৃষ্টি হইতে লাগিল এবং দেবদুন্দুভিসমূহ বাজিতে লাগিল;—পিতামহ ব্রহ্মা প্রভৃতি দেবগণ রাবণকৃত লোকের দুর্গতি এবং সেই রাক্ষসের মৃত্যুর বিষয় জানিয়া একান্ত আহ্লাদিত হইলেন। দশানন, সেই লোমহর্ষণ শাপ শুনিয়া অকামা কামিনীগণকে সম্ভোগ করিবার বাসনা একবারে পরিত্যাগ করিল। বিশেষতঃ রাবণ যে সকল পতিপরায়ণা নারীগণকে পূর্ব্বে অন্তঃপুরে লইয়া গিয়াছিল, তাহারা সকলেই নলকূবরের মনস্তুষ্টিকর শাপের কথা শুনিয়া, আহ্লাদিতা হইল। ৪৭—৫৯।

দ্বাত্রিংশঃ সর্গঃ।

কৈলাসং লঙ্ঘয়িত্বা তু সসৈন্যবলবাহনঃ।
আসসাদ মহাতেজা ইন্দ্রলোকং দশাননঃ ॥ ১
তস্য রাক্ষসসৈন্যস্য সমন্তাদুপযাস্যতঃ।
দেবলোকে বভৌ শব্দো ভিদ্যমানার্ণবোপমঃ ॥ ২
শ্রুত্বা তু রাবণং প্রাপ্তমিন্দ্রশ্চলিত আসনাৎ।
দেবানথাব্রবীত্তত্র সর্ব্বানেব সমাগতান্ ॥ ৩
আদিত্যাংশ্চ বসূন রুদ্রান্ সাধ্যাংশ্চ সমরুদ্গণান্।
সজ্জা ভবত যুদ্ধার্থং রাবণস্য দুরাত্মনঃ ॥ ৪
এবমুক্তাস্তু শক্রেণ দেবাঃ শক্রসমা যুধি।
সংনহ্যন্ত মহাসত্ত্বা যুদ্ধশ্রদ্ধাসমন্বিতাঃ ॥ ৫
স তু দীনঃ পরিত্রস্তো মহেন্দ্রো রাবণং প্রতি।
বিষ্ণোঃ সমীপমাগত্য বাক্যমেতদুবাচ হ ॥ ৬
বিষ্ণো কথং করিষ্যামি রাবণং রাক্ষসং প্রতি।
অহোঽতিবলবদ্রক্ষো যুদ্ধার্থমভিবর্ত্ততে ॥ ৭
বরপ্রদানাদ্বলবান্ ন খল্বন্যেন হেতুনা।
তত্তু সত্যং বচঃ কার্য্যং যদুক্তং পদ্মযোনিনা ॥ ৮
তদ্‌যথা নমুচির্বৃত্রো বলির্নরকশম্বরৌ।
তদ্বলং সমবষ্টভ্য ময়া দগ্ধাস্তথা কুরু ॥ ৯
ন হ্যন্যো দেবদেবেশ ত্বদৃতে মধুসূদন।
গতিঃ পরায়ণং চাপি ত্রৈলোক্যে সচরাচরে ॥ ১০
ত্বং হি নারায়ণঃ শ্রীমান্ পদ্মনাভঃ সনাতনঃ।
ত্বয়েমে স্থাপিতা লোকাঃ শক্রশ্চাহং সুরেশ্বরঃ ॥ ১১
ত্বয়া সৃষ্টমিদং সর্ব্বং ত্রৈলোক্যং সচরাচরম্।
ত্বামেব ভগবন্ সর্ব্বে প্রবিশন্তি যুগক্ষয়ে ॥ ১২
তদাচক্ষ্ব যথাতত্ত্বং দেবদেব মম স্বয়ম্।
অসিচক্রসহায়স্ত্বং যোৎস্যসে রাবণং বিভো ॥ ১৩
এবমুক্তঃ স শক্রেণ দেবো নারায়ণঃ প্রভুঃ।
অব্রবীন্ন পরিত্রাসঃ কর্ত্তব্যঃ শ্রূয়তাঞ্চ মে ॥ ১৪
ন তাবদেষ দুষ্টাত্মা শক্যো জেতুং সুরাসুরৈঃ।
হন্তুঞ্চাপি সমাসাদ্য বরদানেন দুর্জ্জয়ঃ ॥ ১৫
সর্ব্বথা তু মহৎ কর্ম্ম করিষ্যতি বলোৎকটঃ।
রাক্ষসঃ পুত্রসহিতো দৃষ্টমেতন্নিসর্গতঃ ॥ ১৬
যত্তু মাং ত্বমভাষিষ্ঠা যুধ্যস্বেতি সুরেশ্বর।

দ্বাত্রিংশ সর্গ।

"মহাতেজা দশানন,—সেনা, সেনাপতি এবং বাহনের সহিত কৈলাসশৃঙ্গ অতিক্রম করিয়া ইন্দ্রলোকে পৌঁছিল। দেবলোক-গামী সেই রাক্ষস-সৈন্যের রব উচ্ছ্বলিত সমুদ্রের ন্যায় চারিদিকে প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল। ইন্দ্র, রাবণ আসিয়াছে এই কথা শুনিয়াই আসন হইতে বিচলিত হইলেন। ইন্দ্রলোকে সেই সমাগত আদিত্যগণ, বসুগণ, রুদ্রগণ, সাধ্যগণ এবং মরুদ্গণ প্রভৃতি সমস্ত দেবগণকে পরিশেষে ইন্দ্র কহিলেন,—"আপনারা দুরাত্মা রাবণের সহিত যুদ্ধ করিবার জন্য অস্ত্র-শস্ত্রে সুসজ্জিত হউন। যুদ্ধে ইন্দ্রতুল্যশক্তিসম্পন্ন মহাবলশালী দেবগণ ইন্দ্রের এই কথা শুনিয়া সমরেচ্ছুক হইয়া সন্নাহ বন্ধন করিলেন। সেই ইন্দ্র রাবণের ভয়ে সর্ব্বতোভাবে ভীত হইয়া বিষ্ণুর নিকটে গিয়া তাঁহাকে এই কথা কহিলেন;—১—৬। হে ভগবন্! আমি কিরূপে রাক্ষস রাবণের প্রতিকারসাধন করিব? হায়! অত্যন্ত বলশালী সেই রাক্ষস যুদ্ধের নিমিত্ত আমার নিকটে আসিতেছে। রাবণ কেবল বরদানপ্রভাবেই এরূপ বলশালী। সুতরাং পদ্মযোনি ব্রহ্মা যাহা কহিয়াছেন, সেই কথা সত্যরূপে পরিণত করা আপনার উচিত। অতএব আপনার অপরিমিত শক্তি আশ্রয়পূর্ব্বক আমি,—বৃত্র, বলি, নমুচি, নরক এবং শম্বর অসুরকে যেমন দহন করিয়াছি, কি উপায়ে রাবণের বধ হয়, আপনি যত্নপূর্ব্বক সেইরূপ অনুসন্ধান করুন। দেবদেবেশ মধুসূদন! সচরাচর ত্রিভুবন মধ্যে আপনা ভিন্ন অপর রক্ষাকর্ত্তা এবং আশ্রয় আর কেহই নাই। ৭—১০। আপনি সনাতন পদ্মনাভ শ্রীযুক্ত নারায়ণ। আপনার দ্বারাই এই লোক সকল স্থাপিত হইয়াছে। অধিক কি, আপনিই আমাকে সুরপতি ইন্দ্র করিয়াছেন। হে ভগবন্! এই চরাচরসহ সমস্ত ত্রিভুবন আপনিই সৃষ্টি করিয়াছেন। যুগশেষে প্রলয়কালে আপনাতেই এই সমস্ত ভুবন প্রবেশ করিবে। অতএব হে বিভো দেবদেব! যে উপায় দ্বারা আমার জয় লাভ হয়, আপনি আমাকে সেই উপায়টী বলুন। অথবা আপনি অসি এবং চক্র ধরিয়া স্বয়ং সংগ্রাম করুন।' সেই দেব প্রভু নারায়ণ, ইন্দ্রের এরূপ কথা শুনিয়া কহিলেন,—অত্যন্ত ভীত হওয়া কর্ত্তব্য নহে, অতএব আমি যাহা বলি, তাহা শুন। এই দুষ্টচরিত্র রাবণ বরদানদ্বারা শক্তি লাভ করিয়া দুর্জ্জয় হইয়াছে; অতএব সুর বা অসুর কেহই ইহাকে যুদ্ধে হারাইতে পারিবে না, এবং বধ করিতেও পারিবেনা। ১১—১৫। এই রাক্ষস বলবশতঃ দুর্নিবার হইয়া পুত্রের সহিত সকল প্রকার মহৎ কার্য্য করিবে, সহজ-জ্ঞানবলে ইহা আমি জানিয়াছি। দেবরাজ! তুমি বলিলে যে,—'আপনি যুদ্ধ করুন' কিন্তু আমি এখ

নাহং তং প্রতিযোৎস্যামি রাবণং রাক্ষসং যুধি॥ ১৭
নাহত্বা সমরে শত্রুং বিষ্ণুঃ প্রতিনিবর্ত্ততে।
দুর্লভশ্চৈব কামোঽদ্য বরগুপ্তাদ্ধি রাবণাৎ॥ ১৮
প্রতিজানে চ দেবেন্দ্র ত্বৎসমীপে শতক্রতো।
ভবিতাস্মি যথাস্যাহং রক্ষসো মৃত্যুকারণম্॥ ১৯
অহমেব নিহন্তাস্মি রাবণং সপুরঃসরম্।
দেবতা নন্দয়িষ্যামি জ্ঞাত্বা কালমুপাগতম্॥ ২০
এতত্তে কথিতং তত্ত্বং দেবরাজ শচীপতে।
যুধ্যস্ব বিগতত্রাসঃ সুরৈঃ সার্দ্ধং মহাবল॥ ২১
ততো রুদ্রাঃ সহাদিত্যা বসবো মরুতোঽশ্বিনৌ।
সন্নদ্ধা নির্যযুস্তূর্ণং রাক্ষসানভিতঃ পুরাৎ॥ ২২
এতস্মিন্নন্তরে নাদঃ শুশ্রাব রজনীক্ষয়ে।
তস্য রাবণসৈন্যস্য প্রযুদ্ধস্য সমন্ততঃ॥ ২৩
তে প্রবুদ্ধা মহাবীর্য্যা অন্যোন্যমভিবীক্ষ্য বৈ।
সংগ্রামমেবাভিমুখা অভ্যবর্ত্তন্ত হৃষ্টবৎ॥ ২৪
ততো দৈবতসৈন্যানাং সংক্ষোভঃ সমজায়ত।
তদক্ষয়ং মহাসৈন্যং দৃষ্ট্বা সমরমূর্দ্ধনি॥ ২৫
ততো যুদ্ধং সমভবদ্দেবদানবরক্ষসাম্।
ঘোরং তুমুলনির্হ্রাদং নানাপ্রহরণোদ্যতম্॥ ২৬
এতস্মিন্নন্তরে শূরা রাক্ষসা ঘোরদর্শনাঃ।
যুদ্ধার্থং সমবর্ত্তন্ত সচিবা রাবণস্য তে॥ ২৭
মারীচশ্চ প্রহস্তশ্চ মহাপার্শ্বমহোদরৌ।
অকম্পনো নিকুম্ভশ্চ শুকঃ সারণ এব চ॥ ২৮
সংহ্রাদো ধূমকেতুশ্চ মহাদংষ্ট্রো ঘটোদরঃ।
জম্বুমালী মহাহ্রাদো বিরূপাক্ষশ্চ রাক্ষসঃ॥ ২৯
সুপ্তঘ্নো যজ্ঞকোপশ্চ দুর্ম্মুখো দূষণঃ খরঃ।
ত্রিশিরাঃ করবীরাক্ষঃ সূর্য্যশত্রুশ্চ রাক্ষসঃ॥ ৩০
মহাকায়োঽতিকায়শ্চ দেবান্তকনরান্তকৌ।
এতৈঃ সর্ব্বৈঃ পরিবৃতো মহাবীর্য্যৈর্মহাবলঃ॥ ৩১
রাবণস্যার্য্যকঃ সৈন্যং সুমালী প্রবিবেশ হ।
স দৈবতগণান্ সর্ব্বান্ নানাপ্রহরণৈঃ শিতৈঃ॥ ৩২
ব্যধ্বংসয়ৎ সুসংক্রুদ্ধো বায়ুর্জলধরানিব।
তদ্দৈবতবলং রাম হন্যমানং নিশাচরৈঃ॥ ৩৩
প্রণুন্নং সর্ব্বতো দিগ্ভ্যঃ সিংহনুন্না মৃগা ইব।
এতস্মিন্নন্তরে শূরো বসূনামষ্টমো বসুঃ।
সাবিত্র ইতি বিখ্যাতঃ প্রবিবেশ রণাজিরম্॥ ৩৪
সৈন্যৈঃ পরিবৃতো হৃষ্টৈর্নানাপ্রহরণোদ্যতৈঃ।
ত্রাসয়ন্ শত্রুসৈন্যানি প্রবিবেশ রণাজিরম্॥ ৩৫
তথাদিত্যৌ মহাবাহূ ত্বষ্টা পূষা চ তৌ সমম্।

সেই রাক্ষস রাবণের সহিত প্রতিযুদ্ধ করিব না; কেননা সমরে শত্রুসংহার না করিয়া আমি ফিরি না। কিন্তু রাবণ বরপ্রভাবে সুরক্ষিত, অতএব তাহার সহিত যুদ্ধে আজ তাহার নিকটে কামনা পূর্ণ করা কঠিন। দেবরাজ শতক্রতো। আমি যেরূপে এই রাক্ষসের মৃত্যুর কারণ হইব, তোমার নিকটে তাহা প্রতিজ্ঞা করিতেছি। পুরোগামী প্রধান প্রধান রাক্ষসগণের সহিত রাবণকে আমিই বধ করিব। যখন সময় আসিয়াছে, জানিব, তখন দেবতাদিগের হৃদয়ে আনন্দ অনুভব করাইব। ১৫—২০। দেবরাজ! এই সকল বিষয়ই তোমাকে বলিলাম। মহাবল শচীপতে! তুমি নির্ভয়হৃদয়ে দেবগণ সমভিব্যাহারে যুদ্ধ কর। পরে রুদ্রগণ, আদিত্যগণ, বসুগণ, মরুদ্গণ এবং অশ্বিনীকুমারদ্বয় সন্নাহ পরিধান করিয়া তৎক্ষণাৎ পুরী হইতে রাক্ষসদিগের অভিমুখে যুদ্ধার্থ ধাবিত হইলেন; ইত্যবসরে রাবণের সৈন্যগণ প্রাতঃকালে ভীষণ যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইল। সুতরাং চতুর্দ্দিক্ হইতে সেনাদিগের চীৎকারশব্দ কর্ণগোচর হইতে লাগিল। সেই মহাবলশালী রাক্ষসেরা নিদ্রা ত্যাগ করিয়া পরস্পরকে নিরীক্ষণপূর্ব্বক হৃষ্টচিত্তে যুদ্ধের অভিমুখে অবস্থান করিতে লাগিল তাহার পর দেবসেনাগণ সমরে দ্যত সেই অক্ষয় বিরাটসেনা দেখিয়া অত্যন্ত সংক্ষুব্ধ হইল। ২১—২৫। অবশেষে নানাপ্রকার অস্ত্রধারী দেব, দানব এবং রাক্ষসদিগের শব্দসঙ্কুল তুমুল যুদ্ধ আরম্ভ হইল। ইত্যবসরে রাবণের মন্ত্রী ঘোরদর্শন বীর রাক্ষসেরা যুদ্ধ করিবার জন্য উপস্থিত হইল;—মারীচ, মহাপার্শ্ব, মহোদর, প্রহস্ত, অকম্পন, নিকুম্ভ, শুক, সারণ, সংহ্রাদ, ধূমকেতু, মহাদংষ্ট্র, ঘটোদর, জম্বুমালী, মহাহ্রাদ, বিরূপাক্ষ, সুপ্তঘ্ন, যজ্ঞকোপ, দুর্ম্মুখ, দূষণ, খর, ত্রিশিরা, করবীরাক্ষ, সূর্য্যশত্রু মহাকায়, অতিকায়, দেবান্তক এবং নরান্তক,—এই সকল, নিশাচর মহাবীর্য্যবান্ রাক্ষসগণে পরিবেষ্টিত হইয়া রাবণের মাতামহ নিশাচর সুমালী সৈন্যমধ্যে প্রবেশ করিল। বায়ু যেমন মেঘসকল ধ্বংস করিয়া ফেলে, সেইরূপ সে যারপর নাই ক্রুদ্ধ হইয়া নানাবিধ সুতীক্ষ্ণ অস্ত্রসমূহ দ্বারা সমস্ত দেবতাদিগকে সংহার করিতে লাগিল। রাম! সেই দেবসৈন্যদিগকে রাক্ষসগণ নিহত করিতে থাকিলে তাহারা সিংহাক্রান্ত মৃগরাজির ন্যায়, চারিদিকে ভগ্ন হইল। ইতিমধ্যে বসুগণের অষ্টম বলবান্ শূর সাবিত্র নামে প্রসিদ্ধ বসু সেনাপরিবেষ্টিত হইয়া শত্রুসৈন্যগণকে বিত্রস্ত করত রণভূমে প্রবেশ করিল। ২৬—৩৫। অপিচ ত্বষ্টা এ

নর্ম্মদৌ সহ সৈন্যেন তদা প্রাবিশতাং রণে॥ ৩৬
ততো যুদ্ধং সমভবৎ সুরাণাং সহ রাক্ষসৈঃ।
ক্রুদ্ধানাং রক্ষসাং কীর্ত্তিং সমরেষ্বনিবর্ত্তিনাম্॥ ৩৭
ততস্তে রাক্ষসাঃ সর্ব্বে বিবুধান্ সমরে স্থিতান্।
নানাপ্রহরণৈর্ঘোরৈর্জঘ্নুঃ শতসহস্রশঃ॥ ৩৮
দেবাশ্চ রাক্ষসান্ ঘোরান্ মহাবলপরাক্রমান্।
সমরে বিমলৈঃ শস্ত্রৈরুপনিন্যুর্যমক্ষয়ম্॥ ৩৯
এতস্মিন্নন্তরে রাম সুমালী নাম রাক্ষসঃ।
নানাপ্রহরণৈঃ ক্রুদ্ধস্তৎ সৈন্যং সোহভ্যবর্ত্তত॥ ৪০
স দৈবতবলং সর্ব্বং নানাপ্রহরণৈঃ শিতৈঃ।
ব্যধ্বংসয়ত সংক্রুদ্ধো বায়ুর্জলধরং যথা॥ ৪১
তে মহাবাণবর্ষৈশ্চ শূলপ্রাসৈঃ সুদারুণৈঃ।
হন্যমানাঃ সুরাঃ সর্ব্বে ন ব্যতিষ্ঠন্ত সংহতাঃ॥ ৪২
ততো বিদ্রাব্যমাণেষু দৈবতেষু সুমালিনা।
বসূনামষ্টমঃ ক্রুদ্ধঃ সাবিত্রো বৈ ব্যবস্থিতঃ॥ ৪৩
সংবৃতঃ স্বৈ রথানীকৈঃ প্রহরন্তং নিশাচরম্।
বিক্রমেণ মহাতেজা বারয়ামাস সংযুগে॥ ৪৪
ততস্তয়োর্মহদ্‌যুদ্ধমভবল্লোমহর্ষণম্।
সুমালিনো বসোশ্চৈব সমরেষ্বনিবর্ত্তিনোঃ॥ ৪৫

পূষানামক মহাবীর্য্যশালী আদিত্যদ্বয় নির্ভয়চিত্তে সসৈন্যে রণে প্রবৃত্ত হইলেন। পরে 'রাক্ষসেরা যুদ্ধে নিবৃত্ত হয় না' তাহাদের এই কীর্ত্তি লোপ করিতে সঙ্কল্প করিয়া দেবতাগণ, রাক্ষসদিগের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। সেই সকল রাক্ষসেরা ঘোরতর নানাবিধ প্রহরণসমূহদ্বারা সমরাগত শত সহস্র দেবতাকে বিনাশ করিতে লাগিল। দেবতারাও যুদ্ধে মহাবল পরাক্রান্ত ভীষণ রাক্ষসদিকে তীক্ষ্ণ অস্ত্রের আঘাতে যমালয়ে পাঠাইতে লাগিলেন। রাম! ইত্যবসরে রাক্ষস সুমালী ক্রুদ্ধ হইয়া বিবিধ প্রহরণ লইয়া সেই সৈন্যের অভিমুখে ধাবিত হইল। ৩৫—৪০। বায়ু যেমন মেঘ তাড়াইয়া দেয়, সেও সর্ব্বতোভাবে ক্রোধান্বিত হইয়া, নানাবিধ শাণিত অস্ত্রসমূহদ্বারা সেই সকল দেবসৈন্য বিনাশ করিতে লাগিল। সমস্ত দেবতারা মিলিত হইয়াও মহাবাণ বর্ষণ এবং শূল ও প্রাস প্রভৃতি নিদারুণ প্রহরণ-দ্বারা আঘাতপ্রাপ্ত হইয়া রণস্থলে থাকিতে পারিলেন না। সুমালী কর্ত্তৃক দেবসৈন্য এইরূপে বিধ্বস্ত হইলে মহাতেজা অষ্টমবসু সাবিত্র ক্রুদ্ধ হইলেন। পরে সুস্থির এবং স্বীয় রথিসেনায় পরিবৃত হইয়া পরাক্রম প্রকাশপূর্ব্বক রাক্ষস সুমালীকে আঘাত করিতে করিতে যুদ্ধে নিবারণ করিলেন। তখন সেই যুদ্ধে

ততস্তস্য মহাবাণৈর্বসুনা সুমহাত্মনা।
নিহতঃ পন্নগরথঃ ক্ষণেন বিনিপাতিতঃ॥ ৪৬
হত্বা তু সংযুগে তস্য রথং বাণশতৈশ্চিতম্।
গদাং তস্য বধার্থায় বসুর্জগ্রাহ পাণিনা॥ ৪৭
ততঃ প্রগৃহ্য দীপ্তাগ্রাং কালদণ্ডোপমাং গদাম্।
তাং মূর্দ্ধ্নি পাতয়ামাস সাবিত্রো বৈ সুমালিনঃ॥ ৪৮
সা তস্যোপরি চোল্কাভা পতন্তী বিবভৌ গদা।
ইন্দ্রপ্রমুক্তা গর্জ্জন্তী গিরাবিব মহাশনিঃ॥ ৪৯
তস্য নৈবাস্থি ন শিরো ন মাংসং দদৃশে তদা।
গদয়া ভস্মতাং নীতং নিহতস্য রণাজিরে॥ ৫০
তং দৃষ্ট্বা নিহতং সংখ্যে রাক্ষসাস্তে সমন্ততঃ।
বিদ্রবন্ সহিতাঃ সর্ব্বে ক্রোশমানাঃ পরস্পরম্।
বিদ্রাব্যমাণা বসুনা রাক্ষসা নাবতস্থিরে॥ ৫১

ইত্যুত্তরকাণ্ডে দ্বাত্রিংশঃ সর্গঃ॥ ৩২॥

অনুবর্ত্তী সুমালী এবং বসুর লোমহর্ষণকর ভীষণ সংগ্রাম হইতে লাগিল। ৪১—৪৫। সুমহাত্মা বসু, মহাবাণসমূহ দ্বারা তাহার পন্নগরথ বিনষ্ট করিয়া ক্ষণকালমধ্যেই তাহার স্যন্দন পাতিত করিলেন। শত শত বাণদ্বারা সমাচ্ছন্ন করিয়া রথ নষ্ট করিয়া তাহাকে নিহত করিবার জন্য সাবিত্র বসু গদা হস্তে লইলেন। তিনি কালদণ্ডের ন্যায় দীপ্তাগ্রা সেই গদা লইয়া সুমালীর মস্তকে প্রহার করিলেন। ইন্দ্র-কর্ত্তৃক যেরূপ মহাবজ্র নিক্ষিপ্ত হইয়া গর্জ্জনপূর্ব্বক পর্ব্বতের উপরে পতিত হয়, সেইরূপ উল্কার ন্যায় প্রদীপ্তা গদা তাহার উপরি পড়িয়া দীপ্তি পাইতে লাগিল। গদা দ্বারা তাহার শরীর ভস্মীভূত হইয়া গেল, অতএব তখন রণভূমে তাহার অস্থি, কি মাংস কি মস্তক—কিছুই দেখা গেল না। সেই রাক্ষসেরা তাহাকে রণে নিহত দেখিয়া সকলে সম্মিলিত হইয়া রোদন করিতে করিতে চারিদিকে পলায়ন করিল। এমন কি, তাহারা বসুকর্ত্তৃক বিধ্বস্ত হইয়া রণক্ষেত্রে অবস্থিতি করিতে পারিল না। ৪৬—৫১।

ত্রয়স্ত্রিংশঃ সর্গঃ।

সুমালিনং হতং দৃষ্ট্বা বসুনা ভস্মসাৎ কৃতম্।
স্বসৈন্যং বিদ্রুতঞ্চাপি লক্ষয়িত্বার্দ্দিতং সুরৈঃ॥ ১
ততঃ স বলবান্ ক্রুদ্ধো রাবণস্য সুতস্তদা।
নিবর্ত্ত্য রাক্ষসান্ সর্ব্বান্ মেঘনাদো ব্যবস্থিতঃ॥ ২
স রথেন মহার্হেণ কামগেন মহারথঃ।
অভিদুদ্রাব সেনাং তাং বনান্যগ্নিরিব জ্বলন্॥ ৩
ততঃ প্রবিশতস্তস্য বিবিধায়ুধধারিণঃ।
বিদুদ্রুবুর্দ্দিশঃ সর্ব্বা দর্শনাদেব দেবতাঃ॥ ৪
ন বভূব তদা কশ্চিদ্‌যুযুৎসোরস্য সম্মুখে।
সর্ব্বানাবিধ্য বিত্রস্তাংস্ততঃ শক্রোঽব্রবীৎ সুরান্॥ ৫
ন ভেতব্যং ন গন্তব্যং নিবর্ত্তধ্বং রণে সুরাঃ।
এষ গচ্ছতি পুত্রো মে যুদ্ধার্থমপরাজিতঃ॥ ৬
ততঃ শক্রসুতো দেবো জয়ন্ত ইতি বিশ্রুতঃ।
রথেনাদ্ভুতকল্পেন সংগ্রামে সোঽভ্যবর্ত্তত॥ ৭
ততস্তে ত্রিদশাঃ সর্ব্বে পরিবার্য্য শচীসুতম্।
রাবণস্য সুতং যুদ্ধে সমাসাদ্য প্রজহ্নিরে॥ ৮
তেষাং যুদ্ধং সমভবৎ সদৃশং দেবরক্ষসাম্।
মহেন্দ্রস্য চ পুত্রস্য রাক্ষসেন্দ্রসুতস্য চ॥ ৯
ততো মাতলিপুত্রস্য গোমুখস্য স রাবণিঃ।
সারথেঃ পাতয়ামাস শরান্ কনকভূষণান্॥ ১০
শচীসুতশ্চাপি তথা জয়ন্তস্তস্য সারথিম্।
তঞ্চাপি রাবণিং ক্রুদ্ধঃ সমন্তাৎ প্রত্যবিধ্যত॥ ১১
স হি ক্রোধসমাবিষ্টো বলী বিস্ফারিতেক্ষণঃ।
রাবণিঃ শক্রতনয়ং শরবর্ষৈরবাকিরৎ॥ ১২
ততো নানাপ্রহরণান্ শিতধারান্ সহস্রশঃ।
পাতয়ামাস সংক্রুদ্ধঃ সুরসৈন্যেষু রাবণিঃ॥ ১৩
শতঘ্নীমুষলপ্রাসগদাখড়্গপরশ্বধান্।
মহান্তি গিরিশৃঙ্গাণি পাতয়ামাস রাবণিঃ॥ ১৪
ততঃ প্রব্যথিতা লোকাঃ সঞ্জজ্ঞে চ তমস্ততঃ।
তস্য রাবণপুত্রস্য শত্রুসৈন্যানি নিঘ্নতঃ॥ ১৫
ততস্তদ্দৈবতবলং সমন্তাত্তং শচীসুতম্।
বহুপ্রকারমস্বস্থমভবচ্ছরপীড়িতম্॥ ১৬
নাভ্যজানন্ত চান্যোন্যং রক্ষো বা দেবতাথ বা।
তত্র তত্র বিপর্য্যস্তং সমন্তাৎ পরিধাবতঃ॥ ১৭
দেবা দেবান্নিজঘ্নুস্তে রাক্ষসান্ রাক্ষসাস্তথা।
সংমূঢ়াস্তমসাচ্ছন্না ব্যদ্রবন্নপরে তথা॥ ১৮

ত্রয়স্ত্রিংশ সর্গ।

বসুর অস্ত্রবলে সুমালী ভস্ম হইলে, রাক্ষসসেনাগণ দেবগণকর্তৃক নিপীড়িত হইয়া পলায়ন করিল। তাহা দেখিয়া রাবণ-নন্দন বলবান্ মেঘনাদ কুপিত হইয়া সমস্ত রাক্ষসকে ফিরাইয়া সুব্যবস্থা করিল। অগ্নি প্রজ্বলিত হইয়া যেমন বনের অভিমুখে ধায়, তদ্রূপ সেই মহারথ মেঘনাদ, কামগামী মহামূল্য রথে আরোহণ করিয়া সেই সেনার দিকে ধাবিত হইল। বিবিধ-অস্ত্রধারী রাক্ষস প্রবেশ করিতেছে দেখিয়াই দেবতাগণ চারিদিকে পলায়ন করিতে লাগিলেন। এমন কি, তৎকালে কেহই রণপরায়ণ এই রাক্ষসের সম্মুখে তিষ্ঠিতে পারিল না। পরে দেবতাগণ বিদ্ধ হইয়া বিত্রস্ত হইলে ইন্দ্র তাঁহাদিগকে বলিলেন। ১—৫। "দেবগণ! ভয় নাই, তোমরা ফিরিয়া আইস, পলায়ন করিও না; আমার অজেয় পুত্র জয়ন্ত যুদ্ধে যাইতেছেন।" পরে সেই ইন্দ্রপুত্র দেব জয়ন্ত, অদ্ভুত-কল্প রথে উঠিয়া সংগ্রামে অগ্রসর হইলেন। তখন সেই সকল দেবতারা শচীপুত্রকে পরিবেষ্টন করিয়া রাবণনন্দনের নিকটবর্ত্তী হইয়া তাহাকে প্রহার করিতে লাগিলেন। মহেন্দ্রনন্দন জয়ন্ত এবং রাবণ-তনয় মেঘনাদের এবং দেবতাগণ ও রাক্ষসদিগের বলবীর্য্যানুরূপ মেঘনাদ, জয়ন্তের সারথি মাতলিপুত্র গোমুখের উপরি সুবর্ণভূষিত বাণ নিক্ষেপ করিতে লাগিল। ৬—১০। শচীতনয় জয়ন্তও ক্রুদ্ধ হইয়া রাবণতনয় এবং তাহার সারথির সর্ব্বাঙ্গে বাণ বিদ্ধ করিতে লাগিলেন। সেই বলবান্ মেঘনাদও ক্রোধে চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া বাণ বর্ষণপূর্ব্বক ইন্দ্রতনয়কে আকীর্ণ করিয়া ফেলিল। পরে মেঘনাদ বিষম কুপিত হইয়া বহুবিধ শিতধার সহস্র সহস্র প্রহরণ দেবসৈন্যের উপরি নিক্ষেপ করিতে লাগিল। শতঘ্নী, মুষল, প্রাস, গদা, খড়্গ, পরশ্বধ এবং বিশাল পর্ব্বতশৃঙ্গ সকল তাহাদের উপরি নিক্ষেপ করিল। সেই রাবণনন্দন মেঘনাদ, শত্রু-সৈন্যগণকে প্রহার করিতেছিল, ইত্যবসরে তাহার মায়ায় অন্ধকার আবির্ভূত হইল, অতএব ত্রিলোক-বাসী সমস্ত প্রজা অতিশয় ব্যথিত হইয়া উঠিল। ১১—১৫। তখন দেবসৈন্যগণ চারিদিক্ হইতে বাণজালে নিপীড়িত হইয়া সেই জয়ন্তকে পরিত্যাগ-পূর্ব্বক নানাপ্রকার অস্বস্থ হইল। রাক্ষস বা দেবতা-গণ পরস্পর পরস্পরকে চিনিতে পারিল না; এমন কি, তাহারা সেই সেই স্থানে বিপর্য্যস্তভাবে ইতস্ততঃ ধাবিত হইতে লাগিল। অধিক কি, দেবতারা দেবতাকে ও রাক্ষসেরা রাক্ষসসকলকে বধ করিতে

এতস্মিন্নন্তরে বীরঃ পুলোমা নাম বীর্য্যবান্।
দৈত্যেন্দ্রস্তেন সংগৃহ্য শচীপুত্রোঽপবাহিতঃ॥ ১৯
সংগৃহ্য তং তু দৌহিত্রং প্রবিষ্টঃ সাগরং তদা।
আর্য্যকঃ স হি তস্যাসীৎ পুলোমা যেন সা শচী॥ ২০
জ্ঞাত্বা প্রণাশং তু তদা জয়ন্তস্যাথ দেবতাঃ।
অপ্রহৃষ্টাস্ততঃ সর্ব্বে ব্যথিতাঃ সম্প্রদুদ্রুবুঃ॥ ২১
রাবণিস্ত্বথ সংক্রুদ্ধো বলৈঃ পরিবৃতঃ স্বকৈঃ।
অভ্যধাবত দেবাংস্তান্ মুমোচ চ মহাস্বনম্॥ ২২
দৃষ্ট্বা প্রণাশং পুত্রস্য দৈবতেষু চ বিদ্রুতম্।
মাতলিঞ্চাহ দেবেশো রথঃ সমুপনীয়তাম্॥ ২৩
স তু দিব্যো মহাভীমঃ সজ্জ এব মহারথঃ।
উপস্থিতো মাতলিনা বাহ্যমানো মহাজবঃ॥ ২৪
ততো মেঘা রথে তস্মিংস্তড়িদ্বন্তো মহাবলাঃ।
অগ্রতো বায়ুচপলা নেদুঃ পরমনিঃস্বনাঃ॥ ২৫
নানা বাদ্যানি বাদ্যন্তো গন্ধর্ব্বাশ্চ সমাহিতাঃ।
ননৃতুশ্চাপ্সরঃসঙ্ঘা নির্যাতে ত্রিদশেশ্বরে॥ ২৬
রুদ্রৈর্বসুভিরাদিত্যৈরশ্বিভ্যাং সমরুদ্গণৈঃ।
বৃতো নানাপ্রহরণৈর্নির্যযৌ ত্রিদশাধিপঃ॥ ২৭
নির্গচ্ছতস্তু শক্রস্য পরুষঃ পবনো ববৌ।
ভাস্করো নিষ্প্রভশ্চৈব মহোল্কাশ্চ প্রপেদিরে॥ ২৮
এতস্মিন্নন্তরে শূরো দশগ্রীবঃ প্রতাপবান্।
আরুরোহ রথং দিব্যং নির্ম্মিতং বিশ্বকর্ম্মণা॥ ২৯
পন্নগৈস্তু মহাকায়ৈর্বেষ্টিতং লোমহর্ষণৈঃ।
যেষাং নিশ্বাসবাতেন প্রদীপ্তমিব সংযুগে॥ ৩০
দৈত্যৈর্নিশাচরৈশ্চৈব সরথঃ পরিবারিতঃ।
সমরাভিমুখো দিব্যো মহেন্দ্রং সোঽভ্যবর্ত্তত॥ ৩১
পুত্রং তং বারয়িত্বা তু স্বয়মেব ব্যবস্থিতঃ।
সোঽপি যুদ্ধাদ্বিনিষ্ক্রম্য রাবণিঃ সমুপাবিশৎ॥ ৩২
ততো যুদ্ধং প্রবৃত্তং তু সুরাণাং রাক্ষসৈঃ সহ।
শস্ত্রাণি বর্ষতাং তেষাং মেঘানামিব সংযুগে॥ ৩৩
কুম্ভকর্ণস্তু দুষ্টাত্মা নানাপ্রহরণোদ্যতঃ।
নাজ্ঞায়ত তদা রাজন্ যুদ্ধং কেনাভ্যপদ্যত॥ ৩৪
দন্তৈঃ পাদৈর্ভুজৈর্হস্তৈঃ শক্তিতোমরমুদ্গরৈঃ।
যেন তেনৈব সংক্রুদ্ধস্তাড়য়ামাস দেবতাঃ॥ ৩৫
স তু রুদ্রৈর্মহাঘোরৈঃ সঙ্গম্যাথ নিশাচরঃ।

লাগিল এবং অন্যান্য মেচ্ছগণ অন্ধকারে আচ্ছন্ন ও নিতান্ত বিমূঢ় হইয়া পলাইল। ইত্যবসরে বীর্য্যবান বীর পুলোমানামক দৈত্যরাজ শচীতনয় জয়ন্তকে লইয়া প্রস্থান করিল। সে দৌহিত্রকে লইয়া তৎকালে পাতালপুরে প্রবেশ করিল। এই পুলোমা তাঁহার মাতামহ,—ইনিই শচীর জনক। তখন দেবতারা জয়ন্তকে না দেখিয়া অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হইলেন; পরিশেষে ব্যথিত হইয়া সকলে পলায়ন করিলেন। পরে মেঘনাদও স্বীয় সেনায় পরিবৃত হইয়া কোপবশতঃ বিকটরবে চীৎকার করিতে করিতে দেবতাগণের পশ্চাৎ ধাবিত হইল। পুত্রের অদর্শন এবং দেবতাদিগকে পলায়ন করিতে দেখিয়া দেবরাজ ইন্দ্র, মাতলিকে বলিলেন,—"আমার রথ আন।" সেই দিব্য মহারথ সজ্জিতই ছিল, সুতরাং অত্যন্ত বেগশালী ঐ মহাভয়ঙ্কর রথ মাতলিকর্ত্তৃক বাহমান হইয়া উপস্থিত হইল। ইন্দ্র রথে উঠিলে বিদ্যুন্মালায় সুশোভিত মহাবল মেঘসমূহ বায়ু দ্বারা অগ্রে চালিত হইয়া ঘোর-রবে সেই রথে শব্দ করিতে লাগিল। ১৯—২৫। ত্রিদিবপতি যুদ্ধযাত্রায় বহির্গত হইলে, গন্ধর্ব্বগণ সমাগত হইয়া শূন্যে বিবিধ বাদ্য বাদন করিতে লাগিল। এবং অপ্সরাসকল নাচিতে লাগিল। তখন দেবরাজ ইন্দ্র,—রুদ্রগণ, বসুগণ, আদিত্যগণ মরুদ্গণ এবং অশ্বিনীকুমারযুগলে পরিবেষ্টিত হইয়া, বিবিধ প্রহরণ ধারণপূর্ব্বক যুদ্ধযাত্রা করিলেন। সেই সময়ে পরুষভাবে বায়ু বহিতে লাগিল, সূর্য্য প্রভাহীন হইলেন এবং ভয়ঙ্কর উল্কাসকল প্রদীপ্ত হইল। প্রতাপশালী শূর দশানন বিশ্বকর্ম্মবিনির্ম্মিত উৎকৃষ্ট রথে উঠিল। লোমহর্ষণ মহাকায় সর্পগণ সেই রথের চারিদিক্ বেষ্টন করিয়া রহিয়াছে, অতএব এই সব ইহাদের নিশ্বাসবায়ুদ্বারা যুদ্ধকালে প্রদীপ্ত হইয়া উঠে। রাক্ষস এবং দৈত্যগণ-বেষ্টিত রথ যুদ্ধক্ষেত্রের অভিমুখ হইয়া দেবেন্দ্রের দিকে ধাবিত হইল। ২৬—৩১। রাবণ সেই পুত্রকে নিবারণ করিয়া নিজেই যুদ্ধে ব্যাপৃত হইল; রাবণতনয়ও যুদ্ধক্ষেত্র হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া তুষ্ণীম্ভাবে রহিল। পরে রাক্ষসদিগের সহিত দেবতাগণের যুদ্ধ আরম্ভ হইলে, মেঘসকল যেমন বারি বর্ষণ করে, সেইরূপ দেবতারা অস্ত্রবৃষ্টি করিতে লাগিলেন। রাজন্! দুরাত্মা কুম্ভকর্ণ বহুকাল নিদ্রিত থাকিয়া উত্থিত হইল; অতএব তখন কাহার সহিত যুদ্ধ হইতেছে, তাহা বুঝিতে পারিল না বটে; কিন্তু বিবিধ প্রহরণ উদ্যত করিয়া যে যে যুদ্ধ করিতে আসিল, তাহারই সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিল। কুম্ভকর্ণ অত্যন্ত কুপিত হইয়া দন্ত, পদ, ভুজ, হস্ত, শক্তি, তোমর, মুদ্গর, অধিক কি, যে সে প্রহরণদ্বারা দেবতাদিগকে আঘাত করিতে লাগিল। সেই রাক্ষস মহাঘোর রুদ্রগণের সহিত সঙ্গত

প্রযুদ্ধৈস্তৈশ্চ সংগ্রামে ক্ষতঃ শস্ত্রৈর্নিরন্তরম্ ॥ ৩৬
ততস্তদ্রাক্ষসং সৈন্যং প্রযুদ্ধং সমরুদ্গণৈঃ।
রণে বিদ্রাবিতং সর্ব্বং নানাপ্রহরণৈস্তদা ॥ ৩৭
কেচিদ্বিনহতাঃ কৃত্তাশ্চেষ্টন্তি স্ম মহীতলে।
বাহনেষ্বসক্তাশ্চ স্থিতা এবাপরে রণে ॥ ৩৮
রথান্ নাগান্ খরানুষ্ট্রান্ পন্নগাংস্তুরগাংস্তথা।
শিশুমারান্ বরাহাংশ্চ পিশাচবদনানপি ॥ ৩৯
তান্ সমালিঙ্গ্য বাহুভ্যাং বিষ্টব্ধাঃ কেচিদুত্থিতাঃ।
দেবৈস্তু শস্ত্রসন্ছিন্না মম্রিরে চ নিশাচরাঃ ॥ ৪০
চিত্রকর্ম্ম ইবাভাতি সর্ব্বেষাং রণসংপ্লবঃ।
নিহতানাং প্রসুপ্তানাং রাক্ষসানাং মহীতলে ॥ ৪১
শোণিতোদকনিস্পন্দা কাকগৃধ্রসমাকুলা।
প্রবৃত্তা সংযুগমুখে শস্ত্রগ্রাহবতী নদী ॥ ৪২
এতস্মিন্নন্তরে ক্রুদ্ধো দশগ্রীবঃ প্রতাপবান্।
নিরীক্ষ্য তু বলং সর্ব্বং দৈবতৈর্বিনিপাতিতম্ ॥ ৪৩
স তং প্রতিবিগাহ্যাশু প্রবৃদ্ধং সৈন্যসাগরম্।
ত্রিদশান্ সমরে নিঘ্নন্ শক্রমেবাভ্যবর্ত্তত ॥ ৪৪

হইয়া ভীষণ যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইল, কিন্তু তাঁহারা নিয়ত অস্ত্রবর্ষণ দ্বারা তাহাকে ক্ষত-বিক্ষত করিলেন। পরে মরুদ্গণের সহিত সেই রাক্ষসসৈন্যের যুদ্ধ আরম্ভ হইল; তাঁহারা বহুবিধ প্রহরণ দ্বারা তখন সমস্ত রাক্ষস-সৈন্যকে বিধ্বস্ত করিলেন। কেহ কেহ মরিল, কেহ কেহ ছিন্ন হইয়া ভূমিতলে পড়িয়া ছটফট্ করিতে লাগিল, কেহ বা মোহবশতঃ বাহন হইতে রণস্থলে পড়িয়াও তাহাতে সংলগ্ন রহিল। ৩২—৩৮। কেহ রথ, কেহ হস্তী, কেহ খর, কেহ উষ্ট্র, কেহ পন্নগ, কেহ অশ্ব, কেহ শিশুমার, কেহ বরাহ, কেহ বা পিশাচমুখ বাহনসকলকে হস্তদ্বারা অবলম্বন করিয়া বিশ্রামপূর্ব্বক পুনরায় উঠিতে লাগিল; কিন্তু অন্যান্য রাক্ষসেরা দেবগণের অস্ত্র-প্রহারে ছিন্নদেহ হইয়া নিহত হইল। সেই রাক্ষসেরা নিহত হইয়া ভূতলে পতিত থাকায় তাহাদের সেই সমর-সম্মিলন, চিত্রকার্য্যের ন্যায় দেখাইতে লাগিল। সেই সময়ে রণভূমে কাক ও গৃধ্রশোভিত শোণিত-নদী প্রবাহিতা হইল। অস্ত্রসকল সেই নদীর গ্রাহ, রুধিররাশি তাহার জল,—সেই জলে ঢেউ উঠিতে লাগিল। ইতিমধ্যে প্রতাপশালী দশানন দেখিল যে, দেবতারা সমস্ত রাক্ষসসৈন্য সংহার করিতেছে। তাহা দেখিয়া রাবণ কুপিত হইয়া সেই প্রবৃদ্ধ সৈন্যসাগরমধ্যে অবগাহনপূর্ব্বক যুদ্ধে দেবগণকে নিহত করিতে করিতে শক্রের দিকেই ধাবিত

ততঃ শক্রো মহচ্চাপং বিস্ফার্য্য সুমহাস্বনম্।
যস্য বিস্ফারনির্ঘোষৈঃ স্তনন্তি স্ম দিশো দশ ॥ ৪৫
তদ্বিকৃষ্য মহচ্চাপমিন্দ্রো রাবণমূর্দ্ধনি।
পাতয়ামাস স শরান্ পাবকাদিত্যবর্চ্চসঃ ॥ ৪৬
তথৈব চ মহাবাহুর্দ্দশগ্রীবো নিশাচরঃ।
শক্রং কার্ম্মুকবিভ্রষ্টৈঃ শরবর্ষৈরবাকিরৎ ॥ ৪৭
প্রযুধ্যতোরথ তদা ঘোরৈর্বাণবর্ষৈঃ সমন্ততঃ।
নাজ্ঞায়ত তদা কিঞ্চিৎ সর্ব্বং হি তমসাবৃতম্ ॥ ৪৮
ইত্যুত্তরকাণ্ডে ত্রয়স্ত্রিংশঃ সর্গঃ ॥ ৩৩ ॥

চতুস্ত্রিংশঃ সর্গঃ।

ততস্তমসি সঞ্জাতে সর্ব্বে তে দেবরাক্ষসাঃ।
অযুধ্যন্ত বলোন্মত্তাঃ সূদয়ন্তঃ পরস্পরম্ ॥ ১
ইন্দ্রশ্চ রাবণশ্চৈব রাবণিশ্চ মহাবলঃ।
তস্মিংস্তমোজালবৃতে মোহমীয়ুর্ন তে ত্রয়ঃ ॥ ২
স তু দৃষ্ট্বা বলং সর্ব্বং রাবণো নিহতং ক্ষণাৎ।
ক্রোধমভ্যগমত্তীব্রং মহানাদঞ্চ মুক্তবান্ ॥ ৩
ক্রোধাৎ সূতঞ্চ দুর্দ্ধর্ষঃ স্যন্দনস্থমুবাচ হ।
পরসৈন্যস্য মধ্যেন যাবদন্তো নয়স্ব মাম্ ॥ ৪

হইল। ৩৯—৪৪। পরে ইন্দ্র সুমহান্ শব্দসমন্বিত বিশাল ধনুঃ বিস্ফারণ করিলেন; তাহার বিস্ফার-নির্ঘোষ দশদিক্ প্রতিধ্বনিত করিয়া তুলিল। তখন ইন্দ্র সেই মহৎ ধনু আকর্ষণ করিয়া অগ্নি ও আদিত্যের ন্যায় প্রভাবিত বাণ সকল রাবণের মস্তক লক্ষ্য করিয়া নিক্ষেপ করিলেন। মহাবাহু রাক্ষস রাবণও সেইরূপ ধনুর্বিচ্যুত বাণবর্ষণদ্বারা শক্রকে আকীর্ণ করিল। যখন ইন্দ্র এবং দশানন উভয়ে নিরন্তর বাণ-বর্ষণ করিয়া যুদ্ধ করিতেছিলেন, তখন আঁধারে সমস্তই আচ্ছন্ন হইল,—অতএব সেই সময়ে কিছুই জানা গেল না। ৪৫—৪৮।

চতুস্ত্রিংশ সর্গ।

অন্ধকার আবির্ভূত হইলে সেই সকল দেবত এবং রাক্ষসেরা বলোন্মত্ত হইয়া পরস্পরকে উৎপীড়িত করত যুদ্ধ করিতে লাগিল। ইন্দ্র, রাবণ এবং মহাবল মেঘনাদ—এই তিন জনই সেই অন্ধকারে মোহ প্রাপ্ত হন নাই। ক্ষণমাত্রেই সমস্ত সেনা নষ্ট হইল দেখিয়া, রাবণ ক্রোধবশতঃ ঘোরতর চীৎকার করিল। পরে দুর্দ্ধর্ষ রাবণ ক্রোধবশত রথস্থ সারথিকে বলিল—"সারথে! যতক্ষণ শক্রসেনার শেষ

অদ্যৈব ত্রিদশান্ সর্ব্বান্ বিক্রমৈঃ সমরে স্বয়ম্।
নানাশস্ত্রমহাসারৈর্নয়ামি যমসাদনম্ ॥ ৫
অহমিন্দ্রং বধিষ্যামি ধনদং বরুণং যমম্।
ত্রিদশান্ বিনিহত্যাশু স্বয়ং স্থাস্যাম্যথোপরি ॥ ৬
বিষাদো নৈব কর্ত্তব্যঃ শীঘ্রং বাহয় মে রথম্।
দ্বিঃ খলু ত্বাং ব্রবীম্যদ্য যাবদন্তং নয়স্ব মাম্ ॥ ৭
অয়ং স নন্দনোদ্দেশো যত্র বর্ত্তামহে বয়ম্।
নয় মামদ্য তত্র ত্বমুদয়ো যত্র পর্ব্বতঃ ॥ ৮
তস্য তদ্বচনং শ্রুত্বা তুরগান্ স মনোজবান্।
আদিদেশাথ শত্রূণাং মধ্যেনৈব চ সারথিঃ ॥ ৯
তস্য তং নিশ্চয়ং জ্ঞাত্বা শক্রো দেবেশ্বরস্তদা।
রথস্থঃ সমরস্থস্তান্ দেবান্ বাক্যমথাব্রবীৎ ॥ ১০
সুরাঃ শৃণুত মদ্বাক্যং যত্তাবন্মম রোচতে।
জীবন্নেব দশগ্রীবঃ সাধু রক্ষো নিগৃহ্যতাম্ ॥ ১১
এষ হ্যতিবলঃ সৈন্যে রথেন পবনৌজসা।
গমিষ্যতি প্রবৃদ্ধোর্ম্মিঃ সমুদ্র ইব পর্ব্বণি ॥ ১২
ন হ্যেষ হন্তুং শক্যোঽদ্য বরদানাৎ সুনির্ভয়ঃ।
তদ্গ্রহীষ্যামহে রক্ষো যত্তা ভবত সংযুগে ॥ ১৩
যথা বলৌ নিরুদ্ধে চ ত্রৈলোক্যং ভুজ্যতে ময়া।
এবমেতস্য পাপস্য নিরোধো মম রোচতে ॥ ১৪
ততোঽন্যং দেশমাস্থায় শক্রঃ সন্ত্যজ্য রাবণম্।
অযুধ্যত মহারাজ রাক্ষসান্ ত্রাসয়ন্ রণে ॥ ১৫
উত্তরেণ দশগ্রীবঃ প্রবিবেশানিবর্ত্তকঃ।
দক্ষিণেন তু পার্শ্বেন প্রবিবেশ শতক্রতুঃ ॥ ১৬
ততঃ স যোজনশতং প্রবিষ্টো রাক্ষসাধিপঃ।
দেবতানাং বলং সর্ব্বং শরবর্ষৈরবাকিরৎ ॥ ১৭
ততঃ শক্রো নিরীক্ষ্যাথ প্রনষ্টং তু স্বকং বলম্।
ন্যবর্ত্তয়দসম্ভ্রান্তঃ সমাবৃত্য দশাননম্ ॥ ১৮
এতস্মিন্নন্তরে নাদো মুক্তো দানবরাক্ষসৈঃ।
হা হতাঃ স্ম ইতি গ্রস্তং দৃষ্ট্বা শক্রেণ রাবণম্ ॥ ১৯
ততো রথং সমাস্থায় রাবণিঃ ক্রোধমূর্চ্ছিতঃ।
তৎসৈন্যমতিসংক্রুদ্ধঃ প্রবিবেশ সুদারুণম্ ॥ ২০
তাং প্রবিশ্য মহামায়াং প্রাপ্তং পশুপতেঃ পুরা।
প্রবিবেশ সুসংরব্ধস্তৎ সৈন্যং সমভিদ্রবৎ ॥ ২১

না হয়, ততক্ষণ পর্য্যন্ত সেই সেনার মধ্য দিয়া আমাকে লইয়া চল। যুদ্ধে নিজে পরাক্রম প্রকাশ করিয়া বিবিধ প্রহরণের ঘোরতর বর্ষণপূর্ব্বক সমস্ত দেবতাদিগকে অদ্যই যমভবনে পাঠাইব। ১—৫। আমি ইন্দ্র, ধনদ, বরুণ এবং যমকে বধ করিব; এমন কি, শীঘ্রই দেবতাদিগকে বধ করিয়া নিজেই সকলের উপরে অবস্থিতি করিব। দুঃখ প্রকাশ করা কর্ত্তব্য নহে, সুতরাং শীঘ্র আমার রথ চালাও; আমি তোমাকে দুইবার বলিলাম যে, আমাকে শত্রুসেনার শেষসীমায় লইয়া চল, তথাপি তুমি লইয়া যাইতেছ না কেন? আমরা যথায় আছি, ইহা নন্দনকাননের একদেশ; যে স্থানে উদয় পর্ব্বত আছে, আজ আমাকে সেইখানে লইয়া চল।' তাঁহার সেই কথা শুনিয়া সারথি শত্রুগণের মধ্য দিয়া মনের ন্যায় বেগশালী অশ্ব সকলকে চালনা করিল। তখন রণভূমে অবস্থিত দেবরাজ ইন্দ্র, রাবণের উদ্দেশ্য জানিতে পারিয়া রথে থাকিয়াই দেবতাদিগকে বলিলেন। ৬—১০। "দেবগণ! আমার কথা শুন। তোমরা রাক্ষস রাবণকে জীবিত অবস্থাতেই পীড়িত কর, ইহাই আমার নিকটে সুযুক্তি বলিয়া বোধ হইতেছে; কেন না অধিক সৈন্য থাকায় এই রাক্ষস অতিশয় বলবান্; অতএব পূর্ব্বকালে সমুদ্র যেমন স্ফীত হইয়াছিল, সেইরূপ বায়ুতুল্য-বেগবান্ রথ আরোহণে আসিবে। বিশেষতঃ এই রাক্ষস বরপ্রভাবে নির্ভয় হইয়াছে, সুতরাং ইহাকে বধ করা সাধ্যায়ত্ত নহে। এইজন্য তোমাদিগকে বলিতেছি তোমরা যুদ্ধে যত্নশীল হও; তাহা হইলে আমরা রাক্ষসদিগকে ধরিতে পারিব। বলিরাজ বদ্ধ হইলে আমি যেমন ত্রিভুবন উপভোগ করিতেছি, সেইরূপ ত্রৈলোক্যরক্ষার জন্য এই পাপমতি রাবণকে আবদ্ধ করা উচিত বলিয়া আমার মনে হইতেছে।" মহারাজ! পরে দেবরাজ রাবণকে পরিত্যাগপূর্ব্বক অন্য স্থানে থাকিয়া রাক্ষসদিগকে বিত্রাসিত করত যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। ১১—১৫। অনিবর্ত্তী রাবণ দেবসেনার উত্তরদিক্ দিয়া প্রবেশ করিল, শতক্রতু ইন্দ্রও তাহার দক্ষিণদিক্ অবলম্বনপূর্ব্বক প্রবেশ করিলেন। পরে সেই রাক্ষসরাজ রাবণ সেনার মধ্যে শতযোজন প্রবিষ্ট হইয়া বাণবর্ষণ দ্বারা দেবতাদিগের তাবৎ বলই আকীর্ণ করিয়া ফেলিল। তখন ইন্দ্র নিজপক্ষীয় সেনার বিনাশদর্শনে ফিরিয়া আসিয়া অসম্ভ্রান্তচিত্তে রাবণকে নিবারণ করিলেন। ইত্যবসরে বাসব রাবণকে ধৃত করিলেন, ইহা দেখিয়া দানব এবং রাক্ষসেরা 'হায়! এইবার আমরা নিহত হইলাম' এই কথা বলিয়া চীৎকার করিতে লাগিল। তখন কোপান্বিত রাবণনন্দন মেঘনাদ, রথে উঠিয়া ক্রোধে প্রজ্বলিত হইয়া সেই নিদারুণ দেবসেনামধ্যে প্রবেশ করিল। পূর্ব্বকালে পশুপতির নিকটে যে মহামায়া লাভ করিয়াছিল, মেঘনাদ সেই মায়া আশ্রয় করত, রক্ষিত

স সর্ব্বা দেবতাস্ত্যক্ত্বা শক্রমেবাভ্যধাবত।
মহেন্দ্রশ্চ মহাতেজা নাপশ্যচ্চ সুতং রিপোঃ॥ ২২
বিমুক্তকবচস্তত্র বধ্যমানোঽপি রাবণিঃ।
ত্রিদশৈঃ সুমহাবীর্য্যৈর্ন চকার চ কিঞ্চন॥ ২৩
স মাতলিং সমায়ান্তং তাড়য়িত্বা শরোত্তমৈঃ।
মহেন্দ্রং বাণবর্ষেণ ভূয় এবাভ্যবাকিরৎ॥ ২৪
ততস্ত্যক্ত্বা রথং শক্রো বিসসর্জ্জ চ সারথিম্।
ঐরাবতং সমারুহ্য মৃগয়ামাস রাবণিম্॥ ২৫
স তত্র মায়াবলবানদৃশ্যোঽথান্তরিক্ষগঃ।
ইন্দ্রং মায়াপরিক্ষিপ্তং কৃত্বা স প্রাদ্রবচ্ছরৈঃ॥ ২৬
স তং যদা পরিশ্রান্তমিন্দ্রং জজ্ঞেঽথ রাবণিঃ।
তদৈনং মায়য়া বদ্ধ্বা স্বসৈন্যমভিতোঽনয়ৎ॥ ২৭
তং তু দৃষ্ট্বা বলাত্তেন নীয়মানং মহারণাৎ।
মহেন্দ্রমমরাঃ সর্ব্বে কিন্নু স্যাদিত্যচিন্তয়ন্॥ ২৮
দৃশ্যতে ন স মায়াবী শক্রজিৎ সমিতিঞ্জয়ঃ।
বিদ্যাবানপি যেনেন্দ্রো মায়য়াপহৃতো বলাৎ॥ ২৯
এতস্মিন্নন্তরে ক্রুদ্ধাঃ সর্ব্বে সুরগণাস্তদা।
রাবণং বিমুখীকৃত্য শরবর্ষৈরবাকিরন্॥ ৩০

রাবণস্তু সমাসাদ্য আদিত্যাংশ্চ বসূংস্তদা।
ন শশাক স সংগ্রামে যোদ্ধুং শত্রুভিরর্দ্দিতঃ॥ ৩১
স তং দৃষ্ট্বা পরিম্লানং প্রহারৈর্জর্জ্জরীকৃতম্।
রাবণিঃ পিতরং যুদ্ধেঽদর্শনস্থোঽব্রবীদিদম্॥ ৩২
আগচ্ছ তাত গচ্ছামো রণকর্ম্ম নিবর্ত্ততাম্।
জিতং নো বিদিতং তেঽস্তু স্বস্থো ভব গতজ্বরঃ॥ ৩৩
অয়ং হি সুরসৈন্যস্য ত্রৈলোক্যস্য চ যঃ প্রভুঃ।
স গৃহীতো দেববলাদ্ভগ্নদর্পাঃ সুরাঃ কৃতাঃ॥ ৩৪
যথেষ্টং ভুঙ্ক্ষ্ব লোকাংস্ত্রীন্ নিগৃহ্যারাতিমোজসা।
বৃথা কিং তে শ্রমেণেহ যুদ্ধমদ্য তু নিষ্ফলম্॥ ৩৫
ততস্তে দৈবতগণা নিবৃত্তা রণকর্ম্মণঃ।
তচ্ছ্রুত্বা রাবণের্বাক্যং শক্রহীনাঃ সুরা গতাঃ॥ ৩৬

অথ স রণবিগত উত্তমৌজা-
স্ত্রিদশরিপুঃ প্রথিতো নিশাচরেন্দ্রঃ।
স্বসুতবচনমাদৃতঃ প্রিয়ং তৎ
সমনুনিশম্য জগাদ চৈব সূনুম্॥ ৩৭
অতিবলসদৃশৈঃ পরাক্রমস্ত্বং
মম কুলবংশবিবর্দ্ধনঃ প্রভো।
যদয়মতুলবলস্ত্বয়াদ্য বৈ
ত্রিদশপতিস্ত্রিদশাশ্চ নির্জ্জিতাঃ॥ ৩৮

হইয়া দেবসৈন্যমধ্যে প্রবেশপূর্ব্বক তাহা প্রমথিত করিতে লাগিল। এমন কি, মেঘনাদ সকল দেবতাকে ছাড়িয়া ইন্দ্রের দিকেই ধাবিত হইল; কিন্তু মহাতেজা মহেন্দ্র শত্রুতনয়কে দেখিলেন না। তখন কবচধারী রাবণতনয় মেঘনাদকে সুমহাবীর্য্য দেবতাগণ আঘাত করিতে থাকিলেও কিছুমাত্র ভয় করিল না, বরং সে উত্তম উত্তম বাণ দ্বারা সমাগত মাতলিকে প্রহার করিয়া পুনরায় বাণবর্ষণ-পূর্ব্বক মহেন্দ্রকে আকীর্ণ করিল। পরে ইন্দ্র, রথ এবং সারথিকে পরিত্যাগ করিয়া ঐরাবতনামক হস্তীতে উঠিয়া রাবণনন্দনকে অন্বেষণ করিতে লাগিলেন। ১৬—২৫। তৎকালে সেই মায়াবী মেঘনাদ মেঘের অন্তরালে অদৃশ্য হইয়াও মায়া দ্বারা আচ্ছন্ন ইন্দ্রকে বাণপ্রহারে বিধ্বস্ত করিল। যখন রাবণনন্দন ইন্দ্রকে ক্লান্ত বুঝিতে পারিল, তখন তাহাকে মায়া-প্রভাবে বন্ধন করিয়া নিজ সৈন্যের নিকটে আনয়ন করিল। সে বলপূর্ব্বক মহাসমরভূমি হইতে সুরপতি ইন্দ্রকে লইয়া যাইতেছে দেখিয়া দেবতাগণ 'কি হইল' বলিয়া ভাবিতে লাগিলেন। ইন্দ্র আসুরী মায়া ছেদন করিতে জানেন, তথাপি মেঘনাদ বলপূর্ব্বক তাঁহাকে ধরিয়া লইয়া যাইতেছে; কিন্তু রণজয়ী মায়াবী শক্রজিৎকে দেখা যাইতেছে না। ইত্যবসরে সমস্ত দেবগণ ক্রুদ্ধ হইয়া বাণবর্ষণপূর্ব্বক রাবণকে আকীর্ণ করিয়া যুদ্ধে বিমুখ করিলেন। ২৬—৩০। তখন শত্রুকর্ত্তৃক রণে নিপীড়িত হইয়া রাবণ বসুগণ এবং আদিত্যগণের সহিত যুদ্ধ করিতে পারিল না। প্রহারে জর্জ্জরিত হইয়া রাবণ সমরে অতিশয় ক্লান্ত হইয়া পড়িল। তখন রাবণপুত্র মেঘনাদ, পিতার এইরূপ অবস্থা দেখিয়া—অন্তরালে থাকিয়া বলিল,—পিতঃ! যুদ্ধে আমাদিগের জয় হইয়াছে, আপনি ইহা জানিয়া ক্লেশ পরিত্যাগপূর্ব্বক সুস্থ হউন, যুদ্ধও শেষ হইল; আসুন, আমরাও গৃহে যাই। বিশেষতঃ যিনি সুরসৈন্যের—এমন কি, ত্রৈলোক্যেরও প্রভু, তিনি এই দেবসেনার মধ্য হইতে ধৃত হইয়াছেন; অতএব দেবতাদিগের দর্পচূর্ণ হইয়াছে! তেজোবলে শত্রুকে নিগ্রহ করিয়া আপনি আপন ইচ্ছানুসারে ত্রিলোক উপভোগ করুন। আজ আর যুদ্ধ করায় ফল নাই, সুতরাং এক্ষণে আপনার অনর্থক পরিশ্রমে আবশ্যক কি?" ৩১—৩৫। তখন দেবতারা, রাবণনন্দনের সেই কথা শুনিয়া বাসব-বিহীন হইয়া প্রস্থান করিলেন। দুর্দ্ধর্ষ দেবরিপু বিখ্যাত রাক্ষসরাজ রাবণ, পুত্র মেঘনাদের সেই প্রিয় বাক্য শুনিয়া যুদ্ধ হইতে নিবৃত্ত হইয়া পুত্রকে সাদরে বলিল..."পুত্র! অতিবল ব্যক্তির স্ন

নয় রথমধিরোপ্য বাসবং
নগরমিতো ব্রজ সেনয়াবৃতস্ত্বম্।
অহমপি তব পৃষ্ঠতো দ্রুতং
সহ সচিবৈরনুযামি হৃষ্টবৎ॥ ৩৯
অথ স বলবৃতঃ সবাহন-
স্ত্রিদশপতিং পরিগৃহ্য রাবণিঃ।
স্বভবনমধিগম্য বীর্য্যবান্
কৃতসমরান্ বিসসর্জ্জ রাক্ষসান্॥ ৪০

ইত্যুত্তরকাণ্ডে চতুস্ত্রিংশঃ সর্গঃ॥ ৩৪॥

—

পঞ্চত্রিংশঃ সর্গঃ।

জিতে মহেন্দ্রেঽতিবলে রাবণস্য সুতেন বৈ।
প্রজাপতিং পুরস্কৃত্য যযুর্লঙ্কাং সুরাস্তদা॥ ১
তত্র রাবণমাসাদ্য পুত্রভ্রাতৃভিরাবৃতম্।
অব্রবীদ্গগনে তিষ্ঠন্ সামপূর্ব্বং প্রজাপতিঃ॥ ২
বৎস রাবণ তুষ্টোঽস্মি পুত্রস্য তব সংযুগে।
অহোঽস্য বিক্রমৌদার্য্যং তব তুল্যোঽধিকোঽপি বা॥ ৩
জিতং হি ভবতা সর্ব্বং ত্রৈলোক্যং স্বেন তেজসা।
কৃতা প্রতিজ্ঞা সফলা প্রীতোঽস্মি স সুতস্য তে॥ ৪
অয়ঞ্চ পুত্রোঽতিবলস্তব রাবণ বীর্য্যবান্।
জগতীন্দ্রজিদিত্যেব পরিখ্যাতো ভবিষ্যতি॥ ৫
বলবান্ দুর্জ্জয়শ্চৈব ভবিষ্যত্যেব রাক্ষসঃ।
যং সমাশ্রিত্য তে রাজন্ স্থাপিতাস্ত্রিদশা বশে॥ ৬
তন্মুচ্যতাং মহাবাহো মহেন্দ্রঃ পাকশাসনঃ।
কিং চাস্য মোক্ষণার্থায় প্রযচ্ছন্তু দিবৌকসঃ॥ ৭
অথাব্রবীন্মহাতেজা ইন্দ্রজিৎ সমিতিঞ্জয়ঃ।
অমরত্বমহং দেব বৃণে যদ্যেষ মুচ্যতে॥ ৮
ততোঽব্রবীন্মহাতেজা মেঘনাদং প্রজাপতিঃ।
নাস্তি সর্ব্বামরত্বং হি কস্যচিৎ প্রাণিনো ভুবি॥ ৯
চতুষ্পদঃ পক্ষিণো বা ভূতানাং বা মহৌজসাম্।
শ্রুত্বা পিতামহেনোক্তমিন্দ্রজিৎ প্রভুণাব্যয়ম্॥ ১০
অথাব্রবীৎ স তত্রস্থং মেঘনাদো মহাবলঃ।
শ্রূয়তাং বা ভবেৎ সিদ্ধিঃ শতক্রতুবিমোক্ষণে॥ ১১
মমেষ্টং নিত্যশো হব্যৈর্ম্মন্ত্রৈঃ সম্পূজ্য পাবকম্।
সংগ্রামমবতর্ত্তুঞ্চ শত্রুনির্জ্জয়কাঙ্ক্ষিণঃ॥ ১২

পরাক্রম দেখাইয়া এই অতুলবলসম্পন্ন ত্রিদশপতিকে এবং ত্রিদশদিগকে আজ পরাজয় করিয়াছ, সুতরাং তুমিই আমার বংশবর্দ্ধন এবং কুলবর্দ্ধন। তুমি সৈন্যগণে পরিবৃত হইয়া রণক্ষেত্র হইতে লঙ্কায় যাও এবং ইন্দ্রকে রথে উঠাইয়া লইয়া যাও; আমিও আনন্দে সচিবগণ-সমভিব্যাহারে অবিলম্বে তোমার পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাইতেছি। পরে বীর্য্যবান্ রাবণনন্দন মেঘনাদ দেবরাজ ইন্দ্রকে লইয়া সেনা এবং বাহনের সহিত নিজ গৃহে গমনপূর্ব্বক যুদ্ধকারী রাক্ষসদিগকে নিজ নিজ গৃহে যাইবার জন্য বিদায় দিল। ৩৯—৪০।

—

পঞ্চত্রিংশ সর্গ।

রাবণনন্দন মেঘনাদের নিকট মহাবল মহেন্দ্র পরাস্ত হইলে, দেবগণ প্রজাপতি ব্রহ্মাকে অগ্রে করিয়া লঙ্কায় উপস্থিত হইলেন। তখন প্রজাপতি,—পুত্র ও ভ্রাতৃগণে পরিবেষ্টিত রাবণের নিকটে উপস্থিত হইয়া আকাশে থাকিয়া তাহাকে সান্ত্বনা করত বলিতে লাগিলেন,—বৎস রাবণ! তোমার পুত্রের যুদ্ধ দেখিয়া আমি পরম পরিতোষ লাভ করিয়াছি, বিশেষ ইহার পরাক্রম এবং ঔদার্য্য তোমারই ন্যায়; অথবা তোমা অপেক্ষা অধিকও হইতে পারে। পূর্ব্বে 'তুমি প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলে যে, 'আমি ত্রৈলোক্য জয় করিব' এখন স্বতেজঃপ্রভাবে সমস্ত ত্রৈলোক্য জয় করিয়া তোমার সেই প্রতিজ্ঞা সার্থক করিয়াছ; সুতরাং তোমার তনয় এবং তোমার উপরে আমি প্রীত হইয়াছি। রাবণ! তোমার এই অতিবল বীর্য্যবান্ পুত্র জগতে 'ইন্দ্রজিৎ' নামে প্রসিদ্ধ হইবে। ১—৫। রাজন্! তুমি যাহার বাহুবলে ত্রিদশদিগকে নিজ বশে আনিয়াছ, তোমার সেই এই রাক্ষসপুত্র নিঃসন্দেহে বলবান্ এবং দুর্জ্জয় হইবে; মহাবাহো! এই জন্য বলিতেছি, তুমি পাকশাসন ইন্দ্রকে মুক্তি দেও, আর ইহার মুক্তির জন্য দেবতাদিগের নিকট হইতে তুমি কি চাও তাহাও বল।' ব্রহ্মার কথা শুনিয়া রণজয়ী মহাতেজা ইন্দ্রজিৎ বলিল,—'দেব! যদি ইন্দ্রকে মুক্তি দিতে হয়, তবে আপনি আমাকে অমরত্ব বর দান করুন।" তখন মহাতেজা প্রজাপতি ব্রহ্মা মেঘনাদকে কহিলেন,—"পক্ষী অথবা চতুষ্পদ প্রাণী কিংবা মহাতেজা ভূত অর্থাৎ মানুষ প্রভৃতি কাহারই ভূতলে অমরত্ব নাই।" সেই মহেন্দ্রবিজয়ী মহাবল মেঘনাদ পিতামহের কথা শুনিয়া তাঁহাকে বলিল,—'যদি সকলের অমরত্ব সম্ভাবনা না হয়, তবে শতক্রতু ইন্দ্রের বিমুক্তিবিষয়ে আমি যে বিষয় মনন করিয়াছি, তাহা শুনুন। ৬—১১। বিধিপূর্ব্বক মন্ত্রপূত হবির্দ্বারা আমি বৈশ্বানরকে, সর্ব্বতোভাবে পূজা করিয়া শত্রুবিজয়াভিলাষে যখন যুদ্ধে অবর্ত

অশ্বযুক্তো রথো মহ্যমুত্তিষ্ঠেত্তু বিভাবসোঃ।
তৎস্থস্যামরতা স্যান্মে এষ মে নিশ্চিতো বরঃ ॥ ১৩
তস্মিন্ যদ্যসমাপ্তে চ জপ্যহোমে বিভাবসৌ।
যুধ্যেয়ং দেব সংগ্রামে তদা মে স্যাদ্বিনাশনম্ ॥ ১৪
সর্ব্বো হি তপসা দেব বৃণোত্যমরতাং পুমান্।
বিক্রমেণ ময়া ত্বেতদমরত্বং প্রবর্ত্তিতম্ ॥ ১৫
এবমস্ত্বিতি তং চাহ বাক্যং দেবঃ পিতামহঃ।
মুক্তশ্চেন্দ্রজিতা শক্রো গতাশ্চ ত্রিদিবং সুরাঃ ॥ ১৬
এতস্মিন্নন্তরে রাম দীনো ভ্রষ্টামরদ্যুতিঃ।
ইন্দ্রশ্চিন্তাপরীতাত্মা ধ্যানতৎপরতাং গতঃ ॥ ১৭
তং তু দৃষ্ট্বা তথাভূতং প্রাহ দেবঃ পিতামহঃ।
শতক্রতো কিমু পুরা করোতি স্ম সুদুষ্কৃতম্ ॥ ১৮
অমরেন্দ্র ময়া বুদ্ধ্যা প্রজাঃ সৃষ্টাস্তথা প্রভো।
একবর্ণাঃ সমাভাষা একরূপাশ্চ সর্ব্বশঃ ॥ ১৯
তাসাং নাস্তি বিশেষো হি দর্শনে লক্ষণেঽপি বা।
ততোঽহমেকাগ্রমনাস্তাঃ প্রজাঃ সমচিন্তয়ম্ ॥ ২০
সোঽহং তাসাং বিশেষার্থং স্ত্রিয়মেকাং বিনির্ম্মমে।
যদ্যৎ প্রজানাং প্রত্যঙ্গং বিশিষ্টং তত্তদুদ্ধৃতম্ ॥ ২১
ততো ময়া রূপগুণৈরহল্যা স্ত্রী বিনির্ম্মিতা।
হলং নামেহ বৈরূপ্যং হল্যং তৎপ্রভবং ভবেৎ ॥ ২২
যস্যা ন বিদ্যতে হল্যং তেনাহল্যেতি বিশ্রুতা।
অহল্যেত্যেব চ ময়া তস্যা নাম প্রকীর্ত্তিতম্ ॥ ২৩
নির্ম্মিতায়াঞ্চ দেবেন্দ্র তস্যাং নার্য্যাং সুরর্ষভ।
ভবিষ্যতীতি কস্যৈষা মম চিন্তা ততোঽভবৎ ॥ ২৪
ত্বন্তু শক্র তদা নারীং জানীষে মনসা প্রভো।
স্থানাধিকতয়া পত্নী মমৈষেতি পুরন্দর ॥ ২৫
স ময়া ন্যাসভূতা তু গৌতমস্য মহাত্মনঃ।
ন্যস্তা বহূনি বর্ষাণি তেন নির্যাতিতা চ হ ॥ ২৬
ততস্তস্য পরিজ্ঞায় মহাস্থৈর্য্যং মহামুনেঃ।
জ্ঞাত্বা তপসি সিদ্ধিঞ্চ পত্ন্যর্থং স্পর্শিতা তদা ॥ ২৭
স তয়া সহ ধর্ম্মাত্মা রমতে স্ম মহামুনিঃ।
আসন্নিরাশা দেবাস্তু গৌতমে দত্তয়া তথা ॥ ২৮
ত্বং ক্রুদ্ধস্ত্বিহ কামাত্মা গত্বা তস্যাশ্রমং মুনেঃ।
দৃষ্টবাংশ্চ তদা তাং স্ত্রীং দীপ্তামগ্নিশিখামিব ॥ ২৯
সা ত্বয়া ধর্ষিতা শক্র কামার্ত্তেন সমন্যুনা।

তীর্ণ হইতে ইচ্ছা করিব, তখনই আমার জন্য অগ্নি হইতে অশ্বসংযোজিত রথ উত্থিত হইবে। সেই রথে আরূঢ় থাকিলেই আমি অমর হইব। দেব! ইহাই আমার নিশ্চিত বর। দেব! সেই সামরিক যজ্ঞ অসম্পূর্ণ থাকিতে যদি আমি যুদ্ধ আরম্ভ করি, তবে তখনই যুদ্ধে আমার বিনাশ হইবে। দেব! সকল লোকই তপস্যা করিয়া অমর হয়, কিন্তু আমি পরাক্রম প্রকাশপূর্ব্বক অমরত্ব প্রবর্ত্তিত করিলাম।" দেব পিতামহ ইন্দ্রজিৎকে বলিলেন,—"এইরূপই হউক।" তখন ইন্দ্রজিৎ ইন্দ্রকে মুক্তি দিল এবং দেবতারাও স্বর্গে গেলেন। ১২—১৬। রাম! ইত্যবসরে দেবতুল্যপ্রভাহীন দীনচিত্ত ইন্দ্র চিন্তায় আকুল হইয়া ধ্যানপরায়ণ হইলেন, দেব প্রজাপতি তাঁহাকে তদবস্থ দেখিয়া কহিলেন,—'শতক্রতো! তুমি পূরাকালে নিতান্ত দুষ্কার্য্য কেন করিয়াছিলে? প্রভো! আমি বুদ্ধি দ্বারা প্রজাগণকে সৃষ্টি করি; বর্ণ, বচন এবং বয়স সকলেরই একরূপ হইল,—কি লক্ষণে, কি আকারে, তাহাদের কোন প্রভেদ থাকিল না; তখন আমি একাগ্রচিত্তে প্রজাদিগের বিষয় ভাবিতে লাগিলাম। তাহাদের মধ্যে পার্থক্য স্থাপন করিবার জন্য প্রজাগণের যে যে প্রত্যঙ্গ বিশিষ্ট হইল, আমি সেই সেই অঙ্গ উদ্ধৃত করিয়া একটী স্ত্রী সৃষ্টি করিলাম। তাহাকে—রূপে গুণে, 'অহল্যা' অর্থাৎ অনিন্দনীয়া করিয়া নির্ম্মাণ করিলাম। 'হল' শব্দের অর্থ—বিরূপতা, তাহা হইতে যাহার উৎপত্তি হয়, তাহার নাম হল্য; যাহার তুল্য অর্থাৎ কোন বিরূপতা নাই, সেই 'অহল্যা' বলিয়া বিখ্যাতা হয়; এই জন্য আমি সেই রমণীর 'অহল্যা' এই নাম নিরূপণ করিয়াছিলাম। ১৭—২৩। সুরশ্রেষ্ঠ দেবেন্দ্র! সেই নারীসৃষ্টি হইলে, 'এই রমণী কাহার ভার্য্যা হইবে?' তখন আমার মনে এই চিন্তা হইল। প্রভো ইন্দ্র! তুমি দেবরাজ বলিয়া মনে মনে স্থির করিলে 'এই নারী আমারই পত্নী হইবে'। পুরন্দর! আমি সেই অহল্যাকে মহাত্মা গৌতমের নিকটে গচ্ছিত রাখি, তিনিও তাহাকে বহুকাল রাখিয়া পুনরায় আমাকে ফিরাইয়া দেন। অবশেষে সেই মহামুনি গৌতমের জিতেন্দ্রিয়ত্ব এবং তপঃসিদ্ধির বিষয় জানিতে পারিয়া তৎকালে ভার্য্যা করিবার জন্য তাঁহাকেই অহল্যা দান করিলাম। ধর্ম্মাত্মা মহামুনি গৌতম অহল্যার সহিত বিহার করিতে লাগিলেন। এদিকে গৌতমকে অহল্যা দান করায় দেবতারা হতাশ হইলেন। ২৩—৪৮। তুমি কামপরতন্ত্র, অতএব কোপবশতঃ তখন সেই মুনির আশ্রমে যাইয়া জ্বলন্ত অনলের ন্যায় প্রদীপ্তা সেই স্ত্রীকে দেখিলে। ইন্দ্র! তুমি কামপীড়িত হইয়া অহল্যাকে বলাৎকার করিলে;

দৃষ্টবৎ তদা তেন আশ্রমে পরমর্ষিণা ॥ ৩০
ততঃ ক্রুদ্ধেন তেনাসি শপ্তঃ পরমতেজসা।
গতোঽসি যেন দেবেন্দ্র দশাভাগবিপর্যয়ম্ ॥ ৩১
যস্মান্মে ধর্ষিতা পত্নী ত্বয়া বাসব নির্ভয়াৎ।
তস্মাত্ত্বং সমরে শক্র শত্রুহস্তং গমিষ্যসি ॥ ৩২
অয়ন্তু ভাবো দুর্বুদ্ধে যস্ত্বয়েহ প্রবর্তিতঃ।
মানুষেষ্বপি লোকেষু গমিষ্যতি ন সংশয়ঃ ॥ ৩৩
তত্রার্দ্ধং তস্য যঃ কর্তা ত্বয্যর্দ্ধং নিপতিষ্যতি।
ন চ তে স্থাবরং স্থানং ভবিষ্যতি ন সংশয়ঃ ॥ ৩৪
যশ্চ যশ্চ সুরেন্দ্রঃ স্যাৎ ধ্রুবঃ স ন ভবিষ্যতি
এষ শাপো ময়া মুক্ত ইত্যসৌ ত্বাং তদাব্রবীৎ ॥ ৩৫
তাং তু ভার্য্যাং সুনির্ভর্ৎস্য সোঽব্রবীৎ সুমহাতপাঃ।
দুর্বিনীতে বিনিধ্বংস মমাশ্রমসমীপতঃ ॥ ৩৬
রূপযৌবনসম্পন্না যস্মাত্ত্বমনবস্থিতা।
তস্মাদ্রূপবতী লোকে ন ত্বমেকা ভবিষ্যসি ॥ ৩৭
রূপঞ্চ তে প্রজাঃ সর্বা গমিষ্যন্তি ন সংশয়ঃ।
যত্তদেকং সমাশ্রিত্য বিভ্রমোঽয়মুপস্থিতঃ ॥ ৩৮
তদা প্রভৃতি ভূয়িষ্ঠং প্রজা রূপসমন্বিতা।
সা তং প্রসাদয়ামাস মহর্ষিং গৌতমং তদা ॥ ৩৯
অজ্ঞানাদ্ধর্ষিতা বিপ্র ত্বদ্রূপেণ দিবৌকসা।
ন কামকারাদ্বিপ্রর্ষে প্রসাদং কর্তুমর্হসি ॥ ৪০
অহল্যয়া ত্বেবমুক্তঃ প্রত্যুবাচ স গৌতমঃ।
উৎপৎস্যতি মহাতেজা ইক্ষ্বাকূণাং মহারথঃ ॥ ৪১
রামো নাম শ্রুতো লোকে বনং চাপ্যুপযাস্যতি।
ব্রাহ্মণার্থে মহাবাহুর্বিষ্ণুর্মানুষবিগ্রহঃ ॥ ৪২
তং দ্রক্ষ্যসি যদা ভদ্রে ততঃ পূতা ভবিষ্যসি।
স হি পাবয়িতুং শক্তস্ত্বয়া যদ্দুষ্কৃতং কৃতম্ ॥ ৪৩
তস্যাতিথ্যঞ্চ কৃত্বা বৈ মৎসমীপং গমিষ্যসি।
বৎস্যসি ত্বং ময়া সার্দ্ধং তদা হি বরবর্ণিনি ॥ ৪৪
এবমুক্ত্বা স বিপ্রর্ষিরাজগাম স্বমাশ্রমম্।
তপশ্চচার সুমহৎ সা পত্নী ব্রহ্মবাদিনঃ ॥ ৪৫
শাপোৎসর্গাদ্ধি তস্যেদং মুনেঃ সর্বমুপস্থিতম্।
তৎ স্মর ত্বং মহাবাহো দুষ্কৃতং যত্ত্বয়া কৃতম্ ॥ ৪৬
তেন ত্বং গ্রহণং শত্রোর্যাতো নান্যেন বাসব।

তখন সেই গৌতম মহর্ষি ক্রুদ্ধ হইয়া তোমাকে দেখিলেন। পরিশেষে মহাতেজা গৌতম কুপিত হইয়া তোমাকে শাপ দিলেন যে,—'ইন্দ্র! তুমি নির্ভয় চিত্তে আমার পত্নীকে বলাৎকার করিয়াছ। সুতরাং দেবরাজ! তুমি যুদ্ধে শত্রুর হস্তগত হইবে।' দেবেন্দ্র! এই জন্যই তোমার এই দশাপরিবর্তন ঘটিয়াছে। 'দুর্বুদ্ধে! তুমি ইহলোকে যে ভাব প্রবর্তিত করিলে, তোমার দোষের জন্য মনুষ্যলোকেও এই জারভাব প্রবর্তিত হইবে, ইহাতে সংশয় নাই। যে ব্যক্তি জাররূপে পাপকার্য্য করিবে, পাপের অর্দ্ধেক অংশ তাহার হইবে এবং পাপের অপর অর্দ্ধাংশ তোমাকে স্পর্শিবে; আর তোমার স্থান স্থির থাকিবে না, ইহাতে সংশয় নাই। অপিচ যিনি যিনি দেবগণের রাজা হইবেন, তিনি স্থির থাকিবেন না' —আমিও তোমাকে এই শাপ দিয়াছি।'' প্রজাপতি তাঁহাকে এই কথা বলিলেন। ২৯—৩৫। কিন্তু সেই সুমহাতপা গৌতম ভার্য্যাকে যারপর নাই তিরস্কার করিয়া কহিলেন,—'দুর্বিনীতে! আমার আশ্রমের নিকটেই তুমি সৌন্দর্য্যবিহীনা হইয়া থাক। তুমি রূপবতী এবং যুবতী বলিয়াই গর্ব্বে অস্থিরা হইয়াছ; বিশেষতঃ এতদিন পর্য্যন্ত তুমি একাকিনীই ইহলোকে রূপবতী ছিলে, কিন্তু এখন আর তাহা হইবে না; তোমার একত্রস্থিত রূপরাশি দেখিয়াই ইন্দ্রের এই দেহবিকার জন্মিয়াছে; সুতরাং তোমার রূপ প্রজামাত্রেই পাইবে, সন্দেহ নাই। সেই অবধি প্রজাগণ অধিকতর রূপবান্ হইয়াছে। তখন অহল্যা, গৌতম-ঋষিকে এই বলিয়া প্রসন্ন করিতে লাগিলেন যে—'বিপ্রশ্রেষ্ঠ! স্বর্গবাসী ইন্দ্র তোমার রূপ ধরিয়া অজ্ঞানিবশতঃ আমাকে বলাৎকার করিয়াছে, বিশেষতঃ আমার কামাচারবশতঃ ইহা সংঘটিত হয় নাই; সুতরাং বিপ্রর্ষে! আমার প্রতি করুণা প্রকাশ করুন।' ৩৬—৪০। গৌতম অহল্যার এই কথা শুনিয়া কহিলেন,—মহাবাহু বিষ্ণু মানবদেহ ধারণ করিয়া ইক্ষ্বাকুবংশে জন্ম গ্রহণ করিবেন। সেই মহাতেজা মহারথ মনুষ্যসমাজে রাম নামে বিখ্যাত হইয়া বিশ্বামিত্রের কার্য্যোদ্ধারের জন্য বনে আসিবেন। ভদ্রে! যখন তুমি তাঁহার দর্শন পাইবে, তখনি তুমি শুচি হইবে; বিশেষতঃ তুমি যে দুষ্কার্য্য করিয়াছ, সেই পাপ হইতে বিশুদ্ধ করিতে কেবল তিনিই পারেন। বরবর্ণিনি! তাঁহার আতিথ্যসৎকার করিয়া যখন আমার নিকটে আসিবে, সেই সময়ে আমার সহবাস করিতে পারিবে।" এই কথা বলিয়া বিপ্রর্ষি নিজ আশ্রমে চলিয়া গেলেন এবং সেই ব্রহ্মবাদীর পত্নী অহল্যাও সুমহৎ তপস্যার আচরণ করিতে লাগিলেন। ৪১—৪৫। সেই মুনির শাপবশতঃ এই সমস্ত উপস্থিত হইয়াছে, সুতরাং মহাবাহো! তুমি যে দুষ্কার্য্য করিয়াছ, এক্ষণে তাহা স্মরণ কর। বাসব! সেই জন্যই শত্রু তোমাকে

শীঘ্রং বৈ যজ্ঞ যজ্ঞং ত্বং বৈষ্ণবং সুসমাহিতঃ॥ ৪৭
পাবিতস্তেন যজ্ঞেন যাস্যসে ত্রিদিবং ততঃ।
পুত্রশ্চ তব দেবেন্দ্র ন বিনষ্টো মহারণে॥ ৪৮
নীতঃ সন্নিহিতশ্চৈব আর্য্যকেণ মহোদধৌ।
এতচ্ছ্রুত্বা মহেন্দ্রস্তু যজ্ঞমিষ্ট্বা চ বৈষ্ণবম্॥ ৪৯
পুনস্ত্রিদিবমাক্রামদন্বশাসচ্চ দেবরাট্।
এতদিন্দ্রজিতো নাম বলং যৎ কীর্ত্তিতং ময়া॥ ৫০
নির্জ্জিতস্তেন দেবেন্দ্রঃ প্রাণিনোঽন্যে তু কিং পুনঃ।
আশ্চর্য্যমিতি রামশ্চ লক্ষ্মণশ্চাব্রবীত্তদা॥ ৫১
অগস্ত্যবচনং শ্রুত্বা বানরা রাক্ষসাস্তদা।
বিভীষণস্তু রামস্য পার্শ্বস্থো বাক্যমব্রবীৎ॥ ৫৩
আশ্চর্য্যং স্মারিতোঽস্ম্যদ্য যত্তদ্দৃষ্টং পুরাতনম্।
অগস্ত্যং ত্বব্রবীদ্রামঃ সত্যমেতচ্ছ্রুতঞ্চ মে॥ ৫৩
এবং রাম সমুদ্ভূতো রাবণো লোককণ্টকঃ।
সপুত্রো যেন সংগ্রামে জিতঃ শক্রঃ সুরেশ্বরঃ॥ ৫৪
ইত্যুত্তরকাণ্ডে পঞ্চত্রিংশঃ সর্গঃ॥ ৩৫॥

ধরিতে পারিয়াছে, অন্য কোন কারণবশতঃ নহে; অতএব তুমি সমাহিত চিত্তে অবিলম্বে বৈষ্ণব যজ্ঞ যাজন কর, সেই যজ্ঞদ্বারা পবিত্র হইয়া পরিশেষে অমরাবতীতে গমন করিবে। দেবেন্দ্র! তোমার পুত্র জয়ন্ত মহাসমরে নিহত হয় নাই, প্রকৃত তাহার মাতামহ পুলোমা তাঁহাকে লইয়া মহাসাগরমধ্যে রাখিয়াছেন।' দেবরাজ ইন্দ্র এই কথা শুনিয়া বৈষ্ণব যজ্ঞ সম্পাদনপূর্ব্বক স্বর্গে গমন করত পুনর্ব্বার দেবরাজ হইয়া স্বর্গরাজ্য শাসন করিতে লাগিলেন। রাম!—ইন্দ্রজিতের বলবীর্য্যের কথা আমি তোমার নিকটে বর্ণন করিলাম। স্বয়ং দেবেন্দ্রই সেই ইন্দ্রজিতের নিকট পরাস্ত হইয়াছিলেন,—অন্য প্রাণীর কথাই নাই। তখন রাম এবং লক্ষ্মণ অগস্ত্যকে কহিলেন,—ইহা অতি আশ্চর্য্য! ৪৬—৫১। রামের পার্শ্বস্থিত বানরগণ, রাক্ষসগণ এবং বিভীষণও অগস্ত্যের কথা শুনিয়া আশ্চর্য্য জ্ঞান করিলেন। পরে রাম অগস্ত্যকে কহিলেন—আপনি আমাকে অদ্য অতি অপূর্ব্ব পুরাতন বিবরণ স্মরণ করাইলেন। কিন্তু আপনি যাহা বলিলেন, আমি তাহা সকলই দেখিয়াছি এবং বিভীষণের নিকটেও ইহা শুনিয়াছি, সুতরাং এ সমস্তই সত্য। অগস্ত্য কহিলেন,—রাম! যে রাবণ, সুরপতি ইন্দ্রকে পুত্রের সহিত যুদ্ধে পরাজয় করিয়াছে, সেই লোককণ্টক দশানন এইরূপে সমুদ্ভূত হইয়াছিল। ৫২—৫৪।

ষট্‌ত্রিংশঃ সর্গঃ।

ততো রামো মহাতেজা বিস্ময়াৎ পুনরেব হি।
উবাচ প্রণতো বাক্যমগস্ত্যমৃষিসত্তমম্॥ ১
ভগবন্ রাক্ষসঃ ক্রূরো যদা প্রভৃতি মেদিনীম্।
পর্য্যটৎ কিং তদা লোকাঃ শূন্যা আসন্ দ্বিজোত্তম॥ ২
রাজা বা রাজমাত্রো বা কিং তদা নাত্র কশ্চন।
ধর্ষণং যত্র ন প্রাপ্তো রাবণো রাক্ষসেশ্বরঃ॥ ৩
উতাহো হতবীর্য্যাস্তে বভূবুঃ পৃথিবীক্ষিতঃ।
বহিষ্কৃতা বরাস্ত্রৈশ্চ বহবো নির্জ্জিতা নৃপাঃ॥ ৪
রাঘবস্য বচঃ শ্রুত্বা অগস্ত্যো ভগবানৃষিঃ।
উবাচ রামং প্রহসন্ পিতামহ ইবেশ্বরম্॥ ৫
ইত্যেবং বাধমানস্তু পার্থিবান্ পার্থিবর্ষভ।
চচার রাবণো রাম পৃথিবীং পৃথিবীপতে॥ ৬
ততো মাহিষ্মতীং নাম পুরীং স্বর্গপুরীপ্রভাম্।
সম্প্রাপ্তো যত্র সান্নিধ্যং সদাসীদ্বসুরেতসঃ॥ ৮
তুল্য আসীন্নৃপস্তস্য প্রভাবাদ্বসুরেতসঃ।
অর্জ্জুনো নাম যত্রাগ্নিঃ শরকুণ্ডেশয়ঃ সদা॥ ৮
তমেব দিবসং সোঽথ হৈহয়াধিপতির্বলী।

ষট্‌ত্রিংশ সর্গ।

পরে মহাতেজা রাম প্রণাম করিয়া বিস্ময়বশতঃ ঋষিশ্রেষ্ঠ অগস্ত্যকে পুনরায় কহিলেন,—ভগবন্! ক্রূর-প্রকৃতি রাক্ষস যখন ভূমণ্ডল পরিভ্রমণ করে, দ্বিজশ্রেষ্ঠ! তখন কি মনুষ্যলোক বীরশূন্য ছিল? রাক্ষস রাবণ যখন ভূর্লোকে নিপীড়িত হয় নাই, তখন বোধ হয়, সেই সময়ে ক্ষত্রিয় বা অক্ষত্রিয়—কেহই মনুষ্যলোকে রাজা ছিলেন না, অথবা সেই ভূপতিরা বিদ্যমান থাকিয়াও দিব্যাস্ত্রপ্রভাবে বীর্য্যহীন হইয়াছিলেন; অতএব অন্যান্য নরপতিসমূহ পরাজিত ও বহিষ্কৃত হইয়াছিলেন।' ভগবান্ অগস্ত্যমুনি, রামের কথা শুনিয়া পিতামহ যেমন ঈশ্বরকে হাস্যপূর্ব্বক বলিয়াছিলেন, সেইরূপ রামকে বলিলেন। ১—৫। পৃথিবী-পতে রাজর্ষভ রাম! এইরূপ রাজাদিগকে নিপীড়ন করিয়া রাবণ ধরাতলে বিচরণ করিতে লাগিল। অমরাবতীর ন্যায় প্রভাশালিনী মাহিষ্মতীনাম্নী নগরী আছে, তথায় বসুরেতা অগ্নি সদা অধিষ্ঠিত রহিয়াছেন। অর্জ্জুনের রাজ্যশাসনকালে শরবিস্তৃত কুণ্ডমধ্যে শত্রুগণের অভিচারের জন্য অগ্নি নিয়ত তথায় সন্নিহিত থাকেন। অর্জ্জুননামক রাজা সেই অগ্নির প্রসাদে অনলতুল্য-প্রতাপশালী

অর্জ্জুনো নর্ম্মদাং রন্তুং গতঃ স্ত্রীভিঃ সহেশ্বরঃ ॥ ৯
তমেব দিবসং সোঽথ রাবণস্তত্র আগতঃ।
রাবণো রাক্ষসেন্দ্রস্তু তস্যামাত্যানপৃচ্ছত ॥ ১০
ক্বার্জ্জুনো নৃপতিঃ শীঘ্রং সম্যগাখ্যাতুমর্হথ।
রাবণোঽহমনুপ্রাপ্তো যুদ্ধেপ্সুর্নৃবরেণ চ ॥ ১১
মমাগমনমপ্যগ্রে যুষ্মাভিঃ সন্নিবেদ্যতাম্।
ইত্যেবং রাবণেনোক্তাস্তেঽমাত্যাঃ সুবিপশ্চিতঃ ॥ ১২
অব্রুবন্ রাক্ষসপতিমসান্নিধ্যং মহীপতেঃ।
শ্রুত্বা বিশ্রবসঃ পুত্রঃ পৌরাণামর্জ্জুনং গতম্ ॥ ১৩
অপসৃত্যাগতো বিন্ধ্যং হিমবৎসন্নিভং গিরিম্।
স তমভ্রমিবাবিষ্টমুদ্ভ্রান্তমিব মেদিনীম্ ॥ ১৪
অপশ্যদ্রাবণো বিন্ধ্যমালিখন্তমিবাম্বরম্।
সহস্রশিখরোপেতং সিংহাধ্যুষিতকন্দরম্ ॥ ১৫
প্রপাতপতিতৈঃ শীতৈঃ সাট্টহাসমিবাম্বুভিঃ।
দেবদানবগন্ধর্ব্বৈঃ সাপ্সরোভিঃ সকিন্নরৈঃ ॥ ১৬
স্বস্ত্রীভিঃ ক্রীড়মানৈশ্চ স্বর্গভূতং মহোচ্ছ্রয়ম্।
নদীভিঃ স্যন্দমানাভিঃ স্ফাটিকপ্রতিমং জলম্ ॥ ১৭
ফণাভিশ্চলজিহ্বাভিরনন্তমিব বিষ্ঠিতম্।
উৎক্রামন্তং দরীবন্তং হিমবৎসন্নিভং গিরিম্ ॥ ১৮

পশ্যমানস্ততো বিন্ধ্যং রাবণো নর্ম্মদাং যযৌ।
চলোপলজলাং পুণ্যাং পশ্চিমোদধিগামিনীম্ ॥ ১৯
মহিষৈঃ সৃমরৈঃ সিংহৈঃ শার্দ্দূলর্ক্ষগজোত্তমৈঃ।
উষ্ণাভিতপ্তৈস্তৃষিতৈঃ সংক্ষোভিতজলাশয়াম্ ॥ ২০
চক্রবাকৈঃ সকারণ্ডৈঃ সহংসজলকুক্কুটৈঃ।
সারসৈশ্চ সদা মত্তৈঃ কূজদ্ভিঃ সুসমাবৃতাম্ ॥ ২১
ফুল্লদ্রুমকৃতোত্তংসাং চক্রবাকযুগস্তনীম্।
বিস্তীর্ণপুলিনশ্রোণীং হংসাবলিসুমেখলাম্ ॥ ২২
পুষ্পরেণ্বনুলিপ্তাঙ্গীং জলফেনামলাংশুকাম্।
জলাবগাহসংস্পর্শাং ফুল্লোৎপলশুভেক্ষণাম্ ॥ ২৩
পুষ্পকাদবরুহ্যাশু নর্ম্মদাং সরিতাং বরাম্।
ইষ্টামিব বরাং নারীং সোঽভ্যগাহত রাবণঃ ॥ ২৪
স তস্যাঃ পুলিনে রম্যে নানামুনিনিষেবিতে।
উপোপবিষ্টঃ সচিবৈঃ সার্দ্ধং রাক্ষসপুঙ্গবঃ ॥ ২৫
প্রখ্যায় নর্ম্মদাং সোঽথ গঙ্গেয়মিতি রাবণঃ।
নর্ম্মদাদর্শনে হর্ষমাপ্তবান্ স দশাননঃ ॥ ২৬
উবাচ সচিবাংস্তত্র সলীলং শুকসারণৌ।
এষ রশ্মিসহস্রেণ জগৎ কৃত্বেব কাঞ্চনম্ ॥ ২৭

ছিলেন। হৈহয়াধিপতি বলবান্ রাজা অর্জ্জুন, রমণীগণের সহিত যে দিন নর্ম্মদা নদীতে জলক্রীড়া করিতে গেলেন, রাক্ষসরাজ রাবণও ঐ দিনে সে স্থানে উপস্থিত হইয়া তাঁহার অমাত্যগণকে জিজ্ঞাসা করিল। ৬—১০। তোমাদের রাজা অর্জ্জুন কোথায়? অবিলম্বে তোমরা তাহাকে বল যে, আমি রাবণ—রাজার সহিত যুদ্ধ করিবার ইচ্ছায় আসিয়াছি প্রত্যুত তোমরা সর্ব্বাগ্রেই আমার আগমনসংবাদ সর্ব্বতোভাবে বিজ্ঞাপন কর।’ সেই সুপণ্ডিত অমাত্যগণ রাবণের এইরূপ কথা শুনিয়া রাক্ষসরাজকে কহিল,—ভূপতি অর্জ্জুন এখানে নাই। বিশ্রবাপুত্র রাবণ পৌরগণের মুখে অর্জ্জুনের গমন-সংবাদ শুনিয়া পুরী হইতে বাহির হইয়া হিমালয়তুল্য বিন্ধ্যগিরিতে আসিল। রাবণ দেখিল যে, সেই বিন্ধ্যপর্ব্বত যেন ধরা ভেদ করিয়া উঠিয়া আকাশে সংলগ্ন হইয়াছে। সহস্রশৃঙ্গ-সংযুক্ত গগনস্পর্শী সেই পর্ব্বতের গুহায় সিংহ সকল অধিষ্ঠিত রহিয়াছে। অপ্সরোগণসহ দেবতা, দানব, গন্ধর্ব্ব ও কিন্নরগণ কামিনীর সহিত ক্রীড়া করায় ঐ অত্যুন্নত অচল স্বর্গতুল্য হইয়াছে এবং প্রস্রবণ হইতে শীতল জলধারা যেন অট্ট অট্ট হাস্য করিতেছে। নদী সকল স্ফটিকের ন্যায় নির্ম্মল জল স্যন্দন করায় ঐ অচল ফণাবিশিষ্ট চঞ্চলজিহ্ব যুক্ত অনন্তের ন্যায় অবস্থিত রহিয়াছে। উর্দ্ধোচ্ছ্রিত গুহাসমন্বিত হিমালয়তুল্য বিন্ধ্যগিরি দেখিতে দেখিতে রাবণ নর্ম্মদায় গমন করিল। চঞ্চলকমলশোভিত-সলিল-সমন্বিতা পুণ্যতোয়া নর্ম্মদা পশ্চিম সাগরের অভিমুখে গিয়াছে। মহিষ, সৃমর, সিংহ, শার্দ্দূল, ঋক্ষ এবং উত্তম হাতী সকল আতপে সন্তপ্ত এবং তৃষিত হইয়া তাহার সমস্ত সলিল আলোড়িত করিতেছে। অপিচ চক্রবাক, কারণ্ডব, হংস, জলকুক্কুট এবং সারসগণ প্রমত্ত হইয়া তথায় সতত কূজন করিতেছে। চক্রবাকযুগল তাহার স্তন, বিস্তীর্ণ পুলিন নিতম্ব, বিকশিতপুষ্পসমন্বিত বৃক্ষরাজি শিরোভূষণ, হংসশ্রেণী মেখলা, সলিল ফেন সকল শুভ্রবসন, প্রফুল্ল কমল সুশোভন লোচন, পুষ্পপরাগ সকল অঙ্গানুলেপন এবং তাহা জলাবগাহনকালে স্পর্শসুখকর। রাবণ পুষ্পক রথ হইতে নামিয়া, উত্তমা প্রিয়তমা রমণীর ন্যায়, অচিরে সরিদ্বরা নর্ম্মদা নদীতে স্নান করিল। ১১—২৪। পরে রাক্ষসশ্রেষ্ঠ রাবণ অমাত্যগণসহ নানামুনিগণসেবিত নর্ম্মদার রমণীয়-পুলিনে উপবেশন করিল। রাবণ, ‘গঙ্গা’ বলিয়া নর্ম্মদার সুখ্যাতি করিয়া তদ্দর্শন-নিবন্ধন পরম প্রীতি লাভ করিল। সেই সময়ে লীলার সহিত হাস্য করিয়া মারীচ, শুক, সারণ প্রভৃতি সচিবগণকে কহিল,—‘এই

তীক্ষ্ণতাপকরঃ সূর্য্যো নভসো মধ্যমাস্থিতঃ ।
মামাসীনং বিদিত্বেহ চন্দ্রায়তি দিবাকরঃ ॥ ২৮
নর্ম্মদাজলশীতশ্চ সুগন্ধিঃ শ্রমনাশনঃ ।
মদ্ভয়াদনিলো হ্যেষ বাত্যসৌ সুসমাহিতঃ ॥ ২৯
ইয়ং চাপি সরিচ্ছ্রেষ্ঠা নর্ম্মদা নর্ম্মবর্দ্ধিনী ।
নক্রমীনবিহঙ্গোর্ম্মিঃ সভয়েবাঙ্গনা স্থিতা ॥ ৩০
তদ্ভবন্তঃ ক্ষতাঃ শস্ত্রৈর্নৃপৈরিন্দ্রসমৈর্যুধি ।
চন্দনস্য রসেনেব রুধিরেণ সমুক্ষিতাঃ ॥ ৩১
তে যূয়মবগাহধ্বং নর্ম্মদাং শর্ম্মদাং শুভাম্ ।
সার্ব্বভৌমমুখা মত্তা গঙ্গামিব মহাগজাঃ ॥ ৩২
অস্যাং স্নাত্বা মহানদ্যাং পাপ্মানো বিপ্রমোক্ষ্যথ ।
অহমপ্যদ্য পুলিনে শরদিন্দুসমপ্রভে ॥ ৩৩
পুষ্পোপহারং শনকৈঃ করিষ্যামি কপর্দ্দিনঃ ।
রাবণেনৈবমুক্তাস্তু প্রহস্তশুকসারণাঃ ॥ ৩৪
সমহোদরধূম্রাক্ষা নর্ম্মদাং বিজগাহিরে ।
রাক্ষসেন্দ্রগজৈস্তৈস্তু ক্ষোভিতা নর্ম্মদা নদী ।
বামনাঞ্জনপদ্মাদ্যৈর্গঙ্গা ইব মহাগজৈঃ ।
ততস্তে রাক্ষসাঃ স্নাত্বা নর্ম্মদায়াং মহাবলাঃ ॥ ৩৬
উত্তীর্য্য পুষ্পাণ্যাজহ্রুর্বল্যর্থং রাবণস্য তু ।
নর্ম্মদাপুলিনে হৃদ্যে শুভ্রাভ্রসদৃশপ্রভে ॥ ৩৭
রাক্ষসৈস্তু মুহূর্ত্তেন কৃতঃ পুষ্পময়ো গিরিঃ ।
পুষ্পেষূপহৃতেষ্বেবং রাবণো রাক্ষসেশ্বরঃ ॥ ৩৮
অবতীর্ণো নদীং স্নাতুং গঙ্গামিব মহাগজঃ ।
তত্র স্নাত্বা চ বিধিবজ্জপ্ত্বা জপ্যমনুত্তমম্ ॥ ৩৯
নর্ম্মদাসলিলাত্তস্মাদুত্ততার স রাবণঃ ।
ততঃ ক্লিন্নাম্বরং ত্যক্ত্বা শুক্লবস্ত্রসমাবৃতম্ ॥ ৪০
রাবণং প্রাঞ্জলিং যান্তমন্বযুঃ সর্ব্বরাক্ষসাঃ ।
তদ্গতীবশমাপন্না মূর্ত্তিমন্ত ইবাচলাঃ ॥ ৪১
যত্র যত্র চ যাতি স্ম রাবণো রাক্ষসেশ্বরঃ ।
জাম্বূনদময়ং লিঙ্গং তত্র তত্র স্ম নীয়তে ॥ ৪২
বালুকাবেদিমধ্যে তু তল্লিঙ্গং স্থাপ্য রাবণঃ ।
অর্চ্চয়ামাস গন্ধৈশ্চ পুষ্পৈশ্চামৃতগন্ধিভিঃ ॥ ৪৩
ততঃ সতামার্ত্তিহরং পরং হরং
বরপ্রদং চন্দ্রময়ূখভূষণম্ ।
সমর্চ্চয়িত্বা স নিশাচরো জগৌ
প্রসার্য্য হস্তান্ প্রননর্ত্ত চাগ্রতঃ ॥ ৪৪

ইত্যুত্তরকাণ্ডে ষট্‌ত্রিংশঃ সর্গঃ ॥ ৩৬

তীক্ষ্ণতাপকর সূর্য্য পৃথিবীকে সুবর্ণমণ্ডিত করিতে আকাশের মধ্যস্থলে আসিয়াছেন, আমাকে বসিয়া থাকিতে দেখিয়া সূর্য্য, চন্দ্রের ন্যায় আচরণ করিতেছেন। এই বায়ু নর্ম্মদার সলিলস্পর্শে শীতল অথচ সুগন্ধি, অতএব সকলের শ্রান্তি দূর করে, কিন্তু আমার ভয়ে সুসমাহিত হইয়া বহন করিতেছে। কুম্ভীর, মৎস্য; পক্ষী এবং তরঙ্গমালা-সমাকুলা এই সরিদ্বরা নর্ম্মদা আমাদের সুখ বৃদ্ধি করত, ভীতা নায়িকার ন্যায় অবস্থিতা রহিয়াছে। ইন্দ্রতুল্য পরাক্রমশালী রাজগণ কর্তৃক শস্ত্রদ্বারা তোমরা ক্ষত-বিক্ষতাঙ্গ হইয়াছ, সুতরাং চন্দন-রসের ন্যায় রক্তে সর্ব্বাঙ্গ রঞ্জিত হইয়াছে; অতএব সার্ব্বভৌম প্রভৃতি মত্তমহাগজসমূহ যেমন গঙ্গায় অবগাহন করে, সেইরূপ তোমরা সুখদা শুভা নর্ম্মদা নদীতে স্নান কর। ২৫—৩২। পরন্তু এই মহানদীতে স্নান করিয়া পাপ দূর কর। আমিও অদ্য শারদীয় শশধরের ন্যায় প্রভাসম্পন্ন পুলিনে কপর্দ্দী মহাদেবের জন্য ক্রমে ক্রমে পুষ্পোপহার রচনা করি।' তৎপরে প্রহস্ত, শুক, সারণ, মহোদর এবং ধূম্রাক্ষ রাবণের এই কথা শুনিয়া নর্ম্মদায় স্নানাবগাহন করিল। বামন, অঞ্জন এবং পদ্মনামক মহাদিগ্‌গজগণ যেমন গঙ্গাকে আলোড়িত করে, সেইরূপ রাক্ষসপতিরূপ গজগণ নর্ম্মদা নদীকে ক্ষোভিত করিয়া তুলিল। পরে সেই মহাবলশালী রাক্ষসেরা নর্ম্মদা-সলিলে অবগাহনপূর্ব্বক কূলে উঠিয়া রাবণের পূজার জন্য পুষ্প সকল আহরণ করিতে লাগিল। শুভ্রমেঘ-সদৃশ শুভ্রবর্ণ নর্ম্মদার পুলিনে রাক্ষসেরা মুহূর্ত্তকাল-মধ্যে পুষ্পময় পর্ব্বত প্রস্তুত করিল। পুষ্প সকল আহৃত হইলে রাক্ষসরাজ রাবণ, গঙ্গাসলিলে মহাগজের ন্যায় অবগাহন করিবার জন্য নর্ম্মদায় নামিল। সেই রাবণ নর্ম্মদাজলে স্নান করিয়া বিধিবৎ অনুত্তম জপ্য-মন্ত্র জপ করত নর্ম্মদা-সলিল হইতে উঠিল। অনন্তর সিক্ত বস্ত্র পরিত্যাগপূর্ব্বক শুক্ল বসন পরিধান করিল এবং সমস্ত রাক্ষসেরা তাহার গতির বশবর্ত্তী হইয়া মূর্ত্তিমান্ পর্ব্বতের ন্যায় করযোড়ে প্রস্থিত রাবণের পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাইতে লাগিল। ৩৬—৪১। রাক্ষসপতি রাবণ যে যে স্থানে যায়, রাক্ষসেরা প্রতিদিন সেই সেই স্থানে জাম্বূনদময় লিঙ্গ লইয়া যায়। রাবণ বালুকাবেদিমধ্যে সেই লিঙ্গ স্থাপনপূর্ব্বক অমৃতের ন্যায় সুগন্ধি গন্ধ এবং পুষ্পদ্বারা পূজা করিতে লাগিল। পরে সাধুদিগের ক্লেশহারক বরদ চন্দ্রচূড় প্রভু মহাদেবকে সর্ব্বতোভাবে পূজা করিয়া সেই রাক্ষস রাবণ হস্তসকল প্রসারণপূর্ব্বক নাচিতে এবং গান করিতে লাগিল। ৪২—৪৪।

সপ্তত্রিংশঃ সর্গঃ।

নর্ম্মদাপুলিনে যত্র রাক্ষসেন্দ্রঃ স দারুণঃ।
পুষ্পোপহারং কুরুতে তস্মাদ্দেশাদদূরতঃ॥ ১
অর্জ্জুনো জয়তাংশ্রেষ্ঠো মাহিষ্মত্যাঃ পতিঃ প্রভুঃ।
ক্রীড়তে সহ নারীভির্নর্ম্মদাতোয়মাশ্রিতঃ॥ ২
তাসাং মধ্যগতো রাজা ররাজ চ তদার্জ্জুনঃ।
করেণূনাং সহস্রস্য মধ্যস্থ ইব কুঞ্জরঃ॥ ৩
জিজ্ঞাসুঃ স তু বাহূনাং সহস্রস্যোত্তমং বলম্।
রুরোধ নর্ম্মদাবেগং বাহুভির্বহুভির্বৃতঃ॥ ৪
কার্ত্তবীর্য্যভুজাসক্তং তজ্জলং প্রাপ্য নির্ম্মলম্।
কূলোপহারং কুর্ব্বাণং প্রতিস্রোতঃ প্রধাবতি॥ ৫
সমীনক্রমকরঃ সপুষ্পকুশসংস্তরঃ।
স নর্ম্মদাম্ভসো বেগঃ প্রাবৃট্কাল ইবা ভৌ॥ ৬
স বেগঃ কার্ত্তবীর্য্যেণ সম্প্রেষিত ইবাম্ভসঃ।
পুষ্পোপহারং সকলং রাবণস্য জহার হ॥ ৭
রাবণোঽর্দ্ধসমাপ্তং তদুৎসৃজ্য নিয়মং তদা।
নর্ম্মদাং পশ্যতে কান্তাং প্রতিকূলাং যথা প্রিয়াম্॥ ৮
পশ্চিমেন তু তং দৃষ্ট্বা সাগরোদ্গারসন্নিভম্।
বর্দ্ধন্তমম্ভসো বেগং পূর্ব্বামাশাং প্রবিশ্য তু॥ ৯
ততোঽনুদ্ভ্রান্তশকুনাং স্বভাবে পরমে স্থিতাম্।
নির্ব্বিকারাঙ্গনাভাসামপশ্যদ্রাবণো নদীম্॥ ১০
সব্যেতরকরাঙ্গুল্যা হ্যশব্দাস্যো দশাননঃ।
বেগপ্রভাবমন্বেষ্টুং সোঽদিশচ্ছুকসারণৌ॥ ১১
তৌ তু রাবণসন্দিষ্টৌ ভ্রাতরৌ শুকসারণৌ।
ব্যোমান্তরগতৌ বীরৌ প্রস্থিতৌ পশ্চিমামুখৌ॥ ১২
অর্দ্ধযোজনমাত্রন্তু গত্বা তৌ রজনীচরৌ।
পশ্যেতাং পুরুষং তোয়ে ক্রীড়ন্তং সহযোষিতম্॥ ১৩
বৃহৎসালপ্রতীকাশং তোয়ব্যাকুলমূর্দ্ধজম্।
মদরক্তান্তনয়নং মদব্যাকুলচেতসম্॥ ১৪
নদীং বাহুসহস্রেণ রুন্ধন্তমরিমর্দ্দনম্।
গিরিং পাদসহস্রেণ রুন্ধন্তমিব মেদিনীম্॥ ১৫
বালানাং বরনারীণাং সহস্রেণ সমাবৃতম্।
সমদানাং করেণূনাং সহস্রেণেব কুঞ্জরম্॥ ১৬
তমদ্ভুততমং দৃষ্ট্বা রাক্ষসৌ শুকসারণৌ।
সন্নিবৃত্তাবুপাগম্য রাবণং তমথোচতুঃ॥ ১৭
বৃহৎসালপ্রতীকাশঃ কোঽপ্যসৌ রাক্ষসেশ্বর।
নর্ম্মদাং রোধবদ্রুদ্ধ্বা ক্রীড়াপয়তি যোষিতঃ॥ ১৮

সপ্তত্রিংশ সর্গ।

"সেই নিদারুণ রাক্ষসেশ্বর নর্ম্মদাতীরে যে স্থানে পুষ্পোপহার রচনা করিতেছিল, তাহার অনতিদূরে বিজয়িপ্রবর মাহিষ্মতীরাজ প্রভু অর্জ্জুন, রমণীগণের সহিত নর্ম্মদাসলিলে ক্রীড়া করিতেছিলেন। সেই সময়ে রাজা অর্জ্জুন, সহস্র করেণুর মধ্যস্থিত হস্তীর ন্যায় তাহাদের মধ্যে শোভা পাইতে লাগিলেন। সেই রাজা সহস্রবাহুর উত্তম বল জানিতে ইচ্ছা করিয়া বহু বাহুদ্বারা আবরণপূর্ব্বক নর্ম্মদার স্রোতোবেগ রুদ্ধ করিতে লাগিলেন। নর্ম্মদার নির্ম্মল সলিল কার্ত্তবীর্য্যের বাহুদ্বারা বদ্ধ হইয়া তটদেশ প্লাবিত করত প্রতিকূলস্রোতে ধাবিত হইল। ১—৫। মকর নক্র, পুষ্প এবং কুশাস্তরণ-শোভিত নর্ম্মদার জলবেগ, বর্ষাকালের ন্যায়, প্রকাশ পাইতে লাগিল। সেই জলবেগ কার্ত্তবীর্য্যকর্তৃক প্রতীপ হইয়াই যেন রাবণের পুষ্পোপহার সকল হরণ করিতে লাগিল। চন্দ্রোদয়কালে সমুদ্র স্ফীত হইলে, সাগরগামিনী নদীসকলও যেমন বিপরীতগতিতে প্রবাহিত হইয়া থাকে, সেইরূপ ঐ জলস্রোত পশ্চিমদিক্ দিয়া পূর্ব্বদিকে প্রবেশ করত, বিপরীত সাগর প্রবাহের ন্যায় বৃদ্ধি পাইতে লাগিল—ইহা দেখিয়া রাবণ সেই অর্দ্ধসমাপ্ত পূজা ফেলিয়া প্রিয়া অথচ প্রতিকূলা পত্নীর ন্যায়, নর্ম্মদানদীকে দেখিতে লাগিল। নির্ব্বিকারা অঙ্গনার ন্যায় নদী অতি স্থিরভাবে অবস্থিতা, অতএব পক্ষিগণ নিরাকুল হইয়া তথায় বিরাজ করিতেছে। ৬—১০। রাবণ মুখে কোন শব্দ না করিয়া নর্ম্মদানদীর বেগ অন্বেষণ করিবার জন্য দক্ষিণ-করাঙ্গুলিদ্বারা শুক এবং সারণকে আদেশ করিল। সেই ভ্রাতৃদ্বয় বীরবর শুক এবং সারণ রাবণের অনুমতিক্রমে পশ্চিমাভিমুখ হইয়া শূন্যমার্গে প্রস্থান করিল। ঐ নিশাচরদ্বয় অর্দ্ধযোজনমাত্র যাইয়া দেখিল যে, বৃহৎ শালতরুর ন্যায় বিশাল এক পুরুষ রমণীগণের সহিত জলক্রীড়া করিতেছেন; মত্ততাবশতঃ তাঁহার চক্ষু রক্তবর্ণ, চিত্ত ব্যাকুল এবং কেশকলাপ বিস্রস্ত হইয়াছে, পর্ব্বত যেমন সহস্রপাদদ্বারা পৃথিবী অবরোধ করিয়া থাকে, সেই অরিন্দম পুরুষও সহস্রবাহুদ্বারা নদীস্রোতের গতিরোধ করিতেছেন; এমন কি, তিনি সহস্র করিণীদ্বারা পরিবেষ্টিত সমদ মতঙ্গজের ন্যায় ষোড়শবর্ষীয়া সহস্র সুন্দরী রমণীতে পরিবৃত্ত হইয়াছেন; রাক্ষস শুক এবং সারণ সেই অদ্ভুততম পুরুষকে দেখিয়া রাবণের নিকটে আগমনপূর্ব্বক সেই বিবরণ বিস্তারিত বলিতে লাগিল,—রাক্ষসেশ্বর! বৃহৎ শাল-

তেন বাহুসহস্রেণ সন্নিরুদ্ধজলা নদী।
সাগরোদ্গারসঙ্কাশানুদ্ধকান্ সৃজতে মুহুঃ ॥ ১৯
ইত্যেবং ভাষমাণৌ তৌ নিশম্য শুকসারণৌ।
রাবণোঽর্জ্জুন ইত্যুক্ত্বা স যযৌ যুদ্ধলালসঃ ॥ ২০
অর্জ্জুনাভিমুখে তস্মিন্ রাবণে রাক্ষসাধিপে।
চণ্ডঃ প্রবাতি পবনঃ সনাদঃ সরজস্তথা ॥ ২১
সকৃদেব কৃতো রাবঃ সরক্তপৃষতো ঘনৈঃ।
মহোদরমহাপার্শ্বধূম্রাক্ষশুকসারণৈঃ ॥ ২২
সংবৃতো রাক্ষসেন্দ্রস্তু তত্রাগাদ্যত্র চার্জ্জুনঃ।
অদীর্ঘেণৈব কালেন স তদা রাক্ষসো বলী ॥ ২৩
তং নর্ম্মদাহ্রদং ভীমমাজগামাঞ্জনপ্রভঃ।
স তত্র স্ত্রীপরিবৃতং বাশিত ভিরিব দ্বিপম্ ॥ ২৪
নরেন্দ্রং পশ্যতে রাজা রাক্ষসানাং তদার্জ্জুনম্।
স রোষাদ্রক্তনয়নো রাক্ষসেন্দ্রো বলোদ্ধতঃ ॥ ২৫
ইত্যেবমর্জ্জুনামাত্যানাহ গম্ভীরয়া গিরা।
অমাত্যাঃ ক্ষিপ্রমাখ্যাত হৈহয়স্য নৃপস্য বৈ ॥ ২৬
যুদ্ধার্থং সমনুপ্রাপ্তো রাবণো নাম নামতঃ।
রাবণস্য বচঃ শ্রুত্বা মন্ত্রিণোঽথার্জ্জুনস্য তে ॥ ২৭
উত্তস্থুঃ সায়ুধাস্তঞ্চ রাবণং বাক্যমব্রুবন্।
যুদ্ধস্য কালো বিজ্ঞাতঃ সাধু ভো সাধু রাবণ ॥ ২৮
যঃ ক্ষীবং স্ত্রীগতঞ্চৈব যোদ্ধুমুৎসহসে নৃপম্।
স্ত্রীসমক্ষগতং যত্ত্বং যোদ্ধুমুৎসহসে নৃপম্ ॥ ২৯
ক্ষমস্বাদ্য দশগ্রীব উষ্যতাং রজনী ত্বয়া।
যুদ্ধশ্রদ্ধা তু যদ্যস্তি শ্বস্তাত সমরেঽর্জ্জুনম্ ॥ ৩০
যদি বাপি ত্বরা তুভ্যং যুদ্ধতৃষ্ণাসমাবৃত।
নিপাত্যাস্মান্ রণে যুদ্ধমর্জ্জুনেনোপযাস্যসি ॥ ৩১
ততস্তে রাবণামাত্যৈরমাত্যাস্তে নৃপস্য তু।
সূদিতাশ্চাপি তে যুদ্ধে ভক্ষিতাশ্চ বুভুক্ষিতৈঃ ॥ ৩২
ততো হলহলাশব্দো নর্ম্মদাতীরগো বভৌ।
অর্জ্জুনস্যানুযাত্রাণাং রাবণস্য চ মন্ত্রিণাম্ ॥ ৩৩
ইষুভিস্তোমরৈঃ প্রাসৈস্ত্রিশূলৈর্বজ্রকর্পণৈঃ।
সরাবণা নর্দ্দয়ন্তঃ সমন্তাৎ সমভিদ্রুতাঃ ॥ ৩৪
হৈহয়াধিপযোধানাং বেগ আসীৎ সুদারুণঃ।
সনক্রমীনমকরসমুদ্রস্যেব নিঃস্বনঃ ॥ ৩৫
রাবণস্য তু তেঽমাত্যাঃ প্রহস্তশুকসারণাঃ।
কার্ত্তবীর্য্যবলং ক্রুদ্ধা নিহন্তি স্ম স্বতেজসা ॥ ৩৬

তরুর ন্যায় বিশাল এক পুরুষ, সেতুর ন্যায় নর্ম্মদা-প্রবাহ রোধ করিয়া অঙ্গনাগণকে ক্রীড়া করাইতেছেন। তাঁহার সহস্র ভুজবীর্য্যে জল অবরুদ্ধ হওয়ায় নর্ম্মদা নদী, পর্ব্বকালে সাগর পরিবৃদ্ধির ন্যায় হঠাৎ মুহুর্মুহু বর্দ্ধিত হইতেছে।' রাবণ, শুক ও সারণের মুখে এই সংবাদ শুনিয়া 'অর্জ্জুন' এই কথা বলিয়া যুদ্ধাভিলাষে প্রস্থান করিল। রাক্ষসরাজ রাবণ, অর্জ্জুনের উদ্দেশে প্রস্থান করিলে, পবন রজোমিশ্রিত হইয়া শব্দের সহিত প্রচণ্ডভাবে বহন করিতে লাগিল; মেঘসমূহ শোণিতবিন্দু বর্ষণ করত একবার গর্জ্জন করিয়া উঠিল। পরে রাক্ষসপতি রাবণ,—মহোদর, মহাপার্শ্ব, ধূম্রাক্ষ, শুক এবং সারণকে সঙ্গে লইয়া অর্জ্জুনের অভিমুখে চলিল। সেই অঞ্জনপ্রভ বলবান্ রাক্ষস অল্পকালমধ্যেই সেই ভয়ানক নর্ম্মদাহ্রদে আসিল। ১১—২৩। তখন রাক্ষসপতি দশানন, করিনীগণে পরিবেষ্টিত হস্তীর ন্যায় রমণীবেষ্টিত ভূপতি অর্জ্জুনকে দেখিতে পাইল। বলগর্ব্বিত রাক্ষসেন্দ্র কোপবশতঃ চক্ষু আরক্ত করিয়া গম্ভীরস্বরে অর্জ্জুনের অমাত্যদিগকে বলিল, অমাত্যগণ! তোমরা হৈহয়রাজ অর্জ্জুনকে শীঘ্র বল যে, রাবণ যুদ্ধার্থ আসিয়াছেন। অর্জ্জুনের সেই সচিবসকল রাবণের কথা শুনিয়া সশস্ত্রে উঠিয়া তাঁহাকে বলিল,—'নরপতি মদ্যপানে মত্ত হইয়া রমণীগণের সহিত ক্রীড়া করিতেছেন। সুতরাং রাবণ! তুমি যুদ্ধের উত্তম সময় স্থির করিয়াছ বটে। বিশেষতঃ নৃপবর অর্জ্জুন একে ত সুরাপানে উন্মত্ত, তাহাতে আবার স্ত্রীমধ্যগত। ২৪—২৯। রাবণ! যদি তোমার নিতান্তই যুদ্ধ করিবার বাসনা হইয়া থাকে, তবে অদ্য রাত্রি অতিবাহিত কর, কল্য অর্জ্জুনের সহিত যুদ্ধ করিও। তাত! অদ্য যুদ্ধের যে কালবিলম্ব হইল, তজ্জন্য ক্ষমা কর। রণতৃষ্ণাকুল রাবণ! যদি তুমি নিতান্তই যুদ্ধের জন্য ত্বরান্বিত হইয়া থাক, তবে আমাদিগকে সংযুগে নিপাতিত করিয়া অর্জ্জুনের সহিত যুদ্ধ করিও।' পরে রাবণের সেই সচিবগণ, নরপতি অর্জ্জুনের অমাত্যগণকে সমরে বধ করিতে লাগিল; তাহাদের মধ্যে যাহারা ক্ষুধিত ছিল, তাহারা কতকগুলি রাজঅমাত্যকে খাইয়া ফেলিল। অবশেষে অর্জ্জুনের অনুযাত্রিকগণ এবং রাবণমন্ত্রিগণের কোলাহল শব্দ নর্ম্মদাতীরে প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল। ৩০—৩৩। অর্জ্জুনের অমাত্যগণ,—বাণ, তোমর, প্রাস, ত্রিশূল, বজ্র এবং কর্পণ প্রভৃতি অস্ত্রবর্ষণদ্বারা মন্ত্রিগণের সহিত রাবণকে নিপীড়ন করিতে করিতে ইতস্ততঃ ধাবিত হইল। কুম্ভীর, মৎস্য ও মকর-সহিত সাগরের যেমন শব্দ হইয়া থাকে, সেইরূপ হৈহয়াধিপতির যোধগণের নিদারুণ বেগ হইল। অবশেষে শুক, সারণ এবং প্রহস্ত প্রভৃতি রাবণ-

অর্জ্জুনায় তু তৎ কর্ম্ম রাবণস্য সমন্ত্রিণঃ।
ক্রীড়মানায় কথিতং পুরুষৈর্ভয়বিহ্বলৈঃ ॥ ৩৭
শ্রুত্বা ন ভেতব্যমিতি স্ত্রীজনং স তদার্জ্জুনঃ।
উত্ততার জলাত্তস্মাদ্গঙ্গাতোয়াদিবাঞ্জনঃ ॥ ৩৮
ক্রোধদূষিতনেত্রস্তু স তদার্জ্জুনপাবকঃ।
প্রজজ্বাল মহাঘোরো যুগান্ত ইব পাবকঃ ॥ ৩৯
স তূর্ণতরমাদায় বরহেমাঙ্গদো গদাম্‌।
অভিদুদ্রাব রক্ষাংসি তমাংসীব দিবাকরঃ ॥ ৪০
বাহুবিক্ষেপকরণাং সমুদ্যম্য মহাগদাম্‌।
গারুড়ং বেগমাস্থায় আপপাতৈব সোহর্জ্জুনঃ ॥ ৪১
তস্য মার্গং সমারুধ্য বিন্ধ্যোহর্কস্যেব পর্ব্বতঃ।
স্থিতো বিন্ধ্য ইবাকম্প্যঃ প্রহস্তো মুষলায়ুধঃ ॥ ৪২
ততোঽস্য মুষলং ঘোরং লোহবদ্ধং মদোদ্ধতঃ।
প্রহস্তঃ প্রেষয়ন্ ক্রুদ্ধো ররাস চ যথান্তকঃ ॥ ৪৩
তস্যাগ্রে মুষলস্যাগ্নিরশোকাপীড়সন্নিভঃ।
প্রহস্তকরমুক্তস্য বভূব প্রদহন্নিব ॥ ৪৪
আধাবমানং মুষলং কার্ত্তবীর্য্যস্তদার্জ্জুনঃ।
নিপুণং বঞ্চয়ামাস গদয়া গতবিক্লবঃ ॥ ৪৫
ততস্তমভিদুদ্রাব সগদো হৈহয়াধিপঃ।
ভ্রাময়াণো গদাং গুর্ব্বীং পঞ্চবাহুশতোচ্ছ্রয়াম্‌ ॥ ৪৬
ততো হতোঽতিবেগেন প্রহস্তো গদয়া তদা।
নিপপাত স্থিতং শৈলো বজ্রিবজ্রহতো যথা ॥ ৪৭
প্রহস্তং পতিতং দৃষ্ট্বা মারীচশুকসারণাঃ।
সমহোদরধূম্রাক্ষা অপসৃষ্টা রণাজিরাৎ ॥ ৪৮
অপক্রান্তেষ্বমাত্যেষু প্রহস্তে চ নিপাতিতে।
রাবণোঽভ্যদ্রবত্তূর্ণমর্জ্জুনং নৃপসত্তমম্‌ ॥ ৪৯
সহস্রবাহোস্তদ্যুদ্ধং বিংশবাহোশ্চ দারুণম্‌।
নৃপরাক্ষসয়োস্তত্র আরব্ধং রোমহর্ষণম্‌ ॥ ৫০
সাগরাবিব সংক্ষুব্ধৌ চলমূলাবিবাচলৌ।
তেজোযুক্তাবিবাদিত্যৌ প্রদহন্তাবিবানলৌ ॥ ৫১
বলোদ্ধতৌ যথা নাগৌ বাসিতার্থে যথা বৃষৌ।
মেঘাবিব বিনর্দন্তৌ সিংহাবিব বলোৎকটৌ ॥ ৫২
রুদ্রকালাবিব ক্রুদ্ধৌ তৌ তদা রাক্ষসার্জ্জুনৌ।
পরস্পরং গদাং গৃহ্য তাড়য়ামাসতুর্ভৃশম্‌ ॥ ৫৩
বজ্রপ্রহারানচলা যথা ঘোরান্ বিষেহিরে।
গদাপ্রহারাংস্তৌ তত্র সেহাতে নররাক্ষসৌ ॥ ৫৪
যথাশনিরবেভ্যস্তু জায়তেঽথ প্রতিশ্রুতিঃ।

অমাত্যগণ কুপিত হইয়া নিজ তেজোবলে কার্ত্ত-বীর্য্যের সেনাগণকে বধ করিতে লাগিল। এমন সময়ে অর্জ্জুনপক্ষীয় কয়েকজন পুরুষ ভয়বিহ্বল চিত্তে রাবণ এবং তাহার মন্ত্রিবর্গের সেই কার্য্য জল-কেলিপরায়ণ অর্জ্জুনকে বলিল। তখন সেই অর্জ্জুন স্ত্রীগণকে 'ভয় নাই' বলিয়া সলিল হইতে সমুত্থিত অঞ্জননামক দিগ্গজের ন্যায়, নর্ম্মদাজল হইতে উঠিলেন। ৩৪—৩৮। প্রলয়কালীন অগ্নির ন্যায় অর্জ্জুনরূপ অনল, ক্রোধে চক্ষু রক্তবর্ণ করিয়া জ্বলিয়া উঠিলেন। বিশুদ্ধসুবর্ণ-অঙ্গদধারী অর্জ্জুন অবিলম্বে গদা লইয়া, অন্ধকার-অভিমুখীন সূর্য্যের ন্যায়, রাক্ষসগণের দিকে ধাবিত এবং বাহুযুগলদ্বারা গদা উদ্যত করিয়া গরুড়ের ন্যায় মহাবেগে আপতিত হইলেন। বিন্ধ্যগিরি যেমন সূর্য্যের পথ রোধ করিয়া অবস্থিত ছিল, সেইরূপ প্রহস্ত মুষল-আয়ুধ ধারণ করত অর্জ্জুনের পথ অবরোধ করিয়া বিন্ধ্যাচলের ন্যায় অচল ভাবে রহিল। পরে মদোদ্ধত প্রহস্ত ক্রুদ্ধ হইয়া লৌহবদ্ধ ভীষণ মুষল তাঁহার সংহারের জন্য নিক্ষেপ করিয়া, যমের ন্যায় চীৎকার করিল। ৩৯—৪৩। যেন দিগ্দাহ করিবার জন্যই অশোক-পুষ্পের ন্যায় শিখাসদৃশ অনল, প্রহস্তকরচ্যুত মুষল হইতে উৎপন্ন হইল। তখন কার্ত্তবীর্য্য অর্জ্জুন বিক্লব-শূন্য হইয়া গদাদ্বারা আধাবমান মুষলকে নিপুণতার সহিত নিবারণ করিলেন। অবশেষে গদাপাণি হৈহয়পতি অর্জ্জুন পঞ্চশত বাহুদ্বারা ভীষণ গদা উত্তোলন করিয়া ঘুরাইতে ঘুরাইতে তাহার দিকে ধাবিত হইলেন। প্রহস্ত তখন গদাদ্বারা অতিবেগে আহত হইয়াও, ইন্দ্রকর্ত্তৃক বজ্রাহত ভূধরের ন্যায় কিয়ৎকাল থাকিয়া পরে নিপাতিত হইল। প্রহস্তকে ভূপতিত হইতে দেখিয়া মারীচ, শুক, সারণ, মহোদর এবং ধূম্রাক্ষ যুদ্ধক্ষেত্র হইতে পলায়ন করিল। ৪৪—৪৫। প্রহস্ত নিপাতিত এবং অমাত্যগণ পলায়ন করিলে, অবিলম্বে রাবণ নৃপসত্তম অর্জ্জুনের প্রতি ধাবিত হইল। সহস্রবাহু নরপতি অর্জ্জুন এবং বিংশতিবাহু রাক্ষস দশাননের সেই লোমহর্ষণ ভয়ঙ্কর যুদ্ধ হইতে লাগিল, সংক্ষুভিত সাগরদ্বয়, চলমূল পর্ব্বতদ্বয়, তেজোযুক্ত আদিত্যযুগল; দহনকারী অনল-যুগল, করিণীর নিমিত্ত যুদ্ধকারী বলোদ্ধত হস্তিযুগল, গর্জ্জিত মেঘযুগল, বলগর্ব্বিত সিংহযুগল এবং রুদ্র ও কালের ন্যায় সেই রাক্ষস এবং অর্জ্জুন,—উভয়ে গদা লইয়া উভয়ে পরস্পরকে বিষম তাড়না করিতে লাগিল। পর্ব্বত সকল যেমন ঘোরতর বজ্রাঘাত সহ্য করে, তেমনি সেই মনুষ্য এবং রাক্ষস সেই সময়ে গদাঘাত সহ্য করিতে লাগিল। ৪৬—৫৪। যেমন বজ্রপাতের শব্দ প্রতিশ্রুত হয়, সেইরূপ তাঁহাদের গদাপাতের শব্দে

তস্যা স্তয়োর্গদাপোথৈর্দ্দিশঃ সর্ব্বাঃ প্রতিশ্রুতাঃ ॥ ৫৫
অর্জ্জুনস্য গদা সা তু পাত্যমানাহি তোরসি।
কাঞ্চনাভং নভশ্চক্রে বিদ্যুৎসৌদামিনী যথা ॥ ৫৬
তথৈব রাবণেনাপি পাত্যমানা মুহুর্ম্মুহুঃ।
অর্জ্জুনোরসি নির্ভাতি গদোল্কেব মহাগিরৌ ॥ ৫৭
নার্জ্জুনঃ খেদমায়াতি ন রাক্ষসগণেশ্বরঃ।
সমমাসীত্তয়োর্যুদ্ধং যথা পূর্ব্বং বলীন্দ্রয়োঃ ॥ ৫৮
শৃঙ্গৈরিব বৃষা যুধ্যন্ দন্তাগ্রৈরিব কুঞ্জরৌ।
পরস্পরং বিনিঘ্নন্তৌ নররাক্ষসসত্তমৌ ॥ ৫৯
ততোঽর্জ্জুনেন ক্রুদ্ধেন সর্ব্বপ্রাণেন সা গদা।
স্তনয়োরন্তরে মুক্তা রাবণস্য মহোরসি ॥ ৬০
বরদানকৃতত্রাণে সা গদা রাবণোরসি।
দুর্ব্বলেব যথাবেগং দ্বিধাভূতাপতৎ ক্ষিতৌ ॥ ৬১
স ত্বর্জ্জুনপ্রযুক্তেন গদাঘাতেন রাবণঃ।
অপাসর্পদ্ধনুর্মাত্রং নিষসাদ চ নিষ্টনন্ ॥ ৬২
স বিহ্বলং তদালক্ষ্য দশগ্রীবং ততোঽর্জ্জুনঃ।
সহসোৎপত্য জগ্রাহ গরুত্মানিব পন্নগম্ ॥ ৬৩
স তু বাহুসহস্রেণ বলাদ্‌গৃহ্য দশাননম্।
ববন্ধ বলবান্ রাজা বলিং নারায়ণো যথা ॥ ৬৪
বধ্যমানে দশগ্রীবে সিদ্ধচারণদেবতাঃ।
সাধ্বীতি বাদিনঃ পুষ্পৈঃ কিরন্ত্যর্জ্জুনমূর্দ্ধনি ॥ ৬৫
ব্যাঘ্রো মৃগমিবাদায় মৃগরাড়িব কুঞ্জরম্।
ররাস হৈহয়ো রাজা হর্ষদম্বুদবন্মুহুঃ ॥ ৬৬
প্রহস্তস্তু সমাশ্বস্তো দৃষ্ট্বা বদ্ধং দশাননম্।
সহসা রাক্ষসঃ ক্রুদ্ধঃ অভিদুদ্রাব হৈহয়ম্ ॥ ৬৭
নক্তঞ্চরাণাং বেগস্তু তেষামাপততাং বভৌ।
উদ্ধূত আতপাপায়ে পয়োদানামিবাম্বুধৌ ॥ ৬৮
মুঞ্চ মুঞ্চেতি ভাষন্তস্তিষ্ঠ তিষ্ঠেতি চাসকৃৎ।
মুষলানি চ শূলানি সোৎসসর্জ্জ তদা রণে ॥ ৬৯
অপ্রাপ্তান্যেব তান্যাশু অসম্ভ্রান্তস্তদার্জ্জুনঃ।
আয়ুধান্যমরারীণাং জগ্রাহারিনিসূদনঃ ॥ ৭০
ততস্তান্যেব রক্ষাংসি দুর্দ্ধরৈঃ প্রবরায়ুধৈঃ।
ভিত্ত্বা বিদ্রাবয়ামাস বায়ুরম্বুধরানিব ॥ ৭১
রাক্ষসাংস্ত্রাসয়ামাস কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুনস্তদা।
রাবণং গৃহ্য নগরং প্রবিবেশ সুহৃদ্‌বৃতঃ ॥ ৭২

স কীর্য্যমাণঃ কুসুমাক্ষতোৎকরৈ-
র্দ্দ্বিজৈঃ সপৌরৈঃ পুরুহূতসন্নিভঃ।

তখন দশদিক্ প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল। অর্জ্জুনের সেই গদা শত্রুর বক্ষঃস্থলে পড়িয়া বিদ্যুতের ন্যায়, আকাশমণ্ডলকে স্বর্ণবর্ণ করিয়া তুলিল। রাবণের গদাও সেইরূপ পুনঃপুনঃ অর্জ্জুনের বক্ষঃস্থলে পড়িয়া, মহাপর্ব্বতের উপরি পতিত উল্কার ন্যায় প্রকাশ পাইতে লাগিল। অর্জ্জুন অথবা রাক্ষসরাজ রাবণ কেহই ক্লান্ত হইল না। বরং বলি ও বাসবের ন্যায় তাহাদের তুল্যরূপ যুদ্ধ হইতে লাগিল। বৃষদ্বয় যেমন শৃঙ্গদ্বারা পরস্পরের সহিত যুদ্ধ এবং হস্তিদ্বয় যেমন দন্তদ্বারা পরস্পর যুদ্ধ করে, সেইরূপ নরশ্রেষ্ঠ অর্জ্জুন এবং রাক্ষসশ্রেষ্ঠ রাবণ পরস্পর প্রহার করিতে লাগিল। অবশেষে অর্জ্জুন কুপিত হইয়া সবলে সেই গদা রাবণের বিশাল বক্ষঃস্থলে প্রহার করিলেন। ৫৫—৬০। বরদানপ্রভাবে রাবণের বক্ষঃস্থল সুরক্ষিত; অতএব সেই গদা, বলহীনের ন্যায় স্বীয় বেগানুসারে আঘাত করিতে অক্ষম এবং দুইভাগ হইয়া ভূতলে পড়িল। কিন্তু সেই রাবণ, অর্জ্জুনের গদাপ্রহারে বিমুখ হইয়া পশ্চাদ্ভাগে গেল এবং রোদন করিতে করিতে বসিয়া পড়িল। তখন অর্জ্জুন রাবণকে বিহ্বল দেখিয়া তৎক্ষণাৎ উৎপতিত হইয়া, গরুড় যেমন সর্পকে ধরে, এইরূপ দশাননকে ধরিলেন। অধিকন্তু ভগবান্ হরি যেমন বলিরাজাকে বন্ধন করিয়াছিলেন, সেইরূপ বলবান্ রাজা কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুন সহস্রবাহুদ্বারা বলপূর্ব্বক দশাননকে ধরিয়া বন্ধন করিলেন। রাবণ বন্ধনদশা প্রাপ্ত হইলে; সিদ্ধগণ, চারণগণ এবং দেবগণ 'সাধু সাধু' বলিয়া অর্জ্জুনের মস্তকে পুষ্পবৃষ্টি করিলেন। ৬১—৬৫। ব্যাঘ্র যেমন মৃগ এবং সিংহ যেমন হস্তীকে ধরে, সেইরূপ হৈহয়রাজ অর্জ্জুন-রাবণকে ধৃত করিয়া হর্ষবশতঃ, মেঘের ন্যায়, গভীররবে গর্জ্জন করিতে লাগিলেন। রাক্ষস প্রহস্ত সুস্থ এবং দশাননের বন্ধদর্শনে কুপিত হইয়া তৎক্ষণাৎ হৈহয়রাজের দিকে ধাবিত হইল। সেই রাক্ষসদিগের আগমন-বেগ, বর্ষাকালীন-সমুদ্রগামী মেঘমালার উড্ডয়নের ন্যায় বোধ হইতে লাগিল। তখন রাক্ষসেরা 'থাক্ থাক্, মুক্ত কর, মুক্ত কর' এই কথা বলিতে বলিতে মুষল এবং শূল প্রভৃতি অস্ত্র সকল পুনঃপুনঃ নিক্ষেপ করিতে লাগিল। তখন অরিবিমর্দ্দক দেবারিগণের সেই অস্ত্র তাঁহার দেহে না লাগিতে লাগিতেই ধরিয়া ফেলিলেন। ৬৬—৭০। বায়ু যেমন মেঘ ছিন্ন করিয়া নিরাস করে, সেই অর্জ্জুন, দুর্দ্ধর্ষ দিব্য প্রহরণদ্বারা সেই রাক্ষসদিগকে বিদ্ধ করিয়া রণক্ষেত্র হইতে তাড়াইলেন। তখন কার্ত্তবীর্য্য অর্জ্জুন রাক্ষসগণকে ত্রাসিত করত সুহৃদ্গণপরিবেষ্টিত হইয়া রাবণকে লইয়া নগরে প্রবেশ করিলেন। তখন পুরবাসী এবং ব্রাহ্মণগণ সেই ইন্দ্রতুল্য অর্জ্জুনের মস্তকে পুষ্প ও

ততোঽর্জ্জুনঃ স্বাং প্রবিবেশ তাং পুরীং
বলিং নিগৃহ্যেব সহস্রলোচনঃ ॥ ৭৩

ইত্যুত্তরকাণ্ডে সপ্তত্রিংশঃ সর্গঃ ॥ ৩৭ ॥

অষ্টত্রিংশঃ সর্গঃ ।

রাবণগ্রহণং তত্তু বায়ুগ্রহণসন্নিভম্‌ ।
ততঃ পুলস্ত্যঃ শুশ্রাব কথিতং দিবি দৈবতৈঃ ॥ ১
ততঃ পুত্রকৃতস্নেহাৎ কম্পমানো মহাধৃতিঃ ।
মাহিষ্মতীপতিং দ্রষ্টুমাজগাম মহানৃষিঃ ॥ ২
স বায়ুমার্গমাস্থায় বায়ুতুল্যগতির্দ্বিজঃ ।
পুরীং মাহিষ্মতীং প্রাপ্তো মনঃসম্পাতবিক্রমঃ ॥ ৩
সোঽমরাবতিসঙ্কাশাং হৃষ্টপুষ্টজনাবৃতাম্‌ ।
প্রবিবেশ পুরীং ব্রহ্মা ইন্দ্রস্যেবামরাবতীম্‌ ॥ ৪
পাদচারমিবাদিত্যং নিষ্পতন্তং সুদুর্দ্দশম্‌ ।
ততস্তে প্রত্যভিজ্ঞায় অর্জ্জুনায় ন্যবেদয়ন্‌ ॥ ৫
পুলস্ত্য ইতি বিজ্ঞায় বচনাদ্ হৈহয়াধিপঃ ।
শিরস্যঞ্জলিমাধায় প্রত্যুদ্গচ্ছত্তপস্বিনম্‌ ॥ ৬
পুরোহিতোঽস্য গৃহ্যার্ঘ্যং মধুপর্কং তথৈব চ ।
পুরস্তাৎ প্রযযৌ রাজ্ঞঃ শক্রস্যেব বৃহস্পতিঃ ॥ ৭

অক্ষত বর্ষণ করিতে লাগিলেন। সহস্রচক্ষু ইন্দ্র যেমন বলিকে নিগ্রহ করিয়া আপন ভবন অমরাবতীতে প্রবেশ করিয়াছিলেন, সেইরূপ অর্জ্জুন রাবণকে লইয়া নিজের সেই ভবনে প্রবেশ করিলেন। ৭১—৭৩।

অষ্টত্রিংশ সর্গ।

পুলস্ত্য ঋষি, সুরলোকে দেবগণের কাছে বায়ুর গ্রহণের ন্যায়, অসম্ভব রাবণের গ্রহণসংবাদ শুনিলেন। তখন বায়ুতুল্যগতি দ্বিজবর বায়ুপথ ধরিয়া মনের ন্যায় শীঘ্রগতিতে মাহিষ্মতী পুরীতে উপস্থিত হইলেন। ব্রহ্মা যেমন ইন্দ্রের অমরাবতীতে প্রবেশ করেন, সেইরূপ তিনি হৃষ্টপুষ্ট জনদ্বারা পরিবেষ্টিতা অমরাবতী-তুল্য পুরীতে প্রবেশ করিলেন। আকাশ হইতে নিপতিত সূর্য্যতুল্য দুর্দ্দর্শন পদগামী মুনিকে অবগত হইয়া দ্বারী অর্জ্জুনের নিকটে তাঁহার আগমন-সংবাদ প্রদান করিল। ১—৫। অর্জ্জুন, তাহাদের কথানুসারে পুলস্ত্য বলিয়া অবধারণ করিয়া মস্তকে অঞ্জলিবন্ধন করিয়া সেই তপস্বীর প্রত্যুদ্গমন করিলেন, ইঁহার পুরোহিত অর্ঘ্য এবং মধুপর্ক লইয়া, ইন্দ্রের

ততস্তমৃষিমায়ান্তমুদ্যন্তমিব ভাস্করম্‌ ।
অর্জ্জুনো দৃশ্য সম্ভ্রান্তো ববন্দেন্দ্র ইবেশ্বরম্‌ ॥ ৮
স তস্য মধুপর্কং গাঃ পাদ্যমর্ঘ্যং নিবেদ্য চ ।
পুলস্ত্যমাহ রাজেন্দ্রো হর্ষগদ্গদয়া গিরা ॥ ৯
অদ্যৈবমমরাবত্যা তুল্যা মাহিষ্মতী কৃতা ।
অদ্যাহং তু দ্বিজেন্দ্র ত্বাং যস্মাৎ পশ্যামি দুর্দ্দশম্‌ ॥ ১০
অদ্য মে কুশলং দেব অদ্য মে কুশলং ব্রতম্‌ ।
অদ্য মে সফলং জন্ম অদ্য মে সফলং তপঃ ॥ ১১
যত্তে দেবগণৈর্বন্দ্যৌ বন্দেঽহং চরণৌ তব ।
ইদং রাজ্যমিমে পুত্রা ইমে দারা ইমে বয়ম্‌ ।
ব্রহ্মন্ কিং কুর্ম্ম কিং কার্য্যমাজ্ঞাপয়তু নো ভবান্‌ ॥ ১২
তং ধর্ম্মেঽগ্নিষু পুত্রেষু শিবং পৃষ্ট্বা চ পার্থিবম্‌ ।
পুলস্ত্যোবাচ রাজানং হৈহয়ানাং তথার্জ্জুনম্‌ ॥ ১৩
নরেন্দ্রাম্বুজপত্রাক্ষ পূর্ণচন্দ্রনিভানন ।
অতুলং তে বলং যেন দশগ্রীবস্ত্বয়া জিতঃ ॥ ১৪
ভয়াদ্যস্যোপতিষ্ঠেতাং নিষ্পন্দৌ সাগরানিলৌ ।
সোঽয়ং মৃধে ত্বয়া বদ্ধঃ পৌত্রো মে রণদুর্জ্জয়ঃ ॥ ১৫
পুত্রকস্য যশঃ পীতং নাম বিশ্রাবিতং ত্বয়া ।

অগ্রগামী বৃহস্পতির ন্যায় রাজার অগ্রে চলিলেন। অবশেষে উদিত সূর্য্যের ন্যায় সেই ঋষিকে আসিতে দেখিয়া, ব্রহ্মাকে দেখিয়া ইন্দ্র যেমন বন্দনা করেন, সেইরূপ,—সম্ভ্রান্ত হইয়া তাহার বন্দনা করিলেন। সেই রাজেন্দ্র তাহার উদ্দেশে মধুপর্ক, গো, পাদ্য এবং অর্ঘ্য দিয়া হর্ষগদ্গদ কথায় পুলস্ত্যকে কহিলেন,—হে দ্বিজবর! আপনার দর্শনলাভ করা অত্যন্ত দুর্লভ; তথাপি আজ আপনাকে দেখিলাম,—অতএব মাহিষ্মতী নগরীকে আজই অমরাবতীর তুল্য করিয়াছেন। ৬—১০। হে দেব! অদ্য দেবগণের বন্দনীয় আপনার পদদ্বয় বন্দনা করিলাম; অতএব আজ আমার তপস্যা সিদ্ধ হইল,—জন্ম সফল হইল—এবং ব্রত সুসম্পন্ন হইল। অধিক কি, আমার সমস্তই মঙ্গল। হে ব্রহ্মন্! এই রাজ্যের সকল প্রজা, পুত্র, দারা প্রভৃতি আমরা উপস্থিত হইয়াছি,—আপনার কোন্ কার্য্য সাধন করিব, আপনি তাহা আজ্ঞা করুন।' পুলস্ত্য-ঋষি পৃথিবীপতি হৈহয়রাজ অর্জ্জুনকে বলিলেন,—'নরেন্দ্র! তোমার পুত্র, ধর্ম্ম এবং অগ্নির মঙ্গল ত? হে পদ্মপলাশলোচন! পূর্ণচন্দ্রবদন! তুমি রাবণকে পরাজয় করিয়াছ; অতএব তোমার শক্তির তুলনা নাই। যাহার ভয়ে সাগর এবং বায়ু স্পন্দহীন হইয়া অবস্থিত করিতেছে, সেই আমার পৌত্রকে তুমি যুদ্ধে

মদ্বাক্যাদ্‌ যাচ্যমানোঽদ্য মুঞ্চ বৎস দশাননম্‌ ॥ ১৬
পুলস্ত্যাজ্ঞাং প্রগৃহ্যাথ ন কিঞ্চন বচোঽর্জ্জুনঃ।
প্রদিদেশে মুমোচৈব রাক্ষসেন্দ্রং প্রহৃষ্টবৎ ॥ ১৭
স তং প্রমুচ্য ত্রিদশারিমর্জ্জুনঃ
প্রপূজ্য দিব্যাভরণস্রগম্বরৈঃ।
অহিংসকং সখ্যমুপেত্য সাগ্নিকং
প্রণম্য তং ব্রহ্মসুতং গৃহং যযৌ ॥ ১৮
পুলস্ত্যেনাপি সন্ত্যক্তো রাক্ষসেন্দ্রঃ প্রতাপবান্‌।
পরিষ্বক্তঃ কৃতাতিথ্যো লজ্জমানো বিনির্জ্জিতঃ ॥ ১৯
পিতামহসুতশ্চাপি পুলস্ত্যো মুনিপুঙ্গবঃ।
মোচয়িত্বা দশগ্রীবং ব্রহ্মলোকং জগাম হ ॥ ২০
এবং স রাবণঃ প্রাপ্তঃ কার্ত্তবীর্য্যাৎ প্রধর্ষণম্‌।
পুলস্ত্যবচনাচ্চাপি পুনর্ম্মুক্তো মহাবলঃ ॥ ২১
এবং বলিভ্যো বলিনঃ সন্তি রাঘবনন্দন।
নাবজ্ঞা হি পরে কার্য্যা যদীচ্ছেচ্ছ্রেয়মাত্মনঃ ॥ ২২
ততঃ স রাজা পিশিতাশনানাং
সহস্রবাহোরুপলভ্য মৈত্রীম্‌।

পরাস্ত করিয়াছে। ১১—১৫। বৎস! পৌত্র রাবণের যশ দূর করিয়াছ এবং রাবণ-বিজয়ী বলিয়া আপনার নাম বিখ্যাত করিয়াছ; অতএব আমার কথামত যাচিত হইয়া আজ রাবণকে মুক্তি দাও।’ পৃথিবীশ্বর অর্জ্জুন, পুলস্ত্য-ঋষির আদেশ শুনিয়া কিছুমাত্র উত্তর দিলেন না বটে, কিন্তু আহ্লাদিত হইয়া রাক্ষসনাথকে ছাড়িয়া দিলেন। অধিকন্তু অর্জ্জুন ত্রিদশারি রাবণকে মুক্তি দিয়া দিব্য আভরণ, মাল্য এবং অম্বর দ্বারা সম্মানিত করিলেন এবং অনলের সম্মুখে হিংসাবিহীন বন্ধুত্ব সম্পন্ন করিয়া সেই ব্রহ্ম-পুত্র পুলস্ত্যকে প্রণামপূর্ব্বক আপন গৃহে গমন করিলেন। ১৬—১৮। প্রতাপশালী রাক্ষসরাজ রাবণ পরাজিত হইয়া লজ্জিতভাবে আতিথ্য স্বীকার করিয়া আলিঙ্গনপূর্ব্বক, পুলস্ত্য এবং অর্জ্জুনের নিকটে গৃহ-যাত্রার আদেশ পাইল। মুনিবর পিতামহ-নন্দন পুলস্ত্যও রাবণকে মুক্ত করিয়া ব্রহ্মলোকে গমন করিলেন। মহাবলশালী রাবণ, কার্ত্তবীর্য্যের নিকট এইরূপে পরাজিত হইয়া পুলস্ত্যের বাক্যে পুনরায় মুক্ত হইয়াছিল। হে রঘুনন্দন! বলবান্‌ ব্যক্তি হইতেও এইরূপ অনেক বলবান্‌ ব্যক্তি আছেন, অতএব যদি কেহ আপনার মঙ্গল অভিলাষ করেন। তবে তাঁহার অন্যকে অবহেলা করা কর্ত্তব্য হয় না, পরে সেই রাক্ষসরাজ রাবণ, সহস্রহস্ত অর্জ্জুনের

পুনর্নৃপাণাং কদনং চকার
চচার সর্ব্বাং পৃথিবীঞ্চ দর্পাৎ ॥ ২৩
ইত্যুত্তরকাণ্ডে অষ্টত্রিংশঃ সর্গঃ ॥ ৩৮ ॥

একোনচত্বারিংশঃ সর্গঃ।

অর্জ্জুনেন বিমুক্তস্তু রাবণো রাক্ষসাধিপঃ।
চচার পৃথিবীং সর্ব্বামনির্ব্বিণ্ণস্তথা কৃতঃ ॥ ১
রাক্ষসং বা মনুষ্যং বা শৃণুতে যদ্‌ বলাধিকম্‌।
রাবণস্তং সমাসাদ্য যুদ্ধে হ্বয়তি দর্পিতঃ ॥ ২
ততঃ কদাচিৎ কিষ্কিন্ধ্যাং নগরীং বালিপালিতাম্‌।
গত্বাহ্বয়তি যুদ্ধায় বালিনং হেমমালিনম্‌ ॥ ৩
ততস্তং বানরামাত্যাস্তারস্তারাপিতা প্রভুঃ।
উবাচ বানরো বাক্যং যুদ্ধপ্রেপ্সুমুপাগতম্‌ ॥ ৪
রাক্ষসেন্দ্র গতো বালী যস্তে প্রতিবলো ভবেৎ।
কোঽন্যঃ প্রমুখতঃ স্থাতুং তব শক্তঃ প্লবঙ্গমঃ ॥ ৫
চতুর্ভ্যোঽপি সমুদ্রেভ্যঃ সন্ধ্যামন্বাস্য রাবণ।
ইমং মুহূর্ত্তমায়াতি বালী তিষ্ঠ মুহূর্ত্তকম্‌ ॥ ৬
এতানস্থিচয়ান্‌ পশ্য য এতে শঙ্খপাণ্ডুরাঃ।

নিকটে বন্ধুত্ব লাভ করিয়া গর্ব্বহেতু নরপতিগণকে পীড়িত করিতে করিতে ধরাধামে ভ্রমণ করিতে লাগিল। ১৯—২৩।

উনচত্বারিংশ সর্গ।

রাক্ষসরাজ রাবণ, অর্জ্জুনকর্ত্তৃক বিমুক্ত এবং তাহার সহিত মিত্রতা সংস্থাপনপূর্ব্বক নির্ব্বেদবিহীন হইয়া সমগ্র ভূমণ্ডলে বিচরণ করিতে লাগিল। এমন কি, মনুষ্য বা রাক্ষস যাহাদের সমধিক বলের কথা শুনিল, রাবণ দর্পবশতঃ তাহার নিকটে গিয়া যুদ্ধে আহ্বান করিতে লাগিল। একদা রাবণ বালিপালিত কিষ্কিন্ধ্যা নগরে গমন করত হেমমালী বালীকে যুদ্ধার্থ আহ্বান করিল। তখন যুবরাজ সুগ্রীব, তাহার পিতা সুষেণ এবং তার প্রভৃতি বানর অমাত্যগণ যুদ্ধকাম নায় আগত দশাননকে কহিলেন,—‘রাক্ষসাধিপ! যিনি তোমার প্রতিদ্বন্দ্বী হইবেন, সেই বালী সন্ধ্যা করিতে গিয়াছেন, অন্য কোন্‌ বানর তোমার সম্মুখে থাকিতে সমর্থ হইবে? ১—৫। সুতরাং রাবণ! তুমি মুহূর্ত্ত কাল অপেক্ষা কর; বালী সাগরচতুষ্টয়ে সন্ধ্যাবন্দনা শেষ করিয়া এখনই ফিরিয়া আসিবেন। রাবণ

যুদ্ধার্থিনামিমে রাজন্ বানরাধিপতেজসা ॥ ৭
যদ্যমৃতরসঃ পীতস্ত্বয়া রাবণ রাক্ষস।
তদা বালিনমাসাদ্য তদন্তং তব জীবিতম্ ॥ ৮
পশ্যেদানীং জগচ্চিত্রমিমং বিশ্রবসঃ সুত।
ইদং মুহূর্ত্তং তিষ্ঠস্ব দুর্লভং তে ভবিষ্যতি ॥ ৯
অথবা ত্বরসে মর্ত্তুং গচ্ছ দক্ষিণসাগরম্।
বালিনং দ্রক্ষ্যসে তত্র ভূমিষ্ঠমিব পাবকম্ ॥ ১০
স তু তারং বিনির্ভর্ৎস্য রাবণো লোকরাবণঃ।
পুষ্পকং তং সমারুহ্য প্রযযৌ দক্ষিণার্ণবম্ ॥ ১১
তত্র হেমগিরিপ্রখ্যং তরুণার্কনিভাননম্।
রাবণো বালিনং দৃষ্ট্বা সন্ধ্যোপাসনতৎপরম্ ॥ ১২
পুষ্পকাদবরুহ্যাথ রাবণোঽঞ্জনসন্নিভঃ।
গ্রহীতুং বালিনং তূর্ণং নিঃশব্দপদমব্রজৎ ॥ ১৩
যদৃচ্ছয়া তদা দৃষ্টো বালিনাপি স রাবণঃ।
পাপাভিপ্রায়কং দৃষ্ট্বা চকার ন তু সম্ভ্রমম্ ॥ ১৪
শশমালক্ষ্য সিংহো বা পন্নগং গরুড়ো যথা।
ন চিন্তয়তি তং বালী রাবণং পাপচেতসম্ ॥ ১৫
জিঘৃক্ষমাণমায়ান্তং রাবণং পাপচেতসম্।
কক্ষাবলম্বিনং কৃত্বা গমিষ্যে ত্রীন্মহার্ণবান্ ॥ ১৬
দ্রক্ষ্যন্ত্যরিং মমাঙ্কস্থং স্রংসদূরুকরাম্বরম্।
লম্বমানং দশগ্রীবং গরুড়স্যেব পন্নগম্ ॥ ১৭
ইত্যেবং মতিমাস্থায় বালী মৌনমুপাশ্রিতঃ।
জপন্ বৈ নৈগমান্মন্ত্রাংস্তস্থৌ পর্ব্বতরাড়িব ॥ ১৮
তাবন্যোন্যং জিঘৃক্ষন্তৌ হরিরাক্ষসপার্থিবৌ।
প্রযত্নবন্তৌ তৎ কর্ম্ম ঈহতুর্ব্বলদর্পিতৌ ॥ ১৯
হস্তগ্রাহ্যং তু তং মত্বা পাদশব্দেন রাবণম্।
পরাঙ্মুখোঽপি জগ্রাহ বালী সর্পমিবাণ্ডজঃ ॥ ২০
গ্রহীতুকামং তং গৃহ্য রক্ষসামীশ্বরং হরিঃ।
খমুৎপপাত বেগেন কৃত্বা কক্ষাবলম্বিনম্ ॥ ২১
তঞ্চ পীড়য়মানং তু বিতুদন্তং নখৈর্মুহুঃ।
জহার রাবণং বালী পবনস্তোয়দং যথা ॥ ২২
অথ তে রাক্ষসামাত্যা হ্রিয়মাণে দশাননে।
মুমোক্ষয়িষবো বালিং রবমাণা অভিদ্রুতাঃ ॥ ২৩
অন্বীয়মানস্তৈর্বালী ভ্রাজতেঽম্বরমধ্যগঃ।
অন্বীয়মানো মেঘৌঘৈরম্বরস্থ ইবাংশুমান্ ॥ ২৪

এই যে শঙ্খের ন্যায় শুভ্রবর্ণ অস্থি সকল দেখিলেন, ইহা বানররাজ বালীর তেজঃপ্রভাবে পরাজিত যোদ্ধাগণের কঙ্কাল। রাক্ষস রাবণ! যদ্যপি তুমি অমৃতরসও পান করিয়া থাক, তথাপি বালীর নিকটে গেলেই তোমার আয়ু শেষ হইবে। রাবণ! তুমি এই মুহূর্ত্তকাল অপেক্ষা করিলেই তোমার জীবন দুর্লভ হইবে, সুতরাং তুমি এই আশ্চর্য্যময় জগৎ এখন একবার চিরকালের মত দেখিয়া লও। অথবা যদি শীঘ্র মরিতে তোমার বাসনা থাকে, তবে দক্ষিণ-সাগরে যাও, সেখানে ভূমিস্থিত পাবকের ন্যায় বালীকে দেখিতে পাইবে। ৬—১০। লোকভয়ঙ্কর রাবণ, তারকে তিরস্কার করিয়া সেই পুষ্পক রথে উঠিয়া দক্ষিণ সাগরে গমন করিল। বালসূর্য্যের ন্যায় আননসমন্বিত কাঞ্চন-গিরিসদৃশ বালী সেখানে সন্ধ্যা-উপাসনায় নিযুক্ত রহিয়াছেন। অঞ্জনবর্ণ রাবণ ইহা দেখিয়া সেই বালীকে ধরিবার জন্য রথ হইতে তৎক্ষণাৎ নামিয়া নিঃশব্দপদসঞ্চারে অগ্রসর হইতে লাগিল। তখন বালীও যদৃচ্ছাক্রমে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া রাবণকে দেখিতে পাইলেন; কিন্তু তাহার অভিপ্রায় মন্দ জানিয়াও ভীত হইলেন না। সিংহ যেমন শশককে বা গরুড় যেমন সর্পকে দেখিয়া উদ্বিগ্ন হয় না, সেইরূপ বালী, পাপে কৃতসঙ্কল্প রাবণকে দেখিয়া চিন্তিত হইলেন না। ১১—১৫। পাপমতি রাবণ আমাকে ধরিবার জন্য আসিতেছে, সুতরাং ইহাকে কক্ষমধ্যে আবদ্ধ করিয়া আর তিনটী মহাসাগরে যাইব। দেবতারা গরুড়ধৃত সর্পের ন্যায়, এই রাবণকে আমার কক্ষদেশে লম্বমান দেখিবেন; তৎকালে ইহার উরু, কর এবং বস্ত্র স্খলিত হইয়া পড়িবে;—বালী মনে মনে এইরূপ যুক্তি স্থির করিয়া মৌন অবলম্বনপূর্ব্বক বৈদিক মন্ত্র সকল জপ করিয়া গিরিরাজের ন্যায়, স্থিরভাবে রহিলেন। সেই বলদর্পিত বানররাজ বালী এবং রাক্ষসরাজ রাবণ, পরস্পর ধরিতে অভিলাষী হইয়া যত্নপূর্ব্বক পরস্পরকে ধরিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। পরন্তু বালী সামান্য মাত্র পায়ের শব্দে জানিতে পারিলেন যে, রাবণ হস্ত বিস্তার করত ধরিবার উপযুক্ত স্থানে আসিয়াছে, অমনি বিমুখ থাকিয়াই, গরুড় যেমন সর্পকে ধরে তেমনি তাহাকে ধরিয়া ফেলিলেন। ১৬—২০। বানরবর বালী, ধরিতে অভিলাষী সেই রাক্ষসেশ্বর রাবণকে বক্ষ দেশে ঝুলাইয়া লইয়া সবেগে আকাশমার্গে উঠিলেন। রাবণ নিপীড়িত হইয়া নখাঘাতে বালীকে বারংবার মর্ম্মপীড়া দিতে লাগিল, তথাপি বায়ু যেমন মেঘসকলকে বিদূরিত করে, সেইরূপ বালী তাহাকে হরণ করিলেন। দশানন এইরূপে বালিকর্ত্তৃক হৃত হইলে, সেই রাক্ষসের অমাত্যসকল রাবণকে মুক্ত করিতে অভিলাষী হইয়া প্লবমান বালীর দিকে ধাবিত হইল। অনুগামী মেঘসমূহদ্বারা আকাশস্থ অংশু-

তেহশক্নুবন্তঃ সম্প্রাপ্তুং বালিনং রাক্ষসোত্তমাঃ।
তস্য বাহূরুবেগেন পরিশ্রান্তা ব্যবস্থিতাঃ ॥ ২৫
বালিমার্গাদপাক্রামন্ পর্ব্বতেন্দ্রাপি গচ্ছতঃ।
কিং পুনর্জীবনপ্রেপ্সু বিভ্রদ্বৈ মাংসশোণিতম্ ॥ ২৬
অপক্ষিগণসম্পাতান্ বানরেন্দ্রো মহাজবঃ।
ক্রমশঃ সাগরান্ সর্ব্বান্ সন্ধ্যাকালমবন্দত ॥ ২৭
সম্পূজ্যমানো যাতস্তু খচরৈঃ খচরোত্তমঃ।
পশ্চিমং সাগরং বালী আজগাম সরাবণঃ ॥ ২৮
তস্মিন্ সন্ধ্যামুপাসিত্বা স্নাত্বা জপ্ত্বা চ বানরঃ।
উত্তরং সাগরং প্রায়াৎ বহমানো দশাননম্ ॥ ২৯
বহুযোজনসাহস্রং তমধ্বানং মহাহরিঃ।
বায়ুবচ্চ মনোবচ্চ জগাম সহ শত্রুণা ॥ ৩০
উত্তরে সাগরে সন্ধ্যামুপাসিত্বা দশাননম্।
বহমানোহগমদ্বালী পূর্ব্বং বৈ স মহোদধিম্ ॥ ৩১
তত্রাপি সন্ধ্যামন্বাস্য বাসবিঃ স হরীশ্বরঃ।
কিষ্কিন্ধ্যামভিতো গৃহ্য রাবণং পুনরাগমৎ ॥ ৩২
চতুর্ষ্বপি সমুদ্রেষু সন্ধ্যামন্বাস্য বানরঃ।
রাবণোদ্বহনশ্রান্তঃ কিষ্কিন্ধ্যোপবনেহপতৎ ॥ ৩৩
রাবণং তু মুমোচাথ স্বকক্ষাৎ কপিসত্তমঃ।
কুতস্ত্বমিতি চোবাচ প্রহসন্ রাবণং মুহুঃ ॥ ৩৪
বিস্ময়ন্তু মহদ্গত্বা শ্রমলোলনিরীক্ষণঃ।
রাক্ষসেন্দ্রো হরীন্দ্রং তমিদং বচনমব্রবীৎ ॥ ৩৫
বানরেন্দ্র মহেন্দ্রাভ রাক্ষসেন্দ্রোহস্মি রাবণঃ।
যুদ্ধেপ্সুরিহ সম্প্রাপ্তঃ স চাদ্যাসাদিতস্ত্বয়া ॥ ৩৬
অহো বলমহো বীর্য্যমহো গাম্ভীর্য্যমেব চ।
যেনাহং পশুবদ্‌গৃহ্য ভ্রামিতশ্চতুরোহর্ণবান্ ॥ ৩৭
এবমশ্রান্তবদ্বীর শীঘ্রমেব চ বানর।
মাঞ্চৈবোদ্বহমানস্তু কোহন্যো বীর ভবিষ্যতি ॥ ৩৮
ত্রয়াণামেব ভূতানাং গতিরেষা প্লবঙ্গম।
মনোহনিলসুপর্ণানাং তব চাত্র ন সংশয়ঃ ॥ ৩৯
সোহহং দৃষ্টবলস্তুভ্যমিচ্ছামি হরিপুঙ্গব।
ত্বয়া সহ চিরং সখ্যং সুস্নিগ্ধং পাবকাগ্রতঃ ॥ ৪০
দারাঃ পুত্রাঃ পুরং রাষ্ট্রং ভোগাচ্ছাদনভোজনম্।
সর্ব্বমেবাবিভক্তং নৌ ভবিষ্যতি হরীশ্বর ॥ ৪১
ততঃ প্রজ্বালয়িত্বাগ্নিং তাবুভৌ হরিরাক্ষসৌ।
ভ্রাতৃত্বমুপসম্পন্নৌ পরিষ্বজ্য পরস্পরম্ ॥ ৪২

মান্ যেমন শোভা পান, শূন্যস্থিত বালী, অনুগামী রাক্ষসগণের দ্বারা সেইরূপ দীপ্তি পাইতে লাগিলেন। সেই রাক্ষসবরেরা বালীকে ধরিতে পারিল না বরং তাহার বাহু এবং ঊরুর বেগে পরিশ্রান্ত হইয়া স্থির ভাবে অবস্থিতি করিতে লাগিল। পর্ব্বতেন্দ্র সকলও গতিশীল বালির গমনপথ হইতে সরিয়া যায়, সুতরাং রক্ত এবং মাংসসম্পন্ন প্রাণিগণের ত কথাই নাই। মহাবেগবান্ বানরেন্দ্র বালী, পক্ষিগণ অপেক্ষা অল্প কালের মধ্যে ক্রমে ক্রমে সাগর সকলে যাইয়া প্রাতঃকালীন্ সন্ধ্যার ধ্যেয় দেবতার ধ্যান করিতে লাগিলেন। অন্তরিক্ষচারিপ্রবর বালী, রাবণসহ খেচরগণকর্তৃক সম্পূজিত হইয়া পশ্চিমসমুদ্রে উপনীত হইলেন। তাহাতে স্নান করিয়া সন্ধ্যা উপাসনা এবং জপ করত বালী রাবণকে লইয়া উত্তরসাগরে প্রস্থান করিলেন। সেই মহাবানর, শত্রু রাবণকে কক্ষে করিয়া বহুযোজন-বিস্তৃত পথ—বায়ু এবং মনের ন্যায় দ্রুত গমন করিলেন। ২৭—৩০। বালী উত্তরসাগরে সন্ধ্যা উপাসনা করিয়া রাবণকে লইয়া পূর্ব্ব-মহাসাগরে গেলেন। ইন্দ্রতনয় বানরবর বালী তথায় সন্ধ্যা-বন্দনা সমাপন করিয়া রাবণকে লইয়া পুনরায় কিষ্কিন্ধ্যার অভিমুখে প্রস্থান করিলেন। বানর, চারিটী সাগরে সন্ধ্যা-বন্দনা করিয়া রাবণকে বহন করত ক্লান্ত হইয়া কিষ্কিন্ধ্যার উপবনে উপনীত হইলেন। পরে কপিশ্রেষ্ঠ বালী নিজ কক্ষদেশ হইতে রাবণকে মুক্ত করিলেন এবং বার বার পরিহাসপূর্ব্বক তাহাকে কহিলেন,—'তুমি কোথা হইতে আসিয়াছ?' রাক্ষসরাজ রাবণ যারপর নাই বিস্মিত হইয়া শ্রমবশতঃ চঞ্চল চক্ষে সেই বানরশ্রেষ্ঠকে কহিলেন। ৩১—৩৫। 'মহেন্দ্রসদৃশ বানররাজ! আমি লঙ্কাধিপতি রাবণ, আপনার সহিত যুদ্ধ করিবার ইচ্ছায় এখানে আসিয়াছিলাম, কিন্তু আপনি আমাকে কক্ষমধ্যে রাখিয়াছিলেন। বীর! আপনি আমাকে পশুর ন্যায় ধরিয়া চারিটী সাগরে লইয়া গিয়াছেন; সুতরাং আপনার গাম্ভীর্য্য, বীর্য্য এবং বল সমস্ত অদ্ভুত। বীর বানর! আপনি আমাকে এইরূপে শীঘ্র বহন করিয়াও ক্লান্তি বোধ করেন নাই;—আমাকে এরূপভাবে বহন করিতে আর কে পারে? প্লবঙ্গম! মন, বায়ু এবং গরুড় এই ভূতত্রয়েরই এইরূপ গতি ছিল,—আপনারও সেইরূপ গতিশক্তি আছে, ইহাতে সন্দেহ নাই। বানরবর! আপনার বল আমি স্বচক্ষে দেখিলাম, সুতরাং অগ্নিসম্মুখে আপনার সহিত সুস্নিগ্ধ চিরবন্ধুত্ব করিতে ইচ্ছা করি। ৩৬—৪০। বানরেশ্বর! স্ত্রী, পুত্র, গৃহ, রাজ্য, ভোগ, আচ্ছাদন, ভোজন, এই সমস্তই আমাদের অবিভক্ত হইবে।' পরে সেই বানর এবং রাক্ষস অগ্নি প্রজ্বালিত করিলেন এবং পরস্পর আলিঙ্গন করিয়া উভয়ে ভ্রাতৃত্ব স্থাপন করি-

অন্যোন্যং লম্বিতকরৌ ততস্তৌ হরিরাক্ষসৌ।
কিষ্কিন্ধ্যাং বিশতুর্হৃষ্টৌ সিংহৌ গিরিগুহামিব ॥ ৪৩
স তত্র মাসমুষিতঃ সুগ্রীব ইব রাবণঃ।
অমাত্যৈরাগতৈর্নীতস্ত্রৈলোক্যোৎসাদনার্থিভিঃ ॥ ৪৪
এবমেতৎ পুরাবৃত্তং বালিনা রাবণঃ প্রভো।
ধর্ষিতশ্চ কৃতশ্চাপি ভ্রাতা পাবকসন্নিধৌ ॥ ৪৫
বলমপ্রতিমং রাম বালিনোঽভবদুত্তমম্।
সোঽপি ত্বয়া বিনির্দ্দগ্ধঃ শলভো বহ্নিনা যথা ॥ ৪৬

ইত্যুত্তরকাণ্ডে একোনচত্বারিংশঃ সর্গঃ ॥ ৩৯ ॥

চত্বারিংশঃ সর্গঃ।

অপৃচ্ছত তদা রামো দক্ষিণাশাশ্রয়ং মুনিম্।
প্রাঞ্জলির্বিনয়োপেত ইদমাহ বচোঽর্থবৎ ॥ ১
অতুলং বলমেতদ্বৈ বালিনো রাবণস্য চ।
ন ত্বেতাভ্যাং হনুমতা সমং ত্বিতি মতির্মম ॥ ২
শৌর্য্যং দাক্ষ্যং বলং ধৈর্য্যং প্রাজ্ঞতা নয়সাধনম্।
বিক্রমশ্চ প্রভাবশ্চ হনূমতি কৃতালয়ঃ ॥ ৩
দৃষ্ট্বৈব সাগরং বীক্ষ্য সীদন্তীং কপিবাহিনীম্।
সমাশ্বাস্য মহাবাহুর্যোজনানাং শতং প্লুতঃ ॥ ৪
ধর্ষয়িত্বা পুরীং লঙ্কাং রাবণান্তঃপুরং তদা।
দৃষ্টা সম্ভাষিতা চাপি সীতা হ্যাশ্বাসিতা তথা ॥ ৫
সেনাগ্রগা মন্ত্রিসুতাঃ কিঙ্করা রাবণাত্মজাঃ।
এতে হনুমতা তত্র একেন বিনিপাতিতাঃ ॥ ৬
ভূয়ো বন্ধাদ্বিমুক্তেন ভাষয়িত্বা দশাননম্।
লঙ্কা ভস্মীকৃতা যেন পাবকেনেব মেদিনী ॥ ৭
ন কালস্য ন শক্রস্য ন বিষ্ণোর্বিত্তপস্য চ।
কর্ম্মাণি তানি শ্রূয়ন্তে যানি যুদ্ধে হনূমতঃ ॥ ৮
এতস্য বাহুবীর্য্যেণ লঙ্কা সীতা চ লক্ষ্মণঃ।
প্রাপ্তো ময়া জয়শ্চৈব রাজ্যং মিত্রাণি বান্ধবাঃ ॥ ৯
হনূমান্ যদি মে ন স্যাদ্বানরাধিপতেঃ সখা।
প্রবৃত্তিমপি কো বেত্তুং জানক্যাঃ শক্তিমান্ ভবেৎ ॥ ১০
কিমর্থং বালী চৈতেন সুগ্রীবপ্রিয়কাম্যয়া।
তদা বৈরে সমুৎপন্নে ন দগ্ধো বীরুধো যথা ॥ ১১
ন হি বেদিতবান্ মন্যে হনূমানাত্মনো বলম্।
যদ্দৃষ্টবান্ জীবিতেষ্টং ক্লিশ্যন্তং বানরাধিপম্।
এতন্মে ভগবন্ সর্ব্বং হনূমতি মহামুনে।
বিস্তরেণ যথাতত্ত্বং কথয়ামরপূজিত ॥ ১৩

লেন। অবশেষে সেই বানর এবং রাক্ষস হৃষ্টচিত্তে উভয়ের উভয়ে হাত ধরিয়া গিরিগুহায় সিংহযুগলের ন্যায়, কিষ্কিন্ধ্যায় প্রবেশ করিলেন। পরে ত্রিভুবন-বিনাশাভিলাষী সমাগত সচিবগণের সহিত সম্মিলিত হইয়া রাবণ, সুগ্রীবের ন্যায় একমাস কিষ্কিন্ধ্যায় বাস করিল। প্রভো! বালী, রাবণকে এইরূপ নিপীড়িত করিয়া অবশেষে অগ্নি সন্নিধানে তাহার সহিত বন্ধুত্ব স্থাপন করেন, এই সেই পুরাবৃত্ত কীর্ত্তন করিলাম। রাম! বালীর অতুলনীয় উত্তম বল ছিল; কিন্তু অগ্নি যেমন পতঙ্গকে দগ্ধ করেন, তদ্রূপ তুমি সেই বালীকেও দগ্ধ করিয়াছ।' ৪১—৪৬।

চত্বারিংশ সর্গ।

তখন জিজ্ঞাসু রাম বিনীত হইয়া করযোড়ে দক্ষিণ-দিগ্বাসী মুনিকে এই অর্থযুক্ত কথা বলিলেন, —"বালী এবং রাবণের এই বলের তুলনা নাই, কিন্তু আমার মনে হয়, ইহাদের বল হনুমানের সমান নহে। বিশেষতঃ শৌর্য্য, ধৈর্য্য, বল, ক্ষিপ্রকারিতা, প্রাজ্ঞতা, নয়সাধন, বিক্রম এবং প্রভাব—সকলই হনুমানে প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। সাগর দেখিয়া বানরসৈন্য অবসন্ন হইল। মহাবাহু হনুমান্ ইহা দেখিয়া তাহাদিকে আশ্বস্ত করিয়া শতযোজন সাগর উল্লম্ফনদ্বারা উত্তীর্ণ হইলেন। তখন লঙ্কাপুরীর অধিষ্ঠাত্রী দেবতাকে নিগৃহীত করিয়া রাবণের অন্তঃপুরমধ্যে সীতার দর্শন লাভ করিয়া সম্ভাষণপূর্ব্বক তাঁহাকে আশ্বস্ত করিয়াছিলেন! এমন কি, সেনাপতিগণ, মন্ত্রিতনয়গণ, ভৃত্যগণ, এবং রাবণ-পুত্রকে হনুমান্ একাকীই তথায় নিহত করিয়াছেন। পুনরায় হনুমান্ ব্রহ্মাস্ত্রের বন্ধন হইতে বিমুক্ত হইয়া রাবণের সহিত সম্ভাষণপূর্ব্বক অগ্নিসংযোগে মেদিনীর ন্যায়, লঙ্কানগরী ভস্মীভূত করিয়াছেন। যুদ্ধে হনুমানের যেরূপ পরাক্রম দেখিয়াছি, তাহা যম, ইন্দ্র, বিষ্ণু বা কুবেরেরও শ্রুত হয় না। ইঁহার বাহুবলপ্রভাবে রাজ্য, জয়, মিত্র, বান্ধব, লক্ষ্মণ এবং সীতাকে পাইয়াছি এবং লঙ্কা আমার বশীভূতা হইয়াছিল। এমন কি, বানরাধিপতির সখা হনুমান্ যদি আমার সহায় না হইতেন, তাহা হইলে জানকীর অনুসন্ধান করিতে আর কে পারিত? ১—১০। শত্রুতা সমুৎপন্ন হইলে, হনুমান্ সুগ্রীবের প্রিয়কামনায় সেই সময়-তরুর ন্যায় বালীকে দগ্ধ করেন নাই কেন? প্রাণ অপেক্ষা প্রিয়তর বানররাজ সুগ্রীবের কষ্ট দেখিয়াছিলেন; সুতরাং আমি বিবেচনা করি, হনুমান্ তখন নিজের বল জানিতেন না। দেব-

রাঘবস্য বচঃ শ্রুত্বা হেতুযুক্তমৃষিস্ততঃ।
হনূমতঃ সমক্ষং তমিদং বচনমব্রবীৎ ॥ ১৪
সত্যমেতদ্রঘুশ্রেষ্ঠ যদ্ব্রবীষি হনূমতি।
ন বলে বিদ্যতে তুল্যো ন গতৌ ন মতৌ পরঃ ॥ ১৫
অমোঘশাপৈঃ শাপস্তু দত্তোঽস্য মুনিভিঃ পুরা।
ন বেত্তা হি বলং সর্ব্বং বলী সন্নরিমর্দ্দন ॥ ১৬
বাল্যেঽপ্যেতেন যৎ কর্ম্ম কৃতং রাম মহাবল।
তন্ন বর্ণয়িতুং শক্যমতিবালতয়াস্য তে ॥ ১৭
যদি বাস্তি ত্বভিপ্রায়ঃ সংশ্রোতুং তব রাঘব।
সমাধায় মতিং রাম নিশাময় বদাম্যহম্ ॥ ১৮
সূর্য্যদত্তবরস্বর্ণঃ সুমেরুর্নাম পর্ব্বতঃ।
যত্র রাজ্যং প্রশাস্ত্যস্য কেশরী নাম বৈ পিতা ॥ ১৯
তস্য ভার্য্যা বভূবেষ্টা হ্যঞ্জনেতি পরিশ্রুতা।
জনয়ামাস তস্যাং বৈ বায়ুরাত্মজমুত্তমম্ ॥ ২০
শালিশূকনিভাভাসং প্রাসূতেমং তদাঞ্জনা।
ফলান্যাহর্ত্তুকামা বৈ নিষ্ক্রান্তা গহনে বরা ॥ ২১
এষ মাতুর্বিয়োগাচ্চ ক্ষুধয়া চ ভৃশার্দ্দিতঃ।
রুরোদ শিশুরত্যর্থং শিশুঃ শরবণে যথা ॥ ২২
তদোদ্যন্তং বিবস্বন্তং জবাপুষ্পোৎকরোপমম্।
দদর্শ ফললোভাচ্চ হ্যুৎপপাত রবিং প্রতি ॥ ২৩
বালার্কাভিমুখো বালো বালার্ক ইব মূর্ত্তিমান্।
গ্রহীতুকামো বালার্কং প্লবতেঽম্বরমধ্যগঃ ॥ ২৪
এতস্মিন্ প্লবমানে তু শিশুভাবে হনূমতি।
দেবদানবযক্ষাণাং বিস্ময়ঃ সুমহানভূৎ ॥ ২৫
নাপ্যেবং বেগবান্ বায়ুর্গরুড়ো ন মনস্তথা।
যথায়ং বায়ুপুত্রস্তু ক্রমতেঽম্বরমুত্তমম্ ॥ ২৬
যদি তাবচ্ছিশোরস্য ঈদৃশো গতিবিক্রমঃ।
যৌবনং বলমাসাদ্য কথং বেগো ভবিষ্যতি ॥ ২৭
তমনুপ্লবতে বায়ুঃ প্লবন্তং পুত্রমাত্মনঃ।
সূর্য্যদাহভয়াদ্রক্ষংস্তুষারচয়শীতলঃ ॥ ২৮
বহুযোজনসাহস্রং ক্রামত্যেষ গতোঽম্বরম্।
পিতুর্বলাচ্চ বাল্যাচ্চ ভাস্করাভ্যাসমাগতঃ ॥ ২৯
শিশুরেষ ত্বদোষজ্ঞ ইতি মত্বা দিবাকরঃ।
কার্য্যং চাস্মিন্ সমায়ত্তমিত্যেবং ন দদাহ সঃ ॥ ৩০
যমেব দিবসং হ্যেষ গ্রহীতুং ভাস্করং প্লুতঃ। ৷

পূজিত ভগবন্ মহামুনে! আমি হনুমানের বিষয় যে যে কথা জিজ্ঞাসা করিলাম, আপনি সেই সকল বিবরণ বিস্তারপূর্ব্বক যথার্থ বর্ণন করুন।” অগস্ত্য মুনি, রামচন্দ্রের হেতুসমন্বিত কথা শুনিয়া হনুমানের সম্মুখেই তাহাকে বলিলেন,—‘রঘুশ্রেষ্ঠ! আপনি হনুমানের বিষয়ে যাহা বলিলেন, তাহা সত্য; বল, গতি বা বুদ্ধিবিষয়ে হনুমানের সদৃশ কেহ বিদ্যমান নাই। ১১—১৫। অরিন্দম! যাঁহাদের শাপ কখন ব্যর্থ হয় না, সেই মুনিসকল, পুরাকালেই ইহাঁকে শাপ দিয়াছেন, সেই জন্য হনুমান্ বলবান্ হইয়াও নিজের সমস্ত বল জানে না। মহাবল রাম! হনুমান্ অতি শৈশববশত বাল্যকালে যে দুষ্কর কার্য্য করিয়াছে, তোমার নিকটে ইহার সেই কার্য্য বর্ণন করিতে পারি না। অথবা রাম! যদি তোমার শুনিবার একান্ত ইচ্ছা হইয়া থাকে, তাহা হইলে তুমি অবহিতচিত্তে শ্রবণ কর, আমি বলিতেছি। সূর্য্যের বরপ্রভাবে স্বর্ণরূপী সুমেরুনামক এক পর্ব্বত আছে; ইহার পিতা কেশরী তথায় রাজ্য শাসন করিতেছেন। অঞ্জনানাম্নী সুবিখ্যাতা তাঁহার প্রিয়তমা এক পত্নী ছিল, বায়ু তাহার গর্ভে এক ঔরস উত্তম পুত্র উৎপাদন করেন। ১৬—২০। তৎকালে বরাঙ্গনা অঞ্জনা, শাল্যগ্র-সমান-কান্তি এই শিশু প্রসব করিয়া ফল সংগ্রহ করিতে অভিলাষ করিয়া বনমধ্যে প্রবেশ করিল। এই শিশু ক্ষুধাবশতঃ এবং মাতাকে না দেখিয়া অতিশয় পীড়িত হইয়া, শরবণে কার্ত্তিকের ন্যায়, অত্যন্ত ক্রন্দন করিতে লাগিল। তৎকালে জবাকুসুমতুল্য লোহিতবর্ণ সূর্য্য উদিত হইতেছিলেন, শিশু তাহা দেখিয়া ফল-লালসায় সূর্য্যের অভিমুখে লম্ফ দিল। মূর্ত্তিমান্ নববিভাকরতুল্য ঐ বালক, বালসূর্য্যকে ধরিতে ইচ্ছুক হইয়া তরুণ দিবাকরের দিকে, নভোমণ্ডলের মধ্যপথ দিয়া বেগে ধাবিত হইতে লাগিল। এই হনুমান্ বাল্যাবস্থায় প্লবমান হইলে, কি দেব, কি দানব, কি যক্ষ—সকলেই অতিশয় বিস্মিত হইল। ২১—২৫। এই বায়ুতনয় নভোমণ্ডলকে যেরূপ বেগে অক্লেশে অতিক্রমণ করিতেছে, বায়ু, গরুড় বা মন এরূপ বেগশালী নহেন। এই শিশুরই এইরূপ শীঘ্রগমনে পরাক্রম, যৌবনকালের বল প্রাপ্ত হইলে, ইহার বেগ কিরূপ হইবে?” নিজ পুত্র প্লবমান হইলে, বায়ু তুষারের ন্যায় শীতল হইয়া সূর্য্যের দাহভয় হইতে নিজ পুত্রকে রক্ষা করিতে করিতে তাহার পশ্চাৎ যাইতে লাগিলেন। পিতার শক্তিপ্রভাবে বহুসহস্র যোজন আকাশপথ অতিক্রম করিয়া হনুমান্ শিশুস্বভাববশতঃ সূর্য্যের সন্নিহিত হইল। কিন্তু ‘এ শিশু, অতএব দোষ জানে না, বিশেষতঃ দেবকার্য্য সর্ব্বতোভাবে ইহার আয়ত্ত’ সূর্য্য এই মনে করিয়াই ইহাকে দগ্ধ করিলেন না। ২৬—৩০। এই বায়ু

তমেব দিবসং রাহুর্জিঘৃক্ষতি দিবাকরম্। ৩১
অনেন চ পরামৃষ্টো রাম সূর্য্যরথোপরি।
অপক্রান্তস্ততস্ত্রস্তো রাহুশ্চন্দ্রার্কমর্দ্দনঃ। ৩২
ইন্দ্রস্য ভবনং গত্বা সরোষঃ সিংহিকাসুতঃ।
অব্রবীদ্ভ্রুকুটীং কৃত্বা দেবং দেবগণৈর্বৃতম্। ৩৩
বুভুক্ষাপনয়ং দত্বা চন্দ্রার্কৌ মম বাসব।
কিমিদং তত্ত্বয়া দত্তমন্যস্য বলবৃত্রহন্॥ ৩৪
অদ্যাহং পর্ব্বকালে তু জিঘৃক্ষুঃ সূর্য্যমাগতঃ।
অথান্যো রাহুরাসাদ্য জগ্রাহ সহসা রবিম্। ৩৫
স রাহোর্ব্বচনং শ্রুত্বা বাসবঃ সম্ভ্রমান্বিতঃ।
উৎপপাতাসনং হিত্বা উদ্বহন্ কাঞ্চনীং স্রজম্। ৩৬
ততঃ কৈলাসকূটাভং চতুর্দ্দন্তং মদস্রবম্।
শৃঙ্গারধারিণং প্রাংশুং স্বর্ণঘণ্টাট্টহাসিনম্। ৩৭
ইন্দ্রঃ করীন্দ্রমারুহ্য রাহুং কৃত্বা পুরঃসরম্।
প্রায়াদ্যত্রাভবৎ সূর্য্যঃ সহানেন হনূমতা। ৩৮
অথাতিরভসো নাগাদ্রাহুরুৎসৃজ্য বাসবম্।
অনেন চ স বৈ দৃষ্ট অধাবৎ শৈলকূটবৎ। ৩৯
ততঃ সূর্য্যং সমুৎসৃজ্য রাহুং ফলমবেত্য চ।
উৎপপাত পুনর্ব্ব্যোম গ্রহীতুং সিংহিকাসুতম্। ৪০
উৎসৃজ্যার্কমিমং রাম প্রধাবন্তং প্লবঙ্গমম্।
অবেক্ষ্যৈবং পরাবৃত্তো মুখশেষঃ পরাঙ্মুখঃ। ৪১
ইন্দ্রমাশংসমানস্তু ত্রাতারং সিংহিকাসুতঃ।
ইন্দ্র ইন্দ্রেতি সন্ত্রাসান্মুহুর্মুহুরভাষত। ৪২
রাহোর্ব্বিক্রোশমানস্য প্রাগেবালক্ষিতং স্বরম্।
শ্রুত্বেন্দ্রোবাচ মা ভৈষ রহমেনং নিসূদয়ে। ৪৩
ঐরাবতং ততো দৃষ্ট্বা মহত্তদিদমিত্যপি।
ফলন্তং হস্তিরাজানমভিদুদ্রাব মারুতিঃ॥ ৪৪
তথাস্য ধাবতো রূপমৈরাবতজিঘৃক্ষয়া।
মুহূর্ত্তমভবদ্ঘোরমিন্দ্রাগ্নিপরিভাস্বরম্॥ ৪৫
এবমাধাবমানস্তু নাতিক্রুদ্ধঃ শচীপতিঃ।
হস্তাদভিমুক্তেন কুলিশেনাভ্যতাড়য়ৎ॥ ৪৬
ততো গিরৌ পপাতৈষ ইন্দ্রবজ্রাভিতাড়িতঃ।
পতমানস্য চৈতস্য বামা হনুরভজ্যত॥ ৪৭
ততোঽস্মিন্ পতিতে চাপি বজ্রতাড়নবিহ্বলে।
চুক্রোধেন্দ্রায় পবনঃ প্রজানামহিতায় সঃ। ৪৮
প্রচারং স তু সংগৃহ্য প্রজাস্বন্তর্গতঃ প্রভুঃ।
গুহাং প্রবিষ্টঃ স্বসুতং শিশুমাদায় মারুতঃ। ৪৯

যে দিনই ভাস্করকে ধরিবার জন্য উৎপ্লুত হয়, সেই দিনই রাহু সূর্য্যকে গ্রাস করিতে যায়; কিন্তু এই হনূমান্ সূর্য্যদেবের রথের উপরি রাহুকে স্পর্শ করে, এই জন্য চন্দ্র-সূর্য্যবিমর্দ্দনকারী রাহু ভীত হইয়া সূর্য্যমণ্ডল হইতে পলায়ন করে। রাহু কোপবশতঃ ইন্দ্রালয়ে উপস্থিত হইয়া ভ্রুকুটীপূর্ব্বক দেবগণে পরিবেষ্টিত দেবরাজকে বলিল—'বাসব। আমার ক্ষুধা-নিবারণের জন্য আপনি চন্দ্র এবং সূর্য্যকে আমায় দান করিয়াছেন; বলবৃত্রহন্ ইন্দ্র! আপনি এক্ষণে তাহা অন্যকে দান করিয়াছেন কেন? পর্ব্বকাল উপস্থিত হওয়ায় অদ্য গ্রহণাভিলাষী হইয়া আমি সূর্য্যসন্নিধানে গিয়াছিলাম; কিন্তু হঠাৎ আর একটী রাহু আসিয়া সূর্য্যকে গ্রাস করিল।' ৩১—৩৫। ইন্দ্র রাহুর কথা শুনিয়া ত্রস্তভাবে কাঞ্চনমালা ধারণ করিয়া আসন হইতে উত্থিত হইলেন। পরে কৈলাসশিখর তুল্য চতুর্দ্দন্ত, মদস্রাবী, শৃঙ্গারবেশধারী, অতীব উন্নত, স্বর্ণঘণ্টার শব্দরূপ অট্টহাস্যকারী গজশ্রেষ্ঠ ঐরাবতে আরোহণ করত রাহুকে অগ্রে লইয়া যে স্থানে এই হনূমানের সহিত সূর্য্য অবস্থিতি করিতেছিলেন, ইন্দ্র তথায় গমন করিলেন, কিন্তু রাহু ইন্দ্রকে ছাড়িয়া দ্রুতবেগে তাঁহার পূর্ব্বেই তথায় গিয়া উপস্থিত হইল। তখন সেই রাহু এই ভীমকায় হনূমান্‌কর্ত্তৃক দৃষ্ট হইয়া বেগে ধাবিত হইল। পরে রাহুকে একটী ফল মনে করিয়া সূর্য্যকে পরিত্যাগপূর্ব্বক রাহুকে ধরিবার ইচ্ছায় হনূমান্ পুনরায় আকাশে উৎপতিত হইল। ৩৬—৪০। রাম! এই বানর হনমান্ সূর্য্যকে ছাড়িয়া ধাবিত হইলে, মুখমাত্রঅবশিষ্ট রাহু ইহার বৃহৎ শরীর দর্শনে পরাঙ্মুখ হইয়া প্রত্যাবৃত্ত হইল। পরন্তু সিংহিকাসুত রাহু পরিত্রাতা বাসবকে বলিবার ইচ্ছায় ভয়বশতঃ পুনঃপুনঃ 'ইন্দ্র ইন্দ্র' এই কথা বলিতে লাগিল। ইন্দ্র পূর্ব্বলক্ষিত রাহুর কাতর স্বর শুনিয়া কহিলেন,—'ভয় নাই, আমি ইহাকে বধ করিতেছি।' পরে বায়ুতনয় হনুমান্ ঐরাবতকে দেখিয়া এই ফল আরও বড় এই বিবেচনায় সেই হস্তিশ্রেষ্ঠের দিকে ধাবিত হইল। রামচন্দ্র! হনূমান্ ঐরাবতকে ধরিবার ইচ্ছায় ধাবিত হইলে, মুহূর্ত্তকালমধ্যে ইহার রূপ কালানলের ন্যায় ঘোরতর হইল। ৪১—৪৮। কিন্তু শচীপতি ইন্দ্র অতিশয় কুপিত না হইয়াই এইরূপে ধাবমান হনূমানকে হস্তনির্ম্মুক্ত বজ্রদ্বারা আঘাত করিলেন। ইন্দ্রের বজ্রপ্রহারে তাড়িত হইয়া এই হনূমান্ পর্ব্বতোপরি পতিত হইল এবং তথায় পড়ায় ইহার বামহনু ভাঙ্গিয়া গেল। এই হনূমান্ বজ্রাঘাতে আকুল হইয়া পড়িলে, পবন প্রজাগণের অহিত বাসনায় ইন্দ্রের প্রতি ক্রুদ্ধ হইলেন। সমগ্র জগতের প্রবর্ত্তক সর্ব্ব-

বিণ্মূত্রাশয়মাবৃত্য প্রজানাং পরমার্ত্তিকৃৎ।
রুরোধ সর্ব্বভূতানি যথা বর্ষাণি বাসবঃ॥ ৫০
বায়ুপ্রকোপাদ্ভূতানি নিরুচ্ছ্বাসানি সর্ব্বতঃ।
সন্ধিভির্ভিদ্যমানৈশ্চ কাষ্ঠভূতানি জজ্ঞিরে॥ ৫১
নিঃস্বাধ্যায়বষট্কারং নিষ্ক্রিয়ং ধর্ম্মবর্জ্জিতম্।
বায়ুপ্রকোপাৎ ত্রৈলোক্যং নিরয়স্থমিবাভবৎ॥ ৫২
ততঃ প্রজাঃ সগন্ধর্ব্বাঃ সদেবাসুরমানুষাঃ।
প্রজাপতিং সমাধাবন্ দুঃখিতাশ্চ সুখেচ্ছয়া॥ ৫৩
ঊচুঃ প্রাঞ্জলয়ো দেবা মহোদরনিভোদরাঃ।
ত্বয়া তু ভগবন্ সৃষ্টাঃ প্রজা নাথ চতুর্ব্বিধাঃ॥ ৫৪
ত্বয়া দত্তোঽয়মস্মাকমায়ুষঃ পবনঃ পতিঃ।
সোঽস্মান্ প্রাণেশ্বরো ভূত্বা কস্মাদেষোঽদ্য সত্তম॥ ৫৫
রুরোধ দুঃখং জনয়ন্নন্তঃপুর ইব স্ত্রিয়ঃ।
তস্মাত্ত্বাং শরণং প্রাপ্তা বায়ুনোপহতা বয়ম্॥ ৫৬
বায়ুসংরোধজং দুঃখমিদং নো নুদ দুঃখহন্।
এতৎ প্রজানাং শ্রুত্বা তু প্রজানাথঃ প্রজাপতিঃ॥ ৫৭
কারণাদিতি চোক্ত্বাসৌ প্রজাঃ পুনরভাষত।
যস্মিংশ্চ কারণে বায়ুশ্চুক্রোধ চ রুরোধ চ॥ ৫৮
প্রজাঃ শৃণুধ্বং তৎসর্ব্বং শ্রোতব্যং চাত্মনঃ ক্ষমম্।
পুত্রস্তস্যামরেশেন ইন্দ্রেণাদ্য নিপাতিতঃ॥ ৫৯
রাহোর্বচনমাস্থায় ততঃ সকুপিতোঽনিলঃ।
অশরীরঃ শরীরেষু বায়ুশ্চরতি পালয়ন্॥ ৬০
শরীরং হি বিনা বায়ুং সমতাং যাতি দারুভিঃ।
বায়ুঃ প্রাণঃ সুখং বায়ুর্বায়ুঃ সর্ব্বমিদং জগৎ॥ ৬১
বায়ুনা সম্পরিত্যক্তং ন সুখং বিন্দতে জগৎ।
অদ্যৈব চ পরিত্যক্তং বায়ুনা জগদায়ুষা॥ ৬২
অদ্যৈব তে নিরুচ্ছ্বাসাঃ কাষ্ঠকুড্যোপমাঃ স্থিতাঃ।
তদ্যামস্তত্র যত্রাস্তে মারুতো রুক্প্রদো হি নঃ।
মা বিনাশং গমিষ্যামঃ অপ্রসাদ্যাদিতেঃ সুতম্॥ ৬৩

ততঃ প্রজাভিঃ সহিতঃ প্রজাপতিঃ।
সদেবগন্ধর্ব্বভুজঙ্গগুহ্যকৈঃ।
জগাম যত্রাস্যতি তত্র মারুতঃ।
সুতং সুরেন্দ্রাভিহতং প্রগৃহ্য সঃ॥ ৬৪
ততোঽর্কবৈশ্বানরকাঞ্চনপ্রভং
সুতং তদোৎসঙ্গগতং সদাগতেঃ।

দেহান্তর্গত বায়ু নিজ বেগ স্থগিত করিয়া তাঁহার শিশু পুত্রকে লইয়া গুহামধ্যে প্রবেশ করিলেন। এমন কি ইন্দ্র যেমন বর্ষণ আবরণপূর্ব্বক জীব সকলকে নিরোধ করেন, সেইরূপ তিনি পরম ক্লেশদায়ক প্রজাদিগের মলমূত্রাশয় আবরণ করিয়া প্রাণিগণকে নিরুদ্ধ করিলেন। ৪৬—৫০। অতএব বায়ুর কোপবশতঃ প্রাণিগণের সর্ব্বতোভাবে শ্বাস রুদ্ধ হইল এবং সন্ধি সকল ভিদ্যমান হওয়ায় তাহারা কাষ্ঠবৎ হইয়া রহিল; এমন কি সমস্ত ত্রিভুবন বায়ুর কোপবশতঃ অধ্যয়ন, যাগ, ধর্ম্ম এবং ক্রিয়াবিহীন হইয়া অতীব দুঃখার্ত্তের ন্যায় হইল। অবশেষে দেবতা, গন্ধর্ব্ব, অসুর এবং মানুষ প্রভৃতি প্রজাগণ দুঃখিত হইয়া সুখ বাসনায় প্রজাপতির নিকটে উপস্থিত হইলেন। বায়ুরোধ হওয়ায় উদরী রোগীর ন্যায় স্ফীতোদর দেবতাগণ করযোড়ে বলিলেন,—"ভগবন্ প্রজাপতে! আপনি চতুর্ব্বিধ প্রাণী সৃষ্টি করিয়াছেন। সত্তম! আপনি পবনকে আমাদিগের আয়ুর অধিপতি করিয়া দিয়াছেন, কিন্তু সেই বায়ু আমাদের প্রাণেশ্বর হইয়া হঠাৎ অদ্য কষ্ট দিয়া আমাদিগকে অন্তঃপুরমধ্যে স্ত্রীগণের ন্যায় অবরোধ করিয়াছেন। ৫১—৫৫। সুতরাং আমরা বায়ুকর্ত্তৃক উপহত হইয়া আপনার শরণাপন্ন হইলাম। দুঃখহন্! আপনি আমাদের এই বায়ুসংরোধজনিত কষ্ট দূর করুন।' প্রজাপতি ব্রহ্মা প্রজাগণের এই কথা শুনিয়া 'ইহার কারণ আছে' এই কথা বলিয়া পুনরায় কহিতে লাগিলেন,—'প্রজাগণ! যে কারণে বায়ু কুপিত হইয়া রোধ করিয়াছেন, তাহা আমার বলা উচিত এবং তোমাদেরও শ্রবণ করা কর্ত্তব্য; সুতরাং তোমরা তাহা শুন। দেবরাজ ইন্দ্র, রাহুর কথায় বিশ্বাস করিয়া অদ্য বায়ুর পুত্রকে নিহত করিয়াছেন, সেই কারণে বায়ু কুপিত হইয়াছেন। বায়ু অশরীর হইয়া পালন করত সমগ্র প্রাণীর শরীরেই বিচরণ করিতেছেন। ৫৬—৬০। বিশেষতঃ বায়ুভিন্ন জীবের দেহ কাষ্ঠবৎ হয়; সুতরাং বায়ুই প্রাণ, বায়ুই সমগ্র জগৎ। পরমায়ুরূপ বায়ু সদ্যই জগৎ পরিত্যাগ করিয়াছেন, এইজন্যই বায়ুকর্ত্তৃক ত্যক্ত হইয়া জগতের জীবগণ সুখ লাভ করিতে পারিতেছে না। অদ্যই তোমরা বায়ুকর্ত্তৃক নিরুচ্ছ্বাস হইয়া কাষ্ঠ এবং কুড্যের ন্যায় হইয়াছ, সুতরাং আমাদের পীড়াপ্রদ পবন যথায় আছেন, আমরা তথায় গমন করি। বিশেষতঃ অদিতি-নন্দন বায়ুকে প্রসন্ন না করিলে, নিশ্চয়ই আমরা বিনষ্ট হইব। পরিশেষে প্রজাপতি,—দেবতা, গন্ধর্ব্ব, সর্প, গুহ্যক প্রভৃতি প্রজাগণ সমভিব্যাহারে যথায় পবন দেবেন্দ্রকর্ত্তৃক অভিহত পুত্রকে লইয়া আসীন আছেন, তথায় উপস্থিত হইলেন। তখন আদিত্য, অনল এবং সুবর্ণসদৃশ দ্যুতিমান্ উৎসঙ্গকে

চতুর্ম্মুখো বীক্ষ্য কৃপামথাকরোৎ
সদেবগন্ধর্ব্বঋষিযক্ষরাক্ষসৈঃ। ৬৫

ইত্যুত্তরকাণ্ডে চত্বারিংশঃ সর্গঃ॥ ৪০॥

একচত্বারিংশঃ সর্গঃ।

ততঃ পিতামহং দৃষ্ট্বা বায়ুঃ পুত্রবধার্দ্দিতঃ।
শিশুকং তং সমাদায় উত্তস্থৌ ত্বরিতস্তদা॥ ১
চলৎকুণ্ডলমৌলিস্রক্‌তপনীয়বিভূষণঃ।
পাদয়োর্ন্যপতদ্বায়ুস্তিরুপস্থায় বেধসে॥ ২
তং তু বেদবিদা তেন লম্বাভরণশোভিনা।
বায়ুমুত্থাপ্য হস্তেন শিশুং তং পরিমৃষ্টবান্‌॥ ৩
স্পৃষ্টমাত্রস্ততঃ সোঽথ সলীলং পদ্মজন্মনা।
জলসিক্তং যথা শস্যং পুনর্জীবিতমাপ্তবান্‌॥ ৪
প্রাণবন্তমিমং দৃষ্ট্বা প্রাণো গন্ধবহো মুদা।
চচার সর্ব্বভূতেষু সন্নিরুদ্ধং যথা পুরা॥ ৫
মরুদ্রোধাদ্বিনির্ম্মুক্তাস্তাঃ প্রজা মুদিতাভবন্‌।
শীতবাতবিনির্ম্মুক্তাঃ পদ্মিন্য ইব সাম্বুজাঃ॥ ৬
ততস্ত্রিযুগ্মস্ত্রিককুৎ ত্রিধামা ত্রিদশার্চ্চিতঃ।
উবাচ দেবতা ব্রহ্মা মারুতপ্রিয়কাম্যয়া॥ ৭

ভো মহেন্দ্রাগ্নিবরুণা মহেশ্বরধনেশ্বরাঃ।
জানতামপি বঃ সর্ব্বং বক্ষ্যামি শ্রূয়তাং হিতম্‌॥ ৮
অনেন শিশুনা কার্য্যং কর্ত্তব্যং বো ভবিষ্যতি।
তদ্দদধ্বং বরান্‌ সর্ব্বে মারুতস্যাস্য তুষ্টয়ে॥ ৯
ততঃ সহস্রনয়নঃ প্রীতিযুক্তঃ শুভাননঃ।
কুশেশয়ময়ীং মালামুৎক্ষিপ্যেদং বচোঽব্রবীৎ॥ ১০
মৎকরোৎসৃষ্টবজ্রেণ হনুরস্য যথা হতঃ।
নাম্না বৈ কপিশার্দ্দূলো ভবিতা হনুমানিতি॥ ১১
অহমস্য প্রদাস্যামি পরমং বরমদ্ভুতম্‌।
ইতঃ প্রভৃতি বজ্রস্য মমাবধ্যো ভবিষ্যতি॥ ১২
মার্ত্তণ্ডস্ত্বব্রবীত্তত্র ভগবাংস্তিমিরাপহঃ।
তেজসোঽস্য মদীয়স্য দদামি শতিকাং কলাম্‌॥ ১৩
যদা তু শাস্ত্রাণ্যধ্যেতুং শক্তিরস্য ভবিষ্যতি।
তদাস্য শাস্ত্রং দাস্যামি যেন বাগ্মী ভবিষ্যতি॥ ১৪
বরুণশ্চ বরং প্রাদান্নাস্য মৃত্যুর্ভবিষ্যতি।
বর্ষাযুতশতেনাপি মৎপাশাদুদকাদপি॥ ১৫
যমো দণ্ডাদবধ্যত্বমরোগত্বঞ্চ নিত্যশঃ।
দদাবস্য বরং তুষ্টঃ অবিষাদঞ্চ সংযুগে॥ ১৬

সদাগতি বায়ুর ক্রোড়ে দেখিয়া চতুর্ম্মুখ,—দেব, গন্ধর্ব্ব, ঋষি, যক্ষ এবং রাক্ষসগণের সহিত তাহার প্রতি কৃপা করিলেন। ৬১—৬৫।

একচত্বারিংশ সর্গ।

পুত্রবধবশতঃ শোকাকুল পবন, তৎকালে পিতামহকে দেখিয়া সেই শিশুকে লইয়া সত্বর উঠিলেন। সুবর্ণময় অলঙ্কারে ভূষিত বায়ু তিনবার সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করিয়া বিধাতার পদতলে পড়িলেন; তখন তাঁহার কুণ্ডল, মালা এবং শিরোভূষণ দুলিতে লাগিল। সেই লম্বমান-অলঙ্কারশোভিত বেদবিদ্‌ বিধাতা, বায়ুকে উঠাইয়া হস্তদ্বারা সেই শিশুর অঙ্গ স্পর্শ করিলেন। তখন কমলযোনি ব্রহ্মা লীলার সহিত এই শিশুকে স্পর্শ করিবামাত্র জলসিক্ত শস্যের ন্যায় সে পুনরায় জীবন লাভ করিল। গন্ধবহ প্রাণভূত বায়ু শিশুতনয় জীবন্ত দেখিয়া আহ্লাদবশতঃ বিরোধ পরিত্যাগপূর্ব্বক পূর্ব্বের ন্যায় সর্ব্বভূতে বিচরণ করিতে লাগিলেন। ১—৫। সেই প্রজাগণও বায়ুর কোপ হইতে মুক্ত হইয়া, শীতবায়ুকর্ত্তৃক পরিত্যক্তা সপদ্মা কমলিনীর ন্যায় প্রীতি লাভ করিলেন। যশ, বীর্য্য, ঐশ্বর্য্য, শ্রী, জ্ঞান এবং বৈরাগ্য-সমন্বিত ত্রিমূর্ত্তি অমরগণপূজ্য ত্রিলোকস্থ ব্রহ্মা, বায়ুর হিতকামনায় দেবগণকে কহিলেন,—মহেন্দ্র, অগ্নি, বরুণ, মহেশ্বর, কুবের প্রভৃতি দেবগণ। তোমাদিগের জানা আছে, সুতরাং তোমাদিগকে সমস্ত হিতজনক কথা কহিতেছি, শ্রবণ কর। এই শিশুদ্বারা তোমাদিগের কর্ত্তব্য কার্য্য সম্পাদিত হইবে, অতএব এই পবনতনয়কে সন্তুষ্ট করিবার জন্য তোমরা ইহাকে বর দাও।' প্রসন্ন-বদন সহস্রাক্ষ বাসব প্রীত হইয়া কাঞ্চনময় পদ্মমালা দিয়া বলিলেন। ৬—১১। আমার করচ্যুত বজ্রের আঘাতে ইহার হনু ভগ্ন হইয়াছে, সুতরাং এই কপিশার্দ্দূল 'হনুমান্‌' নামে বিখ্যাত হইবে। আমি ইহাকে আরও একটী অদ্ভুত বর দিতেছি যে,—অদ্য অবধি হনুমান্‌ আমার বজ্রের আঘাতে নিহত হইবে না।' তখন তিমিরনাশক ভগবান্‌ সূর্য্য কহিলেন,—'আমার তেজের শত অংশের এক অংশ ইহাকে দিলাম। যখন এই বানর শাস্ত্র সকল অধ্যয়ন করিতে পারিবে, তখন আমি ইহাকে শাস্ত্র অধ্যয়ন করাইব। তদ্দ্বারা হনুমান্‌ বাগ্মী হইবে।' বরুণ বর দিলেন,—'আমার পাশ অথবা বারি হইতে শত অযুত বৎসরেও ইহার মৃত্যু হইবে না।' ১১—১৫। যম প্রীত হইয়া ইহাকে দণ্ডের অবধ্য, নিয়ত অরোগিত্ব এবং যুদ্ধে অবিষাদ

গদেয়ং মামিকা নৈনং সংযুগেষু বধিষ্যতি।
ইত্যেবং ধনদঃ প্রাহ তদা হ্যেকাক্ষিপিঙ্গলঃ॥ ১৭
মত্তো মদায়ুধানাঞ্চ অবধ্যোঽয়ং ভবিষ্যতি।
ইত্যেবং শঙ্করেণাপি দত্তোঽস্য পরমো বরঃ॥ ১৮
বিশ্বকর্ম্মা চ দৃষ্ট্বৈনং বালং প্রতি মহারথঃ।
মৎকৃতানি চ শস্ত্রাণি যানি দিব্যানি তানি চ।
তৈরবধ্যত্বমাপন্নশ্চিরঞ্জীবী ভবিষ্যতি॥ ১৯
দীর্ঘায়ুশ্চ মহাত্মা চ ব্রহ্মা তং প্রাব্রবীদ্বচঃ।
সর্ব্বেষাং ব্রহ্মদণ্ডানামবধ্যশ্চ ভবিষ্যতি॥ ১৯
ততঃ সুরাণাং তু বরৈর্দৃষ্ট্বা হ্যেনমলঙ্কৃতম্।
চতুর্ম্মুখস্তুষ্টমনা বায়ুমাহ জগদ্গুরুঃ॥ ২০
অমিত্রাণাং ভয়করো মিত্রাণামভয়ঙ্করঃ।
অজেয়ো ভবিতা পুত্রস্তব মারুত মারুতিঃ॥ ২১
কামরূপঃ কামচারী কামগঃ প্লবতাং বরঃ।
ভবত্যব্যাহতগতিঃ কীর্ত্তিমাংশ্চ ভবিষ্যতি॥ ২২
রাবণোৎসাদনার্থানি রামপ্রীতিকরাণি চ।
রোমহর্ষকরাণ্যেব কর্ত্তা কর্ম্মাণি সংযুগে॥ ২৪
এবমুক্ত্বা তমামন্ত্র্য মারুতং ত্বমরৈঃ সহ।
যথাগতং যযুঃ সর্ব্বে পিতামহপুরোগমাঃ॥ ২৪
সোঽপি গন্ধবহঃ পুত্রং প্রগৃহ্য গৃহমানয়ৎ।
অঞ্জনায়াস্তমাখ্যায় বরদত্তং বিনির্গতঃ॥ ২৩
প্রাপ্য রাম বরানেষ বরদানবলান্বিতঃ।
জবেনাত্মনি সংস্থেন সোঽসৌ পূর্ণ ইবার্ণবঃ॥ ২৭
তরসা পূর্য্যমাণোঽপি তদা বানরপুঙ্গবঃ।
আশ্রমেষু মহর্ষীণামপরাধ্যতি নির্ভয়ঃ॥ ২৮
স্রুগ্‌ভাণ্ডান্যগ্নিহোত্রাণি বল্কলানাঞ্চ সঞ্চয়ান্।
ভগ্নবিচ্ছিন্নবিধ্বস্তান্ সংশান্তানাং করোত্যয়ম্॥ ২৯
এবংবিধানি কর্ম্মাণি প্রাবর্ত্তত মহাবলঃ।
সর্ব্বেষাং ব্রহ্মদণ্ডানামবধ্যঃ শম্ভুনা কৃতঃ॥ ৩০
জানন্ত ঋষয়ঃ সর্ব্বে সহন্তে তস্য শক্তিতঃ।
তথা কেশরিণা ত্বেষ বায়ুনা সোঽঞ্জনাসুতঃ॥ ৩১
প্রতিষিদ্ধোঽপি মর্য্যাদাং লঙ্ঘয়ত্যেব বানরঃ।
ততো মহর্ষয়ঃ ক্রুদ্ধা ভৃগ্বঙ্গিরসবংশজাঃ॥ ৩২
শেপুরেনং রঘুশ্রেষ্ঠ নাতিক্রুদ্ধাতিমন্যবঃ।
বাধসে যৎ সমাশ্রিত্য বলমস্মান্ প্লবঙ্গম॥ ৩৩
তদ্দীর্ঘকালং বেত্তাসি নাস্মাকং শাপমোহিতঃ।
যদা তে স্মার্য্যতে কীর্ত্তিস্তদা তে বর্দ্ধতে বলম্॥ ৩৪
ততস্তু হৃততেজৌজা মহর্ষিবচনৌজসা।

বর দিলেন। 'আমার এই গদা যুদ্ধে ইহাকে বধ করিবে না' একাক্ষিপিঙ্গল ধনপতি কুবের তখন এইরূপ বর দিলেন। 'এই হনুমান্ আমার অস্ত্রের এবং আমার অবধ্য হইবে' মহাদেবও এইরূপ উত্তম বর দিলেন। মহারথ বিশ্বকর্ম্মা এইরূপ দেখিয়া বালককে কহিলেন,—'আমি যে সকল অস্ত্র নির্ম্মাণ করিয়াছি এবং আমার যে সকল দিব্য অস্ত্র আছে, এই বালক সেই সকল অস্ত্রের অবধ্য হইয়া চিরজীবী হইবে।' ব্রহ্মা তাহাকে বলিলেন,—'তুমি ব্রহ্মাস্ত্র, দীর্ঘায়ু এবং সমস্ত ব্রহ্মাস্ত্র এবং ব্রহ্মশাপের অবধ্য হইবে।' ১৬—২০। অবশেষে জগদ্গুরু চতুরানন, ব্রহ্মা দেবগণের বরদ্বারা ইহাকে অলঙ্কৃত দেখিয়া সন্তুষ্টচিত্তে বায়ুকে কহিলেন,—পবন! তোমার পুত্র হনুমান্ শত্রুগণের ভয়ঙ্কর, মিত্রদিগের অভয়ঙ্কর এবং অজেয় হইবে। অধিকন্তু এই কপিশ্রেষ্ঠ ইচ্ছানুসারে নানারূপরূপধারণ, গমন এবং ভক্ষণ করিতে পারিবে; এমন কি, এই শিশু কীর্ত্তিমান্ ও অপ্রতিহতপ্রতি হইবে। আর রাবণের বিনাশকর, রামের প্রীতিপ্রদ, সমরে লোমহর্ষণ কার্য্য সকল সম্পাদন করিবে।' পিতামহ প্রভৃতি দেবতাগণ এইরূপ বলিয়া সেই মারুতকে আমন্ত্রণ করিয়া নিজ নিজ পরিবারগণের সহিত যেমন আসিয়াছিলেন, সেইরূপ ফিরিয়া গেলেন। ২৩—২৫। গন্ধবহ পবনও পুত্রকে লইয়া গৃহে আনিলেন এবং অঞ্জনার নিকটে পুত্রের বরলাভ-বৃত্তান্ত বলিয়া তথা হইতে নির্গত হইলেন। রাম! দেবকৃপাবশতঃ বলবান্ এই হনুমান্ সমস্ত বর লাভ করিয়া সমুদ্রের ন্যায়, শারীরিক বলে পরিপূর্ণ হইল। বানরবর তৎকালে বেগে পরিপূর্ণ হইয়াই নির্ভয়হৃদয়ে ঋষিগণের আশ্রমে পীড়া জন্মাইতে লাগিল। এই হনুমান্ শান্তিপ্রধান মুনিগণের স্রুক্ এবং ভাণ্ড প্রভৃতি যজ্ঞীয় উপকরণসমূহ ভগ্ন ও অগ্নিহোত্রীয় অগ্নি সকল বিচ্ছিন্ন এবং বল্কল সকল বিধ্বস্ত করিতে লাগিল। ২৬—২৯। ব্রহ্মার বরে হনুমান্ সকল ব্রহ্মদণ্ডের অবধ্য,—ঋষিগণ ইহা জানিতেন বলিয়া দণ্ড দিবার শক্তি থাকিলেও তাহার অপরাধ সহ্য করিতেন। কেশরী এবং পবন এই অঞ্জনানন্দন হনুমান্‌কে নিষেধ করিতেন, তথাপি এই বানর মর্য্যাদা লঙ্ঘন করিত। রামচন্দ্র! অবশেষে অঙ্গিরা এবং ভৃগুর বংশজাত ক্রুদ্ধ মুনিগণ তৎকালে অতিশয় অমর্ষপরবশ এবং অতিক্রুদ্ধ না হইয়াই এই হনুমান্‌কে শাপ দিলেন যে,—'বানর! তুমি যে বল আশ্রয় করিয়া আমাদিগকে উৎপীড়িত করিতেছ, তুমি আমাদের শাপে বিমোহিত হইয়া দীর্ঘকাল তোমার সেই বল জানিতে পারিবে না, কিন্তু যখন তোমার কীর্ত্তি তোমাকে স্মরণ করাইয়া দিবে, তখন তোমার বল বর্দ্ধিত হইবে।'

এষোঽশ্রমাণি তান্যেব মৃদুভাবং গতোঽচরৎ ॥ ৩৫
অথর্ক্ষরজসো নাম বালিসুগ্রীবয়োঃ পিতা।
সর্ব্ববানররাজাসীত্তেজসা ইব ভাস্করঃ ॥ ৩৬
স তু রাজ্যং চিরং কৃত্বা বানরাণাং মহেশ্বরঃ।
ততস্ত্বৃক্ষরজা নাম কালধর্ম্মেণ যোজিতঃ ॥ ৩৭
তস্মিন্নস্তমিতে চাথ মন্ত্রিভির্মন্ত্রকোবিদৈঃ।
পিত্র্যে পদে কৃতো বালী সুগ্রীবো বালিনঃ পদে ॥ ৩৮
সুগ্রীবেণ সমং ত্বস্য অদ্বৈধং ছিদ্রবর্জ্জিতম্।
আবাল্যং সখ্যমভবদনিলস্যাগ্নিনা যথা ॥ ৩৯
এষ শাপবশাদেব ন বেদ বলমাত্মনঃ।
বালিসুগ্রীবয়োর্বৈরং যদা রাম সমুত্থিতম্ ॥ ৪০
ন হ্যেষ রাম সুগ্রীবো ভ্রাম্যমাণোঽপি বালিনা।
দেব জানাতি ন হ্যেষ বলমাত্মনি মারুতিঃ ॥ ৪১
ঋষিশাপাহৃতবলস্তদৈষ কপিসত্তমঃ।
সিংহঃ কুঞ্জররুদ্ধো বা আস্থিতঃ সহিতো রণে ॥ ৪২
পরাক্রমোৎসাহমতিপ্রতাপৈঃ
সৌশীল্যমাধুর্য্যনয়ানয়ৈশ্চ।
গাম্ভীর্য্যচাতুর্য্যসুবীর্য্যধৈর্য্যৈ-
র্হনূমতঃ কোঽপ্যধিকোঽস্তি লোকে ॥ ৪৩
অসৌ পুনর্ব্যাকরণং গ্রহীষ্যন্
সূর্য্যোন্মুখঃ প্রষ্টুমনাঃ কপীন্দ্রঃ।
উদ্যদ্গিরেরস্তগিরিং জগাম
গ্রন্থং মহদ্ধারয়নপ্রমেয়ঃ ॥ ৪৪
সসূত্রবৃত্ত্যর্থপদং মহার্থং
সসংগ্রহং সিধ্যতি বৈ কপীন্দ্রঃ।
ন হ্যস্য কশ্চিৎ সদৃশোঽস্তি শাস্ত্রে
বৈশারদে ছন্দগতৌ তথৈব ॥ ৪৫
সর্ব্বাসু বিদ্যাসু তপোবিধানে
প্রস্পর্দ্ধতেঽয়ং হি গুরুং সুরাণাম্।
প্রবীবিবিক্ষোরিব সাগরস্য
লোকান্ দিধক্ষোরিব পাবকস্য।
লোকক্ষয়েষ্বেব যথান্তকস্য
হনূমতঃ স্থাস্যতি কঃ পুরস্তাৎ ॥ ৪৬
এষৈব চান্যেঽপি মহাকপীন্দ্রাঃ
সুগ্রীবমৈন্দদ্বিবিদাঃ সনীলাঃ।
সতারতারেয়নলাঃ সরম্ভা-
স্ত্বৎকারণাদ্রাম সুরৈর্হি সৃষ্টাঃ ॥ ৪৭
গজো গবাক্ষো গবয়ঃ সুদংষ্ট্রো
মৈন্দঃ প্রভো জ্যোতিমুখো নলশ্চ।
এতে চ ঋক্ষাঃ সহ বানরেন্দ্রৈ-
স্ত্বৎকারণাদ্রাম সুরৈর্হি সৃষ্টাঃ ॥ ৪৮
তদেতৎ কথিতং সর্ব্বং যন্মাং ত্বং পরিপৃচ্ছসি।
হনূমতো বালভাবে কর্ম্মৈতৎ কথিতং ময়া ॥ ৪৯

পরে এই হনুমান্ ঋষিগণের শাপপ্রভাবে বলবীর্য্য-বিহীন হইয়া মৃদুভাবে আশ্রমে বিচরণ করিতে লাগিল। ৩০—৩৫। বালী এবং সুগ্রীবের পিতা সূর্য্য-তুল্য তেজস্বী ঋক্ষরজা সমস্ত বানরগণের রাজা ছিলেন। সেই বানরাধিপতি ঋক্ষরজা চিরকাল রাজ্য করিয়া পরিশেষে কালের বশবর্ত্তী হইলেন। সেই ঋক্ষরজার মৃত্যু হইলে মন্ত্রকোবিদ মন্ত্রিগণ বালীকে পৈতৃক সিংহাসনে বসাইয়া, সুগ্রীবকে বালীর পদে অভিষিক্ত করিল। অগ্নির সহিত বায়ুর ন্যায় বাল্যকাল হইতে সুগ্রীবের সহিত ইহার নির্দ্দোষ অদ্বিতীয় সখ্যভাব জন্মে। কিন্তু রাম! যখন বালী এবং সুগ্রীবের মধ্যে বিবাদ বাধে, তখন এই হনুমান্ শাপবশতঃ নিজের বল জানিত না। ৩৬—৪০। দেব রাম! পবনতনয় হনুমান্ নিজ শক্তি জানে না। ইহা সুগ্রীব জানিতেন না; অতএব বালিকর্ত্তৃক ভ্রাম্যমাণ হইয়াও হনুমান্‌কে ইহা জানাইতে পারেন নাই। মুনিগণের শাপবশতঃ এই কপিবর নিজ বল জানিত না। এই জন্য সমরে কুঞ্জর-রুদ্ধ সিংহের ন্যায়, সুগ্রীবের সহিত থাকিত। পরাক্রম, উৎসাহ, বুদ্ধি, প্রতাপ, সুশীলতা, মাধুর্য্য, নীতিজ্ঞান, গাম্ভীর্য্য, চাতুর্য্য, বীর্য্য এবং ধৈর্য্য প্রভৃতি গুণে ইহ-লোকে হনুমান্ অপেক্ষা কেহই শ্রেষ্ঠ নাই। এই কপিবর ব্যাকরণ শিক্ষা করিবে বলিয়া সূর্য্যাভিমুখ হইয়া প্রশ্ন করিতে করিতে উদয়াচল হইতে অস্তাচলে গিয়াছিল। অধিক কি, এই অপ্রমেয় বানরেন্দ্র—সূত্র, বৃত্তি, মহাভাষ্য এবং সংগ্রহের সহিত মহার্থযুক্ত মহৎ গ্রন্থ অর্থতঃ গ্রহণ করিয়া তাহাতে পারদর্শিতা লাভ করিয়াছিল। এমন কি, ইহার ন্যায় শাস্ত্রবিশারদ আর কেহই নাই। ৪১—৪৫। ইনি সমস্ত বিদ্যা,—কি ছন্দ, কি তপোবিধান—সকল বিষয়েই সুরগুরুকে স্পর্দ্ধা করেন। যুগান্তকালে প্লাবনকারী সাগর, দহনাভিলাষী অনল এবং কৃতান্তের সম্মুখে কেহ থাকিতে পারে না, সেইরূপ হনুমানের সম্মুখে কেহই থাকিতে পারে না। রাম! ইহার ন্যায় তোমার সাহায্যার্থ সুরগণ,—সুগ্রীব, অঙ্গদ, মৈন্দ, দ্বিবিদ, নীল, নল, তার, রম্ভ, প্রভৃতি মহা মহা কপিগণ সৃষ্টি করিয়াছেন। প্রভো! গজ, গবাক্ষ, গবয়, সুদংষ্ট্র, জ্যোতির্মুখ—এই বানরবর এবং ঋক্ষগণকে তোমার সহায়তার জন্য সৃষ্টি করিয়াছেন। রাম! বাল্যকালে হনুমান্ যে যে কার্য্য করিয়াছিলেন, তদ্বিষয়ে আপান

শ্রুত্বাগস্ত্যস্য কথিতং রামঃ সৌমিত্রিরেব চ।
বিস্ময়ং পরমং জগ্মুর্বানরা রাক্ষসৈঃ সহ ॥ ৫০
অগস্ত্যস্ত্বব্রবীদ্রামং সর্ব্বমেতচ্ছ্রুতং ত্বয়া।
দৃষ্টঃ সম্ভাষিতশ্চাপি রাম গচ্ছামহে বয়ম্ ॥ ৫১
শ্রুত্বৈতদ্রাঘবো বাক্যমগস্ত্যস্যোগ্রতেজসঃ।
প্রাঞ্জলিঃ প্রণতশ্চাপি মহর্ষিমিদমব্রবীৎ ॥ ৫২
অদ্য মে দেবতাস্তুষ্টাঃ পিতরঃ প্রপিতামহঃ।
যুষ্মাকং দর্শনাদেব নিত্যং তুষ্টাঃ সবান্ধবাঃ ॥ ৫৩
বিজ্ঞাপ্যন্তু মমৈতদ্ধি যদ্বক্ষ্যাম্যাগতস্পৃহঃ।
তদ্ভবদ্ভির্মম কৃতে কর্ত্তব্যমনুকম্পয়া ॥ ৫৪
পৌরজানপদান্ স্থাপ্য স্বকার্য্যেম্বহমাগতঃ।
ক্রতূনহং করিষ্যামি প্রভাবাদ্ভবতাং সতাম্ ॥ ৫৫
সদস্যা মম যজ্ঞেষু ভবন্তো নিত্যমেব তু।
ভবিষ্যথ মহাবীর্য্যা মমানুগ্রহকাঙ্ক্ষিণঃ ॥ ৫৬
অহং যুষ্মান্ সমাশ্রিত্য তপোনির্দ্ধূতকল্মষান্।
অনুগৃহীতঃ পিতৃভির্ভবিষ্যামি সুনির্বৃতঃ ॥ ৫৭
তদাগন্তব্যমনিশং ভবদ্ভিরিহ সঙ্গতৈঃ।
অগস্ত্যাদ্যাস্তু তচ্ছ্রুত্বা ঋষয়ঃ সংশিতব্রতাঃ ॥ ৫৮
এবমস্ত্বিতি তং প্রোচ্য প্রয়াতুমুপচক্রমুঃ।
এবমুক্ত্বা গতাঃ সর্ব্বে ঋষয়স্তে যথাগতম্ ॥ ৫৯
রাঘবশ্চ তমেবার্থং চিন্তয়ামাস বিস্মিতঃ।
ততোঽস্তং ভাস্করে যাতে বিসৃজ্য নৃপবানরান্ ॥ ৬০
সন্ধ্যামুপাস্য বিধিবত্তদা নরবরোত্তমঃ।
প্রবৃত্তায়াং রজন্যাং তু সোঽন্তঃপুরচরোঽভবৎ ॥ ৬১

ইত্যুত্তরকাণ্ডে একচত্বারিংশঃ সর্গঃ ॥ ৪১ ॥

দ্বিচত্বারিংশঃ সর্গঃ।

এতচ্ছ্রুত্বা তু নিখিলং রাঘবোঽগস্ত্যমব্রবীৎ।
য এষ ঋক্ষরজানামা বালিসুগ্রীবয়োঃ পিতা ॥ ১
জননী কা চ ভবনং ন ত্বয়া পরিকীর্ত্তিতা।
বালিসুগ্রীবয়োশ্চাপি নামনী কেন হেতুনা ॥ ২
এতদ্ব্রহ্মন্ সমাচক্ষ্ব কৌতূহলমিদং হি নঃ।
স প্রোক্তো রাঘবেণৈবমগস্ত্যো বাক্যমব্রবীৎ ॥ ৩
শৃণু রাম কথামেতাং যথাপূর্ব্বং সমাসতঃ।

আমাকে যাহা যাহা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, এই ত তাহা বলিলাম। ৪৬—৪৯। রাম এবং লক্ষ্মণ অগস্ত্যের কথা শুনিয়া রাক্ষসগণ ও বানরগণের সহিত যারপর নাই বিস্মিত হইলেন। পরে অগস্ত্যমুনি রামকে কহিলেন, "রাম! এই ত সমস্তই তুমি শুনিলে এবং আমরাও তোমার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া সম্ভাষণ করিলাম, সুতরাং আমরা এখন যাইতে ইচ্ছা করি।" রাম উগ্রতেজা অগস্ত্যমুনির এই কথা শুনিয়া করযোড়ে প্রণত হইয়া মহর্ষিকে কহিলেন,—"আপনাদের দর্শনবশতঃ পিতৃগণ, প্রপিতামহগণ এবং বান্ধবগণ নিশ্চয়ই আজ আমার প্রতি প্রসন্ন হইয়াছেন; অধিক কি, দেবতাগণও পরিতুষ্ট হইয়াছেন। কিন্তু আপনাদের নিকটে আমার এই নিবেদন যে, আমি স্পৃহাহীন হইয়া যাহা বলিব, আপনারা আমার প্রতি কৃপা করিয়া তাহা সম্পাদন করিবেন। ৫০—৫৪। আমি এখন বনবাস হইতে ফিরিয়া আসিয়াছি, পরে পৌর এবং জনপদবাসীদিগকে তাহাদের নিজ নিজ কার্য্যে প্রতিষ্ঠিত করিয়া আপনাদের প্রভাবে আমি সমস্ত যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিব। আপনারা আমার অনুগ্রহাকাঙ্ক্ষী, বিশেষতঃ মহৎ তপোবলসমন্বিত এবং সাধুশীল, সুতরাং আপনারা আমার যজ্ঞে সততই সদস্যকার্য্য সম্পাদন করিবেন। আপনারা তপস্যাদ্বারা নিষ্পাপ হইয়াছেন, সুতরাং আপনাদিগকে সর্ব্বদা আশ্রয়পূর্ব্বক সর্ব্বতোভাবে নির্ব্বৃত হইয়া পিতৃগণকর্ত্তৃক অনুগৃহীত হইব; আপনারা সেই সময়ে সমবেত হইয়া অযোধ্যায় আসিবেন।" অগস্ত্য প্রভৃতি সংশিতব্রত ঋষিগণ রামের কথা শুনিয়া "তাহাই হইবে" এই কথা বলিয়া যাইতে উদ্যত হইলেন। পরে ঋষিগণ স্ব স্ব স্থানে গমন করিলেন। রাঘব রামচন্দ্রও অগস্ত্য-কথিত সেই সকল বিষয়ের চিন্তা করিয়া বিস্মিত হইলেন। পরে সূর্য্য অস্তগত হইল, অন্ধকার হইল; শ্রীমান্ রামচন্দ্রও সেই রাজগণ ও বানরবৃন্দকে বিদায় দিয়া সায়ংসন্ধ্যা বন্দনা করিয়া রাত্রি প্রবৃত্তা হইলে অন্তঃপুরে প্রবিষ্ট হইলেন। ৫৫—৬১।

দ্বিচত্বারিংশ সর্গ।

রঘুনন্দন রাম এই সকল বিবরণ শুনিয়া, পুনরায় অগস্ত্যমুনিকে কহিলেন,—"ব্রহ্মন্! আপনি যে ঋক্ষরজার নাম করিলেন, তিনি বালী এবং সুগ্রীবের পিতা; কিন্তু ইঁহাদের জননী কে এবং ইঁহাদের উৎপত্তিই বা কিরূপে হইল? আপনি বালী এবং সুগ্রীবের মাতা অথবা তাহার কোন কথা আমাকে বলেন নাই, অতএব এ বিষয়ে আমার অত্যন্ত কৌতূহল জন্মিয়াছে। ব্রহ্মন্! আপনি ইহা আমার নিকটে ব্যক্ত করুন।" রামচন্দ্র এইরূপ কথা বলিলে

নারদঃ কথয়ামাস মমাশ্রমমুপাগতঃ ॥ ৪
কদাচিদটমানোঽসাবতিথির্ম্মুপাগতঃ।
অর্চ্চিতস্তু যথান্যায়ং বিধিদৃষ্টেন কর্ম্মণা ॥ ৫
সুখাসীনঃ কথামেনাং ময়া পৃষ্টঃ স কৌতুকাৎ।
কথয়ামাস ধর্ম্মাত্মা মহর্ষে শ্রূয়তামিতি ॥ ৬
মেরুর্নগবরঃ শ্রীমান্ জাম্বুনদময়ঃ শুভঃ।
তস্য মধ্যমঃ শৃঙ্গং সর্ব্বদৈবতপূজিতম্।
তস্মিন্ দিব্যা সভা রম্যা ব্রহ্মণঃ শতযোজনা।
তস্যামাস্তে সদা দেবঃ পদ্মযোনিশ্চতুর্ম্মুখঃ ॥ ৮
যোগমভ্যস্যতস্তস্য নেত্রাভ্যাং যদস্রুস্রবৎ।
তদ্গৃহীতং ভগবতা পাণিনাচাক্তিতং তু তৎ ॥ ৯
নিক্ষিপ্তমাত্রং তদ্ভূমৌ ব্রহ্মণা লোককর্ত্তৃণা।
তস্মিন্নশ্রুকণে রাম বানরঃ সম্বভূব হ ॥ ১০
উৎপন্নমাত্রস্তু তদা বানরশ্চ নরোত্তম।
সমাশ্বাস্য প্রিয়ৈর্বাক্যৈরুক্তঃ কিল মহাত্মনা ॥ ১১
পশ্য শৈলং সুবিস্তীর্ণং সুরৈরধ্যুষিতং সদা।
তস্মিন্ রম্যে গিরিবরে বহুমূলফলাশনঃ ॥ ১২
মমান্তিকচরো নিত্যং ভব বানরপুঙ্গব।
কঞ্চিৎ কালমিহাস্থ ত্বং ততঃ শ্রেয়ো ভবিষ্যতি ॥ ১৩
এবমুক্তঃ স বৈ তেন ব্রহ্মণা বানরোত্তমঃ।
প্রণম্য শিরসা পাদৌ দেবদেবস্য রাঘব ॥ ১৪
উক্তবান্ লোকভর্ত্তারমাদিদেবং জগৎপতিম্।
যথাজ্ঞাপয়সে দেব স্থিতোঽহং তব শাসনে ॥ ১৫
এবমুক্ত্বা হরির্দ্দেবং যযৌ হৃষ্টমনাস্তদা।
স তদা দ্রুমখণ্ডেষু চিন্বন্ ফলপুষ্পবনেষু চ ॥ ১৬
গচ্ছন্নতিবলঃ শীঘ্রং বনে ফলক শনঃ।
চিন্বন্ মধূনি মুখ্যানি পুষ্পাণ্যনেকশঃ ॥
দিনে দিনে চ সায়াহ্নে ব্রহ্মণোঽন্তিকমাগমৎ।
গৃহীত্বা রাম মুখ্যানি পুষ্পাণি চ ফলানি চ ॥ ১৮
ব্রহ্মণো দেবদেবস্য পাদমূলে ন্যবেদয়ৎ।
এবং তস্য গতঃ কালো বহুঃ পর্য্যটতো গিরিম্ ॥ ১৯
কস্মিংশ্চিত্ত্বথ কালস্য সমতীতস্য রাঘব।
স্বক্ষরজ্ বানরশ্রেষ্ঠস্তৃষয়া পরিপীড়িতঃ ॥ ২০
উত্তরং মেরুশিখরং গতস্তত্র চ দৃষ্টবান্।
নানাবিহগসংঘুষ্টং প্রসন্নসলিলং সরঃ ॥ ২১
চলৎকেসরমাস্থানং কৃত্বা তস্য তটে স্থিতঃ।

সেই অগস্ত্য ঋষি বলিলেন,—“রাম! পুরাকালে নারদ যেরূপ আমার আশ্রমে উপস্থিত হইয়া সংক্ষেপে এই বিষয় আমাকে বলিয়াছিলেন, তাহা বলিতেছি। একদা নারদ ঋষি, ভ্রমণ করিতে করিতে আমার আশ্রমে আতিথ্য গ্রহণ করিলেন, আমিও ন্যায়ানুসারে বিধিদৃষ্ট কার্য্যদ্বারা তাঁহার অর্চ্চনা করিলাম। তিনি সুখাসীন হইলে আমি কৌতূহলবশতঃ তাঁহাকে এই কথা জিজ্ঞাসা করিলাম। সেই ধর্ম্মাত্মা মুনি আমাকে কহিলেন,—‘মহর্ষে! শ্রবণ কর। ১—৬। স্বর্ণময় শ্রীমান্ গিরিশ্রেষ্ঠ মেরুনামক এক শুভ ভূধর আছে; সমস্ত দেবগণের পূজিত তাহার মধ্যম শিখরে শতযোজন-বিস্তীর্ণা রমণীয়া দিব্যা ব্রহ্মসভা প্রতিষ্ঠিতা; পদ্মযোনি চতুর্ম্মুখ দেব ব্রহ্মা সেই সভায় সতত অবস্থিতি করেন। একদা যোগ অভ্যাস করিতে করিতে তাঁহার নয়নযুগল হইতে অশ্রুবিন্দু পড়িল; ভগবান্ করকমল দ্বারা তাহা লইয়া অঙ্গে বিলেপন করিলেন। লোককর্ত্তা ব্রহ্মাকর্ত্তৃক উহা ভূতলে নিক্ষিপ্ত হইবামাত্রই সেই অশ্রুবিন্দুতে এক বানর উৎপন্ন হইল। নরোত্তম! বানরের উৎপত্তি হইবামাত্রই মহাত্মা পিতামহ ব্রহ্মা মিষ্টবাক্যদ্বারা তাহাকে সমাশ্বাসিত করিয়া কহিলেন,—‘বানরশ্রেষ্ঠ! দেখ, এই সুবিস্তীর্ণ পর্ব্বতে সর্ব্বদা দেবগণ বাস করেন। তুমি এই রমণীয় পর্ব্বতে প্রচুর ফল-মূল খাইয়া আমার নিকটে নিয়ত অবস্থিতি কর। এই স্থানে কিছুকাল বাস করিলেই অবশেষে তুমি শ্রেয়োলাভ করিবে।’ ৭—১৩। রঘুনন্দন! সেই কপিশ্রেষ্ঠ ব্রহ্মার এইরূপ কথা শুনিয়া দেবদেব পিতামহের পদযুগলে মস্তক দ্বারা প্রণিপাত করত লোককর্ত্তা আদিদেব জগৎপতি ব্রহ্মাকে কহিলেন,—‘দেব! আমি আপনার আজ্ঞাধীন, সুতরাং আপনি যেরূপ আদেশ করিতেছেন, আমি তাহাই করিব।’ বানর হৃষ্টচিত্তে সেই সময়ে দেব ব্রহ্মাকে এইরূপ বলিয়া প্রস্থান করিল। এমন কি, সেই মহাবল বানর সত্বর বনে যাইয়া তখন ফলপুষ্প-সমন্বিত তরুরাজিতে বিচরণপূর্ব্বক ফল খাইতে লাগিল। বানর প্রতিদিন প্রচুর পুষ্প এবং উত্তম মধু সঞ্চয় করত সন্ধ্যাকালে ব্রহ্মার নিকটে আসিত। রাম! বানর উত্তম উত্তম পুষ্প এবং ফলসকল সংগ্রহ করিয়া দেবদেব ব্রহ্মার পাদমূলে সমর্পণ করত, পর্ব্বতে বিচরণ করিতে করিতে এইরূপে বহুকাল কাটাইল। ১৪—১৯। রামচন্দ্র! আরও কিছুদিন অতীত হইলে পর, বানরবর ঋক্ষরজা তৃষ্ণায় যারপর নাই কাতর হইয়া উত্তরমেরুশিখরে গমন করিল। বানর তথায় নানাজাতীয় বিহগগণের কলরবদ্বারা নিনাদিত নির্ম্মল-সলিলবিশিষ্ট এক সরোবর দেখিয়া হৃষ্টচিত্ত হইল।

দদর্শ তস্মিন্ সরসি বক্ত্রচ্ছায়ামথাত্মনঃ। ২২
কোঽয়মস্মিন্ মম রিপুর্বসত্যন্তর্জলে মহান্।
রূপকান্তর্গতং তত্তু বীক্ষ্য তস্য মতো হরিঃ। ২৩
ক্রোধাবিষ্টমনা হ্যেষ নিয়তং মামবমন্যতে।
তদস্য দুষ্টভাবস্য পুষ্কলং কুমতের্গৃহম্। ২৪
এবং সঞ্চিন্ত্য মনসা স বৈ বানরচাপলাৎ।
আপ্লুত্য চাপতত্তস্মিন্ হ্রদে বানরসত্তমঃ। ২৫
উৎপ্লুত্য তস্মাৎ স হ্রদাদুত্থিতঃ প্লবগঃ পুনঃ।
তস্মিন্নেব ক্ষণে রাম স্ত্রীত্বং প্রাপ স বানরঃ। ২৬
মনোজ্ঞরূপা সা নারী লাবণ্যললিতা শুভা।
বিস্তীর্ণজঘনা সুভ্রূর্নীলকুঞ্চিতমূর্দ্ধজা। ২৭
মুগ্ধসস্মিতবক্ত্রা চ পীনস্তনতটা শুভা।
হ্রদতীরে চ সা ভাতি ঋজুযষ্টির্লতা যথা। ২৮
ত্রৈলোক্যসুন্দরী কান্তা সর্ব্বচিত্তপ্রমাথিনী।
লক্ষ্মীব পদ্মরহিতা চন্দ্রজ্যোৎস্নেব নির্ম্মলা। ২৯
রূপেণাপ্যভবৎ সা তু শ্রিয়ং দেবীমুমা যথা।
ভাসয়ন্তী দিশঃ সর্ব্বাস্তত্রাভূৎ সা বরাঙ্গনা। ৩০
এতস্মিন্নন্তরে দেবো নিবৃত্তঃ সুরনায়কঃ।
পাদাবুপাস্য দেবস্য ব্রহ্মণস্তেন বৈ পথা॥ ৩১
তস্যামেব চ বেলায়ামাদিত্যোঽপি পরিভ্রমন্।
তস্মিন্নেব পথে সোঽভূদ্‌যস্মিন্ সা তনুমধ্যমা। ৩২
যুগপৎ সা তদা দৃষ্টা দেবাভ্যাং সুরসুন্দরী।
কন্দর্পবশগৌ তৌ তু দৃষ্ট্বা তাং সম্বভূবতুঃ। ৩৩
ততঃ ক্ষুভিতসর্ব্বাঙ্গৌ সুরেন্দ্রৌ পন্নগাবিব।
তদ্রূপমদ্ভুতং দৃষ্ট্বা ত্যাজিতৌ ধৈর্য্যমাত্মনঃ। ৩৪
ততস্তস্যাং সুরেন্দ্রেণ স্বয়ং শিরসি পাতিতম্।
অনাসাদ্যৈব তাং নারীং সন্নিবৃত্তমথাভবৎ। ৩৫
ততঃ সা বানরপতিং জজ্ঞে বানরমীশ্বরম্।
অমোঘরেতসস্তস্য বাসবস্য মহাত্মনঃ। ৩৬
বালেষু পতিতং বীজং বালী নাম বভূব সঃ।
ভাস্করেণাপি তস্যাং বৈ কন্দর্পবশবর্ত্তিনা। ৩৭
বীজং নিষিক্তং গ্রীবায়াং বিধানমনুবর্ত্ততা।
তেনাপি সা বরতনুর্নোক্তা কিঞ্চিদ্বচঃ শুভম্। ৩৮
নিবৃত্তমদনক্লেশঃ সূর্য্যোঽপি সমপদ্যত।
গ্রীবায়াং পতিতং বীজং সুগ্রীবঃ সমজায়ত। ৩৯
এবমুৎপাদ্য তৌ বালৌ বানরেন্দ্রৌ মহাবলৌ।
দত্ত্বা তু কাঞ্চনীং মালাং বানরেন্দ্রস্য বালিনঃ। ৪০
অক্ষয্যাং গুণসম্পূর্ণাং শক্রস্ত্রিদিবং যযৌ।

তাহার তটে অবস্থিত হইয়া শরীরের কেশরসকল সঞ্চালিত করিতে করিতে সেই সরোবরে আপনার মুখচ্ছায়া দেখিল। বানর সরোবরমধ্যে আপনার সেই রূপ দেখিয়া 'এই জলমধ্যে বসতি করিতেছে, আমার এই মহাশত্রু কে ? এ কোপাবিষ্ট-চিত্ত হইয়া নিয়ত আমাকে অবমাননা করিতেছে, অতএব আমি এই দুষ্টস্বভাব কুবুদ্ধির দিব্য ঘরে প্রবেশ করিব।" সেই বানরশ্রেষ্ঠ মনে মনে এইরূপ চিন্তা করিয়া, বানরসুলভ-চপলতাবশতঃ সেই হ্রদমধ্যে লাফ দিল। রাম! লাফ দিয়া পুনরায় সেই হ্রদ হইতে উঠিল, কিন্তু সেই বানর তৎক্ষণাৎ স্ত্রীরূপ ধারণ করিল। ২০—২৬। সেই সুন্দরী নারীর রূপ ও লাবণ্য সুন্দর, মস্তকের কেশ-কলাপ সুনীল, ভ্রূযুগল উত্তম, জঘনদেশ বিশাল, বদন মনোহর এবং ঈষৎ হাস্যযুক্ত, স্তনতট পীন, অঙ্গযষ্টি সরল; সেই সৌন্দর্য্যময়ী রমণী হ্রদতীরে লতার ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল। অধিক কি, সেই ত্রৈলোক্য-সুন্দরী কান্তা,—নির্ম্মল সুধাংশুর কিরণ এবং অপদ্ম-লক্ষ্মীর ন্যায়, সকলের চিত্তের উন্মাদিনী হইয়া উঠিল। ঐ ললনা লক্ষ্মী অপেক্ষাও সৌন্দর্য্যশালিনী উমার ন্যায় সৌন্দর্য্য-বিকাশ দ্বারা দশদিক্ প্রকাশিত করিয়া সে স্থলে বিরাজ করিতে লাগিল। ২৭—৩০। ঐ সময়ে সুরনায়ক দেবরাজ ইন্দ্র, ব্রহ্মার চরণ বন্দনা করিয়া সেই পথ দিয়া চলিয়া যাইতেছিলেন এবং সূর্য্যও পরিভ্রমণ করিতে করিতে সেই ক্ষীণমধ্যমার সম্মুখ পথে আসিলেন। তখন সেই সুরসুন্দরী একই সময়ে দেবতাদ্বয়ের দৃষ্টিপথে নিপতিত হইল; ইন্দ্র এবং সূর্য্য তাহাকে দেখিয়াই কামের বশবর্ত্তী হইলেন। পরে রমণীর অদ্ভুত রূপ দেখিয়া সেই সুরেন্দ্রযুগলের সর্ব্বাঙ্গ ক্ষুব্ধ হইল; তাঁহারা সর্পের ন্যায় ধৈর্য্যহীন হইলেন। পরিশেষে সেই রমণীকে না পাইয়াই তাহার মস্তকে স্খলিত বীর্য্য পাত করিয়া প্রত্যাবৃত্ত হইলেন। ৩১—৩৫। পরে সেই রমণী, মহাত্মা ইন্দ্রের অমোঘবীর্য্য রেতোদ্বারা বানরপতি এবং শ্রেষ্ঠ বানরকে উৎপাদন করিল। সেই বীজ বালে অর্থাৎ কেশে পতিত হইয়াছিল বলিয়া তাহার নাম "বালী" হইল। সূর্য্যও মদনের বশীভূত হইয়া তাহার গ্রীবাদেশে বীজ নিষিক্ত করিলেন; কিন্তু সেই বরতনু রমণী তাহাতেও কোন শুভবাক্য বলিল না। সূর্য্যও কামপীড়া হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিলেন এবং সেই গ্রীবাদেশে নিপতিত বীজ হইতে সুগ্রীব জন্মিলেন। ইন্দ্র এইরূপে মহাবল বীর বানর-শ্রেষ্ঠ বালীকে উৎপাদন করিয়া তাহাকে গুণসম্পূর্ণা অক্ষয়া কাঞ্চনময়ী মালা প্রদানপূর্ব্বক স্বর্গপুরে চলিয়া

সূর্য্যোঽপি স্বসুতঞ্চৈব নিরূপ্য পবনাত্মজম্॥ ৪১
কৃত্যেষু ব্যবসায়েষু জগাম সবিতাম্বরম্।
তস্যাং নিশায়াং ব্যুষ্টায়ামুদিতে চ দিবাকরে॥ ৪২
স তদ্বানররূপস্তু প্রতিপেদে পুনর্নৃপ।
স এব বানরো ভূত্বা পুত্রৌ স্বস্য প্লবঙ্গমৌ॥ ৪৩
পিঙ্গেক্ষণৌ হরিবরৌ বলিনৌ কামরূপিণৌ।
মধুকমৃতকল্পানি পায়িতৌ তেন তৌ তদা॥ ৪৪
গৃহ্য ঋক্ষরজাস্তৌ তু ব্রহ্মণোঽন্তিকমাগমৎ।
দৃষ্ট্বর্ক্ষরজসং পুত্রং ব্রহ্মা লোকপিতামহঃ॥ ৪৫
বহুশঃ সান্ত্বয়ামাস পুত্রাভ্যাং সহিতং হরিম্।
সান্ত্বয়িত্বা ততঃ পশ্চাদ্দেবদূতমুপাদিশৎ॥ ৪৬
গচ্ছ মদ্বচনাদ্দূত কিষ্কিন্ধ্যাং নাম বৈ গুহাম্।
সা হ্যস্য গুণসম্পন্না মহতী চ পুরী শুভা॥ ৪৭
তত্র বানরমুখ্যানি সুবহূনি বসন্তি চ।
বহুরত্নসমাকীর্ণা বানরৈঃ কামরূপিভিঃ॥ ৪৮
পুণ্যা পুণ্যবতী দুর্গা চাতুর্বর্ণ্যপুরস্কৃতা।
বিশ্বকর্ম্মকৃতা দিব্যা মন্নিয়োগাচ্চ শোভনা॥ ৪৯
তত্রর্ক্ষরজসং দৃষ্ট্বা সপুত্রং বানরোত্তমম্।
যূথপালান্ সমাহ্বায় যাংশ্চান্যান্ প্রাকৃতান্ হরীন্॥ ৫০
তেষাং সম্ভাষ্য সর্ব্বেষাং মদীয়ং জনসংসদি।
অভিষেচয় রাজানমারোপ্য মহদাসনে॥ ৫১
দৃষ্টমাত্রাশ্চ তে সর্ব্বে বানরেণ চ ধীমতা।
অস্যর্ক্ষরজসো নিত্যং ভবিষ্যন্তি বশানুগাঃ॥ ৫২
ইত্যেবমুক্তে বচনে ব্রহ্মণা তং হরীশ্বরম্।
পুরতঃকৃত্য দূতোঽসৌ প্রযযৌ তাং পুরীং শুভাম্॥ ৫৩
স প্রবিশ্যানিলগতিস্তাং গুহাং বানরোত্তমঃ।
স্থাপয়ামাস রাজানং পিতামহনিয়োগতঃ॥ ৫৪
রাজ্যাভিষেকবিধিনা স্নাতোঽথাভ্যর্চ্চিতস্তথা।
স বদ্ধমুকুটঃ শ্রীমানভিষিক্তঃ স্বলঙ্কৃতঃ॥ ৫৫
আজ্ঞাপয়ামাস হরীন্ সর্ব্বান্ মুদিতমানসঃ।
সপ্তদ্বীপসমুদ্রায়াং পৃথিব্যাং যে প্লবঙ্গমাঃ॥ ৫৬
বালিসুগ্রীবয়োরেব এষ ঋক্ষরজাঃ পিতা।
জননী চৈব তু হরিরিত্যেতদ্বৃত্তমস্তু তে॥ ৫৭
যশ্চৈতচ্ছ্রাবয়েদ্বিদ্বান্ যশ্চৈতৎ শৃণুয়ান্নরঃ।
সিধ্যন্তি তস্য কার্য্যার্থা মনসো হর্ষবর্দ্ধনাঃ॥ ৫৮
এতচ্চ সর্বং কথিতং ময়া বিভো
প্রবিস্তরেণেহ যথার্থতত্ত্বতঃ।
উৎপাদিতেষো রজনীচরাণাং
যুক্ত্যা তথৈবেহ হরীশ্বরাণাম্॥ ৫৯

ইত্যুত্তরকাণ্ডে দ্বিচত্বারিংশঃ সর্গঃ॥ ৪২॥

গেলেন। সূর্য্যও এইরূপ মহাবল বানরবীর সুগ্রীবকে উৎপাদনপূর্ব্বক পবন-নন্দনকে নিজ পুত্রের কার্য্য এবং ব্যবসায় বিষয়ে নিযুক্ত করিয়া শূন্যমার্গে প্রস্থান করিলেন। রাজন্! সেই রাত্রি অতিবাহিত হইয়া প্রভাত হইলে, ঋক্ষরজা পুনরায় বানররূপ প্রাপ্ত হইল; তখন সে, সেই পিঙ্গলনয়ন কামরূপী বলবান্ বানরবর, বালী এবং সুগ্রীবকে অমৃতকল্প মধু পান করাইল। ৩৬—৪৪। কিন্তু সেই ঋক্ষরজা বানর হইয়াই তনয় সেই প্লবঙ্গমদ্বয়কে লইয়া ব্রহ্মার নিকটে গেল। লোকপিতামহ ব্রহ্মাও পুত্র ঋক্ষরজাকে দেখিয়া পুত্রযুগলের সহিত তাহাকে বারংবার সান্ত্বনা করিলেন। পরে দেবদূতকে আদেশ করিলেন — দূত! আমার বচনমত কিষ্কিন্ধ্যায় যাও। সেই নগর বিশাল, গুণশালী এবং ইহার পক্ষে শুভদায়ক; যেহেতু তথায় বহুসংখ্যক-বানর দলবদ্ধ হইয়া বাস করিতেছে। আমার আজ্ঞা-ক্রমে বিশ্বকর্ম্মা এই শোভাশালিনী পবিত্রা দিব্যা পুরী নির্ম্মাণ করিয়াছেন। উহা অন্যের দুর্গম, পণ্যদ্রব্যে পরিপূর্ণ, নানাজাতীয় রত্নদ্বারা সমাকীর্ণা, চাতুর্ব্বর্ণ্যের বাসভূমি এবং কামরূপী বানরদিগের আবাসভূমি। সে স্থানে গিয়া অন্যান্য সাধারণ বানরগণসহ দলপতিদিগকে আহ্বান করিয়া, পুত্রসহ বানরপ্রধান ঋক্ষরজাকে দেখিয়া তাহাদিগকে আমার আদেশ জানাইবে। পরে জনসমাজে ইহাকে উৎকৃষ্ট আসনে বসাইয়া রাজ্যাভিষিক্ত করিবে। ৪৫—৫১। ধীমান্ বানরগণ দেখিবামাত্র সকলে এই ঋক্ষরজার বশবর্ত্তী হইয়া থাকিবে।' ব্রহ্মা এই কথা বলিলে, দূত সেই বানরপ্রবরকে অগ্রে লইয়া শুভা কিষ্কিন্ধ্যাপুরীতে উপনীত হইলেন। সেই দূত বায়ুর ন্যায় শীঘ্রগমনে কিষ্কিন্ধ্যা-গুহায় প্রবেশ করিয়া বানরবরকে পিতামহের আজ্ঞা অনুসারে রাজ্যে অভিষিক্ত করিলেন। সেই শ্রীমান্,—মুকুট পরিধান এবং উত্তম অলঙ্কারদ্বারা ভূষিত হইয়া রাজ্যাভিষেক-বিধি-অনুসারে কৃতস্নান হইয়া অভিষিক্ত হইলেন। ৫২—৫৫। অধিক কি, ঋক্ষরজা সর্ব্বতোভাবে পূজিত হইয়া প্রীতমনে সসাগরা সপ্তদ্বীপা সমগ্র মেদিনীতে যে সকল বানর ছিল, সেই সকল বানরদিগকে কার্য্যে নিয়োগ করিতে লাগিল। এই ঋক্ষরজাই বালী এবং সুগ্রীবের পিতা এবং মাতা। এই ইহার বৃত্তান্ত। তোমার মঙ্গল হউক। যে বিদ্বান্ ইহা শুনান এবং যিনি ইহা শুনেন, তাঁহার আনন্দপ্রদ কার্য্য সকল সুসিদ্ধ হয়। প্রভো! নিশাচর এবং বানরদিগের

ত্রিচত্বারিংশঃ সর্গঃ।

এতাং শ্রুত্বা কথাং দিব্যাং পৌরাণীং রাঘবস্তদা।
ভ্রাতৃভিঃ সহিতো বীরো বিস্ময়ং পরমং যযৌ॥ ১
রাঘবোঽথ ঋষের্বাক্যং শ্রুত্বা বচনমব্রবীৎ।
কথেয়ং মহতী পুণ্যা ত্বৎপ্রসাদাচ্ছ্রুতা ময়া॥ ২
বৃহৎকৌতূহলে চাস্মিন্ সংবৃত্তা মুনিপুঙ্গব।
উৎপত্তির্যাদৃশী দিব্যা বালিসুগ্রীবয়োর্দ্বিজ॥ ৩
কিং চিত্রং মম ব্রহ্মর্ষে সুরেন্দ্রতপনাত্মজৌ।
জাতৌ বানরশার্দ্দূলৌ বলেন বলিনাং বরৌ॥ ৪
এবমুক্তে তু রামেণ কুম্ভযোনিরভাষত।
এবমেতন্মহাবাহো বৃত্তমাসীৎ পুরা কিল॥ ৫
অথাপরাং কথাং দিব্যাং শৃণু রাজন্ সনাতনীম্।
যদর্থং রাম বৈদেহী রাবণেন পুরা হৃতা॥ ৬
তত্তেঽহং কীর্ত্তয়িষ্যামি সমাধিং শ্রবণে কুরু।
পুরা কৃতযুগে রাম প্রজাপতিসুতং প্রভুম্॥ ৭
সনৎকুমারমাসীনং রাবণো রাক্ষসাধিপঃ।
বপুষা সূর্য্যসঙ্কাশং জ্বলন্তমিব তেজসা॥ ৮
বিনয়াবনতো ভূত্বা হ্যভিবাদ্য কৃতাঞ্জলিঃ।
উক্তবান্ রাবণো রাম তমৃষিং সত্যবাদিনম্॥ ৯
কো হ্যস্মিন্ প্রবরো লোকে দেবানাং বলবত্তরঃ।
যং সমাশ্রিত্য বিবুধা জয়ন্তি সমরে রিপূন্॥ ১০
কং যজন্তি দ্বিজা নিত্যং কং ধ্যায়ন্তি চ যোগিনঃ।
এতন্মে শংস ভগবন্ বিস্তরেণ তপোধন॥ ১১
বিদিত্বা হৃদ্গতং তস্য ধ্যানদৃষ্টিং মহাযশাঃ।
উবাচ রাবণং প্রেম্ণা শ্রূয়তামিতি পুত্রক॥ ১২
যো বৈ ভর্ত্তা জগৎকৃৎস্নং যস্যোৎপত্তিং ন বিদ্মহে।
সুরাসুরৈর্নতো নিত্যং হরির্নারায়ণঃ প্রভুঃ॥ ১৩
যস্য নাভ্যুদ্ভবো ব্রহ্মা বিশ্বস্য জগতঃ পতিঃ।
যেন সর্ব্বমিদং সৃষ্টং বিশ্বং স্থাবরজঙ্গমম্॥ ১৪
তং সমাশ্রিত্য বিবুধা বিধিনা হবিরধ্বরে।
পিবন্তি হ্যমৃতঞ্চৈব মানিতাশ্চ যজন্তি তম্॥ ১৫
পুরাণৈশ্চৈব বেদৈশ্চ পাঞ্চরাত্রৈস্তথৈব চ।
ধ্যায়ন্তি যোগিনো নিত্যং ক্রতুভিশ্চ যজন্তি তম্॥ ১৬
দৈত্যদানবরক্ষাংসি যে চান্যে চামরারয়ঃ।
সর্ব্বান্ জয়তি সংগ্রামে সদা সর্ব্বৈঃ স পূজ্যতে॥ ১৭

এই উৎপত্তি-বিবরণ বিস্তৃতভাবে যথাবৎ সমস্তই বলিলাম।” ৫৫—৫৯।

ত্রিচত্বারিংশ সর্গ।

রঘুনন্দন বীরবর রামচন্দ্র ভ্রাতৃগণের সহিত এই পৌরাণিক উৎকৃষ্ট কথা শুনিয়া, যার পর নাই বিস্মিত হইলেন। রামচন্দ্র ঋষির কথা শুনিয়া কহিলেন,—আপনার প্রসাদে এই পবিত্র বিস্তৃত উপাখ্যান শুনিলাম। মুনিবর! এই বিষয়ে আমার অত্যন্ত কৌতূহল হইয়াছে। বালী এবং সুগ্রীবের উৎপত্তিবিবরণ যেরূপ দিব্যাশ্রয়, ব্রহ্মর্ষে! তাহাতে বানরপ্রধান ইন্দ্রপুত্র বালী এবং কপিবর সূর্য্যের পুত্র সুগ্রীব উভয়েই যে সকল বলবান্ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি? রাম এই কথা বলিলে, কুম্ভসম্ভব অগস্ত্য বলিলেন,—মহাবাহো! পুরাকালে এইরূপ ঘটনা ঘটিয়াছিল। ১—৫। রাজন্! অন্য এক পুরাতন বিচিত্র কথা শ্রবণ কর। রাম! যে কারণে রাবণ পূর্ব্বকালে বৈদেহীকে হরণ করিয়াছিল, আমি সেই বিবরণ তোমার নিকটে বলিতেছি; তুমি অবাহিতচিত্তে শ্রবণ কর। রাম! সত্যযুগে সূর্য্যের ন্যায় তেজঃপুঞ্জকায় প্রজাপতিপুত্র প্রভু সনৎকুমার তেজোদ্বারা যেন জ্বলিত হইয়াই আসীন ছিলেন। সেই সময়ে রাক্ষসরাজ রাবণ তাহার নিকটে উপস্থিত হইল। রাম! রাবণ বিনীতভাবে, নত হইয়া করযোড়ে অভিবাদন করত সেই সত্যবাদী ঋষিকে কহিলেন,—‘ইহলোকে দেবতাদিগের মধ্যে কোন্ দেবতা অধিক বলবান্? দেবতারা যাঁহাকে আশ্রয় করিয়া যুদ্ধে শত্রুদিগকে পরাজয় করে? ৬—১৯। বিপ্রগণ কাহার পূজা করেন এবং যোগিগণই বা সতত কাহার ধ্যানে নিমগ্ন? ভগবন্ মহর্ষে! এই সকল বিষয় বিস্তৃতভাবে সম্যক্‌রূপে আমাকে বলুন।’ মহাযশা ঋষি ধ্যানচক্ষুদ্বারা রাবণের মনোগত ভাব জানিয়া তাহাকে প্রীতিপূর্ব্বক কহিলেন,—‘পুত্র! শ্রবণ কর। যিনি নিখিল জগৎ পালন করেন এবং যাঁহার উৎপত্তির বিষয় আমরা জানি না,—সুর এবং অসুরগণ সেই প্রভু নারায়ণ হরিকেই প্রণাম করিয়া থাকেন। বিশ্বজগৎপতি ব্রহ্মা যাঁহার নাভিদেশ হইতে উৎপন্ন হইয়াছেন এবং যিনি এই নিখিল স্থাবর-জঙ্গমাত্মক বিশ্ব সৃষ্টি করিয়াছেন, দেবতারা সেই হরিকেই সর্ব্বতোভাবে আশ্রয় করিয়া যজ্ঞে বিধিপূর্ব্বক সুধা পান করিয়া থাকেন এবং সসম্মানে তাঁহাকে পূজা করেন। ১১—১৫। অধিক কি, বেদ, পুরাণ, পাঞ্চরাত্র প্রভৃতি গ্রন্থ পাঠ করিয়া যোগিগণ সতত তাঁহার ধ্যান এবং যজ্ঞ সকলের অনুষ্ঠানদ্বারা তাঁহাকেই অর্চ্চনা করেন। দৈত্য,

শ্রুত্বা মহর্ষেস্তদ্বাক্যং রাবণো রাক্ষসাধিপঃ।
উবাচ প্রণতো ভূত্বা পুনরেব মহামুনিম্॥ ১৮
দৈত্যদানবরক্ষাংসি যে হতাঃ সমরেঽরয়ঃ।
কাং গতিং প্রতিপদ্যন্তে কিঞ্চ তে হরিণা হতাঃ॥ ১৯
রাবণস্য বচঃ শ্রুত্বা প্রত্যুবাচ মহামুনিঃ।
দৈবতৈর্নিহতা নিত্যং প্রাপ্নুবন্তি দিবঃস্থলম্॥ ২০
পুনস্তস্মাৎ পরিভ্রষ্টা জায়ন্তে বসুধাতলে।
পূর্বার্জিতৈঃ সুখৈর্দুঃখৈর্জায়ন্তে চ মিয়ন্তি চ॥ ২১

যে যে হতাশ্চক্রধরেণ রাক্ষ-
ত্রৈলোক্যনাথেন জনার্দনেন।
তে তে গতাস্তন্নিলয়ং নরেন্দ্রাঃ
ক্রোধোঽপি দেবস্য বরেণ তুল্যঃ॥ ২২
শ্রুত্বা ততস্তদ্বচনং নিশাচরঃ
সনৎকুমারস্য মুখাত্তিনির্গতম্।
তদা প্রহৃষ্টঃ স বভূব বিস্মিতঃ
কথং নু যাস্যামি হরিং মহাহবে॥ ২৩

ইত্যুত্তরকাণ্ডে ত্রিচত্বারিংশঃ সর্গঃ॥ ৪৩

দানব, রাক্ষস প্রভৃতি যাহারা দেবগণের বিদ্বেষী, তিনি সংগ্রামে তাহাদিগকে পরাজয় করেন। অধিক কি, তিনি সর্বদাই সর্বজনকর্তৃক পূজিত হন।" রাক্ষসপতি রাবণ মহর্ষির সেই কথা শুনিয়া প্রণামপূর্বক পুনরায় মহামুনিকে জিজ্ঞাসা করিল— 'দৈত্য, দানব, এবং রাক্ষস প্রভৃতি যে সকল শত্রু দেবগণকর্তৃক নিহত হইয়াছে, তাহাদের কিরূপ গতি হইবে, এবং যাহারা বিষ্ণুকর্তৃক নিহত হইয়াছে, তাহারাই বা কিরূপ গতি লাভ করিবে?' রাবণের কথা শুনিয়া মহামুনি সনৎকুমার বলিলেন,—"দেবগণ যাহাদিগকে যুদ্ধে নিহত করিয়াছেন,—তাহারা অক্ষয় স্বর্গ লাভ করিয়া আবার তাহা হইতে পরিভ্রষ্ট হইয়া পৃথিবীতে জন্ম গ্রহণ করিবে; কারণ পূর্বসঞ্চিত পাপ-পুণ্যের ফলে জীবগণের জন্ম এবং মৃত্যু হইয়া থাকে। রাজন্! ত্রিলোকপতি চক্রপাণি বিষ্ণু যাহাদিগকে নিহত করিয়াছেন, সেই নরশ্রেষ্ঠ তাঁহাতেই বিলীন হইয়া গিয়াছে; সুতরাং সেই দেবদেবের ক্রোধও বরের তুল্য। রাক্ষস দশানন মহামুনি সনৎকুমারের মুখনিঃসৃত সেই কথা শুনিয়া সন্তুষ্ট হইল এবং বিস্মিত হইয়া চিন্তা করিতে লাগিল যে, হরিকে কিরূপে মহাসমরে পাইব।' ১৮—২৩।

চতুশ্চত্বারিংশঃ সর্গঃ।

এবং চিন্তয়তস্তস্য রাবণস্য দুরাত্মনঃ।
পুনরেবাপরং বাক্যং ব্যাজহার মহামুনিঃ॥ ১
মনসশ্চেপ্সিতং যত্তদ্ভবিষ্যতি মহাহবে।
সুখী ভব মহাবাহো কিঞ্চিৎ কালমুদীক্ষ্য চ॥ ২
এবং শ্রুত্বা মহাবাহুস্তমৃষিং প্রত্যুবাচ সঃ।
কীদৃশং লক্ষণং তস্য ব্রূহি সর্বমশেষতঃ॥ ৩
রাক্ষসেশবচঃ শ্রুত্বা স মুনিঃ প্রত্যভাষত।
শৃণ্বতাং সর্বমাখ্যাস্যে তব রাক্ষসপুঙ্গব॥ ৪
স হি সর্বগতো দেবঃ সূক্ষ্মোঽব্যক্তঃ সনাতনঃ।
তেন সর্বমিদং ব্যাপ্তং ত্রৈলোক্যং সচরাচরম্॥ ৫
স ভূমৌ দিবি পাতালে পর্বতেষু বনেষু চ।
স্থাবরেষু চ সর্বেষু নদীষু নগরীষু চ॥ ৬
ওঙ্কারশ্চৈব সত্যঞ্চ সাবিত্রী পৃথিবী চ সঃ।
ধরাধরধরো দেবো হ্যনন্ত ইতি বিশ্রুতঃ॥ ৭

অহশ্চ রাত্রিশ্চ উভে স সন্ধ্যে
দিবাকরশ্চৈব যমশ্চ সোমঃ।
স এব কালো হ্যনিলোঽনলশ্চ
স ব্রহ্মরুদ্রেন্দ্র স এব চাপঃ॥ ৮
বিদ্যোততি জলতি ভাতি লোকান্,
সৃজত্যয়ং সংহরতি প্রশাস্তি।

চতুশ্চত্বারিংশ সর্গ।

দুষ্টচরিত্র রাবণ এইরূপ চিন্তাসমাকুল হইলে, মহামুনি সনৎকুমার আবার তাহাকে কহিলেন,— 'মহাবাহো! তুমি সুখী হও,—কিছুদিন অপেক্ষা কর; তোমার মনের যাহা বাসনা, মহাসমরে তোমার তাহাই লাভ হইবে।' মহাবাহু রাবণ এই কথা শুনিয়া সেই মুনিকে কহিল,—তাঁহার লক্ষণ কিরূপ? আপনি যথাক্রমে সমস্ত বিষয় আমাকে বলুন। মহামুনি সনৎকুমার, রাক্ষসরাজ রাবণের কথা শুনিয়া বলিলেন,—'রক্ষঃশ্রেষ্ঠ! শ্রবণ কর, আমি তোমাকে সমস্ত কথাই বলিতেছি। সেই সনাতন দেব অব্যক্ত, সূক্ষ্ম এবং সর্বত্রগামী; তিনি এই চরাচর সমগ্র ত্রিভুবন ব্যাপিয়া রহিয়াছেন। ১—৫। তিনি কি ভূমি, কি স্বর্গ, কি পাতাল, কি বন, কি স্থাবর, কি নদী, কি নগরী,—সর্বত্রই বিরাজিত আছেন। তিনি ওঙ্কারস্বরূপ, সত্যস্বরূপ, সাবিত্রীস্বরূপ এবং পৃথিবী-স্বরূপ; অধিক কি, তিনি ধরাধরধারী অনন্তদেব নামে বিখ্যাত। তিনিই রাত্রি, দিন, প্রাতঃসন্ধ্যা সায়ংসন্ধ্যা, আদিত্য, যম, চন্দ্র, কাল, বায়ু, অগ্নি, অনিল, জল, ব্রহ্মা, রুদ্র এবং ইন্দ্র; অতএব তিনি সকল লোককে

ক্রীড়াং করোত্যব্যয়লোকনাথো
বিষ্ণুঃ পুরাণো ভবনাশকৈকঃ ॥ ৯
অথবা বহুনানেন কিমুক্তেন দশানন।
তেন সর্ব্বমিদং ব্যাপ্তং ত্রৈলোক্যং সচরাচরম্ ॥ ১০
নীলোৎপলদলশ্যামঃ কিঞ্জল্কারুণবাসসা।
প্রাবৃট্‌কালে যথা ব্যোম্নি সতড়িত্তোয়দো যথা ॥ ১১
শ্রীমান্মেঘবপুঃশ্যামঃ শ্রীমৎপঙ্কজলোচনঃ।
শ্রীবৎসেনোরসা যুক্তঃ শশাঙ্ককৃতলক্ষণঃ ॥ ১২
তস্য নিত্যং শরীরস্থা মেঘস্যেব শতহ্রদা।
সংগ্রামরূপিণী লক্ষ্মীর্দেহমাবৃত্য তিষ্ঠতি ॥ ১৩
ন স শক্যঃ সুরৈর্দ্রষ্টুং নাসুরৈর্ন চ পন্নগৈঃ।
যস্য প্রসাদং কুরুতে স বৈ তং দ্রষ্টুমর্হতি ॥ ১৪
ন হি যজ্ঞফলৈস্তাত ন তপোভিশ্চ সংযমৈঃ।
শক্যতে ভগবান্ দ্রষ্টুং ন দানেন ন চেজ্যয়া ॥ ১৫
তদ্ভক্তৈস্তদ্গতপ্রাণৈস্তচ্চিত্তৈস্তৎপরায়ণৈঃ।
শক্যতে ভগবান্ দ্রষ্টুং জ্ঞাননির্দগ্ধকিল্বিষৈঃ ॥ ১৬
অথবা পৃচ্ছ রাক্ষস যদি তং দ্রষ্টুমিচ্ছসি।
কথয়িষ্যামি তে সর্ব্বং শ্রূয়তাং যদি রোচতে ॥ ১৭
কৃতে যুগে ব্যতীতে বৈ মুখে ত্রেতাযুগস্য তু।
হিতার্থং দেবমর্ত্ত্যানাং ভবিতা নৃপবিগ্রহঃ ॥ ১৮
ইক্ষ্বাকূণাঞ্চ যো রাজা ভাব্যো দশরথো ভুবি।
তস্য সূনুর্মহাতেজা রামো নাম ভবিষ্যতি ॥ ১৯
মহাতেজা মহাবুদ্ধির্মহাবলপরাক্রমঃ।
মহাবাহুর্মহাসত্ত্বঃ ক্ষময়া পৃথিবীসমঃ ॥ ২০
আদিত্য ইব দুষ্প্রেক্ষ্যঃ সমরে শত্রুভিস্তদা।
ভবিতা হি তদা রামো নরো নারায়ণঃ প্রভুঃ ॥ ২১
পিতুর্নিয়োগাৎ স বিভুর্দণ্ডকে বিবিধে বনে।
বিচরিষ্যতি ধর্ম্মাত্মা ভ্রাত্রা সহ মহাযশাঃ ॥ ২২
তস্য পত্নী মহাভাগা লক্ষ্মীঃ সীতেতি বিশ্রুতা।
দুহিতা জনকস্যৈষা উত্থিতা বসুধাতলাৎ ॥ ২৩
রূপেণাপ্রতিমা লোকে সর্ব্বলক্ষণলক্ষিতা।
ছায়েবানুগতা রামং নিশাকরমিব প্রভা ॥ ২৪
শীলাচারগুণোপেতা সাধ্বী ধৈর্য্যসমন্বিতা।
সহস্রাংশো রশ্মিরিব হ্যেকা মূর্ত্তিরিবাশ্রিতা ॥ ২৫

প্রজ্বলিত, প্রকাশিত এবং সূর্য্যরূপে সন্তপ্ত করেন। এমন কি, তিনিই সৃষ্টি, সংহার এবং পালন করেন; একমাত্র সংসারনাশক অব্যয় লোকপতি পুরাণ বিষ্ণুই এই খেলা খেলিয়া থাকেন। অথবা রাবণ! আর অধিক বলিবার আবশ্যক নাই—তিনি এই চরাচর সমগ্র বিশ্ব ব্যাপিয়া আছেন। ৮—১০। নীলোৎপলতুল্য শ্যামবর্ণ দেহ, পদ্মকিঞ্জল্কের ন্যায় পীতবাসদ্বারা বর্ষাকালে বিদ্যুন্মালা-বিস্ফুরিত আকাশস্থিত মেঘের ন্যায়, সুশোভিত হন। সেই শ্রীমানের শরীরচ্ছটা মেঘের ন্যায় শ্যামলবর্ণ, নয়ন শোভাশালী কমলদলবৎ, চন্দ্রের কলঙ্কের ন্যায় বক্ষঃস্থল শ্রীবৎসলাঞ্ছিত; সংগ্রামরূপিণী লক্ষ্মী, মেঘমণ্ডলে বিদ্যুতের ন্যায় তাঁহার দেহে থাকিয়া নিয়ত দেহ আবরণ করত অবস্থিত রহিয়াছেন। এমন কি, কি সুরগণ, কি অসুরগণ, কি নাগগণ—কেহই তাঁহাকে দেখিতে পায় না; কিন্তু তিনি যাহার প্রতি কৃপা প্রকাশ করেন, সেই ব্যক্তি তাঁহাকে দেখিতে পায়। তাত! যজ্ঞফল কি তপস্যা, কি সংযম, কি দান, কি যজ্ঞদ্বারা সেই ভগবান্‌কে দেখিতে পাওয়া যায় না। ১১—১৫। কিন্তু জ্ঞানদ্বারা যাঁহাদের পাপ দূর হইয়াছে, যাহারা তাঁহাতে চিত্তের একাগ্রতা সম্পাদন করিয়াছেন, যাহাদের প্রাণ তাঁহাতে সমর্পিত হইয়াছে এবং যাহারা তাঁহাতে তন্ময় হইয়াছেন, সেই ভক্তগণই তাঁহাকে দেখিতে পান। রাক্ষসেন্দ্র! যদি তোমার তাঁহাকে দেখিবার ইচ্ছা থাকে অথবা তুমি যদি তাঁহার বিষয় শুনিতে ইচ্ছা কর, তবে তাহা শ্রবণ কর; আমি তোমাকে সমস্তই বলিতেছি। সত্যযুগ অতীত হইলে ত্রেতাযুগের প্রথমে দেবতা এবং মনুষ্যগণের কল্যাণের কারণ তিনি রাজদেহ ধারণ করিবেন। পৃথিবীতে ইক্ষ্বাকুবংশীয় দশরথনামক এক রাজা জন্মিবেন; রামনামক তাঁহার এক মহাতেজা পুত্র জন্ম গ্রহণ করিবেন। সেই মহাবল পরাক্রান্ত রাম ক্ষমাগুণে পৃথিবীতুল্য, অত্যন্ত তেজস্বী, অতিশয় বুদ্ধিমান্, বিশালবাহু এবং মহাত্মা। ১৬—২০। তিনি যুদ্ধে সূর্য্যের ন্যায় শত্রুগণের দুষ্প্রেক্ষ্য; অধিক কি, সেই প্রভু নারায়ণই রামনামক মনুষ্য হইবেন। মহামান্য বিভু ধার্ম্মিক রাম, পিতা দশরথের নিয়োগবশতঃ ভ্রাতা লক্ষ্মণের সহিত দণ্ডক প্রভৃতি নানা বনে বিচরণ করিবেন তাঁহার পত্নী মহাভাগা লক্ষ্মী, সীতা নামে বিখ্যাতা হইবেন;—সেই জনক-নন্দিনী সীতা বসুধাতল হইতে সম্ভূতা হইবেন। সেই সর্ব্বগুণলক্ষণ-সমন্বিতা সীতা মনুষ্যলোকের মধ্যে অতুলনীয়-রূপবতী হইয়া জন্ম পরিগ্রহ করিবেন; অধিক কি, প্রভা যেমন সর্ব্বদা চন্দ্রের অনুগতা থাকে, সেইরূপ তিনি, ছায়ার ন্যায় রামের অনুগতা হইবেন। সেই সাধ্বী,—স্বভাব, আচার এবং ধৈর্য্য প্রভৃতি গুণসমূহে ভূষিতা; তিনি সূর্য্যে কিরণ এবং অদ্বিতীয় মূর্ত্তির ন্যায় অন-

তমাহ্বয়তি যুদ্ধার্থী রাবণো বলদর্পিতঃ ॥ ২
এবং সম্পর্য্যটন্ সর্ব্বাং পৃথিবীং পৃথিবীপতে ।
ব্রহ্মলোকাদিবর্ত্তন্তং সমাসাদ্যাথ রাবণঃ ॥ ৩
ব্রজন্তং মেঘপৃষ্ঠস্থং তমন্তমিবাপরম্ ।
তমভিগম্য প্রীতাত্মা অভিবাদ্য কৃতাঞ্জলিঃ ॥ ৪
উবাচ হৃষ্টমনসা নারদং রাবণস্তদা ।
আব্রহ্মভুবনং লোকাস্ত্বয়া দৃষ্টা হ্যনেকশঃ ॥ ৫
কস্মিন্ লোকে মহাভাগ মানবা বলবত্তরাঃ ।
যোদ্ধুমিচ্ছামি তৈঃ সার্দ্ধং যথাকামং যদৃচ্ছয়া ॥ ৬
চিন্তয়িত্বা মুহূর্ত্তেন নারদঃ প্রত্যুবাচ তম্ ।
অস্তি রাজন্ মহাদ্বীপং ক্ষীরোদস্য সমীপতঃ ॥ ৭
তত্র তে চন্দ্রসঙ্কাশা মানবাঃ সুমহাবলাঃ ।
মহাকায়া মহাবীর্য্যা মেঘস্তনিতনিস্বনাঃ ॥ ৮
মহাত্মানো ধৈর্য্যবন্তো মহাপরিঘবাহবঃ ।
শ্বেতদ্বীপে ময়া দৃষ্টা মানবা রাক্ষসাধিপ ॥ ৯
বলবীর্য্যসমোপেতান্ যাদৃশাংস্ত্বমিহেচ্ছসি ।
নারদস্য বচঃ শ্রুত্বা রাবণঃ প্রত্যুবাচ হ ॥ ১০
কথং নারদ জায়ন্তে তস্মিন্ দ্বীপে মহাবলাঃ ।
শ্বেতদ্বীপে কথং বাসঃ প্রাপ্তস্তৈস্তু মহাত্মভিঃ ॥ ১১

এতন্মে সর্ব্বমাখ্যাহি প্রভো নারদ তত্ত্বতঃ ।
ত্বয়া দৃষ্টং জগৎ সর্ব্বং হস্তামলকবৎ সদা ॥ ১২
রাবণস্য বচঃ শ্রুত্বা নারদঃ প্রত্যুবাচ হ ।
অনন্যমনসো নিত্যং নারায়ণপরায়ণাঃ ॥ ১৩
তদারাধনসক্তাশ্চ তচ্চিত্তাস্তৎপরায়ণাঃ ।
একান্তভাবানুগতাস্তে নরা রাক্ষসাধিপ ॥ ১৪
তচ্চিত্তাস্তদ্গতপ্রাণা নরা নারায়ণং সদা ।
শ্বেতদ্বীপে তু তৈর্ব্বাসঃ অর্জ্জিতঃ সুমহাত্মভিঃ ॥ ১৫
যে হতা লোকনাথেন শার্ঙ্গমানম্য সংযুগে ।
চক্রায়ুধেন দেবেন তেষাং বাসস্ত্রিপিষ্টপে ॥ ১৬
ন হি যজ্ঞফলৈস্তাত ন তপোভির্ন সংযমৈঃ ।
ন চ দানফলৈর্মুখ্যৈঃ সলোকং প্রাপ্যতে সুখম্ ॥ ১৭
নারদস্য বচঃ শ্রুত্বা দশগ্রীবঃ স বিস্মিতঃ ।
ধ্যাত্বা তু সুচিরং কালং তেন যোৎস্যামি সংযুগে ॥ ১৮
আপৃচ্ছ্য নারদং প্রায়াচ্ছ্বেতদ্বীপায় রাবণঃ ।
নারদোঽপি চিরং ধ্যাত্বা কৌতূহলসমন্বিতঃ ॥ ১৯
দিদৃক্ষুঃ পরমাশ্চর্য্যং তত্রৈব ত্বরিতং যযৌ ।
স হি কেলিকরো বিপ্রো নিত্যঞ্চ সমরপ্রিয়ঃ ॥ ২০
রাবণোঽপি যযৌ তত্র রাক্ষসৈঃ সহ রাঘব ।
মহতা সিংহনাদেন নাদয়ন্ স দিশো দশ ॥ ২১

সেই বলদর্পিত রাবণ তখনই যুদ্ধার্থী হইয়া তাহাকে যুদ্ধে আহ্বান করিতে লাগিল। রাজা রাবণ এইরূপে সমস্ত পৃথিবী পর্য্যটন করিয়া পথিমধ্যে, ব্রহ্মলোক হইতে মহর্ষি নারদকে আসিতে দেখিল। নারদ, দ্বিতীয় সূর্য্যের ন্যায়, মেঘের উপর দিয়া যাইতেছিলেন, রাবণ প্রীতচিত্তে তাঁহার নিকটবর্ত্তী হইয়া করযোড়ে তাঁহাকে অভিবাদন করিল। তখন রাবণ হৃষ্টচিত্তে নারদকে বলিল,—"আপনি ব্রহ্মা হইতে কীটপর্য্যন্ত সমস্ত লোক দেখিয়াছেন। ১—৫। মহাভাগ! এইজন্য আমি জিজ্ঞাসা করিতেছি, কোন্ ভুবনের মানব অধিক বলবান্? তাহাদের সহিত ইচ্ছামত যুদ্ধ করিতে আমার বাসনা হইতেছে।" নারদ মুহূর্ত্তকাল ভাবিয়া তাহাকে বলিলেন,—"রাজন্! ক্ষীরোদসাগরের সমীপে একটী মহাদ্বীপ আছে। তথায় মহাবীর্য্য তেজস্বী মহাবল মানবগণ বাস করে; তাহাদের দেহ বিশাল, কণ্ঠ মেঘগর্জ্জনের ন্যায়, বর্ণ চন্দ্রতুল্য, বাহু সকল পরিঘতুল্য, মনও অতি ধীর। রাক্ষসপতে! তুমি যেরূপ বলবীর্য্যসম্পন্ন মানুষ সকল ইচ্ছা করিতেছ, সেইরূপ মানব সকলকে আমি শ্বেতদ্বীপে দেখিয়াছি।" নারদের কথা শুনিয়া রাবণ তাঁহাকে বলিল,—"[illegible] নারদ! শ্বেতদ্বীপে মানবগণ কিরূপে [illegible] হয়? আর সেই মহাত্মারা কিরূপেই বা শ্বেত-দ্বীপে বাস করিল? প্রভো নারদ! আপনি, হস্তামলকের ন্যায় সর্ব্বদা সমগ্র জগৎ দেখিয়াছেন, সুতরাং এই সকল আমার নিকটে যথার্থরূপে বর্ণন করুন।" রাবণের কথা শুনিয়া নারদ বলিলেন,—"রাক্ষসপতে! সেই শ্বেতদ্বীপবাসী মানবেরা অনন্যচিত্ত, কেবলমাত্র নারায়ণের আরাধনায় সতত আসক্ত রহিয়াছে। অধিক কি তাহারা নারায়ণে চিত্ত সমর্পণ করিয়া একাগ্রভাবে তাঁহারই অনুগত রহিয়াছে। সেই মহাত্মাগণ একমাত্র চিত্তে নারায়ণে প্রাণ সমর্পণ করিয়া শ্বেতদ্বীপে বসতি লাভ করিয়াছেন। চক্রধারী লোকনাথ যে নারায়ণ শার্ঙ্গধনু আনত করিয়া যাহাদিগকে যুদ্ধে সংহার করেন, তাহারা স্বর্গে যায়। তাত! যজ্ঞ বল, তপস্যা বল, প্রধান দানফলই বল, কিছুতেই সালোক্য সুখ হয় না।" নারদের কথা শুনিয়া রাবণ বিস্মিত হইয়া বহুক্ষণ চিন্তা করিয়া বলিল,—"আমি তাঁহাদেরই সহিত যুদ্ধ করিব।" তখন রাবণ, নারদকে আমন্ত্রণ করিয়া শ্বেতদ্বীপে প্রস্থান করিল। বিপ্রবর নারদ নিয়ত সমরপ্রিয় এবং কৌতুকী, কৌতূহলাবিষ্ট, সুতরাং অধিককাল চিন্তা করিয়া অত্যদ্ভুত যুদ্ধ দেখিবার বাসনায় কৌতূহলাবিষ্ট হইয়া ত্বরিতবেগে শ্বেতদ্বীপে গমন করিলেন। ১৩—২০। রাব-

গতে তু নারদে তত্র রাবণোঽপি মহাযশাঃ ।
প্রাপ্তঃ শ্বেতং মহাদ্বীপং দুর্লভং যৎ সুরৈরপি ॥ ২২
তেজসা তস্য দ্বীপস্য রাবণস্য বলীয়সঃ ।
তস্যস্ত পুষ্পকং যানং বাতবেগসমাহতম্ ॥ ২৩
অবস্থাতুং ন শক্নোতি বাতাহত ইবাম্বুদঃ ।
সচিবা রাক্ষসেন্দ্রস্য দ্বীপমাসাদ্য দুষ্প্রদম্ ॥ ২৪
অব্রুবন্ রাবণং ভীতা রাক্ষসা জাতসাধ্বসাঃ ।
রাক্ষসেন্দ্র বয়ং মূঢ়া ভ্রষ্টসংজ্ঞা বিচেতসঃ ॥ ২৫
অবস্থাতুং ন শক্যামো যুদ্ধং কর্ত্তুং কথঞ্চন ।
এবমুক্ত্বা দুদ্রুবুস্তে সর্ব্ব এব নিশাচরাঃ ॥ ২৬
রাবণোঽপি হি তদ্যানং পুষ্পকং হেমভূষিতম্ ।
বিসর্জ্জয়ামাস তদা সহ তৈঃ ক্ষণদাচরৈঃ ॥ ২৭
গতে তু পুষ্পকে রাম রাবণো রাক্ষসাধিপঃ ।
কৃত্বা রূপং মহাভীমং সর্ব্বরাক্ষসবর্জ্জিতম্ ॥ ২৮
প্রবিবেশ তদা তস্মিন্ শ্বেতদ্বীপে স রাবণঃ ।
প্রবিশন্নেব তত্রাস্ত নারীভিরুপলক্ষিতঃ ॥ ২৯
একয়া সস্মিতং কৃত্বা হস্তে গৃহ্য দশাননম্ ।
পৃষ্টশ্চাপ্যবনং ক্রুদ্ধ কিমর্থমিহ চাগতঃ ॥ ৩০
কো বা ত্বং কস্য বা পুত্রঃ কেন বা প্রহিতো বদ ।
ইত্যুক্তো রাবণো রাজন্ ক্রুদ্ধো বচনমব্রবীৎ ॥ ৩১

রাবণও ভীষণ সিংহনাদে দশদিক্ ফাটাইয়া রাক্ষসগণ সমভিব্যাহারে তথায় উপস্থিত হইল। নারদ তথায় উপস্থিত হইলে, মহাযশা রাবণও দেবগণের সুদুর্লভ শ্বেত-নামক মহাদ্বীপে উপস্থিত হইল; কিন্তু সেই দ্বীপের তেজঃপ্রভাবে বলবান্ রাবণের পুষ্পকরথ বায়ুবেগে প্রতিহত হইয়া, বাতাহত মেঘের ন্যায় স্থির থাকিতে পারিল না। রাক্ষসরাজ রাবণের সচিবগণ দুর্দ্ধর্ষ দ্বীপে উপস্থিত হইয়াই সভয়ে রাবণকে বলিল—রাক্ষসনাথ! আমরা ভয়ে অভিভূত হইয়া অচেতনপ্রায় হইয়াছি; আমরা এখানে থাকিতেই পারিতেছি না, সুতরাং কিরূপে যুদ্ধ করিব? এই বলিয়া সেই রাক্ষসেরা পলায়ন করিল। ২১—২৬। তখন রাবণও সেই কাঞ্চনভূষিত পুষ্পক রথ এবং রাক্ষসদিগকে বিদায় করিল। রাম! পুষ্পক রথ বিদায় হইলে, রাক্ষসরাজ রাবণ মহাভয়ঙ্কর রূপ ধারণ করিয়া একাকীই সেই শ্বেতদ্বীপে প্রবেশ করিল। রাবণ তথায় প্রবেশ করিবামাত্রই সর্ব্বাগ্রে রমণীগণের দৃষ্টিপথে পতিত হইল। তাহাদের মধ্যে এক রমণী রাবণের হস্ত ধারণ করত ঈষৎ হাস্য করিয়া জিজ্ঞাসিল,—'তুমি কি জন্য এস্থলে আসিয়াছ, তাহা বল। ২৭—৩০। তুমি কে?

অহং বিশ্রবসঃ পুত্রো রাবণো নাম রাক্ষসঃ ।
যুদ্ধার্থমিহ সম্প্রাপ্তো ন চ পশ্যামি কঞ্চন ॥ ৩২
এবং কথয়তস্তস্য রাবণস্য দুরাত্মনঃ ।
প্রাহসংস্তে ততঃ সর্ব্বে সুস্বনং যুবতীজনাঃ ॥ ৩৩
তাসামেকা ততঃ ক্রুদ্ধা বালবদ্‌গৃহ্য লীলয়া ।
ভ্রামিতস্তু সখীমধ্যে মধ্যে গৃহ্য দশাননম্ ॥ ৩৪
সখীমন্যাং সমাহূয় পশ্য ত্বং কীটকং ধৃতম্ ।
দশাস্যং বিংশতিভুজং কৃষ্ণাঞ্জনসমপ্রভম্ ॥ ৩৫
হস্তাদ্ধস্তং স চ ক্ষিপ্তো ভ্রাম্যতে ভ্রমলালসঃ ।
ভ্রাম্যমাণেন বালায়া রাক্ষসেন বিপশ্চিতা ॥ ৩৬
পাণাবেকাথ সন্দষ্টা রোষেণ বলিনা তদা ।
মুক্তবত্যা ততঃ কীটো ধুবত্যা হস্তবেদনাৎ ॥ ৩৭
গৃহীত্বান্যা তু রক্ষস্তমুৎপপাত বিহায়সা ।
ততস্তামপি সংক্রুদ্ধো বিদদার নখৈর্দৃঢ়ম্ ॥ ৩৮
তয়া সহ বিনির্ম্মুক্তঃ সহসৈব নিশাচরঃ ।
পপাত সোঽম্ভসো মধ্যে সাগরস্য ভয়াতুরঃ ॥ ৩৯
পর্ব্বতস্যেব শিখরং যথা বজ্রবিদারিতম্ ।
প্রাপতৎ সাগরজলে তথাসৌ বিনিপাতিতঃ ॥ ৪০

কাহার পুত্র? কেই বা তোমাকে এখানে পাঠাইয়াছে? রাজন্! রাক্ষসনাথ রাবণ এই কথা শ্রবণে কুপিত হইয়া বলিল,—'আমি বিশ্রবামুনির পুত্র, আমার নাম রাবণ; আমি যুদ্ধ করিবার জন্য এ স্থানে আসিয়াছি, কিন্তু কাহাকেও দেখিতে পাইতেছি না।' সেই দুরাত্মা রাবণ এই কথা বলিলে, যুবতীগণ মধুরস্বরে হাসিতে লাগিল। তাহাদের মধ্যে এক রমণী ক্রুদ্ধ হইয়া ক্রীড়াচ্ছলে রাবণকে বালকের ন্যায় ধরিল। অবশেষে তাহার কটিদেশে ধরিয়া সখীদের মধ্যে ঘুরাইতে লাগিল এবং অন্য সখীকে ডাকিয়া বলিল,—'এই দেখ দুষ্ট কীটের মত [illegible] রাবণকে ঘুরাইতেছি। ৩১—৩৫। একে [illegible] রাবণ পরিশ্রান্ত হইয়াছিল, তাহাতে আবার এক জনের হাত হইতে অন্যের হাতে [illegible] হইয়া ঘুরিতে লাগিল; ইহাতে বলশালী [illegible] সেই রাক্ষস কুপিত হইয়া সেই [illegible] পাণিতলে দংশন করিল। অমনি সেই [illegible] হস্তদংশনবেদনায় কাতরা হইয়া ঐ [illegible] ছাড়িয়া দিল। কিন্তু আর এক রমণী [illegible] লইয়া আকাশপথে উঠিল, অমনি রাক্ষস কুপিত [illegible] নখদ্বারা তাহাকে [illegible] বিদারণ করিল। [illegible] রাক্ষস রাবণ, সেই রমণীকর্তৃক পরিত্যক্ত হইয়া [illegible] মধ্যে পতিত হইল। ৩৬—৩৯। পর্ব্বতচূড়া [illegible]

এবং স রাবণো রাম শ্বেতদ্বীপনিবাসিভিঃ।
যুবতীভির্বিগৃহ্যাশু ভ্রামিতশ্চ ততস্ততঃ॥ ৪১
নারদোঽপি মহাতেজা রাবণং প্রাপ্য ধর্ষিতম্।
বিস্ময়ং সুচিরং গত্বা প্রজহাস ননর্ত্ত চ॥ ৪২
এতদর্থং মহাবাহো রাবণেন দুরাত্মনা।
বিজ্ঞাযাপহৃতা সীতা ত্বত্তো মরণকাঙ্ক্ষয়া॥ ৪৩
ভবান্ নারায়ণো দেবঃ শঙ্খচক্রগদাধরঃ।
শার্ঙ্গপদ্মায়ুধো বজ্রী সর্ব্বদেবনমস্কৃতঃ॥ ৪৪
শ্রীবৎসাঙ্কো হৃষীকেশঃ সর্ব্বদেবাভিপূজিতঃ।
পদ্মনাভো মহাযোগী ভক্তানামভয়প্রদঃ॥ ৪৫
বধার্থং রাবণস্য ত্বং প্রবিষ্টো মানুষীং তনুম্।
কিং ন বেৎসি ত্বমাত্মানং যথা নারায়ণো হ্যহম্॥ ৪৬
মা মুহস্ব মহাভাগ স্মর চাত্মনমাত্মনা।
গুহ্যাদ্‌গুহ্যতরস্ত্বং হি হ্যেবমাহ পিতামহঃ॥ ৪৭
ত্রিগুণশ্চ ত্রিবেদী চ ত্রিধামা চ ত্রিবাষব।
ত্রিকালকর্ম্ম ত্রৈবিদ্য ত্রিদশারিপ্রমর্দ্দনঃ॥ ৪৮
ত্বয়াক্রান্তাস্ত্রয়ো লোকাঃ পুরাণৈর্বিক্রমৈস্ত্রিভিঃ।
ত্বং মহেন্দ্রানুজঃ শ্রীমান্ বলিবন্ধনকারণাৎ॥ ৪৯
অদিত্যা গর্ভসম্ভূতো বিষ্ণুস্ত্বং হি সনাতনঃ।
লোকাননুগ্রহীতুং বৈ প্রবিষ্টো মানুষীং তনুম্॥ ৫০
তদিদং সাধিতং কার্য্যং সুরাণাং সুরসত্তম।
নিহতো রাবণঃ পাপঃ সপুত্রবলবান্ধবঃ॥ ৫১
প্রহৃষ্টাশ্চ সুরাঃ সর্ব্বে ঋষয়শ্চ তপোধনঃ।
প্রশান্তঞ্চ জগৎ সর্ব্বং ত্বৎপ্রসাদাৎ সুরেশ্বর॥ ৫২
সীতা লক্ষ্মীর্মহাভাগা সম্ভূতা বসুধাতলাৎ।
ত্বদর্থমিয়মুৎপন্না জনকস্য গৃহে প্রভো॥ ৫৩
লঙ্কামানীয় যত্নেন মাতেব পরিরক্ষিতা।
এবমেতৎ সমাখ্যাতং তব রাম মহাযশঃ॥ ৫৪
মমাপি নারদেনোক্তমৃষিণা দীর্ঘজীবিনা।
যথা সনৎকুমারেণ ব্যাখ্যাতং তস্য রক্ষসঃ॥ ৫৫
তেনাপি চ তদেবাস্ত কৃতং সর্ব্বমশেষতঃ।
যশ্চৈতচ্ছ্রাবয়েচ্ছ্রাদ্ধে বিদ্বান্ ব্রাহ্মণসন্নিধৌ॥ ৫৬
অন্নং তদক্ষয়ং তস্য পিতৄণামুপতিষ্ঠতি।
এতাং শ্রুত্বা কথাং দিব্যাং রামো রাজীবলোচনঃ॥ ৫৭
পরং বিস্ময়মাপন্নো ভ্রাতৃভিঃ সহ রাঘবঃ।
বানরাঃ সহসুগ্রীবা রাক্ষসাঃ সবিভীষণাঃ॥ ৫৮
রাজানশ্চ সহামাত্যা যে চান্যেঽপি সমাগতাঃ।

বিতাড়িত হইয়া সমুদ্রে পড়ে, সেইরূপ রাবণও উৎক্ষিপ্ত হইয়া সাগরমধ্যে পড়িল। রাম! শ্বেতদ্বীপনিবাসিনী যুবতীরা অচিরে তাহাকে ধরিয়া এইরূপ বারংবার ঘুরাইয়াছিল। মহাতেজা নারদও রাবণকে বিষম নিপীড়িত দর্শনে সুচিরকাল বিস্ময়াপন্ন করিয়া হাস্য এবং নৃত্য করিতে লাগিলেন। মহাবাহো! দুরাত্মা রাবণ এই বৃত্তান্ত জানিয়াই তোমা হইতে মৃত্যুকামনা করত সীতাকে হরণ করিয়াছিল। তুমি শঙ্খ-চক্রধারী নারায়ণ; তুমি নিখিল দেবগণের নমস্কৃত দেব শার্ঙ্গ-পদ্মপাণি। তুমি সমস্ত দেবগণের পূজিত শ্রীবৎসাঙ্ক হৃষীকেশ, তুমি মহাযোগী পদ্মনাভ এবং ভক্তগণের অভয়দাতা। ৪০—৪৫। তুমি রাবণবধের কারণ মনুষ্যদেহ ধারণ করিয়াছ; অধিক কি, তুমি আপনাকে নারায়ণ বলিয়া জানিতেছ না? মহাভাগ! মোহ প্রাপ্ত হইও না, আত্মজ্ঞানবলে আপনাকে স্মরণ কর। তুমি গুহ্য হইতেও গুহ্যতম, ইহা পিতামহ ব্রহ্মা বলিয়াছেন। রাঘব! তুমি সত্ত্ব, রজ এবং তমোগুণস্বরূপ। তুমি ঋক্, যজুঃ সাম এই তিন বেদ। তুমি স্বর্গ, মর্ত্ত্য, পাতাল এই ত্রিলোকবাসী; ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্ত্তমান এই তিন কালেই কার্য্য করিয়া থাক। তুমি ধনুর্ব্বেদ, আয়ুর্ব্বেদ, আয়ুর্ব্বেদ এই ত্রিবেদপারদর্শী। তুমি দেবগণের শত্রুদলনকারী। তুমি অদিতির গর্ভে

মহেন্দ্রের অনুজ শ্রীমান্ বামনরূপে উৎপন্ন হইয়া বলিকে বন্ধন করিবার জন্য পুরাতন ত্রিবিক্রমপ্রভাবে ত্রিলোক আক্রমণ করিয়াছিলে। তুমি সেই সনাতন বিষ্ণু কেবল মনুষ্যদিগকে অনুগ্রহ করিবার জন্যই মানবদেহ ধারণ করিয়াছ। ৪৬—৫০। সুতরাং সুরশ্রেষ্ঠ! তুমি পুত্র, বান্ধব এবং সেনার সহিত পাপ দশাননকে সংহার করিয়া দেবতাগণের সেই কার্য্য সম্পাদন করিয়াছ। অধিক কি, দেবেশ্বর! তোমার প্রসাদে সমস্ত সুরগণ এবং তপোধন ঋষিগণ যার পর নাই প্রীতি লাভ করিয়াছেন এবং সমগ্র জগৎও শান্তি লাভ করিয়াছে। প্রভো! মহাভাগা লক্ষ্মী ধরিত্রীসম্ভূতা সীতা; তিনি তোমার জন্যই জনকগৃহে উৎপন্না হন। রাবণ তাঁহাকে লঙ্কায় আনিয়া সযত্নে মাতার ন্যায় সর্ব্বতোভাবে রক্ষা করিয়াছিল। মহাযশা রাম! এই সমস্ত বিবরণ তোমার নিকটে বর্ণন করিলাম। সেই সনৎকুমার ঋষি, রাবণরাক্ষসের কৃত কার্য্যকলাপ নারদের নিকটে যেরূপ কহিয়াছিলেন, দীর্ঘজীবী নারদ মুনিও আমার নিকটে সম্পূর্ণরূপে তাহাই বলিয়াছিলেন। ৫১—৫৫। যে বিদ্বান্ শ্রাদ্ধকালে ব্রাহ্মণসন্নিধানে এই অধ্যায়িকা পাঠ করেন, তাঁহার প্রদত্ত অন্ন অক্ষয় হইয়া পিতৃগণের নিকটে যায়। রঘুনন্দন কমললোচন রাম এই দিব্য কথা শুনিয়া, ভ্রাতৃগণের সহিত পরম প্রীতি লাভ করিলেন।

ব্রাহ্মণাঃ ক্ষত্রিয়া বৈশ্যাঃ শূদ্রা ধর্ম্মসমন্বিতাঃ। ৫৯
সর্ব্বে চোৎফুল্লনয়নাঃ সর্ব্বে হর্ষসমন্বিতাঃ।
রামমেবানুপশ্যন্তি ভূশমত্যন্তহর্ষিতাঃ। ৬০
ততোঽগস্ত্যো মহাতেজা রাঘবং চেদমব্রবীৎ।
দৃষ্টা সভাজিতাশ্চাপি রাম যাস্যামহে বয়ম্।
এবমুক্ত্বা গতাঃ সর্ব্বে পূজিতাস্তে যথাগতম্। ৬১
ততোঽস্তং ভাস্করে যাতে বিসৃজ্য নৃপবানরান্।
সন্ধ্যামুপাস্য বিধিবৎ তদা নরবরোত্তমঃ।
প্রবৃত্তায়াং রজন্যান্তু সোঽন্তঃপুরচরোঽভবৎ। ৬২

ইত্যুত্তরকাণ্ডে ষট্চত্বারিংশঃ সর্গঃ। ৪৬।

সপ্তচত্বারিংশঃ সর্গঃ।

অভিষিক্তে তু কাকুৎস্থে ধর্ম্মেণ বিদিতাত্মনি।
ব্যতীতা যা নিশা পূর্ব্বা পৌরাণাং হর্ষবর্দ্ধনী। ১
তস্যাং রজন্যাং ব্যুষ্টায়াং প্রাতর্নৃপতিবোধকাঃ।
বন্দিনঃ সমুপাতিষ্ঠন্ সৌম্যা নৃপতিবেশ্মনি। ২
তে রক্তকণ্ঠিনঃ সর্ব্বে কিন্নরা ইব শিক্ষিতাঃ।
তুষ্টুবুর্নৃপতিং বীরং যথাবৎ সম্প্রহর্ষিণঃ। ৩
বীর সৌম্য প্রবুধ্যস্ব কৌশল্যাপ্রীতিবর্দ্ধন।
জগদ্ধি সর্ব্বং স্বপিতি ত্বয়ি সুপ্তে নরাধিপ। ৪
বিক্রমস্তে যথা বিষ্ণো রূপঞ্চৈবাশ্বিনোরিব।
বুদ্ধ্যা বৃহস্পতেস্তুল্যঃ প্রজাপতিসমো হ্যসি। ৫
ক্ষমা তে পৃথিবীতুল্যা তেজসা ভাস্করোপমঃ।
বেগস্তে বায়ুনা তুল্যো গাম্ভীর্য্যমুদধেরিব। ৬
অপ্রকম্প্যো যথা স্থাণুশ্চন্দ্রে সৌম্যত্বমীদৃশম্।
নেদৃশাঃ পার্থিবাঃ পূর্ব্বং ভবিতারো নরাধিপ। ৭
যথা ত্বমসি দুর্দ্ধর্ষে ধর্ম্মনিত্যঃ প্রজাহিতঃ।
ন ত্বাং জহাতি কীর্ত্তিশ্চ লক্ষ্মীশ্চ পুরুষর্ষভ। ৮
শ্রীশ্চ ধর্ম্মশ্চ কাকুৎস্থ ত্বয়ি নিত্যং প্রতিষ্ঠিতৌ।
এতাশ্চান্যাশ্চ মধুরা বন্দিভিঃ পরিকীর্ত্তিতাঃ। ৯
সূতাশ্চ সংস্তবৈর্দিব্যৈর্বোধয়ন্তি স্ম রাঘবম্।
স্তুতিভিঃ স্তূয়মানাভিঃ প্রত্যবুধ্যত রাঘবঃ। ১০
স তদ্বিহায় শয়নং পাণ্ডুরাচ্ছাদনাস্তৃতম্।

সুগ্রীব, বিভীষণ, রাজগণ অমাত্যগণ, বানরগণ, রাক্ষসগণ এবং অন্যান্য সমাগত ধার্ম্মিক ব্রাহ্মণগণ ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এবং শূদ্রগণ—সকলেই হর্ষবশতঃ উৎফুল্লনয়ন হইলেন। এমন কি, তাঁহারা সকলেই অতীব আহ্লাদিত হইয়া সস্পৃহনয়নে রামকে বারংবার দেখিতে লাগিলেন। ৫৩—৬০। পরে মহাতেজস্বী অগস্ত্য, রঘুনন্দন রামকে কহিলেন,—'রাম! আমরা তোমাকে দেখিয়াছি এবং সম্মানিত হইয়াছি; সুতরাং আমরা এখন যাইব।" তাঁহারা সকলে পূজিত হইয়া এইরূপ বলিয়া নিজ নিজ স্থানে প্রস্থান করিলেন। সূর্য্য অস্তগত হইলে, নরবর রাম,—বানরগণ এবং রাজগণকে বিদায় দিয়া যথাবিধি সন্ধ্যা উপাসনা করিলেন। ক্রমে রাত্রি হইলে, তিনি অন্তঃপুরমধ্যে প্রবেশ করিলেন। ৬১। ৬২।

সপ্তচত্বারিংশ সর্গ।

যে দিন আত্মজ্ঞানসম্পন্ন কাকুৎস্থ রাম ধর্ম্মানুসারে রাজপদে অভিষিক্ত হন, সেই দিন এবং রাত্রিতে পুরবাসীদিগের আনন্দের আর সীমা ছিল না। এমন সুখের দিনও অতিবাহিত হইল, সেই রাত্রিও বিগত হইল; যাহারা প্রাতঃকালে স্তুতিগানে রাজাদিগের নিদ্রাভঙ্গ করিয়া থাকে, সেই সৌম্যমূর্ত্তি বন্দিগণ রাজভবনে উপস্থিত হইল। তাহারা সকলেই কিন্নরের ন্যায় সুশিক্ষিত এবং মধুরস্বর। তাহারা যেমন বৎসের আনন্দ বর্দ্ধন করিয়া থাকে, সেইরূপ তাহারাও বীরবর রাজা রামচন্দ্রের স্তুতি করিয়া তাঁহার প্রীতি উৎপাদন করিতে লাগিল,—"সৌম্য নরাধিপ! আপনি ঘুমাইয়া থাকিলে, সমগ্র জগৎ ঘুমাইয়া থাকে, সুতরাং কৌশল্যানন্দ-বর্দ্ধন বীর! আপনি নিদ্রা পরিত্যাগ করুন। আপনি বিষ্ণুর ন্যায় পরাক্রান্ত, অশ্বিনীকুমারের ন্যায় রূপবান্, বৃহস্পতির ন্যায় বুদ্ধিমান্ এবং প্রজাপালনে প্রজাপতির তুল্য। ১—৫। আপনি সমুদ্রের ন্যায় গম্ভীরপ্রকৃতি; পৃথিবীর ন্যায় সহিষ্ণু, সূর্য্যের ন্যায় তেজস্বী এবং বায়ুর ন্যায় বেগবান্।" রাজন্! মহাদেবের ন্যায় আপনার সৌম্যগুণ অকম্পনীয়; ঈদৃশ সৌম্য গুণ চন্দ্রেই প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে অন্য কোথাও নাই; আপনার ন্যায় রাজা পূর্ব্বে কখনও হয় নাই এবং হইবেও না। পুরুষশ্রেষ্ঠ! আপনি যেমন দুর্দ্ধর্ষ তেমনি সতত ধর্ম্মপরায়ণ হইয়া প্রজার হিত সাধন করিয়া থাকেন; সুতরাং কীর্ত্তি এবং লক্ষ্মী আপনাকে কখন পরিত্যাগ করিবেন না। কাকুৎস্থ! ধর্ম্ম এবং শ্রী আপনাতে নিরত প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছেন।" বন্দিগণ এইরূপ এবং অন্যান্য মধুর বাক্য সকল কীর্ত্তন করিল। সূতগণ এইরূপে দিব্য স্তব করিয়া সুতগণ রামকে জাগরিত করিতে লাগিল; রামও এইরূপে

উত্তস্থৌ নাগশয়নাদ্ধরির্নারায়ণো যথা ॥ ১১
সমুত্থিতং মহাত্মানং প্রহ্বাঃ প্রাঞ্জলয়ো নরাঃ।
সলিলং ভাজনৈঃ শুভ্রৈরূপতস্থুঃ সহস্রশঃ ॥ ১২
কৃতোদকঃ শুচির্ভূত্বা কালে হুতহুতাশনঃ।
দেবাগারং জগামাশু পুণ্যমিক্ষ্বাকুসেবিতম্ ॥ ১৩
তত্র দেবান্ পিতৄন্ বিপ্রানর্চ্চয়িত্বা যথাবিধি।
বাহ্যকক্ষান্তরং রামো নির্জ্জগাম জনৈর্বৃতঃ ॥ ১৪
উপতস্থুর্মহাত্মানো মন্ত্রিণঃ সপুরোহিতাঃ।
বশিষ্ঠপ্রমুখাঃ সর্ব্বে দীপ্যমানা ইবাগ্নয়ঃ ॥ ১৫
ক্ষত্রিয়াশ্চ মহাত্মানো নানাজনপদেশ্বরাঃ।
রামস্যোপাবিশন্ পার্শ্বে শক্রস্যেব যথামরাঃ ॥ ১৬
ভরতো লক্ষ্মণশ্চাত্র শত্রুঘ্নশ্চ মহাযশাঃ।
উপাসাঞ্চক্রিরে হৃষ্টা বেদাস্ত্রয় ইবাধ্বরম্ ॥ ১৭
যাতা প্রাঞ্জলয়ো ভূত্বা কিঙ্করা মুদিতাননাঃ।
মুদিতা নাম পার্শ্বস্থা বহবঃ সমুপাবিশন্ ॥ ১৮
বানরাশ্চ মহাবীর্য্যা বিংশতিঃ কামরূপিণঃ।
সুগ্রীবপ্রমুখা রামমুপাসন্তে মহৌজসঃ ॥ ১৯
বিভীষণশ্চ রক্ষোভিশ্চতুর্ভিঃ পরিবারিতঃ।
উপাসন্তে মহাত্মানং ধনেশমিব গুহ্যকাঃ ॥ ২০
যথা নিগমবৃদ্ধাশ্চ কুলীনা যে চ মানবাঃ।
শিরসা বন্দ্য রাজানমুপাসন্তে বিচক্ষণাঃ ॥ ২১
তথা পরিবৃতো রাজা শ্রীমদ্ভিঋষিভির্বরৈঃ।
রাজভিশ্চ মহাবীর্য্যৈর্বানরৈশ্চ সরাক্ষসৈঃ ॥ ২২
যথা দেবেশ্বরো নিত্যমৃষিভিঃ সমুপাস্যতে।
অধিকস্তেন রূপেণ সহস্রাক্ষাদ্বিরোচিতে ॥ ২৩
তেষাং সমুপবিষ্টানাং তাস্তাঃ সুমধুরাঃ কথাঃ।
কথ্যন্তে ধর্ম্মসংযুক্তাঃ পুরাণজ্ঞৈর্মহাত্মভিঃ ॥ ২৪

ইত্যুত্তরকাণ্ডে সপ্তচত্বারিংশঃ সর্গঃ ॥ ৭৭ ॥

অষ্টচত্বারিংশঃ সর্গঃ।

এবমাস্তে মহাবাহুরহরহনি রাঘবঃ।
প্রশাসৎ সর্ব্বকার্য্যাণি পৌরজানপদেষু চ ॥ ১
ততঃ কতিপয়াহঃসু বৈদেহং মিথিলাধিপম্।
রাঘবঃ প্রাঞ্জলির্ভূত্বা বাক্যমেতদুবাচ হ ॥ ২
ভবান্ হি গতিরব্যগ্রা ভবতা পালিতা বয়ম্।

বন্দীদিগের স্তবে জাগরিত হইলেন। ৬—১০। নারায়ণ যেমন শেষশয্যা হইতে উত্থিত হন, সেইরূপ রাম,—শুভ্রশয্যাস্তরণদ্বারা আস্তৃত সেই শয্যা পরিত্যাগ করিয়া উঠিলেন। সহস্র সহস্র বিনীত কিঙ্কর শ্বেতবর্ণ পাত্রে জল লইয়া নিদ্রোত্থিত সেই রামচন্দ্রের নিকটে উপস্থিত হইল। রাম যথাসময়ে হস্তমুখাদি প্রক্ষালনপূর্ব্বক শুচি হইয়া অগ্নিতে আহুতি দান করত ইক্ষ্বাকুগণের সেবিত পবিত্র দেবগৃহে প্রবেশ করিলেন। তথায় দেবগণ, পিতৃগণ এবং বিপ্রগণকে যথাবিধি পূজা করিয়া সভ্যজন-পরিবেষ্টিত হইয়া বহির্ভবনে গমন করিলেন। বশিষ্ঠ প্রভৃতি পুরোহিত এবং মহাত্মা মন্ত্রী সকলও উপস্থিত হইলেন; তাঁহারা সকলে অগ্নিত্রয়ের ন্যায় দীপ্তিমান্। ১১—১৫। তৎকালে নানাদেশের রাজা মহাত্মা ক্ষত্রিয়গণ, দেবরাজের পার্শ্বে দেবগণের ন্যায়, রামের পার্শ্বদেশে বসিলেন। বোধ হইল যেন যজ্ঞ তিনবেদ দ্বারা উপাসিত হইতেছে। মহাতেজা ভরত, লক্ষ্মণ এবং শত্রুঘ্ন রামের বন্দনা করিতে লাগিলেন। হৃষ্টচিত্ত অনুচরবর্গ প্রসন্ন-বদনে করযোড়ে তাঁহার পার্শ্বে উপবেশন করিল। মহাতেজা কামরূপী সুগ্রীব প্রভৃতি বিংশতিসংখ্যক মহাবীর্য্য বানর, রামের উপাসনা করিতে লাগিলেন। গুহ্যকগণ যেমন ধনপতি কুবেরের উপাসনা করে, সেইরূপ বিভীষণ রাক্ষসচতুষ্টয়ে পরিবৃত হইয়া মহাত্মা রামচন্দ্রের উপাসনা করিতে লাগিলেন। ১৬—২০। যাঁহারা বেদবিৎ এবং যাঁহারা কুলীন,—সেই বিচক্ষণ মানবেরা মস্তক অবনত করত সেই রাজা রামচন্দ্রকে অভিবাদন করিয়া উপাসনা করিতে লাগিলেন। দেবরাজ ইন্দ্র যেমন নিয়ত ঋষিগণে পরিবৃত হইয়া তাঁহাদের দ্বারা উপাসিত হন, রাজা রামচন্দ্র,—সেইরূপ শ্রীমান্ ঋষিগণ, মহাবীর্য্যবান্ রাজগণ, বানরগণ এবং রাক্ষসগণে পরিবেষ্টিত হইয়া উপাসিত হইতে লাগিলেন। অধিক কি, রাম সেইসময়ে সহস্রাক্ষ ইন্দ্র অপেক্ষাও সমধিক শোভা পাইতে লাগিলেন। মহাত্মা পুরাণবিদ্গণ সেই উপবিষ্ট সভ্যগণের সমক্ষে সেই সেই ধর্ম্মসংযুক্ত সুমধুর কথা বলিতে লাগিলেন। ২১—২৪।

অষ্টচত্বারিংশ সর্গ।

মহাবাহু রঘুনন্দন রাম এইরূপে নিখিল জনগণকর্ত্তৃক সেবিত হইয়া, পুরবাসী এবং জনপদবাসীদিগের অভাব-অভিযোগ পরিদর্শন এবং পূরণ করত কাল যাপন করিতে লাগিলেন। এইরূপে কিছুদিন অতীত হইলে, রামচন্দ্র করযোড়ে বিদেহরাজ মিথিলেশ্বর জনককে বলিলেন,—'আপনিই আমাদের একমাত্র

ভবতস্তেজসোগ্রেণ রাবণো নিহতো ময়া ॥ ৩
ইক্ষ্বাকূণাঞ্চ সর্ব্বেষাং মৈথিলানাঞ্চ সর্ব্বশঃ ।
অতুলাঃ প্রীতয়ো রাজন্ সম্বন্ধকপুরোগমাঃ ॥ ৪
ভবান্ স্বপুরং যাতু রত্নান্যাদায় পার্থিব ।
ভরতশ্চ সহায়ার্থং পৃষ্ঠতশ্চানুযাস্যতি ॥ ৫
স তথেতি ততঃ কৃত্বা রাঘবং বাক্যমব্রবীৎ ।
প্রীতোহস্মি ভবতো রাজন্ দর্শনেন নয়েন চ ॥ ৬
যান্যেতানি তু রত্নানি মদর্থং সঞ্চিতানি বৈ ।
দুহিত্রোস্তান্যহং রাজন্ সর্ব্বাণ্যেব দদামি বৈ ॥ ৭
ততঃ প্রয়াতে জনকে কেকয়ং মাতুলং প্রভুম্ ।
রাঘবঃ প্রাঞ্জলির্ভূত্বা বিনয়াদ্বাক্যমব্রবীৎ ॥ ৮
ইদং রাজ্যমহঞ্চৈব ভরতশ্চ সলক্ষ্মণঃ ।
আয়ত্তাস্ত্বং হি নো রাজন্ গতিশ্চ পুরুষর্ষভ ॥ ৯
রাজা হি বৃদ্ধঃ সন্তাপং ত্বদর্থমুপযাস্যতি ।
তস্মাদ্গমনমদ্যৈব রোচতে তব পার্থিব ॥ ১০
লক্ষ্মণেনানুযাত্রেণ পৃষ্ঠতোহনুগমিষ্যতে ।
ধনমাদায় বহুলং রত্নানি বিবিধানি চ ॥ ১১
যুধাজিত্তু তথেত্যাহ গমনং প্রতি রাঘব ।
রত্নানি চ ধনঞ্চৈব ত্বয্যেবাক্ষয্যমস্ত্বিতি ॥ ১২
প্রদক্ষিণঞ্চ রাজানং কৃত্বা কেকয়বর্দ্ধনঃ ।
রামেণ চ কৃতঃ পূর্ব্বমভিবাদ্য প্রদক্ষিণম্ ॥ ১৩
লক্ষ্মণেন সহায়েন প্রয়াতঃ কেকয়েশ্বরঃ ।
হতেঽসুরে যথা বৃত্রে বিষ্ণুনা সহ বাসবঃ ॥ ১৪
তং বিসৃজ্য ততো রামো বয়স্যমকুতোভয়ম্ ।
প্রতর্দ্দনং কাশিপতিং পরিষ্বজ্যেদমব্রবীৎ ॥ ১৫
দর্শিতা ভবতা প্রীতির্দর্শিতং সৌহৃদং পরম্ ।
উদ্যোগশ্চ ত্বয়া রাজন্ ভরতেন কৃতঃ সহ ॥ ১৬
তদ্ভবানদ্য কাশেয় পুরীং বারাণসীং ব্রজ ।
রমণীয়াং ত্বয়া গুপ্তাং সুপ্রাকারাং সুতোরণাম্ ॥ ১৭
এতাবদুক্ত্বা চোত্থায় কাকুৎস্থঃ পরমাসনাৎ ।
পর্য্যষ্বজত ধর্ম্মাত্মা নিরন্তরমুরোগতম্ ॥ ১৮
বিসর্জ্জয়ামাস তদা কৌশল্যাপ্রীতিবর্দ্ধনঃ ।
রাঘবেণ কৃতানুজ্ঞঃ কাশেয়ো হ্যকুতোভয়ঃ ॥ ১৯
বারাণসীং যযৌ তূর্ণং রাঘবেণ বিসর্জ্জিতঃ ।
বিসৃজ্য তং কাশিপতিং ত্রিশতং পৃথিবীপতীন্ ॥ ২০
প্রহসন্ রাঘবো বাক্যমুবাচ মধুরাক্ষরম্ ।
ভবতাং প্রীতিরব্যগ্রা তেজসা পরিরক্ষিতা ॥ ২১

গতি; আপনাকর্তৃক আমরা প্রতিপালিত হইতেছি; এমন কি, আপনার উগ্রতপঃপ্রভাবে আমি রাবণকে বধ করিতে পারিয়াছি। রাজন্! সমস্ত ইক্ষ্বাকুগণের এবং সমস্ত মৈথিলগণের সম্বন্ধ এবং আনন্দের তুলনা নাই! সুতরাং রাজন্! আপনি নিজগৃহে যান। আমি যে সকল রত্ন উপহার দিতেছি, সেই রত্ন লইয়া ভরত সাহায্যার্থ আপনার পশ্চাৎ যাইবেন। ১—৫। জনকরাজ তাঁহার কথায় স্বীকার করিয়া রামকে বলিলেন,—"রাজন্! তোমার নাতিশয়ে অভিজ্ঞতা- ও বহুদর্শিতা দেখিয়া আমি প্রীত হইলাম। কিন্তু তুমি যে সকল রত্ন আমাকে দিতে ইচ্ছা করিয়াছ, রাজন্! আমি সেই সকল রত্ন আমার দুহিতাদ্বয়কে দিলাম।" জনকরাজ প্রস্থান করিলে, রঘুনন্দন রাম করযোড়ে বিনীতভাবে কেকয়রাজপুত্র মাতুল যুধাজিৎকে কহিলেন,—"পুরুষশ্রেষ্ঠ কেকয়রাজপুত্র! আমি, ভরত, লক্ষ্মণ! এবং এই অযোধ্যারাজ্য সকলই আপনার অধীন; অধিক কি, আপনিই আমার বিপৎকালে প্রিয়বন্ধু। বৃদ্ধ, কেকয়রাজ আপনার জন্য দুঃখিত হইবেন; সুতরাং রাজন্! অদ্যই আপনার যাওয়া আমার অভিপ্রেত। ৬—১০। বহু ধন এবং বিবিধ রত্নরাজি লইয়া লক্ষ্মণ আপনার অনুগামী হইবেন।" তৎপরে যুধাজিৎ তাহাতে স্বীকৃত হইয়া কহিলেন,—"রাম! ধন এবং রত্নরাজি তোমার অক্ষয় হউক।" রাম প্রথমতঃ কেকয়রাজ যুধাজিৎকে প্রদক্ষিণ এবং অভিবাদন করিলেন, পরে প্রস্থান করিলেন। বৃত্রাসুরবধের পর দেবরাজ ইন্দ্র যেমন বিষ্ণুর সহিত স্বরাজ্যে গমন করিয়াছিলেন, সেইরূপ কেকয়েশ্বর যুধাজিৎ লক্ষ্মণের সহিত স্বরাজ্যে গমন করিলেন। তাঁহাকে বিদায় দিয়া রাম অকুতোভয়ে বয়স্য কাশিরাজ প্রতর্দ্দনকে আলিঙ্গন করিয়া বলিলেন। ১১—১৫। "রাজন্! আপনি যুদ্ধের সাহায্যের জন্য ভরতের সহিত উদ্যোগী হইয়া আমার প্রতি পরম সৌহৃদ্য এবং প্রীতি দেখাইয়াছেন। এক্ষণে আপনি রমণীয়া কাশিপুরীতে গমন করুন, সুচারু প্রাচীরদ্বারা পরিবেষ্টিত তোরণবিশিষ্ট সেই বারাণসী আপনার রক্ষিতা।" ধর্ম্মাত্মা কৌশল্যানন্দন রাম এই কথা বলিয়া দিব্য আসন হইতে গাত্রোত্থান করিয়া তাঁহাকে গাঢ়তররূপে আলিঙ্গনপূর্ব্বক বিদায় দিলেন। সেই নির্ভীক কাশিরাজও রামচন্দ্রের অনুমতি-অনুসারে অবিলম্বে বারাণসীতে গমন করিলেন। রামচন্দ্র কাশিপতিকে বিদায় দিয়া সুমধুর বাক্যে তিনশত মহীপতিকে আপ্যায়িত করিতে লাগিলেন,—"আপনারা নিজ সৌজন্যবশতই আমাকে এরূপ ভাল বাসিয়াছেন; নচেৎ আমার এমন কি

ধর্ম্মশ্চ নিয়তো নিত্যং সত্যঞ্চ ভবতাং সদা।
যুষ্মাকং চানুভাবেন তেজসা চ মহাত্মনাম্ ॥ ২২
হতো দুরাত্মা দুর্ব্বুদ্ধী রাবণো রাক্ষসাধমঃ।
হেতুমাত্রমহং তত্র ভবতাং তেজসা হতঃ ॥ ২৩
রাবণঃ সগণো যুদ্ধে সপুত্রামাত্যবান্ধবঃ।
ভবন্তশ্চ সমানীতা ভরতেন মহাত্মনা ॥ ২৪
শ্রুত্বা জনকরাজস্য কাননাত্তনয়াং হৃতাম্।
উদ্যুক্তানাঞ্চ সর্ব্বেষাং পার্থিবানাং মহাত্মনাম্ ॥ ২৫
কালোহপ্যতীতঃ সুমহান্ গমনং রোচয়াম্যতঃ।
প্রত্যূচুস্তঞ্চ রাজানো হর্ষেণ মহতাবৃতাঃ ॥ ২৬
দিষ্ট্যা ত্বং বিজয়ী রাম রাজ্যঞ্চাপি প্রতিষ্ঠিতম্।
দিষ্ট্যা প্রত্যাহৃতা সীতা দিষ্ট্যা শত্রুঃ পরাজিতঃ ॥ ২৭
এষ নঃ পরমঃ কাম এষা নঃ প্রীতিরুত্তমা।
যত্ত্বাং বিজয়িনং রাম পশ্যামো হতশাত্রবম্ ॥ ২৮
এতৎ ত্বয্যুপপন্নঞ্চ যদস্মাংস্ত্বং প্রশংসসে।
প্রশংসার্হং ন জানীমঃ প্রশংসাং বক্তুমীদৃশীম্ ॥ ২৯
আপৃচ্ছামো গমিষ্যামো হৃদিস্থো নঃ সদা ভবান্।
বর্ত্তামহে মহাবাহো প্রীত্যাত্র মহতাবৃতাঃ ॥ ৩০
ভবেচ্চ তে মহারাজ প্রীতিরস্মাসু নিত্যদা।
বাঢ়মিত্যেব রাজানো হর্ষেণ পরমান্বিতাঃ ॥ ৩১
ঊচুঃ প্রাঞ্জলয়ঃ সর্ব্বে রাঘবং গমনোৎসুকাঃ।
পূজিতাস্তে চ রামেণ জগ্মুর্দেশান্ স্বকান্ স্বকান্ ॥ ৩২

ইত্যুত্তরকাণ্ডে অষ্টচত্বারিংশঃ সর্গঃ ॥ ৪৮

একোনপঞ্চাশঃ সর্গঃ।

তে প্রয়াতা মহাত্মানঃ পার্থিবাস্তে প্রহৃষ্টবৎ।
গজবাজিসহস্রৌঘৈঃ কম্পয়ন্তো বসুন্ধরাম্ ॥ ১
অক্ষৌহিণ্যো হি তত্রাসন্ রাঘবার্থে সমুদ্যতাঃ।
ভরতস্যাজ্ঞয়ানেকাঃ প্রহৃষ্টবলবাহনাঃ ॥ ২
ঊচুস্তে চ মহীপালা বলদর্পসমন্বিতাঃ।
ন রাম রাবণং যুদ্ধে পশ্যামঃ পুরতঃ স্থিতম্ ॥ ৩
ভরতেন বয়ং পশ্চাৎ সমানীতা নিরর্থকম্।

গুণ আছে যাহাতে আমি আপনাদের এরূপ প্রীতির পাত্র হইতে পারি। ১৮—২১। আপনারা সতত ধর্ম্মপরায়ণ এবং সদা সত্য-ব্যবহারী, আপনাদের তেজ এবং মাহাত্ম্যবলেই দুষ্টপ্রকৃতি মন্দবুদ্ধি রাক্ষসাধম রাবণ নিহত হইয়াছে। রাবণ,—পুত্র, অমাত্য, বান্ধব এবং স্বজনের সহিত আপনাদের তেজোবলেই বিনষ্ট হইয়াছে; আমি সেই কার্য্যের উপলক্ষমাত্র; জানকীর হরণবৃত্তান্ত শুনিয়া মহাত্মা ভরত আপনাদিগকে আনয়ন করিয়াছেন, কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে আপনাদের কষ্ট পাইতে হয় নাই। আমার সাহায্যের জন্য উদ্যোগী থাকিয়া মহাত্মা রাজগণ বহুদিন কষ্ট পাইয়াছেন; আজ আমি তাঁহাদিগকে নিজ নিজ দেশে যাইবার অনুমতি দিতেছি।” তখন রাজগণ যার পর নাই আহ্লাদিত হইয়া তাঁহাকে বলিলেন। ২২—২৬। “রাম ভাগ্যক্রমে আপনি সেই যুদ্ধে জয় লাভ করিয়া রাজ্যে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন; অধিক কি, আপনি সৌভাগ্যবশতই রাবণকে পরাজয় করিয়া সীতাকে উদ্ধার করিয়াছেন। রাম! আমরা দেখিলাম আপনি শত্রুদিগকে নিহত করিয়া জয় লাভ করিয়াছেন, ইহাতেই আমাদের সকল অভীষ্ট সিদ্ধ হইয়াছে এবং আমরা পরম প্রীত হইয়াছি। প্রশংসার্হ! আমরা আপনাকে যথার্থ প্রশংসা করিয়া উঠিতে পারি, এরূপ বাগ্মিতা আমাদের নাই। আপনি অতি মহাত্মা, এই জন্য আপনার মুখে আমাদের সুখ্যাতি সঙ্গত হইতে পারে, কিন্তু আপনার নিকট হইতে প্রশংসা পাইতে পারি, আমাদিগের এমন কোন গুণই নাই। ২৭—২৯। মহাবাহো! আপনি যেরূপ আমাদের হৃদয়ে বসতি করিতেছেন, আমরাও সেইরূপ আপনার হৃদয়ে রহিয়াছি; বিদায়কালে আপনাকে সাদর-সম্ভাষণ করিতেছি। মহারাজ! আমাদের প্রতি আপনারও যেন সর্ব্বদা এইরূপ অনুগ্রহদৃষ্টি থাকে।” রাজগণ অত্যন্ত প্রফুল্লচিত্তে করযোড়ে রঘুনন্দন রামকে এই কথা বলিলেন। রাম তাঁহাদিগকে যাইতে অনুমতি দিলেন। সেই গমনোৎসুক নরপতিগণও রামকর্ত্তৃক সম্মানিত হইয়া নিজ নিজ দেশে প্রস্থান করিলেন। ৩০—৩২।

ঊনপঞ্চাশ সর্গ।

মহাত্মা নরপতিগণ, সহস্র সহস্র হস্তী ও অশ্বদ্বারা পৃথিবী কম্পিত করিয়া হৃষ্টচিত্তে নিজ নিজ দেশে প্রস্থান করিলেন। বিশেষতঃ সেনাবাহন-সমন্বিত অনেক অক্ষৌহিণী সেনার সহিত সে সকল রাজা ভরতের আদেশক্রমে উদ্যোগী হইয়া রামের সাহায্যের জন্য তথায় উপস্থিত ছিলেন, তাঁহারা বল এবং দর্পবশতঃ বলিতে লাগিলেন—“আমরা রামের শত্রু রাবণকে সম্মুখ সমরে দেখিতে পাইলাম না; ভরত আমাদিগকে রাবণ-বধের পর বৃথা আনিয়াছিলেন;

হতা হি রাক্ষসাঃ ক্ষিপ্রং পার্থিবৈঃ স্যান্ন সংশয়ঃ ॥ ৪
রামস্য বাহুবীর্য্যেণ রক্ষিতা লক্ষ্মণস্য বা।
সুখং পারে সমুদ্রস্য যুধ্যেম বিগতজ্বরাঃ ॥ ৫
এতাশ্চান্যাশ্চ রাজানঃ কথাস্তত্র সহস্রশঃ।
কথয়ন্তঃ স্বরাজ্যানি জগ্মুর্হর্ষসমন্বিতাঃ ॥ ৬
স্বানি রাজ্যানি মুখ্যানি ঋদ্ধানি মুদিতানি চ।
সমৃদ্ধধনধান্যানি পূর্ণানি বসুমন্তি চ ॥ ৭
যথাপুরাণি তে গত্বা রত্নানি বিবিধান্যথ।
রামস্য প্রিয়কামার্থমুপহারং নৃপা দদুঃ ॥ ৮
অশ্বান্ যানানি রত্নানি হস্তিনশ্চ মদোৎকটান্।
চন্দনানি চ মুখ্যানি দিব্যান্যাভরণানি চ ॥ ৯
মণিমুক্তাপ্রবালাংস্তু দাস্যো রূপসমন্বিতাঃ।
অজাবিকঞ্চ বিবিধং রথাংস্তু বিবিধান্ বহূন্ ॥ ১০
ভরতো লক্ষ্মণশ্চৈব শত্রুঘ্নশ্চ মহাবলঃ।
আদায় তানি রত্নানি স্বাং পুরীং পুনরাগতাঃ ॥ ১১
আগম্য চ পুরীং রম্যামযোধ্যাং পুরুষর্ষভাঃ।
তানি রত্নানি চিত্রাণি রামায় সমুপানয়ন্ ॥ ১২
প্রতিগৃহ্য চ তৎ সর্ব্বং রামঃ প্রীতিসমন্বিতঃ।
সুগ্রীবায় দদৌ রাজ্যে মহাত্মা কৃতকর্ম্মণে ॥ ১৩
বিভীষণায় চ দদৌ তথান্যেভ্যোঽপি রাঘবঃ।
রাক্ষসেভ্যঃ কপিভ্যশ্চ যৈর্বৃতো জয়মাপ্তবান্ ॥ ১৪
তে সর্ব্বে রামদত্তানি রত্নানি কপিরাক্ষসাঃ।
শিরোভির্ধারয়ামাসুর্ভুজেষু চ মহাবলাঃ ॥ ১৫
হনমন্তঞ্চ নৃপতিরিক্ষ্বাকূণাং মহারথঃ।
অঙ্গদঞ্চ মহাবাহুমঙ্কমারোপ্য বীর্য্যবান্ ॥ ১৬
রামঃ কমলপত্রাক্ষঃ সুগ্রীবমিদমব্রবীৎ।
অঙ্গদস্তে সুপুত্রোঽয়ং মন্ত্রী চাপ্যনিলাত্মজঃ ॥ ১৭
সুগ্রীব মন্ত্রিতে যুক্তৌ মমাপি চ হিতে রতৌ।
অর্হতো বিবিধাং পূজাং ত্বৎকৃতে বৈ হরীশ্বর ॥ ১৮
ইত্যুক্ত্বা ব্যপমুচ্যাঙ্গাদ্ভূষণানি মহাযশাঃ।
স ববন্ধ মহার্হাণি তদাঙ্গদহনূমতোঃ ॥ ১৯
আভাষ্য চ মহাবীর্য্যান্ রাঘবো যূথপর্ষভান্।
নীলং নলং কেশরিণং কুমুদং গন্ধমাদনম্ ॥ ২০
সুষেণং পনসং বীরং মৈন্দং দ্বিবিদমেব চ।
জাম্ববন্তং গবাক্ষঞ্চ বিনতং ধূম্রমেব চ ॥ ২১
বলীমুখং প্রজঙ্ঘঞ্চ সন্নাদঞ্চ মহাবলম্।
দরীমুখং দধিমুখমিন্দ্রজানুঞ্চ যূথপম্ ॥ ২২
মধুরং শ্লক্ষ্ণয়া বাচা নেত্রাভ্যামাপিবন্নিব।
সুহৃদো মে ভবন্তশ্চ শরীরং ভ্রাতরস্তথা ॥ ২৩

যদি পূর্ব্বে আমাদিগকে আনিতেন, তাহা হইলে নিশ্চয়ই আমরা রাক্ষসদিগকে অবিলম্বে বধ করিতাম। আমরা,—রাম এবং লক্ষ্মণের বাহুবলে রক্ষিত হইয়া অনায়াসে সমুদ্রপারে গিয়া সুখে যুদ্ধ করিতাম।" ১—৫। সেই রাজগণ তৎকালে প্রীত হইয়া এই রূপ অন্যান্য সহস্র কথা বলিতে বলিতে নিজ নিজ রাজ্যে ফিরিয়া গেলেন। সেই প্রসিদ্ধ সাম্রাজ্য সকল,—মহারত্ন, ধন ও ধান্যে পরিপূর্ণ এবং ক্রুদ্ধ ও হৃষ্টজনগণে পরিপূর্ণ। নৃপতিগণ পূর্ব্ববৎ অক্ষতদেহে আলয়ে উপস্থিত হইয়া রামের কল্যাণকামনায় বিবিধ রত্ন অশ্ব, যান, মদমত্ত মাতঙ্গ, উত্তম চন্দন, দিব্য আভরণ, মণি, মুক্তা, প্রবাল, রূপবতী দাসী, বিবিধ অজাবিক এবং বিবিধ রথ সকল তাঁহাদের অনুগামী ভরত, লক্ষ্মণ এবং শত্রুঘ্নকে উপহার দিলেন। মহাবল ভরত, লক্ষ্মণ এবং শত্রুঘ্ন সেই রত্নসম্ভার লইয়া অযোধ্যাপুরে প্রত্যাগমন করিলেন। ৬—১১। পুরুষশ্রেষ্ঠগণ রমণীয় অযোধ্যা পুরে আসিয়া রামকে সেই বিচিত্র রত্নরাজি উপঢৌকন দিলেন। মহাত্মা রাম পরমাদরে সেই রত্ন লইয়া কৃতকর্ম্মা বানররাজ সুগ্রীব এবং রাক্ষসরাজ বিভীষণকে দান করিলেন;—রামচন্দ্র যে সকল বানর এবং রাক্ষসের সহায়তায় জয় লাভ করিয়াছিলেন, সেই বানর এবং নিশাচরগণকেও তাহা দিলেন। সেই মহাবল রাক্ষস এবং বানরগণ রামদত্ত রত্নরাজি মস্তকে এবং হস্তে ধারণ করিল। ইক্ষ্বাকুনরপতি মহারথ বীর্য্যশালী রাম,—মহাবাহু অঙ্গদ এবং হনুমান্‌কে বালকের ন্যায় ক্রোড়ে লইলেন। পরে কমলদল-তুল্য বিশাললোচন রাম, সুগ্রীবকে কহিলেন,—"এই অঙ্গদ তোমার সুপুত্র এবং পবনাত্মজ হনুমানও তোমার সুমন্ত্রী। ১২—১৭। সুগ্রীব! ইহাঁরা উভয়েই তোমার মন্ত্রণায় নিযুক্ত, বিশেষতঃ আমার হিতে সতত নিরত, সুতরাং কপীশ্বর! ইহাঁরা সবিশেষ সম্মানের যোগ্য।" মহাযশা রাম এই কথা বলিয়া অঙ্গ হইতে মহামূল্য অলঙ্কার সকল খুলিয়া অঙ্গদ এবং হনুমানের অঙ্গে পরাইয়া দিলেন। নল, নীল, কেশরী, কুমুদ, গন্ধমাদন, সুষেণ, পনস, বীর মৈন্দ, দ্বিবিদ, জাম্ববান্, গবাক্ষ, বিনত, ধূম্র, বলীমুখ, প্রজঙ্ঘ, সন্নাদ, মহাবল, দধিমুখ, দরীমুখ এবং ইন্দ্রজানু প্রভৃতি মহাবীর্য্য বানরদিগকে মধুর বাক্যে সম্ভাষণ করিয়া রাম প্রফুল্লনয়নে তাহাদের প্রতি দৃষ্টিপাতপূর্ব্বক মনোহর বাক্যে বলিতে লাগিলেন,—"বনবাসিগণ! তোমরাই আমার শরীর, সুহৃদ্ এবং

সুখাভিরুক্ষিতস্তাহং শাসনাৎ কাননৌকসঃ।
ধন্যো রাজা চ সুগ্রীবো ভবদ্ভিঃ সুহৃদাংবরৈঃ ॥ ২৪
এবমুক্ত্বা দদৌ তেভ্যো ভূষণানি যথার্হতঃ।
বস্ত্রাণি চ মহার্হাণি সস্বজে চ নরর্ষভঃ ॥ ২৫
তে পিবন্তঃ সুগন্ধীনি মধূনি মধুপিঙ্গলাঃ।
মাংসানি চ সুমৃষ্টানি মূলানি চ ফলানি চ ॥ ২৬
এবং তেষাং নিবসতাং মাসঃ সাগ্রো যযৌ তদা।
মুহূর্ত্তমিব তে সর্কে রামভক্ত্যা চ মেনিরে ॥ ২৭
রামোঽপি রেমে তৈঃ সার্দ্ধং বানরৈঃ কামরূপিভিঃ।
রাক্ষসৈশ্চ মহাবীর্য্যৈঋক্ষৈশ্চৈব মহাবলৈঃ ॥ ২৮
এবং তেষাং যযৌ মাসো দ্বিতীয়ঃ শিশিরঃ সুখম্।
বানরাণাং প্রহৃষ্টানাং রাক্ষসানাঞ্চ সর্কশঃ ॥ ২৯
ইক্ষ্বাকুনগরে রম্যে পরাং প্রীতিমুপাসতাম্।
রামস্য প্রীতিকরণৈঃ কালস্তেষাং সুখং যযৌ ॥ ৩০

ইত্যুত্তরকাণ্ডে একোনপঞ্চাশঃ সর্গঃ ॥ ৪৯

পঞ্চাশঃ সর্গঃ।

তথা স্ম তেষাং বসতামৃক্ষবানররক্ষসাম্।
রাঘবস্তু মহাতেজাঃ সুগ্রীবমিদমব্রবীৎ ॥ ১
গম্যতাং সৌম্য কিষ্কিন্ধ্যাং দুরাধর্ষাং সুরাসুরৈঃ।
পালয়স্ব সহামাত্যো রাজ্যং নিহতকণ্টকম্ ॥ ২
অঙ্গদঞ্চ মহাবাহো প্রীত্যা পরময়া যুতঃ।
পশ্য ত্বং হনুমন্তঞ্চ নলঞ্চ সুমহাবলম্ ॥ ৩
সুষেণং শ্বশুরং বীরং তারঞ্চ বলিনাং বরম্।
কুমুদঞ্চৈব দুর্দ্ধর্ষং নীলঞ্চৈব মহাবলম্ ॥ ৪
বীরং শতবলিঞ্চৈব মৈন্দং দ্বিবিদমেব চ।
গজং গবাক্ষং গবয়ং শরভঞ্চ মহাবলম্ ॥ ৫
ঋক্ষরাজঞ্চ দুর্দ্ধর্ষং জাম্ববন্তং মহাবলম্।
পশ্য প্রীতিসমাযুক্তো গন্ধমাদনমেব চ ॥ ৬
ঋষভঞ্চ সুবিক্রান্তং প্লবঙ্গঞ্চ সুপাটলম্।
কেশরিং শরভং শুম্ভং শঙ্খচূড়ং মহাবলম্ ॥ ৭
যে চেমে সুমহাত্মানো মদর্থে ত্যক্তজীবিতাঃ।
পশ্য ত্বং প্রীতিসংযুক্তো মা চৈষাং বিপ্রিয়ং কৃথাঃ ॥ ৮
এবমুক্ত্বা চ সুগ্রীবমাশ্লিষ্য চ পুনঃপুনঃ।
বিভীষণমুবাচাথ রামো মধুরয়া গিরা ॥ ৯
লঙ্কাং প্রশাধি ধর্ম্মেণ ধর্ম্মজ্ঞস্ত্বমতো মম।
পুরস্য রাক্ষসানাঞ্চ ভ্রাতুর্বৈশ্রবণস্য চ ॥ ১০
মা চ বুদ্ধিমধর্ম্মে ত্বং কুর্য্যা রাজন্ কথঞ্চন।
বুদ্ধিমন্তো হি রাজানো ধ্রুবমশ্নন্তি মেদিনীম্ ॥ ১১
অহঞ্চ নিত্যশো রাজন্ সুগ্রীবসহিতস্ত্বয়া।

ভ্রাতা। ১৮—২৩। অধিক কি, তোমরাই আমাকে বিপদ্ হইতে মুক্ত করিয়াছ; তোমাদিগের ন্যায় উত্তম বন্ধুর সাহায্যে সুগ্রীব রাজা ধন্য হইয়াছেন।” নরশ্রেষ্ঠ রাম এই কথা বলিয়া যথাযোগ্য মহামূল্য বসন-ভূষণ দান করিয়া তাহাদিগকে আলিঙ্গন করিলেন। সেই মধুপিঙ্গল বানরগণ সুগন্ধি মধু পান করিতে এবং সুমিষ্ট ফল খাইতে লাগিল। রামের ভক্ত বানর এবং রাক্ষসগণ এইরূপে তথায় অবস্থান করত একমাস কাল মুহূর্ত্তের ন্যায় সুখে কাটাইল। রামও সেই কামরূপী বানর, বীর্য্যশালী রাক্ষস এবং মহাবল ঋক্ষগণের সহিত আনন্দে কালাতিবাহিত করিতে লাগিলেন। হৃষ্টচিত্তে বানর এবং রাক্ষসগণ এইরূপে আর একমাস সুখে কাটাইল। রামের আদর যত্নে তাহারা সেই ইক্ষ্বাকুপুরে পরমসুখে কাল যাপন করিল। ২৪—৩০।

পঞ্চাশ সর্গ।

একদিন সেই ঋক্ষ বানর এবং রাক্ষসগণ চতুঃপার্শ্বে বসিয়া আছে, এমন সময়ে মহাতেজা রঘুনন্দন রাম, সুগ্রীবকে বলিলেন,—“সৌম্য! সুরাসুরের দুর্জ্জয় কিষ্কিন্ধ্যানগরে প্রত্যাগমন করিয়া অমাত্যের সহিত তথায় নিষ্কণ্টকে রাজ্য পালন কর। মহাবাহো! মহাবল অঙ্গদ, হনুমান্ এবং নলকে তুমি সতত প্রীতিপূর্ণনয়নে দেখিবে। তোমার শ্বশুর সুষেণ, বলপ্রবর বীর তার, দুর্দ্ধর্ষ কুমুদ, মহাবল নীল, বীর শতবলি, দ্বিবিদ, গজ, গবাক্ষ, গবয়, মহাবল শরভ, গন্ধমাদন, সুবিক্রান্ত ঋষভ, প্লবগ সুপাটল, কেশরী শরভ, শুম্ভ, মহাবল শঙ্খচূড় এবং দুর্দ্ধর্ষ মহাবল ঋক্ষরাজ জাম্ববান্‌কে প্রীতচিত্তে সতত দেখিবে। ১—৭। অধিক কি, যে যে মহাত্মা বানরগণ আমার জন্য প্রাণত্যাগে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছিল, তুমি তাহাদিগকে স্নেহের চক্ষে দেখিবে এবং কদাচ ইহাদের কোন অনিষ্ট আচরণ করিবে না।” এই কথা বলিয়া সুগ্রীবকে পুনঃপুনঃ আলিঙ্গন করত রাম, বিভীষণকে সুমধুরবাক্যে বলিতে লাগিলেন,—“তুমি রাক্ষসগণ, পুরবাসিগণ, এবং ভ্রাতা কুবেরের আমার প্রিয় পাত্র ও অভিমত হইয়াছ; বিশেষতঃ তুমি ধার্ম্মিক; সুতরাং তুমি সতত ধর্ম্মপথে থাকিয়া লঙ্কানগরী শাসন কর। রাজন্! বুদ্ধিমান্ রাজারা ধর্ম্মপথে থাকিয়া চিরকাল রাজ্য ভোগ করিয়া থাকেন, সুতরাং তুমি

স্মর্তব্যঃ পরয়া প্রীত্যা গচ্ছ ত্বং বিগতজ্বরঃ॥ ১২
রামস্য ভাষিতং শ্রুত্বা ঋক্ষবানররাক্ষসাঃ।
সাধুসাধ্বিতি কাকুৎস্থং প্রশশংসুঃ পুনঃপুনঃ॥ ১৩
তব বুদ্ধির্মহাবাহো বীর্য্যমদ্ভুতমেব চ।
মাধুর্য্যং পরমং রাম স্বয়ম্ভোরিব নিত্যদা॥ ১৪
তেষামেবং ব্রুবাণানাং বানরাণাঞ্চ রক্ষসাম্।
হনূমান্ প্রণতো ভূত্বা রাঘবং বাক্যমব্রবীৎ॥ ১৫
স্নেহো মে পরমো রাজংস্ত্বয়ি তিষ্ঠতু নিত্যদা।
ভক্তিশ্চ নিয়তা বীর ভাবো নান্যত্র গচ্ছতু॥ ১৬
যাবদ্রামকথা বীর চরিষ্যতি মহীতলে।
তাবচ্ছরীরে বৎস্যন্তি প্রাণা মম ন সংশয়ঃ॥ ১৭
যচ্চৈতচ্চরিতং দিব্যং কথা তে রঘুনন্দন।
তন্মমাপ্সরসো রাম শ্রাবয়েয়ুর্নরর্ষভ॥ ১৮
তচ্ছ্রুত্বাহং ততো বীর তব চর্য্যামৃতং প্রভো।
উৎকণ্ঠাং তাং হরিষ্যামি মেঘলেখামিবানিলঃ॥ ১৯
এবং ব্রুবাণং রামস্তু হনূমন্তং বরাসনাৎ।
উত্থায় সস্বজে স্নেহবাক্যমেতদুবাচ হ॥ ২০
এবমেতৎ কপিশ্রেষ্ঠ ভবিতা নাত্র সংশয়ঃ।
চরিষ্যতি কথা যাবদেষা লোকে চ মামিকা॥ ২১
তাবত্তে ভবিতা কীর্ত্তিঃ শরীরেহপ্যসবস্তথা।
লোকা হি যাবৎ স্থাস্যন্তি তাবৎ স্থাস্যন্তি মে কথাঃ॥ ২২
একৈকস্যোপকারস্য প্রাণান্ দাস্যামি তে কপে।
শেষস্যেহোপকারাণাং ভবাম ঋণিনো বয়ম্॥ ২৩
মদঙ্গে জীর্ণতাং যাতু যত্ত্বয়োপকৃতং কপে।
নরঃ প্রত্যুপকারাণামাপৎস্বায়াতি পাত্রতাম্॥ ২৪
ততোঽস্য হারং চন্দ্রাভং মুচ্য কণ্ঠাৎ স রাঘবঃ।
বৈদূর্য্যতরলং কণ্ঠে ববন্ধ চ হনূমতঃ॥ ২৫
তেনোরসি নিবদ্ধেন হারেণ মহতা কপিঃ।
ররাজ হেমশৈলেন্দ্রশ্চন্দ্রেণাক্রান্তমস্তকঃ॥ ২৬
শ্রুত্বা তু রাঘবস্যৈতদুত্থায়োত্থায় বানরাঃ।
প্রণম্য শিরসা পাদৌ নির্জগ্মুস্তে মহাবলাঃ॥ ২৭
সুগ্রীবঃ স চ রামেণ নিরন্তরমুরোগতঃ।
বিভীষণশ্চ ধর্ম্মাত্মা সর্ব্বে তে বাষ্পবিক্লবাঃ॥ ২৮
সর্ব্বে চ তে বাষ্পকলাঃ সাশ্রুনেত্রা বিচেতসঃ।
সম্মূঢ়া ইব দুঃখেন ত্যজন্তো রাঘবং তদা॥ ২৯
কৃতপ্রসাদাস্তেনৈবং রাঘবেণ মহাত্মনা।

কদাচ পাপে লিপ্ত হইবে না। রাজন্! তুমি সতত আমাকে এবং সুগ্রীবকে মনে রাখিবে। এক্ষণে পরমানন্দে অক্লেশে প্রস্থান কর ।৮—১২। ঋক্ষগণ, বানরগণ এবং রাক্ষসগণ কাকুৎস্থ রামের কথা শুনিয়া তাঁহাকে 'সাধু সাধু' বলিয়া বারংবার তাঁহার প্রসংশা করিয়া বলিতে লাগিল,—'মহাবাহো রাম! আপনি বুদ্ধি এবং সুমধুর বাগ্মিতাবলে সাক্ষাৎ লোকগুরু পিতামহের ন্যায় মহাবীর্য্যবান্। সেই বানর এবং রাক্ষসগণ এইরূপ বলিলে, হনূমান্ প্রণামপূর্ব্বক রামকে কহিলেন,—বীর, হে রাজন্! আপনার প্রতি যেন আমার অচলা ভক্তি এবং ভালবাসা থাকে, আর আমার মন যেন অন্য কোন বিষয়ে লিপ্ত না হয়। বীর! ধরাতলে যত দিন পর্য্যন্ত রাম-কথা থাকিবে, ততদিন আমি বাঁচিয়া থাকিব, সংশয় নাই। রঘুনন্দন রাম! আপনার কথামৃত এই যে দিব্য চরিত বিখ্যাত রহিয়াছে, পুরুষশ্রেষ্ঠ! ইহা অপ্সরোগণ আমাকে শুনাইবে। ১৩—১৮ প্রভো বীর! আপনার চরিত্রামৃত পান করিয়া বায়ু যেমন মেঘখণ্ড অপসারিত করে, আমিও সেইরূপ আপনার অদর্শনজনিত দুঃখ দূর করিব।" হনূমান্ এই কথা কহিলে, রাম দিব্য আসন হইতে উঠিয়া স্নেহপূর্ব্বক তাহাকে আলিঙ্গন করিয়া কহিলেন,—'কপিবর! তুমি যাহা যাহা প্রার্থনা করিলে তাহাই হইবে, ইহাতে সংশয় নাই। যতদিন পর্য্যন্ত আমার কথা লোকসমাজে প্রচারিত থাকিবে, ততদিন পর্য্যন্ত তোমার কীর্ত্তি বিদ্যমান থাকিবে এবং তুমিও শরীর ধারণ করিয়া বাস করিবে। অধিক কি, যতদিন এই লোক সকল থাকিবে, ততদিন পর্য্যন্ত আমার কথাও থাকিবে। কপিবর! তোমার এক একটী উপকারের পরিবর্ত্তে প্রাণ দান করিতে পারি, সুতরাং অবশিষ্ট উপকারের জন্য ঋণী রহিলাম। ১৯—২৩। বানর! তুমি যে উপকার করিয়াছ, তাহা আমার অঙ্গে জীর্ণ হইয়া যাউক; যেহেতু বিপৎকাল আসিলে মানুষ প্রত্যুপকারের পাত্র হইয়া থাকে।' পরে রামচন্দ্র মধ্যদেশে বৈদূর্য্যমণি-শোভিত চন্দ্রাভ হার লইয়া নিজ কণ্ঠ হইতে হনূমানের কণ্ঠে পরাইয়া দিলেন। কাঞ্চনপর্ব্বতরাজ সুমেরু, উপরিস্থিত চন্দ্রকিরণ সম্পৃক্ত হইয়া যেরূপ শোভা পায়, হনুমান্ বক্ষঃস্থলে উৎকৃষ্ট হার পরিয়া সেইরূপ শোভা পাইতে লাগিলেন। পরে সেই মহাবল বানরগণ রামচন্দ্রের এই কথাশ্রবণে উঠিয়া পদযুগলে মস্তক স্পর্শপূর্ব্বক প্রণাম করিয়া নির্গত হইল। ধর্ম্মাত্মা বিভীষণ এবং সুগ্রীব রামকে প্রগাঢ় আলিঙ্গন করিলেন এবং সকলেই বাষ্পাকুল হইলেন। রামকে ছাড়িয়া যাইতে হইতেছে বলিয়া সেই সময়ে বানরগণের নয়ন অশ্রুজলে পরিপূর্ণ হইল, কণ্ঠস্বর রুদ্ধ হইল, কথা কহিতে পারিল না, পরন্তু তাহারা সংজ্ঞাহীন হইয়া পড়িল।

জগ্মুঃ স্বং স্বং গৃহং সর্ব্বে দেহী দেহমিব ত্যজন্ ॥ ৩০
ততস্তে রাক্ষসঋক্ষবানরাঃ
প্রণম্য রামং রঘুবংশবর্দ্ধনম্।
বিয়োগজাশ্রুপ্রতিপূর্ণলোচনাঃ
প্রতিপ্রয়াতাস্তু যথা নিবাসিনঃ ॥ ৩১

ইত্যুত্তরকাণ্ডে পঞ্চাশঃ সর্গঃ ॥ ৫০

একপঞ্চাশঃ সর্গঃ।

বিসৃজ্য চ মহাবাহুর্ঋক্ষবানররাক্ষসান।
ভ্রাতৃভিঃ সহিতো রামঃ প্রমুমোদ সুখং সুখী ॥ ১
অথাপরাহ্নসময়ে ভ্রাতৃভিঃ সহ রাঘবঃ।
শুশ্রাব মধুরাং বাণীমন্তরিক্ষান্মহাবিভুঃ ॥ ২
সৌম্য রাম নিরীক্ষস্ব সৌম্যেন বদনেন মাম্।
কুবেরভবনাৎ প্রাপ্তং বিদ্ধি মাং পুষ্পকং প্রভো ॥ ৩
তব শাসনমাজ্ঞায় গতোহস্মি ধনদং প্রতি।
উপস্থাতুং নরশ্রেষ্ঠ স চ মাং প্রাভাষত ॥ ৪
নির্জ্জিতস্ত্বং নরেন্দ্রেণ রাঘবেণ মহাত্মনা।
নিহত্য যুধি দুর্দ্ধর্ষং রাবণং রাক্ষসেশ্বরম্ ॥ ৫
মমাপি পরমা প্রীতির্হতে তস্মিন্ দুরাত্মনি।
রাবণে সগণে চৈব সপুত্রে সহবান্ধবে ॥ ৬
স ত্বং রামেণ লঙ্কায়াং নির্জ্জিতঃ পরমাত্মনা।
বহ সৌম্য তমেব ত্বমহমাজ্ঞাপয়ামি তে ॥ ৭
পরমো হ্যেষ মে কামো যত্ত্বং রাঘবনন্দনম্।
বহের্লোকস্য সংযানং গচ্ছস্ব বিগতজ্বরঃ ॥ ৮
সোহহং শাসনমাজ্ঞায় ধনদস্য মহাত্মনঃ।
ত্বৎসকাশমনুপ্রাপ্তো নির্বিশঙ্কঃ প্রতীচ্ছ মাম্ ॥ ৯
অধৃষ্যঃ সর্বভূতানাং সর্বেষাং ধনদাজ্ঞয়া।
চরাম্যহং প্রভাবেণ তবাজ্ঞাং পরিপালয়ন্ ॥ ১০
এবমুক্তস্তদা রামঃ পুষ্পকেণ মহাবলঃ।
উবাচ পুষ্পকং দৃষ্ট্বা বিমানং পুনরাগতম্ ॥ ১১
যদ্যেবং স্বাগতং তেহস্তু বিমানবর পুষ্পক।
আনুকূল্যাদ্ধনেশস্য বৃত্তদোষো ন নো ভবেৎ ॥ ১২
লাজৈশ্চৈব তথা পুষ্পৈর্ধূপৈশ্চৈব সুগন্ধিভিঃ।
পূজয়িত্বা মহাবাহু রাঘবঃ পুষ্পকং তদা ॥ ১৩
গম্যতামিতি চোবাচ আগচ্ছ ত্বং স্মরে যদা।
সিদ্ধানাঞ্চ গতৌ সৌম্য মা বিষাদেন যোজয় ॥ ১৪

সেই মহাত্মা রামচন্দ্রকর্তৃক আপ্যায়িত হইলেও বানরগণ দেহহীন প্রাণীর ন্যায় খিন্নমনে নিজ নিজ গৃহে প্রস্থান করিল। অবশেষে সেই বানর, রাক্ষস এবং ঋক্ষগণ রামবিচ্ছেদদুঃখ-জনিত শোকে অশ্রুজলে চক্ষু প্লাবিত করিয়া রঘুবংশবর্দ্ধন রামকে প্রণামপূর্ব্বক গৃহাভিমুখে প্রস্থান করিল। ২৪—৩১।

একপঞ্চাশ সর্গ।

বানর, রাক্ষস এবং ঋক্ষগণ স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করিলে পর, মহাবাহু রাম ভ্রাতৃত্রয়ের সহিত সুখে কাল যাপন করিতে লাগিলেন। কিছুদিন পরে, অতীব ক্ষমতাশালী রাঘব অপরাহ্নসময়ে সুমধুর আকাশবাণী শুনিলেন;—"সৌম্য রাম! আপনি আমাকে প্রসন্নবদনে দেখুন। প্রভো! আমি পুষ্পক রথ, কুবের-আলয় হইতে আসিয়াছি। নরবর! আমি আপনার আদেশমত কুবেরের নিকটে গিয়াছিলাম, কিন্তু তিনি আমাকে বলিলেন;—নররাজ মহাত্মা রঘুনন্দন রাম, রাক্ষসরাজ দুর্জ্জয় রাবণকে যুদ্ধে সংহার করিয়া তোমাকে লাভ করিয়াছেন। সেই দুরাচার রাবণ,—পুত্র, বান্ধব এবং অনুচরগণের সহিত নিহত হওয়ায় আমারও অতিশয় আহ্লাদ হইয়াছে। ১—৬। বিশেষতঃ পরমাত্মা রাম শত্রুজয় করিয়া তোমাকে লইয়াছেন, এই কারণে হে সৌম্য! আমি তোমাকে অনুমতি দিতেছি, তুমি সেই রামেরই বাহন হও। তোমার সর্ব্বত্র অবারিতগতি;সুতরাং তুমি রামচন্দ্রকে বহন কর, ইহাই আমার একান্ত বাসনা। এই জন্য আমি বলিতেছি, তুমি বিষাদ পরিত্যাগ করিয়া তাঁহার নিকটে যাও।' মহাত্মা কুবেরের আদেশক্রমে আমি আপনার নিকটে আসিয়াছি, এক্ষণে আপনি নিঃশঙ্কচিত্তে আমাকে গ্রহণ করুন। ধনপতি কুবেরের আদেশে সর্ব্বভূতের অধৃষ্য, সুতরাং আমি নিজ প্রভাববশতঃ আপনার আজ্ঞা পালন করিয়া সর্ব্বত্র বিচরণ করিব।" পুষ্পক রথ পুনরায় আসিয়া এইরূপ বলিলে, মহাবল রাম তাহার দিকে দৃষ্টিনিক্ষেপ করিয়া বলিলেন। ৭—১১। "বিমানবর পুষ্পক! যদি এইরূপই হয়, তবে স্বচ্ছন্দে আমার নিকটে আইস; এক্ষণে ধনেশ্বরের আদেশমত কার্য্য করায় আমার কোন দোষ হইবে না।" তখন মহাবাহু রাম,—পুষ্প, লাজ এবং সুগন্ধ ধূপ দ্বারা পুষ্পক-রথের পূজা করিয়া তাহাকে বলিলেন,—"তুমি এখন যাও, কিন্তু সৌম্য! যখন আমি তোমাকে স্মরণ করিব, তখন তুমি সিদ্ধগণের প্রদর্শিত শূন্যপথে আসিবে, আমাদের বিয়োগ-

প্রতিযাতশ্চ তে মা ভূদ্‌যথেষ্টং গচ্ছতো। দিশঃ।
এবমস্ত্বিতি রামেণ পূজয়িত্বা বিসর্জ্জিতম্ ॥ ১৫
অভিপ্রেতাং দিশং তস্মাৎ প্রায়াত্তং পুষ্পকং তদা।
এবমন্তর্হিতে তস্মিন্ পুষ্পকে সুকৃতাত্মনি ॥ ১৬
ভরতঃ প্রাঞ্জলির্বাক্যমুবাচ রঘুনন্দনম্।
বিবুধাত্মনি দৃশ্যন্তে ত্বয়ি বীর প্রশাসতি ॥ ১৭
অমানুষাণি সত্ত্বানি ব্যাহৃতানি মুহুর্ম্মুহুঃ।
অনাময়শ্চ মর্ত্ত্যানাং সাগ্রো মাসো গতো হ্যয়ম্ ॥ ১৮
জীর্ণানামপি সত্ত্বানাং মৃত্যুর্নায়াতি রাঘব।
অরোগপ্রসবা নার্য্যো বপুষ্মন্তো হি মানবাঃ ॥ ১৯
হর্ষশ্চাভ্যধিকো রাজন্ জনস্য পুরবাসিনঃ।
কালে বর্ষতি পর্জ্জন্যঃ পাতয়ন্নমৃতং পয়ঃ ॥ ২০
বাতাশ্চাপি প্রবান্ত্যেতে স্পর্শযুক্তাঃ সুখাঃ শিবাঃ।
ঈদৃশো নশ্চিরং রাজা ভবেদিতি নরেশ্বর ॥ ২১
কথয়ন্তি পুরে রাজন্ পৌরা জানপদাস্তথা।
এতা বাচঃ সুমধুরা ভরতেন সমীরিতাঃ।
শ্রুত্বা রামো মুদা যুক্তো বভূব নৃপসত্তমঃ ॥ ২২

ইত্যুত্তরকাণ্ডে একপঞ্চাশঃ সর্গঃ ॥ ৫১

অনিত দুঃখে কাতর হইও না। তোমার কোন বিঘ্ন হইবে না, সুতরাং তুমি যে দিকে ইচ্ছা যাও।" এই কথা বলিয়া পূজা করিয়া রাম তাহাকে বিদায় করিলেন। তখন পুষ্পক-রথ তথা হইতে অভিপ্রেত স্থানে প্রস্থান করিল। সেই পুষ্পক-রথ কৃতার্থ হইয়া এইরূপে অন্তর্হিত হইলে, ভরত করযোড়ে রঘুনন্দনকে বলিলেন,—"বীর! আপনি দেবতাস্বরূপ, এইজন্য আপনার রাজ্যশাসন-কালে জড়পদার্থ নয়নগোচর হইয়া কথা কহিতেছে। রাম! এই সম্পূর্ণ একমাসকাল গত হইয়াছে, কিন্তু মর্ত্ত্যবাসিগণের পীড়া নাই। ১২—১৮। অধিক কি, জীবগণ জরাগ্রস্ত হইয়াছে, তথাপি তাহাদের মৃত্যু হইতেছে না। রাজন্! নারীগণ নীরোগ সন্তান প্রসব করিতেছে, প্রজাগণ হৃষ্ট পুষ্ট হইয়াছে, পুরবাসী জনগণের অধিকতর হর্ষ হইয়াছে, যথাকালে মেঘ অমৃততুল্য বারি বর্ষণ করিতেছে এবং মঙ্গলময় সুখস্পর্শ সমীরণ চারিদিকে প্রবাহিত হইতেছে। নরেশ্বর! হে রাজন্! পুরবাসী এবং জনপদবাসী নগরে নগরে প্রচার করিতেছে যে,—"আমাদের এরূপ রাজা অনেককাল হয় নাই!" নৃপসত্তম রাম, ভরতের এই সুমধুর কথা শুনিয়া সন্তোষ লাভ করিলেন। ১৯—২২।

দ্বিপঞ্চাশঃ সর্গঃ।

স বিসৃজ্য ততো রামঃ পুষ্পকং হেমভূষিতম্।
প্রবিবেশ মহাবাহুরশোকবনিকাং তদা ॥ ১
চন্দনাগুরুচূতৈশ্চ তুঙ্গকালেয়কৈরপি।
দেবদারুবনৈশ্চাপি সমন্তাদুপশোভিতাম্ ॥ ২
চম্পকাগুরুপুন্নাগমধূকপনসাসনৈঃ।
শোভিতাং পারিজাতৈশ্চ বিধূমজ্বলনপ্রভৈঃ ॥ ৩
লোধ্রনীপার্জ্জুনৈর্নাগৈঃ সপ্তপর্ণাতিমুক্তকৈঃ।
মন্দারকদলীগুল্মলতাজালসমাবৃতাম্ ॥ ৪
প্রিয়ঙ্গুভিঃ কদম্বৈশ্চ তথা চ বকুলৈরপি।
জম্বুভির্দাড়িমৈশ্চৈব কোবিদারৈশ্চ শোভিতাম্ ॥ ৫
সর্ব্বদা কুসুমৈ রম্যৈঃ ফলবদ্ভির্মনোরমৈঃ।
দিব্যগন্ধরসোপেতৈস্তরুণাঙ্কুরপল্লবৈঃ ॥ ৬
তথৈব তরুভির্দিব্যৈঃ শিল্পিভিঃ পরিকল্পিতৈঃ।
চারুপল্লবপুষ্পাঢ্যৈর্মত্তভ্রমরসঙ্কুলৈঃ ॥ ৭
কোকিলৈর্ভৃঙ্গরাজৈশ্চ নানাবর্ণৈশ্চ পক্ষিভিঃ।
শোভিতাং শতশশ্চিত্রাং চূতবৃক্ষাবতংসকৈঃ ॥ ৮
শাতকুম্ভনিভাঃ কেচিৎ কেচিদগ্নিশিখোপমাঃ।
নীলাঞ্জননিভাশ্চান্যে ভান্তি তত্র স্ম পাদপাঃ ॥ ৯

দ্বিপঞ্চাশ সর্গ।

সুবর্ণভূষিত পুষ্পক রথকে বিদায় দিয়া মহাবাহু রাম অশোকবনে প্রবেশ করিলেন। সেই উপবন চন্দন, চূত, অগুরু, তুঙ্গক, রক্তচন্দন, দেবদারু, চম্পক, কালাগুরু, পুন্নাগ, মধূক, পনস, শাল, বিধূম-অনল-সদৃশ পারিজাত, লোধ্র, কদম্ব, অর্জ্জুন, নাগকেশর, সপ্তপর্ণ, তিনিশ, মন্দার, কদলী, প্রিয়ঙ্গু, নীপকদম্ব, বকুল, জম্বু দাড়িম্ব, কোবিদার প্রভৃতি তরুকানন এবং লতা ও গুল্মসমূহ দ্বারা চারিদিকে সুশোভিত। ঐ উদ্যানে নিশলয় এবং পল্লবযুক্ত রমণীয় মনোহর বৃক্ষ সকল দিব্য সুগন্ধি পুষ্প এবং সুরসালফলভরে শোভিত রহিয়াছে। বৃক্ষরোপণে সুনিপুণ শিল্পিগণ ঐ উত্তম তরুসমূহকে সুন্দররূপে শ্রেণীবদ্ধভাবে রোপণ করিয়াছে; বিশেষতঃ ঐ বৃক্ষসমূহ সুচারু পল্লব এবং কুসুমসমূহে পরিপূর্ণ; মত্তভ্রমরগণ তাহাতে সতত বিরাজমান। কোকিলকুল, ভ্রমরকুল এবং নানাবর্ণ পক্ষিসমূহ আম্রমুকুলের পরাগ-ভূষিত এবং নানা বর্ণে চিত্রিত হইয়া, সেই উপবনের শোভা সম্পাদন করিতেছে। ১—৮। অধিক কি, তথায় কোন কোন বৃক্ষ হেমবর্ণ, কোন কোন বৃক্ষ অগ্নিশিখার ন্যায়, কোন বৃক্ষ নীল-অঞ্জন-

সুরভীণি চ পুষ্পাণি মাল্যানি বিবিধানি চ।
দীর্ঘিকা বিবিধাকারাঃ পূর্ণাঃ পরমবারিণা ॥ ১০
মাণিক্যকৃতসোপানাঃ স্ফাটিকান্তরকুট্টিমাঃ।
ফুল্লপদ্মোৎপলবনাশ্চক্রবাকোপশোভিতাঃ ॥ ১১
দাত্যূহশুকসঙ্ঘুষ্টা হংসসারসনাদিতাঃ।
তরুভিঃ পুষ্পশবলৈস্তীরজৈরুপশোভিতাঃ ॥ ১২
প্রাসাদৈর্বিবিধাকারৈঃ শোভিতাশ্চ শিলাতলৈঃ।
তত্রৈব চ বনোদ্দেশে বৈদূর্য্যমণিসন্নিভৈঃ ॥ ১৩
শাদ্বলৈঃ পরমোপেতাং পুষ্পিতদ্রুমকাননাম্।
তত্র সঙ্ঘর্ষজাতানাং বৃক্ষাণাং পুষ্পশালিনাম্ ॥ ১৪
প্রস্তরাঃ পুষ্পশবলা নভস্তারাগণৈরিব।
নন্দনং হি যথেন্দ্রস্য ব্রাহ্মং চৈত্ররথং যথা ॥ ১৫
তথাভূতং হি রামস্য কাননং সন্নিবেশনম্।
বহ্বাসনগৃহোপেতাং লতাসনসমাবৃতাম্ ॥ ১৬
অশোকবনিকাং স্ফীতাং প্রবিশ্য রঘুনন্দনঃ।
আসনে চ শুভাকারে পুষ্পপ্রকরভূষিতে ॥ ১৭
কুশাস্তরণসংস্তীর্ণে রামঃ সন্নিষসাদ হ।
সীতামাদায় হস্তেন মধু মৈরেয়কং শুচি ॥ ১৮
পায়য়ামাস কাকুৎস্থঃ শচীমিব পুরন্দরঃ।
মাংসানি চ সুমৃষ্টানি ফলানি বিবিধানি চ ॥ ১৯
রামস্যাভ্যবহারার্থং কিঙ্করাস্তূর্ণমাহরন্।
উপানৃত্যংশ্চ রাজানং নৃত্যগীতবিশারদাঃ ॥ ২০
অপ্সরোগণসঙ্ঘাশ্চ কিন্নরীপরিবারিতাঃ।
দক্ষিণা রূপবত্যশ্চ স্ত্রিয়ঃ পানবশং গতাঃ ॥ ২১
উপানৃত্যন্ত কাকুৎস্থং নৃত্যগীতবিশারদাঃ।
মনোভিরামা রামাস্তা রামো রময়তাং বরঃ ॥ ২২
রময়ামাস ধর্ম্মাত্মা নিত্যং পরমভূষিতাঃ।
স তয়া সীতয়া সার্দ্ধমাসীনো বিররাজ হ ॥ ২৩
অরুন্ধত্যা সহাসীনো বসিষ্ঠ ইব তেজসা।
এবং রামো মুদা যুক্তঃ সীতাং সুরসুতোপমাম্ ॥ ২৪
রময়ামাস বৈদেহীমহন্যহনি দেববৎ।
তথা তয়োর্বিহরতোঃ সীতারাঘবয়োশ্চিরম্ ॥ ২৫
অত্যক্রামচ্ছুভঃ কালঃ শৈশিরো ভোগদঃ সদা।
দশবর্ষসহস্রাণি গতানি সুমহাত্মনোঃ ॥ ২৬
প্রাপ্তয়োর্বিবিধান্ ভোগানতীতঃ শিশিরাগমঃ।
পূর্ব্বাহ্ণে ধর্ম্মকার্য্যাণি কৃত্বা ধর্ম্মেণ ধর্ম্মবিৎ।
শেষং দিবসভাগার্দ্ধমন্তঃপুরগতোঽভবৎ ॥ ২৭
সীতাঽপি দেবকার্য্যাণি কৃত্বা পৌর্ব্বাহ্ণিকানি বৈ।

তুল্য; ঐ তরুসমূহে সুগন্ধি কুসুম এবং কুসুমস্তবক-সকল শোভা পাইতেছে। সেই উপবনে নানা-প্রকার দীর্ঘিকাসকল বিরাজিত রহিয়াছে। তাহাদের জল অতিশয় নির্ম্মল; সোপানশ্রেণী মাণিক্যদ্বারা নির্ম্মিত; মধ্যস্থল স্ফটিকদ্বারা বদ্ধ; প্রস্ফুটিত পদ্ম এবং উৎপল সকল তাহাতে শোভা পাইতেছে এবং চক্রবাক, হংস, সারস, দাত্যূহ ও শুক প্রভৃতি পক্ষি-সকল কূজন করিতেছে। তীরজাত কুসুমিত বৃক্ষ-রাজি, বিচিত্রবর্ণ হইয়া তাহাদের শোভা সম্পাদন করিতেছে; বিবিধাকারের হর্ম্ম্য এবং শিলাতল থাকায় দীর্ঘিকার সৌন্দর্য্য আরও বাড়িয়াছে। সংঘর্ষণ-বশতঃ পুষ্পিত বৃক্ষ হইতে কুসুমসমূহ পতিত হওয়ায় তথাকার প্রস্তর সকল, তারাগণমণ্ডিত আকাশের ন্যায় দীপ্তি পাইতে লাগিল। ইন্দ্রের নন্দনকানন এবং ব্রহ্মার চৈত্ররথ যেমন সুন্দররূপে নির্ম্মিত, রাম-চন্দ্রের কাননও তেমনি সুন্দররূপে বিরচিত। কুসু-মিত তরুরাজি-শোভিত কানন এবং বৈদূর্য্য মণি-তুল্য শাদ্বল ভূমি সেই বনপ্রদেশে শোভা পাইতেছে। রঘুনন্দন রামচন্দ্র যাহাতে একত্র বহুজন থাকিতে পারে, এরূপ গৃহ এবং লতাগৃহসমাবৃত বিস্তীর্ণ অশোক-বনে প্রবেশ করিলেন। প্রবেশ করিয়া তিনি কুশাস্ত-রণের উপরি পাতিত বিবিধ কুসুমে সুসজ্জিত সুন্দর আসনে বসিলেন। ৯—১৭। কাকুৎস্থ রামচন্দ্র বামবাহুদ্বারা সীতাকে লইয়া শচীকে ইন্দ্রের ন্যায়, পবিত্র মৈরেয় মধু পান করাইলেন। কিঙ্করগণ রামের ব্যবহার জন্য সত্বর সুমিষ্ট মাংস এবং বিবিধ ফল আনিল। নৃত্য-গীত-বিশারদ অপ্সরোগণ কিন্নরী-গণে পরিবৃত হইয়া রাজার নিকটে নৃত্য করিতে লাগিল। অপিচ নৃত্যগীতপটু উদার প্রকৃতি রূপবতী রমণীরা পান-বশীভূত হইয়া কাকুৎস্থ রামের নিকটে নৃত্য করিতে লাগিল। রঞ্জক-প্রবর ধার্ম্মিক রাম সুভগ সুন্দরভূষণে বিভূষিতা ললনাগণকে সন্তুষ্ট করিলেন। তিনি সীতার সহিত উপবেশন করিয়া অরুন্ধতীর সহিত উপবিষ্ট বশিষ্ঠের ন্যায়, তেজোদ্বারা দীপ্তি পাইতে লাগিলেন। রামচন্দ্র আনন্দিত হইয়া দেবতাদের ন্যায় বিদেহ-নন্দিনী সীতাকে প্রতিদিন এইরূপ দেবতার ন্যায় সন্তুষ্ট করিতে লাগিলেন। এইরূপে বহুদিন বিহার করিতে করিতে রাম এবং সীতার সর্ব্বদা ভোগপ্রদ শুভ শিশিরকাল অতীত হইল। ১৮—২৬। মহাত্মা রামচন্দ্র এবং সীতা এইরূপে বিবিধ ভোগ্যবস্তু উপভোগ ও বিহার করিয়া সপ্ত-বিংশতি বৎসর অতিবাহিত করিলেন। ধর্ম্মবিৎ রামচন্দ্র বিধি অনুসারে পূর্ব্বাহ্ণে ধর্ম্মবিহিত কার্য্য করিয়া দিবসের অবশিষ্ট অর্দ্ধভাগ অন্তঃপুরমধ্যে

শ্বশ্রূণামকরোৎ পূজাং সর্ব্বাসামবিশেষতঃ। ২৮
অভ্যাগচ্ছত্ততো রামং বিচিত্রাভরণা স্বয়ম্।
ত্রিবিষ্টপে সহস্রাক্ষমুপবিষ্টং যথা শচী। ২৯
দৃষ্ট্বা তু রাঘবঃ পত্নীং কল্যাণেন সমন্বিতাম্।
প্রহর্ষমতুলং লেভে সাধু সাধ্বিতি চাব্রবীৎ। ৩০
অব্রবীচ্চ বরারোহাং সীতাং সুরসুতোপমাম্।
অপত্যলাভো বৈদেহি ত্বয়ায়ং সমুপস্থিতঃ। ৩১
কিমিচ্ছসি বরারোহে কামঃ কিং ক্রিয়তাং তব।
স্মিতং কৃত্বা তু বৈদেহী রামং বাক্যমথাব্রবীৎ। ৩২
তপোবনানি পুণ্যানি দ্রষ্টুমিচ্ছামি রাঘব।
গঙ্গাতীরোপবিষ্টানামৃষীণামুগ্রতেজসাম্। ৩৩
ফলমূলাশিনাং দেব পাদমূলেষু বর্ত্তিতুম্।
এষ মে পরমঃ কামো যন্মূলফলভোজিনাম্। ৩৪
অপ্যেকরাত্রিং কাকুৎস্থ নিবসেয়ং তপোবনে।
তথেতি চ প্রতিজ্ঞাতং রামেণাক্লিষ্টকর্ম্মণা। ৩৫
বিস্রব্ধা ভব বৈদেহি শ্বো গমিষ্যস্যসংশয়ম্।
এবমুক্ত্বা স কাকুৎস্থো মৈথিলীং জনকাত্মজাম্।
মধ্যকক্ষান্তরং রামো নির্জগাম সুহৃদ্বৃতঃ। ৩৬

ইত্যুত্তরকাণ্ডে দ্বিপঞ্চাশঃ সর্গঃ। ৫২।

অভিবাহিত করিতেন। সীতাদেবীও পূর্ব্বাহ্নে দেব-পূজায় রত থাকিয়া শ্বশ্রূদিগের সেবা করিতেন। স্বর্গপুরে সহস্রাক্ষ ইন্দ্রের নিকটে শচীর ন্যায়, একদা সীতা নিকটে উপস্থিত হইলেন, রামচন্দ্র সীতার গর্ভলক্ষণ প্রকাশ পাইয়াছে দেখিয়া অতুল আনন্দ লাভ করিলেন এবং "সাধু সাধু" বলিয়া প্রশংসা করত দেববালার ন্যায় সীতাকে বলিলেন। ২৭—৩১।
'জানকি! তোমার গর্ভলক্ষণ স্পষ্টই প্রকাশ হইতেছে। সুতরাং বরারোহে! তোমার কোন্ বাসনা পূর্ণ করিব? আর কোন বিষয়েই বা তোমার ইচ্ছা হয়? পরে বৈদেহী মৃদু হাস্য করিয়া রামকে বলিলেন,—"রঘুনন্দন! পবিত্র তপোবন দেখিবার জন্য আমার অত্যন্ত বাসনা হইয়াছে। দেব! ফলমূলাহারী উগ্রতেজা গঙ্গাতীরবাসী ঋষিগণের চরণতলে অব-স্থিত করিতেও ইচ্ছা হয়। কাকুৎস্থ! ফলমূল-ভোজী মুনিগণের তপোবনে অন্ততঃ একরাত্রিও বাস করি, এই আমার একান্ত অভিলাষ " অক্লিষ্ট-কর্ম্মা রাম 'তাহাই হইবে' বলিয়া প্রতিজ্ঞা করত তাঁহাকে বলিলেন—"বৈদেহি! তুমি আশ্বস্তা হও, কল্যই তপোবনে যাইতে হইবে সংশয় নাই।" কাকুৎস্থ রাম, জনকনন্দিনী সীতাকে এই কথা বলিয়া সুহৃদ্‌গণ-সমভিব্যাহারে গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলেন। ৩২—৩৬।

ত্রিপঞ্চাশঃ সর্গঃ।

তত্রোপবিষ্টং রাজানমুপাসন্তে বিচক্ষণাঃ।
কথানাং বহুরূপাণাং হাস্যকারাঃ সমন্ততঃ। ১
বিজয়ো মধুমত্তশ্চ কাশ্যপো মঙ্গলঃ কুলঃ।
সুরাজিঃ কালিয়ো ভদ্রো দন্তবক্ত্রঃ সুমাগধঃ। ২
এতে কথা বহুবিধাঃ পরিহাসসমন্বিতাঃ।
কথয়ন্তি স্ম সংহৃষ্টা রাঘবস্য মহাত্মনঃ। ৩
ততঃ কথায়াং কস্যাঞ্চিদ্রাঘবঃ সমভাষত।
কাঃ কথা নগরে ভদ্র বর্ত্তন্তে বিষয়েষু চ। ৪
মামাশ্রিতানি কান্যাহুঃ পৌরা জানপদা জনাঃ
কিঞ্চ সীতাং সমাশ্রিত্য ভরতং কিঞ্চ লক্ষ্মণম্। ৫
কিন্নু শত্রুঘ্নমুদ্দিশ্য কৈকেয়ীং কিন্নু মাতরম্।
বক্তব্যতাঞ্চ রাজানো বনে রাজ্যে ব্রজন্তি চ। ৬
এবমুক্তে তু রামেণ ভদ্রঃ প্রাঞ্জলিরব্রবীৎ।
স্থিতাঃ শুভাঃ কথা রাজন্ বর্ত্তন্তে পুরবাসিনাম্। ৭
অমুং তু বিজয়ং সৌম্য দশগ্রীববধার্জ্জিতম্।
ভূয়িষ্ঠং স্বপুরে পৌরৈঃ কথ্যন্তে পুরুষর্ষভ। ৮
এবমুক্তস্তু ভদ্রেণ রাঘবো বাক্যমব্রবীৎ।

ত্রিপঞ্চাশ সর্গ।

তখন বিজয়, মধুমত্ত, কাশ্যপ, মঙ্গল, কুল, সুরাজি, কালিয়, ভদ্র, দন্তবক্ত্র, সুমাগধ প্রভৃতি বিচ-ক্ষণ সভ্যগণ সহাস্য মুখে নানারূপ কথোপকথন করত রাজা রামচন্দ্রের চতুর্দ্দিকে উপবিষ্ট হইয়া তাঁহার মনো-রঞ্জন করিতে লাগিলেন। এই সভ্যেরা আনন্দিতমনে পরিহাস করিতে করিতে মহাত্মা রামের নিকটে নানা কথার অবতারণা করিতে লাগিলেন। কোন কথার প্রসঙ্গে রঘুনন্দন রাম জিজ্ঞাসা করিলেন, "ভদ্র! তাপসাশ্রমে বা রাজ্যে কি কথার প্রসঙ্গ হইয়া থাকে, বিশেষতঃ পৌর এবং জনপদবাসী ব্যক্তিরা আমার-সম্বন্ধীয় কোন্ কোন্ কথা লইয়া আন্দোলন করে? অথবা সীতা, ভরত, লক্ষ্মণ, শত্রুঘ্ন এবং বিমাতা কৈকেয়ীর উদ্দেশেই বা তাহারা কোন্ কোন্ কথার আলোচনা করিয়া থাকে? ১—৬? রাম এই কথা কহিলে, ভদ্র করযোড়ে বলিলেন,—"রাজন্! পুর-বাসীরা অনেক শুভ কথারই উল্লেখ করিয়া থাকে, কিন্তু সৌম্য পুরুষপ্রবর! রাবণবধ-ব্যাপার লইয়া পুরবাসীরা আপন আপন গৃহে বসিয়া নানা কথার আন্দোলন করে।" রঘুনন্দন রাম, ভদ্রের এই

কথয়স্ব যথাতত্ত্বং সর্ব্বং নিরবশেষতঃ ॥ ৯
শুভাশুভানি বাক্যানি যান্যাহুঃ পুরবাসিনঃ।
শ্রুত্বেদানীং শুভং কুর্য্যাং ন কুর্য্যামশুভানি চ ॥ ১০
কথয়স্ব চ বিস্রব্ধো নির্ভয়ং বিগতজ্বরঃ।
কথয়ন্তি যথা পৌরা পাপা জনপদেষু চ ॥ ১১
রাঘবেণৈবমুক্তস্তু ভদ্রঃ সুরুচিরং বচঃ।
প্রত্যুবাচ মহাবাহুং প্রাঞ্জলিঃ সুসমাহিতঃ ॥ ১২
শৃণু রাজন্ যথা পৌরাঃ কথয়ন্তি শুভাশুভম্।
চত্বরাপণরথ্যাসু বনেষূপবনেষু চ ॥ ১৩
দুষ্করং কৃতবান্ রামঃ সমুদ্রে সেতুবন্ধনম্,
অশ্রুতং পূর্ব্বকৈঃ কৈশ্চিদ্দেবৈরপি সদানবৈঃ ॥ ১৪
রাবণশ্চ দুরাধর্ষো হতঃ সবলবাহনঃ।
বানরাশ্চ বশং নীতা ঋক্ষাশ্চ সহ রাক্ষসৈঃ ॥ ১৫
হত্বা চ রাবণং সঙ্খ্যে সীতামাহৃত্য রাঘবঃ।
অমর্ষং পৃষ্ঠতঃ কৃত্বা স্ববেশ্ম পুনরানয়ৎ ॥ ১৬
কীদৃশং হৃদয়ে তস্য সীতাসম্ভোগজং সুখম্।
অঙ্কমারোপ্য তু পুরা রাবণেন বলাদ্ধৃতাম্ ॥ ১৭
লঙ্কামপি পুরীং নীতামশোকবনিকাং গতাম্।
রক্ষসাং বশমাপন্নাং কথং রামো ন কুৎস্যতি ॥ ১৮
অস্মাকমপি দারেষু সহনীয়ং ভবিষ্যতি।
যথা হি কুরুতে রাজা প্রজাস্তমনুবর্ত্ততে ॥ ১৯
এবং বহুবিধা বাচো বদন্তি পুরবাসিনঃ।
নগরেষু চ সর্ব্বেষু রাজন্ জনপদেষু চ ॥ ২০
তস্যৈবং ভাষিতং শ্রুত্বা রাঘবঃ পরমার্ত্তবৎ।
উবাচ সুহৃদঃ সর্ব্বান্ কথমেতদ্বদন্ত মাম্ ॥ ২১
সর্ব্বে তু শিরসা ভূমাবভিবাদ্য প্রণম্য চ।
প্রত্যূচু রাঘবং দীনমেবমেতন্ন সংশয়ঃ ॥ ২২
শ্রুত্বা তু বাক্যং কাকুৎস্থঃ সর্ব্বেষাং সমুদীরিতম্।
বিসর্জ্জয়ামাস তদা বয়স্যান্ শত্রুসূদনঃ ॥ ২৩

ইত্যুত্তরকাণ্ডে ত্রিপঞ্চাশঃ সর্গঃ ॥ ৫৩ ॥

কথা শুনিয়া বলিলেন, "পুরবাসীরা যে সকল ভাল বা মন্দ কথা বলিয়া থাকে, তাহার আনুপূর্ব্বিক সমস্ত বিবরণ যথার্থ আমার নিকটে বল। আমি তাহা শুনিয়া এখন হইতে মন্দ কাজ না করিয়া ভাল কাজই করিব। পুরবাসীরা নগরে যেরূপ পাপ-কথার আলোচনা করিয়া থাকে, তুমি মনে কোন-রূপ দ্বিধা বা কষ্ট না করিয়া বিশ্বস্ত এবং নির্ভয়চিত্তে তাহা আমাকে বল।" ৭—১১। ভদ্র রামচন্দ্রের এইরূপ মনোহর কথা শুনিয়া একাগ্রচিত্তে, করযোড়ে মহাবাহু রামকে বলিলেন,—"রাজন্! বন, উপবন, দোকান, প্রাঙ্গণ এবং পথিমধ্যে পুরবাসীরা যে সকল ভাল এবং মন্দ কথা বলে, আপনি তাহা শুনুন। 'রাম সাগরে দুষ্কর সেতু বন্ধন করিয়াছেন, ইহা কি রাজা, কি দানব, কি দেবতা—কেহই এখন শুনে নাই। রাম সৈন্য এবং বাহনের সহিত দুর্দ্ধর্ষ রাবণকে বধ করিয়াছেন; এমন কি ভল্লুক, রাক্ষস এবং বানরগণকে আপনার বশে আনিয়াছেন। রঘুনন্দন রাম, যুদ্ধে রাবণকে নিহত করিয়া, রাবণ যে সীতাকে স্পর্শ করিয়াছিল, তজ্জন্য কিছুমাত্র কুপিত না হইয়া পুনরায় সীতাকে নিজ পুরীতে আনিয়াছেন। রাবণ পূর্ব্বে সীতাকে বলপূর্ব্বক হরণ করিয়া লঙ্কাপুরীতে লইয়া যাওয়া সত্ত্বেও রামের হৃদয়ে সীতাসম্ভোগজনিত সুখ কি প্রকারে হইতেছে? সীতা রাক্ষসগণের বশীভূতা হইয়া অশোকবনে ছিলেন, তথাচ রাম কেন তাঁহাকে ঘৃণা করেন না? ১২—১৮। রাজা যাহা করেন, প্রজারা তাহারই অনুসরণ করিয়া থাকে, সুতরাং আমাদিগকেও স্ত্রীগণের এই দোষ সহিতে হইবে।' রাজন্! সমস্ত নগর, জনপদ এবং পুরবাসীরা এইরূপ নানাকথা কহিয়া থাকে। রঘুনন্দন রাম তাহার এই কথা শুনিয়া, নিতান্ত পীড়িতচিত্তে সমস্ত সুহৃদগণকে বলিলেন,—"ভদ্র যাহা বলিতেছে, তাহা কি সকলেই আমাকে বলে?" তখন তাঁহারা সকলে অবনতমস্তকে প্রণাম এবং অভিবাদন করিয়া দুঃখিতান্তঃকরণে রঘুনন্দন রামকে বলিলেন,—"ভদ্র যাহা বলিল, তাহা সত্য, ইহাতে সংশয় নাই।" তখন শত্রুসূদন কাকুৎস্থ রাম তাঁহাদের কথা শুনিয়া বয়স্যদিগকে বিদায় দিলেন। ১৯—২৩।

চতুঃপঞ্চাশঃ সর্গঃ।

বিসৃজ্য তু সুহৃদ্বর্গং বুদ্ধ্যা নিশ্চিত্য রাঘবঃ।
সমীপে দ্বাঃস্থমাসীনমিদং বচনমব্রবীৎ ॥ ১
শীঘ্রমানয় সৌমিত্রিং লক্ষ্মণং শুভলক্ষণম্।
ভরতঞ্চ মহাভাগং শত্রুঘ্নমপরাজিতম্ ॥ ২
রামস্য বচনং শ্রুত্বা দ্বাঃস্থো মূর্দ্ধ্নি কৃতাঞ্জলিঃ।

চতুঃপঞ্চাশ সর্গ।

রঘুনন্দন রাম, বন্ধুগণকে বিদায় দিয়া কর্ত্তব্য স্থির করিয়া নিকটস্থ দ্বারীকে বলিলেন,—"শুভলক্ষণ সুমিত্রা-নন্দন লক্ষ্মণ, মহাভাগ ভরত এবং অপরাজিত

লক্ষ্মণস্য গৃহং গত্বা প্রবিবেশানিবারিতঃ ॥ ৩
উবাচ সুমহাত্মানং বৰ্দ্ধয়িত্বা কৃতাঞ্জলিঃ ।
দ্রষ্টুমিচ্ছতি রাজা ত্বাং গম্যতাং তত্র মাচিরম্ ॥ ৪
বাঢ়মিত্যেব সৌমিত্রি শ্রুত্বা রাঘবশাসনম্ ।
প্রাদ্রবদ্রথমারুহ্য রাঘবস্য নিবেশনম্ ॥ ৫
প্রয়ান্তং লক্ষ্মণং দৃষ্ট্বা দ্বাঃস্থো ভরতমন্তিকাৎ ।
উবাচ ভরতং তত্র বৰ্দ্ধয়িত্বা কৃতাঞ্জলিঃ ॥ ৬
বিনয়াবনতো ভূত্বা রাজা ত্বাং দ্রষ্টুমিচ্ছতি ।
ভরতস্তু বচঃ শ্রুত্বা দ্বাঃস্থাদ্রামসমীরিতম্ ॥ ৭
উৎপপাতাসনাত্তূর্ণং পদ্ভ্যামেব মহাবলঃ ।
দৃষ্ট্বা প্রয়ান্তং ভরতং ত্বরমাণঃ কৃতাঞ্জলিঃ ॥৮
শত্রুঘ্নভবনং গত্বা ততো বাক্যমুবাচ হ ।
এহ্যাগচ্ছ রঘুশ্রেষ্ঠ রাজা ত্বাং দ্রষ্টুমিচ্ছতি ॥ ৯
গতো হি লক্ষ্মণঃ পূৰ্ব্বং ভরতশ্চ মহাযশাঃ ।
শ্রুত্বা তু বচনং তস্য শত্রুঘ্নঃ পরমাসনাৎ ॥ ১০
শিরসা বন্দ্য ধরণীং প্রযযৌ যত্র রাঘবঃ ।
দ্বাঃস্থস্ত্বাগম্য রামায় সৰ্ব্বানেব কৃতাঞ্জলিঃ ॥ ১১
নিবেদয়ামাস তথা ভ্রাতৄন্ স্বান্ সমুপস্থিতান্ ।
কুমারানাগতান্ শ্রুত্বা চিন্তাব্যাকুলিতেন্দ্রিয়ঃ ॥ ১২
অবাঙ্মুখো দীনমনা দ্বাঃস্থং বচনমব্রবীৎ ।
প্রবেশয় কুমারাংস্ত্বং মৎসমীপং ত্বরান্বিতঃ ॥ ১৩
এতেষু জীবিতং মহ্যমেতে প্রাণপ্রিয়া মম ।
আজ্ঞপ্তাস্তে নরেন্দ্রেণ কুমারাঃ শুক্লবাসসঃ ॥ ১৪
প্রহ্বাঃ প্রাঞ্জলয়ো ভূত্বা বিবিশুস্তে সমাহিতাঃ ।
তে তু দৃষ্ট্বা মুখং তস্য সগ্রহং শশিনং যথা ॥ ১৫
সন্ধ্যাগতমিবাদিত্যং প্রভয়া পরিবর্জ্জিতম্ ।
বাষ্পপূর্ণে চ নয়নে দৃষ্ট্বা রামস্য ধীমতঃ ।
হতশোভং যথা পদ্মং মুখং বীক্ষ্য চ তস্য তে ॥ ১৬
ততোঽভিবাদ্য ত্বরিতাঃ পাদৌ রামস্য মূর্দ্ধভিঃ ।
তস্থুঃ সমাহিতাঃ সৰ্ব্বে রামস্ত্বশ্রূণ্যবর্ত্তয়ৎ ॥ ১৭
তান্ পরিষ্বজ্য বাহুভ্যামুত্থাপ্য চ মহাবলঃ ।
আসনেষ্বাসতেত্যুক্ত্বা ততো বাক্যং জগাদ হ ॥ ১৮
ভবন্তো মম সৰ্ব্বস্বং ভবন্তো জীবিতং মম ।
ভবদ্ভিশ্চ কৃতং রাজ্যং পালয়ামি নরেশ্বরাঃ ॥ ১৯
ভবন্তঃ কৃতশাস্ত্রার্থা বুদ্ধ্যা চ পরিনিষ্ঠিতাঃ ।
সম্ভূয় চ মদর্থোঽয়মন্বেষ্টব্যো নরেশ্বরাঃ ॥ ২০

শত্রুঘ্নকে শীঘ্র এখানে লইয়া আইস।" দ্বারী করযোড়ে রামের আদেশ শিরোধার্য্য করিয়া দ্রুতগমনে লক্ষ্মণের গৃহে প্রবেশ করিল। পরে করযোড়ে জয় ঘোষণাপূর্ব্বক মহাত্মা লক্ষ্মণের সংবর্দ্ধনা করিয়া তাঁহাকে বলিল—"মহারাজ আপনাকে দেখিতে ইচ্ছা করিয়াছেন, সুতরাং আপনি শীঘ্র তাঁহার নিকটে গমন করুন।" লক্ষ্মণ, রামচন্দ্রের আদেশ শুনিয়া 'যাইতেছি' এই কথা বলিয়াই রথারোহণপূর্ব্বক রামের গৃহাভিমুখে প্রস্থান করিলেন। ১—৫। লক্ষ্মণকে যাইতে দেখিয়া দ্বারী বিনীতভাবে ভরতের গৃহে গিয়া করযোড়ে সংবর্দ্ধনা করিয়া ভরতকে বলিল,—'মহারাজ আপনাকে দেখিতে ইচ্ছা করিয়াছেন।' মহাবল ভরত মুখে রামের আদেশ শুনিয়া আসন হইতে উত্থিত হইয়া দ্রুতপদক্ষেপেই প্রস্থান করিলেন। ভরতকে যাইতে দেখিয়া দ্বারী সত্বরগমনে শত্রুঘ্নের গৃহে উপস্থিত হইয়া যুক্তকরে শত্রুঘ্নকে বলিল,—রঘুশ্রেষ্ঠ! আপনি আসুন, মহারাজ আপনাকে দেখিবার ইচ্ছা করিয়াছেন—মহাযশস্বী ভরত এবং লক্ষ্মণ পূর্ব্বেই তথায় গিয়াছেন। তখন শত্রুঘ্ন দ্বারীর কথা শুনিয়া দিব্য আসন হইতেই ধরণীতলে মস্তক পাতিত করিয়া রামকে বন্দনা করত যে স্থানে রঘুনন্দন রহিয়াছেন, তথায় উপস্থিত হইলেন। দ্বারী, ফিরিয়া আসিয়া করযোড়ে রামের নিকটে তাঁহার ভ্রাতৃগণের আগমনবৃত্তান্ত নিবেদন করিল। দীনচিত্ত রাম, কুমারগণের আগমনসংবাদ শুনিয়া চিন্তায় ব্যাকুল হইয়া অধোমুখে দ্বারীকে বলিলেন,—"তুমি শীঘ্র কুমারদিগকে লইয়া আমার নিকটে আইস। ৬—১০। কারণ ইঁহারা আমার প্রিয়তম প্রাণ; অধিক কি, আমার জীবন ইঁহাদের উপরেই ন্যস্ত রহিয়াছে।" সেই শ্বেতবসনপরিধায়ী সমাহিতচিত্ত কুমারগণ নরপতি রামের আজ্ঞাক্রমে যুক্তকরে বিনীতভাবে তথায় প্রবেশ করিলেন। কিন্তু রাহুগ্রস্ত চন্দ্রমা, অস্তগমনোন্মুখ সূর্য্য এবং নিশাকালীন কমলের ন্যায় রামচন্দ্রের মুখমণ্ডল এবং তাঁহার নয়নযুগল ছল-ছল দেখিয়া তাঁহারা সসম্ভ্রমে অবনত মস্তকে তাঁহার পদতলে প্রণাম করত অবহিতচিত্তে উপবেশন করিলেন; কিন্তু রাম অজস্র অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন। পরে মহাবল রামচন্দ্র ভ্রাতাদিগকে আলিঙ্গনপূর্ব্বক উঠাইয়া "আসনে উপবেশন কর" এই কথা বলিয়া পুনরায় বলিলেন,—"নরবরগণ! তোমরাই আমার সর্ব্বস্ব, তোমরাই আমার জীবন; তোমাদিগের রাজ্য আমি পালন করিয়া থাকি। নরেশ্বরত্রয়! তোমরা সকলেই শাস্ত্রার্থপারদর্শী সুতরাং বুদ্ধিদ্বারা স্থিরনিশ্চয় করিয়া আমি যে কথা বলিব, তোমরা তাহার অনুসরণ করিবে। কারণ

তথা বদতি কাকুৎস্থে অবধানপরায়ণাঃ।
উদ্বিগ্নমনসঃ সর্ব্বে কিন্নু রাজাভিধাস্যতি ॥ ২১
ইত্যুত্তরকাণ্ডে চতুঃপঞ্চাশঃ সর্গঃ ॥ ৫৪ ॥

পঞ্চপঞ্চাশঃ সর্গঃ।

তেষাং সমুপবিষ্টানাং সর্ব্বেষাং দীনচেতসাম্।
উবাচ বাক্যং কাকুৎস্থো মুখেন পরিশুষ্যতা ॥ ১
সর্ব্বে শৃণুত ভদ্রং বো মা কুরুধ্বং মনোঽন্যথা।
পৌরাণাং মম সীতায়াং যাদৃশী বর্ত্ততে কথা ॥ ২
পৌরাপবাদঃ সুমহান্ তথা জনপদস্য চ।
বর্ত্ততে ময়ি বীভৎসা সা মে মর্ম্মাণি কৃন্তুতি ॥ ৩
অহং কিল কুলে জাত ইক্ষ্বাকূণাং মহাত্মনাম্।
সীতাপি সৎকুলে জাতা জনকানাং মহাত্মনাম্ ॥ ৪
জানাসি ত্বং যথা সৌম্য দণ্ডকে বিজনে বনে।
রাবণেন হৃতা সীতা স চ বিধ্বংসিতো ময়া ॥ ৫
তত্র মে বুদ্ধিরুৎপন্না জনকস্য সুতাং প্রতি।
অত্রোষিতামিমাং সীতামানয়েয়ং কথং পুরীম্ ॥ ৬
প্রত্যয়ার্থং ততঃ সীতা বিবেশ জ্বলনং তদা।
প্রত্যক্ষং তব সৌমিত্রে দেবানাং হব্যবাহনম্ ॥ ৭
অপাপাং মৈথিলীমাহ বায়ুশ্চাকাশগোচরঃ।
চন্দ্রাদিত্যৌ চ শংসতে সুরাণাং সন্নিধৌ পুরা ॥ ৮
ঋষীণাঞ্চৈব সর্ব্বেষামপাপাং জনকাত্মজাম্।
এবং শুদ্ধসমাচারা দেবগন্ধর্ব্বসন্নিধৌ ॥ ৯
লঙ্কাদ্বীপে মহেন্দ্রেণ মম হস্তে নিবেদিতা।
অন্তরাত্মা চ মে বেত্তি সীতাং শুদ্ধাং যশস্বিনীম্ ॥ ১০
ততো গৃহীত্বা বৈদেহীমযোধ্যামহমাগতঃ।
অয়ন্তু মে মহান্ বাদঃ শোকশ্চ হৃদি বর্ত্ততে ॥ ১১
পৌরাপবাদঃ সুমহাংস্তথা জনপদস্য চ।
অকীর্ত্তির্যস্য গীয়েত লোকে ভূতস্য কস্যচিৎ ॥ ১২
পতত্যেবাধমাল্লোঁকান্ যাবচ্ছব্দঃ প্রকীর্ত্ত্যতে।
অকীর্ত্তির্নিন্দ্যতে দেবৈঃ কীর্ত্তির্লোকেষু পূজ্যতে ॥ ১৩
কীর্ত্ত্যর্থন্তু সমারম্ভঃ সর্ব্বেষাং সুমহাত্মনাম্।
অপ্যহং জীবিতং জহ্যাং যুষ্মান্ বা পুরুষর্ষভাঃ ॥ ১৪
অপবাদভয়াদ্ভীতঃ কিং পুনর্জনকাত্মজাম্।
তস্মাদ্ভবন্তঃ পশ্যন্তু পতিতং শোকসাগরে ॥ ১৫
ন হি পশ্যাম্যহং ভূতে কিঞ্চিদ্দুঃখমতোঽধিকম্।
শ্বস্ত্বং প্রভাতে সৌমিত্রে সুমন্ত্রাধিষ্ঠিতং রথম্ ॥ ১৬

রাম এই কথা বলিলে, সেই অবধানপরায়ণ ভ্রাতা-গণ 'রাজা কি বলিবেন' ইহা ভাবিয়া আকুল হইলেন। ১৪—২১।

পঞ্চপঞ্চাশ সর্গ।

সেই দীনচিত্ত কুমারগণ উপবেশন করিলে, কাকুৎস্থ রাম বিষণ্ণবদনে তাঁহাদিগকে বলিলেন,—"তোমা-দের মঙ্গল হউক; আমার ইচ্ছায় অন্যথাচরণ করিও না। পুরবাসীরা সীতার সম্বন্ধে যাহা বলিয়া থাকে, তাহা শুন;—আমি মহাত্মা ইক্ষ্বাকুদিগের বিখ্যাত বংশে জন্মিয়াছি, সীতাও মহাত্মা জনকের পবিত্রকুলে জন্মিয়াছেন। সুতরাং পুরবাসী এবং জনপদবাসীরা আমার যে নিরতিশয় অপবাদ দেয়, সেই নিন্দাবাদই আমায় মর্ম্মবেদনা দিতেছে। সৌম্য! বিজন দণ্ডক-কাননে রাবণ যেরূপে সীতাকে হরণ করিয়াছিল এবং তাহাকে যেরূপে আমি বধ করিয়াছি, তাহা তুমি সকলই জান। ১—৫। সেই সময়ে জনক-দুহিতা সীতার বিষয়ে আমার এইরূপ মনে উদয় হইয়াছিল যে, সীতাকে কিরূপে ঘরে লইয়া যাইব?' লক্ষ্মণ! তখন সীতা পাতিব্রাত্যধর্ম্মের পরীক্ষা দিবার জন্য তোমার সাক্ষাতেই অগ্নিমধ্যে প্রবেশ করিয়াছিলেন; তখন অগ্নি, দেবতাগণের নিকটে মৈথিলীকে নিষ্পাপ বলিয়া পরিচয় দিয়াছিলেন। অধিক কি, চন্দ্র, সূর্য্য এবং বায়ুও পূর্ব্বে দেবতাদিগের নিকটে জানকীর পবিত্রতার পরিচয় দিয়াছিলেন। দেবরাজ মহেন্দ্র, লঙ্কাদ্বীপে এইরূপ পবিত্র-চরিত্রা সীতাকে আমার করে সমর্পণ করেন। বিশেষতঃ আমার অন্তরাত্মাও যশ-স্বিনী সীতাকে 'শুদ্ধ' বলিয়া জানে। ৬—১০। এই জন্যই আমি সীতাকে লইয়া অযোধ্যায় আসিয়াছি। কিন্তু পুরবাসী ও জনপদবাসী ব্যক্তিগণের এইরূপ ঘোর-তর নিন্দাবাদ শুনিলে, আমার হৃদয়ে যৎপরোনাস্তি কষ্ট হইয়া থাকে। বিশেষতঃ যে ব্যক্তি ইহলোকে অকীর্ত্তি অর্জ্জন করে এবং সেই অকীর্ত্তি যতদিন পর্য্যন্ত বিদ্যমান থাকে, ততদিন সেই অকীর্ত্তিমান্ ব্যক্তি অধমলোকে পতিত হইয়া থাকে। দেবগণ অকীর্ত্তির নিন্দা করেন, আর কীর্ত্তি সর্ব্বলোকেই পূজিতা হয়; এই কারণে মহাত্মগণ কীর্ত্তির জন্যই নিয়ত লালায়িত। পুরুষ-প্রবরগণ! আমি লোকনিন্দা-ভয়ে নিজের জীবন বা তোমাদিগকেও পরিত্যাগ করিতে পারি, জানকীর ত কথাই নাই! এক্ষণে তোমরা দেখ, আমি কিরূপ অকীর্ত্তি-শোকসাগরে পড়িয়াছি। ১১—১৫। বিশেষতঃ ইহা অপেক্ষা অধিক দুঃখ কোন জীবেই কিছুমাত্র দেখি না। লক্ষ্মণ! তুমি

আরুহ্য সীতামারোপ্য বিষয়ান্তে সমুৎসৃজ।
গঙ্গায়াস্তু পরে পারে বাল্মীকেস্তু মহাত্মনঃ॥ ১৭
আশ্রমো দিব্যসঙ্কাশস্তমসাতীরমাশ্রিতঃ।
তত্ৰৈনাং বিজনে দেশে বিসৃজ্য রঘুনন্দন॥ ১৮
শীঘ্রমাগচ্ছ সৌমিত্রে কুরুষ্ব বচনং মম।
ন চাস্মিন্ প্রতিবক্তব্যঃ সীতাং প্রতি কথঞ্চন॥ ১৯
তস্মাত্ত্বং গচ্ছ সৌমিত্রে নাত্র কার্য্যা বিচারণা।
অপ্রীতির্হি পরা মহ্যং ত্বয়ৈতৎ প্রতিবারিতে॥ ২০
শাপিতা হি ময়া যূয়ং পাদাভ্যাং জীবনেন চ।
যে মাং বাক্যান্তরে ক্রয়ুরনুনেতুং কথঞ্চন।
অহিতা নাম তে নিত্যং মদভীষ্টবিঘাতনাৎ॥ ২১
মানয়ন্তু ভবন্তো মাং যদি মচ্ছাসনে স্থিতাঃ।
ইতোঽদ্য নীয়তাং সীতা কুরুষ্ব বচনং মম॥ ২২
পূর্ব্বমুক্তোঽহমনয়া গঙ্গাতীরেঽহমাশ্রমান্।
পশ্যেয়মিতি তস্যাশ্চ কামঃ সংবর্ত্ত্যতাময়ম্॥ ২৩
এবমুক্ত্বা তু কাকুৎস্থো বাষ্পেণ পিহিতেক্ষণঃ।
সংবিবেশ স ধর্ম্মাত্মা ভ্রাতৃভিঃ পরিবারিতঃ।
শোকসংবিগ্নহৃদয়ো নিশশ্বাস যথা দ্বিপঃ॥ ২৪
ইত্যুত্তরকাণ্ডে পঞ্চপঞ্চাশঃ সর্গঃ॥ ৫৫॥

কল্যই প্রাতে সুমন্ত্রকে সারথি করিয়া সীতাকে সঙ্গে লইয়া রথে আরোহণপূর্ব্বক দেশান্তরে পরিত্যাগ কর। লক্ষ্মণ! গঙ্গার পরপারে তমসানদীর তীরে মহাত্মা বাল্মীকির, স্বর্গতুল্য আশ্রম আছে। লক্ষ্মণ! সেই বিজন প্রদেশে সীতাকে পরিত্যাগ করিয়া শীঘ্র ফিরিয়া আসিবে, প্রত্যুত সীতার পরিত্যাগবিষয়ে কিছুমাত্র দ্বিধা বোধ করিবে না; আমার কথা পালন কর। লক্ষ্মণ! এ বিষয়ে কোনরূপ বিচার না করিয়াই তুমি সীতাকে লইয়া প্রস্থান কর; কেননা আমার এই আদেশমত কার্য্য না করিলে, আমার প্রতি অবজ্ঞা দেখান হইবে। ১৬—২০। আমি তোমাদিগকে আমার পদদ্বয় ও প্রাণের দিব্য দিয়া বলিতেছি, যাহারা আমার কথায় কিছুমাত্র প্রতিবাদ করিবে, তাহারা আমার অনিষ্টাচারী বলিয়া পরিগণিত হইবে। তোমরা যদি আমার শাসনে থাকিতে চাও ত, সমাদরে আমার কথা পালন কর,—অদ্যই এখান হইতে সীতাকে লইয়া যাও। সীতা পূর্ব্বে আমাকে বলিয়াছেন যে,—“আমি গঙ্গাতীরে মুনিগণের আশ্রম দেখিব; সুতরাং তাঁহার এই অভিলাষ পূরণ কর।” সেই ধর্ম্মাত্মা কাকুৎস্থ রাম এই কথা বলিয়া ভ্রাতাগণে পরিবেষ্টিত হইয়া নিজ গৃহে প্রবেশ করিলেন এবং নেত্রজলে সিক্তনেত্র হইয়া শোকসন্তপ্ত হস্তীর ন্যায় নিশ্বাস ফেলিতে লাগিলেন। ২১—২৪।

ষট্‌পঞ্চাশঃ সর্গঃ।

ততো রজন্যাং ব্যুষ্টায়াং লক্ষ্মণো দীনচেতনঃ।
সুমন্ত্রমব্রবীদ্বাক্যং মুখেন পরিশুষ্যতা॥ ১
সারথে তুরগান্ শীঘ্রান্ যোজয়স্ব রথোত্তমে।
স্বাস্তীর্ণং রাজবচনাৎ সীতায়াশ্চাসনং শুভম্॥ ২
সীতা হি রাজবচনাদাশ্রমং পুণ্যকর্ম্মণাম্।
ময়া নেয়া মহর্ষীণাং শীঘ্রমানীয়তাং রথঃ॥ ৩
সুমন্ত্রস্তু তথেত্যুক্ত্বা যুক্তং পরমবাজিভিঃ।
রথং সুরুচিরপ্রখ্যং স্বাস্তীর্ণং সুখশয্যয়া॥ ৪
আনীয়োবাচ সৌমিত্রিং মিত্রাণাং মানবর্দ্ধনম্।
রথোঽয়ং সমনুপ্রাপ্তো যৎ কার্য্যং ক্রিয়তাং প্রভো॥ ৫
এবমুক্তঃ সুমন্ত্রেণ রাজবেশ্মনি লক্ষ্মণঃ।
প্রবিশ্য সীতামাসাদ্য ব্যাজহার নরর্ষভঃ॥ ৬
ত্বয়া কিলৈষ নৃপতির্বরং বৈ যাচিতঃ পুরা।
নৃপেণ চ প্রতিজ্ঞাতমাজ্ঞপ্তশ্চাশ্রমং প্রতি॥ ৭
গঙ্গাতীরে ময়া দেবী ঋষীণামাশ্রমান্ শুভান্।
শীঘ্রং গচ্ছতু বৈদেহি শাসনাৎ পার্থিবস্য নঃ॥ ৮
অরণ্যে মুনিভির্জুষ্টে অবনেয়া ভবিষ্যসি।
এবমুক্তা তু বৈদেহী লক্ষ্মণেন মহাত্মনা॥ ৯

ষট্‌পঞ্চাশ সর্গ।

রাত্রি প্রভাতা হইলে লক্ষ্মণ দুঃখিত হইয়া বিরস-বদনে সুমন্ত্রকে বলিলেন,—“সারথে! রাজাদেশানুসারে তুমি রথে শীঘ্রগামী অশ্ব যোজনা কর এবং রাজভবন হইতে সীতাদেবীর পবিত্র আসন আনিয়া রথে পাতিয়া দাও। আমি মহারাজের আদেশানুসারে সীতাকে পুণ্যকর্ম্মা মহর্ষিদগের আশ্রমে লইয়া যাইব, সুতরাং তুমি শীঘ্র রথ লইয়া আইস।” সুমন্ত্র “যে আজ্ঞা” বলিয়া সুখশয্যা-সমাস্তীর্ণ উৎকৃষ্ট অশ্ব-যোজিত দিব্য পবিত্র রথ আনিয়া, মিত্রগণের মানবর্দ্ধন লক্ষ্মণকে বলিলেন,—“প্রভো! এই রথ আনিয়াছি; সুতরাং এক্ষণে যাহা করিতে হইবে, তাহা করুন।” ১—৫। নরবর লক্ষ্মণ সুমন্ত্রের এই কথা শুনিয়া রাজভবনে প্রবেশপূর্ব্বক সীতার নিকটে যাইয়া তাঁহাকে বলিলেন,—“দেবি! আপনি পূর্ব্বে মহারাজের নিকটে আশ্রম-দর্শনের প্রার্থনা করিয়াছিলেন, তিনিও প্রার্থনা পূরণ করিবেন বলিয়া অঙ্গীকার করিয়াছিলেন, অতএব আপনাকে আশ্রমে লইয়া যাইবার জন্য আমায় রাজা আদেশ করিয়াছেন। সুতরাং দেবি! আপনি গঙ্গা-তীরে মুনিগণের পবিত্র আশ্রমে অবিলম্বে গমন করুন; আমি রাজার শাসনানুসারে আপনাকে মুনিনিষেবিত

প্রহর্ষমতুলং লেভে গমনঞ্চাপ্যরোচয়ৎ।
বাসাংসি চ মহার্হাণি রত্নানি বিবিধানি চ॥ ১০
গৃহীত্বা তানি বৈদেহী গমনায়োপচক্রমে।
ইমানি মুনিপত্নীনাং দাস্যাম্যাভরণান্যহম্॥ ১১
বস্ত্রাণি চ মহার্হাণি ধনানি বিবিধানি চ।
সৌমিত্রিস্তু তথেত্যুক্ত্বা রথমারোপ্য মৈথিলীম্॥ ১২
প্রযযৌ শীঘ্রতুরগং রামস্যাজ্ঞামনুস্মরন্।
অব্রবীচ্চ তদা সীতা লক্ষ্মণং লক্ষ্মিবর্দ্ধনম্॥ ১৩
অশুভানি বহূন্যেব পশ্যামি রঘুনন্দন।
নয়নং মে স্ফুরত্যদ্য গাত্রোৎকম্পশ্চ জায়তে॥ ১৪
হৃদয়ঞ্চৈব সৌমিত্রে অস্বস্থমিব লক্ষয়ে।
ঔৎসুক্যং পরমঞ্চাপি অধৃতিশ্চ পরা মম॥ ১৫
শূন্যামেব চ পশ্যামি পৃথিবীং পৃথুলোচন।
অপি স্বস্তি ভবেত্তস্য ভ্রাতুস্তে ভ্রাতৃবৎসল॥ ১৬
শ্বশ্রূণাঞ্চৈব মে বীর সর্ব্বাসামবিশেষতঃ।
পুরে জনপদে চৈব কুশলং প্রাণিনামপি॥ ১৭
ইত্যঞ্জলিকৃতা সীতা দেবতা অভ্যযাচত।
লক্ষ্মণোঽর্থং ততঃ শ্রুত্বা শিরসা বন্দ্য মৈথিলীম্॥ ১৮
শিবমিত্যব্রবীদ্ধৃষ্টো হৃদয়েন বিশুষ্যতা।
ততো বাসমুপাগম্য গোমতীতীর আশ্রমে॥ ১৯
প্রভাতে পুনরুত্থায় সৌমিত্রিঃ সূতমব্রবীৎ।
যোজয়স্ব রথং শীঘ্রমদ্য ভাগীরথীজলম্॥ ২০
শিরসা ধারয়িষ্যামি ত্র্যম্বক ইবৌজসা।
সোঽশ্বান্ বিচারয়িত্বা তু রথে যুক্তান্ মনোজবান্॥ ২১
আরোহস্বেতি বৈদেহীং সূতঃ প্রাঞ্জলিরব্রবীৎ।
সা তু সূতস্য বচনাদারুরোহ রথোত্তমম্॥ ২২
সীতা সৌমিত্রিণা সার্দ্ধং সুমন্ত্রেণ চ ধীমতা।
আসসাদ বিশালাক্ষী গঙ্গাং পাপবিনাশিনীম্॥ ২৩
অথার্দ্ধদিবসং গত্বা ভাগীরথ্যা জলাশয়ম্।
নিরীক্ষ্য লক্ষ্মণো দীনঃ প্ররুরোদ মহাস্বনঃ॥ ২৪
সীতা তু পরমায়ত্তা দৃষ্ট্বা লক্ষ্মণমাতুরম্।
উবাচ বাক্যং ধর্ম্মজ্ঞা কিমিদং রুদ্যতে ত্বয়া॥ ২৫
জাহ্নবীতীরমাসাদ্য চিরাভিলষিতং মম।
হর্ষকালে কিমর্থে মাং বিষাদয়সি লক্ষ্মণ॥ ২৬
নিত্যং ত্বং রামপার্শ্বেষু বর্ত্তসে পুরুষর্ষভ।
কচ্চিদ্বিনাকৃতস্তেন দ্বিরাত্রং শোকমাগতঃ॥ ২৭
মমাপি দয়িতো রামো জীবিতাদপি লক্ষ্মণ।

তপোবনে লইয়া যাইব।" বৈদেহী, মহাত্মা লক্ষ্মণের এইরূপ কথা শুনিয়া অতুল আনন্দ লাভ করিয়া যাইতে ইচ্ছা করিলেন। বৈদেহরাজনন্দিনী সীতা বহুমূল্য বসন এবং বিবিধ রত্নরাজি লইয়া যাইতে উদ্যতা হইলেন এবং বলিলেন,—"আমি মুনিপত্নীদিগকে এই সকল আভরণ, মহামূল্য বসন এবং বহু ধন দান করিব।" সৌমিত্রি লক্ষ্মণ "তাহাই হইবে" এই বলিয়া সীতাদেবীকে রথে আরোহণ করাইয়া রামের আদেশ স্মরণপূর্ব্বক দ্রুতগামী তুরগদ্বারা গমন করিলেন। তখন সীতা দেবী লক্ষ্মীবর্দ্ধন লক্ষ্মণকে বলিলেন। ১০—১৩। "রঘুনন্দন! অনেক অশুভ লক্ষণ দেখিতে পাইতেছি। সৌমিত্রে! আজ আমার দক্ষিণ-নয়ন স্পন্দিত, দেহ কম্পিত এবং হৃদয় ব্যাকুল হইতেছে। বিশাল-লোচন! নগরীর জন্য আমার অত্যন্ত উৎকণ্ঠা হইতেছে। আমি নিতান্ত অধৈর্য্যা হইয়াছি, সমস্ত পৃথিবী শূন্যপ্রায় দেখিতেছি। ভ্রাতৃবৎসল! তোমার সেই ভ্রাতা কুশলে আছেন ত? বীর! আমার শাশুড়ীরা ত সকলেই ভাল আছেন? নগরে এবং জনপদে প্রাণিবর্গের কুশল ত? এই কথা বলিয়া সীতাদেবী করযোড়ে দেবতার নিকটে সকলের কুশল-কামনা করিতে লাগিলেন। লক্ষ্মণ সীতাদেবীর এই কথা শুনিয়া বিষণ্ণমনে অবনতমস্তকে মৈথিলীকে অভিবাদন করিয়া বাহিরে সন্তোষ প্রকাশপূর্ব্বক বলিলেন,—"সমস্ত কুশল।" সুমিত্রানন্দন লক্ষ্মণ, গোমতীতীরস্থিত আশ্রমে রাত্রি যাপন করিলেন; প্রভাতে উঠিয়া পুনরায় সারথিকে বলিলেন,—"মহাদেবের ন্যায় আমরা অদ্যই গঙ্গার জল মস্তকে ধারণ করিব, সুতরাং শীঘ্র রথ সংযোজিত কর।" সারথি সুমন্ত্র রথযোজিত, মনের ন্যায় বেগশীল অশ্ব সকলকে ক্ষণকাল বিচরণ করাইয়া করযোড়ে বিদেহ-দুহিতা সীতাকে বলিলেন,—"আপনি রথে উঠুন।" সীতা সারথির বাক্যানুসারে দিব্য রথে উঠিলেন। বিশাললোচনা সীতা ধীমান্ সুমন্ত্র এবং লক্ষ্মণের সহিত পাপবিনাশিনী গঙ্গার তীরে অবতীর্ণা হইলেন। ১৪—২৩। পরে লক্ষ্মণ অর্দ্ধ দিবস গমন করিয়া ভাগীরথীর জলপ্রবাহ দেখিয়া দুঃখিতচিত্তে মহাশব্দে রোদন করিতে লাগিলেন। ধর্ম্মশীলা সীতা অতিশয় দুঃখিতা হইয়া বিষণ্ণমান লক্ষ্মণকে বলিলেন,—"লক্ষ্মণ! তুমি কাঁদিতেছ কেন? লক্ষ্মণ! আমার চিরাভিলষিত জাহ্নবীতীরে আসিয়াছি, সুতরাং তোমার আহ্লাদিত হওয়া উচিত; তুমি এ সময়ে আমাকে কি জন্য বিষাদিত করিতেছ? পুরুষশ্রেষ্ঠ! তুমি নিয়ত রামের পার্শ্বে থাক; সেই জন্যে তুমি দুই রাত্রি তাঁহার নিকট হইতে চলিয়া আসিয়াছ বলিয়া কি শোকাকুল হইয়াছ?" লক্ষ্মণ!

ন চাহমেবং শোচামি নৈবং ত্বং বালিশো ভব ॥ ২৮
তারয়স্ব চ মাং গঙ্গাং দর্শয়স্ব চ তাপসান্।
ততো মুনিভ্যো বাসাংসি দাস্যাম্যাভরণানি চ ॥ ২৯
ততঃ কৃত্বা মহর্ষীণাং যথার্হমভিবাদনম্।
তত্র চৈকাং নিশামুষ্য যাস্যামস্তাং পুরীং পুনঃ ॥ ৩০
মমাপি পদ্মপত্রাক্ষং সিংহোরস্কং কৃশোদরম্।
ত্বরতে হি মনো দ্রষ্টুং রামং রময়তাং বরম্ ॥ ৩১
তস্যাস্তদ্বচনং শ্রুত্বা প্রমৃজ্য নয়নে শুভে।
নাবিকানাহ্বয়ামাস লক্ষ্মণঃ পরবীরহা।
ইয়ঞ্চ সজ্জা নৌশ্চেতি দাশাঃ প্রাঞ্জলয়োঽব্রুবন্ ॥ ৩২
তিতীর্ষুর্লক্ষ্মণো গঙ্গাং শুভাং নাবমুপারুহৎ।
গঙ্গাং সন্তারয়ামাস লক্ষ্মণস্তাং সমাহিতঃ ॥ ৩৩
ইত্যুত্তরকাণ্ডে ষট্‌পঞ্চাশঃ সর্গঃ ॥ ৫৬

সপ্তপঞ্চাশঃ সর্গঃ।

অথ নাবং সুবিস্তীর্ণাং নৈষাদীং রাঘবানুজঃ।
আরুরোহ সমাযুক্তাং পূর্ব্বমারোপ্য মৈথিলীম্ ॥ ১
সুমন্ত্রঞ্চৈব সরথং স্থীয়তামিতি লক্ষ্মণঃ।
উবাচ শোকসন্তপ্তঃ প্রযাহীতি চ নাবিকম্ ॥ ২
ততস্তীরমুপাগম্য ভাগীরথ্যাঃ স লক্ষ্মণঃ।
উবাচ মৈথিলীং বাক্যং প্রাঞ্জলির্বাষ্পসংবৃতঃ ॥ ৩
হৃদ্গতং মে মহচ্ছল্যং যস্মাদার্য্যেণ ধীমতা।
অস্মিন্নিমিত্তে বৈদেহি লোকস্য বচনীকৃতঃ ॥ ৪
শ্রেয়ো হি মরণং মেঽদ্য মৃত্যুর্বা যৎ পরং ভবেৎ।
ন চাস্মিন্নীদৃশে কার্য্যে নিযোজ্যো লোকনিন্দিতে ॥ ৫
প্রসীদ চ ন মে পাপং কর্ত্তুমর্হসি শোভনে।
ইত্যঞ্জলিকৃতো ভূমৌ নিপপাত স লক্ষ্মণঃ ॥ ৬
রুদন্তং প্রাঞ্জলিং দৃষ্ট্বা কাঙ্ক্ষন্তং মৃত্যুমাত্মনঃ।
মৈথিলী ভৃশসংবিগ্না লক্ষ্মণং বাক্যমব্রবীৎ ॥ ৭
কিমিদং নাবগচ্ছামি ব্রূহি তত্ত্বেন লক্ষ্মণ।
পশ্যামি ত্বাং ন চ স্বস্থমপি ক্ষেমং মহীপতেঃ ॥ ৮
শাপিতোঽসি নরেন্দ্রেণ যত্ত্বং সন্তাপমাগতঃ।
তদ্ব্রূয়াঃ সন্নিধৌ মহ্যমহমাজ্ঞাপয়ামি তে ॥ ৯
বৈদেহ্যা চোদ্যমানস্তু লক্ষ্মণো দীনচেতনঃ।
অবাঙ্মুখো বাষ্পগলো বাক্যমেতদুবাচ হ ॥ ১০
শ্রুত্বা পরিষদো মধ্যে হ্যপবাদং সুদারুণম্।

রাম আমার প্রাণ অপেক্ষাও প্রিয়, তথাচ আমি এরূপ শোক করিতেছি না; আর তুমি এরূপ বিহ্বল হইলে কেন? ২৪—২৮। আমাকে গঙ্গার ওপারে লইয়া চল এবং মুনিগণকে দেখাও। অবশেষে আমি মুনিগণকে বস্ত্র এবং আভরণ দান করিব। পরে মহর্ষিদিগকে যথাযোগ্য অভিবাদনপূর্ব্বক একরাত্রি পবিত্র আশ্রমে বাস করিয়া পুনরায় সেই পুরীতে প্রত্যাগমন করিব। বিশেষতঃ কমলদলের ন্যায় আয়তলোচন কৃশোদর রমণ-প্রবর সিংহোরস্ক রামকে দেখিবার জন্য আমার মনও ত্বরান্বিত হইতেছে।" পরবীরবিনাশী লক্ষ্মণ সীতাদেবীর কথা শুনিয়া চক্ষুযুগল মার্জ্জনা করত নাবিকগণকে ডাকিলেন। নাবিকগণ করযোড়ে লক্ষ্মণকে বলিল,—"এই নৌকা সজ্জিত হইয়াছে।" লক্ষ্মণ পবিত্র গঙ্গার পরপারে যাইতে অভিলাষী হইয়া নৌকায় আরোহণ করিলেন এবং সাবধানে গঙ্গার পারে যাইতে লাগিলেন। ২৯—৩৩।

সপ্তপঞ্চাশ সর্গ।

পরে রামানুজ লক্ষ্মণ সুসজ্জিত বৃহৎ নৌকায় সীতাদেবীকে উঠাইয়া তৎপরে নিজে আরোহণপূর্ব্বক গঙ্গার পরপারে উপস্থিত হইলেন। প্রথমে শোকসন্তপ্ত লক্ষ্মণ, সুমন্ত্রকে রথের সহিত গঙ্গাতীরে রাখিয়া পরপারে যাইতে লাগিলেন। গঙ্গার পরপারে উপস্থিত হইয়া লক্ষ্মণ অশ্রুপূর্ণনয়নে করযোড়ে সীতাদেবীকে কহিলেন—"বৈদেহি! ধীমান্ আর্য্য আমাকে এই লোকনিন্দিত নিদারুণ ক্রূর কার্য্যে নিযুক্ত করিয়া লোকসমাজে আমাকে নিন্দাভাজন করিয়াছেন। সুতরাং আমার হৃদয়ে সুমহৎ শল্য বিদ্ধ হইতেছে। এখন এ অবস্থায় আজ আমার মূর্চ্ছা বা মৃত্যুই শ্রেয়ঃ, তথাপি এইরূপ লোকনিন্দিত কার্য্যে নিযুক্ত থাকা উচিত নহে। সুতরাং শোভনে! আমার দোষ লইবেন না, আমার প্রতি প্রসন্ন হউন।" লক্ষ্মণ ইহা বলিয়া যুক্তকরে ভূতলে পতিত হইলেন। ১—৬। লক্ষ্মণ বদ্ধাঞ্জলি হইয়া বিলাপ করত নিজের মৃত্যুবাসনা করিলে সীতাদেবী লক্ষ্মণের এইরূপ অবস্থা দেখিয়া যার পর নাই উদ্বিগ্ন হইয়া কহিলেন,—"লক্ষ্মণ! আমি তোমার [illegible] কোন কারণই বুঝিতেছি না, সুতরাং কি [illegible] যথার্থ করিয়া বল; তোমাকেও অস্বস্থ দেখিতেছি, —মহারাজের মঙ্গল ত? আমার বোধ হইতেছে, রাজা তোমাকে অভিসম্পাত করিয়াছেন, তাহাতেই তুমি এরূপ শোকে অধীর হইতেছ। আমি তোমাকে অনুরোধ করিতেছি, আমার নিকটে [illegible] বল।" দীনচেতন লক্ষ্মণ, সীতাদেবীর [illegible]

পুরে জনপদে চৈব ত্বৎকৃতে জনকাত্মজে।
রামঃ সন্তপ্তহৃদয়ো মাং নিবেদ্য গৃহং গতঃ॥ ১১
ন তানি বচনীয়ানি ময়া দেবি তবাগ্রতঃ।
যানি রাজ্ঞা হৃদি ন্যস্তান্যমর্ষাৎ পৃষ্ঠতঃ কৃতঃ॥ ১২
সা ত্বং ত্যক্তা নৃপতিনা নির্দ্দোষা মম সন্নিধৌ।
পৌরাপবাদভীতেন গ্রাহ্যং দেবি ন তেঽন্যথা॥ ১৩
আশ্রমান্তেষু চ ময়া ত্যক্তব্যা ত্বং ভবিষ্যসি॥ ১৪
রাজ্ঞঃ শাসনমাজ্ঞায় তথৈব কিল দৌহৃদম্।
তদেতজ্জাহ্নবীতীরে ব্রহ্মর্ষীণাং তপোবনম্॥ ১৫
পুণ্যঞ্চ রমণীয়ঞ্চ মা বিষাদং কৃথাঃ শুভে।
রাজ্ঞো দশরথস্যৈব পিতুর্মে মুনিপুঙ্গবঃ॥ ১৬
সখা পরমকো বিপ্রো বাল্মীকিঃ সুমহাযশাঃ।
পাদচ্ছায়ামুপাগম্য সুখমস্য মহাত্মনঃ।
উপাসনপরৈকাগ্রা বস ত্বং জনকাত্মজে॥ ১৭
পতিব্রতা ত্বমাস্থায় রামং কৃত্বা সদা হৃদি।
শ্রেয়স্তে পরমং দেবি তথা কৃত্বা ভবিষ্যতি॥ ১৮

ইত্যুত্তরকাণ্ডে সপ্তপঞ্চাশঃ সর্গঃ॥ ৫৭

অষ্টপঞ্চাশঃ সর্গঃ।

লক্ষ্মণস্য বচঃ শ্রুত্বা দারুণং জনকাত্মজা।
পরং বিষাদমাগম্য বৈদেহী নিপপাত হ॥ ১
সা মুহূর্ত্তমিবাসংজ্ঞা বাষ্পপর্য্যাকুলেক্ষণা।
লক্ষ্মণং দীনয়া বাচা উবাচ জনকাত্মজা॥ ২
মামিকেয়ং তনুর্নূনং সৃষ্টা দুঃখায় লক্ষ্মণ।
ধাত্রা যস্যাস্তথা মেঽদ্য দুঃখমূর্ত্তিঃ প্রদৃশ্যতে॥ ৩
কিন্নু পাপং কৃতং পূর্ব্বং কো বা দারৈর্বিয়োজিতঃ।
যাহং শুদ্ধসমাচারা ত্যক্তা নৃপতিনা সতী॥ ৪
পুরাহমাশ্রমে বাসং রামপাদানুবর্ত্তিনী।
অনুরুধ্যাপি সৌমিত্রে দুঃখে চ পরিবর্ত্তিনী॥ ৫
সা কথং হ্যাশ্রমে সৌম্য বৎস্যামি বিজনীকৃতা।
আখ্যাস্যামি চ কস্যাহং দুঃখং দুঃখপরায়ণা॥ ৬
কিন্নু বক্ষ্যামি মুনিষু কর্ম্ম বাসংকৃতং প্রভো।
কস্মিন্ বা কারণে ত্যক্তা রাঘবেণ মহাত্মনা॥ ৭
ন খল্বদ্যৈব সৌমিত্রে জীবিতং জাহ্নবীজলে।

শুনিয়া বাষ্পরুদ্ধকণ্ঠে এবং অধোবদনে বলিলেন। ৭—১০। "জনকতনয়ে! নগরে এবং জনপদে আপনার নিদারুণ অপবাদের কথা সভামধ্যে শুনিয়া রাম সর্ব্বতোভাবে সন্তপ্ত হইয়া আমার নিকটে ব্যক্ত করত গৃহে প্রবেশ করিয়াছেন। দেবি! রাজা ক্রোধে যে সকল কথা মুখ হইতে বাহির করিয়াছেন, তাহা আমি আপনার নিকটে বলিতে পারিব না, অতএব সেই সকল কথা বলিতে বিরত হইলাম। দেবি! রাজা আমার নিকটে আপনার নির্দ্দোষিতার বিষয় বলিয়াছেন, কেবল পুরবাসি-নিন্দাভয়ে আপনাকে পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছেন; সুতরাং আপনি তাহা প্রকৃত বলিয়া মনে করিবেন না। গর্ভিণীর দোহদপূরণ এবং রাজার আজ্ঞাপালন অবশ্য কর্ত্তব্য, ইহা আমি জানি; এই কারণে আমি আশ্রমপ্রান্তে আপনাকে পরিত্যাগ করিয়া যাইব। শুভে! গঙ্গাতীরে মহর্ষিগণের এই তপোবন,—ইহা পরমরমণীয় এবং পবিত্র; সুতরাং আপনি এখানে থাকুন, দুঃখিতা হইবেন না। মহাযশা দ্বিজবর মুনিপুঙ্গব বাল্মীকি আমার পিতা মহারাজ দশরথের পরম বন্ধু; সুতরাং দেবি! আপনি সেই মহর্ষির পাদমূলে উপনীতা হইয়া একাগ্রচিত্তে উপাসনা করত সুখে বাস করুন। দেবি! আপনি পাতিব্রত্য ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়া হৃদয়ে সর্ব্বদা রামের ধ্যান করুন; তাহা করিলেই আপনার পরমমঙ্গল হইবে।" ১১—১৮।

অষ্টপঞ্চাশ সর্গ।

সীতাদেবী লক্ষ্মণের নিদারুণ কথা শুনিয়া ভূতলে পতিতা হইলেন। সেই জনক-দুহিতা মুহূর্ত্তকাল চেতনাহীনা হইলেন; পরে সংজ্ঞা পাইয়া অশ্রুজলে নয়ন প্লাবিত করিয়া করুণস্বরে লক্ষ্মণকে বলিতে লাগিলেন,—"লক্ষ্মণ! বিধাতা দুঃখভোগের জন্যই আমাকে সৃষ্টি করিয়াছেন; সেই কারণে আজ আমার দুঃখরাশি মূর্ত্তিমান্ হইয়া আমার নিকটে উপস্থিত হইল। বোধ হয় আমি পূর্ব্বজন্মে কোনও মহাপাপ করিয়াছিলাম, অথবা কোন ব্যক্তির স্ত্রী-বিচ্ছেদ ঘটাইয়া দিয়াছিলাম, সেই কারণবশতঃ আমি সতী এবং পবিত্রস্বভাবা হইলেও রাজা আমাকে পরিত্যাগ করিলেন। লক্ষ্মণ! পূর্ব্বে আমি স্বেচ্ছায় রামের সহিত বনবাস-ক্লেশ সহিয়াও রামের পাদচ্ছায়ায় বাস করিতে ইচ্ছা করিয়াছিলাম। ১—৫। সৌম্য! এখন আমি প্রিয়জন-বিরহে একাকিনী কিরূপে আশ্রমে বাস করিব এবং একান্তদুঃখিতা হইয়া বা বিজন বনে কাহাকে নিজের দুঃখের কথা বলিব? প্রভো! 'মহাত্মা রঘুনন্দন রামচন্দ্র তোমাকে কিজন্য পরিত্যাগ করিয়াছেন? তুমিই বা কি অসৎ কার্য্য করিয়াছ?' মুনিগণ এই কথা যখন

ত্যজেয়ং রাজবংশস্তু ভর্তুর্মে পরিহাস্যতে ॥ ৮
যথাজ্ঞাং কুরু সৌমিত্রে ত্যজ মাং দুঃখভাগিনীম্ ।
নিদেশে স্থীয়তাং রাজ্ঞঃ শৃণু চেদং বচো মম ॥ ৯
শ্বশ্রূণামবিশেষেণ প্রাঞ্জলিপ্রগ্রহেণ চ ।
শিরসাভিনতো ব্রূয়াঃ সর্ব্বাসামেব লক্ষ্মণ ॥ ১০
শিরসা বন্দ্য চরণৌ কুশলং ব্রূহি পার্থিবম্ ।
বক্তব্যশ্চাপি নৃপতির্ধর্ম্মেষু সুসমাহিতঃ ॥ ১১
জানাসি চ যথা শুদ্ধা সীতা তত্ত্বেন রাঘব ।
ভক্ত্যা চ পরয়া যুক্তা যা হিতা তব নিত্যশঃ ॥ ১২
অহং ত্যক্তা চ তে বীর অযশোভীরুণা জনে ।
যচ্চ তে বচনীয়ং স্যাদপবাদঃ সমুত্থিতঃ ॥ ১৩
ময়া হি পরিহর্ত্তব্যং ত্বং হি মে পরমা গতিঃ ।
বক্তব্যশ্চৈব নৃপতির্ধর্ম্মেণ সুসমাহিতঃ ॥ ১৪
যথা ভ্রাতৃষু বর্ত্তেথাস্তথা পৌরেষু নিত্যদা ।
পরমো হ্যেষ ধর্ম্মস্তে তস্মাৎ কীর্ত্তিরনুত্তমা ॥ ১৫

যত্তু পৌরজনে রাজন্ ধর্ম্মেণ সমবাপ্নুয়াৎ ।
অহন্তু নানুশোচামি স্বশরীরং নরর্ষভ ॥ ১৬
যথাপবাদং পৌরাণাং তথৈব রঘুনন্দন ।
পতির্হি দেবতা নার্য্যাঃ পতির্বন্ধুঃ পতির্গুরুঃ ॥ ১৭
প্রাণৈরপি প্রিয়ং তস্মাদ্ভর্ত্তুঃ কার্য্যং বিশেষতঃ ।
ইতি মদ্বচনাদ্রামো বক্তব্যো মম সংগ্রহঃ ॥ ১৮
নিরীক্ষ্য মাদ্য গচ্ছ ত্বমৃতুকালাতিবর্ত্তিনীম্ ।
এবং ব্রুবত্যাং সীতায়াং লক্ষ্মণো দীনচেতনঃ ॥ ১৯
শিরসা বন্দ্য ধরণীং ব্যাহর্ত্তুং ন শশাক হ ।
প্রদক্ষিণঞ্চ তাং কৃত্বা রুদন্নেব মহাস্বনঃ ॥ ২০
ধ্যাত্বা মুহূর্ত্তং তামাহ কিং মাং বক্ষ্যসি শোভনে ।
দৃষ্টপূর্ব্বং ন তে রূপং পাদৌ দৃষ্টৌ তবানঘে ॥ ২১
কথমত্র হি পশ্যামি রামেণ রহিতাং বনে ।
ইত্যুক্ত্বা তাং নমস্কৃত্য পুনর্নাবমুপারুহৎ ॥ ২২
আরুহ্য চ পুনর্নাবং নাবিকঞ্চাভ্যচোদয়ৎ ।
স গত্বা চোত্তরং তীরং শোকভারসমন্বিতঃ ॥ ২৩
সংমূঢ় ইব দুঃখেন রথমধ্যারুহদ্দ্রুতম্ ।
মুহুর্মুহুঃ পরাবৃত্য দৃষ্ট্বা সীতামনাথবৎ ॥ ২৪
চেষ্টন্তীং পরতীরস্থাং লক্ষ্মণঃ প্রযযাবথ ।

জিজ্ঞাসা করিবেন, তখন আমি তাঁহাদিগকে কি উত্তর দিব? লক্ষ্মণ! আমার গর্ভে সন্তান রহিয়াছে,—সুতরাং এক্ষণে প্রাণ ত্যাগ করিলে, আমার স্বামীর বংশলোপ হইবে; তাহা হইলে আজই জাহ্নবী-জলে প্রাণ বিসর্জ্জন করিতাম। লক্ষ্মণ! রাজা তোমাকে যেরূপ আদেশ করিয়াছেন, তাহা তুমি পালন কর; আমি নিতান্তদুঃখিনী, সুতরাং আমাকে অরণ্যে পরিত্যাগ করিয়া রাজ-আদেশ পালন কর। আমার একটী কথা শুন। লক্ষ্মণ! তুমি আমার প্রতিনিধিস্বরূপ করযোড়ে নতমস্তকে অবিশেষরূপে মহারাজের চরণযুগলে প্রণামপূর্ব্বক শ্বশ্রূদিগের কুশল জিজ্ঞাসা করিবে। ৬—১০। সেই ধর্ম্ম-পরায়ণ রাজাকে আমার প্রতিনিধি হইয়া তুমি বলিবে,—"রঘুনন্দন! সীতা কিরূপ শুদ্ধস্বভাবা, আপনার প্রতি পরম-ভক্তিমতী এবং আপনার কিরূপ হিতা-ভিলাষিণী, তাহা আপনি বিশেষরূপে জানেন। বীর! আপনি যে নিন্দাভয়েই আমাকে পরিত্যাগ করিতে-ছেন, তাহা আমি বেশ বুঝিতে পারিয়াছি। বিশেষতঃ আপনিই আমার পরমগতি, সুতরাং যাহাতে আপনার নিন্দা বা অপবাদ হয়, এরূপ কার্য্য করা আমার কর্ত্তব্য নহে। নিতান্ত ধর্ম্মশীল সেই রাজাকে বলিবে যে, তিনি ভ্রাতৃবর্গের প্রতি যেরূপ ব্যবহার করিয়া থাকেন, পুরবাসীদিগের প্রতিও যেন সতত সেইরূপ ব্যবহার করেন। রাজন্! পৌরজনের ধর্ম্মরক্ষণ করিয়া যে পুণ্যসঞ্চয় হইবে, আপনার তাহাই ধর্ম্ম এবং তাহাতেই আপনি অক্ষয় কীর্ত্তি লাভ করিবেন।

১১—১৫। নরবর! আমি পৌরগণের নিন্দাবাদ এবং রামচন্দ্রের জন্য যেরূপ অনুশোচনা করি, নিজের দেহের জন্য সেরূপ শোক করি না। পতিই স্ত্রীলোকের দেবতা, পতিই গতি, পতিই বন্ধু এবং পতিই গুরু; সুতরাং প্রাণ দিয়াও সর্ব্বতোভাবে পতির প্রিয় কার্য্য সম্পাদন করা উচিত। তুমি আমার গর্ভ-লক্ষণ স্পষ্ট প্রকাশ হইয়াছে, দেখিয়া যাও।" সীতা এইরূপ বলিলে, লক্ষ্মণ অত্যন্ত শোকাকুল হৃদয়ে অবনতমস্তকে তাঁহাকে ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিলেন, কিন্তু কোন কথাই বলিতে পারিলেন না। মুহূর্ত্তকাল চিন্তা করিয়া লক্ষ্মণ বলিলেন,—"শোভনে! আপনি কি বলিতেছেন? পুণ্যশীলে! আপনার রূপ পূর্ব্বে কখন দেখি নাই, কেবল পদ-যুগল দেখিয়াছি মাত্র। ১৬—২১। বিশেষতঃ রাম এখানে নাই, সুতরাং এ সময়ে বনমধ্যে আপনাকে একাকিনী কিরূপে দেখিব?" পরে লক্ষ্মণ উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে করিতে তাঁহাকে প্রদক্ষিণপূর্ব্বক পুনরায় নৌকায় উঠিলেন এবং নাবিককে নৌকা চালাইবার আদেশ দিলেন। শোক-কাতর লক্ষ্মণ গঙ্গার পরপারে আসিয়া দুঃখিতচিত্তে রথে উঠিলেন এবং গঙ্গার পর-পারে বারংবার দৃষ্টিপাতপূর্ব্বক অনাথার ন্যায় চেষ্ট-

দৃষ্ট্বা তু রথমালোক্য লক্ষ্মণঞ্চ মুহুর্মুহুঃ।
নিরীক্ষমাণামুদ্বিগ্নাং সীতাং শোকঃ সমাবিশৎ ॥ ২৫

সা দুঃখভারাবনতা যশস্বিনী
যশোধরা নাথমপশ্যতী সতী।
রুরোদ সা বর্হিণনাদিতে বনে।
মহাবনং দুঃখপরায়ণা সতী ॥ ২৬

ইত্যুত্তরকাণ্ডে অষ্টপঞ্চাশঃ সর্গঃ ॥ ৫৮ ॥

মানা সীতাকে দেখিতে দেখিতে দূরে প্রস্থান করিলেন। লক্ষ্মণ রথারোহণে দূরে প্রস্থান করিলেন দেখিয়া সীতাদেবীও শোকে এবং উদ্বেগে অধীরা হইলেন। যশস্বিনী সীতা পতির অদর্শনে দুঃখভারে অবসন্ন হইয়া পড়িলেন; অধিক কি, সেই ময়ূরনিনাদিত বনে বিষম দুঃখে উচ্চৈঃস্বরে বিলাপ করিতে লাগিলেন। ২২—২৬।

একোনষষ্টিতমঃ সর্গঃ।

সীতান্তু রুদতীং দৃষ্ট্বা তে তত্র মুনিদারকাঃ।
প্রাদ্রবন্ যত্র ভগবানাস্তে বাল্মীকিরুগ্রধীঃ ॥ ১
অভিবাদ্য মুনেঃ পাদৌ মুনিপুত্রা মহর্ষয়ে।
সর্ব্বে নিবেদয়ামাসুস্তস্যাস্তু রুদিতস্বনম্ ॥ ২
অদৃষ্টপূর্ব্বা ভগবন্ কস্যাপ্যেষা মহাত্মনঃ।
পত্নী শ্রীরিব সম্মোহাদ্বিরৌতি বিকৃতাননা ॥ ৩
ভগবন্ সাধু পশ্যেস্ত্বং দেবতামিব খাচ্চ্যুতাম্।
নদ্যাস্তু তীরে ভগবন্ বরস্ত্রী কাপি দুঃখিতা ॥ ৪
দৃষ্টাস্মাভিঃ প্ররুদিতা দৃঢ়ং শোকপরায়ণা।
অনর্হা দুঃখশোকাভ্যামেকা দীনা অনাথবৎ ॥ ৫
ন হ্যেনাং মানুষীং বিদ্মঃ সৎক্রিয়াস্যাঃ প্রযুজ্যতাম্।
আশ্রমস্যাবিদূরে চ ত্বামিয়ং শরণং গতা।
ত্রাতারমিচ্ছতে সাধ্বী ভগবংস্ত্রাতুমর্হসি।
তেষান্তু বচনং শ্রুত্বা বুদ্ধ্যা নিশ্চিত্য ধর্ম্মবিৎ।
তপসা লব্ধচক্ষুষ্মান্ প্রাদ্রবদ্যত্র মৈথিলী।
তং প্রয়ান্তমভিপ্রেত্য শিষ্যা হ্যেনং মহামতিম্।
তন্তু দেশমভিক্রম্য কিঞ্চিৎ পদ্ভ্যাং মহামতিঃ।
অর্ঘ্যমাদায় রুচিরং জাহ্নবীতীরমাগমৎ।
দদর্শ রাঘবস্যেষ্টাং সীতাং পত্নীমনাথবৎ ॥ ৬
তাং সীতাং শোকভারার্ত্তাং বাল্মীকির্মুনিপুঙ্গবঃ।
উবাচ মধুরাং বাণীং হ্লাদয়ন্নিব তেজসা ॥ ৭
স্নুষা দশরথস্য ত্বং রামস্য মহিষী প্রিয়া।
জনকস্য সুতা রাজ্ঞঃ স্বাগতং তে পতিব্রতে ॥ ৮
আয়ান্তী চাসি বিজ্ঞাতা ময়া ধর্ম্মসমাধিনা।
কারণঞ্চৈব সর্ব্বং মে হৃদয়েনোপলক্ষিতম্ ॥ ৮
তব চৈব মহাভাগে বিদিতং মম তত্ত্বতঃ।
সর্ব্বঞ্চ বিদিতং মহ্যং ত্রৈলোক্যে যদ্ধি বর্ত্ততে ॥ ৯
অপাপাং বেদ্মি সীতে ত্বাং তপোলব্ধেন চক্ষুষা।

ঊনষষ্টিতম সর্গ।

তখন মুনিকুমারেরা সীতাদেবীকে বিলাপ করিতে দেখিয়া প্রখরবুদ্ধিশালী ভগবান্ বাল্মীকির নিকটে উপস্থিত হইলেন। মুনিপুত্রগণ বাল্মীকির পদযুগলে প্রণাম করিয়া সীতাদেবীর রোদন-বৃত্তান্ত বলিতে লাগিলেন; ভগবন্! সাক্ষাৎ লক্ষ্মীর ন্যায় পরমরূপবতী কোন্ মহাত্মার পত্নী বিষম দুঃখবশতঃ বিকৃতবদনে বিলাপ করিতেছেন, তাঁহার ন্যায় রমণী কোথাও দেখি নাই। ভগবন্! সেই বরবর্ণিনী শোক ও দুঃখের অযোগ্যা, তথাপি তিনি গাঢ়তররূপে শোকাকুলা হইয়া অনাথার ন্যায় নদীতীরে দীনভাবে একাকিনী রোদন করিতেছেন, আমরা দেখিয়া আসিলাম। ১—৫। ভগবন্! আপনি, তাঁহাকে ভাল করিয়া দেখুন, বোধ হয়, তিনি স্বর্গভ্রষ্টা কোন দেবী হইবেন। আমাদের মনে হয় তিনি মানুষী নহেন, সুতরাং আপনি ইহার সৎকার করুন। সেই সাধ্বী আপনার আশ্রমের অদূরে কেহ তাঁহাকে পরিত্রাণ করিবে এই অভিপ্রায়ে আসিয়া শরণাগতা হইয়াছেন; ভগবন্! সুতরাং আপনি তাঁহাকে পরিত্রাণ করুন।" তপোবলে জ্ঞানচক্ষুঃসম্পন্ন ধর্ম্মাত্মা বাল্মীকি মুনিকুমারগণের কথা শুনিয়া মনে মনে কর্ত্তব্য অবধারণপূর্ব্বক মৈথিলী-সন্নিধানে উপস্থিত হইলেন। মহামতি মুনি পদব্রজে কিছুদূর গিয়া অর্ঘ্যহস্তে রমণীয় গঙ্গাতীরে উপস্থিত হইলেন। মুনিশ্রেষ্ঠ বাল্মীকি, স্বীয় তেজোদ্বারা যেন সেই শোকপীড়িতা সীতাকে আহ্লাদিত করিয়াই সুমধুর বাক্যে তাঁহাকে বলিতে লাগিলেন—"অয়ি পতিব্রতে! তুমি রামের প্রিয়তমা মহিষী, দশরথের পুত্রবধূ, জনক-রাজের কন্যা; তোমার কুশল ত? তুমি আসিতেছ, যোগবলে ইহা আমি পূর্ব্বেই জানিতে পারিয়াছি এবং তোমার আসিবার কারণও সমস্ত ধ্যানযোগে আমি অবগত হইয়াছি। মহাভাগে! ত্রিভুবনমধ্যে যে কিছু ঘটনা ঘটে, তাহা সমস্তই আমি জানিতে পারি; সুতরাং তোমার শুদ্ধ চরিত্রও আমি যথার্থতঃ জানি। সীতে! তপোলব্ধ দিব্যচক্ষুঃপ্রভাবে আমি তোমাকে নিষ্পাপা

বিস্রব্ধা ভব বৈদেহি সাম্প্রতং ময়ি বর্ত্তসে ॥ ১০
আশ্রমস্যাবিদূরে মে তাপস্যস্তপসি স্থিতাঃ ।
তাস্ত্বাং বৎসে যথাবৎ সম্পালয়িষ্যন্তি নিত্যশঃ ॥ ১১
ইদমর্ঘ্যং প্রতীচ্ছ ত্বং বিস্রব্ধা বিগতজ্বরা ।
যথা স্বগৃহমভ্যেত্য বিষাদঞ্চৈব মা কৃথাঃ ॥ ১২
শ্রুত্বা তু ভাষিতং সীতা মুনেঃ পরমমদ্ভুতম্ ।
শিরসা বন্দ্য চরণৌ তথেত্যাহ কৃতাঞ্জলিঃ ॥ ১৩
তং প্রয়ান্তং মুনিং সীতা প্রাঞ্জলিঃ পৃষ্ঠতোঽন্বগাৎ ।
তং দৃষ্ট্বা মুনিমায়ান্তং বৈদেহ্যা মুনিপত্নয়ঃ ।
উপাজগ্মুর্মুদা যুক্তা বচনঞ্চেদমব্রুবন্ ॥ ১৪
স্বাগতং তে মুনিশ্রেষ্ঠ চিরস্যাগমনঞ্চ তে ।
অভিবাদয়ামস্ত্বাং সর্ব্বা উচ্যতাং কিঞ্চ কুর্ম্মহে ॥ ১৫
তাসাং তদ্বচনং শ্রুত্বা বাল্মীকিরিদমব্রবীৎ ।
সীতেয়ং সমনুপ্রাপ্তা পত্নী রামস্য ধীমতঃ ॥ ১৬
স্নুষা দশরথস্যৈষা জনকস্য সুতা সতী ।
অপাপা পতিনা ত্যক্তা পরিপাল্যা ময়া সদা ॥ ১৭
ইমাং ভবত্যঃ পশ্যন্তু স্নেহেন পরমেণ হি ।
গৌরবান্মম বাক্যাচ্চ পূজ্যা বোঽস্তু বিশেষতঃ ॥ ১৮

মুহুর্ম্মুহুশ্চ বৈদেহীং পরিদায় মহাযশাঃ ।
স্বমাশ্রমং শিষ্যবৃতঃ পুনরায়ান্মহাতপাঃ ॥ ১৯

ইত্যুত্তরকাণ্ডে একোনষষ্টিতমঃ সর্গঃ ॥ ৫৯

ষষ্টিতমঃ সর্গঃ ।

দৃষ্ট্বা তু মৈথিলীং সীতামাশ্রমে সম্প্রবেশিতাম্ ।
সন্তাপমগমদ্ঘোরং লক্ষ্মণো দীনচেতনঃ ॥ ১
অব্রবীচ্চ মহাতেজাঃ সুমন্ত্রং মন্ত্রসারথিম্ ।
সীতাসন্তাপজং দুঃখং পশ্য রামস্য সারথে ॥ ২
ততো দুঃখতরং কিন্নু রাঘবস্য ভবিষ্যতি ।
পত্নীং শুদ্ধসমাচারাং বিসৃজ্য জনকাত্মজাম্ ॥ ৩
ব্যক্তং দৈবাদহং মন্যে রাঘবস্য বিনাভবম্ ।
বৈদেহ্যা সারথে নিত্যং দৈবং হি দুরতিক্রমম্ ॥ ৪
যো হি দেবান্ সগন্ধর্ব্বানসুরান্ সহ রাক্ষসৈঃ ।
নিহন্যাদ্রাঘবঃ ক্রুদ্ধঃ স দৈবং পর্য্যুপাসতে ॥ ৫
পুরা রামঃ পিতুর্বাক্যাদ্দণ্ডকে বিজনে বনে ।
উষিত্বা নব বর্ষাণি পঞ্চ চৈব মহাবনে ॥ ৬

বলিয়া জানি, সুতরাং বৈদেহি। তুমি আশ্বস্তা হও; এক্ষণে আমার আশ্রমে থাকিবে। ৬—১০। বৎসে! আমার আশ্রমের নিকটবর্ত্তী স্থানে তাপসী সকল তপস্যা করিতেছেন, তাঁহারা সতত তোমাকে সন্তানের ন্যায় পালন করিবেন। তুমি এই অর্ঘ্য গ্রহণ কর। তথায় আপনার বাড়ীর মত নিঃশঙ্কচিত্তে বিশ্বস্তভাবে বসতি কর, দুঃখ করিও না।" সীতাদেবী, বাল্মীকিমুনির সেই অত্যদ্ভুত কথা শুনিয়া অবনতমস্তকে তাঁহার পদযুগল বন্দনা করিয়া করযোড়ে বলিলেন,—"তাহাই করিব। পরে সীতা কৃতাঞ্জলি হইয়া সেই অগ্রগামী মুনিবরের পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাইতে লাগিলেন। সীতার সহিত মুনিকে আসিতে দেখিয়া মুনিপত্নীগণ তাঁহার নিকটবর্ত্তিনী হইয়া সহর্ষে বলিলেন, "মুনিবর! আপনার আগমন শুভ হউক। বহুকালের পরে আপনার আগমন প্রতীক্ষা করিতেছিলাম; আমরা আপনাকে অভিবাদন করিতেছি; কি কার্য্য করিব? আপনি অনুমতি দিন।" ১১—১৫। মুনিপ্রধান বাল্মীকি, তাপসীদের কথা শুনিয়া বলিলেন,—'এই সীতা আসিয়াছেন; ইনি ধীমান্ রামচন্দ্রের পত্নী, দশরথের পুত্রবধূ, জনকের কন্যা। ইনি পতিপরায়ণা, ইঁহাতে পাপের লেশমাত্র নাই, তথাপি ইঁহার স্বামী ইঁহাকে পরিত্যাগ করিয়াছেন; এক্ষণে ইনি আমার যত্নপূর্ব্বক প্রতিপালনীয়া হইয়াছেন। তোমরা ইঁহাকে সবিশেষ স্নেহচক্ষে দেখিবে। আমি আদেশ করিতেছি, তোম[illegible] ইঁহাকে পরম সমাদরে রক্ষা করিবে। মহাযশা মহা[illegible]তপা বাল্মীকি পুনঃপুনঃ এইকথা বলিয়া সীতাদেবীকে[illegible] তাপসীদিগের নিকটে রাখিয়া শিষ্যগণ-সমভিব্যাহা[illegible] পুনর্ব্বার নিজ আশ্রমে আসিলেন। ১৮—১৯।

ষষ্টিতম সর্গ।

এদিকে লক্ষ্মণ, মিথিল-রাজনন্দনী সীতাকে আশ্র[illegible] প্রবেশ করিতে দেখিয়া বিষাদে ও শোকে অতীব অধী[illegible] হইলেন। পরে মহাতেজা লক্ষ্মণ সুপরামর্শদা[illegible] সুমন্ত্র সারথিকে কহিলেন,—"সারথে! সীতা বিরহে রামের কিরূপ দুঃখ হইবে, তাহা একবার ভাবি[illegible] দেখ। রামচন্দ্র পবিত্র-স্বভাব পত্নীকে পরিত্যা[illegible] করিলেন, ইহা অপেক্ষা তাঁহার আর অধিক দুঃখ[illegible] বিষয় কি আছে? সুমন্ত্র! দৈবকে কেহ অতিক্র[illegible] করিতে পারে না, আমার বোধ হয়, সেই দৈববশত[illegible] রামের এই নিদারুণ সীতাবিয়োগ ঘটিয়াছে অধিক কি, যে রঘুনন্দন রাম ক্রুদ্ধ হইলে, দেবতা, গন্ধর্ব্ব অসুর এবং রাক্ষসগণকে সংহার করিতে পারে[illegible] তিনিও আজ দৈবের অধীন। ১—৫। পূর্ব্বে পিতার অনুজ্ঞাক্রমে দণ্ডকনামক ঘোর বিজ[illegible]

ততো দুঃখতরং ভূয়ঃ সীতায়া বিপ্রবাসনম্।
পৌরাণাং বচনাৎ শ্রুত্ব নৃশংসং প্রতিভাতি মে॥ ৭
কো নু ধর্ম্মাশ্রয়ঃ সূত কর্ম্মণ্যস্মিন্ যশোহরে।
মৈথিলীং সমনুপ্রাপ্তঃ পৌরৈর্হীনার্থবাদিভিঃ॥ ৮
এতা বাচো বহুবিধাঃ শ্রুত্বা লক্ষ্মণভাষিতাঃ।
সুমন্ত্রঃ শ্রদ্ধয়া প্রাজ্ঞো বাক্যমেতদুবাচ হ॥ ৯
ন সন্তাপস্ত্বয়া কার্য্যঃ সৌমিত্রে মৈথিলীং প্রতি।
দৃষ্টমেতৎ পুরা বিপ্রৈঃ পিতুস্তে লক্ষ্মণাগ্রতঃ॥ ১০
ভবিষ্যতি দৃঢ়ং রামো দুঃখপ্রায়ো বিসৌখ্যভাক্।
প্রাপ্স্যতে চ মহাবাহুর্বিপ্রয়োগং প্রিয়ৈর্দ্রুতম্॥ ১১
ত্বাঞ্চৈব মৈথিলীঞ্চৈব শত্রুঘ্নভরতৌ তথা।
সন্ত্যজিষ্যতি ধর্ম্মাত্মা কালেন মহতা কিল॥ ১২
ইদং ত্বয়ি ন বক্তব্যং সৌমিত্রে ভরতেঽপি বা।
রাজ্ঞা বো ব্যাহৃতং বাক্যং দুর্ব্বাসা যদুবাচ হ॥ ১৩
মহাজনসমীপে চ মম চৈব নরর্ষভ।
ঋষিণা ব্যাহৃতং বাক্যং বসিষ্ঠস্য চ সন্নিধৌ॥ ১৪
ঋষেস্তু বচনং শ্রুত্বা মামাহ পুরুষর্ষভঃ।
সূত ন ক্বচিদেবং তে বক্তব্যং জনসন্নিধৌ॥ ১৫
তস্যাহং লোকপালস্য বাক্যং তৎ সুসমাহিতঃ।
নৈব জাত্বনৃতং কুর্য্যামিতি মে সৌম্য দর্শনম্॥ ১৬
সর্ব্বথৈব ন বক্তব্যং ময়া সৌম্য তবাগ্রতঃ।
যদি তে শ্রবণে শ্রদ্ধা শ্রূয়তাং রঘুনন্দন॥ ১৭
যদ্যপ্যহং নরেন্দ্রেণ রহস্যং শ্রাবিতং পুরা।
তথাপ্যুদাহরিষ্যামি দৈবং হি দুরতিক্রমম্॥ ১৮
যেনেদমীদৃশং প্রাপ্তং দুঃখং শোকসমন্বিতম্।
ন ত্বয়া ভরতস্যাগ্রে শত্রুঘ্নস্যাপি সন্নিধৌ॥ ১৯
তচ্ছ্রুত্বা ভাষিতং তস্য গম্ভীরার্থপদং মহৎ।
তথ্যং ব্রূহীতি সৌমিত্রিঃ সূতং তং বাক্যমব্রবীৎ॥ ২০

ইত্যুত্তরকাণ্ডে ষষ্টিতমঃ সর্গঃ॥ ৬০

একষষ্টিতমঃ সর্গঃ।

তথা সংচোদিতঃ সূতো লক্ষ্মণেন মহাত্মনা।
তদ্বাক্যমৃষিণা প্রোক্তং ব্যাহর্ত্তুমুপচক্রমে॥ ১
পুরা নাম্না হি দুর্ব্বাসা অত্রেঃ পুত্রো মহামুনিঃ।
বসিষ্ঠস্যাশ্রমে পুণ্যে বার্ষিক্যং সমুবাস হ॥ ২

অরণ্যে চতুর্দ্দশবৎসর বাস করিয়া রাম যে দুঃখ-ভোগ করিয়াছিলেন, তাহা তাঁহার উচিতই হইয়াছিল, কারণ, তাহাতে পিতার আদেশ প্রতিপালিত হইয়াছে। কিন্তু পুরবাসিগণের কথা শুনিয়া রামচন্দ্র যে সীতাদেবীকে পুনরায় নির্ব্বাসিত করিলেন, ইহা বড়ই কষ্টের কথা; আমি ইহা অতিনৃশংস কার্য্য বলিয়া মনে করিতেছি। সুমন্ত্র! পৌরগণের অন্যায় কথায় এই অযশস্কর সীতাপরিত্যাগরূপ কার্য্য করিয়া রাম কোন্ ধর্ম্ম রক্ষা করিলেন? এইরূপ লক্ষ্মণের নানাবিধ কথা শুনিয়া প্রাজ্ঞ সুমন্ত্র শ্রদ্ধাসহকারে বলিলেন,—"সুমিত্রানন্দন লক্ষ্মণ! তুমি সীতার নিমিত্ত দুঃখ করিও না, পূর্ব্বকালে ব্রাহ্মণগণ তোমার পিতার নিকটে সীতার এই ভাবী নির্ব্বাসনের কথা বলিয়াছিলেন। ৬—১০। মহাবাহু রাম কখন সুখী হইতে পারিবেন না বরং নিয়ত দুঃখ ভোগ করিবেন এবং অচিরে প্রিয়গণের সহিত বিযুক্ত হইবেন। অধিক কি, ধর্ম্মাত্মা রাম প্রবল কালের বশীভূত হইয়া ভরত, শত্রুঘ্ন সীতা এবং তোমাকেও বর্জ্জন করিবেন। রাজা দশরথ, তোমাদের ভবিষ্যৎ জীবনের ঘটনাবলী জানিবার ইচ্ছায় দুর্ব্বাসাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন। তদুত্তরে দুর্ব্বাসা রাজাকে যাহা বলিয়াছিলেন, তাহা শত্রুঘ্ন ভরত বা তোমার নিকটে বলা উচিত নহে। নরবর! দুর্ব্বাসা মুনি বহুজন সাক্ষাতে রাজা দশরথ, বসিষ্ঠ এবং আমার সমক্ষে সেই কথা বলিয়াছেন। ঋষির কথা শুনিয়া পুরুষ-প্রবর মহারাজ আমাকে বলিলেন,—সূত! তুমি এই গোপনীয় কথা কখনও কাহারও নিকটে প্রকাশ করিও না। ১১—১৫। সুতরাং সৌম্য! সেই লোকপাল দশরথের আদেশ কখনই লঙ্ঘন করিতে পারিব না, বরং আমি সাবধানে তাঁহার আদেশ পালন করিব। সৌম্য! সেই কথা তোমার নিকটে প্রকাশ করা অকর্ত্তব্য হইলেও তোমার কৌতুহল জন্মিয়াছে বলিয়াই বলিতেছি। যদিও দশরথ প্রকাশ করিতে নিষেধ করিয়াছিলেন, তথাপি যাহার প্রেরণায় তুমি এই ঘোর দুঃখ প্রাপ্ত হইলে, সেই দৈবকে কেহ অতিক্রম করিতে পারে না বলিয়াই আমি তোমার নিকটে ইহা প্রকাশ করিতেছি। তুমি,—ভরত অথবা শত্রুঘ্নের নিকটে ইহা বলিও না।" সুমিত্রা-নন্দন লক্ষ্মণ গম্ভীর অর্থযুক্ত সেই সত্য কথা শুনিয়া সারথিকে কহিলেন,—"তুমি বিস্তৃতভাবে বল।" ১৬—২০।

একষষ্টিতম সর্গ।

সুমন্ত্র সারথি, মহাত্মা লক্ষ্মণের অনুরোধে ঋষি-কথিত সেই পূর্ব্বকথা বলিতে আরম্ভ করিলেন,—"পুরাকালে অত্রিতনয় মহামুনি দুর্ব্বাসা, মহর্ষি বসি-

তমাশ্রমং মহাতেজাঃ পিতা তে তু মহাযশাঃ।
পুরোহিতং মহাত্মানং দিদৃক্ষুরগমৎ স্বয়ম্॥ ৩
স দৃষ্ট্বা সূর্য্যসঙ্কাশং জ্বলন্তমিব তেজসা।
উপবিষ্টং বসিষ্ঠস্য সব্যপার্শ্বে মহামুনিম্॥ ৪
তৌ মুনী তাপসশ্রেষ্ঠৌ বিনীতাবভ্যবাদয়ৎ।
স তাভ্যাং পূজিতো রাজা স্বাগতেনাসনেন চ॥ ৫
পাদ্যেন ফলমূলৈশ্চ উবাস মুনিভিঃ সহ।
তেষাং তত্রোপবিষ্টানাং তাস্তাঃ সুমধুরাঃ কথাঃ।
বভূবুঃ পরমর্ষীণাং মধ্যাদিত্যগতেঽহনি॥ ৭
ততঃ কথায়াং কস্যাঞ্চিৎ প্রাঞ্জলিঃ প্রগ্রহো নৃপঃ।
উবাচ তং মহাত্মানমত্রেঃ পুত্রং তপোধনম্॥ ৮
ভগবন্ কিং প্রমাণেন মম বংশো ভবিষ্যতি।
কিমায়ুশ্চ হি মে রামঃ পুত্রাশ্চান্যে কিমায়ুষঃ॥ ৯
রামস্য চ সুতা যে স্যুস্তেষামায়ুঃ কিয়দ্ভবেৎ।
কা স্থিরং ভগবন্ ব্রূহি বংশস্যাস্য গতির্মম॥ ১০
তচ্ছ্রুত্বা ব্যাহৃতং বাক্যং রাজ্ঞো দশরথস্য তু।
দুর্ব্বাসাঃ সুমহাতেজা ব্যাহর্ত্তুমুপচক্রমে॥ ১১
শৃণু রাজন্ পুরাবৃত্তং তদা দেবাসুরে যুধি।
দৈত্যাঃ সুরৈর্ভর্ৎস্যমানা ভৃগুপত্নীং সমাশ্রিতাঃ।
তয়া দত্তাভয়াস্তত্র ন্যবসন্নভয়াস্তদা॥ ১২
তয়া পরিগৃহীতাংস্তান্ দৃষ্ট্বা ক্রুদ্ধঃ সুরেশ্বরঃ।
চক্রেণ শিতধারেণ ভৃগুপত্ন্যাঃ শিরোঽহরৎ॥ ১৩
ততস্তাং নিহতাং দৃষ্ট্বা পত্নীং ভৃগুকুলোদ্বহঃ।
শশাপ সহসা ক্রুদ্ধো বিষ্ণুং রিপুকুলার্দ্দনম্॥ ১৪
যস্মাদবধ্যাং মে পত্নীমবধীঃ ক্রোধমূর্চ্ছিতঃ।
তস্মাৎ ত্বং মানুষে লোকে জনিষ্যসি জনার্দ্দন॥ ১৫
তত্র পত্নীবিয়োগং ত্বং প্রাপ্স্যসে বহুবার্ষিকম্।
শাপাভিহতচেতাস্তু স্বাত্মনা ভাবিতোঽভবৎ॥ ১৬
অর্চ্চয়ামাস তং দেবং ভৃগুঃ শাপেন পীড়িতঃ।
তপসারাধিতো দেবো হ্যব্রবীদ্ভক্তবৎসলঃ॥ ১৭
লোকানাং সম্প্রিয়ার্থন্তু তং শাপং গৃহ্য মুক্তবান্।
ইতি শপ্তো মহাতেজা ভৃগুণা পূর্ব্বজন্মনি॥ ১৮
ইহাগতো হি পুত্রত্বং তব পার্থিবসত্তম।

তৈর পবিত্র আশ্রমে একবৎসর বাস করিয়াছিলেন। তোমার পিতা মহাযশস্বী মহাতেজা মহারাজ দশরথ, মহাত্মা পুরোহিত বশিষ্ঠকে দেখিতে ইচ্ছুক হইয়া সেই আশ্রমে গমন করেন। সূর্য্যের ন্যায় তেজস্বী মহামুনি দুর্ব্বাসা যেন স্বীয় তেজোদ্বারা জাজ্বল্যমান হইয়াই বশিষ্ঠের দক্ষিণ-পার্শ্বে বসিয়া ছিলেন। রাজা তাঁহাকে দেখিয়াই সেই বিনীত ঋষিশ্রেষ্ঠ মুনিযুগলকে অভিবাদন করিলেন। তাঁহারা স্বাগত জিজ্ঞাসা, আসন, পাদ্য, অর্ঘ্য এবং ফল-পুষ্প দ্বারা রাজাকে সম্মানিত করিলে, রাজা দশরথও মুনিগণের সহিত উপবেশন করিলেন। মহর্ষিগণ মধ্যাহ্নকালে তথায় উপবেশন করিয়া নানা কথাবার্ত্তা বলিতে লাগিলেন। পরে কোন কথার প্রসঙ্গে মহারাজ দশরথ করযোড়ে অত্রিতনয় তপোধন মহাত্মা দুর্ব্বাসাকে জিজ্ঞাসা করিলেন। ১—৮। 'ভগবন্! আমার বংশ কি-পরিমাণে পরিবর্দ্ধিত হইবে? রামের আয়ু এবং অন্য পুত্রগণের আয়ুর পরিমাণই বা কত? যাহারা রামের পুত্র হইবে, তাহাদেরই বা পরমায়ু কিরূপ? ভগবন্! পরিণামে আমার এই বংশের কি গতি হইবে, তাহা আপনি বলুন।' রাজা দশরথের সেই কথা শুনিয়া মহাতেজা দুর্ব্বাসা বলিলেন,—'রাজন্! পুরাবৃত্ত শ্রবণ কর; যখন দেবাসুরের যুদ্ধ হয়, সেই সময়ে দৈত্যগণ, দেবগণকর্ত্তৃক ভর্ৎসিত হইয়া ভৃগুপত্নীর আশ্রয় লয়। ভৃগুপত্নী তাহাদিগকে অভয় দিলে, তাহারা নির্ভয়ে তথায় বাস করিতে লাগিল। সুরেশ্বর হরি, ভৃগুপত্নী তাহাদিগকে আশ্রয় দিয়াছেন, দেখিয়া ক্রোধে তীক্ষ্ণধার-চক্রাঘাতে ভৃগুপত্নীর মস্তক ছেদন করিলেন। পরে ভৃগু ভার্য্যার বিনাশ দর্শনে ক্রুদ্ধ হইয়া রিপুকুলবিনাশন বিষ্ণুকে হঠাৎ এই শাপ দিলেন। ৯—১৪। জনার্দ্দন! আমার ভার্য্যা অবধ্যা হইলেও তুমি ক্রোধে জ্ঞানশূন্য হইয়া তাহাকে বধ করিয়াছ, সুতরাং তুমি মনুষ্যলোকে জন্মিবে। সেখানে তুমি বহুকাল পত্নীর বিয়োগ-যন্ত্রণা অনুভব করিবে।' পরে 'ভগবান্ ধর্ম্মপক্ষাশ্রয়ী দেবগণের কল্যাণের নিমিত্ত এই কার্য্য করিয়াছেন, আমি অভিমানবশতঃ সেই উপাস্য দেবতাকে অভিশাপ দিলাম, তিনি যদি আমার শাপ গ্রহণ না করেন, তাহা হইলে আমার কথা মিথ্যা হইবে এবং আমাকে নরকগামী হইতে হইবে,'—ভৃগুমুনি এইরূপ অনুতাপ করিতে লাগিলে, সেই অন্তর্য্যামী ঈশ্বর তাঁহার অভিশাপ জানিয়া শাপগ্রহণের জন্য তাঁহাকে আপনার অর্চ্চনায় নিয়োগ করিলেন। ভৃগু, শাপপীড়িত হইয়া বিষ্ণুর অর্চ্চনা করিলেন। তখন ভক্তবৎসল দেব হরি তপস্যাদ্বারা আরাধিত হইয়া মহর্ষি ভৃগুকে বলিলেন,—'আমি লোক সকলের প্রিয়কার্য্য সম্পাদনের নিমিত্ত সেই শাপ গ্রহণ করিলাম।' মহারাজ রাজসত্তম! পূর্ব্বজন্মে মহর্ষি ভৃগু এইরূপ অভিশাপ দিলে মহাতেজা বিষ্ণু ইহলোকে তোমার পুত্ররূপে ত্রিলোকমধ্যে রামনামে বিখ্যাত হইয়াছেন। রাম ভৃগুমুনির সেই মহৎ শাপ,

রাম ইত্যভিবিখ্যাতস্ত্রিষু লোকেষু মানদ। ১৯
তৎ ফলং প্রাপ্স্যতে চাপি ভৃগুশাপকৃতং মহৎ।
অযোধ্যায়াঃ পতী রামো দীর্ঘকালং ভবিষ্যতি। ২০
সুখিনশ্চ সমৃদ্ধাশ্চ ভবিষ্যন্ত্যস্য যেঽনুগাঃ।
দশবর্ষসহস্রাণি দশবর্ষশতানি চ। ২১
রামো রাজ্যমুপাসিত্বা ব্রহ্মলোকং গমিষ্যতি।
সমৃদ্ধৈশ্চাশ্বমেধৈশ্চ ইষ্ট্বা পরমদুর্জ্জয়ঃ। ২২
রাজবংশাংশ্চ বহুশো বহূন্ সংস্থাপয়িষ্যতি।
দ্বৌ পুত্রৌ তু ভবিষ্যেতে সীতায়াং রাঘবস্য তু। ২৩
স সর্ব্বমখিলং রাজ্ঞো বংশস্যাহ গতাগতম্।
আখ্যায় সুমহাতেজাস্তূষ্ণীমাসীন্মহামুনিঃ। ২৪
তূষ্ণীং ভূতে তদা তস্মিন্ রাজা দশরথো মুনৌ।
অভিবাদ্য মহাত্মানো পুনরায়াৎ পুরোত্তমম্। ২৫
এতদ্বচো ময়া তত্র মুনিনা ব্যাহৃতং পুরা।
শ্রুতং হৃদি চ নিক্ষিপ্তং নান্যথা তদ্ভবিষ্যতি। ২৬
সীতায়াশ্চ ততঃ পুত্রাবভিষেক্ষ্যতি রাঘবঃ।
অন্যত্র ন তু যাধ্যায়াং মুনেস্তু বচনং যথা। ২৭
এবং গতে ন সন্তাপং কর্ত্তুমর্হসি রাঘব।
সীতার্থে রাঘবার্থে বা দৃঢ়ো ভব নরোত্তম॥ ২৮
শ্রুত্বা তু ব্যাহৃতং বাক্যং সূতস্য পরাদ্ভুতম্।
প্রহর্ষমতুলং লেভে সাধু সাধ্বিতি চাব্রবীৎ। ২৯
ততঃ সংবদতোরেবং সূতলক্ষ্মণয়োঃ পথি।
অস্তমর্কে গতে কামং কেশিন্যাং তাবথোষতুঃ। ৩০
ইত্যুত্তরকাণ্ডে একষষ্টিতমঃ সর্গঃ॥ ৬১॥

ফল পাইবেন। তিনি সুচিরকাল অযোধ্যায় আধিপত্য করিবেন এবং যাঁহারা তাঁহার অনুগামী, তাঁহারা সুখী এবং সমৃদ্ধিশালী হইবেন। অতিদুর্জ্জয় রাম একাদশসহস্র বৎসর রাজ্য ভোগ করত বহু অশ্বমেধ-যজ্ঞ করিয়া ব্রহ্মলোকে যাইবেন। ১৫—২২। রাম বহু রাজবংশ স্থাপন করিবেন। সীতার গর্ভে রামের দুইটী পুত্র জন্মিবেন। অতীব তেজস্বী মহামুনি দুর্ব্বাসা, রাজবংশের ভূত এবং ভবিষ্যৎ সমস্ত বৃত্তান্ত বলিয়া মৌনাবলম্বন করিলেন। তখন সেই মুনি মৌনাবলম্বন করিলে, রাজা দশরথ মহাত্মা মুনিযুগলকে অভিবাদন করিয়া পুনরায় অযোধ্যায় আসিলেন। মুনিবর দুর্ব্বাসা পূর্ব্বে আশ্রমে এই কথা বলিয়াছিলেন, আমি তাহা শুনিয়া হৃদয় মধ্যে গ্রথিত রাখিয়াছিলাম, কিন্তু ইহা কখনই অন্যথা হইবে না। মুনির কথাতে স্পষ্টই অনুমান হইতেছে যে, রঘুনন্দন রাম সীতার পুত্রদ্বয়কেই অযোধ্যায় সিংহাসনে অভিষিক্ত করিবেন। ২৩—২৭। নরোত্তম লক্ষ্মণ! সুতরাং এ অবস্থায় আপনার সীতা বা রামের জন্য দুঃখ করা উচিত নহে। সুমন্ত্র সারথির মুখে সেই পরম অদ্ভুত কথা শুনিয়া লক্ষ্মণ যার পর নাই আনন্দিত হইলেন এবং 'সাধু' 'সাধু' বলিয়া তাঁহার প্রশংসা করিতে লাগিলেন। পথিমধ্যে সুমন্ত্র এবং লক্ষ্মণ এইরূপ কথোপকথন করিতে করিতেই সূর্য্যদেব অস্ত গমন করিলেন, সেই রাত্রে তঁাহারা কেশিনী নদীর তীরে অবস্থিতি করিলেন। ২৮—৩০।

দ্বিষষ্টিতমঃ সর্গঃ।

তত্র তাং রজনীমুষ্য কেশিন্যাং রঘুনন্দনঃ।
প্রভাতে পুনরুত্থায় লক্ষ্মণঃ প্রযযৌ তদা। ১
ততোঽর্দ্ধদিবসে প্রাপ্তে প্রবিবেশ মহারথঃ।
অযোধ্যাং রত্নসম্পূর্ণাং হৃষ্টপুষ্টজনাবৃতাম্। ২
সৌমিত্রিস্তু পরং দৈন্যং জগাম সুমহামতিঃ।
রামপাদৌ সমাসাদ্য বক্ষ্যামি কিমহং গতঃ। ৩
তস্যৈবং চিন্তয়ানস্য ভবনং শশিসন্নিভম্।
রামস্য পরমোদারং পুরস্তাৎ সমদৃশ্যত॥ ৪
রাজ্ঞস্তু ভবনদ্বারি সোঽবতীর্য্য নরোত্তমঃ।
অবাঙ্মুখো দীনমনাঃ প্রবিবেশানিবারিতঃ। ৫
স দৃষ্ট্বা রাঘবং দীনমাসীনং পরমাসনে।
নেত্রাভ্যামশ্রুপূর্ণাভ্যাং দদর্শাগ্রজমগ্রতঃ॥ ৬
জগ্রাহ চরণৌ তস্য লক্ষ্মণো দীনচেতনঃ।

দ্বিষষ্টিতম সর্গ।

রঘুনন্দন লক্ষ্মণ কেশিনীনদীর তীরে সেই রাত্রি অতিবাহিত করত প্রভাতে গাত্রোত্থানপূর্ব্বক পুনরায় যাত্রা করিয়া মধ্যাহ্নকালে হৃষ্টপুষ্ট-জনপূর্ণ রত্নপূর্ণ অযোধ্যানগরে উপস্থিত হইলেন। তখন মহামতি সুমিত্রানন্দন লক্ষ্মণ নিতান্ত দুঃখিত হইয়া ভাবিলেন যে, "আমি রামের নিকটে উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে কি বলিব?" এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে রামের চন্দ্র-তুল্য পরম রমণীয় ভবন তাঁহার দৃষ্টিগোচর হইল। নরশ্রেষ্ঠ লক্ষ্মণ, মহারাজ রামচন্দ্রের গৃহদ্বারে রথ হইতে অবতীর্ণ হইয়া অধোবদনে দুঃখিতচিত্তে অবারিতভাবে রামচন্দ্রের গৃহে প্রবেশ করিলেন। ১—৫। লক্ষ্মণ, দিব্য আসনে উপবিষ্ট জ্যেষ্ঠভ্রাতা রাম-চন্দ্রকে অশ্রুপূর্ণনেত্র এবং দীনভাবাপন্ন দেখিয়া দুঃখিত হইলেন এবং তাঁহার চরণযুগল ধারণ করি

উবাচ দীনয়া বাচা প্রাঞ্জলিঃ সুসমাহিতঃ॥ ৭
আর্য্যস্যাজ্ঞাং পুরস্কৃত্য বিসৃজ্য জনকাত্মজাম্।
গঙ্গাতীরে যথোদ্দিষ্টে বাল্মীকেরাশ্রমে শুভে॥ ৮
তত্র তাং শুভাচারামাশ্রমান্তে যশস্বিনীম্।
পুনরাপ্যাগতো বীর পাদমূলমুপাসিতুম্॥ ৯
মা শুচঃ পুরুষব্যাঘ্র কালস্য গতিরীদৃশী।
ত্বদ্বিধা ন হি শোচন্তি বুদ্ধিমন্তো মনস্বিনঃ॥ ১০
সর্ব্বে ক্ষয়ান্তা নিচয়াঃ পতনান্তাঃ সমুচ্ছ্রয়াঃ।
সংযোগা বিপ্রয়োগান্তা মরণান্তঞ্চ জীবিতম্॥ ১১
তস্মাৎ পুত্রেষু দারেষু মিত্রেষু চ ধনেষু চ।
নাতিপ্রসঙ্গঃ কর্ত্তব্যো বিপ্রয়োগো হি তৈর্ধ্রুবম্॥ ১২
শক্তস্ত্বমাত্মনাত্মানং বিনেতুং মনসা মনঃ।
লোকান্ সর্ব্বাংশ্চ কাকুৎস্থ কিং পুনঃ শোকমাত্মনঃ॥ ১৩
নেদৃশেষু বিমুহ্যন্তি ত্বদ্বিধাঃ পুরুষর্ষভাঃ।
অপবাদঃ স কিল তে পুনরেষ্যতি রাঘব॥ ১৪
যদর্থং মৈথিলী ত্যক্তা অপবাদভয়ান্ন প।
সোঽপবাদঃ পুরে রাজন্ ভবিষ্যতি ন সংশয়ঃ॥ ১৫
স ত্বং পুরুষশার্দ্দূল ধৈর্য্যেণ সুসমাহিতঃ।
ত্যজেমাং দুর্ব্বলাং বুদ্ধিং সন্তাপং মা কুরুষ্ব হ॥ ১৬
এবমুক্তঃ স কাকুৎস্থো লক্ষ্মণেন মহাত্মনা।
উবাচ পরয়া প্রীত্যা সৌমিত্রিং মিত্রবৎসলঃ॥ ১৭
এবমেতন্নরশ্রেষ্ঠ যথা বদসি লক্ষ্মণ।
পরিতোষশ্চ মে বীর মম কার্য্যানুশাসনে॥ ১৮
নিবৃত্তিশ্চাগতা সৌম্য সন্তাপশ্চ নিরাকৃতঃ।
ভবদ্বাক্যৈঃ সুরুচিরৈরনুনীতোঽস্মি লক্ষ্মণ॥ ১৯

ইত্যুত্তরকাণ্ডে দ্বিষষ্টিতমঃ সর্গঃ॥ ৬২॥

ত্রিষষ্টিতমঃ সর্গঃ।

লক্ষ্মণস্য তু তদ্বাক্যং নিশম্য পরমাদ্ভুতম্।
সুপ্রীতশ্চাভবদ্রামো বাক্যমেতদুবাচ হ॥ ১
দুর্লভস্ত্বীদৃশো বন্ধুরস্মিন্ কালে বিশেষতঃ।
যাদৃশস্ত্বং মহাবুদ্ধির্মম সৌম্য মনোঽনুগঃ॥ ২
যচ্চ মে হৃদয়ে কিঞ্চিদ্বর্ত্ততে শুভলক্ষণ।
তন্নিশাময় চ শ্রুত্বা কুরুষ্ব বচনং মম॥ ৩

কৃতাঞ্জলি হইয়া একাগ্রচিত্তে করুণস্বরে রামকে বলিলেন—"আর্য্যের আদেশক্রমে জনকনন্দিনীকে গঙ্গাতীর-সন্নিহিত যথোদ্দিষ্ট বাল্মীকির পবিত্র আশ্রমে পরিত্যাগ করিয়া আসিয়াছি। বীর! সেই আশ্রম-প্রান্তে যশস্বিনী সুচরিত্রা জনকনন্দিনীকে বিসর্জ্জন দিয়া আপনার উপাসনা করিবার জন্য পুনরায় চরণ-সন্নিধানে আসিলাম। পুরুষশ্রেষ্ঠ! কালের গতিই এইরূপ, সুতরাং আপনি শোক করিবেন না; কারণ, আপনার ন্যায় ধীমান্ ধীরগণ শোকাভিভূত হন না। ৬—১০। দেখুন, অসীম ঐশ্বর্য্য হইলেও কালে তাহা বিনষ্ট হইয়া যায়, অতিশয় উন্নতি হইলে সময়ে পতন হয়, সংযোগ হইলেই শেষে তাহার বিয়োগ ঘটে এবং জীবের জীবনও কালে বিলয় পাইয়া থাকে; সুতরাং স্ত্রী, পুত্র, মিত্র এবং ধনে অত্যন্ত আসক্ত হওয়া উচিত নহে; কেননা ইহাদের সহিত বিচ্ছেদ সম্বন্ধেই অবশ্যম্ভাবী। কাকুৎস্থ! আপনি, অন্তঃ-করণোপাধিক জীবাত্মাদ্বারা অন্তঃকরণকে এবং মন দ্বারা মনোবৃত্তিকে সাংসারিক দুঃখ হইতে নিবৃত্ত করিতে পারেন। অধিক কি, আপনি যখন সমস্ত লোককেই শিক্ষা দিতে সম্পূর্ণ সক্ষম, তখন যে নিজের শোক দূর করিবেন, তাহাতে আশ্চর্য্য কি? রঘুনন্দন! আপনার ন্যায় মহাপুরুষেরা এইরূপ শোকে অধীর হন না। রাজন্! আপনি যে অপবাদভয়ে ভীত হইয়া জানকীকে পরিত্যাগ করিয়াছেন, যদি সেই পত্নীগৃহ-নির্বাসিনী পত্নীর জন্য নিয়ত শোক করেন, তাহা হইলে আপনার অপবাদ দূর হওয়া দূরে থাকুক, তাহা পুনর্ব্বার প্রকারান্তরে নগরমধ্যে নিশ্চয়ই বিঘোষিত হইবে। ১১—১৫। পুরুষব্যাঘ্র! সুতরাং আপনি ধৈর্য্য ধারণপূর্ব্বক সমাহিতচিত্তে এই দুর্ব্বল শোকবুদ্ধি পরিত্যাগ করুন, আর বিলাপ করিবেন না।" মিত্র-বৎসল কাকুৎস্থ রাম, মহাত্মা লক্ষ্মণের এইরূপ সান্ত্বনা-সূচক কথা শুনিয়া পরমপ্রীতিপূর্ব্বক তাঁহাকে কহিলেন,—"নরবর লক্ষ্মণ! তুমি যাহা বলিলে, সেইরূপই বটে। বীর! তুমি আমার আদেশ পালন করায় আমি প্রীত হইয়াছি এবং তোমার মধুর বাক্যে আমার শোক এবং দুঃখ নিবৃত্তি হইয়াছে।" ১৬—১৯।

ত্রিষষ্টিতম সর্গ।

রাম লক্ষ্মণের এরূপ অদ্ভুত কথা শুনিয়া যার পর নাই প্রীত হইয়া কহিলেন,—"সৌম্য! এরূপ শোকের সময়ে তোমার মত বন্ধু সুদুর্লভ; তুমি যেরূপ সুবুদ্ধি-সম্পন্ন, সেইরূপ আমার মনেরও অনুগামী; সুতরাং শুভলক্ষণ! আমার মনোমধ্যে যে বিষয়ের উদয়

চত্বারো দিবসাঃ সৌম্য কার্য্যং পৌরজনস্য চ।
অকুর্ব্বাণস্য সৌমিত্রে তন্মে মর্ম্মাণি কৃন্ততি॥ ৪
আহূয়ন্তাং প্রকৃতয়ঃ পুরোধা মন্ত্রিণস্তথা।
কার্য্যার্থিনশ্চ পুরুষাঃ স্ত্রিয়ো বা পুরুষর্ষভ॥ ৫
পৌরকার্য্যাণি যো রাজা ন করোতি দিনে দিনে।
সংবৃতে নরকে ঘোরে পতিতো নাত্র সংশয়ঃ॥ ৬
শ্রূয়তে হি পুরা রাজা নৃগো নাম মহাযশাঃ।
বভূব পৃথিবীপালো ব্রহ্মণ্যঃ সত্যবাক্ শুচিঃ॥ ৭
স কদাচিদ্গবাং কোটীঃ সবৎসাঃ স্বর্ণভূষিতাঃ।
নৃদেবো ভূমিদেবেভ্যঃ পুষ্করেষু দদৌ নৃপঃ॥ ৮
ততঃ সঙ্গাদ্গতা ধেনুঃ সবৎসা স্পর্শিতানঘ।
ব্রাহ্মণস্যাহিতাগ্নেস্তু দরিদ্রস্যোঞ্ছবর্ত্তিনঃ॥ ৯
স নষ্টাং গাং ক্ষুধার্ত্তো বৈ অন্বিষ্যংস্তত্র তত্র হ।
নাপশ্যৎ সর্ব্বরাষ্ট্রেষু সংবৎসরগণান্ বহূন্॥ ১০
ততঃ কনখলং গত্বা জীর্ণবৎসাং নিরাময়াম্।
দদৃশে তাং স্বকাং ধেনুং ব্রাহ্মণস্য নিবেশনে॥ ১১
অথ তাং নামধেয়েন স্বকেনোবাচ ব্রাহ্মণঃ।
আগচ্ছ শবলেত্যেবং সা তু শুশ্রাব গৌঃ স্বরম্॥ ১২
তস্য তং স্বরমাজ্ঞায় ক্ষুধার্ত্তস্য দ্বিজস্য বৈ।
অন্বগাৎ পৃষ্ঠতঃ সা গৌর্গচ্ছন্তং পাবকোপমম্॥ ১৩

যোঽপি পালয়তে বিপ্রঃ সোঽপি গামন্বগাদ্দ্রুতম্।
গত্বা চ তমৃষিং চষ্টে মম গৌরিতি স ব্রুবন্॥ ১৪
স্পর্শিতা রাজসিংহেন মম দত্তা নৃগেণ হ।
তয়োর্ব্রাহ্মণয়োর্বাদো মহানাসীদ্বিপশ্চিতোঃ॥ ১৫
বিবদন্তৌ ততোঽন্যোন্যং দাতারমভিজগ্মতুঃ।
তৌ রাজভবনদ্বারি ন প্রাপ্তৌ নৃপশাসনম্॥ ১৬
অহোরাত্রাণ্যনেকানি বসন্তৌ ক্রোধমীয়তুঃ।
উচতুশ্চ মহাত্মানৌ তাবুভৌ দ্বিজসত্তমৌ।
ক্রুদ্ধৌ পরমসন্তপ্তৌ বাক্যং ঘোরাভিসংহিতম্॥ ১৭
অর্থিনাং কার্য্যসিদ্ধ্যর্থং যস্মাত্ত্বং নৈষি দর্শনম্।
অদৃশ্যঃ সর্ব্বভূতানাং কৃকলাসো ভবিষ্যসি॥ ১৮
বহুবর্ষসহস্রাণি বহুবর্ষশতানি চ।
শ্বভ্রে ত্বং কৃকলীভূতো দীর্ঘকালং নিবৎস্যসি॥ ১৯
উৎপৎস্যতে হি লোকেঽস্মিন্ যদূনাং কীর্ত্তিবর্দ্ধনঃ।
বাসুদেব ইতি খ্যাতো বিষ্ণুঃ পুরুষবিগ্রহঃ॥ ২০
স তে মোক্ষয়িতা শাপাদ্রাজংস্তস্মাদ্ভবিষ্যসি।
কৃতা চ তেন কালেন নিষ্কৃতিস্তে ভবিষ্যতি॥ ২১
ভারাবতরণার্থং হি নরনারায়ণাবুভৌ।
উৎপৎস্যেতে মহাবীর্য্যৌ কলৌ যুগ উপস্থিতে॥ ২২

হইয়াছে, তাহা শুনিয়া পালন কর। সৌম্য! চারি দিন হইল, পৌরজনের কার্য্য না করায় আমার মর্ম্মস্থল বিদ্ধ হইতেছে, পুরুষর্ষভ! তুমি—পুরোহিত, অমাত্য, মন্ত্রী, কার্য্যার্থী পুরুষ কিংবা কার্য্যার্থিনী স্ত্রীদিগকে আহ্বান কর। ১—৫। যে রাজা প্রতিদিন পৌরগণের কার্য্য পর্য্যবেক্ষণ না করেন, তিনি বায়ুসঞ্চারশূন্য ঘোর নরকে নিপতিত হন, ইহাতে সন্দেহ নাই। শুনিয়াছি পূর্ব্বকালে মহাযশা ব্রাহ্মণভক্ত সত্যবাদী বিশুদ্ধচরিত নৃগ নামে এক রাজা ছিলেন। সেই নরপতি নৃগ একদা পুষ্করতীর্থে ব্রাহ্মণগণকে স্বর্ণভূষিতা এক এক টি সবৎসা গাভী দান করেন। অনঘ! তাহাতে কোন সাগ্নিক উঞ্ছবৃত্তিকারী দরিদ্র ব্রাহ্মণের একটী সবৎসা গাভী রাজার গাভীর সঙ্গে ব্রাহ্মণকে প্রদত্ত হয়। গোস্বামী ব্রাহ্মণ, ক্ষুধায় কাতর হইয়া বহুকাল নানা স্থানে সেই অপহৃতা গাভীর অনুসন্ধান করিয়া কোথাও তাহাকে দেখিতে পাইলেন না। ৬—১০। পরে কোনসময়ে কনখলদেশে যাইয়া কোন ব্রাহ্মণের গৃহে সেই জীর্ণবৎসা আরোগিণী নিজ গাভীকে দেখিয়া 'শবলে! এস' এইরূপ স্বরক্ষিত নাম ধরিয়া ডাকিলে, সেই গাভীও তাহা শুনিল। গাভী, সেই অগ্নিতুল্য তেজঃপুঞ্জকায় অগ্রগামী ক্ষুধার্ত্ত ব্রাহ্মণের স্বর চিনিতে পারিয়া তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাইতে লাগিল। যে ব্রাহ্মণ ঐ গাভীকে পালন করিতেন, তিনিও তৎক্ষণাৎ তাহার পশ্চাৎ ধাবিত হইয়া সেই মুনিবরকে বলিলেন,—'এ গাভী আমার, রাজসিংহ নৃগ আমাকে এই গাভী দিয়াছেন। অতএব ইহা আমারই।' এইরূপে সেই পণ্ডিত ব্রাহ্মণদ্বয়ের তুমুল বিবাদ হইতে লাগিল। ১১—১৫। অবশেষে তাঁহারা উভয়েই বিবাদ করিতে করিতে গাভীদাতা নৃগরাজার নিকটে উপস্থিত হইলেন। তাঁহারা রাজার ভবনদ্বারে বহুদিন পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিয়াও রাজগৃহপ্রবেশের অনুমতি না পাওয়ায় অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিলেন। সেই মহাত্মা ব্রাহ্মণ-যুগল ক্রুদ্ধ ও একান্ত সন্তপ্ত হইয়া এই কঠোর শাপ দিলেন—'তুমি যখন প্রার্থিগণের কার্য্য সমাধা করিবার জন্য অর্থী ও প্রত্যার্থিগণকে দেখা দিতেছ না, অতএব তুমি সর্ব্বভূতের অদৃশ্য কৃকলাস হইবে। নৃগ! তুমি কৃকলাস হইয়া বহু শতসহস্র বৎসর গহ্বরে বাস করিলে, যদুবংশীয়গণের কীর্ত্তিবর্দ্ধন বাসুদেব নামে বিখ্যাত ভগবান্ বিষ্ণু পুরুষদেহ ধরিয়া তোমাকে শাপ হইতে বিমুক্ত করিবেন। ১৬—২০। রাজন্! কলিযুগ উপস্থিত হইলে, সেই মহাবীর্য্যবান্ নর এবং নারায়ণ ঋষি ধরার ভার হরণ করিবার জন্য

এবং তৌ শাপমুৎসৃজ্য ব্রাহ্মণৌ বিগতজ্বরৌ।
তাং গাং হি দুর্ব্বলাং বৃদ্ধাং দদতুর্ব্রাহ্মণায় বৈ ॥ ২৩
এবং স রাজা তং শাপমুপভুংক্তে সুদারুণম্।
কার্য্যার্থিনাং বিমর্দ্দো হি রাজ্ঞাং দোষায় কল্পতে ॥ ২৪
তচ্ছীঘ্রং দর্শনং মহ্যমভিবর্ত্তন্তু কার্য্যিণঃ।
সুকৃতস্য হি কার্য্যস্য ফলং নাবৈতি পার্থিবঃ ॥ ২৫
তস্মাদ্গচ্ছ প্রতীক্ষস্ব সৌমিত্রে কার্য্যবান্ জনঃ ॥ ২৬

ইত্যুত্তরকাণ্ডে ত্রিষষ্টিতমঃ সর্গঃ ॥ ৬৩ ॥

চতুঃষষ্টিতমঃ সর্গঃ।

রামস্য ভাষিতং শ্রুত্বা লক্ষ্মণঃ পরমার্থবিৎ।
উবাচ প্রাঞ্জলির্বাক্যং রাঘবং দীপ্ততেজসম্ ॥ ১
অল্পাপরাধে কাকুৎস্থ দ্বিজাভ্যাং শাপ ঈদৃশঃ।
মহানৃগস্য রাজর্ষের্যমদণ্ড ইবাপরঃ ॥ ২
শ্রুত্বা তু পাপসংযুক্তমাত্মানং পুরুষর্ষভ।
কিমুবাচ নৃগো রাজা দ্বিজৌ ক্রোধসমাহিতৌ ॥ ৩
লক্ষ্মণেনৈবমুক্তস্তু রাঘবঃ পুনরব্রবীৎ।
শৃণু সৌম্য যথাপূর্ব্বং স রাজা শাপবিক্ষতঃ ॥ ৪
অধ্বাধ্বনি গতৌ বিপ্রৌ বিজ্ঞায় স নৃপস্তদা।
আহূয় মন্ত্রিণঃ সর্ব্বান্নৈগমান্ সপুরোধসঃ ॥ ৫
তানুবাচ নৃগো রাজা সর্ব্বাশ্চ প্রকৃতীস্তথা।
দুঃখেন সুসমাবিষ্টঃ শ্রূয়তাং মে সমাহিতাঃ ॥ ৬
নারদঃ পর্ব্বতশ্চৈব মম দত্ত্বা মহদ্ভয়ম্।
গতৌ ত্রিভুবনং ভদ্রৌ বায়ুভূতাবনিন্দিতৌ ॥ ৭
কুমারোহয়ং বসুর্নাম স চেহাদ্যাভিষিচ্যতাম্।
শ্বভ্রঞ্চ যৎ সুখস্পর্শং ক্রিয়তাং শিল্পিভির্মম ॥ ৮
যত্রাহং সংক্ষয়িষ্যামি শাপং ব্রাহ্মণনিঃসৃতম্।
বর্ষঘ্নমেকং শ্বভ্রন্তু হিমঘ্নমপরং তথা ॥ ৯
গ্রীষ্মঘ্নন্তু সুখস্পর্শমেকং কুর্ব্বন্তু শিল্পিনঃ।
ফলবন্তশ্চ যে বৃক্ষাঃ পুষ্পবত্যশ্চ যা লতাঃ ॥ ১০
বিরোপ্যন্তাং বহুবিধাশ্ছায়াবন্তশ্চ গুল্মিনঃ।
ক্রিয়তাং রমণীয়ঞ্চ শ্বভ্রাণাং সর্ব্বতো দিশম্ ॥ ১১
সুখমত্র বসিষ্যামি যাবৎ কালস্য পর্য্যয়ঃ।
পুষ্পাণি চ সুগন্ধীনি ক্রিয়তাং তেষু নিত্যশঃ ॥ ১২
পরিবার্য্য যথা মে স্যুরর্দ্ধযোজনং তথা।
এবং কৃত্বা বিধানং স সন্নিবেশ্য বসুং তদা ॥ ১৩

পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইবেন।' এইরূপে সেই ব্রাহ্মণদ্বয়, নৃগ রাজাকে শাপ প্রদানপূর্ব্বক সুস্থ হইয়া সেই দুর্ব্বলা বৃদ্ধা গাভী অন্য ব্রাহ্মণকে দিলেন। লক্ষ্মণ! নৃগ রাজা এখনও সেই নিদারুণ শাপ ভোগ করিতেছেন। বীর! যেরূপ কার্য্যার্থিগণের কলহ রাজাদিগের দোষের জন্য হয়, সেইরূপ রাজা সুন্দররূপে প্রজাপালন করিলে তাহার ফলভোগী হইয়া থাকেন, সুতরাং কার্য্যার্থী প্রজাগণকে শীঘ্র আমার নিকটে আনয়ন কর, তুমি নিজে দ্বারে দাঁড়াইয়া তাহাদিগের প্রতীক্ষা কর।" ২১—২৬।

চতুঃষষ্টিতম সর্গ।

পরমার্থ-তত্ত্বজ্ঞ লক্ষ্মণ, মহাতেজা রঘুনন্দন রামচন্দ্রের কথা শুনিয়া করযোড়ে কহিলেন, "কাকুৎস্থ! ব্রাহ্মণযুগল সামান্য দোষের জন্য রাজর্ষি নৃগরাজকে দ্বিতীয় যমদণ্ডের ন্যায় কঠোর সেইরূপ শাপ দিলেন। পুরুষর্ষভ! তিনি শাপবৃত্তান্ত শুনিয়া সেই ক্রুদ্ধ ব্রাহ্মণযুগলকে কি বলিয়াছিলেন?" রঘুনন্দন রাম, লক্ষ্মণের এই কথা শুনিয়া পুনরায় তাঁহাকে কহিলেন,

—"সৌম্য! মহারাজ নৃগ, শাপযুক্ত হইয়া, যাহা বলিয়াছেন, তাহা বলিতেছি শুন। ব্রাহ্মণযুগল প্রস্থান করিয়াছেন শুনিয়া রাজা নৃগ তাঁহার পুরোহিত, মন্ত্রিবর্গ এবং পৌরগণকে ডাকিয়া নিতান্ত দুঃখিতচিত্তে বলিলেন,— তোমরা অবহিতচিত্তে আমার কথা শুন। ১—৬। অনিন্দিতস্বভাব নারদ এবং পর্ব্বতমুনি ব্রাহ্মণ-প্রদত্ত-শাপ-কথনজন্য আমাকে বিষম ভয় দেখাইয়া বায়ুর ন্যায় ত্বরিতবেগে ব্রহ্মলোকে গমন করিলেন; সুতরাং আমার এই বসু নামক পুত্রকে আমার সিংহাসনে অদ্য অভিষিক্ত কর। শিল্পী দ্বারা আমার জন্য সুখস্পর্শ একটী গর্ত্ত প্রস্তুত করাও; আমি তাহাতে বাস করিয়া ব্রাহ্মণদত্ত শাপ ক্ষয় করিব। শিল্পিগণ আমার বাসের উপযুক্ত একটি বর্ষানিবারক, একটী শীতনিবারক এবং অপর একটী গ্রীষ্মনিবারক সুখস্পর্শ গর্ত্ত প্রস্তুত করিয়া তাহার চারিদিকে বিবিধ ফলবান্ ছায়াতরু ও কুসুমিত লতা রোপণ করত গর্ত্তের রমণীয়তা সম্পাদন করুক। আমার চারিদিকের অর্দ্ধযোজন পর্য্যন্ত যাহাতে সুগন্ধি-কুসুমসমূহে পরিপূর্ণ থাকে, তাহার ব্যবস্থা কর। যতদিন আমি শাপবিমুক্ত না হই, ততদিন আমি তথায় সুখে বাস করিব। সেই ধর্ম্মপরায়ণ মহারাজ নৃগ সেই সময়ে এইরূপ ব্যবস্থা করিয়া বসুনামক পুত্রকে সিংহাসনে স্থাপনপূর্ব্বক কহিলেন,—

ধর্ম্মনিত্যঃ প্রজাঃ পুত্র ক্ষত্রধর্ম্মেণ পালয় ।
প্রত্যক্ষং তে যথা শাপো বিজাভ্যাং ময়ি পাতিতঃ ॥ ১৪
নরশ্রেষ্ঠ সরোষাভ্যামপরাধেঽপি তাদৃশে ।
মা কৃথাস্ত্বনুসন্তাপং মৎকৃতে হি নরর্ষভ ॥ ১৫
কৃতান্তঃ কুশলঃ পুত্র যেনাস্মি ব্যসনীকৃতঃ ।
প্রাপ্তব্যান্যেব প্রাপ্নোতি গন্তব্যান্যেব গচ্ছতি ॥ ১৬
লব্ধব্যান্যেব লভতে দুঃখানি চ সুখানি চ ।
পূর্ব্বে জাত্যন্তরে বৎস মা বিষাদং কুরুষ হ ॥ ১৭
এবমুক্ত্বা নৃপস্তত্র সুতং রাজা মহাযশাঃ ।
শ্বভ্রং জগাম সুকৃতং বাসায় পুরুষর্ষভ ॥ ১৮
এবং প্রবিশ্যৈব নৃপস্তদানীং
শ্বভ্রং মহদ্রত্নবিভূষিতং তৎ ।
সম্পাদয়ামাস তদা মহাত্মা
শাপং দ্বিজাভ্যাং হি রুষা বিমুক্তম্ ॥ ১৯
ইত্যুত্তরকাণ্ডে চতুঃষষ্টিতমঃ সর্গঃ ॥ ৬৪ ॥

পঞ্চষষ্টিতমঃ সর্গঃ ।

এষ তে নৃগশাপস্য বিস্তরোঽভিহিতো ময়া ।
যদ্যস্তি শ্রবণে শ্রদ্ধা শৃণুষ্বেহাপরাং কথাম্ ॥ ১
এবমুক্তস্তু রামেণ সৌমিত্রিঃ পুনরব্রবীৎ ।
তৃপ্তিরাশ্চর্যাভূতানাং কথানাং নাস্তি মে নৃপ ॥ ২
লক্ষ্মণেনৈবমুক্তস্তু রাম ইক্ষ্বাকুনন্দনঃ ।
কথাং পরমধর্ম্মিষ্ঠাং ব্যাহর্ত্তুমুপচক্রমে ॥ ৩
আসীদ্রাজা নিমির্নাম ইক্ষ্বাকূণাং মহাত্মনাম্ ।
পুত্রো দ্বাদশমো বীর্য্যে ধর্ম্মে চ পরিনিষ্ঠিতঃ ॥ ৪
স রাজা বীর্য্যসম্পন্নঃ পুরং দেবপুরোপমম্ ।
নিবেশয়ামাস তদা অভ্যাসে গৌতমস্য তু ॥ ৫
পুরস্য সুকৃতং নাম বৈজয়ন্তমিতি শ্রুতম্ ।
নিবেশং যত্র রাজর্ষির্নিমিশ্চক্রে মহাযশাঃ ॥ ৬
তস্য বুদ্ধিঃ সমুৎপন্না নিবেশ্য সুমহাপুরম্ ।
যজেয়ং দীর্ঘসত্রেণ পিতুঃ প্রহ্লাদয়ন্ মনঃ ॥ ৭
ততঃ পিতরমামন্ত্র্য ইক্ষ্বাকুং হি মনোঃ সুতম্ ।
বসিষ্ঠং বরয়ামাস পূর্ব্বং ব্রহ্মর্ষিসত্তমম্ ॥ ৮
অনন্তরং স রাজর্ষির্নিমিরিক্ষ্বাকুনন্দনঃ ।
অত্রিমঙ্গিরসঞ্চৈব ভৃগুঞ্চৈব তপোনিধিম্ ॥ ৯
তমুবাচ বসিষ্ঠস্তু নিমিং রাজর্ষিসত্তমম্ ।
বৃতোঽহং পূর্ব্বমিন্দ্রেণ অন্তরং প্রতিপালয় ॥ ১০
অনন্তরং মহাবিপ্রো গৌতমঃ প্রত্যপূরয়ৎ ।

'পুত্র ! ক্ষত্রধর্ম্মানুসারে প্রজাগণকে পালন কর। নরবর ! আমার অপরাধ অতি অল্প হইলেও মুনিদ্বয় কুপিত হইয়া আমাকে যেরূপ শাপ দিয়াছেন, তুমি তাহা প্রত্যক্ষ করিয়াছ। পুত্র ! যিনি আমাকে এই বিপদে ফেলিয়াছেন, সেই দৈবই সুখ এবং দুঃখের কর্ত্তা; নরবর ! সুতরাং আমার জন্য অনুতাপ করিও না। নিজ কর্ম্মফলে যাহা অবশ্য প্রাপ্তব্য, মানুষ তাহা পাইয়া থাকে ;—গন্তব্য স্থানে গমন করে এবং যাহা লব্ধব্য তাহাই লাভ করে; অধিক কি, সুখদুঃখও তদনুসারে ভোগ করে; বৎস ! সুতরাং বিষাদ পরিত্যাগ কর।' পুরুষবর লক্ষ্মণ ! তখন মহাযশস্বী রাজা নৃগ, পুত্রকে এইরূপ বিবিধ উপদেশ দিয়া সেই সুন্দর গর্ত্তে বাস করিবার জন্য গমন করিলেন। তৎকালে মহাত্মা রাজা দিব্য রত্নরাজি দ্বারা বিভূষিত গর্ত্তে এইরূপে প্রবেশ করিয়া ক্রুদ্ধ ব্রাহ্মণযুগলের শাপফল ভোগ করিতে লাগিলেন। ৭—১৯।

পঞ্চষষ্টিতম সর্গ।

রামচন্দ্র বলিলেন, এই ত আমি নৃগরাজার শাপবিবরণ তোমার নিকটে সবিস্তরে বলিলাম, যদি এই প্রকারে তোমার অন্য কথা শুনিবার ইচ্ছা থাকে, তবে শ্রবণ কর। সুমিত্রানন্দন লক্ষ্মণ রামের এই কথা শুনিয়া পুনরায় বলিলেন,—'রাজন্ ! এই আশ্চর্য্য কথা শুনিয়া আমার মন তৃপ্তি লাভ করে নাই।" ইক্ষ্বাকুনন্দন রাম, লক্ষ্মণের এই কথা শুনিয়া পরমধর্ম্মসমন্বিত উপাখ্যান বলিতে আরম্ভ করিলেন;—নিমিনামক পরম ধার্ম্মিক এক রাজা ছিলেন; তিনি অদ্বিতীয় বীর্য্যবান্ এবং মহাত্মা ইক্ষ্বাকুপুত্রগণের মধ্যে দ্বাদশ। সেই পরাক্রমশালী রাজা সেই সময়ে গৌতম-মুনির আশ্রমের নিকট দেবপুরীর ন্যায় রমণীয় এক পুরী প্রস্তুত করিয়াছিলেন। ১—৫। মহাযশা রাজর্ষি নিমি যে স্থানে বাস করিতেন, সেই সুন্দর নগর বৈজয়ন্ত নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছিল। মনোহর মহানগর নির্ম্মাণ করিয়া তাঁহার মনে উদয় হইল যে, আমি পিতার মনে আহ্লাদ উৎপাদন করত দীর্ঘ সত্র করিব। পরে মুনিতনয় পিতা ইক্ষ্বাকুকে আমন্ত্রণ করিয়া প্রথমে ব্রহ্মর্ষিপ্রধান বশিষ্ঠকে বরণ করিলেন। ইক্ষ্বাকুনন্দন রাজর্ষি নিমি,—পরে তপোধন ভৃগু, অত্রি এবং অঙ্গিরাকে বরণ করিলেন। এই সময় বশিষ্ঠ রাজর্ষি নিমিকে বলিলেন,—ইন্দ্র অগ্রে আমাকে বরণ করিয়াছেন, সুতরাং তুমি সময় প্রতীক্ষা কর। ৬—১০। বশিষ্ঠ প্রস্থান

বসিষ্ঠোঽপি মহাতেজা ইন্দ্রযজ্ঞমথাকরোৎ ॥ ১১
নিমিস্তু রাজা বিপ্রাংস্তান্ সমানীয় নরাধিপঃ।
অযজদ্ধিমবৎপার্শ্বে স্বপুরস্য সমীপতঃ ॥ ১২
পঞ্চবর্ষসহস্রাণি রাজা দীক্ষামথাগমৎ।
ইন্দ্রো বর্ষসহস্রন্তু বাজিমেধমথাকরোৎ ॥ ১৩
ইন্দ্রযজ্ঞাবসানে তু বসিষ্ঠো ভগবানৃষিঃ।
সকাশমাগতো রাজ্ঞো হৌত্রং কর্ত্তুমনিন্দিতঃ ॥ ১৪
তদন্তরমথাপশ্যদ্গৌতমেনাভিপূরিতম্।
কোপেন মহতাবিষ্টো বসিষ্ঠো ব্রহ্মণঃ সুতঃ ॥ ১৫
স রাজ্ঞো দর্শনাকাঙ্ক্ষী মুহূর্ত্তং সমুপাবিশৎ।
তস্মিন্নহনি রাজর্ষির্নিদ্রয়াপহৃতো ভৃশম্ ॥ ১৬
ততো মন্যুর্বসিষ্ঠস্য প্রাদুরাসীন্মহাত্মনঃ।
অদর্শনেন রাজর্ষের্ব্যাহর্ত্তুমুপচক্রমে ॥ ১৭
যস্মাত্ত্বমন্যং কৃতবান্মামবজ্ঞায় পার্থিব।
চেতনেন বিনা ভূতো দেহস্তে পার্থিবৈষ্যতি ॥ ১৮
ততঃ প্রবুদ্ধো রাজা তু শ্রুত্বা শাপমুদাহৃতম্।
ব্রহ্মযোনিমথোবাচ স রাজা ক্রোধমূর্চ্ছিতঃ ॥ ১৯
অজানতঃ শয়ানস্য ক্রোধেন কলুষীকৃতঃ।
উক্তবান্ মম শাপাগ্নিং যমদণ্ডমিবাপরম্ ॥ ২০
তস্মাত্তবাপি ব্রহ্মর্ষে চেতনেন বিনাকৃতঃ।
দেহঃ স সুচিরপ্রখ্যো ভবিষ্যতি ন সংশয়ঃ ॥ ২১
ইতি রোষবশাদুভৌ তদানী-
মন্যোন্যং শপিতৌ নৃপদ্বিজেন্দ্রৌ।
সহসৈব বভূবতুর্বিদেহৌ
তত্তুল্যাধিগতপ্রভাববন্তৌ ॥ ২২
ইত্যুত্তরকাণ্ডে পঞ্চষষ্টিতমঃ সর্গঃ ॥ ৬৫ ॥

করিলে ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ গৌতম বশিষ্ঠের কর্ত্তব্য কার্য্য সমাধা করিলেন; মহাত্মা বশিষ্ঠও ইন্দ্রের যজ্ঞ সম্পন্ন করিলেন। নরাধিপ মহারাজ নিমি সেই ব্রাহ্মণগণকে আনিয়া তাঁহার নগরের নিকটবর্ত্তী হিমালয়-পার্শ্বে পঞ্চসহস্র বৎসরব্যাপী এক যজ্ঞ আরম্ভ করিলেন। দেবরাজ ইন্দ্রও সহস্র বৎসরকাল অশ্বমেধ যজ্ঞ করিলেন। ইন্দ্রের যজ্ঞ সমাপ্ত হইলে অনিন্দিতচরিত ভগবান্ বশিষ্ঠ মুনি যজ্ঞ করিবার জন্য নিমি রাজার নিকটে উপস্থিত হইলেন। কিন্তু গৌতম মুনিকে যজ্ঞকার্য্য করিতে দেখিয়া ব্রহ্মপুত্র বশিষ্ঠ অতিশয় ক্রুদ্ধ হইলেন। ১১—১৫। তথাপি রাজার দর্শনাভিলাষী হইয়া মুহূর্ত্তকাল তথায় উপবিষ্ট রহিলেন, কিন্তু সেদিন রাজর্ষি নিমি নিদ্রায় অত্যন্ত অভিভূত ছিলেন বলিয়া মহাত্মা বশিষ্ঠ ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিলেন। তখন তিনি বলিলেন,—'রাজন্! তুমি আমাকে অবজ্ঞা করিয়া অন্যকে যজ্ঞার্থ বরণ করিয়াছ, সুতরাং তোমার শরীর অচেতন হইবে।' রাজা বশিষ্ঠদত্ত শাপ শুনিয়া জাগরিত হইলেন, এবং ক্রোধে জ্ঞানশূন্য হইয়া ব্রহ্মসুত বশিষ্ঠকে কহিলেন,—'আমি অজ্ঞান হইয়া নিদ্রিত ছিলাম তথাপি তুমি কোপে কলুষিত হইয়া আমাকে দ্বিতীয় যমদণ্ডের ন্যায় শাপ দিয়াছ; ব্রহ্মর্ষে! সুতরাং তোমার দেহও বহুকাল অচেতন হইয়া থাকিবে, তাহাতে সন্দেহ নাই।' পরে সেই তুল্য-প্রভাবসম্পন্ন নৃপবর এবং দ্বিজবর কুপিত হইয়া পরস্পরকে এইরূপে শাপ দিলে, তৎক্ষণাৎ উভয়েই দেহবিহীন হইলেন।" ১৬—২২।

ষট্‌ষষ্টিতমঃ সর্গঃ।

রামস্য ভাষিতং শ্রুত্বা লক্ষ্মণঃ পরবীরহা।
উবাচ প্রাঞ্জলির্ভূত্বা রাঘবং দীপ্ততেজসম্ ॥ ১
নিক্ষিপ্য দেহৌ কাকুৎস্থ কথং তৌ দ্বিজপার্থিবৌ।
পুনর্দেহেন সংযোগং জগ্মতুর্দেবসম্মতৌ ॥ ২
লক্ষ্মণেনৈবমুক্তস্তু রাম ইক্ষ্বাকুনন্দনঃ।
প্রত্যুবাচ মহাতেজা লক্ষ্মণং পুরুষর্ষভঃ ॥ ৩
তৌ পরস্পরশাপেন দেহমুৎসৃজ্য ধার্ম্মিকৌ।
অভূতাং নৃপবিপ্রর্ষী বায়ুভূতৌ তপোধনৌ ॥ ৪
অশরীরঃ শরীরস্য কৃতেঽন্যস্য মহামুনিঃ।
বশিষ্ঠস্তু মহাতেজা জগাম পিতুরন্তিকম্ ॥ ৫
সোঽভিবাদ্য ততঃ পাদৌ দেবদেবস্য ধর্ম্মবিৎ।

ষট্‌ষষ্টিতম সর্গ।

পরবীর-নিষূদন লক্ষ্মণ, প্রদীপ্ততেজঃসম্পন্ন রঘু-নন্দন রামচন্দ্রের কথা শুনিয়া করযোড়ে বলিলেন, "কাকুৎস্থ! সেই দেবপূজিত দ্বিজশ্রেষ্ঠ এবং রাজা দেহবিহীন হইয়া পুনর্ব্বার কি প্রকারে দেহ প্রাপ্ত করিলেন?" ইক্ষ্বাকুনন্দন পুরুষপ্রবর মহাতেজস্বী রাম লক্ষ্মণের এই কথা শুনিয়া প্রত্যুত্তর করিলেন,— "সেই ধার্ম্মিক ঋষি এবং নৃপবর উভয়ে উভয়ের শাপে শরীর পরিত্যাগ করিয়া বায়ু হইলেন। কিন্তু পরম-তেজস্বী মহামুনি বশিষ্ঠ শরীরহীন হইয়া অন্য পুনঃশরীর লাভের ইচ্ছায় পিতার নিকটে গমন করিলেন। ১—৫। ধর্ম্মবিৎ বশিষ্ঠ পিতার নিকটে যাইয়া দেবদেব

পিতামহমথোবাচ বায়ুভূত ইদং বচঃ ॥ ৬
ভগবন্নিমিশাপেন বিদেহত্বমুপাগমম্‌।
দেবদেব মহাদেব বায়ুভূতোঽহমণ্ডজ ॥ ৭
সর্ব্বেষাং দেহহীনানাং মহদ্দুঃখং ভবিষ্যতি।
লুপ্যন্তে সর্ব্বকার্য্যাণি হীনদেহস্য বৈ প্রভো ॥ ৮
দেহস্যান্যস্য সদ্ভাবে প্রসাদং কর্ত্তুমর্হসি।
তমুবাচ ততো ব্রহ্মা স্বয়ম্ভূরমিতপ্রভঃ ॥ ৯
মিত্রাবরুণজং তেজ আবিশ ত্বং মহাযশাঃ।
অযোনিজস্ত্বং ভবিতা তত্রাপি দ্বিজসত্তম ॥ ১০
ধর্ম্মেণ মহতা যুক্তঃ পুনরেষ্যসি মে বশম্‌।
এবমুক্তস্তু দেবেন অভিবাদ্য প্রদক্ষিণম্‌।
কৃত্বা পিতামহং তূর্ণং প্রযযৌ বরুণালয়ম্‌ ॥ ১১
তমেব কালং মিত্রোঽপি বরুণত্বমকারয়ৎ।
ক্ষীরোদেন সহোপেতঃ পূজ্যমানঃ সুরেশ্বরৈঃ ॥ ১২
এতস্মিন্নেব কালে তু উর্ব্বশী পরমাপ্সরা।
যদৃচ্ছয়া তমুদ্দেশমাগতা সখিভির্বৃতা ॥ ১৩
তাং দৃষ্ট্বা রূপসম্পন্নাং ক্রীড়ন্তীং বরুণালয়ে।
তদাবিশৎ পরো হর্ষো বরুণঞ্চোর্ব্বশীকৃতে ॥ ১৪
স তাং পদ্মপলাশাক্ষীং পূর্ণচন্দ্রনিভাননাম্‌।
বরুণো বরয়ামাস মৈথুনায়াপ্সরোবরাম্‌ ॥ ১৫
প্রত্যুবাচ ততঃ সা তু বরুণং প্রাঞ্জলিঃ স্থিতা।
মিত্রেণাহং বৃতা সাক্ষাৎ পূর্ব্বমেব সুরেশ্বর ॥ ১৬
বরুণস্ত্বব্রবীদ্বাক্যং কন্দর্পশরপীড়িতঃ।
ইদং তেজঃ সমুৎস্রক্ষ্যে কুম্ভেঽস্মিন্‌ দেবনির্ম্মিতে ॥ ১৭
এবমুৎসৃজ্য সুশ্রোণি ত্বয্যহং বরবর্ণিনি।
কৃতকামো ভবিষ্যামি যদি নেচ্ছসি সঙ্গমম্‌ ॥ ১৮
তস্য তল্লোকনাথস্য বরুণস্য সুভাষিতম্‌।
উর্ব্বশী পরমপ্রীতা শ্রুত্বা বাক্যমুবাচ হ ॥ ১৯
কামমেতদ্ভবত্বেবং হৃদয়ং মে ত্বয়ি স্থিতম্‌।
ভাবশ্চাপ্যধিকং তুভ্যং দেহো মিত্রস্য তু প্রভো ॥ ২০
উর্ব্বশ্যা এবমুক্তস্তু রেতস্তন্মহদদ্ভুতম্‌।
জ্বলদগ্নিসমপ্রখ্যং তস্মিন্‌ কুম্ভে হ্যবাসৃজৎ ॥ ২১
উর্ব্বশী ত্বগমত্তত্র মিত্রো বৈ যত্র দেবতা।
তান্তু মিত্রঃ সুসংক্রুদ্ধ উর্ব্বশীমিদমব্রবীৎ ॥ ২২
ময়াভিমন্ত্রিতা পূর্ব্বং কস্মাত্ত্বমবসর্জ্জিতা।
পতিমন্যং বৃতবতী কিমর্থং দুষ্টচারিণি ॥ ২৩
অনেন দুষ্কৃতেন ত্বং মৎক্রোধকলুষীকৃতা।
মনুষ্যলোকমাস্থায় কঞ্চিৎ কালং নিবৎস্যসি ॥ ২৬
বুধস্য পুত্রো রাজর্ষিঃ কাশিরাজঃ পুরূরবাঃ।

পিতামহের পদদ্বয় বন্দনা করিয়া বায়ুরূপেই বলিলেন,—'ভগবন্‌ দেবদেব মহাদেব! আমি রাজা নিমির শাপে অশরীরী হইয়া সম্প্রতি বায়ু হইয়া আছি, প্রভো! দেহহীন হইলে সকলেরই নিতান্ত দুঃখ হইয়া থাকে এবং দেহবিহীন ব্যক্তির সকল কার্য্যই বিলুপ্ত হয়; সুতরাং অন্য দেহ প্রদান করিয়া আমার প্রতি কৃপা প্রদর্শন করুন।' পরে অমিতপ্রভ স্বয়ম্ভু ব্রহ্মা তাঁহাকে বলিলেন,—'মহাভাগ! তুমি মিত্রাবরুণসম্ভূত তেজে প্রবিষ্ট হও। দ্বিজপ্রধান! মিত্রাবরুণতেজে প্রবিষ্ট হইলেও, তুমি অযোনিজ হইবে এবং অত্যন্ত ধর্ম্ম উপার্জ্জন করিয়া পুনরায় প্রাজাপত্য লাভ করিবে।' ব্রহ্মা এই কথা বলিলে, বশিষ্ঠ, পিতামহ ব্রহ্মাকে প্রদক্ষিণপূর্ব্বক অভিবাদন করিয়া তৎক্ষণাৎ বরুণালয়ে উপস্থিত হইলেন। ৬—১১। বশিষ্ঠের আগমনসময়ে মিত্রদেবও দেবতাগণকর্ত্তৃক পূজিত হইয়া ক্ষীরোদরূপী বরুণের সহিত মিলিত হইয়া বরুণ রাজত্ব করিতেছিলেন। এমন সময়ে অপ্সরা-প্রধানা উর্ব্বশী সখীগণ-পরিবেষ্টিতা হইয়া স্বেচ্ছাক্রমে তথায় আসিল। তখন সেই রূপবতী অপ্সরাকে সানন্দে ক্রীড়া করিতে দেখিয়া বরুণ অত্যন্ত হর্ষান্বিত হইয়া সেই পদ্ম-পলাশাক্ষী চন্দ্রাননা অপ্সরা-প্রধানা উর্ব্বশীকে মৈথুনের নিমিত্ত প্রার্থনা করিলেন। কিন্তু উর্ব্বশী করযোড়ে বরুণকে বলিল,—'সুরেশ্বর! স্বয়ং মিত্রদেব পূর্ব্বেই আমাকে প্রার্থনা করিয়াছেন।' বরুণ কন্দর্পবাণে জরজর হইয়া উর্ব্বশীকে বলিলেন,—'সুশ্রোণি! এই দেবনির্ম্মিত কুম্ভে আমি বীর্য্য পরিত্যাগ করিব। বরবর্ণিনি! যদি তুমি সঙ্গম ইচ্ছা না কর, তাহা হইলে এইরূপে বীর্য্য-নিক্ষেপ করিয়া আমি পরিতৃপ্ত হইব। ১২—১৮। লোকপাল বরুণের সুমিষ্ট বাক্য শুনিয়া উর্ব্বশী পরম প্রীতিসহকারে বলিল,—"প্রভো! আমার হৃদয় তোমার প্রতি নিতান্ত আসক্ত এবং আমার প্রতি তোমারও অধিক অনুরাগ, কিন্তু সম্প্রতি আমার দেহ মিত্রদেবের অধীন।' বরুণ, উর্ব্বশীর এই কথা শুনিয়া প্রজ্বলিত অনলতুল্য স্বীয় মহৎ অদ্ভুত রেত সেই কুম্ভে নিক্ষেপ করিলেন। পরে মিত্রদেব যথায় অবস্থিতি করিতেছিলেন, উর্ব্বশী তথায় উপস্থিত হইলে, মিত্রদেব যার পর নাই ক্রুদ্ধ হইয়া উর্ব্বশীকে বলিলেন,—"রে দুষ্টে! আমি পূর্ব্বে তোমাকে অভিলাষ করিয়াছি; সুতরাং তুমি আমাকে পরিত্যাগ করিয়া কেন অন্য পতিকে ভজনা করিলে? এই অপরাধে আমার কোপে পতিত হইয়াছ; এক্ষণে তুমি কিছুকাল নরলোকে বসতি করিবে। ১৯—২৪। দুর্ব্বুদ্ধে! তুমি বুধের পুত্র কাশিরাজ পুরূরবার নিকটে

অমত্যাগচ্ছ দুর্ব্বুদ্ধে স তে ভর্ত্তা ভবিষ্যতি ॥ ২৫
ততঃ শাপাপদোষেণ পুরূরবসমভ্যগাৎ ।
প্রতিষ্ঠানে পুরবরে বুধস্যাত্মজমৌরসম্ ॥ ২৬
তস্য জজ্ঞে ততঃ শ্রীমানায়ুঃ পুত্রো মহাবলঃ ।
নহুষো যস্য পুত্রস্তু বভূবেন্দ্রসমদ্যুতিঃ ॥ ২৬
বজ্রমুৎসৃজ্য বৃত্রায় শ্রান্তেহথ ত্রিদিবেশ্বরে ।
শতং বর্ষসহস্রাণি যেনেন্দ্রত্বং প্রশাসিতম্ ॥ ২৮

সা তেন শাপেন জগাম ভূমিং
তদোর্ব্বশী চারুদতী সুনেত্রা ।
বহূনি বর্ষাণ্যবসচ্চ সুভ্রূঃ
শাপক্ষয়াদিন্দ্রসদো যযৌ চ ॥ ২৯
ইত্যুত্তরকাণ্ডে ষট্‌ষষ্টিতমঃ সর্গঃ ॥ ৬৬ ॥

সপ্তষষ্টিতমঃ সর্গঃ ।

তাং শ্রুত্বা দিব্যসঙ্কাশাং কথামদ্ভুতদর্শনাম্ ।
লক্ষ্মণঃ পরমঃ প্রীতো রাঘবং বাক্যমব্রবীৎ ॥ ১
নিক্ষিপ্তদেহৌ কাকুৎস্থ কথং তৌ দ্বিজপার্থিবৌ ।
পুনর্দেহেন সংযোগং জগ্মতুর্দেবসম্মতৌ ॥ ২
তস্য তদ্ভাষিতং শ্রুত্বা রামঃ সত্যপরাক্রমঃ ।
তাং কথাং কথয়ামাস বসিষ্ঠস্য মহাত্মনঃ ॥ ৩
যঃ স কুম্ভো রঘুশ্রেষ্ঠ তেজঃপূর্ণো মহাত্মনোঃ ।
তস্মিন্ তেজোময়ৌ বিপ্রৌ সম্ভূতাবৃষিসত্তমৌ ॥ ৪
পূর্ব্বং সমভবত্তত্র অগস্ত্যো ভগবানৃষিঃ ।
নাহং সুতস্তবেত্যুক্ত্বা মিত্রং তস্মাদপাক্রমৎ ॥ ৫
তদ্ধি তেজস্তু মিত্রস্য উর্ব্বশ্যাঃ পূর্ব্বমাহিতম্ ।
তস্মিন্ সমভবৎ কুম্ভে তত্তেজো যত্র বারুণম্ ॥ ৬
কস্যচিত্ত্বথ কালস্য মিত্রাবরুণসম্ভবঃ ।
বসিষ্ঠস্তেজসা যুক্তো জজ্ঞে ইক্ষ্বাকুদৈবতম্ ॥ ৭
তমিক্ষ্বাকুর্মহাতেজা জাতমাত্রমনিন্দিতম্ ।
বব্রে পুরোধসং সৌম্য বংশস্যাস্য হিতায় নঃ ॥ ৮
এবং ত্বপূর্ব্বদেহস্য বসিষ্ঠস্য মহাত্মনঃ ।
কথিতো নির্গমঃ সৌম্য নিমেঃ শৃণু যথাভবৎ ॥ ৯
দৃষ্ট্বা বিদেহং রাজানমৃষয়ঃ সর্ব্ব এব তে ।
তঞ্চ তে যাজয়ামাসুর্যজ্ঞদীক্ষাং মনীষিণঃ ॥ ১০
তঞ্চ দেহং নরেন্দ্রস্য রক্ষন্তি স্ম দ্বিজোত্তমাঃ ।
গন্ধৈর্মাল্যৈশ্চ বস্ত্রৈশ্চ পৌরভৃত্যসমন্বিতাঃ ॥ ১১
ততো যজ্ঞে সমাপ্তে তু ভৃগুস্তত্রেদমব্রবীৎ ।
আনয়িষ্যামি তে চেতস্তুষ্টোঽস্মি তব পার্থিব ॥ ১২
সুপ্রীতাশ্চ সুরাঃ সর্ব্বে নিমেশ্চেতস্তদাব্রুবন্ ।

যাও, তিনি তোমার ভর্ত্তা হইবেন। পরে উর্ব্বশী এইরূপ শাপগ্রস্তা হইয়া পুরবর প্রতিষ্ঠান নগরে বুধের ঔরসপুত্র পুরূরবার নিকটে উপস্থিত হইল। পুরূরবার পুত্র মহাবল শ্রীমান্ আয়ুঃ, আয়ুর পুত্র নহুষ। দেবরাজ বাসব, বৃত্রাসুরের উপরে বজ্র নিক্ষেপ করিয়া এবং তাহার সহিত যুদ্ধে পরিশ্রান্ত হইলে, ইন্দ্রতুল্য পরাক্রমশালী সেই নহুষ শতসহস্র বৎসর স্বর্গরাজ্য শাসন করিয়াছিলেন। এইরূপে সুভ্রূ চারুনেত্রা শোভনদন্তা উর্ব্বশী শাপবশত নরলোকে বহু বৎসর বাস করিয়া শাপমুক্ত হইলে, পুনরায় ইন্দ্রের সভায় ফিরিয়া আসিল। ২৫—২৯।

সপ্তষষ্টিতম সর্গ।

লক্ষ্মণ সেই দিব্যরূপ পরমাদ্ভুত উপাখ্যান শ্রবণে অতীব প্রীত হইয়া রামচন্দ্রকে কহিলেন,—"রাজেন্দ্র! সেই দেবসম্মত ব্রাহ্মণ এবং রাজা দেহবিহীন হইয়া কিরূপে পুনরায় দেহ লাভ করিয়াছিলেন?" সত্যপরাক্রম রাম, লক্ষ্মণের কথা শুনিয়া পুনর্ব্বার বশিষ্ঠের বিবরণ বলিতে আরম্ভ করিয়া কহিলেন,—"রঘুশ্রেষ্ঠ! মহাত্মা মিত্র এবং বরুণের তেজঃপূর্ণ যে কুম্ভের কথা বলিয়াছি, তাহাতে দুইজন তেজোময় ঋষিশ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ সম্ভূত হইয়াছিলেন। লক্ষ্মণ! যাহাতে বরুণবীর্য্য পরিত্যক্ত হইয়াছিল, মিত্রদেব উর্ব্বশীকে উদ্দেশ করিয়া সেই কুম্ভে প্রথমতঃ যে তেজ নিষেক করেন, তাহাতে ঋষিপ্রধান ভগবান্ অগস্ত্য উৎপন্ন হইয়া মিত্রকে "আমি তোমার পুত্র নহি" এই কথা বলিয়াই প্রস্থান করিলেন। ১—৫। কিছুকাল পরে ইক্ষ্বাকুবংশের কুলদেবতা তেজস্বী বশিষ্ঠ,—মিত্র এবং বরুণ, উভয়ের তেজঃপ্রভাবে সেই কুম্ভ হইতে উৎপন্ন হইলেন। সৌম্য! সেই মহামুনি জন্ম গ্রহণ করিবামাত্র মহাতেজস্বী ইক্ষ্বাকু, নিজ বংশের মঙ্গলের জন্য তাঁহাকে পৌরোহিত্যে বরণ করিলেন। বীর! মহাত্মা বশিষ্ঠের নূতন দেহগ্রহণের কথা বলিলাম। এক্ষণে নিমির যাহা হইয়াছিল, তাহা বলিতেছি;—মনীষী মহর্ষিগণ রাজা নিমিকে কায়বিহীন দেখিয়া তাঁহার সেই পরিত্যক্ত শবদেহ অবলম্বন করিয়াই যজ্ঞদীক্ষায় প্রবৃত্ত হইলেন এবং পুরবাসী ও ভৃত্যবর্গের সহিত সমবেত হইয়া গন্ধ, মাল্য এবং বস্ত্রদ্বারা সেই নিমি রাজার দেহ রক্ষা করিতে লাগিলেন। ৬—১১। পরে যজ্ঞ সমাপ্ত হইলে, মহর্ষি ভৃগু বলিলেন,—'রাজন্! আমি তোমার প্রতি পরম পরিতুষ্ট হইয়াছি, সুতরাং তোমার চেতনাকে পুনরানয়ন করিব।'

বরং বরয় রাজর্ষে ক্ব তে চেতো নিরূপ্যতাম্ ॥ ১৩
এবমুক্তঃ সুরৈঃ সর্বৈর্নিমেশ্চেতস্তদাব্রবীৎ ।
নেত্রেষু সর্বভূতানাং বসেয়ং সুরসত্তমাঃ ॥ ১৪
বাঢ়মিত্যেব বিবুধা নিমেশ্চেতস্তদাব্রুবন্ ।
নেত্রেষু সর্বভূতানাং বায়ুভূতশ্চরিষ্যসি ॥ ১৫
ত্বৎকৃতে চ নিমিষ্যন্তি চক্ষূংষি পৃথিবীপতে ।
বায়ুভূতেন চরতা বিশ্রামার্থং মুহুর্মুহুঃ ১৬
এবমুক্ত্বা তু বিবুধাঃ সর্বে জগ্মুর্যথাগতম্ ।
ঋষয়োঽপি মহাত্মানো নিমের্দেহং সমাহরন্ ॥ ১৭
অরণিং তত্র নিক্ষিপ্য মথনং চক্রুরোজসা ।
মন্ত্রহোমৈর্মহাত্মানঃ পুত্রহেতোর্নিমেস্তদা ॥ ১৮
অরণ্যাং মথ্যমানায়াং প্রাদুর্ভূতো মহাতপাঃ ।
মথনান্মিথিরিত্যাহুর্জননাজ্জনকোঽভবৎ ॥ ১৯
যস্মাদ্বিদেহাৎ সম্ভূতো বৈদেহস্তু ততঃ স্মৃতঃ ।
এবং বিদেহরাজশ্চ জনকঃ পূর্বকোঽভবৎ ।
মিথির্নাম মহাতেজাস্তেনায়ং মৈথিলোঽভবৎ ॥ ২০
ইতি সর্বমশেষতো ময়া
কথিতং সম্ভবকারণন্তু সৌম্য ।

দেবগণও পরম প্রীতিসহকারে নিমিচেতনাকে পুনরানয়ন করিবার ইচ্ছায় বলিলেন,—"রাজর্ষে ! তুমি বর গ্রহণ কর, আমরা তোমার চেতনাকে কোথায় স্থাপন করিব ?" দেবগণ এইরূপ বলিলে, নিমিচেতনা বলিল,—"দেবপ্রধানগণ ! আমি প্রাণিগণের নেত্রে বাস করিব।" তাহা শুনিয়া দেবতাগণ বলিলেন,—"তাহাই হইবে; তুমি বায়ুস্বরূপ হইয়া সকল প্রাণীর নেত্রে বিচরণ করিবে। রাজন্ ! তুমি বায়ুরূপে বিচরণ করিতে থাকিলে, প্রাণিগণ বিশ্রামার্থ তোমার জন্য নিমেষ ধর্ম্ম পাইবে।" দেবগণ এই কথা বলিয়া নিজ নিজ স্থানে চলিয়া গেলে মহামনা ঋষিগণ মহাত্মা নিমির পুত্রের জন্য তাঁহার দেহ লইয়া তাহাতে অরণি নিক্ষেপপূর্ব্বক সবলে মন্ত্রহোমদ্বারা মন্থন করিতে লাগিলেন। ১২—১৮। এইরূপে অরণিদ্বারা মন্থন করিতে করিতে একজন মহাতেজঃশালী ব্যক্তি প্রাদুর্ভূত হইলেন। তিনি মন্থনদ্বারা জন্মিলেন বলিয়া মহর্ষিগণ তাঁহাকে 'মিথি এবং জনক' নাম দিলেন। অপিচ তিনি বিদেহ নিমি হইতে উৎপন্ন হইয়াছিলেন বলিয়া বৈদেহ নামেও প্রসিদ্ধি লাভ করেন। এইরূপে পূর্ব্বে মহাতেজস্বী বিদেহরাজ জনক 'মিথি' নামে বিখ্যাত হন এবং তাহা হইতেই মৈথিলগণ উৎপন্ন হইয়াছেন। সৌম্য ! রাজশ্রেষ্ঠ নিমির শাপে মহর্ষি

নৃপপুঙ্গবশাপজং দ্বিজস্য
দ্বিজশাপাদ্যদভূচ্চ বৈ নৃপস্য ॥ ২১
ইত্যুত্তরকাণ্ডে সপ্তষষ্টিতমঃ সর্গঃ ॥ ৬৭ ॥

অষ্টষষ্টিতমঃ সর্গঃ ।

এবং ব্রুবতি রামে তু লক্ষ্মণঃ পরবীরহা ।
প্রত্যুবাচ মহাত্মানং জ্বলন্তমিব তেজসা ॥ ১
মহদদ্ভুতমাশ্চর্য্যং বিদেহস্য পুরাতনম্ ।
নির্বৃত্তং রাজশার্দূল বসিষ্ঠস্য নিমেশ্চ হ ॥ ২
নিমিস্তু ক্ষত্রিয়ঃ শূরো বিশেষেণ চ দীক্ষিতঃ ।
ন ক্ষমং কৃতবান্ রাজা বসিষ্ঠস্য মহাত্মনঃ ॥ ৩
এবমুক্তস্তু তেনায়ং রামঃ ক্ষত্রিয়পুঙ্গবঃ ।
উবাচ লক্ষ্মণং বাক্যং সর্বশাস্ত্রবিশারদম্ ॥ ৪
রামো রময়তাং শ্রেষ্ঠো ভ্রাতরং দীপ্ততেজসম্ ।
ন সর্বত্র ক্ষমা বীর পুরুষেষু প্রদৃশ্যতে ॥ ৫
সৌমিত্রে দুঃসহো রোষো যথা ক্ষান্তো যযাতিনা ।
সত্ত্বানুগং পুরস্কৃত্য তন্নিবোধ সমাহিতঃ ॥ ৬
নহুষস্য সুতো রাজা যযাতিঃ পৌরবর্দ্ধনঃ ।
তস্য ভার্য্যাদ্বয়ং সৌম্য রূপেণাপ্রতিমং ভুবি ॥ ৭
একা তু তস্য রাজর্ষের্নাহুষস্য পুরস্কৃতা ।

বশিষ্ঠের এবং দ্বিজশ্রেষ্ঠ বশিষ্ঠের শাপে নৃপতি নিমির যেরূপে জন্ম হইয়াছিল, সে সকল কথাই তোমার নিকটে বলিলাম। ১৯—২১।

অষ্টষষ্টিতম সর্গ ।

রাম এইরূপ বলিলে, পরবীরবিনাশী লক্ষ্মণ তেজোদ্বারা জাজ্বল্যমান রামকে বলিলেন,—"রাজেন্দ্র ! পূর্ব্বকালে বশিষ্ঠ এবং বিদেহের অতি আশ্চর্য্য ঘটনা ঘটিয়াছিল। নিমি ক্ষত্রিয় রাজা এবং শূর; বিশেষতঃ যজ্ঞদীক্ষিত হইয়াও মহাত্মা বশিষ্ঠকে ক্ষমা করিলেন না ?" রমণপ্রবীর ক্ষত্রিয়শ্রেষ্ঠ রমণীয় রাম, লক্ষ্মণের এই প্রশ্ন শুনিয়া সর্ব্বশাস্ত্রবিশারদ দীপ্ততেজা ভ্রাতাকে বলিলেন,—"বীর ! সকল পুরুষে ক্ষমাগুণ দেখা যায় না। ১—৫। লক্ষ্মণ ! যযাতি সত্ত্বগুণাবলম্বনপূর্ব্বক যেরূপ দুঃসহ ক্রোধ দমন করিয়াছিলেন, তুমি সমাহিতমনে তাহা শ্রবণ কর। সৌম্য ! নহুষের যযাতি-নামক এক পৌরজন-প্রতিপালক পুত্র ছিলেন। ইহলোকে অসামান্যরূপবতী তাঁহার দুই

শর্ম্মিষ্ঠা নাম দৈতেয়ী দুহিতা বৃষপর্ব্বণঃ ॥ ৮
অন্যা তুশনসঃ পত্নী যযাতেঃ পুরুষর্ষভ ।
ন তু সা দয়িতা রাজ্ঞো দেবযানী সুমধ্যমা ॥ ৯
তয়োঃ পুত্রৌ তু সম্ভূতৌ রূপবন্তৌ সমাহিতৌ ।
শর্ম্মিষ্ঠাজনয়ৎ পূরুং দেবযানী যদুং তদা ॥ ১০
পূরুস্তু দয়িতো রাজ্ঞো গুণৈর্মাতৃকৃতেন চ ।
ততো দুঃখসমাবিষ্টো যদুর্মাতরমব্রবীৎ ॥ ১১
ভার্গবস্য কুলে জাতা দেবস্যাক্লিষ্টকর্ম্মণঃ ।
সহসে হৃদ্গতং দুঃখমবমানঞ্চ দুঃসহম্ ॥ ১২
আবাঞ্চ সহিতৌ দেবি প্রবিশাব হুতাশনম্ ।
রাজা তু রমতাং সার্দ্ধং দৈত্যপুত্র্যা বহুক্ষপাঃ ॥ ১৩
যদি বা সহ নীয়স্তে মামনুজ্ঞাতুমর্হসি ।
ক্ষম ত্বং ন ক্ষমিষ্যেঽহং মরিষ্যামি ন সংশয়ঃ ॥ ১৪
পুত্রস্য ভাষিতং শ্রুত্বা পরমার্ত্তস্য রোদতঃ ।
দেবযানী তু সংক্রুদ্ধা সস্মার পিতরং তদা ॥ ১৫
ইঙ্গিতং তদভিজ্ঞায় দুহিতুর্ভার্গবস্তদা ।
আগতস্ত্বরিতং তত্র দেবযানী স্ম যত্র সা ॥ ১৬
দৃষ্ট্বা চাপ্রকৃতিস্থাং তামপ্রহৃষ্টামচেতনাম্ ।
পিতা দুহিতরং বাক্যং কিমেতদিতি চাব্রবীৎ ॥ ১৭
পৃচ্ছন্তমসকৃত্তং বৈ ভার্গবং দীপ্ততেজসম্ ।
দেবযানী তু সংক্রুদ্ধা পিতরং বাক্যমব্রবীৎ ॥ ১৮
অহমগ্নিং বিষং তীক্ষ্ণমপো বা মুনিসত্তম ।
ভক্ষয়িষ্যে প্রবেক্ষ্যে বা ন তু শক্ষ্যামি জীবিতুম্ ॥ ১৯
ন মাং ত্বমবজানীষে দুঃখিতামপমানিতাম্ ।
বৃক্ষস্যাবজ্ঞয়া ব্রহ্মন্ ছিদ্যন্তে বৃক্ষজীবিনঃ ॥ ২০
অবজ্ঞয়া চ রাজর্ষিঃ পরিভূয় চ ভার্গব ।
ময্যবজ্ঞাং প্রযুঙ্‌ক্তে হি ন চ মাং বহু মন্যতে ॥ ২১
তস্যাস্তদ্বচনং শ্রুত্বা কোপেনাভিপরিপ্লুতঃ ।
ব্যাহর্ত্তুমুপচক্রাম ভার্গবো নহুষাত্মজম্ ॥ ২২
যস্মান্মামবজানীষে নাহুষ ত্বং দুরাত্মবান্ ।
বয়সা জরয়া জীর্ণঃ শৈথিল্যমুপযাস্যসি ॥ ২৩
এবমুক্ত্বা দুহিতরং সমাশ্বাস্য স ভার্গবঃ ।
পুনর্জ্জগাম ব্রহ্মর্ষির্ভবনং স্বং মহাযশাঃ ॥ ২৪
স এবমুক্ত্বা দ্বিজপুঙ্গবাগ্র্যঃ
সুতাং সমাশ্বাস্য চ দেবযানীম্ ।
পুনর্যযৌ সূর্য্যসমানতেজা
দত্ত্বা চ শাপং নহুষাত্মজায় ॥ ২৫
ইত্যুত্তরকাণ্ডে অষ্টষষ্টিতমঃ সর্গঃ ॥ ৬৮ ॥

পত্নী ছিল; তাহার মধ্যে বৃষপর্ব্বদুহিতা দৈত্যবংশজা শর্ম্মিষ্ঠা সেই রাজর্ষি যযাতির অতিশয় প্রিয়তমা ছিলেন। পুরুষর্ষভ! শুক্রের কন্যা সুমধ্যমা দেবযানী তাঁহার দ্বিতীয়া পত্নী, কিন্তু তিনি মহারাজ যযাতির প্রণয়পাত্রী ছিলেন না। তাঁহাদের সমাহিতচিত্ত রূপবান্ দুইটী পুত্র জন্মে; তাঁহাদের মধ্যে শর্ম্মিষ্ঠা পূরুকে এবং দেবযানী যদুকে প্রসব করেন। ৬—১০। কিন্তু জননীর এবং নিজের গুণে পূরু, যযাতির প্রিয়পাত্র হইয়াছিলেন। যদু ইহাতে দুঃখিত হইয়া মাতাকে বলিলেন,—তুমি অক্লিষ্টকর্ম্মা দেব শুক্রাচার্য্যের বংশে জন্ম গ্রহণ করিয়া মানসিক দুঃখ এবং বিষম অবমান সহ্য করিতেছ? দেবি! আমরা দুই জনে অগ্নিতে প্রবেশ করিব। রাজা দৈত্যতনয়ার সহিত সুদীর্ঘকাল ক্রীড়া করুন—ইহা যদি আপনার সহ্য হয়, তবে আপনি ক্ষমা করুন; আমি কিন্তু ক্ষমা করিব না। আপনি আমাকে অনুমতি করুন, আমি নিশ্চয়ই প্রাণ ত্যাগ করিব।' পরমদুঃখিত হইয়া রোরুদ্যমান পুত্রের কথা শুনিয়া দেবযানী তখন যার পর নাই ক্রুদ্ধ হইয়া পিতাকে স্মরণ করিলেন। ১১—১৫। তৎকালে ভার্গব কন্যার সেই মনোগত অভিপ্রায় জানিতে পারিয়া অবিলম্বে দেবযানীর নিকটে আসিলেন। দুহিতাকে অপ্রকৃতিস্থা অপ্রহৃষ্টা এবং অচেতনা চিন্তা দেখিয়া তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন—'ইহার কারণ কি?' অতিতেজস্বী ভার্গব, পুনঃপুনঃ জিজ্ঞাসা করিলে, দেবযানী নিতান্ত ক্রোধের সহিত পিতাকে বলিলেন,—'মুনিসত্তম! আমি উগ্র বিষ পান করিব, অথবা অগ্নিতে বা জলে ঝাঁপ দিয়া আত্মহত্যা করিব,—কোনমতে এ জীবন আর রাখিতে পারিব না। ব্রাহ্মণ! বৃক্ষের যত্ন না করিলে তাহার পুষ্পাদি নষ্ট হইয়া যায়; আপনি আমাকে অবজ্ঞা করিবেন না, আমি যৎপরো নাস্তি দুঃখিত এবং অবমানিত হইয়াছি। ১৬—২০। ভার্গব! আপনার অবজ্ঞাক্রমেই রাজর্ষি আমাকে অবজ্ঞা করিতেছেন,—সম্মান করিতেছেন না।' কন্যার এইরূপ কথা শুনিয়া ভার্গব বিষম ক্রুদ্ধ হইয়া নহুষনন্দন যযাতিকে বলিলেন,—"নহুষনন্দন! তুমি নিতান্ত দুরাত্মা বলিয়া আমাকে অবজ্ঞা করিয়াছ; সুতরাং তুমি জরা-জীর্ণ হইবে, তোমার শরীর শিথিল হইয়া যাইবে।" সেই মহাযশা ব্রহ্মর্ষি ভার্গব যযাতিকে এইরূপ শাপ দিয়া দুহিতাকে আশ্বাস প্রদানপূর্ব্বক পুনর্ব্বার নিজগৃহে গমন করিলেন। এইরূপে সেই সূর্য্যের ন্যায় তেজস্বী ব্রাহ্মণ-শ্রেষ্ঠ ভার্গব নহুষতনয় যযাতিকে শাপ দিয়া দুহিতা দেবযানীকে আশ্বাসিত করিয়া চলিয়া গেলেন। ২১—২৫।

একোনসপ্ততিতমঃ সর্গঃ।

শ্রুত্বা তুশনসং ক্রুদ্ধং তদার্ত্তো নহুষাত্মজঃ।
জরাং পরমিকাং প্রাপ্য যদুং বচনমব্রবীৎ ॥ ১
যদো ত্বমসি ধর্ম্মজ্ঞো মদর্থে প্রতিগৃহ্যতাম্।
জরাং পরমিকাং পুত্র ভোগৈ রংস্যে মহাযশঃ ॥ ২
ন তাবৎ কৃতকৃত্যোঽস্মি বিষয়েষু নরর্ষভ।
অনুভূয় তদা কামং ততঃ প্রাপ্স্যাম্যহং জরাম্ ॥ ৩
যদুস্তদ্বচনং শ্রুত্বা প্রত্যুবাচ নরর্ষভম্।
পুত্রস্তে দয়িতঃ পূরুঃ প্রতিগৃহ্ণাতু বৈ জরাম্ ॥ ৪
বহিষ্কৃতোঽহমর্থেষু সন্নিকর্ষাচ্চ পার্থিব।
প্রতিগৃহ্ণাতু সে রাজন্ যৈঃ সহাশ্নাসি ভোজনম্ ॥ ৫
তস্য তদ্বচনং শ্রুত্বা রাজা পূরুমথাব্রবীৎ।
ইয়ং জরা মহাবাহো মদর্থং প্রতিগৃহ্যতাম্ ॥ ৬
নাহুষেণৈবমুক্তস্তু পূরুঃ প্রাঞ্জলিরব্রবীৎ।
ধন্যোঽস্ম্যনুগৃহীতোঽস্মি শাসনেঽস্মি তব স্থিতঃ ॥ ৭
পূরোর্বচনমাজ্ঞায় নাহুষঃ পরয়া মুদা।
প্রহর্ষমতুলং লেভে জরাং সংক্রাময়চ্চ তাম্ ॥ ৮
ততঃ স রাজা তরুণঃ প্রাপ্য যজ্ঞান্ সহস্রশঃ।
বহুবর্ষসহস্রাণি পালয়ামাস মেদিনীম্ ॥ ৯
অথ দীর্ঘস্য কালস্য রাজা পূরুমথাব্রবীৎ।
আনয়স্ব জরাং পুত্র ন্যাসং নির্যাতয়স্ব মে ॥ ১০
ন্যাসভূতা ময়া পুত্র ত্বয়ি সংক্রামিতা জরা।
তস্মাৎ প্রতিগ্রহীষ্যামি তাং জরাং মা ব্যথাং কৃথাঃ ॥ ১১
প্রীতশ্চাস্মি মহাবাহো শাসনস্য প্রতিগ্রহাৎ।
ত্বাঞ্চাহমভিষেক্ষ্যামি প্রীতিযুক্তো নরাধিপম্ ॥ ১২
এবমুক্ত্বা সুতং পূরুং যযাতির্নহুষাত্মজঃ।
দেবযানীসুতং ক্রুদ্ধো রাজা বাক্যমুবাচ হ ॥ ১৩
রাক্ষসস্ত্বং ময়া জাতঃ ক্ষত্ররূপো দুরাসদঃ।
প্রতিহংসি মমাজ্ঞাং ত্বং প্রজার্থে বিফলো ভব ॥ ১৪
পিতরং গুরুভূতং মাং যস্মাত্ত্বমবমন্যসে।
রাক্ষসান্ যাতুধানাংস্ত্বং জনয়িষ্যসি দারুণান্ ॥ ১৫
ন তু সোমকুলোৎপন্নে বংশে স্থাস্যসি দুর্ম্মতে।
বংশেঽপি ভবতস্তুল্যো দুর্বিনীতো ভবিষ্যতি ॥ ১৬
তমেবমুক্ত্বা রাজর্ষিঃ পূরুং রাজ্যবিবর্দ্ধনম্।
অভিষেকেণ সম্পূজ্য আশ্রমং প্রবিবেশ হ ॥ ১৭
ততঃ কালেন মহতা দিষ্টান্তমুপজগ্মিবান্।

ঊনসপ্ততিতম সর্গ।

"শুক্রাচার্য্য কুপিত হইয়াছেন শুনিয়া, রাজা যযাতি অত্যন্ত কাতর হইয়া তাঁহাকে প্রসন্ন করিলেন এবং তাঁহার নিকট হইতে অপরকে জরা দিবার ক্ষমতা পাইয়া পুত্র যদুকে কহিলেন,—"মহাযশ পুত্র! তুমি ধার্ম্মিক, সুতরাং আমার সুখের জন্য এই দারুণ জরাভার গ্রহণ কর। বৎস! আমি ভোগলালসা চরিতার্থ করিব। নরবর! আমি বিষয়-ভোগে পরিতৃপ্ত হই নাই, বিষয়ভোগে পরিতৃপ্ত হইয়া পরিশেষে আবার জরা গ্রহণ করিব।' যদু পিতার কথা শুনিয়া নরবর যযাতিকে প্রত্যুত্তর করিলেন,—'আপনার প্রিয়তম পুত্র পূরু আপনার জরা গ্রহণ করুক। রাজন্! আপনি আপনার নিকট হইতে বহিষ্কৃত করিয়া আমাকে বিষয়ে বঞ্চিত করিয়াছেন, বিশেষতঃ যাহার সহিত আপনি একত্র আহার করেন, সেই আপনার জরা লইবে।' ১—৫। রাজা যদুর কথা শুনিয়া পূরুকে বলিলেন,—মহাবাহো! আমার হইয়া তুমি এই জরা গ্রহণ কর।' পূরু পিতার কথা শুনিয়া করযোড়ে বলিলেন,—'আমি আপনার শাসনে আছি, সুতরাং আপনার এই আদেশে ধন্য এবং নিতান্ত অনুগৃহীত হইলাম।' রাজা যযাতি, পূরুর প্রতিজ্ঞা জানিতে পারিয়া অতুল হর্ষ প্রাপ্ত হওত নিজের জরা পূরুকে সঙ্ক্রান্ত করিলেন। পরে সেই তরুণ রাজা অসংখ্য যজ্ঞ করিয়া বহুসহস্র বৎসর পৃথিবী পালন করিলেন। অনন্তর বহুকালের পর রাজা পূরুকে বলিলেন,—'পুত্র! তুমি জরা আনয়ন কর, আমি তোমার যৌবন তোমাকে ফিরাইয়া দিতেছি। ৬—১০। পুত্র! আমি তোমার নিকটে আমার জরা গচ্ছিত রাখিয়াছিলাম, এক্ষণে সেই জরা আমি পুনরায় লইব; তুমি ক্লেশ দূর কর। মহাবাহো! তুমি আমার আজ্ঞা পালন করায়, আমি পরম প্রীত হইয়াছি, সুতরাং সন্তুষ্টচিত্তে তোমাকে রাজ্যে অভিষিক্ত করিব।' নহুষপুত্র যযাতি, পুত্র পূরুকে এই কথা বলিয়া সক্রোধে দেবযানীপুত্র যদুকে বলিলেন,—'তুমি আমার ঔরসে ক্ষত্রিয়রূপী দুর্দ্ধর্ষ রাক্ষস জন্মিয়াছ, তাহা না হইলে আমার আজ্ঞা লঙ্ঘন করিতে না; সুতরাং তুমি রাজ্যাধিকার হইতে চ্যুত হও। আমি তোমার পিতা এবং গুরুস্বরূপ হইলেও তুমি আমাকে অবমাননা করিয়াছ, সুতরাং তুমি দারুণ রাক্ষসদিগকে উৎপাদন করিবে। ১১—১৫। তুমি দুরাচার, অতএব তোমার বংশ তোমার ন্যায় দুরাচার হইবে; চন্দ্রবংশে তোমার সন্তান থাকিবে না।' যদুকে এই কথা বলিয়া রাজর্ষি যযাতি রাজ্যবর্দ্ধন পূরুকে মহাসমাদরে রাজ্যাভিষিক্ত করিয়া বানপ্রস্থ আশ্রমে প্রবেশ করিলেন। বহুকাল বিগত হইলে

ত্রিদিবং স গতো রাজা যযাতির্নহুষাত্মজঃ॥ ১৮
পুরুশ্চকার তদ্রাজ্যং ধর্ম্মেণ মহতাবৃতঃ।
প্রতিষ্ঠানে পুরবরে কাশিরাজ্যে মহাযশাঃ॥ ১৯
যদুস্তু জনয়ামাস যাতুধানান্ সহস্রশঃ।
পুরে ক্রৌঞ্চবনে দুর্গে রাজবংশবহিষ্কৃতঃ॥ ২০
এষ তূশনসা মুক্তঃ শাপোৎসর্গো যযাতিনা।
ধারিতঃ ক্ষত্রধর্ম্মেণ যন্নিমিশ্চ ক্ষমে ন চ॥ ২১
এতত্তে সর্ব্বমাখ্যাতং দর্শনং সর্ব্বকারিণাম্।
অনুবর্ত্তামহে সৌম্য দোষো ন স্যাদ্যথা নৃগে॥ ২২

ইতি কথয়তি রামে চন্দ্রতুল্যাননে চ
প্রবিরলতরতারং ব্যোম জজ্ঞে তদানীম্।
অরুণকিরণরক্তা দিগ্বধূশ্চৈব পূর্ব্বা,
কুসুমরসবিমুক্তং বস্ত্রমাগুণ্ঠিতেব॥ ২৩

ইত্যুত্তরকাণ্ডে একোনসপ্ততিতমঃ সর্গঃ॥ ৬৯॥

সপ্ততিতমঃ সর্গঃ।

ততঃ প্রভাতে বিমলে কৃত্বা পৌর্ব্বাহ্ণিকীং ক্রিয়াম্।
ধর্ম্মাসনগতো রাজা রামো রাজীবলোচনঃ॥ ১
রাজধর্ম্মানবেক্ষন্ বৈ ব্রাহ্মণৈর্নৈগমৈঃ সহ।
পুরোধসা বসিষ্ঠেন ঋষিণা কশ্যপেন চ॥ ২
মন্ত্রিভির্ব্যবহারজ্ঞৈস্তথান্যৈর্ধর্ম্মপাঠকৈঃ।
নীতিজ্ঞৈরথ সভ্যৈশ্চ রাজভিঃ সা সভা বৃতা॥ ৩
সভা যথা মহেন্দ্রস্য যমস্য বরুণস্য চ।
শুশুভে রাজসিংহস্য রামস্যাক্লিষ্টকর্ম্মণঃ॥ ৪
অথ রামোঽব্রবীত্তত্র লক্ষ্মণং শুভলক্ষণম্।
নির্গচ্ছ ত্বং মহাবাহো সুমিত্রানন্দবর্দ্ধন॥ ৫
কার্য্যার্থিনশ্চ পৌরা যে ব্যাহর্ত্তুং ত্বমুপাক্রম।
রামস্য ভাষিতং শ্রুত্বা লক্ষ্মণঃ শুভলক্ষণঃ॥ ৬
দ্বারদেশমুপাগম্য কার্য্যিণশ্চাহ্বয়ৎ স্বয়ম্।
ন কশ্চিদব্রবীত্তত্র মম কার্য্যমিহাদ্য বৈ॥ ৭
নাধয়ো ব্যাধয়শ্চৈব রামে রাজ্যং প্রশাসতি।
পক্বশস্যা বসুমতী সর্ব্বৌষধিসমাবৃতা॥ ৮
ন বালো ম্রিয়তে তত্র ন যুবা ন চ মধ্যমঃ।
ধর্ম্মেণ শাসিতং সর্ব্বং ন চ বাধা বিধীয়তে॥ ৯
দৃশ্যতে ন চ কার্য্যার্থী রামে রাজ্যং প্রশাসতি।
লক্ষ্মণঃ প্রাঞ্জলির্ভূত্বা রামায়ৈবং ন্যবেদয়ৎ॥ ১০
অথ রামঃ প্রসন্নাত্মা সৌমিত্রিমিদমব্রবীৎ।

সেই নহুষ-তনয় যযাতি রাজা স্বর্গে গেলেন। মহাযশা পুরু মহৎ ধর্ম্মে পরিবৃত হইয়া কাশিরাজ্যের অন্তর্গত পুরশ্রেষ্ঠ প্রতিষ্ঠান নগরে রাজ্য শাসন করিতে লাগিলেন। এদিকে যদু, রাজবংশ হইতে বহিষ্কৃত হইয়া বিজন ক্রৌঞ্চকাননে সহস্র সহস্র রাক্ষস উৎপাদন করিতে লাগিলেন। ১৮—২০। নিমি ঋষিকে ক্ষমা করেন নাই, কিন্তু রাজা যযাতি ক্ষত্রধর্ম্মানুসারে শুক্রাচার্য্যের শাপ গ্রহণ করিয়াছিলেন। সৌম্য! এই ত তোমাকে সমস্ত বিবরণ বলিলাম; কিন্তু আমরা কার্য্যার্থী সমস্ত মানবদিগের কার্য্য বিশেষরূপে পর্য্যবেক্ষণ করিব; তাহা হইলে নৃগ রাজার ন্যায় আমাদিগের কোন দোষ হইবে না।” চন্দ্রবদন রামচন্দ্র এই সকল কথা বলিতে থাকিলে, আকাশে নক্ষত্র সকল ক্রমে বিলীন হইতে লাগিল এবং পূর্ব্বদিক্ অরুণবর্ণ হইয়া, কুসুম-রসরঞ্জিত বসন দ্বারা অবগুণ্ঠিতা রমণীর ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল। ২১—২৩।

সপ্ততিতম সর্গ।

পরে পদ্মপলাশলোচন রাজা রামচন্দ্র, বিমল উষাকালে প্রাতঃকৃত্য সম্পাদন করিয়া ধর্ম্মাসনে উপবেশন করিলেন। তিনি সভায় উপবিষ্ট হইয়া শাস্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণগণ, কশ্যপ ঋষি এবং পুরোহিত বশিষ্ঠের সহিত রাজকার্য্য পর্য্যবেক্ষণ করিতে লাগিলেন। তৎকালে অক্লিষ্টকর্ম্মা রাজসিংহ রামচন্দ্র ব্যবহারবিৎ ও ধর্ম্মপাঠক মন্ত্রিগণ এবং নীতিজ্ঞ সভ্যগণ ও রাজগণ সমভিব্যাহারে মহতী সভা করিয়া রাজকার্য্য পর্য্যালোচনা করিতেন। তৎকালে তাঁহার সেই সভা,—ইন্দ্র, যম এবং বরুণের সভার ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল। পরে রাম, শুভলক্ষণ লক্ষ্মণকে বলিলেন,—“মহাবাহো সুমিত্রানন্দবর্দ্ধন লক্ষ্মণ! যে সকল পুরবাসী, কার্য্যার্থী হইয়া এখানে উপস্থিত হইয়াছে, তুমি পুরদ্বারে যাইয়া তাহাদিগকে আহ্বান কর।” সুলক্ষণ লক্ষ্মণ, রামের আদেশানুসারে স্বয়ং দ্বারদেশে উপস্থিত হইয়া অর্থী এবং প্রত্যর্থীদিগকে আহ্বান করিতে লাগিলেন; কিন্তু কেহই ‘অদ্য আমার কার্য্য আছে’ এ কথা বলিল না। ১—৭। যেহেতু রামচন্দ্রের রাজত্বকালে রোগজ্বালা কিছুই ছিল না এবং ধরিত্রী,—শস্যশালিনী এবং ওষধি-সমূহে পরিপূর্ণা ছিল। তিনি ধর্ম্মানুসারে সমস্ত শাসন করিয়াছিলেন, এই কারণবশতঃ সে সময়ে কোনরূপ বাধাই উপস্থিত হয় নাই এবং বাল্য, যৌবন বা প্রৌঢ় অবস্থায় কোন প্রজাই মৃত্যুমুখে পতিত হয় নাই। পরে লক্ষ্মণ, রামের নিকটে যাইয়া করযোড়ে বলিলেন যে, “রাম-

ভূয় এব তু গচ্ছ ত্বং কার্য্যিণঃ প্রবিচারয়॥ ১১
সম্যক্ প্রণীতয়া নীত্যা নাধর্ম্মো বিদ্যতে ক্বচিৎ।
তস্মাদ্রাজভয়াৎ সর্ব্বে রক্ষন্তীহ পরস্পরম্॥ ১২
বাণা ইব ময়া মুক্তা ইহ রক্ষন্তি মে প্রজাঃ।
তথাপি ত্বং মহাবাহো প্রজা রক্ষস্ব তৎপরঃ॥ ১৩
এবমুক্তস্তু সৌমিত্রির্নির্জ্জগাম নৃপালয়াৎ।
অপশ্যদ্দ্বারদেশে বৈ শ্বানং তাবদবস্থিতম্॥ ১৪
তমেবং বীক্ষমাণং বৈ বিক্রোশন্তং মুহুর্ম্মুহুঃ।
দৃষ্ট্বাথ লক্ষ্মণস্তং বৈ স পপ্রচ্ছাথ বীর্য্যবান্॥ ১৫
কিং তে কার্য্যং মহাভাগ ব্রূহি বিস্রব্ধমানসঃ।
লক্ষ্মণস্য বচঃ শ্রুত্বা সারমেয়োঽভ্যভাষত॥ ১৬
সর্ব্বভূতশরণ্যায় রামায়াক্লিষ্টকর্ম্মণে।
ভয়েষ্বভয়দাত্রে চ তস্মৈ বক্তুং সমুৎসহে॥ ১৭
এতচ্ছ্রুত্বা তু বচনং সারমেয়স্য লক্ষ্মণঃ।
রাঘবায় তদাখ্যাতুং প্রবিবেশালয়ং শুভম্॥ ১৮
নিবেদ্য রামস্য পুনর্নির্জ্জগাম নৃপালয়াৎ।
বক্তব্যং যদি তে কিঞ্চিত্তদ্বং ব্রূহি নৃপায় বৈ॥ ১৯
লক্ষ্মণস্য বচঃ শ্রুত্বা সারমেয়োঽভ্যভাষত॥ ২০
দেবাগারে নৃপাগারে দ্বিজবেশ্মসু বৈ তথা।
বহ্নিঃ শতক্রতুশ্চৈব সূর্য্যো বায়ুশ্চ তিষ্ঠতি॥ ২১
নাত্র যোগ্যাস্তু সৌমিত্রে যোনীনামধমা বয়ম্।
প্রবেষ্টুং নাত্র শক্ষ্যামি ধর্ম্মো বিগ্রহবান্নৃপঃ॥ ২২
সত্যবাদী রণপটুঃ সর্ব্বসত্ত্বহিতে রতঃ।
ষাড়্‌গুণ্যস্য পদং বেত্তি নীতিকর্ত্তা স রাঘবঃ॥ ২৩
সর্ব্বজ্ঞঃ সর্ব্বদর্শী চ রামো রময়তাং বরঃ।
স সোমঃ স তু মৃত্যুশ্চ স যমো ধনদস্তথা॥ ২৪
বহ্নিঃ শতক্রতুশ্চৈব সূর্য্যো বৈ বরুণস্তথা।
তস্য ত্বং ব্রূহি সৌমিত্রে প্রজাপালঃ স রাঘবঃ॥ ২৫
অনাজ্ঞপ্তস্তু সৌমিত্রে প্রবেষ্টুং নেচ্ছয়াম্যহম্।
আনৃশংস্যান্মহাভাগঃ প্রবিবেশ মহাদ্যুতিঃ॥ ২৬
নৃপালয়ং প্রবিশ্যাথ লক্ষ্মণো বাক্যমব্রবীৎ।
শ্রূয়তাং মম বিজ্ঞপ্তিঃ কৌশল্যানন্দবর্দ্ধন॥ ২৭
যন্ময়োক্তং মহাবাহো তব শাসনজং বিভো।
শ্বা বৈ তে তিষ্ঠতে দ্বারি কার্য্যার্থী সমুপাগতঃ॥ ২৮
লক্ষ্মণস্য বচঃ শ্রুত্বা রামো বচনমব্রবীৎ।
সম্প্রবেশয় বৈ ক্ষিপ্রং কার্য্যার্থী যোঽত্র তিষ্ঠতি॥ ২৯
ইত্যুত্তরকাণ্ডে সপ্ততিতমঃ সর্গঃ॥ ৭০॥

রাজ্যে কাহাকেই কার্য্যার্থী দেখা যায় না।' তাহা শুনিয়া প্রফুল্লচিত্ত রাম, লক্ষ্মণকে বলিলেন,—"তুমি আবার যাইয়া কার্য্যার্থীর অন্বেষণ কর। রাজার ভয়ে ভীত হইয়াই প্রজাগণ ইহলোকে পরস্পরকে রক্ষা করে অতএব সুপ্রযুক্ত রাজনীতির প্রভাবেই অধর্ম্ম কোথাও তিষ্ঠিতে পারে না। মহাবাহো! যদিও আমার প্রবর্ত্তিত রাজনীতি বাণসমূহের ন্যায় প্রজাপুঞ্জকে রক্ষা করিতেছে, তথাপি তুমিও একাগ্রচিত্তে তাহাদিগকে রক্ষা কর।" ৮—১৩। লক্ষ্মণ এই কথা শুনিয়া রাজভবন হইতে বাহির হইয়া দেখিলেন, দ্বারদেশে একটী কুক্কুর অবস্থান করিতেছে। সে ইতস্ততঃ অবলোকনপূর্ব্বক অনবরত চীৎকার করিতেছিল। বীর্য্যবান্ লক্ষ্মণ তাহাকে এইরূপ করিতে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—'মহাভাগ! তোমার প্রয়োজন কি? বিশ্বস্তচিত্তে তাহা ব্যক্ত কর।" কুক্কুর লক্ষ্মণের কথা শুনিয়া বলিল,—"যিনি নিখিল-প্রাণীর অভয়দাতা এবং রক্ষাকর্ত্তা সেই অক্লিষ্টকর্ম্মা রামচন্দ্রকে আমার প্রয়োজন বলিতে ইচ্ছা করি।" লক্ষ্মণ কুক্কুরের কথা শুনিয়া রামচন্দ্রকে তাহা বলিবার জন্য সুন্দর রাজভবনে প্রবেশ করিলেন এবং রঘুনন্দনকে কুক্কুরের বিষয় জানাইয়া পুনরায় ফিরিয়া আসিয়া সারমেয়কে বলিলেন,—"যদি তোমার কোন সত্য কথা বলিবার থাকে, তাহা হইলে রাজাকে নিবেদন কর।" লক্ষ্মণের কথা শুনিয়া সারমেয় বলিল, —'আমরা নিখিল প্রাণীর অধম, এইজন্য দেবমন্দির রাজালয়, ব্রাহ্মণভবন এবং যে স্থানে অগ্নি, ইন্দ্র, সূর্য্য এবং বায়ু অবস্থিত করেন, তথায় প্রবেশ করিতে পাই না। ১৪—২২। লক্ষ্মণ! বিশেষতঃ সর্ব্ব-প্রাণীর মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী সত্যবাদী রণদক্ষ রাজা রামচন্দ্র মূর্ত্তিমান্ ধর্ম্ম; সুতরাং আমি তথায় যাইতে পারিব না; অপিচ সেই সাধুচরিত রঘুনন্দন রাম—সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বদর্শী, নীতিজ্ঞ এবং ষড়্‌গুণপ্রয়োগে সুনিপুণ। তিনি,—চন্দ্র, সূর্য্য, মৃত্যু, যম, কুবের, অগ্নি, ইন্দ্র ও বরুণস্বরূপ এবং তিনিই প্রজাপুঞ্জের প্রতিপালক। সুমিত্রানন্দন লক্ষ্মণ! সুতরাং তুমি তাঁহাকে আমার অভিলাষ জানাও, আমি তাঁহার অনুমতি বিনা তথায় প্রবেশ করিতে ইচ্ছা করি না।" তখন মহাদ্যুতি মহাভাগ লক্ষ্মণ, দয়া-পরবশ হইয়া রাজভবনে প্রবেশ-পূর্ব্বক রামচন্দ্রকে বলিলেন,—কৌশল্যানন্দবর্দ্ধন! আমার নিবেদন শুনুন। মহাবাহো প্রভু! আপনি আমাকে যেরূপ আদেশ করিয়াছেন, আমি তাহা বলিয়াছি; কিন্তু কার্য্যার্থী সারমেয় আপনার অনুমতি অপেক্ষায় দ্বারদেশে দাঁড়াইয়া আছে।" রামচন্দ্র লক্ষ্মণের কথা শুনিয়া বলিলেন—"যে, কার্য্যার্থী

একসপ্ততিতমঃ সর্গঃ।

শ্রুত্বা রামস্য বচনং লক্ষ্মণস্ত্বরিতস্তদা।
শ্বানমাহূয় মতিমান্ রাঘবায় ন্যবেদয়ৎ॥ ১
দৃষ্ট্বা সমাগতং শ্বানং রামো বচনমব্রবীৎ।
বিবক্ষিতার্থং মে ব্রূহি সারমেয় ন তে ভয়ম্॥ ২
অথাপশ্যত্ তত্রস্থং রামং শ্বা ভিন্নমস্তকঃ।
ততো দৃষ্ট্বা স রাজানং সারমেয়োঽব্রবীদ্বচঃ॥ ৩
রাজৈব কর্ত্তা ভূতানাং রাজা চৈব বিনায়কঃ।
রাজা সুপ্তেষু জাগর্ত্তি রাজা পালয়তি প্রজাঃ॥ ৪
নীত্যা সুনীতয়া রাজা ধর্ম্মং রক্ষতি রক্ষিতা।
যদা ন পালয়েদ্রাজা ক্ষিপ্রং নশ্যন্তি বৈ প্রজাঃ॥ ৫
রাজা কর্ত্তা চ গোপ্তা চ সর্ব্বস্য জগতঃ পিতা।
রাজা কালো যুগঞ্চৈব রাজা সর্ব্বমিদং জগৎ॥ ৬
ধারণাদ্ধর্ম্মমিত্যাহুর্ধর্ম্মেণ বিধৃতাঃ প্রজাঃ।
যস্মাদ্ধারয়তে সর্ব্বং ত্রৈলোক্যং সচরাচরম্॥ ৭
ধারণাদ্বিদ্বিষাঞ্চৈব ধর্ম্মেণারঞ্জয়ন্ প্রজাঃ।
তস্মাদ্ধারণমিত্যুক্তং স ধর্ম্ম ইতি নিশ্চয়ঃ॥ ৮
এষ রাজন্ পরো ধর্ম্মঃ ফলবান্ প্রেত্য রাঘব।
ন হি ধর্ম্মাদ্ভবেৎ কিঞ্চিদ্দুষ্প্রাপমিতি মে মতিঃ॥ ৯
দানং দয়া সতাং পূজা ব্যবহারেষু চার্জ্জবম্।
এষ রাম পরো ধর্ম্মো রক্ষণাৎ প্রেত্য চেহ চ॥ ১০
ত্বং প্রমাণং প্রমাণানামসি রাঘব সুব্রত।
বিদিতশ্চৈব তে ধর্ম্মঃ সদ্ভিরাচরিতশ্চ বৈ॥ ১১
ধর্ম্মাণাং ত্বং পরং ধাম গুণানাং সাগরোপমঃ।
অজ্ঞানাচ্চ ময়া রাজন্নুক্তস্ত্বং রাজসত্তম॥ ১২
প্রসাদয়ামি শিরসা ন ত্বং ক্রোদ্ধুমিহার্হসি।
শুনঃ সুবচনং শ্রুত্বা রাঘবো বাক্যমব্রবীৎ॥ ১৩
কিং তে কার্য্যং করোম্যদ্য ব্রূহি বিস্রব্ধ মা চিরম্।
রামস্য বচনং শ্রুত্বা সারমেয়োঽব্রবীদিদম্॥ ১৪
ধর্ম্মেণ রাষ্ট্রং বিন্দেত ধর্ম্মেণৈবানুপালয়েৎ।
ধর্ম্মাচ্ছরণ্যতাং যাতি রাজা সর্ব্বভয়াপহঃ॥ ১৫
ইদং বিজ্ঞায় যৎ কৃত্যং শ্রূয়তাং মম রাঘব।
ভিক্ষুঃ সর্ব্বার্থসিদ্ধশ্চ ব্রাহ্মণাবসথেঽবসৎ॥ ১৬
তেন দত্তঃ প্রহারো মে নিষ্কারণমনাগসঃ।
এতচ্ছ্রুত্বা তু রামেণ দ্বাঃস্থঃ সম্প্রেষিতস্তদা॥ ১৭
আনীতশ্চ দ্বিজস্তেন সর্ব্বসিদ্ধার্থকোবিদঃ।

হইয়া দ্বারে অবস্থান করিতেছে, শীঘ্র তাহাকে প্রবেশ করাও।" ২২—২৯।

একসপ্ততিতম সর্গ।

মতিমান্ লক্ষ্মণ রামের আদেশ পাইয়া কুক্কুরকে সত্বর রামের নিকটে ডাকিয়া আনিলেন। রামচন্দ্র কুক্কুরকে উপস্থিত দেখিয়া বলিলেন,—"সারমেয়! তোমার যাহা কর্ত্তব্য আছে, নির্ভয়ে আমার নিকটে তাহা বলিতে পার।" তখন সেই ভিন্ন-মস্তক সারমেয়, রাজা রামচন্দ্রকে দেখিয়া বলিল, 'রাজাই প্রাণিপুঞ্জের কর্ত্তা এবং নায়ক, রাজাই জাগিয়া থাকেন এবং রাজাই প্রজাপুঞ্জকে পালন করেন; রাজাই সকলের রক্ষাকর্ত্তা এবং তিনিই বিধিপূর্ব্বক ধর্ম্ম রক্ষা করেন; তিনি প্রজাপালন না করিলে সকলেই বিনষ্ট হয়। ১—৫। রাজা সমুদয় জগতের পিতা, রাজা প্রজাগণের পালনকর্ত্তা এবং রক্ষক, রাজাই কাল এবং যুগ, তিনিই এই সমগ্র জগৎস্বরূপ। ধর্ম্মানুসারে চরাচর সমস্ত জগৎ এবং প্রজাগণকে ধারণ অর্থাৎ পালন করেন বলিয়া পণ্ডিতগণ রাজাকে 'ধর্ম্ম' বলিয়া থাকেন। তিনি ধারণ অর্থাৎ শত্রুগণকে উন্মূলন করিয়া ধর্ম্মানুসারে প্রজারঞ্জন করেন বলিয়া পণ্ডিতগণ তাঁহাকেই 'ধর্ম্ম' বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। রাজন্! এই পরম ধর্ম্মই পরলোকে ফলপ্রদ হয়। রাম! আমার বিবেচনায় ধর্ম্মের নিকটে দুর্লভ আর কিছুই নাই। মহারাজ! সাধুগণের পূজা, সরল ব্যবহার দয়া এবং দান এই সকলই ইহলোক ও পরলোকে রক্ষার হেতু, এই কারণবশতঃ ইহাই পরম ধর্ম্ম। ৬—১০। সুব্রত রামচন্দ্র! আপনি প্রমাণের প্রমাণ, বিশেষতঃ সাধুগণের অনুষ্ঠিত ধর্ম্ম আপনি অবগত আছেন। রাজন্! আপনি গুণের সাগর এবং ধর্ম্মের পরম আশ্রয়; রাজসত্তম! আমি অজ্ঞান; সুতরাং আমি যাহা বলিয়াছি, তজ্জন্য আমার প্রতি রুষ্ট হইবেন না; আমি বিনীতভাবে আপনার নিকটে ক্ষমা চাহিতেছি, আপনি প্রসন্ন হউন।" সেই কুক্কুরের যুক্তিপূর্ণ কথা শুনিয়া রঘুনন্দন রাম বলিলেন,—"অদ্য তোমার কি কার্য্য করিব, তাহা শীঘ্র বিশ্বস্তচিত্তে বল।" সারমেয় রামের কথা শুনিয়া বলিল,—"ধর্ম্মের দ্বারা রাজা রাজ্য লাভ করেন এবং ধর্ম্মানুসারেই রাজ্য পালন করিয়া থাকেন। বিশেষতঃ— রাজা সমস্ত প্রজাগণের ভয়হারক; ধর্ম্মকার্য্য করাতেই রাজাই লোকের রক্ষক হন। ১১—১৫। রাম! ইহা বুঝিয়া আমার যাহা কার্য্য, তাহা শুনুন;— সর্ব্বার্থসিদ্ধনামক এক ভিক্ষুক ব্রাহ্মণালয়ে বাস করেন।' সেই ভিক্ষু বিনাদোষে আমাকে প্রহার করিয়াছেন।" রামচন্দ্র ইহা শুনিয়া তৎক্ষণাৎ

অথ দ্বিজবরস্তত্র রামং দৃষ্ট্বা মহাদ্যুতিঃ ॥ ১৮
কিং তে কার্য্যং ময়া রাম তদ্‌ব্রূহি ত্বং মমানঘ।
এবমুক্তস্তু বিপ্রেণ রামো বচনমব্রবীৎ ॥ ১৯
ত্বয়া দত্তঃ প্রহারোহয়ং সারমেয়স্য বৈ দ্বিজ।
কিং তবাপকৃতং বিপ্র দণ্ডেনাভিহতো যতঃ ॥ ২০
ক্রোধঃ প্রাণহরঃ শত্রুঃ ক্রোধোহমিত্রমুখো রিপুঃ।
ক্রোধো হ্যসির্মহাতীক্ষ্ণঃ সর্ব্বং ক্রোধোহপকর্ষতি ॥ ২১
তপতে যজতে চৈব যচ্চ দানং প্রযচ্ছতি।
ক্রোধেন সর্ব্বং হরতি তস্মাৎ ক্রোধং বিসর্জ্জয়েৎ ॥ ২২
ইন্দ্রিয়াণাং প্রদুষ্টানাং হয়ানামিব ধাবতাম্।
কুর্ব্বীত ধৃত্যা সারথ্যং সংহৃত্যেন্দ্রিয়গোচরম্ ॥ ২৩
মনসা কর্ম্মণা বাচা চক্ষুষা চ সমাচরেৎ।
শ্রেয়ো লোকস্য চরতো ন দ্বেষ্টি ন চ লিপ্যতে ॥ ২৪
ন তৎ কুর্য্যাদসিস্তীক্ষ্ণঃ সর্পো বা ব্যাহতঃ পদা।
অরির্বা নিত্যসংক্রুদ্ধো যথাত্মা দুরনুষ্ঠিতঃ ॥ ২৫
বিনীতবিনয়স্যাপি প্রকৃতির্ন বিধীয়তে।
প্রকৃতিং গূহমানস্য নিশ্চয়ে প্রকৃতির্ধ্রুবা ॥ ২৬
এবমুক্তঃ স বিপ্রো বৈ রামেণাক্লিষ্টকর্ম্মণা।
দ্বিজঃ সর্ব্বার্থসিদ্ধস্তু অব্রবীদ্রামসন্নিধৌ ॥ ২৭
ময়া দত্তঃ প্রহারোহয়ং ক্রোধেনাবিষ্টচেতসা।
ভিক্ষার্থমটমানেন কালে বিগতভৈক্ষকে ॥ ২৮
রথ্যাস্থিতস্ত্বয়ং শ্বা বৈ গচ্ছ গচ্ছেতি ভাষিতঃ।
অথ স্বৈরেণ গচ্ছংস্তু রথ্যান্তে বিষমস্থিতঃ ॥ ২৯
ক্রোধেন ক্ষুধয়াবিষ্টস্ততো দত্তোহস্য রাঘব।
প্রহারো রাজরাজেন্দ্র শাধি মামপরাধিনম্ ॥ ৩০
ত্বয়া শপ্তস্য রাজেন্দ্র নাস্তি মে নরকাদ্ভয়ম্।
অথ রামেণ সম্পৃষ্টাঃ সর্ব্ব এব সভাসদঃ ॥ ৩১
কিং কার্য্যমস্য বৈ কো বা দণ্ডো বৈ কোহস্য পাত্যতাম্।
সম্যক্ প্রণিহিতে দণ্ডে প্রজা ভবতি রক্ষিতা ॥ ৩২
ভৃগ্বঙ্গিরসকুৎসাদ্যা বসিষ্ঠশ্চ সকাশ্যপঃ।
ধর্ম্মপাঠকমুখ্যাশ্চ সচিবা নৈগমাস্তথা ॥ ৩৩
এতে চান্যে চ বহবঃ পণ্ডিতাস্তত্র সঙ্গতাঃ।
অবধ্যো ব্রাহ্মণো দণ্ডৈরিতি শাস্ত্রবিদো বিদুঃ ॥ ৩৪
ব্রুবতে রাঘবং সর্ব্বে রাজধর্ম্মেষু নিষ্ঠিতাঃ।
অথ তে মুনয়ঃ সর্ব্বে রামমেবাব্রুবংস্তদা ॥ ৩৫

দৌবারিককে পাঠাইলেন। দৌবারিক সেই সর্ব্ব-বেদার্থজ্ঞ দ্বিজকে আনয়ন করিল। পরে মহাদ্যুতি দ্বিজবর, সভামধ্যে রামচন্দ্রকে দেখিয়া বলিলেন,—"পুণ্যাত্মা রাম! আমাকে আপনার আবশ্যক কি, তাহা আমাকে বলুন" সেই ব্রাহ্মণের কথা শুনিয়া রাম বলিলেন,—ব্রাহ্মণ! আপনি এই কুক্কুরকে প্রহার করিয়াছেন। ব্রাহ্মণ! এই সারমেয় আপনার কি অপরাধ করিয়াছিল যে, আপনি ইহাকে দণ্ডদ্বারা গুরুতর আঘাত করিলেন? ১৬—২০। ক্রোধ, প্রাণিগণের প্রাণহর শত্রু, ক্রোধ, প্রধান-শত্রু, ক্রোধ শাণিত অসিস্বরূপ, ক্রোধ সমস্তই বিনষ্ট করে। মনুষ্যের তপ, যজ্ঞ এবং দান,—সমস্তই ক্রোধবশতঃ নষ্ট হইয়া যায়; এই জন্য ক্রোধকে কোনমতেই হৃদয়ে স্থান দেওয়া উচিত নহে, ইন্দ্রিয় সকল দুষ্ট অশ্বের ন্যায় চারিদিকে ছুটিতেছে; ভোগ্য বস্তুর প্রতি আসক্তিশূন্য হইয়া ইন্দ্রিয়াশ্বদিগের সারথ্য করা কর্ত্তব্য। মনুষ্য,—দেহ, মন, বাক্য এবং দৃষ্টিদ্বারা লোকের হিতানুষ্ঠান করিলে, কেহই তাহাকে দ্বেষ করে না এবং তাহার অনিষ্টচেষ্টায় রত হয় না। আত্মা সংযত না হইলে, যাহা করে, সর্ব্বদা ক্রুদ্ধ শত্রু বা পদদলিত সর্প অথবা শাণিত তরবারি, তাহা করিতে পারে না। ২১—২৫। বিনয় শিক্ষা করিয়া লোক নিজ স্বভাব সংশোধন করিতে চেষ্টা করিলেও তাহার স্বভাবের পরিবর্ত্তন হয় না, যেহেতু স্বভাব নিশ্চল, ইহাই স্থির সিদ্ধান্ত।" অক্লিষ্টকর্ম্মা রাম এইকথা বলিলে, দ্বিজবর সর্ব্বার্থসিদ্ধ বলিলেন,—"আমি অসময়ে ভিক্ষা করিতে বাহির হইলাম কিন্তু সেই সময়ে ভিক্ষা না পাওয়ায় অত্যন্ত ক্রুদ্ধ ছিলাম, সেই জন্য ক্রোধে ইহাকে প্রহার করিয়াছি। এই কুক্কুর পথের মধ্যস্থলে ছিল, দেখিয়া আমি উহাকে পথ ছাড়িয়া দিতে বলায় এ আপন ইচ্ছামত পথপ্রান্তে গিয়া বিষমভাবে দাঁড়াইয়া রহিল। রামচন্দ্র! আমি সেই সময়ে ক্ষুধায় কাতর হইয়াছিলাম, তাই ক্রোধে ইহাকে মারিয়াছি; রাজরাজেন্দ্র! সুতরাং আমি দোষী, আমাকে যে দণ্ড হয় তাহাই দিন। ২৬—৩০। রাজেন্দ্র! আপনার নিকটে দণ্ডিত হইলে আমার আর নরক-ভয় থাকিবে না।" রামচন্দ্র সমস্ত সভাসদ্‌গণকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"ইঁহার প্রতি কিরূপ ব্যবস্থা করা কর্ত্তব্য, তাহা আপনারা বলুন, দোষ যেরূপ সেইরূপ দণ্ডপ্রয়োগ করিলে প্রজাগণ সুরক্ষিত হয়, সুতরাং ইঁহার প্রতি কিরূপ দণ্ড বিধান করা যায়?" সেই সভায় রাজকার্য্যদর্শী বশিষ্ঠ, কাশ্যপ, ভৃগু, আঙ্গিরস এবং কুৎস প্রভৃতি ঋষিগণ, প্রধান ধর্ম্মপাঠকগণ, নৈগম সচিবগণ এবং অন্যান্য অনেক পণ্ডিতগণ উপস্থিত ছিলেন। তাঁহারা সকলে একবাক্যে রামকে বলিলেন,—ব্রাহ্মণ দণ্ডদ্বারা বধ্য নহেন, ইহা শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত-

রাজা শাস্তা হি সর্ব্বস্য ত্বং বিশেষেণ রাঘব।
ত্রৈলোক্যস্য ভবান্‌ শাস্তা দেবো বিষ্ণুঃ সনাতনঃ॥ ৩৬
এবমুক্তে তু তৈঃ সর্ব্বৈঃ শ্বা বৈ বচনমব্রবীৎ।
যদি তুষ্টোঽসি মে রাজন্‌ যদি দেয়ো বরো মম॥ ৩৭
প্রতিজ্ঞাতং ত্বয়া বীর কিং করোমীতি বিক্রুতম্‌।
প্রযচ্ছ ব্রাহ্মণস্যাস্য কৌলপত্যং নরাধিপ॥ ৩৮
কালঞ্জরে মহারাজ কৌলপত্যং প্রদীয়তাম্‌।
এতচ্ছ্রুত্বা তু রামেণ কৌলপত্যেঽভিষেচিতঃ॥ ৩৯
প্রযযৌ ব্রাহ্মণো হৃষ্টো গজস্কন্ধেন সোঽর্চ্চিতঃ।
অথ তে রামসচিবাঃ স্ময়মানা বচোঽব্রুবন্‌॥ ৪০
বরোঽয়ং দত্ত এতস্য নায়ং শাপো মহাদ্যুতে।
এবমুক্তস্তু সচিবৈ রামো বচনমব্রবীৎ॥ ৪১
ন যূয়ং গতিতত্ত্বজ্ঞাঃ শ্বা বৈ জানাতি কারণম্‌।
অথ পৃষ্টস্তু রামেণ সারমেয়োঽব্রবীদিদম্‌॥ ৪২
অহং কুলপতিস্তত্র আসং শিষ্টান্নভোজনঃ।
দেবদ্বিজাতিপূজায়াং দাসীদাসেষু রাঘব॥ ৪৩
সংবিভাগী শুভরতির্দেবদ্রব্যস্য রক্ষিতা।
বিনীতঃ শীলসম্পন্নঃ সর্ব্বসত্ত্বহিতে রতঃ॥ ৪৪
সোঽহং প্রাপ্ত ইমাং ঘোরামবস্থামধমাং গতিম্‌।
এবং ক্রোধান্বিতো বিপ্রস্ত্যক্তধর্ম্মাহিতে রতঃ॥ ৪৫
ক্রুদ্ধো নৃশংসঃ পুরুষ অবিদ্বাংশ্চাপ্যধার্ম্মিকঃ।
কুলানি পাতয়েত্যেব সপ্তসপ্ত চ রাঘব॥ ৪৬
তস্মাৎ সর্ব্বাস্ববস্থাসু কৌলপত্যং ন কারয়েৎ।
যমিচ্ছেন্নরকং নেতুং সপুত্রপশুবান্ধবম্‌॥ ৪৭
দেবেষ্বধিষ্ঠিতং কুর্য্যাদ্গোষু চ ব্রাহ্মণেষু চ।
ব্রহ্মস্বং দেবতাদ্রব্যং স্ত্রীণাং বালধনঞ্চ যৎ॥ ৪৮
দত্তং হরতি যো ভূয় ইষ্টৈঃ সহ বিনশ্যতি।
ব্রাহ্মণদ্রব্যমাদত্তে দেবানাঞ্চৈব রাঘব॥ ৪৯
সদ্যঃ পততি ঘোরে বৈ নরকেঽবীচিসংজ্ঞকে।
মনসাপি হি দেবস্বং ব্রহ্মস্বঞ্চ হরেত্তু যঃ॥ ৫০
নিরয়ান্নিরয়ঞ্চৈব পতত্যেব নরাধমঃ।
এতচ্ছ্রুত্বা বচনং রামো বিস্ময়োৎফুল্ললোচনঃ॥ ৫১
শ্বাপ্যগচ্ছন্মহাতেজা যত এবাগতস্ততঃ।
মনস্বী পূর্ব্বজাত্যা স জাতিমাত্রোপদূষিতঃ॥ ৫২
বারাণস্যাং মহাভাগঃ প্রায়মুপবিবেশ হ॥ ৫৩
ইত্যুত্তরকাণ্ডে একসপ্ততিতমঃ সর্গঃ॥ ৭১॥

গণ বলিয়াছেন। রাম! রাজাগণই প্রজার শাসনকর্ত্তা, বিশেষতঃ তুমি দেব সনাতন বিষ্ণু এবং ত্রৈলোক্যেরও শাসনকর্ত্তা।" ৩১—৩৬। তাঁহারা এই কথা বলিলে, সারমেয় কহিল,—রাজন্‌! যদি আপনি আমার প্রতি সন্তুষ্ট হইয়া থাকেন এবং যদি আমাকে আমাকে বর দেয় হয়, তাহা হইলে এই ব্রাহ্মণকে কুলপতিপদ প্রদান করুন। বীর নরাধিপ! "তোমার কি করিব?" এই কথা বলিয়া আপনি আমার নিকটে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়াছেন; সুতরাং মহারাজ! এই ব্রাহ্মণকে কালঞ্জরে কুলপতিপদ প্রদান করুন।" ইহা শুনিয়া রাম তাহাকে কুলপতিপদে অভিষিক্ত করিলেন এবং সেই ব্রাহ্মণও অর্চ্চিত হইয়া হৃষ্টচিত্তে হস্তিপৃষ্ঠারোহণপূর্ব্বক প্রস্থান করিলেন। পরে রামের সচিবগণ বিস্মিত হইয়া বলিলেন—"মহাদ্যুতে! ইহাকে ত শাপ দেওয়া হইল না, বরং বর দেওয়াই হইল। রাম সচিবগণের কথা শুনিয়া তাঁহাদিগকে বলিলেন,—"আপনারা ইহার নিগূঢ় তত্ত্ব জানেন না, এই কুক্কুর ইহার কারণ জানে।" তৎপরে রামচন্দ্র, সারমেয়কে ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে, সে বলিল,—"আমি সেই কালঞ্জরে কুলপতি ছিলাম। রামচন্দ্র! দেব এবং দ্বিজের পূজায় আমার পবিত্র অনুরাগ ছিল। আমি দেব, দ্বিজ, অতিথি, দাস, দাসী প্রভৃতি সকলকে ভোজন করাইয়া অবশিষ্ট যাহা থাকিত তাহাই আহার করিতাম; এবং বিনীত, সুশীল ও সর্ব্বজীবের কল্যাণরত হইয়া দেবদ্রব্য রক্ষা করিতাম; তথাচ এই দারুণ অধম গতি এবং দশা পাইয়াছি। রঘুনন্দন! এই অধার্ম্মিক নিষ্ঠুর ব্রাহ্মণ এইরূপে ক্রোধের বশীভূত হইয়া ধর্ম্ম পরিত্যাগপূর্ব্বক লোকের অনিষ্ট করে; এমন কি, এই মূর্খ ব্রাহ্মণ রুক্ষস্বভাববশতঃ ক্রুদ্ধ হইয়া চতুর্দ্দশ কুলকেও পাতিত করিবে। ৩৭—৪৬। সুতরাং এ ব্রাহ্মণ কোনরূপেই কুলপতিপদ রক্ষা করিতে পারিবে না। পুত্র, বান্ধব এবং পশুর সহিত যাহাকে নরক লইয়া যাইতে ইচ্ছা হইবে, তাহাকে দেবসেবায়, ব্রাহ্মণসেবায় অথবা গোসেবায় নিযুক্ত করা উচিত। যিনি দেবতা-দ্রব্য, ব্রহ্মস্ব, স্ত্রীধন এবং বালকের ধন গ্রহণ করেন এবং দান করিয়া পুনরাহরণ করেন, তিনি নিজ বন্ধুগণের সহিত বিনষ্ট হন। রামচন্দ্র! যিনি দেবতা এবং ব্রাহ্মণের দ্রব্য গ্রহণ করেন, তিনি সদ্যই অবীচিনামক ঘোরতর নরকে পতিত হন। এমন কি, যে নরাধম মনে মনেও ব্রহ্মস্ব ও দেবস্ব হরণ করে, সে এক নরক হইতে অন্য নরকে পতিত হয়।" মহাতেজা রাম, তাহার কথা শুনিয়া বিস্ময়ে উৎফুল্লনয়ন হইলেন এবং সেই কুক্কুরও যে দিক্‌ হইতে আসিয়াছিল, সেই দিকেই চলিয়া গেল। সেই মহাভাগ

দ্বিসপ্ততিতমঃ সর্গঃ।

অথ তস্মিন্ বনোদ্দেশে রম্যে পাদপশোভিতে।
নদীকীর্ণে গিরিবরে কোকিলানেককূজিতে॥ ১
সিংহব্যাঘ্রসমাকীর্ণে নানাদ্বিজগণাবৃতে।
গৃধ্রোলূকৌ প্রবসতো বহুবর্ষগণানপি॥ ২
অথোলূকস্য ভবনং গৃধ্রঃ পাপবিনিশ্চয়ঃ।
মমেদমিতি কৃত্বাসৌ কলহং তেন চাকরোৎ॥ ৩
রাজা সর্ব্বস্য লোকস্য রামো রাজীবলোচনঃ।
তং প্রপদ্যাবহে শীঘ্রং যস্যৈতদ্ভবনং ভবেৎ॥ ৪
ইতি কৃত্বা মতিং তাস্তু নিশ্চয়ার্থং সুনিশ্চিতাম্।
গৃধ্রোলূকৌ প্রপদ্যেতাং কোপাবিষ্টৌ হ্যমর্ষিতৌ॥ ৫
রামং প্রপদ্য তৌ শীঘ্রং কলিব্যাকুলচেতসৌ।
তৌ পরস্পরবিদ্বেষাৎ স্পৃশতশ্চরণৌ তদা॥ ৬
অথ দৃষ্ট্বা নরেন্দ্রং তং গৃধ্রো বচনমব্রবীৎ।
সুরাণামসুরাণাঞ্চ প্রধানস্ত্বং মতো মম॥ ৭
বৃহস্পতেশ্চ শুক্রাচ্চ বরিষ্ঠোঽসি মহাদ্যুতে।
পরাবরজ্ঞো ভূতানাং কান্ত্যা চন্দ্র ইবাপরঃ॥ ৮
দুর্নিরীক্ষ্যো যথা সূর্য্যো হিমবাংশ্চৈব গৌরবে।
সাগরশ্চাপি গাম্ভীর্য্যে লোকপালোপমো হ্যসি॥ ৯
কান্ত্যা ধরণ্যা তুল্যোঽসি শীঘ্রত্বে হ্যনিলোপমঃ।
গুরুস্ত্বং সর্ব্বসম্পন্নঃ কীর্ত্তিযুক্তশ্চ রাঘব॥ ১০
অমর্ষী দুর্জ্জয়ো জেতা সর্ব্বাস্ত্রবিধিপারগঃ।
শৃণুষ্ব মম বৈ রাম বিজ্ঞাপ্যং নরপুঙ্গব॥ ১১
মমালয়ং পূর্ব্বকৃতং বাহুবীর্য্যেণ রাঘব।
উলূকো হরতে রাজংস্তত্র ত্বং ত্রাতুমর্হসি॥ ১২
এবমুক্তে তু গৃধ্রেণ উলূকো বাক্যমব্রবীৎ।
সোমাৎ শক্রাত্তথা সূর্য্যাদ্ধনদাদ্ যমাত্তথা॥ ১৩
জায়তে বৈ নৃপো রাম কিঞ্চিদ্ভবতি মানুষঃ।
ত্বন্তু সর্ব্বময়ো দেবো নারায়ণ ইবাপরঃ॥ ১৪
যা চ তে সৌম্যতা রাজন্ সম্যক্ প্রণিহিতা ত্বিতো।
সমং চরসি চান্বিষ্য তেন সোমাংশকো ভবান্॥ ১৬
ক্রোধে দণ্ডে প্রজানাথ দানে পাপভয়াপহঃ।
দাতা হর্ত্তাসি গোপ্তাসি তেনেন্দ্র ইব নো ভবান্॥ ১৫
অধৃষ্যঃ সর্ব্বভূতানাং তেজসা চানলোপমঃ।

কুকুর কেবল জাতিমাত্রে দূষিত হইলেও পূর্ব্বজাতীয় গৌরববশতঃ মনস্বী ছিল, অতএব সে বারাণসীতে গিয়া অনাহারব্রত অবলম্বন করিল। ৪৭—৫৬।

দ্বিসপ্ততিতম সর্গ।

বিবিধবৃক্ষশোভিত কোন এক রমণীয় কাননে বহু-বৎসর ধরিয়া এক গৃধ্র এবং একটী পেচক বাস করিত, সেই কানন,—সুন্দর পর্ব্বত এবং নদী সকলদ্বারা শোভিত, সিংহ এবং ব্যাঘ্রদ্বারা সঙ্কুল, বহু কোকিলের কূজন-শব্দে মুখরিত এবং নানাজাতীয় পক্ষিগণে পরিপূর্ণ ছিল। একদিন ঐ পাপাত্মা, গৃধ্র, পেচকের বাসাটী তাহার নিজের বলিয়া পেচকের সহিত বিবাদ করিতে আরম্ভ করিল। "রাজীবলোচন রামচন্দ্র সমস্ত লোকেরই রাজা, সুতরাং এখনই আমরা তাঁহার নিকটে যাই, তিনি 'ইহা কাহার বাসা' তাঁহার বিচার করিয়া দিবেন।" কুপিত গৃধ্র এবং পেচক মনে মনে এইরূপ সিদ্ধান্ত করিয়া বিবাদ মীমাংসা করিবার জন্য রামের নিকটে উপস্থিত হইল। ১—৫। কলহ-কারণ ব্যাকুলিতচিত্ত সেই গৃধ্র এবং পেচক পরস্পর বিদ্বেষবশতঃ রামের নিকটে উপস্থিত হইয়া সত্বর পাদযুগল স্পর্শ করিল। পরে গৃধ্র, নরপতিকে বলিতে লাগিল,—"মহাদ্যুতে! আমার বিবেচনায় আপনি দেবতা এবং অসুরগণের মধ্যে প্রধান এবং বৃহস্পতি বা শুক্রাচার্য্য অপেক্ষাও প্রধান আপনি সৌন্দর্য্যে দ্বিতীয় চন্দ্রমা, প্রাণিগণের উৎকর্ষ ও অপকর্ষ-বিষয়ে সম্যক্ অভিজ্ঞ, গৌরবে হিমালয়, সূর্য্যের ন্যায় দুর্নিরীক্ষ্য, সমুদ্রের ন্যায় গম্ভীর এবং লোকপালের ন্যায় প্রভাবযুক্ত। রঘুনন্দন! আপনি ক্ষমাগুণে পৃথিবীর ন্যায়, বেগে বায়ুর ন্যায়, চরাচরের গুরু, সর্ব্বগুণশালী এবং কীর্ত্তিমান্। ৬—১০। রাজন্! আপনি অমর্ষী, দুর্জ্জয় এবং জেতা, বিশেষতঃ অস্ত্রবিদ্যায় পারদর্শী। রাম! আমার একটী নিবেদন আছে শুনুন। রাঘব! আমার পূর্ব্ব অধিকৃত একটী নীড় ছিল, পেচক বলপূর্ব্বক কাড়িয়া লইয়াছে। রাজন্! আমাকে রক্ষা করুন।" গৃধ্র এই কথা কহিলে, পেচক বলিল,—"রাম! চন্দ্র, সূর্য্য, ইন্দ্র, কুবের এবং যম ইহাদের অংশে রাজার জন্ম হয়, কিন্তু কেবল দেহমাত্রে মনুষ্য।—রাজন্! আপনি সর্ব্বময় দেব নারায়ণ; আপনাতে সৌম্যতা [illegible] বিদ্যমান আছে এবং আপনিও সতত [illegible] সমতা আচরণ করেন, এই জন্যই আপনাকে [illegible] বলিয়া থাকে। ১১—১৫। প্রজানাথ! আপনি প্রজাগণের অভয়প্রদ; বিশেষতঃ [illegible] ক্রোধকালে ক্রোধবরণ এবং দণ্ডের রাজা [illegible], অতএব আমাদিগের ইন্দ্রস্বরূপ আপনি [illegible]

অতীক্ষ্ণং তপসে লোকাংস্তেন ভাস্করসন্নিভঃ ॥ ১৭
স কান্তিদ্বেশতুল্যোঽসি অথবা ধনদাধিকঃ।
বিত্তেশস্যেব পদ্মা শ্রীর্নিত্যং তে রাজসত্তম ॥ ১৭
ধনদস্য তু কার্য্যেণ ধনদস্তেন নো ভবান্।
সমঃ সর্ব্বেষু ভূতেষু স্থাবরেষু চরেষু চ ॥ ১৯
শত্রৌ মিত্রে চ তে দৃষ্টিঃ সমতাং যাতি রাঘব।
ধর্ম্মেণ শাসনং নিত্যং ব্যবহারে বিধিক্রমাৎ ॥ ২০
যস্য ক্রুধ্যসি বৈ রাম তস্য মৃত্যুর্বিধাবতি।
গীয়সে তেন বৈ রাম যম ইত্যতিবিক্রমঃ ॥ ২১
যশ্চৈব মানুষো ভাবো ভবতো নৃপসত্তম।
আনৃশংস্যপরো রাজা সর্ব্বেষু ক্ষময়ান্বিতঃ ॥ ২২
দুর্ব্বলস্য ত্বনাথস্য রাজা ভবতি বৈ বলম্।
অচক্ষুষোত্তমং চক্ষুরগতেঃ স গতির্ভবান্ ॥ ২৩
অস্মাকমপি নাথস্ত্বং শ্রূয়তাং মম ধার্ম্মিক।
মমালয়ং প্রবিষ্টস্তু গৃধ্রো মাং বাধতে নৃপ ॥ ২৪
ত্বং হি দেবমনুষ্যেষু শাস্তা বৈ নরপুঙ্গব।
এতচ্ছ্রুত্বা তু বৈ রামঃ সচিবানাহ্বয়ৎ স্বয়ম্ ॥ ২৫
ধৃষ্টির্জয়ন্তো বিজয়ঃ সিদ্ধার্থো রাষ্ট্রবর্দ্ধনঃ।
অশোকো ধর্ম্মপালশ্চ সুমন্ত্রশ্চ মহাবলঃ ॥ ২৬
এতে রামস্য সচিবা রাজ্ঞো দশরথস্য চ।
নীতিযুক্তা মহাত্মানঃ সর্ব্বশাস্ত্রবিশারদাঃ ॥ ২৭
ধীমন্তশ্চ কুলীনাশ্চ নয়ে মন্ত্রে চ কোবিদাঃ।
তানাহূয় স ধর্ম্মাত্মা পুষ্পকাদবতীর্য্য চ ॥ ২৮
গৃধ্রোলূকবিবাদং তং পৃচ্ছতি স্ম রঘূত্তমঃ।
কতি বর্ষাণি বৈ গৃধ্র তবেদং নিলয়ং কৃতম্ ॥ ২৯
এতন্মে কারণং ব্রূহি যদি জানাসি তত্ত্বতঃ।
এতচ্ছ্রুত্বা তু বৈ গৃধ্রো ভাষতে রাঘবং স তম্ ॥ ৩০
ইয়ং বসুমতী রাম মনুষ্যৈঃ পরিতো যদা।
উত্থিতৈরাবৃতা সর্ব্বা তদা প্রভৃতি মে গৃহম্ ॥ ৩১
উলূকশ্চাব্রবীদ্রামং পাদপৈরুপশোভিতা।
যদেয়ং পৃথিবী রাজংস্তদা প্রভৃতি মে গৃহম্।
এতচ্ছ্রুত্বা তু বৈ রামঃ সভাসদমুবাচ হ ॥ ৩২

  ন সা সভা যত্র ন সন্তি বৃদ্ধা
  বৃদ্ধা ন তে যে ন বদন্তি ধর্ম্মম্।
  নাসৌ ধর্ম্মো যত্র ন সত্যমস্তি
  ন তৎ সত্যং যচ্ছলেনানুবিদ্ধম্ ॥ ৩৩

যে তু সভ্যাঃ সদা গত্বা তূষ্ণীং ধ্যায়ন্ত আসতে।
যথা প্রাপ্তং ন ব্রুবতে তে সর্ব্বেঽনৃতবাদিনঃ ॥ ৩৪

অথবা, তেজে অগ্নিতুল্য এবং লোকসকলকে তাপ দান করেন বলিয়াই তপনতুল্য। রাজসত্তম! আপনি সাক্ষাৎ ধনপতিতুল্য কিম্বা ধনদ অপেক্ষাও অধিক; কেননা ধনেশ্বরের ন্যায় কমলপাণি লক্ষ্মী সতত আপনার সন্নিহিতা; বিশেষতঃ ধনদের কার্য্য করেন বলিয়াই আপনি আমাদিগের ধনপতি। রাঘব! আপনি স্থাবর জঙ্গম এ সমস্ত জীবেই তুল্যভাব, অতএব শত্রু এবং মিত্রে আপনার সমদৃষ্টি। আপনি ব্যবহার-শাস্ত্রের বিধি অনুসারে সর্ব্বদা শাসন করেন। রাম! আপনার পরাক্রম অত্যন্ত অধিক; সুতরাং আপনি যাহার উপর ক্রুদ্ধ হন, মৃত্যুও তাহার নিকটে ধাবিত হইয়া থাকে; এই কারণে আপনি যম বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়া থাকেন। নৃপশ্রেষ্ঠ! নিখিল প্রাণীর প্রতি ক্ষমাগুণশালী দয়াময় আপনার এই মানুষ-ভাবই রাজা বলিয়া কীর্ত্তিত হয়। রাজাই অনাথ এবং দুর্ব্বলের বল; যাহার চক্ষু নাই, আপনিই তাহার উত্তম চক্ষু এবং আপনিই অগতির গতি। ধার্ম্মিক! আপনিই আমাদিগের নাথ, সুতরাং আমার নিবেদন শুনুন। রাজন্! গৃধ্র আমার নীড়ে প্রবেশ করিয়া আমাকে কষ্ট দিতেছে। নরশ্রেষ্ঠ! আপনিই দেবতা এবং মনুষ্যলোকের শাস্তা।" রাম, ইহা শুনিয়া, স্বয়ং সচিবগণকে আহ্বান করিলেন। ১৬—২৫। ধৃষ্টি, জয়ন্ত, বিজয়, সিদ্ধার্থ, রাষ্ট্রবর্দ্ধন, অশোক, ধর্ম্মপাল এবং সুমন্ত্র প্রভৃতি যে সমস্ত বুদ্ধিমান, কুলীন, সর্ব্বশাস্ত্রে অভিজ্ঞ, নীতিনিপুণ এবং মন্ত্রণাকুশল মহাত্মা মন্ত্রিগণ রাজা দশরথের মন্ত্রিত্ব করিয়াছিলেন, রঘুশ্রেষ্ঠ ধর্ম্মাত্মা রামচন্দ্র সেই সচিবগণকে আহ্বানপূর্ব্বক পুষ্পকরথ হইতে অবতীর্ণ হইয়া গৃধ্র এবং পেচকের বিবাদের বিষয় এইরূপে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"গৃধ্র! তোমার এই নীড় কত বৎসর নির্ম্মিত হইয়াছে? যদি তোমার স্মরণ থাকে, তাহা হইলে আমার নিকটে তাহা যথার্থ-রূপে বল।" গৃধ্র ইহা শুনিয়া রঘুনন্দন রামকে বলিল। ২৬—৩০। "রাম! মনুষ্যগণ যতদিন অবধি এই বসুমতীর চতুর্দ্দিক্ আবৃত করিয়াছে, তদবধি হইতে আমার গৃহ নির্ম্মিত হইয়াছে।" পেচক রামকে কহিল,—"রাজন্! এই পৃথিবী যদবধি তরুরাজিদ্বারা শোভিত হইয়াছে, সেই সময় হইতেই আমার নীড় প্রস্তুত হইয়াছে।" এই কথা শুনিয়া রাম সভাসদ্-গণকে বলিলেন,—"যে সভায় বৃদ্ধগণ থাকে না, সে সভাই নহে; যে বৃদ্ধেরা ধর্ম্মের উপদেশ দেন না, তাঁহারা বৃদ্ধের মধ্যেই পরিগণিত হন না; যে ধর্ম্মে সত্য নাই, সে ধর্ম্ম ধর্ম্মই নহে এবং যে সত্য ছলবিশিষ্ট, সে সত্য; সত্যই নহে। যে সভাসদ্ সকল চিন্তা

জানন্ন ব্যাব্রবীৎ প্রশ্নান্ কামাৎ ক্রোধাদ্ভয়াত্তথা।
সহস্রং বারুণান্ পাশানাত্মনি প্রতিমুঞ্চতি॥ ৩৫
তেষাং সংবৎসরে পূর্ণে পাশ একঃ প্রমুচ্যতে।
তস্মাৎ সত্যেন বক্তব্যং জানতা সত্যমঞ্জসা॥ ৩৬
এতচ্ছ্রুত্বা তু সচিবা রামমেবাক্রুবংস্তদা।
উলূকঃ শোভতে রাজন্ ন তু গৃধ্রো মহামতে॥ ৩৭
ত্বং প্রমাণং মহারাজ রাজা হি পরমা গতিঃ।
রাজমূলাঃ প্রজাঃ সর্ব্বা রাজা ধর্ম্মঃ সনাতনঃ॥ ৩৮
শাস্তা নৃণাং নৃপো যেষাং তে ন গচ্ছন্তি দুর্গতিম্।
বৈবস্বতেন মুক্তাস্তু ভবন্তি পুরুষোত্তমাঃ॥ ৩৯
সচিবানাং বচঃ শ্রুত্বা রামো বচনমব্রবীৎ।
শ্রূয়তামভিধাস্যামি পুরাণে বদুদাহৃতম্॥ ৪০
দ্যৌঃ সচন্দ্রার্কনক্ষত্রা সপর্ব্বতমহাবনা।
সলিলার্ণবসম্পূর্ণং ত্রৈলোক্যং সচরাচরম্॥ ৪১
এক এব তদা হ্যাসীদ্যুক্তো মেরুরিবাপরঃ।
পুরা ভূঃ সহ লক্ষ্ম্যা চ বিষ্ণোর্জঠরমাবিশৎ॥ ৪২
তাং নিগৃহ্য মহাতেজাঃ প্রবিশ্য সলিলার্ণবম্।
সুষ্বাপ দেবো ভূতাত্মা বহূন্ বর্ষগণানপি॥ ৪৩
বিষ্ণৌ সুপ্তে তদা ব্রহ্মা বিবেশ জঠরং ততঃ।
রুদ্ধস্রোতস্তু তং জ্ঞাত্বা মহাযোগী সমাহিতঃ॥ ৪৪
নাভ্যাং বিষ্ণোঃ সমুৎপন্নে পদ্মে হেমবিভূষিতে।
স তু নির্গম্য বৈ ব্রহ্মা যোগী ভূত্বা মহাপ্রভুঃ॥ ৪৫
সিসৃক্ষুঃ পৃথিবীং বায়ুং পর্ব্বতান্ সমহীরুহান্।
তদন্তরে প্রজাঃ সর্ব্বাঃ সমনুষ্যসরীসৃপান্॥ ৪৬
জরায়ুজাণ্ডজান্ সর্ব্বান্ সসর্জ্জ স মহাতপাঃ।
তত্র শ্রোত্রমলোৎপন্নঃ কৈটভো মধুনা সহ॥ ৪৭
দানবৌ তৌ মহাবীর্য্যৌ ঘোররূপৌ দুরাসদৌ।
দৃষ্ট্বা প্রজাপতিং তত্র ক্রোধাবিষ্টৌ বভূবতুঃ॥ ৪৮
বেগেন মহতা তত্র স্বয়ম্ভুবমধাবতাম্।
দৃষ্ট্বা স্বয়ম্ভুবা মুক্তো রাবো বৈ বিকৃতস্তদা॥ ৪৯
তেন শব্দেন সম্প্রাপ্তৌ দানবৌ হরিণা সহ।
অথ চক্রপ্রহারেণ সূদিতৌ মধুকৈটভৌ॥ ৫০
মেদসা প্লাবিতা সর্ব্বা পৃথিবী চ সমন্ততঃ।
ভূয়ো বিশোধিতা তেন হরিণা লোকধারিণা॥ ৫১
শুদ্ধাং বৈ মেদিনীং তান্তু বৃক্ষৈঃ সর্ব্বামপূরয়ৎ।
ওষধ্যঃ সর্ব্বশস্যানি নিষ্পদ্যন্ত পৃথগ্বিধাঃ॥ ৫২
মেদোগন্ধা তু ধরণী মেদিনীত্যভিসংজ্ঞিতা।
তস্মান্ন গৃধ্রস্য গৃহমুলূকস্যেতি মে মতিঃ॥ ৫৩

জানিয়াও মৌন হইয়া থাকেন এবং যথাযোগ্য স্বীয় মত প্রকাশ না করেন, তাঁহারা সকলেই মিথ্যাবাদী, অথবা যাঁহারা জানিয়াও কাম, ক্রোধ বা ভয়ে প্রশ্নের উত্তর দেন না, তাঁহারা নিজের উপরে সহস্র বরুণ-পাশ নিক্ষিপ্ত করিয়া থাকেন। ৩১—৩৫। সংবৎসর পূর্ণ হইলে তাঁহাদের সেই পাশের এক একটী মুক্ত হইয়া যায়; সুতরাং সত্য জানিয়া তৎক্ষণাৎ সত্য কথাই বলা উচিত।" সচিবগণ ইহা শুনিয়া রামকে বলিলেন —"মহামতে রাজন্! পেচক যাহা বলিতেছে, তাহাই আদরণীয়, গৃধ্রের কথা সত্য নহে। মহারাজ! এখন আপনিই ইহার বিচার করুন। কেননা রাজাই প্রজাগণের পরম গতি, রাজাকে আশ্রয় করিয়া প্রজাগণ রক্ষিত হয় এবং রাজাই সনাতন ধর্ম্ম।" সচিবগণের কথা শুনিয়া রামচন্দ্র বলিলেন,—"পুরাণে যাহা উদাহরণ দেওয়া হইয়াছে, বলিতেছি শ্রবণ করুন। ৩৬—৪০। "পুরাকালে এই চরাচর বিশ্ব সাগর-সলিলে পরিপ্লুত ছিল। তখন দ্বিতীয় মেরুর ন্যায় একমাত্র বিষ্ণুই যোগাবলম্বনপূর্ব্বক ছিলেন। তৎকালে ভূমি লক্ষ্মীর সহিত বিষ্ণুর উদরমধ্যে প্রবেশ করিল; ভূতাত্মা মহাতেজা দেব বিষ্ণু তাহাকে লইয়া সাগরে প্রবেশ করত বহুবর্ষ শয়ান রহিলেন। বিষ্ণু নিদ্রিত হইলে, মহাযোগী ব্রহ্মা সমাহিতচিত্তে সেই বিষ্ণুকে রুদ্ধস্রোত জানিয়া তাঁহার উদরমধ্যে প্রবেশ করিলেন। পরে বিষ্ণুর নাভিদেশে স্বর্ণবিভূষিত পদ্ম উৎপন্ন হইলে, তাহাতে মহাপ্রভু যোগিবর ব্রহ্মা আবির্ভূত হইলেন। সেই সময়ে মহাতপা ব্রহ্মা সৃষ্টি করিতে ইচ্ছুক হইয়া পৃথিবী, বায়ু, পর্ব্বত, মহীরুহ, মনুষ্য এবং সরীসৃপ প্রভৃতি জরায়ুজ এবং অণ্ডজ প্রজা সকল সৃষ্টি করিলেন। তৎকালে মধু এবং কৈটভনামক মহাবীর্য্য ঘোররূপ দুরাসদ দানব-দ্বয় বিষ্ণুর কর্ণমল হইতে উৎপন্ন হইল। তাহারা তথায় প্রজাপতি স্বয়ম্ভুকে দেখিয়া ক্রোধাবিষ্ট হইয়া অতিশয় বেগে ব্রহ্মার দিকে ধাবিত হইল। তাহা দেখিয়া স্বয়ম্ভু বিকৃতস্বরে চীৎকার করিয়া উঠিলেন। ৪১—৪৯। নারায়ণ সেই শব্দে জাগরিত হইয়া সেই দানব-যুগলের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন এবং কিয়ৎকাল পরে চক্রাঘাতে তাহাদের উভয়কে বধ করিলেন। তাহাতে সমস্ত পৃথিবী তাহাদের মেদে পরিপ্লুতা হইল; লোকধারী হরি পুনরায় তাহাকে বিশুদ্ধ করত সমস্ত মেদিনীকে বৃক্ষরাজিদ্বারা পরিপূর্ণ করিলেন। তখন বিবিধ ওষধি এবং শস্য জন্মিতে লাগিল এবং মেদোগন্ধযুক্ত বলিয়াই ধরণী 'মেদিনী' নামে বিখ্যাতা হইলেন; সুতরাং আমার বিবেচনায় ঐ নীড় পেচকের; গৃধ্রের নহে।

তস্মাদ্‌গৃধ্রস্য দণ্ড্যো বৈ পাপো হর্ত্তা পরালয়ম্।
পীড়াং করোতি পাপাত্মা দুর্ব্বিনীতো মহাময়ম্॥ ৫৪
অথাশরীরিণী বাণী অন্তরিক্ষাৎ প্রবোধিনী।
মা বধী রাম গৃধ্রং ত্বং পূর্ব্বদগ্ধং তপোবলাৎ॥ ৫৫
কালগৌতমদগ্ধোঽয়ং প্রজানাথো নরেশ্বর।
ব্রহ্মদত্তেতি নাম্নৈষ শূরঃ সত্যব্রতঃ শুচিঃ॥ ৫৬
গৃহং তস্যাগতো বিপ্রো ভোজনং প্রত্যমার্গত।
সাগ্রং বর্ষশতঞ্চৈব ভোক্তব্যং নৃপসত্তম॥ ৫৭
ব্রহ্মদত্তঃ স বৈ তস্য পাদ্যমর্ঘ্যং স্বয়ং নৃপ।
হার্দ্দিকেবাকরোত্তস্য ভোজনার্থং মহাদ্যুতেঃ॥ ৫৮
মাংসমস্যাভবত্তত্র আহারে তু মহাত্মনঃ।
অথ ক্রুদ্ধেন মুনিনা শাপো দত্তোঽস্য দারুণঃ॥ ৫৯
গৃধ্রস্ত্বং ভব বৈ রাজন্ মা মৈনং হ্যব্রবীৎ সোঽব্রবীৎ।
প্রসাদং কুরু ধর্ম্মজ্ঞ অজ্ঞানান্মে মহাব্রত॥ ৬০
শাপস্যান্তং মহাভাগ ক্রিয়তাং বৈ মমানঘ।
তদজ্ঞানকৃতং মত্বা রাজানং মুনিরব্রবীৎ॥ ৬১
উৎপৎস্যতি কুলে রাজ্ঞাং রামো নাম মহাযশাঃ।
ইক্ষ্বাকূণাং মহাভাগো রাজা রাজীবলোচনঃ॥ ৬২
তেন স্পৃষ্টো বিপাপস্ত্বং ভবিতা নরপুঙ্গব।
স্পৃষ্টো রামেণ তচ্ছ্রুত্বা নরেন্দ্রঃ পৃথিবীপতিঃ॥ ৬৩
গৃধ্রত্বং ত্যক্তবান্ রাজা দিব্যগন্ধানুলেপনঃ।
পুরুষো দিব্যরূপোঽভূদুবাচেদং স রাঘবম্॥ ৬৪
সাধু রাঘব ধর্ম্মজ্ঞ ত্বৎপ্রসাদাদহং বিভো।
বিমুক্তো নরকাদ্‌ঘোরাচ্ছাপস্যান্তঃ কৃতস্ত্বয়া॥ ৬৫
ইত্যুত্তরকাণ্ডে দ্বিসপ্ততিতমঃ সর্গঃ॥ ৭২॥

ত্রিসপ্ততিতমঃ সর্গঃ।

তয়োঃ সংবদতোরেবং রামলক্ষ্মণয়োস্তদা।
বাসন্তিকী নিশা প্রাপ্তা ন শীতা ন চ ঘর্ম্মদা॥ ১
তস্যাঃ প্রভাতে বিমলে কৃতপূর্ব্বাহ্নিকক্রিয়ঃ।
অভিচক্রাম কাকুৎস্থো দর্শনং পৌরকার্য্যবিৎ॥ ২
ততঃ সুমন্ত্রস্ত্বাগম্য রাঘবং বাক্যমব্রবীৎ।
এতে প্রতিহতা রাজন্ দ্বারি তিষ্ঠন্তি তাপসাঃ॥ ৩
ভার্গবং চ্যবনঞ্চৈব পুরস্কৃত্য মহর্ষয়ঃ।
দর্শনং তে মহারাজ চোদয়ন্তি কৃতত্বরাঃ॥ ৪
প্রীয়মাণা নরব্যাঘ্র যমুনাতীরবাসিনঃ।

এই পাপাত্মা অত্যন্ত দুর্ব্বিনীত, বিশেষতঃ পরগৃহ হরণ করিয়া পীড়া দেয়, সুতরাং পাপাচার গৃধ্র দণ্ডনীয়।" ৫০—৫৪। ইত্যবসরে রামকে বুঝাইবার জন্য আকাশবাণী হইল,—"রাম! এই গৃধ্র পূর্ব্বেই গৌতমের তপোবলে দগ্ধ হইয়াছে; সুতরাং তুমি ইহাকে বধ করিও না। রাজন্! ইনি সত্যব্রত শূর পবিত্রচেতা ব্রহ্মদত্ত নামে বিখ্যাত রাজা ছিলেন; ইনি কালরূপী গৌতমকর্ত্তৃক দগ্ধ হইয়াছেন। রাজসত্তম! দ্বিজবর গৌতম ইহার গৃহে উপস্থিত হইয়া আহার প্রার্থনা করত বলিয়াছিলেন—'রাজসত্তম! আমি শতাধিক বৎসরকাল ভোজন করিব।' রাজন্! ব্রহ্মদত্ত এই মহাদ্যুতি মুনিকে নিজে পাদ্য অর্ঘ্য দিয়া তাঁহার আহারার্থে সুস্বাদু আহারীয় প্রস্তুত করিয়া দিলেন, কিন্তু মহাত্মা গৌতমের আহারীয় দ্রব্যে মাংস ছিল; দেখিয়া মুনি ক্রুদ্ধ হইয়া 'রাজন্! তুমি গৃধ্র হও' বলিয়া নিদারুণ শাপ দিলেন। তখন রাজা ব্রহ্মদত্ত বলিলেন,—'মহাব্রত ধর্ম্মজ্ঞ! শাপ দিবেন না! শাপ দিবেন না!! অজ্ঞানতাবশতঃ এইরূপ হইয়াছে; সুতরাং আপনি আমার প্রতি অনুগ্রহ করুন। ৫৫—৬০। মহাভাগ পুণ্যশীল! আমার শাপের অবসান করুন।' মুনিও অজ্ঞানকৃত দোষ মনে করিয়া রাজাকে বলিলেন,—"ইক্ষ্বাকুরাজকুলে, রাজীবলোচন মহাযশস্বী এক রাজা জন্মিবেন। রাজন্! সেই মহাভাগ পদ্মপলাশলোচন রামচন্দ্র তোমাকে স্পর্শ করিলে, তুমি শাপমুক্ত হইবে।" ইহা শুনিয়া রাম পৃথিবীপতি রাজা ব্রহ্মদত্তকে স্পর্শ করিলেন। রাজা ব্রহ্মদত্ত, গৃধ্র-বেশ ত্যাগ করিয়া মনোহর গন্ধমাল্য অনুলিপ্ত, দিব্যমূর্ত্তি পুরুষ হইয়া রামচন্দ্রকে কহিলেন,—"ধর্ম্মজ্ঞ বিভো রাঘব! তোমার কৃপায় আমি ঘোর নরক হইতে মুক্ত হইলাম,—তুমি আমার পাপের অবসান করিলে।" ৬১—৬৫।

ত্রিসপ্ততিতম সর্গ।

রাম এবং লক্ষ্মণ প্রতিদিন এইরূপ ধর্ম্মসম্বন্ধীয় কথোপকথন করিতে লাগিলেন। তখন শীত-গ্রীষ্ম-বিবর্জ্জিত বসন্ত কালের রাত্রি আসিয়া উপস্থিত হইল। সেই সময়ে একদিন বিমল প্রভাতকালে কাকুৎস্থ রামচন্দ্র পৌর্ব্বাহ্নিক ক্রিয়া সমাধা করত পৌরকার্য্য পরিদর্শন করিবার জন্য সভামধ্যে উপস্থিত হইলেন। তখন সুমন্ত্র আসিয়া রামকে কহিলেন,—"রাজন্! ঋষিগণ প্রতিহত হইয়া দ্বারে অবস্থান করিতেছেন। নরশ্রেষ্ঠ মহারাজ! যমুনাতীরবাসী মহর্ষিগণ ভার্গব চ্যবন মুনিকে লইয়া প্রীতমনে

তস্য তদ্বচনং শ্রুত্বা রামঃ প্রোবাচ ধর্ম্মবিৎ ॥ ৫
প্রবেশ্যন্তাং মহাভাগা ভার্গবপ্রমুখা দ্বিজাঃ।
রাজস্বাজ্ঞাং পুরস্কৃত্য দ্বাঃস্থো মূর্দ্ধ্না কৃতাঞ্জলিঃ ॥ ৬
প্রবেশয়ামাস তদা তাপসান্ সুদুরাসদান্।
শতং সমধিকং তত্র দীপ্যমানং স্বতেজসা ॥ ৭
প্রবিষ্টং রাজভবনং তাপসানাং মহাত্মনাম্।
তে দ্বিজাঃ পূর্ণকলসৈঃ সর্ব্বতীর্থাম্বুসংকৃতৈঃ ॥ ৮
গৃহীত্বা ফলমূলঞ্চ রামস্যাভ্যাহরন্ বহু।
প্রতিগৃহ্য তু তৎ সর্ব্বং রামঃ প্রীতিপুরস্কৃতঃ ॥ ৯
তীর্থোদকানি সর্ব্বাণি ফলানি বিবিধানি চ।
উবাচ চ মহাবাহুঃ সর্ব্বানেব মহামুনীন্ ॥ ১০
ইমান্যাসনমুখ্যানি যথার্হমুপবিশ্যতাম্।
রামস্য ভাষিতং শ্রুত্বা সর্ব্ব এব মহর্ষয়ঃ ॥ ১১
বৃষীষু রুচিরাখ্যাসু নিষেদুঃ কাঞ্চনীষু তে।
উপবিষ্টানৃষীংস্তত্র দৃষ্ট্বা পরপুরঞ্জয়ঃ।
প্রযতঃ প্রাঞ্জলির্ভূত্বা রাঘবো বাক্যমব্রবীৎ ॥ ১২
কিমাগমনকার্য্যং বঃ কিং করোমি সমাহিতঃ।
আজ্ঞাপ্যোঽহং মহর্ষীণাং সর্ব্বকামকরঃ সুখম্ ॥ ১৩
ইদং রাজ্যঞ্চ সকলং জীবিতঞ্চ হৃদি স্থিতম্।

সর্ব্বমেব দ্বিজার্থং মে সত্যমেতদ্ব্রবীমি বঃ ॥ ১৪
তস্য তদ্বচনং শ্রুত্বা সাধুকারো মহানভূৎ।
ঋষীণামুগ্রতপসাং যমুনাতীরবাসিনাম্ ॥ ১৫
উচুশ্চৈব মহাত্মানো হর্ষেণ মহতাবৃতাঃ।
উপপন্নং নরশ্রেষ্ঠ তবৈব ভুবি নান্যতঃ ॥ ১৬
বহবঃ পার্থিবা রাজন্নতিক্রান্তা মহাবলাঃ।
কার্য্যস্য গৌরবং মত্বা প্রতিজ্ঞাং নাভ্যরোচয়ন্ ॥ ১৭
ত্বয়া পুনর্ব্রাহ্মণগৌরবাদিয়ং
কৃতা প্রতিজ্ঞা হ্যনবেক্ষ্য কারণম্।
ততশ্চ কর্ত্তা হ্যসি নাত্র সংশয়ো
মহাভয়াত্ত্রাতুমৃষীংস্ত্বমর্হসি ॥ ১৮
ইত্যুত্তরকাণ্ডে ত্রিসপ্ততিতমঃ সর্গঃ ॥ ৭৩

—

চতুঃসপ্ততিতমঃ সর্গঃ।

ব্রুবদ্ভিরেবমৃষিভিঃ কাকুৎস্থো বাক্যমব্রবীৎ।
কিং কার্য্যং ব্রূত মুনয়ো ভয়ং তাবদপৈতু বঃ ॥
তথা ব্রুবতি কাকুৎস্থে ভার্গবো বাক্যমব্রবীৎ।
ভয়ানাং শৃণু যন্মূলং দেশস্য চ নরেশ্বর ॥ ২

অবিলম্বে আপনার দর্শন-বাসনায় আমাকে আপনার নিকটে পাঠাইয়াছেন।" ধর্ম্মজ্ঞ রামচন্দ্র তাহার সেই কথা শুনিয়া বলিলেন।১—৫। "ভার্গব প্রভৃতি মহাভাগ ব্রাহ্মণগণকে শীঘ্র আনয়ন কর।" তখন দ্বারপাল, রাজার আদেশ শিরোধার্য্য করিয়া করযোড়ে দুর্দ্ধর্ষ মুনিগণকে রাজসভায় প্রবেশ করাইল। শত বা তদপেক্ষা কিঞ্চিৎ অধিক মহাত্মা ঋষিগণ নিজ নিজ তেজঃপ্রভাবে দীপ্যমান হইয়া রাজভবনে প্রবেশ করিলেন। সেই দ্বিজগণ, সমস্ত তীর্থের জলদ্বারা পরিপূর্ণ কলস এবং প্রচুর ফল-মূল লইয়া রামকে উপহার দিলেন। মহাবাহু রাম,—বিবিধ ফল এবং সমস্ত তীর্থজল প্রীতিপূর্ব্বক গ্রহণ করিয়া সেই মহর্ষিদিগকে বলিলেন।৬—১০। "আপনারা এই সমস্ত যথাযোগ্য আসনে উপবেশন করুন।" মহর্ষিগণ, রামের কথা শুনিয়া সুন্দর স্বর্ণাসনে উপবেশন করিলেন। তখন পরপুরবিজয়ী রঘুনন্দন রাম সেই মহর্ষিগণ তথায় উপবেশন করিয়াছেন দেখিয়া সংযতভাবে করযোড়ে বলিলেন,—"আপনাদের আগমনের প্রয়োজন কি? সমাহিত হইয়া আপনাদের কোন্ কার্য্য সম্পাদন করিব? আমি মহর্ষিগণের আজ্ঞাবহ, [illegible] আপনাদিগের সমুদয় অভিলাষ অনায়াসে [illegible]। অধিক কি, আমার এই রাজ্য এবং জীবন সমস্তই ব্রাহ্মণের কার্য্যের জন্য, ইহা আপনাদিগকে সত্য বলিলাম।" ১১—১৪। যমুনাতীরবাসী উগ্রতপা মুনিগণ, রামের কথা শুনিয়া 'সাধু সাধু' বলিয়া তাঁহার বিস্তর প্রশংসা করিলেন। সেই মহাত্মা মহর্ষিগণ যার পর নাই প্রীত হইয়া বলিলেন, —"রাজন্! ইহা আপনারই উপযুক্ত, মর্ত্ত্যলোকে অন্য কাহারও ইহা সম্ভবে না। রাজন্! মহাবলশালী অনেক রাজা গত হইয়াছেন, কিন্তু কার্য্যের গুরুত্ব বিবেচনা করিয়া ইহা কেহই স্বীকার করেন নাই। কিন্তু আপনি কারণ না দেখিয়াই ব্রাহ্মণগণের প্রতি গৌরববশতঃ এইরূপ প্রতিজ্ঞা করিলেন। আপনি যে সেই কার্য্য সম্পাদন করিবেন, তাহাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই; সুতরাং মহর্ষিগণকে এই মহাভয় হইতে উদ্ধার করুন।' ১৫—১৮।

—

চতুঃসপ্ততিতম সর্গ।

মহর্ষিগণ এই কথা বলিলে কাকুৎস্থ রাম [illegible] করিলেন,—মুনিগণ! আপনাদের কোন্ [illegible] আমাকে কি কার্য্য করিতে হইবে [illegible] রামচন্দ্রের এই আশ্বাসবাণী শুনিয়া ভার্গব [illegible]

পূর্ব্বং কৃতযুগে রাজন্ দৈত্যেয়ঃ সুমহামতিঃ।
লোলাপুত্রোঽভবজ্জ্যেষ্ঠো মধুর্নাম মহাসুরঃ ॥ ৩
ব্রহ্মণ্যশ্চ শরণ্যশ্চ বুদ্ধ্যা চ পরিনিষ্ঠিতঃ।
সুরৈশ্চ পরমোদারৈঃ প্রীতিস্তস্যাতুলাভবৎ ॥ ৪
স মধুর্বীর্য্যসম্পন্নো ধর্ম্মে চ সুসমাহিতঃ।
বহুমানাচ্চ রুদ্রেণ দত্তস্তস্যাদ্ভুতো বরঃ ॥ ৫
শূলং শূলাদ্বিনিষ্কৃষ্য মহাবীর্য্যং মহাপ্রভম্।
ততো মহাত্মা সুপ্রীতো বাক্যঞ্চৈতদুবাচ হ ॥ ৬
ত্বয়াযমতুলো ধর্ম্মো মৎপ্রসাদকরঃ কৃতঃ।
প্রীত্যা পরময়া যুক্তো দদাম্যায়ুধমুত্তমম্ ॥ ৭
যাবৎ সুরৈশ্চ বিপ্রৈশ্চ ন বিরুধ্যের্ম্মহাসুর।
তাবচ্ছূলং তবেদং স্যাদন্যথা নাশমেষ্যতি ॥ ৮
যশ্চ ত্বামভিযুঞ্জীত যুদ্ধায় বিগতজ্বরঃ।
তং শূলো ভস্মসাৎ কৃত্বা পুনরেষ্যতি তে করম্ ॥ ৯
এবং রুদ্রাদ্বরং লব্ধা ভূয় এব মহাসুরঃ।
প্রণিপত্য মহাদেবং বাক্যমেতদুবাচ হ ॥ ১০
ভগবন্ মম বংশস্য শূলমেতদনুত্তমম্।
ভবেত্তু সততং দেব সুরাণামীশ্বরো হ্যসি ॥ ১১
তং ব্রুবাণং মধুং দেবঃ সর্ব্বভূতপতিঃ শিবঃ।
প্রত্যুবাচ তদা সৌম্য নৈতদেবং ভবিষ্যতি ॥ ১২
মা ভূত্তে বিফলা বাণী মৎপ্রসাদকৃতা শুভা।
ভবতঃ পুত্র একস্মিন্ শূলমেতদ্ভবিষ্যতি ॥ ১৩
যাবৎ করস্থঃ শূলোঽয়ং ভবিষ্যতি সুতস্য তে।
অবধ্যঃ সর্ব্বভূতানাং শূলহস্তো ভবিষ্যতি ॥ ১৪
এবং মধুর্বরং লব্ধা দেবাৎ সুমহদদ্ভুতম্।
ভবনং সোঽসুরশ্রেষ্ঠঃ কারয়ামাস সুপ্রভম্ ॥ ১৫
তস্য পত্নী মহাভাগা প্রিয়া কুম্ভীনসী তু যা।
বিশ্বাবসোরপত্যং সাপ্যনলায়াং মহাপ্রভা ॥ ১৬
তস্যাঃ পুত্রো মহাবীর্য্যো লবণো নাম দারুণঃ।
বাল্যাৎ প্রভৃতি দুষ্টাত্মা পাপান্যেব সমাচরৎ ॥ ১৭
তং পুত্রং দুর্ব্বিনীতন্তু দৃষ্ট্বা ক্রোধসমন্বিতঃ।
মধুঃ স শোকমাপেদে ন চৈনং কিঞ্চিদব্রবীৎ ॥ ১৮
স বিহায় ইমং লোকং প্রবিষ্টো বরুণালয়ম্।
শূলং নিবেশ্য লবণে বরং তস্মৈ ন্যবেদয়ৎ ॥ ১৯
স প্রভাবেণ শূলস্য দৌরাত্ম্যেনাত্মনস্তথা।
সন্তাপয়তি লোকাংস্ত্রীন্ বিশেষেণ চ তাপসান্ ॥ ২০
এবংপ্রভাবো লবণঃ শূলঞ্চৈব তথাবিধম্।

রাজন্! দেশের এবং আমাদের ভয়ের কারণ আমি বলিতেছি, শুনুন।—পূর্ব্বে সত্যযুগে দৈত্যকুলে লোলার জ্যেষ্ঠপুত্র মধু-নামক কোন মহামতি মহাসুর উৎপন্ন হয়। সেই মহাসুর স্থিরবুদ্ধি, বিপ্রদিগের রক্ষাকর্ত্তা এবং ব্রহ্মণ্য ছিল; অতএব উদারচরিত দেবতাদিগের সহিত তাহার সবিশেষ প্রণয় হইয়াছিল। সেই বীর্য্যশালী মধু সুসমাহিতচিত্তে ধর্ম্মানুষ্ঠান করিত বলিয়া রুদ্র বহু মানপূর্ব্বক তাহাকে সুদুর্লভ বর দিয়াছিলেন। ১—৫। মহাত্মা রুদ্র অত্যন্ত প্রীত হইয়া নিজ শূল হইতে মহাপ্রভ মহাবীর্য্য শূল উৎপাদনপূর্ব্বক মধুকে দিয়া বলেন যে, 'তুমি অশেষ ধর্ম্ম উপার্জ্জন করিয়া আমাকে প্রসন্ন করিয়াছ, অতএব আমি পরম প্রীতি-সহকারে তোমাকে এই উত্তম শূল দিতেছি। মহাসুর! তুমি যতকাল দেবতা এবং অসুরদিগের বিরুদ্ধাচরণ না করিবে, ততদিন পর্য্যন্ত এই শূল তোমার নিকটে থাকিবে; ইহার অন্যথাচরণ করিলে, ইহা অদৃশ্য হইবে। যে প্রবল ব্যক্তি তোমার সহিত যুদ্ধ করিতে আসিবে, এই শূল তাহাকে তৎক্ষণাৎ ভস্মসাৎ করিয়া পুনরায় তোমার হস্তে আসিবে।' মহাসুর মধু, রুদ্রের নিকটে এইরূপ বর পাইয়া পুনর্ব্বার প্রণিপাতপূর্ব্বক মহাদেবকে নিবেদন করিল—'ভগবন্! আপনি দেবদেব। যাহাতে এই অনুত্তম [শূল] আমার বংশপরম্পরায় থাকে, সেইরূপ বি[ধান] করুন।" মধু এই কথা বলিলে, সর্ব্বভূতপতি মহা[দেব] বলিলেন,—সৌম্য! তাহা হইবে না। তবে আ[মার] প্রসাদে তোমার কথা একেবারে বৃথা হইবে ন[া]; তোমার একটী পুত্র এই শূল পাইবে। এই শূ[ল] যতদিন তোমার পুত্রের হস্তগত থাকিবে, ততদিন কে[হ] প্রাণীই তাহাকে বধ করিতে পারিবে না। মহাদেবে[র] নিকটে অদ্ভুত বর লাভ করিয়া, অসুরশ্রেষ্ঠ মধু রুচি[র] প্রভাসম্পন্ন বিশাল গৃহ নির্ম্মাণ করাইল। ৬—১৫ বিশ্বাবসুর ঔরসে অনলার গর্ভে উৎপন্না সুপ্র[ভা] মহাভাগা কুম্ভীনসী তাহার প্রিয়তমা পত্নী ছিল। [ম]ধু তাহার গর্ভে লবণনামক এক মহাবীর্য্যবান্ ক্রূরকর্ম্মা পুত্র উৎপাদন করে। দুষ্টচরিত লবণ বাল্যকা[ল] হইতেই কেবল পাপকার্য্যেই লিপ্ত ছিল। [মধু] পুত্রকে দুর্ব্বিনীত দেখিয়া তাহার প্রতি ক্রুদ্ধ এ[বং] নিজে অত্যন্ত দুঃখিত হইল, কিন্তু তাহার কোন প্রতীকার করিতে পারিল না। পরে সে তাহার হস্তে শূল সমর্পণপূর্ব্বক তাহাকে বরপ্রাপ্তির বিষয় জানাই[য়া] মর্ত্ত্যলোক পরিত্যাগ করিয়া বরুণালয়ে প্রবেশ করিল। এক্ষণে সেই লবণ দুষ্টস্বভাববশতঃ শূলের প্রভাবে ত্রিভুবনবাসী, সকল লোককে সন্তাপিত করিতেছে; বিশেষতঃ মুনিগণকে কষ্ট দেওয়াই তাহার কার্য্য[illegible]

শ্রুত্বা প্রমাণং কাকুৎস্থ ত্বং হি নঃ পরমা গতিঃ ॥ ২১
বহবঃ পার্থিবা রাম ভয়ার্তৈর্ঋষিভিঃ পুরা।
অভয়ং যাচিতা বীর ত্রাতারঞ্চ ন বিদ্মহে ॥ ২২
তে বয়ং রাবণং শ্রুত্বা হতং সবলবাহনম্।
ত্রাতারং বিদ্মহে তাত নান্যং ভুবি নরাধিপম্।
তৎ পরিত্রাতুমিচ্ছামো লবণাদ্ভয়পীড়িতান্ ॥ ২৩
ইতি রাম নিবেদিতন্তু তে
ভয়জং কারণমুত্থিতঞ্চ যৎ।
বিনিবারয়িতুং ভবান্ ক্ষমঃ
কুরু তং কামমহীনবিক্রম ॥ ২৪
ইত্যুত্তরকাণ্ডে চতুঃসপ্ততিতমঃ সর্গঃ ॥ ৭৪

—

পঞ্চসপ্ততিতমঃ সর্গঃ।

অথোক্তে তানৃষীন্ রামঃ প্রত্যুবাচ কৃতাঞ্জলিঃ।
কিমাহারঃ কিমাচারো লবণঃ ক্ব চ বর্ত্ততে ॥ ১
রাঘবস্য বচঃ শ্রুত্বা ঋষয়ঃ সর্ব্ব এব তে।
ততো নিবেদয়ামাসুর্লবণো ববৃধে যথা ॥ ২
আহারঃ সর্ব্বসত্ত্বানি বিশেষেণ চ তাপসাঃ।
আচারো রৌদ্রতা নিত্যং বাসো মধুবনে তথা ॥ ৩
হত্বা বহুসহস্রাণি সিংহব্যাঘ্রমৃগাণ্ডজান্।
মানুষাংশ্চৈব কুরুতে নিত্যমাহারমাহ্নিকম্ ॥ ৪
ততোঽন্তরাণি সত্ত্বানি খাদতে স মহাবলঃ।
সংহারে সমনুপ্রাপ্তে ব্যাদিতাস্য ইবান্তকঃ ॥ ৫
তচ্ছ্রুত্বা রাঘবো বাক্যমুবাচ স মহামুনীন্।
ঘাতয়িষ্যামি তদ্রক্ষো ব্যপগচ্ছতু বো ভয়ম্ ॥ ৬
প্রতিজ্ঞায় তদা তেষাং মুনীনামুগ্রতেজসাম্।
স ভ্রাতৄন্ সহিতান্ সর্ব্বানুবাচ রঘুনন্দনঃ ॥ ৭
কো হন্তা লবণং বীরঃ কস্যাংশঃ স বিধীয়তাম্।
ভরতস্য মহাবাহো শত্রুঘ্নস্য চ ধীমতঃ ॥ ৮
রাঘবেণৈবমুক্তস্তু ভরতো বাক্যমব্রবীৎ।
অহমেনং বধিষ্যামি মমাংশঃ স বিধীয়তাম্ ॥ ৯
ভরতস্য বচঃ শ্রুত্বা ধৈর্য্যশৌর্য্যসমন্বিতম্।
লক্ষ্মণাবরজস্তস্থৌ হিত্বা সৌবর্ণমাসনম্ ॥ ১০
শত্রুঘ্নস্ত্বব্রবীদ্বাক্যং প্রণিপত্য নরাধিপম্।
কৃতকর্ম্মা মহাবাহুর্মধ্যমো রঘুনন্দনঃ ॥ ১১
আর্য্যেণ হি পুরা শূন্যা ত্বয়োধ্যা পরিপালিতা।
সন্তাপং হৃদয়ে কৃত্বা আর্য্যস্যাগমনং প্রতি ॥ ১২

কার্য্য হইয়াছে। ১৬—২০। কাকুৎস্থ! লবণ এইরূপ প্রভাবশালী এবং তাহার শূলও সেইরূপ; অতঃপর আপনি যেরূপ কর্ত্তব্য হয়, সেইরূপ করুন, কেননা আপনি আমাদিগের একমাত্র গতি। বীর রামচন্দ্র! মুনিগণ ভয়বিহ্বল হইয়া পূর্ব্বে অনেক রাজার নিকটে অভয় প্রার্থনা করিয়াছিলেন, কিন্তু কেহই তাঁহাদের প্রীত করিতে পারেন নাই। হে তাত! আপনি সসৈন্যে রাবণকে বিনষ্ট করিয়াছেন শুনিয়াই, আমরা আপনাকে আমাদের রক্ষাকর্ত্তা বলিয়া জানিয়াছি; আপনি আমাদিগকে এই সঙ্কট হইতে রক্ষা করুন,—ইহা অন্য রাজার পক্ষে দুঃসাধ্য। মহাবিক্রম রাম! আমাদের ভয়ের যে কারণ উপস্থিত হইয়াছে, তাহা নিবেদন করিলাম; আপনি ইহার প্রতীকার করিতে সমর্থ, সুতরাং আমাদের বাসনা পূর্ণ করুন। ২১—২৪।

—

পঞ্চসপ্ততিতম সর্গ।

ঋষিদের এই কথা শুনিয়া রামচন্দ্র করযোড়ে বলিলেন,—"লবণ কোথায় থাকে? তাহার আহার এবং ব্যবহারই বা কিরূপ?" রাঘবের এই কথা শুনিয়া মুনিগণ,যেরূপে লবণ পরিবর্দ্ধিত হইয়াছে, তাহা বলিতে লাগিলেন;—"সর্ব্বপ্রকার জীব—বিশেষতঃ মুনিগণই লবণের ভক্ষ্য, সে সতত মধুবনে বাস করে। সে ভীষণ অত্যাচারী। সেই মাংসাশী লবণ নিরত সিংহ, ব্যাঘ্র, মৃগ, পক্ষী এবং মনুষ্য প্রভৃতি বহুসহস্র প্রাণীর প্রাণ সংহার করিয়া প্রত্যহ ভক্ষণ করে। সে সমস্ত প্রাণীকে ভক্ষণ করিবার জন্য কালান্তক যমের ন্যায় সতত মুখ ব্যাদান করিয়াই আছে।" ১—৫। এই কথা শুনিয়া রামচন্দ্র সেই মহামুনিগণকে বলিলেন,—"আপনাদের কোন ভয় নাই। আমি সেই রাক্ষসকে বধ করিব।' রঘুনন্দন, উগ্রতেজা মুনিগণের সমক্ষে এইরূপ প্রতিজ্ঞা করিয়া ভ্রাতৃগণকে বলিলেন,—"কোন্ বীর লবণরাক্ষসকে বধ করিবে? লবণ, মহাবাহু ভরত অথবা শত্রুঘ্নের মধ্যে কাহার বধ্য হইবে?" রামচন্দ্র এই কথা জিজ্ঞাসা করিলে, ভরত বলিলেন,—"আমি লবণকে বধ করিব,—এই রাক্ষস আমারই বধ্য হউক। ভরতের শৌর্য্য এবং ধৈর্য্যসমন্বিত কথা শুনিয়া লক্ষ্মণানুজ শত্রুঘ্ন স্বর্ণসিংহাসন পরিত্যাগপূর্ব্বক উত্থিত হইলেন। ৬—১০ এবং নরপতিকে প্রণাম করিয়া বলিলেন,—"মহাবাহু মধ্যম রঘুনন্দন কৃতকর্ম্মা, কেননা, যখন আপনি অযোধ্যা ছাড়িয়া যান, সেই সময়ে ইনি, প্রত্যাগমন পর্য্যন্ত সন্তপ্ত-হৃদয়ে এই শূন্যা অযোধ্যাপুরী রক্ষা

দুঃখানি চ বহূনীহ অনুভূতানি পার্থিব ।
শয়ানো দুঃখশয্যাসু নন্দিগ্রামে মহাযশাঃ ॥ ১৩
ফলমূলাশনো ভূত্বা জটী চীরধরস্তথা ।
অনুভূয়েদৃশং দুঃখমেষ রাঘবনন্দনঃ ॥ ১৪
প্রেষ্যো ময়ি স্থিতে রাজন্ ভূয়ঃ ক্লেশমাপ্নুয়াৎ ।
তথা ব্রুবতি শত্রুঘ্নে রাঘবঃ পুনরব্রবীৎ ॥ ১৪
এবং ভবতু কাকুৎস্থ ক্রিয়তাং মম শাসনম্ ।
রাজ্যে ত্বামভিষেক্ষ্যামি মধোস্তু নগরে শুভে ॥ ১৬
নিবেশয় মহাবাহো ভরতং যদ্যবেক্ষসে ।
শূরস্ত্বং কৃতবিদ্যশ্চ সমর্থশ্চ নিবেশনে ॥ ১৭
নগরং যমুনাজুষ্টং তথা জনপদান্ শুভান্ ।
যো হি বংশং সমুৎসাদ্য পার্থিবস্য নিবেশনে ॥ ১৮
ন বিধত্তে নৃপং তত্র নরকং স হি গচ্ছতি ।
স ত্বং হত্বা মধুসুতং লবণং পাপনিশ্চয়ম্ ॥ ১৯
রাজ্যং প্রশাধি ধর্ম্মেণ বাক্যং মে যদ্যবেক্ষসে ।
উত্তরঞ্চ ন বক্তব্যং শূর বাক্যান্তরে মম ॥ ২০
বালেন পূর্ব্বজস্যাজ্ঞা কর্ত্তব্যা নাত্র সংশয়ঃ ।
অভিষেকঞ্চ কাকুৎস্থ প্রতীচ্ছস্ব মযোদ্যতম্ ॥ ২১
বশিষ্ঠপ্রমুখৈর্বিপ্রৈর্বিধিমন্ত্রপুরস্কৃতম্ ॥ ২২

ইত্যুত্তরকাণ্ডে পঞ্চসপ্ততিতমঃ সর্গঃ ॥ ৭৪ ॥

ষট্‌সপ্ততিতমঃ সর্গঃ ।

এবমুক্তস্তু রামেণ পরাং ব্রীড়ামুপাগমৎ ।
শত্রুঘ্নো বীর্য্যসম্পন্নো মন্দং মন্দমুবাচ হ ॥ ১
অধর্ম্মং বিদ্ম কাকুৎস্থ অস্মিন্নর্থে নরেশ্বর ।
কথং তিষ্ঠৎসু জ্যেষ্ঠেষু কনীয়ানভিষিচ্যতে ॥ ২
অবশ্যং করণীয়ঞ্চ শাসনং পুরুষর্ষভ ।
তব চৈব মহাভাগ শাসনং দুরতিক্রমম্ ॥ ৩
ত্বত্তো ময়া শ্রুতং বীর শ্রুতিভ্যশ্চ ময়া শ্রুতম্ ।
নোত্তরং হি ময়া বাচ্যং মধ্যমে প্রতিজানতা ॥ ৪
ব্যাহৃতং দুর্ব্বচো ঘোরং হন্তাস্মি লবণং মৃধে ।
তস্যৈব মে দুরুক্তস্য দুর্গতিঃ পুরুষর্ষভ ॥ ৫
উত্তরং নহি বক্তব্যং জ্যেষ্ঠেনাভিহিতে পুনঃ ।
অধর্ম্মসহিতঞ্চৈব পরলোকবিবর্জ্জিতম্ ॥ ৬
সোঽহং দ্বিতীয়ং কাকুৎস্থ ন বক্ষ্যামীতি চোত্তরম্ ।
মা দ্বিতীয়েন দণ্ডো বৈ নিপতেন্ময়ি মানদ ॥ ৭

করিয়াছিলেন। রাজন্! এই মহাযশা ভরত নন্দি-গ্রামে জটা-চীর-ধারণ, ফলমূল-আহার এবং কষ্টকর শয্যায় শয়ন প্রভৃতি নানা দুঃখ ভোগ করিয়াছেন। রাজন্! এই রঘুনন্দন এত দুঃখ পাইয়া আমার ন্যায় আজ্ঞাকারী থাকিতেও আবার কেন কষ্ট পাইবেন?” শত্রুঘ্ন এই কথা কহিলে, রাম পুনরায় বলিলেন। ১১—১৫। “তুমি যাহা বলিলে তাহাই হইবে, তুমি আমার আদেশ পালন কর। আমি মধুর শুভ নগরে তোমাকে অভিষিক্ত করিব। মহাবাহো! যদি ভরতকে কষ্ট দেওয়া তোমার অভিমত না হয়, তবে ভরত এই স্থানেই থাকুন। তুমি তথায় শিবির স্থাপন কর। যেহেতু তুমি কৃতবিদ্য, শূর এবং যমুনা-তীরে বহুজনাকীর্ণ নূতন নগরনির্ম্মাণে সমর্থ। বীর! যিনি কোন রাজবংশের উচ্ছেদ সাধন করিয়া তথায় পুনর্ব্বার রাজনিয়োগ না করেন, তিনিও নরকগামী হইয়া থাকেন; সুতরাং যদি আমার কথায় তোমার শ্রদ্ধা থাকে, তাহা হইলে তুমি সেই নিয়ত পাপকর্ম্মে রত, মধুসুত লবণকে বধ করিয়া ধর্ম্মানুসারে রাজ্য পালন কর। শূর! কনিষ্ঠের পক্ষে জ্যেষ্ঠের আদেশ পালন করা কর্ত্তব্য, ইহাতে সন্দেহ নাই; সুতরাং তুমি আমার কথা অবহেলা করিও না। কাকুৎস্থ! বশিষ্ঠ প্রভৃতি ঋষিগণের মন্ত্রপূত অভিষেক-জল তোমাকে দিতেছি, তুমি লইয়া লবণের বিরুদ্ধে যাত্রা কর।” ১৬—২২।

ষট্‌সপ্ততিতম সর্গ।

রামচন্দ্রের এই কথা শুনিয়া বীর্য্যবান্ শত্রুঘ্ন, নিতান্ত লজ্জিত হইয়া ধীরে ধীরে বলিলেন,—“নরেশ্বর কাকুৎস্থ! জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা থাকিতে কনিষ্ঠ কিরূপে অভিষিক্ত হইবে। আমি তাহা ধর্ম্মসঙ্গত নহে বলিয়া মনে করি। পুরুষসিংহ? আপনার আদেশও আমার লঙ্ঘন করিবার সাধ্য নাই; ইহা আপনার মুখে শুনিয়াছি, শ্রুতিতেও পড়িয়াছি। বীর! মধ্যমভ্রাতা বলিয়াছিলেন, ‘ঘোরতর লবণ-রাক্ষসকে বধ করিব।’ আমি তাঁহার বাক্য লঙ্ঘন করিয়া “ঘোর লবণ রাক্ষসকে রণে সংহার করিব” এই কথা বলিয়া ফেলিয়াছি। পুরুষর্ষভ! এই কারণে আমার নিদারুণ দুর্গতি হইবে। ১—৫। মধ্যম ভ্রাতা বা আপনি কোন কথা বলিলে, তাঁহার অন্যথাচরণ করা আমার পক্ষে নিতান্ত গর্হিত। কিন্তু যেরূপ অনুমতি করিয়াছেন, তাহাতে আমাকে পর-লোকে পাপভাগী হইতে হইবে। কাকুৎস্থ! মধ্যম ভ্রাতার কথায় উত্তর করায় আমার অভিষেকরূপ শাস্তি হইয়াছে, আবার প্রত্যুত্তর করিলে, আমার উপর দ্বিতীয় দণ্ড বিহিত হইবে,—মানদ! এইজন্য

কামাকরো হ্যহং রাজংস্তবাস্মি পুরুষর্ষভ।
অধর্ম্মং জহি কাকুৎস্থ মৎকৃতে রঘুনন্দন ॥ ৮
এবমুক্তে তু শূরেণ শত্রুঘ্নেন মহাত্মনা।
উবাচ রামঃ সংহৃষ্টো ভরতং লক্ষ্মণং তথা ॥ ৯
সম্ভারানভিষেকস্য আনয়ধ্বং সমাহিতাঃ।
অদ্যৈব পুরুষব্যাঘ্রমভিষেক্ষ্যামি রাঘবম্ ॥ ১০
পুরোধসঞ্চ কাকুৎস্থ নৈগমানৃত্বিজং তথা।
মন্ত্রিণশ্চৈব তান্ সর্ব্বানানয়ধ্বং মমাজ্ঞয়া ॥ ১১
রাজ্ঞঃ শাসনমাজ্ঞায় তথাকুর্ব্বন্ মহারথাঃ।
অভিষেকসমারম্ভং পুরস্কৃত্য পুরোধসম্ ॥ ১২
প্রবিষ্টা রাজভবনং রাজানো ব্রাহ্মণাস্তথা।
ততোহভিষেকো ববৃধে শত্রুঘ্নস্য মহাত্মনঃ ॥ ১৩
সম্প্রহর্ষকরঃ শ্রীমান্ রাঘবস্য পুরস্য চ।
অভিষিক্তস্তু কাকুৎস্থো বভৌ চাদিত্যসন্নিভঃ ॥ ১৪
অভিষিক্তঃ পুরা স্কন্দঃ সেন্দ্রৈরিব দিবৌকসৈঃ।
অভিষিক্তে তু শত্রুঘ্নে রামেণাক্লিষ্টকর্ম্মণা ॥ ১৫
পৌরাঃ প্রমুদিতাশ্চাসন্ ব্রাহ্মণাশ্চ বহুশ্রুতাঃ।
কৌসল্যা চ সুমিত্রা চ মঙ্গলং কৈকয়ী তথা ॥ ১৬
চক্রুস্তা রাজভবনে যাশ্চান্যা রাজযোষিতঃ।
ঋষয়শ্চ মহাত্মানো যমুনাতীরবাসিনঃ ॥ ১৭
হতং লবণমাশংসুঃ শত্রুঘ্নস্যাভিষেচনাৎ।
ততোহভিষিক্তং শত্রুঘ্নমঙ্কমারোপ্য রাঘবঃ।
উবাচ মধুরাং বাণীং তেজস্তস্যাভিপূরয়ন্ ॥ ১৮
অয়ং শরস্ত্বমোঘস্তে দিব্যঃ পরপুরঞ্জয়ঃ।
অনেন লবণং সৌম্য হন্তাসি রঘুনন্দন ॥ ১৯
সৃষ্টঃ শরোহয়ং কাকুৎস্থ যদা শেতে মহার্ণবে।
স্বয়ম্ভুরজিতো দিব্যো যমাপশ্যন্ সুরাসুরাঃ ॥ ২০
অদৃশ্যঃ সর্ব্বভূতানাং তেনায়ং হি শরোত্তমঃ।
সৃষ্টঃ ক্রোধাভিভূতেন বিনাশার্থং দুরাত্মনোঃ ॥ ২১
মধুকৈটভয়োর্বীর বিঘাতে সর্ব্বরক্ষসাম্।
স্রষ্টুকামেন লোকাংস্ত্রীংস্তৌ চানেন হতৌ যুধি ॥ ২২
তৌ হত্বা জনভোগার্থে কৈটভন্তু মধুং তথা।
অনেন শরমুখ্যেণ ততো লোকাংশ্চকার সঃ ॥ ২৩
নায়ং ময়া শরঃ পূর্ব্বং রাবণস্য বধার্থিনা।
মুক্তঃ শত্রুঘ্ন ভূতানাং মহান্ ত্রাসো ভবেদিতি ॥ ২৪

আপনার কথায় আর দ্বিতীয় উত্তর করিব না। পুরুষপ্রবর রাজন্! আপনি আমাকে আপনার যে কার্য্য করিতে আদেশ করিবেন, আমি তাহাই করিব। রঘুনন্দন! সুতরাং রাজ্যাভিষেক স্বীকার করিলাম বলিয়া আমার যেন কোন অধর্ম্ম না হয়।" মহাত্মা শূর শত্রুঘ্ন এই কথা বলিলে, রাম প্রীত হইয়া ভরত এবং লক্ষ্মণকে বলিলেন,—"তোমরা সাবধান হইয়া অভিষেক-দ্রব্য আনয়ন কর। পুরুষ-ব্যাঘ্র-রঘুনন্দন শত্রুঘ্নকে অদ্যই অভিষিক্ত করিব। ৮—১০। ধর্ম্মজ্ঞ! আমার আদেশানুসারে পুরোহিত, ঋত্বিক্, নৈগম এবং মন্ত্রিগণকে আহ্বান কর।" মহারথ ভরত এবং লক্ষ্মণ, রাজার আদেশে পুরোহিতকে অগ্রে করিয়া শত্রুঘ্নের অভিষেকের উদ্যোগ করিতে লাগিলেন। তখন নানাদেশ হইতে ব্রাহ্মণ এবং ক্ষত্রিয়গণ আসিয়া রাজভবনে উপনীত হইলেন। এইরূপে মহাত্মা শত্রুঘ্নের অভিষেক-অভ্যুদয় মহাসমারোহে সম্পন্ন হইয়া গেল। রামচন্দ্র এবং পুরবাসিগণের আনন্দের আর সীমা রহিল না। পুরাকালে ইন্দ্রাদি দেবগণ-কর্তৃক অভিষিক্ত হইয়া কার্ত্তিকেয় যেরূপ শোভা পাইয়াছিলেন, তদ্রূপ কাকুৎস্থ শত্রুঘ্নও অভিষিক্ত হইয়া আদিত্যের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। অক্লিষ্টকর্ম্মা রাম শত্রুঘ্নকে অভিষিক্ত করিলে, পুরবাসিগণ এবং বহুশাস্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণগণ যার পর নাই প্রীত হইলেন। কৌশল্যা, কৈকেয়ী, সুমিত্রা এবং অন্যান্য রাজমহিলাগণ মাঙ্গল্য আচারের অনুষ্ঠান করিতে লাগিলেন। শত্রুঘ্নের অভিষেক হওয়ায় যমুনাতীরবাসী মহাত্মা ঋষিগণ লবণরাক্ষস বিনষ্ট হইয়াছে বলিয়াই স্থির করিলেন। পরে রামচন্দ্র, অভিষিক্ত শত্রুঘ্নকে ক্রোড়ে লইয়া তাঁহার তেজ বৃদ্ধি করিবার মানসে তাঁহাকে মধুর বাক্যে বলিলেন,—"রঘুনন্দন! এই দিব্য বাণ অব্যর্থ এবং শত্রুপুরবিজয়ে সমর্থ। সৌম্য! এই বাণ-দ্বারা তুমি লবণকে নিপাত করিবে। কাকুৎস্থ! স্বয়ম্ভূ অজিত বিষ্ণু যখন দেবতা এবং অসুরগণের অদৃশ্য হইয়া মহাসাগরে শয়ন করিয়াছিলেন, সেই সময়ে তিনি এই উৎকৃষ্ট বাণ সৃষ্টি করেন। বীর! ভগবান্ হিরণ্যগর্ভ ত্রিলোক সৃষ্টি করিতে ইচ্ছা করিলে, মধু কৈটভ প্রভৃতি রাক্ষসেরা তাঁহার বিঘ্ন উৎপাদন করিতে লাগিল, সেই কারণে বিষ্ণু কুপিত হইয়া দুরাত্মা মধু-কৈটভের বধের জন্য সর্ব্বজীবের অদৃশ্য এই দিব্য শর সৃষ্টি করিলেন এবং ইহা দ্বারা যুদ্ধে মধুকৈটভের বিনাশ করিলেন। সেই ভগবান্ এইরূপে জনগণের ভোগভূমি প্রস্তুত করিবার জন্য এই উত্তম বাণদ্বারা মধু-কৈটভকে সংহার করিয়া ত্রিলোক সৃষ্টি করিয়াছেন। শত্রুঘ্ন! বিষম লোকক্ষয় হইবে বলিয়া আমি পূর্ব্বে

যচ্চ তস্য মহচ্ছূলং ত্র্যম্বকেণ মহাত্মনা।
দত্তং শত্রুবিনাশায় মধোরায়ুধমুত্তমম্ ॥ ২৬
তৎ সন্নিক্ষিপ্য ভবনে পূজ্যমানং পুনঃপুনঃ।
দিশঃ সর্ব্বাঃ সমাসাদ্য প্রাপ্নোত্যাহারমুত্তমম্ ॥ ২৬
যদা তু যুদ্ধমাকাঙ্ক্ষন্ কশ্চিদেনং সমাহ্বয়েৎ।
তদা শূলং গৃহীত্বা তু ভস্ম রক্ষঃ করোতি হি ॥ ২৭
স ত্বং পুরুষশার্দ্দূল তমায়ুধবিনাকৃতম্।
অপ্রবিষ্টং পুরং পূর্ব্বং দ্বারি তিষ্ঠ ধৃতায়ুধঃ ॥ ২৮
অপ্রবিষ্টঞ্চ ভবনং যুদ্ধায় পুরুষর্ষভ।
আহ্বয়েথা মহাবাহো ততো হন্তাসি রাক্ষসম্ ॥ ২৯
অন্যথা ক্রিয়মাণে তু অবধ্যঃ স ভবিষ্যতি।
যদি ত্বেবং কৃতং বীর বিনাশমুপযাস্যতি ॥ ৩০
এতত্তে সর্ব্বমাখ্যাতং শূলস্য চ বিপর্য্যয়ঃ।
শ্রীমতঃ শিতিকণ্ঠস্য কৃত্যং হি দুরতিক্রমম্ ॥ ৩১

ইত্যুত্তরকাণ্ডে ষট্‌সপ্ততিতমঃ সর্গঃ ॥ ৭৬

রাবণবধের কালে এই বাণ নিক্ষেপ করি নাই। ১১—২৪। মহাত্মা ত্রিলোচন মহাদেব শত্রুবধের ইচ্ছায় সেই মধুকে যে উত্তম মহাশূল দিয়াছেন মধু সেই শূলকে বারংবার পূজা করিয়া আপনার গৃহে রাখিয়া চতুর্দ্দিক্ হইতে উত্তম ভক্ষ্য সংগ্রহ করিয়া থাকে। যদি কেহ যুদ্ধাভিলাষী হইয়া তাহাকে আহ্বান করে, তবে সে শূল-নিক্ষেপে তাহাকে ভস্মসাৎ করিয়া ফেলে। পুরুষপ্রবর! তাহার পুর-প্রবেশের অগ্রেই তুমি সশস্ত্র হইয়া পুরদ্বার অব-রোধপূর্ব্বক অবস্থিতি করিবে। ২৫—২৮। মহা-বাহো পুরুষব্যাঘ্র! যখন সেই রাক্ষস নিরস্ত্র থাকিয়া পুরে প্রবেশ করিতে যাইবে, সেই সময়ে তুমি তাহাকে সমরে আহ্বান করিও;' পুরুষর্ষভ! তাহা হইলে তুমি রাক্ষস লবণকে বধ করিতে পারিবে। বীর! ইহার অন্যথা আচরণ করিলে তাহাকে নিপাত করিতে পারিবে না। পূর্ব্বে যাহা বলিলাম, সেইরূপ করিলেই সে বিনষ্ট হইবে। কিরূপে তাহাকে সেই শূল অস্ত্র লইবার পূর্ব্বেই মারিতে হইবে তাহা উপ-দেশ দিলাম। কারণ ভগবান্ নীলকণ্ঠের সেই অব্যর্থ অস্ত্রের বেগ তুমি কিছুতেই সহ্য করিতে পারিবে না।' ২৯—৩১।

সপ্তসপ্ততিতমঃ সর্গঃ।

এবমুক্ত্বা চ কাকুৎস্থং প্রশস্য চ পুনঃপুনঃ।
পুনরেবাপরং বাক্যমুবাচ রঘুনন্দনঃ ॥ ১
ইমান্যশ্বসহস্রাণি চত্বারি পুরুষর্ষভ।
রথানাং দ্বে সহস্রে চ গজানাং শতমুত্তমম্ ॥ ২
অন্তরাপণবীথ্যশ্চ নানাপণ্যোপশোভিতাঃ।
অনুগচ্ছন্তু কাকুৎস্থং তথৈব নটনর্ত্তকাঃ ॥ ৩
হিরণ্যস্য সুবর্ণস্য নিযুতং পুরুষর্ষভ।
আদায় গচ্ছ শত্রুঘ্ন পর্য্যাপ্তধনবাহনঃ ॥ ৪
বলঞ্চ সুভৃতং বীর হৃষ্টতুষ্টমনুদ্ধতম্।
সম্ভাষাসম্প্রদানেন রঞ্জয়স্ব নরোত্তম ॥ ৫
ন হ্যর্থাস্তত্র তিষ্ঠন্তি ন দারা ন চ বান্ধবাঃ।
সুপ্রীতো ভৃত্যবর্গস্তু যত্র তিষ্ঠতি রাঘব ॥ ৬
অতো হৃষ্টজনাকীর্ণাং প্রস্থাপ্য মহতীং চমূম্।
এক এব ধনুষ্পাণির্গচ্ছ ত্বং মধুনো বনম্ ॥ ৭
যথা ত্বাং ন প্রজানাতি গচ্ছন্তং যুদ্ধকাঙ্ক্ষিণম্।
লবণস্তু মধোঃ পুত্রস্তথা গচ্ছেরশঙ্কিতম্ ॥ ৮
ন তস্য মৃত্যুরন্যোঽস্তি কশ্চিদ্ধি পুরুষর্ষভ।

সপ্তসপ্ততিতম সর্গ।

রামচন্দ্র শত্রুঘ্নকে বারংবার প্রশংসা করত এইরূপ উপদেশ দিয়া আবার বলিলেন,—"পুরুষপ্রবর! চারি সহস্র অশ্বারোহী, দ্বিসহস্র রথী, একশত গজারোহী, নটগণ, নর্ত্তকগণ এবং নগর-মধ্যস্থ ক্রয়বিক্রয়কারী ব্যবসায়ী বণিক্‌গণ, বিবিধ পণ্যদ্রব্য লইয়া তোমার সহিত যাইবে। পুরুষশ্রেষ্ঠ শত্রুঘ্ন! তুমি [illegible] স্বর্ণমুদ্রা এবং প্রচুর অর্থ লইয়া যাও। বীর নরশ্রেষ্ঠ! সৈন্যেরা সময়ে বেতন পাইলে সন্তুষ্ট হয়, সুতরাং তুমি তাহা বেতন দিয়া সুমিষ্ট সম্ভাষণে তাহাদিগকে হৃষ্ট এবং পরিতুষ্ট করত তোমার প্রতি অনুরক্ত রাখিবে। ১—৫। রাঘব! সন্তুষ্ট ভৃত্যগণদ্বারা যেরূপ দুঃসাধ্য কর্ম্ম করাইয়া লইতে পারা যায়, [illegible] স্ত্রীপুত্রাদি বন্ধুবর্গদ্বারা কোনক্রমেই তাহা করা যায় না। সুতরাং সুসন্তুষ্ট প্রচুর সেনা পাঠাইয়া ধনুষ্পাণি হইয়া তুমি একাকী মধুবনে যাও। তুমি তথায় নিঃশঙ্ক-হৃদয়ে এমনই ভাবে উপস্থিত হইবে, মধুতনয় লবণ যেন তোমাকে যুদ্ধাভিলাষী বলিয়া জানিতে না পারে। পুরুষর্ষভ! যে ব্যক্তি লবণরাক্ষসের দৃষ্টিপথে পড়িবে, সে-ই তাহার বধ্য হইবে। তোমাকে যেরূপ উপদেশ দিলাম, ইহাই তাহার একমাত্র বধের উপায়,—[illegible]

দর্শনং যোঽভিগচ্ছেত স বধ্যো লবণেন হি ॥ ৯
স গ্রীষ্মে অপযাতে তু বর্ষারাত্র উপাগতে।
হন্তাস্তং লবণং সৌম্য স হি কালোঽস্য দুর্মতেঃ ॥ ১০
মহর্ষীংস্তু পুরস্কৃত্য প্রয়ান্তু তব সৈনিকাঃ।
যথা গ্রীষ্মাবশেষেণ তরেয়ুর্জাহ্নবীজলম্ ॥ ১১
তত্র স্থাপ্য বলং সর্ব্বং নদীতীরে সমাহিতঃ।
অগ্রতো ধনুষা সার্দ্ধং গচ্ছ ত্বং লঘুবিক্রমঃ ॥ ১২
এবমুক্তস্তু রামেণ শত্রুঘ্নস্তান্ মহাবলান্।
সেনামুখ্যান্ সমানীয় ততো বাক্যমুবাচ হ ॥ ১৩
এতে বো গণিতা বাসা যত্র তত্র নিবৎস্যথ।
স্থাতব্যঞ্চাবিরোধেন যথা বাধা ন কস্যচিৎ ॥ ১৪
তথা তাংস্তু সমাজ্ঞাপ্য প্রস্থাপ্য চ মহদ্বলম্।
কৌসল্যাঞ্চ সুমিত্রাঞ্চ কৈকেয়ীঞ্চাভ্যবাদয়ৎ ॥ ১৫
রামং প্রদক্ষিণীকৃত্য শিরসাভিপ্রণম্য চ।
লক্ষ্মণং ভরতঞ্চৈব প্রণিপত্য কৃতাঞ্জলিঃ ॥ ১৬
পুরোহিতং বসিষ্ঠঞ্চ শত্রুঘ্নঃ প্রযতাত্মবান্।
রামেণ চাভ্যনুজ্ঞাতঃ শত্রুঘ্নঃ শত্রুতাপনঃ।
প্রদক্ষিণমথো কৃত্বা নির্জ্জগাম মহাবলঃ ॥ ১৭
নির্যাপ্য সেনামথ সোঽগ্রতস্তদা
গজেন্দ্রবাজিপ্রবরৌঘসঙ্কুলাম্।
উপাস্যমানঃ স নরেন্দ্রপার্শ্বতঃ।
প্রতিপ্রয়াতো রঘুবংশবর্দ্ধনঃ ॥ ১৮
ইত্যুত্তরকাণ্ডে সপ্তসপ্ততিতমঃ সর্গঃ ॥ ৭৭

অষ্টসপ্ততিতমঃ সর্গঃ।

প্রস্থাপ্য চ বলং সর্ব্বং মাসমাত্রোষিতঃ পথি।
এক এবাশু শত্রুঘ্নো জগাম ত্বরিতং তদা ॥ ১
দ্বিরাত্রমন্তরে শূর উষ্য রাঘবনন্দনঃ।
বাল্মীকেরাশ্রমং পুণ্যমগচ্ছদ্বাসমুত্তমম্ ॥ ২
সোঽভিবাদ্য মহাত্মানং বাল্মীকিং মুনিসত্তমম্।
কৃতাঞ্জলিরথো ভূত্বা বাক্যমেতদুবাচ হ ॥ ৩
ভগবন্ বস্তুমিচ্ছামি গুরোঃ কৃত্যাদিহাগতঃ।
শ্বঃ প্রভাতে গমিষ্যামি প্রতীচীং বারুণীং দিশম্ ॥ ৪
শত্রুঘ্নস্য বচঃ শ্রুত্বা প্রহস্য মুনিপুঙ্গবঃ।
প্রত্যুবাচ মহাত্মানং স্বাগতং তে মহাযশঃ ॥ ৫
স্বমাশ্রমমিদং সৌম্য রাঘবাণাং কুলস্য বৈ।
আসনং পাদ্যমর্ঘ্যঞ্চ নির্ব্বিশঙ্কঃ প্রতীচ্ছ মে ॥ ৬
প্রতিগৃহ্য তদা পূজাং ফলমূলঞ্চ ভোজনম্।

কোনরূপে তাহার মৃত্যু হইবে না। সৌম্য! 'বর্ষাকাল—যুদ্ধের সময় নহে" এই কারণবশতঃ সে বর্ষাকালে শূল না লইয়াই বিচরণ করে। সুতরাং বর্ষাকালই সেই দুরাত্মাকে বিনাশ করিবার উপযুক্ত সময়। অতএব গ্রীষ্মকালের পর বর্ষাকাল আসিলে, তাহাকে তুমি বিনাশ করিবে। ৬—১০। এখন তোমার সেনাগণ মহর্ষিগণকে অগ্রে লইয়া যাউক; পরে গ্রীষ্ম শেষে জাহ্নবী-সলিল উত্তীর্ণ হইবে। তুমি সেই নদীতীরে তোমার সেনা স্থাপন করিয়া ধনুষ্পাণি হইয়া সাবধানে ক্রমশঃ অগ্রসর হইবে।" মহাবল শত্রুঘ্ন, রামচন্দ্রের কথা শুনিয়া সেনাপতিগণকে আনাইয়া বলিলেন,—"যে যে প্রসিদ্ধ স্থান তোমাদিগের বাসের জন্য স্থির করা হইয়াছে, তোমরা সেই সেই স্থানে বাস করিবে; কিন্তু যাহাতে কাহারও কোনরূপ পীড়া না হয়, এইরূপ নির্ব্বিবাদে থাকিবে।" শত্রুঘ্ন সেনাপতিদিগকে এইরূপ আদেশ দিয়া সৈন্য পাঠাইয়া কৃতাঞ্জলিতে করযোড়ে পুরোহিত বশিষ্ঠ, রাম, ভরত এবং লক্ষ্মণকে প্রদক্ষিণ ও প্রণিপাতপূর্ব্বক কৌশল্যা, কৈকেয়ী সুমিত্রা এবং অন্যান্য মুনিগণকে অভিবাদন করিলেন। শত্রুদমন মহাবল শত্রুঘ্ন রামের অনুমতি লইয়া তাঁহাকে প্রদক্ষিণপূর্ব্বক পুরী হইতে বহির্গত হইলেন। এইরূপে উত্তম হস্তী ও অশ্ব সহ সেনাগণকে যাইতে অনুমতি দিয়া রঘুবংশবর্দ্ধন শত্রুঘ্ন নিজে তাহাদের সহিত কিয়দ্দূর অগ্রসর হইলেন। পরে তিনি সেনাগণকর্ত্তৃক সম্মানিত হইয়া রামের নিকটে প্রত্যাগমন করিলেন। ১১—১৮।

অষ্টসপ্ততিতম সর্গ।

রঘুনন্দন শূর শত্রুঘ্ন, এইরূপে সেনাগণকে পাঠাইয়া নিজে রামের নিকটে একমাস থাকিয়া, অবিলম্বে একাকীই প্রস্থান করিলেন। তিনি পথিমধ্যে দুই রাত্রি অতিবাহিত করত তৃতীয় দিনে মহামুনি বাল্মীকির পবিত্র আশ্রমে উপনীত হইয়া, মুনিসত্তম মহাত্মা বাল্মীকিকে অভিবাদন করত করযোড়ে বলিলেন,—"ভগবন্! গুরু জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার আদেশে লবণকে বধ করিতে যাইতেছি। অদ্য আপনার আশ্রমে থাকিতে ইচ্ছা করি, কল্য প্রাতে দুর্গম পশ্চিমদিকে প্রস্থান করিব।" মহাত্মা শত্রুঘ্নের কথা শুনিয়া মুনিপুঙ্গব বাল্মীকি সহাস্যে বলিলেন,—"মহাযশঃ! তোমার আগমন শুভ হউক। ১—৫। সৌম্য! ইহা রঘুকুলের নিজের আশ্রম, সুতরাং নিঃশঙ্কচিত্তে আসন, পাদ্য এবং অর্ঘ্য গ্রহণ কর।" পরে শত্রুঘ্ন তাঁহার

ভক্ষয়ামাস কাকুৎস্থস্তৃপ্তিঞ্চ পরমাং গতঃ॥ ৭
স ভুক্ত্বা ফলমূলঞ্চ মহর্ষিং তমুবাচ হ।
পূর্ব্বা যজ্ঞবিভূতীয়ং কস্যাশ্রমসমীপতঃ॥ ৮
তত্তস্য ভাষিতং শ্রুত্বা বাল্মীকির্বাক্যমব্রবীৎ।
শত্রুঘ্ন শৃণু যস্যেদং বভুবায়তনং পুরা॥ ৯
যুষ্মাকং পূর্ব্বকো রাজা সুদাসস্তস্য ভূপতেঃ।
পুত্রো বীর্য্যসহো নাম বীর্য্যবানতিধার্ম্মিকঃ॥ ১০
স বাল এব সৌদাসো মৃগয়ামুপচক্রমে।
চঞ্চর্য্যমাণং দদৃশে স শূরো রাক্ষসদ্বয়ম্॥ ১১
শার্দ্দূলরূপিণৌ ঘোরৌ মৃগান্ বহুসহস্রশঃ।
ভক্ষমাণাবসন্তুষ্টৌ পর্য্যাপ্তিং নৈব জগ্মতুঃ॥ ১২
স তু তৌ রাক্ষসৌ দৃষ্ট্বা নির্ম্মৃগঞ্চ বনং কৃতম্।
ক্রোধেন মহতাবিষ্টো জঘানৈকং মহেষুণা॥ ১৩
বিনিপাত্য তমেকন্তু সৌদাসঃ পুরুষর্ষভঃ।
বিজ্বরো বিগতামর্ষো হতং রক্ষো হ্যবৈক্ষত॥ ১৪
নিরীক্ষমাণং তং দৃষ্ট্বা সহায়ং তস্য রক্ষসঃ।
সন্তাপমকরোদ্ঘোরং সৌদাসঞ্চেদমব্রবীৎ॥ ১৫
যস্মাদনপরাধন্তং সহায়ং মম জঘ্নিবান্।
তস্মাত্তবাপি পাপিষ্ঠ প্রদাস্যামি প্রতিক্রিয়াম্॥ ১৬

এবমুক্ত্বা তু তদ্রক্ষস্তত্রৈবান্তরধীয়ত।
কালপর্য্যায়যোগেন রাজা মিত্রসহোঽভবৎ॥ ১৭
রাজাপি যজতে যজ্ঞমস্যাশ্রমসমীপতঃ।
অশ্বমেধং মহাযজ্ঞং তং বসিষ্ঠোঽপ্যপালয়ৎ॥ ১৮
তত্র যজ্ঞো মহানাসীদ্বহুবর্ষগণায়ুতঃ।
সমৃদ্ধঃ পরয়া লক্ষ্ম্যা দেবযজ্ঞসমোঽভবৎ॥ ১৯
অথাবসানে যজ্ঞস্য পূর্ববৈরমনুস্মরন্।
বসিষ্ঠরূপী রাজানমিতি হোবাচ রাক্ষসঃ॥ ২০
অদ্য যজ্ঞাবসানান্তে সামিষং ভোজনং মম।
দীয়তামিতি শীঘ্রং বৈ নাত্র কার্য্যা বিচারণা॥ ২১
তচ্ছ্রুত্বা ব্যাহৃতং বাক্যং রক্ষসা ব্রহ্মরূপিণা।
সূদান্ সংস্কারকুশলানুবাচ পৃথিবীপতিঃ॥ ২২
হবিষ্যং সামিষং স্বাদু যথা ভবতি ভোজনম্।
তথা কুরুত শীঘ্রং বৈ পরিতুষ্যেদ্যথা গুরুঃ॥ ২৩
শাসনাৎ পার্থিবেন্দ্রস্য সূদাঃ সম্ভ্রান্তমানসাঃ।
তচ্চ রক্ষঃ পুনস্তত্র সূদবেশমথাকরোৎ॥ ২৪
স মানুষমথো মাংসং পার্থিবায় ন্যবেদয়ৎ।
ইদং স্বাদু হবিষ্যঞ্চ সামিষং চান্নমাহৃতম্॥ ২৫
স ভোজনং বসিষ্ঠায় পত্ন্যা সার্দ্ধমুপাহরৎ।
মদয়ন্ত্যা নরশ্রেষ্ঠ সামিষং রক্ষসাহৃতম্॥ ২৬

আতিথ্য গ্রহণপূর্ব্বক ফল মূলাদি ভোজন করিয়া যার-পর নাই প্রীতি লাভ করিলেন। তিনি ফলমূল আহার করিয়া সেই মহর্ষিকে বলিলেন,—'আশ্রমের নিকটে যে সকল প্রাচীন যজ্ঞীয় উপকরণ দেখা যাইতেছে, কোন্ ব্যক্তি এই যজ্ঞ অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন?" তাঁহার কথা শুনিয়া বাল্মীকি বলিলেন,—"শত্রুঘ্ন, পূর্ব্বকালে ইহা যাঁহার যজ্ঞায়তন ছিল, তাহা শ্রবণ কর। তোমাদের পূর্ব্বপুরুষ সুদাস নামে এক রাজা ছিলেন। সেই রাজার অতিধার্ম্মিক বীর্য্যশালী মিত্র-সহনামক এক পুত্র জন্মে। ৮—১০। সেই শূর সুদাস-নন্দন বাল্য কালে একদা মৃগয়া করিতে করিতে দুইটী রাক্ষসকে দেখিতে পাইলেন। সেই ভয়ঙ্কর অতৃপ্ত রাক্ষসদ্বয় ব্যাঘ্ররূপ ধারণপূর্ব্বক বহুসহস্র মৃগ খাইয়া কানন মৃগশূন্য করিয়াও পরিতৃপ্ত হইত না। পুরুষশ্রেষ্ঠ সৌদাস সেই মৃগশূন্য বন ও রাক্ষসদ্বয়কে দেখিয়া নিতান্ত কুপিত হইলেন এবং সুতীক্ষ্ণ বাণনিক্ষেপে তাহাদের একটীকে নিপতিত করিয়া অমর্ষবিহীন হইয়া সুস্থচিত্তে তাহাকে দেখিতে লাগিলেন। নিজ সহচর রাক্ষসকে সৌদাস নিরীক্ষণ করিতেছেন দেখিয়া, দ্বিতীয় রাক্ষস অত্যন্ত শোকসন্তপ্ত হইয়া তাঁহাকে বলিল। ১১—১৫। 'তুমি আমার নিরপরাধ সহচরকে বধ করিয়াছ; পাপিষ্ঠ! আমি

তোমাকে ইহার প্রতিফল দিব।" রাক্ষস এই কথা বলিয়া তথা হইতে অন্তর্হিত হইল। কালক্রমে সুদাসপুত্র মিত্রসহ রাজা হইলেন। তিনি রাজা হইয়াই এই আশ্রমের নিকটে অশ্বমেধ যজ্ঞ আরম্ভ করিলেন এবং বশিষ্ঠমুনি সেই মহাযজ্ঞ রক্ষা করিতে লাগিলেন। সেই বিশাল যজ্ঞ বহুসহস্র বৎসরে সমাপ্ত হয় এবং তাহা বিপুল ঐশ্বর্য্যসম্পন্ন হওয়াতে, দেবযজ্ঞের ন্যায় শোভা পাইয়াছিল। যজ্ঞের শেষে রাক্ষস পূর্ব্বশত্রুতা মনে করিয়া বশিষ্ঠরূপ ধারণ-পূর্ব্বক রাজা সৌদাসকে বলিল। ১৬—২০। "অদ্য যজ্ঞ সমাপ্ত হইবে, সুতরাং আমাকে সত্বর সামিষ খাদ্য প্রদান কর,—ইহাতে কোনরূপ বিচার করিও না।" ব্রাহ্মণরূপী রাক্ষসের কথা শুনিয়া রাজা সৌদাস, সুনিপুণ পাচকদিগকে বলিলেন—'গুরু যাহাতে পরিতোষ লাভ করেন, এরূপ সামিষ আহারীয় দ্রব্য প্রস্তুত কর।' রাজার আদেশ-অনুসারে পাচকেরা তৎক্ষণাৎ পাককার্য্যে প্রবৃত্ত হইল। ইত্যবসরে সেই রাক্ষসও পাচকের বেশ ধরিয়া নরমাংস রন্ধন করত রাজাকে বলিল,—'এই সুস্বাদু উপাদেয় সামিষ অন্ন প্রস্তুত হইয়াছে।' নরবর! রাজা সৌদাস, পত্নী মদয়ন্তীর সহিত, ছদ্মবেশী রাক্ষস-কর্তৃক প্রস্তুত সেই

ভুক্ত্বা তদামিষং বিপ্রো মানুষং ভোজনাগতম্ ।
ক্রোধেন মহতাবিষ্টো ব্যাহর্তুমুপচক্রমে ॥ ২৭
যস্মাত্ত্বং ভোজনং রাজন্ মমৈতদ্দাতুমিচ্ছসি ।
তস্মাদ্ভোজনমেতত্তে ভবিষ্যতি ন সংশয়ঃ ॥ ২৮
ততঃ ক্রুদ্ধস্তু সৌদাসস্তোয়ং জগ্রাহ পাণিনা ।
বশিষ্ঠং শপ্তুমারেভে ভার্য্যা চৈনমবারয়ৎ ॥ ২৯
রাজন্ প্রভুর্যতোঽস্মাকং বশিষ্ঠো ভগবানৃষিঃ ।
প্রতিশপ্তুং ন শক্তস্ত্বং দেবতুল্যং পুরোধসম্ ॥ ৩০
ততঃ ক্রোধময়ং তোয়ং তেজোবলসমন্বিতম্ ।
ব্যসর্জ্জয়ত ধর্ম্মাত্মা ততঃ পাদৌ সিষেচ চ ॥ ৩১
তেনাস্য রাজ্ঞস্তৌ পাদৌ তদা কল্মাষতাং গতৌ ।
তদা প্রভৃতি রাজাসৌ সৌদাসঃ সুমহাযশাঃ ॥ ৩২
কল্মাষপাদঃ সংবৃত্তঃ খ্যাতশ্চৈব তথা নৃপঃ ।
স রাজা সহ পত্ন্যা বৈ প্রণিপত্য মুহুর্মুহুঃ ।
পুনর্বশিষ্ঠং প্রোবাচ যদুক্তং ব্রহ্মরূপিণা ॥ ৩৩
তচ্ছ্রুত্বা পার্থিবেন্দ্রস্য রক্ষসা বিকৃতঞ্চ তৎ ।
পুনঃ প্রোবাচ রাজানং বশিষ্ঠঃ পুরুষর্ষভম্ ॥ ৩৪
ময়া রোষপরীতেন যদিদং ব্যাহৃতং বচঃ ।
নৈতচ্ছক্যং বৃথা কর্ত্তুং প্রদাস্যামি চ তে বরম্ ॥ ৩৫
কালো দ্বাদশ বর্ষাণি শাপস্যান্তো ভবিষ্যতি ।
মৎপ্রসাদাচ্চ রাজেন্দ্র ব্যতীতং ন স্মরিষ্যতি ॥ ৩৬
এবং স রাজা তং শাপমুপভুজ্যারিসূদনঃ ।
প্রতিলেভে পুনা রাজ্যং প্রজাশ্চৈবাম্বপালয়ৎ ॥ ৩৭
তস্য কল্মাষপাদস্য যজ্ঞস্যায়তনং শুভম্ ।
আশ্রমস্য সমীপেঽস্মিন্ যন্মাং পৃচ্ছসি রাঘব ॥ ৩৮
তস্য তাং পার্থিবেন্দ্রস্য কথাং শ্রুত্বা সুদারুণাম্ ।
বিবেশ পর্ণশালায়াং মহর্ষিমভিবাদ্য চ ॥ ৩৯

ইত্যুত্তরকাণ্ডে অষ্টসপ্ততিতমঃ সর্গঃ ॥ ৭৮ ॥

একোনাশীতিতমঃ সর্গঃ ।

যামেব রাত্রিং শত্রুঘ্নঃ পর্ণশালাং সমাবিশৎ ।
তামেব রাত্রিং সীতাপি প্রসূতা দারকদ্বয়ম্ ॥ ১
ততোঽর্দ্ধরাত্রসময়ে বালকা মুনিদারকাঃ ।
বাল্মীকেঃ প্রিয়মাচখ্যুঃ সীতায়াঃ প্রসবং শুভম্ ॥ ২
ভগবন্ রামপত্নী সা প্রসূতা দারকদ্বয়ম্ ।
ততো রক্ষাং মহাতেজঃ কুরু ভূতবিনাশিনীম্ ॥ ৩
তেষাং তদ্বচনং শ্রুত্বা মহর্ষিঃ সমুপাগমৎ ।

আমিষ অন্ন বশিষ্ঠকে দিলেন। ২১—২৬। দ্বিজবর বশিষ্ঠ সেই আমিষ-খাদ্য নরমাংস আছে জানিতে পারিয়া যার পর নাই ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলেন—"রাজন্! তুমি আমাকে এরূপ খাদ্য দিতে ইচ্ছা করিয়াছ, সুতরাং ইহাই তোমার খাদ্য হইবে, ইহাতে সংশয় নাই।" তখন রাজা সৌদাসও কুপিত হইয়া হস্তে জল গ্রহণপূর্ব্বক শাপ দিতে উদ্যত হইলেন; কিন্তু তাঁহার ভার্য্যা মদয়ন্তী তাঁহাকে নিবারণ করিয়া বলিলেন,—'রাজন্! ভগবান্ বশিষ্ঠ ঋষি আমাদিগের প্রভু। সুতরাং দেবতুল্য পুরোহিতকে প্রতিশাপ দেওয়া তোমার কোনমতেই উচিত নহে।' পত্নীর কথা শুনিয়া ধর্ম্মাত্মা নরপতি তেজোবলসমন্বিত কোপময় সেই জল ফেলিয়া দিলেন। সেই সলিল রাজার পদযুগলে পতিত হওয়ায় তাঁহার পদদ্বয় কল্মাষ অর্থাৎ কৃষ্ণবর্ণ হইল এবং সেই দিন হইতে মহাযশা রাজা সৌদাস 'কল্মাষ-পাদ' নামে প্রসিদ্ধ হইলেন। পরে রাজা পত্নীর সহিত পুনঃপুনঃ প্রণিপাত করিয়া মায়াবশিষ্ঠ যেরূপ বলিয়াছিল, বশিষ্ঠকে তাহা বলিলেন। ২৭—৩৩। নরপতির সেই কথা শুনিয়া রাক্ষসের দুর্ব্যবহার জানিতে পারিয়া বশিষ্ঠ, পুরুষশ্রেষ্ঠ নরপতি সৌদাসকে বলিলেন,—আমি ক্রোধবশতঃ যাহা বলিয়াছি, তাহা মিথ্যা হইবার নহে; কিন্তু তোমাকে এক্ষণে বর দিতেছি, দ্বাদশ বৎসর গত হইলে তুমি পাপ হইতে মুক্ত হইবে এবং আমার প্রসাদে এই দ্বাদশ বৎসরের ঘটনাগুলি তোমার মনে থাকিবে না।" সেই অরিদমন রাজা সৌদাস এইরূপে শাপভোগ করত পুনরায় রাজ্যপদ পাইয়া প্রজাপালন করিয়াছিলেন। শত্রুঘ্ন! তুমি আশ্রমের নিকটে আমাকে যে যজ্ঞভূমির কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছ, ইহা সেই কল্মাষপাদ রাজার পুণ্য যজ্ঞভূমি।" শত্রুঘ্ন কল্মাষপাদ রাজার সেই সুদারুণ বিবরণ শুনিয়া মুনিকে অভিবাদনপূর্ব্বক কুটীরে প্রবেশ করিলেন। ৩৪—৩৯।

ঊনাশীতিতম সর্গ।

শত্রুঘ্ন যে রাত্রিতে বাল্মীকির পর্ণশালায় প্রবেশ করেন, সেই রাত্রিতেই সীতাদেবী দুইটী পুত্র প্রসব করিলেন। মুনিপুত্রগণ রাত্রি দ্বিপ্রহরের সময়ে বাল্মীকির নিকটে তাঁহার স্নেহপাত্রী সীতার শুভ সন্তানপ্রসব-সংবাদ নিবেদন করিয়া কহিল,—"মহাতেজস্বিন্ ভগবন্! সেই রামপত্নী সীতাদেবী দুইটী তনয় প্রসব করিয়াছেন, আপনি শিশুদ্বয়ের রক্ষাবিধান

বালচন্দ্রপ্রতীকাশৌ দেবপুত্রৌ মহৌজসৌ ॥ ৪
জগাম তত্র হৃষ্টাত্মা দদর্শ চ কুমারকৌ ।
ভূতঘ্নীঞ্চাকরোত্তাভ্যাং রক্ষাং রক্ষোবিনাশিনীম্ ॥ ৫
কুশমুষ্টিমুপাদায় লবঞ্চৈব তু স দ্বিজঃ ।
বাল্মীকিঃ প্রদদৌ তাভ্যাং রক্ষাং ভূতবিনাশিনীম্ ॥ ৬
যস্তয়োঃ পূর্ব্বজো জাতঃ স কুশৈর্মন্ত্রসংস্কৃতৈঃ ।
নির্ম্মার্জ্জনীয়স্তু তদা কুশ ইত্যস্য নাম তৎ ॥ ৭
যশ্চাবরো ভবেত্তাভ্যাং লবেন সুসমাহিতঃ ।
নির্মার্জ্জনীয়ো বৃদ্ধাভির্লবেতি চ স নামতঃ ॥ ৮
এবং কুশলবৌ নাম্না তাবুভৌ যমজাতকৌ ।
মৎকৃতাভ্যাঞ্চ নামভ্যাং খ্যাতিযুক্তৌ ভবিষ্যতঃ ॥ ৯
তাং রক্ষাং জগৃহুস্তাশ্চ মুনিহস্তাৎ সমাহিতাঃ ।
অকুর্ব্বংশ্চ ততো রক্ষাং তয়োর্বিগতকল্মষাঃ ॥ ১০
তথা তাং ক্রিয়মাণাঞ্চ বৃদ্ধাভির্গোত্রনাম চ ।
সঙ্কীর্ত্তনঞ্চ রামস্য সীতায়াঃ প্রসবৌ শুভৌ ॥ ১১
অর্দ্ধরাত্রে তু শত্রুঘ্নঃ শুশ্রাব সুমহৎ প্রিয়ম্ ।
পর্ণশালাং ততো গত্বা মাতর্দিষ্ট্যেতি চাব্রবীৎ ॥ ১২
তদা তস্য প্রহৃষ্টস্য শত্রুঘ্নস্য মহাত্মনঃ ।
ব্যতীতা বার্ষিকী রাত্রিঃ শ্রাবণী লঘুবিক্রমা ॥ ১৩
প্রভাতে সুমহাবীর্য্যঃ কৃত্বা পৌর্ব্বাহ্নিকীং ক্রিয়াম্ ।
মুনিং প্রাঞ্জলিরামন্ত্র্য যযৌ পশ্চান্মুখঃ পুনঃ ॥ ১৪
স গত্বা যমুনাতীরং সপ্তরাত্রোষিতঃ পথি ।
ঋষীণাং পুণ্যকীর্ত্তীনামাশ্রমে বাসমভ্যয়াৎ ॥ ১৫
স তত্র মুনিভিঃ সার্দ্ধং ভার্গবপ্রমুখৈর্নৃপঃ ।
কথাভিরভিরূপাভির্বাসং চক্রে মহাযশাঃ ॥ ১৬

স কাঞ্চনাদ্যৈর্মুনিভিঃ সমেতৈ
রঘুপ্রবীরো রজনীং তদানীম্ ।
কথাপ্রকারৈর্ব্বহুভির্মহাত্মা
বিরাময়ামাস নরেন্দ্রসূনুঃ ॥ ১৬

ইত্যুত্তরকাণ্ডে একোনাশীতিতমঃ সর্গঃ ॥ ৭৯ ॥

নিবারণ করিয়া তাহাদের রক্ষা বিধান করুন।" মুনি-কুমারগণের এই কথা শুনিয়া মহর্ষি বাল্মীকি সেই দেবপুত্রের ন্যায় নবোদিত চন্দ্রতুল্য মহাতেজস্বী কুমার-যুগলকে দেখিবার নিমিত্ত গমন করিলেন। মুনিবর বাল্মীকি সেই স্থানে গিয়া নব কুমারযুগলকে দেখিয়া পরম প্রীত হইলেন এবং তাহাদের জন্য রাক্ষস এবং বালগ্রহ-বিনাশিনী রক্ষা বিধান করিলেন। ১—৫। কতকগুলি সাগ্র কুশ লইয়া মধ্যভাগে কাটিলে তাহার অগ্রভাগ "কুশমুষ্টি" এবং অধোভাগ "লব" বলিয়া উক্ত হয়। সেই কুশমুষ্টি এবং লব লইয়া মহর্ষি বাল্মীকি শিশুদ্বয়ের ভূতনাশিনী রক্ষার জন্য বৃদ্ধাগণের হস্তে দিয়া বলিলেন,—'ইহাদের মধ্যে যে বালক অগ্রে জন্মিয়াছে, সেই বালককে মন্ত্রসংস্কৃত কুশদ্বারা মার্জ্জন করিতে হইবে, সুতরাং ইহার নাম "কুশ" হইবে এবং উভয়ের মধ্যে যে বালক কনিষ্ঠ, বৃদ্ধাগণ একাগ্রভাবে লবদ্বারা তাহাকে নির্ম্মার্জ্জন করিবে, সেই বালকের "লব" নাম হইবে। আমাকর্ত্তৃক সুরক্ষিত এই যমজ শিশুদ্বয় কুশ এবং লব নামে বিখ্যাত হইবে।" পরে নিষ্পাপ বৃদ্ধগণ সমাহিতচিত্তে মুনির হস্ত হইতে সেই লব এবং কুশমুষ্টি লইয়া কুমারযুগলের রক্ষা বিধান করিলেন। ৬—১০। এদিকে সেই দ্বিপ্রহর রাত্রিকালে সীতার শুভ পুত্র-প্রসব, রামের নামসঙ্কীর্ত্তন, বৃদ্ধগণের সেইরূপ রক্ষাবিধান এবং শিশুদ্বয়ের গোত্র নাম প্রভৃতি কীর্ত্তন হইতে লাগিল; পর্ণকুটীরমধ্যে শয়ন করিয়া শত্রুঘ্ন সমস্তই শুনিলেন এবং মনে মনে সীতাকে উদ্দেশ করিয়া বলিলেন,—"মা! সৌভাগ্যক্রমে আজ তুমি পুত্রসন্তান প্রসব করিয়াছ।" রামের দুইটী পুত্র জন্ম গ্রহণ করাতে মহাত্মা শত্রুঘ্নের সেই সময়ে আনন্দের আর সীমা ছিল না। সেই বর্ষাকালীন শ্রাবণমাসের সুদীর্ঘ-নিশা শত্রুঘ্নের নিকটে অল্পক্ষণের মধ্যেই প্রভাত হইয়া গেল। পরে সেই মহাবীর্য্যবান্ শত্রুঘ্ন প্রাতঃকালে পূর্ব্বাহ্নকৃত্য সমাপন করিয়া করযোড়ে মুনির নিকটে বিদায় লইয়া পশ্চিম দিকে যাত্রা করিলেন। পথিমধ্যে তিনি সাত রাত্রি অতি-বাহিত করিয়া যমুনানদীর তীরে উপনীত হইয়া পবিত্রকীর্ত্তি মহর্ষিদিগের আশ্রমে অবস্থান করিলেন। মহাযশা নরপতি শত্রুঘ্ন, ভার্গব প্রভৃতি ঋষিগণের সহিত বিবিধ মনোরম বাক্যালাপ করত তাঁহাদের আশ্রমে বসতি করিতে লাগিলেন। সেই সময়ে দশরথতনয় রঘুপ্রবীর শত্রুঘ্ন চ্যবন প্রভৃতি ঋষিদিগের সহিত নানাবিধ কথাপ্রসঙ্গে রাত্রি অতিবাহিত করিতে লাগিলেন। ১১—১৭।

অশীতিতমঃ সর্গঃ।

অথ রাত্র্যাং প্রবৃত্তায়াং শত্রুঘ্নো ভৃগুনন্দনম্।
পপ্রচ্ছ চ্যবনং বিপ্রং লবণস্য যথা বলম্॥ ১
শূলস্য চ বলং ব্রহ্মন্ কে চ পূর্ব্বং বিনাশিতাঃ।
অনেন শূলমুখ্যেন দ্বন্দ্বযুদ্ধমুপাগতাঃ॥ ২
তস্য তদ্বচনং শ্রুত্বা শত্রুঘ্নস্য মহাত্মনঃ।
প্রত্যুবাচ মহাতেজাশ্চ্যবনো রঘুনন্দনম্॥ ৩
অসংখ্যেয়ানি কর্ম্মাণি যান্যস্য রঘুনন্দন।
ইক্ষ্বাকুবংশপ্রভবে যদ্বৃত্তং তচ্ছৃণুষ্ব মে॥ ৪
অযোধ্যায়াং পুরা রাজা যুবনাশ্বসুতো বলী।
মান্ধাতা ইতি বিখ্যাতস্ত্রিষু লোকেষু বীর্য্যবান্॥ ৫
স কৃত্বা পৃথিবীং কৃৎস্নাং শাসনে পৃথিবীপতিঃ।
সুরলোকমিতো জেতুমুদ্যোগমকরোন্নৃপঃ॥ ৬
ইন্দ্রস্য চ ভয়ং তীব্রং সুরাণাঞ্চ মহাত্মনাম্।
মান্ধাতরি কৃতোদ্যোগে দেবলোকজিগীষয়া॥ ৭
অর্দ্ধাসনেন শক্রস্য রাজ্যার্দ্ধেন চ পার্থিবঃ।
বন্দ্যমানঃ সুরগণৈঃ প্রতিজ্ঞামধ্যরোহত॥ ৮
তস্য পাপমভিপ্রায়ং বিদিত্বা পাকশাসনঃ।
সান্ত্বপূর্ব্বমিদং বাক্যমুবাচ যুবনাশ্বজম্॥ ৯
রাজা ত্বং মানুষে লোকে ন তাবৎ পুরুষর্ষভ।
অকৃত্বা পৃথিবীং বশ্যাং দেবরাজ্যমিহেচ্ছসি॥ ১০
যদি বীর সমগ্রা তে মেদিনী নিখিলা বশে।
দেবরাজ্যং কুরুষ্বেহ সভৃত্যবলবাহনঃ॥ ১১
ইন্দ্রমেবং ব্রুবাণং তং মান্ধাতা বাক্যমব্রবীৎ।
ক্ব মে শক্র প্রতিহতং শাসনং পৃথিবীতলে॥ ১২
তমুবাচ সহস্রাক্ষো লবণো নাম রাক্ষসঃ।
মধুপুত্রো মধুবনে ন তেহজ্ঞাং কুরুতেহনঘ॥ ১৩
তচ্ছ্রুত্বা বিপ্রিয়ং ঘোরং সহস্রাক্ষেণ ভাষিতম্।
ব্রীড়িতেহবাঙ্মুখো রাজা ব্যাহর্ত্তুং ন শশাক হ॥ ১৪
আমন্ত্র্য তু সহস্রাক্ষং প্রায়াৎ কিঞ্চিদবাঙ্মুখঃ।
পুনরেবাগমচ্ছ্রীমানিমং লোকং নরেশ্বরঃ॥ ১৫
স কৃত্বা হৃদয়েহমর্ষং সভৃত্যবলবাহনঃ।
আজগাম মধোঃ পুত্রং বশে কর্ত্তুমরিন্দম॥ ১৬
স কাঙ্ক্ষমাণো লবণং যুদ্ধায় পুরুষর্ষভঃ।
দূতং সম্প্রেষয়ামাস সকাশং লবণস্য সঃ॥ ১৭
স গত্বা বিপ্রিয়াণ্যাহ বহূনি মধুনঃ সুতম্।
বদন্তমেবং তং দূতং ভক্ষয়ামাস রাক্ষসঃ॥ ১৮

অশীতিতম সর্গ।

রাত্রিকালে শত্রুঘ্ন, ভৃগুপুত্র দ্বিজবর চ্যবনকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"ব্রহ্মন্! লবণ-রাক্ষসের বল কি পরিমাণ? তাহার শূলের বলই বা কি প্রকার? কোন্ কোন্ বীর তাহার সহিত দ্বন্দ্বযুদ্ধ করিতে গিয়া সেই শূলদ্বারা নিহত হইয়াছে?" মহাতেজা চ্যবন, রঘুনন্দন মহাত্মা শত্রুঘ্নের এই কথা শুনিয়া তাঁহাকে বলিলেন,—"রঘুনন্দন! লবণ রাক্ষসের সম্বন্ধে যে সকল অসংখ্য ঘটনা ঘটিয়াছে, তাহার মধ্যে ইক্ষ্বাকুকুলসম্ভূত মান্ধাতার সহিত যাহা ঘটিয়াছিল, তাহা আমি তোমাকে বলিতেছি। পুরাকালে ত্রিলোকবিখ্যাত বীর্য্যবান্ যুবনাশ্বতনয় মহাবল মান্ধাতা অযোধ্যায় রাজা ছিলেন। ১—৫। সেই মান্ধাতা সমগ্র পৃথিবী জয় করিয়া অবশেষে স্বর্গ জয় করিবার উদ্যোগ করিতে লাগিলেন। মান্ধাতা, দেবলোকজয়াভিলাষী হইয়া যুদ্ধের আয়োজন করিলে, মহাত্মা ইন্দ্র প্রভৃতি দেবগণ বিষম ভীত হইলেন। রাজা মান্ধাতা প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন যে,—'আমি পৃথিবীর রাজা হইয়াও ইন্দ্রের অর্দ্ধ রাজ্য এবং অর্দ্ধেক সিংহাসন কাড়িয়া লইলে, দেবগণকর্তৃক সম্মানিত রাজা হইয়া থাকিব।' ইন্দ্র যুবনাশ্বতনয় মান্ধাতার অভিপ্রায় জানিতে পারিয়া তাঁহাকে সান্ত্বনাপূর্ব্বক এই কথাগুলি বলিলেন,—"পুরুষর্ষভ! তুমি সমগ্র মর্ত্ত্যলোকেরও রাজা হইতে পার নাই; তথাপি তুমি মনুষ্যরাজ্য সম্পূর্ণরূপে জয় না করিয়াই দেবরাজ্য লইতে ইচ্ছা করিতেছ। ৬—১০। বীর! যদি সমগ্র পৃথিবী তোমার সম্পূর্ণ বশীভূত হইয়া থাকে, তাহা হইলে বল, বাহন এবং ভৃত্যগণের সহিত অমরাবতী পালন কর।' ইন্দ্রের এই কথা শুনিয়া মান্ধাতা বলিলেন,—'দেবরাজ! ভূতলে আমার শাসন কোথায় প্রতিহত হইয়াছে?' সহস্রাক্ষ বাসব বলিলেন,—'অনঘ! মধুবননিবাসী মধুতনয় লবণনামক রাক্ষস তোমার আদেশ প্রতিপালন করে না।' শ্রীমান্ রাজা মান্ধাতা, ইন্দ্রের মুখে সেই ঘোর অপ্রিয় সংবাদ শুনিয়া লজ্জায় অধোবদন হইলেন। তিনি আর কিছু বলিতে না পারিয়া অধোমুখেই সহস্রাক্ষ সুরপতিকে আমন্ত্রণ করত পুনরায় ইহলোকে আসিলেন। ১১—১৫। অরিন্দম! পুরুষশ্রেষ্ঠ মান্ধাতা অমর্ষান্বিত ক্রোধে মধুপুত্র লবণকে বশীভূত করিবার জন্য সেনা, বাহন এবং ভৃত্যবর্গের সহিত যাত্রা করিলেন। তিনি লবণের সহিত সমরাভিলাষী হইয়া লবণ-রাক্ষসের নিকটে দূত পাঠাইলেন। সেই দূত, মধুপুত্রের নিকটে গিয়া অনেক অপ্রিয় কথা

চিরায়মাণে দূতে তু রাজা ক্রোধসমন্বিতঃ।
অর্দ্দয়ামাস তদ্রক্ষঃ শরবৃষ্ট্যা সমন্ততঃ॥ ১৯
ততঃ প্রহস্য তদ্রক্ষঃ শূলং জগ্রাহ পাণিনা।
বধায় সানুবন্ধস্য মুমোচায়ুধমুত্তমম্॥ ২০
তচ্ছূলং দীপ্যমানন্তু সভৃত্যবলবাহনম্।
ভস্মীকৃত্যা নৃপং ভূয়ো লবণস্যাগমৎ করম্॥ ২১
এবং স রাজা সুমহান্ হতঃ সবলবাহনঃ।
শূলস্য তু বলং সৌম্য অপ্রমেয়মনুত্তমম্॥ ২২
শ্বঃ প্রভাতে তু লবণং হরিষ্যসি ন সংশয়ঃ।
অগৃহীতায়ুধং ক্ষিপ্রং ধ্রুবো হি বিজয়স্তব॥ ২৩
লোকানাং স্বস্তি চৈবং স্যাৎ কৃতে কর্ম্মণি চ ত্বয়া।
এতত্তে সর্ব্বমাখ্যাতং লবণস্য দুরাত্মনঃ॥ ২৪
শূলস্য চ বলং ঘোরমপ্রমেয়ং নরর্ষভ।
বিনাশশ্চৈব মান্ধাতুর্যত্নেনাভূচ্চ পার্থিব॥ ২৫

ত্বং শ্বঃ প্রভাতে লবণং মহাত্মন্
বধিষ্যসে নাত্র তু সংশয়ো মে।
শূলং বিনা নির্গতমামিষার্থে
ধ্রুবো জয়স্তে ভবিতা নরেন্দ্র॥ ২৬

ইত্যুত্তরকাণ্ডে অশীতিতমঃ সর্গঃ॥ ৮০॥

করিলে, লবণ তৎক্ষণাৎ তাহাকে খাইয়া ফেলিল। দূতের বহু বিলম্ব হইতেছে দেখিয়া রাজা ক্রোধান্বিত হইয়া চারিদিকে বাণ বর্ষণ করত সেই রাক্ষসকে নিপীড়ন করিতে লাগিলেন। তখন সেই রাক্ষস হাসিয়া শূল হস্তে ভৃত্যগণের সহিত রাজাকে বিনাশ করিবার জন্য সেই দিব্য অস্ত্র নিক্ষেপ করিলে, সেই প্রদীপ্ত শূল বাহন এবং ভৃত্যগণের সহিত রাজাকে ভস্মসাৎ করিয়া পুনরায় লবণ রাক্ষসের নিকটে উপস্থিত হইল। ১৬—২১। সৌম্য! সেই মহারাজ মান্ধাতা এইরূপে সসৈন্যে নিহত হইয়াছেন, সুতরাং অনুত্তম শূলের অপরিমিত শক্তি। কিন্তু তুমি কল্য প্রাতঃকালে যখন লবণের নিকটে শূল থাকিবে না, তখন অবিলম্বে তাহাকে নিপাত করিবে। নিশ্চয়ই যুদ্ধে তুমি জয়ী হইবে। তুমি এই কার্য্য সম্পন্ন করিলে সকল লোকের মঙ্গল হইবে। এইত তোমাকে দুরাচার লবণরাক্ষসের সকল বৃত্তান্ত বলিলাম। নরবর ভূপাল! সেই শূলের বল অপরিমিত এবং ঘোরতর হইলেও মান্ধাতাকে বিনাশ করিতে তাহার বিশেষ আয়াস পাইতে হইয়াছিল। মহাত্মন্! কল্য প্রাতঃকালে লবণ-রাক্ষস শূল গৃহে রাখিয়া যখন মাংস সংগ্রহ

একাশীতিতমঃ সর্গঃ।

কথাং কথয়তাং তেষাং জয়ং চাকাঙ্ক্ষতাং শুভম্।
ব্যতীতা রজনী শীঘ্রং শত্রুঘ্নস্য মহাত্মনঃ॥ ১
ততঃ প্রভাতে বিমলে তস্মিন্ কালে স রাক্ষসঃ।
নির্গতস্তু পুরাদ্বীরো ভক্ষ্যাহারপ্রচোদিতঃ॥ ২
এতস্মিন্নন্তরে বীর উত্তীর্য্য যমুনাং নদীম্।
তীর্ত্বা মধুপুরদ্বারি ধনুষ্পাণিরতিষ্ঠত॥ ৩
ততোঽর্দ্ধদিবসে প্রাপ্তে ক্রূরকর্ম্মা স রাক্ষসঃ।
আগচ্ছদ্বহুসাহস্রং প্রাণিনাং ভারমুদ্বহন্॥ ৪
ততো দদর্শ শত্রুঘ্নং স্থিতং দ্বারি ধৃতায়ুধম্।
তমুবাচ ততো রক্ষঃ কিমনেন করিষ্যসি॥ ৫
ঈদৃশানাং সহস্রাণি সায়ুধানাং নরাধম।
ভক্ষিতানি ময়া রোষাৎ কালেনানুগতো হ্যসি॥ ৬
আহারশ্চাপ্যসম্পূর্ণো মমায়ং পুরুষাধম।
স্বয়ং প্রবিষ্টোঽদ্য মুখং কথমাসাদ্য দুর্ম্মতে॥ ৭
তস্যৈবং ভাষমাণস্য হসতশ্চ মুহুর্মুহুঃ।

জন্য বাহির হইবে, তখন চেষ্টা করিলে নিশ্চই সেই রাক্ষসকে সংহার করিতে পারিবে। নরেশ্বর! এইরূপে তোমার জয় হইবে সন্দেহ নাই। ২২—২৬।

একাশীতিতম সর্গ।

শত্রুঘ্নের বিজয়-কামনা করিয়া এইরূপ নানা কথাবার্ত্তা কহিতে কহিতে মুনিগণের সেই রাত্রি সুখে অতিবাহিত হইয়া গেল। পরে বিমল উষাকালে বীর লবণরাক্ষস আহারীয় দ্রব্য আহরণ করিবার জন্য পুরী হইতে বাহির হইল। এই অবসরে শূর শত্রুঘ্ন যমুনানদী উত্তীর্ণ হইয়া হস্তে ধনুক লইয়া মধুপুরীর দ্বারদেশ অবরোধ করিলে সেই ক্রূরকর্ম্মা রাক্ষস অসংখ্য প্রাণীর ভার বহিতে বহিতে আসিল এবং সশস্ত্র শত্রুঘ্নকে দ্বারে দেখিয়া বলিল,—"তুই এই অস্ত্র লইয়া আমার কি করিবি? ১—৫। রে নরাধম! আমি ক্রোধভরে এইরূপ সহস্র সহস্র সশস্ত্র মানুষকে খাইয়া ফেলি, সুতরাং কাল তোকে ডাকিয়াছে বলিয়া তুই আমার সহিত যুদ্ধ করিতে আসিয়াছিস্। রে নরাধম! তুই এখানে আসিয়াছিস্ বলিয়া আজ আমার আহার সম্পূর্ণ হইল। রে দুর্ম্মতে! তুই নিজে আসিয়া কেন আমার মুখমধ্যে প্রবেশ করিলি?

শত্রুঘ্নো বীর্য্যসম্পন্নো রোষাদশ্রূণ্যবাসৃজৎ। ৮
তস্য রোষাভিভূতস্য শত্রুঘ্নস্য মহাত্মনঃ।
তেজোময্যো মরীচ্যস্তু সর্ব্বগাত্রৈর্বিনিষ্পতন্। ৯
উবাচ চ সুসংক্রুদ্ধঃ শত্রুঘ্নঃ স নিশাচরম্।
যোদ্ধুমিচ্ছামি দুর্ব্বুদ্ধে দ্বন্দ্বযুদ্ধং ত্বয়া সহ। ১০
পুত্রো দশরথস্যাহং ভ্রাতা রামস্য ধীমতঃ।
শত্রুঘ্নো নাম শত্রুঘ্নো বধাকাঙ্ক্ষী তবাগতঃ। ১১
তস্য মে যুদ্ধকামস্য দ্বন্দ্বযুদ্ধং প্রদীয়তাম্।
শত্রুস্ত্বং সর্ব্বভূতানাং ন মে জীবন্ গমিষ্যসি। ১২
তস্মিংস্তথা ব্রুবাণে তু রাক্ষসঃ প্রহসন্নিব।
প্রত্যুবাচ নরশ্রেষ্ঠং দিষ্ট্যা প্রাপ্তোঽসি দুর্ম্মতে। ১৩
মম মাতৃস্বসুর্ভ্রাতা রাবণো নাম রাক্ষসঃ।
হতো রামেণ দুর্ব্বুদ্ধে স্ত্রীহেতোঃ পুরুষাধম। ১৪
তচ্চ সর্ব্বং ময়া ক্ষান্তং রাবণস্য কুলক্ষয়ম্।
অবজ্ঞাং পুরতঃ কৃত্বা ময়া যূয়ং বিশেষতঃ। ১৫
নিহতাশ্চ হি তে সর্ব্বে পরিভূতাস্তৃণং যথা।
ভূতাশ্চৈব ভবিষ্যাশ্চ যূয়ঞ্চ পুরুষাধমাঃ। ১৬
তস্য তে যুদ্ধকামস্য যুদ্ধং দাস্যামি দুর্ম্মতে।
তিষ্ঠ ত্বঞ্চ মুহূর্ত্তন্তু যাবদায়ুধমানয়ে। ১৭
ঈপ্সিতং যাদৃশং তুভ্যং সজ্জয়ে যাবদায়ুধম্।
তমুবাচাশু শত্রুঘ্নঃ ক্ব মে জীবন্ গমিষ্যসি। ১৮
স্বয়মেবাগতঃ শত্রুর্ন মোক্তব্যঃ কৃতাত্মনা।
যো হি বিক্লবয়া বুদ্ধ্যা প্রসরং শত্রবে দিশেৎ।
স হতো মন্দবুদ্ধিঃ স্যাদ্‌যথা কাপুরুষস্তথা। ১৯
তস্মাৎ সুদৃষ্টং কুরু জীবলোকং
শরৈঃ শিতৈস্ত্বাং বিবিধৈর্নয়ামি।
যমস্য গেহাভিমুখং হি পাপং
রিপুং ত্রিলোকস্য চ রাঘবস্য। ২০

ইত্যুত্তরকাণ্ডে একাশীতিতমঃ সর্গঃ। ৮১।

লবণ রাক্ষস সহাস্যে বারংবার ঐরূপ বলিলে বীর্য্যশালী শত্রুঘ্ন ক্রোধে অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন। মহাত্মা শত্রুঘ্ন কোপাবিষ্ট হওয়ায় তাঁহার শরীর হইতে তেজোময় কিরণমালা বহির্গত হইল। তখন শত্রুঘ্ন বিষম ক্রুদ্ধ হইয়া লবণ রাক্ষসকে বলিলেন,—"রে দুর্ব্বুদ্ধে! আমি তোর সহিত দ্বন্দ্বযুদ্ধ করিতে ইচ্ছা করি। ৮—১০। আমি মহারাজ দশরথের পুত্র, ধীমান্ রামের ভ্রাতা; শত্রুবিনাশ করি বলিয়া আমার নাম 'শত্রুঘ্ন'; আমি তোকে বধ করিতে ইচ্ছা করিয়াছি, সুতরাং তুই আমার সহিত দ্বন্দ্বযুদ্ধ কর্। রাক্ষসাধম! তুই সমগ্র প্রাণীরই শত্রু, অতএব আমার নিকট হইতে প্রাণ লইয়া পলাইতে পারিবি না।" শত্রুঘ্ন এইরূপ বলিলে রাক্ষস সহাস্যে শত্রুঘ্নকে বলিল,—"রে দুর্ম্মতে! আজ আমার পরম সৌভাগ্য, সেইজন্য তুই এখানে আসিয়াছিস্। নরাধম! রাবণ আমার মাসী শূর্পণখার ভ্রাতা; রে দুর্ব্বুদ্ধে! স্ত্রীর জন্য রাম সেই রাবণকে বিনাশ করিয়াছে। রাবণের সেই কুলক্ষয় দেখিয়াও আমি নিরস্ত ছিলাম এবং অবজ্ঞাবশতঃ তোদিগকেও ক্ষমা করিয়াছিলাম। আমি কত লোক বধ করিয়াছি, করিতেছি, এবং করিব, তাহার সংখ্যা নাই; আমি তোদিগকে কেবল তৃণের ন্যায় অবজ্ঞা করিয়াই বধ করি নাই। রে দুর্ম্মতে! তুই যুদ্ধ করিতে আসিয়াছিস্! সুতরাং আমি তোর সহিত যুদ্ধ করিব; কিন্তু তুই এক মুহূর্ত্ত অপেক্ষা কর্, আমি অস্ত্র আনিতেছি। ১১—১৭। বিশেষতঃ তোকে বধ করিতে আমার যেরূপ অস্ত্রের আবশ্যক, আমি সেইরূপ অস্ত্র সুসজ্জিত করি।" শত্রুঘ্ন বলিলেন,—"বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিরা শত্রুকে স্বয়ং উপস্থিত হইতে দেখিলে কদাচ পরিত্যাগ করেন না; সুতরাং তুই আমার নিকট হইতে জীবিত অবস্থায় কোথায় যাইবি? বিশেষতঃ যে ব্যক্তি নির্ব্বুদ্ধিতাবশতঃ শত্রুকে অবকাশ দেয়, সেই নির্ব্বোধ কাপুরুষের ন্যায় নিহত হয়, সুতরাং তুই ভাল করিয়া জন্মের মত একবার ইহলোক দেখ, তুই পাপাচারী অধিকন্তু রঘুনন্দন রামচন্দ্রের এবং ত্রিলোকের শত্রু, সুতরাং সুতীক্ষ্ণ বিবিধ বাণজালে তোকে যমালয়ে পাঠাইব।" ১৮—২০।

দ্ব্যশীতিতমঃ সর্গঃ।

তচ্ছ্রুত্বা ভাষিতং তস্য শত্রুঘ্নস্য মহাত্মনঃ।
ক্রোধমাহারয়ত্তীব্রং তিষ্ঠ তিষ্ঠেতি চাব্রবীৎ। ১
পাণৌ পাণিং স নিষ্পিষ্য দন্তান্ কটকটায্য চ।
লবণো রঘুশার্দ্দূলমাহ্বয়ামাস চাসকৃৎ। ২

দ্ব্যশীতিতম সর্গ।

মহাত্মা শত্রুঘ্নের কথা, শুনিয়া লবণ রাক্ষস বিষম কুপিত হইয়া তাঁহাকে 'থাক্ থাক্' এই কথা বলিল এবং হস্তে হস্তে ও দন্তে দন্তে ঘর্ষণ করিয়া রঘুশ্রেষ্ঠ শত্রুঘ্নকে বারংবার যুদ্ধার্থ আহ্বান

তং ব্রুবাণং তথা বাক্যং লবণং ঘোরদর্শনম্ ।
শত্রুঘ্নো দেবশত্রুঘ্ন ইদং বচনমব্রবীৎ ॥ ৩
শত্রুঘ্নো ন তদা জাতো যদান্যে নির্জ্জিতাস্ত্বয়া ।
তদদ্য বাণাভিহতো ব্রজ ত্বং যমসাদনম্ ॥ ৪
ঋষয়োঽপ্যদ্য পাপাত্মন্ ময়া ত্বাং নিহতং রণে ।
পশ্যন্তু বিপ্রা বিদ্বাংসস্ত্রিদশা ইব রাবণম্ ॥ ৫
ত্বয়ি মদ্বাণনির্দ্দগ্ধে পতিতেঽদ্য নিশাচরে ।
পুরে জনপদে চাপি ক্ষেমমেব ভবিষ্যতি ॥ ৬
অদ্য মদ্বাহুনিষ্ক্রান্তঃ শরো বজ্রনিভাননঃ ।
প্রবেক্ষ্যতে তে হৃদয়ং পদ্মমংশুরিবার্কজঃ ॥ ৭
এবমুক্তো মহাবৃক্ষং লবণঃ ক্রোধমূর্চ্ছিতঃ ।
শত্রুঘ্নোরসি চিক্ষেপ স চ তং শতধাচ্ছিনৎ ॥ ৮
তদ্দৃষ্ট্বা বিফলং কর্ম্ম রাক্ষসঃ পুনরেব তু ।
পাদপান্ সুবহূন্ গৃহ্য শত্রুঘ্নায়াসৃজদ্বলী ॥ ৯
শত্রুঘ্নশ্চাপি তেজস্বী বৃক্ষানাপততো বহূন্ ।
ত্রিভিশ্চতুর্ভিরেকৈকং চিচ্ছেদ নতপর্ব্বভিঃ ॥ ১০
ততো বাণময়ং বর্ষং ব্যসৃজদ্রাক্ষসোপরি ।
শত্রুঘ্নো বীর্য্যসম্পন্নো বিব্যথে ন স রাক্ষসঃ ॥ ১১

ততঃ প্রহস্য লবণো বৃক্ষমুদ্যম্য বীর্য্যবান্ ।
শিরস্যভ্যহনচ্ছূরং স্রস্তাঙ্গঃ স মুমোহ বৈ ॥ ১২
তস্মিন্নিপতিতে বীরে হাহাকারো মহানভূৎ ।
ঋষীণাং দেবসঙ্ঘানাং গন্ধর্ব্বাপ্সরসাং তথা ॥ ১৩
তমবজ্ঞায় তু হতং শত্রুঘ্নং ভুবি পাতিতম্ ।
রক্ষো লব্ধান্তরমপি ন বিবেশ স্বমালয়ম্ ॥ ১৪
নাপি শূলং প্রজগ্রাহ তং দৃষ্ট্বা ভুবি পাতিতম্ ।
ততো হত ইতি জ্ঞাত্বা তান্ ভক্ষ্যান্ স সমাবহৎ ॥ ১৫
মুহূর্ত্তাল্লব্ধসংজ্ঞস্তু পুনস্তস্থৌ ধৃতায়ুধঃ ।
শত্রুঘ্নো বৈ পুনর্দ্বারি ঋষিভিঃ সম্প্রপূজিতঃ ॥ ১৬
ততো দিব্যমমোঘং তং জগ্রাহ শরমুত্তমম্ ।
জ্বলন্তং তেজসা ঘোরং পূরয়ন্তং দিশো দশ ॥ ১৭
বজ্রাননং বজ্রবেগং মেরুমন্দরসন্নিভম্ ।
নতং পর্ব্বসু সর্ব্বেষু সংযুগেষ্বপরাজিতম্ ॥ ১৮
অসৃক্চন্দনদিগ্ধাঙ্গং চারুপত্রং পতত্রিণম্ ।
দানবেন্দ্রাচলেন্দ্রাণামসুরাণাঞ্চ দারুণম্ ॥ ১৯
তং দীপ্তমিব কালাগ্নিং যুগান্তে সমুপস্থিতম্ ।
দৃষ্ট্বা সর্ব্বাণি ভূতানি পরিত্রাসমুপাগমন্ ॥ ২০

করিতে লাগিল। তৎপরে সুরশত্রু-সংহারক শত্রুঘ্ন সেই ভীষণদর্শন রাক্ষসকে বলিলেন,—“যখন তুই অন্যান্য রাজাকে পরাস্ত করিয়াছিলি, তখন আমি জন্মগ্রহণ করি নাই, সুতরাং অদ্য আমার বাণজালে নিহত হইয়া যমালয়ে যাইবি। রে দুরাত্মন্! দেবতাগণ যেমন রাবণকে নিহত হইতে দেখিয়াছিলেন, তেমনি বিদ্বান্ ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ মহর্ষিগণ আজ তোকে আমার হাতে নিহত হইতে দেখুন। ১—৫। তুই আমার শরানলে ভস্মীভূত হইলে অদ্য নগর এবং জনপদের নিশ্চয় মঙ্গল হইবে। সূর্য্যের কিরণ যেমন পদ্মের ভিতর প্রবেশ করে, তেমনি বজ্রমুখ বাণ সকল আমার বাহুবিমুক্ত হইয়া তোর বক্ষস্থলে প্রবেশ করিবে।” রাক্ষস লবণ শত্রুঘ্নের এইরূপ সদর্প উক্তি শ্রবণে ক্রোধে উন্মত্ত হইয়া তাঁহার বক্ষঃস্থলে বিশাল এক বৃক্ষ প্রহার করিল; শত্রুঘ্নও সেই বৃক্ষ শতখণ্ড করিয়া কাটিয়া ফেলিলেন। বলবান্ রাক্ষস নিজের চেষ্টা ব্যর্থ দেখিয়া একেবারে অনেক বৃক্ষ লইয়া শত্রুঘ্নের উপরে নিক্ষেপ করিল। তেজস্বী শত্রুঘ্নও নতপর্ব্ব তিন-চারিটী বাণ দ্বারা সেই বৃক্ষসমূহ আসিতে আসিতেই এক একটী করিয়া কাটিলেন। ৬—১০। পরে রাক্ষসের শরীরে বাণবৃষ্টি করিতে লাগিলেন; কিন্তু লবণ রাক্ষস তাহাতেও ব্যথিত হইল না। পরে বীর্য্যবান্ রাক্ষস লবণ, বৃক্ষ লইয়া শত্রুঘ্নের মস্তকে আঘাত করিলে, তিনি অজ্ঞান হইয়া ভূতলে পড়িলেন। সেই বীর মূর্চ্ছিত হইলে দেবগণ, ঋষিগণ, গন্ধর্ব্বগণ এবং অপ্সরোগণের মধ্যে হাহাকার রব পড়িয়া গেল। শত্রুঘ্ন অচেতন হইয়া ধরায় পড়িয়াছেন, অতএব লবণ অনায়াসেই পুরমধ্যে প্রবেশ করিয়া নিজের সেই শূল আনিতে পারিত; কিন্তু মোহাভিভূত হওয়ায় সে তাহা করিল না; বরং শত্রুঘ্ন মরিয়াছেন ভাবিয়া মহানন্দে সেই মাংসভার লইয়া চলিল। ১১—১৫। এদিকে শত্রুঘ্ন মুহূর্ত্তকাল পরে সংজ্ঞা পাইয়া ঋষিগণের শুভাশীর্ব্বাদ এবং প্রশংসা প্রবণ করিতে করিতে পুনরায় পুরদ্বারে দাঁড়াইলেন। পরে শত্রুঘ্ন অমোঘ ভীষণ উত্তম দিব্য বাণ লইলেন। ঐ বাণ তেজো দ্বারা প্রজ্বলিত হইয়া আবার [illegible] উদ্ভাসিত করিল। উহা [illegible] ও মন্দর পর্ব্বতের তুল্য [illegible] মুখ বজ্রতুল্য এবং বেগ [illegible]। পক্ষিপক্ষশোভিত ঐ বাণ— [illegible] এবং অসুরগণের [illegible] এবং [illegible] এবং [illegible] [illegible] সেই বাণ [illegible]

সদেবাসুরগন্ধর্ব্বং মুনিভিঃ সাপ্সরোগণম্।
জগদ্ধি সর্ব্বমস্বস্থং পিতামহমুপস্থিতম্ ॥ ২১
উচুশ্চ দেবদেবেশং বরদং প্রপিতামহম্।
দেবানাং ভয়সম্মোহো লোকানাং সঙ্ক্ষয়ং প্রতি ॥ ২২
তেষাং তদ্বচনং শ্রুত্বা ব্রহ্মা লোকপিতামহঃ।
ভয়কারণমাচষ্ট দেবানামভয়ঙ্করম্ ॥ ২৩
উবাচ মধুরাং বাণীং শৃণুধ্বং সর্ব্বদেবতাঃ।
বধায় লবণস্যাজৌ শরঃ শত্রুঘ্নধারিতঃ ॥ ২৪
তেজসা তস্য সম্মূঢ়াঃ সর্ব্বে স্ম সুরসত্তমাঃ।
এষ পূর্ব্বস্য দেবস্য লোককর্ত্তুঃ সনাতনঃ ॥ ২৫
শরস্তেজোময়ো বৎসা যেন বৈ ভয়মাগতম্।
এষ বৈ কৈটভস্যার্থে মধুনশ্চ মহাশরঃ ॥ ২৬
সৃষ্টো মহাত্মনা তেন বধার্থে দৈত্যয়োস্তয়োঃ।
এক এব প্রজানাতি বিষ্ণুস্তেজোময়ং পরম্ ॥ ২৭
এষা এব তনুঃ পূর্ব্বা বিষ্ণোস্তস্য মহাত্মনঃ।
ইতো গচ্ছত পশ্যধ্বং বধ্যমানং মহাত্মনা ॥ ২৮
রামানুজেন বীরেণ লবণং রাক্ষসোত্তমম্।
তস্য তে দেবদেবস্য নিশম্য বচনং সুরাঃ ॥ ২৯
আজগ্মুর্যত্র যুধ্যেতে শত্রুঘ্নলবণাবুভৌ।
তং শরং দিব্যসঙ্কাশং শত্রুঘ্নকরধারিতম্ ॥ ৩০
দদৃশুঃ সর্ব্বভূতানি যুগান্তাগ্নিমিবোত্থিতম্।
আকাশমাবৃতং দৃষ্ট্বা দেবৈর্হি রঘুনন্দনঃ ॥ ৩১
সিংহনাদং ভৃশং কৃত্বা দদর্শ লবণং পুনঃ।
আহূতশ্চ পুনস্তেন শত্রুঘ্নেন মহাত্মনা ॥ ৩২
লবণঃ ক্রোধসংযুক্তো যুদ্ধায় সমুপস্থিতঃ।
আকর্ণাৎ স বিকৃষ্যাথ তদ্ধনুর্ধন্বিনাং বরঃ ॥ ৩৩
স মুমোচ তদা বাণং লবণস্য মহোরসি।
উরস্তস্য বিদার্য্যাশু প্রবিবেশ রসাতলম্ ॥ ৩৪
গত্বা রসাতলং দিব্যঃ শরো বিবুধপূজিতঃ।
পুনরেবাগমত্তূর্ণমিক্ষ্বাকুকুলনন্দনম্ ॥ ৩৫
শত্রুঘ্নশরনির্ভিন্নো লবণঃ স নিশাচরঃ।
পপাত সহসা ভূমৌ বজ্রাহত ইবাচলঃ ॥ ৩৬
তচ্চ শূলং মহদ্দিব্যং হতে লবণরাক্ষসে।
পশ্যতাং সর্ব্বদেবানাং রুদ্রস্য বশমন্বগাৎ ॥ ৩৭

একেষুপাতেন ভয়ং নিপাত্য
লোকত্রয়স্যাস্য রঘুপ্রবীরঃ।
বিনির্ব্বভাবুত্তমচাপবাণ-
স্তমঃ প্রণুদ্যেব সহস্ররশ্মিঃ ॥ ৩৮

হইল। ১৬—২০। এমন কি, দেবগণ অসুরগণ, গন্ধর্ব্বগণ, অপ্সরোগণ, এবং মুনিগণসহ জগতের সমুদয় জীবগণ ভয়বিকল হইয়া পিতামহের নিকটে উপস্থিত হইলেন। তাঁহারা দেবদেবেশ বরদ পিতামহকে বলিলেন,—'এই অদৃষ্টপূর্ব্ব লোকক্ষয় হইবে দেখিয়া আমাদিগের বিষম ভয় এবং মোহ জন্মিয়াছে।' লোকপিতামহ ব্রহ্মা তাঁহাদের কথা শুনিয়া তাঁহাদিগকে সুমধুরবাক্যে বলিলেন,—এই লবণ অতি ভয়ঙ্কর হইলেও ইহাতে দেবতাদিগের ভয়ের কোন কারণ নাই। অমরগণ! যুদ্ধে লবণ রাক্ষসকে বধ করিবার জন্যই শত্রুঘ্ন বাণ ধারণ করিয়াছেন। সুরসত্তমগণ! আমরা সকলেই সেই বাণের তেজঃপ্রভাবে বিমূঢ় হইয়াছি। বৎসগণ! যাহা দেখিয়া তোমরা ভীত হইলে, ঐ অক্ষয় শর লোকপালক আদিদেব বিষ্ণু হইতে উৎপন্ন। সেই মহাত্মা হরি,—মধু এবং কৈটভনামক দৈত্যযুগলকে বধ করিবার জন্য এই শর সৃষ্টি করিয়াছিলেন এবং এই বাণই সেই মহাত্মার প্রাচীন দেহ ছিল; অতএব এই তেজোময় শরটির বিবরণ যদিও তাহা তিনিই জানেন। রামানুজ শত্রুঘ্ন সেই বাণ দ্বারা রাক্ষসশ্রেষ্ঠ লবণকে সংহার করিবেন। এই যুদ্ধে অন্য কাহারও অনিষ্ট হইবে না; সুতরাং তোমরা নির্ভয়ে তথায় উপস্থিত হইয়া লবণবধ দেখ। দেবগণ দেবদেব পিতামহের কথা শুনিয়া যে স্থানে শত্রুঘ্ন এবং লবণের যুদ্ধ হইতেছিল, তথায় আসিলেন। সেই সময়ে সমস্ত প্রাণিপুঞ্জ শত্রুঘ্নের হস্তে প্রলয়কালীন অনলের ন্যায় সেই দিব্য বাণ দেখিল। রঘুনন্দন শত্রুঘ্ন অন্তরীক্ষ দেবগণপূর্ণ দেখিয়া ভীষণ সিংহনাদ করিতে করিতে বারংবার লবণ রাক্ষসের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। লবণ রাক্ষসও মহাত্মা শত্রুঘ্নকর্তৃক পুনঃপুনঃ আহূত হইয়া ক্রোধভরে যুদ্ধ করিতে আসিল। তখন মহাধনুর্দ্ধর শত্রুঘ্ন ধনুকে আকর্ণ সন্ধান করিয়া লবণের বিশাল বক্ষস্থলে সেই বাণ নিক্ষেপ করিলেন। দেবপূজিত সেই দিব্য শর তাহার বক্ষস্থল ভেদ করিয়া তৎক্ষণাৎ রসাতলে প্রবেশপূর্ব্বক অবিলম্বে আবার ইক্ষ্বাকুকুলনন্দন শত্রুঘ্নের নিকটে আসিল। ২১—৩৫। রাক্ষস লবণ শত্রুঘ্নের বাণাঘাতে বিদীর্ণ হইয়া, বজ্রাহত পর্ব্বতের ন্যায় হঠাৎ পতিত হইল। লবণ রাক্ষস মরিলে সেই দিব্য মহাশূল সমস্ত দেবগণের সাক্ষাতেই রুদ্রদেবের নিকটে চলিয়া গেল। অন্ধকার দূর করিয়া সহস্রকিরণ দিবাকর যেমন শোভা পান, দিব্য ধনুর্ব্বাণধারী রঘুপ্রবীর শত্রুঘ্ন একটী মাত্র বাণদ্বারা ত্রিলোকের ভয় দূর করিয়া সেইরূপ প্রকাশ পাইতে লাগিলেন।

ততো হি দেবা ঋষিপন্নগাশ্চ
প্রপূজিরে হ্যপ্সরসশ্চ সর্ব্বাঃ ।
দিষ্ট্যা জয়ো দাশরথে তবাপ্ত-
স্ত্যক্ত্বা ভয়ং সর্প ইব প্রশান্তঃ ॥ ৩৯

ইত্যুত্তরকাণ্ডে দ্ব্যশীতিতমঃ সর্গঃ ॥ ৮২

ত্র্যশীতিতমঃ সর্গঃ ।

হতে তু লবণে দেবাঃ সেন্দ্রাঃ সাগ্নিপুরোগমাঃ ।
উচুঃ সুমধুরাং বাণীং শত্রুঘ্নং শত্রুতাপনম্ ॥ ১
দিষ্ট্যা তে বিজয়ো বৎস দিষ্ট্যা লবণরাক্ষসঃ ।
হতঃ পুরুষশার্দ্দূল বরং বরয় সুব্রত ॥ ২
বরদাস্তু মহাবাহো সর্ব্ব এব সমাগতাঃ ।
বিজয়াকাঙ্ক্ষিণস্তুভ্যমমোঘং দর্শনং হি নঃ ॥ ৩
দেবানাং ভাষিতং শ্রুত্বা শূরো মূর্দ্ধ্নি কৃতাঞ্জলিঃ ।
প্রত্যুবাচ মহাবাহুঃ শত্রুঘ্নঃ প্রযতাত্মবান্ ॥ ৪
ইয়ং মধুপুরী রম্যা মধুরা দেবনির্ম্মিতা ।
নিবেশং প্রাপ্নুয়াচ্ছীঘ্রমেষ মেহস্তু বরঃ পরঃ ॥ ৫

তখন দেবগণ, ঋষিগণ, নাগগণ এবং অপ্সরোগণ শত্রুঘ্নের প্রতি সম্মান দেখাইয়া বলিলেন,—"দশরথ-নন্দন! তুমি আজ সৌভাগ্যক্রমে নির্ভয়ে শত্রু জয় করিয়াছ এবং বিষধর সর্পের ন্যায় দুর্দ্দান্ত শত্রুও দমিত হইয়াছে।" ৩৬—৩৯।

ত্র্যশীতিতম সর্গ।

লবণ রাক্ষস যুদ্ধে নিহত হইলে ইন্দ্র অগ্নি প্রভৃতি দেবগণ শত্রুদমন শত্রুঘ্নকে সুমধুর বাক্যে বলিলেন,—"বৎস! তুমি সৌভাগ্যক্রমে লবণ রাক্ষসকে নিপাত করিয়া যুদ্ধে জয়ী হইয়াছ; সুব্রত পুরুষ-প্রবর! সুতরাং তুমি আমাদের নিকটে বর প্রার্থনা কর। মহাবাহো! আমরা তোমার রণজয়ে সন্তুষ্ট হইয়াই বর দিতে আসিয়াছি; অতএব আমাদিগের দর্শন বিফল হইবে না।" সংযত-স্বভাব মহাবল শূর শত্রুঘ্ন দেবগণের এই কথা শুনিয়া মস্তকে বদ্ধাঞ্জলি হইয়া প্রত্যুত্তর করিলেন,—"এই দেবনির্ম্মিতা মনোহরা রমণীয়া মধুপুরী মথুরা এতদিন রাক্ষসের জন্যে জনশূন্যা ছিল; এক্ষণে ইহা জনপূর্ণ হউক। আমি এই উত্তম বর চাহিতেছি; ইহাই

তং দেবাঃ প্রীতমনসো বাঢ়মিত্যেব রাঘবম্ ।
ভবিষ্যতি পুরী রম্যা শূরসেনা ন সংশয়ঃ ॥ ৬
তে তথোক্ত্বা মহাত্মানো দিবমারুরুহুস্তদা ।
শত্রুঘ্নোহপি মহাতেজাস্তাং সেনাং সমুপানয়ৎ ॥ ৭
সা সেনা শীঘ্রমাগচ্ছচ্ছ্রুত্বা শত্রুঘ্নশাসনম্ ।
নিবেশনঞ্চ শত্রুঘ্নঃ শ্রাবণেন সমারভৎ ॥ ৮
স পুরা দিব্যসঙ্কাশো বর্ষে দ্বাদশমে শুভে ।
নিবিষ্টঃ শূরসেনানাং বিষয়শ্চাকুতোভয়ঃ ॥ ৯
ক্ষেত্রাণি শস্যযুক্তানি কালে বর্ষতি বাসবঃ ।
অরোগবীরপুরুষা শত্রুঘ্নভুজপালিতা ॥ ১০
অর্দ্ধচন্দ্রপ্রতীকাশা যমুনাতীরশোভিতা ।
শোভিতা গৃহমুখ্যৈশ্চ চত্বরাপণবীথিকৈঃ ।
চাতুর্ব্বর্ণ্যসমাযুক্তা নানাবাণিজ্যশোভিতা ॥ ১১
যচ্চ তেন পুরা শুভ্রং লবণেন কৃতং মহৎ ।
তচ্ছোভয়তি শত্রুঘ্নো নানাবর্ণোপশোভিতম্ ॥ ১২
আরামৈশ্চ বিহারৈশ্চ শোভমানাং সমন্ততঃ ।
শোভিতাং শোভনীয়ৈশ্চ তথাঠন্যৈর্দৈবমানুষৈঃ ॥ ১৩

আমার পরম উৎকৃষ্ট বর।" ১—৫। দেবগণ প্রীত হইয়া রঘুনন্দন শত্রুঘ্নকে বলিলেন,—"তোমার ইচ্ছা পূর্ণ হইবে এবং তোমার রমণীয় মথুরানগরে বীর্য্যবান্ সৈন্যগণের বাসস্থান হইবে, সংশয় নাই।" মহাত্মা দেবগণ ঐরূপ বর দিয়া স্বর্গে গেলেন। তখন মহাতেজা শত্রুঘ্নও সেই গঙ্গাতীরস্থিত সৈন্যগণকে আনিতে অনুমতি দিলেন। সৈন্যগণ শত্রুঘ্নের আদেশ পাইয়া সত্বর আসিয়া উপস্থিত হইল। শত্রুঘ্নও শ্রাবণমাস হইতে পুরী প্রস্তুত করিতে আরম্ভ করিলেন। শুভ দ্বাদশ বৎসরের প্রারম্ভে সেই সুচারু নগর নির্ম্মিত হইলে, অকুতোভয়ে শূর সেনাগণেরও বাসস্থান প্রস্তুত হইল। ৬—৯। ঐ প্রদেশের ক্ষেত্রসকল শস্যশোভিত হইল,—ইন্দ্র যথাকালে তথায় বারি বর্ষণ করিতে লাগিলেন এবং সেই বীরপুরুষগণ, শত্রুঘ্নের বাহুবলে সুরক্ষিত হইয়া ব্যাধিহীন হইল। সেই নগর যমুনাতীরে অর্দ্ধচন্দ্রের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল এবং রমণীয় অট্টালিকা-সমূহ তাহার সৌন্দর্য্য সমধিক বৃদ্ধি করিল। নগরের দোকান সকল বিবিধ পণ্য দ্রব্যে সুশো-ভিত হইল এবং ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র, এই চারিবর্ণ, ঐ নগরে বাস করিতে লাগিল। লবণ রাক্ষস পূর্ব্বে তথায় যে বৃহৎ অট্টালিকাগুলি নির্ম্মাণ করিয়া-ছিল, শত্রুঘ্ন সেইগুলি পুনরায় সংস্কৃত এবং সুসজ্জি-লিত করিয়া বিবিধ কারুকার্য্যে তাহার সৌন্দর্য্য আরও

তাং পুরীং দিব্যসঙ্কাশাং নানাপণ্যোপশোভিতাম্।
নানাদেশগতৈশ্চাপি বণিগ্‌ভিরুপশোভিতাম্ ॥ ১৪
তাং সমৃদ্ধাং সমৃদ্ধার্থঃ শত্রুঘ্নো ভরতানুজঃ।
নিরীক্ষ্য পরমপ্রীতঃ পরং হর্ষমুপাগমৎ ॥ ১৫
তস্য বুদ্ধিঃ সমুৎপন্না নিবেশ্য মধুরাং পুরীম্।
রামপাদৌ নিরীক্ষেঽহং বর্ষে দ্বাদশ আগতে ॥ ১৬

তত স তামমরপুরোপমাং পুরীং
নিবেশ্য বৈ বিবিধজনাভিসংবৃতাম্।
নরাধিপো রঘুপতিপাদদর্শনে
দধে মতিং রঘুকুলবংশবৰ্দ্ধনঃ ॥ ১৭

ইত্যুত্তরকাণ্ডে ত্র্যশীতিতমঃ সর্গঃ ॥ ৮৩ ॥

—

চতুরশীতিতমঃ সর্গঃ।

ততো দ্বাদশমে বর্ষে শত্রুঘ্নো রামপালিতাম্।
অযোধ্যাং চকমে গন্তুমল্পভৃত্যবলানুগঃ ॥ ১
ততো মন্ত্রিপুরোগাংশ্চ বলমুখ্যান্নিবৰ্ত্ত্য চ।
জগাম হয়মুখ্যেন রথানাঞ্চ শতেন সঃ ॥ ২
স গত্বা গণিতান্ বাসান্ সপ্তাষ্টৌ রঘুনন্দনঃ।
বাল্মীক্যাশ্রমমাগত্য বাসং চক্রে মহাযশাঃ ॥ ৩
সোঽভিবাদ্য ততঃ পাদৌ বাল্মীকেঃ পুরুষর্ষভঃ।
পাদ্যমর্ঘ্যং তথাতিথ্যং জগ্রাহ মুনিহস্ততঃ ॥ ৪
বহুরূপাঃ সুমধুরাঃ কথাস্তত্র সহস্রশঃ।
কথয়ামাস স মুনিঃ শত্রুঘ্নায় মহাত্মনে ॥ ৫
উবাচ চ মুনির্বাক্যং লবণস্য বধাশ্রিতম্।
সুদুষ্করং কৃতং কর্ম্ম লবণং নিঘ্নতা ত্বয়া ॥ ৬
বহবঃ পার্থিবাঃ সৌম্য হতাঃ সবলবাহনাঃ।
লবণেন মহাবাহো যুধ্যমানা মহাবলাঃ ॥ ৭
স ত্বয়া নিহতঃ পাপো লীলয়া পুরুষর্ষভ।
জগতশ্চ ভয়ং তত্র প্রশান্তং তব তেজসা ॥ ৮
রাবণস্য বধো ঘোরো যত্নেন মহতা কৃতঃ।
ইদন্তু সুমহৎ কর্ম্ম ত্বয়া কৃতমযত্নতঃ ॥ ৯
প্রীতিশ্চাপি পরা জাতা দেবানাং লবণে হতে।
ভূতানাঞ্চৈব সর্ব্বেষাং জগতশ্চ প্রিয়ং কৃতম্ ॥ ১০
তচ্চ যুদ্ধং ময়া দৃষ্টং যথাবৎ পুরুষর্ষভ।
সভায়াং বাসবস্যাথ উপবিষ্টেন রাঘব ॥ ১১
মমাপি পরমা প্রীতির্হৃদি শত্রুঘ্ন বৰ্ত্ততে।
উপাঘ্রাস্যামি তে মূর্দ্ধি স্নেহস্যৈষা পরা গতিঃ ॥ ১২

বৃদ্ধি করিয়া দিলেন। স্থানে স্থানে সুরম্য উপবন, বিহারভূমি এবং আর আর সুন্দর বস্তুসমূহ তাহার শোভা সমধিক বৃদ্ধি করিল। দেবতা এবং মনুষ্য দ্বারা শোভিত সেই দিব্য নগরে নানাদেশ হইতে বণিকগণ আসিয়া বিবিধ পণ্যদ্রব্য ক্রয়-বিক্রয় করত তাহার সৌষ্ঠব সাধন করিতে লাগিল। পূর্ণমনোরথ ভরতানুজ শত্রুঘ্ন তাঁহার নগরের সমৃদ্ধি দেখিয়া পরম প্রীতি লাভ করিলেন। এইরূপে মধুরানগর সংস্থাপন-পূর্ব্বক দ্বাদশ বৎসরের পরে রঘুকুলবৰ্দ্ধন নরপতি শত্রুঘ্নের মনে রামের পাদপদ্ম দর্শনের ইচ্ছা হইল। এই নিমিত্ত নানাজনগণে পরিপূর্ণ স্বর্গোপম সেই নগর সংস্থাপনপূর্ব্বক রঘুপতি রামচন্দ্রের চরণ দেখিবার জন্য কৃতপ্রতিজ্ঞ হইলেন। ১০—১৭।

—

চতুরশীতিতম সর্গ।

দ্বাদশ বৎসরের পর শত্রুঘ্ন কতিপয় সৈন্য এবং অনুচর সঙ্গে লইয়া রামপালিত অযোধ্যানগরে যাইতে ইচ্ছা করিলেন। তৎপরে তিনি মন্ত্রী এবং প্রধান প্রধান সেনাপতিদিগকে মথুরায় রাখিয়া শত রথ এবং উৎকৃষ্ট অশ্ব সঙ্গে লইয়া যাত্রা করিলেন। মহাযশা রঘুনন্দন রঘুনন্দন শত্রুঘ্ন মথুরা হইতে যাত্রা করিয়া গণের দিনের পর মুনিবর বাল্মীকির আশ্রমে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তিনি মুনিবর বাল্মীকির পদযুগল অভিবাদন করিয়া তাঁহার নিকট হইতে পাদ্য অর্ঘ্য এবং আতিথ্য গ্রহণ করিলে, বাল্মীকি মহাত্মা শত্রুঘ্নকে নানাবিধ সুমধুর বাক্য বলিতে লাগিলেন। ১—৫। সেই মুনিবর প্রথমতঃ শত্রুঘ্নকে লবণ রাক্ষসের নিধনের কথা উল্লেখ করিয়া বলিলেন,—"সৌম্য! তুমি লবণকে নিপাত করিয়া অতি দুষ্কর কর্ম্ম করিয়াছ। মহাবাহো! কত শত মহাবল রাজা লবণ-রাক্ষসের সহিত যুদ্ধ করিতে গিয়া সসৈন্যে নিহত হইয়াছে। পুরুষর্ষভ! তুমি তোমার তেজঃপ্রভাবে সেই পাপাত্মা রাক্ষসকে অনায়াসে বধ করিয়া জগতের রাক্ষসজনিত ভয় দূর করিয়াছ। রামচন্দ্র বহুকষ্টে ঘোরতর রাবণকে বধ করিয়াছিলেন, কিন্তু তুমি এই মহৎকার্য্য অক্লেশে সম্পাদন করিয়াছ। লবণ রাক্ষস নিহত হওয়ায় দেবগণ অতিশয় প্রীত হইয়াছেন; অধিক কি, তুমি সমগ্র জীব এবং জগতের প্রিয় অনুষ্ঠান করিয়াছ। ৬—১০। পুরুষর্ষভ রাঘব! আমি ইন্দ্রের সভায় বসিয়া দিব্যচক্ষু-যোগে সেই যুদ্ধ আমূল দেখিয়াছি। শত্রুঘ্ন! আমি যার পর নাই আনন্দিত হইয়াছি; সুতরাং আমি তোমার মস্তক আঘ্রাণ করিব, কারণ ইহাই স্নেহের

ইত্যুক্তা মূর্দ্ধি শত্রুঘ্নমুপাঘ্রায় মহামতিঃ ।
আতিথ্যমকরোত্তস্য যে চ তস্য পদানুগাঃ ॥ ১৩
স ভুক্তবান্নরশ্রেষ্ঠো গীতমাধুর্য্যমুত্তমম্ ।
শুশ্রাব রামচরিতং তস্মিন্ কালে যথাকৃতম্ ॥ ১৪
তন্ত্রীলয়সমাযুক্তং ত্রিস্থানকরণান্বিতম্ ।
সংস্কৃতং লক্ষণোপেতং সমতালসমন্বিতম্ ॥ ১৫
শুশ্রাব রামচরিতং তস্মিন্ কালে পুরাকৃতম্ ।
তান্যক্ষরাণি সত্যানি যথাবৃত্তানি পূর্ব্বশঃ ॥ ১৬
শ্রুত্বা পুরুষশার্দ্দূলো বিসংজ্ঞো বাষ্পলোচনঃ ।
স মুহূর্ত্তমিবাসংজ্ঞো বিনিশ্বস্য মুহুর্ম্মুহুঃ ॥ ১৭
তস্মিন্ গীতে যথাবৃত্তং বর্ত্তমানমিবাশৃণোৎ ।
পদানুগাশ্চ যে রাজ্ঞস্তাং শ্রুত্বা গীতিসম্পদম্ ॥ ১৮
অবাঙ্মুখাশ্চ দীনাশ্চ হ্যাশ্চর্য্যমিতি চাব্রুবন্ ।
পরস্পরঞ্চ যে তত্র সৈনিকাঃ সম্বভাষিরে ॥ ১৯
কিমিদং ক্ক চ বর্ত্তামঃ কিমেতৎ স্বপ্নদর্শনম্ ।
অর্থো যো নঃ পুরা দৃষ্টস্তমাশ্রমপদে পুনঃ ॥ ২০
শৃণুমঃ (আশ্রিতঃ) কিমিদং স্বপ্নে গীতবন্ধনমুত্তমম্ ।
বিস্ময়ং তে পরং গত্বা শত্রুঘ্নমিদমব্রুবন্ ॥ ২১
সাধু পৃচ্ছ নরশ্রেষ্ঠ বাল্মীকিং মুনিপুঙ্গবম্ ।
শত্রুঘ্নস্ত্বব্রবীৎ সর্ব্বান্ কৌতূহলসমন্বিতান্ ॥ ২২
সৈনিকা ন ক্ষমোঽস্মাকং পরিপ্রষ্টুমিহেদৃশঃ ।
আশ্চর্য্যাণি বহূনীহ ভবন্ত্যাশ্রমে মুনেঃ ॥ ২৩
ন তু কৌতূহলাদ্যুক্তমন্বেষ্টুং তং মহামুনিম্ ।
এবং তদ্বাক্যমুক্ত্বা তু সৈনিকান্ রঘুনন্দনঃ ।
অভিবাদ্য মহর্ষিং তং স্বনিবেশং যযৌ তদা ॥ ২৪
ইত্যুত্তরকাণ্ডে চতুরশীতিতমঃ সর্গঃ ॥ ৮৪

—

পঞ্চাশীতিতমঃ সর্গঃ ।

তং শয়ানং নরব্যাঘ্রং নিদ্রা নাভ্যাগমত্তদা ।
চিন্তয়ানমনেকার্থং রামগীতমনুত্তমম্ ॥ ১
তস্য শব্দং সুমধুরং তন্ত্রীলয়সমন্বিতম্ ।
শ্রুত্বা রাত্রির্জগামাশু শত্রুঘ্নস্য মহাত্মনঃ ॥ ২
তস্যাং নিশায়াং ব্যুষ্টায়াং কৃত্বা পৌর্ব্বাহ্নিকক্রমম্ ।
উবাচ প্রাঞ্জলির্বাক্যং শত্রুঘ্নো মুনিপুঙ্গবম্ ॥ ৩
ভগবন্ দ্রষ্টুমিচ্ছামি রাঘবং রঘুনন্দনম্ ।
ত্বয়ানুজ্ঞাতমিচ্ছামি সহৈভিঃ সহিতব্রতৈঃ ॥ ৪

পরম নিদর্শন।” মহামতি মুনিবর বাল্মীকি এই কথা বলিয়া শত্রুঘ্নের মস্তক আঘ্রাণ করত তাঁহার এবং তাঁহার অনুচরবর্গের আতিথ্য-সৎকার করিলেন। ১১—১৩। এই সময় যতদূর পর্য্যন্ত রাম-চরিত প্রকাশিত হইয়াছিল; ততদূর পর্য্যন্ত ঘটনা লইয়া মহর্ষি বাল্মীকি এক কাব্য রচনা করিয়া প্রকাশ করিয়াছিলেন; শত্রুঘ্ন আহারান্তে সেই মনোহর রামচরিত-গান শুনিতে লাগিলেন। রামজীবনীর যথাযথ সত্যকাহিনী শুনিয়া পুরুষ-প্রবর শত্রুঘ্ন আনন্দাশ্রু বিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন এবং ক্রমে পরমানন্দে মুগ্ধ হইয়া গেলেন। তিনি মুহূর্ত্তকাল মুগ্ধ থাকিয়া পশ্চাৎ প্রকৃতিস্থ হইয়া বারংবার নিশ্বাসপরিত্যাগপূর্ব্বক সেই গীতে অতীত-ঘটনাসমূহ বর্ত্তমানের ন্যায় বোধ করিলেন। মথুরাপতি শত্রুঘ্নের অনুচরগণও ঐ গীত শুনিল; কিন্তু গায়ককে দেখিতে না পাইয়া দুঃখিতচিত্তে অধোমুখ হইয়া, 'আশ্চর্য্য! আশ্চর্য্য।' এই কথা বলিতে লাগিল। সেই সৈনিক-পুরুষেরা পরস্পর বলিতে লাগিল। ১৪—২০। "একি! কিছুই ত দেখিতে পাইতেছি না, কোথায় ইহার সন্ধান পাইব? অথবা এ কি স্বপ্ন! কি আশ্চর্য্য! পূর্ব্বে আমরা যাহা চক্ষে দেখিয়াছি, আজ তাহা পুনর্ব্বার স্বপ্নে শুনিলাম।" সৈন্যগণ অতিমাত্র আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া শত্রুঘ্নকে বলিল,— "নরবর! আপনি মুনিপ্রধান বাল্মীকিকে এ বিষয়ে জিজ্ঞাসা করুন।" শত্রুঘ্ন, কৌতূহলান্বিত সমস্ত সৈন্যগণকে বলিলেন,—"এ কথা জিজ্ঞাসা করা আমার কর্ত্তব্য নহে; কেননা, এই মুনির আশ্রমে বিস্তর আশ্চর্য্য বিষয় আছে, কিন্তু কৌতূহলের বশবর্ত্তী হইয়া মহামুনিকে সেই সকল বিষয় জিজ্ঞাসা করা যুক্তিসঙ্গত নহে।” তখন রঘুনন্দন শত্রুঘ্ন সৈনিকদিগকে এই কথা বলিয়া মহর্ষিকে অভিবাদনপূর্ব্বক নিজ শয়নগৃহে প্রবেশ করিলেন। ২১—২৪।

—

পঞ্চাশীতিতম সর্গ।

নরবর মহাত্মা শত্রুঘ্ন শয়ন করিয়া বিচিত্র রাম-চরিত্রগানের বিষয় এবং সেই সঙ্গে আরও অনেকবিষয় ভাবিতে লাগিলেন। সেই সময়ে নানাপ্রকার চিন্তায় কোনমতেই তাঁহার নিদ্রা হইল না; বরং সেই তন্ত্রী-লয়বিশিষ্ট সুমধুর গীতধ্বনি শুনিতে শুনিতেই সেই রাত্রি শীঘ্র অতিবাহিত হইল। সেই রাত্রি প্রভাত হইলে, শত্রুঘ্ন প্রাতঃকৃত্য সমাপন করিয়া করযোড়ে বাল্মীকিকে বলিলেন,—"মহর্ষি ভগবন্! রঘুকুলের আনন্দবর্দ্ধন রামচন্দ্রকে দর্শন করিতে ইচ্ছা করিয়াছি, সুতরাং এই অনুচরবর্গের সহিত যাইবার জন্য আপনার অনুমতি প্রার্থনা করি।" [illegible]

ইত্যেবং বাদিনং তত্র শত্রুঘ্নং শত্রুসূদনম্।
বাল্মীকিঃ সম্পরিষ্বজ্য বিসসর্জ্জ স রাঘবম্।
সোঽভিবাদ্য মুনিশ্রেষ্ঠং রথমারুহ্য সুপ্রভম্।
অযোধ্যামগমত্তূর্ণং রাঘবোৎসুকদর্শনঃ। ৬
স প্রবিষ্টঃ পুরীং রম্যাং শ্রীমানিক্ষ্বাকুনন্দনঃ।
প্রবিবেশ মহাবাহুর্যত্র রামো মহাদ্যুতিঃ। ৭
স রামং মন্ত্রিমধ্যস্থং পূর্ণচন্দ্রনিভাননম্।
পশ্যন্নমরমধ্যস্থং সহস্রনয়নং যথা। ৮
সোঽভিবাদ্য মহাত্মানং জ্বলন্তমিব তেজসা।
উবাচ প্রাঞ্জলির্ভূত্বা রামং সত্যপরাক্রমম্। ৯
যদাজ্ঞপ্তং মহারাজ সর্ব্বং তৎ কৃতবানহম্।
হতঃ স লবণঃ পাপঃ পুরী চাস্য নিবেশিতা। ১০
দ্বাদশৈতানি বর্ষাণি ত্বাং বিনা রঘুনন্দন।
নোৎসহেয়মহং বস্তুং ত্বয়া বিরহিতো নৃপ। ১১
স মে প্রসাদং কাকুৎস্থ কুরুষ্বামিতবিক্রম।
মাতৃহীনো যথা বৎসো ন চিরং প্রবসাম্যহম্। ১২
এবং ব্রুবাণং কাকুৎস্থঃ পরিষ্বজ্যেদমব্রবীৎ।
মা বিষাদং কৃথাঃ শূর নৈতৎ ক্ষত্রিয়চেষ্টিতম্। ১৩
নাবসীদন্তি রাজানো বিপ্রবাসেষু রাঘব।
প্রজা হি পরিপাল্যা হি ক্ষত্রধর্ম্মেণ রাঘব। ১৪
কালে কালে তু মাং বীর অযোধ্যামবলোকিতুম্।
আগচ্ছ ত্বং নরশ্রেষ্ঠ গন্তাসি চ পুরং তব। ১৫
মমাপি ত্বং সুদয়িতঃ প্রাণৈরপি ন সংশয়ঃ।
অবশ্যং করণীয়ঞ্চ রাজ্যস্য পরিপালনম্। ১৬
তস্মাত্ত্বং বস কাকুৎস্থ সপ্তরাত্রং ময়া সহ।
ঊর্দ্ধং গন্তাসি মধুরাং সভৃত্যবলবাহনঃ। ১৭
রামস্যৈতদ্বচঃ শ্রুত্বা ধর্ম্মযুক্তং মনোহনুগম্।
শত্রুঘ্নো দীনয়া বাচা বাঢ়মিত্যেব চাব্রবীৎ। ১৮
সপ্তরাত্রঞ্চ কাকুৎস্থো রাঘবস্য যথাজ্ঞয়া।
উষ্য তত্র মহেষ্বাসো গমনায়োপচক্রমে। ১৯
আমন্ত্র্য তু মহাত্মানং রামং সত্যপরাক্রমম্।
ভরতং লক্ষ্মণঞ্চৈব মহারথমুপারুহৎ। ২০
দূরং পদ্ভ্যামনুগতো লক্ষ্মণেন মহাত্মনা।
ভরতেন চ শত্রুঘ্নো জগামাশু পুরীং তদা। ২১

ইত্যুত্তরকাণ্ডে পঞ্চাশীতিতমঃ সর্গঃ। ৮৫।

সুধন্য শত্রুঘ্ন এই কথা বলিলে বাল্মীকি তাঁহাকে আলিঙ্গন করিয়া বিদায় দিলেন, শত্রুঘ্নও মহাপ্রভাবশালী মুনিবরকে অভিবাদন করিয়া রামচন্দ্রকে দেখিবার জন্য উৎসুক হইয়া রথারোহণপূর্ব্বক সত্বর অযোধ্যায় উপস্থিত হইলেন। ১—৬। ইক্ষ্বাকুনন্দন মহাবাহু শ্রীমান্ শত্রুঘ্ন, রমণীয় অযোধ্যাপুরে প্রবেশ করিয়া যথায় মহাদ্যুতি রামচন্দ্র অবস্থিতি করিতেছিলেন, তথায় প্রবেশ করিলেন। তিনি দেবতাগণের মধ্যস্থিত সহস্রাক্ষ ইন্দ্রের ন্যায় তেজোদ্বারা জাজ্বল্যমান সত্য-পরাক্রমশালী পূর্ণচন্দ্রানন মহাত্মা রামচন্দ্রকে মন্ত্রি-গণের মধ্যে অধিষ্ঠিত দেখিয়া অভিবাদনপূর্ব্বক কর-যোড়ে বলিলেন,—"মহারাজ! আপনি যেরূপ আদেশ করিয়াছিলেন, আমি সে সমুদয় সম্পন্ন করিয়াছি। সেই পাপাত্মা লবণ রাক্ষস নিহত হইয়াছে,—তাহার নগরে প্রজা স্থাপন করিয়াছি। মহারাজ রঘুনন্দন! আপনার বিরহে এই দ্বাদশ বৎসর অতি কষ্টে অতি-বাহিত করিয়াছি, কিন্তু আর আপনার সহিত বিচ্ছিন্ন হইয়া থাকিতে ইচ্ছা করি না। অমিত-বিক্রমশালী কাকুৎস্থ! মাতৃহীন বৎসের ন্যায় আমি চিরকাল প্রবাসে থাকিতে পারিব না, সুতরাং আমার প্রতি দয়া করুন।" ৭—১২। শত্রুঘ্নের কথা শুনিয়া, রাম তাঁহাকে আলিঙ্গন করিয়া কহিলেন,—"শূর! ইহা ক্ষত্রিয়োচিত নহে, সুতরাং তুমি খিন্ন হইও না। শত্রুঘ্ন! রাজগণ প্রবাসে থাকিলেও অবসন্ন হন না, বিশেষতঃ ক্ষত্রধর্ম্ম অনুসারে প্রজাপালন রাজাদিগের অবশ্য কর্ত্তব্য। নরশ্রেষ্ঠ বীর! তুমি আমাকে দেখি-বার জন্য সময়ে সময়ে অযোধ্যায় আসিও এবং আমাকে দেখিয়া আবার নিজ নগরে ফিরিয়া যাইও। তোমাকে যে আমি প্রাণাপেক্ষা ভালবাসি, তাহাতে অণুমাত্র সন্দেহ নাই। কেবল তথাকার রাজ্য রক্ষা-করা অবশ্য কর্ত্তব্য কর্ম্ম বলিয়া এইরূপ তোমা হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া থাকিতে ইচ্ছা করিতেছি। ১৩—১৬। কাকুৎস্থ! তুমি বহুদিনের পর আসিয়াছ, অতএব এক্ষণে আমার কাছে সাত দিন থাক; পরে সৈন্য বাহন এবং ভৃত্যগণ-সহ পুনরায় মথুরায় যাইও।" রামচন্দ্রের এইরূপ ধর্ম্মসঙ্গত মনোহর কথা শুনিয়া শত্রুঘ্ন দুঃখিত-চিত্তে তাহা স্বীকার করিলেন। সেই মহাধনুর্দ্ধর কাকুৎস্থ শত্রুঘ্ন, রামচন্দ্রের আদেশানুসারে সাতদিন এবং সাত রাত্রি অযোধ্যায় বাস করিয়া পুনরায় মথুরায় যাইতে উদ্যত হইলেন এবং সত্য-পরাক্রম মহাত্মা রামচন্দ্র, ভরত, লক্ষ্মণকে অভি-বাদনপূর্ব্বক মহারথে আরোহণ করিলেন। তখন মহাত্মা ভরত এবং লক্ষ্মণ কিয়দ্দুর পাদচারে তাঁহার অনুগমন করিলেন। তাহার পর শত্রুঘ্নও অবিলম্বে মথুরাপুরীতে গিয়া উপনীত হইলেন। ১৭—২১।

ষড়শীতিতমঃ সর্গঃ ।

প্রস্থাপ্য তু স শত্রুঘ্নং ভ্রাতৃভ্যাং সহ রাঘবঃ ।
প্রমুমোদ সুখী রাজ্যং ধর্ম্মেণ পরিপালয়ন্ ॥ ১
ততঃ কতিপয়াহঃসু বৃদ্ধো জানপদো দ্বিজঃ ।
মৃতং বালমুপাদায় রাজদ্বারমুপাগমৎ ॥ ২
রুদন্ বহুবিধা বাচঃ স্নেহদুঃখসমন্বিতঃ ।
অসকৃৎ পুত্র পুত্রেতি বাক্যমেতদুবাচ হ ॥ ৩
কিন্নু মে দুষ্কৃতং কর্ম্ম পুরা দেহান্তরে কৃতম্ ।
যদহং পুত্রমেকন্তু পশ্যামি নিধনং গতম্ ॥ ৪
অপ্রাপ্তযৌবনং বালং পঞ্চবর্ষসহস্রকম্ ।
অকালে কালমাপন্নং মম দুঃখায় পুত্রক ॥ ৫
অল্পৈরহোভির্নিধনং গমিষ্যামি ন সংশয়ঃ ।
অহঞ্চ জননী চৈব তব শোকেন পুত্রক ॥ ৬
ন স্মরাম্যনৃতং হ্যুক্তং ন চ হিংসাং স্মরাম্যহম্ ।
সর্ব্বেষাং প্রাণিনাং পাপং ন স্মরামি কদাচন ॥ ৭
কেনাদ্য দুষ্কৃতেনায়ং বাল এব মমাত্মজঃ ।
অকৃত্বা পিতৃকার্য্যাণি গতো বৈবস্বতক্ষয়ম্ ॥ ৮
নেদৃশং দৃষ্টপূর্ব্বং মে শ্রুতং বা ঘোরদর্শনম্ ।
মৃত্যুরপ্রাপ্তকালানাং রামস্য বিষয়ে হ্যয়ম্ ॥ ৯
রামস্য দুষ্কৃতং কিঞ্চিৎ মহদস্তি ন সংশয়ঃ ।
যথা হি বিষয়স্থানাং বালানাং মৃত্যুরাগতঃ ॥ ১০
ন হ্যন্যবিষয়স্থানাং বালানাং মৃত্যুতো ভয়ম্ ।
স রাজন্ জীবয়স্বৈনং বালং মৃত্যুবশং গতম্ ॥ ১১
রাজদ্বারি মরিষ্যামি পত্ন্যা সার্দ্ধমনাথবৎ ।
ব্রহ্মহত্যাং ততো রাম সমুপেত্য সুখী ভব ॥ ১২
ভ্রাতৃভিঃ সহিতো রাজন্ দীর্ঘমায়ুরবাপ্স্যসি ।
উষিতা স্ম সুখং রাজ্যে তবাস্মিন্ সুমহাবল ॥ ১৩
ইদন্তু পতিতং তস্মাৎ তব রাম বশে স্থিতান্ ।
কালস্য বশমাপন্নাঃ স্বল্পং হি ন হি নঃ সুখম্ ॥ ১৪
সম্প্রত্যনাথো বিষয় ইক্ষ্বাকূণাং মহাত্মনাম্ ।
রামং নাথমিহাসাদ্য বালান্তঃকরণং ধ্রুবম্ ॥ ১৫
রাজদোষৈর্বিপদ্যন্তে প্রজা হ্যবিধিপালিতাঃ ।
অসদ্বৃত্তে হি নৃপতাবকালে ম্রিয়তে জনঃ ॥ ১৬
যদা পুরেষ্বযুক্তানি জনা জনপদেষু চ ।
কুর্ব্বতে ন চ রক্ষাস্তি তদা কালকৃতং ভয়ম্ ॥ ১৭

ষড়শীতিতম সর্গ ।

ভরত ও লক্ষ্মণের সমভিব্যাহারে শত্রুঘ্নকে বিদায় দিয়া রঘুনন্দন রামচন্দ্র ধর্ম্মানুসারে সুখে রাজ্য পালনপূর্ব্বক হর্ষলাভ করিতে লাগিলেন। এইরূপে কিছু দিন অতিবাহিত হইলে জনপদবাসী এক বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ, একটী মৃত বালক লইয়া রাজদ্বারে আসিলেন। সেই বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ পুত্রস্নেহে নিতান্ত কাতর হইয়া "হা পুত্র! হা পুত্র!" ইত্যাদি বিবিধ বিলাপবাক্যে রোদন করিতে করিতে বলিলেন,—"হায়! আমার একটী মাত্র পুত্রকেও মৃত দেখিতে হইল; ইহাতে বোধ হয়, পূর্ব্বজন্মে আমি কোন পাপ করিয়া থাকিব। হে পুত্র! তোমার বয়স আজও চতুর্দ্দশ বৎসর পূর্ণ হয় নাই। তুমি যৌবনসীমায় পদার্পণ না করিয়াই বাল্যকালে আমাকে দুঃখ দিবার জন্য অকালে মৃত্যুমুখে পতিত হইলে। ১—৫। বৎস! তোমার জননী এবং আমি তোমার শোকে শীঘ্রই মরিব, ইহাতে সংশয় নাই। আমি যে কখন মিথ্যা বলিয়াছি, অথবা কোন প্রাণিহিংসা, কি কখন অন্য কোন পাপকার্য্য করিয়াছি বলিয়া মনে পড়ে না; তবে আমার কোন্ পাপে এই পুত্র পিতৃকার্য্য না করিয়া বাল্যকালেই কালগ্রাসে পতিত হইল। রামরাজ্য ভিন্ন আর কোথাও এইরূপ বালকের অকালমৃত্যু দেখি না। অথবা শুনিও নাই, এক্ষণে রামশাসিত রাজ্যে বালকদিগের মৃত্যু হইতেছে, সুতরাং রামের নিশ্চয় কোন বিশেষ পাপ আছে, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। ৬—১১। রাজন্! অন্য রাজার রাজ্যে শিশুদিগের মৃত্যুভয় নাই, তোমার রাজ্যেই অকাল-মৃত্যু, অতএব ইহা তোমার দোষে হইয়াছে। [illegible] যেরূপে হউক, এই মৃত বালককে তোমায় বাঁচাইতে হইবে। নচেৎ তোমার দ্বারে আমি পত্নীর সহিত হত্যা দিয়া অনাহারে প্রাণ ত্যাগ করিব। রাম! তাহা হইলে তোমার ব্রহ্মহত্যার পাপ হইবে। মহাবলশালিন্! এতদিন পর্য্যন্ত তোমার এই রাজ্যে সুখে বাস করিয়াছি; রাজন্! আমার পুত্রটিকে বাঁচাইয়া দিলে, ভ্রাতৃগণের সহিত দীর্ঘ-জীবন লাভ করিবে। রাম! এক্ষণে আমি কালের বশীভূত হইয়াছি, আমার কিছুমাত্র সুখ নাই; সম্প্রতি মহাত্মা ইক্ষ্বাকুদিগের এই দেশ তোমার মত রাজা পাইয়া অনাথ হইয়াছে এবং সেই [illegible]-কার্য্যেই এই রাজ্যে বালকের অকালে মৃত্যু হইতেছে। ১১—১৫। বিশেষতঃ তোমার [illegible] করিয়া আমাদের এই বিপদ্ [illegible]। ইহাতে তুমি সুখী হইবে [illegible]; [illegible] তোমার দোষে [illegible] না হইলে [illegible] [illegible] অকালমৃত্যু [illegible]।

সুব্যক্তং রাজদোষো হি ভবিষ্যতি ন সংশয়ঃ।
পুরে জনপদে চাপি তথা বালবধো হ্যয়ম্ ॥ ১৮
এবং বহুবিধৈর্বাক্যৈরুপরুধ্য মুহুর্মুহুঃ।
রাজানং দুঃখসন্তপ্তঃ সুতস্তমুপগূহতি ॥ ১৯
ইত্যুত্তরকাণ্ডে ষড়শীতিতমঃ সর্গঃ ॥ ৮৬

সপ্তাশীতিতমঃ সর্গঃ।

তথা তু করুণং তস্য দ্বিজস্য পরিদেবনম্।
শুশ্রাব রাঘবঃ সর্ব্বং দুঃখশোকসমন্বিতম্ ॥ ১
স দুঃখেন চ সন্তপ্তো মন্ত্রিণস্তানুপাহ্বয়ৎ।
বশিষ্ঠং বামদেবঞ্চ ভ্রাতৄংশ্চ সহনৈগমান্ ॥ ২
ততো দ্বিজা বশিষ্ঠেন সার্দ্ধমষ্টৌ প্রবেশিতাঃ।
রাজানং দেবসঙ্কাশং বর্দ্ধস্বেতি ততোঽব্রুবন্ ॥ ৩
মার্কণ্ডেয়োঽথ মৌদ্গল্যো বামদেবশ্চ কাশ্যপঃ।
কাত্যায়নোঽথ জাবালির্গৌতমো নারদস্তথা ॥ ৪
এতে দ্বিজর্ষভাঃ সর্ব্বে আসনেষূপবেশিতাঃ।
মহর্ষীন্ সমনুপ্রাপ্তানভিবাদ্য কৃতাঞ্জলিঃ ॥ ৫
মন্ত্রিণো নৈগমাংশ্চৈব যথার্হমনুকূলিতাঃ।
তেষাং সমুপবিষ্টানাং সর্ব্বেষাং দীপ্ততেজসাম্ ॥ ৬

রাঘবঃ সর্ব্বমাচষ্টে দ্বিজোঽয়মুপরোধতি।
তস্য তদ্বচনং শ্রুত্বা রাজ্ঞো দীনস্য নারদঃ।
প্রত্যুবাচ স তং বাক্যমৃষীণাং সন্নিধৌ স্বয়ম্ ॥ ৭
শৃণু রাজন্ যথাকালে প্রাপ্তো বালস্য সংক্ষয়ঃ।
শ্রুত্বা কর্ত্তব্যতাং রাজন্ কুরুষ রঘুনন্দন ॥ ৮
পুরা কৃতযুগে রাজন্ ব্রাহ্মণা বৈ তপস্বিনঃ ॥ ৯
অব্রাহ্মণস্তদা রাজন্ ন তপস্বী কথঞ্চন।
তস্মিন্ যুগে প্রজ্বলিতে ব্রহ্মভূতে ত্বনাবৃতে ॥ ১০
অমৃত্যবস্তদা সর্ব্বে জজ্ঞিরে দীর্ঘদর্শিনঃ।
ততস্ত্রেতাযুগং নাম মানবানাং বপুষ্মতাম্ ॥ ১১
ক্ষত্রিয়া যত্র জায়ন্তে পূর্ব্বেণ তপসান্বিতাঃ।
বীর্য্যেণ তপসা চৈব তেঽধিকাঃ পূর্ব্বজন্মনি।
মানবা যে মহাত্মানস্তত্র ত্রেতাযুগে যুগে ॥ ১২
ব্রহ্মক্ষত্রঞ্চ তৎ সর্ব্বং যৎ পূর্ব্বমবরঞ্চ যৎ।
যুগয়োরুভয়োরাসীৎ সমবীর্য্যসমন্বিতম্ ॥ ১৩
অপশ্যন্তস্তু তে সর্ব্বে বিশেষমধিকং ততঃ।

শূদ্র অত্যাচার করিতেছে, রাজা সেদিকে দৃক্‌পাত করিতেছেন না, এইরূপ ঘটিলেই অকালমৃত্যু হইয়া থাকে। কোন নগরে অথবা কোন পল্লীগ্রামে লোকদিগের মধ্যে কেহ কুকার্য্য করিয়াছে অথবা রাজার কোন পাপকর্ম্ম হইয়াছে, নিশ্চয়ই এই দুই কারণের কোন এক কারণবশতঃ এই শিশু মরিয়াছে।" সেই ব্রাহ্মণ দুঃখসন্তপ্ত হইয়া এইরূপ বিবিধ বাক্যে রাজাকে বারংবার অনুরোধ করিয়া মৃত পুত্রকে আলিঙ্গন করিলেন। ১৮—১৯।

সপ্তাশীতিতম সর্গ।

রঘুনন্দন রাম সেই ব্রাহ্মণের কাতর রোদনধ্বনি [illegible] নিতান্ত কাতর হইয়া বশিষ্ঠ, বামদেব, [illegible] এবং মন্ত্রিগণকে আহ্বান করিলেন। মার্কণ্ডেয়, মৌদ্গল্য, বামদেব, কাশ্যপ, কাত্যায়ন, জাবালি, গৌতম এবং নারদ—এই আট জন ব্রাহ্মণ বশিষ্ঠ-[illegible] হইয়া দেবতুল্য রাজাকে "বর্দ্ধিত [illegible]" বলিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন। রামচন্দ্র সমা-[illegible]কে কৃতাঞ্জলিপুটে অভিবাদন করিয়া [illegible] আসনে বসাইলেন, এবং মন্ত্রিগণ ও [illegible] যথাযোগ্য সমাদৃত হইয়া উপবেশন করিলেন। সেই সকল দীপ্ততেজা ঋষিগণ উপবেশন করিলে রঘু-নন্দন রামচন্দ্র তাঁহাদিগের নিকট ব্রাহ্মণের বিষয় আনুপূর্ব্বিক বর্ণন করিয়া বলিলেন,—'এই দ্বিজবর রাজদ্বার রুদ্ধ করিয়া বসিয়া আছেন।" দীনচিত্ত রাজার সেই কথা শুনিয়া নারদ মুনিগণের সমক্ষে তাঁহাকে বলিলেন। ১—৭। "রাজন্ রঘুনন্দন! যেরূপে এই বালকের অকালমৃত্যু হইয়াছে, তাহা শুনুন এবং যেরূপে এই অকালমৃত্যুর প্রতিবিধান হইবে, তাহা শুনিয়া তাহাতে প্রবৃত্ত হউন। রাজন্! সত্যযুগে ব্রাহ্মণেরাই তপস্যায় নিরত ছিলেন। সেই সময়ে ব্রাহ্মণ ব্যতীত অন্য কোন জাতি কখন তপস্যা করিতেন না। সেই সত্যযুগ তপোবল-প্রভাবে জাজ্বল্যমান এবং অজ্ঞানরহিত ছিল; অতএব সেই সময়ে ব্রাহ্মণগণেরই একাধিপত্য হইয়াছিল এবং তাঁহারা সকলেই ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্ত্তমান,—এই ত্রিকালজ্ঞ এবং অমর হইয়াছিলেন। সত্যযুগের অবসান হইলে মানবগণের ব্রাহ্মণত্ববুদ্ধি শিথিল হওয়ায় ত্রেতা-যুগের উৎপত্তি হইল; তখন পূর্ব্বসঞ্চিত তপোবল-সমন্বিত হইয়া ক্ষত্রিয়গণ জন্মিলেন। যে সকল মহাত্মা মানবেরা ত্রেতাযুগে তপস্যানুষ্ঠানে রত আছেন, [illegible] অপেক্ষা সত্যযুগে তাঁহারা বীর্য্যবল এবং তপোবলে প্রাধান্য লাভ করিয়াছিলেন। সত্য এবং ত্রেতাযুগের মধ্যে সত্যযুগে ব্রাহ্মণ শ্রেষ্ঠ এবং [illegible] ক্ষত্রিয় হীন ছিলেন; কিন্তু ত্রেতাযুগে ব্রাহ্মণ এবং ক্ষত্রিয় কি তপোবল, কি বাহুবল,—সকল বিষয়েই সমান। তথাপি ত্রেতাযুগে ব্রাহ্মণ এবং ক্ষত্রিয়ের

স্থাপনং চক্রিরে তত্র চাতুর্ব্বর্ণ্যস্য সম্মতম্ ॥ ১৪
তস্মিন্ যুগে প্রজ্বলিতে ধর্ম্মভূতে হ্যনাবৃতে।
অধর্ম্মঃ পাদমেকন্তু পাতয়ৎ পৃথিবীতলে ॥ ১৫
অধর্ম্মেণ হি সংযুক্তস্তেজো মন্দং ভবিষ্যতি ॥ ১৬
আমিষং যচ্চ পূর্ব্বেষাং রাজসঞ্চ মলং ভৃশম্।
অনৃতং নাম তদ্ভূতং ক্ষিপ্তেন পৃথিবীতলে ॥ ১৭
অনৃতং পাতয়িত্বা তু পাদমেকমধর্ম্মতঃ।
ততঃ প্রাদুষ্কৃতং পূর্ব্বমায়ুষঃ পরিনিষ্ঠিতম্ ॥ ১৮
পাতিতে ত্বনৃতে তস্মিন্নধর্ম্মেণ মহীতলে।
শুভান্যেবাচরল্লোকঃ সত্যধর্ম্মপরায়ণঃ ॥ ১৯
ত্রেতাযুগে চ বর্ত্তন্তে ব্রাহ্মণাঃ ক্ষত্রিয়াশ্চ যে।
তপোঽতপ্যন্ত তে সর্ব্বে শুশ্রূষামপরে জনাঃ ॥ ২০
স্বধর্ম্মঃ পরমস্তেষাং বৈশ্যশূদ্রং তদাগমৎ।
পূজাঞ্চ সর্ব্ববর্ণানাং শূদ্রাশ্চক্রুর্বিশেষতঃ ॥ ২১
এতস্মিন্নন্তরে তেষামধর্ম্মে চানৃতে চ হ।
ততঃ পূর্ব্বে পুনর্হ্রাসমগমন্নৃপসত্তম ॥ ২২
ততঃ পাদমধর্ম্মস্য দ্বিতীয়মবতারয়ৎ।
ততো দ্বাপরসংখ্যা সা যুগস্য সমজায়ত ॥ ২৩
তস্মিন্ দ্বাপরসংখ্যে তু বর্ত্তমানে যুগক্ষয়ে।
অধর্ম্মশ্চানৃতঞ্চৈব ববৃধে পুরুষর্ষভ ॥ ২৪
অস্মিন্ দ্বাপরসংখ্যাতে তপো বৈশ্যান্ সমাবিশৎ।
ত্রিভ্যো যুগেভ্যস্ত্রীন্ বর্ণান্ ক্রমাদ্ বৈ তপ আবিশৎ ॥২৫
ত্রিভ্যো যুগেভ্যস্ত্রীন্ বর্ণান্ ধর্ম্মশ্চ পরিনিষ্ঠিতঃ।
ন শূদ্রো লভতে ধর্ম্মং যুগতস্তু নরর্ষভ ॥ ২৬
হীনবর্ণো নৃপশ্রেষ্ঠ তপ্যতে সুমহত্তপঃ।
ভবিষ্যচ্ছূদ্রযোন্যাং হি তপশ্চর্য্যা কলৌ যুগে ॥ ২৭
অধর্ম্মঃ পরমো রাজন্ দ্বাপরে শূদ্রজন্মনঃ।
স বৈ বিষয়পর্য্যন্তে তব রাজন্ মহাতপাঃ ॥ ২৮
অদ্য তপতি দুর্ব্বুদ্ধিস্তেন বালবধো হ্যয়ম্।
যো হ্যধর্ম্মমকার্য্যং বা বিষয়ে পার্থিবস্য তু ॥ ২৯
করোতি চাশ্রীমূলং তৎ পুরে বা দুর্ম্মতির্নরঃ।
ক্ষিপ্রঞ্চ নরকং যাতি স চ রাজা ন সংশয়ঃ ॥ ৩০
অধীতস্য চ তপ্তস্য কর্ম্মণঃ সুকৃতস্য চ।
ষষ্ঠং ভজতি ভাগন্তু প্রজা ধর্ম্মেণ পালয়ন্ ॥ ৩১
ষড়্ভাগস্য চ ভোক্তাসৌ রক্ষতে ন প্রজাঃ কথম্।

মধ্যে তপোবিশেষদ্বারা ক্ষত্রিয় অপেক্ষা ব্রাহ্মণের বিশেষ শ্রেষ্ঠত্ব দেখিয়া মনুপ্রভৃতি ধর্ম্মপ্রবর্ত্তকগণ সর্ব্বসম্মত বর্ণাশ্রমাচার ব্যবস্থা করিলেন। ৮—১৪। সেই ধর্ম্মবহুল পাপরহিত ত্রেতাযুগ ধর্ম্ম দ্বারা প্রদীপ্ত হইলে, অধর্ম্ম পৃথিবীতলে এক পাদ স্থাপন করিলেন; সেই জন্য লোক সকল অধর্ম্মে লিপ্ত হইয়া বর্ণাশ্রমধর্ম্ম প্রাপ্ত হইল, অতএব তাহাদের তেজ মন্দ হইবেই। পৃথিবীতলে অধর্ম্মের একপাদ পতিত হওয়ায় পূর্ব্বপুরুষদিগের যে সকল নগর, দেশ, গৃহ ও ক্ষেত্রাদি আছে, ত্রেতাযুগে লোকদিগের তত্তাবৎ মমতাঘটিত-মূলক ভেদ হইয়াছে; উক্ত বিভেদরূপ ঘোর পাপই মিথ্যা-জ্ঞানরূপ অনর্থের মূল হইয়াছে; কিন্তু উক্তরূপ মিথ্যা একপাদ স্থাপিত করায় অধর্ম্মানুসারে সত্যযুগ অপেক্ষা ত্রেতাযুগের মানবগণের পরমায়ু এবং প্রভাব হীন হইয়াছে। অধর্ম্মবশতঃ পৃথিবীতে একপাদ মিথ্যা পাতিত হইলেও লোকসমূহ সত্যধর্ম্ম-পরায়ণ হইয়া অযুক্ত-নিবারণ বাসনায় যজ্ঞ দান প্রভৃতি পুণ্যকর্ম্মের অনুষ্ঠান করিতেছে। ত্রেতাযুগে যে সকল ব্রাহ্মণ এবং ক্ষত্রিয় আছেন, তাঁহারা যজ্ঞাদি কর্ম্ম দ্বারা চিত্তশুদ্ধি করিয়া তপশ্চরণ করিতেছেন, আর বৈশ্য এবং শূদ্রেরা ব্রাহ্মণ এবং ক্ষত্রিয় বর্ণের সেবায় নিযুক্ত রহিয়াছেন। ১৫—২০। ইহাই তাঁহাদের পরম ধর্ম্ম। ব্রাহ্মণাদি বর্ণত্রয়ের সেবা করাই শূদ্রের একমাত্র পরম ধর্ম্ম। নৃপসত্তম! ত্রেতাযুগের অবসানকালে বৈশ্য এবং শূদ্রের অসত্যরূপ অধর্ম্ম-প্রাপ্তি হওয়ায় ব্রাহ্মণ এবং ক্ষত্রিয়গণ হ্রাস পাইয়া গেল। তাহার পর অধর্ম্মের দ্বিতীয় পাদ আবির্ভূত হওয়ায় দ্বাপরযুগের আবির্ভাব হইল। পুরুষর্ষভ! সেই দ্বাপরযুগে ধর্ম্মের বিনাশ জন্য ক্রমশঃ অধর্ম্ম এবং মিথ্যা বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। সেই দ্বাপরযুগে বৈশ্যগণ তপস্যাপরায়ণ; এইরূপে সত্যযুগে ব্রাহ্মণগণ, ত্রেতাযুগে ক্ষত্রিয়গণ এবং দ্বাপরযুগে বৈশ্যগণ ক্রমশঃ তপস্যা করিতে আরম্ভ করিল। নরশ্রেষ্ঠ! সত্য, ত্রেতা এবং দ্বাপর যুগে কেবল ব্রাহ্মণাদি বর্ণত্রয়ের তপস্যাধর্ম্ম ছিল; শূদ্রদিগের তাহাতে আদৌ অধিকার ছিল না। ২১—২৬। মহারাজ! শূদ্রজাতিরা কেবল কলিযুগে তপশ্চরণ করিবে। রাজন্! দ্বাপরযুগেও শূদ্রজাতির তপস্যা করা পরম অধর্ম্ম; কিন্তু এই ত্রেতাযুগে কোন দুর্ব্বুদ্ধি শূদ্র আপনার রাজ্যসমীপে ঘোর তপস্যা করিতেছে। নরনাথ! এই বালক সেই কারণেই অকালে কাল-গ্রাসে পতিত হইয়াছে। দুর্ম্মতি মানব, যে রাজার রাজ্যে বা নগরে অধর্ম্ম অথবা অকার্য্য করে, সেই নগরে অশ্রী অলক্ষ্মীর আবির্ভাব হয়, সুতরাং সেই রাজা এবং প্রজা উভয়েই নরকে যান, ইহাতে সন্দেহ নাই। রাজা ধর্ম্মানুসারে প্রজাপালনপূর্ব্বক অধ্যয়ন, তপস্যা এবং পুণ্যকার্য্যের ষষ্ঠভাগ লাভ করেন। যে রাজা প্রজা-

স ত্বং পুরুষশার্দ্দূল মার্গস্ব বিষয়ং স্বকম্। ৩২
দুষ্কৃতং যত্র পশ্যেথাস্তত্র যত্নং সমাচর।
এবং ধর্ম্মবিবৃদ্ধিশ্চ নৃণাঞ্চায়ুর্বিবর্দ্ধনম্।
ভবিষ্যতি নরশ্রেষ্ঠ বালস্যাস্য চ জীবিতম্। ৩৩
ইত্যুত্তরকাণ্ডে সপ্তাশীতিতমঃ সর্গঃ। ৮৭

অষ্টাশীতিতমঃ সর্গঃ।

নারদস্য তু তদ্বাক্যং শ্রুত্বামৃতময়ং যথা।
প্রহর্ষমতুলং লেভে লক্ষ্মণঞ্চেদমব্রবীৎ। ১
গচ্ছ সৌম্য দ্বিজশ্রেষ্ঠং সমাশ্বাসয় সুব্রত।
বালস্য চ শরীরং তত্তৈলদ্রোণ্যাং নিধাপয়। ২
গন্ধৈশ্চ পরমোদারৈস্তৈলৈশ্চ সুসুগন্ধিভিঃ।
যথা ন ক্ষীয়তে বালস্তথা সৌম্য বিধীয়তাম্। ৩
যথা শরীরো বালস্য গুপ্তঃ সন্ ক্লিষ্টকর্ম্মণঃ।
বিপত্তিঃ পরিভেদো বা ন ভবেচ্চ তথা কুরু। ৪
এবং সন্দিশ্য কাকুৎস্থো লক্ষ্মণং শুভলক্ষণম্।
মনসা পুষ্পকং দধ্যাবাগচ্ছেতি মহাযশাঃ। ৫
ইঙ্গিতং স তু বিজ্ঞায় পুষ্পকো হেমভূষিতঃ।
আজগাম মুহূর্ত্তেন সমীপং রাঘবস্য বৈ। ৬
সোঽব্রবীৎ প্রণতো ভূত্বা অয়মস্মি নরাধিপ।
বশ্যস্তব মহাবাহো কিঙ্করঃ সমুপস্থিতঃ। ৭
ভাষিতং রুচিরং শ্রুত্বা পুষ্পকস্য নরাধিপঃ।
অভিবাদ্য মহর্ষীন্ স বিমানমভ্যারোহত। ৮
ধনুর্গৃহীত্বা তূণীঞ্চ খড়্গঞ্চ রুচিরপ্রভম্।
নিক্ষিপ্য নগরে চৈতৌ সৌমিত্রিভরতাবুভৌ। ৯
প্রায়াৎ প্রতীচীং হরিতং বিচিন্বংশ্চ ততস্ততঃ।
উত্তরামগমচ্ছ্রীমান্ দিশং হিমবতাবৃতাম্। ১০
অপশ্যমানস্তত্রাপি স্বল্পমপ্যথ দুষ্কৃতম্।
পূর্ব্বামপি দিশং সর্ব্বামথোঽপশ্যন্নরাধিপঃ। ১১
প্রবিশুদ্ধসমাচারামাদর্শতলনির্ম্মলাম্।
পুষ্পকস্থো মহাবাহুস্তদাপশ্যন্নরাধিপঃ। ১২
দক্ষিণাং দিশমাক্রামত্ততো রাজর্ষিনন্দনঃ।
শৈবলস্যোত্তরে পার্শ্বে দদর্শ সুমহৎ সরঃ। ১৩
তস্মিন্ সরসি তপ্যন্তং তাপসং সুমহত্তপঃ।
দদর্শ রাঘবঃ শ্রীমান্ লম্বমানমধোমুখম্। ১৪
রাঘবস্তমুপাগম্য তপ্যন্তং তপ উত্তমম্।
উবাচ চ নৃপো বাক্যং ধন্যস্ত্বমসি সুব্রত। ১৫

রক্ষা করেন না, তিনি কিরূপে ষষ্ঠভাগ পাইবেন? রাজশার্দ্দূল! অতএব আপনি নিজ রাজ্যমধ্যে অনুসন্ধান করুন। নরবর! যেখানে পাপকার্য্য অনুষ্ঠিত হইতেছে দেখিবেন, যত্নপূর্ব্বক তাহা নিবারণ করিবেন; এইরূপ করিলে প্রজাগণের সহিত আপনার ধর্ম্ম এবং পরমায়ু বৃদ্ধি ও এই বালকও জীবিত হইবে।" ২৭—৩৩।

অষ্টাশীতিতম সর্গ।

রামচন্দ্র নারদের সেই অমৃতময় বাক্য শ্রবণে বিপুল প্রীতিলাভ করিয়া লক্ষ্মণকে বলিলেন,—"সৌম্য সুব্রত! শোকার্ত্ত ব্রাহ্মণকে ভাল করিয়া সান্ত্বনা কর এবং বালকের দেহ তৈলদ্রোণীমধ্যে রাখ। সৌম্য! বালকের দেহ যেন নষ্ট হইয়া না যায়; তুমি সুগন্ধি তৈল এবং দিব্য গন্ধ দ্বারা তাহা উত্তমরূপে রক্ষা কর। গুণাচারসম্পন্ন বালকের মৃতদেহ যাহাতে সুরক্ষিত হয়, তুমি তাহার উপায় কর এবং যাহাতে বালকের শোণিতাদি নষ্ট এবং অবয়বসকল ছিন্ন না হয়, তাহারও উপায় কর।" মহাযশা কাকুৎস্থ রামচন্দ্র, শুভলক্ষণ লক্ষ্মণকে এইরূপ আদেশ করিয়া মনে মনে পুষ্পক রথকে ধ্যান করিলেন। ১—৫। রামের ইঙ্গিতমাত্র সেই সুবর্ণভূষিত পুষ্পক তৎক্ষণাৎ উপস্থিত হইল। তখন সেই পুষ্পকের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা প্রণাম করিয়া বলিল,—"মহাবাহো নরাধিপ! এই আপনার আজ্ঞাকারী রথ উপস্থিত।" পুষ্পকের মনোহর বাক্য শুনিয়া নরপতি রামচন্দ্র মহর্ষিকে অভিবাদন করত সুমিত্রা-নন্দন লক্ষ্মণ এবং ভরতকে নগরে রাখিয়া ধনুর্ব্বাণ এবং মনোহর খড়্গ লইয়া সেই রথে উঠিয়া পশ্চিমদিকে প্রস্থান করিলেন। শ্রীমান্ রাম পশ্চিমদিকে শূদ্র-তপস্বীর অনুসন্ধান করিয়া হিমালয়-পর্ব্বত-সমাকুল উত্তর-দিকে যাত্রা করিলেন। ৬—১০। তথায় কোনরূপ পাপানুষ্ঠান না দেখিয়া রামচন্দ্র পূর্ব্বাভিমুখ হইয়া সমস্ত পূর্ব্বদিক্ দেখিতে লাগিলেন। মহাবাহু নরনাথ রামচন্দ্র পুষ্পকস্থ থাকিয়াই বিশুদ্ধ নির্ম্মল দর্পণ-তলের ন্যায়, নির্ম্মল পূর্ব্বদিকে দৃষ্টিপাত করিয়া কোন পাপকারীকে দেখিতে পাইলেন না। পরে রাজর্ষিতনয় রাম দক্ষিণদিকে আসিয়া বিন্ধ্যপর্ব্বতের দক্ষিণস্থিত শৈবলগিরির উত্তর-পার্শ্বে এক সুমহৎ সরোবর দেখিতে পাইলেন। শ্রীমান্ রঘুনন্দন সেই সরোবরতীরে অধোমুখ লম্বমান তপোনিরত এক তপস্বীকে দেখিলেন। ১১—১৪। মহারাজ রামচন্দ্র, উৎকট তপোনিরত তপস্বীর সমীপবর্ত্তী হইয়া তাঁহাকে কহিলেন,—"সুব্রত! আপনি

কস্যাং যোন্যাং তপোবৃদ্ধ বর্ত্তসে দৃঢ়বিক্রম।
কৌতূহলাত্ত্বাং পৃচ্ছামি রামো দাশরথি হ্যহম্॥ ১৬
কোঽর্থো মনীষিতস্তুভ্যং স্বর্গলাভোঽপরোঽথবা।
বরাশ্রয়ো যদর্থং ত্বং তপস্তপ্যসি দুশ্চরম্॥ ১৭
যমাশ্রিত্য তপস্তপ্তং শ্রোতুমিচ্ছামি তাপস।
ব্রাহ্মণো বাসি ভদ্রং তে ক্ষত্রিয়ো বাসি দুর্জ্জয়ঃ।
বৈশ্যস্তৃতীয়ো বর্ণো বা শূদ্রো বা সত্যবাগ্‌ভব॥ ১৮
ইত্যেবমুক্তঃ স নরাধিপেন
অবাক্‌শিরা দাশরথায় তস্মৈ
উবাচ জাতিং নরপুঙ্গবায়
যৎকারণঞ্চৈব তপঃপ্রযত্নঃ॥ ১৯

ইত্যুত্তরকাণ্ডে অষ্টাশীতিতমঃ সর্গঃ॥ ৮৮॥

একোননবতিতমঃ সর্গঃ।

তস্য তদ্বচনং শ্রুত্বা রামস্যাক্লিষ্টকর্ম্মণঃ।
অবাক্‌শিরাস্তথাভূতো বাক্যমেতদুবাচ হ॥ ১
শূদ্রযোন্যাং প্রজাতোঽস্মি তপ উগ্রং সমাস্থিতঃ।
দেবত্বং প্রার্থয়ে রাম সশরীরো মহাযশঃ॥ ২
ন মিথ্যাহং বদে রাম দেবলোকজিগীষয়া।
শূদ্রং মাং বিদ্ধি কাকুৎস্থ শম্বুকং নাম নামতঃ॥ ৩
ভাষতস্তস্য শূদ্রস্য খড়্গং সুরুচিরপ্রভম্।
নিষ্কাষ্য কোশাদ্বিমলং শিরশ্চিচ্ছেদ রাঘবঃ॥ ৪
তস্মিন্ শূদ্রে হতে দেবাঃ সেন্দ্রাঃ সাগ্নিপুরোগমাঃ।
সাধু সাধ্বিতি কাকুৎস্থং তে শশংসুর্মুহুর্মুহুঃ॥ ৫
পুষ্পবৃষ্টির্মহত্যাসীদ্দিব্যানাং সুসুগন্ধিনাম্।
পুষ্পাণাং বায়ুমুক্তানাং সর্ব্বতঃ প্রপপাত হ॥ ৬
সুপ্রীতাশ্চাব্রুবন্ রামং দেবাঃ সত্যপরাক্রমম্।
সুরকার্য্যমিদং দেব সুকৃতং তে মহামতে॥ ৭
গৃহাণ চ বরং সৌম্য যং ত্বমিচ্ছস্যরিন্দম।
স্বর্গভাক্ ন হি শূদ্রোঽয়ং ত্বৎকৃতে রঘুনন্দন॥ ৮
দেবানাং ভাষিতং শ্রুত্বা রামঃ সত্যপরাক্রমঃ।
উবাচ প্রাঞ্জলির্বাক্যং সহস্রাক্ষং পুরন্দরম্॥ ৯
যদি দেবাঃ প্রসন্না মে দ্বিজপুত্রঃ স জীবতু।
দিশন্তু বরমেতং মে ঈপ্সিতং পরমং মম॥ ১০
মমাপচারাদ্বালোঽসৌ ব্রাহ্মণস্যৈকপুত্রকঃ।
অপ্রাপ্তকালঃ কালেন নীতো বৈবস্বতক্ষয়ম্॥ ১১

ধন্য। তপোবৃদ্ধ! আমি দশরথের পুত্র রাম; কৌতূহলবশতঃ আমি আপনাকে জিজ্ঞাসা করিতেছি। দৃঢ়বিক্রম! আপনি চতুর্ব্বর্ণের মধ্যে কোন্ বর্ণে জন্মিয়াছেন? আপনি কোন্ বরলাভার্থ অন্যের দুঃসাধ্য তপস্যা করিতেছেন? স্বর্গলাভ অথবা অন্য কোন বর আপনার প্রার্থনীয়? তাপস! আপনি যাহা মানস করিয়া তপস্যা করিতেছেন, আমি তাহা শুনিতে ইচ্ছা করি। আপনি কি ব্রাহ্মণ? অথবা দুর্জ্জয় ক্ষত্রিয়? কিম্বা তৃতীয়বর্ণ বৈশ্য? অথবা শূদ্র? আপনার মঙ্গল হউক, আপনি সত্যকথা বলুন।" অধোমুখাস্থিত তপস্বী, নরপতির এই কথা শুনিয়া নরশ্রেষ্ঠ দাশরথিকে নিজের জাতি এবং যে কারণে তপস্যাপ্রবৃত্ত হইয়াছেন, তাহা বলিলেন। ১৫—১৯।

উননবতিতম সর্গ।

অক্লিষ্টকর্ম্মা রামের কথা শুনিয়া সেই তপস্বী অধোমুখে থাকিয়াই কহিলেন,—"মহাযশস্বিন্! আমি শূদ্রজাতিতে জন্মিয়াছি। রাম! কঠোর তপস্যা দ্বারা দেবলোক জয় করিবার ইচ্ছা এবং সশরীরে দেবতা হইবার বাসনা করি। রাম! আমি আপনার নিকটে মিথ্যা কথা বলিতেছি না। কাকুৎস্থ! আমার নাম শম্বুক; আমি শূদ্রবর্ণ।" সেই শম্বুকের এই কথা শেষ হইতে না-হইতেই রঘুনন্দন রাম কোষ হইতে উজ্জ্বল বিমল খড়্গ বাহির করিয়া তাহার মস্তক কাটিয়া ফেলিলেন। সেই শূদ্র নিহত হইলে ইন্দ্র, অগ্নি, বায়ু এবং ব্রহ্মা প্রভৃতি দেববৃন্দ 'সাধু সাধু' বলিয়া কাকুৎস্থ রামচন্দ্রের প্রশংসা করত অজস্র পুষ্পবৃষ্টি করিলেন। ১—৫। সেই দিব্য সুগন্ধি কুসুম সকল বায়ুকর্ত্তৃক সঞ্চালিত হইয়া চারিদিকে পড়িতে লাগিল। দেবগণ পরমপ্রীত হইয়া সত্যপরাক্রম রামকে বলিলেন,—"মহামতে! তুমি অনায়াসে এই দেবকার্য্য সম্পাদন করিলে। অরি-নিসূদন! এই ব্যক্তি শূদ্র বলিয়া তোমার হস্তে নিহত হইয়াও স্বর্গগামী হইল না। সৌম্য! তোমার যে বর ইচ্ছা হয়, তাহাই প্রার্থনা কর।" দেবগণের এই কথা শুনিয়া সত্যপরাক্রমশালী রাম করযোড়ে [illegible] পুরন্দরকে বলিলেন,—"যদি দেবগণ প্রসন্ন হইয়া থাকেন, তাহা হইলে সেই ব্রাহ্মণতনয় পুনর্জ্জীবিত হউক, এই বর দিন, এইবর আমার [illegible] অভিলষিত। ৬—১০। ব্রাহ্মণের ঐ একমাত্র বালকপুত্র আমার দোষেই অকালে কালকবলে পতিত হইয়াছে। আমি

তং জীবয়থ ভদ্রং বো নানৃতং কর্ত্তুমর্হথ।
দ্বিজস্য সংশ্রুতোঽর্থো মে জীবয়িষ্যামি তে সুতম্ ॥ ১২
রাঘবস্য তু তদ্বাক্যং শ্রুত্বা বিবুধসত্তমাঃ।
প্রত্যূচু রাঘবং প্রীতা দেবাঃ প্রীতিসমন্বিতম্ ॥ ১৩
নির্বৃতো ভব কাকুৎস্থ সোঽস্মিন্নহনি বালকঃ।
জীবিতং প্রাপ্তবান্ ভূয়ঃ সমেতশ্চাপি বন্ধুভিঃ ॥ ১৪
যস্মিন্ মুহূর্ত্তে কাকুৎস্থ শূদ্রোঽয়ং বিনিপাতিতঃ।
তস্মিন্ মুহূর্ত্তে বালোঽসৌ জীবেন সমযুজ্যত ॥ ১৫
স্বস্তি প্রাপ্নুহি ভদ্রং তে সাধু রাম নরর্ষভ।
অগস্ত্যস্যাশ্রমপদং দ্রষ্টুমিচ্ছামি রাঘব। ১৬
তস্য দীক্ষা সমাপ্তা হি ব্রহ্মর্ষেঃ সুমহাদ্যুতেঃ।
দ্বাদশং হি গতং বর্ষং জলশয্যাং সমাসতঃ ॥ ১৭
কাকুৎস্থ তদ্গমিষ্যামো মুনিং সমভিনন্দিতুম্।
ত্বঞ্চাপি গচ্ছ ভদ্রং তে দ্রষ্টুং তমৃষিসত্তমম্ ॥ ১৮
স তথেতি প্রতিজ্ঞায় দেবানাং রঘুনন্দনঃ।
আরুরোহ বিমানং তং পুষ্পকং হেমভূষিতম্ ॥ ১৯
ততো দেবাঃ প্রয়াতাস্তে বিমানৈর্বহুবিস্তরৈঃ।
রামোঽপ্যনুজগামাশু কুম্ভযোনেস্তপোবনম্ ॥ ২০

দৃষ্ট্বা তু দেবান্ সম্প্রাপ্তানগস্ত্যস্তপসাং নিধিঃ।
অর্চ্চয়ামাস ধর্ম্মাত্মা সর্ব্বাংস্তানবিশেষতঃ ॥ ২১
প্রতিগৃহ্য ততঃ পূজাং সম্পূজ্য চ মহামুনিম্।
জগ্মুস্তে ত্রিদশা হৃষ্টা নাকপৃষ্ঠং সহানুগাঃ ॥ ২২
গতেষু তেষু কাকুৎস্থঃ পুষ্পকাদবরুহ্য চ।
ততোঽভিবাদয়ামাস অগস্ত্যমৃষিসত্তমম্ ॥ ২৩
সোঽভিবাদ্য মহাত্মানং জ্বলন্তমিব তেজসা।
আতিথ্যং পরমং প্রাপ্য নিষসাদ নরাধিপঃ ॥ ২৪
তমুবাচ মহাতেজাঃ কুম্ভযোনির্মহাতপাঃ।
স্বাগতং তে নরশ্রেষ্ঠ দিষ্ট্যা প্রাপ্তোঽসি রাঘব ॥ ২৫
ত্বং মে বহুমতো রাম গুণৈর্বহুভিরুত্তমৈঃ।
অতিথিঃ পূজনীয়শ্চ মম রাজন্ হৃদি স্থিতঃ ॥ ২৬
সুরা হি কথয়ন্তি ত্বামাগতং শূদ্রঘাতিনম্।
ব্রাহ্মণস্য তু ধর্ম্মেণ ত্বয়া জীবাপিতঃ সুতঃ ॥ ২৭
ত্বং হি নারায়ণঃ শ্রীমাংস্ত্বয়ি সর্ব্বং প্রতিষ্ঠিতম্।
ত্বং প্রভুঃ সর্ব্বভূতানাং পুরুষস্ত্বং সনাতনঃ ॥ ২৮
উষ্যতামেহ রজনী সকাশে মম রাঘব।
প্রভাতে পুষ্পকেণ ত্বং গন্তা স্বপুরমেব হি ॥ ২৯

তোমার পুত্রকে বাঁচাইব' এই বলিয়া আমি ব্রাহ্মণের নিকটে প্রতিজ্ঞা করিয়াছি; সুতরাং তাহার প্রাণ দান করুন,—আমার প্রতিজ্ঞা মিথ্যা করিবেন না; আপনাদের মঙ্গল হইবে।" সুর-সত্তমগণ, রাঘবের এইরূপ কথা শুনিয়া পরম প্রীতি-সহকারে বলিলেন,—"কাকুৎস্থ! সেই বালক জীবিত হইয়া অদ্যই পুনরায় বন্ধুগণের সহিত সম্মিলিত হইয়াছে, সুতরাং তুমি নিবৃত্ত হও। কাকুৎস্থ! এই শূদ্র যে মুহূর্ত্তে নিহত হইয়াছে, সেই মুহূর্ত্তেই সেই বালকের দেহে পুনঃ প্রাণসঞ্চার হইয়াছে। ১১—১৫। মনুজপুঙ্গব রাঘব তোমার মঙ্গল হউক, এক্ষণে আমরা মুনিবর অগস্ত্যকে দেখিবার জন্য তাঁহার আশ্রমে যাইব। সেই মহাদ্যুতি ব্রহ্মর্ষি দীক্ষিত হইয়া দ্বাদশবৎসর জল-শয্যায় রহিয়াছেন, সম্প্রতি তাঁহার সেই দীক্ষা সমাপ্ত হইয়াছে; সুতরাং এক্ষণে আমরা সেই মহামুনিকে অভিনন্দন করিবার জন্য যাইব। রাম! তোমার মঙ্গল হউক, তুমিও সেই মহর্ষিকে দেখিতে যাইবে।" রঘুনন্দন দেবতাগণের অনুরোধে স্বীকার পূর্ব্বক সেই স্বর্ণ-ভূষিত পুষ্পক-রথে উঠিলেন। দেবগণ, বিস্তীর্ণ বিমানসমূহে উঠিয়া কুম্ভযোনি অগস্ত্যের তপোবনাভিমুখে প্রস্থান করিলেন; রামচন্দ্রও তাঁহাদের অনুগামী হইলেন। ১৬—২০। ধার্ম্মিক-প্রবর তপোনিধি অগস্ত্য দেবগণকে আসিতে দেখিয়া তাঁহাদের সকলকেই সমানভাবে পূজা করিলেন এবং দেবগণও পূজা গ্রহণ করত সেই মহামুনিকে প্রতিপূজা করিয়া অনুগামিগণের সহিত প্রীতমনে স্বর্গাভিমুখে প্রস্থান করিলেন। দেবগণ চলিয়া গেলে রঘুনন্দন বিমান হইতে অবতরণ করিয়া ঋষিশ্রেষ্ঠ অগস্ত্যকে অভিবাদন করিলেন। নরেন্দ্র রামচন্দ্র সেই তেজঃপ্রদীপ্ত মহর্ষিকে অভিবাদন করত তাঁহার নিকটে পরম আতিথ্য লাভ করিয়া উপবেশন করিলে, তাপসপ্রবর মহাতেজস্বী কুম্ভযোনি বলিলেন,—"নর-শ্রেষ্ঠ রাঘব! তোমার সমস্ত কুশল ত? আজি সৌভাগ্যক্রমে তোমার দর্শন পাইলাম। ২১—২৫। রাজন্ রামচন্দ্র! তুমি উত্তম গুণসমূহে বিভূষিত, এই জন্য আমি তোমাকে বড়ই ভালবাসি; তুমি সতত আমার হৃদয়মধ্যে আছ। সম্প্রতি আমার আশ্রমে অতিথি হওয়ায় আরও পূজনীয় হইয়াছ। তুমি যে, শূদ্র-তাপসকে বধ করিয়া ধর্ম্মানুসারে ব্রাহ্মণ-বালককে পুনর্জীবিত করিয়াছ, সে সকল বিবরণ আমি দেবগণের মুখে শুনিয়াছি। রাঘব! তুমি সর্ব্ব-ভূতের প্রভু সনাতন পুরুষ ও শ্রীমান্ নারায়ণ, এই জগৎ তোমাতেই অধিষ্ঠিত রহিয়াছে। রাঘব হউক, অদ্যকার রাত্রি তুমি আমার নিকটে থাক, কল্য প্রভাতেই পুষ্পকরথারোহণে অযোধ্যায় যাইবে।

ইদমাভরণং সৌম্য নির্ম্মিতং বিশ্বকর্ম্মণা।
দিব্যং দিব্যেন বপুষা দীপ্যমানং স্বতেজসা ॥ ৩০
প্রতিগৃহ্নীষ কাকুৎস্থ মৎপ্রিয়ং কুরু রাঘব।
দত্তস্য হি পুনর্দানে সুমহৎ ফলমুচ্যতে ॥ ৩১
ভরণে হি ভবান্ শক্তঃ ফলানাং মহতামপি।
ত্বং হি শক্তস্তারয়িতুং সেন্দ্রানপি দিবৌকসঃ ॥ ৩২
তস্মাৎ প্রদাস্যে বিধিবত্তৎ প্রতীচ্ছ নরাধিপ।
অথোবাচ মহাত্মানমিক্ষাকূণাং মহারথঃ ॥ ৩৩
রামো মতিমতাং শ্রেষ্ঠঃ ক্ষাত্রধর্ম্মমনুস্মরন্ ॥ ৩৪
প্রতিগ্রহোঽয়ং ভগবন্ ব্রাহ্মণস্যাবিগর্হিতঃ।
ক্ষত্রিয়েণ কথং বিপ্র প্রতিগ্রাহ্যং ভবেত্ততঃ।
প্রতিগ্রহো হি বিপ্রাণাং ক্ষত্রিয়াণাং সুগর্হিতঃ ॥ ৩৫
ব্রাহ্মণেন বিশেষেণ দত্তং তদ্বক্তুমর্হসি।
এবমুক্তস্তু রামেণ প্রত্যুবাচ মহানৃষিঃ ॥ ৩৬
আসন্ কৃতযুগে রাম ব্রহ্মভূতে পুরাযুগে।
অপার্থিবাঃ প্রজাঃ সর্ব্বাঃ সুরাণাস্তু শতক্রতুঃ ॥ ৩৭
তাঃ প্রজা দেবদেবেশং রাজার্থং সমুপাদ্রবন্।
সুরাণাং স্থাপিতো রাজা ত্বয়া দেব শতক্রতুঃ ॥ ৩৮
প্রযচ্ছাস্মাসু লোকেশ পার্থিবং নরপুঙ্গবম্।
যস্মৈ পূজাং প্রযুঞ্জানা ধূতপাপাশ্চরেমহি।
ন বসামো বিনা রাজ্ঞা এষ নো নিশ্চয়ঃ পরঃ।
ততো ব্রহ্মা সুরশ্রেষ্ঠো লোকপালান্ সবাসবান্।
সমাহূয়াব্রবীৎ সর্ব্বাংস্তেজোভাগান্ প্রযচ্ছত ॥
ততো দদুর্লোকপালাঃ সর্ব্বে ভাগান্ স্বতেজসঃ।
অক্ষুপচ্চ ততো ব্রহ্মা যতো জাতঃ ক্ষুপো নৃপঃ ॥
তং ব্রহ্মা লোকপালানাং সমাংশৈঃ সমযোজয়ৎ।
ততো দদৌ নৃপং তাসাং প্রজানামীশ্বরং ক্ষুপম্ ॥
তত্রৈন্দ্রেণ চ ভাগেন মহীমাজ্ঞাপয়ন্ নৃপঃ ॥
বারুণেন তু ভাগেন বপুঃ পুষ্যতি পার্থিবঃ।
কৌবেরেণ তু ভাগেন বিত্তমাসাং দদৌ তদা।
যস্তু যাম্যোঽভবদ্ভাগস্তেন শাস্তি স্ম স প্রজাঃ।
তত্রৈন্দ্রেণ নরশ্রেষ্ঠ ভাগেন রঘুনন্দন।
প্রতিগৃহ্নীষ নৃপতে তারণার্থং মম প্রভো।
ততো রামঃ প্রতিজগ্রাহ মুনেস্তস্য মহাত্মনঃ।
দিব্যমাভরণং চিত্রং প্রদীপ্তমিব ভাস্করম্।
প্রতিগৃহ্য ততো রামস্তদাভরণমুত্তমম্।

পরন্তু প্রিয়দর্শন রঘুনন্দন! তেজ এবং দিব্য আকার দ্বারা দীপ্যমান এই বিশ্বকর্ম্ম-বিনির্ম্মিত দিব্য আভরণ গ্রহণ কর। প্রাপ্তবস্তু অন্যকে দান করিলে সাতিশয় ফললাভ হইয়া থাকে, সুতরাং তুমি ইহা লইলে আমার অত্যন্ত প্রিয়কার্য্য সম্পাদন করা হইবে ২৮—৩১। রাজন্! তুমি সুমহৎ ফলসমূহ প্রদান করিতে এবং ইন্দ্র প্রভৃতি দেবগণকেও পরিত্রাণ করিতে পার এবং তুমিই এই আভরণ ধারণের উপযুক্ত এই কারণে আমি তোমাকে ইহা যথাবিধি দান করিতেছি, তুমি প্রতিগ্রহ কর।" ইক্ষাকুবংশের মহারথ এবং বুদ্ধিমান্‌গণের অগ্রগণ্য রামচন্দ্র মহাত্মা অগস্ত্যের কথা শুনিয়া নিজ ক্ষত্রধর্ম্মের বিষয় ভাবিয়া বলিলেন। ৩২—৩৪ "ভগবন্! প্রতিগ্রহ ব্রাহ্মণগণের পক্ষেও নিন্দনীয়; অতএব ক্ষত্রিয়ের পক্ষে ইহা কিরূপে সম্ভব হইতে পারে? ব্রাহ্মণ এবং ক্ষত্রিয় উভয়ের পক্ষেই প্রতিগ্রহ নিন্দনীয়; বিশেষতঃ ব্রাহ্মণগণ দান করিলে তাহা আমরা কিরূপে গ্রহণ করিতে পারি, তাহা বলুন।" রামচন্দ্র এইরূপ জিজ্ঞাসা করিলে,—মহর্ষি অগস্ত্য বলিলেন,—"রাম! ব্রহ্মভূত প্রাচীনতম সত্যযুগে দেবতাগণের মধ্যে শতক্রতু রাজা ছিলেন। কিন্তু পৃথিবীর প্রজাবর্গের মধ্যে কোন ব্যক্তি রাজা না থাকায় তাহারা রাজার জন্য দেবদেব পিতামহ ব্রহ্মার নিকটে যাইয়া কহিল,—"দেবলোকেশ্বর! আপনি দেবতাগণের মধ্যে ইন্দ্রকে রাজপদে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন, কিন্তু এক্ষণে আমাদিগের মধ্যেও কোন নরশ্রেষ্ঠকে রাজপদে প্রতিষ্ঠিত করুন; তাহা হইলেই আমরা তাঁহাকে পূজা করিয়া নিষ্পাপ হইয়া বিচরণ করিতে পারিব। পিতামহ! আমাদের এরূপ দৃঢ়প্রত্যয় হইয়াছে যে, আমরা কোনমতেই রাজবিহীন হইয়া থাকিব না।" পরে সুরশ্রেষ্ঠ ব্রহ্মা ইন্দ্রাদি লোকপালগণকে ডাকিয়া কহিলেন,—'তোমরা সকলে নিজ নিজ তেজোভাগ প্রদান কর।' তাহা শুনিয়া লোকপালগণ নিজ নিজ তেজোভাগ দিলে পিতামহ ব্রহ্মা ক্ষুত অর্থাৎ প্রসব হইলেন, তাহাতে অংশ প্রদানপূর্ব্বক ক্ষুপ নামে এক রাজা উৎপন্ন হইলেন। ব্রহ্মা তাঁহাকে লোকপালগণের অংশ যোজনাপূর্ব্বক প্রজাদিগের অধীশ্বর রাজা করিয়া দিলেন। সেই ভূপতি ক্ষুপ ইন্দ্রের অংশদ্বারা পৃথিবী শাসন, বরুণের অংশ দ্বারা প্রজাপুঞ্জকে [illegible] যমের অংশদ্বারা তাহাদিগকে শাস্তি [illegible]। নরশ্রেষ্ঠ নৃপতি রঘুনন্দন! তুমিও সেই ইন্দ্রের [illegible] দ্বারা এই আভরণ লইয়া আমাকে [illegible]" রামচন্দ্রও, মহামুনি অগস্ত্যের এই [illegible] নিকট হইতে সূর্য্যের-ন্যায় [illegible] গ্রহণ করিলেন। রামচন্দ্র সেই [illegible] আভরণগ্রহণপূর্ব্বক [illegible]

আগমং তস্য দিব্যস্য প্রষ্টুমেবোপচক্রমে।
অত্যদ্ভুতমিদং দিব্যং বপুষা যুক্তমুত্তমম্।
কথং বা ভগবন্ প্রাপ্তং কুতো বা কেন বাহৃতম্।
কৌতূহলতয়া ব্রহ্মন্ পৃচ্ছামি ত্বাং মহাযশঃ। ৩৫
আশ্চর্য্যাণাং বহূনাং হি নিধিঃ পরমকো ভবান্।
এবং ব্রুবতি কাকুৎস্থে মুনির্বাক্যমথাব্রবীৎ।
শৃণু রাম যথা বৃত্তং পুরা ত্রেতাযুগে যুগে। ৩৬
ইত্যুত্তরকাণ্ডে একোননবতিতমঃ সর্গঃ। ৮৯।

নবতিতমঃ সর্গঃ।

পুরা ত্রেতাযুগে রাম বভূব বহুবিস্তরম্।
সমন্তাদ্‌যোজনশতং বিমৃগং পক্ষিবর্জ্জিতম্। ১
তস্মিন্নির্মানুষেঽরণ্যে কুর্ব্বাণস্তপ উত্তমম্।
অহমাক্রমিতুং সৌম্য তদরণ্যমুপাগমম্। ২
তস্য রূপমরণ্যস্য নির্দ্দেষ্টুং ন শশাক হ।
ফলমূলৈঃ সুখাস্বাদৈর্বহুরূপৈশ্চ কাননৈঃ। ৩
তস্যারণ্যস্য মধ্যে তু সরো যোজনমায়তম্।
হংসকারণ্ডবাকীর্ণং চক্রবাকোপশোভিতম্। ৪
পদ্মোৎপলসমাকীর্ণং সমতিক্রান্তশৈবলম্।
তদাশ্চর্য্যমিবাত্যর্থং সুখাস্বাদমনুত্তমম্। ৫
অরজস্কং তদক্ষোভ্যং শ্রীমৎপক্ষিগণাযুতম্।
তস্মিন্ সরঃসমীপে তু মহদদ্ভুতমাশ্রমম্। ৬
পুরাণং পুণ্যমত্যর্থং তপস্বিজনবর্জ্জিতম্।
তত্রাহমবসং রাত্রিং নৈদাঘীং পুরুষর্ষভ। ৭
প্রভাতে কাল্যমুত্থায় সরস্তীরমুপাগমম্।
অথাপশ্যং শবং তত্র সুপুষ্টমরজঃ ক্বচিৎ। ৮
তিষ্ঠন্তং পরয়া লক্ষ্ম্যা তস্মিংস্তোয়াশয়ে নৃপ।
তমর্থং চিন্তয়ানোঽহং মুহূর্ত্তং তত্র রাঘব। ৯
বিষ্ঠিতোঽস্মি সরস্তীরে কিন্ত্বিদং স্যাদিতি প্রভো।
অথাপশ্যং মুহূর্ত্তাত্তু দিব্যমদ্ভুতদর্শনম্। ১০
বিমানং পরমোদারং হংসযুক্তং মনোজবম্।
অত্যর্থং স্বর্গিণং তত্র বিমানে রঘুনন্দন। ১১
উপাস্তেঽপ্সরসাং বীর সহস্রং দিব্যভূষণম্।
গায়ন্তি কাশ্চিদ্রম্যাণি বাদয়ন্তি তথাপরাঃ। ১২
মৃদঙ্গবীণাপণবান্ নৃত্যন্তি চ তথাপরাঃ।
অপরাশ্চন্দ্ররশ্ম্যাভৈর্হেমদণ্ডৈর্মহাধনৈঃ। ১৩
দোধূয়ুর্বদনং তস্য পুণ্ডরীকদলেক্ষণাঃ।

ইচ্ছুক হইয়া বলিলেন,—"মহাযশঃ ব্রহ্মন্! এই আভরণ দিব্য এবং ইহার আকার অত্যদ্ভুত এবং আপনিও নানাবিধ আশ্চর্য্যের পরম নিধিস্বরূপ, সুতরাং আমি কৌতূহলের বশবর্ত্তী হইয়া জিজ্ঞাসা করিতেছি যে, ইহা আপনি কোথায় কাহার নিকটে এবং কিরূপে পাইলেন?" রামচন্দ্র এই কথা বলিলে, মুনিবর অগস্ত্য বলিলেন,—"রাম! পূর্ব্বে ত্রেতাযুগে যাহা ঘটিয়াছিল, তাহা শ্রবণ কর।" ৩৪—৩৬।

নবতিতম সর্গ।

"রাম! ত্রেতাযুগে চতুর্দ্দিকে শতযোজনব্যাপী মৃগপক্ষিশূন্য একটী বহু বিস্তীর্ণ কানন ছিল। সৌম্য! আমি সেই জনশূন্য অরণ্যমধ্যে কঠোর তপস্যা করিতে করিতে একদা তাহার চতুর্দ্দিক্ দেখিবার [illegible] করিতে লাগিলাম, কিন্তু সুস্বাদু ফলমূল এবং বিবিধ কাননসমূহ-সমন্বিত সেই বিশাল অরণ্যের [illegible] নিরূপণ করিতে পারিলাম না; সেই অরণ্যের মধ্যস্থলে হংস-কারণ্ডবসমাকীর্ণ এবং চক্রবাকশোভিত, শতযোজনবিস্তীর্ণ একটী সরোবর দেখিতে পাইলাম। রাম! তথায় একটী আশ্চর্য্য দেখিলাম যে, সেই অনুত্তম সরোবরের সুস্বাদু জল অত্যন্ত নির্ম্মল; পক্ষিগণ তথায় বিচরণ করিলেও পঙ্কিল বা ক্ষুব্ধ হয় নাই এবং পদ্ম ও উৎপল দ্বারা সমাকীর্ণ হওয়াতেও তাহাতে শৈবাল জন্মিতে পারে নাই। সেই সরোবরের নিকটে একটী সুবৃহৎ অদ্ভুত পুরাতন পবিত্র আশ্রম দেখিতে পাইলাম, কিন্তু তাহা তপস্বিজনকর্ত্তৃক পরিবর্জ্জিত বলিয়া বোধ হইল। পুরুষশ্রেষ্ঠ! আমি সেই আশ্রমে সেই গ্রীষ্মকালের নিশা যাপন করত প্রভাতে উত্থিত হইয়া প্রাতঃস্নানাদি সমাধান করিবার জন্য সেই সরোবরের তীরে যাইয়া দেখিলাম, সেই জলাশয়ে একটী সুপুষ্ট রজোবিহীন মৃতদেহ পড়িয়া রহিয়াছে। [illegible] কিন্তু তাহার দেহশ্রীর কিছুমাত্র হানি হয় নাই। প্রভো মহারাজ রঘুনন্দন! আমি এই বিষয়ের কারণ স্থির করিবার জন্য চিন্তাকুল হইয়া কিয়ৎকাল সেই সরোবরের তীরে অবস্থান করিলাম। [illegible] মুহূর্ত্তকালমধ্যে বিচিত্র হংসসংযুক্ত পরম রমণীয় [illegible] দর্শন মনের ন্যায় শীঘ্রগামী দিব্য বিমান দেখিলাম। বীর রঘুনন্দন! দেখিলাম, একজন পরম [illegible] স্বর্গীয় দেবপুরুষ সেই বিমানমধ্যে বসিয়া আছেন এবং দিব্যভূষণ অসংখ্য অপ্সরোগণ তাঁহার উপাসনা করিতেছে। সেই অপ্সরোগণের মধ্যে কেহ গান, কেহ নৃত্য এবং কেহ বা মৃদঙ্গ, বীণা ও পণবাদি বাজাইতেছিল। আর কতকগুলি পদ্মপলাশাক্ষী

ক্ষণাৎ সিংহাসনং হিত্বা মেরুকূটমিবাংশুমান্ ॥ ১৪
পশ্যতো মে তদা রাম বিমানাদবরুহ্য চ ।
তং শবং ভক্ষয়ামাস স স্বর্গী রঘুনন্দন ॥ ১৫
ততো ভুক্ত্বা যথাকামং মাংসং বহু সুপীবরম্ ।
অবতীর্য্য সরঃ স্বর্গী সংস্প্রষ্টুমুপচক্রমে ॥ ১৬
উপস্পৃশ্য যথান্যায়ং স স্বর্গী রঘুনন্দন ।
আরোঢ়ুমুপচক্রাম বিমানবরমুত্তমম্ ॥ ১৭
তমহং দেবসঙ্কাশমারোহন্তমুদীক্ষ্য বৈ ।
অথাহমব্রবং বাক্যং তমেব পুরুষর্ষভ ॥ ১৮
কো ভবান্ দেবসঙ্কাশ আহারশ্চ বিগর্হিতঃ ।
ত্বয়েদং ভুজ্যতে সৌম্য কিমর্থং বক্তুমর্হসি ॥ ১৯
কস্য স্যাদীদৃশো ভাব আহারো দেবসম্মত ।
আশ্চর্য্যং বর্ত্ততে সৌম্য শ্রোতুমিচ্ছামি তত্ত্বতঃ ।
নাহমৌপয়িকং মন্যে তব ভক্ষ্যমিমং শবম্ ॥ ২০
ইত্যেবমুক্তঃ স নরেন্দ্র নাকী
কৌতূহলাৎ সূনৃতয়া গিরা চ।
শ্রুত্বা চ বাক্যং মম সর্ব্বমেতৎ
সর্ব্বং তথা চাকথয়ন্মমেতি ॥ ২১
ইত্যুত্তরকাণ্ডে নবতিতমঃ সর্গঃ ॥ ৯০

অপ্সরা তাঁহার মুখমণ্ডলে সুবর্ণদণ্ডবিশিষ্ট চামর বীজন করিতেছিল। রাম! সূর্য্য যেরূপ মেরুশৃঙ্গ পরিত্যাগ করেন, সেই স্বর্গীয় পুরুষ ক্ষণকাল পরে বিমান পরিত্যাগপূর্ব্বক ভূতলে অবতীর্ণ হইয়া, আমার সমক্ষেই সেই শবদেহ খাইয়া ফেলিলেন। ৯—১৫। রাম! সেই দেবতা এইরূপ স্বেচ্ছানুসারে সেই মাংস প্রচুর পরিমাণে ভোজন করত আচমন করিবার জন্য সরোবরে অবতীর্ণ হইলেন এবং যথাবিধি আচমনকার্য্য সমাপন করিয়া আবার সেই দিব্য বিমানবরে উঠিবার উপক্রম করিলেন। পুরুষপুঙ্গব! আমি সেই দেব-তুল্য পুরুষকে বিমানে উঠিতে দেখিয়া বলিলাম,—'সৌম্য দেবসদৃশ! আপনি কে এবং কি জন্যই বা এইরূপ নিন্দনীয় বস্তু খাইলেন, তাহা বলুন। সৌম্য দেবসম্মত! এরূপ আহার অথবা ভাব কাহারও অনুমোদিত নহে, আমি সেই জন্যই কৌতূহলপরবশ হইয়া ইহার প্রকৃত বিবরণ শুনিতে ইচ্ছা করিতেছি। বিশেষতঃ এই শবকে আপনার নির্দ্দিষ্ট ভক্ষ্য বলিয়া আমি মনে করিতেছি না। নরেন্দ্র! সেই স্বর্গীয় পুরুষ এই কথা এবং আমার অন্যান্য কথা শুনিয়া কৌতূহলবশতঃ আমার নিকটে সকল বিবরণ প্রকাশ করিলেন'। ১৬—২১।

একনবতিতমঃ সর্গঃ ।

শ্রুত্বা তু ভাষিতং বাক্যং মম রাম শুভাক্ষরম্ ।
প্রাঞ্জলিঃ প্রত্যুবাচেদং স স্বর্গী রঘুনন্দন ॥ ১
শৃণু ব্রহ্মন্ পুরাবৃত্তং মমৈতৎ সুখদুঃখয়োঃ ।
অনতিক্রমণীয়ঞ্চ যথা পৃচ্ছসি মাং দ্বিজ ॥ ২
পুরা বৈদর্ভকো রাজা পিতা মম মহাযশাঃ ।
সুদেব ইতি বিখ্যাতস্ত্রিষু লোকেষু বীর্য্যবান্ ॥ ৩
তস্য পুত্রদ্বয়ং ব্রহ্মন্ দ্বাভ্যাং স্ত্রীভ্যামজায়ত ।
অহং শ্বেত ইতি খ্যাতো যবীয়ান্ সুরথোঽভবৎ ॥ ৪
ততঃ পিতরি স্বর্যাতে পৌরা মামভ্যষেচয়ন্ ।
তত্রাহং কৃতবান্ রাজ্যং ধর্ম্ম্যঞ্চ সুসমাহিতঃ ॥ ৫
এবং বর্ষসহস্রাণি সমতীতানি সুব্রত ।
রাজ্যং কারয়তো ব্রহ্মন্ প্রজা ধর্ম্মেণ রক্ষতঃ ॥ ৬
সোঽহং নিমিত্তে কস্মিংশ্চিদ্বিজ্ঞাতায়ুর্দ্বিজোত্তম ।
কালধর্ম্মং হৃদি ন্যস্য ততো বনমুপাগতঃ ॥ ৭
সোঽহং বনমিদং দুর্গং মৃগপক্ষিবিবর্জ্জিতম্ ।
তপশ্চর্ত্তুং প্রবিষ্টোঽস্মি সমীপে সরসঃ শুভে ॥ ৮
ভ্রাতরং সুরথং রাজ্যে অভিষিচ্য মহীপতিম্ ।
ইদং সরঃ সমাসাদ্য তপস্তপ্তং ময়া চিরম্ ॥ ৯
সোঽহং বর্ষসহস্রাণি তপস্ত্রীণি মহাবনে ।

একনবতিতম সর্গ।

"রঘুনন্দন রাম! সেই দিব্য পুরুষ আমার কথা শুনিয়া করযোড়ে বলিলেন,—'ব্রহ্মন্! আপনি যাহা জিজ্ঞাসা করিতেছেন, আমার এই সুখ-দুঃখের সেই অনতিক্রমণীয় পূর্ব্বতন বৃত্তান্ত শুনুন। ব্রাহ্মণ! পূর্ব্বকালে বিদর্ভদেশে ত্রিভুবন-বিখ্যাত মহাযশা বীর্য্যবান্ সুদেব নামক রাজা আমার পিতা ছিলেন। ব্রাহ্মণ! তাঁহার দুই পত্নীর গর্ভে দুইটী পুত্র জন্মিয়া-ছিল, তন্মধ্যে আমি শ্বেত নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছিলাম এবং আমার কনিষ্ঠ ভ্রাতার নাম সুরথ। পরে কাল-ক্রমে পিতা স্বর্গারোহণ করিলে, পুরবাসিগণ আমাকে রাজ্যে অভিষিক্ত করিলেন এবং আমিও অবহিত-চিত্তে ধর্ম্মানুসারে রাজ্য শাসন করিতে লাগিলাম। ১—৫। সুব্রত! এইরূপে রাজ্যশাসন এবং প্রজা-পালন করিতে করিতে এক সহস্র বৎসর অতীত হইল। আমি লক্ষণ দ্বারা নিজ পরমায়ুকাল জানিয়া মনোমধ্যে মৃত্যুর বিষয় অবধারণ করত বনে যাইবার মানস করিলাম। তৎপরে ভ্রাতা সুরথকে রাজ্যে অভি-ষিক্ত করিয়া, এই পশুপক্ষিশূন্য দুর্গম বনে প্রবেশ-পূর্ব্বক এই সরোবরের পবিত্র তীরে বহুকাল তপস্যা

তপ্ত্বা সুদুষ্করং প্রাপ্তো ব্রহ্মলোকমনুত্তমম্ ॥ ১০
তস্য মে স্বর্গভূতস্য ক্ষুৎপিপাসে দ্বিজোত্তম।
বাধেতে পরমোদার ততোহহং ব্যথিতেন্দ্রিয়ঃ ॥ ১১
গত্বা ত্রিভুবনশ্রেষ্ঠং পিতামহমুবাচ হ।
ভগবন্ ব্রহ্মলোকোহয়ং ক্ষুৎপিপাসাবিবর্জ্জিতঃ ॥ ১২
কস্যায়ং কর্ম্মণঃ পাকঃ ক্ষুৎপিপাসানুগো হ্যহম্।
আহারঃ কশ্চ মে দেব তন্মে ব্রূহি পিতামহ ॥ ১৩
পিতামহস্তু মামাহ তবাহারঃ সুদেবজ।
স্বাদূনি স্বানি মাংসানি তানি ভক্ষয় নিত্যশঃ ॥ ১৪
স্বশরীরং ত্বয়া পুষ্টং কুর্ব্বতা তপ উত্তমম্।
অনুপ্তং রোহতে শ্বেত ন কদাচিন্মহামতে ॥ ১৫
দত্তং ন তেহস্তি সূক্ষ্মোহপি তপ এব নিষেবসে।
তেন স্বর্গগতো বৎস বাধ্যসে ক্ষুৎপিপাসয়া ॥ ১৬
স ত্বং সুপুষ্টমাহারৈঃ স্বশরীরমনুত্তমম্।
ভক্ষয়িত্বামৃতরসং তেন তৃপ্তির্ভবিষ্যতি ॥ ১৭
যদা তু ভগবন্ শ্বেত অগস্ত্যস্তু মহানৃষিঃ।
আগমিষ্যতি দুর্দ্ধর্ষস্তদা কৃচ্ছ্রাদ্বিমোক্ষ্যসে ॥ ১৮
স হি তারয়িতুং সৌম্য শক্তঃ সুরগণানপি।
কিং পুনস্ত্বাং মহাবাহো ক্ষুৎপিপাসাবশং গতম্ ॥ ১৯
সোহহং ভগবতঃ শ্রুত্বা দেবদেবস্য নিশ্চয়ম্।
আহারং গর্হিতং কুর্ম্মি স্বশরীরং দ্বিজোত্তম ॥ ২০
বহূন্ বর্ষগণান্ ব্রহ্মন্ ভুজ্যমানমিদং ময়া।
ক্ষয়ং নাভ্যেতি ব্রহ্মর্ষে তৃপ্তিশ্চাপি মমোত্তমা ॥ ২১
তস্য মে কৃচ্ছ্রভূতস্য কৃচ্ছ্রাদস্মাদ্বিমোক্ষয়।
অন্যেষাং ন গতির্হ্যত্র কুম্ভযোনিমৃতে দ্বিজম্ ॥ ২২
ইদমাভরণং সৌম্য ধারণার্থং দ্বিজোত্তম।
প্রতিগৃহ্নীষ্ব ভদ্রং তে প্রসাদং কর্ত্তুমর্হসি ॥ ২৩
ইদং তাবৎ সুবর্ণঞ্চ ধনং বস্ত্রাণি চ দ্বিজ।
ভক্ষ্যং ভোজ্যঞ্চ ব্রহ্মর্ষে দদাম্যাভরণানি চ ॥ ২৪
সর্ব্বান্ কামান্ প্রযচ্ছামি ভোগাংশ্চ মুনিপুঙ্গব।
তারণে ভগবন্মহ্যং প্রসাদং কর্ত্তুমর্হসি ॥ ২৫
তস্যাহং স্বর্গিণো বাক্যং শ্রুত্বা দুঃখসমন্বিতম্।
তারণায়োপজগ্রাহ তদাভরণমুত্তমম্ ॥ ২৬
ময়া প্রতিগৃহীতে তু তস্মিন্নাভরণে শুভে।
মানুষঃ পূর্ব্বকো দেহো রাজর্ষের্বিননাশ হ ॥ ২৭

করিলাম। এইরূপে এই মহাবনে তিন সহস্র বৎসর সুঘোর তপস্যা করিয়া অনুত্তম ব্রহ্মলোক পাইলাম বটে, কিন্তু সেই ব্রহ্মলোকেও ক্ষুধা এবং তৃষ্ণায় কাতর হওয়ায়, আমার ইন্দ্রিয়সকল অবশ হইতে লাগিল, অতএব ত্রিভুবনশ্রেষ্ঠ পিতামহের নিকটে উপস্থিত হইয়া বলিলাম,—'ভগবন্ পিতামহ! এই ব্রহ্মলোকে ক্ষুধাতৃষ্ণা নাই, কিন্তু আমি কোন্ কর্ম্মের ফলে এখানেও ক্ষুধা এবং তৃষ্ণায় কাতর হইতেছি? দেব! সম্প্রতি আমি কি আহার করিব, তাহা বলুন।' তাহা শুনিয়া পিতামহ বলিলেন,—সুদেবতনয়! স্বাদু অথবা বিস্বাদু মাংসই তোমার নিত্য ভক্ষ্য হইবে। মহামতে শ্বেত! বপন না করিলে কোনকালেই ফললাভ হয় না; তুমি উৎকট তপস্যায় প্রবৃত্ত হইয়া কেবল শরীর পোষণ করিয়াছ। ১১—১৫। কিন্তু কাহাকেও কখন কিছু দেও নাই, অতএব স্বর্গে আসিয়াও ক্ষুধা এবং তৃষ্ণায় কাতর হইতেছ। শ্বেত! এক্ষণে তুমি আহার দ্বারা সুপুষ্ট তোমার অনুত্তম শরীরকেই, অমৃতরসের ন্যায় খাইতে থাক, তাহাতেই তোমার ক্ষুধা নিবৃত্তি হইবে। সৌম্য! পরে যখন দুর্দ্ধর্ষ মহর্ষি অগস্ত্য সেই বনে আসিবেন, তখনই এই পাপ হইতে তুমি মুক্ত হইবে। মহাবাহো! সেই মহর্ষি দেবগণকেও পরিত্রাণ করিতে পারেন। তোমার ন্যায় ক্ষুধা ও তৃষ্ণায় কাতর ব্যক্তির ত কথাই নাই।' দ্বিজশ্রেষ্ঠ! আমি ভগবান্ পিতামহের সেই আদেশক্রমেই এই নিন্দনীয় নিজ শরীর খাইয়া থাকি। ১৬—২০। ব্রহ্মর্ষে! ইহা আমি খাইয়া থাকি পর নাই তৃপ্তি লাভ করি এবং আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, বহু বৎসর গত হইল, আমি ইহা খাইতেছি, তথাপি ইহার বিন্দুমাত্রও ক্ষয় হইতেছে না। সৌম্য! কুম্ভযোনি অগস্ত্য ব্যতীত এ স্থানে আসিবার অন্য ব্যক্তির সাধ্য নাই; সুতরাং আমার নিশ্চয় বোধ হইতেছে, আপনিই সেই ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ অগস্ত্য; সুতরাং আমার ন্যায় দুঃখী ব্যক্তিকে এই দুঃখ হইতে মুক্ত করুন। দ্বিজোত্তম! আপনার মঙ্গল হউক, আপনি আমার প্রতি প্রসন্ন হউন এবং নিজ অঙ্গে ধারণ করিবার জন্য এই অলঙ্কার গ্রহণ করুন। ব্রহ্মর্ষে! এই সুবর্ণ, ধন, বস্ত্র, ভক্ষ্য, ভোজ্য এবং ভূষণ সকলও আমি আপনাকে দিতেছি। ভগবন্ মুনিবর! অধিক আর কি বলিব, আপনাকে সকলপ্রকার কাম্যবস্তু এবং ভোগ সকল দিতেছি, আপনি প্রসন্ন হইয়া আমাকে মুক্ত করুন।' ২১—২৫। রাম! আমি সেই দেব পুরুষের কাতর অনুরোধ শুনিয়া তাঁহার পরিত্রাণের কারণই সেই অলঙ্কার লইয়াছিলাম। আমি সেই সুন্দর আভরণ লইলে, সেই রাজর্ষির পূর্ব্বতন দেহটি নষ্ট হইল এবং তাঁহার

প্রনষ্টে তু শরীরেহস্মৌ রাজর্ষিঃ পরয়া মুদা।
তৃপ্তঃ প্রমুদিতো রাজা জগাম ত্রিদিবং সুখম্॥ ২৮
তেনেদং শক্রতুল্যেন দিব্যমাভরণং মম।
তস্মিন্নিমিত্তে কাকুৎস্থ দত্তমদ্ভুতদর্শনম্॥ ২৯
ইত্যুত্তরকাণ্ডে একনবতিতমঃ সর্গঃ॥ ৯১॥

শরীর নষ্ট হওয়াতে রাজর্ষিও অতীব পরিতৃপ্ত এবং আনন্দিত হইয়া যথাসুখে ব্রহ্মলোকে গমন করিলেন। কাকুৎস্থ! সেই ইন্দ্রতুল্য স্বর্গীয় পুরুষ পূর্ব্বোক্ত কারণবশতঃ আমাকে এই অদ্ভুত দিব্য আভরণ দিয়াছিলেন।" ২৬—২৯।

দ্বিনবতিতমঃ সর্গঃ।

তদদ্ভুততমং বাক্যং শ্রুত্বাগস্ত্যস্য রাঘবঃ।
গৌরবাদ্বিস্ময়াচ্চৈব ভূয়ঃ প্রষ্টুং প্রচক্রমে॥ ১
ভগবংস্তদ্বনং ঘোরং তপস্তপ্যতি যত্র সঃ।
শ্বেতো বৈদর্ভকো রাজা কথং তদমৃগদ্বিজম্॥ ২
তদ্বনং স কথং রাজা শূন্যং মনুজবর্জ্জিতম্।
তপশ্চর্তুং প্রবিষ্টঃ স শ্রোতুমিচ্ছামি তত্ত্বতঃ॥ ৩
রামস্য বচনং শ্রুত্বা কৌতূহলসমন্বিতম্।
বাক্যং পরমতেজস্বী বক্তুমেবোপচক্রমে॥ ৪
পুরা কৃতযুগে রাম মনুর্দণ্ডধরঃ প্রভুঃ।
তস্য পুত্রো মহানাসীদিক্ষাকুঃ কুলনন্দন॥ ৫
তং পুত্রং পূর্ব্বকং রাজ্যে নিক্ষিপ্য ভুবি দুর্জ্জয়ম্।
পৃথিব্যাং রাজবংশানাং ভব কর্ত্তেত্যুবাচ তম্॥ ৬
তথৈব চ প্রতিজ্ঞাতং পিতুঃ পুত্রেণ রাঘব।
ততঃ পরমসন্তুষ্টো মনুঃ পুত্রমুবাচ হ॥ ৭
প্রীতোঽস্মি পরমোদার কর্ত্তা চাসি ন সংশয়ঃ।
দণ্ডেন চ প্রজা রক্ষ মা চ দণ্ডম্ কারণে॥ ৮
অপরাধিষু যো দণ্ডঃ পাত্যতে মানবেষু বৈ।
স দণ্ডো বিধিবন্মুক্তঃ স্বর্গং নয়তি পার্থিব॥ ৯
তস্মাদ্দণ্ডে মহাবাহো যত্নবান্ ভব পুত্রক।
ধর্ম্মো হি পরমো লোকে কুর্ব্বতস্তে ভবিষ্যতি॥ ১০
ইতি তং বহু সন্দিশ্য মনুঃ পুত্রং সমাধিনা।
জগাম ত্রিদিবং হৃষ্টো ব্রহ্মলোকং সনাতনম্॥ ১১
প্রয়াতে ত্রিদিবে তস্মিন্নিক্ষাকুরমিতপ্রভঃ।
জনয়িষ্যে কথং পুত্রানিতি চিন্তাপরোঽভবৎ॥ ১২
কর্ম্মভির্বহুরূপৈশ্চ তৈস্তৈর্ম্মনুসুতস্তদা।
জনয়ামাস ধর্ম্মাত্মা শতং দেবসুতোপমান্॥ ১৩
তেষামবরজস্তাত সর্ব্বেষাং রঘুনন্দন।
মূঢ়শ্চাকৃতবিদ্যশ্চ ন শুশ্রূষতি পূর্ব্বজান্॥ ১৪
নাম তস্য চ দণ্ডেতি পিতা চক্রেঽল্পতেজসঃ।

দ্বিনবতিতম সর্গ।

রাম অগস্ত্যের মুখে সেই অদ্ভুত বৃত্তান্ত শুনিয়া বিস্ময় এবং আগ্রহ সহকারে পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন,—"ভগবন্! সেই বিদর্ভরাজ শ্বেত যে বনে তপস্যা করিয়াছিলেন, সেই ভীষণ বন পশু-পক্ষি-বিবর্জ্জিত হইল কেন? সেই বন মনুষ্যগণকর্ত্তৃক পরিবর্জ্জিত হইলেও সেই রাজা কেমন করিয়া তাহার ভিতরে তপস্যা করিতে প্রবিষ্ট হইলেন? আমি এই সমস্ত বিষয় যথাযথ জানিতে ইচ্ছা করি।" রামচন্দ্রের এইরূপ কৌতূহল-পূর্ণ কথা শুনিয়া মহাতেজা অগস্ত্য বলিতে লাগিলেন,—কুলনন্দন রাম! প্রাচীন সত্যযুগে বর্ণ এবং আশ্রমসমূহের বিভাগ এবং তাহার মর্য্যাদি-প্রবর্তনকারী দণ্ডধর মনুর ইক্ষাকু-নামক এক মহাযশা পুত্র ছিলেন। ১—৫। মনু সেই পৃথিবী-দুর্জ্জয় পুত্রকে 'তুমি পৃথিবীমধ্যে রাজবংশ-গণের রাজা হও' এই কথা বলিয়া তাঁহাকে রাজ্যে অভিষিক্ত করিলেন। রাম! পুত্র ইক্ষাকু তাঁহার কথা স্বীকার করিলে, মনু যারপর নাই প্রীত হইয়া বলিলেন,—"পরমোদার! আমি সন্তুষ্ট হইলাম; তুমি আমার কথিত কার্য্যসকল সম্পাদন করিতে পারিবে, তাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। বৎস! তুমি দণ্ড দ্বারা প্রজাপালন করিও, কিন্তু অকারণে কদাচ দণ্ডপ্রয়োগ করিও না; কেননা অপরাধী ব্যক্তিগণের উপরে যে দণ্ড পতিত হয়, যথাবিধি মুক্ত সেই দণ্ডই সেই রাজাকে স্বর্গপুরে লইয়া গিয়া থাকে। মহাবাহো পুত্র! তুমি দণ্ডপ্রয়োগ বিষয়ে যত্নপরায়ণ হইবে, তাহা হইলেই তোমার ধর্ম্ম পরিবর্দ্ধিত হইবে।" ৬—১০। মনু নিজ পুত্রকে এইরূপ নানাবিধ আদেশ প্রদানপূর্ব্বক স্বর্গে [illegible] প্রস্থান করিয়া সনাতন ব্রহ্মলোকে গমন করিলেন। মনু দেবলোকে চলিয়া গেলে, অতুলপ্রভাবশালী মনু-পুত্র ধর্ম্মাত্মা ইক্ষাকু 'কিরূপে [illegible] পুত্র উৎপাদন করিব।' এই বিষয় ভাবিতে লাগিলেন। [illegible] ও দানাদি বিবিধ কর্ম্ম দ্বারা দেবকুমার-সদৃশ শত পুত্র উৎপাদন করিলেন। তাত! [illegible] শত পুত্রের মধ্যে সর্ব্বকনিষ্ঠ পুত্র [illegible] মূর্খ হইয়াছিল এবং জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাদের শুশ্রূষা [illegible] অল্পতেজা। ইহার শরীরে অবশ্যই দণ্ড পতিত হইবে,

অবশ্যং দণ্ডপতনং শরীরেঽস্য ভবিষ্যতি ॥ ১৫
অপশ্যমানস্তং দোষং ঘোরং পুত্রস্য রাঘব।
বিন্ধ্যশৈবলয়োর্মধ্যে রাজ্যং প্রাদাদরিন্দম ॥ ১৬
স দণ্ডস্তত্র রাজাভূদ্রম্যে পর্ব্বতরোধসি।
পুরঞ্চাপ্রতিমং রাম ন্যবেশয়দনুত্তমম্ ॥ ১৭
পুরস্য চাকরোন্নাম মধুমন্তমিতি প্রভো।
পুরোহিতং তূশনসং বরয়ামাস সুব্রতম্ ॥ ১৮
এবং স রাজা তদ্রাজ্যমকরোৎ সপুরোহিতঃ।
প্রহৃষ্টমনুজাকীর্ণং দেবরাজো যথা দিবি ॥ ১৯

ততঃ স রাজা মনুজেন্দ্রপুত্রঃ
সার্দ্ধঞ্চ তেনোশনসা তদানীম্।
চকার রাজ্যং সুমহান্মহাত্মা
শক্রো দিবীবোশনসা সমেতঃ ॥ ২০

ইত্যুত্তরকাণ্ডে দ্বিনবতিতমঃ সর্গঃ ॥ ৯২ ॥

ত্রিনবতিতমঃ সর্গঃ।

এতদাখ্যায় রামায় মহর্ষিঃ কুম্ভসম্ভবঃ।
অস্যামেবাপরং বাক্যং কথায়ামুপচক্রমে ॥ ১
ততঃ স দণ্ডঃ কাকুৎস্থ বহুবর্ষগণাযুতম্।
অকরোত্তত্র দান্তাত্মা রাজ্যং নিহতকণ্টকম্ ॥ ২
অথ কালে তু কস্মিংশ্চিদ্রাজা ভার্গবমাশ্রমম্।
রমণীয়মুপাক্রামচ্চৈত্রে মাসি মনোরমে ॥ ৩
তত্র ভার্গবকন্যাং স রূপেণাপ্রতিমাং ভুবি।
বিচরন্তীং বনোদ্দেশে দণ্ডোঽপশ্যদনুত্তমাম্ ॥ ৪
স দৃষ্ট্বা তাং সুদুর্ম্মেধা অনঙ্গশরপীড়িতঃ।
অভিগম্য সুসংবিগ্নঃ কন্যাং বচনমব্রবীৎ ॥ ৫
কুতস্ত্বমসি সুশ্রোণি কস্য বাসি সুতা শুভে।
পীড়িতোঽহমনঙ্গেন পৃচ্ছামি ত্বাং শুভাননে ॥ ৬
তস্য ত্বেবং ব্রুবাণস্য মোহোন্মত্তস্য কামিনঃ।
ভার্গবী প্রত্যুবাচেদং বচঃ সানুনয়ন্ত্বিদম্ ॥ ৭
ভার্গবস্য সুতাং বিদ্ধি দেবস্যাক্লিষ্টকর্ম্মণঃ।
অরজাং নাম রাজেন্দ্র জ্যেষ্ঠামাশ্রমবাসিনীম্ ॥ ৮
ন মাং স্পৃশ বলাদ্রাজন্ কন্যা পিতৃবশা হ্যহম্।
গুরুঃ পিতা মে রাজেন্দ্র ত্বঞ্চ শিষ্যো মহাত্মনঃ ॥ ৯
ব্যসনং সুমহৎ ক্রুদ্ধঃ স তে দদ্যান্মহাতপাঃ।
যদি বাঽন্যন্ময়া কার্য্যং ধর্ম্মদৃষ্টেন সৎপথা ॥ ১০
বরয় স্ব নরশ্রেষ্ঠ পিতরং মে মহাদ্যুতিম্।
অন্যথা তু ফলং তুভ্যং ভবেদ্ঘোরাভিসংহিতম্ ॥ ১১

এই ভাবিয়া ইক্ষাকু সেই অল্পতেজার নাম রাখিলেন দণ্ড। ১১—১৫। এবং তাহার অধম আচরণ দর্শনে রুষ্ট হইয়া তাহাকে বিন্ধ্য এবং শৈবল পর্ব্বতের মধ্যে রাজ্য দিলেন। রাম। দণ্ড সেই রমণীয় পর্ব্বত-মধ্যস্থ প্রদেশে রাজা হইয়া অনুপম অনুত্তম নগর স্থাপনপূর্ব্বক তাহার নাম মধুমন্ত রাখিলেন এবং সুব্রত উশনামুনিকে নিজ পৌরোহিত্যে বরণ করিলেন। মহারাজ! দেবরাজ ইন্দ্র যেরূপ রাজ্য করেন, সেইরূপ সেই রাজা দণ্ডও পুরোহিতের সহিত মিলিত হইয়া হৃষ্টপুষ্ট-জনগণ-সমাকীর্ণ সেই রাজ্য পালন করিতে লাগিলেন। রাম। ইন্দ্র যেমন বৃহস্পতির সহিত মিলিত হইয়া দেবরাজ্য শাসন করেন, সেই ইক্ষাকুনন্দন মহাত্মা দণ্ডও সেইরূপ উশনার সহিত মিলিত হইয়া নিজরাজ্যশাসনে প্রবৃত্ত হইলেন। ১৬—২০।

ত্রিনবতিতম সর্গ।

[illegible] কুম্ভযোনি অগস্ত্য রামচন্দ্রকে এই কথা বলিয়া তাহার অবশিষ্ট বিবরণ বলিতে লাগিলেন, [illegible] সেই জিতেন্দ্রিয় রাজা দণ্ড, বহুবর্ষকাল সেই নিষ্কণ্টক রাজ্য পালন করত একদা রমণীয় চৈত্র মাসে মহর্ষি শুক্রাচার্য্যের আশ্রমে যাইয়া দেখিলেন, নিরুপম রূপবতী বরবর্ণিনী ভার্গবতনয়া বনপ্রদেশে বিচরণ করিতেছেন। দুর্ব্বুদ্ধি দণ্ড সেই সুরূপা কন্যাকে দেখিয়াই কামশরে পীড়িত হইয়া উদ্বিগ্নমনে তাহার নিকটে গিয়া কহিলেন। ১—৫। "অয়ি সুশ্রোণি! তুমি কাহার দুহিতা এবং কোথা হইতে আসিয়াছ? শুভাননে! আমি তোমাকে দেখিয়া কন্দর্পবাণে নিতান্ত পীড়িত হইয়াছি বলিয়াই তোমার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিতেছি।" মোহান্ধ কামী দণ্ড এই কথা বলিলে ভৃগুনন্দিনী সানুনয়বাক্যে প্রত্যুত্তর করিলেন—"রাজেন্দ্র! আমাকে অক্লিষ্টকর্ম্মা ভার্গবের জ্যেষ্ঠা কন্যা" বলিয়া জানিবেন, আমার নাম অরজা, আমি এই আশ্রমেই বাস করি। রাজন্! আমি পিতার অধীনা, সুতরাং আপনি আমাকে বলপূর্ব্বক স্পর্শ করিবেন না। বিশেষতঃ আমার মহাতপা তপোধন পিতা আপনার গুরু এবং আপনিও তাঁহার শিষ্য, তিনি ক্রুদ্ধ হইলে আপনাকে শাপ দিবেন। নরশ্রেষ্ঠ! যদি আমার প্রতি আপনার বিবাহ অভিলাষ থাকে, তবে ধর্ম্মসঙ্গত উপায়ে মহাপ্রভাবশালী পিতার নিকটে আমার পাণি প্রার্থনা করুন, অন্যথা

ক্রোধেন হি পিতা মেঽসৌ ত্রৈলোক্যমপি নির্দ্দহেৎ।
দাস্যতে চানবদ্যাঙ্গ তব মাং যাচিতঃ পিতা॥ ১২
এবং ব্রুবাণামরজাং দণ্ডঃ কামবশং গতঃ।
প্রত্যুবাচ মদোন্মত্তঃ শিরস্যাধায় চাঞ্জলিম্॥ ১৩
প্রসাদং কুরু সুশ্রোণি ন কালং ক্ষেপ্তুমর্হসি।
ত্বৎকৃতে হি মম প্রাণা বিদীর্য্যন্তে বরাননে॥ ১৪
ত্বাং প্রাপ্য তু বধো বাপি পাপং বাপি সুদারুণম্।
ভজস্ব মাং বরারোহে ভজমানং সুবিহ্বলম্॥ ১৫
এবমুক্ত্বা তু তাং কন্যাং দোর্ভ্যাং প্রাপ্য বলাদ্বলী।
বিস্ফুরন্তীং যথাকামং মৈথুনায়োপচক্রমে॥ ১৬
তমনর্থং মহাঘোরং দণ্ডঃ কৃত্বা সুদারুণম্।
নগরং প্রযযাবাশু মধুমন্তমনুত্তমম্॥ ১৭
অরজাপি রুদন্তী সা আশ্রমস্যাবিদূরতঃ।
প্রতীক্ষতে সুসন্ত্রস্তা পিতরং দেবসন্নিভম্॥ ১৮

ইত্যুত্তরকাণ্ডে ত্রিনবতিতমঃ সর্গঃ॥ ৯৩॥

ইহার পরিণাম ভয়ানক হইবে। ৮—১১। কেননা, তিনি ক্রুদ্ধ হইলে ত্রৈলোক্য দগ্ধ করিতে পারেন। অনবদ্যাঙ্গ! আমি নিশ্চয় বলিতেছি, আপনি আমার পাণিগ্রহণ প্রার্থনা করিলেই তিনি আমাকে আপনার করে সমর্পণ করিবেন।' অরজা এই কথা বলিলে, কাম-বশীভূত মদোন্মত্ত দণ্ড করযোড়ে কহিলেন,—'বরাননে সুশ্রোণি! তোমার জন্য আমার হৃদয় বিদীর্ণ হইতেছে। সুতরাং আর ক্ষণকালমাত্রও বিলম্ব করা উচিত নহে। সুন্দরি! শীঘ্র তুমি আমার প্রতি প্রসন্ন হও। বরারোহে! আমি নিতান্ত ব্যাকুল হইয়াছি, তুমি আমাকে ভজনা কর; অধিক আর কি বলিব, যদি তোমাকে পাইতে আমার প্রাণও যায়, অথবা আমাকে নিদারুণ পাপগ্রস্ত হইতে হয় তাহাতেও ক্ষতি নাই।' বলশালী দণ্ড ইহা বলিয়াই সেই বেপথুমতী কন্যাকে বলপূর্ব্বক বাহুযুগল দ্বারা ধারণ করিয়া মিথুনধর্ম্মে প্রবৃত্ত হইলেন। রাম! দণ্ড এইরূপ অতি ঘোর নিদারুণ অনর্থ সম্পাদন করিয়াই শীঘ্র নিজের অনুত্তম মধুমন্ত নগরে প্রস্থান করিলেন। অরজাও কাঁদিতে কাঁদিতে আশ্রমের অদূরে দেবসন্নিভ পিতার আগমন প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। ১২—১৮।

চতুর্নবতিতমঃ সর্গঃ।

স মুহূর্ত্তাদুপশ্রুত্য দেবর্ষিরমিতপ্রভঃ।
স্বমাশ্রমং শিষ্যবৃতঃ ক্ষুধার্ত্তঃ সন্ন্যবর্ত্তত॥ ১
সোঽপশ্যদরজাং দীনাং রজসা সমভিপ্লুতাম্।
জ্যোৎস্নামিব গ্রহগ্রস্তাং প্রত্যূষে ন বিরাজতীম্॥ ২
তস্য রোষঃ সমভবৎ ক্ষুধার্ত্তস্য বিশেষতঃ।
নির্দ্দহন্নিব লোকাংস্ত্রীন্ শিষ্যাংশ্চেদমুবাচ হ॥ ৩
পশ্যধ্বং বিপরীতস্য দণ্ডস্যাবিদিতাত্মনঃ।
বিপত্তিং ঘোরসঙ্কাশাং ক্রুদ্ধামগ্নিশিখামিব॥ ৪
ক্ষয়োঽস্য দুর্ম্মতেঃ প্রাপ্তঃ সানুগস্য দুরাত্মনঃ।
যঃ প্রদীপ্তাং হুতাশস্য শিখাং বৈ স্প্রষ্টুমর্হতি॥ ৫
যস্মাৎ স কৃতবান্ পাপমীদৃশং ঘোরসংহিতম্।
তস্মাৎ প্রাপ্স্যতি দুর্ম্মেধাঃ ফলং পাপস্য কর্ম্মণঃ॥ ৬
সপ্তরাত্রেণ রাজাসৌ সপুত্ত্রবলবাহনঃ।
পাপকর্ম্মসমাচারো বধং প্রাপ্স্যতি দুর্ম্মতিঃ॥ ৭
সমন্তাদ্‌যোজনশতং বিষয়ঞ্চাস্য দুর্ম্মতেঃ।
ধক্ষ্যতে পাংশুবর্ষেণ মহতা পাকশাসনঃ॥ ৮
সর্ব্বসত্ত্বানি যানীহ স্থাবরাণি চরাণি চ।
মহতা পাংশুবর্ষেণ বিলয়ং সর্ব্বতোঽগমন্॥ ৯

চতুর্নবতিতম সর্গ।

রাম! সেই মহর্ষিও মুহূর্ত্তকালমধ্যে ক্ষুধার্ত্ত হইয়া শিষ্যগণের সহিত তাঁহার আশ্রমে আসিয়া দেখিলেন, উষাকালে অরুণ-কিরণ-রঞ্জিতা চন্দ্রিকার ন্যায়, অরজা ধূলিধূসরিতা হইয়া দীনমনে অবস্থান করিতেছেন। একে মুনি ক্ষুধার্ত্ত হইয়াছিলেন, তাহাতে কন্যার এই-রূপ দুর্দ্দশা দেখিয়া যেন ত্রিভুবন দগ্ধ করিবার জন্যই ক্রোধে প্রজ্বলিত হইয়া শিষ্যগণকে বলিলেন,—'আমার ক্রোধানলে বিপরীতপথগামী অবিদিতাত্মা দণ্ডের কি বিষম বিপত্তি ঘটিবে, তোমরা দেখ। সেই দুর্ম্মতি দুরাত্মা যখন প্রজ্বলিত অগ্নিশিখাতে হাত দিয়াছে, তখন নিশ্চয়ই অনুচরবর্গের সহিত তাহার বিনাশ উপস্থিত। ১—৫। যখন সেই দুর্ব্বুদ্ধি এইরূপ ঘোর-তর পাপকার্য্য করিয়াছে, তখন সে নিশ্চয়ই ইহার প্রতিফল পাইবে। সেই পাপাচার দুর্ম্মতি রাজা সপ্ত-রাত্রের মধ্যেই পুত্র, সেনা এবং বাহনগণের সহিত নিহত হইবে। দেবরাজ ইন্দ্র অজস্রধূলিবর্ষণে সেই দুর্ম্মতির রাজ্যের শতযোজন পর্য্যন্ত দগ্ধ করিয়া ফেলিবেন। এস্থানে যে সকল স্থাবর এবং জঙ্গমাদি আছে, তাহা সমস্তই সেই ধূলিবর্ষণে বিনষ্ট হইবে।

দণ্ডস্য বিষয়ো যাবত্তাবৎ সর্ব্বং সমুচ্ছ্রয়ম্।
পাংশুবর্ষমিবালক্ষ্যং সপ্তরাত্রং ভবিষ্যতি ॥ ১০
ইত্যুক্ত্বা ক্রোধতাম্রাক্ষস্তমাশ্রমনিবাসিনম্।
জনং জনপদান্তেষু স্থীয়তামিতি চাব্রবীৎ ॥ ১১
শ্রুত্বা তূশনসো বাক্যং সাশ্রমাবসথো জনঃ।
নিষ্ক্রান্তো বিষয়াত্তস্মাৎ স্থানং চক্রেঽথ বাহ্যতঃ ॥ ১২
স তথোক্ত্বা মুনিজনমরজামিদমব্রবীৎ।
ইহৈব বস দুর্ম্মেধে আশ্রমে সুসমাহিতা ॥ ১৩
ইদং যোজনপর্য্যন্তং সরঃ সুরুচিরপ্রভম্।
অরজে বিজ্বরা ভুঙ্ক্ষ কালশ্চাত্র প্রতীক্ষ্যতাম্ ॥ ১৪
ত্বৎসমীপে চ যে সত্ত্বা বাসমেষ্যন্তি তাং নিশাম্।
অবধ্যাঃ পাংশুবর্ষেণ তে ভবিষ্যন্তি নিত্যশঃ ॥ ১৫
শ্রুত্বা নিয়োগং ব্রহ্মর্ষেঃ সারজা ভার্গবী তদা।
তথেতি পিতরং প্রাহ ভার্গবং ভৃশদুঃখিতা ॥ ১৬
ইত্যুক্ত্বা ভার্গবো বাসমন্যত্র সমুপাক্রমৎ।
তচ্চ রাজ্যং নরেন্দ্রস্য সভৃত্যবলবাহনম্ ॥ ১৭
সপ্তাহাদ্ভস্মসাদ্ভূতং যথোক্তং ব্রহ্মবাদিনা।
তস্যাসৌ দণ্ডবিষয়ো বিন্ধ্যশৈবলয়োর্নৃপ ॥ ১৮
শপ্তো ব্রহ্মর্ষিণা তেন বৈধর্ম্ম্যে সহিতে কৃতে।
ততঃ প্রভৃতি কাকুৎস্থ দণ্ডকারণ্যমুচ্যতে ॥ ১৯
তপস্বিনঃ স্থিতা হ্যত্র জনস্থানমতোঽভবৎ।
এতত্তে সর্ব্বমাখ্যাতং যন্মাং পৃচ্ছসি রাঘব ॥ ২০
সন্ধ্যামুপাসিতুং বীর সময়ো হ্যতিবর্ত্ততে।
এতে মহর্ষয়ঃ সর্ব্বে পূর্ণকুম্ভাঃ সমন্ততঃ ॥ ২১
কৃতোদকা নরব্যাঘ্র আদিত্যং পর্য্যুপাসতে।
স তৈর্ব্রহ্মবিদ্‌ভিস্তং সহিতৈর্ব্রহ্মবিত্তমৈঃ।
রবিরস্তং গতো রাম গচ্ছোদকমুপস্পৃশ ॥ ২২

ইত্যুত্তরকাণ্ডে চতুর্নবতিতমঃ সর্গঃ ॥ ৯৪ ॥

পঞ্চনবতিতমঃ সর্গঃ।

ঋষের্বচনমাজ্ঞায় রামঃ সন্ধ্যামুপাসিতুম্।
উপাক্রামৎ সরঃ পুণ্যমপ্সরোগণসেবিতম্ ॥ ১
তত্রোদকমুপস্পৃশ্য সন্ধ্যামন্বাস্য পশ্চিমাম্।
আশ্রমং প্রাবিশদ্রামঃ কুম্ভযোনের্মহাত্মনঃ ॥ ২
তস্যাগস্ত্যো বহুগুণং কন্দমূলং তথৌষধম্।
শাল্যাদীনি পবিত্রাণি ভোজনার্থমকল্পয়ৎ ॥ ৩

এই ভূভাগের যতদূর পর্য্যন্ত দণ্ডের শাসনাধীন, তাহার মধ্যে চরাচর প্রাণিমাত্রেই সাত রাত্রির মধ্যে ধূলিবর্ষণ দ্বারা বিনষ্ট এবং অদৃশ্য হইবে।' ৬—১০। ভৃগুনন্দন ক্রোধে আরক্তলোচন হইয়া এই কথা বলিয়া তাঁহার আশ্রমবাসিজনগণকে বলিলেন,—"তোমরা দণ্ডরাজ্যের সীমান্ত প্রদেশে যাইয়া বাস কর।" আশ্রমবাসিগণ, শুক্রাচার্য্যের আদেশ শুনিয়াই দণ্ডরাজ্য হইতে বাহির হইয়া সীমার বহির্ভাগে থাকিল। ভৃগুনন্দন, আশ্রমবাসী মুনিগণকে এই কথা বলিয়াই অরজাকে বলিলেন,—"অয়ি দুর্ব্বুদ্ধে! তুমি সমাধি অবলম্বনপূর্ব্বক এই আশ্রমেই থাক; অরজে! তুমি বিজ্বর হইয়া এই যোজন-বিস্তৃত মনোহর সরোবরমধ্যে বাস করত সাত রাত্রি থাক। এই সাত রাত্রির মধ্যে যে সকল প্রাণী তোমার নিকটে আসিবে তাহারা নিশ্চয়ই ধূলিবর্ষণে মরিবে না।" ১—১৫। ব্রহ্মর্ষি শুক্রাচার্য্যের এই আদেশ শুনিয়া ভৃগুনন্দিনী অরজা নিতান্ত দুঃখিতা হইয়া পিতাকে 'তাহাই হইবে', এই কথা বলিলেন। তৎপরে ভার্গব অন্যস্থানে গিয়া বাস করিলেন। পরে ব্রহ্মবাদী শুক্রাচার্য্যের অভিশাপে রাজা দণ্ডের সেই রাজ্য সপ্তাহের মধ্যে ভৃত্য, বল ও বাহন সকলের সহিত ভস্মীভূত হইয়া গেল। রাম! এই সেই বিন্ধ্য এবং শৈবল পর্ব্বতের মধ্যবর্ত্তী দণ্ডরাজ্য; ইহা সেই দুরাত্মা দণ্ডের ধর্ম্মদ্বেষে ব্রহ্মর্ষির শাপগ্রস্ত হইয়াছে। কাকুৎস্থ! তদবধিই এই স্থান দণ্ডকারণ্য নামে কথিত হইয়া থাকে। তৎপরে তপস্বিগণ এই স্থানে বাস করিয়াছিলেন বলিয়া ইহার নাম জনস্থান হইয়াছে। রাম! আমাকে যাহা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলে এই ত সমস্ত বলিলাম। ১৬—২০। বীর! এক্ষণে সন্ধ্যোপাসনার সময় অতীত হইতেছে; নরব্যাঘ্র! ঐ দেখ চারিদিকে মহর্ষিগণ স্নানাদি ক্রিয়া সমাধাপূর্ব্বক পূরক ও কুম্ভক করিয়া সূর্য্যদেবের উপাসনা করিতেছেন। রাম! ঐ দেখ, সূর্য্যদেব ব্রহ্মবাদী ব্রাহ্মণগণের নিকটে স্তবস্তুতি এবং পূজা পাইয়া অস্তগামী হইতেছেন, সুতরাং তুমি সন্ধ্যোপাসনায় প্রবৃত্ত হও।" ২১। ২২।

পঞ্চনবতিতম সর্গ।

ঋষিপ্রবর অগস্ত্যের কথা শুনিয়া রামচন্দ্র সন্ধ্যোপাসনা করিবার জন্য সেই অপ্সরোগণসেবিত পবিত্র সরোবরে অবগাহনপূর্ব্বক সায়ংসন্ধ্যা সমাপন করিয়া পুনরায় মহাত্মা কুম্ভযোনি অগস্ত্যের আশ্রমে আসিলেন। মহর্ষি অগস্ত্য তাঁহার আহারের জন্য বহুবিধ সুখাদ্য ফল, মূল, ওষধি এবং পবিত্র শাল্যাদি অন্নাদি

স ভুক্ত্বা নরশ্রেষ্ঠস্তদন্নমমৃতোপমম্।
প্রীতশ্চ পরিতুষ্টশ্চ তাং রাত্রিং সমুপাবিশৎ ॥ ৪
প্রভাতে কাল্যমুত্থায় কৃত্বাহ্নিকমরিন্দমঃ।
ঋষিং সমুপচক্রাম গমনায় রঘূত্তমঃ ॥ ৫
অভিবাদ্যাব্রবীদ্রামো মহর্ষিং কুম্ভসম্ভবম্।
আপৃচ্ছে স্বাশ্রমং গন্তুং মামনুজ্ঞাতুমর্হসি ॥ ৬
ধন্যোঽস্ম্যনুগৃহীতোঽস্মি দর্শনেন মহাত্মনঃ।
দ্রষ্টুঞ্চৈবাগমিষ্যামি পাবনার্থং মহাত্মনঃ ॥ ৭
তথা বদতি কাকুৎস্থে বাক্যমদ্ভুতদর্শনম্।
উবাচ পরমপ্রীতো ধর্ম্মনেত্রস্তপোধনঃ ॥ ৮
অত্যদ্ভুতমিদং বাক্যং তব রাম শুভাক্ষরম্।
পাবনঃ সর্ব্বভূতানাং ত্বমেব রঘুনন্দন ॥ ৯
মুহূর্ত্তমপি রাম ত্বাং যেঽনুপশ্যন্তি কেচন।
পাবিতাঃ স্বর্গভূতাশ্চ পূজ্যাস্তে ত্রিদিবেশ্বরৈঃ ॥ ১০
যে চ ত্বাং ঘোরচক্ষুর্ভিঃ পশ্যন্তি প্রাণিনো ভুবি।
হতাস্তে যমদণ্ডেন সদ্যো নিরয়গামিনঃ ॥ ১১
ঈদৃশস্ত্বং রঘুশ্রেষ্ঠ পাবনঃ সর্ব্বদেহিনাম্।
ভুবি ত্বাং কথয়ন্তো হি সিদ্ধিমেষ্যন্তি রাঘব ॥ ১২
ত্বং গচ্ছারিষ্টমব্যগ্রঃ পন্থানমকুতোভয়ম্।
প্রশাধি রাজ্যং ধর্ম্মেণ গতির্হি জগতো ভবান্ ॥ ১৩
এবমুক্তস্তু মুনিনা প্রাঞ্জলিঃ প্রগ্রহো নৃপঃ।
অভ্যবাদয়ত প্রাজ্ঞস্তমৃষিং সত্যশীলনম্ ॥ ১৪
অভিবাদ্য ঋষিশ্রেষ্ঠং তাংশ্চ সর্ব্বাংস্তপোধনান্।
অধ্যারোহত্তদব্যগ্রঃ পুষ্পকং হেমভূষিতম্ ॥ ১৫
তং প্রয়ান্তং মুনিগণা আশীর্ব্বাদৈঃ সমন্ততঃ।
অপূজয়ন্মহেন্দ্রাভং সহস্রাক্ষমিবামরাঃ ॥ ১৬
স্বস্থঃ স দদৃশে রামঃ পুষ্পকে হেমভূষিতে।
শশী মেঘসমীপস্থো যথা জলধরাগমে ॥ ১৭
ততোঽর্দ্ধদিবসে প্রাপ্তে পূজ্যমানস্ততস্ততঃ।
অযোধ্যাং প্রাপ্য কাকুৎস্থো মধ্যকক্ষামবাতরৎ ॥ ১৮
ততো বিসৃজ্য রুচিরং পুষ্পকং কামগামিনম্।
বিসর্জ্জয়িত্বা গচ্ছেতি স্বস্তি তেঽস্তু চ প্রভুঃ ॥ ১৯
কক্ষান্তরস্থিতং ক্ষিপ্রং দ্বাঃস্থং রামোঽব্রবীদ্বচঃ।
লক্ষ্মণং ভরতঞ্চৈব গত্বা তৌ লঘুবিক্রমৌ।
মমাগমনমাখ্যায় শব্দাপয়ত মা চিরম্ ॥ ২০

ইত্যুত্তরকাণ্ডে পঞ্চনবতিতমঃ সর্গঃ ॥ ৯৫ ॥

করিলেন। নরশ্রেষ্ঠ অরিন্দম রামচন্দ্রও সেই অমৃত-তুল্য ভক্ষ্যদ্রব্য সকল আহার করত প্রীত এবং পরিতুষ্ট হইয়া তথায় সেই রাত্রি অতিবাহিত করিলেন এবং পরদিন প্রভাতে উঠিয়া প্রাতঃকার্য্য সমাধা করত নিজ পুরে যাইতে ইচ্ছুক হইয়া মহর্ষির নিকটে গমনপূর্ব্বক তাঁহাকে অভিবাদন করিয়া বলিলেন—"ভগবন্! আমি নিজগৃহে যাইবার জন্য আপনার অনুমতি লইতে আসিয়াছি, আপনি আমাকে অযোধ্যাগমনের অনুমতি দিন। ১—৬। আমি আপনার দর্শনে ধন্য এবং অনুগৃহীত হইয়াছি; বারান্তরে আত্মাকে নিষ্পাপ করিবার জন্য আপনাকে আবার দেখিতে আসিব।" রামচন্দ্র এই কথা বলিলে, ধর্ম্মদর্শী তপোধন অগস্ত্য নিরতিশয় প্রীত হইয়া জ্ঞানগর্ভ কথা বলিলেন,—"রাম! তুমি যে অতি অদ্ভুত মনোহর কথা বলিলে, হে রঘুনন্দন! তুমিই অখিল প্রাণীকে পবিত্র করিতে পার। রাম! যাহারা তোমাকে এক মুহূর্ত্তও দর্শন করে, তাহারাই স্বর্গে গিয়া লোকপাবন হয় এবং দেবগণেরও পূজ্য হইয়া থাকে। যে প্রাণিগণ তোমাকে ক্রূরদৃষ্টিতে দেখে, তাহারা অবিলম্বে নরকে যাইয়া যমদণ্ড প্রাপ্ত হয়। রঘুবর! অধিক আর কি বলিব; তুমি দেহীদিগের পক্ষে এরূপ পবিত্রকারী যে, তোমার নাম করিলেও পৃথিবীর সকল প্রাণী সিদ্ধি-লাভ করিবে। ৬—১২। যাহা হউক, তুমিই জগতের গতি, সুতরাং স্বচ্ছন্দে তুমি যাইয়া রাজ্য পালন কর; পথিমধ্যে কোথাও তোমার ভয় থাকিবে না।" প্রাজ্ঞ নরপতি রামচন্দ্র, মুনির এইরূপ কথা শুনিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে সেই সত্যপরায়ণ ঋষিসত্তমকে অভিবাদন করিলেন। পরে অন্যান্য তপোধন মুনি-শ্রেষ্ঠগণকে অভিবাদন করিয়া ধীরে ধীরে স্বর্ণ-ভূষিত পুষ্পকরথে উঠিলেন। দেবগণ যেমন মহেন্দ্রকে সংবর্দ্ধিত করেন, তেমনি সেই মহেন্দ্রতুল্য রামচন্দ্রের প্রস্থানকালে মহর্ষিগণ চারিদিক্ হইতে আশীর্ব্বাদ করিয়া তাঁহাকে সংবর্দ্ধিত করিলেন। তৎকালে সুবর্ণভূষিত পুষ্পকরথে উপবিষ্ট রামচন্দ্র, বর্ষাকালে মেঘসমীপস্থিত চন্দ্রের ন্যায় দেখাইতে লাগিলেন। ১৩—১৭। রঘুনন্দন তথা হইতে প্রস্থান-পূর্ব্বক স্থানে স্থানে জনপদবাসীদিগের পূজা পাইলেন। পরে মধ্যাহ্নকালে অযোধ্যার মধ্যম কক্ষায় উপস্থিত হইয়া পুষ্পকরথ হইতে অবতীর্ণ হইলেন এবং সেই ইচ্ছাগতি মনোহর দেবরথকে "তোমার মঙ্গল হউক, তুমি যাও" এই বলিয়া বিদায় দিলেন; পরে কক্ষান্তর-স্থিত দ্বারপালকে বলিলেন,—"দৌবারিক! শীঘ্র বিক্রম প্রকাশে ক্ষিপ্রবেগে ভরত এবং লক্ষ্মণের নিকটে আমার আগমনসংবাদ বলিয়া, তাঁহাদিগকে অবিলম্বে আমার নিকটে আহ্বান কর।" ১৮—২০।

ষণ্ণবতিতমঃ সর্গঃ ।

অচ্ছুত্বা ভাষিতং তস্য রামস্যাক্লিষ্টকর্ম্মণঃ ।
দ্বাঃস্থঃ কুমারাবাহূয় রাঘবায় ন্যবেদয়ৎ ॥ ১
দৃষ্ট্বা তু রাঘবঃ প্রাপ্তাবুভৌ ভরতলক্ষ্মণৌ ।
পরিষ্বজ্য ততো রামো বাক্যমেতদুবাচ হ ॥ ২
কৃতং ময়া যথাতথ্যং দ্বিজকার্য্যমনুত্তমম্ ।
ধর্ম্মসেতুমথো ভূয়ঃ কর্ত্তুমিচ্ছামি রাঘবৌ ॥ ৩
অক্ষয়শ্চাব্যয়শ্চৈব ধর্ম্মসেতুর্মতো মম ।
ধর্ম্মপ্রবচনশ্চৈব সর্ব্বপাপপ্রণাশনম্ ॥ ৪
যুবাভ্যামাত্মভূতাভ্যাং রাজসূয়মনুত্তমম্ ।
সহিতো যষ্টুমিচ্ছামি তত্র ধর্ম্মস্তু শাশ্বতঃ ॥ ৫
ইষ্ট্বা তু রাজসূয়েন মিত্রঃ শত্রুনিবর্হণ ।
সুহুতেন সুযজ্ঞেন বরুণত্বমুপাগমৎ ॥ ৬
সোমশ্চ রাজসূয়েন ইষ্ট্বা ধর্ম্মেণ ধর্ম্মবিৎ ।
প্রাপ্তশ্চ সর্ব্বলোকেষু কীর্ত্তিং স্থানঞ্চ শাশ্বতম্ ॥ ৭
অস্মিন্নহনি যৎ শ্রেয়শ্চিন্ত্যতাং তন্ময়া সহ ।
হিতঞ্চায়তিযুক্তঞ্চ প্রযতৌ বক্তুমর্হথঃ ॥ ৮
শ্রুত্বা তু রাঘবস্যৈতদ্বাক্যং বাক্যবিশারদঃ ।
ভরতঃ প্রাঞ্জলির্ভূত্বা বাক্যমেতদুবাচ হ ॥ ৯
ত্বয়ি ধর্ম্মঃ পরঃ সাধো ত্বয়ি সর্ব্বা বসুন্ধরা ।
প্রতিষ্ঠিতা মহাবাহো যশশ্চামিতবিক্রম ॥ ১০
মহীপালাশ্চ সর্ব্বে ত্বাং প্রজাপতিমিবামরাঃ ।
নিরীক্ষন্তে মহাত্মানং লোকনাথং যথা বয়ম্ ॥ ১১
পুত্রাশ্চ পিতৃবদ্রাজন্ পশ্যন্তি ত্বাং মহাবল ।
পৃথিব্যা গতিভূতোঽসি প্রাণিনামপি রাঘব ॥ ১২
স ত্বমেবংবিধং যজ্ঞমাহর্ত্তাসি কথং নৃপ ।
পৃথিব্যাং রাজবংশানাং বিনাশো যত্র দৃশ্যতে ॥ ১৩
পৃথিব্যাং যে চ পুরুষা রাজন্ পৌরুষমাগতাঃ ।
সর্ব্বেষাং ভবিতা তত্র সংক্ষয়ঃ সর্ব্বকোপজঃ ॥ ১৪
সর্ব্বং পুরুষশার্দ্দূল গুণৈরতুলবিক্রম ।
পৃথিবীং নার্হসে হন্তুং বশে হি তব বর্ত্ততে ॥ ১৫
ভরতস্য তু তদ্বাক্যং শ্রুত্বামৃতময়ং যথা ।
প্রহর্ষমতুলং লেভে রামঃ সত্যপরাক্রমঃ ॥ ১৬
উবাচ চ শুভাং বাক্যং কৈকেয্যানন্দবর্দ্ধনম্ ।
প্রীতোঽস্মি পরিতুষ্টোঽস্মি তবাদ্য বচনেঽনঘ ॥ ১৭
ইদং বচনমক্লীবং ত্বয়া ধর্ম্মসমাগতম্ ।
ব্যাহৃতং পুরুষব্যাঘ্র পৃথিব্যাঃ পরিপালনম্ ॥ ১৮

ষণ্ণবতিতম সর্গ ।

অনন্তর রামচন্দ্রের আদেশে দ্বারপাল কুমার-দ্বয়কে আহ্বান করিয়া রামচন্দ্রের নিকটে নিবেদন করিল। রামচন্দ্র, ভরত এবং লক্ষ্মণ আসিয়াছেন দেখিয়া তাঁহাদিগকে আলিঙ্গনপূর্ব্বক কহিলেন,—"ভ্রাতৃযুগল! আমি নিজের প্রতিজ্ঞামত অনুত্তম ব্রাহ্মণ-কার্য্য সম্পন্ন করিয়াছি। এক্ষণে কোন সর্ব্ব-পাপ-বিনাশন অক্ষয় অব্যয় ধর্ম্মকার্য্য করিতে ইচ্ছা করিতেছি। তোমরা আমার আত্মধর্ম্মের সেতুস্বরূপ সুতরাং যাহাতে সনাতন ধর্ম্ম লাভ হইবে, আমি তোমাদের দুই জনের সহিত সেই সর্ব্বোত্তম রাজসূয় যজ্ঞ করিতে ইচ্ছা করি। ১—৫। শত্রুদমন! মিত্র সুহুত রাজসূয় যজ্ঞ করিয়া বরুণত্ব লাভ করিয়াছেন। এবং ধর্ম্মবিৎ সোম ধর্ম্মানুসারে রাজসূয় যজ্ঞ করিয়া সর্ব্বলোকের মধ্যে অক্ষয়কীর্ত্তি এবং স্থান পাইয়াছেন; সুতরাং তোমরা অদ্যই স্থিরভাবে আমার সহিত চিন্তা করিয়া, যে কার্য্য করিলে বর্ত্তমানে এবং ভবিষ্যতে শুভ হইবে, এরূপ পরামর্শ দাও।" রামচন্দ্রের এই কথা শুনিয়া ভরত করযোড়ে বলিলেন "অমিতবিক্রম মহাবাহো! পরম ধর্ম্ম, যশ এবং সমগ্রা ধরিত্রী আপনাতেই প্রতিষ্ঠিত হইয়া আছে। ৬—১০। সাধো! দেবগণ যেরূপ প্রজাপতির সহিত সাক্ষাৎ করেন, সেইরূপ আমাদের ন্যায় রাজ-গণও আপনাকে মহাত্মা এবং লোকপতি বলিয়া দেখিয়া থাকেন। মহাবল! পুত্রগণ পিতাকে যেরূপ সম্মান করে, তাঁহারা সকলেই আপনাকে সেইরূপ সম্মান করিয়া থাকেন। মহারাজ! আপনি প্রাণিগণ অধিক কি সমগ্র পৃথিবীর গতিস্বরূপ হইয়া কি রূপে এই যজ্ঞ করিতে ইচ্ছা করিতেছেন? রাজন্! আপনি রাজসূয় যজ্ঞ আরম্ভ করিলে রাজবংশ-লোপকারী পৃথিবীবাসী প্রবল পরাক্রমশালী বীরগণ ক্রোধে জয়লালসা-পরবশ হইবেন, অতএব তাঁহাদের ক্ষয়ও উপস্থিত হইবে। বিপুলবিক্রম পুরুষ-শার্দ্দূল! এই সসাগরা বসুন্ধরা আপনার বশবর্ত্তী হইয়া রহিয়াছে, অতএব ইহাকে বিনাশ করা আপনার উচিত হয় না।" ১২—১৫। কৈকেয়ীর আনন্দবর্দ্ধন ভরতের এই সুধামাখা কথা শুনিয়া সত্য পরাক্রম-শালী রামচন্দ্র অত্যন্ত আহ্লাদিত হইয়া এই শুভকর বাক্য বলিলেন,—'পুণ্যাত্মা পুরুষব্যাঘ্র! আজ তোমার এই পুরুষকার-ধর্ম্মসঙ্গত এবং পৃথিবীপালন-রূপ কথা শুনিয়া আমি সাতিশয় প্রীত হইলাম এবং তুষ্টি লাভ করিলাম। ধর্ম্মজ্ঞ! আমি তোমার সাধু উপদেশ অনুসারেই এই অতিশ্রেষ্ঠ সর্ব্বোত্তম রাজসূয় যজ্ঞ হইতে নিবৃত্ত হইলাম; কারণ, যাহা

এবমস্মদ্বিপ্রাণাং স্মৃতানাং ক্রতুতথাং।
নিবর্ত্তয়ামি ধর্ম্মজ্ঞ তব সুব্যাহৃতেন চ ॥ ১৯
লোকপীড়াকরং কর্ম্ম ন কর্ত্তব্যং বিচক্ষণৈঃ।
বালানাস্তু শুভং বাক্যং সাধু যুক্তং মহাবল ॥ ২০
ইত্যুত্তরকাণ্ডে ষন্নবতিতমঃ সর্গঃ ॥ ৯৬

সপ্তনবতিতমঃ সর্গঃ।

তথোক্তবতি রামে তু ভরতে চ মহাত্মনি।
লক্ষ্মণোঽথ শুভং বাক্যমুবাচ রঘুনন্দনম্ ॥ ১
অশ্বমেধো মহাযজ্ঞঃ পাবনঃ সর্ব্বপাপ্মনাম্।
পাবনস্তব দুর্দ্ধর্ষো রোচতাং রঘুনন্দন ॥ ২
শ্রূয়তে হি পুরাবৃত্তং বাসবে সুমহাত্মনি।
ব্রহ্মহত্যাবৃতঃ শক্রো হয়মেধেন পাবিতঃ ॥ ৩
পুরা কিল মহাবাহো দেবাসুরসমাগমে।
বৃত্রো নাম মহানাসীদ্দৈতেয়ো লোকসম্মতঃ ॥ ৪
বিস্তীর্ণো যোজনশতমুচ্ছ্রিতস্ত্রিগুণং ততঃ।
অনুরাগেণ লোকাংস্ত্রীন্ স্নেহাৎ পশ্যতি সর্ব্বতঃ ॥ ৫
ধর্ম্মজ্ঞশ্চ কৃতজ্ঞশ্চ বুদ্ধ্যা চ পরিনিষ্ঠিতঃ।
শশাস পৃথিবীং স্ফীতাং ধর্ম্মেণ সুসমাহিতঃ ॥ ৬
তস্মিন্ প্রশাসতি তদা সর্ব্বকামদুঘা মহী।
রসবন্তি প্রসূনানি মূলানি চ ফলানি চ ॥ ৭
অকৃষ্টপচ্যা পৃথিবী সুসম্পন্না মহাত্মনঃ।
স রাজ্যং তাদৃশং ভুঙ্ক্তে স্ফীতমদ্ভুতদর্শনম্ ॥ ৮
তস্য বুদ্ধিঃ সমুৎপন্না তপঃ কুর্য্যামনুত্তমম্।
তপো হি পরমং শ্রেয়ঃ সম্মোহমিতরং সুখম্ ॥ ৯
স নিক্ষিপ্য সুতং জ্যেষ্ঠং পৌরেষু মধুরেশ্বরম্।
তপ উগ্রং সমাতিষ্ঠত্তাপয়ন্ সর্ব্বদেবতাঃ ॥ ১০
তপস্তপ্যতি বৃত্রে তু বাসবঃ পরমার্ত্তবৎ।
বিষ্ণুং সমুপসংক্রম্য বাক্যমেতদুবাচ হ ॥ ১১
তপস্যতা মহাবাহো লোকাঃ সর্ব্বে বিনির্জ্জিতাঃ।
বলবান্ স হি ধর্ম্মাত্মা নৈনং শক্ষ্যামি শাসিতুম্ ॥ ১২
যদ্যসৌ তপ আতিষ্ঠেদ্ভূয় এব সুরেশ্বর।
যাবল্লোকা ধরিষ্যন্তি তাবদস্য বশানুগাঃ ॥ ১৩
ত্বঞ্চৈনং পরমোদারমুপেক্ষসি মহাবল।
ক্ষণং হি ন ভবেদ্বৃত্রঃ ক্রুদ্ধে ত্বয়ি সুরেশ্বর ॥ ১৪
যদা হি প্রীতিসংযোগং ত্বয়া বিষ্ণো সমাগতঃ।

লোকের পীড়াজনক হয়, এরূপ কার্য্য করা বিচক্ষণ ব্যক্তির কদাচ উচিত নহে। মহাবল লক্ষ্মণাগ্রজ! বালকও যদি কোন শুভবাক্য বলে, তাহা হইলে তাহা গ্রহণ করা উচিত, আমি সেই জন্যই তোমার যুক্তিসঙ্গত কথা শুনিলাম।" ১৬—২০।

সপ্তনবতিতম সর্গ।

মহাত্মা রাম এবং ভরতের এইরূপ কথোপকথন হইলে, লক্ষ্মণ, রামচন্দ্রকে এই শুভবাক্য বলিলেন,—"রাজন্! মহাযজ্ঞ অশ্বমেধ নিখিলপাপবিনাশক; সুতরাং আপনি নিষ্পাপ হইলেও সেই যজ্ঞেই প্রবৃত্ত হউন। দুর্দ্ধর্ষ! দেবরাজ ইন্দ্র ব্রহ্মহত্যা করিয়া যেরূপে অশ্বমেধ দ্বারা পবিত্র হইয়াছিলেন, সেই সম্বন্ধে যে একটী পুরাবৃত্ত শুনা গিয়াছে, তাহা শুনুন।—মহাবাহো! পূর্ব্বকালে দেবগণ এবং অসুরগণ পরস্পর সৌহৃদ্দভাবাপন্ন হইলে, লোকসম্মত, ধর্ম্মজ্ঞ, কৃতজ্ঞ এবং বুদ্ধিমান্ বৃত্র-নামক এক দৈত্য সমাহিত হইয়া এই সমগ্র বসুন্ধরা শাসন করিয়াছিল। সেই মহাত্মা বৃত্রের শরীর শত-যোজন পরিমাণ বিস্তৃত এবং সে স্নেহপূর্ব্বক একাগ্র-চিত্তে সকল লোককে পালন করিত। ১—৬। তাহার শাসনকালে ধরিত্রী সমৃদ্ধিশালিনী ছিলেন। মেদিনী কর্ষণ ব্যতিরেকে সকলপ্রকার ভোগ্যবস্তু প্রদান করিতেন এবং ফল, মূল ও কুসুমসমূহ সরস হইয়াছিল। এইরূপে সেই অদৃষ্টপূর্ব্ব বিস্তৃত রাজ্য পালন করিতে করিতে, বৃত্রের মনোমধ্যে তপস্যাই পরম শ্রেয়স্কর এবং অন্য সুখ সকল মোহের ছলনা মাত্র; সুতরাং 'আমি ঘোরতর তপস্যা করিব' এইরূপ ভাব হওয়ায় তদ্রূপ মনস্থ করিয়াই সে আপন জ্যেষ্ঠপুত্রকে সর্ব্বলোকের আধিপত্যে নিয়োগ-পূর্ব্বক কঠোর তপস্যা করিয়া দেবগণকে সন্তাপিত করিতে লাগিল। সে এইরূপ তপস্যা করিতে থাকিলে, দেবরাজ ইন্দ্র অতিশয় কাতর হইয়া বিষ্ণুর নিকটে উপস্থিত হইয়া বলিলেন,—'মহাবাহো! বৃত্র তপস্যা দ্বারা সকল লোককে জয় করিয়াছে, একে সে বলবান্, তাহাতে আবার পরম ধার্ম্মিক; অতএব আমি তাহাকে শাসন করিতে পারিতেছি না। ৭—১২। সুরেশ্বর! সে যদি আর অধিক দিন তপস্যা করে, তাহা হইলে প্রলয়কাল পর্য্যন্ত এই অখিল চরাচর প্রাণিগণের সহিত আমাদিগকেও তাহার বশীভূত হইয়া থাকিতে হইবে। মহাবল সুরেশ্বর! আপনি ক্রুদ্ধ হইলে, সেই বৃত্র ক্ষণকালমাত্রও প্রাণধারণ করিতে পারে না; কিন্তু আপনি তাহাকে পরমোদার দেখিয়াও তাহাকে ক্ষমা করিতেছেন। বিষ্ণো! যতদিন হইতে আপনার সহিত তাহার সৌহার্দ

তদা প্রভৃতি লোকানাং নাথত্বমুপলব্ধবান্ ॥ ১৫
স ত্বং প্রসাদং লোকানাং কুরুষ্ব সুসমাহিতঃ।
ত্বৎকৃতেন হি সর্ব্বং স্যাৎ প্রশান্তমরুজং জগৎ ॥ ১৬
ইমে হি সর্ব্বে বিষ্ণো ত্বাং নিরীক্ষন্তে দিবৌকসঃ।
বৃত্রঘাতেন মহতা তেষাং সাহ্যং কুরুষ্ব হ ॥ ১৭
ত্বয়া হি নিত্যশঃ সাহ্যং কৃতমেষাং মহামতে।
অসহ্যমিদমন্যেষামগতীনাং গতির্ভবান্ ॥ ১৮

ইত্যুত্তরকাণ্ডে সপ্তনবতিতমঃ সর্গঃ ॥ ৯৭ ॥

অষ্টনবতিতমঃ সর্গঃ।

লক্ষ্মণস্য তদা বাক্যং শ্রুত্বা শত্রুনিবর্হণঃ।
বৃত্রঘাতমশেষেণ কথয়েত্যাহ সুব্রত ॥ ১
রাঘবেণৈবমুক্তস্তু সুমিত্রানন্দবর্দ্ধনঃ।
ভূয় এব কথাং দিব্যাং কথয়ামাস সুব্রতঃ ॥ ২
সহস্রাক্ষবচঃ শ্রুত্বা সর্ব্বেষাঞ্চ দিবৌকসাম্।
বিষ্ণুর্দেবানুবাচেদং সর্ব্বানিন্দ্রপুরোগমান্ ॥ ৩
পূর্ব্বং সৌহৃদবদ্ধোঽস্মি বৃত্রস্যেহ মহাত্মনঃ।
তেন যুষ্মৎপ্রিয়ার্থং হি নাহং হন্মি মহাসুরম্ ॥ ৪
অবশ্যং করণীয়ঞ্চ ভবতাং সুখমুত্তমম্।
তস্মাদুপায়মাখ্যাস্যে সহস্রাক্ষো বধিষ্যতি ॥ ৫
ত্রেধাভূতং করিষ্যামি আত্মানং সুরসত্তমাঃ।
তেন বৃত্রং সহস্রাক্ষো বধিষ্যতি ন সংশয়ঃ ॥ ৬
একাংশো বাসবং যাতু দ্বিতীয়ো বজ্রমেব তু।
তৃতীয়ো ভূতলং যাতু তদা বৃত্রং বধিষ্যতি ॥ ৭
তথা ব্রুবতি দেবেশে দেবা বাক্যমথাব্রুবন্।
এবমেতন্ন সন্দেহো যথা বদসি দৈত্যহন্ ॥ ৮
ভদ্রং তেঽস্তু গমিষ্যামো বৃত্রাসুরবধৈষিণঃ।
ভজস্ব পরমোদার বাসবং স্বেন তেজসা ॥ ৯
ততঃ সর্ব্বে মহাত্মানঃ সহস্রাক্ষপুরোগমাঃ
তদরণ্যমুপাক্রামন্ যত্র বৃত্রো মহাসুরঃ ॥ ১০
তেঽপশ্যংস্তেজসা ভূতং তপন্তমসুরোত্তমম্।
পিবন্তমিব লোকাংস্ত্রীন্ নির্দহন্তমিবাম্বরম্ ॥ ১১
দৃষ্ট্বৈব চাসুরশ্রেষ্ঠং দেবাস্ত্রাসমুপাগমন্।
কথমেনং বধিষ্যামঃ কথং ন স্যাৎ পরাজয়ঃ ॥ ১২
তেষাং চিন্তয়তাং তত্র সহস্রাক্ষঃ পুরন্দরঃ।
বজ্রং প্রগৃহ্য পাণিভ্যাং প্রাহিণোদ্‌বৃত্রমূর্দ্ধনি ॥ ১৩

হইয়াছে। তদবধিই সে লোকসকলের আধিপত্য লাভ করিয়াছে। বিষ্ণো! এক্ষণে আপনি একমনে সকল লোকের প্রতি প্রসন্ন হউন; আপনি রক্ষা করিলেই সমগ্র জগৎ প্রশান্ত এবং পীড়াবিহীন হইবে। ঐ দেখুন, দেবগণ সকলে আপনাকেই দেখিতেছেন, আপনি সেই দুর্জ্জয় বৃত্রকে বধ করিয়া সকল লোকের উপকার করুন। মহামতে! আপনি পূর্ব্বে প্রতিনিয়ত আমাদের সাহায্য করিতেন, যদিও দৈত্যগণের পক্ষে ইহা অসহনীয় হইবে, তথাপি আপনিই আমাদের একমাত্র গতি—আমাদের অন্য গতি নাই। ১৩—১৮।

অষ্টনবতিতম সর্গ।

শত্রুবিজয়ী রামচন্দ্র তখন লক্ষ্মণের কথা শুনিয়া বলিলেন,—"সুব্রত! তুমি এই বৃত্রবধবিবরণ বিস্তৃতরূপে বর্ণন কর।" সুমিত্রানন্দবর্দ্ধন সুব্রত লক্ষ্মণ, রাঘবের এই কথা শুনিয়া পুনরায় সেই মনোহর কথা বলিতে আরম্ভ করিলেন। ইন্দ্রাদি দেবগণের কথা শুনিয়া নারায়ণ বলিলেন, 'যাহাতে তোমাদের কল্যাণ হয়, তাহা আমার অবশ্যকর্ত্তব্য; কিন্তু আমি পূর্ব্ব হইতে মহাত্মা বৃত্রাসুরের সহিত সৌহার্দ্দ করিয়াছি; অতএব তোমাদের প্রিয় হইলেও এক্ষণে নিজে তাহাকে বধ করিতে পারিতেছি না। যাহা হউক, যে উপায়ে দেবরাজ ইন্দ্র, বৃত্রকে বধ করিতে পারিবে, তাহা বলিতেছি শ্রবণ কর। ১—৫। সুরসত্তমগণ! দেবরাজ ইন্দ্র যখন বৃত্রকে নিহত করিবেন, আমি আমার আত্মাকে সেই সময়ে তিন ভাগে বিভক্ত করিয়া, প্রথম ভাগ ইন্দ্রশরীরে, দ্বিতীয় ভাগ বজ্রমধ্যে এবং তৃতীয় ভাগ পৃথিবীতে নিক্ষেপ করিব; তাহা হইলেই ইন্দ্র বৃত্রকে বধ করিতে পারিবেন।' সুরেশ্বর বিষ্ণু এই কথা বলিলে দেবগণ বলিলেন,—'দৈত্যনিসূদন! আপনি যাহা বলিলেন, সেইরূপই যে হইবে, তাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। পরমোদার! আপনার মঙ্গল হউক, এক্ষণে আমরা বৃত্রকে বধ করিবার নিমিত্ত প্রস্থান করিলাম, আপনি স্বীয় তেজ দ্বারা ইন্দ্রকে বর্দ্ধিত করুন।" পরে ইন্দ্রাদি দেবগণ তথা হইতে প্রস্থান করিয়া যে স্থানে মহাসুর বৃত্র তপস্যা করিতেছিল, সেই কাননে গিয়া দেখিলেন। ৬—১০। অসুরশ্রেষ্ঠ বৃত্র যেন নিজের তেজ দ্বারা নভোমণ্ডলকে দগ্ধ এবং ত্রিভুবনকে গ্রাস করত অবস্থান করিতেছে। সেই অসুরশ্রেষ্ঠকে দেখিয়াই দেবগণ অতিশয় ভীত হইলেন এবং 'কি উপায়ে এই অসুরকে বধ করা যায়, অথচ আমরাও পরাজিত না হই' সেই উপায় চিন্তা করিতে লাগিলেন। দেবগণ এইরূপ চিন্তা করিতে থাকিতে সহস্রাক্ষ পুরন্দর, দুই হস্তে বজ্র ধারণ করিয়া বৃত্রা-

কালাগ্নিমেব ঘোরেণ (বজ্রেণ) দীপ্তেন চ মহার্চ্চিষা ।
পতন্তা বৃত্রশিরসা জগত্ত্রাসমুপাগমৎ ॥ ১৪
অসম্ভাব্যং বধং তস্য বৃত্রস্য বিবুধাধিপঃ ।
চিন্তয়ানো জগামাশু লোকস্যান্তং মহাযশাঃ ॥ ১৫
তমিন্দ্রং ব্রহ্মহত্যাশু গচ্ছন্তমনুগচ্ছতি ।
অপতচ্চাস্য গাত্রেষু তমিন্দ্রং দুঃখমাবিশৎ ॥ ১৬
হতারয়ঃ প্রণষ্টেন্দ্রা দেবাঃ সাগ্নিপুরোগমাঃ ।
বিষ্ণুং ত্রিভুবনেশানং মুহুর্মুহুরপূজয়ন্ ॥ ১৭
ত্বং গতিঃ পরমেশান পূর্ব্বজো জগতঃ পিতা ।
রক্ষার্থং সর্ব্বভূতানাং বিষ্ণুত্বমুপজগ্মিবান্ ॥ ১৮
হতশ্চায়ং ত্বয়া বৃত্রো ব্রহ্মহত্যা চ বাসবম্ ।
বাধতে সুরশার্দ্দূল মোক্ষং তস্য বিনির্দ্দিশ ॥ ১৯
তেষাং তদ্বচনং শ্রুত্বা দেবানাং বিষ্ণুরব্রবীৎ ।
মামেব যজতাং শক্রঃ পাবয়িষ্যামি বজ্রিণম্ ॥ ২০
পুণ্যেন হয়মেধেন মামিষ্ট্বা পাকশাসনঃ ।
পুনরেষ্যতি দেবানামিন্দ্রত্বমকুতোভয়ঃ ॥ ২১
এবং সন্দিশ্য তাং বাণীং দেবানাঞ্চামৃতোপমাম্ ।
জগাম বিষ্ণুর্দেবেশঃ স্তূয়মানস্ত্রিপিষ্টপম্ ॥ ২২
ইত্যুত্তরকাণ্ডে অষ্টনবতিতমঃ সর্গঃ ॥ ৯৮ ॥

বৃত্রের মস্তকে নিক্ষেপ করিলেন। অবিলম্বে ঘোরতর প্রদীপ্ত মহাশিখাযুক্ত কালাগ্নির ন্যায় প্রজ্বলিত বৃত্র-মস্তক ত্রিভুবনের ভয়োৎপাদনপূর্ব্বক পতিত হইল। দেবরাজ ইন্দ্রও এই অসম্ভাবিত বৃত্রবধে অত্যন্ত যশস্বী হইয়াও ব্রহ্মহত্যাভয়ে লোকালোক পর্ব্বত লঙ্ঘন করিয়া অবিলম্বে অন্ধকারাচ্ছন্ন প্রদেশে গেলেন। ১১—১৫। বাসব প্রস্থান করিলে, ব্রহ্মহত্যাও ইন্দ্রের অনুগামিনী হইয়া তাঁহার শরীরে প্রবেশ করিল; অত-এব দেবেন্দ্রও দুঃখভাগী হইলেন। এদিকে অগ্নি প্রভৃতি হতশত্রু দেবতাগণও ইন্দ্রবিহীন হইয়া ত্রিভুবন-পতি বিষ্ণুর নিকটে যাইয়া, বারংবার তাঁহাকে পূজা করিয়া বলিলেন,—'পরমেশ্বর! আপনি সকলের আদি, জগতের পালক এবং আমাদিগের পরম গতি; বলিতে কি, অখিলপ্রাণীর রক্ষার জন্যই আপনি এই বিষ্ণুরূপ ধারণ করিয়াছেন। সুরশার্দ্দূল! আপনিই বৃত্রকে বধ করিয়াছেন, কিন্তু এক্ষণে ব্রহ্মহত্যা বাসবকে অধিকার করিয়াছে; সুতরাং ব্রহ্মহত্যা হইতে তাঁহার মুক্তি করুন।' দেবগণের এই কথা শুনিয়া বিষ্ণু বলিলেন,—'বজ্রধারী বাসব আমাকে পূজা করুন, আমি তাঁহাকে পবিত্র করিব। পাকশাসন ইন্দ্র পবিত্র অশ্বমেধ যজ্ঞ করিয়া পুনরায় নির্ভয়ে দেবরাজ্যে প্রতিষ্ঠিত হইবেন।'

নবনবতিতম সর্গঃ।

তদা বৃত্রবধং সর্ব্বমখিলেন স লক্ষ্মণঃ ।
কথয়িত্বা নরশ্রেষ্ঠঃ কথাশেষং প্রচক্রমে ॥ ১
ততো হতে মহাবীর্য্যে বৃত্রে দেবভয়ঙ্করে ।
ব্রহ্মহত্যাবৃতঃ শক্রঃ সংজ্ঞাং লেভে ন বৃত্রহা ॥ ২
সোঽন্তমাশ্রিত্য লোকানাং নষ্টসংজ্ঞো বিচেতনঃ ।
কালং তত্রাবসৎ কঞ্চিদ্বেষ্টমান ইবোরগঃ ॥ ৩
অথ নষ্টে সহস্রাক্ষে উদ্বিগ্নমভবজ্জগৎ ।
ভূমিশ্চ ধ্বস্তসঙ্কাশা নিঃস্নেহা শুষ্ককাননা ॥ ৪
নিস্রোতসস্তে সর্ব্বে তু হ্রদাশ্চ সরিতস্তথা ।
সংক্ষোভশ্চৈব সত্ত্বানামনাবৃষ্টিকৃতোঽভবৎ ॥ ৫
ক্ষীয়মাণে তু লোকেঽস্মিন্ সম্ভ্রান্তমনসঃ সুরাঃ ।
যদুক্তং বিষ্ণুনা পূর্ব্বং তং যজ্ঞং সমুপানয়ন্ ॥ ৬
ততঃ সর্ব্বে সুরগণাঃ সোপাধ্যায়াঃ সহর্ষিভিঃ ।
তং দেশং সমুপাজগ্মুর্যত্রেন্দ্রো ভয়মোহিতঃ ॥ ৭
তে তু দৃষ্ট্বা সহস্রাক্ষমাবৃতং ব্রহ্মহত্যয়া ।
তং পুরস্কৃত্য দেবেশমশ্বমেধং প্রচক্রিরে ॥ ৮

সুরেশ্বর বিষ্ণু, দেবগণকে এই অমৃতময় মধুর বাক্য বলিয়া এবং সুরগণকর্ত্তৃক স্তূয়মান হইয়া স্বর্গে গমন করিলেন। ১৬—২২।

নবনবতিতম সর্গ।

তখন নরবর লক্ষ্মণ বৃত্রবধ-বৃত্তান্ত সম্পূর্ণরূপে বর্ণন করিয়া কথা শেষ করিতে আরম্ভ করিলেন,—দেব-ভয়ঙ্কর মহাবীর্য্যবান্ বৃত্র এইরূপে নিহত হইলে, বৃত্রহন্তা ইন্দ্র ব্রহ্মহত্যাকর্ত্তৃক অভিভূত হইয়া কিংকর্ত্তব্য-বিমূঢ় হইলেন এবং কুণ্ডলিত ভুজঙ্গের ন্যায় বিচেতনভাবে সেই অন্ধকারময় স্থানে কিছুকাল বাস করিলেন। এদিকে দেবেন্দ্র অদৃশ্য হওয়ায় জগৎ উদ্বিগ্ন, পৃথিবী শুষ্ক, নীরস এবং ধ্বস্তপ্রায় কাননসকল শুষ্ক, নদীসমূহ স্রোতোবিহীন, হ্রদ সকল শুষ্ক এবং অনাবৃষ্টিবশতঃ জীবগণ সংক্ষুব্ধ হইয়া পড়িল। ১—৫। এইরূপে লোক সকলকে ক্ষয় হইতে দেখিয়া দেবগণও উদ্বিগ্নমনা হইলেন এবং পূর্ব্বে বিষ্ণু যেরূপ বলিয়া-ছিলেন, সেইরূপ যজ্ঞ করিতে মনন করিলেন এবং উপাধ্যায়গণের সহিত যেস্থানে ভয়াকুল বাসব অবস্থান করিতেছিলেন তথায় উপস্থিত হইলেন। অনন্তর তাঁহারা তথায় উপস্থিত হইয়া দেবরাজকে ব্রহ্মহত্যা-কর্ত্তৃক অভিভূত দর্শনে তাঁহাকে পুরোবর্ত্তী করিয়া অশ্ব-

ততোঽশ্বমেধঃ সুমহান্মহেন্দ্রস্য মহাত্মনঃ।
ববৃতে ব্রহ্মহত্যায়াঃ পাবনার্থং নরেশ্বর ॥ ৯
ততো যজ্ঞে সমাপ্তে তু ব্রহ্মহত্যা মহাত্মনঃ।
অভিগম্যাব্রবীদ্বাক্যং ক মে স্থানং বিধাস্যথ ॥ ১০
তে তামূচুস্ততো দেবাস্তুষ্টাঃ প্রীতিসমন্বিতাঃ।
চতুর্দ্ধা বিভজাত্মানমাত্মনৈব দুরাসদে ॥ ১১
দেবানাং ভাষিতং শ্রুত্বা ব্রহ্মহত্যা মহাত্মনাম্।
সন্নিধৌ স্থানমন্যত্র বরয়ামাস দুর্ব্বসা ॥ ১২
একেনাংশেন বৎস্যামি পূর্ণোদাসু নদীষু বৈ।
চতুরো বার্ষিকান্মাসান্ দর্পঘ্নী কামচারিণী ॥ ১৩
ভূম্যামহং সর্ব্বকালমেকেনাংশেন সর্ব্বদা।
বসিষ্যামি ন সন্দেহঃ সত্যেনৈতদ্ব্রবীমি বঃ ॥ ১৪
যোঽয়মংশস্তৃতীয়ো মে স্ত্রীষু যৌবনশালিষু।
ত্রিরাত্রং দর্পপূর্ণাসু বসিষ্যে দর্পঘাতিনী ॥ ১৫
হন্তারো ব্রাহ্মণান্ যে তু মৃষাপূর্ব্বমদূষকান্।
তাংশ্চতুর্থেন ভাগেন সংশ্রয়িষ্যে সুরর্ষভাঃ ॥ ১৬
প্রত্যূচুস্তাং ততো দেবা যথা বদসি দুর্ব্বসে।
তথা ভবতু তৎ সর্ব্বং সাধয়স্ব যদীপ্সিতম্ ॥ ১৭
ততঃ প্রীত্যান্বিতা দেবাঃ সহস্রাক্ষং ববন্দিরে।
বিজ্বরঃ পূতপাপ্মা চ বাসবঃ সমপদ্যত ॥ ১৮
প্রশান্তঞ্চ জগৎ সর্ব্বং সহস্রাক্ষে প্রতিষ্ঠিতে।
যজ্ঞং চাদ্ভুতসঙ্কাশং তদা শক্রোঽভ্যপূজয়ৎ ॥ ১৯
ঈদৃশো হ্যশ্বমেধস্য প্রভাবো রঘুনন্দন।
যজস্ব সুমহাভাগ হয়মেধেন পার্থিব ॥ ২০

ইতি লক্ষ্মণবাক্যমুত্তমং
নৃপতিরতীব মনোহরং মহাত্মা।
পরিতোষমবাপ হৃষ্টচেতাঃ
স নিশম্যেন্দ্রসমানবিক্রমৌজাঃ ॥ ২১

ইত্যুত্তরকাণ্ডে নবনবতিতমঃ সর্গঃ ॥ ৯৯

শততমঃ সর্গঃ।

তচ্ছ্রুত্বা লক্ষ্মণেনোক্তং বাক্যং বাক্যবিদাং বরঃ।
প্রত্যুবাচ মহাতেজা প্রহসন্ রাঘবো বচঃ ॥ ১
এবমেব নরশ্রেষ্ঠ যথা বদসি লক্ষ্মণ।
বৃত্রঘাতমশেষেণ বাজিমেধফলঞ্চ যৎ ॥ ২
শ্রূয়তে হি পুরা সৌম্য কর্দমস্য প্রজাপতেঃ।
পুত্রো বাহ্লীশ্বরঃ শ্রীমানিলো নাম সুধার্ম্মিকঃ ॥ ৩
স রাজা পৃথিবীং সর্ব্বাং বশে কৃত্বা মহাযশাঃ।
রাজ্যঞ্চৈব নরব্যাঘ্র পুত্রবৎ পর্য্যপালয়ৎ ॥ ৪

মেধ যজ্ঞ আরম্ভ করিলেন। এইরূপে ব্রহ্মহত্যা হইতে মুক্ত হইবার জন্য মহাত্মা মহেন্দ্রের অশ্বমেধ যজ্ঞ আরম্ভ এবং সমাপ্ত হইলে, ব্রহ্মহত্যা দেবরাজের দেহ পরিত্যাগ করিয়া দেবগণকে কহিল,—'আমি কোথায় থাকিব! আপনারা আমার থাকিবার স্থান নির্দ্দেশ করুন। ৮—১০। ব্রহ্মহত্যার কথা শুনিয়া দেবগণ পরিতুষ্ট হইয়া উত্তর করিলেন,—'দুরাসদে ব্রহ্মহত্যে! তুমি আপনাকে চারিভাগে বিভক্ত কর।' দুর্ব্বসা অর্থাৎ বাসস্থানবিহীনা ব্রহ্মহত্যা দেবতাগণের কথা শুনিয়া আপনি চারিভাগে বিভক্ত হইল এবং অন্যত্র বাসাভিলাষিণী হইয়া কহিল,—'এক অংশে আমি কামচারিণী এবং অন্যের দর্পনাশিনী হইয়া বর্ষাকালের চারি মাস জলপূর্ণ নদীসমূহে বাস করিব। আমি সঠিক বলিতেছি, দ্বিতীয় অংশে আমি সর্ব্বদা ভূতলে বাস করিব। আমার যে তৃতীয়াংশ, ইহা-দ্বারা গর্ব্বিতা যুবতীগণের দেহে দর্পঘাতিনী অর্থাৎ পুরুষসম্ভোগসুখ-বিঘাতিনী হইয়া প্রতিমাসে তিন রাত্রি বাস করিব। ১১—১৫। 'সুরপুঙ্গবগণ! যাহারা মিথ্যা কথা কহিয়া নির্দ্দোষী ব্রাহ্মণগণকে বধ করিবে, আমি এই অবশিষ্ট চতুর্থ অংশদ্বারা তাহাদিগকে আশ্রয় করিব।' তাহা শুনিয়া দেবগণ বলিলেন,—'অয়ি দুর্ব্বসে! তুমি যাহা বলিলে, সেইরূপই হইবে; অচিরে তুমি নিজের অভীষ্ট-সাধনে যত্নবতী হও।' তৎপরে দেবগণ ইন্দ্রকে বিজ্বর এবং নিষ্পাপ দেখিয়া আহ্লাদিত হইয়া তাঁহাকে বন্দনা করিলেন। দেবরাজ পুনরায় স্বরাজ্যে প্রতি-ষ্ঠিত হওয়ায় সমগ্র জগৎ প্রশান্ত হইল, এবং তিনিও যজ্ঞপুরুষ বিষ্ণুকে পূজা করিলেন। মহাভাগ মহারাজ রঘুনন্দন! অশ্বমেধ যজ্ঞের এইরূপ প্রভাব, সুতরাং আপনিও অশ্বমেধ যজ্ঞ করুন।" মহেন্দ্রতুল্য পরা-ক্রান্ত এবং তেজস্বী মহাত্মা মহারাজ রামচন্দ্র, লক্ষ্মণের এই মনোহর উত্তম পরামর্শ শুনিয়া যার পর নাই আহ্লাদিত হইলেন। ১৬—২১।

শততম সর্গ।

মহাতেজা বাক্যবিশারদ রামচন্দ্র, লক্ষ্মণের সেইকথা শুনিয়া মৃদু হাস্য করত প্রত্যুত্তর করিলেন,—'লক্ষ্মণ! তুমি বৃত্রবধ এবং অশ্বমেধ যজ্ঞসম্বন্ধে, যাহা বলিলে, তাহা সেইরূপই বটে। সৌম্য! শুনিয়াছি, পূর্ব্বকালে বাহ্লীকদেশে কর্দম রাজার শ্রীমান্ ইল-নামক এক পরম ধার্ম্মিক পুত্র ছিলেন। নরব্যাঘ্র! সেই মহাত্মা নরপতি সমগ্র বসুন্ধরা নিজের করায়ত্ত করিয়া পুত্রের

হৃষ্টৈশ্চ পরমোদারৈর্দৈত্যৈশ্চ মহাধনৈঃ।
নাগরাক্ষসগন্ধর্বৈর্যক্ষৈশ্চ সুমহাত্মভিঃ॥ ৫
পূজ্যতে নিত্যশঃ সৌম্য ভয়ার্তৈ রঘুনন্দন।
অবিভ্যংশ্চ ত্রয়ো লোকাঃ সরোষস্য মহাত্মনঃ॥ ৬
স রাজা তাদৃশোঽপ্যাসীদ্ধর্মে বীর্যে চ নিষ্ঠিতঃ।
বুদ্ধ্যা চ পরমোদারো বাহ্লীকেশো মহাযশাঃ॥ ৭
স প্রচক্রে মহাবাহুর্মৃগয়াং রুচিরে বনে।
চৈত্রে মনোরমে মাসে সভৃত্যবলবাহনঃ॥ ৮
প্রজঘ্নে স নৃপোঽরণ্যে মৃগাঞ্ শতসহস্রশঃ।
হত্বৈব তৃপ্তির্নাভূচ্চ রাজ্ঞস্তস্য মহাত্মনঃ॥ ৯
নানামৃগাণামযুতং বধ্যমানং মহাত্মনা।
যত্র জাতো মহাসেনস্তং দেশমুপচক্রমে॥ ১০
তস্মিন্ প্রদেশে দেবেশঃ শৈলরাজসুতাং হরঃ।
রময়ামাস দুর্দ্ধর্ষ সর্বৈরনুচরৈঃ সহ॥ ১১
কৃত্বা স্ত্রীরূপমাত্মানমুমেশো গোপতিধ্বজঃ।
দেব্যাঃ প্রিয়চিকীর্ষুঃ সন্ তস্মিন্ পর্বতনির্ঝরে॥ ১২
যত্র যত্র বনোদ্দেশে সত্ত্বাঃ পুরুষবাদিনঃ।
বৃক্ষাঃ পুরুষনামানস্তে সর্বে স্ত্রীজনাস্তবন্॥ ১৩
যচ্চ কিঞ্চন তৎ সর্বং নারীসংজ্ঞং বভূব হ।
এতস্মিন্নন্তরে রাজা স ইলঃ কর্দমাত্মজঃ॥ ১৪
নিঘ্নন্ মৃগসহস্রাণি তং দেশমুপচক্রমে।
স দৃষ্ট্বা স্ত্রীকৃতং সর্বং সব্যালমৃগপক্ষিণম্॥ ১৫
আত্মানং স্ত্রীকৃতঞ্চৈব সানুগং রঘুনন্দন।
তস্য দুঃখং মহচ্চাসীদ্দৃষ্ট্বাত্মানং তথাগতম্॥ ১৬
উমাপতেশ্চ তৎ কর্ম জ্ঞাত্বা ত্রাসমুপাগমৎ।
ততো দেবং মহাত্মানং শিতিকণ্ঠং কপর্দিনম্॥ ১৭
জগাম শরণং রাজা সভৃত্যবলবাহনঃ।
ততঃ প্রহস্য বরদঃ সহ দেব্যা মহেশ্বরঃ॥ ১৮
প্রজাপতিসুতং বাক্যমুবাচ বৃষভধ্বজঃ।
উত্তিষ্ঠোত্তিষ্ঠ রাজর্ষে কার্দমেয় মহাবল॥ ১৯
পুরুষত্বমৃতে সৌম্য বরং বরয় সুব্রত। ২০
ততঃ স রাজা শোকার্তঃ প্রত্যাখ্যাতো মহাত্মনা॥ ২০
স্ত্রীভূতোঽসৌ ন জগ্রাহ বরমন্যং সুরোত্তমাৎ।
ততঃ শোকেন মহতা শৈলরাজসুতাং নৃপঃ॥ ২১
প্রণিপত্য উমাং দেবীং সর্বেণৈবান্তরাত্মনা।
ঈশে বরাণাং বরদে লোকানামসি ভামিনি॥ ২২
অমোঘদর্শনে দেবি ভজ সৌম্যেন চক্ষুষা।
হৃদ্গতং তস্য রাজর্ষেবিজ্ঞায় হরসন্নিধৌ॥ ২৩
প্রত্যুবাচ শুভং বাক্যং দেবী রুদ্রস্য সম্মতা।

তায় নিজের প্রজাপুঞ্জকে পালন করিতেন। সৌম্য! সেই মহাত্মা ক্রুদ্ধ হইলে ত্রিভুবনের মধ্যে সকলেই ভয়-ব্যাকুল হইত; অতএব উদারচরিত দেবগণ, মহাধন দৈত্যগণ এবং মহাবল নাগ, যক্ষ, রাক্ষস এবং গন্ধর্বগণও সতত তাঁহার উপাসনা করিতেন। ১—৬। বলিতে কি, সেই পরমোদারস্বভাব মহাযশস্বী বাহ্লীক-পতি রাজা ইল—বুদ্ধি, বীর্য এবং ধর্মবিষয়ে সকলকেই অতিক্রম করিয়াছিলেন। একদা রমণীয় বসন্তকাল উপস্থিত হইলে, সেই রাজা—ভৃত্য, বল এবং বাহন সকলের সহিত কোন মনোহর কাননে মৃগয়া করিতে গিয়া অসংখ্য মৃগ বধ করিলেন; তথাপি মৃগয়ায় তাঁহার তৃপ্তি হইল না। মৃগগণও সেই মহাবল মহীপতিকর্তৃক বধ্যমান হইয়া, যে স্থানে মহাসেন জন্মিয়াছিলেন, তথায় গমন করিল। দেবদেব দুর্দ্ধর্ষ বৃষধ্বজ উমাপতি মহেশ্বর উমাদেবীর মনস্তুষ্টির জন্য অনুচরগণের সহিত সেই পর্বতনির্ঝর প্রদেশে আপনিও স্বয়ং স্ত্রীরূপ ধারণ করিয়া শৈলেন্দ্রনন্দিনীর মনোরঞ্জন করিতেছিলেন। তথায় যে সকল পুরুষ-নামধারী বা পুংলিঙ্গ প্রাণী এবং বৃক্ষ ছিল, তাহারা সকলেই স্ত্রীরূপী হইয়াছিল এবং নপুংসকশব্দবাচ্য-গণও স্ত্রীলিঙ্গ হইয়াছিল। কর্দমতনয় রাজা ইল মৃগয়া করিতে করিতে তথায় উপস্থিত হইয়া তথাকার সর্প, পশু, পক্ষী প্রভৃতি সকলকে এবং অনুচরবর্গের সহিত আপনাকেও স্ত্রীরূপী দেখিলেন। নিজের এরূপ অবস্থা দেখিয়া ইল যারপর নাই দুঃখিত হইলেন ৭—১৬। তিনি ইহা মহাদেবেরই কার্য বুঝিতে পারিয়া বিষম ভীত হইলেন। পরে সেই নরপতি,—ভৃত্য, বল এবং বাহনসহ মহাত্মা মহাদেব নীলকণ্ঠ কপর্দীর শরণ হইলেন, বৃষধ্বজ বরদ শম্ভু সেই প্রজা-পতি-তনয়কে বলিলেন,—"মহাবল রাজর্ষে সাধে কর্দমপুত্র! উঠ। সুব্রত! তুমি পুরুষত্বভিন্ন আমার নিকটে অন্য যে কোন বর প্রার্থনা কর।" সেই স্ত্রীরূপী শোকাকুল রাজা, দেবদেব মহাত্মা মহাদেবের এই কথা শুনিয়া তাঁহার নিকটে অন্য বর চাহিলেন না; কিন্তু নিদারুণ শোকে একান্ত অভিভূত হইয়া সর্বান্তঃকরণে শৈলেন্দ্রনন্দিনী অম্বিকাকে প্রণাম করত বলিলেন,—"দেবি আপনি লোকের বাঞ্ছাকল্পলতা;—আপনি সকলকে অভীষ্ট বর দিয়া থাকেন এবং আপনার দর্শন কখন বৃথা হয় না। ভামিনি! প্রসন্ননয়নে দৃষ্টিপাত করি এ দাসকে অনুগৃহীত করুন।" উমা দেবী শিব সন্নিধানে সেই রাজর্ষির মনোগত ইচ্ছা জানিয়া মহা-দেবের সম্মতিক্রমে এই শুভ বাক্য বলিলেন,—"তুমি

অর্দ্ধস্য দেবো বরদো বরার্দ্ধস্য তব হ্যহম্ ॥ ২৪
তস্মাদর্দ্ধং গৃহাণ ত্বং স্ত্রীপুংসোর্যাবদিচ্ছসি।
তদদ্ভুততমং শ্রুত্বা দেব্যা বরমনুত্তমম্ ॥ ২৫
সম্প্রহৃষ্টমনা ভূত্বা রাজা বাক্যমথাব্রবীৎ।
যদি দেবি প্রসন্না মে রূপেণাপ্রতিমা ভুবি ॥ ২৬
মাসং স্ত্রীত্বমুপাসিত্বা মাসং স্যাং পুরুষঃ পুনঃ।
ঈপ্সিতং তস্য বিজ্ঞায় দেবী সুরুচিরাননা ॥ ২৭
প্রত্যুবাচ শুভং বাক্যমেবমেব ভবিষ্যতি।
রাজন্ পুরুষভূতস্ত্বং স্ত্রীভাবং ন স্মরিষ্যসি ॥ ২৮
স্ত্রীভূতশ্চ পুনস্ত্বং বৈ ন স্মরিষ্যসি পৌরুষম্।
এবং স রাজা পুরুষো মাসং ভূত্বাথ কার্দ্দমঃ ॥ ২৯
ত্রৈলোক্যসুন্দরী নারী মাসমেকমিলাভবৎ ॥ ৩০

ইত্যুত্তরকাণ্ডে শততমঃ সর্গঃ ॥ ১০০ ॥

একাধিকশততমঃ সর্গঃ।

তাং কথামৈলসংবদ্ধাং রামেণ সমুদীরিতাম্।
লক্ষ্মণো ভরতশ্চৈব শ্রুত্বা পরমবিস্মিতৌ ॥ ১
তৌ রামং প্রাঞ্জলী ভূত্বা তস্য রাজ্ঞো মহাত্মনঃ।
বিস্তরং তস্য ভাবস্য তদা পপ্রচ্ছতুঃ পুনঃ ॥ ২
কথং স রাজা স্ত্রীভূতো বর্ত্তয়ামাস দুর্গতিঃ।
পুরুষঃ স যদা ভূতঃ কাং বৃত্তিং বর্ত্তয়ত্যসৌ ॥ ৩
তয়োস্তু ভাষিতং শ্রুত্বা কৌতূহলসমন্বিতম্।
কথয়ামাস কাকুৎস্থস্তস্য রাজ্ঞো যথাগতম্ ॥ ৪
তমেব প্রথমং মাসং স্ত্রীভূতা লোকসুন্দরী।
তাভিঃ পরিবৃতা স্ত্রীভির্যেঽস্য পূর্ব্বং পদানুগাঃ ॥ ৫
তৎ কাননং বিগাহ্যাশু বিজহ্রে লোকসুন্দরী।
দ্রুমগুল্মলতাকীর্ণং পদ্ভ্যাং পদ্মদলেক্ষণা ॥ ৬
বাহনানি চ সর্ব্বাণি সন্ত্যক্ত্বা বৈ সমন্ততঃ।
পর্ব্বতাভোগবিবরে তস্মিন্ রেমে ইলা তদা ॥ ৭
অথ তস্মিন্ বনোদ্দেশে পর্ব্বতস্যাবিদূরতঃ।
সরঃ সুরুচিরপ্রখ্যং নানাপক্ষিগণাবৃতম্ ॥ ৮
দদর্শ স ইলা তস্মিন্ বুধং সোমসুতং তদা।
জ্বলন্তং স্বেন বপুষা পূর্ণসোমমিবোদিতম্ ॥ ৯
তপস্তপ্ত তপস্তীব্রমম্ভোমধ্যে দুরাসদম্।
যশস্করং কামকরং কারুণ্যে পর্য্যবস্থিতম্ ॥ ১০
সা তং জলাশয়ং সর্ব্বং ক্ষোভয়ামাস বিস্মিতা।
সহিতৈঃ পূর্ব্বপুরুষৈঃ স্ত্রীভূতৈ রঘুনন্দন ॥ ১১
বুধস্তু তাং সমীক্ষ্যৈব কামবাণবশং গতঃ।
নোপলেভে তদাত্মানং স চচাল তদাম্ভসি ॥ ১২

আমদেব উত্তমের নিকটে বর চাহিতেছ, মহাদেব তোমাকে প্রার্থিত বরের অর্দ্ধভাগ দিতে পারেন এবং আমি তাহার অপরার্দ্ধ দিতে পারি; সুতরাং আমার নিকটে তোমার অভিলষিত বরের অর্দ্ধভাগ প্রার্থনা কর।' দেবীর এই কথা শুনিয়া অনুত্তম অদ্ভুত বরার্দ্ধের কথা শুনিয়া রাজা ইল আহ্লাদিত হইয়া বলিলেন,—'অপ্রতিমরূপিণি দেবি! যদি আপনি আমার প্রতি প্রসন্না হইয়া থাকেন, তবে এই বর দিন যে, আমি যেন পর্য্যায়ক্রমে এক মাস স্ত্রী এবং এক মাস পুরুষ হই।' দেবী, রাজার প্রার্থনা শুনিয়া প্রসন্ন-বদনে বলিলেন,—'রাজন্! তাহাই হইবে; কিন্তু যখন পুরুষ হইবে তখন স্ত্রীস্বভাব সকল এবং যখন স্ত্রী হইবে, তখন পুরুষস্বভাবসমূহ তোমার স্মৃতিপথে জাগরূক থাকিবে না।' এইরূপে সেই কর্দ্দমতনয় রাজা ইল পর্য্যায়ক্রমে একমাস পুরুষ এবং এক মাস ইল-নাম্নী ত্রৈলোক্য-সুন্দরী রমণী হইতেন।" ১৭—৩০।

একাধিকশততম সর্গ।

ভরত এবং লক্ষ্মণ রামচন্দ্রের নিকটে ইলবিষয়ক কথা শুনিয়া অতিশয় বিস্মিত হইলেন এবং কৃতাঞ্জলিপুটে মহাত্মা রামচন্দ্রকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"সেই রাজা স্ত্রীরূপী হইয়া কেমন করিয়া সেইরূপ দুরবস্থা সহিয়াছিলেন এবং পুরুষ হইয়াই বা কিরূপে কালাতিপাত করিতেন?" তাঁহাদিগের এতাদৃশ কৌতূহল দেখিয়া কাকুৎস্থ রামচন্দ্র পুনরায় সেই ইলরাজার বিষয় বলিতে আরম্ভ করিলেন,—"এইরূপে সেই রাজা ইল প্রথম মাসে পদ্মপলাশনয়না লোকসুন্দরী নারী হইয়া স্ত্রী-ভাবাপন্ন পূর্ব্বসহচরগণের সহিত পদব্রজে সেই দ্রুম-লতসমাকীর্ণ কাননে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। ১—৬। একদিন সেই ইলা, বাহন সকলকে পরিত্যাগপূর্ব্বক পর্ব্বতের মধ্যভাগে সর্ব্বত্র বিহার করিতে লাগিলেন। সেই পর্ব্বতের অনতিদূরে একটী বিবিধবিহগপূর্ণ রমণীয় সরোবর দেখিয়া তাহার নিকটবর্ত্তিনী হইয়া দেখিলেন, সেই সরোবরের জলমধ্যে, পূর্ণচন্দ্রের ন্যায় নিজ শরীরপ্রভায় দীপ্যমান দয়াবান্ সোমপুত্র বুধ অত্যন্ত দুষ্কর যশস্কর কামপ্রদ তপস্যা করিতেছেন। রাঘব! ইলা বুধকে দেখিয়া বিস্মিতা হইয়া স্ত্রীভাবাপন্ন সহচরীগণের সহিত সেই সরোবরের জল আলোড়িত করিতে লাগিলেন। বুধও সেই সুন্দরী ললনাকে দেখিবামাত্র কামবাণবিদ্ধ হইলেন এবং আত্মসংযমে অসমর্থ হইয়া জলমধ্যে

ইলাং নিরীক্ষমাণস্ত ত্রৈলোক্যাদধিকাং শুভাম্।
চিন্তাং সমভ্যতিক্রামৎ কা ভিয়ং দেবতাধিকা ॥ ১৩
ন দেবীষু ন নাগীষু নাসুরীষপ্সরঃসু চ।
দৃষ্টপূর্ব্বা ময়া কাচিদ্রূপেণানেন শোভিতা ॥ ১৪
সদৃশীয়ং মম ভবেদ্যদি নান্যপরিগ্রহঃ।
ইতি বুদ্ধিং সমাধায় জলাৎ কূলমুপাগমৎ ॥ ১৫
আশ্রমং সমুপাগম্য ততস্তাঃ প্রমদোত্তমাঃ।
শব্দাপয়ত ধর্ম্মাত্মা তাশ্চৈনঞ্চ ববন্দিরে ॥ ১৬
স তাঃ প্রপচ্ছ ধর্ম্মাত্মা কস্যৈষা লোকসুন্দরী।
কিমর্থমাগতা চৈব সর্ব্বমাখ্যাত মা চিরম্ ॥ ১৭
শুভন্তু তস্য তদ্বাক্যং মধুরং মধুরাক্ষরম্।
শ্রুত্বা স্ত্রিয়শ্চ তাঃ সর্ব্বা ঊচুর্মধুরয়া গিরা ॥ ১৮
অস্মাকমেষা সুশ্রোণী প্রভুত্বে বর্ত্ততে সদা।
অপতিঃ কাননান্তেষু সহাস্মাভিশ্চরত্যসৌ ॥ ১৯
তদ্বাক্যমাব্যক্তপদং তাসাং স্ত্রীণাং নিশম্য চ।
বিদ্যামাবর্ত্তনীং পুণ্যামাবর্ত্তয়তি স দ্বিজঃ ॥ ২০
সোঽর্থং বিদিত্বা সকলং তস্য রাজ্ঞো যথা তথা।
সর্ব্বা এব স্ত্রিয়স্তাশ্চ বভাষে মুনিপুঙ্গবঃ ॥ ২১
অথ কিম্পুরুষীর্ভূত্বা শৈলরোধসি বৎস্যথ।
আবাসস্তু গিরাবস্মিন্ শীঘ্রমেব বিধীয়তাম্ ॥ ২২
মূলপত্রফলৈঃ সর্ব্বা বর্ত্তয়িষ্যথ নিত্যদা।
স্ত্রিয়ঃ কিম্পুরুষান্নাম ভর্ত্তৄন্ সমুপলপ্স্যথ ॥ ২৩
তাঃ শ্রুত্বা সোমপুত্রস্য স্ত্রিয়ঃ কিম্পুরুষীকৃতাঃ।
উপাসাঞ্চক্রিরে শৈলং বধ্বস্তা বহুলাস্তদা ॥ ২৪
ইত্যুত্তরকাণ্ডে একাধিকশততমঃ সর্গঃ ॥ ১০১ ॥

দ্ব্যধিকশততমঃ সর্গঃ ।

শ্রুত্বা কিম্পুরুষোৎপত্তিং লক্ষ্মণো ভরতস্তথা।
আশ্চর্য্যমিতি চ ব্রূতামুভৌ রামং জনেশ্বরম্ ॥ ১
অথ রামঃ কথামেতাং ভূয় এব মহাযশাঃ।
কথয়ামাস ধর্ম্মাত্মা প্রজাপতিসুতস্য বৈ ॥ ২
সর্ব্বাস্তা বিদ্রুতা দৃষ্ট্বা কিন্নরীর্ঋষিসত্তমঃ।
উবাচ রূপসম্পন্নাং তাং স্ত্রিয়ং প্রহসন্নিব ॥ ৩
সোমস্যাহং সুদয়িতঃ সুতঃ সুরুচিরাননে।
ভজস্ব মাং বরারোহে ভক্ত্যা স্নিগ্ধেন চক্ষুষা ॥ ৪
তস্য তদ্বচনং শ্রুত্বা শূন্যে স্বজনবর্জ্জিতে।
ইলা সুরুচিরপ্রখ্যং প্রত্যুবাচ মহাপ্রভম্ ॥ ৫

বিচলিত হইতে লাগিলেন। ৭—১২। তিনি ত্রিভুবনের রূপসমষ্টি অপেক্ষাও রূপবতী ইলাকে দেখিয়া জলতটে এইরূপ চিন্তা করিতে লাগিলেন,—"এই দেবদুর্লভসুন্দরী ললনা কে? আমি পূর্ব্বে দেবী, নাগকামিনী, অসুররমণী বা অপ্সরোগণের মধ্যে এরূপ রূপবতী রমণী ত কখন দেখি নাই। যদি এই রূপসীর বিবাহ না হইয়া থাকে, তাহা হইলে ইনি আমারই অনুরূপা প্রণয়িনী হইতে পারেন।" ধর্ম্মাত্মা বুধ মনে মনে এইরূপ বিতর্ক করিয়া জল হইতে তীরে উঠিলেন। পরে আশ্রমে আসিয়া সেই রমণীদিগকে আহ্বান করিলে, তাহারা তাঁহার নিকটে আসিয়া প্রণাম করিল। তৎপরে ধর্ম্মাত্মা বুধ তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"এই অপূর্ব্ব রূপবতী রমণী কে এবং কিজন্য এখানে আসিয়াছেন? এই সকল বিষয় আমার নিকটে প্রকাশ করিয়া বল।" ১৩—১৭। নারীগণ বুধের এই-রূপ[illegible]মনোহর সুমধুর সম্ভাষণ শুনিয়া মধুর বাক্যে প্রত্যুত্তর করিল—"এই নিতম্বিনী আমাদিগের স্বামিনী; ইনি অবিবাহিতা বলিয়াই আমাদিগের সহিত এই বনপ্রদেশে বিচরণ করিয়া থাকেন।" অনন্তর, রমণীগণের এই সুললিত কথা শুনিয়া আবর্ত্তনী বিদ্যার আবির্ভাব করিলেন এবং রাজা ইলসম্বন্ধীয় সমুদয় বিবরণ জানিতে পারিয়া কামিনী-গণকে বলিলেন,—"তোমরা কিম্পুরুষী হইয়া এই পার্ব্বত্য প্রদেশে বাস কর; আমি মূল, পত্র ও ফলদ্বারা তোমাদের জীবিকা নির্ব্বাহের উপায় বিধান করিব এবং তোমরাও কিম্পুরুষদিগকে পতিরূপে পাইবে।" রমণীগণ, বুধের কথা শুনিয়া তৎকর্ত্তৃক কিম্পুরুষনারী হইয়া সেই পর্ব্বতের সমীপবর্ত্তী স্থানে আবাস স্থাপন করিল। ১৮—২৪।

দ্ব্যধিকশততম সর্গ।

ভরত এবং লক্ষ্মণ, জনেশ্বর রামচন্দ্রের নিকটে কিম্পুরুষীগণের উৎপত্তির বিষয় শুনিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন। তাঁহারা আনন্দ প্রকাশ করিলে, মহা-যশস্বী রামচন্দ্র পুনরায় ইলাসম্বন্ধীয় কথা কহিতে আরম্ভ করিলেন,—"রমণীগণ চলিয়া গেলে ঋষি-প্রধান বুধ, ঈষৎ হাস্য করিয়া সেই সুন্দরী ললনাকে বলিলেন,—"অয়ি সুমুখি বরবর্ণিনি! আমি ভগবান্ চন্দ্রের প্রিয় পুত্র; তুমি আমার প্রতি অনু-রাগিণী হইয়া আমাকে প্রেমপূর্ণ [illegible] ভজনা কর।" ইলা সেই স্বজনবিহীন শূন্যস্থানে মহাপ্রভ সোমতনয় বুধের এইরূপ সুমধুর কথা

অহং কামচরী সৌম্য তবাস্মি বশবর্ত্তিনী।
প্রশাধি মাং সোমসুত যথেচ্ছসি তথা কুরু ॥ ৬
তস্যাস্তদদ্ভুতপ্রখ্যং শ্রুত্বা হর্ষমুপাগতঃ।
স বৈ কামী সহ তয়া রেমে চন্দ্রমসঃ সুতঃ ॥ ৭
বুধস্য মাধবো মাসস্তামিলাং রুচিরাননাম্।
গতো রময়তোঽত্যর্থং ক্ষণবত্তস্য কামিনঃ ॥ ৮
অথ মাসে তু সম্পূর্ণে পূর্ণেন্দুসদৃশাননঃ।
প্রজাপতিসুতঃ শ্রীমান শয়নে প্রত্যবুধ্যত ॥ ৯
সোঽপশ্যৎ সোমজং তত্র তপন্তং সলিলাশয়ে।
ঊর্দ্ধ্ববাহুং নিরালম্বং তং রাজা প্রত্যভাষত ॥ ১০
ভগবন্ পর্ব্বতং দুর্গং প্রবিষ্টোঽস্মি সহানুগঃ।
ন চ পশ্যামি তৎ সৈন্যং ক্ব নু তে মামকা গতাঃ ॥ ১১
তচ্ছ্রুত্বা তস্য রাজর্ষের্নষ্টসংজ্ঞস্য ভাষিতম্।
প্রত্যুবাচ শুভং বাক্যং সান্ত্বয়ন পরয়া গিরা ॥ ১২
অশ্মবর্ষেণ মহতা ভৃত্যাস্তে বিনিপাতিতাঃ।
ত্বঞ্চাশ্রমপদে সুপ্তো বাতবর্ষভয়ার্দ্দিতঃ ॥ ১৩
সমাশ্বসিহি ভদ্রং তে নির্ভয়ো বিগতজ্বরঃ।
ফলমূলাশনো বীর নিবসেহ যথাসুখম্ ॥ ১৪
স রাজা তেন বাক্যেন প্রত্যাশ্বস্তো মহামতিঃ।
প্রত্যুবাচ ততঃ বাক্যং দীনো ভৃত্যজনক্ষয়াৎ ॥ ১৫
ত্যক্ষ্যাম্যহং স্বকং রাজ্যং নাহং ভৃত্যৈর্বিনাকৃতঃ।
বর্ত্তয়েয়ং ক্ষণং ব্রহ্মন্ সমনুজ্ঞাতুমর্হসি ॥ ১৬
সুতো ধর্ম্মপরো ব্রহ্মন্ জ্যেষ্ঠো মম মহাযশাঃ।
শশবিন্দুরিতি খ্যাতঃ স মে রাজ্যং প্রপৎস্যতে ॥ ১৭
ন হি শক্ষ্যাম্যহং হিত্বা ভৃত্যদারান্ সুখান্বিতান্।
প্রতিবক্তুং মহাতেজঃ কিঞ্চিদপ্যশুভং বচঃ ॥ ১৮
তথা ব্রুবতি রাজেন্দ্রে বুধঃ পরমমদ্ভুতম্।
সান্ত্বপূর্ব্বমথোবাচ বাসস্ত ইহ রোচতাম্ ॥ ১৯
ন সন্তাপস্ত্বয়া কার্য্যঃ কার্দ্দমেয় মহাবল।
সংবৎসরোষিতস্যাপি কারয়িষ্যামি তে হিতম্ ॥ ২০
তস্য তদ্বচনং শ্রুত্বা বুধস্যাক্লিষ্টকর্ম্মণঃ।
বাসায় বিদধে বুদ্ধিং যদুক্তং ব্রহ্মবাদিনা ॥ ২১
মাসং স স্ত্রী তদা ভূত্বা রময়ত্যনিশং সদা।
মাসং পুরুষভাবেন ধর্ম্মবুদ্ধিং চকার সঃ ॥ ২২
ততঃ স নবমে মাসি ইলা সোমসুতাৎ সুতম্।

শুনিয়া কহিলেন। ১—৫। সৌম্য সোমনন্দন! আমি [illegible] হইয়াও এক্ষণে আপনার বশবর্ত্তিনী হইলাম, —[illegible] আমাকে অনুশাসন অথবা আপনার যেরূপ ইচ্ছা হয়, তাহাই করুন।" কামমোহিত চন্দ্রপুত্র বুধ, ইলার এইরূপ আশাতীত অদ্ভুতের কথা শুনিয়া [illegible] পরাকাষ্ঠা লাভ করত সেই ইলার সহিত [illegible] হইলেন। এইরূপ সুমুখী ইলার সহিত [illegible] কামাসক্ত বুধের সমগ্র বসন্তকাল নিমেষের [illegible] অতিবাহিত হইল। এদিকে এক মাস পূর্ণ হইলে শ্রীমান্ কর্দ্দমনন্দন রাজা ইলও নিদ্রা-[illegible] হইয়া সোমতনয়কে ঊর্দ্ধবাহু এবং [illegible] হইয়া তপস্যা করিতে দেখিয়া বলি-[illegible]। ভগবন্! আমি এই দুর্গম [illegible] প্রবেশ করিয়াছিলাম, কিন্তু এক্ষণে আমার [illegible] দেখিতে পাইতেছি না কেন? [illegible] কোথায় গেল? সেই নষ্টসংজ্ঞ রাজর্ষি [illegible] শুনিয়া সোমনন্দন প্রীতিপূর্ণ মধুর [illegible] করিলেন,—তোমার অনুচরবর্গ ভীষণ [illegible] নিহত হইয়াছে এবং তুমিও বাতবৃষ্টিতে [illegible] হইয়া এই আশ্রমপদে নিদ্রিত [illegible]। বীর! তোমার মঙ্গল হউক, তুমি [illegible] সুস্থ হইয়া [illegible] আমার [illegible] নির্ভয়ে যথাসুখে এই আশ্রমে থাক।" মহামতি রাজা ইল, তারাতনয়ের কথায় আশ্বস্ত হইয়া অনুচরনাশে[illegible] দীনভাবে আবার বলিলেন। ১১—১৫। "ব্রহ্মন্! আমি ভৃত্যবিহীন হইয়াও আমার রাজ্য পরিত্যাগ করিতে পারি না, অতএব আর ক্ষণমাত্রও এখানে থাকিতে ইচ্ছা করি না, সুতরাং আপনি আমাকে নিজ রাজ্যে যাইতে আজ্ঞা করুন। ব্রহ্মন্! যদিও আমি না গেলে, আমার জ্যেষ্ঠ পুত্র [illegible] মহাযশা শশবিন্দু, আমার রাজ্যের অধিকারী [illegible], তথাপি মহাতেজঃ! দেশস্থিত সুখসংবর্দ্ধিত [illegible] এবং ভার্য্যাগণকে ছাড়িয়া আমি থাকিতে পারিব না; এইজন্য আমার একান্ত অনুরোধ, আপনি আর আমাকে এখানে থাকিবার কথা বলিবেন না।" রাজেন্দ্র ইল এই কথা বলিলে, বুধ তাঁহাকে [illegible] করিয়া এই পরম অদ্ভুত বাক্য বলিলেন,[illegible] আশ্রমে বাস করাই তোমার অভিমত [illegible] মহাবল ইল! তুমি দুঃখিত হইও না; তুমি [illegible] বৎসরকাল বাস করিলে, আমি তোমার [illegible] করিব।" ১৬—২০। ব্রহ্মবাদী [illegible] এই কথা শুনিয়া ইল, সেই আশ্রমেই বাস [illegible] অভিলাষী হইলেন। তখন তিনি একমাস [illegible] বুধের প্রীতিসম্পাদন করিতেন এবং [illegible] হইয়া ধর্ম্মাচরণে নিরত হইতেন। [illegible] মাস গত হইলে নবম মাসে নিতম্বিনী [illegible]

জনয়ামাস সুশ্রোণী পুরূরবসমূর্জ্জিতম্ ॥ ২৩
জাতমাত্রন্তু সুশ্রোণী পিতুর্হস্তে ন্যবেশয়ৎ।
বুধস্য সমবর্ণাভ ইলা পুত্রং মহাবলম্ ॥ ২৪
বুধস্তু পুরুষীভূতং স বৈ সংবৎসরান্তরম্।
কথাভী রময়ামাস ধর্ম্মযুক্তাভিরাত্মবান্ ॥ ২৫
ইত্যুত্তরকাণ্ডে দ্ব্যধিকশততমঃ সর্গঃ ॥ ১০২ ॥

ত্র্যধিকশততমঃ সর্গঃ।

তথোক্তবতি রামে তু তস্য জন্ম তদদ্ভুতম্।
উবাচ লক্ষ্মণো ভূয়ো ভরতশ্চ মহাযশাঃ ॥ ১
ইলা সা সোমপুত্রস্য সংবৎসরমথোষিতা।
অকরোৎ কিং নরশ্রেষ্ঠ তত্ত্বং শংসিতুমর্হসি ॥ ২
তয়োস্তদ্বাক্যমাধুর্য্যং নিশম্য পরিপৃচ্ছতোঃ।
রামঃ পুনরুবাচেদং প্রজাপতিসুতে কথাম্ ॥ ৩
পুরুষত্বং গতে শূরে বুধঃ পরমবুদ্ধিমান্।
মাদারমাজুহাব মহাযশাঃ ॥ ৪
চ্যবনং ভৃগুপুত্রঞ্চ মুনিঞ্চারিষ্টনেমিনম্।
প্রমোদনং মোদকরং ততো দুর্ব্বাসসং মুনিম্ ॥ ৫
এতান্ সর্ব্বান্ সমানীয় বাক্যজ্ঞস্তত্ত্বদর্শনঃ।
উবাচ সর্ব্বান্ সুহৃদো ধৈর্য্যেণ সুসমাহিতান্ ॥ ৬
অয়ং রাজা মহাবাহুঃ কর্দ্দমস্য ইলঃ সুতঃ।
জানীতৈনং যথাভূতং শ্রেয়ো হ্যত্র বিধীয়তাম্ ॥ ৭
তেষাং সংবদতামেব দ্বিজৈঃ সহ মহাত্মভিঃ।
কর্দ্দমস্তু মহাতেজাস্তমাশ্রমমুপাগমৎ ॥ ৮
পুলস্ত্যশ্চ ক্রতুশ্চৈব বষট্কারস্তথৈব চ।
ওঁকারশ্চ মহাতেজাস্তমাশ্রমমুপাগমন্ ॥ ৯
তে সর্ব্বে হৃষ্টমনসঃ পরস্পরসমাগমে।
হিতৈষিণো বাহ্লিপতেঃ পৃথগ্বাক্যান্যথাব্রুবন্ ॥ ১০
কর্দ্দমস্ত্বব্রবীদ্বাক্যং সুতার্থং পরমং হিতম্।
দ্বিজাঃ শৃণুত মদ্বাক্যং যচ্ছ্রেয়ঃ পার্থিবস্য হি ॥ ১১
নান্যং পশ্যামি ভৈষজ্যমন্তরা বৃষভধ্বজম্।
নাশ্বমেধাৎ পরো যজ্ঞঃ প্রিয় এব মহাত্মনঃ ॥ ১২
তস্মাদ্ যজামহে সর্ব্বে পার্থিবার্থে দুরাসদম্।
কর্দ্দমেনৈবমুক্তাস্তে সর্ব্ব এব দ্বিজর্ষভাঃ ॥ ১৩
রোচয়ন্তি স্ম তং যজ্ঞং রুদ্রস্যারাধনং প্রতি।
সংবর্ত্তস্য তু রাজর্ষিঃ শিষ্যঃ পরপুরঞ্জয়ঃ ॥ ১৪
মরুত্ত ইতি বিখ্যাতস্তং যজ্ঞং সমুপাহরৎ।

হইতে বুধের ন্যায় বর্ণশালী মহাবল মহাতেজস্বী পুরূরবা-নামক পুত্র প্রসব করিলেন এবং জন্মিবামাত্রই সেই বালককে তাহার পিতা বুধের করে সমর্পণ করিলেন, পরে সংবৎসর বিগত হইলে বুধ যত্নবান্ হইয়া ধর্ম্মযুক্ত বাক্যদ্বারা সেই পুরুষরূপী রাজা ইলের [illegible] করিতে লাগিলেন। ২১—২৫।

ত্র্যধিকশততম সর্গ।

এইরূপে রামচন্দ্র পুরূরবার অদ্ভুত জন্মবিবরণ বর্ণন করিলে, মহাত্মা ভরত এবং লক্ষ্মণ আবার বলিলেন,—মহারাজ! বুধের নিকটে এক বৎসরকাল বাস করিয়া তৎপরে কি করিলেন? সেই সকল বৃত্তান্ত, আমাদের নিকটে ব্যক্ত করা আপনার উচিত হইতেছে। তাঁহাদিগের জিজ্ঞাসা-সূচক এই সুমধুর কথা শুনিয়া রামচন্দ্র সেই প্রজাপতিতনয়ের বিবরণ পুনরায় বলিতে লাগিলেন। মহাবীর ইল পর্য্যায়ক্রমে পুরুষত্ব প্রাপ্ত হইলে, বাক্যবিশারদ তত্ত্বদর্শী মহাযশা পরমবুদ্ধি বুধ,—পরমোদার সংবর্ত্ত, ভৃগুপুত্র চ্যবন, মুনিবর অরিষ্টনেমি, সকলের আনন্দোৎপাদনকারী প্রমোদন এবং দুর্ব্বাসা প্রভৃতি স্বীয় সুহৃদ্বর্গকে আহ্বান করিয়া বলিলেন। ১—৬। 'এই মহাবাহু রাজা ইল প্রজাপতি কর্দ্দমের পুত্র; ইনি যে কারণে এরূপ দশাপন্ন হইয়াছেন, তাহা আপনারা সকলেই জানেন।' মহাত্মা ব্রাহ্মণগণের সহিত সোমতনয় বুধের এইরূপ কথাবার্ত্তা হইতেছে, ইত্যবসরে মহাতেজস্বী প্রজাপতি কর্দ্দম সেই আশ্রমে উপস্থিত হইলেন। মহাতেজা পুলস্ত্য, ক্রতু, বষট্কার এবং ওঁকারও তাঁহার পশ্চাৎ তথায় আসিলেন। এইরূপে সকলের সমাগমপ্রযুক্ত, তাঁহারা সকলেই হৃষ্টচিত্তে বাহ্লিপতির হিতের জন্য পৃথক্রূপে আপন আপন অভিমত প্রকাশ করিলেন। পরে প্রজাপতি কর্দ্দম, পুত্রের মঙ্গলজনক এই কথা বলিলেন,—দ্বিজবরগণ! এই রাজা যেরূপে মঙ্গল লাভ করিতে পারিবেন, আপনারা সকলে আমার সেই কথা শুনুন,—এই রাজা যে রোগে আক্রান্ত হইয়াছেন, ভগবান্ উমাপতি শঙ্কর ব্যতীত অন্য কাহাকেও ইহার প্রতি ঔষধ দেখিতেছি না। অশ্বমেধ যজ্ঞই সেই মহাত্মার অত্যন্ত প্রিয়। ৭—১২। সুতরাং আমরা সকলে মিলিয়া এই রাজার জন্য সেই অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিব।" কর্দ্দমের এইরূপ উক্তি শুনিয়া সেই ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠগণ সকলেই ভগবান্ রুদ্রের আরাধনার জন্য অশ্বমেধ যজ্ঞ করিতে ইচ্ছা করিলেন। [illegible] মহর্ষি সংবর্ত্তের শিষ্য পরপুরবিজয়ী রাজর্ষি মরুত্ত সেই

ততো যজ্ঞো মহানাসীদ্বুধাশ্রমসমীপতঃ ॥ ১৫
রুদ্রশ্চ পরমং তোষমাজগাম মহাযশাঃ।
অথ যজ্ঞে সমাপ্তে তু প্রীতঃ পরময়া মুদা ॥ ১৬
উমাপতির্দ্বিজান্ সর্ব্বানুবাচ ইলসন্নিধৌ।
প্রীতোঽস্মি হয়মেধেন ভক্ত্যা চ দ্বিজসত্তমাঃ ॥ ১৭
অস্য বাহ্লিপতেশ্চৈব কিং করোমি প্রিয়ং শুভম্।
তথা বদতি দেবেশে দ্বিজাস্তে সুসমাহিতাঃ ॥ ১৮
প্রসাদয়ন্তি দেবেশং যথা স্যাৎ পুরুষস্ত্রিলা।
ততঃ প্রীতো মহাদেবঃ পুরুষত্বং দদৌ পুনঃ ॥ ১৯
ইলায়ৈ সুমহাতেজা দত্ত্বা চান্তরধীয়ত।
নিবৃত্তে হয়মেধে চ গতে চাদর্শনং হরে ॥ ২০
যথাগতং দ্বিজাঃ সর্ব্বে তেঽগচ্ছন্ দীর্ঘদর্শিনঃ।
রাজা তু বাহ্লিমুৎসৃজ্য মধ্যদেশে হ্যনুত্তমম্ ॥ ২১
নিবেশয়ামাস পুরং প্রতিষ্ঠানং যশস্করম্।
শশবিন্দুশ্চ রাজাসীদ্বাহ্লিঃ পরপুরঞ্জয়ঃ ॥ ২২
প্রতিষ্ঠানে ইলো রাজা প্রজাপতিসুতো বলী।
স কালে প্রাপ্তবান্ লোকমিলো ব্রাহ্মমনুত্তমম্ ॥ ২৩
ঐলঃ পুরূরবা রাজা প্রতিষ্ঠানমবাপ্তবান্।
ঈদৃশো হ্যশ্বমেধস্য প্রভাবঃ পুরুষর্ষভ ॥ ২৪
স্ত্রীভূতঃ পৌরুষং লেভে যচ্চান্যদপি দুর্লভম্ ॥ ২৫

ইত্যুত্তরকাণ্ডে ত্র্যধিকশততমঃ সর্গঃ ॥ ১০৩ ॥

অশ্বমেধযজ্ঞের আয়োজন করিলেন, বুধের আশ্রম-সমীপে সেই সুমহৎ যজ্ঞ সম্পাদিত হইল এবং ভগবান্ রুদ্র তদ্দ্বারা পরম পরিতোষ লাভ করিলেন। যজ্ঞ সমাধা হইলে, উমাপতি ইলের সমক্ষেই পরম প্রীতিসহকারে ব্রাহ্মণগণকে বলিলেন, 'দ্বিজশ্রেষ্ঠগণ! আমি তোমাদিগের ভক্তি এবং এই অশ্বমেধযজ্ঞে অতিশয় প্রীত হইয়াছি। ১৩—১৭। এক্ষণে এই বাহ্লীকরাজের কিং প্রিয় কার্য্য করিব তাহা বল? দেবদেব রুদ্র এই কথা বলিলে, ব্রাহ্মণগণ একাগ্রচিত্তে তাঁহাকে প্রসন্ন করিয়া ইলার পুরুষত্ব বর প্রার্থনা করিলেন এবং মহাদেবও প্রীতিপূর্ব্বক পুনরায় তাঁহাকে পুরুষত্ব বর প্রদান করত তথা হইতে অন্তর্হিত হইলেন। এইরূপে অশ্বমেধ সমাপ্ত এবং মহাদেব অন্তর্হিত হইলে, দীর্ঘদর্শী ব্রাহ্মণগণও নিজ নিজ আশ্রমে প্রস্থান করিলেন। প্রজাপতিপুত্র বলশালী রাজা ইলের জ্যেষ্ঠপুত্র শশবিন্দুকর্ত্তৃক অধিষ্ঠিত বাহ্লীদেশ পরিত্যাগপূর্ব্বক মধ্যদেশে প্রতিষ্ঠান-নামক নগর প্রতিষ্ঠা করিলেন এবং শত্রুপুরবিজয়ী শশবিন্দু বাহ্লীদেশে রাজ্য পালন করিতে লাগিলেন। কালক্রমে ইল অনুত্তম ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হইলে, ইলানন্দন রাজা পুরূরবা প্রতিষ্ঠানে রাজ্য পাইলেন। পুরুষশ্রেষ্ঠ রঘুনন্দন! অশ্বমেধ যজ্ঞের এইরূপ প্রভাব যে, ইল একবার স্ত্রী হইয়াও আবার তাহার প্রভাবে সুদুর্লভ পুরুষত্ব লাভ করিয়াছিলেন।” ১৮—২৫।

চতুরধিকশততমঃ সর্গঃ।

এতদাখ্যায় কাকুৎস্থো ভ্রাতৄনমিতবিক্রমঃ।
লক্ষ্মণং পুনরেবাহ ধর্ম্মযুক্তমিদং বচঃ ॥ ১
বসিষ্ঠং বামদেবঞ্চ জাবালিমথ কাশ্যপম্।
দ্বিজাংশ্চ সর্ব্বপ্রবরানশ্বমেধপুরস্কৃতান্ ॥ ২
এতান্ সর্ব্বান্ সমানীয় মন্ত্রয়িত্বা চ লক্ষ্মণ।
হয়ং লক্ষণসম্পন্নং বিমোক্ষ্যামি সমাধিনা ॥ ৩
তদ্বাক্যং রাঘবেণোক্তং শ্রুত্বা ত্বরিতবিক্রমঃ।
দ্বিজান্ সর্ব্বান্ সমাহূয় দর্শয়ামাস রাঘবম্ ॥ ৪
তে দৃষ্ট্বা দেবসঙ্কাশং কৃতপাদাভিবন্দনম্।
রাঘবং সুদুরাধর্ষমাশীর্ভিঃ সমপূজয়ন্ ॥ ৫
প্রাঞ্জলিঃ স তদা ভূত্বা রাঘবো দ্বিজসত্তমান্।
উবাচ ধর্ম্মসংযুক্তমশ্বমেধাশ্রিতং বচঃ ॥ ৬
তেঽপি রামস্য তচ্ছ্রুত্বা নমস্কৃত্বা বৃষধ্বজম্।
অশ্বমেধং দ্বিজাঃ সর্ব্বে পূজয়ন্তি স্ম সর্ব্বশঃ ॥ ৭
স তেষাং দ্বিজমুখ্যানাং বাক্যমদ্ভুতদর্শনম্।

চতুরধিকশততম সর্গ।

অমিততেজা কাকুৎস্থ রাজেন্দ্র ভ্রাতৃগণকে এই কথা বলিয়া লক্ষ্মণকে পুনরায় এই ধর্ম্মসংযুক্ত কথা বলিলেন,—“লক্ষ্মণ! অশ্বমেধ-বিধানজ্ঞ ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ বশিষ্ঠ, বামদেব, জাবালি, কাশ্যপ এবং অন্যান্য ব্রাহ্মণগণকে আহ্বান কর; আমি তাঁহাদিগের সকলের সহিত পরামর্শ করিয়া যথানিয়মে সুলক্ষণ অশ্ব ছাড়িয়া দিব। রামের কথা শুনিয়া অতুল-বিক্রম লক্ষ্মণ সেই ব্রাহ্মণগণকে আহ্বান করিয়া রামচন্দ্রের নিকটে উপস্থিত হইলেন। ব্রাহ্মণগণ দেবতুল্য দুরাধর্ষ রামচন্দ্রকে দেখিলেন এবং তিনিও মুনিদিগকে অভিবাদিত করিলেন। মুনিগণও তাঁহাকে আশীর্ব্বাদদ্বারা অভিনন্দিত করিলেন। ১—৫। পরে রামচন্দ্র করযোড়ে সেই দ্বিজবরকে অশ্বমেধ যজ্ঞবিষয়ক ধর্ম্মসংযুক্ত বাক্য বলিলেন। তাঁহারাও রামচন্দ্রের কথা শুনিয়া ভগবান্ রুদ্রকে প্রণামপূর্ব্বক

অশ্বমেধাশ্রিতং শ্রুত্বা ভৃশং প্রীতোঽভবত্তদা॥ ৮
বিজ্ঞায় কর্ম্ম তত্তেষাং রামো লক্ষ্মণমব্রবীৎ।
প্রেষয়স্ব মহাবাহো সুগ্রীবায় মহাত্মনে॥ ৯
যথা মহদ্ভির্হরিভির্বহুভিশ্চ বনৌকসাম্।
সার্দ্ধমাগচ্ছ ভদ্রং তে অনুভোক্তুং মহোৎসবম্॥ ১০
বিভীষণশ্চ রক্ষোভিঃ কামগৈর্বহুভির্বৃতঃ।
অশ্বমেধং মহাযজ্ঞমায়াত্বতুলবিক্রমঃ॥ ১১
রাজানশ্চ মহাভাগা যে মে প্রিয়চিকীর্ষবঃ।
সানুগাঃ ক্ষিপ্রমায়ান্তু যজ্ঞভূমিনিরীক্ষকাঃ॥ ১২
দেশান্তরগতা যে চ দ্বিজা ধর্ম্মসমাহিতাঃ।
আমন্ত্রয়স্ব তান্ সর্ব্বানশ্বমেধায় লক্ষ্মণ॥ ১৩
ঋষয়শ্চ মহাবাহো আহূয়ন্তাং তপোধনাঃ।
দেশান্তরগতাঃ সর্ব্বে সদারাশ্চ দ্বিজাতয়ঃ॥ ১৪
তথৈব তালাবচরাস্তথৈব নটনর্ত্তকাঃ॥
যজ্ঞবাটশ্চ সুমহান্ গোমত্যা নৈমিষে বনে॥ ১৫
আজ্ঞাপ্যতাং মহাবাহো তদ্ধি পুণ্যমনুত্তমম্।
শান্তয়শ্চ মহাবাহো প্রবর্ত্তন্তাং সমন্ততঃ॥ ১৬
শতশশ্চাপি ধর্ম্মজ্ঞাঃ ক্রতুমুখ্যমনুত্তমম্।
অনুভূয় মহাযজ্ঞং নৈমিষে রঘুনন্দন॥ ১৭
তুষ্টাঃ পুষ্টাশ্চ সর্ব্বেঽহস্মৌ মানিতাশ্চ যথাবিধি।
প্রতিযাস্যন্তি ধর্ম্মজ্ঞ শীঘ্রমামন্ত্র্যতাং জনাঃ॥ ১৮
শতং বাহসহস্রাণাং তণ্ডুলানাং বপুষ্মতাম্।
অযুতং তিলমুদ্গস্য প্রয়াত্বগ্রে মহাবল॥ ১৯
চণকানাং কুলত্থানাং মাষাণাং লবণস্য চ।
অতোঽনুরূপং স্নেহঞ্চ গন্ধং সংক্ষিপ্তমেব চ॥ ২০
সুবর্ণকোট্যো বহুলা হিরণ্যস্য শতোত্তরাঃ।
অগ্রতো ভরতঃ কৃত্বা গচ্ছত্বগ্রে সমাধিনা॥ ২১
অন্তরাপণবীথ্যশ্চ সর্ব্বে চ নটনর্ত্তকাঃ।
সূদা নার্য্যশ্চ বহবো নিত্যং যৌবনশালিনঃ॥ ২২
ভরতেন তু সার্দ্ধং তে যান্তু সৈন্যানি চাগ্রতঃ।
নৈগমান্ বালবৃদ্ধাংশ্চ দ্বিজাংশ্চ সুসমাহিতঃ॥ ২৩
কর্ম্মান্তিকান্ বর্দ্ধকিনঃ কোষাধ্যক্ষাংশ্চ নৈগমান্।
মম মাতৄঃস্তথা সর্ব্বাঃ কুমারান্তঃপুরাণি চ॥ ২৪
কাঞ্চনীং মম পত্নীঞ্চ দীক্ষার্হাং জ্ঞাংশ্চ কর্ম্মণি।
অগ্রতো ভরতঃ কৃত্বা গচ্ছত্বগ্রে মহাযশাঃ॥ ২৫
উপকার্য্যা মহার্হাশ্চ পার্থিবানাং মহৌজসাম্।
সানুগানাং নরশ্রেষ্ঠো ব্যাদিদেশ মহাবলঃ॥ ২৬
অন্নপানানি বস্ত্রাণি অনুগানাং মহাত্মনাম্।
ভরতঃ স তদা যাতঃ শত্রুঘ্নসহিতস্তদা॥ ২৭

অশ্বমেধযজ্ঞের বিস্তর প্রশংসা করিলেন। রামচন্দ্র ব্রাহ্মণগণের অশ্বমেধ-বিষয়ক অদ্ভুতপূর্ব্ব কথা শুনিয়া অতিশয় সন্তুষ্ট হইলেন এবং তাঁহাদের মতানুসারে লক্ষ্মণকে কহিলেন,—মহাবাহো! মহাত্মা সুগ্রীবের নিকটে দূত পাঠাও। তাঁহাকে এইরূপ বলিয়া পাঠাও যে, কপীশ্বর! তোমার মঙ্গল হউক, তুমি আশ্রিত বানরশ্রেষ্ঠ এবং ঋক্ষমুখ্যগণের সহিত আমার অশ্বমেধ মহোৎসবে উপস্থিত হইয়া আমার সহিত আনন্দভোগ কর। ৮—১০। অতুলবিক্রম রাক্ষসেশ্বর বিভীষণ যেন স্বেচ্ছাগমনশীল রাক্ষসগণে পরিবেষ্টিত হইয়া আমার অশ্বমেধ মহাযজ্ঞে আসেন। লক্ষ্মণ! যে সকল মহাভাগ রাজা নিয়ত আমার হিতাভিলাষী, তাঁহারা অনুচরবর্গের সহিত ত্বরায় এখানে আসিয়া যজ্ঞভূমি দেখুন। দেশান্তরে আমার হিতাভিলাষী যে সকল ধার্ম্মিক রাজা আছেন, তাঁহাদের সকলকেই আমার অশ্বমেধ যজ্ঞে নিমন্ত্রণ কর। মহাবাহো! তোমরা [illegible] দেশান্তরস্থিত সস্ত্রীক ব্রাহ্মণগণ এবং [illegible] নট এবং নর্ত্তকগণকে আহ্বান কর। বীর [illegible] গোমতী-নদীতীর অতি পবিত্র স্থান; [illegible] সেই স্থানেই তুমি যজ্ঞভূমি নির্ম্মাণ করিতে আদেশ কর এবং চারিদিকে শান্তিকর্ম্ম প্রবর্ত্তিত হউক। ১১—১৬। বীর! আমার [illegible]

আহ্বান করিয়া বল, তাঁহারা যেন সকলেই নৈমিষারণ্যে মহাযজ্ঞ অশ্বমেধ দেখিয়া [illegible] পরিতুষ্ট, আহারাদি করিয়া পুষ্ট এবং [illegible]দ্বারা সম্মানিত হইয়া প্রতিগমন করে। মহাবল! লক্ষ [illegible] বলীবর্দ্দদ্বারা এবং দশসহস্র [illegible]দ্বারা তিল, মুদ্গ এবং ইহার অনুরূপ মাষ, চণক, কুলত্থ, লবণ, ঘৃত, তৈলাদি ও গন্ধদ্রব্য, আমাদের যাইবার অগ্রেই তথায় পাঠাও। শতকোটি সুবর্ণ এবং শতকোটি রৌপ্য লইয়া সাবধানে ভরত অগ্রগামী হউন। ১৭—২১। দোকানের সহিত বণিক্গণ, নট, নর্ত্তক এবং নবযৌবনা কামিনীগণ, ভরতের সহিত গমন করুক এবং সৈন্যগণ তাঁহাদের অগ্রগামী হউক। অপিচ মহাযশস্বী ভরত,—বালক, বৃদ্ধ, অনুচর, কোষাধ্যক্ষ, মাতৃগণ, কুমারগণ, অন্তঃপুরবাসী জনগণ, বণিক্জন, বর্দ্ধকী এবং যজ্ঞকর্ম্মে দীক্ষিত হইবার জন্য আমার পত্নীর কাঞ্চনময়ী প্রতিমা লইয়া সাবধানে অগ্রে গমন করুন। নরশ্রেষ্ঠ [illegible] মহাতেজস্বী রাজগণের জন্য এই সমস্ত [illegible] করিতে আজ্ঞা করিলেন, [illegible] বস্ত্র প্রভৃতি [illegible] শত্রুঘ্ন ও মহাবল [illegible]

বানরাশ্চ মহাত্মানঃ সুগ্রীবসহিতাস্তদা।
বিপ্রাণাং প্রবরাঃ সর্ব্বে চক্রুশ্চ পরিবেষণম্।
বিভীষণশ্চ রক্ষোভিঃ স্রগ্বিভিশ্চ বহুভির্বৃতঃ।
ঋষীণামুগ্রতপসাং পূজাং চক্রে মহাত্মনাম্॥ ২৯

ইত্যুত্তরকাণ্ডে চতুরধিকশততমঃ সর্গঃ॥ ১০৪॥

পঞ্চাধিকশততমঃ সর্গঃ।

তৎ সর্ব্বমখিলেনাশু প্রস্থাপ্য ভরতাগ্রজঃ।
হয়ং লক্ষণসম্পন্নং কৃষ্ণসারং মুমোচ হ॥ ১
ঋত্বিগ্‌ভির্লক্ষ্মণং সার্দ্ধমশ্বে চ বিনিযুজ্য চ।
ততোঽভ্যগচ্ছৎ কাকুৎস্থঃ সহ সৈন্যেন নৈমিষম্॥ ২
যজ্ঞবাটং মহাবাহুর্দৃষ্ট্বা পরমমদ্ভুতম্।
প্রহর্ষমতুলং লেভে শ্রীমানিতি চ সোঽব্রবীৎ॥ ৩
নৈমিষে বসতস্তস্য সর্ব্ব এব নরাধিপাঃ।
আনিন্যুরুপহারাংশ্চ তান্ রামঃ প্রত্যপূজয়ৎ॥ ৪
অন্নপানানি বস্ত্রাণি সর্ব্বোপকরণানি চ।
ভরতঃ সহশত্রুঘ্নো নিযুক্তো রাজপূজনে॥ ৫
বানরাশ্চ মহাত্মানঃ সুগ্রীবসহিতাস্তদা।
পরিবেষণে বিপ্রাণাং প্রযতাঃ সম্প্রচক্রিরে॥ ৬
বিভীষণশ্চ রক্ষোভির্বহুভিঃ সুসমাহিতঃ।
ঋষীণামুগ্রতপসাং কিঙ্করঃ সমপদ্যত॥ ৭
উপকার্য্যা মহার্হাশ্চ পার্থিবানাং মহাত্মনাম্।
সানুগানাং নরশ্রেষ্ঠো ব্যাদিদেশ মহাবলঃ॥ ৮
এবং সুবিহিতো যজ্ঞো হয়মেধো হ্যবর্ত্তত।
লক্ষ্মণেন সুগুপ্তা সা হয়চর্য্যা প্রবর্ত্তত॥ ৯
ঈদৃশং রাজসিংহস্য যজ্ঞপ্রবরমুত্তমম্।
নান্যঃ শব্দোঽভবত্তত্র হয়মেধে মহাত্মনঃ॥ ১০
ছন্দতো দেহি বিস্রব্ধো যাবত্তুষ্যন্তি যাচকাঃ।
তাবৎ সর্ব্বাণি দত্তানি ক্রতুমুখ্যে মহাত্মনঃ॥ ১১
বিবিধানি চ গৌড়ানি খাণ্ডবানি তথৈব চ।
ন নিঃসৃতং ভবত্যোষ্ঠাদ্বচনং যাবদর্থিনাম্॥ ১২
তাবদ্বানররক্ষোভির্দত্তমেবাভ্যদৃশ্যত।
ন কশ্চিন্মলিনো বাপি দীনো বাপ্যথবা কৃশঃ॥ ১৩
তস্মিন্ যজ্ঞবরে রাজ্ঞো হৃষ্টপুষ্টজনাবৃতে।
যে চ তত্র মহাত্মানো মুনয়শ্চিরজীবিনঃ॥ ১৪
নাস্মরংস্তাদৃশং যজ্ঞং দানৌঘসমলঙ্কৃতম্।
যঃ কৃত্যবান্ সুবর্ণেন সুবর্ণং লভতে স্ম সঃ॥ ১৫
বিত্তার্থী লভতে বিত্তং রত্নার্থী রত্নমেব চ।
হিরণ্যানাং সুবর্ণানাং রত্নানামথ বাসসাম্॥ ১৬

প্রীতি অপ্রসন্ন হইলেন। মহাবল বানরগণ সুগ্রীবের সহিত তথায় উপস্থিত হইয়া ব্রাহ্মণগণের পরিবেষণকার্য্যে নিযুক্ত হইলেন। বিভীষণ,—রাক্ষসগণের সহিত উপনীত হইয়া মহাত্মা উগ্রতপা ঋষিগণের পূজাকার্য্যে নিযুক্ত হইলেন। ২২—২৯।

পঞ্চাধিকশততম সর্গঃ।

এইরূপে রামচন্দ্র সমস্ত দ্রব্য-সামগ্রী পাঠাইয়া কৃষ্ণসারবর্ণ সুলক্ষণ অশ্ব ছাড়িয়া দিলেন এবং পুরোহিতগণের সহিত লক্ষ্মণকে অশ্বানুসরণে নিযুক্ত করিয়া নিজে সসৈন্যে উপস্থিত হইয়া রমণীয় যজ্ঞভূমি দেখিয়া অতিশয় আনন্দিত হইলেন। তিনি নৈমিষে অবস্থিত হইলে, নানাদেশীয় রাজগণ বিবিধ উপহার লইয়া আসিলেন। এবং তিনিও তাঁহাদিগকে যথাবিধি পূজা করিলেন। রাজগণের পরিচর্য্যায় নিযুক্ত ভরত এবং শত্রুঘ্ন সমাগত নরপতিগণকে যথোপযুক্ত বাসস্থান এবং সুখাদ্য বিবিধ অন্ন, পেয় এবং বস্ত্রাদি দান করিলেন। ১—৫। বানরগণের সহিত সুগ্রীব ব্রাহ্মণগণকে পরিবেষণ করিতে লাগিলেন। রাক্ষসগণের সহিত বিভীষণ ভৃত্যের ন্যায়, তপোধন ঋষিগণের পরিচর্য্যায় নিযুক্ত হইলেন। বলিতে কি, রামের সেই যজ্ঞে যে সকল রাজা এবং রাজপুত্র আসিয়াছিলেন, নরশ্রেষ্ঠ মহাবল রামচন্দ্র তাঁহাদের সকলকেই উৎকৃষ্ট গৃহাদি প্রদান করিলেন। এইরূপে সুবিহিত অশ্বমেধ যজ্ঞ আরম্ভ হইল এবং লক্ষ্মণ সাবধানে যজ্ঞের ঘোটক রক্ষা করিতে লাগিলেন। সেই সময়ে রাজসিংহ মহাত্মা রামচন্দ্রের সেই অনুত্তম মহাযজ্ঞে 'দাও দাও' ভিন্ন আর কোন শব্দই শুনা গেল না। যাচকগণকে পরিতৃপ্ত করিয়া প্রচুর অর্থ প্রদত্ত হইতে লাগিল। ৬—১১। তাহাদের মুখ হইতে 'দাও' এই কথা বাহির হইতে না হইতেই, বানরগণ সর্ব্বোৎকৃষ্ট বিবিধ গুড়খণ্ডাদি মিষ্টান্ন দ্রব্য সকল দিতে লাগিল। সেই যজ্ঞস্থলে কেহ মলিন দীন বা ক্লিষ্ট থাকিল না। রাজা রামচন্দ্রের সেই যজ্ঞে যে সকল দীর্ঘজীবী তপোধন মহর্ষি আসিয়াছিলেন, তাঁহারা পূর্ব্বে আর কখনও এরূপ যজ্ঞ, এরূপ অকাতরে দান করিতে দেখিয়াছেন কি না, ভাবিয়াও তাহা স্মরণ করিতে পারিলেন না। ১২—১৫। তাঁহারা এইরূপ বলাবলি করিতে লাগিলেন যে, "এই যজ্ঞে যেরূপ সুবর্ণপ্রার্থীকে সুবর্ণ, বিত্তার্থীকে বিত্ত এবং রত্নার্থীকে

অস্মিন্‌ দীয়মানানাং রাশিঃ সমুপদৃশ্যতে।
ন শক্রস্য ন সোমস্য যমস্য বরুণস্য চ ॥ ১৭
ঈদৃশো দৃষ্টপূর্ব্বো ন এবমূচুস্তপোধনাঃ।
সর্ব্বত্র বানরাস্তস্থুঃ সর্ব্বত্রৈব চ রাক্ষসাঃ ॥ ১৮
বাসোধনান্নকামেভ্যঃ পূর্ণহস্তা দদুর্ভৃশম্‌।
ঈদৃশো রাজসিংহস্য যজ্ঞঃ সর্ব্বগুণান্বিতঃ।
সংবৎসরমথো সাগ্রং বর্ত্ততে ন চ হীয়তে ॥ ১৯

ইত্যুত্তরকাণ্ডে পঞ্চাধিকশততমঃ সর্গঃ ॥ ১০৫ ॥

ষড়ধিকশততমঃ সর্গঃ।

বর্ত্তমানে তথাভূতে যজ্ঞে চ পরমাদ্ভুতে।
সশিষ্য আজগামাশু বাল্মীকির্ভগবানৃষিঃ ॥ ১
স দৃষ্ট্বা দিব্যসঙ্কাশং যজ্ঞমদ্ভুতদর্শনম্‌।
একান্তে ঋষিবাটানাং চকার উটজান্‌ শুভান্‌ ॥ ২
শকটাংশ্চ বহূন্‌ পূর্ণান্‌ ফলমূলানাংশ্চ শোভনান্‌।
বাল্মীকিবাটে রুচিরে স্থাপয়ন্নবিদূরতঃ ॥ ৩
স শিষ্যাবব্রবীদ্‌ হৃষ্টৌ যুবাং গত্বা সমাহিতৌ।
কৃৎস্নং রামায়ণং কাব্যং গায়েতাং পরয়া মুদা ॥ ৪
ঋষিবাটেষু পুণ্যেষু ব্রাহ্মণাবসথেষু চ।
রথ্যাসু রাজমার্গেষু পার্থিবানাং গৃহেষু চ ॥ ৫
রামস্য ভবনদ্বারি যত্র কর্ম্ম চ কুর্ব্বতে।
ঋত্বিজামগ্রতশ্চৈব তত্র গেয়ং বিশেষতঃ ॥ ৬
ইমানি চ ফলান্যত্র স্বাদূনি বিবিধানি চ।
জাতানি পর্ব্বতাগ্রেষু আস্বাদ্যাস্বাদ্য গায়তাম্‌ ॥ ৭
ন যাস্যথঃ শ্রমং বৎসৌ ভক্ষয়িত্বা ফলান্যথ।
মূলানি চ সুমৃষ্টানি ন রাগাৎ পরিহাস্যথঃ ॥ ৮
যদি শব্দাপয়েদ্রামঃ শ্রবণায় মহীপতিঃ।
ঋষীণামুপবিষ্টানাং যথাযোগ্যং প্রবর্ত্ততাম্‌ ॥ ৯
দিবসে বিংশতিঃ সর্গা গেয়া মধুরয়া গিরা।
প্রমাণৈর্বহুভিস্তত্র যথোদ্দিষ্টং ময়া পুরা ॥ ১০
লোভশ্চাপি ন কর্ত্তব্যঃ স্বল্পোঽপি ধনবাঞ্ছয়া।
কিং ধনেনাশ্রমস্থানাং ফলমূলাশিনাং সদা ॥ ১১
যদি পৃচ্ছেৎ স কাকুৎস্থো যুবাং কস্যেতি দারকৌ।
বাল্মীকেরথ শিষ্যৌ দ্বৌ ব্রূতমেবং নরাধিপম্‌ ॥ ১২
ইমাস্তন্ত্রীঃ সুমধুরাঃ স্থানং বাপূর্ব্বদর্শনম্‌।
মূর্চ্ছয়িত্বা সুমধুরা গায়তাং বিগতজ্বরৌ ॥ ১৩
আদি প্রভৃতি গেয়ং স্যান্ন চাবজ্ঞায় পার্থিবম্‌।
পিতা হি সর্ব্বভূতানাং রাজা ভবতি ধর্ম্মতঃ ॥ ১৪
তদ্‌যুবাং হৃষ্টমনসৌ শ্বঃ প্রভাতে সমাহিতৌ।

দান দেওয়া হইতেছে,—যেরূপ অনবরত রাশি রাশি বস্ত্র, অন্ন এবং স্বর্ণ দান হইতেছে, আমরা,—ইন্দ্র, যম বরুণ অথবা সোমের যজ্ঞেও পূর্ব্বে কখন এরূপ হইতে দেখি নাই।" এইরূপে রাজসিংহ রামচন্দ্রের অশ্বমেধ যজ্ঞে বানর এবং রাক্ষসগণ সকলস্থান পর্য্যটনপূর্ব্বক অঞ্জলিপূর্ণ করিয়া যাচকগণকে ধন, এবং বস্ত্রাদি দিতে লাগিল। এইরূপে অকাতরে এক বৎসর দান করিলেও সঞ্চিত ধনের কিছুমাত্র ব্যয়িত হইল না, বরং বৃদ্ধিই হইতে লাগিল। ১৬—১৯।

ষড়ধিকশততম সর্গ।

এইরূপে সেই অদ্ভুতপূর্ব্ব মহাযজ্ঞ নির্ব্বাহ হইতে থাকিলে, ঋষিপ্রধান ভগবান্‌ বাল্মীকি শিষ্যগণসহ তথায় আসিয়া সেই দিব্য এবং অদ্ভুতদর্শন যজ্ঞ দেখিয়া ঋষিগণের নিকটে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। রাজ-ভৃত্যগণ বাল্মীকির অবস্থিতি-স্থানের নিকটে ফলমূল-পূর্ণ [illegible] শকটসকল রাখিল। পরে মহর্ষি বাল্মীকি তাঁহার শিষ্য কুশ এবং লবকে বলিলেন, "তোমরা,—ঋষিগণের পবিত্র আশ্রমে, ব্রাহ্মণদিগের গৃহে, রাজভবনে, রাজপথে, রামচন্দ্রের গৃহদ্বারের নিকটে এবং যজ্ঞস্থলে ঋত্বিক্‌গণের সম্মুখে গিয়া পরমানন্দে সম[illegible] রামায়ণ গান কর। ১—৬। এই পার্ব্বতীয় বিবিধ সুস্বা[illegible] ফল ভক্ষণ করত রামায়ণ গান করিতে থাক। বৎস[illegible] যুগল! তোমরা এই সুমিষ্ট ফল এবং মূল পরিত্যা[illegible] করিও না; কারণ, এই সকল খাইলে তোমাদের কো[illegible] শ্রম হইবে না। যদি মহারাজ রামচন্দ্র সভাসীন ঋষি[illegible] গণের সম্মুখে গান করিবার জন্য তোমাদিগকে ডাকে[illegible] তাহা হইলে তোমরা নির্ভয়হৃদয়ে তথায় সঙ্গীত করিতে থাকিবে। আমি পূর্ব্বে যে প্রমাণ দেখাইয়া যেরূ[illegible] নিরূপণ করিয়া দিয়াছি, তোমরা তদনুসারে প্রত্যা[illegible] মধুর-স্বরে বিংশতি সর্গ গান করিবে। ফলমূলভোজ[illegible] আশ্রমবাসী তাপসগণের ধনের প্রয়োজন না[illegible] সুতরাং ধন দিতে আসিলে কোনমতেই তোমরা তা[illegible] লইবে না। ৭—১১। যদি রামচন্দ্র তোমাদিগকে 'তোমরা কাহার পুত্র?' এইরূপ জিজ্ঞাসা করেন, তা[illegible] হইলে তোমরা এই কথামাত্র বলিবে—'আমা[illegible] বাল্মীকির শিষ্য।' তোমরা স্বানদিগের এই [illegible] মধুর মনোহর গীতধ্বনি করিয়া নির্ভয়ে গান করিতে থাকিবে। ধর্ম্মতঃ রাজা সমস্ত প্রাণীর পিতা, সুতরা[illegible] তোমরা তাঁহাকে অবজ্ঞা না করিয়া আদি [illegible] করিবে।' তোমরা কল্য প্রাতে একমনে [illegible]

গায়তাং মধুরং গেয়ং তন্ত্রীলয়সমন্বিতম্। ১৫
ইতি সন্দিশ্য বহুশো মুনিঃ প্রাচেতসস্তদা।
বাল্মীকিঃ পরমোদারস্তূষ্ণীমাসীন্মহামুনিঃ। ১৬
সন্দিষ্টৌ মুনিনা তেন তাবুভৌ মৈথিলীসুতৌ।
তথৈব করবাবেতি নির্জগ্মতুররিন্দমৌ। ১৭

তামদ্ভুতাং তৌ হৃদয়ে কুমারৌ
নিবেশ্য বাণীমৃষিভাষিতাং তদা।
সমুৎসুকৌ তৌ সুখমূষতুর্নিশাং
যথাশ্বিনৌ ভার্গবনীতিসংহিতাম্। ১৮

ইত্যুত্তরকাণ্ডে ষড়ধিকশততমঃ সর্গঃ। ১০৬।

সপ্তাধিকশততমঃ সর্গঃ।

তৌ রজন্যাং প্রভাতায়াং স্নাতৌ হুতহুতাশনৌ।
যথোক্তমৃষিণা পূর্ব্বং সর্ব্বং তত্রোপগায়তাম্। ১
তাং স শুশ্রাব কাকুৎস্থঃ পূর্ব্বাচার্য্যবিনির্ম্মিতাম্।
অপূর্ব্বাং পাঠ্যজাতিং চ গেয়েন সমলঙ্কৃতাম্। ২
প্রমাণৈর্বহুভির্বদ্ধাং তন্ত্রীলয়সমন্বিতাম্।
বালাভ্যাং রাঘবঃ শ্রুত্বা কৌতূহলপরোঽভবৎ। ৩
অথ কর্ম্মান্তরে রাজা সমাহূয় মহামুনিম্।

[illegible]যোগে সুমধুর রামায়ণ-সঙ্গীত আরম্ভ করিও।" ১২—১৫। পরমোদারচরিত প্রাচেতস মহর্ষি বাল্মীকি, শিষ্যদ্বয়কে বারংবার এইরূপ উপদেশ দিয়া মৌনাবলম্বন করিলেন। জানকী-নন্দন অরিন্দম কুশ এবং লব, মহর্ষি বাল্মীকির এইরূপ আদেশ পাইয়া 'আমরা তাহাই করিব' এই বলিয়া বহির্গত হইলেন। অশ্বিনীকুমার-যুগল যেমন ভার্গব-সমীরিত সংহিতা [illegible] করেন, সেইরূপ কুশ এবং লব মহর্ষি-কথিত [illegible] মনোমধ্যে ধারণপূর্ব্বক উৎসুক-চিত্তে রাত্রি অতিবাহিত করিলেন। ১৬—১৮।

সপ্তাধিকশততম সর্গ।

রাত্রি প্রভাত হইলে লব ও কুশ স্নান এবং হোমাদি কার্য্য সমাপনপূর্ব্বক মহর্ষি যেরূপ উপদেশ দিয়াছিলেন, তদনুসারে স্থানে স্থানে রামায়ণ সঙ্গীত [illegible] লাগিলেন। সেই আদিকবিবিরচিত অপূর্ব্ব [illegible] নানালঙ্কার-সমন্বিত সঙ্গীত রাম-[illegible] শুনিলেন। [illegible] রাম বালকযুগলের মুখে [illegible] তন্ত্রীলয়যুক্ত সঙ্গীত শুনিয়া অতিশয় কৌতূহলাবিষ্ট হইলেন এবং যজ্ঞকার্য্য শেষ হইলে

পার্থিবাংশ্চ নরব্যাঘ্রঃ পণ্ডিতান্নৈগমাংস্তথা। ৪
পৌরাণিকান্ শব্দবিদো যে বৃদ্ধাশ্চ দ্বিজাতয়ঃ।
স্বরাণাং লক্ষণজ্ঞাংশ্চ উৎসুকান্ দ্বিজসত্তমান্। ৫
লক্ষণজ্ঞাংশ্চ গন্ধর্ব্বান্নৈগমাংশ্চ বিশেষতঃ।
পাদাক্ষরসমাসজ্ঞাংশ্ছন্দঃসু পরিনিষ্ঠিতান্। ৬
কলামাত্রাবিশেষজ্ঞান্ জ্যোতিষে চ পরং গতান্।
ক্রিয়াকল্পবিদশ্চৈব তথা কার্য্যবিশারদান্। ৭
হেতূপচারকুশলান্ হৈতুকাংশ্চ বহুশ্রুতান্।
ছন্দোবিদঃ পুরাণজ্ঞান্ বৈদিকান্ দ্বিজসত্তমান্। ৮
চিত্রজ্ঞান্ বৃত্তসূত্রজ্ঞান্ গীতনৃত্যবিশারদান্।
এতান্ সর্ব্বান্ সমাহূয় গাতারৌ সমবেশয়ৎ। ৯
তেষাং সংবদতাং তত্র শ্রোতৄণাং হর্ষবর্দ্ধনম্।
গেয়ং প্রচক্রতুস্তত্র তাবুভৌ মুনিদারকৌ। ১০
ততঃ প্রবৃত্তং মধুরং গান্ধর্ব্বমতিমানুষম্।
ন চ তৃপ্তিং যযুঃ সর্ব্বে শ্রোতারো গেয়সম্পদা। ১১
হৃষ্টা মুনিগণাঃ সর্ব্বে পার্থিবাশ্চ মহৌজসঃ।
পিবন্ত ইব চক্ষুর্ভিঃ পশ্যন্তি স্ম মুহুর্মুহুঃ। ১২
উচুঃ পরস্পরঞ্চেদং সর্ব্ব এব সমাহিতাঃ।
উভৌ রামস্য সদৃশৌ বিম্বাদ্বিম্বমিবোদ্ধৃতৌ। ১৩
জটিলৌ যদি ন স্যাতাং ন বল্কলধরৌ যদি।
বিশেষং নাধিগচ্ছামো গায়তো রাঘবস্য চ। ১৪
এবং প্রভাষমাণেষু পৌরজানপদেষু চ।

মহামুনি বাল্মীকি, শাস্ত্রজ্ঞ নৃপতি এবং নিগম, পুরাণ ও শব্দশাস্ত্রে অভিজ্ঞ বৃদ্ধ স্বরজ্ঞ ব্রাহ্মণগণকে, সমুৎসুক ব্রাহ্মণ, ছন্দ এবং পদ-শাস্ত্রে বুৎপন্ন বিশেষ-লক্ষণজ্ঞ গন্ধর্ব্ব, হেতুবাদ-কুশল বহুশ্রুত হৈতুক, বহু-প্রামাণিক ক্রিয়াকল্পনিপুণ কার্য্যবিশারদ ও জ্যোতির্বিৎ পৌরবর্গ এবং নৃত্যগীত-পটু, বৃত্ত-কল্প-বেদ-পুরাণ-ছন্দঃশাস্ত্রে পারদর্শী ব্রাহ্মণগণকে ডাকিয়া বালক-যুগলকে প্রবেশিত করিলেন। ১—৯। সভ্যগণ তথায় উপবিষ্ট হইলে, মুনিবালক কুশ এবং লব শ্রোতাদিগের হর্ষবর্দ্ধন সঙ্গীত আরম্ভ করিলেন। এইরূপে সেই অলৌকিক গীত হইতে থাকিলে, শ্রোতাগণ পুনঃপুনঃ শুনিয়াও তৃপ্তির পরাকাষ্ঠা লাভ করিতে পারিলেন না। মহর্ষি এবং মহাবল রাজন্যবর্গ বারংবার বালক-যুগলকে দেখিয়া যেন চক্ষুদ্বারা পান করিতে লাগিলেন এবং বলিতে লাগিলেন যে,—"এই বালক দুইটী যেন রামচন্দ্রেরই প্রতিবিম্ব হইতে নির্ম্মিত; নচেৎ রামের সহিত ইহাদের এত সৌসাদৃশ্য হইল কিরূপে? যদি এই বালক গায়ক-যুগল জটাবল্কলধারী না হইতেন, তাহা হইলে রামচন্দ্রের সহিত ইহাদের [illegible]

প্রবৃত্তমাদিতঃ পূর্ব্বসর্গং নারদদর্শিতম্ ॥ ১৫
ততঃ প্রভৃতি সর্গাংশ্চ যাবদ্বিংশত্যগায়তাম্ ।
অতোঽপরাহ্নসময়ে রাঘবঃ সমভাষত ॥ ১৬
শ্রুত্বা বিংশতিসর্গাংস্তান্ ভ্রাতরং ভ্রাতৃবৎসলঃ ।
অষ্টাদশসহস্রাণি সুবর্ণস্য মহাত্মনোঃ ॥ ১৭
প্রযচ্ছ শীঘ্রং কাকুৎস্থ যদন্যদভিকাঙ্ক্ষিতম্ ।
দদৌ স শীঘ্রং কাকুৎস্থো বালয়োর্বৈ পৃথক্ পৃথক্ ॥ ১৮
দীয়মানং সুবর্ণন্তু নাগৃহ্লীতাং কুশীলবৌ ।
ঊচতুশ্চ মহাত্মানৌ কিমনেনেতি বিস্মিতৌ ॥ ১৯
বন্যেন ফলমূলেন নিরতৌ বনবাসিনৌ ।
সুবর্ণেন হিরণ্যেন কিং করিষ্যাবহে বনে ॥ ২০
তথা তয়োঃ প্রব্রুবতোঃ কৌতূহলসমন্বিতাঃ ।
শ্রোতারশ্চৈব রামশ্চ সর্ব্ব এব সুবিস্মিতাঃ ২১
তস্য চৈবাগমং রামঃ কাব্যস্য শ্রোতুমুৎসুকঃ ।
পপ্রচ্ছ তৌ মহাতেজাস্তাবুভৌ মুনিদারকৌ ॥ ২২
কিং প্রমাণমিদং কাব্যং কা প্রতিষ্ঠা মহাত্মনঃ ।
কর্ত্তা কাব্যস্য মহতঃ ক চাসৌ মুনিপুঙ্গবঃ ॥ ২৩
পৃচ্ছন্তং রাঘবং বাক্যমূচতুর্ম্মুনিদারকৌ ।
বাল্মীকির্ভগবান্ কর্ত্তা সম্প্রাপ্তো যজ্ঞসংবিদম্ ।
যেনেদং চরিতং তুভ্যমশেষং সম্প্রদর্শিতম্ ॥ ২৪
সন্নিবদ্ধং হি শ্লোকানাং চতুর্ব্বিংশৎ সহস্রকম্ ।
উপাখ্যানশতঞ্চৈব ভার্গবেণ তপস্বিনা ॥ ২৫
আদিপ্রভৃতি বৈ রাজন্ পঞ্চসর্গশতানি চ ।
কাণ্ডানি ষট্ কৃতানীহ সোত্তরাণি মহাত্মনা ॥ ২৬
কৃতানি গুরুণাস্মাকমৃষিণা চরিতং তব ।
প্রতিষ্ঠা জীবিতং যাবৎ তাবৎ সর্ব্বস্য বর্ত্ততে ॥ ২৭
যদি বুদ্ধিঃ কৃতা রাজন্ শ্রবণায় মহারথ ।
কর্ম্মান্তরে ক্ষণীভূতস্তচ্ছৃণুষ্ব সহানুজঃ ॥ ২৮
বাঢ়মিত্যব্রবীদ্রামস্তৌ চানুজ্ঞাপ্য রাঘবৌ ।
প্রহৃষ্টৌ জগ্মতুঃ স্থানং যত্রাস্তে মুনিপুঙ্গবঃ ॥ ২৯
রামোঽপি মুনিভিঃ সার্দ্ধং পার্থিবৈশ্চ মহাত্মভিঃ ।
শ্রুত্বা তদ্গীতমাধুর্য্যং কর্ম্মশালামুপাগমৎ ॥ ৩০

শুশ্রাব তত্তাললয়োপপন্নং
সর্গান্বিতং স স্বরশব্দযুক্তম্ ।
তন্ত্রীলয়ব্যঞ্জনযোগযুক্তম্
কুশীলবাভ্যাং পরিগীয়মানম্ ॥ ৩১

ইত্যুত্তরকাণ্ডে সপ্তাধিকশততমঃ সর্গঃ ॥ ১০৭ ॥

প্রভেদ থাকিত না।' ১০—১৪। পৌর এবং জান-পদগণ এইরূপ কথোপকথন করিতে লাগিলেন। এদিকে গায়কযুগলও নারদ যেরূপ বলিয়াছিলেন, তদনুসারে আদি হইতে আরম্ভ করিয়া বিংশতি সর্গ গান করিলেন। ভ্রাতৃবৎসল রামচন্দ্রও [illegible] সর্গ শুনিয়া অপরাহ্নসময়ে ভ্রাতাকে বলি-লেন,—"কাকুৎস্থ! এই মহাত্মা গায়ক-যুগলকে অষ্টাদশসহস্র সুবর্ণ এবং ইহাদের ইচ্ছানুসারে অন্যান্য দ্রব্যাদি দাও। কৈকেয়ী-নন্দন ভরত রাম-চন্দ্রের আদেশ পাইয়া তদনুরূপ ধনদানে উদ্যত হইলেন; কিন্তু মহাত্মা কুশ এবং লব তাহা গ্রহণ করিলেন না, বরং সবিস্ময়ে বলিলেন, ইহা লইয়া আমরা কি করিব? ১৫—১৯। আমরা মৌনব্রত অবলম্বনপূর্ব্বক বনমধ্যে বাস করি এবং বন্য ফলমূলদ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিয়া থাকি, অতএব এই সুবর্ণ বা হিরণ্য লইয়া বনমধ্যে আমরা কি করিব? বালক-যুগল এই কথা বলিলে, মহাত্মা রামচন্দ্র এবং অন্যান্য শ্রোতৃগণ নিতান্ত বিস্মিত হইলেন এবং সেই কাব্যের উৎপত্তি বিবরণ জানিবার জন্য কৌতূহলপরবশ হইয়া মুনিবালক-যুগলকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—এই কাব্যের পরিমাণ [illegible] কি? এবং এই কাব্যের কর্ত্তা কে? সেই মুনিবরই বা কোথায়? ২০—

২৩। মহারাজ রামচন্দ্র এই কথা জিজ্ঞাসা করিলে, মুনিবালক-যুগল বলিলেন,—"ভগবান্ বাল্মীকি এই কাব্যের রচয়িতা,—তিনি এই কাব্যে আপনার [illegible] চরিত বর্ণন করিয়াছেন এবং এক্ষণে তিনি এই যজ্ঞস্থানেই উপস্থিত আছেন। সেই তপস্বিশ্রেষ্ঠ এই মহাকাব্যে চতুর্ব্বিংশতিসহস্র শ্লোক এবং একশত উপাখ্যান-সন্নিবেশিত করিয়াছেন। মহারাজ! এই মহাকাব্য আদি হইতে উত্তর পর্য্যন্ত সাতকাণ্ড এবং পাঁচশত সর্গে বিভক্ত। আমাদিগের গুরু ঋষিশ্রেষ্ঠ বাল্মীকি, আপনার চরিত অবলম্বন করিয়া এই কাব্য রচনা করিয়াছেন, ইহাতে আপনার জীবনের যাবতীয় ঘটনা সন্নিবেশিত করিয়াছেন। ২৪—২৭। মহারথ! আপনার যদি এই কাব্য শুনিতে ইচ্ছা হইয়া থাকে, তাহা হইলে কার্য্য শেষ করিয়া নিশ্চিন্ত মনে ভ্রাতৃগণের সহিত ইহা শ্রবণ করুন। মুনিবালক-যুগলের এই কথা শুনিয়া রামচন্দ্র 'তাহাই হইবে' বলিলেন। তৎপরে সেই [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] হইয়াছিলেন'। তৎপরে তিনি [illegible]

অষ্টাধিকশততমঃ সর্গঃ।

রামো বহুন্যহান্যেব [illegible] পরমং শুভম্।
শুশ্রাব মুনিভিঃ সার্দ্ধং পার্থিবৈঃ সহ বানরৈঃ ॥ ১
তস্মিন্ গীতে তু বিজ্ঞায় সীতাপুত্রৌ কুশীলবৌ।
তস্যাঃ পরিষদো মধ্যে রামো বচনমব্রবীৎ ॥ ২
দূতান্ শুদ্ধসমাচারানাহূয়াত্মমনীষয়া।
মদ্বচো ব্রূত গচ্ছধ্বমিতো ভগবতোঽন্তিকে ॥ ৩
যদি শুদ্ধসমাচারা যদি বা বীতকল্মষা।
করোত্বিহাত্মনঃ শুদ্ধিমনুমান্য মহামুনিম্ ॥ ৪
ছন্দং মুনেশ্চ বিজ্ঞায় সীতায়াশ্চ মনোগতম্।
প্রত্যয়ং দাতুকামায়াস্ততঃ শংসত মে লঘু ॥ ৫
শ্বঃ প্রভাতে তু শপথং মৈথিলী জনকাত্মজা।
করোতু পরিষন্মধ্যে শোধনার্থং মমৈব চ ॥ ৬
শ্রুত্বা তু রাঘবস্যৈতদ্বচঃ পরমমদ্ভুতম্।
দূতাঃ সম্প্রযযুর্বাটং যত্র বৈ মুনিপুঙ্গবঃ ॥ ৭
তে প্রণম্য মহাত্মানং জ্বলন্তমমিতপ্রভম্।
ঊচুস্তে রামবাক্যানি মৃদূনি মধুরাণি চ ॥ ৮
তেষাং তদ্ভাষিতং শ্রুত্বা রামস্য চ মনোগতম্।
বিজ্ঞায় সুমহাতেজা মুনির্বাক্যমথাব্রবীৎ ॥ ৯
এবং ভবতু ভদ্রং বো যথা বদতি রাঘবঃ।
তথা করিষ্যতে সীতা দৈবতং হি পতিঃ স্ত্রিয়াঃ ॥ ১০
তথোক্তা মুনিনা সর্ব্বে রামদূতা মহৌজসঃ।
প্রত্যেত্য রাঘবং সর্ব্বং মুনিবাক্যং বভাষিরে ॥ ১১
ততঃ প্রহৃষ্টঃ কাকুৎস্থঃ শ্রুত্বা বাক্যং মহাত্মনঃ।
ঋষীংস্তত্র সমেতাংশ্চ রাজ্ঞশ্চৈবাভ্যভাষত ॥ ১২
ভগবন্তঃ সশিষ্যা বৈ সানুগাশ্চ নরাধিপাঃ।
পশ্যন্তু সীতাশপথং যশ্চৈবান্যোঽপি কাঙ্ক্ষতে ॥ ১৩
তস্য তদ্বচনং শ্রুত্বা রাঘবস্য মহাত্মনঃ।
সর্ব্বেষামৃষিমুখ্যানাং সাধুবাদো মহানভূৎ ॥ ১৪
রাজানশ্চ মহাত্মানঃ প্রশংসন্তি স্ম রাঘবম্।
উপপন্নং নরশ্রেষ্ঠ ত্বয্যেব ভুবি নান্যতঃ ॥ ১৫
এবং বিনিশ্চয়ং কৃত্বা শ্বো ভূত ইতি রাঘবঃ।
বিসর্জ্জয়ামাস তদা সর্ব্বাংস্তান্ শত্রুসূদনঃ ॥ ১৬
ইতি সম্প্রবিচার্য্য রাজসিংহঃ
শ্বো ভূতে শপথস্য নিশ্চয়ম্।
বিসসর্জ্জ মুনীন্নৃপাংশ্চ সর্ব্বান্
স মহাত্মা মহতো মহানুভাবঃ ॥ ১৭
ইত্যুত্তরকাণ্ডে অষ্টাধিকশততমঃ সর্গঃ ॥ ১০৮ ॥

[illegible] রাজগণের সহিত যজ্ঞশালায় প্রবেশ করিলেন। ২৮—৩১।

অষ্টাধিকশততম সর্গ।

রামচন্দ্র এইরূপে মহর্ষিগণ, রাজগণ এবং বানরগণের সহিত বহুদিন ধরিয়া সেই সঙ্গীত শুনিলেন। [illegible] সঙ্গীত শুনিয়া ক্রমে কুশ এবং লবকে [illegible] পুত্র বলিয়া জানিতে পারিয়া শুদ্ধাচারী দূত[illegible] সভামধ্যে আহ্বান করত বলিলেন,—তোমরা ভগবান্ বাল্মীকির নিকটে যাইয়া আমার এই কথাগুলি বল—'জানকীর চরিত্র যদি বিশুদ্ধ এবং নিষ্পাপ হয়, তাহা হইলে তিনি মহর্ষির অনুমতি লইয়া তাঁহার বিশুদ্ধতার পরিচয় দিন। তোমরা মহর্ষির এবং সীতার মনোগত অভিপ্রায় জানিয়া সীতা [illegible] বিশুদ্ধতার পরিচয় দিতে সম্মত হন, তাহা হইলে [illegible] আসিয়া বলিবে। তাহা হইলে কল্য [illegible] আমার সভামধ্যে শপথ করুন।' ১—৬। [illegible] এই কথা শুনিয়া দূতগণ [illegible] মহামুনি বাল্মীকির নিকটে উপস্থিত [illegible] তাঁহার অমিততেজস্বী [illegible] বাল্মীকিকে প্রণাম করিয়া রামের সেই কোমল-মধুর কথাগুলি বিনীতভাবে বলিল। মহাতেজা বাল্মীকিও তাহাদের কথা শুনিয়া রামচন্দ্রের মনোভাব বুঝিতে পারিয়া বলিলেন,—"তোমাদের মঙ্গল হউক, পতিই স্ত্রীলোকের দেবতা, সুতরাং রামচন্দ্র যাহা বলিয়াছেন, তাহাই হইবে; সীতা সভামধ্যে শপথ করিবেন।" মহর্ষি বাল্মীকি রাজদূতদিগকে এই কথা বলিলে তাহারা রামচন্দ্রের নিকটে আসিয়া যাহা মুনি বলিয়াছিলেন, তাহা নিবেদন করিল। ৭—১১। রামচন্দ্রও মহাত্মা বাল্মীকির উত্তর শুনিয়া পরমানন্দিতচিত্তে সভাস্থ মহর্ষিগণ এবং রাজগণকে বলিলেন,—"ভগবন্ মহর্ষিগণ ও তাঁহাদের অনুচরগণ, রাজগণ এবং তাঁহাদের অনুচরগণ! আপনারা এবং আর যাহার ইচ্ছা হয়, সকলেই সীতাকে শপথ করিতে দেখিবেন।" রামচন্দ্রের এইরূপ কথা শুনিয়া সেই মহাত্মা মহর্ষিগণ সাধু সাধু বলিয়া উঠিলেন। মহাবল রাজগণ রামচন্দ্রের প্রশংসা করিয়া বলিলেন—"নরশ্রেষ্ঠ! পৃথিবীতে এরূপ কার্য্য একমাত্র আপনাতেই সম্ভবপর হইতে পারে। শত্রুদমন রামচন্দ্র রাজগণের কথা শুনিয়া "কল্য এই কার্য্য [illegible] হইবে" এই বলিয়া তাঁহাদিগকে বিদায় দিলেন। [illegible] অথ মহাত্মা রাজসিংহ রামচন্দ্র এইরূপে কল্য সীতার

নবাধিকশততমঃ সর্গঃ।

তস্যাং রজন্যাং ব্যুষ্টায়াং যজ্ঞবাটং গতো নৃপঃ।
ঋষীন্ সর্ব্বান্ মহাতেজাঃ শব্দাপয়তি রাঘবঃ॥ ১
বসিষ্ঠো বামদেবশ্চ জাবালিরথ কাশ্যপঃ।
বিশ্বামিত্রো দীর্ঘতপা দুর্ব্বাসাশ্চ মহাতপাঃ॥ ২
পুলস্ত্যোঽপি তথা শক্তির্ভার্গবশ্চৈব বামনঃ।
মার্কণ্ডেয়শ্চ দীর্ঘায়ুর্মৌদ্গল্যশ্চ মহাযশাঃ॥ ৩
গর্গশ্চ চ্যবনশ্চৈব শতানন্দশ্চ ধর্ম্মবিৎ।
ভরদ্বাজশ্চ তেজস্বী অগ্নিপুত্রশ্চ সুপ্রভঃ॥ ৪
নারদঃ পর্ব্বতশ্চৈব গৌতমশ্চ মহাযশাঃ।
এতে চান্যে চ বহবো মুনয়ঃ সংশিতব্রতাঃ॥ ৫
কৌতূহলসমাবিষ্টাঃ সর্ব্ব এব সমাগতাঃ।
রাক্ষসাশ্চ মহাবীর্য্যা বানরাশ্চ মহাবলাঃ॥ ৬
সর্ব্ব এব সমাজগ্মুর্মহাত্মানঃ কুতূহলাৎ।
ক্ষত্রিয়া যে চ শূদ্রাশ্চ বৈশ্যাশ্চৈব সহস্রশঃ॥ ৭
নানাদেশগতাশ্চৈব ব্রাহ্মণাঃ সংশিতব্রতাঃ।
সীতাশপথবীক্ষার্থং সর্ব্ব এব সমাগতাঃ॥ ৮
তদা সমাগতং সর্ব্বমশ্মভূতমিবাচলম্।
শ্রুত্বা মুনিবরস্তূর্ণং সসীতঃ সমুপাগমৎ॥ ৯
তমৃষিং পৃষ্ঠতঃ সীতা অন্বগচ্ছদবাঙ্মুখী।
কৃতাঞ্জলির্বাষ্পকলা কৃত্বা রামং মনোগতম্॥ ১০
তাং দৃষ্ট্বা শ্রুতিমায়ান্তীং ব্রহ্মাণমনুগামিনীম্।
বাল্মীকেঃ পৃষ্ঠতঃ সীতাং সাধুবাদো মহানভূৎ॥ ১১
ততো হলহলাশব্দঃ সর্ব্বেষামেবমাবভৌ।
দুঃখজন্মবিশালেন শোকেনাকুলিতাত্মনাম্॥ ১২
সাধু রামেতি কেচিত্তু সাধু সীতেতি চাপরে।
উভাবেব চ তত্রান্যে প্রেক্ষকাঃ সম্প্রচুক্রুশুঃ॥ ১৩
ততো মধ্যে জনৌঘস্য প্রবিশ্য মুনিপুঙ্গবঃ।
সীতাসহায়ো বাল্মীকিরিতি হোবাচ রাঘবম্॥ ১৪
ইয়ং দাশরথে সীতা সুব্রতা ধর্ম্মচারিণী।
অপবাদাৎ পরিত্যক্তা মমাশ্রমসমীপতঃ॥ ১৫
লোকাপবাদভীতস্য তব রাম মহাব্রত।
প্রত্যয়ং দাস্যতে সীতা তামনুজ্ঞাতুমর্হসি॥ ১৬
ইমৌ তু জানকীপুত্রাবুভৌ চ যমজাতকৌ।
সুতৌ তবৈব দুর্দ্ধর্ষৌ সত্যমেতদ্ব্রবীমি তে॥ ১৭
প্রচেতসোঽহং দশমঃ পুত্রো রাঘবনন্দন।
ন স্মরাম্যনৃতং বাক্যমিমৌ তু তব পুত্রকৌ॥ ১৮
বহুবর্ষসহস্রাণি তপশ্চর্য্যা ময়া কৃতা।
নোপাশ্নীয়াং ফলং তস্যা দুষ্টেয়ং যদি মৈথিলী॥ ১৯

শপথ হইবে" বলিয়া মহর্ষি এবং রাজগণকে বিদায় দিলেন। ১২—১৭।

নবাধিকশততম সর্গ।

রাত্রি প্রভাত হইল, তেজস্বী রামচন্দ্র যজ্ঞক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়া মহর্ষিগণকে আহ্বান করিলেন। বশিষ্ঠ, বামদেব, জাবালি, কাশ্যপ, দীর্ঘতপা, বিশ্বামিত্র, মহাতপা দুর্ব্বাসা, পুলস্ত্য, শক্তি, ভার্গব, বামন, তেজস্বী ভরদ্বাজ, সুপ্রভ অগ্নিপুত্র, নারদ, পর্ব্বত, মহাযশা গৌতম এবং অন্যান্য সুব্রত মহামুনিগণ কৌতূহলাক্রান্তচিত্তে উপস্থিত হইলেন। মহাবীর্য্যবান্ মহাত্মা রাক্ষস এবং মহাবল বানরগণ কৌতূহলপরবশ হইয়া সভায় উপস্থিত হইল। ১—৬। এতদ্ব্যতীত শতসহস্র ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এবং শূদ্র সীতার শপথ দেখিবার জন্য নানাদেশ হইতে আসিল। এইরূপে সকলে তথায় আসিয়া প্রস্তরমূর্ত্তির ন্যায় স্থিরভাবে বসিলে, মুনিবর বাল্মীকি সভায় আসিলেন। জানকী মনোমধ্যে রামচন্দ্রকে ধ্যান করিতে করিতে অধোবদনে কৃতাঞ্জলি মহর্ষির পশ্চাৎ পশ্চাৎ সভামধ্যে উপস্থিত হইলেন। তৎকালে ব্রহ্মার অনুগামিনী শ্রুতির ন্যায় সীতাকে বাল্মীকির পশ্চাৎ পশ্চাৎ আসিতে দেখিয়া সভায় সকলে মহান্ 'সাধু সাধু' বলিয়া উঠিল। ৭—১১। পরে দুঃখজনিত গুরুতর শোকে ব্যাকুলান্তঃকরণ সভ্যগণের তুমুল কোলাহল উত্থিত হইল। দর্শকগণের মধ্যে কেহ সীতার, কেহ রামের এবং কেহ বা সীতা-রাম উভয়েরই গুণ কীর্ত্তন করিয়া পুনঃপুনঃ সাধুবাদ প্রদান করিতে লাগিলেন। পরে মুনিপ্রধান বাল্মীকি সীতাকে লইয়া সেই জনসমূহের মধ্যে প্রবেশপূর্ব্বক বলিলেন,—"দাশরথি রাম! সীতা,—পতিব্রতা ধর্ম্মচারিণী হইলেও তুমি লোকনিন্দার ভয়ে ইঁহাকে আমার আশ্রমে পরিত্যাগ করিয়াছিলে; কিন্তু মহাব্রত! তুমি লোকাপবাদভয়ে ভীত, অতএব লোকাপবাদ যাহাতে দূর হয়, ইনি তোমাকে এমন প্রত্যয় দিবেন; তুমি ইঁহাকে অনুমতি দেও। রাম! আমি সত্য কথা বলিতেছি, জানকীর গর্ভজাত এই দুর্দ্ধর্ষ যমজ কুমারযুগল তোমারই দুই পুত্র। ১২—১৭। রঘুনন্দন! আমি প্রচেতার দশম পুত্র; আমি পূর্ব্বে কখনও মিথ্যা কথা বলি নাই; সুতরাং আমি নিশ্চয় বলিতেছি, এই দুটি তোমারই তনয়। আমি [illegible] করিয়া [illegible] যদি সীতা দুষ্টচরিত্রা হন, তবে আমি [illegible]

মনসা কর্ম্মণা বাচা ভূতপূর্ব্বং ন কিল্বিষম্ ।
তস্যাহং ফলমশ্নামি অপাপা মৈথিলী যদি ॥ ২০
অহং পঞ্চসু ভূতেষু মনঃষষ্ঠেষু রাঘব ।
বিচিন্ত্য সীতা শুদ্ধেতি জগ্রাহ বননির্ঝরে ॥ ২১
ইয়ং শুদ্ধসমাচারা অপাপা পতিদেবতা ।
লোকাপবাদভীতস্য প্রত্যয়ং তব দাস্যতি ॥ ২২
তস্মাদিয়ং নরবরাত্মজ শুদ্ধভাবা
দিব্যেন দৃষ্টিবিষয়েণ ময়া প্রদিষ্টা ।
লোকাপবাদকলুষীকৃতচেতসা যৎ
ত্যক্তা ত্বয়া প্রিয়তমা বিদিতাপি শুদ্ধা ॥ ২৩
ইত্যার্ষে উত্তরকাণ্ডে নবাধিকশততমঃ সর্গঃ। ১০৯

দশাধিকশততমঃ সর্গঃ ।

বাল্মীকিনৈবমুক্তস্তু রাঘবঃ প্রত্যভাষত ।
প্রাঞ্জলির্জগতো মধ্যে দৃষ্ট্বা তাং দেববর্ণিনীম্ ॥ ১
এবমেতন্মহাভাগ যথা বদসি ধর্ম্মবিৎ ।
প্রত্যয়স্তু মম ব্রহ্মংস্তব বাক্যৈরকল্মষৈঃ ॥ ২
প্রত্যয়শ্চ পুরা দত্তো বৈদেহ্যা সুরসন্নিধৌ ।
শপথশ্চ কৃতস্তত্র তেন বেশ্ম প্রবেশিতা ।
লোকাপবাদো বলবান্ যেন ত্যক্তা হি মৈথিলী ।
সেয়ং লোকভয়াদ্ ব্রহ্মন্নপাপেত্যভিজানতা ।
পরিত্যক্তা ময়া সীতা তদ্ভবান্ ক্ষন্তুমর্হতি ॥ ৪
জানামি চেমৌ পুত্রৌ মে যমজাতৌ কুশীলবৌ ।
শুদ্ধায়াং জগতো মধ্যে বৈদেহ্যাং প্রীতিরস্তু মে ॥ ৫
অভিপ্রায়ন্তু বিজ্ঞায় রামস্য সুরসত্তমাঃ ।
সীতায়াঃ শপথে তস্মিন্ সর্ব্ব এব সমাগতাঃ ॥ ৬
পিতামহং পুরস্কৃত্য সর্ব্ব এব সমাগতাঃ ।
আদিত্যা বসবো রুদ্রা বিশ্বেদেবা মরুদ্গণাঃ ॥ ৭
সাধ্যাশ্চ দেবাঃ সর্ব্বে তে সর্ব্বে চ পরমর্ষয়ঃ ।
নাগাঃ সুপর্ণাঃ সিদ্ধাশ্চ তে সর্ব্বে হৃষ্টমানসাঃ ॥ ৮
দৃষ্ট্বা দেবানৃষীংশ্চৈব রাঘবঃ পুনরব্রবীৎ ।
প্রত্যয়ো মে মুনিশ্রেষ্ঠ ঋষিবাক্যৈরকল্মষৈঃ ॥ ৯
শুদ্ধায়াং জগতো মধ্যে বৈদেহ্যাং প্রীতিরস্তু মে ।
সীতাশপথসম্ভ্রান্তাঃ সর্ব্ব এব সমাগতাঃ ॥ ১০
ততো বায়ুঃ শুভঃ পুণ্যো দিব্যগন্ধো মনোরমঃ ।
তং জনৌঘং সুরশ্রেষ্ঠা হ্লাদয়ামাস সর্ব্বতঃ ॥ ১১
তদদ্ভুতমিবাচিন্ত্যং নিরৈক্ষন্ত সমাহিতাঃ ।

ধরিয়া যে তপস্যা করিয়াছি, তাহা নষ্ট হইবে। জানকী যদি নিষ্পাপা না হন, তাহা হইলে আমি কায়-মনোবাক্যে যে পাপকর্ম্ম করি নাই তাহার ফল পাইব। ১৮—২০। রাম! সীতার পঞ্চভূতের সমষ্টি স্বরূপ শরীর, মন এবং পঞ্চ ইন্দ্রিয়ে কিছুমাত্র পাপ নাই, ইহা আমি বিশেষ বিবেচনা করিয়া [illegible] ইঁহাকে আমার আশ্রমে স্থান দিয়া[illegible]। তুমি লোকনিন্দাভয়ে ভীত হইয়াছ [illegible] এই শুদ্ধচারিণী নিষ্পাপা পতিদেবতা সীতা [illegible] তোমার সম্মুখে প্রত্যয় দান করিবেন। নৃপ-[illegible]! তুমি যে কেবল লোকনিন্দাভয়ে সশঙ্কিতচিত্ত [illegible] এই শুদ্ধস্বভাবা পতিব্রতা প্রিয়তমা পত্নীকে [illegible] করিয়াছিলে, আমি দিব্যজ্ঞানবলে পূর্ব্বেই [illegible] জানিয়াছিলাম।" ২১—২৩।

দশাধিকশততম সর্গ।

বাল্মীকি এই কথা বলিলে রামচন্দ্র সেই লোক-[illegible] সেই বরবর্ণিনীকে দেখিয়া করযোড়ে মহ-[illegible] [illegible]—"মহাভাগ! হে ব্রহ্মর্ষে! আপনি [illegible] লোকাতীত! আপনার [illegible] [illegible] বিশ্বাস হইয়াছে। ব্রহ্মন্! বৈদেহী পূর্ব্বে দেবগণের সমক্ষে প্রত্যয় প্রদান এবং শপথ করিয়াছিলেন বলিয়াই আমি ইঁহাকে গৃহে আনিয়াছিলাম। ব্রহ্মন্! লোকনিন্দা অতিবলবান্; সেই ভয়েই আমি সীতাকে নিষ্পাপা জানিয়াও পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছিলাম। এক্ষণে আপনি আমার সেই অপরাধ ক্ষমা করুন। এই যমজাত কুশ এবং লব যে আমারই পুত্র তাহাও আমি জানি; তথাপি বৈদেহী ত্রিভুবন-বাসী সকলের নিকটে বিশুদ্ধা বলিয়া পরিচিতা এবং আমার প্রীতিপাত্রী হউন।" ১—৫। সীতার শপথ-বিষয়ে রামচন্দ্রের এইরূপ অভিপ্রায় জানিতে পারিয়া আদিত্যগণ, বসুগণ, রুদ্রগণ, বিশ্বেদেবগণ, মরুদ্গণ, সিদ্ধগণ, সাধ্যগণ, নাগগণ, মহর্ষিগণ এবং অন্যান্য দেবতাগণ সীতার শপথ দেখিবার জন্য পিতামহকে অগ্রে লইয়া হৃষ্টচিত্তে সভামধ্যে আসিলেন। রামচন্দ্র তখন দেবতা এবং মহর্ষিবৃন্দকে দেখিয়া পুনরায় কহিলেন,—"দেবগণ! মহর্ষিগণ! রাজগণ! মুনিবরগণ! যদিও বাল্মীকির নির্ম্মল বাক্যে সীতার বিশুদ্ধি-বিষয়ে আমার অণুমাত্রও সন্দেহ নাই তথাপি আপনারা সকলে ইঁহার শপথ দেখিতে আসিয়াছেন, সুতরাং সীতা আপনাদের নিকটে বিশুদ্ধা বলিয়া পরিচিতা হইয়া আমার প্রীতিপাত্রী হউন। ৬—১০।" রামচন্দ্র এই কথা বলিলে, দিব্যগন্ধ মনোহর শুভসূচক পবিত্র বায়ু বহিয়া সেই জনসমূহকে আনন্দিত করিল। পূর্ব্বকাল

মানবাঃ সর্ব্বশ্রেষ্ঠৈত্যঃ পূর্ব্বং কৃতযুগে যথা ॥ ১২
সর্ব্বান্ সমাগতান্ দৃষ্ট্বা সীতা কাষায়বাসিনী।
অব্রবীৎ প্রাঞ্জলির্বাক্যমধোদৃষ্টিরবাঙ্মুখী ॥ ১৩
যথাহং রাঘবাদন্যং মনসাপি ন চিন্তয়ে।
তথা মে মাধবী দেবী বিবরং দাতুমর্হতি ॥ ১৪
মনসা কর্ম্মণা বাচা যথা রামং সমর্চ্চয়ে।
তথা মে মাধবী দেবী বিবরং দাতুমর্হতি।
যথৈতৎ সত্যমুক্তং মে বেদ্মি রামাৎ পরং ন চ।
তথা মে মাধবী দেবী বিবরং দাতুমর্হতি ॥ ১৬
তথা শপন্ত্যাং বৈদেহ্যাং প্রাদুরাসীত্তদদ্ভুতম্।
ভূতলাদুত্থিতং দিব্যং সিংহাসনমনুত্তমম্ ॥ ১৭
ধ্রিয়মাণং শিরোভিস্তু নাগৈরমিতবিক্রমৈঃ।
দিব্যং দিব্যেন বপুষা দিব্যরত্নবিভূষিতৈঃ ॥ ১৮
তস্মিংস্তু ধরণী দেবী বাহুভ্যাং গৃহ্য মৈথিলীম্।
স্বাগতেনাভিনন্দ্যৈনামাসনে চোপবেশয়ৎ ॥ ১৯
তামাসনগতাং দৃষ্ট্বা প্রবিশন্তীং রসাতলম্।
পুষ্পবৃষ্টিরবিচ্ছিন্না দিব্যা সীতামবাকিরৎ ॥ ২০

সাধুকারশ্চ সুমহান্ দেবানাং সহসোত্থিতঃ।
সাধুসাধ্বিতি বৈ সীতে যস্যাস্তে শীলমীদৃশম্ ॥ ২১
এবং বহুবিধা বাচো হ্যন্তরিক্ষগতাঃ সুরাঃ।
ব্যাজহ্রুর্হৃষ্টমনসো দৃষ্ট্বা সীতাপ্রবেশনম্ ॥ ২২
যজ্ঞবাটগতাশ্চাপি মুনয়ঃ সর্ব্ব এব তে।
রাজানশ্চ নরব্যাঘ্রা বিস্ময়ান্নোপরেমিরে ॥ ২৩
অন্তরিক্ষে চ ভূমৌ চ সর্ব্বে স্থাবরজঙ্গমাঃ।
দানবাশ্চ মহাকায়াঃ পাতালে পন্নগাধিপাঃ ॥ ২৪
কেচিদ্বিনেদুঃ সংহৃষ্টাঃ কেচিদ্ধ্যানপরায়ণাঃ।
কেচিদ্রামং নিরীক্ষন্তে কেচিৎ সীতামচেতসঃ ॥ ২৫
সীতাপ্রবেশনং দৃষ্ট্বা তেষামাসীৎ সমাগমঃ।
তন্মুহূর্ত্তমিবাত্যর্থং সমং সম্মোহিতং জগৎ ॥ ২৬

ইত্যুত্তরকাণ্ডে দশাধিকশততমঃ সর্গঃ ॥ ১০০

একাদশাধিকশততমঃ সর্গঃ।

রসাতলং প্রবিষ্টায়াং বৈদেহ্যাং সর্ব্ববানরাঃ।
চুক্রুশুঃ সাধু সাধ্বীতি মুনয়ো রামসন্নিধৌ ॥ ১
দণ্ডকাষ্ঠমবষ্টভ্য বাষ্পব্যাকুলিতেক্ষণঃ।
অবাক্শিরা দীনমনা রামো হ্যাসীৎ সুদুঃখিতঃ ॥ ২

সত্যযুগের ন্যায় ত্রেতাযুগেও সেই অভাবনীয় অদ্ভুত ব্যাপার ঘটিত হইতেছে দেখিয়া বহুদেশ হইতে সমাগত ব্যক্তিগণ যার পর নাই আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন। পরে কাষায়বসনধারিণী সীতা সকলকে উপস্থিত দেখিয়া অধোমুখে ভূতলে দৃষ্টিনিক্ষেপপূর্ব্বক করযোড়ে বলিতে লাগিলেন,—"আমি রাম ভিন্ন অন্য কাহাকেও কখন মনেও স্থান দিই নাই, এই সত্যবলে ভগবতী বসুন্ধরা আমাকে তাঁহার গর্ভে বিবর দান করুন। আমি কায়মনোবাক্যে সতত কেবল রামেরই অর্চ্চনা করিয়াছি; সেই সত্যবলেই ভগবতী বসুন্ধরা আমাকে তাঁহার গর্ভে স্থান দান করুন। ১১—১৫। আমি শপথ করিয়া বলিতেছি, রামচন্দ্র ব্যতীত আমি অন্য কাহাকেও জানি না, এই সত্যবলে ভগবতী বসুন্ধরা আমাকে তাঁহার গর্ভে স্থান দান করুন।" সীতা এইরূপ শপথ করিতে থাকিলে, এক অদ্ভুত ব্যাপার সংঘটিত হইল;—ভূগর্ভ হইতে এক অত্যুত্তম দিব্য-সিংহাসন উত্থিত হইল। অমিতবিক্রম উৎকৃষ্ট রত্ন-বিভূষিত নাগগণ দিব্য-দেহে ঐ সিংহাসন লইয়া উঠিলেন। বসুন্ধরা দেবী দুইহস্ত দ্বারা সীতাকে সেই সিংহাসনে তুলিয়া লইয়া স্বাগত জিজ্ঞাসা এবং অভিনন্দন করত আসনে বসাইলেন। সীতাদেবী এইরূপে আসনে উপবেশনপূর্ব্বক রসাতলে গমন করিতে উদ্যতা হইলে স্বর্গ হইতে [illegible] অনবরত পুষ্পবৃষ্টি হইতে লাগিল। ১৬—২০।

দেবগণের মধ্য হইতে উচ্চরবে সাধুবাদ উত্থিত হইল। অন্তরিক্ষস্থিত দেবগণ সীতার পাতালপ্রবেশ দেখিয়া যার পর নাই আহ্লাদিত হইলেন এবং আকাশ হইতে "সীতে! তোমার চরিত্র সাধু! সাধু! পরম পবিত্র!" এইরূপ নানা কথা বলিতে লাগিলেন। যজ্ঞভূমিতে উপস্থিত মহর্ষিগণ এবং নরবীর রাজগণ বিস্ময়সাগরে নিমজ্জিত হইলেন। আকাশস্থিত স্থাবর, জঙ্গম, ভীমকায় দানবগণ এবং পাতালবাসী নাগগণের মধ্যে কেহ আনন্দে সিংহনাদ করিতে লাগিল, কেহ মুদিত-নেত্রে চিন্তা করিতে লাগিল, কেহ রামচন্দ্রকে দেখিতে লাগিল এবং কেহ বা নিশ্চলভাবে সীতার দিকে দৃষ্টিনিক্ষেপ করিতে লাগিল। অধিক কি, সীতার সেই পাতালপ্রবেশ দেখিয়া, সেই সময়ে [illegible] ভাব অদ্ভুত হইয়াছিল; মুহূর্ত্তকালের জন্য সমগ্র জগৎ মোহিত হইয়া গিয়াছিল। ২১—২৬।

একাদশাধিকশততম সর্গ।

সীতা পাতালে প্রবেশ করিলে, রামচন্দ্রের [illegible] [illegible] উঠিলেন, [illegible] লাগিলেন। রামচন্দ্র [illegible]

স রুদিত্বা চিরং কালং বহুশো বাষ্পমুৎসৃজন্।
ক্রোধশোকসমাবিষ্টো রামো বচনমব্রবীৎ॥ ৩
অভূতপূর্ব্বং শোকং মে মনঃ স্প্রষ্টুমিবেচ্ছতি।
পশ্যতো মে যথা নষ্টা সীতা শ্রীরিব রূপিণী॥ ৪
সাদর্শনং পুরা সীতা লঙ্কাং পারে মহোদধেঃ।
ততশ্চাপি ময়ানীতা কিং পুনর্বসুধাতলাৎ॥ ৫
বসুধে দেবি ভবতি সীতা নির্য্যাত্যতাং মম।
দর্শয়িষ্যামি বা রোষং যথা মামবগচ্ছসি॥ ৬
কামং শ্বশ্রূর্মমৈব ত্বং ত্বৎসকাশাত্তু মৈথিলী।
কর্ষতা হলহস্তেন জনকেনোদ্ধৃতা পুরা॥ ৭
তস্মান্নির্য্যাত্যতাং সীতা বিবরং বা প্রযচ্ছ মে।
পাতালে নাকপৃষ্ঠে বা বসেয়ং সহিতস্তয়া॥ ৮
আনয় ত্বং হি তাং সীতাং মত্তোহহং মৈথিলীকৃতে।
ন মে দাস্যসি চেৎ সীতাং যথারূপাং মহীতলে॥ ৯
সপর্ব্বতবনাং কৃৎস্নাং ব্যধমিষ্যামি তে স্থিতম্।
নাশয়িষ্যাম্যহং ভূমিং সর্ব্বমাপো ভবন্ত্বিহ॥ ১০
এবং ব্রুবাণে কাকুৎস্থে ক্রোধশোকসমন্বিতে।
ব্রহ্মা সুরগণৈঃ সার্দ্ধমুবাচ রঘুনন্দনম্॥ ১১
রাম রাম ন সন্তাপং কর্ত্তুমর্হসি সুব্রত।
স্মর ত্বং পূর্ব্বকং ভাবং মন্ত্রঞ্চামিত্রকর্শন॥ ১২
ন খলু ত্বাং মহাবাহো স্মারয়েয়মনুত্তমম্।
ইমং মুহূর্ত্তং দুর্দ্ধর্ষ স্মর ত্বং জন্ম বৈষ্ণবম্॥ ১৩
সীতা হি বিমলা সাধ্বী তব পূর্ব্বপরায়ণা।
নাগলোকং সুখং প্রায়াত্ত্বদাশ্রয় তপোবলাৎ॥ ১৪
স্বর্গে তে সঙ্গমো ভূয়ো ভবিষ্যতি ন সংশয়ঃ।
অস্যাস্তু পরিষন্মধ্যে যদ্ব্রবীমি নিবোধ তৎ॥ ১৫
এতদেব হি কাব্যং তে কাব্যানামুত্তমং শ্রুতম্।
সর্ব্বং বিস্তরতো রাম ব্যাখ্যাস্যতি ন সংশয়ঃ॥ ১৬
জন্মপ্রভৃতি তে বীর সুখদুঃখোপসেবনম্।
ভবিষ্যদুত্তরঞ্চেহ-সর্ব্বং বাল্মীকিনা কৃতম্॥ ১৭
আদিকাব্যমিদং রাম ত্বয়ি সর্ব্বং প্রতিষ্ঠিতম্।
ন হ্যন্যোহর্হতি কাব্যানাং যশোভাগ্ রাঘবাদৃতে॥ ১৮
শ্রুতং তে পূর্ব্বমেতদ্ধি ময়া-সর্ব্বৈঃ সুরৈঃ সহ।
দিব্যমদ্ভুতরূপঞ্চ সত্যবাক্যমনাবৃতম্॥ ১৯

অশ্রুপূর্ণ-লোচনে দণ্ডকাষ্ঠ অবলম্বনপূর্ব্বক কিয়ৎকাল অবনতমস্তকে দীনমনে অবস্থান করিলেন। তৎপরে বহুক্ষণ রোদন করিয়া অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে করিতে ক্রোধ এবং শোকে অভিভূত হইয়া কহিলেন—"আমার সম্মুখেই—দেখিতে দেখিতে সাক্ষাৎ লক্ষ্মীর ন্যায় রূপবতী সীতা অদৃশ্যা হইলেন, ইহাতে আমার মন অভূতপূর্ব্ব শোক স্পর্শ করিতেছে। পূর্ব্বে সীতা একবার আমার অনুপস্থিতিকালে সমুদ্রপারে নীতা হইয়াছিলেন, কিন্তু তখন সেখান হইতেও আমি তাঁহাকে আনিয়াছিলাম, এক্ষণে যে তাঁহাকে বসুধা-তল হইতে আনিব, তাহাতে সন্দেহ কি? ১—৫। দেবি বসুধে! আমার সীতাকে তুমি আমার সম্মুখে আনিয়া দাও, নতুবা ক্রোধ প্রদর্শন করিব, আমার বল-বিক্রম সমস্তই তুমি জানিতেছ। হলহস্ত রাজর্ষি জনক, কর্ষণ করিতে করিতে তোমার গর্ত্ত হইতেই সীতাকে পাইয়াছিলেন বলিয়া সেই সম্পর্কে তুমি আমার শ্বশ্রূ; সুতরাং তুমি সীতাকে বাহির করিয়া দাও; অথবা আমাকেও তোমার বিবরে স্থান দাও, আমি পাতালে অথবা দেবলোকে সীতার সহিত একত্র বাস করিতে ইচ্ছা করি। আমি জানকীর জন্য উন্মত্ত হইয়াছি, সুতরাং তুমি শীঘ্র তাঁহাকে আনয়ন কর। [illegible]। যদি তুমি সীতাকে ফিরাইয়া না দাও, তাহা হইলে আমি—পর্ব্বত এবং বনসহ তোমার সমগ্র [illegible] নিপীড়িত, বিনষ্ট এবং মহাজলে ডুবাইয়া জলমগ্ন করিব।" ৬—১০। রামচন্দ্র,—ক্রোধ এবং শোকের বশীভূত হইয়া এই কথা বলিলে, দেবগণের সমভিব্যাহারে পিতামহ ব্রহ্মা বলিলেন—"অরিন্দম সুব্রত রাম! তোমার এরূপ দুঃখিত হওয়া উচিত নহে। তুমি পূর্ব্বে কে ছিলে? এবং কেন মানুষরূপে অবতীর্ণ হইয়াছ, তাহা মনে করিয়া দেখ? মহাবাহো! হে সুব্রত! আমি তোমাকে এই অত্যুত্তম নিগূঢ় রহস্যের বিষয় স্মরণ করাইয়া দিতাম না; কিন্তু হে দুর্দ্ধর্ষ! এক্ষণে প্রয়োজন হইয়াছে বলিয়াই বলিতেছি যে, মুহূর্ত্তকালের জন্য, 'তুমি' বিষ্ণু হইতে অবতীর্ণ, ইহা স্মরণ কর। তোমার চিরানুরক্তা পতি-ভক্তা সাধ্বী সীতা তোমার প্রতি একাগ্রতারূপ তপো-বলে নাগলোকে গিয়াছেন; বৈকুণ্ঠে তাঁহার সহিত তোমার আবার মিলন হইবে। অপিচ বীর! এই সভাসম্মুখে আমি তোমাকে যাহা বলিতেছি, তাহা শ্রবণ কর। ১১—১৫। রাম! সমস্ত কাব্যের মধ্যে উত্তম এবং শ্রুত এই কাব্যের শেষ পর্য্যন্ত বিস্তৃতরূপে শুনিলেই, তুমি সমস্ত বিষয় জানিতে পারিবে। বীর! তুমি জন্মগ্রহণ প্রভৃতি যে সকল সুখ-দুঃখ ভোগ করিয়াছ এবং ভবিষ্যতে তোমাকে যাহা করিতে হইবে, মহর্ষি বাল্মীকি সে সমস্তই এই কাব্যে বর্ণন করিয়াছেন। রাম! তুমি ব্যতীত অপর কেহই কাব্য-কথিত যশের ভাগী হইতে পারে না বলিয়াই এই

স ত্বং পুরুষশার্দূল ধর্ম্মেণ সুসমাহিতঃ।
শেষং ভবিষ্যং কাকুৎস্থ কাব্যং রামায়ণং শৃণু॥ ২০
উত্তরং নাম কাব্যস্য শেষমত্র মহাযশঃ।
তচ্ছৃণুষ্ব মহাতেজ ঋষিভিঃ সার্দ্ধমুত্তমম্॥ ২১
ন খল্বন্যেন কাকুৎস্থ শ্রোতব্যমিদমুত্তমম্।
পরমর্ষিণা বীর ত্বয়ৈব রঘুনন্দন॥ ২২
এতাবদুক্ত্বা বচনং ব্রহ্মা ত্রিভুবনেশ্বরঃ।
জগাম ত্রিদিবং দেবো দেবৈঃ সহ সবান্ধবৈঃ॥ ২৩
যে চ তত্র মহাত্মান ঋষয়ো ব্রাহ্মলৌকিকাঃ।
ব্রাহ্মণা সমনুজ্ঞাতা ন্যবর্ত্তন্ত মহৌজসঃ॥ ২৪
উত্তরং শ্রোতুমনসো ভবিষ্যং যচ্চ রাঘবে।
ততো রামঃ শুভাং বাণীং দেবদেবেন ভাষিতাম্॥ ২৫
শ্রুত্বা পরমতেজস্বী বাল্মীকিমিদমব্রবীৎ।
ভগবন্ শ্রোতুমনস ঋষয়ো ব্রাহ্মলৌকিকাঃ॥ ২৬
ভবিষ্যদুত্তরং যন্মে শ্বোভূতে সম্প্রবর্ত্ততাম্।
এবং বিনিশ্চয়ং কৃত্বা সম্প্রগৃহ্য কুশীলবৌ॥ ২৭
তং জনৌঘং বিসৃজ্যাথ পর্ণশালামুপাগমৎ।
তামেব শোচতঃ সীতাং সা ব্যতীতা চ শর্ব্বরী॥ ২৮

ইত্যুত্তরকাণ্ডে একাদশাধিকশততমঃ সর্গঃ॥ ১১১॥

সমগ্র আদিকাব্য তোমাতেই প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। তুমি আমাদিগের সকলের সহিত এই রামায়ণ কাব্যের পূর্ব্বভাগ শুনিয়াছ, এক্ষণে অবশিষ্ট ভবিষ্যভাগ শ্রবণ কর। ১৬—২০। যশস্বিন্! এই কাব্যের উত্তরনামক উত্তম যে শেষাংশ আছে, মহর্ষিগণের সহিত মিলিত হইয়া তুমি তাহা শ্রবণ কর। বীর রঘুনন্দন! এই কাব্যের অত্যুৎকৃষ্ট শেষভাগ, তোমার ন্যায় পরম-রাজর্ষি ব্যতীত অন্য কাহারও শ্রোতব্য নহে।" ত্রিভুবনেশ্বর ব্রহ্মা-এই কথা বলিয়াই বন্ধুগণ এবং দেবগণের সহিত স্বর্গাভিমুখে প্রস্থান করিলেন। যে সকল ব্রহ্মলোকনিবাসী মহাতেজা মহর্ষি ছিলেন, তাঁহারা রামের ভবিষ্যবিবরণ শুনিবার জন্য পিতামহের অনুমতি লইয়া তথায় রহিলেন। পরম-তেজস্বী রামচন্দ্র দেবদেব পিতামহের ঐ শুভবাক্য শুনিয়া বাল্মীকিকে বলিলেন,—"ভগবন্! এই ব্রহ্মলোকবাসী ঋষিগণ সকলেই আপনার কাব্যের উত্তরভাগের বর্ণিত ভবিষ্য বৃত্তান্ত শুনিবার জন্য সমুৎসুক হইয়াছেন, সুতরাং কল্য প্রাতে তাহা গীত হইতে আরম্ভ হউক।" রামচন্দ্র এইরূপ স্থির করত সমাগত জনগণকে বিদায় দিয়া কুশ এবং লবকে লইয়া যজ্ঞশালায় প্রবেশ করিলেন এবং সীতার জন্য শোক করিতে করিতে রাত্রি অতিবাহিত করিলেন। ২১—২৮।

দ্বাদশাধিকশততমঃ সর্গঃ।

রজন্যাস্তু প্রভাতায়াং সমানীয় মহামুনীন্।
গীয়তামবিশঙ্কাভ্যাং রামঃ পুত্রাবুবাচ হ॥ ১
ততঃ সমুপবিষ্টেষু মহর্ষিষু মহাত্মসু।
ভবিষ্যদুত্তরং কাব্যং জগতুস্তৌ কুশীলবৌ॥ ২
প্রবিষ্টায়াস্তু সীতায়াং ভূতলং সত্যসম্পদা।
তস্যাবসানে যজ্ঞস্য রামঃ পরমদুর্ম্মনাঃ॥ ৩
অপশ্যমানো বৈদেহীং মেনে শূন্যমিদং জগৎ।
শোকেন পরমায়স্তো ন শান্তিং মনসাগমৎ॥ ৪
বিসৃজ্য পার্থিবান্ সর্ব্বানৃক্ষরাক্ষসবানরান্।
জনৌঘং বিপ্রমুখ্যানাং বিত্তপূর্ব্বং বিসৃজ্য চ॥ ৫
ততো বিসৃজ্য তান্ সর্ব্বান্ রামো রাজীবলোচনঃ।
হৃদি কৃত্বা সদা সীতামযোধ্যাং প্রবিবেশ হ॥ ৬
ন সীতায়াঃ পরাং ভার্য্যাং বব্রে স রঘুনন্দনঃ।
যজ্ঞে যজ্ঞে চ পত্ন্যর্থে জানকী কাঞ্চনী ভবৎ॥ ৭
দশবর্ষসহস্রাণি বাজিমেধচতুঃশতম্।
বাজপেয়ান্ দশগুণাংস্তথা বহুসুবর্ণকান্॥ ৮

দ্বাদশাধিকশততম সর্গ।

রাত্রি প্রভাত হইলে, রঘুনন্দন, মহামুনিগণকে তথায় আহ্বান করিয়া স্বীয় পুত্রদ্বয়কে নিঃশঙ্কচিত্তে রামায়ণ গান করিতে বলিলেন। পরে মহাত্মা মহর্ষিগণ নিজ নিজ আসনে উপবেশন করিলে, কুশ এবং লব ভবিষ্যবৃত্তান্তসম্বলিত রামায়ণের উত্তরভাগ গান করিতে লাগিলেন। এইরূপে সীতা নিজ চরিত্রে প্রত্যয় দিতে গিয়া পাতালে প্রবেশ করিলে এবং রামের অশ্বমেধ যজ্ঞ সমাপ্ত হইলে, রাজীবলোচন রামচন্দ্র সীতাশোকে যার পর নাই কাতর হইয়া উঠিলেন। রামচন্দ্র বৈদেহী সীতাকে না দেখিয়া জগৎ শূন্য দেখিতে লাগিলেন এবং নিতান্ত শোকাকুল হইয়া কোনও শান্তি পাইলেন না; অতএব তিনি প্রচুর অর্থদান দ্বারা ব্রাহ্মণ, যজ্ঞে সমাগত রাজা, ঋক্ষ, বানর, রাক্ষস, এবং অপরাপর জনগণকে বিদায় দিয়া সীতাকে হৃদয়মধ্যে ধ্যান করিতে করিতে অযোধ্যানগরে প্রবেশ করিলেন। ১—৬। সীতাদেবী পাতালে প্রবেশ করিলেও রামচন্দ্র আর দ্বিতীয়বার বিবাহ করিলেন না। সীতার কাঞ্চনময়ী প্রতিমূর্ত্তি [illegible] যজ্ঞকার্য্যাদি সম্পন্ন করিতে লাগিলেন। [illegible] রামচন্দ্র, সীতার পাতাল প্রবেশের পর [illegible]

অগ্নিষ্টোমাতিরাত্রাভ্যাং গোসবৈশ্চ মহাধনৈঃ।
ঈজে ক্রতুভিরন্যৈশ্চ স শ্রীমানাপ্তদক্ষিণৈঃ॥ ৯
এবং স কালঃ সুমহান্ রাজ্যস্থস্য মহাত্মনঃ।
ধর্ম্মে প্রযতমানস্য ব্যতীয়াদ্রাঘবস্য চ॥ ১০
ঋক্ষবানররক্ষাংসি স্থিতা রামস্য শাসনে।
অনুরঞ্জন্তি রাজানো হ্যহন্যহনি রাঘবম্॥ ১১
কালে বর্ষতি পর্জ্জন্যঃ সুভিক্ষং বিমলা দিশঃ।
হৃষ্টপুষ্টজনাকীর্ণং পুরং জনপদাস্তথা॥ ১২
নাকালে ম্রিয়তে কশ্চিন্ন ব্যাধিঃ প্রাণিনাং তথা।
নানর্থো বিদ্যতে কশ্চিদ্রামে রাজ্যং প্রশাসতি॥ ১৩
অথ দীর্ঘস্য কালস্য রামমাতা যশস্বিনী।
পুত্রপৌত্রৈঃ পরিবৃতা কালধর্ম্মমুপাগমৎ॥ ১৪
অন্বিয়ায় সুমিত্রা চ কৈকেয়ী চ যশস্বিনী।
ধর্ম্মং কৃত্বা বহুবিধং ত্রিদিবে পর্য্যবস্থিতা। ১৫
সর্ব্বাঃ প্রমুদিতাঃ স্বর্গে রাজ্ঞা দশরথেন চ
সমাগতা মহাভাগাঃ সর্ব্বধর্ম্মঞ্চ লেভিরে॥ ১৬
তাসাং রামো মহাদানং কালে কালে প্রযচ্ছতি।
মাতৄণামবিশেষেণ ব্রাহ্মণেষু তপস্বিষু॥ ১৭
পিত্র্যাণি ব্রহ্মরত্নানি যজ্ঞান্ পরমদুস্তরান্।
চকার রামো ধর্ম্মাত্মা পিতৄন্ দেবান্ বিবর্দ্ধয়ন্॥ ১৮
এবং বর্ষসহস্রাণি বহুন্যথ যযুঃ সুখম্।
যজ্ঞৈর্বহুবিধং ধর্ম্মং বর্দ্ধয়ানস্য সর্ব্বদা॥ ১৯

ইত্যুত্তরকাণ্ডে দ্বাদশাধিকশততমঃ সর্গঃ॥ ১১২॥

বৎসরের মধ্যে প্রচুরদক্ষিণা-সমন্বিত চারিশত অশ্বমেধ যজ্ঞ, বহুসুবর্ণ-সমন্বিত চারিহাজার বাজপেয় যজ্ঞ এবং অসংখ্য গো-মেধ, অগ্নিষ্টোম এবং অতিরাত্রাদি যজ্ঞ নির্ব্বাহ করিলেন। এইরূপে মহাত্মা রামচন্দ্র ধর্ম্মশাসনানুসারে বহুকাল রাজ্যপালন করিলেন। ঋক্ষ, বানর এবং রাক্ষসগণ সতত তাঁহার শাসনে ছিল এবং রাজগণ প্রতিদিন তাঁহার অনুরাগ বর্দ্ধিত করিতেন। মেঘ নিয়মিত কালে বারিবর্ষণ করায় তাঁহার রাজত্বকালে কখন দুর্ভিক্ষ হইত না। চতুর্দ্দিক্ নিরুদ্বেগ নির্ম্মল থাকিত এবং পুর ও জনপদসমূহ হৃষ্টপুষ্ট প্রজাগণে পরিপূর্ণ হইয়াছিল। ৭—১২। রামচন্দ্রের রাজ্যপালনের গুণে তৎকালে কেহই বিপদ্গ্রস্ত, রোগাক্রান্ত বা অকালে মৃত্যুমুখে পতিত হয় নাই। এইরূপে সুদীর্ঘকাল অতিক্রান্ত হইলে পুত্রপৌত্রপরিবৃতা যশস্বিনী রামজননী কৌশল্যাদেবী দেহ ত্যাগ করিলেন। যশস্বিনী কৈকেয়ী এবং সুমিত্রা দেবী নানারূপ ধর্ম্ম কার্য্য নির্ব্বাহ করিয়া তাঁহার পশ্চাৎ স্বর্গ লাভ করিলেন। সেই মহাভাগা দশরথমহিষীগণ সকলেই সুরপুরে সর্ব্বপ্রকার ধর্ম্ম লাভ করিয়া হৃষ্টচিত্তে রাজা দশরথের সহিত মিলিতা হইলেন। ধর্ম্মাত্মা রামচন্দ্রও যথাকালে মাতৃগণের উদ্দেশে ব্রাহ্মণ এবং তপস্বিগণকে তুল্যরূপ অজস্র দান করত পৈতৃক রত্নরাশিদ্বারা অতিশয় দুঃসাধ্য যজ্ঞ সকল নির্ব্বাহ করিয়া দেবলোক এবং পিতৃলোকের সম্বর্দ্ধনা করিলেন। মহাত্মা রামচন্দ্র নিয়ত এইরূপে বিবিধ যজ্ঞকার্য্য সমাধা করিয়া ধর্ম্ম বৃদ্ধি করত বহুসহস্র বৎসর যথাসুখে অতিবাহিত করিলেন। ১৩—১৯।

ত্রয়োদশাধিকশততমঃ সর্গঃ।

কস্যচিত্ত্বথ কালস্য যুধাজিৎ কেকয়ো নৃপঃ।
স্বগুরুং প্রেষয়ামাস রাঘবায় মহাত্মনে॥ ১
গার্গ্যমঙ্গিরসঃ পুত্রং ব্রহ্মর্ষিমমিতপ্রভম্।
দশ চাশ্বসহস্রাণি প্রীতিদানমনুত্তমম্॥ ২
কম্বলানি চ রত্নানি চিত্রবস্ত্রমথোত্তমম্।
রামায় প্রদদৌ রাজা শুভাত্মাভরণানি চ॥ ৩
শ্রুত্বা তু রাঘবো ধীমান্মহর্ষিং গার্গ্যমাগতম্।
মাতুলস্যাশ্বপতিনঃ প্রহিতং তন্মহাধনম্॥ ৪
প্রত্যুদ্গম্য চ কাকুৎস্থঃ ক্রোশমাত্রং সহানুজঃ।
গার্গ্যং সম্পূজয়ামাস যথা শক্রো বৃহস্পতিম্॥ ৫
তথা সম্পূজ্য তমৃষিং তদ্ধনং প্রতিগৃহ্য চ।
পৃষ্ট্বা প্রতিপদং সর্ব্বং কুশলং মাতুলস্য চ॥ ৬
উপবিষ্টং মহাভাগং রামঃ প্রষ্টুং প্রচক্রমে।

ত্রয়োদশাধিকশততম সর্গ।

একদা কেকয়রাজ যুধাজিৎ, তাঁহার পুরোহিত অঙ্গিরাতনয় অমিতপ্রভ ব্রহ্মর্ষি গার্গ্যের সহিত, রামচন্দ্রকে উপঢৌকন দিবার জন্য প্রীতিপ্রদ অতুলনীয় দশহাজার অশ্ব, কম্বল, উত্তম চিত্রবস্ত্র, রত্ন এবং নানাপ্রকার শুভ আভরণ রামের নিকটে পাঠাইলেন। ধীমান্ রামচন্দ্র মাতুলপ্রেরিত অর্থরাশি লইয়া মহর্ষি গার্গ্য অযোধ্যায় আসিয়াছেন শুনিয়া ভ্রাতৃগণের সহিত ক্রোশপর্য্যন্ত অগ্রসর হইয়া যেরূপ দেবরাজ ইন্দ্র সুরগুরু বৃহস্পতিকে পূজা করেন, সেইরূপ গার্গ্যকে পূজা করিলেন। ১—৫। পরে সেই মহাত্মা ঋষিশ্রেষ্ঠকে সাদরে নিজগৃহে আনিয়া মাতুল-প্রেরিত ধনরাশি সাদরে গ্রহণ করত মাতুলের সর্ব্বাঙ্গীণ কুশলসংবাদ জিজ্ঞাসা করিলেন।। ঋষিবর গার্গ্য উপবিষ্ট

কিমাহ মাতুলো বাক্যং যদর্থং ভগবানিহ। ৭
প্রাপ্তো বাক্যবিদাং শ্রেষ্ঠঃ সাক্ষাদিব বৃহস্পতিঃ।
রামস্য ভাষিতং শ্রুত্বা মহর্ষিঃ কার্য্যবিস্তরম্। ৮
বক্তুমদ্ভুতসঙ্কাশং রাঘবায়োপচক্রমে।
মাতুলস্তে মহাবাহো বাক্যমাহ নরর্ষভঃ। ৯
যুধাজিৎ প্রীতিসংযুক্তং শ্রূয়তাং যদি রোচতে।
অয়ং গন্ধর্ব্ববিষয়ঃ ফলমূলোপশোভিতঃ। ১০
সিন্ধোরুভয়তঃ পার্শ্বে দেশঃ পরমশোভনঃ।
তঞ্চ রক্ষন্তি গন্ধর্ব্বাঃ সায়ুধা যুদ্ধকোবিদাঃ। ১১
শৈলূষস্য সুতা বীর তিস্রঃ কোট্যো মহাবলাঃ।
তান্ বিনির্জ্জিত্য কাকুৎস্থ গন্ধর্ব্বনগরং শুভম্। ১২
নিবেশয় মহাবাহো স্ব (স্বে) পুরে সুসমাহিতে।
অন্যস্য ন গতিস্তত্র দেশঃ পরমশোভনঃ। ১৩
রোচতাং তে মহাবাহো নাহং ত্বামহিতং বদে।
তচ্ছ্রুত্বা রাঘবঃ প্রীতো মহর্ষের্ম্মাতুলস্য চ।
উবাচ বাঢ়মিত্যেব ভরতং চাবৈক্ষত। ১৪
সোঽব্রবীদ্রাঘবঃ প্রীতঃ সাঞ্জলিপ্রগ্রহো দ্বিজম্।
ইমৌ কুমারৌ তং দেশং ব্রহ্মর্ষে বিচরিষ্যতঃ। ১৫
ভরতস্যাত্মজৌ বীরৌ তক্ষঃ পুষ্কল এব চ।
মাতুলেন সুগুপ্তৌ তু ধর্ম্মেণ সুসমাহিতৌ। ১৬
ভরতঞ্চাগ্রতঃ কৃত্বা কুমারৌ সবলানুগৌ।
নিহত্য গন্ধর্ব্বসুতান্ দ্বে পুরে বিভজিষ্যতঃ। ১৭
নিবেশ্য তে পুরবরে আত্মজৌ সন্নিবেশ্য চ।
আগমিষ্যতি মে ভূয়ঃ সকাশমতিধার্ম্মিকঃ। ১৮
ব্রহ্মর্ষিমেবমুক্ত্বা তু ভরতং সবলানুগম্।
আজ্ঞাপয়ামাস তদা কুমারৌ চাভ্যষেচয়ৎ। ১৯
নক্ষত্রেণ চ সৌম্যেন পুরস্কৃত্যাঙ্গিরঃ সুতম্।
ভরতঃ সহ সৈন্যেন কুমারাভ্যাং বিনির্যযৌ। ২০
সা সেনা শক্রযুক্তেব নগরান্নির্যযাবথ।
রাঘবানুগতা দূরং দুরাধর্ষাঃ সুরৈরপি। ২১
মাংসাশিনশ্চ যে সত্ত্বা রক্ষাংসি সুমহান্তি চ।
অনুজগ্মুর্হি ভরতং রুধিরস্য পিপাসয়া। ২২
ভূতগ্রামাশ্চ বহবো মাংসভক্ষাঃ সুদারুণাঃ।
গন্ধর্ব্বপুত্রমাংসানি ভোক্তুকামাঃ সহস্রশঃ। ২৩
সিংহব্যাঘ্রবরাহাণাং খেচরাণাঞ্চ পক্ষিণাম্।
বহূনি বৈ সহস্রাণি সেনায়া যযুরগ্রতঃ। ২৪
অধ্যর্দ্ধমাসমুষিতা পথি সেনা নিরাময়া।
হৃষ্টপুষ্টজনাকীর্ণা কেকয়ং সমুপাগমৎ। ২৫
ইত্যুত্তরকাণ্ডে ত্রয়োদশাধিকশততমঃ সর্গঃ। ১১৩।

হইলে, রামচন্দ্র পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন,—"ভগবন্! আপনি সাক্ষাৎ বৃহস্পতির তুল্য। যখন আপনার ন্যায় বাগ্মী ব্যক্তির শুভাগমন হইয়াছে তখন বোধ হয়, মাতুল আমাকে কোন বিশেষ কথাই বলিয়া থাকিবেন।" রামচন্দ্রের কথা শুনিয়া মহর্ষি গার্গ্য নিজের আসিবার কারণ বলিতে আরম্ভ করিলেন,—'মহাবাহো! তোমার মাতুল নরবর যুধাজিৎ প্রীতিপূর্ব্বক যাহা যাহা বলিয়াছেন, তাহা যদি তোমার অভিমত হয়, তবে শ্রবণ কর। তিনি বলিয়াছেন,—'বীর! সিন্ধুনদের উভয়পার্শ্বে যে ফলমূলশোভিত রমণীয় গন্ধর্ব্বদেশ আছে, তিনকোটি যুদ্ধবিদ্যাবিশারদ মহাবলবান্ শৈলূষতনয় গন্ধর্ব্ব সর্ব্বদা সশস্ত্র হইয়া তাহা রক্ষা করিয়া থাকে। ৬—১১। মহাবাহো! তুমি সেই গন্ধর্ব্বদিগকে পরাস্ত করিয়া গন্ধর্ব্বদেশ তোমার সুশাসিত রাজ্যের অধীন কর। রাম! আমি তোমাকে মন্দ কথা বলিতেছি না; সেই পরম রমণীয় গন্ধর্ব্বদেশ অন্য কাহারও অসাধ্য, তুমি ইচ্ছা করিলে অনায়াসে তাহা জয় করিতে পার। আমাদের একান্ত ইচ্ছা তুমি তাহা জয় কর।" রামচন্দ্র মহর্ষি গার্গ্যের মুখে মাতুল যুধাজিতের সেই কথা শুনিয়া পরম প্রীত হইয়া তাহা স্বীকার করত ভরতের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন এবং করযোড়ে সেই দ্বিজবরকে বলিলেন,—ব্রহ্মর্ষে! ভরতের পুত্র তক্ষ এবং পুষ্কলনামক এই ধার্ম্মিক-প্রধান বীর কুমারযুগল ভরতকে অগ্রে লইয়া মাতুল যুধাজিতের সাহায্যে জন্য সবলে তথায় গমন করত গন্ধর্ব্বকুল পরাস্ত এবং তাহাদের রাজ্য দুই অংশে বিভক্ত করিবে। ১২—১৭। ধার্ম্মিকশ্রেষ্ঠ ভরত গন্ধর্ব্ব-রাজ্যকে দুই অংশে ভাগ এবং নিজ পুত্রদ্বয়কে তথায় প্রতিষ্ঠিত করিয়া পুনরায় আমার নিকটে আসিবেন।' রামচন্দ্র ব্রহ্মর্ষি গার্গ্যকে এই কথা বলিয়া ভরতকে সসৈন্যে প্রস্থান করিতে বলিলেন এবং কুমারযুগলকে যথাশাস্ত্র অভিষিক্ত করিলেন। পরে ভরত শুভ নক্ষত্রে অঙ্গিরাপুত্র গার্গ্যকে পুরোবর্ত্তী করিয়া কুমারযুগলের সহিত সসৈন্যে নগর হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন। তখন দেবদুর্জ্জয় রামসৈন্য ইন্দ্রের সমভিব্যাহারী দেবসৈন্যের ন্যায় ভরতের পশ্চাৎপশ্চাৎ যাইতে লাগিল। রাক্ষসাদি মাংসাশী জীবগণ রক্তপানলোলুপ হইয়া ভরতের পশ্চাৎ গমন করিতে লাগিল। মাংসাশী নিষ্ঠুর-প্রকৃতি অসংখ্য ভূতগণ, গন্ধর্ব্বগণের মাংস ভক্ষণ করিবার জন্য তাঁহার অনুগামী হইল। বহুসহস্র সিংহ, ব্যাঘ্র, বরাহ এবং পক্ষী সেই বিপুল সেনার অগ্রে অগ্রে যাইতে লাগিল। এইরূপে সেই হৃষ্টপুষ্টজনসমাকুল

চতুর্দ্দশাধিকশততমঃ সর্গঃ।

শ্রুত্বা সেনাপতিং প্রাপ্তং ভরতং কেকয়াধিপঃ।
যুধাজিদ্গার্গ্যসহিতং পরাং প্রীতিমুপাগমৎ ॥ ১
স নির্যযৌ জনৌঘেন মহতা কেকয়াধিপঃ।
ত্বরমাণোঽভিচক্রাম গন্ধর্ব্বান্ কেকয়াধিপঃ ॥ ২
ভরতশ্চ যুধাজিচ্চ সমেতৌ লঘুবিক্রমৈঃ।
গন্ধর্ব্বনগরং প্রাপ্তৌ সবলৌ সপদানুগৌ ॥ ৩
শ্রুত্বা তু ভরতং প্রাপ্তং গন্ধর্ব্বাস্তে সমাগতাঃ।
যোদ্ধুকামা মহাবীর্য্যা ব্যনদংস্তে সমন্ততঃ ॥ ৪
ততঃ সমভবদ্যুদ্ধং তুমুলং লোমহর্ষণম্।
সপ্তরাত্রং মহাভীমং ন চান্যতরয়োর্জ্জয়ঃ ॥ ৫
খড়্গশক্তিধনুর্গ্রাহা নদ্যঃ শোণিতসংস্রবাঃ।
নৃকলেবরবাহিন্যঃ প্রবৃত্তাঃ সর্ব্বতো দিশম্ ॥ ৬
ততো রামানুজঃ ক্রুদ্ধঃ কালস্যাস্ত্রং সুদারুণম্।
সংবর্ত্তং নাম ভরতো গন্ধর্ব্বেষ্বভ্যচোদয়ৎ ॥ ৭
তে বদ্ধাঃ কালপাশেন সংবর্ত্তেন বিদারিতাঃ।
ক্ষণেনাভিহতাস্তেন তিস্রঃ কোট্যো মহাত্মনা ॥ ৮

তদ্যুদ্ধং তাদৃশং ঘোরং ন স্মরন্তি দিবৌকসঃ।
নিমেষান্তরমাত্রেণ তাদৃশানাং মহাত্মনাম্ ॥ ৯
হতেষু তেষু সর্ব্বেষু ভরতঃ কেকয়ীসুতঃ।
নিবেশয়ামাস তদা সমৃদ্ধে দ্বে পুরোত্তমে ॥ ১০
তক্ষং তক্ষশীলায়ান্তু পুষ্কলং পুষ্কলাবতে।
গন্ধর্ব্বদেশে রুচিরে গান্ধারবিষয়ে চ সঃ ॥ ১১
ধনরত্নৌঘসংকীর্ণে কাননৈরুপশোভিতে।
অন্যোন্যসংঘর্ষকৃতে স্পর্দ্ধয়া গুণবিস্তরৈঃ ॥ ১২
উভে সুরুচিরপ্রখ্যে ব্যবহারৈরকিল্বিষৈঃ।
উদ্যানযানসম্পূর্ণে সুবিভক্তান্তরাপণে ॥ ১৩
উভে পুরবরে রম্যে বিস্তরৈরুপশোভিতে।
গৃহমুখ্যৈঃ সুরুচিরৈর্বিমানৈর্বহুভির্বৃতে ॥ ১৪
শোভিতে শোভনীয়ৈশ্চ দেবায়তনবিস্তরৈঃ।
তালৈস্তমালৈস্তিলকৈর্বকুলৈরুপশোভিতে ॥ ১৫
নিবেশ্য পঞ্চভির্বর্ষৈর্ভরতো রাঘবানুজঃ।
পুনরায়ান্মহাবাহুরযোধ্যাং কৈকয়ীসুতঃ ॥ ১৬
সোঽভিবাদ্য মহাত্মানং সাক্ষাদ্ধর্ম্মমিবাপরম্।
রাঘবং ভরতঃ শ্রীমান্ ব্রহ্মাণমিব বাসবঃ ॥ ১৭

সৈন্যশ্রেণী অযোধ্যা হইতে বহির্গত হইয়া পথিমধ্যে অর্দ্ধমাস অতিবাহিত করিয়া কেকয়রাজ্যে উপনীত হইল। ১৮—২৫।

—

চতুর্দ্দশাধিকশততম সর্গ।

কেকয়রাজ যুধাজিৎ, ভাগিনেয় ভরত সেনাপতি হইয়া আসিয়াছেন শুনিয়া মহর্ষিগণের সহিত যার পর নাই প্রীতি লাভ করিলেন এবং লোকগণে পরিবৃত হইয়া অবিলম্বে তাঁহার সহিত গন্ধর্ব্বদেশাভিমুখে যুদ্ধযাত্রা করিলেন। শীঘ্রগমনে তাঁহারা অনুচরগণের সহিত সসৈন্যে গন্ধর্ব্বরাজ্যে উপস্থিত হইলে, সেই রাজ্যের মহাবীর্য্যশালী গন্ধর্ব্বগণ ভরতের আগমন-সংবাদ শ্রবণে সমরাভিলাষী হইয়া চারিদিক্ হইতে সিংহনাদ করিয়া উঠিল। পরে সপ্তাহব্যাপী ভয়ানক তুমুল লোমহর্ষণ সংগ্রাম হইলেও সেই যুদ্ধে কোন পক্ষেরই জয়লাভ হইল না। ১—৫। সেই যুদ্ধে চারিদিকে খড়্গ, শক্তি এবং ধনুকরূপ গ্রাহবিশিষ্ট নরদেহ-বাহিনী রক্তনদী সকল বহিল। পরে রামানুজ মহাত্মা ভরত ক্রুদ্ধ হইয়া গন্ধর্ব্বগণের উপর সংবর্ত্তনামক ভীষণ কালাস্ত্র নিক্ষেপ করিলে ক্ষণকালমধ্যে তিনকোটি গন্ধর্ব্ব সেই কালপাশদ্বারা আবদ্ধ এবং বিদারিত হইল। মহাবলবান্ গন্ধর্ব্বগণ নিমেষমধ্যে সেই কালপাশে নিহত হইয়া গেল দেখিয়া দেবতারাও বিস্মিত হইলেন এবং সেরূপ যুদ্ধ আর কখন দেখিয়াছিলেন কি না, তাহা ভাবিয়া স্থির করিতে পারিলেন না। সেই গন্ধর্ব্বগণ এইরূপে নিহত হইলে, কৈকেয়ীপুত্র ভরত সেই রমণীয় গন্ধর্ব্বদেশকে তক্ষশিলা এবং পুষ্কলাবত নামক দুইটী পুরীতে বিভক্ত করিয়া কুমার তক্ষকে তক্ষশিলাতে এবং কুমার পুষ্কলকে পুষ্কলাবতে স্থাপন করিলেন। ৬—১১। ধনরত্নে পরিপূর্ণ সেই দুইটী পুরই বনরাজিদ্বারা পরিশোভিত হইয়া বিবিধ তুল্যগুণে পরস্পরকে স্পর্দ্ধা করিতে লাগিল। তথাকার লোকগণ সকলেই ন্যায়বান্ হইল; সেই উভয় পুরীরই মধ্যে মধ্যে মনোহর বিপণি স্থাপিত হইল। সপ্তকক্ষাবিশিষ্ট বড় বড় সৌধ অট্টালিকাশ্রেণী তথায় শোভা পাইতে লাগিল। তথায় স্থানে স্থানে সুরম্য দেবমন্দির সকল চতুষ্পার্শ্বে, তাল, তমাল, বকুল এবং তিলক-তরুতে সুশোভিত হইয়া মনোহর শোভা ধারণ করায় সেই পুরীদ্বয় পরম রমণীয় হইল। ১২—১৫। এইরূপে রামানুজ শ্রীমান্ ভরত সেই দুই রাজ্যে তাঁহার পুত্রদ্বয়কে স্থাপনপূর্ব্বক তথায় পাঁচ বৎসর থাকিয়া পুনরায় অযোধ্যায় ফিরিয়া আসিলেন। তিনি অযোধ্যায় আসিয়া বাসব যেরূপ ব্রহ্মাকে অভিবাদন করেন,

শশংস চ যথাবৃত্তং গন্ধর্ব্ববধমুত্তমম্।
নিবেশনঞ্চ দেশস্য শ্রুত্বা প্রীতোঽস্য রাঘবঃ॥ ১৮

ইত্যুত্তরকাণ্ডে চতুর্দ্দশাধিকশততমঃ সর্গঃ॥ ১১৪॥

পঞ্চদশাধিকশততম সর্গঃ।

তচ্ছ্রুত্বা হর্ষমাপেদে রাঘবো ভ্রাতৃভিঃ সহ।
বাক্যঞ্চাদ্ভুতসঙ্কাশং ভ্রাতৄন্ প্রোবাচ রাঘবঃ॥ ১
ইমৌ কুমারৌ সৌমিত্রে তব ধর্ম্মবিশারদৌ।
অঙ্গদশ্চন্দ্রকেতুশ্চ রাজ্যার্থে দৃঢ়বিক্রমৌ॥ ২
ইমৌ রাজ্যেঽভিষেক্ষ্যামি দেশঃ সাধু বিধীয়তাম্।
রমণীয়ো হ্যসম্বাধো রমেতাং যত্র ধন্বিনৌ॥ ৩
ন রাজ্ঞাং যত্র পীড়া স্যাদাশ্রমাণাং বিনাশনম্।
স দেশো দৃশ্যতাং সৌম্য নাপরাধ্যামহে যথা॥ ৪
তথোক্তবতি রামে তু ভরতঃ প্রত্যুবাচ হ।
অয়ং কারুপথো দেশো রমণীয়ো নিরাময়ঃ॥ ৫
নিবেশ্যতাং তত্র পুরমঙ্গদস্য মহাত্মনঃ।

চন্দ্রকেতোঃ সুরুচিরং চন্দ্রকান্তং নিরাময়ম্॥ ৬
তদ্বাক্যং ভরতেনোক্তং প্রতিজগ্রাহ রাঘবঃ।
তঞ্চ কৃত্বা বশে দেশমঙ্গদস্য ন্যবেশয়ৎ॥ ৭
অঙ্গদীয়া পুরী রম্যাপ্যঙ্গদস্য নিবেশিতা।
রমণীয়া সুগুপ্তা চ রামেণাক্লিষ্টকর্ম্মণা॥ ৮
চন্দ্রকেতোশ্চ মল্লস্য মল্লভূম্যাং নিবেশিতা।
চন্দ্রকান্তেতি বিখ্যাতা দিব্যা স্বর্গপুরী যথা॥ ৯
ততো রামঃ পরাং প্রীতিং লক্ষ্মণো ভরতস্তথা।
যযুর্যুদ্ধে দুরাধর্ষা অভিষেকঞ্চ চক্রিরে॥ ১০
অভিষিচ্য কুমারৌ দ্বৌ প্রস্থাপ্য সুসমাহিতৌ।
অঙ্গদং পশ্চিমাং ভূমিং চন্দ্রকেতুমুদঙ্মুখম্॥ ১১
অঙ্গদঞ্চাপি সৌমিত্রির্লক্ষ্মণোঽনুজগাম হ।
চন্দ্রকেতোস্তু ভরতঃ পার্ষ্ণিগ্রাহো বভূব হ॥ ১২
লক্ষ্মণস্ত্বঙ্গদীয়ায়াং সংবৎসরমথোষিতঃ।
পুত্রে স্থিতে দুরাধর্ষে অযোধ্যাং পুনরাগমৎ॥ ১৩
ভরতোঽপি তথৈবোষ্য সংবৎসরমতোঽধিকম্।
অযোধ্যাং পুনরাগম্য রামপাদাবুপাস্ত সঃ॥ ১৪
উভৌ সৌমিত্রিভরতৌ রামপাদাবনুব্রতৌ।
কালং গতমপি স্নেহান্ন জজ্ঞাতেঽতিধার্ম্মিকৌ॥ ১৫

সেইরূপ সাক্ষাৎ ধর্ম্মমূর্ত্তি মহাত্মা রামচন্দ্রকে অভিবাদনপূর্ব্বক গন্ধর্ব্বযুদ্ধে যাহা যাহা ঘটিয়াছিল এবং তক্ষশিলা ও পুষ্কলাবতনামক রাজ্যদ্বয় যেরূপে সংস্থাপিত হইয়াছে, যথাক্রমে সেই সকল বিবরণ নিবেদন করিলেন। রামচন্দ্রও তাহা শুনিয়া সাতিশয় প্রীতিলাভ করিলেন। ১৬—১৮।

পঞ্চদশাধিকশততম সর্গ।

ভরতের নিকটে রামচন্দ্র সেই সকল বিবরণ শুনিয়া ভ্রাতৃগণের সহিত পরমানন্দিতচিত্তে তাহাদিগকে এই পরমাদ্ভুত কথা বলিলেন,—"লক্ষ্মণ! তোমার পুত্র কুমার অঙ্গদ এবং চন্দ্রকেতু—পরম ধার্ম্মিক, অমিততেজা এবং রাজ্য রক্ষা করিতে সমর্থ; সুতরাং এই ধনুর্দ্ধারিপ্রধান বীরকুমারদ্বয় যেখানে স্বচ্ছন্দে থাকিতে পারিবে, এরূপ কোন রমণীয় প্রদেশ অন্বেষণ কর, আমি ইহাদিগকে সেই রাজ্যে অভিষিক্ত করিব। সৌম্য! ইহারা যেখানে বাস করিলে, রাজগণ পীড়িত এবং তপোবন সকল বিনষ্ট হইবে না আমরাও অপরাধী না হই, এইরূপ কোন স্থান অনুসন্ধান কর।" রামচন্দ্র এই কথা বলিলে, ভরত উত্তর করিলেন,—"আর্য্য! কারুপথদেশ পরম রমণীয় এবং নিতান্ত নিরুপদ্রব।

১—৫। সেই দেশেই মহাবল অঙ্গদের রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হউক এবং চন্দ্রকেতুকে মনোহর উপদ্রববিহীন চন্দ্রকান্ত নামক নগরে সংস্থাপিত করুন। রামচন্দ্র ভরতের কথায় অনুমোদনপূর্ব্বক কারুপথদেশ অধিকার করিয়া সেই রাজ্যে অঙ্গদকে প্রতিষ্ঠিত করিলেন। অক্লিষ্টকর্ম্মা রামচন্দ্র কারুপথদেশে সুচারু এবং সুরক্ষিত অঙ্গদীয়া নামে পুরী নির্ম্মাণ করিয়া তথায় অঙ্গদকে স্থাপনপূর্ব্বক মল্ল চন্দ্রকেতুকে মল্লভূমিতে প্রতিষ্ঠিত করিলেন এবং অমরাবতীর ন্যায় রমণীয়া সেই নগরী চন্দ্রকান্তা নামে প্রসিদ্ধা হইল। পরে যুদ্ধদুর্দ্ধর্ষ রাম, লক্ষ্মণ এবং ভরত পরমপ্রীতির সহিত সুসমাহিত কুমারযুগলকে অভিষিক্ত করত অঙ্গদকে পশ্চিম প্রদেশ এবং চন্দ্রকেতুকে উত্তর দেশ প্রদান করিলেন। সুমিত্রানন্দন লক্ষ্মণ, অঙ্গদের এবং ভরত চন্দ্রকেতুর পার্ষ্ণিগ্রাহ হইয়া সেই কুমারদ্বয়ের অনুগমন করিলেন। ৬—১১। লক্ষ্মণ অঙ্গদীয়া পুরীতে এক বৎসর থাকিয়া দুরাধর্ষ পুত্রকে সুপ্রতিষ্ঠিত জানিয়া অযোধ্যায় ফিরিয়া আসিলেন এবং ভরতও বৎসরাধিক কাল চন্দ্রকান্তা নগরীতে থাকিয়া পুনরায় অযোধ্যায় রামচন্দ্রের চরণসমীপে উপস্থিত হইলেন। এইরূপে ধার্ম্মিকশ্রেষ্ঠ ভরত এবং লক্ষ্মণ স্নেহপূর্ব্বক শ্রীরামচন্দ্রের আদেশপালনে নিযুক্ত থাকিয়া বর্

এবং বর্ষসহস্রাণি দশ তেষাং যযুস্তদা।
ধর্ম্মে প্রযতমানানাং পৌরকার্য্যেষু নিত্যদা ॥ ১৬
বিহৃত্য কালং পরিপূর্ণমানসাঃ
শ্রিয়া বৃতা ধর্ম্মপুরে চ সংস্থিতাঃ।
ত্রয়ঃ সমিদ্ধাহুতিদীপ্ততেজসো
হুতাগ্নয়ঃ সাধু মহাধ্বরে ত্রয়ঃ ॥ ১৭

ইত্যুত্তরকাণ্ডে পঞ্চদশাধিকশততমঃ সর্গঃ ॥ ১১৫ ॥

ষোড়শাধিকশততমঃ সর্গঃ।

কস্যচিত্ত্বথ কালস্য রামে ধর্ম্মপথে স্থিতে।
কালস্তাপসরূপেণ রাজদ্বারমুপাগমৎ ॥ ১
দূতো হ্যতিবলস্যাহং মহর্ষেরমিতৌজসঃ।
রামং দিদৃক্ষুরায়াতঃ কার্য্যেণ হি মহাবল ॥ ২
তস্য তদ্বচনং শ্রুত্বা সৌমিত্রিস্ত্বরয়ান্বিতঃ।
ন্যবেদয়ত রামায় তাপসং তং সমাগতম্ ॥ ৩
জয়স্ব রাজধর্ম্মেণ উভৌ লোকৌ মহাদ্যুতে।
দূতস্ত্বাং দ্রষ্টুমায়াতস্তপসা ভাস্করপ্রভঃ ॥ ৪
তদ্বাক্যং লক্ষ্মণোক্তং বৈ শ্রুত্বা রাম উবাচ হ।
প্রবেশ্যতাং মুনিস্তাত মহৌজাস্তস্য বাক্যধৃক্ ॥ ৫

এবং পৌরকার্য্য সকল নির্ব্বাহ করত, দশ সহস্রবৎসর অল্পকালের ন্যায়, অতিবাহিত করিলেন। ঘৃতাহুতিদ্বারা দীপ্তিমান্ অগ্নির ন্যায় তেজস্বী সেই তিন ভ্রাতা বিপুল ঐশ্বর্য্যলাভে চরিতার্থ হইয়া সেই ধর্ম্মপুরী অযোধ্যাতে বহুতর যজ্ঞ করিলেন। ১৩—১৭।

ষোড়শাধিকশততম সর্গ।

ধর্ম্মাত্মা রামচন্দ্র এইরূপে বহুকাল অতিবাহিত করিলেন। তৎপরে একদিন কাল মুনিবেশ ধরিয়া রাজদ্বারে উপস্থিত হইলেন। তিনি দ্বারদেশে ধৈর্য্য-শালী লক্ষ্মণকে দেখিতে পাইয়া বলিলেন,—"মহাবল! আমি, অমিততেজা মহাবল মহর্ষির দূত, কোন কার্য্য-ব্যপদেশে রামচন্দ্রকে দেখিতে আসিয়াছি।" মহর্ষির কথা শুনিয়া লক্ষ্মণ ত্বরান্বিত হইয়া তাঁহার আগমন-সংবাদ নিবেদন করিবার জন্য রামের নিকটে যাইয়া বলিলেন,—"মহাদ্যুতে! রাজধর্ম্ম অনুক্রমে উভয় লোকে আপনার বিজয় লাভ হউক; প্রভো! আপনার দর্শনলাভের বাসনায়, তপঃপ্রভাবে সূর্য্যের ন্যায় তেজস্বী কোন দূত দ্বারে অপেক্ষা করিতেছেন।" লক্ষ্মণের কথা শুনিয়া রামচন্দ্র বলিলেন,—"বৎস!

সৌমিত্রিস্তু তথেত্যুক্ত্বা প্রাবেশয়ত তং মুনিম্।
জ্বলন্তমিব তেজোভিঃ প্রদহন্তমিবাংশুভিঃ ॥ ৬
সোঽভিগম্য রঘুশ্রেষ্ঠং দীপ্যমানং স্বতেজসা।
ঋষির্মধুরয়া বাচা বর্দ্ধস্বেত্যাহ রাঘবম্ ॥ ৭
তস্মৈ রামো মহাতেজাঃ পূজামর্ঘ্যপুরোগমাম্।
দদৌ কুশলমব্যগ্রং প্রষ্টুঞ্চৈবোপচক্রমে ॥ ৮
পৃষ্টশ্চ কুশলং তেন রামেণ বদতাং বরঃ।
আসনে কাঞ্চনে দিব্যে নিষসাদ মহাযশাঃ ॥ ৯
তমুবাচ ততো রামঃ স্বাগতং তে মহামতে।
প্রাপয়াস্য চ বাক্যানি যতো দূতস্ত্বমাগতঃ ॥ ১০
চোদিতো রাজসিংহেন মুনির্বাক্যমভাষত।
দ্বন্দ্বে হ্যেতৎ প্রবক্তব্যং হিতং বৈ যদ্যবেক্ষসে ॥ ১১
যঃ শৃণোতি নিরীক্ষেদ্বা স বধ্যো ভবিতা তব।
ভবেদ্বৈ মুনিমুখ্যস্য বচনং যদ্যবেক্ষসে ॥ ১২
তথেতি চ প্রতিজ্ঞায় রামো লক্ষ্মণমব্রবীৎ।
দ্বারি তিষ্ঠ মহাবাহো প্রতিহারং বিসর্জ্জয় ॥ ১৩

সেই মহাতেজস্বী দূতকে ত্বরায় লইয়া আইস।" তখন লক্ষ্মণ "যে আজ্ঞা" বলিয়া সেই প্রজ্বলিত-তেজঃসমন্বিত মহর্ষিকে রামচন্দ্রের নিকটে আনয়ন করিলেন। ১—৬। সেই তপস্বী তেজোদীপ্যমান রঘুবর রামচন্দ্রের নিকটে আসিয়া মধুর স্বরে বলিলেন,—"মহারাজ! বৃদ্ধি লাভ করুন।" রামচন্দ্রও পাদ্য-অর্ঘ্যাদিদ্বারা মহর্ষিকে সম্যক্ অর্চ্চনা করিলেন, মহাযশা বাগ্মিবর মুনিবর উত্তম আসনে বসিলেন। পরে রামচন্দ্র কুশল জিজ্ঞাসা করিতে প্রবৃত্ত হইয়া বলিলেন,—"মহাদ্যুতে! আপনার আগমন শুভ হউক; আপনি যাঁহার দূত হইয়া আসিয়াছেন, তিনি যে সকল কথা বলিয়াছেন, তাহা প্রকাশ করুন।" রাজসিংহ রামচন্দ্র এইরূপ বলিলে, তাপস বলিলেন,—মহারাজ! আপনাকে আমি যাহা বলিতে আসিয়াছি, তাহা দেবগণের বিশেষ মঙ্গল-জনক এবং নিতান্ত গোপনীয়; সুতরাং সে কথা আমি এবং আপনি ব্যতীত অন্য কাহারও শ্রোতব্য নহে। যদি আপনার সেই মুনিবাক্যে শ্রদ্ধা থাকে, তাহা হইলে এইরূপ নিয়ম করুন যে, যে ব্যক্তি আমাদিগের এই কথোপকথন শুনিবে বা নিরীক্ষণে আমাদিগের সহিত সাক্ষাৎ করিবে, আপনি তাহাকে বধ করিবেন।" ৭—১২। তপস্বীর সেই কথা শুনিয়া রামচন্দ্র "তাহাই হইবে" এইরূপ প্রতিজ্ঞা করিয়া লক্ষ্মণকে কহিলেন,—"মহাবাহো! প্রতিহারীর পরিবর্ত্তে তুমি স্বয়ং সাবধানে [illegible]

স মে বধ্যঃ খলু ভবেৎ তং দ্রষ্টুমস্মি বৈরিত্রম্।
অবেক্ষ্য চ সৌমিত্রে পশ্যেৎ শৃণুয়াচ্চ যঃ॥ ১৪
ততো নিক্ষিপ্য কাকুৎস্থো লক্ষ্মণং দ্বারি সংগ্রহম্।
তমুবাচ মুনে বাক্যং কথয়স্বেতি রাঘব॥ ১৫
যত্তে মনীষিতং বাক্যং যেন বাসি সমাহিতঃ।
কথয়স্বাবিশঙ্কস্ত্বং মমাপি হৃদি বর্ত্ততে॥ ১৬
ইত্যুত্তরকাণ্ডে ষোড়শাধিকশততমঃ সর্গঃ॥ ১১৬॥

সপ্তদশাধিকশততমঃ সর্গঃ।

শৃণু রাজন্ মহাসত্ত্ব যদর্থমহমাগতঃ।
পিতামহেন দেবেন প্রেষিতোঽস্মি মহাবল॥ ১
তবাহং পূর্ব্বকে ভাবে পুত্রঃ পরপুরঞ্জয়ঃ।
মায়াসম্ভাবিতো বীর কালঃ সর্ব্বসমাহরঃ॥ ২
পিতামহশ্চ ভগবানাহ লোকপতিঃ প্রভুঃ।
সময়স্তে কৃতঃ সৌম্য লোকান্ সম্পরিরক্ষিতুম্॥ ৩
সংক্ষিপ্য হি পুরা লোকান্মায়য়া স্বয়মেব হি।
মহার্ণবে শয়ানোঽপ্সু মাং ত্বং পূর্ব্বমজীজনঃ॥ ৪
ভোগবন্তং ততো নাগমনন্তমুদকেশয়ম্।
মায়য়া জনয়িত্বা ত্বং দ্বৌ চ সত্ত্বৌ মহাবলৌ॥ ৫
মধুঞ্চ কৈটভঞ্চৈব যয়োরস্থিচয়ৈর্বৃতা।
ইয়ং পর্ব্বতসম্বাধা মেদিনী চাভবত্তদা॥ ৬
পদ্মে দিব্যেঽর্কসঙ্কাশে নাভ্যামুৎপাদ্য মামপি।
প্রাজাপত্যং ত্বয়া কর্ম্ম ময়ি সর্ব্বং নিবেশিতম্॥ ৭
সোঽহং সন্ন্যস্তভারো হি ত্বামুপাসে জগৎপতিম্।
রক্ষাং বিধৎস্ব ভূতেষু মম তেজস্করো ভবান্॥ ৮
ততস্ত্বমসি দুর্দ্ধর্ষাত্তস্মাদ্ভাবাৎ সনাতনাৎ।
রক্ষাং বিধাস্যন্ ভূতানাং বিষ্ণুত্বমুপজগ্মিবান্॥ ৯
অদিত্যাং বীর্য্যবান্ পুত্রো ভ্রাতৄণাং বীর্য্যবর্দ্ধনঃ।
সমুৎপন্নেষু কৃত্যেষু তেষাং সাহ্যায় কল্পসে॥ ১০
স ত্বমুজ্জাস্যমানাসু প্রজাসু জগতো বর।
রাবণস্য বধাকাঙ্ক্ষী মানুষেষু মনোঽদধাঃ॥ ১১
দশবর্ষসহস্রাণি দশবর্ষশতানি চ।
কৃত্বা বাসস্য নিয়মং স্বয়মেবাত্মনা পুরা॥ ১২

বধ্য। লক্ষ্মণ! এই মহর্ষি এবং আমি যতক্ষণ পর্য্যন্ত নির্জ্জনে থাকিব, ততক্ষণের মধ্যে যদি কেহ আমাদিগের কথা শুনে অথবা আমাদিগকে দেখে, তাহা হইলে সে আমার বধ্য হইবে।" রামচন্দ্র এইরূপে লক্ষ্মণকে দ্বারদেশে থাকিতে আজ্ঞা করিয়া তাপসকে বলিলেন,—"মহর্ষে! আপনার সেই গোপনীয় কথা শুনিবার জন্য আমি বিশেষ কৌতূহলাক্রান্ত হইয়াছি; যিনি আপনাকে আমার নিকটে পাঠাইয়াছেন; আপনি তাঁহার গোপনীয় সংবাদ আমার নিকট ব্যক্ত করুন।" ১৩—১৬।

সপ্তদশাধিকশততম সর্গ।

ঋষি বলিলেন,—"মহাবল মহারাজ! যে কারণে আমি আসিয়াছি, তাহা শুনুন। বীর! আমি আপনার সেই পূর্ব্বজন্ম দেহের সেই মায়াসম্ভূত শত্রুনিবারী সর্ব্বসংহারক কালনামক পুত্র; ভগবান্ পিতামহ ব্রহ্মা আমাকে আপনার নিকটে পাঠাইয়াছেন। প্রজাপতি প্রভু পিতামহ, আপনাকে বলিয়াছেন—"হে সৌম্য! আপনি সকল লোককে রক্ষা করিবার জন্য যে সময় নির্দ্ধারিত করিয়াছিলেন, তাহা সম্পূর্ণ হইয়াছে। প্রভো! আপনি পূর্ব্বকালে নিজ মায়া-প্রভাবে সকল লোককে সংহারপূর্ব্বক মহার্ণবে শয়ানকালীন আমাকে সৃষ্টি করিয়াছিলেন। পৃথিবীধারণ-সমর্থ জলশায়ী অনন্তনামক নাগকে সৃষ্টি করিয়া আপনি মায়াবলে আর দুইটী মহাবল মহাসত্ত্বকে সৃষ্টি করেন। মধু এবং কৈটভনামক সেই দুই মহাসত্ত্বের অস্থিপুঞ্জে এই পর্ব্বতসমাকুলা মেদিনী উৎপন্ন হয়। ১—৬। তৎপরে আপনার নাভিস্থিত দিব্য পদ্ম হইতে আমাকে সৃষ্টি করিয়া প্রাজাপত্যে বরণ করেন। প্রভো! আপনি আমাকে এইরূপ ভার অর্পণ করিলে আমি 'আমার তেজস্কর, সমগ্র জগতের ঈশ্বর এবং আমার উপাস্য, সুতরাং আমার সৃষ্ট এই ভূতসকলকে রক্ষা করুন, আপনার নিকটে আমি এইরূপ প্রার্থনা করিলে, আপনি ভূতসকলের রক্ষা বিধান করিয়া সেই দুর্দ্ধর্ষ সনাতনভাব হইতে বিষ্ণুত্ব প্রাপ্ত করেন। কোন সময়ে কার্য্যবশতঃ আপনি অদিতির গর্ভে বীর্য্যবান্ পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করিয়া তাঁহার ভ্রাতৃগণের বীর্য্য সমধিক বিবর্দ্ধিত করিয়াছিলেন। প্রভো! প্রজাসকলকে বিনষ্টপ্রায় দেখিয়া সেই সনাতন আপনিই রাবণকে সংহার করিবার জন্য একাদশসহস্র বৎসর মনুষ্যলোকে বাস করিবেন, নিজেই এইরূপ নির্দ্দেশপূর্ব্বক মনুষ্যরূপে ধরায় অবতীর্ণ হইয়াছেন। ৭—১১। মনুষ্যলোকে আসিবার কালে আপনি, যাহা যে সময় নির্দ্ধারিত করিয়াছিলেন, আপনার সেই নির্দ্ধারিত কাল পূর্ণ হইয়াছে; সুতরাং এক্ষণে আপনি

স ত্বং মনোময়ঃ পুত্রঃ পূর্ব্বমর্থমুপেক্ষিহ।
কালো নরবরশ্রেষ্ঠ সমীপমুপবর্ত্তিতুম্ ॥ ১৩
যদ ভূয়ো মহারাজ প্রজা ইচ্ছস্যুপাসিতুম্।
বস বা বীর ভদ্রং তে এবমাহ পিতামহঃ ॥ ১৪
অথবা বিজিগীষা তে সুরলোকায় রাঘব।
সনাথা বিষ্ণুনা দেবা ভবন্তু বিগতজ্বরাঃ ॥ ১৫
শ্রুত্বা পিতামহেনোক্তং বাক্যং কালসমীরিতম্।
রাঘবঃ প্রহসন্ বাক্যং সর্ব্বসংহারমব্রবীৎ ॥ ১৬
শ্রুত্বা মে দেবদেবস্য বাক্যং পরমমদ্ভুতম্।
প্রীতির্হি মহতী জাতা তবাগমনসম্ভবা ॥ ১৭
ত্রয়াণামপি লোকানাং কার্য্যার্থং মম সম্ভবঃ।
ভদ্রং তেহস্তু গমিষ্যামি যত এবাহমাগতঃ ॥ ১৮
হৃদগতো হ্যসি সম্প্রাপ্তো,ন মে তত্র বিচারণা।
ময়া হি সর্ব্বকৃত্যেষু দেবানাং বশবর্ত্তিনাম্।
স্থাতব্যং সর্ব্বসংহার যথা হ্যাহ পিতামহঃ ॥ ১৯

ইত্যুত্তরকাণ্ডে সপ্তদশাধিকশততমঃ সর্গঃ ॥ ১১৭

মার নিজধামে আগমন করা উচিত হইতেছে।’ বীর মহারাজ! পিতামহ আরও বলিয়াছেন যে, যদি আপনার পুনরায় প্রজাপালনের ইচ্ছা হয়, তাহা হইলে আপনার ইচ্ছানুসারে বাস করুন। অথবা রাম! যদি, দেবলোক পালন করিতে আপনার ইচ্ছা হইয়া থাকে, তাহা হইলে স্বর্গরাজ্যে আসিয়া দেবগণকে সনাথ করুন; তাহা হইলে স্বর্গ আপনাকে লাভ করিয়া নির্ভয় হউন।’ ১২—১৫। কাল-মুখে পিতামহের সন্দেশ শুনিয়া রামচন্দ্র হাসিয়া সেই সর্ব্বসংহারক কালকে উত্তর করিলেন,—তোমার [illegible] আগমনে এবং দেবদেব পিতামহের পরমা-[illegible] কথা শুনিয়া আমি পরম প্রীতি লাভ করিয়াছি; [illegible] ত্রিভুবনের কার্য্যসাধনের জন্যই ধরায় আসিয়া-[illegible]। এক্ষণে তোমার আগমন শুভ হউক, আমি আমার নিজ স্থানেই প্রত্যাগমন করিব। [illegible]। তোমার আগমন যে আমার সম্পূর্ণ [illegible] হইয়াছে, তাহাতে কিছুমাত্র সংশয় নাই। [illegible] পিতামহ যাহা বলিয়াছেন, তদনুসারে [illegible] দেবতাদিগের সমস্ত কার্য্যেই আমার থাকা উচিত।” ১৬—১৯।

অষ্টাদশাধিকশততমঃ সর্গঃ।

তথা তয়োঃ সংবদতোর্দুর্ব্বাসা ভগবানৃষিঃ।
রামস্য দর্শনাকাঙ্ক্ষী রাজদ্বারমুপাগমৎ ॥ ১
সোঽভিগম্য তু সৌমিত্রিমুবাচ ঋষিসত্তমঃ।
রামং দর্শয় মে শীঘ্রং পুরা মেঽর্থোঽতিবর্ত্ততে ॥
মুনেস্তু ভাষিতং শ্রুত্বা লক্ষ্মণঃ পরবীরহা।
অভিবাদ্য মহাত্মানং বাক্যমেতদুবাচ হ ॥ ৩
কিং কার্য্যং ব্রূহি ভগবন্ কো হ্যর্থঃ কিং করোম্যহম্।
ব্যগ্রো হি রাঘবো ব্রহ্মন্ মুহূর্ত্তং পরিপাল্যতাম্ ॥ ৪
তচ্ছ্রুত্বা ঋষিশার্দ্দূলঃ ক্রোধেন কলুষীকৃতঃ।
উবাচ লক্ষ্মণং বাক্যং নির্দহন্নিব চক্ষুষা ॥ ৫
অস্মিন্ ক্ষণে মাং সৌমিত্রে রামায় প্রতিবেদয়।
বিষয়ং ত্বাং পুরঞ্চৈব শপিষ্যে রাঘবং তথা ॥ ৬
ভরতঞ্চৈব সৌমিত্রে যুষ্মাকং যা চ সন্ততিঃ।
ন হি শক্ষ্যাম্যহং ভূয়ো মন্যুং ধারয়িতুং হৃদি ॥ ৭
তচ্ছ্রুত্বা ঘোরসঙ্কাশং বাক্যং তস্য মহাত্মনঃ।
চিন্তয়ামাস মনসা তস্য বাক্যস্য নিশ্চয়ম্ ॥ ৮

অষ্টাদশাধিকশততমঃ সর্গ।

এইরূপে তাঁহাদের উভয়ের কথোপকথন হই-তেছে, এমত সময়ে ঋষিশ্রেষ্ঠ ভগবান্ দুর্ব্বাসা রামচন্দ্রের সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য রাজদ্বারে উপস্থিত হইলেন। সেই মুনিবর আসিয়া সুমিত্রা-নন্দন লক্ষ্মণের নিকটবর্ত্তী হইয়া কহিলেন,—“আমার অবিলম্বে প্রয়োজন; সুতরাং শীঘ্র আমাকে রাম-চন্দ্রের সহিত সাক্ষাৎ করাইয়া দাও।” পরবীরনিহন্তা লক্ষ্মণ, মহাত্মা মুনিবর দুর্ব্বাসার কথা শুনিয়া তাঁহাকে অভিবাদনপূর্ব্বক বলিলেন,—“ভগবন্! রাঘব কোন গুরুতর কার্য্যে ব্যস্ত আছেন, সুতরাং মুহূর্ত্তকাল আপনি অপেক্ষা করুন এবং আপনার কি কার্য্য এবং আমাকেই বা কি করিতে হইবে, তাহা আজ্ঞা করুন। ঋষিশার্দ্দূল দুর্ব্বাসা লক্ষ্মণের কথা শুনিয়া অতীব ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিলেন; তাঁহার নয়ন হইতে যেন অগ্নি বাহির হইতে লাগিল। তখন তিনি লক্ষ্মণকে যেন দগ্ধ করতই বলিলেন [illegible] “রে লক্ষ্মণ! আমি আর ক্রোধ সংবরণ করিতে পারিতেছি না, সুতরাং তুমি এই মুহূর্ত্তেই রামের নিকটে আমার আগমন-সংবাদ দেও; [illegible] তোমাকে, ভরতকে, শত্রুঘ্নকে এবং তোমাদের [illegible] পুরী ও তোমাদের পুত্রগণকেও শাপ দিব।” মহাত্মা দুর্ব্বাসার এইরূপ নিদারুণ কথা শুনিয়া [illegible]

একস্য মরণং মেহস্তু মাভূৎ সর্ব্বং বিনাশনম্।
ইতি বুদ্ধ্যা বিনিশ্চিত্য রাঘবায় ন্যবেদয়ৎ ॥ ৯
লক্ষ্মণস্য বচঃ শ্রুত্বা রামঃ কালং বিসৃজ্য চ।
নিষ্পত্য ত্বরিতো রাজা অত্রেঃ পুত্রং দদর্শ হ ॥ ১০
সোঽভিবাদ্য মহাত্মানং জ্বলন্তমিব তেজসা।
কিং কার্য্যমিতি কাকুৎস্থঃ কৃতাঞ্জলিরভাষত ॥ ১১
তদ্বাক্যং রাঘবেণোক্তং শ্রুত্বা মুনিবরঃ প্রভুঃ।
প্রত্যাহ রামং দুর্ব্বাসাঃ শ্রূয়তাং ধর্ম্মবৎসল ॥ ১২
অদ্য বর্ষসহস্রস্য সমাপ্তির্ম্মম রাঘব।
সোঽহং ভোজনমিচ্ছামি যথাসিদ্ধং তবানঘ ॥ ১৩
তচ্ছ্রুত্বা বচনং রাজা রাঘবঃ প্রীতমানসঃ।
ভোজনং মুনিমুখ্যায় যথাসিদ্ধমুপাহরৎ ॥ ১৪
স তু ভুক্ত্বা মুনিশ্রেষ্ঠস্তদন্নমমৃতোপমম্।
সাধু রামেতি সম্ভাষ্য স্বমাশ্রমমুপাগমৎ ॥ ১৫
সংস্মৃত্য কালবাক্যানি ততো দুঃখমুপাগমৎ।
দুঃখেন চ সুসন্তপ্তঃ স্মৃত্বা তদ্ঘোরদর্শনম্ ॥ ১৬
অবাঙ্মুখো দীনমনা ব্যাহর্ত্তুং ন শশাক হ।
ততো বুদ্ধ্যা বিনিশ্চিত্য কালবাক্যানি রাঘবঃ ॥ ১৭
নৈতদস্তীতি নিশ্চিত্য তূষ্ণীমাসীন্মহাযশাঃ ॥ ১৭

ইত্যুত্তরকাণ্ডে অষ্টাদশাধিকশততমঃ সর্গঃ ॥ ১১৮

একোনবিংশত্যধিকশততমঃ সর্গঃ।

অবাঙ্মুখমথো দীনং দৃষ্ট্বা সোমমিবাপ্লুতম্।
রাঘবং লক্ষ্মণো বাক্যং হৃষ্টো মধুরমব্রবীৎ ॥ ১
ন সন্তাপং মহাবাহো মদর্থং কর্ত্তুমর্হসি।
পূর্ব্বনির্ম্মাণবদ্ধা হি কালস্য গতিরীদৃশী ॥ ২
জহি মাং সৌম্য বিস্রব্ধং প্রতিজ্ঞাং পরিপালয়।
হীনপ্রতিজ্ঞাঃ কাকুৎস্থ প্রয়ান্তি নরকং নরাঃ ॥ ৩
যদি প্রীতির্ম্মহারাজ যদ্যনুগ্রাহ্যতা ময়ি।
জহি মাং নির্ব্বিশঙ্কস্ত্বং ধর্ম্মং বর্দ্ধয় রাঘব ॥ ৪
লক্ষ্মণেন তথোক্তস্তু রামঃ প্রচলিতেন্দ্রিয়ঃ।
মন্ত্রিণঃ সমুপানীয় তথৈব চ পুরোধসঃ ॥ ৫
অব্রবীচ্চ তদা বৃত্তং তেষাং মধ্যে স রাঘবঃ।
দুর্ব্বাসোঽভিগমঞ্চৈব প্রতিজ্ঞাং তাপসস্য চ ॥ ৬
তচ্ছ্রুত্বা মন্ত্রিণঃ সর্ব্বে সোপাধ্যায়াঃ সমাসত।
বসিষ্ঠস্তু মহাতেজা বাক্যমেতদুবাচ হ ॥ ৭

উপস্থিত ক্ষেত্রে কি করা উচিত, এই বিষয়ে ক্ষণকাল চিন্তাপূর্ব্বক 'সর্ব্বনাশ হওয়া অপেক্ষা আমার নিজেরই মরণ ভাল' এইরূপ বিবেচনা করিয়া রামের নিকটে আগমনসংবাদ নিবেদন করিলেন। লক্ষ্মণের কথা শুনিয়া রামচন্দ্র, কালকে বিদায় দিয়া, তৎক্ষণাৎ অত্রি-তনয়কে দর্শন করিলেন। ৯—১০। রামচন্দ্র সেই তেজঃপ্রদীপ্ত ঋষিশ্রেষ্ঠকে অভিবাদনপূর্ব্বক করযোড়ে তাঁহার আগমনের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। প্রভাব-শালী মুনিবর দুর্ব্বাসাও রামচন্দ্রের সেই সুবিহিত কথা শুনিয়া কহিলেন,—"ধর্ম্মপরায়ণ রাম! শ্রবণ কর; অনঘ! সহস্রবৎসরব্যাপী আমার অনশন-ব্রত অদ্য সমাপ্ত হইয়াছে। একণে আমি ভোজন করিতে ইচ্ছা করি, সুতরাং যথাবিধি অন্ন আনয়ন কর।" রামচন্দ্র দুর্ব্বাসার কথা শুনিয়া অতিশয় সন্তুষ্ট হইয়া সেই মুনিশ্রেষ্ঠকে যথাযোগ্য আহারীয় সামগ্রী প্রদান করিলেন। মুনিবর দুর্ব্বাসাও সেই অমৃততুল্য সুস্বাদু অন্ন আহার করিয়া রামচন্দ্রকে অশেষ সাধুবাদ প্রদান-পূর্ব্বক স্বীয় আশ্রমাভিমুখে প্রস্থান করিলেন। মহা-তপা দুর্ব্বাসা মুনি প্রস্থান করিলে, যশস্বী রামচন্দ্র কালের বাক্য এবং নিজের প্রতিজ্ঞা স্মরণ করিয়া নিতান্ত খিন্ন হইলেন। তিনি সেই ঘোরদর্শন কালের কথা স্মরণপূর্ব্বক যার পর নাই দুঃখাকুল হইলেন এবং বিষাদভরে কথা কহিতে অশক্ত হইয়া দুঃখিতচিত্তে অবনত-মস্তকে বহুক্ষণ পর্য্যন্ত চিন্তা করিলেন, পরে 'আমার এই সমস্তই বিনষ্ট হইবে' এইরূপ নিশ্চয় করিয়া মৌনাবলম্বন করিলেন। ১১—১৮।

ঊনবিংশত্যধিকশততম সর্গ।

রামচন্দ্রকে, রাহুগ্রস্ত শশধরের ন্যায়, মলিনভাবে এবং অবনতমস্তকে থাকিতে দেখিয়া লক্ষ্মণ সহর্ষে মধুর বাক্যে তাঁহাকে কহিলেন,—"মহাবাহো! আপনার দুঃখিত হওয়া উচিত নহে, কারণ ইহাই আমার ভাগ্যলিপি। সৌম্য কাকুৎস্থ! প্রতিজ্ঞাভ্রষ্ট ব্যক্তিগণ নরকে যায়, সুতরাং আপনি নিঃশঙ্কচিত্তে আমাকে বধ করিয়া আপনার প্রতিজ্ঞা রক্ষা করুন। মহারাজ রঘুনন্দন! যদি আমার উপর আপনার অপূর্ব্ব প্রীতি এবং অনুগ্রহ থাকে, তবে নিঃশঙ্কচিত্তে আমাকে বধ করিয়া ধর্ম্ম রক্ষা করুন।" লক্ষ্মণের এই মর্ম্মভেদী কথা শুনিয়া রাম-চন্দ্রের ইন্দ্রিয় সকল বিচলিত হইল। তখন তিনি,—অমাত্য এবং পুরোহিতগণকে আহ্বান করিয়া তাঁহা-দের নিকটে নিজের এবং মুনিবর দুর্ব্বাসার আগমন-বিবরণ তাঁহাদিগকে বলিলেন। ১—৬। রামের কথা

দৃষ্টমেতন্মহাবাহো ক্ষয়ং তে রোমহর্ষণম্।
লক্ষ্মণেন বিয়োগশ্চ তব রাম মহাযশঃ ॥ ৮
ত্যজৈনং বলবান্ কালো মা প্রতিজ্ঞাং বৃথা কৃথাঃ।
প্রতিজ্ঞায়াং হি নষ্টায়াং ধর্ম্মো হি বিলয়ং ব্রজেৎ ॥ ৯
ততো ধর্ম্মে বিনষ্টে তু ত্রৈলোক্যং সচরাচরম্।
সদেবর্ষিগণং সর্ব্বং বিনশ্যেত্তু ন সংশয়ঃ ॥ ১০
স ত্বং পুরুষশার্দ্দূল ত্রৈলোক্যস্যাভিপালনাৎ।
লক্ষ্মণেন বিনা চাদ্য ত্রৈলোক্যং ত্রাতুমর্হসি ॥ ১১
তেষাং তৎ সমবেতানাং বাক্যং ধর্ম্মার্থসংহিতম্।
শ্রুত্বা পরিষদো মধ্যে রামো লক্ষ্মণমব্রবীৎ ॥ ১২
বিসর্জ্জয়ে ত্বাং সৌমিত্রে মা ভূদ্ধর্ম্মবিপর্য্যয়ঃ।
ত্যাগো বধো বা বিহিতঃ সাধূনামুভয়ং সমম্ ॥ ১৩
রামেণ ভাষিতে বাক্যে বাষ্পব্যাকুলিতেন্দ্রিয়ঃ।
লক্ষ্মণস্ত্বরিতঃ প্রায়াৎ স্বগৃহং ন বিবেশ হ ॥ ১৪
স গত্বা সরযূতীরমুপস্পৃশ্য কৃতাঞ্জলিঃ।
নিগৃহ্য সর্ব্বস্রোতাংসি নিশ্বাসং ন মুমোচ হ ॥ ১৫
অনিশ্বসন্তং যুক্তং তং সশক্রাঃ সাপ্সরোগণাঃ।
দেবাঃ সর্ষিগণাঃ সর্ব্বে পুষ্পৈরভ্যকিরংস্তদা ॥ ১৬

অদৃশ্যং সর্ব্বমনুজৈঃ সশরীরং মহাবলম্।
প্রগৃহ্য লক্ষ্মণং শক্রস্ত্রিদিবং সংবিবেশ হ ॥ ১৭
ততো বিষ্ণোশ্চতুর্ভাগমাগতং সুরসত্তমাঃ।
হৃষ্টাঃ প্রমুদিতাঃ সর্ব্বে পূজয়ন্তি স্ম রাঘবম্ ॥ ১৮
ইত্যুত্তরকাণ্ডে একোনবিংশত্যধিকশততমঃ সর্গঃ ॥ ১১৯ ॥

বিংশত্যধিকশততমঃ সর্গঃ।

বিসৃজ্য লক্ষ্মণং রামো দুঃখশোকসমন্বিতঃ।
পুরোধসো মন্ত্রিণশ্চ নৈগমাংশ্চেদমব্রবীৎ ॥ ১
অদ্য রাজ্যেঽভিষেক্ষ্যামি ভরতং ধর্ম্মবৎসলম্।
অযোধ্যায়াঃ পতিং বীরং ততো যাস্যাম্যহং বনম্ ॥ ২
প্রবেশয়ত সম্ভারান্ মা ভূৎ কালাত্যয়ো যথা।
অদ্যৈবাহং গমিষ্যামি লক্ষ্মণেন গতাং গতিম্ ॥ ৩
তচ্ছ্রুত্বা রাঘবেণোক্তং সর্ব্বাঃ প্রকৃতয়ো ভৃশম্।
মূর্দ্ধভিঃ প্রণতা ভূমৌ গতসত্ত্বা ইবাভবন্ ॥ ৪
ভরতশ্চ বিসংজ্ঞোঽভূচ্ছ্রুত্বা রাঘবভাষিতম্।
রাজ্যং বিগর্হয়ামাস বচনঞ্চেদমব্রবীৎ ॥ ৫
সত্যেনাহং শপে রাজন্ স্বর্গভোগেন চৈব হি।
ন কাময়ে যথা রাজ্যং ত্বাং বিনা রঘুনন্দন ॥ ৬

শুনিয়া মন্ত্রিবর্গ মৌন হইয়া রহিলেন; কিন্তু তেজস্বী বশিষ্ঠ বলিলেন,—যশস্বী মহাবাহো রাম! আমি পূর্ব্বে তপোবলে লক্ষ্মণের সহিত তোমার বিচ্ছেদ এবং লোমহর্ষণ ক্ষয় দেখিয়াছি। যাহা হউক, প্রতিজ্ঞা-ভ্রষ্ট হইলে ধর্ম্মলোপ হয় এবং ধর্ম্মলোপ হইলে, দেবর্ষিগণের সহিত চরাচর ব্রহ্মাণ্ডও যে বিনষ্ট হয়, তাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই; সুতরাং তুমি তোমার প্রতিজ্ঞা পালন কর,—কালকেই বলবান্ মনে করিয়া লক্ষ্মণকে পরিত্যাগ কর। পুরুষব্যাঘ্র! অদ্য লক্ষ্মণকে পরিত্যাগ করিয়া ত্রিভুবন রক্ষা করা তোমার উচিত হইতেছে। সমবেত পুরোহিত এবং মন্ত্রী-দিগের সেইরূপ ধর্ম্ম ও যুক্তিপূর্ণ কথা শুনিয়া রামচন্দ্র সভামধ্যে লক্ষ্মণকে বলিলেন। ৭—১১। লক্ষ্মণ! ধর্ম্মের বিপরীত আচরণ করা কর্ত্তব্য নহে, সুতরাং আমি তোমাকে পরিত্যাগ করিলাম; কারণ, সাধুগণের পক্ষে ত্যাগ অথবা বধ উভয়ই সমান। তখন লক্ষ্মণ রামচন্দ্রের এই আদেশ শুনিয়া নিজগৃহে প্রবেশ না করিয়াই অশ্রুপূর্ণনেত্রে সত্বর প্রস্থান করিলেন। তিনি সরযূতীরে যাইয়া আচমন করিলেন এবং কৃতা-ঞ্জলিপুটে স্থির হইয়া ইন্দ্রিয়দ্বার সকল রোধ করত আর নিশ্বাস ত্যাগ করিলেন না। এইরূপে রামানুজ লক্ষ্মণ যোগাবলম্বনপূর্ব্বক নিশ্বাসপ্রশ্বাস রোধ করিলে, ঋষিগণ, অপ্সরোগণ এবং ইন্দ্রাদি দেবগণ তাঁহার মস্তকোপরি পুষ্প বর্ষণ করিতে লাগিলেন। পরে দেবরাজ ইন্দ্র, মনুষ্যগণের অলক্ষ্যে মহাবল লক্ষ্মণকে সশরীরে লইয়া স্বর্গে প্রবেশ করিলেন। তখন বিষ্ণুর চতুর্থ ভাগকে স্বর্গে আসিতে দেখিয়া সুরসত্তমগণ মহানন্দে তাঁহাকে পূজা করিলেন। ১২—১৮।

বিংশত্যধিকশততম সর্গ।

এদিকে মহাত্মা রামচন্দ্রও লক্ষ্মণকে পরিত্যাগ করিয়া সেই শোকে নিতান্ত দুঃখিত হইয়া পুরোহিত, মন্ত্রী এবং নিগমবিদ্‌গণকে বলিলেন,—"আমি অদ্যই ধর্ম্মপরায়ণ ভরতকে অযোধ্যার রাজসিংহাসনে অভি-ষিক্ত করিয়া বানপ্রস্থ অবলম্বন করিব। লক্ষ্মণ যে পথে গিয়াছে, আমিও অদ্যই সেই পথে যাইব, সুতরাং আর কাল-বিলম্ব না করিয়া শীঘ্র ভরতের অভি-ষেকের দ্রব্যসকল আনয়ন কর।" রামচন্দ্রের কথা শুনিয়া প্রজাগণ অবনতমস্তকে ভূতল স্পর্শপূর্ব্বক নির্জীবের ন্যায় নিশ্চেষ্টভাবে রহিল। ভরতও রামের কথা শুনিয়া ক্ষণকাল সংজ্ঞাহীনের ন্যায় থাকিয়া রাজ্য-সম্পদের নিন্দা করিলেন এবং কহিলেন। ১—৫। "রাজন্! আমি সত্যপূর্ব্বক শপথ করিয়া

ইমৌ কুশীলবৌ রাজন্নভিষিচ্য নরাধিপ।
কোশলেষু কুশং বীরং উত্তরেষু তথা লবম্॥ ৭
শত্রুঘ্নস্য চ গচ্ছন্তু দূতাস্ত্বরিতবিক্রমাঃ।
ইদং গমনমস্মাকং শীঘ্রমাখ্যাতু মা চিরম্॥ ৮
তচ্ছ্রুত্বা ভরতেনোক্তং দৃষ্ট্বা চাপি হ্যধোমুখান্।
পৌরান্ দুঃখেন সন্তপ্তান্ বসিষ্ঠো বাক্যমব্রবীৎ॥ ৯
বৎস রাম ইমাঃ পশ্য ধরণীং প্রকৃতীর্গতাঃ।
জ্ঞাত্বৈষামীপ্সিতং কার্য্যং মা চৈষাং বিপ্রিয়ং কৃথাঃ॥ ১০
বসিষ্ঠস্য তু বাক্যেন উত্থাপ্য প্রকৃতীজনম্।
কিং করোমীতি কাকুৎস্থঃ সর্ব্বান্ বচনমব্রবীৎ॥ ১১
ততঃ সর্ব্বাঃ প্রকৃতয়ো রামং বচনমব্রুবন্।
গচ্ছন্তমনুগচ্ছামো যত্র রাম গমিষ্যসি॥ ১২
পৌরেষু যদি তে প্রীতির্যদি স্নেহো হ্যনুত্তমঃ।
সপুত্রদারাঃ কাকুৎস্থ সমং গচ্ছাম সৎপথম্॥ ১৩
তপোবনং বা দুর্গং বা নদীমম্ভোনিধিং তথা।
বয়ং তে যদি ন ত্যাজ্যাঃ সর্ব্বান্নো নয় ঈশ্বর॥ ১৪
এষা নঃ পরমা প্রীতিরেষ নঃ পরমো বরঃ।
হৃদ্গতা নঃ সদা প্রীতিস্তবানুগমনে নৃপ॥ ১৫
পৌরাণাং দৃঢ়ভক্তিঞ্চ বাঢ়মিত্যেব সোঽব্রবীৎ।
স্বকৃতান্তং চাবেক্ষ্য তস্মিন্নহনি রাঘবঃ॥ ১৬
কোশলেষু কুশং বীরমুত্তরেষু লবং তথা।
অভিষিচ্য মহাত্মানাবুভৌ রামঃ কুশীলবৌ॥ ১৭
অভিষিক্তৌ সুতাবঙ্কে প্রতিষ্ঠাপ্য পুরে ততঃ।
রথানাং তু সহস্রাণি নাগানাময়ুতানি চ।
দশ চাশ্বসহস্রাণি একৈকস্য ধনং দদৌ॥ ১৮
বহুরত্নৌ বহুধনৌ হৃষ্টপুষ্টজনাশ্রয়ৌ।
স্বে পুরে প্রেষয়ামাস ভ্রাতরৌ তৌ কুশীলবৌ॥ ১৯
অভিষিচ্য ততো বীরৌ প্রস্থাপ্য স্বপুরে তদা।
দূতান্ স প্রেষয়ামাস শত্রুঘ্নায় মহাত্মনে॥ ২০
ইত্যুত্তরকাণ্ডে বিংশত্যধিকশততমঃ সর্গঃ॥ ১২০

একবিংশত্যধিকশততমঃ সর্গঃ।

তে দূতা রামবাক্যেন চোদিতা লঘুবিক্রমাঃ।
প্রজগ্মুর্মথুরাং শীঘ্রং চক্রুর্বাসঞ্চ নাধ্বনি॥ ১
ততস্ত্রিভিরহোরাত্রৈঃ সম্প্রাপ্য মথুরামথ।
শত্রুঘ্নায় যথাতত্ত্বমাচখ্যুঃ সর্ব্বমেব তৎ॥ ২

বলিতেছি, আমি আপনা বিহনে রাজ্যলাভ বা সুখভোগ করিতে ক্ষণমাত্রও ইচ্ছা করি না। নরবর মহারাজ! কুশ এবং লব,—এই কুমারদ্বয়ের মধ্যে বীর কুশকে কোশলরাজ্যে এবং লবকে উত্তর-কোশল রাজ্যে অভিষিক্ত করুন; এবং ত্বরিতবিক্রম দূতগণ অবিলম্বে শীঘ্র শত্রুঘ্নের নিকট যাইয়া আমাদিগের এই গমনবৃত্তান্ত নিবেদন করুক।" ভরতের এই কথা শুনিয়া এবং দুঃখব্যাকুল পৌরগণকে অধোমুখে থাকিতে দেখিয়া বশিষ্ঠ বলিলেন,—"বৎস রাম! ঐ দেখ, প্রজাগণ ভূতলে পতিত হইয়াছে, সুতরাং ইহাদের অভিপ্রায় কিরূপ তাহা জানিয়া কার্য্য কর; কদাচ ইহাদের কোন অপ্রিয় কার্য্য করিও না।" ৬—১০। বশিষ্ঠের কথা শুনিয়া রামচন্দ্র, প্রজাদিগকে উত্থাপিত করত নিজের কর্ত্তব্য জিজ্ঞাসা করিলেন। তখন প্রজাগণ সমস্বরে রামচন্দ্রকে বলিল,—"রাম! আপনি চলিয়া গেলে আমরাও আপনার পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাইব। কাকুৎস্থ! যদি পুরবাসিগণের প্রতি আপনার ভালবাসা এবং অত্যন্ত স্নেহ থাকে, তাহা হইলে আমরা,—পুত্র এবং ভার্য্যাগণের সহিত আপনার অনুচর হইয়া সৎপথে গমন করিব। ঈশ্বর! যদি আপনি আমাদিগকে পরিত্যাগ না করেন, তাহা হইলে,—তপোবন, দুর্গ, নদী অথবা সমুদ্র প্রভৃতির মধ্যে আপনি যথায় যাইবেন, আমাদের সকলকেই তথায় লইয়া চলুন। মহারাজ! আপনার সঙ্গে যাওয়াই আমাদের পরম প্রীতি, পরম বর এবং আন্তরিক আনন্দের বিষয়।" ১১—১৫। রামচন্দ্র, পৌরগণের তাঁহার প্রতি তাদৃশ দৃঢ়ভক্তি দেখিয়া তাহাদের কথাই স্বীকার করিলেন এবং নিজের কর্ত্তব্য অবধারণপূর্ব্বক সেই দিনে মহাবল কুশলবের মধ্যে বীর কুশকে কোশলরাজ্যে এবং লবকে উত্তরকোশল রাজ্যে অভিষিক্ত করিলেন। পরে অযোধ্যাপুরে অভিষিক্ত সেই কুমার-যুগলকে আলিঙ্গন করত, তাহাদের প্রত্যেককে সহস্র রথ, অযুত হস্তী, অযুত অশ্ব এবং বহুধন ও বহুরত্ন প্রদানপূর্ব্বক হৃষ্টপুষ্ট ব্যক্তিগণের সহিত তাহাদের নিজ নিজ পুরে পাঠাইলেন। এইরূপে রামচন্দ্র বীরদ্বয় কুমারযুগলকে অভিষিক্ত এবং নিজপুরে প্রেরণ করিয়া মহাত্মা শত্রুঘ্নের নিকটে দূত পাঠাইলেন। ১৬—২০।

একবিংশত্যধিকশততম সর্গ।

রামচন্দ্রের আদেশমত লঘুবিক্রম দূতগণ পথিমধ্যে কোনস্থানে বিশ্রাম না করিয়া ক্ষিপ্রগতিতে মথুরাভিমুখে গমনপূর্ব্বক তিন রাত্রির মধ্যে তথায়

লক্ষ্মণস্য পরিত্যাগং প্রতিজ্ঞাং রাঘবস্য চ।
পুত্রয়োরভিষেকঞ্চ পৌরানুগমনং তথা ॥ ৩
কুশস্য নগরী রম্যা বিন্ধ্যপর্ব্বতরোধসি।
কুশাবতীতি নাম্না সা কৃতা রামেণ ধীমতা ॥ ৪
শ্রাবস্তীতি পুরী রম্যা শ্রাবিতা চ লবস্য চ।
অযোধ্যাং বিজনাং কৃত্বা রাঘবো ভরতস্তথা ॥ ৫
স্বর্গস্য গমনোদ্‌যোগং কৃতবন্তৌ মহারথৌ।
এবং সর্ব্বং নিবেদ্যাশু শত্রুঘ্নায় মহাত্মনে ॥ ৬
বিরেমুস্তে ততো দূতাস্ত্বর রাজেতি চাব্রুবন্।
তচ্ছ্রুত্বা ঘোরসঙ্কাশং কুলক্ষয়মুপস্থিতম্ ॥ ৭
প্রকৃতীস্তু সমানীয় কাঞ্চনঞ্চ পুরোধসম্।
তেষাং সর্ব্বং যথাবৃত্তমব্রবীদ্রঘুনন্দনঃ ॥ ৮
আত্মনশ্চ বিপর্য্যাসং ভবিষ্যং ভ্রাতৃভিঃ সহ।
ততঃ পুত্রদ্বয়ং বীরঃ সোঽভ্যষিঞ্চন্নরাধিপঃ ॥ ৯
সুবাহুর্মধুরাং লেভে শত্রুঘাতী চ বৈদিশম্।
দ্বিধা কৃত্বা তু তাং সেনাং মাথুরীং পুত্রয়োর্দ্বয়োঃ।
ধনঞ্চ যুক্তং কৃত্বা বৈ স্থাপয়ামাস পার্থিবঃ ॥ ১০
সুবাহুং মধুরায়াঞ্চ বৈদিশে শত্রুঘাতিনম্।
যযৌ স্থাপ্য তদাযোধ্যাং রথেনৈকেন রাঘবঃ ॥ ১১
স দদর্শ মহাত্মানং জ্বলন্তমিব পাবকম্।
সূক্ষ্মক্ষৌমাম্বরধরং মুনিভিঃ সার্দ্ধমক্ষয়ৈঃ ॥ ১২
সোঽভিবাদ্য ততো রামং প্রাঞ্জলিঃ প্রযতেন্দ্রিয়ঃ।
উবাচ বাক্যং ধর্ম্মজ্ঞং ধর্ম্মমেবানুচিন্তয়ন্ ॥ ১৩
কৃত্বাভিষেকং সুতয়োর্দ্বয়ো রাঘবনন্দন।
তবানুগমনে রাজন্ বিদ্ধি মাং কৃতনিশ্চয়ম্ ॥ ১৪
ন চান্যদদ্য বক্তব্যমতো বীর ন শাসনম্।
বিহন্যমানমিচ্ছামি মদ্বিধেন বিশেষতঃ ॥ ১৫
তস্য তাং বুদ্ধিমক্লীবাং বিজ্ঞায় রঘুনন্দনঃ।
বাঢ়মিত্যেব শত্রুঘ্নং রামো বাক্যমুবাচ হ ॥ ১৬
তস্য বাক্যস্য বাক্যান্তে বানরাঃ কামরূপিণঃ।
ঋক্ষরাক্ষসসঙ্ঘাশ্চ সমাপেতুরনেকশঃ ॥ ১৭
সুগ্রীবং তে পুরস্কৃত্য সর্ব্ব এব সমাগতাঃ।
তং রামং দ্রষ্টুমনসঃ স্বর্গায়াভিমুখং স্থিতম্ ॥ ১৮
দেবপুত্রা ঋষিসুতা গন্ধর্ব্বাণাং সুতাস্তথা।
রামক্ষয়ং বিদিত্বা তে সর্ব্ব এব সমাগতাঃ।
তবানুগমনে রাজন্ সম্প্রাপ্তা স্ম সমাগতাঃ।
যদি রাম বিনাস্মাভির্গচ্ছেস্ত্বং পুরুষোত্তম ॥ ২০
যমদণ্ডমিবোদ্যম্য ত্বয়া স্ম বিনিপাতিতাঃ ॥ ২১

উপস্থিত হইয়া শত্রুঘ্নের নিকটে যথাপূর্ব্ব সমস্ত বৃত্তান্ত নিবেদন করিল। তাহারা শত্রুঘ্নের নিকটে লক্ষ্মণ-বর্জ্জন, রামচন্দ্রের প্রতিজ্ঞা, কুশ-লবের রাজ্যাভিষেক এবং পৌরগণের অনুগমনের কথা নিবেদন করিল। তাহারা বলিল,—"বিন্ধ্যপর্ব্বতের নিকটে কুশের রাজধানী হইয়াছে এবং ধীমান্ রামচন্দ্র সেই নগরের কুশবতী নাম রাখিয়াছেন। লবের সুরম্য পুরীর নাম শ্রাবস্তী হইয়াছে। রাজন্! এইরূপে মহারথ রামচন্দ্র এবং ভরত অযোধ্যাকে জনশূন্য করিয়া স্বর্গে যাইবার উদ্যোগ করিতেছেন, সুতরাং আপনি সত্বর হউন।" দূতগণ বিনীতভাবে শত্রুঘ্নকে এই সমস্ত বিষয় বলিয়া নীরব হইল। দূতগণের মুখে সেই নিদারুণ কথা শুনিয়া বর্ত্তমান কুলক্ষয় দেখিয়া শত্রুঘ্ন—প্রজাগণ এবং কাঞ্চননামক পুরোহিতকে আহ্বানপূর্ব্বক অযোধ্যার বৃত্তান্ত এবং ভ্রাতাদিগের সহিত তাঁহার ভাবী দেহত্যাগের কথা বলিলেন। ১—৮। পরে বীর নরনাথ শত্রুঘ্ন নিজ পুত্রদ্বয়ের মধ্যে সুবাহুকে মথুরারাজ্য এবং শত্রুঘাতীকে বৈদেশরাজ্যে অভিষেকপূর্ব্বক মথুরা রাজ্যের সেনা এবং ধনরাশি দুইভাগে বিভক্ত করিয়া দিলেন। এইরূপে রঘুনন্দন শত্রুঘ্ন সুবাহুকে মথুরায় এবং শত্রুঘাতীকে বৈদিশ-রাজ্যে প্রতিষ্ঠিত করিলেন। তৎপরে তিনি অযোধ্যায় উপস্থিত হইয়া প্রজ্বলিত অগ্নির ন্যায়, সূক্ষ্মক্ষৌমবস্ত্রধারী মহাত্মা রামচন্দ্রকে মুনিগণের মধ্যে উপবিষ্ট দেখিলেন। পরে ধর্ম্মকে চিন্তা করত সংযতেন্দ্রিয় হইয়া শত্রুঘ্ন করযোড়ে ধর্ম্মজ্ঞ রামকে অভিবাদনপূর্ব্বক বলিলেন,—"মহারাজ রামচন্দ্র! আমি পুত্রদ্বয়কে রাজ্যে অভিষিক্ত করিয়া আসিয়াছি; এক্ষণে আপনার অনুগমনে আমার দৃঢ়সঙ্কল্প জানিবেন। বীর! আপনার আদেশ আমি অমান্য করি, ইহা কোনমতেই আমার ইচ্ছা নহে; সুতরাং আপনি আমাকে আর অন্য নিষেধ করিবেন না।" শত্রুঘ্নের এইরূপ বীরোচিত দৃঢ় প্রতিজ্ঞা জানিতে পারিয়া রামচন্দ্র কেবলমাত্র "তাহাই হউক" এই কথা বলিলেন। রামের মুখ হইতে এই কথা বাহির হইবার পরক্ষণেই বহুসংখ্যক কামরূপী বানর, ঋক্ষ এবং রাক্ষস স্বর্গগমনোদ্যত রামচন্দ্রকে দেখিবার জন্য সুগ্রীবকে অগ্রে করিয়া তথায় আসিল। দেবনন্দন, ঋষিপুত্র এবং গন্ধর্ব্বনন্দন সেই বানরগণ, রামচন্দ্রের দেহত্যাগের কথা জানিতে পারিয়াছিল; অতএব সকলে মিলিত হইয়া রঘুনন্দন রামচন্দ্রকে বলিল,—"মহারাজ! আমরা আপনার অনুগমন করিবার জন্যই আসিয়াছি। পুরুষোত্তম! যদি আপনি আমাদিগকে ছাড়িয়া যান, তাহা হইলে

এতস্মিন্নন্তরে রামং সুগ্রীবোঽপি মহাবলঃ।
প্রণম্য বিধিবদ্বীরং বিজ্ঞাপয়িতুমুদ্যতঃ ॥ ২২
অভিষিচ্যাঙ্গদং বীরমাগতোঽস্মি নরেশ্বর।
তবানুগমনে রাজন্ বিদ্ধি মাং কৃতনিশ্চয়ম্ ॥ ২৩
তৈরেবমুক্তঃ কাকুৎস্থো বাঢ়মিত্যব্রবীৎ স্ময়ন্।
বিভীষণমথোবাচ রাক্ষসেন্দ্রং মহাযশাঃ ॥ ২৪
যাবৎ প্রজা ধরিষ্যন্তি তাবত্ত্বং বৈ বিভীষণ।
রাক্ষসেন্দ্র মহাবীর্য্য লঙ্কাস্থঃ স্বং ধরিষ্যসি ॥ ২৫
যাবচ্চন্দ্রশ্চ সূর্য্যশ্চ যাবত্তিষ্ঠতি মেদিনী।
যাবচ্চ মৎকথা লোকে তাবদ্রাজ্যং তবাস্ত্বিহ ॥ ২৬
শাসিতশ্চ সখিত্বেন কার্য্যং তে মম শাসনম্।
প্রজাঃ সংরক্ষ ধর্ম্মেণ নোত্তরং বক্তুমর্হসি ॥ ২৭
কিঞ্চান্যদ্বক্তুমিচ্ছামি রাক্ষসেন্দ্র মহাবল ॥ ২৮
আরাধয় জগন্নাথমিক্ষ্বাকুকুলদৈবতম্।
রাজা রাক্ষসমুখ্যানাং রাঘবাজ্ঞামনুস্মরন্ ॥ ২৯
তমেবমুক্ত্বা কাকুৎস্থো হনূমন্তমথাব্রবীৎ।
জীবিতে কৃতবুদ্ধিস্ত্বং মা প্রতিজ্ঞাং বৃথা কৃথাঃ ॥ ৩০
মৎকথা প্রচরিষ্যন্তি যাবল্লোকে হরীশ্বর।
তাবদ্রমস্ব সুপ্রীতো মদ্বাক্যমনুপালয়ন্ ॥ ৩১
এবমুক্তস্তু হনুমান্ রাঘবেণ মহাত্মনা।
বাক্যং বিজ্ঞাপয়ামাস পরং হর্ষমবাপ চ ॥ ৩২
যাবত্তব কথা লোকে বিচরিষ্যতি পাবনী।
তাবৎ স্থাস্যামি মেদিন্যাং তবাজ্ঞামনুপালয়ন্ ॥ ৩৩
জাম্ববন্তং তথোক্ত্বা তু বৃদ্ধং ব্রহ্মসুতং তদা।
মৈন্দঞ্চ দ্বিবিদঞ্চৈব পঞ্চ জাম্ববতা সহ ॥ ৩৪
যাবৎ কলিশ্চ সম্প্রাপ্তস্তাবজ্জীবত সর্ব্বদা ॥ ৩৫
তদেবমুক্ত্বা কাকুৎস্থঃ সর্ব্বাংস্তানৃক্ষবানরান্।
উবাচ বাঢ়ং গচ্ছধ্বং ময়া সার্দ্ধং যথোচিতম্ ॥ ৩৬
ইত্যুত্তরকাণ্ডে একবিংশত্যধিকশততমঃ সর্গঃ ॥ ১২১॥

দ্বাবিংশত্যধিকশততমঃ সর্গঃ।

প্রভাতায়ান্তু শর্ব্বর্য্যাং পৃথুবক্ষা মহাযশাঃ।
রামঃ কমলপত্রাক্ষঃ পুরোধসমথাব্রবীৎ ॥ ১
অগ্নিহোত্রং ব্রজত্বগ্রে দীপ্যমানং সহ দ্বিজৈঃ।

আমরা মনে করিব আপনি আমাদিগকে যমদণ্ডদ্বারা বধ করিলেন।" ১—২১। পরে মহারাজ সুগ্রীব, বীরবর রামচন্দ্রকে যথাযথ প্রণাম করিয়া বলিলেন,—"বীর রঘুবর মহারাজ! আমি অঙ্গদকে কিষ্কিন্ধ্যা-রাজ্যে অভিষিক্ত করিয়া আসিয়াছি। আমি আপনার অনুগমন করিব ইহাই আমার দৃঢ় নিশ্চয় বলিয়া জানিবেন।" যশস্বী রামচন্দ্র তাঁহাদের কথা শুনিয়া 'তাহাই হইবে' এই উত্তর দিয়া রাক্ষসরাজ বিভীষণকে বলিলেন,—"মহাবীর্য্যবন্ রাক্ষসেন্দ্র বিভীষণ! যতকাল পর্য্যন্ত পৃথিবী জনশূন্য না হইবে, ততকাল তুমি দেহ ধারণ করিয়া লঙ্কায় থাকিবে। বীর! যতদিন পর্য্যন্ত চন্দ্র, সূর্য্য, মেদিনী এবং লোকমধ্যে রামকথা প্রচারিত থাকিবে, ততকাল তুমি পৃথিবীতে রাজ্য কর। ২২—২৫। রাক্ষসরাজ! বন্ধুত্বপ্রযুক্তই তোমাকে এরূপ আদেশ করিলাম। আমি যে আদেশ করিলাম, তাহার বিপরীত উত্তর করা তোমার উচিত নহে; সুতরাং তুমি ধর্ম্মানুসারে প্রজারক্ষাপূর্ব্বক আমার আদেশ প্রতিপালন কর। মহাবল রাক্ষসেন্দ্র! আমি তোমাকে আরও কিছু বলিতে ইচ্ছা করি, শ্রবণ কর;—ইন্দ্রাদি দেবগণেরও আরাধ্য এবং ইক্ষ্বাকুগণের কুলদেবতা জগন্নাথকে আরাধনা কর।" রাক্ষসদিগের রাজা বিভীষণ "রামচন্দ্রের আদেশ" এই কথা ভাবিয়া "তাহাই হউক" বলিয়া তাঁহার আদেশ স্বীকার করিলেন। রামচন্দ্র বিভীষণকে এই কথা বলিয়া হনূমান্‌কে কহিলেন,—"তুমি দীর্ঘজীবন বিষয়ে যেরূপ প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলে, তাহার যেন অন্যথা না হয়। ২৬—৩০। কপীশ্বর! যতদিন পর্য্যন্ত আমার কথা প্রচলিত থাকিবে, ততদিন তুমি এই পৃথিবীতে সুখভোগ করত আমার এই আদেশ প্রতিপালন কর।" মহাত্মা রামচন্দ্রের এই কথা শুনিয়া পবননন্দন হনূমান্ অতিশয় আনন্দিত হইয়া উত্তর করিলেন—'যতদিন পর্য্যন্ত পৃথিবীতে আপনার পবিত্র কথা প্রচলিত থাকিবে, ততদিন পর্য্যন্ত আমি পৃথিবীতে থাকিয়া আপনার আদেশ প্রতিপালন করিব।" পরে ব্রহ্মপুত্র জাম্ববান্‌কেও সেই কথা বলিয়া মৈন্দ এবং দ্বিবিদকে বলিলেন,—কলিকাল উপস্থিত না হওয়া পর্য্যন্ত তোমরা পাঁচজনে জাম্ববানের সহিত পৃথিবীতে থাক।" রামচন্দ্র, বিভীষণ প্রভৃতিকে এইরূপ বলিয়া অবশিষ্ট ঋক্ষ এবং বানরগণকে বলিলেন,—"তোমরা আপন আপন ইচ্ছানুসারে আমার সহিত যাইতে পার, আমার তাহাতে অসম্মতি নাই।" ৩১—৩৬।

দ্বাবিংশত্যধিকশততম সর্গ।

প্রাতঃকালে বিশালবক্ষা মহাযশস্বী কমললোচন রামচন্দ্র পুরোহিতকে বলিলেন,—"ব্রাহ্মণগণের

বাজপেয়াতপত্রঞ্চ শোভমানং মমাগ্রতঃ ॥ ২
ততো বসিষ্ঠস্তেজস্বী সর্ব্বং নিরবশেষতঃ।
চকার বিধিবদ্ধর্ম্মং মহাপ্রাস্থানিকং বিধিম্ ॥ ৩
ততঃ সূক্ষ্মাম্বরধরো ব্রহ্মমাবর্ত্তয়ন্ পরম্।
কুশান্ গৃহীত্বা পাণিভ্যাং সরয়ূং প্রযযাবথ ॥ ৪
অব্যাহরন্ ক্বচিৎ কিঞ্চিন্নিশ্চেষ্টো নিঃসুখঃ পথি।
নির্জ্জগাম গৃহাত্তস্মাদ্দীপ্যমানো যথাংশুমান্ ॥ ৫
রামস্য দক্ষিণে পার্শ্বে পদ্মা শ্রীঃ সমুপাশ্রিতা।
সব্যেহপি চ মহী দেবী ব্যবসায়স্তথাগ্রতঃ ॥ ৬
শরা নানাবিধাশ্চাপি ধনুরায়তমুত্তমম্।
তথায়ুধাশ্চ তে সর্ব্বে যযুঃ পুরুষবিগ্রহাঃ ॥ ৭
বেদা ব্রাহ্মণরূপেণ গায়ত্রীং সর্ব্বরক্ষিণী।
ওঁকারোহথ বষট্‌কারঃ সর্ব্বে রামমনুব্রতাঃ ॥ ৮
ঋষয়শ্চ মহাত্মানঃ সর্ব্ব এব সমাগতাঃ।
অন্বগচ্ছন্মহাত্মানং স্বর্গদ্বারমপাবৃতম্ ॥ ৯
তং যান্তমনুগচ্ছন্তি হ্যন্তঃপুরচরাঃ স্ত্রিয়ঃ।
সবৃদ্ধবালদাসীকাঃ সবর্ষবরকিঙ্করাঃ ॥ ১০
সান্তঃপুরশ্চ ভরতঃ শত্রুঘ্নসহিতো যযৌ।
রামং গতিমুপাগম্য সাগ্নিহোত্রমনুব্রতঃ ॥ ১১
তে চ সর্ব্বে মহাত্মানঃ সাগ্নিহোত্রাঃ সমাগতাঃ।
সপুত্রদারাঃ কাকুৎস্থমনুজগ্মুর্মহামতিম্ ॥ ১২
মন্ত্রিণো ভৃত্যবর্গাশ্চ সপুত্রপশুবান্ধবাঃ।
সর্ব্বে সহানুগা রামমন্বগচ্ছন্ প্রহৃষ্টবৎ ॥ ১৩
ততঃ সর্ব্বাঃ প্রকৃতয়ো হৃষ্টপুষ্টজনাবৃতাঃ।
গচ্ছন্তমনুগচ্ছন্তি রাঘবং গুণরঞ্জিতাঃ ॥ ১৪
ততঃ সস্ত্রীপুমাংসস্তে সপক্ষিপশুবান্ধবাঃ।
রাঘবস্যানুগাঃ সর্ব্বে হৃষ্টা বিগতকল্মষাঃ ॥ ১৫
স্নাতাঃ প্রমুদিতাঃ সর্ব্বে হৃষ্টাঃ পুষ্টাশ্চ বানরাঃ।
দৃঢ়ং কিলকিলাশব্দৈঃ সর্ব্বং রামমনুব্রতম্ ॥ ১৬
ন তত্র কশ্চিদ্দীনো বা ব্রীড়িতো বাপি দুঃখিতঃ।
হৃষ্টং সমুদিতং সর্ব্বং বভূব পরমাদ্ভুতম্ ॥ ১৭
দ্রষ্টুকামোহথ নির্য্যান্তং রামং জানপদো জনঃ।
যঃ প্রাপ্তঃ সোহপি দৃষ্ট্বৈব স্বর্গায়ানুগতো জনঃ ॥ ১৮
ঋক্ষবানররক্ষাংসি জনাশ্চ পুরবাসিনঃ।
আগচ্ছন্ পরয়া ভক্ত্যা পৃষ্ঠতঃ সুসমাহিতাঃ ॥ ১৯
যানি ভূতানি নগরেহপ্যন্তর্ধানগতানি চ।
রাঘবং তান্যনুযযুঃ স্বর্গায় সমুপস্থিতম্ ॥ ২০
যানি পশ্যন্তি কাকুৎস্থং স্থাবরাণি চরাণি চ।

সহিত দীপ্যমান অগ্নিহোত্র এবং বাজপেয়চ্ছত্র আমার অগ্রে অগ্রে গমন করুক।” রামচন্দ্রের কথা শুনিয়া তেজস্বী বশিষ্ঠ মহাপ্রস্থানের উপযুক্ত বিধি অনুসারে অন্যান্য কার্য্যসকল যথাশাস্ত্র নির্ব্বাহ করিলেন। পরে রামচন্দ্র কুশহস্তে সূক্ষ্ম বস্ত্র পরিধান করিয়া মন, বাক্য এবং বৃত্তি দ্বারা পরব্রহ্মকে ধ্যান করিয়া প্রভাশালী দিবাকরের ন্যায় গৃহ হইতে বহির্গত হইয়া নিশ্চেষ্টভাবে পদব্রজে সরযূনদীর অভিমুখে চলিলেন। ১—৫। তখন পদ্মহস্তা লক্ষ্মী তাঁহার দক্ষিণপার্শ্ব এবং মহাদেবী বামপার্শ্ব আশ্রয় করিলেন এবং সংহারশক্তি তাঁহার অগ্রে অগ্রে যাইতে লাগিলেন। বিবিধ বাণ, সুবৃহৎ দিব্য ধনু এবং আর আর অস্ত্রসকল পুরুষমূর্ত্তি ধরিয়া তাঁহার সঙ্গে চলিল। ব্রাহ্মণবেশধারী বেদগণ, সর্ব্বরক্ষণসমর্থা গায়ত্রী, প্রণব এবং বষট্‌কার তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাইতে লাগিল। তৎকালে স্বর্গদ্বার বিমুক্ত হইয়াছিল বলিয়া তথায় সমাগত মহাত্মা মহর্ষিগণ সকলেই মহাত্মা শ্রীরামচন্দ্রের সঙ্গে চলিলেন। অন্তঃপুরবাসিনী রমণীগণ,—বৃদ্ধ, বালক, দাসী এবং অন্তঃপুরচর নপুংসক কিঙ্করগণের সহিত তাঁহার সঙ্গে যাইতে লাগিল। ৬—১০। ভরত অগ্নিহোত্রসহ রামচন্দ্রের অনুগামী হইয়া তাঁহাকেই আপনার একমাত্র গতি জানিয়া শত্রুঘ্ন এবং অন্তঃপুরচারিণী রমণীগণের সহিত যাইতে লাগিলেন। সমাগত মহাত্মা ব্রাহ্মণগণ,—অগ্নিহোত্র, পত্নী এবং পুত্রগণের সহিত মহামতি রামচন্দ্রের সহিত যাইতে লাগিলেন। অমাত্য এবং অনুচরবর্গ নিজ নিজ পুত্র, মিত্র, পশু এবং অনুচরগণের সহিত সানন্দে তাঁহার পশ্চাৎ যাইতে লাগিল। রামের গুণানুরাগী হৃষ্টপুষ্টজনপরিবৃত পুণ্যাত্মা প্রজাগণ, সপরিবারে পশু, পক্ষী এবং বন্ধুবর্গের সহিত হৃষ্টচিত্তে রামচন্দ্রের পশ্চাৎ চলিল। ১১—১৫। হৃষ্টপুষ্ট বানরগণ সুস্নাত হইয়া আনন্দিত মনে শ্রীরামচন্দ্রের সঙ্গে চলিল। বলিতে কি, সেই সময়ে কেহই লজ্জিত, দুঃখিত বা দীনভাবাপন্ন ছিল নাই, বরং সকলেই প্রীত এবং প্রফুল্ল হওয়ায় সেই সময়ের ঘটনা অতিশয় বিস্ময়কর হইয়াছিল। যে সকল জনপদবাসী লোকগণ প্রয়াণোন্মুখ রামচন্দ্রকে দেখিতে আসিয়াছিল, তাহারাও স্বর্গলাভের আশায় তাঁহার সঙ্গে যাইতে লাগিল। এইরূপে ঋক্ষ, বানর, রাক্ষস এবং পুরবাসিগণ পরম ভক্তিপূর্ব্বক শ্রীরামচন্দ্রের পশ্চাৎ যাইতে লাগিলে নগরমধ্যে ভূত, প্রেত প্রভৃতি যে সকল অদৃশ্য প্রাণী ছিল, তাহারাও স্বর্গে যাইবার জন্য রামের সঙ্গে চলিল। এমন কি, তাৎ

সর্ব্বাণি রামগমনে অনুজগ্মুর্হি তান্যপি ॥ ২১
নোচ্ছ্বাসস্তদযোধ্যায়াং সুসূক্ষ্মমপি দৃশ্যতে ।
তির্য্যগ্‌যোনিগতাশ্চৈব সর্ব্বে রামমনুব্রতাঃ ॥ ২২

ইত্যুত্তরকাণ্ডে দ্বাবিংশত্যধিকশততমঃ সর্গঃ ॥ ১২২ ॥

ত্রয়োবিংশত্যধিকশততমঃ সর্গঃ ।

অধ্যর্দ্ধং যোজনং গত্বা নদীং পশ্চান্মুখাশ্রিতাম্ ।
সরয়ূং পুণ্যসলিলাং দদর্শ রঘুনন্দনঃ ॥ ১
তাং নদীমাকুলাবর্ত্তাং সর্ব্বত্রানুসরন্ নৃপঃ ।
আগতঃ সপ্রজো রামস্তং দেশং রঘুনন্দনঃ ॥ ২
অথ তস্মিন্ মুহূর্ত্তে তু ব্রহ্মা লোকপিতামহঃ ।
সর্ব্বৈঃ পরিবৃতো দেবৈর্ভূষিতৈশ্চ মহাত্মভিঃ ॥ ৩
আযযৌ যত্র কাকুৎস্থঃ স্বর্গায় সমুপস্থিতঃ ।
বিমানশতকোটীভির্দিব্যাভিরভিসংবৃতঃ ॥ ৪
দিব্যতেজোবৃতং ব্যোম জ্যোতির্ভূতমনুত্তমম্ ।
স্বয়ম্প্রভৈঃ স্বতেজোভিঃ স্বর্গিভিঃ পুণ্যকীর্ত্তিভিঃ ॥ ৫
পুণ্যা বাতা ববুশ্চৈব গন্ধবন্তঃ সুখপ্রদাঃ ।
পপাত পুষ্পবৃষ্টিশ্চ দেবৈর্মুক্তা মহৌঘবৎ ॥ ৬
তস্মিংস্তূর্য্যশতৈঃ কীর্ণে গন্ধর্ব্বাপ্সরসঙ্কুলে ।
সরযূসলিলং রামঃ পদ্ভ্যাং সমুপচক্রমে ॥ ৭
ততঃ পিতামহো বাণীং ত্বন্তরিক্ষাদভাষত ।
আগচ্ছ বিষ্ণো ভদ্রং তে দিষ্ট্যা প্রাপ্তোঽসি রাঘব ॥ ৮
ভ্রাতৃভিঃ সহ দেবাভৈঃ প্রবিশস্ব স্বিকাং তনুম্ ।
যামিচ্ছসি মহাবাহো তাং তনুং প্রবিশ স্বিকাম্ ॥ ৯
বৈষ্ণবীং তাং মহাতেজো যদ্বাকাশং সনাতনম্ ।
ত্বং হি লোকগতির্দেব ন ত্বাং কেচিৎ প্রজানতে ॥ ১০
ঋতে মায়াং বিশালাক্ষীং তব পূর্ব্বপরিগ্রহাম্ ।
ত্বামচিন্ত্যং মহদ্ভূতমক্ষয়ঞ্চাজরং তথা ।
যামিচ্ছসি মহাতেজস্তাং তনুং প্রবিশ স্বয়ম্ ।
পিতামহবচঃ শ্রুত্বা বিনিশ্চিত্য মহামতিঃ ।
বিবেশ বৈষ্ণবং তেজঃ সশরীরঃ সহানুজঃ ॥ ১২
ততো বিষ্ণুময়ং দেবং পূজয়ন্তি স্ম দেবতাঃ ।
সাধ্যা মরুদ্গণাশ্চৈব সেন্দ্রাঃ সাগ্নিপুরোগমাঃ ॥ ১৩
যে চ দিব্যা ঋষিগণা গন্ধর্ব্বাপ্সরসশ্চ যাঃ ।
সুপর্ণনাগযক্ষাশ্চ দৈত্যদানবরাক্ষসাঃ ॥ ১৪
সর্ব্বং পুষ্টং প্রমুদিতং সুসম্পূর্ণমনোরথম্ ।
সাধু সাধ্বিতি তৈর্দ্দেবৈস্ত্রিদিবং গতকিল্বিষম্ ॥ ১৫

[illegible] এবং তির্য্যক্‌যোনিগণের মধ্যে যাহারা রামচন্দ্রকে যাইতে দেখিল, তাহারা সকলেই তাঁহার সঙ্গী হওয়ায়, সেই সময়ে অযোধ্যামধ্যে আর কোন প্রাণীকেই দেখা গেল না। ১৬—২২।

ত্রয়োবিংশত্যধিকশততম সর্গ ।

শ্রীরামচন্দ্র এইরূপে অর্দ্ধযোজনপথ অতিক্রম করিয়া পশ্চান্মুখবাহিনী পুণ্যতোয়া সরযূ নদী দেখিতে পাইলেন। মহারাজ রঘুনন্দন রাম, প্রজাগণের সহিত সেই আবর্ত্তসঙ্কুলা নদীর সকল স্থান পরিভ্রমণ-পূর্ব্বক সেই সরযূর স্বর্গসাধন পবিত্র স্থানে উপস্থিত হইলেন। সেই মুহূর্ত্তে সর্ব্বলোকপিতামহ ব্রহ্মা শ্রীরামচন্দ্রকে বৈকুণ্ঠে লইয়া যাইবার জন্য শতকোটি দিব্য বিমানে পরিবৃত হইয়া মহাত্মা দেবগণের সহিত তথায় উপস্থিত হইলেন। স্বয়ম্প্রভ পুণ্যকীর্ত্তি দেবতাগণের দিব্য-তেজে নির্ম্মল গগনতল প্রভাময় হইয়া শোভা পাইতে লাগিল। ১—৫। সুগন্ধ সুখপ্রদ পবিত্র বায়ু বহিতে লাগিল এবং অমরগণ রাশি রাশি পুষ্প বৃষ্টি করিতে লাগিলেন। পরে রামচন্দ্র শত শত তূর্য্যনিনাদে প্রতিধ্বনিত এবং গন্ধর্ব্ব ও অপ্সরোগণ-দ্বারা সঙ্কুল সরযূর জলে অবতরণ করিলেন। তখন আকাশ হইতে পিতামহ বলিলেন,—"রাঘব! হে বিষ্ণো! আমার সৌভাগ্যক্রমেই আপনি আসিয়াছেন। আপনি স্বস্থানে আসুন, আপনার শুভ আগমন হউক। মহাবাহো! ভ্রাতৃগণের সহিত আপনি নিজের সনাতন দেহে প্রবেশ করুন, অথবা আপনার যেরূপ অভিরুচি হয়, সেইরূপ দেহই ধারণ করিতে পারেন। মহাতেজঃ! আপনার সেই বৈষ্ণবী (উপেন্দ্রী) দেহ এবং সনাতন আকাশ (শুদ্ধব্রহ্ম) এই উভয়ের মধ্যে যাহাতে আপনার অভিরুচি হয়, তাহাতেই প্রবেশ করুন। দেব আপনি যে অক্ষয়, অচিন্ত্য মহৎ এবং সকল লোকের গতি,—আপনার সেই পূর্ব্ব-পরিগৃহীতা সর্ব্ববিষয়দর্শিনী মায়া ব্যতীত আর কেহই তাহা জানে না।" ৬—১১। পিতামহ ব্রহ্মার কথা শুনিয়া মহামতি রামচন্দ্র কর্ত্তব্য স্থির করিয়া ভ্রাতৃগণের সহিত সশরীরে তাঁহার বৈষ্ণবতেজে প্রবেশ করিলেন। পরে অগ্নি, ইন্দ্র প্রভৃতি দেবগণ এবং সাধ্য ও মরুদ্গণ সেই বিষ্ণুরূপ দেবকে পূজা করিতে লাগিলেন। দিব্য ঋষিগণ, গন্ধর্ব্বগণ, অপ্সরোগণ, গরুড়, নাগ, যক্ষ, দৈত্য, দানব এবং রাক্ষসগণ—সকলেই প্রীত, পুলকিত এবং নিষ্পাপ হইল। স্বর্গবাসিদিগের

সমৃদ্ধত্যাগোপ্তারং হন্তারং ভীমকর্ম্মণাম্। ৫০
হন্তারং দানবেন্দ্রাণাং যক্ষাণাঞ্চ সহস্রশঃ।
নিবাতকবচানাঞ্চ নিগ্রহীতারমাহবে। ৫১
নৈকযজ্ঞবিলোপ্তারং ত্রাতারং স্বজনস্য চ।
ধর্ম্মব্যবস্থাভেত্তারং মায়াস্রষ্টারমাহবে। ৫২
দেবাসুরনৃকন্যানামাহর্ত্তারং ততস্ততঃ।
শত্রুস্ত্রীশোকদাতারং নেতারং স্বজনস্য চ। ৫৩
লঙ্কাদ্বীপস্য গোপ্তারং কর্ত্তারং ভীমকর্ম্মণাম্।
অস্মাকং কামভোগানাং দাতারং রথিনাং বরম্। ৫৪
এবংপ্রভাবং ভর্ত্তারং দৃষ্ট্বা রামেণ পাতিতম্।
স্থিরাস্মি যা দেহমিমং ধারয়ামি হতপ্রিয়া। ৫৫
শয়নেষু মহার্হেষু শয়িত্বা রাক্ষসেশ্বর।
ইহ কস্মাৎ প্রসুপ্তোঽসি ধরণ্যাং রেণুগুণ্ঠিতঃ। ৫৬
যদা মে তনয়ঃ শস্তো লক্ষ্মণেনেন্দ্রজিদ্যুধি।
তদা ত্বভিহতা তীব্রমদ্য ত্বস্মি নিপাতিতা। ৫৭
সাহং বন্ধুজনৈর্হীনা হীনা নাথেন চ ত্বয়া।
বিহীনা কামভোগৈশ্চ শোচিষ্যে শাশ্বতীঃ সমাঃ। ৫৮
প্রপন্নো দীর্ঘমধ্বানং রাজন্নদ্য সুদুর্গমম্।
নয় মামপি দুঃখার্ত্তাং ন বর্ত্তিষ্যে ত্বয়া বিনা। ৫৯
কস্মাত্ত্বং মাং বিহায়েহ কৃপণাং গন্তুমিচ্ছসি।
দীনাং বিলপতীং মন্দাং কিঞ্চ মাং নাভিভাষসে। ৬০
দৃষ্ট্বা ন খল্বসি ক্রুদ্ধো মামিহানবগুণ্ঠিতাম্।
নির্গতাং নগরদ্বারাৎ পদ্ভ্যামেবাগতাং প্রভো। ৬১
পশ্যেষ্টদার দারাংস্তে ভ্রষ্টলজ্জাবগুণ্ঠনান্।
বহির্নিষ্পতিতান্ সর্ব্বান্ কথং দৃষ্ট্বা ন কুপ্যসি। ৬২
অয়ং ক্রীড়াসহায়স্তেঽনাথো লালপ্যতে জনঃ।
ন চৈনমাশ্বাসয়সি কিংবা ন বহু মন্যসে। ৬৩
যাস্ত্বয়া বিধবা রাজন্ কৃতা নৈকাঃ কুলস্ত্রিয়ঃ।
পতিব্রতা ধর্ম্মরতা গুরুশুশ্রূষণে রতাঃ। ৬৪
তাভিঃ শোকাভিতপ্তাভিঃ শপ্তঃ পরবশং গতঃ।
ত্বয়া বিপ্রকৃতাভিশ্চ তদা শপ্তং তদাগতম্। ৬৫
প্রবাদঃ সত্যমেবায়ং ত্বাং প্রতি প্রায়শো নৃপ।
পতিব্রতানাং নাকস্মাৎ পতন্ত্যশ্রূণি ভূতলে। ৬৬
কথঞ্চ নাম তে রাজন্ লোকানাক্রম্য তেজসা।

পরাজয় করিতেন, সকল লোককে ক্ষুব্ধ করিতেন,—শত্রুসমক্ষে গর্ব্বিত বাক্য বলিতেন, আত্মীয়বর্গকে রক্ষা করিতেন, এবং ভীমকর্ম্মা যক্ষ দানবেন্দ্রদিগকে বধ করিতেন। যিনি যুদ্ধে নিবাতকবচদিগকে নিগ্রহ করিয়াছেন, বহুবিধ যজ্ঞ ভঙ্গ করিয়া দিয়াছেন, এবং স্বজনবর্গকে রক্ষা করিয়াছেন; যিনি ধর্ম্মব্যবস্থার বিশৃঙ্খলতা করিয়া দিতেন; রণস্থলে যিনি মায়া নির্ম্মাণ করিতেন; দেব, দৈত্য ও মনুষ্যদিগের মধ্যে যেখানে ভাল সুন্দরী কন্যা পাইতেন, যিনি তাহাকে হরণ করিয়া আনিতেন,—শত্রু-স্ত্রীদিগকে যিনি শোকার্ত্ত করিতেন এবং দলপতি হইয়া ভয়ানক কার্য্য সকল করিতেন এবং সযত্নে এই লঙ্কাপুরী রক্ষা করিতেন ও আমাদিগকে যিনি কামভোগ প্রদান করিতেন; এতাদৃশ প্রভাবশালী সেই রথি-প্রবর ভর্ত্তাকে রামহস্তে নিহত দেখিয়াও এখনও জীবিত আছি, আমার প্রাণ কি কঠিন। ৫০—৫৫। হা রাক্ষসেশ্বর! তুমি মহামূল্য শয্যায় শয়ন করিয়া, এক্ষণ ধূলায় ধূসরিত হইয়া ভূতলে কিপ্রকারে ঘুমাইতেছ? হায়! যখন কুমার ইন্দ্রজিৎ রণমধ্যে লক্ষ্মণহস্তে নিহত হইয়াছিল, তখনই আমি তীব্র আঘাত পাইয়াছি, এক্ষণে আবার তোমার নিধনে একেবারে নিহতা হইলাম। হায়! আমি সেইরূপ সৌভাগ্যবতী হইয়াও, [illegible] ও তোমার অভাবে কাম- [illegible]

একাকী যাইতে পারিবে না। এই দুঃখিনীকেও সঙ্গে লও, তোমার বিরহে আমি জীবন ধারণ করিতে পারিব না। আমি কাতর হইয়া দীনভাবে বিলাপ করিতেছি দেখিয়াও, সম্ভাষণ না করিয়াই কি নির্দ্দয় আমাকে এ স্থানে ফেলিয়া চলিয়া যাইতে অভিলাষী হইয়াছ? ৫৮—৬০। আমি অবগুণ্ঠন খুলিয়া নগরদ্বার হইতে বহির্গত হইয়া, পদব্রজেই এ স্থানে আসিয়াছি, দেখিয়া কেন কোপান্বিত হইতেছ না? হা রমণীবল্লভ! এই দেখ, তোমার রমণী লজ্জা ও অবগুণ্ঠন পরিত্যাগপূর্ব্বক বাহির্দ্দেশে আগমন করিয়াছে, ইহাতেও তোমার ক্রোধের উদয় হইতেছে না কেন? এই দেখ, তোমার ক্রীড়া-সহচরী রমণীগণ অনাথ হইয়া বারংবার বিলাপ করিতেছে, কিন্তু তুমি ইহাদিগকে আদর করা দূরে থাকুক, আশ্বাস প্রদানও করিতেছ না। হা রাজন্! তুমি গুরুসেবা-পরায়ণা ধর্ম্মচারিণী কত পতিব্রতা কুল-কামিনীকে বিধবা করিয়াছ, তাহার ইয়ত্তা [illegible] আমার বোধ হয়, শোকসন্তপ্তা সেই বিধবাদিগের অভিসম্পাতেই এইরূপ শত্রুহস্তে নিহত হইলে। হা নাথ! নিশ্চয় তাহাদের অভিসম্পাতের ফল [illegible] ফলিয়াছে। ৬১—৬৫। হা নাথ! [illegible] পতিব্রতাদিগের অশ্রুবিন্দু ভূতলে পতিত হয় [illegible] এইরূপ যে প্রবাদ জনসমাজ প্রচলিত আছে, [illegible]

নারীচৌর্য্যমিদং ক্ষুদ্রং কৃতং শৌণ্ডীর্য্যমানিনা ॥ ৬৭
অপনীয়াশ্রমাদ্রামং যন্মৃগচ্ছদ্মনা ত্বয়া।
আনীতা রামপত্নী সা তত্তে কাতর্য্যলক্ষণম্ ॥ ৬৮
কাতর্য্যঞ্চ ন তে যুদ্ধে কদাচিৎ সংস্মরাম্যহম্।
তত্তু ভাগ্যবিপর্য্যাসান্নূনং তে পক্কলক্ষণম্ ॥ ৬৯
অতীতানাগতার্থজ্ঞো বর্ত্তমানবিচক্ষণঃ।
মৈথিলীমাহৃতাং দৃষ্ট্বা ধ্যাত্বা নিশ্বস্য চায়তম্ ॥ ৭০
সত্যবাক্য মহাবাহো দেবরো মে যদব্রবীৎ।
অয়ং রাক্ষসমুখ্যানাং বিনাশঃ প্রত্যুপস্থিতঃ ॥ ৭১
কামক্রোধসমুত্থেন ব্যসনেন প্রসঙ্গিনা।
নিবৃত্তস্ত্বংকৃতেনার্থঃ সোহয়ং মূলহরো মহান্ ॥ ৭২
ত্বয়া কৃতমিদং সর্ব্বমনাথং রাক্ষসং কুলম্ ॥ ৭৩
ন হি ত্বং শোচিতব্যো মে প্রখ্যাতবলপৌরুষঃ।
স্ত্রীস্বভাবাত্তু মে বুদ্ধিঃ কারুণ্যে পরিবর্ত্ততে ॥ ৭৪
সুকৃতং দুষ্কৃতঞ্চ ত্বং গৃহীত্বা স্বাং গতিং গতঃ।
আত্মানমনুশোচামি ত্বদ্বিনাশেন দুঃখিতাম্ ॥ ৭৫
সুহৃদাং হিতকামানাং ন শ্রুতং বচনং ত্বয়া।
ভ্রাতৄণাঞ্চৈব কার্ৎস্ন্যেন হিতমুক্তং দশানন ॥ ৭৬
হেত্বর্থযুক্তং বিধিবৎ শ্রেয়স্করমদারুণম্।
বিভীষণেনাভিহিতং ন কৃতং হেতুমত্ত্বয়া ॥ ৭৭
মারীচকুম্ভকর্ণাভ্যাং বাক্যং মম পিতুস্তথা।
ন কৃতং বীর্য্যমত্তেন তস্যেদং ফলমীদৃশম্ ॥ ৭৮
নীলজীমূতসঙ্কাশ পীতাম্বর শুভাঙ্গদ।
স্বগাত্রাণি বিনিক্ষিপ্য কিং শেষে রুধিরাবৃতঃ ॥ ৭৯
প্রসুপ্ত ইব শোকার্ত্তাং কিং মাং ন প্রতিভাষসে।
মহাবীর্য্যস্য দক্ষস্য সংযুগেষ্বপলায়িনঃ ॥ ৮০
যাতুধানস্য দৌহিত্রীং কিং মাং ন প্রতিভাষসে।
উত্তিষ্ঠোত্তিষ্ঠ কিং শেষে নবে পরিভবে কৃতে ॥ ৮১
অদ্য বৈ নির্ভয়া লঙ্কাং প্রবিষ্টাঃ সূর্য্যরশ্ময়ঃ।
যেন সূদয়সে শত্রূন্ সমরে সূর্য্যবর্চ্চসা ॥ ৮২
বজ্রং বজ্রধরস্যেব সোহয়ং তে সততার্চ্চিতঃ।
রণে বহুপ্রহরণো হেমজালপরিষ্কৃতঃ ॥ ৮৩
পরিঘো ব্যবকীর্ণস্তে বাণৈশ্ছিন্নঃ সহস্রধা।
প্রিয়ামিবোপসংগৃহ্য কিং শেষে রণমেদিনীম্।
অপ্রিয়ামিব কস্মাচ্চ মাং নেচ্ছস্যভিভাষিতুম্ ॥ ৮৪

আপনাকে শূর বলিয়া মানিতে এবং তেজোবলে ত্রিভুবনকেও আক্রমণ করিয়াছিলে, তবে তোমার এই প্রকার নারীহরণরূপ ক্ষুদ্র কার্য্যে প্রবৃত্তি হইল কেন? তুমি মায়া-মৃগের সাহায্যে রামকে আশ্রম হইতে সরাইয়া রাম-রমণী জানকীকে হরণ করিয়াছিলে, তাহাতেই তোমার দুর্ব্বলতার লক্ষণ প্রকাশ পাইয়াছিল। বোধ হয়, তোমার কালপূর্ণ হইয়াছিল, তাই দুর্ভাগ্যবশতঃ সেরূপ করিয়া থাকিবে; কারণ তুমি যে পূর্ব্বে আর কোন যুদ্ধে এতাদৃশ দুর্ব্বলতা প্রকাশ করিয়াছিলে, আমার এরূপ মনে হয় না। হা সত্যবাদিন্! হা মহাবাহো! পরিণামদর্শী আমার দেবর বিভীষণ, জানকীকে হরণ করিতে দেখিয়া বহুক্ষণ চিন্তা এবং দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগপূর্ব্বক কহিয়াছিলেন ;—"রাক্ষসগণের বিনাশকাল উপস্থিত"—এক্ষণে তাহাই ঘটিল। তোমারই কামক্রোধজনিত ব্যসনে আমাদের সমূলে উচ্ছেদকর এই বিষম অনর্থ ঘটিল! তুমি এই রাক্ষসকুল অনাথ করিলে। ৬৬—৭৩। যাহা হউক, তুমি বল ও পৌরুষে ত্রিভুবনমধ্যে সাতিশয় বিখ্যাত ছিলে। তোমার জন্য শোক করা কর্ত্তব্য নহে; কিন্তু স্ত্রী-স্বভাববশতঃ আমার বুদ্ধি শোকে অভিভূত হইতেছে। তুমি আপনার পাপ-পুণ্য লইয়া আপনার গতি প্রাপ্ত হইলে; আমি এক্ষণে তোমার বিরহে দুঃখিত [illegible] শোক করিতে [illegible]! হা দশানন! [illegible]

হিতৈষী সুহৃদ্বর্গ ও ভ্রাতৃগণ তোমার সর্ব্বাঙ্গীণ মঙ্গলের নিমিত্ত অনেক হিতকথা বলিয়াছিলেন, কিন্তু তুমি তাহা শুন নাই। বিভীষণ, যুক্তিপূর্ণ সদর্থ ও নীতিসঙ্গত যে মঙ্গলজনক সুমধুর বাক্য বলিয়াছিলেন এবং মারীচ কুম্ভকর্ণ ও আমার পিতা যে উপদেশ দিয়াছেন, তুমি বীর্য্যমত্ত হইয়া তাহা গ্রাহ্য কর নাই বলিয়াই এক্ষণে এইরূপ ফল লাভ করিলে। হা নাথ! পীতাম্বর ও উত্তম-কেয়ূর-শোভিত এই নীলমেঘসদৃশ অঙ্গ সকল ভূতলে বিক্ষিপ্ত করত রক্তাক্ত হইয়া ভূতলে শয়ন করিয়াছ কেন? ৭৪—৭৯। প্রাণবল্লভ! তুমি নিদ্রিতের ন্যায়, কি নিমিত্ত আমার সহিত বাক্যালাপ করিতেছ না? যিনি কখনও রণস্থল হইতে পলায়ন করেন না, আমি সেই মহাবীর্য্য দক্ষ রাক্ষসবর সুমালীর দৌহিত্রী। আমার সহিত আলাপ করিতেছ না কেন? নূতন পরিভব হইয়াছে বলিয়াই কি এরূপ শুইয়া থাকিতে হয়? উঠ উঠ, ঐ দেখ তোমার নবপরিভব দেখিয়া, আজই সূর্য্যরশ্মি সকল নির্ভয়ে লঙ্কা-নগরীতে প্রবেশ করিয়াছে। সূর্য্যের ন্যায় তেজস্বী যে অস্ত্র দ্বারা সংগ্রামে শত্রু [illegible] করিতে; বজ্রধরের বজ্রের ন্যায় [illegible] [illegible] তোমার [illegible] [illegible]

ধিগস্তু হৃদয়ং যস্যা মমেদং ন সহস্রধা।
ত্বয়ি পঞ্চত্বমাপন্নে ফলতে শোকপীড়িতম্ ॥ ৮৫
ইত্যেবং বিলপন্তী সা বাষ্পপর্য্যাকুলেক্ষণা।
স্নেহোপস্কন্নহৃদয়া তদা মোহমুপাগমৎ ॥ ৮৬
কশ্মলাভিহতা সন্না বভৌ সা রাবণোরসি।
সন্ধ্যানুরক্তে জলদে দীপ্তা বিদ্যুদিবোজ্জ্বলা ॥ ৮৭
তথাগতাং সমুত্থাপ্য সপত্ন্যস্তাং ভৃশাতুরাঃ।
পর্য্যবস্থাপয়ামাসু রুদত্যো রুদতীং ভৃশম্ ॥ ৮৮
কিং তে ন বিদিতা দেবি লোকানাং স্থিতিরধ্রুবা।
দশাবিভাগপর্য্যায়ে রাজ্ঞাং বৈ চঞ্চলাঃ শ্রিয়ঃ ॥ ৮৯
ইত্যেবমুচ্যমানা সা সশব্দং প্ররুরোদ হ।
স্নাপয়ন্তী ত্বভিমুখৌ স্তনাবস্রাম্বুবিস্রবৈঃ ॥ ৯০
এতস্মিন্নন্তরে রামো বিভীষণমুবাচ হ।
সংস্কারঃ ক্রিয়তাং ভ্রাতুঃ স্ত্রীগণঃ পরিসান্ত্ব্যতাম্ ॥ ৯১
তমুবাচ ততো ধীমান্ বিভীষণ ইদং বচঃ।
বিমৃশ্য বুদ্ধ্যা প্রশ্রিতং ধর্ম্মার্থসহিতং হিতম্ ॥ ৯২
ত্যক্তধর্ম্মব্রতং ক্রূরং নৃশংসমনৃতং তথা।
নাহমর্হামি সংস্কর্তুং পরদারাভিমর্শিনম্ ॥ ৯৩

ভ্রাতৃরূপো হি মে শত্রুরেষ সর্ব্বাহিতে রতঃ।
রাবণো নার্হতে পূজাং পূজ্যোঽপি গুরুগৌরবাৎ ॥ ৯৪
নৃশংস ইতি মাং রাম বক্ষ্যন্তি মনুজা ভুবি।
শ্রুত্বা তস্যাগুণান্ সর্ব্বে বক্ষ্যন্তি সুকৃতং পুনঃ ॥ ৯৫
তং শ্রুত্বা পরমপ্রীতো রামো ধর্ম্মভৃতাং বরঃ।
বিভীষণমুবাচেদং বাক্যজ্ঞং বাক্যকোবিদঃ ॥ ৯৬
তবাপি মে প্রিয়ংকার্য্যং ত্বৎপ্রভাবান্ময়াজিতম্।
অবশ্যন্তু ক্ষমং বাচ্যো ময়া ত্বং রাক্ষসেশ্বর ॥ ৯৭
অধর্ম্মানৃতসংযুক্তঃ কামং ত্বেষ নিশাচরঃ।
তেজস্বী বলবাঞ্ছূরঃ সংগ্রামেষু চ নিত্যশঃ ॥ ৯৮
শতক্রতুমুখৈর্দেবৈঃ শ্রূয়তে ন পরাজিতঃ।
মহাত্মা বলসম্পন্নো রাবণো লোকরাবণঃ ॥ ৯৯
মরণান্তানি বৈরাণি নির্বৃত্তং নঃ প্রয়োজনম্।
ক্রিয়তামস্য সংস্কারো মমাপ্যেষ যথা তব ॥ ১০০
ত্বৎসকাশং মহাবাহো সংস্কারং বিধিপূর্ব্বকম্
ক্ষিপ্রমর্হতি ধর্ম্মেণ ত্বং যশোভাগ্ভবিষ্যসি ॥ ১০১

আছ; কিন্তু আমি কি জন্য এরূপ তোমার অপ্রিয় হইলাম যে, আমার সহিত তুমি কথা কহিতেও ইচ্ছা করিতেছ না? ৮০—৮৪। হায়! আমার হৃদয়কে ধিক্! কারণ, তোমার বিনাশে ইহা এখনও সহস্রধা বিদীর্ণ হইল না।" মন্দোদরী স্নেহ-সজলনয়নে দীন-ভাবে এইরূপ বিলাপ করিতে করিতে স্নেহাতিশয়ে রাবণের বক্ষঃস্থলে পতিত হইয়া মূর্চ্ছিত হইলেন। সন্ধ্যারাগরঞ্জিত বারিদের বক্ষঃস্থলে সৌদামিনীর ন্যায় মন্দোদরী শোভা পাইতে লাগিলেন। মন্দোদরীর তাদৃশ অবস্থা দেখিয়া, তাঁহার সপত্নীগণ কাতরভাবে রোদন করিতে করিতে সেই রোরুদ্য-মানা রাক্ষসরাজ-মহিষীকে উঠাইয়া সুস্থ করিবার নিমিত্ত কহিল;—"দেবি! প্রাণী সকলের স্থিতি যে অনিত্য, তাহা কি আপনি জানেন না? বিশেষতঃ ভাগ্যবিপর্য্যয়ে চঞ্চলা রাজলক্ষ্মী এইরূপ হইয়া থাকেন। সপত্নীগণ এইরূপ কহিলে, তিনি উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে লাগিলেন। অশ্রু-ধারায় পয়োধরযুগল আর্দ্র হইতে লাগিল। ৮৫—৯০। ইত্যবসরে রাম-চন্দ্র বিভীষণকে কহিলেন;—রাবণের রমণীগণকে সান্ত্বনা করিয়া ভ্রাতার সংকার কর।' তৎপরে ধীমান্ বিভীষণ [illegible] বিবেচনাপূর্ব্বক রঘুনন্দনের [illegible] [illegible] [illegible]

ত্যাগী, কেবল পরস্ত্রীহরণ করিয়া বেড়াইয়াছে; আমি ইহার সংকার করিতে ইচ্ছা করি না। দশানন নামে আমার ভ্রাতা ছিলেন, কিন্তু চিরকাল শত্রুর ন্যায় অহিতকার্য্য সকলই করিয়াছেন; অতএব গুরুগৌরববশতঃ পূজ্য হইলেও, আমার পূজা করি-বার উপযুক্ত নহেন। রাঘব! আমি রাবণের সংকার না করিলে, লোকে, প্রথমতঃ আমাকে নিষ্ঠুর বলিবে বটে, কিন্তু যখন তাহার গুণসমূহ শুনিবে, তখন সকলেই আমার কার্য্যের প্রশংসা করিবে। ৯১—৯৫। ধার্ম্মিকপ্রবর বাক্যবিশারদ রঘুনন্দন বিভীষণের কথা শুনিয়া পরম প্রীত হইয়া, বাগ্মিবর বিভীষণকে কহি-লেন—"হে রাক্ষসেশ্বর! তোমার প্রভাবেই আমি জয় লাভ করিয়াছি, সুতরাং তোমাকে উত্তম উপদেশ দেওয়া এবং যাহাতে তোমার হিত হয়, তাহাই এখন আমার কর্ত্তব্য। এই নিশাচরবর,—যদিও অধার্ম্মিক, দুষ্কর্ম্মরত এবং স্বেচ্ছাচারী ছিলেন, তথাপি রণভূমিতে চিরকাল তেজ, বল ও শৌর্য্য প্রকাশ করিয়াছেন। এই বলশালী লোকভয়ঙ্কর রাবণ মহাত্মা ছিলেন; কারণ ইন্দ্রাদি দেবগণের নিকটেও ইঁহাকে পরাজিত হইতে শুনি নাই। মৃত্যু পর্য্যন্তই শত্রুতা, এক্ষণে আমার কার্য্য সিদ্ধ হইয়াছে। এখন আর ইঁহার সঙ্গে আমার শত্রুতা কি? এক্ষণে ইনি তোমার ন্যায় আমারও বন্ধু হইয়াছেন, অতএব ইঁহার সংকার কর। হে [illegible]। [illegible] ইঁহার [illegible] [illegible] [illegible], যাহাতে তুমি যশস্বী হইবে।

রাঘবস্য বচঃ শ্রুত্বা ত্বরমাণো বিভীষণঃ।
সংস্কারয়িতুমারেভে ভ্রাতরং রাবণং হতম্ ॥ ১০২
স প্রবিশ্য পুরীং লঙ্কাং রাক্ষসেন্দ্রো বিভীষণঃ।
রাবণস্যাগ্নিহোত্রন্তু নির্যাপয়তি সত্বরম্ ॥ ১০৩
শকটান্ দারুপাত্রাণি অগ্নীন্ বৈ যাজকাংস্তথা।
তথা চন্দনকাষ্ঠানি কাষ্ঠানি বিবিধানি চ ॥ ১০৪
অগুরূণি সুগন্ধীনি গন্ধাংশ্চ সুরভীংস্তথা।
মণিমুক্তাপ্রবালানি নির্যাপয়তি রাক্ষসঃ ॥ ১০৫
আজগাম মুহূর্ত্তেন রাক্ষসৈঃ পরিবারিতঃ।
ততো মাল্যবতা সার্দ্ধং ক্রিয়ামেব চকার সঃ ॥ ১০৬
সৌবর্ণীং শিবিকাং দিব্যামারোপ্য ক্ষৌমবাসসম্।
রাবণং রাক্ষসাধীশমশ্রুপূর্ণমুখা দ্বিজাঃ ॥ ১০৭
তূর্য্যঘোষৈশ্চ বিবিধৈস্তবৈশ্চাভিনন্দিতম্।
পতাকাভিশ্চ চিত্রাভিঃ সুমনোভিশ্চ চিত্রিতাম্ ॥ ১০৮
উৎক্ষিপ্য শিবিকাং তান্তু বিভীষণপুরোগমাঃ।
দক্ষিণাভিমুখাঃ সর্ব্বে গৃহ্য কাষ্ঠানি ভেজিরে ॥ ১০৯
অগ্নয়ো দীপ্যমানাস্তে তদাধ্বর্য্যুসমীরিতাঃ।
শরণাভিগতাঃ সর্ব্বে পুরস্তাত্তস্য তে যযুঃ ॥ ১১০
অন্তঃপুরাণি সর্ব্বাণি রুদমানানি সত্বরম্।
পৃষ্ঠতোঽনুযযুস্তানি প্লবমানানি সর্ব্বতঃ ॥ ১১১
রাবণং প্রযতে দেশে স্থাপ্য তে ভৃশদুঃখিতাঃ।
চিতাং চন্দনকাষ্ঠৈশ্চ পদ্মকোশীরচন্দনৈঃ ॥ ১১২
ব্রাহ্ম্যা সংবর্ত্তয়ামাসু রাঙ্কবাস্তরণাবৃতাম্।
প্রচক্রু রাক্ষসেন্দ্রস্য পিতৃমেধমনুত্তমম্ ॥ ১১৩
বেদীঞ্চ দক্ষিণপ্রাচীং যথাস্থানঞ্চ পাবকম্।
পৃষদাজ্যেন সম্পূর্ণং স্রুবং স্কন্ধে প্রচিক্ষিপুঃ ॥ ১১৪
পাদয়োঃ শকটং প্রাদাদন্তরূর্বোরুলূখলম্ ॥ ১১৫
দারুপাত্রাণি সর্ব্বাণি অরণিঞ্চোত্তরারণিম্।
দত্ত্বা তু মুষলং চান্যং যথাস্থানং বিচক্রমুঃ ॥ ১১৬
শাস্ত্রদৃষ্টেন বিধিনা মহর্ষিবিহিতেন চ।
তত্র মেধ্যং পশুং হত্বা রাক্ষসেন্দ্রস্য রাক্ষসাঃ ॥ ১১৭
পরিস্তরণিকাং রাজ্ঞো ঘৃতাক্তাং সমবেশয়ন্।
গন্ধৈর্মাল্যৈরলঙ্কৃত্য রাবণং দীনমানসাঃ ॥ ১১৮
বিভীষণসহায়াস্তে বস্ত্রৈশ্চ বিবিধৈরপি
লাজৈরবকিরন্তি স্ম বাষ্পপূর্ণমুখাস্তদা ॥ ১১৯
স দদৌ পাবকং তস্য বিধিযুক্তং বিভীষণঃ।
স্নাত্বা চৈবার্দ্রবস্ত্রেণ তিলান্ দর্ভবিমিশ্রিতান্ ॥ ১২০
উদকেন চ সংমিশ্রান্ প্রদায় বিধিপূর্ব্বকম্।
তাঃ স্ত্রিয়োঽনুনয়ামাস সান্ত্বয়িত্বা পুনঃপুনঃ ॥ ১২১
গম্যতামিতি তাঃ সর্ব্বা বিবিশুর্নগরং ততঃ।
প্রবিষ্টাসু পুরীং স্ত্রীষু রাক্ষসেন্দ্রো বিভীষণঃ।
রামপার্শ্বমুপাগম্য সমতিষ্ঠদ্বিনীতবৎ ॥ ১২২

রামচন্দ্রের কথা শুনিয়া, রাক্ষসেন্দ্র বিভীষণ রণমধ্যে নিহত ভ্রাতা রাবণকে শীঘ্র সংকার করিতে অভিলাষী হইয়া, ত্বরাসহকারে লঙ্কাপুরে প্রবেশপূর্ব্বক দশাননের অগ্নিহোত্র বাহির করিলেন। তিনি মুহূর্ত্তকালমধ্যে শকট, দারুপাত্র, চন্দন, অগুরু ও অন্যান্য বহুবিধ সুগন্ধি কাষ্ঠ, সুরভি গন্ধদ্রব্য, মণি, মুক্তা, প্রবাল এবং অগ্নি সংগ্রহ করিলেন; এবং রাক্ষসগণে পরিবেষ্টিত হইয়া মুহূর্ত্তকালমধ্যে সমস্ত আনয়ন করিলেন। পরে মাল্যবানের সমভিব্যাহারে রাবণের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ায় প্রবৃত্ত হইলেন। ৯৬—১০৬। রাক্ষসরাজকে ক্ষৌমবস্ত্র পরিধান করাইয়া সুবর্ণময় দিব্য শিবিকায় আরোহণ করাইলেন। সেই শিবিকা বিচিত্র মাল্য ও পতাকায় সুশোভিত হইল, ব্রাহ্মণ-রাক্ষসগণ স্তুতিপাঠ করিতে লাগিলেন। তূর্য্যনিনাদ হইতে লাগিল। রাক্ষসগণ কাষ্ঠ এবং সেই শিবিকা স্কন্ধে করিয়া দক্ষিণাভিমুখে চলিল; বিভীষণ অগ্রে অগ্রে চলিলেন; অধ্বর্য্যুগণ-সমীরিত আধারস্থিত প্রদীপ্ত অগ্নি সকলকে অগ্রে অগ্রে লইয়া যাওয়া হইল। [illegible]

১১০—১১১। রাক্ষসগণ দুঃখিতচিত্তে রাক্ষস-রাজকে পবিত্র স্থানে স্থাপনপূর্ব্বক, রাঙ্কব আস্তরণের উপর বেদোক্ত বিধানানুসারে, চন্দনকাষ্ঠ, পদ্মক, উশীর ও চন্দন দ্বারা অগ্নিকোণে চিতা নির্ম্মাণ করিল। পরে ঋত্বিক্‌গণ বেদিনির্ম্মাণপূর্ব্বক যথাস্থানে অগ্নিস্থাপনপূর্ব্বক রাক্ষসরাজের পিতৃমেধ-বিহিত কর্ম্ম করিতে লাগিলেন। তাঁহার স্কন্ধদেশে দধি ও আজ্যপূর্ণ স্রুব, পদদ্বয়ে শকট, ঊরুদ্বয়ের মধ্যস্থলে উদুখল এবং অরণি, উত্তরারণি ও অন্যান্য দারুপাত্র সকল যথাস্থানে প্রদান করিলেন। তৎপরে শাস্ত্রজ্ঞ মহর্ষিগণের বিধানানুসারে মেধ্য পশু হননপূর্ব্বক তাহার চর্ম্মদ্বারা রাক্ষসরাজের মুখ আবৃত করিলে, বিভীষণ-প্রমুখ সুহৃদ্বর্গ দীনমনে ও সাশ্রুনেত্রে গন্ধ, মাল্য ও বিবিধ বস্ত্রাদি দ্বারা রাবণের দেহ অলঙ্কৃত করিয়া তদুপরি লাজাঞ্জলি নিক্ষেপ করিলেন। ১১২—১১৯। পরে বিভীষণ যথাবিধানে অগ্নি প্রদান করিলেন। তিনি স্নানান্তে আর্দ্রবস্ত্রে বিধিপূর্ব্বক তিল ও দর্ভ [illegible]

রাঘবোঽপি সহ সৈন্যেন সসুগ্রীবঃ সলক্ষ্মণঃ।
হর্ষং লেভে রিপুং হত্বা বৃত্রং বজ্রধরো যথা ॥ ১২৩

তত্তো বিমুক্তা সশরং শরাসনং
মহেন্দ্রদত্তং কবচং স তন্মহৎ।
বিমুচ্য রোষং রিপুনিগ্রহাত্ততো
রামঃ স সৌম্যত্বমুপাগতোঽরিহা ॥ ১২৪

ইতি লঙ্কাকাণ্ডে ত্রয়োদশাধিকশততমঃ সর্গঃ ॥ ১১৩

চতুর্দ্দশাধিকশততমঃ সর্গঃ।

রাবণস্য বধং দৃষ্ট্বা দেবগন্ধর্ব্বদানবাঃ।
জগ্মুঃ স্বৈঃ স্বৈর্বিমানৈস্তে কথয়ন্তঃ শুভাঃ কথাঃ ॥ ১
রাবণস্য বধং ঘোরং রাঘবস্য পরাক্রমম্।
সুযুদ্ধং বানরাণাঞ্চ সুগ্রীবস্য চ মন্ত্রিতম্ ॥ ২
অনুরাগঞ্চ বীর্য্যঞ্চ মারুতের্লক্ষ্মণস্য চ।
পতিব্রতাত্বং সীতায়া হনূমতি পরাক্রমম্।
কথয়ন্তো মহাভাগা জগ্মুর্হৃষ্টা যথাগতম্ ॥ ৩
রাঘবস্তু রথং দিব্যমিন্দ্রদত্তং শিখিপ্রভম্।
অনুজ্ঞাপ্য মহাবাহুর্মাতলিং প্রত্যপূজয়ৎ ॥ ৪
রাঘবেণাভ্যনুজ্ঞাতো মাতলিঃ শক্রসারথিঃ।
দিব্যং তং রথমাস্থায় দিবমেবোৎপপাত হ ॥ ৫
তস্মিংস্তু দিবমারূঢ়ে সুরসারথিসত্তমে।
রাঘবঃ পরমপ্রীতঃ সুগ্রীবং পরিষস্বজে ॥ ৬
পরিষজ্য চ সুগ্রীবং লক্ষ্মণেনাভিবাদিতঃ।
পূজ্যমানো হরিগণৈরাজগাম বলালয়ম্ ॥ ৭
অথোবাচ স কাকুৎস্থঃ সমীপপরিবর্ত্তিনম্ ॥ ৮
সৌমিত্রিং সত্ত্বসম্পন্নং লক্ষ্মণং শুভলক্ষণম্।
বিভীষণমিমং সৌম্য লঙ্কায়ামভিষেচয় ॥ ৯
অনুরক্তঞ্চ ভক্তঞ্চ তথা পূর্ব্বোপকারিণম্।
এষ মে পরমঃ কামো যদিমং রাবণানুজম্।
লঙ্কায়াং সৌম্য পশ্যেয়মভিষিক্তং বিভীষণম্ ॥ ১০
এবমুক্তস্তু সৌমিত্রী রাঘবেণ মহাত্মনা।
তথেত্যুক্ত্বা সুসংহৃষ্টঃ সৌবর্ণং ঘটমাদদে ॥ ১১
তং ঘটং বানরেন্দ্রাণাং হস্তে দত্ত্বা মনোজবান্।
ব্যাদিদেশ মহাসত্ত্বান্ সমুদ্রসলিলং তদা ॥ ১২
অতিশীঘ্রং ততো গত্বা বানরাস্তে মনোজবাঃ।
আগতাস্তু জলং গৃহ্য সমুদ্রাদ্বানরোত্তমাঃ ॥ ১৩
ততস্ত্বেকং ঘটং গৃহ্য সংস্থাপ্য পরমাসনে।
ঘটেন তেন সৌমিত্রিরভ্যষিঞ্চদ্বিভীষণম্ ॥ ১৪
লঙ্কায়াং রক্ষসাং মধ্যে রাজানং রামশাসনাৎ।

মধ্যে প্রবেশ করিল। পুরকামিনীগণ নগরমধ্যে প্রবেশ করিলে রাক্ষসেন্দ্র বিভীষণ রামচন্দ্রের নিকটে আসিয়া, বিনীতভাবে দণ্ডায়মান হইলেন। এইরূপে শ্রীরামচন্দ্র শত্রুবিনাশপূর্ব্বক বৃত্রবিজয়ী বাসবের ন্যায় সুগ্রীব, লক্ষ্মণ এবং অন্য সেনাগণের সহিত পরমা প্রীতি লাভ করিলেন। ইন্দ্রপ্রদত্ত সুমহৎ শর, শরাসন, কবচ ও ক্রোধপরিত্যাগপূর্ব্বক পুনরায় সৌম্যমূর্ত্তি ধারণ করিলেন। ১২০—১২৪।

চতুর্দ্দশাধিকশততম সর্গ।

এদিকে দেব, দানব এবং গন্ধর্ব্বগণ রাবণকে নিহত দেখিয়া নিজ নিজ বিমানে আরোহণ করত বহুবিধ সদালাপ করিতে করিতে প্রস্থান করিলেন। সেই মহাত্মাগণ রাবণের নিদারুণ নিধন, রামচন্দ্রের পরাক্রম, বানরগণের যুদ্ধকৌশল, সুগ্রীবের মন্ত্রণাকৌশল, লক্ষ্মণ ও পবননন্দনের রামভক্তি বীর্য্য ও পরাক্রম এবং জনকনন্দিনী সীতার পাতিব্রত্য বিষয়ে কথোপকথন করিতে করিতে নিজ নিজ আলয়ে গমন করিলেন। মহাবাহু রামচন্দ্র মাতলিকে সম্মাননা করিয়া সেই ইন্দ্রদত্ত [illegible] লইয়া যাইতে অনুমতি করিলেন। দেবরাজ-সারথি মাতলি রামের আদেশে রথে আরোহণ করত আকাশে উঠিলেন। ১—৫। সেই সুরসারথি-সত্তম দেবপথে আরোহণ করিলে, রামচন্দ্র পরমপ্রীতিসহকারে সুগ্রীবকে আলিঙ্গনপূর্ব্বক লক্ষ্মণকর্ত্তৃক অভিবাদিত এবং বানরগণকর্ত্তৃক পূজিত হইয়া সেনানিবেশে আসিলেন। তিনি শিবিরমধ্যে প্রবেশপূর্ব্বক নিকটবর্ত্তী সুমিত্রা-নন্দন শুভলক্ষণ লক্ষ্মণকে বলিলেন,—"লক্ষ্মণ! এই বিভীষণ আমার ভক্ত, অনুরক্ত এবং উপকারী, সুতরাং ইহাঁকে লঙ্কারাজ্যে অভিষিক্ত কর। সৌম্য! রাবণানুজ বিভীষণকে লঙ্কারাজ্যে অভিষিক্ত হইতে দেখি, ইহাই আমার একান্ত ইচ্ছা।" ৬—১০। মহাত্মা রামচন্দ্র এইরূপ বলিলে, সুমিত্রা-নন্দন 'তথাস্তু' বলিয়া হৃষ্টচিত্তে একটী সুবর্ণঘট লইয়া মনোজব মহাবল বানরেন্দ্রগণের হস্তে প্রদান করত চতুঃসমুদ্র হইতে জল আনিতে আদেশ করিলেন। মনের ন্যায় বেগবান্ সেই বানরগণ শীঘ্র গমন করত মহাসাগর হইতে জল আনিল। তখন [illegible] সুমিত্রা-নন্দন রামচন্দ্রের আদেশক্রমে [illegible] পরিবেষ্টিত হইয়া, [illegible] বিভীষণকে [illegible] [illegible] বেদবিধান অনুসারে [illegible]

বিধিনা মন্ত্রদৃষ্টেন সুহৃদ্গণসমাবৃতঃ ॥ ১৫
অভ্যষিঞ্চংস্তদা সর্ব্বে রাক্ষসা বানরাস্তথা ॥ ১৬
প্রহর্ষমতুলং গত্বা তুষ্টুবু রামমেব হি ।
অমাত্যা জহৃষিরে ভক্তা যে চাস্য রাক্ষসাঃ ॥ ১৭
দৃষ্ট্বাভিষিক্তং লঙ্কায়াং রাক্ষসেন্দ্রং বিভীষণম্ ।
রাঘবঃ পরমাং প্রীতিং জগাম সহলক্ষ্মণঃ ॥ ১৮
সান্ত্বয়িত্বা প্রকৃতয়স্ততো রামমুপাগমৎ ।
দধ্যক্ষতান্ মোদকাংশ্চ লাজান্ সুমনসস্তথা ॥ ১৯
আজহ্রু রথ সংহৃষ্টাঃ পৌরাস্তস্মৈ নিশাচরাঃ ।
স তান্ গৃহীত্বা দুর্দ্ধর্ষো রাঘবায় ন্যবেদয়ৎ ॥ ২০
মাঙ্গল্যং মঙ্গলং সর্ব্বং লক্ষ্মণায় চ বীর্য্যবান্ ।
কৃতকার্য্যং সমৃদ্ধার্থং দৃষ্ট্বা রামো বিভীষণম্ ।
প্রতিগ্রাহ তৎ সর্ব্বং তস্যৈব প্রতিকাম্যয়া ॥ ২১
ততঃ শৈলোপমং বীরং প্রাঞ্জলিং প্রণতং স্থিতম্ ।
উবাচেদং বচো রামো হনূমন্তং প্লবঙ্গমম্ ॥ ২২
অনুজ্ঞাপ্য মহারাজমিমং সৌম্যং বিভীষণম্ ।
প্রবিশ্য নগরীং লঙ্কাং কৌশলং ব্রূহি মৈথিলীম্ ॥ ২৩
বৈদেহ্যা মাং কুশলিনং সসুগ্রীবং সলক্ষ্মণম্ ।
আচক্ষ্ব বদতাং শ্রেষ্ঠ রাবণঞ্চ হতং রণে ॥ ২৪
প্রিয়মেতদুদাহৃত্য বৈদেহ্যাস্ত্বং হরীশ্বর ।
প্রতিগৃহ্য তু সন্দেশমুপাবর্ত্তিতুমর্হসি ॥ ২৫
ইতি লঙ্কাকাণ্ডে চতুর্দ্দশাধিকশততমঃ সর্গঃ ॥ ১১৪ ॥

রাক্ষসগণের সম্মুখে লঙ্কারাজ্যে অভিষিক্ত করিলেন। ১১—১৫। তাহা দেখিয়া তাঁহার অমাত্য ও ভক্ত রাক্ষসগণ হৃষ্ট হইল এবং দেবতা, ঋষি, বানর ও অন্যান্য রাক্ষসগণ অতুল আনন্দ লাভ করত, রামচন্দ্রের প্রশংসা করিতে লাগিলেন। রামচন্দ্রও রাক্ষসেন্দ্র বিভীষণকে লঙ্কারাজ্যে অভিষিক্ত দেখিয়া, লক্ষ্মণের সহিত অত্যন্ত আহ্লাদিত হইলেন। এদিকে বিভীষণ সেই রামদত্ত-বিপুল রাজ্য লাভ করত প্রজাপুঞ্জকে সান্ত্বনা করিয়া, যখন রামের নিকটে আইসেন, তখন পুরবাসিগণ হৃষ্টচিত্তে তাঁহার সম্মুখে দধি, অক্ষত, মোদক, লাজ এবং পুষ্প সকল আনয়ন করিলেন। বীর্য্যবান্ দুর্দ্ধর্ষ বিভীষণও সেই সকল মাল্য ও দ্রব্য লইয়া রঘুনন্দন রাম এবং লক্ষ্মণকে প্রদান করিলেন। ১৬—২০। রামচন্দ্র বিভীষণকে কৃতকার্য্য এবং সমৃদ্ধার্থ দেখিয়া তাঁহার প্রীতির জন্য সেই সকল প্রতিগ্রহ করিলেন। পরে সম্মুখে কৃতাঞ্জলিপুটে অবস্থিত পর্ব্বততুল্য বীর হনূমান্‌কে বলিলেন;— কপিবর! তুমি বৈদেহীর নিকটে উপস্থিত হইয়া আমাদের কুশল এবং আমার [illegible] রাবণের [illegible]

কুশলসংবাদ প্রদান কর। কপিপ্রবর! তুমি বৈদেহীর নিকটে এই প্রিয়সংবাদ প্রদান করত তাঁহার সংবাদ লইয়া অবিলম্বে ফিরিয়া আসিবে। ২১—২৫।

পঞ্চদশাধিকশততমঃ সর্গঃ ।

ইতি প্রতিসমাদিষ্টো হনূমান্ মারুতাত্মজঃ ।
প্রবিবেশ পুরীং লঙ্কাং পূজ্যমানো নিশাচরৈঃ ॥ ১
প্রবিশ্য চ পুরীং লঙ্কামনুজ্ঞাপ্য বিভীষণম্ ।
ততস্তেনাভ্যনুজ্ঞাতো হনূমান্ বৃক্ষবাটিকাম্ ॥ ২
সম্প্রবিশ্য যথান্যায়ং সীতয়া বিদিতো হরিঃ ।
দদর্শ মৃজয়া হীনাং সাতঙ্কামিব রোহিণীম্ ॥ ৩
বৃক্ষমূলে নিরানন্দাং রাক্ষসীভিঃ সমাবৃতাম্ ।
নিভৃতঃ প্রণতঃ প্রহ্বঃ সোঽভিগম্যাভিবাদ্য চ ॥ ৪
দৃষ্ট্বা তমাগতং দেবী হনূমন্তং মহাবলম্ ।
তূষ্ণীমাস্তে প্রমুদিতা স্মৃত্বা দৃষ্ট্বা তদাভবৎ ॥ ৫
সৌম্যং তস্যা মুখং দৃষ্ট্বা হনূমান্ প্লবগোত্তমঃ ।
রামস্য বচনং সর্ব্বমাখ্যাতুমুপচক্রমে ॥ ৬
বৈদেহি কুশলী রামঃ সুগ্রীবঃ সহলক্ষ্মণঃ ।
কুশলং চাহ সিদ্ধার্থো হতশত্রুরমিত্রজিৎ ॥ ৭
বিভীষণসহায়েন রামেণ হরিভিঃ সহ ।
নিহতো রাবণো দেবি লক্ষ্মণেন চ বীর্য্যবান্ ॥ ৮

পঞ্চদশাধিকশততম সর্গ।

বায়ুনন্দন হনূমান্ এইরূপ আদেশ পাইয়া লঙ্কাপুরীমধ্যে প্রবেশ করিলেন। তথায় রাক্ষসগণ তাঁহার সমধিক পূজা করিল। কপিবর হনূমান্ রামের অনুজ্ঞানুসারে বৃক্ষবাটিকায় প্রবেশপূর্ব্বক বৃক্ষমূলে রাক্ষসীগণকর্ত্তৃক পরিবেষ্টিতা, স্নানাদির অভাবে কৃশশরীরা এবং গ্রহপীড়িতা রোহিণীর ন্যায় নিরানন্দা জানকীকে দেখিয়া নিঃশব্দে তাঁহার নিকটে গমন এবং অবনতমস্তকে প্রণাম করত দাঁড়াইলেন। সীতাদেবীও মহাবল হনূমান্‌কে দেখিয়া আহ্লাদে কথকাল মৌনভাবে থাকিয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন। তখন বানরশ্রেষ্ঠ তাঁহার সেই প্রসন্ন মুখ দর্শন করত রামের কথাগুলি বলিতে আরম্ভ করিয়া কহিলেন। ১—৬। দেবি! শত্রুবিজয়ী রামচন্দ্র, লক্ষ্মণ এবং সুগ্রীবের সহিত কুশলে আছেন; পরে নিহত হওয়ায়, তিনি [illegible] [illegible]

প্রিয়মাখ্যামি তে দেবি ত্বাঞ্চ ভূয়ঃ সভাজয়ে।
তব প্রভাবাদ্ধর্ম্মজ্ঞে মহান্ রামেণ সংযুগে ॥ ৯
লব্ধোঽয়ং বিজয়ঃ সীতে স্বস্থা ভব গতজ্বরা।
রাবণশ্চ হতঃ শত্রুর্লঙ্কা চৈব বশীকৃতা ॥ ১০
ময়া হ্যলব্ধনিদ্রেণ ধৃতেন তব নির্জ্জয়ে।
প্রতিজ্ঞৈষা বিনিস্তীর্ণা বদ্ধা সেতুং মহোদধৌ ॥ ১১
সম্ভ্রমশ্চ ন কর্ত্তব্যো বর্ত্তন্ত্যা রাবণালয়ে।
বিভীষণবিধেয়ং হি লঙ্কৈশ্বর্য্যমিদং কৃতম্ ॥ ১২
তদাশ্বসিহি বিশ্রব্ধং স্বগৃহে পরিবর্ত্তসে।
অয়ঞ্চাভ্যেতি সংহৃষ্টস্ত্বদ্দর্শনসমুৎসুকঃ ॥ ১৩
এবমুক্তা হনুমতা সীতা শশিনিভাননা।
প্রহর্ষেণাবরুদ্ধা সা ব্যাহর্ত্তুং ন শশাক হ ॥ ১৪
ততোঽব্রবীৎ হরিবরঃ সীতামপ্রতিজল্পতীম্।
কিং ত্বং চিন্তয়সে দেবি কিঞ্চ মাং নাভিভাষসে ॥ ১৫
এবমুক্তা হনুমতা সীতা ধর্ম্মপথে স্থিতা।
অব্রবীৎ পরমপ্রীতা বাষ্পগদ্গদয়া গিরা ॥ ১৬
প্রিয়মেতদুপশ্রুত্য ভর্ত্তুর্বিজয়সংশ্রিতম্।
প্রহর্ষবশমাপন্না নির্ব্বাক্যাস্মি ক্ষণান্তরম্ ॥ ১৭
ন হি পশ্যামি সদৃশং চিন্তয়ন্তী প্লবঙ্গম।
আখ্যানকস্য ভবতো দাতুং প্রত্যভিনন্দনম্ ॥ ১৮
ন চ পশ্যামি সদৃশং পৃথিব্যাং তব কিঞ্চন।
সদৃশং যৎ প্রিয়াখ্যানে তব দাতুং ভবেৎ সমম্ ॥ ১৯
হিরণ্যং বা সুবর্ণং বা রত্নানি বিবিধানি চ।
রাজ্যং বা ত্রিষু লোকেষু এতন্নার্হতি ভাষিতুম্ ॥ ২০
এবমুক্তস্তু বৈদেহ্যা প্রত্যুবাচ প্লবঙ্গমঃ।
প্রগৃহীতাঞ্জলির্হর্ষাৎ সীতায়াঃ প্রমুখে স্থিতঃ ॥ ২১
ভর্ত্তুঃ প্রিয়হিতে যুক্তে ভর্ত্তুর্বিজয়কাঙ্ক্ষিণি।
স্নিগ্ধমেবংবিধং বাক্যং ত্বমেবার্হসি নন্দিতে ॥ ২২
তবৈতদ্বচনং দেবি সারবৎ স্নিগ্ধমেব চ।
রত্নৌঘাদ্বিবিধাচ্চাপি দেবরাজ্যাদ্বিশিষ্যতে।
অর্থতশ্চ ময়া প্রাপ্তা দেবরাজ্যাদয়ো গুণাঃ।
হতশত্রুং বিজয়িনং রামং পশ্যামি সুস্থিরম্।
তস্য তদ্বচনং শ্রুত্বা মৈথিলী জনকাত্মজা।
ততঃ শুভতরং বাক্যমুবাচ পবনাত্মজম্ ॥ ২৩
অতিলক্ষণসম্পন্নং মাধুর্য্যগুণভূষিতম্।
বুদ্ধ্যা হ্যষ্টাঙ্গয়া যুক্তং ত্বমেবার্হসি ভাষিতুম্ ॥ ২৪

মহাবীর্য্যবান্ রাবণকে নিহত করিয়াছেন। দেবি! ধর্ম্মজ্ঞে! আপনাকে শুভসংবাদ দিয়া আবার প্রতিনন্দিত করিতেছি। ধর্ম্মজ্ঞে! রামচন্দ্র আপনার পাতিব্রত্য-প্রভাবেই যুদ্ধে জয়লাভ করিয়াছেন এবং আপনাকে বলিয়াছেন;—জানকি! আর ব্যথিত হইও না, সুস্থ হও; আমি শত্রু রাবণকে বধ করিয়াছি এবং লঙ্কা আমার বশীভূত হইয়াছে। আমি তোমার পরাজয়ে যে যে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলাম, নিদ্রাপরিহারপূর্ব্বক রাত্রিদিন পরিশ্রম করিয়া মহাসমুদ্রে সেতু বন্ধন করত সেই প্রতিজ্ঞা পূর্ণ করিয়াছি। আমি লঙ্কা জয় করিয়া বিভীষণকে সমগ্র ঐশ্বর্য্য প্রদান করিয়াছি, সুতরাং তুমি আর 'রাবণগৃহে রহিয়াছি' বলিয়া ভীত হইও না, এক্ষণে 'নিজের বাটীতে আছি' মনে করিয়াই আশ্বস্ত হও; রাক্ষসরাজ বিভীষণও তোমার দর্শনাভিলাষে সত্বর যাইতেছেন।" ৭—১৩। হনুমানের মুখে এই কথা শুনিয়া পরমানন্দে চন্দ্রমুখী সীতার বাক্যরোধ হইয়া গেল, তিনি কোন কথা বলিতে পারিলেন না। তখন সীতা কিছুমাত্র বলিলেন না দেখিয়া কপিবর হনুমান্ বলিলেন;—"দেবি! চিন্তা করিতেছেন কেন? আমার সহিত কথা কহিতেছেন না [illegible] হনুমান্ এইরূপ জিজ্ঞাসা করিলে ধর্ম্ম- [illegible]

শুনিয়া আনন্দে ক্ষণকালের জন্য আমার বাক্রোধ হইয়াছিল। বানরবর! তুমি যেরূপ প্রিয় সংবাদ দিলে, তাহাতে তোমাকে কি যে পুরস্কার দিব, তাহাই ভাবিতে ছিলাম; হনুমন্! তোমার ন্যায় প্রিয়সংবাদদাতাকে দিতে পারা যায়, এরূপ কোন জিনিষই আমি পৃথিবীতে দেখিতে পাইতেছি না; মারুতে! হিরণ্য, সুবর্ণ, বহুবিধ রত্ন, অথবা স্বর্গ, মর্ত্ত্য, পাতাল, এই ত্রিভুবনের রাজ্যপ্রদানও তোমার উপযুক্ত পুরস্কার হয় না। ১৪—২০। জানকী এইরূপ বলিলে, বানরবর হনুমান্ কৃতাঞ্জলিপুটে তাঁহার সম্মুখে অবস্থানপূর্ব্বক বলিলেন;—"অনিন্দিতে সীতে! আপনি পতির হিতৈষিণী—সর্ব্বদা স্বামীর বিজয়াভিলাষিণী, আপনার ন্যায় রমণীই এইরূপ স্নেহপূর্ণ কথা বলিতে পারেন, অন্যের সাধ্য কি? দেবি! আপনার এই স্নেহগর্ভ-সারবাক্য, বিবিধ রত্নরাশি অথবা দেবরাজ্য হইতেও অধিক। রাম- চন্দ্রকে শত্রুশূন্য, বিজয়ী এবং সুস্থির দেখিয়া আমার দেবরাজ্য পাওয়া হইয়াছে।" হনুমানের এই কথা শুনিয়া মিথিলারাজনন্দিনী জানকী এই [illegible] জনক বাক্য কহিলেন;—"বায়ুতনয়! তুমি [illegible] শ্রবণ, গ্রহণ, ধারণ, উহ, অপোহ, অর্থবিজ্ঞান, তত্ত্বজ্ঞান এই অষ্টপ্রকারগুণযুক্ত [illegible] [illegible]

প্রাধর্মীয়োঽনিলস্ত ত্বং সুতঃ পরমধার্ম্মিকঃ।
বলং শৌর্য্যং শ্রুতং সত্ত্বং বিক্রমো দার্ঢ্যমুত্তমম্॥ ২৫
তেজঃ ক্ষমা ধৃতিঃ স্থৈর্য্যং বিনীতত্বং ন সংশয়ঃ।
এতে চান্যে চ বহবো গুণাস্ত্বয্যেব শোভনাঃ॥ ২৬
অথোবাচ পুনঃ সীতামসম্ভ্রান্তো বিনীতবৎ।
প্রগৃহীতাঞ্জলির্হর্ষাৎ সীতায়াঃ প্রমুখে স্থিতঃ॥ ২৭
ইমাস্ত খলু রাক্ষস্যো যদি ত্বমনুমন্যসে।
হন্তমিচ্ছামি তাঃ সর্ব্বা যাভিস্ত্বং তর্জ্জিতা পুরা॥ ২৮
ক্লিশ্যন্তীং পতিদেবাং ত্বামশোকবনিকাং গতাম্।
ঘোররূপসমাচারাঃ ক্রূরাঃ ক্রূরতরেক্ষণাঃ॥ ২৯
ইহ দৃষ্টা ময়া দেবি রাক্ষস্যো বিকৃতাননাঃ।
অসকৃৎ পরুষৈর্ব্বাক্যৈর্বদন্ত্যো রাবণাজ্ঞয়া॥ ৩০
বিকৃতা বিকৃতাকারাঃ ক্রূরাঃ ক্রূরতরেক্ষণাঃ।
ইচ্ছামি বিবিধৈর্ঘাতৈর্হন্তুমেতাঃ সুদারুণাঃ॥ ৩১
রাক্ষস্যো দারুণকথা বরমেতৎ প্রযচ্ছ মে।
মুষ্টিভিঃ পাণিঘাতৈশ্চ বিশালৈশ্চৈব বাহুভিঃ॥ ৩২
ঘোরৈর্জানুপ্রহারৈশ্চ দশনানাঞ্চ পীড়নৈঃ।
ভক্ষণৈঃ কর্ণনাসানাং কেশানাং লুঞ্চনৈস্তথা॥ ৩৩
নিপাত্য হন্তুমিচ্ছামি তব বিপ্রিয়কারিণীঃ।
এবংপ্রকারৈর্ব্বহুভিঃ সম্প্রহারৈর্যশস্বিনি॥ ৩৪

ঘাতয়ে তীব্ররূপাভির্যাভিস্ত্বং তর্জ্জিতা পুরা।
ইত্যুক্তা সা হনুমতা কৃপণা দীনবৎসলা॥ ৩৫
হনুমন্তমুবাচেদং ধর্ম্মযুক্তং বিমৃশ্য চ।
রাজসংশ্রয়বশ্যানাং কুর্ব্বতীনাং পরাজ্ঞয়া॥ ৩৬
বিধেয়ানাঞ্চ দাসীনাং কঃ কুপ্যেদ্বানরোত্তম।
ভাগ্যবৈষম্যদোষেণ পুরস্তাদ্দুষ্কৃতেন চ॥ ৩৭
ময়ৈতৎ প্রাপ্যতে সর্ব্বং স্বকৃতং হ্যুপভুজ্যতে।
মৈবং বদ মহাবাহো দৈবী হ্যেষা পরা গতিঃ॥ ৩৮
প্রাপ্তব্যন্তু দশাযোগান্ময়ৈতদিতি নিশ্চিতম্।
দাসীনাং রাবণস্যাহং মর্ষয়ামীহ দুর্ব্বলা॥ ৩৯
আজ্ঞপ্তা রাক্ষসেনেহ রাক্ষস্যস্তর্জ্জয়ন্তি মাম্।
হতে তস্মিন্ন কুর্ব্বন্তি তর্জ্জনং মারুতাত্মজ॥ ৪০
অয়ং ব্যাঘ্রসমীপে তু পুরাণো ধর্ম্মসংহিতঃ।
ঋক্ষেণ গীতঃ শ্লোকোঽস্তি তন্নিবোধ প্লবঙ্গম॥ ৪১
ন পরঃ পাপমাদত্তে পরেষাং পাপকর্ম্মণাম্।
সময়ো রক্ষিতব্যস্তু (স্তো হি) সন্তশ্চারিত্রভূষণাঃ॥ ৪২

বলিলে, ইহা তোমার উপযুক্তই বটে। ২১—২৪। তুমি পরম ধার্ম্মিক এবং পবনদেবের প্রশংসনীয় পুত্র; বল, বীর্য্য, শাস্ত্রীয়িক তেজ, বিক্রম, ওদার্য্য, শত্রুবিজয়-শক্তি, ক্ষমা, ধৃতি, স্থৈর্য্য ও বিনয়াদি উত্তম গুণরাশি তোমাতেই বর্ত্তমান আছে।” পরে হনূমান্ আহ্লাদে অবনত হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে অসম্ভ্রান্তভাবে পুনরায় বলিলেন;—‘আমার নিতান্ত ইচ্ছা হইতেছে, যে, রাক্ষসীগণ পূর্ব্বে আপনাকে পীড়ন করিয়াছিল, আপনার অনুমতি হইলে তাহাদিগকে মারিয়া ফেলি। আপনি স্বামীর চিন্তায় কৃশ হইয়া যে সময়ে অশোক-বনমধ্যে বাস করিতেছিলেন, আমি দেখিয়াছি; সেই সময়ে বিকটমূর্ত্তি, নির্দ্দয়া, ক্রূরস্বভাবা বিকৃতচেষ্টা, বিকৃতাকৃতি রাক্ষসীগণ রাবণের আদেশে আপনাকে কঠোরবাক্য বলিত; অতএব আমার ইচ্ছা হইতেছে যে, সেই বিকৃতকায়া ক্রূরস্বভাবা রুক্ষকেশ ক্রূরদর্শন দারুণ রাক্ষসীগণকে নানাপ্রকার প্রহার করিয়া মারিয়া ফেলি। যশস্বিনি! আপনি আমাকে এই বর দিন যে, যে রাক্ষসীগণ আপনাকে রূঢ় কথা বলিয়াছিল এবং আপনার অপ্রিয় কার্য্য করিয়াছিল, আমি মুষ্টি এবং [illegible] আঘাতে ও [illegible] দন্ত দ্বারা [illegible], কর্ণ নাসিকার [illegible] কেশকলাপের ছেদনরূপ বহুবিধ প্রহারে প্রাণ বধ করি।” দীনবৎসলা করুণাময়ী জনক-নন্দিনী হনূমানের এইরূপ কথা শুনিয়া ক্ষণকাল বিবেচনা করিয়া ধর্ম্মসঙ্গত বাক্যে বলিলেন;—“বানরোত্তম! দাসীগণ পরবশ; প্রভু যাহা আদেশ করেন, তাহারা তাহাই করিয়া থাকে। এই রাক্ষসীগণ রাজার আজ্ঞাক্রমেই তাদৃশ কার্য্য করিয়াছে, সুতরাং ইহাদের উপর রাগ করা উচিত নহে। হনূমন্! সকলেই নিজকৃত কর্ম্মের ফলভোগ করিয়া থাকে। আমি পূর্ব্বজন্মের পাপে এবং মন্দভাগ্যের দোষেই এরূপ দুঃখ পাইলাম। মহাবাহো! দৈবের বিচিত্র গতি; আমি নিশ্চয় জানি, অবস্থানুসারে সকল ফলই ভোগ করিতে হয়; সুতরাং তুমি আর এরূপ প্রস্তাব করিও না। মারুতে! আমি রাবণের দাসীগণের দোষ মার্জ্জনা করিতেছি; যেহেতু ইহারা রাবণের আজ্ঞাক্রমেই আমাকে পীড়ন করিয়াছিল; এক্ষণে সেই দুরাত্মা নিহত হওয়ায়, ক্ষান্ত হইয়াছে। ২৫—৪০। বানরশ্রেষ্ঠ! কোন সময়ে এক ব্যাধ, ব্যাঘ্রকর্তৃক তাড়িত হইয়া ভল্লুকাশ্রিত একটী বৃক্ষের উপরে উঠিলে ব্যাঘ্র সেই বৃক্ষতলে আসিয়া সে ব্যাধকে পাতিত করিবার জন্য ভল্লুককে বারংবার অনুরোধ করায় ভল্লুক ব্যাঘ্রকে যে [illegible] কথা বলিয়াছিল, তাহা শ্রবণ কর।—[illegible]

পাপানাং বা শুভানাং বা বধার্হাণামথাপি বা।
কার্য্যং কারুণ্যমার্য্যেণ ন কশ্চিন্নাপরাধ্যতি॥ ৪৩
লোকহিংসাবিহারাণাং ক্রূরাণাং পাপকর্ম্মণাম্।
কুর্ব্বতামপি পাপানি নৈব কার্য্যমশোভনম্॥ ৪৪
এবমুক্তস্তু হনুমান্ সীতয়া বাক্যকোবিদঃ।
প্রত্যুবাচ ততঃ সীতাং রামপত্নীমনিন্দিতাম্॥ ৪৫
যুক্তা রামস্য ভবতী ধর্ম্মপত্নী গুণান্বিতা।
প্রতিসন্দিশ মাং দেবি গমিষ্যে যত্র রাঘবঃ॥ ৪৬
এবমুক্তা হনুমতা বৈদেহী জনকাত্মজা।
অব্রবীদ্দ্রষ্টুমিচ্ছামি ভর্ত্তারং ভক্তবৎসলম্॥ ৪৭
তস্যাস্তদ্বচনং শ্রুত্বা হনুমান্ মারুতাত্মজঃ।
হর্ষয়ন্মৈথিলীং বাক্যমুবাচেদং মহামতিঃ॥ ৪৮
পূর্ণচন্দ্রাননং রামং দ্রক্ষ্যস্যদ্য সলক্ষ্মণম্।
স্থিতমিত্রং হতামিত্রং শচীব ত্রিদশেশ্বরম্॥ ৪৯
তামেবমুক্ত্বা ভ্রাজন্তীং সীতাং সাক্ষাদিব শ্রিয়ম্।
আজগাম মহাতেজা হনুমান্ যত্র রাঘবঃ॥ ৫০

সপদি হরিবরস্ততো হনূমান্
প্রতিবচনং জনকেশ্বরাত্মজায়াঃ।
কথিতমকথয়দ্যথাক্রমেণ
ত্রিদশবরপ্রতিমায় রাঘবায়॥ ৫১

ইতি লঙ্কাকাণ্ডে পঞ্চদশাধিকশততমঃ সর্গঃ॥ ১১৫॥

ষোড়শাধিকশততমঃ সর্গঃ।

তমুবাচ মহাপ্রাজ্ঞঃ সোঽভিবাদ্য প্লবঙ্গমঃ।
রামং কমলপত্রাক্ষং বরং সর্ব্বধনুষ্মতাম্॥ ১
যন্নিমিত্তোঽয়মারম্ভঃ কর্ম্মণাং যঃ ফলোদয়ঃ।
তাং দেবীং শোকসন্তপ্তাং দ্রষ্টুমর্হসি মৈথিলীম্॥ ২
সা হি শোকসমাবিষ্টা বাষ্পপর্য্যাকুলেক্ষণা।
মৈথিলী বিজয়ং শ্রুত্বা দ্রষ্টুং ত্বামভিকাঙ্ক্ষতি॥ ৩
পূর্ব্বকাৎ প্রত্যয়াচ্চাহমুক্তো বিশ্বস্তয়া তয়া।
দ্রষ্টুমিচ্ছামি ভর্ত্তারমিতি পর্য্যাকুলেক্ষণা॥ ৪
এবমুক্তো হনুমতা রামো ধর্ম্মভৃতাং বরঃ।
আগচ্ছৎ সহসা ধ্যানমীষদ্বাষ্পপরিপ্লুতঃ॥ ৫
স দীর্ঘমুষ্ণং নিশ্বস্য মেদিনীমবলোকয়ন্।
উবাচ মেঘসঙ্কাশং বিভীষণমুপস্থিতম্॥ ৬
দিব্যাঙ্গরাগাং বৈদেহীং দিব্যাভরণভূষিতাম্।
ইহ সীতাং শিরঃস্নাতামুপস্থাপয় মা চিরম্॥ ৭
এবমুক্তস্তু রামেণ ত্বরমাণো বিভীষণঃ।
প্রবিশ্যান্তঃপুরং সীতাং স্বাভিঃ স্ত্রীভিরচোদয়ৎ॥ ৮

চরিত্রই সাধুগণের ভূষণ।" সাধুব্যক্তির প্রাণদণ্ডের যোগ্য পাপীকে দয়া করিতে হয়; কারণ জগতে অপরাধী হয় না কে? বিশেষতঃ ইহাদের বৃত্তিই পরের হিংসা; অতএব পাপকার্য্য করিলেও ইহাদের পক্ষে তাহা দোষাবহ নহে।" ৪১—৪৪। রামপত্নী জানকীর এই কথা শুনিয়া বাক্যবিশারদ হনুমান্ উত্তর করিলেন;—"দেবি! আপনি রামচন্দ্রের উপযুক্ত গুণবতী ধর্ম্মপত্নী; সুতরাং আপনাকে আমি আর কি বলিব; এক্ষণে আপনি আমাকে আদেশ করুন, রামের নিকটে যাই।" মিথিলারাজনন্দিনী জানকীকে হনুমান্ এইরূপ জিজ্ঞাসিত হইয়া বলিলেন;—"শীঘ্র ধর্ম্মবৎসল পতিকে দেখিতে ইচ্ছা করি।" মহামতি পবননন্দন হনুমান্ জানকীর সেই কথা শুনিয়া তাঁহাকে [illegible] বলিলেন;—"দেবি! শচী যেমন [illegible] দেখেন, সেইরূপ আপনিও আজ [illegible] এবং [illegible] পূর্ণচন্দ্র- [illegible] [illegible]

এই কথা বলিয়া রামচন্দ্রের নিকটে আসিয়া জানকী যেরূপ বলিয়াছেন, দেবরাজতুল্য রামের সমীপে যথাক্রমে সেই সকল বলিলেন। ৪৫—৫১।

ষোড়শাধিকশততম সর্গ।

মহাবুদ্ধি বানরবর বায়ুনন্দন ধনুর্ধারিগণের প্রধান, পদ্মপলাশলোচন রামকে অভিবাদনপূর্ব্বক বলিলেন, "যাঁহার জন্য এই সমস্ত উদ্যোগ করা হইয়াছে এবং যিনি এই সকল কার্য্যের ফলস্বরূপ, সেই শোকসন্তপ্তা সীতা দেবীকে দর্শন করুন। শোকসন্তপ্তা জনকনন্দিনী আপনার সেই বিজয়বার্ত্তা শুনিয়া আনন্দাশ্রু বিসর্জ্জন করিতে করিতে আপনাকে দেখিতে ইচ্ছা করিলেন। তিনি পূর্ব্বপ্রতীতিবশতঃ বিশ্বস্ত হৃদয়ে ব্যাকুললোচনে আমাকে এইমাত্র বলিয়াছেন যে, সত্বর পতিকে দেখিতে ইচ্ছা করি।" [illegible] রামচন্দ্র হনুমানের এই কথা শুনিয়া অশ্রুপূর্ণলোচনে চিন্তা করিতে লাগিলেন। ১—৫। পরে ভূতলে দৃষ্টি নিক্ষেপ করত দীর্ঘ ও উষ্ণ নিশ্বাস ছাড়িয়া [illegible] উপস্থিত বিভীষণকে বলিলেন;—"সীতাকে [illegible] করাইয়া দিব্যাঙ্গরাগ এবং দিব্য অলঙ্কারে ভূষিত [illegible] এইখানে [illegible] [illegible]

ততঃ সীতাং মহাভাগাং দৃষ্ট্বোবাচ বিভীষণঃ ।
মূর্দ্ধ্নি বদ্ধাঞ্জলিঃ শ্রীমান্ বিনীতো রাক্ষসেশ্বরঃ ॥ ৯
দিব্যাঙ্গরাগা বৈদেহি দিব্যাভরণভূষিতা ।
যানমারোহ ভদ্রং তে ভর্ত্তা ত্বাং দ্রষ্টুমিচ্ছতি ॥ ১০
এবমুক্তা তু বৈদেহী প্রত্যুবাচ বিভীষণম্ ।
অস্নাত্বা দ্রষ্টুমিচ্ছামি ভর্ত্তারং রাক্ষসেশ্বর ॥ ১১
তস্যাস্তদ্বচনং শ্রুত্বা প্রত্যুবাচ বিভীষণঃ ।
যথাহ রামো ভর্ত্তা তে তত্তথা কর্ত্তুমর্হসি ॥ ১২
তস্য তদ্বচনং শ্রুত্বা মৈথিলী পতিদেবতা ।
ভর্ত্তৃভক্ত্যাবৃতা সাধ্বী তথেতি প্রত্যভাষত ॥ ১৩
ততঃ সীতাং শিরঃস্নাতাং সংযুক্তাং প্রতিকর্ম্মণা ।
মহার্হাভরণোপেতাং মহার্হাম্বরধারিণীম্ ॥ ১৪
আরোপ্য শিবিকাং সীতাং রাক্ষসৈর্বহুনোচিতৈঃ ।
রক্ষসৈর্বহুভির্গুপ্তামাজহার বিভীষণঃ ॥ ১৫
সোঽভিগম্য মহাত্মানং জ্ঞাত্বাপি ধ্যানমাস্থিতম্ ।
প্রণতশ্চ প্রহৃষ্টশ্চ প্রাপ্তাং সীতাং ন্যবেদয়ৎ ॥ ১৬
তামাগতামুপশ্রুত্য রক্ষোগৃহচিরোষিতাম্ ।
রোষং হর্ষঞ্চ দৈন্যঞ্চ রাঘবঃ প্রাপ শত্রুহা ॥ ১৭

ততো যানগতাং সীতাং সবিমর্শং বিচারয়ন্ ।
বিভীষণমিদং বাক্যমহৃষ্টো রাঘবোঽব্রবীৎ ॥ ১৮
রাক্ষসাধিপতে সৌম্য নিত্যং মদ্বিজয়ে রত ।
বৈদেহী সন্নিকর্ষং মে ক্ষিপ্রং সমভিগচ্ছতু ॥ ১৯
তস্য তদ্বচনং শ্রুত্বা রাঘবস্য বিভীষণঃ ।
তূর্ণমুৎসারণং তত্র কারয়ামাস ধর্ম্মবিৎ ॥ ২০
কঞ্চুকোষ্ণীষিণস্তত্র বেত্রঝর্ঝরপাণয়ঃ ।
উৎসারয়ন্তঃ পুরুষান্ সমন্তাৎ পরিচক্রমুঃ ॥ ২১
ঋক্ষাণাং বানরাণাঞ্চ রাক্ষসানাঞ্চ সর্ব্বশঃ ।
বৃন্দান্যুৎসার্য্যমাণানি দূরমুত্তস্থুরন্ততঃ ॥ ২২
তেষামুৎসার্য্যমাণানাং নিঃস্বনঃ সুমহানভূৎ ।
বায়ুনোদ্বর্ত্তমানস্য সাগরস্যেব নিঃস্বনঃ ॥ ২৩
উৎসার্য্যমাণাংস্তান্ দৃষ্ট্বা সমন্তাজ্জাতসম্ভ্রমান্ ।
দাক্ষিণ্যাত্তদমর্ষাচ্চ বারয়ামাস রাঘবঃ ॥ ২৪
সংরম্ভাচ্চাব্রবীদ্রামশ্চক্ষুষা প্রদহন্নিব ।
বিভীষণং মহাপ্রাজ্ঞং সোপালম্ভমিদং বচঃ ॥ ২৫
কিমর্থং মামনাদৃত্য ক্লিশ্যতেঽয়ং ত্বয়া জনঃ ।
নিবর্ত্তয়ৈনমুদ্বেগং জনোঽয়ং স্বজনো মম ॥ ২৬
ন গৃহাণি ন বস্ত্রাণি ন প্রাকারাস্তিরস্ক্রিয়া ।
নেদৃশা রাজসৎকারা বৃত্তমাবরণং স্ত্রিয়ঃ ॥ ২৭

সত্বর সত্বর অন্তঃপুরমধ্যে প্রবেশ করত নিজ রমণীগণ দ্বারা সীতাকে সংবাদ দিলেন। পরে নিজে সীতার নিকটে যাইয়া, কৃতাঞ্জলিপুটে বিনীতভাবে বলিলেন; —"দেবি! আপনার মঙ্গল হউক, আপনার স্বামী আপনাকে দেখিতে ইচ্ছা করিতেছেন; সুতরাং উত্তমরূপে অঙ্গরাগ করিয়া দিব্যাভরণে ভূষিতা হইয়া শীঘ্র যানে আরোহণ করুন।" ৯—১০। জানকী এই কথা শুনিয়া বিভীষণকে বলিলেন;—"রাক্ষসেশ্বর! আমি স্নান না করিয়াই স্বামীকে দেখিতে ইচ্ছা করি।" তাঁহার সেই কথা শুনিয়া বিভীষণ বলিলেন;—"আপনার স্বামী রাম যাহা আদেশ করিয়াছেন, আপনার তাহা প্রতিপালন করা উচিত হইতেছে।" বিভীষণের কথা শুনিয়া পতিদেবতা সাধ্বী সীতা পতিভক্তিবশতঃ "তাহাই হউক" বলিয়া স্বীকার করিলেন। পরে সীতা স্নানান্তে উত্তম বসন এবং অলঙ্কার পরিধানপূর্ব্বক সুশোভিতা হইয়া উত্তমাস্তরণসংযুক্ত শিবিকায় উঠিলেন এবং বিভীষণ তাঁহাকে রাক্ষস-প্রহরিগণকর্ত্তৃক পরিবৃত করিয়া লইয়া যাইতে লাগিলেন। ১১—১৫। তিনি [illegible] বিভীষণ আসিয়াছেন জানিয়া [illegible] [illegible] মহাত্মা রামচন্দ্রের অধীনে [illegible] [illegible] করিয়া সীতার [illegible] [illegible] করিলেন। [illegible]

[illegible] শুনিয়া, শত্রুহন্তা রাম এককালে শোক-হর্ষ এবং ক্রোধের বশীভূত হইলেন। পরে জানকী সীতার গ্রহণ-বিষয়ে বিতর্ক করত দুঃখিতচিত্তে বিভীষণকে বলিলেন;—"মদ্বিজয়াভিলাষিন্ সৌম্য রাক্ষসপতে! বৈদেহীকে শীঘ্র আমার নিকটে আনিতে বল।" ধার্ম্মিকবর বিভীষণ রামচন্দ্রের তাদৃশী কথা শুনিয়া সত্বর সকলকে সরাইয়া দিতে আদেশ করিলে বেত্রহস্ত উষ্ণীষধারী কঞ্চুকিগণ চারিদিকে পরিভ্রমণ করত পুরুষগণকে অপসারিত করিতে লাগিল। তখন ঋক্ষ, বানর এবং রাক্ষসগণ সরিয়া দূরে পলায়ন করিতে লাগিল। ১৮—২২। তাহারা এইরূপে সরিতে থাকিলে, বায়ুবেগে আলোড়িত মহাসাগরের ন্যায় ভীষণ শব্দ উত্থিত হইল। রামচন্দ্র সেই লোকসকলকে উৎসারিত হইয়া সসম্ভ্রমে পলায়ন করিতে দেখিয়া দয়াপরবশ হইয়া, ক্রোধদৃষ্টিতে যেন দগ্ধ করত বিভীষণকে ভর্ৎসনা করিয়া বলিলেন;—"কি জন্য আমাকে অবজ্ঞা করিয়া ইহাদিগকে ক্লেশ দিতেছ? ইহারা সকলেই আমার স্বজন, সুতরাং ইহাদের উদ্বেগ দূর কর। [illegible]

ব্যসনেষু ন কৃচ্ছ্রেষু ন যুদ্ধেষু স্বয়ম্বরে।
ন ক্রতৌ ন বিবাহে বা দর্শনং দূষ্যতে স্ত্রিয়ঃ॥ ২৮

সৈষা বিপদ্গতা চৈব কৃচ্ছ্রে মহতি চ স্থিতা।
দর্শনে নাস্তি দোষোঽস্যা মৎসমীপে বিশেষতঃ॥ ২৯

বিসৃজ্য শিবিকাং তস্মাৎ পদ্ভ্যামেবাত্র গচ্ছতু।
সমীপে মম বৈদেহীং পশ্যন্ত্বেতে বনৌকসঃ॥ ৩০

এবমুক্তস্তু রামেণ সবিমর্শো বিভীষণঃ।
রামস্যোপানয়ৎ সীতাং সন্নিকর্ষং বিনীতবৎ॥ ৩১

ততো লক্ষ্মণসুগ্রীবৌ হনূমাংশ্চ প্লবঙ্গমঃ।
নিশম্য বাক্যং রামস্য বভূবুর্ব্যথিতা ভৃশম্॥ ৩২

লজ্জয়া ত্ববলীয়ন্তী স্বেষু গাত্রেষু মৈথিলী।
বিভীষণেনানুগতা ভর্ত্তারং সাভ্যবর্ত্তত॥ ৩৩

বিস্ময়াচ্চ প্রহর্ষাচ্চ স্নেহাচ্চ পতিদেবতা।
উদৈক্ষত মুখং ভর্ত্তুঃ সৌম্যং সৌম্যতরাননা॥ ৩৪

অথ সমপনুদন্মনঃক্লমং সা
সুচিরমদৃষ্টমুদীক্ষ্য বৈ প্রিয়স্য।
বদনমুদিতপূর্ণচন্দ্রকান্তং
বিমলশশাঙ্কনিভাননা তদাসীৎ॥ ৩৫

ইতি লঙ্কাকাণ্ডে ষোড়শাধিকশততমঃ সর্গঃ॥ ১১৬॥

তাহা হইয়াছে। বিশেষতঃ ব্যসন, পীড়ন, যুদ্ধ, স্বয়ংবর, যজ্ঞ এবং বিবাহকালে কামিনীগণের জনসমাজের সম্মুখীন হওয়া দূষনীয় নহে। ২৩—২৮। জানকীও বিপদ্ এবং সুমহৎ কষ্টে পড়িয়াছেন, সুতরাং এমন সময়ে, বিশেষতঃ আমার সম্মুখে তাঁহার দর্শন দোষাবহ হইবে না। অতএব জানকী শিবিকা পরিত্যাগ করিয়া পদব্রজেই আমার নিকটে আগমন করুন [illegible] বানরগণ সকলেই তাঁহাকে দেখুন।” রামচন্দ্রের এই কথা শুনিয়া বিভীষণ সীতার প্রতি রামের [illegible] অনাবৃত দর্শনে চিন্তান্বিত হইয়া বিনীত ভাবে [illegible] সেইরূপ অবস্থাতেই আনিতে গেলেন। ২৯—৩১। লক্ষ্মণ, বানরবর সুগ্রীব এবং হনুমান্ রামচন্দ্রের কথা শুনিয়া ব্যথিত হইলেন। জানকী লজ্জায় নিজ দেহমধ্যেই যেন প্রবিষ্ট হইয়া বিভীষণের পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করত রামচন্দ্রের নিকটে উপস্থিত হইলেন। সেই পতিদেবতা শুভবদনা বিস্ময়, হর্ষ এবং স্নেহভরে বদন [illegible] স্বামীর সুন্দর মুখ দেখিতে লাগিলেন। অনেক দিনের পর প্রিয়তমের [illegible] সুন্দর মুখ দেখিয়া, জানকীর মনোব্যথা দূর হইল। [illegible] তাঁহার বদনমণ্ডল নির্ম্মল চন্দ্রের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল। ৩২—৩৫।

সপ্তদশাধিকশততমঃ সর্গঃ।

তাং তু পার্শ্বে স্থিতাং প্রহ্বাং রামঃ সম্প্রেক্ষ্য মৈথিলীম্।
হৃদয়ান্তর্গতং ভাবং ব্যাহর্ত্তুমুপচক্রমে॥ ১

এষাসি নির্জ্জিতা ভদ্রে শত্রুং জিত্বা রণাজিরে।
পৌরুষাদ্যদনুষ্ঠেয়ং তদেতদুপপাদিতম্॥ ২

গতোঽস্ম্যন্তমমর্ষস্য ধর্ষণা সম্প্রমার্জ্জিতা।
অবমানশ্চ শত্রুশ্চ যুগপন্নিহতৌ ময়া॥ ৩

অদ্য মে পৌরুষং দৃষ্টমদ্য মে সফলঃ শ্রমঃ।
অদ্য তীর্ণপ্রতিজ্ঞোঽহং প্রভবাম্যদ্য চাত্মনঃ॥ ৪

যা ত্বং বিরহিতা নীতা চলচিত্তেন রক্ষসা।
দৈবসম্পাদিতো দোষো মানুষেণ ময়া জিতঃ॥ ৫

সম্প্রাপ্তমবমানং যস্তেজসা ন প্রমার্জ্জতি।
কস্তস্য পৌরুষেণার্থো মহতাপ্যল্পচেতসঃ॥ ৬

লঙ্ঘনঞ্চ সমুদ্রস্য লঙ্কায়াশ্চাপি মর্দ্দনম্।
সফলং তস্য চ শ্লাঘ্যমদ্য কর্ম্ম হনূমতঃ॥ ৭

যুদ্ধে বিক্রমতশ্চৈব হিতং মন্ত্রয়তস্তথা।
সুগ্রীবস্য সসৈন্যস্য সফলোঽদ্য পরিশ্রমঃ॥ ৮

বিভীষণস্য চ তথা সফলোঽদ্য পরিশ্রমঃ।

সপ্তদশাধিকশততম সর্গ।

জানকী বিনীতভাবে পার্শ্বে দাঁড়াইয়া আছেন দেখিয়া, রামচন্দ্র মনোভাব ব্যক্ত করিতে আরম্ভ করিলেন। রামচন্দ্র বলিলেন—“ভদ্রে! আমি রণস্থলে শত্রু জয় করিয়া তোমাকে উদ্ধার করিলাম, পৌরুষবলে যাহা করিতে হয়, তাহা সমস্তই করিলাম; ক্রোধের পার প্রাপ্ত হইয়াছি; তোমার অবমাননা-জন্য কলঙ্ক মোচন করিলাম। অপমান এবং শত্রু এককালে বিনষ্ট করিলাম। আজ আমার পৌরুষ দেখান হইল। আজ আমার শ্রম সফল হইল। আজ আমার প্রতিজ্ঞা পূর্ণ হইল এবং আজ আমি স্বাধীন। আমি অনুপস্থিত থাকায় চলচিত্ত রাক্ষস তোমাকে হরণ করিয়াছিল; [illegible] দৈবকৃত দোষ, আমি মানুষ হইয়া সেই দৈবকৃত দোষ দূর করিলাম। ১—৫। যে ব্যক্তি অবমানিত হইয়া সেই অপমান ক্ষালন না করে, সেই [illegible] ব্যক্তির পুরুষকারে প্রয়োজন কি? হনুমান্ সমুদ্র-লঙ্ঘন এবং লঙ্কাদহনাদি যে সকল প্রশংসনীয় [illegible] করিয়াছিল, আজ তাহা সার্থক হইল। [illegible] সুগ্রীব যে হিতজনক মন্ত্রণা প্রদান এবং যুদ্ধে [illegible] প্রকাশ করিয়াছিলেন, আজ তাঁহার সেই শ্রম [illegible]

বীরং যৎ ভ্রাতরং ত্যক্ত্বা যো মাং স্বয়মুপস্থিতঃ॥ ৯
ইত্যেবং বদতঃ শ্রুত্বা সীতা রামস্য তদ্বচঃ।
মৃগীবোৎফুল্লনয়না বভূবাশ্রুপরিপ্লুতা॥ ১০
পশ্যতস্তাং তু রামস্য সমীপে হৃদয়প্রিয়াম্।
জনবাদভয়াদ্রাজ্ঞো বভূব হৃদয়ং দ্বিধা॥ ১১
সীতামুৎপলপত্রাক্ষীং নীলকুঞ্চিতমূর্দ্ধজাম্।
অবদদ্বৈ বরারোহাং মধ্যে বানররক্ষসাম্॥ ১২
যৎ কর্ত্তব্যং মনুষ্যেণ ধর্ষণাং পরিমার্জ্জতা।
তৎ কৃতং রাবণং হত্বা ময়েদং মানকাঙ্ক্ষিণা॥ ১৩
নির্জ্জিতা জীবলোকস্য তপসা ভাবিতাত্মনা।
অগস্ত্যেন দুরাধর্ষা মুনিনা দক্ষিণেব দিক্॥ ১৪
বিদিতশ্চাস্তু ভদ্রং তে যোঽয়ং রণপরিশ্রমঃ।
সুতীর্ণঃ সুহৃদাং বীর্য্যান্ন ত্বদর্থং ময়া কৃতঃ॥ ১৫
রক্ষতা তু ময়া বৃত্তমপবাদঞ্চ সর্ব্বতঃ।
প্রখ্যাতস্যাত্মবংশস্য ন্যঙ্গঞ্চ পরিমার্জ্জতা॥ ১৬
প্রাপ্তচারিত্রসন্দেহা মম প্রতিমুখে স্থিতা।
দীপো নেত্রাতুরস্যেব প্রতিকূলাসি মে দৃঢ়ম্॥ ১৭
তদগচ্ছ ত্বমনুজ্ঞাতা যথেষ্টং জনকাত্মজে।
এতা দশ দিশো ভদ্রে কার্য্যমস্তি ন মে ত্বয়া॥ ১৮
কঃ পুমাংস্তু কুলে জাতঃ স্ত্রিয়ং পরগৃহোষিতাম্।
তেজস্বী পুনরাদদ্যাৎ সুহৃল্লোভেন চেতসা॥ ১৯
রাবণাঙ্কপরিক্লিষ্টাং দৃষ্টাং দুষ্টেন চক্ষুষা।
কথং ত্বাং পুনরাদদ্যাং কুলং ব্যপদিশন্মহৎ॥ ২০
যদর্থং নির্জ্জিতা মে ত্বং সোঽয়মাসাদিতো ময়া।
নাস্তি মে ত্বয্যভিষ্বঙ্গো যথেষ্টং গম্যতামিতঃ॥ ২১
তদদ্য ব্যাহৃতং ভদ্রে ময়ৈতৎ কৃতবুদ্ধিনা।
লক্ষ্মণে বাথ ভরতে কুরু বুদ্ধিং যথাসুখম্॥ ২২
শত্রুঘ্নে বাথ সুগ্রীবে রাক্ষসে বা বিভীষণে।
নিবেশয় মনঃ সীতে যথা বা সুখমাত্মনঃ॥ ২৩
ন হি ত্বাং রাবণো দৃষ্ট্বা দিব্যরূপাং মনোরমাম্।
মর্ষয়ত্যচিরং সীতে স্বগৃহে পর্য্যবস্থিতাম্॥ ২৪

ততঃ প্রিয়ার্হশ্রবণা তদপ্রিয়ং
প্রিয়াদুপশ্রুত্য চিরস্য মানিনী।
মুমোচ বাষ্পঞ্চ প্রবেপিতা ভৃশং
গজেন্দ্রহস্তাভিহতেব বল্লরী॥ ২৫

ইতি লঙ্কাকাণ্ডে সপ্তদশাধিকশততমঃ সর্গঃ॥ ১১৭॥

হইল। যিনি আপনা হইতেই বীরবর ভ্রাতাকে পরিত্যাগ করিয়া আমার নিকটে আসিয়াছিলেন, আজ সেই বিভীষণেরও পরিশ্রম সার্থক হইল।" রামচন্দ্র এইরূপ বলিতে থাকিলে, সীতা সেই সকল কথা শুনিয়া হরিণীর ন্যায় উৎফুল্ললোচনা হইয়া অশ্রুবারি বিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন। সমীপস্থিতা প্রিয়তমা জানকীকে দেখিয়া রামের মন দ্বিধা বিভক্ত হইল। তিনি বানর এবং রাক্ষসগণের মধ্যবর্ত্তিনী নীলকুঞ্চিতকেশী পদ্মপলাশাক্ষী সীতাকে বলিলেন;—"তোমার ধর্ষণা ক্ষালন করিবার জন্য মনুষ্যের যাহা কর্ত্তব্য, আমি নিজের মান রক্ষার জন্য রাবণকে বধ করিয়া, তাহা করিয়াছি। ঋষিশ্রেষ্ঠ অগস্ত্য যেরূপ দুর্জ্জয় দক্ষিণদিক্ জয় করিয়াছিলেন, সেইরূপ আমিও রাবণের সহিত যুদ্ধ করিয়া তোমাকে জয় করিয়াছি। ভদ্রে! তুমি জানিও, আমি সুহৃদ্গণের বীর্য্যবলে যে দারুণ রণপরিশ্রম করিয়াছি ইহা তোমার কারণ নহে। ৮—১৫। তোমার হরণ-জনিত অপবাদ-অপনয়ন এবং বিখ্যাত বংশের মর্য্যাদারক্ষা করিবার জন্যই আমি এইরূপ কার্য্য করিয়াছি। সীতে! তোমার চরিত্রে আমার সন্দেহ জন্মিয়াছে; অতএব তুমি আমার সম্মুখে থাকিয়া নেত্ররোগগ্রস্ত ব্যক্তির সম্মুখস্থিত দীপশিখার ন্যায়, আমাকে যার পর নাই কষ্ট দিতেছ। অতএব ভদ্রে! জনকাত্মজে! এই যে দশ দিক্ দেখিতেছ, ইহার যে দিকে ইচ্ছা হয় তুমি যাও; তোমাতে আর আমার কোন প্রয়োজন নাই। যে স্ত্রী বহুকাল পরগৃহে বাস করিয়াছে, কোন্ সদ্বংশজাত তেজস্বী পুরুষ, সুহৃদ্বোধে সেই স্ত্রীকে পুনরায় গ্রহণ করিতে পারে? রাবণ কুদৃষ্টিতে তোমাকে দেখিয়াছে,—ক্রোড়ে করিয়াছে, সুতরাং আমি তোমাকে পুনরায় গ্রহণ করিয়া আমার সুমহৎ কুল কলঙ্কিত করিতে পারি না। যে কারণ তোমাকে উদ্ধার করিয়াছি, আমার সে উদ্দেশ্য সফল হইয়াছে, সুতরাং তোমাতে আর আমার প্রয়োজন নাই, যথায় ইচ্ছা চলিয়া যাও। অয়ি সীতে! আমি বিবেচনাপূর্ব্বক যাহা বলিবার তাহা বলিলাম; এক্ষণে লক্ষ্মণ, ভরত বা শত্রুঘ্নের নিকটে থাকিতে তোমার ইচ্ছা হয় ত তাই কর; অথবা সুগ্রীব কিংবা বিভীষণকেও আত্ম-সমর্পণ করিতে পার। তুমি অনেক দিন রাবণের ঘরে বাস করিয়াছিলে, অতএব সে তোমার লোকাতীত মনোহর রূপ দেখিয়া, তোমাকে যে ক্ষমা করিয়াছে, এরূপ বোধ হয় না।" যিনি চিরকাল প্রিয়বাক্য শুনিয়াছেন, সেই মানিনী জনকনন্দিনী, স্বামীর মুখে এইরূপ অপ্রিয় বাক্য শুনিয়া গজেন্দ্রতাড়িত লতার ন্যায়, ভূয়োভূয়ঃ কম্পিতা হইয়া অশ্রু মোচন করিতে লাগিলেন। ১৬—২৫।

অষ্টাদশাধিকশততমঃ সর্গঃ।

এবমুক্তা তু বৈদেহী পরুষং রোমহর্ষণম্।
রাঘবেণ সরোষেণ ভৃশং প্রব্যথিতাভবৎ॥ ১
সা তদশ্রুতপূর্ব্বং হি জনে মহতি মৈথিলী।
শ্রুত্বা ভর্ত্তুর্বচো ঘোরং লজ্জয়াবনতাভবৎ॥ ২
প্রবিশন্তীব গাত্রাণি স্বান্যেব জনকাত্মজা।
বাক্‌শরৈস্তৈঃ সশল্যেব ভৃশমশ্রূণ্যবর্ত্তয়ৎ॥ ৩
ততো বাষ্পপরিক্লিষ্টং মার্জ্জয়ন্তী স্বমাননম্।
শনৈর্গদ্গদয়া বাচা ভর্ত্তারমিদমব্রবীৎ॥ ৪
কিং মামসদৃশং বাক্যমীদৃশং শ্রোত্রদারুণম্।
রূক্ষং শ্রাবয়সে বীর প্রাকৃতঃ প্রাকৃতামিব॥ ৫
ন তথাস্মি মহাবাহো যথা মামবগচ্ছসি।
প্রত্যয়ং গচ্ছ মে স্বেন চারিত্রেণৈব তে শপে॥ ৬
পৃথক্‌স্ত্রীণাং প্রচারেণ জাতিং ত্বং পরিশঙ্কসে।
পরিত্যজৈনাং শঙ্কাং তু যদি তেঽহং পরীক্ষিতা॥ ৭
যদহং গাত্রসংস্পর্শং গতাস্মি বিবশা প্রভো।
কামকারো ন মে তত্র দৈবং তত্রাপরাধ্যতি॥ ৮
মদধীনং তু যত্তন্মে হৃদয়ং ত্বয়ি বর্ত্ততে।
পরাধীনেষু গাত্রেষু কিং করিষ্যাম্যনীশ্বরা॥ ৯
সহসংবৃদ্ধভাবেন সংসর্গেণ চ মানদ।
যদি তেঽহং ন বিজ্ঞাতা হতা তেনাস্মি শাশ্বতম্॥ ১০
প্রেষিতস্তে যদা বীরো হনূমানবলোককঃ।
লঙ্কাস্থাহং ত্বয়া রাজন্ কিং তদা ন বিসর্জ্জিতা॥ ১১
প্রত্যক্ষং বানরস্যাস্য তদ্বাক্যসমনন্তরম্।
ত্বয়া সংত্যক্তয়া বীর ত্যক্তং স্যাজ্জীবিতং ময়া॥ ১২
ন বৃথা তে শ্রমোঽয়ং স্যাৎ সংশয়ে ন্যস্য জীবিতম্।
সুহৃজ্জনপরিক্লেশো ন চায়ং বিফলস্তব॥ ১৩
ত্বয়া তু নৃপশার্দ্দূল রোষমেবানুবর্ত্ততা।
লঘুনেব মনুষ্যেণ স্ত্রীত্বমেব পুরস্কৃতম্॥ ১৪
অপদেশো মে জনকান্নোৎপত্তির্বসুধাতলাৎ।
মম বৃত্তঞ্চ বৃত্তজ্ঞ বহু তে ন পুরস্কৃতম্॥ ১৫
ন প্রমাণীকৃতঃ পাণির্বাল্যে মম নিপীড়িতঃ।
মম ভক্তিশ্চ শীলঞ্চ সর্ব্বং তে পৃষ্ঠতঃ কৃতম্॥ ১৬

অষ্টাদশাধিকশততম সর্গ।

রামচন্দ্র ক্রোধভরে এইরূপ দারুণ রোমহর্ষণ বাক্য বলিলে, বৈদেহী অন্তরে যথেষ্ট ব্যথা পাইলেন। তিনি জনসমূহের মধ্যে স্বামীর এতাদৃশ অশ্রুতপূর্ব্ব নিদারুণ বাক্য শুনিয়া লজ্জিতা হইয়া যেন আপনার দেহমধ্যেই লুক্কায়িত হইতে ইচ্ছা করিলেন। পতির বাক্যবাণে বিদ্ধ হইয়া তিনি শল্যপীড়িতার ন্যায় যন্ত্রণা বোধ করত অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন। পরে অশ্রুসিক্ত মুখমণ্ডল মার্জ্জনা করিয়া ধীরে ধীরে গদ্গদস্বরে বলিলেন;—বীর! অন্যেতর ব্যক্তি অন্যেতরা মহিলাকে যেরূপ বলিয়া থাকে, সেইরূপ আপনি আমাকে এরূপ নিদারুণ রূঢ় কথা শুনাইতেছেন কেন? ১—৫। মহাবাহো! আপনি আমাকে যেরূপ মনে করিতেছেন, আমি সেরূপ নহি। আমি আমার চরিত্রের দিব্য করিয়া বলিতেছি, আপনি আমাকে বিশ্বাস করুন। [illegible] সাধারণী রমণীর চরিত্র দেখিয়া আপনি স্ত্রী-জাতির উপরে আশঙ্কা করিতেছেন; কিন্তু আপনি আমাকে অনেক বার পরীক্ষা করিয়াছেন, সুতরাং এ আশঙ্কা পরিত্যাগ করুন। প্রভো! আমি স্ববশে না থাকায় [illegible] যে শরীরসংস্পর্শ [illegible] নহে; সেই [illegible] সেই হৃদয়কে ত কেহ স্পর্শ করিতে পারে নাই,—হৃদয় সম্যক্‌ভাবে আপনাতেই অনুরাগী রহিয়াছে; কিন্তু গাত্র সকল আমার বশীভূত নহে, অতএব রক্ষক না থাকায় রাবণ তাহা স্পর্শ করিয়াছে, তাহাতে আমার অপরাধ কি? হায়! বহুকাল একত্র থাকিয়া আমাদের উভয়ের অনুরাগ এককালে সংবর্দ্ধিত হইয়াছিল, কিন্তু আপনি যে তাহাতেও আমার চরিত্র অবগত হইতে পারেন নাই, আমি তাহাতেই অপার দুঃখে পড়িলাম। বীর! আপনি যখন বীরবর হনুমান্‌কে লঙ্কামধ্যে আমাকে দেখিতে পাঠাইয়াছিলেন, তখনই কেন পরিত্যাগ করেন নাই? হনূমান্ আমাকে আপনার সেই পরিত্যাগসংবাদ শুনাইলেই আমি সেই দণ্ডে ইহার সম্মুখেই প্রাণ পরিত্যাগ করিতাম। ৬—১২। রাঘব! তাহা হইলে আপনাকে এরূপ প্রাণসংশয় স্বীকারপূর্ব্বক অকারণে সুহৃদ্‌বর্গকে কষ্ট দিয়া এরূপ যুদ্ধশ্রম করিতে হইত না। রাজশার্দ্দূল! আপনি ক্রোধান্বিত হইয়া, সাধারণ ব্যক্তির ন্যায়, আমার কেবল স্ত্রীত্বই বিবেচনা করিলেন। আমি রাজর্ষি জনকের যজ্ঞভূমি হইতে উৎপন্না বলিয়াই লোকে আমাকে জানকী বলিয়া থাকে; প্রকৃতপক্ষে জনকের ঔরসজাতা নহি; পৃথিবীর গর্ভে আমার জন্ম। বৃত্তজ্ঞ! আপনি আমার চরিত্রসম্বন্ধে সমুচিত সম্মাননা করিলেন না। বাল্যকালে শাস্ত্রানুসারে আমার পাণিগ্রহণ [illegible] তাহাও আপনি দেখিলেন না,—আপনার [illegible] ভক্তি এবং আমার [illegible]

ইতি ক্রন্দন্তী রুদতী বাষ্পগদ্গদভাষিণী।
উবাচ লক্ষ্মণং সীতা দীনং ধ্যানপরায়ণম্॥ ১৭
চিতাং মে কুরু সৌমিত্রে ব্যসনস্যাস্য ভেষজম্।
মিথ্যাপবাদোপহতা নাহং জীবিতুমুৎসহে॥ ১৮
অপ্রীতেন গুণৈর্ভর্ত্রা ত্যক্তয়া জনসংসদি।
যা ক্ষমা মে গতির্গন্তুং প্রবেক্ষ্যে হব্যবাহনম্॥ ১৯
এবমুক্তস্তু বৈদেহ্যা লক্ষ্মণঃ পরবীরহা।
অমর্ষবশমাপন্নো রাঘবং সমুদৈক্ষত॥ ২০
স বিজ্ঞায় মনশ্ছন্দং রামস্যাকারসূচিতম্।
চিতাং চকার সৌমিত্রির্মতে রামস্য বীর্য্যবান্॥ ২১
ন হি রামং তদা কশ্চিৎ কালান্তকযমোপমম্।
অনুনেতুমথো বক্তুং দ্রষ্টুং বাপ্যশকৎ সুহৃৎ॥ ২২
অধোমুখং স্থিতং রামং ততঃ কৃত্বা প্রদক্ষিণম্।
উপাবর্ত্তত বৈদেহী দীপ্যমানং হুতাশনম্॥ ২৩
প্রণম্য দৈবতেভ্যশ্চ ব্রাহ্মণেভ্যশ্চ মৈথিলী।
বদ্ধাঞ্জলিপুটা চেদমুবাচাগ্নিসমীপতঃ॥ ২৪
যথা মে হৃদয়ং নিত্যং নাপসর্পতি রাঘবাৎ।
তথা লোকস্য সাক্ষী মাং সর্ব্বতঃ পাতু পাবকঃ॥ ২৫
যথা মাং শুদ্ধচারিত্রাং দুষ্টাং জানাতি রাঘবঃ।
তথা লোকস্য সাক্ষী মাং সর্ব্বতঃ পাতু পাবকঃ॥ ২৬
এবমুক্ত্বা তু বৈদেহী পরিক্রম্য হুতাশনম্।
বিবেশ জ্বলনং দীপ্তং নিঃশঙ্কেনান্তরাত্মনা॥ ২৭
জনশ্চ সুমহাংস্তত্র বালবৃদ্ধসমাকুলঃ।
দদর্শ মৈথিলীং দীপ্তাং প্রবিশন্তীং হুতাশনম্॥ ২৮
সা তপ্তনবহেমাভা তপ্তকাঞ্চনভূষণা।
পপাত জ্বলনং দীপ্তং সর্ব্বলোকস্য সন্নিধৌ॥ ২৯
দদৃশুস্তাং বিশালাক্ষীং পতন্তীং হব্যবাহনম্।
সীতাং সর্ব্বাণি রূপাণি রুক্মবেদিনিভাং তদা॥ ৩০
দদৃশুস্তাং মহাভাগাং প্রবিশন্তীং হুতাশনম্।
সীতাং কৃৎস্নাস্ত্রয়ো লোকাঃ পূর্ণামাজ্যাহুতীমিব॥ ৩১
প্রচুক্রুশুঃ স্ত্রিয়ঃ সর্ব্বাস্তাং দৃষ্ট্বা হব্যবাহনে।
পতন্তীং সংস্কৃতাং মন্ত্রৈর্বসোর্ধারামিবাধ্বরে॥ ৩২
দদৃশুস্তাং ত্রয়ো লোকা দেবগন্ধর্ব্বদানবাঃ।
শপ্তাং পতন্তীং নিরয়ে ত্রিদিবাদ্দেবতামিব॥ ৩৩
তস্যামগ্নিং বিশন্ত্যাস্তু হাহেতি বিপুলঃ স্বনঃ।
রক্ষসাং বানরাণাঞ্চ সম্বভূবাদ্ভুতোপমঃ॥ ৩৪
ইতি লঙ্কাকাণ্ডে অষ্টাদশাধিকশততমঃ সর্গঃ॥ ১১৮

করিলেন না। ১৩—১৬। জনকনন্দিনী বাষ্পগদ্গদ স্বরে এইরূপ বলিয়া রোদন করিতে করিতে দীনভাবে চিন্তামগ্ন লক্ষ্মণকে বলিলেন,—সৌমিত্রে! এরূপ মিথ্যাপবাদগ্রস্তা হইয়া, আমি আর প্রাণধারণ করিতে ইচ্ছা করি না; এক্ষণে চিতাই এই ঘোরতর বিপদের একমাত্র ঔষধ; অতএব তুমি চিতা প্রস্তুত কর। স্বামী আমার গুণে অসন্তুষ্ট হইয়া জনসমূহের মধ্যে আমাকে পরিত্যাগ করিলেন, সুতরাং আমি এক্ষণে অগ্নিতে প্রবেশ করিয়া, আমার কর্ম্মানুরূপ গতি লাভ করি।" সীতা এই কথা বলিলে, পরবীরনিসূদন বীর্য্যবান্ লক্ষ্মণ রামচন্দ্রের প্রতি ক্রোধভরে দৃষ্টি-নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। তৎপরে লক্ষ্মণ আকার ইঙ্গিতে রামের মনোগত ভাব জানিতে পারিয়া চিতা প্রস্তুত করিলেন। তৎকালে ক্রোধে কালান্তক যম সদৃশ সেই রামচন্দ্রকে কেহই কোনরূপ অনুনয় করিতে বা কোন কথা বলিতে এমন কি তাঁহার দিকে চাহিতেও সাহস করিল না। ১৭—২২। রাম অধোমুখে বসিয়া রহিলেন; চিতা প্রস্তুত হইলে সীতাদেবী রামচন্দ্রকে প্রদক্ষিণ করিয়া, প্রজ্বলিত অনলের নিকটে গমন করত দেবতা এবং ব্রাহ্মণগণকে প্রণাম করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে অগ্নিকে বলিলেন,— [illegible]

সর্ব্বতোভাবে রক্ষা করিবেন। "আমার চরিত্র বিশুদ্ধ হইলেও, স্বামী যেরূপ আমাকে দুষ্টা মনে করিতেছেন, সেইরূপ সকল লোকের পাপ-পুণ্যের সাক্ষী ভগবান্ পাবক আমাকে সর্ব্বতোভাবে রক্ষা করুন। আমি —কায়, মন এবং বাক্যে কখনও ধর্ম্মজ্ঞ রঘুনন্দনকে অতিক্রম করি নাই, সুতরাং বিভাবসু আমাকে রক্ষা করুন।" এই বলিয়া সীতা চিতা প্রদক্ষিণপূর্ব্বক নিঃশঙ্ক হৃদয়ে জ্বলন্ত অনলে প্রবেশ করিলেন। আবাল-বৃদ্ধ সকল লোকই সীতাকে অগ্নিতে প্রবেশ করিতে দেখিল। এইরূপে সেই তপ্তকাঞ্চনবর্ণা তপ্তকাঞ্চনভূষণা বিশালাক্ষী জনকনন্দিনী সকল লোকের সমক্ষে জ্বলন্ত-অগ্নিমধ্যে প্রবেশ করিলে সর্ব্বপ্রাণীই তাঁহাকে, সুবর্ণময়ী বেদীর ন্যায় দেখিতে লাগিল। ২৩—৩০। ত্রিভুবনবাসী সকল লোক মহাভাগা সীতাকে পূর্ণাহুতির ন্যায় অনলে পতিতা হইতে দেখিল। ত্রিলোকবাসিনী রমণীগণ সীতাকে, যজ্ঞস্থলে মন্ত্রপূত বসুধারার ন্যায় অগ্নিতে দেখিয়া রামচন্দ্রকে নিন্দা করিতে লাগিল। [illegible]

একোনবিংশত্যধিকশততমঃ সর্গঃ।

ততো হি দুর্ম্মনা রামঃ শ্রুত্বৈবং বদতাং গিরঃ।
দধ্যৌ মুহূর্ত্তং ধর্ম্মাত্মা বাষ্পব্যাকুললোচনঃ॥ ১
ততো বৈশ্রবণো রাজা যমশ্চ পিতৃভিঃ সহ।
সহস্রাক্ষশ্চ দেবেশো বরুণশ্চ জলেশ্বরঃ॥ ২
ষড়র্দ্ধনয়নঃ শ্রীমান্মহাদেবো বৃষধ্বজঃ।
কর্ত্তা সর্ব্বস্য লোকস্য ব্রহ্মা ব্রহ্মবিদাং বরঃ॥ ৩
এতে সর্ব্বে সমাগম্য বিমানৈঃ সূর্য্যসন্নিভৈঃ।
আগম্য নগরীং লঙ্কামভিজগ্মুশ্চ রাঘবম্॥ ৪
ততঃ সহস্তাভরণান্ প্রগৃহ্য বিপুলান্ ভুজান্।
অব্রুবংস্ত্রিদশশ্রেষ্ঠা রাঘবং প্রাঞ্জলিং স্থিতম্॥ ৫
কর্ত্তা সর্ব্বস্য লোকস্য শ্রেষ্ঠো জ্ঞানবিদাং বিভুঃ।
উপেক্ষসে কথং সীতাং পতন্তীং হব্যবাহনে।
কথং দেবগণশ্রেষ্ঠমাত্মানং নাববুধ্যসে॥ ৬
ঋতধামা বসুঃ পূর্ব্বং বসূনাঞ্চ প্রজাপতিঃ।
ত্রয়াণাং ত্বং হি লোকানামাদিকর্ত্তা স্বয়ং প্রভুঃ॥ ৭
রুদ্রাণামষ্টমো রুদ্রঃ সাধ্যানামপি পঞ্চমঃ।
অশ্বিনৌ চাপি তে কর্ণৌ চন্দ্রসূর্য্যৌ চ চক্ষুষী॥ ৮
অন্তে চাদৌ চ ভূতানাং দৃশ্যসে ত্বং পরন্তপ।
উপেক্ষসে চ বৈদেহীং মানুষঃ প্রাকৃতো যথা॥ ৯
ইত্যুক্তো লোকপালৈস্তৈঃ স্বামী লোকস্য রাঘবঃ।
অব্রবীত্ত্রিদশশ্রেষ্ঠান্ রামো ধর্ম্মভৃতাং বরঃ॥ ১০
আত্মানং মানুষং মন্যে রামং দশরথাত্মজম্।
সোঽহং যশ্চ যতশ্চাহং ভগবাংস্তদ্ব্রবীতু মে॥ ১১
ইতি ব্রুবাণং কাকুৎস্থং ব্রহ্মা ব্রহ্মবিদাং বরঃ।
অব্রবীচ্ছৃণু মে বাক্যং সত্যং সত্যপরাক্রম॥ ১২
ভবান্নারায়ণো দেবঃ শ্রীমাংশ্চক্রায়ুধঃ প্রভুঃ।
একশৃঙ্গো বরাহস্ত্বং ভূতভব্যসপত্নজিৎ॥ ১৩
অক্ষরং ব্রহ্ম সত্যঞ্চ মধ্যে চান্তে চ রাঘব।
লোকানাং ত্বং পরো ধর্ম্মো বিষ্বক্সেনশ্চতুর্ভুজঃ॥ ১৪
শার্ঙ্গধন্বা হৃষীকেশঃ পুরুষঃ পুরুষোত্তমঃ।
অজিতঃ খড়্গধৃগ্বিষ্ণুঃ কৃষ্ণশ্চৈব বৃহদ্বলঃ॥ ১৫

অগ্নিমধ্যে প্রবেশ করিলে, বানর এবং রাক্ষসগণ উচ্চৈঃস্বরে হাহাকার করিয়া উঠিল। ৩১—৩৪।

ঊনবিংশত্যধিকশততম সর্গ।

তৎপরে ধর্ম্মাত্মা রাম তাহাদের ঘোর হাহাকার-রবশ্রবণে দুঃখিত হইয়া, অশ্রুপূর্ণনয়নে চিন্তা করিতে লাগিলেন। সেই সময়ে রাজা বৈশ্রবণ, পিতৃগণ, যম; দেবরাজ সহস্রাক্ষ ইন্দ্র, জলেশ্বর বরুণ, ত্রিলোচন বৃষধ্বজ দেবদেব শ্রীমান্ মহাদেব এবং ব্রহ্মবিদ্গণের অগ্রগণ্য সর্ব্বলোককর্ত্তা ব্রহ্মা ও অন্যান্য দেবগণ আদিত্যোজ্জ্বল বিমানে আরোহণ করত লঙ্কা-নগরীতে উপস্থিত হইয়া, রামের নিকটে গমন করিলেন। ১—৪। তাহা দেখিয়া রামচন্দ্র কৃতা-ঞ্জলিপুটে দণ্ডায়মান হইলে সেই প্রধান দেবগণ নিজ নিজ অলঙ্কৃত বিশাল বাহু উদ্যত করিয়া বলি-লেন,—"রাঘব! আপনি লোক সকলের সৃষ্টিকর্ত্তা, জ্ঞানিদিগের শ্রেষ্ঠ এবং বিভু হইয়াও হুতাশন-পতনোন্মুখী সীতাকে উপেক্ষা করিতেছেন কেন? রাঘব! আপনি দেবগণের শ্রেষ্ঠ হইয়াও আপ-নাকে [illegible] কেন? আপনি পূর্ব্বকালে [illegible]

[illegible]

রুদ্রের অন্তিম মহাদেব-নামক অষ্টম-রুদ্র এবং সাধ্যগণের মধ্যে বীর্য্যবান্-নামক পঞ্চমসাধ্যরূপ ধারণ করিয়াছিলেন। দেব! আপনি বিরাট্মূর্ত্তি ধারণ করিলে, অশ্বিনীকুমারদ্বয় আপনার কর্ণ এবং চন্দ্রসূর্য্য আপনার চক্ষু হইয়াছিলেন। বীর! আপনি ভূত-গণের আদিতে এবং অবসানেও বিরাজ করেন, সুতরাং সর্ব্বজ্ঞ হইয়াও এক্ষণে সাধারণ মানুষের ন্যায় বৈদেহীকে উপেক্ষা করিতেছেন কেন? ৫—৯। ধার্ম্মিকপ্রবর নররাজ রামচন্দ্র সেই দেবশ্রেষ্ঠ লোক-পালগণের এইরূপ কথা শুনিয়া বলিলেন,—"আমি নিজে দশরথের পুত্র রামনামক মনুষ্য বলিয়া জানি; সুতরাং আমি কে? তাহা আপনারা প্রকাশ করিয়া বলুন। রামচন্দ্র এই কথা বলিলে, ব্রহ্মবিদ্গণের অগ্রগণ্য ব্রহ্মা বলিলেন,—"সত্যপরাক্রম! আমি সত্য করিয়া বলিতেছি, শ্রবণ করুন।—রাম! আপনি জলশায়ী বিরাট্রূপী নারায়ণ; শঙ্খ, চক্র, গদা এবং পদ্মধারী শ্রীমান্ দেবদেব বিষ্ণু এবং জন্মমৃত্যুরূপ শত্রুবিনাশকারী একদন্ত বরাহরূপী। রাঘব! যিনি লোক সকলের মধ্যে এবং অবসানে বিরাজ করেন, আপনিই সেই সত্যস্বরূপ অক্ষর ব্রহ্ম এবং লোক সকলের পরমধর্ম্মস্বরূপ চতুর্ভুজ বিষ্বক্সেন। শৃঙ্গরূপ কালই আপনার ধনু—এই জন্য আপনি শার্ঙ্গধন্বা। ইন্দ্রিয়গণের নিয়ন্তা বলিয়া আপনি হৃষীকেশ। লোকের হৃৎপদ্মে শয়ন করিয়া [illegible] বলিয়া আপনি পুরুষ। আপনার অন্য নাই [illegible]

সেনানীগ্রামণীঃ সর্ব্বং ত্বং বুদ্ধিস্ত্বং ক্ষমা দমঃ ।
প্রভবশ্চাপ্যয়শ্চ ত্বমুপেন্দ্রো মধুসূদনঃ ॥ ১৬
ইন্দ্রকর্ম্মা মহেন্দ্রস্ত্বং পদ্মনাভো রণান্তকৃৎ ।
শরণ্যং শরণঞ্চ ত্বামাহুর্দিব্যা মহর্ষয়ঃ ॥ ১৭
সহস্রশৃঙ্গো বেদাত্মা শতশীর্ষো মহর্ষভঃ ।
ত্বং ত্রয়াণাং হি লোকানামাদিকর্ত্তা স্বয়ং প্রভুঃ ॥ ১৮
সিদ্ধানামপি সাধ্যানামাশ্রয়শ্চাসি পূর্ব্বজঃ ।
ত্বং যজ্ঞস্ত্বং বষট্কারস্ত্বমোঙ্কারঃ পরাৎপরঃ ॥ ১৯
প্রভবং নিধনং বা তে ন বিদুঃ কো ভবানিতি ।
দৃশ্যসে সর্ব্বভূতেষু ব্রাহ্মণেষু চ গোষু চ ॥ ২০
দিক্ষু সর্ব্বাসু গগনে পর্ব্বতেষু নদীষু চ ।
সহস্রচরণঃ শ্রীমান্ শতশীর্ষঃ সহস্রদৃক্ ॥ ২১
ত্বং ধারয়সি ভূতানি পৃথিবীঞ্চ সর্ব্বপর্ব্বতাম্ ।
অন্তে পৃথিব্যাঃ সলিলে দৃশ্যসে ত্বং মহোরগঃ ॥ ২২
ত্রীন্ লোকান্ ধারয়ন্ রাম দেবগন্ধর্ব্বদানবান্ ।
অহং তে হৃদয়ং রাম জিহ্বা দেবী সরস্বতী ॥ ২৩
দেবা রোমাণি গাত্রেষু ব্রহ্মণা নির্ম্মিতাঃ প্রভো ।
নিমেষস্তে স্মৃতা রাত্রিরুন্মেষো দিবসস্তথা ॥ ২৪
সংস্কারাস্তেঽভবন্ বেদা নৈতদস্তি ত্বয়া বিনা ।
জগৎ সর্ব্বং শরীরং তে স্থৈর্য্যং তে বসুধাতলম্ ॥ ২৫
অগ্নিঃ কোপঃ প্রসাদস্তে সোমঃ শ্রীবৎসলক্ষণ ।
ত্বয়া লোকাস্ত্রয়ঃ ক্রান্তাঃ পুরা স্বৈর্বিক্রমৈস্ত্রিভিঃ ॥ ২৫
মহেন্দ্রশ্চ কৃতো রাজা বলিং বদ্ধা সুদারুণম্ ।
সীতা লক্ষ্মীর্ভবান্ বিষ্ণুর্দেবঃ কৃষ্ণঃ প্রজাপতিঃ ॥ ২৭
বধার্থং রাবণস্যেহ প্রবিষ্টো মানুষীং তনুম্ ।
তদিদং নস্ত্বয়া কার্য্যং কৃতং ধর্ম্মভৃতাং বর ॥ ২৮
নিহতো রাবণো রাম প্রহৃষ্টো দিবমাক্রম ।
অমোঘং দেব বীর্য্যং তে ন তে মোঘাঃ পরাক্রমাঃ ॥ ২৯
অমোঘং দর্শনং রাম অমোঘস্তব সংস্তবঃ ।
অমোঘাস্তে ভবিষ্যন্তি ভক্তিমন্তো নরা ভুবি ।

এবং শত্রুগণ আপনাকে জয় করিতে পারেন, এই জন্য আপনি অজিত। নন্দকনামক খড়্গধারী বলিয়া খড়্গাধৃক্। আপনি সর্ব্বব্যাপক বলিয়া আপনার নাম বিষ্ণু। আপনি কৃষ্ণবর্ণ বলিয়া কৃষ্ণ এবং আপনি এই নিখিল ব্রহ্মাণ্ডকে ক্রোড়াকন্দুকের ন্যায় ধারণ করিয়া আছেন বলিয়া আপনি বৃহদ্বল নামে অভিহিত হন। ১০—১৫। আপনিই সেনানী, গ্রামণী, সত্য, নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধি। ভক্তগণের অপরাধ সহ্য করেন বলিয়া ক্ষমা। ইন্দ্রিয়গণের নিগ্রহকারী বলিয়া আপনি দম। সৃষ্টি প্রবর্ত্তন করেন বলিয়া আপনি প্রভব। বিনাশ করেন বলিয়া আপনি অব্যয় এবং উপেন্দ্র ও মধুসূদন নামে অভিহিত হইয়া থাকেন। দিব্য মহর্ষিগণ,—আপনাকেই ইন্দ্রকর্ম্মা মহেন্দ্র, পদ্মনাভ, রণান্তকারী শরণ এবং শরণ্য নামে অভিহিত করিয়া থাকেন। আপনিই সহস্রশাখাযুক্ত বেদরূপী বলিয়া সহস্রশৃঙ্গ-বেদস্বরূপ বিধিময়। আপনি বহুশিরোবিশিষ্ট বলিয়া আপনার নাম শতশীর্ষ। আপনি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া আপনার নাম মহর্ষভ এবং ত্রিলোকীর সৃষ্টিকর্ত্তা বলিয়া আপনি স্বয়ম্প্রভু আদিকর্ত্তা নামে অভিহিত হন। আপনি সকলের অগ্রে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। আপনি সিদ্ধ এবং সাধ্যগণের আশ্রয় এবং যজ্ঞ, বষট্কার, পরাৎপর ও ওঙ্কারস্বরূপ। আপনি,— ব্রাহ্মণ এবং গো প্রভৃতি সকল প্রাণী, আকাশ, নদী, পর্ব্বত, বন এবং সকল দিকে অন্তর্যামিরূপে বর্ত্তমান রহিয়াছেন, তথাপি আপনি কে এবং আপনার জন্ম—এবং নিধন কিরূপে হয়, তাহা কেহই জানে না। আপনি সহস্রচরণ, শতশীর্ষ এবং সহস্রচক্ষু অনন্তরূপ হইয়া পর্ব্বত-সমন্বিতা পৃথিবী এবং ভূতগণকে ধারণ করিয়া আছেন এবং পৃথিবীর অন্তে অর্থাৎ প্রলয়ের পর সলিলোপরি মহাভুজঙ্গশয্যায় শয়ন করিয়া থাকেন। ১৬—২২। রামচন্দ্র! আপনিই বিরাট্মূর্ত্তি হইয়া দেবতা, গন্ধর্ব্ব এবং দানবসমন্বিত ত্রিভুবনকে ধারণ করিয়া থাকেন। প্রভো! আমি আপনার হৃদয়, দেবী সরস্বতী আপনার জিহ্বা, আমার সৃষ্ট দেবগণ আপনার শরীররোম, রাত্রি আপনার নিমেষ, এবং দিন আপনার উন্মেষ এবং বেদ সকল আপনার সংস্কার। শ্রীবৎস-লক্ষণ! জগতে আপনি ব্যতীত আর কিছুই নাই; সকল জগৎ আপনার শরীর, বসুধাতল আপনার স্থৈর্য্য, অগ্নি আপনার রোষ এবং চন্দ্র আপনার প্রসন্নতা। পূর্ব্বে আপনি ত্রিবিক্রমে (ত্রিপাদবিক্ষেপে) ত্রিভুবনকে আক্রমণ করত ভীষণস্বভাব বলিকে বন্ধন করিয়া মহেন্দ্রকে দেবরাজ করিয়াছিলেন। সীতা দেবী সাক্ষাৎ লক্ষ্মী এবং আপনিই সেই প্রজাপালক স্বপ্রকাশ কৃষ্ণবর্ণ বিষ্ণু। ২—২৭। আপনারা রাবণবধের জন্যই এই মনুষ্যদেহ ধারণ করিয়াছেন। ধার্ম্মিকপ্রবর! আপনি যে জন্য অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, আমাদের সেই কার্য্য সকল হইয়াছে, সুতরাং আপনি এক্ষণে কিয়ৎকাল মনুষ্যলোকে হৃষ্টচিত্তে বিচরণ করত পশ্চাৎ ব্রহ্মলোকে আরোহণ করিবেন। দেব! আপনার বীর্য্য, বিক্রম এবং স্তব এই সমস্তই অব্যর্থ এবং যাহারা আপনাকে ভক্তিপূর্ব্বক চিন্তা করে, তাহারাও

যে ত্বাং দেবং ধ্রুবং ভক্তাঃ পুরাণং পুরুষোত্তমম্।
প্রাপ্নুবন্তি সদা কামানিহ লোকে পরত্র চ ॥ ৩১
ইমমার্ষস্তবং দিব্যমিতিহাসং পুরাতনম্।
যে নরাঃ কীর্ত্তয়িষ্যন্তি নাস্তি তেষাং পরাভবঃ ॥ ৩২

ইতি লঙ্কাকাণ্ডে একোনবিংশত্যধিকশততমঃ সর্গঃ ॥১১৯

বিংশত্যধিকশততমঃ সর্গঃ।

এতচ্ছ্রুত্বা শুভং বাক্যং পিতামহসমীরিতম্।
অঙ্কেনাদায় বৈদেহীমুৎপপাত বিভাবসুঃ ॥ ১
বিধূয়াথ চিতাং তাং তু বৈদেহীং হব্যবাহনঃ।
উত্তস্থৌ মূর্ত্তিমানাশু গৃহীত্বা জনকাত্মজাম্ ॥ ২
তরুণাদিত্যসঙ্কাশাং তপ্তকাঞ্চনভূষণাম্।
রক্তাম্বরধরাং বালাং নীলকুঞ্চিতমূর্দ্ধজাম্ ॥ ৩
অক্লিষ্টমাল্যাভরণাং তথারূপামনিন্দিতাম্।
দদৌ রামায় বৈদেহীমঙ্কে কৃত্বা বিভাবসুঃ ॥ ৪
অব্রবীত্তু তদা রামং সাক্ষী লোকস্য পাবকঃ।
এষা তে রাম বৈদেহী পাপমস্যাং ন বিদ্যতে ॥ ৫
নৈব বাচা ন মনসা নৈব বুদ্ধ্যা ন চক্ষুষা।
সুবৃত্তা বৃত্তশৌণ্ডীরং ন ত্বামত্যচরচ্ছুভা ॥ ৬
রাবণেনাপনীতৈষা বীর্য্যোৎসিক্তেন রক্ষসা।
ত্বয়া বিরহিতা দীনা বিবশা নির্জ্জনে বনে ॥ ৭
রুদ্ধা চান্তঃপুরে গুপ্তা ত্বচ্চিত্তা ত্বৎপরায়ণা।
রক্ষিতা রাক্ষসীভিশ্চ ঘোরাভির্ঘোরবুদ্ধিভিঃ ॥ ৮
প্রলোভ্যমানা বিবিধং তর্জ্জ্যমানা চ মৈথিলী।
নাচিন্তয়ত তদ্রক্ষস্ত্বদ্গতেনান্তরাত্মনা ॥ ৯
বিশুদ্ধভাবাং নিষ্পাপাং প্রতিগৃহ্ণীষ্ব রাঘব।
ন কিঞ্চিদভিধাতব্য অহমাজ্ঞাপয়ামি তে ॥ ১০
ততঃ প্রীতমনা রামঃ শ্রুত্বৈবং বদতাং বরঃ।
দধ্যৌ মুহূর্ত্তং ধর্ম্মাত্মা হর্ষব্যাকুললোচনঃ ॥ ১১
এবমুক্তো মহাতেজা ধৃতিমান্ দৃঢ়বিক্রমঃ।
উবাচ ত্রিদশশ্রেষ্ঠং রামো ধর্ম্মভৃতাং বরঃ ॥ ১২
অবশ্যঞ্চাপি লোকেষু সীতা পাবনমর্হতি।
দীর্ঘকালোষিতা হীয়ং রাবণান্তঃপুরে শুভা ॥ ১৩
বালিশো বত কামাত্মা রামো দশরথাত্মজঃ।
ইতি বক্ষ্যতি মাং লোকো জানকীমবিশোধ্য হি ॥ ১৪
অনন্যহৃদয়াং সীতাং মচ্চিত্তপরিরক্ষিণীম্।
অহমপ্যবগচ্ছামি মৈথিলীং জনকাত্মজাম্ ॥ ১৫

অব্যর্থ ফল লাভ করিয়া থাকে। আপনি সাক্ষাৎ পুরাণ-পুরুষ পুরুষোত্তম, এই জন্য যাহারা আপনাকে একাগ্র-মনে ধ্যান করে, তাহারা ইহলোকে এবং পরলোকে অভীষ্ট লাভ করিয়া থাকে। অধিক কি, যাহারা এই ইতিহাসপ্রসিদ্ধ পুরাতন বেদোদিত স্তব কীর্ত্তন করে, তাহাদের কোথাও পরাজয় হয় না।" ২৮—৩২।

বিংশত্যধিকশততম সর্গ।

পিতামহ ব্রহ্মার কথিত এই শুভ বাক্য শুনিয়া ভগবান্ রাম অশ্রুপূর্ণলোচনে মুহূর্ত্তকাল রোদন করিলেন। ইত্যবসরে অগ্নি নিজ মূর্ত্তি ধারণপূর্ব্বক সেই চিতা অপসারিত করিয়া বালসূর্য্যসদৃশী, তপ্ত-কাঞ্চন-ভূষণা, রক্তাম্বরধারিণী, নীলকুঞ্চিতকেশী, অম্লানমালা-শোভিতা আবকৃতরূপা অনিন্দিতা জান-কীকে ক্রোড়ে লইয়া সত্বর উত্থিত হইলেন। পরে লোকসাক্ষী পাবক, বৈদেহীকে রামের নিকটে দিয়া বলিলেন,—"রাম! এই তোমার বৈদেহীকে গ্রহণ কর, ইহাতে পাপের লেশমাত্রও নাই। ১—৫। চরিত্র-গর্ব্বিন্! এই শুভলক্ষণা সচ্চরিত্রা সীতা,—বাক্য, মন, বুদ্ধি অথবা চক্ষু দ্বারাও কখন তোমাকে অতিক্রম করেন নাই। যখন ইনি নির্জ্জন কাননে একাকিনী ছিলেন, সেই সময়ে তোমার অনুপস্থিতি-বশতঃ বীর্য্যোন্মত্ত রাক্ষস রাবণ বলপূর্ব্বক ইহাকে হরণ করিয়া, তাহার অন্তঃপুরে অবরুদ্ধ করিয়াছিল। তথায় ঘোরবুদ্ধি ঘোররূপ রাক্ষসীগণ বারবার তর্জ্জিতা এবং প্রলোভিতা করিলেও, একমাত্র তোমাতেই অনুরক্তা জানকী ক্ষণমাত্রও রাবণকে চিন্তা করেন নাই। তিনি নিরন্তর একমনে তোমাকেই ধ্যান করিতেন। রাঘব! আমি আদেশ করিতেছি, এই পাপবিহীনা বিশুদ্ধস্বভাবা সীতাকে গ্রহণ কর। ইহাকে আর কোন কথা বলিও না।" ধর্ম্মাত্মা বাগ্মি-প্রবর রামচন্দ্র, এই কথা শুনিয়া প্রীত হইয়া হর্ষোৎ-ফুল্লনয়নে মুহূর্ত্তকাল চিন্তা করিলেন। ৬—১১। মহা-বিক্রম মহাতেজস্বী ধার্ম্মিকপ্রবর ধৈর্য্যশালী রাম এইরূপে কথিত হইয়া দেবশ্রেষ্ঠ হুতাশনকে কহি-লেন;—"জানকী যে লোক-সকলের মধ্যে সমধিক পবিত্রা, তাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। কিন্তু ইনি রাবণের অন্তঃপুরে বহুকাল বাস করিয়াছিলেন, সুতরাং আমি যদি বিশুদ্ধরূপে পরীক্ষা না করিয়াই, ইহাকে লইতাম, তাহা হইলে লোকে বলিত যে, 'দশরথপুত্র রাম নিতান্ত কামপরতন্ত্র এবং সাংসারিক ব্যবহারে একান্ত অনভিজ্ঞ।' জনক-নন্দিনী সীতা যে, অনন্য-

ইমামপি বিশালাক্ষীং রক্ষিতাং স্বেন তেজসা।
রাবণো নাতিবর্ত্তেত বেলামিব মহোদধিঃ ॥ ১৬
ন চ শক্তঃ স দুষ্টাত্মা মনসাপি চ মৈথিলীম্।
প্রধর্ষয়িতুমপ্রাপ্যাং দীপ্তামগ্নিশিখামিব ॥ ১৭
নেয়মর্হতি বৈক্লব্যং রাবণান্তঃপুরে সতী।
অনন্যা হি ময়া সীতা ভাস্করস্য প্রভা যথা ॥ ১৮
বিশুদ্ধা ত্রিষু লোকেষু মৈথিলী জনকাত্মজা।
ন বিহাতুং ময়া শক্যা কীর্ত্তিরাত্মবতা যথা ॥ ১৯
অবশ্যঞ্চ ময়া কার্য্যং সর্ব্বেষাং বো বচো হিতম্।
স্নিগ্ধানাং লোকনাথানামেবঞ্চ বদতাং হিতম্ ॥ ২০

ইত্যেবমুক্ত্বা বচনং মহাবলঃ
প্রশস্যমানঃ স্বকৃতেন কর্ম্মণা।
সমেত্য রামঃ প্রিয়য়া মহাযশাঃ
সুখং সুখার্হোঽনুবভূব রাঘবঃ ॥ ২১

ইতি লঙ্কাকাণ্ডে বিংশত্যধিকশততমঃ সর্গঃ ॥ ১২০

হৃদয়া এবং আমাতেই তিনি যে একান্ত অনুরাগিণী, তাহা আমি জানিতাম। যেরূপ মহাসাগর বেলা-ভূমিকে অতিক্রম করিতে পারে না, সেইরূপ রাবণও নিজ তেজোবলে নিজেই রক্ষিতা এই বিশালাক্ষী জানকীকে অতিক্রম করিতে পারে নাই; আমার বোধ হয়, সেই দুষ্টাত্মা প্রদীপ্ত অগ্নিশিখার ন্যায়, এই অনন্য-লভ্যা সীতাকে মনে মনেও ধর্ষণ করিতে পারে নাই। ১২—১৭। সূর্য্যের প্রভা যেরূপ সূর্য্য হইতে অভিন্ন, সীতাও সেইরূপ আমা হইতে অভিন্না। সুতরাং ইনি রাবণান্তঃপুরবাসে কাতরা হইয়া যে অহৃষ্টহৃদয়া হইবেন, তাহা কিছুতেই সম্ভবে না। যেরূপ আত্ম-বান্ ব্যক্তি কীর্ত্তি পরিত্যাগ করিতে পারে না, সেইরূপ আমিও এই ত্রিলোকবিশুদ্ধা জনক-তনয়া সীতাকে পরিত্যাগ করিতে পারি না। আপনারা এবং হিতবাদী লোকপালগণ স্নেহসহকারে যে যে মঙ্গলবাক্য কহিলেন, তাহা আমার অবশ্যই পালন করা উচিত।" মহাবল মহাযশস্বী সুখোচিত রাম এই কথা কহিয়া, স্বকৃতকর্ম্ম-দ্বারা লোকপালগণকর্ত্তৃক প্রশংসিত হইলেন এবং প্রিয়া সীতার সহিত পুনরায় মিলিত হইয়া অত্যন্ত সুখী হইলেন। ১৮—২১।

একবিংশত্যধিকশততমঃ সর্গঃ।

এতচ্ছ্রুত্বা শুভং বাক্যং রাঘবেণানুভাষিতম্।
ততঃ শুভতরং বাক্যং ব্যাজহার মহেশ্বরঃ ॥ ১
পুষ্করাক্ষ মহাবাহো মহাবক্ষঃ পরন্তপ।
দিষ্ট্যা কৃতমিদং কর্ম্ম ত্বয়া ধর্ম্মভৃতাং বর ॥ ২
দিষ্ট্যা সর্ব্বস্য লোকস্য প্রবৃদ্ধং দারুণং তমঃ।
অপবৃত্তং ত্বয়া সংখ্যে রাম রাবণজং ভয়ম্ ॥ ৩
আশ্বাস্য ভরতং দীনং কৌশল্যাঞ্চ যশস্বিনীম্
কৈকেয়ীঞ্চ সুমিত্রাঞ্চ দৃষ্ট্বা লক্ষ্মণমাতরম্ ॥ ৪
প্রাপ্য রাজ্যমযোধ্যাঞ্চ নন্দয়িত্বা সুহৃজ্জনম্।
ইক্ষ্বাকূণাং কুলে বংশং স্থাপয়িত্বা মহাবল ॥ ৫
ইষ্ট্বা তুরগমেধেন প্রাপ্য চানুত্তমং যশঃ।
ব্রাহ্মণেভ্যো ধনং দত্ত্বা ত্রিদিবং গন্তুমর্হসি ॥ ৬
এষ রাজা দশরথো বিমানস্থঃ পিতা তব।
কাকুৎস্থ মানুষে লোকে গুরুস্তব মহাযশাঃ ॥ ৭
ইন্দ্রলোকং গতঃ শ্রীমান্ ত্বয়া পুত্রেণ তারিতঃ।
লক্ষ্মণেন সহ ভ্রাত্রা ত্বমেনমভিবাদয় ॥ ৮
মহাদেববচঃ শ্রুত্বা রাঘবঃ সহলক্ষ্মণঃ।
বিমানশিখরস্থস্য প্রণামমকরোৎ পিতুঃ ॥ ৯

একবিংশত্যধিকশততম সর্গ।

মহেশ্বর,—রামচন্দ্রের এতাদৃশ মঙ্গলকথা শুনিয়া, এই মঙ্গলতর বাক্যে কহিলেন;—"হে ধার্ম্মিকপ্রবর কমললোচন মহাবাহো বিশালাক্ষ অরিন্দম রঘু-নন্দন! তুমি ভাগ্যবলেই এতাদৃশ কার্য্য করিয়াছ। রাম! সৌভাগ্য বশতঃ তুমি লোক সকলের রাবণভয়-রূপ ঘোর অন্ধকার দূর করিলে। সে যাহা হউক, অধুনা দীনদশাপন্ন ভরতকে আশ্বস্ত করিয়া, যশস্বিনী কৌশল্যা, কৈকেয়ী এবং লক্ষ্মণমাতা সুমিত্রাকে দর্শন কর এবং আশ্বস্ত কর। হে মহাবল! পরে অযোধ্যায় রাজা হইয়া, বন্ধুবর্গকে আনন্দিত করিয়া, ইক্ষ্বাকুকুলে স্বীয় বংশ স্থাপন এবং অশ্বমেধ যজ্ঞ করিয়া ব্রাহ্মণ-গণকে ধনদানদ্বারা অত্যন্ত যশোভাগী হইয়া স্বর্গে আগমন করিবে। ১—৬। হে কাকুৎস্থ! যিনি পিতা বলিয়া মনুষ্যলোকে তোমার মহাগুরু ছিলেন, ঐ দেখ সেই শ্রীমান্ রাজা দশরথ, বিমানের উপরে বর্ত্তমান রহিয়াছেন। ইনি তোমার ন্যায় পুত্র হইতে উদ্ধার প্রাপ্ত হইয়া, ইন্দ্রলোক প্রাপ্ত হইয়াছেন। তুমি ভ্রাতা লক্ষ্মণ সমভিব্যাহারে রাজা দশরথকে অভিবাদন কর।" মহাদেবের কথা শুনিয়া রাম এবং লক্ষ্মণ বিমানস্থিত

দীপ্যমানং স্বয়া লক্ষ্ম্যা বিরজোঽম্বরধারিণম্।
লক্ষ্মণেন সহ ভ্রাত্রা দদর্শ পিতরং প্রভুঃ॥ ১০
হর্ষেণ মহতাবিষ্টো বিমানস্থো মহীপতিঃ।
প্রাণৈঃ প্রিয়তরং দৃষ্ট্বা পুত্রং দশরথস্তদা॥ ১১
আরোপ্যাঙ্কে মহাবাহুর্বরাসনগতঃ প্রভুঃ।
বাহুভ্যাং সম্পরিষ্বজ্য ততো বাক্যং সমাদদে॥ ১২
ন মে স্বর্গো বহুমতঃ সম্মানশ্চ সুরর্ষিভিঃ।
ত্বয়া রাম বিহীনস্য সত্যং প্রতিশৃণোমি তে॥ ১৩
কৈকেয্যা যানি চোক্তানি বাক্যানি বদতাং বর।
তব প্রব্রাজনার্থানি স্থিতানি হৃদয়ে মম॥ ১৪
ত্বাং তু দৃষ্ট্বা কুশলিনং পরিষ্বজ্য সলক্ষ্মণম্।
অদ্য দুঃখাদ্বিমুক্তোঽস্মি নীহারাদিব ভাস্করঃ॥ ১৫
তারিতোঽহং ত্বয়া পুত্র সুপুত্রেণ মহাত্মনা।
অষ্টাবক্রেণ ধর্ম্মাত্মা কহলো ব্রাহ্মণো যথা॥ ১৬
ইদানীঞ্চ বিজানামি যথা সৌম্য সুরেশ্বরৈঃ।
বধার্থং রাবণস্যেহ বিহিতং পুরুষোত্তমম্॥ ১৭
সিদ্ধার্থা খলু কৌসল্যা যা ত্বাং রাম গৃহং গতম্।
বনান্নিবৃত্তং সংহৃষ্টা দ্রক্ষ্যতে শত্রুসূদনম্॥ ১৮
সিদ্ধার্থাঃ খলু তে রাম নরা যে ত্বাং পুরীং গতম্।
রাজ্যে চৈবাভিষিক্তঞ্চ দ্রক্ষ্যন্তে বসুধাধিপম্॥ ১৯
অনুরক্তেন বলিনা শুচিনা ধর্ম্মচারিণা।
ইচ্ছেয়ং ত্বামহং দ্রষ্টুং ভরতেন সমাগতম্॥ ২০
চতুর্দ্দশসমাঃ সৌম্য বনে নির্যাপিতাস্ত্বয়া।
বসতা সীতয়া সার্দ্ধং মৎপ্রীত্যা লক্ষ্মণেন চ॥ ২১
নিবৃত্তবনবাসোঽসি প্রতিজ্ঞা পূরিতা ত্বয়া।
রাবণঞ্চ রণে হত্বা দেবাস্তে পরিতোষিতাঃ॥ ২২
কৃতং কর্ম্ম যশঃ শ্লাঘ্যং প্রাপ্তং তে শত্রুসূদন।
ভ্রাতৃভিঃ সহ রাজ্যস্থো দীর্ঘমায়ুরবাপ্নুহি॥ ২৩
ইতি ব্রুবাণং রাজানং রামঃ প্রাঞ্জলিরব্রবীৎ।
কুরু প্রসাদং ধর্ম্মজ্ঞ কৈকেয্যা ভরতস্য চ॥ ২৪
সপুত্রাং ত্বাং ত্যজামীতি যদুক্তা কৈকেয়ী ত্বয়া।
স শাপঃ কৈকয়ীং ঘোরঃ সপুত্রাং ন স্পৃশেৎ প্রভো॥ ২৫
তথেতি স মহারাজো রামমুক্ত্বা কৃতাঞ্জলিম্।
লক্ষ্মণঞ্চ পরিষ্বজ্য পুনর্বাক্যমুবাচ হ॥ ২৬
ধর্ম্মং প্রাপ্স্যসি ধর্ম্মজ্ঞ যশশ্চাবিপুলং ভুবি।
রামে প্রসন্নে স্বর্গঞ্চ মহিমানং তথোত্তমম্॥ ২৭
রামং শুশ্রূষ ভদ্রং তে সুমিত্রানন্দবর্দ্ধন।

পিতাকে প্রণাম করিলেন। সর্ব্বশক্তিমান্ রাম, ভ্রাতা লক্ষ্মণের সহিত, আপন কান্তি দ্বারা দীপ্যমান বিমল-বসনধারী পিতাকে দেখিলে, বিমানস্থিত রাজা দশরথ, প্রাণ অপেক্ষা প্রিয়তর পুত্রকে দেখিয়া অসীম আনন্দ লাভ করিলেন। পরে উত্তমাসনস্থিত সেই মহাবাহু মহীপতি তাঁহাকে ক্রোড়ে লইয়া দুই বাহু দ্বারা আলিঙ্গনপূর্ব্বক কহিলেন;—৭—১২। 'বৎস রাম! আমি শপথ করিয়া কহিতেছি, তোমার বিরহে আমার স্বর্গ অথবা সুরেশ্বরগণের সাদৃশ্যলাভ সমধিক সুখের বিষয় হয় নাই। হে বাগ্মিপ্রবর! তোমার বনবাসের নিমিত্ত কৈকেয়ী যে নিদারুণ কথা সকল বলিয়াছিল, তাহা এখনও আমার হৃদয়ে জাগরূক রহিয়াছে। সে যাহা হউক,—অদ্য তোমাকে কুশলী দেখিয়া এবং লক্ষ্মণকে আলিঙ্গন করিয়া, আমি শিশিরবিমুক্ত সূর্য্যের ন্যায় দুঃখবিমুক্ত হইলাম। কহোড়নামক ধর্ম্মাত্মা ব্রাহ্মণ-পুত্র যেরূপ অষ্টাবক্র হইতে উদ্ধার পাইয়াছিলেন, সেইরূপ আমিও তোমার ন্যায় সুপুত্র হইতে উদ্ধার পাইয়াছি। হে সৌম্য! তুমি সাক্ষাৎ পুরুষোত্তম হইয়াও, সুরেশ্বরগণের অভীষ্টসাধন-বাসনায় রাবণ-বধের নিমিত্ত আমার পুত্ররূপে গুপ্তভাবে অবতীর্ণ হইয়াছিলে;—এক্ষণে আমি সে সমস্ত জানিতে পারিয়াছি।১৩—১৭।হে শত্রুসূদন রাম! এক্ষণে কৌশল্যার ইচ্ছা পূর্ণ হইবে; কারণ, তুমি বন হইতে ফিরিয়া গিয়া গৃহে গমন করিলে, তিনি হৃষ্টচিত্তে তোমার মুখপদ্ম সন্দর্শন করিবেন। রাম! তুমি অযোধ্যা-পুরীতে গিয়া, রাজপদে প্রতিষ্ঠিত হইলে যাহারা তোমাকে অভিষিক্ত হইতে দেখিবে, তাহাদের বাসনা পূর্ণ হইবে। হে সৌম্য! তুমি আমার প্রীতির নিমিত্ত লক্ষ্মণ এবং সীতার সহিত চৌদ্দ বৎসরকাল বনবাসে কাটাইয়া, আমাকে পূর্ণপ্রতিজ্ঞ করিয়াছ এবং রণমধ্যে রাবণকে বধ করিয়া দেবগণকে পরিতুষ্ট করিয়াছ এবং সাধনীয় অত্যাশ্চর্য্য কর্ম্ম দ্বারা সুমহৎ যশ লাভ করিয়াছ। এক্ষণে তোমার বনবাসের কাল-শেষ হইয়াছে। অতএব অতঃপর ভ্রাতৃগণের সহিত রাজ্যস্থ হইয়া দীর্ঘায়ু লাভ কর। ১৮—২৩। রাজা দশরথ এই কথা কহিলে, রামচন্দ্র যোড় হাতে কহিলেন,—"হে ধর্ম্মজ্ঞ! কৈকেয়ী এবং ভরতের উপর প্রসন্ন হউন। হে প্রভো! "পুত্রের সহিত তোমাকে পরিত্যাগ করিলাম",—এইরূপ যাহা আপনি কৈকেয়ীকে বলিয়াছিলেন, যেন সেই ভীষণ শাপ সপুত্রা কৈকেয়ীকে স্পর্শ করিতে না পারে। মহারাজ দশ-রথ যোড়হাতে অবস্থিত রামকে 'তাহাই হউক' বলিয়া এই কথা পুনরায় লক্ষ্মণকে আলিঙ্গনপূর্ব্বক কহি-লেন;—'হে ধর্ম্মজ্ঞ! রামচন্দ্র প্রসন্ন থাকিলে, তুমি সুমহৎ পুণ্য, বিপুল যশ, উত্তম মহিমা এবং স্বর্গ লাভ

রামঃ সর্ব্বস্য লোকস্য হিতেষ্বভিরতঃ সদা ॥ ২৮
এতে সেন্দ্রাস্ত্রয়ো লোকাঃ সিদ্ধাশ্চ পরমর্ষয়ঃ।
অভিবাদ্য মহাত্মানমর্চ্চন্তি পুরুষোত্তমম্ ॥ ২৯
এতত্তদুক্তমব্যক্তমক্ষরং ব্রহ্মসম্মিতম্।
দেবানাং হৃদয়ং সৌম্য গুহ্যং রামঃ পরন্তপঃ ॥ ৩০
অবাপ্তং ধর্ম্মচরণং যশশ্চ বিপুলং ত্বয়া।
এনং শুশ্রূষতাব্যগ্রং বৈদেহ্যা সহ সীতয়া ॥ ৩১
ইত্যুক্ত্বা লক্ষ্মণং রাজা স্নুষাং বদ্ধাঞ্জলিং স্থিতাম্।
পুত্রীত্যাভাষ্য মধুরং শনৈরেনামুবাচ হ ॥ ৩২
কর্ত্তব্যো ন তু বৈদেহি মন্যুস্ত্যাগমিমং প্রতি।
রামেণেদং বিশুদ্ধ্যর্থং কৃতং বৈ ত্বদ্ধিতৈষিণা ॥ ৩৩
সুদুষ্করমিদং পুত্রি তব চারিত্রলক্ষণম্।
কৃতং যত্তেঽন্যনারীণাং যশো হ্যভিভবিষ্যতি ॥ ৩৪
ন ত্বং কামং সমাধেয়া ভর্ত্তৃশুশ্রূষণং প্রতি।
অবশ্যন্তু ময়া বাচ্যমেষ তে দৈবতং পরম্ ॥ ৩৫
ইতি প্রতিসমাদিশ্য পুত্রৌ সীতাং তথা স্নুষাম্।
ইন্দ্রলোকং বিমানেন যযৌ দশরথো নৃপঃ ॥ ৩৬

বিমানমাস্থায় মহানুভাবঃ
শ্রিয়া চ সংহৃষ্টতনুর্নৃপোত্তমঃ।
আমন্ত্র্য পুত্রৌ সহ সীতয়া চ
জগাম দেবপ্রবরস্য লোকম্ ॥ ৩৭

ইতি লঙ্কাকাণ্ডে একবিংশত্যধিকশততমঃ সর্গঃ ॥ ১২১

দ্বাবিংশত্যধিকশততমঃ সর্গঃ।

প্রতিপ্রয়াতে কাকুৎস্থে মহেন্দ্রঃ পাকশাসনঃ।
অব্রবীৎ পরমপ্রীতো রাঘবং প্রাঞ্জলিং স্থিতম্ ॥ ১
অমোঘং দর্শনং রাম তবাস্মাকং পরন্তপ।
প্রীতিযুক্তাঃ স্ম তেন ত্বং ব্রূহি যন্মনসেপ্সিতম্ ॥ ২
এবমুক্তো মহেন্দ্রেণ প্রসন্নেন মহাত্মনা।
সুপ্রসন্নমনাঃ প্রহ্বো বচনং প্রাহ রাঘবঃ ॥ ৩
যদি প্রীতিঃ সমুৎপন্না ময়ি তে বিবুধেশ্বর।
বক্ষ্যামি কুরু মে সত্যং বচনং বদতাং বর ॥ ৪
মম হেতোঃ পরাক্রান্তা যে গতা যমসাদনম্।
তে সর্ব্বে জীবিতং প্রাপ্য সমুত্তিষ্ঠন্তু বানরাঃ ॥ ৫
মৎকৃতে বিপ্রযুক্তা যে পুত্রৈর্দারৈশ্চ বানরাঃ।
তান্ প্রীতমনসঃ সর্ব্বান্ দ্রষ্টুমিচ্ছামি মানদ ॥ ৬

করিতে পারিবে, হে সুমিত্রানন্দবর্দ্ধন লক্ষ্মণ। রামচন্দ্র নিরন্তর সকল লোকের মঙ্গলসাধনে অনুরক্ত, অতএব তুমি ইঁহারই শুশ্রূষা কর; তাহা হইলেই তোমার মঙ্গল হইবে। ২৪—২৮। সিদ্ধ, পরমর্ষি এবং ইন্দ্রাদি লোক সকল, এই মহাত্মা পুরুষোত্তম রামচন্দ্রকে অভিবাদনাদি দ্বারা পূজা করিয়া থাকেন। হে সৌম্য! এই অরিন্দম রামচন্দ্রই দেবগণের অন্তরাত্মস্বরূপ। তিনি অনির্দ্দেশ্য অব্যক্ত অক্ষর ব্রহ্মস্বরূপ, তুমি সীতার সহিত রামচন্দ্রের শুশ্রূষা করিয়া পরম ধর্ম্ম এবং বিপুল যশ লাভ করিয়াছ।" রাজা দশরথ লক্ষ্মণকে এই কথা কহিয়া, সম্মুখে যুক্তকরে অবস্থিতা স্নুষা সীতাকে সম্বোধনপূর্ব্বক ধীরে ধীরে মধুর বচন কহিলেন,—"বৎসে বৈদেহি! রামচন্দ্রের উপরে কোপান্বিত হইও না; কারণ ইনি তোমার মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী হইয়াই বিশুদ্ধির নিমিত্ত এই কার্য্য করিয়াছেন। বৎসে! তুমি দুষ্কর অধ্যবসায়বলে যে সচ্চরিত্রের পরাকাষ্ঠা দেখাইলে, ইহাতে অন্য নারীগণের যশঃপ্রভা মলিন হইয়া যাইবে। ২৯—৩৪। পতিসেবাবিষয়ে তোমাকে কিছুমাত্র বলিবার আবশ্যকতা না থাকিলেও, আমার বক্তব্য বলিয়াই বলিতেছি;—"এই রামচন্দ্র তোমার পরম দেবতা।" রাজা দশরথ পুত্রদ্বয় এবং স্নুষা সীতাকে এইরূপ আজ্ঞা করিয়া, বিমানপথে পুনরায় ইন্দ্রলোকাভিমুখে গমন করিলেন। এইরূপে সেই তেজঃপ্রদীপ্ত মহানুভব রাজশ্রেষ্ঠ, দশরথ পুত্রদ্বয় ও পুত্রবধূকে সম্ভাষণ করিয়া, হৃষ্টচিত্তে বিমানে আরোহণপূর্ব্বক, ইন্দ্রলোকে গমন করিলেন। ৩৫—৩৭।

দ্বাবিংশত্যধিকশততম সর্গ।

দশরথ প্রস্থান করিলে, দেবরাজ ইন্দ্র অত্যন্ত প্রীত হইয়া, যোড়হাতে অবস্থিত রামচন্দ্রকে কহিলেন,—"হে পরন্তপ রামচন্দ্র! তোমার সহিত আমাদিগের সাক্ষাৎ নিষ্ফল হওয়া উচিত নহে। অতএব আমি সন্তুষ্ট হইয়া কহিতেছি, তোমার যদি কিছু অভীষ্ট থাকে বল। মহাত্মা দেবেন্দ্র প্রসন্নমনে এই কথা কহিলে, রামচন্দ্র পরম আহ্লাদিত হইয়া বিনীতভাবে কহিলেন;—"হে বাগ্মিপ্রবর দেবরাজ! যদি আপনি আমার উপরে আহ্লাদিত হইয়া থাকেন, তবে আমি যাহা বলিতেছি, আমার সেই কথা সফল করুন। হে দেবেন্দ্র! যে বানরগণ আমার নিমিত্ত বিক্রম-প্রকাশপূর্ব্বক যমভবনে গিয়াছে, তাহারা সকলেই আবার বাঁচিয়া উঠুক। হে মানদ! যাহারা আমার নিমিত্ত স্ত্রীপুত্রবিহীন হইয়াছে, আমি তাহা-

বিক্রান্তাশ্চাপি শূরাশ্চ ন মৃত্যুং গণয়ন্তি চ।
কৃতযত্নবিপন্নাশ্চ জীবয়ৈতান্ পুরন্দর॥ ৭
মৎপ্রিয়েষ্বভিযুক্তাশ্চ ন মৃত্যুং গণয়ন্তি যে।
ত্বৎপ্রসাদাৎ সমেয়ুস্তে বরমেতমহং বৃণে॥ ৮
নীরুজান্নির্ব্রণাংশ্চৈব সম্পন্নবলপৌরুষান্।
গোলাঙ্গুলাংস্তথর্ক্ষাংশ্চ দ্রষ্টুমিচ্ছামি মানদ॥ ৯
অকালে চাপি পুষ্পাণি মূলানি চ ফলানি চ।
নদ্যশ্চ বিমলাস্তত্র তিষ্ঠেয়ুর্যত্র বানরাঃ॥ ১০
শ্রুত্বা তু বচনং তস্য রাঘবস্য মহাত্মনঃ।
মহেন্দ্রঃ প্রত্যুবাচেদং বচনং প্রীতিলক্ষণম্॥ ১১
মহানয়ং বরস্তাত ত্বয়োক্তো রঘূত্তম।
দ্বির্ময়া নোক্তপূর্ব্বঞ্চ তস্মাদেবং ভবিষ্যতি॥ ১২
সমুত্তিষ্ঠন্তু তে সর্ব্বে হতা যে যুধি রাক্ষসৈঃ।
ঋক্ষাশ্চ সহ গোপুচ্ছৈর্নিকৃত্তাননবাহবঃ॥ ১৩
নীরুজা নির্ব্রণাশ্চৈব সম্পন্নবলপৌরুষাঃ।
সমুত্থাস্যন্তি হরয়ঃ সুপ্তা নিদ্রাক্ষয়ে যথা॥ ১৪
সুহৃদ্ভির্বান্ধবৈশ্চৈব জ্ঞাতিভিঃ স্বজনেন চ।
সর্ব্ব এব সমেষ্যন্তি সংযুক্তাঃ পরয়া মুদা॥ ১৫
অকালে পুষ্পশবলাঃ ফলবন্তশ্চ পাদপাঃ।
ভবিষ্যন্তি মহেষ্বাস নদ্যশ্চ সলিলাপ্লুতাঃ॥ ১৬
সব্রণৈঃ প্রথমং গাত্রৈরিদানীং নির্ব্রণৈঃ সমৈঃ।
ততঃ সমুত্থিতাঃ সর্ব্বে সুপ্তেব হরিসত্তমাঃ॥ ১৭
বভূবুর্ব্বানরাঃ সর্ব্বে কিং ত্বেতদিতি বিস্মিতাঃ।
কাকুৎস্থং পরিপূর্ণার্থং দৃষ্ট্বা সর্ব্বে সুরোত্তমাঃ।
অব্রুবন্ পরমপ্রীতাঃ স্তুত্বা রামং সলক্ষ্মণম্।
গচ্ছায়োধ্যামিতো রাজন্ বিসর্জ্জয় চ বানরান্। ১৯
মৈথিলীং সান্ত্বয়স্বৈনামনুরক্তাং যশস্বিনীম্।
ভ্রাতরং ভরতং পশ্য ত্বচ্ছোকাদ্ব্রতচারিণম্॥ ২০
শত্রুঘ্নঞ্চ মহাত্মানং মাতৄঃ সর্ব্বাঃ পরন্তপ।
অভিষেচয় চাত্মানং পৌরান্ গত্বা প্রহর্ষয়॥ ২১
এবমুক্ত্বা সহস্রাক্ষো রামং সৌমিত্রিণা সহ।
বিমানৈঃ সূর্য্যসঙ্কাশৈর্যযৌ হৃষ্টঃ সুরৈঃ সহ॥ ২২
অভিবাদ্য চ কাকুৎস্থঃ সর্ব্বাংস্তাংস্ত্রিদশোত্তমান্।
লক্ষ্মণেন সহ ভ্রাত্রা বাসমাজ্ঞাপয়ত্তদা॥ ২৩

ততস্তু সা লক্ষ্মণরামপালিতা
মহাচমূর্হৃষ্টমনা যশস্বিনী।

দিগকে পুনর্জীবিত ও সন্তুষ্টচিত্ত দেখিতে ইচ্ছা করি। হে পুরন্দর! যে বিক্রান্ত শূরগণ আমার বিজয়ের নিমিত্ত আপন মৃত্যুকে লক্ষ্য না করিয়া অশেষবিধ যত্ন করিয়া বিপন্ন হইয়াছে; আপনি তাহাদিগকে আবার বাঁচাইয়া দিন। ১—৭। দেবরাজ! আমি এই বর প্রার্থনা করি যে, যাহারা আমার মঙ্গলসাধনের নিমিত্ত আপনাদের মৃত্যুকে গণনা করে নাই, আপনার প্রসাদে তাহারা পুনরায় আমার সহিত সম্মিলিত হউক। হে মানদ! আমি,—ঐই ভল্লুক, গোলাঙ্গুল ও বানরগণকে পূর্ব্বের ন্যায় নীরোগ, নির্ব্রণ এবং বল ও পৌরুষযুক্ত দেখিতে অভিলাষ করি। আমার আরও এক বাসনা এই,—যে স্থানে বানরগণ অবস্থান করিবে সেই স্থান যেন অকালেও ফলমূলে এবং পুষ্পে পরিপূর্ণ থাকে এবং তথাকার নদী সকল যেন নির্ম্মল জলপূর্ণ হয়।” ৮—১০। মহাত্মা রামচন্দ্রের কথা শুনিয়া, ইন্দ্র প্রীতিপূর্ণ কথায় প্রত্যুত্তর দিলেন;—“হে বৎস রঘূত্তম! তুমি দুর্লভ বর প্রার্থনা করিয়াছ; কিন্তু আমার কথা কখনই অন্যথা হয় না, অতএব তুমি যাহা চাহিলে তাহাই পাইবে। হে রাঘব! যেরূপ নিদ্রিত ব্যক্তিগণ জাগরিত হইয়া উঠে, সেইরূপ যে ভল্লুক গোলাঙ্গুল ও কপিগণ রাক্ষসকুলকর্ত্তৃক ছিন্নমুণ্ড ও ছিন্নবাহু হইয়া নিহত হইয়াছে, তাহারা নীরোগ, নির্ব্রণ এবং পূর্ব্বের ন্যায়, বল এবং পৌরুষযুক্ত হইয়া উত্থিত হইবে। ইহারা,—সুহৃৎ বান্ধব, জ্ঞাতি ও স্বজনগণের সহিত পরম আহ্লাদে পুনরায় তোমার সহিত সম্মিলিত হইবে। হে মহাধনুর্দ্ধর! বৃক্ষ সকল অকালে ফলবান্ ও পুষ্পশোভিত হইবে এবং নদী সকল সতত জলপূর্ণ থাকিবে।” ১১—১৬। পরে সেই ব্রণাঙ্কিতশরীর বানরসত্তমগণ ব্রণবিহীন ও স্বাভাবিক শরীরে নিদ্রিতবৎ উত্থিত হইয়া—‘এ কি হইল’—ভাবিয়া বিস্মিত হইল। তখন অন্য সুরশ্রেষ্ঠগণ রাঘবকে পূর্ণমনোরথ দেখিয়া পরম আহ্লাদিত হইলেন এবং তাঁহার প্রশংসাপূর্ব্বক কহিলেন;—“মহারাজ! অতঃপর অনুরক্তা যশস্বিনী সীতাকে সান্ত্বনাপূর্ব্বক বানরগণকে বিদায় দিয়া অযোধ্যায় গমন কর এবং আপনাকে রাজ্যাভিষিক্ত করিয়া মন্ত্রিগণকে ও পৌরগণকে আনন্দিত কর। হে অরিন্দম! তোমার ভ্রাতা মহাত্মা ভরত এবং শত্রুঘ্ন শোকসন্তপ্তহৃদয়ে ব্রতপরায়ণ হইয়া অবস্থান করিতেছেন। অতএব অতঃপর তাঁহাদিগকে এবং মাতৃগণকে সান্ত্বনা কর।” ১৭—২১। দেবরাজ, রাম এবং লক্ষ্মণকে এই কথা কহিয়া, হৃষ্টচিত্তে সুরগণের সহিত আদিত্যবর্ণ বিমানে আরোহণপূর্ব্বক প্রস্থান করিলেন। রামচন্দ্রও ভ্রাতা লক্ষ্মণের সহিত সেই দেবশ্রেষ্ঠগণকে অভিবাদন করিয়া ভ্রাতা লক্ষ্মণ ও অন্যান্য বানরগণকে অবস্থিতি করিতে

প্রিয়া ক্ষণদা বিররাজ সর্ব্বতো
নিশা প্রণীতেব হি শীতরশ্মিনা ॥ ২৪

ইতি লঙ্কাকাণ্ডে দ্বাবিংশত্যধিকশততমঃ সর্গঃ ॥ ১২২

ত্রয়োবিংশত্যধিকশততমঃ সর্গঃ।

তাং রাত্রিমুষিতং রামং সুখে দিতমরিন্দমম্।
অব্রবীৎ প্রাঞ্জলির্বাক্যং জয়ং পৃষ্ট্বা বিভীষণঃ ॥ ১
স্নানানি চাঙ্গরাগাণি বস্ত্রাণ্যাভরণানি চ।
চন্দনানি চ মাল্যানি দিব্যানি বিবিধানি চ ॥ ২
অলঙ্কারবিদশ্চৈতা নার্য্যঃ পদ্মনিভেক্ষণাঃ।
উপস্থিতা বাং বিধিবৎ স্নাপয়িষ্যন্তি রাঘব ॥ ৩
এবমুক্তস্তু কাকুৎস্থঃ প্রত্যুবাচ বিভীষণম্।
হরীন্ সুগ্রীবমুখ্যাংস্ত্বং স্নানেনাভিনিমন্ত্রয় ॥ ৪
স তু তাম্যতি ধর্ম্মাত্মা মম হেতোঃ সুখোচিতঃ।
সুকুমারো মহাবাহুর্ভরতঃ সত্যসংশ্রয়ঃ ॥ ৫
তং বিনা কৈকেয়ীপুত্রং ভরতং ধর্ম্মচারিণম্।
ন মে স্নানং বহুমতং বস্ত্রাণ্যাভরণানি চ ॥ ৬
এতৎ পশ্য যথা ক্ষিপ্রং প্রতিগচ্ছাম তাং পুরীম্।

আজ্ঞা দিলেন। সেই সময়ে রাম-লক্ষ্মণ-পালিত সেই তেজঃপ্রদীপ্ত দর্শনীয় বিশাল বানরসেনা চন্দ্রপালিনী রজনীর ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল। ২২—২৪।

ত্রয়োবিংশত্যধিকশততম সর্গ।

রামচন্দ্র, সেই রজনী তথায় সুখে কাটাইয়া, পর দিন প্রাতে গাত্রোত্থান করিলে, তখন বিভীষণ যোড়-হাতে কুশল জিজ্ঞাসা করিয়া কহিলেন,—"হে রাঘব! এই অলঙ্করণনিপুণা, কমলনয়না রমণীগণ আপনার অঙ্গরাগ করিবার জন্য সুগন্ধি তৈল, অঙ্গরাগ, বস্ত্র, অলঙ্কার, চন্দন এবং বহুবিধ দিব্যমাল্য লইয়া উপস্থিত হইয়াছে। আপনার যদি অনুমতি হয়, তবে, ইহারা আপনাকে যথাবিধি স্নান করাইয়া দেয়। বিভীষণ কর্ত্তৃক এইরূপে কথিত হইয়া রামচন্দ্র কহিলেন;—বিভীষণ! সুগ্রীবপ্রভৃতি বানরগণকে স্নানাদির নিমিত্ত নিমন্ত্রণ কর। বিশালবাহু ধর্ম্মাত্মা সুখোচিত সুকুমার ভ্রাতা ভরত, সত্যপাশে বদ্ধ হইয়া আমার নিমিত্ত কষ্ট পাইতেছে, সুতরাং আমি যে পর্য্যন্ত সেই ধর্ম্মাত্মা কৈকেয়ীনন্দনকে না দেখিতেছি, সেই কালপর্য্যন্ত স্নান, বস্ত্র অথবা অলঙ্কারাদি আমার প্রীতি-জনক হইতেছে না। অতএব যাহাতে শীঘ্র অযোধ্যা-

অযোধ্যাং গচ্ছতো হ্যেষ পন্থাঃ পরমদুর্গমঃ ॥ ৭
এবমুক্তস্তু কাকুৎস্থং প্রত্যুবাচ বিভীষণঃ।
অহ্না ত্বাং প্রাপয়িষ্যামি তাং পুরীং পার্থিবাত্মজ ॥ ৮
পুষ্পকং নাম ভদ্রং তে বিমানং সূর্য্যসন্নিভম্।
মম ভ্রাতুঃ কুবেরস্য রাবণেন বলীয়সা ॥ ৯
হৃতং নির্জ্জিত্য সংগ্রামে কামগং দিব্যমুত্তমম্।
তদর্থং পালিতঞ্চেদং তিষ্ঠত্যতুলবিক্রম ॥ ১০
তদিদং মেঘসঙ্কাশং বিমানমিহ তিষ্ঠতি।
তেন যাস্যসি যানেন ত্বমযোধ্যাং গতজ্বরঃ ॥ ১১
অহং তে যদ্যনুগ্রাহ্যো যদি স্মরসি মে গুণান্।
বস তাবদিহ প্রাজ্ঞ যদ্যস্তি ময়ি সৌহৃদম্ ॥ ১২
লক্ষ্মণেন সহ ভ্রাত্রা বৈদেহ্যা ভার্য্যয়া সহ।
অর্চ্চিতঃ সর্ব্বকামৈস্ত্বং ততো রাম গমিষ্যসি ॥ ১৩
প্রীতিযুক্তস্য বিহিতাং সসৈন্যঃ সসুহৃদ্গণঃ।
সৎক্রিয়াং রাম মে তাবদ্গৃহাণ ত্বং মযোদ্যতাম্ ॥ ১৪
প্রণয়াদ্বহুমানাচ্চ সৌহার্দ্দেন চ রাঘব।
প্রসাদয়ামি প্রেষ্যোঽহং ন খল্বাজ্ঞাপয়ামি তে ॥ ১৫

নগরীতে যাইতে পারি, তাহারই উপায় দেখ। কারণ যাইবার পথ অতি দুর্গম।" ১—৭। রামচন্দ্র এই কথা কহিলে বিভীষণ কহিলেন;—"রাজকুমার! আপনার মঙ্গল হউক। আমি আপনাকে অতি শীঘ্রই অযোধ্যা-নগরীতে লইয়া যাইব। আমার ভ্রাতা কুবেরের যে সূর্য্যতুল্য পুষ্পকনামক রথ ছিল, রাবণ বলপূর্ব্বক তাহা হরণ করিয়া আনিয়াছিলেন। হে অতুলবিক্রম! রাবণ রণক্ষেত্রে কুবেরকে জয় করিয়া যে কামগামী আকাশচারী উত্তম বিমান সংগ্রহ করিয়াছিলেন, ঐ দেখুন, তাহা এক্ষণে আপনার নিমিত্তই অবস্থান করিতেছে। আপনি উদ্বিগ্ন হইবেন না। ঐ যে মেঘ-তুল্য বিমান দেখিতেছেন, ইহাতেই চড়িয়া সুখে অযোধ্যায় যাইবেন। ৮—১১। হে প্রাজ্ঞবর রঘু-নন্দন! যদি আমার গুণ সকল আপনার মনে থাকে, আমি আপনার অনুগ্রহপাত্র হই এবং আমাতে যদি বন্ধুত্ব থাকে, তাহা হইলে আপনার ভ্রাতা লক্ষ্মণ এবং বিদেহনন্দিনী সীতার সহিত এ স্থানে কিছুদিন থাকুন, পরে অযোধ্যায় গমন করিবেন। রাঘব! আমি প্রীতি-পূর্ব্বক আপনার পূজার নিমিত্ত যে সমস্ত সামগ্রী সংগ্রহ করিয়াছি, তাহা লউন। রঘুনন্দন! আমি আপনাকে আজ্ঞা করিতেছি না; আমি ইচ্ছামত আপনার পূজা করি। আপনি আমাকে ভালবাসেন, আদর করেন এবং মিত্র বলিয়া সম্বোধন করেন, এই নিমিত্তই আমি ভৃত্যভাবে আপনার প্রসাদলাভের

এবমুক্তস্ততো রামঃ প্রত্যুবাচ বিভীষণম্।
রক্ষসাং বানরাণাঞ্চ সর্ব্বেষামেব শৃণ্বতাম্॥ ১৬
পূজিতোঽস্মি ত্বয়া বীর সাচিব্যেন পরেণ চ।
সর্ব্বাত্মনা চ চেষ্টাভিঃ সৌহার্দ্দেন পরেণ চ॥ ১৭
ন খল্বেতন্ন কুর্য্যাং তে বচনং রাক্ষসেশ্বর।
তন্তু মে ভ্রাতরং দ্রষ্টুং ভরতং ত্বরতে মনঃ॥ ১৮
মাং নিবর্ত্তয়িতুং যোঽসৌ চিত্রকূটমুপাগতঃ।
শিরসা যাচতো যস্য ন কৃতং বচনং ময়া॥ ১৯
কৌশল্যাঞ্চ সুমিত্রাঞ্চ কৈকেয়ীঞ্চ যশস্বিনীম্।
গুরূংশ্চ সুহৃদশ্চৈব পৌরান্ জানপদৈঃ সহ॥ ২০
অনুজানীহি মাং সৌম্য পূজিতোঽস্মি বিভীষণ।
মন্যুর্ন খলু কর্ত্তব্যঃ সখে ত্বাং চানুমানয়ে॥ ২১
উপস্থাপয় মে শীঘ্রং বিমানং রাক্ষসেশ্বর।
কৃতকার্য্যস্য মে বাসঃ কথং স্যাদিহ সম্মতঃ॥ ২২
এবমুক্তস্তু রামেণ রাক্ষসেন্দ্রো বিভীষণঃ।
বিমানং সূর্য্যসঙ্কাশমাজুহাব ত্বরান্বিতঃ॥ ২৩
ততঃ কাঞ্চনচিত্রাঙ্গং বৈদূর্য্যমণিবেদিকম্।
কূটাগারৈঃ পরিক্ষিপ্তং সর্ব্বতো রজতপ্রভম্॥ ২৪
পাণ্ডুরাভিঃ পতাকাভিধ্বজৈশ্চ সমলঙ্কৃতম্।
কাঞ্চনং কাঞ্চনৈর্হর্ম্ম্যৈর্হেমপদ্মবিভূষিতৈঃ॥ ২৫
প্রকীর্ণং কিঙ্কিণীজালৈর্মুক্তামণিগবাক্ষকম্।
ঘণ্টাজালৈঃ পরিক্ষিপ্তং সর্ব্বতো মধুরস্বনম্॥ ২৬
তং মেরুশিখরাকারং নির্ম্মিতং বিশ্বকর্ম্মণা।
বৃহদ্ভির্ভূষিতং হর্ম্ম্যৈর্মুক্তারজতশোভিতৈঃ॥ ২৭
তলৈঃ স্ফটিকচিত্রাঙ্গৈর্বৈদূর্য্যৈশ্চ বরাসনৈঃ।
মহার্হাস্তরণোপেতৈরুপপন্নং মহাধনৈঃ॥ ২৮
উপস্থিতমনাধৃষ্যং তদ্বিমানং মনোজবম্।
নিবেদয়িত্বা রামায় তস্থৌ তত্র বিভীষণঃ॥ ২৯
তং পুষ্পকং কামগমং বিমান-
মুপস্থিতং ভূধরসন্নিকাশম্।
দৃষ্ট্বা তদা বিস্ময়মাজগাম
রামঃ সসৌমিত্রিরুদারসত্ত্বঃ॥ ৩০

ইতি লঙ্কাকাণ্ডে ত্রয়োবিংশত্যধিকশততমঃ সর্গঃ॥ ১২৩॥

আকাঙ্ক্ষা করিতেছি। ১২—১৫। বিভীষণ এইরূপ কহিলে, রামচন্দ্র,—বানর এবং রাক্ষসগণের সম্মুখেই কহিলেন;—"বীর! তুমি আমার কার্য্যে সর্ব্বপ্রকার যত্ন ও সহায়তা করিয়া এবং আমার সহিত অকপট মিত্রের ন্যায় ব্যবহার করিয়া আমার যথেষ্ট পূজা করিয়াছে। হে রাক্ষসেশ্বর! ভ্রাতা ভরতকে দেখিবার নিমিত্ত আমার চিত্ত একান্ত উৎসুক হইয়াছে; অতএব তোমার কথায় অনুমোদন করিতেছি না। ভরত আমাকে ফিরাইবার নিমিত্ত চিত্রকূট পর্য্যন্ত আসিয়া আমার চরণতলে পড়িয়া প্রার্থনা করিলেও, আমি তাঁহার বাক্য রক্ষা করি নাই বলিয়া, আমার মন বড়ই ব্যাকুল হইতেছে। অতএব হে সখে সৌম্য বিভীষণ! তুমি দুঃখিত হইও না; তুমি আমার যথেষ্ট সৎকার করিয়াছ। এক্ষণে মাতা কৌশল্যা, সুমিত্রা, যশস্বিনী কৈকেয়ী এবং সুহৃদ্বর্গ ও গুরুবর্গ, পুরবাসী ও জনপদবাসীদিগকে দেখিবার জন্য শীঘ্র অযোধ্যায় যাইব। বিশেষতঃ আমার কার্য্য সম্পন্ন হইয়াছে, সুতরাং এ স্থানে আর অধিক দিন বাস করা কিরূপে উচিত হইতে পারে? তুমি শীঘ্র সেই বিমান লইয়া আইস।" ১৬—২২। রামচন্দ্র এইরূপ কহিলে, রাক্ষসেন্দ্র বিভীষণ সূর্য্যতুল্য রথকে ত্বরান্বিত হইয়া আহ্বান করিলেন। মনের ন্যায় গতিশালী সেই রথ অবিলম্বে আসিয়া উপস্থিত হইল। সেই বিমান বিশ্বকর্ম্ম-বিনির্ম্মিত কাঞ্চনচিত্রিত,—বৈদূর্য্যমণিময়-বেদি-সমন্বিত,—সেই রথের চারিদিকে রজতপ্রভ কূটাগারকুটীর,—ঐ রথ পাণ্ডুবর্ণ-ধ্বজ পতাকা শোভিত, সুবর্ণপদ্মশোভিত সুবর্ণময় গৃহদ্বারা ঐ রথখানি সমগ্রই সুবর্ণময় বলিয়া প্রতীয়মান;—কিঙ্কিণীজালশোভিত, মণিমুক্তা-খচিত-গবাক্ষ সমন্বিত,—চতুর্দ্দিকে ঘণ্টাজালব্যাপ্ত; সুমধুর-শব্দবিশিষ্ট,—সুমেরুশিখরের ন্যায় উন্নত,—মুক্তা ও রজতশোভিত বৃহৎহর্ম্ম্যবিশিষ্ট;—স্ফাটিকতলোপরি বৈদূর্য্যশোভিত উত্তমাসন এবং মহারত্নখচিত মহামূল্য আস্তরণসমন্বিত এবং অন্যের অনাধৃষ্য। রাক্ষসরাজ বিভীষণ রামের নিকট গিয়া সেই রথের উপস্থিতি-সংবাদ জ্ঞাপন করিলেন। উদারচিত্ত রামচন্দ্র, ভ্রাতা লক্ষ্মণের সহিত সেই কামগামী, পর্ব্বততুল্য পুষ্পক রথ দেখিয়া, সাতিশয় বিস্মিত হইলেন। ২৩—৩০।

চতুর্ব্বিংশত্যধিকশততমঃ সর্গঃ।

উপস্থিতন্তু তং কৃত্বা পুষ্পকং পুষ্পভূষিতম্।
অবিদূরে স্থিতো রামমিত্যুবাচ বিভীষণঃ॥ ১

চতুর্ব্বিংশত্যধিকশততম সর্গ।

রাক্ষসেশ্বর বিভীষণ, সেই পুষ্পভূষিত পুষ্পক রথকে আনিয়া বিনীতভাবে শীঘ্র রঘুনন্দনের নিকটস্থ

স তু বদ্ধাঞ্জলিপুটো বিনীতো রাক্ষসেশ্বরঃ।
অব্রবীৎ ত্বরযোপেতঃ কিং করোমীতি রাঘবম্ ॥ ২
তমব্রবীন্মহাতেজা লক্ষ্মণস্যোপশৃণ্বতঃ।
বিমৃশ্য রাঘবো বাক্যমিদং স্নেহপুরস্কৃতম্ ॥ ৩
কৃতপ্রযত্নকর্ম্মাণঃ সর্ব্ব এব বনৌকসঃ।
রত্নৈরর্থৈশ্চ বিবিধৈঃ সম্পূজ্যন্তাং বিভীষণ ॥ ৪
সহামীভিস্ত্বয়া লঙ্কা নির্জ্জিতা রাক্ষসেশ্বর।
হৃষ্টৈঃ প্রাণভয়ং ত্যক্ত্বা সংগ্রামেষনিবর্ত্তিভিঃ ॥ ৫
ত ইমে কৃতকর্ম্মাণঃ সর্ব্ব এব বনৌকসঃ।
ধনরত্নপ্রদানৈশ্চ কর্ম্মৈষাং সফলং কুরু ॥ ৬
এবং সম্মানিতাশ্চৈতে নন্দমানা যথা ত্বয়া।
ভবিষ্যন্তি কৃতজ্ঞেন নির্বৃত হরিযূথপাঃ ॥ ৭
ত্যাগিনাং সংগ্রহীতারং সানুক্রোশং জিতেন্দ্রিয়ম্।
সর্ব্বে ত্বামভিগচ্ছন্তি ততঃ সম্বোধয়ামি তে ॥ ৮
হীনং রতিগুণৈঃ সর্ব্বৈরভিহন্তারমাহবে।
সেনা ত্যজতি সংবিগ্না নৃপতিং তং নরেশ্বর ॥ ৯
এবমুক্তস্তু রামেণ বানরাংস্তান্ বিভীষণঃ।
রত্নার্থসংবিভাগেন সর্ব্বানেবাভ্যপূজয়ৎ ॥ ১০
ততস্তান্ পূজিতান্ দৃষ্ট্বা রত্নার্থৈর্হরিযূথপান্।
আরুরোহ তদা রামস্তদ্বিমানমনুত্তমম্ ॥ ১১

অঙ্কেনাদায় বৈদেহীং লজ্জমানাং যশস্বিনীম্।
লক্ষ্মণেন সহ ভ্রাত্রা বিক্রান্তেন ধনুষ্মতা ॥ ১২
অব্রবীৎ স বিমানস্থঃ পূজয়ন সর্ব্ববানরান্।
সুগ্রীবঞ্চ মহাবীর্য্যং কাকুৎস্থঃ সবিভীষণম্ ॥ ১৩
মিত্রকার্য্যং কৃতমিদং ভবদ্ভির্ব্বানরর্ষভাঃ।
অনুজ্ঞাতা ময়া সর্ব্বে যথেষ্টং প্রতিগচ্ছত ॥ ১৪
যত্তু কার্য্যং বয়স্যেন স্নিগ্ধেন চ হিতেন চ।
কৃতং সুগ্রীব তৎ সর্ব্বং ভবতা ধর্ম্মভীরুণা ॥ ১৫
কিষ্কিন্ধ্যাং প্রতিযাহ্যাশু স্বসৈন্যেনাভিসংবৃতঃ।
স্বরাজ্যে বস লঙ্কায়াং ময়া দত্তে বিভীষণ।
ন ত্বাং ধর্ষয়িতুং শক্তাঃ সেন্দ্রা অপি দিবৌকসঃ ॥ ১৬
অযোধ্যাং প্রতিযাস্যামি রাজধানীং পিতুর্ম্মম।
অভ্যনুজ্ঞাতুমিচ্ছামি সর্ব্বাংশ্চামন্ত্রয়ামি বঃ ॥ ১৭
এবমুক্তাস্তু রামেণ বানরাস্তে মহাবলাঃ।
ঊচুঃ প্রাঞ্জলয়ঃ সর্ব্বে রাক্ষসশ্চ বিভীষণঃ ॥ ১৮
অযোধ্যাং গন্তুমিচ্ছামঃ সর্ব্বান্ নয়তু নো ভবান্।
মুদযুক্তা বিচরিষ্যামো বনানি নগরাণি চ ॥ ১৯

হইয়া যোড় হাতে কহিলেন;—'হে বীর! অতঃপর কি করিব?" তাহা শুনিয়া সেই মহাতেজস্বী রঘুনন্দন, লক্ষ্মণের সহিত পরামর্শ করিয়া সস্নেহে কহিলেন,—"বিভীষণ! এই বানর ও ভল্লুকগণ যত্নসহকারে কার্য্য করিয়াছে। অতএব বহুবিধ রত্ন, অর্থ এবং বস্ত্রাদি দ্বারা ইহাদিগকে সর্ব্বতোভাবে সন্তুষ্ট কর। হে রাক্ষসেশ্বর! যে লঙ্কাকে কেহই কখন জয় করিতে সমর্থ হয় নাই, এই বানরগণ প্রাণভয়পরিত্যাগপূর্ব্বক, যুদ্ধে পরাঙ্মুখ না হইয়া, হৃষ্টচিত্তে যুদ্ধ করিয়া, তাহা জয় করিয়াছে। অতএব ধনরত্নাদি প্রদান করিয়া এই কৃতকার্য্য বনচরগণের কার্য্য সফল কর। ১—৬। তুমি কৃতজ্ঞতাসহকারে যদি ইহাদিগকে এইরূপে যথাবিধি সম্মানিত কর, তাহা হইলে এই বানরযূথ-পতিবৃন্দ আহ্লাদিত এবং কৃতার্থ হইবে। তুমি যথাবিধানে দান করিলে, করগ্রহণ করিলে এবং সদয় ও জিতেন্দ্রিয় হইলে, সকলেই তোমার অনুগত হইবে। আমি এইজন্যই তোমাকে সম্বোধন করিতেছি। রাক্ষসরাজ! যাঁহার লোকরঞ্জক কোন গুণই নাই, যিনি যুদ্ধে বৃথা লোকক্ষয় করিয়া থাকেন, তাদৃশ নরপতিকে সেনাগণ ভয়ে পরিত্যাগ করিয়া থাকে।" রামচন্দ্র এই কথা কহিলে, বিভীষণ, সকল বানরকেই ধন-রত্ন বিভাগ করিয়া দিয়া সম্মানিত করিলেন। তখন রামচন্দ্রও সে বানরযূথ-পতিগণকে রত্নাদি দ্বারা সম্মানিত দেখিয়া পরিতুষ্ট হইলেন এবং লজ্জানম্রমুখী যশস্বিনী জনক নন্দিনীকে কোলে লইয়া ধানুষ্কবর বিক্রান্ত ভ্রাতা লক্ষ্মণের সহিত সেই সর্ব্বোত্তম পুষ্পকরথে আরোহণ করিলেন। ৭—১২। বীরবর কাকুৎস্থ রথে আরোহণপূর্ব্বক মহাবীর্য্য বিভীষণ ও সুগ্রীব এবং অন্যান্য বানরগণকে সম্ভাষণ করিয়া কহিলেন;—"হে বানরশ্রেষ্ঠগণ! মিত্রের যাহা কর্ত্তব্য, তোমরা সকলেই তাহা করিয়াছ। এক্ষণে আমি অনুমতি করিতেছি, তোমরা ইচ্ছানুসারে স্ব স্ব গৃহে প্রতিগমন কর। সুগ্রীব! হিতাকাঙ্ক্ষী বয়স্যের যাহা কর্ত্তব্য, তুমি অধর্ম্মভীরু হইয়া স্নেহসহকারে তাহা সমস্তই করিয়াছ। সম্প্রতি তুমি স্বসৈন্যদ্বারা পরিবেষ্টিত হইয়া কিষ্কিন্ধ্যায় ফিরিয়া যাও। বিভীষণ! আমি তোমাকে এই লঙ্কারাজ্য প্রদান করিলাম। তুমি এই লঙ্কায় অবস্থান কর। আমার প্রভাবে ইন্দ্রাদি দেবগণও তোমাকে ধর্ষণ করিতে সমর্থ হইবেন না। আমিও এক্ষণে তোমাদিগকে আমন্ত্রণ করিয়া এবং তোমাদের সকলের অনুমতি লইয়া পিতৃরাজধানী অযোধ্যায় যাইতে বাসনা করি।" ১৩—১৭। রামচন্দ্র এই কথা বলিলে,—মহাবল বানরগণ এবং রাক্ষসরাজ বিভীষণও যোড়হাতে কহিলেন; "আমরা সকলেই অযোধ্যা-নগরে গিয়া, আহ্লাদসহকারে তথাকার বন এবং উপবন সকলে বিচরণ করিতে অভিলাষ করি; অতএব আপনি

দৃষ্ট্বা ত্বামভিষেকার্দ্রং কৌসল্যামভিবাদ্য চ ।
অচিরাদাগমিষ্যামঃ স্বগৃহান্ নৃপসত্তম ॥ ২০
এবমুক্তস্তু ধর্ম্মাত্মা বানরৈঃ সবিভীষণৈঃ ।
অব্রবীদ্বানরান্ রামঃ সসুগ্রীববিভীষণান্ ॥ ২১
প্রিয়াৎ প্রিয়তরং লব্ধং যদহং সসুহৃজ্জনঃ ।
সর্ব্বৈর্ভবদ্ভিঃ সহিতঃ প্রীতিং লপ্স্যে পুরীং গতঃ ॥ ২২
ক্ষিপ্রমারোহ সুগ্রীব বিমানং সহ বানরৈঃ ।
ত্বমপ্যারোহ সামাত্যো রাক্ষসেন্দ্র বিভীষণ ॥ ২৩
ততঃ স পুষ্পকং দিব্যং সুগ্রীবঃ সহ বানরৈঃ ।
আরুরোহ মুদা যুক্তঃ সামাত্যশ্চ বিভীষণঃ ॥ ২৪
তেষ্বারূঢেষু সর্ব্বেষু কৌবেরং পরমাসনম্ ।
রাঘবেণাভ্যনুজ্ঞাতমুৎপপাত বিহায়সম্ ॥ ২৫
খগতেন বিমানেন হংসযুক্তেন ভাস্বতা ।
প্রহৃষ্টশ্চ প্রতীতশ্চ বভৌ রামঃ কুবেরবৎ ॥ ২৬
তে সর্ব্বে বানরর্ক্ষাশ্চ রাক্ষসাশ্চ মহাবলাঃ ।
যথাসুখমসম্বাধং দিব্যে তস্মিন্ প্রাবিশন্ ॥ ২৭
ইতি লঙ্কাকাণ্ডে চতুর্বিংশত্যধিকশততমঃ সর্গঃ ॥ ১২৪ ॥

আমাদের সকলকেই তথায় লইয়া চলুন। হে রাজ-সত্তম! আমরা আপনাকে রাজ্যাভিষিক্ত দেখিয়া এবং মাতা কৌশল্যাকে অভিবাদন করিয়া অচিরাৎ আপন আপন গৃহে প্রত্যাগমন করিব।" বিভীষণ এবং বানরগণ এই কথা বলিলে, রামচন্দ্র রাক্ষসরাজ এবং সুগ্রীবপ্রমুখ বানরগণকে কহিলেন। ১৮—২০। আমি যদি তোমাদের ন্যায় সুহৃদগণে পরিবেষ্টিত হইয়া অযোধ্যানগরে যাইতে পারি, তাহা হইলে বড়ই আনন্দের কথা। আমি তাহাতে বড়ই প্রীত হইব। অতএব হে সুগ্রীব! শীঘ্র বানরগণের সহিত রথে উঠ। সখে রাক্ষসেন্দ্র বিভীষণ! তুমিও অমাত্য এবং বান্ধববর্গের সহিত রথের উপরে উঠ।" রামচন্দ্র-কর্তৃক এইরূপে আদিষ্ট হইয়া, বানরবর্গের সহিত সুগ্রীব এবং অমাত্যসহ বিভীষণ আহ্লাদে সেই দিব্য পুষ্পক রথে উঠিলেন। এইরূপে সকলে রথে উঠিলে, কুবেরের সেই রথ রামচন্দ্রের অনুমত্যনুসারে আকাশে উঠিল। সেই সময়ে সেই তেজঃপ্রদীপ্ত হংসযুক্ত রথে আরূঢ় হইয়া, নভোমণ্ডলে উঠিয়া, রামচন্দ্র অত্যন্ত পুলকিত ও হৃষ্ট হইলেন। তৎ-কালে তাঁহাকে কুবেরের ন্যায় শোভাশালী বোধ হইতে লাগিল। এইরূপে সেই মহাবল বানর, ভল্লুক এবং রাক্ষসগণ সেই দিব্য রথে যথাসুখে অক্লেশে বসিল। ২১—২৭।

পঞ্চবিংশত্যধিকশততমঃ সর্গঃ।

অনুজ্ঞাতস্তু রামেণ তদ্বিমানমনুত্তমম্ ।
হংসযুক্তং মহানাদমুৎপপাত বিহায়সম্ ॥ ১
পাতয়িত্বা ততশ্চক্ষুঃ সর্বতো রঘুনন্দনঃ ।
অব্রবীন্মৈথিলীং সীতাং রামঃ শশিনিভাননাম্ ॥ ২
কৈলাসশিখরাকারে ত্রিকূটশিখরে স্থিতাম্ ।
লঙ্কামীক্ষস্ব বৈদেহি নির্ম্মিতাং বিশ্বকর্ম্মণা ॥ ৩
এতদায়োধনং পশ্য মাংসশোণিতকর্দ্দমম্ ।
হরীণাং রাক্ষসানাঞ্চ সীতে বিশসনং মহৎ ॥ ৪
এষ দত্তবরঃ শেতে প্রমাথী রাক্ষসেশ্বরঃ ।
তব হেতোর্বিশালাক্ষি নিহতো রাবণো ময়া ॥ ৫
কুম্ভকর্ণোঽত্র নিহতঃ প্রহস্তশ্চ নিশাচরঃ ।
ধূম্রাক্ষশ্চাত্র নিহতো বানরেণ হনূমতা ॥ ৬
বিদ্যুন্মালী হতশ্চাত্র সুষেণেন মহাত্মনা ।
লক্ষ্মণেনেন্দ্রজিচ্চাত্র রাবণির্নিহতো রণে ॥ ৭
অঙ্গদেনাত্র নিহতো বিকটো নাম রাক্ষসঃ ।
বিরূপাক্ষশ্চ দুষ্প্রেক্ষ্যো মহাপার্শ্বমহোদরৌ ॥ ৮
অকম্পনশ্চ নিহতো বলিনোঽন্যে চ রাক্ষসাঃ ।
ত্রিশিরাশ্চাতিকায়শ্চ দেবান্তকনরান্তকৌ ॥ ৯
যুদ্ধোন্মত্তশ্চ মত্তশ্চ রাক্ষসপ্রবরাবুভৌ ।

পঞ্চবিংশত্যধিকশততম সর্গ।

রামচন্দ্রের অনুজ্ঞায় সেই হংসযুক্ত অনুত্তম রথ মহাশব্দে উত্থিত হইল। তখন রঘুনন্দন সর্ব্বদিকে দৃষ্টিনিক্ষেপ করত চন্দ্রমুখী জানকীকে কহিলেন,—বৈদেহি! ঐ দেখ, লঙ্কানগরী,—কৈলাসশিখরতুল্য ত্রিকূটশিখরে অবস্থাপিত রহিয়াছে। বিশ্বকর্ম্মা এই লঙ্কাপুরী নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। সীতে! বানর এবং রাক্ষসগণের বধভূমি ঐ রণভূমির দিকে দৃষ্টি-পাত কর। উহা মাংস ও রক্তে কর্দ্দমপূর্ণ হইয়াছে। হে বিশাললোচনে! ঐ দেখ, প্রমথনশীল রাক্ষসেশ্বর রাবণ, তোমার নিমিত্তই আমার হস্তে নিহত হইয়া রণক্ষেত্রে শয়ন করিয়াছে। ১—৫। এই দেখ, এই স্থানে রাক্ষসশ্রেষ্ঠ কুম্ভকর্ণ, এই স্থানে রাক্ষস-সেনাপতি প্রহস্ত এবং এই স্থানে বানরবর হনুমানের হস্তে ধূম্রাক্ষ নিহত হইয়াছে। ঐ স্থানে মহাত্মা সুষেণ, বিদ্যুন্মালীকে বধ করিয়াছিলেন এবং ঐ স্থানে লক্ষ্মণকর্তৃক রাবণতনয় ইন্দ্রজিৎ নিহত হই-য়াছে। অঙ্গদ এই স্থানে বিকটনামক রাক্ষসকে হনন করিয়াছিল। জানকি! এই রণক্ষেত্রে দুষ্প্রেক্ষ্য, বিরূপাক্ষ, মহাপার্শ্ব, মহোদর, অকম্পন, ত্রিশিরা, অতি-

নিকুম্ভশ্চৈব কুম্ভশ্চ কুম্ভকর্ণাত্মজৌ বলী। ১০
বজ্রদংষ্ট্রশ্চ দংষ্ট্রশ্চ বহবো রাক্ষসা হতাঃ।
মকরাক্ষশ্চ দুর্দ্ধর্ষো ময়া যুধি নিপাতিতঃ॥ ১১
অকম্পনশ্চ নিহতঃ শোণিতাক্ষশ্চ বীর্য্যবান্।
যূপাক্ষশ্চ প্রজঙ্ঘশ্চ নিহতৌ তৌ মহাহবে। ১২
বিদ্যুজ্জিহ্বোঽত্র নিহতো রাক্ষসো ভীমদর্শনঃ।
যজ্ঞশত্রুশ্চ নিহতঃ সুপ্তঘ্নশ্চ মহাবলঃ॥ ১৩
সূর্য্যশত্রুশ্চ নিহতো ব্রহ্মশত্রুস্তথাপরঃ।
অত্র মন্দোদরী নাম ভার্য্যা তং পর্য্যদেবয়ৎ। ১৪
সপত্নীনাং সহস্রেণ সাগ্রেণ পরিবারিতা।
এতত্তু দৃশ্যতে তীর্থং সমুদ্রস্য বরাননে॥ ১৫
যত্র সাগরমুত্তীর্য্য তাং রাত্রিমুষিতা বয়ম্।
এষ সেতুর্ময়া বদ্ধঃ সাগরে লবণার্ণবে। ১৬
তব হেতোর্বিশালাক্ষি নলসেতুঃ সুদুষ্করঃ।
পশ্য সাগরমক্ষোভ্যং বৈদেহি বরুণালয়ম্॥ ১৭
অপারমিব গর্জ্জন্তং শঙ্খশুক্তিসমাকুলম্।
হিরণ্যনাভং শৈলেন্দ্রং কাঞ্চনং পশ্য মৈথিলি॥ ১৮
বিশ্রামার্থং হনুমতো ভিত্ত্বা সাগরমুত্থিতম্।
এতৎ কুক্ষৌ সমুদ্রস্য স্কন্ধাবারনিবেশনম্। ১৯

অত্র পূর্ব্বং মহাদেবঃ প্রসাদমকরোদ্বিভুঃ।
এতত্তু দৃশ্যতে তীর্থং সাগরস্য মহাত্মনঃ। ২০
সেতুবন্ধ ইতি খ্যাতং ত্রৈলোক্যেন চ পূজিতম্।
এতৎ পবিত্রং পরমং মহাপাতকনাশনম্। ২১
অত্র রাক্ষসরাজোঽয়মাজগাম বিভীষণঃ।
এষা সা দৃশ্যতে সীতে কিষ্কিন্ধ্যা চিত্রকাননা। ২২
সুগ্রীবস্য পুরী রম্যা যত্র বালী ময়া হতঃ।
অথ দৃষ্ট্বা পুরীং সীতা কিষ্কিন্ধ্যাং বালিপালিতাম্॥ ২৩
অব্রবীৎ প্রশ্রিতং বাক্যং রামং প্রণয়সাধ্বসা।
সুগ্রীবপ্রিয়ভার্য্যাভিস্তারাপ্রমুখতো নৃপ॥ ২৪
অন্যেষাং বানরেন্দ্রাণাং স্ত্রীভিঃ পরিবৃতা হ্যহম্।
গন্তুমিচ্ছে সহাযোধ্যাং ত্বয়া সহ রঘূত্তম। ২৫
এবমুক্তোঽথ বৈদেহ্যা রাঘবঃ প্রত্যুবাচ তাম্।
এবমস্ত্বিতি কিষ্কিন্ধ্যাং প্রাপ্য সংস্থাপ্য রাঘব। ২৬
বিমানং প্রেক্ষ্য সুগ্রীবং বাক্যমেতদুবাচ হ।
ব্রূহি বানরশার্দূল সর্ব্বান্ বানরপুঙ্গবান্। ২৭
স্ত্রীভিঃ পরিবৃতাঃ সর্ব্বে হ্যযোধ্যাং যান্তু সীতয়া।
তথা ত্বমেভিঃ সর্ব্বাভিঃ স্ত্রীভিঃ সহ মহাবল। ২৮

কায়, দেবান্তক, নরান্তক, রাক্ষসপ্রবর, যুদ্ধোন্মত্ত, মত্ত কুম্ভকর্ণনন্দন বলবান্ কুম্ভ ও নিকুম্ভ, বজ্রদংষ্ট্র এবং দুর্দ্ধর্ষ মকরাক্ষ প্রভৃতি অসংখ্য বলশালী রাক্ষস আমার হস্তে নিহত হইয়া পড়িয়া রহিয়াছে। ৬—১১। এই স্থানে তুমুল যুদ্ধের পর বীর্য্যবান্ অকম্পন, শোণিতাক্ষ, যূপাক্ষ এবং প্রজঙ্ঘ নিহত হইয়াছে ভীমদর্শন রাক্ষস বিদ্যুজ্জিহ্ব এই স্থানে নিহত হইয়াছিল এবং এই সকল স্থানে মহাবল যজ্ঞশত্রু সুপ্তঘ্ন সূর্য্যশত্রু এবং ব্রহ্মশত্রুনামক রাক্ষসগণ নিহত হইয়াছে। রাবণের ভার্য্যা মন্দোদরী সহস্র সহস্র সপত্নীগণে পরিবেষ্টিতা হইয়া এইস্থানে বিলাপ করিয়াছিল। বরাননে! আমরা সমুদ্র পার হইয়া যে স্থানে সেই রাত্রি অতিবাহিত করিয়াছিলাম, ঐ সেই সমুদ্রতীর্থ দেখা যাইতেছে। ১২—১৫। অয়ি বিশাললোচনে! ঐ নলনির্ম্মিত সেতু দেখ, মনুষ্যের অসাধ্য হইলেও আমি তোমার কারণ এবং সমুদ্রের উপর ঐ মহাসেতু নির্ম্মাণ করিয়াছি। মৈথিলি! ঐ দেখ, শঙ্খশুক্তিসমাকীর্ণ অপার অক্ষোভ্য বরুণালয় মহাসমুদ্র গর্জ্জন করিতেছে। জানকি! ঐ প্রচুরস্বর্ণবিশিষ্ট হিরণ্যনাভ শৈলেন্দ্র মৈনাককে দেখ; হনূমান্ যখন তোমার অনুসন্ধানার্থে সমুদ্র পার হইয়া আইসে, তখন ঐ নগবর তাহার বিশ্রামের জন্য সমুদ্র ভেদ করিয়া উঠিয়াছিল; সমুদ্রের মধ্যভাগে ঐ যে স্থান দেখিতেছ, আমরা সমুদ্রতীরে প্রথমতঃ ঐ স্থানে সেনানিবেশ করিয়াছিলাম এবং ঐ স্থানে সেতুবন্ধনের পূর্ব্বে বিভু মহাদেব আমার প্রতি প্রসন্ন হইয়াছিলেন। মহাত্মা সমুদ্রের এই যে তীর্থ দেখা যাইতেছে, দেবি! ভবিষ্যতে ঐ স্থান 'সেতুবন্ধ'নামক ত্রৈলোক্যপূজিত তীর্থ বলিয়া বিখ্যাত হইবে; এই স্থান পরম পবিত্র এবং ইহার প্রভাবে লোক মহাপাতক হইতেও বিমুক্ত হইতে পারিবে এই স্থানে রাক্ষসরাজ বিভীষণ আমার সহিত মিলিত হইয়াছিলেন। সীতে! ঐ রমণীয় কাননশোভিত কিষ্কিন্ধ্যানগরী এবং সুগ্রীবের রমণীয়া পুরী দেখা যাইতেছে, আমি ঐ স্থানেই বালীকে বধ করিয়াছিলাম।' বালি-পালিতা কিষ্কিন্ধ্যানগরী দেখিয়া, জানকী প্রণয় এবং অনুনয়পূর্ব্বক রামচন্দ্রকে বলিলেন;—"রঘুপ্রবর আর্য্যপুত্র! আমি,—তারা প্রভৃতি সুগ্রীবের প্রিয়তমা মহিষী এবং অন্যান্য বানরেন্দ্রগণের পত্নীগণে পরিবেষ্টিতা হইয়া তোমার সহিত অযোধ্যানগরে যাইতে ইচ্ছা করি।" ১৬—২৫। বৈদেহীর এই কথা শুনিয়া রামচন্দ্র "তাহাই হউক" এই কথা বলিয়া কিষ্কিন্ধ্যা নগরের নিকটে উপস্থিত হইয়া বিমান স্থাপনপূর্ব্বক সুগ্রীবের প্রতি দৃষ্টিনিক্ষেপ করিয়া বলিলেন,—"বানরশার্দ্দূল! জনক-নন্দিনী, বানর-রমণীগণে পরিবেষ্টিতা হইয়া অযোধ্যানগরে

অভিত্বরয় সুগ্রীব গচ্ছামঃ প্লবগাধিপ।
এবমুক্তস্তু সুগ্রীবো রামেণামিততেজসা॥ ২৯
বানরাধিপতিঃ শ্রীমাংস্তৈশ্চ সর্বৈঃ সমাবৃতঃ।
প্রবিশ্যান্তঃপুরং শীঘ্রং তারামুদ্বীক্ষ্য সোঽব্রবীৎ॥ ৩০
প্রিয়ে ত্বং সহ নারীণাং বানরাণাং মহাত্মনাম্।
রাঘবেণাভ্যনুজ্ঞাতা মৈথিলীপ্রিয়কাম্যয়া॥ ৩১
ত্বর ত্বমভিগচ্ছামো গৃহ্য বানরযোষিতঃ।
অযোধ্যাং দর্শয়িষ্যামঃ সর্বা দশরথস্ত্রিয়ঃ॥ ৩২
সুগ্রীবস্য বচঃ শ্রুত্বা তারা সর্বাঙ্গশোভনা।
আহূয় চাব্রবীৎ সর্বা বানরাণাস্তু যোষিতঃ॥ ৩৩
সুগ্রীবেণাভ্যনুজ্ঞাতা গন্তুং সর্বৈশ্চ বানরৈঃ।
মম চাপি প্রিয়ং কার্যমযোধ্যাদর্শনেন চ॥ ৩৪
প্রবেশঞ্চৈব রামস্য পৌরজানপদৈঃ সহ।
বিভূতিঞ্চৈব সর্বাসাং স্ত্রীণাং দশরথস্য চ॥ ৩৫
তারয়া চাভ্যনুজ্ঞাতাঃ সর্বা বানরযোষিতঃ।
নেপথ্যবিধিপূর্বন্তু কৃত্বা চাপি প্রদক্ষিণম্॥ ৩৬
অভ্যারোহন্ বিমানং তৎ সীতাদর্শনকাঙ্ক্ষয়া।
তাভিঃ সহোত্থিতং শীঘ্রং বিমানং প্রেক্ষ্য রাঘবঃ॥ ৩৭

ঋষ্যমূকসমীপে তু বৈদেহীং পুনরব্রবীৎ।
দৃশ্যতেঽসৌ মহান্ সীতে সবিদ্যুদিব তোয়দঃ॥ ৩৮
ঋষ্যমূকো গিরিবরঃ কাঞ্চনৈর্ধাতুভির্বৃতঃ।
অত্রাহং বানরেন্দ্রেণ সুগ্রীবেণ সমাগতঃ॥ ৩৯
সময়শ্চ কৃতঃ সীতে বধার্থং বালিনো ময়া।
এষা সা দৃশ্যতে পম্পা নলিনী চিত্রকাননা॥ ৪০
ত্বয়া বিহীনো যত্রাহং বিললাপ সুদুঃখিতঃ।
অস্যাস্তীরে ময়া দৃষ্টা শবরী ধর্মচারিণী॥ ৪১
অত্র যোজনবাহুশ্চ কবন্ধো নিহতো ময়া।
দৃশ্যতেঽসৌ জনস্থানে সীতে শ্রীমান্ বনস্পতিঃ॥ ৪২
জটায়ুশ্চ মহাতেজাস্তব হেতোর্বিলাসিনি।
রাবণেন হতো যত্র পক্ষিণাং প্রবরো বলী॥ ৪৩
এতত্তদাশ্রমপদমস্মাকং বরবর্ণিনি।
পর্ণশালা তথা চিত্রা দৃশ্যতে শুভদর্শনে।
যত্র ত্বং রাক্ষসেন্দ্রেণ রাবণেন হৃতা বলাৎ॥ ৪৪
এষা গোদাবরী রম্যা প্রসন্নসলিলা শুভা।
অগস্ত্যস্যাশ্রমশ্চৈব দৃশ্যতে কদলীবৃতঃ॥ ৪৫

যাইতে ইচ্ছা করিতেছেন; সুতরাং মহাবল বানর-রাজ সুগ্রীব! তুমি বানরপুঙ্গবগণকে বল যে, তাহারা নিজ নিজ কামিনীগণে পরিবৃত হইয়া আমার সহিত গমন করুক।" অমিত-তেজস্বী রামচন্দ্রের এই কথা শুনিয়া, শ্রীমান্ বানররাজ সুগ্রীব বানরগণে পরিবেষ্টিত হইয়া সত্বর অন্তঃপুরমধ্যে প্রবেশ করিয়া তারাকে দেখিয়া বলিলেন। ২৬—৩০। "প্রিয়ে! মিথিলা-রাজনন্দিনী সীতার সন্তোষের জন্য রাম অনুমতি করিতেছেন,—তুমি মহাত্মা বানরগণের রমণীদিগকে সঙ্গে লইয়া সত্বর হও; চল, আমরা সকলেই সেই অযোধ্যানগরী এবং রাজা দশরথের মহিষীবর্গকে দেখিব।" সুগ্রীবের কথা শুনিয়া, সর্বাঙ্গসুন্দরী তারা বানরীগণকে ডাকিয়া বলিলেন;—"সুগ্রীব অনুমতি করিলেন, তোমরা সকলে তোমাদের স্বামী-গণের সহিত অযোধ্যায় চল, তোমরা আসিয়া অযোধ্যাপুরী দেখিলে আমার মনে বড়ই আহ্লাদ হয়; আমিও তোমাদের সঙ্গে গিয়া অযোধ্যানগরী দেখিতে ইচ্ছা করিতেছি। আমরা পুরবাসী এবং জনপদবাসীদিগের সহিত রামচন্দ্রের পুরপ্রবেশ এবং রাজা দশরথের পত্নীগণের ঐশ্বর্য্য দেখিব।" ৩১—৩৫। তারার অনুমতি অনুসারে বানর-রমণীগণ বেশভূষায় সুসজ্জিত হইয়া সেই বিমানকে প্রদক্ষিণ করিয়া সীতাকে দেখিবার ইচ্ছায় সত্বর তদুপরি আরোহণ করিল। বানরগণ আরোহণ করিলে বিমানবর দ্রুত-বেগে চলিতে লাগিল, এবং নিমেষমধ্যে ঋষ্যমূক-পর্বতের নিকটে উপস্থিত হইল দেখিয়া রামচন্দ্র বৈদেহীকে বলিলেন,—"সীতে! ঐ দেখ, বিশাল ঋষ্যমূক পর্বত সুবর্ণাদি ধাতুগণে সমাচ্ছাদিত থাকায় বিদ্যুৎশোভিত মেঘের ন্যায় শোভা পাইতেছে। জানকি! এইখানেই আমি বানরেন্দ্র সুগ্রীবের সহিত সম্মিলিত হইয়াছিলাম এবং বালীকে বধ করিব বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলাম; ঐ দেখ, বিচিত্র কানন এবং কমলবনে পম্পাসরসী কেমন শোভা পাইতেছে। ৩৬—৪০। প্রিয়ে! তোমার বিরহদুঃখে কাতর হইয়া আমি এই স্থানে কতই বিলাপ করিয়া-ছিলাম। এই পম্পাতীরেই ধর্মচারিণী শবরীকে দেখিয়াছিলাম এবং ঐ স্থানে যোজনবাহু কবন্ধকে বধ করিয়াছিলাম। সীতে! ঐ দেখ, জনস্থানমধ্যে সেই সুশ্রী বনস্পতি দেখা যাইতেছে। অয়ি বিলাসি-প্রিয়ে! তোমার জন্যই এই স্থানে বলবান্ পক্ষিপ্রবর জটায়ু রাবণহস্তে নিহত হইয়াছেন। বরবর্ণিনি! ঐ দেখ, আমাদের সেই আশ্রমপদ দেখা যাইতেছে। শুভদর্শনে! রাক্ষসরাজ রাবণ যেস্থান হইতে তোমাকে বলপূর্বক হরণ করিয়াছিল, আমাদের সেই পর্ণশালাটী যেরূপ বিচিত্র ছিল, এখনও সেইরূপই রহিয়াছে। ঐ নির্মলসলিলা রমণীয়া গোদাবরী এবং তাহার সন্নিকটে কদলীবনপরিবেষ্টিত অগস্ত্যমুনির আশ্রম

সুতীক্ষ্ণস্যাশ্রমস্ত্বেষ দৃশ্যতে চৈব বৈদেহি শরভঙ্গাশ্রমো মহান্।
উপযাতঃ সহস্রাক্ষো যত্র শক্রঃ পুরন্দরঃ॥ ৪৬
এতে তে তাপসা দেবি দৃশ্যন্তে তনুমধ্যমে।
অত্রিঃ কুলপতির্যত্র সূর্য্যবৈশ্বানরোপমঃ॥ ৪৭
অস্মিন্ দেশে মহাকায়ো বিরাধো নিহতো ময়া।
অত্র সীতে ত্বয়া দৃষ্টা তাপসী ধর্ম্মচারিণী॥ ৪৮
অসৌ সুতনু শৈলেন্দ্রশ্চিত্রকূটঃ প্রকাশতে।
অত্র মাং কৈকয়ীপুত্রঃ প্রসাদয়িতুমাগতঃ॥ ৪৯
এষা সা যমুনা দূরাদ্দৃশ্যতে চিত্রকাননা।
ভরদ্বাজাশ্রমঃ শ্রীমান্ দৃশ্যতে চৈব মৈথিলি॥ ৫০
ইয়ঞ্চ দৃশ্যতে গঙ্গা পুণ্যা ত্রিপথগামিনী।
শৃঙ্গবেরপুরং চৈতদ্গুহো যত্র সখা মম॥ ৫১
এষা সা দৃশ্যতে সীতে রাজধানী পিতুর্ম্মম।
অযোধ্যাং কুরু বৈদেহি প্রণামং পুনরাগতা॥ ৫২
ততস্তে বানরাঃ সর্ব্বে রাক্ষসাঃ সবিভীষণাঃ।
উৎপত্যোৎপত্য সংহৃষ্টাস্তাং পুরীং দদৃশুস্তদা॥ ৫৩
ততস্তু তাং পাণ্ডুরহর্ম্ম্যমালিনীং
বিশালকক্ষ্যাং গজবাজিভির্বৃতাম্।
পুরীমপশ্যন্ প্লবগাঃ সরাক্ষসাঃ
পুরীং মহেন্দ্রস্য যথামরাবতীম্॥ ৫৪

ইতি লঙ্কাকাণ্ডে পঞ্চবিংশত্যধিকশততমঃ সর্গঃ॥ ১২৫

দেখা যাইতেছে। ৪১—৪৫। বৈদেহি! ঐ মহাত্মা সুতীক্ষ্ণের প্রদীপ্ত আশ্রম এবং যে স্থানে সহস্রাক্ষ দেবরাজ পুরন্দর আসিয়াছিলেন, শরভঙ্গ ঋষির ঐ সেই সুমহৎ আশ্রম দেখা যাইতেছে। তনুমধ্যমে! যে স্থানে সূর্য্য এবং অগ্নিতুল্য তেজস্বী কুলপতি অত্রি বাস করেন, ঐ সেই তাপসাশ্রমসমূহ দেখা যাইতেছে। সীতে! এই স্থানে তুমি সেই ধর্ম্মচারিণী তাপসীকে দেখিয়াছিলে এবং ঐ স্থানে আমি মহাকায় বিরাধ রাক্ষসকে বধ করিয়াছিলাম। অয়ি সুতনু! ঐ দেখ, চিত্রকূট পর্ব্বত দেখা যাইতেছে, ঐ স্থানেই কৈকেয়ীপুত্র ভরত, আমাকে প্রসন্ন করিতে আসিয়াছিল। মৈথিলি! ঐ দেখ, দূরে বিচিত্র কানন শোভিতা যমুনা দেখা যাইতেছে। ঐ সুশোভিত ভরদ্বাজ-আশ্রম দেখা যাইতেছে। ঐ দেখ, পবিত্রা ত্রিপথগা গঙ্গা এবং যে স্থানে আমার সখা গুহ বাস করিতেছেন, ঐ সেই শৃঙ্গবের পুর দেখা যাইতেছে। অয়ি জানকি! ঐ আমার পিতৃরাজধানী অযোধ্যানগরী দেখা যাইতেছে। সীতে! অযোধ্যায় পুনরায় আসিয়াছ, উহাকে প্রণাম কর।" তখন রাক্ষস বিভীষণ ও বানরগণ হৃষ্টচিত্তে পুনঃপুনঃ উৎপতিত হইয়া দূর হইতে সেই অযোধ্যা নগরীর দিকে দৃষ্টিপাত করিতে লাগিল। ক্রমশঃ নিকটবর্ত্তী হইয়া তাহারা দেবরাজের অমরাবতীতুল্য সেই সুধাধবলিত প্রাসাদমালা-পরিশোভিত, অশ্ব এবং হস্তিগণে পরিবৃত সুবিস্তীর্ণ রাজপথ-পরিশোভিতা অযোধ্যানগরীকে একাগ্র দৃষ্টিতে দেখিতে লাগিল। ৪৬—৫৪।

ষড়্‌বিংশত্যধিকশততমঃ সর্গঃ।

পূর্ণে চতুর্দ্দশে বর্ষে পঞ্চম্যাং লক্ষ্মণাগ্রজঃ।
ভরদ্বাজাশ্রমং প্রাপ্য ববন্দে নিয়তো মুনিম্॥ ১
সোহপৃচ্ছদভিবাদ্যৈনং ভরদ্বাজং তপোধনম্।
শৃণোষি কচ্চিদ্ভগবন্ সুভিক্ষানাময়ং পুরে॥ ২
কচ্চিৎ স যুক্তো ভরতো জীবন্ত্যপি চ মাতরঃ।
এবমুক্তস্তু রামেণ ভরদ্বাজো মহামুনিঃ।
প্রত্যুবাচ রঘুশ্রেষ্ঠং স্মিতপূর্ব্বং প্রহৃষ্টবৎ॥ ৩
আজ্ঞাবশত্বে ভরতো জটিলস্ত্বাং প্রতীক্ষতে।
পাদুকে তে পুরস্কৃত্য সর্ব্বঞ্চ কুশলং গৃহে॥ ৪
ত্বাং পুরা চীরবসনং প্রবিশন্তং মহাবনম্।
স্ত্রীতৃতীয়ং চ্যুতং রাজ্যাদ্ধর্ম্মকামঞ্চ কেবলম্॥ ৫
পদাতিং ত্যক্তসর্ব্বস্বং পিতুর্নির্দ্দেশকারিণম্।
সর্ব্বভোগৈঃ পরিত্যক্তং স্বর্গচ্যুতমিবামরম্॥ ৬

ষড়্‌বিংশত্যধিকশততম সর্গ।

এইরূপে চতুর্দ্দশ বৎসর পূর্ণ হইলে পর পঞ্চমী তিথিতে রামচন্দ্র ভরদ্বাজের আশ্রমে উপস্থিত হইয়া, ভক্তিভাবে মুনিকে প্রণাম করিলেন রামচন্দ্র তপোধন ভরদ্বাজকে, অভিবাদনপূর্ব্বক জিজ্ঞাসা করিলেন;—"ভগবন্! অযোধ্যা নগরের সকলে ভাল আছে ত? নগরীতে কাহারও দুর্ভিক্ষক্লেশ উপস্থিত হয় নাই ত? ভরত ধর্ম্মনীতি অনুসারে প্রজাপালন করিতেছেন ত? আমার মাতৃগণ বাঁচিয়া আছেন ত?" রামচন্দ্রের এই কথা শুনিয়া মহামুনি ভরদ্বাজ হৃষ্টচিত্তে মৃদু হাস্য করত রামচন্দ্রকে বলিলেন,—"তোমার গৃহে সকলেই কুশলে আছেন; ভরত জটাবল্কল ধারণপূর্ব্বক তোমার আজ্ঞানুসারে সেই পাদুকা-যুগকে অগ্রবর্ত্তী করিয়া, তোমার আগমন প্রতীক্ষা করিতেছেন; অরিন্দম! তুমি যৎকালে ধর্ম্মকামনায় কৈকেয়ীর কথায় পিতার আদেশ প্রতি-

দৃষ্টঃ তু করুণা পূর্ব্বং মমাসীৎ সমিতিঞ্জয়।
কৈকেয়ীবচনে যুক্তং বল্কলাজিনধারিণম্ ॥ ৭
সাম্প্রতন্তু সমৃদ্ধার্থং সমিত্রগণবান্ধবম্।
সমীক্ষ্য বিজিতারিঞ্চ মমাভূৎ প্রীতিরুত্তমা ॥ ৮
সর্ব্বঞ্চ সুখদুঃখং তে বিদিতং মম রাঘব।
যত্ত্বয়া বিপুলং প্রাপ্তং জনস্থাননিবাসিনা ॥ ৯
ব্রাহ্মণার্থে নিযুক্তস্য রক্ষতঃ সর্ব্বতাপসান্।
রাবণেন হৃতা ভার্য্যা বভূবেয়মনিন্দিতা ॥ ১০
মারীচদর্শনঞ্চৈব সীতোন্মথনমেব চ।
কবন্ধদর্শনঞ্চৈব পম্পাভিগমনং তথা ॥ ১১
সুগ্রীবেণ চ তে সখ্যং যত্র বালী হতস্ত্বয়া।
মার্গণঞ্চৈব বৈদেহ্যাঃ কর্ম্ম বাতাত্মজস্য চ ॥ ১২
বিদিতায়াঞ্চ বৈদেহ্যাং নলসেতুর্যথা কৃতঃ।
যথা বা দীপিতা লঙ্কা প্রহৃষ্টৈর্হরিযূথপৈঃ ॥ ১৩
সপুত্রবান্ধবামাত্যঃ সবলঃ সহবাহনঃ।
যথা চ নিহতঃ সংখ্যে রাবণো বলদর্পিতঃ ॥ ১৪
যথা চ নিহতে তস্মিন্ রাবণে দেবকণ্টকে।
সমাগমশ্চ ত্রিদশৈর্যথা দত্তশ্চ তে বরঃ ॥ ১৫
সর্ব্বং মমৈতদ্বিদিতং তপসা ধর্ম্মবৎসল।
সম্পতন্তি চ মে শিষ্যাঃ প্রবৃত্ত্যাখ্যাঃ পুরীমিতঃ ॥ ১৬
অহমপ্যত্র তে দদ্মি বরং শস্ত্রভৃতাং বর।
অর্ঘ্যং প্রতিগৃহাণেদমযোধ্যাং শ্বো গমিষ্যসি ॥ ১৭
তস্য তচ্ছিরসা বাক্যং প্রতিগৃহ্য নৃপাত্মজঃ।
বাঢমিত্যেব সংহৃষ্টঃ শ্রীমান্ বরমযাচত ॥ ১৮
অকালফলিনো বৃক্ষাঃ সর্ব্বে চাপি মধুস্রবাঃ।
ফলান্যমৃতগন্ধীনি বহূনি বিবিধানি চ ॥ ১৯
ভবন্তু মার্গে ভগবন্নযোধ্যাং প্রতিগচ্ছতঃ।
তথেতি চ প্রতিজ্ঞাতে বচনাৎ সমনন্তরম্ ॥ ২০
অভবন্ পাদপাস্তত্র স্বর্গপাদপসন্নিভাঃ।
নিষ্ফলাঃ ফলিনশ্চাসন্ বিপুষ্পাঃ পুষ্পশালিনঃ ॥ ২১
শুষ্কাঃ সমগ্রপত্রাস্তে নগাশ্চৈব মধুস্রবাঃ।
সর্ব্বতো যোজনাস্তিস্রো গচ্ছতামভবংস্তদা ॥ ২২
ততঃ প্রহৃষ্টাঃ প্লবগর্ষভাস্তে
বহূনি দিব্যানি ফলানি চৈব।
কামাদুপাশ্নন্তি সহস্রশস্তে
মুদান্বিতাঃ স্বর্গজিতো মুদেব ॥ ২৩
ইতি লঙ্কাকাণ্ডে ষড়্‌বিংশত্যধিকশততমঃ সর্গঃ ॥ ১২৬

পালন করিবার জন্য সকল প্রকার ভোগ এবং ঐশ্বর্য্য-পরিত্যাগ করত, বল্কলমূলাশী হইয়া, স্বর্গভ্রষ্ট অমরের ন্যায়, লক্ষ্মণ এবং সীতার সহিত পদব্রজে বিজন বনে প্রবেশ করিয়াছিলে, তখন তোমাকে দেখিয়া আমার অত্যন্ত দুঃখ উপস্থিত হইয়াছিল। ১—৭। কিন্তু এক্ষণে তোমাকে শত্রুবিজয়ী এবং মিত্র ও বান্ধবগণের সহিত সফলমনোরথ দেখিয়া পরম প্রীত হইলাম। রাম! আমি তোমার সুখদুঃখাদির বিষয় সমস্তই জানি; তুমি জনস্থানে অবস্থান করত ব্রাহ্মণ এবং তপস্বিগণকে রক্ষা করিবার জন্য খর-দূষণাদির বধরূপ যে বিপুল কার্য্য করিয়াছিলে, রাবণ যেরূপে তোমার এই অনিন্দিতা পত্নীকে হরণ করিয়াছিল, তুমি যেরূপে মায়ামৃগরূপধারী মারীচকে দেখিয়াছিলে এবং অশোকবনে বাসকালে রাক্ষসীগণ সীতাকে যেরূপ কষ্ট দিয়াছিল, আমি সেই সমস্তই জানি। রামচন্দ্র! কবন্ধদর্শন, পম্পাভিমুখে গমন, সুগ্রীবের সহিত মিত্রতাসংস্থাপন, বালিবধ, সীতার অন্বেষণ এবং পবননন্দনের অদ্ভুত কার্য্য সমস্তই আমি জ্ঞাত আছি। জানকীর অনুসন্ধান হইলে যেরূপে নল সমুদ্রোপরি সেতু নির্ম্মাণ করে এবং যেরূপে হৃষ্ট হইয়া বানর-দলপতিগণ লঙ্কানগরী দগ্ধ করিয়াছিল, তাহা আমি জানি। ৮—১৩। ধর্ম্ম-বৎসল! বলদর্পিত দশানন,—পুত্র, বান্ধব, অমাত্য এবং বাহনগণের সহিত যেরূপে যুদ্ধে নিহত হইয়াছে এবং সেই দেবকণ্টক রাক্ষস নিহত হইলে যেরূপে দেবগণের সহিত তোমার সমাগম হইয়াছিল এবং তাঁহারা তোমাকে যেরূপ বর দিয়াছেন, আমি তপোবলে সে সকল বিষয়ই জানিয়াছি। বীর! আমার শিষ্যগণ নিয়ত অযোধ্যানগরীতে যাইয়া তথাকার সংবাদ লইয়া আইসে; আমি তাহাদের মুখে সমস্ত সংবাদই শুনিয়া থাকি। শস্ত্রধারিশ্রেষ্ঠ! দেবগণ তোমাকে যে যে বর দিয়াছেন, আমিও তোমাকে সেই সকল বর দিতেছি, তুমি অদ্য এই স্থানে থাকিয়া আমার আতিথ্য গ্রহণ কর, আগামী কল্য অযোধ্যায় যাইও। ১৪—১৭। নৃপনন্দন শ্রীমান্ রামচন্দ্র তাঁহার সেই আদেশ শিরোধার্য্য করিয়া হৃষ্টচিত্তে এই বর প্রার্থনা করিলেন; "ব্রহ্মন্! আমি যে পথে অযোধ্যায় যাইব, তথাকার বৃক্ষসকল যেন অকালে ফলবান্ এবং মধুস্রাবী, ফলসকল অমৃত-গন্ধি এবং পথ সকল ধনপূর্ণ হয়।" রামচন্দ্র এইরূপ বর চাহিলে, ঋষিবর 'তথাস্তু' বলিবামাত্রই তথাকার তরুরাজি স্বর্গীয় তরুরাজির ন্যায় শোভা পাইল। অযোধ্যা-গমনের পথে তিনযোজন পর্য্যন্ত ফলহীন বৃক্ষসকল ফলবান্, পুষ্পবিহীন তরুগণ পুষ্পিত এবং শুষ্ক তরু সকল আমূলপত্রশোভিত এবং মধুস্রাবী

সপ্তবিংশত্যধিকশততমঃ সর্গঃ।

অযোধ্যান্তু সমালোক্য চিন্তয়ামাস রাঘবঃ।
প্রিয়কামঃ প্রিয়ং রামস্ততস্ত্বরিতবিক্রমঃ ॥ ১
চিন্তয়িত্বা ততো দৃষ্টিং বানরেষু ন্যপাতয়ৎ।
উবাচ ধীমাংস্তেজস্বী হনুমন্তং প্লবঙ্গমম্ ॥ ২
অযোধ্যাং ত্বরিতো গত্বা শীঘ্রং প্লবগসত্তম।
জানীহি কচ্চিৎ কুশলী জনো নৃপতিমন্দিরে ॥ ৩
শৃঙ্গবেরপুরং প্রাপ্য গুহং গহনগোচরম্।
নিষাদাধিপতিং ব্রূহি কুশলং বচনান্মম ॥ ৪
শ্রুত্বা তু মাং কুশলিনমরোগং বিগতজ্বরম্।
ভবিষ্যতি গুহঃ প্রীতঃ স মমাত্মসমঃ সখা ॥ ৫
অযোধ্যায়াশ্চ তে মার্গং প্রবৃত্তিং ভরতস্য চ।
নিবেদয়িষ্যতি প্রীতো নিষাদাধিপতির্গুহঃ ॥ ৬
ভরতস্তু ত্বয়া বাচ্যঃ কুশলং বচনান্মম।
সিদ্ধার্থং শংস মাং তস্মৈ সভার্য্যং সহলক্ষ্মণম্ ॥ ৭
হরণঞ্চাপি বৈদেহ্যা রাবণেন বলীয়সা।
সুগ্রীবেণ চ সংবাদং বালিনশ্চ বধং রণে ॥ ৮
মৈথিল্যন্বেষণঞ্চৈব যথা চাধিগতা ত্বয়া।
লঙ্ঘয়িত্বা মহাতোয়মাপগাপতিমব্যয়ম্ ॥ ৯
উপযানং সমুদ্রস্য সাগরস্য চ দর্শনম্।
যথা চ কারিতঃ সেতু রাবণশ্চ যথা হতঃ ॥ ১০
বরদানং মহেন্দ্রেণ ব্রহ্মণা বরুণেন চ।
মহাদেবপ্রসাদাচ্চ পিত্রা মম সমাগমম্ ॥ ১১
উপযাতঞ্চ মাং সৌম্য ভরতায় নিবেদয়।
সহ রাক্ষসরাজেন হরীণামীশ্বরেণ চ ॥ ১২
জিত্বা শত্রুগণান্ রাম প্রাপ্য চানুত্তমং যশঃ।
উপযাতি সমৃদ্ধার্থঃ সহ মিত্রৈর্মহাবলৈঃ ॥ ১৩
এতচ্ছ্রুত্বা যমাকারং ভজতে ভরতস্ততঃ।
স চ তে বেদিতব্যঃ স্যাৎ সর্ব্বং যচ্চাপি মাং প্রতি ॥ ১৪
জ্ঞেয়াঃ সর্ব্বে চ বৃত্তান্তা ভরতস্যেঙ্গিতানি চ।
তত্ত্বেন মুখবর্ণেন দৃষ্ট্যা ব্যাভাষিতেন চ ॥ ১৫
সর্ব্বকামসমৃদ্ধং হি হস্ত্যশ্বরথসঙ্কুলম্।
পিতৃপৈতামহং রাজ্যং কস্য নাবর্ত্তয়েন্মনঃ ॥ ১৬
সঙ্গত্যা ভরতঃ শ্রীমান্ রাজ্যেনার্থী স্বয়ং ভবেৎ।
প্রশাস্তু বসুধাং সর্ব্বামখিলাং রঘুনন্দনঃ ॥ ১৭
তস্য বুদ্ধিঞ্চ বিজ্ঞায় ব্যবসায়ঞ্চ বানর।

হইল। তখন সহস্র সহস্র বানরবীর হৃষ্টচিত্তে বহুবিধ সুমিষ্ট ফল ভক্ষণ করত যেন স্বর্গবিজয়িগণের ন্যায় বিচরণ করিতে লাগিল। ১৮—২৩।

সপ্তবিংশত্যধিকশততম সর্গ।

সর্ব্বলোকের হিতাকাঙ্ক্ষী ক্ষিপ্রবিক্রম রাম দূর হইতে অযোধ্যানগরী দেখিয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন। ধীমান্ তেজস্বী রাম ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া বানরগণের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া হনুমান্‌কে সম্বোধনপূর্ব্বক বলিলেন,—"বানরসত্তম! সত্বর অযোধ্যানগরে গিয়া রাজমন্দিরের সকলে কুশলে আছে কি না, জানিয়া আইস। বীর! শৃঙ্গবেরপুরে উপস্থিত হইয়া বনমধ্যবাসী নিষাদরাজ গুহকে আমার কুশল সংবাদ বলিবে। গুহ আমার প্রাণসম বন্ধু, আমি নীরোগে স্বচ্ছন্দে এবং কুশলে আছি শুনিলে, সে যারপর নাই আহ্লাদিত হইবে। ১—৫। সেই নিষাদরাজ গুহ হৃষ্টচিত্তে তোমাকে অযোধ্যার পথ দেখাইয়া দিবে এবং ভরতের বৃত্তান্ত সকল বলিবে। ভরতকে বলিবে,—সীতা লক্ষ্মণ এবং আমি কুশলে আছি; পিতৃসত্য পালন করিয়া আসিতেছি।' সাধো! অতি বলবান্ রাবণকর্ত্তৃক বৈদেহীর হরণ, সুগ্রীবের সহিত সম্মিলন, বালীর বধ, জানকীর অন্বেষণ এবং তুমি যেরূপে অক্ষয় মহাসাগর পার হইয়া তাঁহাকে অন্বেষণ করিয়াছিলে; বানরসেনাগণের সমাগম এবং সমুদ্রদর্শন; মহাসমুদ্রের উপরে সেতুনির্ম্মাণ, রাবণবধ, দেবরাজ ইন্দ্র ব্রহ্মা এবং বরুণ আমাকে যেরূপ বর প্রদান করেন, মহাদেবের প্রসাদে যেরূপে পিতার সহিত সম্মিলন হয় এবং আমি,—রাক্ষসরাজ এবং বানররাজের সহিত যেরূপে নগরসন্নিকটে উপস্থিত হইয়াছি; এই সকল বিষয় ভরতকে বলিবে। তাহাকে বলিবে, 'রাম শত্রুগণকে জয় করিয়া বিপুল যশঃ লাভ করত পূর্ণমনোরথ হইয়া মহাবলশালী মিত্রগণের সহিত উপস্থিত হইয়াছেন।' বীর! এই সকল বিবরণ শুনিলে, ভরতের আকার ইঙ্গিতে মনোভাব যেরূপ প্রকাশ হইবে, তাহা তুমি বিশেষ লক্ষ্য করিবে। মুখভঙ্গী, দৃষ্টি এবং কথা দ্বারা ভরতের সমস্ত বৃত্তান্ত এবং মনোভাব জানিয়া আসিবে। ৬—১৫। হস্তী, অশ্ব এবং রথসমূহে পরিপূর্ণ সুসমৃদ্ধ পিতা-পিতামহক্রমে প্রাপ্ত রাজ্য পাইলে কাহার না মনের গতি পরিবর্ত্তিত হয়? বহুকাল ভোগ করাতে স্বভাবতই ভরতের রাজ্যলোভ হইবার কথা, তাহা হইলে সে-ই এই পৃথিবী শাসন করিবে। বানরবর! আমরা যে

যাবন্ন দূরং যাতাঃ স্মঃ ক্ষিপ্রমাগন্তুমর্হসি ॥ ১৮
ইতি প্রতিসমাদিষ্টো হনুমান্মারুতাত্মজঃ।
মানুষং ধারয়ন্ রূপমযোধ্যাং ত্বরিতো যযৌ ॥ ১৯
অথোৎপপাত বেগেন হনুমান্ মারুতাত্মজঃ।
গরুত্মানিব বেগেন জিঘৃক্ষন্ ভুজগোত্তমম্ ॥ ২০
লঙ্ঘয়িত্বা পিতৃপথং বিহগেন্দ্রালয়ং শুভম্।
গঙ্গাযমুনয়োর্ভীমং সমতীত্য সমাগমম্ ॥ ২১
শৃঙ্গবেরপুরং প্রাপ্য গুহমাসাদ্য বীর্য্যবান্।
স বাচা শুভয়া হৃষ্টো হনূমানিদমব্রবীৎ ॥ ২২
সখা তু তব কাকুৎস্থো রামঃ সত্যপরাক্রমঃ।
সসীতঃ সহসৌমিত্রিঃ স ত্বাং কুশলমব্রবীৎ ॥ ২৩
পঞ্চমীমদ্য রজনীমুষিত্বা বচনান্মুনেঃ।
ভরদ্বাজাভ্যনুজ্ঞাতং দ্রক্ষ্যস্যত্রৈব রাঘবম্ ॥ ২৪
এবমুক্তো মহাতেজাঃ সম্প্রহৃষ্টতনূরুহঃ।
উৎপপাত মহাবেগাদ্বেগবানবিচারয়ন্ ॥ ২৫
সোঽপশ্যদ্রামতীর্থঞ্চ নদীং বালুকিনীং তথা।
জাহ্নবীং গোমতীঞ্চৈব ভীমং শালবনং তথা ॥ ২৬
প্রজাশ্চ বহুসাহস্রীঃ স্ফীতান্ জনপদানপি।
স গত্বা দূরমধ্বানং ত্বরিতঃ কপিকুঞ্জরঃ ॥ ২৭
আসসাদ দ্রুমান্ ফুল্লান্নন্দিগ্রামসমীপগান্।
সুরাধিপস্যোপবনে যথা চৈত্ররথে দ্রুমান্ ॥ ২৮
স্ত্রীভিঃ সপুত্রৈঃ পৌত্রৈশ্চ রমমাণৈঃ স্বলঙ্কৃতৈঃ।
ক্রোশমাত্রে ত্বযোধ্যায়াশ্চীরকৃষ্ণাজিনাম্বরম্ ॥ ২৯
দদর্শ ভরতং দীনং কৃশমাশ্রমবাসিনম্।
জটিলং মলদিগ্ধাঙ্গং ভ্রাতৃব্যসনকর্শিতম্ ॥ ৩০
ফলমূলাশিনং দান্তং তাপসং ধর্ম্মচারিণম্।
সমুন্নতজটাভারং বল্কলাজিনবাসসম্ ॥ ৩১
নিয়তং ভাবিতাত্মানং ব্রহ্মর্ষিসমতেজসম্।
পাদুকে তে পুরস্কৃত্য প্রশাসন্তং বসুন্ধরাম্ ॥ ৩২
চাতুর্বর্ণ্যস্য লোকস্য ত্রাতারং সর্ব্বতো ভয়াৎ।
উপস্থিতমমাত্যৈশ্চ শুচিভিশ্চ পুরোহিতৈঃ ॥ ৩৩
বলমুখ্যৈশ্চ যুক্তৈশ্চ কাষায়াম্বরধারিভিঃ।
ন হি তে রাজপুত্রং তং চীরকৃষ্ণাজিনাম্বরম্ ॥ ৩৪
পরিভোক্তুং ব্যবস্যন্তি পৌরা বৈ ধর্ম্মবৎসলাঃ।
তং ধর্ম্মমিব ধর্ম্মজ্ঞং দেহবন্তমিবাপরম্ ॥ ৩৫
উবাচ প্রাঞ্জলির্বাক্যং হনুমান্ মারুতাত্মজঃ।

পর্য্যন্ত বহুদূর অগ্রসর না হই, তাহার মধ্যে তুমি তাহার বুদ্ধি এবং ব্যবসায় অবগত হইয়া শীঘ্র ফিরিয়া আসিবে।" বীর্য্যবান্ পবনতনয় হনুমান্ এইরূপে আদিষ্ট হইয়া মানুষরূপ ধারণ করত ত্বরায় অযোধ্যাভিমুখে প্রস্থান করিলেন। গরুড় যেরূপ বিশাল সর্পকে আক্রমণ করিবার জন্য অগ্রসর হয়, সেই পবননন্দন সেইরূপ বেগে উৎপতিত হইয়া পক্ষিদিগের সঞ্চরণপথ অর্থাৎ আকাশ লঙ্ঘনপূর্ব্বক ভয়ঙ্কর গঙ্গা-যমুনার সঙ্গমস্থান অতিক্রম করিয়া শৃঙ্গবেরপুরে উপস্থিত হইলেন। তথায় গুহকের নিকটে যাইয়া হৃষ্টচিত্তে মধুরবচনে বলিলেন। ১৬—২২। "তোমার সখা সত্যপরাক্রম কাকুৎস্থ রাম, সীতা এবং লক্ষ্মণের সহিত তোমাকে কুশলসংবাদ দিলেন। রামচন্দ্র, মুনিবর ভরদ্বাজের আদেশানুসারে অদ্য পঞ্চমীরাত্রি তাঁহার আশ্রমে যাপন করিয়া আগমন করিবেন; তুমি এই স্থানে তাঁহাকে দেখিতে পাইবে।" আনন্দে রোমাঞ্চিতদেহ মহাতেজা হনুমান্ এই কথা বলিয়া, পথশ্রমাদি কষ্ট কিছুমাত্র গ্রাহ্য না করিয়াই মহাবেগে উৎপতিত হইলেন। ২৩—২৫। পরে পরশুরামতীর্থ, বালুকিনী, জাহ্নবী এবং গোমতী নদী ও বহুজনাকীর্ণ সুবিস্তৃত জনপদসকল দেখিয়া বহুদূর অতিক্রম করিয়া, নন্দিগ্রামের সমীপবর্ত্তী বিকসিতপুষ্পশোভী বৃক্ষসমূহ প্রাপ্ত হইলেন; সেই পাদপসমূহ নন্দনকানন অথবা ধনপতির চৈত্ররথকাননের বৃক্ষরাজীর ন্যায় অতি মনোরম দেখিলেন,—বিলাসিগণ সুসজ্জিত হইয়া স্ত্রী পুত্র এবং পৌত্র সঙ্গে লইয়া তথায় ক্রীড়া করিতেছে এবং ঐ বৃক্ষাবলী হইতে পুষ্প চয়ন করিতেছে। ২৬—২৮। সেই কপিশ্রেষ্ঠ অযোধ্যা হইতে এক ক্রোশ দূরে সেই নন্দিগ্রামে গিয়া দেখিলেন, ভরত অতি দীনভাবে চীরকৃষ্ণাজিন পরিধানপূর্ব্বক মুনিব্রত অবলম্বন করিয়া রহিয়াছেন এবং ভ্রাতৃশোকে কৃশ হইয়া গিয়াছেন। তিনি তপস্বীর ন্যায় জটাধারণপূর্ব্বক জীবন ধারণ করিতেছেন। তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ মললিপ্ত হইয়াছে; ব্রহ্মর্ষির ন্যায় তেজস্বী সেই বীর, সতত পরমাত্ম-চিন্তায় নিমগ্ন হইয়া রামের সেই পাদুকাদ্বয় সম্মুখে স্থাপনপূর্ব্বক রাজ্য শাসন করিতেছেন। তাঁহার পরিধানে কেবলমাত্র বল্কল এবং অজিন, তাঁহার জটাভার সমধিক উন্নত হইয়াছিল। ব্রাহ্মণ প্রভৃতি চারি বর্ণকে তিনি সর্ব্বতোভাবে বিপদ হইতে রক্ষা করিতেছেন। কাষায় বসনধারী সেনাপতি পবিত্র এবং শুচি পুরোহিতগণ তাঁহার নিকটে উপস্থিত রহিয়াছেন। ভরত রাজভোগ পরিত্যাগপূর্ব্বক চীরকৃষ্ণাজিন ধারণ করিয়াছিলেন দেখিয়া সেই ধার্ম্মিক পুরবাসিগণও সর্ব্বপ্রকার ভোগ পরিত্যাগ করিয়াছিলেন; মূর্ত্তিমান্ ধর্ম্মের ন্যায় পবননন্দন হনুমান্, ধর্ম্মজ্ঞ ভরতের নিকটস্থ হইয়া কৃ-

যমত্বং দণ্ডকারণ্যে বসন্তং চীরজটাধরম্ ॥ ৩৬
অনুশোচসি কাকুৎস্থং স ত্বাং কুশলমব্রবীৎ।
প্রিয়মাখ্যামি তে দেব শোকং ত্যজ সুদারুণম্।
অস্মিন্ মুহূর্ত্তে ভ্রাত্রা ত্বং রামেণ সহ সঙ্গতঃ ॥ ৩৭
নিহত্য রাবণং রামঃ প্রতিলভ্য চ মৈথিলীম্।
উপযাতি সমৃদ্ধার্থঃ সহ মিত্রৈর্মহাবলৈঃ ॥ ৩৮
লক্ষ্মণশ্চ মহাতেজা বৈদেহী চ যশস্বিনী।
সীতা সমগ্রা রামেণ মহেন্দ্রেণ শচী যথা ॥ ৩৯
এবমুক্তো হনুমতা ভরতঃ কৈকয়ীসুতঃ।
পপাত সহসা হৃষ্টো হর্ষান্মে হমুপাগমৎ ॥ ৪০
ততো মুহূর্ত্তাদুত্থায় প্রত্যাশ্বস্য চ রাঘবঃ।
হনুমন্তমুবাচেদং ভরতঃ প্রিয়বাদিনম্ ॥ ৪১
অশোকজৈঃ প্রীতিময়ৈঃ কপিমালিঙ্গ্য সম্ভ্রমাৎ।
সিষেচ ভরতঃ শ্রীমান্ বিপুলৈরশ্রুবিন্দুভিঃ ॥ ৪২
দেবো বা মানুষো বা ত্বমনুক্রোশাদিহাগতঃ।
প্রিয়াখ্যানস্য তে সৌম্য দদামি ব্রুবতঃ প্রিয়ম্ ॥ ৪৩
গবাং শতসহস্রঞ্চ গ্রামাণাঞ্চ শতং পরম্।
সকুণ্ডলাঃ শুভাচারা ভার্য্যাঃ কন্যাস্তু ষোড়শ ॥ ৪৪

হেমবর্ণাঃ সুনাসোরুঃ শশিসৌম্যাননাঃ স্ত্রিয়ঃ।
সর্ব্বাভরণসম্পন্নাঃ সম্পন্নাঃ কুলজাতিভিঃ ॥ ৪৫
নিশম্য রামাগমনং নৃপাত্মজঃ
কপিপ্রবীরস্য তদাদ্ভুতোপমম্।
প্রহর্ষিতো রামদিদৃক্ষয়াভবৎ
পুনশ্চ হর্ষাদিদমব্রবীদ্বচঃ ॥ ৪৬
ইতি লঙ্কাকাণ্ডে সপ্তবিংশত্যধিকশততমঃ সর্গঃ ॥ ১২৭ ॥

অষ্টাবিংশত্যধিকশততমঃ সর্গঃ।

বহূনি নাম বর্ষাণি গতস্য সুমহদ্বনম্।
শৃণোম্যহং প্রীতিকরং মম নাথস্য কীর্ত্তনম্ ॥ ১
কল্যাণী বত গাথেয়ং লৌকিকী প্রতিভাতি মা্ম্।
এতি জীবন্তমানন্দো নরং বর্ষশতাদপি ॥ ২
রাঘবস্য হরীণাঞ্চ কথমাসীৎ সমাগমঃ।
কস্মিন্ দেশে কিমাশ্রিত্য তত্ত্বমাখ্যাহি পৃচ্ছতঃ ॥ ৩
স পৃষ্টো রাজপুত্রেণ বৃষ্যাং সমুপবেশিতঃ।
আচচক্ষে ততঃ সর্ব্বং রামস্য চরিতং বনে ॥ ৪
যথা প্রব্রাজিতো রামো মাতুর্দত্তৌ বরৌ তব।

ষোড়শ কন্যা তাঁহাকে বলিলেন। ২৯—৩৫। "জটাবল্কল ধারণপূর্ব্বক দণ্ডকারণ্যবাসী বলিয়া, যাঁহার জন্য আপনি শোক করিতেছেন, সেই রামচন্দ্র আপনাকে কুশল সংবাদ দিয়াছেন। দেব! আমি আপনাকে শুভ সংবাদ দিতে আসিয়াছি, আপনি শীঘ্রই ভ্রাতা রামচন্দ্রের সহিত সম্মিলিত হইবেন, সুতরাং এই নিদারুণ শোক পরিত্যাগ করুন। রামচন্দ্র সম্মুখ-সমরে রাবণ-বধ করিয়া জনকনন্দিনী সীতাকে উদ্ধার করত সফলমনোরথ হইয়া মহাবল মিত্রবর্গের সহিত উপস্থিত হইয়াছেন। মহাতেজস্বী লক্ষ্মণ এবং মহেন্দ্র-সঙ্গত শচীর ন্যায় রামচন্দ্রের সহিত মিলিত, বিদেহরাজ-নন্দিনী যশস্বিনী সীতা এখনই আসিতেছেন।" ৩৬—৩৯। শ্রীমান্ কৈকেয়ীতনয় ভরত হনুমানের এই কথা শুনিয়া, সাতিশয় আনন্দে সহসা মোহাভিভূত এবং ভূতলে পতিত হইলেন। পরে মুহূর্ত্তকালমধ্যে সংজ্ঞা লাভ করত উত্থিত হইয়া প্রীতিপূর্ব্বক প্রিয় সংবাদদাতা হনুমানকে আলিঙ্গন এবং আনন্দজনিত অশ্রুবিন্দুসকল দ্বারা অভিষিক্ত করত বলিলেন, —"সাধো! তুমি কি মনুষ্য, না কৃপা-পরবশ হইয়া কোন দেবতা আসিয়াছ? তুমি যেই হও, যেরূপ সুসংবাদ শুনাইলে, তোমাকে তদনুরূপ পুরস্কার দিব, এরূপ কিছুই দেখিতেছি না। যে যাহা হউক, তোমার অনুরূপ না হইলেও এক লক্ষ গো, একশত গ্রাম, শুভাচার-সম্পন্ন কুণ্ডলাবৃত ষোড়শ কন্যা এবং শোভননাসিকা-সমন্বিত কুলজাতি-সম্পন্ন সর্ব্বাভরণ-ভূষিতা হেমচন্দ্রাননা বহুসংখ্যক বামোরু রমণী প্রদান করিতেছি।" এইরূপে রাজপুত্র হনুমানের মুখে রাম-চন্দ্রের হঠাৎ আগমনবার্ত্তা শুনিয়া রামচন্দ্রকে দেখি-বার ইচ্ছায় যারপর নাই আহ্লাদিত হইলেন এবং পুনর্ব্বার সহর্ষে বলিলেন। ৪০—৪৬।

অষ্টাবিংশত্যধিকশততম সর্গ।

"বহুবৎসর গত হইল, যিনি বিজন বনে গিয়াছেন, আমি আজ সেই প্রভু রামচন্দ্রের প্রীতি-জনক নাম-কীর্ত্তন শুনিলাম। হায়! 'মনুষ্য বাঁচিয়া থাকিলে, শত বৎসরের পরেও আনন্দ লাভ করিতে পারে.' এই যে লৌকিক প্রবাদ আছে, তাহা অব্য কল্যাণকর বলিয়া বোধ হইতেছে! যাহা হউক, রামচন্দ্র এবং বানরগণের কোন্ স্থানে কিরূপে সম্মিলন হইল, সেই সকল বিষয় আমার নিকটে প্রকাশ করিয়া বল।" ১—৩। রাজকুমার ভরত এইরূপ জিজ্ঞাসা করিলে, পবননন্দন তাঁহার অনুরোধে বৃষীর (তপস্বীদিগের আসন), উপরে বসিয়া রামচন্দ্রের বনবাস-বিষয়ক বৃত্তান্তসকল যথাক্রমে বলিতে লাগি-লেন;—"মহাবাহো! আপনার জননীকে বর প্রদান

যথা চ পুত্রশোকেন রাজা দশরথো মৃতঃ ॥ ৫
যথা দূতৈস্ত্বমানীতস্তূর্ণং রাজগৃহাৎ প্রভো।
অযোধ্যাং প্রবিশ্যেন যথা রাজ্যং ন চেপ্সিতম্ ॥ ৬
চিত্রকূটগিরিং গত্বা রাজ্যেনামিত্রকর্শনঃ।
নিমন্ত্রিতস্ত্বয়া ভ্রাতা ধর্ম্মমাচরতা সতাম্ ॥ ৭
স্থিতেন রাজ্ঞো বচনে যথা রাজ্যং বিসর্জ্জিতম্।
আর্য্যস্য পাদুকে গৃহ্য যথাসি পুনরাগতঃ ॥ ৮
সর্ব্বমেতন্মহাবাহো যথাবদ্বিদিতং তব।
ত্বয়ি প্রতিপ্রয়াতে তু যদ্বৃত্তং তন্নিবোধ মে ॥ ৯
অপযাতে ত্বয়ি তদা সমুদ্ভ্রান্তমৃগদ্বিজম্।
পরিদ্যূনমিবাত্যর্থং তদ্বনং সমপদ্যত ॥ ১০
তদ্ধস্তিমৃদিতং ঘোরং সিংহব্যাঘ্রমৃগাকুলম্।
প্রবিবেশাথ বিজনং সুমহদ্দণ্ডকাবনম্ ॥ ১১
তেষাং পুরস্তাদ্বলবান্ গচ্ছতাং গহনে বনে।
নিনদন্ সুমহানাদং বিরাধঃ প্রত্যদৃশ্যত ॥ ১২
তমুৎক্ষিপ্য মহানাদমূর্দ্ধবাহুমধোমুখম্।
নিখাতে প্রক্ষিপন্তি স্ম নদন্তমিব কুঞ্জরম্ ॥ ১৩
তৎ কৃত্বা দুষ্করং কর্ম্ম ভ্রাতরৌ রামলক্ষ্মণৌ।
সায়াহ্নে শরভঙ্গস্য রম্যমাশ্রমমীয়তুঃ ॥ ১৪
শরভঙ্গে দিবং প্রাপ্তে রামঃ সত্যপরাক্রমঃ।
অভিবাদ্য মুনীন্ সর্ব্বান্ জনস্থানমুপাগমৎ ॥ ১৫
চতুর্দ্দশসহস্রাণি জনস্থাননিবাসিনাম্।
হতানি বসতা তত্র রাঘবেণ মহাত্মনা ॥ ১৬
একেন সহ সঙ্গম্য রামেণ রণমূর্দ্ধনি।
অহ্নশ্চতুর্থভাগেন নিঃশেষা রাক্ষসাঃ কৃতাঃ ॥ ১৭
মহাবলা মহাবীর্য্যাস্তপসো বিঘ্নকারিণঃ।
নিহতা রাঘবেণাজৌ দণ্ডকারণ্যবাসিনঃ ॥ ১৮
রাক্ষসাশ্চ বিনিষ্পিষ্টাঃ খরশ্চ নিহতো রণে।
দূষণঞ্চাগ্রতো হত্বা ত্রিশিরাস্তদনন্তরম্ ॥ ১৯
পশ্চাচ্ছূর্পণখা নাম রামপার্শ্বমুপাগতা।
ততো রামেণ সন্দিষ্টো লক্ষ্মণঃ সহসোত্থিতঃ ॥ ২০
প্রগৃহ্য খড়্গং চিচ্ছেদ কর্ণনাসে মহাবলঃ
তেনৈবার্দ্দিতা বালা রাবণং সমুপাগতা ॥ ২১
রাবণানুচরো ঘোরো মারীচো নাম রাক্ষসঃ।
লোভয়ামাস বৈদেহীং ভূত্বা রত্নময়ো মৃগঃ ॥ ২২
সা রামমব্রবীদ্দৃষ্ট্বা বৈদেহী গৃহ্যতামিতি।
অয়ং মনোহরঃ কান্ত আশ্রমো নো ভবিষ্যতি ॥ ২৩

করায়, যেরূপে রামচন্দ্র বনমধ্যে নির্ব্বাসিত হইয়াছিলেন, যেরূপে পুত্রশোকে রাজা দশরথের মৃত্যু হয়, যেরূপে দূতগণ কেকয়রাজগৃহ হইতে আপনাকে সত্বর আনয়ন করে, আপনি অযোধ্যায় প্রবেশপূর্ব্বক সাধুগণের আচরিত ধর্ম্মের অনুবর্ত্তী হইয়া রাজ্যলাভে অনিচ্ছা প্রকাশ করত, চিত্রকূট পর্ব্বতে যাইয়া যেরূপে অরিন্দম ভ্রাতা রামচন্দ্রকে পুনরায় রাজ্য-গ্রহণার্থ আহ্বান করিয়াছিলেন, যেরূপে রামচন্দ্র পিতৃসত্যে অবস্থান করত তথায় রাজ্য পরিত্যাগ করিয়াছিলেন; এবং যেরূপে আপনি ভ্রাতার পাদুকা-যুগল লইয়া অযোধ্যায় প্রত্যাগমন করিয়াছিলেন, তাহা সমস্তই আপনি জানেন; আপনি ফিরিয়া আসিলে, যাহা ঘটিয়াছে, এক্ষণে তাহাই শুনুন ৫—৯। আপনি চলিয়া আসিলে পর মৃগপক্ষিগণের ত্রাস বিপর্য্যস্ত হইলে সেই নিবিড় অরণ্য অতিশয় উৎপীড়িত হইয়া উঠিল। সিংহব্যাঘ্রগণ চারিদিকে ধাবিত হইতে লাগিল; সমস্ত বনভাগ হস্তিপদতলে দলিত হইয়া গেল। তৎপরে রাম সে স্থান ত্যাগ করিয়া জনশূন্য বিস্তীর্ণ দণ্ডকারণ্যে প্রবেশ করিলেন। তাঁহারা সেই নিবিড় অরণ্যমধ্যে যাইতে যাইতে দেখিলেন, বিরাধ রাক্ষস গভীর গর্জ্জন করিতে করিতে তাঁহাদের দিকে আসিতেছে; কিন্তু তাঁহারা ঊর্দ্ধবাহু, অধোমুখ এবং শব্দকারী হস্তীর ন্যায়, সেই মহাশব্দকারী রাক্ষসকে বধ করত গর্ত্তমধ্যে প্রোথিত করিলেন। এইরূপে সেই ভ্রাতৃদ্বয় রাম এবং লক্ষ্মণ, তাদৃশ দুষ্কর কার্য্য সম্পাদন করিয়া সায়ংকালে ঋষিবর শরভঙ্গের রমণীয় আশ্রমে উপস্থিত হইলেন। ১০—১৪। তথায় শরভঙ্গ স্বর্গারোহণ করিলে সত্যপরাক্রম রামচন্দ্র অন্য মুনিগণকে অভিবাদন করত জনস্থানে গমন করিলেন। পরে সেই স্থানে শূর্পণখানাম্নী কোন রাক্ষসী রামচন্দ্রের পার্শ্বে আসিলে, তাঁহার আদেশ অনুসারে মহাবল লক্ষ্মণ, নিকটে গমন করিয়া খড়্গদ্বারা তাহার নাসা-কর্ণ কাটিয়া ফেলিলেন। তৎপরে মহাত্মা রামচন্দ্র সেই জনস্থানে থাকিয়া তত্রত্য চতুর্দ্দশ সহস্র রাক্ষসকে বিনাশ করেন। সেই সময়ে চতুর্দ্দশসহস্র নিশাচর আসিয়াছিল বটে, কিন্তু একমাত্র রামচন্দ্রই দিবসের শেষভাগে তাহাদিগকে সমূলে বিনাশ করিয়াছিলেন। এইরূপে সেই দণ্ডকারণ্যনিবাসী তপোবিঘ্নকারী বহাবল মহাবীর্য্য রাক্ষসগণ রণমধ্যে রামচন্দ্রহস্তে নিহত হইয়াছে। তখন রাক্ষসগণ এবং ক্রমশ খর, দূষণ ও ত্রিশিরা নিহত হইলে, শূর্পণখা নিতান্ত শোকপীড়িতা হইয়া রাবণের নিকটে গেল। ১৫—২১। পরে রাবণের অনুচর মারীচনামক রাক্ষস, রত্নময় মৃগরূপ ধরিয়া জনকনন্দিনীকে মুগ্ধ করিলে, তিনি হৃষ্টচিত্তে রামচন্দ্রকে বলিলেন; 'কান্ত! ঐ মৃগকে আনয়ন কর,

ততো রামো হনুপ্পাপ্তিম্ মৃগং তমনুধাবতি ।
স তং জঘান ধাবন্তং শরেণানতপর্ব্বণা ॥ ২৪
অথ সৌম্য দশগ্রীবো মৃগয়াং যাতি রাঘবে ।
লক্ষ্মণে চাপি নিষ্ক্রান্তে প্রবিবেশাশ্রমং তদা ॥ ২৫
জগ্রাহ তরসা সীতাং গ্রহঃ খে রোহিণীমিব ।
ত্রাতুকামং ততো যুদ্ধে হত্বা গৃধ্রং জটায়ুষম্ ॥ ২৬
প্রগৃহ্য সহসা সীতাং জগামাশু স রাক্ষসঃ ।
ততস্ত্বদ্ভুতসঙ্কাশাঃ স্থিতাঃ পর্ব্বতমূর্দ্ধনি ॥ ২৭
সীতাং গৃহীত্বা গচ্ছন্তং বানরাঃ পর্ব্বতোপমাঃ ।
দদৃশুর্বিস্মিতাকারা রাবণং রাক্ষসাধিপম্ ॥ ২৮
ততঃ শীঘ্রতরং গত্বা তদ্বিমানং মনোজবম্ ।
আরুহ্য সহ বৈদেহ্যা পুষ্পকং স মহাবলঃ ॥ ২৯
প্রবিবেশ তদা লঙ্কাং রাবণো রাক্ষসেশ্বরঃ ।
তাং সুবর্ণপরিষ্কারে শুভে মহতি বেশ্মনি ॥ ৩০
প্রবেশ্য মৈথিলীং বাক্যৈঃ সান্ত্বয়ামাস রাবণঃ ।
তৃণবন্তাষিতং তস্য তঞ্চ নৈঋতপুঙ্গবম্ । ৩১
অচিন্তয়ন্তী বৈদেহী অশোকবনিকাং গতা ।
ন্যবর্ত্তত তদা রামো মৃগং হত্বা তদা বনে ॥ ৩২
রাবণেন হৃতাং সীতাং শ্রুত্বা বিরহিতাং বলাৎ ।
নিবর্ত্তমানঃ কাকুৎস্থো দিব্যাং গৃধ্রং তদা ততঃ ।

গৃধ্রং হতং স সংকৃত্য রামঃ প্রিয়তরং পিতুঃ ॥ ৩৩
মার্গমাণস্তু বৈদেহীং রাঘবঃ সহলক্ষ্মণঃ ।
গোদাবরীমনুচরন্ বনোদ্দেশাংশ্চ পুষ্পিতান্ ॥ ৩৪
আসেদতুর্মহারণ্যে কবন্ধং নাম রাক্ষসম্ ।
ততঃ কবন্ধবচনাদ্রামঃ সত্যপরাক্রমঃ ॥ ৩৫
ঋষ্যমূকগিরিং গত্বা সুগ্রীবেণ সমাগতঃ ।
তয়োঃ সমাগমঃ পূর্ব্বং প্রীত্যা হার্দ্দো ব্যজায়ত ॥ ৩৬
ভ্রাত্রা নিরস্তঃ ক্রুদ্ধেন সুগ্রীবো বালিনা পুরা ।
ইতরেতরসংবাদাৎ প্রগাঢ়ঃ প্রণয়স্তয়োঃ ॥ ৩৭
রামঃ স্ববাহুবীর্য্যেণ স্বরাজ্যং প্রত্যপাদয়ৎ ।
বালিনং সমরে হত্বা মহাকায়ং মহাবলম্ ॥ ৩৮
সুগ্রীবঃ স্থাপিতো রাজ্যে সহিতঃ সর্ব্ববানরৈঃ ।
রামায় প্রতিজানীতে রাজপুত্র্যাস্তু মার্গণম্ ॥ ৩৯
আদিষ্টা বানরেন্দ্রেণ সুগ্রীবেণ মহাত্মনা ।
দশকোট্যঃ প্লবঙ্গানাং সর্ব্বাঃ প্রস্থাপিতা দিশঃ ॥ ৪০
তেষাং নো বিপ্রনষ্টানাং বিন্ধ্যে পর্ব্বতসত্তমে ।
ভৃশং শোকাভিতপ্তানাং মহাকালো হত্যবর্ত্তত ॥ ৪১
[illegible] সম্পাতির্নাম বীর্য্যবান্ ।

তাহা হইলে আমাদের আশ্রম পরম রমণীয় হইবে।” তাহা শুনিয়া রামচন্দ্র ধনুর্দ্ধারণপূর্ব্বক সেই মৃগের অনুগামী হইয়া অনিতপর্ব্ব বাণদ্বারা তাহাকে বধ করিলেন। সাধো! এইরূপে রামচন্দ্র মৃগয়ায় নিষ্ক্রান্ত এবং লক্ষ্মণও আশ্রম হইতে বাহির হইলে, দশানন আশ্রমমধ্যে প্রবেশপূর্ব্বক তারাপতি যেরূপ রোহিণীকে ধরেন, সেইরূপ জনকনন্দিনীকে ধরিল। পথিমধ্যে জটায়ু সীতাকে রক্ষা করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু রাক্ষসরাজ রাবণ তাঁহাকে বধ করত যখন গমন করে, তৎকালে পর্ব্বতপ্রমাণ বানরগণ বিস্মিতভাবে তাহাকে দেখিয়াছিল। এইরূপে দশানন জানকীকে লইয়া শীঘ্র যাইতে থাকিলে, পর্ব্বতোপরি অবস্থানপূর্ব্বক বানরগণ বিস্মিত হইয়া তাহা দেখিতে লাগিল। ২২—২৮। পরে রাক্ষসেন্দ্র, জনকনন্দিনীকে লইয়া, পর্ব্বতশৃঙ্গে স্থাপিত নরবেমান্ত লঙ্কানগরীতে প্রবেশপূর্ব্বক মৈথিলীকে সুবর্ণপ্রাচীরপরিবেষ্টিত সুমহৎ উত্তম গৃহে রাখিয়া মধুরবচনে সান্ত্বনা করিতে লাগিল; কিন্তু সীতা সেই রাক্ষসরাজকে এবং তাহার কথা সকলকে তৃণবৎ তুচ্ছ জ্ঞান করত অশোক কাননে অবস্থান করিতে লাগিলেন। এ দিকে রামচন্দ্র বনমধ্যে, মৃগ বধ করত আশ্রমাভিমুখে নিবৃত্ত হইয়া

পথিমধ্যে গৃধ্ররাজ জটায়ুর নিকটে রাবণকর্ত্তৃক বলপূর্ব্বক একাকিনী জানকীর হরণরূপ নিদারুণ সংবাদ শুনিয়া নিতান্ত ব্যথিত হইলেন। পরে পিতার প্রিয়সখা গৃধ্ররাজের অন্তিম-সংকার করিয়া লক্ষ্মণের সহিত পুষ্পিত কাননে গোদাবরী-তীরে জানকীর অন্বেষণ করিতে করিতে মহারণ্যে কবন্ধনামক রাক্ষসকে বধ করিলেন। তৎপরে সেই মহাবীর্য্য ভ্রাতৃদ্বয় রাম এবং লক্ষ্মণ কবন্ধের বাক্যানুসারে ঋষ্যমূক পর্ব্বতে গিয়া সুগ্রীবের সহিত সম্মিলিত হইলেন। কিয়ৎকাল একত্র বাস করত তাঁহাদের পরম প্রণয় এবং সৌহৃদ্দ জন্মিল। ২৯—৩৬। সুগ্রীব, স্বীয় ক্রুদ্ধ ভ্রাতা বালিকর্ত্তৃক নিরস্ত হইয়াছিলেন, অতএব পরস্পর পরস্পরের বৃত্তান্ত অবগত হওয়ায় উভয়ের প্রণয় ক্রমে প্রগাঢ় হইয়া উঠিলে, রামচন্দ্র স্বীয় বাহুবীর্য্যদ্বারা মহাকায় মহাবল বালীকে বধ করিয়া সুগ্রীবকে তাঁহার রাজ্য প্রদান করিলেন। সুগ্রীবও বানরগণের সহিত রাজপদে প্রতিষ্ঠিত হইয়া রামচন্দ্রের নিকটে রাজনন্দিনী জানকীর অনুসন্ধান করিতে প্রতিশ্রুত হইলেন। পরে মহাত্মা বানররাজ সুগ্রীবের আদেশক্রমে দশকোটি বানর চতুর্দ্দিকে প্রস্থান করিল; কিন্তু আমরা জনকনন্দিনীর অনুসন্ধান করিতে করিতে একটী গর্ত্তমধ্যে প্রবেশ করিয়াছিলাম, তথা হইতে বাহির হইবার পথ না জানায় তথায় আমাদের বহু-

সমাখ্যাতি স্ম বসতীং সীতাং রাবণমন্দিরে॥ ৪২
সোঽহং দুঃখপরীতানাং দুঃখং তজ্জ্ঞাতিনাং নুদন্।
আত্মবীর্য্যং সমাস্থায় যোজনানাং শতং প্লুতঃ।
তত্রাহমেকামদ্রাক্ষমশোকবনিকাং গতাম্॥ ৪৩
কৌশেয়বস্ত্রাং মলিনাং নিরানন্দাং দৃঢ়ব্রতাম্।
তয়া সমেত্য বিধিবৎ পৃষ্ট্বা সর্ব্বমনিন্দিতাম্॥ ৪৪
অভিজ্ঞানং ময়া দত্তং রামনামাঙ্গুলীয়কম্।
অভিজ্ঞানং মণিং লব্ধ্বা চরিতার্থোঽহমাগতঃ॥ ৪৫
ময়া চ পুনরাগম্য রামস্যাক্লিষ্টকর্ম্মণঃ।
অভিজ্ঞানং ময়া দত্তমর্চ্চিষ্মান্ স মহামণিঃ॥ ৪৬
শ্রুত্বা তাং মৈথিলীং রামস্ত্বাশশংসে চ জীবিতম্।
জীবিতান্তমনুপ্রাপ্তঃ পীত্বামৃতমিবাতুরঃ॥ ৪৭
উদ্‌যোজয়িষ্যন্ উদ্যোগং দধ্রে লঙ্কাবধে মনঃ।
জিঘাংসুরিব লোকান্তে সর্ব্বান্ লোকান্ বিভাবসুঃ॥ ৪৮
ততঃ সমুদ্রমাসাদ্য নলং সেতুমকারয়ৎ।
অতরৎ কপিবীরাণাং বাহিনী তেন সেতুনা॥ ৪৯
প্রহস্তমবধীন্নীলঃ কুম্ভকর্ণং তু রাঘবঃ।
লক্ষ্মণো রাবণসুতং স্বয়ং রামস্তু রাবণম্॥ ৫০
স শক্রেণ সমাগম্য যমেন বরুণেন চ।
মহেশ্বরস্বয়ম্ভুভ্যাং তথা দশরথেন চ॥ ৫১
তৈশ্চ দত্তবরঃ শ্রীমান্ ঋষিভিশ্চ সমাগতৈঃ।
সুরর্ষিভিশ্চ কাকুৎস্থো বরান্ লেভে পরন্তপঃ॥ ৫২
স তু দত্তবরঃ প্রীত্যা বানরৈশ্চ সমাগতঃ।
পুষ্পকেণ বিমানেন কিষ্কিন্ধ্যামভ্যুপাগমৎ॥ ৫৩
তাং গঙ্গাং পুনরাসাদ্য বসন্তং মুনিসন্নিধৌ।
অবিঘ্নং পুষ্যযোগেন শ্বো রামং দ্রষ্টুমর্হসি॥ ৫৪
ততঃ স বাক্যৈর্মধুরৈর্হনূমতো
নিশম্য হৃষ্টো ভরতঃ কৃতাঞ্জলিঃ।
উবাচ বাণীং মনসঃ প্রহর্ষিণীং
চিরস্য পূর্ণঃ খলু মে মনোরথঃ॥ ৫৫

ইতি লঙ্কাকাণ্ডে অষ্টাবিংশত্যধিকশততমঃ সর্গঃ॥ ১২৮॥

একোনত্রিংশদধিকশততমঃ সর্গঃ।

শ্রুত্বা তু পরমানন্দং ভরতঃ সত্যবিক্রমঃ।
হৃষ্টমাজ্ঞাপয়ামাস শত্রুঘ্নং পরবীরহা॥ ১
দৈবতানি চ সর্ব্বাণি চৈত্যানি নগরস্য চ।

দিন অতিবাহিত হয়। ৩৭—৪১। তৎপরে গৃধ্ররাজ জটায়ুর ভ্রাতা বীর্য্যবান্ সম্পাতি 'সীতা রাবণগৃহে রহিয়াছেন' এই সংবাদ দিলে, আমি আপনার শোকসন্তপ্ত জ্ঞাতিগণের দুঃখ দূর করিবার জন্য স্বীয় পরাক্রমে একশত যোজন উল্লঙ্ঘন করত লঙ্কামধ্যস্থ অশোকবনে উপস্থিত হইয়া দেখিলাম, কৌশেয়বসনধারিণী জনকনন্দিনী মলিনবেশে কঠোর ব্রত অবলম্বনপূর্ব্বক একাকিনী নিরানন্দমনে বসিয়া আছেন। তথায় সেই অনিন্দিতাকে আনুপূর্ব্বিক সমস্ত ঘটনা জিজ্ঞাসা করিলাম এবং রামদত্ত অভিজ্ঞান-সূচক অঙ্গুরীয়ক দিয়া এবং রামচন্দ্রকে দিবার জন্য অভিজ্ঞান-সূচক তাঁহার চূড়ামণি লইয়া প্রত্যাবৃত্ত হইলাম। এইরূপে আমি প্রত্যাগত হইয়া অক্লিষ্টকর্ম্মা রামচন্দ্রের হস্তে সেই অভিজ্ঞান-সূচক উজ্জ্বল মণি দিলাম। ৪২—৪৬। মুমূর্ষু ব্যক্তির অমৃত পান করিয়া জীবনলাভের ন্যায় মৈথিলীর বৃত্তান্ত শুনিয়া রামচন্দ্র যেন পুনর্জীবিত হইলেন। পরে প্রলয়কালের মহাবহ্নি যেরূপ সমস্ত লোক দগ্ধ করিতে উদ্যত হয়, সেইরূপ রাম সমগ্র রাক্ষসবধে উদ্যত হইয়া সৈন্য সংগ্রহ করিতে আদেশ করিলেন। পরে সমুদ্রতীরে উপস্থিত হইয়া নলনামক বানরদ্বারা সেতু নির্ম্মাণ করাইলেন। তৎপরে সেই সেতুর উপর দিয়া প্রধানতম বানরগণের সমস্ত সেনা সমুদ্র পার হইয়া লঙ্কাযুদ্ধে প্রবৃত্ত হইল।

সেই যুদ্ধে নীল প্রহস্তকে, লক্ষ্মণ রাবণনন্দন ইন্দ্রজিৎকে এবং স্বয়ং রামচন্দ্র—কুম্ভকর্ণ ও রাবণকে বধ করিলেন। ৪৭—৫০। তৎপরে দেবরাজ ইন্দ্র, যম, বরুণ, মহেশ্বর, ব্রহ্মা, দশরথ, শ্রীমান্ দেবর্ষি এবং মহর্ষিগণ সেই স্থানে আসিলেন। অরিন্দম কাকুৎস্থ তাঁহাদের সকলের নিকট পৃথক্ পৃথক্ বর লাভ করিলেন। এইরূপে তাঁহাদের নিকট বর লাভ করিয়া পরম পরিতুষ্ট হইয়া রামচন্দ্র পুষ্পকরথে আরোহণপূর্ব্বক কিষ্কিন্ধ্যায় উপস্থিত হন। রাজকুমার! এক্ষণে তিনি গঙ্গাতীরে ভরদ্বাজমুনি-সন্নিধানে অবস্থান করিতেছেন, আপনি আগামী কল্য পুষ্যানক্ষত্রযোগে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিবেন।" হনুমানের এইরূপ সুমধুর কথা শুনিয়া ভরত যার পর নাই আনন্দিত হইলেন এবং যুক্তকরে মনের আনন্দসূচক বাক্যে বলিলেন, "হায়! বহুকাল পরে আজ আমার মনোরথ পূর্ণ হইল।" ৫১—৫৫।

ঊনত্রিংশদধিকশততম অধ্যায়।

শত্রুবীর-নিহন্তা সত্যবিক্রম ভরত পরমানন্দকর সংবাদ শুনিয়া সমধিক আনন্দিত শত্রুঘ্নকে আদেশ

সুগন্ধমাল্যৈর্বাদিত্রৈরর্চন্তু শুচয়ো নরাঃ ॥ ২
সূতাঃ স্তুতিপুরাণজ্ঞাঃ সর্ব্বে বৈতালিকাস্তথা।
সর্ব্বে বাদিত্রকুশলা গণিকাশ্চৈব সর্ব্বশঃ ॥ ৩
রাজদারাস্তথামাত্যাঃ সৈন্যাঃ সেনাঙ্গনাগণাঃ।
ব্রাহ্মণাশ্চ সরাজন্যাঃ শ্রেণীমুখ্যাস্তথা গণাঃ ॥ ৪
অভিনির্যান্তু রামস্য দ্রষ্টুং শশিনিভং মুখম্।
ভরতস্য বচঃ শ্রুত্বা শত্রুঘ্নঃ পরবীরহা ॥ ৫
বিষ্টীরনেকসাহস্রীশ্চোদয়ামাস ভাগশঃ।
সমীকুরুত নিম্নানি বিষমাণি সমানি চ ॥ ৬
স্থানানি চ নিরস্যন্তাং নন্দিগ্রামাদিতঃ পরম্।
সিঞ্চন্তু পৃথিবীং কৃৎস্নাং হিমশীতেন বারিণা ॥ ৭
ততোঽভ্যবকিরন্ত্বন্যে লাজৈঃ পুষ্পৈশ্চ সর্ব্বশঃ।
সমুচ্ছ্রিতপতাকাস্তু রথ্যাঃ পুরবরোত্তমে ॥ ৮
শোভয়ন্তু চ বেশ্মানি সূর্য্যস্যোদয়নং প্রতি।
স্রগ্দামমুক্তপুষ্পৈশ্চ সুবর্ণৈঃ পঞ্চবর্ণকৈঃ ॥ ৯
রাজমার্গমসম্বাধং কিরন্তু শতশো নরাঃ।
ততস্তচ্ছাসনং শ্রুত্বা শত্রুঘ্নস্য মুদান্বিতাঃ ॥ ১০
ধৃষ্টির্জয়ন্তো বিজয়ঃ সিদ্ধার্থশ্চার্থসাধকঃ।
অশোকো মন্ত্রপালশ্চ সুমন্ত্রশ্চাপি নির্যযুঃ ॥ ১১
মত্তৈর্নাগসহস্রৈশ্চ সধ্বজৈশ্চ বিভূষিতৈঃ।
অপরে হেমকক্ষ্যাভিঃ সঘণ্টাভিঃ করেণুভিঃ ॥ ১২
নির্যযুস্তুরগাক্রান্তা রথৈশ্চ সুমহারথাঃ।
শক্ত্যৃষ্টিপাশহস্তানাং সধ্বজানাং পতাকিনাম্ ॥ ১৩
তুরগাণাং সহস্রৈশ্চ মুখ্যৈর্মুখ্যতরান্বিতৈঃ।
পদাতিনাং সহস্রৈশ্চ বীরাঃ পরিবৃতা যযুঃ ॥ ১৪
ততো যানান্যুপারূঢ়াঃ সর্ব্বা দশরথস্ত্রিয়ঃ।
কৌসল্যাং প্রমুখে কৃত্বা সুমিত্রাঞ্চাপি নির্যযুঃ ॥ ১৫
দ্বিজাতিমুখ্যৈর্ধর্ম্মাত্মা শ্রেণীমুখ্যৈঃ সনৈগমৈঃ।
মাল্যমোদকহস্তৈশ্চ মন্ত্রিভির্ভরতো বৃতঃ ॥ ১৬
শঙ্খভেরীনিনাদৈশ্চ বন্দিভিশ্চাভিনন্দিতঃ।
আর্য্যপাদৌ গৃহীত্বা তু শিরসা ধর্ম্মকোবিদঃ ॥ ১৭
পাণ্ডুরং ছত্রমাদায় শুক্লমাল্যোপশোভিতম্।
শুক্লে চ বালব্যজনে রাজার্হে হেমভূষিতে ॥ ১৮
উপবাসকৃশো দীনশ্চীরকৃষ্ণাজিনাম্বরঃ।
ভ্রাতুরাগমনং শ্রুত্বা তৎপূর্ব্বং হর্ষমাগতঃ ॥ ১৯
প্রত্যুদ্যযৌ তদা রামং মহাত্মা সচিবৈঃ সহ।
অশ্বানাং খুরশব্দৈশ্চ রথনেমিস্বনেন চ ॥ ২০
শঙ্খদুন্দুভিনাদেন সঞ্চচালেব মেদিনী।
গজানাং বৃংহিতৈশ্চাপি শঙ্খদুন্দুভিনিঃস্বনৈঃ ॥ ২১

করিলেন। পুরবাসিগণ পবিত্রভাবে বিবিধ বাদ্য-বাদনপূর্ব্বক সুগন্ধমাল্য দ্বারা আমাদিগের কুলদেবতা এবং নগরের অন্যান্য দেবালয়স্থিত দেবতাগণের পূজা-অর্চনা করুন; স্তুতিপাঠ এবং পুরাণপাঠে অভিজ্ঞ সূত এবং বৈতালিক, বাদ্যশাস্ত্র-নিপুণ বাদ্যকরগণ, বেশ্যাগণ এবং রাজমাতা, অমাত্য, সেনা ও সেনাঙ্গ, রাজন্যগণের সহিত ব্রাহ্মণগণ এবং নগরের শ্রেষ্ঠ বেশ্যগণ রামচন্দ্রের চন্দ্রের ন্যায় মুখমণ্ডল দেখিবার জন্য নির্গত হউন।" ভরতের আদেশ শুনিয়া শত্রুবীর-নিহন্তা শত্রুঘ্ন বহুসহস্র ভৃত্যগণকে বিভাগ করিয়া আদেশ করিলেন; "যে সকল স্থান উচ্চ এবং নিম্ন আছে, ছেদন এবং পূরণ দ্বারা সেই সকল স্থান সমতল করিয়া অযোধ্যা হইতে নন্দিগ্রাম পর্য্যন্ত সমস্ত পথ পরিষ্কৃত কর। তথাকার সমস্ত ভূভাগে তুষারের ন্যায় শীতল জল সিঞ্চন করা হউক। ১—৭। এবং চতুর্দ্দিকে সকলে লাজ ও কুসুম বর্ষণ করুক। সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বেই যেন, এই উত্তমা মহানগরী, রাজপথ এবং প্রাসাদ সকল উড্ডীন পতাকাদ্বারা শোভিত হয়। শত শত ব্যক্তি রাজপথের সর্ব্বত্র পুষ্প, পুষ্পমাল্য এবং সুবর্ণ ও রজত সমুদয় বিকিরণ করুক।" শত্রুঘ্নের এইরূপ আদেশ পাইয়া ধৃষ্টি, জয়ন্ত, বিজয়, সিদ্ধার্থ, অর্থসাধক, অশোক, মন্ত্রপাল এবং সুমন্ত্র প্রভৃতি মন্ত্রিগণ সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বেই রাজ-পথ সকল সুশোভিত করিয়া ধ্বজ-শোভিত অলঙ্কৃত অসংখ্য মত্ত হস্তীতে পরিবৃত হইয়া বাহির হইলেন। কেহ কেহ সুবর্ণকক্ষ্যা এবং ঘণ্টাশোভিত করিণীতে আরূঢ় হইয়া বহির্গত হইল; এবং অশ্বারোহিগণ অশ্বোপরি ও মহারথিগণ রথোপরি আরোহণ করিয়া বহির্গত হইল; অন্যান্য রথিবীরগণ—ধ্বজ-পতাকা-শোভিত এবং শক্তি-ঋষ্টি ও পাশহস্ত অসংখ্য পদাতি এবং উৎকৃষ্ট সহস্র অশ্বে পরিবৃত হইয়া বহির্গত হইল। তৎপরে দশরথরমণীগণ যথোপযুক্ত যানে আরোহণ করত কৌশল্যাকে ও সুমিত্রাকে অগ্রে অগ্রে করিয়া নির্গত হইলেন। ৮—১৫। চীর এবং কৃষ্ণাজিনধারী উপবাস-কৃশ ধর্ম্মাত্মা ভরত, ভ্রাতার পুনরাগমনসংবাদ শুনিয়া পরম প্রীতমনে হেমদণ্ড-ভূষিত রাজযোগ্য শ্বেত চামর, শ্বেত ছত্র এবং শ্বেতমাল্যধারা শোভিত, আর্য্য রামচন্দ্রের পাদুকাযুগল মস্তকোপরি ধারণপূর্ব্বক মাল্যমোদকহস্ত মন্ত্রী, সার্থবাহ ও শ্রেণীমুখ্যগণে পরিবেষ্টিত এবং শঙ্খভেরী-ধ্বনি এবং বন্দিগণে অভিনন্দিত হইয়া, রামচন্দ্রকে সাদরে অভ্যর্থনা করিবার জন্য সচিবগণের সহিত প্রত্যুদ্গত হইলেন। তৎকালে অশ্বগণের খুরশব্দ, রথ-

কৃৎস্নন্তু নগরং তত্তু নন্দিগ্রামমুপাগতম্।
সমীক্ষ্য ভরতো বাক্যমুবাচ পবনাত্মজম্॥ ২২
কচ্চিন্ন খলু কাপেয়ী সেব্যতে চলচিত্ততা।
ন হি পশ্যামি কাকুৎস্থং রামমার্য্যং পরন্তপম্॥ ২৩
কচ্চিন্ন চানুদৃশ্যন্তে কপয়ঃ কামরূপিণঃ।
অথৈবমুক্তে বচনে হনুমানিদমব্রবীৎ॥ ২৪
অর্থ্যং বিজ্ঞাপয়ন্নেব ভরতং সত্যবিক্রমম্।
সদাফলান্ কুসুমিতান্ বৃক্ষান্ প্রাপ্য মধুস্রবান্॥ ২৫
ভরদ্বাজপ্রসাদেন মত্তভ্রমরনাদিতান্।
তস্য চৈষ বরো দত্তো বাসবেন পরন্তপ॥ ২৬
সসৈন্যস্য তদাতিথ্যং কৃতং সর্ব্বগুণান্বিতম্।
নিঃস্বনঃ শ্রূয়তে ভীমঃ প্রহৃষ্টানাং বনৌকসাম্॥ ২৭
মন্যে বানরসেনা সা নদীং তরতি গোমতীম্।
রজোবর্ষং সমুদ্ভূতং পশ্য শালবনং প্রতি॥ ২৮
মন্যে শালবনং রম্যং লোড়য়ন্তি প্লবঙ্গমাঃ।
তদেতদ্ দৃশ্যতে দূরাদ্বিমানং চন্দ্রসন্নিভম্॥ ২৯
বিমানং পুষ্পকং দিব্যং মনসা ব্রহ্মনির্ম্মিতম্।
রাবণং বান্ধবৈঃ সার্দ্ধং হত্বা লব্ধং মহাত্মনা॥ ৩০
তরুণাদিত্যসঙ্কাশং বিমানং রামবাহনম্।
ধনদস্য প্রসাদেন দিব্যমেতন্মনোজবম্॥ ৩১
এতস্মিন্ ভ্রাতরৌ বীরৌ বৈদেহ্যা সহ রাঘবৌ।
সুগ্রীবশ্চ মহাতেজা রাক্ষসশ্চ বিভীষণঃ॥ ৩২
ততো হর্ষসমুদ্ভূতো নিঃস্বনো দিবমস্পৃশৎ।
স্ত্রীবালযুববৃদ্ধানাং রামোহয়মিতি কীর্ত্তিতে॥ ৩৩
রথকুঞ্জরবাজিভ্যস্তেহবতীর্য্য মহীং গতাঃ।
দদৃশুস্তং বিমানস্থং নরাঃ সোমমিবাম্বরে॥ ৩৪
প্রাঞ্জলির্ভরতো ভূত্বা প্রহৃষ্টো রাঘবোন্মুখঃ।
যথার্থেনার্ঘ্যপাদ্যাদ্যৈস্ততো রামমপূজয়ৎ॥ ৩৫
মনসা ব্রহ্মণা সৃষ্টে বিমানে ভরতাগ্রজঃ।
ররাজ পৃথুদীর্ঘাক্ষো বজ্রপাণিরিবামরঃ॥ ৩৬
ততো বিমানাগ্রগতং ভরতো ভ্রাতরং তদা।
ববন্দে প্রণতো রামং মেরুস্থমিব ভাস্করম্॥ ৩৭
ততো রামাভ্যনুজ্ঞাতং তদ্বিমানমনুত্তমম্।
হংসযুক্তং মহাবেগং নিপপাত মহীতলম্॥ ৩৮
আরোপিতো বিমানং তদ্ভরতঃ সত্যবিক্রমঃ।
রামমাসাদ্য মুদিতঃ পুনরেবাভ্যবাদয়ৎ॥ ৩৯
তং সমুত্থাপ্য কাকুৎস্থশ্চিরস্যাক্ষিপথং গতম্।

সকলের চক্রশব্দ, মাতঙ্গগণের বৃংহিত এবং শঙ্খ ও দুন্দুভি-নির্ঘোষে মুহুর্মুহু মেদিনী কম্পিতা হইতে লাগিল। ১৬—২১। এইরূপে সমগ্র অযোধ্যানগরীই রামকে দেখিবার ইচ্ছায় নন্দিগ্রামাভিমুখে যাত্রা করিলে, ভরত হনুমানের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপপূর্ব্বক বলিলেন; "বানরসুলভ-চপলভাবশতঃ আমার নিকটে মিথ্যা বল নাই ত? কৈ পরন্তপ আর্য্য-কাকুৎস্থকে ত এখনও দেখিতেছি না?" ভরতের এইরূপ সন্দেহ-সূচক কথা শুনিয়া হনুমান্ নিজ বাক্যের সত্যতা প্রতিপাদন করিবার জন্য সত্যবিক্রম ভরতকে বলিলেন; —"অরিন্দম! ভরদ্বাজের অনুগ্রহে মত্তমধুকরগণ-কর্ত্তৃক অনুনাদিত, নিয়ত ফলপুষ্পশোভিত এই মধু-স্রাবী তরুরাজি দেখুন। দেবরাজ তাঁহাকে এই বর প্রদান করিয়াছিলেন এবং এক্ষণে মহর্ষি ভরদ্বাজ তাঁহারই পোষকতা করত সসৈন্যে রামচন্দ্র এবং তাঁহার সৈন্যবর্গ সকলেরই আতিথ্য করিয়াছেন। ঐ প্রহৃষ্ট বানর-সৈন্যগণের সুমহৎ শব্দ শুনুন। ২২—২৭। বোধ হয় তাহারা এক্ষণে গোমতী নদী পার হইতেছে। ঐ দেখুন, শালবনে সমুদ্ভূত ধূলিপটল দেখা যাইতেছে; বোধ হয়, এক্ষণে বানরগণ সেই রমণীয় শালবনকে বিলোড়িত করিতেছে। ঐ দেখুন, বহুদূরে সেই চন্দ্র-তুল্য সুমহৎ বিমান দেখা যাইতেছে। মহাবল রাম-চন্দ্র, বান্ধবগণের সহিত রাবণকে বধ করিয়া এই বালসূর্য্যসন্নিভ বিমান পাইয়াছেন। ব্রহ্মার মানস-নির্ম্মিত এই দিব্য বিমান কুবেরের অনেক তপস্যার ফল, ব্রহ্মার প্রসাদে ইহা কুবেরেরই ছিল, (পরে রাবণ কুবেরের নিকট হইতে কাড়িয়া লয়) এই বিমান মনের ন্যায় গতিশীল; এক্ষণে উহা রামের বাহন হইয়াছে। উহার মধ্যে রাম, লক্ষ্মণ, সীতা, সুগ্রীব, ও বিভীষণ রহিয়াছেন। ২৮—৩২। হনুমান্ এইরূপ বলিতে বলিতেই অত্রত্য স্ত্রী, বালক, যুবা এবং বৃদ্ধ সকলেই সমস্বরে 'ঐ রাম' বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল! তখন সকলেই রথ, হস্তী এবং অশ্ব হইতে ভূমিতলে অবরোহণ করত, গগনস্থ সুধাকরের ন্যায়, রামচন্দ্রকে দেখিতে লাগিল। ভরত হৃষ্টান্তঃকরণে করযোড়ে রামাভিমুখে দণ্ডায়মান হইয়া স্বাগত প্রশ্ন, পাদ্য ও অর্ঘ্যাদি দ্বারা রামচন্দ্রের অর্চ্চনা করিলেন। তৎকালে বিশাললোচন ভরতাগ্রজ রাম, ব্রহ্মার মনঃকল্পিত সেই বিমানে অবস্থান করত দেবরাজের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। পরে ভরত প্রণত হইয়া মেরুশিখরস্থিত সূর্য্যের ন্যায় বিমানস্থিত ভ্রাতাকে বন্দন করিলেন। সেই হংসযুক্ত মহাবেগশালী অত্যুত্তম বিমান রাম-চন্দ্রকর্ত্তৃক অনুজ্ঞাত হইয়া ভূমিতলে অবতীর্ণ হইল। তখন সত্যপরাক্রম ভরত, রামচন্দ্রের অনুজ্ঞা অনু-সারে সেই বিমানের উপরে আরোহণ করত প্রীতমনে

অঙ্কে ভরতমারোপ্য মুদিতঃ পরিষস্বজে ॥ ৪০
ততো লক্ষ্মণমাসাদ্য বৈদেহীঞ্চ পরন্তপঃ।
অথাভ্যবাদয়ৎ প্রীতো ভরতো নাম চাব্রবীৎ ॥ ৪১
সুগ্রীবং কৈকয়ীপুত্রো জাম্ববন্তমথাঙ্গদম্।
মৈন্দঞ্চ দ্বিবিদং নীলমৃষভঞ্চৈব সস্বজে ॥ ৪২
সুষেণঞ্চ নলঞ্চৈব গবাক্ষং গন্ধমাদনম্।
শরভং পনসঞ্চৈব পরিতঃ পরিষস্বজে ॥ ৪৩
তে কৃত্বা মানুষং রূপং বানরাঃ কামরূপিণঃ।
কুশলং পর্য্যপৃচ্ছংস্তে প্রহৃষ্টা ভরতং তদা ॥ ৪৪
অথাব্রবীদ্রাজপুত্রঃ সুগ্রীবং বানরর্ষভম্।
পরিষজ্য মহাতেজা ভরতো ধর্ম্মিণাং বরঃ ॥ ৪৫
ত্বমস্মাকং চতুর্ণাং বৈ ভ্রাতা সুগ্রীব পঞ্চমঃ।
সৌহৃদাজ্জায়তে মিত্রমপকারোঽরিলক্ষণম্ ॥ ৪৬
বিভীষণঞ্চ ভরতঃ সান্ত্ববাক্যমথাব্রবীৎ।
দিষ্ট্যা ত্বয়া সহায়েন কৃতং কর্ম্ম সুদুষ্করম্ ॥ ৪৭
শত্রুঘ্নশ্চ তদা রামমভিবাদ্য সলক্ষ্মণম্।
সীতায়াশ্চরণৌ বীরো বিনয়াদভ্যবাদয়ৎ ॥ ৪৮
রামো মাতরমাসাদ্য বিবর্ণাং শোককর্শিতাম্।
জগ্রাহ প্রণতঃ পাদৌ মনো মাতুঃ প্রহর্ষয়ন্ ॥ ৪৯
অভিবাদ্য সুমিত্রাঞ্চ কৈকেয়ীঞ্চ যশস্বিনীম্।
স মাতৄশ্চ ততঃ সর্ব্বাঃ পুরোহিতমুপাগমৎ ॥ ৫০
স্বাগতং তে মহাবাহো কৌসল্যানন্দবৰ্দ্ধন
ইতি প্রাঞ্জলয়ঃ সর্ব্বে নাগরা রামমব্রুবন্ ॥ ৫১
তান্যঞ্জলিসহস্রাণি প্রগৃহীতানি নাগরৈঃ।
ব্যাকোশানীব পদ্মানি দদর্শ ভরতাগ্রজঃ ॥ ৫২
পাদুকে তে তু রামস্য গৃহীত্বা ভরতঃ স্বয়ম্।
চরণাভ্যাং নরেন্দ্রস্য যোজয়ামাস ধর্ম্মবিৎ ॥ ৫৩
অব্রবীচ্চ তদা রামং ভরতঃ স কৃতাঞ্জলিঃ।
এতত্তে সকলং রাজ্যং ন্যাসং নির্য্যাতিতং ময়া ॥ ৫৪
অদ্য জন্ম কৃতার্থং মে সংবৃত্তশ্চ মনোরথঃ।
যত্ত্বাং পশ্যামি রাজানমযোধ্যাং পুনরাগতম্ ॥ ৫৫
অবেক্ষতাং ভবান্ কোষং কোষ্ঠাগারং গৃহং বলম্।
ভবতস্তেজসা সর্ব্বং কৃতং দশগুণং ময়া ॥ ৫৬
তথা ব্রুবাণং ভরতং দৃষ্ট্বা তং ভ্রাতৃবৎসলম্।
মুমুচুর্ব্বানরা বাষ্পং রাক্ষসশ্চ বিভীষণঃ ॥ ৫৭
ততঃ প্রহর্ষাদ্ভরতমঙ্কমারোপ্য রাঘবঃ।
যযৌ তেন বিমানেন সসৈন্যো ভরতাশ্রমম্ ॥ ৫৮

পুনর্ব্বার অভিবাদন করিলেন। রামচন্দ্রও বহুকালের পর ভরতকে দেখিয়া পরম প্রীত হইলেন এবং চরণতল হইতে উঠাইয়া আলিঙ্গন করিয়া ক্রোড়ে বসাইলেন। ৩৭—৪০। পরে ভরত সানন্দমনে বৈদেহীর নিকটে যাইয়া, নিজের নাম বলিয়া পরিচয় দিয়া অভিবাদন করিলেন। তৎপরে কৈকেয়ীনন্দন,—যথাক্রমে সুগ্রীব জাম্ববান্, অঙ্গদ, মৈন্দ, দ্বিবিদ, নীল, ঋষভ, সুষেণ, নল, গবাক্ষ, গন্ধমাদন, শরভ, এবং পনসকে আলিঙ্গন করিলে, সেই কামরূপী বানরগণ মানুষরূপ ধারণ করত হৃষ্টচিত্তে ভরতকে কুশলসংবাদ জিজ্ঞাসা করিলেন। পরে মহাতেজস্বী ধার্ম্মিক-প্রবর রাজনন্দন ভরত,—বানরশ্রেষ্ঠ সুগ্রীবকে মধুরবাক্যে বলিলেন। ৪১—৪৫। 'সুগ্রীব! লোক উপকার দ্বারা মিত্র এবং অপকারাদি দ্বারা শত্রু হইয়া থাকে। তুমি সেই পরম উপকারদ্বারা এক্ষণে আমাদের চারিভ্রাতার পঞ্চম ভ্রাতা হইলে।' তৎপরে বিভীষণকে বলিলেন,—'রাক্ষসরাজ! সৌভাগ্যক্রমে রাম আপনার সাহায্য পাইয়াছিলেন, তাই এরূপ দুষ্কর কার্য্য করিতে পারিয়াছেন।' পরে বীরবর শত্রুঘ্ন রামচন্দ্র এবং লক্ষ্মণকে অভিবাদন করত বিনীতভাবে সীতার পাদগ্রহণপূর্ব্বক অভিবাদন করিলেন। তৎপরে রামচন্দ্র শোকে কৃশা এবং বিবর্ণা জননীর নিকটে যাইয়া তাঁহার আনন্দ উৎপাদন করত প্রণাম করিলেন এবং যশস্বিনী কৈকেয়ী ও সুমিত্রাকে অভিবাদন করিয়া মাতৃগণ-সমভিব্যবহারে পুরোহিত-ভবনে গমন করিলেন। ৪৬—৫০। তাঁহাদের পুরোহিতভবনে যাইবার সময়ে পুরবাসী জনগণ করযোড়ে বলিল,—"কৌশল্যানন্দ-বৰ্দ্ধন মহাবাহু ভরতাগ্রজ রামচন্দ্র! আপনার আগমন শুভ হউক।" ভরতাগ্রজ নগরবাসিগণের সেই অসংখ্য অঞ্জলি, বিকসিত পদ্মরাশির ন্যায় দেখিতে লাগিলেন। ধার্ম্মিকপ্রধান ভরত সেই পাদুকা-যুগল পরিধান করাইয়া দিয়া, স্বয়ং নরেন্দ্র রামচন্দ্রের চরণযুগলে যুক্তকরে বলিলেন;—"আপনি আমার নিকটে যে রাজ্য গচ্ছিত রাখিয়াছিলেন, আজ আমি আপনাকে তাহা প্রত্যর্পণ করিতেছি। আমি যে আপনাকে অযোধ্যায় পুনরাগত এবং রাজপদে প্রতিষ্ঠিত দেখিলাম, তাহাতেই আমার মনোবাসনা পূর্ণ এবং জন্ম সফল হইল। ৫১—৫৫। আপনি,—ধনাগার, কোষ্ঠাগার, গৃহ এবং বল সকল পর্য্যবেক্ষণ করুন, আপনার তেজোবলেই আমি এই সমস্তকে দশগুণ বর্দ্ধিত করিয়াছি।" ভ্রাতৃবৎসল ভরত এই কথা বলিলে, তাঁহার তাৎকালিক আকারাদি দেখিয়া রাক্ষস বিভীষণও অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন। পরে রঘুনন্দন, সানন্দে ভরতকে

ভরতাশ্রমমাসাদ্য সসৈন্যো রাঘবস্তদা।
অবতীর্য্য বিমানাগ্রাদবতস্থে মহীতলে ॥ ৫৯
অব্রবীত্তু তদা রামস্তদ্বিমানমনুত্তমম্।
বহ বৈশ্রবণং দেবমনুজানামি গম্যতাম্ ॥ ৬০
ততো রামাভ্যনুজ্ঞাতং তদ্বিমানমনুত্তমম্।
উত্তরাং দিশমুদ্দিশ্য জগাম ধনদালয়ম্ ॥ ৬১
বিমানং পুষ্পকং দিব্যং সংগৃহীতন্তু রক্ষসা।
অগমদ্ধনদং বেগাদ্রামবাক্যপ্রচোদিতম্ ॥ ৬২
পুরোহিতস্যাত্মসখস্য রাঘবো
বৃহস্পতেঃ শক্র ইবামরাধিপঃ।
নিপীড্য পাদৌ পৃথগাসনে শুভে
সহৈব তেনোপবিবেশ বীর্য্যবান্ ॥ ৬৩

ইতি লঙ্কাকাণ্ডে একোনত্রিংশদধিকশততমঃ সর্গঃ ॥ ১২৯

ত্রিংশদধিকশততমঃ সর্গঃ।

শিরস্যঞ্জলিমাধায় কৈকেয্যানন্দবর্দ্ধনঃ।
বভাষে ভরতো জ্যেষ্ঠং রামং সত্যপরাক্রমম্ ॥ ১

ক্রোড়ে লইয়া সেই বিমানে আরোহণপূর্ব্বক ভরতের গৃহাভিমুখে প্রস্থান করিলেন। রামচন্দ্র সসৈন্যে ভরতাশ্রমে উপস্থিত হইয়া বিমান হইতে অবতরণপূর্ব্বক ভূতলে অবস্থান করিলেন, এবং সেই অনুত্তম বিমানকে বলিলেন,—"আমি অনুমতি করিতেছি, তুমি এস্থান হইতে গমন করিয়া কুবেরের বাহন হইয়া থাক"। ৫৬—৬০। রামচন্দ্র এইরূপ আদেশ করিলে, সেই রমণীয় বিমান কুবের-ভবনোদ্দেশে উত্তরাভিমুখে গেল। পূর্ব্বে রাক্ষসরাজ রাবণ যে পুষ্পকনামক দিব্য বিমান বলপূর্ব্বক কুবেরের নিকট হইতে কাড়িয়া লইয়াছিল, রামচন্দ্রের আদেশে তাহা পুনরায় কুবেরের নিকটে গমন করিল। পরে দেবরাজ ইন্দ্র যেরূপ বৃহস্পতির পাদ গ্রহণপূর্ব্বক প্রণাম করেন, সেইরূপ বীর্য্যবান্ রামচন্দ্র ব্রহ্মজ্ঞ পুরোহিত বশিষ্ঠের পাদদ্বয় গ্রহণপূর্ব্বক প্রণাম করিয়া তাঁহার নিকটস্থিত অন্য একখানি উত্তম আসনে উপবেশন করিলেন। ৬১—৬৩।

ত্রিংশদধিকশততম সর্গ।

পরে কৈকেয়ীর আনন্দবর্দ্ধন ভরত, মস্তকোপরি অঞ্জলি স্থাপনপূর্ব্বক সত্যপরাক্রম জ্যেষ্ঠভ্রাতা রাম-

পূজিতা মামিকা মাতা দত্তং রাজ্যমিদং মম।
তদ্দদামি পুনস্তুভ্যং যথা ত্বমদদা মম ॥ ২
ধুরমেকাকিনা ন্যস্তাং বৃষভেণ বলীয়সা।
কিশোরবদ্গুরুং ভারং ন বোঢ়ুমহমুৎসহে ॥ ৩
বারিবেগেণ মহতা ভিন্নঃ সেতুরিব ক্ষরন্।
দুর্ব্বন্ধনমিদং মন্যে রাজ্যচ্ছিদ্রমসংবৃতম্ ॥ ৪
গতিং খর ইবাশ্বস্য হংসস্যেব চ বায়সঃ।
নান্বেতুমুৎসহে বীর তব মার্গমরিন্দম ॥ ৫
যথা চারোপিতো বৃক্ষো জাতশ্চান্তর্নিবেশনে।
মহানপি দুরারোহো মহাস্কন্ধঃ প্রশাখবান্ ॥ ৬
শীর্য্যেত পুষ্পিতো ভূত্বা ন ফলানি প্রদর্শয়ন্।
তস্য নানুভবেদর্থং যস্য হেতোঃ স রোপিতঃ ॥ ৭
এষোপমা মহাবাহো ত্বমর্থং বেত্তুমর্হসি।
যদ্যস্মান্মনুজেন্দ্র ত্বং ভর্ত্তা ভৃত্যান্ ন শাধি হি ॥ ৮
জগদদ্যাভিষিক্তং ত্বামনুপশ্যতু রাঘব।
প্রতপন্তমিবাদিত্যং মধ্যাহ্নে দীপ্ততেজসম্ ॥ ৯
তূর্য্যসঙ্ঘাতনির্ঘোষৈঃ কাঞ্চীনূপুরনিঃস্বনৈঃ।

চন্দ্রকে বলিলেন, "পূর্ব্বে আপনি আমার জননীর সহিত আদেশ পালন করিয়া তাঁহার যথেষ্ট সম্মাননা করিয়াছিলেন এবং আমাকে এই রাজ্য প্রদান করিয়াছিলেন। আপনি আমাকে যেরূপে দিয়াছেন আমিও এক্ষণে আপনাকে সেইরূপে প্রদান করিতেছি; একটী কিশোর বলিবর্দ্দ যেরূপ বলবান্ বলীবর্দ্দ কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত গুরুভার বহন করিতে পারে না, সেইরূপ আমি এই রাজ্যভার বহনে নিতান্ত অক্ষম। রাজ্যচ্ছিদ্র অনেক, অতএব প্রবল বারিপ্রবাহ যেরূপ সেতু ভগ্ন করিয়া নির্গত হয়,—কিছুতেই তাহাকে রক্ষা করা যায় না, সেইরূপ ইহার ছিদ্র সকল বন্ধ করা দুঃসাধ্য। বীর অরিদমন! যেমন গর্দ্দভ অশ্বের এবং কাক হংসের গতি অবলম্বন করিতে পারে না, তেমনি আমিও আপনার পদবী অবলম্বনে নিতান্ত অসমর্থ। ১—৫। মহাবাহো মনুজেন্দ্র! আপনি আমার ন্যায় ভৃত্যজনকে শাসন করুন। যেমন বৃক্ষবাটিকায় একটি বৃক্ষ রোপিত হইলে ক্রমে সেই বৃক্ষ শাখা-প্রশাখাশালী বৃহৎকাণ্ডসমন্বিত হইয়া উঠে, সেই বৃক্ষ পুষ্পিত হইয়া ফল প্রদান না করিয়াই মরিয়া গেলে, যে জন্য বৃক্ষরোপণ করা হইয়াছিল তাহা যেমন নিষ্ফল হয়, আপনি আমাদিগকে শাসন না করিলে আমাদেরও ঐ বৃক্ষের দশা হইবে; আপনি বুঝিয়া দেখুন, রামচন্দ্র! অদ্য প্রজাপুঞ্জ, মধ্যাহ্নকালীন প্রতাপশালী প্রদীপ্ত সূর্য্যের ন্যায় আপনাকে রাজপদে অভিষিক্ত

মধুরৈর্গীতশব্দৈশ্চ প্রতিবুধ্যস্ব শেষ চ ॥ ১০
যাবদাবর্ত্ততে চক্রং যাবতী চ বসুন্ধরা ।
তাবত্ত্বমিহ লোকস্য স্বামিত্বমনুবর্ত্তয় ॥ ১১
ভরতস্য বচঃ শ্রুত্বা রামঃ পরপুরঞ্জয়ঃ ।
তথেতি প্রতিজগ্রাহ নিষসাদাসনে শুভে ॥ ১২
ততঃ শত্রুঘ্নবচনান্নিপুণাঃ শ্মশ্রুবর্দ্ধনাঃ ।
সুখহস্তাঃ সুশীঘ্রাশ্চ রাঘবং পর্য্যবারয়ন্ ॥ ১৩
পূর্ব্বন্তু ভরতে স্নাতে লক্ষ্মণে চ মহাবলে ।
সুগ্রীবে বানরেন্দ্রে চ রাক্ষসেন্দ্রে বিভীষণে ॥ ১৪
বিশোধিতজটঃ স্নাতশ্চিত্রমাল্যানুলেপনঃ ।
মহার্হবসনোপেতস্তস্থৌ তত্র শ্রিয়া জ্বলন্ ॥ ১৫
প্রতিকর্ম্ম চ রামস্য কারয়ামাস বীর্য্যবান্ ।
লক্ষ্মণস্য চ লক্ষ্মীবানিক্ষ্বাকুকুলবর্দ্ধনঃ ॥ ১৬
প্রতিকর্ম্ম চ সীতায়াঃ সর্ব্বা দশরথস্ত্রিয়ঃ ।
আত্মনৈব তদা চক্রুর্মনস্বিন্যো মনোহরম্ ॥ ১৮
ততো বানরপত্নীনাং সর্ব্বাসামেব শোভনম্ ।
চকার যত্নাৎ কৌশল্যা প্রহৃষ্টা পুত্রবৎসলা ॥ ১৮
ততঃ শত্রুঘ্নবচনাৎ সুমন্ত্রো নাম সারথিঃ ।
যোজয়িত্বাভিচক্রাম রথং সর্ব্বাঙ্গশোভনম্ ॥ ১৯

অগ্ন্যর্কামলসঙ্কাশং দিব্যং দৃষ্ট্বা রথং স্থিতম্ ।
আরুরোহ মহাবাহূ রামঃ পরপুরঞ্জয়ঃ ॥ ২০
সুগ্রীবো হনুমাংশ্চৈব মহেন্দ্রসদৃশদ্যুতী ।
স্নাতৌ দিব্যনিভৈর্বস্ত্রৈর্জগ্মতুঃ শুভকুণ্ডলৌ ॥ ২১
সর্ব্বাভরণজুষ্টাশ্চ যযুস্তাঃ শুভকুণ্ডলাঃ ।
সুগ্রীবপত্ন্যঃ সীতা চ দ্রষ্টুং নগরমুৎসুকাঃ ॥ ২২
অযোধ্যায়াঞ্চ সচিবা রাজ্ঞো দশরথস্য চ ।
পুরোহিতং পুরস্কৃত্য মন্ত্রয়ামাসুরর্থবৎ ॥ ৩৩
অশোকো বিজয়শ্চৈব সিদ্ধার্থশ্চ সমাহিতাঃ ।
মন্ত্রয়ন্ রামবৃদ্ধ্যর্থং বৃদ্ধ্যর্থং নগরস্য চ ॥ ২৪
সর্ব্বমেবাভিষেকার্থং জয়ার্হস্য মহাত্মনঃ ।
কর্ত্তুমর্হথ রামস্য যদ্যন্মঙ্গলপূর্ব্বকম্ ॥ ২৫
ইতি তে মন্ত্রিণঃ সর্ব্বে সন্দিশ্য চ পুরোহিতঃ ।
নগরান্নির্যযুস্তূর্ণং রামদর্শনবুদ্ধয়ঃ ॥ ২৬
হরিযুক্তং সহস্রাক্ষো রথমিন্দ্র ইবানঘঃ ।
প্রযযৌ রথমাস্থায় রামো নগরমুত্তমম্ ॥ ২৭
জগ্রাহ ভরতো রশ্মীঞ্ছত্রুঘ্নশ্ছত্রমাদদে ।
লক্ষ্মণো ব্যজনং তস্য মূর্দ্ধ্নি সংবীজয়ংস্তদা ॥ ২৮
শ্বেতঞ্চ বালব্যজনং জগৃহে পরিতঃ স্থিতঃ ।
অপরং চন্দ্রসঙ্কাশং রাক্ষসেন্দ্রো বিভীষণঃ ॥ ২৯

[illegible]ন। আপনি রাজযোগ্য শয্যায় শয়ন করুন এবং তূর্য্যনির্ঘোষ, কাঞ্চী ও নূপুরের সুচারুশিঞ্জন এবং সুমধুর গীতিধ্বনিদ্বারা জাগরিত হইতে থাকুন। ৮—১০। যতদিন এই জ্যোতিষচক্র ঘূর্ণিত হইতে থাকিবে, ততদিন আপনি সমগ্র ধরণীর অধীশ্বর হইয়া সকল লোকের অধীশ্বর হউন।' পরপুর-বিজয়ী রাম, ভরতের কথা শুনিয়া 'তথাস্তু' বলিয়া স্বীকার করত দিব্য আসনে উপবেশন করিলেন। পরে শত্রুঘ্নের বাক্যানুসারে সুখহস্ত ক্ষৌরকার্য্যনিপুণ নাপিতগণ রামচন্দ্রের চতুর্দ্দিকে আসিলে প্রথমতঃ ভরত, তৎপরে ক্রমশঃ মহাবল লক্ষ্মণ, বানরেন্দ্র সুগ্রীব এবং রাক্ষসেন্দ্র বিভীষণ স্নানাদি সমাধা করিলেন। তৎপরে রামচন্দ্র জটা মুণ্ডন করত স্নানান্তে চিত্রমাল্য, অনুলেপন এবং মহামূল্য বসনে সুশোভিত হইয়া তাঁহার দেহ-কান্তিদ্বারা চতুর্দ্দিক্ আলোকিত করিলেন। বীর্য্যবান্ লক্ষ্মীবান্ ইক্ষ্বাকু-কুলবর্দ্ধন শত্রুঘ্ন—রাম-লক্ষ্মণের সর্ব্বাঙ্গ অলঙ্কৃত করিলেন। ১১—১৬। মনস্বিনী দশরথ-রমণীগণ স্বহস্তে সীতার সর্ব্বাঙ্গে সুচারু অলঙ্কার পরাইয়া দিলেন। পুত্রবৎসলা কৌশল্যা হৃষ্ট-চিত্তে যত্নপূর্ব্বক উত্তম অলঙ্কারসমূহে বানররমণীগণকে সাজাইলেন। পরে শত্রুঘ্নের বাক্যানুসারে সারথি সুমন্ত্র, সর্ব্বাঙ্গসুন্দর রথ যোজনা করিয়া সেই স্থানে আনিলে পরপুর-বিজয়ী মহাবাহু রাম, অবিলম্বে অগ্নি-সূর্য্যের ন্যায় উজ্জ্বল সেই রথে আরোহণ করিলেন। মহেন্দ্রতুল্য শোভমান শুভকুণ্ডলধারী সুগ্রীব এবং হনুমান্ স্নানান্তে দিব্যবসনে সুশোভিত হইয়া তাঁহার অনুগামী হইলেন। সর্ব্বালঙ্কারভূষিতা সুন্দরকুণ্ডল-ধারিণী জনক-নন্দিনী এবং সুগ্রীব-রমণীগণ নগরদর্শন-বাসনায় সমুৎসুক হইয়া তাঁহাদের পশ্চাৎ যাইতে লাগিলেন। ১৭—২২। এদিকে অযোধ্যানগরে অশোক, বিজয় এবং সিদ্ধার্থ প্রভৃতি রাজা দশরথের সচিবগণ পুরোহিতকে অগ্রে অগ্রে করিয়া রামচন্দ্রের অভ্যুদয় এবং নগরের শোভা-সম্পাদনার্থ মন্ত্রণাপূর্ব্বক আদেশ করিলেন;—"রামচন্দ্রের বিজয় এবং রাজ্যা-ভিষেকার্থ যে যে মঙ্গলাচরণ করা কর্ত্তব্য, সকলেই তৎ-প্রতি যত্নবান্ হউক।" পুরোহিত এবং মন্ত্রিগণ এইরূপ আদেশ করিয়া, রামকে দেখিবার ইচ্ছায় সত্বর নগর হইতে বহির্গত হইলেন। এদিকে অনঘ রামচন্দ্রও, মহেন্দ্রের ন্যায়, সদশ্বসঞ্চালিত রথে আরোহণ করিয়া নগরাভিমুখে যাইতে লাগিলেন। তৎকালে ভরত অশ্বরজ্জু এবং শত্রুঘ্ন ছত্র ধারণ করিলেন; লক্ষ্মণ তাহার মস্তকোপরি চামর বীজন করিতে লাগিলেন। রাক্ষসেন্দ্র বিভীষণ চন্দ্রের ন্যায় শুভ্রবর্ণ চামর-ব্যজন

ঋষিসঙ্ঘৈস্তদাকাশে দেবৈশ্চ সমরুদ্গণৈঃ।
স্তূয়মানস্য রামস্য শুশ্রুবে মধুরধ্বনিঃ ॥ ৩০
ততঃ শত্রুঞ্জয়ং নাম কুঞ্জরং পর্ব্বতোপমম্।
আরুরোহ মহাতেজাঃ সুগ্রীবঃ প্লবগর্ষভঃ ॥ ৩১
নবনাগসহস্রাণি যযুরাস্থায় বানরাঃ।
মানুষং বিগ্রহং কৃত্বা সর্ব্বাভরণভূষিতাঃ ॥ ৩২
শঙ্খশব্দপ্রণাদৈশ্চ দুন্দুভীনাঞ্চ নিঃস্বনৈঃ।
প্রযযৌ পুরুষব্যাঘ্রস্তাং পুরীং হর্ম্ম্যমালিনীম্ ॥ ৩৩
দদৃশুস্তে সমায়ান্তং রাঘবং সপুরঃসরম্।
বিরাজমানং বপুষা রথেনাতিরথং তদা ॥ ৩৪
তে বর্দ্ধয়িত্বা কাকুৎস্থং রামেণ প্রতিনন্দিতাঃ।
অনুজগ্মুর্মহাত্মানং ভ্রাতৃভিঃ পরিবারিতম্ ॥ ৩৫
অমাত্যৈর্ব্রাহ্মণৈশ্চৈব তথা প্রকৃতিভির্বৃতঃ।
শ্রিয়া বিরুরুচে রামো নক্ষত্রৈরিব চন্দ্রমাঃ ॥ ৩৬
স পুরোগামিভিস্তূর্য্যৈস্তালস্বস্তিকপাণিভিঃ।
প্রব্যাহরদ্ভির্মুদিতৈর্মঙ্গলানি বৃতো যযৌ ॥ ৩৭
অক্ষতং জাতরূপঞ্চ গাবঃ কন্যাঃ সহদ্বিজাঃ।
নরা মোদকহস্তাশ্চ রামস্য পুরতো যযুঃ ॥ ৩৮
সখ্যঞ্চ রামঃ সুগ্রীবে প্রভাবঞ্চানিলাত্মজে।
বানরাণাঞ্চ তৎ কর্ম্ম হ্যাচচক্ষেহথ মন্ত্রিণাম্ ॥ ৩৯
শ্রুত্বা চ বিস্ময়ং জগ্মুরযোধ্যাপুরবাসিনঃ।
বানরাণাঞ্চ তৎ কর্ম্ম রাক্ষসানাঞ্চ তদ্বলম্ ॥ ৪০
দ্যুতিমানেতদাখ্যায় রামো বানরসংযুতঃ।
হৃষ্টপুষ্টজনাকীর্ণামযোধ্যাং প্রবিবেশ সঃ ॥ ৪১
ততো হ্যভ্যুচ্ছ্রয়ন্ পৌরাঃ পতাকাশ্চ গৃহে গৃহে।
ঐক্ষ্বাকাধ্যুষিতং রম্যমাসসাদ পিতুর্গৃহম্ ॥ ৪২
অথাব্রবীদ্রাজপুত্রো ভরতং ধর্ম্মিণাং বরম্।
অর্থোপহিতয়া বাচা মধুরং রঘুনন্দনঃ ॥ ৪৩
পিতুর্ভবনমাসাদ্য প্রবিশ্য চ মহাত্মনঃ।
কৌসল্যাঞ্চ সুমিত্রাঞ্চ কৈকেয়ীমভিবাদ্য ॥ ৪৪
যচ্চ মদ্ভবনং শ্রেষ্ঠং সাশোকবনিকং মহৎ।
মুক্তাবৈদূর্য্যসংকীর্ণং সুগ্রীবায় নিবেদয় ॥ ৪৫
তস্য তদ্বচনং শ্রুত্বা ভরতঃ সত্যবিক্রমঃ।
হস্তে গৃহীত্বা সুগ্রীবং প্রবিবেশ তমালয়ম্ ॥ ৪৬
ততস্তৈলপ্রদীপাংশ্চ পর্য্যঙ্কাস্তরণানি চ।
গৃহীত্বা বিবিশুঃ ক্ষিপ্রং শত্রুঘ্নেন প্রচোদিতাঃ ॥ ৪৭
উবাচ চ মহাতেজাঃ সুগ্রীবং রাঘবানুজঃ।

করত পার্শ্বে অবস্থিত হইলেন। তৎকালে অন্তরীক্ষ-চারী ঋষিগণ, মরুদ্গণ, এবং দেবগণ সুমধুরস্বরে রামের স্তব করিতে লাগিলেন। ২৩—৩০। তৎপরে মহাতেজস্বী বানরবর সুগ্রীব, শত্রুঞ্জয়নামক হস্তীর উপরে আরোহণ করিলেন; অন্যান্য বানরগণ মনুষ্য-দেহ ধারণ করত সর্ব্বালঙ্কারে ভূষিত হইয়া নব সহস্র হস্তীর উপরে আরোহণপূর্ব্বক যাইতে লাগিল। এই-রূপে পুরুষশার্দ্দূল রাম,—শঙ্খ এবং দুন্দুভি-ধ্বনির সহিত সেই অট্টালিকা-পরিশোভিত পুরীর মধ্যে প্রবেশ করিলে সেই নগরনিবাসিগণ সুশোভিতশরীর সেই মহারথ রাম এবং তাঁহার পুরোবর্ত্তী জনগণকে রথোপরি দেখিতে লাগিলেন। তাহারা ভ্রাতৃগণে পরি-বেষ্টিত সেই মহাত্মাকে জয়শব্দদ্বারা সংবর্দ্ধিত করিতে লাগিলেন এবং রামকর্তৃক প্রতিনন্দিত হইয়া তাঁহার পশ্চাদগামী হইলেন। সেই সময়ে রামচন্দ্র প্রকৃতিগণ, ব্রাহ্মণ এবং অমাত্যগণে পরিবেষ্টিত হইয়া তারাগণ-পরিবেষ্টিত চন্দ্রমার ন্যায়, শোভা পাইতে লাগিলেন। এইরূপে তিনি অগ্রগামী তূর্য্যাদিবাদক করতাল এবং স্বস্তিকহস্ত জনসমূহ ও মঙ্গলপাঠকগণ কর্তৃক পরিবৃত হইয়া যাইতে লাগিলেন। গো-কন্যা, অক্ষত ও সুবর্ণহস্ত ব্রাহ্মণগণ এবং মোদকহস্ত মনুষ্যসকল রামচন্দ্রের অগ্রে অগ্রে যাইতে লাগিল।

সেই সময়ে শ্রীরামচন্দ্র, মন্ত্রিগণের নিকটে সুগ্রীবের সহিত মিত্রতা, পবননন্দনের ক্ষমতা এবং অন্যান্য বানরগণের সেই অদ্ভুত বীরত্বের বিষয় বলিতে লাগি-লেন। অযোধ্যাপুরবাসিগণ রাক্ষসদিগের বল এবং বানরগণের তাদৃশ কার্য্য শুনিয়া বিস্মিত হইল। ৩৮—৪০। বানরগণপরিবৃত কান্তিমান্ রামচন্দ্র বানর-গণের বিক্রম-বিষয়ক এই সকল কথা বলিতে বলিতে হৃষ্টপুষ্ট মনুষ্যগণে পরিপূর্ণ অযোধ্যানগরে প্রবেশ করিলেন। পুরবাসিগণ প্রতিগৃহে পতাকা উঠাইল এবং রামচন্দ্রও ইক্ষ্বাকু-রাজগণের চিরোষিত পিতা দশরথের গৃহে প্রবেশ করিলেন। নৃপনন্দন রাম, মহাত্মা পিতার ভবনে প্রবেশ করিয়া কৌশল্যা, সুমিত্রা এবং কৈকেয়ীকে অভিবাদন করত ধার্ম্মিক-প্রবর ভরতকে এই অর্থসঙ্গত বাক্য বলিলেন, "মুক্তা এবং বৈদূর্য্যসমূহে পরিপূর্ণ ও অশোক-বনিকা-শোভিত আমার যে সুমহৎ ভবন আছে, সুগ্রীবকে তাহা প্রদান কর। ৪১—৪৫।" সত্যবিক্রম ভরত রামচন্দ্রের সেইরূপ আদেশ শুনিয়া, সুগ্রীবের হস্ত ধারণপূর্ব্বক সেই বৃক্ষবাটিকায় প্রবেশ করিলেন। পরে ভৃত্যগণ শত্রুঘ্নের আদেশে তৈলপ্রদীপ, পর্য্যঙ্ক এবং আস্তরণসকল লইয়া তাহার মধ্যে প্রবেশ করিলে, মহাতেজস্বী রাঘবানুজ ভরত সুগ্রীবকে বলিলেন,—

অভিষেকায় রামস্য দূতানাজ্ঞাপয় প্রভো ॥ ৪৮
সৌবর্ণান্ বানরেন্দ্রাণাং চতুর্ণাং চতুরো ঘটান্।
দদৌ ক্ষিপ্রং স সুগ্রীবঃ সর্ব্বরত্নবিভূষিতান্ ॥ ৪৯
যথা প্রত্যূষসময়ে চতুর্ণাং সাগরাম্ভসাম্।
পূর্ণৈর্ঘটৈঃ প্রতীক্ষধ্বং তথা কুরুত বানরাঃ ॥ ৫০
এবমুক্তা মহাত্মানো বানরা বারণোপমাঃ।
উৎপেতুর্গগনং শীঘ্রং গরুড়া ইব শীঘ্রগাঃ ॥ ৫১
জাম্ববাংশ্চ হনুমাংশ্চ বেগদর্শী চ বানরঃ।
ঋষভশ্চৈব কলসান্ জলপূর্ণানথানয়ন্ ॥ ৫২
নদীশতানাং পঞ্চানাং জলং কুম্ভৈরুপাহরন্।
পূর্ব্বাৎ সমুদ্রাৎ কলসং জলপূর্ণমথানয়ৎ ॥ ৫৩
সুষেণঃ সত্ত্বসম্পন্নঃ সর্ব্বরত্নবিভূষিতম্।
ঋষভো দক্ষিণাত্তূর্ণং সমুদ্রাজ্জলমানয়ৎ ॥ ৫৪
রক্তচন্দনকর্পূরৈঃ সংবৃতং কাঞ্চনং ঘটম্।
গবয়ঃ পশ্চিমাত্তোয়মাজহার মহার্ণবাৎ ॥ ৫৫
রত্নকুম্ভেন মহতা শীতং মারুতবিক্রমঃ।
উত্তরাচ্চ জলং শীঘ্রং গরুড়ানিলবিক্রমঃ ॥ ৫৬
আজহার স ধর্ম্মাত্মা অনিলঃ সর্ব্বগুণান্বিতঃ।
ততস্তৈর্বানরশ্রেষ্ঠৈরানীতং প্রেক্ষ্য তজ্জলম্ ॥ ৫৭
অভিষেকায় রামস্য শত্রুঘ্নঃ সচিবৈঃ সহ।
পুরোহিতায় শ্রেষ্ঠায় সুহৃদ্ভ্যশ্চ ন্যবেদয়ৎ ॥ ৫৮
ততঃ স প্রযতো বৃদ্ধো বসিষ্ঠো ব্রাহ্মণৈঃ সহ।
রামং রত্নময়ে পীঠে সসীতং সংন্যবেশয়ৎ ॥ ৫৯
বসিষ্ঠো বিজয়শ্চৈব জাবালিরথ কশ্যপঃ।
কাত্যায়নো গৌতমশ্চ বামদেবস্তথৈব চ ॥ ৬০
অভ্যষিঞ্চন্নরব্যাঘ্রং প্রসন্নেন সুগন্ধিনা।
সলিলেন সহস্রাক্ষং বসবো বাসবং যথা ॥ ৬১
ঋত্বিগ্ভির্ব্রাহ্মণৈঃ পূর্ব্বং কন্যাভির্মন্ত্রিভিস্তথা।
পৌরৈশ্চৈবাভ্যষিঞ্চংস্তে সম্প্রহৃষ্টৈঃ সনৈগমৈঃ ॥ ৬২
সর্ব্বৌষধিরসৈশ্চাপি দৈবতৈর্নভসি স্থিতৈঃ।
চতুর্ভির্লোকপালৈশ্চ সর্ব্বৈর্দেবৈশ্চ সঙ্গতৈঃ ॥ ৬৩
ব্রহ্মণা নির্ম্মিতং পূর্ব্বং কিরীটং রত্নশোভিতম্।
অভিষিক্তঃ পুরা যেন মনুস্তং দীপ্ততেজসম্।
তস্যান্ববায়ে রাজানঃ ক্রমাদ্যেনাভিষেচিতাঃ।
সভায়াং হেমকৢপ্তায়াং শোভিতায়াং মহাধনৈঃ ॥ ৬৫
রত্নৈর্নানাবিধৈশ্চৈব চিত্রিতায়াং সুশোভনৈঃ।
নানারত্নময়ে পীঠে কল্পয়িত্বা যথাবিধি ॥ ৬৬
কিরীটেন ততঃ পশ্চাদ্বসিষ্ঠেন মহাত্মনা।
ঋত্বিগ্ভির্ভূষণৈশ্চৈব সমযোক্ষ্যত রাঘবঃ ॥ ৬৭
ছত্রং তস্য চ জগ্রাহ শত্রুঘ্নঃ পাণ্ডুরং শুভম্।
শ্বেতঞ্চ বালব্যজনং সুগ্রীবো বানরেশ্বরঃ ॥ ৬৮

"বানররাজ! এক্ষণে রামচন্দ্রের অভিষেকের জন্য স্বীয় দূতগণকে আদেশ করুন।" ভরতের এই কথা শুনিয়া সুগ্রীব, চারিজন বানরেন্দ্রকে চারিটি সর্ব্বরত্ন-ভূষিত সুবর্ণ ঘট দিয়া বলিলেন ;—"হে বানরগণ! যাহাতে কল্য প্রত্যূষ সময়ে চারিসাগরের জল লইয়া প্রতীক্ষা করিতে পার, সে বিষয়ে যত্নবান্ হও।" ৪৮—৫০। সুগ্রীব এইরূপ আদেশ করিলে হস্তীর ন্যায় বলশালী এবং গরুড়ের ন্যায় বেগবান্, বানরগণ তৎক্ষণাৎ উৎপতিত হইল। বানরশ্রেষ্ঠ হনুমান্, বেগবান্ ঋষভ এবং জাম্ববান্ কলস পূর্ণ করিয়া পাঁচ শত নদীর জল আনয়ন করিলেন। বলশালী সুষেণ পূর্ব্ব-সমুদ্র হইতে সর্ব্বরত্নভূষিত বারিপূর্ণ কলস আনয়ন করিলেন। ঋষভ দক্ষিণ সমুদ্র হইতে রক্তচন্দন এবং কর্পূরলেপিত হেমঘটে জল লইয়া আসিলেন। বায়ুর ন্যায় বিক্রমশালী গবয়, সুমহৎ রত্নকুম্ভদ্বারা পশ্চিম মহা-সমুদ্র হইতে জল আনয়ন করিলেন। ৫১—৫৫। পবন এবং বিনতা-নন্দনের ন্যায় বিক্রান্ত সর্ব্বগুণান্বিত ধর্ম্মাত্মা পবননন্দন অবিলম্বে উত্তর সমুদ্র হইতে জল আনিলেন। শত্রুঘ্ন বানরবীরগণকর্ত্তৃক আনীত সেই সাগরাদির বারি দেখিয়া সচিবগণের সহিত মন্ত্রণা করিয়া সুহৃৎ এবং মহর্ষি বসিষ্ঠের নিকটে নিবেদন করিলে, বৃদ্ধ বসিষ্ঠ এবং অপর ব্রাহ্মণগণ রামচন্দ্রকে সীতার সহিত রত্নময় পীঠে উপবেশন করাইলেন। তৎপরে বসুগণ যেরূপ দেবরাজ ইন্দ্রকে অভিষিক্ত করিয়াছিলেন, সেইরূপ বসিষ্ঠ, বিজয়, জাবালি, কশ্যপ, কাত্যায়ন, গৌতম এবং বামদেব প্রভৃতি মহর্ষি-গণ নির্ম্মল এবং সুগন্ধ জল দ্বারা পুরুষব্যাঘ্র রামচন্দ্রকে অভিষিক্ত করিলেন। ৫৬—৬১। তৎপরে বসিষ্ঠের অনুমতিক্রমে ঋত্বিক্ ব্রাহ্মণ, কন্যা, মন্ত্রী, বণিক্ এবং পৌরগণ হৃষ্টচিত্তে যথাক্রমে তাঁহাকে অভিষেক করিলে, আকাশস্থিত দেবগণ লোকপালচতুষ্টয়ের সহিত সম্মিলিত হইয়া সর্ব্বৌষধিমিশ্রিত জলদ্বারা রামচন্দ্রকে অভিষেক করিলেন। তৎপরে পিতামহ ব্রহ্মা যে স্বনির্ম্মিত রত্নময় কিরীট দ্বারা পূর্ব্বে মনুকে অভিষিক্ত করিয়াছিলেন এবং তাঁহার পরবংশীয় রাজগণ ক্রমান্বয়ে যাহাদ্বারা অভিষিক্ত হইয়াছিলেন, মহাত্মা মহর্ষি বসিষ্ঠ মহাধনগণশোভিত এবং নানাবিধ-সুশোভনরত্নে বিচিত্রিত সভায় নানারত্নখচিত, পীঠে রাঘবকে বসাইয়া সেই কিরীট দ্বারা অভিষিক্ত করি-লেন এবং ঋত্বিক্গণ অন্যান্য অলঙ্কার পরাইয়া দিলেন। ৬২—৬৭। শত্রুঘ্ন তাঁহার মস্তকোপরি মঙ্গল-সূচক

অপরং চন্দ্রসঙ্কাশং রাক্ষসেন্দ্রো বিভীষণঃ।
মালাং জ্বলন্তীং বপুষা কাঞ্চনীং শতপুষ্করাম্ ॥ ৬৯
রাঘবায় দদৌ বায়ুর্বাসবেন প্রচোদিতঃ।
সর্ব্বরত্নসমাযুক্তং মণিভিশ্চ বিভূষিতম্ ॥ ৭০
মুক্তাহারং নরেন্দ্রায় দদৌ শক্রপ্রচোদিতঃ।
প্রজগুর্দেবগন্ধর্ব্বা ননৃতুশ্চাপ্সরোগণাঃ ॥ ৭১
অভিষেকে তদর্হস্য তদা রামস্য ধীমতঃ।
ভূমিঃ শস্যবতী চৈব ফলবন্তশ্চ পাদপাঃ ॥ ৭২
গন্ধবন্তি চ পুষ্পাণি বভূবূ রাঘবোৎসবে।
সহস্রশতমশ্বানাং ধেনূনাঞ্চ গবাং তথা ॥ ৭৩
দদৌ শতবৃষান্ পূর্ব্বং দ্বিজেভ্যো মনুজর্ষভঃ।
ত্রিংশৎকোটিং হিরণ্যস্য ব্রাহ্মণেভ্যো দদৌ পুনঃ ॥ ৭৪
নানাভরণবস্ত্রাণি মহার্হাণি চ রাঘবঃ।
অর্করশ্মিপ্রতীকাশাং কাঞ্চনীং মণিবিগ্রহাম্ ॥ ৭৫
সুগ্রীবায় স্রজং দিব্যাং প্রায়চ্ছন্মনুজাধিপঃ।
বৈদূর্য্যময়চিত্রে চ চন্দ্ররশ্মিবিভূষিতে ॥ ৭৬
বালিপুত্রায় ধৃতিমানঙ্গদায়াঙ্গদে দদৌ।
মণিপ্রবরজুষ্টং তং মুক্তাহারমনুত্তমম্ ॥ ৭৭
সীতায়ৈ প্রদদৌ রামশ্চন্দ্ররশ্মিসমপ্রভম্।
অরজে বাসসী দিব্যে শুভান্যাভরণানি চ ॥ ৭৮
অবেক্ষমাণা বৈদেহী প্রদদৌ বায়ুসূনবে।
অবমুচ্যাত্মনঃ কণ্ঠাদ্ধারং জনকনন্দিনী ॥ ৭৯
অবৈক্ষত হরীন্ সর্ব্বান্ ভর্ত্তারঞ্চ মুহুর্ম্মুহুঃ।
তামিঙ্গিতজ্ঞঃ সম্প্রেক্ষ্য বভাষে জনকাত্মজাম্ ॥ ৮০
প্রদেহি সুভগে হারং যস্য তুষ্টাসি ভামিনি।
অথ সা বায়ুপুত্রায় তং হারমসিতেক্ষণা ॥ ৮১
তেজো ধৃতির্যশো দাক্ষ্যং সামর্থ্যং বিনয়ো নয়ঃ।
পৌরুষং বিক্রমো বুদ্ধির্যস্মিন্নেতানি নিত্যদা ॥ ৮২
হনূমাংস্তেন হারেণ শুশুভে বানরর্ষভঃ।
চন্দ্রাংশুচয়গৌরেণ শ্বেতাভ্রেণ যথাচলঃ ॥ ৮৩
সর্ব্বে বানরবৃদ্ধাশ্চ যে চান্যে বানরোত্তমাঃ।
বাসোভির্ভূষণৈশ্চৈব যথার্হং প্রতিপূজিতাঃ ॥ ৮৪
বিভীষণোঽথ সুগ্রীবো হনুমান্ জাম্ববাংস্তথা।
সর্ব্বে বানরমুখ্যাশ্চ রামেণাক্লিষ্টকর্ম্মণা ॥ ৮৫
যথার্হং পূজিতাঃ সর্ব্বে কামৈ রত্নৈশ্চ পুষ্কলৈঃ।
প্রহৃষ্টমনসঃ সর্ব্বে জগ্মুরেব যথাগতম্ ॥ ৮৬
ততো দ্বিবিদমৈন্দাভ্যাং নীলায় চ পরন্তপঃ।
সর্ব্বান্ কামগুণান্ বীক্ষ্য প্রদদৌ বসুধাধিপঃ ॥ ৮৭

ছত্র ধারণ করিলেন, এবং বানররাজ সুগ্রীব শ্বেত চামর দ্বারা তাঁহাকে বীজন করিতে লাগিলেন। রাক্ষসরাজ বিভীষণ অন্য একটী চন্দ্রতুল্য শুভ্রবর্ণ চামর দ্বারা তাঁহাকে বীজন করিতে লাগিলেন। সমীরণ সুরপতিকর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া নরেন্দ্র রামচন্দ্রকে শত-পদ্ম-শোভিত জাজ্বল্যমান কাঞ্চনমালা এবং সর্ব্বরত্ন-শোভিত মণিভূষিত মুক্তাহার দিলেন। ধীমান্ রামচন্দ্রের সেই অভিষেককালে অন্তরীক্ষে গন্ধর্ব্বগণ সঙ্গীত এবং অপ্সরোগণ নৃত্য করিতে লাগিলেন। ৬৮—৭১। সেই উৎসবের সমকালেই বসুমতী শস্যশ্যামলা, বৃক্ষসকল ফলবান্ এবং কুসুমসমূহ সৌরভশালী হইয়া উঠিল। তৎকালে পুরুষশ্রেষ্ঠ রামচন্দ্র ব্রাহ্মণগণকে লক্ষসংখ্যক নবপ্রসূত গো এবং অশ্ব, একশত বৃষ, ত্রিংশৎকোটি সুবর্ণ এবং বহুবিধ মহামূল্য বস্ত্র এবং অলঙ্কারসকল প্রদান করিলেন। সুগ্রীবকে সূর্য্য-কিরণের ন্যায় দিব্য মণিময় কাঞ্চনমালা, বালিতনয় অঙ্গদকে বৈদূর্য্যজড়িত চন্দ্রকরবিভূষিত দুইটী কেয়ূর এবং জনকনন্দিনীকে চন্দ্ররশ্মির ন্যায় প্রভাবিশিষ্ট মণিবিজড়িত অনুত্তম মুক্তাহার প্রদান করিলেন। ৭২—৭৭। জনকনন্দিনী হনুমানকৃত উপকার-সকল মনে করিয়া তাঁহাকে নির্ম্মল বসনযুগল এবং মনোহর আভরণসকল প্রদান করিলেন এবং আপনার কণ্ঠ হইতে রামদত্ত হার উন্মোচন করিয়া বারম্বার স্বামী এবং বানরগণের মুখের দিকে চাহিতে লাগিলেন। তাহা দেখিয়া ইঙ্গিতজ্ঞ রাম জনক-নন্দিনীকে বলিলেন,—"ভামিনি! তুমি যাহার উপরে সন্তুষ্ট হইয়াছ, তাহাকেই এই হার দেও।" অসিত-লোচনা সীতা স্বামীর এই আদেশ পাইয়াই যাহাতে তেজ, ধৃতি, যশ, নিপুণতা, সামর্থ্য, বিনয়, নয়, পৌরুষ, বিক্রম এবং বুদ্ধি প্রভৃতি গুণসমূহ নিয়ত বর্ত্তমান রহিয়াছে, সেই বায়ুতনয়কে সেই হার দিলেন। ৭৮—৮২। তৎকালে বানর-পুঙ্গব হনুমান্ সেই চন্দ্রকান্তিতুল্য গৌরবর্ণ হার ধারণ করিয়া, শ্বেতাভ্র-সমাচ্ছাদিত পর্ব্বতের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। অন্যান্য বৃদ্ধ বানর এবং যূথপতিগণ বসন-ভূষণাদি দ্বারা যথাযোগ্যরূপে প্রতিপূজিত হইল। এইরূপে অক্লিষ্টকর্ম্মা রামচন্দ্র,—বিভীষণ, সুগ্রীব, হনুমান, জাম্ববান্ এবং অন্যান্য বানরযূথপতিগণকে মহামূল্য রত্ন এবং মাল্য-চন্দনাদি দ্বারা সম্মান করিলেন; তাঁহারা রামের নিকটে সম্মানিত হইয়া স্ব স্ব গৃহে প্রস্থান করিলেন। পরে অরাতিদমন বসুধাপতি রাম—মৈন্দ, দ্বিবিদ এবং নীলকে ইচ্ছানুরূপ ধনরত্নাদি প্রদান করিলেন।

ছত্বা সর্ব্বে মহাত্মানস্ততস্তে বানরর্ষভাঃ।
বিসৃষ্টাঃ পার্থিবেন্দ্রেণ কিষ্কিন্ধ্যাং সমুপাগমন্ ॥ ৮৮
সুগ্রীবো বানরশ্রেষ্ঠো দৃষ্ট্বা রামাভিষেচনম্।
পূজিতশ্চৈব রামেণ কিষ্কিন্ধ্যাং প্রাবিশৎ পুরীম্ ॥ ৮৯
বিভীষণোঽপি ধর্ম্মাত্মা সহ তৈর্নৈর্ঋতর্ষভৈঃ।
লব্ধ্বা কুলধনং রাজা লঙ্কাং প্রায়ান্মহাযশাঃ ॥ ৯০
স রাজ্যমখিলং শাসন্নিহতারির্মহাযশাঃ।
রাঘবঃ পরমোদারঃ শশাস পরয়া মুদা।
উবাচ লক্ষ্মণং রামো ধর্ম্মজ্ঞং ধর্ম্মবৎসলঃ ॥ ৯১
আতিষ্ঠ ধর্ম্মজ্ঞ ময়া সহেমাং
গাং পূর্ব্বরাজাধ্যুষিতাং বলেন।
তুল্যং যথা ত্বং পিতৃভিঃ পুরস্তাৎ
তদ্যৌবরাজ্যে ধুরমুদ্বহস্ব ॥ ৯২
সর্ব্বাত্মনা পর্য্যনুনীয়মানো
যদা ন সৌমিত্রিরুপৈতি যোগম্।
নিযুজ্যমানো ভুবি যৌবরাজ্যে
ততোঽভ্যষিঞ্চদ্ভরতং মহাত্মা ॥ ৯৩
পৌণ্ডরীকাশ্বমেধাভ্যাং বাজপেয়েন চাসকৃৎ।
অন্যৈশ্চ বিবিধৈর্যজ্ঞৈরযজৎ পার্থিবাত্মজঃ ॥ ৯৪
রাজ্যং দশসহস্রাণি প্রাপ্য বর্ষাণি রাঘবঃ।
দশাশ্বমেধানাজহ্রে সদশ্বান্ ভূরিদক্ষিণান্ ॥ ৯৫
আজানুলম্বিবাহুঃ স মহাবক্ষাঃ প্রতাপবান্।
লক্ষ্মণানুচরো রামঃ শশাস পৃথিবীমিমাম্ ॥ ৯৬
রাঘবশ্চাপি ধর্ম্মাত্মা প্রাপ্য রাজ্যমনুত্তমম্।
ঈজে বহুবিধৈর্যজ্ঞৈঃ সসুহৃদ্‌জ্ঞাতিবান্ধবঃ ॥ ৯৭
ন পর্য্যদেবন্ বিধবা ন চ ব্যালকৃতং ভয়ম্।
ন ব্যাধিজং ভয়ং বাপি রামে রাজ্যং প্রশাসতি ॥ ৯৮
নির্দস্যুরভবল্লোকো নানর্থঃ কঞ্চিদস্পৃশৎ।
ন চ স্ম বৃদ্ধা বালানাং প্রেতকার্য্যাণি কুর্ব্বতে ॥ ৯৯
সর্ব্বং মুদিতমেবাসীৎ সর্ব্বো ধর্ম্মপরোঽভবৎ।
রামমেবানুপশ্যন্তো নাভ্যহিংসন্ পরস্পরম্ ॥ ১০০
আসন্ বর্ষসহস্রাণি তথা পুত্রসহস্রিণঃ।
নিরাময়া বিশোকাশ্চ রামে রাজ্যং প্রশাসতি ॥ ১০১
নিত্যমূলা নিত্যফলাস্তরবস্তত্র পুষ্পিতাঃ।
কামবর্ষী চ পর্জ্জন্যঃ সুখস্পর্শশ্চ মারুতঃ ॥ ১০২
স্বকর্ম্মসু প্রবর্ত্তন্তে তুষ্টাঃ স্বৈরেব কর্ম্মভিঃ।
আসন্ প্রজা ধর্ম্মপরা রামে শাসতি নানৃতাঃ ॥ ১০৩
সর্ব্বে লক্ষণসম্পন্নাঃ সর্ব্বে ধর্ম্মপরায়ণাঃ।
দশবর্ষসহস্রাণি রামো রাজ্যমকারয়ৎ ॥ ১০৪

৮৩—৮৭। এইরূপে সেই বানরশ্রেষ্ঠগণ মহাত্মা মনুজেন্দ্র রামের অভিষেক দেখিয়া তাঁহার নিকটে বিদায় লইয়া পুনরায় কিষ্কিন্ধ্যাভিমুখে প্রস্থান করিল। বানরেন্দ্র সুগ্রীব রামাভিষেক দেখিয়া তৎকর্ত্তৃক সম্মানিত হইয়া কিষ্কিন্ধ্যায় প্রবেশ করিলেন। মহাযশা ধর্ম্মাত্মা রাক্ষসেন্দ্র বিভীষণ,—রাজ্য এবং ধনরত্ন লাভ করত রাক্ষসপুঙ্গবগণের সহিত লঙ্কানগরে গমন করিলেন। এদিকে ধর্ম্মবৎসল উদারপ্রকৃতি মহাযশস্বী রাম, শত্রুবিজয়ের পর বিপুল রাজ্যলাভ করত পরমানন্দে প্রজাপালনে প্রবৃত্ত হইয়া ধর্ম্মজ্ঞ লক্ষ্মণকে বলিলেন। ৮৮—৯১। "ধর্ম্মজ্ঞ! আমাদিগের পূর্ব্বপুরুষগণ বলপূর্ব্বক যে রাজ্য স্বায়ত্ত করিয়াছিলেন, আইস, আমরা সেই রাজ্য ভোগ করি। বীর! পিতৃলোক সকল পূর্ব্বে যে রাজ্যভার বহন করিয়াছিলেন, তুমিও যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত হইয়া সেই রাজ্যভার বহন করিতে থাক।" কিন্তু এইরূপে সর্ব্বপ্রকারে অনুনীত হইয়াও যখন সুমিত্রানন্দন যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত হইতে অভিলাষী হইলেন না, তখন ধর্ম্মাত্মা রামচন্দ্র ভরতকে অভিষিক্ত করিয়া, পৌণ্ডরিক, অশ্বমেধ এবং অন্যান্য বহুবিধ যজ্ঞ করিয়া দেবগণের তৃপ্তি সাধন করিলেন। তিনি দশসহস্র বৎসর রাজ্য পালন করত ক্রমশ সদশ্ব এবং ভূরিদক্ষিণাসম্পন্ন দশটী অশ্বমেধ যজ্ঞ করিলেন। এইরূপে সেই আজানুলম্বিতবাহু বিশালবক্ষ প্রতাপশালী রাম লক্ষ্মণের সহিত রাজ্য পালন করিতে লাগিলেন। ৯২—৯৬। তিনি রাজ্যলাভে পূর্ণমনোরথ হইয়া ভ্রাতা, মিত্র এবং বান্ধবগণের সাহায্যে বহুবিধ যজ্ঞ করিলেন। তাঁহার রাজত্বকালে কোন রমণীকেই বৈধব্যক্লেশ ভোগ করিতে হয় নাই এবং রোগ ও সর্পাদিজনিত ভয় দূর হইয়াছিল। পৃথিবী দস্যুশূন্য হইয়াছিল, কাহাকেও অনর্থ স্পর্শ করে নাই এবং বৃদ্ধগণকে বালকদিগের প্রেতকার্য্য করিতে হয় নাই। রামের দৃষ্টান্তে সকলেই ধর্ম্মপরায়ণ হইয়া মহানন্দে কালাতিপাত করিতে লাগিল। তৎকালে কেহই কাহারও হিংসা করিত না। ৯৭—১০০। সেই রামরাজ্যে সকলেই রোগ শোকবিহীন হইয়া সহস্র সহস্র পরমায়ু লাভ করিয়াছিল। তৎকালে বৃক্ষসকল,—সর্ব্বদা পুষ্প ফল এবং মূল প্রসব করিত; দেবরাজ ইন্দ্র ইচ্ছানুরূপ বারিবর্ষণ করিতেন এবং সমীরণ সুখস্পর্শ হইয়াছিলেন। রামের শাসনগুণে তাঁহার সুলক্ষণসম্পন্ন ধর্ম্মপরায়ণ প্রজাপুঞ্জ হৃষ্টমনে নিজ নিজ কর্ম্মে নিরত থাকিয়া ধর্ম্মানুষ্ঠান করিত,

ধর্ম্ম্যং যশস্যমায়ুষ্যং রাজ্ঞাঞ্চ বিজয়াবহম্।
আদিকাব্যমিদং চার্ষং পুরা বাল্মীকিনা কৃতম্॥ ১০৫
যঃ শৃণোতি সদা লোকে নরঃ পাপাৎ প্রমুচ্যতে।
পুত্রকামশ্চ পুত্রান্ বৈ ধনকামো ধনানি চ॥ ১০৬
লভতে মনুজো লোকে শ্রুত্বা রামাভিষেচনম্।
মহীং বিজয়তে রাজা রিপূংশ্চাপ্যধিতিষ্ঠতি॥ ১০৭
রাঘবেণ যথা মাতা সুমিত্রা লক্ষ্মণেন চ।
ভরতেন চ কৈকেয়ী জীবপুত্রাস্তথা স্ত্রিয়ঃ॥ ১০৮
শ্রুত্বা রামায়ণমিদং দীর্ঘমায়ুশ্চ বিন্দতি।
রামস্য বিজয়ঞ্চৈমং সর্ব্বমক্লিষ্টকর্ম্মণঃ॥ ১০৯
শৃণোতি য ইদং কাব্যং পুরা বাল্মীকিনা কৃতম্।
শ্রদ্দধানো জিতক্রোধো দুর্গাণ্যতিতরত্যসৌ॥ ১১০
সমাগম্য প্রবাসান্তে রমন্তে সহ বান্ধবৈঃ।
শৃণ্বন্তি য ইদং কাব্যং পুরা বাল্মীকিনা কৃতম্॥ ১১১
তে প্রার্থিতান্ বরান্ সর্ব্বান্ প্রাপ্নুবন্তীহ রাঘবাৎ।
শ্রবণেন সুরাঃ সর্ব্বে প্রীয়ন্তে সম্প্রশৃণ্বতাম্॥ ১১২
বিনায়কাশ্চ শাম্যন্তি গৃহে তিষ্ঠন্তি যস্য বৈ।
বিজয়েত মহীং রাজা প্রবাসী স্বস্তিমান্ ভবেৎ॥ ১১৩
স্ত্রিয়ো রজস্বলাঃ শ্রুত্বা প্রসূয়ন্তে সুতান্ শুভান্।
পূজয়ংশ্চ পঠংশ্চৈনমিতিহাসং পুরাতনম্॥ ১১৪
সর্ব্বপাপৈঃ প্রমুচ্যেত দীর্ঘমায়ুরবাপ্নুয়াৎ।
প্রণম্য শিরসা নিত্যং শ্রোতব্যং ক্ষত্রিয়ৈর্দ্বিজাৎ॥ ১১৫
ঐশ্বর্য্যং পুত্রলাভশ্চ ভবিষ্যতি ন সংশয়ঃ।
রামায়ণমিদং কৃৎস্নং শৃণ্বতঃ পঠতঃ সদা॥ ১১৬
প্রীয়তে সততং রামঃ স হি বিষ্ণুঃ সনাতনঃ।
আদিদেবো মহাবাহুর্হরির্নারায়ণঃ প্রভুঃ॥ ১১৭
এবমেতৎ পুরাবৃত্তমাখ্যানং ভদ্রমস্তু বঃ।
প্রব্যাহরত বিস্রব্ধং বলং বিষ্ণোঃ প্রবর্দ্ধতাম্॥ ১১৮
দেবাশ্চ সর্ব্বে তুষ্যন্তি গ্রহণাচ্ছ্রবণাত্তথা।
রামায়ণস্য শ্রবণে তৃপ্যন্তি পিতরঃ সদা॥ ১১৯
ভক্ত্যা রামস্য যে চেমাং সংহিতামৃষিণা কৃতাম্।
যে লিখন্তীহ চ নরাস্তেষাং বাসস্ত্রিবিষ্টপে॥ ১২০
কুটুম্ববৃদ্ধিং ধনধান্যবৃদ্ধিং
স্ত্রিয়শ্চ মুখ্যাঃ সুখমুত্তমঞ্চ।

কেহই অন্যায়াচরণে প্রবৃত্ত হইত না। রামচন্দ্র এইরূপে একাদশসহস্র বৎসর রাজত্ব করিয়াছিলেন। ১০১—১০৪। ইহলোকে যে মনুষ্য, মহর্ষি বাল্মীকি-প্রণীত রাঘবের বিজয়াবহ এই দেবতুল্য আদি কাব্য শুনিবে, সে সর্ব্ববিধ পাপ হইতে মুক্ত হইয়া ধর্ম্ম এবং যশ লাভ করিবে। রামাভিষেকসম্বলিত এই আদি কাব্য শুনিলে, পুত্রকামী ব্যক্তি পুত্র এবং ধনকামী ব্যক্তি ধন লাভ করিবে। মহীপতি এই কাব্য শুনিলে, শত্রুগণসহ সমগ্র বসুন্ধরাকে জয় করিতে পারিবেন। যেরূপ রামচন্দ্র, লক্ষ্মণ এবং ভরতকে পুত্ররূপে প্রাপ্ত হইয়া কৌশল্যা, সুমিত্রা এবং কৈকেয়ী জীবিতপুত্রা হইয়াছিলেন, স্ত্রীলোকগণ এই আদি কাব্য শ্রবণ করিলে, সেইরূপ জীবিতপুত্রা হইবে। অক্লিষ্টকর্ম্মা রামচন্দ্রের বিজয়সম্বলিত এই রামায়ণ শুনিলে, পরমায়ুষ্কাল বর্দ্ধিত হয়। যাহারা শ্রদ্ধাপূর্ব্বক এই বাল্মীকিপ্রণীত কাব্য শুনিবে, তাহারা দুর্গ হইতে উত্তীর্ণ হইবে এবং প্রবাসিগণ প্রবাসের পর বন্ধুগণের সহিত সম্মিলিত হইয়া সুখী হইবে। বাল্মীকিরচিত এই পুরাতন কাব্য যাহারা শুনিবে, তাহারা রামচন্দ্রের নিকটে অভীষ্ট বর লাভ করিবে। এই রামায়ণ শুনিলে সমস্ত দেবগণ সন্তুষ্ট হন। যাহার গৃহে এই রামায়ণ গ্রন্থ থাকে, তাহার গৃহ হইতে বিঘ্নকারী অপদেবগণ দূরীভূত হয়; রাজা বিজয়ী হন, প্রবাসী ব্যক্তি সুখী হয়। রজস্বলা কামিনীগণ এই রামায়ণ শুনিয়া উত্তম পুত্র প্রসব করে। এই পুরাতন ইতিহাস রামায়ণ পাঠ ও পূজা করিলে লোক সকল প্রকার পাপ হইতে বিমুক্ত হইয়া দীর্ঘজীবী হয়। ক্ষত্রিয়গণ মস্তকাবনমনপূর্ব্বক প্রণাম করিয়া ব্রাহ্মণমুখে এই রামায়ণ শুনিবেন। ১০৫—১১৫। এই রামায়ণ সমগ্র পাঠ এবং শ্রবণ করিলে ঐশ্বর্য্য ও পুত্র লাভ হয়, তদ্বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। মহাবাহু রাম আদিদেব প্রভু নারায়ণ, তিনিই সনাতন বিষ্ণু; এই রামায়ণের পাঠক এবং শ্রোতার প্রতি তিনি সর্ব্বদা প্রীত থাকেন। এই পুরাবৃত্ত উপাখ্যান লইয়া রামায়ণ রচিত হইয়াছে; এই রামায়ণপাঠে তোমাদের মঙ্গল হউক। তোমরা সকলে রামরূপী বিষ্ণুর বলবীর্য্য-গীতি এই রামায়ণ পাঠ করিতে থাক; তাহাতে তোমাদের শ্রীবৃদ্ধি হউক। রামায়ণের শ্রবণ এবং পাঠে সমস্ত দেবগণ সন্তুষ্ট হন, পিতৃগণ সর্ব্বদা তৃপ্ত থাকেন। যাহারা ভক্তিপূর্ব্বক এই ঋষি-প্রণীত রামসংহিতা লিখিবে, তাহারা স্বর্গে বাস করিবে। ১১৬—১২০। সদর্থযুক্ত এই শুভকাব্য শুনিলে কুটুম্ববৃদ্ধি, ধন-ধান্য-বৃদ্ধি, উত্তম-স্ত্রীলাভ, উত্তমসুখলাভ, এবং সকল প্রকার অভীষ্ট

শ্রুত্বা চৈতৎ কাব্যমিদং মহার্থং
প্রাপ্নোতি সর্ব্বাং ভুবি চার্থসিদ্ধিম্ ॥ ১২১
আয়ুষ্যমারোগ্যকরং যশস্যং
সৌভ্রাতৃকং বুদ্ধিকরং শুভঞ্চ।
শ্রোতব্যমেতন্নিয়মেন সদ্ভি-
রাখ্যানমোজস্করমৃদ্ধিকামৈঃ ॥ ১২২
ইতি শ্রীরামায়ণে লঙ্কাকাণ্ডে শ্রীরামচন্দ্রস্য রাজ্যাভিষেক-
ভদ্রাখ্যানং নাম ত্রিংশদধিকশততমঃ সর্গঃ ॥ ১৩০ ॥

সিদ্ধ হইয়া থাকে। এই রামায়ণ উপাখ্যান শুনিলে আয়ু, যশ, বল এবং বুদ্ধি বৃদ্ধি হইয়া থাকে; শরীর নীরোগ হয়; ভ্রাতৃপ্রেম পরিবর্দ্ধিত হইয়া থাকে। সুতরাং শুভাকাঙ্ক্ষী সাধুদিগের নিয়মপূর্ব্বক ইহা শ্রবণ করা উচিত। ১২১। ১২২।

ইতি শ্রীরামচন্দ্রের রাজ্যাভিষেক-উদ্ভাখ্যান-নামক ত্রিংশদধিকশততম সর্গ সমাপ্ত ॥ ১৩০ ॥

লঙ্কাকাণ্ডং সম্পূর্ণম্।

রামায়ণম্ ।

উত্তরাকাণ্ডম্ ।

প্রথমঃ সর্গঃ ।

প্রাপ্তরাজ্যস্য রামস্য রাক্ষসানাং বধে কৃতে ।
আজগ্মুর্মুনয়ঃ সর্ব্বে রাঘবং প্রতিনন্দিতুম্ ॥ ১
কৌশিকোঽথ যবক্রীতো গার্গ্যো গালব এব চ ।
কণ্বো মেধাতিথেঃ পুত্রঃ পূর্ব্বস্যাং দিশি যে শ্রিতাঃ ॥ ২
স্বস্ত্যাত্রেয়শ্চ ভগবান্নমুচিঃ প্রমুচিস্তথা ।
অগস্ত্যোঽত্রিশ্চ ভগবান্ সুমুখো বিমুখস্তথা ॥ ৩
আজগ্মুস্তে সহাগস্ত্যা যে শ্রিতা দক্ষিণাং দিশম্ ।
নৃষঙ্গুঃ কবষী ধৌম্যঃ কৌশেয়শ্চ মহানৃষিঃ ॥ ৪
তেঽপ্যাজগ্মুঃ সশিষ্যা বৈ যে শ্রিতাঃ পশ্চিমাং দিশম্ ।
বশিষ্ঠঃ কশ্যপোঽথাত্রির্বিশ্বামিত্রঃ সগৌতমঃ ॥ ৫
জমদগ্নির্ভরদ্বাজস্তেঽপি সপ্তর্ষয়স্তথা ।
উদীচ্যাং দিশি সপ্তৈতে নিত্যমেব নিবাসিনঃ ॥ ৬
সম্প্রাপ্যৈতে মহাত্মানো রাঘবস্য নিবেশনম্ ।
বিষ্ঠিতাঃ প্রতিহারার্থং হুতাশনসমপ্রভাঃ ॥ ৭
বেদবেদাঙ্গবিদুষো নানাশাস্ত্রবিশারদাঃ ।
দ্বাস্থং প্রোবাচ ধর্ম্মাত্মা অগস্ত্যো মুনিসত্তমঃ ॥ ৮
নিবেদ্যতাং দাশরথেরৃষয়ো বয়মাগতাঃ ।
প্রতিহারস্ততস্তূর্ণমগস্ত্যবচনাদ্দ্রুতম্ ॥ ৯
সমীপং রাঘবস্যাশু প্রবিবেশ মহাত্মনঃ ।
নয়েঙ্গিতজ্ঞঃ সদ্বৃত্তো দক্ষো ধৈর্য্যসমন্বিতঃ ॥ ১০
স রামং দৃশ্য সহসা পূর্ণচন্দ্রসমদ্যুতিম্ ।
অগস্ত্যং কথয়ামাস সম্প্রাপ্তমৃষিসত্তমম্ ॥ ১১
শ্রুত্বা প্রাপ্তান্ মুনীংস্তাংস্তু বালসূর্য্যসমপ্রভান্ ।
প্রত্যুবাচ ততো দ্বাস্থং প্রবেশয় যথাসুখম্ ॥ ১২
দৃষ্ট্বা প্রাপ্তান্ মুনীংস্তাংস্তু প্রত্যুত্থায় কৃতাঞ্জলিঃ ।
পাদ্যার্ঘ্যাদিভিরানর্চ্চ গাং নিবেদ্য চ সাদরম্ ॥ ১৩
রামোঽভিবাদ্য প্রযত আসনান্যাদিদেশ হ ।

প্রথম সর্গ ।

রামচন্দ্র এইরূপে রাক্ষস বধ করিয়া অযোধ্যা-রাজ্যে অভিষিক্ত হইলে, চতুর্দ্দিক্ হইতে মুনিগণ রামকে অভিনন্দন করিবার নিমিত্ত আগমন করিতে লাগিলেন। কৌশিক, যবক্রীত, গার্গ্য, গালব, কণ্ব, ও মেধাতিথিনন্দন প্রভৃতি পূর্ব্বদিগ্বাসী ঋষিগণ;—স্বস্ত্যাত্রেয়, অগস্ত্য, অত্রি, ভগবান্ নমুচি, প্রমুচি, সুমুখ, বিমুখ, প্রভৃতি দক্ষিণদিগ্বাসী ঋষিগণ—পশ্চিম-দিগ্বাসী নৃষঙ্গু, কবষী, ধৌম্য, মহর্ষি কৌশেয়,—উত্তর-দিক্‌নিবাসী বশিষ্ঠ, কশ্যপ, অত্রি, বিশ্বামিত্র, গৌতম, জমদগ্নি, ভরদ্বাজ এবং সপ্তর্ষি সকল সমাগত হইলেন। ১—৬। বেদবেদাঙ্গবিৎ সর্ব্বশাস্ত্রবিশারদ, অগ্নির ন্যায় তেজস্বী মহাত্মা মুনি সকল, রঘুনন্দন রামচন্দ্রের প্রাসাদনিকটস্থ হইয়া,—প্রতীহারী দ্বারা আপনাদের আগমনবার্ত্তা দিবার জন্য দ্বারে প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। তখন মুনিসত্তম ধর্ম্মাত্মা অগস্ত্য, সকলের অনুমতি লইয়া দৌবারিককে কহিলেন যে, "তুমি আমাদের আগমনবার্ত্তা রামের নিকটে নিবেদন কর।" কার্য্যদক্ষ নীতিজ্ঞ সুশীল প্রতীহারী অগস্ত্য মুনির বাক্য শুনিবামাত্র মহাত্মা রামচন্দ্রের নিকটে গমন করিল। সেই সুধীর, ইঙ্গিতজ্ঞ দ্বারী পূর্ণচন্দ্র-তুল্য রামকে সহসা দেখিয়া, মুনিশ্রেষ্ঠ অগস্ত্য ঋষির আগমন-বার্ত্তা নিবেদন করিল। রামচন্দ্র নবোদিত আদিত্যের ন্যায় তেজস্বী মুনিগণের আগমন-বার্ত্তা শুনিয়া দ্বারীকে কহিলেন, "তুমি তাঁহাদিগকে সমাদরে লইয়া আইস।" মুনিগণ সমাগত হইলে, রামচন্দ্র উঠিয়া দাঁড়াইয়া, যোড়হাতে পাদ্য ও অর্ঘ্যদ্বারা তাঁহাদের অর্চ্চনা করিলেন। পরিশেষে ভক্তিভাবে

তেষু কাঞ্চনচিত্রেষু মহৎসু চ বরেষু চ ॥ ১৭
কুশান্তর্দ্ধানদত্তেষু মৃগচর্ম্মযুতেষু চ।
যথার্হমুপবিষ্টাস্তে আসনেষু দ্বিপুঙ্গবাঃ ॥ ১৫
রামেণ কুশলং পৃষ্টাঃ সশিষ্যাঃ সপুরোগমাঃ।
মহর্ষয়ো বেদবিদো রামং বচনমব্রুবন্।
কুশলং নো মহাবাহো সর্ব্বত্র রঘুনন্দন ॥ ১৬
ত্বাং তু দিষ্ট্যা কুশলিনং পশ্যামো হতশাত্রবম্।
দিষ্ট্যা ত্বয়া হতো রাজন্ রাবণো লোকরাবণঃ ॥ ১৭
ন হি ভারঃ স তে রাম রাবণঃ পুত্রপৌত্রবান্।
সধনুস্ত্বং হি লোকাংস্ত্রীন্ বিজয়েথা ন সংশয়ঃ ॥ ১৮
দিষ্ট্যা ত্বয়া হতো রাম রাবণঃ পুত্রপৌত্রবান্।
দিষ্ট্যা বিজয়িনং ত্বাদ্য পশ্যামঃ সহ সীতয়া ॥ ১৯
লক্ষ্মণেন চ ধর্ম্মাত্মন্ ভ্রাত্রা ত্বদ্ধিতকারিণা।
মাতৃভির্ভ্রাতৃসহিতং পশ্যামোহদ্য বয়ং নৃপ ॥ ২০
দিষ্ট্যা প্রহস্তো বিকটো বিরূপাক্ষো মহোদরঃ।
অকম্পনশ্চ দুর্দ্ধর্ষো নিহতাস্তে নিশাচরাঃ ॥ ২১
যস্য প্রমাণাদ্বিপুলং প্রমাণং নেহ বিদ্যতে।
দিষ্ট্যা তে সমরে রাম কুম্ভকর্ণো নিপাতিতঃ ॥ ২২
ত্রিশিরাশ্চাতিকায়শ্চ দেবান্তকনরান্তকৌ।
দিষ্ট্যা তে নিহতা রাম মহাবীর্য্যা নিশাচরাঃ ॥ ২৩
দিষ্ট্যা ত্বং রাক্ষসেন্দ্রেণ দ্বন্দ্বযুদ্ধমুপাগতঃ।
দেবতানামবধ্যেন বিজয়ং প্রাপ্তবানসি ॥ ২৪
সংখ্যে তস্য ন কিঞ্চিত্তু রাবণস্য পরাভবঃ।
দ্বন্দ্বযুদ্ধমনুপ্রাপ্তো দিষ্ট্যা তে রাবণির্হতঃ ॥ ২৫
দিষ্ট্যা তস্য মহাবাহো কালস্যেবাভিধাবতঃ।
মুক্তঃ সুররিপোর্বীর প্রাপ্তশ্চ বিজয়স্ত্বয়া ॥ ২৬
অভিনন্দাম তে সর্ব্বে সংশ্রুত্যেন্দ্রজিতো বধম্।
অবধ্যঃ সর্ব্বভূতানাং মহামায়াধরো যুধি।
বিস্ময়স্ত্বেষ চাস্মাকং তচ্ছ্রুত্বেন্দ্রজিতং হতম্ ॥ ২৭
দত্ত্বা পুণ্যামিমাং বীর সৌম্যামভয়দক্ষিণাম্।
দিষ্ট্যা বর্দ্ধসি কাকুৎস্থ জয়েনামিত্রকর্ষণ ॥ ২৮
শ্রুত্বা তু বচনং তেষাং মুনীনাং ভাবিতাত্মনাম্।
বিস্ময়ং পরমং গত্বা রামঃ প্রাঞ্জলিরব্রবীৎ ॥ ২৯
ভগবন্তঃ কুম্ভকর্ণং রাবণঞ্চ নিশাচরম্।
অতিক্রম্য মহাবীর্য্যৌ কিং প্রশংসথ রাবণিম্ ॥ ৩০

প্রত্যেককে গোদান করিয়া, সাদরে অভিনন্দনপূর্ব্বক আসন প্রদান করিলেন। তখন ঋষিগণশ্রেষ্ঠগণ কেহ সুবর্ণখচিত আসনে, কেহ বহুমূল্য বিশাল আসনে, কেহ কুশাসনে, কেহ বা মৃগচর্ম্মাসনে বসিলেন। ৭—১৫। রাম কুশলপ্রশ্ন জিজ্ঞাসিলে,—বেদবিৎ সশিষ্য মহর্ষিগণ কহিলেন,—"মহাবাহো রঘুনন্দন! আমাদের সর্ব্বত্র মঙ্গল। অধিকন্তু আপনি সমস্ত শত্রু বধ করিয়া কুশলে আছেন, দেখিয়া আমাদের অত্যন্ত আনন্দ হইল। রাজন্! আপনি সৌভাগ্যক্রমে শত্রুশ্রেষ্ঠ রাবণকে বধ করিয়াছেন। রাম! আপনি ধনুর সাহায্যে নিশ্চয়ই সমস্ত ত্রিলোক জয় করিতে পারেন। পুত্রপৌত্রসহ রাবণকে বধ করা ত আপনার পক্ষে সামান্য কথা! রাম! আপনি ভাগ্যক্রমেই পুত্রপৌত্রসহ রাবণকে বধ করিয়াছেন। আমরা অদ্য সৌভাগ্যক্রমে সীতার সহিত আপনাকে বিজয়ী দেখিলাম। ধর্ম্মাত্মন্! আপনার হিতৈষী ভ্রাতা লক্ষ্মণ, মাতা এবং অন্য ভ্রাতৃগণ সহ আপনাকে ভাগ্যবশতই আমরা আজ দেখিলাম। ১৬—২০। রাজন্! আপনি সৌভাগ্যক্রমে প্রহস্ত, বিকট, বিরূপাক্ষ, মহোদর, অকম্পন প্রভৃতি দুর্দ্ধর্ষ রাক্ষসদিগকে নিহত করিয়াছেন। রাম! যাহার অপেক্ষা বিশাল বস্তু জগতে আর নাই, আপনি ভাগ্যবশতঃ তাদৃশ কুম্ভকর্ণকেও যুদ্ধে বধ করিয়াছেন। রাম! ত্রিশিরা, অতিকায়, দেবান্তক, নরান্তক প্রভৃতি মহাবীর্য্য নিশাচরগণকে আপনি ভাগ্যবশতই বধ করিয়াছেন। দেবতাদিগেরও অবধ্য রাক্ষসরাজ রাবণের সহিত দ্বন্দ্বযুদ্ধ করিয়া, আপনি যে বিজয়ী হইয়াছেন, ইহা অত্যন্ত আহ্লাদের বিষয়। মহাবাহো! সংগ্রামে রাবণের পুত্র ইন্দ্রজিৎকে বধ করা অতি দুরূহ ব্যাপার। তাহার কাছে রাবণবধ কিছুই নয়। সৌভাগ্যক্রমে আপনি সেই রাবণনন্দন ইন্দ্রজিৎকে যুদ্ধে বধ করিয়াছেন। ২১—২৫। বীর! সেই দেবরিপু ইন্দ্রজিৎ কালের ন্যায় যখন আপনার অভিমুখীন হইয়াছিল, তখন আপনি ভাগ্যক্রমে তাহার অস্ত্রবন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া বিজয়ী হইয়াছেন। আমরা সেই ইন্দ্রজিতের নিধনবার্ত্তা শুনিয়া সাতিশয় সুখী হইলাম। অতি মায়াবী সেই ইন্দ্রজিৎ যুদ্ধক্ষেত্রে সকল প্রাণীরই অবধ্য ছিল। আপনি সেই ইন্দ্রজিৎকে বধ করিয়াছেন শুনিয়া, আমরা অত্যন্ত বিস্মিত হইয়াছি। হে কাকুৎস্থ! আপনি ঋষিদিগকে পবিত্র অভয় দান করিয়াছেন। হে অরিন্দম! আপনি ভাগ্যবশতঃ এই বিজয়লাভে বর্দ্ধিত হইয়াছেন।" রামচন্দ্র সেই তত্ত্বজ্ঞ মুনিগণের কথা শুনিয়া অতীব বিস্মিত হইয়া যোড়হাতে কহিলেন;—"ভগবন্! মহাবীর রাক্ষস রাবণ ও কুম্ভকর্ণকে তুচ্ছ জ্ঞান করিয়া, আপনারা কি

মহোদরং প্রহস্তঞ্চ বিরূপাক্ষঞ্চ রাক্ষসম্ ।
মত্তোন্মত্তৌ চ দুর্দ্ধর্ষৌ দেবান্তকনরান্তকৌ ।
অতিক্রম্য মহাবীরান্ কিং প্রশংসথ রাবণিম্ ॥ ৩১
অতিকায়ং ত্রিশিরসং ধূম্রাক্ষঞ্চ নিশাচরম্ ।
অতিক্রম্য মহাবীর্য্যান্ কিং প্রশংসথ রাবণিম্ ॥ ৩২
কীদৃশো বৈ প্রভাবোঽস্য কিং বলং কঃ পরাক্রমঃ ।
কেন বা কারণেনৈব রাবণাদতিরিচ্যতে ॥ ৩৩
শক্যং যদি ময়া শ্রোতুং ন খল্বাজ্ঞাপয়ামি বঃ ।
যদি গুহ্যং ন চেদ্বক্তুং শ্রোতুমিচ্ছামি কথ্যতাম্ ॥ ৩৪
শক্রোঽপি বিজিতস্তেন কথং লব্ধবরশ্চ সঃ ।
কথঞ্চ বলবান্ পুত্রো ন পিতা তস্য রাবণঃ ॥ ৩৫
কথং পিতুশ্চাপ্যধিকো মহাহবে
শক্রস্য জেতা হি কথং স রাক্ষসঃ ।
বরাংশ্চ লব্ধাঃ কথয়স্ব মেঽদ্য
প্রপৃচ্ছতশ্চাস্য মুনীন্দ্র সর্ব্বম্ ॥ ৩৬

ইতি উত্তরকাণ্ডে প্রথমঃ সর্গঃ ॥ ১ ॥

অস্য রাবণ-নন্দন ইন্দ্রজিতের প্রশংসা করিতেছেন? ২৬—৩০। মহোদর, প্রহস্ত, বিরূপাক্ষ, মত্ত, উন্মত্ত, দুর্দ্ধর্ষ দেবান্তক, নরান্তক প্রভৃতি মহাবীর রাক্ষসদিগকে পরিত্যাগ করিয়া আপনারা কি কারণে রাবণপুত্রের প্রশংসা করিতেছেন? অতিকায়, ত্রিশিরা, ধূম্রাক্ষ প্রভৃতি মহাবলবান্ রাক্ষসদিগকে ছাড়িয়া কি নিমিত্ত রাবণ-পুত্রের প্রশংসা করিতেছেন? ইহার দেহের বল এবং পরাক্রম কতদূর? প্রভাবই বা কি প্রকার? আর কি কারণেই বা রাবণ অপেক্ষা এ বলবান্? যদি এই সকল বিষয় গোপনীয় না হয়—শুনিতে যদি কোন বাধা না থাকে, তাহা হইলে আমি ইহা শ্রবণ করিতে ইচ্ছা করি। আপনারা আমার নিকটে বলিলে বাধিত হই। আমি আপনাদিগকে বলিতে আদেশ করিতে পারি না। মুনিবর! ইন্দ্রজিৎ, ইন্দ্রকে কিরূপে পরাজয় করিল? আর সে কি উপায়ে বর লাভ করিল? পুত্র বলবান্ হইল, কিন্তু তাহার পিতা রাবণ কেন সেরূপ বলবান্ হইল না? আর সেই রাক্ষস সংগ্রামে পিতা অপেক্ষা কেন অধিকতর বলশালী হইল? কিরূপেই বা ইন্দ্রকে পরাজয় এবং বর লাভ করিল? এখন আমি এই সকল বিষয় জিজ্ঞাসা করিতেছি; আপনারা অনুগ্রহ করিয়া বলুন। ৩১—৩৬।

দ্বিতীয়ঃ সর্গঃ ।

তস্য তদ্বচনং শ্রুত্বা রাঘবস্য মহাত্মনঃ ।
কুম্ভযোনির্ম্মহাতেজা বাক্যমেতদুবাচ হ ॥ ১
শৃণু রাম তথাবৃত্তং তস্য তেজোবলং মহৎ ।
জঘান শত্রূন্ যেনাসৌ ন চ বধ্যঃ স শত্রুভিঃ ॥ ২
তাবৎ তে রাবণস্যেদং কুলং জন্ম চ রাঘব ।
বরপ্রদানঞ্চ যথা তথা সর্ব্বং ব্রবীমি তে ॥ ৩
পুরা কৃতযুগে রাম প্রজাপতিসুতঃ প্রভুঃ ।
পুলস্ত্যো নাম ব্রহ্মর্ষিঃ সাক্ষাদিব পিতামহঃ ॥ ৪
নানুকীর্ত্ত্যা গুণাস্তস্য ধর্ম্মতঃ শীলতস্তথা ।
প্রজাপতেঃ পুত্র ইতি বক্তুং শক্যং হি নামতঃ ॥ ৫
প্রজাপতিসুতত্বেন দেবানাং বল্লভো হি সঃ ।
ইষ্টঃ সর্ব্বস্য লোকস্য গুণৈঃ শুভ্রৈর্ম্মহামতিঃ ॥ ৬
স তু ধর্ম্মপ্রসঙ্গেন মেরোঃ পার্শ্বে মহাগিরেঃ ।
তৃণবিন্দ্বাশ্রমং গত্বা ন্যবসন্মুনিপুঙ্গবঃ ॥ ৭
তপস্তেপে স ধর্ম্মাত্মা স্বাধ্যায়নিয়তেন্দ্রিয়ঃ ।
গত্বাশ্রমপদং তস্য বিঘ্নং কুর্ব্বন্তি কন্যকাঃ ॥ ৮

দ্বিতীয় সর্গ ।

মহাতেজস্বী কুম্ভযোনি অগস্ত্য, মহাত্মা রঘুনন্দন রামের সেই কথা শুনিয়া কহিলেন, "রাম! রাবণ-তনয় যেরূপে শত্রুসংহার করিয়াছিল, আর যে প্রকারে সমস্ত শত্রুর অবধ্য হইয়াছিল, আমি তাহার সেই সুমহৎ বলবীর্য্যের কথা যথাযথ কীর্ত্তন করিব। হে রঘুনন্দন! এক্ষণে রাবণের বংশ, জন্ম এবং যেরূপে বর লাভ করিয়াছিল, তৎসমস্ত তোমার নিকটে অবিকল বর্ণন করিতেছি শুন,—"রাম! সত্যযুগে প্রজাপতির পুলস্ত্য নামে এক পুত্র হন। ব্রহ্মর্ষি পুলস্ত্য তপঃ-প্রভাবে যেন সাক্ষাৎ পিতামহ। তিনি সর্ব্বলোকের নিগ্রহে ও অনুগ্রহে সমর্থ। ধর্ম্মচর্য্যা ও সৎস্বভাব-বশে তিনি যে সমুদয় গুণরাশি অর্জ্জন করিয়াছিলেন তাহা বলা যায় না। অধিক কি, 'তিনি প্রজাপতির পুত্র' এইমাত্র কহিলেই তাঁহার অনন্তকোটি গুণের সঙ্কীর্ত্তন করা হয়। ১—৫। সেই মহামতি পুলস্ত্য প্রজাপতির পুত্র বলিয়া দেবগণের অত্যন্ত প্রিয়; এমন কি, সুবিমল গুণে তিনি সর্ব্বলোকেরই পূজ্য হইয়াছিলেন; কিন্তু ধর্ম্মাত্মা মুনিবর তপস্যা করিবার জন্য মহাপর্ব্বত মেরুর পার্শ্বে তৃণবিন্দুর আশ্রমে গিয়া তপস্যা করিলেন। তিনি বেদপাঠে নিরত হইয়া ইন্দ্রিয়-সংযমপূর্ব্বক তপস্যা করিতে লাগিলেন। ইতিমধ্যে কন্যাগণ তাঁহার আশ্রমে আসিয়া তপস্যার বিঘ্ন করিতে

ঋষিপন্নগকন্যাশ্চ রাজর্ষিতনয়াশ্চ যাঃ।
ক্রীড়ন্ত্যোঽপ্সরসশ্চৈব তং দেশমুপপেদিরে॥ ৯
সর্ব্বর্ত্তুষূপভোগ্যত্বাদ্রম্যত্বাৎ কাননস্য চ।
নিত্যশস্তাস্তু তং দেশং গত্বা ক্রীড়ন্তি কন্যকাঃ॥ ১০
দেশস্য রমণীয়ত্বাৎ পুলস্ত্যো যত্র স দ্বিজঃ।
গায়ন্ত্যো বাদয়ন্ত্যশ্চ লাসয়ন্ত্যস্তথৈব চ॥ ১১
মুনেস্তপস্বিনস্তস্য বিঘ্নং চক্রুরনিন্দিতাঃ।
অথ রুষ্টো মহাতেজা ব্যাজহার মহামুনিঃ॥ ১২
যা মে দর্শনমাগচ্ছেৎ সা গর্ভং ধারয়িষ্যতি।
তাস্তু সর্ব্বাঃ প্রতিশ্রুত্য তস্য বাক্যং মহাত্মনঃ॥ ১৩
ব্রহ্মশাপভয়াদ্ভীতাস্তং দেশং নোপচক্রমুঃ।
তৃণবিন্দোস্তু রাজর্ষেস্তনয়া ন শৃণোতি তৎ॥ ১৪
গত্বাশ্রমপদং তত্র বিচচার সুনির্ভয়া।
ন চাপশ্যচ্চ সা তত্র কাঞ্চিদভ্যাগতাং সখীম্॥ ১৫
তস্মিন্ কালে মহাতেজাঃ প্রাজাপত্যো মহানৃষিঃ।
স্বাধ্যায়মকরোত্তত্র তপসা দ্যোতিতঃ স্বয়ম্॥ ১৬
সা তু বেদশ্রুতিং শ্রুত্বা দৃষ্ট্বা বৈ তপসো নিধিম্।
অভবৎ পাণ্ডুদেহা সা সুব্যঞ্জিতশরীরজা॥ ১৭
বভূব চ সমুদ্বিগ্না দৃষ্ট্বা তদ্দোষমাত্মনঃ।
ইদং মে কিং ত্বিতি জ্ঞাত্বা পিতুর্গত্বাশ্রমে স্থিতা॥ ১৮

তান্তু দৃষ্ট্বা তথাভূতাং তৃণবিন্দুরথাব্রবীৎ।
কিং ত্বমেতত্ত্বসদৃশং ধারয়স্যাত্মনো বপুঃ॥ ১৯
সা তু কৃতাঞ্জলির্দীনা কন্যোবাচ তপোধনম্।
ন জানে কারণং তাত যেন মে রূপমীদৃশম্॥ ২০
কিন্তু পূর্ব্বং গতাস্ম্যেকা মহর্ষের্ভাবিতাত্মনঃ।
পুলস্ত্যস্যাশ্রমং দিব্যমন্বেষ্টুং স্বসখীজনম্॥ ২১
ন চ পশ্যাম্যহং তত্র কাঞ্চিদভ্যাগতাং সখীম্।
রূপস্য তু বিপর্য্যাসং দৃষ্ট্বা ত্রাসাদিহাগতা॥ ২২
তৃণবিন্দুস্তু রাজর্ষিস্তপসা দ্যোতিতপ্রভঃ।
ধ্যানং বিবেশ তচ্চাপি অপশ্যদৃষিকর্ম্মজম্॥ ২৩
স তু বিজ্ঞায় তং শাপং মহর্ষের্ভাবিতাত্মনঃ।
গৃহীত্বা তনয়াং গত্বা পুলস্ত্যমিদমব্রবীৎ॥ ২৪
ভগবংস্তনয়াং মে ত্বং গুণৈঃ স্বৈরেব ভূষিতাম্।
ভিক্ষাং প্রতিগৃহাণেমাং মহর্ষে স্বয়মুদ্যতাম্॥ ২৫
তপশ্চরণযুক্তস্য শ্রাম্যমাণেন্দ্রিয়স্য তে।
শুশ্রূষণপরা নিত্যং ভবিষ্যতি ন সংশয়ঃ॥ ২৬
তং ব্রুবাণং তু তদ্বাক্যং রাজর্ষিং ধার্ম্মিকং তদা।
জিঘৃক্ষুরব্রবীৎ কন্যাং বাঢ়মিত্যেব স দ্বিজঃ॥ ২৭

লাগিল। রাজর্ষি-কন্যা, নাগকন্যা এবং অপ্সরাসকল ক্রীড়া করিতে করিতে সেই স্থানে আসিয়া উপনীত হইল। সেই কন্যকা সকল, সকল ঋতুর শোভা বিদ্যমান থাকায় সেই প্রদেশ অতি রমণীয় বলিয়া নিয়ত ক্রীড়া করিতে লাগিল। ৯—১০। যে স্থানে দ্বিজবর পুলস্ত্য তপস্যা করিতেছিলেন, সেই প্রদেশের সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হইয়া আনন্দিতা কন্যকাগণ,—গান, বাদ্য এবং নৃত্য করিয়া, সেই তপস্বীর তপোবিঘ্ন জন্মাইতে লাগিল তখন মহাতেজা মুনিবর পুলস্ত্য ক্রুদ্ধ হইয়া কহিলেন,—'যে আমার সম্মুখে আসিবে, সে তৎক্ষণাৎ গর্ভ ধারণ করিবে।' তাহারা সকলে সেই মহাত্মার কথা শুনিবামাত্র ব্রহ্মশাপে ভীত হইয়া, আর সে স্থানে যাইল না। কিন্তু রাজর্ষি তৃণবিন্দুর কন্যা এ কথা শুনিতে পায় নাই; সুতরাং সে সেই আশ্রমে আসিয়া নির্ভয়ে ভ্রমণ করিতে লাগিল। কিন্তু সেখানে কোন সখীকেই আসিতে দেখিল না। ১১—১৫। সেই সময়ে মহাতেজা মহর্ষি প্রজাপতিপুত্র পুলস্ত্য তপঃপ্রভাবে প্রদীপ্ত হইয়া আশ্রমে বেদপাঠ করিতেছিলেন। সেই রাজ-তনয়া বেদধ্বনি শ্রবণপূর্ব্বক উৎসুক হইয়া, যেমন তপোনিধিকে দেখিল, অমনি তাহার দেহ পাণ্ডুবর্ণ হইল, গর্ভলক্ষণ প্রকাশ পাইল। সে,—'একি হইল'—ভাবিয়া শঙ্কিতচিত্তে অতীব উদ্বিগ্না হইল এবং নিজ পিতার আশ্রমে গিয়া অবস্থিতি করিতে লাগিল। তৎ-পরে তৃণবিন্দু কন্যার তাদৃশ অবস্থা অবলোকন করিয়া কহিলেন, 'কন্যাবস্থায় তোমার দেহের ভাব এরূপ হইল কেন?' সেই কন্যা নিতান্ত দীনভাবে যোড়হাতে তপোধনকে কহিল, 'পিতঃ। কি কারণে যে আমার এরূপ অবস্থা হইল, তাহা আমি কিছুমাত্র জানি না। ১৬—২০। কিন্তু ইতিপূর্ব্বে তপস্যা-নিরত মহর্ষি পুলস্ত্যের রমণীয় আশ্রমে স্বীয় সখীদিগকে খুঁজিতে গিয়াছিলাম, সেখানে কোন সখাকেই দেখিলাম না, পরে শরীরের এইরূপ ভাবান্তর দেখিয়া, ভয়ে এখানে আসিয়াছি। তখন তপঃপ্রভাবসম্পন্ন রাজর্ষি তৃণবিন্দু ধ্যানবলে গর্ভের কারণ দেখিতে পাইলেন। তিনি আত্মচিন্তা-পরায়ণ মহর্ষি পুলস্ত্যের শাপে এইরূপ হইয়াছে জানিতে পারিয়া, কন্যার সহিত সেই মহর্ষির আশ্রমে গিয়া তাঁহাকে কহিলেন,—ভগবন্! স্বীয় গুণগ্রামে ভূষিতা আমার কন্যা স্বয়ং উপস্থিত হইয়াছে, অতএব আপনি ইহাকে ভিক্ষা-স্বরূপ প্রতিগ্রহ করুন। ২১—২৫। মহর্ষে! তপস্যা করিয়া যখন আপনার ইন্দ্রিয় সকল শ্রান্ত হইবে, তখন এ আপনার সতত শুশ্রূষা করিবে, সন্দেহ নাই। সেই সময়ে দ্বিজ-বর পুলস্ত্য,—ধার্ম্মিক রাজর্ষির কথা শুনিয়া, সেই কন্যাকে বিবাহ করিতে অঙ্গীকার করিলেন।

দত্ত্বা তু তনয়াং রাজা স্বমাশ্রমপদং গতঃ।
সাপি তত্রাবসৎ কন্যা তোষয়ন্তী পতিং গুণৈঃ॥ ২৮
তস্যাস্তু শীলবৃত্তাভ্যাং তুতোষ মুনিপুঙ্গবঃ।
প্রীতঃ স তু মহাতেজা বাক্যমেতদুবাচ হ॥ ২৯
পরিতুষ্টোঽস্মি সুশ্রোণি গুণানাং সম্পদা ভৃশম্।
তস্মা দেবি দদাম্যদ্য পুত্রমাত্মসমং তব।
উভয়োর্বংশকর্ত্তারং পৌলস্ত্য ইতি বিশ্রুতম্॥ ৩০
যস্মাত্তু বিশ্রুতো বেদস্ত্বয়েহাধ্যয়তো মম।
তস্মাৎ স বিশ্রবা নাম ভবিষ্যতি ন সংশয়ঃ॥ ৩১
এবমুক্তা তু সা দেবী প্রহৃষ্টেনান্তরাত্মনা।
অচিরেণৈব কালেনাসূত বিশ্রবসং সুতম্।
ত্রিষু লোকেষু বিখ্যাতং যশোধর্ম্মসমন্বিতম্॥ ৩২
শ্রুতিমান্ সমদর্শী চ ব্রতাচাররতস্তথা।
পিতেব তপসা যুক্তো অভবদ্বিশ্রবা মুনিঃ॥ ৩৩

ইতি উত্তরকাণ্ডে দ্বিতীয়ঃ সর্গঃ॥ ২॥

রাজা কন্যা দান করিয়া আপন আশ্রমে ফিরিয়া আসিলেন। কন্যাও আপন গুণে পতিকে সন্তুষ্ট করিয়া,তথায় বাস করিতে লাগিলেন। অল্পদিবসের মধ্যেই মুনিশ্রেষ্ঠ,—তাঁহার সচ্চরিত্র এবং সদ্ব্যবহারে সন্তুষ্ট হইলেন। একদা সেই মহাতেজা মুনি, আহ্লাদিত হইয়া তাঁহাকে কহিলেন,—'হে সুনিতম্বশালিনি! আমি তোমার গুণগ্রামে সাতিশয় সন্তুষ্ট হইয়াছি; অতএব দেবি! অদ্য তোমাকে আমার ঔরস পুত্র প্রদান করিব, এই পুত্র পৌলস্ত্য নামে প্রসিদ্ধ হইয়া পিতা এবং মাতার বংশ বিস্তার করিবে। আমার বেদাধ্যয়নকালে তুমি বেদপাঠ শুনিয়াছিলে, এই কারণে তোমার এই পুত্রের নাম 'বিশ্রবা' হইবে, সংশয় নাই। সেই দেবী এইরূপ বর পাইয়া মনে মনে অত্যন্ত আহ্লাদিতা হইয়া, অচিরকালমধ্যেই ত্রিলোকবিখ্যাত যশস্বী এবং ধার্ম্মিক বিশ্রবা নামে পুত্র প্রসব করিলেন। মুনিপুত্র বিশ্রবা হইলেন। বেদজ্ঞানসম্পন্ন তিনি সকলবিষয়েই সমদর্শী এবং ব্রতাচাররত হইয়া পিতার ন্যায় তপস্যায় নিযুক্ত হইলেন। ২৮—৩৩।

তৃতীয়ঃ সর্গঃ।

অথ পুত্রঃ পুলস্ত্যস্য বিশ্রবা মুনিপুঙ্গবঃ।
অচিরেণৈব কালেন পিতেব তপসি স্থিতঃ।
সত্যবান্ শীলবান্ দান্তঃ স্বাধ্যায়নিরতঃ শুচিঃ
সর্ব্বভোগেষ্বসংসক্তো নিত্যং ধর্ম্মপরায়ণঃ॥ ২
জ্ঞাত্বা তস্য তু তদ্বৃত্তং ভরদ্বাজো মহামুনিঃ।
দদৌ বিশ্রবসে ভার্য্যাং স্বসুতাং দেববর্ণিনীম্॥ ৩
প্রতিগৃহ্য তু ধর্ম্মেণ ভরদ্বাজসুতাং তদা।
প্রজান্বীক্ষিকয়া বুদ্ধ্যা শ্রেয়ো হ্যস্য বিচিন্তয়ন্॥ ৪
মুদা পরময়া যুক্তো বিশ্রবা মুনিপুঙ্গবঃ।
স তস্যাং বীর্য্যসম্পন্নমপত্যং পরমাদ্ভুতম্॥ ৫
জনয়ামাস ধর্ম্মজ্ঞঃ সর্ব্বৈর্ব্রহ্মগুণৈর্বৃতম্।
তস্মিন্ জাতে তু সংহৃষ্টঃ সংবভূব পিতামহঃ॥ ৬
দৃষ্ট্বা শ্রেয়স্করীং বুদ্ধিং ধনাধ্যক্ষো ভবিষ্যতি।
নাম চাস্যাকরোৎ প্রীতঃ সার্দ্ধং দেবর্ষিভিস্তদা॥ ৭
যস্মাদ্বিশ্রবসোঽপত্যং সাদৃশ্যাদ্বিশ্রবা ইব।
তস্মাদ্বৈশ্রবণো নাম ভবিষ্যত্যেব বিশ্রুতঃ॥ ৮
স তু বৈশ্রবণস্তত্র তপোবনগতস্তদা।

তৃতীয় সর্গ।

পুলস্ত্যপুত্র সত্যপ্রতিজ্ঞ সদাচারী জিতেন্দ্রিয় মুনিবর বিশ্রবা,—সতত ধর্ম্মানুরাগবশতঃ বিষয়ভোগ হইতে বিরত হইয়া, পবিত্র ভাবে বেদাধ্যয়নে নিরত হইলেন; এমন কি, অল্পদিনের মধ্যেই তিনি পিতার তুল্য তপস্বী হইয়া উঠিলেন। মহামুনি ভরদ্বাজ, বিশ্রবার তাদৃশ চরিত্র অবগত হইয়া, তাঁহাকে দেববর্ণিনী নাম্নী আপন কন্যা দান করিলেন। মুনিপুঙ্গব ধর্ম্মজ্ঞ বিশ্রবা, ধর্ম্মানুসারে ভরদ্বাজকন্যাকে প্রতিগ্রহ করিলেন; এবং ভবিষ্যৎ গণনা দ্বারা সেই ভার্য্যার গর্ভে মহাপ্রভাব পুত্র জন্মগ্রহণ করিবে জানিতে পারিয়া অত্যন্ত আনন্দিত হইলেন। তিনি সেই ভার্য্যায় সম-দমাদি নিখিল গুণে ভূষিত বীর্য্যবান্ অত্যন্ত অদ্ভুত সন্তান উৎপাদন করিলেন। তৎপরে সেই পুত্রের পিতামহ পুলস্ত্য অনেক আলোচনা করিয়া, পুত্রের হিতসাধিনী বুদ্ধি দেখিয়া অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইলেন। ১—৬। বিশেষতঃ কালক্রমে পুত্রের নাম ধনাধ্যক্ষ হইবে,—ইহা জানিয়া, প্রীতচিত্তে দেবর্ষিগণসহ তৎকালে পুত্রের নামকরণ করিলেন। পুত্র,—বিশ্রবার অনুরূপ হইয়াছে বলিয়া তাহার নাম রাখিলেন 'বৈশ্রবণ'। তৎকালে বৈশ্রবণ, তপোবনে থাকিয়া,

অবর্দ্ধতাহুতিভিহুতো মহাতেজা যথানলঃ ॥ ৯
তস্যাশ্রমপদস্থস্য বুদ্ধির্জজ্ঞে মহাত্মনঃ।
চরিষ্যে পরমং ধর্ম্মং ধর্ম্মো হি পরমা গতিঃ ॥ ১০
স তু বর্ষসহস্রাণি তপস্তপ্ত্বা মহাবনে।
যন্ত্রিতো নিয়মৈরুগ্রৈশ্চকার সুমহত্তপঃ ॥ ১১
পূর্ণে বর্ষসহস্রান্তে তং তং বিধিমকল্পয়ৎ।
জলাশী মারুতাহারো নিরাহারস্তথৈব চ।
এবং বর্ষসহস্রাণি জগ্মুস্তান্যেকবর্ষবৎ ॥ ১২
অথ প্রীতো মহাতেজাঃ সেন্দ্রৈঃ সুরগণৈঃ সহ।
গত্বা তস্যাশ্রমপদং ব্রহ্মেদং বাক্যমব্রবীৎ ॥ ১৩
পরিতুষ্টোঽস্মি তে বৎস কর্ম্মণানেন সুব্রত।
বরং বৃণীষ্ব ভদ্রং তে বরার্হস্ত্বং মহামতে ॥ ১৪
অথাব্রবীদ্বৈশ্রবণঃ পিতামহমুপস্থিতম্।
ভগবল্লোকপালত্বমিচ্ছেয়ং বিত্তরক্ষণম্ ॥ ১৫
অথাব্রবীদ্বৈশ্রবণং পরিতুষ্টেন চেতসা।
ব্রহ্মা সুরগণৈঃ সার্দ্ধং বাঢ়মিত্যেব হৃষ্টবৎ ॥ ১৬
অহং বৈ লোকপালানাং চতুর্থং স্রষ্টুমুদ্যতঃ।
যমেন্দ্রবরুণানাঞ্চ পদং যত্তব চেপ্সিতম্ ॥ ১৭
তৎ গচ্ছ বত ধর্ম্মজ্ঞ নিধীশত্বমবাপ্নুহি।
শক্রাম্বুপযমানাঞ্চ চতুর্থস্ত্বং ভবিষ্যসি ॥ ১৮
এতচ্চ পুষ্পকং নাম বিমানং সূর্য্যসন্নিভম্।
প্রতিগৃহ্ণীষ্ব যানার্থং ত্রিদশৈঃ সমতাং ব্রজ ॥ ১৯
স্বস্তি তেঽস্তু গমিষ্যামঃ সর্ব্ব এব যথাগতম্।
কৃতকৃত্যা বয়ং তাত দত্ত্বা তব বরদ্বয়ম্।
ইত্যুক্ত্বা স গতো ব্রহ্মা স্বস্থানং ত্রিদশৈঃ সহ ॥ ২০
গতেষু ব্রহ্মপূর্ব্বেষু দেবেষ্বথ নভঃস্থলম্।
ধনেশঃ পিতরং প্রাহ প্রাঞ্জলিঃ প্রযতাত্মবান্ ॥ ২১
ভগবন্ লব্ধবানস্মি বরমিষ্টং পিতামহাৎ।
নিবাসনং ন মে দেবো বিদধে স প্রজাপতিঃ ॥ ২২
তং পশ্য ভগবান্ কঞ্চিন্নিবাসং সাধু মে প্রভো।
ন চ পীড়া ভবেদ্যত্র প্রাণিনো যস্য কস্যচিৎ ॥ ২৩
এবমুক্তস্তু পুত্রেণ বিশ্রবা মুনিপুঙ্গবঃ।
বচনং প্রাহ ধর্ম্মজ্ঞং শ্রূয়তামিতি সত্তমঃ ॥ ২৪
দক্ষিণস্যোদধেস্তীরে ত্রিকূটো নাম পর্ব্বতঃ।
তস্যাগ্রে তু বিশালা সা মহেন্দ্রস্য পুরী যথা ॥ ২৫
লঙ্কা নাম পুরী রম্যা নির্ম্মিতা বিশ্বকর্ম্মণা।
রাক্ষসানাং নিবাসার্থং যথেন্দ্রস্যামরাবতী ॥ ২৬
তত্র ত্বং বস ভদ্রং তে লঙ্কায়াং নাত্র সংশয়ঃ।

আহুতিপ্রদানে অনল যেমন বৰ্দ্ধিত হয়, সেইরূপ বৰ্দ্ধিত হইতে লাগিলেন। আশ্রমে অবস্থিতিকালে সেই মহাত্মার এইরূপ জ্ঞানের উদয় হইল যে,—'ধর্ম্মই শ্রেষ্ঠ গতি, অতএব আমি সেই শ্রেষ্ঠ ধর্ম্মের আচরণ করিব।' তিনি এইরূপ আলোচনা করিয়া, উগ্রতর নিয়মদ্বারা সংযত হইয়া, মহাবনমধ্যে এক হাজার বৎসর ঘোরতর তপস্যা করিলেন। সহস্র বৎসর পূর্ণ হইলে জলাহার, বায়ু আহার, এবং ক্রমে আহারবিহীন হইয়া তপস্যা করিতে লাগিলেন। এইরূপে সেই সহস্রবৎসর একবৎসরের ন্যায় অতিবাহিত করিলেন। ৭—১২। পরে মহাতেজা পিতামহ প্রীত হইয়া ইন্দ্র প্রভৃতি দেবগণসহ তাঁহার আশ্রমে আসিয়া তাঁহাকে কহিলেন,—'বৎস! তোমার এই কর্ম্মে আমি পরিতুষ্ট হইয়াছি। সুব্রত! তুমি অত্যন্ত বুদ্ধিমান্—বরদানের যোগ্য পাত্র। অতএব বর লও, তোমার মঙ্গল হইবে, পরে বৈশ্রবণ, পিতামহকে কহিলেন,—"ভগবন্! আমি ধনরক্ষক লোকপাল হইতে ইচ্ছা করি।" ব্রহ্মা সুরগণসহ সন্তুষ্টচিত্ত হইয়া, বৈশ্রবণের বাক্য অঙ্গীকারপূর্ব্বক তাঁহাকে কহিলেন;—১৩—১৬। 'আমি চতুর্থ লোকপাল সৃষ্টি করিতে উদ্যত হইয়াছি। ইন্দ্র, যম এবং বরুণের ন্যায় তুমিই লোকপালপদ পাইবার উপযুক্ত। অতএব তুমি তাহা লাভ কর। ধর্ম্মজ্ঞ! তুমি নিধিপতি হইয়া ইন্দ্র, বরুণ,—এবং যমের চতুর্থ হইবে। সূর্য্যতুল্য উজ্জ্বল পুষ্পকনামক এই রথ লইয়া দেবতাগণের সমতা লাভ কর। তাত! তোমাকে দুইটী বর দান করিয়া, আমরা কৃতকৃত্য হইলাম। অতএব এক্ষণে আমরা যথাস্থানে গমন করি, তোমার মঙ্গল হউক। এই বলিয়া ব্রহ্মা দেবগণ সহিত আপনস্থানে গমন করিলেন। ব্রহ্মা-প্রভৃতি দেবগণ নভোমণ্ডলে গমন করিলে, ধনেশ একাগ্রচিত্ত হইয়া যোড়হাতে পিতাকে কহিলেন,—'ভগবন্! পিতামহের নিকটে অভীষ্ট বর লাভ করিয়াছি। কিন্তু তিনি আমার বাসস্থান নিরূপণ করিয়া দেন নাই। হে প্রভু ভগবন্! যে স্থানে কোন প্রাণীরই পীড়া হয় না, আপনি আমার জন্য সেইরূপ একটী উত্তম বাসস্থান খুঁজিয়া দেখুন।' মুনিপুঙ্গব বিশ্রবা ধর্ম্মজ্ঞ পুত্রের এইরূপ কথা শুনিয়া তাঁহাকে কহিলেন, "সত্তম! শুন,—দক্ষিণ-সাগরের তীরে ত্রিকূট নামে এক পর্ব্বত আছে, তাহার শিখরে পুরন্দরপুরীর ন্যায় লঙ্কানামে বিশালা পুরী আছে। ইন্দ্রের অমরাবতীর তুল্য সেই রমণীয় পুরী, রাক্ষসদিগের বাসের নিমিত্ত বিশ্বকর্ম্মা নির্ম্মাণ করেন। ১৭—২৬। তুমি সেই লঙ্কানগরে গিয়া

হেমপ্রাকারপরিখা যন্ত্রশস্ত্রসমাবৃতা ॥ ২৭
রমণীয়া পুরী সা হি রুক্মবৈদূর্য্যতোরণা।
রাক্ষসৈঃ সা পরিত্যক্তা পুরা বিষ্ণুভয়ার্দ্দিতৈঃ ॥ ২৮
শূন্যা রক্ষোগণৈঃ সর্ব্বৈ রসাতলতলং গতৈঃ।
শূন্যা সম্প্রতি লঙ্কা সা প্রভুস্তস্যা ন বিদ্যতে ॥ ২৯
স ত্বং তত্র নিবাসায় গচ্ছ পুত্র যথাসুখম্।
নির্দ্দোষস্তত্র তে বাসো ন বাধস্তত্র কশ্চন ॥ ৩০
এতচ্ছ্রুত্বা স ধর্ম্মাত্মা ধর্ম্মিষ্ঠং বচনং পিতুঃ।
নিবাস(বেশ)য়ামাস তদা লঙ্কাং পর্ব্বতমূর্দ্ধনি ॥ ৩১
নৈর্ঋতানাং সহস্রৈস্তু হৃষ্টৈঃ প্রমুদিতৈঃ সদা।
অচিরেণৈব কালেন সম্পূর্ণা তস্য শাসনাৎ ॥ ৩২
স তু তত্রাবসৎ প্রীতো ধর্ম্মাত্মা নৈর্ঋতর্ষভঃ।
সমুদ্রপরিখায়াং স লঙ্কায়াং বিশ্রবাত্মজঃ ॥ ৩৩
কালে কালে তু ধর্ম্মাত্মা পুষ্পকেণ ধনেশ্বরঃ।
অভ্যাগচ্ছদ্বিনীতাত্মা পিতরং মাতরঞ্চ হি ॥ ৩৪

স দেবগন্ধর্ব্বগণৈরভিষ্টুত-
স্তথাপ্সরোনৃত্যবিভূষিতালয়ঃ।
গভস্তিভিঃ সূর্য্য ইবাবভাসয়ন্
পিতুঃ সমীপং প্রযযৌ স বিত্তপঃ ॥ ৩৫

ইতি উত্তরকাণ্ডে তৃতীয়ঃ সর্গঃ ॥ ৩॥

বর্ত্তিবর, তোমার কুশল হইবে,—ইহাতে সন্দেহ নাই। ঐ রমণীয় পুরী,—স্বর্ণময় প্রাচীর ও পরিখায় পরিবেষ্টিত, তাহার তোরণ সকল সুবর্ণ ও বৈদূর্য্যমণি-দ্বারা নির্ম্মিত এবং সকল স্থানেই শস্ত্র ও যন্ত্রসমূহে উত্তমরূপে সজ্জিত। পুরাকালে রাক্ষসগণ বিষ্ণুর ভয়ে নিতান্ত কাতর হইয়া, ঐ পুরী ছাড়িয়া পাতালে প্রবেশ করে, সেই অবধি সেই পুরী রাক্ষসহীন হইয়া আছে, এক্ষণে তাহার রাজা কেহই নাই। পুত্র! তুমি তথায় গিয়া সুখে বাস কর, সেই স্থানে নির্ভয়ে বাস করিতে পারিবে, কেহই বাধা দিতে পারিবে না। ২৭—৩০। সেই ধর্ম্মাত্মা পিতার এইরূপ ধর্ম্মসঙ্গত কথা শুনিয়া সতত সন্তুষ্টচিত্তে সহস্র সহস্র নৈর্ঋত সঙ্গে লইয়া গিরিমস্তকস্থ লঙ্কায় গিয়া বাস করিলেন। তাঁহার সুশাসনে অল্পকাল-মধ্যেই সেই লঙ্কাপুরী সমৃদ্ধিশালিনী হইয়া উঠিল। সুতরাং নৈর্ঋতবর ধর্ম্মাত্মা বিশ্রবার পুত্র পরমসুখে সাগরবেষ্টিত লঙ্কাপুরে বাস করিতে লাগিলেন। ধর্ম্ম-নিরত ধনেশ্বর পুষ্পক রথে চড়িয়া, বিনীত ভাবে সময়ে সময়ে পিতা-মাতার নিকটে আসিতেন, সেই সময়ে তাঁহার রথে অপ্সরা সকল নৃত্য করিত। দেব গন্ধর্ব্বগণ সর্ব্বদা তাঁহার কিরণজালে সূর্য্যের ন্যায় শোভিত হইয়াছিলেন। সেই ধনাধীশ মাঝে মাঝে পিতার নিকটে আসিতেন। ৩১—৩৫।

চতুর্থঃ সর্গঃ।

শ্রুত্বাগস্ত্যেরিতং বাক্যং রামো বিস্ময়মাগতঃ।
কথমাসীত্তু লঙ্কায়াং সম্ভবো রক্ষসাং পুরা ॥ ১
ততঃ শিরঃ কম্পয়িত্বা ত্রেতাগ্নিসমবিগ্রহম্।
তমগস্ত্যং মুহুর্দৃষ্ট্বা স্ময়মানোহভ্যভাষত ॥ ২
ভগবন্ পূর্ব্বমপ্যেষা লঙ্কাসীৎ পিশিতাশিনাম্।
শ্রুত্বেদং ভগবদ্বাক্যং জাতো মে বিস্ময়ঃ পরঃ ॥ ৩
পুলস্ত্যবংশাদুদ্ভূতা রাক্ষসা ইতি নঃ শ্রুতম্।
ইদানীমন্যতশ্চাপি সম্ভবঃ কীর্ত্তিতস্ত্বয়া ॥ ৪
রাবণাৎ কুম্ভকর্ণাচ্চ প্রহস্তাদ্বিকটাদপি।
রাবণস্য চ পুত্রেভ্যঃ কিন্নু তে বলবত্তরাঃ ॥ ৫
ক এষাং পূর্ব্বকো ব্রহ্মন্ কিংনামা চ বলোৎকটঃ।
অপরাধঞ্চ কং প্রাপ্য বিষ্ণুনা দ্রাবিতাঃ কথম্ ॥ ৬
এতদ্বিস্তরতঃ সর্ব্বং কথয়স্ব মমানঘ।
কৌতূহলমিদং মহ্যং নুদ ভানুর্যথা তমঃ ॥ ৭
রাঘবস্য বচঃ শ্রুত্বা সংস্কারালঙ্কৃতং শুভম্।

চতুর্থ সর্গ।

রামচন্দ্র, 'কুবেরের বাসের পূর্ব্বেও লঙ্কায় রাক্ষস ছিল'—অগস্ত্য ঋষির নিকটে এই কথা শুনিলেন। "তখন রাক্ষস কোথা হইতে আসিল"—এইরূপ সন্দেহ করিয়া রাম নিতান্ত বিস্মিত হইলেন। অব-শেষে মস্তককম্পনপূর্ব্বক অনলত্রয়ের তুল্য তেজো-ময় অগস্ত্যের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া, বিস্মিতভাবে তাঁহাকে কহিলেন,—"ভগবন্! পূর্ব্বে এই লঙ্কায় মাংসাশী রাক্ষসদিগের বাস ছিল, আপনার এই কথা শুনিয়া আমার অত্যন্ত বিস্ময় জন্মিয়াছে। আমি শুনিয়াছি, পুলস্ত্যবংশ হইতেই রাক্ষসদিগের উৎপত্তি। কিন্তু এখন আপনি কীর্ত্তন করিলেন যে, অন্য হইতে রাক্ষসগণের উৎপত্তি হইয়াছে। রাবণ, কুম্ভকর্ণ, প্রহস্ত, বিকট এবং রাবণের পুত্রগণ অপেক্ষা তাহারা কি অধিকতর বলশালী? ১—৫। ব্রহ্মন্! ইহাদের পূর্ব্বপুরুষ কে ছিল? তাহার নাম কি? বলই বা কিরূপ ছিল? ইহার সমস্ত বিবরণ বিস্তৃত-ভাবে বর্ণন করুন। হে অনঘ! সূর্য্যকর্ত্তৃক অন্ধকার-নিরাসের ন্যায় আপনি আমার এই কৌতূহল নিরাস

অথ বিস্ময়মানস্তমগস্ত্যঃ প্রাহ রাঘবম্ ॥ ৮
প্রজাপতিঃ পুরা সৃষ্ট্বা অপঃ সলিলসম্ভবঃ।
তাসাং গোপায়নে সত্ত্বানসৃজৎ পদ্মসম্ভবঃ ॥ ৯
তে সত্ত্বাঃ সত্ত্বকর্ত্তারং বিনীতবদুপস্থিতাঃ।
কিং কুর্ম্ম ইতি ভাষন্তঃ ক্ষুৎপিপাসাভয়ার্দ্দিতাঃ ॥ ১০
প্রজাপতিস্তু তান্ সর্ব্বান্ প্রত্যাহ প্রহসন্নিব।
আভাষ্য বাচা যত্নেন রক্ষধ্বমিতি মানবাঃ ॥ ১১
রক্ষাম ইতি তত্রান্যৈর্যক্ষাম ইতি চাপরৈঃ।
ভুক্ষিতাভুক্ষিতৈরুক্তস্ততস্তানাহ ভূতকৃৎ ॥ ১২
রক্ষামেতি চ যৈরুক্তং রাক্ষসাস্তে ভবন্তু বঃ।
যক্ষাম ইতি যৈরুক্তং যক্ষা এব ভবন্তু বঃ ॥ ১৩
তত্র হেতিঃ প্রহেতিশ্চ ভ্রাতরৌ রাক্ষসাধিপৌ।
মধুকৈটভসঙ্কাশৌ বভূবতুররিন্দমৌ ॥ ১৪
প্রহেতির্ধার্ম্মিকস্তত্র তপোবনগতস্তদা।
হেতির্দারক্রিয়ার্থে তু পরং যত্নমথাকরোৎ ॥ ১৫
স কালভগিনীং কন্যাং ভয়াং নাম মহাভয়াম্।
উদাবহদমেয়াত্মা স্বয়মেব মহামতিঃ ॥ ১৬

স তস্যাং জনয়ামাস হেতী রাক্ষসপুঙ্গবঃ।
পুত্রং পুত্রবতাং শ্রেষ্ঠো বিদ্যুৎকেশমিতি শ্রুতম্ ॥ ১৭
বিদ্যুৎকেশো হেতিপুত্রঃ স দীপ্তার্কসমপ্রভঃ।
ব্যবর্দ্ধত মহাতেজাস্তোয়মধ্য ইবাম্বুজম্ ॥ ১৮
স যদা যৌবনং ভদ্রমনুপ্রাপ্তো নিশাচরঃ।
ততো দারক্রিয়াং তস্য কর্ত্তুং ব্যবসিতঃ পিতা ॥ ১৯
সন্ধ্যাদুহিতরং সোঽথ সন্ধ্যাতুল্যাং প্রভাবতঃ।
বরয়ামাস পুত্রার্থং হেতী রাক্ষসপুঙ্গবঃ ॥ ২০
অবশ্যমেব দাতব্যা পরস্মৈ সেতি সন্ধ্যয়া।
চিন্তয়িত্বা সুতা দত্তা বিদ্যুৎকেশায় রাঘব ॥ ২১
সন্ধ্যায়াস্তনয়াং লব্ধ্বা বিদ্যুৎকেশো নিশাচরঃ।
রমতে স তয়া সার্দ্ধং পৌলোম্যা মঘবানিব ॥ ২২
কেনচিত্ত্বথ কালেন রাম সালকটঙ্কটা।
বিদ্যুৎকেশাদ্গর্ভমাপ ঘনরাজিরিবার্ণবাৎ ॥ ২৩
ততঃ সা রাক্ষসী গর্ভং ঘনগর্ভসমপ্রভম্।
প্রসূতা মন্দরং গত্বা গঙ্গা গর্ভমিবাগ্নিজম্।
সমুৎসৃজ্য তু সা গর্ভং বিদ্যুৎকেশরতার্থিনী ॥ ২৪
রেমে তু সার্দ্ধং পতিনা বিসৃজ্য সুতমাত্মজম্।
উৎসৃষ্টস্তু তদা গর্ভো ঘনশব্দসমস্বনঃ ॥ ২৫

করুন। অগস্ত্য মুনি, বিশুদ্ধচরিত্র রাঘবের শুভ বাক্য শুনিয়া বিস্মিত হইয়া তাঁহাকে কহিলেন,—'পুরা-কালে প্রথমে অধোভাগবর্ত্তী জল সৃষ্টি করিয়া তাহাতে সলিলসম্ভব প্রজাপতি জন্ম গ্রহণ করেন। পদ্মযোনি,—অনন্তর প্রাণিপুঞ্জের রক্ষার জন্য কতকগুলি প্রাণীর সৃষ্টি করেন। সেই প্রাণিগণ—ক্ষুধা, পিপাসা এবং ভয়ে প্রপীড়িত হইয়া 'আমরা কি করিব ?' এইরূপ কহিতে কহিতে বিনীতভাবে সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মার কাছে আসিল। ৮—১০। ব্রহ্মা হাসি হাসি মুখে তাহাদিগকে কহি-লেন—'হে জীবগণ! তোমরা যত্নসহকারে মানবগণকে রক্ষা কর। তাহাদের মধ্যে কতকগুলি অক্ষুধার্ত্ত জীব "রক্ষাম" অর্থাৎ রক্ষা করিব, এই কথা বলিল। এবং কতকগুলি ক্ষুধার্ত্ত জীব "রক্ষাম" স্থলে 'যক্ষাম' উচ্চারণ করিল। তৎপরে ভূতভাবন ব্রহ্মা তাহা-দিগকে বলিলেন, 'তোমাদের মধ্যে যাহারা 'রক্ষাম' বলিয়াছ, তাহারা রাক্ষস হও। আর যাহারা 'যক্ষাম' বলিয়াছ, তাহারা যক্ষ হও।" সেই রাক্ষসবংশে হেতি ও প্রহেতি নামে ভ্রাতৃদ্বয় জন্ম গ্রহণ করিল। সেই শক্রহন্তা রাক্ষসপতিদ্বয়, মধুকৈটভের তুল্য অতীব পরাক্রান্ত হইল। তাহাদের দুই জনের মধ্যে প্রহেতি ধার্ম্মিক। সুতরাং সে বিরক্ত হইয়া তপোবনে গমন করিল। হেতি বিবাহের নিমিত্ত সেই সময়ে অত্যন্ত যত্ন করিতে লাগিল। ১১—১৫। অমেয়াত্মা মহামতি হেতি স্বয়ং কালের নিকটে গমনপূর্ব্বক, প্রার্থনা করিয়া কালের ভগিনী ভয়নাম্নী ভীষণ-মূর্ত্তি কন্যাকে বিবাহ করিল। পরিশেষে পুত্রবানের অগ্রগণ্য রাক্ষস হেতি সেই স্ত্রীর গর্ভে বিদ্যুৎকেশ নামে প্রসিদ্ধ পুত্র উৎ-পাদন করিল। মহাতেজা হেতিপুত্র বিদ্যুৎকেশ, প্রদীপ্ত সূর্য্যের তুল্য অতীব তেজস্বী হইয়া সুজলা-শয়ে কমলের ন্যায় বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। যখন সেই নিশাচর সুন্দর নব যৌবন প্রাপ্ত হইল, তখন তাঁহার পিতা হেতি তাহার বিবাহের নিমিত্ত সযত্ন হইল। পরে রাক্ষসশ্রেষ্ঠ হেতি, সন্ধ্যার ন্যায় প্রতাপশালিনী সন্ধ্যাকন্যাকে পুত্রের জন্য প্রার্থনা করিল। ১৬—২০। রাঘব! 'কন্যা অবশ্যই অন্যকে দান করিতে হইবে'—সন্ধ্যা এইরূপ ভাবিয়া বিদ্যুৎকেশকে নিজ কন্যা দান করিল। রাক্ষস বিদ্যুৎকেশ সন্ধ্যার কন্যাকে বিবাহ করিয়া, পৌলো-মীর সহিত ইন্দ্রের ন্যায় তাহার সহিত বিহার করিতে লাগিল। হে রাম! কিছুদিন পরে সেই সাল-কটঙ্কটা, সাগর হইতে মেঘরাজির ন্যায় বিদ্যুৎকেশ হইতে গর্ভ লাভ করিল। পরে গঙ্গা যেমন বহ্নিনিক্ষিপ্ত শিববীর্য্য ত্যাগ করিয়াছিলেন, সেইরূপ রাক্ষসী মন্দর গিরিতে গিয়া সলিল-গর্ভে মেঘতুল্য গর্ভ প্রসব করিল। অবশেষে সে বিদ্যুৎকেশের সহিত বিহার করিবার

তয়োঃ সৃষ্টঃ স তু শিশুঃ শরদর্কসমদ্যুতিঃ।
নিধায়াস্যে স্বয়ং মুষ্টিং রুরোদ শনকৈস্তদা ॥ ২৬
ততো বৃষভমাস্থায় পার্ব্বত্যা সহিতঃ শিবঃ।
বায়ুমার্গেণ গচ্ছন্ বৈ শুশ্রাব রুদিতস্বনম্ ॥ ২৭
অপশ্যত্ উময়া সার্দ্ধং রুদন্তং রাক্ষসাত্মজম্
কারুণ্যভাবাৎ পার্ব্বত্যা ভবস্ত্রিপুরসূদনঃ ॥ ২৮
তং রাক্ষসাত্মজং চক্রে মাতুরেব বয়ঃসমম্।
অমরঞ্চৈব তং কৃত্বা মহাদেবোঽক্ষরোঽব্যয়ঃ। ২৯
পুরমাকাশগং প্রাদাৎ পার্ব্বত্যাঃ প্রিয়কাম্যয়া
উময়াপি বরো দত্তো রাক্ষসানাং নৃপাত্মজ ॥ ৩০
সদ্যোপলব্ধির্গর্ভস্য প্রসূতিঃ সদ্য এব চ।
সদ্য এব বয়ঃপ্রাপ্তির্মাতুরেব বয়ঃসমম্ ॥ ৩১
ততঃ সুকেশো বরদানগর্ব্বিতঃ
শ্রিয়ং প্রভোঃ প্রাপ্য হরস্য পার্শ্বতঃ।
চচার সর্ব্বত্র মহান্ মহামতিঃ
খগং পুরং প্রাপ্য পুরন্দরো যথা ॥ ৩২

ইতি উত্তরকাণ্ডে চতুর্থঃ সর্গঃ ॥ ৪ ॥

আশায় আপন সুত পরিত্যাগ করিয়া স্বামীর সহিত রতি-ক্রীড়ায় রত হইল। শারদীয় সূর্য্যের তুল্য দীপ্তিশালী শিশু, মাতাপিতাকর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হইয়া, তৎকালে মুখের মধ্যে হস্ত প্রদানপূর্ব্বক, ধীরে ধীরে কাঁদিতে লাগিল। ২১—২৬। তখন মহাদেব পার্ব্বতীর সহিত বৃষে চড়িয়া আকাশপথে যাইতে যাইতে ক্রন্দন শুনিতে পাইলেন। পরে রোরুদ্যমান রাক্ষসপুত্রকে দেখিয়া, দয়াবশতঃ পার্ব্বতী অনুরোধ করিলে, ত্রিপুরনিসূদন মহেশ্বর, সেই রাক্ষসতনয়কে তাহার মাতার মত চিরজীবী করিয়া দিলেন। সেই অক্ষয় অব্যয় মহাদেব, পার্ব্বতীর প্রিয়কামনায় তাহাকে 'অমর' করিয়া, আকাশগামী পুর প্রদান করিলেন। হে রাজতনয়! উমাও রাক্ষসদিগকে এই বর দিলেন যে,—তাহারা সদ্যই গর্ভ ধারণ করিবে;—সদ্যই প্রসব করিবে এবং সদ্যই তাহারা মাতার তুল্য বয়স প্রাপ্ত হইবে। মহামতি রাক্ষসবর সুকেশ, বর লাভ করিয়া অত্যন্ত গর্ব্বিত হইল। সে,—প্রভু হরের নিকটে রাজ্যসম্পদ্ এবং আকাশগামী পুর পাইয়া, সর্ব্বত্র ভ্রমণ করিতে লাগিল। ২৭—৩২।

পঞ্চমঃ সর্গঃ।

সুকেশং ধার্ম্মিকং দৃষ্ট্বা বরলব্ধঞ্চ রাক্ষসম্।
গ্রামণীর্নাম গন্ধর্ব্বো বিশ্বাবসুসমপ্রভঃ ॥ ১
তস্য দেববতী নাম দ্বিতীয়া শ্রীরিবাত্মজা।
ত্রিষু লোকেষু বিখ্যাতা রূপযৌবনশালিনী ॥ ২
তাং সুকেশায় ধর্ম্মাত্মা দদৌ রক্ষঃশ্রিয়ং যথা।
বরদানকৃতৈশ্বর্য্যং সা তং প্রাপ্য পতিং প্রিয়ম্ ॥ ৩
আসীদ্দেববতী তুষ্টা ধনং প্রাপ্যেব নির্দ্ধনঃ।
স তয়া সহ সংযুক্তো ররাজ রজনীচরঃ ॥ ৪
অঞ্জনাদভিনিষ্ক্রান্তঃ করেণ্বেব মহাগজঃ।
দেববত্যাং সুকেশস্তু জনয়ামাস রাঘব।
ত্রীন্ পুত্রান্ জনয়ামাস ত্রেতাগ্নিসমবিগ্রহান্ ॥ ৫
মাল্যবন্তং সুমালিঞ্চ মালিঞ্চ বলিনাং বরম্।
ত্রীংস্ত্রিনেত্রসমান্ পুত্রান্ রাক্ষসান্ রাক্ষসাধিপঃ ॥ ৬
ত্রয়ো লোকা ইবাব্যগ্রাঃ স্থিতাস্ত্রয় ইবাগ্নয়ঃ।
ত্রয়ো মন্ত্রা ইবাত্যুগ্রাস্ত্রয়ো ঘোরা ইবাময়াঃ ॥ ৭
ত্রয়ঃ সুকেশস্য সুতাস্ত্রেতাগ্নিসমতেজসঃ।
বিবৃদ্ধিমগমংস্তত্র ব্যাধয়োপেক্ষিতা ইব ॥ ৮
বরপ্রাপ্তিং পিতুস্তে তু জ্ঞাত্বৈশ্বর্য্যং তপোবলাৎ।
তপস্তপ্তুং গতা মেরুং ভ্রাতরঃ কৃতনিশ্চয়াঃ ॥ ৯

পঞ্চম সর্গ।

সূর্য্যের তুল্য প্রভাবশালী গ্রামণীনামক এক গন্ধর্ব্ব ছিল। দেববতীনাম্নী তাঁহার এক কন্যা জন্মে। সেই কন্যা দ্বিতীয়া লক্ষ্মীর ন্যায় রূপযৌবনে ত্রিভুবন-বিখ্যাতা হইয়াছিল। সেই ধর্ম্মাত্মা গন্ধর্ব্ব,—সুকেশ রাক্ষসকে ধর্ম্মপরায়ণ এবং লব্ধবর দেখিয়া তাহাকে, রাক্ষসলক্ষ্মীর ন্যায়, আপন কন্যা দান করিল। নির্ধন ব্যক্তি, ধন লাভ করিয়া যেরূপ সুখী হয়, দেববতী বরপ্রভাবে ঐশ্বর্য্যশালী প্রিয় পতি পাইয়া সেইরূপ সুখিনী হইল। রজনীচর তাহার সহিত সম্মিলিত হইয়া, হস্তিনীর সহিত অঞ্জননামক দিগ্‌গজ-সম্ভূত মহাহস্তীর ন্যায় অতীব শোভান্বিত হইল। হে রাঘব! রাক্ষসপতি সুকেশ দেববতীর গর্ভে বলশালী মাল্যবান্, সুমালি এবং মালি-নামক লোচনত্রয়-তুল্য তিনটী রাক্ষসতনয় উৎপাদন করিল। ১—৫। একস্থানস্থিত অনলত্রয়, অনাকুল লোকত্রয়, অতীব উগ্র মন্ত্রত্রয় এবং বাত-পিত্ত-শ্লেষ্মাত্মক ঘোরতর রোগত্রয়ের-তুল্য সুকেশসুতত্রয়,—অগ্নিত্রয়ের ন্যায় অতীব তেজস্বী হইয়া, অচিকিৎসিত জটিল ব্যাধির ন্যায়, তৎকালে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতে লাগিল। পরে ভ্রাতাসকল তপোবলপ্রভাবে পিতার বরলাভরূপ

আগৃহ্য নিয়মান্ ঘোরান্ রাক্ষসা নৃপসত্তম।
বিচেরুস্তে তপো ঘোরং সর্ব্বভূতভয়াবহম্ ॥ ১০
সত্যার্জ্জবশমোপেতৈস্তপোভির্ভুবি দুর্লভৈঃ।
সন্তাপয়ন্তস্ত্রীন্ লোকান্ সদেবাসুরমানুষান্ ॥ ১১
ততো বিভুশ্চতুর্ব্বক্ত্রো বিমানবরমাশ্রিতঃ।
সুকেশপুত্রানামন্ত্র্য বরদোঽস্মীত্যভাষত ॥ ১২
ব্রহ্মাণং বরদং জ্ঞাত্বা সেন্দ্রদেবগণৈর্বৃতম্।
ঊচুঃ প্রাঞ্জলয়ঃ সর্ব্বে বেপমানা ইব দ্রুমাঃ ॥ ১৩
তপসারাধিতো দেব যদি নো দিশসে বরম্।
অজেয়াঃ শত্রুহন্তারস্তথৈব চিরজীবিনঃ।
প্রভবিষ্ণো ভবামেতি পরস্পরমনুব্রতাঃ ॥ ১৪
এবং ভবিষ্যথেত্যুক্ত্বা সুকেশতনয়ান্ বিভুঃ।
স যযৌ ব্রহ্মলোকায় ব্রহ্মা ব্রাহ্মণবৎসলঃ ॥ ১৫
বরং লব্ধ্বা তু তে সর্ব্বে রাম রাত্রিঞ্চরাস্তদা।
সুরাসুরান্ প্রবাধন্তে বরদানসুনির্ভয়াঃ ॥ ১৬
তৈর্বাধ্যমানাস্ত্রিদশাঃ সর্ষিসঙ্ঘাঃ সচারণাঃ।
ত্রাতারং নাধিগচ্ছন্তি নিরয়স্থা যথা নরাঃ ॥ ১৭
অথ তে বিশ্বকর্ম্মাণং শিল্পিনাং বরমব্যয়ম্।
ঊচুঃ সমেত্য সংহৃষ্টা রাক্ষসা রঘুসত্তম ॥ ১৮
ওজস্তেজোবলবতাং মহতামাত্মতেজসা।
গৃহকর্ত্তা ভবানেব দেবানাং হৃদয়েপ্সিতম্ ॥ ১৯
অস্মাকমপি তাবত্ত্বং গৃহং কুরু মহামতে।
হিমবন্তমুপাশ্রিত্য মেরুং মন্দরমেব বা ॥ ২০
মহেশ্বরগৃহপ্রখ্যং গৃহং নঃ ক্রিয়তাং মহৎ।
বিশ্বকর্ম্মা ততস্তেষাং রাক্ষসানাং মহাভুজঃ ॥ ২১
নিবাসং কথয়ামাস শক্রস্যেবামরাবতীম্।
দক্ষিণস্যোদধেস্তীরে ত্রিকূটো নাম পর্ব্বতঃ ॥ ২২
সুবেল ইতি চাপ্যন্যো দ্বিতীয়ো রাক্ষসেশ্বরাঃ।
শিখরে তস্য শৈলস্য মধ্যমেঽম্বুদসন্নিভে ॥ ২৩
শকুনৈরপি দুষ্প্রাপে টঙ্কচ্ছিন্নে চতুর্দ্দিশি।
ত্রিংশদ্যোজনবিস্তীর্ণা শতযোজনমায়তা ॥ ২৪
স্বর্ণপ্রাকারসংবীতা হেমতোরণসংবৃতা।
ময়া লঙ্কেতি নগরী শক্রাজ্ঞপ্তেন নির্ম্মিতা ॥ ২৫
তস্যাং বসত দুর্দ্ধর্ষা যূয়ং রাক্ষসপুঙ্গবাঃ।
অমরাবতীং সমাসাদ্য সেন্দ্রা ইব দিবৌকসঃ ॥ ২৬
লঙ্কাদুর্গং সমাসাদ্য রাক্ষসৈর্বহুভির্বৃতাঃ।
ভবিষ্যথ দুরাধর্ষাঃ শত্রূণাং শত্রুসূদনাঃ ॥ ২৭

ঐশ্বর্য্য দেখিয়া, কৃতনিশ্চয় হইয়া, তপস্যাচরণ করিবার জন্য মেরুপর্ব্বতে গমন করিল। হে নৃপসত্তম! রাক্ষসগণ কঠোর নিয়মে শান্তিগুণ অবলম্বনপূর্ব্বক সত্য, সরলতা ও ভূর্লোকে দুর্লভ তপস্যা করিতে লাগিল। তাহারা সেই তপোবলে দেব, অসুর ও মানবসহ সমস্ত ত্রিভুবন সন্তাপিত করত, নিখিল প্রাণীর ভয়োৎপাদন করিল। ৬—১০। পরে বিভু চতুরানন ব্রহ্মা, উত্তম রথে আরোহণ করিয়া সুকেশের পুত্রগণকে ডাকিয়া কহিলেন,—'আমি বর দিতে উদ্যত হইয়াছি।' তাহারা সকলে, ইন্দ্রপ্রভৃতি দেবগণে পরিবেষ্টিত ব্রহ্মাকে বরদানোদ্যত জানিয়া, বাতাহত বৃক্ষের ন্যায় কাঁপিতে কাঁপিতে, করযোড়ে তাঁহাকে কহিতে লাগিল, দেব! 'তপস্যায় তুষ্ট হইয়া যদি বর দান করেন, তবে আমরা যাহাতে অজেয় ও শত্রুসংহারক হইয়া সকলের উপরে আধিপত্য লাভ করত চিরজীবী হইয়া থাকিতে পারি, এইরূপ বর দিন।' ব্রাহ্মণবৎসল বিভু ব্রহ্মা—সুকেশ-তনয়দিগকে কহিলেন,—'তোমরা এইরূপই হইবে'। এই কথা বলিয়া ব্রহ্মা ব্রহ্মলোকে যাত্রা করিলেন। ১১—১৫। হে রাম! সেই রাত্রিচরগণ বর পাইয়া, নিতান্ত নির্ভয় হইয়া সেই সময়ে দেবদৈত্যদিগকে প্রপীড়ন করিতে লাগিল। দেবগণ, ঋষিগণ এবং চারণগণ, রাক্ষসগণকর্ত্তৃক পীড়িত হইয়া, নরকপতিত মানবের ন্যায়, একেবারে অশরণ হইলেন। হে রঘুসত্তম! সেই রাক্ষসেরা হৃষ্টচিত্তে আসিয়া শিল্পিবর চিরজীবী বিশ্বকর্ম্মাকে কহিল,—'হে মহামতে! সদ্গুণসম্পন্ন তেজস্বী বলবান্ মহান্ দেবতাগণের গৃহ আপনিই নির্ম্মাণ করিয়া থাকেন। অতএব আমাদিগেরও সেইরূপ মনের অভিমত গৃহ নির্ম্মাণ করিয়া দিন। মেরু, মন্দর অথবা হিমালয় পর্ব্বতের উপরে কৈলাস পর্ব্বতের তুল্য আমাদের একটী অত্যুত্তম গৃহ নির্ম্মাণ করুন। ১৬—২০। তখন মহাভুজ বিশ্বকর্ম্মা, রাক্ষসদিগের জন্য ইন্দ্রের অমরাবতীর ন্যায় একটি উত্তম বাটী নির্ম্মাণের প্রস্তাব করিয়া কহিলেন;—হে রাক্ষসগণ! দক্ষিণসাগরের তীরে ত্রিকূট ও সুবেলনামক দুইটী পর্ব্বত আছে; দুইটী পর্ব্বতই দেখিতে একরূপ। তাহার মধ্যভাগে মেঘসন্নিভ একটী শৃঙ্গ আছে। ঐ শৃঙ্গে চারিদিকে তগ্ন পাষাণ বিক্ষিপ্ত থাকায়, উহা অতি দুর্গম। আমি সেই শিখরে ইন্দ্রের আজ্ঞায় লঙ্কা নামে একটী নগরী নির্ম্মাণ করিয়াছি; ঐ নগরী দৈর্ঘ্যে শতযোজন এবং বিস্তারে ত্রিংশদ্যোজনব্যাপী। উহা স্বর্ণময় প্রাচীরে পরিবেষ্টিত এবং স্বর্ণময় তোরণে ভূষিত। ২১—২৫। হে রাক্ষস-শ্রেষ্ঠগণ! স্বর্গবাসী ইন্দ্র প্রভৃতি দেবগণ যেমন অমরাবতীতে বাস করেন, সেইরূপ তোমরা দুর্জ্জয় হইয়া সেই

বিশ্বকর্ম্মবচঃ শ্রুত্বা ততস্তে রাক্ষসোত্তমাঃ।
সহস্রানুচরা ভূত্বা গত্বা তামবসন্ পুরীম্॥ ২৮
দৃঢ়প্রাকারপরিখাং হৈমৈর্গৃহশতৈর্বৃতাম্।
লঙ্কামবাপ্য তে হৃষ্টা ন্যবসন্ রজনীচরাঃ॥ ২৯
এতস্মিন্নেব কালে তু যথাকামঞ্চ রাঘব।
নর্ম্মদা নাম গন্ধর্ব্বী বভূব রঘুনন্দন॥ ৩০
তস্যাঃ কন্যাত্রয়ং হ্যাসীৎ হ্রী-শ্রীকীর্ত্তিসমদ্যুতিঃ।
জ্যেষ্ঠক্রমেণ সা তেষাং রাক্ষসানামরাক্ষসী॥ ৩১
কন্যাস্তাঃ প্রদদৌ হৃষ্টা পূর্ণচন্দ্রনিভাননাঃ।
ত্রয়াণাং রাক্ষসেন্দ্রাণাং তিস্রো গন্ধর্ব্বকন্যকাঃ॥ ৩২
দত্তা মাত্রা মহাভাগা নক্ষত্রে ভগদৈবতে।
কৃতদারাস্তু তে রাম সুকেশতনয়াস্তদা॥ ৩৩
চিক্রীড়ুঃ সহ ভার্য্যাভিরপ্সরোভিরিবামরাঃ।
ততো মাল্যবতো ভার্য্যা সুন্দরী নাম সুন্দরী॥ ৩৪
স তস্যাং জনয়ামাস যদপত্যং নিবোধ তৎ।
বজ্রমুষ্টির্বিরূপাক্ষো দুর্ম্মুখশ্চৈব রাক্ষসঃ॥ ৩৫
সুপ্তঘ্নো যজ্ঞকোপশ্চ মত্তোন্মত্তৌ তথৈব চ।
অনলা চাভবৎ কন্যা সুন্দর্য্যাং রাম সুন্দরী॥ ৩৬

সুমালিনোঽপি ভার্য্যাসীৎ পূর্ণচন্দ্রনিভাননা।
নাম্না কেতুমতী রাম প্রাণেভ্যোঽপি গরীয়সী॥ ৩৭
সুমালী জনয়ামাস যদপত্যং নিশাচরঃ।
কেতুমত্যাং মহারাজ তন্নিবোধানুপূর্ব্বশঃ॥ ৩৮
প্রহস্তোঽকম্পনশ্চৈব বিকটঃ কালিকামুখঃ।
ধূম্রাক্ষশ্চৈব দণ্ডশ্চ সুপার্শ্বশ্চ মহাবলঃ॥ ৩৯
সংহ্রাদিঃ প্রঘসশ্চৈব ভাসকর্ণশ্চ রাক্ষসঃ।
রাকা পুষ্পোৎকটা চৈব কৈকসী চ শুচিস্মিতা।
কুম্ভীনসী চ ইত্যেতে সুমালেঃ প্রসবাঃ স্মৃতাঃ॥ ৪০
মালেস্তু বসুদা নাম গন্ধর্ব্বী রূপশালিনী।
ভার্য্যাসীৎ পদ্মপত্রাক্ষী স্বক্ষা যক্ষীবরোপমা॥ ৪১
সুমালেরনুজস্তস্যাং জনয়ামাস যৎ প্রভো।
অপত্যং কথ্যমানন্তু ময়া ত্বং শৃণু রাঘব॥ ৪২
অনলশ্চানিলশ্চৈব হরঃ সম্পাতিরেব চ।
এতে বিভীষণামাত্যা মালেয়াস্তে নিশাচরাঃ॥ ৪৩
ততস্তু তে রাক্ষসপুঙ্গবাস্ত্রয়ো
নিশাচরৈঃ পুত্রশতৈশ্চ সংবৃতাঃ।
সুরান্ সহেন্দ্রানৃষিনাগযক্ষান্
ববাধিরে তান্ বহুবীর্য্যদর্পিতাঃ॥ ৪৪

নগরে গিয়া বাস কর। হে শত্রুসূদন রাক্ষসগণ! তোমরা বহু রাক্ষস লইয়া লঙ্কাদুর্গে অবস্থানপূর্ব্বক শত্রুবর্গের নিকটে দুর্জ্জয় হইয়া থাক। পরে সেই প্রবলবিক্রম রাক্ষসগণ, বিশ্বকর্ম্মার কথা শুনিয়া সহস্র সহস্র অনুচর সহ গমন করিয়া, সেই লঙ্কা পুরীতে বাস করিল। দৃঢ়তর প্রাকার ও পরিখায় পরিবেষ্টিতা শত শত স্বর্ণগৃহমালায় অলঙ্কৃতা লঙ্কা নগরীতে গিয়া রাক্ষসগণ হৃষ্টচিত্তে বাস করিতে লাগিল। হে রাঘব! নর্ম্মদানাম্নী এক গন্ধর্ব্বী ছিল। তাহার লজ্জা, লক্ষ্মী এবং কীর্ত্তির ন্যায় দ্যুতিমতী তিনটী কন্যা ছিল। রঘুনন্দন! এই সময়ে সেই গন্ধর্ব্বী সন্তুষ্ট হইয়া পূর্ণচন্দ্রের ন্যায় বিমলবদন সেই কন্যা তিনটীকে আপন অভিলাষানুসারে জ্যেষ্ঠক্রমে রাক্ষসগণের উদ্দেশে দান করিল। সৌভাগ্যবতী গন্ধর্ব্বকন্যা তিনটী উত্তরফল্গুনী নক্ষত্রে মাতার অনুমতি অনুসারে সেই তিনটী রাক্ষসের করে সমর্পিত হইল। হে রাম! তৎপরে সুকেশতনয়গণ দার পরিগ্রহ করিয়া তৎকালে অপ্সরার সহিত অমরদিগের ন্যায়, স্ত্রীগণের সহিত রতিক্রীড়ায় রত হইল। সুন্দরীনাম্নী মাল্যবানের ভার্য্যা অতীব সুন্দরী। মাল্যবান্ সেই স্ত্রীর গর্ভে যে যে সন্তান উৎপাদন করে, তাহা বলিতেছি শুন,—হে রাম! সুন্দরীর গর্ভে রাক্ষস বজ্রমুষ্টি, বিরূপাক্ষ, দুর্ম্মুখ, সুপ্তঘ্ন, যজ্ঞকোপ, মত্ত এবং উন্মত্ত নামে কয়টী পুত্র এবং অনলানাম্নী এক সুন্দরী কন্যা জন্ম গ্রহণ করে। ২৮—৩৬। হে রাম! সুমালীর স্ত্রীর নাম কেতুমতী। সেই পূর্ণেন্দুমুখী কান্তা তাহার প্রাণ অপেক্ষাও প্রিয়তমা ছিল। মহারাজ! রাক্ষস সুমালী, কেতুমতীর গর্ভে যে যে সন্তান উৎপাদন করে, তাহা পরম্পর শুন। প্রহস্ত, অকম্পন, বিকট, কালিকামুখ, ধূম্রাক্ষ, দণ্ড, সুপার্শ্ব, সংহ্রাদি, প্রঘস এবং ভাসকর্ণ নামে সুমালীর এই কয়টী মহাবল রাক্ষসপুত্র জন্মগ্রহণ করে। আর তাহারই ঔরসে কুম্ভীনসী, কৈকসী, রাকা এবং পুষ্পোৎকটানাম্নী কন্যাগণ জন্ম গ্রহণ করে। হে প্রভো! যক্ষকন্যার ন্যায় অতীব রূপসম্পন্না বসুদানাম্নী গন্ধর্ব্বী মালীর স্ত্রী ছিল। তাহার লোচনযুগল পদ্মপলাশের ন্যায় বিশাল এবং সুদৃশ্য। ৩৭—৪১। রাঘব! সুমালীর কনিষ্ঠ তাহার গর্ভে যে যে সন্তান উৎপাদন করেন, আমি তাহা বলিতেছি, শুন। অনল, নল, হর, এবং সম্পাতি—ইহারা মালীর পুত্র। ঐ রাক্ষসগণই, বিভীষণের মন্ত্রী ছিল। পরে রাক্ষসশ্রেষ্ঠ মাল্যবান্, সুমালী এবং মালী অধিকতর বলগর্ব্বে গর্ব্বিত হইয়া শতরাক্ষস-পুত্র-সাহায্যে ইন্দ্র প্রভৃতি দেবগণ, ঋষিগণ, নাগগণ এবং যক্ষগণকে তাড়াইয়া

জগদ্ভ্রমন্তোঽনিলবদ্দুরাসদা
রণেষু মৃত্যুপ্রতিমানতেজসঃ।
বরপ্রদানাদপি গর্ব্বিতা ভৃশং
ক্রতুক্রিয়াণাং প্রশমঙ্করাঃ সদা॥ ৪৫
ইতি উত্তরকাণ্ডে পঞ্চমঃ সর্গঃ॥ ৫॥

ষষ্ঠঃ সর্গঃ।

তৈর্বধ্যমানা দেবাশ্চ ঋষয়শ্চ তপোধনাঃ।
ভয়ার্ত্তাঃ শরণং জগ্মুর্দেবদেবং মহেশ্বরম্॥ ১
জগৎসৃষ্ট্যন্তকর্ত্তারমজমব্যক্তরূপিণম্।
আধারং সর্ব্বলোকানামারাধ্যং পরমং গুরুম্॥ ২
তে সমেত্য তু কামারিং ত্রিপুরারিং ত্রিলোচনম্।
ঊচুঃ প্রাঞ্জলয়ো দেবা ভয়গদ্গদভাষিণঃ॥ ৩
সুকেশপুত্রৈর্ভগবন্ পিতামহবরোদ্ধতৈঃ।
প্রজাধ্যক্ষ প্রজাঃ সর্ব্বা বাধ্যন্তে রিপুবাধনৈঃ॥ ৪
শরণ্যান্যশরণ্যানি আশ্রমাণি কৃতানি নঃ।
স্বর্গাচ্চ দেবান্ প্রচ্যাব্য স্বর্গে ক্রীড়ন্তি দেববৎ॥ ৫
অহং বিষ্ণুরহং রুদ্রো ব্রহ্মাহং দেবরাডহম্।
অহং যমশ্চ বরুণশ্চন্দ্রোঽহং রবিরপ্যহম্॥ ৬
ইতি মালী সুমালী চ মাল্যবাংশ্চৈব রাক্ষসঃ।
বাধন্তে সমরোদ্ধর্ষা যে চ তেষাং পুরঃসরাঃ॥ ৭
তন্নো দেব ভয়ার্ত্তানামভয়ং দাতুমর্হসি।
অশিবং বপুরাস্থায় জহি বৈ দেবকণ্টকান্॥ ৮
ইত্যুক্তস্তু সুরৈঃ সর্ব্বৈঃ কপর্দ্দী নীললোহিতঃ।
সুকেশং প্রতি সাপেক্ষঃ প্রাহ দেবগণান্ প্রভুঃ॥ ৯
অহং তান্ ন হনিষ্যামি মমাবধ্যা হি তে সুরাঃ।
কিন্তু মন্ত্রং প্রদাস্যামি যো বৈ তান্নিহনিষ্যতি॥ ১০
এতমেব সমুদ্যোগং পুরস্কৃত্য মহর্ষয়ঃ
গচ্ছধ্বং শরণং বিষ্ণুং হনিষ্যতি স তান্ প্রভুঃ॥ ১১
ততস্তু জয়শব্দেন প্রতিনন্দ্য মহেশ্বরম্।
বিষ্ণোঃ সমীপমাজগ্মুর্নিশাচরভয়ার্দ্দিতাঃ॥ ১২
শঙ্খচক্রধরং দেবং প্রণম্য বহুমান্য চ।
ঊচুঃ সম্ভ্রান্তবদ্বাক্যং সুকেশতনয়ান্ প্রতি॥ ১৩
সুকেশতনয়ৈর্দেব ত্রিভিস্ত্রেতাগ্নিসন্নিভৈঃ।
লঙ্কা নাম পুরী দুর্গা ত্রিকূটশিখরে স্থিতা।
তত্র স্থিতাঃ প্রবাধন্তে সর্ব্বান্নঃ ক্ষণদাচরাঃ॥ ১৫

দিতে লাগিল। তাহারা বায়ুর ন্যায় দুরাক্রমণীয় হইয়া, সর্ব্বদা সমস্ত ভুবনমণ্ডলে ভ্রমণ করিতে লাগিল। অধিক কি, সেই রাক্ষসেরা সমরক্ষেত্রে যমের ন্যায় অপরিমিততেজস্বী এবং বরলাভে অতীব গর্ব্বিত হইয়া সর্ব্বদা ঋষিগণের যজ্ঞ নষ্ট করিতে লাগিল। ৪২—৪৫।

ষষ্ঠ সর্গ।

দেবগণ এবং তপোধন মুনিগণ,—রাক্ষসকর্ত্তৃক নিপীড্যমান হইলে, অত্যন্ত ভীত হইয়া দেবাদিদেব মহাদেবের শরণাপন্ন হইলেন। জগতের সৃষ্টিসংহারকারী, অব্যক্তরূপী অজ, আরাধ্য, সর্ব্বলোকাধার পরম গুরু, কামারি, ত্রিপুরারি ত্রিলোচনের সন্নিধানে গমন করিয়া, সেই দেবগণ যোড়হাতে ভয়গদ্গদ-স্বরে তাঁহাকে কহিলেন,—"ভগবন্! সুকেশনন্দনগণ পিতামহের বরপ্রভাবে উদ্ধত হইয়া শত্রুনিপীড়নমানসে প্রজাপতির সর্ব্ব প্রজাকেই পীড়ন করিতেছে। আমাদের শরণ্য আশ্রমসমূহ অশরণ্য করিয়াছে। স্বর্গ হইতে দেবগণকে দূর করিয়া দিয়া আপনারা স্বর্গপুরে দেবতার ন্যায় ক্রীড়া করিতেছে। ১—৫। মালী, সুমালী, মাল্যবান্ এবং তাহার অনুচরবর্গ সমরে উৎসাহিত হইয়া,—"আমি বিষ্ণু, আমি রুদ্র, আমি ব্রহ্মা, আমি ইন্দ্র, আমি যম, আমি বরুণ, আমি চন্দ্র, আমি সূর্য্য—আমাদের সকলকেই বিনষ্ট করিতেছে; অতএব হে দেব! এই ভয়পীড়িত দেবগণকে আপনার অভয় দান করা কর্ত্তব্য। অধিক কি বলিব। উগ্রমূর্ত্তি ধারণ করিয়া দেবকণ্টকগণকে বিনাশ করুন।" কপর্দ্দী প্রভু নীললোহিত, সুরগণের এতাদৃশ কথা শুনিয়া সুকেশের সপক্ষ হইয়া দেবগণকে কহিলেন,—হে সুরগণ! তাহারা আমার অবধ্য। অতএব আমি তাহাদিগকে বধ করিব না; কিন্তু যেরূপে তাহাদিগকে বধ করিতে হইবে, আমি তাহার উপায় বলিয়া দিতেছি। হে মহর্ষিগণ! কালবিলম্ব না করিয়া, এই উদ্যোগেই তোমরা প্রভু বিষ্ণুর শরণ লও। তিনিই তাহাদিগকে বিনাশ করিবেন। ৬—১১। তৎপরে রাক্ষসভয়পীড়িত দেবগণ, জয়ধ্বনিতে মহেশ্বরকে অভিনন্দন করিয়া বিষ্ণুর নিকটে আসিলেন। তাঁহারা তখন সেই শঙ্খচক্রধারী বিষ্ণুদেবকে অধিকতর সম্মানপূর্ব্বক প্রণাম করিয়া ত্বরাসহকারে সুকেশপুত্রদিগের উৎপীড়ন-কথা কহিতে লাগিলেন;—হে দেব! অনল-ত্রিতয়ের ন্যায় অতীবতেজঃপুঞ্জ সুকেশতনয়ত্রয় বরদর্পে আমাদিগের বাসস্থান অপহরণ করিয়াছে। ত্রিকূট গিরির শিখর-দেশে লঙ্কানাম্নী দুর্গমা পুরী

স ত্বমস্মদ্ধিতার্থায় জহি তান্ মধুসূদন।
শরণং ত্বাং বয়ং প্রাপ্তা গতির্ভব সুরেশ্বর ॥ ১৬
চক্রকৃত্তাস্যকমলান্নিবেদয় যমায় বৈ।
ভয়েম্বভয়দোঽস্মাকং নান্যোঽস্তি ভবতা বিনা ॥ ১৭
রাক্ষসান্ সমরে হৃষ্টান্ সানুবন্ধান্ মদোদ্ধতান্।
নুদ ত্বং নো ভয়ং দেব নীহারমিব ভাস্করঃ ॥ ১৮
ইত্যেবং দৈবতৈরুক্তো দেবদেবো জনার্দনঃ।
অভয়ং ভয়দোঽরীণাং দত্ত্বা দেবানুবাচ হ ॥ ১৯
সুকেশং রাক্ষসং জানে ঈশানবরদর্পিতম্।
তাংশ্চাস্য তনয়ান্ জানে যেষাং জ্যেষ্ঠঃ স মাল্যবান্ ॥ ২০
তানহং সমতিক্রান্তমর্যাদান্ রাক্ষসাধমান্।
নিহনিষ্যামি সংক্রুদ্ধঃ সুরা ভবত বিজ্বরাঃ ॥ ২১
ইত্যুক্তাস্তে সুরাঃ সর্ব্বে বিষ্ণুনা প্রভবিষ্ণুনা।
যথাবাসং যযুর্হৃষ্টাঃ প্রশংসন্তো জনার্দ্দনম্ ॥ ২২
বিবুধানাং সমুদ্যোগং মাল্যবাংস্তু নিশাচরঃ।
শ্রুত্বা তৌ ভ্রাতরৌ বীরাবিদং বচনমব্রবীৎ ॥ ২৩
অমরা ঋষয়শ্চৈব সঙ্গম্য কিল শঙ্করম্।
অস্মদ্বধং পরীপ্সন্ত ইদং বচনমব্রুবন্ ॥ ২৪
সুকেশতনয়া দেব বরদানবলোদ্ধতাঃ।
বাধন্তেঽস্মান্ সমুদ্দৃপ্তা ঘোররূপাঃ পদে পদে ॥ ২৫
রাক্ষসৈরভিভূতাঃ স্মো ন শক্তাঃ স্ম প্রজাপতে।
স্বেষু সদ্মসু সংস্থাতুং ভয়াত্তেষাং দুরাত্মনাম্ ॥ ২৬
তদস্মাকং হিতার্থায় জহি তাংস্ত্রিলোচন।
রাক্ষসান্ হুঙ্কৃতেনৈব দহ প্রদহতাং বর ॥ ২৭
ইত্যেবং ত্রিদশৈরুক্তং নিশম্যান্ধকসূদনঃ।
শিরঃ করঞ্চ ধুন্বান ইদং বচনমব্রবীৎ ॥ ২৮
অবধ্যা মম তে দেবাঃ সুকেশতনয়া রণে।
মন্ত্রন্তু বঃ প্রদাস্যামি যস্তান্ বৈ নিহনিষ্যতি ॥ ২৯
যোঽসৌ চক্রগদাপাণিঃ পীতবাসা জনার্দ্দনঃ।
হরির্নারায়ণঃ শ্রীমান্ শরণং তং প্রপদ্যথ ॥ ৩০
হরাদবাপ্য তে মন্ত্রং কামারিমভিবাদ্য চ।
নারায়ণালয়ং প্রাপ্য তস্মৈ সর্ব্বং ন্যবেদয়ন্ ॥ ৩১
ততো নারায়ণেনোক্তা দেবা ইন্দ্রপুরোগমাঃ।
সুরারীংস্তান্ হনিষ্যামি সুরা ভবত নির্ভয়াঃ ॥ ৩২
দেবানাং ভয়ভীতানাং হরিণা রাক্ষসর্ষভৌ।
প্রতিজ্ঞাতো বধোঽস্মাকং চিন্ত্যতাং যদিহ ক্ষমম্ ॥ ৩৩

আছে। রাক্ষসগণ সেই লঙ্কাপুরীতে থাকিয়া আমাদিগের বিরুদ্ধাচরণ করিতেছে। হে মধুসূদন! আপনি আমাদের মঙ্গলের জন্য তাহাদিগকে বধ করুন। হে সুরেশ্বর! আমরা আপনার শরণাপন্ন হইলাম। অতএব আপনি আমাদের আশ্রয় হউন। ১২—১৬। চক্রদ্বারা তাহাদের মস্তকচ্ছেদনপূর্ব্বক যমকে দিন। এই বিপৎকালে আপনি ব্যতীত আমাদের অভয়দাতা আর কেহই নাই। হে দেব! সূর্য্য যেমন শিশির নষ্ট করেন, সেইরূপ আপনি হৃষ্টচিত্ত, মদোদ্ধত রাক্ষসগণকে সদলে সংহার করিয়া আমাদের ভয় দূর করুন। শত্রুগণের ভয়প্রদ, দেবদেব জনার্দ্দন,—দেবগণের এতাদৃশ কথা শুনিয়া দেবতা সকলকে অভয় দিয়া কহিলেন 'আমি সুকেশ রাক্ষসকে জানি। সে শিবের বরপ্রভাবে অত্যন্ত গর্ব্বিত হইয়াছে। আমি তাহার পুত্রগণকেও জানি। মাল্যবান্ তাহাদের জ্যেষ্ঠ। রাক্ষসাধমেরা 'কে বধ্য ও কে অবধ্য' তাহা বিচার না করিয়া যাহাকে তাহাকে বধ করিতেছে। অতএব আমি সক্রোধে তাহাদিগকে সংহার করিব' হে সুরগণ! তোমরা নিশ্চিন্ত ও।' ১৭—২১। দেবগণ,—সর্ব্ববিষয়ে ক্ষমতাশালী বিষ্ণুর এই কথা শুনিয়া হৃষ্টচিত্তে তাঁহার প্রশংসা করিতে করিতে গৃহাভিমুখে গমন করিলেন। তৎপরে রাক্ষস মাল্যবান্, দেবগণের উদ্যোগবৃত্তান্ত শুনিয়া বীর ভ্রাতৃদ্বয়কে কহিল—অমরগণ এবং ঋষিগণ আমাদিগের বধেচ্ছায় মহাদেবের নিকটে গিয়া, তাঁহাকে এইরূপ কহিয়াছে যে,—হে দেব! ঘোররূপ সুকেশসন্ততিগণ একে ত গর্ব্বিত, বিশেষতঃ বরদানবলে উদ্ধত হইয়া প্রতিক্ষণেই আমাদের বিরুদ্ধাচরণ করিতেছে। হে প্রজারক্ষক! সেই দুরাত্মা রাক্ষসগণকর্ত্তৃক অভিভূত হইয়া, তাহাদের ভয়ে স্ব স্ব গৃহে তিষ্ঠিতে পারিতেছি না। ২২—২৬। অতএব হে ত্রিলোচন! আমাদের মঙ্গলের জন্য তাহাদিগকে বিনাশ করুন। হে দাহকপ্রবর! আপনি হুঙ্কার দ্বারাই রাক্ষসদিগকে দগ্ধ করিয়া ফেলুন। অন্ধকসূদন, ত্রিদশোক্ত ঈদৃশ কথা শুনিয়া মস্তক এবং হস্ত কম্পিত করিয়া এইরূপ কহিলেন,—'হে দেবগণ! সেই সুকেশনন্দনগণ আমার অবধ্য। যেরূপে তাহাদিগকে রণে নিহত করিবে, আমি তোমাদিগকে তাহার উপায় বলিয়া দিতেছি। তোমরা চক্রহস্ত গদাধর পীতবসন-পরিহিত জনার্দ্দন শ্রীমান্ নারায়ণ হরির শরণাপন্ন হও।' তাঁহারা শিবের নিকটে উপায় জানিয়া মদন-শত্রু মহাদেবকে অভিবাদনপূর্ব্বক নারায়ণের নিকটে আসিয়া তাঁহাকে সকল বিবরণ বলিলেন। ২৭—৩১। তৎপরে নারায়ণ, ইন্দ্র প্রভৃতি দেবগণকে কহিলেন, 'হে সুরগণ! তোমরা ভয় করিও না। আমি সেই শত্রুগণকে বধ করিব'

হিরণ্যকশিপোর্মৃত্যুরন্যেষাঞ্চ সুরদ্বিষাম্।
নমুচিঃ কালনেমিশ্চ সংহ্রাদো বীরসত্তমঃ ॥ ৩৪
রাধেয়ো বহুমায়শ্চ লোকপালোঽথ ধার্ম্মিকঃ।
যমলার্জ্জুনৌ চ হার্দ্দিক্যঃ শুম্ভশ্চৈব নিশুম্ভকঃ ॥ ৩৫
অসুরা দানবাশ্চৈব সত্ত্ববন্তো মহাবলাঃ।
সর্ব্বে সমরমাসাদ্য ন শ্রূয়ন্তেঽপরাজিতাঃ ॥ ৩৬
সর্ব্বৈঃ ক্রতুশতৈরিষ্টং সর্ব্বে মায়াবিদস্তথা।
সর্ব্বে সর্ব্বাস্ত্রকুশলাঃ সর্ব্বে শত্রুভয়ঙ্করাঃ ॥ ৩৭
নারায়ণেন নিহতাঃ শতশোঽথ সহস্রশঃ।
এতজ্জ্ঞাত্বা তু সর্ব্বেষাং ক্ষমং কর্ত্তুমিহার্হথ।
দুঃখং নারায়ণং জেতুং যো নো হন্তুমিহেচ্ছতি ॥ ৩৮
ততঃ সুমালী মালী চ শ্রুত্বা মাল্যবতো বচঃ।
ঊচতুর্ভ্রাতরং জ্যেষ্ঠমশ্বিনাবিব বাসবম্ ॥ ৩৯
স্বধীতং দত্তমিষ্টঞ্চ ঐশ্বর্য্যং পরিপালিতম্।
আয়ুর্নিরাময়ং প্রাপ্তং সুধর্ম্মঃ স্থাপিতঃ পথি ॥ ৪০
দেবসাগরমক্ষোভ্যং শস্ত্রৈঃ সমবগাহ্য চ।
জিতা দ্বিষো হ্যপ্রতিমাস্তন্নো মৃত্যুকৃতং ভয়ম্ ॥ ৪১

নারায়ণশ্চ রুদ্রশ্চ শক্রশ্চাপি যমস্তথা।
অস্মাকং প্রমুখে স্থাতুং সর্ব্বে বিভ্যতি সর্ব্বদা ॥ ৪২
বিষ্ণোর্দ্বেষস্য নাস্ত্যেব কারণং রাক্ষসেশ্বর।
দেবানামেব দোষেণ বিষ্ণোঃ প্রচলিতং মনঃ ॥ ৪৩
তস্মাদদ্যৈব সহিতাঃ সর্ব্বেঽন্যোন্যসমাবৃতাঃ।
দেবানেব জিঘাংসামো যেভ্যো দোষঃ সমুত্থিতঃ ॥ ৪৪
এবং সম্মন্ত্র্য বলিনঃ সর্ব্বসৈন্যমুপাসিতাঃ।
উদ্যোগং ঘোষয়িত্বা তু সর্ব্বে নৈর্ঋতপুঙ্গবাঃ ॥ ৪৫
যুদ্ধায় নির্যযুঃ ক্রুদ্ধা জম্ভবৃত্রাদয়ো যথা।
ইতি তে রাম সম্মন্ত্র্য সর্ব্বোদ্যোগেন রাক্ষসাঃ ॥ ৪৬
যুদ্ধায় নির্যযুঃ সর্ব্বে মহাকায়া মহাবলাঃ।
স্যন্দনৈর্বারণৈশ্চৈব হয়ৈশ্চ গিরিসন্নিভৈঃ ॥ ৪৭
খরৈর্গোভিরথোষ্ট্রৈশ্চ শিংশুমারৈর্ভুজঙ্গমৈঃ।
মকরৈঃ কচ্ছপৈর্মীনৈর্বিহঙ্গৈর্গরুড়োপমৈঃ ॥ ৪৮
সিংহৈর্ব্যাঘ্রৈর্বরাহৈশ্চ সৃমরৈশ্চমরৈরপি।
ত্যক্ত্বা লঙ্কাং গতাঃ সর্ব্বে রাক্ষসা বলগর্ব্বিতাঃ ॥ ৪৯
প্রযাতা দেবলোকায় যোদ্ধুং দৈবতশত্রবঃ।
লঙ্কাবিপর্য্যয়ং দৃষ্ট্বা যানি লঙ্কালয়ান্যথ ॥ ৫০
ভূতানি ভয়দর্শীনি বিমনস্কানি সর্ব্বশঃ।
রথোত্তমৈরুহ্যমানাঃ শতশোঽথ সহস্রশঃ ॥ ৫১
প্রযাতা রাক্ষসাস্তূর্ণং দেবলোকং প্রযত্নতঃ।

হে রাক্ষসবরত্রয়! হরি আমাদিগকে বধ করিবেন বলিয়া ভয়-ভীত দেবগণের নিকটে প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন। অতএব এস্থলে যাহা করা উচিত, সে বিষয়ে চিন্তা কর। হিরণ্যকশিপু এবং অন্যান্য দেবশত্রুগণের মৃত্যু-বিবরণ আমাদের কর্ণগোচর হইয়াছে। নমুচি, কালনেমি, বীরসত্তম সংহ্রাদ, বহুমায়াধর রাধেয় ধার্ম্মিক লোকপাল, যমল অর্জ্জুন, হার্দ্দিক্য শুম্ভ, নিশুম্ভ প্রভৃতি সত্ত্বসম্পন্ন মহাবল অসুর এবং দানবগণ যুদ্ধে বিষ্ণুর নিকটে বিজয় লাভ করিয়াছেন। ইহা পূর্ব্বে শুনি নাই। ৩২—৩৬। বিশেষতঃ তাঁহারা সকলেই মায়া-বলসম্পন্ন, সকলেই সর্ব্বশাস্ত্রবিশারদ, সকলেই শত্রু সকলের ভয়ঙ্কর এবং সকলেই ক্রতুশতদ্বারা যজ্ঞ করিয়াছিলেন। কিন্তু নারায়ণ, সেই শত সহস্র সুর-শত্রুকেও বধ করিয়াছেন। অতএব ইহা জানিয়া, সকলের যাহাতে ভাল হয়, তাহাই তোমাদের করা উচিত। কিন্তু যিনি আমাদিগকে বধ করিতে ইচ্ছা করিয়াছেন, সেই নারায়ণকে জয় করা কষ্ট। পরে সুমালী এবং মালী, মাল্যবানের কথা শুনিয়া,—অশ্বিনীকুমারদ্বয় যেমন ইন্দ্রকে বলেন,—সেইরূপ তাহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকে কহিল,—আমরা নিরাময় আয়ু লাভ করিয়া, সম্যক্ অধ্যয়ন, অভীষ্টদান এবং ঐশ্বর্য্যের পরিপালনপূর্ব্বক পূর্ব্বানুষ্ঠিত অধ্যয়নাদিদ্বারা উত্তম ধর্ম্ম স্থাপন করিয়াছি। ৩৭—৪০। অধিক আর কি বলিব? অক্ষোভ্য দেবসাগর, শস্ত্র-সমূহদ্বারা অবগাহন করিয়া, অপ্রমিত শত্রুগণকে পরাজয়পূর্ব্বক আমাদের মৃত্যুজনিত ভয়ও দূর করিয়াছি। নারায়ণ, রুদ্র, শক্র অথবা যম—ইহাঁদের প্রত্যেকেই আমাদের সম্মুখে থাকিতে সতত ভয়প্রাপ্ত হন। হে রাক্ষসেশ্বর! বিষ্ণুর প্রতিহিংসার কোনও কারণ নাই,—কেবল দেবতাদিগের দোষেই বিষ্ণুর চিত্ত চঞ্চল হইয়াছে; অতএব আমরা সকলে পরস্পর একত্র হইয়া, যাহাদের হইতে দোষ সমুপস্থিত হইয়াছে, অদ্যই তাহাদিগকে বধ করিব।' ৪১—৪৪। হে রাম! রাক্ষসশ্রেষ্ঠগণ এইরূপ পরামর্শ করিয়া, যুদ্ধোদ্যোগের ঘোষণাপূর্ব্বক সমুদায় উদ্যোগের সহিত যুদ্ধার্থ বাহির হইল। সেই বিশালদেহ মহাকায় রাক্ষসগণ, কেহ গজে, কেহ রথে, কেহ হস্তিতুল্য বৃহৎ অশ্বে, কেহ খরে, কেহ গরুতে, কেহ শিশুমারে, কেহ সর্পে, কেহ মকরে, কেহ কচ্ছপে, কেহ পক্ষীতে, কেহ সিংহে, কেহ ব্যাঘ্রে, কেহ বরাহে, কেহ সৃমরে, কেহ চমরে চড়িয়া লঙ্কাপুরী পরিত্যাগপূর্ব্বক যাত্রা করিল। দেবদ্রোহী বলগর্ব্বিত রাক্ষসগণ যুদ্ধ করিতে দেবলোকে যাইতে লাগিল। সেই সময়ে লঙ্কায় যে সকল ভয়দর্শী দেবতা ছিলেন, তাঁহারা লঙ্কার নাশ দেখিয়া বিমনস্ক হইলেন।

রক্ষসামেব মার্গেণ দৈবতান্যপচক্রমুঃ ॥ ৫২
ভৌমাশ্চৈবান্তরিক্ষাশ্চ কালাজ্ঞপ্তা ভয়াবহাঃ।
উৎপাতা রাক্ষসেন্দ্রাণামভাবায় সমুত্থিতাঃ ॥ ৫৩
অস্থীনি মেঘা ববৃষুরুষ্ণং শোণিতমেব চ।
বেলাং সমুদ্রাশ্চোৎক্রান্তাশ্চেলুশ্চাপ্যথ ভূধরাঃ ॥ ৫৪
অট্টহাসান্ বিমুঞ্চন্তো ঘননাদসমস্বনাঃ।
বাশ্যন্ত্যশ্চ শিবাস্তত্র দারুণং ঘোরদর্শনাঃ ॥ ৫৫
সম্পতন্ত্যথ ভূতানি দৃশ্যন্তে চ যথাক্রমম্।
গৃধ্রচক্রং মহচ্চাত্র প্রজ্বালোদ্গারিভির্মুখৈঃ ॥ ৫৬
রক্ষোগণস্যোপরিষ্টাৎ পরিভ্রমতি কালবৎ।
কপোতা রক্তপাদাশ্চ সারিকা বিদ্রুতা যযুঃ ॥ ৫৭
কাকা বাশ্যন্তি তত্রৈব বিড়ালা বৈ দ্বিপাদিকাঃ।
উৎপাতাংস্তাননাদৃত্য রাক্ষসা বলগর্বিতাঃ ॥ ৫৮
যান্ত্যেব ন নিবর্ত্তন্তে মৃত্যুপাশাবপাশিতাঃ।
মাল্যবাংশ্চ সুমালী চ মালী চ সুমহাবলঃ ॥ ৫৯
পুরঃসরা রাক্ষসানাং জ্বলিতা ইব পাবকাঃ।
মাল্যবন্তন্তু তে সর্ব্বে মাল্যবন্তমিবাচলম্ ॥ ৬০
নিশাচরা আশ্রয়ন্তি ধাতারমিব দেবতাঃ।
তদ্বলং রাক্ষসেন্দ্রাণাং মহাভ্রঘননাদিতম্ ॥ ৬১
জয়েপ্সয়া দেবলোকং যযৌ মালিবশে স্থিতম্।
রাক্ষসানাং সমুদ্যোগং তং তু নারায়ণঃ প্রভুঃ ॥ ৬২
দেবদূতাদুপশ্রুত্য চক্রে যুদ্ধে তদা মনঃ।
সজ্জায়ুধতূণীরো বৈনতেয়োপরিস্থিতঃ ॥ ৬৩
আসাদ্য কবচং দিব্যং সহস্রার্কসমদ্যুতিম্।
আবধ্য শরসম্পূর্ণে ইষুধী বিমলে তদা ॥ ৬৪
শ্রোণিসূত্রঞ্চ খড়্গঞ্চ বিমলং কমলেক্ষণঃ।
শঙ্খচক্রগদাশার্ঙ্গখড়্গাংশ্চৈব বরায়ুধান্ ॥ ৬৫
সুপর্ণং গিরিসঙ্কাশং বৈনতেয়মথাস্থিতঃ।
রাক্ষসানামভাবায় যযৌ তূর্ণতরং প্রভুঃ ॥ ৬৬
সুপর্ণপৃষ্ঠে স বভৌ শ্যামঃ পীতাম্বরো হরিঃ।
কাঞ্চনস্য গিরেঃ শৃঙ্গে সতড়িত্তোয়দো যথা ॥ ৬৭

> সসিদ্ধদেবর্ষিমহোরগৈশ্চ
> গন্ধর্ব্বযক্ষৈরুপগীয়মানঃ।
> সমাসসাদাসুরসৈন্য-
> শত্রুঃ শঙ্খাসিশার্ঙ্গচক্রপাণিঃ ॥ ৬৮
> সুপর্ণপক্ষানিলনুন্নপক্ষং
> ভ্রমৎপতাকং প্রবিকীর্ণশস্ত্রম্।

শত সহস্র রাক্ষস উৎকৃষ্ট রথে চড়িয়া সযত্নে দেবলোকে শীঘ্র যাইল। দেবগণ, রাক্ষসগণের যাত্রার সঙ্গে সঙ্গেই তথা হইতে দূরীভূত হইলেন। ৪৫—৫২। ভয়াবহ ভৌম এবং আন্তরীক্ষ উৎপাতসমূহ কাল কর্তৃক নিয়োজিত হইয়া রাক্ষসপতিগণের পরিভবের নিমিত্ত উত্থিত হইতে লাগিল। মেঘজাল—উষ্ণ রক্ত ও অস্থি বর্ষণ করিতে লাগিল। সাগরসমূহ বেলাভূমি অতিক্রম করিয়া উচ্ছ্বসিত হইল। পর্ব্বত সকল চলিত হইল। মেঘের তুল্য গভীর ধ্বনিকারী প্রাণিগণ অট্ট অট্ট হাসিতে লাগিল। ভীষণমূর্ত্তি শৃগালগণ নিদারুণ শব্দে চীৎকার করিতে লাগিল ভূত সকল পতিত হইয়া ক্রমান্বয়ে নয়নগোচর হইতে লাগিল। সুমহৎ গৃধ্রগণ মুখ দ্বারা অগ্নিশিখা উদ্গিরণ করিতে করিতে, কালের ন্যায় রাক্ষসগণের উপরে বিচরণ করিতে লাগিল। কপোত এবং রক্তপদ সারিকাদল শীঘ্র প্রস্থান করিল। ৫২—৫৭। দ্বিপাদ কাক এবং বিড়ালসমূহ তথায় চীৎকার করিতে আরম্ভ করিল। বলগর্ব্বিত রাক্ষসগণ সেই উৎপাত সকল গ্রাহ্য না করিয়াই যাত্রা করিল; কিন্তু কালপাশের বশবর্ত্তী হইয়া তাহারা ঘরে ফিরিয়া আসিল না। রাক্ষসগণের অগ্রসর মহাবল মাল্যবান্ সুমালী, এবং মালী অগ্নির ন্যায় জ্বলিয়া উঠিল। দেবগণ যেমন বিধাতার আশ্রয় গ্রহণ করেন, সেইরূপ রাক্ষসগণ মাল্যবান্ অচলের ন্যায় মাল্যবানের আশ্রয় লইল রাক্ষসেন্দ্রগণের সেই সেনা মাল্যবানের বশীভূত থাকিয়া জয়াভিলাষী হইয়া, মহামেঘের ন্যায় ঘোর রব করিতে করিতে দেবলোকে যাইল। সেই সময়ে প্রভু নারায়ণ দেবদূতগণের নিকটে রাক্ষসগণের উদ্যোগবৃত্তান্ত শুনিয়া অস্ত্র এবং তূণধারা সুসজ্জিত হইয়া গরুড়ে চড়িয়া যুদ্ধযাত্রা করিতে বাসনা করিলেন। ৫৮—৬৩। তখন প্রভু পদ্মনয়ন, সহস্রসূর্য্যতুল্য প্রভাশালী দিব্য কবচে আচ্ছাদিত হইয়া বাণপূর্ণ বিমল ইষুধিদ্বয়, অসিবন্ধনরজ্জু, বিমল খড়্গ, চক্র, গদা, শার্ঙ্গ ধনু প্রভৃতি উৎকৃষ্ট অস্ত্রসমূহ বন্ধনপূর্ব্বক, বিনতানন্দন গিরিসদৃশ সুপর্ণে চড়িয়া রাক্ষসগণের পরাজয়ের জন্য দ্রুতগতিকে যাত্রা করিলেন। বিদ্যুৎরাজি-বিরাজিত মেঘসমূহ কাঞ্চনগিরির শৃঙ্গে যেরূপ শোভিত হয়, তৎকালে শ্যামবর্ণ পীতবসনধারী হরি, সুপর্ণের পৃষ্ঠে থাকিয়া সেইরূপ শোভা পাইতে লাগিলেন। ৬৪—৬৭। সেই হরি,—শঙ্খ, চক্র, খড়্গ, এবং শার্ঙ্গায়ুধ হস্তে করিয়া সিদ্ধ, দেবর্ষি, মহোরগ, যক্ষ এবং রাক্ষসগণকর্ত্তৃক উপগীত হইয়া দেবরিপু রাক্ষসগণের সেনামধ্যে আসিয়া উপনীত হইলেন। উপল সকল চঞ্চল হইলে নীল গিরির শৃঙ্গ যেরূপ

চচাল তদ্রাক্ষসরাজসৈন্যং
চলোপলং নীলমিবাচলাগ্রম্ ॥ ৬৯
ততঃ শিতৈঃ শোণিতমাংসরূষিতৈ-
র্যুগান্তবৈশ্বানরতুল্যবিগ্রহৈঃ।
নিশাচরাঃ সম্পরিবার্য্য মাধবং
বরায়ুধৈর্নির্বিভিদুঃ সহস্রশঃ ॥ ৭০

ইতি উত্তরকাণ্ডে ষষ্ঠঃ সর্গঃ ॥ ৬ ॥

সপ্তমঃ সর্গঃ।

নারায়ণগিরিং তে তু গর্জ্জন্তো রাক্ষসাম্বুদাঃ।
অর্দ্দয়ন্তোঽস্ত্রবর্ষেণ বর্ষেণেবাদ্রিমম্বুদাঃ ॥ ১
শ্যামাবদাতস্তৈর্বিষ্ণুর্নীলৈর্নক্তঞ্চরোত্তমৈঃ।
বৃতোঽঞ্জনগিরীবায়ং বর্ষমাণৈঃ পয়োধরৈঃ ॥ ২
শলভা ইব কেদারং মশকা ইব পাবকম্।
যথামৃতঘটং দংশা মকরা ইব চার্ণবম্ ॥ ৩
তথা রক্ষোধনুর্মুক্তা বজ্রানিলমনোজবাঃ।
হরিং বিশন্তি স্ম শরা লোকা ইব বিপর্য্যয়ে ॥ ৪

স্যন্দনৈঃ স্যন্দনগতা গজৈশ্চ গজমূর্দ্ধগাঃ।
অশ্বারোহাস্তথাশ্বৈশ্চ পাদাতাশ্চাম্বরে স্থিতাঃ ॥ ৫
রাক্ষসেন্দ্রা গিরিনিভাঃ শরৈঃ শক্ত্যৃষ্টিতোমরৈঃ।
নিরুচ্ছ্বাসং হরিং চক্রুঃ প্রাণায়ামা ইব দ্বিজম্ ॥ ৬
নিশাচরৈস্তাড্যমানো মীনৈরিব মহোদধিঃ।
শার্ঙ্গমায়ম্য দুর্দ্ধর্ষো রাক্ষসেভ্যোঽসৃজচ্ছরান্ ॥ ৭
শরৈঃ পূর্ণায়তোৎসৃষ্টৈর্বজ্রকল্পৈর্মনোজবৈঃ।
চিচ্ছেদ বিষ্ণুর্নিশিতৈঃ শতশোঽথ সহস্রশঃ ॥ ৮
বিদ্রাব্য শরবর্ষেণ বর্ষং বায়ুরিবোত্থিতম্।
পাঞ্চজন্যং মহাশঙ্খং প্রদধ্মৌ পুরুষোত্তমঃ ॥ ৯
সোঽম্বুজো হরিণা ধ্মাতঃ সর্ব্বপ্রাণেন শঙ্খরাট্।
ররাস ভীমনির্হ্রাদস্ত্রৈলোক্যং ব্যথয়ন্নিব ॥ ১০
শঙ্খরাজরবঃ সোঽথ ত্রাসয়ামাস রাক্ষসান্।
মৃগরাজ ইবারণ্যে সমদানিব কুঞ্জরান্ ॥ ১১
ন শেকুরশ্বাঃ সংস্থাতুং বিমদাঃ কুঞ্জরাভবন্।
স্যন্দনেভ্যশ্চ্যুতা বীরাঃ শঙ্খরাবিতদুর্ব্বলাঃ ॥ ১২
[illegible] বজ্রতুল্যাননাঃ শরাঃ।
বিদার্য্য তানি রক্ষাংসি সুপুঙ্খা বিবিশুঃ ক্ষিতিম্ ॥ ১৩

চঞ্চল হয়, তৎকালে রাক্ষসরাজের সেই সেনাগণ, গরুড়ের পক্ষসম্ভূত বায়ুর [illegible]—বলহীন এবং পতাকা সকল ও শস্ত্রসমূহ বিকীর্ণ হওয়ায় একেবারে সেইরূপ চঞ্চল হইয়া উঠিল। পরে সহস্র সহস্র রাক্ষস,—মাধবের চারিদিক্ বেষ্টন করিয়া রক্ত এবং মাংস দ্বারা রঞ্জিত যুগান্তকালীন অগ্নির ন্যায় শরীরসম্পন্ন শাণিত উত্তম অস্ত্রসমূহ দ্বারা তাঁহাকে [illegible] লাগিল। ৬৮—৭০

সপ্তম সর্গ।

মেঘসমূহ যেমন পর্ব্বতপৃষ্ঠে বারি বর্ষণ করে, সেইরূপ রাক্ষসরূপ মেঘসমূহ গর্জ্জন করিয়া নারায়ণস্বরূপ পর্ব্বতে অস্ত্রবর্ষণদ্বারা তাঁহাকে পীড়া দিতে লাগিল। নির্ম্মল শ্যামবর্ণ বিষ্ণু, বর্ষণকারী মেঘমালায় আবৃত অঞ্জনগিরির ন্যায়, সেই নীলকায় নিশাচরগণদ্বারা বেষ্টিত হইলেন। যেমন পতঙ্গপালসমূহ কেদারে, মশকগণ অগ্নিতে, বনমক্ষিকা মধুকলসে এবং মকর সকল সাগরমধ্যে প্রবেশ করে, সেইরূপ বজ্র, বায়ু এবং মনের ন্যায় বেগশালী বাণসমূহ রাক্ষসদিগের ধনুর্নির্ম্মুক্ত হইয়া, প্রলয়কালে লোক সকলের ন্যায়, হরির দেহমধ্যে প্রবেশ করিতে লাগিল। অশ্বারোহী রথী এবং পদাতি সকল,—অশ্ব, হস্তী এবং রথের সহিত আকাশে অবস্থিত হইল। ১—৫। প্রাণায়াম সকল যেমন ব্রাহ্মণগণের শ্বাস রোধ করে সেইরূপ পর্ব্বতপ্রতিম রাক্ষসেন্দ্রগণ,—শক্তি, ঋষ্টি ও তোমর প্রভৃতি বাণবর্ষণদ্বারা নারায়ণের নিশ্বাস নিরোধ করিল। তখন দুর্দ্ধর্ষ হরি মীনাহত মহাসাগরের ন্যায়, রাক্ষসগণদ্বারা তাড়িত হইয়া শার্ঙ্গধনু উদ্যত করিয়া রাক্ষসদিগের উপরে বাণসমূহ ত্যাগ করিতে লাগিলেন। বিষ্ণু, কর্ণপর্য্যন্ত আকর্ষণপূর্ব্বক পরিত্যক্ত বজ্রতুল্য মনের ন্যায় গতিশালী নিশিত বাণপুঞ্জদ্বারা শতসহস্র রাক্ষসকে কাটিয়া ফেলিলেন। বায়ু যেমন উত্থিত মেঘকে বিদূরিত করে, সেইরূপ পুরুষোত্তম বিষ্ণু বাণ বর্ষণদ্বারা তাহাদিগকে বিধ্বস্ত করিয়া পাঞ্চজন্যনামক মহাশঙ্খ বাদন করিলেন। সেই জলজ শঙ্খশ্রেষ্ঠ হরিকর্ত্তৃক সবলে বাদিত হইয়া ত্রিভুবন ব্যথিত করিয়াই যেন ঘোররবে গর্জ্জন করিয়া উঠিল। ৬—১০। সিংহ যেমন কাননমধ্যে মদস্রাবী হস্তী সকলকে ত্রাসিত করে, সেইরূপ সেই শ্রেষ্ঠ শঙ্খের ধ্বনি রাক্ষসদিগের ভয় উৎপাদন করিল। সেই সময়ে বীর সকল শঙ্খরবে দুর্ব্বল হইয়া রথ হইতে পতিত হইল, হস্তী সকল মদ পরিত্যাগ করিল, অশ্ব সকল স্থির থাকিতে পারিল না। বজ্রতুল্যফলকসমন্বিত সুপুঙ্খ বাণ সকল শার্ঙ্গধনু হইতে

বিষ্ণুর্মহাতেজাঃ পিতামহমুবাচ হ।
ং লোকং জনৌঘানাং দাতুমর্হসি সুব্রত ॥ ১৬
হি সর্ব্বে স্নেহান্মামনুযাতা যশস্বিনঃ।
া হি ভক্তিমন্ত্যশ্চ ত্যক্তাত্মানশ্চ মৎকৃতে ॥ ১৭
ত্বা বিষ্ণুবচনং ব্রহ্মা লোকগুরুঃ প্রভুঃ।
কান্ সন্তানকান্ নাম যাস্যন্তীমে সমাগতাঃ ॥ ১৮
তির্য্যগ্গতং কিঞ্চিন্মামেবমনুচিন্তয়ৎ।
াণাংস্ত্যক্ষ্যতি ভক্ত্যা তৎ সন্তানেষু নিবৎস্যতি ॥ ১৯
র্ব্বৈর্ব্রহ্মগুণৈর্যুক্তে ব্রহ্মলোকাদনন্তরে।
রাশ্চ স্বিকাং যোনিমৃক্ষাশ্চৈব তথা যযুঃ ॥ ২০
ভ্যা বিনিঃসৃতাঃ সর্ব্বে সুরেভ্যঃ সুরসম্ভবাঃ।
প্রবিবিশে চৈব সুগ্রীবঃ সূর্য্যমণ্ডলম্ ॥ ২১
তাং সর্ব্বদেবানাং স্বান্ পিতৃন্ প্রতিপেদিরে।
ক্তবতি দেবেশে গোপ্রতারমুপাগতাঃ ॥ ২২
জরে সরয্বাং সর্ব্বে হর্ষপূর্ণাশ্রুবিক্লবাঃ।
গাহাপ্সু যো যো বৈ প্রাণাংস্ত্যক্ত্বা প্রহৃষ্টবৎ ॥ ২৩
বং দেহমুৎসৃজ্য বিমানং সোহধ্যরোহত।
গ্যোনিগতানাঞ্চ শতানি সরযূজলম্ ॥ ২৪

সম্প্রাপ্য ত্রিদিবং জগ্মুঃ প্রভাস্বরবপুংষি তু।
দিব্যাদিব্যেন বপুষা দেবা দীপ্তা ইবাভবন্ ॥ ২৫
গত্বা তু সরযূতোয়ং স্থাবরাণি চরাণি চ।
প্রাপ্য তত্তোয়বিক্লেদং দেবলোকমুপাগমন্ ॥ ২৬
তস্মিন্ যেঽপি সমাপন্না ঋক্ষবানররাক্ষসাঃ।
তেঽপি স্বর্গং প্রবিবিশুর্দেহান্নিক্ষিপ্য চাম্ভসি ॥ ২৭
ততঃ সমাগতান্ সর্ব্বান্ স্থাপ্য লোকগুরুর্দিবি।
হৃষ্টৈঃ প্রমুদিতৈর্দেবৈর্জগাম ত্রিদিবং মহৎ ॥ ২৮

ইত্যুত্তরকাণ্ডে ত্রয়োবিংশত্যধিকশততমঃ সর্গঃ ॥ ১২৩।

হান্ "সাধুবাদ" সমুত্থিত হইল। তৎপরে মহাত্মা বিষ্ণু, পিতামহ ব্রহ্মাকে বলিলেন,—"সুব্রত! জনসমূহের সকলেই যশস্বী। ইহারা আমার ও স্নেহবশতই দেহত্যাগ করিয়া আমার সহিত সিয়াছে; সুতরাং ইহাদের সকলকেই যথাযোগ্য কে স্থাপন করা আপনার উচিত হইতেছে।"—১৭। বিষ্ণুর কথা শুনিয়া লোকগুরু প্রভু ব্রহ্মা লেন,—"আপনার সহিত সমাগত প্রাণিগণ সন্তা-নামক লোকে বাস করিবে। কিম্বা। তির্য্যগ্-তীয় কোন প্রাণীও যদি ভক্তিপূর্ব্বক আপনাকে া করিয়া দেহত্যাগ করে, তাহা হইলে তাহারও লোকতুল্য সন্তানকনামক লোকে গতি হইবে।" দেব পিতামহ এই কথা বলিলে, সকলেই আনন্দ-পরিপূরিতলোচনে সরযূর সেই গোপ্রতার-নামক মহাতীর্থে প্রবেশ করিল। তখন দেবাংশ হতে উৎপন্ন বানর এবং ঋক্ষগণ যে যে দেবতা হইতে জন্ম লইয়াছিল, সেই সেই দেবযোনি প্রাপ্ত ল। বানররাজ সুগ্রীব, দেবগণের সমক্ষেই সূর্য্য-মণ্ডলে প্রবেশপূর্ব্বক তাঁহার পিতৃগণকে পাইলেন।—২১। তখন সমাগত প্রাণিগণের মধ্যে যাহারা চিত্তে সরযূজলে স্নান করিয়া দেহত্যাগ করিল, হারা সকলেই নরদেহ পরিত্যাগপূর্ব্বক দেবরথে রোহণ করিল। অসংখ্য তির্য্যক্জাতীয় প্রাণী সরযূসলিলে অবগাহনপূর্ব্বক উজ্জ্বলদেহধারী হইয়া সুরপুরে গমন করিল এবং তথায় নিজ নিজ দিব্যদেহ পাইয়া দীপ্তিশালী দেবতাগণের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল। তথাকার স্থাবর জঙ্গম প্রভৃতি সমস্ত প্রাণীই তখন সেই সরযূসলিল স্পর্শ করিয়াই স্বর্গে চলিয়া গেল। এমন কি, ঋক্ষ, বানর এবং রাক্ষস প্রভৃতি যে সকল প্রাণী তথায় আসিয়াছিল, তৎকালে তাহারা সকলেই সেই সরযূসলিলে নিজ নিজ দেহ ত্যাগ করিয়া স্বর্গে গেল। পরে লোকগুরু পিতামহ ব্রহ্মাও সেই প্রাণিগণকে যথাযোগ্য স্থান প্রদান করিয়া প্রীত এবং প্রমোদিত দেবগণকে সঙ্গে লইয়া আপন লোকে প্রস্থান করিলেন। ২২—২৮।

চতুর্ব্বিংশত্যধিকশততমঃ সর্গঃ।

এতাবদেতদাখ্যানং সোত্তরং ব্রহ্মপূজিতম্।
রামায়ণমিতি খ্যাতং মুখ্যং বাল্মীকিনা কৃতম্।
ততঃ প্রতিষ্ঠিতো বিষ্ণুঃ স্বর্গলোকে যথা পুরা।
যেন ব্যাপ্তমিদং সর্ব্বং ত্রৈলোক্যং সচরাচরম্ ॥ ২
ততো দেবাঃ সগন্ধর্ব্বাঃ সিদ্ধাশ্চ পরমর্ষয়ঃ।
নিত্যং শৃণ্বন্তি সংহৃষ্টাঃ কাব্যং রামায়ণং দিবি ॥ ৩
ইদমাখ্যানমায়ুষ্যং সৌভাগ্যং পাপনাশনম্।
অপুত্রো লভতে পুত্রমধনো লভতে ধনম্।

চতুর্ব্বিংশত্যধিকশততম সর্গ।

মহামুনি বাল্মীকিবিরচিত উত্তরকাণ্ডযুক্ত এই অত্যুত্তম উপাখ্যান—রামায়ণ নামে প্রসিদ্ধ; স্বয়ং পিতামহ ব্রহ্মা এই রামায়ণের পূজা করিয়াছেন। স্বর্গধামে দেবগণ, গন্ধর্ব্বগণ, সিদ্ধগণ এবং ব্রহ্মর্ষিগণ সদানন্দচিত্তে সর্ব্বদা এই রামায়ণ-কথা শুনিয়া থাকেন। এই রামায়ণ-নামক উপাখ্যান শুনিলে পরমায়ু বৃদ্ধি

রামায়ণং বেদসমং শ্রাদ্ধেষু শ্রাবয়েদ্বুধঃ ॥ ৪
সর্ব্বপাপৈঃ প্রমুচ্যেত পাদমপ্যস্য যঃ পঠেৎ ॥ ৫
পাপান্যপি চ যঃ কুর্য্যাদহন্যহনি মানবঃ।
পঠত্যেকমপি শ্লোকং স পাপাৎ পরিমুচ্যতে ॥ ৬
বাচকায় চ দাতব্যং বস্ত্রং ধেনুর্হিরণ্যকম্।
বাচকে পরিতুষ্টে তু তুষ্টাঃ স্যুঃ সর্ব্বদেবতাঃ ॥ ৭
এতদাখ্যানমায়ুষ্যং পঠন্ রামায়ণং নরঃ।
সপুত্রপৌত্রো লোকেঽস্মিন্ প্রেত্য চেহ মহীয়তে ॥ ৮
রামায়ণং গোবিসর্গে মধ্যাহ্নে বা সমাহিতঃ।
সায়াহ্নে বাপরাহ্নে চ বাচয়ন্নাবসীদতি ॥ ৯
অযোধ্যাপি পুরী রম্যা শূন্যা বর্ষগণান্ বহূন্।
ঋষভং প্রাপ্য রাজানং নিবাসমুপযাস্যতি ॥ ১০
এতদাখ্যানমায়ুষ্যং সভবিষ্যং সহোত্তরম্।
কৃতবান্ প্রচেতসঃ পুত্রস্তদ্ব্রহ্মাপ্যন্বমন্যত ॥ ১১

ইত্যুত্তরকাণ্ডে চতুর্ব্বিংশত্যধিকশততমঃ সর্গঃ ॥ ১২৪ ॥

হয়, ইহা শুনিলে লোকে সৌভাগ্যশালী হয় এবং এই রামায়ণ বেদের ন্যায় লোকের পাপ ক্ষয় করে, সুতরাং পণ্ডিতগণ শ্রাদ্ধকালে রামায়ণ পাঠ করিয়া সকলকে শুনাইবেন। এই রামায়ণ পাঠ করিলে, পুত্রহীন ব্যক্তি পুত্র এবং ধনহীন ব্যক্তি ধন লাভ করিবে; এমন কি, যে ব্যক্তি ইহার একপাদমাত্রও পড়িবে, সেই ব্যক্তিও সর্ব্বপ্রকার পাপ হইতে বিমুক্ত হইবে। ১—৫। যে প্রতিদিন পাপকার্য্য করিয়া থাকে, সে ইহার একটী মাত্র শ্লোক পড়িলেও সেই পাপ হইতে বিমুক্ত হইবে। পাঠক পরিতুষ্ট হইলে দেবগণ প্রীত হন, সুতরাং রামায়ণপাঠককে বস্ত্র, সুবর্ণ এবং ধেনু দান করা কর্ত্তব্য। এই আয়ুর্বর্দ্ধক রামায়ণ উপাখ্যান পড়িলে ইহকালে এবং পরকালে পুত্রপৌত্রাদির সহিত সুখলাভ করিবে। পূর্ব্বাহ্ণ, মধ্যাহ্ন, অপরাহ্ণ, বা সন্ধ্যাকালে একাগ্রমনে এই রামায়ণ পড়িলে কখনই অবসন্ন হইবে না। শ্রীরামচন্দ্রের স্বর্গারোহণের পর মনোহরা অযোধ্যাপুরী বহু বৎসর পর্য্যন্ত শূন্যা থাকিয়া ঋষভ রাজার রাজত্বকালে পুনরায় জনপূর্ণ হইবে। প্রচেতো-নন্দন বাল্মীকি, ভবিষ্য এবং উত্তরের সহিত এই আয়ুর্বর্দ্ধক উপাখ্যান-রচনা করেন; তৎপরে পিতামহ ব্রহ্মা ইহা অনুমোদন করেন ॥ ৬—১১ ॥

অথ রামায়ণবিধানম্।

রামায়ণে শ্রুতে দদ্যাদ্রথং হেমময়ং সুধীঃ।
চতুর্ভির্বাজিভির্যুক্তং তথা ক্ষৌমপতাকয়া।
রত্নৈশ্চ বিবিধৈর্যুক্তং কিঙ্কিণীনাদনাদিতম্ ॥ ১
সম্পাদিতে রথে রম্যে ধেনুং দদ্যাৎ পয়স্বিনীম্।
ব্রাহ্মণান্ ভোজয়েৎ পশ্চাচ্ছতমষ্টোত্তরং সুধীঃ ॥ ২
এবং কৃতে বিধানে চ মহাকাব্যং ফলপ্রদম্।
রামায়ণং ভবেন্নূনং নাত্র কার্য্যা বিচারণা ॥ ৩
ইতি রামায়ণবিধানম্।

অথ রামায়ণশ্রবণবিধিঃ।

শ্রুত্বা রামায়ণং পুণ্যং দদ্যাদ্বাচকায় দক্ষিণাম্।
সুবর্ণং ধেনুসংযুক্তং বাসাংসি বিবিধানি চ ॥১
কর্ণয়োঃ কুণ্ডলে দদ্যাদঙ্গুরীয়কমেব চ।
শয্যাসনং তথা ছত্রমুপানৎ করকং তথা ॥ ২
ভূমিদানং তথান্নস্য দানং তাম্বূলমেব চ।
ভক্ষ্যং ভোজ্যঞ্চ বিবিধং লেহ্যং চোষ্যং সহস্রিমৎ ॥ ৩
অশ্বমেধসহস্রস্য বাজপেয়শতস্য চ।
লভতে শ্রবণাদেবাধ্যায়স্যৈকস্য মানবঃ ॥ ৪
প্রয়াগাদ্যানি তীর্থানি গঙ্গাদ্যাঃ সরিতস্তথা।

রামায়ণ-বিধান।

বিদ্বান্ ব্যক্তি রামায়ণ শুনিয়া ক্ষৌমপতাকা-শোভিত নানারত্নখচিত কিঙ্কিণী-নিনাদিত এবং চারিটী ঘোটকসংযুক্ত সুবর্ণময় রমণীয় রথ এবং পয়স্বিনী গাভী দান করিবেন। তৎপরে একশত আটজন ব্রাহ্মণকে পরিতোষরূপে ভোজন করাইবেন। এইরূপ নিয়মে এই রামায়ণ মহাকাব্য শুনিলে নিশ্চয়ই বাঞ্ছিতফল লাভ হইবে, তদ্বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। ১—৩।

রামায়ণ-শ্রবণবিধি।

এই পবিত্র রামায়ণ শুনিয়া পাঠককে স্বর্ণ দক্ষিণা, ধেনু, নানারূপ বসন, কর্ণযুগলে কুণ্ডল, অঙ্গুরীয়ক, শয্যা, আসন, ছত্র, পাদুকা, কমণ্ডলু, ভূমি, অন্ন, তাম্বূল এবং চর্ব্ব্যচোষ্য প্রভৃতি বিবিধ মহামূল্য খাদ্য-দ্রব্য দান করিবে। সহস্র অশ্বমেধ এবং শত বাজ-পেয় যজ্ঞ করিলে যে ফল প্রাপ্ত হয়, রামায়ণের একটী মাত্র অধ্যায় শুনিলেই সেই ফল লাভ হইবে। ১—৪।

যথাদাণ্ডারণ্যানি কুরুক্ষেত্রাদিকান্যপি।
ানি তেন লোকেঽস্মিন্ যেন রামায়ণং শ্রুতম্॥ ৫
ন্তারং কুরুক্ষেত্রে গ্রস্তে ভানৌ প্রযচ্ছতি।
রামায়ণং লোকে শৃণোতি সম এব সঃ॥ ৬
ক্ শ্রদ্ধাসমাযুক্তো লভতে রাঘবীং কথাম্।
াপাপাৎ প্রমুচ্যেত বিষ্ণুলোকং স গচ্ছতি॥ ৭
দিকাব্যমিদং সর্ব্বং পুরা বাল্মীকিনা কৃতম্।
শৃণোতি সদা ভক্ত্যা স গচ্ছেদ্বৈষ্ণবীং গতিম্॥ ৮
দারাশ্চ বর্দ্ধন্তে সম্পদঃ সন্ততিস্তথা।
্যমেতদ্বিদিত্বা তু শ্রোতব্যং নিয়তাত্মভিঃ॥ ৯

ইতি রামায়ণশ্রবণবিধিঃ।

াদি নদী এবং প্রয়াগাদি তীর্থে স্নান এবং নৈমিষ
ৃতি পবিত্র অরণ্য এবং কুরুক্ষেত্রাদি পবিত্র ক্ষেত্রে
ণ করিলে যে ফল লাভ হয়, রামায়ণ শুনিলে সেই
ল ফল লাভ হইয়া থাকে। ইহলোকে যে ব্যক্তি
ক্ষেত্রে সূর্য্যগ্রহণকালে প্রচুর স্বর্ণ দান করিয়াছে
ং যে ব্যক্তি রামায়ণ শুনিয়াছে, তাহারা উভয়েই
্য ফল পাইয়া থাকে। যে ব্যক্তি পরম শ্রদ্ধার
ত এই রামকথা শ্রবণ করে, সে সকল পাপ
ত বিমুক্ত হইয়া বিষ্ণুলোকে যাইয়া থাকে। যে
ক্ত ভক্তিপূর্ব্বক মহর্ষি বাল্মীকি-বিরচিত এই
দিকাব্য রামায়ণ শুনিবে, সে বিষ্ণুলোক প্রাপ্ত হইবে
ং তাহার সম্পদ্ ও স্ত্রীপুত্রাদি সন্ততি-সকল পরি-
বর্দ্ধিত হইবে; সুতরাং সংযতভাবে এবং সত্যজ্ঞানে
শ্রবণ করা উচিত। ৫—৯।

রামং রামানুজং সীতাং ভরতং ভরতানুজম্।
সুগ্রীবং বায়ুসূনুঞ্চ প্রণমামি পুনঃপুনঃ॥ ১

যত্র যত্র রঘুনাথকীর্ত্তনং
তত্র তত্র কৃতমস্তকাঞ্জলিম্।
বাষ্পবারিপরিপূর্ণলোচনং
মারুতিং নমত রাক্ষসান্তকম্॥ ২

রামায় রামভদ্রায় রামচন্দ্রায় বেধসে।
রঘুনাথায় নাথায় সীতায়াঃ পতয়ে নমঃ॥ ৩
মঙ্গলং লেখকানাঞ্চ পাঠকানাঞ্চ মঙ্গলম্।
শ্রোতৄণাং মঙ্গলঞ্চৈব ভূমৌ ভূপতিমঙ্গলম্॥ ৪

শ্রীরামচন্দ্র সীতা, লক্ষ্মণ, ভরত, শত্রুঘ্ন, সুগ্রীব
এবং পবননন্দনকে পুনঃপুনঃ প্রণাম করি। যে যে
স্থানে রামকথা কীর্ত্তন হয় সেই সেই স্থানে যিনি
করযোগে অশ্রুপূর্ণলোচনে অবস্থান করেন, সেই রাক্ষস-
বিনাশী পবননন্দন হনুমানকে প্রণাম করি। সর্ব্ব-
শক্তিমান্, রামভদ্র, রামচন্দ্র, রঘুনাথ, সীতানাথ,
জগন্নাথ রামকে প্রণাম করি। এই পৃথিবীতে রামায়ণ-
লেখক, রামায়ণপাঠক, রামায়ণ-শ্রোতা এবং যে
রাজ্যে রামায়ণ থাকে, সেই রাজ্যের রাজা,—সকলেরই
মঙ্গল হইয়া থাকে। ১—৪।

শাকে শূন্যশশাঙ্কশঙ্করবদনক্ষৌণীপ্রমাণে শুভমাসাদ্যে জগতং নিরীক্ষ্য তরণিং সন্তাপভূম্যি ক্ষিতেঃ।
তৎসোথ্যায় তথা তমঃ শমায়িতুং বক্তোদয়াদ্বেরসৌ রাবাচ্যামৃতৈকভূমিকুলগাদ্রামায়ণাখ্যা বিধুঃ॥

সমাপ্তমিদং সপ্তকাণ্ডময়ং রামায়ণম্।